Approved by the D. P. I., **Bengal, Bihar** and **Assam** as a Reference Book and Prize & Library Books (vide Cal. Gazette, 7th May, 1940).

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

আশুতোষ দেব

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

সংশোধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ
মহালয়া
১৩৬১

মূল্য কুড়ি টাকা

মুদ্রাক
শ্রীনী
বি,
২২
কলি

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

ভূমিকা

মানুষের ইতিহাস আজ নূতন করিয়া লেখা হইতেছে। আজিকার ঐতিহাসিকের প্রচণ্ড সুবিধা, তাঁহার চোখের সামনে পাঁচ হাজার বছরের দেশে-দেশে বিক্ষিপ্ত সভ্যতার কাহিনী একজায়গায় একত্রিত হইয়া একটি বিরাট দীপশিখার মতন জ্বলিতেছে। সেই দীপশিখার আলোকে আজ আমরা মানুষের সাধনাকে নূতন রূপে দেখিতেছি, নূতন করিয়া সমস্ত জিনিসকে বিচার করিয়া দেখিতে শিখিতেছি।

আজ আমরা তাই নিঃসংশয়ে জানি, যে-কোন জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থায়ী গৌরবের বস্তু হইল তাহার সাহিত্য। জাতির উন্নতির, জাতির ঐশ্বর্য্যের, জাতির সভ্যতার একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় পরিচয় হইল তাহার সাহিত্যে। জাতির সমস্ত সাধনা একমাত্র তাহার সাহিত্যে বাঁচিয়া থাকে, জাতির চলমান জীবনের শত-পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহার সাহিত্যেই বাঁচিয়া থাকে অপরিবর্ত্তনীয় তাহার অমর-সত্তা। শত রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে ইংলণ্ড অমর হইয়া থাকিবে তাহার সাহিত্যে···আমরা বাঙ্গালী, আমাদের পরম গর্ব্ব, শত পরিবর্ত্তন [illegible] শত [illegible] হাহাকারের মধ্যে বাঙ্গালীর নামকে অমর করিয়া রাখিবে বাঙ্গালা-স[illegible], বাঙ্গালীর অন্তরের অপরিবর্ত্তনীয় পরিচয় অনন্তকালের জন্যে [illegible]াকিয়া [illegible]াহার সাহিত্যে।

সাহি[illegible] এই কীর্ত্তি নির্ভর করে সাহিত্য-স্রষ্টাদের উপর। ভাষার সাহায্যে তাঁহারা সৃজন করেন সুরের, ভাবের ইন্দ্রজাল। ভাষা হইল তাঁহাদের একমাত্র উপাদান, যাহার দ্বারা তাঁহারা গড়িয়া তোলেন অমরত্বের সৌধ। কিন্তু তাঁহাদের এই কীর্ত্তির আড়ালে একদল নীরব সাধক নিঃশব্দে অতি কঠোর সাধনা করেন, তাঁহাদের এই নীরব সাধনা হইল প্রত্যেক সাহিত্যের, প্রত্যেক ভাষার শক্তির প্রধান ভাণ্ডার। এই নীরব সাধকের দল হইলেন অভিধানকারেরা।

আজ যে সব ভাষা জগতের সভ্য ভাষারূপে পরিগণিত, তাহাদের ইতিহাস পড়িতে গেলেই আমরা দেখিতে পাইব, সেই ভাষার অভিধানকারেরা যথাসময়ে

না আসিলে সেই সেই ভাষার সাহিত্য কখনই উন্নত হইত না। অভিধানকারের নিঃশব্দে নীরবে সারা জীবন ধরিয়া সাধনা করিয়া নিজেদের ভাষার নূতন ও পুরাতন সমস্ত শব্দকে একত্র সঞ্চয়ন করিয়া রাখেন, সেই সব শব্দের উচ্চারণ, চেহারা ও অর্থকে অপচয় ও বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করেন,—চাষী যেমন সযত্নে তাঁহার গোলাঘরে মাঠ হইতে শস্য কাটিয়া, শুকাইয়া, ঝাড়িয়া বাছিয়া তুলিয়া রাখেন বলিয়া জাতির শস্যভাণ্ডার ও ঐশ্বর্য্য বাড়িতে পারে, অভিধান-কারেরাও তেমনি একান্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে একটি একটি করিয়া শব্দকে চয়ন করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখেন বলিয়া জাতির ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে তাই তাহার অভিধানের একান্ত সংযোগ। ইংরেজ-শাসনের গোড়ার যুগে যখন প্রথম বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের জন্ম হয়, তখন নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে গিয়া শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীরা সব চেয়ে বড় বাধা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা হইল দেশী ভাষার অভিধানের অভাব। সেইদিন হইতে আমাদের ভাষায় অভিধান-গঠনের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়ে। একান্ত দুঃখের বিষয়, বহুদিন পর্য্যন্ত আমাদের ভাষায় একটি নির্ভরযোগ্য সকল দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ অভিধান গড়িয়া উঠে নাই। সেই বিরাট অভাব পরিপূরণ করিবার জন্যই বহু বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে এই 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান' গঠিত হয়।

আজ ইংরেজীভাষা-ভাষী জগতে চেম্বার্স ও ওয়েবস্টার ইংরেজী ভাষার একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড অভিধান গড়িয়া তুলিয়াছেন, সমগ্র সভ্য জগতে আজ তাঁহাদের নাম সুপরিচিত। চেম্বার্স ও ওয়েবস্টার অভিধান-গঠনে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, অভিধান-গঠনের সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুশীলন করিয়াই এই 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান' রচিত হইয়াছে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক সভ্য ভাষার শব্দ-সম্পাড়... থাকে। ভাষাতত্ত্ব লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা জানে...ত্যেক জাতির ভাষাগত শব্দের মধ্যে সেই জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহা...কাইয়া... থাকে। বাঙ্গালা ভাষার শব্দ আলোচনা করিয়া আজ ঐতিহাসিকে...া বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের নূতন মালমশলা আবিষ্কার করিতেছেন। বাঙ্গালী তাহার জন্মের পর হইতে যে-যে বিশিষ্ট জাতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই সব জাতির ভাষা হইতে বহু শব্দ সে আহরণ করিয়াছে এবং এখনও পর্য্যন্ত সে-আহরণ-কার্য্য চলিতেছে। উহাই হইল জীবিত ভাষার প্রাণের লক্ষণ।

সেই জন্য প্রথম সংস্করণের পর আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে-সব নূতন শব্দ আসিয়াছে, বর্ত্তমান সংস্করণে তাহাদেরও আহরণ করিয়া একত্র করা হইয়াছে।

এই 'নূতন বাঙ্গালা অভিধানে'র আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা অভিধানের সঙ্গে এনসাইক্লোপিডিয়া অর্থাৎ বিশ্ব-জ্ঞানের কোষ। প্রত্যেক

কৈফিয়ৎ

বর্ণানুক্রম

এই অভিধানের সর্ব্বত্র স্বরবর্ণের পরেই ং, ঃ, ँ এবং তাহার পর ব্যঞ্জনবর্ণ-গুলি যথাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইভাবে 'আঁশ' বসিয়াছে 'আক' শব্দের বহু পূর্ব্বে, কিন্তু 'আশ' শব্দ বসিয়াছে 'আক' হইতে অনেক পরে। বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ 'ব' ও বর্গীয় 'ব'-এর পৃথক্ রূপ নাই এবং উচ্চারণ-পার্থক্যও বিশেষ নাই। এই জন্য এবং অভিধান-সঙ্কলনের সুবিধার জন্য অন্তঃস্থ 'ব'কে বর্গীয় 'ব'-এর সহিত একত্র করা হইয়াছে।

শব্দ নির্ব্বাচন ও সন্নিবেশন প্রণালী

এই অভিধানে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দ, নাটকাদিতে প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ, কবিতায় প্রযুক্ত শব্দ, প্রাচীন কবিদের ব্যবহৃত শব্দ, বৈষ্ণব-পদাবলীর শব্দ এবং বাঙ্গালায় প্রচলিত সংস্কৃত, ইংরাজী, আর্বী, ফার্সী ও অন্যান্য বৈদেশিক শব্দ স্থান পাইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ, দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও সঙ্গীত শাস্ত্র প্রভৃতির পারিভাষিক শব্দগুলিকে উদাহরণাদির সাহায্যে যথাসম্ভব বিশদ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাচীন কবি-প্রযুক্ত শব্দে শব্দার্থের পর বন্ধনীমধ্যে সহপ্রযুক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টির নিবেশন দ্বারা উহাদের অর্থ বিশদ করা হইয়াছে।

এই অভিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য—ইহাতে বাঙ্গালা বাগ্বিধির (idiom) অনুযায়ী বিশেষার্থ-বাচক শব্দ-সমষ্টির (phrase) সংযোজন। প্রথম শব্দটির সহিতই বর্ণানুক্রমে এইরূপ শব্দ-সমষ্টিকে নিবেশিত করা হইয়াছে, তবে স্থানে স্থানে ক্রিয়াটিকে বা অন্য কোন শব্দ-বিশেষকে প্রধান ধরিয়া তাহার সঙ্গে উক্তরূপ শব্দ-সমষ্টিকে যোজনা করা হইয়াছে। সচরাচর প্রযুক্ত সমাসবদ্ধ শব্দসমূহের যথাসম্ভব সঙ্কলন করা হইয়াছে। অনেক শব্দ অন্য শব্দের সহিত অর্থ, ব্যুৎপত্তি, পদ এবং লিঙ্গ প্রভৃতিতে একরূপ হওয়ায়, এইরূপ শব্দকে

উন্নত য়ুরোপীয় ভাষায় আজ বিশ্বের তাবৎ প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা লইয়া এন্‌সাইক্লোপিডিয়া রচিত হইয়াছে। আজকে মানুষকে সাধারণভাবে শিক্ষিত হইতে হইলে, বিশ্বের বহু বিচিত্র জ্ঞান-ভাণ্ডারের সংবাদ রাখিতেই হয়। সেই জ্ঞান-ভাণ্ডারের সংকলন হইল এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। দুঃখের বিষয়, একমাত্র বহু খণ্ডে বিভক্ত বিরাটদেহ বিশ্ব-কোষ ছাড়া বাঙ্গালা-ভাষায় তেমন কোন এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নাই। বিশ্ব-কোষ বহুদিন হইল অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেই জন্য এই **নূতন বাঙ্গালা অভিধানে যথাপরিমিত স্থানের মধ্যে বিশ্বের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়েরও সংযোগ করিয়া বাঙ্গালার শিক্ষা-জগতের এক নিদারুণ অভাব পরিপূরিত করা হইয়াছে। একসঙ্গে অভিধান ও এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই।** আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালা-শিক্ষার জগতে এই 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান' একটা চিরস্মরণীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'নূতন বাঙ্গালা অভিধান'-এর সঙ্কলন-কার্য্যে যাঁহাদের নিকট হইতে আমরা উপদেশ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছি—

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শ্রীরাজশেখর বসু

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

অন্যটির সহিত স্থাপন করা হইয়াছে এবং যথাস্থানে ঐ শব্দটি বসাইয়া, অন্য শব্দটির উল্লেখপূর্ব্বক 'দ্রঃ' (দ্রষ্টব্য) এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেমন—

ধ্বংস, ধ্বংসন—নাশ ; হানি ; পতন ; উচ্ছেদ, খণ্ডন ; গমন। ধ্বন্‌স্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব।

* * * * *

ধ্বংসন—'ধ্বংস' দ্রঃ।

কোন কোন স্থলে এইরূপ শব্দকে একত্র নিবেশিত না করিয়াও একটির সহিত অন্যটির উল্লেখমাত্র করিয়া বন্ধনীমধ্যে 'তাহা দ্রঃ' এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেমন—

আশংসিতা (-সিতৃ)—আকাঙ্ক্ষাকারী, ইচ্ছুক ; কথয়িতা। আ—শন্‌স্‌+তৃচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –সিত্রী।

আশংসী (-সিন্‌)—আশংসিতা (তাহা দ্রঃ)। আ—শন্‌স্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী–সিনী।

মূল শব্দগুলির সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্ত্তিত বানান প্রদত্ত হইয়াছে। ইন্‌, বিন্‌, মৎ ও বৎ প্রভৃতি ভাগান্ত শব্দগুলির পুংলিঙ্গ প্রথমা বিভক্তির একবচনে যে রূপ হয় তাহা দিয়া তৎসঙ্গে বন্ধনী-মধ্যে মূল রূপটি (crude form) দেওয়া হইয়াছে। শব্দার্থে সেমিকোলন (;) দ্বারা বিভিন্ন অর্থের, কমা দ্বারা একই অর্থবাচক বিভিন্ন শব্দের এবং ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা ব্যাকরণগত পার্থক্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যাধীন অর্থগুলির মধ্যে ব্যাকরণগত কোন সাধারণ বিষয় থাকিলে পরবর্ত্তী সংখ্যার শেষে তাহা দেওয়া হইয়াছে। যেমন—

ছাদ—১। চাল, ছাত, ঘরের আচ্ছাদন। ছদ্‌+ঘঞ্‌ করণবা।
২। আচ্ছাদিত করণ। ছদ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

এখানে প্রথম অর্থেও শব্দটি বিশেষ্য এবং পুংলিঙ্গ—ইহাই বুঝাইতেছে।

দুইটি একত্র নিবেশিত শব্দের প্রত্যয় বা লিঙ্গাদির পার্থক্য কমা দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। শব্দগুলির সহিত এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যয়, পদ বা লিঙ্গ যথাক্রমে গ্রহণ করিতে হইবে। অনেক স্থলে অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য বন্ধনীমধ্যে ড্যাস (—) চিহ্নের সহিত সহপ্রযুক্ত শব্দটি দেওয়া হইয়াছে। ড্যাস চিহ্নের স্থানে মূল শব্দটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন—'কেন্দ্র' শব্দে 'শাসন—', 'নির্ব্বাচন—', 'শিক্ষা—' ও 'বাণিজ্য—' দ্বারা 'শাসনকেন্দ্র', 'নির্ব্বাচনকেন্দ্র', 'শিক্ষাকেন্দ্র' ও 'বাণিজ্যকেন্দ্র' বুঝাইতেছে।

ব্যুৎপত্তি

বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাণিনি-ব্যাকরণই প্রচলিত; সেইজন্য তৎসম শব্দগুলি সাধন করিতে এই অভিধানে পাণিনিরই অনুসরণ করা হইয়াছে। তবে, যে সকল প্রত্যয় আদেশপ্রাপ্ত অর্থাৎ রূপান্তরিত হয়, তাহাদের আদিষ্ট রূপগুলিই দেওয়া হইয়াছে। এই অভিধানে প্রযুক্ত আদিষ্ট প্রত্যয়গুলির পাণিনীয় রূপ নিম্নের তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

কৃৎ

এই অভিধানে	পাণিনিমতে
ক্তি	ক্তিন্
ণক	ণ্বুল্
অক (ষ্বন্)	ষ্বুন্
অক (বুঞ্)	বুঞ্
অনট্	ল্যুট্
অন	ল্যু, যুচ্

তদ্ধিত

এই অভিধানে	পাণিনিমতে	এই অভিধানে	পাণিনিমতে
আপ্ (স্ত্রী-প্রত্যয়)	টাপ্, ডাপ্	ঈপ্ (স্ত্রী-প্রত্যয়)	ঙীপ্, ঙীষ্
আয়ন	ফক্, ফঞ্	ইয়	ঘ
এয়	ঢক্, ঢঞ্	ইক	ঠক্, ঠঞ্
ঈন (খঞ্)	খঞ্	ইক (ঠন্)	ঠন্
ঈন	খ	ইমন্	ইমনিচ্
অক	বুন্	তর	তরপ্
ঈয়	ছ, ছণ্	ঈয়স্	ঈয়সুন্

পাণিনির প্রত্যয়সমূহের মধ্যে যে সকল ইৎ বর্ণ আছে, তাহাদের কয়েকটির ফল এবং শব্দগঠনের দুই একটি নিয়ম পাঠকদের জ্ঞাত থাকিলে শব্দগঠনে এবং শব্দের শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচারে তাঁহাদের সুবিধা হইবে ; সেইজন্য পাণিনি-ব্যাকরণের কতকগুলি বিধি-নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ট, ষ, উ ও ঋ ইৎ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ হয়।

২। ড ইৎ প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিক বা ধাতুর টি-ভাগের (অন্ত্যস্বরাদি বর্ণসমূহের) এবং বিংশতি শব্দের তি-ভাগের লোপ হয়।

৩। ক, ঙ ও গ ইৎ কৃৎপ্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর উপধা লঘুস্বরের যে গুণ হইবার কথা, তাহা হয় না।

৪। পাণিনীয় ধাতু-পাঠে যে সকল ধাতুতে ই-কার থাকাতে ন-আগম হয় (যেমন দশি=দন্‌শ্‌), ক ও ঙ ইৎ প্রত্যয় হইলে তাহাদের ঐ ন-কারের লোপ হয়।

৫। ক ও ঙ ইৎ প্রত্যয় হইলে হন্‌-স্থানে ঘ্ন হয়।

৬। ঞ ও ণ ইৎ প্রত্যয় হইলে হন্‌ ধাতুর হ-স্থানে ঘ হয়, সকল ধাতুর অন্ত্য স্বরের এবং জন্‌ ও ব্যধ্‌ ভিন্ন ধাতুর উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়।

৭। গ্রহ্‌, জ্যা, ব্যয়্‌, ব্যধ্‌, প্রচ্ছ্‌, ভ্রস্‌জ্‌, বচ্‌, স্বপ্‌ ও যজ্‌ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর পর ক ইৎ প্রত্যয় হইলে তাহাদের সম্প্রসারণ-স্থানীয় বর্ণগুলির সম্প্রসারণ (য-স্থানে ই, ব-স্থানে উ এবং র-স্থানে ঋ) হয়।

৮। অমন্ত এবং ঘট্‌, ব্যথ্‌, জন্‌ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর পর ণ ও ঞ ইৎ প্রত্যয় হইলেও তাহাদের উপধা অ-কারের বৃদ্ধি হয় না।

৯। ঘ ও ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অজ্‌, ব্রজ্‌ ও ক-বর্গাদি ধাতু ভিন্ন ধাতুর চ-স্থানে ক ও জ-স্থানে গ হয়।

১০। খ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অ-কারান্ত উপপদের পরে এবং অরুস্‌ ও দ্বিষৎ এই উপপদদ্বয়ের স ও ৎ-স্থানে ম্‌ হয়।

১১। প ইৎ কৃৎ হইলে হ্রস্ব স্বরান্ত ধাতুর পরে ত আগম হয়।

১২। ঞ, ণ ও ক ইৎ তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়। অনুশতিক প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের এবং হৃৎ, ভগ ও সিন্ধু ভাগান্ত শব্দের উভয় পদেরই আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়।

১৩। সংখ্যাবাচক শব্দের পর যদি সংবৎসর, বর্ষ এবং অন্য সংখ্যাবাচক শব্দ সমাসবদ্ধ থাকে এবং তাহার পরে যদি ক, ণ ও ঞ ইৎ তদ্ধিত-প্রত্যয় হয়, তবে তাহাদের পরপদের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ভবিষ্যদর্থে বিহিত প্রত্যয়-যোগে 'বর্ষ' শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি না হইয়া পূর্ব্বের সংখ্যাবাচক শব্দটিরই আদি-স্বরের বৃদ্ধি হয়।

১৪। তদ্ধিত প্রত্যয়ের স্বর ও য পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের অন্ত্য উ-কারের লোপ হয়।

১৫। তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে ন-কারান্ত প্রাতিপদিকের 'টি'র লোপ হয়।

১৬। ট ও খ (ঈন) প্রত্যয় পরে থাকিলে অহন্‌ শব্দের 'টি'র লোপ হয়।

১৭। স্ত্রী-প্রত্যয়ের ঈ ও তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের অন্ত্য ই-বর্ণ এবং অ-বর্ণের লোপ হয়।

১৮। ঢ (এয়), অণ্‌, অঞ্‌, যঞ্‌, দ্বয়সচ্‌, দঘ্নচ্‌, মাত্রচ্‌, তয়প্‌, ঠক্‌ (ইক), ঠঞ্‌ (ইক), কঞ্‌ ও ক্বরপ্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌ হয়।

১৯। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কার যুক্ত হইলে শব্দের অন্তস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের য-কারের লোপ হয়।

এই সূত্রগুলি পাণিনিসূত্রানুযায়ী হইলেও সবগুলি পাণিনিসূত্রের অবিকল অনুবাদ নহে। এই অভিধানের প্রয়োজনানুসারে দুই এক স্থলে সূত্রের অংশমাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সংক্ষেপের জন্য স্থলবিশেষে একাধিক সূত্রের মর্ম্ম নিবদ্ধ হইয়াছে।

তৎসম শব্দগুলির সমাস সম্বন্ধে যথাসম্ভব পাণিনিরই অনুসরণ করা হইয়াছে, তবে যে-সকল স্থলে বাঙ্গালা বাগ্বিধিতে সংস্কৃতের অনুযায়ী ব্যাসবাক্য হয় না, সে সকল স্থলে পাণিনির সূত্র ছাড়িয়া বাঙ্গালা বাক্য অনুযায়ী সমাসের নামকরণ করা হইয়াছে। যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় একটি ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেগুলিকে সেই অর্থে 'বাং প্র' (বাংলা প্রয়োগ) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আবার অনেক অজ্ঞাতমূলক শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে। তন্মধ্যে অনেক দেশজ শব্দও আছে। সেই সকল শব্দকেও 'বাং প্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৈদেশিক শব্দগুলির যথাসম্ভব মূলনির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। যেমন—আর্বী, ফার্সী ইত্যাদি। ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি 'প্রাঃ কবিপ্র' (প্রাচীন কবিপ্রয়োগ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপভ্রষ্ট শব্দগুলির যথাসম্ভব মূল নির্ণয় করা হইয়াছে।

চরিতাবলী

এই অংশে পৃথিবীর প্রাচীন এবং আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার, উপন্যাসকার, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ভাস্কর, চিত্রকর, রাজনীতিবিদ্, রাষ্ট্র-নায়ক, ব্যায়ামবীর প্রভৃতির চরিত-কথা এবং দেশীয় ও বৈদেশিক পুরাণের চরিতাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিচয়

এই অংশে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনার সারমর্ম্ম সন্নিবেশ করিয়া তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যের যথাসম্ভব পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিবিধ জ্ঞাতব্য

এই অংশকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) সাধারণ ও (২) ভূকোষ। 'সাধারণ' ভাগে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ, বিজ্ঞানাবিষ্কৃত পদার্থসমূহ, পৃথিবীর বিচিত্র বস্তু, ঘটনা এবং পৌরাণিক কাহিনী-সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে সংযোজিত হইয়াছে।

'ভূকোষ' ভাগে ভৌগোলিক বৃত্তান্তসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রবচন-সংগ্রহ

'প্রবচন' বলিতে আমরা সাধারণতঃ লোকমুখে প্রচলিত অলঙ্কারযুক্ত বাক্যগুলিকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এই অভিধানে বাঙ্গালা প্রবচন এবং বাঙ্গালায় প্রচলিত হিন্দী প্রবচনের সহিত এমন অনেক সংস্কৃত বাক্যাবলীর সন্নিবেশ করা হইয়াছে, যেগুলি ঠিক প্রবচন-সংজ্ঞায় পড়ে না ; তবে, সেগুলি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই উদ্ধৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত বাক্যগুলি কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের অর্থান্তর-ন্যাস-নিবদ্ধ শ্লোক হইতেই বেশী গ্রহণ করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্টে বাঙ্গালা ধাতু, বিপরীতার্থক শব্দ, এককাবলী, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালা বানানের নিয়ম, শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ, সরকারী কার্য্যে ব্যবহার্য্য পরিভাষা, ঘটনা-পঞ্জী এবং প্রুফ-সংশোধন-প্রণালী সংযোজিত করা হইয়াছে।

বহুকালের পরিশ্রমে সঙ্কলিত এই অভিধানখানি দ্বারা বঙ্গভাষার আলোচনাকারিগণ এবং বঙ্গভাষা-শিক্ষার্থিগণের অভীপ্সিত প্রয়োজন-নির্ব্বাহ হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এইরূপ বিরাট কার্য্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি অপরিহার্য্য। সহৃদয় পাঠকগণ এই ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দ্দেশ করিলে পরবর্ত্তী সংস্করণের জন্য তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি—

কলিকাতা,
স্বাধীনতা দিবস,
১৩৬১

বিনীত
প্রকাশক

সূচীপত্র

বিস্তারিত সূচী নির্দ্দেশ

['চরিতাবলী', 'সাহিত্য-পরিচয়' ও 'বিবিধ জ্ঞাতব্য']

—চরিতাবলী—

[এইরূপ প্রায় দুই সহস্র প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবন-কথা এই অভিধানে স্থান পাইয়াছে।]

সাহিত্য-পরিচয়

[এইরূপ সহস্রাধিক পুস্তকের পরিচয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।]

বিবিধ জ্ঞাতব্য

(১) সাধারণ

(২) ভূকোষ

[এইরূপ প্রায় দুই সহস্র সাধারণ ও ভৌগোলিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।]

অভিধানে ব্যবহৃত সঙ্কেতাবলী

[শব্দাংশ]

অধিবা	…	অধিকরণবাচ্য	পুং	…	পুংলিঙ্গ
অপাবা	…	অপাদানবাচ্য	প্রাঃ কবিপ্র	…	প্রাচীন-কবিপ্রয়োগ
অব্য	…	অব্যয়	প্রাদে	..	প্রাদেশিক
অব্যয়ী	…	অব্যয়ীভাব	বহুব্রী	…	বহুব্রীহি
ইং	…	ইংরাজী	বাং প্র	…	বাংলা প্রয়োগ
উপতৎ	…	উপপদতৎপুরুষ	বি	…	বিশেষ্য
কবিপ্র	…	কবিপ্রয়োগ	বিণ	…	বিশেষণ
করণবা	…	করণবাচ্য	ভাববা	…	ভাববাচ্য
কর্ত্তৃবা	…	কর্ত্তৃবাচ্য	ভাবে	…	ভাবার্থে
কর্ম্মধা	…	কর্ম্মধারয়	মধ্যপ কর্ম্মধা	…	মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়
কর্ম্মবা	…	কর্ম্মবাচ্য	সম্প্রবা	…	সম্প্রদানবাচ্য
ক্রি	…	ক্রিয়া	সর্ব্ব	…	সর্ব্বনাম
ক্রি-বিণ	…	ক্রিয়ার বিশেষণ	স্ত্রী	…	স্ত্রীলিঙ্গ
ক্লীব	…	ক্লীবলিঙ্গ	২য়াতৎ	…	দ্বিতীয়াতৎপুরুষ
খৃঃ (বা খ্রীঃ)	…	খৃষ্টাব্দ (বা খ্রীষ্টাব্দ)	৩য়াতৎ	…	তৃতীয়াতৎপুরুষ
খৃঃ পূঃ (বা খ্রীঃ পূঃ)	…	খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ (বা খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ)	৪র্থীতৎ	…	চতুর্থীতৎপুরুষ
ত্রি	…	ত্রিলিঙ্গ	৫মীতৎ	…	পঞ্চমীতৎপুরুষ
দ্বন্দ্ব	…	দ্বন্দ্ব সমাস	৬ষ্ঠীতৎ	…	ষষ্ঠীতৎপুরুষ
নঞ্তৎ	…	নঞ্তৎপুরুষ	৭মীতৎ	…	সপ্তমীতৎপুরুষ

[চরিতাবলী]

অগ্নি	…	অগ্নিপুরাণ	ব্রহ্মবৈ	..	ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ
অথ	…	অথর্ব্ববেদ	ভাগ	…	শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ
ঈশ	…	ঈশোপনিষৎ	ভারত	…	মহাভারত
ঋক্	…	ঋগ্বেদ	রাম	…	রামায়ণ
কঠ	…	কঠোপনিষৎ	লিঙ্গ	…	লিঙ্গপুরাণ
কল্কি	…	কল্কিপুরাণ	শিব	…	শিবপুরাণ
কূর্ম্ম	…	কূর্ম্মপুরাণ	সং	…	সংহিতা
গ্রীক পুঃ	…	গ্রীকপুরাণ	হরি	…	হরিবংশ
বিষ্ণু	…	বিষ্ণুপুরাণ			

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

[অ]

অ—১। বাঙ্গালা বর্ণমালার আদ্যস্বর, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার,—(১) লঘু ('অদ্বৈত'), (২) গুরু বা স্পষ্ট ('অপর'), (৩) লঘুতর বা অর্দ্ধব্যক্ত ও-কারের ন্যায় ('রজনী' শব্দে জ-যুক্ত অ), (৪) পূর্ণব্যক্ত ও-কারের মত ('অনুরোধ') এবং (৫) গ্রস্ত ('পাঁচ জন লোক'—এখানে 'চ', 'ন' ও 'ক'-এর উচ্চারণ গ্রস্ত)। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে, অ-কার প্রধানতঃ তিন প্রকার—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেকে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে তিন প্রকার অর্থাৎ মোট নয় প্রকার। উক্ত নয় প্রকারের প্রত্যেকে অনুনাসিক ও অননুনাসিকভেদে দুই প্রকার অর্থাৎ অ-কারের প্রকারসংখ্যা মোট আঠার। ২। জগৎপালক বিষ্ণু। অব্ (রক্ষণে, পালনে) +ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। ব্রহ্ম ("অ-কার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে"—ভারতচন্দ্র)। ৪। খেদ, অনুকম্পা; সম্বোধন। প্রাঃ বাং। অব্য। ৫। নঞ্ সমাসে নঞ্-স্থানে যে অ হয়, নঞেরই ন্যায় তাহার ছয়টি অর্থ হয়: যথা, (১) অভাব: যেমন, অ-বৃষ্টি, বৃষ্টির অভাব; (২) তদন্যত্ব: যেমন, অব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অন্য-কোন জাতি; (৩) তদল্পতা: যেমন, অবোধ, অল্পবুদ্ধি ("অবোধে বুঝাব কত, বোধ নাহি মানে"—প্রবাদ); (৪) অপ্রাশস্ত্য: যেমন, অ-কার্য্য, অপ্রশস্ত বা কুৎসিত কার্য্য; (৫) বিরোধ: যেমন, অশাস্ত্রীয়, শাস্ত্র-বিরোধী এবং (৬) তৎসাদৃশ্য: এই অর্থে 'অ'-এর প্রয়োগ বাঙ্গালায় বিরল; সংস্কৃতে 'অব্রাহ্মণ' ব্রাহ্মণ-সদৃশ অন্য-কোন জাতি অর্থে প্রযুক্ত হয়। নঞের প্রয়োগ স্বার্থেও হয়; যেমন, কূপার=সমুদ্র, অকূপার=সমুদ্র। [সমাসে ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে নঞ্-স্থানে অ, এবং স্বরবর্ণ পরে নঞ্-স্থানে অন্ হয়; সুতরাং এই অন্ ও পূর্ব্বোক্ত অ সমার্থক; যেমন, ন+অভিপ্রেত, অনভিপ্রেত]। ৬। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'এ', 'ও', 'য়' এবং 'হ'র স্থানে 'অ'র ব্যবহার দেখা যায় ('এখন'-স্থলে 'অখন', 'রাখিও'-স্থলে 'রাখিঅ', 'নায়ক'-স্থলে 'নাঅক', 'হইতে'-স্থলে 'অইতে')। ৭। প্রাচীন বাঙ্গালায় কথার মাত্রাস্বরূপ ('তুঅ', 'কেঅ')। ৮। বাঙ্গালায় আধিক্য অর্থে শব্দের পূর্ব্বে যুক্ত (অঘোর, অপর্য্যাপ্ত)। ৯। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'গ', 'চ', 'জ' প্রভৃতি কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণ-স্থলে 'অ'কারের প্রয়োগ দেখা যায় ('গগন'-স্থলে 'গঅন', 'লোচন'-স্থলে 'লোঅন', 'গজবর'-স্থলে 'গঅবর')।

অই—১। সম্মুখে, দূরে বা অদূরে স্থিত; নির্দ্দিষ্ট; উল্লিখিত। সর্ব্ব; বিণ। ইহা সংস্কৃত অদস্-শব্দোৎপন্ন "অমী" শব্দের অপভ্রংশ; প্রাচীন কবিদিগের রচনায় "অই" শব্দের পরিবর্ত্তে "উহ" শব্দের ব্যবহার আছে ("উহ সঙ্গে ভামিনি, দমকে দামিনি"—শিবরাম) [>"ঐ" বা "ওই"]। ২। স্মরণ দোষ ভয় ইত্যাদি-সূচক। অব্য।

অইছন—ঐরূপ, ঐপ্রকার ("অইছন বচন কহল যব কান"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অইছে—ঐরূপে, ঐরকমে ("অইছে করবি যৈছে বৈরি না হাসই"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

অইন—ছোট গাছ; মত্স্যবিশেষ। প্রাদে। বি।

অইল—অম্লকুচির গাছ (চামড়া পরিষ্কার করিতে, রঙ করিতে ও নরম করিতে ইহার কষের প্রয়োজন হয়)। প্রাদে। বি।

অঋণী (-ণিন্)—ঋণশূন্য, ঋণরহিত, ঋণ-মুক্ত, যাহার কোনরূপ ঋণ নাই বা যে ঋণ পরিশোধ করিয়াছে এমন। ঋণ+ইন্ (আছে ইহার এই অর্থে)=ঋণিন্ (ঋণী); ন ঋণী, নঞ্ তৎ। [সংস্কৃতমতে অনৃণী এবং বহুব্রীহি সমাস দ্বারা অনৃণ পদও হয়।] বিণ। স্ত্রী,—ণিনী।

অও—এবং, আর। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অওঘর্ষণ—গানের স্বরের ঐক্য। 'অবঘর্ষণ'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

অওধ—অবনত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অওব—অবগত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অওরা, অউরা—সুলভ, সস্তা। প্রাদে। বিণ।

অওরো—অবতরণ; অষ্টম স্বর হইতে ক্রমশঃ নিম্ন স্বরে অবতরণ। 'অবরোহ'-শব্দজ। প্রাদে। বি। [বি।

অংকাল—আঁকোড় গাছ। 'অঙ্কোল'-শব্দজ।

অংরূপিণী—সূক্ষ্মরূপবিশিষ্টা, বিন্দুরূপা। অংরূপ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অংশ—১। ভাগ, খণ্ড; স্থান; অঙ্গ বা অবয়ব; (গণিত) ভগ্নাংশ; (জ্যামিতি) পৃথিবীর বা যে কোন বৃত্তের পরিধির তিনশত ষাটি ভাগের এক ভাগ; (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের ত্রিংশৎ ভাগের এক ভাগ; এক রাশির নবম ভাগের এক ভাগ; বিষয় বা সম্বন্ধ ("কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে"); ভগবানের

অংশ, অবতার ("সেই ত অংশের কহি অবতার নাম"—চৈতন্যচরিতামৃত); দেবতার তেজ বা প্রভাব (ইন্দ্রের অংশে জাত)। অন্‌শ্ (ভাগ করা)+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। বিভাজন বা বণ্টন; নির্দ্দেশ। অন্‌শ্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। স্কন্ধ, কাঁধ। অম্+শ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অংশক—১। জ্ঞাতি; বণ্টনকারী। অন্‌শ্ (ভাগ করা)+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী—অংশিকা। ২। অল্পভাগ; খণ্ড; দিন; (গণিত) লগারিদ্‌মের দশমিকাংশ (mantissa). অন্‌শ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

অংশকূট, অংসকূট—খণ্ডস্কন্ধস্থিত উন্নত মাংসপিণ্ড, ষাঁড়ের ঝুঁটি, ককুৎ। অংশস্থিত, অংসস্থিত কূট, মধ্যপ কর্ম্মধা; বা অংশের, অংসের কূট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব। [কূট=শিখর]।

অংশগত—১। খণ্ডসম্বন্ধীয়, কোন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অংশকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। ২। বিভাগ দ্বারা প্রাপ্ত, দায়াধিকারভুক্ত, এক এক জনের ভাগে যাহা পড়ে এইরূপ। অংশ দ্বারা গত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অংশগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—দায়াদ, জ্ঞাতি, অংশীদার, শরিক। অংশ (ভাগ) গ্রহণ করে যে, উপতৎ; অংশ-গ্রহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

অংশতঃ (-তস্), **অংশত**—আংশিকভাবে, কিয়ৎপরিমাণে, কতকটা। অংশ+তস্। অব্য (কচিৎ বিসর্গ-লোপ)।

অংশন—১। খণ্ড খণ্ড করণ, বিভাগ করণ। অন্‌শ্+অনট্ ভাববা। ২। খণ্ড, ভাগ। অন্‌শ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অংশনীয়—খণ্ড করণের যোগ্য, যাহা ভাগ করিতে পারা যায় বা করা উচিত এরূপ। অন্‌শ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অংশপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—বিভাগপ্রার্থনাকারী; যে ভাগ চায় এমন। অংশের প্রার্থী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—প্রার্থিনী।

অংশফলকাস্থি—অংসফলকাস্থি (তাহা দ্রঃ)।

অংশবান্ (-বৎ)—ভাগপ্রাপ্ত, ভাগযুক্ত। অংশ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

অংশভাক্ (-ভাজ্)—অংশীদার; উত্তরাধিকারী। অংশ ভজনা করে যে, উপতৎ; অংশ—ভজ্+ণ্বি কর্ত্তৃবা। বিণ।

অংশভাগী (-ভাগিন্)—যে ভাগ গ্রহণ করে বা ভাগ পাইবার যোগ্য এরূপ; জ্ঞাতি, শরিক। অংশ ভজনা করে যে সে, উপতৎ; অংশ—ভজ্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—ভাগিনী।

অংশভার—কাঁধের বোঝা; দায়িত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অংশমান—১। ভাগকারী, যে ভাগ করিতেছে এরূপ। অন্‌শ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা (অংশয়মান-স্থলে বাং প্র)। বিণ। ২। অংশের পরিমাণ; অংশ কত তাহার স্থিরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অংশল—১। ভাগগ্রহণকারী, অংশী। উপতৎ; অংশ—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্ত্তৃবা। ২। স্থূলস্কন্ধ, বৃষস্কন্ধ; বলবান্। অংশ (স্কন্ধ, অর্থাৎ স্থূলস্কন্ধ, অর্থাৎ বল)+ল আছে এই অর্থে। বিণ।

অংশহর, অংশহারী (-হারিন্)—ভাগহরণকারী, ভাগগ্রহণকারী, অংশী; দায়াদ, জ্ঞাতি। অংশ হরণ করে যে, উপতৎ; অংশ—হৃ+অচ্,—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হরা,—হারিণী।

অংশা-অংশি—অংশাংশি (তাহা দ্রঃ)।

অংশাংশ—১। পৃথক্ পৃথক্ ভাগ। অংশ ও অংশ, দ্বন্দ্ব। ২। ভাগের ভাগ; কলা। অংশের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অংশাংশি—১। উচিতমত ভাগ করণ, যথাযোগ্য ভাগানুরূপ বণ্টন। 'অংশা-অংশি'র দ্রুত উচ্চারিত রূপ। দ্বিরুক্ত শব্দ। বি। ২। যোগ্য-ভাগানুসারে (যেমন, অংশাংশি অর্থাৎ যোগ্য-ভাগানুসারে এত টাকা পাওয়া গিয়াছে)। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

অংশাদ—জ্ঞাতি; ভাগগ্রহণকারী। অংশ আদান (গ্রহণ) বা অদন (ভোজন) করে যে উপতৎ; অংশ—আ—দা+ক কর্ত্তৃবা; অথবা অংশ—অদ্ (ভোজন করা)+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অংশান—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য হওয়া; নিজের অধিকার স্থাপিত হওয়া। ক্রি।

অংশান্তর—১। অন্য অংশ, অপর ভাগ। অন্য অংশ, নিত্য। ২। অংশসমূহের পার্থক্য; দুইটি অংশের (degree) ব্যবধান। অংশের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অংশিত—বিভক্ত, যাহা ভাগ করা হইয়াছে এরূপ। অন্‌শ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অংশিতা, অংশিত্ব—ভাগ থাকা, বিভাগাধিকার। অংশিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অংশী (অংশিন্)—ভাগের অধিকারী বা যোগ্য; ভাগী; অংশযুক্ত; অংশের আশ্রয় বা মূল ("কৃষ্ণ যদি অংশ হইত অংশী নারায়ণ"—চৈতন্যচরিত)। অংশ+ইন্ আছে এই অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—শিনী।

অংশীদার—ভাগী, ভাগ পাইবার অধিকারী; সম্পত্তি বা কারবারের অংশের মালিক; দায়াদ, জ্ঞাতি। অংশ+(বাং) দার আছে অর্থে, অন্ত্য অ-কারের স্থানে ঈ-কার হইয়াছে। বিণ বা বি। বি,—দারি।

অংশু—রশ্মি, কিরণ; ছটা; কান্তি; রুচি; বৃক্ষত্বগাদির সূক্ষ্ম তন্তু বা আঁশ; সূত্রাদির সূক্ষ্ম অংশ; সূর্য্য; বস্ত্র; বেগ। অশ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+উ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অংশুক—বস্ত্র; শুক্ল বস্ত্র; উত্তরীয় বস্ত্র; সূক্ষ্ম বস্ত্র ("চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য"—শকুন্তলা)। যাহা সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা দীপ্তি পায়, উপতৎ; অংশু (সূত্রাদির সূক্ষ্ম তন্তু)—কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

অংশুকায়—যাহাদের শরীর হইতে রশ্মি স্ফুরিত হয় এরূপ প্রাণী; যেমন, প্রবাল-কীট, তারা-মৎস্য (starfish) প্রভৃতি। অংশু কায়ে আছে যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

অংশুজাল—রশ্মিমালা, কিরণসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অংশুধর—১। সূর্য্য, আকাশস্থিত জ্যোতিষ্মণ্ডল; সূর্য্যবংশীয় সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ। বি; পুং। ২। কিরণধারী, জ্যোতির্ম্ময়। অংশুর ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অংশুপট্ট—সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র, সরু রেশমী কাপড়, পাতলা তসর গরদ প্রভৃতি। অংশু (সূক্ষ্মসূত্র)-নির্ম্মিত পট্ট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অংশুপতি—কিরণমালী, সূর্য্য। অংশু-সমূহের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অংশুবাণ—সূর্য্য। অংশু হইয়াছে বাণ (শর) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অংশুভর্ত্তা (-ভর্ত্তৃ), **-ভর্ত্তা**—সূর্য্য। অংশুর ভর্ত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অংশুমৎ—'অংশুমান্' দ্রঃ।

অংশুমতী—১। শালপর্ণী, শালপাণী গাছ। বি; স্ত্রী। ২। কিরণবিশিষ্টা, জ্যোতির্ম্ময়ী। অংশু+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অংশুমৎফলা—কদলী বৃক্ষ, কলা গাছ। অংশুমৎ অর্থাৎ দীপ্তবর্ণ ফল আছে যাহার সে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

অংশুমান্ (-মৎ)—১। কিরণবিশিষ্ট, জ্যোতির্ম্ময়, উজ্জ্বল। বিণ। স্ত্রী,—মতী। ২। সূর্য্য। অংশু+মতুপ্ আছে অর্থে। ৩। সূর্য্যবংশীয় সগর রাজার পৌত্র ও অসমঞ্জের পুত্র। বি; পুং।

অংশুমালা—কিরণসমূহ, রশ্মিসকল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অংশুমালী (-মালিন্)—১। কিরণবিশিষ্ট, তেজোময়। বিণ। স্ত্রী,—মালিনী। ২। সূর্য্য, কিরণমালী। অংশুমালা+ইন্ আছে অর্থে। ৩। দ্বাদশ সংখ্যা [আদিত্য বা সূর্য্য দ্বাদশাত্মক বলিয়া সূর্য্যবাচক শব্দে দ্বাদশ সংখ্যা বুঝায়]। বি; পুং।

অংশুল—কিরণময়, জ্যোতিষ্মান্, প্রভাময়, উজ্জ্বল। অংশু অর্থাৎ কিরণ+ল আছে অর্থে। বিণ।

অংশুশিরালদেহ—(প্রাণিবিদ্যা) যাহা-

দের শরীরের শিরাসমূহ এক মূল হইতে চতুর্দ্দিকে রশ্মিচ্ছটাবৎ প্রসারিত হয় তাহারা, অর্থাৎ পুরুভুজ প্রভৃতি (Radiata). অংশুসদৃশ শিরা, মধ্যপ কর্ম্মধা; তদ্বিশিষ্ট এই অর্থে অংশুশিরা+ল; অংশুশিরাল দেহ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অংশুহস্ত—সূর্য্য। অংশু হইয়াছে হস্ত অর্থাৎ রসাদি আকর্ষণ করিবার করণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অংশ্যমান—বিভজ্যমান, যাহা অংশ করা হইতেছে এরূপ। অন্শ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

অংস—১। স্কন্ধ, কাঁধ; স্কন্ধদ্বয়ের অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত স্নায়ুবিশিষ্ট স্থান। অম্ (রুগ্ণ হওয়া)+স কর্ত্তৃবা, যাহা ভারবহনাদি দ্বারা পীড়িত হয় এই অর্থে; অথবা অন্স্ (বিভাগ করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা, যাহা দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে এই অর্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ২। বন্টন, বিভাগ; খণ্ড। অন্স্ (ভাগ করা)+ঘঞ্ ভাববা, কর্ম্মবা। বি; পুং।

অংসকূট—'অংশকূট' দ্রঃ।

অংসত্র—স্কন্ধরক্ষক বর্ম্মবিশেষ। অংসকে (স্কন্ধকে) ত্রাণ করে যাহা, উপতৎ; অংস—ত্রৈ বা ত্রা (রক্ষা করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

অংসফলক, অংসফলকাস্থি—(শারীরবিদ্যা) স্কন্ধাস্থি, হস্তচালনাকালে স্কন্ধপৃষ্ঠে যে দুইখানি ত্রিকোণ অস্থি সঞ্চালিত হয় তাহা, স্কন্ধপৃষ্ঠস্থ ত্রিকোণাকার অস্থিদ্বয় (scapula). অংসের ফলক, ৬ষ্ঠীতৎ বা অংসস্থিত ফলক, মধ্যপ কর্ম্মধা; অংসফলক নামক অস্থি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অংসভার—স্কন্ধস্থাপিত গুরুদ্রব্য, কাঁধের বোঝা। অংসধৃত ভার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অংসল—স্থূলস্কন্ধ, অর্থাৎ বলবান্। অংস (স্কন্ধ, অর্থাৎ স্থূল স্কন্ধ, অর্থাৎ বল)+ল আছে অর্থে। বিণ।

অংস্বরূপা—বিন্দুরূপা, সূক্ষ্মরূপিণী ('—মহামায়া')। অং (সূক্ষ্ম) স্বরূপ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অংহঃ (অংহস্), **অংহ**—পাপ, পাতক, দুরিত; স্বধর্ম্মবর্জ্জন। অন্হ্ (গমন করা)+অস্ করণবা, যদ্দ্বারা (নরকে) গমন করা যায় এই অর্থে। বি; ক্লীব।

অংহ্রি—পাদ, চরণ; বৃক্ষমূল; (সংস্কৃত কবিতার) চতুর্থাংশ। অন্হ্ (গমন করা)+ক্রি করণবা, যদ্দ্বারা গমন করা (বা চলা) যায় এই অর্থে। বি; পুং।

অংহ্রিপ—পাদপ, গাছ। অংহ্রি অর্থাৎ মূল দ্বারা (রস) পান করে যে, উপতৎ; অংহ্রি—পা (পান করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অঁকোল—আঁকড় গাছ। 'অঙ্কোল'-শব্দজাত। বি।

অঁটা—হস্ত, হাত ("অঁটা ধরি উঠালেক বাদিয়ার পোকে"—শিবায়ন)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অঁতর—অন্তর, মন; ভিতর। 'অন্তর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অঁধার, অঁধিয়ার—আঁধার, অন্ধকারাবৃত। 'অন্ধকার'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অক—১। পাপ, দুঃখ। ক (অর্থাৎ সুখ) হইতে অন্যরূপ এই অর্থে, ন ক, নঞ্তৎ। বি; ক্লীব। ২। বক্রগতি, বাঁকাভাবে গমন। অক (বক্রগমন করা)+অপ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। এই স্থান। প্রাঃ কবিপ্র। ৪। মুসলমান পুরাণে কথিত বিশালকায় পক্ষিবিশেষ। তুর্কী শব্দ। বি।

অকচ—১। কেশহীন, নেড়া। ন (নাই) কচ (চুল) যাহার সে, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—চা। ২। কেতুগ্রহ। ন (নাই) কচ (কেশ, অর্থাৎ মস্তক) যাহার, বহুব্রী। [কেতুগ্রহ মস্তকহীন]। বি; পুং।

অকটকিনা—১। বাঁধাবাঁধি-নিয়মহীনতা, কঠোর নিয়মপালনের অভাব। কটকিনার (কঠোর নিয়ম পালনের, ধরাবাঁধার) অভাব এই অর্থে, ন কটকিনা, নঞ্তৎ। বি। ২। অকঠিন; অকঠোর; অপ্রতিবন্ধক। 'অকঠিন'-শব্দজ। বিণ।

অকটবিকট—ভয়ে বিকৃত অঙ্গভঙ্গি বা ছট্‌ফট্। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অকটু—কটুস্বাদশূন্য, যাহা খাইতে ঝাল নহে এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অকঠিন—যাহা শক্ত নয় এরূপ, কঠিনতাবর্জ্জিত, কোমল। নঞ্তৎ। বিণ।

অকঠোর—সহজ; সুখবোধ্য; সরল; সদয়; অকষ্টকর; অকর্কশ; মৃদু। নঞ্তৎ। বিণ।

অকড়িয়া, অক'ড়ে—যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় নাই এরূপ, বিনা মূল্যে প্রাপ্ত; মূল্যহীন; কপর্দ্দকশূন্য, নিঃস্ব। ন কড়িয়া, ক'ড়ে (অর্থাৎ কড়ি বা মূল্য দ্বারা ক্রীত, বা অর্থসম্পন্ন), নঞ্তৎ। বিণ।

অকণ্টক—কণ্টকশূন্য; বিঘ্নহীন, নিরুপদ্রব; শত্রুশূন্য। ন (নাই) কণ্টক (কাঁটা, বা বিঘ্ন, বা শত্রু) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—অকণ্টকে।

অকণ্ঠস্থ—যাহা কণ্ঠে ধারণ করা হয় নাই; যাহা মুখস্থ হয় নাই এরূপ, অনায়ত্ত, অনভ্যস্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অকত্থন—নিরহঙ্কার, আত্মশ্লাঘাশূন্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অকথন—১। দুর্ব্বাক্য; না বলা। ন (অনুচিত বা না) কথন (কথা বা কথা বলা), নঞ্তৎ। বি; ক্লীব। ২। অবক্তব্য, অকথ্য। অনুচিত কথন (কথা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকথনীয়—যাহা বলা অনুচিত এরূপ; যাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না এরূপ; অনির্ব্বচনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অকথা—নিন্দনীয় বাক্য, কুবাক্য, কুৎসিত কথা, অশ্লীলবাক্য। ন (অপ্রশস্ত) কথা, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। **অকথা কুকথা**—গালাগালি।

অকথ্য—১। যাহা বলিতে লজ্জিত হইতে হয় এরূপ; অবক্তব্য, যাহা বলা উচিত নয় এরূপ; বাক্‌প্রকাশের বহির্ভূত, বাগতীত। বিণ। ২। দুর্ব্বাক্য; অশ্লীলবাক্য। নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অকনিষ্ঠ—১। যে কনিষ্ঠ নয় এরূপ, জ্যেষ্ঠ বা মধ্যম। নঞ্তৎ। ২। কনিষ্ঠরহিত, যাহার কনিষ্ঠ নাই এমন। ন (নাই) কনিষ্ঠ যাহার, বহুব্রী। ৩। কনিষ্ঠাঙ্গুলিহীন। ন (নাই) কনিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। ৪। পাপপরায়ণ, পাপী। বিণ। ৫। বুদ্ধদেব। অকে (পাপে বা বেদনিন্দারূপ গর্হিত কার্য্যে) নিষ্ঠা (আসক্তি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অকপট—১। চাতুরীশূন্য, ছলনাবর্জ্জিত, সরল, অমায়িক। নঞ্তৎ। বিণ। ক্রি-বিণ—অকপটে। ২। আর্জ্জব, সরলতা, অমায়িকতা। নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অকপটচিত্ত—সরলমনা, অমায়িকস্বভাব। অকপট চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকপটতা—চাতুরীহীনতা, অমায়িকতা, সরলতা। অকপট+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অকপটী (-টিন্)—প্রতারণাবিহীন, সরল। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী,—টিনী।

অকবজ—অনধিগত, অনায়ত্ত (আর্বী)। ন (নাই) কবজ (=আর্বী কব্‌জ্=অধিকার) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অকবি—অপকৃষ্ট কবি, কবিপ্রতিভাশূন্য; অরসিক। নঞ্তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অকমনীয়—অস্পৃহণীয়, অবাঞ্ছনীয়; অসুন্দর, কুৎসিত, বিশ্রী। নঞ্তৎ। বিণ।

অকম্প—১। স্পন্দনাভাব, নিঃস্পন্দতা, স্থিরতা। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। স্পন্দনহীন, নিঃস্পন্দ, যে কাঁপে না এমন। ন (নাই) কম্প যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকম্পন—১। স্পন্দনাভাব, নিঃস্পন্দতা। নঞ্তৎ। বি; ক্লীব। ২। কম্পনশূন্য, স্থির, অটল। ন (নাই) কম্পন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। (রামায়ণ) লঙ্কেশ্বর রাবণের একজন সেনাপতি। বি; পুং।

অকম্পিত—১। কম্পরহিত, স্থির, অটল। নঞ্তৎ। বিণ। ২। বৌদ্ধগণাধিপতিবিশেষ। বি; পুং।

অকম্প্র—অকম্পনশীল, স্থির, দৃঢ়, অটল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকর—হস্তহীন; শুল্কহীন; রাজস্বহীন, যাহার খাজনা দিতে হয় না, নিষ্কর; কিরণহীন। ন (নাই) কর (হস্ত, রাজস্ব, কিরণ বা শুল্ক) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকরণ—১। ক্রিয়াভাব, নিবৃত্তি। করণের অভাব এই অর্থে, ন করণ, নঞ্‌তৎ। ২। অপ্রশস্ত কর্ম্ম, নিন্দনীয় কার্য্য। অপ্রশস্ত করণ এই অর্থে, ন করণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ৩। ইন্দ্রিয়রহিত; ক্রিয়ারহিত, নিষ্ক্রিয়। বিণ। ৪। নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা। ন (নাই) করণ (ইন্দ্রিয় কার্য্য) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অকরণী—বর্গ ঘন ইত্যাদি মূলাকর্ষণকালে যাহার কোন ভাগশেষ অবশিষ্ট থাকে না এরূপ রাশি (Rational quantity) (অর্থাৎ যাহার মূল ভগ্নাংশবিহীন কোন পূর্ণ সংখ্যা এরূপ রাশি; যেমন, চারি, পঁচিশ, সাতাশ ইত্যাদি; ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন √এইরূপ। যথা,—√১৬=৪)। ন করণী, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অকরণীয়—যাহা করা উচিত নয় এরূপ, অকর্ত্তব্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অকরণীয় ঘর**—যে ঘরে (বংশে) বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন উচিত নহে তাহা।

অকরুণ—দয়াহীন, নিষ্ঠুর। ন (নাই) করুণা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকরুণা—১। দয়ার অভাব; নিষ্ঠুরতা। ন করুণা, নঞ্‌তৎ। ২। নির্দ্দয়া। অকরুণ +আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অকরোটি, -টী—(জীব-বিদ্যা) যাহাদের করোটি বা মাথার খুলি নাই এরূপ জন্তু (Acrania). ন (নাই) করোটি, করোটী যাহার, বহুব্রী। বি; পুং বা স্ত্রী বা বিণ।

অকর্কশ—অকঠোর, অপরুষ, মিষ্ট; কোমল, নরম; মৃদু; মসৃণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকর্ণ—কর্ণহীন; শ্রবণেন্দ্রিয়রহিত বধির; হালিশূন্য। ন (নাই) কর্ণ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অকর্ণধার—১। অযোগ্য নৌকাচালক, আনাড়ী মাঝি। ন (অপ্রশস্ত) কর্ণধার, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। কর্ণধারবিহীন, মাঝিশূন্য। ন (নাই) কর্ণধার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকর্ত্ত(র্ত)ন—১। কর্ত্তনহীন, যাহা কেহ কখনও কাটে নাই এরূপ। ন (নাই) কর্ত্তন (কাটাকাটি) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। না কাটা; কর্ত্তনাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অকর্ত্ত(র্ত)ব্য—করিবার পক্ষে অপ্রশস্ত, অনুচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকর্ত্তা (-র্ত্তৃ), -কর্তা—যে কার্য্যকারক নহে এরূপ ব্যক্তি; ক্রিয়াহীন ব্যক্তি, অনির্ম্মাতা; অপ্রধান। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অকর্ত্তৃ(র্তৃ)ক—কর্ত্তৃহীন, সুশৃঙ্খলতাশূন্য, বিশৃঙ্খল; স্বয়ংসিদ্ধ, যাহা সম্পন্ন হইতে কর্ত্তার সাহায্য আবশ্যক হয় না এরূপ। ন (নাই) কর্ত্তা যাহার, বহুব্রী, (ক-আগম)। বিণ।

অকর্ত্তৃ(র্তৃ)ত্ব—প্রভুত্বহীনতা, কর্ত্তৃত্বাভাব; কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অকর্দ্দ(র্দ)ম—কর্দ্দমহীন, কাদাশূন্য, নির্ম্মল। ন (নাই) কর্দ্দম যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), অকর্ম—১। নিন্দনীয় কার্য্য, কুকার্য্য; অপটুর হাতে নষ্ট কাজ। ন (অপ্রশস্ত) কর্ম্ম, নঞ্‌তৎ। ২। কর্ম্মাভাব, ক্রিয়াহীনতা; কর্ম্মত্যাগ। কর্ম্মের অভাব এই অর্থে, ন কর্ম্ম, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অকর্ম্ম(র্ম)ক—কার্য্যহীন, কর্ম্মের অযোগ্য; (ব্যাকরণ) কর্ম্মপদবিহীন (intransitive). ন (নাই) কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী, (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী—অকর্ম্মিকা।

অকর্ম্ম(র্ম)কৃৎ—১। কুকার্য্যকারী, দুর্ব্বৃত্ত। অকর্ম্ম করে যে, উপতৎ; অকর্ম্ম—কৃ+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। ২। নিষ্ক্রিয়, বেকার; অলস। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকর্ম্ম(র্ম)ঠ—কর্ম্মে অপটু; অকার্য্যতৎপর, দীর্ঘসূত্রী; অলস। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকর্ম্ম(র্ম)ণ্য—কর্ম্মাক্ষম, কার্য্যের অনুপযুক্ত; বিকল, অনুপযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকর্ম্ম(র্ম)ভোগ—১। কাহারও মন্দ কাজের ফল ভোগ। অকর্ম্মের ভোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জাগতিক দুঃখকষ্ট হইতে হিন্দুদের কাম্য মুক্তি। ন কর্ম্মভোগ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), -কর্মা—১। কার্য্য-শক্তিশূন্য, কার্য্যাক্ষম; অলস, কর্ম্মবিমুখ। ন (নাই) কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। ২। বিপরীত বা অপ্রশস্ত কার্য্যকারী। ন (অপ্রশস্ত) কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকর্ম্মা(র্মা)ন্বিত—১। কর্ম্মহীন, বেকার, যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত নাই এমন। নঞ্‌তৎ। ২। অকাজে রত; মন্দ কার্য্যে রত। অকর্ম্ম দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অকর্ম্মি(র্মি)ষ্ঠ—অকর্ম্মে নিরত; অকর্ম্মণ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকলঙ্ক(লংক)—১। কলঙ্কহীন; নির্ম্মল; পবিত্র; অনিন্দিত; শুভ্র; নিখুঁত; বেদাগ; নির্দ্দোষ। ন (নাই) কলঙ্ক যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। কলঙ্কের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অকলঙ্কি(লংকি)ত—অকলঙ্ক ১ (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকলঙ্কী (-ঙ্কিন্), -লংকী—অকলঙ্ক ১ (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্কিনী।

অকলুষ—১। পাপরহিত, নিষ্পাপ; নির্দ্দোষ; পবিত্র। ন (নাই) কলুষ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অপাপ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অকলুষিত—অকলুষ ১ (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকল্ক, অকল্কন—মলহীন; দম্ভহীন; নিষ্পাপ; কাইটশূন্য, শিটাশূন্য। ন (নাই) কল্ক, কল্কন যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অকল্কা—জ্যোৎস্না। ন (নাই) কল্ক (মলিনতা) যাহাতে, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অকল্পনা—মন্দ মতলব; অসঙ্গত চিন্তা; চিন্তার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অকল্পিত—অকাল্পনিক, প্রকৃত, অকৃত্রিম, অস্তিত্বশীল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকল্মষ—পাপশূন্য, নিষ্পাপ; নির্দ্দোষ; পবিত্র, সাধু; নির্ম্মল। ন (নাই) কল্মষ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অকল্য—অসুস্থ, রুগ্‌ণ, পীড়িত; অসমর্থ। ন কল্য (সুস্থ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকল্যাণ—১। অশুভ, অমঙ্গল। কল্যাণ হইতে অন্যরূপ এই অর্থে, ন কল্যাণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। শুভহীন। ন (নাই) কল্যাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকল্যাণকর—অমঙ্গলজনক, অশুভকর। অকল্যাণ করে যে, উপতৎ; অকল্যাণ—কৃ +ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী। অকল্যাণ-করী দিক্‌—পশ্চিম দিক্‌।

অকষায়—যাহা কষায় (ক'ষা)-স্বাদযুক্ত নহে এমন, কষায়ত্বহীন; সুস্বাদ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকষ্ট—১। কষ্টহীন, ক্লেশশূন্য। ন (নাই) কষ্ট যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ক্লেশাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অকষ্টকল্পনা—সহজ কল্পনা, অনায়াসরচিতা রচনা। ন কষ্টকল্পনা, নঞ্‌তৎ; অথবা অকষ্টা কল্পনা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। বিণ,—কল্পিত।

অকষ্টবদ্ধ—১। অপ্রতিকার্য্য দুঃখ বা বিপদ্‌; উভয়সঙ্কট; অত্যধিক দুঃখ বা সঙ্কট। বি। ২। অত্যন্ত বিপন্ন। ন (নাই) কষ্টবদ্ধ যাহা হইতে, বহুব্রী। বাং প্র। বিণ। বি, -বন্ধন।

অকসার—যখন-তখন, প্রায়ই, সকল সময়েই। আর্বী। ক্রি-বিণ।

অকস্মাৎ—অচিন্তিতপূর্ব্বরূপে, অতর্কিত ভাবে, হঠাৎ, সহসা, কোন কারণ ব্যতিরেকে। ন+কস্মাৎ [কাহা হইতে, কোন স্থান হইতে; (সং) কিম্‌+৫মী ১ব। অব্য।

অকা—কাণ্ডজ্ঞানহীন, বোকা, নির্ব্বোধ। 'অজ্ঞ'-শব্দজ (অজ্ঞ >অগা>অঘা >)। বিণ।

অকাজ—কুৎসিত কার্য্য, কুকার্য্য ; অনাবশ্যক কাজ, বৃথা কাজ (অপ্রশস্ত)। নঞ্‌তৎ। বি।

অকাটমূর্খ—অত্যন্ত নির্ব্বোধ, যাহাকে যুক্তিতর্ক দ্বারা কিছুতেই বুঝাইতে পারা যায় না। অকাট (>আকাট দ্রঃ) মূর্খ, সুপ্‌সুপা। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকাটা—আস্ত, যাহা কাটা হয় নাই এরূপ।

অকাট্য—যুক্তিতর্ক দ্বারা অখণ্ডনীয়, সুনিশ্চিত ; কাটিবার অযোগ্য। (বাং) কাট্‌ ধাতু+(সং) ণ্যৎ কর্ম্মবা=কাট্য (=কাটিবার বা খণ্ডনের যোগ্য) ; নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকাঠা—বাজে কাঠ, যে কাঠে কোন দীর্ঘস্থায়ী আসবাব তৈয়ারী করা যায় না তাহা। ন (অপ্রশস্ত) কাঠ (<কাষ্ঠ), নঞ্‌তৎ=অকাঠ ; তদুত্তরে তুচ্ছার্থে+আ। বি।

অকাঠিন্য—অকঠিনতা, কোমলতা, নম্রতা, অকর্কশতা, মৃদুতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অকাণ্ড—১। অসময়, অনবসর, অকাল ; অকস্মাৎ, হঠাৎ। ন (অনুপযুক্ত, অপ্রশস্ত) কাণ্ড (সময়), নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ("অকাণ্ড-যমদণ্ড ইব" অর্থাৎ অসময়সংঘটিত যমপীড়নের ন্যায়)। ২। কাণ্ডহীন, গুঁড়ি-শূন্য ; শরশূন্য। ন (নাই) কাণ্ড (গুঁড়ি ; শর) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। অনর্থ, বিপত্তি ("অকাণ্ড ঘটাইয়াছ")। ন (অপ্রশস্ত) কাণ্ড (ব্যাপার), নঞ্‌তৎ। বাং প্র। বি।

অকাণ্ডজাত—১। অসময়ে জাত, হঠাৎ উৎপন্ন। অকাণ্ডে (অসময়ে) জাত, ৭মীতৎ। ২। যাহা কাণ্ড (গাছের গুঁড়ি) হইতে জন্মে নাই এমন। কাণ্ড হইতে জাত, ৫মীতৎ ; ন কাণ্ডজাত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকাতর—দুঃখে অনভিভূত, অব্যাকুল, নিরুদ্বেগ, অসঙ্কোচ ; নির্ভীক। নঞ্‌তৎ। বিণ। ক্রি-বিণ—অকাতরে।

অকাপট্য—সারল্য, ছলনাশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অকাম—১। কামনাবর্জ্জিত, নিরভিলাষ ; ইন্দ্রিয়সুখপ্রবৃত্তিশূন্য। ন (নাই) কাম যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী—অকামা। ২। কামনা বা ইচ্ছার অভাব (অকামকৃত)। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ৩। অনাবশ্যক কাজ, কুকাজ। ন (অপকৃষ্ট) কাম (<কর্ম্ম), নঞ্‌তৎ। বি।

অকাম্মিক—সহসা, বিনা কারণে। 'অকস্মাৎ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অকামী (-মিন্)—অকাম (১) (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—মিনী।

অকামুক—কামভাববর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ; ভোগেচ্ছাশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকাম্য—অনভিলষণীয়, অস্পৃহণীয়, অভিলাষের অযোগ্য ; অকমনীয়, অসুন্দর, কুৎসিত, বিশ্রী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকায়—১। দেহশূন্য, কায়বর্জ্জিত, যাহার শরীর নাই এরূপ। বিণ। ২। পরমাত্মা, ব্রহ্ম (নিরাকার বলিয়া)। বি ; ক্লীব। ৩। কন্দর্প, অনঙ্গ, মন্মথ (কন্দর্প কেবল সঙ্কল্প দ্বারা মনেই জন্মে) ; রাহু (রাহু ছদ্মবেশে দেবগণের সহিত অমৃতপান আরম্ভ করিলে নারায়ণ ইহার মস্তক ছেদন করেন ; কিন্তু অমৃত কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গমন করায় রাহু শরীরবিহীন হইয়াও অমরতা লাভ করে। ইহার মস্তকাংশটি 'রাহু' নামে ও কণ্ঠ হইতে নিম্ন শরীর পর্য্যন্ত অংশটি 'কেতু' নামে কথিত হয়।—মহাভারত)। ন (নাই) কায় যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অকার—১। বর্ণমালার আদ্য স্বর। অ+কার স্বার্থে। ২। ব্রহ্ম। বি ; পুং। ৩। নিষ্কর্ম্মা, কর্ম্মশূন্য, কার্য্যরহিত। ন (নাই) কার (কার্য্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকারণ—১। অহেতুক, কারণহীন ; উদ্দেশ্য-বিহীন। ন (নাই) কারণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—অকারণে। ২। নিষ্প্রয়োজনে, হেতু বিনা, অনর্থক ভাবে। ন (নাই) কারণ যাহাতে, বহুব্রী, সেরূপে। ক্রি-বিণ।

অকারাদি—অকার হইতে আরব্ধ, অকার-প্রভৃতিক (বর্ণসমূহ) ; আদিতে অকার-বিশিষ্ট, যাহার আদিতে অ এই স্বরবর্ণ আছে এরূপ (শব্দ)। অকার আদিতে বা আদি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকারান্ত—যাহার শেষে অকার আছে এরূপ (শব্দ)। অকার অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকার্পণ্য—অকৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অকার্য্য(র্য)—১। কুৎসিত কর্ম্ম, কুকাজ ; কার্য্যাভাব। ন কার্য্য, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব। ২। অকরণীয়, করিবার অযোগ্য। ন কার্য্য (করণীয়), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকার্য্য(র্য)কর—১। অকর্ম্মকারক, যে কোন কার্য্য করে না এমন ; কর্ম্ম-প্রবৃত্তিশূন্য, অলস, অকেজো ; বৃথা, নিষ্ফল, যাহাতে কোন ফল হয় না এরূপ। ন কার্য্যকর, নঞ্‌তৎ। ২। কুৎসিত-কার্য্যকারী, দুষ্কর্ম্মা। অকার্য্য (কুকার্য্য) করে যে, উপতৎ ; অকার্য্য—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

অকার্য্য(র্য)কারক—অকার্য্যকর (তাহা দ্রঃ)। অকার্য্যের কারক, ৬ষ্ঠীতৎ, বা ন কার্য্যকারক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কারিকা।

অকার্য্য(র্য)কারী (-কারিন্)—অকার্য্যকর (তাহা দ্রঃ)। ন কার্য্যকারী, নঞ্‌তৎ ; বা অকার্য্য করে যে, উপতৎ ; অকার্য্য—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী। বি,—কারিতা।

অকার্য্য(র্য)ক্ষম—১। কুকর্ম্মা, মন্দ কার্য্যে নিপুণ, যে খারাপ কাজ করিতে পারে এমন। ন কার্য্য, নঞ্‌তৎ ; তাহাতে ক্ষম, ৭মীতৎ। ২। অনিপুণ, কার্য্য করিতে অসমর্থ। কার্য্যে ক্ষম, ৭মীতৎ ; ন কার্য্যক্ষম, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকার্য্য(র্য)চিন্তা—দুর্ভাবনা ; অসম্ভব ভাবনা, অনাবশ্যক চিন্তা। অকার্য্যের চিন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ,—চিন্তক।

অকাল—১। অপ্রশস্ত কাল ; অযোগ্য সময় ; (জ্যোতিষ) বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের বৃদ্ধাস্তবাল্য হেতু শুভকর্ম্মানুষ্ঠানপক্ষে অশুদ্ধ কাল ; মলমাসজনিত অশুদ্ধ কাল ; অপূর্ণ সময় ; আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্ব সময় ; দুর্ভিক্ষ (বাং প্র)। ন কাল (সময়), নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। অকৃষ্ণবর্ণ, কাল রঙ্‌ ভিন্ন অন্য রঙের। ন কাল (কৃষ্ণবর্ণ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকালকুষ্মাণ্ড—অসময়জাত কুমড়া (ফল) ; (ইহা দৈবকর্ম্মাদির পক্ষে অনুপযুক্ত, এজন্য) যে কোন কর্ম্মের অযোগ্য ব্যক্তি (তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত) ; সমাজ বা নিজ পরিবারের ক্ষতিকারী (ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী অকালে কুষ্মাণ্ডের ন্যায় একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। সেই মাংসপিণ্ড হইতে দুর্য্যোধনাদি শতপুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই শতপুত্র কুরুকুল বিনষ্ট করে।—মহাভারত। ইহা হইতে 'অকালকুষ্মাণ্ড' শব্দের প্রচলন হইয়াছে)। অকালজাত কুষ্মাণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অকালকুসুম—অসময়োদ্ভূত পুষ্প, অসময়-জাত ফুল ; অসম্ভব ব্যাপার। অকালজাত কুসুম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অকালজ—অসময়োদ্ভূত, অসময়ে জাত। অকালে জন্মিয়াছে যাহা এই বাক্যে উপতৎ ; অকাল—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

অকালজলদোদয়—অসময়ে মেঘের সঞ্চার ; কুজ্‌ঝটিকা, কুয়াসা। জলদের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ ; অকালে (অসময়ে) জলদোদয়, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অকালজাত—অকালজ (তাহা দ্রঃ)। অকালে জাত, ৭মীতৎ। বিণ।

অকালজ্ঞ—যাহার ঠিক সময় জানা নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকালপক্ক—অসময়ে পরিণতিপ্রাপ্ত, সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যাহা পাকিয়া উঠিয়াছে এরূপ ; (তিরস্কার অর্থে)—বৃদ্ধবৎ ব্যবহারকারী (বালক), এঁচোড়ে-পাকা (ছেলে)। অকালে পক্ক, ৭মীতৎ। বিণ।

অকালবর্ষণ, -বৃষ্টি—অসময়ে জলবর্ষণ, বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে বৃষ্টি। অকালে বর্ষণ, বৃষ্টি, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

অকাল-বার্দ্ধ(র্ধ)ক, -বার্দ্ধ(র্ধ)ক্য—অসময়ে উপস্থিত বৃদ্ধাবস্থা, রোগশোকাদি

হেতু যৌবনেই আগত বৃদ্ধত্ব। অকালাগত বার্দ্ধক, বার্দ্ধক্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অকালবৃষ্টি—'অকালবর্ষণ' দ্রঃ।

অকালবোধন—অসময়ে জাগরণ, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেওয়া ; শরৎকালে দুর্গাদেবীর পূজার জন্য তাঁহার নিদ্রাভঙ্গকরণ। [শরৎকাল (দক্ষিণায়ন) দেবতাদিগের নিদ্রার সময় ; কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অসময়েই দেবীপূজা করিতে বাধ্য হন, এজন্য অকালে অর্থাৎ শরৎকালে দেবীর বোধন করিতে হইয়াছিল]। অকালে বোধন (জাগরণ), ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

অকালমরণ, -মৃত্যু—অনুপযুক্ত সময়ে মরণ ; অল্পবয়সে মৃত্যু, বার্দ্ধক্য উপস্থিতির পূর্ব্বেই দেহত্যাগ। অকালে মরণ, মৃত্যু, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং।

অকালমেঘোদয়—অকালজলদোদয় (তাহা দ্রঃ)। মেঘের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ ; অকালে মেঘোদয়, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অকালসন্ধ্যা—অসময়জাত সন্ধ্যা, মেঘাদি হেতু সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দিবাবসানভ্রম। অকালে সন্ধ্যা, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অকালসহ—যাহার সময়ের অপেক্ষা সহ্য হয় না এরূপ, অস্থিরচিত্ত, অধৈর্য্য ; যাহাতে বিলম্ব সয় না এরূপ, অবিলম্বে কর্ত্তব্য। কাল অর্থাৎ কালবিলম্ব সহ্য করে যাহা এই অর্থে উপতৎ ; কাল—সহ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা ; ন কাল-সহ, নঞ্তৎ। বিণ।

অকাল্পনিক—অকল্পনাসম্ভূত, যাহা কল্পনা-প্রসূত নয় এরূপ, বাস্তবিক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, –নিকী।

অকিঞ্চন—নির্ধন, দরিদ্র, যাহার কিছুই নাই এরূপ ; ইতর ; সামান্য ; মূঢ় ; মত্ত। ন (নাই) কিঞ্চন যাহার, বহুব্রী [পাণিনি মতে তৎপুরুষ]। বিণ।

অকিঞ্চনতা, -ত্ব—নির্ধনত্ব ; সামান্যত্ব, অসারতা। অকিঞ্চন + তা, ত্ব ভাবে। বি, স্ত্রী, ক্লীব। [নঞ্তৎ। অব্য।

অকিঞ্চিৎ—অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য।

অকিঞ্চিৎকর—তুচ্ছ, সামান্য, হেয়। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, –করী।

অকিরিতি—>অকীর্ত্তি, অখ্যাতি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অকিল্বিষ—পাপশূন্য, দোষহীন। ন (নাই) কিল্বিষ (পাপ) যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকীক-পাথর—(রসায়ন) ভারতে জাত বহুমূল্য প্রস্তরবিশেষ (agate). বি।

অকীর্ত্তি(র্তি)—অখ্যাতি, অপযশ, দুর্নাম। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অকীর্ত্তি(র্তি)কর—অযশস্কর, অখ্যাতি-জনক। অকীর্ত্তি করে অর্থাৎ জন্মায় যে এই অর্থে, উপতৎ ; অকীর্ত্তি—কৃ + ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –করী।

অকীর্ত্তি(র্তি)মান্ (-মৎ)—১। কীর্ত্তিহীন, যাহার প্রশস্ত কীর্ত্তি নাই এরূপ। ন কীর্ত্তিমান্, নঞ্তৎ। ২। অযশঃসম্পন্ন ; নিন্দাজনক, কুখ্যাতিযুক্ত। অকীর্ত্তি + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –মতী।

অকু—ঘটনা, ব্যাপার ; দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতি কাণ্ড ; কুস্থান। আর্বী 'বকু'-শব্দজ। বি।

অকুআৎ—দোষসমূহ ; ঘটনাসমূহ। আর্বী 'বকুয়াৎ'-শব্দজ। বি।

অকুটিল—অবক্র ; অক্রূর, সরল। নঞ্তৎ। বিণ।

অকুণ্ঠ—১। অসঙ্কুচিত ; অব্যাহত ; প্রতিভা-যুক্ত। নঞ্—কুণ্ঠ্ (আলস্য করা) + অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। অক্ষুব্ধ। ন (নাই) কুণ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকুণ্ঠা—১। অসঙ্কোচ, অক্ষোভ। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। অসঙ্কুচিতা ; প্রতিভাবতী। অকুণ্ঠ(১) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অকুণ্ঠিত—অসঙ্কুচিত ; মুক্ত ; উদার ; অব্যাহত ; অক্ষুব্ধ ; প্রশান্ত ; অনমিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অকুণ্ঠিতচিত্ত—১। অসঙ্কুচিতহৃদয়, অকাতরহৃদয় ; দ্বিধাহীন চিত্ত ; উদারমনাঃ। অকুণ্ঠিত চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ, –চিত্তে। ২। অসঙ্কুচিত হৃদয়, অকাতর মন ; উদার হৃদয় ; দ্বিধাশূন্য মন। অকুণ্ঠিত চিত্ত, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অকুণ্ঠিতমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—অকুণ্ঠিত-চিত্ত, অদীনচিত্ত ; উদারচিত্ত, প্রশান্তহৃদয়। অকুণ্ঠিত মনস্ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ, –মনে।

অকুণ্ঠিতহৃদয়—'অকুণ্ঠিতচিত্ত' (সকল অর্থে)। বহুব্রী বা কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব বা বিণ।

অকুতোভয়—যাহার কিছুতেই ভয় নাই এরূপ ; সম্পূর্ণ নির্ভীক ; অত্যধিক সাহসযুক্ত। ন (নাই) কুতঃ (কোন কিছু হইতে) ভয় যাহার, বহুব্রী [পাণিনি মতে ময়ূরব্যংসকাদি তৎপুরুষ]। বিণ।

অকুতোভয়তা—সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কতা, কোন ব্যক্তি বা কোন স্থান হইতে ভয় না পাওয়া। অকুতোভয় + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অকুৎসা—নিন্দার অভাব, নিন্দাহীনতা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অকুৎসিত—অনিন্দিত ; শোভন ; প্রশস্ত ; সম্ভ্রান্ত। [>গ্রাম্য প্রঃ 'অকুচ্ছিত']। নঞ্তৎ। বিণ।

অকুপিত—অক্রুদ্ধ, অরুষ্ট, যিনি রাগ করেন নাই এমন ; অনুত্তেজিত ; অবিকৃত। নঞ্তৎ। বিণ।

অকুপ্য—হেম, কাঞ্চন, স্বর্ণ ; রজত, রূপা। ন কুপ্য (স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন অন্য ধন), নঞ্তৎ। বি ; ক্লীব।

অকুফ, অকুব—বুদ্ধি, আক্কেল ; কাণ্ডজ্ঞান ; প্রতিভা। আর্বী 'বকূফ্'-শব্দজ। বি।

অকুমার—বিবাহিত পুরুষ ; তরুণ, যুবা। ন কুমার, নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অকুমারী—দ্বাদশ বর্ষের কম বয়স্কা বালিকা ; যুবতী, তরুণী ; বিবাহিতা নারী ; শক্তিহীনা রমণী। ন কুমারী, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অকুমারীব্রত—'কুমারীব্রত' দ্রঃ। বি ; ক্লীব। [বি।

অকুর—অক্রূর ('অক্রূর' দ্রঃ)। প্রাঃ কবিপ্র।

অকুল—১। কুলভ্রষ্ট, বংশহীন, কুলগৌরব-হীন, নীচবংশজাত। বিণ। ২। মহাদেব, শিব। ন (নাই) কুল যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ৩। বিপদ্। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অকুলন—অভাব, অনটন, অপ্রতুল। কুল্ (রাশি করা) + অনট্ ভাববা = কুলন ; ন কুলন, নঞ্তৎ। বি ; ক্লীব।

অকুলান—অভাব, অনটন। 'অকুলন'-শব্দজ। বি।

অকুলীন—আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা আবৃত্তি তপঃ ও দান এই নয়টি গুণ যাহার নাই এরূপ ; সামাজিক কুলবন্ধনের বহির্ভূত, অর্থাৎ মৌলিক ; কুল-মর্যাদাহীন, নীচবংশজাত ; তন্ত্রোক্ত কুলাচার-বর্জ্জিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অকুশল—১। অমঙ্গল, অশুভ ; বিবাদ। ন কুশল (মঙ্গল), নঞ্তৎ। বি ; ক্লীব। ২। অদক্ষ, অনিপুণ, আনাড়ি। ন কুশল (দক্ষ), নঞ্তৎ। ৩। অশুভভাগী ; অশুভ-জনক, অকল্যাণকর। ন (নাই) কুশল যাহার, বা যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

অকুশলী (-লিন্)—অমঙ্গলপূর্ণ ; পীড়া-গ্রস্ত ; অসুখী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, –লিনী।

অকুস্থল, -স্থান—ঘটনাস্থল, যে স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি সংঘটিত হয় সেই স্থান। অকুর স্থল, স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

অকূপার—১। সমুদ্র ; সূর্য্য ; পর্ব্বত। নঞ্—কু (পৃথিবী) পৃ (পূর্ণ করা, পালন করা) + অণ্ কর্ত্তৃবা (উকার দীর্ঘ)। ২। কচ্ছপ। নঞ্—কূপ (কুয়া)—ঋ (গমন করা) + অণ্ কর্ত্তৃবা, যে কূপে গমন করে না এই অর্থে। বি ; পুং।

অকূবার—সমুদ্র ; সূর্য্য। নঞ্—কু (পৃথিবী) —বৃ + অণ্ কর্ত্তৃবা (উকার দীর্ঘ)। বি ; পুং।

অকূর—অকুর (তাহা দ্রঃ)।

অকূর্চ্চ(র্চ)—১। কপটতাবর্জ্জিত, সরল। বিণ। ২। বুদ্ধদেব। ন (নাই) কূর্চ্চ (কপটতা) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অকূল—১। অপার, যাহার তীর বা কিনারা

নাই এরূপ, অসীমবিস্তৃত; অসীম। বিণ। ২। সাগর; বিপদ্; ভরসাহীনতা, সহায়শূন্যতা; শোকতাপ; ভবযন্ত্রণা। ন (নাই অর্থাৎ দৃষ্ট হয় না) কূল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। **অকূল পাথার**—অসীম জলরাশি; মহাসমুদ্র; (সমুদ্রের ন্যায়) অনন্ত বিপদ্। **অকূলে ভাসান**—বিপদ্-সমুদ্রে নিক্ষেপ করা।

অকৃত—১। অননুষ্ঠিত, অনিষ্পাদিত; অস্থিরীকৃত। নঞ্ তৎ। ২। বিফল, নিষ্প্রয়োজন। ন (নাই) কৃত (কার্য্য, ফল) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অকৃতকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—অসিদ্ধপ্রয়াস; অদক্ষ; অকর্ম্মণ্য। অকৃত কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী; বা কৃত কর্ম্ম যৎ কর্তৃক, বহুব্রী; ন কৃতকর্ম্মা, নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃতকার্য্য(র্য)—অপারগ, ব্যর্থপ্রয়াস, বিফলমনোরথ। কৃত কার্য্য যৎকর্তৃক, বহুব্রী; ন কৃতকার্য্য, নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃতকীর্ত্তি(র্তি)—অপ্রাপ্তযশাঃ, যিনি কীর্ত্তিলাভ করেন নাই এরূপ; কীর্ত্তিরহিত, যশোহীন। অকৃত (অনর্জ্জিত) কীর্ত্তি যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অকৃতকৃত্য—অকৃতকার্য্য, ব্যর্থযত্ন, কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম, বিফলপ্রয়াস। কৃত কৃত্য (কার্য্য) যৎকর্তৃক, বহুব্রী; ন কৃতকৃত্য, নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃতঘ্ন—যে কৃত উপকার ভুলিয়া যায় না এরূপ, কৃতজ্ঞ, উপকারীর উপকার স্বীকারকারী। নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃতজ্ঞ—যে কৃত উপকার স্মরণ রাখে না এরূপ, উপকারীর প্রতি অসদ্ব্যবহারক, কৃতঘ্ন। নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃতজ্ঞতা—উপকারকের উপকার অস্বীকার, উপকারকের প্রতি অসদ্ব্যবহার, নিমকহারামি। অকৃতজ্ঞ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অকৃতদার—অবিবাহিত; কুমার। কৃত (গৃহীত) দার (পত্নী) যৎকর্তৃক, বহুব্রী; ন কৃতদার, নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃতধী—অস্থিরচিত্ত; অস্থিরবুদ্ধি; যে শাস্ত্রের উপদেশ মন দিয়া শ্রবণ করে না এমন; যে শাস্ত্রের উপদেশ বুঝিতে অসমর্থ এমন; যাহার বুদ্ধি কম এমন। কৃতা (লব্ধা) ধী যৎকর্তৃক, বহুব্রী; ন কৃতধী, নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃতবিবাহ—অকৃতদার, অপরিণীত, কুমার। কৃত হইয়াছে বিবাহ যৎকর্তৃক, বহুব্রী; ন কৃতবিবাহ, নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃতাত্মা (-ত্মন্)—অপবিত্রচিত্ত, অসংস্কৃতমনাঃ; আত্মজ্ঞানশূন্য; অনাত্মবান্। অকৃত (বিফল) আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকৃতাদর—১। অনাদৃত, যাহাকে আদর করা হয় নাই এরূপ, অনভ্যর্থিত, অসমর্চ্চিত, অপূজিত। অকৃত আদর যাহার প্রতি, বহুব্রী। ২। যে অন্যের প্রতি আদর দেখায় নাই এরূপ, অদর্শিতাদর, অনাদরকারী। অকৃত আদর যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অকৃতাপরাধ—নির্দ্দোষ, যে কোন অপরাধ করে নাই এরূপ। অকৃত অপরাধ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অকৃতার্থ—অসিদ্ধাভিলাষ, অপূর্ণ-মনোরথ; ব্যর্থজীবন; নিঃস্ব, যে অর্থোপার্জ্জন বা অর্থসঞ্চয় করে নাই এরূপ। কৃত অর্থ (প্রয়োজন; ধন) যৎকর্তৃক, বহুব্রী; ন কৃতার্থ, নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃতাহ্নিক—যিনি দিনকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান করেন নাই এরূপ; সন্ধ্যাবন্দনাদিহীন। অকৃত আহ্নিক যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অকৃতিত্ব—অকার্য্য-কুশলতা; অক্ষমতা; অযোগ্যতা; অজ্ঞতা; অকৃতার্থতা। অকৃতিন্+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

অকৃতী (-তিন্)—কার্য্যে যোগ্যতাশূন্য, কার্য্যে অকুশল, আনাড়ী; অধন্য, অধম; অক্ষম; অজ্ঞ; অকৃতার্থ। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—তিনী।

অকৃতোত্তর—১। যে জবাব দেয় নাই এমন। অকৃত উত্তর যৎকর্তৃক, বহুব্রী। ২। যে বিষয়ের উত্তর দেওয়া হয় নাই। অকৃত উত্তর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকৃতোদ্বাহ—অকৃতবিবাহ, অপরিণীত, যে বিবাহ করে নাই এরূপ। কৃত উদ্বাহ (বিবাহ) যৎকর্তৃক, বহুব্রী; ন কৃতোদ্বাহ, নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃত্য—১। অকার্য্য, কুকার্য্য। ন (অপ্রশস্ত) কৃত্য, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব। ২। অকরণীয়। ন কৃত্য (করণীয়), নঞ্ তৎ। ৩। কর্ত্তব্যবিহীন। ন (নাই) কৃত্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকৃত্যকারী (-কারিন্)—কুকর্ম্মকারী। অকৃত্য করে যে, উপতৎ; অকৃত্য—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

অকৃত্রিম—বিশুদ্ধ, অমিশ্রিত; স্বাভাবিক; যথার্থ; অকপট। নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃপ—নির্দ্দয়, দয়াহীন, নিষ্ঠুর। ন (নাই) কৃপা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকৃপণ—অ-ব্যয়কুণ্ঠ, উদার, মুক্তহস্ত; মিতব্যয়ী; অদীন; প্রচুর; অকপট। নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃপা—১। করুণাভাব, নির্দ্দয়তা, নিষ্ঠুরতা। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী। ২। কৃপাহীনা, নিষ্ঠুরা (রমণী)। অকৃপ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অকৃশ—অরুগ্ণ; অশীর্ণ; অসূক্ষ্ম; স্থূল, মোটা। নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃষ্ট—যাহা কর্ষণ করা হয় নাই এরূপ, আ-চষা, পতিত (জমি); অস্থানান্তরিত; একই স্থানে স্থিত; অনাকৃষ্ট; অননুশীলিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৃষ্টপচ্য—আচষা মাটিতে যাহা আপনিই জন্মিয়া থাকে এরূপ, পতিত জমিতে আপনা আপনি উৎপন্ন হইয়া পক্ব হয় এরূপ (নীবার ধান্যাদি)। অকৃষ্টে পচ্য (পচ্+ক্যপ্ কর্ম্মকর্তৃবা), ৭মীতৎ। বিণ।

অকৃষ্ণ—১। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ, যাহা কৃষ্ণবর্ণ নয় এরূপ; শ্বেত; পীত; নিখুঁত, নির্দ্দোষ, সুন্দর। নঞ্ তৎ। ২। শ্রীকৃষ্ণবিহীন। ন (নাই) কৃষ্ণ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অকৃষ্ণকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—সদাচারী, পবিত্রাচার; অকলঙ্ক; পাপানুষ্ঠানশূন্য, নিষ্পাপ। কৃষ্ণ (পাপ) কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী; ন কৃষ্ণকর্ম্মা, নঞ্ তৎ। বিণ।

অকেজুয়া, অকেজো—অকর্ম্মণ্য, কর্ম্মের অযোগ্য; অপদার্থ, অসার; অব্যবহার্য্য। ন কেজুয়া, কেজো (কার্য্যের যোগ্য—কাজ+উয়া=কাজুয়া >কেজুয়া >কেজো), নঞ্ তৎ। বিণ।

অকেশ—কেশশূন্য; অল্প-কেশযুক্ত; কুৎসিত কেশযুক্ত। ন (নাই বা অল্প বা অপ্রশস্ত) কেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকেশর—কেশরশূন্য, যাহার কেশর নাই এমন। ন (নাই) কেশর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অকেশরপরাগকোষ—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) কেশরশূন্য পরাগকোষ; যে ফুলের বোঁটায় কেশর ও পরাগ নাই (Sessile Anther). কেশর ও পরাগ, দ্বন্দ্ব; ন (নাই) কেশর-পরাগ যাহাতে, বহুব্রী; সেরূপ কোষ, কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

অকৈতব—১। ছলশূন্য, অকপট, সরল; অকৃত্রিম। ন (নাই) কৈতব (ছল) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অকপটতা; অকৃত্রিমতা; মিথ্যাভাব। ন কৈতব, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অকৈবল্য—সংসার-মুক্তির অভাব, মোক্ষহীনতা, সংসারের মায়া-মোহ ও দুঃখ-কষ্ট হইতে পরিত্রাণ না পাওয়া। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অকোট—গুবাকবৃক্ষ, সুপারি গাছ। ন—কুট্ (বক্র হওয়া)+অচ্ কর্ত্তৃবা; যে বক্র না হইয়া সরলভাবে বাড়ে এই অর্থে। বি; পুং।

অকোপ—১। কোপাভাব, ক্রোধশূন্যতা, রাগ না করা। নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। ক্রোধহীন, রোষশূন্য, যাহার রাগ নাই এমন। ন (নাই) কোপ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। রাজা দশরথের জনৈক মন্ত্রী; ইঁহার অন্য নাম অশোক। বি; পুং।

অকোপী (-পিন্)—ক্রোধহীন, যাহার সহজে রাগ হয় না এমন। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—পিনী।

অকোবিদ—অপণ্ডিত, মূর্খ। ন কোবিদ (পণ্ডিত), নঞ্ তৎ। বিণ।

অকোমল—কঠোর, কোমলতাশূন্য, কঠিন, শক্ত; নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর; উদ্ধত, অনম্র। নঞ্ তৎ। বিণ।

অকৌটিল্য—কুটিলতার অভাব, ছলনাশূন্যতা, সারল্য, আর্জ্জব, সাধুতা। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অকৌশল—কৌশলাভাব, অপটুতা; মনোমালিন্য; ঝগড়া ("এইরূপে দুইজনে হল অকৌশল"—কাশীরাম)। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অক্কা—১। জননী, মা। অক (দুঃখ)—কৈ (শব্দ করা)+ক কর্তৃবা+আপ্; যিনি (সন্তানের দুঃখে) দুঃখধ্বনি করেন এই অর্থে। বি; স্ত্রী। ২। মৃত্যু; মরণ। গ্রাম্য। বি। **অক্কা পাওয়া**—[ফার্সী আকা (ঈশ্বর, প্রভু) হইতে অক্কা] ঈশ্বরপ্রাপ্তি, মরা।

অক্টোবর—ইংরেজী বৎসরের দশম মাস (আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হইতে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত)। ইং October. বি।

অক্ত—১। মিশ্রিত; মাখা, লেপিত। অন্জ্ (মাখা)+ক্ত কর্ম্মবা। [অক্ত শব্দটী সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত সমাসযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। যথা, রক্তাক্ত, কর্দ্দমাক্ত, ঘর্ম্মাক্ত ইত্যাদি।] ২। প্রকাশিত; গত। অন্চ্ +ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৩। সময়, বার। ফার্সী 'বক্ত'-শব্দজ বি। [বি।

অক্যি—মিল, একতা। 'ঐক্য'-শব্দজ। গ্রাম্য।

অক্রম—১। পরম্পরাহীন, ক্রমশূন্য; বিশৃঙ্খল, এলোমেলো; গতিরহিত, স্থির, নিশ্চল; নিরুদ্যোগ, নিশ্চেষ্ট। ন (নাই) ক্রম যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ব্যতিক্রম, বিপর্য্যাস; বিশৃঙ্খলা। নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অক্রমিক—বেসরকারী; যাহা অফিসের নিয়মকানুনের মধ্যে নহে; ব্যক্তিগত (unofficial). নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্রান্ত—যাহাকে আক্রমণ করা হয় নাই এমন; অনতীত; অনতিবাহিত; অনুল্লঙ্ঘিত, অপরাজিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্রিয়—১। কর্ম্মশূন্য, বেকার, নিষ্ক্রিয়; সৎক্রিয়াহীন, ধর্ম্মকর্ম্মশূন্য; কুক্রিয়াসক্ত। বিণ। ২। কর্ম্মবর্জ্জিত পরমাত্মা। ন (নাই অথবা অপ্রশস্ত) ক্রিয়া যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অক্রিয়মান—যাহা করা হইতেছে না। নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্রিয়া—কর্ম্মাভাব; অন্যায় কর্ম্ম, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। ক্রিয়ার অভাব বা অপ্রশস্ত ক্রিয়া এই অর্থে ন ক্রিয়া, নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্রিয়াচরণ—১। অশিষ্ট আচরণ, অবৈধ ব্যবহার; দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান। অক্রিয়ার আচরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কার্য্যের অনুষ্ঠানের অভাব। ক্রিয়ার আচরণ, ৬ষ্ঠীতৎ; ন ক্রিয়াচরণ, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অক্রিয়ানিরত—১। অসৎ কার্য্যে প্রসক্ত, কুকার্য্যরত, অসৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। অক্রিয়াতে নিরত (প্রসক্ত), ৭মীতৎ। ২। যে কার্য্যে রত নহে এমন; অলস; বেকার। ন ক্রিয়ানিরত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্রিয়ানুষ্ঠান—১। অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান, কুকার্য্যের আচরণ। অক্রিয়ার অনুষ্ঠান, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কার্য্যানুষ্ঠানের অভাব; নিষ্ক্রিয়তা। ন ক্রিয়ানুষ্ঠান, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অক্রিয়ান্বিত—১। অসৎকর্ম্মযুক্ত, কুকার্য্যের অনুষ্ঠানকারী, নিন্দিতকর্ম্মা। অক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। ২। অননুষ্ঠানকারী; যে ক্রিয়ান্বিত নহে এরূপ। ন ক্রিয়ান্বিত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্রিয়াময়—১। কুকার্য্যপূর্ণ; দুষ্ট। অক্রিয়া +ময়ট্ পূর্ণার্থে। ২। যে ক্রিয়াময় নহে এরূপ। ন ক্রিয়াময়, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

অক্রিয়ারত—অক্রিয়ানিরত (তাহা দ্রঃ)। অক্রিয়াতে রত (আসক্ত), ৭মীতৎ; বা ন ক্রিয়ারত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্রিয়াসক্ত—১। অসৎ কার্য্যে রত, কুকর্ম্মকারী, দুরাচার। অক্রিয়াতে আসক্ত, ৭মীতৎ। ২। যে কার্য্যে লিপ্ত নহে এরূপ; কার্য্যে যাহার অনুরাগ নাই এরূপ; যে ক্রিয়াসক্ত নহে এরূপ। ন ক্রিয়াসক্ত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্রীড়া—কুৎসিত খেলা, অযোগ্য খেলা; খেলার অভাব। অপ্রশস্ত ক্রীড়া বা ক্রীড়ার অভাব এই অর্থে, ন ক্রীড়া, নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্রীত—যাহা ক্রয় করা হয় নাই এরূপ; বিনামূল্যে প্রাপ্ত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্রুদ্ধ—অকুপিত, অরুষ্ট, ক্রোধশূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্রুর—১। অকুটিল, সরল; অকঠিন, কোমল; অনিষ্ঠুর; দয়ালু। নঞ্ তৎ। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

অক্রেয়—অধিক মূল্য বলিয়া যাহা ক্রয় করিতে পারা যায় না এরূপ; দুর্ম্মূল্য, মহার্ঘ, আক্রা। নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্রোধ—১। কোপহীনতা, ক্রোধাভাব; গৃহস্থদিগের প্রতিপাল্য দশটি ধর্ম্মের অন্তর্গত একটি ধর্ম্ম ["ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"—মনু। ধৃতি (ধৈর্য্য), ক্ষমা, দম, অস্তেয় (অনপহরণ), শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ]। ক্রোধের অভাব এই অর্থে, ন ক্রোধ, নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। কোপশূন্য, যাহার রাগ নাই এরূপ ("অক্রোধ যে লোক তারে সর্ব্বলোকে পূজে"—কাশীরাম)। ন (নাই) ক্রোধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অক্রোধন—১। কোপনস্বভাবরহিত, রোষহীন; যিনি সহসা ক্রুদ্ধ হন না এমন; জিতক্রোধ। নঞ্ তৎ। বিণ। ২। (মহাভারত) কুরুবংশজাত অযুতায়ুসের পুত্র। বি; পুং।

অক্রোধী (-ধিন্)—ক্রোধশূন্য, অকোপ, যিনি সহজে ক্রুদ্ধ হন না এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ধিনী। বি,—ধিতা।

অক্লম—১। অক্লান্ত, শ্রমশূন্য। ন (নাই) ক্লম (ক্লান্তি, অবসন্নতা) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। শ্রমের অভাব, অশ্রান্তি। নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অক্লান্ত—১। অনবসন্ন, শ্রমে অক্লিষ্ট। নঞ্ তৎ। ২। শ্রান্তিশূন্য, অবসাদরহিত ('—পরিশ্রম')। ন (নাই) ক্লান্ত (ক্লান্তি, অবসাদ) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অক্লান্তকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—যে কাজ করিতে ক্লান্তি বোধ করে না এরূপ; অতিশয় পরিশ্রমী। অক্লান্ত (২) কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অক্লান্তি—ক্লান্তিহীনতা, অনবসন্নতা। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্লিন্ন—অসিক্ত, অনার্দ্র, যাহা ভিজা নয় এরূপ; ক্লেদরহিত, মলিনতাশূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্লিষ্ট—অশ্রান্ত, অকাতর; ক্লান্তিশূন্য; অদম্য, অম্লান। নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—অক্লেশে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে এরূপ, অনায়াসে কার্য্যসম্পাদক; সর্ব্বদা কর্ম্মে উৎসাহসম্পন্ন; অত্যন্ত পরিশ্রমক্ষম, যে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হয় না এরূপ। অক্লিষ্ট (ক্লান্তিশূন্য) কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অক্লিষ্টকান্তি—অম্লানদেহলাবণ্য, যাহার দেহশ্রী বিবর্ণ হয় নাই এরূপ। অক্লিষ্ট (অবিবর্ণ, অম্লান) কান্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অক্লীব—বীর্য্যবান, পুরুষত্বযুক্ত; অবন্ধ্য; ফলিত; ধৈর্য্যসম্পন্ন; অকাতর। নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্লেদ্য—যাহা আর্দ্র বা গলিত হয় না এরূপ; যাহা মলিন হইবার নহে এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অক্লেশ—১। ক্লেশাভাব, দুঃখরাহিত্য। নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। ক্লেশহীন, দুঃখশূন্য। ন (নাই) ক্লেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অক্লেশে—অনায়াসে, বিনা কষ্টে, সহজে। ন (নাই) ক্লেশ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অক্ষ—১। পাশক, পাশা; ইন্দ্রাক্ষ; রুদ্রাক্ষ; জপমালা; জ্ঞাতার্থ; জন্মান্ধ; ব্যায়াম, কুস্তি; বিবাদ-বিজ্ঞানতত্ব; ব্যবহার, আইন; আত্মা; জ্ঞান; ক্রয়বিক্রয়চিন্তা। (ভূগোল) বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের যে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্ব (latitude); মেরুদণ্ড (axis); (বাণিজ্য) এক ভরি ওজন; (খগোল) রবিমার্গ হইতে গ্রহনক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাণ; গ্রহগণের পরিভ্রমণ-পথ; রাশিচক্রের অবয়ব; (যন্ত্রশিল্প) রথ; শকট; চক্র; চক্রের মধ্যাংশ; চক্রদণ্ড; (পুরাণ) গরুড়; ভুজঙ্গ; (রামায়ণ) রাবণের পুত্র। অক্ষ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। রুদ্রাক্ষবীজ (অক্ষ-মালা); ইন্দ্রিয় ('প্রত্যক্ষ'); চক্ষু; (বৈদ্যক) তুথাঞ্জন; তুঁতিয়া; রসাঞ্জন; বহেড়া গাছ। অশ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+স করণবা। বি; ক্লীব।

অক্ষক—১। অক্ষক্রীড়াকারী, যে পাশা খেলে; তিনিশ গাছ। বি; পুং। ২। ব্যাপক। অক্ষ+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—অক্ষিকা। ৩। (শারীরবিজ্ঞান) কণ্ঠাস্থি (collar bone). বি; ক্লীব।

অক্ষকর্ণ—(জ্যামিতি-শাস্ত্র) সমকোণী ত্রি-ভুজের সমকোণের বিপরীত বাহু, অতিভুজ (hypotenuse). বি; পুং।

অক্ষকাস্থি—(শারীরবিজ্ঞান) কণ্ঠের নিম্নে অবস্থিত বক্ষঃস্থলের সহিত বাহুর সংযোগকারী অস্থিদ্বয় (collar bone). অক্ষকই অস্থি, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অক্ষকিতব—পাশাখেলায় নিপুণ, জুয়াড়ী। অক্ষে কিতব, ৭মীতৎ। বিণ।

অক্ষকুশল—'অক্ষকিতব' (সকল অর্থে)। অক্ষে কুশল, ৭মীতৎ। বিণ।

অক্ষকূট—চক্ষুর তারা, নেত্রমণি। অক্ষের (চক্ষুর) কূট (তারা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষকোবিদ—'অক্ষকিতব' (সকল অর্থে)। অক্ষে কোবিদ (পণ্ডিত, নিপুণ), ৭মীতৎ। বিণ।

অক্ষক্রীড়া—দ্যূতক্রীড়া, পাশা খেলা। অক্ষ দ্বারা ক্রীড়া, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষচক্র—সহজে অধিক ভারী দ্রব্য উপরে তুলিবার যন্ত্রবিশেষ [উক্ত যন্ত্রের দণ্ডের সহিত সংলগ্ন চক্রের পরিধিতে বলপ্রয়োগ করা হইলে দণ্ডবেষ্টিত রজ্জুসংলগ্ন গুরুভার সহজে তোলা যায়। কূয়া হইতে জল তুলিতে ও জাহাজের নঙ্গর উঠাইতে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন আছে (wheel and axle)]। অক্ষ এবং চক্রের সমাহার এই অর্থে, সমাহার দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

অক্ষজ—১। অশনি, বজ্র [বৃত্রাসুরবধ-কালে ইন্দ্র দধীচিমুনির শরণাপন্ন হইলে, দধীচি নিজদেহ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রকে আপন অক্ষ বা অস্থি দান করেন; উহা হইতেই বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইজন্য কেহ কেহ বজ্রকে অক্ষজ বা অস্থিজ বলেন]। বি; পুং। ২। ইন্দ্রিয়জাত। অক্ষ (অস্থি বা ইন্দ্রিয়) হইতে জন্মিয়াছে যাহা, উপতৎ; অক্ষ—জন্ (উৎপন্ন হওয়া)+ড কর্ত্তৃবা। বিণ। [বি।

অক্ষজন—(রসায়ন) অম্লজান (oxygen).

অক্ষটী—শিকারী। 'আখেটিক'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অক্ষণ—কুক্ষণ, অশুভসময়। ন (অপ্রশস্ত) ক্ষণ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অক্ষণিক—চিরস্থায়ী; অচঞ্চল, ধীর, প্রশান্ত। ন ক্ষণিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্ষত—১। অনাহত; অখণ্ডিত; অবিসংবাদিত; ছিদ্রাদিদোষপরিশূন্য, নির্দ্দোষ; বেদাগ; আঁচড়শূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। যে কোন শস্য। বি; ক্লীব। ৩। আতপ তণ্ডুল; যব; লাজ বা খই। বি; পুং।

অক্ষতত্ত্ব—অক্ষশাস্ত্র, পাশাখেলার বিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষতদেহ, অক্ষতাঙ্গ(ঙ্গ)—১। অবিকৃত অঙ্গ; অনাহত শরীর; যাহার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই এরূপ শরীর। অক্ষত দেহ, অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব, ক্লীব। ২। অবিকৃতাঙ্গ; অক্ষতশরীরযুক্ত, যাহার শরীরে কোন ক্ষত নাই বা কোনরূপ আঘাত লাগে নাই এরূপ। অক্ষত দেহ, অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—দেহা, -তাঙ্গী, -তাঙ্গা।

অক্ষতদেহে—অবিকলশরীরে; শরীরে কোনরূপ আঘাত না পাইয়া; সম্পূর্ণ সুস্থ-শরীরে। অক্ষত দেহ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অক্ষতযোনি—১। যাহার পুরুষসংসর্গ ঘটে নাই এরূপ রমণী; যাহার রজোদর্শন হয় নাই এরূপ কুমারী। বি; স্ত্রী। ২। অবিদারিতযোনিকা, পুরুষসংসর্গহীনা; কুমারী। অক্ষত (অবিদারিত) যোনি যাহার, বহুব্রী। বিণ; স্ত্রী।

অক্ষতা—১। অনাহতা; অখণ্ডিতা। অক্ষত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পুরুষসংসর্গহীনা রমণী; (বৈদ্যক) কর্কটশৃঙ্গী বৃক্ষ, কাঁকড়াশিঙা গাছ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষতাঙ্গ(ঙ্গ)—'অক্ষতদেহ' দ্রঃ।

অক্ষত্র—১। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতি। ন ক্ষত্র, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। যেস্থানে ক্ষত্রিয় নাই এরূপ, ক্ষত্রিয়হীন। ন (নাই) ক্ষত্র যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অক্ষদণ্ড—(ভূগোল) পৃথিবীর মেরুদণ্ড, যে কাল্পনিক সরলরেখা পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ-পূর্ব্বক উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং যাহার উপরে পৃথিবী প্রতিদিন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে সেই সরল রেখা (axis); চাকার ধুরো (axle). অক্ষই দণ্ড, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অক্ষদর্শক—১। বিচারক; পাশকদ্রষ্টা। বি; পুং। ২। ব্যবহার (মোকদ্দমা) বা পাশক-ক্রীড়াদর্শনকারী। অক্ষের (ব্যবহারের, পাশার) দর্শক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিকা।

অক্ষদর্শন—বিবাদমীমাংসাপূর্ব্বক বিচার; ব্যবহারপরিজ্ঞান; পাশা খেলা দেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষদৃক্ (-দৃশ্)—বিচারক, বিবাদ-মীমাংসক; ব্যবহারবিজ্ঞাতা; পাশকক্রীড়া-দ্রষ্টা। অক্ষ দর্শন করেন যিনি, উপতৎ; অক্ষ—দৃশ্+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অক্ষদেবন—পাশকক্রীড়া, পাশাখেলা। অক্ষ দ্বারা দেবন (ক্রীড়া, খেলা), ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষদেবী (-দেবিন্)—পাশকক্রীড়ক, পাশাখেলাকারী, দ্যূতক্রীড়ক। অক্ষ দ্বারা দেবন (ক্রীড়া) করেন যিনি, উপতৎ; অক্ষ—দিব্ (ক্রীড়া করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দেবিনী।

অক্ষদ্যূ—অক্ষক্রীড়ক, দ্যূতক্রীড়ক, পাশা-খেলক। অক্ষ দ্বারা দেবন (ক্রীড়া) করেন যিনি, উপতৎ; অক্ষ—দিব্+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অক্ষদ্যূত—অক্ষ দ্বারা দ্যূতক্রীড়া, পাশা দ্বারা জুয়া খেলা। অক্ষ দ্বারা দ্যূত, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষধর—১। বিষ্ণু; চক্র; শাখোট বৃক্ষ, শেওড়া গাছ। বি; পুং। ২। চক্রধারী; পাশাধারণকারী, পাশক্রীড়ক। অক্ষের ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অক্ষধুরা—চক্রের অগ্রভাগ। অক্ষের ধুরা (অগ্রভাগ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষধুঃ (-ধুর্)—চক্রের অগ্রভাগ; চাকার ধুরা। অক্ষের ধুঃ (অগ্রভাগ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষধূর্ত্ত(র্ত)—দ্যূতনিপুণ, পাশক-ক্রীড়াদক্ষ, জুয়াড়ী। অক্ষে (পাশকক্রীড়ায়) ধূর্ত্ত (নিপুণ), ৭মীতৎ। বিণ।

অক্ষধূর্ত্তি(র্তি)ল—শকটবাহী বলদ, ষণ্ড, বৃষভ। অক্ষ (শকট)—ধূর্ব্+তিল কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অক্ষপটল—ছানী (cataract). অক্ষের (চক্ষুর) পটল (আবরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষপাটক—বিচারকর্ত্তা, ধর্ম্মাধিকারী। অক্ষের (বিবাদকারণের) পাটক (ছেদক, মীমাংসক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—পাটিকা।

অক্ষপাটি—পাশা, খেলিবার হাড়ের পাশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

অক্ষপাদ—১। তার্কিক, ন্যায়গ্রন্থপ্রণেতা। অক্ষ (জ্ঞান) দ্বারা পাদ (গমন) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ২। চক্রের অঙ্গ। অক্ষের (চক্রের) পাদ (অংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। (চরণ দ্বারা দৃষ্টিকারী) গৌতমমুনি [পুরাণোক্তি এই, ব্যাসদেব গৌতমমুনিরচিত ন্যায়গ্রন্থের দোষ প্রদর্শন করিলে, মুনি তাহাতে রুষ্ট হইয়া বলেন, তিনি চক্ষু দ্বারা ব্যাসের মুখ দর্শন করিবেন না। ইহাতে ব্যাসদেব ভীত হইয়া অনেক অনুনয় বিনয়ে মুনিকে প্রসন্ন করেন। অতঃপর মুনি গৌতম আপন পায়ে চক্ষু সৃষ্টিপূর্ব্বক ব্যাসের মুখ দর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপে পাদ দ্বারা দর্শন করায় তাঁহার নাম অক্ষপাদ হয়]। অক্ষ (চক্ষু) পাদে (চরণে) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অক্ষবতী—১। দ্যূতক্রীড়া, পাশকখেলা, পাশা খেলা। বি। ২। পাশার অধিকারিণী। অক্ষ+মতুপ্ আছে ইহাতে বা ইহার এই অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অক্ষবাট—মল্লভূমি, ব্যায়ামচর্চ্চার স্থান, কুস্তির আখড়া; দ্যূতক্রীড়ার স্থান; পাশা-খেলার ছক। অক্ষের (যুদ্ধের বা পাশাখেলার) বাট (স্থান, ছক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষবান্ (-বৎ)—অক্ষসমন্বিত, অক্ষযুক্ত, পাশার অধিকারী। অক্ষ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী, –বতী।

অক্ষবিচলন—(জ্যোতিষ) চন্দ্রাকর্ষণ-হেতু ভূ-মেরুদণ্ড কর্তৃক সৌর অয়নবৃত্তের উপর গঠিত কোণের সাময়িক ও নিয়মিত পরিবর্তন (nutation). অক্ষের (মেরুদণ্ডের) বিচলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষবিৎ—দ্যূতনিপুণ, পাশা খেলায় পণ্ডিত; ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, উকিল; বিচারক। অক্ষ (পাশকক্রীড়া বা ব্যবহার-শাস্ত্র) বিদিত হন যিনি, উপতৎ; অক্ষ—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অক্ষবৃত্ত—ভূগোলকের নিরক্ষবৃত্ত হইতে উহার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বেই সমান্তরাল ভাবে কল্পিত বৃত্ত (parallel of latitude). অক্ষনির্ণায়ক বৃত্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা।– বি; ক্লীব।

অক্ষম—১। সামর্থ্যহীন, দুর্ব্বল; অযোগ্য, যোগ্যতাহীন, অকৃতী, অপটু। ন ক্ষম (পারগ, সামর্থ্যবান্, যোগ্য), নঞ্‌তৎ। ২। ক্ষমাহীন। ন (নাই) ক্ষমা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অক্ষমতা, -ত্ব—সামর্থ্যাভাব, দুর্ব্বলতা; ক্ষমাহীনতা। অক্ষম+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অক্ষমদ—অক্ষক্রীড়ার নেশা, জুয়া খেলার নেশা। অক্ষের মদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষমা—১। 'অক্ষম' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। অসহিষ্ণুতা; ঈর্ষ্যা; ক্রোধ; ক্ষমাশূন্যতা। ন ক্ষমা, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষমালা—১। রুদ্রাক্ষমালা, জপমালা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বশিষ্ঠপত্নী, অরুন্ধতী। অক্ষ (রবিমণ্ডল হইতে সপ্তর্ষিনামক নক্ষত্রসমূহের দূরত্ব, অর্থাৎ সপ্তর্ষিগণ) মালা যাঁহার, বহুব্রী +আপ্;—আকাশে উত্তরদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল মালার ন্যায় বশিষ্ঠপত্নীকল্পিতা অরুন্ধতীকে বেষ্টন করিয়া আছে। বি; স্ত্রী।

অক্ষমালী (-লিন্)—মহাদেব; রুদ্রাক্ষ-মালাসমন্বিত। অক্ষমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –মালিনী।

অক্ষয়—১। যাহার ক্ষয় বা নাশ নাই এরূপ, ক্ষয়হীন; অব্যয়; অবিনশ্বর; চিরবর্ত্তমান; অফুরন্ত; গৃহহীন; নিঃস্ব; নিরবচ্ছিন্ন। বিণ। বি, –তা, –ত্ব। ২। পরমাত্মা। ন (নাই) ক্ষয় যাঁহার, বহুব্রী। ৩। রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ('অক্ষয়কুমার' ও 'অক্ষকুমার'—এই দুই নামেই ইনি পরিচিত)। বি; পুং।

অক্ষয়কীর্ত্তি(র্তি)—১। চিরস্থায়ী যশঃ, অবিনশ্বর যশঃ, যাহা চিরদিন বর্ত্তমান থাকে এরূপ কীর্ত্তি। অক্ষয়া কীর্ত্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। চিরস্মরণীয়। অক্ষয়া কীর্ত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অক্ষয়তূণ—যাহা নিঃশেষিত হয় না এরূপ শরে পূর্ণ বাণাধার [(মহাভারত) মহাবীর অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া অগ্নির নিকট হইতে গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয়তূণ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন]। অক্ষয় (অনিঃশেষযোগ্য) তূণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অক্ষয়তৃতীয়া—চান্দ্রবৈশাখের শুক্লতৃতীয়া তিথি [এই তিথিতে সত্যযুগারম্ভ ও যবোৎ-পত্তি হইয়াছিল। এই তিথিতে শিব, গঙ্গা, কৈলাস, হিমালয় ও ভগীরথের পূজা এবং যবদান ও যবহোম দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিতে হয়। ইহাতে সভোজ্য জলপূর্ণ ঘটদানে সূর্য্য-লোকগমন ও অক্ষয়পুণ্যলাভ ঘটে]। অক্ষয়া (অর্থাৎ অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মের চিরস্থায়িফলদাত্রী) তৃতীয়া, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষয়বট—ভুবনেশ্বর প্রয়াগ পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে অবস্থিত প্রাচীন বটবৃক্ষ [শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ঐ সকল বটবৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে ও উহাদের পূজা করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়]। অক্ষয় (অর্থাৎ পূজাকারীকে চিরস্থায়িপুণ্যদানকারী) বট, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অক্ষয়ললিতা—হরগৌরী পূজার দিন, ৭ই ভাদ্র। বি; স্ত্রী।

অক্ষয়লোক—স্বর্গ, নিত্যধাম। অক্ষয় লোক, [কর্ম্মধা। বি; পুং।

অক্ষয়স্বর্গ, -স্বর্গলোক—নিত্য বিদ্যমান স্বর্গ, চিরস্থায়ী দেবলোক। অক্ষয় স্বর্গ, স্বর্গলোক, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অক্ষয়স্বর্গবাস—অনন্তকাল স্বর্গে অবস্থান, চিরদিন স্বর্গে থাকা। স্বর্গে বাস, ৭মীতৎ; অক্ষয় স্বর্গবাস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অক্ষয়া—১। অক্ষয়তৃতীয়া; বার ও তিথির মিলনে সংঘটিত যোগবিশেষ [সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী, মঙ্গলবারে চতুর্থী ও বৃহস্পতিবারে অষ্টমী তিথির যোগ হইলে ইহা হয়; ইহাতে অনুষ্ঠিত পুণ্য বা পাপ ষাট হাজার জন্ম অক্ষয় থাকে]। ন (নাই) ক্ষয় (লব্ধ পুণ্যের বা পাপের ধ্বংস) যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। 'অক্ষয়' (১) দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী।

অক্ষয্য—১। ক্ষয়ের অযোগ্য, যাহা ক্ষয় পাইবার নহে এমন, অবিনাশী, অনশ্বর, চির-স্থায়ী। ন—ক্ষি (ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া)+যৎ কর্ত্তৃবা (যোগ্যার্থে)। বিণ। ২। শ্রাদ্ধে দেয় ঘৃতমধুযুক্ত জল। অক্ষয়+যৎ হিতার্থে। বি; ক্লীব।

অক্ষর—১। পরব্রহ্ম, পরমাত্মা; জীবাত্মা (জীবাত্মা যখন প্রকৃতিকে সগুণ, এবং আপ-নাকে নির্গুণ ও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিয়া তাঁহাতে বিলীন হন, তখনই তিনি 'অক্ষর' পদবাচ্য); শিব; বিষ্ণু; (দর্শনশাস্ত্র) প্রকৃতি; আকাশ; ধর্ম্ম; তপস্যা; অপামার্গ বা আপাং বৃক্ষ; মোক্ষ; জল। ন ক্ষর (ক্ষর্+অচ্), নঞ্‌তৎ। ২। (ব্যাকরণ) শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ, অকারাদি বর্ণ; (তাহা হইতে) কীর্ত্তন গানের আঁখর; (ছন্দঃশাস্ত্র) একসঙ্গে উচ্চারিত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি (syllable); সীসক-নির্ম্মিত হরফ (type)। অশ্ (ব্যাপ্ত করা) +সরক্ কর্ত্তৃবা, যাহা শব্দশাস্ত্র ব্যাপ্ত করে এই অর্থে। বি; ক্লীব। বিণ—আক্ষরিক। ৩। নাশশূন্য; নিত্য; স্থির; ক্ষরণশূন্য; ক্রিয়াশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অক্ষরে অক্ষরে**—হুবহু, ঠিক ঠিক।

অক্ষরচণ, -চন, -চুঞ্চু—লিপিকুশল, সুলেখক, লিখনপ্রসিদ্ধ, মুন্সী। অক্ষর+চণপ্, চনপ্, চুঞ্চু, তদ্দারা বিত্ত বা খ্যাত এই অর্থে। বিণ।

অক্ষরজননী—লেখনী, কলম। অক্ষরের জননী (উৎপাদয়িত্রী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষরজীবক, -জীবিক—লিখনকার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, লেখক, কেরানী। অক্ষরাবলম্বী জীবক, মধ্যপ কর্ম্মধা; অক্ষর জীবিকা (জীবনোপায়) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –জীবিকা।

অক্ষরজীবিকা—১। 'অক্ষরজীবক' দ্রঃ। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। লিখনবৃত্তি, মসি-

জীবিত্ব, কেরানীগিরি। অক্ষরনিষ্পাদ্যা জীবিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষরজীবী (-জীবিন্)—লিপিকর; মুদ্রাকর; লেখক; মসীজীবী। অক্ষর দ্বারা জীবনধারণ করে যে, উপতৎ; অক্ষর—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ; পুং। স্ত্রী, —জীবিনী।

অক্ষরণ—ক্ষরণের অভাব, স্রাবহীনতা। ন ক্ষরণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। [বি; স্ত্রী।

অক্ষরতুলিকা—লেখনী, কলম। ৬ষ্ঠীতৎ।

অক্ষরধাম (-ধামন্)—নিত্যধাম, বিষ্ণুলোক। অক্ষর ধাম (স্থান), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অক্ষরনিবদ্ধ, -বদ্ধ—লিপিবদ্ধ, লিখিত। অক্ষর দ্বারা নিবদ্ধ, বদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অক্ষরন্যাস, -বিন্যাস—১। লিখন; বর্ণযোজনা; শ্রেণীবদ্ধভাবে অক্ষর সাজান। অক্ষরের ন্যাস, বিন্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। লিপি, পত্রিকা, চিঠি। অক্ষরের ন্যাস, বিন্যাস (সংস্থাপন) আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অক্ষরপরিচয়—বর্ণজ্ঞান, অকারাদি বর্ণসমুদয় জানা বা চেনা; প্রথম শিক্ষালাভ; হাতে খড়ি ("আজ তাহার অক্ষরপরিচয় হইবে")। অক্ষরের পরিচয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষরবদ্ধ—'অক্ষরনিবদ্ধ' দ্রঃ।

অক্ষরবিন্যাস—'অক্ষরন্যাস' দ্রঃ।

অক্ষরবৃত্ত—অক্ষরসংখ্যা দ্বারা নির্দ্ধারিত ছন্দোবিশেষ। অক্ষরগণিত বৃত্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অক্ষরভ্রান্তি—অক্ষরবিন্যাসে ভুল, এক অক্ষরের স্থানে অন্য অক্ষর সংস্থাপন; ঘুণাদি কীটের কর্ত্তিত কাষ্ঠাদি খণ্ডকে অক্ষর বলিয়া মনে করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষরমালা—বর্ণশ্রেণী, বর্ণসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষরমুখ—১। বর্ণব্যুৎপন্ন; শাস্ত্রাভিজ্ঞ; শিষ্য, ছাত্র। অক্ষর (বর্ণবিজ্ঞান, শাস্ত্রতত্ত্ব) মুখে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —মুখী, —মুখা। ২। সকল অক্ষরের আদ্য অক্ষর "অ"। অক্ষরসমূহের মুখ (আদি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষরসংস্থান—১। পত্র, লিপি; লিখন। অক্ষরের সংস্থান (স্থিতি) আছে যাহাতে, বহুব্রী। ২। অক্ষরলিখন; অক্ষরসাজানো, কম্পোজ করা। অক্ষরের সংস্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষরা—১। সাংখ্যকথিতা প্রকৃতি। (সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ানিবন্ধন) ন (নাই) ক্ষর (ক্রিয়াহীনতা) যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষরণহীনা, নাশশূন্যা, নিত্যা। অক্ষর(৩)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অক্ষরান্তর—এক ভাষার শব্দকে অন্য ভাষার অক্ষরে প্রকাশ। অন্য অক্ষর, নিত্য। বি; ক্লীব।

অক্ষরান্তরীকরণ—প্রতিবর্ণীকরণ, লিপ্যন্তরীকরণ, এক লিপি হইতে অন্য লিপিতে প্রকাশ করিবার প্রক্রিয়া (transliteration). অক্ষরান্তর+চ্বি—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —কৃত।

অক্ষরার্থ—বাক্যের অর্থ; শব্দের অর্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষরুচক—স্বচ্ছ লবণবিশেষ, সৌবর্চ্চল। অক্ষে রুচক, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষরেখা—ভূগোলকের নিরক্ষরেখা হইতে উহার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বেই সমান্তরাল ভাবে ঐ গোলককে পূর্ব্ব-পশ্চিমে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত কল্পিত রেখা (parallel of latitude). অক্ষনির্ণায়িকা রেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষশক্তি—হিটলার-শাসনাধীন জার্ম্মানী ও মুসোলিনী-শাসিত ইটালী (axis power). দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-সংক্রান্ত নবগঠিত শব্দ। বি।

অক্ষসমান্তরাল—অক্ষবৃত্ত (তাহা দ্রঃ)। অক্ষনির্ণায়ক সমান্তরাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অক্ষসূত্র—১। জপমালা; যজ্ঞসূত্র, উপবীত। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জপমালার অক্ষে গ্রথিত সূত্র, যে সূতায় জপের মালা গাঁথা হয়। অক্ষ-গ্রথিত সূত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অক্ষাংশ—(ভূগোল) বিষুবরেখা হইতে ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থানের কৌণিক দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য কল্পিত ভাগ (degree of latitude). অক্ষের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষাগ্রকীলক—চক্ররোধক শঙ্কু বা খিল, চাকা আটকাইয়া রাখিবার খিল। অগ্রস্থ কীলক (শঙ্কু, খিল), মধ্যপ কর্ম্মধা; অক্ষের (চক্রের) অগ্রকীলক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

অক্ষান্তি—ক্ষমার অভাব, ঈর্ষ্যা, অসহিষ্ণুতা। ন ক্ষান্তি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষাম—অদুর্ব্বল; অকৃশ; বলবান্; সুস্থ। ন ক্ষাম, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্ষার—ক্ষাররহিত, ক্ষারবর্জ্জিত, ক্ষারলবণশূন্য। ন (নাই) ক্ষার যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অক্ষারলবণ—১। সমুদ্রজলজাত লবণ, সৈন্ধবাদি লবণ। অক্ষার যে লবণ, কর্ম্মধা। ২। মহাগুরুনিপাতে ভক্ষ্য দ্রব্যাদি, পিতামাতাদির মরণাশৌচে ভক্ষ্য ঘৃত দুগ্ধ আতপ-তণ্ডুল মুগ যব তিল প্রভৃতি হবিষ্য দ্রব্য। অক্ষার লবণ আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অক্ষি—চক্ষু, নয়ন। অশ্ (ব্যাপ্ত করা) +ক্সি কর্তৃবা, যাহা (রূপাদি দৃশ্যকে) ব্যাপ্ত করে এই অর্থে। বি; ক্লীব।

অক্ষিক, অক্ষীক—রঞ্জন পুষ্পের বৃক্ষ, আচফুলের গাছ। অক্ষ্ (ব্যাপ্ত করা)+ইক, ঈক কর্তৃবা, যাহা চক্ষুকে ব্যাপ্ত (অর্থাৎ আপন দৃশ্য দ্বারা মুগ্ধ) করে এই অর্থে। বি; পুং।

অক্ষিকাচ—পরকলা কাচ, অচ্ছক লেন্স (lens). অক্ষির কাচ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিকূটক—নেত্রমণি, চক্ষুর তারা। অক্ষির (চক্ষুর) কূটক (গোলক, মণি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিকোটর, -কোষ—চোখের খোল।

অক্ষিগত—প্রত্যক্ষ, দৃষ্ট, দৃষ্টিগোচর; চক্ষুঃশূল; শত্রু, দ্বেষ্য। অক্ষিকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

অক্ষিগোল, -গোলক—চক্ষুর গোলাকার অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিণ্ণ—অম্লান; অদুঃখিত। ন ক্ষিণ্ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্ষিজল—অশ্রু, চোখের জল। অক্ষিনির্গত জল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অক্ষিতারকা, -তারা—কনীনিকা, চোখের তারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষিপক্ষ্ম (-পক্ষ্মন্)—নেত্রলোম, চোখের পাতার লোম। অক্ষির পক্ষ্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষিপট, -পট্ট—চক্ষুর মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম চর্ম্ম—যাহার উপর আলোক পড়িলে দৃষ্টির অনুভূতি জন্মে (retina). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিপটল—ছানী (cataract). অক্ষির পটল (আবরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

অক্ষিপাক—চোখের জ্বালা, চক্ষুর যন্ত্রণা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষিপুট—নেত্রপল্লব, চোখের পাতা।

অক্ষিব—অক্ষীব (১,২) (তাহা দ্রঃ)। অক্ষি—বা (প্রীত করা)+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

অক্ষিবিকূণিত—কটাক্ষদৃষ্টি, আড়নয়নে দেখা, অপাঙ্গদর্শন। অক্ষি (চক্ষুঃ) বিকূণিত (সঙ্কুচিত) হয় যাহাতে, বহুব্রী; অথবা অক্ষির বিকূণিত [সঙ্কোচ; বি—কুণ্ (সঙ্কোচ করা)+ক্ত ভাববা], ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অক্ষিবিক্ষেপ—দৃষ্টিপাত, অবলোকন, তাকান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিবিভ্রম—চোখের ভুল, দেখার ভুল, দৃষ্টিব্যত্যয়, দৃষ্টিভ্রান্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিবিলাস—চক্ষুর বিলাস, সুদৃশ্য বস্তু দর্শনে চক্ষুর তৃপ্তিসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিভিষক্ (-ভিষজ্)—চক্ষুচিকিৎসক, চোখের ডাক্তার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিভেষজ—১। চক্ষুর ঔষধ; অঞ্জন, সুরমা। বি; ক্লীব। ২। রক্তলোধ, এক-প্রকার লোধ্র বা লোধ গাছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষীকরণ—(জ্যোতিষ) দূরবীক্ষণের দৃষ্টিরেখা স্থিরীকরণ (collimation). অক্ষ+চ্বি অভূততদ্ভাবে (=অক্ষী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। [বিণ।

অক্ষীণ—অদুর্ব্বল, অকৃশ, সবল। নঞ্‌ তৎ।

অক্ষীণবৃত্ত—বেদ-বিহিত আচারে নিষ্ঠাবান্, স্বধর্ম্মে অতি আস্থাবান্ ; চরিত্রবান্। অক্ষীণ বৃত্ত (চরিত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অক্ষীব—১। শোভাঞ্জন বৃক্ষ, শজিনা গাছ। ন—ক্ষীব্ (কফাদি ত্যাগ করা) +ক কর্তৃবা, যাহার (সেবন) দ্বারা কফাদি ত্যাগ রুদ্ধ হয় এই অর্থে। ২। সৈন্ধব, সামুদ্র লবণ। ন—ক্ষীব্ (দর্প করা)+ঘঞ্ করণবা, যদ্দ্বারা (অর্থাৎ যাহার তুলনায়) দর্প করা যায় না এই অর্থে [লবণকান্তি বা লাবণ্য অন্য পদার্থশ্রীকে পরাভূত করে, ইহাই সূচিতার্থ]। বি ; পুং। ৩। অদৃপ্ত ; অমত্ত। ন ক্ষীব (দৃপ্ত, মত্ত), নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অক্ষুণ্ণ—অদুঃখিত, অক্ষুব্ধ ('—হৃদয়') ; অবিকৃত ('—ভাব') ; অচ্ছিন্ন, পূর্ণ, অখণ্ড ('—প্রতাপ', '—প্রভাব') ; অপরিশীলিত, অননুশীলিত ('—জ্ঞানার্ণব') ; বজায়, পূর্ব্ববৎ ; অনালোড়িত, ('—হ্রদ') ; অস্পৃষ্ট ; সুস্থ ; অখণ্ডিত, অটুট ('—শক্তি') ; অপরাজিত। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অক্ষুধ—ক্ষুধাশূন্য, আহারে রুচিহীন, যাহার খাইবার ইচ্ছা নাই এরূপ। ন (নাই) ক্ষুধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অক্ষুধা—১। ক্ষুধাবিরহিতা, আহারে রুচিশূন্যা। অক্ষুধ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ক্ষুধার অভাব, অগ্নিমান্দ্য। নঞ্‌ তৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষুব্ধ—দুঃখজাতচাঞ্চল্যহীন, ক্ষোভহীন ; অব্যাকুল, অনাকুলিত, ধীর ('—মন')। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অক্ষুভিত—অক্ষুব্ধ (তাহা দ্রঃ)। ন ক্ষুভিত, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অক্ষেত্র—শস্যোৎপত্তিরহিত ভূমি ; মরুভূমি ; অপাত্র, অযোগ্য ব্যক্তি ; অযোগ্য স্থান। ন (অপ্রশস্ত) ক্ষেত্র (স্থান বা পাত্র), নঞ্‌ তৎ। বি ; ক্লীব।

অক্ষেম—১। অশিব, অকল্যাণ, অমঙ্গল। ন ক্ষেম (মঙ্গল), নঞ্‌ তৎ। বি ; ক্লীব। ২। মঙ্গলরহিত, অকল্যাণভাগী। ন (নাই) ক্ষেম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অক্ষোট, অক্ষোড়—১। আখরোট গাছ [ইহার জন্মস্থান হিমালয়। এই বৃক্ষ কাবুল, পারস্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়]। বি ; পুং। ২। আখরোট ফল। অক্ষ্ (ব্যাপ্ত করা)+ওট, ওড় কর্তৃবা। বি ; ক্লীব। [>অক্ষোড়> আখরোট]।

অক্ষোভ—১। দুঃখবিহীন ; অনুশোচনাশূন্য ; ক্ষোভরহিত ; সপ্রতিভ, যে অপ্রস্তুত হয় না এরূপ ; অনায়াস, অক্লেশ। বিণ। ক্রি-বিণ—অক্ষোভে। ২। হাতী বাঁধিবার খোঁটা বা থাম, আলান। ন (নাই) ক্ষোভ (দুঃখ, অদৃঢ়তা) যাহার, বহুব্রী। ৩। ক্ষোভাভাব, দুঃখহীনতা, ভগ্নোদ্যমহীনতা, ক্লেশশূন্যতা। ন ক্ষোভ, নঞ্‌ তৎ। বি ; পুং। [অধৃষ্য। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অক্ষোভণীয়—অনালোড়নীয়, অবিচলনীয় ;

অক্ষোভিত—অনালোড়িত, অবিচালিত, অনুদ্বেজিত, অনাকুলিত। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অক্ষোভী (-ভিন্)—অক্ষুব্ধ (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ভিণী।

অক্ষোভ্য—১। অপরাভবনীয়, অনালোড়নীয়, অধৃষ্য, অবিচলনীয়। বিণ। ২। তারাদেবীর শিরঃস্থিত সর্পবিশেষ। ৩। শিব ; পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম [ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শিব মদন-কর্তৃক এবং বুদ্ধদেব মার-কর্তৃক ক্ষোভিত বা চঞ্চলচিত্ত হন নাই বলিয়া তাঁহারা 'অক্ষোভ্য' নামে খ্যাত]। ন ক্ষোভ্য, নঞ্‌ তৎ। বি ; পুং।

অক্ষৌহিণী—১,০৯,৩৫০ পদাতি, ৬৫,৬১০ অশ্ব, ২১,৮৭০ হস্তী এবং ২১,৮৭০ রথ—সমুদায়ে ২,১৮,৭০০ এতৎসংখ্যক সৈন্য। [অমরকোষানুসারে—

"একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্।
সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানীকিন্যক্ষৌহিণী— ॥"

১ হস্তী, ১ রথ, ৩ অশ্ব ও ৫ পদাতি—এইগুলির সমবায়ের নাম পত্তি ; এই পত্তির প্রত্যেকটির ত্রিগুণের সমবায়ের, অর্থাৎ ৩ হস্তী, ৩ রথ, ৯ অশ্ব ও ১৫ পদাতির সমবায়ের নাম সেনামুখ ; সেনামুখের প্রত্যেকটির ত্রিগুণের সমবায়ের নাম গুল্ম ; গুল্মের ত্রিগুণের নাম বাহিনী ; বাহিনীর ত্রিগুণের নাম পৃতনা ; পৃতনার ত্রিগুণের নাম চমূ ; চমূর ত্রিগুণের নাম অনীকিনী ; এবং এই অনীকিনীর হস্ত্যাদি চতুরঙ্গের প্রত্যেকটির দশগুণের সমবায়ের নাম অক্ষৌহিণী] অক্ষ (হস্তী প্রভৃতি)—উহ (প্রাপ্ত হওয়া)+ণিন্ কর্তৃবা +ঈপ্ (যাহা হস্তী প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের সমবায়ে গঠিত এই অর্থে)। [অক্ষ+উহিনী, অক্ষ শব্দের অন্ত্য অকার তাহার পরবর্তী উহিনী শব্দের উকারের সহিত মিলিত হইয়া ঔকার হয়]। বি ; স্ত্রী।

অক্সিজেন—(রসায়ন) বায়বীয় মৌলিক পদার্থবিশেষ, বাতাসের একটি উপাদান, অম্লজানবাষ্প (oxygen). বি। [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]।

অখট্টি, অখট্টী—অশান্ত ব্যবহার ; অন্যায় আবদার, আখোট বা আখুটি, বায়না। নঞ্—খট্ (স্থিতি করা)+ই ভাববা ; অখট্টি+ঈপ্=অখট্টী। বি ; স্ত্রী।

অখণ্ড—সমগ্র, গোটা, পূর্ণ ; অংশশূন্য ; পূর্ব্ববৎ স্থায়ী ; অপূর্ব ; অবিভক্ত ; নির্দ্দোষ, অক্ষত। ন (নাই) খণ্ড (অংশ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অখণ্ডদণ্ড—১। একেশ্বরত্ব, একাধিপত্য, অবাধশাসন। অখণ্ড যে দণ্ড (শাসন), কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। অখণ্ড প্রতাপ যাহার এরূপ, অবাধশাসনকারী। অখণ্ড দণ্ড যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অখণ্ডদ্বাদশী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী। [এই দ্বাদশীতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফল চির অখণ্ডিত থাকে, ইহাই শাস্ত্রোক্তি]। অখণ্ডা (অর্থাৎ অখণ্ডফলপ্রদা) দ্বাদশী, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অখণ্ডন—১। পরমাত্মা, ব্রহ্ম ; সময়, কাল। বি ; পুং। ২। অখণ্ড ; অপরিহার্য্য ; অনুল্লঙ্ঘনীয়। ন (নাই) খণ্ডন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। খণ্ডিত না করা। নঞ্‌ তৎ। বি ; ক্লীব।

অখণ্ডনীয়—যাহা খণ্ডন করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নহে এরূপ, অপরিবর্তনীয়, অনুল্লঙ্ঘনীয়, অকাট্য। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অখণ্ডপ্রতাপ—১। অপরিমিত-শক্তিসম্পন্ন ; অব্যাহত ক্ষমতাযুক্ত। অখণ্ড প্রতাপ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অপরিমিত শক্তি ; অব্যাহত ক্ষমতা। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অখণ্ডমণ্ডলাকার—সম্পূর্ণ গোলাকার ("অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।") অখণ্ড এমন মণ্ডল, কর্ম্মধা ; তদ্রূপ আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অখণ্ডিত—যাহা কাটা বা চেরা নয় এরূপ, অবিভক্ত ; একটী ; লিপ্ত ; যাহা খণ্ডন করা হয় নাই এরূপ ; অবিরুদ্ধকথিত ; অবিসংবাদিত। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অখণ্ডিতক্ষুর, -খুর—১। অকর্ত্তিত ক্ষুর, অজোড়া ক্ষুর, যাহা দুই ভাগে বিভক্ত নহে এরূপ ক্ষুর। অখণ্ডিত এমন ক্ষুর, খুর, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। একশফ একটী মাত্র খুরবিশিষ্ট (অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি)। অখণ্ডিত ক্ষুর, খুর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অখণ্ডিতপত্র—১। যাহার পার্শ্বদেশ খণ্ডিত বা বিভক্ত নহে এরূপ পত্র, আম কাঁটাল প্রভৃতির পাতা। অখণ্ডিত যে পত্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। যাহার পত্রগুলি বিভক্ত নয় এরূপ। অখণ্ডিত হইয়াছে পত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অখণ্ডিতবাহু—(জ্যামিতি) যে ক্ষেত্রের পার্শ্বরেখা বিভক্ত নহে এরূপ। অখণ্ডিত বাহু যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

অখণ্ড্য—অখণ্ডনীয় (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌ তৎ।

অখদ্যে—অপদার্থ, অসার, তুচ্ছ ; অকেজো, বাজে। বিণ। 'অখাদ্য'-শব্দজ । **অখদ্যে-অবদ্যে**—অতি নিকৃষ্ট। [অবদ্যে<অবদ্য]।

অখন—এক্ষণে, এখন। 'ইহক্ষণ'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

অখনন—১। না খোঁড়া, খননের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব। ২। অখণ্ডিত, যাহা খোঁড়া হয় নাই এরূপ। ন (নাই) খনন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অখরোট—আখরোট ('অক্ষোট' দ্রঃ)। বি।

অখর্ব্ব(র্ব)—লম্বা ; অক্ষুদ্র ; যাহা বেঁটে নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখল—খলতাশূন্য, অকুটিল, সরলপ্রকৃতি। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—লা।

অখাত—১। যাহা মনুষ্যখনিত নয় এরূপ জলাশয়, দেবখাত, স্বাভাবিক জলাশয় ; (ভূগোল) উপসাগর, খাঁড়ি বা সমুদ্রাংশ। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। অখনিত, যাহা খনন করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখাদিত—অভুক্ত, অভক্ষিত, যাহা খাওয়া হয় নাই এরূপ ; অকৃতাহার, উপবাসী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখাদ্য—১। ভোজনের অযোগ্য, আহারের অনুপযুক্ত। বিণ। ২। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ; নিন্দিত খাদ্য ; ধর্ম্মবিরুদ্ধ খাদ্য। ন (অপ্রশস্ত) খাদ্য, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। **অখাদ্য-অবাদ্য**—যাহা কোন কাজেই লাগে না ; যাহা এরূপ খারাপ যে মুখে দেওয়া যায় না বা মুখে আনাও যায় না। ['অখদ্যে-অবদ্যে'র মার্জ্জিত রূপ]। [বিণ

অখিন—অখিন্ন, অপরাজিত। প্রাঃ কবিপ্র।

অখিদ্য—খেদহীন, অশোচ্য ; অভ্রান্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখিদ্যমান—অননুশোচ্য ; অমলিন। ন খিদ্যমান, নঞ্‌তৎ। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখিন্ন—দুঃখবিহীন ; অশ্রান্ত ; খেদরহিত।

অখিল—১। সমগ্র, সমস্ত, সমুদায় ; চষা ('—ভূমি')। ন (নাই) খিল (শূন্য) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। জগৎ, ভুবন ; আকাঙ্ক্ষা ; অভাব ; শূন্য। ন খিল (সীমা দ্বারা বদ্ধ), নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অখিলখণ্ড—ভূখণ্ড। অখিলের (ভূমণ্ডলের) খণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অখিলপ্রিয়—সকলের প্রিয় ["কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে।"] অখিলের (বিশ্ববাসীর) প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অখিলা—১। হলাদি দ্বারা কৃষ্টভূমি, লাঙ্গল দিয়া চষা জমি। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। সমগ্রা, পূর্ণা। অখিল+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অখিলাত্মা (-ত্মন্)—বিশ্ববিধাতা, পরব্রহ্ম। অখিল আত্মা যাহার, বহুব্রী ; অথবা অখিলের (ব্রহ্মাণ্ডের) আত্মা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অখেদ—১। আক্ষেপহীন, যে দুঃখিত নহে এরূপ, পরিতাপহীন। ন (নাই) খেদ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দুঃখের অভাব, খেদহীনতা, পরিতাপরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখ্যাত—অপ্রসিদ্ধ ; অপ্রতিষ্ঠিত ; নিন্দিত।

অখ্যাতনামা (-নামন্)—অপরিচিত-নামবিশিষ্ট, অপ্রসিদ্ধনামা, যাহার নাম সকলে জানে না এরূপ। অখ্যাত নাম যাহার, বহুব্রী ; অথবা ন খ্যাতনামা, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রী,—নাম্নী।

অখ্যাতি—দুর্নাম, নিন্দা, অপবাদ, অপ-যশ। ন খ্যাতি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অখ্যাতিকর, -কারক, -জনক—অযশস্কর, নিন্দাজনক। অখ্যাতি করে যে, উপতৎ ; অখ্যাতি—কৃ+ট কর্তৃবা ; অখ্যাতির কারক, জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ ; স্ত্রী,—করী, —কারিকা, —জনিকা।

অখ্যাতিবোধ—অসম্মানবোধ ; নিন্দা-বোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অখ্যাপন—অকীর্ত্তন, অঘোষণ ; অনুচ্চারণ, না বলা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব। বিণ,—পিত।

অগ—১। অচল, পর্ব্বত ; তরু ; সূর্য্য। ন—গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃবা, যে গমন করে না [আর্য্যভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের মতে সূর্য্য গতিবিহীন বলিয়া অগ। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বক্র-গমনার্থক অগ্‌ ধাতু হইতে অগ পদ (অগ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা) নিষ্পন্ন হইয়াছে। সূর্য্যের বক্রগতি দ্বারা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হয়]। ২। সর্প, ভুজগ। অগ্‌ (বক্রভাবে গমন করা)+অচ্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং। ৩। গতি-শূন্য, নিশ্চল, স্থির, একস্থানে স্থিত। ন—গম্ +ড কর্তৃবা। বিণ। [বি।

অগই—একপ্রকার ফলের গাছ। প্রাদে।

অগঙ্গ(ঙ্গ)—গঙ্গাহীন, যেখানে গঙ্গা প্রবাহিত নাই এরূপ ('—দেশ') [যে দেশ গঙ্গা হইতে চারিক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী, তাহাকে অগঙ্গ দেশ বলে]। ন (নাই) গঙ্গা যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অগচ্ছ—১। ক্ষুদ্র বৃক্ষ, আগাছা। ন (অপ্রশস্ত) গচ্ছ (গাছ, বৃক্ষ), নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। বৃক্ষহীন। ন (নাই) গচ্ছ (গাছ, বৃক্ষ) যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অগচ্ছিত—যাহা জিম্মায় নাই এরূপ ; অন্যস্ত। নঞ্‌তৎ (বাং)। বিণ।

অগজ—১। শিলাজতু। বি ; ক্লীব। ২। গিরিজাত, গৈরিক, বৃক্ষজাত। উপতৎ ; অগ (পর্ব্বত, বৃক্ষ)—জন্ (উৎপন্ন হওয়া)+ড কর্তৃবা ; যাহা পর্ব্বত বা বৃক্ষ হইতে জন্মে এই অর্থে। ২। হস্তিশূন্য। ন (নাই) গজ (হস্তী) যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অগঠন—১। যাহা ঠিক গড়া হয় নাই এমন। ন (নাই) গঠন (<ঘটন) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অসুন্দর জিনিস, অনিয়মিত বা অশৃঙ্খলভাবে গঠিত জিনিস ; গঠনের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি। বিণ—অগঠিত।

অগড়-বগড়, অগড়ম্‌-বগড়ম্‌—বড় বড় কথা ; অসার বাক্যাস্ফালন ; আবোল-তাবোল, বাজে কথা। অনুকার শব্দ। দেশজ। বি। [>আগড়ুম বাগড়ুম]।

অগণন—যাহা গণিয়া শেষ করা যায় না এরূপ, অসংখ্য, অসংখ্যেয়, বহু। ন (নাই) গণনা (সংখ্যা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগণনীয়—অসংখ্য ; অগ্রাহ্য, অধর্ত্তব্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগণিত—১। অসংখ্য, অনেক। ন (নাই) গণিত (গণনা) যাহার, বহুব্রী। ২। যাহা গণনা করা হয় নাই এরূপ। ন গণিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগণিতব্য—অগণনীয় (তাহা দ্রঃ)।

অগণ্‌তি, অগুণ্‌তি—অসংখ্য, অগণিত, বহু, অনেক। 'অগণিত'-শব্দজ। বিণ।

অগণ্য—অগণনীয় (তাহা দ্রঃ)।

অগত—অনতীত, যাহা গত হয় নাই এমন, উপস্থিত, বর্ত্তমান ; অনধিগত, অলব্ধ। ন গত (অতীত বা প্রাপ্ত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগতি—১। উপায়হীন, নিরুপায় ; নিরাশ্রয় ; অনাথ ; ধীর ; গতিহীন। ন (নাই) গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। **অগতির গতি**—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ (অগতির গতি ভগবান্)। ২। উপায়ের অভাব ; গতির অভাব। ন গতি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ৩। অসৎকার, মৃতব্যক্তির সৎকার বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অভাব। বাং প্র। বি।

অগতিক—অসহায় ; নিরাশ্রয় ; স্থির, অচল। ন (নাই) গতি যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত-ক-আগম)। বিণ।

অগত্যা—অন্য উপায় না থাকাতে, গত্যন্তর-হীন হওয়ায়, কোন উপায় না থাকায় বাধ্য হইয়া, সুতরাং, কাজে কাজে। অব্য ; ক্রি-বিণ। [সংস্কৃতে অগতি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'অগত্যা' পদ হয়, উহাই অবিকল-ভাবে বাংলাভাষায় চলিয়া গিয়াছে]।

অগদ—১। ভেষজ, ঔষধ ; ধন্বন্তরিপ্রণীত অষ্টভাগের ষষ্ঠভাগ। ন (নাই অর্থাৎ হয় না) গদ (পীড়া, রোগ) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। সুস্থ, রোগশূন্য, নিরাময়, নীরোগ। ন (নাই) গদ যাহার, বহুব্রী। ৩। গদাহীন, যাহার গদা নাই এরূপ। ন (নাই) গদা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগদঙ্কা(ঙ্কা)র—ভিষক্, বৈদ্য, চিকিৎসক। অগদ (অর্থাৎ নীরোগ) করেন যিনি,

উপতৎ ; অগদ—কৃ + অণ্ কর্ত্তৃবা (ম-আগম)। বি ; পুং।

অগদতন্ত্র—বিষবিজ্ঞান, বিষক্রিয়া প্রনাশক বা প্রতিষেধক বিদ্যা। অগদ-বিষয়ক তন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অগদ্য—দোষযুক্ত গদ্য ; কবিতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অগনতি, অগুনতি—অসংখ্য। 'অগণিত'-শব্দজ। বিণ।

অগন্তব্য—গমনের অযোগ্য, দুর্গম, দুষ্প্রবেশ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগভীর—অল্প গভীর ; অগম্ভীর ; সামান্য খাতবিশিষ্ট ; অপ্রসার, ভাসা-ভাসা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগম—১। চলনশূন্য, নিশ্চল, গতিহীন ; অমান্য। ন (নাই) গম (গমন) যাহার, বহুব্রী। ২। দুষ্প্রবেশ, অত্যন্ত গভীর, অথই ('—জল')। ন (নাই) গম (গতি) যাহাতে, বহুব্রী। প্রাদে। বিণ। ৩। পর্ব্বত, বৃক্ষ। নঞ্—গম্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অগমতা—১। মান্যব্যক্তির প্রতি অনাদর, অসম্ভ্রম, অমর্য্যাদা, অপমান। বাং প্র। বি। ২। দুষ্প্রবেশত্ব ; গতিহীনতা। অগম (১, ২) + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অগমন—১। না-যাওয়া ; গমনের অভাব ; স্থিরতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব। ২। গতিহীন, স্থির। ন (নাই) গমন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগমনীয়, অগম্য—গমনাযোগ্য, গমনের পক্ষে অপ্রশস্ত, যেখানে যাওয়া অকর্ত্তব্য এরূপ ; যেখানে যাওয়া যায় না এরূপ ; অবোধ্য, দুর্ব্বোধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগম্যরূপ—যাহার স্বরূপের উপলব্ধি হয় না এমন। অগম্য রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগম্যা—গমনের অযোগ্যা ; যাহার সহিত সঙ্গম করা কর্ত্তব্য নহে এরূপ স্ত্রী, যাহার সহিত সম্ভোগে পাপ জন্মে এরূপ রমণী [নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন অপর স্ত্রী মাত্রই অগম্যা। বিশেষতঃ উত্তমবর্ণের নারী, মাতা, বিমাতা, কন্যা, শ্বশ্রূ, গর্ভবতী, রজস্বলা, ভ্রাতৃজায়া, ভাগিনেয়ী, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়-স্ত্রী, শিষ্যা, শিষ্যভার্য্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রপত্নী, গুরুপত্নী, রাজপত্নী, পুত্রবধূ ও ভগিনী ইত্যাদি রমণী শাস্ত্রে অগম্যা বলিয়া কথিতা]। নঞ্‌তৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অগম্যাগমন—অগম্যা স্ত্রীর সহিত সঙ্গম, ব্যভিচার। অগম্যাতে গমন, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

অগম্যাগামী (-গামিন্)—অগম্যা রমণীর সহিত সম্ভোগকারী, শাস্ত্রনিষিদ্ধ রমণীর সহিত সঙ্গমকারী। অগম্যাতে গমন করে যে, উপতৎ ; অগম্যা—গম্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অগর—১। বিষনাশক, বিষহারক, যাহা বিষ নষ্ট করে এরূপ। ন (থাকে না) গর (বিষ) যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —রা, —রী। ২। অগুরুনামক গন্ধদ্রব্য। গ্রাম্য। বি। ৩। যদি। হিন্দী। অব্য।

অগরী—মূষিকবিষনাশক দেবতাড় বৃক্ষ। অগর (১) + ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি ; স্ত্রী।

অগরু—অগুরু চন্দন, কৃষ্ণচন্দন। নঞ্—গৄ + উ কর্ত্তৃবা, (দুর্গন্ধ) উদ্গিরণ করে না ইহা এই অর্থে। বি ; ক্লীব।

অগর্ব্ব(র্ব)—১। গর্ব্বরহিত, অহঙ্কারশূন্য ; অনুদ্ধত, নম্র। ন (নাই) গর্ব্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। গর্ব্বাভাব, নিরহঙ্কারত্ব। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অগর্ব্বি(র্বি)ত—অহঙ্কারশূন্য, নিরহঙ্কার ; বিনয়ী, নম্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগর্ব্বী (-গর্ব্বিন্), **অগর্বী**—অগর্ব্বিত (তাহা দ্রঃ)। স্ত্রী, —গর্ব্বিনী।

অগর্ভবতা, -গর্ভা, -গর্ভিণী—যে রমণীর গর্ভ হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অগর্হ—গর্হাশূন্য ; অনিন্দ্য, নিন্দারহিত। ন (নাই) গর্হা (নিন্দা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগর্হিত—অনিন্দিত, প্রশস্ত, উত্তম ; বৈধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগল—অগ্রগামী, অগ্রগণ্য ; শ্রেষ্ঠ ; দক্ষ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অগস্ট—ইংরেজী বৎসরের অষ্টম মাস (August)। বি। [রোমক সম্রাট Augustus Cæsar-এর নাম হইতে এই মাসের নাম হইয়াছে]।

অগস্তি, অগস্ত্য—১। মুনিবিশেষ ; অগস্ত্য-নামক নক্ষত্র (Canopus) ; বক ফুল। অগ—অস্ (গমন করা) + তি কর্ত্তৃবা, যিনি পর্ব্বতসকাশে গমন করিয়াছিলেন এই অর্থে। উপতৎ ; অগ (পর্ব্বত)—স্তৈ (স্তম্ভিত করা) + ক কর্ত্তৃবা, যিনি পর্ব্বতকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন ; (চরিতাবলীতে 'অগস্ত্য' দ্রঃ)। বি ; পুং।

অগস্তিদ্রু—বকফুলের গাছ। অগস্তি প্রিয় দ্রু (বৃক্ষ), মধ্যপ কর্ম্মধা ; অথবা অগস্তির (বকপুষ্পের) দ্রু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগস্তী—দক্ষিণদিক্, অগস্তি ঋষির আশ্রিতা দিক্। অগস্তি নিবাসার্থে লক্ষণায় + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অগস্ত্য—'অগস্তি' দ্রঃ।

অগস্ত্যযাত্রা—ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে যাত্রা বা ঐ দিন ; (ঐ দিনে অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছিলেন এবং আর ফিরেন নাই—এজন্য প্রচলিত মতে) প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে গমন বা সেই দিন ; চিরকালের মত যাওয়া, অপ্রত্যাবর্ত্তনীয় গমন (কারণ, অগস্ত্য তাঁহার দক্ষিণযাত্রার পর আর ফিরিয়া আসেন নাই) ; অপ্রশস্ত বা নিষিদ্ধ যাত্রা। [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগস্ত্যসংহিতা—অগস্ত্যসংগৃহীত ধর্ম্মশাস্ত্র। অগস্ত্যসংকলিতা সংহিতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগস্ত্যোদয়—ভাদ্রমাসের সপ্তদশ বা অষ্টাদশ দিবসে অগস্ত্য নক্ষত্রের বা নক্ষত্ররূপী অগস্ত্যমুনির আকাশে প্রকাশ। [অগস্ত্যোদয় হইলে শরৎ ঋতুর চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং জল ও আকাশ পরিষ্কৃত হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগহিন—১। অগভীর, অল্প গভীর। 'অগভীর'-শব্দজ। ২। গভীর, অতিগভীর। 'গভীর'-শব্দজ ['অ' নিরর্থক]। বিণ।

অগা—১। নির্ব্বোধ, বোকা ; অকর্ম্মণ্য হাঁদা। 'অজ্ঞ'-শব্দজ। বিণ। ২। গতিরহিতা, নিশ্চলা। অগ (৩) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অগাকান্ত, -চণ্ডী, -মারা, -রাম—[গালাগালি বা সস্নেহ তিরস্কারে] নির্ব্বোধ ; অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ। বাং প্র। বিণ।

অগাগি—সঙ্গ, সংসর্গ। 'অঙ্গাঙ্গি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অগাত্মজা—পার্ব্বতী, উমা ; নদী। অগের (পর্ব্বতের) আত্মজা (কন্যা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগাত্র—দেহরহিত, শরীরশূন্য, অঙ্গহীন। ন (নাই) গাত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগাধ—১। অতলস্পর্শ, গভীর ; প্রগাঢ় ; অধিক ; অসামান্য ; অনন্ত। ন (নাই) গাধ (প্রকৃষ্টস্থিতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। গর্ত্ত। ন—গাধ্ (প্রতিষ্ঠিত হওয়া) + ঘঞ্ অধিবা ; যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না এই অর্থে। বি ; ক্লীব।

অগাধজল—১। সুগভীর জল, সহজে যাহার তল স্পর্শ করিতে পারা যায় না এরূপ জলরাশি। অগাধ এমন জল, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। সুগভীর জলবিশিষ্ট, যাহাতে অনেক জল আছে এরূপ। বিণ। ৩। হ্রদ, সরোবর। অগাধ জল যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

অগামারা—'অগাকান্ত' দ্রঃ।

অগার, আগার—গৃহ, ঘর। অগ (স্তম্ভ, খুঁটি) গ্রহণ করে যে (অর্থাৎ আছে যাহাতে), উপতৎ ; অগ (স্তম্ভ)—ঋ (গ্রহণ করা) + অণ্ কর্ত্তৃবা ; অথবা, অগ—আ—রা (গ্রহণ করা) + ক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

অগারাম—'অগাকান্ত' দ্রঃ।

অগুণ—১। অমঙ্গল, অহিত ; গুণাভাব ; অনুপকার ; দোষ ; (ব্যাকরণে) ই-ঈ স্থানে এ, উ-ঊ স্থানে ও, ঋ-স্থানে অর্ এবং ৯-স্থানে অল্ না হওয়া। ন গুণ, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। প্রশংসনীয়ধর্ম্মবিহীন, গুণশূন্য, বিদ্যাবিনয়াদিরহিত, নির্গুণ ; গুণাতীত ;

জ্যাবিহীন, ছিলাশূন্য। ন (নাই) গুণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগুণকারক—অপকারক, অনুপকারী; দোষোৎপাদক, গুণহীনতাজনক। অগুণের কারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কারিকা।

অগুণজ্ঞ—১। গুণ বুঝিতে অসমর্থ, যে গুণ বুঝিতে পারে না এমন। ন গুণজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। ২। যে দোষ জানে এমন। অগুণ জানে যে, উপতৎ; অগুণ—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অগুণবাচক—১। অগুণপ্রকাশক, যাহা ব্যক্তি বা বস্তুর কোন গুণ প্রকাশ করে না এমন। গুণের বাচক, ৬ষ্ঠীতৎ; ন গুণবাচক, নঞ্‌তৎ। ২। দোষপ্রকাশক। অগুণের বাচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বাচিকা।

অগুণবাদী (-বাদিন্)—১। যে গুণ-কীর্ত্তন করে না এমন। ন গুণবাদী, নঞ্‌তৎ। ২। যে দোষ কীর্ত্তন করে এমন। অগুণ—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

অগুণী (-ণিন্)—গুণহীন, যে লোক কাজের নয় এরূপ, অকেজো। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ণিনী। [দ্রঃ।

অগুণ্‌তি, অগুনতি—'অগণ্‌তি', 'অগনতি'

অগুপ্ত—অপ্রচ্ছন্ন, অগূঢ়, যাহা লুক্কায়িত নহে এরূপ, প্রকাশিত, বিস্পষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগুম্ফ—গুম্ফবিহীন, যাহার গোঁফ নাই এমন। ন (নাই) গুম্ফ (গোঁফ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগুরু—১। শিংশপা-বৃক্ষ, শিশুগাছ। বি; ক্লীব। ২। কৃষ্ণাগুরুনামক চন্দনকাষ্ঠ, হরিদ্রাবর্ণ চন্দনকাষ্ঠ, অগুরুচন্দন (অগরু, অগুরু ও অগুরুচন্দন তিনটি শব্দই সমার্থক)। ন (নাই) গুরু (ভারী) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। যাহা ভারী নয় এরূপ, হাল্‌কা, লঘু; গৌরবশূন্য। নঞ্‌তৎ। ৪। গুরু-হীন, উপদেশকশূন্য। ন (নাই) গুরু (উপদেশক) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগুহ্য—অগোপনীয়, গোপন করিবার অযোগ্য; প্রকাশ করিবার যোগ্য, প্রকাশ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অগূঢ়—অগুপ্ত; ব্যক্ত, প্রকাশিত। নঞ্‌তৎ।

অগূঢ়গন্ধ—হিঙ্গু, হিং। অগূঢ় (সুব্যক্ত) গন্ধ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অগূঢ়ভাব—১। ব্যক্ত অবস্থা, স্পষ্ট ভাব। অগূঢ় ভাব, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। সরল, অমায়িক। গূঢ় ভাব, কর্ম্মধা; ন (নাই) গূঢ়ভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগৃহ—১। অপ্রশস্ত গৃহ, কুৎসিত গৃহ। ন (অপ্রশস্ত) গৃহ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। গৃহহীন; বানপ্রস্থাশ্রমী। ন (নাই) গৃহ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগৃহ্য—১। অনায়ত্ত, স্বতন্ত্র; বিপক্ষীয়; প্রতিকূল। নঞ্—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ক্যপ্ কর্ম্মবা। ২। অগৃহজাত, যাহা গৃহে উৎপন্ন হয় নাই এমন; আরণ্য, বন্য। ন গৃহ্য (গৃহ শব্দ+যৎ ভবার্থে), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগেআন, অগেয়ান—১। নির্ব্বোধ, মূর্খ। বিণ। ২। জ্ঞানহীনতা। 'অজ্ঞান'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অগেয়ানী—জ্ঞানশূন্যা, মূর্খা। ("বিদ্যাপতি কহ তুঁহু অগেয়ানী"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী। [বাংলা। অব্য।

অগো—হে, ওগো, ও। 'অঙ্গ'-শব্দজ। প্রাঃ

অগোচর—ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত; পরোক্ষ; জ্ঞানাতীত; অতীন্দ্রিয়; অজ্ঞেয়; অপ্রত্যক্ষ; অজ্ঞাত; অপ্রকাশ্য। ন গোচর, নঞ্‌তৎ। বিণ। ক্রি-বিণ—অগোচরে।

অগোপন—১। গোপনাভাব, প্রকাশ, জ্ঞান-গোচরতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। প্রকা-শিত, জ্ঞানগোচর। ন (নাই) গোপন যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—অগোপনে।

অগোপনীয়—গোপনের অযোগ্য, যাহা গোপন করিতে পারা যায় না, প্রকাশ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগোর—অগুরু শব্দের অপভ্রংশ। বি।

অগৌণ—মুখ্য, প্রধান। ন গৌণ, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—অগৌণী।

অগৌণে—শীঘ্র, সত্বর, অবিলম্বে। ন (নাই) গৌণ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

অগৌর—১। অগুরু। 'অগুরু'-শব্দজ। বি। ২। অশ্বেত, যাহা ফর্সা নহে এরূপ; অসুন্দর। ন গৌর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—অগৌরী।

অগৌরব—১। অসম্মান, অমর্য্যাদা; গৌরবহীনতা; প্রয়োজনশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। অসম্মানিত, মর্য্যাদাহীন; গুরুত্বশূন্য; লঘু; নিষ্প্রয়োজন। ন (নাই) গৌরব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগ্নায়ী—১। অগ্নির পত্নী, স্বাহা। অগ্নি+ঈপ্ (পত্নী অর্থে)। ২। ত্রেতাযুগ। বি; স্ত্রী।

অগ্নি—১। অনল, বহ্নি, পাবক, হুতাশন, আগুন (চরিতাবলী দ্রঃ)। [অগ্নি তিনপ্রকার, যথা—ভৌম, দিব্য ও জাঠর; কাষ্ঠাদি পার্থিব দ্রব্যে সম্ভূত অগ্নিকে ভৌমাগ্নি, জল ও বায়ু হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ বজ্র প্রভৃতিকে দিব্যাগ্নি এবং জঠর বা উদরে অবস্থিত অন্নাদি পরি-পাককারী অগ্নিকে জাঠরাগ্নি বা জঠরাগ্নি বলে]। অনগ্ (ঊর্দ্ধে গমন করা)+নি কর্ত্তৃবা; যিনি ঊর্দ্ধদিকে গমন করেন এই অর্থে। ২। [অগ্নিদেবতা এই কোণের অধি-পতি বলিয়া] অগ্নিকোণ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকের মধ্যবর্ত্তী কোণ। বি; পুং।

অগ্নি-অবতার—মূর্ত্তিমান্ অগ্নিবিশেষ; ক্রোধে রক্তবর্ণ মুখধারী ব্যক্তি। অগ্নির অবতার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [শ্রুতিকটুত্ব হেতু সন্ধি হইল না]।

অগ্নিক—ইন্দ্রগোপনামক রক্তবর্ণ কীটবিশেষ। অগ্নি—টক+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অগ্নিকণ, -কণা—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আগুনের ফিন্‌কি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

অগ্নিকর—১। অগ্নিকারক; অগ্ন্যুৎপাদক; অগ্নিকর্ত্তা, অগ্নিদাতা; দাহজনক; সন্তাপন। অগ্নি করে যে, উপতৎ; অগ্নি—কৃ (করা)+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী। ২। অগ্নিময়-কিরণবিশিষ্ট সূর্য্য। অগ্নিময় কর (কিরণ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। অগ্নিহস্ত (ব্যক্তি), যাহার হাতে আগুন আছে এরূপ। অগ্নি করে (হস্তে) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—করা।

অগ্নিকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), **-কর্তা**—অগ্নির জ্বালক, যে আগুন জ্বালে; মৃতের মুখে অগ্নিদাতা, শাস্ত্রানুসারে যে মৃতের মুখাগ্নি করে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

অগ্নিকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম; অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান; অনল-প্রজ্বলন; অগ্নিযোগে শবসৎকার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; শবমুখে অগ্নিদান; (বৈদ্যশাস্ত্র) কষ্টিক অথবা তপ্তলৌহাদি দ্বারা দগ্ধ করণ। অগ্নিসম্বন্ধীয় বা অগ্নিশোধন বা অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা; বা অগ্নি দ্বারা কর্ম্ম, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্নিকলা—ধূম্রার্চ্চিঃ উষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী সুশ্রী সুরূপা কপিলা হব্যবহা কব্যবহা—অগ্নির এই দশপ্রকার অবয়ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিকল্প—অনলতুল্য; তেজস্বী; উগ্র; কোপোদ্দীপ্ত; উষ্ণ। অগ্নি+কল্পপ্ ঈষদূন অর্থে। বিণ।

অগ্নিকাণ্ড—গৃহাদির দাহ; গোলাগুলিবর্ষণ; দহন ব্যাপার; বিষম ঝগড়া, প্রচণ্ড মারামারি কাটাকাটি। অগ্নিকৃত কাণ্ড, বা অগ্নিবর্দ্ধক কাণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

অগ্নিকারক—১। অনলোৎপাদক; পরি-পাকশক্তিবর্দ্ধক; মৃতব্যক্তির সৎকারকারী। বিণ। স্ত্রী,—কারিকা। ২। অগ্ন্যুৎপাদক পদার্থবিশেষ, চক্‌মকি, অরণি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্নি-কার্পাস—আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহার্য্য তীব্র-শক্তিশালী অতিবিস্ফোরক পদার্থবিশেষ (gun-cotton). [কার্পাসতুলা নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়]। অগ্নিগর্ভ কার্পাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অগ্নিকার্য্য(র্য)—অগ্নিকর্ম্ম (তাহা দ্রঃ)।

অগ্নিকাষ্ঠ—১। অগুরু চন্দন। অগ্নির (জন্য) কাষ্ঠ, ৬ষ্ঠীতৎ (তাদর্থ্যে)। ২। অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ, অরণি। অগ্নিজনক কাষ্ঠ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ৩। ইন্ধন, জ্বালানী কাঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্নিকিরণ—১। অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত রশ্মি, অতি তীব্র কর। অগ্নিতুল্য কিরণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। সূর্য্য। অগ্নিতুল্য কিরণ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অগ্নিকুক্কুট—জ্বলন্ত তৃণগুচ্ছ, আগুনের নুড়া (fire-brand). অগ্নি কুক্কুটসদৃশ, উপমিত। বি; পুং।

অগ্নিকুণ্ড—অগ্নিরক্ষারস্থান; হোমকুণ্ড; আগুন জ্বালিবার গর্ত্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

অগ্নিকুমার—কার্ত্তিকেয় [অগ্নিদেব একদা বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিগণের পত্নীদিগের রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হন। অগ্নিপত্নী স্বাহা স্বামীর মনোবিকার বুঝিতে পারিয়া অরুন্ধতী ভিন্ন অন্য ছয় ঋষিভার্য্যার রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত ছয় বার সঙ্গম করেন, এবং স্বামীর স্খলিত বীর্য্য একটি স্বর্ণকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন; এই স্খলিত বীর্য্য হইতে কার্ত্তিকেয় উদ্ভূত হন বলিয়া তাঁহার অপর নাম অগ্নিকুমার]। অগ্নির কুমার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্নিকুল—রাজপুতকুলবিশেষ; রাজপুতজাতির পরমার, প্রতিহার, শোলাঙ্কি ও চৌহান—এই চারি শাখা। [পৌরাণিক প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, রাজপুতানার অন্তর্গত অর্ব্বুদ পর্ব্বতে (আবু পাহাড়ে) ঋষিদিগের আশ্রম ছিল। দানবগণ উক্ত ঋষিদিগের প্রতি উপদ্রব করায় তাঁহারা পরিত্রাণের নিমিত্ত পর্ব্বতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঐ যজ্ঞস্থল হইতে চারিশ্রেণীর ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হয়। উহারাই অগ্নিকুল রাজপুত নামে বিখ্যাত]। অগ্নিজাত কুল (বংশ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অগ্নিকোণ—পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যস্থিত কোণ, পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ (এই কোণটি অগ্নিদেব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত)। অগ্ন্যধিষ্ঠিত কোণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অগ্নিক্রিয়া—অগ্নিকর্ম্ম (তাহা দ্রঃ)। অগ্নিসম্পাদ্যা ক্রিয়া (মৃতসৎকার), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্নিক্রীড়া—আতসবাজি, আগুন-খেলা, বাজি পোড়ান। অগ্নিসাধ্যা ক্রীড়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্নিগর্জ্জ(র্জ)ন—অনলের শব্দ, আগুন জ্বলিবার সময় হুহু শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্নিগর্ভ(র্ত্ত)—১। অগ্নিজারবৃক্ষ; সূর্য্যকান্তমণি; আতশীকাচ। বি; পুং। ২। মধ্যে অগ্নিবিশিষ্ট, যাহার মধ্যে আগুন আছে এরূপ। অগ্নি গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগ্নিগর্ভা—১। শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ [কথিত আছে, এই বৃক্ষের মধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত ছিলেন]; মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার ভিতরে অগ্নি আছে এরূপ। অগ্নি গর্ভে যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অগ্নিগৃহ—অগ্নিশালা; সাগ্নিকদিগের অগ্নিপূজার গৃহ; যজ্ঞশালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্নিচয়ন—১। অগ্ন্যাধান, অগ্নির আহরণপূর্ব্বক স্থাপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। মন্ত্র বিশেষ; কাষ্ঠ। অগ্নি—চি+অনট্ করণবা। বি; পুং।

অগ্নিচিৎ—১। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, অগ্নিহোত্রী। বি; পুং। ২। মন্ত্রপূর্ব্বক অগ্নি স্থাপনকরতঃ নিত্য হোমকারী। অগ্নিকে চয়ন (অর্থাৎ আহরণপূর্ব্বক স্থাপন) করিয়াছেন যিনি, উপতৎ; অগ্নি—চি+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। বহ্নিস্থাপন, অগ্ন্যাধান। অগ্নি—চি+ক্বিপ্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অগ্নিচিত্যা—বহ্নিস্থাপন, অগ্নির আহরণপূর্ব্বক স্থাপন। অগ্নির চিত্যা (চয়ন), ৬ষ্ঠীতৎ; [চিত্যা=চি+ক্যপ্ ভাববা+স্ত্রী আপ]। বি; স্ত্রী। [যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অগ্নিচূড়—কুক্কুট, মোরগ। অগ্নিবর্ণ চূড়া

অগ্নিচূর্ণ,-চূর্ণক—অঙ্গার গন্ধকাদি সংযোগে প্রস্তুত দাহ্য চূর্ণ, বারুদ (gunpowder). অগ্নিকারক চূর্ণ,-চূর্ণক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অগ্নিজ—১। অগ্নিজার বৃক্ষ; কার্ত্তিকেয়। বি; পুং। ২। কাঞ্চন, স্বর্ণ (মহাভারতমতে অনলসম্ভব)। বি; ক্লীব। ৩। অগ্নি হইতে উৎপন্ন, বহ্নিজাত। অগ্নি হইতে জন্মিয়াছে যে, উপতৎ; অগ্নি—জন্ (উৎপন্ন হওয়া)+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অগ্নিজনক—অগ্নির উৎপাদক; হজমশক্তিবর্দ্ধক, পাচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

অগ্নিজন্মা (-জন্মন্)—কার্ত্তিকেয়। অগ্নি হইতে জন্ম যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অগ্নিজাত—১। অগ্নি হইতে উৎপন্ন। বিণ। ২। (পুরাণ) কার্ত্তিকেয়; (বৈদ্যক) অগ্নিজার নামক ঔষধীয় বৃক্ষ। অগ্নি হইতে জাত, ৫মীতৎ। বি; পুং।

অগ্নিজার, -জাল—অগ্নিজ বৃক্ষ। অগ্নি জারিত করে যাহা, উপতৎ; অগ্নি—পৄ+ণিচ্ স্বার্থে+অন্ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে র-স্থানে লা। বি; পুং।

অগ্নিজিহ্ব—১। অগ্নিবৎ জিহ্বাবিশিষ্ট। অগ্নির জিহ্বার ন্যায় জিহ্বা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দেবতা [দেবতারা অগ্নিরূপ জিহ্বা দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া থাকেন]; বিষ্ণু [ইনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ-সময়ে অগ্নিজিহ্ব হইয়াছিলেন]। অগ্নি জিহ্বা যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অগ্নিজিহ্বা—১। অগ্নিবৎজিহ্বাবিশিষ্টা। অগ্নিজিহ্ব (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বহ্নির সপ্ত শিখা [ইহাদের নাম—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা; মতান্তরে করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, পদ্মরাগা ও সুবর্ণা]। ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। লাঙ্গলীবৃক্ষ, বিষলাঙ্গলিয়ার গাছ। অগ্নির জিহ্বার ন্যায় জিহ্বা (পত্র) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্নিজ্বালা—১। অগ্নিশিখা, আগুনের তেজ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জলপিপ্পলী; ধাতকীবৃক্ষ। [এই বৃক্ষের পুষ্প অগ্নিজ্বালাসদৃশ লোহিতবর্ণ]। অগ্নির জ্বালার ন্যায় জ্বালা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্নিতপ্ত—১। অনলোত্তপ্ত, যাহা আগুনে গরম করা হইয়াছে এরূপ। অগ্নি দ্বারা তপ্ত, ৩য়াতৎ। ২। অনলবৎ উষ্ণ, আগুনের মত গরম। অগ্নিসদৃশ তপ্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বিণ।

অগ্নিতরঙ্গ(২গ)—আগুনের ঢেউ, ঢেউয়ের আকারে প্রজ্বলিত অগ্নি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্নিতাপ—অনলের উষ্ণতা, আগুনের গরম, আগুনের হল্কা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্নিতুল্য—বহ্নিসদৃশ, আগুনের মত; অতিশয় উত্তপ্ত; অতিশয় ক্রোধী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অগ্নিতুলা—বিস্ফোরণকারী তুলা (guncotton). অগ্ন্যুৎপাদিকা তুলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্নিত্রয়—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই ত্রিবিধ অগ্নি [গৃহপতি বা গৃহস্বামীর সমর্পিত অগ্নিকে গার্হপত্য, গার্হপত্য হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক সংস্কৃত অগ্নিকে আহবনীয় এবং দক্ষিণদিকের অগ্নিকে দক্ষিণাগ্নি বলে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্নিত্রেতা—অগ্নিত্রয় (তাহা দ্রঃ)। ত্রি অর্থাৎ তিনকে ইতা (প্রাপ্তা), ২য়াতৎ; অগ্নির ত্রেতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিদ—১। গৃহাদিতে অনলসংযোগকারী শত্রু। বি; পুং। ২। অগ্নিদাতা, মৃতের অগ্নিসৎকারে অধিকারী; শবদাহক; গৃহাদিদাহক। অগ্নি দান করে যে, উপতৎ; অগ্নি—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অগ্নিদগ্ধ—১। যে বা যাহা আগুনে পুড়িয়াছে এরূপ; শাস্ত্রবিধানানুসারে অগ্নিদ্বারা সংস্কৃত; জ্বলিত, আগুন-পোড়া; সন্তপ্ত। বিণ। ২। পিতৃলোক। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

অগ্নিদগ্ধপ্রস্তর—আগ্নেয় বা অগ্নির ক্রিয়াবশে উৎপন্ন প্রস্তর, আগ্নেয় শিলা (igneous rock). [ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে প্রস্তর সকল আগ্নেয় শিলা (igneous rock) ও পাললিক শিলা (sedimentary rock)

—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তরল পদার্থ তাপ হারাইয়া জমাট বাঁধিবার ফলে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হইয়াছে]। অগ্নিদগ্ধ যে প্রস্তর, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অগ্নিদমনা, -দমনী—বৃক্ষবিশেষ, গণিকারী বৃক্ষ। অগ্নির দমন হয় যাহা হইতে, বহুব্রী +আপ্ ও ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিদাতা (-দাতৃ)—মৃতের দাহনকারী ; মৃত-সংকারকালে মৃতের মুখে অগ্নিসংযোগ-কারী ; গৃহাদিতে অগ্নিদানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —দাত্রী।

অগ্নিদান—আগুন দেওয়া, আগুন লাগান ; দাহকরণ ; মৃতের মুখাগ্নিকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অগ্নিদাহ—আগুনে পুড়িয়া যাওয়া, ভস্মীভূত হওয়া, আগুন লাগা। ৩য়াতৎ, ৬ষ্ঠীতৎ বা ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিদাহ্য—যাহা আগুনে পুড়িয়া যায় এরূপ (combustible). অগ্নি দ্বারা দাহ্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

অগ্নিদীপক—অগ্নিজ্বালক, অগ্নির উত্তেজক ; উদরের পাচকাগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাকশক্তির বর্দ্ধক। অগ্নির দীপক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —দীপিকা।

অগ্নিদীপন—১। অগ্নি-প্রজ্বলন ; জঠরাগ্নির পরিবর্দ্ধন, ক্ষুধাবর্দ্ধন। বি ; ক্লীব। ২। 'অগ্নি-দীপক' (সকল অর্থে)। অগ্নির দীপন, ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ।

অগ্নিদীপ্ত—অগ্নিসংযোগে উজ্জ্বল, জ্বলন্ত। অগ্নি দ্বারা দীপ্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অগ্নিদূত—যজ্ঞ। অগ্নি দূত যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

অগ্নিদেব—১। অনলদেব, দেবরূপী অগ্নি। অগ্নিই দেব, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। অগ্নির উপাসক। অগ্নি দেব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগ্নিদেবতা—১। অনলদেব, দেবরূপী অগ্নি। অগ্নিই দেবতা, কর্ম্মধা। ২। কৃত্তিকা নক্ষত্র। অগ্নি দেবতা যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিদেবা—১। অগ্নিপূজিকা, অগ্নির উপা-সিকা। অগ্নিদেব (২) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কৃত্তিকানক্ষত্র। অগ্নি দেব (অধিদেবতা) যাহার, বহুব্রী + আপ্। [জ্যোতিষমতে অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের এক একটি করিয়া অধিদেবতা আছেন ; ইঁহাদের মধ্যে কৃত্তিকানক্ষত্রের অধিদেবতা অগ্নি]। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিদৈবত্য—অগ্নিদেবের আধিপত্য ; অগ্নিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া স্বীকার। অগ্নির দৈবত্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অগ্নিদ্রবার্হ—অগ্নিতাপে গলিয়া যাইবার উপযুক্ত, যাহা আগুনের তাপে গলিয়া যায় এরূপ। অগ্নি দ্বারা দ্রবার্হ (দ্রব—অর্হ্ + অচ্ কর্তৃবা), ৩য়াতৎ। বিণ।

অগ্নিনাশ—অগ্নির নির্ব্বাপন ; পরিপাক-শক্তির বিনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিনির্য্যা(র্যা)স—১। অগ্নিজারবৃক্ষ। অগ্নির নির্য্যাস (ক্ষীরবৎ নিষ্যন্দ), ৬ষ্ঠীতৎ (তজ্জাত এই লাক্ষণিক অর্থে)। বি ; পুং। ২। স্বর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অগ্নিপক্ব—যাহা আগুনে পাক করা (রাঁধা) হইয়াছে এরূপ, আগুনে সিদ্ধ। অগ্নি দ্বারা পক্ব, ৩য়াতৎ। বিণ।

অগ্নিপরীক্ষা—কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অগ্নিমধ্যে স্থাপন করিয়া বা অন্য প্রকারে অগ্নিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার শুদ্ধাশুদ্ধি স্থিরীকরণ ; আগুনে স্বর্ণাদি বস্তুর পরখ ; দারুণ বিপদ্ বা প্রলোভনের মধ্যে কোন ব্যক্তির ধৈর্য্যাদি পরীক্ষা ; কঠোর পরীক্ষা [পুরাকালে রমণীর চরিত্রস্খলন-সন্দেহে তাহাকে অগ্নিসাহায্যে পরীক্ষা করা হইত; যেমন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল]। অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা, ৩য়াতৎ ; বা অগ্নিসহকৃতা পরীক্ষা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিপুরাণ—অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম [ইহাতে বক্তা অগ্নি, শ্রোতা বশিষ্ঠ ; ঈশান-কল্পের বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে ; ইহার শ্লোকসংখ্যা পঞ্চদশসহস্র]। অগ্নিকথিত পুরাণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অগ্নিপূজা—অনলকে দেবতারূপে পূজা করা, অগ্নির অর্চ্চনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিপ্রদ—অগ্নিদানকারী। ['অগ্নিদ' দ্রঃ।] অগ্নি প্রদান করে যে, উপতৎ ; অগ্নি—প্র—দা + ক কর্তৃবা। বিণ।

অগ্নিপ্রদান—অগ্নিদান (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অগ্নিপ্রবেশ—আগুনে ঢুকা ; মৃত স্বামীর চিতাগ্নিতে প্রবেশ করিয়া সতী রমণীর দেহত্যাগ, সহমরণ। অগ্নিতে প্রবেশ, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিপ্রভ—অনলের ন্যায় উজ্জ্বল, অগ্নির ন্যায় তেজোবিশিষ্ট ; অগ্নিবর্ণ। অগ্নির প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগ্নিপ্রভা—১। অগ্নির উজ্জ্বলতা ; আগুনের তেজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। অগ্নির ন্যায় তেজোবিশিষ্টা, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলা। অগ্নি-প্রভ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অগ্নিপ্রয়োগ—অগ্নিদান, আগুন লাগান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিপ্রস্তর—অনলোৎপাদক প্রস্তর, চক্‌মকি পাথর (flint). অগ্নিজনক প্রস্তর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অগ্নিফলা—লতাফট্‌কী। অগ্নিজনক ফল যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিবৎ—আগুনের মত, অগ্নির মত উজ্জ্বল ; অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। অগ্নি + বৎ তুল্যার্থে। বিণ।

অগ্নিবর্ণ—১। অগ্নিবৎবর্ণবিশিষ্ট ; অত্যন্ত উত্তপ্ত ; লোহিতবর্ণ, রক্তবর্ণ। অগ্নির বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অগ্নির প্রভা, আগুনের রং। ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি ; পুং।

অগ্নিবর্দ্ধ(র্ধ)ক—অগ্নির উত্তেজক, অনলের উদ্দীপক ; পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক, অত্যন্ত পাচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —বর্দ্ধিকা।

অগ্নিবর্দ্ধ(র্ধ)ন—১। অগ্ন্যুদ্দীপক ; পরি-পাচক। অগ্নির বর্দ্ধন হয় যদ্দারা, বহুব্রী ; অথবা অগ্নির বর্দ্ধন (বৃদ্ধিকারক), ৬ষ্ঠীতৎ। ত্রিণ। স্ত্রী, —বর্দ্ধনী, —বর্দ্ধনা ২। অগ্নির উদ্দীপন ; পরিপাকশক্তিবর্দ্ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অগ্নিবল্লভ—১। অগ্নিপ্রিয়, আগুনের মিত্র বা সখা। বিণ। । ২। বায়ু ; সরল বৃক্ষ, শাল গাছ ; ধূনা। অগ্নির বল্লভ (প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিবাণ—আগ্নেয় অস্ত্র, অনলবর্ষক শর ; কামান, বন্দুক। অগ্নিবর্ষী বাণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অগ্নিবাহ, -বাহন—অজ, ছাগ [ছাগ অগ্নির বাহন বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে] ; ধূম। অগ্নিকে বহন করে যে, উপতৎ ; অগ্নি—বহ্ + ণিচ্, অণ্ কর্তৃবা ; অগ্নির বাহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিবাহু—১। ধূম। অগ্নির বাহু (অর্থাৎ বাহুস্বরূপ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রাজপুত্রবিশেষ। বি ; পুং।

অগ্নিবিৎ (-বিদ্)—অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নিকে বিদিত হন যিনি, উপতৎ ; অগ্নি—বিদ্ + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

অগ্নিবিসর্প—চর্ম্মপ্রদাহ ; চর্ম্মপ্রদাহযুক্ত জ্বর (erysipelas). অগ্নিসদৃশ বিসর্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [তৎ। বি ; ক্লীব।

অগ্নিবীজ—অগ্নির বীজমন্ত্র "রং" ; স্বর্ণ। ৬ষ্ঠী-

অগ্নিবীর্য্য(র্য)—অনলের প্রভাব, আগুনের তেজ ; স্বর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অগ্নিবৃদ্ধি—পরিপাকশক্তির আধিক্য, হজমের ক্ষমতা বাড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিবৃষ্টি—অনলবর্ষণ, আকাশ হইতে ভস্মা-দির পতন (শাস্ত্রমতে আকাশ হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার, ভস্ম প্রভৃতি বর্ষিত হইলে প্রলয়ের সূচনা হইবে) ; সূর্য্যোত্তাপের অতিশয় আধিক্য, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ; গোলাগুলির বর্ষণ বা নিক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিবেশ—১। আত্রেয় মুনির শিষ্য ঋষি-বিশেষ। অগ্নির ন্যায় (রক্তবর্ণ) বেশ যাঁহার, বহুব্রী। ২। অগ্নির আকার। অগ্নির বেশ

ষষ্ঠীতৎ বা অগ্নিসদৃশ বেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অগ্নিবেশ্ম (-বেশ্মন্)—অগ্নিগৃহ, হোমাগার। অগ্নির বেশ্ম (গৃহ), ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অগ্নিবেশ্য—ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী মুনিবিশেষ। অগ্নিবেশ (২)+যৎ অর্হার্থে। বি ; পুং।

অগ্নিভ—১। কৃত্তিকা নক্ষত্র। অগ্নিরক্ষিত ভ (নক্ষত্র), মধ্যপ কর্ম্মধা। ('অগ্নিদেবা' (২) দ্রঃ)। বি ; ক্লীব। ২। অগ্নিবর্ণ। বিণ। ৩। কাঞ্চন, স্বর্ণ। অগ্নিতুল্য ভা (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

অগ্নিভূ—১। কার্ত্তিকেয়, ষড়ানন [তারকাসুরবধকালে দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে, তিনি দেবসেনাপতির যোগ্য অমিতবীর্য্য-পুত্রোৎপাদনের মানসে দেবী ভগবতীর সহিত রমণে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু দেবী তাঁহার সেই অমিত তেজঃ ধারণ করিতে অশক্তা দেখিয়া শেষে তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, এবং তাহা হইতে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। এই বিষয়ে মতান্তরও আছে,—'অগ্নিকুমার' শব্দ দ্রঃ]। বি ; পুং। ২। জল। [জল অগ্নিজাত]। বি ; ক্লীব। ৩। অগ্ন্যুৎপন্ন। অগ্নি হইতে ভূত (জাত) হয় যাহা, উপতৎ ; অগ্নি—ভূ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অগ্নিভূতি—১। বৌদ্ধবিশেষ ; জৈনদিগের শেষ আচার্য্য। অগ্নি ভূতি (ঐশ্বর্য্য) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। অগ্নির প্রভাব, আগুনের তেজ। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ৩। অগ্ন্যুৎপন্ন, বহ্নিজাত। অগ্নি হইতে ভূতি (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগ্নিমণি—সূর্য্যকান্ত মণি ; আতশীকাচ। অগ্ন্যুদ্দীপক বা অগ্নিজনক মণি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অগ্নিমথন—গণিকারিকা বৃক্ষ, গণিয়ারী গাছ ; অগ্নিমন্থনমন্ত্র। অগ্নি (অগ্নির জন্য)—মন্থ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

অগ্নিমন্ত্র—তেজোযুক্ত মন্ত্র বা নীতি ; তেজস্বিতার উদ্দীপক বাণী। অগ্নিসদৃশ মন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অগ্নিমন্থ—গণিকারিকা বৃক্ষ, গণিয়ারী গাছ ; শমীবৃক্ষ ; অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ, অরণি। অগ্নি (অগ্নির জন্য)—মন্থ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

অগ্নিমন্দা—পরিপাকশক্তির হ্রাস, ক্ষুধার অভাব। অগ্নির মন্দা (<মান্দ্য), ষষ্ঠীতৎ। বি।

অগ্নিময়—অগ্নিপূর্ণ, অগ্নিব্যাপ্ত ; প্রজ্বলিত, জ্বলন্ত ; তেজপূর্ণ। অগ্নি+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

অগ্নিমান্ (-মৎ)—বহ্নিযুক্ত, অনলবিশিষ্ট ; তেজোময়, প্রজ্বলিত ; প্রচণ্ড। অগ্নি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

অগ্নিমান্দ্য—পরিপাকশক্তির লাঘব, অজীর্ণ রোগ ; ক্ষুধার অল্পতা। অগ্নির মান্দ্য (হ্রাস, লাঘব), ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অগ্নিমারুতি—(জ্যোতিষ) অগস্ত্য নক্ষত্র, অগস্ত্য ঋষি [সূর্য্য সিংহরাশির শেষভাগে গমন করিলে উষাকালে অগস্ত্য নক্ষত্র উদিত হয় ; অধিকন্তু বৈদিক যুগে কুম্ভরাশির অন্তর্গত শতভিষা নক্ষত্রের উদয় দ্বারা যে রাত্রির আরম্ভ হইত, তাহার শেষভাগে অগস্ত্যোদয় হইত ; এই কারণে উহা 'কুম্ভ-সম্ভব'। জ্যোতিষমতে সিংহ অগ্নিরাশি এবং কুম্ভ বায়ুরাশি। সুতরাং অগস্ত্য কুম্ভ-সম্ভব হইলে উহা মারুতি (-মরুৎ অর্থাৎ বায়ু হইতে উৎপন্ন), পক্ষান্তরে সূর্য্যের সিংহরাশিতে অবস্থানকালে উহার উদয় হওয়ায় উহা অগ্নিসম্ভবও বটে। এই কারণে উহা 'অগ্নিমারুতি']। অগ্নি ও মরুৎ, দ্বন্দ্ব ; অগ্নিমরুৎ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

অগ্নিমিত্র—১। অগ্নির বন্ধু, বায়ু [কারণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেই বায়ু বহিতে আরম্ভ করে]। ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। প্রাচীন নরপতিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি ; পুং।

অগ্নিমুখ—১। দেবতা [দেবগণ স্ব স্ব প্রাপ্য যজ্ঞভাগ অগ্ন্যাহুত হব্যাদি অগ্নিরূপ মুখ দ্বারাই গ্রহণ করিয়া থাকেন]। অগ্নি হইয়াছেন মুখ যাঁহাদের, বহুব্রী। ২। ব্রাহ্মণ [পুরাকালে ব্রাহ্মণগণের মুখের অভিশাপসূচক বাক্য অগ্নির ন্যায় দাহক বা ক্ষতিকারক হইত]। অগ্নি মুখে যাঁহাদের, বহুব্রী। ৩। চিত্রকবৃক্ষ বা চিতা গাছ ; ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলাগাছ। বি ; পুং। ৪। রক্তবর্ণ-মুখবিশিষ্ট। অগ্নিবর্ণ মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী। ৫। আগ্নেয় পর্ব্বতের মস্তকস্থিত ছিদ্র (crater). অগ্ন্যুদ্গারী মুখ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অগ্নিমুখী—ভেলা গাছ ; বিষলাঙ্গলিয়ার গাছ ; গায়ত্রীমন্ত্র। অগ্নিতুল্য মুখ (অগ্রভাগ) যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিমূর্ত্তি(র্তি)—১। অগ্নির আকৃতি ; অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা ; অগ্নিসদৃশ উগ্র মূর্ত্তি বা চেহারা ; ক্রোধান্বিত স্বভাব। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। অগ্নির ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন ; অতিক্রুদ্ধভাবযুক্ত। অগ্নির ন্যায় মূর্ত্তি, যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগ্নিমূল্য—১। অত্যুচ্চ মূল্য হেতু যাহা ক্রয় করা যায় না এমন, অতি মহার্ঘ, অতি দুর্ম্মূল্য, অত্যন্ত আক্রা। অগ্নিবৎ (অর্থাৎ ক্লেশকর) মূল্য যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অত্যুচ্চ মূল্য, ভয়ানক চড়া দাম। অগ্নিতুল্য মূল্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অগ্নিযন্ত্র—আগ্নেয় অস্ত্র, কামান, বন্দুক। অগ্ন্যুৎপাদক যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অগ্নিযুগ—বিপ্লবময় যুগ, বিপ্লবের সময়। অগ্নিসদৃশ যুগ (কাল), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অগ্নিরক্ষণ—১। আগুন জ্বালিয়া রাখা ; অগ্ন্যাধ্যান। ষষ্ঠীতৎ। ২। অগ্নিহোত্রগৃহ। অগ্নির রক্ষণ হয় যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

অগ্নিরজাঃ (-রজস্), **-রজা**—ইন্দ্রগোপনামক কীট ; অগ্নিবীর্য্য, স্বর্ণ। অগ্নির ন্যায় রজঃ (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অগ্নিরহস্য—অগ্নিসংহিতা ; অগ্নিসংক্রান্ত মন্ত্রাদি ; অগ্নিপ্রদর্শনকারিণী ভোজবিদ্যা। অগ্নির রহস্য (গূঢ় মন্ত্রাদি) আছে যাহাতে, বহুব্রী ; অথবা ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অগ্নিরহিত—অগ্নিশূন্য, নিরগ্নিক ; ক্ষুধাবর্জ্জিত। অগ্নি দ্বারা রহিত, তয়াতৎ। বিণ।

অগ্নিরেতঃ (-রেতস্), **-রেত**—বহ্নিবীর্য্য ; কাঞ্চন, স্বর্ণ। ষষ্ঠীতৎ ; অথবা অগ্নির রেতঃ আছে যাহাতে, বহুব্রী। [অগ্নিকুমারের জন্মকালে অগ্নিবীর্য্য কাঞ্চনপাত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।—'অগ্নিকুমার' দ্রঃ।] বি ; ক্লীব।

অগ্নিলোক—সুমেরু পর্ব্বতের অধোভাগস্থিত স্থানবিশেষ [এই স্থানের লোকেরা পূর্ব্বে অগ্নির উপাসনা করিত, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কাশীখণ্ডের মতে অগ্নিলোক ইন্দ্রপুরীর দক্ষিণে অবস্থিত। পুরাণমতে ইহা অন্তরীক্ষপ্রদেশে অবস্থিত]। অগ্নিপতিক লোক (ভুবন, স্থান), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অগ্নিশরণ—১। অগ্নিগৃহ, হোমশালা, অগ্ন্যাগার। অগ্নির শরণ (গৃহ), ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। অগ্ন্যাশ্রিত (ব্রাহ্মণ)। অগ্নি শরণ (আশ্রয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগ্নিশর্ম্ম(র্ম)—'অগ্নিশর্ম্মা' (১)-স্থলে রবীন্দ্র প্রয়োগ। (তাহা দ্রঃ)।

অগ্নিশর্ম্মা (-শর্ম্মন্), **-শর্মা**—১। অতি কোপনস্বভাব, মহাক্রোধী। অগ্নিসদৃশ (উগ্রস্বভাব) শর্ম্মা (অর্থাৎ ব্যক্তি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বিণ। ২। ঋষিবিশেষ। অগ্নি হইতে শর্ম্ম (সুখ, কল্যাণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অগ্নিশিখ—১। কুসুম্ভপুষ্প ; কুঙ্কুম ; দীপ, বাণ। বি ; পুং। ২। অগ্নিতুল্য রক্তবর্ণ অগ্রভাগযুক্ত। অগ্নির শিখার ন্যায় শিখা (অগ্রভাগ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগ্নিশিখা—১। আগুনের শীষ। ষষ্ঠীতৎ। ২। লাঙ্গলিকানামক ঔষধবৃক্ষ, বিষলাঙ্গলিয়ার গাছ। অগ্নির ন্যায় শিখা (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী। ৩। জুঁয়াতা শাক ; বিশল্যা, বিশল্যকরণীর গাছ। অগ্নির শিখা (অর্থাৎ শিখাতুল্যা), ষষ্ঠীতৎ ; [অগ্নির শিখা যেরূপ দাহকত্ববিশিষ্ট, ইহাও সেইরূপ অতি তীক্ষত্বযুক্ত এই অর্থে]। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিশুদ্ধ—অগ্নির দ্বারা পবিত্রীকৃত, অগ্নিসংযোগে নির্ম্মলীকৃত। অগ্নি দ্বারা শুদ্ধ, তয়াতৎ। বিণ। বি,—শুদ্ধি।

অগ্নিশেখর—১। মহাদেব, শিব। অগ্নি শেখরে (শিরে) যাঁহার, বহুব্রী। ২। কুঙ্কুমবৃক্ষ; কুসুম্ভবৃক্ষ; নটেশাক। অগ্নি-তুল্য শেখর (অগ্রভাগ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অগ্নিষ্টুৎ—বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠেয় বসন্তকালীন পঞ্চদিনব্যাপী যজ্ঞবিশেষ [এই যজ্ঞসাধনে ষোড়শসংখ্যক ঋত্বিক্ আবশ্যক; অগ্নিই ইহাতে প্রধান উপাস্য, এবং সোমরস ইহাতে পানীয়; এই যাগ সর্ব্বপ্রথম প্রজাপতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল]। অগ্নির স্তব করা হয় ইহাতে এই অর্থে, অগ্নি—স্তু (স্তব করা)+ক্বিপ্, অধিবা। বি; পুং।

অগ্নিষ্টোম—১। যজ্ঞবিশেষ, ইহার অন্য নাম অগ্নিষ্টুৎ (পূর্ব্বে দ্রঃ)। অগ্নির স্তোম (স্তুতি) আছে যাহাতে, বহুব্রী। ২। মনু চাক্ষুষের পুত্র, ইনি নকুলার গর্ভজ; ঋষি-বিশেষ। অগ্নির স্তোম আছে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অগ্নিষ্ঠ—কটাহ, কড়া। অগ্নিতে স্থিতি করে যাহা, উপতৎ; অগ্নি—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অগ্নিষ্বাত্ত, -স্বাত্ত—বেদোল্লিখিত সপ্ত পিতৃগণের অন্যতম [ইঁহারা মরীচিসন্তান, চন্দ্র-লোক ইঁহাদের বাসস্থান। পিতৃতর্পণকালে "অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরঃ তৃপ্যন্তাম্; এতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।"—এই বলিয়া ইঁহাদের তর্পণ করিতে হয়]। অগ্নি হইতে স্ব (আপন আপন প্রাপ্য অংশ) অথবা সু (সুষ্ঠুভাবে) আত্ত (গৃহীত) হয় যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী (বিকল্পে ষত্ব)। [পিতৃপুরুষোদ্দিষ্ট অগ্ন্যাহুত দান ইঁহারা গ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহাদের নাম "অগ্নিষ্বাত্ত" হইয়াছে।] বি; পুং। সংস্কৃতে ইহা নিত্যবহুবচনান্ত শব্দ।

অগ্নিসংযোগ—আগুন লাগান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্নিসংস্কার—১। অগ্নিসহকৃত বিশুদ্ধি-সম্পাদন; শাস্ত্রনির্দ্দেশানুযায়ী দাহাদি কার্য্য। অগ্নিসহকৃত সংস্কার (শোধন), মধ্যপ কর্ম্মধা; বা অগ্নি দ্বারা সংস্কার, ৩য়াতৎ। ২। মন্ত্র-পাঠাদি সহকারে অগ্নির বিশুদ্ধিসম্পাদন, অগ্নির যজ্ঞিয়ত্বসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্নিসখ, -সখা (-সখি)—পবন, বাতাস, বায়ু। [আগুন জ্বলিবার সময়ে বাতাস তাহাকে সাহায্য করে, অর্থাৎ বায়ুস্থ অম্লজান ব্যতিরেকে আগুন জ্বলে না, এজন্য বায়ুর নাম অগ্নিসখ হইয়াছে।] অগ্নির সখা (সখি শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ। অগ্নিসখি+টচ্=অগ্নিসখ; অগ্নি সখা যাহার, বহুব্রী [বহুব্রীহি সমাস বলিয়া টচ্ প্রত্যয় হয় নাই]। বি; পুং।

অগ্নিসৎকার—শবদাহকরণ। অগ্নি দ্বারা সৎকার, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

অগ্নিসদন—অগ্নিগৃহ, অগ্ন্যাগার। অগ্নির সদন (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্নিসন্দীপন—১। অগ্নির উদ্দীপন; পরিপাকশক্তির বৃদ্ধিকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। পরিপাচক ঔষধবিশেষ। সন্দীপিত করে যে, সন্দীপন (সম্—দীপ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা); অগ্নির সন্দীপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্নিসম্ভব—১। অগ্ন্যুৎপন্ন, অগ্নি হইতে জাত। অগ্নি হইতে সম্ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। আরণ্য কুসুম্ভ বৃক্ষ, বনজাত কুসুম ফুলের গাছ। অগ্নি (অগ্নির ন্যায়)—সম্-ভূ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অগ্নিসহ—যাহা আগুনে পোড়ে না এমন, অদাহ্য (fire-proof). অগ্নির সহ (সহনকারী, —সহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অগ্নিসহায়—বায়ু; বনকপোত, ঘুঘুপাখী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্নিসাৎ—বহ্নিসাৎ, বহ্নিতে পরিণত, সমস্ত পুড়িয়া অগ্নিময় হইয়া যাওয়া। অগ্নি+সাতিচ্। অব্য।

অগ্নিসার—রসাঞ্জন। অগ্নি (তীক্ষ্ণবীর্য্য) সার যাহার, অথবা অগ্নিতেও সার (অদাহ্য) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অগ্নিসেবন—অগ্নির উত্তাপগ্রহণ, বহ্নিসেবা, আগুন পোহান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্নিস্তম্ভ—১। মন্ত্রৌষধিপ্রয়োগে অগ্নির দাহিকা শক্তির নিরোধ। অগ্নির স্তম্ভ (নিরোধ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। স্তম্ভাকার অনল, থামসদৃশ আগুন। অগ্নির স্তম্ভ (থাম), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্নিস্তম্ভন—মন্ত্রাদি দ্বারা অগ্নির দাহিকা শক্তির নিরোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ(ংগ)—বহ্নিকণা, আগুনের ফিনকি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

অগ্নিস্বাত্ত—'অগ্নিষ্বাত্ত' দ্রঃ।

অগ্নিহোত্র—১। সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রতিদিন কর্ত্তব্য হোমকার্য্য [ইহা মাসসাধ্য ও যাব-জ্জীবনসাধ্য ভেদে দ্বিবিধ; এই শেষোক্ত হোমের অগ্নি দ্বারা হোমানুষ্ঠাতার মৃতদেহসৎকার হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্রীকে দারপরিগ্রহান্তে শরৎ, বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই হোম-যাগ করিতে হইত; ইহার অগ্নি তৎকর্ত্তৃক চির-জীবন অনির্ব্বাপিতভাবে রক্ষিতও হইত]। অগ্নির জন্য হোত্র (হোম) যাহাতে, বহুব্রী। ২। ঘৃত। অগ্নি—হু+ত্র করণবা। বি; ক্লীব।

অগ্নিহোত্রী (-হোত্রিন্)—প্রত্যহ হোমানু-ষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নিহোত্র +ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

অগ্নীৎ (অগ্নীধ্), **অগ্নীধ্র**—অগ্নিরক্ষা-কারী ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ; রাজবিশেষ, জম্বুদ্বীপপতি রাজা প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠপুত্র। অগ্নিকে দীপ্ত করেন যিনি, উপতৎ; অগ্নি—ইন্ধ্ (দীপ্ত করা)+ক্বিপ্, রক্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অগ্নীধ্রা—অগ্নিকর্ম্ম, ঘৃতাদি হব্যযোগে যজ্ঞাগ্নির প্রজ্বলন। অগ্নি—ইন্ধ্ (দীপ্ত করা) +রক্ ভাবে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্নীন্ধন—১। অগ্নিপ্রজ্বলন, আগুন জ্বালা; ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নিপ্রজ্বলন। অগ্নির ইন্ধন (প্রদীপন; ইন্ধ্+অনট্ ভাববা), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সমিৎ, অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠ-তৃণাদি; দগ্ধ কাষ্ঠ। অগ্নির ইন্ধন (প্রদীপক; ইন্ধ্+অন কর্ত্তৃবা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্নীয়—আগ্নেয়, অনলসম্বন্ধীয়; আগুনের কাছাকাছি। অগ্নি+ঈয় তৎসম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—অগ্নীয়া।

অগ্নীষোম—একত্র হবির্ভোজনকারী অগ্নি ও চন্দ্র; (লক্ষণা) অগ্নীষোমীয় যজ্ঞ-বিশেষ। অগ্নি ও সোম, দ্বন্দ্ব (ষত্ব ও ঈৎ আদেশ)। বি; পুং।

অগ্ন্যগার, অগ্ন্যাগার—অগ্নিহোত্রীর অগ্নি-রক্ষাগৃহ, সাগ্নিকের হোমগৃহ। অগ্নির অগার, আগার (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্ন্যবতার—মূর্ত্তিমান্ অগ্নিসদৃশ, অতি কোপনস্বভাব, ক্রুদ্ধ-প্রকৃতিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ।

অগ্ন্যভাব—আগুন না থাকা; মন্দাগ্নি, অগ্নিমান্দ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্ন্যস্ত্র—আগ্নেয়াস্ত্র, কামান বন্দুক ইত্যাদি। অগ্নিচালিত বা অগ্ন্যুৎপাদক বা অগ্নিবর্ষক অস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অগ্ন্যাত্মক—অতি কোপনস্বভাব, কর্কশ-স্বভাববিশিষ্ট। অগ্নি আত্মা যাহার, বহুব্রী+ক-আগম। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

অগ্ন্যাধান—বেদমন্ত্র দ্বারা শ্রুতিবিহিত অগ্নিস্থাপন, অগ্নিরক্ষা, অগ্নিহোত্র; অগ্নিরক্ষার স্থান বা পাত্র। অগ্নির আধান (স্থাপন বা স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্ন্যালয়—'অগ্ন্যাগার' (সকল অর্থে)। অগ্নির আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্ন্যাশয়—(শারীর-বিদ্যা) পরিপাকযন্ত্র-বিশেষ (pancreas). অগ্নির আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্ন্যাহিত—অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নি আহিত (স্থাপিত) যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী; [বিকল্পে 'আহিতাগ্নি' পদও হয়]। বি; পুং।

অগ্ন্যুৎপাত—আকাশ হইতে অগ্নির পতন-জনিত অশুভসূচক উপদ্রব; ধূমকেতু, উল্কা ও বজ্রের পতন; অগ্নিসম্ভূত উপদ্রব; আগ্নেয় গিরি হইতে অগ্নিনির্গম। অগ্নির উৎপাত (উৎপতন), ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা অগ্নিকৃত উৎপাত (উপদ্রব), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অগ্ন্যুৎসব—অগ্নিপ্রজ্বলন দ্বারা আমোদ-

করণ; বাজি পোড়ান; দোলপূর্ণিমার পূর্ব্বদিন করণীয় উৎসববিশেষ, চাঁচর। অগ্নি-সাধ্য উৎসব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অগ্ন্যুদ্গম, অগ্ন্যুদ্গার—আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্নিনিঃসরণ, আগ্নেয় গিরির মধ্য হইতে উত্থিত গলিত ধাতু ভস্ম কর্দ্দমাদি। অগ্নির উদ্গম, উদ্গার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্ন্যুদ্ধার—দুইটি কাষ্ঠের বা চক্‌মকি পাথরের ঘর্ষণে অগ্নির সৃষ্টিকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্ন্যুপস্থান—১। অগ্নিনমস্কারমন্ত্র, অগ্নি-বন্দনার মন্ত্র। অগ্নির উপস্থান হয় যদ্দারা, বহুব্রী। ২। অগ্নিকে নমস্কারকরণ, অগ্নি-বন্দনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্র—১। উপরিভাগ; প্রান্ত, শেষভাগ; অবলম্বন; পূর্ব্ব, পূর্ব্বভাগ; সম্মুখ; সমূহ; শিখর; শৃঙ্গ; পল পরিমাণ। বি; ক্লীব। ২। পুরোবর্ত্তী; প্রথম, আদ্য; উত্তম; প্রধান, শ্রেষ্ঠ; প্রাপ্য; অধিক। অন্‌গ্ বা অগ্ (গমন করা; প্রাপ্ত হওয়া)+রক্ কর্ত্তৃবা বা কর্ম্মবা (যে গমন করে, বা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই অর্থে)। বিণ।

অগ্রকর—১। দক্ষিণ হস্ত, ডাইন হাত। অগ্র (প্রধান) কর (হস্ত), কর্ম্মধা। ২। রশ্মির প্রথম বা শেষ অংশ। করের (রশ্মির) অগ্র (প্রথম বা শেষ ভাগ), একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্ম্মধা)। ৩। অধিশ্রয়ণবিন্দু (focal point). করের অগ্র (শেষ ভাগ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অগ্রকায়—পূর্ব্বদেহ, শরীরের পূর্ব্বাংশ, নাভি হইতে শির পর্য্যন্ত অংশ। কায়ের অগ্র (ঊর্দ্ধভাগ), একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্ম্মধা)। বি; পুং।

অগ্রগ—পুরোগামী, সর্ব্বাগ্রে গমনকারী, অগ্রসর, অগ্রগামী। অগ্রে গমন করে যে, উপতৎ; অগ্র—গম্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অগ্রগণ্য—সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য; প্রধান, শ্রেষ্ঠ। অগ্রে গণ্য, ৭মীতৎ। বিণ।

অগ্রগতি, -গমন—পুরোভাগে গমন; সম্মুখে অগ্রসর হওয়া; সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া; (গণিত) ক্রমবৃদ্ধি, ক্রমোন্নতি (progression). অগ্রে গতি, গমন, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অগ্রগামী (-গামিন্)—প্রথমে গমনকারী; পুরোগামী, পুরঃস্থিত। অগ্রে গমন করে যে, উপতৎ; অগ্র—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –গামিনী।

অগ্রজ—১। প্রথমজাত, যে প্রথমে জন্মিয়াছে এরূপ, অগ্রোৎপন্ন। বিণ। ২। জ্যেষ্ঠ সহোদর, বড় ভাই; (পুরাণমতে) ব্রাহ্মণ (কারণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন)। অগ্রে জন্মিয়াছেন যিনি, উপতৎ; অগ্র—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অগ্রজঙ্ঘা(ঙ্ঘা)—জঙ্ঘার প্রথমাংশ। অগ্রা জঙ্ঘা, কর্ম্মধা; (বাংলা মতে) জঙ্ঘার অগ্র, একদেশী সমাস। বি; স্ত্রী।

অগ্রজন্মা (-জন্মন্)—১। প্রথমজাত, প্রথমে উৎপন্ন; জ্যেষ্ঠ। বিণ। ২। ব্রহ্মা; ব্রাহ্মণ। অগ্রে জন্ম যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অগ্রজা—১। জ্যেষ্ঠা সহোদরা, বড় ভগিনী। বি; স্ত্রী। ২। প্রথমোৎপন্না। অগ্রজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অগ্রজাত—১। ব্রাহ্মণ। বি; পুং। ২। অগ্রোৎপন্ন। অগ্রে জাত, ৭মীতৎ। বিণ।

অগ্রজাতক—ব্রাহ্মণ। অগ্রজাত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

অগ্রজাতি—ব্রাহ্মণ; অগ্রজন্মা। অগ্র (প্রথম, প্রধান) অথবা অগ্রে জাতি (জন্ম বা কুল) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অগ্রজিহ্বা—জিহ্বার অগ্রভাগ; আলজিভ্। জিহ্বার অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্ম্মধা)। বি; স্ত্রী।

অগ্রজ্ঞান—পূর্ব্বেই বুঝিতে পারা বা জানা। অগ্রে জ্ঞান, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্রণী—১। সেনাপতি; অগ্নি; প্রধান নেতা। বি; পুং। ২। প্রধান, শ্রেষ্ঠ; অধ্যক্ষ; নিপুণ, পটু। অগ্রে নয়ন (চালন) করেন যিনি, উপতৎ; অগ্র—নী+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অগ্রতঃ (-তস্), **অগ্রত**—পূর্ব্বে; অগ্রে; প্রথমে; পুরোভাগে, সম্মুখে। অগ্র+তস্ (৭মী-স্থানে)। অব্য, ক্রি-বিণ।

অগ্রতঃসর—পুরোগামী, অগ্রসর, অগ্রগামী। অগ্রতঃ সরণ (গমন) করে যে, উপতৎ; অগ্রতঃ—সৃ (গমন করা)+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –সরী।

অগ্রদান—১। আগে দেওয়া; শ্রাদ্ধকার্য্যের প্রথম দান। অগ্রে দান, ৭মীতৎ। ২। আগাম টাকা; দাদন (advance payment). অগ্রের দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্রদানী (-দানিন্)—শ্রাদ্ধীয়-প্রেতোদ্দিষ্ট অগ্রদানের গ্রহণকারী পতিত ব্রাহ্মণ (ইহারা প্রেতোদ্দিষ্ট ষড়ঙ্গদানদ্রব্য তিলাদি গ্রহণ করে)। অগ্রদান+ইন্ গ্রহণ করে অর্থে। বি; পুং।

অগ্রদূত—প্রথম-সংবাদবাহক; প্রভুর আগমনের পূর্ব্বেই সংবাদদানকারী; প্রথম-চিহ্ন-সূচক; পথিপ্রদর্শক; সৈন্যদের যাইবার পথ পরিষ্কারকারী। অগ্রগামী দূত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –দূতী।

অগ্রদ্বীপ—১। ইহার অন্য নাম আগ্রা; ইহা গঙ্গাগর্ভোৎপন্ন প্রথম দ্বীপ। অগ্রজাত দ্বীপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। বি।

অগ্রদেশ—সম্মুখভাগ; কোন বস্তুর সম্মুখস্থ স্থান। অগ্রস্থিত দেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অগ্রধান্য—ধান্যবিশেষ; বাজরা; জাওয়ার। অগ্র ধান্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অগ্রনায়ক—প্রধান চালক; অধ্যক্ষ; সেনাপতি। অগ্র এমন নায়ক, কর্ম্মধা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –নায়িকা।

অগ্রনিরূপণ—অগ্রেই স্থিরীকরণ, কার্য্যের পূর্ব্বেই অবধারণ; ভাবী বিষয়ের কথন। অগ্রে নিরূপণ, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্রনেতা (-নেতৃ)—অগ্রচালক, যিনি অগ্রে লইয়া যান তিনি; সৈন্যাধ্যক্ষ। অগ্রে নেতা, সুপ্‌সুপা। বি; পুং। স্ত্রী, –নেত্রী।

অগ্রপর্ণী—অজলোমা বৃক্ষ, আলকুশী গাছ। অগ্র পর্ণ (পত্র) যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্রপশ্চাৎ—পূর্ব্বাপর, আগ্‌পাছ্ বা আগু পিছু; যাহা অগ্রে আছে ও যাহা পরে আছে এ উভয়; ভালমন্দ; আবহমান কাল; ভূত-ভবিষ্যৎ। অগ্র ও পশ্চাৎ, দ্বন্দ্ব। অব্য।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা—পূর্ব্বে এবং পরে ভাল কি মন্দ হইবে তাহার বিচার; বিশেষ বিবেচনা।

অগ্রপাণি—১। দক্ষিণহস্ত, ডাইন হাত। অগ্র এমন পাণি, কর্ম্মধা। ২। করাগ্র। পাণির অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্ম্মধা)। বি; পুং।

অগ্রপাতী (-তিন্)—অগ্রে সংঘটনশীল, পূর্ব্বগামী। অগ্রে পতিত হয় (ঘটে) যাহা; উপতৎ; অগ্র—পত্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অগ্রবক্তা (-বক্তৃ)—প্রথমেই বাক্যোচ্চারণকারী; হিতাহিত না বুঝিয়া যে প্রথমেই কথা বলে এরূপ ব্যক্তি; ধৃষ্ট ব্যক্তি। অগ্রে বক্তা, ৭মীতৎ বা সুপ্‌সুপা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –বক্ত্রী।

অগ্রবন—আগ্রা শহরের প্রাচীন নাম ["ব্রজমণ্ডলের অন্যতম বন। ব্রজের তীর্থযাত্রিগণ শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্যতম ক্ষেত্র বলিয়া ব্রজপরিক্রমার সময় ইহাকে সর্ব্বপ্রথম সন্দর্শন করে; এজন্য ইহা 'অগ্রবন' বলিয়া আখ্যাত।"—ডাঃ বিমলাচরণ লাহা।—পূর্ব্বে এই স্থান অরণ্যময় ছিল]। অগ্র বন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অগ্রবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—পুরোগামী; সম্মুখস্থিত; প্রথমে স্থিত; অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ। অগ্রে বর্ত্তে যে, উপতৎ; অগ্র—বৃৎ (থাকা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বর্ত্তিনী। বি, –বর্ত্তিতা।

অগ্রবাল—পশ্চিম-ভারতের হিন্দুসম্প্রদায়বিশেষ; আগরওয়ালা। বি।

অগ্রবাহু—১। ভুজাগ্র, হস্তের অগ্রভাগ। বাহুর অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্ম্মধা)। বি। ২। যে হাত বাড়াইয়াছে এমন, প্রসারিত-হস্ত। অগ্রে বাহু যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগ্রবীজ—শাখাগ্রজাত বৃক্ষ; কাণ্ডজাত বৃক্ষ; পরগাছা; কলমের গাছ। অগ্র (শাখাগ্র) বীজ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অগ্রভাগ—চূড়া; শিখর, প্রথমাংশ, প্রথমোদ্ধৃত অংশ; শ্রেষ্ঠ অংশ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

অগ্রভাগী (-ভাগিন্)—অগ্রভাগের অধিকারী, যে প্রথম বা প্রধান অংশ গ্রহণ করে এরূপ। অগ্রভাগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ভাগিনী।

অগ্রভুক্ (-ভুজ্)—ঔদরিক, পেটুক। অগ্রে ভোজন করে যে, উপতৎ; অগ্র—ভুজ্ (ভোজন করা)+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অগ্রভূ—১। অগ্রোৎপন্ন, প্রথমজাত। বিণ। ২। ব্রাহ্মণ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রজ। অগ্রে ভূত (উৎপন্ন) হয় যে, উপতৎ; অগ্র—ভূ+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অগ্রভূমি—প্রধান স্থান; পূর্ব্বস্থান; প্রধান আশ্রয়; প্রাপ্যবস্তু; প্রাপ্য স্থান। অগ্রা (প্রধান, পূর্ব্ব, বা প্রাপ্য) ভূমি (স্থান, আশ্রয়, বস্তু), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্রমহিষী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্ঞী, পাটরাণী। অগ্রা মহিষী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্রমাংস—বক্ষঃস্থলের অগ্রস্থ পদ্মাকার মাংস, ফুল্কা, বুকের কলিজার অগ্রভাগস্থ মাংস; (লাক্ষণিক অর্থে) অগ্রমাস রোগ, যকৃতের মাংসবৃদ্ধিরোগ। অগ্রস্থিত মাংস, মধ্যপ কর্ম্মধা; অথবা অগ্র মাংস, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অগ্রমাস—'অগ্রমাংস' (সকল অর্থে)। 'অগ্রমাংস'-শব্দজাত। বি।

অগ্রযান—১। (সৈন্যগণের) অগ্রগমন। অগ্রে যান (গমন), ৭মীতৎ। ২। পুরঃস্থ শকটাদি। অগ্র যে যান (শকটাদি), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ৩। অগ্রগামী, পুরোগামী। অগ্রে যান (গমন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগ্রযায়ী (-যায়িন্)—পুরোগামী, অগ্রসর। অগ্রে যায় যে, উপতৎ; অগ্র—যা (গমন করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যায়িনী।

অগ্রলোহিতা—চিল্লীশাক, বেথো শাক। অগ্র লোহিত যাহার, বহুব্রী+আপ্; অথবা অগ্রে (উপরিভাগে) লোহিতা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্রসন্ধান—প্রথমে অন্বেষণ, পূর্ব্বান্বেষণ। অগ্রে সন্ধান, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

অগ্রসন্ধানী (-নিন্)—অগ্রে অনুসন্ধানকারী, প্রথম অন্বেষ্টা। অগ্রে সন্ধানী, ৭মীতৎ বা সুপ্সুপা। বিণ। স্ত্রী,—সন্ধানিনী।

অগ্রসন্ধানী—যমপঞ্জিকা, চিত্রগুপ্তের খাতা। [ইহাতে প্রাণীদিগের শুভাশুভ কর্ম্মের বিবরণ থাকে]। অগ্রে সন্ধান যাহাতে, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্রসন্ধ্যা—উষা, রাত্রি ও দিবার প্রথম মিলনকাল, পূর্ব্বসন্ধিকাল, পূর্ব্বসন্ধ্যা। [সন্ধ্যা তিনটি—উষা প্রথম সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন দ্বিতীয় সন্ধ্যা, প্রদোষ তৃতীয় বা শেষ সন্ধ্যা]। অগ্রা সন্ধ্যা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্রসর—পুরোগামী, অগ্রবর্ত্তী, অগ্রে গমনকারী; সর্ব্বাগ্রে উদ্যুক্ত বা কার্য্যরত। অগ্রে সরে (গমন করে) যে, উপতৎ; অগ্র—সৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সরী। বি,—সরণ, —সৃতি (আগাইয়া যাওয়া)।

অগ্রসামান্যবন্ধনী—(শারীর-বিদ্যা) মেরুদণ্ডের সম্মুখবর্ত্তী কশেরুকাযোজক উপাস্থিময় শুভ্র পদার্থবিশেষ; অর্থাৎ মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠবংশের সংগঠক অঙ্গুরীয়াকার অস্থিখণ্ড সকল (কশেরুকা সকল) পরস্পর যে বন্ধনী বা এক প্রকার স্থিতিস্থাপক, অনপসরণীয় ও নমনীয় উপাস্থিময় ক্ষুদ্র পদার্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট, তাহাদের যেগুলি মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগে অবস্থিত, সেই বন্ধনী সকল (anterior common ligament). সামান্যা বন্ধনী, কর্ম্মধা; অগ্রস্থা সামান্যবন্ধনী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্রসার—১। অগ্রগমন। অগ্র—সৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। অগ্রগামী। অগ্র—সৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সারী।

অগ্রসূচক—প্রথমজ্ঞাপক, পূর্ব্বসূচনাকারী, পূর্ব্বনির্দ্দেশক। ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সূচিকা।

অগ্রসূচনা—প্রথম নির্দ্দেশ; পূর্ব্বাভাস। অগ্রে সূচনা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্রসূচী—সূচের আগা, সূচ্যগ্র। সূচীর অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্ম্মধা)। বি; স্ত্রী।

অগ্রস্ত্রী—পূর্ব্বপত্নী, প্রথমবিবাহিতা পত্নী। অগ্রা স্ত্রী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্রস্থ, -স্থিত—সম্মুখস্থিত, পুরোভাগস্থিত; প্রথমস্থিত, পূর্ব্বস্থিত; ভবিষ্যৎ, পরবর্ত্তী। অগ্রে স্থিতি করে যে বা যাহা, উপতৎ; অগ্র—স্থা (থাকা)+ক কর্ত্তৃবা; অগ্রে স্থিত, ৭মীতৎ। বিণ।

অগ্রহ—১। অশুভ গ্রহের অন্তর্দ্ধান; অপরিগ্রহ, অনাসক্তি; বানপ্রস্থ, সংসারাশ্রমত্যাগ। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। গ্রহপীড়নশূন্য; গৃহত্যাগী; কোন বিষয়ে অনাসক্ত; কোন বিষয়ের জ্ঞানশূন্য। ন (নাই) গ্রহ (গ্রহপীড়ন, কুগ্রহ; সংসারে আগ্রহ; কোন বিষয়ে আসক্তি; অথবা, কোন বিষয়ের জ্ঞান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অগ্রহণীয়—গ্রহণের অযোগ্য; উপেক্ষণীয়, তুচ্ছ, সামান্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অগ্রহর—১। প্রথম দেয় বস্তু; ভাগাগ্র। অগ্রে হৃত (প্রদত্ত) হয় ইহা এই অর্থে অগ্র—হৃ+অপ্, কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। অগ্রে গ্রহণকারী, প্রথমগ্রাহক। অগ্রে হরণ করে যে, উপতৎ; অগ্র—হৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অগ্রহস্ত—দক্ষিণ কর, ডাইন হাত; হস্তের অগ্রভাগ; করিশুণ্ডের অগ্রভাগ। অগ্র হস্ত, কর্ম্মধা; হস্তের (করের; হস্তিশুণ্ডের) অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে উভয় অর্থে কর্ম্মধা)। বি; পুং।

অগ্রহায়ণ—হেমন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাস, মার্গশীর্ষ মাস। অগ্র (পূর্ব্ব) হায়ন (বর্ষ), কর্ম্মধা (বাংলা মতে হায়ণের অগ্র, একদেশী)। [পূর্ব্বকালে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই নূতন বৎসরের আরম্ভ ধরা হইত, এজন্য বৎসরের প্রথম মাস 'অগ্রহায়ণ' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ 'হায়ন' অর্থে ব্রীহি (বা ধান্য) ধরিয়া, সেই ধান্যোৎপত্তির সময় অগ্রহায়ণ মাসই সাধারণ কৃষিজীবী লোকের বৎসর গণনার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল বলিয়া অনুমান করিয়া 'অগ্রহায়ণ' শব্দের "ধান্যোৎপত্তির প্রধান সময়, অর্থাৎ বৎসর-গণনার প্রথম মাস" এইরূপ অর্থ সিদ্ধান্ত করেন; এরূপ স্থলে, অগ্র (প্রথম) হায়ন (ধান্য) হয় যে সময়ে, বহুব্রী—এরূপ ব্যাসবাক্য হইতে পারে।] বি; পুং।

অগ্রহায়ণী—মৃগশিরা নক্ষত্র। অগ্র (শ্রেষ্ঠ) হায়ন (শস্য, ধান্য) যাহাতে, বহুব্রী (এই নক্ষত্রের উদয়কালে ধান্য পরিপক্ব হয়); তদুত্তরে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্রহার—১। অগ্রহর; ব্রহ্মোত্তর ভূমি, ব্রাহ্মণকে দেয় ভূমি প্রভৃতি। অগ্র—হৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। প্রথমগ্রাহী, যে প্রথম ভাগ গ্রহণ করে এমন। উপতৎ; অগ্র—হৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হারী।

অগ্রাক্ষি—চক্ষুর অগ্রভাগ, কটাক্ষ। অক্ষির অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্ম্মধা)। বি; ক্লীব।

অগ্রাধিকার—অগ্রে সুবিধালাভের অধিকার (priority). কর্ম্মধা। বি; পুং।

অগ্রাহ্য—গ্রহণের অযোগ্য; অস্বীকার্য্য, গ্রহণের পক্ষে অবৈধ; হেয়, অবজ্ঞেয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অগ্রিম—১। অগ্রজাত, পূর্ব্বতর, প্রথম, জ্যেষ্ঠ, প্রধান; অগ্রে দেয়। বি; পুং বা ক্লীব বা বিণ। ২। কোন বস্তু ক্রয় করিবার পূর্ব্বে অগ্রদেয় সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্য, আগাম, দাদন, বায়না। অগ্র+ডিম ভবার্থে। বি; স্ত্রী। [>আগাম।]

অগ্রিমা—১। লবণী, লোণা ফল। অগ্র+ডিম ভবার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। প্রথমজাতা, প্রথমোৎপন্না। অগ্রিম(১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অগ্রিয়, অগ্রীয়—১। অগ্রোৎপন্ন, প্রথম; উত্তম, শ্রেষ্ঠ; প্রধান। বিণ। ২। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অগ্র+ইয়, ঈয় ভবার্থে। বি; পুং

অগ্রীয়-গর্ভতন্তু—পুষ্পের গর্ভকেশরের নিম্নস্থ শূন্যগর্ভ অংশের অগ্রভাগ হইতে উত্থিত দীর্ঘসূত্রাকার পদার্থ (apical style); পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগস্থ পুংকেশর সকলের মধ্যে রূপান্তরিত পত্রবৎ একটি পদার্থ থাকে, ইহাই পুষ্পের গর্ভকেশর বা ফলাণু; এই ফলাণুর নিম্নস্থ যে শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা অংশ, তাহার নাম ডিম্বকোষ এবং তদুপরি যে দীর্ঘসূত্রাকার অংশ থাকে, তাহার নাম গর্ভতন্তু; এই গর্ভতন্তুর যেটি ঐ ডিম্বকোষের অগ্রভাগ হইতে উপরদিকে উঠে, তাহাকেই অগ্রীয়-গর্ভতন্তু বলে। গর্ভস্থিত তন্তু (সূত্রবৎ পদার্থ), মধ্যপ কর্ম্মধা; অগ্রীয় গর্ভতন্তু, কর্ম্মধা। বি; পুং। [বিণ।

অগ্রে—প্রথমে, পুরোভাগে; তুলনায়। ক্রি-

অগ্রেগ—পুরোগামী, অগ্রগামী। অগ্রে গমন করে যে অলুক্ উপতৎ; অগ্রে—গম্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অগ্রেদিধিষূ—১। পুনর্ভূ'র স্বামী, যে রমণীর পূর্ব্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল তাহার ভর্ত্তা। দিধি (ধৈর্য্য)—সো (ত্যাগ করা)+কূ কর্ত্তৃবা; অগ্রে (প্রধান) দিধিষূ (দ্বির্বিবাহিতা স্ত্রী) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। অগ্রে বিবাহ হইয়াছিল এরূপ কনিষ্ঠা ভগিনী। ["জ্যেষ্ঠায়াং যদ্যনূঢায়াং কন্যায়ামুহ্যতেঽনুজা। সা চাগ্রেদিধিষূর্জ্ঞেয়া পূর্ব্বা তু দিধিষূঃ স্মৃতা॥"—(মনু)। যদি জ্যেষ্ঠা কন্যা অবিবাহিতা থাকা অবস্থায় কনিষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা হয়, তাহা হইলে সেই কনিষ্ঠা কন্যাকে অগ্রেদিধিষূ এবং প্রথমোক্ত জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দিধিষূ বলা হয়।] অগ্রে দিধিষূ যাহার, অলুক্ বহুব্রী, [অগ্রেদিধিষু পদও হয়]। বি; স্ত্রী।

অগ্রেবন—বনের পূর্ব্বাংশ, বনাগ্রভাগ; আগ্রা শহর ('অগ্রবন' দ্রঃ)। অগ্রে বন, অলুক্ ৭মীতৎ (মতান্তরে বনের অগ্রে, এই বাক্যে মধ্যে গঙ্গবৎ, অব্যয়ীভাব)। বি; ক্লীব।

অগ্র্য—১। প্রথম, আদ্য; পূর্ব্ববর্ত্তী; প্রধান; উত্তম; অগ্রিম। বিণ। ২। জ্যেষ্ঠভ্রাতা। অগ্র+যৎ ভবার্থে। বি; পুং।

অগ্লানি—১। গ্লানিহীনতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অশ্রান্ত; অবিরক্ত; গ্লানিশূন্য। ন (নাই) গ্লানি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অঘ—১। অধর্ম্ম, পাপ; অখ্যাতি; কলঙ্ক; দুঃখ; ব্যসন। অঘ (পাপ করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অসুরবিশেষ। অঘাসুর (তাহা দ্রঃ)। অঘ (পাপ করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অঘট—১। ঘটিবার অযোগ্য; ঘটিবার পক্ষে অসম্ভব, যাহা ঘটে না বা যাহা ঘটা সম্ভব নয় এরূপ। ন—ঘট্ (ঘটা, হওয়া)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। ঘট হইতে ইতর, ঘট ভিন্ন অন্য। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অঘটন—ঘটিবার পক্ষে অসম্ভব। ন—ঘট্ (ঘটা)+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

অঘটনঘটন, -ঘটনা—অসম্ভব ব্যাপারের সংঘটন, অসম্ভব কাণ্ড ঘটা। অঘটনের ঘটন, ঘটনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অঘটনঘটনকুশল—অসম্ভব কাণ্ড ঘটাইতে পটু, অসম্ভব ব্যাপারে মজবুত। অঘটনের ঘটন, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহাতে কুশল, ৭মীতৎ। বিণ।

অঘটনঘটনপটীয়সী—অসম্ভব কাণ্ড ঘটাইতে অতিশয় পটুতরা, অসম্ভব ব্যাপার-সম্পাদনে সুনিপুণা ('—মায়া')। অঘটন-ঘটনে পটীয়সী (পটুতরা), ৭মীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

অঘটনঘটনপটু—অঘটনঘটনকুশল (তাহা দ্রঃ)। ৭মীতৎ। বিণ।

অঘটনঘটনা—'অঘটনঘটন' দ্রঃ।

অঘটনীয়—অসম্ভবনীয়, অসম্ভাব্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘটমান—যাহা ঘটিতেছে না এমন; অসংলগ্ন। ন ঘটমান, নঞ্তৎ। বিণ।

অঘটিত—অসংজাত, অভূত, যাহা ঘটে নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘট্ট—১। জলাশয়াদিতে অবতরণ-সোপানের অভাব, ঘাটের অভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। ঘট্টশূন্য, ঘাটরহিত, যাহাতে ঘাট নাই এরূপ। ন (নাই) ঘট্ট (ঘাট) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অঘন—১। পাত্‌লা, যাহা নিবিড় নহে এরূপ। ন ঘন, নঞ্তৎ। ২। মেঘশূন্য। ন (নাই) ঘন (মেঘ) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অঘনাশক—পাপনাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —নাশিকা।

অঘনাশন—১। পাপ নষ্টকরণ। অঘের নাশন (নাশি+অনট্ ভাববা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। পাপনাশকারী। বিণ। ৩। বিষ্ণু। অঘের নাশন (নাশি+অন কর্ত্তৃবা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঘবান্ (-বৎ)—দুঃখবিশিষ্ট, দুঃখী; পাপী। অঘ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

অঘবৃদ্ধি—পাপবৃদ্ধি; অপবিত্রতার আধিক্য। অঘের বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অঘবৃদ্ধিমৎ—অপবিত্রতার বৃদ্ধিকারক, সাধারণ অপেক্ষা গুরু ('অশৌচ') [যথা—নিকট জ্ঞাতির জন্মে পূর্ণ অশৌচ হয়; কিন্তু নিজ পুত্রের জন্মে পূর্ণ অশৌচ ত হয়ই, অধিকন্তু একরাত্র দেহ অস্পৃশ্য থাকে। অতএব নিজ পুত্রের জন্মাশৌচ অঘবৃদ্ধিমৎ। এই পদটী সাধারণতঃ 'অশৌচে'র বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হয়]। অঘবৃদ্ধি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ।

অঘময়—পাপময়, অধর্ম্মবিশিষ্ট। অঘ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ।

অঘমর্ষণ—১। অধর্ম্মনাশক। বিণ। স্ত্রী, —মর্ষণী। ২। বেদের মন্ত্রবিশেষ। বি; ক্লীব। ৩। বেদের অঘমর্ষণনামক মন্ত্রের প্রণেতা ঋষি। অঘের মর্ষণ (নাশক) ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঘর—(বিবাহবিষয়ে) অনুপযুক্ত ঘর, অসমান ঘর। ন (অপ্রশস্ত) ঘর (<গৃহ), নঞ্তৎ। বি।

অঘর্ম্ম(র্ম)—১। ঘর্ম্মাভাব, স্বেদহীনতা, ঘাম না থাকা; অনুষ্ণভাব; শৈত্য; তাপশূন্যতা। ঘর্ম্মের অভাব এই অর্থে ন ঘর্ম্ম, নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। ঘর্ম্মশূন্য, স্বেদহীন; অনুষ্ণ; শীতল; তাপশূন্য। ন (নাই) ঘর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অঘর্ম্ম(র্ম)ধামা (-ধামন্)—শীতরশ্মি, শীতগু, চন্দ্র। অঘর্ম্ম (শীতল) ধাম (রশ্মি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অঘর্ষণ—ঘর্ষণাভাব, ঘর্ষণ না করা, না ঘষা। নঞ্তৎ। বি; ক্লীব। [বিণ।

অঘা—অগা, নির্ব্বোধ, বোকা। 'অজ্ঞ'-শব্দজ।

অঘাট—(পুষ্করিণী প্রভৃতি) ঘাটের পার্শ্বস্থিত স্থান। ন (অপ্রশস্ত) ঘাট (< ঘট্ট), নঞ্তৎ। বি।

অঘাটি, অঘাটী—ঘাটশূন্য; নির্দ্দোষ, নিখুঁত। ন (নাই) ঘাটি, ঘাটী যাহার, বহুব্রী। প্রাদে। বিণ।

অঘাতক, অঘাতুক—অহিংসক; অনাশক, যে হত্যা করে না। ন ঘাতক, ঘাতুক, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, —তিকা, —তুকা।

অঘাতি (-তিন্)—যে প্রাণনাশক নহে এমন; অনপকারক। ন ঘাতী (ঘাতিন্), নঞ্তৎ। বিণ। [প্রাদে। বি।

অঘাসি—খারাপ ঘাস, কাঁচড়া ঘাস।

অঘাসুর—বকাসুর ও পুতনার কনিষ্ঠ সহোদর এবং কংসের অনুচর অঘনামক দৈত্য। অঘনামক অসুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অঘাহ—অপবিত্র দিন, অশুভ দিবস। অঘবিশিষ্ট অহন্ (দিন), মধ্যপ কর্ম্মধা+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

অঘৃণ—ঘৃণারহিত, জুগুপ্সাশূন্য; নির্লজ্জ; নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। ন (নাই) ঘৃণা (জুগুপ্সা বা দয়া) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অঘৃণ্য—ঘৃণার অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘৃষ্ট—আঘষা, যাহা ঘষা হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘৃষ্য—ঘর্ষণের অযোগ্য, যাহা ঘর্ষণীয় নহে এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘোর—১। যাহা ভয়ঙ্কর নয় এরূপ, অভয়ঙ্কর, সৌম্যমূর্ত্তি। ন ঘোর (ভয়ানক), নঞ্তৎ। বিণ। ২। অতি ভয়ঙ্কর; অতি-প্রগাঢ়, অতিগভীর; প্রচণ্ড; দুর্দ্ধর্ষ। বিণ।

৩। মহাদেব, শিব। ন (নাই) ঘোর (ভয়ঙ্কর) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; পুং। ৪। বেহুঁশ ; প্রগাঢ় ('—নিদ্রা')। বাং প্র। বিণ। ক্রি-বিণ—অঘোরে (সে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে)।

অঘোরপন্থা—অঘোরী নামক শিবোপাসক সম্প্রদায়ের বীভৎস ধর্ম্মাচরণ-পদ্ধতি বা মতবাদ। অঘোর (অতি ভয়ানক) পন্থা, কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

অঘোরপন্থী (-পন্থিন্)—১। শিবোপাসক সম্প্রদায়বিশেষ, অঘোরী [পরিশিষ্ট দ্রঃ]। বি ; পুং। ২। (এই সম্প্রদায়ের জঘন্য আচার ব্যবহার হইতেই এই শব্দের অন্য অর্থ) দুরাচার, উচ্ছৃঙ্খল, উন্মার্গগামী। অঘোরপন্থা+ইন্ আছে অর্থে। বাং প্র। বিণ। স্ত্রী,—পন্থিনী।

অঘোরা—১। ভাদ্রীয় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী [এই তিথিতে শিবের অর্চ্চনা করিলে, অর্চ্চকের শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে]। অঘোর (শিব) পূজিত হন এই তিথিতে এই অর্থে, অঘোর+অচ্+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। অতি ভীষণা ; প্রগাঢ়া ; সুগভীরা। অঘোর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অঘোরী (-ঘোরিন্)—অঘোরপন্থী (তাহা দ্রঃ)। অঘোর অর্থাৎ অঘোরের (শিবের) উপাসনা আছে ইহাদের এই অর্থে, অঘোর+ইন্। বি ; পুং।

অঘোষ—১। শব্দবিহীন, নিঃশব্দ ; গোপপল্লীশূন্য ('—গ্রাম')। ন (নাই) ঘোষ (শব্দ বা গোপপল্লী) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। (ব্যাকরণ) বর্ণোচ্চারণার্থ প্রযত্নবিশেষ। ন (নাই) ঘোষ যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

অঘোষবর্ণ—বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ ষ স—এই কয়টি। কর্ম্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব।

অঘ্ন্য—১। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা [হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন ও শিব সংহার করেন ; সুতরাং ব্রহ্মা নাশ করেন না]। নাশ করেন না ইনি এই অর্থে ন—হন্ (বধ করা)+যক্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ২। বধের অযোগ্য। ন—হন্ (বধ করা)+যক্ কর্ম্মবা। বিণ।

অঘ্ন্যা—১। গবী, গাভী [ইহারা নিরীহ, কাহারও হনন করে না, এবং হিন্দুশাস্ত্রমতে অবধ্য]। বি ; স্ত্রী। ২। হননের অযোগ্যা, অবধ্যা। অঘ্ন্য (২)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অঘ্রাণ—১। ঘ্রাণাভাব, গন্ধরাহিত্য, গন্ধ না থাকা ; ঘ্রাণ না লওয়া, না শোঁকা। ন ঘ্রাণ, নঞ্তৎ। বি ; ক্লীব। ২। ঘ্রাণশূন্য, গন্ধহীন। ন নাই ঘ্রাণ (গন্ধ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। অগ্রহায়ণ মাস। 'অগ্রহায়ণ'-শব্দজ। বি।

অঘ্রাত—অকৃতঘ্রাণ, অনাঘ্রাত, যাহার গন্ধ গ্রহণ করা হয় নাই এরূপ, যাহা শোঁকা হয় নাই এমন ('—পুষ্প')। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘ্রাতব্য—ঘ্রাণগ্রহণের অযোগ্য, যাহা শোঁকা যায় না বা শোঁকা উচিত নয় এরূপ ; দুর্গন্ধবিশিষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘ্রান—অঘ্রাণ (৩) (তাহা দ্রঃ)।

অঘ্রেয়—অঘ্রাতব্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অঙাগি—সঙ্গ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অঙ্ক(ংক)—১। রেখা ; দাগ, চিহ্ন ; কলঙ্ক ; আঁক ('—কষা') ; ভূষণ (যেমন, শশাঙ্ক অর্থাৎ শশভূষণ চন্দ্র) ; ১ ২ ৩ ৪ ইত্যাদি সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্ন ; অপরাধ, দোষ। অন্ক্+ঘঞ্ করণবা। ২। চিত্র ; কৃত্রিম যুদ্ধ ; নাটকের প্রধান প্রধান পরিচ্ছেদ ; (কোন কোন দেশ-প্রচলিত অর্থে) সিংহাসনারোহণ হইতে বর্ষগণনা ; রূপক বা দৃশ্যকাব্যবিশেষ (দৃশ্যকাব্যের অঙ্কে মূল বিষয়ের স্থূল স্থূল অংশের অভিনয় শেষ হয় বলিয়া অঙ্ককেও রূপকবিশেষ বলা যায়) ; শরীর। অন্ক্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৩। সমীপ ; ক্রোড় ; স্থান। অন্ক্+ঘঞ্ অধিবা। ৪। সংখ্যাসংস্থাপন ; চিহ্নিত করণ ; চিত্রাঙ্কন ; গণনা। অন্ক্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অঙ্ক(ংক)ক্রম—অঙ্কপর্য্যায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্ক(ংক)ক্রমে—চিহ্নক্রমে। অঙ্কের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

অঙ্ক(ংক)গ—১। ক্রোড়স্থিত। বিণ। ২। ক্রোড়স্থিত শিশু, কোলের ছেলে ; অতি শিশু। অঙ্কে গমন করে যে, উপতৎ ; অঙ্ক—গম্ (গমন করা)+ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অঙ্ক(ংক)গত—ক্রোড়স্থিত ; সমীপস্থ ; আয়ত্ত ; হস্তগত। অঙ্ককে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

অঙ্ক(ংক)গর্ভ—(প্রাণিবিদ্যা) উদরে শাবক বহনের থলিবিশিষ্ট, উপজঠরী (যেমন, ক্যাঙ্গারু) (marsupial). অঙ্ক (ক্রোড়) গর্ভে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অঙ্ক(ংক)তত্ত্ব—সংখ্যারহস্য ; সংখ্যাবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, পাটীগণিত বীজগণিত প্রভৃতি। অঙ্কের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা অঙ্কবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অঙ্ক(ংক)তন্ত্র—গণিতশাস্ত্র, পাটীগণিত বীজগণিত প্রভৃতি। অঙ্কবিষয়ক তন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অঙ্ক(ংক)ন—চিত্রকরণ, আঁকা ; চিহ্নকরণ ; সংখ্যালিখন ; (জ্যামিতি) রেখাপাতন। অন্ক্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অঙ্ক(ংক)ন-তূলিকা—ছবি আঁকিবার তুলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্ক(ংক)নীয়—চিত্রণীয় ; লেখনীয় ; আঁকিবার যোগ্য। অন্ক্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অঙ্ক(ংক)পরিবর্ত্ত(র্ত)ন— পার্শ্বপরিবর্ত্তন, পাশ বদলান ; নাটকের ভিন্ন অঙ্কপ্রদর্শন ; সংখ্যার পরিবর্ত্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্ক(ংক)পাত—অঙ্কলিখন, আঁক রাখা, অঙ্কসংস্থাপন। অঙ্কের পাত (পাতন, অর্থাৎ স্থাপন, লিখন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্ক(ংক)পাতন—অঙ্কদ্বারা নির্দ্ধারিতকরণ (notation). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্ক(ংক)পালি, -পালিকা, -পালী—১। ক্রোড়ে ধারণ, আলিঙ্গন। পা+ণিচ (পালিধাতু) বা পাল্ ধাতু (রক্ষা করা)+ই বা ঈ ভাববা=পালি, পালী (রক্ষা) ; পালি+ক স্বার্থে+স্ত্রী আপ্ ; অঙ্কে (ক্রোড়ে) পালি, পালিকা, পালী, ৭মীতৎ। ২। ক্রোড়ে ধারণ দ্বারা পালনকারিণী, ধাত্রী ; আমলকী। অঙ্ক দ্বারা পালি, পালিকা, পালী, ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্ক(ংক)পাশ—অঙ্কসংস্থাপন, অঙ্কপাত ; অঙ্কের পরিবৃত্তি ; অঙ্কের বিবিধ বিন্যাস (সিদ্ধান্ত শিরোমণিনামক গ্রন্থের পাটীগণিত বিষয়ক 'লীলাবতী' অধ্যায়ে উক্ত পরিভাষা দৃষ্ট হয় (permutation of digits). অঙ্কই পাশ যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

অঙ্ক(ংক)পূরণ—১। অঙ্ক দ্বারা গুণ করা, অঙ্কের গুণন। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সংখ্যা বা চিহ্ন স্থাপন দ্বারা শূন্য স্থানের পূরণ। অঙ্ক দ্বারা পূরণ, ৩য়াতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্ক(ংক)বাচক—১ ২ ইত্যাদি সংখ্যার বোধক (cardinal). ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বাচিকা।

অঙ্ক(ংক)বিদ্যা—গণিতশাস্ত্র, সংখ্যাবিজ্ঞান, পাটীগণিত বীজগণিত প্রভৃতি। অঙ্কবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্ক(ংক)বিদ্যাবিৎ (-বিদ্)—অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ, গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। অঙ্কবিদ্যা বিদিত হয় (জানে) যে, উপতৎ ; অঙ্কবিদ্যা—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অঙ্ক(ংক)বিদ্যাবেত্তা (-বেত্তৃ)—গণিতজ্ঞ, আঁক কষিতে পটু। অঙ্কবিদ্যার বেত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বেত্রী।

অঙ্ক(ংক)বিদ্যাব্যবসায়ী (-সায়িন্)—যিনি আঁক কষাইয়া থাকেন, অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত। অঙ্কবিদ্যার ব্যবসায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ব্যবসায়িনী।

অঙ্ক(ংক)বৃদ্ধি—সংখ্যা বৃদ্ধি, অঙ্কের গুণ, অঙ্ক বাড়ান ; বেশী আঁক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্ক(ংক)ভাক্ (-ভাজ্)—অঙ্কভাগী, ক্রোড়সেবী, ক্রোড়ে উপবেশনকারী ; ক্রোড়স্থিত। অঙ্ক (ক্রোড়) ভজনা (সেবা বা আশ্রয়) করে যে, উপতৎ ; অঙ্ক—ভজ্ (সেবা করা)+ণ্বি কর্ত্তৃবা। বিণ।

অঙ্ক(ংক)ভাগ—ভাগহার, গণিতের ভাগ।

অঙ্ক দ্বারা ভাগ, ৩য়াতৎ, বা অঙ্কের ভাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্ক(ঙ্ক)ভাগী (-ভাগিন্)—ক্রোড়সেবী, ক্রোড়াশ্রয়ী ; ক্রোড়স্থ। অঙ্ক ভজনা করে যে, উপতৎ ; অঙ্ক—ভজ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ভাগিনী।

অঙ্ক(ঙ্ক)মান—অঙ্কের পরিমাণ ; ১ ২ ৩ ইত্যাদি সংখ্যাসমূহের স্থানীয় মান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্ক(ঙ্ক)লক্ষ্মী—পত্নী, স্ত্রী। অঙ্কের লক্ষ্মী, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্ক(ঙ্ক)লগ্ন—ক্রোড়ে সংসক্ত, ক্রোড়স্থ ; সমীপস্থিত। অঙ্কে লগ্ন, ৭মীতৎ। বিণ।

অঙ্ক(ঙ্ক)শায়ী (-শায়িন্)—ক্রোড়ে স্থিতিকারী, অঙ্কস্থিত, ক্রোড়স্থ ; ভাবার্থ—হস্তগত, আয়ত্ত। অঙ্কে শয়ন করে যে, উপতৎ ; অঙ্ক—শী (শয়ন করা) + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শায়িনী।

অঙ্ক(ঙ্ক)শাস্ত্র—গণিতবিজ্ঞান, অর্থাৎ বীজগণিত পাটীগণিত ইত্যাদি। অঙ্কবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অঙ্ক(ঙ্ক)শাস্ত্রবিৎ (-বিদ্)—গণিতবিদ্যাভিজ্ঞ, যিনি গণিতশাস্ত্র ভাল জানেন এরূপ। অঙ্কশাস্ত্র বিদিত হয় যে, উপতৎ ; অঙ্কশাস্ত্র—বিদ্ + কিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

অঙ্ক(ঙ্ক)শাস্ত্রবেত্তা (-বেত্তৃ)—অঙ্কবিদ্যাবেত্তা (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —বেত্রী।

অঙ্ক(ঙ্ক)স্থ—ক্রোড়স্থিত ; সমীপস্থ, নিকটে উপস্থিত ; ভাবার্থ—আয়ত্ত, হস্তগত। অঙ্কে স্থিতি করে যে, উপতৎ ; অঙ্ক—স্থা (থাকা) + ক কর্তৃবা। বিণ।

অঙ্ক(ঙ্ক)স্থিত—অঙ্কস্থ (তাহা দ্রঃ)। অঙ্কেস্থিত, ৭মীতৎ। বিণ।

অঙ্ক(ঙ্ক)হরণ—ভাগহার, রাশিসমূহের ভাগক্রিয়া। অঙ্কের হরণ, ৬ষ্ঠীতৎ; বা অঙ্ক দ্বারা হরণ, ৩য়াতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্ক(ঙ্ক)া—চিহ্ন। 'অঙ্ক'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অঙ্ক(ঙ্ক)াগত—অঙ্কগত (তাহা দ্রঃ)। অঙ্ককে আগত, ২য়াতৎ। বিণ।

অঙ্কি(ঙ্কি)ত—চিত্রিত ; ক্ষোদিত ; লিখিত ; চিহ্নিত ; লক্ষিত ; গণিত ; বর্ণিত, বিবৃত ; গ্রথিত; ছাপ-পড়া। অন্‌ক্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অঙ্কী (অঙ্কিন্), **অংকী**—১। পাশক, অক্ষ, পাষ্টি ; মৃদঙ্গবিশেষ, অঙ্ক্য। বি ; পুং। ২। কলঙ্কী। অঙ্ক (কলঙ্ক) + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—অঙ্কিনী।

অঙ্কু(ঙ্কু)ট—কুঞ্চিকা, চাবি। অন্‌ক্ + উট কর্তৃবা। বি ; পুং।

অঙ্কু(ঙ্কু)র, অঙ্কূ(ঙ্কূ)র—বীজ হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন উদ্ভিদ, অচিরজাত উদ্ভিদ্, কুঁড়ি, ক'লা, অঁাকুর, মুকুল ; অগ্রভাগ ; নবোৎপন্ন বস্তু (যেমন, প্রেমাঙ্কুর অর্থাৎ নবোদ্‌গত প্রেম) ; প্রকাশ, উন্মেষ ; সূচনা, আদি, প্রারম্ভ ; জল ; আব ; রক্ত ; লোম। লক্ষ্য করা হয় যদ্দ্বারা এই অর্থে, অন্‌ক্ + উর, উর করণবা। বি ; পুং।

অঙ্কু(ঙ্কু)রক—কুলায়, নীড়, পাখীর বাসা। যাহা (তৃণাদি) দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় এই অর্থে অন্‌ক্ (বৃদ্ধি করা) + উর কর্ম্মবা + ক স্বার্থে। বি ; পুং।

অঙ্কু(ঙ্কু)রিত—উদ্গতাঙ্কুর, যাহার অঁাকুর বাহির হইয়াছে এরূপ ; মুকুলিত ; রোমাঞ্চিত ; প্রকাশিত, আবির্ভূত। অঙ্কুর + ইত জাত অর্থে। বিণ।

অঙ্কু(ঙ্কু)রোদয়, অঙ্কু(ঙ্কু)রোদ্‌গম, অঙ্কু(ঙ্কু)রোদ্ভব—অঙ্কুরের নির্গম, অঁাকুর বাহির হওয়া। অঙ্কুরের উদয়, উদ্‌গম, উদ্ভব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্কু(ঙ্কু)শ, অঙ্কূ(ঙ্কূ)ষ—হাতী চালাইবার লৌহ-গঠিত সূক্ষ্মাগ্র দণ্ডবিশেষ, হস্তিতাড়ন দণ্ড, ডাঙ্গশ ; বক্রাগ্র লৌহদণ্ড, হুক। যাহা মর্ম্মস্থলে গমন করে এই অর্থে, অন্‌ক্ (গমন করা) + উশ বা উষ কর্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

অঙ্কু(ঙ্কু)শগ্রহ—১। হস্তিপক, হস্তিচালক, মাহুত। অঙ্কুশ গ্রহণ করে যে, উপতৎ ; অঙ্কুশ—গ্রহ্ + অচ্ কর্তৃবা। ২। অঙ্কুশগ্রহণ, অঙ্কুশধারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্কু(ঙ্কু)শগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—হস্তিপক, মাহুত। অঙ্কুশ গ্রহণ করে যে, উপতৎ ; অঙ্কুশ—গ্রহ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —গ্রাহিণী।

অঙ্কু(ঙ্কু)শদুর্দ্ধ(র্ধ)র—দুর্দ্দমনীয় হস্তী। দুঃখে ধারণ করা যায় ইহাকে এই বাক্যে, দুর্—ধৃ + খল্ কর্ম্মবা ; অঙ্কুশ দ্বারা দুর্দ্ধর, ৩য়াতৎ। বি ; পুং বা বিণ।

অঙ্কু(ঙ্কু)শমুদ্রা—জলশুদ্ধিকালে জলে তীর্থাবাহনের নিমিত্ত কর্ত্তব্য অঙ্গুলিসংস্থানবিশেষ। ['মুদ্রা' দ্রঃ]। অঙ্কুশাকারা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কু(ঙ্কু)শী—অঙ্কুশধারণকারিণী ; জৈনধর্ম্মাবলম্বীদের দেবীবিশেষ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কূ(ঙ্কূ)য়ৎ—অঁাকা বাঁকা ভাবে গমনকারী। বৈদিক সঙ্গ। বিণ। স্ত্রী, —য়ন্তী (যথা—অঙ্কূয়ন্তী নদী)।

অঙ্কূ(ঙ্কূ)র—'অঙ্কুর' দ্রঃ।

অঙ্কূ(ঙ্কূ)ষ—'অঙ্কুশ' দ্রঃ।

অঙ্কো(ঙ্কো)ট, অঙ্কো(ঙ্কো)ঠ, অঙ্কো(ঙ্কো)ল—অঁাইশ ফলের গাছ, অঁাকোড়গাছ [এই বৃক্ষের সারভাগ পীতবর্ণ, পুষ্প গন্ধযুক্ত, গাত্র দীর্ঘকণ্টকময় এবং ফলগুলি রক্তবর্ণ]। কীলকাকার কণ্টক দ্বারা লক্ষ্য করা যায় যাহাকে এই অর্থে অন্‌ক + ওট, ওঠ, ওল কর্ম্মবা। বি ; পুং।

অঙ্কো(ঙ্কো)পরি—কোলের উপর। অঙ্কের উপরি, ৬ষ্ঠীতৎ। অব্য।

অঙ্কো(ঙ্কো)লক—অঙ্কোট বৃক্ষ, অঁাকোড় গাছ। অঙ্কোল + ক স্বার্থে। বি ; পুং।

অঙ্কো(ঙ্কো)লসার—অঁাকোড় গাছ হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বিষ। অঙ্কোলের সার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্কো(ঙ্কো)লিকা—ক্রোড়ে গ্রহণ, আলিঙ্গন। অন্‌ক + ওল ভাববা + ক স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অঙ্ক(ঙ্ক)্য—১। মৃদঙ্গ, খোল ; পাখোয়াজ [যে বাদ্যযন্ত্র সাড়ে তিন তাল (অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলি বিস্তৃত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহার নাম তাল) দীর্ঘ, যাহার মুখ চৌদ্দ আঙ্গুল এবং আকার হরীতকীর ন্যায়, যাহা ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক বাদিত হয়, তাহার নাম অঙ্ক্য]। বি ; পুং। ২। কোলের উপযুক্ত। অঙ্কে সাধু এই অর্থে অঙ্ক শব্দ + যৎ। বিণ। ৩। অঙ্কনীয়, অঙ্কনযোগ্য। অন্‌ক্ + যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অঙ্গ(ঙ্গ)—১। হস্তপদাদি দেহাংশ, অবয়ব ; দেহ ; মূর্ত্তি ; কোন কর্ম্মের অপরিহার্য্য অংশ অর্থাৎ যাহা ভিন্ন তাহা সমাহিত হয় না ; কোন বস্তুর একাংশ বা একদেশ ; উপায় ; উপকরণ ; মন ; স্ত্রীলোকের স্তন ; সদৃশ আকৃতি বা অবয়ব ; অংশ ; বেদের মন্ত্রবিশেষ ; শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ছন্দঃ, নিরুক্ত জ্যোতিষ—এই ছয়টী বেদের অবয়বগ্রন্থ ; প্রধানোপযোগী উপকরণ (যেমন—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক এই চারিটি সেনার অঙ্গ, এবং স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল—এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ) ; (জ্যোতিষ) জন্মাদিলগ্ন ; (ব্যাকরণ) প্রত্যয়পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতি ; বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ ; স্থলবিশেষে আপন ইত্যাদি অর্থের জ্ঞাপক। বি ; ক্লীব। ২। অধীন ; অমুখ্য, অপ্রধান, গৌণ। অন্‌গ্ (গমন করা বা রোধ করা) + অচ্ কর্তৃবা, অথবা অম্ + গন্ কর্ম্মবা, করণবা। বিণ। ৩। বলির ক্ষেত্রজ তনয় ; উরুরাজার পুত্র ; ভারতবর্ষীয় প্রাচীন দেশবিশেষ ; উপদ্বীপবিশেষ (বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ)। বি ; পুং।

অঙ্গ(ঙ্গ)ক—দেহ, শরীর, গাত্র। অঙ্গ + ক স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

অঙ্গ(ঙ্গ)কর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—১। শরীরসংবাহন কার্য্য, হস্তপদাদি মর্দ্দন ; অঙ্গসেবা ; দেববিগ্রহাদির পরিমার্জ্জন ; অঙ্গে তৈলগন্ধাদিলেপন। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রধান কার্য্যের অঙ্গীভূত কার্য্য ; কার্য্যের উদ্যোগ আয়ো-

জনাদি। অঙ্গ (অপ্রধান) এমন কর্ম্ম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [বি; স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)ক্রিয়া—অঙ্গকর্ম্ম (তাহা দ্রঃ)।

অঙ্গ(ংগ)গ্রহ—শরীরবেদনা; আক্ষেপ বা খেঁচুনি রোগ, আকর্ষণী, ধনুষ্টঙ্কার। অঙ্গের গ্রহ (গ্রহ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঙ্গ(ংগ)গ্লানি—দৈহিক অবসন্নতা, দেহের ক্লান্তি, অঙ্গের জড়তা; ঘর্ম্মাদি দূষিত পদার্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)চালন, -চালনা—হস্তপদাদি অবয়বের সঞ্চালন, হাত-পা নাড়া; ব্যায়াম; শারীরিক পরিশ্রম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)চ্ছেদ, -চ্ছেদন—হস্তপদাদি অবয়বের কর্ত্তন, হাত-পা কাটিয়া ফেলা; অংশ-বিশেষের পরিবর্জ্জন, কোন অংশ বাদ দেওয়া; অঙ্গহানিকরণ। অঙ্গের ছেদ, ছেদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)চ্ছেদক—১। অবয়বকর্ত্তনকারী; অঙ্গহানিকারক। বিণ। স্ত্রী,—চ্ছেদিকা। ২। নাড়ী কাটিবার অস্ত্রাদিবিশেষ। অঙ্গের ছেদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঙ্গ(ংগ)জ—১। তনয়, সুত, পুত্র; কেশ, লোম; বাসনা; কাম, মনোভব; রোগ। বি; পুং। ২। শোণিত, রক্ত। বি; ক্লীব। ৩। অবয়বজাত, দেহজ। অঙ্গ (দেহ, আত্মা বা মনঃ) হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ; অঙ্গ—জন্‌ (উৎপন্ন হওয়া) + ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অঙ্গ(ংগ)জনু—১। পুত্র বা কন্যা। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। দেহজাত, শরীরোৎপন্ন। অঙ্গ হইতে জনু (জন্ম) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অঙ্গ(ংগ)জা—১। তনয়া, পুত্রী, কন্যা। বি; স্ত্রী। ২। শরীরোৎপন্না। অঙ্গজ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)জ্বর—(বৈদ্যক) যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ [এই রোগে সকল সময়ে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী জ্বর থাকে। 'জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ'—নিদান]। অঙ্গব্যাপী জ্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অঙ্গ(ংগ)জ্বালা—১। জ্বরাদি হেতু সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী অত্যধিক উষ্ণতাবোধ, গা-জ্বালা। অঙ্গ-ব্যাপিনী জ্বালা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। বিরক্তি, অপ্রীতি, অসন্তোষ। বাং প্র। বি।

অঙ্গ(ংগ)ঠা—অঙ্গার রাখিবার পাত্র। হিন্দি মূলক (<অঙ্গেঠী)। বি।

অঙ্গ(ংগ)ণ, অঙ্গ(ংগ)ন—১। চত্বর, চাতাল, অজির, প্রাঙ্গণ, উঠান, আঙ্গিনা; রাজবাটী; কাছারী। অনগ্‌ (গমন করা) + অনট্‌ অধিবা (অঙ্গণ পক্ষে পৃষোদরাদি হেতু ন-স্থানে ণ)। ২। গতি, গমন। অনগ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)তি—১। যান, বাহন। অনজ্‌, (গমন করা) + অতি করণবা। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; অগ্নি। অনজ্‌ (পূজা করা) + অতি কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। অগ্নিহোত্রী। অনজ্‌ (পূজা করা) + অতি কর্ত্তৃবা। বিণ।

অঙ্গ(ংগ)ত্যাগ—দেহত্যাগ, শরীরবিসর্জ্জন, মৃত্যু; ইচ্ছামৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঙ্গ(ংগ)ত্র, -ত্রাণ—দেহরক্ষক, কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। অঙ্গকে ত্রাণ (রক্ষা) করে যে, উপতৎ; অঙ্গ—ত্রৈ (ত্রাণ করা, রক্ষা করা) +ক কর্ত্তৃবা=অঙ্গত্র; অঙ্গের ত্রাণ হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী=অঙ্গত্রাণ। বি; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)দ—১। কেয়ূর, বাহুভূষণ, তাগা, বাজু। অঙ্গ—দৈ (শোধন করা) +ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। অঙ্গদাতা, জনক, উৎপাদক। অঙ্গ দান করে যে, উপতৎ; অঙ্গ—দা (দান করা) +ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। বালিরাজার পুত্র; লক্ষ্মণের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

অঙ্গ(ংগ)দা—১। দক্ষিণ-দিগ্‌হস্তীর পত্নী, পিঙ্গলা। স্বামিদেহের পোষণ বা দিগ্‌রক্ষা করে এই অর্থে, উপতৎ; অঙ্গ—দয়্‌ বা দে বা দৈ+ক কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। অঙ্গদানকারিণী; উৎপাদিকা; জননী। অঙ্গদ (২) + আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)ন—১। 'অঙ্গণ' দ্রঃ। ২। (পদার্থ-বিদ্যা) যাহার মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি কার্য্য করে (dielectric). বি।

অঙ্গ(ংগ)না—১। সুন্দরী রমণী; ভার্য্যা; নারী; উত্তর-দিগ্‌হস্তিনী; কন্যারাশি; অঙ্গনা-সংজ্ঞক বৃষ কর্কট বৃশ্চিক মীন ও মকর রাশি [জ্যোতিষ—মেষ রাশি পুংসংজ্ঞক, বৃষরাশি স্ত্রীসংজ্ঞক, এইরূপে সমস্ত যুগ্ম রাশিগুলি স্ত্রীসংজ্ঞক]। প্রশস্ত অঙ্গ আছে ইহার এই অর্থে, অঙ্গ+ন+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। আঙ্গিনা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অঙ্গ(ংগ)নাজন—স্ত্রীলোক। অঙ্গনাই জন, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অঙ্গ(ংগ)নাজনসুলভ— নারীজনোচিত, যাহা স্ত্রীলোকেই দৃষ্ট হয় এরূপ। অঙ্গনাজনে সুলভ, ৭মীতৎ। বিণ।

অঙ্গ(ংগ)নাজনোচিত—নারীর উপযুক্ত, স্ত্রীলোকের পক্ষে সহজ। অঙ্গনাজনে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

অঙ্গ(ংগ)নাপ্রিয়—১। অশোকবৃক্ষ, অশোকফুলের গাছ। অঙ্গনার (রমণীর) প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ [অশোক গাছের ছালের রস স্ত্রীলোকদিগের বাধক নামক ব্যাধির অমোঘ ঔষধ বলিয়া এই গাছ স্ত্রীলোকদিগের প্রিয়; স্ত্রীলোকেরা অশোক ফুল পরিতেও ভাল-বাসে]; অথবা, অঙ্গনা প্রিয়া (প্রীতিদায়িনী) যাহার, বহুব্রী [কবিসময়-প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, রমণীগণের পদাঘাতে অশোক বিকসিত হয়; "পাদাঘাতাদশোকং বিকসতি বকুলং যোষিতামাস্যমদ্যৈঃ"—সাহিত্যদর্পণ]। ২। দক্ষিণ-দিগ্‌গজবিশেষ। অঙ্গনার (দক্ষিণ-দিগ্‌হস্তিনীর) প্রিয় (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ৩। রমণীগণের প্রীতিদায়ক, অঙ্গনা-নন্দবর্দ্ধক। অঙ্গনার (রমণীর) প্রিয় (প্রীতি-দায়ক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অঙ্গ(ংগ)নিগ্রহ—শারীরিক ক্লেশসাধন; তপস্যাদি দ্বারা শরীরকে ক্লেশপ্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঙ্গ(ংগ)ন্যাস—হিন্দু দেবদেবীদিগের পূজা-প্রারম্ভে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হৃদয় মস্তক শিখা নেত্র বাহু ও করতলের অঙ্গুল্যাদি দ্বারা স্পর্শ। অঙ্গে ন্যাস (অঙ্গু-ল্যাদিস্থাপন), ৭মীতৎ। বি; পুং।

অঙ্গ(ংগ)পালি—১। পরিষঙ্গ, আলিঙ্গন, কোলাকুলি ('অঙ্কপালি' শব্দ দ্রঃ)। অঙ্গ দ্বারা বা অঙ্গে পালি (ধারণ, রক্ষা), ৩য়া বা ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। (বৌদ্ধপুরাণ) একজন বিখ্যাত বেশ্যা; বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ইনি দোষক্ষালন করেন। বি; স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)পালিকা—১। উপমাতা, ধাত্রী, ধাইমা। বি; স্ত্রী। ২। দেহরক্ষাকারিণী। অঙ্গের পালিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)পালিত—১। আলিঙ্গিত, আশ্লিষ্ট। অঙ্গ—পা+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। ২। অঙ্গে ধৃত; অঙ্গন্যস্ত, পরিহিত। অঙ্গে পালিত, ৭মীতৎ। বিণ।

অঙ্গ(ংগ)প্রত্যঙ্গ(ংগ)—১। হস্তপদাদি সকল অবয়ব। [অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে প্রভেদ এই—শরীরের এক একটি প্রধান অংশ অঙ্গ; যেমন, হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতি। অঙ্গের অঙ্গ—প্রত্যঙ্গ; যেমন, হস্তপদের অঙ্গুলি, মস্তকের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি।] অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)প্রসাধন—দেহের সাজসজ্জা বা তাহার উপকরণ, অঙ্গরাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)প্রায়শ্চিত্ত—অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ-কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে করণীয় দেহশুদ্ধিকর অনু-ষ্ঠানবিশেষ, অশৌচকালে সম্ভূত দেহাশুদ্ধির শোধনার্থ কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত [এই প্রায়শ্চিত্তে বস্ত্র ও দক্ষিণার সহিত স্বর্ণদান করিতে হয়]। অঙ্গশোধক প্রায়শ্চিত্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)বর্ণ—শরীরের বিলেপনদ্রব্য, অঙ্গ-রাগ, কুঙ্কুমাদি; দেহের কান্তি, সৌন্দর্য্য, শরীরলাবণ্য। অঙ্গের বর্ণ (রঞ্জনদ্রব্য, কান্তি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঙ্গ(ংগ)বিকার, -বিকৃতি—১। অবয়ব-বৈকল্য, বিকলাঙ্গতা, অন্ধতা, খঞ্জতাদিরূপ শরীরের বিকৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২।

অপস্মার, মৃগী রোগ। অঙ্গের বিকার, বিকৃতি যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং, স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)বিক্ষেপ—হস্তপদাদির বেগে সঞ্চালন, হাত-পা খেঁচা (spasm) ; অঙ্গভঙ্গী ; নৃত্যাদিসময়ে অঙ্গসঞ্চালন ; শরীরাভিনয়, কৌতুক দেখাইবার নিমিত্ত হস্তপদাদি অঙ্গের চালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গ(ংগ)বিহীন—অঙ্গশূন্য, বিকৃতাঙ্গ, বিকলাঙ্গ ; ত্রুটীযুক্ত ; অসম্পূর্ণ। অঙ্গ দ্বারা বিহীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

অঙ্গ(ংগ)বৈকৃত—দেহবিকৃতি, অঙ্গবিকার ; অঙ্গভঙ্গী ; ইঙ্গিত, ইসারা। বিকৃত+অণ্ ভাবে ; অঙ্গের বৈকৃত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)বৈগুণ্য—অঙ্গীভূত অনুষ্ঠানাদির ত্রুটি, অঙ্গহানি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)ভঙ্গ(ংগ), -ভঙ্গি(ংগি), -ভঙ্গী(ংগী)—অঙ্গের বিশেষ বিশেষ সঞ্চালন দ্বারা বিশেষ বিশেষ মনোভাব-প্রকাশ ; অঙ্গের সঞ্চালন ; দেহবিকৃতি। অঙ্গের ভঙ্গ, ভঙ্গি, ভঙ্গী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী। [প্রাঃ কবিপ্র-**অঙ্গভঙ্গিয়া**—অঙ্গভঙ্গি করিয়া]।

অঙ্গ(ংগ)ভঙ্গি(ংগি)মা—অঙ্গভঙ্গী। অঙ্গের ভঙ্গিমা (< ভঙ্গী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

অ(ংগ)ভূ—১। পুত্র ; কাম, কন্দর্প। বি ; পুং। ২। অঙ্গজাত, শরীরোৎপন্ন। অঙ্গ হইতে ভূত (উৎপন্ন) যে, উপতৎ ; অঙ্গ–ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অঙ্গ(ংগ)মর্দ্দ(র্দ), -মর্দ্দ(র্দ)ক—দেহমর্দ্দন-কারক, যে গা ডলিয়া দেয় এরূপ ভৃত্য, অঙ্গসংবাহক, সেবক। অঙ্গ মর্দ্দন করে যে, উপতৎ ; অঙ্গ–মৃদ্ (মর্দ্দন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা=অঙ্গমর্দ্দ ; অঙ্গের মর্দ্দক, ৬ষ্ঠীতৎ=অঙ্গমর্দ্দক। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –মর্দ্দা, –মর্দ্দিকা।

অঙ্গ(ংগ)মর্দ্দ(র্দ)ন—গাত্রসংবাহন, গা-টেপা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)মর্দ্দী (-মর্দ্দিন্), **-মর্দী**—গাত্র-সংবাহক, যে গা টিপিয়া দেয় এরূপ ভৃত্য। অঙ্গ মর্দ্দন করে যে, উপতৎ ; অঙ্গ–মৃদ্+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –মর্দ্দিনী।

অঙ্গ(ংগ)মার্জ্জ(র্জ)ন, -মার্জ্জ(র্জ)না—শরীর-পরিষ্করণ ; দেহপ্রক্ষালন ; শরীরের মল দূরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)মোটন—গা-মট্‌কান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)মোড়া—গা-মোড়া, আলস্য-ত্যাগ ; জড়তাবর্জ্জন। 'অঙ্গমোটন'-শব্দজ। বি।

অঙ্গ(ংগ)রক্ষণী, -রক্ষিণী—১। সন্নাহ, কবচ, অঙ্গত্রাণ, সাঁজোয়া ; জামা কোট পিরহান আঙ্‌রাখা ইত্যাদি। বি ; স্ত্রী। ২। দেহরক্ষিকা, শরীর-রক্ষাকারিণী। অঙ্গ রক্ষিত হয় ইহা দ্বারা এই অর্থে, অঙ্গ–রক্ষ্+অনট্ করণবা +ঈপ্ ; অঙ্গকে রক্ষা করে যে, উপতৎ ; অঙ্গ–রক্ষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)রক্ষা—১। অঙ্গরক্ষণী। অঙ্গের রক্ষা হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী ; অথবা অঙ্গ রক্ষা করে যাহা, উপতৎ ; অঙ্গ–রক্ষ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। ২। দেহের পরিত্রাণ ; শরীর বাঁচান। অঙ্গের রক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)রাখা—আঙ্‌রাখা, অঙ্গরক্ষণী। 'অঙ্গরক্ষা'-শব্দজ। বি।

অঙ্গ(ংগ)রাগ—১। চন্দনকুঙ্কুমাদি বর্ণকর দ্রব্য দ্বারা গাত্রলেপন। অঙ্গের রাগ (রন্‌জ্+ঘঞ্ ভাববা), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শরীরের সৌন্দর্য্য-বিধায়ক দ্রব্য, কুঙ্কুমাদি রঞ্জনসামগ্রী ; প্রসাধন দ্রব্য (toilet). অঙ্গের রাগ (রন্‌জ্+ঘঞ্ করণবা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গ(ংগ)রাজ—অঙ্গদেশাধিপ, কর্ণ। অঙ্গের রাজা (রাজন্ শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ ; অঙ্গরাজন্+টচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

অঙ্গ(ংগ)রাট্ (-রাজ্)—অঙ্গদেশাধিপতি, অঙ্গ দেশের রাজা, কর্ণ। অঙ্গে (অঙ্গদেশে) রাজিত (শোভিত) হয় যে, উপতৎ ; অঙ্গ—রাজ্ (শোভা পাওয়া)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অঙ্গ(ংগ)রুহ—পালক ; লোম ; পশম। অঙ্গে রূঢ় হয় (জন্মে) যে, উপতৎ ; অঙ্গ–রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অঙ্গ(ংগ)রোম (-রোমন্)—গাত্রলোম, কেশ ; পশম ; পালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)লেপ—বিলেপনদ্রব্য, কুঙ্কুম-চন্দনাদি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গ(ংগ)লোম (-লোমন্)—'অঙ্গরোম' (সকল অর্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)সংবাহন—শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দলাইমলাই করা (massage). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)সংস্কার—১। দেহশোধন, শরীর-মার্জ্জন ; চন্দনকুঙ্কুমাদি দ্বারা শরীরলেপন। অঙ্গের সংস্কার (সম্–কৃ+ঘঞ্ ভাববা), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কুঙ্কুমাদি বিলেপনদ্রব্য। অঙ্গের সংস্কার (সম্–কৃ+ঘঞ্ করণবা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গ(ংগ)সংস্থান—জীবদেহ-গঠনতত্ত্ব (morphology). অঙ্গের (জীবদেহের) সংস্থান (অর্থাৎ গঠনতত্ত্ব) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)সঙ্গ(ংগ)—অঙ্গের পরস্পর মিলন, অঙ্গসংযোগ ; শরীর-সংস্পর্শ ; সম্ভোগ, মৈথুন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গ(ংগ)সঞ্চালন—শরীরচালনা ; ব্যায়াম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)সেবা—শরীরের প্রসাধন, কুঙ্কুম-চন্দনমাল্যাদি দ্বারা দেহের শোভাবর্দ্ধন ; গাত্র-সংবাহন, গা-টেপা ; দেবমূর্ত্তির সাজসজ্জা, প্রতিমাসংস্কার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)সৌষ্ঠব—অঙ্গের নির্দ্দোষ গঠন ; অঙ্গের সৌন্দর্য্য ; অবয়বের গঠনে সম্পূর্ণতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গ(ংগ)স্থ—শরীরস্থিত ; দেহে নিবেশিত, অঙ্গন্যস্ত। অঙ্গে স্থিতি করে যাহা, উপতৎ ; অঙ্গ–স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। [বি ; স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)স্থিতি—দৈহিক অবস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ।

অঙ্গ(ংগ)স্পর্শ—শরীর-স্পর্শন, গা ছোঁওয়া (শপথাদিকালে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গ(ংগ)স্পৃষ্ট—শরীর দ্বারা স্পৃষ্ট, গা দিয়া যাহাকে ছোঁওয়া হইয়াছে এরূপ। অঙ্গ দ্বারা স্পৃষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

অঙ্গ(ংগ)স্বভাব—প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি, সহজ-ক্রিয়া (instinct). অঙ্গগত স্বভাব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অঙ্গ(ংগ)হরণ, -হার—অঙ্গচালন ; অঙ্গের ইতস্ততঃ বিক্ষেপ ; নৃত্যাদির সময়ে অঙ্গভঙ্গী। অঙ্গের হরণ, হার (অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং।

অঙ্গ(ংগ)হানি—অঙ্গহীনতা, হস্তপদাদি অব-য়বের মধ্যে কোনটির অভাব ; অঙ্গবৈকল্য, অন্ধতাখঞ্জতাদি কোন প্রধান বিষয়ের অংশ-বিশেষের অভাব। অঙ্গের হানি, ৬ষ্ঠীতৎ ; বা অঙ্গবিষয়ক হানি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গ(ংগ)হার—'অঙ্গহরণ' দ্রঃ।

অঙ্গ(ংগ)হীন—যাহার হস্তপদাদি অঙ্গের কোন একটি নাই এরূপ ; অবয়বহীন ; হস্ত-পদাদি অঙ্গের যথোপযুক্ত-পরিমাণশূন্য ; বিকলাঙ্গ ; অসম্পূর্ণ, কোন অংশে ত্রুটিযুক্ত ; ন্যূন অনুষ্ঠানযুক্ত ; দ্রব্যকালাদি উপকরণশূন্য। অঙ্গদ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

অঙ্গ(ংগ)হীনতা—অবয়বের ন্যূনতা, হস্ত-পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোপযুক্ত পরিমাণ-শূন্যতা ; অবয়বের অভাব ; বিকলাঙ্গতা ; অসম্পূর্ণতা ; ত্রুটি। অঙ্গহীন+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গা(ংগা)ঙ্গি(ংগি)—১। (যুদ্ধাদিতে) পরস্পরের অঙ্গে প্রহার ; গায়গায়, ঠেসাঠেসি, অত্যন্ত নিকটবর্ত্তিতা, ঘনিষ্ঠতা। অঙ্গে অঙ্গে প্রবৃত্ত কার্য্য এই অর্থে, ব্যতিহার বহুব্রী (অঙ্গ+অঙ্গ+সমাসান্ত ই)। বি ; ক্লীব। ২। আপনার পক্ষের লোকের প্রতি পক্ষপাত। বাং প্র। বি।

অঙ্গা(ংগা)ঙ্গি(ংগি)ভাব—১। পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতা (corelation), গলাগলি ভাব, আত্মীয়তা। অঙ্গাঙ্গিই ভাব, কর্ম্মধা। ২। গৌণ-মুখ্যভাব। অঙ্গ এবং অঙ্গী (অঙ্গীন্), দ্বন্দ্ব ; তাহাদের ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গা(ংগা)ধিপ, অঙ্গা(ংগা)ধিপতি—অঙ্গদেশের রাজা, কর্ণ। অঙ্গের (অঙ্গদেশের) অধিপ, অধিপতি (রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঙ্গা(ংগা)বরণ—১। দেহাচ্ছাদন-বস্ত্র, যাহা দ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখা যায় সেই কাপড় প্রভৃতি, উত্তরীয়, প্রাবরণ; জামা কোট ইত্যাদি। অঙ্গের আবরণ হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী; অথবা অঙ্গের আবরণ (আচ্ছাদন-বস্ত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দেহ ঢাকিয়া রাখা, দেহের আচ্ছাদন। অঙ্গের আবরণ (আচ্ছাদন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বিশেষ। বি।

অঙ্গা(ংগা)মী—নাগা পর্ব্বতের অসভ্য জাতি-

অঙ্গা(ংগা)র—১। কয়লা, আঙ্গরা, অলাত; কলঙ্ক, গ্লানিস্বরূপ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। মঙ্গলগ্রহ। বি; পুং। ৩। লোহিতবর্ণ, লালরঙ, রক্তবর্ণ। বি; ক্লীব। ৪। লাল রঙের, রক্তবর্ণবিশিষ্ট। যে (রক্তবর্ণত্ব) প্রাপ্ত হয় এই অর্থে, অন্‌গ্ (প্রাপ্ত হওয়া) + আরন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অঙ্গা(ংগা)রক—১। পীতঝিণ্টী বৃক্ষ, কুরণ্টক বৃক্ষ; ভীমরাজের গাছ; কেশুরিয়ার গাছ; (জ্যোতিষ) মঙ্গলগ্রহ ['অঙ্গারকরবী রক্তৌ'—মঙ্গল এবং রবি রক্তবর্ণ]; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আগুনের ফিন্‌কি। বি; পুং। ২। অঙ্গার, কয়লা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। (বৈদ্যক) জরঘ্ন স্বনামখ্যাত তৈলবিশেষ (ইহা দেহে মর্দ্দন করিলে জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়,—"তৈলমঙ্গারকং নাম সর্ব্বজ্বরবিমোক্ষণম্"—সুখবোধ)। বি; ক্লীব। ৪। বিশুদ্ধ অঙ্গার, কার্ব্বন্ (carbon). অঙ্গার (রক্তবর্ণ) + ক তুল্যার্থে (যেমন, কুরণ্টক বৃক্ষ), স্বার্থে (যেমন, মঙ্গলগ্রহ, কার্ব্বন্), অল্পার্থে (যেমন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ), আছে এই অর্থে (যেমন, অঙ্গারক তৈল)। বি; পুং।

অঙ্গা(ংগা)রকমণি—প্রবাল, রক্ত পলা। অঙ্গারকপ্রিয় (মঙ্গলগ্রহের প্রিয়) মণি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অঙ্গা(ংগা)রকৃষ্ণ—অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কয়লার মত কাল। অঙ্গারসদৃশ কৃষ্ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বিণ।

অঙ্গা(ংগা)রতুল্য—কয়লার মত, অঙ্গারবৎ। অঙ্গারসহ তুল্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

অঙ্গা(ংগা)রধানিকা, -ধানী—আগুন রাখিবার পাত্র, আগুনের মালসা, ধুনচী, কয়লা রাখিবার পাত্র, আংটা। অঙ্গারের ধানিকা, ধানী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অঙ্গা(ংগা)রপরিপাচিত—১। আগুনের উপরে সিদ্ধ বা ঝলসান মাংস, শূল্যমাংস, শিককাবাব। বি; ক্লীব। ২। কয়লার আগুনে সিদ্ধ। পরি—পচ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা = পরিপাচিত; অঙ্গার (জ্বলন্ত কয়লা) দ্বারা পরিপাচিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অঙ্গা(ংগা)রপর্ণ—১। (পুরাণ) চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের উদ্যান। অঙ্গার (রক্তবর্ণ) পর্ণ (পত্র) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব। অঙ্গারপর্ণ আছে ইহার এই অর্থে, অঙ্গারপর্ণ + অচ্। বি; পুং

অঙ্গা(ংগা)রপর্ণী—বামুনহাটীর গাছ [এই গাছের ডাঁটা ও পাতার শিরাগুলি লালবর্ণ। এই গাছে দুই রকমের ফুল হয়—সাদা ও নীল]। অঙ্গার (রক্তবর্ণ) পর্ণ (পাতা) যাহার, বহুব্রী + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অঙ্গা(ংগা)রপুষ্প—ইঙ্গুদীবৃক্ষ; অঙ্গার (রক্তবর্ণ) পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অঙ্গা(ংগা)রবর্ণী—অঙ্গারপর্ণী (তাহা দ্রঃ)। অঙ্গারতুল্য বর্ণ যাহার, বহুব্রী (সংজ্ঞার্থে ঈ-প্রত্যয়)। বি; স্ত্রী।

অঙ্গা(ংগা)রবল্লরী, -বল্লী—গুঞ্জা, কুঁচ; করম্‌চা, করঞ্জবিশেষ; ভার্গী, বামুনহাটী। অঙ্গার (রক্তবর্ণ) বল্লরী, বল্লী (মঞ্জরী) যাহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

অঙ্গা(ংগা)রমঞ্জরী—করঞ্জবৃক্ষ, করম্‌চা গাছ। অঙ্গারবৎ (রক্তবর্ণ) মঞ্জরী যাহার, বহুব্রী (সংজ্ঞাহেতু সমাসান্ত ক-প্রত্যয় এবং ঈ-কার হ্রস্ব হইল না)। বি; স্ত্রী।

অঙ্গা(ংগা)রমঞ্জী—ডালকরম্‌চা, ডহর করঞ্জ। সংজ্ঞার্থে মঞ্জরী-স্থানে মঞ্জী। বি; স্ত্রী।

অঙ্গা(ংগা)রমলিন—অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কয়লার মত কাল। অঙ্গারসদৃশ মলিন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বিণ।

অঙ্গা(ংগা)রশকটী—আগুন রাখিবার পাত্র, আগুনের মালসা; আঙ্গটা; ধুনচী। অঙ্গারের শকটী (ক্ষুদ্র শকট, অর্থাৎ পাত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অঙ্গা(ংগা)রাম্ল—(রসায়ন) অঙ্গার ও বায়ুস্থ অম্লজান—এতদুভয়ের রাসায়নিক সমবায়ে উৎপন্ন বাষ্প [পরিশিষ্ট দ্রঃ]। অঙ্গারযুক্ত অম্ল (অম্লজান), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অঙ্গা(ংগা)রি—অগ্নিরক্ষার পাত্র, আগুনের আঙ্গটা। অঙ্গার + ইক আছে ইহাতে এই অর্থে (নিপাতনে ক-লোপ)। বি; স্ত্রী।

অঙ্গা(ংগা)রিকা—অগ্নিপাত্র, আগুনের আঙ্গটা; ইক্ষুকাণ্ড; কাশতৃণ; মুজসার; পলাশপুষ্পের কুঁড়ি। অঙ্গার + ইক আছে ইহাতে এই অর্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

অঙ্গারিণী—১। আগুনের পাত্র, আগুনের মালসা, আগুনের আঙ্গটা। বি; স্ত্রী। ২। অঙ্গারবিশিষ্টা। অঙ্গার্ + ইন্ আছে ইহাতে এই অর্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অঙ্গা(ংগা)রিত—১। অঙ্গারত্ব প্রাপ্ত (charred); যাহা কয়লা হইয়া আসিয়াছে এরূপ, দগ্ধপ্রায়। অঙ্গার + ইত জন্মিয়াছে এই অর্থে। বিণ। ২। পলাশকলিকার উৎপত্তি। অঙ্গারের ন্যায় আচরণ করে এই অর্থে, অঙ্গার + ক্বিপ্ = অঙ্গার নামধাতু, অঙ্গার + ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অঙ্গা(ংগা)রীয়—অঙ্গারঘটিত; অঙ্গারসম্বন্ধীয়। অঙ্গার + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অঙ্গি(ংগি)ক—দৈহিক, শারীরিক। অঙ্গ + ইক (ঠন্)। বিণ।

অঙ্গি(ংগি)কা—১। 'অঙ্গিক' দ্রঃ। অঙ্গিক + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কঞ্চুক, কাঁচুলী, আঙ্‌রাখা। অঙ্গ + ইন্ আচ্ছাদনার্থে + ক স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

অঙ্গি(ংগি)না—বাড়ীর চারিদিকের খালি জমি। প্রাদে। বি।

অঙ্গি(ংগি)য়া—অঙ্গ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরস্), অংগিরা—সপ্তর্ষির একজন [ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। শ্রদ্ধা (মতান্তরে 'স্মৃতি') ইঁহার পত্নী। ইঁহার দুই পুত্র—বৃহস্পতি ও উতথ্য এবং রাকা প্রভৃতি চারি কন্যা। ইনি ঋগ্বেদের বহু শ্লোকের রচয়িতা। (রামায়ণমতে এই অঙ্গিরা মুনি কশ্যপের পুত্র)। ইনি অঙ্গিরঃ-সংহিতার রচয়িতা]; উরুর পুত্র (ইঁহার মাতা আগ্নেয়ী)। জ্ঞান আছে ইঁহার এই অর্থে অঙ্গ (জ্ঞান) + ইরস্; অথবা গমন করেন ইনি এই অর্থে, অন্‌গ্ (গমন করা) + ইরস্ কর্ত্তৃবা, নামার্থে। বি; পুং।

অঙ্গী (অঙ্গিন্), অংগী—দেহধারী, শরীরী; মুখ্য, প্রধান। অঙ্গ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, অঙ্গিনী।

অঙ্গী(ংগী)করণ—স্বীকরণ, স্বীকার, প্রতিশ্রুতি। অনঙ্গকে (অ-স্বকে) অঙ্গ (স্ব) করা এই অর্থে, অঙ্গ + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি = অঙ্গী (চ্বি-প্রত্যয়ে অ-কারের ঈত্ব); অঙ্গী—কৃ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —কৃত, —কার্য্য, —করণীয়, —কর্ত্তব্য। [প্রাঃ কবিপ্র—**অঙ্গীকরু**—স্বীকার কর। **অঙ্গীকরি**—স্বীকার করিয়া।]

অঙ্গী(ংগী)করণীয়, -কর্ত্ত(র্ত)ব্য—স্বীকর্ত্তব্য, স্বীকারযোগ্য। অঙ্গ + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি = অঙ্গী; অঙ্গী—কৃ + অনীয়, তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

অঙ্গী(ংগী)কার—যাহা পূর্ব্বে অঙ্গ ছিল না তাহা স্বীয় অঙ্গকরণ, অঙ্গে ধারণ; প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, স্বীকার। অঙ্গ + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি = অঙ্গী; অঙ্গী—কৃ + ঘঞ্ ভাববা। বি। বিণ, —কৃত, —করণীয়, —কর্ত্তব্য।

অঙ্গী(ংগী)কৃত—স্বীকৃত, প্রতিশ্রুত। অঙ্গ + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি = অঙ্গী; অঙ্গী—কৃ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অঙ্গী(ংগী)কৃতি—প্রতিশ্রুতি, স্বীকৃতি, স্বীকার, প্রতিজ্ঞা। অঙ্গ + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি = অঙ্গী; অঙ্গী—কৃ + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অঙ্গী(ংগী)ভূত—প্রধানের সহিত মিলিত,

অঙ্গত্বগত ; অন্তর্ভুক্ত, অংশত্বপ্রাপ্ত, যাহা পূর্ব্বে অঙ্গ ছিল না এক্ষণে হইয়াছে এরূপ। অঙ্গ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=অঙ্গী ; অঙ্গী—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—ভবন।

অঙ্গু(ঙ্গু)রি, অঙ্গু(ঙ্গু)রী—১। অঙ্গুলি, আঙুল ; পদাঙ্গুষ্ঠ, পায়ের বুড়া আঙুল। অন্গ্‌ (প্রাপ্ত হওয়া, গ্রহণ করা)+উরি, উরী কর্ত্তৃবা বা করণবা, কোন বস্তু গ্রহণ করে এ, বা করা যায় ইহা দ্বারা এই অর্থে। ২। আংটি, অঙ্গুলিভূষণ। ভূষণ জন্য প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাকে এই অর্থে, অন্গ্‌+উরি, উরী কর্ম্মবা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গু(ঙ্গু)রীমাল—(প্রাণিতত্ত্ব) যাহার দেহ বলয়াকার খণ্ডে বিভক্ত এরূপ [annelida—কেঁচো, পিঁপড়া, মৌমাছি ইত্যাদি]। অঙ্গুরীর মালা আছে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অঙ্গু(ঙ্গু)রীয়, -রীয়ক—অঙ্গুলিভূষণ, আংটি ; শনিগ্রহের চতুর্দ্দিক্‌স্থ তিনটী মণ্ডল বা বেড় (rings of the planet Saturn) ; সমকেন্দ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃত্তদ্বয়ের পরিধি-মধ্যবর্ত্তী স্থান। অঙ্গুলির ইহা এই অর্থে, অঙ্গুরি+ঈয় ; পক্ষে+ক স্বার্থে ; ইহা হইতেই অঙ্গুরীয়াকার পদার্থকেও বুঝায়। বি ; পুং বা ক্লীব, ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)ল—১। আঙুল, অঙ্গুলি, করশাখা ; অঙ্গুষ্ঠ ; বাৎস্যায়ন মুনি। যে গ্রহণের নিমিত্ত গমন করে এই অর্থে, অন্গ্‌+উল কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ২। অষ্ট-যবোদর-পরিমাণ, অর্থাৎ আটটি যব একত্র রাখিলে তাহাদের মধ্যস্থানগুলির স্থূলত্বসমষ্টি। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লাকার—হাতের আঙুলের মত বিভক্ত। অঙ্গুলের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অঙ্গু(ঙ্গু)লাঙ্ক(ঙ্ক)নিবোধক— যে আঙ্গুলের ছাপ দেখিয়া বুঝিতে পারে (finger print expert). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গু(ঙ্গু)লাস্থি—অঙ্গুল্যস্থি (তাহা দ্রঃ)। অঙ্গুলের অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লি, অঙ্গু(ঙ্গু)লী—হস্তপদশাখা, হাত বা পায়ের আঙুল ; গজকর্ণিকার বৃক্ষ, হাতিশুঁড়ার গাছ ; করিশুণ্ডাগ্র। যে গ্রহণের নিমিত্ত গমন করে বা যদ্দ্বারা গ্রহণ করা যায় এই অর্থে, অন্গ্‌+উলি, উলী কর্ত্তৃবা বা করণবা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিগ—অঙ্গুলিসাহায্যে গমনকারী (প্রাণী), অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া গমনকারী (জীব)। অঙ্গুলি দ্বারা গমন করে যে, উপতৎ ; অঙ্গুলি—গম্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিগলি—দুই আঙুলের মাঝ-খানের ফাঁক, অঙ্গুলিগুলির মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান। অঙ্গুলির গলি (বাং), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিগ্রন্থি—অঙ্গুলিপর্ব্বের সংযোগ-স্থল, আঙ্গুলের গাঁট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিচালন—আঙুল চালান ; অঙ্গুলিসঙ্কেতে মনোভাব প্রকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিঠার—অঙ্গুলি-সঙ্কেতে মনোভাব ব্যক্তকরণ, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ইশারা। অঙ্গুলি দ্বারা ঠার (বাং), ৩য়াতৎ। বি।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিতাড়ন—অঙ্গুলিদ্বারা পীড়ন ; আঙুল উঠাইয়া শাসন। অঙ্গুলিদ্বারা তাড়ন, ৩য়াতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিতোরণ—ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্রাকারতিলক (হিন্দু শাক্তেরা এই তিলক সর্ব্বদা ধারণ করেন)। অঙ্গুলিকৃত তোরণ (তোরণাকার চিহ্ন), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিত্র, -ত্রাণ—ধনুর্দ্ধারীর জ্যাকর্ষণ জন্য চর্ম্মগঠিত অঙ্গুল্যাচ্ছাদন, ধনুকের ছিলা টানিবার কালে অঙ্গুলিকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে চর্ম্মাবরণ ব্যবহৃত হয় তাহা ; অঙ্গুলিবন্ধ চর্ম্ম, চামাটী ; আঙ্গুস্তানা, দস্তানা। অঙ্গুলিত্র=অঙ্গুলিকে ত্রাণ করে যে, উপতৎ ; অঙ্গুলি—ত্রৈ+ক কর্ত্তৃবা ; অঙ্গুলিত্রাণ=অঙ্গুলির ত্রাণ (ত্রৈ+অনট্‌ করণবা), ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, অঙ্গুলির ত্রাণ (রক্ষা) হয় যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিত্রোটন—আঙুল মট্‌কান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিধ্বনি—তুড়ি ; আঙ্গুল মট্‌কাইবার শব্দ। অঙ্গুলিকৃত বা অঙ্গুলিজাত ধ্বনি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিনলক—(শারীরবিদ্যা) আঙুলের ছোট ছোট হাড় (phalanges). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিনিপীড়িত— অঙ্গুলিতাড়িত। অঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়িত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিনির্দ্দে(র্দে)শ—অঙ্গুলি-প্রসারণপূর্ব্বক প্রদর্শন, আঙুল বাড়াইয়া দেখান ; অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত। অঙ্গুলিকৃত নির্দ্দেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিন্যস্ত—অঙ্গুলিতে পরিহিত। অঙ্গুলিতে ন্যস্ত (অর্পিত), ৭মীতৎ। বিণ।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিন্যাস—অঙ্গুলিস্থাপন, আঙ্গুল দেওয়া ; মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিপঞ্চক, অঙ্গু(ঙ্গু)লীপঞ্চক—অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই পাঁচটী আঙুল। অঙ্গুলির, অঙ্গুলীর পঞ্চক (পাঁচটী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিপর্ব্ব (-পর্ব্বন্‌), **-পর্ব**—অঙ্গুলির গ্রন্থিসমূহের মধ্যস্থিত অংশ, আঙুলের পাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিপীড়ন—অঙ্গুলিতাড়ন। অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন, ৩য়াতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিমুখ—আঙুলের মুখ, আঙুলের ডগা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিমুদ্রা—১। স্বনামক্ষোদিত অঙ্গুরীয়ক, যাহাতে নাম লেখা আছে এরূপ আংটি, স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুলিভূষণ। অঙ্গুলিধৃতা মুদ্রা (অঙ্কিত ভূষণ), মধ্যপ কর্ম্মধা ; অথবা অঙ্গুলির মুদ্রা, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দেবপূজাকালে কর্ত্তব্য অঙ্গুলি-সংস্থানবিশেষ। অঙ্গুলিকৃতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিমুদ্রিকা—নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক, অঙ্গুলিমুদ্রা। অঙ্গুলিমুদ্রা+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিমূল—করতলের সহিত অঙ্গুলির সংযোগস্থল, আঙুলের গোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিমোটন—দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা কৃত মর্দ্দনশব্দ ; আঙুল মট্‌কান। অঙ্গুলির মোটন যাহাতে, বহুব্রী ; বা অঙ্গুলির মোটন (মট্‌কান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিষঙ্গ(ঙ্গ)—১। অঙ্গুলিত্র, আঙ্গুস্তানা, দস্তানা। বি ; পুং। ২। অঙ্গুলিসংযুক্ত, অঙ্গুলিতে পরিহিত। অঙ্গুলিতে সঙ্গ (সম্পর্ক) যাহার, বহুব্রী ('সঙ্গ'শব্দের স-স্থানে ষ)। বিণ।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিষঙ্গা(ঙ্গা)—১। অঙ্গুলি-সংযোগকারক যবাগূ, ঘন যাউ। অঙ্গুলির সঙ্গ যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। অঙ্গুলিসংযুক্তা। অঙ্গুলিষঙ্গ(২)+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিসংজ্ঞা—অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত, আঙুল দিয়া ইশারা। অঙ্গুলিকৃতা সংজ্ঞা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিসঙ্কে(ঙ্কে)ত—অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত, আঙুল দিয়া ইশারা। অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত, ৩য়াতৎ ; অথবা অঙ্গুলিকৃত সঙ্কেত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিসন্দেশ—অঙ্গুলিকৃত সঙ্কেত, আঙুল দ্বারা ইশারা। অঙ্গুলিকৃত সন্দেশ (সংবাদ-জ্ঞাপন), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিসন্ধি—অঙ্গুলির পর্ব্বসমূহের সংযোগস্থল, আঙুলের গাঁট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিসম্ভূত—'অঙ্গুলীসম্ভূত' দ্রঃ।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিস্পর্শ—অঙ্গুলি দ্বারা আমর্শন, আঙুল দিয়া ছোঁওয়া। অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিস্ফোটন—আঙুল ফুটান, আঙুল মট্‌কান, তুড়ি দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অঙ্গু(ঙ্গু)লিহেলন—অঙ্গুলিনির্দ্দেশ, আঙুলের ঠার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব

অঙ্গু(ংগু)লীক—আংটী, অঙ্গুলি ভূষণ। অঙ্গুলী + কন্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

অঙ্গু(ংগু)লীয়ক—অঙ্গুলিভূষণ, আঙটী। অঙ্গুলি + ঈয় সম্বন্ধীয়ার্থে + কঙ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

অঙ্গু(ংগু)লীসম্ভূত, অঙ্গু(ংগু)লিসম্ভূত—১। নখ। বি; পুং। ২। আঙুল হইতে উৎপন্ন, অঙ্গুলিজাত। অঙ্গুলী, অঙ্গুলি হইতে সম্ভূত, ৫মীতৎ। বিণ।

অঙ্গু(ংগু)ল্যগ্র—অঙ্গুলির অগ্রভাগ, আঙুলের ডগা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অঙ্গু(ংগু)ল্যস্থি—আঙ্গুলের হাড়। অঙ্গুলীর অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অঙ্গু(ংগু)ষ্ঠ—বৃদ্ধাঙ্গুলি, বুড়া আঙুল। অঙ্গুতে (হস্তে) (প্রধানরূপে) থাকে ইহা এই বাক্যে, অঙ্গু—স্থা + ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অঙ্গু(ংগু)ষ্ঠপ্রদর্শন—বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান; বঞ্চনা, প্রতারণা; ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অঙ্গু(ংগু)ষ্ঠমাত্র—অঙ্গুষ্ঠের মধ্যপর্ব্ব-পরিমিত। অঙ্গুষ্ঠ + মাত্রচ্ পরিমাণার্থে। বিণ।

অঙ্গু(ংগু)ষ্ঠানা, অঙ্গু(ংগু)স্তানা—দস্তানা, অঙ্গুলিত্র, আঙ্গুলের ঠুসি বা ঠুলি যাহা আঙুলে পরিয়া দরজিরা সেলাই করে, থিম্বল (thimble). 'অঙ্গুষ্ঠত্রাণ'-শব্দজ বা ফার্সী 'অঙ্গুস্তানা'। বি।

অঙ্ঘঃ (অঙ্ঘস্), **অংঘ**—দুরিত, অধর্ম্ম, পাপ। নরকে গমন করে ইহা দ্বারা এই অর্থে, অন্ঘ্ (গমন করা) + অস্ করণবা। বি; ক্লীব।

অঙ্ঘ্রি(ংঘ্রি)—পদ, পা, চরণ; বৃক্ষমূল; চতুর্থ ভাগ; শ্লোকের চরণ বা এক এক পঙ্ক্তি। গমন করা যায় ইহা দ্বারা এই অর্থে, অন্ঘ্ (গমন করা) + ক্রিণ্ করণবা। বি; পুং।

অঙ্ঘ্রি(ংঘ্রি)কমল, -পদ্ম—পাদপদ্ম, চরণকমল। অঙ্ঘ্রি কমলপ্রায়, পদ্মপ্রায় উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অঙ্ঘ্রি(ংঘ্রি)প—পাদপ, তরু, বৃক্ষ, গাছ। অঙ্ঘ্রি (পদ, মূল) দ্বারা (রস) পান করে যে, উপতৎ; অঙ্ঘ্রি—পা + ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অঙ্ঘ্রি(ংঘ্রি)পর্ণী—সিংহপুচ্ছাকার পুষ্পযুক্ত বৃক্ষবিশেষ, চাকুলিয়া গাছ। অঙ্ঘ্রিতে (মূলে) পর্ণ (পত্র) যাহার, বহুব্রী + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অঙ্ঘ্রি(ংঘ্রি)বল্লী—চাকুলিয়া গাছ। অঙ্ঘ্রিতে (মূলে) বল্লী (লতা, পত্রবিশিষ্টতা হেতু লতার ন্যায়), ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অচকিত—অভীত, অশঙ্কিত; অনাকুল, অনুদ্বেগ; নিশ্চল, স্থির। ন চকিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অচক্র—চক্ররহিত, চাকাশূন্য। ন (নাই) চক্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচক্রী (অচক্রিন্)—সরল; অচক্র; অখল; অকপট। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ক্রিণী।

অচক্ষুঃ (অচক্ষুস্), **অচক্ষু**—১। নয়নহীন, দর্শনেন্দ্রিয়শূন্য। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। ন (নাই) চক্ষুঃ যাঁহার, বহুব্রী [ব্রহ্ম নিরাকার, সুতরাং অচক্ষুঃ]। ৩। কুৎসিত চক্ষু। ন (অপ্রশস্ত) চক্ষুঃ, নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অচঞ্চল—নিশ্চল, নিষ্কম্প, স্থির। নঞ্তৎ। বিণ।

অচট—অকুষ্ঠ, আচষা ('অচট ভূমের ভাঙ্গে খিল'—রামপ্রসাদ)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অচণ্ড—শান্ত; নম্র, কোপশূন্য, নিষ্ক্রোধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অচণ্ডী—১। শান্তপ্রকৃতি গবী, ঠাণ্ডা গাই। ন চণ্ডী (উগ্রস্বভাবা গবী), নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। শান্তা, নিরীহা; অকুপিতা। ন চণ্ডী (উগ্রস্বভাবা), নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অচতুর—সরল; ছলশূন্য; অপটু, অকৌশলী। ন চতুর (দক্ষ), নঞ্তৎ। বিণ।

অচন্দ্রিক—জ্যোৎস্নাহীন। ন (নাই) চন্দ্রিকা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অচপল—চাঞ্চল্যশূন্য; ধীরবুদ্ধি; স্থির, শান্ত-প্রকৃতি। নঞ্তৎ। বিণ।

অচর—গতিহীন, নিশ্চল; স্থাবর, স্থিতিশীল। ন চর, নঞ্তৎ। বিণ।

অচরণ—চরণশূন্য, পদবিহীন, খঞ্জ, খোঁড়া; পাদোন (শ্লোক)। ন (নাই) চরণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। [কবিপ্র। বিণ।

অচরিত—অপূর্ব্ব, অদ্ভুত। নঞ্তৎ। প্রাঃ

অচরিতার্থ—অধন্য; অসিদ্ধমনোরথ, অকৃতার্থ, বিফলকাম; অতোষিত। ন চরিতার্থ, নঞ্তৎ। বিণ।

অচরিত্র—১। দুঃশীল, অসৎস্বভাব; চরিত্র-হীন। ন (অপ্রশস্ত, নিন্দনীয়) চরিত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কুৎসিত চরিত্র, অসৎ স্বভাব, দুষ্ট প্রকৃতি। ন (অপ্রশস্ত) চরিত্র, নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অচরিষ্ণু—অচল, চলৎশক্তিরহিত, স্থির, স্থাবর। নঞ্তৎ। বিণ।

অচর্চ্চ(র্চ)—চর্চ্চাহীন; বিবেচনাহীন। ন (নাই) চর্চ্চা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচর্চ্চা(র্চা)—চর্চ্চাভাব। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। [ক্লীব।

অচর্ব্ব(র্ব)ণ—না চিবান। নঞ্তৎ। বি;

অচর্ব্ব(র্ব)ণীয়, -চর্ব্ব্য(র্ব্য)—চিবানর পক্ষে অনুপযুক্ত, চর্ব্বণের অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অচর্ব্বি(র্বি)ত—যাহা চিবান হয় নাই এরূপ, অদন্তপিষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অচল—১। গমনশূন্য; স্থির; চলিবার শক্তি-শূন্য, পঙ্গু; দৃঢ়, অটল, অবিচলিত; অ-প্রচলিত; অগ্রাহ্য; ব্যবহারের অযোগ্য; অব্যবহৃত; কার্য্যানুপযোগী; দোষযুক্ত; নির্ব্বাহের উপায়বিহীন, চালাইবার উপায়শূন্য; ক্রিয়াহীন; স্পন্দহীন। বিণ। ২। অদ্রি, পর্ব্বত; প্রস্তর, পাথর; কীলক, শঙ্কু, খোঁটা, গোঁজ; স্থাণু; শিব; আত্মা। বি; পুং। ৩। ব্রহ্ম। ন চল, নঞ্তৎ; অথবা ন (নাই) চল (গমন) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অচলকন্যা—পর্ব্বতনন্দিনী, হৈমবতী, পার্ব্বতী; নদী। অচলের (পর্ব্বতের) কন্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অচলকীলা—মহী, পৃথিবী। অচল (পর্ব্বত) হইয়াছে কীল (শঙ্কু, খোঁটা, অর্থাৎ স্থিরত্ব-বিধায়ক) যাহার, বহুব্রী + আপ্। [পর্ব্বত-সকল পৃথিবীর ভারকেন্দ্র স্থির রাখিয়াছে বলিয়া প্রাচীন ভারতীয়গণ মনে করিতেন, এজন্য তাহাদিগের ভূধর, মহীধর ইত্যাদি নাম হইয়াছে]। বি; স্ত্রী।

অচলজা—'অচলজাতা' (সকল অর্থে)। অচল—জন্ + ড কর্ত্তৃবা + আপ্। বিণ ও বি; স্ত্রী।

অচলজাত—পর্ব্বতোদ্ভূত, পর্ব্বত হইতে বা পর্ব্বতে উৎপন্ন, পার্ব্বত্য, পাহাড়িয়া। অচল হইতে বা অচলে জাত, ৫মীতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

অচলজাতা—১। পর্ব্বতোদ্ভূতা, পর্ব্বত হইতে উৎপন্না। অচলজাত + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। হিমালয়কন্যা, পার্ব্বতী, গঙ্গা। অচল হইতে জাতা, ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অচলতড়িৎ—(পদার্থবিদ্যা) স্থিরবিদ্যুৎ (statical electricity); অতি রূপবতী নারী। অচলা তড়িৎ (বিদ্যুৎ), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অচলতা, -ত্ব—নিশ্চলতা, গতিশূন্যতা; স্থিতিশীলতা। অচল + তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অচলত্বিট্ (-ত্বিষ্)—১। পিক, কোকিল (কাল রং যায় না বলিয়া)। বি; পুং। ২। স্থিরকান্তিবিশিষ্ট, অম্লানকান্তি। অচলা (স্থিরা) ত্বিট্ (কান্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। স্থির কান্তি, অম্লান সৌন্দর্য্য। অচলা ত্বিট্, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অচলন—১। গতিশূন্য, গতিহীন, নিশ্চল; অপ্রচলিত। ন (নাই) চলন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। গতির অভাব, গতিহীনতা; অপ্রচলন; অব্যবহার। নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অচলনীয়—চলিবার অযোগ্য, যাহার প্রচলন অসম্ভব এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অচলপতি—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ, গিরিরাজ, হিমালয়। অচলদিগের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অচলভিৎ (-ভিদ্)—গোত্রভিৎ, ইন্দ্র, দেবরাজ। অচল ভেদ করে যে, উপতৎ; অচল—ভিদ্ + ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [পুরাণে এইরূপ কথিত আছে, পূর্ব্বে পর্ব্বত-

সমূহের পাখা ছিল; তাহারা উড়িয়া এক দেশ হইতে অন্যদেশে গিয়া পতিত হইত এবং সেই দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া দিত; এজন্য ইন্দ্র তাহাদের পাখা কাটিয়া দেন।]

অচলমতি—১। স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ়মনা, অ-চঞ্চলচিত্ত। অচলা (স্থিরা) মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অচপল বুদ্ধি, স্থিরবুদ্ধি। অচলা মতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অচলয়—অচঞ্চল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অচলা—১। পৃথিবী [প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবী গতিশূন্য]। বি; স্ত্রী। ২। গতিহীনা, স্থিরা। অচল(১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। (বিরুদ্ধ লক্ষণায়) লক্ষ্মী। ন (নাই) চলা (চঞ্চলা) যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

অচলাধিপ, -ধিপতি—পর্ব্বতরাজ, হিমালয়। অচলদিগের অধিপ, অধিপতি (রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অচলায়তন—১। যাহাকে সহজে নড়ান যায় না এমন প্রতিষ্ঠান বা সমাজ ব্যবস্থা; রবীন্দ্রনাথ প্রণীত নাটক। অচল যে আয়তন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। স্থির; অনড়, অপরিবর্ত্তনীয়। অচল আয়তন (আবাস) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচলিত—নিশ্চল, স্থির; অপ্রচলিত; পুরাতন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচলিষ্ণু—অগতিশীল; স্থিতিশীল, যাহা এক স্থানেই স্থির থাকে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচাক্ষুষ—অদৃষ্টিগোচর, অপ্রত্যক্ষ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –চাক্ষুষী।

অচাঞ্চল্য—অচপলতা; স্থিরবুদ্ধিশালিতা, দৃঢ়মতিত্ব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অচাতুর্য্য(র্য)—অনৈপুণ্য, অকৌশল; অধৃষ্টতা, অচতুরতা; নির্ব্বুদ্ধিতা; সারল্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অচানক—সহসা সংঘটিত, অদ্ভুত, বিস্ময়কর। হিন্দি। বিণ।

অচাপল্য—অচাঞ্চল্য, চিত্তস্থৈর্য্য, ধীর প্রকৃতি; গাম্ভীর্য্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অচালন—না চালান; অপ্রয়োগ; অ-ব্যবহার। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অচালনীয়, অচালয়িতব্য, অচাল্য—চালনার অযোগ্য, অপ্রযোজ্য; অব্যবহার্য্য; যাহা চালান যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচালিত—অপ্রযুক্ত; অব্যবহৃত; একত্র স্থিরীকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচাহে—হঠাৎ; অনিচ্ছাক্রমে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অচিকিৎসক—কুৎসিত চিকিৎসক, আনাড়ী বৈদ্য। নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অচিকিৎসনীয়, অচিকিৎস্য—চিকিৎসা-বহির্ভূত, অপ্রতিকরণীয়, চিকিৎসা দ্বারা যাহার প্রতিকার হইতে পারে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিকিৎসা—চিকিৎসার অভাব; কু-চিকিৎসা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অচিকিৎসিত—যাহার চিকিৎসা করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিকিৎস্য—'অচিকিৎসনীয়' দ্রঃ।

অচিকীর্ষু—করণে অনিচ্ছুক, যাহার করিবার ইচ্ছা নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিক্কণ—চাক্‌চিক্যশূন্য, অনুজ্জ্বল; অমসৃণ, খশ্‌খশে। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিৎ—১। অজ্ঞান, মূর্খ। বিণ। ২। রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের মতে ত্রিবিধ পদার্থের একতম [এই মতে পদার্থ চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই ত্রিবিধ; জীবাত্মা চিৎ, এবং প্রত্যক্ষ সমস্ত পদার্থ অচিৎ; জড়াত্মক অচিৎ আবার অন্নজলাদি ভোজ্যবস্তু, ভোজনপাত্রাদি ভোগোপকরণ এবং শরীরাদি ভোগায়তন ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত]। ন (নাই) চিৎ (জ্ঞান, চৈতন্য) যাহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

অচিত্ত—চিত্তশূন্য, মতিহীন, চেতনাশূন্য। ন (নাই) চিত্ত (জ্ঞান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচিত্তচিত্ত—অজ্ঞানান্তঃকরণ, যাহার মনে জ্ঞান নাই এরূপ। ("যে জন অচিত্তচিত্ত সেই সদা সুখী"—ভারতচন্দ্র)। অচিত্ত (অজ্ঞান) চিত্ত (মন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচিন—১। অপরিচিত, অজ্ঞাত, অজানা; অনির্দ্দিষ্ট। 'অচিনা' শব্দের পদ্যরূপ। ২। নিশ্চিহ্ন। ন (নাই) চিন (<চিহ্ন) যাহার, বহুব্রী। কবিপ্র। বিণ।

অচিনা, অচেনা—অজ্ঞাত, অজানা, অপরিচিত। ন চিনা, চেনা (পরিচিত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিন্ত—চিন্তাশূন্য, ভাবনাহীন; অবিবেকী; অবিমৃশ্যকারী; নির্ব্বোধ, অজ্ঞান; অচেতন। ন (নাই) চিন্তা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচিন্তনীয়, অচিন্তয়িতব্য—ভাবনাতীত, যাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না এরূপ, অভাবনীয়, অতর্কণীয়। ন চিন্তনীয়, চিন্তয়িতব্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিন্তা—১। চিন্তার অভাব, চিন্তাশূন্যতা; অবিমৃশ্যকারিতা; উপেক্ষা; অমনোযোগ; অচেষ্টা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। চিন্তাশূন্যা, ভাবনারহিতা; অবিবেকিনী। অচিন্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অচিন্তিত—অভাবিত, যাহা ভাবা যায় নাই এরূপ, যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করা যায় নাই এরূপ; অতর্কিত; নিশ্চিন্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিন্তিতপূর্ব্ব(র্ব)—অপ্রত্যাশিত, যাহা পূর্ব্বে চিন্তা করা হয় নাই এরূপ। পূর্ব্বে চিন্তিত, সুপ্‌সুপা=চিন্তিতপূর্ব্ব; ন চিন্তিতপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিন্ত্য—১। অভাবনীয়, ভাবনাবহির্ভূত, যাহা চিন্তার বিষয়ীভূত নহে এরূপ, চিন্তাতীত। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অচিন্ত্যপূর্ব্ব(র্ব)—অচিন্তনীয়, অপ্রত্যাশিত। পূর্ব্বে অচিন্ত্য, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অচির—১। দীর্ঘকালাভাব; অবিলম্ব, অল্পকাল। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। সত্বর; অল্পকালব্যাপী; ক্ষণস্থায়ী। ন (নাই) চির (দীর্ঘকাল) যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—অচিরে।

অচিরকারী (-কারিন্)—ক্ষিপ্রকারী, লঘুহস্ত, যে সত্বর কার্য্য সম্পাদন করে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –কারিণী। বি, –কারিতা।

অচিরকাল—অদীর্ঘকাল, অল্প সময়। অচির এমন কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অচিরক্রিয়—অদীর্ঘসূত্রী, যে চিরক্রিয় বা দীর্ঘসূত্রী নহে এরূপ, শীঘ্র কর্ম্মসম্পাদক। ন চিরক্রিয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিরগামী (-গামিন্)—ক্ষিপ্রগামী, শীঘ্রগামী, দ্রুতগামী। অচিরে গমন করে যে, উপতৎ; অচির—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –গামিণী।

অচিরজীবী (-জীবিন্)—অদীর্ঘজীবী; অচিরস্থায়ী, অল্পকালস্থায়ী, নশ্বর। ন চিরজীবী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –জীবিনী।

অচিরতা, -ত্ব—অল্পকালস্থায়িত্ব, ক্ষণিকতা; নশ্বরতা; বেশী দিন না থাকা। অচির+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অচিরদ্যুতি, -প্রভা—১। ক্ষণপ্রভা, চপলা, বিদ্যুৎ। অচিরা (অল্পস্থায়িনী) দ্যুতি, প্রভা (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী; ২য় পক্ষে+আপ্। ২। অল্পকালস্থায়ী জ্যোতিঃ, ক্ষণস্থায়িনী কান্তি। অচিরা দ্যুতি, প্রভা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অচিরস্থায়ী (-স্থায়িন্)—অল্পকাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণিক, নশ্বর। ন চিরস্থায়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –স্থায়িনী। বি, –স্থায়িতা, –স্থায়িত্ব।

অচিরা—১। জৈনদিগের মাতৃবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষণস্থায়িনী, অদীর্ঘা। ন চিরা (চিরস্থায়িনী), নঞ্‌তৎ; অথবা অচির(২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অচিরাংশু—১। সৌদামিনী, চপলা, বিদ্যুৎ। বি; স্ত্রী। ২। অল্পক্ষণস্থায়ি-কিরণ-বিশিষ্ট, ক্ষণপ্রভাসম্পন্ন। অচির অংশু (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। অল্পকালস্থায়ী

কিরণ। অচির এমন অংশু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অচিরাৎ—সত্বর, শীঘ্র, অবিলম্বে। অচির—অত্ (গমন করা)+কিপ্, কর্ত্তৃবা বা ভাববা। অব্য; ক্রি-বিণ।

অচিরাতে—অচিরাৎ, সত্বর, আশু। প্রাঃ বাং। ক্রি-বিণ।

অচিরাভা—১। চপলা, বিদ্যুৎ। অচিরা আভা (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী+আপ্। ২। অল্পকালস্থায়িনী প্রভা। অচিরা আভা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অচিহ্ন—১। নিশ্চিহ্ন, চিহ্নরহিত, দাগশূন্য; অনির্দ্দিষ্ট। ন (নাই) চিহ্ন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অল্প ক্ষতের দাগ। ন (অল্প) চিহ্ন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অচিহ্নিত—চিহ্নবর্জ্জিত, যাহা চিনিবার জন্য দাগযুক্ত নয় এরূপ; অচেনা, অপরিচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিহ্নিতকর্ম্ম(র্ম্ম)চারী (-চারিন্)—যে সকল কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যক্তি রাজবিধি-বিহিত কর্ম্মযোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া রাজ-কার্য্য পাইবার জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এরূপ ব্যক্তি, যে সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যক্তির সহিত রাজার কোনরূপ নির্ব্বন্ধ নাই এরূপ ব্যক্তি (uncovenanted servant). অচিহ্নিত কর্ম্মচারী, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অচীর্ণ—অকৃত, অননুষ্ঠিত, অনাচরিত; অননুশীলিত; অসঞ্চিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচূড়—১। চূড়াশূন্য; শিখাবিহীন; কেশ-হীন, টাকযুক্ত; শৃঙ্গরহিত। ন (নাই) চূড়া যাহার, বহুব্রী। ২। অকৃতচূড়, চূড়াকরণ-সংস্কাররহিত, যাহার চূড়াকরণ হয় নাই এরূপ। ন (হয় নাই) চূড়া (চূড়াকরণ-সংস্কার) যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

অচূর্ণ—যাহা গুঁড়া নহে; আস্ত। নঞ্‌তৎ।

অচূর্ণন—অপেষণ, পিষিয়া না ফেলা, গুঁড়া না করা; অপীড়ন; অবিধ্বংসন; সম্পূর্ণভাবে রক্ষণ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অচূর্ণনীয়, -চূর্ণ্য—পেষণের বা গুঁড়া করিবার অযোগ্য; অপীড়নীয়; অনভিভব-নীয়; অবিধ্বংসনীয়; সম্পূর্ণভাবে রক্ষণীয়। ন চূর্ণনীয়, চূর্ণ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচূর্ণিত—অপিষ্ট; অপীড়িত; অনভিভূত; অবিধ্বস্ত; সম্যক্ রক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচূষিত—যাহা চোষণ করা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অচূষ্য—চুষিয়া খাইবার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ।

অচেত—চিত্তবৃত্তিহীন; অজ্ঞান, জ্ঞানশূন্য; তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত। ন (নাই) চেত (চিত্তবৃত্তি, জ্ঞান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচেতন—চেতনাহীন, জড়, নির্জ্জীব; সংজ্ঞাহীন, আচ্ছন্নজ্ঞান, মূর্চ্ছিত, যাহার জীবন আছে কিন্তু বাহ্যজ্ঞান নাই এরূপ, বাহ্যজ্ঞানরহিত। ন চেতন, নঞ্‌তৎ; বা, ন (নাই) চেতনা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচেতাঃ (-তস্), **অচেতা**—বিবেকশূন্য, বিচারশক্তিহীন; জ্ঞানহীন, অজ্ঞান; সহৃদয়তাশূন্য, নির্দ্দয়, হৃদয়হীন, সহানুভূতি-রহিত। ন (নাই) চেতঃ (চিত্তবিবেক, সহৃদয়তা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচেনা—'অচিনা' দ্রঃ।

অচেল—বিবস্ত্র, বস্ত্রহীন, নগ্ন, উলঙ্গ। ন (নাই) চেল (বস্ত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচেলক—নগ্ন সন্ন্যাসী। অচেল+ক স্বার্থে। বি; পুং।

অচেষ্ট—চেষ্টাশূন্য, নিশ্চেষ্ট; অলস; উদাসীন; অবশ; অজ্ঞান। ন (নাই) চেষ্টা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচেষ্টক—অচেষ্টাকারী, যে উদ্যোগী নহে এরূপ; যাহাতে চেষ্টার উদ্দীপনকারী কোন দ্রব্য নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ষ্টিকা।

অচেষ্টা—১। চেষ্টার অভাব, নিষ্ক্রিয়তা; আলস্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। চেষ্টা-শূন্যা, উদ্যমরহিতা; অলসা। অচেষ্ট+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অচেষ্টিত—চেষ্টাশূন্য, নিরুদ্যম; অলস; নিরীহ; অনারব্ধ, অপ্রস্তুত। ন চেষ্টিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচৈতন্য—১। চৈতন্যশূন্য, বিচেতন, সংজ্ঞা-হীন; মূর্চ্ছিত। ন (নাই) চৈতন্য যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। চেতনাহীনতা, সংজ্ঞা-শূন্যতা, মূর্চ্ছিতভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অচ্ছ—১। যাহাতে দৃষ্টিব্যাঘাত ঘটে না এরূপ, যাহার মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি চলে এরূপ, অতি নির্ম্মল, পরিষ্কৃত; প্রতিবিম্বজনক। বিণ। ২। ভল্লুক; সূর্য্যকান্তমণি; স্ফটিক। দৃষ্টিনাশ করে না ইহা, উপতৎ; নঞ্—ছো (নাশ করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অচ্ছত্র—ছত্রবিহীন, ছাতাশূন্য; অরাজক, শাসনশূন্য। ন (নাই) ছত্র (ছাতা বা রাজ-ছত্র অর্থাৎ রাজশাসন) যাহার বা যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অচ্ছদ—ছাদবিহীন, অনাবৃত; উন্মুক্ত; পত্রশূন্য, দলরহিত। ন (নাই) ছদ (ছাদ, আবরণ, দল) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অচ্ছদ্ম (-দ্মন্)—১। অকাপট্য, অকৈতব, ছলনাহীনতা, সরলতা। ন ছদ্ম, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। অকপট, সরল, ছলনাহীন। বহুব্রী। (সংস্কৃত মতে পুং ও স্ত্রীতে অচ্ছদ্মা)। বিণ।

অচ্ছদ্মা (-দ্মন্)—ছদ্মরহিত, অকপট, সরল, ছলনাশূন্য। ন (নাই) ছদ্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচ্ছন্ন—অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত, যাহা ঢাকা নয় এরূপ, খোলা, আলগা; নির্জ্জনতাশূন্য, জনবহুল। ন ছন্ন (আবৃত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচ্ছভল্ল—ভল্লুক। অচ্ছ (নির্ম্মল) ভল্ল (শস্ত্রের ন্যায় নখ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অচ্ছল—সাধু; অকপট; ছলনাশূন্য। ন (নাই) ছল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচ্ছায়—ছায়ারহিত, অনাতপশূন্য; আতপ-যুক্ত; কান্তিহীন, কুৎসিত, বিশ্রী। ন (নাই) ছায়া (অনাতপ, কান্তি) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অচ্ছায়া—১। অল্পছায়া, আবছায়া। ন (অল্প) ছায়া, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ছায়া-হীনা। অচ্ছায়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অচ্ছিদ্র—রন্ধ্রহীন, ছিদ্রশূন্য; নির্দ্দোষ; অঙ্গহীনতাশূন্য, অর্থাৎ সাঙ্গ, সম্পূর্ণ। ন (নাই) ছিদ্র (রন্ধ্র, ছেঁদা, ফুটা বা দোষ, অঙ্গহীনতা, গলদ্) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—অঙ্গহীনতাশূন্য হইয়াছে এইরূপ নির্দ্ধারণ, সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা; নির্দ্দোষ; সম্পূর্ণতা। অচ্ছিদ্রের (অর্থাৎ অচ্ছিদ্রতার) অবধারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অচ্ছিন্ন—অখণ্ডিত, অকর্ত্তিত, অবিভক্ত; সম্পূর্ণ, গোটা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচ্ছিন্নত্বক্ (-ত্বচ্)—যাহার 'সুন্নৎ' হয় নাই এরূপ, যাহার লিঙ্গত্বক্‌ছেদ-সংস্কার হয় নাই এরূপ (uncircumcised—মুসলমান ও ইহুদী)। অচ্ছিন্ন ত্বক্ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচ্ছিন্নসংশয়—শাস্ত্রাদিতে সন্দিহান; গুরুবাক্যে সন্দেহযুক্ত। অচ্ছিন্ন হইয়াছে সংশয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অচ্ছুৎ—অস্পৃশ্য, যাহাকে ছোঁওয়া যায় না এরূপ। 'অশুদ্ধ'-শব্দজ। প্রাদে। বিণ।

অচ্ছেদ—১। বিরামবিহীন; খণ্ডহীন; পরি-চ্ছেদহীন। ন (নাই) ছেদ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ছেদনাভাব; বিরামাভাব; পরিচ্ছেদহীনতা; খণ্ডহীনতা। ন ছেদ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অচ্ছেদনীয়—অচ্ছেদিতব্য (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচ্ছেদিত—অচ্ছিন্ন (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচ্ছেদিতব্য, অচ্ছেদ্য—যাহা কাটিতে পারা যায় না এরূপ, ছেদনাতীত; ছেদনা-যোগ্য, যাহা ছেদন করা উচিত নয় এরূপ। ন ছেদিতব্য, ছেদ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচ্ছোদ—১। নির্ম্মলসলিল, স্বচ্ছজল। বিণ। ২। হিমালয়-প্রদেশস্থ অচ্ছোদনামক সরো-বর; কিম্পুরুষবর্ষের কিম্পুরুষপর্ব্বতস্থ স্বচ্ছ-

জলমনোহর সরোবর [ইহার তীরে কাদম্বরীবর্ণিত মহাশ্বেতার আশ্রম ছিল]। অচ্ছ (নির্ম্মল) হইয়াছে উদক (জল) যাহার, বহুব্রী (ক-লোপ)। বি ; ক্লীব।

অচ্ছোদপটল—(শারীরবিদ্যা) অক্ষি-গোলকের সম্মুখস্থ কঠিন স্বচ্ছ ত্বক্ (cornea). বি।

অচ্যুত—১। কেশব, নারায়ণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু। যিনি ক্ষরিত বা ভ্রষ্ট হন না এই অর্থে, নঞ্—চ্যুৎ (ক্ষরিত হওয়া, ভ্রষ্ট হওয়া) + ক কর্তৃবা ; অথবা, যিনি গমন করেন না, অর্থাৎ সনাতন এই অর্থে, ন—চ্যু (গমন করা) + ক্ত কর্তৃবা। বি ; পুং। ২। স্থির, অটল ; অবিনাশী, অনশ্বর ; অক্ষয় ; অব্যয়। ন (নাই) চ্যুত (নাশ বা ভ্রংশ) যাহার, বহুব্রী ; অথবা, নঞ্—চ্যুৎ বা চ্যু (ক্ষরিত হওয়া) + যথাক্রমে ক বা ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৩। পরমভক্ত অদ্বৈতপ্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি ; পুং।

অচ্যুতাগ্রজ—কৃষ্ণের অগ্রজ, বলদেব ; ইন্দ্র। অচ্যুতের (কৃষ্ণের বা বামনরূপী নারায়ণের) অগ্রজ (জ্যেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। [নারায়ণ কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে বামনরূপে জন্মিবার অগ্রে ইন্দ্র তাহাতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এজন্য ইন্দ্র নারায়ণের অগ্রজ।] বি ; পুং।

অচ্যুতাঙ্গ(ঙ্গ)জ, -তাত্মজ—কামদেব। অচ্যুতের অঙ্গজ, আত্মজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অচ্যুতাবাস—দ্বারকা ; বৈকুণ্ঠ ; অশ্বত্থ বৃক্ষ ; যজ্ঞডুম্বুর বৃক্ষ। অচ্যুতের (নারায়ণের) আবাস (বাসস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা অচ্যুতের আবাস (অবস্থান) আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

অছ—আছ ; আছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অছইতে—থাকিতে। প্রাঃ কবিপ্র। অসমা-ক্রি।

অছল, অছলো, অছলোঁ—আছিল, ছিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অছলিহ, অছলোঁ—আছিলাম, ছিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অছয়—আছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অছা—থাকা। প্রাঃ বাং। ক্রি।

অছি—১। সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী ; ন্যাস-রক্ষক, কোন গচ্ছিত সম্পত্তি যিনি দেখাশুনা করেন (executor, trustee). আর্বী 'বসি'-শব্দজ। বি। ২। আছি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অছিয়ৎনামা—ইচ্ছাপত্র, উইল। আর্বী 'বসিয়ৎ' + ফার্সী 'নামা'। বি।

অছিলা—হেতু, নিমিত্ত ; ছল, ছুতা। ফার্সী 'বসিলা'-শব্দজ। বি।

অছু—১। উহার। সর্ব্ব। ২। এইরূপ। অব্য। ৩। আঁছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অছুত, অছুৎ—১। অশুদ্ধ, অপবিত্র। 'অশুদ্ধ'-শব্দজ। ২। অস্পৃশ্য। ন ছুত, ছুৎ (<ছুপ্ ধাতু), নঞ্তৎ। বিণ।

অজ—১। ব্রহ্ম ; ঈশ্বর ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; মহেশ্বর ; জীবাত্মা। যিনি জন্মেন নাই এই বাক্যে, উপতৎ ; নঞ্—জন্ (উৎপন্ন হওয়া) + ড কর্তৃবা। [পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা জন্ম-রহিত জীবাত্মাও পরমাত্মার অংশ, সুতরাং ইহারা অজ, আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহারাও একই পরব্রহ্মের গুণপ্রকাশক মূর্ত্তিভেদমাত্র, সুতরাং ইঁহারাও অজ]। ২। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। দিগ্বিজয়ে গমন করেন ইনি এই অর্থে, অজ্ (গমন করা) + অচ্ কর্তৃবা। ৩। ছাগ, ছাগল ; মেষ ; [দক্ষযজ্ঞনাশের সময়ে ব্রহ্মা অর্থাৎ অজ মেষরূপ ধরিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন ; এইজন্য অজ অর্থে মেষকে বুঝায় ; ইহা হইতে] রাশিচক্রের আদ্যরাশি মেষ, মেষ-রাশি। তৃণাদি ভক্ষণের নিমিত্ত গমন করে এই অর্থে, অজ্ (গমন করা) + অচ্ কর্তৃবা। [ইহা জাতিবাচক অ-কারান্ত শব্দ হইলেও ইহার স্ত্রীলিঙ্গে 'অজী' হইবে না, 'অজা' হইবে।] ৪। মন্মথ, কন্দর্প ; চন্দ্র। বিষ্ণু হইতে জন্মিয়াছেন ইনি এই অর্থে, অ (বিষ্ণু)—জন্ + ড কর্তৃবা [কন্দর্প বিষ্ণুর ঔরসে এবং চন্দ্র তাঁহার মন হইতে জন্মিয়াছেন।] ৫। ধাতুবিশেষ, মাক্ষিকধাতু। [সকল পদার্থ অজ বা ঈশ্বরোৎপন্ন হইলেও, ইহার অজ সংজ্ঞা যোগরূঢ়ত্বহেতু।]। বি ; পুং। ৬। স্বয়ং উৎপন্ন ; জন্মরহিত। নঞ্—জন্ + ড কর্তৃবা। বিণ। ৭। খাঁটি ; প্রকৃত ; একেবারে ; নিরেট ; আসল ; সম্পূর্ণ। দেশজ। বিণ। [কথ্য ভাষায় অজ শব্দের বহু অর্থ প্রচলন আছে ; যথা, অজ পাড়াগাঁ, অজ মূর্খ প্রভৃতি। আদালতের ভাষায়ও অজ শব্দের প্রচলন দেখা যায়। যথা, অজজমা—আসল জমা।]

অজকব, -কাব—১। শিবের ধনুঃ, পিনাক। [শিবধনুতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অবস্থান করেন, ইহাই শাস্ত্রোক্তি ; এইজন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আছেন ইহাতে এই অর্থে] অজ (বিষ্ণু) ক (ব্রহ্মা)—ব ; অথবা, [শিব যখন ত্রিপুরদাহপূর্ব্বক ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন, তখন শিবধনুর প্রভাবে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ; এইজন্য বিষ্ণু ও ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হন ইহা দ্বারা এই অর্থে] অজ (বিষ্ণু) + ক (ব্রহ্মা)—বা (সন্তুষ্ট হওয়া) + ক করণবা। অজকাব পক্ষে—অজক অর্থাৎ বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাকে (অসুর বধ দ্বারা) রক্ষা করে যে এই অর্থে, অজক—অব্ (রক্ষা করা) + অণ্ কর্তৃবা। বি ; ক্লীব। ২। বাবুই গাছ, বর্ব্বরা বা বর্ব্বরীবৃক্ষ। ছাগকে সন্তুষ্ট করে ইহা এই অর্থে, অজক (ছাগ)—বা (সন্তুষ্ট করা) + ক কর্তৃবা। বি ; পুং।

অজকর্ণ, -কর্ণক—১। ছাগলের কান, মেষের কান। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শাল বৃক্ষ ; পিয়াশাল গাছ। অজকর্ণ (অজকর্ণতুল্য পত্র) + অচ্ আছে অর্থে ; অজকর্ণক = অজকর্ণ + কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

অজকা—১। অজাগল-স্তন, ছাগগলস্থিত স্তনাকার মাংসপিণ্ড ; ছাগপুরীষ। অজ + ক বিকার বা পুরীষার্থে + আপ্। ২। ক্ষুদ্র ছাগী। অজ + ক ক্ষুদ্রার্থে + স্ত্রী আপ্। বি ; স্ত্রী।

অজক্ষীর—ছাগদুগ্ধ, ছাগলদুধ। অজার ক্ষীর, ৬ষ্ঠীতৎ (পূর্ব্বপদের পুংবদ্ভাব)। বি ; ক্লীব।

অজগ—১। শিবধনুঃ। অজ অর্থাৎ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হয় যে, উপতৎ ; অজ (বিষ্ণু)—গম্ (প্রাপ্ত হওয়া) + ড কর্তৃবা। [বিষ্ণু শিবধনুতে বর্তমান ; সুতরাং এই অর্থে শিবধনুকে বুঝায়।] বি ; ক্লীব। ২। অগ্নি। (যজ্ঞবলিরূপে) অজ অর্থাৎ ছাগ প্রাপ্ত হন যিনি, উপতৎ ; অজ (ছাগ)—গম্ + ড কর্তৃবা। ৩। বিষ্ণু। [ব্রহ্মা দ্বারা গীত বা প্রাপ্ত হন যিনি এই অর্থে] অজ (ব্রহ্মা)—গৈ (গান করা, স্তব করা) + ক বা গম্ (প্রাপ্ত হওয়া) + ড কর্ম্মবা। বি ; পুং।

অজগন্ধা—বনযমানী, বনযোয়ান। অজের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অজগন্ধিকা—বর্ব্বরী শাক, বাবুইশাক, বাবুই তুলসী। অজগন্ধা + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অজগন্ধিনী—অজশৃঙ্গী বৃক্ষ, গাড়রশিঙ্গা গাছ। অজের (মেষের) গন্ধ (লেশ, একদেশ, শৃঙ্গ, অর্থাৎ শৃঙ্গাকার ফল), ৬ষ্ঠীতৎ ; অজগন্ধ (মেষশৃঙ্গাকার ফল) + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অজগব—শিবের ধনুঃ, পিনাক। [বেণ রাজার দক্ষিণ হস্ত মন্থন দ্বারা তৎপুত্র পৃথুর উৎপত্তিকালে শিবের এই ধনুঃ স্বর্গ হইতে ভূতলে পড়িয়াছিল।] প্রলয়কালে অজ অর্থাৎ বিষ্ণু শিবের গো অর্থাৎ বৃষ হইয়াছিলেন ; ইহা হইতে, অজ হইয়াছেন গো যাঁহার, বহুব্রী, অজগু অর্থাৎ শিব ; শিবের (ধনুঃ) ইহা এই অর্থে, অজগু + অচ্ ; অথবা, ত্রিপুরদাহকালে বিষ্ণু শিবধনুতে অবস্থান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ শিবধনুর বাণস্বরূপ হইয়াছিলেন ; ইহা হইতে, অজ (বিষ্ণু)-রূপ গো (বাণ), রূপক কর্ম্মধা (সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয়)। বি ; ক্লীব।

অজগর—একপ্রকার বৃহৎ সর্প (ইহারা একটা ছাগল আস্ত গিলিতে পারে) ; বোড়া

সাপ (Boa constrictor). অজ (ছাগ) গিলে ইহা এই বাক্যে, উপতৎ ; অজ (ছাগ) —গৃ (গিলিয়া খাওয়া) + অচ্ কর্তৃবা ; অথবা, অজ (নিত্য) গর (বিষ) যাহার, বহুব্রী । বি ; পুং ।

অজগরবৃত্তি—১ । সমীপাগত বস্তু দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, একস্থানে থাকিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই জীবিকা-সংস্থান ; অত্যধিক আলস্যপরায়ণতা ; শ্রমকাতরতা । [অজগর সর্প অত্যন্ত বৃহৎকায় বলিয়া ইহারা সহজে নড়িতে চড়িতে অথবা স্থানান্তরে যাইতে পারে না, কোন জীব নিকটবর্ত্তী হইলেই ইহারা তাহাকে মুখমধ্যে টানিয়া লয় এবং গিলিয়া ফেলে ।] অজগরের বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী । ২ । যে একস্থানে থাকিয়া অতিকষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে ; অত্যন্ত অলস ; অতিশয় শ্রম-কাতর । অজগরের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

অজগরব্রত—১ । অজগরের ন্যায় চেষ্টাশূন্যতা, আলস্য । অজগরের ব্রত, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লীব । ২ । একস্থানে স্থিতিশীল, স্থানান্তরে গমনাগমন করিতে অনিচ্ছুক ; অত্যন্ত অলস ; অতিশয় শ্রমবিমুখ । অজগরের ব্রতের ন্যায় ব্রত যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

অজগাব—শিবধনুঃ, পিনাক । অজগ (বিষ্ণু) —অব্ (রক্ষা করা) + অণ্ কর্তৃবা । বি ; ক্লীব ।

অজঘন্য—উত্তম ; শ্রেষ্ঠ । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অজচ্ছল—অতিপ্রচুর, অপর্য্যাপ্ত, অপরিমিত ; সর্ব্বদা, অনবরত । 'অজস্র'-শব্দজ । বিণ বা ক্রি-বিণ ।

অজজীবক, -জীবিক—ছাগমেষব্যবসায়ী, ছাগমেষাদির ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী ব্যক্তি, ছাগলপালক, মেষপালক । অজ দ্বারা জীবনধারণ করে যে এই অর্থে, অজ—জীব্ (জীবনধারণ করা) + ণক কর্তৃবা ; বা, অজ—জীব্ + অচ্ কর্তৃবা + কন্ স্বার্থে = অজজীবক ; অজ হইয়াছে জীবিকা যাহার, বহুব্রী = অজজীবিক । বি ; পুং বা বিণ ।

অজটা, অজ্ঝটা—ভূমি-আমলকী, ভুঁই-আমলা । ন (নাই) জটা (বৃক্ষঝুরি) যাহাতে, বহুব্রী ; অথবা, অত্ (গমন করা) + কিপ্ ভাববা ; ঝট্ (সংহত হওয়া) + অচ্ কর্তৃবা + আপ্ ; অৎ (গমন) দ্বারা ঝটা (সংহতা), ৩য়াতৎ । বি ; স্ত্রী ।

অজড়—জড়ভিন্ন অন্য, চেতন ; সক্রিয় ; সচেষ্ট । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অজড়া—১ । কপিকচ্ছু, আলকুশী গাছ । যে জড় অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট করে না এই অর্থে, ন —জড় + ণিচ্ + অচ্ কর্তৃবা + আপ্ [আল-কুশীর স্পর্শে লোকে অস্থির হয় বলিয়া] । বি ; স্ত্রী । ২ । সচেতনা, সক্রিয়া । অজড় + আপ্ । বিণ ; স্ত্রী ।

অজদণ্ডী—ব্রহ্মদণ্ডী বৃক্ষ, বামুনহাটী গাছ । অজের (ব্রহ্মার) দণ্ড যাহা হইতে, বহুব্রী + ঈপ্ । [এই বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা ব্রহ্মার যজ্ঞদণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছিল ।] বি ; স্ত্রী ।

অজদেবতা—১ । অগ্নি । অজবাহনা দেবতা, মধ্যপ কর্ম্মধা । [ছাগ অগ্নির বাহন ।] ২ । পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র [এই নক্ষত্র ঘটাকার ও ইহার চরণ ছাগপদাকৃতি] । বহুব্রী । বি ; স্ত্রী ।

অজন—১ । নিকৃষ্ট ব্যক্তি, অমানুষ । ন (অপ্রশস্ত, মন্দ) জন, নঞ্‌তৎ । বি ; পুং । ২ । জনহীন, বিজন । ন (নাই) জন যেখানে, বহুব্রী । বিণ । ৩ । ব্রহ্মা । বি ; পুং । ৪ । জন্মহীন । ন (নাই) জনা (জন্ম) যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

অজনক—জনকরহিত, পিতৃহীন । ন (নাই) জনক যাহার, বহুব্রী । বিণ । স্ত্রী, –নিকা ।

অজননি—১ । অনুদ্ভব, অনুৎপত্তি । নঞ্ —জন্ + অনি ভাববা । বি ; স্ত্রী । ২ । মাতৃহীনতা । জননীর অভাব, অব্যয়ী । বি ; ক্লীব । [বি ; স্ত্রী ।

অজনি—জন্মাভাব, অনুৎপত্তি । নঞ্‌তৎ ।

অজন্ত—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) স্বরান্ত (নর মুনি ধেনু ইত্যাদি শব্দ) । অচ্ (স্বরবর্ণ) অন্তে যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

অজন্ম (-জন্মন্)—জন্মের অভাব, অনুদ্ভব, অনুৎপত্তি ; অপুনর্জ্জন্ম, মুক্তি ; হীনজন্ম, কুৎসিত জন্ম । ন জন্ম, নঞ্‌তৎ । বি ; ক্লীব ।

অজন্মা (-জন্মন্)—১ । অপুনর্জ্জন্ম, মোক্ষ, নির্ব্বাণ । ন (নাই) জন্ম যাহাতে, বহুব্রী । [হিন্দুদর্শনে কথিত হইয়াছে, মোক্ষপ্রাপ্তির পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।] বি ; পুং । ২ । জন্মরহিত, উৎপত্তিশূন্য ; নিত্য, সনাতন । ন (নাই) জন্ম যাহার, বহুব্রী । বিণ । ৩ । শস্যের অনুৎপত্তি, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি হেতু শস্যনাশ । ন জন্মা (শস্যোৎপত্তি), নঞ্‌তৎ । বাং প্র । বি । ৪ । হীনজন্মা, জারজ । ন (অপ্রশস্ত) জন্ম যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

অজন্মিত—জারজ, বেজন্মা ; শস্যাদি না হওয়া, আকাল । (গ্রাম্য ভাষায় উচ্চারণ 'অজম্মিত') । প্রাদে । বিণ বা বি ।

অজন্য—১ । ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব উৎপাত । ন জন্য (জনিত, পুরুষকার দ্বারা কৃত), নঞ্‌তৎ । বি ; ক্লীব । ২ । অনুৎপাদ্য, স্বয়ম্ উৎপন্ন । ন জন্য (উৎপাদ্য), নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অজপ—১ । মন্দ পাঠক, কুপাঠক । ন (কুৎসিত) জপ (উচ্চারণ) যাহার, বহুব্রী । ২ । জপরহিত, যে জপ করে না এরূপ । ন (নাই) জপ যাহার, বহুব্রী । ৩ । মেষ-ছাগপালক । অজ (মেষ বা ছাগ) পালন করে যে, উপতৎ ; অজ—পা + ক কর্তৃবা । বি ; পুং বা বিণ ।

অজপা—১ । নিয়ত প্রশ্বাসগ্রহণ ও নিঃশ্বাস-ত্যাগ সহ অজ্ঞাতসারে স্বতঃই "হংসঃ" এই মন্ত্র জপ [স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা "হংসঃ" এই মন্ত্র দিবারাত্রি নিয়তই বিনা চেষ্টায় জপিত হইতেছে ; চেষ্টায় জপিতে হয় না বলিয়া, এই মন্ত্রের "অজপা" নাম হইয়াছে ; ইহা হইতেই "অজপা" শব্দে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়াকেও বুঝায় । দিবারাত্রি নিরবচ্ছেদে কৃত এই অজপামন্ত্রোচ্চারণের সংখ্যা একুশ হাজার ছয়শত] ; প্রাণবায়ু ; তান্ত্রিকদিগের আরাধ্যা দেবী । নঞ্—জপ্ (জপ করা) + অপ্ কর্ম্মবা + আপ্ । বি ; স্ত্রী । ২ । জপশূন্যা, জপবর্জ্জিতা । অজপ (২) + আপ্ । বিণ ; স্ত্রী ।

অজপাৎ, -পাদ—একাদশ রুদ্রের মধ্যে একটী রুদ্র [রুদ্রগণ শিবাংশসম্ভূত] ; পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র ; অজপাদ বলিয়া পূর্ব্বভাদ্রপদের অধিদেবতা । অজের (ছাগের) পাদের ন্যায় পাদ যাহার, বহুব্রী ; পাদস্থানে বিকল্পে পাৎ । [পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র ঘটাকার, এবং তাহার পাদ ছাগপাদাকৃতি ।] বি ; পুং ।

অজবীথি, -বীথী—১ । সূর্য্যের দক্ষিণ অবস্থানের এক অংশ ; ইহাতে মূলা, পূর্ব্বা-ষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া—এই তিনটি নক্ষত্র আছে । অজের বীথি, বীথী আছে যাহাতে, বহুব্রী । [ইহা দেখিতে অজপদশ্রেণীর ন্যায় এই অর্থে।] ২ । ছায়াপথ (milky way). অজনির্ম্মিতা (ব্রহ্মসৃষ্টা) বীথি, বীথী (পদবী), মধ্যপ কর্ম্মধা ; অথবা, অজা (জন্মরহিতা, নিত্যকাল-ব্যাপিনী) বীথি, বীথী (নক্ষত্রশ্রেণী), কর্ম্মধা । বি ; স্ত্রী ।

অজবুক—আহাম্মক, বোকা, নির্ব্বোধ । তুর্কী 'উজ্‌বেক্'-শব্দজ । বিণ ।

অজভক্ষ—ছাগলের খাদ্য ; বর্ব্বুর বা বর্ব্বর বৃক্ষ, বাবুই গাছ (ছাগলে ইহা খাইতে ভাল-বাসে, এই জন্য ইহার নাম অজভক্ষ হইয়াছে) । অজের (ছাগের) ভক্ষ (আহারীয়), ৬ষ্ঠী-তৎ । বি ; পুং ।

অজমীঢ়—১ । যুধিষ্ঠির ; চন্দ্রবংশীয় রাজ-বিশেষ [ইনি হস্তী রাজার পুত্র, এবং ইঁহার পুত্রের নাম সম্বরণ] । কৃষ্ণকে বা বিষ্ণুকে পাইতে চেষ্টা করেন বা ভালবাসেন ইনি এই বাক্যে, অলুক্ সমাস ; অজম্ (কৃষ্ণকে, বিষ্ণুকে)—ঈহ্ (পাইতে চেষ্টা করা) + ক্ত কর্তৃবা । [যুধিষ্ঠির ও অজমীঢ় রাজা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন ।] ২ । দেশবিশেষ, আধুনিক আজমীর দেশ । 'অজয়মেরু (>অজমের>অজমীর')-শব্দজ । বি ; পুং । [ঢ়-স্থানে র সঙ্গত ।]

অজমুখ—১ । ছাগলের মুখ । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লীব । ২ । দক্ষপ্রজাপতি [শিব কর্তৃক দক্ষ-যজ্ঞনাশকালে দক্ষ নিহত হন এবং শিবানু-চরগণ তাঁহার মস্তকটি যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ

করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে; অতঃপর দক্ষপত্নী প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হইয়া শিব ইঁহার পুনর্জীবন দান করিলে স্বীয়-মস্তকাভাবে ইঁহার স্কন্ধে ছাগমুণ্ড সংযোজিত করা হয়]। অজমুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অজমোদা, -মোদিকা—উগ্রগন্ধবিশিষ্ট বনযোয়ান, যোয়ান। অজের (ছাগের) মোদের ন্যায় মোদ (গন্ধ) যাহার, বহুব্রী; অজমোদ+আপ্; অথবা, অজকে মোদিত (আনন্দিত) করে যে, উপতৎ; অজ্—মুদ্ +ণিচ্ (প্রীত করা)+অচ্ কর্তৃবা+আপ্ (=অজমোদা); অজমোদ+ক স্বার্থে+ আপ্ (=অজমোদিকা)। বি; স্ত্রী।

অজম্ভ—১। ভেক, বেঙ্; সূর্য্য। [ভেকের দন্ত নাই, এবং সূর্য্যও দক্ষযজ্ঞনাশের সময়ে দন্তহীন হইয়াছিলেন; এজন্য ইঁহাদের নাম অজম্ভ হইয়াছে।] বি; পুং। ২। দন্তহীন, দন্তশূন্য; অজাতদন্ত। ন (নাই) জম্ভ (দন্ত) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজম্মিত—অজন্মিত (তাহা দ্রঃ)। বিণ।

অজয়—১। পরাভব, জয়াভাব, পরাজয়। ন জয়, নঞ্তৎ। ২। অজবাহন, অগ্নি। অজে (ছাগপৃষ্ঠে) গমন করেন যিনি, উপতৎ; অজ—যা (গমন করা)+ক কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। জয়াযোগ্য, অজেয়, দুর্জ্জয়। ন (নাই) জয় (শত্রু কর্তৃক) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৪। নদবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]।

অজয়া—১। বিজয়া, সিদ্ধি, ভাঙ্। নঞ্—জি+অচ্ কর্ম্মবা+আপ্; অথবা, ন (নাই) জয় (পরাভব) যাহা হইতে বা যাহার, বহুব্রী +আপ্ [সিদ্ধি সর্ব্বকার্য্যে শুভপ্রদা, ইহা সর্ব্বত্র জয়দান করে; এজন্য ইহার নাম অজয়া হইয়াছে; অথবা, ইহাকে কেহ পরাভূত করিতে পারে না; কারণ, প্রত্যেক সেবনকারীই ইহার বশীভূত হয়।] বি; স্ত্রী। ২। অপরাজেয়া, দুর্জ্জয়া। অজয় (৩) + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অজয়ী (-জয়িন্)—অজয়শীল, যে জয়ী নহে এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অজয্য—যাহাকে জয় করিতে পারা যায় না এরূপ, জয়াযোগ্য, অনভিভবনীয়, অজেয়, অপরাভবনীয়, দুর্জ্জয়। ন জয্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অজর—১। দেবতা। বি; পুং। ২। জরারহিত, বার্দ্ধক্যশূন্য; অতিশয় শক্ত; অবিনশ্বর; অজীর্ণ। ন (নাই) জরা (বার্দ্ধক্য, বা জীর্ণাবস্থা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজরা—১। ঘৃতকুমারী। ন (নাই) জরা যাহার, বহুব্রী [ঘৃতকুমারীর গাছ চিরসরস থাকে, এজন্য ইহার এরূপ নাম হইয়াছে]। বি; স্ত্রী। ২। জরারহিত। অজর (২) +আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। যৌবন; শৈশব। ন জরা, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অজরামর—জরামৃত্যুরহিত, যাহার বার্দ্ধক্য এবং মরণ নাই এরূপ। যে অজর সেই অমর, কর্ম্মধা। বিণ।

অজরামরবৎ—জরামৃত্যুরহিত ব্যক্তির ন্যায়। অজরামর+বতি তুল্যার্থে। অব্য।

অজর্য্য(র্য)—১। সৌহার্দ্দ্য; সঙ্গসুখ। জীর্ণ অর্থাৎ মন্দীভূত হয় না ইহা এই অর্থে, নঞ্—জৄ+যৎ কর্তৃবা। ২। নাশাভাব, অনপায়। জীর্ণ না হওয়া এই অর্থে, নঞ্—জৄ+যৎ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। অপায়রহিত, অবিনাশী; অক্ষয়। নঞ্—জৄ+যৎ কর্তৃবা। বিণ।

অজল—১। জলরহিত; নির্জ্জল; নীরস, শুষ্ক। ন (নাই) জল যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অজলে অস্থলে—জলেও নহে স্থলেও নহে অর্থাৎ আশ্রয়শূন্যভাবে, নিঃসহায় অবস্থায়। ২। অপকৃষ্ট জল, দূষিত জল। ন (অপ্রশস্ত) জল, নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অজলোমা (-লোমন্)—শূকশিম্বী বৃক্ষ। অজের লোমের ন্যায় লোম (মঞ্জরী) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অজশৃঙ্গী(ঙ্গী)—গা ড় ল শি ঙা র গাছ; কোঁগা; বিষাণী। অজের (মেষের) শৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ (অর্থাৎ শুঁয়া) যাহার, বহুব্রী+ ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অজস্র—১। অবিরত, নিরন্তর, সতত, নিয়ত। ন—জস্ (ত্যাগ করা)+র অধিবা। ক্রি-বিণ। ২। সততস্থায়ী, নিত্য, সনাতন। ত্যাগ করে না এ, অর্থাৎ অবিচ্ছেদে থাকে এ এই অর্থে, ন—জস্ (ত্যাগ করা)+ র কর্তৃবা। বিণ।

অজহৎ—অপরিত্যাগশীল; যে বা যাহা ত্যাগ করিতেছে না এরূপ। নঞ্—হা (ত্যাগ করা)+শতৃ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –হতী।

অজহৎস্বার্থা—স্বার্থবল্লক্ষণা, যে আপন স্বার্থ ত্যাগ করে না এরূপ লক্ষণা (metonymy) [শব্দের তিন প্রকার শক্তি দ্বারা অর্থবোধ হয়। যথা—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। তন্মধ্যে মুখ্যার্থের বাধা ঘটিলে, মুখ্যার্থসংযুক্ত অন্য অর্থ যে শক্তি দ্বারা প্রতীত হয়, তাহার নাম লক্ষণা; এই লক্ষণা শক্তি রূঢ়ি অথবা প্রয়োজন হেতু অর্পিত হয়। যথা, শ্বেত দৌড়াইতেছে। কিন্তু শ্বেত একটী গুণ—তাহা দৌড়াইতে পারে না; অতএব এখানে মুখ্যার্থের বাধা ঘটিল; সুতরাং এখানে শ্বেত বলিতে, শ্বেতগুণবিশিষ্ট অশ্ব বুঝিতে হইবে। এই যে 'শ্বেত' শব্দের অর্থ 'শ্বেতগুণবিশিষ্ট অশ্ব', ইহা লক্ষণা শক্তি দ্বারা বুঝাইতেছে। যে লক্ষণা আপন অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া অন্যার্থ প্রতিপাদন করে, তাহাকে 'অজহৎস্বার্থা' বলে। যেমন, এখানে 'শ্বেত দৌড়াইতেছে' এই বাক্যে শ্বেতশব্দের অর্থ শ্বেতগুণ পরিত্যাগ না করিয়া তদ্বিশিষ্ট অশ্বের প্রতীতি জন্মাইতেছে। অতএব এইটী 'অজহৎস্বার্থা' লক্ষণা।] অজহৎ (অপরিত্যাগী) স্বার্থ যাহার বা যাহাকে, বহুব্রী+আপ্। বিণ বা বি; স্ত্রী।

অজহল্লিঙ্গ(ঙ্গ)—যে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও স্বলিঙ্গ ত্যাগ করে না, এরূপ শব্দ [বিশেষণশব্দ সাধারণতঃ বিশেষ্যের লিঙ্গ গ্রহণ করে। কিন্তু এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহারা বিশেষণ হইয়াও আপন লিঙ্গ ত্যাগ করে না। যেমন, মূল্যবান্ দ্রব্য। 'দ্রব্য' ক্লীবলিঙ্গ হইলেও উহার বিশেষণ 'মূল্যবান্' পুংলিঙ্গ রহিল। এইহেতু 'মূল্যবান্' অজহল্লিঙ্গ। মূল্যবান্, বাংলা মতে অজহল্লিঙ্গ; সংস্কৃত মতে পাত্র, প্রমাণ, ভাজন প্রভৃতি বিধেয় বিশেষণ অজহল্লিঙ্গ।] অজহৎ (অপরিত্যাগী) লিঙ্গকে যে, বহুব্রী; অথবা, ন জহৎ (ত্যাগ করিতেছে) লিঙ্গ যাহাকে, বহুব্রী। বি; পুং বা বিণ।

অজহা—শূকশিম্বী, আলকুশী গাছ। অজকে হনন করে যে, উপতৎ; অজ—হন্+ড কর্তৃবা +স্ত্রী আপ্; অথবা, যে শূক (শুঁয়া) ত্যাগ করে না এই অর্থে, নঞ্—হা+শ কর্তৃবা+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

অজা—১। ছাগী; ওষধিবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। জন্মরহিতা, নিত্যা, সনাতনী। অজ+ আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। (সাংখ্য) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, মায়া। [সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি ও অজ অর্থাৎ স্বয়ং উৎপন্ন, এবং এতদুভয়ের সংযোগ ঘটিলেই সৃষ্টিক্রিয়া সাধিত হয়, অন্যথা হয় না এইজন্য।] জন্মেন নাই ইনি কিছু হইতে এই অর্থে, নঞ্—জন্+ড কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অজাগর—১। জাগরণের অভাব; নিদ্রা। ন জাগর, নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। জাগরণশূন্য, সর্ব্বদা সুপ্ত, সদা নিদ্রিত। ন (নাই) জাগর (জাগরণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। নিদ্রারাহিত্যকারক বৃক্ষবিশেষ, ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ। ন (নাই) জাগর (জাগরণকারক) যাহা হইতে, বহুব্রী। [ভৃঙ্গরাজ সেবনে নিদ্রা একেবারেই নষ্ট হয়।] বি; পুং। ৪। প্রকাণ্ড পাহাড়িয়া সাপ। 'অজগর'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

অজাগলস্তন—অজকা, ছাগলের গলদেশে লম্বিত স্তনসদৃশ মাংসপিণ্ড; বিফল দ্রব্য, নিরর্থক পদার্থ। ২বার ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অজাচার—অবৈধ সহবাস, নিষিদ্ধ সম্পর্কীয় অর্থাৎ ভ্রাতা ভগিনী ইত্যাদির মধ্যে সহবাস (incest). অজের (ন্যায়) আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অজাজি, অজাজী—জীরা। অজ্ (ক্ষেপণ করা, আনয়ন করা)+ই, ঈ কর্তৃবা;

অজের (মন্দাগ্নির, অজীর্ণতার) অজি, অজী, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, (তীব্রগন্ধ বশতঃ) ছাগেরা ত্যাগ করে যাহাকে এই অর্থে, অজ (ছাগ)—অজ্ (ত্যাগ করা) + ই, ঈ কর্ম্মবা। বি ; স্ত্রী।

অজাজীব—ছাগাদির পালন ও বিক্রয়াদি দ্বারা যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে এরূপ ব্যক্তি, ছাগোপজীবী, ছাগ-মেষ-ব্যবসায়ী। অজ হইয়াছে আজীব (জীবনোপায়) যাহার, বহুব্রী ; অথবা, অজ দ্বারা আজীব (জীবিকা-নির্ব্বাহকারী), ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

অজাণ্ড—ত্রিলোক, ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব। অজের (ব্রহ্মার) অণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অজাত—১। অনুদ্ভূত, অনুৎপন্ন, যাহা জন্মে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অঘর, অবংশ ; নীচজাতি। 'অজাতি'-শব্দজ। বি। ৩। বেজন্মা, দুষ্ট। প্রাদে। বিণ।

অজাতককুৎ (-ককুদ্)—অল্পবয়স্ক গোবৎস, যাহার ঝুঁটী হয় নাই এরূপ বাছুর। অজাত ককুদ (ষাঁড়ের ঝুঁটি) যাহার, বহুব্রী (অন্ত্য-অকারলোপ)। বি ; পুং বা স্ত্রী বা বিণ।

অজাতক্রোধ—অক্রোধিত, অকোপিত, যাহার ক্রোধ জন্মে নাই এরূপ। অজাত ক্রোধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজাতব্যবহার—অপ্রাপ্তবয়স্ক, ব্যবহার-কার্য্যের উপযুক্ত বয়স যাহার হয় নাই এমন, নাবালক। ন জাতব্যবহার, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজাতশত্রু, অজাতারি—১। শিব ; শমীকপুত্র ; যুধিষ্ঠির ; মগধদেশীয় নৃপতিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি ; পুং। ২। যাহার শত্রু কেহ জন্মে নাই এরূপ, পরম সাধু। অজাত শত্রু, অরি যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

অজাতশ্মশ্রু—অনুৎপন্নমুখরোমা, যাহার দাড়ি বাহির হয় নাই এরূপ ; অল্পবয়স্ক। অজাত শ্মশ্রু (দাড়ি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজাতি—১। অপকৃষ্ট জাতি, হীন জাতি ; বিকলাঙ্গ ; নপুংসক। ন (অপ্রশস্ত) জাতি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। জাতিশূন্য, যাহার কোন জাতি নাই এমন ; জন্মহীন, নিত্য, সনাতন। ন (নাই) জাতি (ব্রাহ্মণত্বাদি, অথবা জন্ম) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজাদনী—দুরালভা বৃক্ষ, বিছুটি গাছ। অজ—অদ্ (ভক্ষণ করা) + অনট্ কর্ম্মবা + ঈপ্ (কেবল ছাগগণ ইহাকে ভক্ষণ করে, অন্য কেহ স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া)। বি ; স্ত্রী।

অজানত—অজ্ঞানতঃ, না জানা হেতু। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

অজানা—১। অবিদিত, অজ্ঞাত, না-জানা। বিণ। ২। অজ্ঞাত বিষয় বা বস্তু। ন জানা (< জ্ঞা), নঞ্‌তৎ। বি।

অজানি—পত্নীহীন ব্যক্তি, বিপত্নীক ; অকৃতদার। ন (নাই) জায়া যাহার, বহুব্রী (জায়া শব্দের স্থানে জানি আদেশ)। বি বা বিণ ; পুং। [ন জানিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজানিত—অজ্ঞাত, অবিদিত, অজানা।

অজানু—< আজানু ; জানু পর্য্যন্ত। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অজানেয়—১। উত্তম ঘোটক ; উৎকৃষ্ট যুদ্ধাশ্ব। আ—নী + যৎ কর্ম্মবা ; অজসদৃশ আনেয় (সহজচালনীয়), মধ্যপ কর্ম্মধা (যাহাকে আরোহী ইচ্ছানুরূপ চালিত করিতে পারেন এরূপ ঘোটক) ; অথবা, অজ্ + অপ্ ভাববা = অজ (বিক্ষেপ) ; অজে (বিক্ষেপে) আনেয় (আনয়নযোগ্য) আরোহী যৎ-কর্ত্তৃক, বহুব্রী (আরোহী অস্ত্রপ্রহারে স্থান-ভ্রষ্ট হইলেও যে অশ্ব নির্ভয়ে পুনরায় তাহাকে সেইস্থানে আনিয়া দেয় এই অর্থে)। বি ; পুং। ২। ভয়শূন্য, নির্ভীক, শঙ্কারহিত বা উত্তম বংশজাত ('—ঘোটক')। বিণ।

অজান্তে—অজ্ঞানসত্ত্বে, না জানায়। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

অজাপালক—ছাগরক্ষক, মেষরক্ষক। অজার পালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —পালিকা।

অজামিল—কান্যকুব্জদেশীয় এক ব্রাহ্মণ [চরিতাবলী দ্রঃ]। জামি অর্থাৎ পতিব্রতা পত্নীকে গ্রহণ করেন ইনি এই অর্থে, জামি—লা (গ্রহণ করা) + ক কর্ত্তৃবা ; ন জামিল, নঞ্‌তৎ (যিনি আপন পতিব্রতা স্ত্রীকে গ্রহণ করেন নাই এই অর্থে)। বি ; পুং।

অজাশাল—ছাগলের থাকিবার স্থান, ছাগল-শালা ; মেষশালা। 'অজশালা'-শব্দজ। বি।

অজিজ্ঞাস—যাহার জানিবার ইচ্ছা নাই, যে কুতূহলী নহে। ন (নাই) জিজ্ঞাসা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজিজ্ঞাসনীয়, -সিতব্য, -জ্ঞাস্য—অ-প্রষ্টব্য, জিজ্ঞাসার অযোগ্য, যাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না বা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় এরূপ। ন জিজ্ঞাসনীয়, জিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাস্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিজ্ঞাসিত—অপৃষ্ট, যাহা বা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিজ্ঞাসিতব্য—'অজিজ্ঞাসনীয়' দ্রঃ।

অজিজ্ঞাসু—প্রশ্ন করিতে অনিচ্ছুক, যে জানিতে চায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিজ্ঞাস্য—'অজিজ্ঞাসনীয়' দ্রঃ।

অজিত—১। বিষ্ণু ; শিব ; বুদ্ধদেব ; স্বারোচিষ-মন্বন্তরে বিষ্ণুর অজিতনামক অবতার (স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে গৃহীতজন্মা যজ্ঞনামক বিষ্ণুর অবতার) ; ব্রহ্মার শাপে অজিত নামে লব্ধজন্মা জয়নামক দেবগণ ; জৈনতীর্থঙ্কর। বি ; পুং। ২। অবশ, অনায়ত্ত, অবশীভূত ; অবিজিত, অপরাজিত, অবশীকৃত। ন জিত (মায়াদি কর্ত্তৃক বশীকৃত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিতবল্লভা—বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মী। অজিতের বল্লভা (প্রিয়া), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অজিতা—১। আদ্যাশক্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। অনায়ত্তা ; অপরাজিতা। অজিত (২) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অজিতাত্মা (-ত্মন্)—অজিতেন্দ্রিয়। ন জিতাত্মা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিতেন্দ্রিয়—যাহার ইন্দ্রিয় সকল আপন আয়ত্ত নয় এরূপ, যে ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করিতে অশক্ত এরূপ ; রিপুপরবশ, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ; কামক্রোধলোভাদির বশীভূত। ন জিতেন্দ্রিয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিন—১। হরিণছাল, মৃগচর্ম্ম, পশুচর্ম্ম ; চর্ম্মনির্ম্মিত আসন। ব্রতধারীরা যাহা গ্রহণ করেন এই অর্থে, অজ্ (গ্রহণ করা) + ইনচ্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। ২। নৃপতিবিশেষ। বি ; পুং।

অজিনধারী (-ধারিন্)—পশুচর্ম্মধারী ; মৃগচর্ম্মপরিহিত। অজিন ধারণ করেন যিনি, উপতৎ ; অজিন—ধৃ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ধারিণী।

অজিনপত্রা, -পত্রিকা, -পত্রী—চর্ম্মচটী, চামচিকা ; বাদুড়। অজিনময় (চর্ম্মাবৃত) হইয়াছে পত্র (পক্ষ) যাহার, বহুব্রী + আপ্, ঈপ্ = অজিনপত্রা, অজিনপত্রী ; অজিনপত্রী + ক স্বার্থে + আপ্ = অজিনপত্রিকা (ঈকার হ্রস্ব হইয়াছে)। বি ; স্ত্রী।

অজিনফলা—বৃক্ষবিশেষ, টেপারিগাছ। অজিনের (অর্থাৎ, চর্ম্মনির্ম্মিত থাঁতার) ন্যায় ফল যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অজিনযোনি—মৃগ, হরিণ। অজিনের যোনি (উৎপত্তি স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অজিফা—ভরণপোষণ, খোরপোষ, ভৃতি (maintenance). ফার্সী 'ওয়াজীফা'-শব্দজ। বি।

অজির—১। চত্বর, প্রাঙ্গণ, অঙ্গন, উঠান ; বিষয় ; শরীর। যাতায়াত করা যায় ইহাতে এই অর্থে, অজ্ (গমন করা) + কিরচ্ অধিবা। বি ; ক্লীব। ২। বায়ু ; ভেক। গমন করে ইহা এই অর্থে, অজ্ + কিরচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অজিহ্ম—অবক্র, সরল, ঋজু। ন জিহ্ম (বক্র), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিহ্মগ—১। ইষু, বাণ, শর। বি ; পুং। ২। সরলগামী। অজিহ্মভাবে গমন করে যে, উপতৎ ; অজিহ্ম (সরল)—গম্ + ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অজিহ্ব—১। ভেক [ইহা জিহ্বাহীন। পুরাণে কথিত আছে যে, অগ্নি রসাতলে লুক্কায়িত আছেন ভেক এই-সংবাদ দেবগণকে

দিয়াছিল বলিয়া অগ্নির অভিশাপে ইহার জিহ্বা নষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ভেকের জিহ্বা থাকে; তবে তাহা মুখের ভিতর উল্টান অবস্থায় থাকে। জিহ্বাবিহীন ভেকও পৃথিবীতে আছে। আফ্রিকার জেনোপস (xenopus), আমেরিকার পাইপা (pipa) এই শ্রেণীর ভেক।] বি; পুং। ২। জিহ্বারহিত। ন (নাই) জিহ্বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজীগর্ত্ত(র্ত)—ঋষিবিশেষ; ইনি শুনঃশেফের পিতা; রামায়ণে ইহার নাম ঋচিক বা ঋচীক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বি; পুং।

অজীব—১। জীবভিন্ন অপর পদার্থ; জড় পদার্থ। ন জীব, নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। জীবনশূন্য, মৃত; অবসন্ন; নির্জ্জীব। ন (নাই) জীব (জীবন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজীবজন্ম—(প্রাণিবিদ্যা) অজীব পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তি (abiogenesis). অজীব হইতে জন্ম (উৎপত্তি), ৫মীতৎ। বি; ক্লীব।

অজীবনি—অভিশাপ; অভিশাপজনিত মৃত্যু; বিন্ জীবন। নঞ্—জীব্ (জীবনধারণ করা)+অনি কর্ত্তৃবা বা ভাববা আক্রোশার্থে। বি; স্ত্রী।

অজীবিক—নিঃস্ব, জীবিকাহীন; জীবনশূন্য। ন (নাই) জীবিকা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজীবীয়—(ভূবিদ্যা) জীবোৎপত্তির পূর্ববর্তী (azoic). নঞ্ তৎ। বিণ।

অজীর্ণ—১। অপাক, মন্দাগ্নি, পরিপাকের অভাব, বদহজম। ন-জৄ (জীর্ণ হওয়া, পরিপাক পাওয়া)+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। যাহা জীর্ণ হয় নাই এরূপ, যাহা পরিপাক পায় নাই এরূপ, অপরিপাচিত; অজরা-অমর, যে বৃদ্ধ বা দুর্বল নয় এরূপ। ন জীর্ণ নঞ্ তৎ। বিণ।

অজীর্ণী (-জীর্ণিন্)—অজীর্ণরোগগ্রস্ত। অজীর্ণ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—জীর্ণিনী।

অজু, ওজু—মুসলমানদের অনুষ্ঠেয় নিত্য-কর্মবিশেষ, নামাজের পূর্বে হাতমুখ ধোওয়া। আরবী 'ওয়াযু' (প্রক্ষালনস্থান)-শব্দজ। বি।

অজুগুপ্সিত—অনিন্দিত, অদূষিত; প্রশস্ত, উত্তম। নঞ্ তৎ। বিণ।

অজুরদার—মজুরজীবী, মজুর। ফার্সী। বি।

অজুরা, আজুরা—বেতন, পারিশ্রমিক মজুরি। ফার্সী। বি।

অজুহরনামা—মোকদ্দমার কারণ লিখিত পত্রাদি, যে কাগজপত্রে মোকদ্দমার কারণ লিখিত আছে। ফার্সী। বি।

অজুহাত—কারণ, প্রমাণ; হেতু, নিমিত্ত। ফার্সী। বি।

অজেয়—যাহাকে জয় করা যায় না এরূপ, অপরাজেয়নীয়, অজেয়োদ্ধা; দুর্জয়, দুর্দম। নঞ্ তৎ। বিণ।

অজৈকপাৎ (-পাদ্), **-পাদ**—১। একাদশ রুদ্রের অন্যতম। অজের (শিবের) একপাদ (অংশ) আছে যাঁহার, বহুব্রী (বহুব্রীহি সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দের পরবর্তী পাদ শব্দের স্থানে বিকল্পে পাৎ হয়)। ২। পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র (অজৈকপাৎ এই নক্ষত্রের অধিপতি বলিয়া)। বি; পুং।

অজৈব—অজীবোৎপন্ন; অজীবসম্বন্ধীয়, যাহা জীব হইতে উৎপন্ন বা জীবসম্বন্ধীয় নহে এরূপ (inorganic). নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—বী।

অজৈব অভিব্যক্তি—জীবভিন্ন বস্তুর ক্রমবিবর্ত (inorganic evolution).

অজ্জুকা—বেশ্যা (সংস্কৃত-নাট্যোক্তিতেই ব্যবহৃত হয়)। ধনাদি প্রাপ্ত হয় এই অর্থে, অর্জ্ (উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া)+উক কর্ত্তৃবা+আপ্ (অর্জ্ ধাতুর র-স্থানে জ্ হইয়াছে)। বি; স্ত্রী।

অজ্ঝটা—'অজটা' দ্রঃ।

অজ্ঞ—মূর্খ, যে কিছুই জানে না এরূপ, জ্ঞানহীন; অল্পজ্ঞ, সামান্য-জ্ঞান-সম্পন্ন; জড়, চেতনাহীন; আত্মজ্ঞানহীন। জানে না এ এই অর্থে, নঞ্—জ্ঞা (জানা)+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অজ্ঞতা, **-ত্ব**—জ্ঞানশূন্যতা, মূর্খতা; অল্পজ্ঞতা। অজ্ঞ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অজ্ঞতামূলক—মূর্খতাহেতুক, না জানার জন্য। অজ্ঞতা মূলে যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অজ্ঞাত—১। যাহা জানা যায় নাই এরূপ, অবিদিত, অজানিত; অপ্রকাশিত, গুপ্ত। জ্ঞা+ক্ত কর্ম্মবা=জ্ঞাত; ন জ্ঞাত, নঞ্ তৎ। ২। যে জানিতে পারে নাই এরূপ, অনবগত। জ্ঞা+ক্ত কর্ত্তৃবা=জ্ঞাত; ন জ্ঞাত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অজ্ঞাতকুলশীল—যাহার বংশ এবং চরিত্র জানা নাই এরূপ; সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। কুল ও শীল, দ্বন্দ্ব; অজ্ঞাত হইয়াছে কুলশীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজ্ঞাতচরিত্র—১। যাহার চরিত্র জানা নাই এরূপ, যাহার আচরণ অজ্ঞাত এরূপ। অজ্ঞাত হইয়াছে চরিত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অজ্ঞাত স্বভাব, অজানা ব্যবহার। অজ্ঞাত চরিত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অজ্ঞাতনামা (-নামন্)—অবিদিতনামা, অবিখ্যাতনামা, যাহার নাম কেহ জানে নাই এরূপ। অজ্ঞাত নাম (নামন্) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—নাম্নী।

অজ্ঞাতপিতৃক—যাহার পিতাকে কেহ জানে না; বেশ্যাজাত। অজ্ঞাত পিতা যাহার, বহুব্রী (সমাসে ক-আগম)। বিণ।

অজ্ঞাতপূর্ব্ব(র্ব)—পূর্বে অবিদিত, যাহা আগে জানা যায় নাই এরূপ। পূর্বে জ্ঞাত, সুপ্ সুপা (নিপাতনে) জ্ঞাতপূর্ব্ব; ন জ্ঞাতপূর্ব্ব, নঞ্ তৎ। বিণ।

অজ্ঞাতবাস—গুপ্তভাবে অবস্থান, ছদ্মবেশে থাকা। অজ্ঞাত যে বাস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অজ্ঞাতযৌবনা—যাহার যৌবন অনুভব করিতে পারা যায় না এরূপ স্ত্রী, অননুভূতযৌবনা, অপ্রকাশিতযৌবনা; মুগ্ধনায়িকার প্রকারভেদ ["হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব; অজ্ঞাতযৌবনা তাকে বলে কবি সব।"—রসমঞ্জরী]। অজ্ঞাত (অননুভূত, অপ্রকাশিত) যৌবন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং,—যৌবন।

অজ্ঞাতসার—জানিতে পারা যায় না এরূপ ভাব, অজানিতভাব, অগোচর। অজ্ঞাত হইয়াছে সার (গমন; সৃ+ঘঞ্ ভাবে) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ক্রি-বিণ—অজ্ঞাতসারে (অজানিতভাবে)।

অজ্ঞাতা—অবিদিতা, অপরিচিতা; অনবগতা। অজ্ঞাত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অজ্ঞাতা (-তৃ)—অনবগন্তা, যে জানে না বা জানা যার স্বভাব নয় এরূপ। ন জ্ঞাতা (জ্ঞাতৃ), নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

অজ্ঞাতি—১। অসগোত্র, যে একবংশীয় নয় এরূপ। ন জ্ঞাতি, নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। জাতিশূন্য, জাতিবর্জ্জিত। ন (নাই) জাতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজ্ঞাতে—অগোচরে, গুপ্তভাবে, অন্যে না জানিতে পারে এরূপ ভাবে; অজানতঃ। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

অজ্ঞান—১। জ্ঞানশূন্য, অজ্ঞ; চৈতন্যশূন্য। ন (নাই) জ্ঞান যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। জ্ঞানাভাব; মায়া; মোহ; অবিদ্যা। ন জ্ঞান, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অজ্ঞানকৃত—১। অজ্ঞতাহেতু অনুষ্ঠিত, মোহবশতঃ আচরিত। অজ্ঞানে কৃত, সুপ্ সুপা। ২। অজ্ঞ লোক কর্তৃক অনুষ্ঠিত, জ্ঞানহীন লোকের করা। অজ্ঞান কর্তৃক কৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অজ্ঞানজনিত—অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন, না জানার জন্য সংঘটিত। অজ্ঞান দ্বারা জনিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অজ্ঞানতঃ (-তস্), **-ত**—অজ্ঞতাবশতঃ, জ্ঞান না থাকার জন্য; অজ্ঞানভাবে, অবগত না হইয়া। অজ্ঞান+তস্ (৩য়া বা ৫মী-স্থানে)। অব্য।

অজ্ঞানতা, **-ত্ব**—জ্ঞানশূন্যতা, অজ্ঞতা, মূর্খতা, মূঢ়তা। অজ্ঞান+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অজ্ঞানতিমির—মোহান্ধকার, অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার, অন্ধকারের ন্যায় আচ্ছন্নকারী অজ্ঞান। [আলোক প্রকাশক, অন্ধকার অপ্রকাশক। জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত বিষয় বুঝিতে

পারা যায়, এরূপ জ্ঞান প্রকাশক; অজ্ঞান তাহার বিপরীত বলিয়া অপ্রকাশক। এই হেতু আলোকের সহিত জ্ঞানের এবং অন্ধকারের সহিত অজ্ঞানের তুলনা করা হয়।] অজ্ঞান-রূপ তিমির, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অজ্ঞানতিমিরান্ধ, -রান্ধ—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন বা বুদ্ধিশক্তিহীন; মায়ামুগ্ধ। অজ্ঞানতিমিরদ্বারা আচ্ছন্ন, অন্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অজ্ঞানবাদ, অজ্ঞাবাদ—অজ্ঞেয়বাদ (তাহা দ্রঃ)। অজ্ঞানাত্মক, অজ্ঞাত্মক (নঞ্‌-জ্ঞা+কিপ্‌, অথবা—অজ্ঞা) বাদ, মধ্যপদ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অজ্ঞানান্ধকার—অজ্ঞানতিমির (তাহা দ্রঃ)। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অজ্ঞানী (-নিন্‌)—জ্ঞানহীন, জ্ঞানশূন্য, মূর্খ। ন জ্ঞানী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, অজ্ঞানিনী।

অজ্ঞানে—অজ্ঞতাহেতু, না জানিয়া। ন (নাই) জ্ঞান যাহাতে, বহুব্রী; এরূপে। ক্রি-বিণ।

অজ্ঞাপনীয়, অজ্ঞাপ্য—অপ্রকাশ্য; অনিবেদনীয়, জানাইবার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজ্ঞাপিত—অনিবেদিত; অপ্রকাশিত।

অজ্ঞাবাদ—'অজ্ঞানবাদ' দ্রঃ।

অজ্ঞেয়—জ্ঞানাতীত, যাহা জানিতে পারা যায় না এরূপ; অবোধগম্য, যাহা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ, অনবগম্য। ন জ্ঞেয় (জানিবার যোগ্য), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজ্ঞেয়বাদ—'জগৎ-কারণ দুর্জ্ঞেয়' এইরূপ মতবাদ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ব্যতীত বা তাহার পশ্চাতে অপর কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা মানুষ জানে না ও জানিতে পারে না—এই মত বা সিদ্ধান্ত (agnosticism). অজ্ঞেয়বোধক বাদ (উক্তি, কথন), মধ্যপদ কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ, -বাদী।

অজ্বর—জ্বরশূন্য, জ্বরোপদ্রবরহিত; সুস্থ। ন (নাই) জ্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অজ্যেষ্ঠ—১। জ্যেষ্ঠ নামের অযোগ্য, জ্যেষ্ঠোচিতকর্ত্তব্যহীন; যিনি জ্যেষ্ঠ নহেন এরূপ। অশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ হইতে অন্যরূপ এই অর্থে ন জ্যেষ্ঠ, নঞ্‌তৎ। ২। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; সর্ব্বাগ্রজাত। ন (নাই) জ্যেষ্ঠ যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

অজ্যেষ্ঠবৃত্তি—যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার করে না এরূপ। ন (নাই) জ্যেষ্ঠবৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অঝর, অঝোর—অবিরাম, অনবরত, অজস্র; অবিরত ধারা বা বর্ষণযুক্ত। 'অজস্র'-শব্দজ। বিণ।

অঝরু—১। অনবরতই; নির্ঝর। বি। ২। ঝর ঝর করিয়া, অবিরামভাবে। প্রাঃ কবিতা। ক্রি-বিণ।

অঝরে—অবিরল ধারায়, অবিরাম ভাবে, ঝর ঝর করিয়া ("অঝরে ঝরিল জল নিশ্চল নয়নে"—রবীন্দ্রনাথ)। কবিতা। ক্রি-বিণ।

অঝোরে—অবিরামভাবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে ["অঝোরে ঐ শ্রবণ ঝরে"—কালিদাস রায়]। কবিতা। ক্রি-বিণ। [বি; পুং।

অঞ্চ—উৎপাত, উপদ্রব। অন্চ্‌+অল্‌ ভাবে।

অঞ্চতি—বায়ু, সমীরণ। গমন করেন ইনি এই অর্থে, অন্চ্‌ (গমন করা)+অতি কর্তৃ। বি; পুং।

অঞ্চল—১। বসনাগ্র, স্ত্রীলোকের বস্ত্রের প্রান্তভাগ বা আঁচলা; প্রান্তভাগ, আবরণ ("কেন যে বসন কেন ঘুচাও অঞ্চল"—রবীন্দ্রনাথ)। যে সীমা পর্য্যন্ত গমন করে এই অর্থে, অন্চ্‌ (গমন করা)+অলচ্‌ কর্তৃ। ২। দেশাংশ, প্রদেশ (region). অন্চ্‌+অল, অধিকরণে (যাহাতে গমন করা যায়)। বি; পুং।

অঞ্চলনিধি—অতিমিতব্যয়, অতি কৃপণের ধন। অঞ্চলের নিধি (অর্থাৎ বস্ত্রপ্রান্ত নিধি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঞ্চলপ্রকাশ—১। শরীর উপরে টীক কর্তৃক, গ্রন্থিশীর আকার। অঞ্চলের (অঞ্চলস্থিত, অর্থাৎ শরীর) আকার, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রাদেশিক প্রতিপত্তি। অঞ্চলের (প্রদেশের) আকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঞ্চিত—১। অর্চিত, পূজিত। অন্চ্‌ (পূজা করা)+ক্ত কর্ম্মবা। ২। আকুঞ্চিত, বক্রীকৃত। অন্চ্‌ (কুঞ্চিত করা)+ক্ত বা অন্চ্‌+ণিচ্‌ (বক্র করা)+ক্ত কর্ম্মবা। ৩। উত্থিত। অন্চ্‌ (উত্থিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃবা। ৪। গ্রথিত; ভূষিত। অন্চ্‌ (গ্রথিত করা, ভূষিত করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, অঞ্চন।

অঞ্চিতভ্রূ—১। সুন্দর রমণী, মনোহর অক্ষিযুক্তা কামিনী। অঞ্চিত (কুঞ্চিত, মনোহর) হইয়াছে ভ্রূ যাহার, বহুব্রী। ২। বক্র বা কুঞ্চিত ভ্রূ। অঞ্চিতা ভ্রূ, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অঞ্চিতললাট—১। কুঞ্চিত ললাট। অঞ্চিত ললাট, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাঁহার কপাল কুঞ্চিত বা উন্নত এরূপ। অঞ্চিত ললাট যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অঞ্জইতে—অঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত করিতে। প্রাঃ কবিতা। অস-ক্রি।

অঞ্জন—১। চক্ষুরঞ্জনের দ্রব্য, কাজল, কজ্জল; কীর্তিপত্রের রঙ্‌, দীপশিখার কালি; কালি, কালিমা, কালিমা; বিকার ও চক্ষুরোগাদিতে উপকারক দ্রব্য; অভিজ্ঞান, পুষ্পাঞ্জন ও স্রোতোঞ্জন প্রভৃতি; রসাঞ্জন; সেবাধিকারে প্রয়োগ সৌবীর, রাজন, তুত্থ, ময়ূরক, কলিকা, কালাদের এই সমুদয় তথা। চক্ষু রঞ্জিত হয় যদ্বারা এই অর্থে অন্জ্‌ (রঞ্জিত করা)+অনট্‌ করণবা। ২। ম্রক্ষণ; লেপন; মালিশ করণ। অন্জ্‌ (লিপ্ত বা ম্রক্ষিত করা, ব্যক্ত করা)+অনট্‌ ভাবে। বি; ক্লীব। ৩। পশ্চিমদিগ্‌গজ; নাগবিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ; কাশ্যপ মুনির পুত্রের বংশোদ্ভূত জাতি বা অঙ্কুশের পুত্র; অগ্নি; আঁজনা বা আঞ্জনাই; গোটা বা গোধা, টিকটিকী। ব্যক্ত করে ইনি এই অর্থে, অন্জ্‌+অন কর্তৃবা; যেমন অগ্নি, গোধা ইত্যাদি; এবং কৃষ্ণ বর্ণ আছে ইহার এই অর্থে, অঞ্জন (কৃষ্ণবর্ণ)+অ। বি; পুং।

অঞ্জনকেশিকা—অঞ্জনকেশী (তাহা দ্রঃ)। অঞ্জনকেশী+ক স্বার্থে+আপ্‌। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অঞ্জনকেশী—১। হট্টবিলাসিনী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। অঞ্জনের ন্যায় কেশ যাহা হইতে, বহুব্রী+ঙীপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। সুকেশা, যাহার কেশ (চুল) অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এরূপ (স্ত্রী)। অঞ্জনের ন্যায় কেশ যাহার, বহুব্রী+ঙীপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অঞ্জনশলাকা—কজ্জলকাঠিকা, চোখে কাজল লাগাইবার কাঠি [ইহা প্রায়ই সীসাতে নির্ম্মিত হয়; ইহা দীর্ঘ, মধ্যে সূক্ষ্ম এবং দুই প্রান্তে স্থূল]। অঞ্জনযোগ্যা শলাকা, মধ্যপদ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনা—১। (রামায়ণ) হনুমানের মাতা, কেশরী বানরের স্ত্রী [১চিত্রাবলী দ্রঃ]; উত্তরদিগ্‌হস্তিনী; পশ্চিমদিগ্‌হস্তিনী। কৃষ্ণবর্ণ আছে ইহার এই অর্থে, অঞ্জন (কৃষ্ণবর্ণ)+অ+আপ্‌। ২। অক্ষিবর্ত্মপ্রান্তের পক্ষ্মপিড়কা, আঞ্জনাই ['আঞ্জনী' দ্রঃ]। জ্বালা প্রদান করে ইহা এই অর্থে, অন্জ্‌+ণিচ্‌ (ব্যক্ত করা)+অন কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনাতনয়, -নন্দন, -পুত্র(ত্র)—অঞ্জনানাম্নী বানরীর পুত্র, হনুমান্‌। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঞ্জনাদ্রি—নীলগিরি। অঞ্জনতুল্য অদ্রি, মধ্যপদ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অঞ্জনাধিকা—আঞ্জনা, আঁজনাই। অঞ্জন (চক্ষুকপালাদিরিক্ত উপসর্গ) হইয়াছে অধিক (অতিশয়রূপে) যাহাতে, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনাবতী—ঈশানকোণ-হস্তিনী, অঞ্জন নামে দিগ্‌গজের পত্নী; পশ্চিমদিগ্‌হস্তিনী। অঞ্জন+মতুপ্‌, আছে ইহার এই অর্থে (মতুপের ম স্থানে ব এবং অকার দীর্ঘ)+ঙীপ্‌। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনিকা—১। আঞ্জনা, আঁজনাই। অঞ্জন (চক্ষুরোগ উপধিবিশেষ) আছে ইহাতে অর্থাৎ প্রস্তুত হয় ইহাতে এই অর্থে, অঞ্জন+ক+আপ্‌ (অ-স্থানে ই)। ২। অঞ্জন নামে দিগ্‌গজের স্ত্রী। অঞ্জনা+ক স্বার্থে+

আপ্ (আকার-স্থানে অকার ও অক-স্থানে ইক)। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনিয়া—অঞ্জন লাগাইয়া, কাজল পরিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

অঞ্জনী—১। চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্তা নারী। অন্জ্ (লেপিত করা)+অনট্ কর্ম্মবা+ঈপ্। ২। কটুকা বৃক্ষ, কালাঞ্জন বৃক্ষ। অন্জ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জলি—উত্তানভাবে পরস্পর পাশাপাশি স্থাপিত করপুট, আঁজলা; (তাহা হইতে) দেবতাকে প্রদানের জন্য অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্পরাশি; পরিমাণবিশেষ। অন্জ্ (ব্যক্ত হওয়া)+অলি করণবা। বি; পুং।

অঞ্জলিকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—হাত যোড় করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অঞ্জলিকা—ক্ষুদ্র মূষিকা। অন্জ্+অলি কর্ত্তৃবা+ক স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জলিকারিকা—১। লজ্জাবতী লতা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। পুত্তলিকা, পুতুল। অঞ্জলির কার (করণ), ৬ষ্ঠীতৎ; অঞ্জলিকার+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। অঞ্জলিকারিণী, বিনীতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

অঞ্জলিপুট—করপুট, পাত্রাকারে সম্মিলিত করতলদ্বয়, ঠোঙার আকারে সংযুক্ত করতল দুইটী। অঞ্জলিরূপ পুট, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

অঞ্জলিপুটে—বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, হাত যোড় করিয়া। অঞ্জলিকৃত পুট যাহাতে, বহুব্রী, একরূপে। ক্রি-বিণ।

অঞ্জলিবদ্ধ—কৃতাঞ্জলি, কৃতকরপুট। বদ্ধ (কৃত) হইয়াছে অঞ্জলি যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী ('বদ্ধাঞ্জলি' পদও হয়)। বিণ।

অঞ্জলিবন্ধ, -বন্ধন—অঞ্জলিকরণ, আঁজলা বাঁধা, অঞ্জলি করা। অঞ্জলির বন্ধ, বন্ধন (অর্থাৎ করণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

অঞ্জস—অবক্র, সরল, ঋজু; সমান; প্রকৃত, যথার্থ। অন্জ+অসচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অঞ্জাম—আয়োজন, উদ্যোগ, যোগাড়; সঞ্চয়, সংগ্রহ। ফার্সী। বি।

অঞ্জিষ্ঠ, অঞ্জিষ্ণু—সবিতা, সূর্য্য। অন্জ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে; অন্জ (ব্যক্ত করা)+ইষ্ণু কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অঞ্জীর—বড় ডুমুর। ফার্সী 'আনজীর'-শব্দজ। বি; ক্লীব।

অঞ্জীল—স্বর্গদূত। ইং angel-শব্দজ। বি; পুং।

[ফার্সী। বি।

অঞ্জুমান, আঞ্জুমান—সমিতি, সভা।

অটন—বিচরণ, গমন, ভ্রমণ। অট্ (গমন করা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, অটিত।

অটনি, -নী—কার্ম্মুকাগ্র, ধনুকের অগ্রভাগ; কোটি। অট্ (গমন করা)+অনি কর্ত্তৃবা, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অটবি, -বী—কানন, অরণ্য, বন। অট (গমনকারী; অট্+অচ্ কর্ত্তৃবা)—বি (বিহঙ্গ) যাহাতে, অর্থাৎ পক্ষীরা চলাচল করে যাহাতে, বহুব্রী; অথবা, বানপ্রস্থে গমন করে যেথানে এই অর্থে, অট্+অবি অধিবা, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অটবিক—ব্যাধ, কিরাত, অরণ্যচারী। অটবি—কৃ (হিংসা করা)+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অটমান—বিচরণশীল, গমনশীল। অট্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। [আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয় হয়। অট্ ধাতু পরস্মৈপদী; পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় হয়। এইজন্য অটমান পদটী অসাধু। তবে কোন কোন স্থলে শিষ্টপ্রয়োগে পরস্মৈপদী ধাতুও আত্মনেপদী হয়। অথবা শানচ্-স্থানে চানশ্ প্রত্যয় করা হয়।

[বি।

অটমি, -মী—অষ্টমী। প্রাঃ কবিপ্র।

অটল—দৃঢ়; অবিহ্বল, অচঞ্চল, স্থির। ন—টল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অটা—ভ্রমণ, বিচরণ, পর্য্যটন। অট্ (গমন করা)+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অটাট্যমান—পুনঃপুনঃ পর্য্যটনশীল, অনবরত ভ্রমণকারী, যে সকল সময়ে বেড়াইয়া বেড়ায়। অট্+যঙ্ পৌনঃপুন্যার্থে=অটাট্য; অটাট্য+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অটাট্যা—অবিরত পর্য্যটন, অনবরত ভ্রমণ, টো টো করিয়া বেড়ান। অট্+যঙ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অটাল—অস্থান; কুস্থান। অ (অপ্রশস্ত) টাল (<স্থান), নঞ্তৎ। হিন্দিমূলক (অটালা)। বি।

অটুট—অভগ্ন, সম্পূর্ণ; অবিকৃত, ত্রুটিহীন, নির্দ্দোষ। 'অত্রুটি'-শব্দজ। বিণ।

[বি।

অটো—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, আতর। ইং otto.

অটোগ্রাফ—স্বহস্তলেখ, নিজের হাতের লেখা [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। ইং autograph. বি।

অটোল—অনাহত; অবিকৃত; পুষ্ট; সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; পূর্ণ; নিটোল, যাহাতে টোল পড়ে নাই এরূপ। ন (নাই) টোল (<সং তড্ ধাতু) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অট্ট—১। প্রাসাদ, অট্টালিকা; প্রাসাদোপরিস্থিত গৃহ, চিলাঘর; প্রাকারপৃষ্ঠ; প্রাকারের নিকটবর্ত্তী সৈন্যগৃহ অর্থাৎ গুমটী ঘর। অট্ট্+ঘঞ্ করণবা। ২। হাট, বাজার, বিপণি। অট্ট্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং। ৩। অন্ন, খাদ্য; ক্ষৌমবস্ত্র; পট্টবস্ত্র। অট্ট্ (অনাদর করা)+ঘঞ্ করণবা। বি; ক্লীব। ৪। শুষ্ক; অতিশয়, সমধিক; উচ্চ। অট্ট্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অট্ট-অট্ট—১। বিকটহাস্যশব্দে শব্দিত। বিণ। ২। অতি উচ্চ। 'অট্টট্ট'-শব্দজ। অব্য।

অট্টকলস্বর—উচ্চ কলরব ("বিদীর্ণ তরঙ্গরাশি অট্টকলস্বরে নৌকার দুই পার্শ্বে উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল।"—রবীন্দ্রনাথ)। অট্ট এমন কলস্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অট্টট্ট—অতিশয় উচ্চ। অট্ট শব্দের দ্বিরুক্তি প্রকাশার্থে, অট্ট+অট্ট (নিপাতনে)। অব্য।

অট্টনাদ, -নিনাদ—উচ্চশব্দ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

[পুং।

অট্টরোল—উচ্চকলধ্বনি। কর্ম্মধা। বি;

অট্টহসিত, -হাস, -হাস্য—উচ্চহাস্য, হো হো করিয়া হাসি। অট্ট (উচ্চ) হসিত, হাস, হাস্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং, ক্লীব।

অট্টহাসক—১। কুন্দবৃক্ষ, কুঁদ ফুলের গাছ। [কবিরা হাস্যকে শুভ্র বলিয়া বর্ণনা করেন; এজন্য অট্ট বা উচ্চ হাস্য অতিশয় শুভ্রত্বের জ্ঞাপক]। অট্টহাসের ন্যায় অতিশুভ্র এই সাদৃশ্যার্থে, অট্টহাস+ক; বা অট্টহাসের ন্যায় অতি শুভ্রতা প্রকাশ করে এই অর্থে, অট্টহাস—কৈ (প্রকাশ করা)+ক কর্ত্তৃবা [কুন্দ পুষ্প অতি শুভ্র বলিয়া তাহার বৃক্ষকে অতিশুভ্রতাময় বা অট্টহাসক বলা হয়]। বি; পুং। ২। উচ্চহাস্যকারী। অট্ট—হস্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —হাসিকা।

অট্টহাসি—উচ্চহাস্য, হো হো করিয়া হাসি। 'অট্টহাস্য'-শব্দজ। বি।

অট্টহাসী (-হাসিন্)—১। মহাদেব, শিব। বি; পুং। ২। উচ্চহাস্যকারী। অট্টহাস আছে ইহার এই অর্থে, অট্টহাস+ইন্; বা অট্ট হাস্য করেন যিনি, উপতৎ; অট্ট—হস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —হাসিনী।

অট্টহাস্য—'অট্টহসিত' দ্রঃ।

অট্টাল, -লক—প্রাসাদ; অট্টালিকোপরিস্থিত গৃহ; ইষ্টকাদিরচিত গৃহ; প্রাকারাদির উপরিস্থ উচ্চ স্থান। অট্ট—অল্+অচ্ কর্ত্তৃবা; অথবা, অট্ট+আল স্বার্থে; অট্টাল+ক স্বার্থে। বি; পুং।

অট্টালিকা, -লী—ইষ্টকরচিত বা প্রস্তরগঠিত রাজভবন, প্রাসাদ। অট্টালক+আপ্ (অক-স্থানে ইক), অট্টাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অট্টালিকাকার—প্রাসাদনির্ম্মাতা, রাজমিস্ত্রী; (পূর্ব্বকালে চিত্রকরের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন সঙ্কর জাতিই প্রাসাদনির্ম্মাণের কার্য্য করিত; ইহা হইতেই) চিত্রকরের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সঙ্কর জাতি। অট্টালিকা করে যে, উপতৎ; অট্টালিকা—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অট্যা—ভ্রমণ, পর্য্যটন। অট্+ক্যপ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অঠেল—১। যাহা ঠেলা যায় না এত, অর্থাৎ যথেষ্ট, প্রচুর ; অনড়, অকাট্য। ন—ঠেল্ (বাং ক্রি)+অ কর্ম্মবা। বিণ। ২। একরকম হরিদ্রাভ কাঠ (এই কাষ্ঠ হইতে মালা তৈয়ারী হইয়া থাকে)। বাং প্র। বি।

অড়ং-বড়ং—বাজে কথা, অসঙ্গত বাক্য ; ছাইভস্ম। প্রাদে। বি।

অড়র, -হর—কলাইবিশেষ, ডাউলবিশেষ, অড়র ডাল। 'আঢ়কী'-শব্দজ। হিন্দী। বি।

অডিট—হিসাবাদির খাতাপত্র পরীক্ষা। ইং audit. বি।

অঢেল—'অঠেল' (১) (তাহা দ্রঃ)। বিণ।

অণব্য—চীনানামক সূক্ষ্ম ধান্যের উৎপাদক ক্ষেত্র ; সর্ষপাদিশস্যের ক্ষেত্র ; সুনা জমী, ডাঙ্গা জমী। অণু (সূক্ষ্ম ধান্য বা অল্প শস্য)+যৎ ভবন বা স্থান অর্থে। বি ; ক্লীব।

অণি, -ণী—অক্ষাগ্রকীলক, চক্রের ধুরার প্রান্তস্থ খিল, আরা ; সূচ্যাদির অগ্রভাগ ; পশুবধস্থান ; প্রান্ত, সীমা। অণ্ (শব্দ করা)+ইন্ কর্ত্তৃবা ; (স্ত্রীলিঙ্গ পক্ষে বিকল্পে ঈপ্)। বি ; পুং, স্ত্রী।

অণিমা (-মন্)—অণুত্ব, অতি সূক্ষ্ম অবস্থা, সূক্ষ্ম পরিমাণ ; ঐশ্বর্য্যবিশেষ (অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা—এই আটটি ঐশ্বর্য্য), দেবগণ ও সিদ্ধগণের নিজ শরীর স্বেচ্ছানুসারে সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা। অণু+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

অণী—'অণি' দ্রঃ।

অণীমাণ্ডব্য—জনৈক ব্রহ্মর্ষি [চরিতাবলী দ্রঃ]। অণীবিদ্ধ (অর্থাৎ শূলবিদ্ধ) মাণ্ডব্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অণীয়ান্ (-য়স্)—সূক্ষ্মতম, অতি ক্ষুদ্র। অণু+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, —য়সী।

অণু—১। অত্যল্প, অতি ক্ষুদ্র, ঈষৎ ; সূক্ষ্ম। বিণ। স্ত্রী—অণু, অণ্বী। ২। মাত্রার চতুর্থাংশ ; রেখা। বি ; স্ত্রী। ৩। দ্রব্যের অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ, সূক্ষ্ম পরমাণু প্রভৃতি (molecule). অণ্ (ব্যাপ্ত করা)+উ কর্ত্তৃবা। ৪। সূক্ষ্ম ধান্যবিশেষ, চীনাধান্য ; সামান্য শস্য, সর্ষপাদি। অণ্ (বাঁচা)+উ করণবা। বি ; পুং।

অণুক—১। চতুর, নিপুণ ; ক্ষুদ্র। অণু (নিপুণ, ক্ষুদ্র)+ক স্বার্থে। বিণ। ২। (শারীরবিদ্যা) অন্তরাস্থিবিশেষ। বি।

অণুচ্ছেদ—পরিচ্ছেদের ক্ষুদ্র অংশ (paragraph) ; ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। অণু (ক্ষুদ্র) ছেদ (ভাগ), কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অণুজীব—অতি সূক্ষ্ম প্রাণী, জীবাণু (microbe). অণু (সূক্ষ্ম) এমন জীব, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অণুতা, -ত্ব—অণিমা, সূক্ষ্মতমত্ব, অতিক্ষুদ্রতা। অণু+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

অণুদর্শন—১। অতি সূক্ষ্মদৃষ্টি ; অন্তর্দৃষ্টি। অণুর দর্শন, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অতি ক্ষুদ্র বস্তুর দর্শনসাধক যন্ত্র, অণুবীক্ষণ যন্ত্র (microscope). অণু—দৃশ্ (দেখা)+অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।

অণুবটিকা—অতিক্ষুদ্র বটি, খুব ছোট বড়ি (globule). অণুপরিমিতা বটিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অণুবাদ—মতবাদবিশেষ, অণুর আদি নাই অন্তও নাই, অণুসমূহের মিলন দ্বারাই সকল পদার্থের সৃষ্টি—এই মতবাদ (atomic theory). অণুবিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অণুবীক্ষণ—চক্ষুর অপ্রত্যক্ষ অতিক্ষুদ্র পদার্থ সকল যে যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় সেই যন্ত্র, অতিক্ষুদ্র বস্তুর দর্শনসাধক যন্ত্র (microscope). অণুর বীক্ষণ (দর্শন) হয় যদ্দারা, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

অণুব্রীহি—সূক্ষ্ম ধান্য, সরু ধান। অণু (অতি ক্ষুদ্র) ব্রীহি (ধান্য), কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অণুভা—বিদ্যুৎ। অণু (সূক্ষ্ম) ভা (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অণুমাত্র—অল্পপরিমাণ ; বিন্দুমাত্র। অণু+মাত্রচ্ পরিমাণার্থে ; বা অণু মাত্রা যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —মাত্রী, -মাত্রা।

অণুমাত্রা—সঙ্গীতচ্ছন্দে একমাত্রার অষ্টম ভাগ। বাং প্র। বি।

অণুমাত্রিক—অল্পপরিমাণ ; অতিক্ষুদ্র ; অতি সূক্ষ্ম। অণুই মাত্রা, কর্ম্মধা ; অণুমাত্রা+ইক (ঠন্)। বিণ। [বি ; পুং।

অণুরাশি—(বীজগণিত) ক্ষুদ্ররাশি। কর্ম্মধা।

অণুরেণু—অতি সূক্ষ্ম কণা ; ধূলিকণা। অণু এমন রেণু, কর্ম্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী।

অণ্ড—ডিম্ব, ডিম ; বৃষণ, মুষ্ক ; শুক্র ; মৃগনাভি। অম্ (নির্গত হওয়া, গমন করা)+ঔণাদিক ড অপাবা, করণবা। বি ; ক্লীব।

অণ্ডক—বৃষণ, অণ্ডকোষ ; কস্তুরী। অণ্ড+ক স্বার্থে। বি ; পুং।

অণ্ডকটাহ—জীবের কর্ম্মফল ভোগের স্থান, ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব। অণ্ডই (ব্রহ্মাণ্ডই) কটাহ (কড়া), কর্ম্মধা ; (কটাহে যেমন তৈলাদির পাক হয়, ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ জীবকৃত পাপপুণ্য কর্ম্মের পাক বা পরিণতি অর্থাৎ ফলভোগ ঘটে ; এজন্য অণ্ডকটাহ অর্থে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায়)। বি ; পুং।

অণ্ডকোশ, -কোষ—মুষ্ক, বৃষণ। অণ্ডের কোশ, কোষ (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [স্বার্থে। বি ; পুং।

অণ্ডকোষক—অণ্ডকোষ। অণ্ডকোষ+ক

অণ্ডজ—১। যাহা ডিম হইতে জন্মিয়াছে এরূপ, ডিম্বোৎপন্ন, ডিম্বজাত। বিণ। ২। পক্ষী ; সর্প ; মৎস্য ; কুম্ভীর ; কচ্ছপ ; কৃকলাস ইত্যাদি। অণ্ড হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ ; অণ্ড—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অণ্ডজা—১। কস্তূরী, মৃগনাভি। বি ; স্ত্রী। ২। ডিম্বোৎপন্না। অণ্ডজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অণ্ডজেশ্বর—গরুড়। অণ্ডজের (পক্ষীদিগের) ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অণ্ডপ্রসূ—ডিম্বোৎপাদিকা। অণ্ডের প্রসূ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অণ্ডবর্দ্ধ(র্ধ)ন, -বৃদ্ধি—অণ্ডকোষবৃদ্ধি, কুরণ্ড (hydrocele). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

অণ্ডমূত্র—মূত্রের সহিত অত্যধিক অণ্ডলালা ক্ষরণ (albuminuria). অণ্ডযুক্ত মূত্র যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

অণ্ডলালা—ডিম্বের মধ্যস্থিত শুভ্রবর্ণ অংশ ; (তৎসদৃশ বলিয়া) জীবদেহের বা উদ্ভিদের লালা সদৃশ শ্বেত অংশ (albumen). অণ্ডের লালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অণ্ডাকর্ষণ—দামড়া করণ, খোজা করণ, অণ্ডকোষ হইতে অণ্ড বহিষ্করণ ; ব্যর্থকরণ। অণ্ডের আকর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অণ্ডাকার, -কৃতি—ডিমের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, ডিম্বাকার (oval). অণ্ডের আকারের, আকৃতির ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অণ্ডালু—১। ডিমযুক্ত মৎস্য, ডিমাল মাছ ; ডিমবিক্রেতা। বি ; পুং। ২। ডিমযুক্ত ; ডিমওয়ালা। অণ্ড+আলুচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অণ্ডাশয়—স্ত্রীজননযন্ত্রবিশেষ, ডিম্বাশয় (ovary). অণ্ডের আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অণ্ডিন—ডিম্বের মধ্যকার শ্বেতাংশ (albumen). বি।

অণ্ডীর—শক্তিশালী ব্যক্তি, বলবান্ পুরুষ ; শক্তসমর্থ ব্যক্তি। অণ্ড বীর্য্যাধার, ইহা হইতেই অণ্ড অর্থে শক্তি ; অণ্ড+ঈর বিশিষ্টার্থে। বি ; পুং বা বিণ।

অণ্ডীল—ধনবান্, ঐশ্বর্য্যশালী। 'অণ্ডীর'-শব্দজ [চলিতভাষায় 'আণ্ডিল']। বিণ।

অণ্বী—১। অঙ্গুলি (বৈদিক প্রয়োগ)। বি ; স্ত্রী। ২। ক্ষীণা, সূক্ষ্মা। অণু+ঈপ্ বিকল্পে (পক্ষে অণু)। বিণ ; স্ত্রী।

অত—১। ঐ-পরিমাণ ; প্রচুর-পরিমাণ ; বহুল। বিণ। ২। আধিক্য ; প্রাচুর্য্য ; ঐ-পরিমাণ দ্রব্য। 'ইয়ৎ'-শব্দজ। বি। **অত শত**—এত বিষয় ; এত খুঁতিয়ে নাতিয়ে।

অতএ, -য়ে—অতএব ("অতত্র তোহারি বিশোয়াসা"—বিদ্যাপতি) ; অতঃপর ; এই। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অতএব—এই কারণে, এইজন্য, এই হেতু, সুতরাং, কাজেকাজেই। অতঃ+এব। অব্য।

অতঃ (অতস্), অত—এই হেতু, এইজন্য। ইদম্+তস্ (৫মী-স্থানে)। অব্য।

অতঃপর—পশ্চাৎ, ইহার পর। অতঃ (ইহা হইতে) + পর, সুপ্‌সুপা। ক্রি-বিণ।

অতট—১। নদী প্রভৃতির আড়রী বা আড়ুলি ; পর্ব্বতাদির উচ্চস্থান, ভৃগুপ্রদেশ ; পর্ব্বতাদির উচ্চ পার্শ্বস্থান (precipice) ; ভূমির অধোভাগ। বি ; পুং। ২। খাড়া ; তটশূন্য ; অসীম, বিপুল। ন (নাই) তট যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অতত্ত্ব—১। তত্ত্বহীন ; সারশূন্য। ন (নাই) তত্ত্ব যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। তত্ত্ব ভিন্ন অন্য। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অতথা—১। অসত্য। বি। ২। অসদৃশ, বেঠিক। ন তথা (সত্য), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতথোচিত—তাহার অযোগ্য, সেই অবস্থার অনুপযুক্ত। তথা অর্থাৎ তাহাতে উচিত, ৭মীতৎ ; ন তথোচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতথ্য—১। মিথ্যা, অসত্য, অবাস্তব, অলীক। ন (নাই) তথ্য (যাথার্থ্য) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। মিথ্যা। তথ্য হইতে অন্যরূপ এই অর্থে ন তথ্য, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অতথ্যবাদী (-বাদিন্)—অনৃতভাষী, মিথ্যাবাদী। অতথ্য বাদ করে (বলে) যে, উপতৎ ; অতথ্য—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী। বি,—বাদিতা।

অতথ্যভাষী (-ভাষিন্)—অনৃতবাদী, মিথ্যাবাদী। অতথ্য (মিথ্যা) ভাষণ করে যে, উপতৎ ; অতথ্য—ভাষ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী। বি,—ভাষিতা।

অতদ্‌গুণ—১। অর্থালঙ্কারবিশেষ (কারণসত্ত্বেও তাহা হইতে গুণগ্রহণ না হইলে এই অলঙ্কার হয়)। বি ; পুং। ২। সেই গুণে হীন। ন (নাই) তদ্‌গুণ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান—(ব্যাকরণ) এক প্রকার বহুব্রীহি সমাস, যাহাতে সমাসবোধিত অন্য পদার্থের ন্যায় সমস্যমান পদার্থেরও ক্রিয়া প্রভৃতির সহিত অন্বয় হয় না ; যেমন,—'দৃষ্টসমুদ্রকে' আনয়ন কর। এখানে আনয়ন ক্রিয়ার সঙ্গে দৃষ্ট বা সমুদ্রের অন্বয় নাই। তাহার (অর্থাৎ বিশেষ্যের—তদ্ শব্দ) গুণ (অর্থাৎ বিশেষণ), ৬ষ্ঠীতৎ ; তদ্‌গুণের সংবিজ্ঞান (বোধন) আছে যাহাতে, বহুব্রী (=তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান) ; ন তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অতদ্‌বির—অতত্ত্বাবধান, ভাল করিয়া দেখাশুনার অভাব। ন তদ্‌বীর (ফার্সী), নঞ্‌তৎ। বি।

অতনিমা (-মন্)—অক্ষীণতা ; স্থূলতা ; বিশালতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অতনু—১। কামদেব, অনঙ্গ [মহাদেবের নেত্রাগ্নিতে ইনি ভস্ম হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম অতনু বা অনঙ্গ]। বি ; পুং। ২। দেহশূন্য, অশরীরী। ন (নাই) তনু যাহার, বহুব্রী। ৩। অদৃশ্য, অকৃশ, স্থূল, বিপুল, বিশাল। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, অতনু, অতন্বী।

অতন্ত্র—অপ্রধান ; তন্ত্রহীন ; তারশূন্য ; অনর্থক। ন (নাই) তন্ত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতন্দ্র—তন্দ্রাশূন্য, জাগরিত ; অবহিত ; কার্য্যে উৎসাহবিশিষ্ট ; অনলস ; সতর্ক, সাবধান, মনোযোগী। ন (নাই) তন্দ্রা (অল্প নিদ্রা, কার্য্যানুৎসাহ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতন্দ্রিত—কার্য্যানুৎসাহশূন্য ; অনলস ; সতর্ক, সাবধান, অবহিত ; অবিরাম। তন্দ্রা + ইত জাতার্থে ; ন তন্দ্রিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতন্দ্রী (-ন্দ্রিন্)—তন্দ্রাহীন, নিদ্রাহীন ; অনলস ; সতর্ক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ন্দ্রিণী।

অতন্বঙ্গ(ংগ)—১। অকৃশাঙ্গ, অক্ষীণকায়, স্থূলদেহ, পীবরতনু। অতনু (অকৃশ বা স্থূল) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ন্বঙ্গী, —ন্বঙ্গা। ২। অকৃশ দেহ ; স্থূল শরীর, পীবর অঙ্গ। অতনু এমন অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অতন্বঙ্গী (-ঙ্গিন্), **-ংগী**—অতন্বঙ্গ (১) (তাহা দ্রঃ)। অতন্বঙ্গ (২) + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গিনী।

অতন্বঙ্গী(ংগী)—অতন্বঙ্গ (১) (তাহা দ্রঃ)।

অতপাঃ (অতপস্), **অতপা**—অতপস্বী, তপস্যাবিহীন, অব্রতাচারী। ন (নাই) তপঃ (তপস্যা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতমিত—অস্তমিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অতর—দুস্তর। ন (নাই) তর যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অতরণীয়—অনুত্তার্য্য ; দুস্তর, যাহা অতি কষ্টে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ন তরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতরল—যাহা তরল নয় এমন ; জমাট ; কঠিন। ন তরল, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতরু—বৃক্ষবর্জ্জিত, নিষ্পাদপ ; ঊষর। ন (নাই) তরু যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অতরুণ—অনবীন, অনূতন ; প্রাচীন, পুরাতন। ন তরুণ, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —ণী, —ণা।

অতরে—অন্তরে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অতর্ক—১। অহেতুক ; অযৌক্তিক ; বাদানুবাদশূন্য ; চিন্তাতীত। ন (নাই) তর্ক যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অসাবধানতা ; অবিবেচনা ; যুক্তিহীনতা ; কুতর্ক। ন তর্ক, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অতর্কণীয়—অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ; যাহা তর্ক দ্বারা স্থির করিতে পারা যায় না এরূপ ; বাদানুবাদের অযোগ্য ; যাহা ঘটিবে বলিয়া পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারা যায় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্কিত—অচিন্তিত, অপ্রত্যাশিত, যাহা ঘটিবে বলিয়া চিন্তা করা যায় নাই এরূপ, অসম্ভাবিত ; সহসা সংঘটিত ; অলক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্কিতচর—অচিন্তিতপূর্ব্ব, যাহা ঘটিতে পারে বলিয়া পূর্ব্বে কেহ কখনও ভাবে নাই এরূপ। অতর্কিত + চরট্ ভূতপূর্ব্ব অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—চরী।

অতর্কিতে—অসতর্ক অবস্থায়, হঠাৎ। বাং [প্র। ক্রি-বিণ।

অতর্ক্য—অচিন্ত্য ; বাদানুবাদের বহির্ভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্পণ—১। অতৃপ্তিজনন, বিরক্তি জন্মান। ন তর্পণ (তৃপ্‌ + অনট্ ভাববা), নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব। ২। অতৃপ্তিজনক, বিরক্তিকর। ন তর্পণ (তৃপ্‌ + ণিচ্‌ + অন কর্ত্তৃবা), নঞ্‌তৎ। ৩। পিতৃযজ্ঞহীন, যে পিতৃপিতামহাদির তর্পণ করে না এমন। ন (নাই) তর্পণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতর্পণীয়—অতোষণীয়, যাহাকে তৃপ্ত করা যাইতে পারে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্পিত—অতোষিত, যাহাকে তুষ্ট করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতল—১। সপ্তপাতালের প্রথম পাতাল ; ভূমির অধোভাগ। ইহার (অর্থাৎ পৃথিবীর—ইদম্ শব্দ) তল, ৬ষ্ঠীতৎ (ইদম্-স্থানে অ, নিপাতনে)। বি ; ক্লীব। ২। তলরহিত, গভীর। ন (নাই) তল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতলস্পর্শ—যাহার তল স্পর্শ করিতে পারা যায় না এরূপ, অগাধ, অতিগভীর। তলের স্পর্শ, ৬ষ্ঠীতৎ ; ন (নাই) তলস্পর্শ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতলস্পৃক্ (-স্পৃশ্)—১। অতলস্পর্শ, সুগভীর। তল—স্পৃশ্‌ + ক্বিপ্‌ ভাববা ; ন (নাই) তলস্পৃক্ (তলস্পর্শ) যাহার, বহুব্রী। ২। যে বা যাহা তলদেশ স্পর্শ করে না এরূপ, উপরি ভাসমান। তল স্পর্শ করে যে, উপতৎ ; তল—স্পৃশ্‌ + ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা ; ন তলস্পৃক্, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতলান্তিক—মহাসাগর-বিশেষ (Atlantic Ocean). [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি ; পুং।

অতস—বায়ু ; আত্মা। অত্‌ (গমন করা) + অসচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অতসী—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, অতসী ফুলের গাছ, মসিনা ; শণ। অত্‌ + অসচ্‌ অধিবা + ঙীপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অতসীপুষ্পবর্ণ—১। অতসী ফুলের রঙ্। অতসীপুষ্পের বর্ণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। অতসীপুষ্পবর্ণাভ (১) (তাহা দ্রঃ)। অতসীপুষ্পের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতসীপুষ্পবর্ণাভ—১। হরিতালবর্ণবিশিষ্ট, যাহার রঙ্ ফুলের মত এমন অতসী-পুষ্পের

ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। বিণ। ২। কার্ত্তিকেয়। অতসীপুষ্পবর্ণের (১) আভার ন্যায় আভা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অতসীপুষ্পবর্ণাভা—১। অতসীফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা, যাহার রঙ্‌ শণফুলের মত এরূপ (স্ত্রী), সুবর্ণবর্ণা, অতীব গৌরাঙ্গী। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গাদেবী (কারণ তাঁহারও বর্ণ অতসীপুষ্পের ন্যায়)। অতসীপুষ্পবর্ণের (১) আভার ন্যায় আভা যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অতি—১। অতীত; অধিক, অতিশয়; অসঙ্গত, অনুচিত; উৎকর্ষ; অতিক্রম; পূজন; অসীম; অসম্ভাবন; প্রশংসা। অত্‌+ই কর্তৃবা। অব্য; উপসর্গ। ২। উৎকৃষ্ট, বিশিষ্ট। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। অত্যন্ত, খুব; একেবারে। বাং প্র। বিণ।

অতি-আধুনিক—বর্ত্তমান যুগের মধ্যেও যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নূতন এমন (ultra-modern). অতি আধুনিক, প্রাদি। বিণ।

অতিকথ—১। অতিরঞ্জিত; কথনের অযোগ্য, অকথ্য; অশ্রদ্ধেয়। কথাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। নষ্ট, বিলুপ্ত। অতীতা কথা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিকথা—১। অতিশয়োক্তি, অতিরঞ্জিত বাক্য; ব্যর্থভাষণ, বৃথা বাক্য; গল্পকথা, পৌরাণিক কাহিনী (myth). অতিশয়িতা কথা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। নষ্টা, বিলুপ্তা। অতিকথ (২)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অতিকথিত—অতিরঞ্জিত, যাহা বাড়াইয়া বলা হইয়াছে এমন (exaggerated). প্রাদি। বিণ। বি,—কথন,—কথা।

অতিকরুণ—অতিশয় দুঃখব্যঞ্জক, অতিকাতর। অতি (অতিশয়ভাবে) করুণ, প্রাদি। বিণ।

অতিকায়—১। (রামায়ণ) রাক্ষসবিশেষ। বি; পুং। ২। প্রকাণ্ডদেহবিশিষ্ট। অতিরিক্ত (অর্থাৎ বিপুল) হইয়াছে কায় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিকাল—বহুবিলম্ব ("অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়।"—চৈতন্য-চরিতামৃত)। প্রাদি। বি; পুং।

অতিকৃচ্ছ্র—১। প্রায়শ্চিত্তবিশেষ [ইহাতে ছয় দিন এক এক গ্রাস ভোজন ও তৎপরে তিন দিন উপবাস করিতে হয়]। অতিরিক্ত কৃচ্ছ্র (কষ্ট) যাহাতে, বহুব্রী। ২। অতিকষ্ট। অতিশয়িত কৃচ্ছ্র, প্রাদি। বি; ক্লীব। ৩। সুকঠিন, অত্যন্ত কষ্টকর। বহুব্রী। বিণ।

অতিকৃত—অতিরঞ্জিত, অতিরিক্তভাবে বর্ণিত (exaggerated). প্রাদি। বিণ।

অতিকৃশ—অত্যন্ত ক্ষীণকায়; অতিদুর্ব্বলদেহ। অতিরিক্ত কৃশ, প্রাদি। বিণ।

অতিকেশ—দীর্ঘ ও প্রচুর কেশবিশিষ্ট, কেশবহুল। অতিশয়িত কেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—শী,—শা।

অতিকেশর—কুব্জক বৃক্ষ। অতিরিক্ত কেশর যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অতিক্রম, -ক্রমণ—সীমার বাহিরে গমন, সীমালঙ্ঘন, উল্লঙ্ঘন; অধিক হওয়া; বিপর্য্যয়, বিপরীতাচরণ, অন্যথাচরণ; শত্রুকে আক্রমণ করা; কর্ম্মসমাপ্তির পরেও ক্রিয়াপ্রবৃত্তি; অনাদর। অতি (সীমাবহির্ভাগে)—ক্রম্‌ (গমন করা)+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—ক্রম্য, —ক্রমণীয়, —ক্রান্ত। [ইহা হইতে কবিপ্রয়োগে অতিক্রম করা অর্থে নাম ধাতুজ ক্রিয়া—অতিক্রমে, অতিক্রমি, অতিক্রমিয়া, ইত্যাদি।]

অতিক্রমণীয়, -ক্রম্য—পার হইবার যোগ্য, যাহা ছাড়াইয়া যাওয়া যাইতে পারে এরূপ; যাহা অতিক্রম করা উচিত এরূপ; লঙ্ঘনীয়, উল্লঙ্ঘনীয়। অতি—ক্রম্‌+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অতিক্রমী (-ক্রমিন্‌)—অতিক্রামক (তাহা দ্রঃ)। অতি—ক্রম্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ক্রমিণী।

অতিক্রান্ত—লঙ্ঘিত; গত, অতীত; অভিভূত, আক্রান্ত; অনাদৃত। অতি—ক্রম্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অতিক্রামক—লঙ্ঘনকারী; বৈপরীত্যকারক, বিপর্য্যয়সাধক; উল্লঙ্ঘনকারী; অবমাননাকারক; উৎকর্ষসম্পন্ন। অতি—ক্রম্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ক্রামিকা।

অতিক্ষেত্র—(ক্ষেত্রতত্ত্ব) যন্ত্রবৈখিক ক্ষেত্রবিশেষ, ক্ষেপণী ক্ষেত্র (hyperbola). অতিরিক্ত ক্ষেত্র যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অতিক্ষেপ—অভিভব, তিরস্কার, অধিক্ষেপ। অতি—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ক্ষিপ্ত।

অতিখণ্ডিত—অতিমাত্রায় কাটা; (উদ্ভিদ্‌ তত্ত্ব) যাহার কিনারা অতিমাত্রায় খাঁজকাটা এমন (pinnatisect). অতিরিক্ত খণ্ডিত, প্রাদি। বিণ।

অতিখর্ণ—এতক্ষণ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রিবিণ।

অতিগ—অতিক্রামক, অতিক্রম করিয়া গমনকারী; উত্তীর্ণ; উৎকৃষ্ট। অতি—গম্‌ (যাওয়া)+ড কর্তৃবা। বিণ।

অতিগণ্ড—(জ্যোতিষ) বিষ্কুম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের মধ্যে ষষ্ঠযোগ। বি; পুং।

অতিগন্তা (-গন্তৃ)—অতিগ (তাহা দ্রঃ)। অতি—গম্‌+তৃচ্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গন্ত্রী।

অতিগন্ধ—১। চম্পক-বৃক্ষ, চাঁপাফুলের গাছ; গন্ধক; মুদ্গর-বৃক্ষ; গন্ধতৃণ। বি; পুং। ২। তীব্র গন্ধযুক্ত। অতিশয়িত গন্ধ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। অত্যন্ত গন্ধ। প্রাদি। বি; পুং।

অতিগর্ব্ব(র্ব)—অতিশয় অহঙ্কার, অত্যন্ত দর্প। অতিশয়িত গর্ব্ব, প্রাদি। বি; পুং।

অতিগর্ব্বি(র্বি)ত—অতিশয় অহঙ্কৃত, অত্যন্ত উদ্ধত। অতিশয় গর্ব্বিত, প্রাদি। বিণ।

অতিগর্ব্বী (-গর্ব্বিন্‌), **-গর্বী**—অতিশয় অহঙ্কারী, অত্যন্ত গর্ব্বিত। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী,—গর্ব্বিণী।

অতিগর্হিত—অতিশয় জঘন্য; অতিশয় নিন্দনীয়; একান্ত অসঙ্গত। প্রাদি। বিণ।

অতিগুহ—১। অধিক-গুহাবিশিষ্ট ('—পর্ব্বত')। অতিরিক্তা গুহা যাহার, বহুব্রী। ২। গুহাতিক্রমকারী। গুহাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিগুহা—১। অধিক-গুহাবিশিষ্টা। অতিগুহ (১)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। ছোট চাকুলিয়ার গাছ। অতি—গুহ্‌ (গোপন করা)+ক কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অতিচর—অতিগ, অতিক্রমপূর্ব্বক গমনকারী। অতি—চর্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

অতিচরা—১। স্থলপদ্মিনী; উত্তরদেশোৎপন্ন পদ্মচারিণী বৃক্ষ। অতি—চর্‌+অচ্‌ কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। অতিগামিনী, অতিক্রমকারিণী। অতিচর+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অতিচার—(জ্যোতিষ) মঙ্গলাদি পাঁচটী গ্রহের বক্রশীঘ্রাদি গতি দ্বারা আপন আপন রাশি অতিক্রম করিয়া অন্য রাশিতে গমন; দ্রুত গমন। অতি—চর্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অতিচারী (-চারিন্‌)—১। অতিচারবিশিষ্ট গ্রহ। বি; পুং। ২। অতিক্রমপূর্ব্বক গমনকারী। অতি—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী।

অতিচ্ছত্র—১। রক্তবর্ণ কুলিয়াখাড়ার গাছ; ভুঁইছাতি, বেঙের ছাতা; স্থলতৃণ, ছাতিয়া; জলতৃণ, তালমাখনা। ছত্রকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি; পুং। ২। ছত্রাতিক্রমকারী, যে রাজশাসন অতিক্রম করে এরূপ। অতিক্রান্ত হইয়াছে ছত্র (রাজশাসন) যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অতিচ্ছত্রক—অতিচ্ছত্র (তাহা দ্রঃ); ছাতারিয়াবিষ নামক গাছ। অতিচ্ছত্র+ক স্বার্থে। বি; পুং।

অতিচ্ছত্রা—মৌরী; শুলপা বা শলুপা শাক। অতিচ্ছত্র+আপ্‌ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

অতিচ্ছায়—১। ছায়াতিক্রমকারী, যে ছায়ার মধ্যে নাই এরূপ। ছায়াকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। ছায়াবহুল, অতিরিক্ত ছায়াসম্পন্ন (বটাদি বৃক্ষ); অতিশয় কান্তিসম্পন্ন, অতিলাবণ্যযুক্ত। অতিরিক্তা ছায়া (অনাতপ, কান্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিজট—অতিশয় জটাযুক্ত, জটাজূটধারী। অতিশয়িতা জটা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিজড়—অত্যন্ত অলস ; অতিমূর্খ, ইস্তিমূর্খ, নিরেট বোকা। অতিশয় জড়, প্রাদি। বিণ।

অতিজন—১। জনাতিগ, লোকাতিশায়ী, অসাধারণ। জনকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। ২। বহুজনবিশিষ্ট, জনবহুল ('—সম্প্রদায়')। অতিরিক্ত জন যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অতিজপ—১। পুনঃ পুনঃ বা অত্যন্ত জপ-কারী। অতিরিক্ত জপ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অধিক জপ, অভীষ্টমন্ত্রাদির অধিকসংখ্যক উচ্চারণ। অতিরিক্ত জপ, প্রাদি। বি ; পুং।

অতিজব—১। অতিশয় বেগশালী ; অতি-দ্রুতগামী। অতিশয়িত হইয়াছে জব (বেগ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অতি বেগ। অতিশয়িত জব, প্রাদি। বি ; পুং।

অতিজাগর—১। কৃষ্ণ বক। বি ; পুং। ২। অতিশয় জাগরণশীল ; অতিসতর্ক, অত্যন্ত সজাগ। অতি জাগর (সাবধানতা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিজাগরণ—অতিশয় জাগিয়া থাকা, অতিরিক্ত জাগরণ। অতিশয় জাগরণ, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিজাত—উৎকৃষ্টজন্মা, অভিজাত ; গুণে পিতার অপেক্ষা উত্তম হইয়া জাত। অতি (প্রশস্তরূপে) জাত, প্রাদি। বিণ।

অতিজীবন—অন্যের অপেক্ষা অধিক-কাল বাঁচিয়া থাকা ; উদ্বর্তন (survival). অতিরিক্তরূপে জীবন (প্রাণধারণ), প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিডীন—বিহঙ্গের বেগে উড্ডয়ন। অতি (অর্থাৎ ত্বরিত) ডীন (ডী+ক্ত ভাববা), প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিতর—অত্যধিক। দুইয়ের মধ্যে একটী অত্যন্ত অধিক এই উৎকর্ষ অর্থে, অতি+তরপ্। বিণ।

অতিতিথি—দুই দিনে এক তিথি পড়িলে শেষ দিনের তিথি। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিতীক্ষ্ণ—১। অত্যন্ত উগ্র, অতি-তেজোময় ; প্রখর ; শাণিত ; ধারাল ; অত্যন্ত অসহ্য ; অত্যন্ত কটুরসবিশিষ্ট, অতিঝাল (মরীচাদি)। বিণ। ২। শোভাঞ্জন-বৃক্ষ, সজিনা গাছ। অতিশয়ভাবে তীক্ষ্ণ, প্রাদি। বি ; পুং।

অতিতীব্র—অত্যন্ত অসহ্য, দুঃসহ ; অতি-প্রখর ; অত্যন্ত বলবান্ ; অতিতেজঃসম্পন্ন। প্রাদি। বিণ।

অতিতীব্রা—১। অত্যন্ত অসহ্য ('অতি-তীব্র' দ্রঃ)। বিণ ; স্ত্রী। ২। গ্রন্থিযুক্তা দূর্ব্বা, গাঁট-দূর্ব্বা (তীব্রগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া)। অতিতীব্র+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অতিথ—আগন্তুক ব্যক্তি, গৃহাগত জন। 'অতিথি'-শব্দজ। বি।

অতিথি—১। অভ্যাগত, আগন্তুক ব্যক্তি ; যিনি অকস্মাৎ গৃহস্থগৃহে আশ্রয়ার্থে আসিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু স্থায়ী ভাবে থাকেন না, এবং যাঁহার নাম ও গোত্র অবিদিত এরূপ ব্যক্তি। অত্ (গমন করা)+ইথিন্ বা ইথি কর্তৃবা ; অথবা, ন (নাই) তিথি (আগমনের নির্দ্দিষ্ট দিন) যাঁহার, বহুব্রী ; অথবা, ন (নাই) স্থিতি ইহার এই বাক্যে, পৃষোদরাদি বা নিপাতন সমাস। [বৌদ্ধশাস্ত্রানুযায়ী বিদ্বান্, হিতোপদেশ দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গলকারী, ভ্রমণকারী পথিকের নাম অতিথি ; তাঁহার যাতায়াতের নির্দ্ধারিত তিথি থাকে না।] ২। সূর্য্যবংশীয় রাজ-বিশেষ [ইনি রামপুত্র কুশ রাজার ঔরসে এবং নাগরাজভগিনী কুমুদ্বতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ; ইনি অতি রাজনীতিকুশল ছিলেন]। বি ; পুং। ৩। গোচর, প্রত্যক্ষ। অত্+ইথিন্ বা ইথি কর্তৃবা। বিণ।

অতিথিকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**, **-ক্রিয়া**—অতিথিসৎকার, অতিথিসেবারূপ ধর্ম্মকার্য্য। অতিথিসংক্রান্ত কর্ম্ম, ক্রিয়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

অতিথিদ্বেষ, -বিদ্বেষ—অতিথিসেবায় অনাসক্তি, অতিথির প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ। অতিথিতে দ্বেষ, বিদ্বেষ, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অতিথিপরায়ণ—অতিথিপূজক, অতিথি-সেবক। অতিথি হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিথিপরিচর্য্যা(র্যা)—অ তি থি সে বা, গৃহাগত ব্যক্তির অভ্যর্থনা। অতিথিদিগের পরিচর্য্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অতিথিপূজক—অতিথিসেবক, অতিথির সেবাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অতিথিপূজন, -পূজা—অতিথির পরি-চর্য্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

অতিথিপ্রিয়—১। অতিথিবৎসল, আতি-থেয়। অতিথি প্রিয় যাহার, বহুব্রী। ২। অতিথির তৃপ্তিজনক, অভ্যাগতদিগের আনন্দ-দায়ক। অতিথিদিগের প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অতিথিবৎসল—আতিথেয়, অতিথিদিগের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন। অতিথিতে বৎসল, ৭মীতৎ। বিণ।

অতিথিভক্ত—অতিথিপূজক, অতিথিপ্রিয়। অতিথির ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অতিথিভক্তি—অতিথিসেবা, অতিথির প্রতি অনুরাগ। অতিথিতে ভক্তি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অতিথিশালা—আশ্রয়ার্থী অভ্যাগত ব্যক্তি-দিগের আহার ও আশ্রয় পাইবার আলয়, পান্থনিবাস। অতিথিদিগের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অতিথিসৎকার—অভ্যাগতজনের অভ্যর্থনা, গৃহাগত ব্যক্তির আদর, অতিথিপরিচর্য্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অতিথিসেবক—অতিথিপূজক, অতিথির পরিচর্য্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —সেবিকা।

অতিথিসেবন, -সেবা—অভ্যাগতসৎকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

অতিদর্প—অত্যধিক গর্ব্ব ("অতিদর্পে হত লঙ্কা")। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিদর্পী (-দর্পিন্)—অতিশয় অহঙ্কারী। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, —দর্পিণী।

অতিদর্শী (-দর্শিন্)—অনেকদূর পর্য্যন্ত যাহার দৃষ্টি চলে এমন, অতিদূরদর্শনে সমর্থ। অতি—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দর্শিনী।

অতিদাতা (-দাতৃ)—অতিশয় বদান্য, অ-পরিমিত দানশীল। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, —দাত্রী।

অতিদান—সম্ভবাতিরিক্ত দান, অপরিমিত দান। অতিরিক্ত দান, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিদাহ—অতিশয় তাপ ; অত্যধিক গা-জ্বালা ; খুব পোড়া। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিদিষ্ট—ভিন্ন বস্তুর ধর্ম্মপ্রাপ্ত এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে আরোপিত ; অন্যের সহিত উপমিত ; অবাস্তব বা আরোপিত ধর্ম্মবিশিষ্ট ; রদ-করা, বাতিল-করা (over-ruled). অতি—দিশ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অতিদীন—অত্যন্ত দরিদ্র ; যার-পর-নাই হীনাবস্থাসম্পন্ন ; অতিশয় বিনীত ; অত্যধিক দুঃখিত ; খুব দুঃখজনক। প্রাদি। বিণ।

অতিদীপ্ত—অত্যুজ্জ্বল ; অত্যধিক প্রজ্বলিত। প্রাদি। বিণ।

অতিদীপ্য—রক্তচিত্রক বৃক্ষ, রক্তচিতা বা রাংচিতা। অতি—দীপ্ (দীপ্তি পাওয়া)+যৎ কর্তৃবা। বি ; পুং।

অতিদীর্ঘ—খুব লম্বা, অতিশয় দীর্ঘ। প্রাদি। [বিণ।

অতিদুঃখ—অসহ্য শোক ; যার-পর-নাই কষ্ট ; অত্যন্ত ক্ষোভ ; খুব দৈন্য। প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিদুঃখিত—অতিশয় ক্ষুব্ধ ; অত্যধিক দুঃখযুক্ত ; যার-পর-নাই দৈন্যপীড়িত। প্রাদি। বিণ।

অতিদুঃখী (-দুঃখিন্)—যার-পর-নাই ব্যথিত ; নিতান্ত দরিদ্র ; অতিশয় ক্ষুব্ধ। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, —দুঃখিনী।

অতিদুঃসহ—একান্ত অসহ্য। প্রাদি। [বিণ।

অতিদুরূহ—অতিশয় শক্ত ; যার-পর-নাই দুর্ব্বোধ, অতি দুর্জ্ঞেয় ; অতিশয় দুষ্কর। প্রাদি। বিণ।

অতিদুর্গত—অতিশয় দরিদ্র, নিতান্ত দীন ; অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন। অতিশয়িতভাবে দুর্গত (দীন), প্রাদি। বিণ।

অতিদুর্গতি—অতিদৈন্য; অতিশয় দুরবস্থা। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিদুষ্কর—একান্ত দুরূহ; অতিশয় দুঃসাধ্য; খুব কঠিন। প্রাদি। বিণ।

অতিদূর—১। অত্যন্ত ব্যবহিত; সম্পূর্ণ ভিন্ন; একেবারে সম্পর্কশূন্য, নিঃসম্পর্ক; ঘনিষ্ঠতারহিত; যথাযোগ্য ব্যবহারশূন্য। বিণ। ২। অত্যন্ত ব্যবধান; সম্পূর্ণ ভিন্নতা; নিঃসম্পর্কতা; অঘনিষ্ঠতা। প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিদেশ—এক ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ; (ব্যাকরণ) সূত্রের ছয় প্রকার লক্ষণের, মধ্যে একটী। বি; পুং। অতি—দিশ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অতিদৈন্য—অতিদুঃখ; ভীষণ দারিদ্র্য; দারুণ হীনাবস্থা। প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিদৈব, -দৈবিক—দেবতাদিগেরও অসাধ্য; সম্পূর্ণ ক্ষমতাতীত। দৈবকে, দৈবিককে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, -দৈবী, -দৈবিকী। [প্রাদি। বি; পুং।

অতিদোহ—নিঃশেষে গবাদির দুগ্ধদোহন।

অতিদ্বয়—দ্বয়াতীত, অদ্বিতীয়, অসাধারণ; অনুপম। দ্বয়কে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিধৃতি—১। (সংস্কৃত) ছন্দোবিশেষ, যাহার প্রত্যেক পাদে উনিশটী অক্ষর থাকে এরূপ ছন্দঃ। ধৃতিকে (অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষকে) অতিক্রান্তা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত ধৈর্য্যসম্পন্ন, অতি ধীর; অতিশয় সন্তুষ্ট। অতিরিক্ত ধৃতি (ধৈর্য্য বা সন্তোষ) যাহার, বহুব্রী। ৩। ধৈর্য্যাতিক্রমকারী, অধীর; অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত। ধৃতিকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিনিদ্র—১। অতিশয় নিদ্রাপরায়ণ, ঘুমাইতে অত্যন্ত মজবুত। অতিরিক্ত নিদ্রা যাহার, বহুব্রী। ২। নিদ্রাবিহীন; জাগরণশীল। নিদ্রাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিনিদ্রা—১। অত্যধিক নিদ্রা, অত্যন্ত ঘুম। অতিরিক্ত নিদ্রা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত নিদ্রাপরায়ণা। অতিনিদ্র (১) + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অতিনিমিষ, -নেমিষ—নির্নিমেষ, পলকহীন (staring). অতিক্রান্ত নিমিষকে, নেমিষকে, প্রাদি। বিণ।

অতিনীল—১। ঘননীলবিশিষ্ট। বিণ। ২। গাঢ় নীল বর্ণ। প্রাদি। বি; পুং।

অতিনু, -নৌ—নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ। নৌকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিনেমিষ—'অতিনিমিষ' দ্রঃ।

অতিনৈতিকতা—নীতির প্রতি অতিরিক্ত নিষ্ঠা (puritanism). প্রাদি। বি।

অতিপক্ব—খুব পাকা; সুরক্ষিত; খুব বেশী রক্ষিত। প্রাদি। বিণ।

অতিপতন—১। অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন, লঙ্ঘন; কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনাদর, বা অকর্ত্তব্যকর্ম্মে আস্থা; ক্ষতি, হানি। অতি—পত্ (গমন করা) + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। বেগে নিম্নগমন; অতিমাত্রায় চরিত্রদোষ। প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিপত্তি—অনিষ্পত্তি, অমীমাংসা; অতিক্রম; মেয়াদ শেষ, ত্রুটি ইত্যাদির জন্য অধিকার লোপ (lapse). অতি—পদ্ + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, -পন্ন (lapsed).

অতিপত্র—হস্তিকন্দ বৃক্ষ; সেগুণ গাছ। অতিরিক্ত (অর্থাৎ বৃহৎ) হইয়াছে পত্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অতিপথ—১। পথ অতিক্রমকারী, যে রাস্তা হারাইয়াছে এরূপ। অতিক্রান্ত পথ যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ২। সুন্দর পথ; উত্তম পথ। প্রাদি। বি; পুং।

অতিপন্থা (-পথিন্)—উত্তম পথ, উৎকৃষ্ট মার্গ, রাজপথ। অতিশয়িত (সুন্দর) পন্থা, প্রাদি (পূজার্থক অতির সহিত সমাস বলিয়া সমাসান্ত প্রত্যয় হইল না)। বি; পুং।

অতিপর—১। পরম শত্রু; একেবারে পর। প্রাদি। বি; পুং। ২। বিজয়ী। অতিক্রান্ত পর যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অতিপরোক্ষ—দৃষ্টি-বহির্ভূত; অতিশয় দূরে অবস্থিত। প্রাদি। বিণ।

অতিপাত—অতিপতন; অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন; যাপন, ক্ষেপণ; কর্ত্তব্যে অনাদর, বা অকর্ত্তব্যে যত্ন; ক্ষতি, হানি। অতি—পত্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অতিপাতক—পুরুষের পক্ষে মাতা দুহিতা ও পুত্রবধূতে সঙ্গমরূপ ত্রিবিধ গুরুতর পাপ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্র পিতা ও শ্বশুর সহ সঙ্গমরূপ তিন প্রকার গুরুতর পাপ। অতিশয়িত পাতক (পাপ), প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিপাতকী (-পাতকিন্)—উৎকট-পাপাচারী, গুরুতরপাপযুক্ত, অতিপাতকবিশিষ্ট। অতিপাতক + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কিনী।

অতিপাতী (-তিন্)—অতিক্রমকারী, যে অতিক্রম করে এরূপ। অতি—পত্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -তিনী।

অতিপূক্তি—তরল পদার্থে যতটুকু অন্য পদার্থ দ্রব হইতে পারে তাহার বেশী হওয়া (supersaturation). প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিপেশল—অতিশয় কোমল; সুখদ; অত্যন্ত মৃদু; একান্ত বিনীত; অতি সুন্দর; অতি চতুর। প্রাদি। বিণ।

অতিপ্রকৃত—১। অস্বাভাবিক। প্রকৃতকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। অতিযথার্থ, খুব সত্য। অতিরিক্ত প্রকৃত, প্রাদি। বিণ।

অতিপ্রজতা, -প্রজন—জনাধিক্য, জনবহুলতা (over-population). প্রাদি। বি; স্ত্রী, পুং।

অতিপ্রবন্ধ—খুব ঘন ঘন হওয়া; অতিশয় সাতত্য। প্রাদি। বি; পুং।

অতিপ্রবৃত্তি—অতিশয় নিঃস্রব; অত্যধিক প্রবর্ত্তন; যথেষ্ট ঘর্ম্ম। প্রাদি। বি; পুং।

অতিপ্রমাণ—বিরাট্কায়; বিশ্বরূপ; বিশালকায়। অতিশয়িত প্রমাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিপ্রসক্তি, -প্রসঙ্গ(ং্গ)—অন্যত্র আসক্তি; অত্যন্ত আসক্তি; অলক্ষ্যে লক্ষণগমন; বারংবার উক্তি; অতিবিস্তৃতি, বাহুল্য, বিস্তার, আধিক্য, বাড়াবাড়ি। অতিশয়িতা প্রসক্তি, অতিশয়িত প্রসঙ্গ, প্রাদি। বি; স্ত্রী, পুং।

অতিপ্রাকৃত—অসাধারণ, অপ্রাকৃতিক, অনৈসর্গিক (supernatural). প্রাকৃতকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিবড়—অত্যন্ত বৃহৎ; খুব বেশী; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সব চেয়ে বড়; সর্ব্বোত্তম, সকলের চেয়ে ভাল; কঠিনতম; অত্যুচ্চ। অত্যধিক বড় (<সং বড্র), প্রাদি। বিণ।

অতিবক্তা (-বক্তৃ)—অত্যন্ত কথনশীল; বাগ্মী। অতি—বচ্ (বলা) + তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -বক্ত্রী।

অতিবয়াঃ (-বয়স্), **-বয়া**—অধিকবয়ঃসম্পন্ন, বৃদ্ধ। অতিরিক্ত হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিবর্ত্ত(র্ত)ন—উল্লঙ্ঘন, অতিক্রম; লঙ্ঘন, অতিপাত, অতিবাহন। অতি (বহিঃ)—বৃত্ (থাকা, যাওয়া) + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অতিবর্ত্ত(র্ত)নীয়—উল্লঙ্ঘনীয়, অতিক্রমণীয়; লঙ্ঘনীয়, যাপনীয়। অতি—বৃত্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অতিবর্ত্তি(র্তি)ত—অতিক্রান্ত, লঙ্ঘিত, অতিবাহিত। অতি—বর্ত্তি (বা বৃত্ + ণিচ্) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অতিবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্তী**—অতিক্রমকারী, উল্লঙ্ঘনকারী; অবজ্ঞাকারী, অতিক্রমী। অতি—বৃত্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -র্ত্তিনী।

অতিবর্ত্তু(র্তু)ল—১। কলাইবিশেষ, বাঁটুলা কলাই। বর্ত্তুলকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি; পুং। ২। অত্যন্ত গোলাকার, সম্পূর্ণ গোল। অতিশয়িতভাবে বর্ত্তুল, প্রাদি। বিণ।

অতিবল—১। প্রবল; অত্যন্ত শক্তিশালী, অতিশক্তিমান্। অতিরিক্ত বল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অত্যন্ত বল, অধিক সামর্থ্য; অধিক সৈন্য। অতিরিক্ত বল (সামর্থ্য বা সৈন্য), প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিবলা—১। পীত বেড়েলা গাছ; গোরক্ষ

অতিজড়—অত্যন্ত অলস ; অতিমূর্খ, হস্তিমূর্খ, নিরেট বোকা। অতিশয় জড়, প্রাদি। বিণ।

অতিজন—১। জনাতিগ, লোকাতিশায়ী, অসাধারণ। জনকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। ২। বহুজনবিশিষ্ট, জনবহুল ('—সম্প্রদায়')। অতিরিক্ত জন যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অতিজপ—১। পুনঃ পুনঃ বা অত্যন্ত জপকারী। অতিরিক্ত জপ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অধিক জপ, অভীষ্টমন্ত্রাদির অধিকসংখ্যক উচ্চারণ। অতিরিক্ত জপ, প্রাদি। বি; পুং।

অতিজব—১। অতিশয় বেগশালী ; অতিদ্রুতগামী। অতিশয়িত হইয়াছে জব (বেগ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অতি বেগ। অতিশয়িত জব, প্রাদি। বি; পুং।

অতিজাগর—১। কৃষ্ণ বক। বি; পুং। ২। অতিশয় জাগরণশীল ; অতিসতর্ক, অত্যন্ত সজাগ। অতি জাগর (সাবধানতা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিজাগরণ—অতিশয় জাগিয়া থাকা, অতিরিক্ত জাগরণ। অতিশয় জাগরণ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিজাত—উৎকৃষ্টজন্মা, অভিজাত ; গুণে পিতার অপেক্ষা উত্তম হইয়া জাত। অতি (প্রশস্তরূপে) জাত, প্রাদি। বিণ।

অতিজীবন—অন্যের অপেক্ষা অধিককাল বাঁচিয়া থাকা ; উদ্বর্তন (survival). অতিরিক্তরূপে জীবন (প্রাণধারণ), প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিডীন—বিহঙ্গের বেগে উড্ডয়ন। অতি (অর্থাৎ ত্বরিত) ডীন (ডী+ক্ত ভাববা), প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিতর—অত্যধিক। দুইয়ের মধ্যে একটী অত্যন্ত অধিক এই উৎকর্ষ অর্থে, অতি+তরপ্। বিণ।

অতিতিথি—দুই দিনে এক তিথি পড়িলে শেষ দিনের তিথি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিতীক্ষ্ণ—১। অত্যন্ত উগ্র, অতিতেজোময় ; প্রখর ; শাণিত ; ধারাল ; অত্যন্ত অসহ ; অত্যন্ত কটুরসবিশিষ্ট, অতিঝাল (মরীচাদি)। বিণ। ২। শোভাঞ্জন-বৃক্ষ, সজিনা গাছ। অতিশয়ভাবে তীক্ষ্ণ, প্রাদি। বি; পুং।

অতিতীব্র—অত্যন্ত অসহ, দুঃসহ ; অতিপ্রখর ; অত্যন্ত বলবান্ ; অতিতেজঃসম্পন্ন। প্রাদি। বিণ।

অতিতীব্রা—১। অত্যন্ত অসহ্য ('অতিতীব্র' দ্রঃ)। বিণ; স্ত্রী। ২। গ্রন্থিযুক্তা দূর্ব্বা, গাঁট-দূর্ব্বা (তীব্রগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া)। অতিতীব্র+আপ্। বি; স্ত্রী।

অতিথ—আগন্তুক ব্যক্তি, গৃহাগত জন। 'অতিথি'-শব্দজ। বি।

অতিথি—১। অভ্যাগত, আগন্তুক ব্যক্তি ; যিনি অকস্মাৎ গৃহস্থগৃহে আশ্রয়ার্থে আসিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু স্থায়ী ভাবে থাকেন না, এবং যাঁহার নাম ও গোত্র অবিদিত এরূপ ব্যক্তি। অত্ (গমন করা)+ইথিন্ বা ইথি কর্ত্তৃবা ; অথবা, ন (নাই) তিথি (আগমনের নির্দ্দিষ্ট দিন) যাঁহার, বহুব্রী ; অথবা, ন (নাই) স্থিতি ইঁহার এই বাক্যে, পৃষোদরাদি বা নিপাতন সমাস। [বৌদ্ধশাস্ত্রানুযায়ী বিদ্বান্, হিতোপদেশ দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গলকারী, ভ্রমণকারী পথিকের নাম অতিথি ; তাঁহার যাতায়াতের নির্দ্ধারিত তিথি থাকে না।] ২। সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ [ইনি রামপুত্র কুশ রাজার ঔরসে এবং নাগরাজভগিনী কুমুদ্বতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ; ইনি অতি রাজনীতিকুশল ছিলেন]। বি; পুং। ৩। গোচর, প্রত্যক্ষ। অত্+ইথিন্ বা ইথি কর্ত্তৃবা। বিণ।

অতিথিকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম, -ক্রিয়া**—অতিথিসংকার, অতিথিসেবারূপ ধর্ম্মকার্য্য। অতিথিসংক্রান্ত কর্ম্ম, ক্রিয়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অতিথিদ্বেষ, -বিদ্বেষ—অতিথিসেবায় অনাসক্তি, অতিথির প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ। অতিথিতে দ্বেষ, বিদ্বেষ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

অতিথিপরায়ণ—অতিথিপূজক, অতিথিসেবক। অতিথি হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিথিপরিচর্য্যা(র্যা)—অতিথিসেবা, গৃহাগত ব্যক্তির অভ্যর্থনা। অতিথিদিগের পরিচর্য্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অতিথিপূজক—অতিথিসেবক, অতিথির সেবাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অতিথিপূজন, -পূজা—অতিথির পরিচর্য্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অতিথিপ্রিয়—১। অতিথিবৎসল, আতিথেয়। অতিথি প্রিয় যাহার, বহুব্রী। ২। অতিথির তৃপ্তিজনক, অভ্যাগতদিগের আনন্দদায়ক। অতিথিদিগের প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অতিথিবৎসল—আতিথেয়, অতিথিদিগের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন। অতিথিতে বৎসল, ৭মীতৎ। বিণ।

অতিথিভক্ত—অতিথিপূজক, অতিথিপ্রিয়। অতিথির ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অতিথিভক্তি—অতিথিসেবা, অতিথির প্রতি অনুরাগ। অতিথিতে ভক্তি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অতিথিশালা—আশ্রয়ার্থী অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের আহার ও আশ্রয় পাইবার আলয়, পান্থনিবাস। অতিথিদিগের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অতিথিসৎকার—অভ্যাগতজনের অভ্যর্থনা, গৃহাগত ব্যক্তির আদর, অতিথিপরিচর্য্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অতিথিসেবক—অতিথিপূজক, অতিথির পরিচর্য্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —সেবিকা।

অতিথিসেবন, -সেবা—অভ্যাগতসৎকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অতিদর্প—অত্যধিক গর্ব্ব ("অতিদর্পে হত লঙ্কা")। প্রাদি। বি; পুং।

অতিদর্পী (-দর্পিন্)—অতিশয় অহঙ্কারী। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, —দর্পিণী।

অতিদর্শী (-দর্শিন্)—অনেকদূর পর্য্যন্ত যাহার দৃষ্টি চলে এমন, অতিদূরদর্শনে সমর্থ। অতি—দৃশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দর্শিনী।

অতিদাতা (-দাতৃ)—অতিশয় বদান্য, অপরিমিত দানশীল। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, —দাত্রী।

অতিদান—সম্ভবাতিরিক্ত দান, অপরিমিত দান। অতিরিক্ত দান, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিদাহ—অতিশয় তাপ ; অত্যধিক গা-জ্বালা ; খুব পোড়া। প্রাদি। বি; পুং।

অতিদিষ্ট—ভিন্ন বস্তুর ধর্ম্মপ্রাপ্ত এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে আরোপিত ; অন্যের সহিত উপমিত ; অবাস্তব বা আরোপিত ধর্ম্মবিশিষ্ট ; রদ-করা, বাতিল-করা (overruled). অতি—দিশ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অতিদীন—অত্যন্ত দরিদ্র ; যার-পর-নাই হীনাবস্থাসম্পন্ন ; অতিশয় বিনীত ; অত্যধিক দুঃখিত ; খুব দুঃখজনক। প্রাদি। বিণ।

অতিদীপ্ত—অত্যুজ্জ্বল ; অত্যধিক প্রজ্বলিত। প্রাদি। বিণ।

অতিদীপ্য—রক্তচিত্রক বৃক্ষ, রক্তচিতা বা রাংচিতা। অতি—দীপ্ (দীপ্তি পাওয়া)+যৎ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [বিণ।

অতিদীর্ঘ—খুব লম্বা, অতিশয় দীর্ঘ। প্রাদি।

অতিদুঃখ—অসহ্য শোক ; যার-পর-নাই কষ্ট ; অত্যন্ত ক্ষোভ ; খুব দৈন্য। প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিদুঃখিত—অতিশয় ক্ষুব্ধ ; অত্যধিক দুঃখযুক্ত ; যার-পর-নাই দৈন্যপীড়িত। প্রাদি। বিণ।

অতিদুঃখী (-দুঃখিন্)—যার-পর-নাই ব্যথিত ; নিতান্ত দরিদ্র ; অতিশয় ক্ষুব্ধ। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, —দুঃখিনী। [বিণ।

অতিদুঃসহ—একান্ত অসহ্য। প্রাদি।

অতিদুরূহ—অতিশয় শক্ত ; যার-পর-নাই দুর্ব্বোধ, অতি দুর্জ্ঞেয় ; অতিশয় দুষ্কর। প্রাদি। বিণ।

অতিদুর্গত—অতিশয় দরিদ্র, নিতান্ত দীন ; অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন। অতিশয়িতভাবে দুর্গত (দীন), প্রাদি। বিণ।

অতিদুর্গতি—অতিদৈন্য ; অতিশয় দুরবস্থা। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিদুষ্কর—একান্ত দুরূহ ; অতিশয় দুঃসাধ্য ; খুব কঠিন। প্রাদি। বিণ।

অতিদূর—১। অত্যন্ত ব্যবহিত ; সম্পূর্ণ ভিন্ন ; একেবারে সম্পর্কশূন্য, নিঃসম্পর্ক ; ঘনিষ্ঠতারহিত ; যথাযোগ্য ব্যবহারশূন্য। বিণ। ২। অত্যন্ত ব্যবধান ; সম্পূর্ণ ভিন্নতা ; নিঃসম্পর্কতা ; অঘনিষ্ঠতা। প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিদেশ—এক ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ ; (ব্যাকরণ) সূত্রের ছয় প্রকার লক্ষণের মধ্যে একটী। বি ; পুং। অতি—দিশ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অতিদৈন্য—অতিদুঃখ ; ভীষণ দারিদ্র্য ; দারুণ হীনাবস্থা। প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিদৈব, -দৈবিক—দেবতাদিগেরও অসাধ্য ; সম্পূর্ণ ক্ষমতাতীত। দৈবকে, দৈবিককে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, —দৈবী, -দৈবিকী। [প্রাদি। বি ; পুং।

অতিদোহ—নিঃশেষে গবাদির দুগ্ধদোহন।

অতিদ্বয়—দ্বয়াতীত, অদ্বিতীয়, অসাধারণ ; অনুপম। দ্বয়কে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিধৃতি—১। (সংস্কৃত) ছন্দোবিশেষ, যাহার প্রত্যেক পাদে উনিশটী অক্ষর থাকে এরূপ ছন্দঃ। ধৃতিকে (অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষকে) অতিক্রান্তা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত ধৈর্য্যসম্পন্ন, অতি ধীর ; অতিশয় সন্তুষ্ট। অতিরিক্ত ধৃতি (ধৈর্য্য বা সন্তোষ) যাহার, বহুব্রী। ৩। ধৈর্য্যাতিক্রমকারী, অধীর ; অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত। ধৃতিকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিনিদ্র—১। অতিশয় নিদ্রাপরায়ণ, ঘুমাইতে অত্যন্ত মজবুত। অতিরিক্তা নিদ্রা যাহার, বহুব্রী। ২। নিদ্রাবিহীন ; জাগরণশীল। নিদ্রাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিনিদ্রা—১। অত্যধিক নিদ্রা, অত্যন্ত ঘুম। অতিরিক্তা নিদ্রা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত নিদ্রাপরায়ণা। অতিনিদ্র (১) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অতিনিমিষ, -নেমিষ—নির্নিমেষ, পলকহীন (staring). অতিক্রান্ত নিমিষকে, নেমিষকে, প্রাদি। বিণ।

অতিনীল—১। ঘননীলবিশিষ্ট। বিণ। ২। গাঢ় নীল বর্ণ। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিনু, -নৌ—নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ। নৌকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিনেমিষ—'অতিনিমিষ' দ্রঃ।

অতিনৈতিকতা—নীতির প্রতি অতিরিক্ত নিষ্ঠা (puritanism). প্রাদি। বি।

অতিপক্ব—খুব পাকা ; সুরক্ষিত ; খুব বেশী রক্ষিত। প্রাদি। বিণ।

অতিপতন—১। অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন, লঙ্ঘন ; কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনাদর, বা অকর্ত্তব্যকর্ম্মে আস্থা ; ক্ষতি, হানি। অতি—পত্ (গমন করা) + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। বেগে নিম্নগমন ; অতিমাত্রায় চরিত্রদোষ। প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিপত্তি—অনিষ্পত্তি, অমীমাংসা ; অতিক্রম ; মেয়াদ শেষ, ত্রুটি ইত্যাদির জন্য অধিকার লোপ (lapse). অতি—পদ্ + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ, —পন্ন (lapsed).

অতিপত্র—হস্তিকন্দ বৃক্ষ ; সেগুণ গাছ। অতিরিক্ত (অর্থাৎ বৃহৎ) হইয়াছে পত্র যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অতিপথ—১। পথ অতিক্রমকারী, যে রাস্তা হারাইয়াছে এরূপ। অতিক্রান্ত পথ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ২। সুন্দর পথ ; উত্তম পথ। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিপন্থা (-পথিন্)—উত্তম পথ, উৎকৃষ্ট মার্গ, রাজপথ। অতিশয়িত (সুন্দর) পন্থা, প্রাদি (পূজার্থক অতির সহিত সমাস বলিয়া সমাসান্ত প্রত্যয় হইল না)। বি ; পুং।

অতিপর—১। পরম শত্রু ; একেবারে পর। প্রাদি। বি ; পুং। ২। বিজয়ী। অতিক্রান্ত পর যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অতিপরোক্ষ—দৃষ্টি-বহির্ভূত ; অতিশয় দূরে অবস্থিত। প্রাদি। বিণ।

অতিপাত—অতিপতন ; অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন ; যাপন, ক্ষেপণ ; কর্ত্তব্যে অনাদর, বা অকর্ত্তব্যে যত্ন ; ক্ষতি, হানি। অতি—পত্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অতিপাতক—পুরুষের পক্ষে মাতা দুহিতা ও পুত্রবধূতে সঙ্গমরূপ ত্রিবিধ গুরুতর পাপ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্র পিতা ও শ্বশুর সহ সঙ্গমরূপ তিন প্রকার গুরুতর পাপ। অতিশয়িত পাতক (পাপ), প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিপাতকী (-পাতকিন্)—উৎকট-পাপাচারী, গুরুতরপাপযুক্ত, অতিপাতকবিশিষ্ট। অতিপাতক + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কিনী।

অতিপাতী (-তিন্)—অতিক্রমকারী, যে অতিক্রম করে এরূপ। অতি—পত্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —তিনী।

অতিপূক্তি—তরল পদার্থে যতটুকু অন্য পদার্থ দ্রব হইতে পারে তাহার বেশী হওয়া (supersaturation). প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিপেশল—অতিশয় কোমল ; সুখদ ; অত্যন্ত মৃদু ; একান্ত বিনীত ; অতি সুন্দর ; অতি চতুর। প্রাদি। বিণ।

অতিপ্রকৃত—১। অস্বাভাবিক। প্রকৃতকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। অতিযথার্থ, খুব সত্য। অতিরিক্ত প্রকৃত, প্রাদি। বিণ।

অতিপ্রজতা, -প্রজন—জনাধিক্য, জনবহুলতা (over-population). প্রাদি। বি ; স্ত্রী, পুং।

অতিপ্রবন্ধ—খুব ঘন ঘন হওয়া ; অতিশয় সাতত্য। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিপ্রবৃত্তি—অতিশয় নিঃস্রব ; অত্যধিক প্রবর্তন ; যথেষ্ট ঘর্ম্ম। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিপ্রমাণ—বিরাট্‌কায় ; বিশ্বরূপ ; বিশালকায়। অতিশয়িত প্রমাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিপ্রসক্তি, -প্রসঙ্গ(ংগ)—অন্যত্র আসক্তি ; অত্যন্ত আসক্তি ; অলক্ষ্যে লক্ষণগমন ; বারংবার উক্তি ; অতিবিস্তৃতি, বাহুল্য, বিস্তার, আধিক্য, বাড়াবাড়ি। অতিশয়িতা প্রসক্তি, অতিশয়িত প্রসঙ্গ, প্রাদি। বি ; স্ত্রী, পুং।

অতিপ্রাকৃত—অসাধারণ, অপ্রাকৃতিক, অনৈসর্গিক (supernatural). প্রাকৃতকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিবড়—অত্যন্ত বৃহৎ ; খুব বেশী ; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সব চেয়ে বড় ; সর্ব্বোত্তম, সকলের চেয়ে ভাল ; কঠিনতম ; অত্যুচ্চ। অত্যধিক বড় (<সং বড়), প্রাদি। বিণ।

অতিবক্তা (-বক্তৃ)—অত্যন্ত কথনশীল ; বাগ্মী। অতি—বচ্ (বলা) + তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বক্ত্রী।

অতিবয়াঃ (-বয়স্), **-বয়া**—অধিকবয়ঃসম্পন্ন, বৃদ্ধ। অতিরিক্ত হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিবর্ত্ত(র্ত)ন—উল্লঙ্ঘন, অতিক্রম ; লঙ্ঘন, অতিপাত, অতিবাহন। অতি (বহিঃ)—বৃত্ (থাকা, যাওয়া) + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অতিবর্ত্ত(র্ত)নীয়—উল্লঙ্ঘনীয়, অতিক্রমণীয় ; লঙ্ঘনীয়, যাপনীয়। অতি—বৃত্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অতিবর্ত্তি(র্তি)ত—অতিক্রান্ত, লঙ্ঘিত, অতিবাহিত। অতি—বর্ত্তি (বা বৃত্ + ণিচ্) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অতিবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্তী**—অতিক্রমকারী, উল্লঙ্ঘনকারী ; অবজ্ঞাকারী, অতিক্রমী। অতি—বৃত্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —র্ত্তিনী।

অতিবর্ত্তু(র্তু)ল—১। কলাইবিশেষ, বাঁটুলা কলাই। বর্ত্তুলকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি ; পুং। ২। অত্যন্ত গোলাকার, সম্পূর্ণ গোল। অতিশয়িতভাবে বর্ত্তুল, প্রাদি। বিণ।

অতিবল—১। প্রবল ; অত্যন্ত শক্তিশালী, অতিশক্তিমান্। অতিরিক্ত বল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অত্যন্ত বল, অধিক সামর্থ্য ; অধিক সৈন্য। অতিরিক্ত বল (সামর্থ্য বা সৈন্য), প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিবলা—১। পীত বেড়েলা গাছ ; গোরক্ষ

চাকুলিয়া গাছ; বিদ্যাবিশেষ [বিশ্বামিত্র-মুনি কৃশাশ্ব-মুনির নিকট ইহা লাভ করেন। তাড়কাদি রাক্ষস বিনাশ করিবার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়া তিনি এই বিদ্যা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন। এই বিদ্যার প্রভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, শ্রম, অঙ্গ-বিকৃতি ইত্যাদি ঘটে না, এবং কি সুপ্ত, কি প্রমত্ত কোন অবস্থাতেই রাক্ষসেরা পরাভব বা অনিষ্টসাধন করিতে পারে না; এই বিদ্যা যাঁহার দেহে থাকে, অন্য কেহই বলবিক্রমে তাঁহার সমকক্ষ হয় না। লক্ষ্মণের এই বিদ্যা থাকায় তিনি বনবাসের চৌদ্দ বৎসর অনাহারে থাকিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন]। বি; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত বল-শালিনী, অধিক সামর্থ্যবতী; অধিক সৈন্য-যুক্তা। অতিরিক্ত হইয়াছে বল যাহার বা যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অতিবাড়—অত্যন্ত বৃদ্ধি, বেশী বাড়াবাড়ি; অতিশয় উন্নতি; অত্যন্ত অহঙ্কার। অতিশয় বাড় (<সং বৃদ্ধি), প্রাদি। বি।

অতিবাত—প্রবল বাতাস, বাত্যা, ঝড়। অতিরিক্ত বাত (বায়ু), প্রাদি। বি; পুং।

অতিবাদ—অতিরঞ্জিত কথা, বাড়াইয়া বলা, অত্যুক্তি; অপ্রিয় বাক্য; অযথা নিন্দাবাক্য। অতিরিক্ত বা অযথা বলা এই অর্থে, অতি—বদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অতিবাদী (-বাদিন্)—অতিরঞ্জিত-কথক; নিন্দাকারী; কটুভাষী; যে সকলকে অতিক্রম করিয়া কথা বলে এরূপ, সকলের মত খণ্ডন করিয়া যে আপনার মত চালায় এরূপ। অতি—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,-দিনী।

অতিবাস—শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিনে করণীয় উপবাস। অতি অর্থাৎ অন্নগ্রহণব্যতীত অবস্থান করা এই অর্থে, অতি—বস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—অতিবাসী, অত্যুষিত।

অতিবাহ—১। সম্পাদন, নিষ্পাদন; স্থানান্তরপ্রাপণ; মরণের পর সূক্ষ্মদেহধারী জীবকে দেহান্তর-প্রাপ্তির জন্য বহন। অতি—বহ্ (বহন করা)+ঘঞ্ ভাববা। ২। অত্যধিক সেচন। প্রাঃ কবিপ্র। বি; পুং।

অতিবাহক—১। একরূপ দেবতা [ইঁহারা সূক্ষ্মদেহধারী জীবকে দেবযানদ্বারা ব্রহ্মলোকে এবং পিতৃযানদ্বারা চন্দ্রলোকে লইয়া যান]। বি; পুং। ২। যে লিঙ্গদেহের অন্য দেহ-প্রাপ্তি ঘটায়। অতি—বহ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,-হিকা।

অতিবাহন—ক্ষেপণ, যাপন, গত করা, কাটান; অতিক্রম; পর্য্যটন। অতি—বহ্+ণিচ্ (=বাহি)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অতিবাহিক—দেববিশেষ, যাঁহারা ইহলোক হইতে পরলোকে লইয়া যান এরূপ ঈশ্বর-নিযুক্ত দেবতা। অতিবাহে (লোকান্তর-নয়নে) নিযুক্ত এই অর্থে, অতিবাহ+ইকন্। বি; পুং।

অতিবাহিত—ক্ষেপিত, যাহা কাটান হইয়াছে এরূপ; অতিক্রান্ত; অতীত। অতি—বহ্+ণিচ্ (=বাহি ধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অতিবিকট—১। অতীব ভয়ঙ্কর; দুর্দ্ধর্ষ। বিণ। ২। মত্তগজ, ক্ষিপ্তহস্তী। অতিশয় বিকট (ভয়ঙ্কর), প্রাদি। বি; পুং। [বিণ।

অতিবিশাল—অত্যন্ত বড়, সুবৃহৎ। প্রাদি।

অতিবিষ—১। বিষনাশক, গরলনিবারক। বিষকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। তীক্ষবিষ-যুক্ত। অতিরিক্ত বিষ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অতিবিষা—১। ওষধিবিশেষ, আতইচ। বি; স্ত্রী। ২। বিষনাশিনী। অতিবিষ (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অতিবিষাণ—মহাশৃঙ্গ; প্রকাণ্ড শৃঙ্গধারী জীব। অতিরিক্ত বিষাণ (শৃঙ্গ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং বা বিণ।

অতিবিস্র(শ্র)ব্ধনবোঢ়া—স্বীয়া নায়িকা-বিশেষ, নায়কের অতি প্রশ্রয়ভাগিনী কামিনী; পতির প্রতি একান্তবিশ্বাসিনী নব-বিবাহিতা বধূ। নবা (নূতন) ঊঢ়া, কর্ম্মধা =নবোঢ়া; বি—স্রন্ভ (শ্রন্ভ)+ক্ত কর্তৃবা =বিস্র(শ্র)ব্ধ; অতি বিস্র(শ্র)ব্ধা, প্রাদি; অতিবিস্র(শ্র)ব্ধা নবোঢ়া, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অতিবৃত্ত—অতিক্রান্ত; উদ্বৃত্ত। অতি—বৃত্+ক্ত কর্তৃবা বা কর্ম্মবা। বিণ।

অতিবৃত্তি—১। অতিক্রম; উদ্বর্তন। অতি—বৃৎ+ক্তি ভাবে। ২। অধিক বৃত্তি, প্রচুর জীবিকা। অতিরিক্তা বৃত্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিবৃদ্ধ—খুব বুড়া; যে খুব বাড়িয়াছে এরূপ; অত্যধিক উন্নত। প্রাদি। বিণ।

অতিবৃদ্ধি—অত্যন্ত আধিক্য, অতিশয় বাড়াবাড়ি; অত্যন্ত উন্নতি। অতিরিক্তা বৃদ্ধি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিবৃষ্টি—প্রয়োজনাধিক বর্ষণ, শস্যহানি-কর অতিরিক্ত বারিপাত, ছয়প্রকার ঈতির মধ্যে একপ্রকার। অতিরিক্তা বৃষ্টি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিবেগনী, -বেগুনী—সূর্য্যরশ্মিতে যে সাতটি রং আছে তন্মধ্যে বেগুনী ও নীলের মধ্যবর্ত্তী (ultra-violet). অতিক্রান্ত বেগনীকে, বেগুনীকে, প্রাদি। বিণ।

অতিবেল—১। অত্যন্ত, অধিক; অসীম; অতিক্রান্তমর্য্যাদ, অতীতসীম। বেলাকে (সীমাকে, কূলকে) অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। ২। বেলাতিক্রম, সময়াতিরেক। বেলার অত্যয় বা অতিক্রম, অব্যয়ী। বি; ক্লীব।

অতিব্যগ্র—অতিশয় ব্যস্ত; একান্ত ব্যাকুল; অতিশয় অধীর। প্রাদি। বিণ।

অতিব্যথা—অত্যন্ত বেদনা; অতিশয় দুঃখ; অতি ভয়। প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিব্যয়—অধিক ব্যয়, খুব বেশী খরচ। প্রাদি। বি; পুং।

অতিব্যয়ী (-ব্যয়িন্)—অমিতব্যয়ী, খুব বেশী খরচকারী। অতিব্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,-য়িনী।

অতিব্যস্ত—অতিব্যগ্র, একান্ত অধীর, অতিশয় আগ্রহান্বিত। প্রাদি। বিণ।

অতিব্যাপ্তি—অবিষয়ে ব্যাপন, অতিশয় ব্যাপন; অলক্ষ্যে লক্ষণ-গমন [যাহাতে যাহার স্থিতি উচিত, তদ্ভিন্ন অন্যত্র যদি উহার সম্বন্ধ ঘটে, তাহা হইলেই অতিব্যাপ্তি হয়; যেমন, যদি বলা হয় গরু চতুষ্পদ প্রাণী; তবে ব্যাঘ্রাদিতে চতুষ্পদত্ব রূপ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়।] অতি—বি—আপ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অতিভক্তি—অতিশয় অনুরাগ, বেশী ভালবাসা; মাত্রার অতিরিক্ত ভক্তি; (স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে দর্শিত) কপটভক্তি ("অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।"—প্রবচন)। অতিশয়িতা ভক্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিভার—অধিকভার, অত্যন্তগুরুত্ববিশিষ্ট দ্রব্য, বড় বোঝা; অধিক দায়িত্ব। অতিরিক্ত ভার, প্রাদি। বি; পুং।

অতিভারগ—অশ্বতর, খচ্চর। অতিরিক্ত ভার, প্রাদি; তাহা প্রাপ্ত হয় (গম্ ধাতু) যে এই বাক্যে, উপতৎ; অতিভার—গম্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

অতিভারাক্রান্ত—অত্যন্ত ভারপীড়িত; অত্যধিক দায়িত্বগ্রস্ত। অতিভার দ্বারা আক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অতিভী—বিদ্যুৎ। অতিশয় ভীত হয় ইহা হইতে এই অর্থে, অতি—ভী (ভয় পাওয়া)+ক্বিপ্ অপাবা। বি; স্ত্রী।

অতিভুজ—(জ্যামিতি) সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণের বিপরীত বাহু (hypotenuse). অতি (বড়) ভুজ, প্রাদি। বি; পুং।

অতিভূমি—১। আধিক্য, বৃদ্ধি, প্রকোপ। অতিশয়িতা ভূমি, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। কূলাতিক্রম; মর্য্যাদালঙ্ঘন। ভূমির (সীমার, মর্য্যাদার) অত্যয় বা অতিক্রম, অব্যয়ীভাব। বি; ক্লীব।

অতিভৃত—১। সযত্নে পরিপালিত, অতি-যত্নে পুষ্ট। অতি—ভৃ+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যে অপরিমিত ভোজন করিয়াছে। অতি—ভৃ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অতিভোক্তা (-ভোক্তৃ)—পরিমাণাতিরিক্ত আহারগ্রাহী; ঔদরিক, পেটুক। প্রাদি। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,-ভোক্ত্রী।

অতিভোজন—পরিমাণাতিরিক্ত আহার-

গ্রহণ, অতিশয় বেশী খাওয়া। অতিরিক্ত ভোজন, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিভোজী (-ভোজিন্)—অতিভোক্তা (তাহা দ্রঃ)। অতিভোজন করা শীল যাহার এই অর্থে, অতি—ভুজ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জিনী।

অতিমঙ্গ(ং‌গ)ল্য—১। বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ ; অতিমঙ্গল+যৎ যোগ্য হয় এই অর্থে। বি ; পুং। ২। অতিকল্যাণকর, অতিশয় মঙ্গলজনক। অতিমঙ্গল+যৎ হিতার্থে। ৩। বিল্ববৃক্ষবহুল, বেলগাছে ভরা (স্থান)। অতি-মঙ্গল্য+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

অতিমন্দা—বাজারদরের আকস্মিক পতন (slump). প্রাদি। বি।

অতিমর্ত্ত্য(র্ত্য)—অতিমানব, মানুষাতীত, লোকাতীত, অলৌকিক, অসাধারণ ; অপার্থিব ; স্বর্গীয়। মর্ত্ত্যকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি।

অতিমর্য্যা(র্যা)দ—১। অতিক্রান্ত, গুণাদি বিষয়ে যাহাকে অতিক্রম করা হইয়াছে এরূপ। অতিক্রান্ত হইয়াছে মর্য্যাদা যাহার, বহুব্রী। ২। মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী, সীমাতিক্রমকারী ; সীমাতীত, অসীম, অত্যধিক। মর্য্যাদাকে (সীমাকে) অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। ৩। সীমাতিক্রম, মর্য্যাদালঙ্ঘন। মর্য্যাদার অত্যয়, অব্যয়ী। বি ; ক্লীব।

অতিমাত্র—অতিশয়, অধিক, অত্যন্ত। মাত্রাকে (পরিমাণকে) অতিক্রান্ত, প্রাদি ; বা, অতিশয়িতা মাত্রা (পরিমাণ) যাহার, বহুব্রী ; বা, অতি+মাত্রচ্ পরিমাণার্থে। বিণ।

অতিমাত্রা—১। অত্যধিক পরিমাণ, বেশী রকম। প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। অধিক-পরিমাণযুক্তা। অতিমাত্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অতিমান—১। অসঙ্গত আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, অনুচিত অভিমান। অতিরিক্ত মান, প্রাদি। বি ; পুং। ২। প্রমাণাতিরিক্ত, প্রমাণাধিক, পরিমাণাধিক। মানকে (পরিমাণকে) অতি-ক্রান্ত, প্রাদি ; অথবা, অতিরিক্ত মান (পরি-মাণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিমানব—মহামানব (superman). অতিশয়িত মানব, প্রাদি। বি ; পুং।

অতিমানস—মনোতীত। মানসকে অতি-ক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিমানুষ—১। অমানুষিক, অলৌকিক, লোকাতীত (superhuman). মানুষকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী,—মানুষী। ২। মহামানব। অতিশয়িত মানুষ, প্রাদি। বি ; পুং।

অতিমানুষিক—অমানুষিক, অলৌকিক। মানুষিককে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী,—ষিকী।

অতিমায়—১। মায়াতীত, মায়া হইতে মুক্ত ; সংসারনির্মুক্ত, বিষয়বাসনাবিহীন। মায়াকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। অত্যন্ত মায়াসম্পন্ন ; অতিশয় স্নেহবান্ ; সংসারা-সক্ত। অতিরিক্তা মায়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিমিত—১। অত্যধিকরূপে পরিমিত ; অপরিমিত ; খুব বেশী। অতিরিক্ত মিত, প্রাদি। ২। শুষ্ক, অনার্দ্র। ন তিমিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অতিমুক্ত—১। মোক্ষপ্রাপ্ত, নির্ব্বাণমুক্তি-প্রাপ্ত ; নিঃসঙ্গ ; বন্ধনশূন্য। অতি—মুচ্ (মুক্ত হওয়া)+ক্ত কর্ম্ম-কর্তৃবা। বিণ। ২। তিন্দুক বৃক্ষ, মাধবীলতার গাছ ; তিনিশ বৃক্ষ। (শুভ্র-পুষ্পত্ব হেতু) মুক্তাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি ; পুং।

অতিমুক্তক—১। তিনিশ বৃক্ষ ; তিন্দুক বৃক্ষ, গাবগাছ ; মল্লিকা, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ ; তাল গাছ। অতিশয় মুক্ত (বিস্তার) যাহার, বহুব্রী +ক (সমাসান্ত)। বি ; পুং। ২। নির্ব্বাণ-মুক্তিপ্রাপ্ত। অতিমুক্ত+ক স্বার্থে। বিণ।

অতিমৃত্যু—১। মরণাতীত, অমৃত। বিণ। ২। মোক্ষ, মুক্তি। মৃত্যুকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি ; পুং।

অতিমোদ—১। অতিশয় আনন্দযুক্ত। অতি মোদ (আনন্দ) যাহার, বহুব্রী। ২। অতিশয় আনন্দদায়ক। অতি আনন্দিত করে যে, উপতৎ ; অতি—মুদ্+ণিচ্ (আনন্দিত করা)+অচ্ কর্তৃবা ; বা, অতি আনন্দিত হওয়া যায় ইহা দ্বারা এই অর্থে, অতি—মুদ্+ঘঞ্ করণবা। বিণ।

অতিমোদা—১। নবমল্লিকা। অতিরিক্ত মোদ (আনন্দপ্রাপ্তি) যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। অতিশয় আনন্দ-দায়িনী। অতিমোদ (২)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অতিযোগ—আধিক্য ; অত্যধিক যোগ ; অতিশয় নিঃসরণ। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিরক্ত—অতিশয় লোহিতবর্ণ ; অত্যন্ত অনুরক্ত, অত্যাসক্ত। অতিশয়িত রক্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিরঞ্জন—অত্যুক্তি, সত্য হইতে অধিক বর্ণনা। প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিরঞ্জিত—অত্যুক্তিবিশিষ্ট, সত্য হইতে অতিরিক্তভাবে বর্ণিত। প্রাদি। বিণ।

অতিরথ—যোদ্ধ্ বিশেষ, অসংখ্য যোদ্ধার সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ এরূপ বীর। অতি (অর্থাৎ জয়াতীত) রথ যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং বা বিণ।

অতিরম্য—অতিশয় মনোরম, অত্যধিক মনোজ্ঞ। প্রাদি। বিণ।

অতিরসা—১। রাস্না ; যষ্টিমধু ; মূর্ব্বা ; লতাফট্কী। বি ; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত রসবিশিষ্টা। অতি রস যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অতিরাত্র—১। একরাত্রিসাধ্য যাগবিশেষ [ইহা ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ, জগতীচ্ছন্দ, সপ্তদশস্তোম ও বৈরূপনামক সামগানের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল]। রাত্রিকে অতিক্রান্ত, প্রাদি (সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয়)। ২। চাক্ষুষমনুর পুত্র (ইনি নবলার গর্ভসম্ভূত)। বি ; পুং।

অতিরিক্ত—ভিন্ন ; অধিক, বেশী ; শ্রেষ্ঠ ; শূন্য ; উন্নত। অতি—রিচ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—রিক্ততা, —রেক। [**অতিরিক্ত ব্যয়**—আয়ের বেশী খরচ, নির্দ্দিষ্ট খরচের বেশী খরচ (excess expenditure).]

অতিরুক্ (-রুজ্)—জানুদেশ। অতি—রুজ্ (ভগ্ন করা)+ক্বিপ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

অতিরুক্ষ—১। অত্যন্ত কর্কশ ; অতিশয় স্নেহশূন্য ; অত্যন্ত অমসৃণ। বিণ। ২। কোদ্রব ধান্য, কোদ্রু ধান। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিরূপ—১। অতি সুন্দর। অতিশয় রূপ যাহার, বহুব্রী। ২। অমূর্ত্ত। অতিক্রান্ত রূপকে, প্রাদি। বিণ। ৩। অপরূপ সৌন্দর্য্য। অতিশয়িত রূপ, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অতিরেক—অতিশয়, আধিক্য ; প্রাধান্য ; প্রাচুর্য্য ; ভেদ। অতি—রিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অতিরেকী (-রেকিন্)—অতিরিক্ত ; প্রধান। অতিক্রামক। অতিরেক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কিণী।

অতিরোগ—যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ ; অত্যুগ্র (দুশ্চিকিৎস্য) রোগ। অতি (প্রবল) রোগ, প্রাদি। বি ; পুং।

অতিরোমশ—১। আরণ্য ছাগ, বন্য ছাগল ; বৃহৎ বানর। বি ; পুং। ২। অতিশয় রোমযুক্ত। অতিশয় রোমশ, প্রাদি। বিণ।

অতিলঙ্ঘ(ঙ্ঘ)ন—অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন। অতি—লঙ্ঘ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অতিলাভ—অত্যধিক পরিমাণে লাভ ; অস্বাভাবিক লাভ। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিলোভ—প্রবল লালসা ; অতি (প্রবল) লোভ। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিলোমশ—অতিরোমশ (তাহা দ্রঃ)।

অতিলোমা (-মন্)—অতিরোমশ। অতি-শয় লোম যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —লোমা, —লোম্নী।

অতিশক্তি—১। অতিসামর্থ্য, বীর্য্যাতিশয়, অধিক বীর্য্য। অতিশয়িতা শক্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত সামর্থ্যশালী, অতিশয় বলবিক্রান্ত। অতিশয়িত শক্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতিশক্তিভাক্ (-ভাজ্)—অতি সামর্থ্য-শালী, অতি বলবান্। উপতৎ ; অতিশক্তি—ভজ্+ণ্বি কর্তৃবা। বিণ।

অতিশয়—১। অত্যন্ত, অধিক, অতিরিক্ত।

অতি—শী+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। বি—আতিশয্য। ২। আধিক্য, অত্যন্ততা; মহত্ত্ব; উৎকর্ষ। অতি—শী+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

অতিশয়ন—অত্যন্ততা, আধিক্য। অতি—শী+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অতিশয়িত—অত্যন্ত, অধিক। অতি—শী+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অতিশয়ী (-শয়িন্)—অত্যধিক; বর্দ্ধিত; অতিরিক্ত। অতিশয়+ইন্ আছে অর্থে; অথবা, অতি—শী+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শয়িনী।

অতিশয়োক্তি—অধিক বলা, স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বর্ণন; কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [উপমানের সহিত উপমেয়ের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য জানাইবার নিমিত্ত উপমানকেই উপমেয়-রূপে বর্ণনা করাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে। ইংরেজীতে ইহার নাম hyperbole. উদাহরণ—"হায় শূর্পণখা!

কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগী,
কাল পঞ্চবটী বনে, কালকূটে ভরা
এ 'ভুজগে'।"—মাইকেল]। অতিশয়া উক্তি, কর্ম্মধা; অথবা, অতিশয়া উক্তি যাহাতে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

অতিশায়ন—অত্যন্ততা, আধিক্য, প্রকর্ষ। অতি—শী+অনট্ ভাববা (নিপাতনে দীর্ঘ); অথবা, অতি—শী+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অতিশায়ী (-শায়িন্)—অতিগামী, অতিক্রমকারী; সর্ব্বোৎকৃষ্ট; সর্ব্বোচ্চ। অতি—শী+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

অতিশীত—১। অতিশয় শৈত্য, অত্যন্ত শীতলতা। বি; ক্লীব। ২। অত্যন্ত শৈত্যযুক্ত, অতিশয় ঠাণ্ডা। প্রাদি। বিণ।

অতিশোভন—অতি শোভাশালী, অতি সুন্দর; শ্রেষ্ঠ। অতিশয়রূপে শোভন, প্রাদি। বিণ।

অতিশ্রম—অত্যন্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত শ্রম; অধিক শ্রান্তি। প্রাদি। বি; পুং।

অতিশ্রান্ত—অতিশয় পরিশ্রান্ত; অত্যন্ত ক্লান্ত। প্রাদি। বিণ।

অতিশ্রান্তি—অতিশয় ক্লান্তি; অত্যধিক পরিশ্রম। অতিরিক্তা শ্রান্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিষ্ঠ—এক স্থানে অবস্থান করিতে অসমর্থ, অধীর; আকুল, উদ্বিগ্ন। ন তিষ্ঠে (<স্থা) যে, উপতৎ। বিণ।

অতিষ্ঠা—প্রাধান্য; ঘটনা স্থান বা পদাদির পূর্ব্বতা (precedence). অতি—স্থা+ক্বিপ্ কর্তৃবা; বা, অতি—স্থা+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অতিষ্ঠাবান্ (-বৎ)—সহনক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ (superior in standing). অতিষ্ঠা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

অতিসংহিত—প্রতারিত; বিঘোষিত। অতি—সম্-ধা+ক্ত কর্ম্মবা (ধা-স্থানে হি)। বিণ।

অতিসন্ধান—প্রতারণা, জাল; বিঘোষণ। অতি—সম্—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অতিসন্ধ্যা—সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কাল; রাত্রির শেষদণ্ড হইতে সূর্য্যোদয় কাল ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বাপর দণ্ডপরিমিত কালের আসন্ন সময়। অত্যাসন্না সন্ধ্যা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিসম্যা, -সাম্যা—যষ্টিমধু লতা। সম (কফাদিশমতাকারক)+ষ্যঞ্ স্বার্থে+আপ্। অতিশয়িতা সম্যা, প্রাদি; অতি সাম্য আছে যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

অতিসর্গ, -সর্জ্জ(র্জ)ন—বিসর্জ্জন, উৎসর্গ, ত্যাগ; দান; নিয়োগ; বধ। অতি—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অতিসর্পণ—গর্ভের মধ্যে অবস্থিত জ্রূণের সঞ্চালন। অতি—সৃপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অতিসাগরিক—সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত; সমুদ্র অতিক্রমকারী। অতিসাগর+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রিকী।

অতিসান্তপন—ব্রতবিশেষ [ইহাতে দিনান্তে ঘৃত, গোময়, দুগ্ধ, ছানা ও গোমূত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হয়]। অতিরিক্ত সান্তপন (ক্লেশভোগ) আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অতিসাম্যা—'অতিসম্যা' দ্রঃ।

অতিসার, অতীসার—অত্যন্ত তরল মলনিঃসরণ, উদরাময়। অতি—সৃ+ঘঞ্ ভাববা (ই-কার বিকল্পে দীর্ঘ)। বি; পুং।

অতিসারক—অত্যন্ত বিরেচক, অতিশয় মলনিঃসারক। অতি—সৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

অতিসারকী (-কিন্)—অতিসার রোগযুক্ত, পেটরোগা। অতিসার+কিন্। বিণ। স্ত্রী,—কিণী।

অতিসারিত—চালিত। অতি—সৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অতিসারী (-সারিন্)—১। উদরের পীড়াযুক্ত, উদরাময়ী, অতিসাররোগগ্রস্ত। অতিসার+ইন্ আছে ইহার এই অর্থে। ২। অত্যন্ত বিরেচক, অত্যন্ত মলনিঃসারক। অতি—সৃ+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

অতিসৃষ্ট—উৎসৃষ্ট, দত্ত; ত্যক্ত; নিযুক্ত। অতি—সৃজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অতিসেবা—অত্যাসক্তি, অত্যন্ত ভোগ। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিসৌরভ—১। আম্রবৃক্ষ। বি; পুং। ২। অতিশয় গন্ধবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

অতিসৌহিত্য—অতিভোজন; অতিতৃপ্তি। প্রাদি। বি; ক্লীব।

অতিস্তুতি—অবিদ্যমান গুণের কীর্ত্তন, অতি প্রশংসা। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিস্পর্শ—(ব্যাকরণ) অন্তস্থ ও স্ব ('—বর্ণ')। অতিক্রান্ত স্পর্শকে (স্পর্শবর্ণকে), প্রাদি। বিণ।

অতিস্ফীতি—অত্যন্ত বৃদ্ধি; অতিশয় উন্নতি, অত্যন্ত অভ্যুদয়। অতিরিক্তা স্ফীতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিস্রুত—বহমান, যাহা উপচাইয়া পড়িতেছে এমন। অতি—স্রু+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অতিহসিত, -হাস, -হাস্য—উচ্চহাস্য, ভয়ানক হাসি; বিকৃত হাস্য, অশ্বধ্বনির ন্যায় হাস্য। অতিরিক্ত হসিত, হাস, হাস্য, প্রাদি। বি; ক্লীব, পুং, ক্লীব। [অব্য।

অতিহুঁ—অতিশয়, অত্যন্ত। প্রাঃ কবিপ্র।

অতীক্ষ্ণ—অতীব্র; যাহা ধারাল নয় এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অতীচ্ছ—ব্যগ্র; অতিশয় ইচ্ছুক। অতি ইচ্ছা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতীত—১। গত, যাহা হইয়া গিয়াছে এরূপ, ভূত; অতিক্রান্ত; মৃত। বিণ। ২। গত সময়। অতি—ই+ক্ত কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অতীতবেত্তা (-বেতৃ)—ভূতকালজ্ঞ, অতীতকালের ঘটনাবিষয়ে অভিজ্ঞ; প্রাচীন, বৃদ্ধ; অভিজ্ঞ; ইতিহাসবেত্তা। অতীতের বেত্তা (জ্ঞানী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বেত্রী।

অতীতবেদী (-বেদিন্)—অতীতবেত্তা (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; অতীত—বিদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বেদিনী।

অতীন্দ্রিয়—১। ইন্দ্রিয়ের অগম্য, ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞানের অগোচর, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা যাহা জানিতে পারা যায় না এরূপ; পরোক্ষ, অপ্রত্যক্ষ; গূঢ় রহস্যময়, গূঢ়ার্থব্যঞ্জক (mystic). বিণ। ২। বিষ্ণু; আত্মা। ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি; পুং।

অতীব—অতিশয়, অধিক। অতি+ইব অবধারণার্থে; বা, অত্ (গমন করা)+ঈব কর্তৃবা। অব্য।

অতীসার—'অতিসার' দ্রঃ।

অতুঙ্গ(ংগ)—অনুচ্চ, উন্নতিশূন্য; অধোগত; খর্ব্ব। নঞ্তৎ। বিণ।

অতুঙ্গী (-ঙ্গিন্), **অতুংগিন্**—(জ্যোতিষ) অনুচ্চস্থানস্থিত, নীচস্থানস্থ ('—গ্রহ')। [তুঙ্গী বা উচ্চস্থানস্থিত গ্রহ অত্যন্ত বলবান্ এবং সম্পূর্ণ-ফলদান করে, কিন্তু অতুঙ্গী বা নীচস্থানস্থিত গ্রহ বলবান্ নহে বা কোন ফলদান করিতে পারে না।] নঞ্তৎ। বিণ।

অতুচ্ছ—অসামান্য; বিশেষ; গণনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অতুন্দ—অনুদর, ক্ষীণোদর, ক্ষীণমধ্য, ক্ষীণ-

কটি। ন (অপ্রশস্ত, অর্থাৎ ক্ষীণ) তুন্দ (উদর) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতুর—১। সুবিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকারী। ন (নাই) তুর (ত্বরা) যাহার, বহুব্রী; অথবা, ন তুর, নঞ্‌তৎ। ২। পীড়িত; আর্ত্ত; নাচার; উপায়হীন; কাতর; পঙ্গু। 'আতুর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অতুল—১। তুলনারহিত, সাদৃশ্যহীন; অপরিমেয়; অত্যন্ত শোভন, অতিসুন্দর। ন (নাই) তুলা (তুলনা) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। তিলবৃক্ষ। বি; পুং।

অতুলন—তুলনাহীন; অতিসুন্দর। ন (নাই) তুলনা যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

অতুলনীয়—অতুল, অনুপম। নঞ্‌তৎ।

অতুলিত—যাহার তুলনা করা হয় নাই এরূপ; উপমাহীন; অপরিমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতুল্য—সদৃশবস্তুবিহীন, অসমান; অদ্বিতীয়। ন (নাই) তুল্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতুষ—তুষবিহীন শস্য; আমান্ন। ন (নাই) তুষ যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অতুষ্ট—অতৃপ্ত; বিরক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতুষ্টি—অসন্তোষ; অপ্রীতি; বিরক্তি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অতুষ্টিকর—বিরক্তিকর; অতৃপ্তিজনক। ন তুষ্টিকর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—করী।

অতৃপ্ত—যাহার তৃপ্তি জন্মে নাই এরূপ; অপূর্ণসাধ; অতুষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতৃপ্তি—আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতা; সাধের অপূর্ণতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অতেজঃ (-তেজস্), **অতেজ**—অনাতপ, ছায়া। ন তেজঃ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অতেজাঃ (-তেজস্), **অতেজা**—তেজঃশূন্য, নিস্তেজ, ক্ষীণ। ন (নাই) তেজঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অতেজস্বী (-স্বিন্)—নিস্তেজ; ভীরু; কাপুরুষ; অনুজ্জ্বল, প্রভাহীন; ক্ষীণ, দুর্ব্বল। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—স্বিনী।

অতেব—এই হেতু। 'অতএব' শব্দের সংক্ষেপ। অব্য।

অতৈল—১। তিলতৈলসদৃশ তৈল, সর্ষপাদিজাত তৈল (তৈল শব্দে প্রকৃত অর্থে তিলতৈলকেই বুঝায়)। তৈল-সদৃশ এই অর্থে, ন তৈল, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। তৈলবিহীন, রুক্ষ। ন (নাই) তৈল যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অত্তা (অত্তৃ)—ভোক্তা, ভোজনকর্ত্তা। অদ্+তৃচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—অত্ত্রী।

অত্তু—অতিশয়, খুব। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অত্যঙ্ক(ংক)ন—অত্যধিকভাবে বর্ণনা; অতিরিক্তভাবে চরিত্রাদি চিত্রণ। অতিরিক্ত অঙ্কন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অত্যজনীয়—অপরিহার্য্য, অবর্জ্জনীয়। ন ত্যজনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অত্যতি—যার-পর-নাই, অত্যন্ত, চরম। অতি হইতেও অতি, ৫মীতৎ। অব্য; বিণ।

অত্যধিক—অত্যন্ত বেশী, অতিশয় অধিক। অতি অধিক, প্রাদি। বিণ।

অত্যন্ত—১। অধিক, অতিশয়, খুব বেশী; অসঙ্গত, অনুচিত, যত হওয়া বা করা উচিত নয় এরূপ। অন্তকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। ২। সীমাতিক্রম; নাশাতিক্রম। অন্তের অত্যয়, অব্যয়ী। বি; ক্লীব।

অত্যন্তগত—সম্পূর্ণরূপে প্রাসঙ্গিক; সদা প্রযোজ্য। অত্যন্তকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

অত্যন্তগর্হিত—১। যাহার পরিণাম খুব খারাপ হয় এমন। অন্তে গর্হিত, ৭মীতৎ; অতি অন্তগর্হিত, প্রাদি। ২। অতীব নিন্দিত; অতি মন্দ। সুপ্‌সুপা। বিণ।

অত্যন্তগামী (-গামিন্)—আত্যন্তিক; অতিশয় গমনশীল, অতিশয় দ্রুতগামী। অত্যন্ত—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

অত্যন্তসংযোগ—ব্যাপ্তি। অত্যন্তদ্বারা (সাকল্যদ্বারা) সংযোগ, ৩য়াতৎ; বা, অত্যন্তভাবে সংযোগ, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

অত্যন্তসুকুমার—অতিশয় কোমল, অত্যন্ত মৃদু; খুব কমবয়স্ক; খুব কচি। সুপ্‌সুপা। বিণ।

অত্যন্তাভাব—সম্পূর্ণ অভাব, একেবারে না থাকা; (ন্যায়মতে) নিত্য সংসর্গাভাব। অত্যন্ত অভাব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অত্যন্তিক—অতিগমনকারী। অত্যন্ত+ইক (ঠন্)। বিণ।

অত্যন্তিম—একেবারে চূড়ান্ত; অতি চরম। অতিশয় অন্তিম, প্রাদি। বিণ।

অত্যন্তীন—অতি বেগবান্, অতি গমনকারী। অত্যন্ত+ঈন (খ)। বিণ।

অত্যম্ল—১। তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুলগাছ; ট্যাবালেবুর গাছ। অতিরিক্ত অম্ল আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। অতিশয় অম্লরসবিশিষ্ট, অতি টক। অতিরিক্ত অম্ল, প্রাদি। বিণ।

অত্যম্লপর্ণী—লতাবিশেষ, আমরুলশাক; ট্যাবালেবুর গাছ। অত্যম্ল (২) পর্ণ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অত্যম্লা—অত্যম্ল (২) (তাহা দ্রঃ)। অত্যম্ল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অত্যয়—বিনাশ, ধ্বংস, লোপ, মৃত্যু; ক্ষতি, অপচয়; তিরোভাব, অপগম; উল্লঙ্ঘন, অতিক্রম; দোষ; দণ্ড; দুঃখ। অতি—ই+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

অত্যয়িত—বিনষ্ট; মৃত; তিরোহিত; অতিক্রান্ত। অত্যয়+ইত জাতার্থে। বিণ।

অত্যর্থ—১। আতিশয্য, আধিক্য। বি; ক্লীব। ২। অতিশয়, অধিক। অর্থকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অত্যল্প—অত্যন্ত কম, যৎকিঞ্চিৎ। অতিশয়িত অল্প, প্রাদি। বিণ।

অত্যশন—অতিশয় ভোজন, অতিরিক্ত আহার। অতিরিক্ত অশন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অত্যসম—অতিশয় অসমান; একান্ত অমসৃণ; অতিশয় বিসদৃশ। অতিশয়িত অসম, প্রাদি। বিণ।

অত্যহিত—১। অতিশয় অমঙ্গল, অতিশয় ক্ষতি। বি; ক্লীব। ২। অতিশয় অশুভজনক; অত্যন্ত ক্ষতিকর। অতিশয় অহিত, প্রাদি। বিণ।

অত্যাকার—১। ধিক্কার, বমন; তিরস্কার। আকারকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি; পুং। ২। বিশালদেহ। অতিশয়িত আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অত্যাগসহন—যে বিরহ সহ্য করিতে পারে না এরূপ। ন ত্যাগসহন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অত্যাগী (-গিন্)—অত্যজনশীল; যে ফলের আশা ত্যাগ না করিয়া কার্য্য করে; অদাতা, কৃপণ। ন ত্যাগী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—গিনী।

অত্যাচার—কুব্যবহার, উৎপীড়ন, অসৎ আচরণ, উপদ্রব। অতি—আ—চর্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অত্যাচারপরায়ণ—সকল সময়ে অত্যাচারকারী; উপদ্রবশীল। অত্যাচার হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অত্যাচারিত—উৎপীড়িত, যাহার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে এমন। অত্যাচার+ইত জাতার্থে। বিণ।

অত্যাচারী (-চারিন্)—উৎপীড়ক, অত্যাচারকারী। অতি—আ—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

অত্যাজ্য—ত্যাগের অযোগ্য, অপরিহার্য্য, অপরিত্যাজ্য। ন ত্যাজ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অত্যাধান—উপশ্লেষ, একদেশসম্বন্ধ; অতিক্রম; উপরিস্থাপন। অতি—আ—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—হিত।

অত্যাবশ্যক—অতিশয় প্রয়োজনীয়, অত্যন্ত দরকারী। অত্যন্ত আবশ্যক, প্রাদি। বিণ।

অত্যায়ত—অতি-প্রশস্ত, অতি-বিস্তৃত। অতিশয় আয়ত, প্রাদি। বিণ।

অত্যারূঢ়—১। অত্যাধিক্য, অতিবৃদ্ধি। অতি—আ—রুহ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, প্রবৃদ্ধ; অত্যুন্নত। অতি—আ—রুহ্ (আরোহণ করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—রূঢ়ি,—রোহণ,—রোহ।

অত্যারূঢ়ি—অতিশয় বৃদ্ধি; অত্যন্ত উন্নতি। অতি—আ—রুহ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অত্যাশা—অপরিমিত আশা, অপূরণীয়

আশা, দুরাকাঙ্ক্ষা। অতিরিক্ত আশা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অত্যাশ্চর্য্য(র্য)—অত্যন্ত বিস্ময়কর, অতি বিচিত্র, অতিশয় অদ্ভুত। অতিরিক্ত আশ্চর্য্য, প্রাদি। বিণ।

অত্যাসক্ত—অত্যন্ত আসক্ত, নিতান্ত অনুরক্ত। অতিরিক্ত আসক্ত, প্রাদি। বিণ।

অত্যাসক্তি—অত্যন্ত অনুরক্তি, নিতান্ত আসক্তি; অভিনিবেশ। অতিশয়িতা আসক্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অত্যাসঙ্গ(ংগ)—অত্যন্ত অনুরক্তি; অতিশয় ঘনিষ্ঠতা। প্রাদি। বি; পুং।

অত্যাসন্ন—অতি নিকটবর্ত্তী। প্রাদি। বিণ।

অত্যাহার—অতিভোজন; অতিরিক্ত খাদ্য-দ্রব্য। প্রাদি। বি; পুং।

অত্যাহারী (-হারিন্)—অতিভোজনকারী; পেটুক। অত্যাহার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -রিণী।

অত্যাহিত—অশুভ, অকল্যাণ, অমঙ্গল; মহাভয়। অতি—আ—ধা+ক্ত অধিবা (নিবারণের উদ্দেশ্যে যাহাতে বিশেষভাবে মন আহিত করা হয়)। বি; ক্লীব।

অত্যুক্তি—অধিক বলা, অতিরঞ্জিত বাক্যকথন, স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বর্ণন, খুব বাড়াইয়া বলা, সম্ভবাতিরিক্ত বলা, উৎকট বর্ণনা; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। অতিশয়িতা উক্তি, বা, উক্তিকে অতিক্রান্তা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। বিণ—অত্যুক্ত।

অত্যুগ্র—অতি ভীষণ; অত্যন্ত প্রখর; অতিশয় রুক্ষ। অতিরিক্ত উগ্র, প্রাদি। বিণ।

অত্যুচ্চ—অতিতুঙ্গ, অতিশয় উন্নত; অত্যন্ত দাম্ভিক, অতিশয় অহঙ্কারী। অতিশয় উচ্চ, প্রাদি। বিণ।

অত্যুচ্ছ্বাস—অত্যন্ত বৃদ্ধি; অতি প্রকোপ; প্রবৃদ্ধ ভাবের আবেগ। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস, প্রাদি। বি; পুং।

অত্যুজ্জ্বল—অতিশয় দীপ্তিশালী, অত্যন্ত তেজঃসম্পন্ন। অতিশয় উজ্জ্বল, প্রাদি। বিণ।

অত্যুৎকট—অতি ভয়ানক, অত্যন্ত উগ্র। অতিশয় উৎকট, প্রাদি। বিণ।

অত্যুৎকৃষ্ট—অতি উত্তম, খুব ভাল। অতিশয় উৎকৃষ্ট, প্রাদি। বিণ। বি, -কর্ষ।

অত্যুত্তম—অতিশয় উৎকৃষ্ট, অত্যন্ত ভাল। অতিশয় উত্তম, প্রাদি। বিণ।

অত্যুৎপাদন—শ্রমশিল্প কৃষি ইত্যাদি দ্বারা প্রয়োজনের অধিক নির্ম্মাণ করা বা জন্মান (over-production). প্রাদি। বি; ক্লীব।

অত্যুদ্দাম—'অত্যুদ্দামা' শব্দের অপভ্রংশ বা ক্লীবলিঙ্গের রূপ। (তাহা দ্রঃ)। বিণ।

অত্যুদ্দামা (-মন্)—অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল, অত্যন্ত অসংযত; সম্পূর্ণরূপে বন্ধনশূন্য; একেবারে অনিয়ন্ত্রিত। অতিশয় উদ্দামা (উদ্দামন্ শব্দ), প্রাদি। বিণ।

অত্যুষ্ণ—অতিশয় গরম। অতিশয় উষ্ণ, প্রাদি। বিণ।

অত্যুর্ম্মি (র্মি)—বুদ্বুদান; টগবগানি (hubbling over). প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অত্যূহ—১। ডাহুক পক্ষী, ডাক পাখী; অতি—উহ্ (শব্দ করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। অত্যন্ত বিতর্ক, অতিরিক্ত বাদানুবাদ। অতিরিক্ত উহ, প্রাদি। বি; পুং।

অত্যূহা—শেফালিকা, শিউলিফুল; নীলিকা বৃক্ষ, নীলগাছ (indigo plant). অতি—উহ্ (তর্ক করা, গর্ব্ব করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা +আপ্। বি; স্ত্রী।

অত্র—১। এই স্থানে, এইখানে। ইদম্ বা এতদ্+৭মী স্থানে ত্রল্। অব্য। ২। এই। বাং প্র। বিণ।

অত্রত্য—এতদ্দেশীয়, এই স্থানে উৎপন্ন, এখানকার, এই স্থানের। অত্র+ত্য ভবার্থে। বিণ।

অত্রপ—লজ্জাহীন, নির্লজ্জ, বেহায়া। ন (নাই) ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অত্রস্ত—অভীত, অশঙ্কিত, আতঙ্কশূন্য। ন ত্রস্ত, নঞ্ তৎ। বিণ। বি, অত্রস্ততা, অত্রাস।

অত্রস্থ—এই স্থানে বিদ্যমান, এখানকার। উপতৎ; অত্র—স্থা (থাকা)+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অত্রাস—১। শঙ্কাহীনতা, ভয়াভাব। ন ত্রাস, নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। ভয়শূন্য, নির্ভয়। ন (নাই) ত্রাস যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অত্রি, অত্রি—অগ্নি (বৈদিক ভাষায়); সপ্তর্ষির অন্যতম [চরিতাবলী দ্রঃ]। অত্+রি কর্ত্তৃবা; অথবা, অদ্ (ভক্ষণে)+ত্রিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অত্রিজাত—চন্দ্র, চাঁদ। অত্রি হইতে জাত, ৫মীতৎ। [কথিত আছে যে, অত্রি মুনির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল]। বি; পুং।

অত্রিদৃক্ (-দৃশ্)—অত্রি ঋষির নয়ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অত্রিদৃগ্জ—চন্দ্র। অত্রিদৃক্ হইতে জন্মে যে, উপতৎ; অত্রিদৃশ্—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অত্রিনেত্রজ—চন্দ্র। অত্রির নেত্র, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহা হইতে জন্মে যে, উপতৎ; অত্রিনেত্র—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অত্রিনেত্রপ্রসূত—চন্দ্র। অত্রিনেত্র হইতে প্রসূত, ৫মীতৎ। বি; পুং।

অত্রিনেত্রভূ—চন্দ্র। অত্রিনেত্র হইতে ভূত (জাত) যে, উপতৎ; অত্রিনেত্র—ভূ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অত্রিভারদ্বাজিকা—বিবাহপদ্ধতিবিশেষ। অত্রি এবং ভরদ্বাজ, দ্বন্দ্ব; তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত এই অর্থে, অত্রিভরদ্বাজ+ইক+আপ্। বি; স্ত্রী।

অত্বর—ত্বরারহিত; অক্ষিপ্রকারী; দীর্ঘসূত্রী; মন্দগামী। ন (নাই) ত্বরা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অথ, অথো—মঙ্গল; অনন্তর; আরম্ভ; প্রশ্ন; সংশয়; দৃঢ়তা; সমগ্রতা; সমুচ্চয়, সাকল্য; চিহ্ন; এক্ষণে; অতএব; অনুজ্ঞা; বিকল্প; প্রকরণ; যদি, পক্ষান্তরে। অর্থ্ (যাচ্ঞা করা)+ড, ডো কর্ত্তৃবা, নিপাতনে র লোপ। অব্য।

অথই—অতল, অগাধ, অতিগভীর ('—জল')। ন (নাই) থই (<স্থলী) যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অথচ—আরও, অধিকন্তু, কিন্তু, তৎসত্ত্বেও। অথ (সমুচ্চয়ে)+চ (ও,—সমর্থনে)। অব্য।

অথবা—কিংবা, অন্য পক্ষে, পক্ষান্তরে। অথ +বা। অব্য।

অথর্ব্ব (অথর্ব্বন্), -র্ব্ব—১। অথর্ব্ববেদ, চারি বেদের চতুর্থ বেদ [এই বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত বলিয়া কথিত]। অথ (মঙ্গল)—ঋ (গমন করা)+বনিপ্ বা বন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। মুনিবিশেষ। (এই অর্থে সমাসে পূর্ব্ব পদ না হইলে অথর্ব্বা—তাহা দ্রঃ)। বি; পুং। ৩। রোগ বা বার্দ্ধক্যাদি কারণে চলনাদিসামর্থ্যহীন। যাহার গমনে সংশয় আছে, অর্থাৎ যে উত্তমরূপে গমন করিতে পারে না এই অর্থে, অথ (সংশয়)—ঋ (গমন করা) +বনিপ্ কর্ত্তৃবা (মতান্তরে বাং প্র)। বিণ।

অথর্ব্ব(র্ব)ণ—শিব। অথর্ব্বন্+ণ স্বার্থে। বি; পুং।

অথর্ব্ব(র্ব)ণি—অথর্ব্ববেদে ব্যুৎপন্ন ব্রাহ্মণ। অথর্ব্বন্+ণি জানেন ইনি এই অর্থে। বি; পুং।

অথর্ব্ব(র্ব)বিৎ (-বিদ্)—অথর্ব্ববেদে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ; অভিচার-ক্রিয়ানিপুণ বশিষ্ঠাদি। অথর্ব্ব বিদিত হয় যে, উপতৎ; অথর্ব্ব—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

অথর্ব্ব(র্ব)ভূত—ধর্ম্ম, দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা ও মনু—এই দ্বাদশ মহর্ষি। অথর্ব্ব—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অথর্ব্বা (-র্ব্বন্), -র্ব্বা—বেদের ব্রাহ্মণভাগ; বশিষ্ঠ; ঋষিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। অথ—ঋ+বনিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অথল—অতল, সুগভীর, অগাধ ('—জল')। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অথাই—অথই, সংজ্ঞাহীন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অথান্তর—মুস্কিল, বিপদ্, সঙ্কট; কাঠিন্য। প্রাদে। বি।

অথির, -থীর—অধীর, বিচলিত, চঞ্চল; উদ্বিগ্ন। 'অস্থির'-শব্দজ। বিণ।

অথো—'অথ' দ্রঃ।

অদক্ষ—অনিপুণ, অকুশল। নঞ্ তৎ। বিণ।

অদক্ষিণ—১। দক্ষিণাহীন। ন (নাই) দক্ষিণা যাহাতে, বহুব্রী। ২। অকেজো; প্রতিকূল; খল; উদারতাহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদখিন—বাম। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অদগ্ধ—যাহা পোড়া নহে এরূপ; অর্দ্ধদগ্ধ; যথারীতি যাহার অগ্নিসংস্কার হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদড়—অকঠিন, কোমল; বিচলিত, চঞ্চল; স্থবির, বৃদ্ধ; চলচ্ছক্তিশূন্য। 'অদৃঢ়'-শব্দজ। বিণ।

অদণ্ড—১। দণ্ডরহিত, যষ্টিহীন; শাসনশূন্য, অশাসক, প্রশ্রয়দাতা; অশাসিত; স্বেচ্ছাচারী; উচ্ছৃঙ্খল। ন (নাই) দণ্ড (যষ্টি, শাসন) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দণ্ডাভাব, যষ্টির অভাব; শাসনহীনতা; প্রশ্রয়দান। ন দণ্ড, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অদণ্ডনীয়, অদণ্ড্য—শাস্তির অযোগ্য, দণ্ডভোগের অনুপযুক্ত। ন দণ্ডনীয়, দণ্ড্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদত্ত—যাহা দেওয়া হয় নাই এরূপ, অনর্পিত; ভয় ক্রোধ শোক রোগ প্রভৃতি হেতু অবৈধভাবে দত্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদত্তা—১। যাহাকে পাত্রস্থা করা হয় নাই এরূপ কন্যা, অবিবাহিতা কুমারী। বি; স্ত্রী। ২। অপ্রদত্তা, অনর্পিতা। ন দত্তা, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অদত্তাদায়ী (-দায়িন্)—তস্কর, চোর। উপতৎ; অদত্ত—আ—দা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অদন—অশন, ভক্ষণ; খাদ্য, আহার্য্য। অদ্+অনট্ ভাববা বা কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অদনীয়—খাদ্য, আহার্য্য; ভক্ষণযোগ্য বস্তু। অদ্ (ভক্ষণ করা)+অনীয় কর্ম্মবা। বি; ক্লীব বা বিণ।

অদন্ত—১। দন্তহীন, ফোগলা। ন (নাই) দন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। (ব্যাকরণ) অকারান্ত শব্দ, নর দেব প্রভৃতি শব্দ। অৎ (অকার) অন্তে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অদন্তক—দন্তহীন। ন (নাই) দন্ত যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, –ন্তিকা।

অদন্তী (-দন্তিন্)—দন্তহীন ('—প্রাণী')। ন দন্তী, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদভুত—অদ্ভুত, বিচিত্র। প্রাঃ কবিপ্র। [বিণ।

অদভ্র—যথেষ্ট, প্রচুর, অনেক, অধিক। ন দভ্র (অল্প), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদম—১। ইন্দ্রিয়দমনক্ষমতার অভাব, ইন্দ্রিয়াসক্তি। ন দম, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। ইন্দ্রিয়দমনশূন্য, অদান্ত, ইন্দ্রিয়বশীভূত। ন (নাই) দম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদমনীয়, অদম্য—দমনের অযোগ্য বা অসাধ্য, দুর্দ্দান্ত; অনিবারণীয়, অপ্রশমনীয়; অতিভীষণ; অত্যন্ত প্রবল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদমিত—অনিয়ন্ত্রিত; অনিবারিত, অপ্রশমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদয়—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, কৃপারহিত। ন (নাই) দয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদরকারী—অনাবশ্যক, প্রয়োজনরহিত, বাজে। ন দরকারী, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদরশ—অদর্শন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অদর্শন—১। দর্শনাভাব, তিরোধান; বিনাশ; লোপ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। দর্শনাতীত, অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ, দৃষ্টিবহির্ভূত। ন (নাই) দর্শন (প্রত্যক্ষতা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদল—১। হিজ্জল বৃক্ষ, হিজল গাছ। বি; পুং। ২। দলশূন্য। ন (নাই) দল (পত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। সাদৃশ্য; ন্যায়, বিচার। আর্বী। বি।

অদলবদল—পরস্পরের আদানপ্রদান, বিনিময় (interchange). আর্বী 'অদল' (সাদৃশ্য)+'বদল' (পরিবর্ত্তন)। বি।

অদলা—১। ঘৃতকুমারী বৃক্ষ। ন (নাই) দল (পত্র) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পত্ররহিতা। অদল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অদশ—দশাশূন্য, অবস্থাহীন; নির্ব্বিকার; প্রান্তভাগশূন্য, পাড়হীন (বস্ত্র); বর্ত্তিকারহিত, সলিতাশূন্য (প্রদীপ)। ন (নাই) দশা (বাল্যাদি অবস্থা, পাড়, সলিতা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদষ্ট—অকর্ত্তিত, যাহাকে কামড়ায় নাই এরূপ; অনাস্বাদিত, অভক্ষিত; অদন্তস্পৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদহন—১। দহনাভাব, পুড়িয়া না যাওয়া। ন দহন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। দহনশূন্য, তাপহীন, শীতল। ন দহন (দাহকারী), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদহনীয়—দহনের অযোগ্য, যাহা পুড়িবার নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদাতা (-দাতৃ)—দিবার ক্ষমতাসত্ত্বেও যে কাহাকেও কিছু দেয় না এরূপ, দানবর্জ্জিত, কৃপণ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –ত্রী।

অদান—১। দানাভাব, ক্ষমতাসত্ত্বেও কাহাকেও কিছু না দেওয়া; অযোগ্য দান। ন দান, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। দানশূন্য; শুল্কবিহীন। বহুব্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অদান্ত—অবশীকৃতেন্দ্রিয়, যিনি ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি নিরোধ করিতে পারেন নাই এরূপ। ন দান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদায়—পৈতৃক সম্পত্তি প্রভৃতিতে যাহার অধিকার নাই এরূপ, যাহার দায় নাই এরূপ। ন (নাই) দায় (বিভাজ্য পৈতৃক সম্পত্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদায়িক—দায়িত্বহীন, যে দায়ী নহে এরূপ; যে ঋণী নহে এরূপ। ন দায়িক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদাহ্য—দহনের অযোগ্য, যাহাকে পোড়ান যায় না এরূপ; শাস্ত্রবিধানানুসারে অগ্নিসংস্কারের অযোগ্য; যাহাতে সহজে অগ্নি সংলগ্ন হয় না এরূপ। ন দাহ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদিতি—১। পৃথিবী। ন—দো (ছেদন করা)+ক্তি কর্ম্মবা। ২। দেবমাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। ন—দা+ডিতি কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

অদিতিজ—দেবতা, সুর। অদিতি হইতে জন্মে যে, উপতৎ; অদিতি—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অদিতিনন্দন, -পুত্র—দেবতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অদিন—অপ্রশস্ত দিবস; অশুভ দিন; (যাত্রাদিকার্য্যে) অনুপযুক্ত দিন; অসময়, অকাল; অবনতির সময়। ন (অপ্রশস্ত) দিন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অদিব্য—অস্বর্গীয়; পার্থিব; অসুন্দর, কুৎসিত। ন দিব্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীক্ষিত—অদীক্ষাপ্রাপ্ত, যাহার দীক্ষা হয় নাই এরূপ; অনুপদিষ্ট; অসংস্কৃত; অব্রতী। ন দীক্ষিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীন—ধনী; অকাতর; অদুঃখী; নির্ভীক; মহান্। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীনসত্ত্ব—উচ্চাশয়, মহাপ্রাণ; নির্ভীক, তেজস্বী; দাতা; ধর্ম্মাত্মা। দীন (হীন) সত্ত্ব যাহার, বহুব্রী=দীনসত্ত্ব; ন দীনসত্ত্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীর্ঘ—খর্ব্ব; স্বল্প; দীর্ঘ নহে এরূপ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীর্ঘদর্শী (-দর্শিন্)—অদূরদর্শী, পরিণামচিন্তনে অসমর্থ; অনভিজ্ঞ। দীর্ঘ (দূর ভবিষ্যৎ) দর্শন করে যে, উপতৎ; দীর্ঘ—দৃশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা=দীর্ঘদর্শী; ন দীর্ঘদর্শী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –দর্শিনী। বি, –দর্শিতা।

অদীর্ঘসূত্র, -সূত্রী (-সূত্রিন্)—অচিরকারী, ক্ষিপ্রকারী, ক্ষিপ্রহস্ত, লঘুহস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –সূত্রা, –সূত্রিণী।

অদূর—১। সন্নিহিত, অতি নিকটস্থ; অল্পদূরবর্ত্তী। বিণ। ২। নিকট, সমীপ। ন দূর, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। <অদ্দুর (প্রাঃ কবিপ্র)

অদূরগামী (-গামিন্)—সমীপচারী, নিকটবর্ত্তী, সন্নিহিত, আসন্ন; অচিরভাবী। ন দূরগামী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –গামিনী।

অদূরদর্শী (-দর্শিন্)—অপরিণামদর্শী, ভাবিফলবিষয়ে উদাসীন। ন দূরদর্শী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –দর্শিনী। বি, –দর্শিতা।

অদূরবদ্ধদৃষ্টি—বেশী দূরে দেখিতে না পাওয়া (short-sightedness). অদূরে বদ্ধা, ৭মীতৎ; অদূরবদ্ধা যে দৃষ্টি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অদূরবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—সন্নিহিত,

নিকটস্থ। অদূরে বর্ত্তে (থাকে) যে, উপতৎ; অদূর—বৃৎ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী। বি,—বর্ত্তিতা।

অদূরস্থ—সমীপস্থ, অনতিদূরবর্ত্তী, নিকটস্থ। উপতৎ; অদূর—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অদূরভবিষ্যৎ—১। শীঘ্রই যাহা হইবে এমন, অচিরভাবী। অদূরে (শীঘ্র) ভবিষ্যৎ, সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী,—ষ্যতী, —ষ্যন্তী। ২। আসন্ন ভাবীকাল। কর্ম্মধা। বি; পুং (সংস্কৃত মতে অদূরভবিষ্যন্)।

অদৃক্, (অদৃশ্)—দর্শনক্ষমতাশূন্য, দৃষ্টি-বিরহিত, অন্ধ। ন (নাই) দৃক্ (দৃশ্) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদৃশ্য—দর্শনাতীত, দৃষ্টির অগোচর, অপ্রত্যক্ষ, অন্তর্হিত। ন দৃশ্য (দর্শনযোগ্য), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদৃষ্ট—১। ভাগ্য, নিয়তি [হিন্দুশাস্ত্রের মতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল এজন্মে ভোগ হয়, ভোগ হইতে হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পর পর জন্মে ভোগ হইতে থাকে, আবার এজন্মের কর্ম্মফল কতক এই জন্মে ভোগ হয় এবং কতক পর পর জন্মের জন্য সঞ্চিত হইতে থাকে; এজন্মে পূর্ব্বজন্মের যে কর্ম্মফল ভোগ হইতেছে তাহাই অদৃষ্ট বা দৈব]; ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য। বি; ক্লীব।

অদৃষ্টের পরিহাস—ভাগ্যের বিড়ম্বনা (irony of fate). ২। অনবলোকিত, অপ্রত্যক্ষ, দৃষ্টিবহির্ভূত। ন দৃষ্ট (লক্ষিত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদৃষ্টক্রমে—কপালক্রমে, ভাগ্যবশতঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

অদৃষ্টচক্র—ভাগ্যচক্র, চক্রের ন্যায় নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ভাগ্য। অদৃষ্ট চক্রপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা; অথবা, অদৃষ্টরূপ চক্র, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অদৃষ্টচর, -পূর্ব্ব(র্ব)—যাহা অগ্রে কখন দেখা যায় নাই এরূপ, অলক্ষিতপূর্ব্ব। অদৃষ্ট+চরট্ ভূতপূর্ব্বার্থে; পূর্ব্বে অদৃষ্ট, সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী,—রী,—র্ব্বা।

অদৃষ্টপরায়ণ—অদৃষ্টবাদী; ভাগ্যাপেক্ষী, ভাগ্যের উপর নির্ভরকারী। অদৃষ্ট হইয়াছে পরায়ণ (শ্রেষ্ঠ গতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদৃষ্টপরীক্ষা—ভাগ্যপরীক্ষা, ভাগ্যের শুভাশুভ যাচাই করিয়া দেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অদৃষ্টপুরুষ—ভাগ্যবিধাতা, ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অদৃষ্টনিয়ামক পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অদৃষ্টপূর্ব্ব(র্ব)—'অদৃষ্টচর' দ্রঃ।

অদৃষ্টবাদ—ভাগ্যপরায়ণতা, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে—এইরূপ মতবাদ। অদৃষ্টাত্মক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অদৃষ্টবাদী (-বাদিন্)—ভাগ্যপরায়ণ, ভাগ্যাপেক্ষী, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে এইরূপ উক্তিকারী। উপতৎ; অদৃষ্ট—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা; অথবা, অদৃষ্টবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

অদৃষ্টবান্ (-বৎ)—ভাগ্যবান্, শুভাদৃষ্টশালী। অদৃষ্ট+মতুপ্ প্রাশস্ত্য অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী। বি,—বত্তা।

অদৃষ্টবিৎ (-বিদ্)—ভাগ্যাভিজ্ঞ, ভাগ্যের শুভাশুভ যিনি বলিতে পারেন এরূপ। অদৃষ্ট বিদিত হয় যে, উপতৎ; অদৃষ্ট—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অদৃষ্টবিদ্যা—ভাগ্যপরীক্ষাবিষয়িণী বিদ্যা, সামুদ্রিক বিদ্যা। অদৃষ্টবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অদৃষ্টলিপি—কপালের লেখা [জাতকের জন্মকালে বিধাতাপুরুষ অলক্ষিতে তাহার অদৃষ্টে যেরূপ লিখিয়া দেন, তদনুসারে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়,—এইরূপ বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন শব্দ]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অদৃষ্টাকাশ—অদৃষ্টগগন, ভাগ্যাকাশ। অদৃষ্টরূপ আকাশ, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

অদৃষ্টাধীন, -য়ত্ত—দৈবাধীন, নিয়তির বশীভূত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অদৃষ্টি—১। কুটিলদৃষ্টি, ক্রূরদৃষ্টি, ক্রুদ্ধদৃষ্টি, অসন্তোষসূচকদৃষ্টি; দর্শনাভাব। ন (অপ্রশস্ত, মন্দ; নয়) দৃষ্টি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। দৃষ্টিশূন্য। বহুব্রী। বিণ।

অদেখা—অদৃষ্ট, অলক্ষিত, যাহা দেখা হয় নাই এরূপ; দৃষ্টির অগোচর। ন দেখা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদেবমাতৃক—যেখানে দৈবসংঘটিত বৃষ্টি-জলের উপর কৃষিকার্য্য নির্ভর করে না এরূপ অর্থাৎ নদীমাতৃক ('—দেশ')। ন দেবমাতৃক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদেয়—দিবার অযোগ্য, যাহা দিতে পারা যায় না বা দেওয়া উচিত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদেশ—অস্থান, কুৎসিত স্থান; স্পর্শের অযোগ্য স্থান। ন (অপ্রশস্ত) দেশ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অদেহ—১। দেহশূন্য, শরীরবর্জ্জিত; অনঙ্গ। ন (নাই) দেহ যাহার, বহুব্রী। ২। কুৎসিত-দেহবিশিষ্ট, কদাকার। ন (অপ্রশস্ত) দেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদৈব—অদেবাগত, অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, কৃত্রিম। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—বী।

অদোষ—নির্দ্দোষ; ত্রুটিশূন্য; নিষ্কলঙ্ক। ন (নাই) দোষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদ্দ, অদ্দেক, অদ্ধেক—আধা, অর্দ্ধ। 'অর্দ্ধ' বা 'অর্দ্ধেক' শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ। বিণ।

অদ্বয়—১। ব্রহ্ম। বি; ক্লীব। ২। বৌদ্ধ। বি; পুং। ৩। দ্বিতীয়শূন্য, যাহার সদৃশ আর নাই এরূপ। ন (নাই) দ্বয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদ্বয়বাদ—একেশ্বরবাদ, ঈশ্বর এক এইরূপ মতপ্রকাশ বা উক্তি; ব্রহ্মবাদ, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু এবং জীবসমূহ ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন এইরূপ মতবাদ, ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই এবং ব্রহ্ম ও জীব একই—এই মত, অদ্বৈতবাদ। অদ্বয়াত্মক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অদ্বয়বাদী (-বাদিন্)—১। বৌদ্ধ। বি; পুং। ২। অদ্বৈতবাদী, একেশ্বরবাদী, এক-ব্রহ্মবাদী; ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন—এই মত স্বীকারকারী [ইঁহারা জগতের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেন না। ইঁহারা বলেন, সর্ব্বত্র চিরসৎ শুদ্ধ নির্ম্মল মহাশূন্যরূপী পরব্রহ্মই বর্ত্তমান, এবং এই যে জগদাদি প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অবিদ্যা বা মায়া মাত্র, ও সেই একমাত্র পরব্রহ্মই প্রতিভাসিত। প্রাক্তন অদৃষ্টবাসনাদির সাময়িক বিকাশ ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। যেমন রজ্জু প্রকৃত সর্প না হইলেও সর্পবৎ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এই বিশ্বের সমুদয় দ্রব্যাদি এক ব্রহ্মেরই মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ। শঙ্করাচার্য্য এই মতের প্রতিষ্ঠাতা]। অদ্বয় বাদ করে (বলে) যে, উপতৎ; অদ্বয়—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

অদ্বার—১। দ্বাররহিত। ন (নাই), দ্বার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দ্বার ভিন্ন প্রবেশ-পথ। ন দ্বার, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অদ্বিতীয়—১। ব্রহ্ম। বি; ক্লীব। ২। দ্বিতীয়রহিত, যাহার সদৃশ অপর নাই এরূপ, অসমকক্ষ, অসদৃশ, অতুল্য; অসাধারণ। ন (নাই) দ্বিতীয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদ্বেষ্টা (অদ্বেষ্টৃ)—অহিংস; দ্বেষশূন্য; শান্তিপ্রিয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ট্রী।

অদ্বৈত—১। ব্রহ্ম। বি; ক্লীব। ২। দ্বিতীয়তাবিহীন, দ্বৈত-রহিত, অভেদ। ন (নাই) দ্বৈত (দ্বিতীয়ত্ব) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। অদ্বৈত প্রভু নামে পরিচিত চৈতন্য-দেবানুচর [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

অদ্বৈতবাদ—অদ্বয়বাদ (তাহা দ্রঃ)। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অদ্বৈতবাদী (-বাদিন্)—অদ্বয়বাদী (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; অদ্বৈত—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

অদ্বৈতানন্দ—১। বেদান্তের একজন ভাষ্য-কার, এবং বেদান্তসার-প্রণেতা সদানন্দের গুরু। অদ্বৈতে আনন্দ যাঁহার, বহুব্রী। ২। ব্রহ্মজ্ঞানজনিত আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ। অদ্বৈত-জ্ঞানজনিত আনন্দ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অদ্বৈধ—দ্বিধারহিত, নিঃসংশয়, একাগ্র। ন (নাই) দ্বৈধ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অদ্ভুত—১। আশ্চর্য্য, বিস্ময়, চমৎকার। বি ; ক্লীব। ২। কাব্যের রস-বিশেষ [ইহার স্থায়ী ভাব বিস্ময়। ইহা চিত্তকে বিস্ময়াপ্লুত করে। যথা—

"থির বিজুরী সঞে, চঞ্চল জলধর
রস বরিখয়ে অনিবার।"—গোবিন্দদাস]।

অৎ (আশ্চর্য্য-রূপে)—ভূ+ডুতচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ৩। আশ্চর্য্যকর, বিস্ময়জনক, আকস্মিক। অদ্ভুত+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অদ্ভুতকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—অপরূপ-কার্য্যকারী, যে বিস্ময়কর কার্য্য করে এরূপ। বহুব্রী। বিণ।

অদ্ভুতসার—খদিরসার, খয়ের। অদ্ভুত সার যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অদ্ভুতস্বন—১। মহাদেব, শিব। বি ; পুং। ২। আশ্চর্য্যশব্দকারী। অদ্ভুত স্বন (শব্দ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। আশ্চর্য্য শব্দ, বিস্ময়কর ধ্বনি। অদ্ভুত স্বন, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অদ্য—আজি। ইদম্+দ্য সপ্তম্যর্থে। অব্য।

অদ্যকার—আজিকার, অদ্যতন। অদ্য+কার ৬ষ্ঠী বিভক্তির অর্থে। বিণ।

অদ্যতন—অদ্যকার, আজিকার, বর্ত্তমান-দিবসীয়। অদ্য+তন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, —তনী। **অদ্যতন ভূতকাল**—(ব্যাকরণ) যাহা সদ্যঃ ঘটিয়াছে তাহার সময় (present perfect tense).

অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ—অদ্য খাদ্যের অভাব; হীন অবস্থা, দারিদ্র্য (চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে) ; অতিসঞ্চয়শীলতা [প্রবচন সংগ্রহ দ্রঃ]। বি।

অদ্যশ্বীন—যাহা আজি কালি হইবে এরূপ। অদ্য+শ্বস্ (কল্য)+ঈন (খ) ভবার্থে। বিণ।

অদ্যশ্বীনা—১। যে অদ্য কিংবা কল্য প্রসব করিবে এরূপ গাভী, আসন্নপ্রসবা গবী। বি ; স্ত্রী। ২। অদ্য বা কল্য সংঘটনীয়া ; আসন্ন-প্রসবা ('—গর্ভিণী')। অদ্যশ্বীন+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অদ্যাপি—আজি পর্য্যন্ত, আজিও ; এখন পর্য্যন্ত, এখনও। অদ্য+অপি (ও)। অব্য।

অদ্যাবধি—আজি হইতে, অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া, আজি অবধি। অদ্য হইয়াছে অবধি (সীমা) যাহাতে, বহুব্রী। অব্য (সংস্কৃত-মতে বিণ বা ক্রি-বিণ)।

অদ্রব—অক্ষরণশীল, যাহা গলিয়া যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদ্রব্য—মন্দ দ্রব্য, খারাপ বস্তু। ন (অপ্রশস্ত, মন্দ) দ্রব্য, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অদ্রি—পর্ব্বত ; বৃক্ষ ; সূর্য্য ; পরিমাণবিশেষ। নঞ্—দ্রা (পলায়ন করা)+কি কর্ত্তৃবা ; অথবা, অদ (ভক্ষণ করা)+ক্রিন্ কর্ত্তৃবা [পর্ব্বতগণ পূর্ব্বকালে পক্ষযুক্ত ছিল ও ইচ্ছামত সর্ব্বত্র উৎপতিত হইয়া গ্রামনগরাদি গ্রাস করিয়া ফেলিত, ইহাই পুরাণোক্তি]। বি ; পুং।

অদ্রিকর্ণী—অপরাজিতা। অদ্রির কর্ণের ন্যায় কর্ণ (পত্র) যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অদ্রিকীলা—মেদিনী, পৃথ্বী, পৃথিবী, ভূমি। অদ্রি (মহেন্দ্র, মলয় প্রভৃ সপ্ত কুলপর্ব্বত) কীল (স্বস্থানে রাখিবার খোঁটা) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অদ্রিজ—১। শৈলেয়নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ, শিলাজতু ; গৈরিক, গিরিমাটি। বি ; ক্লীব। ২। গিরিজ, পর্ব্বতজাত, পর্ব্বতীয়, পর্ব্বতোৎ-পন্ন। অদ্রি হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ ; অদ্রি—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অদ্রিজা—১। শৈলসুতা, হিমালয়নন্দিনী পার্ব্বতী, দুর্গা [পার্ব্বতী গিরিরাজ হিমালয়ের নন্দিনী বলিয়া প্রসিদ্ধা] ; নদী ; সৈংহলী-বৃক্ষ। বি ; স্ত্রী। ২। পর্ব্বতোৎপন্না, পর্ব্বতজাতা। অদ্রিজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অদ্রিতনয়া, -নন্দিনী—গিরিজা, শৈলসুতা, পার্ব্বতী, দুর্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অদ্রিভিৎ (-ভিদ্)—ইন্দ্র। উপতৎ ; অদ্রি—ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা [পূর্ব্বকালে পর্ব্বতগণ সপক্ষ থাকায় ইতস্ততঃ উড্ডীন হইয়া গ্রামনগরাদির ধ্বংস করিত, এইজন্য ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে তাহাদের পক্ষচ্ছেদ করিয়া দেন, ইহাই পৌরাণিক উক্তি ; ইহা হইতেই ইন্দ্রের অদ্রিভিৎ বা গোত্রভিৎ নাম হইয়াছে]। বি ; পুং।

অদ্রিভূ—১। অপরাজিতা লতা [পর্ব্বতের ন্যায় কঠিন ভূমিতেও অপরাজিতা উৎপন্ন হয় বলিয়া]। বি ; স্ত্রী। ২। পর্ব্বতোৎপন্ন, পার্ব্বত্য। অদ্রিতে ভূত (জাত) হয় যাহা, উপতৎ ; অদ্রি—ভূ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অদ্রিরাজ, -রাট্ (-রাজ্)—পর্ব্বতাধিপ হিমালয়, গিরিরাজ, হিমালয়পর্ব্বত। অদ্রি-দিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত। অদ্রি—রাজ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অদ্রিশ—শিব, মহাদেব, গিরিশ। অদ্রিতে শয়ন করেন যিনি, উপতৎ ; অদ্রি—শী+ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অদ্রিশিখর, -শৃঙ্গ(২গ)—গিরিশিখর, পর্ব্বতচূড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অদ্রিসার—১। লৌহ। অদ্রির সার (সারাংশ, মজ্জা), ৬ষ্ঠীতৎ [লৌহ অতি কঠিন বলিয়া তাহাকে অদ্রিসার বলা হয়]। বি ; পুং। ২। পাষাণবৎ অতি কঠিন। অদ্রির ন্যায় সার (অর্থাৎ স্থিরাংশ, উপাদান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদ্রীশ—শিব ; হিমালয়পর্ব্বত। অদ্রির ঈশ (কর্ত্তা, রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অদ্রুত—অশীঘ্র, বিলম্বিত ; ধীর ; অক্ষরিত ; অবিগলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদ্রুম—দ্রুমরহিত, বৃক্ষশূন্য, তরুবর্জ্জিত। বহুব্রী। বিণ।

অদ্রোহ—১। অবিদ্বেষ ; অবিপক্ষতা ; অনিষ্টাচরণহীনতা, অহিংসা ; সদ্ব্যবহার। দ্রোহের (অনিষ্ট-চিন্তার) অভাব এই অর্থে, ন দ্রোহ, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। দ্রোহ-রহিত, বিদ্বেষহীন ; অহিংস ; শত্রুতাবর্জ্জিত ; অনপকারী। ন (নাই) দ্রোহ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অদ্রোহী (-দ্রোহিন্)—অহিংস ; শান্তি-প্রিয় ; নিরীহ ; সদ্ব্যবহারকারী। নঞ্-তৎ। বিণ। স্ত্রী, —হিণী।

অধ—অর্দ্ধ, আধ। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

অধঃ (অধস্), **-অধ**—নিম্নভাগে, অধোভাগে, নিম্নদেশে। অধর (নিম্নস্থান)+অস্ সম্বন্ধার্থে, (র-লোপ)। অব্য।

অধঃকরণ—নিম্নীকরণ ; নিক্ষেপ ; তিরস্কার-করণ ; পরাজিত করণ। অধস্—কৃ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অধঃকাণ্ড—১। কাণ্ডের নিম্নস্থ অংশ। অধঃ কাণ্ডের, একদেশী (মতান্তরে অধঃস্থিত কাণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা)। ২ ভূনিম্নস্থ কাণ্ড। সুপ্‌সুপা। বি ; পুং, ক্লীব।

অধঃকায়—শরীরের নিম্নভাগ, কটিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত অংশ। অধঃ কায়ের, একদেশী (বা 'অধঃকাণ্ড' বৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা)। বি ; পুং।

অধঃকৃত—নিম্নীকৃত ; নিক্ষিপ্ত ; পরাভূত। অধস্—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধঃক্ষিপ্ত—অধোদেশে স্থাপিত, নিম্নভাগে নিক্ষিপ্ত ; যাহা তলানিরূপে পড়িয়াছে এমন ; অধোমুখীকৃত, উপুড়-করা। অধস্—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধঃক্ষেপ—যাহা তলানিরূপে পড়িয়াছে (precipitate). সুপ্‌সুপা। বি ; পুং।

অধঃক্ষেপণ—তলানি পড়া ; নীচে জমা হওয়া। সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লীব।

অধঃখনন—নিম্নে খনন, নীচে গর্ত্ত করা। সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লীব। [সুপ্‌সুপা। বিণ।

অধঃখাত—খনিতভিত্তি (undermined).

অধঃপতন—নিম্নে পতন ; হীনতাপ্রাপ্তি, উৎসন্নে যাওয়া। অধঃ (নিম্নে) পতন, সুপ্-সুপা। বি ; ক্লীব।

অধঃপতিত—নিম্নে পতিত ; উৎসন্ন ; অব-নতিপ্রাপ্ত। অধঃ পতিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অধঃপাত—অধঃপতন। অধঃ পাত, সুপ্-সুপা। বি ; পুং। **অধঃপাতে যাওয়া**—ধ্বংস পাওয়া।

অধঃপাতিয়া, -পেতে—নরকগত ; উৎসন্ন, সর্ব্বনাশগ্রস্ত ; মহাপাপী (তিরস্কার অর্থে)। অধঃপাত+ইয়া, এ (বাং প্রত্যয়)। বিণ।

অধিত্বক্ (-ত্বচ্)—ত্বকের উপরিস্থিত চর্ম্ম, অধিক চর্ম্ম (dermis). অধিকা ত্বক্, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধিত্যকা—পর্ব্বতের উপরিস্থিত সমতল ভূমি (tableland). অধি+ত্যকন্ ভবার্থে +আপ্। বি ; স্ত্রী।

অধিদন্ত—দন্তোপরি উৎপন্ন দন্ত, গজ-দাঁত। অধিক দন্ত, প্রাদি। বি ; পুং।

অধিদেব—সূর্য্যমণ্ডল (সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ বৈরাজ-পুরুষ দেবগণের অধিপতি ; এই জন্য সূর্য্য-মণ্ডলকে অধিদেব বলে) ; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; অন্তর্য্যামী পুরুষ। অধিক দেব, প্রাদি। বি ; পুং। বিণ—আধিদৈবিক।

অধিদেবতা—অধিদেব। অধিকা দেবতা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধিদেবা—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [স্ত্রী।

অধিদেবী—অধীশ্বরী। প্রাঃ কবিপ্র। বি ;

অধিদেয়—ভাতা (allowance). প্রাদি। বি।

অধিদৈবত—অধিদেব। অধিষ্ঠিত বা অধিক দৈবত, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অধিনায়ক—অধিপতি ; চালক ; সর্ব্ব-প্রধান ; কর্ত্তা। অধি—নী+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িকা।

অধিনেতা—অধিনায়ক। অধি—নী+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—নেত্রী।

অধিপ, -পতি—কর্ত্তা, ঈশ, স্বামী, অধিকারী, প্রভু, রাজা। অধি—পা (পালন করা, রক্ষা করা)+ক, ডতি কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। [প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অধিপদ—অধিকার। অধি (অধিক) পদ,

অধিপাল—বিশ্ববিদ্যালয়ের নায়ক (Vice-Chancellor). অধি—পা+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অধিপুরুষ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, পরমেশ্বর ; স্বায়ম্ভুব মনু ; স্কুল ইত্যাদির প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা (rector). অধিক (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পুরুষ, প্রাদি। বি ; পুং।

অধিবক্তা (-বক্তৃ)—ব্যবহারাজীব (advocate). অধিক বক্তা, প্রাদি। বি ; পুং।

অধিবচন—অভিধা, সংজ্ঞা, নাম। অধি—বচ্+অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।

অধিবৎসর, -বর্ষ—যে বৎসরে দিন-সংখ্যা একটি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ৩৬৬ দিনে বৎসর হয় (leap-year). প্রাদি। বি।

অধিবাস—১। বাসস্থান, নিবাস, অবস্থান। অধি—বস্+ঘঞ্ অধিবা। ২। বাস করা। অধি—বস্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। সুগন্ধের সংসর্গে সুগন্ধীকরণ ; গন্ধমাল্য-ধূপাদি-সহযোগে সংস্কারকরণ ; কোন পূজার বা শুভ-কর্ম্মের পূর্ব্বদিবসে সম্পাদ্য কর্ম্মবিশেষ [কোন পূজার পূর্ব্বদিবসে প্রতিমার ও বিবাহদিবসে বরকন্যার এই সংস্কার বা অধিবাস হইয়া থাকে ; কেহ কেহ পূর্ব্বদিন অধিবাস না করিয়া কার্য্যদিনেই করিয়া থাকেন] ; বিবাহের পূর্ব্বদিন শেষরাত্রিতে দধি-মঙ্গলাদি সম্পাদন করা, অথবা বিবাহ যে দিবসের রাত্রিতে হইবে, সেই দিবসে বর-পক্ষীয়েরা যে বস্ত্রগন্ধদ্রব্যাদি কন্যাপক্ষের নিকট প্রেরণ করে তাহা। অধি—বস্+ণিচ্ (=বাসি)+ঘঞ্ ভাববা। ৪। পরিমল। অধি—বাসি+ঘঞ্ করণবা। ৫। স্থাপন। অধি—বস্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অধিবাসন—অধিবাস, গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কারকরণ ; যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে দেবতাস্থাপন ; সুরভি-করণ ; স্থাপন। অধি—বস্ (গন্ধযুক্ত বা স্থাপিত করা)+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অধিবাসিত—গন্ধমাল্যাদি দ্বারা কৃত-সংস্কার ; সুবাসিত ; স্থাপিত। অধি—বস্+ণিচ্ (সুগন্ধ করা, বা স্থাপন করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধিবাসী (-বাসিন্)—বাসকারী ব্যক্তি, নিবাসী লোক, বাসিন্দা। অধি—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

অধিবিদ্য—অতি পণ্ডিত, অতিশয় বিদ্বান্। অধিকা বিদ্যা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অধিবিদ্যা—১। অতিপণ্ডিতা, অতিশয় বিদুষী। অধিবিদ্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বিদ্যালাভের উপায়। অধি—বিদ্+ক্যপ্ করণবা+আপ্। ৩। পরা-বিদ্যা ; বাহ্য-জগতের অতীত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞানজনক শাস্ত্র (metaphysics). প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধিবিন্না—যে পত্নী জীবিতা থাকিতে ভর্ত্তা পুনরায় অন্যা স্ত্রীকে বিবাহ করেন সেই পত্নী ; অধ্যূঢ়া। অধি (পূর্ব্বে)—বিদ্+ক্ত কর্ম্মবা +আপ্। বি ; স্ত্রী। [ক্লীব।

অধিবৃত্ত—ক্ষেপণীক্ষেত্র (parabola). বি ;

অধিবৃত্তি—কোনও কোম্পানীর লভ্যাংশ (bonus). প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধিবেত্তা (-বেত্তৃ)—প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে যে পুনর্ব্বার বিবাহ করে এরূপ ব্যক্তি। অধি—বিদ্ (লাভ করা)+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অধিবেদন—প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ, স্ত্রী থাকিতে পুনরায় বিবাহ করা। অধি—বিদ্ (লাভ করা)+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অধিবেশন—সমাবেশ ; (সভাদির) অধিষ্ঠান, বৈঠক, বসা। অধি—বিশ্ (প্রবেশ করা) +অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অধিভূ—কর্ত্তা, ঈশ, স্বামী, রাজা। অধি—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অধিভূত—যাহা ভূত অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে অধিকার করিয়া থাকে তাহা ; প্রাণিবিষয়ক ; দৃষ্টিবিষয়ীভূত স্থূলশরীরের উৎপত্তিকারণ-স্বরূপ পদার্থ। ভূতকে অধিগত, প্রাদি। বি ; ক্লীব। বিণ—আধিভৌতিক।

অধিমন্ত্রী (-মন্ত্রিন্)—কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী (prime minister). প্রাদি। বি ; পুং।

অধিমন্থ—রোগবিশেষ (ইহাতে মস্তকের একাংশ স্ফীত ও সেই দিকের অক্ষিগোলক অতি বেদনাযুক্ত ও যাতনাদায়ক হয়)। মন্থ অর্থাৎ মস্তককে অধিগত, প্রাদি। বি ; পুং।

অধিমাংস—মাংসাধিক্য ; বিস্ফোটক, ফোঁড়া ; চক্ষুরোগবিশেষ, অক্ষিগোলকের অর্ব্বুদ বা আব। অধিক মাংস, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অধিমাংসক—দন্তরোগবিশেষ। মাংসকে অধিগত, প্রাদি+স্বার্থে ক। বি ; পুং।

অধিমাস—রবিসংক্রান্তিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী চান্দ্রমাস, মলমাস [বারটি সৌরমাসে যেমন এক বৎসর হয়, বারটি চান্দ্রমাসেও তেমনি এক চান্দ্রবৎসর হয়। কোন কোন সৌর-বৎসরে তেরটি চান্দ্রমাস হয়। যে সৌরমাসে দুইটি অমাবস্যা এবং তিনটি প্রতিপদ হয়, তাহাকে অধিমাস বা মলমাস কহে। মল-মাসে কোন শুভকার্য্য হয় না]। অধিক মাস, প্রাদি। বি ; পুং।

অধিযজ্ঞ—বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ। অধিকৃত যজ্ঞ যাঁহা দ্বারা, বহুব্রী। বি ; পুং।

অধিযন্ত্রিক—মেসিনের কাজ যে বুঝিয়া লইয়া কারিকরদিগকে নির্দ্দেশ দেয় (machine foreman). প্রাদি। বি ; পুং।

অধিযোগ—১। জ্যোতিষোক্ত প্রসিদ্ধ শুভযাত্রিক যোগবিশেষ। অধি—যুজ্ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভাববা। ২। (ব্যাকরণ) ইক্ এবং ইঙ্ ধাতুর নিত্য 'অধি' এই উপসর্গের সহিত যোগ। অধির যোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অধিরথ—১। (মহাভারত) কর্ণের পালকপিতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। অধিশ্রিত রথকে, প্রাদি। ২। অতিরথ, মহারথী, অত্যন্ত বীরপুরুষ। অধিকৃত রথ যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বি ; পুং।

অধিরাজ—রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট্, সার্ব্বভৌম। অধিক রাজা, প্রাদি+টচ্। বি ; পুং।

অধিরাজ্য—১। সাম্রাজ্য। অধিরাজ+ষ্যঞ্ অধিকারার্থে। ২। সার্ব্বভৌমত্ব। অধিরাজ+ষ্যঞ্ ভাবে। ৩। অন্য বহি-র্রাজ্যের সহিত যে রাজ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ (dominion). বি ; ক্লীব।

অধিরাট্ (-রাজ্)—রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট্। অধি—রাজ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা বিণ। [স্ত্রী।

অধিরাণী—সম্রাজ্ঞী। প্রাদি (বাং)। বি ;

অধিরাষ্ট্রীয়—সর্ব্বজাতিক, আন্তর্জ্জাতিক (international). অধিরাষ্ট্র (সর্ব্বরাষ্ট্র)+ ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অধিরূঢ়—১। অধিষ্ঠিত, আরূঢ়। অধি—রুহ্ +ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। আক্রান্ত, আবিষ্ট। অধি—রুহ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধিরোপণ—স্থাপন; আরোহণ করান, চড়ান; ধনুতে বাণযোজনা। অধি—রুহ্ + ণিচ্ (রোপি ধাতু)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অধিরোপিত—স্থাপিত; আরোপিত, কৃতারোহণ, উত্থাপিত। অধি—রুহ্ +ণিচ্ ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধিরোহণ—উপরে উঠা, আরোহণ। অধি—রুহ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অধিরোহণী—কাষ্ঠময় বা ইষ্টকাদিরচিত সোপান, সিঁড়ি। অধি—রুহ্ + অনট্ করণবা +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অধিরোহিণী—১। আরোহণকারিণী, আরোহিণী। অধি—রুহ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা+ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সোপানাবলী, সিঁড়ি, মই। অধি—রুহ্ +ণিচ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অধিরোহী (-রোহিন্)—আরোহণকারী। অধি—রুহ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অধিলোক—বিশ্ব; পৃথিবী; মর্ত্ত্যলোক। প্রাদি। বি; পুং।

অধিশয়ন—উপরি শয়ন, উপরি অবস্থান; আরোহণ। অধি—শী+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। [অধি—শী+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অধিশয়িত—অধিষ্ঠিত; উপরি শয়িত।

অধিশায়িত—স্থাপিত, আরোপিত; অধিষ্ঠিত। অধি—শী+ণিচ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধিশিক্ষক—অধিপুরুষ (rector). প্রাদি। বি; পুং।

অধিশ্রয়—স্থান, আশ্রয়। অধি—শ্রি (আশ্রয় করা)+অচ্ অধিবা। বি; পুং। বিণ, –শ্রয়ী, –শ্রিত।

অধিশ্রয়ণ—১। রাঁধিবার জল উনুনের উপরে রাখা; রন্ধন। অধি—শ্রি+অনট্ ভাববা। ২। (পদার্থ-বিদ্যা) আলোকরশ্মি সকল পরকলার মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক যে বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় সেই স্থান (focus). অধি—শ্রি (আশ্রয় করা)+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

অধিশ্রয়ণবিন্দু—(পদার্থ-বিদ্যা) যে বিন্দুতে আলোকরশ্মি সকল কেন্দ্রীভূত হয় তাহা। অধিশ্রয়ণই বিন্দু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অধিশ্রয়ণী, -শ্রয়িণী—চুল্লী, উনুন, আখা। অধি—শ্রি+অনট্ অধিবা+ঈপ্; অধিশ্রয় +ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অধিশ্রিত—অবলম্বিত, আশ্রিত, প্রাপ্ত, গৃহীত; স্থাপিত। অধি—শ্রি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধিষ্ঠাতা (-ষ্ঠাতৃ)—অধিষ্ঠানকারী, অবস্থিত; অধ্যক্ষ। অধি—স্থা+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অধিষ্ঠাত্রী—স্থিতিকারিণী; আশ্রয়দাত্রী। অধিষ্ঠাতৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অধিষ্ঠান—১। অবস্থান; স্বভাবগত হইয়া থাকা (inherence); সন্নিধান; উপস্থিতি; থাকা; উপবেশন। অধি—স্থা+অনট্ ভাববা। ২। আশ্রয়, অবস্থিতিস্থান, অধিকরণ, আধার; নগর। অধি—স্থা+অনট্ অধিবা। ৩। প্রভাব; চক্র। অধি—স্থা+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

অধিষ্ঠানভূমি, -স্থল, -স্থান—অবস্থানস্থল, আশ্রয়স্থল, থাকিবার জায়গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব, ক্লীব।

অধিষ্ঠাপক—যে অধিষ্ঠান করায়। অধি—স্থা+ণিচ্ +ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ষ্ঠাপিকা।

অধিষ্ঠাপন—প্রতিষ্ঠিত করান, অধিষ্ঠান করান। অধি—স্থা+ণিচ্ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –ষ্ঠাপিত।

অধিষ্ঠায়ক—শাসক। অধি—স্থা+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অধিষ্ঠায়কবর্গ—শাসকবর্গ (governing body). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অধিষ্ঠিত—অধ্যুষিত, অবস্থিত; আবির্ভূত; আশ্রিত; বেষ্টিত; রক্ষিত; অধিকৃত; স্থাপিত। অধি—স্থা+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

অধিস্পৃহা—অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা; উচ্চ অভিলাষ (aspiration). প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অধিহারে—অতিরিক্ত মূল্যে (above par). হারে অধিক করিয়া, অব্যয়ী (বাং)। অব্য, ক্রি-বিণ।

অধীকার—'অধিকার' দ্রঃ।

অধীক্ষক—উপরিতন তত্ত্বাবধায়ক (supervisor). অধি—ঈক্ষ্ +ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অধীত—যাহা অধ্যয়ন করা হইয়াছে এরূপ, পঠিত। অধি—ই (অধ্যয়ন করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধীতা—১। পণ্ডিতা। প্রাঃ কবিপ্র। ২। পঠিতা। অধীত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অধীতি—অধ্যয়ন, পাঠ। অধি—ই+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অধীতী (-ধীতিন্)—ছাত্র; অধ্যয়নকারী; কৃতাধ্যয়ন, যাহার পাঠ শেষ হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি। অধীত (পাঠ)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –তিনী।

অধীন—বশবর্ত্তী, আয়ত্ত, বশ; অনুগত; বাধ্য; আজ্ঞাকারী; আশ্রিত। ইন অর্থাৎ প্রভুকে অধিগত, প্রাদি। বিণ।

অধীনতা—আনুগত্য, পরবশে অবস্থান, অপরের আজ্ঞাকারিতা, পরবশতা। অধীন+ তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অধীননদী—উপনদী, করদনদী, কোন প্রধান নদীতে আসিয়া পতিতা নদী (tributary river). অধীনা নদী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অধীয়ান—পাঠকারী, অধ্যয়নকারী, ছাত্র, বিদ্যার্থী। অধি—ই (অধ্যয়ন করা)+ শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অধীর—অস্থির, উদ্বিগ্ন, চঞ্চল, উতলা; ধৈর্য্যহীন, অসহিষ্ণু; সন্ত্রস্ত, ভীত; কাতর। ন ধীর, নঞ্ তৎ। বিণ।

অধীরচিত্ত—অস্থিরহৃদয়, চপলমতি; উদ্বিগ্নচিত্ত; কাতরহৃদয়। অধীর চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অধীরতা—উদ্বেগ; অস্থিরতা, চাঞ্চল্য; ধৈর্য্যশূন্যতা, অসহিষ্ণুতা। অধীর+তা ভাবে; অথবা, ন ধীরতা, নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অধীরপ্রকৃতি—১। অস্থিরস্বভাব, যে কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না এরূপ। অধীর প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অস্থির স্বভাব, চঞ্চল প্রকৃতি। অধীরা প্রকৃতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অধীরা—১। অস্থিরা, চপলা; ধৈর্য্যহীনা। বিণ; স্ত্রী। ২। চপলা, বিদ্যুৎ; (অলঙ্কারশাস্ত্র) নায়িকাবিশেষ [অধীরা নায়িকা দুই প্রকার: মধ্যা অধীরা ও প্রগল্ভা বা প্রৌঢ়া অধীরা। যে নায়িকা রোষপরবশা হইয়া কঠোর বাক্য দ্বারা প্রিয়কে দগ্ধ করে, সে মধ্যা অধীরা। যে নায়িকা রুষ্ট হইয়া নায়ককে বর্জ্জন করে বা তাড়না করে, তাহার নাম প্রগল্ভা অধীরা। মধ্যা অধীরা ও প্রগল্ভা অধীরা আবার প্রত্যেকে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা ভেদে দ্বিবিধ। সুতরাং অধীরা নায়িকা সাকল্যে চারিপ্রকার]। ন ধীরা, নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অধীশ, -শ্বর—১। অধিরাজ, মহারাজ, সম্রাট্, যাঁহাকে সমস্ত সামন্ত রাজা প্রণাম করেন এরূপ প্রধান রাজা, রাজ-চক্রবর্ত্তী। বি; পুং। ২। কর্ত্তা, পতি, প্রভু। অধিক ঈশ, ঈশ্বর, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, –শা, –রী।

অধুত, -ধূত—অবিচলিত, অকম্পিত। ন ধুত, ধূত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অধুনা—ইদানীং, সম্প্রতি, বর্ত্তমানকালে, এক্ষণে। ইদম্ শব্দ হইতে নিপাতনে। অব্য।

অধুনাতন—বর্ত্তমানকালোৎপন্ন, আধুনিক, ইদানীন্তন। অধুনাভব এই অর্থে, অধুনা+ তন। বিণ। স্ত্রী, –নী।

অধৃত—১। বিষ্ণু। বি; পুং। ২। যাহা ধরা হয় নাই এরূপ; অগৃহীত। ন ধৃত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অধৃতি—১। অধীরতা, ধৈর্য্যহীনতা; ধারণ না করা; অগ্রহণ। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী। ২।

ধৈর্য্যহীন, অসহিষ্ণু। ন (নাই) ধৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অধৃষ্ট—অনুদ্ধত, বিনীত, অপ্রগল্ভ; সলজ্জ; অহঙ্কারশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অধৃষ্য—দুর্জ্জয়, অপরাভবনীয়, অনভিভবনীয়, যাহার নিকটে যাওয়া যায় না বা যাইতে ভয় হয় এরূপ দুর্দ্ধর্ষ; অতি প্রগল্ভ। ন ধৃষ্য (পরাভবনীয়), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অধৃষ্যা—১। নদীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। অধর্ষণীয়া, অনভিভবনীয়া। অধৃষ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অধৈর্য্য(র্য)—১। অধীর; অস্থির; উদ্বিগ্ন; ব্যাকুল; উতলা; স্বকালসহ, যাহার কালাপেক্ষা বা বিলম্ব সহ্য হয় না এরূপ; ব্যস্তবাগীশ। ন (নাই) ধৈর্য্য যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ধৈর্য্যাভাব; অশান্তি; ব্যাকুলতা। ন ধৈর্য্য, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অধোংশুক—পরিধানবস্ত্র, নিম্নাঙ্গে পরিধেয় বসন। অধঃ অর্থাৎ নিম্নাঙ্গে পরিধেয় অংশুক (বস্ত্র), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অধোক্ষজ—বিষ্ণু; অতীন্দ্রিয় পুরুষ। অধোক্ষ (পাদ) হইতে জন্মিয়াছেন যিনি, উপতৎ; অধোক্ষ—জন্+ড কর্ত্তৃবা (বিষ্ণু এক কল্পে মহাদেবের পাদ হইতে জন্মিয়াছিলেন—ইহাই পুরাণোক্তি)। বি; পুং।

অধোগত—নিম্নে পতিত, নীচে অবস্থিত; দুর্দ্দশাপন্ন, হীনাবস্থ; উচ্চস্থান হইতে নিম্নে আগত, অবরূঢ়; নিরয়গত, নরকপ্রাপ্ত। অধঃ (নিম্নস্থলকে) গত (প্রাপ্ত), সুপ্‌সুপা। বিণ।

অধোগতি, -গমন—১। নিম্নদিকে গমন, নীচগতি; অপকৃষ্ট-দশাপ্রাপ্তি; অবনতি; নরকে গমন; নীচ যোনিতে জন্ম। অধঃ গতি, গমন, সুপ্‌সুপা। ২। (জৈনমতে) পৃথিবীর সর্ব্বনিম্নদেশস্থিত নরকতুল্য স্থান। অধঃ গতি হয় যেখানে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অধোগামী (-গামিন্)—নিম্নদেশে গমনকারী, অবতরণকারী; অপকৃষ্টদশাপ্রাপ্ত; পাপগ্রস্ত; উৎসাদপ্রাপ্ত; নরকগামী, পাপী। অধঃ গমন করে যে, উপতৎ; অধস্—গম্ (যাওয়া)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -মিনী।

অধোঙ্গ(ঙ্গ)—গুহ্যদেশ; উপস্থ; ভগ। অধঃস্থিত অঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অধোজিহ্বা, -জিহ্বিকা—তালুমূলস্থ ক্ষুদ্রজিহ্বা, আলজিভ্। অধঃস্থিতা জিহ্বা, মধ্যপ কর্ম্মধা; দ্বিতীয়পক্ষে তদুত্তরে কন্ অল্পার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

অধোদৃষ্টি—১। যোগাভ্যাসকালে নাসিকার অগ্রভাগে ন্যস্তদৃষ্টি; নিম্নদিকে দৃষ্টিবিশিষ্ট; নীচমনাঃ। অধঃ দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নিম্নদিকে দৃষ্টি; সামান্য বিষয়ে মনঃসংযোগ। অধঃ (নিম্নে) দৃষ্টি, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

অধোবদন—নিম্নমুখ, অবনতমুখ, হেঁটমুখ; অপ্রতিভ। অধঃ বদন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অধোবায়ু—অপানবায়ু, বাতকর্ম্ম। অধোগামী বায়ু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অধোবিন্দু—মস্তকের ঠিক ঊর্দ্ধভাগে আকাশে পরিকল্পিত বিন্দুর ঠিক সোজাসুজি অধোভাগে পদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি-স্থান (nadir). অধঃস্থিত বিন্দু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অধোভঙ্গ(ঙ্গ)—(ভূতত্ত্ব) নিয়মিতভাবে তাপ হারাইবার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্কোচন-হেতু ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরে যে তরঙ্গ-ভঙ্গ হয়, তাহার নিম্নদিকের ভাঁজ (downfold). অধঃ ভঙ্গ, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

অধোভাগ—নিম্নদিক্, তলদেশ। অধঃস্থিত ভাগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অধোভুবন—পাতাল। অধঃস্থিত ভুবন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অধোমর্ম্ম (-মর্ম্মন্), **-মর্ম**—গুহ্যদ্বার। অধঃস্থিত মর্ম্ম (সন্ধিস্থল), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অধোমুখ—নতমুখ, হেঁটমুখ, যে নিম্নদিকে মুখ করিয়া আছে এরূপ, অধোবদন; অপ্রতিভ; (জ্যোতিষ) নক্ষত্রগণবিশেষ [মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ—এইগুলি অধোমুখ নক্ষত্র]। অধঃ হইয়াছে মুখ যাহার বা যাহাদের, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী।

অধোলোক—পাতাল। অধঃস্থিত লোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [(তাহা দ্রঃ)।

অধ্ব—সমাসে পূর্ব্বপদস্থ 'অধ্বা' (অধ্বন্) শব্দ

অধ্বগ—১। পথগামী, পথিক। বিণ। ২। দিবাকর, সূর্য্য; উষ্ট্র। উপতৎ; অধ্বন্ (পথ)—গম্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অধ্বগা—১। ভাগীরথী, গঙ্গা। অধ্বন্ (পথ)—গম্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পথগামিনী। অধ্বগ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অধ্বগামী (-গামিন্)—পথগামী, পথিক। উপতৎ; অধ্বন্ (পথ)—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

অধ্বজ—ধ্বজরহিত, পতাকাশূন্য (রথ ইত্যাদি)। ন (নাই) ধ্বজ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অধ্বর—১। যজ্ঞ। উপতৎ; অধ্বন্—রা+ক কর্ত্তৃবা। ২। অষ্টবসুর অন্যতম। বি; পুং। ৩। মনোযোগী, অবহিতচিত্ত, সাবধান। নঞ্—ধ্বৃ (কুটিল হওয়া)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অধ্বরথ—১। পথাভিজ্ঞ দূত। অধ্বাই রথ যাহার, বহুব্রী। ২। পথগমনের উপযুক্ত রথ। অধ্বগামী রথ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অধ্বর্য্যু(র্যু)—যজুর্ব্বেদবিৎ ঋত্বিক্, যজুর্ব্বেদীয় হোমকারী ব্রাহ্মণ। অধ্বর—যু+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা, অথবা, অধ্বর+ক্যচ্ (ইচ্ছা করে অর্থে)+যুচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অধ্বা (অধ্বন্)—১। পথ। অত্ (গমন করা)+ক্বনিপ্ অধিবা। ২। সময়, কাল। অত্+ক্বনিপ্ কর্ত্তৃবা। ৩। অবয়ব; উপায়। অত্+ক্বনিপ্ করণবা। বি; পুং।

অধ্বান্ত—১। অন্ধকারাভাব; অল্প অন্ধকার; গোধূলি (twilight). ন (নয় অথবা ঈষৎ) ধ্বান্ত (অন্ধকার), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। অন্ধকারহীন। ন (নাই) ধ্বান্ত যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অধ্যক্ষ—১। প্রধান কর্ম্মসম্পাদক, কর্ত্তা, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর; প্রভু; পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক; ক্ষীরিকাবৃক্ষ। অধি—অক্ষ্ (ব্যাপিয়া থাকা) +অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জ্ঞানগোচর। অক্ষকে (ইন্দ্রিয়কে) অধিগত, প্রাদি। বিণ।

অধ্যক্ষতা—কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্ব, তত্ত্বাবধারণ; পরিদর্শন, তত্ত্বাবধায়কতা। অধ্যক্ষ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। [অক্ষর, প্রাদি। বি; পুং।

অধ্যক্ষর—প্রণব, ওঙ্কার। অধিক (প্রধান)

অধ্যগ্নি—১। বিবাহকালে কন্যাকে প্রদত্ত যৌতুক ধনাদি। বি; ক্লীব। ২। অগ্নিসমীপে, বহ্নিনিকটে। অগ্নির সমীপে, অব্যয়ী। অব্য।

অধ্যণ্ডা—আলকুশী; ভুঁই আমলা। অণ্ডকে অধিগতা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অধ্যধীন—১। অতিশয় বশীভূত, নিতান্ত অনুগত। বিণ। ২। ভৃত্য, দাস। অধিকভাবে অধীন, প্রাদি। বি; পুং।

অধ্যবসায়—কার্য্যে দৃঢ় যত্ন, অবিশ্রান্ত চেষ্টা, কর্ম্ম-সম্পাদনে অবিচলিত উৎসাহ, একান্ত কার্য্যতৎপরতা; নিশ্চয়; (অলঙ্কারশাস্ত্র) উপমেয়ের অধঃকরণ করিয়া উপমানের অভেদ স্থাপন। অধি—অব—সো (নাশ করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—সায়ী।

অধ্যবসায়শীল—অবিরাম উৎসাহশীল, দৃঢ়প্রযত্ন, অধ্যবসায়ী। অধ্যবসায় শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অধ্যবসায়ারূঢ়—কার্য্যসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প। অধ্যবসায়কে আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।

অধ্যবসায়ী (-য়িন্)—আরব্ধ-কার্য্যসাধনে দৃঢ়যত্ন, কার্য্যনির্ব্বাহে একান্ত উদ্যমশীল। অধ্যবসায়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

অধ্যবসিত—সঙ্কল্পিত; আরব্ধ, অবলম্বিত। অধি—অব—সো+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধ্যয়ন—পাঠ, পঠন, পড়া; বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনা। অধি—ই+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অধ্যয়ননিরত, -রত—পাঠে নিযুক্ত। অধ্যয়নে নিরত, রত, ৭মীতৎ। বিণ।

অধ্যয়নশীল—পাঠনিরত, পড়িতে রত; পঠনশীল। বহুব্রী। বিণ।

অধ্যয়নীয়—পঠনীয়, পাঠ্য। অধি—ই+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অধ্যর্দ্ধ(র্ধ)—সার্দ্ধ, অর্দ্ধাধিক এক, দেড়। অর্দ্ধকে অধিগত, প্রাদি। বিণ।

অধ্যশন—ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে ভোজন। অধিক অশন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অধ্যস্ত—অধিরোপিত, আরোপিত। অধি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধ্যাত্ম—পরমাত্মবিষয়ক, আত্মসম্বন্ধীয়; মনঃসংক্রান্ত, চিত্তবিষয়ক; শরীরসম্বন্ধীয়; পরব্রহ্ম। আত্মাকে অধিকার করিয়া এই বাক্যে, অব্যয়ী=অধ্যাত্ম, তদুত্তরে অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; ক্লীব। বিণ—আধ্যাত্মিক।

অধ্যাত্মতত্ত্ব—পরমেশ্বরবিষয়ক রহস্য, ঈশ্বরতত্ত্ব; দেহতত্ত্ব। অধ্যাত্মের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, অধ্যাত্মবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—পরমাত্মবিষয়ক গূঢ়রহস্যবেত্তা। উপতৎ; অধ্যাত্মতত্ত্ব—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অধ্যাত্মরামায়ণ—বেদব্যাস-রচিত কাব্যবিশেষ [ইহাতে রামচরিতের আধ্যাত্মিক বর্ণনা ইত্যাদি আছে]। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অধ্যাত্মা (-ত্মন্)—আত্মা; জীবাত্মা; পরমাত্মা। প্রাদি। বি; পুং।

অধ্যাত্মিক—অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক। অধ্যাত্ম+ইক (ঠন্) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অধ্যাত্মীয়—কাহারও নিজের সম্বন্ধীয়, আত্মসম্বন্ধীয় (subjective). অধ্যাত্মন্+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অধ্যাপক—শিক্ষক, উপদেশক, শিক্ষাগুরু, শাস্ত্রাদিশিক্ষক, আচার্য্য, উপাধ্যায়; কলেজের শিক্ষক। অধি—ই+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—পিকা।

অধ্যাপন—শিক্ষাদান, পড়ান। অধি—ই+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অধ্যাপনা—শিক্ষাদান, পড়ান। অধি—ই+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অধ্যাপনীয়—শিক্ষণীয়, পাঠনীয়। অধি—ই+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অধ্যাপয়িতা (-য়িতৃ)—অধ্যাপক, শিক্ষক। অধি—ই+ণিচ্+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—য়িত্রী।

অধ্যাপিকা—মহিলা-অধ্যাপক; অধ্যাপকপত্নী। অধ্যাপক+আপ্। বি; স্ত্রী।

অধ্যাপিত—পাঠিত, যাহা বা যাহাকে পড়ান হইয়াছে এরূপ। অধি—ই+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধ্যাবাহনিক—বিবাহের পর স্বামিগৃহে যাইবার সময়ে বধূ পিতৃগৃহ হইতে যে ধন প্রাপ্ত হয় সেই স্ত্রীধন। অধি—আবাহন (আহ্বান)+ইক। বি; ক্লীব।

অধ্যায়—গ্রন্থের বিভাগ, গ্রন্থপরিচ্ছেদ [পুরাণাদিতে সর্গ, বর্গ, পরিচ্ছেদ, উদ্ঘাত, অধ্যায়, স্কন্ধ, অঙ্ক, সংগ্রহ, উচ্ছ্বাস, পরিবর্ত্ত, পটল, কাণ্ড, স্থান, প্রকরণ, পর্ব্ব, উল্লাস, আহ্নিক—এইগুলি সাধারণতঃ অধ্যায় নামে উক্ত। সংকলিত স্তোত্রাদির পাঠে নির্দিষ্ট সংখ্যা লইয়া কৃত বিভাগকে অধ্যায় বলে। ইহার এক অধ্যায় পাঠকালে মধ্যে বিরাম নিষিদ্ধ; বিরাম করিলে সেই অধ্যায়ের আদি হইতে পুনরায় পাঠ করিতে হয়]। অধি—ই+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

অধ্যারূঢ়—কৃতারোহণ, যে আরোহণ করিয়াছে এমন; অধিক। অধি—আ—রুহ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অধ্যারোপ, -রোপণ—স্থাপন; অধ্যাস, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া কল্পনা করা, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান [যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, অথবা নির্ব্বিকার ব্রহ্মে সবিকারত্বের আরোপ]। অধি—আ—রুহ্+ণিচ্ (=রোপি)+অচ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অধ্যারোহণ—উপরে উঠা, আরোহণ; স্কন্ধে উঠা। অধি—আ—রুহ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অধ্যাস—১। অধ্যারোপ, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা; মায়া, প্রপঞ্চ; ফাঁকি (illusion). অধি—অস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—অধ্যস্ত। ২। উপবেশন, বসা; অধিষ্ঠান; আধিপত্য। অধি—আস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অধ্যাসন—উপবেশন; অধিষ্ঠান, অধিরোহণ। অধি—আস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অধ্যাসিত—১। অধিষ্ঠিত। অধি—আস্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। নিবেশিত। অধি—আস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধ্যাসীন—যে বসিয়া আছে এরূপ, উপবিষ্ট। অধি—আস্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অধ্যাহরণ, -হার—উহ্য করা অর্থাৎ অর্থবোধের প্রয়োজন হেতু কোন পদ ব্যবহৃত না থাকিলেও ধরিয়া লওয়া, কোন বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রয়োজনানুরূপ পদের বিন্যাস; তর্ক। অধি—আ—হৃ+অনট্, ঘঞ্ ভাববা। বি; ক্লীব, পুং।

অধ্যাহার্য্য(র্য)—উহ্য; তর্ক্য। অধি—আ—হৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অধ্যাহৃত—উহ্য বলিয়া যাহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এমন; তর্কিত, বিচারিত। অধি—আ—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধ্যুষিত—১। যেখানে বাস করা গিয়াছে এরূপ। অধি—বস্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। উপবিষ্ট; অধিষ্ঠিত। অধি—বস্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। [বস্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অধ্যুষ্ট—খ্যাত, প্রথিত, প্রসিদ্ধ। অধি—

অধ্যুষ্ট্র—উষ্ট্রচালিত শকটাদি। অধিকৃত উষ্ট্রকে, প্রাদি। বি; পুং।

অধ্যূঢ়—১। মহেশ্বর, শিব। অধি—বহ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। বৃদ্ধিশীল; সমৃদ্ধ। অধি—বহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অধ্যূঢ়া—১। অধিবিন্না, যাহার ভর্তা পুনর্ব্বার দারান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে এরূপ স্ত্রী, পত্নী জীবিত থাকিতে যাহার স্বামী পুনরায় বিবাহ করে; বহু বিবাহকারী পুরুষের প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী। অধি (উপরে) ঊঢ় (বিবাহ) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বৃদ্ধিশীলা; সমৃদ্ধা। অধ্যূঢ় (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অধ্যেতব্য—পঠিতব্য, পঠনীয়। অধি—ই+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

অধ্যেতা (অধ্যেতৃ)—অধ্যয়নকারী, পাঠক, বিদ্যার্থী, ছাত্র, শিষ্য। অধি—ই+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

অধ্যেষণ—বিনীত নিবেদন, সবিনয় জিজ্ঞাসা; আদরের সহিত নিয়োগ, প্রার্থনা। অধি—ইষ্+অনট্ ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—অধীষ্ট।

অধ্যেষণা—সবিনয় জিজ্ঞাসা; সবিনয় প্রার্থনা। অধি—ইষ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অধ্রুব—অনিশ্চিত, অনবধারিত, অস্থির, অনিত্য, চঞ্চল। ন ধ্রুব, নঞ্তৎ। বিণ।

অন্ (নঞ্)—সাদৃশ্য অভাব অন্যত্ব অল্পতা অপ্রাশস্ত্য বিরোধ ইত্যাদি-সূচক অব্যয়। ['অ' দ্রঃ]।

অন—অন্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বিণ।

অন-অন—অন্যোন্য, পরস্পর। প্রাঃ কবিপ্র।

অনংশ—১। ভাগের অযোগ্য; অনধিকারী। ন (হয় না) অংশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অংশ ভিন্ন বস্তু, অংশের অভাব। ন অংশ, নঞ্তৎ। বি; পুং।

অনংশা—১। বিভাগের অযোগ্যা; অনধিকারিণী। অনংশ (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গোপীবিশেষ। বি; স্ত্রী।

অনংশুমৎফলা—কলাগাছ। অনংশু+মতুপ্ আছে অর্থে; সেরূপ ফল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনক—অধম, নীচ, নিন্দনীয়। অন্+অচ্ কর্ত্তৃবা+ক নিন্দা অর্থে। বিণ।

অনক্ষ—১। নয়নহীন, অন্ধ। ন (নাই) অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত ষচ্-প্রত্যয়)। স্ত্রী,—ক্ষী। ২। চক্রশূন্য ('রথ'); ইন্দ্রিয়রহিত। ন (নাই) অক্ষ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষা।

অনক্ষর—১। অবাচ্য উক্তি, কুৎসা, নিন্দা; লুপ্তাক্ষর। ন (অপ্রশস্ত, নাই) অক্ষর যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। বর্ণজ্ঞানহীন, মূর্খ। ন (নাই) অক্ষর (বর্ণজ্ঞান) যাহার, বহুব্রী। বিণ। [(চক্ষু), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অনক্ষি—কুৎসিত চক্ষু। ন (অপ্রশস্ত) অক্ষি

অনগ—বৃক্ষরহিত; পর্ব্বতশূন্য। ন (নাই) অগ (বৃক্ষ বা পর্ব্বত) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনগণি—অসংখ্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অনগার—১। ঋষি, মুনি। বি; পুং। ২। গৃহহীন। ন (নাই) অগার (গৃহ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনগ্ন—অবিবস্ত্র, যে উলঙ্গ নহে এরূপ, সবস্ত্র, বস্ত্রপরিহিত। ন নগ্ন (উলঙ্গ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনগ্নি—১। অগ্নিহীন, দাহকার্য্য রহিত; শ্রুতিস্মৃতিসম্মতকর্ম্মশূন্য। বিণ। ২। সন্ন্যাসী; নিরগ্নি ব্রাহ্মণ। ন (নাই) অগ্নি যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অনঘ—১। মুনিবিশেষ [ইনি বশিষ্ঠের ঔরসে উর্জ্জার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন]। বি; পুং। ২। নিষ্পাপ, নির্ম্মল, পবিত্র; সুন্দর। ন (নাই) অঘ (পাপ, মলিনতা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনঙ্গ(ংগ)—১। কামদেব, মদন, কন্দর্প [শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়া কামদেব তাঁহার নয়ননিঃসৃত রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, এইজন্য অবয়বশূন্য হওয়ায় তাঁহার নাম অনঙ্গ হইয়াছে]। বি; পুং। ২। শূন্য, আকাশ; চিত্ত [আকাশের কোন অঙ্গ নাই, এজন্য তাহাও অনঙ্গ; আর ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে চিত্ত সূক্ষ্মত্ব হেতু অঙ্গহীন, এজন্য তাহাও অনঙ্গ নামে অভিহিত]। বি; ক্লীব। ৩। অঙ্গহীন, নিরবয়ব। ন (নাই) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি; ক্লীব।

অনঙ্গ(ংগ)ক—চিত্ত, মন। অনঙ্গ+ক স্বার্থে।

অনঙ্গ(ংগ)মোহন—১। মদনমোহন, শ্রীকৃষ্ণ। বি; পুং। ২। অতি সুন্দর। অনঙ্গের মোহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অনঙ্গ(ংগ)লেখ—প্রেমপত্র, প্রণয়লিপি। অনঙ্গপ্রণোদিত লেখ (লিখন), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনঙ্গা(ংগা)রি—কামের শত্রু, মহাদেব, শিব। অনঙ্গের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ['অনঙ্গ' দ্রঃ]।

অনঙ্গু(ংগু)লি—অঙ্গুলিহীন; ঠুঁটা। ন (নাই) অঙ্গুলি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনচ্ছ—অপরিষ্কৃত, সমল, ঘোলা, আবিল; অস্বচ্ছ, যাহার মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি ভেদ করিতে পারে না এবং এপার হইতে ওপার দেখা যায় না এমন (opaque). ন অচ্ছ, নঞ্‌তৎ। বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অনছন—আচ্ছন্ন, অধীর। 'আচ্ছন্ন'-শব্দজ।

অনঞ্জন—১। অঞ্জনশূন্য, কজ্জলশূন্য; নিষ্পাপ; নির্দ্দোষ, দোষরহিত। বিণ। ২। পরব্রহ্ম; শূন্য, আকাশ। ন (নাই) অঞ্জন যাহার, বহুব্রী। [ব্রহ্ম মলিনত্ববর্জ্জিত, আকাশও তদ্রূপ।] বি; ক্লীব।

অনটন—(সংসারব্যয়াদি) না চলা, টানাটানি, অভাব, অপ্রতুল। ন অটন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অনড়—স্থিতিশীল, যাহা নড়ে না এমন, অচল; অপরিবর্ত্তনীয়; অটল। না নড়ে যাহা, উপতৎ। বাং প্র। বিণ।

অনড্বান্ (অনডুহ্)—বৃষ, বলদ। অনস্ (শকট)—বহ্ (বহন করা)+কিপ্ কর্ত্তৃবা নিপাতনে। বি; পুং। স্ত্রী—অনডুহী, অনড্বাহী (গাভী)।

অনত—১। অপ্রণত; অবিনীত; উদ্ধত, অহঙ্কৃত; অবশীভূত; অবক্রীভূত। ন নত, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। স্থানান্তরে, অন্যস্থানে ('অনত অনত চলি যাউ'—গোবিন্দ দাস)। 'অন্যত্র'-শব্দজ। অব্য। ৩। অবনত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অনতহি—অন্যদিকে, অন্যত্র, অপর স্থানে।

অনতি—১। অনধিক, মাঝারি। ন অতি, নঞ্‌তৎ। অব্য; বিণ। ২। অবিনয়। ন নতি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনতিকাল—কমসময়। ন অতিকাল, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনতিক্রম, -ক্রমণ—অলঙ্ঘন, অনতিবর্ত্তন। ন অতিক্রম, অতিক্রমণ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং, ক্লীব।

অনতিক্রমণীয়, -ক্রম্য—অতিক্রম করিবার পক্ষে অসাধ্য; অতিক্রমের অযোগ্য, অলঙ্ঘনীয়; অনুল্লঙ্ঘনীয়; অনতিবর্ত্তনীয়। ন অতিক্রমণীয়, অতিক্রম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিক্রান্ত—অনতীত; অনতিবাহিত, অযাপিত, অলঙ্ঘিত; অনতিবর্ত্তিত। ন অতিক্রান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিতপ্ত—যাহা অধিক উত্তপ্ত নয় এরূপ, ঈষদুষ্ণ। ন অতিতপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিদীর্ঘ—যাহা অধিক দীর্ঘ নয় এরূপ, অল্প লম্বা। ন অতিদীর্ঘ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিদূর—১। যাহা অধিক দূর নয় এরূপ, অল্পদূরবর্ত্তী; নিকটস্থ। বিণ। ২। নিকট, সমীপ। ন অতিদূর, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অনতিদূরবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্তী**—নিকটস্থ, অল্পদূরস্থ, অধিক দূরে অবস্থিত নহে এরূপ। অনতিদূরে বর্ত্তে যে, উপতৎ; অনতিদূর—বৃৎ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বর্ত্তিনী।

অনতিপূর্ব্ব(র্ব)—যাহা অনেক আগে নয় এরূপ, বহুপূর্ব্বে নয় এরূপ। ন অতিপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিবর্ত্ত(র্ত)ক—অনুল্লঙ্ঘক, অনতিক্রমকারী। ন অতিবর্ত্তক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —বর্ত্তিকা।

অনতিবর্ত্ত(র্ত)ন—অনতিক্রম, অনুল্লঙ্ঘন; পালন, রক্ষা। ন অতিবর্ত্তন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অনতিবর্ত্ত(র্ত)নীয়—অনতিক্রমণীয়, অলঙ্ঘনীয়; অবশ্যপালনীয়। ন অতিবর্ত্তনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিবর্ত্তি(র্তি)ত—অনতিক্রান্ত, অলঙ্ঘিত। ন অতিবর্ত্তিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিবিলম্ব—অধিক বিলম্বের অভাব। ন অতিবিলম্ব, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। বিণ, —বিলম্বিত।

অনতিবিলম্বে—অধিক গৌণ ব্যতিরেকে, অগৌণে। ন (নাই) অতিবিলম্ব যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনতিবিস্তৃত—যাহা অধিক বিস্তৃত নয় এরূপ, অল্পপ্রসর, অল্পব্যাপী। ন অতিবিস্তৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিরিক্ত—যাহা অতিরিক্ত নহে এরূপ, যাহা খুব বেশী নহে এরূপ; অভিন্ন। ন অতিরিক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনত্য—মৃত্যু; ধ্বংস; বিলোপ। 'অনর্থ'-শব্দজ। গ্রাম্য। বি। **অনত্যপাত করা**—ধ্বংস ঘটান; বিলোপ সাধন করা।

অনত্যয়—যাহার হানি বা শেষ নাই এমন, অনন্ত। ন (নাই) অত্যয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনদ্য—১। গৌরসর্ষপ, শ্বেত সরিষা, রাইসরিষা। বি; পুং। ২। অভক্ষ্য। ন অদ্য (ভক্ষ্য), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনদ্যতন—অদ্যতন ব্যতীত কাল, গত রাত্রির শেষ প্রহরের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল [গত রাত্রির শেষ প্রহর, আগামী রাত্রির প্রথম প্রহর এবং মধ্যবর্ত্তী দিনের চারি প্রহর এই সময়ের নাম অদ্যতন, এতদ্ভিন্ন কালের নাম অনদ্যতন]। ন অদ্যতন, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনধিক—যাহা অধিক নয় এরূপ, কিঞ্চিৎ, অল্প, ঈষৎ। ন অধিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধিকার—১। অধিকারের অভাব, স্বত্বহীনতা; অনায়ত্ততা; ক্ষমতাশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অধিকারহীন। ন (নাই) অধিকার যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনধিকারচর্চ্চা(র্চা)—ক্ষমতাবহির্ভূত বিষয়ের অনুশীলন; যাহাতে আয়ত্ততা ক্ষমতা বা জ্ঞান নাই এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ। অনধিকার (২) চর্চ্চা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অনধিকারচর্চ্চী (-চর্চ্চিন্), **-চর্চী**—অভিজ্ঞতা যোগ্যতা বা কর্ত্তব্যের বহির্ভূত বিষয়ে হস্তক্ষেপকারী বা আলোচনাকারী। উপতৎ; অনধিকার—চর্চ্চ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —চর্চ্চিনী।

অনধিকারপ্রবেশ—অধিকার ব্যতিরেকে প্রবেশ; নিষিদ্ধ বা অননুমত স্থানে প্রবেশ (trespass). অনধিকার (২) এমন প্রবেশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনধিকারী (-কারিন্)—অস্বত্ববান্, অধিকারশূন্য; সম্পর্করহিত; অযোগ্য; শক্তিরহিত। ন অধিকারী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

অনধিকৃত—অনায়ত্ত; ক্ষমতাবহির্ভূত; যাহাতে প্রবেশলাভ ঘটে নাই এরূপ; অসম্পর্কিত; অপ্রাপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধিগত—অলব্ধ, অপ্রাপ্ত; অজ্ঞাত, অবিদিত; অনায়ত্ত; অনধীত, অপঠিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধিগম—অলাভ, অপ্রাপ্তি; অনবগম, না বোঝা; অপঠন; অনায়ত্ততা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনধিগম্য—অলভ্য, অপ্রাপ্য; অবোধ্য, দুর্জ্ঞেয়; অবশীকরণীয়; দুরারোহ; দুষ্প্রবেশ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধিন—অবশ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অনধিষ্ঠিত—অনারোপিত, অস্থাপিত; অপ্রতিষ্ঠিত; অনাগত, অনুপস্থিত; অনাসীন; অনবস্থিত। ন অধিষ্ঠিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধীত—যাহা পড়া হয় নাই এরূপ, অপঠিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধীন—অনায়ত্ত; অবশীভূত; অপরতন্ত্র (independent); স্ববশ, স্বাধীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধীশ—১। অধীশ্বরশূন্য; অনিয়ন্ত্রিত; অরাজক। ন (নাই) অধীশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পরমেশ্বর, জগদীশ্বর। ন (নাই) অধীশ যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অনধ্যক্ষ—অপ্রত্যক্ষ, অগোচর; অধ্যক্ষভিন্ন। অক্ষকে অধিগত, প্রাদি=অধ্যক্ষ; ন অধ্যক্ষ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধ্যায়—১। পাঠবিরাম, অধ্যয়নাভাব; বচনাভাব। ন অধ্যায়, নঞ্‌তৎ। ২। যে সময়ে বেদাদিপাঠ নিষিদ্ধ সেই সময়; বিদ্যালয়ের ছুটির সময়। ন (নাই) অধ্যায় (পাঠ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অননুকরণীয়—যাহা অনুকরণীয় নয় এরূপ, অনুকরণের অযোগ্য; অনুকরণের অসাধ্য। ন অনুকরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুকূল—প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বিপক্ষ। ন অনুকূল, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুগত—অবাধ্য, অবশীভূত; অসহগামী; অপশ্চাদ্গামী। ন অনুগত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুজ্ঞাত—অননুমোদিত, যাহাতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুধ্যাত—অনালোচিত, অননুশীলিত; অচিন্তিত; অস্মৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুভবনীয়—অনুভবের অযোগ্য, ধারণার অতীত; অচিন্তনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুভূত—অনুপলব্ধ, যাহা অনুভব করা যায় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুভূতপূর্ব্ব(র্ব)—পূর্ব্বে অনুপলব্ধ, যাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভব করা হয় নাই এরূপ। পূর্ব্বে অনুভূত, ৭মীতৎ=অনুভূতপূর্ব্ব; ন অনুভূতপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমত—অননুমোদিত, অনুজ্ঞাত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমান—কার্য্যকারণাদি দেখিয়া কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কল্পনাকৃত অবধারণের অভাব, বে-আন্দাজ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অননুমিত—কার্য্যকারণাদি দেখিয়া যাহার অবধারণ করা যায় নাই এরূপ, পূর্ব্বে অনবধারিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমেয়—অনুমানের অযোগ্য, পূর্ব্ব হইতে ধারণার অতীত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমোদন—অসম্মতি; অনুমোদন না করা; অগ্রাহ্য করা। ন অনুমোদন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অননুমোদিত—যাহাতে সম্মতি দেওয়া হয় নাই এরূপ, যাহাতে অনুমোদন করা হয় নাই এরূপ, অননুমত, অসমর্থিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অননুরূপ—অযোগ্য। ন অনুরূপ, নঞ্‌তৎ।

অননুশীলন—চর্চ্চা না করা, চর্চ্চাশূন্যতা, অনালোচনা, অনুশীলনাভাব, অনুশীলনবর্জ্জন। ন অনুশীলন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অননুশীলিত—যাহার চর্চ্চা করা হয় নাই এরূপ, অনালোচিত। ন অনুশীলিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুষ্ঠান—অকরণ, কার্য্যতঃ না করা, অবিধান। ন অনুষ্ঠান, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অননুষ্ঠিত—যাহার অনুষ্ঠান করা হয় নাই এরূপ, অকৃত, অবিহিত। ন অনুষ্ঠিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনন্ত—১। অন্তহীন; অসীম; নাশহীন, অক্ষয়, অবিনশ্বর; ইয়ত্তাশূন্য, অসংখ্য। ন (নাই) অন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ভগবান্, বিষ্ণু। ন (নাই) অন্ত (শেষ) যাঁহার, বহুব্রী। [চতুর্ব্বেদ, পুরাণ ও অন্য শাস্ত্র যোগে ইঁহার অন্ত পাওয়া যায় নাই; এজন্য পণ্ডিতেরা ইঁহাকে অনন্ত বলিয়াছেন।] অথবা, ন (নাই) অন্ত (অর্থাৎ গুণের অন্ত) যাঁহার, বহুব্রী। [গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, কিন্নর, উরগ, চারণ প্রভৃতি ইঁহাকে অনন্ত বলিয়া থাকে।] ৩। শেষনাগ, সর্পরাজ। [চরিতাবলী দ্রঃ।] ৪। বলদেব [ইনি বিষ্ণুরই অষ্টম অবতার, এজন্য অনন্ত নামে আখ্যাত]। ৫। মেঘ [মেঘের সীমা কেহ পায় না, এবং ইহা অনন্তব্যাপী, এজন্য ইহার নাম অনন্ত]। ৬। বৃক্ষবিশেষ, সিন্ধুবারবৃক্ষ, নিসিন্দাগাছ [ইহার গুণ অনন্ত, এজন্য নামও 'অনন্ত']। বি; পুং। ৭। ব্রহ্ম ["সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত]। ৮। আকাশ [ইহার অন্ত বা ধ্বংস নাই, ইহা নিত্য, এজন্য ইহা অনন্ত]। ন (নাই) অন্ত যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ৯। (সর্পাকৃতি বলিয়া) রমণীগণের বাহুভূষণবিশেষ, তাগা। বাং প্র। বি।

অনন্তকাল—চিরদিন, আবহমান কাল। অনন্ত এমন কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনন্তকালব্যাপী (-ব্যাপিন্)—চিরস্থায়ী, চিরদিন স্থিতিশীল; অবিনশ্বর। উপতৎ; অনন্তকাল—বি—আপ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ব্যাপিনী।

অনন্তকালস্থায়ী (-স্থায়িন্)—চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর। অনন্তকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—স্থায়িনী।

অনন্তগতি—১। চিরপ্রবাহিত, যাহার গতির কখনও বিরাম হয় না (নদী ও বায়ু)। অনন্তা গতি যাহার, বহুব্রী। ২। বন্ধনমুক্ত; মুক্ত। অনন্তে (ব্রহ্মে) গতি যাহার, বহুব্রী। ৩। সর্ব্বত্রগ, সকলস্থানগামী। অনন্তে (বিশ্বে) গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৪। নিরবচ্ছিন্ন গমন। অনন্তা গতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অনন্তচতুর্দ্দ(র্দ)শী—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া চতুর্দ্দশী [এই তিথিতে হিন্দুরমণীরা অনন্তব্রত করিয়া থাকেন। বিবিধ জ্ঞাতব্যে 'অনন্তচতুর্দ্দশীব্রত' দ্রঃ]। অনন্ত-সংক্রান্তা চতুর্দ্দশী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অনন্তজিৎ—চতুর্দ্দশ জৈন তীর্থঙ্কর। উপতৎ; অনন্ত—জি+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অনন্তদেব—নারায়ণ, জগদীশ্বর; শেষনাগ। অনন্তই দেব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনন্তনিদ্রা—অন্তহীন নিদ্রা, মৃত্যু। অনন্তা নিদ্রা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অনন্তপ্রকার—অশেষবিধ, বহুরকম। অনন্ত (অশেষ) প্রকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনন্তপ্রবাহ—১। বায়ু; নদী। অনন্ত প্রবাহ যাহার, বহুব্রী। ২। যে স্রোতের শেষ নাই। অনন্ত প্রবাহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনন্তপ্রবাহু—অসংখ্য-ভুজবিশিষ্ট ('—জগদীশ্বর')। অনন্ত বাহু যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

অনন্তবিজয়—যুধিষ্ঠিরের শঙ্খ। অনন্তের বিজয় হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

অনন্তবীর্য্য(র্য)—১। অসীমপরাক্রমসম্পন্ন, অমিততেজাঃ। অনন্ত বীর্য্য যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অসীম পরাক্রম। অনন্ত এমন বীর্য্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ৩। ভাবী কল্পের জিনদিগের ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর। বি; পুং।

অনন্তব্রত—ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে

অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্যে 'অনন্তচতুর্দ্দশীব্রত' দ্রঃ]। বি; ক্লীব।

অনন্তমূল—ওষধিবিশেষ। অনন্ত মূল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অনন্তযাত্রা—যে যাত্রার কখনও শেষ হয় না, মহাযাত্রা। অনন্তা যাত্রা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অনন্তর—১। ব্যবধানাভাব, অব্যবধান; সমীপ। ন অন্তর, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। অব্যবহিত, ঠিক পরবর্ত্তী, পশ্চাদ্বর্ত্তী; নিকটবর্ত্তী, সন্নিহিত। ন (নাই) অন্তর যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ৩। অতঃপর, ইহার পরে। ন (নাই) অন্তর যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনন্তরজ—পশ্চাদুৎপন্ন, অতঃপর জাত, অনুজ; অনুলোমজাত; পুরুষ অপেক্ষা নিম্নজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত। উপতৎ; অনন্তর—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনন্তরায়—১। বাধার অভাব। ন অন্তরায়, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। বাধাহীন। ন (নাই) অন্তরায় যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনন্তরাশি—(অঙ্কশাস্ত্র) যাহার সীমা নির্ণয় হয় না এরূপ রাশি (infinity). অনন্ত এমন রাশি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনন্তরূপ—১। অনন্তদেব, বিষ্ণু। বি; পুং। ২। ব্রহ্ম। বি; ক্লীব। ৩। অসংখ্য আকারযুক্ত; অশেষপ্রকার। অনন্ত রূপ যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ৪। অসংখ্য আকার; অনেক রকম। অনন্ত এমন রূপ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অনন্তরূপী (-রূপিন্)—বহুমূর্ত্তিধারী। অনন্তরূপ (৪)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রূপিণী।

অনন্তশয়ন, -শয্যা—১। নারায়ণের ক্ষীরোদ-সাগরস্থিত অনন্তনাগরূপ শয্যা। অনন্তরূপ শয়ন, শয্যা, রূপক কর্ম্মধা। ২। অন্তহীন শয্যা, যাহা চিরদিনের জন্য পাতা থাকে এরূপ শয্যা; অন্তহীন নিদ্রা, যাহা হইতে কেহ কখনও উঠে না এরূপ নিদ্রা, মৃত্যু। অনন্ত (১) এমন শয়ন, শয্যা, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অনন্তশয্যাশায়ী—অনন্তনাগরূপ শয্যায় শয়নকারী; মৃত্যুশয্যায় শয়নকারী; সর্ব্বক্ষণ শয্যায় শয়নকারী। উপতৎ; অনন্তশয্যা—শী+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

অনন্তশীর্ষ, -শীর্ষা (-শীর্ষন্)—১। বাসুকি। বি; পুং। ২। অসীমমস্তক, বহুমস্তকযুক্ত। অনন্ত (অশেষ) শিরঃ যাহার, বহুব্রী (শিরস্-স্থানে শীর্ষ ও শীর্ষন্)। বিণ।

অনন্তশীর্ষা—১। বাসুকিপত্নী, নাগরাজ বাসুকির ভার্য্যা। বি; স্ত্রী। ২। বহুমস্তকসম্পন্না, অসংখ্যমস্তকযুক্তা। অনন্তশীর্ষ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনন্তা—পৃথিবী; দুর্গা; দূর্ব্বা; গুড়ূচি; আমলকী; শ্যামালতা; অনন্তমূল; অগ্নিশিখা বৃক্ষ; পিপ্পলী; দুরালভা; হরীতকী; অগ্নিমন্থ বৃক্ষ; স্বর্ণক্ষীরী বৃক্ষ। ন (নাই) অন্ত যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনন্বয়—১। অর্থালঙ্কারবিশেষ [যেখানে এক বস্তুতেই উপমান ও উপমেয় উভয়ের ধর্ম্ম পর্য্যবসিত হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়; যেমন,—"জগদানন্দ কহ পহুঁক তুলনা পহুঁ নিরুপম গৌরকিশোর"—জগদানন্দ]। বি; পুং। ২। অন্বয়শূন্য, সম্বন্ধবিরহিত; বংশহীন, নির্ব্বংশ। ন (নাই) অন্বয় যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। পরস্পর সম্বন্ধাভাব; অসঙ্গতি। ন অন্বয়, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনন্বয়ী (-য়িন্)—অন্বয়শূন্য, যাহার অন্বয় হয় না এমন। ন অন্বয়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনন্বয়ী অব্যয়—(ব্যাকরণ) যে সকল অব্যয় শব্দের সহিত বাক্যান্তর্গত অন্য-কোন শব্দের ব্যাকরণগত সম্বন্ধ থাকে না, তাহারা (interjection).

অনন্বিত—পূর্ব্বাপরসম্বন্ধশূন্য; বিযুক্ত, অযুক্ত; পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ, অসংলগ্ন, অসম্বদ্ধ; অসঙ্গত; শূন্য, বিরহিত, বর্জ্জিত। ন অন্বিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনন্য—১। অদ্বিতীয়; অভিন্ন; অন্যসম্পর্কশূন্য, অন্য কোন বিষয়ের সহিত সংস্রবশূন্য; একমাত্র। ন অন্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। বিষ্ণু। ন (নাই) অন্য অর্থাৎ সদৃশ ব্যক্তি যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অনন্যকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—অন্যকর্ম্মশূন্য, কোন বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্ত যে অন্য সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ। অন্য কর্ম্ম, কর্ম্মধা=অন্যকর্ম্ম; ন (নাই) অন্যকর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনন্যগতি—১। উপায়ান্তরবিহীন, গত্যন্তরশূন্য; একান্ত নিরুপায়, নিতান্ত নিরাশ্রয়। অন্যা গতি, কর্ম্মধা=অন্যগতি; ন (নাই) অন্যগতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অন্য উপায়ের অভাব। অন্যা গতি, কর্ম্মধা; ন অন্যগতি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনন্যগতিক—উপায়ান্তররহিত, গত্যন্তরশূন্য, একাশ্রয়। ন (নাই) অন্যা গতি যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ।

অনন্যগামী (-গামিন্)—অন্যসম্পর্করহিত, যে অন্য স্থানাদিতে গমন করে না এরূপ; একনিবিষ্ট, একানুরক্ত। অন্যে গমন করে যে, উপতৎ=অন্যগামী; ন অন্যগামী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

অনন্যচিত্ত—এক বিষয়ে নিবিষ্টমনা, বিষয়ান্তরে অনাসক্ত; একাগ্রহৃদয়, তদ্গতমনা। অন্যে চিত্ত যাহার, বহুব্রী=অন্যচিত্ত; ন অন্যচিত্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। ক্রি-বিণ—অনন্যচিত্তে।

অনন্যচিন্তা—বিষয়ান্তরের ভাবনা না করা, অন্য বিষয় না ভাবা; একই বিষয় ভাবা। অন্যা চিন্তা, কর্ম্মধা; অথবা, অন্যের (অন্য বিষয়ের) চিন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ=অন্যচিন্তা; ন অন্যচিন্তা, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনন্যজ—বিষ্ণুজাত, মদন। অনন্য (২) হইতে জন্মে যে, উপতৎ; অনন্য—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অনন্যতন্ত্র—অপরতন্ত্র, অপরাধীন; স্ববশ, স্বাধীন; মৌলিক। অন্যের তন্ত্র (প্রাধান্য) যাহাতে, বহুব্রী=অন্যতন্ত্র; ন অন্যতন্ত্র, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনন্যদৃষ্টি—যাহার অন্য কোন দিকে বা বিষয়ে দৃষ্টি নাই এরূপ, একলক্ষ্য। অন্যে দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী=অন্যদৃষ্টি; ন অন্যদৃষ্টি, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনন্যধর্ম্মা (-ধর্ম্মন্), **-ধর্ম্মা**—যাহার অন্য কোন ধর্ম্ম নাই এরূপ, একমাত্রধর্ম্মবিশিষ্ট; একই গুণযুক্ত। অন্য ধর্ম্ম যাহার, বহুব্রী=অন্যধর্ম্মা; ন অন্যধর্ম্মা, নঞ্‌তৎ। [কেবল বহুব্রীহি সমাসে ধর্ম্মশব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় হয়, কিন্তু অন্য সমাস ঘটিলে হয় না। এখানে 'অনন্য' পূর্ব্বেই সমাস-নিষ্পন্ন হওয়ায়, তাহার সহিত ধর্ম্মশব্দের বহুব্রীহি সমাস করিলেও অন্ প্রত্যয় হইবে না; সুতরাং পদসাধন-বিষয়ে অসুবিধা উপস্থিত হয়। এজন্য অন্যধর্ম্মা পূর্ব্বে সমাসান্ত করিয়া নঞ্‌তৎপুরুষ করা হইয়াছে। অবশ্য এইরূপ সমাসে অর্থের কিঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটে]। বিণ।

অনন্যনিবৃত্তি—অন্য হইতে যাহার বিরতি বা নিবারণ হয় না এরূপ। ন (নাই) অন্য হইতে বা অন্য দ্বারা নিবৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনন্যপূর্ব্ব(র্ব)—যাহার পূর্ব্বে অপর কিছুই নাই এরূপ। অন্য পূর্ব্বে যাহার, বহুব্রী=অন্যপূর্ব্ব; ন অন্যপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনন্যপূর্ব্বা(র্বা)—১। অন্যের দ্বারা অনুপভুক্তা রমণী; অবাগ্দত্তা বালিকা, কুমারী। ন (ছিল না) অন্য (অপর স্বামী) পূর্ব্বে যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। যাহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না এরূপ (স্ত্রী)। অনন্যপূর্ব্ব+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনন্যবৃত্তি—একমাত্রবৃত্তি, একাগ্র, একমন; একমাত্রকার্য্যযুক্ত; একাগ্রচিত্ত। অন্যা বৃত্তি (কার্য্য), কর্ম্মধা=অন্যবৃত্তি; ন (নাই) অন্যবৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনন্যব্রত—একমাত্রব্রতপরায়ণ; একমাত্রকার্য্যনিষ্ঠ, যে নির্দ্দিষ্টকার্য্যকেই একমাত্র ব্রত স্থির করিয়াছে এরূপ। অন্য ব্রত, কর্ম্মধা=অন্যব্রত; ন (নাই) অন্যব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনন্যব্রতা—১। একমাত্রব্রতপরায়ণা;

একনিষ্ঠা। বিণ; স্ত্রী। ২। পতিব্রতা রমণী। অনন্যব্রত+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনন্যমতি—একাগ্রচিত্ত, যাহার অন্য বিষয়ে মন নাই। ন (নাই) অন্যে (অন্য বিষয়ে) মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনন্যমনস্ক—অনন্যমনা, একাগ্রচিত্ত। ন অন্যমনস্ক, নঞ্‌তৎ; অথবা, ন (নাই) অন্যে (অন্যবিষয়ে) মন যাহার, বহুব্রী (সমাসে বিকল্পে ক-আগম)। বিণ।

অনন্যমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—যাহার অন্য কোন দিকে মন নাই এরূপ, অনন্যচিত্ত, একাগ্রচিত্ত। ন (নাই) অন্যে (অন্যবিষয়ে) মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—অনন্যমনে।

অনন্যশরণ—আশ্রয়ান্তররহিত, যাহার অন্য আশ্রয় নাই; অন্যগৃহশূন্য, গৃহান্তরহীন। অন্য এমন শরণ (আশ্রয় বা গৃহ), কর্ম্মধা=অন্যশরণ; ন (নাই) অন্যশরণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনন্যসম্ভাবিতা—অবশ্যম্ভাবিতা; অবশ্যই ঘটিবে এইরূপ সম্ভাবনার ভাব (inevitability). অন্য সম্ভাবিতা, কর্ম্মধা=অন্যসম্ভাবিতা; ন অন্যসম্ভাবিতা, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনন্যসহায়—সহায়ান্তররহিত, দ্বিতীয়-সাহায্যকারিশূন্য, যাহার অন্য কেহ সহায় নাই। অন্য এমন সহায়, কর্ম্মধা; ন (নাই) অন্যসহায় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনন্যসাধারণ—যাহা অন্যের সহিত একরূপ নয় এরূপ, অসামান্য; যাহাতে অন্যের অংশ বা অধিকার নাই এরূপ। অন্য সহ সাধারণ, ৩য়াতৎ=অন্যসাধারণ; ন অন্যসাধারণ, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -রণী।

অনন্যসাপেক্ষ—স্বাধীন, যাহা বা যে অন্যের উপর নির্ভরশীল নহে এরূপ। অন্যের সাপেক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ=অন্যসাপেক্ষ; ন অন্যসাপেক্ষ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনন্যসুলভ—১। অসাধারণ, যাহা অন্যে সহজে পাওয়া বা দেখা যায় না এরূপ। অন্যে সুলভ, ৭মীতৎ=অন্যসুলভ; ন অন্যসুলভ, নঞ্‌তৎ। ২। অন্যদুর্লভ, যাহা অন্যে সহজে পাইতে পারে না এমন। অন্য কর্ত্তৃক সুলভ, ৩য়াতৎ; ন অন্যসুলভ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনন্যোপায়—উপায়ান্তররহিত, অনন্যগতি, যাহার অন্য কোন উপায় নাই। অন্য এমন উপায়, কর্ম্মধা=অন্যোপায়; ন (নাই) অন্যোপায় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনপকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—হীনকার্য্যরহিত, যে খারাপ কাজ করে না এরূপ। ন (নাই) অপকর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনপকার—অনিষ্টহীনতা, ক্ষতিশূন্যতা; দ্বেষাদিহীনতা। ন অপকার, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনপকারক—অনিষ্টকারী, যে অনিষ্ট করে না; অবিপক্ষ, অদ্বেষ্টা। ন অপকারক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -কারিকা।

অনপকারী (-কারিন্)—অনিষ্টসাধক, যে বা যাহা ক্ষতি করে না এরূপ। ন অপকারী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -কারিণী।

অনপক্ষেপ—অপ্রত্যাখ্যান। ন অপক্ষেপ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনপক্ষেপ্য—অপ্রত্যাখ্যানীয়। ন অপক্ষেপ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনপচয়—অপচয়ের অভাব, ক্ষয়াভাব, ক্ষয়শূন্যতা। ন অপচয়, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনপচিত—যাহা নষ্ট করা হয় নাই এরূপ, ক্ষয়রহিত, অক্ষীণ। ন অপচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনপত্য—নিঃসন্তান, পুত্রকন্যাহীন; মৃতাপত্য; অজাতাপত্য, যাহার পুত্রকন্যা জন্মে নাই এরূপ। ন (নাই) অপত্য যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, -ত্যা।

অনপত্যতা—সন্তানহীনতা। অনপত্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অনপত্রপ—অনির্লজ্জ, লজ্জাহীনতাশূন্য; সলজ্জ, সসঙ্কোচ। অপগতা ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহুব্রী=অপত্রপ; ন অপত্রপ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনপরাধ—১। অপরাধের অভাব; নির্দ্দোষতা। ন অপরাধ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। নির্দ্দোষ, অপরাধশূন্য। ন (নাই) অপরাধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনপরাধী (-রাধিন্)—নির্দ্দোষ, নিরপরাধ। ন অপরাধী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -রাধিনী।

অনপহৃত—অচোরিত, অলুণ্ঠিত; অগৃহীত। ন অপহৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনপায়ী (-পায়িন্)—নাশহীন, ধ্বংসশূন্য, অপায়-রহিত, অবিনশ্বর; অব্যর্থ। ন অপায়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।

অনপেক্ষ—কোন বিষয়ে অপেক্ষাশূন্য, নিরপেক্ষ, নির্ভরতাহীন। ন (নাই) অপেক্ষা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনপেক্ষিত—অপ্রত্যাশিত, যাহার প্রত্যাশা করা যায় নাই এরূপ, অচিন্তিতপূর্ব্ব, যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করা যায় নাই এরূপ, অসম্ভাবিত, অতর্কিত। ন অপেক্ষিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনপেক্ষী (-পেক্ষিন্)—অপেক্ষাশূন্য, কাহারও বা কোন বিষয়ের প্রত্যাশাহীন; স্বাবলম্বী। ন অপেক্ষী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষিণী। বি, -ক্ষিতা।

অনপেত—যাহা অপগত নয় এরূপ, অচ্যুত, অভ্রষ্ট; বিদ্যমান; সংবলিত, যুক্ত, বিশিষ্ট। ন অপেত (অপগত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবকাশ—১। অবকাশের অভাব; অব্যবধান; অনবসর, ফুরসৎ বা ফাঁক না থাকা। ন অবকাশ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অবকাশশূন্য; অব্যবহিত; ঘনসন্নিবিষ্ট। ন (নাই) অবকাশ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনবগত—অজ্ঞাত, অবিদিত। ন অবগত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবগীত—দোষশূন্য, দোষারোপশূন্য, অনিন্দিত, নির্দ্দোষ, অবিগর্হিত; পরিশুদ্ধ। ন অবগীত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবগুণ্ঠিতা—অবগুণ্ঠনশূন্যা, অনাবৃতা, ঘোম্‌টা-না-দেওয়া। ন অবগুণ্ঠিতা, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অনবচ্ছিন্ন—নিরবচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক, যাহা বিরামহীন ভাবে চলে এমন। ন অবচ্ছিন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবচ্ছেদ—ধারাবাহিকতা (continuity). ন অবচ্ছেদ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনবদ্য—অনিন্দনীয়, নির্দ্দোষ; হৃদয়গ্রাহী; অনুমোদনীয়; সুন্দর। ন অবদ্য (নিন্দা), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবদ্যাঙ্গ(-ঙ্গী)—সুশ্রী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। অনবদ্য অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গী, -ঙ্গা।

অনবধান—১। মনোযোগের অভাব, অমনোযোগ, অযত্ন, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য, অপ্রণিধান। ন অবধান, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। অমনোযোগী, উপেক্ষাকারী, অযত্নশীল। ন (নাই) অবধান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনবধানতা—অবধানহীনতা, অমনোযোগ, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য। অনবধান+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অনবমাননীয়—পূজনীয়; সম্মানের যোগ্য; যে অবজ্ঞার পাত্র নহে এরূপ। ন অবমাননীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবর—অকনিষ্ঠ, প্রধান, শ্রেষ্ঠ; অন্যূন। ন অবর (কনিষ্ঠ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবরত—১। অবিরত, অনবচ্ছিন্ন, নিরন্তর, ক্রমাগত। ন অবরত (বিরামযুক্ত), নঞ্‌তৎ; অথবা, ন (নাই) অবরত (বিরাম) যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অবিরাম ভাবে, অজস্র, অবিশ্রামে, সর্ব্বদা, নিরন্তর, অবাধে। ন (নাই) অবরত যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনবরার্দ্ধ্য(-র্ধ্য)—প্রধান, শ্রেষ্ঠ; উত্তম। ন অবরার্দ্ধ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবরুদ্ধ—অবরোধহীন, অবরোধশূন্য, যে বা যাহা আটক নহে এরূপ। ন অবরুদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবরোধ—১। অবরোধশূন্যতা, অবরোধহীনতা, আটক না করা; বিঘ্নাভাব; স্বাধীনতাদান। ন অবরোধ, নঞ্‌তৎ। বি;

পুং। ২। অবরোধশূন্য; অবাধ; নির্ব্বিঘ্ন; বিপত্নীক। ন (নাই) অবরোধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনবলম্ব, -লম্বন—১। আশ্রয়শূন্যতা, অবলম্বনহীনতা, নিরাশ্রয়তা। ন অবলম্ব, অবলম্বন, নঞ্‌তৎ। বি; পুং, ক্লীব। ২। আশ্রয়শূন্য, অবলম্বনহীন। ন (নাই) অবলম্ব, অবলম্বন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনবলোভন—সীমন্তোন্নয়নপরবর্ত্তী চতুর্থ-মাস-কর্ত্তব্য গর্ভসংস্কার। ন অবলোভন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অনবসর—১। অবসরাভাব, অবসর না থাকা, অনবকাশ; অপ্রশস্তকাল, অসময়, অযোগ্য সময়, অনুপযুক্তকাল। ন অবসর, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অনুপযুক্তকালে কৃত বা ঘটিত। ন (নাই) অবসর (যোগ্য কাল) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনবসাদ—অবসাদের অভাব; তেজস্বিতা। ন অবসাদ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনবসান—অসমাপ্তি; অনিষ্পত্তি। ন অবসান, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অনবসিত—অসমাপ্ত। ন অবসিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবস্কর—মলশূন্য, শোধিত, নির্ম্মল, পরিষ্কৃত। ন (নাই) অবস্কর (মল) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনবস্থ—অস্থায়ী; অস্থিতিশীল (unstable). ন (নাই) অবস্থা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনবস্থা—অব্যবস্থিততা, অবস্থাভাব; অস্থিরতা, চঞ্চলতা; অনিয়ম, নিয়মহীনতা; অবিশ্রান্তি; তর্কদোষবিশেষ, যে তর্কে উপপাদ্য ও উপপাদকের বিরাম থাকে না (অর্থাৎ যাহাতে একটি অপরের উপর নির্ভর করে, সেইটি আর একটির উপর—এই ভাবে সমাপ্তি ঘটে না)। ন অবস্থা, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনবস্থান—১। বায়ু। বি; পুং। ২। চঞ্চল। ন (নাই) অবস্থান যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। না থাকা, অবস্থানের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অনবস্থিত—অব্যবস্থিত, স্থিরতাহীন। ন অবস্থিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবস্থিতচিত্ত—যাহার মনের দৃঢ়তা নাই এরূপ, অব্যবস্থিতমনা, অস্থিরসংকল্প, অস্থিরচিত্ত। অনবস্থিত চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনবস্থিতি—অস্থিরতা, চঞ্চলতা, চাপল্য। ন অবস্থিতি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনবহিত—অবধানবিহীন, মনোযোগশূন্য, অমনোযোগী, অযত্নশীল, উপেক্ষাকারী, প্রণিধানশূন্য, অপ্রণিহিত। ন অবহিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবাপ্ত—অপ্রাপ্ত, অলব্ধ, যাহা পাওয়া যায় নাই এরূপ। ন অবাপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিজাত—যে ভদ্রবংশোৎপন্ন নহে এরূপ, অকুলীন, হীনকুলোদ্ভব, নীচবংশীয়। ন অভিজাত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিজ্ঞ—অভিজ্ঞতাহীন, কোন বিষয়ে জ্ঞানশূন্য, অজ্ঞান, মূর্খ; অপারদর্শী। ন অভিজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিজ্ঞতা—অব্যুৎপত্তি; অপারদর্শিতা, অদক্ষতা; অজ্ঞানতা। অনভিজ্ঞ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অনভিধেয়—অবাচ্য, অকথ্য। ন অভিধেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিপ্রায়—অসংকল্প, অনিচ্ছা। ন অভিপ্রায়, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনভিপ্রেত—অনীপ্সিত; অনুদ্দিষ্ট; অনভিমত। ন অভিপ্রেত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিব্যক্ত—অপ্রকাশিত, অপরিস্ফুট, অস্পষ্ট, অব্যক্ত, অস্ফুট, অবিস্পষ্ট; গুপ্ত। ন অভিব্যক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিব্যক্তি—অপ্রকাশ, অপরিস্ফুটতা, অস্পষ্টতা। ন অভিব্যক্তি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনভিভব—অপরাজয়। ন অভিভব, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনভিভবনীয়—অভিভবাযোগ্য, অপরাজেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিভূত—অনাক্রান্ত; অনাকুল; অনাচ্ছন্ন; অপরাজিত; অব্যাহত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিমত—ইচ্ছাবিরুদ্ধ, অসম্মত, অনভিপ্রেত, অননুমোদিত; অপ্রিয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিমান—১। অভিমানশূন্যতা, গর্ব্বশূন্যতা, নিরহঙ্কারতা। ন অভিমান, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। নিরভিমান, নিরহঙ্কার। ন (নাই) অভিমান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনভিলষণীয়—অবাঞ্ছনীয়, অস্পৃহণীয়, ইচ্ছাবিরুদ্ধ, অকামনীয়, যাহা বাসনা করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিলষিত—অনীপ্সিত, অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিলাষ—অবাঞ্ছা, অনিচ্ছা, বাসনাভাব, অস্পৃহা। ন অভিলাষ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনভিলাষী (-লাষিন্)—অনিচ্ছুক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—লাষিণী।

অনভিষ্যন্দী (-ন্দিন্)—অক্ষরণশীল; যাহা চুয়াইয়া পড়ে না এমন। ন অভিষ্যন্দী, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিহিত—যাহাকে প্রধান ভাবে নির্দ্দেশ করা হয় নাই এমন; অনুক্ত; যাহার নাম দেওয়া হয় নাই। ন অভিহিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভ্যস্ত—অনাবৃত্ত, পুনরাবৃত্তিশূন্য; অনাচরিত; অনধীত, অপঠিত; অকৃতাভ্যাস। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভ্যাস—অভ্যাসাভাব, পুনরাবৃত্তির অভাব; অনধ্যয়ন; অব্যবহার। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনম—১। ব্রাহ্মণ। বি; পুং। ২। যে নত হয় না এরূপ, যাহাকে নোয়ান যায় না এরূপ; উদ্ধত। ন—নম্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনমনীয়, -নম্য—যাহাকে নত করা বা নোয়ান যায় না এমন, অতি কঠিন; কঠোরপ্রকৃতি; দুর্দ্দমনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনমস্য—অপ্রণম্য, নমস্কারের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনমিত—যাহাকে নত করা হয় নাই এমন; অজিত, অপরাভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনমিত্র—১। বৃষ্ণির পৌত্র [বিষ্ণুপুরাণমতে ইঁহার পিতার নাম সুমিত্র, কিন্তু ভাগবতমতে ইঁহার পিতা যুধাজিৎ]। ন (নাই) অমিত্র (শত্রু) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। অ-শত্রু, মিত্র। ন অমিত্র, নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অনম্বর—১। বস্ত্রহীন, অম্বররহিত, দিগম্বর, উলঙ্গ, নগ্ন। ন (নাই) অম্বর (বস্ত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। আকাশ ["অনম্বর-পথে সুকেশিনী"—মাইকেল)। ন (নাই) অম্বর (শব্দোৎপাদক) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ৩। বৌদ্ধবিশেষ; বৈষ্ণববিশেষ। ন (নাই) অম্বর (অর্থাৎ কচ্ছবদ্ধ বস্ত্র) যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং। [বিণ।

অনম্র—অবিনীত, উদ্ধত। ন নম্র, নঞ্‌তৎ।

অনয়—১। দুর্নীতি; দুর্দ্দৈব, ব্যসন, বিপৎ। ন নয় বা অয়, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। নীতিশূন্য; দুর্ভাগ্য। ন (নাই) নয় (নীতি) বা অয় (সৌভাগ্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনরণ্য—১। সূর্য্যবংশীয় বাণের পুত্র। ন (নাই) অরণ্য যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। বনশূন্য। ন (নাই) অরণ্য যথায়, বহুব্রী। বিণ।

অনরথ—অনর্থ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অনর্গল—১। বাধাশূন্য, অপ্রতিবন্ধ, অবাধ; স্বচ্ছন্দচারী; অর্গলহীন, যাহাতে খিল নাই এরূপ, খিলশূন্য ('—কপাট')। ন (নাই) অর্গল (খিল অর্থাৎ বাধা) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অবাধে, বাধা বা প্রতিবন্ধক ব্যতিরেকে, অবিরতভাবে। ন (নাই) অর্গল যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনর্ঘ—মূল্যহীন, অমূল্য; বহুমূল্য; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ন (নাই) অর্ঘ (মূল্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনর্ঘ্য—১। পূজাহীন, যাহার পূজা নাই এরূপ। ন (নাই) অর্ঘ্য (পূজাদ্রব্য) যাহার, বহুব্রী। ২। পূজাদ্রব্যশূন্য; অপূজনীয়, অনর্চ্চনীয়। ন অর্ঘ্য (পূজ্য), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনর্থ—১। প্রয়োজনহীন বিষয়, অনভি-

লষিত বিষয় ; বিপত্তি, অনিষ্ট, অশুভ। ন অর্থ, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। প্রয়োজন-শূন্য, অর্থহীন, নিরর্থক, নিষ্ফল। ন (নাই) অর্থ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

অনর্থক—১। প্রয়োজনহীন, নিরর্থক, বৃথা, ব্যর্থ, অহেতুক, নিষ্ফল। অনর্থ (২) + ক বিকল্পে সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—র্থিকা। ২। অসম্বদ্ধ প্রলাপ। ন (নাই) অর্থ যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বি ; ক্লীব। ৩। বৃথা, মিথ্যা, নিষ্প্রয়োজনে, মিছামিছি, অকারণে। ন (নাই) অর্থ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনর্থকর—১। বিপত্তিজনক, অশুভজনক ; ক্ষতিকারক, অপকারক। অনর্থ করে (জন্মায়) যে, উপতৎ ; অনর্থ—কৃ (করা) + ট কর্তৃবা। ২। যাহাতে অর্থোপায় হয় না এমন, লাভহীন। ন অর্থকর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—করী।

অনর্থদর্শী (-দর্শিন্)—দুঃখবাদী (pessimist). উপতৎ ; অনর্থ—দৃশ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী। বি,—দর্শিতা।

অনর্থপাত—বিপত্তিঘটন, অনিষ্টসংঘটন, অশুভঘটন। অনর্থের পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অনর্থহেতু—বিপত্তির কারণ, অশুভমূল, যে অনর্থ ঘটায়। অনর্থের হেতু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনর্থী (-র্থিন্)—অযাচক ; নিস্পৃহ। ন অর্থী,

অনর্পণ—অত্যাগ ; দেবোদ্দেশে অনিবেদন। ন অর্পণ, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অনর্হ—অনুপযুক্ত ; অযোগ্য। ন অর্হ (অর্হ্ + অচ্ কর্তৃবা), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনল—বহ্নি, অগ্নি, পাবক, আগুন ; অষ্টবসুর মধ্যে ষষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বসু ; পিত্ত ; চিত্রকবৃক্ষ, রাংচিতা গাছ ; ভল্লাতক, ভেলাগাছ। ন (নাই) অল (পর্য্যাপ্তি, তৃপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অনলঙ্কা(ংকা)র—১। অলঙ্কারের অভাব। ন অলঙ্কার, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। অলঙ্কারশূন্য। ন (নাই) অলঙ্কার যাহার, বহুব্রী। বিণ। [কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অনলচূর্ণ—বারুদ। অনলগর্ভ চূর্ণ, মধ্যপ

অনলদ্যুতি—১। অগ্নিপ্রভ, অগ্নির মত দীপ্তিযুক্ত। অনলের দ্যুতির ন্যায় দ্যুতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অগ্নির কিরণ, আগুনের তেজ। অনলের দ্যুতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনলপ্রতিম—অগ্নিতুল্য, অগ্নিসদৃশ, আগুনের মত। অনল প্রতিমা (প্রতিকৃতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনলপ্রভ—অগ্নিতুল্য প্রভাসম্পন্ন, অগ্নিবর্ণ ; অতিশয় উজ্জ্বল, অত্যন্ত তেজস্বী। অনলের (অগ্নির) প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনলপ্রভা—১। জ্যোতিষ্মতী লতা। অনলের ন্যায় প্রভা যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। অগ্নিবর্ণা, অগ্নির ন্যায় প্রভা-সম্পন্না। অনলপ্রভ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। অগ্নির তেজ, অনলের দীপ্তি। অনলের প্রভা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনলশিখা—আগুনের শীষ। অনলের শিখা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনলশিলা—উল্কাপিণ্ড (meteor). অনলপূর্ণা শিলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অনলস—আলস্যরহিত ; সর্ব্বদা শ্রমোদ্যত। ন অলস, নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অনল্প—অধিক ; মহৎ। ন অল্প, নঞ্‌তৎ।

অনশন—১। আহারাভাব, অভোজন, অনাহার, উপবাস। ন অশন (ভক্ষণ), নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব। ২। উপবাসী, অনাহারী, ভোজনশূন্য। ন (নাই) অশন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনশনক্লিষ্ট, -পীড়িত—উপবাসকাতর, খাইতে না পাওয়ার জন্য কষ্টপ্রাপ্ত। অনশন হেতু ক্লিষ্ট, অনশন দ্বারা পীড়িত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অনশন-ধর্ম্ম(র্ম)ঘট—কাহারও কার্য্যের নৈতিক প্রতিবাদস্বরূপ অনশন-অবলম্বন (hunger-strike). অনশনদ্বারা ধর্ম্মঘট, ৩য়াতৎ। বি ; ক্লীব।

অনশনব্রত—উপবাসরূপ নিয়ম, অভোজন-রূপ ব্রত। অনশনরূপ ব্রত, রূপক কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। বিণ,—ব্রতী।

অনশ্বর—নাশহীন, অক্ষয়, ধ্বংসশূন্য, অ-বিনাশী ; চিরস্থায়ী, নিত্য। ন নশ্বর (নাশশীল), নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—রী।

অনষ্ট—অক্ষত, যাহা নষ্ট হয় নাই এমন। ন নষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনসূয়—অসূয়াবিহীন, পরশ্রীকাতরতাশূন্য, হিংসাশূন্য। ন (নাই) অসূয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনসূয়া—১। অত্রিপত্নী [চরিতাবলী দ্রঃ] ; শকুন্তলার সখী। বি ; স্ত্রী। ২। অসূয়াহীনা। ন (নাই) অসূয়া যাহার, বহুব্রী + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। অসূয়াভাব। ন অসূয়া, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনস্তমিত—যাহা অস্ত যায় নাই এমন। ন অস্তমিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনস্তিত্ব—অবর্ত্তমানতা, অসত্তা। ন অস্তিত্ব, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অনহঙ্কা(ংকা)র—১। গর্ব্বহীনতা, অহঙ্কার-শূন্যতা। ন অহঙ্কার, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। অহঙ্কারশূন্য, গর্ব্বহীন। ন (নাই) অহঙ্কার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনহঙ্কা(ংকা)রী (-রিন্)—গর্ব্বহীন। ন অহঙ্কারী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

অনহঙ্কৃ(ংকৃ)ত—অগর্ব্বিত, অহঙ্কারশূন্য, নিরহঙ্কার, গর্ব্ববিহীন। ন অহঙ্কৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনহঙ্কৃ(ংকৃ)তি—গর্ব্বাভাব, গর্ব্বশূন্যতা। ন অহঙ্কৃতি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনা—অমঙ্গল বিরূপ অভাব প্রভৃতি-বাচক বাঙ্গালা উপসর্গ (যথা,—'অনামুখো', 'অনাসৃষ্টি', 'অনাকারণ' ইত্যাদি)। অব্য।

অনাকর্ণনীয়—শ্রবণের অযোগ্য, অ-শ্রোতব্য। ন আকর্ণনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাকার—আকারশূন্য। ন (নাই) আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনাকাল—১। অতি দুর্ভিক্ষ। ন (নাই) আকাল (দুঃসময়, দুর্ভিক্ষ) যাহা হইতে, বহুব্রী। ২। দুর্ভিক্ষাভাব, সুভিক্ষ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অনাকীর্ণ—অসঙ্কুল, অব্যাপ্ত। ন আকীর্ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাকুল—অব্যগ্র, অচঞ্চল, স্থির, প্রশান্ত ; অব্যাকুল ; একাগ্র। ন আকুল, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাকুলিত—অনাকুল, অব্যাকুল ; অচঞ্চল, স্থির, অবিচলিত। ন আকুলিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাকৃষ্ট—যাহা আকৃষ্ট হয় নাই এরূপ ; আ-টানা। ন আকৃষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাক্রমণ—অনভিভব ; অগ্রহণ ; অনা-বেশ ; আক্রমণ না করা, উপরে গিয়া না পড়া। ন আক্রমণ, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অনাক্রম্য—যাহাকে আক্রমণ করা অনুচিত বা অসম্ভব এমন ; (চিকিৎসাশাস্ত্র) রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতাবিশিষ্ট (immune). ন আক্রম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাক্রান্ত—অনভিভূত ; অনাবিষ্ট ; অ-গৃহীত ; অধৃত। ন আক্রান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাগত—যাহা আসে নাই এরূপ, অনুপ-স্থিত ; ভবিষ্যৎ। ন আগত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাগতবিধাতা (-বিধাতৃ)—পরিণামচিন্তা করিয়া কার্য্যকারী, বিমৃষ্যকারী, পরিণাম-দর্শী ; ভাবী বিপদের প্রতিকারকর্তা। অনাগতের (ভাবী বিপদাদির) বিধাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বিধাত্রী।

অনাগতার্ত্ত(র্ত)বা—যে ঋতুমতী হয় নাই এরূপ কন্যা। অনাগত আর্ত্তব যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী বা বিণ।

অনাগম—১। অনুপস্থিতি, অবিদ্যমানতা ; অনাগমন, না আসা ; অপ্রাপ্তি, অলাভ ; অনুপলব্ধি, অননুভব। ন আগম, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। আগমবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ; অবিদ্যমান ; অনাগত ; অপ্রাপ্ত ; অনুপলব্ধ। ন (নাই) আগম যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনাগম্য—অলভ্য, দুষ্প্রাপ্য ; অনুপলব্ধব্য,

অনমুভবনীয় ; অনধিগম্য, দুর্গম। ন আগম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাগারিক—গৃহত্যাগী। ন আগারিক,

অনাঘাত—সঙ্গীতচ্ছন্দ ও পদ্যচ্ছন্দে প্রস্বনের স্থানে প্রস্বনিত বর্ণের লোপ ; আঘাতের বা স্পষ্টবাদীর অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনাঘ্রাত—যাহা আঘ্রাণ করা হয় নাই এরূপ, যাহা নাসিকায় অনুভব করা হয় নাই এরূপ, অ-শোঁকা ; অনুপভুক্ত। ন আঘ্রাত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাচরণ—কদাচার, অভদ্র ব্যবহার ; অ-শাস্ত্রীয় ব্যবহার ; না করা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অনাচরণীয়—আচরণের অযোগ্য, অব্যবহার্য্য ; যাহার জলাদি গ্রহণ করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাচার—জঘন্য আচার, কদাচার, নিন্দনীয় আচার, অভদ্র কার্য্য। ন (অযোগ্য) আচার, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনাচারী (-চারিন্)—কদাচারী, জঘন্য আচারবিশিষ্ট, যাহার আচার-ব্যবহার গর্হিত এরূপ, সদাচারভ্রষ্ট। অনাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী। বি,—চারিতা।

অনাচ্ছন্ন—অনাবৃত ; অবিমূঢ় ; অনভিভূত ; অবিজড়িত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাচ্ছাদন—আবরণহীনতা। ন আচ্ছাদন, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অনাচ্ছাদিত—আচ্ছাদনরহিত, অনাবৃত, উন্মুক্ত, খোলা। ন আচ্ছাদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাছিষ্টি—সৃষ্টিবহির্ভূত, সৃষ্টিছাড়া ; অদ্ভুত, বিচিত্র, তাজ্জব। 'অনাসৃষ্টি'-শব্দজ। বিণ।

অনাটন, অনটন—টানাটানি, অকুলান, অপ্রতুল, অভাব। আ—অট্, অট্+অনট্= আটন, অটন ; ন আটন (কাহারও মতে বাং), অটন, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অনাড়ম্বর—১। আড়ম্বরশূন্য, ঘটাহীন, জাঁকজমকশূন্য ; সরল, সাদাসিধে। ন (নাই) আড়ম্বর যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। আড়ম্বরের অভাব, আড়ম্বরহীনতা, ঘটার অভাব। ন আড়ম্বর, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনাঢ্য—ধনরহিত ; সঙ্গতিহীন ; সম্পত্তিশূন্য। ন আঢ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাতপ—রৌদ্রহীনতা, রৌদ্রাভাব ; আতপাভাব, ছায়া। ন আতপ, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনাতুর—অরুগ্ণ, অপীড়িত ; অকাতর, অক্লিষ্ট। ন আতুর, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্ত—১। অগৃহীত ; অনাদায়ী, যাহা লওয়া হয় নাই বা আদায় করা হয় নাই এরূপ। আ—দা+ক্ত কর্ম্মবা=আত্ত ; ন আত্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অবশীভূত ; হস্তচ্যুত, হাতছুট। 'অনায়ত্ত'-শব্দজ। বিণ।

অনাত্ম, -ত্ম্য—ব্যক্তিসম্পর্কশূন্য ; সম্বন্ধবিহীন (impersonal). নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মজ্ঞ—যে আপনাকে জানে না এরূপ, আপনার প্রকৃত অবস্থাবিষয়ে অনভিজ্ঞ, অনাত্মবেদী ; পরমাত্মজ্ঞানশূন্য। আত্মাকে জ্ঞাত হয় যে, উপতৎ ; আত্মন্—জ্ঞা+ক কর্তৃবা ; ন আত্মজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মনীন—নিজের ইষ্টচিন্তাশূন্য, নিজাহিতকর, স্বানিষ্টজনক। আত্মন্+ঈন হিতার্থে ; ন আত্মনীন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মবান্ (-বৎ)—অজিতেন্দ্রিয়, অসংযতচিত্ত। ন আত্মবান্, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মবেদিতা, -ত্ব—অনাত্মজ্ঞতা, আপনার অবস্থা বা ক্ষমতা বিষয়ে অজ্ঞতা। আত্মন্—বিদ্+ণিন্ কর্তৃবা ; ন আত্মবেদী, নঞ্‌তৎ ; অনাত্মবেদিন্+তা, ত্ব ভাবে ; অথবা, আত্মবেদিন্+তা, ত্ব ভাবে ; ন আত্মবেদিতা, ত্ব, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

অনাত্মবেদী (-বেদিন্)—অনাত্মজ্ঞ, আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, আপনার অবস্থা বা ক্ষমতাদি বিষয়ে জ্ঞানশূন্য। উপতৎ ; আত্মন্—বিদ্ (জানা)+ণিন্ কর্তৃবা ; ন আত্মবেদী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—বেদিনী।

অনাত্মা (অনাত্মন্)—আত্মা ভিন্ন অন্য ; অপর, পর। ন আত্মা, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনাত্মীয়—আত্মীয়তা-শূন্য, পর ; শত্রু, বিপক্ষ, বিদ্বেষী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মীয়তা, -ত্ব—আত্মীয়তার অভাব ; শত্রুতা, বিপক্ষতা। অনাত্মীয়+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

অনাথ—রক্ষকহীন, যাহার রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা কেহ নাই এরূপ ; নিরাশ্রয় ; অস্বামিক ; সহায়হীন ; নাথহীন। ন (নাই) নাথ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনাথনাথ—নিরাশ্রয়ের পালনকর্ত্তা, অশরণের শরণ ; জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অনাথ-নিবাস—নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের অবস্থিতিস্থান ; মাতাপিতৃহীন বালকদের আশ্রয়স্থান (orphanage). অনাথদিগের নিবাস (বাসস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অনাথপালক—নিরাশ্রয়ের প্রতিপালনকর্ত্তা ; অসহায়ের রক্ষক ; জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পালিকা।

অনাথপালন—নিরাশ্রয়ের প্রতিপালন, অসহায়দিগের রক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অনাথপিণ্ড—১। সুবিখ্যাত বুদ্ধশিষ্য [শ্রাবস্তী নগরীতে ইনি বাস করিতেন। ইঁহার কন্যার নাম সুপ্রিয়া। ইনি চিরজীবন সন্ন্যাসব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন]। বি ; পুং। ২। নিরাশ্রয়ের অন্নদাতা, অনাথগণকে যিনি আহার দানে প্রতিপালন করেন। অনাথের পিণ্ড (অন্ন, সাহায্য), ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহা দান করেন যিনি, উপতৎ ; অনাথপিণ্ড—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

অনাথরক্ষণ—১। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনাথশরণ ; জগদীশ্বর। বি ; পুং। ২। নিরাশ্রয়ের প্রতিপালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অনাথশরণ, -সহায়—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অসহায়ের সাহায্যকারী ; জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং।

অনাথা—অসহায়া, নিরাশ্রয়া ; স্বামিহীনা, বিধবা। অনাথ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনাথাবাস—অনাথশালা, নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের আশ্রয়স্থান। অনাথদের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অনাথাশ্রম—অনাথনিবাস (তাহা দ্রঃ)।

অনাথিনী—অসহায়া, নিরাশ্রয়া ; দুঃখিনী ; স্বামিহীনা, বিধবা। কবিপ্র। অনাথ+ইনী (বাঙ্গালা স্ত্রী-প্রত্যয়)। বিণ ; স্ত্রী।

অনাথী—'অনাথা' (সকল অর্থে)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

অনাদর—অযত্ন ; অবজ্ঞা, অবহেলা ; অমনোযোগ ; অমর্য্যাদা, অসম্মান, অপমান। ন আদর, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। বিণ,—দৃত।

অনাদরণীয়—আদর করিবার অযোগ্য, অযত্নযোগ্য, অবহেলনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদায়—অসংগ্রহ, আদায় না করা ; অপরিশোধ ; অসম্পাদন। ন আদায়, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনাদায়ী—অসংগৃহীত, আদায় না-করা, বাকী। ন আদায়ী, নঞ্‌তৎ। বাং বিণ।

অনাদি—১। আদি-হীন ; উৎপত্তি-শূন্য, যাহা কিছু হইতে জন্মে নাই এরূপ। বিণ। ২। স্বয়ম্ভু, ভগবান্, পরমেশ্বর। ন (নাই) আদি যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অনাদিক—১। অনাদিসম্বন্ধীয়, ঈশ্বরবিষয়ক, ঐশ্বরিক। অনাদি+কন্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। অনাদির ; সনাতনের ["আদি অনাদিক নাথ কহায়সি"—বিদ্যাপতি]। প্রাঃ কবিপ্র। অনাদি+ক (=র, ৬ষ্ঠী বিভক্তি) বি।

অনাদিপরম্পরা—অনাদি কাল পর্য্যন্ত ; অনাদি সংখ্যা পর্য্যন্ত (*ad infinitum*). অনাদির পরম্পরা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনাদিম—অনাদ্য, অপ্রথম ; অপ্রধান ; অর্ব্বাচীন। ন আদিম, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদিমধ্যান্ত—আদি-মধ্য-অন্তহীন, উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়হীন। আদি ও মধ্য ও অন্ত, দ্বন্দ্ব=আদিমধ্যান্ত ; ন (নাই) আদিমধ্যান্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনাদৃত—অনাদরপ্রাপ্ত, হতাদর ; উপেক্ষিত, অবহেলিত ; অবমানিত, অবজ্ঞাত। ন আদৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদেয়—অগ্রাহ্য, আদানের বা গ্রহণের অযোগ্য। ন আদেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদ্য—১। অপ্রথম ; অপ্রধান। ন আদ্য, নঞ্ তৎ। ২। সর্ব্বপ্রথম ; সর্ব্বপ্রথমজাত, সর্ব্বাদিম। ন (নাই) আদ্য যাহা হইতে, বহুব্রী। ৩। অনদীজাত, যাহা নদীতে উৎপন্ন হয় নাই এরূপ। ন নাদ্য (নদীজাত), নঞ্ তৎ। ৪। অখাদ্য, অভোজ্য, শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ খাদ্য। নঞ্—অদ্ (ভক্ষণ করা) + ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনাদ্যন্ত—আদি-অন্ত-হীন, যাহার আদি ও অন্ত নাই এমন, যাহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষ নাই এমন। ন (নাই) আদ্যন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনাদ্যা—১। অপ্রথমা ; সর্ব্বপ্রথমজাতা ; অনদীজাতা ; অভোজ্যা। অনাদ্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সর্ব্বাদিভূতা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, দুর্গা। ন (নাই) আদ্য যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অনাধি—১। আধিরহিত, মনঃপীড়াশূন্য ; উদ্বেগরহিত। ন (নাই) আধি (মনঃপীড়া) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মনঃপীড়ার অভাব, মানসিক অশান্তির অভাব। ন আধি, নঞ্ তৎ। বি ; পুং।

অনাধৃষ্য—১। আধর্ষণের অযোগ্য, দুর্দ্দমনীয়, দুর্দ্দম। আ (ঈষৎ) ধৃষ্য, প্রাদি=আধৃষ্য ; ন আধৃষ্য, নঞ্ তৎ। বিণ। ২। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। বি ; পুং।

অনাপন্ন—অপ্রাপ্ত, অলব্ধ ; অবিপন্ন, বিপদে অপতিত, অবিপদ্গ্রস্ত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনাপ্ত—অলব্ধ, অপ্রাপ্ত ; অনধিগত ; অনাত্মীয় ; অবিশ্বস্ত ; অসম্পাদিত, অসংসাধিত। নঞ্ তৎ। বিণ। [বিণ।

অনাপ্য—অপ্রাপ্য। ন আপ্য, নঞ্ তৎ।

অনাবশ্যক—অপ্রয়োজনীয়, অদরকারী, যাহাতে কিছুমাত্র দরকার নাই এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনাবাসিক—যে বাস করে না এমন (non-resident) ; যাহাতে বাস করা হয় না এমন (non-residential). ন আবাসিক, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনাবিদ্ধ—বেধনত্বাদিদোষশূন্য, যাহাকে বিদ্ধ করা হয় নাই এরূপ ; অপরিক্ষত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনাবিল—নির্ম্মল, কলুষহীন ; আবিলতাশূন্য ; অসংশয়িত, অসন্দিগ্ধ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনাবিষ্কৃত—যাহা আবিষ্কৃত হয় নাই এরূপ, যাহা জ্ঞানগোচরে আনীত হয় নাই, অপ্রকাশিত, অনুদ্ভাবিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব(র্ব)—যাহা পূর্ব্বে কেহ জ্ঞানগোচর করিতে পারে নাই এরূপ, পূর্ব্বে অপ্রকাশিত। পূর্ব্বে আবিষ্কৃত, সুপ্সুপা ; ন আবিষ্কৃতপূর্ব্ব, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনাবিষ্ট—যাহার আবেশ নাই এরূপ, অনবহিত, অমনোযোগী ; অবিমূঢ়, অনাচ্ছন্ন। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনাবিষ্টতা—অনবহিততা, অনবধান, অমনোযোগিতা, ঔদাস্য ; মোহাচ্ছন্নতা। অনাবিষ্ট+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

অনাবৃত—অনাচ্ছাদিত, খোলা। নঞ্ তৎ।

অনাবৃত্তি—অপুনরাগমন ; অনুচ্চারণ ; অনভ্যাস। ন আবৃত্তি, নঞ্ তৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, —বৃত্ত।

অনাবৃষ্টি—বর্ষণাভাব ; পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়া, বর্ষাকালীন প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টির অভাব ; ঈতিবিশেষ। আ (ঈষৎ বা সম্যক্) বৃষ্টি, প্রাদি ; ন আবৃষ্টি, নঞ্ তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনাবেদিত—অবিজ্ঞাপিত। ন আবেদিত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনাবেশ—আবেশশূন্যতা ; অবহেলা, অমনোযোগ ; অযত্ন, উপেক্ষা ; মোহাচ্ছন্নতা। ন আবেশ, নঞ্ তৎ। বি ; পুং।

অনাব্য—নৌকা দ্বারা অনুত্তরণযোগ্য ; যাহাতে নৌকা চলে না এরূপ। ন নাব্য, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনামক—১। নামহীন, সংজ্ঞাশূন্য, অখ্যাতনামা। বিণ। ২। মলমাস। ন (নাই) নাম যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত [দৈবাদি কার্য্যে মলমাসের গণনা বা নাম নাই]। বি ; পুং। ৩। অর্শরোগ। অন (জীবন) —অম্+ণিচ্ (রুগণ করা)+অনি+ক স্বার্থে কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। স্ত্রী, —মকা, —মিকা।

অনাময়—১। নীরোগতা, রোগশূন্যতা, আরোগ্য, সুস্থাবস্থা, স্বাস্থ্য। ন আময়, নঞ্ তৎ। বি ; পুং। ২। রোগশূন্য, নীরোগ, সুস্থ। ন (নাই) আময় (রোগ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনামা (-নামন্)—নামহীন, যাহার নাম নাই এরূপ, অভিধাশূন্য, অখ্যাত। ন (নাই) নাম যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —মা, —ম্নী।

অনামা—মধ্যমা ও কনিষ্ঠা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুলি। ন (নাই) (অন্য) নাম যাহার, বহুব্রী+আপ্ [পঞ্চ অঙ্গুলির মধ্যে অন্য চারিটির 'বৃদ্ধা, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা' এই বিশেষ নামচতুষ্টয় আছে, ইহার সেরূপ কোন নাম নাই এই অর্থে। মতান্তরে, মহাদেব রুষ্ট হইয়া এই অঙ্গুলি দ্বারা ব্রহ্মার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নামগ্রহণ অকর্ত্তব্য হইয়াছে ; এইজন্য ইহার নাম অনামা বা অনামিকা হইয়াছে]। বি ; স্ত্রী।

অনামিকা—১। মধ্যমা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যস্থিত অঙ্গুলি (ring-finger). অনামা +কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। নামরহিতা, নামশূন্যা ; অখ্যাতনাম্নী। অনামক +আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনামুখ, -মুখো—অশুভ মুখবিশিষ্ট, যাহার মুখ দেখিলে দিন ভাল যায় না এরূপ [তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত]। অনা (অশুভ) মুখ যাহার, বহুব্রী (বাং)। বিণ। স্ত্রী, —মুখী।

অনায়ক—নেতৃহীন ; সেনানায়কহীন ; অরাজক। ন (নাই) নায়ক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনায়ত—অবিস্তৃত, অপ্রশস্ত ; অদীর্ঘ ; অসংযত ; নিকটস্থ, সন্নিহিত। ন আয়ত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনায়ত্ত—অনধিগত, অনধীন, অবশীভূত, অবাধ্য, যাহাকে আপন ক্ষমতানুবর্ত্তী রাখিতে পারা যায় না এরূপ, অসামাল। নঞ্ তৎ। বিণ। **অনায়ত্ত পেশী**—(শারীর-বিদ্যা) যে পেশীর কার্য্য মস্তিষ্ক-প্রসূত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

অনায়াস—১। আয়াসাভাব ; অল্পায়াস, অক্লেশ, অল্প পরিশ্রম ; ক্লেশকর কার্য্যের অসম্পাদন। ন আয়াস, নঞ্ তৎ। বি ; পুং। ২। শ্রমবিহীন, প্রযত্নশূন্য ; সহজসাধ্য। ন (নাই) আয়াস যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনায়াসকৃত—সহজসাধিত, যাহা বিনা ক্লেশে করা হইয়াছে এরূপ। ন আয়াসকৃত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনায়াসলব্ধ—সহজে প্রাপ্ত, বিনা কষ্টে অর্জ্জিত। ন আয়াসলব্ধ, নঞ্ তৎ ; বা, অনায়াস দ্বারা লব্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অনায়াসলভ্য—সহজপ্রাপ্য, সুলভ, যাহা বিনা কষ্টে পাওয়া যাইতে পারে এরূপ। অনায়াসে লভ্য, সুপ্সুপা ; অথবা, আয়াস দ্বারা লভ্য, ৩য়াতৎ ; ন আয়াসলভ্য, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনায়াসসাধ্য—সহজে সম্পাদনীয়, বিনা কষ্টে সম্পাদনযোগ্য। ন আয়াসসাধ্য, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনায়াসে—বিনা ক্লেশে, ক্লেশস্বীকার ব্যতিরেকে, বিনা চেষ্টায়, অক্লেশে, বিনা পরিশ্রমে, সহজে। ন (নাই) আয়াস যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনায়ুঃ (অনায়ুস্), **অনায়ু**—১। দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। বি ; স্ত্রী। ২। অল্পায়ু, আসন্নমৃত্যু। ন (নাই বা অল্প) আয়ুঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ। [ন আয়ুষ্য, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনায়ুষ্য—যাহা আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর নহে এরূপ।

অনার—সম্মান, গৌরব ; বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যের অতিরিক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া যে পাশ (এই অর্থে সাধারণতঃ অনার্স্ বহুবচন)। ইং honour শব্দ। বি।

অনারত—অবিরত, নিরন্তর, অবিশ্রান্ত। ন (নাই) আরত (বিরাম, বিশ্রাম) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনারব্ধ—অনুপক্রান্ত, অপ্রস্তুত, যাহা আরম্ভ করা হয় নাই এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনারম্ভ—আরম্ভাভাব, সূচনাশূন্যতা। ন আরম্ভ, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনারারি, অনরারি, -রী—অবৈতনিক ভাবে গৌরবজনক কার্য্যে নিয়োজিত ('—ম্যাজিষ্ট্রেট')। ইং honorary. বিণ।

অনারেবল্—সম্মানিত, মাননীয় (হাই-কোর্টের জজ, মন্ত্রিসভার সদস্য প্রভৃতির সম্মানসূচক উপাধি ; নামের পূর্ব্বে বসে।) ইং honourable. বিণ।

অনারোগ্য—আরোগ্যাভাব, স্বাস্থ্যহীনতা, অসুস্থতা। ন আরোগ্য, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অনারোগ্যকর, -জনক—অস্বাস্থ্যকর, স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর ; রোগকর। ন আরোগ্যকর, আরোগ্যজনক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —করী, —জনিকা।

অনারোপ্য—আরোপণের অযোগ্য ; অ-স্থাপনীয়, অপ্রতিষ্ঠেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনার্জ্জ(র্জ)ব—১। ঋজুতাহীনতা, কপটতা, অসরলতা। ন আর্জ্জব, নঞ্‌তৎ। ২। পীড়া, রোগ। ন (নাই) আর্জ্জব (স্বাচ্ছন্দ্য) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব। ৩। অসরল, কপট, কুটিল। ন (নাই) আর্জ্জব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনার্ত্ত(র্ত)ব—অকালোৎপন্ন, অসাময়িক, যাহা অকালে উৎপন্ন হয় এমন (unseasonable). ন আর্ত্তব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনার্ত্ত(র্ত)বা—১। রজঃপ্রকাশশূন্যা, যে ঋতুমতী হয় নাই এরূপ, অজাতরজস্কা। ন (নাই) আর্ত্তব (স্ত্রীরজঃপ্রকাশ) যাহার, বহুব্রী+আপ্। ২। অসময়োৎপন্না, অ-সাময়িকী। অনার্ত্তব+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনার্দ্র—(রসায়ন) জলবিহীন (anhydrous). ন আর্দ্র, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনার্য্য(র্য)—১। যিনি আর্য্য নহেন এরূপ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ] ; অশিষ্টাচারী, অভদ্র, অসাধু ; অপ্রধান ; অসৎকুলজাত, অভদ্রবংশীয়। বিণ। ২। যে কর্ত্তব্য আচরণ করে না, অকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করে এবং প্রকৃত আচারে থাকে না এরূপ ব্যক্তি। ন আর্য্য (মান্য, পূজনীয়), নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনার্য্য(র্য)ক—অগুরুকাষ্ঠ। অনার্য্য+ক ভবার্থে। বি ; ক্লীব।

অনার্য্য(র্য)চরিত, -শীল—অভদ্র, অশিষ্ট। অনার্য্য (১) চরিত, শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনার্য্য(র্য)জ—অগুরু। অনার্য্য অর্থাৎ অপ্রশস্তরূপে জন্মিয়াছে ইহা, উপতৎ ; অনার্য্য—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

অনার্য্য(র্য)জাতীয়—অনার্য্যজাতি-সম্বন্ধীয়। অনার্য্যজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অনার্য্য(র্য)তা—অভদ্রতা, অসাধুতা। অনার্য্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অনার্য্য(র্য)শীল—'অনার্য্যচরিত' দ্রঃ।

অনার্য্যো(র্যো)চিত—হেয়, জঘন্য ; অনার্য্যের উপযোগী। অনার্য্যে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

অনালম্ব—অবলম্বনহীন। ন (নাই) আলম্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনালাপ—১। আলাপ-আলোচনার অভাব, নীরবতা। ন আলাপ, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। নীরব, নিস্তব্ধ। ন (নাই) আলাপ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনালাপী (-পিন্)—১। কথোপকথন-রহিত, নীরব ; লাজুক। ন আলাপী, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অপরিচিত ; আগন্তুক, অচেনা ('—লোক')। বাং প্র। বিণ।

অনালোকিত—অদৃষ্ট, অনবলোকিত, যাহা দেখা হয় নাই এরূপ ; আলোকাভাব-যুক্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনালোচনীয়, -লোচ্য—আলোচনার অযোগ্য, অননুশীলনীয়, যাহা আলোচনা করা যাইতে পারে না বা করা উচিত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনালোচিত—যাহার চর্চ্চা করা হয় নাই এরূপ, অননুশীলিত, অপরিশীলিত, অবিবেচিত ; অপরীক্ষিত, অদৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনালোড়িত—অবিক্ষোভিত ; অমথিত, যাহা আলোড়িত করা হয় নাই এরূপ ; অক্ষুব্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাশ—১। নাশের অভাব ; ধ্বংসাভাব। ন নাশ, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। নিরাশ, হতাশ। ন (নাই) আশা যাহার, বহুব্রী। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাশী (-শিন্)—নাশহীন, চিরস্থায়ী।

অনাশ্য—অবিনাশী, যাহার নাশ হইতে পারে না, অধ্বংসশীল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাশ্রম—১। আশ্রমবিহীন, আশ্রমশূন্য, যাহার কোন আশ্রম নাই। ন (নাই) আশ্রম যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। আশ্রমের অভাব, আশ্রম না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনাশ্রমব্রত—১। আশ্রমনির্দ্ধারিত ব্রতের অভাব। আশ্রম-নির্দ্ধারিত ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা =আশ্রমব্রত ; ন আশ্রমব্রত, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। আশ্রমের আচারব্যবহার-হীন, আশ্রমব্রতহীন। ন (নাই) আশ্রমব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনাশ্রমী (-শ্রমিন্)—আশ্রমরহিত, আশ্রমশূন্য ; অগৃহী, বিপত্নীক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —মিণী।

অনাশ্রয়—১। আশ্রয়শূন্য, অসহায়, অশরণ ; নিরবলম্ব, নিরাশ্রয়। ন (নাই) আশ্রয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। আশ্রয়াভাব। ন আশ্রয়, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। বিণ, —শ্রয়ী।

অনাশ্লিষ্ট—অনালিপ্ত ; অসংবদ্ধ ; অসংযুক্ত। ন আশ্লিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাসক্ত—অনুরাগহীন, নির্লিপ্ত, যাহার আসক্তি নাই এমন। ন আসক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। [আসক্তি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনাসক্তি—নির্লিপ্ততা, অনুরাগহীনতা। ন

অনাসন্ন—শীঘ্র ঘটিতেছে না এরূপ, অনিকটস্থ ; দূরবর্ত্তী। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, —সন্নতা, -সত্তি।

অনাসাদিত—অনধিগত, অপ্রাপ্ত, অবিদ্যমান। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাসিক—নাসাহীন, নাকশূন্য, খাঁদা। ন (নাই) নাসিকা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনাসৃষ্টি—সৃষ্টিবহির্ভূত, সৃষ্টিছাড়া ; অপরূপ, বিচিত্র, আজগুবি। বাং প্র। বিণ।

অনাসে, -সেতে—অনায়াসে, সহজে। 'অনায়াসে' শব্দের গ্রাম্য রূপ। ক্রি-বিণ।

অনাস্থ—আস্থাশূন্য। ন (নাই) আস্থা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনাস্থা—উপেক্ষা, অবহেলা, অমনোযোগ, আস্থাশূন্যতা ; বিশ্বাসের অভাব। ন আস্থা, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনাস্থান—ভিত্তিহীন। ন (নাই) আস্থান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনাস্থা-প্রস্তাব—গবর্ণমেণ্ট বা পরিচালক সমিতির কার্য্যক্ষমতায় অবিশ্বাস (no-confidence)-জ্ঞাপক প্রস্তাব। অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অনাস্বাদিত—যাহার আস্বাদন করা হয় নাই, যাহার রসগ্রহণ করা হয় নাই ; অখাদিত, অভক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাহত—১। যাহা আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, অপ্রহৃত। বিণ। ২। অধৌত নূতন বস্ত্র ; তন্ত্রোক্তিমতে হৃৎপ্রদেশে অবস্থিত সুষুম্না নামক নাড়ীর মধ্যবর্ত্তী দ্বাদশদলপদ্মাকার স্থান। ন আহত, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অনাহরণ—সংগ্রহ না করা। ন আহরণ, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অনাহরণীয়—আহরণের অযোগ্য, অসংগ্রাহ্য, যাহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে না এরূপ ; অখাদ্য, অভোজ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাহার—আহারাভাব, অভোজন, অনশন, উপবাস ; অচয়ন, অসংগ্রহ। ন আহার, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনাহারী (-হারিন্)—যাহার আহার হয় নাই এরূপ, অকৃতভোজন, উপবাসী। ন আহারী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —হারিণী। বি, —হারিতা, —হার।

অনাহার্য্য(র্য)—অখাদ্য, ভক্ষণের অযোগ্য ; অসংগ্রাহ্য ; গ্রহণের অযোগ্য ; সহজ। ন আহার্য্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অনাহুত—অসঙ্গত ; অপ্রাসঙ্গিক। বাং প্র।

অনাহূত—অনিমন্ত্রিত, যাহাকে ডাকা হয় নাই এরূপ। ন আহূত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাহৃত—অসংগৃহীত, অসঙ্কলিত; অস্বীকৃত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাহ্লাদ—আনন্দাভাব, অপ্রীতি, অসন্তোষ, বিরক্তি। ন আহ্লাদ, নঞ্তৎ। বি; পুং।

অনাহ্লাদিত—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত, নিরানন্দ। ন আহ্লাদিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনি—অন্য, অপর। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব, [বিণ।

অনিঁদ—নিদ্রাহীন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অনিঃসরণ—অনির্গমন, অবহিরাগমন। ন নিঃসরণ, নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অনিঃসৃত—অনিষ্ক্রান্ত, অনির্গত। ন নিঃসৃত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিকেত—গৃহহীন; ত্যক্তসংসার; পরিব্রাজক। ন (নাই) নিকেত (গৃহ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনিগীর্ণ—অভক্ষিত; অকথিত; অপ্রকাশিত। ন নিগীর্ণ (ভক্ষিত, উক্ত), নঞ্তৎ। বিণ।

অনিগ্রহ—নিগ্রহের অভাব, পীড়নাভাব; অনুগ্রহ, আনুকূল্যপ্রদর্শন; অনিয়ন্ত্রণ, অসংযম। ন নিগ্রহ, নঞ্তৎ। বি; পুং।

অনিচ্ছা—অবাঞ্ছা, ইচ্ছার অভাব, ইচ্ছারাহিত্য; অনভিলাষ, অপ্রবৃত্তি; ঔদাসীন্য। ন ইচ্ছা, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ—অনৈচ্ছিক, অনিচ্ছুক।

অনিচ্ছাকৃত—ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পাদিত, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সাধিত। ইচ্ছা দ্বারা কৃত, ৩য়াতৎ; ন ইচ্ছাকৃত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিচ্ছালব্ধ—ইচ্ছা না করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে এমন। ইচ্ছাদ্বারা লব্ধ, ৩য়াতৎ; ন ইচ্ছালব্ধ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিচ্ছাসত্ত্বে—ইচ্ছা না থাকাতে, ইচ্ছার অবিদ্যমানতায়। অনিচ্ছার সত্ত্ব (বিদ্যমানতা), ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে; (ভাবে ৭মী)। বি; ক্লীব।

অনিচ্ছু—ইচ্ছাশূন্য, বাসনাহীন। ন ইচ্ছু, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিচ্ছুক—বাসনাহীন, অনভিলাষী। ন ইচ্ছুক, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিজক—যাহা নিজের নয় এমন। ন (নাই) নিজ যাহাতে, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বাং প্র। বিণ।

অনিট্—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) যে সকল ধাতুর পরে ইট্ আগম হয় না এরূপ ('—ধাতু')। ন (নাই) ইট্ যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

অনিত—মন্দ, অনিষ্ট। কবিপ্র। বিণ।

অনিত্য—অচিরস্থায়ী, যাহা চিরকাল থাকে না এরূপ; ধ্বংসশীল, নাশশীল, ভঙ্গুর, ক্ষণবিধ্বংসী, নশ্বর, বিনাশী। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিত্যতা—অচিরস্থায়িত্ব, অচিরবর্ত্তমানতা, নশ্বরতা। অনিত্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অনিদান—১। অমূলক, অহেতুক, হেতুহীন, অকারণ, কারণশূন্য; ভিত্তিহীন। ন (নাই) নিদান (হেতু, কারণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নিদানাভাব, কারণের অভাব। ন নিদান, নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অনিদ্র—নিদ্রাহীন, প্রবুদ্ধ, জাগরিত, জাগ্রৎ; অনলস। ন (নাই) নিদ্রা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনিদ্রা—১। নিদ্রাভাব, নিদ্রারাহিত্য। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। নিদ্রাহীনা, নিদ্রারহিতা। অনিদ্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনিন্দনীয়, -নিন্দ্য—নিন্দার অযোগ্য, অদূষণীয়; উত্তম। ন নিন্দনীয়, নিন্দ্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিন্দা—নিন্দাভাব, অনখ্যাতি, অদূষ্যতা; প্রাশস্ত্য। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনিন্দিত—অগর্হিত, অদূষণীয়, অবিগর্হিত, অনখ্যাতিকর; প্রশস্ত, উত্তম। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিন্দ্য—'অনিন্দনীয়' দ্রঃ।

অনিন্দ্যতা—অগর্হণীয়তা; প্রাশস্ত্য। অনিন্দ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অনিন্দ্যসুন্দর—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, যাহার সৌন্দর্য্যে খুঁত নাই এমন। অনিন্দ্যরূপে সুন্দর, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অনিন্দ্যাঙ্গী(ংগী)—অনবদ্যাঙ্গী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, পরমাসুন্দরী। অনিন্দ্য অঙ্গ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং,—ন্দ্যাঙ্গ।

অনিপুণ—অদক্ষ, অকুশল, অপটু। নঞ্তৎ। বিণ। বি,—তা, -নৈপুণ্য।

অনিবদ্ধ—বন্ধনহীন; অসংযত; উদ্দাম; অরচিত, অগ্রথিত; যাহাতে কোন কথা বা বাঁধা তাল নাই শুধু সুর আছে এমন ('—সঙ্গীত')। ন নিবদ্ধ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিবন্ধী—(রসায়ন) বিকৃতাকার; অবয়বশূন্য (amorphous). বিণ।

অনিবর্ত্তী (-র্ত্তিন্), **-বর্তী**—অপরাঙ্মুখ; অপ্রত্যাবর্ত্তনশীল ('—যৌবন'), যাহা অতীত হইলে আর ফিরে না এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিবার—১। অপ্রতিরোধনীয়; অনিবার্য্য; অবিরত। ন (নাই) নিবার (নিবারণ) যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অবিরতভাবে, নিরন্তর। ন (নাই) নিবার যাহা হইতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনিবারণীয়—অনিবার্য্য, অনিরোধনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিবারিত—অনিরুদ্ধ, অনিষিদ্ধ, অপ্রতিষিদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিবার্য্য(র্য)—নিবারণের অযোগ্য, অনিরোধনীয়, অপ্রতিষেধনীয়; অত্যন্ত আবশ্যক, অতিশয় জরুরী। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিবেদিত—অনুৎসর্গীকৃত; অবিজ্ঞাপিত। ন নিবেদিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিভৃত—চঞ্চল; অগুপ্ত, প্রকাশিত। ন নিভৃত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিমন্ত্রিত—অনাহূত, যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিমিক, -মিখ—১। নির্নিমেষ, অপলক, পলকশূন্য। বিণ। ২। একদৃষ্টিতে। 'অনিমিষ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

অনিমিকে, -মিখে—নির্নিমেষ নয়নে, পলকহীন দৃষ্টিতে। কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

অনিমিষ, -মেষ—১। অমর, দেবতা; মীন, মৎস্য; অতি সূক্ষ্ম কালপরিমাণ। বি; পুং। ২। পলকহীন, নিমেষশূন্য, যাহার চক্ষুর পলক পড়ে না এরূপ, স্থির, স্পন্দহীন, অচঞ্চল। ন (নাই) নিমিষ, নিমেষ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনিমিষনয়নে, -নেত্রে, -লোচনে—অপলকদৃষ্টিতে। অনিমিষ নয়ন, নেত্র, লোচন যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে; ক্রি-বিণ।

অনিমিষাচার্য্য(র্য)—সুরগুরু, বৃহস্পতি। অনিমিষদিগের (দেবগণের) আচার্য্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অনিমিষে, -মেষে—স্থিরদৃষ্টিতে, স্থিরভাবে, নির্নিমেষনেত্রে। ন (নাই) নিমিষ, নিমেষ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনিয়ত—অনিয়ন্ত্রিত; অনিশ্চিত, স্থিরতাশূন্য, অস্থির; যাহা নিয়ত নহে এরূপ; উচ্ছৃঙ্খল। ন নিয়ত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিয়তাকার—(রসায়ন) নিরবয়ব, অনাকৃত; সর্ব্বাকার (amorphous). অনিয়ত আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনিয়ন্ত্রিত—অদমিত; উচ্ছৃঙ্খল; অনিবারিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিয়ম—১। নিয়মাতিক্রম, নিয়মলঙ্ঘন, নিয়মরাহিত্য, নিয়ম অনুসারে না চলা; অসংযম; অনিয়ন্ত্রণ; অনিশ্চয়, অস্থিরতা। ন নিয়ম, নঞ্তৎ। বি; পুং। বিণ,—নিয়মিত। ২। নিয়মশূন্য, বিশৃঙ্খল; অসংযত; অনিয়ন্ত্রিত; অনিশ্চিত। ন (নাই) নিয়ম যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনিয়মিত—যাহা নিয়মিত নয় এরূপ, নিয়মশূন্য; অনির্দ্দিষ্ট, অনির্দ্ধারিত, অনিরূপিত; অসংযমিত, অনিয়ন্ত্রিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিরাকরণ—অপ্রত্যাখ্যান, অদূরীকরণ; অনিবারণ, অপ্রতিষেধ; অস্থিরীকরণ, অনির্দ্ধারণ। নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অনিরাকরণীয়—দূরীকরণাযোগ্য; অনিবারণীয়, অপ্রতিষেধনীয়, অপ্রতিরোধনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিরাকৃত—অদূরীকৃত; অনিবারিত; যাহার নিরাকরণ হয় নাই এরূপ, অপ্রতিরুদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিরুদ্ধ—১। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র (চরিতাবলী দ্রঃ); দূত, চর। বি; পুং। ২। অনিবারিত; অপ্রতিরুদ্ধ। ন নিরুদ্ধ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিরুদ্ধপথ—১। গগন, শূন্য, আকাশ। অনিরুদ্ধ পথ যেখানে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। মুক্ত পথ। অনিরুদ্ধ পথ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ৩। অব্যাহতগতি, অবারিতগমন। অনিরুদ্ধ হইয়াছে পথ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনিরূপণীয়—নির্দ্ধারণের অযোগ্য, অনির্দ্ধার্য্য; অনির্দ্দেশ্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনিরূপিত—অনির্দ্দিষ্ট; অনিয়মিত; অনির্দ্ধারিত। নঞ্ তৎ। বিণ। [বিণ।

অনির্গত—অনিঃসৃত, অনিষ্ক্রান্ত। নঞ্ তৎ।

অনির্গম, -র্গমন—বাহির না হওয়া, অনিষ্ক্রমণ। নঞ্ তৎ। বি; পুং, ক্লীব।

অনির্ণয়—অনবধারণ, অনির্দ্ধারণ, অনিশ্চয়, স্থিরীকরণের অভাব। ন নির্ণয়, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অনির্ণায়ক—অনিশ্চায়ক, অনির্দ্ধারক। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, -য়িকা।

অনির্ণীত—অনিরূপিত, অস্থিরীকৃত, অ-নির্দ্ধারিত; অনিশ্চিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ণেতব্য, -নির্ণেয়—অনিরূপয়িতব্য, অনির্দ্ধার্য্য; স্থিরীকরণের অযোগ্য। ন নির্ণেতব্য, নির্ণেয়, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্দ্দি(র্দি)ষ্ট—অনির্দ্ধারিত, স্থিরতাহীন, অনিরূপিত, অনিয়মিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্দ্দে(র্দে)শ—অনির্দ্ধারণ, অনিরূপণ; না বুঝান। ন নির্দ্দেশ, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অনির্দ্দে(র্দে)শক—অনির্দ্ধারক, অজ্ঞাপক। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, -শিকা।

অনির্দ্দে(র্দে)শনীয়, অনির্দ্দে(র্দে)শ্য—অনির্দ্ধারণীয়, অজ্ঞাপনীয়। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্দ্ধা(র্ধা)রণীয়—অনির্ণেয়, অনিরূপণীয়। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্দ্ধা(র্ধা)রিত—অনির্ণীত, অনিরূপিত; অনিয়মিত; অনিশ্চিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্দ্ধা(র্ধা)র্য্য(র্য)—অনিরূপণীয়, অ-নির্দ্দেশ্য, স্থিরীকরণের অযোগ্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ব্ব(র্ব)চনীয়—বাক্-প্রকাশের অতীত, যাহা বলিয়া উঠা যায় না এরূপ, বর্ণনার অসাধ্য, যাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না এরূপ। ন নির্ব্বচনীয় (বর্ণনীয়), নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ব্বা(র্বা)চ্য—যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না এরূপ, বাক্যাতীত, বাক্-প্রকাশাযোগ্য; অনিরূপণীয়; নির্ব্বাচনের অযোগ্য; নির্গুণ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ব্বা(র্বা)চ্যবাদ—মায়াবাদ। অনি-র্ব্বাচ্য বিষয়ক (বাক্যাতীত ব্রহ্মবিষয়ক) বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনির্ব্বা(র্বা)ণ—১। নির্ব্বাণশূন্য; মুক্তিহীন; অক্ষয়, নাশহীন; অনিবৃত্ত, অশান্ত; যাহা নিবিয়া যায় নাই এরূপ; প্রজ্বলিত; অস্নাত, অনিমগ্ন, মজ্জন-রহিত ('—হস্তী')। ন (নাই) নির্ব্বাণ যাহার, বহুব্রী। ২। বাণযুক্ত। নির্ (নাই) বাণ যাহার, বহুব্রী; ন নির্ব্বাণ (বাণশূন্য), নঞ্ তৎ। বিণ। ৩। মুক্তির অভাব; নাশাভাব; না নিবিয়া যাওয়া, প্রজ্বলন; মজ্জনাভাব। ন নির্ব্বাণ, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অনির্ব্বা(র্বা)ত—বায়ুরাহিত্যশূন্য, যাহা বায়ুশূন্য নহে এরূপ; বায়ুপ্রবাহবিশিষ্ট। ন নির্ব্বাত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ব্বা(র্বা)দ—১। নির্ব্বিরোধ, নির্ব্বি-বাদ; অবজ্ঞার অভাব। ন নির্ব্বাদ, নঞ্-তৎ। বি; পুং। ২। কলহহীন, অবজ্ঞাশূন্য। ন (নাই) নির্ব্বাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনির্ব্বা(র্বা)পণ—নির্ব্বাপণের অভাব, নিবাইয়া না দেওয়া। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অনির্ব্বা(র্বা)পিত—যাহা নিবান হয় নাই এমন। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ব্বা(র্বা)হ—নির্ব্বাহাভাব, অসমাধা, অনিবৃত্তি; অপ্রতুল, অসংস্থান। ন নির্ব্বাহ, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অনির্ব্বা(র্বা)হিত—যাহা নির্ব্বাহ করা হয় নাই এমন। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ব্বি(র্বি)ণ্ণ—নির্ব্বেদশূন্য, ভয়-শোকাদি দ্বারা অকাতর; অখিন্ন; অদুঃখী; অবিনীত; অনুদাসীন। ন নির্ব্বিণ্ণ, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ব্বি(র্বি)ৎ (-ব্বিদ্)—আত্মগ্লানিহীন, নির্ব্বেদশূন্য; অকাতর; অদুঃখী; ভয়শোকাদি হইতে বিমুক্ত। ন নির্ব্বিৎ, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ব্ব(র্ব)তি—স্বাচ্ছন্দ্যাভাব, অসুখ; অসংস্থান, দারিদ্র্য। ন নির্ব্বৃতি, নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অনির্ব্বে(র্বে)য়—নির্ব্বাপণের অযোগ্য, নির্ব্বাণাতীত। ন নির্ব্বেয়, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ভর—১। অল্প, লঘু; অপেক্ষাশূন্য, নিরপেক্ষ; প্রত্যাশাহীন। ন (নাই) নির্ভর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নির্ভর না করা, কাহারও অপেক্ষা না করা। ন নির্ভর, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অনির্ম্ম(র্ম)ম—অনির্দ্দয়, অনিষ্ঠুর; অক্রূর; মমতাযুক্ত, যাহার স্নেহ আছে এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ম্ম(র্ম)ল—অপরিষ্কৃত; অবিশুদ্ধ, দূষিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ম্মা(র্মা)ণ—অগঠন, অপ্রস্তুতকরণ, অ-রচনা। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব। বিণ, -নির্ম্মিত।

অনির্ম্মি(র্মি)ত—অগঠিত, অরচিত, যাহা গড়া হয় নাই এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনির্ম্মে(র্মে)য়—অগঠনীয়, গঠনের অযোগ্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনিল—১। অষ্টবসুর পঞ্চম বসু; বায়ু, পবন, বাতাস। অন্ (প্রাণধারণ করা)+ইল কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। ইলাশূন্য, নির্ব্বাক্; ভূমিরহিত; ধেনুহীন। ন (নাই) ইলা যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনিলজ—বায়ুজাত, বায়ুৎপন্ন। অনিল হইতে জন্মে যে, উপতৎ; অনিল—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনিলাময়—বাতব্যাধি, বাতরোগ। অনিল-জনিত আময় (রোগ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [বহুব্রী। বি; পুং।

অনিলাশন—সর্প। অনিল অশন যাহার,

অনিলাশিনী—১। সর্পী। বি; স্ত্রী। ২। বায়ুভক্ষণকারিণী; উপবাসিনী। অনিলাশিন্ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনিলাশী (-শিন্)—১। বায়ুভুক্, সর্প। বি; পুং। ২। বায়ুভক্ষণকারী; উপবাসী। অনিল অশন (ভক্ষণ) করে যে, উপতৎ; অনিল—অশ্+শিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -শিনী।

অনিলিন—(রসায়ন) রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন লাল বা পিঙ্গল বর্ণের তৈল-বিশেষ। ইং aniline শব্দ। বি।

অনিলোচিত—১। অনালোচিত, অসম্যক্ বিবেচিত। ন নিলোচিত (সম্যক্ বিবেচিত), নঞ্ তৎ। ২। বায়ুর উপযুক্ত, বাতোপযোগী। অনিলে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

অনিশ—অবিরত, নিরন্তর, সতত, অনবরত, সর্ব্বদা। ন (নাই) নিশা (বিরাম, নিবৃত্তি) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অনিশ্চয়—১। অনির্ণয়; স্থিরতাভাব; সন্দেহ। নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। স্থিরত্ব-হীন; সন্দেহযুক্ত। ন (নাই) নিশ্চয় যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনিশ্চয়তা—স্থিরতাশূন্যতা, সন্দেহযুক্ততা, সংশয়। অনিশ্চয়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অনিশ্চিত—অধ্রুব, স্থিরতাশূন্য, অস্থির; সন্দেহপূর্ণ; অনির্ণীত, অনিঃমিত, অস্থিরী-কৃত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনিশ্চিন্ত্য—দুর্ব্বোধ, চিন্তার দ্বারা যাহা নির্ণয় করিবার নয় এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনিষিদ্ধ—যাহার নিষেধ করা হয় নাই এরূপ, অপ্রতিষিদ্ধ, অনিবারিত। ন নিষিদ্ধ, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনিষ্ট—১। অমঙ্গল, অপকার, ক্ষতি, হানি। বি; ক্লীব। ২। অবাঞ্ছিত, অনভি-লষিত, অপ্রিয়। ন ইষ্ট, নঞ্ তৎ। বিণ। ৩। দুঃখ; পাপ। ন—ইষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অনিষ্টকর, -কারক, -জনক—অহিত-কর, অপকারক, ক্ষতিকারক। অনিষ্ট করে যে, উপতৎ; অনিষ্ট—কৃ+ট কর্ত্তৃবা= অনিষ্টকর; অনিষ্টের কারক, জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -করী, -কারিকা, -জনিকা।

অনিষ্টকারী (-কারিন্)—অহিতকারী, ক্ষতিকারক। উপতৎ; অনিষ্ট—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী। বি, —কারিতা।

অনিষ্টচিন্তা—ক্ষতি করিবার জন্য ভাবনা, অপকার করিবার চিন্তা। অনিষ্টের চিন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অনিষ্টপাত—অশুভসংঘটন। অনিষ্টের পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অনিষ্টসম্ভাবনা—অপকার-সম্ভাবনা, ক্ষতি হইতে পারা। অনিষ্টের সম্ভাবনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অনিষ্টসাধন—অনিষ্ট করা, অহিতসাধন, ক্ষতি করা। অনিষ্টের সাধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অনিষ্টা—অবাঞ্ছিতা, অনভিলষিতা। অনিষ্ট (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনিষ্টাচরণ—অপকারানুষ্ঠান; ক্ষতি করা; অপ্রিয়কার্য্যসম্পাদন। অনিষ্টের আচরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অনিষ্টাপাত—অমঙ্গলসংঘটন; অশুভ-ঘটনা, অপ্রিয়সমাগম। অনিষ্টের আপাত (সংঘটন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অনিষ্টাশঙ্কা(ংকা)—ক্ষতির ভয়, অমঙ্গলা-শঙ্কা, অপকারের ভয়। অনিষ্টের আশঙ্কা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বহুব্রী। বিণ।

অনিষ্ঠ—নিষ্ঠাহীন। ন (নাই) নিষ্ঠা যাহার,

অনিষ্ঠা—নিষ্ঠাভাব, অনাস্থা, অভক্তি; অপ্রত্যয়, অবিশ্বাস; অমনোযোগিতা। ন নিষ্ঠা, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনিষ্ণাত—অপ্রবীণ, অবিজ্ঞ, অকুশল; অপ্রধান। ন নিষ্ণাত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনিষ্পত্তি—সম্পাদনের অভাব, অনির্ব্বাহ; অমীমাংসা; অসমাপ্তি; অসম্পূর্ণতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনিষ্পন্ন—অসম্পন্ন, অনির্ব্বাহিত; অ-মীমাংসিত; অসমাপ্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিষ্ফল—ফলশূন্যতার অভাবযুক্ত, অ-বিফল, সফল। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিসর্গ—অপ্রাকৃতিক, স্বভাবপ্রতিকূল, প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ন (নাই) নিসর্গ (স্বাভাবি-কতা) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

অনিস্তব্ধ—অনীরব; অনভিভূত। নঞ্তৎ।

অনিস্তার—অপরিত্রাণ, রক্ষাভাব; অমুক্তি; অনুত্তরণ। ন নিস্তার, নঞ্তৎ। বি; পুং।

অনিস্তীর্ণ—অপরিত্রাত; অনুত্তীর্ণ, যাহা পার হওয়া যায় নাই এরূপ। ন নিস্তীর্ণ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনীক—১। সৈনিক পুরুষ, সিপাহী, যোদ্ধা; সৈন্য। অন্ (জীবিত থাকা)+ঈকন্ করণবা। ২। সংগ্রাম, যুদ্ধ; সমূহ। ন—নী+ক্বিপ্, অপাবা+কন্ বা ক স্বার্থে। বি; ক্লীব।

অনীকস্থ—১। রাজরক্ষক, রাজরক্ষি-সৈন্য; সৈন্য; হস্তিশিক্ষানিপুণ, হস্তিপক; ধ্বজাদি যুদ্ধচিহ্ন; চিহ্ন; বীরমর্দ্দলক, জয়-ঢক্কা; রণবাদ্য; প্রাচীন আনদ্ধ-যন্ত্রবিশেষ। বি; পুং। ২। রণগত, যুদ্ধস্থিত, সংগ্রাম-লিপ্ত। অনীকে (সৈন্যমধ্যে) আছে যে বা যাহা, উপতৎ; অনীক—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনীকিনী—চতুরঙ্গিণী সেনার সংখ্যা-বিশেষ, অক্ষৌহিণীর দশমাংশ সৈন্যদল ('অক্ষৌহিণী' দ্রঃ)। অনীক+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অনীত—১। অবাহিত, যাহা স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হয় নাই এরূপ; নীতি-বিরুদ্ধ; অনুচিত; অপকৃষ্ট। ন নীত, নঞ্তৎ। বিণ। ২। কুরীতি, অনুচিত কর্ম্ম। 'অনীতি'-শব্দজ। বি।

অনীতি—কুনীতি; নীতির অভাব; নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান। ন নীতি, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনীতিজ্ঞ—১। নীতিজ্ঞানশূন্য, নীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। ন নীতিজ্ঞ, নঞ্তৎ। ২। দুর্নীতিনিপুণ; কুক্রিয়াকুশল, অসৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ। অনীতি (দুর্নীতি) জানে যে, উপতৎ; অনীতি—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

অনীতিপরায়ণ—সর্ব্বদা দুষ্ক্রিয়ান্বিত, সকল সময়ে কুক্রিয়াসক্ত। অনীতি হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনীদৃক্ (-দৃশ্), **-দৃশ**—ঈদৃশ হইতে অন্যরূপ, যাহা এইপ্রকার নয় এরূপ, ইহা হইতে অন্যবিধ, ভিন্নরূপ, ভিন্নপ্রকার, বিসদৃশ। ন ঈদৃক্, ঈদৃশ, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, —নীদৃশী।

অনীমাণ্ডব্য—অণীমাণ্ডব্য ঋষি। বি; পুং।

অনীশ—১। বিষ্ণু। ন (নাই) ঈশ যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। ঈশ্বরহীন; প্রভুশূন্য, অস্বামিক। ন (নাই) ঈশ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনীশ্বর—১। ঈশ্বরবিহীন, ঈশ্বরে বিশ্বাস-শূন্য, নাস্তিক; প্রভুহীন, প্রভুবর্জ্জিত। ন (নাই) ঈশ্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অপ্রভু; অসমর্থ; অধনী, নির্ধন। ন ঈশ্বর, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, —রী।

অনীশ্বরবাদ—ঈশ্বর নাই এইরূপ উক্তি, নাস্তিক্যবাদ। অনীশ্বর এই বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনীশ্বরবাদী (-বাদিন্)—ঈশ্বর নাই এইরূপ উক্তিকারী, নাস্তিক্যবাদী; নাস্তিক, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন। উপতৎ; অনীশ্বর—বদ +ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী।

অনীহ—চেষ্টাশূন্য, স্পৃহাশূন্য, নিরীহ। ন (নাই) ঈহা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনীহা—১। চেষ্টাভাব, অনুৎসাহিতা, চেষ্টা-শূন্যতা। ন ঈহা, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। নিরীহা, নিশ্চেষ্টা। অনীহ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনু—১। পশ্চাৎ; তুল্য; সদৃশ; নিকৃষ্ট; অধীন; হীন; সহ, সহিত; ভাগ, অংশ; সমীপ; বহিঃ, বহির্ভাগ; পরম্পরা; অনুক্রম; পুনঃ, বীপ্সা; সামর্থ্য; সাকল্য; যোগ্য; চিহ্ন; আয়াস। অব্য; উপসর্গ। ২। রাজা যযাতির চতুর্থ পুত্র। ইনি শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত হন, এবং ইঁহা হইতেই ম্লেচ্ছজাতি উদ্ভূত হইয়াছিল। অন্ (বিদ্যমান থাকা)+উ কর্তৃবা। বি; পুং। [কর্তৃবা। বিণ।

অনুক—কামুক, কামাসক্ত। অনু—কম্+ড

অনুকথন—পশ্চাদুক্তি, পরে বলা; অনুবাদ, ভাষান্তর-করণ; পরস্পর কথা বলা। অনু—কথ্ (বলা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —কথিত।

অনুকম্পনীয়—অনুকম্প্য; কৃপাপাত্র। অনু—কন্প্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অনুকম্পা—কৃপা, দয়া, করুণা; স্নেহ; অপরের সুখদুঃখে সহানুভূতি, অন্যের অবস্থা দেখিয়া আপনাকে তদবস্থ জ্ঞান করা, অন্যের দুঃখে দুঃখানুভব, সুখে সুখবোধ। অনু (সহ) —কন্প্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুকম্পী—অনুকম্পাকারী, দয়াবান্। অনু —কন্প্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ম্পিনী।

অনুকম্প্য—দয়াভাজন, কৃপাপাত্র, অনুগ্রাহ্য। অনুকম্পা+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

অনুকরণ—নকল করা, সদৃশীকরণ, অনুরূপ কার্য্যাকরণ, প্রতিকরণ, অন্যের কার্য্যাদি দেখিয়া নিজেও কার্য্যতঃ সেইরূপ করা। অনু (সদৃশ)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—অনুকৃত, অনুকরণীয়, অনুকার্য্য, অনু-কর্ত্তব্য, আনুকরণিক।

অনুকরণক্ষম, -পটু—অনুকরণ করিতে নিপুণ; নকল করিতে দক্ষ। অনুকরণে ক্ষম, পটু, ৭মীতৎ। বিণ।

অনুকরণপ্রবৃত্তি—নকল করিবার ইচ্ছা, অনুকরণ করিবার ইচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অনুকরণপ্রিয়—অনুকরণানুরাগী, যে নকল করিতে ভালবাসে এরূপ। অনুকরণ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনুকরণবৃত্তি—তুল্যকার্য্যকরণবৃত্তি, যে বৃত্তি দ্বারা অনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জাগে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অনুকরণশব্দ—অনুরূপ ধ্বনি, অনুকার শব্দ, কোন শব্দের তুল্য শব্দ। অনুকরণজাত শব্দ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনুকরণশীল—অনুকরণ স্বভাব-সম্পন্ন;

অনুকরণপরায়ণ। অনুকরণই শীল (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনুকরণীয়—অনুকরণযোগ্য, যাহা দেখিয়া সেইরূপ করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। অনু—কৃ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অনুকর্ত্ত(র্ত)ব্য—অনুকরণযোগ্য। অনু (সদৃশ)—কৃ+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

অনুকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), **-কর্তা**—অনুকরণকারী, সদৃশকার্য্যকারী; অভিনেতা। অনু—কৃ+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

অনুকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—তুল্যকর্ম্ম, সদৃশকর্ম্ম, অনুকরণ; নিকৃষ্ট কর্ম্ম, হীন কর্ম্ম; পরের কাজ। অনুরূপ বা অনুগত কর্ম্ম, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অনুকর্ষ—১। রথের অধোবর্ত্তী চক্রবদ্ধ কাষ্ঠ। অনু—কৃষ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। (ব্যাকরণাদি) পূর্ব্বসূত্রোক্ত পদাদির পরসূত্রাদিতে অনুবৃত্তি; আকর্ষণ; প্রার্থনাপূর্ব্বক দেবতাকে আহ্বান। অনু—কৃষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—কৃষ্ট।

অনুকর্ষণ—অনুকর্ষ; আকর্ষণ। অনু—কৃষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃষ্ট।

অনুকল্প—গৌণ কল্প, হীনকল্প, অপ্রধান কল্প; প্রতিনিধি, একটির স্থলে অন্যটি (alternative). অনুগত (নিকৃষ্ট, হীন, গৌণ) কল্প (মুখ্যাবধি, পক্ষ), প্রাদি; বা, অনু (সদৃশ)—কৃপ্+ণিচ্+অচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং বা বিণ।

অনুকাঙ্ক্ষা(খা)—অভিলাষ, ইচ্ছা (longing). অনু—কাঙ্ক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্), **-কাংখী**—ইচ্ছুক, অভিলাষকারী, অভিলাষী। অনু—কাঙ্ক্ষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কাঙ্ক্ষিণী। [অব্য।

অনুকাম—যথাকাম, যথেচ্ছ। অব্যয়ী।

অনুকামীন—স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছবিহারী। অনুকাম+ঈন। বিণ।

অনুকামীনতা—স্বেচ্ছানুসারিতা। অনুকামীন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অনুকার—১। অনুকরণ, সদৃশীকরণ। অনু—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। ২। সঙ্গীতশাস্ত্রে অব্যুৎপন্ন অথচ গানানুকরণে সুপটু এরূপ মধুরকণ্ঠ গায়ক। অনু—কৃ+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

অনুকার-অব্যয়—(ব্যাকরণ) কোন ধ্বনির অনুকরণে গঠিত অব্যয় শব্দ [যেমন,—ঝন্-ঝন্, টন্-টন্, টক্-টক্ ইত্যাদি]। অনুকার জাত অব্যয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনুকারশব্দ—অনুকরণধ্বনি, অন্যশব্দের তুল্যশব্দ। অনুকারজাত শব্দ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনুকারা—অনুকরণ করা। কবিপ্র। ক্রি। [অনুকারিছে—অনুকরণ করিতেছে]।

অনুকারিতা, -ত্ব—অনুকরণ, সদৃশীকরণ। অনুকারিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অনুকারী (-কারিন্)—অনুকরণকারী, সদৃশকার্য্যকারী। অনু—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

অনুকার্য্য(র্য)—অনুকরণযোগ্য। অনু—কৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুকাল—সময়োপযোগী (opportune). অনুগত কালকে, প্রাদি। বিণ।

অনুকীর্ণ—ব্যাপ্ত, বিস্তৃত; বিক্ষিপ্ত। অনু—কৄ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুকীর্ত্ত(র্ত)ন—বিঘোষণ; ক্রমানুযায়ী বর্ণন; উচ্চারণ। অনু—কৃত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কীর্ত্তিত।

অনুকূল—১। সপক্ষ, পোষকতাকারী, সহায়, সদয়, অনুগ্রহকারী; সুবিধাজনক; সমর্থনকর; অনুরক্ত; উপযুক্ত, যোগ্য। বিণ। ২। নিজ স্ত্রীতে অনুরক্ত নায়কবিশেষ; কাব্যের অলঙ্কার-বিশেষ। কূলকে অনুগত, প্রাদি। বি; পুং।

অনুকূলতা—সপক্ষতা, সদয়তা, অনুগ্রহ। অনুকূল (১)+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অনুকূলা—১। সদয়া, সহায়া, অনুগ্রহসম্পন্না। অনুকূল (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দন্তী বৃক্ষ। বি; স্ত্রী।

অনুকৃত—কৃতানুকরণ, যাহার নকল করা হইয়াছে এমন। অনু (সদৃশ)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুক্ত—অকথিত, অনুল্লিখিত, অভাষিত; অনির্দ্দেশিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুক্তকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), **-কর্তা**—(ব্যাকরণ) যে কর্ত্তা উক্ত হয় নাই, কর্ম্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে তৃতীয়ান্ত কর্তৃপদ। অনুক্ত এমন কর্ত্তা, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনুক্তকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—(ব্যাকরণ) অকথিত কর্ম্ম, কর্তৃবাচ্যে দ্বিতীয়ান্ত কর্ম্মপদ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [স্ত্রী।

অনুক্তি—অভাষণ। ন উক্তি, নঞ্ তৎ। বি;

অনুক্রকচ—করাতের ন্যায় কাটা (serrate). অনুগত ক্রকচকে, প্রাদি। বিণ।

অনুক্রম—পর্য্যায়, যথাক্রম (sequence). অনু—ক্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অনুক্রমণ—অনুগমন, অনুসরণ, পশ্চাদ্গমন; পর্য্যায়ানুসারে গমন। অনু—ক্রম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অনুক্রমণিকা—ভূমিকা, গ্রন্থের অবতরণিকা, মুখবন্ধ; নির্ঘণ্ট, বেদপুরাণাদি গ্রন্থের শেষে সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তিপূর্ণ অংশ বা ভাগ। অনু—ক্রম্+অনট্ করণবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুক্রমণী—বেদপুরাণাদি গ্রন্থের পূর্ব্বকৃত বর্ণনার সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তিপূর্ণ অংশ। অনু—ক্রম্+অনট্ অধিবা+ঈপ্। [কতকগুলি প্রসিদ্ধ অনুক্রমণীর নাম; যথা,—ঋগ্বেদের সর্ব্বানুক্রমণী; মহর্ষি শৌনককৃত আর্য্যানুক্রমণী, দেবানুক্রমণী, অনুবাকানুক্রমণী, ছন্দোনুক্রমণী, সূক্তানুক্রমণী ইত্যাদি; এতদ্ভিন্ন পুরাণেরও বহু অনুক্রমণী আছে।] বি; স্ত্রী।

অনুক্রমা—অনুকরণ করা; ক্রমপর্য্যায় অনুসরণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

অনুক্রিয়া—'অনুকর্ম্ম' (সকল অর্থে)। অনুরূপা ক্রিয়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অনুক্রোশ—অন্যের দুঃখে দুঃখপ্রকাশ; দয়া, করুণা, অনুকম্পা। অনু—ক্রুশ্ (দুঃখ করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অনুক্ষণ—অবিরত, নিরন্তর, সর্ব্বদা। ক্ষণে ক্ষণে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুখন—নিরন্তর, সকল সময় ('অনুখন তোহে হেরি আনচিত'—)। 'অনুক্ষণ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

অনুগ—পশ্চাৎগমনকারী, অনুযায়ী, পশ্চাদ্গামী। অনু গমন করে যে, উপতৎ; অনু—গম্+ড কর্তৃবা। বিণ।

অনুগত—১। মতানুসারে কার্য্যকারী, মতানুবর্ত্তী; অনুজীবী; অধীন, আশ্রিত। অনু—গম্+ক্ত কর্তৃবা। ২। কৃতানুসরণ, অনুসৃত, যাহার পশ্চাদ্গমন করা হইয়াছে এমন। অনু—গম্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুগতি—আনুগত্য, অনুসরণ; অনুকরণ। অনু—গম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অনুগম, -গমন—অনুসরণ; অনুকরণ, সদৃশীকরণ; মীমাংসা; পরস্পর অবিরোধসম্পাদন; সহমরণ; আনুগত্য, সঙ্গতি; অনুলোম। অনু—গম্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অনুগমনীয়, -গম্য—অনুসরণীয়, অনুবর্ত্তনীয়। অনু—গম্+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুগা—১। পশ্চাৎগমনকারিণী। অনুগ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অনুজ্ঞা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অনুগামক—সর্ব্বদা গতিশীল; সর্ব্বদা অনুগমনকারী। অনু—গম্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিকা।

অনুগামী (-গামিন্)—অনুগমনকারী, পশ্চাদ্গামী, অনুসারী; সহচর। অনু (পশ্চাৎ) গমন করে যে, উপতৎ; অনু—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

অনুগুণ—গুণানুযায়ী, অনুকূল; অনুরূপ; অনুগত। অনুগত গুণকে, প্রাদি। বিণ।

অনুগৃহীত—যাহাকে কৃপা করা হইয়াছে এমন; উপকৃত; প্রতিপালিত। অনু—গ্রহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুগ্র—উগ্রতাহীন ; নিস্তেজ ; অতীক্ষ ; অক্রোধী ; অনিষ্ঠুর ; ভদ্র ; অনুদ্ধত, ধীর-স্বভাব, শান্তপ্রকৃতি। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুগ্রহ—১। অন্যের বাঞ্ছিতপূরণের বা অপকারনিবারণের বাসনা ; কৃপা, দয়া, করুণা ; উপকার ; প্রসাদ, প্রসন্নতা ; সাহায্য, আনুকূল্য। অনু-গ্রহ্‌+অপ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ,—গৃহীত। ২। বিপর্য্যয় (স্থাবরসৃষ্টি) অশক্তি (পশুপক্ষ্যাদিসৃষ্টি) সিদ্ধি (মানবসৃষ্টি) ও তুষ্টি (দেবসৃষ্টি)—এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিরূপ অষ্টম সৃষ্টি। অনু-গ্রহ্‌+অপ্‌ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

অনুগ্রহপাত্র, -ভাজন—দয়ার পাত্র, কৃপার পাত্র, দয়ার্হ, দয়া করিবার যোগ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব বা বিণ।

অনুগ্রহপ্রার্থী (-প্রার্থিন্‌)—কৃপাপ্রার্থনা-কারী, দয়ার ভিক্ষুক, যে দয়া চায় এরূপ। উপতৎ ; অনুগ্রহ—প্র—অর্থ+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—প্রার্থিনী।

অনুগ্রহবিহীন, -শূন্য, -হীন—যে অনু-গ্রহ করে না, কৃপাহীন। অনুগ্রহ দ্বারা বিহীন, শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

অনুগ্রহভাজন—'অনুগ্রহপাত্র' দ্রঃ।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্‌), **-কাংক্ষী**—কৃপালিপ্সু, দয়ালাভেচ্ছু। অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করে যে, উপতৎ ; অনুগ্রহ—আ—কাঙ্ক্ষ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কাঙ্ক্ষিণী।

অনুগ্রাহক—অনুগ্রহকারী। অনু—গ্রহ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিকা।

অনুগ্রাহী (-গ্রাহিন্‌)—অনুগ্রাহক, অনু-গ্রহকারী। অনু—গ্রহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

অনুগ্রাহ্য—অনুগ্রহের পাত্র, দয়াযোগ্য, কৃপাভাজন। অনু—গ্রহ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুঘটক—(রসায়ন) যাহা নিজের বিকৃতি না ঘটাইয়া কোন রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগাদি সাধন করে (catalytic). অনু—ঘট্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বি ; পুং বা বিণ। বি,—ঘটন (catalysis).

অনুচর—১। পশ্চাদ্‌গামী ; সহগামী, সহচর। বিণ। ২। সেবক, দাস, ভৃত্য, যে সঙ্গে যায় আসে এরূপ ব্যক্তি, আজ্ঞাবহ। অনু—চর্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী,—চরী।

অনুচরিত—অনুগত, অনুসৃত। অনু—চর্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুচরী—১। অনুগামিনী ; সহচরী। বিণ ; স্ত্রী। ২। দাসী। অনুচর+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অনুচারিণী—১। অনুচরী, অনুগামিনী। বিণ ; স্ত্রী। ২। দাসী, পরিচারিকা। অনু-চারিন্‌+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অনুচারী (-চারিন্‌)—১। অনুচর, আজ্ঞা-বহ, সহচর। অনু—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী। ২। দাস, পরিচারক। বি ; পুং। ৩। অনুচারিণী, পরিচারিকা। প্রাঃ কবিপ্র। বি ; স্ত্রী।

অনুচিকীর্ষা—সদৃশীকরণাভিলাষ, অনুকরণ করিবার বাসনা। অনু—কৃ+সন্‌ (=চিকীর্ষ্‌ ধাতু)+অ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অনুচিকীর্ষিত—যে বিষয়ের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা করা গিয়াছে এরূপ। অনু—কৃ+সন্‌ (=চিকীর্ষ্‌ ধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুচিকীর্ষু—অনুকরণ করিতে অভিলাষী। অনু—কৃ+সন্‌+উ কর্তৃবা। বিণ।

অনুচিত—অবৈধ, অন্যায্য, অকর্তব্য, অ-বিহিত ; অনভ্যস্ত। ন উচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুচিন্তন—অনুধ্যান, সর্ব্বদা আন্দোলন। অনু—চিন্ত্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—চিন্তিত, —চিন্তনীয়, —চিন্ত্য, —চিন্তিতব্য।

অনুচিন্তা—অনুচিন্তন। অনু—চিন্ত্‌+অ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অনুচ্চ—অনুত্তুঙ্গ, অনুন্নত ; মৃদু, কোমল ; অস্পষ্ট, অন্যের অশ্রাব্য। ন উচ্চ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুচ্চারণ—অকথন, মুখ হইতে কথা বাহির না করা। ন উচ্চারণ, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব। বিণ,—চ্চারিত, —চ্চারণীয়, —চ্চার্য্য।

অনুচ্চারণীয়—অকথনীয়, উচ্চারণের অযোগ্য। ন উচ্চারণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুচ্চারিত—অকথিত, যে কথা মুখ হইতে বাহির করা হয় নাই এরূপ। ন উচ্চারিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুচ্চার্য্য(র্য)—১। অকথ্য, যাহা উচ্চারণ করা অসাধ্য বা উচিত নয় এরূপ। বিণ। ২। অর্দ্ধমাত্রাযুক্ত বর্ণ (অর্দ্ধমাত্রার উচ্চারণ করা যায় না)। ন উচ্চার্য্য, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনুচ্ছিষ্ট—যাহা ভুক্তাবশিষ্ট নয় এরূপ ; অব্যবহৃত ; শুদ্ধ, পবিত্র। ন উচ্ছিষ্ট (ভুক্তা-বশিষ্ট, এঁটো), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুচ্ছেদ—ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ (paragraph). প্রাদি। বি ; পুং।

অনুজ—১। যে পরে জন্মিয়াছে এরূপ, অনুজাত, পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ। বিণ। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ছোট ভাই। অনু—জন্‌+ড কর্তৃবা। বি ; পুং।

অনুজঙ্ঘা(ঙ্ঘা)স্থি—(শারীর-বিদ্যা) অন্ত-র্জঙ্ঘাস্থি, হাঁটু ও গোড়ালির মধ্যস্থ হাড় দুইটির মধ্যে বড় হাড়টি (tibia). বি।

অনুজন্মা (-জন্মন্‌)—১। পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ। বিণ। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অনু জন্ম যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অনুজা—১। কনিষ্ঠা ভগিনী ; দক্ষকন্যা সতী ; বলাডুম্বুর ; গন্ধভাদুলিয়া, বনভাদুলিয়া। অনু—জন্‌+ড কর্তৃবা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। পশ্চাজ্জাতা, পরে উৎপন্না। অনুজ (১)+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অনুজাত—১। পশ্চাজ্জাত, পশ্চাদুৎপন্ন। বিণ। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অনু—জন্‌+ক্ত কর্তৃবা। বি ; পুং।

অনুজাতা—১। পশ্চাজ্জাতা, পশ্চাদুৎপন্না। বিণ ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ভগিনী। অনুজাত+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অনুজীবী (-জীবিন্‌)—অন্যকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহকারী, পোষ্য ; ভৃত্য ; অনুবর্ত্তী ; সহচর ; আশ্রিত ; অনুচর ; চার। অনু—জীব্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী।

অনুজীব্য—সেবক ; আশ্রয়দানের যোগ্য। অনু—জীব্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুজ্জ্বল—উজ্জ্বলতাশূন্য, দীপ্তিরহিত ; অস্পষ্ট, অবিশদ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুজ্ঝিত—অপরিহৃত, অপরিত্যক্ত ; অব্যাহত ; অখণ্ড, সমগ্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুজ্ঞা—অনুমতি, আজ্ঞা, আদেশ ; ক্রিয়ার নিয়োজক প্রকার (Imperative Mood). অনু—জ্ঞা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অনুজ্ঞাত—অনুমতিপ্রাপ্ত, আজ্ঞাপ্রাপ্ত, যাহাকে বা যাহাতে সম্মতিদান করা হইয়াছে এরূপ ; আদিষ্ট, অনুমত। অনু—জ্ঞা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুজ্ঞান—চেতনা ; অনুমান করিয়া বুঝা ; পূর্ব্ব হইতে আভাস পাওয়া। অনু—জ্ঞা+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অনুজ্ঞাপত্র—কোন কর্ম্ম করিবার সরকারী সনদ (licence). অনুজ্ঞা-সূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অনুতপ্ত—অনুশোচনাযুক্ত, অনুতাপগ্রস্ত, কৃত কুকার্য্যের জন্য যাহার মনে পশ্চাৎ দুঃখ ঘটিয়াছে এরূপ। অনু—তপ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অনুতর—খেয়ার কড়ি, তরপণ্য, পারাণি কড়ি। অনু—তৃ+অচ্‌ করণবা। বি ; ক্লীব।

অনুতর্ষ—১। তৃষ্ণা, পিপাসা ; বাসনা, অভিলাষ, ইচ্ছা। অনু—তৃষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। মদ্যপানপাত্র, মদের গেলাস। অনু—তৃষ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। বি ; পুং।

অনুতর্ষণ—১। জলপানেচ্ছা, তৃষ্ণা ; বাসনা, ইচ্ছা। অনু—তৃষ্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। মদ্যপানের পাত্র। অনু—তৃষ্‌+অনট্‌ অধিবা। বি ; ক্লীব।

অনুতাপ—পশ্চাদ্দুঃখপ্রকাশ, পশ্চাত্তাপ, অনুশোচনা। অনু—তপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ, —তপ্ত, —তাপিত।

অনুতাপিত—পশ্চাদ্দুঃখপ্রাপ্ত, অনুশোচনা-প্রাপ্ত। অনুতাপ+ইত জাতার্থে। বিণ।

অনুতাপী (-তাপিন্‌)—১। অনুতাপকারী,

অনুশোচক। অনুতাপ+ইন্ আছে অর্থে। ২। অনুশোচনাজনক। অনু—তপ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—তাপিনী

অনুৎক—অনুৎকণ্ঠিত, অনুদ্বিগ্ন, নিরুদ্বেগ; অব্যগ্র; অনাকুল। ন উৎক, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুৎকণ্ঠিত—উৎকণ্ঠাশূন্য, উদ্বেগবর্জ্জিত; অনাকুল; অব্যগ্র। ন উৎকণ্ঠিত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুৎকর্ষ—উৎকর্ষহীনতা, নিকৃষ্টতা, অপকৃষ্টতা। ন উৎকর্ষ, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অনুত্তম—১। অনুৎকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ; অপকৃষ্ট। নঞ্ তৎ। ২। সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; শ্রেষ্ঠ। ন (নাই) উত্তম যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

অনুত্তর—১। সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ন (নাই) উত্তর (পর, শ্রেষ্ঠ) যাহা হইতে, বহুব্রী। ২। উত্তরদানে অসমর্থ, উত্তরহীন; যাহার জবাব দেওয়া যাইতে পারে না এরূপ (বাক্য বা প্রশ্ন)। ন (নাই) উত্তর (জবাব) যাহার, বহুব্রী। ৩। নিকৃষ্ট, হীন, অধম; দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী। বিণ। ৪। উত্তর না দেওয়া। ন উত্তর, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অনুত্তরঙ্গ(ংগ)—যাহাতে উত্তাল তরঙ্গ নাই, অতরঙ্গিত, অতরঙ্গ-সঙ্কুল। ন উত্তরঙ্গ, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুত্তান—যাহা চিৎ হইয়া নাই এরূপ। ন উত্তান (চিৎ), নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুত্তোলিত—যাহা উপরে তোলা হয় নাই এরূপ; অনুন্নীত; অজাগরিত। ন উত্তোলিত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুৎপত্তি—অনুদ্ভব, জন্মরাহিত্য, অজন্ম। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অনুৎপন্ন—অনুদ্ভূত, অজাত, যাহা জন্মে নাই এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুৎপাদ, -পাদন—অজন্ম, অনুৎপত্তি; অজনন, অনুদ্ভাবন। নঞ্ তৎ। বি; পুং, ক্লীব।

অনুত্রিকাস্থি—(শারীর-বিদ্যা) মেরুদণ্ডের নিম্নস্থিত ত্রি-কোণাকার অস্থির নিম্নভাগ (coccyx). বি; ক্লীব।

অনুৎসাহ—১। নিরুৎসাহ, উদ্যমহীন। ন (নাই) উৎসাহ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। উৎসাহহীনতা, উদ্যমহীনতা। ন উৎসাহ, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অনুৎসাহী (-সাহিন্)—উদ্যমহীন, নিরুদ্যম। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—সাহিনী।

অনুৎসেক—দর্পহীনতা; অভিমানহীনতা; অনুদ্রেক। ন উৎসেক, নঞ্ তৎ। বি; পুং। বিণ,—সেকী।

অনুদক—উদকবিহীন, জলশূন্য, নির্জ্জল। ন (নাই) উদক (জল) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। [ন উদগ্র, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুদগ্র—যাহা উচ্চ নয় এরূপ, অনুচ্চ, খর্ব্ব।

অনুদয়—১। অপ্রকাশ; অনুৎপত্তি; অসমৃদ্ধি। ন উদয়, নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। অপ্রকাশিত; অনুৎপন্ন; সমৃদ্ধিরহিত। ন (নাই) উদয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনুদয়ে স্নান—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান।

অনুদর—রোগা, ক্ষীণ, দুর্ব্বল, কৃশ, ক্ষীণমধ্য। ন অর্থাৎ ক্ষীণ হইয়াছে উদর যাহার, বহুব্রী। বিণ। [+আপ্, ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনুদরা, -দরী—ক্ষীণমধ্যা, সুন্দরী। অনুদর

অনুদর্শন—বারবার আলোচন। অনু—দৃশ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অনুদর্শী (-দর্শিন্)—বারবার আলোচনাকারী; ('ত্রুটি-') অন্বেষণকারী। অনু—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

অনুদাত্ত—১। (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বেদগানের এই ত্রিস্বরমধ্যে) নীচ স্বর; বেদের মন্ত্র-বিশেষ। বি; পুং। ২। উদাত্তভিন্ন; নিম্ন। ন উদাত্ত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুদান—বিদ্যালয় প্রভৃতি জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে সরকারের দান (grant). অনু (লক্ষ্য করিয়া) দান, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অনুদার—১। অমহান্; অদাতা; অসাধু, অসৎ, ক্ষুদ্র, নীচাশয়। ন উদার, নঞ্ তৎ। বিণ। ২। পতিব্রতাপত্নীযুক্ত, অনুগতদার; সস্ত্রীক; স্ত্রী-বশীভূত, স্ত্রৈণ। অনুগত দার (পত্নী) যাহার, বহুব্রী; অথবা, দারকে অনুগত, প্রাদি। বিণ; পুং। ৩। (সঙ্গীত) উদারা-নামক গ্রামশূন্য। ন (নাই) উদারা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অনুদাস—একান্ত বশীভূত ভৃত্য। অনুগত দাস, প্রাদি। বি; পুং।

অনুদিত—১। অনুত্থিত, অনুদ্গত; অপ্রকাশিত। উৎ—ই (উদিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃবা=উদিত; ন উদিত, নঞ্ তৎ। ২। অকথিত, অনুক্ত। বদ্ (বলা)+ক্ত কর্ম্মবা=উদিত; ন উদিত (কথিত), নঞ্ তৎ। বিণ। বি,—দয়, (২য় পক্ষে) -বাদ।

অনুদিন—প্রতিদিন, প্রত্যহ, রোজ; সর্ব্বদা, অবিরাম; দীর্ঘকাল। দিনে দিনে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুদিশ—দিকে দিকে, প্রতিদিকে, সকল দিকে। দিকে দিকে (দিশ্ শব্দ), বীপ্সার্থে অব্যয়ী (সমাসান্ত অ-প্রত্যয়)। ক্রি-বিণ।

অনুদেশ—উপদেশ; যথাক্রমে কথন; আদেশ; অনুমতি। অনু—দিশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অনুদ্গত—অনুত্থিত, যাহা উপরে উঠে নাই; অনুদ্ভিন্ন, অপ্রকাশিত; অনুড্ডীন, যাহা উড়ে নাই। ন উদ্গত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুদ্ঘাতী (-তিন্)—সমতল। ন উদ্ঘাতী, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—তিনী।

অনুদ্দিষ্ট—১। যাহার খোঁজ-খবর নাই এরূপ, যে বিদেশপ্রস্থিত ব্যক্তির বহুদিন কোন সন্ধান বা সংবাদ পাওয়া যায় নাই এরূপ। ন উদ্দিষ্ট (উদ্দেশযুক্ত), নঞ্ তৎ। ২। অলক্ষিত; অনভিপ্রেত। ন—উৎ—দিশ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুদ্দেশ—১। কোন উদ্দেশ না পাওয়া, বিদেশপ্রস্থিত ব্যক্তির বহুদিন কোন সন্ধান বা সংবাদ না পাওয়া; অলক্ষ্যকরণ; অনভিপ্রায়। ন উদ্দেশ, নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। উদ্দেশহীন, নিরুদ্দেশ, যাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই এরূপ। ন (নাই) উদ্দেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনুদ্ধত—ঔদ্ধত্যহীন, অবিনয়বর্জ্জিত; নম্র, বিনীত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুদ্ধরণ, -দ্ধার—উদ্ধারাভাব, অপরিত্রাণ; অনুত্তোলন; অপরের লেখা ঠিক ঠিক তুলিয়া না লওয়া। ন উদ্ধার, উদ্ধরণ, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব, পুং।

অনুদ্ধৃত—অনুত্তোলিত, যাহা উঠান যায় নাই এরূপ; অপরিত্রাত, যাহার উদ্ধার হয় নাই এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুদ্বাহ—পরিণয়াভাব, বিবাহ না হওয়া। ন উদ্বাহ, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অনুদ্বিগ্ন—উদ্বেগরহিত, অনুৎকণ্ঠিত; অব্যাকুল। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুদ্বেগ—১। উদ্বেগশূন্যতা, সুস্থিরচিত্ততা। ন উদ্বেগ, নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। উদ্বেগশূন্য, প্রশান্তচিত্ত। ন (নাই) উদ্বেগ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনুদ্বেগকর—অব্যাকুলতাজনক; অদুঃখজনক। ন উদ্বেগকর, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—করী।

অনুদ্বেল—অনুচ্ছলিত, যাহা কূলাতিক্রান্ত নয় এরূপ; অনুদ্বিগ্ন। ন উদ্বেল, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুদ্বেলিত—অনুচ্ছলিত; অনুদ্বেজিত; অচঞ্চলীকৃত; প্রশমিত। ন উদ্বেলিত, নঞ্ তৎ। বিণ। [বি; পুং।

অনুদ্ভব—অনুৎপত্তি, জন্মাভাব। নঞ্ তৎ।

অনুদ্ভিন্ন—অনুদ্গত, অনুত্থিত, যাহা উঠে নাই এরূপ; অপ্রকাশিত; অবর্দ্ধিত, অপরিপুষ্ট। নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুদ্ভিন্নদেহ—১। যাহাদের দেহ সর্ব্বতোভাবে পুষ্ট হয় নাই এরূপ, অপুষ্টদেহ। অনুদ্ভিন্ন দেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অপুষ্ট দেহ, অপরিপুষ্ট শরীর। অনুদ্ভিন্ন এমন দেহ, কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

অনুদ্ভূত—প্রচ্ছন্ন; অজ্ঞাত; অপ্রকাশিত। ন উদ্ভূত, নঞ্ তৎ। বিণ। **অনুদ্ভূত বৃত্তি-শক্তি**—অপ্রকাশিত মানসিক বা দৈহিক কর্ম্মশক্তি (protentia).

অনুদ্যত—উদ্যমহীন, অনুদ্যুক্ত, অপ্রস্তুত। ন উদ্যত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনুদ্যূত—পরে পাশাখেলা, পুনরায় পাশাখেলা। অনু—দিব্‌+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

অনুদ্যোগ—১। উদ্যোগাভাব, চেষ্টাহীনতা, আলস্য, ঔদাস্য, উপেক্ষা, অবহেলা। ন উদ্যোগ, নঞ্‌ তৎ। বি ; পুং। ২। নিশ্চেষ্ট, অলস। ন (নাই) উদ্যোগ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনুদ্যোগী (-দ্যোগিন্‌)—চেষ্টাশূন্য, নিশ্চেষ্ট, অলস। অনুদ্যোগ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—গিনী। বি,—গিতা।

অনুদ্রুত—১। পশ্চাদ্ধাবিত, অনুগত ; পশ্চাদ্‌গলিত। অনু—দ্রু+ক্ত কর্ত্তৃবা বা কর্ম্মবা। বিণ। ২। (সঙ্গীত) তালের সিকিমাত্রা, দ্রুতার্দ্ধমাত্রা ; সূক্ষ্মকালপরিমাণ (অর্দ্ধমাত্রং দ্রুতং জ্ঞেয়ং তদর্দ্ধঞ্চানুদ্রুতকম্‌—সঙ্গীত দামোদর)। অনু—দ্রু+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

অনুধর্ম্ম(র্ম)ক—যাহার অন্যের সহিত তুলনা হয় না এমন (analogous). অনুগত ধর্ম্ম যাহার, বহুব্রী+স্বার্থে ক। বিণ।

অনুধাই—১। অনুধ্যান করি ; অনুধাবন করি। ক্রি (উত্তম পুরুষ)। ২। চিন্তা করিয়া, অনুধ্যান করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অসমা-ক্রি।

অনুধাবন—তত্ত্বনিশ্চয়ানুসরণ ; মনোযোগ, মনোনিবেশ, অভিনিবেশ ; অনুসরণ, পশ্চাদ্গমন, অনুবর্ত্তন ; অনুসন্ধান। অনু—ধাব্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অনুধাবিত—পশ্চাদনুসৃত ; পশ্চাদ্ধাবিত ; অভিনিবিষ্ট। অনু—ধাব্‌+ক্ত কর্ম্মবা বা কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনুধ্যান—শুভভাবনা, মঙ্গলচিন্তা ; চিন্তন ; স্মরণ। অনু—ধ্যৈ+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—ধ্যাত, —ধ্যানীয়, —ধ্যাতব্য, —ধ্যেয়।

অনুধ্যায়ী (-ধ্যায়িন্‌)—ইষ্টচিন্তাকারী ; অনুধ্যানকারী ; স্মরণকারী। অনু—ধ্যৈ+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধ্যায়িনী।

অনুধ্যেয়—অনুচিন্ত্য, শুভোদ্দেশ্যে বিভাব্য ; স্মরণযোগ্য। অনু—ধ্যৈ+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুনয়—কাতরপ্রার্থনা ; বিনয় ; স্তব ; প্রার্থনা ; প্রণতি, শিষ্টতা ; উত্তেজিত ব্যক্তিদিগকে মিষ্ট বাক্যে শান্ত বা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা ; রোষপ্রশমন, ক্রোধাপনয়ন। অনু—নী+অচ ভাববা। বি ; পুং।

অনুনয়বিনয়—স্তবস্তুতি ; কাতরপ্রার্থনা ; একান্ত অনুরোধ। অনুনয় ও বিনয়, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং। ['বন্ধুবান্ধব'বৎ একার্থক শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ।]

অনুনয়ী (-য়িন্‌)—নম্র ; প্রার্থী ; অনুনয়কারী। অনুনয়+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

অনুনাদ—প্রতিরূপ শব্দ, প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ। অনুরূপ নাদ, প্রাদি। বি ; পুং।

অনুনাদিত—একই সময়ে শব্দিত ; প্রতিধ্বনিত, সদৃশশব্দবিশিষ্ট। অনুনাদ+ইত জাতার্থে। বিণ।

অনুনাসিক—১। নাসিকাসহযোগে উচ্চারণীয় বর্ণ (যথা,—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এবং ং)। বি ; পুং। ২। নাসিকা দ্বারা উচ্চারিত, নাকি সুর-যুক্ত। নাসিকাকে অনুগত, প্রাদি। বিণ।

অনুনীত—অনুরুদ্ধ ; অনুনয়প্রাপ্ত, বিনয়বাক্যে সন্তোষিত, প্রসাদিত ; শিক্ষিত ; লব্ধ ; পূজিত। অনু—নী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুনেয়—অনুনয়ার্হ, অনুনয়যোগ্য। অনু—নী+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুনেহ—অনুকূল স্নেহ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অনুন্নত—অনুচ্চ, নীচ ; অসমৃদ্ধ ; অনভ্যুদিত ; অনুদার। ন উন্নত, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুন্নত শ্রেণী বা সম্প্রদায়—সভ্যতা ও সমৃদ্ধির পথে অনগ্রসর জনসমূহ (depressed class).

অনুন্মত্ত—অক্ষিপ্ত, যে পাগল নয় ; প্রকৃতিস্থ ; অমত্ত, যে মাতাল নয়। ন উন্মত্ত, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুন্মীলিত—অপ্রকাশিত ; নিমীলিত, মুদ্রিত। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুন্মূলিত—অনুৎপাটিত, যাহা উপড়ান হয় নাই এরূপ ; অবিধ্বস্ত। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুপ—তুলনাবিহীন। 'অনুপম'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ। স্ত্রী,—পা।

অনুপকার—অনিষ্ট, অপকার, ক্ষতি, হানি ; অগুণ। ন উপকার, নঞ্‌ তৎ। বি ; পুং।

অনুপকারক—অহিতজনক, অপকারী, অপকারক ; অগুণকারক। নঞ্‌ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কারিকা।

অনুপকারিতা—অপকারিতা, অনিষ্টকারিতা ; অগুণকারিতা। অনুপকারিন্‌+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অনুপকারী (-কারিন্‌)—অপকারী, অহিতকারী ; অগুণকারক। নঞ্‌ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

অনুপকৃত—যাহার উপকার করা হয় নাই, যে উপকার প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, অপ্রাপ্তোপকার। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুপঠিত—গুরুর নির্দ্দেশমত পঠিত। অনু—পঠ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুপদ—১। পদে পদে, প্রতিপদে ; পশ্চাৎ ; বারংবার ; অনন্তর ; সত্বর, অবিলম্বে। পদের অনু, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ ; ক্লীব। ২। পশ্চাদ্গামী। পদকে অনুগত, প্রাদি। বিণ। ৩। পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত পদ, সঙ্গীতাদির ধুয়া। অনুচ্চারিত পদ, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অনুপদিষ্ট—যে উপদেশ পায় নাই এরূপ, অশিক্ষিত, অপ্রাপ্তোপদেশ। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুপদী (-পদিন্‌)—অনুসন্ধানকারী, অন্বেষক ; অনুগামী। অনুপদ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।

অনুপদীনা—পদাবরণী, উপানৎ, বুটজুতা ; মোজা প্রভৃতি পদাচ্ছাদন। অনু—পদ্‌+ঈন্‌+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অনুপধি—অকপট, ছলশূন্য। ন (নাই) উপধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনুপনীত—অকৃতব্রত, যাহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই, যাহার পৈতা হয় নাই ; অশিক্ষিত ; অনুপস্থিত, যে পৌঁছে নাই এরূপ। ন উপনীত, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুপনেয়—উপনয়ন-সংস্কারের অযোগ্য ; যাহার উপনয়ন-সংস্কারের কাল অতীত হইয়াছে এমন, ব্রাত্য। ন উপনেয়, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুপপত্তি—সিদ্ধান্তের অভাব, উপপত্তির অভাব ; অভাব, অসচ্ছলতা ; অপ্রমাণ ; অযুক্তি ; অনুৎপত্তি ; অসঙ্গতি, অসংলগ্নতা ; অকৃতকার্য্যতা ; অসিদ্ধি ; অসমাপ্তি ; অপ্রাপ্তি, অলাভ। ন উপপত্তি, নঞ্‌ তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপপন্ন—অপ্রমাণিত ; অসিদ্ধান্তিত ; অযুক্ত, অসঙ্গত ; অনুৎপন্ন ; অসিদ্ধ, অসমাপ্ত। ন উপপন্ন, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুপবীতী (-তিন্‌)—অযজ্ঞসূত্রধারী, যাহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই। ন উপবীতী, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুপভুক্ত—অসেবিত ; অজুষ্ট ; অনাস্বাদিত, অভুক্ত ; যাহার উপভোগ করা হয় নাই। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুপম—১। তুলনাহীন, উপমারহিত, নিরুপম ; অত্যুত্তম, অত্যুৎকৃষ্ট। ন (নাই) উপমা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। একপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট কলা। বাং প্র। বি।

অনুপমা—১। সাদৃশ্যরহিতা, তুলনাশূন্যা, উপমাহীনা ; অত্যুত্তমা, অত্যুৎকৃষ্টা। বিণ ; স্ত্রী। ২। দক্ষিণদিগ্‌হস্তিনী ; দক্ষিণ-পশ্চিমদিগ্‌হস্তিনী। অনুপম (১)+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ৩। উপমাহীনতা, উপমার অভাব। ন উপমা, নঞ্‌ তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপমিত—অতুলিত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ন উপমিত, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুপমিতি—উপমাভাব ; তুলনাহীনতা, অতুলতা ; সর্ব্বোৎকৃষ্টতা। ন উপমিতি, নঞ্‌ তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপমেয়—যাহার উপমা দিবার বস্তু নাই এরূপ, নিরুপম, অতুলনীয় ; অত্যুৎকৃষ্ট। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অনুপযুক্ত—অপ্রশস্ত ; মন্দ ; অযোগ্য ;

অযুক্ত; অকর্ত্তব্য, অনুচিত; অক্ষম। নঞ্-তৎ। বিণ।

অনুপযোগ—১। অপদার্থতা; অকর্ম্মণ্যতা; অনাহার। ন উপযোগ, নঞ্-তৎ। বি; পুং। ২। অনুপযোগী; উপবাসী। ন (নাই) উপযোগ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনুপযোগিতা—অযোগ্যতা, অপদার্থতা, অকর্ম্মণ্যতা। নঞ্-তৎ। বি; স্ত্রী।

অনুপযোগী (-যোগিন্)—অযোগ্য, অনুপযুক্ত, অপদার্থ; অকর্ম্মণ্য। নঞ্-তৎ। বিণ। স্ত্রী,—যোগিনী। বি,—যোগিতা।

অনুপরতি—অনিবৃত্তি; মৃত্যুহীনতা; অসমাপ্তি; বৈরাগ্যহীনতা। ন উপরতি, নঞ্-তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,—রত।

অনুপল—১। এক বিপলের ষাট ভাগের এক ভাগ, এক সেকেণ্ডের এক শত পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। পলকে অনুগত, প্রাদি। বি; পুং। ২। উপলহীন, শিলারহিত, প্রস্তরশূন্য। ন (নাই) উপল (প্রস্তর) যথায়, বহুব্রী। বিণ। [তৎ। বি; ক্লীব।

অনুপলক্ষণ—অদর্শন; অবিবেচনা। নঞ্-

অনুপলক্ষিত—অদৃষ্ট, যাহা দেখা যায় নাই এরূপ; অবিবেচিত। নঞ্-তৎ। বিণ।

অনুপলব্ধ—অননুভূত; অপ্রাপ্ত; অপ্রত্যক্ষ। নঞ্-তৎ। বিণ।

অনুপলব্ধি—অননুভূতি; অপ্রাপ্তি; প্রত্যক্ষতাভাব। নঞ্-তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,—লব্ধ।

অনুপশম—উপশান্তির অভাব, অনিবৃত্তি, অপ্রশমন; অনারোগ্য। নঞ্-তৎ। বি; পুং। বিণ,—শান্ত।

অনুপশমনীয়—উপশমনের অযোগ্য, অদম্য, অনিবর্ত্তনীয়; দুরারোগ্য। নঞ্-তৎ। বিণ।

অনুপস্কৃত—অসংস্কৃত, যাহা মসলাদিযোগে উপাদেয় করিয়া রন্ধন করা হয় নাই এরূপ; অসম্পূর্ণ; অতিরস্কৃত; যাহার বেশভূষা করা হয় নাই। ন উপস্কৃত, নঞ্-তৎ। বিণ।

অনুপস্থান—উপস্থিতির অভাব, অনুপস্থিতি, না আসা, অনাগমন; অপূজন, অনুপাসনা। ন উপস্থান, নঞ্-তৎ। বি; ক্লীব।

অনুপস্থাপন—স্থাপন না করা, না রাখা; প্রস্তাব না করা। নঞ্-তৎ। বি; ক্লীব।

অনুপস্থাপিত—অপ্রস্তাবিত; যাহা উপস্থিত করা হয় নাই এরূপ। নঞ্-তৎ। বিণ।

অনুপস্থায়ী (-স্থায়িন্)—দূরস্থ; অনুপস্থিত। নঞ্-তৎ। বিণ। স্ত্রী,—স্থায়িনী।

অনুপস্থিত—অনাগত, গরহাজির; অপূজিত, অনারাধিত। নঞ্-তৎ। বিণ।

অনুপস্থিতি—উপস্থিতির অভাব, না আসা, অনাগমন, হাজির না হওয়া। নঞ্-তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,—স্থিত। [তৎ। বিণ।

অনুপহত—অনাহত; অবিনাশিত। নঞ্-

অনুপাকৃত—অনুপনীত; অসংস্কৃত (যজ্ঞীয় বলি)। নঞ্-তৎ। বিণ।

অনুপাত—পশ্চাৎ পশ্চাৎ পতন, অনুগমন, পশ্চাদ্গমন; (গণিত) পূর্ব্বাঙ্কপাতানুসারে পরাঙ্কপাত; এক রাশির সহিত অন্য এক রাশির সম্বন্ধ (ratio); একের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে অন্যের হ্রাসবৃদ্ধি (proportion); ত্রৈরাশিক। অনু—পত্+ঘঞ্ ভাববা, করণবা। বি; পুং।

অনুপাতক—ব্রহ্মহত্যা ব্রাহ্মণের স্বর্ণচুরি সুরাপান গুরুপত্নীহরণ ও ইহাদের সংসর্গজ পঞ্চ মহাপাতকের অনুরূপ পঞ্চত্রিংশদ্বিধ পাতক। [(১) মিথ্যা বচন অর্থাৎ বৃথা আত্মগর্ব্ব ও অকারণ পরনিন্দা; (২) রাজদ্রোহ অর্থাৎ রাজার প্রতি খলতা ও অনিষ্টাচরণের সংকল্প; (৩) পিত্রপবাদঘোষণ অর্থাৎ পিতার মিথ্যাদোষকথন—ব্রহ্মহত্যাসদৃশ এই ত্রিবিধ পাপ। (৪) বেদত্যাগ অর্থাৎ বেদ বিস্মৃত হওয়া; (৫) বেদনিন্দা; (৬) মিথ্যাসাক্ষ্য দান অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয় না বলা বা বিপরীত বলা; (৭) বন্ধুদ্রোহ অর্থাৎ বন্ধুর অনিষ্টসাধন, বন্ধুবধ; (৮) অন্ত্যজান্নভোজন; (৯) অভক্ষ্যভক্ষণ—সুরাপানসদৃশ এই ষড়্বিধ পাপ। (১০) গচ্ছিতদ্রব্যাপলাপ বা নিক্ষেপ অর্থাৎ গচ্ছিতদ্রব্যহরণ; (১১) মনুষ্যহরণ; (১২) অশ্বহরণ; (১৩) রজতহরণ; (১৪) ভূমিহরণ; (১৫) হীরকহরণ; (১৬) মণিহরণ—স্বর্ণহরণসদৃশ এই সপ্তবিধ পাপ। (১৭) সপিণ্ডপত্নীহরণ; (১৮) কুমারীগমন; (১৯) অন্ত্যজাগমন; (২০) বন্ধুভার্য্যাগমন; (২১) ঔরসেতরপুত্রবধূগমন; (২২) পুত্রের অসবর্ণাস্ত্রীগমন—বিমাতৃগমনসদৃশ এই ষড়্বিধ পাপ; (২৩) মাতৃস্বসৃগমন; (২৪) পিতৃস্বসৃগমন; (২৫) শ্বশ্রূগমন; (২৬) মাতুলানীগমন; (২৭) শিষ্যপত্নীগমন; (২৮) ভগিনীগমন; (২৯) আচার্য্যপত্নীগমন; (৩০) শরণাগতাগমন; (৩১) রাজ্ঞীগমন; (৩২) প্রব্রজিতাগমন; (৩৩) ধাত্রীগমন; (৩৪) সাধ্বীগমন; (৩৫) বর্ণোত্তমাগমন—গুরুপত্নীগমনসদৃশ এই ত্রয়োদশবিধ পাপ।—সমুদায়ে এই পঞ্চত্রিংশদ্বিধ পাপকে অনুপাতক বলে।] অনুরূপ পাতক, প্রাদি। বি; ক্লীব। বিণ,—পাতকী।

অনুপান—ঔষধের সহযোগে বা ঔষধসেবনের শেষে পানীয় রসাদি, ঔষধের সহকারী দ্রব্য। (ঔষধের) অনু (পশ্চাৎ, বা সহিত) পান (সেবন) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অনুপাম—অতুলনীয়, উপমারহিত ("বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম"—বৃন্দাবন দাস)। 'অনুপম'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অনুপায়—১। উপায়রহিত, নিরুপায়, অগতি; নিরবলম্ব। ন (নাই) উপায় যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—পায়া। ২। উপায়ের অভাব; অবলম্বনশূন্যতা; কোনরূপ সঙ্গতি না থাকা। উপায়ের অভাব এই অর্থে, ন উপায়, নঞ্-তৎ। বি; পুং।

অনুপার্শ্ব—পার্শ্বস্থ, পার্শ্বিক (lateral). পার্শ্বকে অনুগত, প্রাদি। বিণ।

অনুপালন—প্রতিপালন, পোষণ; সংরক্ষণ। অনু—পা+ণিচ্ (=পালি)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অনুপাল্য—প্রতিপাল্য, সংরক্ষণীয়, আশ্রয়দানযোগ্য। অনু—পা+ণিচ্ (=পালি)+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুপুষ্প—শর, খাগ্ড়া। অনু পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অনুপূরক—অতিরিক্ত; অবশিষ্ট; পূরক, পরিপূরক (supplementary). অনু—পৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ।

অনুপূর্ব্ব(র্ব)—১। আনুক্রমিক, যথাক্রম, পর পর নিয়মমত। বিণ। ২। অনুক্রম। পূর্ব্বকে অনুগত, প্রাদি। বি; পুং।

অনুপেত—অসংযুক্ত; বিরহিত, বিযুক্ত। নঞ্-তৎ। বিণ।

অনুপ্ত—যাহা বপন করা হয় নাই এরূপ, অবোনা। ন উপ্ত, নঞ্-তৎ। বিণ।

অনুপ্রবিষ্ট—অন্তঃপ্রবিষ্ট, মধ্যবর্ত্তী, মধ্যগত; সর্ব্বস্থানগত; প্রতিবিম্বিত; অধিষ্ঠিত; পশ্চাৎ প্রবিষ্ট। অনু—প্র—বিশ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অনুপ্রবেশ—অন্তঃপ্রবেশ; প্রতিবিম্বরূপে পতন, অনুরূপ প্রবেশ; অধিষ্ঠান; পশ্চাৎ প্রবেশ। অনু—প্র—বিশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অনুপ্রভা—(রসায়ন) অন্ধকারে আলোক প্রকাশ বা জ্বলনশীলতা (phosphorescence). প্রাদি। বি; স্ত্রী। বিণ,—প্রভ।

অনুপ্রযাত—অনুসৃত, অনুপ্রস্থিত, অনুগত। অনু—প্র—যা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অনুপ্রস্থ—প্রস্থানুগত, চওড়াদিকের, আড়াআড়ি। প্রস্থকে অনুগত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী,—প্রস্থা।

অনুপ্রাণক—সঞ্জীবক; প্রোৎসাহক; উদ্দীপনাকারী। অনু—প্র—অন্ (জীবিত থাকা)+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ।

অনুপ্রাণন, -প্রাণনা—প্রাণসঞ্চার করা, জীবনশক্তিদান, সঞ্জীবন; তেজোবর্দ্ধন; প্রোৎসাহন; উদ্দীপনা; দৃঢ়তাসম্পাদন; বিষয়ান্তর দ্বারা সমর্থন; প্রত্যাদেশ-প্রদান। অনু—প্র—অন্ (জীবিত থাকা)+ণিচ্+অনট্, অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অনুপ্রাণিত—সঞ্জীবিত; সংবর্দ্ধিত; প্রোৎ-

সাহিত; উদ্দীপিত; দৃঢ়ীকৃত; বিষয়ান্তর দ্বারা সমর্থিত; প্রত্যাদিষ্ট। অনু—প্র—অন্ (জীবিত থাকা)+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুপ্রাপ্ত—১। লব্ধ; আরব্ধ। অনু—প্র—আপ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। গত, প্রস্থিত। অনু—প্র—আপ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনুপ্রাস—কাব্যে একই ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ বিন্যাসরূপ অলঙ্কারবিশেষ, রচনাতে একরূপ ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ বিন্যাস [স্বরবর্ণের প্রভেদ থাকিলেও ব্যঞ্জনবর্ণের যে সমতা, তাহার নাম অনুপ্রাস। যথা—"দামিনী-দাম দমন রুচি দরশনে দূরে গেও দরপকি দাপ" —জগদানন্দ]। অনু—প্র—অস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অনুপ্রেরণা—অনুপ্রাণনা। অনু—প্র—ঈর্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ, —প্রেরিত। [কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অনুপ্লব—অনুচর, সহায়। অনু—প্লু+অচ্

অনুফলক—(উদ্ভিদ্তত্ত্ব) ক্ষুদ্র পত্রফলক। অনুরূপ ফলক, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অনুবংশ—১। বংশানুক্রমে। বংশের অনু. অব্যয়ী। অব্য। ২। শাখাবংশ। বংশকে অনুগত, প্রাদি। বি; পুং।

অনুবচন—তুল্যবাক্য, একরূপ বাক্য; অঙ্গীভূতবাক্য; অধ্যায়; গৌণবাক্য (clause). অনুগত বচন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অনুবৎসর—সংবৎসর পরিবৎসর ইদাবৎসর অনুবৎসর ও উদাবৎসর—এই বর্ষপঞ্চকের চতুর্থ বৎসর; চান্দ্রবৎসর, বারটি চান্দ্রমাস। অনুগত বৎসর, প্রাদি। বি; পুং।

অনুবদ্ধ—পশ্চাৎগ্রথিত; পরপরবদ্ধ; শ্রেণীবদ্ধ; সাতত্যযুক্ত; সতত; সংযুক্ত, সংবদ্ধ, সম্পৃক্ত। অনু—বন্ধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুবধি—সর্ব্বদা, অবিরাম। 'অনবধি' অথবা 'অনুবন্ধি'-শব্দজাত। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

অনুবন্ধ—১। সূচনা, প্রারম্ভ, উপক্রম; পূর্ব্বলক্ষণ; দোষোৎপত্তি; বন্ধন; আরোপ; সম্বন্ধ; প্রক্রান্ত বিষয়ের অনিবর্ত্তন; অনুবৃত্তি; অবিচ্ছেদ; পরিণাম; লেশ, আশ্রয়; অবলম্বন, অভিলাষ, সঙ্কল্প; উপলক্ষ; চেষ্টা; অনুরোধ; কৌশল; শ্রেণী; রচনা; ভগ্নাংশের যোগ বা সমীকরণ; শাস্ত্রাধ্যয়নের পক্ষে চারিটী অপরিহার্য্য গুণ; (বৈদ্যকশাস্ত্র) বাতাদি দোষের অপ্রাধান্য; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) ইৎসংজ্ঞক বর্ণ (অর্থাৎ কোন কার্য্য নিমিত্ত কল্পিত বর্ণ যাহা কার্য্যকালে থাকে না); পরস্পর সম্বন্ধ। অনু—বন্ধ্+ঘঞ্ ভাবাদি বাচ্যে। ২। শিশু; শিশু; মুখ্যানুযায়ী বিষয়। অনু—বন্ধ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অনুবন্ধিত্ব—সম্পর্ক, সংস্রব। অনুবন্ধিন্+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

অনুবন্ধী (-বন্ধিন্)—১। সহগামী, অনুবর্ত্তী, সহচারী; অনুবন্ধযুক্ত; অবিযুক্ত, অবিচ্ছিন্ন; সম্বদ্ধ; সম্পৃক্ত; অনুরোধী। অনু—বন্ধ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। ২। (গণিত) প্রতিযোগী (conjugate). বিণ। স্ত্রী, —বন্ধিনী।

অনুবন্ধী—হিক্কা; তৃষ্ণা। অনু—বন্ধ্+ঘঞ্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অনুবর্ত্ত(র্ত)ন—অনুকরণ; অনুসরণ, অনুগমন, পশ্চাদ্গমন; অনুবৃত্তি, সেবা; বাধ্যতা, আনুগত্য, বশীভাব; অবিচ্ছেদ, অনুবন্ধ; স্থানান্তরে অপসরণ; পশ্চান্নয়ন; পূর্ব্বসূত্রস্থ পদের পরসূত্রে বর্ত্তমানতা। অনু—বৃত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অনুবর্ত্ত(র্ত)নীয়—অনুকরণীয়; অনুবর্ত্তনের যোগ্য, অনুসরণীয়। অনু—বৃত্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অনুবর্ত্তি(র্তি)তা—অনুসারিতা, অনুগামিতা; অনুবর্ত্তন; আনুগত্য। অনুবর্ত্তিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অনুবর্ত্তী (বর্ত্তিন্), **-বর্তী**—অনুসরণকারী; অনুকারী; ফল স্বরূপে আগত বা ঘটিত; অন্যের মতানুসারী; পশ্চাদ্বর্ত্তী, অনুযায়ী; সহগামী; বাধ্য, বশীভূত, অনুগত; সেবাকারী, সেবক। অনু—বৃত্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।

অনুবল—১। বলানুযায়ী, সামর্থ্যানুরূপ, শক্তিমত; শক্তিবর্দ্ধক; শক্তির অধীন। অনুগত বল যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অনুগ্রহ; সহায়; সাহায্য; পৃষ্ঠরক্ষক সেনা; প্রভাব। অনু—বল্+অচ্ করণবা। বি; ক্লীব।

অনুবলে—সামর্থ্যানুযায়ী, ক্ষমতানুসারে। ["ব্যাস তপে অনশনে, অন্নদা জানিলে মনে, ব্যাসের তপের অনুবলে।"—অন্নদামঙ্গল।] বলের অনুসারে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। [বিণ।

অনুবশ—বশবর্ত্তী। বশকে অনুগত, প্রাদি।

অনুবাক (-বাচ্)—১। বেদের অধ্যায়; সাম বা যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষ। অনু—বচ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। অনুবচন; পশ্চাদ্ভাষণ; আবৃত্তি। অনু—বচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অনুবাক্যা—ঋগ্বেদের অন্তর্গত দেবতাহ্বানসাধিকা মন্ত্রবিশেষ। অনু—বচ্+ণ্যৎ করণবা +আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুবাচন—বেদমন্ত্রের পাঠন; অধ্যাপনা। অনু—বচ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অনুবাত—১। বায়ুর অনুকূল, বায়ুবর্দ্ধক; বায়ুর অভিমুখী। বাতকে (বায়ুকে) অনুগত, প্রাদি। বিণ। ২। বায়ুর অভিমুখে, বায়ু যে দিকে প্রবাহিত হয় সেই দিকে। বাতের (বায়ুর) অভিমুখে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ৩। অনুকূল বাতাস; শিষ্য হইতে গুরুর দিকে প্রবাহিত বাতাস। অনুগত বাত, প্রাদি। বি; পুং।

অনুবাদ—১। বারংবার কথন, পুনঃ পুনঃ ভাষণ; ভাষান্তরিতকরণ, একভাষার বাক্যসমূহ অনুরূপ তাৎপর্য্যে অন্য ভাষায় ব্যক্তীকরণ, তরজমা; অনুকরণ; অখ্যাতি, নিন্দা, অপবাদ; বাক্য দ্বারা কেবল আরম্ভমাত্র করণ; উদ্দেশ্য বা জ্ঞাত বিষয়ের বিবরণ (অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত, —চৈতন্যচরিতামৃত)। অনু—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, অনূদিত। ২। শত্রুতা, প্রতিকূলতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অনুবাদক—ভাষান্তরকারী, তরজমাকারক; পুনঃ পুনঃ কথক; নিন্দক। অনু—বদ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —বাদিকা।

অনুবাদিত—যাহার অনুবাদ করা হইয়াছে এরূপ, ভাষান্তরিত; পুনঃ পুনঃ কথিত; নিন্দিত। অনুবাদ+ইত। বাং বিণ।

অনুবাদী (-বাদিন্)—তরজমাকারক, অনুবাদক; সদৃশ, অনুরূপ; সদৃশভাষী; পুনঃ পুনঃ ভাষক; নিন্দক; (সঙ্গীত) বাদী সুরের অনুগামী ('—সুর')। অনু—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

অনুবাদ্য—১। অনুবদনীয়, অনুবাদযোগ্য, যাহার তরজমা করা আবশ্যক বা সাধ্য এরূপ; অনুকরণীয়; উদ্দেশ্যের সহগামী (অনুবাদ্য বিশেষণ—attributive adjective). বিণ। ২। বাক্যের উদ্দেশ্য (subject). অনু—বদ্ +ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অনুবার—পুনঃ পুনঃ, বারংবার। বারে বারে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুবাস—স্নেহ, অনুরাগ, প্রীতি, ভালবাসা। অনু—বস্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অনুবাসন—স্নেহবস্তি; স্নেহন, তৈলাদি মাখান; সুরভিকরণ; ধূপিতকরণ, ধূপন। অনু—বস্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অনুবিদ্ধ—১। সম্বদ্ধ, সম্পৃক্ত; বিশিষ্ট, যুক্ত; ভূষিত, খচিত; ব্যাপ্ত; গুম্ফিত; গ্রথিত; প্রতিরুদ্ধ; পরাহত। অনু—ব্যধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। গ্রথন। অনু—ব্যধ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অনুবিধান—সদৃশকরণ; অনুরূপ উপায়। অনুগত বিধান, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অনুবিধায়ী (-ধায়িন্)—পশ্চাদ্বর্ত্তী, অনুগামী; অনুকারী। অনু—বি—ধা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ধায়িনী।

অনুবিধি—দলিলাদিতে লিখিত সর্ত্ত বা নিয়ম, উপবিধি (proviso). প্রাদি। বি; পুং।

অনুবিভাগ—বিভাগের বিভাগ (section). প্রাদি। বি ; পুং।

অনুবিম্ব—প্রতিবিম্ব, প্রতিরূপ। অনুরূপ বিম্ব, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অনুবীক্ষণ—অণুবীক্ষণ শব্দের অশুদ্ধ বানান (তাহা দ্রঃ)।

অনুবৃত্ত—বশ ; অনুগত ; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) পূর্ব্বসূত্র হইতে পরসূত্রে বিদ্যমান ; পরসূত্রে ব্যাপ্ত। অনু—বৃত্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনুবৃত্তি—অনুগমন, অনুবর্ত্তন, পশ্চাদ্গমন ; অনুকরণ ; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) পূর্ব্বসূত্রবিহিত বিধির বা পূর্ব্বসূত্রস্থ শব্দাদির পরসূত্রে বিদ্যমানতা ; অনুবন্ধ ; অনুরোধ ; সেবা। অনু—বৃত্‌+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অনুবৃত্তিক্রমে—ধারাবাহিক ভাবে চলিতে চলিতে ; ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইতে। অনুবৃত্তির ক্রম যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনুবেদন—সমবেদনা ; জ্ঞানদান ; জ্ঞাপন। অনু—বেদি+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অনুবেল—১। সর্ব্বদা, নিরন্তর, অনুক্ষণ ; সমুদ্রের তীরে তীরে, প্রতিসাগরকূলে। বেলায় বেলায়, অব্যয়ী। ২। উপকূলে। বেলার সমীপে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুবোধ—১। স্নানান্তে মন্দীভূত চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের পুনরুদ্দীপন। অনু—বুধ্‌+ণিচ্‌ বা বোধি (উদ্দীপন, প্রবোধিতকরণ) +ঘঞ্‌ ভাববা। ২। পশ্চাৎ জ্ঞান ; স্মরণ। অনু—বুধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

অনুবোল—মঙ্গল-বচন ; অনুকূল বাক্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি ; ক্লীব।

অনুব্যবসায়—দর্শনশাস্ত্রীয় জ্ঞান, (ন্যায়) প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান, (বেদান্ত) সিদ্ধান্তজ্ঞান ; সমোদ্যোগ, তুল্য ব্যবসায়। অনু—বি—অব—সো+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ, —সায়ী।

অনুব্যাধ—সম্পর্ক, মিলন, সংযোগ, সংসর্গ। অনু—ব্যধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ, —বিদ্ধ।

অনুব্রজ, -ব্রজন—অনুগমন ; কাহারও সম্ভ্রম-প্রদর্শনার্থে তৎপশ্চাৎ গমন। অনু—ব্রজ্‌+ক (ঘঞর্থে), অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। [প্রাঃ কবিপ্র—**অনুব্রজি**—অনুগমন করিয়া।]

অনুব্রজে—প্রত্যুদ্গমন করিয়া ("অনুব্রজে রামেরে লইল সমাদরে"—কৃত্তিবাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

অনুব্রজ্যা—১। অনুগমন, পশ্চাদ্গমন ; বেদাদির অধ্যয়নকালে গুরুর পশ্চাদ্গমনরূপ শিষ্টাচার। অনু—ব্রজ্‌+ক্যপ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। সঙ্গে গিয়া ; সঙ্গে লইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

অনুব্রত—১। সদৃশ ব্রত, তুল্য ব্রত। অনুরূপ ব্রত, প্রাদি। বি ; ক্লীব। ২। তুল্যব্রতধারী, একই ব্রতের উপাসক। অনুরূপ (সদৃশ) ব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। অনবরত, নিরন্তর, সর্ব্বদা। ব্রতে ব্রতে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুভব—১। বোধ, উপলব্ধি, ইন্দ্রিয়প্রতীতি, জ্ঞান ; প্রভাব ; মহিমা ; আবির্ভাব। অনু—ভূ+অপ্‌ ভাববা। বি ; পুং। [প্রাঃ কবিপ্র—**অনুভবি**—অনুভব করিয়া।] ২। অশ্রু কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব, অনুভাব। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অনুভাব—প্রভাব, সামর্থ্য ; রাজক্ষমতা ; নৃপতিদিগের কোষদণ্ডাদিসম্ভূত তেজোবিশেষ ; তেজ, মহিমা ; উদারতা, উচ্চাশয়তা, মনের মহত্ত্ব ; নিশ্চয় ; ইঙ্গিত, সঙ্কেত, ইশারা ; সুখানুভূতি ; (অলঙ্কারশাস্ত্র) মনোভাবব্যঞ্জক ভ্রূভঙ্গাদি ; ক্রন্দন, রোমাঞ্চ প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের কার্য্য। ভূ+ঘঞ্‌=ভাব ; অনুজাত ভাব, প্রাদি (উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে ভূ-ধাতুর উত্তর ঘঞ্‌ প্রত্যয় হয় না)। বি ; পুং।

অনুভাবি—অনুভব করিয়া ; অনুভব করাইয়া ; ভাব সঞ্চারিত করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

অনুভাবিত—যাহা অনুভব করান হইয়াছে এমন। অনু—ভূ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুভাবী (-বিন্)—কোনও ব্যাপারের সহিত সম্পর্কিত পশ্চাদ্ঘটনা। অনু—ভূ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অনুভাব্য—অনুভবযোগ্য, অনুচিন্তনীয়। অনু—ভূ+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুভূ—১। অনুভূতিময়। অনু—ভূ+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। (জ্যোতিষ) গ্রহের ভ্রমণপথের যে বিন্দুটি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তাহা (perigee). অনু—ভূ+ক্বিপ্‌ অধিবা। বি ; পুং।

অনুভূত—প্রতীত, উপলব্ধ, অবগত, জ্ঞানগত, জ্ঞাত। অনু—ভূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুভূতি—প্রতীতি, উপলব্ধি, অনুভব, ধারণা, জ্ঞান [প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ ভেদে অনুভূতি চারিপ্রকার] ; (ন্যায়শাস্ত্রমতে) বুদ্ধির এক বিভাগ [বুদ্ধি দুইপ্রকার—অনুভূতি ও স্মৃতি]। অনু—ভূ+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অনুভূতিবাহী (-হিন্)—(দেহতত্ত্ব) যাহা অনুভূতিকে মস্তিষ্কে বহন করে এমন (sensory). উপতৎ ; অনুভূতি—বহ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাহিনী।

অনুভূমিক—(পদার্থ-বিদ্যা) পৃথিবীপৃষ্ঠের সমান্তরাল (horizontal) ; জলসম (level). বিণ।

অনুমগন—নিমগ্ন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অনুমত—অনুমোদিত, যে বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে এরূপ, অনুজ্ঞাত ; সম্মত, স্বীকৃত। অনু—মন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুমতকর্ম্ম(র্ম)কারী (-কারিন্)—লিখিত পত্রের (অর্থাৎ আম্‌মোক্তারনামা ইত্যাদির) অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মনির্ব্বাহক, অছি। উপতৎ ; অনুমতকর্ম্ম—কৃ (করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

অনুমতি—১। অনুমোদন, অনুজ্ঞা, আদেশ, সম্মতিপ্রদান। অনু—মন্+ক্তি ভাববা। ২। যে পূর্ণিমাতে এককলাহীন চন্দ্রের উদয় হয় সেই পূর্ণিমা, শুক্লচতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা। অনু—মন্+ক্তি অধিবা। ৩। অঙ্গিরার ঔরসে স্মৃতিগর্ভে জাতা কন্যা। বি ; স্ত্রী।

অনুমতিজ্ঞাপক, -সূচক—যাহাতে অনুমতি বুঝায়। অনুমতির জ্ঞাপক, সূচক, ষষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —জ্ঞাপিকা, —সূচিকা।

অনুমতিপত্র—আদেশলিপি, হুকুমনামা (permit). অনুমতিসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অনুমনন—অনুধ্যান, অনুচিন্তন ; সম্মতিদান, অনুমোদন। অনু—মন্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অনুমন্তা (-তৃ)—অনুমতিদাতা, আজ্ঞাকারক, আদেশকর্ত্তা। অনু—মন্+তৃচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —মন্ত্রী।

অনুমন্ত্রণ—মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যজ্ঞ-সংস্কারবিশেষ ; পশ্চাৎ পরামর্শকরণ। অনু—মন্ত্র+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বিণ, —মন্ত্রিত, —মন্ত্রণীয়।

অনুমন্ত্রিত—মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সংস্কৃত ; পশ্চাৎ পরামৃষ্ট। অনু—মন্ত্র+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুমরণ, -মৃত্যু—সহমরণ, পতির মৃত্যুর পরে তাঁহার মৃতদেহ আশ্রয় করিয়া জ্বলন্ত চিতানলে পত্নীর দেহত্যাগ ; দেশান্তরে পতির বিয়োগান্তে তাঁহার পরিচ্ছেদ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক স্ত্রীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ ; স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ। অনু—মৃ+অনট্, ত্যুক্ ভাববা। বি ; ক্লীব, পুং।

অনুমরণপ্রথা—সহমরণপদ্ধতি, মৃতস্বামীর চিতায় সাধ্বী নারীর দেহ বিসর্জ্জনের নিয়ম। অনুমরণের প্রথা, ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুমস্তিষ্ক—(শারীর-বিদ্যা) মস্তিষ্কের যে অংশ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত থাকে তাহা (cerebellum). প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অনুমা—অনুমান। অনু—মা+অঙ্‌ ভাববা +আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অনুমাতা (-তৃ)—অনুমানকারী। অনু—মা +তৃচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —মাত্রী। [ক্রি।

অনুমাতে—অনুমান করে। প্রাঃ কবিপ্র।

অনুমান—আন্দাজ, ধারণা ; হেতুসিদ্ধ জ্ঞান, ব্যাপ্য হেতু দ্বারা ব্যাপক বস্তুর নিশ্চয় ; কার্য্য দেখিয়া কারণজ্ঞান ; কারণ দেখিয়া কার্য্য-জ্ঞান ; কোন সিদ্ধজ্ঞান হইতে সহচরস্বরূপ অন্য জ্ঞান [যথা,—হাস্যদর্শনে হর্ষাদির অনুমান ; সর্পদংশন-দর্শনে দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর বা যন্ত্রণাভোগের অনুমান ; অগ্নিকাণ্ড-দর্শনে গৃহাদিদাহের অনুমান ইত্যাদি] ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ [বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থাৎ উপমানাদিজ্ঞাপক অনুমান দ্বারা অনুমানালঙ্কার হয়। যথা —"মনে হেন অনুমানি বহিতেছে স্বরধুনী নীলগিরি শিখর বহিয়া।"—জ্ঞানদাস] ; (জ্যামিতিশাস্ত্র) কোন উপপাদ্যের প্রতিজ্ঞা হইতে যে ফলের উপলব্ধি হয় সেই ফল, অনুসিদ্ধান্ত (corollary). অনু—মা+ অনট্ ভাববা, করণবা, কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

অনুমানতত্ত্ব—আরোহিক ন্যায়শাস্ত্র ; যে তর্কশাস্ত্রে বিশেষ হইতে সামান্যের অনুমান হয় (Inductive Logic). অনুমান-বিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অনুমানসিদ্ধ—১। আনুমানিক, অনুমান-সম্পন্ন, আন্দাজী। অনুমান দ্বারা সিদ্ধ, ৩য়াতৎ। ২। অনুমাননিপুণ, কল্পনা-পরায়ণ। অনুমানে সিদ্ধ, ৭মীতৎ। বিণ।

অনুমানা—অনুমান করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [প্রয়োগ—**অনুমান(ই)**—অনুমান করে। **অনুমানল**—অনুমান করিল। **অনুমানলুঁ**—অনুমান করিলাম। **অনু-মানি**—অনুমান করিয়া। **অনুমানিয়ে** —অনুমান করি।]

অনুমানোক্তি—তর্ক, কার্য্যকারণ-দর্শনে চিন্তালব্ধ ফল ; আন্দাজী কথা। অনুমানলব্ধ উক্তি (ফল), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অনুমাপক—১। অনুমানজনক, অনুমানের হেতুভূত ; নির্ণায়ক। বিণ। স্ত্রী,—মাপিকা। ২। অনুমানের কারণ। অনু—মা+ণিচ্+ ণক কর্তৃবা। বি ; পুং।

অনুমিত—অনুমান দ্বারা স্থিরীকৃত ; অনুমানলব্ধ ; বিবেচিত ; বিতর্কিত। অনু— মা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুমিতি—অনুমান ; আন্দাজ ; ব্যাপ্য হেতু দ্বারা ব্যাপকবস্তুর অবধারণ। অনু—মা +ক্তি ভাববা, করণবা। বি ; স্ত্রী।

অনুমৃত—পশ্চাৎ মৃত ; সহমৃত। অনু— মৃ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অনুমৃতা—স্বামীর পশ্চাৎ মৃতা, পতি-বিয়োগান্তে তাঁহার চিতারোহণে ত্যক্তজীবনা, সহমৃতা। অনু—মৃ+ক্ত কর্তৃবা+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনুমৃত্যু—'অনুমরণ' দ্রঃ।

অনুমেয়—কার্য্যকারণাদি দ্বারা কারণ কার্য্যাদিবিষয়ে অবধারণযোগ্য, অনুমানজ্ঞেয়, অনুমানবোধ্য। অনু—মা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুমোদক—অনুমোদনকর্ত্তা, সমর্থক, যে আনন্দে মতের সমর্থন করে এমন, যে মতে মত দেয় এমন ; প্রবর্ত্তয়িতা ; প্রচলনকারী। অনু—মুদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —মোদিকা।

অনুমোদন—সসন্তোষে সম্মতিদান ; মত দেওয়া, কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার ; অনুকূল মত প্রকাশ ; প্রবর্তন, প্রবৃত্তিপ্রদান। অনু—মুদ্ +ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। (প্রাঃ কবিপ্র—**অনুমোদই**—অনুমোদন করে)।

অনুমোদিত—যাহাতে অনুমোদন করা হইয়াছে এরূপ, সমর্থিত ; অনুমত ; অনুজ্ঞাত ; প্রবর্তিত ; প্রণোদিত। অনু—মুদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। **অনুমোদিত ব্যয়**— সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে ব্যয় বা খরচের অনুমোদন করা হইয়াছে (authorised expenditure).

অনুযাত—পশ্চাৎ চলিত, পশ্চাদ্গত ; অনুসৃত ; অনুকৃত ; পশ্চাৎ প্রাপ্ত। অনু— যা+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

অনুযাতা (-যাতৃ)—সহচর ; পশ্চাৎগমনকারী। অনু—যা+তৃচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যাত্রী।

অনুযাত্র—সহগামী, সহচর, অনুচর, সঙ্গে গমনকারী। অনু (সহ বা পশ্চাতে) যাত্রা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অনুযাত্রক—সহগামী। অনু যাত্রা যাহার, বহুব্রী+ক স্বার্থে। বি ; পুং।

অনুযাত্রা—১। সহগমন, পশ্চাৎ গমন। অনুরূপা বা অনুকৃতা যাত্রা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। সহচারিণী, পশ্চাদ্গামিনী। অনুযাত্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনুযাত্রিক—পশ্চাদ্গামী ; সহযাত্রী, সমভিব্যাহারী, অনুচর। অনুযাত্রা+ইক করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ত্রিকী।

অনুযাত্রী (-যাত্রিন্)—সহগামী, সহ-চারী, পশ্চাদ্গামী, সমভিব্যাহারী। অনু-যাত্রা+ইন্ করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—যাত্রিণী।

অনুযান—সহযাত্রা ; অনুগমন। অনু—যা +অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অনুযায়ী (-যায়িন্)—১। সহগামী, অনুগামী, সহচর, সমভিব্যাহারী ; সেবক, অনুচর ; সদৃশ ; অনুসারী। অনু—যা+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যায়িনী। ২। অনু-সারে, অবিকলভাবে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

অনুযুক্ত—নিযুক্ত ; জিজ্ঞাসিত ; তিরস্কৃত। অনু—যুজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুযোক্তা (-যোক্তৃ)—পশ্চাৎ যোজনা-কারী ; প্রশ্নকারী ; তিরস্কারক, অনুযোগ-কারী। অনু—যুজ্+তৃচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যোক্ত্রী।

অনুযোগ—দুঃখজ্ঞাপন, আক্ষেপপ্রকাশ ; অভিযোগ ; জিজ্ঞাসা ; তিরস্কার ; নিন্দা ; দোষারোপ ; শিক্ষা ; উপদেশ ; প্রবোধ ; সাধন ; ধর্ম্মচিন্তা ; আবেদন ; নিবেদন। অনু—যুজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অনুযোগী (-যোগিন্)—সম্বন্ধযুক্ত, সম্বন্ধাধার ; অনুযোগকারী, নিন্দাকারী ; সংযোগসাধক ; প্রশ্নকারী। অনুযোগ+ইন্ আছে অর্থে ; অথবা, অনু—যুজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যোগিনী।

অনুযোজক—অনুযোগকারী ; পশ্চাৎ যোজনাকারী ; তিরস্কারক। অনু—যুজ্+ ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যোজিকা।

অনুযোজন, -যোজনা—পশ্চাৎ যোগ-করণ ; প্রশ্ন ; তিরস্কার ; আক্ষেপপ্রকাশ। অনু—যুজ্+অনট্, অন ভাববা+আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

অনুযোজ্য—অনুযোগযোগ্য, পশ্চাৎ সম্বন্ধ-যোগ্য ; জিজ্ঞাসনীয় ; তিরস্করণীয়। অনু— যুজ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুরক্ত—১। অনুরাগযুক্ত, আসক্ত ; রত ; প্রীতিযুক্ত, প্রীত। অনু—রন্জ্+ক্ত কর্তৃবা। ২। রঞ্জিত। অনু—রন্জ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুরক্তি—অনুরাগ, আসক্তি ; রতি ; প্রীতি। অনু—রন্জ্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অনুরঞ্জক—চিত্ততোষক, চিত্তবিনোদক, প্রীতিসাধক ; রঞ্জনকারক, যে রং করে এরূপ। অনু—রন্জ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রঞ্জিকা।

অনুরঞ্জন—চিত্তবিনোদন, প্রীতিসম্পাদন, সন্তোষোৎপাদন, অনুরাগ জন্মান ; রং করা। অনু—রন্জ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অনুরঞ্জিত—রং-মাখান ; যাহাকে প্রসন্ন করা হইয়াছে এরূপ। অনু—রন্জ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুরণন—প্রতিধ্বনন, ধ্বনির পশ্চাৎ ধ্বনি-করণ, প্রতিশব্দ ; অনুগত স্বর ; কোন বস্তুতে আঘাত করিলে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে শব্দ হয় তাহা। অনু—রণ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—রণিত। [ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অনুরত—অনুরক্ত, আসক্ত। অনু—রম্+

অনুরতি—আসক্তি, অনুরক্তি ; প্রীতি ; ভক্তি। অনু—রম্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অনুরথ্যা—ক্ষুদ্রপথ ; অপ্রশস্ত পথ ; গলি-পথ (bye-lane, side-road). অনু-গতা রথ্যা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুরাগ—১। ভালবাসা, প্রীতি, স্নেহ, প্রণয় ; আদর, আসক্তি, যত্ন, সোহাগ ; যে প্রেমে চিরদিনের প্রিয়জনকেও নিত্যনূতন করিয়া অনুভব করায় ("সদানুভূতমপি কুর্য্যান্নবং নবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবোনবঃ সোঽনুরাগ

ইতীর্য্যতে॥" উজ্জ্বল নীলমণি); শ্রদ্ধা, আস্থা, প্রবৃত্তি; অঙ্গরাগ। অনু—রন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ২। কোপ, বিরাগ, অভিমান। কবিপ্র। বি।

অনুরাগবান্ (-বৎ)—আসক্ত, অনুরক্ত; প্রেমিক। অনুরাগ+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

অনুরাগানল—প্রেমানল, অত্যধিক ভালবাসা; কামানল। অনুরাগরূপ অনল, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনুরাগান্ধ—ভালবাসায় বিবেচনাশক্তিহীন, প্রীতির আধিক্যবশতঃ রূপগুণ বুঝিতে অক্ষম। অনুরাগ হেতু অন্ধ, ৫মীতৎ। বিণ।

অনুরাগী (-রাগিন্‌)—আসক্তিযুক্ত, অনুরাগবিশিষ্ট, আসক্ত; যত্নবান্; প্রীতিযুক্ত। অনুরাগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রাগিণী।

অনুরাধা—সর্পাকার ও সপ্ততারকাবিশিষ্ট নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের সপ্তদশ নক্ষত্র (অনুরাধার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিত্র। দীপিকার টীকাকারের অভিমত, অনুরাধায় সাতটির স্থলে চারিটি তারা দেখা যায়); বিশাখা। অনুগতা রাধাকে (বিশাখাকে; রাইকে), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অনুরুদ্ধ—উপরুদ্ধ, যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে এরূপ; যে বিষয়ে অনুরোধ করা হইয়াছে এরূপ; অনুসৃত; নিবারিত, শাসিত; শমিত, শান্ত। অনু—রুধ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুরূপ—সদৃশ, তুল্য; অনুযায়ী, অনুসারী; যোগ্য। রূপের সাদৃশ্য বা যোগ্যত্ব, অব্যয়ী, তদুত্তরে+অচ্‌ আছে অর্থে। বিণ।

অনুরোধ—সবিনয় প্রার্থনা, উপরোধ; অভীষ্টসাধনের জন্য কার্য্যে প্রবর্ত্তন, সাধনার্থ প্রবৃত্তিপ্রদান; সুপারিশ; মর্য্যাদার বাধ্যতা, খাতির; নিবারণ, প্রতিরোধ; প্রতীক্ষা; পক্ষপাত; অনুসরণ; হেতু (যেমন—কর্ত্তব্যের 'অনুরোধে')। অনু—রুধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। (প্রাঃ কবিপ্র—**অনুরোধই**—অনুরোধ বা প্রত্যাশা করে)।

অনুরোধক—অনুরোধকারী, উপরোধকারী; প্রার্থয়িতা; প্রতীক্ষাকারী; প্রতিরোধক, বাধক; প্রবর্ত্তক। অনু—রুধ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রোধিকা। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অনুরোল—কাতর চীৎকার, কোলাহল।

অনুল—১। বিশৃঙ্খল, বিপর্য্যস্ত; ন্যূন। বিণ। ২। অভাব। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বিণ।

অনুলগ্ন—নিবিষ্ট। অনু—লগ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা।

অনুলম্ব—লম্বভাবে, লম্বালম্বি; খাড়াইয়ের দিকে। লম্বকে অনুগত, প্রাদি। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অনুলাপ—বার বার বলা, পুনঃ পুনঃ ভাষণ, পুনরুক্তি। অনু—লপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অনুলিখন, -লিপি, -লেখ—অক্ষরান্তর, এক ভাষার শব্দকে অন্য ভাষার অক্ষরে লিখন (transliteration); কোন লেখার অবিকল নকল; শ্রুতবাক্য যথাযথ লিখন, শ্রুতলিখন (dictation). অনু (পশ্চাৎ) লিখন, লিপি, লেখ, প্রাদি। বি; ক্লীব, স্ত্রী, পুং।

অনুলিপ্ত—১। যাহা লেপন করা হইয়াছে এরূপ, লিপ্ত; অনুরঞ্জিত, রং-করা। অনু—লিপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। ২। আসক্ত, ব্যাপৃত; কৃতাঙ্গরাগ, যে অঙ্গে গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়াছে এমন। অনু—লিপ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনুলেপ—১। লেপন, লেপিয়া বা মাখাইয়া দেওয়া। অনু—লিপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। অনুলেপনীয় চন্দন প্রভৃতি। অনু—লিপ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

অনুলেপক—অনুলেপনকর্ত্তা, যে চন্দনাদি লেপিয়া দেয়। অনু—লিপ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—লেপিকা।

অনুলেপন—১। গাত্রাদিতে গন্ধদ্রব্যাদির লেপন। অনু—লিপ্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। যাহা গাত্রাদিতে লেপন করা যায় এরূপ দ্রব্য, লেপনসাধন চন্দন প্রভৃতি দ্রব্য। অনু—লিপ্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব। [প্রাঃ কবিপ্র—**অনুলেপহ**—অনুলিপ্ত কর।]

অনুলেপী (-লেপিন্‌)—অনুলেপনকারী, অনুলেপক। অনু—লিপ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—লেপিনী। [কবিপ্র। বি।

অনুলেহ—স্নেহ, ভালবাসা, সদ্ভাব। প্রাঃ

অনুলোম—১। অনুক্রম, যথাক্রম, উচ্চ হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর—এইরূপ ক্রম; শরীরের নিম্নাভিমুখ। লোমের অনুসারে, অব্যয়ী+অচ্‌ (সমাসান্ত)। বি; ক্লীব। ২। নিম্নক্রমিক; সহায়, অনুকূল। অনুগত লোমকে, প্রাদি। বিণ। ৩। প্রতিরোমে। লোমে লোমে, অব্যয়ী। ৪। সহজ দিকে, বিপরীত দিকে নয়—এরূপ ভাবে, প্রকৃত প্রণালীতে, বিপরীত প্রণালীতে নয়—এরূপ ভাবে, যথাক্রমে, ঠিক পর পর—এইরূপ নিয়মে। লোমের অনুক্রমে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুলোমবিবাহ—উচ্চবর্ণ পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণা কন্যার বিবাহ (যেমন,—ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র কন্যার বিবাহ, এইরূপ ক্ষত্রিয় পুরুষের সহিত বৈশ্য বা শূদ্র কন্যার বিবাহ ইত্যাদি। ইহার বিপরীত ক্রমকে অর্থাৎ শূদ্রাদি পুরুষের সহিত ব্রাহ্মণাদির কন্যার বিবাহকে 'প্রতিলোম বিবাহ' বলে)।

অনুলোমজ—ক্রমানুসারে উৎপন্ন, যথাক্রমে জাত; ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণের ঔরসে ক্ষত্রিয়াদি অধমবর্ণার গর্ভে জাত। উপতৎ; অনুলোম—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনুল্লঙ্ঘ(ঙ্ঘ)ন—উল্লঙ্ঘনাভাব, অতিক্রমাভাব, অনতিক্রম, অনতিবর্ত্তন। ন উল্লঙ্ঘন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অনুল্লঙ্ঘ(ঙ্ঘ)নীয়—যাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নহে এরূপ, অনতিক্রমণীয়, অনতিবর্ত্তনীয়। ন উল্লঙ্ঘনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুশয়—পশ্চাদ্দুঃখ, পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ; পূর্ব্ববৈর, পূর্ব্বশত্রুতা; দ্বেষ; অশ্রদ্ধা, ঘৃণা; অনুবন্ধ; অনুধাবন, অনুসরণ; মনোনিবেশ। অনু—শী+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অনুশয়ান—অনুশয়কারী, পশ্চাদ্দুঃখকারী, অনুতাপী; পশ্চাৎ শয়নকারী। অনু—শী+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনুশয়ানা—১। পরকীয় নায়িকাবিশেষ; সংকেত স্থানের পরিবর্তন ও অভাব বা তথায় পতির উপস্থিতির শঙ্কাদি হেতু দুঃখিতা নায়িকা। বি; স্ত্রী। ২। অনুতপ্তা, পশ্চাদ্দুঃখকারিণী। অনু—শী+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অনুশয়িত—অনুতাপিত, অনুতপ্ত, অনুতাপগ্রস্ত। অনুশয় জন্মিয়াছে ইহার এই অর্থে, অনুশয়+ইত। বিণ।

অনুশয়ী (-শয়িন্‌)—অনুতাপী, পশ্চাৎ দুঃখকারী। অনুশয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—শয়িনী।

অনুশয়ী—পাদরোগবিশেষ। অনু—শী+অচ্‌ করণবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

অনুশর—নিশাচর, রাক্ষস। অনু—শৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি।

অনুশল্য—কৃষ্ণবিদ্বেষপরায়ণ একজন দৈত্য [চরিতাবলী দ্রঃ]। অনুরূপ শল্য যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অনুশায়ী (-শায়িন্‌)—অনুশোচনাকারী; দ্বেষপরায়ণ; অনুরক্ত। অনু—শী+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শায়িনী।

অনুশাসক—অনুশাসনকারী, উপদেষ্টা; নিয়ন্তা। অনু—শাস্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শাসিকা।

অনুশাসন—আদেশ, আজ্ঞা; উপদেশ; ব্যুৎপাদন; নিয়োগ; শিক্ষাদান; দান; ধাতু বা প্রস্তরফলকে খোদিত আদেশ। অনু—শাস্‌+অনট্‌ ভাববা, করণবা। বি; ক্লীব।

অনুশাসিতা (-তৃ), **-শাস্তা** (-স্তৃ)—অনুশাসক (তাহা দ্রঃ)। অনু—শাস্‌+তৃচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শাসিত্রী,—শাস্ত্রী।

অনুশিষ্ট—আদিষ্ট, অনুজ্ঞাত; উপদিষ্ট; ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত; শিক্ষিত; কথিত; ব্যুৎপাদিত। অনু—শাস্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য, প্রশিষ্য। শিষ্যকে অনুগত, প্রাদি। বি; পুং।

অনুশীলন—পুনঃ পুনঃ চর্চ্চা, বারংবার আলোচনা; আন্দোলন; অভ্যাস; অবিরত সেবা। অনু—শীল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অনুশীলনসাপেক্ষ—চর্চ্চা ব্যতিরেকে যাহা সম্পন্ন হয় না এমন, চর্চ্চাসাপেক্ষ। অপেক্ষার সহ বর্ত্তমান, বহুব্রী=সাপেক্ষ; অনুশীলনের সাপেক্ষ (অপেক্ষাবিশিষ্ট), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অনুশীলনী—পুনঃ পুনঃ চর্চ্চা; (জ্যামিতি) এক বা তদধিক প্রতিজ্ঞাসাহায্যে প্রতিপাদয়িতব্য প্রতিজ্ঞা; অধীত বিষয়ের চর্চ্চার জন্য প্রদত্ত প্রশ্নোত্তরাদি। অনু—শীল্+অনট্ ভাববা, করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অনুশীলনীয়—চর্চ্চাযোগ্য, অনুশীলন করিবার উপযুক্ত, যাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। অনু—শীল্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অনুশীলিত—যাহার চর্চ্চা করা গিয়াছে এরূপ, পুনঃ পুনঃ আলোচিত। অনু—শীল্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুশোচন, -শোচনা—পশ্চাৎ দুঃখপ্রকাশ, শোক; পশ্চাত্তাপ, গত বিষয়ের জন্য আক্ষেপ বা খেদ, গতালোচনা। অনু—শুচ্+অনট্, ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অনুশোচিত—১। অনুতপ্ত, গত বিষয়ের জন্য দুঃখিত। অনু (পশ্চাৎ) শোচিত, প্রাদি। ২। পশ্চাত্তাপিত, যাহার অনুশোচনা করা হইয়াছে এরূপ। অনু—শুচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুষক্ত—আসক্ত; সংলগ্ন; অনুগত। অনু—সনজ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনুষঙ্গ(ংগ)—অনুকম্পা, দয়া; প্রণয়; স্নেহ; প্রসঙ্গ, সম্বন্ধ, সম্পর্ক; আসক্তি; প্রধান কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য। অনু—সনজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অনুষঙ্গী (-ঙ্গিন্), **-ষংগী**—সম্বন্ধযুক্ত। অনুষঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

অনুষদ—বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জনসংসদ (faculty). অনু—সদ্+ক্বিপ্ অধিবা। বি; স্ত্রী।

অনুষ্টুপ্ (-ভ্)—(সংস্কৃত কাব্য) অষ্টাক্ষরা বৃত্তি, অষ্টাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ [অনুষ্টুপ্ ছন্দ চারি চরণে গঠিত। প্রত্যেক চরণে আটটি করিয়া অক্ষর থাকে। সকল চরণেরই পঞ্চম বর্ণ লঘু ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হইবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম বর্ণ লঘু হইবে; অন্য বর্ণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই]; সরস্বতী। অনু—স্তুভ্+ক্বিপ্ করণবা। বি; স্ত্রী।

অনুষ্ঠাতব্য—অনুষ্ঠেয়, করণীয়। অনু—স্থা+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

অনুষ্ঠাতা (-ষ্ঠাতৃ)—অনুষ্ঠানকারী, যে কার্য্যতঃ করে সে। অনু—স্থা+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

অনুষ্ঠান—১। করণ; আরম্ভ, সূচনা; প্রথম উদ্যোগ; নির্ব্বাহ, সম্পাদন, সমাধা; প্রদান; যাগযজ্ঞপূজাবিবাহাদি বা সভাধিবেশন ইত্যাদি জনহিতকর কার্য্য। অনু—স্থা+অনট্ ভাববা। ২। করণীয় ব্যাপার। অনু—স্থা+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অনুষ্ঠানপত্র—অনুষ্ঠাতব্য বিষয়সমূহের বিশদ-বর্ণনাপূর্ণ পত্র (prospectus). অনুষ্ঠানের পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অনুষ্ঠিত—আরব্ধ; সমাহিত, সম্পাদিত, কৃত। অনু—স্থা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুষ্ঠেয়—করণীয়, অনুষ্ঠানযোগ্য, সম্পাদ্য, কার্য্যতঃ যাহা করিতে হইবে এরূপ। অনু—স্থা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুষ্ঠ্যূত—পরম্পরসম্বদ্ধ, অবিচ্ছিন্ন। অনু—ষিব্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুষ্ণ—শীতল, স্নিগ্ধ, ঠাণ্ডা; নিশ্চেষ্ট, জড়, অলস, নিরুদ্যম। ন উষ্ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুসংহিত—অন্বিষ্ট, যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে এরূপ, যাহার খোঁজ করা হইয়াছে এমন। অনু—সম্—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুসঙ্গ(ংগ)—উদ্যম, উদ্যোগ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [কবিপ্র। বিণ।

অনুসঙ্গি(ংগি)য়া—সম্বন্ধযুক্ত। প্রাঃ

অনুসন্ধান—কোন তথ্যের নির্ণয় বিষয়ে চেষ্টা বা যত্ন, অন্বেষণ, তল্লাস, খোঁজ-খবর, খোঁজ। অনু—সম্—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অনুসন্ধানাত্মক—সূক্ষ্মভাবে জানিবার প্রচেষ্টাযুক্ত; গবেষণাসম্বন্ধীয়। অনুসন্ধান আত্মা (স্বভাব বা ধর্ম্ম) যাহার, বহুব্রী+ক-সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

অনুসন্ধানী (-য়িন্)—অনুসন্ধানযুক্ত; অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত; যে উত্তমরূপ অনুসন্ধান করিতে পারে এরূপ, অনুসন্ধানপটু, অন্বেষণদক্ষ। অনুসন্ধান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —নিনী।

অনুসন্ধায়ী (-য়িন্)—অনুসন্ধানকারী, অন্বেষক। অনু—সম্—ধা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। স্ত্রী, —য়িনী।

অনুসন্ধিত—যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে এমন ('মধুপ অনুসন্ধিত'—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অনুসন্ধিৎসা—অনুসন্ধানেচ্ছা; খোঁজ করিবার ইচ্ছা। অনু—সম্—ধা+সন্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুসন্ধিৎসু—অনুসন্ধানেচ্ছু, খোঁজ করিতে ব্যগ্র। অনু—সম্—ধা+সন্+উ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অনুসন্ধেয়—অনুসন্ধানের যোগ্য, অন্বেষণীয়, যাহার খোঁজ করিতে হইবে এরূপ। অনু—সম্—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অনুসরণ—অনুবর্ত্তন, অনুগমন, পশ্চাদ্গমন; কোন আদর্শ বা প্রণালী ধরিয়া চলা; সদৃশ কার্য্যকরণ; আচার। অনু—সৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—সৃত।

অনুসরণীয়—অনুসর্ত্তব্য, অনুসরণযোগ্য; অনুগন্তব্য; প্রতিপালনীয়, যাহা প্রতিপালন করা উচিত এমন। অনু—সৃ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অনুসর্গ—(ব্যাকরণ) বিশেষার্থ-প্রকাশের নিমিত্ত শব্দ বা ধাতুর শেষে যোজ্য শব্দ (suffix). অনু—সৃজ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

অনুসরা—অনুসরণ করা, পিছন পিছন যাওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অনুসার—অনুসরণ, পশ্চাদ্গমন, অনুবর্ত্তন; সদৃশীকরণ; আচার। অনু—সৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অনুসারই, -সরই—অনুসরণ করে।

অনুসারি, -সরি—অনুসরণ করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

অনুসারী (-রিন্)—অনুসরণকারী, অনুগামী; অনুরূপ। অনু—সৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —সারিণী।

অনুসারে—১। অবলম্বন করিয়া, ধরিয়া, আশ্রয় করিয়া; অনুকরণে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী। ২। বিস্তার করে, বাড়ায় ("জল দেহ বলি মুনি হস্ত অনুসারে।"—কৃত্তিবাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অনুসিদ্ধান্ত—(জ্যামিতি) উপপাদ্য হইতে অতি সহজে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় (corollary) অনুযাত সিদ্ধান্তকে, প্রাদি। বি; পুং।

অনুসূচন—নির্দ্দেশন; নিদর্শন। অনু—সূচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—সূচিত, —সূচক।

অনুসূচনা—অনুষ্ঠান; আলোচনা। অনু—সূচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুসূচী—তালিকা, ফর্দ্দ; তপশীল (schedule). প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অনুসূয়া—অত্রি মুনির পত্নী; শকুন্তলার সখী ['অনসূয়া' দ্রঃ]। অনু—সূ+ক্যপ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুসূর—(জ্যোতিষ) গ্রহের ভ্রমণ-কক্ষের যে বিন্দুটি সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তাহা (perihelion). বি; পুং।

অনুসৃত—যাহার অনুসরণ করা হইয়াছে; পশ্চাদ্গত; প্রতিপালিত। অনু—সৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুসৃতি—অনুসরণ; পিছনে যাওয়া। অনু—সৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অনুস্বর, -স্বার—একবিন্দুমাত্রবর্ণ, 'ং'। অনু—স্ব + অপ্, ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অনুস্মরণ, -স্মৃতি—অনুচিন্তন, অনুধ্যান, কোন বিষয় পরে মনে করা; সর্ব্বদা চিন্তন। অনু—স্মৃ + অনট্, ক্তি ভাববা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অনুস্মারক—স্মরণলিপি; যাহা মনে করাইয়া দেয় (reminder). অনু—স্মৃ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

অনুস্যূত—গ্রথিত; ভালভাবে সেলাই করা; সুসংলগ্ন; নিয়তসম্বদ্ধ। অনু—সিব্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অনুস্রবণ—ছাঁকা; গলন; চুয়াইয়া তরল পদার্থের নিঃসরণ (percolation). অনু—স্রু + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, -স্রুত।

অনুহরণ, -হার—অনুকরণ, সদৃশীকরণ; তুলনা; অনুগমন। অনু—হৃ + অনট্, ঘঞ্ ভাববা। বি; ক্লীব, পুং।

অনুহিত—অহিত, অনুচিত। বাং প্র। বিণ।

অনূক—১। বংশ; স্বভাব। বি; ক্লীব। ২। পূর্ব্ব জন্ম। অনু—উচ্ + ক কর্তৃবা। ৩। (শারীর-বিদ্যা) মূত্রাশয়, মূত্রবস্তি (urinal bladder). বি; পুং।

অনূচান—১। শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদাঙ্গসহিত বেদাধ্যায়ী। বি; পুং। ২। বিচক্ষণ পণ্ডিত; নম্র। অনু—বচ্ + কানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

অনূঢ়—অবিবাহিত। ন উঢ়, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনূঢ়া—কুমারী, অপরিণীতা। ন উঢ়া, নঞ্-তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অনূঢ়ান্ন—আইবুড়ো-ভাত, বিবাহের পূর্ব্বে শুভকামনায় গাত্রহরিদ্রাক্রিয়ার শেষে কন্যাকে দেয় অন্ন। অনূঢ়ার্থক অন্ন, মধ্যপ-কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অনূদিত—১। ভাষান্তরিত; পশ্চাৎ উক্ত। অনু—বদ্ + ক্ত কর্ম্মবা। ২। পরে উদিত, পশ্চাৎ প্রকাশিত। অনু—উৎ—ই + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। [+ ক্যপ্ কর্ম্মবা। বিণ।

অনূদ্য—পশ্চাৎ কথনীয়। অনু—বদ্

অনূন, অনূনক—সমগ্র, অখণ্ড; অনল্প। ন ঊন, নঞ্ তৎ; অনূন্ + কন্ স্বার্থে। বিণ।

অনূপ—১। জলময় ('—দেশাদি'), জলসমীপস্থ ('—স্থানাদি'), জলা ('—জায়গা')। বিণ। ২। মহিষ; জলা জায়গা। অনুগত অপ্ যথায়, বহুব্রী; অনুগত অপ্‌কে, প্রাদি + অচ্ (সমাসান্ত)। বি; পুং। ৩। তুলনাবিহীন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অনূপজ—আর্দ্রক, আদা। উপতৎ; অনূপ—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অনূরু—১। অরুণ, সূর্য্যের সারথি। বি; পুং। ২। উরুহীন। ন (নাই) উরু যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

অনূরুসারথি—রবি, সূর্য্য। অনূরু সারথি যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অনৃচ—যে বালকের উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই। ন (নাই) ঋক্ (ঋচ্) যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত অ)। বি; পুং। [বিণ।

অনৃজু—কুটিল; ধূর্ত্ত; বক্র। ন ঋজু, নঞ্ তৎ।

অনৃণ—১। ঋণশূন্য, যাহার দেনা নাই এমন। ন (নাই) ঋণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দেনা না-থাকা। ন ঋণ, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অনৃণী (-ণিন্)—ঋণশূন্য, যাহার দেনা নাই এমন। ন ঋণী, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, —নৃণিনী।

অনৃত—১। অসত্য, মিথ্যা। ন ঋত (সত্য), নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব, বিণ। ২। অধর্ম্মের ঔরসে হিংসার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র। বি; পুং। ৩। কৃষিকর্ম্ম। ন (নাই) ঋত (হিংসা) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অনৃতবাদী (-বাদিন্), **-ভাষী** (-ভাষিন্)—মিথ্যাবাদী। অনৃত—বদ্, ভাষ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী, —ভাষিণী।

অনেক—একভিন্ন; বহু, একাধিক, বহুল; নানা; প্রচুর, প্রভূত, ভূরি, যথেষ্ট। ন এক, নঞ্ তৎ। সর্ব্ব, বিণ। ['অনেক' পদটী মতান্তরে সর্ব্বনাম হয় না; তখন ইহা বিশেষণপদ, এবং ন (নাই) এক (একত্ব) যাহাতে, এই বাক্যে বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন হইবে।] **অনেকানেক**—ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা অনেক জিনিস; অত্যন্ত বেশী।

অনেকগ্রথিতপত্র—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) এক বোঁটায় বহুফলকযুক্ত পত্র, যৌগিক পত্র (compound leaf). বি; ক্লীব।

অনেকজ—বিহঙ্গ, পক্ষী। উপতৎ; অনেক—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃবা। বি; পুং।

অনেকধা—বহুধা, নানাপ্রকার, বহুবিধ, অনেকরকম। অনেক + ধাচ্ প্রকারার্থে। অব্য।

অনেকপ—করী, হস্তী, দ্বিপ। উপতৎ; অনেক—পা (পান করা) + ক কর্তৃবা। বি; পুং।

অনেকপ্রকার—নানারকম, বহুবিধ। অনেক প্রকার যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

অনেকবিধ—বহুবিধ, নানাপ্রকার, অনেক-রকম। অনেক বিধা (প্রকার) যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

অনেকাংশ—যথেষ্ট পরিমাণ, বহু সংখ্যা; অনেক বিষয় ('অনেকাংশে' নিকৃষ্ট)। অনেক অংশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অনেড়মূক—বধির ও বাক্‌শক্তিবর্জ্জিত, কালা ও বোবা; প্রবঞ্চক, শঠ। ন (নাই) এড়মূক যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

অনৈকান্তিক—চঞ্চল, অস্থির; ব্যভিচারী, দুষ্ট। ন ঐকান্তিক, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, —কান্তিকী।

অনৈক্য—একতার অভাব, সামঞ্জস্য না থাকা, মতবিরোধিতা, পরস্পর অসম্মিলন, বিরোধ; বহুত্ব, অনেকত্ব। ন ঐক্য, নঞ্-তৎ। বি; ক্লীব।

অনৈচ্ছিক—(শারীর-বিদ্যা) যাহা মনের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে চালিত হয় না এমন (involuntary). ন ঐচ্ছিক, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনৈতিক—নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ; নীতি-বিগর্হিত; নীতিজ্ঞানশূন্য। ন নৈতিক, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, —তিকী।

অনৈতিহাসিক—যাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নহে এরূপ; ইতিহাসবিরুদ্ধ; ঐতিহাসিক-জ্ঞানশূন্য। ন ঐতিহাসিক, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, —হাসিকী।

অনৈপুণ্য—অনিপুণতা, অকুশলতা। ন নৈপুণ্য, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অনৈসর্গিক—অপ্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক; কৃত্রিম; অসাধারণ; অলৌকিক। ন নৈসর্গিক, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, —র্গিকী।

অনৈস্লামিক—ইস্লাম-বিরোধী। ন ঐস্লামিক, নঞ্ তৎ। বিণ।

অনোঅন—পরস্পর। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

অনৌচিত্য—অকর্ত্তব্যতা; অযৌক্তিকতা, ন্যায়বিরুদ্ধতা; অলঙ্কারদোষবিশেষ, যাহাকে যে বিশেষণ প্রয়োগ করা উচিত তাহা না করিয়া বিপরীত বা অযথা বর্ণনা করা। ন ঔচিত্য, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অনৌদ্ধত্য—বিনয়, নম্রতা; শান্তভাব; ঔদ্ধত্যহীনতা। ন ঔদ্ধত্য, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অন্ত—১। ধ্বংস, নাশ; কার্য্যশেষ; নিশ্চয়, অবধারণ; শেষাবয়ব; সীমা, প্রান্ত, অবধি। অম্ + তন্ ভাববা। বি; পুং। ২। স্বরূপ; প্রকৃতি, স্বভাব। বি; ক্লীব। ৩। পর্য্যবসান, শেষ। বি; পুং বা ক্লীব। ৪। সমীপস্থ, নিকটস্থ; সুন্দর। অম্ + তন্ কর্তৃবা। বিণ। ৫। (ব্যাকরণ) বাঙ্গালায় শতৃ-শানচের অর্থযুক্তপ্রত্যয় ('ফুটন্ত', 'জ্বলন্ত' ইত্যাদি)। ৬। ভিতরের কথা; মনের কথা বা ভাব; (দর্শনশাস্ত্র) তত্ত্ব। ৭। প্রদেশ; পরাকাষ্ঠা; প্রান্তে, ধারে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অন্তঃ (অন্তর্), **অন্ত**—চিত্ত, মন; মধ্য; স্বীকার। অন্ত—রা—ক্বিপ্ কর্তৃবা। অব্য।

অন্তঃকঙ্কা(ংকা)ল—(জীববিদ্যা) মেরুদণ্ডী জীবের দেহের ভিতরের কাঠাম (endoskeleton). অন্তঃস্থিত কঙ্কাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্তঃকরণ—চিত্ত, অন্তরিন্দ্রিয়। [সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ—এই চারি কার্য্যভেদে অন্তঃকরণ চারিটি নাম প্রাপ্ত হয়; যথা,—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত।] অন্তঃস্থিত করণ (ইন্দ্রিয়), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্তঃকুটিল—১। ক্রূরমনা, কুটিলান্তঃকরণ। বিণ। ২। (মধ্যদেশ কুটিল বলিয়া) শঙ্খ, শাঁখ। অন্তঃ (অন্তঃকরণ) কুটিল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অন্তঃকেন্দ্র—(জ্যামিতি) ত্রিভুজের বাহু তিনটিকে স্পর্শ করিয়া গঠিত বৃত্তের কেন্দ্র (in-centre). অন্তঃস্থিত কেন্দ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্তঃকোণ—(জ্যামিতি) কোন সরলরৈখিক ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী কোণ; দুইটি সমান্তর সরলরেখা কোন সরলরেখা দ্বারা ছিন্ন হইলে সমান্তর সরলরেখা দুইটির মধ্যবর্ত্তী কোণ (interior angle). অন্তঃস্থিত কোণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অন্তঃক্রুদ্ধ—মনে মনে অসন্তুষ্ট, ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ। অন্তঃ ক্রুদ্ধ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অন্তঃক্ষেপ—সূচীবৎ সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে দেহমধ্যে ঔষধাদি প্রবিষ্ট করান (injection). সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

অন্তঃপট—১। অন্তর্ব্বাস, অভ্যন্তরে পরিধেয় বস্ত্র; কৌপীন। অন্তঃস্থিত পট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। পর্দ্দা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অন্তঃপাতিত—যাহা ভিতরে প্রবিষ্ট করান হইয়াছে এমন (inserted). অন্তঃ পাতিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অন্তঃপাতী (-পাতিন্)—অন্তর্ব্বর্ত্তী, অন্তর্গত, মধ্যস্থিত। অন্তর্—পত্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —পাতিনী।

অন্তঃপুর—বাটীর যে অংশে স্ত্রীলোকেরা বাস করে সেই অংশ, স্ত্রীমহল, অন্দরমহল। অন্তঃস্থিত পুর, মধ্যপ কর্ম্মধা; বা, অন্তঃ পুরের, একদেশী। বি; ক্লীব।

অন্তঃপুরচর—১। অন্তঃপুরবিহারী; অন্তঃপুররক্ষক। বিণ। স্ত্রী, —চরী। ২। অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কঞ্চুকী। অন্তঃপুরে চরে যে, উপতৎ; অন্তঃপুর—চর্‌+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অন্তঃপুরচারী (-চারিন্)—অন্দরমহলে থাকিবার অধিকারপ্রাপ্ত, অন্তঃপুররক্ষী। অন্তঃপুরে চরে যে, উপতৎ; অন্তঃপুর—চর্ +ণিন কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —চারিণী।

অন্তঃপুরিকা—অন্তঃপুরচারিণী রমণী; প্রতিহারিণী। অন্তঃপুর+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অ ন্তঃ প্র কো ষ্ঠা স্থি—(শারীর-বিদ্যা) কনুইয়ের নিম্নে কব্জি পর্য্যন্ত প্রসারিত অস্থিদ্বয়ের অন্যতম (ulna). অন্তঃ প্রকোষ্ঠের, একদেশী=অন্তঃপ্রকোষ্ঠ; অন্তঃপ্রকোষ্ঠস্থিত অস্থি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্তঃপ্রবেশন—ভিতরে প্রবেশ করান; কোন রচনার মধ্যে অন্য রচনা সংযোজন (interpolation). অন্তঃ প্রবেশন, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

অন্তঃশত্রু—দেশমধ্যস্থিত অরি; অন্তরস্থ শত্রু —কাম প্রভৃতি রিপু সকল; ঘরের শত্রু। অন্তঃস্থিত শত্রু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অন্তঃশীলা—অন্তঃসলিলা (তাহা দ্রঃ)। বাং প্র। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃশুল্ক—মাদকদ্রব্য ইত্যাদির উপর ধার্য্য কর (excise). সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

অন্তঃশুল্কসমাহর্ত্তা (-হর্ত্তৃ), **-হর্ত্রী**—মাদকদ্রব্য ইত্যাদির কর যে আহরণ করে (Collector of Excise). অন্তঃশুল্কের সমাহর্ত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অন্তঃশূন্য—রিক্ত, ফাঁকা, খালি, যাহার ভিতরে কিছু নাই এমন। অন্তঃ (ভিতরে) শূন্য, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অন্তঃশ্বসন, -শ্বাস—যে বায়ু শ্বাসরূপে গ্রহণ করা হয় (inspiration). অন্তঃ শ্বসন, শ্বাস, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব, পুং।

অন্তঃসংজ্ঞ—যাহার ভিতরে জ্ঞান আছে এরূপ। অন্তঃ সংজ্ঞা আছে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অন্তঃসংজ্ঞা—১। চৈতন্য, জ্ঞান। অন্তঃস্থিতা সংজ্ঞা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। অন্তঃসংজ্ঞাসম্পন্না। অন্তঃসংজ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃসত্তা—ভিতরে কোন বস্তুর বিদ্যমানতা; আত্মা; আমি। অন্তর্—সৎ (বিদ্যমান)+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অন্তঃসত্ত্বা—গর্ভিণী, গর্ভবতী। অন্তঃ (মধ্যে) সত্ত্ব (প্রাণী) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃসলিল—১। ভূমধ্যস্থ বারি, মৃত্তিকার নিম্নস্থিত জল। অন্তঃস্থিত সলিল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। নিম্নে জলবিশিষ্ট, যাহার নীচে জল আছে এরূপ। অন্তঃ সলিল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অন্তঃসলিলবাহিনী—যে আপনার মধ্য দিয়া অদৃশ্যভাবে জল প্রবাহিত করে এরূপ, (যে নদী) বালুকাস্তরাদির মধ্য দিয়া অদৃশ্যভাবে বহিয়া যায় এরূপ (গয়ার ফল্গু নদী এইরূপ)। অন্তঃসলিল(১)—বহ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃসলিলা—মধ্যে জলসম্পন্না, যাহার উপরিভাগে জলের চিহ্ন নাই কিন্তু সামান্য পরিমাণে বালুকাদি অপসৃত করিলেই জল পাওয়া যায় এরূপ। অন্তঃ সলিল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃসাগরীয়—সমুদ্রজলের নীচে কার (submarine). অন্তঃসাগর+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অন্তঃসার—১। মধ্যস্থিত সারাংশ, অভ্যন্তরের দৃঢ়তা; অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য। অন্তঃস্থিত সার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। মধ্যে সারবিশিষ্ট; অন্তরে তেজঃসম্পন্ন। অন্তঃ (মধ্যে) সার যাহার, বহুব্রী। বিণ। **অন্তঃসার বীজ**—যে বীজের ভিতরে চারার খাদ্য থাকে তাহা—যেমন,—তেঁতুলবীজ, কলাই ইত্যাদি (nonendospermic seed).

অন্তসারশূন্য, -হীন—যাহার ভিতরে সার নাই এরূপ; যাহার মনের স্থিরতা বা তেজ নাই এরূপ; অপদার্থ; অকর্ম্মণ্য, অকেজো। অন্তঃসার দ্বারা শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, —শূন্যা, —হীনা।

অন্তঃস্থ, অন্তস্থ—১। অন্তর্ব্বর্ত্তী, মধ্যস্থিত। বিণ। ২। (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ অথবা স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণ এই উভয়ের মধ্যস্থিত বলিয়া) য র ল ব এই চারিটি বর্ণ [সংস্কৃত ব্যাকরণে অন্তঃস্থা, অন্তস্থা (অন্তর্—স্থা+কিপ্)]। অন্তর্—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অন্তঃস্থিত, অন্তস্থিত—মধ্যবর্ত্তী, মধ্যস্থ, অভ্যন্তরস্থ। অন্তঃ স্থিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অন্তঃস্পর্শ—(জ্যামিতি) একটি বৃত্ত বা ত্রিভুজের মধ্যে অপর একটি বৃত্ত বা ত্রিভুজ অঙ্কিত হইলে যদি প্রথমটীর পরিধিকে দ্বিতীয়টীর পরিধি স্পর্শ করে তবে সেই স্পর্শকার্য্য (internal contact). বি; পুং।

অন্তঃস্বেদ—মদস্রাবী হস্তী। অন্তঃ স্বেদ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অন্তঃস্রাবী (-বিন্)—যাহা দেহাভ্যন্তরে রসক্ষরণ করে এমন। অন্তঃস্রাব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —স্রাবিণী।

অন্তক—১। কাল, যম। বি; পুং। ২। নিহন্তা, নাশকারী, ধ্বংসকারী, নাশক। অন্ত+ণিচ্ (=অন্তি নামধাতু)+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—অন্তিকা, অন্তকা।

অন্তকর—বিনাশক, ধ্বংসকর, নাশকারী। উপতৎ; অন্ত—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —করী।

অন্তকাল—চরমসময়, নিধনসময়, মৃত্যুকাল। অন্তের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, —কালীন।

অন্তগ—পারগ, পারগামী; প্রান্তস্থিত; নিধনপ্রাপ্ত, মৃত। উপতৎ; অন্ত—গম্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অন্ততঃ (-তস্), **অন্তত**—ন্যূনকল্পে, কমপক্ষে, পরে, শেষে। অন্ত+তস্ ৭মীস্থানে। অব্য।

অন্তদন্তহীন—যৌবনহীন; সৌন্দর্য্যহীন; অতিবৃদ্ধ। অন্ত (যৌবনোচিত সৌন্দর্য্যস্বরূপ) যে দন্ত, কর্ম্মধা=অন্তদন্ত; তদ্দারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্তপাল—রাজ্যরক্ষক। বাং প্র। বি।

অন্তবান্ (-বৎ)—শেষবিশিষ্ট, সান্ত; সীমাবিশিষ্ট, সসীম। অন্ত+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

অন্তবাসী (-বাসিন্)—১। ছাত্র, শিষ্য;

চণ্ডাল। বি; পুং। ২। সমীপে বাসকারী, নিকটাবস্থিত; প্রান্তবর্তী, শেষস্থিত। উপতৎ; অন্ত—বস্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাসিনী।

অন্তর্—'অন্তঃ' দ্রঃ।

অন্তর—১। মন। 'অন্তর্'-শব্দজ। বি। ২। অবকাশ, মধ্যভাগ; আড়াল; ফাঁক; অভ্যন্তর, মধ্য, ব্যবহিত স্থান; ছিদ্র; মধ্যবর্তী কাল, অবসর; সমাবেশস্থান; অবধি; বহির্দেশ, বাহিরের জায়গা। অন্ত—রা+ক অধিবা। ৩। আচ্ছাদন, পরিধেয়, পরিধানবস্ত্র, পরিবার কাপড়। অন্ত—রা+ক করণবা। ৪। অদৃশ্য হওন, তিরোধান, অন্তর্দ্ধান; ভিন্নতা, প্রভেদ; বিনা, ব্যতিরেক; তাদর্থ্য; আধিক্য; তারতম্য; ব্যবধান। অন্ত—রা+ক ভাববা। ৫। তুল্য, সদৃশ; আত্মা; আত্মীয়; (অন্য শব্দসহযোগে) ভিন্ন, অন্য, অপর (যেমন,—লোকান্তর, দেশান্তর ইত্যাদি)। অন্ত—রা+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অন্তরক—(পদার্থ-বিদ্যা) বিদ্যুতাদির পরিচালক লৌহ তাম্র ইত্যাদির উপর যে অপরিচালক পদার্থের আস্তরণ দেওয়া হয় তাহা, বৈদ্যুতিক তারের উপর যে রবার বা রেশমের বেষ্টনী থাকে তাহা (insulator). বাং প্র। বি।

অন্তরকলন—(গণিত) নিয়ত পরিবর্তনশীল সংখ্যার পার্থক্য বা বৃদ্ধির অনুপাত নির্ণায়ক গণনাপ্রণালী বিশেষ (differential calculus). বি; ক্লীব।

অন্তরঙ্গ(ংগ)—১। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু; গুপ্তমন্ত্রণাকারী। বি; পুং। ২। (ব্যাকরণ) প্রকৃত্যাশ্রিত কার্য। অন্তঃ (মধ্যে) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ৩। অন্তর্বর্তী, মধ্যস্থিত; ঘনিষ্ঠ। অন্তরে (মধ্যে) গমন করে যে, উপতৎ; অন্তর—গম্+(ড্) খচ্ কর্তৃবা। বিণ।

অন্তরঙ্গ(ংগ)তা—আত্মীয়তা; মাখামাখি। অন্তরঙ্গ (১)+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অন্তরজ্ঞ—অন্তর্যামী, যিনি ভিতরের কথা জানেন এরূপ; বিশেষজ্ঞ। উপতৎ; অন্তর—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —জ্ঞা।

অন্তরটিপনি, -টিপুনি, -টিপ্পনি—ভিতরে ভিতরে চিমটী কাটা; অলক্ষিতভাবে পীড়াপ্রদান; গূঢ়শ্লেষবাক্য। বাং প্র। বি।

অন্তরণ—(পদার্থ-বিদ্যা) বিদ্যুৎ তাপ ইত্যাদির অপরিচালক পদার্থদ্বারা পৃথক্ করণ, বিদ্যুৎবাহী তারের উপর রবার বা রেশমের আস্তরণ দেওয়া (insulation); রাজাদেশে অপসারণ। বাং প্র। বি।

অন্তরতম—ঘনিষ্ঠতম; প্রিয়তম ("ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম"—রবীন্দ্রনাথ)। কবিপ্র। বি; পুং বা বিণ।

অন্তরতর—ঘনিষ্ঠতর; প্রিয়তর ("অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে!"—রবীন্দ্রনাথ)। কবিপ্র। বি; পুং বা বিণ।

অন্তরধাম—অন্তর্যামী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অন্তরবাস—ছোট কাপড়, লুঙ্গি। 'অন্তর্বাসস্'-শব্দজ। বি।

অন্তরযামী (-যামিন্)—অন্তর্যামী, যিনি মনের কথা বুঝিতে পারেন এরূপ। কবিপ্র। বিণ। স্ত্রী, —যামিনী।

অন্তররহস্য—গূঢ় রহস্য, গুপ্ত রহস্য, ভিতরের কথা। অন্তরের রহস্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অন্তরস্থ—মনোমধ্যস্থ, আন্তরিক, মনোগত, যাহা ভিতরে থাকে বাহিরে প্রকাশ পায় না এরূপ। উপতৎ; অন্তর—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

অন্তরা—গানের মধ্যপদ। বাং প্র। বি।

অন্তরাত্মা (-ত্মন্)—দেহমধ্যস্থিত জীবচৈতন্য, জীবাত্মা; সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর; চিত্ত, অন্তঃকরণ। অন্তর্গত আত্মা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অন্তরাপত্যা—গর্ভবতী। অন্তঃ অপত্য যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্তরাবরণ—(উদ্ভিদ্-বিদ্যা) পুষ্পমধ্যস্থ জননাঙ্গের আচ্ছাদন পাপড়ী ইত্যাদি (corolla). অন্তঃস্থিত আবরণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্তরাবর্ত্ত(র্ত)ন—বিপর্যয়, বৈপরীত্য; তর্কবিজ্ঞানের একপ্রকার নিরপেক্ষ অনুমান। অন্তঃ আবর্তন, সুপ্সুপা। বি; ক্লীব।

অন্তরায়—১। বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক। বি; পুং। ২। ব্যবধানকারক। অন্তর্—ই বা অয়্+অচ্ কর্তৃবা। ৩। বিদূরিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অন্তরায়ণ—রাজাদেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবরোধ (internment). বাং প্র। বি।

অন্তরায়িত—রাজাদেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবরুদ্ধ (interned). বাং প্র। বিণ।

অন্তরাল—আড়াল, ব্যবধান; মধ্য, অভ্যন্তর, অবকাশ, মধ্যবর্তী স্থান। অন্তরা—লা+ক কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

অন্তরালবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—মধ্যস্থিত; আড়ালে স্থিত। উপতৎ; অন্তরাল—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বর্ত্তিনী।

অন্তরালস্থিত—মধ্যস্থিত; আড়ালস্থিত। অন্তরালে স্থিত, ৭মীতৎ। বিণ।

অন্তরি—মধ্যবর্তী। বাং প্র। বিণ।

অন্তরিক্ষ—আকাশ। অন্তর্ (মধ্যে) ঋক্ষ (নক্ষত্র) আছে যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অন্তরিত—ব্যবহিত; অন্তর্গত; গর্ভদেশে আবদ্ধ, অন্তর্নিহিত; আবৃত; মৃত; পৃথগ্ভূত; অন্তর্হিত; অপবারিত; বিদ্যুতাদির অপরিচালক পদার্থদ্বারা পৃথক্কৃত (insulated); দূরগত; লুক্কায়িত; অপসারিত; অবশিষ্ট, বাকী; তিরস্কৃত; রাজাদেশে আটক, অন্তরায়িত। অন্তর—ই+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

অন্তরিন্দ্রিয়—অন্তঃকরণ, মন। অন্তর্গত ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্তরীক্ষ—আকাশ, গগন। অন্তর্—ঈক্ষ্+অচ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অন্তরীক্ষচর—১। আকাশচারী, গগনবিহারী, যে শূন্যে ভ্রমণ করে এমন। বিণ। স্ত্রী, —চরী। ২। গ্রহনক্ষত্র; পক্ষী, খেচর। উপতৎ; অন্তরীক্ষ—চর্+ট কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অন্তরীক্ষজল—আকাশবারি, বৃষ্টি, দিব্যোদক; শিশির। অন্তরীক্ষপতিত জল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্তরীক্ষবাসী (-বাসিন্)—শূন্যবিহারী, আকাশস্থ। উপতৎ; অন্তরীক্ষ—বস্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাসিনী।

অন্তরীক্ষবিদ্যা—আকাশতত্ত্ব, আকাশসম্বন্ধীয় বিবিধ রহস্য (meteorology). অন্তরীক্ষবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্তরীক্ষমণ্ডল—নভোমণ্ডল, আকাশমণ্ডল, খলোক; বায়ুমণ্ডল (atmosphere). অন্তরীক্ষ মণ্ডলপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্তরীণ—রাজাদেশে স্থানবিশেষে অবরুদ্ধ বন্দী। ইং 'interned'-শব্দজ। বি বা বিণ।

অন্তরীপ—তিনদিকে জলবেষ্টিত ভূভাগ, যে ভূভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহার সেই জলপ্রবিষ্ট অগ্রভাগ (cape). অন্তর্গত অপ্ যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত অ-প্রত্যয়, অপ্-স্থানে ঈপ্)। বি; পুং।

অন্তরীয়, -রীয়ক—পরিধানবস্ত্র, অধোবস্ত্র, ধুতি ইজের ইত্যাদি পরিধেয় বসন। অন্তর্+ঈয়, পক্ষে ক স্বার্থে। বি; ক্লীব।

অন্তরু—আবৃত করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অন্তরূপ্য—সীসা, সীসক। অন্তকারক রূপ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা (বিষাক্ত বলিয়া)। বি; ক্লীব।

অন্তরে অন্তরু—মধ্যে মধ্যে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অন্তর্গতি—অদৃশ্য হওন। অন্তর্—গম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অন্তর্গত—অন্তর্বর্তী, মধ্যবর্তী, অন্তর্ভূত; মনোগত; বিস্মৃত। অন্তঃ গত, সুপ্সুপা। বিণ।

অন্তর্গূঢ়—মধ্যে লুক্কায়িত, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত। অন্তঃ গূঢ়, সুপ্সুপা। বিণ।

অন্তর্গৃহ, -গেহ—গৃহের অভ্যন্তর, অন্তঃপুর; চোরা-কুঠরী। অন্তঃ গৃহের, গেহের, অব্যয়ী; অথবা, অন্তর্বর্তী গৃহ, গেহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্তর্গে´হ-ক্রীড়া—ঘরে বসিয়া যে খেলা করা হয় (indoor game). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্গ্র´হ—ক্ষুদ্রতর গ্রহ। অন্তঃ গ্রহ, সুপ্‌-সুপা। বি পুং।

অন্তর্ঘাত—ভিতরে থাকিয়া কার্য্যনাশের চেষ্টা, নাশকতামূলক কার্য্য (sabotage). অন্তর্—হন্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং; বিণ, অন্তর্ঘাতক (saboteur), অন্তর্ঘাতী (-তিন্‌)।

অন্তর্জ´গৎ—ভিতরের বিশ্ব, মধ্যস্থিত জগৎ; মনোজগৎ, ভাবলোক। অন্তর্গত জগৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্জ´ঠর—কুক্ষিমধ্য, উদরাভ্যন্তর; পাকাশয়। অন্তঃ জঠরের, অব্যয়ী। বি ; ক্লীব।

অন্তর্জ´নিষ্ণু—(উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা) যাহা ভিতর হইতে জন্মে এমন (endogenous). অন্তর্—জন্‌+ইষ্ণু কর্ত্তৃবা। বিণ।

অন্তর্জ´ল—১। জলাভ্যন্তর। অন্তঃ জলের, অব্যয়ী। বি ; ক্লীব। **অন্তর্জ´ল জাহাজ**—ডুবো জাহাজ (submarine). ২। স্নানকালে করণীয় অঘমর্ষণজপ। অন্তর্জল+অচ্‌। বি ; ক্লীব।

অন্তর্জ´লি(লী)—১। মৃত্যুকালে মরণোন্মুখ ব্যক্তির নিম্নাঙ্গ গঙ্গাদিতে জলমগ্ন করা। বি। ২। মৃত্যুকালে যাহার অধোঙ্গ অন্তর্জলি করা হইয়াছে এরূপ। বাং প্র। বিণ।

অন্তর্জ´লোৎস—(ভূ-বিদ্যা) ভূগর্ভস্থিত উৎস (artesian fountain). জলের উৎস, ৬ষ্ঠীতৎ =জলোৎস ; অন্তঃস্থ জলোৎস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্তর্জা´ত—অভ্যন্তরোৎপন্ন ; আন্তরিক ; সহজ, স্বাভাবিক ; জন্মগত (inborn). অন্তঃ জাত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অন্তর্জ্জা(র্জা´)তীয়—সার্ব্বজাতিক, সমস্ত জাতির মধ্যে পারস্পরিক ভাবে প্রচলিত, আন্তর্জ্জাতিক (international). অন্তর্জ্জাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অন্তর্জ্ঞা´নীয়—যাহা মনে অবস্থান করিয়াও অজ্ঞাত এমন (subconscious). অন্তর্জ্ঞা´ন +ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অন্তর্জ্যো´তিঃ (-জ্যোতিস্‌), **-জ্যোতি**—অন্তরাত্মা। অন্তঃস্থিত জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ আত্মা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্দ্দ(র্দ)র্শন—মনোগত ভাবসমূহের অবধারণ, আত্মপরীক্ষা (introspection). অন্তঃ দর্শন, সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্দ্দ(র্দ)শা—(জ্যোতিষ) কোন গ্রহের প্রধানভাবে ভোগকালের মধ্যে অন্য গ্রহের ভোগকাল বা আধিপত্য করিবার সময়। অন্তর্গতা দশা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্দ্দা(র্দা´)হ—ভিতরে পুড়িয়া যাওয়া, ভিতরে জ্বালা করা, আভ্যন্তরিক তাপ; মনে মনে খুব কষ্ট পাওয়া। অন্তঃ দাহ, সুপ্‌সুপা। বি ; পুং।

অন্তর্দ্দা(র্দা´)হন—মধ্যে ভস্মীকরণ; অত্যধিক মানসিক সন্তাপপ্রদান। অন্তর্—দহ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্দ্দু(র্দু´)ষ্ট—ভিতরে মন্দ, ভিতরে দোষযুক্ত ; স্বভাবতঃ মন্দ। অন্তঃ দুষ্ট, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অন্তর্দ্দৃ(র্দৃ´)ষ্টি—সম্যক্‌ দর্শন, আত্মদর্শন ; নিজেকে বুঝিবার ক্ষমতা। অন্তর্—দৃশ্‌+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্দ্দে(র্দে´)শ—দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান (valley) ; মধ্যস্থান, অভ্যন্তরপ্রদেশ। অন্তঃস্থিত দেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্তর্দ্দে(র্দে´)শীয়—দেশের ভিতরে যাহা হয় (inland). অন্তঃ দেশের, একদেশী ; অন্তর্দ্দেশ+ঈয়। বিণ।

অন্তর্দ্দে(র্দে´)হ—শরীরের ভিতর। অন্তঃস্থিত দেহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অন্তর্দ্ধা(র্ধা´)—তিরোধান, দৃষ্টির বাহিরে গমন ; অন্তরাল। অন্তর—ধা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্দ্ধা(র্ধা´)ন—১। তিরোধান, দর্শনাতীত স্থানে গমন, দৃষ্টির অগোচর হওন ; ব্যবধান ; মুনি প্রভৃতির মৃত্যু। অন্তর্—ধা+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। রাজা পৃথুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ; ব্রহ্মার আকারবিশেষ। অন্তর্—ধা+অন কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অন্তর্দ্ধি(র্ধি)—১। অদৃশ্য হওন, তিরোধান ; অন্তরাল। অন্তর্—ধা+কি ভাববা। ২। পৃথু রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অন্তর্—ধা+কি কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অন্তর্দ্বা´র—গৃহের মধ্যস্থিত গুপ্ত দ্বার, খিড়কীর দরজা। অন্তঃস্থিত দ্বার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্দ্বিখণ্ডক—(জ্যামিতি) যে সরল রেখা কোন কোণকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে তাহা (internal bisector). অন্তঃ দ্বিখণ্ডক, সুপ্‌সুপা। বি।

অন্তর্ধূ´পাতন—(রসায়ন) আবদ্ধ পাত্রে কোন পদার্থকে উত্তাপে দগ্ধ করিলে তাহা হইতে পাত্রের গায়ে উদ্বায়ী পদার্থের সঞ্চয় (destructive distillation). ধূমের পাতন, ৬ষ্ঠীতৎ ; অন্তঃ ধূমপাতন, সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্ধ্যান—মনে মনে চিন্তন। অন্তর্—ধ্যৈ +অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্নিবিষ্ট—মধ্যস্থিত, মধ্যবর্ত্তী, অন্তর্গত। অন্তঃ নিবিষ্ট, সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী, –ষ্টা।

অন্তর্নিহিত—মধ্যে স্থাপিত, অন্তর্নিবিষ্ট ; মধ্যস্থিত ; মনোগত। অন্তঃ নিহিত, সুপ্‌-সুপা। বিণ।

অন্তর্ধৃ´তি—(রসায়ন) কোন ধাতু কর্ত্তৃক কোন বায়বীয় পদার্থকে শোষণ করিয়া রাখা (occlusion). সুপ্‌সুপা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ব্ব(র্ব)ংশিক—অন্তঃপুর অধিকার করিয়া অবস্থিত প্রহরী, অন্তঃপুররক্ষক ; অন্তঃপুরে অধিষ্ঠিত। অন্তর্ব্বংশ (অন্তঃপুর)+ইক। বি ; পুং বা বিণ।

অন্তর্ব্ব(র্ব)ত্নী—অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভবতী। অন্তর্‌ —মতুপ্‌+ঈপ্‌ নিপাতনে। বি ; স্ত্রী বা বিণ।

অন্তর্ব্ব(র্ব)মি—মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, অপাক। অন্তঃ (উদর-মধ্য হইতে) বমি হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি ; পুং।

অন্তর্ব্ব(র্ব)র্গ—বৃহৎ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর শ্রেণী। অন্তঃ বর্গ, সুপ্‌সুপা। বি ; পুং।

অন্তর্ব্ব(র্ব´)র্ত্তী (-বর্ত্তিন্‌), **-বর্ত্তী**—মধ্যস্থিত, মধ্যবর্ত্তী, অন্তর্গত। উপতৎ ; অন্তর্—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্ত্তিনী।

অন্তর্ব্বা(র্বা´)ণিজ্য—দেশমধ্যে ক্রয়বিক্রয়-ব্যাপার, কোন দেশের দ্রব্য সেই দেশের মধ্যেই কেনাবেচা করা। অন্তর্ব্বর্ত্তী বাণিজ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্ব্বা(র্বা)স (-বাসস্‌), **-র্বাসঃ**—কৌপীন, বৈষ্ণবদিগের উপরিস্থ আচ্ছাদনবস্ত্রের নিম্নের পরিধেয় ; অন্তঃপরিধেয় বস্ত্র, শেমিজ জাঙ্গিয়া প্রভৃতি। অন্তর্ধৃ´ত বাস, বাসঃ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্ব্বা(র্বা)হ—(পদার্থ-বিদ্যা) তরল পদার্থপূর্ণ পাত্রের অন্তর্দ্দেশে গমনশীল অপর তরল পদার্থের প্রবাহ [যদি কোন তরল পদার্থপূর্ণ পাত্রের একমুখ সূক্ষ্ম চর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া অন্যবিধ তরল পদার্থে পূর্ণ কোন পাত্রমধ্যে নিমজ্জিত করা যায় এবং যদি ঐ তরল-পদার্থদ্বয়ের পরস্পরের সহিত সংসক্তি থাকে, তাহা হইলে নিমজ্জিত-পাত্রমুখস্থ চর্ম্মের সচ্ছিদ্রতাগুণপ্রযুক্ত তন্মধ্য দিয়া একটী প্রবাহ বহির্দ্দেশ হইতে অন্তর্দ্দেশাভিমুখে প্রবেশ করে ও অন্য একটী প্রবাহ অন্তর্দ্দেশ হইতে বহির্দ্দেশাভিমুখে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহদ্বয়ের যেটী অন্তর্দ্দেশাভিমুখী, পদার্থ-বিদ্যাশাস্ত্রে তাহাকে অন্তর্ব্বাহ, ও যেটী বহির্দ্দেশাভিমুখী তাহাকে বহির্ব্বাহ বলে]। অন্তরভিমুখ বাহ (প্রবাহ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্তর্ব্বি(র্বি)গ্রহ—আত্মীয়স্বজনের সহিত কলহ, গৃহবিবাদ, ঘরোয়া ঝগড়া। অন্তঃ বিগ্রহ, সুপ্‌সুপা। বি ; পুং।

অন্তর্ব্বি(র্বি)প্লব—আত্মকলহ ; আত্মীয়স্বজনের সহিত শত্রুতা ; স্বদেশীয়গণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ (civil war). অন্তঃ বিপ্লব, সুপ্‌সুপা। বি ; পুং।

অন্তর্ব্বি(র্বি)বাহ—আপন কুলে বিবাহ, স্বগোত্রে বিবাহ (endogamy). অন্তঃ বিবাহ, সুপ্‌সুপা। বি ; পুং।

অন্তর্ব্বি(র্বি)রোধ, -র্ব্বি(র্বি)বাদ—আত্মকলহ, গৃহবিবাদ, আত্মীয়স্বজনের সহিত শত্রুতা। অন্তঃ বিরোধ, বিবাদ, সুপ্ সুপা। বি ; পুং।

অন্তর্ব্বী(র্বী)জ—ভিতরের শাঁস (kernel). অন্তঃস্থ বীজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্ব্বৃ(র্বৃ)ত্ত—(জ্যামিতি) একটী বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত অপর একটী বৃত্ত (incircle). অন্তঃস্থ বৃত্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্বেগ—হৃদয়ের আবেগ (emotion). অন্তঃ বেগ, সুপ্ সুপা। বি ; পুং।

অন্তর্ব্বে(র্বে)দনা—মনোবেদনা, মানসিক যাতনা। অন্তঃ বেদনা, সুপ্ সুপা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ব্বে(র্বে)দি, -র্ব্বে(র্বে)দী—দুই নদীর মধ্যে অবস্থিত অঞ্চল, দোয়াব ; সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ ; প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ। অন্তর্ব্বর্ত্তিনী বেদি, বেদী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ব্বেদী (-র্ব্বেদিন্), **-র্বেদী**—অন্তর্ব্বেত্তা, অন্তরজ্ঞ, গূঢ়রহস্যবিৎ, যিনি ভিতরের কথা জানেন। উপতৎ ; অন্তর্—বিদ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -র্ব্বেদিনী।

অন্তর্ব্বেশ্ম (-র্ব্বেশ্মন্), **-র্বেশ্ম**—অন্দর, অন্তঃপুর। অন্তর্ব্বর্ত্তী বেশ্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অন্তর্ব্যাসার্দ্ধ(র্ধ)—(জ্যামিতি) একটি সরলরৈখিক ক্ষেত্রের অন্তর্লিখিত বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ (in-radius). বি।

অন্তর্ভব—অন্তর্জাত ; চিত্তসম্ভূত। অন্তঃ (মধ্যে) ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অন্তর্ভাব—মধ্যে অবস্থান, অভ্যন্তরে পতন, অন্তঃস্থিতি, অন্তর্নিবেশ, অন্তর্গত হওন, অন্তর্ভুক্তি ; মনোভাব, আন্তরিক অবস্থা। অন্তর্—ভূ+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অন্তর্ভাবনা—দুর্ভাবনা, মানসিক উদ্বেগ ; মনে মনে চিন্তা। অন্তঃস্থিতা ভাবনা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ভুক্ত—অন্তর্গত, অন্তর্নিবিষ্ট, মধ্যগত ; মধ্যে সন্নিবেশিত। অন্তঃ ভুক্ত, সুপ্ সুপা। বিণ।

অন্তর্ভূত—মধ্যবর্ত্তী, মধ্যস্থিত, অন্তর্গত ; মনোগত। অন্তর্—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অন্তর্ভূত কোণ—(জ্যামিতি) দুইটী বিশেষ বাহুর মধ্যবর্ত্তী কোণ (included angle).

অন্তর্ভূমি—নীচের বা অভ্যন্তরের মাটি (subsoil). অন্তঃস্থিতা ভূমি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। [ভেদ, সুপ্ সুপা। বি ; পুং।

অন্তর্ভেদ—ঘরোয়া ঝগড়া, গৃহকলহ। অন্তঃ

অন্তর্ভৌম—ক্ষিতিতলস্থ (subterranean). অন্তঃ ভৌম, সুপ্ সুপা। বিণ।

অন্তর্মনাঃ (-মনস্), **-র্মনা**—বিষণ্ণ ; ব্যাকুল ; একাগ্রমনা ; সংসারবিরাগী ; যাহার মনোভাব বাহিরে প্রকাশ পায় না এরূপ, গূঢ়সংকল্প। অন্তঃ মন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অন্তর্মুখ, -র্মুখী—যাহার মুখ বা প্রবেশপথ ভিতরে এরূপ ; যে বাহিরে যায় না এরূপ ; যে বহির্জগতের সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মবিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছে এরূপ, পরব্রহ্মধ্যাননিরত, আত্মবিষয়ে চিন্তাশীল ; শব্দস্পর্শাদির বোধ মস্তিষ্কে বহনকারী (afferent). অন্তঃ মুখ যাহার, বহুব্রী, (অন্তর্মুখী বাং প্র অথবা স্ত্রীরূপ)। বিণ।

অন্তর্মুখ নার্ভ—(শারীর বিদ্যা) দেহের কোন অংশের স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া যে স্নায়ু মস্তিষ্কে লইয়া গিয়া তাহার অনুভূতি জন্মায়, সেই স্নায়ু (afferent nerve).

অন্তর্য্যামী (-র্য্যামিন্), **-র্যামী**—১। অন্তরাত্মা, জীবচৈতন্য ; জীবের প্রবৃত্তিনিবৃত্তিনিয়ামক বা চিত্তবৃত্তিনিয়ামক পুরুষ, পরমেশ্বর। বি ; পুং। ২। ভাববেত্তা, যে মনের ভাব জানিতে পারে এরূপ। উপতৎ ; অন্তর্—যম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -র্য্যামিণী, -নী।

অন্তর্যুদ্ধ—গৃহযুদ্ধ, স্বজাতীয়ের সহিত কলহ। অন্তঃ যুদ্ধ, সুপ্ সুপা ; বি ; ক্লীব।

অন্তর্লিখিত—(জ্যামিতি) ভিতরে অঙ্কিত (inscribed). অন্তঃ লিখিত, সুপ্ সুপা। বিণ।

অন্তর্হাস—মনে মনে হাসি ; আত্মপ্রসাদ ; কুটিল হাসি ; কপটতা। অন্তঃ হাস, সুপ্ সুপা। বি ; পুং।

অন্তর্হিত—১। তিরোহিত, লুক্কায়িত, অদৃষ্ট। অন্তর্—ধা+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। আচ্ছাদিত, আবৃত। অন্তর্—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অন্তশয্যা—চরম সময়ের ভূমিশয়ন, মৃত্যুকালীন মৃত্তিকাশয়ন ; মৃত্যু ; শ্মশান। অন্তকালীনা শয্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তস্তর—(শারীর বিদ্যা) ত্বকের দুইটি স্তরের মধ্যে নিম্নস্তর (dermis). অন্তর্গত স্তর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অন্তস্তল—মনোমধ্য, মনের ভিতর ; মধ্যস্থিত স্থান। অন্তর্গত তল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অন্তস্ত্বক্ (-ত্বচ্)—(উদ্ভিদ্-বিদ্যা) ফলের ভিতরে বীজের আবরক (endocarp) ; (শারীর-বিদ্যা) দেহের উপরের অতিসূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণ (dermis). অন্তঃ যে ত্বক্, সুপ্ সুপা। বি ; স্ত্রী।

অন্তস্থ—'অন্তঃস্থ' দ্রঃ। [বি ; পুং।

অন্তস্পট—অন্তঃপুরের পর্দ্দা। প্রাঃ কবিপ্র।

অন্তাবসায়ী (-সায়িন্)—নাপিত ; চণ্ডাল। অন্ত—অব—সো (নাশ করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি। স্ত্রী, -সায়িনী।

অন্তিক—১। নিকটস্থ, সন্নিহিত। বিণ। ২। সন্নিধান, নৈকট্য। অন্ত+ইক (ঠন্) আছে অর্থে, স্বার্থে। বি ; পুং।

অন্তিকতম—অতি নিকট। অন্তিক+তম। বিণ। স্ত্রী, -তমা।

অন্তিম—১। শেষ, চরম ; অতিনিকটস্থ। বিণ। **অন্তিম অবস্থা, দশা**—মরণদশা, মরণের অবস্থা ; চরমকালীন কর্ত্তব্য, অন্তিম সংস্কার। ২। অতি নৈকট্য। অন্ত+ডিমচ্ ভবার্থে। বি ; ক্লীব।

অন্তিমকাল, -সময়—চরম সময়, মৃত্যুকাল। অন্তিম কাল, সময়, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্তিমশয্যা—মৃত্যুশয্যা, যে বিছানা হইতে আর উঠিতে হয় না। অন্তিমা শয্যা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তেবাসী (-বাসিন্)—১। ছাত্র, শিষ্য ; চণ্ডাল ; নীচজাতি। বি ; পুং। ২। সমীপবর্ত্তী, প্রান্তস্থিত। অলুক্ উপতৎ ; অন্তে —বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -বাসিনী।

অন্ত্য—১। শেষ, অন্তিম, চরম ; অবশিষ্ট ; নীচ, হীনজাতীয়। বিণ। ২। ম্লেচ্ছ ; চণ্ডাল ; মুস্তাঘাস। বি ; পুং। ৩। পরার্দ্ধের দশভাগ সংখ্যা। অন্ত+যৎ ভবার্থে। বি ; ক্লীব।

অন্ত্যজ—১। চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র। বি ; পুং। ২। হীনবংশোৎপন্ন, নীচকুলজাত ; নীচাশয়, হীন। উপতৎ ; অন্ত্য—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অন্ত্যজন্মা (-জন্মন্)—১। নীচজাতি ; শূদ্র। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। হীনবংশজাত ; নীচ, নীচাশয়। অন্ত্য জন্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ। [অন্ত্য বর্ণ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্ত্যবর্ণ—শেষ অক্ষর ; শূদ্র, চতুর্থ বর্ণ।

অন্ত্যভ—শেষ নক্ষত্র, রেবতী নক্ষত্র ; মীনরাশি। অন্ত্য—ভা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

অন্ত্যানুপ্রাস—একপ্রকার অনুপ্রাস অলঙ্কার, যে অনুপ্রাস পদ্যের অন্তে ঘটে। অন্ত্য অনুপ্রাস, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্ত্যাবসায়ী (-সায়িন্)—অন্তাবসায়ী (তাহা দ্রঃ)। অন্ত্য—অব—সো+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অন্ত্যাশ্রম—সন্ন্যাস আশ্রম, (চারিটীর মধ্যে) শেষ আশ্রম। অন্ত্য আশ্রম, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্ত্যেষ্টি—শেষ যজ্ঞ, মৃতের দাহাদি কার্য্য। অন্ত্যা ইষ্টি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—মৃতের দাহাদি কার্য্য। অন্ত্যেষ্টিই ক্রিয়া, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্ত্র—আঁতড়ি, নাড়ীভুঁড়ি। অন্ত্+ষ্ট্রন্ করণবা। বি ; ক্লীব।

অন্ত্রজ্বর—সান্নিপাতিক জ্বর (enteric fever). অন্ত্র ঘটিত জ্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্ত্রপ্রদাহ—উদরাময় ; আমাশয় (enteritis). অন্ত্রের প্রদাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্ত্রবৃদ্ধি—রোগবিশেষ (hernia). অন্ত্রের বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্দর—ভিতর ; অন্তঃপুর। ফার্সী। বি।

অন্দরমহল—অন্তঃপুর, ভিতরবাটী, বাটীর ভিতরের যে অংশে স্ত্রীলোকেরা থাকেন। ফার্সী। বি।

অন্দু, অন্দূ—শৃঙ্খল, নিগড়, বেড়ী ; হস্তী-দিগের পদ বন্ধন করিবার শৃঙ্খল ; স্ত্রীলোক-দিগের পাদভূষণবিশেষ। অন্দ্+উ, উ করণবা। বি; স্ত্রী।

অন্দুক, অন্দূক—অন্দু (তাহা দ্রঃ)। অন্দু, অন্দূ+ক স্বার্থে। বি ; পুং।

অন্ধ—১। যাহার দুই চোখ নাই এমন, দৃষ্টিহীন ; হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য ; রিপুর বশীভূত ; স্নেহ ভালবাসা হেতু দোষত্রুটির বিষয়ে উদাসীন। অন্ধি+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। **অন্ধের নড়ি বা যষ্টি**—অসহায়ের একমাত্র সহায় বা অবলম্বন। ২। অন্ধকারময় ('—স্থানাদি')। অন্ধি+অচ্ অধিবা। বিণ। ৩। অন্ধকার ; অজ্ঞান ; জল। অন্ধি+অচ্ করণবা। বি ; ক্লীব।

অন্ধক—১। অন্ধমুনি ; যদুবংশীয় সাত্বতের পুত্র ; অসুরবিশেষ ; উতথ্যের পুত্র। [চরিতাবলী দ্রঃ।] বি ; পুং। ২। দৃষ্টিশক্তি-হীন। অন্ধ+ক স্বার্থে। বিণ। ৩। অন্ধ-কার। অন্ধ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

অন্ধকরিপু—১। অগ্নি ; চন্দ্র ; সূর্য্য। অন্ধকের (অন্ধকারের) রিপু, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মহাদেব। অন্ধকের (অন্ধক-নামক অসুরের) রিপু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্ধকার—১। তিমির, আঁধার। উপতৎ ; অন্ধ—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। **অন্ধ-কারে থাকা**—সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকা, কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছুই না জানা। **অন্ধকার দেখা**—আকস্মিক বিপৎপাতে দিশেহারা হওয়া। **অন্ধকার দেখান**—কাহাকেও বিপদে ফেলিয়া বা বিপদের খবর দিয়া বিব্রত করিয়া তোলা ; বিপন্ন করিয়া দিশেহারা করান। **অন্ধকারে ঢিল মারা**—কোন বিষয় প্রমাণিত করিবার জন্য বহু প্রমাণ উপস্থাপিত করা—যেটা ঠিক খাটিয়া যায় ; ঠিক না জানিয়া শুনিয়া আন্দাজে কিছু করিয়া বলা। **অন্ধ-কারে হাতড়ান**—হাত চালাইয়া দেখা ; অনুসন্ধানের সূত্র না পাইয়াও কোন অজ্ঞাত বিষয়ের আন্দাজে অনুসন্ধান। ২। আঁধারময়, অন্ধকারপূর্ণ। অন্ধকার+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অন্ধকারক—পৌরাণিক দেশবিশেষ [ইহা ক্রৌঞ্চ দ্বীপে প্রাবরক ও মুনিনামক দেশদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। ইহার অধিবাসীরা গৌরবর্ণ। এখানে সিদ্ধ, চারণ, দেব ও গন্ধর্ব্বেরা বাস করিয়া থাকেন]। সকলকে অন্ধ বা মোহ-মুগ্ধ করে ইহা, এই অর্থে, অন্ধ—কৃ+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অন্ধকারময়—তিমিরময়, তমসাচ্ছন্ন, আঁধারে ভরা। অন্ধকার্+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন, -কারাবৃত—তমসাবৃত, তিমিরময়, আঁধারে ঢাকা। অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন, আবৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্ধকারি—মহাদেব। অন্ধকের (অন্ধকা-সুরের) অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্ধকূপ—এঁধো কুয়া, অন্ধকারময় কূপ ; নরকবিশেষ ; এঁধো ঘর, আলোবাতাসহীন ঘর। অন্ধ কূপ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্ধ-গোলাঙ্গু(ঙ্গু)লন্যায়—এক শঠের বাক্যানুসারে ধৃতগোলাঙ্গুল এক অন্ধের দুর্গতিভোগের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন। অন্ধ এবং গোলাঙ্গুল, দ্বন্দ্ব ; তদাশ্রিত ন্যায় (যুক্তি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [অন্ধ-গোলাঙ্গুলের বিবরণ এইরূপ,—এক অন্ধ কোথাও যাইতে যাইতে বনের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে। এক শঠ একটি বৃষ ধরিয়া আনিয়া অন্ধকে বলে, সে বৃষের লাঙ্গুল ধরিয়া গেলে অভীষ্ট স্থানে যাইতে পারিবে। অন্ধ শঠের কথায় ভুলিয়া লাঙ্গুল ধরে। বৃষ ভয় পাইয়া ছুটিতে থাকে ; ফলে অন্ধ আহত হয়।—অন্য বিবরণ,—এক অন্ধ শ্বশুরবাড়ী যাইতে যাইতে পথ হারাইয়া ফেলে। সে এক ধূর্ত্ত রাখালের পরামর্শে তাহার শ্বশুরের একটি গরুর লাঙ্গুল ধরিলে গরুটী ছুটিয়া বাড়ীতে যায়। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তখন অন্ধকে গরু-চোর মনে করিয়া প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

এই গল্পের উদ্দেশ্য—দুষ্টবুদ্ধি লোকের পরামর্শ শুনিয়া কাজ করিলে কষ্ট পাইতে হয়।] [বিণ।

অন্ধতম—অতিশয় অন্ধকার। অন্ধ+তম।

অন্ধতমস—গাঢ় অন্ধকার ; ঘোর অজ্ঞতা। অন্ধ তমস্, কর্ম্মধা (সমাসান্ত অ-প্রত্যয়)। বি ; ক্লীব।

অন্ধতমসাচ্ছন্ন, -তমসাবৃত—গাঢ় আঁধারে ঢাকা ; ঘোর অজ্ঞতাপূর্ণ। অন্ধতমস দ্বারা আচ্ছন্ন, আবৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্ধতা, -ত্ব—দৃষ্টিশক্তিহীনতা। অন্ধ+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

অন্ধতামসী—নিবিড় অন্ধকারাবৃত রাত্রি। অন্ধকারিণী তামসী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্ধতামিস্র—১। গাঢ় আঁধার, নিবিড় অন্ধকার ; পঞ্চ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার অন্যতম, দেহধ্বংসে আমার আর কিছুই থাকিবে না—এইরূপ বুদ্ধি। তমিস্র+অণ্ স্বার্থে=তামিস্র ; অন্ধ এমন তামিস্র (অন্ধকার), কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। নিবিড় অন্ধকারময় নরকবিশেষ। অন্ধ তামিস্র যেখানে, বহুব্রী। বি ; পুং।

অন্ধনী—দৃষ্টিশক্তিহীনা নারী ["আন্ধার-মাণিক বাছা অন্ধনীর নড়ি।"—ঘনরাম]। প্রাঃ কবিপ্র। বি ; স্ত্রী।

অন্ধপঙ্গু(ঙ্গু)ন্যায়—দুই জনের স্বতন্ত্ররূপে অসাধ্য কার্য্য উভয়ের চেষ্টাসমবায়ে সিদ্ধ হইতে পারে—ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এক অন্ধ ও এক পঙ্গু কি করিয়া পরস্পরের সাহায্যে তাহাদের প্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত। অন্ধ এবং পঙ্গু, দ্বন্দ্ব ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [অন্ধপঙ্গুর উপাখ্যান এইরূপ,—এক ব্যক্তির ক্ষেত্রজ্ঞ নামে এক পঙ্গুভৃত্য এবং প্রকৃতিনাম্নী এক অন্ধভৃত্যা ছিল। একদা প্রভু উহাদের প্রত্যেককে গৃহকার্য্যতত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন, কিন্তু পঙ্গুত্ব ও অন্ধত্ব বশতঃ উহাদের কাহারও স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবার সামর্থ্য ছিল না। ইহার পরে উহারা পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের মনোভাব অবগত হয়, এবং কি করিলে প্রভুকার্য্য সমাহিত হইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিতে থাকে। অনন্তর তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পঙ্গুভৃত্য অন্ধদাসীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কার্য্য করিবে ; তাহা হইলে একজনের চলচ্ছক্তি ও অন্ধের দৃষ্টিশক্তি—এতদুভয়ের সমবায়ে সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হইবে। বলা বাহুল্য, তাহাদের উভয়ের এই সমবেত চেষ্টার ফলে প্রভুর কার্য্য সুসমাপ্ত হইয়াছিল। পাতঞ্জল দার্শনিক, সাংখ্য দার্শনিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই দৃষ্টান্তের উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন, এই পঙ্গু ও অন্ধের সমবেত ক্রিয়াশক্তিতে যেমন কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের একত্র সমবায়েই ভোগমোক্ষাদি-ক্রিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে,—তাহাদের বিয়োগে হইতে পারে না।]

অন্ধপরম্পরান্যায়—শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিত অন্ধদিগের একজন স্খলিতপদ হইয়া কূপাদিতে পতিত হইলে দলস্থ সকলেরই সেইরূপ অবস্থা ঘটে—এই যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত। অন্ধদিগের পরম্পরা (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্ধপ্রায়—অন্ধসদৃশ, অন্ধের তুল্য ; বিবেক-শূন্য ; জ্ঞানহীন। প্রায় অন্ধ, সুপ্ সুপা। বিণ।

অন্ধবিন্দু—অক্ষিপটের দৃষ্টিশক্তিহীন অংশ। অন্ধ বিন্দু, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্ধবিশ্বাস—গভীর বিশ্বাস, বিবেচনাহীন দৃঢ়বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অন্ধলা—দৃষ্টিশক্তিহীন ; আলো-আঁধারি। হিন্দী। বি।

অন্ধহস্তিন্যায়—কোন পদার্থের সমগ্রত্বের

উপলব্ধি না করিয়া তাহার আংশিক স্বরূপকেই সমগ্র জ্ঞান করা। অন্ধ এবং হস্তী, দ্বন্দ্ব; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [অন্ধ ও হস্তীর উপাখ্যান এইরূপ,—একদা কয়েকটী অন্ধ হস্তিদর্শন করিতে গিয়া, কেহ তাহার শুণ্ড, কেহ তাহার লাঙ্গুল, কেহ তাহার পদ—এবংবিধক্রমে এক এক জন তাহার দেহের এক এক দেশ স্পর্শপূর্ব্বক তাহার সমগ্র আকারসম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যে শুণ্ড স্পর্শ করিয়াছিল, তাহার ধারণা হইল, হস্তী সর্পাকার, লাঙ্গুলস্পর্শকারী মনে করিল—হস্তীর আকার রজ্জুসদৃশ, পাদস্পর্শকারী ভাবিল—উহা স্তম্ভাকার ইত্যাদি। এইরূপে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হস্তীর আকারের এক এক অংশমাত্রকেই সমগ্র জ্ঞান করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। অনন্তর একজন মধ্যস্থ আসিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন, তাহাদের প্রত্যেকের জ্ঞান হস্তীর সমগ্র আকারের একাংশেরই অনুভূতি মাত্র। বৈদান্তিকেরা এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া সপ্রমাণ করেন সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিকদিগের জগৎকারণসম্বন্ধীয় জ্ঞান অনন্তপ্রকাশ অনন্তরূপ ভগবৎস্বরূপের সমগ্রত্বের আংশিক গ্রহণ মাত্র।]

অন্ধা—১। অন্ধ, চক্ষুর্ব্বিহীন, দৃষ্টিশক্তিহীন; আচ্ছন্ন। হিন্দী। বিণ। ২। আঁধার। ["অন্ধা মিলায়ল বারিধর-আঁচরে।" —শ্যামদাস।] প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অন্ধায়ল—অন্ধ হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অন্ধিকা—রাত্রি; সর্পী; ক্ষুদ্র সর্ষপবিশেষ; দ্যূতক্রীড়াবিশেষ; নেত্ররোগবিশেষ। অন্ধ্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অন্ধিয়ার, -য়ারা—অন্ধকার। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

অন্ধি-সন্ধি—গুপ্ত পথ; অলিগলি; ছিদ্র; অবকাশ; সুযোগ; রহস্য। সন্ধি+(পূর্ব্বগামী সহচর শব্দ) অন্ধি। বি।

অন্ধীকরণ—অন্ধ করিয়া দেওয়া, দৃষ্টিশক্তিনাশ করা। অন্ধ+চ্বি অভূততদ্ভাবে (=অন্ধী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অন্ধীভূত—দৃষ্টিশক্তিহীন, যাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এরূপ। অন্ধ+চ্বি অভূততদ্ভাবে (=অন্ধী)—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অন্ধু—কূপ, পাতকুয়া। অন্ধ+কু অধিবা। বি; পুং।

অন্ধুল—শিরীষ বৃক্ষ। অন্ধ+উলচ্ করণবা। [বি; পুং।

অন্ধ্র—১। ব্যাধ। অন্ধ্+র কর্ত্তৃবা। ২। আধুনিক মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বাংশ; জাতিবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি; পুং।

অন্ধে রন্ধে—প্রতি নিভৃত কোণে।

অন্ন—১। আহার্য্য; ভাত; ধান্য, শস্য। বি; ক্লীব। ২। ভক্ষিত, ভুক্ত। অদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অন্নকষ্ট—আহার্য্যের অভাবজনিত ক্লেশ, অন্নাভাবজনিত দুঃখ; দুর্ভিক্ষ, আকাল। অন্ন বিষয়ক কষ্ট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্নকূট—১। আহার্য্যস্তূপ, অন্নের রাশি, ভাতের কাঁড়ি। অন্নের কূট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। উৎসববিশেষ [এই উৎসবে প্রচুর অন্ন দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়]। অন্নের কূট (রাশি) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অন্নকোষ্ঠ, -কোষ্ঠক—তণ্ডুলাদি রাখিবার স্থান, ধানের গোলা। অন্নরক্ষণ কোষ্ঠ, মধ্যপ কর্ম্মধা, ২য় পক্ষে+কন্ অল্পার্থে। বি; পুং।

অন্নকোষ্ঠা, -কোষ্ঠে—অন্নাভাবক্লিষ্ট; অন্নদানে বিমুখ। প্রাদে। বিণ।

অন্নক্ষেত্র—অন্নপ্রাপ্তির স্থান, অন্নসত্র, সদাব্রত, যেখানে বহুলোক ভোজন করে এরূপ স্থান। অন্নের ক্ষেত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অন্নগত—আহার্য্যের উপর নির্ভরকারী; অন্নসম্বন্ধীয়। অন্নকে গত, ২য়াতৎ। বিণ।

অন্নগতপ্রাণ—১। আহার্য্যের উপর নির্ভরকারী জীবন, যে প্রাণ ভাত খাওয়াতে বাঁচিয়া থাকে। অন্নগত প্রাণ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যে বা যাহারা আহার্য্য গ্রহণ দ্বারা বাঁচিয়া থাকে এরূপ; ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকে এমন। অন্নগত প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অন্নগন্ধি—অতীসার, উদরাময় রোগ, পেটের পীড়া। অন্নের গন্ধের ন্যায় গন্ধ আছে যাহাতে, বহুব্রী+ই সমাসান্ত। বি; পুং।

অন্নচিন্তা—জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত ভাবনা। অন্ননিমিত্তিকা চিন্তা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্নছত্র—অন্নদানশালা। 'অন্নসত্র'-শব্দজ। [বি।

অন্নজ—আহার্য্যজাত, অন্ন হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; অন্ন—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অন্নজল—খাদ্য ও পানীয়; কোন স্থানে বাস ও আহার করিবার ব্যবস্থা বা অদৃষ্ট। অন্ন ও জল, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

অন্নদ—অন্নদানকর্ত্তা। উপতৎ; অন্ন—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অন্নদা—১। ভগবতী, বিশ্বেশ্বরী, অন্নপূর্ণা। বি; স্ত্রী। ২। অন্নদানকারিণী, অন্নদানে প্রতিপালিকা। অন্ন—দা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্নদাতা (-দাতৃ)—প্রতিপালক, অন্নদানকারী। অন্নের দাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী।

অন্নদান—খাদ্য-বিতরণ। অন্নের দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অন্নদাস—যে উদরান্নের জন্য অন্যের দাসত্ব করে এরূপ ব্যক্তি; দাসবৎ অন্যের অন্নগ্রহণকারী ব্যক্তি। অন্নার্থী দাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অন্নদোষ—অন্নগ্রহণজনিত পাপ বা অপরাধ; অখাদ্যভোজন। অন্নঘটিত দোষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অন্ননালী—(শারীর-বিদ্যা) ভুক্তপদার্থ যে নালী দিয়া পরিপাকযন্ত্রে উপস্থিত হয় তাহা (aesophagus, gullet). অন্নের নালী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অন্নপান—ভোজ্য ও পানীয় ("ভাগ করে খেতে হবে তাহাদের সাথে অন্নপান"—রবীন্দ্রনাথ)। অন্ন ও পান, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

অন্নপূর্ণ—আহার্য্যপূরিত, খাদ্যে ভরা। অন্ন দ্বারা পূর্ণ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্নপূর্ণা—১। আদ্যা শক্তি ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী। ২। অন্নে পরিপূর্ণা। অন্নপূর্ণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্নপ্রাশন—হিন্দুর দশবিধসংস্কারের মধ্যে প্রথম-অন্নভক্ষণরূপ সংস্কার [বালকের ষষ্ঠ বা অষ্টম, এবং বালিকার পঞ্চম বা সপ্তম মাসে এই সংস্কার করিতে হয়]। অন্নের প্রাশন (অর্থাৎ প্রথম ভক্ষণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অন্নবর্জ্জ(র্জ)ন—আহার্য্য-পরিত্যাগ, খাদ্যগ্রহণ না করা। অন্নের বর্জ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অন্নবস্ত্র—অশনবসন, আহার্য্য এবং পরিধেয়, ভাত-কাপড়। অন্ন ও বস্ত্র, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

অন্নবহ, -বাহী—অন্ন বহন করে যে এমন। অন্নের বহ, বাহী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অন্নবহনালী—অন্ননালী (তাহা দ্রঃ)। অন্নবহ যে নালী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্নবিকার—শুক্র; মল। অন্নের বিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অন্নব্যঞ্জন—ভাত-তরকারী; প্রধান খাদ্য এবং তাহার উপচার বা আনুষঙ্গিক খাদ্য। অন্ন ও ব্যঞ্জনের সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

অন্নব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপে কল্পিত অন্ন। অন্নই ব্রহ্ম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্নভোক্তা (-ভোক্তৃ)—অন্নভোজনকারী; যাহার সহিত একপঙ্‌ক্তিতে বসিয়া অন্নভোজন করা যায় এরূপ ব্যক্তি; যাহাদের পরস্পরের মধ্যে অন্নভোজন প্রচলিত আছে এরূপ ব্যক্তি। অন্নের ভোক্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—ভোক্ত্রী।

অন্নভোজী (-ভোজিন্)—অন্নভোজনকারী; পাংক্তেয়, যাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা যায় এমন; যাহাদের পরস্পরের মধ্যে অন্নভোজন চলিত আছে এরূপ। অন্ন ভোজন করে যে, উপতৎ; অন্ন—ভুজ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভোজিনী।

অন্নময়—অন্ন দ্বারা গঠিত ; আহার্য্যরক্ষিত। অন্ন+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ।

অন্নময়কোষ—(দর্শনমতে) স্থূল শরীর ; অন্ন দ্বারা রক্ষিত কোষ। অন্নময় কোষ, কর্ম্মধা। বি ; পুং। [বি ; পুং।

অন্নমল—সুরা, মদ্য। অন্নের মল, ৬ষ্ঠীতৎ।

অন্নরস—ভুক্তদ্রব্য পাকাশয়মধ্যে জীর্ণ হইলে উহা হইতে যে দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ নির্গত হয় সেই পদার্থ (chyle). অন্নজাত রস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্নশেষ—ভুক্তাবশেষ, উচ্ছিষ্ট। অন্নের শেষ,

অন্নসংস্থান—খাদ্যসঞ্চয় ; খাদ্যসংগ্রহের উপযুক্ত সঙ্গতি ; খাওয়ার ব্যবস্থা বা যোগাড়। অন্নের সংস্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অন্নসত্র—অন্নদানশালা, অতিথিভোজনাগার, সদাব্রত, অন্নছত্র। অন্নের সত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অন্নসমস্যা—জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রশ্ন, কিরূপে জীবিকার্জ্জন করা যায় এই চিন্তা। অন্নগতা সমস্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্নহীন—নিরন্ন, সংস্থানশূন্য, যাহার খাইবার সঙ্গতি নাই এমন ; জন্মদরিদ্র ; ভিক্ষুক ; উপবাসী। অন্নদ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্নাকাল—দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট। অপ্রশস্ত কাল এই অর্থে, ন কাল, নঞ্ তৎ=আকাল ; অন্নের আকাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্নাচ্ছাদন—ভাতকাপড়, অন্নবস্ত্র। অন্ন ও আচ্ছাদন, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

অন্নাদ—অন্নভোজী, অন্নগ্রাহী। উপতৎ ; অন্ন —অদ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অন্নাভাব—আহার্য্যের অভাব, আহার্য্য না থাকা। অন্নের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্নার্জ্জ(র্জ)ন—অন্নসংস্থান। অন্নের অর্জ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অন্নার্থী (-থিন্)—খাদ্যপ্রার্থী। উপতৎ ; অন্ন—অর্থ+ণিচ্ (=অর্থি)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী.—র্থিনী।

অন্ববসর্গ—যথেচ্ছপ্রবৃত্তি, কামচারানুজ্ঞা। অনু—অব—সৃজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অন্ববায়—বংশ, গোত্র। অনু—অব—ই+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

অন্বয়—১। আদিপুরুষ। অনু—ই (গমন করা)+অচ্ কর্ম্মবা। ২। বংশ, বংশপরম্পরা। অনু—ই+অচ্ অধিবা। ৩। সন্তান। অনু—ই+অচ্ কর্ত্তৃবা। ৪। ধারা, পরস্পরসম্বদ্ধ বাক্য বা পদের শ্রেণীবিন্যাস ; পদ্যের গদ্যাবস্থায় পরিবর্তন ; তৎসত্ত্বে তৎসত্তারূপ দর্শনশাস্ত্রের সম্বন্ধবিশেষ ; সংস্রব, সম্বন্ধ ; অনুবৃত্তি ; বিদ্যমানতা ; দুইটী বস্তু বা বিষয়ের পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি (agreement). অনু—ই+অচ্ ভাববা। বি ; পুং।

অন্বয়জ্ঞ—রাজার কুলপরিচায়ক ; রাজবংশের স্তুতিপাঠক। উপতৎ ; অন্বয়—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা বিণ।

অন্বয়বোধ—পদ ও পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয় ; (ন্যায়মতে) শব্দজন্য শাব্দনামক বোধ ; (বৈশেষিকমতে) শব্দজন্য অনুমানাত্মক বোধ। অন্বয়ের বোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্বয়-ব্যতিরেক—অনুমানবিশেষ, কোন বস্তু থাকিলে কোন বস্তুর থাকা ও কোন বস্তু না থাকিলে কোন বস্তুর না থাকা [যেমন,—কোন ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণদ্বয় পরস্পর সমান হইলে বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হইবে, ইহার নাম অন্বয়। আর কোণদ্বয় পরস্পর সমান না হইলে বাহুদ্বয়ও সমান হইবে না, ইহার নাম ব্যতিরেক]। অন্বয় ও ব্যতিরেক, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

অন্বয়ব্যতিরেকী (-কিন্)—সাধ্যসাধক হেতুবিশেষ, যাহাতে অন্বয় এবং ব্যতিরেক আছে এরূপ হেতু [যেমন,—কোন স্থান হইতে ধূম উত্থিত হইলে বলা হয়—ঐস্থানে অগ্নি আছে ; এই ধূমদর্শনে অগ্নির বোধ 'অন্বয়ী' হেতুতে হইল। অপরপক্ষে বলা যাইতে পারে, যদি ঐস্থানে অগ্নি না থাকিয়া জলাদি পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে ধূম উত্থিত হইত না ; সুতরাং, অগ্নি নিশ্চিতই আছে। এইরূপ হেতু দ্বারা অগ্নির সত্তা-নিরূপণের নাম 'ব্যতিরেকী' হেতু]। অন্বয়-ব্যতিরেক+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং বা বিণ।

অন্বয়যোজনা—বাক্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতির পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয় (parsing). অন্বয়ের যোজনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্বয়ী (-য়িন্)—সংস্রবযুক্ত, অনুযায়ী ; বংশসম্বন্ধী ; অন্বয়বিশিষ্ট, সম্বন্ধবিশিষ্ট। অন্বয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী.—য়িনী।

অন্বয়ী প্রমাণ—(জ্যামিতি) কোন কল্পনা ধরিয়া লইয়া যুক্তিপরম্পরাদ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া (direct proof).

অন্বর্থ—যথার্থ ; প্রকৃতার্থযুক্ত (যেমন,—কাহারও নাম সুশীল ; সে যদি সৎস্বভাব হয়, তবে তাহার নামটিকে অন্বর্থ বলা যায়) ; সঙ্গত ; কৃতার্থ ; সার্থক। অনুগত অর্থ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অন্বষ্টকা—গৌণ চান্দ্র পৌষ মাঘ ফাল্গুন ও আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমী (এই তিথিতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা মাতৃপক্ষশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন)। অষ্টকাকে অনুগতা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অন্বহ—অনুদিন, প্রত্যহ। অহনি অহনি অর্থাৎ দিনে দিনে এই বাক্যে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী (সমাসান্ত অচ্)। ক্রি-বিণ।

অন্বাচয়—উদ্দেশ্যের সহিত অনুদ্দেশ্যেরও সিদ্ধি, অনুষঙ্গ, আনুষঙ্গিকতা (যেমন,—'ভিক্ষায় গমন কর ; যদি গরুটী দেখ, তাহা হইলে তাহাকে আনিও।' এখানে ভিক্ষাই উদ্দিষ্ট ; তাহার সিদ্ধির সহিত অনুদ্দিষ্ট গবানয়নও সিদ্ধ হইল]। অনু—আ—চি+অচ্ ভাববা। বি ; পুং।

অন্বাধি—১। "অমুক ব্যক্তিকে ইহা দান করিবে"—এই বলিয়া অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখা কোন বস্তু। অনু—আ—ধা+কি কর্ম্মবা। ২। পুনর্বন্ধক, দ্বিতীয়বার বন্ধক দেওয়া ; পশ্চাদ্দুঃখ, অনুতাপ। অনুগত আধি, প্রাদি। বি ; পুং।

অন্বাধেয়—বিবাহের পরে স্বামিকুল বা পিতৃকুল হইতে লব্ধ স্ত্রীধন। অনু—আ—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

অন্বাসন—১। পশ্চাৎ উপবেশন, পরে বসা ; উপাসনা ; অনুশোচনা। অনু—আস্+অনট্ ভাববা। ২। স্নেহবস্তি। অনু—আস্+ণিচ্+অনট্ কর্ম্মবা। ৩। শিল্পগৃহ। অনু—আস্+অনট্ অধিবা। বি ; ক্লীব।

অন্বাসিত—পশ্চাদুপবেশিত ; আরাধিত, পূজিত, সেবিত। অনু—আস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অন্বাহার্য্য(র্য)—১। পিতৃলোকের মাসিক শ্রাদ্ধ। ২। যাগদক্ষিণা। অনু—আ—হৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

অন্বাহিত—পুনরায় গচ্ছিত, একজনের নিকট হইতে অন্যত্র গচ্ছিত। অনু—আ—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অন্বিত—যুক্ত, বিশিষ্ট ; মিলিত ; সংলগ্ন ; পরস্পর অন্বয়যুক্ত। অনু—ই+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অন্বিষ্ট—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে এরূপ ; কথিত ; আকাঙ্ক্ষিত। অনু—ইষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অন্বীক্ষণ—অন্বেষণ। অনু—ঈক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অন্বীক্ষা—বেদবাক্য-শ্রবণানন্তর তদর্থ-পর্য্যালোচন ; অনুমান। অনু—ঈক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্বেষক—অন্বেষণকারী, অনুসন্ধায়ী। অনু—ইষ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী.—ষিকা।

অন্বেষণ—খোঁজ, তল্লাস ; গবেষণা ; আকাঙ্ক্ষা। অনু—ইষ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অন্বেষণা—অনুসন্ধান, তর্কাদি দ্বারা যথা-বোধিত ধর্ম্মাদি অন্বেষণ ; আকাঙ্ক্ষা। অনু—ইষ্+অন (যুচ্) ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্বেষণীয়—অনুসন্ধেয় ; আকাঙ্ক্ষণীয়। অনু—ইষ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অন্বেষিত—যাহার অন্বেষণ বা খোঁজ করা হইয়াছে এরূপ ; গবেষিত ; আকাঙ্ক্ষিত। অনু—ইষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অন্বেষী (-ষিন্)—অন্বেষণকারী, অনুসন্ধানকারী। অনু—ইষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ষিণী। [কর্ম্মবা। বিণ।

অন্বেষ্টব্য—অন্বেষণীয়। অনু—ইষ্+তব্য

অন্বেষ্টা (অন্বেষ্টৃ)—অনুসন্ধানকারী; আকাঙ্ক্ষাকারী। অনু—ইষ্+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ট্রী।

অন্য—ভিন্ন, অপর; সদৃশ। অন্ (থাকা)+য কর্ত্তৃবা। সর্ব্ব, বিণ। **অন্যে পরে কা কথা**—(সংস্কৃত বাক্য) অপরের কথা আর বলিয়া লাভ কি! অর্থাৎ অন্যের সম্বন্ধে ত এ কথা খাটিবেই।

অন্যকৃত—অন্যের দ্বারা নিষ্পন্ন, অপরের দ্বারা কৃত। অন্য কর্ত্তৃক কৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্যগত—অন্যবিষয়ক, অপর-সম্পর্কীয়, অন্যের; অন্যাসক্ত, অপরসংসক্ত। অন্যকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

অন্যগতপ্রাণ—অপরের অভাবে যাহার প্রাণরক্ষা হয় না এরূপ, অপরের প্রতি একান্ত অনুরাগী। অন্যগত প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অন্যগামী (-গামিন্)—অন্যত্রযায়ী, অন্যত্র প্রস্থানকারী; পরস্ত্রীসংসর্গকারী। অন্য—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী। বি,—গামিতা।

অন্যতঃ (-তস্), **অন্যত**—অন্য স্থান হইতে, স্থানান্তর হইতে; অন্যস্থানে। অন্য শব্দ+তস্ (৫মী বা ৭মীস্থানে)। অব্য।

অন্যতম—অনেকের মধ্যে একটি। অন্য+তম। বিণ। [+তর। বিণ।

অন্যতর—ভিন্ন; দুয়ের মধ্যে একটি। অন্য

অন্যত্র—ভিন্ন স্থানে; অপর বিষয়ে; তদ্ভিন্ন, তদ্ব্যতিরেকে। অন্য+ত্রল্ ৭মীস্থানে। অব্য।

অন্যথা—অন্যবিধ, অন্যপ্রকার; বিপরীত, বিরুদ্ধ; নতুবা, নহিলে; বিনা; অসত্য। অন্য+থাচ্ প্রকারার্থে। অব্য।

অন্যথাকরণ—অন্যপ্রকার আচরণ; বিরুদ্ধাচরণ, বিপরীত কার্য্যকরণ; অপালন, উল্লঙ্ঘন। অন্যথা—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অন্যথাচরণ, -চার—অন্যপ্রকার আচরণ; বিরুদ্ধাচরণ, বৈপরীত্যকরণ, বিরুদ্ধ ব্যবহার। অন্যথা যে আচরণ, আচার, সুপ্সুপা। বি; ক্লীব, পুং।

অন্যথাবাদী (-বাদিন্)—যে অন্যপ্রকার কথা বলে, বিপরীতভাষী। উপতৎ; অন্যথা—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

অন্যথাভাব—অন্যরূপ হওন, যেরূপ হওয়া উচিত বা আবশ্যক তাহার বিপরীত হওন। অন্যথা—ভূ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অন্যথাসিদ্ধি—(ন্যায়মতে) হেতুর দোষ, হেত্বাভাষবিশেষ [কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব থাকায় কার্য্যের অনুৎপাদকতা; যেমন,—ঘটজন্মকালে গর্দ্দভের উপস্থিতি। এখানে গর্দ্দভের উপস্থিতি ঘটোৎপত্তিরূপ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা ঘটের উৎপাদক নহে। অতএব, ঘটে গর্দ্দভের অন্যথাসিদ্ধি হইল]; অভাবনীয় কর্ম্মের উৎপত্তি; অন্যপ্রকারে সিদ্ধি। অন্যথা সিদ্ধি, সুপ্সুপা। বি; স্ত্রী।

অন্যদা—অন্যসময়ে, সময়ান্তরে। অন্য+দা কালার্থে। অব্য।

অন্যদীয়—অন্যসংক্রান্ত, অপরবিষয়ক, অপরের। অন্য+ঈয় সম্বন্ধার্থে (দ-আগম)। বিণ।

অন্যপুষ্ট—১। পরভৃত, কোকিল (কোকিল-শাবক কাকের দ্বারা পালিত হয়)। বি; পুং। ২। অপর কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, অপরবর্দ্ধিত। অন্য কর্ত্তৃক পুষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্যপূর্ব্বা(র্বা)—১। দ্বিরূঢ়া, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা, পূর্ব্বে অন্যের সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছে এরূপ (স্ত্রী); একের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইলে পর অন্যের সহিত যে কন্যার বিবাহ হয় সেই কন্যা, মৃতবাগ্দান-পতিকা, যে বাগ্দত্তা কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হয় সেই কন্যা। [যে বরের সহিত কোন কন্যার বিবাহ হওয়ার কথাবার্তা স্থির হইয়াছে, সেই বর যদি ঐ বিবাহের পূর্ব্বে মৃত হয় তাহা হইলে ঐ বাগ্দত্তা কন্যাকে অন্যপূর্ব্বা বলে। অন্যপূর্ব্বা সাত প্রকার—(১) বাগ্দত্তা, (২) মনোদত্তা, (৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা, (৪) উদকস্পর্শিতা, (৫) পাণিগৃহীতিকা, (৬) অগ্নিপরিগতা এবং (৭) পুনর্ভূপ্রসবা।] অন্য পূর্ব্ব যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী বা বিণ। ২। যাহার অগ্রে অপর কিছু আছে এরূপ। অন্য পূর্ব্বে যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্যপূর্ব্বা(র্বা)গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—অন্যপূর্ব্বা কন্যাকে বিবাহকারী ব্যক্তি। উপতৎ; অন্যপূর্ব্বা—গ্রহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

অন্যবর্দ্ধি(র্ধি)ত—১। অপরপালিত, পরপুষ্ট। বিণ। ২। পরভৃত, কোকিল। অন্য দ্বারা বর্দ্ধিত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

অন্যবাদী (-বাদিন্)—অন্যভাষী, ইতরবাদী; অন্যথাভাষী; অস্থিরবাদী। উপতৎ; অন্য—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

অন্যবিধ—অন্যপ্রকার, আর একরকম। অন্যা বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অন্যভৃৎ—বায়স, কাক। উপতৎ; অন্য—ভৃ+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা স্ত্রী।

অন্যভৃত—১। কোকিল। বি; পুং। ২। পরপুষ্ট, অন্য-কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। অন্যকর্ত্তৃক ভৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্যমত—১। মতান্তর, ভিন্নমত; বিরুদ্ধমত। অন্য এমন মত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। অন্য কর্ত্তৃক অভিমত, অপর কর্ত্তৃক স্বীকৃত। অন্য কর্ত্তৃক মত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্যমনস্ক—অন্যমনা; অনিবিষ্টচিত্ত; অন্যাসক্তচিত্ত: অন্যে মন যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ।

অন্যমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—যাহার মন অন্যদিকে আছে এরূপ, অন্যমনস্ক। অন্যে মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অন্যমাতৃজ—অন্যজননীগর্ভে জাত ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অন্যা মাতা, কর্ম্মধা; অন্যমাতৃ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অন্যসাপেক্ষ—অন্যের উপর নির্ভরকারী। অন্যের সাপেক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অন্যাধীন—অপরের আয়ত্ত, পরতন্ত্র, পরাধীন। অন্যের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অন্যান্তর—অপর স্থানে, অন্যত্র। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অন্যান্য—অপরাপর, ভিন্ন ভিন্ন, আর আর। বহুবচনার্থে দ্বিত্ব। সর্ব্ব, বিণ।

অন্যায়—১। অনৌচিত্য; অবিচার। ন ন্যায়, নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। অন্যায্য, ন্যায়বিরুদ্ধ, গর্হিত। ন (নাই) ন্যায় যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অন্যায়তঃ (-তস্), **-ন্যায়ত**—অন্যায়পূর্ব্বক। অন্যায়+ক্রি-বিণে ৩য়া স্থানে তস্। অব্য।

অন্যায়াচরণ—অসঙ্গত ব্যবহার; অনুচিত কার্য্য-করণ। অন্যায় এমন আচরণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অন্যায়োপজীবী (-জীবিন্)—গর্হিত বা অসৎ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহকারী। উপতৎ; অন্যায়—উপ—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী।

অন্যায্য—ন্যায়বিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ; অনুচিত; গর্হিত। ন ন্যায্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অন্যাসক্ত—অন্যের প্রতি অনুরক্ত; অনবহিত, অমনোযোগী, অন্যমনস্ক। অন্যে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

অন্যূন—যাহা কম নয় এরূপ, প্রায়; সমগ্র, সম্পূর্ণ। ন ন্যূন, নঞ্তৎ। বিণ।

অন্যোন্য—১। পরস্পর, ইতরেতর। অন্য শব্দের কর্ম্মব্যতিহারে দ্বিত্ব, পূর্ব্বপদে স্ আগম (=অন্যঃ+অন্য)। সর্ব্ব, বিণ। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ [একজাতীয় দুইটী ক্রিয়া বা দুইটী গুণ যদি পরস্পরের কারণস্বরূপ হয়, তাহা হইলে অন্যোন্য অলঙ্কার হয়; যথা,—"সেই সুন্দরী তোমাদ্বারা শোভা পাইতেছে এবং তুমিও তাহাদ্বারা শোভা পাইতেছ।"—এখানে পরস্পর পরস্পরের শোভাপ্রাপ্তির কারণ হওয়ায় অন্যোন্যালঙ্কার হইল]। বি; ক্লীব।

অন্যোন্যবিরোধী (-ধিন্)—পরস্পরের

প্রতিকূল বা অনিষ্টকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ধিনী।

অন্যোন্যভেদ—পরস্পর-বিচ্ছেদ, পরস্পর-বিবাদ, পরস্পর-শত্রুতা। অন্যোন্যের ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্যোন্য-সাপেক্ষ—পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অন্যোন্যাভাব—পরস্পরে অভাব [যেমন,—ঘটে পটের এবং পটে ঘটের অভাব]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্যোন্যাশ্রয়—পরস্পরের অবলম্বন, পরস্পর-সাপেক্ষতা ; তর্কদোষবিশেষ, পরস্পরের জ্ঞানোৎপত্তির জন্য পরস্পরের জ্ঞানের অপেক্ষারূপ অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ [যেমন,—"রামচন্দ্র মহারাজ দশরথের পুত্র ; দশরথ পরমপুরুষ রামচন্দ্রের পিতা।"—এস্থলে দশরথের জ্ঞান ব্যতিরেকে রামচন্দ্রের এবং রামচন্দ্রের জ্ঞান ব্যতিরেকে দশরথের প্রতীতি না হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইল ; কিন্তু এই পরিচয় অন্যরূপে দিলে আর এই দোষ ঘটিবে না]। অন্যোন্যের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অপ্—বারি, জল। আপ্+ক্বিপ্ কর্ম্মবা, নিপাতনে। বি ; স্ত্রী।

অপ—অপকৃষ্ট, অধম ; বিহীন, রহিত ; বিপরীত, বিরুদ্ধ ; কুৎসিত ; অনাদর ; অপকর্ষ ; তিরোভাব, অপগম ; ত্যাগ, বর্জ্জন ; বিচ্ছেদ, বিয়োগ ; বৈপরীত্য ; বিকৃতি ; হর্ষ, আনন্দ ; নির্দ্দেশ ; চৌর্য্য ; অধঃপ্রদেশ। ন—পা+ক কর্ত্তৃবা। অব্য ; উপসর্গ।

অপকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), **-কর্তা**—অপকারক, অনিষ্টকারী ; কুৎসিতকার্য্যকারী। অপ—কৃ+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অপকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—কুকর্ম্ম, দুষ্ক্রিয়া। অপকৃষ্ট কর্ম্ম, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অপকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্মা**—কুকার্য্যকারী, নিন্দিতকর্ম্মকারী। অপকৃষ্ট কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপকর্ষ—অপকৃষ্টতা, হীনতা ; অপ্রধানতা ; নীচতা, জঘন্যতা ; নিম্নাকর্ষণ ; বিহিতকালের পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাদি করণ, কর্ত্তব্যকালের পূর্ব্বে কোন কারণবশতঃ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। অপ—কৃষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অপকর্ষণ—১। অপসারণ ; মোচন ; অপহরণ। অপ—কৃষ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। অপসারক ; মোচক, উদ্ধারক ; অপহারক। অপ—কৃষ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

অপকলঙ্ক(ঙ্ক)—মিথ্যা অখ্যাতি, মিথ্যাপবাদ, অমূলক কলঙ্ক। অপকৃষ্ট কলঙ্ক, প্রাদি। বি ; পুং।

অপকার—অমঙ্গল, অনিষ্ট, হানি, ক্ষতি ; দ্বেষ। অপ—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অপকারক—অপকারী, অমঙ্গলকারক, ক্ষতিকারক, অহিতকারী। অপ—কৃ+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিকা।

অপকারী (-কারিন্)—অনিষ্টকারী, মন্দকারী। অপ—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

অপকীর্ত্তি(র্তি)—অপযশঃ, দুর্নাম, অখ্যাতি। অপকৃষ্টা কীর্ত্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপকৃত—১। অপকারপ্রাপ্ত, যাহার অপকার করা হইয়াছে এরূপ, ক্ষতিগ্রস্ত। অপ—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। অপকার। অপ—কৃ+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

অপকৃতি—অপকার। অপ—কৃ+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অপকৃষ্ট—নিকৃষ্ট, অধম ; বিহিতকালের পূর্ব্বে কৃত ; অপনীত ; নিম্নাকৃষ্ট। অপ—কৃষ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপকেন্দ্র—(পদার্থ-বিদ্যা) কেন্দ্র হইতে অপসরণশীল (centrifugal). অপগামী কেন্দ্র হইতে, প্রাদি। বিণ।

অপক্ব—যাহা পাকা নয় এরূপ, কাঁচা ; যাহা পাক করা নয় এরূপ ; অনিপুণ। ন পক্ব, নঞ্তৎ। বিণ।

অপক্রম, -ক্রমণ—পলায়ন, প্রস্থান। অপ—ক্রম্+ঘঞ্, অনট্, ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব।

অপক্রান্ত—অপসৃত, পলায়িত, অপগত। অপ—ক্রম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অপক্রিয়া—অনিষ্ট, অপকার ; মন্দকার্য্য, কুকর্ম্ম, অপকার্য্য। অপকৃষ্টা ক্রিয়া, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। [+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অপক্রোশ—নিন্দা, ভৎর্সনা। অপ—ক্রুশ্

অপক্ষপাত—১। পক্ষপাতহীনতা ; ন্যায়োচিত কার্য্য। ন পক্ষপাত, নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। পক্ষপাতশূন্য। ন (নাই) পক্ষপাত যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অপক্ষপাতী (-পাতিন্)—নিরপেক্ষ, যিনি কোন এক দিক্ টানিয়া কাজ করেন না এরূপ ; যথার্থবাদী। ন পক্ষপাতী, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী,—পাতিনী। বি,—পাতিতা, —পাতিত্ব।

অপক্ষেপ—অগ্রাহ্যকরণ ; প্রত্যাখ্যান। অপ—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অপগত—দূরীভূত, পলায়িত ; মৃত ; নষ্ট ; অন্তর্হিত। অপ—গম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অপগম, -গমন—তিরোভাব ; প্রস্থান, পলায়ন ; নাশ, ধ্বংস। অপ—গম্+অপ্, অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব।

অপগা—নদী। অপ—গম্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী। [পুং।

অপগুণ—দোষ। অপকৃষ্ট গুণ, প্রাদি। বি ;

অপগ্রহ—প্রতিকূল গ্রহ, বিরুদ্ধ গ্রহ। অপকৃষ্ট গ্রহ, প্রাদি। বি ; পুং।

অপঘন—১। অবয়ব, অঙ্গ। অপ—হন্+অপ্ কর্ম্মবা (হ-স্থানে ঘ)। ২। অপগত ঘন যাহাতে (যে সময়ে), বহুব্রী। পুং। ৩। নির্মেঘ, মেঘহীন। অপঃ যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

অপঘাত—অপকৃষ্ট মৃত্যু, রোগ ভিন্ন অন্য কোন আকস্মিক কারণে মৃত্যু, উদ্বন্ধনাদিজনিত মৃত্যু। অপ—হন্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অপঘাতক—অপঘাতকারী, আঘাত ইত্যাদি দ্বারা জীবননাশকারী। অপ—হন্+ণিচ্ (স্বার্থে)+ণক কর্ত্তৃবা (হন্-স্থানে ঘাত্)। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিকা।

অপঘাতিয়া, -ঘেতে—অপঘাতকারী। 'অপঘাতী'-শব্দজ। বিণ।

অপঘাতী (-ঘাতিন্)—অপঘাতকারী, আঘাতাদিপ্রয়োগে জীবননাশক। অপ—হন্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিনী।

অপঘৃণ—দয়াহীন, নির্দ্দয় ; লজ্জাশূন্য, নির্লজ্জ। অপগত ঘৃণা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপচয়—ক্ষতি, হ্রাস, নাশ, ক্ষয় ; বৃথা ব্যয়। অপ—চি+অচ্ ভাববা। বি ; পুং।

অপচায়িত—১। অর্চ্চিত, সমাদৃত, পূজিত। অপ—চায়্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। শাণিত। অপ—চায়+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। ৩। অপব্যয়িত। অপ—চি+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপচার—স্বধর্ম্মব্যতিক্রম ; বংশানুগত ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ; অত্যাচার ; অপাক, অজীর্ণরোগ ; দুর্নীতি (corruption). অপ—চর্ +ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অপচিকীর্ষা—অহিতসাধনেচ্ছা, অপকারেচ্ছা। অপ—কৃ+সন্+অ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অপচিকীর্ষু—অনিষ্ট করিতে ইচ্ছুক, ক্ষতি করিতে অভিলাষী। অপ—কৃ+সন্+উ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অপচিত—১। ব্যয়িত ; মন্দীভূত, ক্ষীণ ; জিত। অপ—চি+ক্ত কর্ম্মবা। ২। পূজিত। অপ—চায়্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপচিতি—১। পৌর্ণমাসের কনিষ্ঠা কন্যা। অপ—চি+ক্তি কর্ত্তৃবা। ২। পূজা। অপ—চায়্+ক্তি ভাববা। ৩। নাশ, ক্ষয় ; অপব্যয়, ব্যয় ; নিষ্কৃতি। অপ—চি+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অপচীয়মান—নাশশীল ; যাহা ব্যয়িত হইতেছে এমন। অপ—চি+শানচ্ কর্ম্মকর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

অপচেতা (-চেতৃ)—অপচায়ক, অপচয়কারী, অনিষ্টকারী ; নাশকারী ; অপব্যয়কারী। অপ—চি+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চেত্রী।

অপচেতাঃ (-চেতস্), **-চেতা**—হীনচিত্ত, নীচাত্মা, দুরাত্মা ; অনুদার। অপকৃষ্ট চেতঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি ; স্ত্রী।

অপচেষ্টা—হীন উদ্দেশ্যমূলক চেষ্টা। প্রাদি।

অপচ্ছরা—অপ্সরা। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

অপচ্ছায়—১। ছায়াশূন্য। বিণ। ২। দেবতা; দেবযোনি। অপগতা ছায়া যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অপচ্ছায়া—১। বিকৃত ছায়া, আব ছায়া। অপকৃষ্টা ছায়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। ছায়াহীনা, ছায়ারহিতা। অপচ্ছায়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [ভাববা। বি; পুং।

অপজয়—পরাজয়। অপ—জি+অচ্

অপজাত—অনভিজাত, আভিজাত্যশূন্য; যে বংশমর্য্যাদা বা নিজ জাতির বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে এরূপ; হীনাবস্থাপ্রাপ্ত। অপ—জন্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অপজাতি—হীন-জাতি; গুণভ্রষ্ট জাতি; হীন বংশ। অপ (হীন) জাতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অপজ্ঞান—অবজ্ঞা। অপ—জ্ঞা+অনট্ ভাববা। প্রাঃ কবিপ্র। বি; ক্লীব।

অপঞ্চীকৃত—১। সূক্ষ্মভূত, অভেদ্য আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত [পুরাণমতে সৃষ্টির পূর্ব্বে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ এবং ব্যোম বা আকাশ—এই পাঁচটী মহাভূত পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় ছিল। তৎপরে প্রত্যেকটীকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধকে অবিকৃত অবস্থায় রাখা হয় এবং অপরার্দ্ধকে চারি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার এক এক ভাগ অপর চারিটী মহাভূতের সহিত সম্মিলিত করা হয়। এইরূপে সম্মিলিত প্রত্যেক মহাভূতকে পঞ্চীকৃত মহাভূত বলে। এই পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরস্পর অসম্মিলিত পঞ্চ মহাভূতের নাম 'অপঞ্চীকৃত']। ন—পঞ্চন্+অভূততদ্ভাবার্থে চি্ (=অপঞ্চী)+কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। যাহা পঞ্চীকৃত নয় এরূপ। ন পঞ্চীকৃত, নঞ্তৎ। বিণ।

অপঞ্জরী (-রিন্)—(প্রাণিবিদ্যা) পঞ্জরহীন ('-প্রাণী'); মেরুদণ্ডহীন (invertebrate). নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী,-রিণী।

অপটী—বস্ত্রাবরণ, কানাৎ, পর্দ্দা; তাঁবু। ন—পট্+অচ্ অপাবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অপটীক্ষেপ, -টাক্ষেপ—(অভিনয়) পটীক্ষেপ বা পটক্ষেপ বিনা রঙ্গমঞ্চে সসম্ভ্রমে প্রবেশ। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অপটু—অনিপুণ; অশক্ত, অক্ষম, অসমর্থ; অসুস্থ, পীড়িত অপটু। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -পটু, -পট্বী। বি,-পটুতা, -পাটব।

অপটুতা, -ত্ব—অশক্ততা, অশক্তি, অক্ষমতা; রুগ্ণতা। ন পটুতা, পটুত্ব, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অপঠিত—যাহা পঠিত নয় এরূপ, অনধীত। ন পঠিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অপড়—যাহা পড়ে না এমন, যাহা পড়ে নাই এমন; ধ্বংসহীন। গ্রাম্য, প্রাদে। বিণ।

অপণা, -না—১। স্বয়ং, আপনি। সর্ব্ব। ২। স্বীয়, আপনার। প্রা বাং। বিণ।

অপণ্ডিত—মূর্খ; অশাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রাদিজ্ঞান-বর্জ্জিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপণ্য—১। কুৎসিত দ্রব্য, যাহা বিক্রয় করা যাইতে পারে না এরূপ জিনিস। বি; ক্লীব। ২। অবিক্রেয়, যাহা বিক্রয় করা যাইতে পারে না এরূপ। ন পণ্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অপতর্পণ—লঙ্ঘন, রোগাদির প্রশমনার্থ উপবাস। অপগত হয় তর্পণ যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অপতিব্রতা—অসতী, কুলটা, ব্যভিচারিণী। ন পতিব্রতা, নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অপত্নীক—পত্নীরহিত, মৃতদার; অকৃত-দার। ন (নাই) পত্নী যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ।

অপত্য—সন্তান, সন্ততি (ইহা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে)। ন—পত্+যৎ করণবা, যাহার জন্ম হেতু বংশ পতিত (অর্থাৎ লুপ্ত) হয় না। বি; ক্লীব।

অপত্যঘাতক, -ঘাতী (-ঘাতিন্)—সন্তাননাশক, যে আপনার বা অন্যের পুত্র-কন্যাকে মারিয়া ফেলে এরূপ। অপত্যের ঘাতক, ৬ষ্ঠীতৎ; অপত্য হনন করে যে, উপতৎ; অপত্য—হন্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিকা, —ঘাতিনী।

অপত্যদ—সন্তানদায়ক। অপত্য দান করে যে, উপতৎ; অপত্য—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

অপত্যদা—১। সন্তানদায়িকা। বিণ। ২। গর্ভদাত্রী লতা, লক্ষণা; (সন্তানদাত্রী) ভার্য্যা, ধাত্রী। অপত্যদ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অপত্যনির্ব্বি(র্বি)শেষে—স্বসন্তানতুল্যরূপে, আপনার পুত্রকন্যা হইতে কোনরূপ পার্থক্য না রাখিয়া, আপন পুত্রকন্যার ন্যায়। নির্গত হইয়াছে বিশেষ যাহা হইতে, বহুব্রী= নির্ব্বিশেষ; অপত্য হইতে নির্ব্বিশেষ, ৫মীতৎ, সেরূপভাবে। ক্রি-বিণ।

অপত্যপথ—স্ত্রীযোনি, ভগ, প্রসবদ্বার। অপত্যের পথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অপত্যশত্রু—১। অপত্যঘাতক (তাহা দ্রঃ)। অপত্যের শত্রু, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। ২। কর্কট, কাঁকড়া। অপত্য হইয়াছে শত্রু যাহার, বহুব্রী [কাঁকড়ারা অপত্য প্রসব করিয়াই প্রাণত্যাগ করে]। বি; পুং বা স্ত্রী।

অপত্যসংস্কারবিধি—নবজাত পুত্রকন্যার বিশোধনবিধি, জাতকর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের নিয়ম। অপত্যের সংস্কার, ৬ষ্ঠীতৎ=অপত্যসংস্কার; তাহার বিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অপত্যস্নেহ—সন্তানবাৎসল্য, সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ। অপত্যে স্নেহ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

অপত্যহীন—সন্তানহীন, নিঃসন্তান। অপত্য দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

অপত্র—১। অঙ্কুর। বি; পুং। ২। পত্রবিহীন, নিষ্পত্র। ন (নাই) পত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপত্রপ—লজ্জাশূন্য, নির্লজ্জ। অপগতা ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপত্রপা—১। লজ্জাশূন্যা। অপত্রপ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অন্যহেতু লজ্জা। অপ—ত্রপ্+অ ভাববা+আপ্। ৩। নির্লজ্জতা; ধৃষ্টতা। অপগতা ত্রপা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অপত্রস্ত—ত্রাসযুক্ত, ভীত। অপ—ত্রস্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অপত্রী (-ত্রিন্)—পক্ষবিহীন; মাকড়সা, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি (aptera). নঞ্তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অপথ—১। কুপথ, অপ্রশস্ত পথ। ন পথ, নঞ্তৎ। ২। পথের অভাব; উপায়াভাব। অব্যয়ী। বি; ক্লীব। ৩। পথরহিত, পথশূন্য। ন (নাই) পথ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অপথ্য—রোগীর পক্ষে অহিতকর, ভোজনের অযোগ্য। ন পথ্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অপদ—পদবিহীন, যাহার পা নাই এমন। ন (নাই) পদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপদস্থ—পরাজিত; পদচ্যুত; অনাদৃত, অবমানিত। ন পদস্থ, নঞ্তৎ। বিণ।

অপদান—প্রশংসনীয় কার্য্য। অপ—দো বা দৈ+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

অপদান্তর—অব্যবহিত, সংযুক্ত। ন (নাই) পদান্তর যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অপদার্থ—১। অযোগ্য; সারহীন, অসার; অকর্ম্মণ্য; পদার্থহীন। ন (নাই) পদার্থ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। নগণ্য বস্তু, তুচ্ছ জিনিস। ন (অপ্রশস্ত) পদার্থ, নঞ্তৎ। বি; পুং।

অপদিশ—দুইটী সন্নিহিত দিকের মধ্যবর্ত্তী স্থান, অগ্নি ঈশান নৈর্ঋত ও বায়ু—এই চারিটী কোণ। দিশার (দিকের) মধ্যে, অব্যয়ী। বি; ক্লীব।

অপদী (-দিন্)—১। যাহার পদ নাই এমন, চরণহীন। বিণ। স্ত্রী,-দিনী। ২। সরীসৃপ, পদহীন প্রাণী। ন পদী, নঞ্তৎ। বি; পুং।

অপদেবতা—ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি। অপকৃষ্টা দেবতা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অপদেশ—১। ছল; চিহ্ন; নাম; নিমিত্ত। অপ—দিশ্+ঘঞ্ করণবা। ২। স্থান; লক্ষ্য। অপ—দিশ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৩। নির্দ্দেশ। অপ—দিশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অপধ্বংস—১। ধিক্কার, নিন্দা; বর্জ্জন, ত্যাগ; অপঘাত। অপ—ধ্বনস্+ঘঞ্ ভাববা। ২। সঙ্করজাতি, মিশ্রবর্ণ। অপ—ধ্বনস্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

অপধ্বংসজ—হীনবংশোৎপন্ন, সঙ্করজাতীয়। উপতৎ; অপধ্বংস (২)—জন+ড কর্তৃবা। বিণ।

অপধ্বস্ত—বর্জ্জিত, পরিত্যক্ত; হেয়, নিন্দিত; চূর্ণিত; পাতিত। অপ—ধ্বন্‌স্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপধ্যান—অনিষ্টচিন্তা, অমঙ্গলচিন্তা; অসৎ সংকল্প, দুষ্টাভিপ্রায়। অপকৃষ্ট ধ্যান (চিন্তা), প্রাদি। বি; ক্লীব।

অপনয়, -নয়ন—দূরীকরণ, বর্জ্জন, পরিত্যাগ; খণ্ডন; নিবারণ; নিরাকরণ, অপনোদন; অপহরণ; অপকার; প্রমার্জ্জন, মোছা; স্মরণ; বিনাশন; ঋণমোচন। অপ—নী+অচ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অপনয়ন—কোন সংখ্যাকে বাদ দেওন, উঠাইয়া দেওন (elimination). অপ—নী +অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপনীত—নিরাকৃত, দূরীকৃত, অপসারিত; ত্যক্ত; অপহৃত; খণ্ডিত; নিবারিত; বিনাশিত; প্রমার্জ্জিত; ঋণমোচিত। অপ—নী +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপনুব—অপূর্ব্ব, অপরূপ ('অপনুব তুঅ ব্যবহারে'—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অপনেয়—অপনোদনীয়, দূরীকরণীয়; খণ্ডনীয়; নিরাকরণীয়। অপ—নী+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অপনোদ, -নোদন—নিরাকরণ, খণ্ডন, দূরীকরণ, অপসারণ; অপচয়। অপ—নুদ +ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অপনোদিত—অপসারিত, দূরীকৃত, নিরাকৃত; অপচিত। অপ—নুদ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপন্থা (-পথিন্‌)—কুপথ; অসঙ্গত উপায়। ন পন্থা, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপন্যায়—১। অন্যায়। অপকৃষ্ট ন্যায়, প্রাদি। বি; পুং। ২। ন্যায়বিরুদ্ধ ('—কার্য্য'), বিচারশূন্য ('—কার্য্য')। অপগত হইয়াছে ন্যায় যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

অপপণন—চোরাবাজারে কেনাবেচা (blackmarketing). অপকৃষ্ট পণন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অপপাঠ—অপ্রকৃত পাঠ, বিকৃতলিপি; অশুদ্ধ পাঠ, ভ্রান্ত পাঠ। অপকৃষ্ট পাঠ, প্রাদি। বি; পুং।

অপপ্রয়োগ—অশুদ্ধ প্রয়োগ; ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ ব্যবহার; অন্যায় বা অনুপযুক্ত ভাবে কার্য্যে প্রয়োগ। অপকৃষ্ট প্রয়োগ, প্রাদি। বি; পুং।

অপবরক—গর্ভগৃহ, অন্তর্গৃহ; সভাগৃহ; শয়নস্থান। অপ—বৃ+অচ্‌, কর্তৃবা+ক স্বার্থে। বি; পুং।

অপবর্গ—মুক্তি, মোক্ষ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন, সংসার-বন্ধনমোচন; পরিত্যাগ; ফলসাধন, কোন কর্ম্মের পরিণতি-সম্পাদন; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) ক্রিয়াসমাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তি; নিষ্পত্তি; সমাপ্তি; দান। অপ—বৃজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অপবর্জ্জ(র্জ)ন—দান, বিতরণ; ত্যাগ, বিসর্জ্জন, পরিহার; ছেদন; মুক্তি। অপ—বৃজ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপবর্জ্জি(র্জি)ত—দত্ত; পরিত্যক্ত, বিসৃষ্ট, পরিহৃত; অপচিত। অপ—বৃজ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপবর্ত্ত(র্ত)ক—শুদ্ধ ভাজক, যে রাশি দ্বারা অপর একটী রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না তাহাকে ঐ রাশির অপবর্তক কহে (measure). [যথা,—৪, ১৬-এর অপবর্তক]। অপ—বৃত্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিকা।

অপবর্ত্ত(র্ত)ন—১। সংক্ষিপ্ত করণ; বক্রীকরণ; কোন অঙ্ককে ক্ষুদ্র অঙ্ক দ্বারা বিভক্ত করণ, তুল্যরূপ অঙ্ক দ্বারা ভাজ্য-ভাজকের বিভাজন; অপরাধজন্য অধিকার হরণ; বাজেয়াপ্তকরণ (forfeiture). অপ—বৃত্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। পরিবর্ত্তন; বিচালন। অপ—বৃত্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপবর্ত্তি(র্তি)ত—পরিবর্ত্তিত; বিভক্ত; অল্পীকৃত; বক্রীকৃত; বাজেয়াপ্ত। অপ—বৃত্‌+ণিচ্‌ বা বৃত্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপবর্ত্ত্য(র্ত্য)—কোন রাশির শুদ্ধ ভাজ্য, যে রাশিকে অপর কোন রাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না তাহাকে ঐ রাশির অপবর্ত্ত্য কহে (multiple). [যথা,—১৬, ৪-এর অপবর্ত্ত্য, কারণ ১৬-কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না]। অপ—বৃত্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অপবাদ—নিন্দা, অপযশঃ; দোষারোপ; কুৎসা; নিয়ম; আজ্ঞা; কুৎসিত বাদ্য; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) বিশেষবিধি; (বেদান্ত) ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে নিশ্চিত জ্ঞান; অপহ্নব। অপ—বদ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অপবাদক—নিন্দক, অপবাদঘোষক, দুর্নামকারী। অপ—বদ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিকা।

অপবাদী (-বাদিন্‌)—১। কুৎসাকারী, নিন্দক, দুর্নামকারী। অপ—বদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। ২। দুর্নামগ্রস্ত, অপবাদান্বিত। অপবাদ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

অপবারণ—তিরোধান, অন্তর্দ্ধান; ব্যবধান; ত্যাগ, বর্জ্জন। অপ—বৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপবারিত—আচ্ছাদিত; ব্যবহিত; অন্তর্হিত; ত্যক্ত, বর্জ্জিত। অপ—বৃ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপবাহন—মানুষ চুরি করা (kidnapping). অপ—বহ্‌+ণিচ্‌ (স্বার্থে)+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—বাহিত।

অপবাহিত—তাড়িত, অপসারিত। অপ—বহ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপবিত্র—অশুচি, অশুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপবিদ্ধ—১। প্রত্যাখ্যাত, নিরস্ত; বর্জ্জিত, পরিত্যক্ত; ক্ষিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত; প্রেরিত; চূর্ণিত। বিণ। ২। দ্বাদশবিধ পুত্রমধ্যে পুত্রবিশেষ, মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার পর যে বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায় সেই পুত্র। অপ—ব্যধ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং। স্ত্রী,—বিদ্ধা।

অপবৃত্ত—বিপরীত, উল্টা; বঞ্চিত; পরাঙ্মুখীভূত; অনাচ্ছাদিত; অপজাত, অনভ্যস্ত। অপ—বৃত্‌+ক্ত কর্তৃবা বা কর্ম্মবা। বিণ।

অপবেধ—কোন বস্তুর অযথাস্থান বিদ্ধকরণ, কোন বস্তুর অলক্ষিত স্থানে বেঁধন। অপ—বিধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অপব্যবহার—অসদাচরণ, দুর্ব্যবহার, নিন্দনীয় আচার; অযথা প্রয়োগ, অনুচিতভাবে নিয়োজন; অসৎকার্য্যে প্রয়োগ। অপকৃষ্ট ব্যবহার, প্রাদি। বি; পুং।

অপব্যয়—অপকৃষ্ট ব্যয়, কুকর্ম্মে অর্থব্যয়; বৃথা ব্যয়, অন্যায় খরচ, বাজে খরচ। অপকৃষ্ট ব্যয়, প্রাদি। বি; পুং।

অপব্যয়িত—অযথাভাবে ব্যয়িত, বৃথা নষ্ট; অসৎ কার্য্যে ব্যয়িত। অপকৃষ্টভাবে ব্যয়িত, প্রাদি। বিণ।

অপব্যয়িতা—১। অযথা ব্যয়শীলতা, অর্থের অসদ্ব্যয়। অপব্যয়িন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। অযথাভাবে ব্যয়িতা। অপব্যয়িত+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অপব্যয়ী (-ব্যয়িন্‌)—অপব্যয়কারী, বৃথাব্যয়ী, অসদ্ব্যয়ী। অপব্যয়+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ব্যয়িনী।

অপভয়—নির্ভীক, ভয়হীন। অপগত ভয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপভাষ—নিন্দার কথা, অসাধু উক্তি; নিন্দা। অপ—ভাষ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

অপভাষা—অশিষ্ট বচন, নীচজনোচিত বাক্য, ইতর ভাষা; নিম্নজাতীয় লোকদিগের ভাষা, নিন্দা। অপকৃষ্টা ভাষা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অপভূ—(জ্যোতিষ) সূর্য্য হইতে কোন গ্রহের ভ্রমণকক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী বিন্দু (Apogee). অপ—ভূ+ক্বিপ্‌ অধিবা। বি; পুং।

অপভ্রংশ—কুৎসিত বাক্য, অপভাষা; রূপান্তরিত ভাষা; ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ; প্রকৃত আকার হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে প্রযুক্ত শব্দ; ধ্বংস; বিচ্যুতি; অধঃপতন। অপ—ভ্রন্‌শ্‌+ঘঞ্‌ করণবা বা ভাববা। বি; পুং।

অপভ্রষ্ট—স্খলিত, বিচ্যুত; অধঃপতিত; বিকৃত; ব্যাকরণদুষ্ট। অপ—ভ্রন্‌শ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অপমর্শ, -মর্ষ—স্পর্শ; সংঘর্ষ; নিন্দা; অপহরণ। অপ—মৃশ্‌, মৃষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—মৃষ্ট।

অপমান—অনাদর, অমর্য্যাদা, অবজ্ঞা। অপ—মন্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অপমানকর, -জনক—অমর্য্যাদাকর, অসম্মানজনক, যাহাতে মর্য্যাদা নষ্ট হয় এরূপ। অপমান করে যাহা, উপতৎ; অপমান—কৃ+ট কর্তৃবা; অপমানের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—করী, —জনিকা।

অপমানসূচক—অসম্মানপ্রকাশক, যাহা অনাদর প্রকাশ করে এরূপ। অপমানের সূচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অপমানাত্মক—অপমানের কারণযুক্ত, অপমানজনক। অপমান আত্মা (স্বরূপ ইত্যাদি) যাহার, বহুব্রী +ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

অপমানিত—অবমানিত, হতসম্মান, অনাদৃত। অপমান+ইত জাতার্থে। বিণ।

অপমিত—১। যাহার শরীর বা পরিচ্ছদাদি বিষয়ে কোন যত্ন বা পারিপাট্য নাই এরূপ, অপরিচ্ছন্ন। অপ—মা+ক্ত কর্তৃবা। ২। অবজ্ঞাত, অনাদৃত; অসজ্জিত, অভূষিত। অপ—মা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপমিশ্রণ—খাদ্যাদিতে ভেজাল দেওন। অপকৃষ্ট মিশ্রণ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অপমৃত্যু—অপঘাতমরণ, রোগ ভিন্ন অন্য কোন আকস্মিক কারণে মৃত্যু, উদ্বন্ধন বিষপান অস্ত্রাঘাত সর্পাঘাত জলমজ্জন ইত্যাদি কারণঘটিত মৃত্যু। অপকৃষ্ট মৃত্যু, প্রাদি। বি; পুং।

অপযশঃ (-যশস্‌), **-যশ**—কলঙ্ক, অখ্যাতি, দুর্নাম, অকীর্ত্তি, অপকীর্ত্তি, কুযশঃ। অপকৃষ্ট যশঃ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অপযশস্কর—অখ্যাতিকর, দুর্নামজনক। উপতৎ; অপযশস্‌—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যশস্করী।

অপয়া—শুভচিহ্নহীন; অভাগা, সৌভাগ্যশূন্য। ন (নাই) পয় (সৌভাগ্য) যাহার, বহুব্রী। বাং। বিণ।

অপযাত্রী (-যাত্রিন্‌)—পলায়নকারী, পলায়মান। অপকৃষ্ট যাত্রা, প্রাদি=অপযাত্রা; অপযাত্রা+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—যাত্রিণী।

অপযান—অপসরণ, অপগমন, পলায়ন; দূরে প্রস্থান। অপ—যা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—যাত।

অপর—১। অন্য, পর, ভিন্ন; বিপরীত, প্রতিকূল; শত্রু; অনুবর্ত্তী, পশ্চাদ্বর্ত্তী; শেষ; পশ্চিম। নঞ্‌—পৃ+অচ্‌ কর্তৃবা। ২। শত্রুভিন্ন; স্বপক্ষ, আত্মীয়। ন পর (শত্রু), নঞ্‌তৎ। ৩। হীন, অধম; অতিরিক্ত (additional). ন পর (শ্রেষ্ঠ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরক্ত—বিরক্ত, অনুরাগশূন্য। অপ—রন্‌জ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অপরঞ্চ—অপিচ, আরও, কিঞ্চ। অপরম্‌ (আর)+চ (ও)। অব্য।

অপরত—বিরত, নিবৃত্ত। অপ—রম্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অপরতি—ক্ষান্তি, বিরতি। অপ—রম্‌+ক্তি ভাববা।

অপরত্ব—শত্রুতা, প্রতিকূলতা; ভিন্নতা; পশ্চাদ্বর্ত্তিতা; হীনতা; (ন্যায়মতে) নিকটত্ব, অস্তিকত্ব; কনিষ্ঠত্ব; অল্পদেশ-মাত্রবৃত্তিত্ব। অপর+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

অপরত্র—অন্যত্র; পরকালে। অপর+ত্রল্‌ ৭মীস্থানে। অব্য।

অপরন্তু—অপিচ, আরও। অপরম্‌+তু। অব্য।

অপরপক্ষ—অন্যদিক্‌; শত্রুপক্ষ; (শাস্ত্রবিচারস্থলে) উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর; কৃষ্ণপক্ষ (ইহাই পিতৃপক্ষ)। অপর পক্ষ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অপররাত্র—শেষরাত্রি, রাত্রির শেষ প্রহর। রাত্রির অপর (শেষভাগ), একদেশী +সমাসান্ত অচ্‌। বি; পুং।

অপরা—১। পশ্চিমদিক্‌; জরায়ু। ন (নাই) পরা যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। অন্যা; অশ্রেষ্ঠা, হীনা; মায়িক; জাগতিক; (পদার্থ-বিদ্যা) ঋণাত্মক (negative). অপর+আপ্‌। সর্ব, বিণ।

অপরা তড়িৎ—ঋণাত্মক বিদ্যুৎ (negative electricity). **অপরা বিদ্যা**—যে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ নয়; [ষড়ঙ্গ সহিত কর্ম্মকারের নাম অপরা বিদ্যা]।

অপরাগ—অননুরাগ, বিরাগ, দ্বেষ। অপ—রন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অপরাঙ্মু(ঙ্মু)খ—অপশ্চাৎপদ; উদ্যোগী। ন পরাঙ্মুখ নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরাজিত—১। অজিত, অপরাভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। শিব; বিষ্ণু; ঋষিবিশেষ। বি; পুং।

অপরাজিতা—১। দুর্গা; প্রসিদ্ধ-পুষ্পলতা; দূর্ব্বা; জয়ন্তী বৃক্ষ; অশনপর্ণী; নারীবিশেষ, শঙ্খিনী; ছন্দোবিশেষ; ঈশান কোণ। বি; স্ত্রী। ২। অপরাভূতা। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অপরাজেয়—পরাজয়ের অযোগ্য, যাহাকে পরাস্ত করা যায় না এমন, অধৃষ্য, দুর্দ্দমনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরাদ্ধ—দোষী, অপরাধী; স্খলিত; ভ্রান্ত। অপ—রাধ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অপরাধ—দুষ্কার্য্যজনিত দোষ, ত্রুটি, পাপ; নিয়মলঙ্ঘন; আইনবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানজনিত দোষ। অপ—রাধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অপরাধজনক—যাহাতে অপরাধ হয় এমন, [দোষজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অপরাধিনী—দোষিণী, কৃতাপরাধা। অপরাধিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। [বিণ।

অপরাধিয়া—অপরাধী। প্রাঃ কবিপ্র।

অপরাধী (-রাধিন্‌)—অপরাধকারী, দোষী। অপরাধ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রাধিনী।

অপরাধীন—১। অ-পরতন্ত্র, স্বাধীন, আত্মবশ। নঞ্‌তৎ। ২। অপরের বশীভূত, অস্বতন্ত্র, অন্যাধীন, অন্যায়ত্ত। অপরের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অপরান্ত—১। পশ্চিমদিগন্ত। অপরার অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। পাশ্চাত্য, পশ্চিমদেশীয়। অপরান্ত+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অপরাপর—অন্যান্য, আর আর। অপর ও অপর, বহুবচনার্থে দ্বিত্ব। সর্ব, বিণ।

অপরামর্শ—কুপরামর্শ, অসৎ পরামর্শ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপরার্দ্ধ(র্ধ)—অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ, অপর আধখানা। অপর যে অর্দ্ধ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অপরাহ্ণ—দিবসের তৃতীয় ভাগ, দিনের শেষভাগ, বৈকাল। অহ্নের (দিনের—অহন্‌ শব্দ) অপর (শেষভাগ), একদেশী (অহন্‌ স্থানে অহ্ন)। বি; পুং।

অপরাহ্ণতন—অপরাহ্ণকালজাত, দিবসের শেষভাগে উৎপন্ন, আপরাহ্ণিক, সায়ন্তন। অপরাহ্ণ+তন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তনী।

অপরিকল্পিত—অচিন্তিত; অসংকল্পিত। ন পরিকল্পিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিক্লিন্ন—অনার্দ্র, শুষ্ক; ক্লেদহীন, নির্ম্মল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিক্লিষ্ট—অনায়াসসাধ্য; যাহা ক্লিষ্ট নয় এরূপ, অক্লান্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিগৃহীত—অগৃহীত; অস্বীকৃত, অনঙ্গীকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিগ্রহ—১। গ্রহণাভাব, অস্বীকার। নঞ্‌তৎ। ২। পরিব্রাজক। বি; পুং। ৩। পরিজনরহিত, নিঃসঙ্গ; বিপত্নীক, অকৃতদার, মৃতদার। ন (নাই) পরিগ্রহ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—গ্রহা (পরিজনরহিতা রমণী)।

অপরিচালক—১। অনির্ব্বাহক, অতত্ত্বাবধায়ক, যে কার্য্য চালাইতে বা তাহার তত্ত্বাবধান করিতে পারে না এরূপ; যাহার ভিতর দিয়া উত্তাপ বা বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতে পারে না এরূপ (non-conductor). নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—চালিকা। ২। পরিচালকশূন্য, অধিপতিরহিত; অভিভাবকহীন। ন (নাই) পরিচালক যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—চালকা।

অপরিচিত—যাহার সহিত জানাশুনা নাই এরূপ, অজ্ঞাত, অবিদিত, অজানা, অচেনা। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—অপরিচয়।
অপরিচ্ছন্ন—মলিন, অপরিষ্কৃত; পরিচ্ছদ-হীন; বিবস্ত্র, নগ্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিচ্ছিন্ন—অসীম, অনন্ত, পরিচ্ছেদাতীত; অবিভক্ত; অনির্দ্দিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিজ্ঞাত—অজ্ঞাত, অবিদিত, অজানা। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিজ্ঞান—অপরিচয়, না জানা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। [বিণ।
অপরিজ্ঞেয়—দুর্জ্ঞেয়, দুর্ব্বোধ। নঞ্‌তৎ।
অপরিণত—যাহা পরিমিতি বা পূর্ণতা লাভ করে নাই এমন, তরুণ, অপরিপক্ব, অপুষ্ট, কাঁচা। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিণতবয়স্ক, -বয়াঃ (-বয়স্), **-বয়া**—অল্পবয়স্ক, তরুণবয়স্ক, নবীন। অপরিণত বয়ঃ যাহার, বহুব্রী [বিকল্পে ক আগম, ক-শূন্যপক্ষে অপরিণত-বয়াঃ]। বিণ। স্ত্রী, -স্কা (১ম পক্ষে)।
অপরিণতবুদ্ধি—১। চপল মতি, চঞ্চল বুদ্ধি। অপরিণতা বুদ্ধি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নাই এমন। অপরিণত বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।
অপরিণামদর্শিতা—অবিবেচকতা, অদূর-দর্শিতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।
অপরিণামদর্শী (-দর্শিন্)—যে পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করে না এরূপ, অবিবেচক, অদূরদর্শী, হঠকারী। ন পরিণামদর্শী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -দর্শিনী। [বিণ।
অপরিণীত—অনূঢ়, অবিবাহিত। নঞ্‌তৎ।
অপরিতুষ্ট—অসন্তুষ্ট; বিরক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।
অপরিতৃপ্ত—অপরিতুষ্ট, অতৃপ্ত। নঞ্‌তৎ।
অপরিত্যাজ্য—যাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না এরূপ, অপরিহার্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিপক্ব—অপরিণত, অপুষ্ট; অপটু; কাঁচা। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিপন্থী (-পন্থিন্)—অপ্রতিকূল; অপ্রতিবন্ধক; অবিরোধী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -পন্থিনী।
অপরিপাক—১। অপরিপক্বতা, অপরিণতি; অজীর্ণ, বদহজম; অপটুতা, অনৈপুণ্য। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অপরিণত, অপক্ব, কাঁচা; অজীর্ণ। ন (নাই) পরিপাক যাহার, বহুব্রী। বিণ।
অপরিপূর্ণ—অসম্পূর্ণ; অসমাপ্ত; অবিস্তৃত, অব্যাপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিবর্ত্ত(র্ত)ন—পরিবর্তনের অভাব, না বদলান, একই অবস্থায় অবস্থান। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।
অপরিবর্ত্ত(র্ত)নশীল—যাহা চিরকাল একরূপ থাকে; যাহার পরিবর্তন হয় না। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিবর্ত্ত(র্ত)নীয়—পরিবর্তনের অযোগ্য বা অসাধ্য, যাহা বদলান যাইতে পারে না বা বদলান উচিত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিবর্ত্তি(র্তি)ত—যাহার বদল হয় নাই এমন, যথাযথ। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিবাহী (-হিন্)—অপরিচালক; যাহার মধ্য দিয়া তাপ কিংবা বিদ্যুৎ চলাচল করিতে পারে না এমন (non-conductor) ন পরিবাহী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -বাহিনী।
অপরিবৃত—অনাবৃত; অপরিবেষ্টিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিবেষ্টিত—যাহা ঘেরা নয়; মুক্ত; অনাবৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিমাণ—১। পরিমাণের অভাব; প্রাচুর্য্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। সুপ্রচুর, অত্যধিক। ন (নাই) পরিমাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।
অপরিমিত—১। পরিমাণাতিরিক্ত, প্রচুর, অপর্য্যাপ্ত। ন (নাই) পরিমিত (পরিমাণ) যাহার, বহুব্রী। ২। যাহা পরিমিত নয় এরূপ, অপ্রচুর, সামান্য, অল্প। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিমেয়—যাহার পরিমাণ করা যায় না এরূপ, প্রচুর। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিম্লান—অম্লান, প্রফুল্ল; অবসাদহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিশীলন—অননুশীলন, চর্চ্চার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।
অপরিশীলিত—অননুশীলিত, অনালোচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিশুদ্ধ—অবিশুদ্ধ, অপবিত্র; অনির্দ্দোষ; ভ্রমাদিপূর্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিশোধনীয়, -শোধ্য—পরিশোধের অযোগ্য, যাহা পরিশোধ করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিশোধিত—যাহা শোধ করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিষ্কার—১। পরিচ্ছন্নতার অভাব, মলিনতা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন। নঞ্‌তৎ। বাং প্র। বিণ।
অপরিষ্কৃত—যাহা পরিষ্কার করা হয় নাই; মলিন; অমার্জ্জিত; অভূষিত; নোংরা। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিসর—অপ্রশস্ত, কম চওড়া, সংকীর্ণ। ন (নাই) পরিসর যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।
অপরিসীম—অসীম; অনন্ত, অশেষ। ন (নাই) পরিসীমা যাহার, বহুব্রী। বিণ।
অপরিস্ফুট—অস্পষ্ট, অবিশদ; অব্যক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিহরণীয়—অপরিহার্য্য, অত্যাজ্য; অনিবার্য্য; অখণ্ডনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরিহার্য্য(র্য)—অনিবার্য্য; অত্যাজ্য, যাহা পরিত্যাগ করা বা এড়ান যায় না এরূপ; যাহা না হইলে নয় এমন; অবশ্য-প্রয়োজনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরীক্ষিত—অনিরীক্ষিত; অনালোচিত; অবিচারিত; অনিরূপিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপরুব—অপরূপ, বিচিত্র। 'অপূর্ব্ব'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
অপরূপ—অদ্ভুত, আশ্চর্য্য, বিস্ময়কর; উৎকৃষ্ট। 'অপূর্ব্ব'-শব্দজ। বিণ।
অপরে—অন্য লোকে; অন্য সময়ে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
অপরোক্ষ—সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ, দৃষ্টিগোচর; সোজাসুজি যাহা পাওয়া যায় এমন (direct). ন পরোক্ষ, নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপর্ণ—পত্ররহিত, পত্রশূন্য। ন (নাই) পর্ণ (পত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
অপর্ণা—১। পার্ব্বতী, দুর্গা [পার্ব্বতী কুমারীকালে শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য যখন কঠোর তপস্যা করেন, তখন একটি গলিত পত্রও তিনি আহার করেন নাই; ইহা হইতেই তাঁহার অপর্ণা নাম হইয়াছে]। (তপস্যাকালে) ন (ভুক্ত হয় নাই) পর্ণ (পত্র) যৎকর্তৃক, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পত্র-রহিতা। অপর্ণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
অপর্ব্ব (-পর্ব্বন্), **-পর্ব**—১। পর্ব্ব ভিন্ন অন্য কাল; চতুর্দ্দশী অষ্টমী পূর্ণিমা অমাবস্যা সংক্রান্তি ভিন্ন অন্য সময়; উৎসবাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। পর্ব্বরহিত, গ্রন্থিশূন্য, পাবহীন। ন (নাই) পর্ব্ব যাহাতে, বহুব্রী। বিণ (পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যাকরণমতে —অপর্ব্বা)।
অপর্য্যা(র্যা)প্ত—১। সুপ্রচুর, পর্য্যাপ্ত অপেক্ষা অধিক, অপরিমিত; অসীম। ন—পরি—আপ্+ক্ত কর্ম্মবা (যাহার সীমা পাওয়া যায় নাই)। ২। অসমর্থ; অসম্পূর্ণ; অপ্রচুর। ন পর্য্যাপ্ত (প্রচুর), নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপর্য্যা(র্যা)প্তি—অতি প্রাচুর্য্য; অসম্পূর্ণতা; অসামর্থ্য; অপ্রাচুর্য্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।
অপর্য্যা(র্যা)য়—১। ক্রমরাহিত্য, নিয়ম-হীনতা; শৃঙ্খলাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। ক্রমরহিত; শৃঙ্খলাহীন, বিশৃঙ্খল। ন (নাই) পর্য্যায় যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।
অপর্য্যু(র্যু)ষিত—যাহা বাসী নহে এমন, টাটকা। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপল—১। কীলক, খোঁটা; আলপিন। অপ—লা+ক কর্তৃবা। বি; পুং। ২। যে দ্রব্যের গায়ে উঁচু রেখা বা শির তোলা হয় নাই এমন, পলরহিত, মাংসশূন্য। ন (নাই) পল যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অপলক—পলকহীন, নিমেষশূন্য, নির্নিমেষ। ন (নাই) পলক যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অপলপিত—যাহার অপলাপ করা হইয়াছে এরূপ, অস্বীকৃত; গোপিত। অপ—লপ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপলাপ—অস্বীকার; গোপন; মিথ্যা-ভাষণ, ভাঁড়ান, কোন কথা কহিয়া অথবা কোন কর্ম্ম করিয়া শেষে তাহা অস্বীকার করা, অপহ্নব। অপ—লপ্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অপলাপী (-লাপিন্)—মিথ্যাবাদী; সত্য-গোপনকারী। অপ—লপ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —লাপিনী।

অপলিখন—চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলা। অপ—লিখ্ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপল্‌কা—ভঙ্গপ্রবণ। অ (অতিশয়ার্থে) +পল্‌কা। বিণ।

অপশঙ্ক(ঙ্ক)—শঙ্কাহীন, নির্ভয়, নিশ্চিন্ত। অপগতা শঙ্কা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপশঙ্কা(ঙ্কা)—১। অপকৃষ্ট শঙ্কা, দুঃশঙ্কা। অপকৃষ্টা শঙ্কা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। ভয়রহিতা, শঙ্কাবিহীনা। অপশঙ্ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অপশদ, -সদ—নীচ (ব্যক্তি), অধম (পুরুষ)। অপ—শদ্, সদ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

অপশব্দ—অপকৃষ্ট ভাষার শব্দ; অশ্লীল শব্দ; ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ; অপভ্রংশ। অপকৃষ্ট শব্দ, প্রাদি। বি; পুং।

অপশোক—১। দুঃখহীন, শোকরহিত। অপগত শোক যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অশোকবৃক্ষ। অপগত শোক যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অপশোকই, -শোসই—অনুতাপ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অপসব্য—১। দক্ষিণ ভাগ; বিপরীত দিক্। অপগত হইয়াছে সব্য (বামভাগ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। প্রতিকূল। অপ—সৃ (পীড়া দেওয়া)+যৎ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অপসর, -সরি—অপসরী (তাহা দ্রঃ)।

অপসর, -সরণ—স্থানান্তরে গমন, অপসর্পণ, সরিয়া যাওয়া, পলায়ন, অপক্রমণ, অপগম। অপ—সৃ+অপ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অপসরী—অপ্সরা। 'অপ্‌সরা'-শব্দজাত। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

অপসর্জ্জ(র্জ)ন—দান, ত্যাগ, বিসর্জ্জন; অপবর্গ, মুক্তি; বিনাশন, মারণ, হত্যা। অপ—সৃজ্ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপসর্প—১। গুপ্তচর; দূত। অপ—সৃপ্ +অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। পলায়ন। অপ—সৃপ্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অপসর্পক—গুপ্তচর, গোয়েন্দা; সংবাদ-বাহক, দূত। অপ—সৃপ্ +ণক কর্ত্তৃবা; অথবা, অপসর্প+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

অপসর্পণ—প্রস্থান; অপসরণ, পলায়ন। অপ—সৃপ্ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —সর্পিত।

অপসার—১। বহির্গমন-দ্বার, নির্গমপথ, দুর্গাদির বহির্গমনপথ। অপ—সৃ+ঘঞ্ করণবা। ২। পলায়ন, তিরোধান, অপসরণ। অপ—সৃ+ঘঞ্ ভাববা। ৩। অপসারণ, দূরীকরণ। অপ—সৃ+ণিচ্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অপসারণ—স্থানান্তরকরণ, চালান, সরান; বহিষ্করণ, দূরীকরণ, নিষ্কাশন। অপ—সৃ+ণিচ্ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপসারা—দূর করা; সরান। কবিপ্র। ক্রি।

অপসারিত—দূরীকৃত, বহিষ্কৃত; তাড়িত, চালিত; উন্মুক্ত, খোলা; বিস্তারিত। অপ—সৃ+ণিচ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপসারী—(পদার্থ-বিদ্যা) দূরে গমনশীল, যাহা ক্রমে দূরে সরিয়া যায় এমন (divergent). অপ—সৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রিণী।

অপসিদ্ধান্ত—কুসিদ্ধান্ত; ভ্রান্ত ধারণা। অপ (বিপরীত) সিদ্ধান্ত, প্রাদি। বি।

অপসূর—(জ্যোতিষ) সূর্য্য হইতে কোন গ্রহ-কক্ষের সর্ব্বদূরবর্ত্তী বিন্দু (aphelion). বি।

অপসৃত—দূরে প্রস্থিত, অপগত, চলিত; পলায়িত। অপ—সৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —সৃতি, —সরণ।

অপস্কর—অক্ষ যুগ প্রভৃতি রথাঙ্গ; গুহ্যদেশ (anus); মল, পুরীষ (foeces). অপ—কৃ+অপ্ কর্ম্মবা (স-আগম)। বি; পুং।

অপস্নান—মৃত্যুর পর শবের স্নান; অশৌচান্তে স্নান। অপ—স্না+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —স্নাত।

অপস্মার—মূর্চ্ছারোগ, মৃগীরোগ (epilepsy); ভূতাদির আবেশ হেতু বিহ্বলতা। অপগত হয় স্মার (স্মরণ) যাহা দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং। [কর্ম্মবা। বিণ।

অপহত—নিহত, বিনষ্ট। অপ—হন্ +ক্ত

অপহতা—১। বিনষ্টা। অপহত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। যাহাদের মৃত্যুর পর পিণ্ড-দান করিবার কেহ নাই এমন; অনাথ, অসহায়; হতভাগ্য। গ্রাম্য। বিণ।

অপহরণ—চুরি; অন্যায়রূপে অন্যের বস্তু গ্রহণ, কাড়িয়া লওন; দত্তদ্রব্যের পুনর্গ্রহণ। অপ—হৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপহরা—চুরি করা। কবিপ্র। ক্রি।

অপহর্ত্তা (-হর্ত্তৃ), **-হর্তা**—অপলাপকারী; যে অপহরণ করে, চোর। অপ—হৃ+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —হর্ত্রী।

অপহসিত—১। অকারণ হাস্য; বিকৃত হাস্য; অশ্রু-উৎপাদক হাস্য, বিকট হাস্য। অপ—হস্ +ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। উপহসিত, উপহাসপ্রাপ্ত। অপ—হস্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপহস্ত—১। যাহাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। অপ (অর্থাৎ অপসারণার্থ) হস্ত যাহাতে (যে ব্যক্তিতে), বহুব্রী। ২। হস্তবহির্ভূত। হস্ত হইতে অপগত, প্রাদি। বিণ।

অপহা (-হন্)—বিনাশক; উচ্ছেদকারক; হননকারী। অপ—হন্ +কিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অপহার—অপনয়ন; অপহরণ, চুরি; অপচয়, ক্ষতি; দূরীকরণ; সঙ্গোপন; অযথা অর্থ-ব্যয়। অপ—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অপহারক—অপহরণকারী, চোর; ক্ষতি-কারক; যে স্থানান্তরে লইয়া যায় এরূপ ব্যক্তি। অপ—হৃ+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, —হারিকা।

অপহারা—চুরি করা। কবিপ্র। ক্রি।

অপহারিত—যাহা হারাইয়া গিয়াছে এরূপ; নাশিত, বিনাশিত, চোরিত, লুণ্ঠিত। অপ—হৃ+ণিচ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপহারী (-হারিন্)—হরণকারী, চোর; অপ-হারক। অপ—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —হারিণী।

অপহাস—উপহাস; অকারণ হাস্য, বৃথা হাস্য; বিকৃত হাস্য, বিকট হাস্য। অপকৃষ্ট হাস, প্রাদি। বি; পুং।

অপহৃত—যাহা চুরি করা হইয়াছে এমন, চোরিত; অপচিত। অপ—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপহ্নব—১। অপলাপ, অস্বীকার, জানিয়া গোপন করা; চৌর্য্য। অপ—হ্নু+অপ ভাববা। ২। প্রেম, স্নেহ। অপ—হ্নু+অপ অপাবা। বি; পুং।

অপহ্নুত—অস্বীকৃত; গোপিত; চোরিত। অপ—হ্নু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপহ্নুতি—অপলাপ, অস্বীকার, জানিয়া গোপন করণ; অর্থালঙ্কারবিশেষ [ইহাতে উপমেয়ের অপহ্নবপূর্ব্বক উপমানেরই সত্যতা ব্যবস্থাপিত হয়;—

"নীল নভঃ নহে অই স্বচ্ছ জলরাশি;
ও নহে নক্ষত্রপুঞ্জ, ফেন রহে ভাসি;
ও নহে শশাঙ্ক, কুণ্ডলিত নাগরাজ;
ও নহে কলঙ্ক, হরি করিছে বিরাজ।"

এখানে, আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ, চন্দ্র এবং চন্দ্রের কলঙ্ককে গোপন করিয়া যথাক্রমে সমুদ্র, ফেন, সর্পরাজ এবং হরির আরোপ করা হইতেছে। অতএব, অপহ্নুতি অলঙ্কার হইল]। অপ—হ্নু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অপাংক্তেয়, অপাঙ্‌ক্তেয়—এক-

পংক্তিতে বসিবার অযোগ্য, জাতিচ্যুত, এক-ঘরে; অতিপাপী, পতিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপাংশুলা—পতিব্রতা, সাধ্বী। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অপাক—১। পাকাভাব, অজীর্ণ রোগ, উদরাময়; অপকাবস্থা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অজীর্ণ; অপক্ক, কাঁচা। ন (হয় নাই) পাক যাহার, বহুব্রী। ৩। অশুচি, অপবিত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অপাকরণ—প্রকৃতির অন্যথাভাব; বিকৃতকরণ; নিরাকরণ, প্রশমন, নিবারণ; অপসারণ; দূরীকরণ; পরিশোধ। অপ—আ—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপাকী—যিনি অন্ন পাক করিয়া খান না। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

অপাকীর্ণ—পরিত্যক্ত; দূরীকৃত। অপ—আ—কৄ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপাকৃত—নিরাকৃত; প্রশমিত, নিবারিত; অপসারিত; দূরীকৃত; তিরস্কৃত। অপ—আ—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপাকৃতি—বিকৃতি, প্রকৃতির অন্যথাভাব; নিবারণ, প্রশমন; অপসারণ; পরিশোধ। অপ—আ—কৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অপাক্ষ—১। কুৎসিতচক্ষুঃ। অপকৃষ্ট অর্থাৎ কুৎসিত অক্ষি যাহার; বহুব্রী+ষচ্‌ সমাসান্ত। ২। নেত্রহীন, লোচনশূন্য, অন্ধ। অপগত অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্‌। বিণ। স্ত্রী,—পাক্ষী। ৩। কুৎসিত ইন্দ্রিয়। অপকৃষ্ট অক্ষ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অপাঙ্‌ক্তেয়—'অপাংক্তেয়' দ্রঃ।

অপাঙ্গ(ংগ)—১। চক্ষুর প্রান্তভাগ, চক্ষুর কোণ; কটাক্ষ; তিলক, কপালের ফোঁটা। অপ—অন্‌গ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং। ২। অঙ্গহীন। অপগত হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, -ঙ্গী।

অপাঙ্গ(ংগ)ক—১। আপাংগাছ, অপামার্গ বৃক্ষ। বি; পুং। ২। অঙ্গহীন। অপাঙ্গ+ক স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গিকা।

অপাঙ্গ(ংগ)দর্শন, -দৃষ্টি—কটাক্ষপাত, আড়চোখে চাওয়া। অপাঙ্গ দ্বারা দর্শন, দৃষ্টি, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অপাচ্য—পরিপাকের অযোগ্য, যাহা জীর্ণ বা হজম হয় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপাটব—অপটুতা; আনাড়ির ভাব, জড়তা; অসুস্থতা, রোগ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অপাঠ্য—পাঠের অযোগ্য, যাহা পাঠ করা যাইতে পারে না বা পাঠ করা উচিত নহে এরূপ; অত্যন্ত অশ্লীল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপাত্র—কুপাত্র, অসৎপাত্র; (দানাদির) অযোগ্য পাত্র। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অপাত্রন্যস্ত—অপাত্রে স্থাপিত, অযোগ্য ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত। অপাত্রে ন্যস্ত, ৭মী-তৎ। বিণ। বি,—ন্যাস।

অপাত্রস্থ—অযোগ্য পাত্রে অর্পিত; অযোগ্য পাত্রে রক্ষিত। উপতৎ; অপাত্র—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অপাত্রীকরণ—নয় প্রকার পাপমধ্যে পাপ-বিশেষ [ইহা চারি প্রকারঃ নিন্দিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের ধনগ্রহণ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা ও অসত্যভাষণ]। অপাত্র+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=অপাত্রী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

অপাদ—পাদশূন্য; চরণবিহীন। ন (নাই) পাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপাদপ—তরুহীন, বৃক্ষশূন্য। ন (নাই) পাদপ (বৃক্ষ) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অপাদান—১। অপকৃষ্ট দান; অপকৃষ্ট গ্রহণ। অপ—আ—দা+অনট্ ভাববা। ২। (ব্যাকরণ) বাচ্য বা কারকবিশেষ (যাহাতে ৫মী বিভক্তি হয়); যাহা হইতে কিছু হয়। অপ—আ—দা+অনট্ অপাবা। বি; ক্লীব।

অপান—১। অধোগামী বায়ু, গুহ্যদেশে স্থিত বায়ু, বাতকর্ম্ম। অপ—অন্ (গমন করা)+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। মলদ্বার, গুহ্যদ্বার। অপান+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বি; ক্লীব।

অপাপ—১। পাপের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। পাপহীন, কলুষশূন্য। ন (নাই) পাপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপাপবিদ্ধ—পাপস্পর্শহীন, পবিত্র, নির্ম্মল। পাপ দ্বারা বিদ্ধ, ৩য়াতৎ=পাপবিদ্ধ; ন পাপবিদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপাপী (-পিন্)—নিষ্পাপ, পাপহীন; নিরপরাধ। ন পাপী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—পিনী।

অপাবরণ—১। আচ্ছাদন; স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি; উদ্‌ঘাটন, খোলা। অপ—আ—বৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। আবরণশূন্য; উন্মুক্ত; প্রকাশিত। অপ (অপগত) আবরণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপাবর্ত্ত(র্ত)ন—প্রত্যাবর্তন; ভূমিলুণ্ঠন, মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া। অপ—আ—বৃৎ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপাবৃত—অনাচ্ছাদিত, প্রকাশিত, উদ্‌ঘাটিত; স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত; অপ্রতিবন্ধ; স্বতন্ত্র, স্বাধীন; তিরোহিত; অবরুদ্ধ। অপ—আ—বৃ+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ।

অপাবৃত্ত—ভূমিলুণ্ঠিত, যে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে এরূপ; প্রত্যাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত, যে ফিরিয়া আসিয়াছে এরূপ। অপ—আ—বৃৎ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অপাবৃত্তি—প্রত্যাবর্তন, অপাবর্তন। অপ—আ—বৃৎ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অপামার্গ—আপাং গাছ। অপ—আ—মৃজ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

অপাম্পতি—সমুদ্র। অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ (অপাম্=জলের)। বি; পুং।

অপায়—বিশ্লেষ, বিয়োগ; ক্ষতি; মৃত্যু; অমঙ্গল; স্থানভ্রংশ, চলন; বিনাশ; প্রতিবন্ধক; পলায়ন; ন্যূনতা; বিপদ্; দুঃখ। অপ—ই+অচ্‌ বা অয়্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অপায়ন—১। উপায়। অপ—অয়্ বা ই+অনট্ করণবা। ২। পলায়ন। অপ—অয়্ বা ই+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপায়ী (-য়িন্)—নাশযুক্ত, নাশশীল; অপগমনশীল। অপায়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

অপার—১। পারহীন, অকূল; অসীম, অশেষ; অগাধ; দূরপার; যাহা সহজে পার হওয়া যায় না এরূপ, দুস্তর; অধিক। ন (নাই) পার যাহার, বহুব্রী। ২। শাসনের বহির্ভূত; যাহাকে আঁটিয়া উঠা যায় না এমন। বাং প্র। বিণ। ৩। নদ্যাদির অপর তীর। অনধিগত পার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অপারক—যে পারক নয় এরূপ, অশক্ত, অক্ষম। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

অপারগ—অপারদর্শী, অনিপুণ; অক্ষম, অসমর্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপারেটর, -রেটার—যন্ত্রচালক; টেলিফোনের নম্বর সংযোগকারী, টেলিফোন-যন্ত্রের একজনের তার তাহার নির্দ্দেশক্রমে অন্যের সহিত যে যোগ করিয়া দেয়। ইং operator-শব্দ। বি।

অপার্থ—১। ব্যর্থ, বিফল, নিষ্ফল; অর্থ-হীন, অসম্বদ্ধ; অকর্ম্মণ্য। অপগত অর্থ যাহা হইতে, বহুব্রী। ২। পার্থহীন। ন (নাই) পার্থ (অর্জ্জুন) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অপার্থিব—অলৌকিক, যাহা জড়জগৎ-সম্বন্ধীয় নহে এরূপ; দিব্য, স্বর্গীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—বী।

অপার্য্য(র্য)মাণ—যাহা পারা যাইতেছে না এমন, অসাধ্য, অশক্য; অপোষণীয়। ন—পৄ+ণিচ্ (=পারি)+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

অপার্য্য(র্য)মাণে—নাপারৎ পক্ষে, নেহাৎ না পারিলে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

অপালন—পালন না করা, অরক্ষণ; অতিক্রম। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অপাশ্রয়—১। সামিয়ানা, চাঁদোয়া। অপ—আ—শ্রি+অচ্‌ করণবা। ২। অভ্যন্তর, মধ্য। অপ—আ—শ্রি+অচ্‌ অধিবা। বি; পুং। ৩। নিরাশ্রয়। অপগত আশ্রয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপাসঙ্গ(ংগ)—তূণ; শরাসন। অপ—আ—সন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং।

অপাসন—বর্জ্জন, ত্যাগকরণ; নাশন,

মারণ, বধ; অপক্ষেপণ, দূরীকরণ। অপ—অস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপাস্ত—১। অপগত, নিরস্ত। অপ—অস্+ক্ত কর্তৃবা। ২। নিক্ষিপ্ত, দূরীকৃত; খণ্ডিত; অবধারিত। অপ—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপাহরণ—আকর্ষণ; বলে গ্রহণ; দূরীকরণ, অপনোদন। অপ—আ—হৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—হৃত।

অপি—সম্ভাবনা; নিশ্চয়, অবধারণ; সংশয়, সন্দেহ; সমুচ্চয়; নিন্দা; অনুসন্ধান, প্রশ্ন; শঙ্কা; কামচারানুজ্ঞা; অপর; অন্বয়-যুক্তপদার্থ; পুনঃ; পাদপূরণ। নঞ্—পি+ক্বিপ্ কর্তৃবা। অব্য; উপসর্গ।

অপিচ—আরও, অপরন্তু, কিন্তু। অব্য।

অপিচ্ছল, -চ্ছিল—পিচ্ছিলতাশূন্য, যাহা পিছল নহে এরূপ; পরিষ্কার। ন পিচ্ছল, পিচ্ছিল, নঞ্ তৎ। বিণ।

অপিছল—যাহা পিছল বা হড়কান নহে এরূপ। 'অপিচ্ছল'-শব্দজ। বিণ।

অপিতু—কিন্তু, যদি। সংস্কৃত অব্য।

অপিতৃক—পিতৃশূন্য। ন (নাই) পিতা যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ।

অপিধান—আবরণ; তিরোধান। অপি—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপিনদ্ধ—পরিহিত; আচ্ছাদিত। অপি—নহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপিনিহিতি—(ব্যাকরণ) শব্দমধ্যে পরবর্ত্তী ই-কার বা উ-কারের পূর্ব্বে উচ্চারণ (যেমন,—'রাখিয়া'-স্থানে 'রাইখ্যা')। অপি—নি—ধা+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অপিশুন—খলতাহীন, সরলচিত্ত; ধার্ম্মিক। ন পিশুন, নঞ্ তৎ। বিণ।

অপীত—১। পীতভিন্ন অন্যবর্ণযুক্ত; যে পান করে নাই এরূপ; যাহা পান করা হয় নাই এরূপ। বিণ। ২। পীতভিন্ন অন্য বর্ণ, হলুদে ছাড়া অন্য রং। নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অপুংজনি—(জীববিদ্যা) পুংকেশর বা পুংবীর্য্য ইত্যাদি ছাড়া শুধু স্ত্রীজাতি হইতে উৎপত্তি (parthenogenesis)। ন (নাই) পুং (পুরুষ) যাহাতে, বহুব্রী=অপুং; সেরূপ জনি (জন্ম), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অপুচ্ছ—পুচ্ছশূন্য, লাঙ্গুলরহিত; অগ্র-ভাগশূন্য। ন (নাই) পুচ্ছ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপুচ্ছা—১। শিংশপাবৃক্ষ, শিশুগাছ। বি; স্ত্রী। ২। পুচ্ছরহিতা। অপুচ্ছ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অপুচ্ছাঙ্কু(ঙ্কু)র—যাহাদের মস্তক বৃহৎ, মুখগহ্বর প্রশস্ত, পুচ্ছ নাই, পশ্চাৎ পদ অপেক্ষা সম্মুখ পদ অতি খর্ব্ব এবং লম্ফপ্রদানের বিশেষ উপযুক্ত এরূপ; যেমন,—মণ্ডুকাদি প্রাণী (anura). ন (নাই) পুচ্ছাঙ্কুর (লেজের চিহ্নমাত্র) যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

অপুচ্ছী (-চ্ছিন্)—লেজহীন; পুচ্ছহীন উভচর প্রাণী। নঞ্ তৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—চ্ছিনী।

অপুণ্য—১। পুণ্যাভাব, পাপ। বি; ক্লীব। ২। অপবিত্র। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপুত্র(ত্র)—১। যাহার পুত্র জন্মে নাই এরূপ, পুত্রহীন, নিঃসন্তান। ন (নাই) পুত্র, যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অপ্রশস্ত পুত্র, কুপুত্র। ন (অপ্রশস্ত) পুত্র, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অপুত্র(ত্র)ক—পুত্রশূন্য। ন (নাই) পুত্র যাহার, বহুব্রী (বিকল্পে ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী,—ত্রিকা।

অপুনরাবৃত্তি—১। অপুনরাগমন। নঞ্-তৎ। ২। নির্ব্বাণমুক্তি, পুনর্জ্জন্মাভাব; পুনর্ব্বার আবৃত্তি না করা। ন (নাই) পুনরাবৃত্তি যাহাতে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

অপুনর্ভব—১। কৈবল্য, মোক্ষ, নির্ব্বাণমুক্তি, পুনর্জ্জন্ম না হওন। নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। পুনর্জ্জন্মশূন্য। ন (নাই) পুনর্ভব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপুরোদন্তী (-দন্তিন্)—(প্রাণিবিদ্যা) যে সকল প্রাণীর মুখে সম্মুখদন্ত ও তৎপার্শ্বস্থ ছেদন-দন্ত নাই সেই সকল প্রাণী (পিপীলিকাভুক্, বজ্রকীট প্রভৃতি—edentate). ন পুরোদন্তী, নঞ্ তৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—দন্তিনী।

অপুষ্ট—অপরিণত, অপরিপক্ব; কৃশ, দুর্ব্বল। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপুষ্প, -পুষ্পক—পুষ্পরহিত, কুসুমশূন্য, যে-সকল গাছের ফুল হয় না (cryptogams). ন (নাই) পুষ্প যাহার, বহুব্রী, পক্ষে+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষ্পা, —ষ্পিকা।

অপুষ্পফলদ, -ফলপ্রদ—১। পুষ্পব্যতীত ফল উৎপাদনকারী ('—বৃক্ষ')। বিণ। ২। পুষ্প ব্যতীত যে বৃক্ষের ফল জন্মে; বনস্পতি; কাঁটাল গাছ। অপুষ্প অথচ ফলদ, ফলপ্রদ, কর্ম্মধা। বি; পুং। [তৎ। বিণ।

অপূত—অপবিত্র, অবিশুদ্ধ, অশুচি। নঞ্-

অপূপ—পিষ্টক, পিঠা, রুটি। নঞ্—পূয়্+প কর্ম্মবা। বি; পুং।

অপূপ্য—গোধূমচূর্ণ, আটা, ময়দা। অপূপ+যৎ যোগ্যার্থে। বি; পুং।

অপূরণ—১। পূর্ণ না করণ। ন পূরণ, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব। ২। অসম্পূর্ণ। 'অপূর্ণ'-শব্দের গ্রাম্য প্রয়োগ। বিণ।

অপূর্ণ—অসম্পূর্ণ; অপুষ্ট; ভগ্নাংশ। নঞ্-তৎ। বিণ।

অপূর্ব্ব(র্ব)—১। যাহা পূর্ব্বে হয় নাই এরূপ, অভূতপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য; চমৎকার, উৎকৃষ্ট। ন (অর্থাৎ ছিল না) পূর্ব্বে যাহা, সুপ্ সুপা। বিণ। ২। অদৃষ্ট; পরমাত্মা। ন (নাই) পূর্ব্ব যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অপৃষ্ঠ—অজিজ্ঞাসিত, অকথিত। নঞ্-তৎ। বিণ।

অপৃষ্ঠবংশী (-বংশিন্)—(প্রাণিবিদ্যা) অপঞ্জরী, মেরুদণ্ডহীন প্রাণী (invertebrate). ন পৃষ্ঠবংশী, নঞ্ তৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—শিনী।

অপেক্ষক—১। অপেক্ষাকারক, প্রতীক্ষা-কারী; অভিলাষী। অপ—ঈক্ষ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষিকা। ২। (গণিত) যে সংখ্যা বা রাশি অপরের সহিত এরূপ সম্বন্ধযুক্ত যে একটির পরিবর্তনে অপরটির তদনুযায়ী পরিবর্তন হয় (function). বি।

অপেক্ষণ—প্রতীক্ষা, কাহারও আশায় অবস্থান করণ, অপেক্ষা; পরিদর্শন, পর্য্যবেক্ষণ। অপ—ঈক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপেক্ষণীয়—প্রতীক্ষণীয়; অভিলষণীয়; প্রতিপাল্য, যাহা শেষ হয় নাই, বাকী। অপ—ঈক্ষ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অপেক্ষবাদ—অপেক্ষাবাদ (তাহা দ্রঃ)।

অপেক্ষমাণ—প্রতীক্ষাকারী। অপ—ঈক্ষ্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

অপেক্ষা—১। প্রতীক্ষা, প্রত্যাশায় থাকা, মুখ চাহিয়া থাকা; সবুর, বিলম্ব; তুলনা; অনুরোধ; প্রযত্ন; প্রয়োজন; অভিলাষ; খাতির; পর্য্যালোচন, সম্যক্ দর্শন; বিচার-বিবেচনা; কার্য্যকারণের পরস্পর সম্বন্ধ, উৎকর্ষ-বোধক বা অপকর্ষবোধক সম্বন্ধ; সম্বন্ধ। অপ—ঈক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। হইতে, চেয়ে, থেকে। বাং প্র। অব্য।

অপেক্ষাকৃত—১। তুলনাকৃত, পূর্ব্বের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ। বিশেষণীয় বিণ। ২। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সম্পাদিত। অপেক্ষা দ্বারা কৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অপেক্ষাবাদ—জগতের কিছুই নিরপেক্ষ নহে, সব কিছুই স্থানকালাদির সাপেক্ষ—জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের এই মতবাদ (theory of relativity). অপেক্ষাবিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অপেক্ষিত—প্রতীক্ষিত, যাহার অপেক্ষা করা যাইতেছে এরূপ, অনুরুদ্ধ; আকাঙ্ক্ষিত; পর্য্যালোচিত; পর্য্যবেক্ষিত; দৃষ্ট; পরস্পর সম্বদ্ধ; জিজ্ঞাসিত; আদৃত। অপ—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপেক্ষিতব্য, অপেক্ষ্য—'অপেক্ষণীয়' (সকল অর্থে)। অপ—ঈক্ষ্+তব্য, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অপেক্ষী (-ক্ষিন্)—নির্ভরশীল, অপেক্ষা-কারী। অপ—ঈক্ষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষিণী (মুখাপেক্ষী)।

অপেক্ষ্যসূচী—যে তালিকা শেষ হয় নাই,

পরবর্ত্তী কালের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে (pending list). নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অপেত—প্রস্থিত; নির্গত; ত্যক্ত, বর্জ্জিত; প্রনষ্ট; আবরণহীন। অপ—ই+ক্ত কর্তৃবা বা কর্ম্মবা। বিণ।

অপেয়—১। পানাযোগ্য, যাহা পান করা উচিত নয় এরূপ। ন পেয়, নঞ্ তৎ। ২। পরিহর্ত্তব্য, ত্যক্তব্য, ত্যাগ করিবার যোগ্য। অপ—ই+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অপেরণ—(জ্যোতিষ) দর্শকের চক্ষুতে গ্রহাদির স্থান-ভ্রংশ (aberration). অপ—ঈর্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অপেশল—অদক্ষ, অনিপুণ; অকোমল; কঠোর; কঠিন। ন পেশল (দক্ষ, কোমল), নঞ্ তৎ। বিণ।

অপৈশুন্য—খলতার অভাব; সাধুতা। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অপোগণ্ড—শিশু; অপ্রাপ্তব্যবহার; নাবালক; যাহার বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই এরূপ; বিকলাঙ্গ; ভয়শীল, ভীরু; বলিযুক্ত। অপ—গম্+ড সংজ্ঞার্থে কর্তৃবা (অপ শব্দের অ-কার স্থানে ও-কার)। বিণ।

অপোড়, -পোড়া—অদগ্ধ, যাহা পুড়ে নাই এমন, কাঁচা; অর্দ্ধদগ্ধ, আধপোড়া। ন পোড়, পোড়া, নঞ্ তৎ। বাং। বিণ।

অপোষ্য—যাহাকে পোষণ করা চলে না এরূপ, পোষণের অনুপযুক্ত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপোহ—তর্ক; নিরাস, অপনোদন। অপ—উহ্+ঘঞ্ করণবা বা ভাববা। বি; পুং।

অপোহিত—অপনোদিত, নিরস্ত; তর্কিত। অপ—উহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অপৌরুষ—১। পৌরুষহীনতা, কাপুরুষতা। ন পৌরুষ (পুরুষত্ব), নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব। ২। পৌরুষহীন, বিক্রমশূন্য। ন (নাই) পৌরুষ যাহার, বহুব্রী। ৩। অমনুষ্যকৃত, যাহা মানুষের করা নয় এমন। ন পৌরুষ (মনুষ্যকৃত), নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—রুষী।

অপৌরুষেয়—যাহা পুরুষক্ষমতায় কৃত বা রচিত নহে এরূপ, অমানুষিক। ন পৌরুষেয়, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ষেয়ী।

অপ্চ—অপচয়, নষ্ট। 'অপচয়'-শব্দজ। বি।

অপ্রকট—১। অপ্রকাশ; অব্যক্ত, অপ্রত্যক্ষ; পরলোকগত। ন প্রকট, নঞ্ তৎ। বিণ। ২। অন্তর্দ্ধান বা অন্তর্হিত। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

অপ্রকম্প—স্থির, নিশ্চল, অটল, দৃঢ়; অনুত্তর। ন (নাই) প্রকম্প (বিচলন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রকাণ্ড—১। অবৃহৎ, অবিশাল। ন প্রকাণ্ড (বিশাল), নঞ্ তৎ। ২। কাণ্ডশূন্য, গুঁড়িরহিত। বিণ। ৩। কাণ্ডরহিতবৃক্ষ; ঝিন্টীগাছ; গুল্ম, ঝোপ। ন (নাই) প্রকাণ্ড (গাছের গুঁড়ি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অপ্রকাশ—১। অনুদয়, প্রকাশাভাব; গোপন। নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। অব্যক্ত, যাহার প্রকাশ হয় নাই এরূপ, গুপ্ত। ন (নাই) প্রকাশ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রকাশিত—অব্যক্ত, গুপ্ত। নঞ্ তৎ। বিণ। [নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রকাশ্য—প্রকাশের অযোগ্য, গোপনীয়।

অপ্রকৃত—অযথার্থ, কল্পিত, অবাস্তব, মিথ্যা। নঞ্ তৎ। বিণ। **অপ্রকৃত ভগ্নাংশ**—(গণিত) যে ভগ্নাংশ একের কম নহে; যেমন,—$\frac{3}{2}$ বা $\frac{5}{4}$ (improper fraction).

অপ্রকৃতিস্থ—বিকারাপন্ন, রুগ্ণ; বিকৃত, বিকল। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রকৃষ্ট—অনুত্তম, অধম। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রখর—অতীক্ষ্ণ; মৃদু। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রগল্‌ভ—অনুদ্ধত; বিনীত; সরল। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রগুণ—ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত। ন (নাই) প্রগুণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রচলন—অচলন, চালু না থাকা বা না হওয়া। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অপ্রচলিত—অপ্রবর্ত্তিত; অব্যবহৃত, যাহা জনসমাজে চলে না এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রচুর—অল্পপরিমাণ, সামান্য, কম। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রজাঃ (-প্রজস্), **-প্রজা**—বন্ধ্যা; পুত্রশূন্য, নির্ব্বংশ, সন্ততিহীন; প্রজাশূন্য, অধিবাসিহীন। ন (নাই) প্রজা যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী (সমাসান্ত অসিচ্)। বিণ। [নঞ্ পূর্ব্বে থাকিলে, বহুব্রীহি সমাসে প্রজাশব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয় হয় বলিয়া অ-কারান্ত অপ্রজ শব্দ শিষ্ট নহে।]

অপ্রজ্ঞ—অবিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ। ন (নাই) প্রজ্ঞা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রণয়—অপ্রীতি, অসদ্ভাব, ভালবাসার অভাব; বিরোধ, কলহ। নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অপ্রণয়ী (-য়িন্)—অপ্রেমিক, প্রীতিশূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

অপ্রণালী—অনিয়ম; শৃঙ্খলাহীনতা, বিশৃঙ্খলা। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রণিধান—১। অমনোযোগ। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব। ২। অমনোযোগী। ন (নাই) প্রণিধান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রণিহিত—অনবহিত, মনোযোগশূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রণীত—অপবিত্র, কলুষিত; অবিহিত; অনিবেশিত; অরচিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রতর্ক্য—তর্কাযোগ্য; অচিন্ত্য, অননুমেয়, বুদ্ধিবহির্ভূত; বিচার বা অনুমানের অতীত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রতিকরণীয়—অপ্রতিকার্য্য (তাহা দ্রঃ)।

অপ্রতি(তী)কার—অপ্রতিবিধান, অদূরীকরণ; অপ্রতিশোধ; অনিবারণ। নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অপ্রতি(তী)কার্য্য(র্য)—অপ্রতিবিধেয়; অচিকিৎসনীয়; অনিবার্য্য; অপ্রতিশোধ্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রতিকূল—অবিরোধী, অপ্রতিপক্ষ; অনুকূল, সপক্ষ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রতিগ্রহ, -গ্রহণ—দান গ্রহণ না করা, দত্তবস্তু প্রত্যাখ্যান করা। নঞ্ তৎ। বি; পুং, ক্লীব।

অপ্রতিজ্ঞ—অব্যবস্থিতচিত্ত, কোনও বিষয়ে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নহে এরূপ। ন (নাই) প্রতিজ্ঞা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রতিদ্বন্দ্ব—প্রতিদ্বন্দ্বরহিত, শত্রুতাহীন, প্রতিযোগিতাহীন। ন (নাই) প্রতিদ্বন্দ্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী (-দ্বন্দ্বিন্)—১। প্রতিপক্ষহীন, শত্রুরহিত; অদ্বিতীয়; একমাত্র। ন (নাই) প্রতিদ্বন্দ্বী (প্রতিপক্ষ) যাহার, বহুব্রী। ২। অবিপক্ষ, অশত্রু, সপক্ষ। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—দ্বন্দ্বিনী। বি,—দ্বন্দ্বিতা।

অপ্রতিপক্ষ—১। বিপক্ষহীন। ন (নাই) প্রতিপক্ষ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অবিপক্ষ, সপক্ষ। ন প্রতিপক্ষ, নঞ্ তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অপ্রতিপত্তি—অসম্পাদন; প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞানাভাব; অযশঃ; অপ্রমাণ। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রতিপন্ন—অপ্রমাণিত; অসম্পাদিত; অখ্যাত; অজ্ঞাত; অনিশ্চিত। নঞ্ তৎ। বিণ। [ন প্রতিপাদিত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রতিপাদিত—অনবধারিত; অজ্ঞাত।

অপ্রতিবদ্ধ—অব্যাহত, অপ্রতিহত; সর্ত্তবিহীন (unconditional). নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রতিবন্ধ—১। প্রতিবন্ধকহীনতা, বাধাশূন্যতা, অপ্রতিঘাত। নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। প্রতিবন্ধকশূন্য, অবাধ; অপ্রতিহত। ন (নাই) প্রতিবন্ধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রতিবন্ধক—অবিঘ্নকারক। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রতিবিধান—প্রতিবিধানের অভাব, অপ্রতিকার। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অপ্রতিবিধেয়—প্রতিকারের অযোগ্য, অপ্রতিকার্য্য। ন প্রতিবিধেয়, নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রতিবিহিত—যাহার প্রতিবিধান করা হয় নাই এরূপ; অকৃতপ্রতিশোধ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রতিবীর্য্য(র্য)—অজেয়, যাহাকে জয় করা যায় না এমন। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রতিভ—প্রতিভাশূন্য; হতবুদ্ধি, অপ্রস্তুত;

দীপ্তিহীন; অপ্রত্যুৎপন্নমতি; অপ্রগল্‌ভ। ন (নাই) প্রতিভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রতিভাত—অপ্রতীত; অপ্রকাশিত; অ-জ্ঞানগোচর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিম—তুলনাহীন, অনুপম। ন (নাই) প্রতিমা (সাদৃশ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রতিযোগী (-যোগিন্)—১। যাহার শত্রু নাই এমন, প্রতিপক্ষহীন; অতুল। ন (নাই) প্রতিযোগী যাহার, বহুব্রী। ২। যে প্রতিযোগী নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—যোগিনী।

অপ্রতিরথ—১। অতুল্য যোদ্ধা। বি; পুং। ২। প্রতিযোধহীন, যাহার সমান যোদ্ধা আর নাই এমন; অতুল্য। ন (নাই) প্রতিরথ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। সামবেদোক্ত প্রাস্থানিক মন্ত্র; যুদ্ধোদ্দেশ্যে গমন; যুদ্ধার্থ যান; যুদ্ধ সময়ে যাত্রাকৃত মঙ্গল। ন (নাই, অর্থাৎ থাকে না) প্রতিরথ যাহা দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব। [নিবারিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিরুদ্ধ—অনিরুদ্ধ; অবাধিত; অ-

অপ্রতিরূপ—সদৃশহীন, সমকক্ষবিহীন। ন (নাই) প্রতিরূপ (সদৃশ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রতিশ্রুত—যে প্রতিশ্রুতিদ্বারা আবদ্ধ নহে এরূপ; অস্বীকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিষিদ্ধ—অনিষিদ্ধ, অনিবারিত। নঞ্‌-তৎ। বিণ। [তৎ। বি; পুং।

অপ্রতিষেধ—অনিষেধ, অনিবারণ। নঞ্‌-

অপ্রতিষেধনীয়—যাহা নিষেধ করা যায় না বা নিষেধ করা উচিত নয় এরূপ, অ-নিষেধনীয়, অনিবার্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিষ্ঠ—প্রতিষ্ঠাহীন, যশোহীন; স্থিতি-রহিত; অস্থায়ী; অনির্ণীত। ন (নাই) প্রতিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠার অভাব; অখ্যাতি; অসম্মান; না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রতিষ্ঠিত—অস্থাপিত, স্থিতিহীন; যশো-হীন; অনির্দ্দিষ্ট, অস্পষ্ট; অজ্ঞাত; অ-নিশ্চিত; অপবিত্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিসম—যাহার উভয় দিক্ সমান নহে এরূপ (asymmetric). নঞ্‌তৎ। বিণ। বি,—সাম্য। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিহত—অবাধ, অব্যাহত, অপ্রতিবন্ধ।

অপ্রতিহতপ্রভাবে—অবাধ ক্ষমতায়, দোর্দণ্ডপ্রতাপে। অপ্রতিহত প্রভাব যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অপ্রতীক—অবয়বহীন, শরীরহীন। ন (নাই) প্রতীক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রতীকার—'অপ্রতিকার' দ্রঃ।

অপ্রতীকার্য্য(র্য)—'অপ্রতিকার্য্য' দ্রঃ।

অপ্রতীত—অজ্ঞাত; অ-জ্ঞানবান্; অবিশ্বস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতুল—১। প্রকৃষ্ট পরিমাণাভাব; অ-নির্বৃতি; অভাব; অসঙ্গতি। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। প্রকৃষ্টপরিমাণরহিত, অল্পপরিমাণ, সামান্য। ন (নাই) প্রতুল (প্রকৃষ্ট পরিমাণ) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রত্যক্ষ—১। জ্ঞানাতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, পরোক্ষ, অতীন্দ্রিয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। প্রত্যক্ষজ্ঞানাভাব। ন (নাই) প্রত্যক্ষ যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অপ্রত্যক্ষবাদ—১। পরোক্ষবাদ, প্রত্যক্ষা-তীত কিছু আছে ইহা স্বীকার করা। অপ্রত্যক্ষবিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। পরোক্ষে কথা বলা, অগোচরে কথা বলা। অপ্রত্যক্ষ এমন বাদ (উক্তি), কর্ম্মধা। বি; পুং।

অপ্রত্যক্ষবাদী (-বাদিন্)—প্রত্যক্ষাতীত-বিষয়-স্বীকারকারী, অতীন্দ্রিয়বাদী; পরোক্ষে কথনকারী; গুপ্ত সংবাদদাতা। উপতৎ; অপ্রত্যক্ষ—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী।

অপ্রত্যয়—১। প্রত্যয়াভাব, অবিশ্বাস; (ব্যাকরণ) যাহা প্রত্যয় নহে। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। বিশ্বাসহীন, অবিশ্বাসী, সংশয়িত, সন্দিগ্ধ। ন (নাই) প্রত্যয় যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রত্যয়ী (-য়িন্)—অবিশ্বাসী, সন্দিহান, প্রত্যয়হীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

অপ্রত্যাখ্যান—ত্যাগ না করা; স্বীকার। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। বিণ,—খ্যাত,—খ্যেয়।

অপ্রত্যাশিত—অচিন্তিত, অভাবিত, যাহার প্রত্যাশা করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রত্যাশী (-শিন্)—যে প্রত্যাশা করে না। নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—শিণী।

অপ্রথিত—অপ্রসিদ্ধ, অবিখ্যাত; অজ্ঞাত, অবিদিত; অপ্রকাশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রদীপ—প্রদীপের অভাব, আলোক-শূন্যতা, অন্ধকার; নিষ্প্রদীপ, নৈশ-আক্রমণ-কারী শত্রুর লক্ষ্য নির্ণয়ে বাধা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে সাধারণ ভাবে আলোক নির্ব্বাপণ (black-out). ন প্রদীপ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপ্রধান—অনুৎকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ, গৌণ। নঞ্‌-তৎ। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রধৃষ্য—অপরাজেয়, অনভিভবনীয়।

অপ্রফুল্ল—অপ্রকাশিত, অবিকসিত; অ-প্রসন্ন, গ্লানিযুক্ত, ম্লান, বিষণ্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবর্ত্ত(র্ত)ক—অপ্রবৃত্তিজনক, যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায় না এরূপ; অপ্রয়োজক, অনিয়োগকারী; অনাবিষ্কর্ত্তা; অনুদ্ভাবক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিকা। [বিণ।

অপ্রবল—অধিকশক্তিশূন্য, দুর্ব্বল। নঞ্‌তৎ।

অপ্রবাস—ভিন্নদেশে বাস না করা, নিজ-জন্মভূমিতে অবস্থান, আপন গৃহে বাস। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপ্রবাসী (-সিন্)—অভিন্নদেশবাসী, নিজগৃহে অবস্থানকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—বাসিনী। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবীণ—প্রবীণতাহীন, অর্ব্বাচীন, অবিজ্ঞ।

অপ্রবৃত্ত—কার্য্যে অনুদ্যুক্ত, প্রবৃত্তিশূন্য; নিশ্চেষ্ট, কার্য্যপরাঙ্মুখ; উৎসাহশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবৃত্তি—অরুচি, অনিচ্ছা; কার্য্য-পরাঙ্মুখতা, অনুদ্যম, অনুৎসাহ; (বৈদ্যক-শাস্ত্র) শরীরাভ্যন্তরস্থ মলাদির স্বাভাবিক গতিরোধ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রবেশ্য—প্রবেশের অযোগ্য, যাহাতে প্রবেশ করা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অপ্রবেশ্য শিলা**—যে প্রস্তরের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না তাহা (impervious rock).

অপ্রভ—প্রভাহীন, দীপ্তিহীন, অনুজ্জ্বল; হীন, নীচ। ন (নাই) প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রমত্ত—প্রমাদশূন্য; মনোযোগবিশিষ্ট, সাবধান, অবহিত, সতর্ক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রমা—প্রমাজ্ঞানের অভাব, অনিশ্চয়জ্ঞান, ভ্রমজ্ঞান। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রমাণ—১। প্রমাণাভাব, প্রমাণ না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। প্রমাণ-রহিত, অপ্রামাণ্য; অগ্রাহ্য। ন (নাই) প্রমাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রমাদ—১। প্রমাদাভাব; অবধান। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। প্রমাদশূন্য, অপ্রমত্ত; অবহিত। ন (নাই) প্রমাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রমাদী (-দিন্)—প্রমাদরহিত, অ-প্রমত্ত; সতর্ক, সাবধান; ভ্রান্তিশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—দিনী। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রমিত—অপর্য্যাপ্ত, প্রচুর; অগণিত।

অপ্রমেয়—১। অপরিমেয়, অপর্য্যাপ্ত; প্রচুর; অগণনীয়; অজ্ঞেয়; অক্ষেপ্য; প্রমাণের অযোগ্য। বিণ। ২। ব্রহ্ম। নঞ্‌-তৎ। বি; ক্লীব।

অপ্রযত্ন—১। কার্য্যে উদাসীন, নিশ্চেষ্ট, অলস। ন (নাই) প্রযত্ন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নিশ্চেষ্টতা, ঔদাসীন্য, উপযুক্ত যত্নের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপ্রযুক্ত—অনিয়োজিত, অপ্রেরিত; অ-ব্যবহৃত; অনুপযুক্ত, অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রযুক্ততা—অব্যবহৃতত্ব; অনুপযুক্ততা; অসঙ্গতি; (অলঙ্কারশাস্ত্র) অব্যবহৃত কোন শব্দের প্রয়োগরূপ দোষবিশেষ [যেমন,—

"ঈশাক্ষের উষর্বুধে হত যবে মার,
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার।"

এখানে ঈশাক্ষ (শিবের চক্ষু), উষর্বুধ (অগ্নি), মার (কামদেব), নাক (স্বর্গ),

নির্জর (দেবতা) প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অপ্রযুক্ততা দোষ ঘটিয়াছে]। অ-প্রযুক্ত+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অপ্রয়োগ—প্রয়োগের অভাব; অব্যবহার, অপব্যবহার। নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অপ্রয়োজন—প্রয়োজনাভাব, অনাবশ্যকতা। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অপ্রয়োজনীয়—অনাবশ্যক, যাহার কিছু-মাত্র দরকার নাই, অনর্থক। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রশংসনীয়—অশ্লাঘনীয়, সুখ্যাতির অযোগ্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রশংসা—প্রশংসার অভাব; অসুখ্যাতি; অখ্যাতি। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রশংসিত—অকীর্ত্তিত, নিন্দিত; জঘন্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রশস্ত—অপরিসর, সঙ্কীর্ণ; অপকৃষ্ট, মন্দ; নিন্দিত; অশুভ; প্রতিকূল; অনুদার; অস্বচ্ছন্দ; অপ্রচলিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রশুদ্ধ—অপরিশুদ্ধ; অপবিত্র। প্রকৃষ্টরূপে শুদ্ধ, প্রাদি=প্রশুদ্ধ; ন প্রশুদ্ধ, নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রসক্তি—বিমুক্তি; কোনরূপ দায়িত্ব হইতে মুক্তি; অনাক্রম্যতা (immunity). ন প্রসক্তি, নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রসন্ন—বিরক্ত, অসন্তুষ্ট; ম্লান; শুষ্ক, দুঃখিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রসন্নতা—বিরক্তি; ক্ষোভ, দুঃখ; ম্লানতা। অপ্রসন্ন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অপ্রসাদ—বিরক্তি, অসন্তোষ। নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অপ্রসিদ্ধ—অবিখ্যাত, নগণ্য; যাহা কেহ কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই এরূপ; ভিত্তিহীন, অমূলক; অপ্রামাণিক; কাল্পনিক, কপোলকল্পিত; অনিষ্পন্ন। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রসিদ্ধি—অবিখ্যাতি, অপ্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠাহীনতা; প্রমাণাভাব। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রসূত—অনুৎপন্ন, যাহা প্রসব করা হয় নাই এরূপ; অসৃষ্ট। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রস্তুত—অকৃত; অনারব্ধ; অসম্বদ্ধ; অনিষ্পন্ন; লজ্জিত, অপ্রতিভ; অ-প্রাকরণিক; যাহা প্রসঙ্গ বা বর্ণনার বিষয়ীভূত নহে এমন; অপ্রশস্ত; অপ্রসিদ্ধ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রস্তুত-প্রশংসা—(অলঙ্কারশাস্ত্র) অ-প্রস্তুত বিষয় হইতে প্রস্তুত বিষয়ের জ্ঞানরূপ অর্থালঙ্কারবিশেষ, প্রস্তুত বিষয়ের অপহ্নব অর্থাৎ গোপন বা অনুল্লেখ করিয়া অপ্রস্তুত বিষয়ের কথন [যেমন,—

"ধূলি'পরে যদি কেহ পদাঘাত করে।
প্রতিশোধ দিতে উঠে মাথার উপরে॥
অপমান সহি যেই রহে নির্ব্বিকার।
'তার চেয়ে ধূলি ভাল, বৃথা জন্ম তার॥"

এখানে বক্তা অপ্রস্তুত বিষয় ধূলির প্রশংসা বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয় আপন পক্ষের অপকর্ষ বর্ণনা করিতেছেন; সুতরাং, অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার হইল]। ন প্রস্তুত, নঞ্ তৎ= অপ্রস্তুত; তাহার প্রশংসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রহত—অতাড়িত, অনাহত; অক্ষুণ্ণ; অকৃষ্ট, খিল বা পতিত ('—জমি'); লোক-চলাচলহীন, অমর্দ্দিত, যাহা পা দিয়া মাড়ান হয় নাই এরূপ (untrodden). নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রাকরণিক—অপ্রাস্তাবিক, অপ্রাসঙ্গিক, যাহার সহিত আলোচ্য বিষয়ের কোনরূপ সংস্রব নাই এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, —কী।

অপ্রাকৃত—অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক; কৃত্রিম; অসাধারণ; অসামান্য, অলোক-সামান্য; প্রাকৃত বা মায়িক জগতের বহির্ভূত; অজাগতিক; সংস্কৃত; যাহা প্রকৃতির বা প্রজাদিগের নহে, অপ্রজা-সংক্রান্ত। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, —তী।

অপ্রাচীন—অপুরাণ, নবীন; অবৃদ্ধ; আধুনিক, যাহা পূর্ব্বদেশীয় নহে। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রাচুর্য্য(র্য)—অল্পতা, অপর্য্যাপ্ততা। [নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অপ্রাজ্ঞ—মূর্খ; জ্ঞানশূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রাণ—জীবনহীন, নির্জ্জীব। ন (নাই) প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রাণী (-ণিন্)—জীবনরহিত, নির্জীব, অচেতন; অজীব, জড়পদার্থ। নঞ্ তৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —ণিনী।

অপ্রাপণীয়—অপ্রাপ্য, যাহা পাওয়া যাইতে পারে না এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রাপ্ত—যাহা পাওয়া যায় নাই এরূপ, অলব্ধ, অনধিগত; যে পায় নাই এরূপ, যে প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রাপ্তকাল—১। যাহা উপযুক্ত কাল প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, অনবসরে বা অসময়ে উপস্থিত বা সংঘটিত; অসাময়িক; অপ্রাপ্তবয়স্ক, নাবালক; অপ্রাপ্তব্যবহার; অনাসন্নমৃত্যু, যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় নাই এরূপ। অপ্রাপ্ত কাল যাহার বা যৎ-কর্তৃক, বহুব্রী; অথবা, প্রাপ্ত হইয়াছে কাল যৎকর্তৃক, বহুব্রী=প্রাপ্তকাল; ন প্রাপ্তকাল, নঞ্ তৎ। বিণ। ২। অনুপস্থিত সময়, অনবসর; অনুপযুক্ত কাল। অপ্রাপ্ত এমন কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অপ্রাপ্তবয়স্ক—যে ব্যবহারকার্য্যের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, সতের (বর্ত্তমান আইনানুসারে একুশ) বৎসরের অনধিকবয়স্ক, নাবালক (minor). প্রাপ্ত বয়ঃ যৎকর্তৃক, বহুব্রী (ক-আগম)=প্রাপ্তবয়স্ক; ন প্রাপ্ত-বয়স্ক, নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রাপ্তবয়াঃ (-বয়স্), **-বয়া**—অ-প্রাপ্তবয়স্ক (তাহা দ্রঃ)।

অপ্রাপ্তব্যবহার—যে ব্যবহারযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, অপ্রাপ্তবয়স্ক, নাবালক; যে দায়াধিকারাদি বিষয়ে উপ-যুক্ত বয়স পায় নাই এরূপ। অপ্রাপ্ত ব্যবহার (ঋণদানাদি অষ্টাদশ প্রকার ব্যাপার) যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রাপ্তযৌবন—যৌবনসীমায় অনুপস্থিত, যে এখনও যৌবন লাভ করে নাই এরূপ; অল্পবয়স্ক। অপ্রাপ্ত যৌবন যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রাপ্তলক্ষণ—অলব্ধলক্ষণ, অপ্রাপ্তচিহ্ন। অপ্রাপ্ত লক্ষণ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অপ্রাপ্তি—না পাওয়া; অভাব, অসদ্ভাব, অসম্ভব; অনুপপত্তি। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রাপ্য—যাহা পাওয়া যায় না এরূপ; যাহা অনায়াসে পাওয়া যায় না এরূপ, দুষ্প্রাপ্য, দুর্ল্লভ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রামাণিক, -প্রামাণ্য—যাহা প্রমাণ-সিদ্ধ নয় এরূপ, প্রমাণাসিদ্ধ; হেয়; বিশ্বাসা-যোগ্য; অযৌক্তিক। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, —কী, —ণ্যা।

অপ্রাসঙ্গি(ংগি)ক—আলোচ্য বিষয়-বহির্ভূত, অবান্তর। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, —কী।

অপ্রিয়—অপ্রীতিকর, বিরক্তিজনক; কর্কশ; অশুভ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রিয়কারী (-কারিন্)—অপ্রীতিকর-কার্য্যকারী; অনিষ্টকারী। ন প্রিয়কারী, নঞ্ তৎ; অথবা, অপ্রিয় করে যে, উপতৎ; অপ্রিয়—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

অপ্রিয়বাদী (-বাদিন্)—রূঢ়ভাষী, কর্কশ-ভাষী। ন প্রিয়বাদী, নঞ্ তৎ; অথবা, উপ-তৎ; অপ্রিয়—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী। বি, —বাদিতা।

অপ্রিয়ভাষ, -ভাষা—অপ্রীতিকর কথা, পরুষবাক্য, কর্কশ বাক্য, কটু কথা। অপ্রিয় এমন ভাষ, ভাষা, কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

অপ্রিয়ভাষী (-ভাষিন্)—অপ্রিয়বাদী। ন প্রিয়ভাষী, নঞ্ তৎ; অথবা, উপতৎ; অ-প্রিয়—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ভাষিণী। বি,—ভাষিতা।

অপ্রিয়ম্ব(ংব)দ—দুর্ম্মুখ। ন প্রিয়ম্বদ, নঞ্-তৎ। বিণ।

অপ্রিয়া—বিদ্বেষভাগিনী; অপ্রীতিকরী। ন প্রিয়া, নঞ্ তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অপ্রীত—অপ্রসন্ন, অসন্তুষ্ট; অতৃপ্ত। নঞ্-[তৎ। বিণ।

অপ্রীতি—অপ্রণয়, বিরোধ, বিবাদ; বিরক্তি, অসন্তোষ। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রীতিকর—অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর।

ন প্রীতিকর, নঞ্‌তৎ; অথবা, অপ্রীতি করে যে, উপতৎ; অপ্রীতি—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

অপ্রীতিজনক—অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর। ন প্রীতিজনক, নঞ্‌তৎ; অথবা, অপ্রীতির জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

অপ্রীতিপাত্র, -ভাজন—অপ্রণয়াস্পদ; বিরক্তির আধার, যাহাকে দেখিলে মনে অসন্তোষ হয়। অপ্রীতির পাত্র, ভাজন, ৬ষ্ঠী-তৎ; অথবা, ন প্রীতিপাত্র, প্রীতিভাজন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অপ্রেক্ষণ—অদর্শন, না দেখা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। বিণ,—ক্ষণীয়,—ক্ষিত।

অপ্রেত—অপ্রয়াত, অমৃত, যে মরে নাই এরূপ; যে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রোক্ষণ—অসেচন; যজ্ঞীয় পশুর হত্যা-সাধনে বিরত হওয়া। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অপ্লুত—ধীর, অদ্রুত; বিলম্বিত। নঞ্‌-তৎ। বিণ।

অপ্সরা—স্বর্গবেশ্যা। অপ্‌—সৃ+অচ্‌ কর্তৃবা +আপ্‌। বি; স্ত্রী। ['অপ্সরাঃ' শব্দ দ্রঃ।]

অপ্সরাঃ (অপ্সরস্‌), **অপ্সরা**—স্বর্গবেশ্যা [উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, সুকেশী, রুচিরা, ঘৃতাচী, সুমধ্যা, মিত্রকেশী, নাগদত্তা, হেমা, সুবাহু, বিশ্বাচী, পুঞ্জিকাস্থলা, অলম্বুষা, সোমা প্রভৃতি স্বর্গবেশ্যা প্রসিদ্ধ]। অপ্‌—সৃ+অস্‌ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

অপ্সরী—স্বর্গবেশ্যা, স্বর্গের নর্তকী; অতিশয় রূপবতী রমণী। 'অপ্সরা'-শব্দজাত। বি; স্ত্রী।

অপ্সরোনিন্দিত—অপ্সরা অপেক্ষাও উৎ-কৃষ্ট; অনিন্দ্যসুন্দরী। অপ্সরাঃ নিন্দিত যৎ-কর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অফল—১। নিষ্ফল, বিফল। বিণ। ২। ঝাউগাছ। ন (নাই) ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অফলদর্শী (-দর্শিন্‌)—ফললাভের আকাঙ্ক্ষা-শূন্য; নিষ্ফল, বৃথা। ন ফলদর্শী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী।

অফলন্ত—ফলশূন্য, যাহা ফলে না বা ফল প্রসব করে না এমন। নঞ্‌তৎ। বাং। বিণ।

অফলা—১। ভুঁই-আমলা; ঘৃতকুমারী। বি; স্ত্রী। ২। ফলহীনা। ন (নাই) ফল যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ৩। ফলবিহীন, যাহাতে ফল হয় না এরূপ, রাঁড়া ('—গাছ')। ন (নাই) ফল যাহাতে, বহুব্রী; অথবা, ন (না) ফলে যাহা, উপতৎ। বাং। বিণ।

অফলাকাঙ্ক্ষ(ৎক্ষ)—যে ফলের আশা রাখে না এমন, নিষ্কাম। ন (নাই) ফলা-কাঙ্ক্ষা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অফলোপধায়ক—অফলোৎপাদক, বিফল, ব্যর্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ধায়িকা।

অফিল্লা—অফুটন্ত, অস্ফুট। 'অফুটন্ত'-শব্দজ। বিণ।

অফিস, আফিস—দপ্তরখানা; কাছারী; কেরানীদের কাজ করিবার স্থান; কার্য্যালয়। ইং office. বি।

অফুট—১। অস্ফুট, অবিশদ, অব্যক্ত; অবিকসিত, অফুটন্ত। 'অস্ফুট'-শব্দজ। ২। ছিদ্রহীন, ফুটাশূন্য। ন (নাই) ফুটা যাহার, বহুব্রী। বাং। বিণ।

অফুটন্ত—অবিকসিত; যাহা তাপে ফুটিতেছে না এমন। নঞ্‌তৎ। বাং। বিণ।

অফুরন্ত—যাহা ফুরায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বাং। বিণ।

অফুরান—যাহার শেষ হয় না এমন, অফুরন্ত; অনতিক্রম্য। ন (নাই) ফুরান যাহার, বহুব্রী। বাং। বিণ। [বিণ।

অফুল্ল—অপ্রস্ফুটিত; নিমীলিত। নঞ্‌তৎ।

অফেন—১। অহিফেন, আফিম। 'অহিফেন'-শব্দজাত। বি; ক্লীব। ২। ফেনশূন্য। ন (নাই) ফেন যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অফেরু—পেয়ারা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অব—১। বিস্তার; ন্যূনতা; বিশ্রাম; বিজ্ঞাপন; আদেশ; শোধন; জ্ঞান; অ-সম্মান; অনাদর; পুষ্টি; নিম্নতা; নিশ্চয়; ব্যাপ্তি; আলম্বন; নিয়োগ; বিয়োগ; পরিভব; পালন; শুদ্ধি; বিজ্ঞান। অব্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। অব্য, উপসর্গ। ২। অধুনা, এখন। অব্য। ৩। রক্ষা করা ["অপরাধ ক্ষম মাগো অব গো অব্যয়া"—ভারতচন্দ্র]। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [ক্রি।

অবইতে—আসিতে। প্রাঃ কবিপ্র। অস-

অবংশ—নীচ কুল, হীন বংশ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবক—এখনই। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অবকথন—চাটুবাক্য। অবকৃষ্ট কথন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

অবকর—সম্মার্জ্জনী দ্বারা বিক্ষিপ্ত ধূলি প্রভৃতি, আবর্জ্জনা, ওঁচলা, জঞ্জাল। অব—কৄ+অপ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

অবকর্ত্ত(র্ত)ন—১। ছেদন, খণ্ডন, কাটা; সূত্র প্রস্তুত করণ, কাটনা কাটা। অব—কৃত্‌+অনট্‌ ভাববা। বিণ,—কর্তিত। ২। সূত্রনির্ম্মাণ-যন্ত্র, চরকা। অব—কৃত্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

অবকর্ষণ—স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য বলপূর্ব্বক আকর্ষণ; অধোনয়ন, নীচে লইয়া যাওয়া। অব—কৃষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃষ্ট।

অবকলন—বিয়োগ (subtraction). অব—কল্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবকলিত—দৃষ্ট; জ্ঞাত; সঙ্কলিত; বদ্ধ। অব—কল্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবকাশ—অবসরকাল; ছুটী, কর্ম্ম হইতে বিরাম; দুই ঘটনার মধ্যবর্ত্তী সময়; মধ্যস্থান; প্রবাসকয়-স্থান; প্রশস্তপ্রদেশ; অবস্থিতির যোগ্য স্থান। অব—কাশ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং। বিণ—আবকাশিক।

অবকীর্ণ—১। চূর্ণিত; ধ্বস্ত; চারিদিকে ছড়ান; ন্যস্ত। অব—কৄ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। উল্লঙ্ঘন; ব্রতভঙ্গ। অব—কৄ+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অবকীর্ণী (-কীর্ণিন্‌)—ব্রতোল্লঙ্ঘনকারী, ব্রতভ্রষ্ট। অবকীর্ণ (২)+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কীর্ণিনী।

অবকীলক—ভিতরে প্রবিষ্ট কীলক বা খিল। প্রাদি। বি; পুং।

অবকুঞ্চন—আকুঞ্চন, বক্রীকরণ, কোঁকড়ান। অব—কুন্‌চ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কুঞ্চিত।

অবকুণ্ঠন—পরিবেষ্টন, চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলা; আকর্ষণকাতর হওয়া; কাতর্য্য। অব—কুন্‌ঠ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কুণ্ঠিত।

অবকুম্ভন—কুম্ভন, কোঁথ দেওয়া। অব—কুম্ভ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবকৃষ্ট—১। আকৃষ্ট; তাড়িত, বহিষ্কৃত; অধম, জঘন্য; হীনজাতীয়। অব—কৃষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। সামান্য ভৃত্য, যে ব্যক্তি গৃহপরিষ্কার এবং জলবহন কার্য্য করে; ঝাড়ুদার, মেথর। বি; পুং।

অবকে—এখনই; ইহার পর। প্রাঃ কবিপ্র। হিন্দী 'অবকি'-শব্দজ। অব্য।

অবক্তব্য—অকথ্য, অবাচ্য; অপ্রকাশ্য, অনির্ব্বচনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবক্তা (-বক্তৃ)—নিকৃষ্ট বক্তা। ন (অপ্রশস্ত) বক্তা, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবক্ত্র—মুখহীন ('—পাত্রাদি'), মুখশূন্য ('—ফোটকাদি')। ন (নাই) বক্ত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবক্র—যাহা বাঁকা নয় এমন, সরল, সোজা।

অবক্রন্দন—বিলাপ, উচ্চরোদন। অব—ক্রন্দ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবক্রম—নিম্নে নামা, অবরোহণ। অব—ক্রম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অবক্রয়—১। ভাড়া; মূল্য, দাম। অব—ক্রী+অচ্‌ করণবা। ২। অনুচিতভাবে ক্রয়; লোকসান দিয়া কেনা। অবকৃষ্ট ক্রয়, প্রাদি। বি; পুং।

অবক্রান্তি—নিম্নদিকে, গমন, অবতরণ; নিকটে গমন। অব—ক্রম্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অবক্রিয়া—অনাদর, অবজ্ঞা; অকর্ম্ম। অবজ্ঞাপিকা বা অবকৃষ্টা ক্রিয়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অবক্রীড়ন—বিপজ্জনক বা নিকৃষ্ট খেলা ; যে খেলায় অন্যায় উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অবক্রীত—অনুচিতভাবে ক্রীত, অন্যায়রূপে কেনা। অব—ক্রী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবক্রুষ্ট—কু-শব্দিত ; ভৎ´সিত ; অভিশপ্ত। অব—ক্রুশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবক্রোধ—অত্যন্ত কোপ, দারুণ রাগ। অব (হীন) যে ক্রোধ, প্রাদি। বি ; পুং।

অবক্রোশ—চীৎকার ; অভিশাপ ; ভৎ´সনা। অব—ক্রুশ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

অবক্লেদ—ক্ষতাদি হইতে রস বা পুঁজ পড়া। প্রাদি। বি ; পুং।

অবক্ষয়—অপচয় ; ধ্বংস, নাশ ; ক্রমে ক্রমে নষ্ট হওয়া। অব—ক্ষি+অচ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

অবক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত ; যাহাকে ঠাট্টা বা ব্যঙ্গ করা হইয়াছে এরূপ, উপহসিত ; তিরস্কৃত ; যাহা নীচে তলানিরূপে পড়িয়াছে এমন। অব—ক্ষিপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবক্ষীণ—অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত ; বিধ্বস্ত, নষ্ট ; কৃশ। অব—ক্ষি+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবক্ষুত—১। যাহার উপরে হাঁচা হইয়াছে এরূপ। অব—ক্ষু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। হাঁচি। অব—ক্ষু+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবক্ষুধা—রাক্ষসী ক্ষুধা, ঔদরিকতা। অবকৃষ্ট৷ ক্ষুধা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। বিণ, —ক্ষুধিত।

অবক্ষেত্র—বৃত্তাভাস ; অঙ্গুরীয়ক ; ডিমের আকারেরমত আকারবিশিষ্ট ক্ষেত্র (ellipse). প্রাদি। বি ; ক্লীব।

অবক্ষেপ—১। অযথাক্ষেপণ ; বিক্ষেপ ; অধঃক্ষেপণ ; ব্যঙ্গোক্তি, শ্লেষোক্তি ; তিরস্কার। অব—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। তলানিরূপে সঞ্চয় (deposition). অব—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

অবক্ষেপক—যে অবক্ষেপ করে বা করিতে ভালবাসে এরূপ ; অধোনিক্ষেপক ; তিরস্কারক ; শ্লেষোক্তিকারী। অব—ক্ষিপ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ক্ষেপিকা।

অবক্ষেপণ—(ন্যায়শাস্ত্র) উৎক্ষেপণাদি পঞ্চ-কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত অধোনিক্ষেপরূপ কর্ম্ম ; নিন্দা, অপবাদ, তিরস্কার ; (ভূগোল) ক্ষয়িত শিলারাশির নদীস্রোতে বাহিত হইয়া সমুদ্রতলে স্তূপীভবন (deposition). অব—ক্ষিপ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবক্ষেপণী—অশ্বমুখরশ্মি, বল্গা, লাগাম। অব—ক্ষিপ্‌+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অবখণ্ডন—বিনাশ ; অবচ্ছেদ। অব—খন্ড্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবগণন—গণনার মধ্যে না ধরা ; অশ্রদ্ধাকরণ। অব—গণ+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবগণিত—অবজ্ঞাত, ঘৃণিত, অবমানিত, তিরস্কৃত। অব—গণ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবগণ্ড—১। গণ্ডস্থ ব্রণ, বয়সফোঁড়া। অব—গম্‌+ড কর্তৃবা নিপাতনে। বি ; পুং। ২। শিশু। 'অপোগণ্ড'-শব্দজ। বিণ।

অবগত—১। জ্ঞাত, বিদিত; যাহা জানা হইয়াছে এরূপ। অব—গম্‌+ক্ত কর্ম্মবা। ২। প্রস্থিত, অপসৃত ; যে জানিয়াছে এরূপ ; নিম্নগত। অব—গম্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবগতি—বোধ, জ্ঞান ; অপগম, অপসরণ। অব—গম্‌+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অবগদিত—অনুক্ত, অনুচ্চারিত ; অপবাদযুক্ত, নিন্দিত। অব—গদ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবগন্তব্য—জ্ঞেয়, বোদ্ধব্য, জ্ঞাতব্য ; গমনযোগ্য। অব—গম্‌+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

অবগম, -গমন—বোধ, উপলব্ধি ; প্রস্থান। অব—গম্‌+অপ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব।

অবগর—১। বিলম্ব, গৌণ, দেরী ; বিলম্বের হেতু। প্রাদি। বি। ২। ইহা ভিন্ন, ইহা ছাড়া। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অবগাই—১। অবগাহন করিয়া, স্নান করিয়া ; অবগাহন করে বা করিতেছে ; শান্ত করিয়া, থামাইয়া ; তলাইয়া বুঝিয়া। ক্রি। ২। কাজের বিশ্রাম। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবগাঢ়—নত, নিম্ন ; নিমগ্ন ; অতিরিক্ত ; নিবিড়, নীরন্ধ্র ; অন্তঃপ্রবিষ্ট ; স্নাত। অব—গাহ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবগাঢ়ি—নিমগ্ন ; বিহ্বল, অভিভূত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [ক্রি।

অবগাত—অবগাহন করে। প্রাঃ কবিপ্র।

অবগান—স্নান। 'অবগাহন'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবগাহ, -গাহন—১। জলে নামিয়া স্নান ; জলমধ্যে প্রবেশ ; মজ্জন ; প্রবেশ, অন্তঃপ্রবেশ। অব—গাহ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। ২। স্নানঘাট। অব—গাহ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ অধিবা। বি ; পুং, ক্লীব। ৩। অবগাঢ়, নিমগ্ন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অবগাহ, -গাহই—স্নান করে ; তলাইয়া বুঝে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অবগাহক—অবগাহনকারী, স্নানকারী। অব—গাহ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গাহিকা।

অবগাহিত—স্নাপিত ; নিমজ্জিত ; অন্তঃপ্রবেশিত। অব—গাহ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবগাহ্য—স্নানযোগ্য ; ভিতরে প্রবেশের উপযুক্ত। অবগাহ্‌+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

অবগীত—১। নিন্দিত, গর্হিত ; বেসুরে গীত। অব—গৈ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। অপবাদ, গীতাদি দ্বারা নিন্দাখ্যাপন ; খারাপ গান গাওয়া। অব—গৈ+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবগুণ—দোষ, গুণরাহিত্য ; ন্যূনতা ; অনিষ্ট, ক্ষতি ; ক্রোধ। অব (হীন) গুণ, প্রাদি। বি ; পুং। বিণ, —গুণিত।

অবগুণ্ঠন—১। স্ত্রীলোকের মুখের আচ্ছাদন-বস্ত্র, ঘোম্‌টা। অব—গুন্‌ঠ্‌+অনট্‌ করণবা। ২। ঘোম্‌টা দেওন ; সম্মার্জ্জন। অব—গুন্‌ঠ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবগুণ্ঠনবতী—অবগুণ্ঠন-বস্ত্রে আবৃতমুখী। অবগুণ্ঠন+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা—অবগুণ্ঠন জন্য অঙ্গুলিমুদ্রা। অবগুণ্ঠনসাধিকা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠনাবৃত—ঘোম্‌টায় ঢাকা। অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অবগুণ্ঠিকা—ঘোম্‌টা ; যবনিকা। অব—গুন্‌ঠ্‌+ণক কর্তৃবা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠিত—ঘোম্‌টা-দেওয়া ; আচ্ছাদিত, আবৃত। অব—গুন্‌ঠ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবগৃহ্য—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) প্রগৃহ্যনাম পদ। অব—গ্রহ্‌+ক্যপ্‌ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

অবগ্রহ, -গ্রাহ—১। বৃষ্টিরোধ, অনাবৃষ্টি ; গ্রহণ, স্বীকার ; হরণ, অপসারণ ; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) পাঠকালীন কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম ; অনাদর ; প্রতিবন্ধক, বাধা। অব—গ্রহ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ ভাববা। ২। হস্তীর ললাট ; গজসমূহ। অব—গ্রহ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ৩। জ্ঞানবিশেষ, ভ্রমজ্ঞান ; শাপ ; নিন্দাসূচক বাক্যপ্রয়োগ ; স্বভাব, প্রকৃতি ; তিরস্কার। অব—গ্রহ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ করণবা। বি ; পুং। বিণ, —গৃহীত, —গ্রাহ্য।

অবগ্রহণ—প্রতিরোধ ; অবজ্ঞা, অনাদর ; অপাকরণ। অব—গ্রহ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবগ্রাহ্য—অবজ্ঞেয়, অনাদরযোগ্য ; দূরীকরণীয়। অব—গ্রহ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অবঘট্ট—ঘরট্ট, যাঁতা ; বক্ষ ; গর্ত। অব—ঘট্ট (চালিত করা)+অচ্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং।

অবঘট্টন—ঘর্ষণ, সংঘর্ষ। অব—ঘট্ট+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবঘর্ষণ—ঘর্ষণ, বিমর্দ্দন, রগড়ান। অব—ঘৃষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবঘর্ষিত, -ঘৃষ্ট—পিষ্ট, মর্দ্দিত। অবঘর্ষ (অব—ঘৃষ্‌+ঘঞ্‌)+ইতচ্‌, অব—ঘৃষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবঘাত—১। অপহত্যা, অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু ; তুষবিহীন করা, চাল কাঁড়া ; অবহনন, তাড়ন, আঘাত ; সাংঘাতিক প্রহার। অব—হন্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। ২। আকস্মিক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অবঘাতন—(গণিত) কোন সংখ্যার যে কোন মূল নির্ণয় (evolution). অব—হন্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবঘাতী (-ঘাতিন্)—অবঘাতকারক। অব—হন্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিনী।

অবঘুষ্ট, -ঘুষিত—যাহা ঘোষণা করা হইয়াছে এরূপ; শব্দিত। অব—ঘুষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবঘূর্ণ, -ঘূর্ণন—মণ্ডলাকারে ঘুরান। অব—ঘূর্ণ্+অচ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অবঘূর্ণিত—মণ্ডলাকারে ভ্রমিত, চক্রাকারে ঘূর্ণিত। অব—ঘূর্ণ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবঘৃষ্ট—'অবঘর্ষিত' দ্রঃ।

অবঘোষণা—প্রচার, রটনা (announcement). অব—ঘুষ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবচনীয়—অবক্তব্য, অকথ্য, কথনাযোগ্য; অনিন্দ্য, রমণীয়; আক্রোশসূচক। ন বচনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবচয়—পুষ্পফলাদি বৃক্ষ হইতে ছেদন করিয়া সংগ্রহ করণ, চয়ন; অপচয়; কোন বস্তুর মূল্য কমিয়া যাওয়া বা কম করিয়া ধরা (depreciation). অব—চি+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

অবচায়ী (-চায়িন্)—যে চয়ন করে এমন, চয়নকারী। অব—চি+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চায়িনী।

অবচিত—চয়ন-করা; আহৃত, সঞ্চিত; অপব্যয়িত। অব—চি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবচূড়—ধ্বজাগ্রবদ্ধ অধোলম্বমান বস্ত্র; মাল্য; চামর; শিরোভূষণ। অবনতা চূড়া (অগ্র) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অবচূর্ণন—পেষণ, চূর্ণীকরণ, গুঁড়ান; ক্ষেপন। অব—চূর্ণ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবচূর্ণিত—চূর্ণীকৃত, পিষ্ট; ক্ষিপ্ত। অব—চূর্ণ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবচূল—ধ্বজার অধোবদ্ধবস্ত্র, পতাকাংশুক; চামর। অবনতা চূড়া যাহার, বহুব্রী (ড-স্থানে ল)। বি; পুং। [বি; ক্লীব।

অবচূলক—চামর। অবচূল+কন্ সংজ্ঞার্থে।

অবচ্ছায়া—আব্‌ছায়া, অস্পষ্ট আকৃতি। অবকৃষ্টা ছায়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অবচ্ছিন্ন—যুক্ত, বিশিষ্ট ('শোকাবচ্ছিন্ন'); সীমাবদ্ধ; মিলিত, মিশ্রিত; সঙ্কুচিত; ছিন্ন; বিভক্ত, বিশ্লিষ্ট; (ন্যায়মতে) অবচ্ছেদকতা-নিরূপক, অবচ্ছেদের আশ্রয়; নির্ব্বিষয় (abstract). অব—ছিদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবচ্ছুরিত—হ্রেষা, ঘোটকের শব্দ; অট্টহাস, ঘোড়ার মত চিঁহি চিঁহি করিয়া হাসা। অব—ছুর্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অবচ্ছেদ—পরিচ্ছেদ; সীমা, ইয়ত্তা; ছিন্নাংশ, খণ্ড; বিরাম; একদেশ; অবধারণ; বিচ্ছেদ; কর্ত্তন; (ন্যায়মতে) বিশেষণত্ব। অব—ছিদ্+ঘঞ্ করণবা, কর্ম্মবা, ভাববা। বি; পুং।

অবচ্ছেদক—১। অবচ্ছেদকারক, প্রভেদক; বিশেষক, নিয়ামক; বিভাজক, পরিচ্ছেদক। বিণ। স্ত্রী,—চ্ছেদিকা। ২। সীমা; (ন্যায়মতে) ব্যাবর্ত্তক বিশেষণ। অব—ছিদ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

অবচ্ছেদন—ছেদন, কাটা; ভাগ করণ; বিশ্লেষণ। অব—ছিদ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবচ্ছেদাবচ্ছেদ—১। প্রভেদনিবারণ-পূর্ব্বক সাম্যস্থাপন। অবচ্ছেদের অবচ্ছেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ব্যাপকত্ব, সর্ব্বসাকল্য। অবচ্ছেদ এবং অবচ্ছেদ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

অবজনিত—যাহা জন্মান হইয়াছে এরূপ, উৎপাদিত। অব—জন্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [অচ্ ভাববা। বি; পুং।

অবজয়—পরাজয়; জয়লাভ। অব—জি+

অবজান—অবজ্ঞান, উপেক্ষা, অনাদর; বিশেষরূপে চিন্তন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবজিত—বিজিত, পরাজিত, পরাভূত। অব—জি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবজিতি—বিজয়, পরাজয়সাধন। অব—জি+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অবজ্ঞা—তিরস্কার, অবমাননা, ঘৃণা, হেয়জ্ঞান, অনাদর, তাচ্ছীল্য। অব—জ্ঞা+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী

অবজ্ঞাত—যাহাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে এরূপ, অনাদৃত, অবমানিত। অব—জ্ঞা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবজ্ঞাতা (-জ্ঞাতৃ)—অবজ্ঞাকারী, অনাদরকারক, উপেক্ষাকারী। অব—জ্ঞা+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জ্ঞাত্রী।

অবজ্ঞান—অবজ্ঞা, অনাদর, অবমাননা। অব—জ্ঞা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবজ্ঞেয়—অবজ্ঞার পাত্র, হেয়, অশ্রদ্ধেয়, অনাদরণীয়। অব—জ্ঞা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অবট—ভূগর্ত্ত, গহ্বর; কূপ; অকৃত্রিম গর্ত্ত; ঐন্দ্রজালিক, কুহকী, যাদুকর; শরীরস্থিত ব্রণাদিজনিত ক্ষত। অব্+অটন্ কর্তৃবা সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

অবটু—১। গ্রীবা, ঘাড়। বি; স্ত্রী। ২। কূপ, ভূগর্ত্ত; বৃক্ষবিশেষ। অব—টীক্+ডু কর্তৃবা সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

অবডীন—১। পক্ষীর অবরোহণরূপ গতি-বিশেষ, পক্ষীদিগের অধোগমন, উড়িয়া নীচে নামা। অব—ডী+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। উড়িয়া নিম্নে অবরোহণকারী। অব—ডী+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবতংস—ভূষণ; কর্ণালঙ্কার, কর্ণভূষণ; শিরোভূষণ, কিরীট। অব—তন্স্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

অবতংসহ—কর্ণভূষণ বা শিরোভূষণ রচনা কর। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অবতংসিত—১। ভূষিত, অলঙ্কৃত। অব—তন্স্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। আভরণযুক্ত, অলঙ্কারশোভিত; কর্ণভূষণযুক্ত; কিরীট-ভূষিত। অবতংস+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

অবতত—আবৃত, ব্যাপ্ত; প্রসারিত, বিস্তারিত। অব—তন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবততি—সংহতি, সমূহ; ব্যাপ্তি। অব—তন্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অবতমস—ঈষৎ অন্ধকার। অবতত (ব্যাপ্ত) তমঃ, প্রাদি (সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয়)। বি; ক্লীব। [গাঢ় অন্ধকার 'অন্ধতমস্' এবং অল্পান্ধকারকে 'অবতমস্' বলে।]

অবতর, -তরণ—ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে যাওয়া, অবরোহণ, নীচে নামা; উৎপত্তি; অবতার; নদীর পরপারে গমন, উত্তরণ। অব—তৄ+অপ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অবতরণিকা—ভূমিকা, গ্রন্থের প্রস্তাবনা, আভাস; সোপান, সিঁড়ি। অব—তৄ+অনট্ করণবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবতরি—অবতীর্ণ হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

অবতরী—অবতার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবতরু—অবতীর্ণ, নিম্নাগত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অবতল—(পদার্থ-বিদ্যা) নতোদর, যাহার উপরিভাগ গর্ত্তযুক্ত এমন (concave). অবনত তল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবতলভঙ্গ(ঙ্গ)—(ভূ বিদ্যা) ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকাভ্যন্তরের কোনটির ধ্বসিয়া পড়ন (syncline). অবকৃষ্ট তল, প্রাদি; তাহার ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অবতান—বিতান, বিস্তার; আচ্ছাদন, আবরণ। অব—তন্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অবতার—১। স্বর্গাদি হইতে মনুষ্যলোকে আগত দেবাদি, মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত দেবতা। [বিষ্ণুর দশ অবতার; যথা,—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী। অথবা, অবতার অসংখ্য, তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান; যথা,—ব্রহ্মা, বরাহ, নারদ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভদেব, পৃথু, মৎস্য, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বেদব্যাস, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী]; মূর্ত্তরূপ, আকৃতিবিশিষ্ট অবস্থা ('দয়ার—')। অবতার (প্রাদুর্ভাব)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। ২। উৎপত্তি; প্রাদুর্ভাব; অপসারণ, হরণ; অবতরণ, নামা। অব—তৄ+ঘঞ্ ভাববা। ৩। তীর্থ, ঘাট। অব—তৄ+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

অবতারণ—১। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আনয়ন, নীচে নামান, অবরোপণ; প্রস্তাবন; অর্চ্চনা; অপসারণ, হরণ; প্রেতাদির

আবির্ভাবকরণ। অব—তৃ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। ২। বস্ত্রাঞ্চল। অব—তৃ + ণিচ্ + অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অবতারণা—'অবতারণ' (সকল অর্থে)। অব—তারি + অন ভাববা + আপ্। বি; স্ত্রী।

অবতারণিকা—উপক্রমণিকা; সোপান, সিঁড়ি। অব—তৃ + ণিচ্ + অনট্ করণবা + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

অবতারণী—উপক্রমণিকা; সোপান, সিঁড়ি। অব—তারি + অনট্ কর্তৃবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবতারবাদ—যে ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করা হয় যে স্বয়ং ভগবান্ যুগে যুগে ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত পৃথিবীতে জীবদেহে অবতীর্ণ হন তাহা (doctrine of incarnation). অবতার-বিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অবতারা—অবতার ("মূরতি শিঙার লখিমী অবতারা"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবতারিত—অবরোপিত, যাহা বা যাহাকে নীচে নামান হইয়াছে এরূপ। অব—তৃ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবতারী (-রিন্)—১। অবতারক, আবির্ভাবক। অব—তৃ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—তারিণী। ২। যাহার শরীর সকল অবতারের আশ্রয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবতীর্ণ—পৃথিবীতে আবির্ভূত; উচ্চ হইতে নীচে আগত, অবরূঢ়; প্রবিষ্ট; অতিক্রান্ত; অবগাঢ়। অব—তৃ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবতোকা—দৈবাৎ গর্ভস্রাবযুক্তা গবী। অবপতিত তোক যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী। [জড়সড়; দুর্ব্বল। প্রাদে। বিণ।

অবথব, -থবু—অবসাদযুক্ত; স্ফূর্ত্তিহীন;

অবদংশ—মদের চাট্। অব—দন্শ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

অবদত্ত—প্রদত্ত; সম্পন্ন; বিলীন। অব—দা + ক্ত কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বিণ।

অবদমন—উৎপাত থামান; শায়েস্তা করণ, বলপ্রয়োগ দ্বারা দমাইয়া রাখা (repression). অব—দমি + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—দমিত।

অবদাত—১। শ্বেতবর্ণ; পীতবর্ণ। অব—দৈ + ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং। ২। শ্বেত, শুক্ল-গুণ-বিশিষ্ট; পীতবর্ণযুক্ত, হরিদ্রাবর্ণ; নির্ম্মল; সুন্দর; মনোজ্ঞ। অবদাত(১) + অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অবদান—১। সম্পাদিত কর্ম্ম; সর্ব্বজন-প্রশংসনীয় কর্ম্ম; কীর্ত্তি; পূজাদির জন্য দান। মনোনীত ব্যবসায়। অব—দা + অনট্ কর্ম্মবা, ভাববা। ২। ছেদন; পরাক্রম প্রকাশ; পরাক্রম। অব—দো (ছেদন করা) + অনট্ ভাববা। ৩। ছেদ, খণ্ড। অব—দো + অনট্ কর্ম্মবা। ৪। শোধন, শুদ্ধীকরণ। অব—দৈ (শুদ্ধ করা) + অনট্ ভাববা। ৫। পালন। অব—দে (পালন করা) + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবদারক—১। বিদারণকারী, বিদারণ-কর্ত্তা। বিণ। স্ত্রী,—দারিকা। ২। খননাস্ত্র, খনিত্র, খন্তা, শাবল। অব—দৃ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

অবদারণ—১। খনন, বিদারণ, খোঁড়া। অব—দৃ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। খননাস্ত্র, কোদালি, খন্তা, শাবল প্রভৃতি। অব—দৃ + ণিচ্ + অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

অবদারিত—বিভাজিত, বিদারিত, খনিত। অব—দারি + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবদাহ—১। জ্বরাদিহেতু দাহ, প্রদাহ। অব—দহ্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। দাহনাশক উশীর-মূল, বেণামূল, খস্‌খস্। অবসাদিত হয় দাহ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বি; পুং।

অবদীর্ণ—গলিত, দ্রবীভূত; বিদীর্ণ, ভিন্ন; বিদলিত। অব—দৃ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবদোহ—দুগ্ধ। অব—দুহ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

অবদ্ধ—১। সম্বন্ধহীন, অসংযত ('—বাক্য'); আবাঁধা; নিরর্থক; প্রকৃত বিষয়ের অনুপ-যোগী; বৃথা। নঞ্ তৎ। বিণ। ২। নিরর্থক বাক্য, বাজে কথা। ন—বন্ধ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অবদ্ধমুখ—অপ্রিয়বাদী, দুর্ম্মুখ; অসংযত-ভাষী, যে যা-তা বলে এমন। ন বদ্ধমুখ, নঞ্ তৎ; অথবা, অবদ্ধ (অসংযত) মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখী,—মুখা।

অবদ্য—১। নীচ, হীন; পাপী; নিন্দনীয়; অবাচ্য, অকথ্য, কথনাযোগ্য। বিণ। ২। অনিষ্ট; পাপ; দোষ; নিন্দা। ন—বদ্ + যৎ কর্ম্মবা নিন্দার্থে। বি; ক্লীব।

অবদ্রব—(চিকিৎসা-শাস্ত্র) জলীয় ও তৈলময় পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত ঔষধ-বিশেষ (emulsion). প্রাদি। বি; পুং।

অবধান—১। মনোযোগ, অভিনিবেশ, মনঃসংযোগ, প্রণিধান, চিত্তের একাগ্রতা; সাবধানতা; মনোগত ভাব। অব—ধা + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। নমস্কার, প্রণাম; শুনিতে আজ্ঞা হউক। কবিপ্র। অব্য।

অবধানপর—সাবধান, অত্যন্ত সতর্ক, বিশেষ মনোযোগী। অবধান পর (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবধাবন—পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ; প্রক্ষালন। অব—ধাব্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ধাবিত। [কবিপ্র। ক্রি।

অবধায়—অবধান করে; লক্ষ্য করে। প্রাঃ

অবধায়ক—যে দেখাশুনা করে (care-taker). অব—ধা + ণক কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—ধায়িকা।

অবধারক—অবধারণকারী, নিরূপণকারী। অব—ধারি + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধারিকা।

অবধারণ—নিশ্চয়, নির্ণয়, স্থিরীকরণ; ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ, পরিমাণনির্ণয়। অব—ধারি + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। (প্রাঃ কবিপ্র—**অবধারল, অবধারলুঁ, অবধারি**—নিশ্চয় বা নিরূপণ করিল, করিলাম, করিয়া)।

অবধারণীয়, -ধার্য্য(র্য)—নির্দ্ধারণীয়, নির্দ্ধারণযোগ্য, নির্ণেয়, স্থিরীকরণীয়। অব—ধৃ + ণিচ্ + অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অবধারি—অবধারণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবধারিত—যাহা অবধারণ করা হইয়াছে এরূপ, নির্দ্ধারিত, নির্ণীত, স্থিরীকৃত, কৃতাব-ধারণ। অব—ধৃ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবধারিয়া—অবধারণ বা ধারণ করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

অবধি—১। সীমা, অন্ত; অবসান; অব-ধারণ; নিয়ম। অব—ধা + কি কর্তৃবা, ভাববা। ২। সময়। অব—ধা + কি করণবা। ৩। গর্ত্ত। অব—ধা + কি অধিবা। বি; পুং। ৪। হইতে, যাবৎ ("জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ"—বিদ্যাপতি); পর্য্যন্ত ('মরণাবধি')। অব—ধা + কি ভাববা। ৫। প্রতিশ্রুত কাল; প্রতীক্ষা; শেষ; আধার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবধিবাধিত—(আইন) নির্দ্দিষ্ট সময় পার হইয়া যাওয়াতে যাহা তামাদি হইয়া গিয়াছে (barred by limitation). ৩য়াতৎ। বিণ।

অবধীরণ, -ধীরণা—অবজ্ঞা, হেয়জ্ঞান, অবমাননা। অবধীর + অনট্, অন ভাববা + আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অবধীরণীয়—অবজ্ঞেয়, উপেক্ষণীয়, অব-হেলনীয়। অবধীর্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অবধীরিত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত, উপেক্ষিত। অবধীর্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবধুত—অবধূত শব্দের বানানবিকৃতি।

অবধূত—১। কম্পিত, আন্দোলিত; নিবৃত্ত। অব—ধূ + ক্ত কর্তৃবা। ২। বিক্ষিপ্ত, চালিত, প্রসারিত; তিরস্কৃত, অনাদৃত, অবমানিত; বিসৃষ্ট, ত্যক্ত; অভিভূত; আহত, পাদাদি দ্বারা স্পৃষ্ট; সংসারমায়ামুক্ত; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-ত্যাগী; উদাসীন। অব—ধূ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ-বিশেষ; শৈবসম্প্রদায় বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। [যে সমস্ত শৈব উদাসীন দণ্ডীদের ন্যায় অমাবস্থায় মস্তকাদি মুণ্ডন না করিয়া সচরাচর জটা ও শ্মশ্রুধারণ করেন এবং যাঁহারা সন্ন্যাসগ্রহণ, ষট্‌কর্ম্ম-সাধন ও নানাবিধ বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকেই 'শৈব অবধূত', ও তাঁহাদের বৃত্তিকেই 'অবধুতি বৃত্তি' বলে। তন্ত্রে চারি

প্রকার অবধূতের বিষয় অবগত হওয়া যায়; যথা,—ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, কুলাবধূত ও বীরাবধূত। বৈষ্ণব অবধূতগণ রামানন্দের শিষ্য। বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান বাউলগণ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। শঙ্করবিজয়ে দশপ্রকার অবধূতের উল্লেখ আছে। যথা,—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী।] অব—ধূ+ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—ধূতী (সংস্কৃত),—তানী (বাং)।

অবধূতানী—পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় সন্ন্যাসিনী (ইহারা বাঙ্গালাদেশের ভেকধারিণী বৈষ্ণবীদের মত)। অবধূত+আনী (বাং)। বি; স্ত্রী।

অবধূতী—শিবাদেবী, দুর্গা; সন্ন্যাসিনী। অবধূত(৩)+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবধূনন—কম্পন, আন্দোলন; অপসারণ, চালন। অব—ধূ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ধূনিত।

অবধৃত—নির্দ্ধারিত, নিশ্চিত; রক্ষিত। অব—ধৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবধেয়—অবধানযোগ্য, যে বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য এরূপ; শ্রদ্ধেয়; স্থাপনীয়। অব—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অবধৌত—১। প্রক্ষালিত, ধৌত। অব—ধাব্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। অবধূতবিষয়ক, অবধূতসম্বন্ধীয়। অবধূত+অণ্ সম্বন্ধার্থে (বাং)। বিণ। ৩। সন্ন্যাসী; (বৈষ্ণব সাহিত্যে) শ্রীনিত্যানন্দ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবধৌতিক—অবধূতসম্বন্ধীয়; অস্বাভাবিক। অবধূত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তিকী।

অবধ্বংস, -ধ্বংসন—ত্যাগ, পরিহার; চূর্ণন; নিন্দা, পরিবাদ; বিনাশ। অব—ধ্বন্‌স্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং।

অবধ্বস্ত—বিনষ্ট; চূর্ণিত; নিন্দিত; বর্জ্জিত, ত্যক্ত; প্রস্থিত, গত। অব—ধ্বন্‌স্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবধ্য—বধাযোগ্য, অহন্তব্য, যাহাকে বধ করা উচিত নয় বা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। [+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবধ্যাত—অবহেলিত, অবজ্ঞাত। অব—ধ্যৈ

অবন—তৃপ্তিদান; রক্ষণ, স্নেহপ্রকাশ; আলিঙ্গন; গমন; প্রবেশ; প্রাপ্তি; প্রার্থনা; গ্রহণ; হিংসন; শক্তি; বৃদ্ধি; সত্তা; ক্রিয়া; স্পৃহা; শোভন; বহন; শ্রবণ; জ্ঞান। অব্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবনটে—নতনাসিক, খাঁদা। ...দে। বিণ।

অবনত—আনত, নম্রীভূত; পতিত; প্রণত। অব—নম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবনতনস—নতনাসিক, যাহার নাক চ্যাপ্টা এমন। অবনতা নাসিকা যাহার, বহুব্রী (নাসিকা-স্থানে নস আদেশ)। বিণ।

অবনতবদন—'অবনতমুখ' দ্রঃ।

অবনতমস্তক—১। নতশিরাঃ, হেঁটমুণ্ড। অবনত হইয়াছে মস্তক যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নত শির। অবনত মস্তক, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অবনতমুখ, -বদন—১। নতানন, অধোমুখ। অবনত হইয়াছে মুখ, বদন যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখী, -মুখা, -বদনা। ২। নিম্ন মুখ। অবনত মুখ, বদন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অবনতি—অনুন্নতি, অসমৃদ্ধি; অধোগতি, নিম্নীভূততা; অধোগমন; সূর্য্যাদির অস্তগমন; অধোনমন, নমন; প্রণতি; বিনয়, অনৌদ্ধত্য; চরিত্রস্খলন; হেলিয়া থাকার অবস্থা বা পরিমাণ (inclination). অব—নম্+ক্তি ভাববা। **চৌম্বক অবনতি**—দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের চুম্বক-কাঁটাটির "উত্তর"-প্রান্ত মাটির দিকে একটু হেলিয়া থাকে। পৃথিবীর উত্তরমেরুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে কাঁটাটির ঐ মুখ ক্রমশঃ বেশী হেলিতে থাকে। উহার এই নিম্নমুখ হওয়াকেই 'চৌম্বক অবনতি' (magnetic dip) বলে।

অবনদ্ধ—১। আবদ্ধ; আচ্ছাদিত; প্রত্যুপ্ত, বসান, খচিত; লিপ্ত। বিণ। ২। মৃদঙ্গাদি বাদ্য; ঢক্কা। অব—নহ্+ক্ত কর্ম্মবা। ৩। বসন-ভূষণ-পরিধান। অব—নহ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অবনমন—নিম্নাভিমুখীকরণ, নোয়ান। অব—নম্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবনমিত—বক্রীকৃত, নিম্নীকৃত; নিম্নে আনীত। অব—নম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবনয়, -নয়ন—অবনতি, নমন; অধোনয়ন, অধঃপাতন, নিপাতন। অব—নী+অচ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অ-বনাবনি—মনোমালিন্য, মনের অমিল। ন বনাবনি, নঞ্‌তৎ। বাং। বি।

অবনাম—অবনতি। অব—নম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অবনামিত—নম্রীকৃত, নিম্নীকৃত; অধোনমিত। অবনাম+ণিচ্ (=অবনামি নাম ধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবনায়—নমন, অবনতি; অধোনয়ন, অধঃপাতন, নিপাতন। অব—নী+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অবনাহ—বন্ধন; আচ্ছাদন; বেষ্টন; পরিধান। অব—নহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—নদ্ধ।

অবনি, -নী—পৃথিবী, ভূমি। অব্+অনি কর্তৃবা, পক্ষে ঈ। বি; স্ত্রী।

অবনি(নী)তল—ধরাতল, ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অবনি(নী)দেব—ব্রাহ্মণ; ধরণীর মধ্যে দেবতাস্থানীয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অবনি(নী)পতি—ভূপতি, রাজা, ভূমিপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অ-বনিবনাও—অসদ্ভাব, মনোমালিন্য, পরস্পরের মধ্যে মিল না থাকা। নঞ্‌তৎ। বাং। বি।

অবনি(নী)মণ্ডল—ভূগোলক, ভূমণ্ডল, গোলাকার পৃথিবী। অবনী মণ্ডলপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অবনী—'অবনি' দ্রঃ।

অবনীশ, -শ্বর—ধরণীপতি, রাজা। অবনির, অবনীর ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অবনেজন—প্রক্ষালন; শ্রাদ্ধকালে পিণ্ডদানার্থ আস্তৃত কুশের উপরে জলসেচন; পিণ্ডোপরি জলসেচন। অব—নিজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—নেজিত।

অবন্তি—১। জাতিবিশেষ। বি; পুং। ২। উজ্জয়িনী নগরী, নদীবিশেষ [বিবিধ জাতব্য দ্রঃ]। অব্+অন্তি কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী। ৩। অ-বনিবনাও, পরস্পর অমিল। নঞ্‌তৎ। বাং প্র। বি।

অবন্তিকা, অবন্তী—উজ্জয়িনীর প্রাচীন নাম। অবন্তি+কন্ স্বার্থে+আপ্, অবন্তি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবন্ধক—বন্ধহীন; বন্ধকবিহীন। ন (নাই) বন্ধক যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অবন্ধকপ্রয়োগ—কোন বস্তু বন্ধক না রাখিয়া ঋণদান, শুধু হাতে ধার দেওয়া। অবন্ধক প্রয়োগ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অবন্ধুর—অকর্কশ, মসৃণ, সমোচ্চ, সমতল; অরম্য, অসুন্দর। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অবন্ধ্য—সফল, সার্থক; ফলবান্। নঞ্‌তৎ।

অবপতন—১। অধঃপতন। অব—পত্+অনট্ ভাববা। ২। বিল, গর্ত্ত। অব—পত্+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

অবপতিত—অস্ফুট; অধঃপতিত; অবনত। অব—পত্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবপন্ন—অধঃপতিত। অব—পদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবপাত—১। বন্য হস্তী ধরিবার নিমিত্ত প্রস্তুত তৃণাদি দ্বারা প্রচ্ছন্ন গর্ত, খানা। অব—পত্+ঘঞ্ অধিবা। ২। অবতরণ, নিম্নে পতন, অধঃপতন; (নাট্য) ভয়াদিজনিত পলায়ন সম্ভ্রমাদি বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের পরিবর্তন; (অর্থনীতি) মুদ্রাসঙ্কোচ; প্রচলিত মুদ্রাসংখ্যার হ্রাস (deflation). অব—পত্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অবপ্লুত—১। সহসা অবতীর্ণ। অব—প্লু+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। হঠাৎ নামা, সহসা অবতরণ। অব—প্লু+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অববাদ—অপবাদ, নিন্দা; আদেশ; বিশ্বাস। অব—বদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অববাহিকা—কোন নদীর উভয় দিকের

যতদূরের জল আসিয়া সেই নদীতে পড়ে ততদূরের ভূমি, পর্য্যঙ্ক (basin). 'অব্বাহিকা'-শব্দের অশুদ্ধ রূপ। বি ; স্ত্রী।

অববিন্দু—(জ্যোতিষ) গ্রহকক্ষ ও ক্রান্তিবৃত্তের নিম্নতর ছেদবিন্দু (descending node). অবকৃষ্ট বিন্দু, প্রাদি। বি ; পুং।

অববুদ্ধ—জ্ঞাত ; জাগরিত ; অনুভূত। অব—বুধ্ + ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

অববোধ—১। জ্ঞান, বিবেক ; তত্ত্বজ্ঞান ; পরিজ্ঞান, অনুভব ; জাগরণ, নিদ্রাভাব ; শিক্ষা, উপদেশ। অব—বুধ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। জ্ঞাপন ; জাগরণ, জাগান। অব—বুধ্ + ণিচ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অববোধক—১। যে জাগায় ; সূচনাকারী ; উপদেষ্টা। বিণ। স্ত্রী, —বোধিকা। ২। ভাস্কর ; বৈতালিক ; উপদেশক। অব—বোধি + ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অববোধন—জ্ঞাপন ; জাগরিতকরণ, জাগান। অব—বুধ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অববোধিত—জাগরিত ; সান্ত্বনিত। অব—বোধি + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবভাষণ—অকথ্য কথন ; নিন্দন ; ভাষণ। অব—ভাষ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবভাস—প্রকাশ, স্ফুরণ ; সাক্ষাৎকার ; অন্যের অন্যরূপে প্রকাশরূপ মিথ্যাজ্ঞান ; আরোপ। অব—ভাস্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অবভৃথ—যজ্ঞান্তকৃত যজ্ঞ, প্রধান যজ্ঞপূরণার্থ যাগবিশেষ ; অনুষ্ঠিত যজ্ঞের আশঙ্কিত ন্যূনতা-পরিহারার্থে পুনঃকৃত যজ্ঞ ; স্নান ; যজ্ঞাবশেষ-স্নান। অব—ভৃ + কথন্ কর্ত্তৃবা, ভাববা। বি ; পুং।

অবম—অধম, নিকৃষ্ট ; ন্যূন ; সর্ব্বাপেক্ষা কম (minimum) ; ত্র্যহস্পর্শ (এক দিনে তিন তিথি সমাবেশরূপ)। অব্ + অম অপাবা। বিণ।

অবমত—অনাদৃত, অবজ্ঞাত, তিরস্কৃত। অব—মন্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবমতি—১। অবজ্ঞা, হেয়জ্ঞান। অব—মন্ + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। ২। প্রভু, স্বামী, নেতা, পতি। অব—মন্ + ক্তি কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অবমন্তব্য—হেয়, অবমাননার যোগ্য ; ভর্ৎসনীয়। অব—মন্ + তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

অবমন্তা (-মন্তৃ)—অবমানকারী, অবজ্ঞাকারী, তিরস্কর্ত্তা। অব—মন্ + তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —মন্ত্রী।

অবমর্দ্দ(র্দ)—১। পীড়ন, দলন, শত্রুকৃত প্রহার ; শত্রুনগরাদির উচ্ছেদ। অব—মৃদ্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। জনতা, জনসংঘ, ভিড়। অব—মৃদ্ + ঘঞ করণবা। বি ; পুং।

অবমর্দ্দ(র্দ)ন—১। দলন, ধ্বংস ; পীড়া, পীড়ন। অব—মৃদ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। ধ্বংসকারী ; পীড়ক, পীড়নকারী। অব—মৃদ্ + অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবমর্দ্দি(র্দি)ত—বিদলিত ; বিনাশিত ; নিপীড়িত। অব—মর্দ্দি + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবমর্দ্দী (-মর্দ্দিন্)—বিদলনকারী ; প্রমাথী ; পীড়নকারী। অব—মর্দ্দি + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —মর্দ্দিনী।

অবমর্শ(ষ), **-মর্শ(র্ষ)ণ**—পর্য্যালোচনা ; অধৈর্য্য, অক্ষমা, অসহন ; বিলোপ, বিলুপ্তি ; বিস্মৃতি ; (নাট্য) সন্ধির অংশবিশেষ। অব—মৃশ্ বা মৃষ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব।

অবমর্ষিত—অসহিষ্ণু, অধীর ; পর্য্যালোচিত জাতামর্ষ। অবমর্ষ + ইতচ্ সঞ্জাতার্থে। বিণ।

অবমান—অপমান, অবজ্ঞা, অনাদর। অব—মন্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অবমানন, **-মাননা**—অপমানকরণ, অনাদর করণ, অবজ্ঞা করণ। অব—মন্ + ণিচ্ + অন ভাববা, পক্ষে + আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

অবমাননীয়, **-মান্য**—অবজ্ঞাযোগ্য, উপেক্ষণীয়, অনাদরণীয়। অব—মন্ + ণিচ্ + অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অবমানয়িতা (-য়িতৃ)—অন্যের দ্বারা অবমাননাকারী, অবমাননশীল, অন্যের অপমান করিতে সর্ব্বদা উদ্যত। অব—মন্ + ণিচ্ + তৃন কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —য়িত্রী।

অবমানিত—অনাদৃত, অপমানিত, অবজ্ঞাত। অব—মন্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবমান্য—'অবমাননীয়' দ্রঃ।

অবমার্জ্জ(র্জ)ন—প্রক্ষালন ; শোধিতকরণ। অব—মৃজ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবমূর্দ্ধ(র্ধ)শয়—অধোমুখশায়ী, যে উপুড় হইয়া শয়ন করে এরূপ। অবমূর্দ্ধন্—শী + অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবমূর্দ্ধ(র্ধ)শায়ী (-শায়িন্)—অবমূর্দ্ধশয়, অধোমুখশায়ী। অবমূর্দ্ধন্—শী + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শায়িনী।

অবমূর্দ্ধা (-মূর্দ্ধন্), **-মূর্ধা**—অবনতমস্তক, অধোমুখ। অবনত মূর্দ্ধা (মূর্দ্ধন্) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবমোচন—পরিত্যাগ, ছাড়িয়া দেওয়া, মুক্ত করা। অব—মুচ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবমোটন—মোচড়ান, মটকান ; আক্ষেপকরণ। অব—মুট্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —মোটিত।

অবয়ব—অঙ্গ, হস্তপদাদি ; অংশ ; উপকরণ ; (ন্যায়) প্রতিজ্ঞাদি-পঞ্চক। অব—যু + অ কর্ম্মবা। বি ; পুং। বিণ—আবয়বিক।

অবয়বী (-বিন্)—অবয়বযুক্ত, অঙ্গী ; অংশবান্ ; সোপকরণ, উপকরণবিশিষ্ট ; (ন্যায়মতে) প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চপ্রকার অবয়ববিশিষ্ট। অবয়ব + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বিনী।

অবর—১। নিকৃষ্ট, অধম ; অশ্রেষ্ঠ ; পশ্চাদ্বর্ত্তী (junior) ; নিম্নবর্ত্তী (lower) ; শেষ ; অপর ; চরম, পশ্চিম ; কনিষ্ঠ, পশ্চাজ্জাত। ন বর (শ্রেষ্ঠ), নঞ্তৎ। বিণ। ২। স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন। প্রাদে। কবিপ্র। বিণ।

অবরকর্ম্ম(র্ম)সচিব—নিম্নতন কর্ম্মকর্ত্তা (Under Secretary) অবর (অশ্রেষ্ঠ) যে কর্ম্মসচিব, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অবরজ—১। অনুজ, অনুজাত, কনিষ্ঠ, পশ্চাজ্জাত ; হীন নিকৃষ্ট ; নিকৃষ্টবংশজাত। বিণ। ২। কনিষ্ঠভ্রাতা ; অবরবর্ণ শূদ্র। উপতৎ ; অবর—জন্ + ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অবরজা—১। কনিষ্ঠা ভগিনী। বি ; স্ত্রী। ২। হীনা, নিকৃষ্টা ; কনিষ্ঠা। অবরজ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। [কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবরত—নিবৃত্ত, বিশ্রান্ত। অব—রম্ + ক্ত

অবরতি—বিরতি, নিবৃত্তি ; বিশ্রাম ; ত্যাগ। অব—রম্ + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অবরধাতু—(রসায়ন) স্বর্ণ রৌপ্য প্লাটিনাম ইত্যাদি মূল্যবান্ ধাতু ভিন্ন অন্য ধাতু (base metal). অবর এমন ধাতু, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অবরপুরুষ—সন্তানসন্ততি (descendant). অবর যে পুরুষ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অবরবর্ণ—চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র, বৃষল। অবর যে বর্ণ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অবরবর্ণক—শূদ্র, চতুর্থ বর্ণ। অবরবর্ণ + কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

অবরা—১। দুর্গা। বি ; স্ত্রী। ২। সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ন (নাই) বর (শ্রেষ্ঠ) যাহা হইতে, বহুব্রী + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অবরার্দ্ধ(র্ধ)—শেষার্দ্ধ ; নিম্নার্দ্ধ। অবর যে অর্দ্ধ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অবরার্দ্ধ্য(র্ধ্য)—শেষার্দ্ধজাত ; নিম্নার্দ্ধভব। অবরার্দ্ধ + যৎ ভবার্থে। বিণ।

অবরীণ—ধিক্কৃত, তিরস্কৃত, নিন্দিত। অব—রী + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবরুগ্ণ—ভগ্ন ; পীড়িত, রোগগ্রস্ত। অব—রুজ্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবরুদ্ধ—প্রতিরুদ্ধ ; প্রতিহত, ব্যাহত ; বেষ্টিত, আচ্ছাদিত ; কয়েদী, বন্দী। অব—রুধ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবরূঢ়—উর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগত, অবতীর্ণ। অব—রুহ্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবরেণ্য—অশ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট ; অপূজনীয়। ("মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি"—মাইকেল)। নঞ্তৎ। বিণ।

অবরে-সবরে—কদাচিৎ, দৈবাৎ। হিন্দি-মূলক। ক্রি-বিণ।

অবরোধ—১। প্রতিবন্ধ; আটক (detention), বাধা, প্রতিরোধ; অন্তর্দ্ধান; ঘেরা, বেষ্টন; আচ্ছাদন। অব—রুধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। অন্তঃপুর। অব—রুধ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। ৩। অন্তঃপুর-স্ত্রী; রাজপত্নী। অব—রুধ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং। [প্রাঃ কবিপ্র—**অবরোধল**—অবরুদ্ধ করিল। **অবরোধে**—আক্রমণ করে।]

অবরোধক—১। নিরোধকারী, অবরোধকারী; অন্তঃপুররক্ষক; বিপক্ষাদিনিবারক। বিণ। স্ত্রী,-রোধিকা। ২। বেড়া। অব—রুধ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

অবরোধন—অবরোধ (১ ও ২-চিহ্নিত অর্থে)। অব—রুধ্‌+অনট্‌ ভাববা, অধিবা। বি; ক্লীব।

অবরোধপ্রথা—স্ত্রীলোকদের বাটীর অভ্যন্তরে রাখিবার প্রথা, যে রীতিতে স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যাইতে পারে না ও বাহিরের কাহারও সহিত মেলামেশা করিতে পারে না তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অবরোধিক—১। অন্তঃপুররক্ষক। অবরোধ+ইক (ঠন্‌) নিযুক্তার্থে। বি; পুং বা বিণ। ২। অবরোধসম্বন্ধীয়। অবরোধ+ইক (ঠন্‌) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অবরোধী (-রোধিন্‌)—অবরোধকারী; প্রতিবন্ধক, বাধাদায়ক। অব—রুধ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,-রোধিনী।

অবরোপণ—অবতারণ, নামান; অপসারণ, অপনয়ন; উৎপাটন। অব—রুহ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবরোপিত—অবতারিত; উৎপাটিত; অপসারিত, দূরীকৃত। অব—রুহ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবরোহ—১। অবতরণ, ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগমন; পরিত্যাগ; আরোহণ; লতোদ্গম; (দর্শন) যুক্তির প্রণালীবিশেষ (কারণ হইতে কার্য্যে, নিদান হইতে ফলে উপস্থিত হওয়ার পন্থা); এক সিদ্ধান্ত হইতে অপর সিদ্ধান্তে গমন (deduction). অব—রুহ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। শাখার ন্যায় লম্বমান শিকড়, নামনা, ঝুরি। অব—রুহ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। ৩। স্বর্গ। অব—রুহ্‌+ঘঞ্‌ অপাবা। বি; পুং।

অবরোহক—অবরোহণকারী, নিম্নে আগমনকারী। অব—রুহ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,-রোহিকা।

অবরোহণ—ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে গমন, অবতরণ; পরিত্যাগ; আরোহণ, অধিরোহণ; (সঙ্গীত) চড়া সুর হইতে খাদের সুরে যাওয়া। অব—রুহ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবরোহ পত্র—জাহাজ হইতে নামিবার অনুমতি পত্র (landing permit). অবরোহ জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অবরোহিকা—১। অশ্বগন্ধা লতা। বি; স্ত্রী। ২। অবরোহণকারিণী। অব—রুহ্‌+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অবরোহী (-হিন্‌)—১। অবতরণকারী; আরোহণকারী। অব—রুহ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,-রোহিণী। ২। স্বরের নিম্নগমনক্রম (যথা,—নি ধা পা মা গা রে সা); বটবৃক্ষ। অবরোহ+ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

অবর্জ্জ(র্জ)নীয়—অপরিহার্য্য, যাহা ত্যাগ করা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবর্ণ—১। নিন্দা, অপবাদ, অযশঃ। ন (বিরোধার্থে) বর্ণ (প্রশংসা), নঞ্‌তৎ। ২। 'অ' এই অক্ষর। অ-ই বর্ণ, কর্ম্মধা। ৩। নীচ জাতি। ন বর্ণ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ৪। বর্ণহীন। ন (নাই) বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবর্ণনীয়—অনির্ব্বচনীয়, অপ্রকাশ্য, যাহা বর্ণনা করা যাইতে পারে না এরূপ; বর্ণনার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবর্ত্ত(র্ত)মান—১। অস্থিত, অনুপস্থিত; প্রস্থিত, গত; মৃত। বিণ। ২। বর্ত্তমান ভিন্ন অন্য কাল, ভূত বা ভবিষ্যৎ কাল। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। **অবর্ত্ত(র্ত)মানে**—মৃত্যুর পরে, অনুপস্থিতিতে।

অবল—১। বলহীন, দুর্ব্বল। ন (নাই) বল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বলহীনতা, দুর্ব্বলতা। ন (না অথবা নিন্দিত) বল, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অবলক্ষ—১। শুক্লবর্ণ, শুভ্রবর্ণ। বি; পুং। ২। শুক্লবর্ণবিশিষ্ট; মূর্খ। অব—লক্ষ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

অবলগ্ন—১। কটিদেশ, কোমর, কাঁকাল, মাজা। অব—লগ্‌+ক্ত অধিবা। বি; পুং। ২। সংলগ্ন, দৃঢ়-সংযুক্ত। অব—লগ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবলম্ব—১। অবলম্বন, আশ্রয়; উদ্গম, প্রকাশ ["পুলক মুকুল অবলম্ব"—গোবিন্দদাস]। বি। ২। অবলম্বন করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অবলম্বই—অবলম্বন করে বা করিয়া।

অবলম্ব, -লম্বন—১। অধিষ্ঠান, নির্ভর; আশ্রয়; জীবিকা, বৃত্তি। অব—লম্ব্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ অধিবা। ২। গ্রহণ, ধারণ। অব—লম্ব্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। ৩। আশ্রয়-সাধন যষ্ট্যাদি। অব—লম্ব্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ করণবা। বি; পুং, ক্লীব।

অবলম্বিত—১। শরণাগত; অবনত, অধোগত; অধোলম্বমান। অব—লম্ব্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। ধৃত; আশ্রিত; গৃহীত; রক্ষিত, পালিত। অব—লম্ব্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবলম্বী (-লম্বিন্‌)—আশ্রয়কারী, অবলম্বনকারী; উচ্চ স্থান হইতে নিম্নগামী, অধোলম্বী। অব—লম্ব্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,-লম্বিনী।

অবলা—১। রমণী, নারী। বি; স্ত্রী। ২। বলশূন্যা। অবল (১)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ৩। যে কথা বলে না বা বলিতে পারে না, বাক্‌শক্তিশূন্য, মূক, বোবা। বাং 'অবোলা'-শব্দজ। বিণ।

অবলিখন—নিম্নে লেখা; নিম্নে স্বাক্ষরকরণ। অব—লিখ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবলিপ্ত—১। প্রলিপ্ত, কৃতলেপন। অব—লিপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। ২। গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত; ধনগর্ব্বিত। অব—লিপ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবলী (-বলিন্‌)—বলশূন্য; দুর্ব্বল। ন বলী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,-লিনী।

অবলীঢ়—ভক্ষিত; যাহা চাটা হইয়াছে এরূপ, কৃতাবলেহ; আস্বাদিত; বিনাশিত; দগ্ধ; ব্যাপ্ত। অব—লিহ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবলীলা—অনায়াস, অক্লেশ; অনাদর; অসঙ্কোচ। অবরা লীলা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অবলীলাক্রমে—অক্লেশে, অনায়াসে, সহজে। অবলীলার ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

অবলুণ্ঠন—মাটিতে লুটান বা গড়াগড়ি দেওয়া। অব—লুণ্ঠ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবলুণ্ঠিত—যে অবলুণ্ঠন করে বা করিয়াছে এরূপ; যে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে এমন। অব—লুণ্ঠ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবলুপ্ত—অদৃশ্য, লোপপ্রাপ্ত। অব—লুপ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবলেখ—উল্লেখকরণ; রেখাপাতকরণ; আঁচড়ান। অব—লিখ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অবলেখন—চুল আঁচড়ান, চুল পরিষ্কারকরণ; আঁচড় কাটা। অব—লিখ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবলেখনী—চিরুণী, কাঁকুই, কেশপ্রসাধনী। অব—লিখ্‌+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

অবলেখা—লেখা; আঁকা; ঘষা; পত্র-পুষ্পাদিদ্বারা দেহের প্রসাধন। অব—লিখ্‌+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অবলেপ—গর্ব্ব, দর্প; বিদ্বেষ; দূষণ, নিন্দন; অধিক্ষেপ; আক্ষেপ; ক্ষেপণ; প্রলেপ, লেপন; সঙ্গ, সম্বন্ধ; ভূষণ। অব—লিপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অবলেপন—প্রলেপ; বিলেপন, ম্রক্ষণ; অধিক্ষেপ; আক্ষেপ; ক্ষেপণ; সঙ্কল্প; সঙ্গ; গর্ব্বপ্রকাশ, অহঙ্কার; ভূষণ। অব—লিপ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবলেহ—১। জিহ্বা দ্বারা লেহন, চাটা। অব—লিহ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। লেহ্য

ঔষধাদি, যাহা চাটিয়া খাইতে হয় এরূপ ঔষধ প্রভৃতি। অব—লিহ্ +ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

অবলেহন—জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন, চাটা। অব—লিহ্ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবলেহ্য—অবলেহনীয়, যাহা চাটিয়া খাইতে হয় এরূপ। অব—লিহ্ +ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অবলোক, -লোকন—১। দৃষ্টি, দর্শন। অব—লোক্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং। ২। নয়ন, নেত্র; আলোক। অব—লোক্+ঘঞ্, অনট্ করণবা। বি; পুং, ক্লীব।

অবলোকই—দেখে, তাকায়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অবলোকনীয়—দর্শনযোগ্য, দর্শনীয়, নিরীক্ষণীয়। অব—লোক্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অবলোকয়িতা (-তৃ)—দর্শনকারী, নিরীক্ষণকারী। অব—লোকি+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

অবলোকিত—১। দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। অব—লোক্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। দর্শন, দেখা। অব—লোক্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। জৈনমুনি লোকনাথ। অবলোকিত+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

অবলোকিতেশ্বর—বৌদ্ধ দেবতা বিশেষ, লোকনাথ। অবলোকিতই ঈশ্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অবলোকী (-কিন্)—নিরীক্ষণকারী, দর্শক। অব—লোক্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কিনী।

অবলোপ—তিরোভাব; দংশন; ছেদন; বিনাশ। অব—লুপ্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অবলোহিত—(পদার্থ-বিদ্যা) রামধনুর বর্ণ-সপ্তকের মধ্যে লোহিত বর্ণের শেষে যে ঈষদূন লোহিত বর্ণ থাকে তাহা (infra-red). অব (হীন) লোহিত হইতে, প্রাদি। বি; পুং।

অবশ—১। অনায়ত্ত, অবশীভূত, অবাধ্য; শিথিল, নিস্তেজ; জড়ীভূত, নিস্পন্দ, যাহা নাড়িতে পারা যায় না এরূপ। ন (নাই) বশ যাঁহাতে, বহুব্রী। ২। অস্বাধীন, কামাদি-পরবশ; পরাধীন। নঞ্ তৎ। বিণ।

অবশ(স)ক্‌থিকা—বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ জানু ও জঙ্ঘাদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন। অবশক্‌থি +কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবশাঙ্গ(ংগ)—১। শিথিলদেহ, যে অবয়ব সঞ্চালন করিতে পারে না এরূপ। অবশ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গী, —ঙ্গা। ২। অবসন্ন দেহ, শিথিল শরীর। অবশ এমন অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অবশায়িত—অবশীকৃত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অবশিষ্ট—১। পরিশিষ্ট, বাকী, যাহা শেষ থাকে এরূপ, উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত। বিণ। ২। বিয়োগফল; ভাগশেষ। অব—শিষ্ +ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

অবশী (-শিন্)—অজিতেন্দ্রিয়, কামাদির অত্যন্ত অধীন। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—শিনী। বি,—শিতা।

অবশীকৃত—অনিয়ন্ত্রিত, অদমিত, অনায়ত্তীকৃত, যাহাকে বশ করা হয় নাই এমন। নঞ্ তৎ। বিণ।

অবশীভাব—বশীভূত না হওয়ার ভাব, অনায়ত্ততা। নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অবশীভূত—অনায়ত্ত, অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল। নঞ্ তৎ। বিণ। [শূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবশীর্ণ—ভগ্ন; জীর্ণ; শীর্ণ; ছিন্ন। অব—

অবশীর্ষ, -শীর্ষক—১। অধোমস্তক, নত-মস্তক। অবনত শীর্ষ যাহার, বহুব্রী, পক্ষে সমাসান্ত ক। বিণ। স্ত্রী,—শীর্ষা, —শীর্ষিকা। ২। চক্ষুরোগবিশেষ। বি; পুং।

অবশেন্দ্রিয়—অজিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। অবশ ইন্দ্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবশেষ—১। উদ্বৃত্ত, বাকি অংশ; অন্ত; গ্রন্থের বা প্রস্তাবের সমাপ্তিকাল; নিঃশেষ। অব—শিষ্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। অবশিষ্ট; ভুক্তাবশিষ্ট। অব—শিষ্ +অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। [কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবশ্চ্যুত—ক্ষরিত। অব—শ্চ্যুৎ+ক

অবশ্য—১। বশীকরণের অযোগ্য, অদম্য, অবাধ্য, অনায়ত্ত। ন বশ্য, নঞ্ তৎ। বিণ। ২। নিশ্চয়, নিঃসন্দেহ, নিঃসংশয়; পরিণাম-স্বরূপ, সিদ্ধান্তস্বরূপ। সংস্কৃত 'অবশ্যম্'-শব্দজ। অব্য; বিণ বা ক্রি-বিণ। **অবশ্য অবশ্য**—অতি নিশ্চয়।

অবশ্যকরণীয়, -কর্ত্ত(র্ত)ব্য—যাহা নিশ্চিতই করিতে হইবে এরূপ, যাহা না করিয়া উপায় নাই। (ময়ূরব্যংসকাদি) নিপাতন সমাস। বিণ।

অবশ্যম্ভাবিতা, -ত্ব—হইবার নিশ্চয়তা, অনিবার্য্যতা। অবশ্যম্ভাবিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অবশ্যম্ভাবী (-বিন্), **অবশ্যম্ভাব্য**—যাহা নিশ্চয় ঘটিবে এরূপ, যাহা কখনই অন্যথা হইবার নহে এরূপ। অবশ্যম্—ভূ+ণিন্, ণ্যৎ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ম্ভাবিনী, —ম্ভাব্যা।

অবশ্যম্ভাব্যতা—অবশ্যম্ভাবিতা, অনিবার্য্যতা। অবশ্যম্ভাব্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অবশ্যা—১। কুজ্ঝটিকা। অব—শ্যৈ+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অনায়ত্তা। অবশ্য (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবশ্যায়—১। শিশির; কুজ্ঝটিকা। অব—শ্যৈ+ণ কর্ত্তৃবা। ২। অভিমান, গর্ব্ব, অহঙ্কার। অব—শ্যৈ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অবশ্রয়ণ—চুল্লী হইতে অবতারণ, উনান হইতে নামান। অব—শ্রি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবষ্টব্ধ—১। বদ্ধ, সংযত, রুদ্ধ; প্রতিবদ্ধ; বেষ্টিত, জড়িত; রক্ষিত; আক্রান্ত, অভিভূত; স্তব্ধীকৃত; জড়ীকৃত; আশ্রিত, অবলম্বিত, ঝুলান। অব—স্তন্ভ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। আসন্ন, সমীপ। অব—স্তন্ভ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবষ্টম্ভ—১। রোধ; স্তম্ভ; প্রতিরোধ; আশ্রয়; প্রারম্ভ; আক্রমণ; সৌষ্ঠব; স্থিরতা, খাড়া হইয়া থাকা; অভিমান। অব—স্তন্ভ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। সুবর্ণ, স্বর্ণ। অব—স্তন্ভ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অবসক্ত—আসক্ত, নিযুক্ত; লগ্ন, সংশ্লিষ্ট; স্থাপিত; নিক্ষিপ্ত; আবদ্ধ। অব—সন্জ্ +ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবসক্‌থি—'অবশক্‌থিকা' দ্রঃ।

অবসথ, -সথ্য—গ্রাম; আবাস, গৃহ; ছাত্রাবাস; চতুষ্পাঠী; পাঠশালা; আড্ডা, আখড়া। অব—সো+অথন্ অধিবা, পক্ষে যৎ স্বার্থে; অথবা, ন (নাই) বসথ যাহা হইতে, বহুব্রী; পক্ষে অবসথ+যৎ স্বার্থে। বি; পুং।

অবসন্ন—ক্লান্ত, গ্লানিযুক্ত; শ্রান্ত; স্ফূর্ত্তি-রহিত; শিথিল, দুর্ব্বল, নিস্তেজ; সমাপ্ত; ক্ষয়প্রাপ্ত; বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ; অবনত; বিনষ্ট; অবসাদপ্রাপ্ত। অব—সদ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবসব্য—বামেতর, দক্ষিণ; বিরুদ্ধ, প্রতিকূল। অবরুদ্ধ (বিরুদ্ধ) সব্য, প্রাদি। বিণ।

অবসর—১। গোপনে পরামর্শ; বৃষ্টি; প্রারম্ভ; প্রবেশ; প্রস্তাব। অব—সৃ+অপ্ ভাববা। বিণ,—সৃত। ২। বৎসর; অবকাশ; যোগ্যকাল; বার, পর্য্যায়; ক্ষণ; ফাঁক। অব—সৃ+অপ্ অধিবা। বি; পুং।

অবসরবৃত্তি—পেনসন, পূর্ব্বকৃত সেবার্থ অবসরকালে প্রদত্ত বৃত্তি (pension). অবসরপ্রাপ্য বৃত্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অবসর্প—গুপ্তচর। অব—সৃপ্ +অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অবসর্পিণী—জিনদিগের কালভেদ। অব—সৃপ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবসহন—সহকরণ; সহিষ্ণুতা। অব—সহ্ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবসাই—শেষ করিয়া বা হইয়া; শেষ করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অবসাদ—অবসন্নতা, শিথিলতা; শ্রান্তি; পরাজয়; অপমান; জড়তা; বিনাশ; ভ্রংশ, স্খলন; বিষাদ; নিরুৎসাহতা; দৈন্য; সমাপ্তি। অব—সদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অবসাদক—অবসাদজনক, অবসন্নতা-কারক; অনুৎসাহকর। অব—সদ্+ণিচ্ +ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সাদিকা।

অবসাদন—নিঃশেষীকরণ, সমাপন; বিনাশন; দুর্ব্বলীকরণ; উৎসাহনাশন। অব—সদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবসাদিত—জড়ীকৃত; অনুৎসাহিত; ক্ষয়িত, নাশিত, অবসাদপ্রাপিত; বিষাদিত। অব—সদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবসাধ—ক্লান্তি, অবসাদ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবসান—১। বিরাম, শেষ; ক্রিয়া-সমাপ্তি; মরণ; সীমা; নিশ্চয়। অব—সো+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অবস্থান, স্থিতি। অব—সো+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব। ৩। সমাপ্ত; অবসন্ন; স্পন্দনহীন; গণনাবহির্ভূত; নীচ। কবিপ্র। বিণ।

অবসান স্থিতি—নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে ব্যবসায় ইত্যাদির হিসাব নিকাশ শেষে হাতে যাহা থাকে তাহা (closing balance). ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অবসানা—অবসান, অন্ত, শেষ ["ন তুয়া আদি অবসানা"—বিদ্যাপতি]। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবসায়—১। শেষ, সমাপ্তি; সংযম; নিশ্চয়। অব—সো+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। সমাপন করিয়া, নিশ্চিত করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অবসার—অবপাত (তাহা দ্রঃ)। অব—সৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অবসারণ—অপসারণ, দূরীকরণ, সরান। অব—সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —সারিত, —সার্য্য, —সারণীয়।

অবসিত—১। সমাপিত, নিঃশেষিত; বর্দ্ধিত; সঞ্চিত; নিশ্চিত। অব—সো+ক্ত কর্ম্মবা। ২। জ্ঞাত, বিদিত; জাত; গত; পরিণত। অব—সো+ক্ত কর্ত্তৃবা। ৩। বদ্ধ। অব—সি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৪। অবসান, শেষ। অব—সো+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অবসৃত—অবসরপ্রাপ্ত; প্রস্থিত, দূরগত; অপসৃত; দূরীকৃত। অব—সৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবসৃষ্ট—১। গলিত; বহির্গত। অব—সৃজ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। পরিত্যক্ত; ন্যস্ত; নিম্নে পাতিত। অব—সৃজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবসেক—আর্দ্রীকরণ, জলসেচন; ভিজান। অব—সিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অবসেচন—১। জলসেচন; (জলদ্বারা) রক্তনিষ্কাশন। অব—সিচ্+অনট্ ভাববা। ২। (পদাদি) ধুইবার জল। অব—সিচ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

অবস্কন্দ—১। সৈন্যের ছাউনি, শিবির, সেনানিবেশ; স্কন্ধাবার। অব—স্কন্দ্+ঘঞ্ অধিবা। ২। অবরোধ; আক্রমণ; অবগাহন; অবতরণ। অব—স্কন্দ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অবস্কন্দন—অবগাহন; অবতরণ; আক্রমণ; অবরোধ। অব—স্কন্দ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবস্কন্দিত—১। অবতীর্ণ; স্নাত; অবরূঢ়। অব—স্কন্দ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। আক্রান্ত। অব—স্কন্দ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবস্কন্দী (-ন্দিন্)—ধর্ষণকারী; আক্রমণকারী। অব—স্কন্দ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —স্কন্দিনী।

অবস্কর—১। আবর্জ্জনা, জঞ্জাল; বিষ্ঠা; ময়লা। অব—কৃ+অপ্ কর্ম্মবা (নিপাতনে স-আগম)। ২। পায়ু, গুহ্যদেশ। অব—কৃ+অপ্ অপাবা। ৩। আস্তাকুঁড়, পায়খানা। অব—কৃ+অপ্ অধিবা। বি; পুং।

অবস্তার—যবনিকা, পর্দ্দা; আস্তরণ। অব—স্তৃ+ঘঞ্ করণবা, ভাববা। বি; পুং।

অবস্তু—১। যাহাতে সার নাই এরূপ, অসার, অপদার্থ। ন (নাই) বস্তু যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অপকৃষ্ট পদার্থ; তুচ্ছ জিনিস; (বেদান্তমতে) অজ্ঞানাদি জড়স্বরূপ মহাপ্রপঞ্চ সকল; অবিদ্যমানতা; বস্তুর অভাব (non-entity) ন (কুৎসিত) বস্তু, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অবস্ত্র—নগ্ন, বসনহীন, পরিধেয়হীন। ন (নাই) বস্ত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবস্থা—১। দশা, কালকৃত বৈলক্ষণ্য; সঙ্গতি, সমৃদ্ধি; প্রতিষ্ঠা; ভাব, প্রকার; স্থিতি; পরিমাণ; ক্লেশ; সময়; সুযোগ সুবিধা; ক্ষেত্র; লক্ষণ, গতিক; (বৈদ্যকশাস্ত্রমতে) দেহাদির বাল্য কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য—এই চারিপ্রকার কালকৃত দশা (অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্য, ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, পঞ্চাশদূর্দ্ধে বার্দ্ধক্য); (স্মৃতিমতে) কৌমার পৌগণ্ড কৈশোর বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য ও বর্ষীয়ত্ব—জীবনের এই সপ্তপ্রকার দশা (অর্থাৎ ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৌমার, ১০ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, তৎপরে বার্দ্ধক্য এবং ৯০ বৎসরের পর বর্ষীয়ান্ অবস্থা)। অব—স্থা+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অশেষ দুর্গতি। প্রাঃ কবিপ্র। বি। **অবস্থা ঘটিত প্রমাণ**—পরিবেশ হইতে প্রাপ্ত প্রমাণ (circumstantial evidence).

অবস্থাচতুষ্টয়—কালকৃত বাল্য কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই চতুর্ব্বিধ (মতান্তরে বাল্য যৌবন প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য) দশা। অবস্থার চতুষ্টয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অবস্থাতীত—কাহারও সঙ্গতি বা আর্থিক সামর্থ্যের বহির্ভূত। অবস্থা হইতে অতিরিক্ত, ৫মীতৎ; অবস্থাকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

অবস্থাত্রয়—জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই ত্রিবিধ দশা। অবস্থার ত্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অবস্থাদশক—জীবের গর্ভবাসাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত দশ দশা; (অলঙ্কারশাস্ত্রানুযায়ী) প্রেমজনিত দশটি অবস্থা; যথা,—অভিলাষ চিন্তা স্মৃতি গুণকথন উদ্বেগ প্রলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়তা ও মৃত্যু। (মতান্তরে) লালসা উদ্বেগ জাগরণ চিন্তা জড়ত্ব প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদ মোহ ও মৃত্যু

["লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা চিন্তাত্র জড়িমাত্রতু। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যু র্দশা দশ।" —উজ্জ্বলনীলমণি]।

অবস্থার দশক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অবস্থাদ্বয়—জীবের দুই অবস্থা (সুখ ও দুঃখ)। অবস্থার দ্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অবস্থান—১। স্থিতি; দশা, অবস্থা। অব—স্থা+অনট্ ভাববা। ২। অবস্থিতিকাল; অবস্থিতিস্থান, আবাস। অব—স্থা+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

অবস্থান-ধর্ম্ম(র্ম)ঘট—কর্ম্মীরা কর্ম্মস্থলে বসিয়া থাকিয়া যে ধর্ম্মঘট করে তাহা। অবস্থানকৃত ধর্ম্মঘট; মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অবস্থানবিন্দু—নির্দ্দিষ্ট স্থান; দাঁড়াইয়া দেখিবার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অবস্থান্তর—অন্য অবস্থা। অন্যা অবস্থা, নিত্য। বি; ক্লীব। বিণ, —ন্তরিত।

অবস্থাপক, -স্থাপয়িতা (-য়িতৃ)—স্থাপনকারী, প্রতিষ্ঠাপক। অব—স্থা+ণিচ্ (=স্থাপি)+ণক, তৃন্। কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —পিকা, —য়িত্রী।

অবস্থাপন—রক্ষণ; স্থাপিতকরণ; নির্দ্ধারণ, স্থিরীকরণ। অব—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবস্থাপন্ন—সঙ্গতিপন্ন, অর্থবান, ধনী। অবস্থাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

অবস্থাপিত—রক্ষিত; স্থাপিত; স্থিরীকৃত, নির্দ্ধারিত। অব—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবস্থাবিশেষ, -ভেদ—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, বিশেষ বিশেষ অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অবস্থায়ী (-য়িন্)—স্থিতিকারী, স্থিতিশীল। অব—স্থা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —স্থায়িনী।

অবস্থাষট্ক—(দর্শনশাস্ত্র) বস্তুর ছয় অবস্থা (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, নাশ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অবস্থাসঙ্গ(ংগ)ত—অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বা সঙ্গতিযুক্ত। অবস্থার সহিত সঙ্গত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অবস্থাসম্পন্ন—ধনবান্, বিত্তশালী। অবস্থা দ্বারা সম্পন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

অবস্থাহীন—দুরবস্থাপন্ন, দুর্গত, দরিদ্র। অবস্থাদ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

অবস্থিত—যে স্থিতি করিয়াছে বা করিয়া

রহিয়াছে এরূপ ; অচঞ্চল ; নিযুক্ত ; অধ্যবসিত, উদ্যুক্ত ; অবিচলিত ; আশ্রিত ; নিবিষ্ট। অব—স্থা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবস্থিতচিত্ত—১। নিবিষ্টমনাঃ, যাহার চিত্তের স্থিরতা আছে এরূপ, দৃঢ়চিত্ত, স্থিরচেতাঃ। অবস্থিত চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ধীর চিত্ত। অবস্থিত চিত্ত, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অবস্থিতি—অবস্থান (position) ; বাস ; অনুসরণ ; অভ্যাস। অব—স্থা+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অবস্যন্দন—হিংসা ; ক্ষরণ। অব—স্যন্দ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—স্যন্দিত।

অবস্রংসন—অধঃপতন ; ক্ষরণ ; অধোলম্বমানতা। অব—স্রন্স্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবস্রস্ত—অধঃপতিত ; ক্ষরিত, চ্যুত, গলিত। অব—স্রন্স্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবহত—পদাদি দ্বারা দলিত, চূর্ণিত ; বিধ্বস্ত ; তুষ ছাড়াইবার জন্য যাহাতে আঘাত করা হইয়াছে এমন। অব—হন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবহতি—অবহনন, তুষ ছাড়াইবার জন্য আঘাত ; ধ্বংস, বিনাশ। অব—হন্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অবহন—এমন। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অবহনন—১। তাড়ন, আঘাতকরণ, তুষ ঝাড়া। অব—হন্+অনট্ ভাববা। ২। ফুস্ফুস্ (ফুস্ফুসে রক্ত আঘাত করে বলিয়া)। অব—হন্+অনট্ অধিবা। বি ; ক্লীব।

অবহরণ—প্রতিগ্রহ ; অপহরণ, চৌর্য্য ; প্রত্যর্পণ ; অর্থদণ্ড-করণ। অব—হৃ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অবহসিত—১। উচ্চহাস্য। অব—হস্+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। উপহসিত ; যাহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশের জন্য হাসা হইয়াছে এরূপ। অব—হস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবহস্ত—হস্তপৃষ্ঠ। অবনত (উপুড়) হস্ত, প্রাদি। বি ; পুং।

অবহার—১। হাঙ্গর ; জলহস্তী ; তস্কর। অব—হৃ+ণ কর্তৃবা। ২। যুদ্ধাদির বিশ্রাম ; সাময়িক যুদ্ধবিরতি (armistice) ; স্থানান্তরে নয়ন ; যুদ্ধস্থান হইতে সৈন্যদিগকে শিবিরে আনয়ন ; নিমন্ত্রণ, আহ্বান ; স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যধর্ম্মগ্রহণ ; প্রত্যর্পণ। অব—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। ৩। দ্যূত, পাশা ; সমীপ ; উপহার, দেয় বস্তু ; বাটা, মূল্য হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয় (discount). অব—হৃ+ঘঞ্ করণবা, কর্ম্মবা। বি ; পুং।

অবহারক—১। স্থানান্তরপ্রাপক ; যুদ্ধনিবর্ত্তক। বিণ। ২। চোর, তস্কর ; হাঙ্গর ; জলহস্তী। অব—হৃ+ণক কর্তৃবা। বি ; পুং।

অবহার্য্য(র্য)—আহ্বানীয়, নিমন্ত্রণীয় ; সমর্পণীয়। অব—হৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অবহাস—পরিহাস, উপহাস। অব—হস্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। [কবিপ্র। অব্য।

অবহি—এখনই ; এখনও। হিন্দীমূলক। প্রাঃ

অবহিত—১। বিদিত, জ্ঞাত, পরিচিত। অব—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। ২। অপ্রমত্ত, সাবধান, সতর্ক, অবধানযুক্ত, মনোযোগী। অব—ধা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অবহিঁ—এখনই। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

অবহিত্থা—আকারগোপন, বাহিরে আর একরূপ ভাব দেখাইয়া অন্তরের প্রকৃতভাব গোপন করা ; আকারগুপ্তি। বহিস্—স্থা+অঙ্ ভাববা+আপ্ (নিপাতনে)=বহিত্থা ; ন বহিত্থা, নঞ্ তৎ। বি ; স্ত্রী। [কর্ম্মবা। বিণ।

অবহীন—পশ্চাৎ পাতিত। অব—হা+ক্ত

অবহুজ্ঞ—যাহার বিশেষ জানাশোনা নাই ; অবহুদর্শী। নঞ্ তৎ। বিণ। [অব্য।

অবহুঁ—এখনই, এক্ষণে। প্রাঃ কবিপ্র।

অবহৃত—চোরিত, অপহৃত ; অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ; স্থানান্তরনীত; উদ্ধৃত (quoted). অব—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবহৃতক—যাহা প্রাপ্য হইতে বা নির্দ্দিষ্ট মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হয় (rebate). অব—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

অবহেল, -হেলন—অবজ্ঞা, অনাদর, অযত্ন, অবধীরণা ; অনায়াস। অব—হেড্+ক ঘঞর্থে, অনট্ ভাববা (ড্-স্থানে ল)। বি ; ক্লীব।

অবহেলনীয়—অবজ্ঞেয়, উপেক্ষণীয়, অবধীরণীয়। অব—হেড্+অনীয় কর্ম্মবা (ড্-স্থানে ল)। বিণ।

অবহেলা—অবজ্ঞা, অনাদর, তাচ্ছীল্য। অব—হেড্+অ ভাববা+আপ্ (ড্-স্থানে ল)। বি ; স্ত্রী।

অবহেলিত—১। অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, অবধীরিত। অব—হেড্+ক্ত কর্ম্মবা (ড্-স্থানে ল)। বিণ। ২। অনাদর, অবজ্ঞা। অব—হেড্+ক্ত ভাববা (ড্-স্থানে ল)। বি ; ক্লীব। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

অবহেলে—অনায়াসে, সহজে, হেলায়।

অবা—বোকা, নির্ব্বোধ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অবাক্ (-বাচ্)—১। মূক, বোবা ; বিস্ময়াদিহেতু নির্ব্বাক্ ; আশ্চর্য্যান্বিত ; আশ্চর্য্যজনক। ন (নাই) বাক্ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। ২। অধোবদন, নিম্নাভিমুখ। অব—অন্চ্+ক্বিন্ কর্তৃবা। বিণ। ৩। অধঃ, নিম্নপ্রদেশ ; নিকৃষ্ট কাল ; পরবর্ত্তী কাল। অব্য।

অবাক্কাণ্ড—আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার, বিস্ময়কর ঘটনা, তাজ্জব ব্যাপার। অবাক্ এমন কাণ্ড, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অবাক্-কারখানা—আশ্চর্য্য ব্যাপার। কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

অবাক্-জলপান—আশ্চর্য্য জলখাবার, অদ্ভুত খাবার, তেল নুণ ঝাল মিশানো চাল-ছোলা-চিনাবাদাম। কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

অবাক্পটু—যে কথাবার্তায় দক্ষ নয় এমন। ন বাক্পটু, নঞ্ তৎ। বিণ।

অবাক্পুষ্পী—হেঁটমুণ্ডী বৃক্ষ ; শতপুষ্পী, শুলফা শাক ; মৌরী ; হেঁটহুলী, চোরখড়্কী। অবাক্ (অধোমুখ) পুষ্প যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অবাক্শিরাঃ (-শিরস্), -শিরা—অবনতমস্তক, নতশীর্ষ ; অধোমুখ। অবাক্ (অধোগত) শিরঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবাগ্র—অধোমুখ, অবনত, নম্র। অব (অবনত) অগ্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবাঙ্ (-বাচ্)—নিম্ন। অব—অন্চ্+ক্বিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাচী।

অবাঙ্গা(ঙ্গা)লী—১। বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য জাতি বা অন্য জাতির ব্যক্তি (non-Bengali). বি ; পুং। ২। বাঙ্গালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ (un-Bengali). নঞ্ তৎ। বাং। বিণ।

অবাঙ্মনসগোচর—অনির্ব্বচনীয় ও অ-ভাবনীয়, বাক্য ও মনের বহির্ভূত। ন বাঙ্-মনসগোচর, নঞ্ তৎ। বিণ।

অবাঙ্মুখ—অধোমুখ, নতমুখ ; লজ্জায় অধোবদন। অবাক্ (অধোগত) মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—খা, —খী।

অবাচিকা—কুমেরুপ্রদেশ (Antarctica). অবাচী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অবাচী—১। দক্ষিণদিক্ ; অধোদিক্। বি ; স্ত্রী। ২। নতাননা, নিম্নমুখী। অবাচ্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অবাচীন—দক্ষিণদেশীয় ; দক্ষিণদিক্স্থ ; অধোমুখ ; অধোগত। অবাচ্ (দক্ষিণদিক্)+ঈন (খ) ভবার্থে। বিণ।

অবাচ্য—১। নিন্দিতবাক্য, দুর্ব্বচন, নিন্দা। বি ; ক্লীব। ২। অবক্তব্য, অকথ্য ; অনিন্দ্য ; নিন্দাযোগ্য। নঞ্ তৎ। ৩। দক্ষিণদেশীয়, দক্ষিণদেশজাত ; পরবর্ত্তী কালে জাত। অবাচ্+যৎ ভবার্থে। বিণ।

অবাচ্যদেশ—যোনি। অবাচ্য দেশ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অবাঞ্চই—বাঁকা করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অবাত—নির্ব্বাত, বায়ুরহিত, যেখানে বাতাস নাই। ন (নাই) বাত যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অবাদী (-দিন্)—অবক্তা, অকথনশীল ; অবিবাদী। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।

অবাধ—বাধাহীন, নির্ব্বিঘ্ন ; পীড়াশূন্য। ন (নাই) বাধা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—অবাধে।

অবাধক—অপীড়ক ; যে বাধা জন্মায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –বাধিকা।

অবাধনীতি—সরকারের কোন ব্যক্তি-বিশেষের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করার নীতি (laissez-faire). অবাধ নীতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অবাধবাণিজ্য—বাধাহীন বাণিজ্য, শুল্ক-হীন আমদানি রপ্তানি। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অবাধিত—নির্ব্বিঘ্ন, অন্তরায়শূন্য ; অ-পীড়িত ; অনিয়ন্ত্রিত ; বাধ্যবাধকতাশূন্য ; অঋণবদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাধ্য—যাহাকে বাধা দেওয়া উচিত নয় বা দিতে পারা যায় না এমন ; অবশীভূত, অবশ্য ; যে কথা শোনে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাধ্যতা—অবশীভূততা, অবশীভাব ; আদেশ অমান্য করা ; নিষেধ মানিয়া না চলা। অবাধ্য + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অবান্তর—১। অন্তঃপাতী, প্রধানের অঙ্গ-ভূত ; অপ্রধান, গৌণ ; আনুষঙ্গিক ; বাজে, অপ্রাসঙ্গিক। অন্তরকে অবগত, প্রাদি। বিণ। ২। বৃত্তান্ত, বিবরণ, ইতিকথা ("জানিল দেবতাগণ সব অবান্তর"—কাশীরাম দাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবান্তর-বিভাগ—বিভাগের বিভাগ, উপবিভাগ। অবান্তর যে বিভাগ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অবান্তর-শাসন—রাজ্যের অন্তর্গত বিষয়-সকল যে রাজতন্ত্রের অধীন তাহা। অবান্তর শাসন, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অবান্ধব—যেখানে বন্ধু নাই এরূপ ; বন্ধুহীন, মিত্রশূন্য। ন (নাই) বান্ধব যেখানে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবাপিত—১। প্রাপিত, অধিগমিত। অব —আপ্‌ + ণিচ্‌ + ক্ত কর্ম্মবা। ২। যাহা বপন করান নহে এরূপ, অকৃতবাপন ; অমুণ্ডিত। ন বাপিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাপ্ত—লব্ধ, প্রাপ্ত, অধিগত। অব—আপ্‌ + ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

অবাপ্তি—প্রাপ্তি। অব—আপ্‌ + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অবায়ুজীবী (-বিন্)—(জীব-বিদ্যা) যে জীবাণু বায়ু বা অম্লজান ব্যতীত জীবিত থাকে (anaerobic). অবায়ু (বায়ুর অভাব)—জীব + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

অবার—১। নিকটবর্ত্তী তীর, পূর্ব্বপার, এপার। অব—বৃ + ঘঞ্‌ অধিবা। বি ; ক্লীব। ২। অনিবারণীয়, অবারণীয়। ন—বৃ + ণিচ্‌ + ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। অপ্রশস্ত দিন, খারাপ দিন। ন (অপ্রশস্ত) বার, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। [তৎ। বিণ।

অবারণীয়—বারণাতীত, অনিবার্য্য। নঞ্‌-

অবারপার—১। এপার এবং ওপার। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব। ২। সমুদ্র, পারাবার। অবার-পার + অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বি ; পুং।

অবারপারীন—সমুদ্রাদির অপরপারে গমনকুশল ; পারগত ; পরপারগামী। অবার-পার + ঈন কুশলার্থে। বিণ।

অবারিত—অনিবারিত, অনিষিদ্ধ ; অনব-রুদ্ধ ; উন্মুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবার্য্য(র্য)—অনিবারণীয়, যাহা বারণ করা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবার্ণ—(পদার্থ-বিদ্যা) বর্ণহীন (achromatic). ন বার্ণ (বর্ণ + অণ্‌), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাসাঃ (-সস্‌), **-বাসা**—বিবস্ত্র, নগ্ন, উলঙ্গ। ন (নাই) বাসঃ (বস্ত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবাস্তব, -বাস্তবিক—যাহা বাস্তবিক নয় এরূপ, অলীক, অপ্রকৃত, অমূলক, মিথ্যা, অযথার্থ ; অযৌক্তিক ; ভ্রমাত্মক। ন বাস্তব, বাস্তবিক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –বী, –বিকী।

অবাহ্য—বহির্দ্দেশহীন ; অবহনীয় ; মধ্যস্থ। ন বাহ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবি—১। প্রভু ; সূর্য্য ; পর্ব্বত ; মেষ ; ছাগ ; মূষিক ; কম্বল ; প্রাচীর ; বায়ু। বি ; পুং। ২। রজস্বলা স্ত্রী। অব্‌ + ইন্‌ কর্তৃবা। বি ; স্ত্রী।

অবিকচ, -বিকচিত—অবিকসিত, অ-প্রস্ফুটিত ; অপ্রকাশিত ; নিমীলিত। ন বিকচ, বিকচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিকট—অনুগ্র, অভীষণ, সৌম্য। নঞ্‌-তৎ। বিণ।

অবিকত্থন—১। নিরহঙ্কার, যে আত্মশ্লাঘা করে না এরূপ, শ্লাঘাহীন, আত্মপ্রশংসা-রহিত। ন (নাই) বিকত্থন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। আত্মপ্রশংসার অভাব। ন বিকত্থন, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অবিকম্প—নিঃসন্দেহ ; অচঞ্চল ; নির্ব্বি-কল্পক। ন (নাই) বিকম্প যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবিকল—১। যাহা বিকল নয় এরূপ, যাহা অঙ্গহীন নয় এরূপ ; অভগ্ন, অখণ্ড ; সম্পূর্ণ, অবিকৃত ; অবিসংবাদী। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। হুবহু, ঠিক ঠিক ভাবে। ন বিকল, নঞ্‌তৎ, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিকল্প—১। নিঃসন্দেহ ; পক্ষান্তরহীন। ন (নাই) বিকল্প যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সংশয়হীনতা, সন্দেহরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অবিকার—১। ভাবান্তরবিহীন, বিকার-রহিত ; অপরিবর্ত্তিত ; স্থির। ন (নাই) বিকার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অপরি-বর্ত্তিত অবস্থা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অবিকারী (-কারিন্)—বিকাররহিত, নির্ব্বিকার, অবস্থান্তরশূন্য ; সকল সময়ে একরূপ ; অব্যভিচারী ; অবিকারসাধক ; অপরিবর্ত্তক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –কারিণী।

অবিকার্য্য(র্য)—বিকৃত করিবার অযোগ্য, কোনরূপে যাহার বিকারসাধন করা যায় না এরূপ ; অপরিবর্ত্তনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিকৃত—যাহা বিকৃত করা হয় নাই এরূপ ; অচঞ্চল, বিকারশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্রম—১। বিক্রমহীনতা, কাপুরুষতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। বিক্রমহীন, কাপুরুষ। ন (নাই) বিক্রম যাহার, বহুব্রী। বিণ। [তৎ। বি ; পুং।

অবিক্রয়—না বেচা, বিক্রয়হীনতা। নঞ্‌-

অবিক্রান্ত—বিক্রমশূন্য, সাহসহীন, পৌরুষ-বর্জ্জিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্রিয়—১। ব্রহ্ম। বি ; ক্লীব। ২। নির্ব্বিকার। ন (নাই) বিক্রিয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবিক্রিয়া—১। ভাবান্তরহীনতা ; বিকারশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। বিকারশূন্যা। অবিক্রিয় (২) + আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অবিক্রী—যাহা বিক্রীত হয় নাই এরূপ ; বিক্রয়ের অনুপযুক্ত। 'অবিক্রীত'-শব্দের অপভ্রংশ। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্রীত—যাহা বিক্রীত হয় নাই এরূপ।

অবিক্রেয়—বিক্রয়ের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। [তৎ। বিণ।

অবিক্লব—স্থির, অব্যাকুল, অচঞ্চল। নঞ্‌-

অবিক্ষত—অক্ষত ; অনাহত, আঘাতশূন্য ; আবদ্ধ ; সমগ্র, অখণ্ডিত, পরিপূর্ণ ; অদূষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্ষিপ্ত—অচঞ্চল ; সাবধান ; যাহা বিছানো নয় এরূপ ; অনিক্ষিপ্ত ; ধৃত। নঞ্‌-তৎ। বিণ।

অবিক্ষুব্ধ—অচঞ্চল ; অব্যগ্র, অব্যাকুল ; স্থির, প্রশান্ত ; অনান্দোলিত, অনালোড়িত। নঞ্‌তৎ। বিণ। [তৎ। বি ; পুং।

অবিক্ষোভ—অক্ষুব্ধতা ; প্রশান্তি। নঞ্‌-

অবিগত—যাহা গত বা অতীত হয় নাই এমন ; উপস্থিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিগর্হিত—অদূষিত ; অনিন্দিত ; উত্তম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিগীত—যাহা বিশেষ ভাবে গীত হয় নাই ; অবিগর্হিত, অনিন্দিত ; প্রশংসিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিগ্রহ—দেহহীন, শরীরশূন্য, অশরীর ; যুদ্ধরহিত, নির্বিরোধ ; (ব্যাকরণ) ব্যাস-বাক্যশূন্য। ন (নাই) বিগ্রহ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

অবিঘন, -ঘিন—নির্বিঘ্ন। প্রাঃ কবিপ্র।

অবিঘাত—১। বাধাহীনতা। ন বিঘাত, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। অবাধ, বাধাহীন ;

বিঘ্নহীন। ন (নাই) বিঘাত যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অবিঘ্নিনে—নিরাপদে, নির্ব্বিঘ্নে। 'অবিঘ্নে' শব্দের অপভ্রংশ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

অবিঘ্ন—১। বিঘ্নাভাব, প্রতিবন্ধশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। বিঘ্নশূন্য, নির্ব্বিঘ্ন, নিরাপদ্। ন (নাই) বিঘ্ন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবিচক্ষণ—অনিপুণ, অদক্ষ, অকুশল; অপণ্ডিত, অজ্ঞান; বিবেকরহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। [—চল্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবিচল—অচঞ্চল, অব্যাকুল, স্থির। ন—বি

অবিচলিত—যাহা বিচলিত নয় এরূপ, অচঞ্চল, স্থির, দৃঢ়, অব্যাকুল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচলিতচিত্ত, -হৃদয়—১। দৃঢ়মনা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অবিচলিত চিত্ত, হৃদয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দৃঢ় মন, অচঞ্চল অন্তর। অবিচলিত যে চিত্ত, হৃদয়, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অবিচার—অন্যায় বিচার; বিচারাভাব; অবিবেচনা; অত্যাচার। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিচারক—অযোগ্য বিচারকারী, অনুপযুক্ত বিচারক। ন (অপ্রশস্ত) বিচারক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচারিত—অসিদ্ধান্তিত; যাহার বিচার করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচিন্ত্য—অভাবনীয়, অচিন্ত্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচ্ছিন্ন—যাহার বিচ্ছেদ নাই এরূপ, অবাধ, অবিরাম, ধারাবাহিক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচ্ছেদ—১। অখণ্ডতা, সম্পূর্ণতা; অবিরামভাব; সঙ্গতি; সংশ্লেষ; সম্বন্ধ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। বিচ্ছেদশূন্য, অবিরাম; অখণ্ড; ধারাবাহী। ন (নাই) বিচ্ছেদ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অবিচ্ছেদ্য—অচ্ছেদ্য, অমোচনীয়; অপরিত্যাজ্য; অবিভাজ্য, অখণ্ডনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচ্যুত—অস্খলিত, অভ্রষ্ট; সংলগ্ন।

অবিজ্ঞ—অবিচক্ষণ; অপ্রবীণ, অর্ব্বাচীন; মূর্খ, অশিক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিজ্ঞাত—১। যাহা জানা যায় নাই এরূপ, অবিদিত। বিণ। ২। পরমেশ্বর (কারণ জীব তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না)। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিজ্ঞেয়—১। যাহা জানা অসাধ্য এরূপ, জ্ঞানের অতীত, অজ্ঞেয়, অপরিজ্ঞেয়, অনবগম্য। বিণ। ২। পরমেশ্বর (কারণ তিনি জ্ঞানের অতীত)। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিডীন—পক্ষীদিগের কোন বস্তুর অভিমুখে গমন। নঞ্‌—বি—ডী+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অবিত—১। রক্ষিত, পালিত। অব্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। রক্ষণ। অব্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অবিতথ—১। যথার্থ, সত্য; সার্থক। বিণ। ২। যাথার্থ্য, সত্য কথা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অবিতর্কিত—অভাবিত; অদৃষ্টপূর্ব্ব; যাহার বিষয় পূর্ব্বে ভাবা হয় নাই (unforeseen). নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অবিতৃপ্ত—অপরিতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট। নঞ্‌তৎ।

অবিতৃষ্ণ—বিতৃষ্ণাশূন্য; সতৃষ্ণ, সাভিলাষ। ন (নাই) বিতৃষ্ণা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবিত্ত—১। ধনশূন্য, নির্ধন, সম্পত্তিরহিত। ন (নাই) বিত্ত যাহার, বহুব্রী। ২। অখ্যাত; অপ্রাপ্ত; অজ্ঞাত; অবিচারিত। ন বিত্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিদগ্ধ—অপণ্ডিত; অরসিক অজীর্ণ; যাহা ভালরূপে পোড়া নহে এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিদিত—অজ্ঞাত, অনবগত; অপরিচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিদীর্ণ—যাহা চেরা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিদূর—১। নিকটবর্ত্তী, সমীপস্থ। বিণ। ২। অতিনিকটস্থ স্থান, সন্নিকট। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অবিদ্ধ—অচ্ছিদ্রিত, যাহাতে ছিদ্র করা হয় নাই এরূপ; অবাধিত; অতাড়িত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিদ্ধকর্ণা, -কর্ণী—নিমুইগাছ; অম্বষ্ঠা, আকনাদি; ভৃঙ্গরাজ। ন (নাই) বিদ্ধকর্ণ যাহার, বহুব্রী+আপ্‌, ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

অবিদ্বান্ (-দ্বস্)—অপণ্ডিত; মূর্খ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—বিদুষী।

অবিদ্য—১। বিদ্যাহীন, মূর্খ। ন (নাই) বিদ্যা (জ্ঞান) যাহার, বহুব্রী। ২। বিদ্যার অবিষয়ীভূত, জ্ঞানের অবিষয়। ন (নাই) বিদ্যা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অবিদ্যমান—যাহা বিদ্যমান নয় এরূপ, অবর্ত্তমান, অনুপস্থিত; সত্তাশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিদ্যা—১। অজ্ঞান; মায়া; ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত তমঃ মোহ মহামোহ তামিস্র ও অন্ধতামিস্র—এই পাঁচপ্রকার অবিদ্যা; 'আমি এই দেহধারী জীব'—এইরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান; (সাংখ্যের) প্রকৃতি; ভ্রান্তবুদ্ধি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। বিদ্যাহীনা। অবিদ্য (১) +আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ৩। রক্ষিতা নারী; বেশ্যা। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

অবিধান—অবিধি, অব্যবস্থা, অন্যায় বিধান। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অবিধি—অশাস্ত্র, অনিয়ম; কুবিধি, মন্দব্যবস্থা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিধেয়—অনুচিত, অযোগ্য, অসঙ্গত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিধ্বংসী (-সিন্)—যাহা ধ্বংসকারক নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

অবিনত—অবিনয়ী, উদ্ধত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিনয়—বিনয়ের অভাব, শিষ্টাচারহীনতা; ধৃষ্টতা; অত্যাচার; দোষ, অপরাধ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। বিণ,—বিনীত।

অবিনয়ী (-য়িন্)—বিনয়শূন্য, উদ্ধত, ধৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

অবিনশ্বর—অক্ষয়, নাশহীন, মরণধর্ম্মবর্জ্জিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—রী।

অবিনাভাব—(দর্শনশাস্ত্র) ব্যাপ্তি; কোন একটী না থাকিলে অন্য একটী না থাকা; নিত্যসম্বন্ধ। ন বিনাভাব, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিনাশিতা—সংরক্ষণ (conservation); অবিনশ্বরত্ব। অবিনাশিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অবিনাশী (-নাশিন্)—যাহার বিনাশ নাই এরূপ, ধ্বংসহীন, অক্ষয়, অবিনশ্বর। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—নাশিনী।

অবিনীত—অশিষ্ট, উদ্ধত; অশিক্ষিত; অসৎ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিনীতা—অনম্রা; অসতী, কুলটা; দুষ্টা, ধৃষ্টা। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অবিন্ধন—বাড়বাগ্নি; বজ্রাগ্নি। অপ্‌ (জল) ইন্ধন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অবিন্যস্ত—বিশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত, যাহাকে পরিপাটীরূপে রাখা হয় নাই এমন; অসজ্জিত; অগোছাল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিন্যাস—বিশৃঙ্খলভাবে স্থাপন; সজ্জিত না রাখা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিপক্ষ—১। শত্রুহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। ন (নাই) বিপক্ষ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অশত্রু। ন বিপক্ষ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিপন্ন—অবিপদগ্রস্ত, অনাহত; অবিনাশিত; অদূষিত; অমলিন। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অবিপশ্চিৎ—মূর্খ; অপণ্ডিত। নঞ্‌তৎ।

অবিপাক—অপক্বতা; অজীর্ণতা; ভাল অবস্থা; অপরিণতি; অফলোদয়; কর্ম্মের সদৃশ ফল। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিপ্রকৃষ্ট—নিকটবর্ত্তী, সন্নিহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিপ্রিয়—১। অবিরক্তিকর, প্রীতিকর; ইষ্ট; অনবজ্ঞাত। ন বিপ্রিয়, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। শ্যামাকতৃণ, শ্যামাঘাস। অবির (মেষের) প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অবিপ্লুত—অবিনষ্ট, অক্ষত; অনুপদ্রুত; অবাধে প্রবর্ত্তিত; আচরিত, অনুষ্ঠিত; অবিপর্য্যস্ত; অদূষিত; অপ্লাবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিবক্ষা—বলিবার অনিচ্ছা, কথনেচ্ছা-রাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবিবক্ষিত—বক্তার অনভিপ্রেত, যাহা বলিবার ইচ্ছা নাই এরূপ ; অনুপলক্ষিত, অনুপলব্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিবাদ—অবিরোধ, বিরোধহীনতা। নঞ্‌-তৎ। বি : পুং।

অবিবাদী (-দিন্)—বিরোধহীন, শান্তি-প্রিয়, অবিরোধী, নিরীহ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী।

অবিবাহিত—যাহার বিবাহ হয় নাই এরূপ ; অনূঢ়, অকৃতদার, অপরিণীত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিবিক্ত—অবিজন, যাহা নির্জ্জন নহে এমন ; অবিশুদ্ধ, অপূত, অপবিত্র ; বিবেক-শূন্য ; ভেদাভেদভাবশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিবেক—১। সদসদ্বিবেচনাভাব, অ-জ্ঞান ; ভ্রম, ব্যাকুলতা হেতু মোহ ; সাহসি-কতা ; অভেদজ্ঞান। ন বিবেক, নঞ্‌তৎ। বি : পুং। ২। বিবেচনাশূন্য, মূঢ়, অজ্ঞ। ন (নাই) বিবেক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবিবেকতা, -কিতা—মূঢ়তা, অজ্ঞতা, অবিমৃষ্যকারিতা। অবিবেক (২), অবিবেকিন্ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অবিবেকী (-কিন্)—হিতাহিতবিচার-হীন, ভালমন্দ বিষয়ের জ্ঞানশূন্য, মূঢ়, শাস্ত্রাদির উপদেশশূন্য, অবিবেচক ; অভিন্ন ; (সাংখ্য-মতে) প্রধান। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —বেকিনী।

অবিবেচক—বিবেচনাহীন, যাহার বিবেচনা নাই এরূপ, যাহার ন্যায়-অন্যায়-বোধ নাই এরূপ, হিতাহিত বিবেচনাশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —বেচিকা।

অবিবেচনা—অন্যায় বিবেচনা ; হিতা-হিত বিচারশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবিবেচনীয়, -বেচ্য—বিবেচনার অ-যোগ্য, যাহার সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিবেচিত—অবিচারিত ; যাহা বিবেচনা করা হয় নাই এরূপ ; অনালোচিত। নঞ্‌-তৎ। বিণ।

অবিব্রত—ব্যস্ততাহীন, স্থির, অব্যাকুল ; অবিপন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভক্ত—যাহা বিভক্ত অর্থাৎ ভাগ করা নয় এরূপ, অপৃথক্‌কৃত, অখণ্ডিত, অকর্ত্তিত ; যাহারা ধন বিভাগ করিয়া লয় নাই এরূপ ; যাহারা পৃথক্ হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভাই—অবিবাহিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অবিভাজ্য—যাহা ভাগ করা উচিত নয় এরূপ, অবণ্টনীয় ; বিভাগের অযোগ্য। নঞ্‌-তৎ। বিণ। [অনুজ্জ্বল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভাত—অপ্রকাশিত, অস্ফুরিত ; অদীপ্ত,

অবিভাতি—অবিবাহিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [অনুদ্ভাবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভাবিত—অচিন্তিত ; অলক্ষিত ;

অবিভাবনীয়, -ভাব্য—অচিন্তনীয়, অতর্ক্য, যাহা ভাবা যাইতে পারে না এরূপ। ন বিভাবনীয়, বিভাব্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভ্রম—বিভ্রমহীনতা ; ধীরতা। ন বিভ্রম, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অবিমিশ্র—অমিশ্রিত ; পবিত্র, বিশুদ্ধ খাঁটি। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিমুক্ত—১। অপরিত্যক্ত ; মোচনরহিত ; বদ্ধ। বিণ। ২। বারাণসী, কাশী (কারণ ইহা শিবদুর্গা বা মোক্ষান্বেষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত)। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অবিমুক্তেশ্বর—বিশ্বেশ্বর, কাশীর শিব-লিঙ্গ। অবিমুক্তের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অবিমৃষ্য—১। অবিবেচক ; সন্দেহশূন্য। ন (নাই) বিমৃষ্য যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। (সমাসে পূর্ব্বপদ) চিন্তা বা বিবেচনা না করিয়া। নঞ্‌—বি—মৃষ্ + ল্যপ্। অব্য।

অবিমৃষ্যকারিতা, -ত্ব—বিশেষরূপ বিবে-চনা না করিয়া কার্য্য করা, অপরিণামদর্শিতা, অবিবেকিতা, হঠকারিতা। অবিমৃষ্যকারিন্ + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

অবিমৃষ্যকারী (-কারিন্)—অপরিণাম-দর্শী, হঠকারী। অবিমৃষ্য (২)—কৃ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

অবিমৃষ্যবাদী (-বাদিন্), **-ভাষী** (-ভাষিন্)—যে পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া কোন কথা বলে এরূপ ('—ব্যক্তি')। অবিমৃষ্য (২)—বদ্, ভাষ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী, —ভাষিণী।

অবিয়ত—অবিবাহিত, অবিবাহিতা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অবিযুক্ত—অবিচ্ছিন্ন ; অব্যবহিত ; সংযুক্ত, মিলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিয়োগ—অবিচ্ছেদ ; অব্যবধান, সংযোগ, সম্মেলন। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অবিরক্ত—বিরক্তহীন ; অনুরক্ত, আসক্ত ; যে উদাসীন নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিরত—১। অনিবৃত্ত, অক্লান্ত ; অবিশ্রান্ত, অবিরাম। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অনবরত, সতত। ন বিরত, নঞ্‌তৎ, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিরতি—অনিবৃত্তি ; বিষয়াদিতে চিত্তের স্থিরতা ; বিরামাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবিরল—নিবিড়, ; ঘেঁস-ঘেঁস, ঘন ; নিরন্তর ; অজস্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিরাম—যাহার বিশ্রাম নাই এরূপ, অ-বিশ্রান্ত ; অনবরত। ন (নাই) বিরাম যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ অথবা ক্রি-বিণ।

অবিরুদ্ধ—যাহা বিরুদ্ধ নয় এরূপ ; অনু-যায়ী ; অনুকূল ; অনুরক্ত ; নির্দ্দোষ ; সঙ্গত ; অপ্রতিষিদ্ধ ; অনুমোদিত ; ন্যায্য। নঞ্‌-তৎ। বিণ।

অবিরোধ—১। বিরোধাভাব, বিবাদা-ভাব ; সম্মতি ; সমন্বয়। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। বিরোধরহিত। ন (নাই) বিরোধ যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

অবিরোধি—বিরোধহীন। প্রাঃ কবিপ্র।

অবিরোধী (-ধিন্)—যে বিরোধী নয় এরূপ, অপ্রতিকূল, অবিরুদ্ধ ; অনুযায়ী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —ধিনী।

অবিলক্ষ্য—লক্ষ্যহীন ; উদ্দেশ্যহীন ; অপ্রতিবিধেয়। ন (নাই) বিলক্ষ্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবিলম্ব—১। অগৌণ, বিলম্বাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। বিলম্বশূন্য, সত্বর। ন (নাই) বিলম্ব যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—অবিলম্বে।

অবিলম্বন—শীঘ্রতা ["অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশি করল ভ্রমনা"—গোকুলানন্দ] ; দেরী না করা ; না ঝুলান। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অবিলম্বিত—ত্বরিত, শীঘ্র, ত্বরায় নিষ্পন্ন ; যাহা ঝুলান হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিলাস—১। বিলাসহীনতা, অসৌখীনতা, বাবুগিরি না করার ভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। ভোগসুখ-বর্জ্জিত, যাহার ইন্দ্রিয়-সুখের ইচ্ছা নাই এরূপ। ন (নাই) বিলাস যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবিলাসী (-সিন্)—অসৌখীন, অ-ভোগাসক্ত, যে বাবুগিরি করে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —সিনী।

অবিলুপ্ত—অধ্বস্ত, অনষ্ট, যাহা অন্তর্হিত হয় নাই এরূপ ; বিদ্যমান। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিলোল—অচঞ্চল, অনান্দোলিত ; শান্ত, স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশঙ্ক(ঙ্ক)—ভয়হীন ; সন্দেহহীন, নিঃ-সংশয়। ন (নাই) বিশঙ্কা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবিশঙ্কা(ঙ্কা)—১। শঙ্কাহীনতা, ভয়-শূন্যতা ; সন্দেহহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। শঙ্কাহীনা। অবিশঙ্ক + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অবিশঙ্কি(ঙ্কি)ত—অনিষ্টাশঙ্কারহিত, ভয়-শূন্য, অভয় ; সন্দেহহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশীর্ণ—অক্ষীণ ; অম্লান ; অপ্রনষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশুদ্ধ—অনির্দ্দোষ, অনির্ম্মল, সদোষ ; অপবিত্র ; যাহা খাঁটি নয় এরূপ, মিশ্রিত, ভেজাল ; অস্ফুট, অব্যক্ত ; দুষ্ট, খল ; ভ্রমসঙ্কুল ; অশাস্ত্রীয় ; আচারবিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশেষ—১। অভেদ, বিশেষাভাব, ভেদরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। ২। (সাংখ্যমতে) সূক্ষ্মভূতপদার্থ। ন (নাই) বিশেষ যাহাদের,

বহুব্রী। বি; পুং। ৩। প্রভেদশূন্য, বিশেষরহিত, অভিন্ন, তুল্য, অপৃথক্। ন (নাই) বিশেষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবিশেষজ্ঞ—বিশেষজ্ঞানশূন্য; মর্ম্মানভিজ্ঞ; অবহুদর্শী, অনভিজ্ঞ; ভেদজ্ঞানবর্জ্জিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্বসনীয়—বিশ্বাসের অনুপযুক্ত, যাহাকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না এরূপ, অবিশ্বাস্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্বস্ত—যে বিশ্বস্ত নয় এরূপ; বিশ্বাসঘাতক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্বাস—বিশ্বাস না থাকা, বিশ্বাস না করা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিশ্বাসজনক, -যোগ্য—যাহাতে সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মে, যাহা বিশ্বাস করা যায় না। নঞ্‌তৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অবিশ্বাসী (-সিন্)—যে কাহাকেও বিশ্বাস করে না এরূপ; বিশ্বাসহীন; বিশ্বাসের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –সিনী।

অবিশ্বাস্য—অবিশ্বসনীয়, বিশ্বাসস্থাপনের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবি(বির)শ্যি—নিশ্চয়। 'অবশ্য'-শব্দের অপভ্রংশ। ক্রি-বিণ।

অবিশ্রান্ত—১। বিশ্রাম ব্যতিরেকে; অনবরত। ন বিশ্রান্ত (বিশ্রামযুক্ত), নঞ্‌তৎ, এরূপে। ক্রি-বিণ। ২। বিশ্রামরহিত; অবিরত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্রাম—বিশ্রামহীন, বিরামবিহীন, অবিরাম। ন (নাই) বিশ্রাম যাহার, বহুব্রী। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্রুত—যাহা বিখ্যাত বা বিশ্রুত নহে।

অবিষ—বিষহীন। ন (নাই) বিষ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অবিষণ্ণ—অদুঃখিত, অবিমর্ষ। ন বিষণ্ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিষম—জোড়, সম; সুখবোধ্য; অকুটিল; তুল্য; সুগম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিষয়—১। অদর্শন; অপ্রকাশ; অস্থিতি; দর্শনাদিবিষয়াভাব; ইন্দ্রিয়াদিকৃতবিষয়জ্ঞানাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অজ্ঞাত; বিষয়াতীত; ইন্দ্রিয়জ্ঞানরহিত, পার্থিবপদার্থ গ্রহণে অসমর্থ। ন (নাই) বিষয় যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবিষয়ী (-য়িন্)—অবিষয়াসক্ত, বিষয়কর্ম্মে অনভিজ্ঞ; অসংসারী; সম্পত্তিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –য়িণী। [তৎ। বি; পুং।

অবিষাদ—দুঃখহীনতা, খেদরাহিত্য। নঞ্‌-

অবিসংবাদ—অবিরোধ; মিলন। ন বিসংবাদ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিসংবাদিত—অবিরুদ্ধ, সর্ব্বপ্রকারবিরোধরহিত; সর্ব্ববাদিসম্মত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিসংবাদিতভাবে, -রূপে—নির্ব্বিরোধে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে। অবিসংবাদিত ভাব, রূপ, কর্ম্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

অবিসংবাদী (-দিন্)—অবিরোধী, মতদ্বৈধশূন্য, সর্ব্বসম্মত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –দিনী।

অবিসংবাদে—সর্ব্বসম্মত ভাবে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে। ন (নাই) বিসংবাদ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিসর্গী (-র্গিন্)—১। অদাতা, অদানকারী, যে দানশীল নয় এরূপ; অপরিত্যাগী; অবর্বণশীল। বিণ। স্ত্রী, –র্গিণী। ২। অবিরাম জ্বর, যে জ্বর কোন সময়েই একেবারে ছাড়ে না। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিসর্পণ—অপ্রসার, চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়া। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। বিণ, –র্পিত।

অবিসার—১। অপ্রসার। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অত্যুৎকৃষ্ট; প্রভাময়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অবিস্তীর্ণ, -স্তৃত—বিস্তারশূন্য; অল্পপরিমিত, সামান্য; অল্পায়তন; যাহা অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে না; অনুদার। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিস্পষ্ট—১। অস্ফুট, অব্যক্ত। বিণ। ২। অস্পষ্ট বাক্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অবিস্ময়—বিস্ময়াভাব, অনাশ্চর্য্য। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। [নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অবিস্মরণ—স্মরণ, মনে রাখা। ন বিস্মরণ,

অবিস্মিত—অচমৎকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিস্মৃত—যাহা ভোলা যায় নাই এরূপ; যে ভুলে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, –স্মৃতি।

অবিহত—অপ্রতিহত; অদমিত; অবিচ্ছিন্ন; অপ্রতিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিহিত—অবৈধ, বিধিবিরুদ্ধ; নিষিদ্ধ; অন্যায্য; অশাস্ত্রীয়; অনুচিত; অকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবী—রজস্বলা স্ত্রী, ঋতুমতী। অব্+ই কর্তৃবা সংজ্ঞার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবীক্ষণ—১। দৃষ্টিহীনতা, অদর্শন; অপরীক্ষা। ন বীক্ষণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। দৃষ্টিহীন; দর্শনশূন্য। ন (নাই) বীক্ষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবীক্ষিত—অনবলোকিত, অদৃষ্ট; অপরীক্ষিত। ন বীক্ষিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবীচি—১। তরঙ্গহীন। ন (নাই) বীচি (তরঙ্গ) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। তরঙ্গরাহিত্য; সুখাভাব; অনবকাশ। ন বীচি, নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। নরকবিশেষ। ন (নাই) বীচি (সুখ) যেখানে, বহুব্রী। বি; পুং।

অবীজ—১। বীজরহিত, বীজশূন্য; নপুংসক; অল্পবীজবিশিষ্ট। ন (নাই বা অল্প) বীজ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। বীজরাহিত্য, বীচি না থাকা; অপকৃষ্ট বীজ, মন্দ বীচি। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অবীজক—বীজশূন্য ('—ক্ষেত্রাদি')। ন (নাই) বীজ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অবীজপত্রী (-ত্রিন্)—(উদ্ভিদ্-বিদ্যা) বীজপত্রশূন্য উদ্ভিদ্ (acotyledon). ন বীজপত্রী, নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অবীজা—১। বীজরহিতা; অল্পবীজা। বিণ; স্ত্রী। ২। দ্রাক্ষা। অবীজ (১)+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবীর—১। দুর্ব্বল, নির্ব্বীর্য্য, সত্ত্বরহিত। নঞ্‌তৎ। ২। বীরশূন্য। ন (নাই) বীর যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অবীরা—১। বীরশূন্যা। অবীর (২)+আপ্। ২। অনাথা, অসহায়া; স্বামিপুত্রাদি অভিভাবকহীনা। ন (নাই) (পতিপুত্ররূপ) বীর যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবুঝ—১। নির্ব্বোধ, বোকা; বিবেচনাহীন; যাহাকে বুঝাইলেও বুঝে না এরূপ। ন (নাই) বুঝ (<বোধ) যাহার, বহুব্রী। বাং। বিণ। ২। অসৎ বুদ্ধি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অবুতবু—তোমাদিগকে রক্ষা করুন। (সংস্কৃত 'অবতু বঃ'-এর অপভ্রংশ)।

অবুথবু—জবুথবু, আড়ষ্ট, জড়বৎ, নিষ্ক্রিয়। বাং প্র। বিণ।

অবুদ্ধি—১। বুদ্ধির অভাব; অপরিণতবুদ্ধি; কুবুদ্ধি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। বুদ্ধিরহিত, নির্ব্বোধ, বোকা। ন (নাই) বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবুদ্ধিপূর্ব্ব(র্ব)—কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে যাহা বুদ্ধি করিয়া করা হয় নাই এমন। ন বুদ্ধিপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবুদ্ধিমান্ (-মৎ)—যাহার বুদ্ধি নাই এরূপ, অবোধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবুধ—১। অপণ্ডিত; অশিক্ষিত; অবিবেচক। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অবুঝ, নির্ব্বোধ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। স্ত্রী, –বুধিনী, –ধিনি।

অবুরে-সবুরে—অবরে-সবরে (তাহা দ্রঃ)।

অবৃত্তি—১। বৃত্তিহীন; অস্থিতি। ন (নাই) বৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। জীবিকাহীনতা; বেতনহীনতা; অন্নবস্ত্রের অভাব। ন বৃত্তি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবৃত্তিক—বেতনহীন (honorary). ন (নাই) বৃত্তি যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অবৃদ্ধ—অপরিণত, অবৃদ্ধিপ্রাপ্ত; অপ্রাচীন, নবীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবৃদ্ধিক—বৃদ্ধিরহিত ('—ধনাদি'), কুসীদ-রহিত, যাহার সুদ নাই এরূপ। ন (নাই) বৃদ্ধি যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অবৃষ্টি—১। বৃষ্টিহীন, বর্ষণহীন ('—মেঘ')। ন (নাই) বৃষ্টি যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অনাবৃষ্টি, বৃষ্টিহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবেকত—অব্যক্ত, অপরিস্ফুট, অপ্রকাশিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অবেক্ষক—পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধানকর্ত্তা (supervisor); দ্রষ্টা, দর্শনকারী; প্রতীক্ষাকারী; পরীক্ষক। অব—ঈক্ষ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষিকা।

অবেক্ষণ—দর্শন, নিরীক্ষণ, অবলোকন; মনোযোগ, অবধান; প্রতিজাগরণ; বিচার; অনুসন্ধান; পালন; অনুরোধ; প্রতীক্ষা। অব—ঈক্ষ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অবেক্ষণীয়—দর্শনযোগ্য, যাহা দেখিতে হইবে এরূপ; আলোচনীয়; অবধারণের যোগ্য; অনুসন্ধেয়। অব—ঈক্ষ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অবেক্ষমাণ—যে দর্শন করিতেছে এরূপ, দর্শনকারী, নিরীক্ষমাণ; অনুসন্ধানপর। অব—ঈক্ষ্‌+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অবেক্ষা—অবেক্ষণ (তাহা দ্রঃ)। অব—ঈক্ষ্‌+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবেক্ষাধীন—কর্ম্মে নিয়োগের পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের পরীক্ষার অধীন (probationary). অবেক্ষার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অবেক্ষিত—দৃষ্ট, নিরীক্ষিত, অবলোকিত; পর্য্যালোচিত; পালিত। অব—ঈক্ষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অবেক্ষ্য—দর্শনীয়; বিবেচনার যোগ্য; অনুসন্ধেয়; পালনীয়। অব—ঈক্ষ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অবেক্ষ্যমাণ—যাহাকে দেখা হইতেছে এমন। অব—ঈক্ষ্‌+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

অবেণীবদ্ধ, -সংবদ্ধ—আলুলায়িত, আলুথালু, খোলা ('—চুল')। ন বেণীবদ্ধ, -সংবদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবেদন—১। অবোধ, জ্ঞানাভাব, না জানা; অসাড়ল, অননুভূতি (anasthesia); অপরিণয়, বিবাহ না করা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। জ্ঞানশূন্য; সুখদুঃখের অনুভূতি-রহিত; অপরিণীত, ব্যথাশূন্য। ন (নাই) বেদন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অবেদনিক—(চিকিৎসাশাস্ত্র) অসাড়তা-জনক (anasthetic). অবেদন+ইক (ঠন্) জন্মায় অর্থে। বিণ।

অবেদনীয়, -বেদ্য—অজ্ঞেয়, অনবগম্য, জ্ঞানাযোগ্য; বিবাহের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবেধ্য—বিঁধিবার অযোগ্য; (জ্যোতিষ) বিবাহাদি-নিষেধক গ্রহ-সংস্থাপনের অনুপযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবেভার—অব্যবহার, অশিষ্ট আচরণ। 'অব্যবহার'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

অবের—অবেলা, অসময়। হিন্দীমূলক। বি।

অবেরণ—চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ। অব—ঈর্‌+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—বেরিত।

অবেলা—শেষ বেলা; অসময়। ন (অপ্রশস্ত) বেলা, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবৈতনিক—যে বেতনভোগী নহে এরূপ (honorary); যাহাতে বেতন দিতে হয় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবৈদিক—যাহা বেদোক্ত নয় এরূপ; বেদ-বিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী.—দিকী।

অবৈদ্য—অচিকিৎসক, কুচিকিৎসক, হাতুড়ে ডাক্তার। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবৈধ—বিধিবহির্ভূত, অনিয়মিত, বে-আইনী; অবিহিত; অশাস্ত্রীয়; অনুচিত, অসঙ্গত, অন্যায় (undue); নিষিদ্ধ; যুক্তিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ধী।

অবৈধ জনতা—অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য বহু লোকের জটলা (unlawful assembly).

অবোধ—১। বোধহীন, অজ্ঞান। ন (নাই) বোধ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। জ্ঞানাভাব। ন বোধ, নঞ্‌তৎ। ৩। নিতান্ত শিশু; বালক। প্রাদে। বি; পুং।

অবোধগম্য—বুদ্ধির অতীত, জ্ঞানের অগোচর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবোধিয়া—মূর্খ, বোকা। অবোধ+ইয়া যুক্তার্থে। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অবোধ্য—যাহা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ; অস্পষ্ট, অবিশদ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবোল, -বোলা—মূক; প্রতিবাদে অক্ষম; নিরীহ। ন (নাই) বোল (ভাষা) যাহার, বহুব্রী (বাং)। বিণ।

অবোলা—বাক্‌শক্তিহীনা; প্রতিবাদে অক্ষমা স্ত্রীলোক। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অব্জ—১। পদ্ম; দশ অর্ব্বুদ, শতকোটি। বি; ক্লীব। ২। (সমুদ্রের জল হইতে জাত বলিয়া) চন্দ্র; ধন্বন্তরি; নিচুল বৃক্ষ, হিজল গাছ। বি; পুং। ৩। শঙ্খ। অপ্ (জল, সমুদ্র) হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ; অপ্—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

অব্জজ—১। পদ্মজাত। বিণ। ২। (নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জাত বলিয়া) পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। অব্জ হইতে জন্মে যে, উপতৎ; অব্জ—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অব্জনয়ন, -নেত্র—পদ্মনেত্র, যাহার চক্ষু পদ্মের ন্যায়। অব্জের ন্যায় নয়ন, নেত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অব্জবাহন—মহাদেব, শিব। অব্জতুল্য (চন্দ্রের ন্যায় শ্বেত) বাহন (বৃষ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অব্জভোগ—১। পদ্মবীজকোষ, পদ্মকন্দ, পদ্মের গেঁড়া। অব্জের (পদ্মের) ভোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বরাটক, কড়ি। অব্জের (শঙ্খের) ভোগের (আকারের) ন্যায় ভোগ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অব্জযোনি—ব্রহ্মা [ইনি বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে সৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া অব্জযোনি নামে খ্যাত]। অব্জ হইয়াছে যোনি (উৎপত্তি-স্থল) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অব্জলোচন—অব্জনয়ন (তাহা দ্রঃ)।

অব্জহস্ত—রবি, সূর্য্য। অব্জে (চন্দ্রে) হস্ত (কিরণ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অব্জাক্ষ—যাহার চক্ষু পদ্মপলাশের ন্যায়। অব্জের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—জাক্ষী।

অব্জিনী—১। পদ্মের ঝাড়, পদ্মসমূহ। অব্জ+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। ২। পদ্মযুক্ত লতা, পদ্মিনী; পদ্মযুক্ত দেশ। অব্জ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অব্জিনীপতি—সূর্য্য। অব্জিনীর পতি, ৬ষ্ঠীতৎ (সূর্য্য উঠিলে পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া)। বি; পুং।

অব্দ—১। বৎসর; পর্ব্বতবিশেষ। অব্+দ সংজ্ঞার্থে। ২। জলদ; মুথা। উপতৎ; অপ্—দা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অব্দসার—কর্পূরবিশেষ। অব্দের (মুথার) সার (রস-পরিপাক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অব্দার্দ্ধ(র্ধ)—বৎসরের অর্দ্ধেক সময়, ছয় মাস। অব্দের অর্দ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অব্দুর্গ—জলবেষ্টিত কেল্লা। অপ্-বেষ্টিত দুর্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অব্ধি—জলধি, সমুদ্র। অপ্ (জল)—ধা (ধারণ করা)+কি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অব্ধিকফ—সমুদ্রফেন। অব্ধির কফ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অব্ধিজ—১। অশ্বিনীকুমারদ্বয়; চন্দ্র। বি; পুং। ২। সমুদ্রজাত, সাগরে উৎপন্ন। অব্ধি হইতে জন্মে যে, উপতৎ; অব্ধি—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অব্ধিজা—১। সুধা; লক্ষ্মী; সুরা। অব্ধি—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সমুদ্রজাতা। অব্ধিজ (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অব্ধিফেন—সমুদ্রের ফেন। অব্ধির ফেন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অব্ধিমেখলা—সমুদ্র-পরিবৃতা ('—পৃথিবী')। অব্ধি (সমুদ্র) মেখলা (কটিহার) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অব্ধিশয়ন—বিষ্ণু। অব্ধি হইয়াছে শয়ন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অব্ধ্যগ্নি—বাড়বানল। অব্ধিসম্ভূত অগ্নি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অভ্র—জলধর, মেঘ ; মুস্তা, মুথা ; অভ্রক ধাতু। উপতৎ ; অপ্ (জল) —ভৃ (ধারণ করা) + ক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

অব্যক্ত—১। বিষ্ণু ; শিব ; কন্দর্প ; মূর্খলোক। বি ; পুং। ২। (সাংখ্যমতে) রূপাদিহীনতা হেতু চক্ষুর অগোচর সর্ব্বকারণপ্রধান ; (বেদান্তমতে) নির্ব্বিকার নিরাকার ব্রহ্ম ; পরমাত্মা ; প্রকৃতি ; কারণ ; আত্মা। বি ; ক্লীব। ৩। অস্ফুট, অদৃশ্য ; সুপ্ত ; অন্তর্নিহিত (latent) ; নিরাকার ; অস্পষ্ট ; অতিসূক্ষ্ম ; অজ্ঞাত ; অপ্রকাশিত ; (গণিত) অজ্ঞাত ('—রাশি')। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যক্তপুষ্পক—অদৃষ্ট কুসুম ('—বৃক্ষ'), যাহার (যে বৃক্ষের) পুষ্প দৃষ্টিগোচর হয় না এরূপ (যেমন,—কাঁটাল প্রভৃতি—cryptogamous). অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) পুষ্প যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী —পুষ্পিকা।

অব্যক্তবেদনা—যাহার বেদনা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই এমন ["হায় অব্যক্তবেদনা দেবী উর্ম্মিলা"—রবীন্দ্রনাথ]। অব্যক্ত বেদনা যাহার, বহুব্রী + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অব্যক্তরাগ—ঈষৎ লোহিত বর্ণ, অরুণিমা। অব্যক্ত রাগ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অব্যক্তরাশি—(গণিত) অজ্ঞাতরাশি (unknown quantity). অব্যক্ত রাশি, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অব্যক্তশক্তি—জড়পদার্থে ও জীবে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি রহিয়াছে তাহা (potential energy). অব্যক্ত শক্তি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অব্যক্তশিরস্ক—যাহাদের মস্তক স্পষ্ট ব্যক্ত নহে এরূপ (যেমন,—ঝিনুক ইত্যাদি—acephalous). অব্যক্ত শিরঃ যাহাদের, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ।

অব্যক্তিক—যাহার কর্ত্তা নাই, ব্যক্তিশূন্য (impersonal). ন (নাই) ব্যক্তি যাহাতে, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ।

অব্যগ্র—ধীর, প্রশান্ত, অভিনিবিষ্ট ; উদাস ; অনিযুক্ত, অরত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যঙ্গ(ংগ)—১। অবিকৃতদেহ, অবিকলশরীর, অঙ্গহীনতাশূন্য। ন ব্যঙ্গ (বিকৃতাঙ্গ), নঞ্‌তৎ। ২। ব্যঙ্গরহিত, পরিহাসশূন্য ; অচিহ্ন, অস্পষ্ট। ন (নাই) ব্যঙ্গ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অব্যঞ্জন—তরকারীশূন্য। ন (নাই) ব্যঞ্জন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অব্যতিক্রম—অন্যথা না হওয়া। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অব্যথ—১। পীড়ারহিত, ব্যথাশূন্য। ন (নাই) ব্যথা যাহার, বহুব্রী। ২। যে পীড়া দেয় না এরূপ, পরপীড়াবিমুখ। ন (নাই) ব্যথা যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

অব্যথা—১। পীড়ারহিতা ; অপীড়াদায়িনী। বিণ ; স্ত্রী। ২। হরীতকী ; পদ্মচারিণী ; শুঁঠ। অব্যথ + আপ্। ৩। ব্যথাহীনতা, বেদনাশূন্যতা। ন ব্যথা, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অব্যথী (-থিন্)—১। ব্যথাশূন্য, পীড়াহীন। ন ব্যথী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —থিনী। ২। অশ্ব, ঘোটক। ন—ব্যথ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অব্যপেক্ষ—অপেক্ষাহীন, অনপেক্ষ। ন (নাই) ব্যপেক্ষা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অব্যপেক্ষা—অপেক্ষাহীনতা ; নিঃস্পৃহতা। ন ব্যপেক্ষা, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অব্যবধান—১। ব্যবধানহীন, অব্যবহিত ; অনবহিত, প্রমত্ত। ন (নাই) ব্যবধান যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। ব্যবধানের অভাব, অদূরত্ব ; আসক্তি ; অভেদ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব।

অব্যবসায়—ব্যবসায়ের অভাব ; অননুশীলন ; চেষ্টাহীনতা, উদ্যোগাভাব ; অনধিকার ; অসংস্রব। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। বিণ, —সায়ী।

অব্যবসায়ী (-সায়িন্)—যে ব্যবসায়ী নয় এরূপ, যে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ ; চর্চ্চাহীন, অননুশীলক ; উদ্যোগরহিত ; অভ্যাসরহিত ; অনধিকারী ; সংস্রবহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —সায়িনী।

অব্যবস্থ—অনিশ্চিত ; বিধিরহিত ; শৃঙ্খলাশূন্য। ন (নাই) ব্যবস্থা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অব্যবস্থা—১। অশুদ্ধি ; শাস্ত্রবিরুদ্ধতা ; বন্দোবস্ত না থাকা ; অস্থৈর্য্য। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ব্যবস্থাহীনা। অব্যবস্থ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অব্যবস্থিত—মীমাংসাহীন ; অকর্ত্তব্য ; অস্থির ; পরিবর্ত্তনশীল ; অনিশ্চিত ; বিশৃঙ্খল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যবস্থিতচিত্ত—১। চপলমতি। অব্যবস্থিত চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। চঞ্চল মন, অস্থির চিত্ত। ন ব্যবস্থিত চিত্ত, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অব্যবহার—অযথাপ্রয়োগ, অপপ্রয়োগ ; অসদাচার ; অত্যাচার ; ব্যবহার না করণ ; আইনের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অব্যবহার্য্য(র্য)—ব্যবহারের অনুপযোগী ; অকর্ম্মণ্য ; সমাজচ্যুত ; অনাচরণীয় ; অনুপভোগ্য ; আদালতে অগ্রাহ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যবহিত—কোনরূপ ব্যবধানশূন্য ; সংলগ্ন ; নিকটস্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যবহৃত—যাহার ব্যবহার করা হয় নাই এরূপ ; প্রচলনশূন্য, অপ্রচলিত ; ধর্ম্মাধিকরণে ব্যবহাররহিত ; অনুক্ত ; অনুপভুক্ত ; অনাচরিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যভার, -ব্যাভার—অসদাচরণ, অনুচিত আচরণ। 'অব্যবহার'-শব্দজ। বি।

অব্যভিচার—ব্যভিচারের অভাব, পরপুরুষ বা পরস্ত্রীতে অনাসক্তি ; বিধির অনতিক্রম ; অনুচিত বা অসৎ আচরণের অভাব ; স্থিরতা ; একনিষ্ঠত্ব ; অবিচলিত অবস্থা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অব্যভিচারিণী—ব্যভিচারশূন্যা ; পতিব্রতা, সতী ; বিধিসঙ্গতা ; সদাচারপালিকা ; স্থিরা ; নিশ্চিতা ; সত্যা ; অবিসংবাদিনী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অব্যভিচারী (-চারিন্)—ব্যভিচাররহিত, অবিচল ; ব্যভিচার-দোষশূন্য, ধর্ম্ম হইতে অবিচলিত ; অটল ; নিত্য ; সত্য ; অবিসংবাদী ; (দর্শন) কোনরূপ বিরুদ্ধ কারণ দ্বারা অনিবার্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —রিণী।

অব্যভিচারে—অনায়াসে, অবাধে ; ব্যতিক্রম না করিয়া। ন ব্যভিচার, নঞ্‌তৎ, এরূপে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

অব্যয়—১। (ব্যাকরণ) তিন লিঙ্গ সকল বিভক্তি ও সকল বচনে একরূপ শব্দ। [বিনা যদি অথবা বরং ঈষৎ সদা কদাপি যেহেতু কেননা কেন ইত্যাদি অব্যয় শব্দ ; প্র পরা প্রভৃতি কুড়িটী শব্দ, স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হইলে অব্যয়, কিন্তু ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হইলে উপসর্গ নাম প্রাপ্ত হয়।] ২। বিষ্ণু ; শিব। বি ; পুং। ৩। অনাদি অন্তরহিত বিকারশূন্য পরব্রহ্ম। বি ; ক্লীব। ৪। ব্যয়শূন্য ; কৃপণ ; চিরস্থায়ী, অক্ষয় ; অপরিচ্ছিন্ন ; আদ্যন্তরহিত ; নির্ব্বিকার, বিকারশূন্য। ন (নাই) ব্যয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অব্যয়া—১। দুর্গা। বি ; স্ত্রী। ২। ব্যয়শূন্যা, ব্যয়রহিতা। অব্যয় + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অব্যয়ী (-য়িন্)—ব্যয়রহিত ; ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —য়িনী।

অব্যয়ীভাব—যে সমাসে অনব্যয় শব্দ অব্যয় হয় সেই সমাস ; ব্যয়হীনতা ; চিরবিদ্যমানতা, মরণধর্ম্মরাহিত্য। অব্যয় + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= অব্যয়ী)—ভূ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। [বিণ।

অব্যর্থ—অমোঘ, সফল, সার্থক। নঞ্‌তৎ।

অব্যসন—১। ব্যসনাভাব, কাম বা ক্রোধ হইতে উৎপন্ন দোষসমূহের অভাব ; অবিপত্তি ; অস্খলন। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব। ২। ব্যসনরহিত, নির্দ্দোষ ; বিপত্তিশূন্য ; অস্খলিত। ন (নাই) ব্যসন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অব্যসনী (-নিন্)—ব্যসনরহিত, সর্ব্ববিধদোষশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —নিনী।

অব্যস্ত—অবিভক্ত, সমস্ত ; সমাজবদ্ধ ;

অনাকুল, অস্থৈর্য; ত্বরারহিত; অনাগ্রহ। নঞ্‌.তৎ। বিণ। [তৎ। বিণ।

অব্যাকুল—ব্যাকুলতাহীন, অচঞ্চল। নঞ্‌.

অব্যাকৃত—১। অপরিষ্কৃত, অবিকৃত। বিণ। ২। বেদান্তোক্ত ব্রহ্মের রূপগুণাদি-হীন, অজ্ঞান; (সাংখ্যমতে) অব্যক্ত, প্রধান। নঞ্‌.তৎ। বি; ক্লীব।

অব্যাখ্যাত—যাহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই এরূপ; যাহা বিশেষরূপে বলা হয় নাই এরূপ; যাহা বুঝান হয় নাই এরূপ। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অব্যাখ্যেয়—বুঝাইবার অতীত; অ-প্রকাশ্য। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অব্যাঘাত—১। অপ্রতিবন্ধক, বাধা-শূন্যতা। নঞ্‌.তৎ। বি; পুং। ২। প্রতি-বন্ধকহীন; অবাধ। ন (নাই) ব্যাঘাত যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—অব্যাঘাতে (নির্বিঘ্নে, অবাধে)।

অব্যাজ—১। ব্যাজাভাব, কপটতারাহিত্য, সরলতা, ছলাভাব; অগৌণ, অবিলম্ব। নঞ্‌.তৎ। বি; পুং। ২। অকপট; অবাধ; বিলম্বশূন্য। ন (নাই) ব্যাজ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—অব্যাজে।

অব্যাপক—অবিস্তীর্ণ, একদেশে স্থিতি-শীল; সীমাবদ্ধ; সঙ্কীর্ণ, যাহা সকল স্থান বা বিষয় ব্যাপিয়া থাকে না এরূপ। ন ব্যাপক, নঞ্‌.তৎ। বিণ। স্ত্রী,—পিকা।

অব্যাপন্ন—অবিপন্ন। নঞ্‌.তৎ। বি; ক্লীব।

অব্যাপনীয়, -ব্যাপ্য—ব্যাপ্তির অযোগ্য, যাহা ব্যাপ্ত করা যাইতে পারে না এরূপ। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অব্যাপার—১। অন্য ব্যাপার, অনুচিত কার্য, অধিকারশূন্য কার্য; পরাধিকার; ব্যাপারাভাব, কার্যরাহিত্য; অনবধান। নঞ্‌.তৎ। বি; পুং। ২। ব্যাপারশূন্য, নিষ্কর্মা; নিষ্ক্রিয়। ন (নাই) ব্যাপার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অব্যাপ্তি—ব্যাপ্তিহীনতা, সর্বত্র ব্যাপিয়া না থাকা; (ন্যায়মতে) লক্ষ্য বিষয়ে লক্ষণের অসংগতি। নঞ্‌.তৎ। বি; স্ত্রী।

অব্যাপ্যবৃত্তি—১। একদেশস্থিত, কোথাও স্থিত কোথাও অস্থিত, যাহা কখন থাকে কখন নাই এরূপ। ন (নাই) ব্যাপ্যবৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কিয়দংশে স্থিতি, একাংশে অবস্থান। অব্যাপ্যা বৃত্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। বিণ,—বৃত্ত।

অব্যাহত—অপ্রতিহত, প্রতিবন্ধকবিহীন, অবাধ; অখণ্ডিত; অব্যর্থ। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অব্যাহতগতি—১। অবাধগমন, অপ্রতি-হত; সর্বত্রগামী। অব্যাহত গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অবাধ গমন, অপ্রতিহত গমন, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়া। অব্যাহতা গতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অব্যাহতি—অব্যাঘাত; নিষ্কৃতি; নিস্তার, পরিত্রাণ। নঞ্‌.তৎ। বি; স্ত্রী।

অব্যাহৃত—অনুক্ত, অনুচ্চারিত, অকথিত। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অব্যুৎপন্ন—ব্যুৎপত্তিশূন্য; অজ্ঞান; শব্দার্থা-নভিজ্ঞ। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অব্যূঢ়—অবিবাহিত, অপরিণীত, যাহার বিবাহ হয় নাই এরূপ, অকৃতোদ্বাহ; বিক্ষিপ্ত। ন বূঢ়, নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অব্যূঢ়ান্ন—পুত্রকন্যার বিবাহের পূর্বে অনুষ্ঠেয় উৎসববিশেষ, আইবুড়ো ভাত। অব্যূঢ়কের অন্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।

অব্রণ—ব্রণশূন্য; ক্ষতরহিত; অক্ষত; পূর্ণ (perfect)। ন (নাই) ব্রণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অব্রত—ব্রতহীন; নিয়মবিহীন; ব্রহ্মচারি-ব্রতহীন; অসুশীল। ন (নাই) ব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অব্রতী (-তিন্‌)—ব্রতানুষ্ঠানবিহীন, ব্রতা-চরণ-পরাঙ্মুখ; অনিয়োজিত; অসংযত। নঞ্‌.তৎ। বিণ। স্ত্রী,—তিনী।

অব্রহ্মচর্য(র্য্য)—ব্রহ্মচর্যের অভাব; মৈথুন। নঞ্‌.তৎ। বি; ক্লীব।

অব্রহ্মণ্য—১। (নাটক মধ্যে) "অব্রহ্ম" এই উক্তি, 'বধ করিও না'—এই কথা বলা; শাস্ত্র-গর্হিত কর্ম। ন ব্রহ্মণ্য, নঞ্‌.তৎ। বি; ক্লীব। ২। ব্রহ্মণ্যরহিত। ন (নাই) ব্রহ্মণ্য যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণেতর জাতি, শূদ্রাদি; আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ ["অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত! তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত" —রবীন্দ্রনাথ]। ন ব্রাহ্মণ, নঞ্‌.তৎ। বি; পুং।

অব্রুবাণ—১। বাক্‌শক্তিহীন। বিণ। ২। শিশু। নঞ্‌—অ + ব্রু + শানচ্‌, কর্তৃবা। বি; পুং।

অভক্ত—ভক্তিহীন; অননুরাগী; অবিভক্ত, সমগ্র। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অভক্তি—ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, বেকদর। নঞ্‌.তৎ। বি; স্ত্রী। [নঞ্‌.তৎ। বি; ক্লীব।

অভক্ষণ—না খাওয়া, অনাহার; অনশন।

অভক্ষণীয়, -ভক্ষ্য—অখাদ্য, যাহা ভোজন করা যায় না এরূপ; দূষিত বা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্য। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অভক্ষিত—অখাদিত, অভুক্ত; অকৃতভোজন, উপবাসী। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অভক্ষ্য—'অভক্ষণীয়' দ্র।

অভক্ষ্যভক্ষণ—নিষিদ্ধ খাদ্য বা দূষ্য ভোজন, যাহা খাওয়া উচিত নহে এরূপ খাদ্য ভোজন। অভক্ষ্যের ভক্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অভগ্ন—যাহা ভাঙে নাই এরূপ, আস্ত, পূর্ণ, গোটা। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অভঙ্গ(ংগ)—না ভাঙা, গোটা থাকা। নঞ্‌.তৎ। বি; পুং।

অভঙ্গুর(ংগু/ঙ্গু)—যাহা হঠাৎ ভাঙিয়া যায় না এরূপ; দৃঢ়, কঠিন; অবিনশ্বর; যাহা সহজে নষ্ট হয় না এরূপ। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অভদ্র—১। যে ভদ্র নহে এরূপ, ভদ্রতাশূন্য, অসভ্য; নিন্দিত, অশিষ্ট; দুষ্ট; ক্লেশদায়ক। বিণ। ২। দুঃখ; অমঙ্গল, অশুভ। নঞ্‌.তৎ। বি; ক্লীব।

অভদ্রতা—অশিষ্ট ব্যবহার, অভদ্র আচরণ, অসভ্যতা। অভদ্র (১) + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অভদ্রা—দুর্যোগ; বিঘ্ন, বাধা; অমঙ্গল। বাংলা। বি।

অভব—১। অনুৎপত্তি, অজন্ম; প্রলয়; বিনাশ; মোক্ষ। নঞ্‌.তৎ। বি; পুং। ২। উৎপত্তিহীন, জন্মরহিত; বিনশ্বর, অস্থায়ী। ন (নাই) ভব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভব্য—১। অমঙ্গল, অশুভ; মন্দভাগ্য। বি; ক্লীব। ২। দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট; অসভ্য, ভদ্রসমাজের অনুপযুক্ত। 'সভ্য' শব্দের সদৃশ শব্দ 'ভব্য'। নঞ্‌.তৎ। বিণ।

অভয়—১। ভয়াভাব, নির্ভয়তা; ভয় নাই বলিয়া সাহস দান। ন ভয়, নঞ্‌.তৎ। বি; ক্লীব। ২। ধর্মের পুত্র। ন (নাই) ভয় যাঁহার, বহুব্রী। ৩। পরমাত্মা। বি; পুং। ৪। পর-মাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান; ভক্ত বা সেবককে অভয়-দান করিবার নিমিত্ত করসংস্থিতিবিশেষ, অভয়মুদ্রা; দেবের অনুগ্রহ, বর; বেনামূল; নলতৃণ। বি; ক্লীব। ৫। যে ভয়ের নহে এরূপ; ভয়শূন্য। ন (নাই) ভয় যাহা হইতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভয়ডিণ্ডিম—প্রাচীন সামরিক আনক-যন্ত্রবিশেষ, যুদ্ধঢাকা, রণঢাক। অভয়দায়ক ডিণ্ডিম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অভয়দ—অভয়দানকারী; ভয়হারক। অভয় দান করে যে, উপপদ; অভয়—দা + অ কর্তৃবা। বিণ।

অভয়দক্ষিণা—অভয়দান, ভয় হইতে পরি-ত্রাণ করিবার নিমিত্ত আশ্বাস-প্রদান। অভয়-রূপা দক্ষিণা, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অভয়দাতা (-তৃ)—অভয়দানকারী, ভয়-দূরীকরণার্থ আশ্বাসদানকারী। অভয়ের দাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী।

অভয়দান, -প্রদান—অভয় দেওয়া, আশ্বাস বা সাহস দেওয়া। অভয়ের দান, প্রদান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অভয়পত্র—যে পত্র বা সনন্দবলে নিরাপদে ভ্রমণ করা যায় (safe conduct). অভয়-জনক পত্র, মধ্যপ-কর্মধা। বি; ক্লীব।

অভয়প্রদ—অভয়দাতা, ভয়নাশনার্থ আশ্বাস-দানকারী। অভয় প্রদান করে যে, উপপদ; অভয়—প্র—দা + অ কর্তৃবা। বিণ।

অভয়বাক্য, -বাণী—'কোন ভয় নাই'

এইরূপ কথা; আশ্বাসবাক্য। অভয়সূচক বাক্য, বাণী, প্রদান কর্তব্য। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অভয়মুদ্রা—হস্ত বা দেবতাকে অভয়দান করিবার নিমিত্ত তান্ত্রিকদিগের ঊর্ধ্বকরতল মুদ্রাবিশেষ। অভয়সূচিকা মুদ্রা, প্রদান কর্তব্য। বি; স্ত্রী।

অভয়া—১। ভগবতীর সিংহবাহিনী মূর্তি, অভয়া; হরীতকী। ন (নাই) ভয় যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ভয়শূন্যা; অভয়দাত্রী। অভয় (ক)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অভরণ—আভরণ, অলংকার, গহনা। প্রাঃ কবিতা। বি। [কবিতা। বি।

অভরসা, -ভরসা—অবিশ্বাস। প্রাঃ

অভাগ্য—মন্দ ভাগ্য। প্রাঃ কবিতা। বি।

অভাগা—হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য, লক্ষ্মীছাড়া; অতি দীন, বিপন্ন। ন (নাই) ভাগ (সৌভাগ্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—গী, —গিনী। [বিণ।

অভাগি—দুর্ভাগা, দুর্বুদ্ধি। প্রাঃ কবিতা।

অভাগিনী—১। হতভাগ্যা, দুর্ভাগ্যসম্পন্না; দীনা। অভাগা+ইনী (স্ত্রী)। ২। ভাগের অনধিকারিণী। নঞ্‌ তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অভাগিয়া—অভাগা (কাব্য দ্রঃ)।

অভাগী (-গিন্)—দুর্বুদ্ধি, হতভাগ্য; অংশরহিত, ভাগে অনধিকারী। ন ভাগী, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অভাগী—হতভাগিনী; দীনা; পতিতা; পাপিষ্ঠা। অভাগা+ঈ (স্ত্রী)। বিণ; স্ত্রী।

অভাগ্যে—মন্দ ভাগ্যে। প্রাঃ কবিতা। বি।

অভাগ্য—১। দুর্ভাগ্য, মন্দভাগ্য। ন (প্রশস্ত) ভাগ্য, নঞ্‌ তৎ। বি; ক্লীব। ২। ভাগ্যহীন, হতভাগ্য। ন (মন্দ) ভাগ্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভাগ্যি—হতভাগ্য, পোড়া কপাল। 'অভাগ্য'-শব্দজ। বি।

অভাজন ১। অযোগ্য ব্যক্তি, অপাত্র, অযোগ্য, নির্গুণ, ক্ষমতাহীন। ন ভাজন, নঞ্‌ তৎ। বি; ক্লীব বা বিশেষ্য লিঙ্গ। ২। হতভাগ্য, মন্দভাগ্য। কবিতা। বিণ। ৩। পাত্রহীন। ন (নাই) ভাজন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভাত—অপ্রকাশিত, অদীপ্ত, অপ্রকাশিত। ন ভাত, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অভাব—১। না থাকা, অবিদ্যমানতা; অপ্রাপ্তি; প্রয়োজন; অনটন, মৃত্যু; অর্থাভাব, দারিদ্র্য [ন্যায়মতে 'অভাব' অর্থে ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্য বস্তুর অনুপলব্ধি। ইহা প্রধানতঃ দ্বিবিধ,—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব আবার ত্রিবিধ প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব; সুতরাং অভাব সর্বসুদ্ধ চারি প্রকার]। ন ভাব, নঞ্‌ তৎ। বি; পুং। ২। অ-বর্তমান, মনোমালিন্য, শত্রুতা। প্রাদে। বি। **অভাব দূর করা, অভাব মোচন**—অভাব মোচন করা, অর্থকষ্ট দূর করা।

অভাবগ্রস্ত—অভাবাক্রান্ত, অর্থকষ্টে পতিত; দীন। অভাব দ্বারা গ্রস্ত, ৩-তৎ। বিণ।

অভাবনা—অচিন্তা, চিন্তারাহিত্য, ভাবনা না করা। নঞ্‌ তৎ। বি; স্ত্রী।

অভাবনীয়—অচিন্তনীয়, কল্পনাবহির্ভূত, অসম্ভাবনীয়। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অভাবপক্ষে—দুঃসময়ে, অসময়ে, অগত্যা। ক্রি-বিণ।

অভাবপূরণ—অভিলষিত প্রদান, যাহা নাই তাহা দেওয়া। অভাবের পূরণ, ৬তৎ। বি; ক্লীব।

অভাবমুক্ত—অর্থকষ্টাদি হইতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত, যাহার অভাব দূর হইয়াছে এরূপ। অভাব হইতে মুক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

অভাবমোচন—অভাবদূরীকরণ, অর্থকষ্টাদি-নিবারণ, অভাব পূরণ। অভাব হইতে মোচন, ৫মীতৎ। বি; ক্লীব।

অভাবিত—অচিন্তিত, অপ্রত্যাশিত, অ-প্রত্যাশিত। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অভার—১। ভারশূন্য, লঘু, হালকা। ন (নাই) ভার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বাণিজ্যের অভাব, বাণিজ্যহীনতা; ভার না থাকা। ন ভার, নঞ্‌ তৎ। বি; পুং।

অভাষণ—১। অকথন, মৌন। ন ভাষণ, নঞ্‌ তৎ। বি; ক্লীব। ২। কথনশূন্য, নির্বাক্। ন (নাই) ভাষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভি—অভিমুখে, সম্মুখ ('—যান', '—সার'); সমীপ, নিকট ('—মুখ'); চতুর্দিকে ('—বীক্ষণ'); সর্বতোভাবে ('—ব্যাপ্ত'); উৎকৃষ্ট, উত্তম ('—জাত'); নিন্দা ('—শাপ'); বিরুদ্ধ ('—যান', '—যোগ', '—শাপ'); বিরুদ্ধে, অপকৃষ্ট ('—ভব'); বীপ্সা, পুনঃ পুনঃ ('অভীষ্ট', 'অভীক্ষ্ণ'); চিহ্ন ('—জ্ঞান'); অভিলাষ; সাদৃশ্য; পূজা; বিনিময়; একীকরণ; বিশেষরূপে। ক—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ডি কর্তৃ। অব্য; উপসর্গ।

অভিক—কামুক। অভি—কম্‌ (কামনা করা)+ড কর্তৃ বা অভি+কন্‌ বিধানার্থে। বিণ।

অভিকর—পৌরসভা কর্তৃক ধার্য কর বা টেক্স (municipal rate). প্রাদি। বি; পুং।

অভিকর্ষ—পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখ বস্তুসমূহের আকর্ষণ (gravity). অভি—কৃষ্‌+ঘঞ্‌ ভাবে। বি; পুং।

অভিকেন্দ্র—(পদার্থ বিদ্যা) কেন্দ্রের অভিমুখে গমনকারী বা আকর্ষণকারী (centripetal). অভিগত কেন্দ্রকে, প্রাদি। বিণ।

অভিক্রম—দূরগমন, আক্রমণ; আরোহণ; আরম্ভ; স্থানচ্যুতি (displacement). অভি—ক্রম্‌+ঘঞ্‌ ভাবে। বি; পুং। বিণ, —ক্রান্ত।

অভিক্রমণ, -ক্রান্তি—'অভিক্রম' (সকল অর্থে)। অভি—ক্রম্‌+অনট্‌, ক্তি ভাবে। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ, —ক্রান্ত।

অভিক্রোশ—আক্রোশ; অপবাদ। অভি—ক্রুশ্‌+ঘঞ্‌ ভাবে। বি; পুং।

অভিক্ষিপ্ত—বহির্গত (projected). অভি—ক্ষিপ্‌+ক্ত কর্মে। বিণ।

অভিক্ষেপণ—১। অধিক্ষেপ, প্রহরণ; আক্রমণ, অবরোধ, অপবাদ। অভি—ক্ষিপ্‌+অনট্‌ ভাবে। ২। বহির্গত অংশ (projection). অভি—ক্ষিপ্‌+অনট্‌ কর্মে। বি; পুং।

অভিখ্যা—১। নাম; সংজ্ঞা। অভি—খ্যা+অঙ্‌, কর্মণি+আপ্। ২। খ্যাতি; উপাধি; শোভা; কীর্তি; আখ্যান; মাহাত্ম্য; প্রসিদ্ধি। অভি—খ্যা+অঙ্‌ ভাবে, কর্মে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অভিগত—নিকটবর্তী, সমীপস্থ, সম্মুখে উপস্থিত; সমাগত। অভি—গম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিগম, -গমন—১। আগমন। অভি—গম্‌+অল্‌, সম্মুখে করিয়া। ২। প্রত্যুদ্গমন; প্রাপ্তি; সেবা; সঙ্গম। অভি—গম্‌+অল্‌, অনট্‌ ভাবে। বি; পুং, ক্লীব।

অভিগামী (-গামিন্)—প্রত্যুদ্গমনকারী; গমনকারী; আসক্তকারী। অভি—গম্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

অভিগৃহীত—অপহৃত, লুণ্ঠিত, গোপিত। অভি—গ্রহ্‌+ক্ত কর্মে। বিণ।

অভিগ্রস্ত—আক্রান্ত; কবলীকৃত, যাহা গ্রাস করা হইয়াছে এরূপ; লুণ্ঠিত। অভি—গ্রস্‌+ক্ত কর্মে। বিণ।

অভিগ্রহ—আক্রমণ; লুণ্ঠন; স্পর্ধা; গৌরব; অভিযোগ; আহ্বান; যুদ্ধার্থে আহ্বান। অভি—গ্রহ্‌+অল্‌ ভাবে। বি; পুং।

অভিগ্রহণ—চৌর্য, বলপূর্বক হরণ, লুণ্ঠন; দূর করিয়া অধিকার করণ। অভি—গ্রহ্‌+অনট্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

অভিঘাত—আঘাত; হত্যা; দলন; বধ; তাড়না; প্রহার; পীড়ন; প্রতিকার। অভি—হন্‌+ঘঞ্‌ ভাবে। বি; পুং। বিণ, —হত।

অভিঘাতী (-ঘাতিন্)—১। শত্রু। বি; পুং। ২। আঘাতকারী; নাশক; পীড়াকারক; প্রতিকারক। অভি—হন্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী,—তিনী।

অভিচর—ভৃত্য, অনুচর, সেবক। অভি—চর্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

অভিচার—অন্যের অনিষ্ট অভিসন্ধিতে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র ও তন্ত্রাদি দ্বারা মারণ মোহন স্তম্ভন বিদ্বেষণ উচ্চাটন বশীকরণ—এই ছয় প্রকার প্রক্রিয়া; পরহিংসা; উপপাতকবিশেষ; শ্যেনযজ্ঞাদি দ্বারা প্রাণনাশ করণ। অভি—চর্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অভিচারক, -চারী (-চারিন্)—অভিচারকারী, অভিচারক্রিয়া দ্বারা হিংসাকারী। অভি—চর্‌+ণক, ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —চারিকা, —চারিণী।

অভিচারিক—যাদুকর, বাজীকর; হিংসাদিক্রিয়ানিপুণ। অভিচার+ইক (ঠন্‌) কুশলার্থে। বিণ।

অভিচারী (-রিন্)—'অভিচারক' দ্রঃ।

অভিজন—১। বংশ; প্রসিদ্ধ বংশ; জন্মভূমি। অভি—জন্‌+ক অধিবা। ২। খ্যাতি, কীর্ত্তি। অভি—জন্‌+ক করণবা। ৩। পূর্ব্ববন্ধু; পিত্রাদি; কুলশ্রেষ্ঠ; উচ্চবংশজাত, অভিজাত। অভি—জন্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

অভিজাত—সদ্বংশজাত, কুলীন, সুজাত (aristocrat); জ্ঞানী, পণ্ডিত; যোগ্য; মনোহর; সুশ্রী; মধুর; উচিত; ভাগ্যবান্‌; স্বচ্ছ; বিশুদ্ধ; চতুর্দ্দিকে জাত। অভি—জন্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, আভিজাত্য।

অভিজাত-তন্ত্র—প্রধান ব্যক্তিদের কৃত রাজ্যশাসন, উচ্চবংশজাত ব্যক্তিগণকর্তৃক রাজ্যশাসন (aristocracy). অভিজাতচালিত তন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অভিজাতত্ব—আভিজাত্য, কৌলিন্য; বুদ্ধিমত্তা; বিশুদ্ধি; মাধুর্য্য। অভিজাত+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

অভিজিৎ—১। (জ্যোতিষ) নক্ষত্রবিশেষ (vega); প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। অভি—জি+ক্বিপ্‌ করণবা। ২। যাত্রানুকূল লগ্নবিশেষ; কুতুপ বা কুতপ লগ্ন; দিবসকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার অষ্টম ভাগ বা মুহূর্ত্ত। অভি—জি+ক্বিপ্‌ অধিবা। বি; ক্লীব। ৩। যদুবংশীয় ভবের পুত্র; শত্রুজয়কারী। অভি—জি+ক্বিপ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

অভিজ্ঞ—বহুদর্শী, অনেক দেখিয়া শুনিয়া অথবা স্বহস্তে অনুষ্ঠান করিয়া যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে এরূপ, যে ঠেকিয়া শিখিয়াছে এরূপ; জ্ঞানবান্‌; নিপুণ; বিদ্বান্‌। অভি—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

অভিজ্ঞতা—অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে সেই জ্ঞান, বহুদর্শিতা; নিপুণতা; পাণ্ডিত্য। অভিজ্ঞ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অভিজ্ঞা—১। প্রথমোৎপন্নজ্ঞান, আদ্যজ্ঞান; স্মৃতি; পরিচয়। অভি—জ্ঞা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। **অভিজ্ঞাপত্র**—ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়জ্ঞাপক পত্র (certificate of identity). ২। বহুদর্শিনী; নিপুণা; বিদুষী। অভিজ্ঞ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অভিজ্ঞাত—সম্পূর্ণরূপে বিদিত; চিহ্নদ্বারা জ্ঞাত; অনুসন্ধান দ্বারা পরিজ্ঞাত। অভি—জ্ঞা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অভিজ্ঞান—১। স্মরণের উদ্বোধক বস্তু, স্মারক চিহ্ন; নাম; লিঙ্গ; স্বরূপ; জ্ঞানসাধন। অভি—জ্ঞা+অনট্‌ করণবা। ২। সম্যক্‌ জ্ঞান। অভি—জ্ঞা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিজ্ঞান-পত্র, -লিপি—যে পত্রে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া জানা যায় এরূপ পত্র, পরিচায়ক-লিপি; নিদর্শনপত্র; প্রশংসাপত্র (certificate). অভিজ্ঞানসূচক পত্র, লিপি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অভিতপ্ত—দগ্ধ, অগ্নিসন্তপ্ত; ঝলসান; দুঃখিত; শোকাদি দ্বারা পীড়িত; উদ্বিগ্ন। অভি—তপ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অভিতাপ—মনস্তাপ, শোক; উদ্বেগ; অতিশয় উত্তাপ, সন্তাপ; অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়া। অভি—তপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

অভিদ্যোতক—প্রকাশক, অভিব্যঞ্জক। অভি—দ্যুৎ+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দ্যোতিকা।

অভিদ্যোতন, -দ্যোতনা—প্রকাশন, প্রকটন; অভিব্যক্তি। অভি—দ্যুৎ+ণিচ্‌+অনট্‌, অন ভাববা+আপ্‌ (২য় পক্ষে)। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অভিদ্যোতিত—শোভিত; প্রকাশিত; উদ্ভাসিত; যাহার আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে; দত্তাপদেশ। অভি—দ্যুত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অভিদ্রবন—বেগে গমন, সত্বর প্রস্থান; সর্ব্বতোভাবে গলিয়া যাওয়া। অভি—দ্রু+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিদ্রুত—বেগে পলায়িত; সম্যগ্‌রূপে গলিত। অভি—দ্রু+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অভিদ্রোহ—বিরুদ্ধাচরণ; অনিষ্টচিন্তা, আক্রোশ; অপকার; পীড়ন। অভি—দ্রুহ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —দ্রোহী।

অভিধর্ষণ—অত্যধিক তিরস্কার বা পীড়ন; ভূতাদির আবেশ; বলাৎকার। অভি—ধৃষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিধা—১। নাম, সংজ্ঞা। অভি—ধা+অঙ্‌ করণবা+আপ্‌। ২। যে শক্তি দ্বারা শব্দের কোষ-ব্যাকরণাদি-প্রসিদ্ধ অর্থের বোধ হয় সেই শক্তি, শব্দের মুখ্যার্থের বোধক শক্তি (এই অভিধাশক্তি ব্যাকরণ, অভিধান, উপমান, আপ্তবাক্য, ব্যবহার ও সিদ্ধপদসান্নিধ্য দ্বারা প্রকাশিত হয়)। অভি—ধা+ক্বিপ্‌ কর্তৃবা। ৩। অভিধান কথন। অভি—ধা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অভিধান—১। কথন। অভি—ধা+অনট্‌ ভাববা। ২। অভিধা, নাম। অভি—ধা+অনট্‌ করণবা। ৩। শব্দার্থকোষ, শব্দার্থপ্রকাশক গ্রন্থ (dictionary). অভি—ধা+অনট্‌ অধিবা। বি; ক্লীব। **অভিধান দেখা**—শব্দকোষ দেখিয়া শব্দের অর্থ সংগ্রহ করা।

অভিধাবন—অনুসরণ; মৃগয়ার্থ পশ্চাদ্ধাবন; সম্মুখে গমন। অভি—ধাব্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিধেয়—১। অভিধাপ্রতিপাদ্য, বাচ্য, প্রতিপাদ্য; শব্দার্থবোধক; বক্তব্য, বর্ণনীয়। অভি—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। ২। আখ্যা, নাম। অভি—ধা+যৎ করণবা। ৩। শব্দের উচ্চারণমাত্র যে অর্থের প্রতীতি হয় তাহা; প্রতিপাদ্য বিষয়। অভি—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অভিধ্যান—প্রগাঢ় চিন্তা, ধ্যান; স্পৃহা। অভি—ধ্যৈ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিন—অভিন্ন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অভিনদ্ধ—চতুর্দ্দিকে সম্যক্‌ বদ্ধ; সংযুক্ত; সংগ্রথিত। অভি—নহ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিনন্দন—১। সানন্দে গুণকীর্ত্তন; অভ্যর্থনা; সেবা; অনুমোদন; নিজে আনন্দিত হইয়া অন্যকে আনন্দিত করণ; কোন বিষয়ে হর্ষ-প্রদর্শন; অন্যের মঙ্গলদর্শনে আহ্লাদপ্রকাশ; স্তব; স্বীকার। অভি—নন্দ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। সম্যক্‌ প্রীতিপ্রদ, সর্ব্বতোভাবে আনন্দদায়ক। অভি—নন্দ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ। ৩। গুণদর্শনে সন্তোষপ্রকাশক পত্র, অভিনন্দন-পত্র। অভি—নন্দ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব। ৪। চতুর্থ জৈন অবতার; চতুর্থ তীর্থঙ্কর। বি; পুং।

অভিনন্দনপত্র—কাহারও কার্য্যাদিতে সাফল্য হেতু সসন্তোষে গুণকীর্ত্তনসম্বলিত পত্র; কাহারও আগমন বা বিদায় উপলক্ষে প্রদত্ত সম্মানসূচক পত্র। অভিনন্দনসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অভিনন্দিত—সসন্তোষে প্রশংসিত; গুণকীর্ত্তনাদি দ্বারা যাহাকে প্রীত করা হইয়াছে এরূপ; বন্দিত; অনুমোদিত; হর্ষোৎফুল্ল। অভি—নন্দ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিনব—১। সম্পূর্ণ নূতন, সদ্যোজাত, নব্য। অভি—নু (স্তুতি করা)+অপ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। ২। স্তব; স্তুতি। অভি—নু+অপ ভাববা। বি; পুং।

অভিনয়—নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের বেশ ভাবভঙ্গী কথোপকথনাদির অনুকরণ; কৃত্রিমবেশ ও শরীরচেষ্টাদি দ্বারা অন্যের অবস্থানু-

করণ ; শরীরসজ্জা ; সং সাজা ; প্রসাধন ; সামাজিকতা ; দৃশ্যকাব্য ; ভাণ। অভি—নী + অচ্ ভাববা, অধিবা। বি ; পুং।

অভিনহন—দৃঢ় বন্ধন। অভি—নহ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অভিনিবিষ্ট—অন্তঃপ্রবিষ্ট ; মধ্যগত ; আগ্রহযুক্ত ; শাস্ত্রাদিতে তন্ময়চিত্ত ; অত্যন্ত মনোযোগী ; নিপুণ। অভি—নি—বিশ্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অভিনিবেশ—শাস্ত্রাদিতে প্রবেশ ; আগ্রহ ; মনোনিবেশ ; প্রণিধান ; সবিশেষ যত্ন ; আবেশ ; অনুরাগ ; সংস্কার ; দৃঢ় সঙ্কল্প ; (সাংখ্যদর্শন) ভয় ; আশঙ্কা ; (যোগশাস্ত্রমতে) মরণজন্য ভয়জনক অবিদ্যাবিশেষ। অভি—নি—বিশ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অভিনিবেশশালী (-শালিন্)—অভিনিবিষ্ট, মনোযোগী। অভিনিবেশ সহ শালিত (শোভিত) হয় যে, উপতৎ ; অভিনিবেশ —শাল্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী।

অভিনির্ম্মু(র্মু)ক্ত—১। সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত শয়নকারী ; সন্ধ্যাবন্দনাদিসায়ন্তনকর্ম্মহীন ব্যক্তি। বি ; পুং। ২। সূর্য্যাস্তকালে নিদ্রিত ; পরিত্যক্ত। অভি—নির্—মুচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিনির্য্যা(র্যা)ণ—শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান। অভি—নির্—যা + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অভিনিষ্ক্রমণ—বহির্গমন, প্রস্থান ; দ্রুতবেগে নির্গম। অভি—নির্—ক্রম্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অভিনিষ্ক্রান্ত—বহির্গত, প্রস্থিত, সবেগে নির্গত। অভি—নির্—ক্রম্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অভিনিষ্পতন—নির্গমন, বহির্গমন ; সবেগে নিষ্ক্রমণ ; যুদ্ধাদির নিমিত্ত ত্বরিত গতিতে বহিরাগমন। অভি—নির্—পত্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অভিনিষ্পত্তি—নির্ব্বাহ, সমাপ্তি। অভি—নির্—পদ্ + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

অভিনীত—যাহার অভিনয় করা হইয়াছে এরূপ ; অভিনয়যোগ্য বা অভিনয়ের বিষয়ীভূত ; অতিভূষিত, সুসজ্জিত ; ভূষিত ; অনুকৃত ; ন্যায্য। অভি—নী + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিনীতি—১। অভিনয় ; অনুকরণ। অভি—নী + ক্তি ভাববা। ২। প্রিয়বাক্যাদিযুক্ত যুক্তি ; ভদ্রতা ; দয়া ; বন্ধুতা। অভি—নী + ক্তি করণবা। বি ; স্ত্রী।

অভিনেতা (-নেতৃ)—নট, অভিনয়কর্তা ; সজ্জাকারী, সংওয়ালা। অভি—নী + তৃন্ কর্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী, —নেত্রী।

অভিনেত্রী—অভিনয়কারিণী, নটী। অভিনেতৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অভিনেয়—অভিনয়-বিষয়ীভূত, অভিনয়ের যোগ্য, যাহার অভিনয় করা উচিত বা করিতে হইবে এরূপ। অভি—নী + যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অভিন্ন—অপৃথক্, একীভূত, অবিদারিত ; অবিদলিত ; অভগ্ন ; দৃঢ় ; একরূপ ; অবিভক্ত ; অপরিবর্ত্তিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অভিন্নপদশ্লেষ—শ্লেষালঙ্কারবিশেষ, অভঙ্গ শ্লেষ [যে শ্লেষালঙ্কারে পদভঙ্গ না করিয়াই একাধিক অর্থের উপলব্ধি হয়, তাহাকে অভিন্নপদশ্লেষ কহে। যথা,—

উদয়ে আরূঢ় কান্তিসমন্বিত
সুরক্তমণ্ডল রাজা।
মৃদু কর হেতু তুষিছে সতত
রাজ্যবাসী যত প্রজা॥

এই স্থানে পদভঙ্গ না করিয়াই অর্থাৎ পদগুলি যেরূপ আছে সেরূপ রাখিয়াই অর্থবোধ হয় ; এজন্য অভঙ্গশ্লেষ হইল। এস্থলে রাজা শব্দের অর্থ চন্দ্র এবং নরপতি। বিশেষণগুলিরও দুইটী করিয়া অর্থ। উদয়ে আরূঢ় = উদয়াচলগত, অভ্যুদয়সম্পন্ন। কান্তিসমন্বিত = শুভ্রবর্ণ, রূপবান্। সুরক্তমণ্ডল = সম্পূর্ণলোহিতবিম্ব, অনুরক্তপ্রজাবান্। মৃদু কর = অনুগ্র বা শীতলকিরণ, অল্প খাজনা]। অভিন্ন পদ যাহাতে, বহুব্রী ; তাদৃশ শ্লেষ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অভিন্নপরিবার—একান্নবর্ত্তী পরিবার (joint family) অভিন্ন পরিবার, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অভিন্নহৃদয়—একাত্মা, সমপ্রাণ, একচিত্ত। অভিন্ন হৃদয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভিপন্ন—১। বিপদ্গ্রস্ত, বিপন্ন ; অপরাদ্ধ, অপরাধী ; নিকটে বা সম্মুখে আগত ; স্বীকৃত ; পলায়িত, প্রস্থিত ; মৃত ; রক্ষিত, শরণাগত ; সরল। অভি—পদ্ + ক্ত কর্তৃবা। ২। অভিগ্রস্ত, অভিভূত, আক্রান্ত। অভি—পদ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিপূজিত—সম্যক্ আদৃত, সম্যক্ পূজিত। অভি—পূজ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিপৃষ্ট—যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে এরূপ, জিজ্ঞাসিত। অভি—প্রচ্ছ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিপ্রণীত—বেদবিহিত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত ; মন্ত্র দ্বারা যাহাকে ক্ষমা করান হইয়াছে এরূপ ; আরাধিত ; সম্যক্ রচিত ; আকৃষ্ট। অভি—প্র—নী + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিপ্রয়াণ—অভিমুখে প্রস্থান, অভিগমন ; দেশান্তরগমন (migration). অভি—প্র—যা + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অভিপ্রায়—উদ্দেশ্য, তাৎপর্য্য, অভিসন্ধি, মনোভাব ; প্রতিপাদ্য, বিষয় ; অভিমত। অভি—প্র—ই + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অভিপ্রায়সিদ্ধি—ইচ্ছাপূরণ, উদ্দেশ্যের সফলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অভিপ্রেত—১। অভীষ্ট, বাঞ্ছিত, যে বিষয়ের অভিপ্রায় করা গিয়াছে এরূপ ; সম্মত ; মনোমত। অভি—প্র—ই + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। অভিপ্রায়ের বিষয় ; উদ্দিষ্ট বিষয়। অভি—প্র—ই + ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

অভিপ্লুত—পরিপ্লুত, প্লাবিত ; আচ্ছন্ন ; সম্পূর্ণ জলাচ্ছন্ন ; উচ্ছলিত ; অভিভূত ; আক্রান্ত। অভি—প্লু + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিবন্দন, -বন্দনা—নমস্কার, প্রণাম ; সম্যক্ আরাধনা, সম্মুখে বসিয়া পূজা করণ। অভি—বন্দ্ + অনট্ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা + আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

অভিবর্ণিত—সম্যক্ বর্ণিত। অভি—বর্ণ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিবর্ষণ—সর্ব্বত্র বৃষ্টিপাত, প্রচুর বারিবর্ষণ। অভি—বৃষ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অভিবাদ—১। অপ্রিয়বাক্য ; অপবাদ, অখ্যাতি। অভি—বদ্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। বন্দনা, অভিবাদন। অভি—বদ্ + ণিচ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

অভিবাদক—অভিবাদনকারী, বন্দনশীল ; অপ্রিয়বক্তা। অভি + বাদি (বদ্ + ণিচ্ বন্দনা অর্থে) বা বদ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিকা।

অভিবাদন—নামোচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার ; পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম, বন্দনা। অভি—বাদি + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অভিবাদ্য—যাহাকে অভিবাদন করা যায় এরূপ, অভিবাদনযোগ্য, নমস্য। অভি—বাদি + যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অভিবাসন—একদেশ হইতে অন্যদেশে বসবাস (immigration). অভি—বস্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অভিবাসী (-সিন্)—যে একদেশ হইতে অন্যদেশে বাস করিতে আসিয়াছে (immigrant). অভি—বস্ + ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —বাসিনী।

অভিবিদ্রুত—পলায়িত ; গত। অভি—বি—দ্রু + ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অভিবিধি—সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্তি, অভিব্যাপ্তি ; ব্যাপ্তিসীমা ; মর্য্যাদা। অভি—বি—ধা + কি ভাববা। বি ; পুং।

অভিবিনীত—সুশিক্ষিত ; ধার্ম্মিক ; অতিশয় নম্র। অভি—বি—নী + ক্ত কর্ম্মবা বা কর্তৃবা। বিণ।

অভিবিশ্রুত—সকল স্থানে খ্যাত। অভি—বি—শ্রু + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিবীক্ষণ—সম্যক্ অবলোকন, পর্য্যবেক্ষণ। অভি—বি—ঈক্ষ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অভিবৃদ্ধি—বিস্তৃতি; বৃদ্ধি। অভি—বৃধ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অভিব্যক্ত—প্রকাশিত; স্পষ্ট; সুপরিস্ফুট। অভি—বি—অন্জ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অভিব্যক্তি—প্রকাশ, সুপরিস্ফুটতা, স্পষ্টতা; ক্রমবিবর্তন (evolution). অভি—বি—অন্জ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অভিব্যক্তিবাদ—ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন নীতি; জগতের জীবসমূহ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া সূক্ষ্মজীবকণিকা হইতে ক্রমে উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে এই মত (theory of evolution). অভিব্যক্তি-বিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অভিব্যঞ্জক—দ্যোতক, প্রকাশক। অভি—বি—অন্জ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ব্যঞ্জিকা।

অভিব্যঞ্জন—প্রকাশ; সুপ্রকাশ। অভি—বি—অন্জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিব্যাপক—১। সর্ব্বাবয়বব্যাপ্তিকারক। বিণ। স্ত্রী, —ব্যাপিকা। ২। অধিকরণবিশেষ। অভি—বি—আপ্+ণক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অভিব্যাপ্ত—সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত, সকল স্থানে ব্যাপ্ত, সর্ব্বত্র বিদ্যমান। অভি—বি—আপ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অভিব্যাপ্তি—সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা, সর্ব্বত্র বিস্তৃতি। অভি—বি—আপ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অভিভব—পরাভব; তিরস্কার; অবমাননা; আকুলীভাব; আক্রমণ; অন্য কর্তৃক অভিযোগ; গর্ব্বনাশ। অভি—ভূ+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিভবনীয়—দম্য, পরাজেয়, দমনযোগ্য। অভি—ভূ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অভিভাব—অভিভব (তাহা দ্রঃ)। অভিভূত ভাব, প্রাদি। বি; পুং।

অভিভাব, -ভাবন—ভাবাবেশ; ভাবাবিষ্ট করণ (hypnotic suggestion). অভি—ভূ+ণিচ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অভিভাবক—রক্ষণাবেক্ষণকারী, নাবালক ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক; আশ্রয়দাতা; অভিভবকারী। অভি—ভূ+ণক কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—ভাবিকা।

অভিভাষণ—অনেকের সম্মুখে কথন, বক্তৃতা (address); আনুকূল্যে কথন; সম্বোধন। অভি—ভাষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিভূত—পরাভূত; আক্রান্ত; আচ্ছন্ন, আবৃত; বিহ্বল; আকুল; আয়ত্ত; অবশ; তিরস্কৃত; জ্ঞানরহিত, অজ্ঞান; হতমান। অভি—ভূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিভূতি—পরাভব; মাননাশ, অবমাননা। অভি—ভূ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অভিমত—১। সম্মত; অনুমত, অনুমোদিত; মনোনীত; অভিপ্রেত, অভিলষিত; হৃদয়ঙ্গম। অভি—মন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। বাসনা; মত, অভিপ্রায়। অভি—মন্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিমতি—সম্মতি, অনুমোদন; অভিপ্রায়, মত। অভি—মন্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অভিমনাঃ (-মনস্), -মনা—তৃপ্ত, তুষ্ট; অতি উৎসুক; উৎকণ্ঠিতচিত্ত। অভিমুখ মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভিমন্তব্য—গণ্য, জ্ঞেয়; বোধ্য। অভি—মন্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

অভিমন্ত্রণ—আমন্ত্রণ, আহ্বান, সম্বোধন; মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সংস্কারকরণ; উপদেশদান; নিকটে বা সম্মুখে মন্ত্রণা করণ; অভিপ্রণয়ন। অভি—মন্ত্র্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিমন্ত্রিত—আমন্ত্রিত, সম্বোধিত, আহূত; মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সংস্কৃত; উপদিষ্ট। অভি—মন্ত্র্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিমন্থ—চক্ষুরোগবিশেষ। অভি—মন্থ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

অভিমন্যু—অর্জ্জুনের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]; শ্রীরাধার স্বামী আয়ানের নামান্তর। অভিভূত মন্যুকে (ক্রোধকে বা দৈন্যকে), প্রাদি। বি; পুং।

অভিমর—যুদ্ধ; স্বসৈন্য হইতে বিশ্বাসঘাতকতার ভয়; বন্ধন। অভি—মৃ+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিমর্দ্দ(র্দ)—১। শত্রু কর্তৃক পীড়ন; যুদ্ধ; মর্দ্দন, চূর্ণীকরণ। অভি—মৃদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। যুদ্ধ; মদ্য। অভি—মৃদ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

অভিমর্ষণ—জলসেচন; অভ্যুক্ষণ; ওষ্ঠাধর লেহন দ্বারা অপরাধ জ্ঞাপন; দীপ্তি। অভি—মৃষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিমান—অহঙ্কার, অহংজ্ঞান; প্রিয়জনের কোন ত্রুটিতে অল্প কারণেই দুঃখ ক্ষোভ অনাদর বা অপমানের বোধ; মনের ভাববিশেষ; প্রতীতি; আত্মমর্য্যাদা বোধ; প্রেমপ্রার্থনা; প্রণয়; হিংসা; জ্ঞান। অভি—মন্ (বা মন্+ণিচ)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিমানলি—অভিমান করিলি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অভিমানী (-মানিন্)—সামান্য কারণে যাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এমন; যাহাদের কাছে আদর পাইবার আশা করা যায় এরূপ ব্যক্তিদের অল্প ত্রুটিতেই যাহার দুঃখ ক্ষোভ অনাদর বা অপমান বোধ হয় এরূপ; গর্ব্বিত, অহঙ্কারী। অভিমান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মানিনী।

অভিমায়—অভিভূত, ইতিকর্তব্যবিহ্বল। অভিগত মায়াকে, প্রাদি। বিণ।

অভিমুখ—১। সম্মুখবর্ত্তী; উদ্দেশ্যে ধাবমান; উন্মুখ; অনুকূল; সদয়; ঊর্দ্ধমুখ। অভিগত মুখকে, প্রাদি। বিণ। ২। সম্মুখ; অন্তিক, সমীপ; উদ্দেশ; দিক্। মুখের সমীপ, অব্যয়ী। বি; ক্লীব।

অভিমুখী (-খিন্)—'অভিমুখ' (১ম অর্থে)। অভিমুখ(২)+ইন্। বিণ। স্ত্রী, —খিনী।

অভিমুখীন—পুরোবর্ত্তী, সম্মুখস্থিত। অভিমুখ (২)+ঈন (খ) ভবার্থে। বিণ।

অভিমুখে—দিকে, প্রতি (towards). মুখের অভি, অব্যয়ী। ক্রি বিণ।

অভিমৃষ্ট—মিলিত, সম্বদ্ধ; স্পৃষ্ট; ঘর্ষিত; মার্জ্জিত, শুদ্ধীকৃত। অভি—মৃজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিযাচন—তাগিদ, চাওয়া, দাবীকরণ (demand). অভি—যাচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিযাচিত—সম্মুখে প্রার্থিত; যাহাকে বা যাহার জন্য তাগিদ দেওয়া হইয়াছে বা দাবী করা হইয়াছে। অভি—যাচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিযাত—আক্রান্ত; শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ; অভিযুক্ত; ভর্ৎসিত; কথিত; আবিষ্ট; গত। অভি—যা+ক্ত কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বিণ।

অভিযাত্রী (-ত্রিন্)—অভিযানকারী, যে ব্যক্তি অভিযান করে। অভিযাত্রা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ।

অভিযান—অভিগমন; আক্রমণ; যুদ্ধযাত্রা, আবিষ্কারাদির উদ্দেশ্যে যাত্রা। অভি—যা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিযুক্ত—শত্রুকর্তৃক অবরুদ্ধ, আক্রান্ত; আসক্ত, অভিনিবিষ্ট; যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হইয়াছে এমন, প্রতিবাদী; আসামী; ভর্ৎসিত; কথিত; আবিষ্ট; ধ্যানাসক্ত; বৃদ্ধতম; পরাক্রান্ত। অভি—যুজ্+ক্ত কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বিণ।

অভিযোক্তা (-যোক্তৃ)—অভিযোগকর্ত্তা, বাদী, ফরিয়াদী; আক্রমণকারী; শত্রু। অভি—যুজ্+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—যোক্ত্রী।

অভিযোগ—অপকারেচ্ছায় আক্রমণ; নালিশ; বধ; যুদ্ধার্থ আহ্বান; অভিনিবেশ; শপথ; তিরস্কার, ভর্ৎসনা; দোষারোপ; উদ্যোগ; নিবারণ; সম্বন্ধ; নায়িকার বশীকরণার্থ ইঙ্গিতাদি। অভি—যুজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিযোগী (-যোগিন্)—বাদী। অভিযোগ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ।

অভিযোগ্য—মোকদ্দমা করিবার হেতু-

বিশিষ্ট; যাহার জন্য বা যাহার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় বা উচিত (actionable). অভিযোগ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

অভিযোজন—কোন উদ্দেশ্য সাধনের বা অবস্থার উপযোগী করণ (adaptation). অভি—যুজ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিযোজিত—অবস্থাবিশেষের অনুরূপীকৃত (adapted). অভি—যুজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিযোজ্য—যাহাকে অবস্থাবিশেষের সঙ্গে মানানসই করা যায় এমন (adaptable). অভি—যুজ্+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অভিরক্ষণ, -রক্ষা—বিপদাদি হইতে রক্ষণ; সর্ব্বতোভাবে রক্ষণ। অভি—রক্ষ্+অনট্ ভাববা, অ ভাববা, ২য় পক্ষে+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অভিরক্ষিত—সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত; সর্ব্বতোভাবে গুপ্ত। অভি—রক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিরক্ষিতা (-তৃ)—অভিভাবক (guardian). অভি—রক্ষ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—রক্ষিত্রী।

অভিরত—অত্যন্ত আসক্ত, অনুরক্ত; তুষ্ট; নিযুক্ত; মনোযোগী। অভি—রম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভিরতি—আসক্তি, অনুরাগ; সুখ; আনন্দ; উদ্যোগ। অভি—রম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অভিরাম—রম্য, সুন্দর, মনোহর, প্রিয়, প্রীতিজনক। অভি—রম্+ঘঞ্ অধিবা। বিণ।

অভিরুচি—ইচ্ছা; অভিলাষ; অনুরাগ; দীপ্তি; প্রিয় বস্তু বা বিষয়। অভি—রুচ্+কি ভাববা, অধিবা। বি; স্ত্রী।

অভিরূপ—১। মনোহর, প্রিয়; অনুরূপ। অভিমত রূপ যাহার, বহুব্রী। ২। বিদ্বান্; পণ্ডিত। অভি—রূপ্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। বিষ্ণু, শিব, কামদেব। বি; পুং।

অভিরোধ—পীড়ন। অভি—রুধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিরোষ—অত্যন্ত কোপ, অত্যধিক ক্রোধ; অভিমানজনিত কোপ। অভি—রুষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিরোষা—রাগ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অভিলক্ষণ—সদৃশ লক্ষণ। প্রাদি। বি; পুং।

অভিলক্ষিত—চিহ্নিত; উপলক্ষিত। অভি—লক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিলম্ব—পরকলা ইত্যাদি বস্তুর উপরের কোন বিন্দুতে অঙ্কিত বা কল্পিত লম্ব (normal). অভি—লম্ব্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অভিলষণীয়—বাঞ্ছনীয়, প্রার্থনীয়। অভি—লষ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অভিলষিত—১। বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত। অভি—লষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। বাঞ্ছা, বাসনা। অভি—লষ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিলষিতদর্শন—যাহার দর্শনলাভ আকাঙ্ক্ষণীয়। অভিলষিত দর্শন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভিলাক্ষণিক—সদৃশ লক্ষণাত্মক (symptomatic). অভিলক্ষণ+ইক। বিণ।

অভিলাপ—১। সঙ্কল্পের অঙ্গীভূত বাক্য। অভি—লপ্+ঘঞ্ করণবা। ২। শব্দ। অভি—লপ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৩। কথন। অভি—লপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিলাষ, -লাস—ইচ্ছা; অনুরাগ; লোভ। অভি—লষ্, লস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। [কবিপ্র। ক্রি।

অভিলাষই—আকাঙ্ক্ষা করে। প্রাঃ

অভিলাষী (-লাষিন্)—ইচ্ছুক; লোভী। অভি—লষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ষিণী।

অভিলাষুক—ইচ্ছুক; লোভী। অভি—লষ্+উক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভিলাস—'অভিলাষ' দ্রঃ।

অভিলিখিত—লিখিত; ক্ষোদিত (inscribed). অভি—লিখ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিলীন—অভিব্যাপ্ত, সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত। অভি—লী+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভিলেখন—খোদাই করা; পুস্তকের পৃষ্ঠায় সন্নিবেশ করণ (inscription). অভি—লিখ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিশংসক—অপরাধীর বিপক্ষে কার্য্যকারী সরকারী উকীল (Public Prosecutor). অভি—শন্স্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অভিশংসন—আক্রোশ; মিথ্যা অপবাদ; পরুষ-বাক্যকথন; সরকারী কার্য্যে অন্যায় ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের অভিযোগ; আইনত অপরাধী বলিয়া অভিযোগ (impeachment). অভি—শন্স্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—শংসিত।

অভিশঙ্কা(ংকা)—সর্ব্বথা ভয়; সংশয়; ভ্রম। অভি—শন্ক্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অভিশঙ্কি(ংকি)ত—অত্যন্ত শঙ্কাযুক্ত, সন্ত্রস্ত, ভীত; সন্দিগ্ধ, সন্ধিহান। অভিশঙ্কা+ইত জাতার্থে। বিণ।

অভিশঙ্কী (-শঙ্কিন্), **-শংকী**—অভিশঙ্কাবিশিষ্ট, সংশয়িত। অভিশঙ্কা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী —শঙ্কিনী।

অভিশপন—অভিসম্পাত; মিথ্যাপবাদ। অভি—শপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিশপ্ত—অভিশাপপ্রাপ্ত, শাপগ্রস্ত; অযথা দোষে দূষিত, মিথ্যাপবাদে কলঙ্কিত। অভি—শপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিশব্দিত—উচ্চারিত, উদীরিত; ঘোষিত। অভি—শব্দ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিশস্ত—মৈথুনব্যাপারে মিথ্যা দূষিত, অপবাদিত, সমাজে কলঙ্কিত; আক্রান্ত। অভি—শন্স্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিশস্তি—অভিশাপ; হিংসা; মিথ্যাপবাদ; প্রার্থনা। অভি—শন্স্ অথবা শস্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অভিশাপ—মিথ্যা দোষারোপ; কোন কারণে রুষ্ট হইয়া অন্যের অনিষ্ট প্রার্থনা, অভিসম্পাত। অভি—শপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিশ্রুতি—(ব্যাকরণ) উচ্চারণের পরিবর্ত্তনবিশেষ ('ই' বা 'উ' ধ্বনি একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে পূর্ব্ব স্বরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। পূর্ব্বস্বরের এইরূপ পরিবর্ত্তনই 'অভিশ্রুতি' নামে কথিত। যথা,—রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে)। অভি—শ্রু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অভিষঙ্গ(ংগ), -ভীষঙ্গ(ংগ)—অভিশাপ; দিব্য, শপথ; পরাজয়; অপবাদ; আলিঙ্গন; মৈথুন; সঙ্কল্প; সম্পর্ক; শোক, দুঃখ; ব্যসন; আক্রোশ; আসক্তি। অভি—সন্জ্+ঘঞ্ ভাববা (বিকল্পে উপসর্গের 'ই' দীর্ঘ)। বি; পুং।

অভিষব, -ষবণ—১। স্নান; যজ্ঞাদি-কর্ম্ম-পূর্ব্ব স্নান; যজ্ঞান্ত-স্নান ও সোমরসপান; মদ্য-সন্ধান, মদ চোলাই করা বা চোয়ান। অভি—সু+অপ্, অনট ভাববা। ২। যজ্ঞ। অভি—সু+অপ্, অনট্ সম্প্রবা। বি; পুং, ক্লীব।

অভিষিক্ত—স্নাত, বিধিপূর্ব্বক পবিত্র জলাদি দ্বারা স্নাপিত; আর্দ্র, সিক্তি; কৃতাভিষেক; যথাবিধি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত; কোন পদে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত। অভি—সিচ্+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। [ক্রি।

অভিষিঞ্চই—অভিষিক্ত করে। প্রাঃ কবিপ্র।

অভিষুত—১। যাহা চুয়ান হইয়াছে এমন (distilled). বিণ। ২। সোমরস; কাঞ্জিক, কাঁজি। অভি—সু+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অভিষেক—স্নান; যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক পবিত্র জলাদি দ্বারা স্নাপন; রাজার প্রথম সিংহাসনারোহণকালীন অনুষ্ঠানবিশেষ; কর্ম্মে নিয়োগ; বামাচারী শাক্তদিগের দীক্ষায় অধিকারলাভার্থ স্নানবিশেষ; স্নাপন। অভি—সিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিষেচন—অভিষেক; যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তীর্থজলাদি দ্বারা স্নান; স্নাপন; কর্ম্মে নিয়োগ। অভি—সিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিষ্টুত—১। প্রশংসিত, স্তুত; বর্ণিত। অভি—স্তু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। স্তব, স্তুতি। অভি—স্তু+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিষ্যন্দ, -স্যন্দ—১। অতিস্ফীততা; আধিক্য; অতিশয় উন্নতি; লোকাধিক্য; জলাদির ক্ষরণ; চক্ষুরোগবিশেষ, পিঁচুটী পড়া। অভি—স্যন্দ্+ঘঞ্ ভাববা, করণবা (বিকল্পে ষত্ব)। বি; পুং। ২। অধিক, উদ্বৃত্ত। অভি—স্যন্দ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ।

অভিষ্যন্দ-নগর—প্রধান নগরের উদ্বৃত্ত লোকদ্বারা কৃত নগর; শহরতলী; নবস্থাপিত নগর। অভিষ্যন্দকৃত বা অভিষ্যন্দপূর্ণ নগর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অভিষ্যন্দ-বমন—দেশের উদ্বৃত্ত লোকদিগের নিঃসারণ। অভিষ্যন্দের বমন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অভিষ্যন্দি-রমণ—প্রধান নগরের উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত লোক লইয়া প্রতিষ্ঠিত নূতন নগর; শহরতলী, উপনগর, প্রধান নগরের সন্নিহিত নগর। অভিষ্যন্দীদিগের রমণ (প্রতিষ্ঠাজনিত আনন্দ) হয় যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অভিষ্যন্দী (-ন্দিন্), -স্যন্দী (-ন্দিন্)—১। যাহা অনবরত ক্ষরিত হইতেছে এরূপ, ক্ষরণশীল; যাহার চক্ষু দিয়া জল বা শ্লেষ্মা নির্গত হইতেছে এরূপ; প্রজাবহুল; অতিরিক্ত। অভি—স্যন্দ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা (বিকল্পে ষত্ব)। বিণ। স্ত্রী, -ন্দিনী। ২। কোন স্থান বা নগর পূর্ণ হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে এরূপ অধিক লোক, উদ্বৃত্ত লোক। অভিষ্যন্দ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

অভিসংহিত—স্পর্শযুক্ত; সংলগ্ন; সম্মত; আগ্রহপূর্ব্বক নিযুক্ত; আসক্ত; অভিপ্রেত; প্রতারিত। অভি—সম্—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিসন্তাপ—১। যুদ্ধ, সংগ্রাম। অভি—সম্—তপ্+ঘঞ্ অধিবা। ২। মনস্তাপ, দুঃখ। অভি—সম্—তপ্+ঘঞ্ করণবা। ৩। উত্তাপ; অভিশাপ। অভি—সম্—তপ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিসন্ধান—উদ্দেশ; প্রবঞ্চনা, ঠকান; সমুদ্যোগ; সন্ধি। অভি—সম্—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিসন্ধি—সম্ভাবনা; ফলাদির উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, তাৎপর্য্য; বঞ্চনা, প্রতারণা; সমুদ্যোগ; মতলব, সন্ধি। অভি—সম্—ধা+কি ভাববা। বি; পুং।

অভিসময়—অভিধর্ম্ম; বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের পুঁথি। প্রাদি। বি; পুং।

অভিসম্পাত—১। শাপ, অভিশাপ। অভি—সম্—পত্+ঘঞ্ করণবা। ২। যুদ্ধ, বিগ্রহ। অভি—সম্—পত্+ঘঞ অধিবা। ৩। সম্পূর্ণরূপে পতন। অভি—সম্—পত্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিসর—১। সহায়; অনুচর। অভি—সৃ+ট কর্ত্তৃবা। ২। পশ্চাৎ গমন। অভি—সৃ+অপ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। অভিসারে গমন কর। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অভিসরণ—অনুগমন; অভিসার। অভি—সৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিসর্জ্জ(র্জ)ন—দান; ত্যাগ, বিসর্জ্জন; বধ। অভি—সৃজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিসার—১। সম্ভোগাভিলাষে নায়ক বা নায়িকার সঙ্কেতস্থানে গমন; যুদ্ধ; সম্মুখে গমন; সহগমন; পশ্চাৎ গমন। অভি—সৃ+ঘঞ্ ভাববা। ২। বল; সাধন। অভি—সৃ+ঘঞ্ করণবা। ৩। সহায়; জাতিবিশেষ (ইহারা কাশ্মীরের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিত)। অভিসার+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং। (প্রাঃ কবিপ্র—**অভিসারই**—অভিসারে যায়। **অভিসারবি**—অভিসারে যাইবি বা পাঠাইবি। **অভিসারল**—অভিসারে গেল।)

অভিসারক—প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে সঙ্কেতস্থানগামী; অভিমুখে গমনকারী। অভি—সৃ+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভিসারিকা—প্রণয়ীর উদ্দেশে গৃহ হইতে সঙ্কেতস্থানে গমনকারিণী নারী ["কান্তার্থিনী তু যা যাতি সংকেতং সাভিসারিকা"]। অভিসারক+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অভিসারিণী—অভিসারিকা; অভিমুখে গমনকারিণী। অভিসারিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অভিসারী (-সারিন্)—কান্তার উদ্দেশ্যে সঙ্কেতস্থানে গমনকারী; অভিমুখে গমনকারী; (পদার্থ-বিদ্যা) একবিন্দুগামী (convergent). অভি—সৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -সারিণী।

অভিসিঞ্চই—অভিষিক্ত করে, অভিষেক করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অভিসৃষ্ট—দত্ত; পরিত্যক্ত; বিসৃষ্ট। অভি—সৃজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিস্যন্দ—'অভিষ্যন্দ' দ্রঃ।

অভিস্রবণ—(রসায়ন) দ্রববস্তুর ঝিল্লী বা সচ্ছিদ্র তন্তুর ভিতর দিয়া সমভাবে ব্যাপ্ত হওয়া বা শুষিয়া যাওয়া (osmosis). অভি—স্রু+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিহত—আঘাতপ্রাপ্ত, আহত; তাড়িত; গুরু; পরাজিত; বিনষ্ট; গুণিত। অভি—হন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভিহরণ—অপহরণ; বিবাহকালীন যৌতুকদান আহরণ; আনয়ন। অভি—হৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভিহার—লুণ্ঠন, ডাকাতি; আক্রমণ; পৌনঃপুন্য; অভিযোগ; বর্ম্মাদি ধারণ। অভি—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভিহিত—কথিত, উক্ত; নির্দ্দিষ্ট; উল্লিখিত; যার নামকরণ হইয়াছে এরূপ। অভি—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। **অভিহিত মূল্য**—উপরে যে মূল্য লিখিত আছে তাহা (face value).

অভী—নির্ভয়, ভয়শূন্য, অকুতোভয়, নিঃশঙ্ক। ন (নাই) ভী (ভয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভীক—১। ইচ্ছুক; কামুক। অভি+কন্ কামুকার্থে নিপাতনে। ২। ক্রূর; নির্ভয়। ন (নাই) ভী যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ। ৩। গৃহসমীপ। অভি—কম্+ড অধিবা। বি; ক্লীব। ৪। কবি; স্বামী, প্রণয়ী। ন (নাই) ভী যাহার বা যাহা হইতে, বহুব্রী (ক-আগম)। বি; পুং।

অভীতি—সাহস; উদ্বেগহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, -ভীত।

অভীপ্সা—পাইবার ইচ্ছা, অভিলাষ, কামনা। অভি—আপ্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অভীপ্সিত—অভিলষিত; অভীষ্ট। অভি—আপ্+সন্ ইচ্ছার্থে+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভীপ্সু—ইচ্ছুক, অভিলাষী, অভিলাষুক। অভি—আপ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভীর—১। আভীর, গোপজাতি, আহির, গোয়ালা। অভি—ঈর্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। দাক্ষিণাত্যস্থ দেশবিশেষ। অভি—ঈর্+ক ঘঞর্থে অধিবা। বি; পুং।

অভীরু—১। নিরাতঙ্ক, নিঃশঙ্ক। বিণ। ২। শতমূলী। ন ভীরু, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অভীরুপত্রী—শতমূলী। অভীরু পত্র যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অভীষঙ্গ(ংগ)—'অভিষঙ্গ' দ্রঃ।

অভীষ্ট—বাঞ্ছিত, অভিলষিত; প্রিয়। অভি—ইষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভীষ্টকর,-জনক, -দায়ক—যাহা দ্বারা ঈপ্সিত বস্তু বা বিষয় লাভ করা যায় এমন। অভীষ্ট করে যে, উপতৎ; অভীষ্ট—কৃ+ট কর্ত্তৃবা; অভীষ্টের জনক, দায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—করী, —জনিকা, —দায়িকা।

অভীষ্টদেব—উপাস্যদেবতা, ইষ্টদেবতা; দীক্ষাদাতা গুরু। অভীষ্ট এমন দেব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অভীষ্টদেবতা—উপাস্যদেবতা, ইষ্টদেবতা। অভীষ্টা দেবতা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অভীষ্টপূর্ত্তি(র্তি)—ইচ্ছাপূরণ; ঈপ্সিত বিষয়ের লাভ। অভীষ্টের পূর্ত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অভীষ্টপ্রদ—আকাঙ্ক্ষিত-ফলদানকারী। উপতৎ; অভীষ্ট—প্র—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভীষ্টলাভ—আকাঙ্ক্ষিত-বিষয়প্রাপ্ত, বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তি। অভীষ্টের লাভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অভীষ্টসিদ্ধি—ইষ্টলাভ, বাঞ্ছাপূরণ। অভীষ্টের সিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অভীষ্টা—১। অভিলষিতা, ইষ্টা; হৃদ্যা, প্রিয়া। অভীষ্ট+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য। অভি—ইষ্+ক্ত কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অভীসঙ্গ(ষঙ্গ)—'অভিষঙ্গ' দ্রঃ।

অভুক্ত—অনাহারী, উপবাসী; অভক্ষিত, যাহা ভোগ করা হয় নাই এরূপ; অতৃপ্ত। নঞ্তৎ। বিণ। [বিণ।

অভুগ্ন—অবক্র, সরল; সুস্থ। নঞ্তৎ।

অভুজ—ভুজহীন, নির্ব্বাহু, নুলা। ন (নাই) ভুজ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভূত—অজাত, অনুৎপন্ন; অবিদ্যমান। নঞ্তৎ। বিণ।

অভূততদ্ভাব—যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা হওয়া। তাহার ভাব (উৎপত্তি), ৬ষ্ঠীতৎ= তদ্ভাব; অভূতের তদ্ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অভূতপূর্ব্ব(র্ব)—যাহা পূর্ব্বে হয় নাই এরূপ; যাহা পূর্ব্বে ছিল না এরূপ; অভিনব। পূর্ব্বে ভূত, সুপ্সুপা=ভূতপূর্ব্ব; ন ভূতপূর্ব্ব, নঞ্তৎ। বিণ।

অভূমি—স্থানাভাব, আশ্রয়াভাব; অবিষয়; অপ্রশস্ত ভূমি; অপাত্র, অযোগ্য ব্যক্তি। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। [নঞ্তৎ। বিণ।

অভূয়িষ্ঠ—অবহুল; অল্প। ন ভূয়িষ্ঠ,

অভেদ—১। যাহার সঙ্গে পার্থক্য নাই এরূপ; অভিন্ন, নির্ব্বিশেষ। ন (নাই) ভেদ যাহার, যাহাতে, বা যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অপার্থক্য, ভেদ না থাকা, ঐক্য, একত্ব। ন ভেদ, নঞ্তৎ। বি; পুং।

অভেদজ্ঞান—১। তুল্য বোধ, একরূপ ভাবা, পৃথক্ মনে না করণ। ন ভেদজ্ঞান, নঞ্তৎ; অথবা, অভেদের জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। ভেদজ্ঞানরহিত, তুল্যদর্শী, সমদর্শী। ন (নাই) ভেদজ্ঞান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভেদাত্মা (-ত্মন্)—একাত্মা, অভিন্নস্বরূপ, একরূপ; একমন একপ্রাণ; তুল্যমনোভাব-সম্পন্ন। অভেদ আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অভেদী (-দিন্)—নির্ব্বিশেষ, ভেদভাব-রহিত। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।

অভেদ্য, -ভেদনীয়—১। যাহা ভেদ করিতে পারা যায় না এরূপ; অপ্রবেশ্য। বিণ। ২। হীরক। নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অভেদ্যতা—পদার্থধর্ম্মবিশেষ; একাধিক পদার্থের একই সময়ে একই স্থান অধিকারের অক্ষমতা (impenetrability)। অভেদ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অভোক্তা (-ক্তৃ)—অভুক্ত, উপবাসী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ক্ত্রী।

অভোগ—ভোগাভাব, অসেবন; সুখদুঃখাদির অননুভূতি; অব্যবহার। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অভোগ্য—যাহা ভোগ করা যায় না বা উচিত নয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অভোগ্যা—সম্ভোগের অযোগ্যা, অগম্যা। নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অভোজন—১। ভোজনাভাব, অনাহার। নঞ্তৎ। বি; ক্লীব। ২। অখাদ্য, অভক্ষ্য। ন (অর্থাৎ অনুচিত) ভোজন যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

অভোজ্য—অভক্ষ্য, অখাদ্য। নঞ্তৎ।

অভ্যক্ত—আপাদমস্তক তৈলাক্ত। অভি—অনজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যগ্র—১। আসন্ন, সমীপবর্ত্তী; অগ্রবর্ত্তী; নূতন, অভিনব। অভিগত অগ্র যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ২। সমীপ, নিকট। অগ্রের অভি, অব্যয়ী। বি; ক্লীব।

অভ্যঙ্ক্ষ(ংক্ষ)—তিলকল্ক, তিলের খৈল, তিলের কাইট। অভি—অন্চ্+স অধিবা। বি; পুং।

অভ্যঙ্গ(ংগ)—১। তৈল বা তৈলসদৃশ পদার্থ দ্বারা অঙ্গমর্দ্দন, আভাং করিয়া তেল মাখা। অভি—অনজ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। যাহা দ্বারা অঙ্গ মর্দ্দিত হয় এরূপ স্নেহপদার্থ, তৈলাদি। অভি—অনজ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

অভ্যঞ্জন—'অভ্যঙ্গ' (সকল অর্থে)। অভি-অনজ্+অনট্ ভাববা, করণবা। বি; ক্লীব।

অভ্যধিক—অতিশয় অধিক; সর্ব্বোত্তম। অভিতঃ অধিক, সুপ্সুপা। বিণ।

অভ্যনুজ্ঞা—সুস্পষ্ট আজ্ঞা; আদেশ; সম্মতি। অভি—অনু—জ্ঞা+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অভ্যনুজ্ঞাত—আদিষ্ট, অনুমতিপ্রাপ্ত। অভি—অনু—জ্ঞা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যন্তর—১। অন্তরাল, মধ্য, ভিতর। বি; ক্লীব। ২। মধ্যবর্ত্তী, অন্তর্গত। অভিগত অন্তরকে, প্রাদি। বিণ।

অভ্যন্তরীণ—অন্তর্ব্বর্ত্তী; ভিতরের। অভ্যন্তর+ঈন (খ) বিদ্যমানার্থে। বিণ।

অভ্যন্তরীণ-বিবাদ — গৃহ-বিচ্ছেদ; ঘরোয়া ঝগড়া। অভ্যন্তরীণ বিবাদ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অভ্যবকর্ষণ—আকর্ষণ; শল্যাদি উৎপাটন, কাঁটা তোলা; উদ্ধারণ। অভি—অব—কৃষ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভ্যবস্কন্দ, -স্কন্দন—শত্রুর প্রতি প্রহার; অভিযান; আক্রমণ; অবরোধ। অভি—অব—স্কন্দ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অভ্যবহরণ, -হার—ভক্ষণ, ভোজন, আহার। অভি—অব—হৃ+অনট্, ঘঞ্ ভাববা। বি; ক্লীব, পুং।

অভ্যবহার্য্য(র্য)—আহার্য্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য। অভি—অব—হৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যবহৃত—ভক্ষিত, ভুক্ত, খাদিত। অভি—অব—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যমিত—১। রোগী, পীড়িত। অভি—অম্ (রুগ্ণ হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। অভিগত। অভি—অম্ (গমন করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা বা কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যর্থন, -না—প্রার্থনা; সম্ভাষণ; সংবর্দ্ধনা, সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সম্মান-সহকারে গ্রহণ। অভি—অর্থি+অনট্, অন ভাববা+আপ্ (২য় পক্ষে)। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অভ্যর্থনাসভা-সমিতি—স্বাগতকারিণী সভা, অভ্যাগতদিগকে সাদরে গ্রহণ ও তাঁহাদের সৎকার করিবার নিমিত্ত সভা (reception committee)। অভ্যর্থনাকারিণী সভা-সমিতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অভ্যর্থনীয়—প্রার্থনীয়; সম্ভাষণীয়; সংবর্দ্ধনীয়। অভি—অর্থি+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যর্থিত—প্রার্থিত; সম্ভাষিত; সংবর্দ্ধিত। অভি—অর্থি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যর্হিত—উচিত; শ্রেষ্ঠ; সম্মানিত, পূজিত। অভি—অর্হ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভ্যসন—পুনঃ পুনঃ আলোচনা, অভ্যাস। অভি—অস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভ্যসনীয়—অনুশীলনীয়, অভ্যাস করিবার যোগ্য; পুনঃ পুনঃ আলোচ্য। অভি—অস্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যসূয়—অসূয়ান্বিত। অভিগত হইয়াছে অসূয়া যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অভ্যসূয়া—১। পরের গুণে দোষারোপ; দ্বেষ; নিন্দা। অভি—অসূ+যক্ (কণ্ড্বাদি)+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অসূয়াসম্পন্না ('—রমণী')। অভ্যসূয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অভ্যস্ত—১। শিক্ষিত, যাহা অভ্যাস করা হইয়াছে এরূপ, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ; (ব্যাকরণ) দ্বিরুক্ত। অভি—অস্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যে বারংবার কোন কার্য্য করিয়া তাহা সহজসাধ্য করিয়াছে এমন, যে কোন অবস্থা বা ক্রিয়া অভ্যাসের দ্বারা প্রকৃতিগত করিয়া লইয়াছে এমন কৃতাভ্যাস (habituated)। অভি—অস্+ক্ত ভাববা+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

অভ্যাকাঙ্ক্ষ(ংক্ষি)ত—১। মিথ্যা অভিযোগ; মিথ্যা দাবী। অভিপন্ন আকাঙ্ক্ষিত, প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। সম্পূর্ণ অভিলষিত, সর্ব্বতোভাবে অভীষ্ট। অভি—আ—কাঙ্ক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যাখ্যান—মিথ্যা অভিযোগ; মিথ্যা

দাবী; মিথ্যা উদ্ভাবন। অভি—আ—খ্যা +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভ্যাগত—১। অতিথি, গৃহাগত। বি; পুং। ২। সম্মুখাগত। অভি—আ—গম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভ্যাগম, -গমন—১। নাশ, মারণ; নিকটে বা সম্মুখে আগমন; নিকট; স্বীকার; ফলোদয়, ফলপ্রাপ্তি; অভ্যুত্থান। অভি—আ—গম্+অপ্, অনট্ ভাববা। ২। সমর, যুদ্ধ। অভি—আ—গম্+অপ্, অনট্ অধিবা। বি; পুং, ক্লীব।

অভ্যাগারিক—পরিবারপালনে মনোযোগী; পরিজন-ব্যাপৃত। অভিগত অগারকে, প্রাদি=অভ্যাগার (গৃহকর্ম্ম); তদুত্তরে ইক (ঠন্) ব্যাপৃতার্থে। বিণ।

অভ্যাঘাত—আক্রমণ; সম্মুখে আঘাত। অভিগত আঘাত, প্রাদি। বি; পুং।

অভ্যাদান—সম্মুখবর্ত্তী হইয়া গ্রহণ; আরম্ভ, সূত্রপাত, প্রথমারম্ভ। অভি—আ—দা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভ্যাপাত—বিপৎপাত; উৎপাত, উপদ্রব। অভি—আ—পত্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভ্যাবৃত্তি—পুনঃ পুনঃ আসা, পৌনঃপুন্য। অভি—আ—বৃত্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অভ্যামর্দ্দ(র্দ)—১। যুদ্ধ, সংগ্রাম। অভি—আ—মৃদ্+ঘঞ্ অধিবা। ২। নিষ্পীড়ন। অভি—আ—মৃদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভ্যাশ—১। নিকট। অভি—অশ্+ঘঞ্ করণবা। ২। আবৃত্তি। অভি—অশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভ্যাস—১। বার বার করার জন্য স্বভাবে পরিণতি; অনবরত কিছু করিবার ফলে প্রাপ্ত স্বভাব; পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, মুখস্থ করিবার নিমিত্ত বারংবার উচ্চারণ; শিক্ষা; অভিজ্ঞতা; ভালরূপ পরিচয়; ধ্যানাদিকরণ; শরক্ষেপণ; (গণিত) গুণন; (ব্যাকরণ) দ্বিত্ব, দ্বিরুক্তি। অভি—অস্+ঘঞ্ ভাববা। ২। নিকট; (ব্যাকরণ) দ্বিরুক্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগ। অভি—অস্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

অভ্যাসগত—অভ্যস্ত; চিন্তাদি ব্যতিরেকে সমুৎপন্ন, স্বতঃ উৎপন্ন। অভ্যাসকে গত, ২য়াতৎ। বিণ।

অভ্যাসসাপেক্ষ—যাহা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে এমন, অভ্যাসাধীন। অভ্যাসের সাপেক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অভ্যাসী (-সিন্)—অভ্যাসকারী। অভি—অস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

অভ্যাহার—দস্যুতা, ডাকাতি; আক্রমণ; পৌনঃপুন্য; ভোজন। অভি—আ—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

অভ্যুক্ষণ—জলসেচন, কোন দ্রব্যে জলপ্রক্ষেপ, হাত উপুড় করিয়া জল ছড়ান। অভি—উক্ষ্ (আর্দ্র করা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভ্যুক্ষণীয়—যাহাতে অভ্যুক্ষণ বা জলপ্রক্ষেপ করিতে হইবে এরূপ। অভি—উক্ষ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যুক্ষিত—সিক্ত, যাহাতে জলসেচন করা হইয়াছে এরূপ। অভি—উক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যুচ্চয়—পুঞ্জ, সমূহ; বৃদ্ধি; আধিক্য; সমৃদ্ধি। অভি—উৎ—চি+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

অভ্যুত্থান—উদয়, উত্থান; উঠা; উদ্যম; উন্নতি; সুখ্যাতি; প্রত্যুদ্গমন, মর্য্যাদাপ্রদর্শনার্থ উত্থান; প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ, বিদ্রোহ। অভি—উৎ—স্থা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অভ্যুত্থায়ী (-থায়িন্)—অভ্যুত্থানকারী, প্রত্যুদ্গামী। অভি—উৎ—স্থা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

অভ্যুত্থিত—উত্থিত, উদিত; প্রবৃত্ত; প্রজ্বলিত; অভ্যাগত; প্রতিকূলে ধৃতাস্ত্র; যে বিদ্রোহ করিতেছে; সংবর্দ্ধনার্থ আসন হইতে উত্থিত, সমুন্নত, সমৃদ্ধ। অভি—উৎ—স্থা+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভ্যুদয়—উত্থান, উঠা; উন্নতি; সমৃদ্ধি; মঙ্গল; চূড়াকরণাদি সংস্কারকার্য্য; উৎসব; ইষ্টলাভ; বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। অভি—উৎ—ই+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

অভ্যুদয় হেতু—উন্নতির কারণ; (দর্শন) যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্মসাধন হয় তাহা (ইহা দ্বারা ইহকাল ও পরকালের সুখসমৃদ্ধি সাধিত হয়)। অভ্যুদয়ের হেতু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অভ্যুদাহরণ—প্রতিকূলে উদাহরণ, বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত কথন। অভি—উৎ—আ—হৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—হৃত।

অভ্যুদিত—উদিত, উদয়প্রাপ্ত; সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত; উন্নত; শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত; মঙ্গলার্থ প্রবৃত্ত; সূর্য্যোদয়ের পরেও যে নিদ্রিত থাকে এরূপ ব্রহ্মচারী, সূর্য্যোদয়কালশায়ী। অভি—উৎ—ই+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভ্যুদীরিত—যাহাকে স্তব করা হইয়াছে এমন, স্তুত; উচ্চারিত, কথিত; বিক্ষিপ্ত; আক্ষিপ্ত। অভি—উৎ—ঈর্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যুদ্ধৃত—সম্যক্ উদ্ধৃত। অভি—উৎ— [হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যুদ্যত—উদিত; উত্থিত; প্রবৃত্ত; উদ্ভ্রান্ত; প্রার্থনা না করা সত্ত্বেও উপস্থিত। অভি—উৎ—যম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভ্যুপগত—অঙ্গীকৃত, প্রতিশ্রুত; অধিগত, প্রাপ্ত; রত; নিকটাগত; নির্ণীত, স্থিরীকৃত। অভি—উপ—গম্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যুপগম, -গমন—স্বীকার, অঙ্গীকার; ধরিয়া লওয়া (assumption); নিকটে গমন, উপস্থিতি; প্রাপ্তি; আসক্তি; স্থিরীকরণ, নির্ণয়। অভি—উপ—গম্+অপ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

অভ্যুপগমিত—১। নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য নিযুক্ত সেবক। বি; পুং। ২। অঙ্গীকারের পরে প্রাপ্ত। অভি—উপ—গম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যুপপত্তি—অনিষ্ট-নিবারণপূর্ব্বক অভীষ্ট-সম্পাদনরূপ অনুগ্রহ; সান্ত্বনা; অঙ্গীকার; রক্ষা; উপকার। অভি—উপ—পদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

অভ্যুপপন্ন—রাজী, অঙ্গীকৃত, উপকৃত। অভি—উপ—পদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অভ্যুপাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত; প্রতিনিবৃত্ত। অভি—উপ—আ—বৃৎ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভ্যুপায়—অঙ্গীকার, স্বীকার; সদুপায়। অভি—উপ—ই+অচ্ ভাববা, করণবা। বি; পুং।

অভ্যুপায়ন—উপঢৌকন, ভেট। অভি—উপ—ই+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

অভ্যুপেত—স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত; উপাগত, সমুপাগত, প্রাপ্ত। অভি—উপ—ই+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ।

অভ্র—১। আকাশ। নঞ্—ভৃ+ক কর্ত্তৃবা। ২। মেঘ। অপ্—ভৃ+ক কর্ত্তৃবা (অব্‌ভ্র, মতান্তরে বিকল্পে ব্‌লোপ)। ৩। বেতস বৃক্ষ; মুস্তক, মুথা; কর্পূর; স্বর্ণ; কাচের ন্যায় স্বচ্ছ অথচ অনেকটা কাগজের মত নমনীয় স্তর বা থাকযুক্ত খনিজ পদার্থবিশেষ; অভ্রক ধাতু [ভাবপ্রকাশমতে অভ্র শ্বেত পীত রক্ত ও কৃষ্ণ—এই চতুর্ব্বর্ণ এবং পিনাক দর্দ্দুর নাগ ও বজ্র—এই চতুঃশ্রেণীতে বিভক্ত। এই অভ্রসমূহের মধ্যে বজ্র অভ্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অশোধিত অভ্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ]। অভ্র (গমন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। বিণ—অভ্রিয় (মেঘ সংক্রান্ত)।

অভ্রংলিহ—১। গগনস্পর্শী, অতি উচ্চ, অত্যুন্নত। বিণ। ২। বায়ু। উপতৎ; অভ্র—লিহ্ (লেহন করা)+খ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অভ্রংলিহ প্রাসাদ—আকাশচুম্বী বা অত্যুচ্চ সৌধ।

অভ্রক—ধাতুবিশেষ, অভ্র। অভ্র+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

অভ্রঙ্ক(ংক)ষ—১। আকাশস্পর্শী; অত্যুন্নত, অতিশয় উচ্চ। বিণ। ২। বায়ু। অভ্র—কষ্+খ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অভ্রচুম্বী (-ম্বিন্)—গগনস্পর্শী, অত্যুচ্চ। উপতৎ; অভ্র—চুম্ব+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ম্বিনী।

অভ্রপিশাচ, -পিশাচক—রাহুগ্রহ।

অভ্রস্থিত পিশাচ, মধ্যপ কর্ম্মধা; অভ্রপিশাচ +কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

অভ্রপুষ্প—১। বেতসবৃক্ষ। অভ্র হইতে (অর্থাৎ মেঘাগম হইলে) পুষ্প হয় যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। জল। অভ্রের (মেঘের) পুষ্প (অর্থাৎ পুষ্পসদৃশ), ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। আকাশকুসুম অর্থাৎ অলীক মধুর কল্পনা। অভ্রজাত (আকাশজাত) পুষ্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অভ্রবাটিক—আম্রাতক, আমড়া। অভ্র (আকাশ) বাটি (বাড়ী) যাহার, বহুব্রী +ক সমাসান্ত। বি; পুং।

অভ্রভেদী (-ভেদিন্)—আকাশভেদকারী, মেঘলোকভেদকারী, গগনস্পর্শী; অত্যুন্নত, অতিশয় উচ্চ। উপতৎ; অভ্র–ভিদ্ (ভেদ করা)+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –দিনী।

অভ্রম—১। ভ্রমশূন্য, নির্ভুল। ন (নাই) ভ্রম যাহাতে, বহুব্রী। ২। ভ্রমের অভাব, ভুল না করা; অপ্রমাদ; নিশ্চলত্ব; অসম্ভ্রম, অমর্য্যাদা, অসম্মান। ন ভ্রম, নঞ্ তৎ। বি; পুং। ৩। সম্ভ্রমহীন; তুচ্ছ। কবিপ্র। বিণ।

অভ্রমাংসী—(বৈদ্যক) আকাশমাংসী লতা। অভ্রতুল্য মাংস যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অভ্রমাতঙ্গ(ঙ্গ)—পূর্ব্বদিঙ্‌নাগ, ঐরাবত হস্তী। অভ্রাত্মক মাতঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অভ্রমু—পূর্ব্বদিকের হস্তিনী, ঐরাবতের স্ত্রী। নঞ্—ভ্রম্+উ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

অভ্রমু-প্রিয়, -বল্লভ—ঐরাবত হস্তী। অভ্রমুর প্রিয়, বল্লভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অভ্ররোহ—বৈদূর্য্যমণি (lapis)। অভ্র—রুহ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

অভ্রাতৃক—ভ্রাতৃহীন। ন (নাই) ভ্রাতা যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অভ্রান্ত—নির্ভুল, ভ্রমশূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অভ্রান্তলক্ষ্য—১। লক্ষ্যবিষয়ে ভ্রান্তিহীন। বহুব্রী। বিণ। ২। অব্যর্থ সন্ধান। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অভ্রান্তি—অভ্রম, ভুল না করা; অভ্রমণ, অচলন। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অভ্রি, অভ্রী—নৌকার মলপরিষ্কারক কাষ্ঠ, কুদ্দাল, কেঠো; তীক্ষ্ণাগ্র লৌহদণ্ডবিশেষ। অভ্র (গমন করা)+ই কর্তৃবা; অভ্রি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অভ্রিয়—১। মেঘসম্বন্ধীয়, মেঘোৎপন্ন; আকাশীয়, অভ্রসম্বন্ধীয়। বিণ। ২। মেঘজল; বজ্র। অভ্র+ইয় সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বি; ক্লীব।

অভ্রী—'অভ্রি' দ্রঃ।

অভ্রোত্থ—বজ্র, অশনি। উপতৎ; অভ্র—উৎ—স্থা+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অম—১। রোগ, আময়, পীড়া। অম্+ক, ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং। ২। অপক্ব ফলাদি। বি; ক্লীব। ৩। শীঘ্র; অল্প। অব্য। ৪। অপক্ব। অম্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

অমঙ্গ(ঙ্গ)ল—১। কল্যাণহীন। ন (নাই) মঙ্গল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মঙ্গলাভাব। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব। ৩। এরণ্ডবৃক্ষ, ভেরেণ্ডাগাছ। ন (নাই) মঙ্গল যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অমঙ্গ(ঙ্গ)লকর—অশুভজনক। উপতৎ; অমঙ্গল—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —করী।

অমঙ্গ(ঙ্গ)লজনক—অশুভোৎপাদক, অকল্যাণকর, যাহা হইতে মঙ্গল হয় না এরূপ। অমঙ্গলের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —জনিকা।

অমঙ্গ(ঙ্গ)লসূচক—অশুভপ্রকাশক, অনিষ্টজ্ঞাপক। অমঙ্গলের সূচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —সূচিকা।

অমঙ্গ(ঙ্গ)লাশঙ্কা(ঙ্কা)—অকল্যাণের ভয়। অমঙ্গলের আশঙ্কা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অমঙ্গ(ঙ্গ)ল্য—অমঙ্গলজনক; অশুভ। ন মঙ্গল্য, নঞ্ তৎ। বিণ।

অমণ্ডিত—অভূষিত, অলঙ্কারশূন্য; অনাচ্ছাদিত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অমত—১। অভাবিত, অতর্কিত; অসম্মত; অমনোমত। বিণ। ২। মত না থাকা, অসম্মতি। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অমতি—১। দুর্ম্মতি দুষ্টবুদ্ধি। ন (অপ্রশস্ত) মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বুদ্ধির অভাব, বুদ্ধিহীনতা; কুবুদ্ধি; অসম্মতি; অস্বীকৃতি; অনভিসন্ধি; (ঋগ্বেদ) নির্ধনতা। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী

অমতে—অসম্মতিতে; ইচ্ছার বিরুদ্ধে; মত না লইয়া ["গুরুজনের অমতে কোন কাজ করিতে নাই"]। ন (নাই) মত যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অমত্ত—অনুন্মত্ত, অক্ষিপ্ত; অপানমত্ত; অপ্রমত্ত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অমৎসর—উদার, অসূয়াশূন্য, যে পরশ্রী দেখিয়া কাতর হয় না এরূপ। ন মৎসর, নঞ্‌তৎ। বিণ। [শার্থে। বাং। বিণ।

অমন—ঐ প্রকার, ঐরূপ। ও+মন সদৃ-

অমনই—অমনি (তাহা দ্রঃ)।

অমনস্ক, অমনাঃ (-নস্), **-মনা**—অমনোযোগী; বিহ্বলচিত্ত, উদাসচিত্ত; নীচমনাঃ; সঙ্কীর্ণহৃদয়। ন (নাই, অর্থাৎ অপ্রকৃতিস্থ বা অপ্রশস্ত) মনঃ যাহার, বহুব্রী =অমনা; ১ম পক্ষে সমাসান্ত ক। বিণ।

অমনি—ঐপ্রকারই, ঠিক ঐরকম; তৎক্ষণাৎ; শূন্য, খালি; অনাবৃত; তরকারী ব্যতীত ('—ভাত'); অবলম্বনহীন; শুদ্ধ উহাতে; অনন্যসহায়ে; বিনা চেষ্টায়; বিনা কারণে, শুধুশুধু; বিনামূল্যে, কিছু না দিয়া; নিঃসম্বলভাবে, রিক্তহস্তে; কোন কিছু না ভাবিয়া, নির্বিচারে। অমন+ই নিশ্চয়াদি অর্থে বিণ বা ক্রি-বিণ। **অমনি একরকম**—বড় ভালও নহে, বড় মন্দও নহে; মাঝামাঝি অবস্থায় (so so). **অমনি মুখে যাওয়া**—জলগ্রহণ না করিয়া শুধুমুখে চলিয়া যাওয়া।

অমনুষ্য—১। মনুষ্যভিন্ন প্রাণী, রাক্ষসাদি, দেবতাদি; কাপুরুষ; মনুষ্যোচিত-কর্তব্যহীন মনুষ্য। নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। জনহীন, মানবহীন। ন (নাই) মনুষ্য যথায়, বহুব্রী। বিণ। [বি; ক্লীব।

অমনুষ্যত্ব—মনুষ্যত্বের অভাব। নঞ্ তৎ

অমনে—ওরূপ ভাবে। বাং। ক্রি-বিণ।

অমনোনীত—অননুমোদিত; অপছন্দসই; অমনোজ্ঞ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অমনোযোগ—মনোযোগের অভাব, মনোযোগ না থাকা। নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অমনোযোগী (-গিন্)—মনোযোগশূন্য, যাহার মনোযোগ নাই এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, –গিনী। বি, —গিতা।

অমন্ত্র—১। 'অমন্ত্রক' (সকল অর্থে)। ন (নাই) মন্ত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নিকৃষ্ট মন্ত্র; মন্ত্রের অভাব। ন মন্ত্র, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অমন্ত্রক—যে ইষ্টমন্ত্র পায় নাই এরূপ; মন্ত্রশূন্য; অদীক্ষিত। ন (নাই) মন্ত্র যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, —ন্ত্রিকা।

অমন্ত্রা—১। চারিগ্রাসপ্রমাণ ভিক্ষান্ন। অম্ (ভোজন করা)+অন্ত্র কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মন্ত্ররহিতা, মন্ত্রশূন্যা। অমন্ত্র (১) +আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অমন্থর—অমৃদু, অশিথিল; দ্রুত, ক্ষিপ্র, সত্বর। নঞ্ তৎ। বিণ।

অমন্দ—১। যাহা খারাপ নয় এমন; অমন্থর; ত্বরিত, দ্রুত। ন মন্দ, নঞ্ তৎ। বিণ। ২। খারাপ; দুষ্ট। প্রাদে। বিণ।

অমম—মমতাহীন, মায়াশূন্য, সাংসারিক মায়া হইতে মুক্ত; নির্ম্মম, নিষ্ঠুর। ন (নাই) মম (মমত্ববোধ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমর—১। দেবতা। বি; পুং। ২। মরণশূন্য, মৃত্যুহীন; চির-খ্যাতনামা; চিরস্মরণীয়; অফুরন্ত; অব্যর্থ। ন (নাই) মর (মৃত্যু) যাহার, বহুব্রী; অথবা, ন মর (মৃ+অচ্ কর্তৃবা), নঞ্ তৎ। বিণ।

অমরজ—দেবদারু; বিটখদির; বাবলাগাছবিশেষ। উপতৎ; অমর—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং। [তটিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অমরতটিনী—সুরধুনী, গঙ্গা। অমরদিগের

অমরতরু—অমরদারু, পারিজাতাদি পঞ্চদেবদারু। অমরপ্রিয় তরু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অমরতা, -ত্ব—দেবত্ব, দেবধর্ম; মৃত্যুঞ্জয়, অক্ষয়ত্ব, অবিনশ্বরত্ব, কীর্তিস্থাপনাদি দ্বারা চিরস্থায়িত্ব; চিরস্মরণীয়ত্ব। অমর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অমরদারু—দেবদারু বৃক্ষ। অমরপ্রিয় দারু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অমরদ্বিজ—দেবল, পূজারী ব্রাহ্মণ। অমর-পূজক দ্বিজ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অমরনগর—স্বর্গ, সুরনগর। অমরের নগর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অমরনাথ, -পতি—দেবরাজ, সুরপতি। অমরদিগের নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমরপুষ্পক—১। কল্পবৃক্ষ। অমরপ্রিয় পুষ্প যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। ২। কাশতৃণ, কেশে ঘাস। অমর পুষ্প যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি; পুং।

অমরপুষ্পিকা, -পুষ্পী—কেশে ঘাস; চোর খড়কে। অমরপুষ্পক (২)+আপ্; অমরপুষ্প+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অমরপ্রভু—ইন্দ্র; বিষ্ণু। অমরদিগের প্রভু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমরবল্লী—আকাশবল্লী লতা; আলোক-লতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অমরবাঞ্ছিত—দেবগণেরও অভিলষিত, সুরপ্রার্থিত। অমর কর্তৃক বাঞ্ছিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অমর-রত্ন—স্ফটিক মণি। অমরাদৃত রত্ন, [মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।

অমরলোক—দেবাবাস, স্বর্গ; পরলোক। অমরের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমরসেবিত—দেবগণকর্তৃক উপাসিত, দেব-পূজিত; দেবগণের উপভুক্ত। অমর কর্তৃক সেবিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অমরস্ত্রী—১। স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা। অমরোপ-ভোগ্যা স্ত্রী, মধ্যপ কর্মধা। ২। দেবী। অমরের স্ত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অমরা—১। দূর্বা; গুড়ূচী; রাখালশশা; ঘৃতকুমারী; মহানীলী বৃক্ষ; বটবৃক্ষ; বিছাটী লতা; জরায়ু; নাভিনালা; অপত্য-প্রসবের পর নির্গত ফুল (placenta); খুঁটি। ন (নাই) মর (মৃত্যু) যাহা হইতে, বহুব্রী +আপ্। ২। ইন্দ্রপুরী, অমরাবতী। অমর +অচ্ বিশিষ্টার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। মরণরহিতা, অবিনশ্বরী, অক্ষয়া। অমর (২) +আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অমরাঙ্গ(ঙ্গ)না—দেবাঙ্গনা, দেবকন্যা, দেবী; অপ্সরা। অমরের অঙ্গনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অমরাত্মা (-ত্মন্)—১। চিরকীর্তিমান, অক্ষয়যশাঃ; পরমধার্মিক। অমর আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অবিনাশী আত্মা, চিরস্থায়ী আত্মা। অমর এমন আত্মা, কর্মধা। বি; পুং।

অমরাদ্রি—সুমেরু। অমরাধ্যুষিত অদ্রি, [মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অমরাধিপ—ইন্দ্র; শিব। অমরদিগের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমরাধীশ—সুরপতি। অমরদিগের অধীশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমরানগর—১। অমরাবতী, দেবনগরী। অমরাই নগর, কর্মধা। ২। অমরাপুরীর ন্যায় উন্নতিশালী নগর। অমরাতুল্য নগর, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।

অমরাপগা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। অমর-দিগের অপগা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অমরাপতি—সুরপতি, ইন্দ্র, দেবরাজ। অমরার পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমরাপুরী—অমরাবতী, দেবনগরী। অমরানাম্নী পুরী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অমরাবতী—ইন্দ্রনগরী [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। অমর+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্ (অ-কার দীর্ঘ)। বি; স্ত্রী।

অমরালয়—স্বর্গ। অমরদিগের আলয়, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

অমরী—দেবনারী, দেবকন্যা ["অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে আমরা সবে।"—মাইকেল]। অমর+ঈ। বি; স্ত্রী।

অমরেন্দ্র—দেবেন্দ্র, ইন্দ্র; মহাদেব; বিষ্ণু। অমর মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

অমরেশ, -রেশ্বর—দেবরাজ, ইন্দ্র; অমরনাথ নামে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ; অমর-কণ্টক-তীর্থস্থিত দেবতা। অমরদিগের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমর্ত্ত(র্ত)—সুধা। 'অমৃত'-শব্দজ। বি।

অমর্ত্ত্য(র্ত্য)—১। দেবতা, অমর। বি; পুং। ২। স্বর্গীয়; অতীব সুন্দর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমর্ত্ত্য(র্ত্য)ভুবন—স্বর্গ, দেবলোক। অমর্ত্যের ভুবন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অমর্দ্দি(র্দি)ত—অনিষ্পীড়িত, যাহা মাড়ান হয় নাই এরূপ; অক্ষুণ্ণ; অপরাজিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমর্য্যা(র্যা)দ—মর্য্যাদাহীন; অশিষ্ট, ধৃষ্ট; সীমারহিত। ন (নাই) মর্য্যাদা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমর্য্যা(র্যা)দক—যে লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করে না এরূপ; অমানদ। ন (নাই) মর্য্যাদা যাহা হইতে, বহুব্রী (অ-কার হ্রস্ব ও ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী,—দিকা।

অমর্য্যা(র্যা)দা—অনাদর, অপমান, অ-সম্মান, অবমাননা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অমর্ষ—১। ক্রোধ; অসহিষ্ণুতা; অক্ষমা; (অলঙ্কারশাস্ত্র) ক্রোধরূপ ব্যভিচারী ভাব-বিশেষ। নঞ—মৃষ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। ক্রোধী, অসহিষ্ণু; অক্ষমী। ন (নাই) মর্ষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমর্ষণ—১। ক্রোধ; অক্ষমা; অসহিষ্ণুতা। ন মর্ষণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। ক্রুদ্ধ, ক্রোধী; অসহিষ্ণু; যে ক্ষমা করিতে পারে না এরূপ; ক্রোধসংবরণে অক্ষম। ন (নাই) মর্ষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমর্ষপরায়ণ—অক্ষমাশীল; অত্যন্ত ক্রোধ-পরবশ। অমর্ষ (ক্রোধ) পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমর্ষবান্ (-বৎ), অমর্ষী (-র্ষিন্)—ক্রোধযুক্ত, কোপবিশিষ্ট; অসহিষ্ণু, অধীর। অমর্ষ+মতুপ্, ইন্ আছে অর্থে। বিণ স্ত্রী,—বতী, —র্ষিণী।

অমর্ষিত—অমর্ষযুক্ত; ক্রুদ্ধ; ক্ষমাশূন্য অমর্ষ+ইত জাতার্থে। বিণ।

অমর্ষী (-র্ষিন্)—'অমর্ষবান্' দ্রঃ।

অমল—১। স্বচ্ছ, নির্মল, পরিষ্কৃত; শুভ্র। বিণ। ২। অভ্রক ধাতু; সমুদ্রফেন কর্পূর; নিমলিগাছ; পিত্ত; গজদ্রব্যবিশেষ। ন (নাই) মল যাহাতে, বহুব্রী; অথবা, অম্+কলচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অমলক—আমলকী; অধিত্যকাবাসস্থান। অম—লু+ড কর্তৃবা+স্বার্থে কন্। বি; পুং বা ক্লীব।

অমলধবল—অতিশুভ্র, অতিশয় সাদা ["অমলধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া"—রবীন্দ্রনাথ]। অমল এমন ধবল, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অমলা—১। ভূমি-আমলকী; লক্ষ্মী; সাতলাবৃক্ষ; নাভিনালা। ন (নাই) মল যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মল-শূন্যা, পরিষ্কৃতা, স্বচ্ছা; নিষ্পাপা; বিশদা। অমল (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অমলিন—উজ্জ্বল; নির্দ্দোষ; শুভ্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমসৃণ—অসমতল, বন্ধুর; কর্কশ। নঞ্‌তৎ। [বিণ।

অমস্তক—মুণ্ডহীন, মস্তকহীন। ন (নাই) মস্তক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমা—১। অমাবস্যা; চন্দ্রের অদৃশ্য ষোড়শ কলা; চন্দ্রমণ্ডলস্থ সূর্য্যকিরণ। ন—মা (পরি-মাণ করা)+কিপ্ কর্মবা। বি; স্ত্রী। ২। সহিত; নিকট। অব্য।

অমাংস—১। মাংসের অভাব; নিন্দিত মাংস। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। মাংস-বিহীন, কৃশ। ন (নাই) মাংস যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমাংসল—মাংসরহিত; ক্ষীণ, কৃশ; দুর্ব্বল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমাতৃক—মাতৃহীন। ন (নাই) মাতা (মাতৃ শব্দ) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অমাত্য—রাজকার্য্যনির্ব্বাহে সহায়তাকারী, মন্ত্রী; সহচর। অমা (সহ)+ত্যপ্ থাকে অর্থে। বি; পুং।

অমাত্র—১। মাত্রাহীন ওঙ্কার। বি; ক্লীব।

২। মাত্রাহীন, পরিমাণশূন্য, অপরিমিত; অপরিচ্ছিন্ন। ন (নাই) মাত্রা যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অমান, অমানন, অমাননা—অনাদর, অবজ্ঞা; তিরস্কার। নঞ্‌তৎ। বি; পুং, ক্লীব, স্ত্রী।

অমানব—১। মনুষ্যভিন্ন জীব; অমানুষ, কুৎসিত মানব। ন মানব, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—বী। ২। অলৌকিক, লোকাতীত; মনুষ্যত্বহীন। ন মানব (মানব+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে), নঞ্‌তৎ। ৩। মনুষ্যহীন। ন (নাই) মানব যেথানে, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—বা।

অমানিশা, -নিশি—অমাবস্যার রাত্রি। অমার (অমাবস্যার) নিশা, নিশি, ৬ষ্ঠীতৎ, ২য় পক্ষে বাং প্র (অমানিশা শব্দের ৭মী একবচন)। বি; স্ত্রী।

অমানী (-নিন্)—নিরভিমান, বিনয়ী; অহঙ্কারশূন্য; অশ্রদ্ধেয়, নগণ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—নিনী।

অমানুষ—১। মনুষ্যাতীত, অলৌকিক। বিণ। স্ত্রী,—ষী। ২। মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীব; অসজ্জন, দুষ্টলোক, মনুষ্যত্ববর্জ্জিত লোক। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অমানুষিক, -ষী—অলৌকিক, লোকাতীত, অসাধারণ; মনুষ্যের অযোগ্য বা অতীত; নিষ্ঠুর, পাশব। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ষিকী।

অমান্ত—যে মাসের শেষে বা সংক্রান্তিতে অমাবস্যা হয়। অমা অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমান্য—মানহীন, অপূজ্য; অনাদরণীয়; অবমাননীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অমান্য করা**—অগ্রাহ্য করা; উপেক্ষা করা; না মানা।

অমাবসী, -বাসী—অমাবস্যা। অমা (সহ)—বস্+যৎ, ণ্যৎ অধিবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অমাবস্যা, -বাস্যা—কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি, কৃষ্ণপক্ষদশী। রবি ও চন্দ্র সমসূত্রপাতে অবস্থান করেন ইহাতে এই অর্থে, অমা (সহ)—বস্+যৎ, ণ্যৎ অধিবা+আপ্। বি; স্ত্রী। **অমাবস্যার চাঁদ**—অদর্শনীয় ব্যক্তি বা দ্রব্য, অতিদুর্ল্লভ পদার্থ [অমাবস্যা তিথিতে চাঁদ দেখা যায় না; সেই হেতু, যাহা কিছু দুর্ল্লভ বা অদর্শনীয়, তাহা বুঝাইতে এই উক্তিটীর ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ, বহুদিন পরে প্রিয়জনের সহিত দেখা হইলে, তাহাকে অমাবস্যার চাঁদের সহিত তুলনা করা হয়]।

অমাবাস্য—অমাবস্যাজাত। অমাবস্যা+অণ্‌ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—স্যী।

অমামসী, -মাসী—কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি, অমাবস্যা। অমা (সহিত)—মস্ (পরিমাণ করা)+অচ্, ই কর্ম্মবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অমায়—অকপট, সরল; অপ্রতারক; মায়াশূন্য; সত্য। ন (নাই) মায়া যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অমায়া—১। সরলতা, মায়াহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। সরলা, মায়াহীনা। অমায়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অমায়িক—সরল, অকপট; সরল-ব্যবহারকারী; সরলান্তঃকরণ; নিরহঙ্কার। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—য়িকী।

অমায়িকতা—অকপট ব্যবহার, সরলহৃদয়তা। অমায়িক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অমার্গ—পথাভাব; কুপথ; অসদুপায়। ন (না বা অপ্রশস্ত) মার্গ (পথ), নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অমার্গিত—অপ্রার্থিত; অননুসংহিত, যাহা প্রার্থনা করা বা চাওয়া হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমার্জ্জি(র্জি)ত—অপরিষ্কৃত; অশোধিত, অসংস্কৃত; অসভ্য; অশিষ্ট; অনলঙ্কৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমিখিয়া—দেখিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি। [কবিপ্র। বি।

অমিঞ, অমিঞা-অমৃত, সুধা। প্রাঃ

অমিত—১। অপরিমিত; অসীম; প্রচুর ('—সাহস')। নঞ্‌তৎ। ২। রুগণ; গত। অম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অমিততেজাঃ (-তেজস্), **-তেজা**—অপরিমিত-বলশালী, অতিতেজঃসম্পন্ন, যাহার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই এরূপ। অমিত তেজঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমিতবল—১। অসীমশক্তিসম্পন্ন, অত্যন্ত সামর্থ্যশালী। অমিত বল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অপরিমিত সামর্থ্য, অত্যধিক শক্তি। অমিত এমন বল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অমিতব্যয়—অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থব্যয়, বেশী বাজে খরচ; আয়ের অনুপাতে অধিক খরচ। অমিত ব্যয়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অমিতব্যয়িতা—অতিরিক্ত ব্যয়শীলতা, আয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া অধিক বা অনুচিত ব্যয় করা। অমিতব্যয়িন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অমিতব্যয়ী (-ব্যয়িন্)—অযথা অতিরিক্ত ব্যয়কারী, অপরিমিত ব্যয়শীল; উড়নচণ্ডে। অমিতব্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ব্যয়িনী।

অমিতশক্তি—১। অসীম শক্তিসম্পন্ন। বহুব্রী। বিণ। ২। অসীম বল। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অমিতহস্ত—অপরিমিত হস্ত, যাহার হস্তের পরিমাণ অধিক বা অল্প। অমিত হস্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমিতাক্ষর—অমিত্রাক্ষর (তাহা দ্রঃ)।

অমিতাচার—১। পান-ভোজন-ভোগবিলাসাদিতে অসংযম। অমিত আচার, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। অসংযত-ব্যবহারকারী। অমিত আচার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমিতাচারী (-চারিন্)—আহার-বিহারে অসংযমী। উপতৎ; অমিত—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী।

অমিতাভ—১। মহাপ্রভ, অত্যন্ত তেজোযুক্ত। বিণ। ২। সাবর্ণি মন্বন্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ও রৈবত মন্বন্তরের প্রথম শ্রেণীর দেবতা; বুদ্ধদেব। অমিতা আভা যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অমিতাশন—১। যে মিতাহারী নহে এমন। বিণ। ১। সর্ব্বভুক্; বিষ্ণু। অমিত অশন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অমিতৌজাঃ (-জস্), **-তৌজা**—অপরিমিত-বলশালী। অমিত ওজঃ (বল) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমিত্র—১। শত্রু, বৈরী, রিপু। অম্+ইত্র কর্তৃবা। বি; পুং। ২। বন্ধুহীন। ন (নাই) মিত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমিত্রজিৎ—১। শত্রুজয়ী। উপতৎ; অমিত্র—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

অমিত্রহা (-হন্)—শত্রুনাশক, শত্রুনাশকারী। উপতৎ; অমিত্র—হন্+ক্বিপ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী।

অমিত্রাক্ষর—যাহাতে চরণ দুইটীর শেষ বর্ণের মিল থাকে না এরূপ ('—ছন্দঃ')। [বাংলা কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার প্রবর্ত্তক।] অমিত্র (পরস্পর-বিসদৃশ) অক্ষর (বর্ণ) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অমিময়—অমৃতময়, সুধাপূর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অমিয়, অমিয়া—১। সুধা। বি। ২। সুমিষ্ট; অতুলনীয়। 'অমৃত'-শব্দজ। বিণ।

অমিয়াদিঠ—সুধার ন্যায় মধুর দৃষ্টি, সুধাবর্ষী দৃষ্টিপাত। অমিয়াসদৃশ দিঠ, মধ্যপ কর্ম্মধা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অমিয়ামিঠ—অমৃতমধুর, সুধাস্বাদ। অমিয়াসদৃশ মিঠ, উপমান কর্ম্মধা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অমিল—অসাদৃশ্য, পার্থক্য; বিরোধ; গরমিল, মিল না হওয়া। নঞ্‌তৎ। বাং। বি।

অমিশ্র—যাহা মিশ্রিত নয় এরূপ, বিশুদ্ধ, খাটী; পৃথক্; (অঙ্কশাস্ত্রে) মিশ্র-ভিন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমিশ্রণ—অসংযোগ, মিশ্রণের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। [বিণ।

অমিশ্রণীয়—মিশ্রণের অনুপযুক্ত। নঞ্‌তৎ।

অমিশ্রবর্ণ—অযুক্তাক্ষর। অমিশ্র যে বর্ণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অমিশ্ররাশি—অখণ্ড বা পূর্ণ সংখ্যা (whole number). অমিশ্র যে রাশি, কর্ম্মধা। বি ; পুং। [বিণ।

অমিশ্রিত—অমিশ্র, বিশুদ্ধ। নঞ্‌ তৎ।

অমিষ—১। লৌকিক সুখ। অম্ (ভোগ করা) + ইষন্ কর্ম্মবা। ২। ছলের অভাব ; অচ্ছদ্ম। ন মিষ, নঞ্‌ তৎ। বি ; ক্লীব।

অমী (অমিন্)—রোগী। অম + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –মিনী।

অমীমাংসা—অনিষ্পত্তি, সিদ্ধান্তের অভাব। নঞ্‌ তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমীমাংসিত—অসিদ্ধান্তিত, অনিষ্পাদিত ; অবিচারিত, যাহার কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই এমন। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অমীমাংস্য—মীমাংসার অযোগ্য, যাহার নিষ্পত্তি হইতে পারে না এরূপ। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অমুক—অনির্দ্দিষ্টনামা বা উদ্দিষ্টনামা (কোন ব্যক্তি বা বস্তু), ঐ ; সে ; তিনি। (এই শব্দটী অনিশ্চয়স্থলে এবং নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।) অদস্ + কন্ স্বার্থে, নিপাতনে। সর্ব্ব। স্ত্রী, –কী।

অমুক্ত—১। অপরিত্যক্ত ; অমোক্ষপ্রাপ্ত ('—জীব')। বিণ। ২। হস্তে সর্ব্বদা ধার্য্য ছুরি প্রভৃতি অস্ত্র। নঞ্‌ তৎ। বি ; ক্লীব।

অমুক্তহস্ত—সঙ্কীর্ণ ; কৃপণ ; মিতব্যয়ী। অমুক্ত হস্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

অমুখ্য—অপ্রধান, গৌণ ; অপ্রশস্ত। নঞ্‌ তৎ।

অমুগ্ধ—অমোহিত। নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অমুণ্ডিত—অকৃতমুণ্ডন ; অনাবৃত। নঞ্‌-তৎ। বিণ। [অব্য।

অমুত্র—পরলোকে। অদস্ + ত্রল্ ৭মী-স্থানে।

অমূর্ত্ত(র্ত)—১। মূর্ত্তিশূন্য, অবয়বশূন্য, আকৃতিরহিত। বিণ। ২। (ন্যায়মতে) আকাশ কাল দিক্ আত্মা প্রভৃতি অমূর্ত্তদ্রব্য ; (বেদান্তমতে) বায়ু, অন্তরীক্ষ ; শিবের নামভেদ। নঞ্‌ তৎ। বি ; পুং।

অমূর্ত্ত(র্ত)গুণ—(ন্যায়মতে) আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ ; কাল এবং দিকের কোন বিশেষগুণহীনতা ; আত্মার বিশেষগুণ বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ভাবনাখ্যসংস্কার ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। অমূর্ত্তাশ্রিত গুণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অমূল, -লক—আদিকারণশূন্য ; ভিত্তিহীন, কল্পিত, কাল্পনিক, মিথ্যা। ন (নাই) মূল যাহার, বহুব্রী ২য় পক্ষে ক-আগম। বিণ। স্ত্রী, –লা, –লিকা।

অমূলদ—যাহার নির্ণেয় মূল নির্ণীত হয় না ; যেমন, √৬, ৩√১৬ (irrational). ন মূলদ, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

অমূল প্রত্যক্ষ—কাল্পনিক বা ভ্রমাত্মক দর্শন (hallucination). কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অমূলা—১। অগ্নিশিখা বৃক্ষ। ন (নাই) মূল যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। কারণরহিতা, ভিত্তিহীনা। অমূল + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অমূলে—মূল্যহীন করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

অমূল্য—মূল্য দিয়াও অপ্রাপ্য ; যাহার মূল্য নিরূপণ করা যায় না এরূপ ; অধিকমূল্যতা হেতু ক্রয় করার অযোগ্য। ন (নাই) মূল্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমৃণাল—সুগন্ধি তৃণবিশেষ, বেণা। ন (নাই) মৃণাল যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

অমৃত—১। যে পরম সুস্বাদু বস্তু পান করিলে মৃত্যু হইতে অব্যাহতিলাভ ঘটে তাহা, দেবতার ভোগ্যবস্তুবিশেষ, সুধা, পীযুষ [দেবতারা প্রথমে পৃথুপদিষ্ট ইন্দ্রকে বৎস এবং পৃথিবীকে গোস্থানীয়া করিয়া হিরণ্ময় পাত্রে অমৃতরূপ পয়ঃ দোহন করেন ; এই অমৃত পরিশেষে দুর্ব্বাশার অভিশাপে সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হয়। অনন্তর দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ইন্দ্র বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, তিনি স্বয়ং কূর্ম্মরূপধারণ করতঃ মন্দার পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করিলেন। ইহা হইতে পুনরায় অমৃত উৎপন্ন হয় ; অনন্তর দৈত্যগণ ঐ অমৃত হরণে সচেষ্ট হইলে, বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে মোহিত করিয়া দেবগণকে ইহা প্রদান করেন। এই অমৃত যে কি, তাহা কেহ কখনও দেখে নাই, বা ইহার আস্বাদ লয় নাই। ইহা পুরাণাদিতে উক্ত সর্ব্বাধিক শ্রুতিসুখপ্রদ, স্বাদু ও সুদৃশ্য একপ্রকার পদার্থ] ; পরমব্রহ্ম ; (প্রাণের হেতুভূত পদার্থ বলিয়া) জল ; (আয়ুর্ব্বর্দ্ধক হেতু) দুগ্ধ ; ঘৃত ; অন্ন ; নবনীত ; খাদ্যবস্তু ; (রসায়নাদি দ্বারা পীত হইলে দীর্ঘায়ু করে বলিয়া) পারদ ; যজ্ঞশেষ দ্রব্য ; (দেহ পোষণ করে বলিয়া) স্বর্ণ ; বিষ ; বৎসনাভ ; মুক্তি, মোক্ষ ; অযাচিত-লব্ধ বস্তু ; ঔষধ ; ভক্ষণীয়দ্রব্য ; হৃদ্য বস্তু ; স্বাদুদ্রব্য ; পরমানন্দ ; যোগবিশেষ ; তীর্থবিশেষ ; স্থায়ী কল্যাণ, মঙ্গল ["উপকরণের একটা সীমা আছে যেথানে অমৃতের সঙ্গে তাহার বিরোধ"—রবীন্দ্রনাথ]। ন (নাই) মৃত (মরণ) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব। ২। স্বর্গ ; ধন্বন্তরি ; (অমৃত ভক্ষণ করেন বলিয়া) দেবতা ; (বহু ছেদন করিলেও যাহার নাশ না হইয়া পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি হয় এইজন্য) বারাহীকন্দ ; বনমুদ্গ ; একপ্রকার প্রাচীন তন্ত্রযন্ত্র ; কপিলাগর্ভোৎপন্ন কশ্যপতনয়। বি ; পুং। ৩। মরণহীন ; সুন্দর ; অমৃততুল্য আনন্দজনক, প্রিয়। ন (নাই) মৃত (মৃত্যু) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমৃতকণা—সুধাকণা, পীযূষবিন্দু। অমৃতের কণা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অমৃতকর—চন্দ্র। অমৃতবৎ কর (কিরণ) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অমৃতকল্প—সুধাসদৃশ, সুধার মত। অমৃত + কল্প ঈষদূনার্থে। বিণ।

অমৃতকুণ্ড—অমৃতকূপ ; যাহাতে অমৃত থাকে সেই পাত্র, সুধাকলস। অমৃতের কুণ্ড (পাত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অমৃতকেলি, -কেলিকা—এক প্রকার লাড়ু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অমৃতজটা—জটামাংসী। অমৃতা (মনোহরা) জটা যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অমৃতত্ব—অমরত্ব ; মুক্তি, চিরস্মরণীয়তা। অমৃত + ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব।

অমৃততরঙ্গি(ঙ্গি)ণী—জ্যোৎস্না, চন্দ্রিকা। অমৃততরঙ্গ + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অমৃততুল্য—সুধাসদৃশ ; সুমিষ্ট ; অতিমধুর। অমৃতসহ তুল্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

অমৃতদীধিতি—চন্দ্র। অমৃতসদৃশ দীধিতি (কিরণ) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অমৃতদ্রব—১। সুধাস্নিগ্ধ, সুখশীতল, সুধাসিক্ত। অমৃতের দ্রব (প্রবাহ) আছে যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। গলিত সুধা। অমৃতের দ্রব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অমৃতধারা—সুধাপ্রবাহ ; নিরবচ্ছিন্ন সুখস্রোত। অমৃতের ধারা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অমৃতনালিকা—জিলিপি, অমৃতি নামক মিষ্টান্ন। অমৃতসদৃশী নালিকা যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অমৃতনির্ঝর—সুধাপ্রস্রবণ ; সুধার ধারা। অমৃতের নির্ঝর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অমৃতনিস্যন্দী (-ন্দিন্)—সুধাস্রাবী, সুধাবর্ষী ; অনবরত তৃপ্তিদায়ক। অমৃতের নিস্যন্দ, ৬ষ্ঠীতৎ ; অমৃতনিস্যন্দ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –নিস্যন্দিনী।

অমৃতপ—১। দেবতা, বিষ্ণু। বি ; পুং। ২। অমৃতপায়ী, সুধাপানকারী। অমৃত পান করেন যিনি, উপতৎ ; অমৃত—পা + ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অমৃতপ্রাশ—১। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধবিশেষ [ইহা প্রধানতঃ ঘৃতসংযোগে প্রস্তুত বলিয়া ইহার ব্যবহারে শরীরের বলপুষ্টিকান্তি বর্দ্ধিত হয়]। অমৃতসদৃশ প্রাশ (খাদ্য), মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। অমৃতভোজন, অমৃতসেবন। অমৃতের প্রাশ (ভোজন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অমৃতফল—আম ; নাসপাতি ; পেঁপে। অমৃততুল্য ফল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অমৃতফলা—দ্রাক্ষা ; আমলকী। অমৃততুল্য ফল যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অমৃতফেণী—একপ্রকার মিষ্টদ্রব্য (ইহা আম ও কাঁটালের রসের সহিত মধু ও চিনি মিশাইয়া প্রস্তুত করা হয়)। অমৃতের ফেণ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে ঈ (বাং-প্রত্যয়)। বি।

অমৃতবর্ষ, -বর্ষণ—অমৃতবৃষ্টি, সুধাবর্ষণ; অত্যধিক সুখোৎপাদন। অমৃতের বর্ষ, বর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

অমৃতবর্ষী (-বর্ষিন্)—সুধাবর্ষণকারী; সুমধুর। উপতৎ; অমৃত—বৃষ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বর্ষিণী।

অমৃতবল্লী—গুড়ূচী, গুলঞ্চ। অমৃততুল্যা বল্লী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অমৃতবিন্দু—সুধাকণা, অমৃতের ফোঁটা। অমৃতের বিন্দু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমৃতবৃষ্টি—অমৃতবর্ষণ। অমৃতের বৃষ্টি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অমৃতভাষী (-ভাষিন্)—মধুরবাদী, যাহার কথা সুমধুর এমন। উপতৎ; অমৃত—ভাষ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ভাষিণী (সরস্বতীদেবী)।

অমৃতমনি—মণিবিশেষ [ইহা মৃতসঞ্জীবন; ইহা হইতে সুধা বাহির হয়]। অমৃতপূর্ণ মণি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা স্ত্রী।

অমৃতমদিরা—অমৃতের ন্যায় মদ্য, অমৃততুল্য সুরা। অমৃততুল্যা মদিরা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অমৃতমধুর—সুধাবৎ অতীব সুখকর। অমৃতবৎ মধুর, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

অমৃতময়—সুধাপূর্ণ; অতিমিষ্ট। অমৃত + ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

অমৃতযোগ—জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ নক্ষত্র ও বারবিশেষের যোগযুক্ত তিথি [রবিতে লা, সোমে শ্রবণা, মঙ্গলে উত্তরভাদ্রপদা, বুধে কৃত্তিকা, বৃহস্পতিতে পুনর্ব্বসু, শুক্রে পূর্ব্বফল্গুনী, শনিতে স্বাতী নক্ষত্র যুক্ত হইলে অমৃতযোগ হয়। ইহাকে নক্ষত্রামৃতযোগ কহে। আর রবি এবং সোমবারে পূর্ণাতিথি, মঙ্গলবারে ভদ্রা, বুধ এবং শনিবারে নন্দা, গুরুবারে জয়া, এবং শুক্রবারে রিক্তা হইলে তিথ্যমৃতযোগ হয়]। অমৃততুল্য (শুভকর) যোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অমৃতরস—১। সুধা; সুধাতুল্য আস্বাদ। অমৃতই রস, কর্ম্মধা; বা, অমৃততুল্য রস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। সুধাতুল্য-স্বাদসম্পন্ন, অত্যন্ত মিষ্ট। বিণ। ৩। পরমাত্মা। অমৃততুল্য রস যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অমৃতলোক—স্বর্গ, সুরপুর। অমৃতের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমৃতসমান—সুধাতুল্য ["মহাভারতের কথা অমৃতসমান"—কাশীদাস]। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অমৃতসম্ভবা—গুড়ূচী। অমৃতের সম্ভব হয় যাহা হইতে, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী।

অমৃতসাগর, -সিন্ধু—সুধাসমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমৃতসারজ—গুড়, খাঁড়। অমৃতের সার, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহা হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ; অমৃতসার—জন্ + ড কর্তৃবা। বি; পুং।

অমৃতসূ—১। চন্দ্র। বি; পুং। ২। দেবমাতা, অদিতি। উপতৎ; অমৃত—সূ (প্রসব করা) + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

অমৃতস্রবা—রুদন্তীবৃক্ষ; লতাবিশেষ, উপবল্লিকা। অমৃতের স্রব (ক্ষরণ) হয় যাহা হইতে, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী।

অমৃতস্রাব—অমৃতক্ষরণ, সুধাক্ষরণ। অমৃতের স্রাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমৃতস্রাবী (-বিন্)—সুধানিস্যন্দী, সুধাক্ষরণকারী। অমৃত—স্রু + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —স্রাবিণী।

অমৃতস্রুৎ—অমৃতক্ষরণশীল, সুধাবর্ষী, অমৃতবর্ষণকারী; অতীব সুমিষ্ট। উপতৎ; অমৃত—স্রু + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

অমৃতা—১। আনন্দা মেধ্যা ভূতনা পূতনা —এই চারিটী জলবাহী সূর্য্যরশ্মি; গুড়ূচী; ইন্দ্রবারুণী; জ্যোতিষ্মতী; গোরক্ষদুগ্ধা; অতিবিষা, আতইচ; রক্তত্রিবৃৎ; দূর্ব্বা; আমলকী; হরীতকী; তুলসী; পিপ্পলী; সুরা। ন (নাই) মৃত (মরণ) যাহা হইতে, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মৃত্যুশূন্যা, অক্ষয়া, অবিনশ্বরী। অমৃত (২) + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অমৃতায়মান—যাহা অমৃতের ন্যায় বোধ হয় এরূপ, অমৃততুল্য, অমৃতোপম, সুমধুর। অমৃত + ক্যঙ্ (অমৃতায় নামধাতু) + শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

অমৃতাশ, -শী (-শিন্)—সুর; অমৃতভক্ষণকারী। অমৃত—অশ্ + অণ্, ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

অমৃতাশন—দেবতা, অমর। অমৃত অশন (ভক্ষ্য) যাঁহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

অমৃতাষ্টক—হরীতকী কটুকা অরিষ্ট পটোল ঘন চন্দন নাগর ও ইন্দ্রযব—এই অষ্টদ্রব্যের সমবায় ["অমৃতা-কটুকারিষ্ট-পটোল-ঘনচন্দনম্। নাগরেন্দ্র-যবৈশ্চৈতদমৃতাষ্টকমীরিতম্॥"—ভাবপ্রকাশ]। অমৃতদিগের অষ্টক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অমৃতাহরণ—১। সুধাসংগ্রহ। অমৃতের আহরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। গরুড়। অমৃতের আহরণ হইয়াছিল যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বি; পুং।

অমৃতাহ্ব—নাসপাতি। অমৃত আহ্বা (আখ্যা) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অমৃতি, -তী—বহু পাপ্‌ড়িবিশিষ্ট একপ্রকার জিলাপী। অমৃত + ই, ঈ সদৃশার্থে। (বাং) প্রত্যয়। বি।

অমৃতোৎপন্ন—১। সুধা হইতে জাত। বিণ। ২। তুঁতে। অমৃত হইতে উৎপন্ন, ৫মীতৎ। বি; ক্লীব।

অমৃতোদ্ভব—১। সুধাসমুৎপন্ন, সুধাজাত। অমৃত হইতে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বিল্ববৃক্ষ। অমৃতের উদ্ভব (উৎপত্তি-স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমৃতোপম—অমৃতায়মান, সুধাসদৃশ। অমৃত সহ উপমা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমৃষ্ট—১। ময়লা দ্রব্য, অপরিষ্কৃত পদার্থ। বি; ক্লীব। ২। অপরিষ্কৃত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অমেঘ—১। মেঘাভাব, মেঘশূন্যতা। ন (নয়) মেঘ, নঞ্ তৎ। বি; পুং। ২। মেঘমুক্ত, নির্ম্মেঘ। ন (নাই) মেঘ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অমেধাঃ (-ধস্), **-মেধা**—মেধাহীন, নির্ব্বুদ্ধি, মূঢ়, মূর্খ; স্মৃতিশক্তিহীন। ন (নাই) মেধা যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত অস্)। বিণ।

অমেধ্য—১। অপবিত্র; যজ্ঞের অযোগ্য, অযজ্ঞিয়। বিণ। ২। বিষ্ঠাদি অপবিত্র বস্তু। নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অমেয়—অপরিমেয়, অপরিচ্ছেদ্য, ইয়ত্তাশূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ।

অমেয়াত্মা (-ত্মন্)—১। অমিতাত্মা, অসাধারণ মানসিকশক্তিবিশিষ্ট; প্রকাণ্ড, বৃহৎ; অপরিচ্ছেদ্যস্বরূপ। বিণ। ২। বিষ্ণু। অমেয় আত্মা যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অমেরুদণ্ডী (-দণ্ডিন্)—(জীব-বিদ্যা) মেরুদণ্ডশূন্য, কশেরুকবিহীন (invertebrate). ন মেরুদণ্ডী, নঞ্ তৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —দণ্ডিনী।

অমেল—মিলনাভাব, অমিল, অনৈক্য; বিবাদ। ন মেল, নঞ্ তৎ। বাং। বি।

অমোঘ—১। অব্যর্থ; নিশ্চিত, যাহা নিষ্ফল হয় না এমন; সফল, সার্থক। বিণ। ২। (সর্ব্বফলদাতা বলিয়া) পরমেশ্বর; বিষ্ণু; নদবিশেষ। নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অমোঘবীর্য্য(র্য)—অখণ্ডপ্রতাপ; অমোঘরেতাঃ, যাহার বীর্য্য নিষ্ফল হয় না এমন। অমোঘ (১) বীর্য্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমোঘরেতাঃ (-তস্), **-রেতা**—যাহার বীর্য্য নিষ্ফল হয় না। অমোঘ রেতঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অমোঘা—১। নদীবিশেষ; শক্তিবিশেষ [তাড়কানিধনকালে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অমোঘা ও বিজয়া নামে দুইটী শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন]; দেবমাতা; দুর্গা; মাতৃকাবিশেষ; শান্তনু ঋষির পত্নী [পুরাণমতে ইনি ব্রহ্মপুত্রনদের জননী]; বিড়ঙ্গবৃক্ষ; পটোলগাছ, পলতা; পাটলা বৃক্ষ; পারুলগাছ। বি; স্ত্রী। ২। অব্যর্থা, সফলা। নঞ্ তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অমোচনীয়, -মোচ্য—দুরপনেয়, যাহা দূর করা যাইতে পারে না এরূপ; অপরিশোধনীয়; অপরিত্যাজ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অম্‌নি—অমনি (তাহা দ্রঃ)।

অম্বক—১। চক্ষুঃ, নেত্র। অম্ব্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। পিতা। অম্ব্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা +ক স্বার্থে। বি; পুং।

অম্বর—১। আকাশ, শূন্য; বস্ত্র; কুঙ্কুম; কার্পাস; অভ্রক ধাতু। অম্ব—ৠ+ক কর্ত্তৃবা। ২। গন্ধদ্রব্যবিশেষ (ambergris); অম্বর দ্বারা সুগন্ধযুক্ত তামাক। আর্বী 'অম্বর'-শব্দজ। ৩। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি; ক্লীব।

অম্বরচর—আকাশবিহারী, নভশ্চর। অম্বরে চরে যে, উপতৎ; অম্বর—চর্‌+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চরী।

অম্বরচারী (-চারিন্‌)—অম্বরচর, গগনবিহারী। অম্বরে চরে যে, উপতৎ; অম্বর—চর্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চারিণী।

অম্বরপুষ্প—আকাশকুসুম। অম্বরের পুষ্প, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অম্বরবিহারী (-হারিন্‌)—আকাশচারী, আকাশে ভ্রমণকারী। উপতৎ; অম্বর—বি—হৃ+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –রিণী।

অম্বরমণি—সূর্য্য। অম্বরের মণি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্বরলেখী (-লেখিন্‌)—অভ্রকষ, গগনস্পর্শী; অত্যুন্নত। অম্বর—লিখ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –লেখিনী।

অম্বরান্ত—আকাশ ও পৃথিবী যেখানে মিলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় সেই বৃত্তাকার রেখা, চক্রবাল (horizon); বস্ত্রপ্রান্ত, অঞ্চল। অম্বরের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্বরি, -রী—১। সুগন্ধি তামাকবিশেষ। বি। ২। অম্বর দ্বারা সুগন্ধযুক্ত। আর্বী অম্বর্‌+ই, ঈ যুক্তার্থে। ৩। বসনাবৃতা ('দিগম্বরী', 'নীলাম্বরী')। অম্বর (বসন) +ই, ঈ আছে অর্থে (বাং প্রত্যয়)। বিণ।

অম্বরিষ, -রীষ—ভর্জ্জনপাত্র, ভাজনাখোলা। অব্‌+ইষন্‌, ঈষন্‌ কর্ত্তৃবা সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে অরট্‌ আগম)। বি; ক্লীব।

অম্বরীষ—১। শিব; বিষ্ণু; সূর্য্য; বালক; কিশোর; অশ্বশাবক; অনুতাপ; আমড়াগাছ; নরকবিশেষ। বি; পুং। ২। যুদ্ধ; আকাশ, অন্তরীক্ষ। অনব্‌+ঈষন্‌ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে অরট্‌-আগম)। বি; ক্লীব। ৩। সূর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ; জনৈক ঋষি; মান্ধাতার পুত্র; শুশ্রুকের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

অম্বল—১। অম্লরসবিশিষ্ট, টক। বিণ। ২। অম্লরসবিশিষ্ট ব্যঞ্জন; অম্লরোগ, অজীর্ণতা। 'অম্ল'-শব্দজ। বি।

অম্বলে—অম্লরসবিশিষ্ট; অজীর্ণতারোগগ্রস্ত। অম্বল+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

অম্বষ্ঠ—১। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত জাতিবিশেষ, চিকিৎসক জাতি, বৈদ্য; হস্তিপক, মাহুত। অম্ব—স্থা+ক কর্ত্তৃবা সংজ্ঞার্থে। ২। পঞ্জাবের অন্তঃপাতী প্রাচীন দেশবিশেষ; পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ জাতিবিশেষ। বি; পুং।

অম্বষ্ঠা, -ষ্ঠিকা—অম্বষ্ঠজাতীয়া নারী, বৈদ্যজাতীয়া স্ত্রী; যুঁইগাছ; নিমুই গাছ; আমরুলশাক; আমড়া; ব্রাহ্মীলতা, বামনহাটী। অম্ব—স্থা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্‌; ২য় পক্ষে অম্বষ্ঠা+কন্‌ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

অম্বা—১। মাতা; দুর্গা। অম্ব্‌ (গমন করা)+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা+আপ্‌। ২। (মহাভারত) কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

অম্বালা—১। মাতা; দুর্গা। অম্ব—অল্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। ২। পঞ্জাব প্রদেশের একটি বিভাগ ও তাহার প্রধান নগর [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

অম্বালিকা—১। মাতা; দুর্গা। অম্বলা+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। ২। (মহাভারত) কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যা; পাণ্ডুর মাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

অম্বিকা—১। মাতা; দুর্গা; দেবমাতা; জৈনদেবীবিশেষ; কটুকী; অম্বষ্ঠা। অম্বা+কন্‌ স্বার্থে। ২। (মহাভারত) কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা; ধৃতরাষ্ট্রের মাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

অম্বিকানাথ, -পতি—শিব; (মহাভারত) বিচিত্রবীর্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্বিকেয়—কার্ত্তিকেয়; গণেশ; (মহাভারত) ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

অম্বু—১। জল। বি; ক্লীব। ২। রাস্নালতা, কাঁটা আমরুল; বালা, একপ্রকার ওষধি। অম্ব্‌+উণ্‌ কর্ত্তৃবা সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

অম্বুকণ, -কণা—জলবিন্দু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

অম্বুকণ্টক—১। কুম্ভীর, কুমীর; শৃঙ্গাটকবৃক্ষ, পানিফলের গাছ। বি; পুং। ২। শৃঙ্গাটক ফল, পানিফল। অম্বুর কণ্টক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অম্বুকিরাত—কুম্ভীর। অম্বুতে কিরাত (সদৃশার্থে), ৭মীতৎ। বি; পুং।

অম্বুকীশ—শিশুমার, শুশুক। অম্বুতে কীশ (বানর—সদৃশার্থে), ৭মীতৎ। বি; পুং।

অম্বুকূর্ম্ম(র্ম)—শিশুমার, শুশুক। অম্বুতে কূর্ম্ম (সদৃশার্থে), ৭মীতৎ। বি; পুং।

অম্বুকেশর—১। ছোলঙ্গনেবু। অম্বুপূর্ণ কেশর যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। ছোলঙ্গনেবুর গাছ। অম্বুকেশর+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং।

অম্বুক্রিয়া—তর্পণ। অম্বুসাধ্য ক্রিয়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অম্বুচর, -চারী (-চারিন্‌)—জলচর, জলবিহারী। উপতৎ; অম্বু—চর্‌+ট, ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চরী, –চারিণী।

অম্বুচামর—শৈবাল, শেওলা। অম্বুতে চামর (চামরসদৃশ), ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

অম্বুজ—১। জলজ, পদ্ম; বজ্র। বি; ক্লীব। ২। চন্দ্র; হিজল বৃক্ষ। বি; পুং। ৩। শঙ্খ। বি; পুং বা ক্লীব। ৪। জলজাত। উপতৎ; অম্বু—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অম্বুজনাভ—বিষ্ণু, পদ্মনাভ। অম্বুজ (পদ্ম) নাভিতে যাঁহার, বহুব্রী+অচ্‌ সমাসান্ত। বি; পুং।

অম্বুজন্ম (-জন্মন্‌)—১। জলজ, পদ্ম। বি; ক্লীব। ২। জলজাত। অম্বুতে জন্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ (পুং ও স্ত্রীতে অম্বুজন্মা)।

অম্বুজা—লক্ষ্মী; পদ্মিনী। অম্বুজ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অম্বুজাসন—ব্রহ্মা। অম্বুজ (পদ্ম) আসন [যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অম্বুজাসনা—লক্ষ্মী, পদ্মাসনা। অম্বুজ (পদ্ম) আসন যাঁহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অম্বুতাল—শৈবাল, শেওলা। অম্বুতে তাল, ৭মীতৎ। বি; পুং।

অম্বুদ—১। জলদ, মেঘ; মুস্তক, মুতা; অভ্রক ধাতু। বি; পুং। ২। জলদানকারী। অম্বু দান করে যে, উপতৎ; অম্বু—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অম্বুদাগম—১। মেঘাগম। অম্বুদের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বর্ষাকাল। অম্বুদের আগম যাহাতে (যে কালে), বহুব্রী। বি; পুং।

অম্বুদানীক—জলদসমূহ, মেঘজাল। অম্বুদের অনীক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

অম্বুধর—জলধর, মেঘ। অম্বুর ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্বুধি—সাগর; জলাধার; ৪ বা ৭ সংখ্যা। উপতৎ; অম্বু—ধা+কি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অম্বুধিস্রবা—ঘৃতকুমারী। অম্বুধি—স্রু+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অম্বুনাথ—অম্বুনিধি, সমুদ্র। অম্বুর নাথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্বুনিধি—তোয়নিধি, সাগর, সমুদ্র; ৪ বা ৭ সংখ্যা। অম্বুর নিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্বুপ—১। জলেশ্বর, বরুণ; শতভিষা নক্ষত্র; চাকন্দগাছ। বি; পুং। ২। জলপায়ী। উপতৎ; অম্বু—পা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অম্বুপতি—বরুণ; সমুদ্র। অম্বুর পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্বুপায়ী (-পায়িন্)—যে জলপান করে এমন, জলপানশীল। উপতৎ; অম্বু—পা+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –পায়িনী।

অম্বুবাচি, -বাচী—মিথুনরাশিস্থ সূর্য্যের আর্দ্রানক্ষত্র-প্রথমপাদ-ভোগকাল [জ্যৈষ্ঠ-মাসের শেষাংশে সূর্য্য যে বারে ও যে কালে মিথুন রাশিতে গমন করেন, তাহার পরের সেই বারে ও সেই সময়ে পৃথিবী রজঃস্বলা হন, অর্থাৎ সম্ভবতঃ বৃষ্টিপাতপ্রযুক্ত পৃথিবী রসযুক্তা হইয়া বীজাদি ধারণ অর্থাৎ শস্যাদি প্রসব করিবার উপযোগী হন; ইহার নাম অম্বুবাচী। সাধারণতঃ আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে ইহার আরম্ভ ও ১০ তারিখে সমাপ্তি হয়। তিন দিন কুড়ি দণ্ড ইহার স্থিতি-কাল। অম্বুবাচীর তিন দিন বেদাধ্যয়ন, মৃত্তিকাখনন ও বীজবপন নিষিদ্ধ; যতি, বিধবা, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণদিগের স্বপাক ও পরপাক চণ্ডালের অন্নতুল্য। এই সময়ে দুগ্ধ পান করিলে সর্পভয় থাকে না।—(স্মৃতি)]। অম্বু—বচ্+ণি কর্তৃবা, (২য় পক্ষে) + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অম্বুবাসী (-সিন্)—জলচারী, জলে বাস-কারী। উপতৎ; অম্বু—বস্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –সিনী।

অম্বুবাসী—পাটলা বৃক্ষ, পারুল গাছ। অম্বুতে বাস যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অম্বুবাহ—১। মেঘ; মুস্তক; অভ্রক ধাতু। বি; পুং। **২**। বারিবহনকারী। উপতৎ; অম্বু—বহ্+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বাহী।

অম্বুবাহনী—জলসেচনী। উপতৎ; অম্বু—বহ্+ণিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অম্বুবাহিনী—১। কাঠাদিনির্ম্মিত জল-সেচনপাত্র; নদীবিশেষ। বি; স্ত্রী। **২**। জলবহনকারিণী। উপতৎ; অম্বু—বহ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অম্বুবাহী (-বাহিন্)—জলবহনকারী; মেঘ। উপতৎ; অম্বু—বহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –হিনী।

অম্বুবিম্ব—জলবুদ্বুদ, জলবিম্ব। অম্বুর বিম্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

অম্বুবেতস—জলবেতস। অম্বুজাত বেতস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অম্বুভৃৎ—মেঘ; মুস্তক, মুতা; অভ্রক ধাতু। উপতৎ; অম্বু—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

অম্বুমান্ (-মৎ)—**১**। কচ্ছ, কূল, নদীর তট; জলবহুল স্থান। বি; পুং। **২**। জল-বিশিষ্ট। অম্বু+মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –মতী।

অম্বুর—দ্বারাধঃকাষ্ঠ, গোবরাট। অম্বু—রা+ক বা রাজ্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

অম্বুরাশি—১। জলরাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। **২**। জলনিধি, সমুদ্র ["যথা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে"—মাইকেল]। অম্বুর রাশি যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অম্বুরাশিবসনা—সমুদ্রপরিবৃতা ('—ধরা')। অম্বুরাশি বসন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [অম্বর+ঈ (বাং প্রত্যয়)। বি।

অম্বুরী—অম্বর দ্বারা সুবাসিত তামাক।

অম্বুরুহ—পদ্ম, কমল। উপতৎ; অম্বু—রুহ্+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব। [বি; স্ত্রী।

অম্বুরুহা—পদ্মিনী। অম্বুরুহ+আপ্।

অম্বুরোহিণী—নলিনী, পদ্মিনী। উপতৎ; অম্বু—রুহ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অম্বুলে—অম্লরোগী। 'অম্বলে'-শব্দজাত। বিণ।

অম্বুসর্পিণী—জলৌকা, জোঁক। অম্বু—সৃপ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অম্বুসেচনী—জলসেচনী, সিউনী। অম্বুর সেচনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অম্বূকৃত—নিষ্ঠীবনযুক্ত, থুৎকারযুক্ত। অম্বু+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অম্বূ)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অম্ভঃ (অম্ভস্), **অম্ভ**—জল; 'বালা'-নামক ওষধি; (অঙ্কশাস্ত্র) চতুর্থসংখ্যা; (জ্যোতিষ) লগ্নাদি হইতে চতুর্থ রাশি; (সাংখ্যমতে) নববিধ তুষ্টির মধ্যে প্রকৃত্যাখ্যা আধ্যাত্মিক তুষ্টি; বৈদিক ছন্দোবিশেষ। অভি (শব্দ করা) + অসুন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অম্ভঃসরণ—জলপ্রবাহ, জলস্রোত। অম্ভের (অম্ভস্ শব্দ) সরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অম্ভঃসার—মুক্তা। অম্ভের (অম্ভস্ শব্দ) সার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অম্ভোজ—১। পদ্ম, জলজ; শর, নল-খাগড়া; বেত। বি; ক্লীব। **২**। চন্দ্র; সারস-পক্ষী। বি; পুং। **৩**। শঙ্খ। বি; পুং বা ক্লীব। **৪**। জলজাত। উপতৎ; অম্ভস্—জন+ড কর্তৃবা। বিণ।

অম্ভোজন্ম (-জন্মন্)—জলজ, কমল, পদ্ম। অম্ভে (অম্ভস্ শব্দ) জন্ম যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অম্ভোজিনী—পদ্মের ঝাড়, পদ্মিনী; পদ্মলতা; পদ্মযুক্ত দেশ। অম্ভোজ(১)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অম্ভোদ—জলধর, মেঘ; মুস্তক। উপতৎ; অম্ভস্—দা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

অম্ভোধর—জলধর, মেঘ; সমুদ্র; মুস্তক, মুতা। অম্ভের (অম্ভস্ শব্দ) ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্ভোধি, -নিধি—সমুদ্র। অম্ভের (অম্ভস্ শব্দ) নিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্ভোযোনি—পদ্ম। অম্ভঃ (জল) যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অম্ভোরাশি—১। জলরাশি। অম্ভের (অম্ভস্ শব্দ) রাশি, ৬ষ্ঠীতৎ। **২**। সমুদ্র। বহুব্রী। বি; পুং।

অম্ভোরুহ—১। পদ্ম, জলজ। বি; ক্লীব। **২**। সারস পক্ষী। বি; পুং। **৩**। জলজাত। অম্ভস্—রুহ্+ক কর্তৃবা। বিণ।

অম্র—১। আম্রবৃক্ষ। বি; পুং। **২**। আম্র ফল, আম। অম্+র কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অম্রাত, -তক—১। আমড়া গাছ। বি; পুং। **২**। আমড়া ফল। অম্র—অত্+অণ্ কর্তৃবা সংজ্ঞার্থে; ২য় পক্ষে অম্রাত+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

অম্ল—১। রসবিশেষ, টক; (সুশ্রুতমতে) ষড়রসমধ্যে রসবিশেষ; উদরস্থ টক রস; মাতুলুঙ্গবৃক্ষ; কোকম্বীবৃক্ষ; অম্লবেতস; চুকা-পালং। বি; পুং। **২**। অম্লরসযুক্ত, টক। বিণ। **৩**। দধ্যম্ল, ঘোল। অম্+ল বা ক্ল করণবা সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

অম্লক—১। মাদার গাছ। বি; পুং। **২**। ডেয়ো বা ডেফল। অম্ল+কন্ অল্পার্থে। বি; ক্লীব।

অম্লকেশর—বীজপূর, টাবা লেবু; কলম্বা নেবু; গোঁড়ালেবু। অম্ল কেশরে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অম্লগোরস—তক্র, ঘোল। গোজাত রস (দুগ্ধ), মধ্যপ কর্ম্মধা; অম্ল গোরস, কর্ম্মধা। বি; পুং। [চুক্রিকা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অম্লচুক্রিকা—টকশাক, চুকাপালং। অম্লা

অম্লচূড়—অম্লশাক, চুকাপালং। অম্লা চূড়া যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অম্লজনক—১। অম্লকারক, অম্লোৎপাদক; অজীর্ণরোগোৎপাদক। বিণ। স্ত্রী, –জনিকা। **২**। অম্লজান বাষ্প। অম্লের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [জম্বীর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অম্লজম্বীর—অম্লনিম্বুক, গোঁড়ালেবু। অম্ল

অম্লজান—বর্ণহীন অদৃশ্য বাষ্পবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্যে 'অক্সিজেন' দ্রঃ]। অম্লে জান (জন্ম) যাহার, বহুব্রী। বি।

অম্লপঞ্চফল—অম্লরসযুক্ত পঞ্চপ্রকার ফল [কুল, দাড়িম্ব, তেঁতুল, চুকাপালং অথবা আমরুল, অম্লবেতস। (অন্যমতে) জম্বীর, নারঙ্গ, অম্লবেতস, তেঁতুল, টাবা লেবু]। পঞ্চ-ফলের সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব=পঞ্চফল; অম্ল পঞ্চফল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অম্লপিত্ত—রোগবিশেষ, অম্বলের পীড়া। অম্লদূষিত পিত্ত যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অম্লফল—১। তেঁতুল। অম্ল এমন ফল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। **২**। আম্রবৃক্ষ। অম্ল ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অম্লবতী—১। আমরুল। বি; স্ত্রী। **২**। অম্লরসবিশিষ্টা। অম্ল+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অম্লবর্গ—চাঙ্গেরী লকুচ অম্লবেতস জম্বীর বীজপূর নাগরঙ্গ দাড়িম্ব কপিত্থ (কয়েত বেল) অম্ল বীজাম্লক (চুক্র, আমরুল, তিন্তিড়ী)

অম্বষ্ঠা করমর্দ্দক (কামরাঙ্গা) নিম্বুক—এই কয়টী অম্লরসবিশিষ্ট পদার্থ। অম্লদিগের বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্লবীজ—তিন্তিড়ী, তেঁতুল। অম্লের বীজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অম্লবৃক্ষ—তিন্তিড়ী, তেঁতুলগাছ। অম্লদায়ক বৃক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অম্লবেতস—স্বনামখ্যাত অম্লরসযুক্ত বৃক্ষবিশেষ, চুকাপালং; আমলকুচি। অম্ল বেতস সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

অম্লমধু—টক ও মিষ্ট ব্যঞ্জন, গুড়-টক, টক মধু। অম্লযুক্ত মধু যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অম্লমধুর—টক ও মিষ্ট, সামান্য টক ও অধিক মিষ্ট। অম্ল অথচ মধুর, কর্ম্মধা। বিণ।

অম্লরস—১। অম্ল আস্বাদ, টক রস। অম্ল রস, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। অম্লস্বাদবিশিষ্ট, টক। অম্ল রস যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অম্ললোণি(নি)কা, -লোণী(নী)—আমরুল শাক। অম্ল—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃবা=অম্লল; উন (হীন)+ণিচ্ (উনি, নামধাতু=কমান)+ণক (অচ্) কর্তৃবা=উনক, উন; অম্ললের উনক, উন, কর্তৃবা ১ম পক্ষে আপ্, ২য় পক্ষে ঈপ্ (নিপাতনে বিকল্পে ণত্ব)। বি; স্ত্রী।

অম্লশাক—বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়ী, তেঁতুল; চুক্র, টক পালং। অম্ল শাক যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অম্লসার—১। অম্লবেতস; নিম্বুক, লেবু; হিন্তাল। বি; পুং। ২। কাঞ্জিক, কাঁজি। অম্ল সার যাহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

অম্লহরিদ্রা—শটী; আম-আদা। অম্লা হরিদ্রা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অম্লা—তিন্তিড়ী, তেঁতুল। অম্ল+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অম্লাক্ত—টক; অম্লযুক্ত। অম্ল দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অম্লাঙ্কু(ংকু)শ—অম্লবেতস। অম্ল অঙ্কুশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অম্লান—অমলিন, বিমল; প্রফুল্ল; অবিষণ্ন। ন ম্লান, নঞ্তৎ। বিণ।

অম্লান-কুসুম—অবিশুষ্ক পুষ্প; চিরপ্রফুল্ল কুসুম, যে ফুল কখনও শুকাইয়া যায় না। অম্লান কুসুম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। (রূপকার্থে) অনিন্দ্যসুন্দরী; সহাস্যবদনা।

অম্লানবদনে, -মুখে—বিনা সঙ্কোচে, অমলিনবদনে। অম্লান বদন, মুখ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অম্লানি—ম্লানতার অভাব, সতেজভাব; সবুজবর্ণ। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অম্লিকা, -ম্লীকা—তেঁতুলগাছ; পলাশীলতা; শ্বেতাম্লিকা; ক্ষুদ্রাম্লিকা; অম্লোদ্গার। অম্লা+ক স্বার্থে+২য় পক্ষে ই-কার দীর্ঘ। বি; স্ত্রী। [করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অম্লী—তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুলগাছ। অম্+ক্ল

অম্লোদ্গার—অম্বল ঢেকুর, চোঁয়া ঢেকুর। অম্ল এমন উদ্গার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অয়—১। সৌভাগ্য, শুভাদৃষ্ট; শুভদায়ক দৈব বা বিধি। ই (গমন করা)+অচ্ করণবা। ২। দ্যূতক্রীড়ায় পাশকের গতিবিশেষ। ই+অচ্ ভাববা। ৩। নরকবিশেষ। ই+অচ্ অধিবা। ৪। লাভ। ই+অচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

অয়ঃ (অয়স্), **অয়**—লৌহ; তীক্ষ্ণ লৌহ, ইস্পাত; লৌহগঠিত বস্তু। ই+অসুন্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অয়ঃপিণ্ড—লৌহপিণ্ড, লোহার তাল। অয়ের (অয়স্ শব্দ) পিণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অযজ্ঞ—১। অপ্রশস্ত যজ্ঞ, অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ যজ্ঞ। ন (অপ্রশস্ত) যজ্ঞ, নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। যজ্ঞরহিত। বিণ।

অযজ্ঞিয়—১। যজ্ঞানর্হ, যজ্ঞের অনুপযুক্ত; অপবিত্র, অমেধ্য। বিণ। ২। মাষকলায়। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অযজ্ঞীয়—অযজ্ঞসম্বন্ধীয়, যাহার সহিত যজ্ঞের কোন সম্বন্ধ নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অযত—অজিতেন্দ্রিয়, অসংযত; যত্নহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অযতী (-তিন্), **অযতি**—যতিভিন্ন অন্য ব্যক্তি; ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি। নঞ্তৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—তিনী।

অযত্ন—১। যত্নের অভাব, অনাদর, অবহেলা; অনায়াস। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। যত্নহীন। ন (নাই) যত্ন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অযত্নকারী (-রিন্)—অবহেলা বা উপেক্ষাকারী; তুল। উপতৎ; অযত্ন—কৃ+ণিন কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

অযত্নকৃত—যাহা যত্ন দ্বারা কৃত নয় এরূপ, বিনা চেষ্টায় সম্পন্ন, অযত্নসম্পন্ন, অনায়াসসম্পাদিত। ন যত্নকৃত, নঞ্তৎ। বিণ।

অযত্নজাত—অযত্নসম্ভূত (যাহা দ্রঃ)।

অযত্নলব্ধ—যাহা বিনা চেষ্টায় পাওয়া গিয়াছে এমন। অযত্ন দ্বারা লব্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অযত্নলভ্য—সহজে প্রাপ্য, অনায়াসলভ্য। অযত্ন দ্বারা লভ্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

অযত্নসম্ভূত—যাহা যত্ন দ্বারা সম্ভূত নয় এরূপ, বিনা যত্নে উৎপন্ন, বিনা চেষ্টায় উৎপন্ন, স্বাভাবিক, অনায়াসসিদ্ধ। যত্নদ্বারা সম্ভূত, ৩য়াতৎ=যত্নসম্ভূত; ন যত্ন সম্ভূত নঞ্তৎ। বিণ। [তৎ। বিণ।

অযত্নসাধ্য—সহজে সম্পাদনযোগ্য। নঞ্-

অযত্নসিদ্ধ—বিনা চেষ্টায় ফলিত সম্পন্ন বা সফলকাম। নঞ্তৎ। বিণ।

অযথা—১। মিথ্যা, অমূলক, অপ্রামাণিক। অব্য; বিণ। ২। অনুপযুক্তরূপে, অন্যায়রূপে। ন যথা, নঞ্তৎ। অব্য; ক্রি-বিণ।

অযথাকৃত—অনুপযুক্তরূপে সম্পাদিত। অযথা কৃত, সুপ্সুপা। বিণ।

অযথাভূত—যাহা যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে এমন, যাহা অনেক অংশে ন্যূন বা দোষযুক্ত এরূপ। ন যথাভূত, নঞ্তৎ। বিণ।

অযথার্থ—অপ্রকৃত, অবাস্তব, অলীক, কৃত্রিম; অসঙ্গত; মিথ্যা। ন যথার্থ, নঞ্তৎ। বিণ।

অয়ন—১। পথ; সাধনার মার্গ; স্থান, ভূমি; যুদ্ধভূমি; বাসস্থান, গৃহ। ই বা অয়্+অনট্ অধিবা। ২। উপায়; পথ; শাস্ত্র; ভাবসাধন গ্রন্থ; যজ্ঞাদিক্রিয়ানুষ্ঠানপদ্ধতি। ই বা অয়্+অনট্ করণবা। ৩। আশ্রয়, অবলম্বন; বিশ্রামস্থান। ই বা অয়্+অনট্ কর্ম্মবা। ৪। গতি; ক্রান্তি (solstice); উদ্ভব জন্ম; (জ্যোতিষ) বিষুবরেখা হইতে সূর্য্যের উত্তরে অথবা দক্ষিণে গমন [অয়ন দুইটী;—মাঘাদি ছয় মাস উত্তরায়ণ, এবং শ্রাবণাদি ছয় মাস দক্ষিণায়ন]। ই বা অয়্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অয়নকাল—(জ্যোতিষ) সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমনের সময়। অয়নের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অয়নক্রান্তি—সূর্য্যের উত্তরে বা দক্ষিণে গতি (solstice). অয়নই ক্রান্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অয়নচলন—যুদ্ধে গমন; গৃহে যাত্রা; পথে গমন; (জ্যোতিষ) সৌর ও চান্দ্র আকর্ষণহেতু ক্রান্তিবৃত্ত-পথে খ-বৃত্তের বিন্দুসমূহের পশ্চাদ্গতি (precession). অয়নে চলন, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

অয়নবৃত্ত—(জ্যোতিষ) সূর্য্যসংক্রমণের গোলাকার পথ। অয়নের বৃত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অয়ন-মণ্ডল—(জ্যোতিষ) রাশিচক্র; রাশিচক্রস্থ সূর্য্যের দৃশ্যমান গমনীয় পথ (Zodiac). অয়নের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অয়নসংক্রান্তি—সূর্য্যের উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের সমাপ্তি; কর্কট সংক্রান্তি; মকর সংক্রান্তি। অয়নঘটিত সংক্রান্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অয়নাংশ—(প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে) সূর্য্যের অয়নের (গতির বা ভ্রমণপথের) এক এক ভাগ [বিষুবরেখা হইতে উভয় দিকে সুমেরু ও কুমেরু পর্য্যন্ত ভূভাগ ১৮০ ভাগে বিভক্ত করা হয়, এইগুলি সূর্য্যের গতির এক একটী অংশ প্রকাশ করে বলিয়া অয়নাংশ নামে অভিহিত হয়]। অয়নের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অয়নান্ত—অয়নসংক্রান্তি (তাহা দ্রঃ)। অয়নের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অয়নান্তপ্রদেশ—সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের গতির সীমানিরূপক রেখার মধ্যবর্ত্তী স্থান (tropical region). অয়নান্ত-সংলগ্ন প্রদেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অয়নান্তবৃত্ত—সূর্য্যের উত্তর-দক্ষিণ গতির সীমানিরূপক গোলাকার রেখা (tropics). [খ-বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে ২৩°২৮′ অক্ষাংশ অন্তরে অপর যে দুই বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয়, সেই রেখাদ্বয় সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমনের সীমানিরূপক বলিয়া তাহাদের নাম অয়নান্তবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উত্তর-দিকের রেখাটিকে উত্তরায়ণান্তবৃত্ত বা কর্কট-ক্রান্তি (Tropic of Cancer) এবং দক্ষিণদিকের রেখাটিকে দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত বা মকরক্রান্তি (Tropic of Capricorn) বলে]। অয়নের অন্ত (শেষ), ৬ষ্ঠীতৎ; তৎপ্রকাশক বৃত্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অযন্ত্রিত—অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল; অনর্গল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযশঃ (-শস্‌), -যশ—অখ্যাতি, দুর্নাম, অকীর্ত্তি, অপযশঃ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অযশস্কর—অখ্যাতিজনক, যাহা যশঃ উৎ-পাদন করে না এমন, অকীর্ত্তিকর। ন যশস্কর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—রী।

অযশস্য—যাহাতে অপযশঃ হয় এরূপ, অখ্যাতিকর, অকীর্ত্তিকর। ন যশস্য (যশঃসাধন), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযশস্বী (-স্বিন্‌)—অপ্রসিদ্ধ, কীর্ত্তিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—স্বিনী।

অযশাঃ (-শস্‌), **অযশা**—যশোহীন, খ্যাতি-শূন্য। ন (নাই) যশঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অয়স—লৌহ; লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রাদি; ইস্পাত; লৌহবর্ম্ম; লৌহদ্বারা প্রস্তুত ঔষধাদি; ধাতু। অয়্‌ বা ই+অস্‌ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

অয়সাধার—লোহার সিন্দুক। অয়োনির্ম্মিত আধার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অয়স্কঙ্ক(ংক)ণ—লৌহবলয়; হাতকড়া (handcuffs). অয়োনির্ম্মিত কঙ্কণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অয়স্কান্ত—১। লৌহাকর্ষক মণি, চুম্বক-পাথর। অয়সের কান্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কান্তি-লৌহ। অয়োমধ্যে কান্ত, ৭মীতৎ। বি; পুং।

অয়স্কার—১। লৌহকার, লোহা-গড়া কামার। উপতৎ; অয়স্‌—কৃ+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। ২। জঙ্ঘার উর্দ্ধভাগ। অয়ঃসদৃশ কার (অর্থাৎ গঠন) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অয়স্কুম্ভ—লৌহময় ঘট, লৌহকলস, লোহার কলসী। অয়োনির্ম্মিত কুম্ভ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অয়স্পাত্র—লোহার পাত্র, কটাহ প্রভৃতি। অয়োনির্ম্মিত পাত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অযাচক—অপ্রার্থী, যাচ্ঞাশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—যাচিকা।

অযাচনীয়, -যাচ্য—অপ্রার্থনীয়, প্রার্থনার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযাচিত—১। অপ্রার্থিত; অনভ্যর্থিত। বিণ। ২। অপ্রার্থিত ভক্ষ্য দ্রব্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অযাজনীয়, অযাজ্য—যাজনপক্ষে শ্রুতি-স্মৃতিনিষিদ্ধ, জাতিকর্ম্মদুষ্ট, জাতিচ্যুত, যাহার পৌরোহিত্য করা উচিত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযাজ্যযাজন—নিষিদ্ধ যজ্ঞানুষ্ঠান; পতিতদিগের পৌরোহিত্য। অযাজ্যের যাজন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অযাজ্যযাজী (-যাজিন্‌)—যে অযাজ্য-যাজন করে এরূপ; নিষিদ্ধ পৌরোহিত্যকারী। উপতৎ; অযাজ্য—যজ্‌+ণিচ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জিনী।

অযাত্রা—অপ্রশস্ত যাত্রা, অনিষ্ট বা অশুভ যাত্রা; অশুভক্ষণে গৃহ হইতে বহির্গমন; যাত্রা না করা; যাত্রাকালে দৃষ্ট অশুভ-চিহ্ন। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অযাত্রিক—যাত্রার পক্ষে অনুপযুক্ত, যাহাতে যাত্রা করা শুভ নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কী।

অযাথার্থ্য—অযথার্থতা, অবাস্তবিকতা, অ-সত্যতা; কৃত্রিমতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অয়ান—স্বভাব; স্থিতি। ন—যা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—অয়ানিক।

অয়ি, অয়ে—কোমল সম্বোধন ["অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী"—রবীন্দ্রনাথ]। ই+ই, এ করণবা। অব্য।

অযুক্‌ (-যুজ্‌)—অযুগ্ম, বিযোড় সংখ্যা (১ ৩ ৫ ৭ ইত্যাদি); অযোগকারী। ন—যুজ্‌+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অযুক্‌ছদ—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিমগাছ। অযুক্‌ ছদ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অযুক্ত—অসংলগ্ন, স্বতন্ত্র, পৃথক্‌; অন্যায্য, অনুচিত, অসঙ্গত; বিষয়াসক্তচিত্ততা হেতু কর্ত্তব্যপালনে অনবহিত; অনিয়োজিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযুক্তি—অসদ্‌যুক্তি, কুপরামর্শ; বিয়োগ, সংযোগাভাব; (দর্শন) উপপত্তিবিহীনতা, অনুপপত্তি; অন্যায্যতা, অনুপযোগিতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অযুক্তিযুক্ত, -সঙ্গ(ংগ)ত, -সিদ্ধ—অনুচিত, অন্যায্য, যুক্তিবিরুদ্ধ, অযৌক্তিক। ন যুক্তিযুক্ত, যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিসিদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ। [ন যুগ, যুগল, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযুগ, -গল—বিযোড়, যুগ্মভিন্ন, বিষম।

অযুগশর—পঞ্চশর, মদন, অনঙ্গ। অযুগ শর যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অযুগ্ম—যাহা যুগ্ম নয় এরূপ, বিষম, বিযোড় ('—সংখ্যা'; যথা,—১ ৩ ৫ ৭ ইত্যাদি); পৃথক্‌, স্বতন্ত্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযুগ্মচ্ছদ, -পত্র, -পর্ণ—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ। অযুগ্ম ছদ, পত্র, পর্ণ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অযুগ্মশর—অযুগশর, পঞ্চশর, মদন। অযুগ্ম শর যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অযুত—১। দশসহস্র সংখ্যা। বি; ক্লীব বা বিণ। ২। অসংযুক্ত, সংযোগশূন্য। ন যুত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযুতনায়ী (-নায়িন্‌)—চন্দ্রবংশীয় নৃপ-বিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। উপতৎ; অযুত—নী+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অযুদ্ধ—১। যুদ্ধ না করা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। রণে অপটু। কবিপ্র। বিণ।

অযুদ্ধা—রণে অপটু। কবিপ্র। বিণ।

অয়ে—'অয়ি' দ্রঃ।

অয়েল—তৈল, তেল। ইং oil. বি।

অয়েলক্লথ—তেলা কাপড়বিশেষ। ইং oil-cloth. বি।

অয়েলপেপার—তেলা কাগজ, নকল নক্সা ইত্যাদি করিবার জন্য রসায়নদ্রব্য দ্বারা স্বচ্ছীকৃত কাগজ। ইং oil-paper. বি।

অযোগ—১। যোগাভাব, বিচ্ছেদ; নায়ক-নায়িকার পরস্পর-বিচ্ছেদ; অননুরাগ; যোগ্যতাভাব; অসম্বদ্ধতা; অসম্ভাব্যতা; কঠিনোদ্যম; কষ্ট; কূটবিগ্রহ; বিরাগ, বিদ্বেষ; (বৈদ্যকশাস্ত্র) বমন-বিরেচনাদি-কারক ঔষধের প্রতিলোমপ্রবৃত্তি অথবা অল্প-প্রবৃত্তি; (জ্যোতিষ-শাস্ত্র) প্রাণীদিগের অশুভসূচক যোগবিশেষ, কুযোগ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অসংলগ্ন, বিযুক্ত। ন (নাই) যোগ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে জাত জাতিবিশেষ [ইহারা শাস্ত্রানুসারে অস্পৃশ্য নহে; কিন্তু আধুনিক জাতিদের মধ্যে ইহারা কোন্‌টী, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য]। অয়োবৎ (কঠিন) গো (বাক্য) যাহার, বহুব্রী +সমাসান্ত অচ্‌। বি; পুং।

অযোগবাহ—(ব্যাকরণ) অনুস্বার বিসর্গাদি বর্ণ [অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুইটী বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত না হইয়া উচ্চারিত হয় না। এইজন্য উহাদিগকে অযোগবাহ বলে]। ন (নাই) যোগ (পাঠাদিরূপ সম্বন্ধ) যাহার, বহুব্রী; যত্নতন্ত্র-রূপ কার্য্য বাহন অর্থাৎ নিষ্পাদন করে এই অর্থে বহ্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা; অযোগ অথচ বাহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অয়োগুড়, -গুল—লৌহগুলিকা, লোহার

গুলি; লৌহচূর্ণাদিনির্ম্মিত ঔষধগুটিকা। অয়োনির্ম্মিত গুড়, গুল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অয়োগোলক—লৌহনির্ম্মিত গোলাকার বস্তু; কামানের গোলা। অয়োনির্ম্মিত গোলক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অযোগ্য—অনুপযুক্ত, অনুপযোগী; অক্ষম, অকর্ম্মণ্য, অসমর্থ; অনুচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযোগ্যতা, -ত্ব—গুণহীনতা; যোগ্যতার অভাব, অনুপযুক্ততা, অনুপযোগিতা। অযোগ্য+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অযোগ্যম্মন্য—যে আপনাকে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে এরূপ। অযোগ্য—মন্‌+খ (য) কর্ত্তৃবা। বিণ।

অয়োগ্র—লৌহমুষল, ঢেঁকির মুষল; বাণাদি অস্ত্র; লৌহবদ্ধ মুদ্গর এবং লগুড়াদি; হাতুড়ি। অয়স্ অগ্রে যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অয়োঘন—লৌহপিণ্ড, মুদ্গর, হাতুড়ি প্রভৃতি। অয়স্—হন্‌+অপ্‌ করণবা। বি; পুং।

অযোত্র—১। যোত্রহীন, নিঃসম্বল, নির্ধন, দরিদ্র; যোতদড়িশূন্য ('—বলদ' প্রভৃতি)। ন (নাই) যোত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। যোত্রাভাব, সম্পত্তিহীনতা, নিঃস্বতা; যোতদড়ি না থাকা। ন যোত্র, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অযোদ্ধা (-দ্ধ্‌)—অরণকুশল, অপটু যোদ্ধা। ন যোদ্ধা, নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অযোধ্য—অজেয়, দুর্দ্ধর্ষ, যাহার প্রতিযোদ্ধা নাই এরূপ; যুদ্ধের অযোগ্য। ন যোধ্য (যুধ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযোধ্যা—১। অপরাজেয়া, দুর্দ্ধর্ষা। অযোধ্য+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তর-কোশলরাজ্যের রাজধানী [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

অযোধ্যানাথ, -পতি—শ্রীরামচন্দ্র; অযোধ্যার নৃপতি। অযোধ্যার নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অযোনি—১। যোনিভিন্নস্থান, স্ত্রীদিগের যোনিভিন্ন অন্য প্রদেশ। ন যোনি, নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। অনাদিকারণ; অযোনিজ; আদিম; নিত্য; উৎপত্তিহীন। বিণ। ৩। ব্রহ্মা; মহাদেব; মুষল। ন (নাই) যোনি (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অযোনিজ—১। যাহা যোনি হইতে উৎপন্ন হয় নাই এরূপ, অগর্ভজাত [ন্যায়মতে অযোনিজ শরীর দুইপ্রকার;—স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। স্বেদজ, যেমন,—কৃমিদংশাদি; উদ্ভিজ্জ, যেমন,—তরুগুল্মাদি। নারকীদিগের শরীরকেও অযোনিজ বলে। বর্ত্তমান মতে কোন প্রাণীই অযোনিজ নহে]। বিণ। ২। ব্রহ্মা; শিব; পরমেশ্বর। যোনি হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ; যোনি—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা= যোনিজ; ন যোনিজ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অযোনিজা—১। সীতা; দ্রৌপদী। বি; স্ত্রী। ২। অযোনিসম্ভূতা, অগর্ভজাতা। অযোনিজ (১)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অযোনিসম্ভবা—১। অগর্ভজাতা। বিণ; স্ত্রী। ২। সীতা; দ্রৌপদী। ন (হয় নাই) যোনি হইতে সম্ভব (জন্ম) যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অযোনিসম্ভূত—যাহা যোনি হইতে উৎপন্ন হয় নাই এরূপ, অগর্ভজাত। যোনি হইতে সম্ভূত, ৫মীতৎ=যোনিসম্ভূত; ন যোনিসম্ভূত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অয়োময়—লৌহঘটিত, লৌহনির্ম্মিত। অয়স্+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

অয়োমল—লৌহমল; লোহার মরিচা। অয়ের (অয়স্-শব্দ) মল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অয়োমুখ—১। লৌহাগ্র বাণ; দানববিশেষ (কশ্যপের তৃতীয় পুত্র, দনুর গর্ভজাত); পর্ব্বতবিশেষ। বি; পুং। ২। লৌহময়-মুখবিশিষ্ট। অয়ঃ মুখে যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখী, —মুখা (অপ্রাণিবাচকের বিশেষণ হইলে)।

অযৌক্তিক—অযুক্তিযুক্ত, যুক্তিবিরুদ্ধ, যুক্তিবহির্ভূত, অসঙ্গত, অন্যায়। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কী।

অযৌগিক—যাহা প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে সিদ্ধ নহে, অব্যুৎপন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কী।

অযৌন—জননশক্তিহীন, জননযন্ত্রবিহীন (asexual). ন যৌন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অর্‌—রেফ, র-ফলা; অনুকার শব্দ; অ, অরে। বাং। অব্য।

অর—১। চক্রের নাভি এবং নেমিতে সংযোজিত কাষ্ঠ, চাকার পাখি (spoke); ব্যাসার্দ্ধ (radius). ঋ+অপ্‌ করণবা। বি; ক্লীব। ২। শীঘ্রগামী; ক্ষিপ্রতা গুণবিশিষ্ট। বিণ। ৩। আশু, শীঘ্র, ক্ষিপ্রভাবে। ক্রি-বিণ। ৪। জৈনদিগের কালচক্রের দ্বাদশাংশ; জৈনদিগের অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর; শৈবাল; পর্পটবৃক্ষ; পাপড়ি; ব্রহ্মলোকস্থিত সমুদ্রবৎ বৃহৎ সরোবর। ঋ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [কবিপ্র। বি।

অরকত—লোহিত বর্ণ, আরক্তিসহ। প্রাঃ

অরক্ষণীয়—যাহাকে রক্ষা করা যায় না বা উচিত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরক্ষণীয়া—যে কন্যা প্রভৃতিকে আর রাখা যায় না এরূপ, যে কন্যার বিবাহ না দিয়া আর রাখিতে পারা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অরক্ষিত—যাহা রক্ষিত নয় এরূপ, যাহার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় নাই এরূপ, অপালিত, অপ্রতিপালিত; অসঞ্চিত, যাহা যত্নে রাখা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরক্ষিতা (-তৃ)—অরক্ষক, অপালক। ন রক্ষিতা, নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অরক্ষ্য—অরক্ষণীয়। ন রক্ষ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরগুণ—অমঙ্গল-হরণের গুণ। 'হরগুণ'-শব্দজাত। বি। **অরগুণ নাই বরগুণ আছে**—[শিবের ব্যবহার হইতে জাত ব্যঙ্গোক্তি। অমঙ্গল দূর করিবার গুণ নাই অথচ অমঙ্গল সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত বিষ পান করিয়া শিব জগতের অমঙ্গল হরণ করিয়াছিলেন; ইহা তাঁহার 'হর(ণ)-গুণ'। আবার তিনি পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সহজেই তুষ্ট হইয়া সকলকে বর দেন; ইহা তাঁহার 'বরগুণ'। তাঁহার এই বরগুণের ফলে বৃত্র, ভস্মাসুর প্রভৃতি বিশ্বের অকল্যাণ করিয়াছিল। এই জন্য কথাটা যে মঙ্গল না করিয়া শুধু অমঙ্গল করিতে পারে তাহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।]

অরঘ্ন—আরঘ্ন, সৌদামী। অরগ্‌—হন্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অরঘট্ট, -ঘট্টক—পাতকুয়া, ইঁদারা; কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র। অর—ঘট্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা বা করণবা, ২য় পক্ষে+ক স্বার্থে। বি; পুং।

অরঘট্টঘট্টিকা—কূপের পাড়; কূপের দেয়ালের গর্ত্ত। অরঘট্টের ঘট্টিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অরঙ্গ(ঙ্গ)—রঙ্গহীন। ন (নাই) রঙ্গ [যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অরজস্কা, -রজস্বলা—অনার্ত্তবা, নগ্নিকা, যে বালিকার ঋতু হয় নাই এরূপ; (অত্যধিক বয়স হেতু) যে রমণীর ঋতু বন্ধ হইয়াছে এরূপ। ন (নাই) রজঃ যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত+আপ্‌; ২য় পক্ষে ন রজস্বলা, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অরজাঃ (-জস্‌), **-রজা**—১। যে ঋতুমতী হয় নাই এরূপ বালিকা, নগ্নিকা। বি; স্ত্রী। ২। রজোগুণকার্য্যহীন—অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদিরহিত; রজোরহিত, ধূলিশূন্য, নির্ম্মল। ন (নাই) রজঃ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ; পুং বা স্ত্রী। ক্লীব—অরজঃ।

অরণ—যুদ্ধহীন। ন (নাই) রণ যাহার বা যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অরণি—১। ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠ, অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। (বৈদ্যক) গণিকারিকাবৃক্ষ, গণিয়ারি গাছ; দুরালভা; চকমকি পাথর; সূর্য্য; অগ্নি। ঋ+অনি কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। পথ, মার্গ। ঋ+অনি করণবা। বি; স্ত্রী।

অরণী—অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ, যাহার ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় এরূপ কাষ্ঠ, অরণি। ঋ+অনি কর্ত্তৃবা+ঙীপ্‌ বিকল্পে। বি; স্ত্রী।

অরণীকেতু—গণিকারিকা বৃক্ষ। অরণীমধ্যে কেতু, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অরণ্য—১। বন, কানন। ঋ+অন্য অধিবা। বি ; ক্লীব। **অরণ্যে রোদন**—হৃদয়হীনের নিকট দুঃখজ্ঞাপন, নিষ্ফল ক্রন্দন ; ব্যর্থ আবেদন। ২। কট্‌ফলবৃক্ষ ; শঙ্করাচার্য্যপন্থী পরিব্রাজক ব্রহ্মচারীদের দশটি উপাধির একটী। ঋ+অন্য কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ৩। অরণ্যষষ্ঠী। কবিপ্র। বি।

অরণ্যকদলী—গিরিকদলী, পাহাড়ী কলা। অরণ্যজাতা কদলী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যকার্পাসী—বনকাপাস। অরণ্যজাতা কার্পাসী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যকেলী—বনফুল। অরণ্যজাতা কেলী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যচটক—নাগর চড়ুই ; ছাতার পাখী। অরণ্যজাত চটক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যচন্দ্রিকা—বনজ্যোৎস্না ; (সদৃশার্থে) নিষ্ফল সজ্জা। অরণ্যের চন্দ্রিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অরণ্যচম্পক—বনচাঁপা। অরণ্যের চম্পক,

অরণ্যচর, -চারী (-চারিন্)—বনবিহারী, বনে ভ্রমণকারী। উপতৎ ; অরণ্য—চর্+ট, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —চরী, —চারিণী।

অরণ্যজ—বনোৎপন্ন, বন্য, বুনো। উপতৎ ; অরণ্য—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অরণ্যজাত—বন্য, বনোদ্ভব। অরণ্যে জাত, ৭মীতৎ। বিণ।

অরণ্যজীর, -জীরক—বনজীরা। অরণ্যজাত জীর, জীরক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যতুলসী—বনতুলসী। অরণ্যজাতা তুলসী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যধর্ম্ম(র্ম)—বানপ্রস্থধর্ম্ম ; বন্যস্বভাব, চঞ্চল স্বভাব। অরণ্যোচিত ধর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যধান্য—নীবার, উড়িধান। অরণ্যজাত ধান্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অরণ্যপাল—বনরক্ষক। উপতৎ ; অরণ্য—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অরণ্যবহ্নি—দাবানল। অরণ্যের বহ্নি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অরণ্যবায়স—দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। অরণ্যবিহারী বায়স, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যবাস—বনে অবস্থান, বনবাস ; বনস্থিত আশ্রম। অরণ্যে বাস, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অরণ্যবাসী (-বাসিন্)—বনে অবস্থানকারী, বনবাসী। উপতৎ ; অরণ্য—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —সিনী।

অরণ্যভব—অরণ্যজ, বন্য। অরণ্যে ভব (উৎপন্ন), ৭মীতৎ। বিণ।

অরণ্যমক্ষিকা—দংশ, ডাঁশ। অরণ্যবাসিনী মক্ষিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যময়—বনবহুল, বনে পরিপূর্ণ। অরণ্য+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

অরণ্যমার্জ্জা(র্জা)র—বনবিড়াল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অরণ্যমুদ্গ—বনমুগ, ঘোড়ামুগ। অরণ্যজাত মুদ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যরক্ষক—বনরক্ষক, অরণ্যরক্ষাকারী কর্ম্মচারী। অরণ্যের রক্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ।

অরণ্য(ণ্যে)রুদিত—নিষ্ফল ক্রন্দন বা আবেদন। ৭মীতৎ, বিকল্পে অলুক্। বি ; ক্লীব।

অরণ্যশালি—নীবার, বনধান্য। অরণ্যজ শালি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যশুনী—নেকড়ে বাঘিনী, বৃকী। অরণ্যশ্বন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ('অরণ্যশ্বা' দ্রঃ)।

অরণ্যশূরণ—বন-ওল। অরণ্যজাত শূরণ (ওল), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যশ্বা (-শ্বন্)—বৃক, নেকড়ে বাঘ। অরণ্যবাসী শ্বা (কুক্কুর, সদৃশার্থে), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী, বাঁটাষষ্ঠী, জামাইষষ্ঠী [সুন্দর-সন্তানলাভ-কামনায় রমণীরা এই দিনে এক হস্তে ব্যজন ধরিয়া অরণ্যে গমন করে এবং কন্দমূলাদি আহার করিয়া ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করিয়া থাকে]। অরণ্যপূজ্যা ষষ্ঠী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যানী—মহাবন, বৃহৎ বন, অতি বিস্তৃত বন। অরণ্য+আনীপ্ মহদর্থে। বি ; স্ত্রী। [উদাসীন। বিণ।

অরত—অপ্রবৃত্ত, অনাসক্ত ; অসন্তুষ্ট, বিরক্ত ;

অরতত্রপ—১। কুক্কুর। বি ; পুং। ২। রমণবিষয়ে নির্লজ্জ। ন (নাই) রতে (রমণ বিষয়ে) ত্রপা যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

অরতল—অনুরাগী, আসক্ত। প্রাঃ কবিপ্র।

অরতি—১। বিরক্তি, প্রীতিহীনতা, অননুরাগ ; উৎসাহহীনতা, জড়তা ; দুঃখ, ক্লেশ, ব্যথা ; ঔৎসুক্য ; উদ্বেগ, সুস্থতাভাব ; পিত্তরোগবিশেষ। ন রতি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ক্রোধ, কোপ ; ঘৃণা। ঋ+অতি ভাববা। বি ; পুং। ৩। রতিশক্তিহীন ; নিরুৎসাহ ; প্রীতিরহিত। ন (নাই) রতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অরতী—ঔৎসুক্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অরত্নি—কনিষ্ঠাঙ্গুলিভিন্ন মুষ্টি ; কফোণি ; কূর্পর, কনুই ; হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কেবল কনিষ্ঠা অঙ্গুলি বাহির করিয়া রাখিলে কনুই হইতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে হস্ত বা দৈর্ঘ্যের পরিমাণ তাহা। ন (নাই) রত্নি যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

অরথিত—অর্থিত, যাচিত। কবিপ্র। বিণ।

অরন্ধন—১। পাকাভাব, রন্ধন না করা। ন রন্ধন, নঞ্‌তৎ। ২। পর্ব্ববিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। ন (নাই) রন্ধন যাহাতে (যে পর্ব্বে), বহুব্রী। বি ; ক্লীব। [বিণ।

অরপিত—অর্পিত, প্রদত্ত। প্রাঃ কবিপ্র।

অরব—১। রবাভাব, শব্দহীনতা। ন রব, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। নিঃশব্দ, রবশূন্য, মূক। ন (নাই) রব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—অরবে ["বসেছে অরবে শাখে পাখী"—মাইকেল]।

অরবিন্দ—পদ্ম ; নীলপদ্ম ; রক্তোৎপল ; সারসপক্ষী ; তাম্র। অর—বিদ্+শ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

অরবিন্দসুন্দর—পদ্মের ন্যায় অতিসুন্দর। অরবিন্দবৎ সুন্দর, উপমান কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী, —সুন্দরী।

অরবিন্দাক্ষ—কমললোচন। অরবিন্দসদৃশ অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্। বিণ। স্ত্রী, —ক্ষী।

অরবিন্দিনী—পদ্মিনী ; পদ্মযুক্ত দেশ। অরবিন্দ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অরমণীয়, -রম্য—অসুন্দর, অমনোহর, অনুৎকৃষ্ট ; বিশ্রী, কুৎসিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরর—১। কবাট ; বংশকোষ, বাঁশের কপাট, আগড়। ঋ+অরন্ কর্ত্তৃবা সংজ্ঞার্থে। ২। ছদ, আবরণ, কোষ, খাপ্। ঋ+অরন্ অধিবা। বি ; ক্লীব। ৩। চামড়া কাটিবার ছুরি ; যজ্ঞাঙ্গ। ঋ+অরন্ কর্ত্তৃবা। ৪। যুদ্ধ। ঋ+অরন্ ভাববা। বি ; পুং।

অররু—১। শত্রু ["কে আছে সীতার আর এ অররুপুরে"—মাইকেল] ; অসুরবিশেষ ; অস্ত্রভেদ। বি ; পুং। ২। চলিষ্ণু, গমনশীল ; হিংস্র। ঋ+অরু কর্ত্তৃবা। বিণ।

অরস—১। রসবিহীন, নীরস, শুষ্ক ; কর্কশ ; বিস্বাদ। ন (নাই) রস যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। রসহীনতা ; স্বাদহীনতা। ন (অপ্রশস্ত) রস, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অরসজ্ঞ—অরসিক, রসবোধশূন্য। ন রসজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরসিক—রসিকতা-বোধশূন্য, অরসজ্ঞ ; রসহীন, নীরস। ন রসিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরহর—অড়হর ডাল, ডাইলবিশেষ। হিন্দীমূলক। বি।

অরাজক—১। রাজশূন্য, যেখানে রাজা নাই এরূপ ; যেখানে প্রকৃত রাজশাসন না থাকায় যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে এরূপ ('—দেশ')। ন (নাই) রাজা যেখানে, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, —জিকা। ২। অরাজকতা। বাং। বি।

অরাজকতা—রাজ্যমধ্যে রাজ্যশাসনের অভাবজনিত বিশৃঙ্খলা। অরাজক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অরাজকতা-তন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—রাজার শাসন থাকা উচিত নয় এরূপ মনোভাববিশিষ্ট ব্যক্তি

(anarchist). অরাজকতার তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ।

অরাতি—অরি, শত্রু। ন—রা+ক্তিচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

অরাতিতপন, -বিনাশন—শত্রুপীড়ক, শত্রুনাশকারী, বিপক্ষদমনকারী, অরিন্দম। অরাতির: তপন (পীড়ন), বিনাশন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অরাতিদমন—১। শত্রুদমন, বিপক্ষনাশ। অরাতির দমন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। অরাতিতপন, অরাতিবিনাশন। অরাতির দমন (দমনকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অরাতিভঙ্গ(ংগ)—অরিপরাভব, শত্রু-পরাজয়। অরাতির ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অরাবণ—রাবণশূন্য; যেথানে লঙ্কেশ্বর রাবণ নাই এমন। ন (নাই) রাবণ যেথানে, বহুব্রী। বিণ।

অরাম—রামশূন্য ["অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি"—মাইকেল]। ন (নাই) রাম যেথানে, বহুব্রী। বিণ।

অরাল—১। বক্র, কুটিল; নত। অর্—আ—লা+ক কর্তৃবা। বিণ। ২। ধুনা; বন্য-হস্তী, মত্তহস্তী; বক্রহস্ত। ন—রা+ল কর্তৃবা সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

অরালা—১। নম্রস্বভাবা স্ত্রী; কুলটা, বেশ্যা। বি; স্ত্রী। ২। কুটিলা; নতা। অরাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অরি—শত্রু, বিপক্ষ; রথাঙ্গ, চক্র; কামাদি ছয় রিপু; বিট্‌খদির; (গণিত) ছয় সংখ্যা; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে ষষ্ঠস্থান; যে কুলীন ব্রাহ্মণের কুল ভঙ্গ হইয়াছে। ঋ+ই কর্তৃবা। বি; পুং।

অরিঘ্নী—'অরিহা' (-হন্) দ্রঃ।

অরিত্র—নৌকার হাইল, দাঁড়; গমনসাধন বাহনাদি; রথাদির চক্র। ঋ+ইত্র করণবা। বি; ক্লীব।

অরিনন্দন—১। শত্রুর পুত্র। বি; পুং। ২। শত্রুর হর্ষবর্দ্ধক, শত্রুর পক্ষে আনন্দ-জনক। অরির নন্দন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অরিন্দম—শত্রুদমনকারী। উপতৎ; অরি—দম্ (দমন করা)+ খ কর্তৃবা। বিণ।

অরিন্দমী (-মিন্)—শত্রুদমনকারী, শত্রু-বিজয়ী। অলুক্ উপতৎ; অরিম্—দম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—মিনী।

অরিমর্দ্দ(র্দ)—১। কাসমর্দ্দবৃক্ষ, কাল-কাসন্দা। বি; পুং। ২। শত্রুতাপক, শত্রু-নাশক। উপতৎ; অরি—মৃদ্+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—মর্দ্দী।

অরিমর্দ্দ(র্দ)ন--১। শত্রুদমনকারক, বিপক্ষবিনাশক। বিণ। ২। শত্রুদলন। বি; ক্লীব। ৩। অর্জ্জুনের নামান্তর; কৃষ্ণের নামান্তর। অরির মর্দ্দন (বিদলনকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অরিমিত্র—শত্রুর বন্ধু। অরির মিত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অরিমেদ, -মেদক—১। বিট্‌খদির; কৃমিবিশেষ। অরি—মিদ্+অচ্ কর্তৃবা; অরিমেদ+ক স্বার্থে। ২। গুয়ে বাবলা। অরির (বিট্‌খদিরের) ন্যায় মেদ যাহার, বহুব্রী+বিকল্পে ক সমাসান্ত। বি; পুং।

অরিষড়্‌বর্গ—কামাদি ছয় রিপু। অরিদের ষড়্‌বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অরিষ্ট—১। সূতিকাগৃহ, আঁতুড়ঘর; অন্তঃ-পুর, অবরোধগৃহ; দেবালয়; শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট; তক্র, ঘোল; মদ্য; মৃত্যুচিহ্ন; ঔষধ-বিশেষ। বি; ক্লীব। ২। লশুনবৃক্ষ, রসুন-গাছ; নিম্ববৃক্ষ, নিমগাছ; ফেনিলবৃক্ষ, রীঠাগাছ; কাক; কঙ্কপক্ষী, কাঁক পাখী; বৈবস্বতমনুর পুত্র (ইঁহার অন্য নাম নাভাগ); দানববিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। ন রিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ৩। নিপুণ, সমর্থ; অক্ষত; অমর; মৃত্যুহীন; মনোযোগী। ন (নাই) রিষ্ট যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অরিষ্টদুষ্ট—সুরাপান দ্বারা বিকৃত; মরণ-চিহ্নকলুষিত; মৃত্যুভয়ে ভীত। অরিষ্টদ্বারা দুষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

অরিষ্টদুষ্টধী—মরণভীত-চিত্ত, যাহার মরণ-কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে এরূপ। অরিষ্টদুষ্টা ধী যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অরিষ্টনেমি—কশ্যপপুত্র বিশেষ। বি; পুং।

অরিষ্টসূদন—১। শ্রীকৃষ্ণ; বিষ্ণু। বি; পুং। ২। অরিষ্টনাশক। উপতৎ; অরিষ্ট—সূদি+অন কর্তৃবা; অথবা, অরিষ্টের সূদন (সূদি+অন কর্তৃবা), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অরিষ্টা—১। দক্ষকন্যা (ইনি কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে চতুর্থী); কণ্টকীফলবৃক্ষ। ন (নাই) রিষ্ট যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। নিপুণা ইত্যাদি ('অরিষ্ট' দ্রঃ)। অরিষ্ট (৩)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অরিহা (-হন্)—১। শত্রুঘ্ন, শত্রুনাশক। বিণ। স্ত্রী—অরিঘ্নী। ২। সূর্য্য। অরি—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

অরিহিংসক—শত্রুর অপকার-সাধক; বৈরিবিনাশক। অরির হিংসক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হিংসিকা।

অরীতি—অনিয়ম, অপ্রথা। ন রীতি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অরু—১। লোহিতবর্ণ। 'অরুণ'-শব্দজ। বি বা বিণ। ২। আরও, অপর। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অরুঃ (-স্), **অরু**—১। সূর্য্য; রক্তখদির। বি; পুং। ২। ব্রণ, ক্ষত। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। মর্ম্ম, সন্ধিস্থান। ঋ+উস্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অরুক্ (-রুজ্)—নীরোগ, সুস্থ। ন (নাই) রুক্ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অরুগ্‌ণ—নীরোগ; সুস্থ। ন রুগ্‌ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরুচি—১। অপ্রীতি; অপ্রবৃত্তি; অনভিলাষ, বিরাগ; অশ্রদ্ধা; রুচির অভাব; আহারে অপ্রবৃত্তি; সকল দ্রব্যেই বিতৃষ্ণা; আহারে অপ্রবৃত্তিরূপ রোগবিশেষ; (অলঙ্কারশাস্ত্র) বস্তুবৈরাগ্যরূপ স্মরদশাবিশেষ। ন রুচি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ইচ্ছাহীন; দীপ্তিহীন; বিতৃষ্ণা হেতু পরিত্যক্ত ("যমের অরুচি")। ন (নাই) রুচি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অরুচিকর—অপ্রবৃত্তিজনক; অসন্তোষ-জনক। উপতৎ; অরুচি—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

অরুচিজনক—অরুচিকর। অরুচির জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

অরুচির—অহৃদ্য, অমনোহর, অসুন্দর; বিরক্তিকর। ন রুচির, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরুঝহি—বেড়িয়া, জড়াইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

অরুণ—১। নবোদিত সূর্য্য; সূর্য্যসারথি [চরিতাবলী দ্রঃ]; শ্রীকৃষ্ণের পুত্র; সূর্য্যবংশীয় ত্রিধন্বার পুত্র; চন্দ্রবংশীয় উরুক্ষনামা নৃপতির জ্যেষ্ঠপুত্র; শাল্মলীদ্বীপস্থ ক্ষত্রিয়গণ; (সঙ্গীত) রাগবিশেষ (ইহা কানাড়া, মল্লার ও নট—এই তিনটী রাগিণীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন); কৃষ্ণলোহিতবর্ণ; কপিলবর্ণ; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে প্রকাশমান রক্তিমা; সন্ধ্যারাগ; কুষ্ঠবিশেষ; নিঃশব্দব্যক্তি, মূক, বোবা; পুন্নাগবৃক্ষ; গুড়; অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। বি; পুং। ২। কপিলবর্ণ; রক্তবর্ণযুক্ত। বিণ। ৩। কুঙ্কুম; সিন্দূর। ঋ+উনন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অরুণকমল—রক্তপদ্ম। অরুণ (২) এমন কমল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অরুণজ্যোতিঃ (-তিস্), **-জ্যোত**—সূর্য্যসারথির দীপ্তি; প্রভাতের আলো, প্রভাতসূর্য্যের দ্যুতি; রৌদ্র। অরুণের (১) জ্যোতিঃ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অরুণনয়ন, -নেত্র—১। ঈষৎ রক্তবর্ণ লোচনবিশিষ্ট, আরক্তনয়ন। অরুণ (২) নয়ন, নেত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। রক্তবর্ণ নেত্র। অরুণ (২) নয়ন, নেত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অরুণবসন—১। রক্তবস্ত্র, লোহিতবর্ণ বস্ত্র। অরুণ (২) বসন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। রক্তবস্ত্রপরিহিত। অরুণ (২) হইয়াছে বসন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অরুণলোচন—১। রক্তনেত্র। বিণ। ২। পারাবত; কোকিল। অরুণ (২) লোচন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। রক্তবর্ণ নেত্র। অরুণ লোচন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অরুণসারথি—সূর্য্য। অরুণ (১) সারথি যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অরুণা—১। অতিবিষা; শ্যামা; মঞ্জিষ্ঠা; ত্রিবৃতা, তেউড়ীগাছ; ইন্দ্রবারুণী; গুঞ্জা; মুণ্ডিতিকা; অপ্সরোবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]; প্লক্ষদ্বীপস্থ সাতটী নদীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নদী। অরুণ+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। রক্তবর্ণা, লোহিতবর্ণা। অরুণ (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অরুণাত্মজ—জটায়ুপক্ষী; সম্পাতিপক্ষী। অরুণের (সূর্য্যসারথির) আত্মজ (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অরুণানুজ, -বরজ—গরুড়পক্ষী। অরুণের অনুজ, অবরজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অরুণাভ—লোহিত, রক্তিম। অরুণ (২) আভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অরুণিত—অরুণীকৃত, রক্তবর্ণপ্রাপ্ত; রাঙা, রাতুল। অরুণ+ইত জাতার্থে। বিণ।

অরুণিম—অরুণাভ, রক্তাভ। 'অরুণিমা'-শব্দজ। বিণ।

অরুণিমা (-মিমন্)—লৌহিত্য, রক্তিমা; গোলাপী আভা। অরুণ+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

অরুণোদয়—সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ৪ দণ্ড কাল। অরুণের উদয় যখন, বহুব্রী। বি; পুং।

অরুণোদয়-সপ্তমী—মাঘী শুক্লসপ্তমী [এই তিথিতে অরুণোদয়কালে স্নান করিলে সূর্য্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফললাভ এবং আয়ুর্বৃদ্ধি, আরোগ্য ও সম্পৎপ্রাপ্তি ঘটে]। অরুণোদয়স্থিতা সপ্তমী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অরুণোপল—রক্তবর্ণ মণিবিশেষ, পদ্মরাগমণি, চুনী। অরুণ (২) উপল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অরুদ্ধ—অনাবদ্ধ, যাহাকে আটক করা হয় নাই এরূপ; অবাধিত; অবিঘ্নিত; মুক্ত। ন রুদ্ধ, নঞ্ তৎ। বিণ।

অরুদ্র—১। অনুগ্র, যাহা ভয়ঙ্কর নহে এরূপ। বিণ। ২। অশিব, শিবভিন্ন অপর কেহ। নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অরুন্তুদ—মর্ম্মব্যথাদায়ী, মর্ম্মপীড়াদায়ক; ক্লেশদায়ক; শ্রুতিকটু। অরুস্—তুদ্+খশ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অরুন্ধতী—বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী [চরিতাবলী দ্রঃ]; দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও ধর্ম্মের জ্যেষ্ঠা পত্নী; সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নক্ষত্রবিশেষ। ন—রুধ্+শতৃ কর্ত্তৃবা+ ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অরুষ্ট—অক্রুদ্ধ; শান্ত। ন রুষ্ট, নঞ্ তৎ। বিণ।

অরুহা—ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা। নঞ্—রুহ্+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অরূপ—রূপহীন, আকৃতিশূন্য; কুৎসিত, বিসদৃশ। ন (নাই) রূপ (সৌন্দর্য্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অরূপরাশি—করণী, যাহার বর্গমূল ঘনমূল প্রভৃতি ঠিক বাহির হয় না এরূপ রাশি; [যেমন $\sqrt{6}$ $\sqrt{9}$ (surds).]। অরূপ এমন রাশি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অরে—ক্রোধজ্ঞাপক বা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন; অনিষ্ট বা নিন্দা-প্রকাশক শব্দ। ঋ+এ করণবা। অব্য।

অরেরে—নীচ সম্বোধন; সক্রোধ আহ্বান ["অরেরে অরে দক্ষ, দেরে সতীরে।"—ভারতচন্দ্র]। দ্বিরুক্ত 'অরে' শব্দের দ্রুত উচ্চারিত রূপ। অব্য।

অরোক—নিষ্প্রভ, দীপ্তিহীন; ছিদ্রশূন্য। ন (নাই) রোক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অরোগ—১। নীরোগ; রোগমুক্ত। ন (নাই) রোগ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। রোগাভাব, স্বাস্থ্য। ন রোগ, নঞ্ তৎ। বি; পুং। [নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—গিনী।

অরোগী (-গিন্)—নীরোগ, স্বাস্থ্যবান্।

অরোচক—১। রোগবিশেষ, অরুচিরোগ। বি; ক্লীব। ২। অরুচিজনক, যাহা অন্নে স্পৃহা নষ্ট করে এরূপ। ন রোচক, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—চিকা।

অরোধ্য—রোধের অযোগ্য, যাহা রুদ্ধ করিতে পারা যায় না এরূপ; অবাধ্য; দুর্দ্দমনীয়, উচ্ছৃঙ্খল। নঞ্ তৎ। বিণ।

অরোপিত—যাহা রোপণ করা হয় নাই এমন। নঞ্ তৎ। বিণ।

অরোষ—১। ক্রোধহীন, অক্রুদ্ধ। ন (নাই) রোষ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ক্রোধের অভাব, ক্রোধহীনতা। ন রোষ, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অরৌদ্র—১। অতীষণ; অনুগ্র; রৌদ্রবিহীন; অরুদ্রসম্বন্ধীয়, যাহা রুদ্রের নহে এরূপ। বিণ। ২। রৌদ্রাভাব, আলোকাভাব, অনাতপ। ন রৌদ্র, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অর্ক—১। সূর্য্য; (জ্যোতিষ) রবিবার; স্ফটিকমণি; কিরণ, আলোক; আকন্দগাছ; তাম্র। অর্ক+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। ইন্দ্র; সুধী, পণ্ডিত; কবি; বিষ্ণু; জ্যেষ্ঠভ্রাতা; সর্ব্বদর্শী; রামচন্দ্রের সেনাপতি বানরবিশেষ। অর্চ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। নির্য্যাস, আরক। অর্ক্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

অর্ককান্তা—সূর্য্যপ্রিয়া, সংজ্ঞা বা ছায়া। অর্কের কান্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্কচন্দন—রক্তচন্দন। অর্কবর্ণ চন্দন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্কজ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। উপতৎ; অর্ক—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং। (সংস্কৃতে সর্ব্বদা দ্বিবচনান্ত)।

অর্কতনয়, -নন্দন—কর্ণ; মনু; শনি; যম; সুগ্রীব; (সংস্কৃতে দ্বিবচনে) অশ্বিনীকুমারদ্বয়। অর্কের তনয়, নন্দন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্কতনয়া—যমুনা; তপতী; তাপ্তী নদী। অর্কের তনয়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্ক-দুগ্ধ—আকন্দের আঠা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অর্কনন্দন—'অর্কতনয়' দ্রঃ।

অর্কপত্র—১। আকন্দগাছ। অর্কবৎ (তীক্ষ্ণ) পত্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। আকন্দের পাতা। অর্কের পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অর্কপত্রা—ঈশেরমূলবৃক্ষ, অর্কমূলা। অর্কসদৃশ পত্র যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। [বহুব্রী। বি; পুং।

অর্কপর্ণ—আকন্দবৃক্ষ। অর্কসদৃশ পর্ণ যাহার,

অর্কপাদপ—নিম্ববৃক্ষ। অর্কপ্রিয় পাদপ (বৃক্ষ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্কপুষ্পিকা, -পুষ্পী—কুটুম্বিনীনামক বৃক্ষ; হুলীফুলের গাছ। অর্কের পুষ্পের ন্যায় পুষ্প যাহার, বহুব্রী+আপ্; অর্কপুষ্পা+ক স্বার্থে; পক্ষে অর্কপুষ্প+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অর্কপ্রিয়া—রক্তজবাফুল; হুড়হুড়ে; পদ্মিনী; সূর্য্যপত্নী। অর্কের প্রিয়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্কফলা—রেফ্; টিকী। বাং প্র। বি।

অর্কবৎসর, -বর্ষ—সৌরবৎসর, সূর্য্যের মেষাদি দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করিতে যে সময় লাগে তাহা। অর্কসম্বন্ধীয় বৎসর, বর্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব।

অর্কবিদ্যা—স্ফটিকমণিবিষয়ক তত্ত্ব। অর্কবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অর্কব্রত—১। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী প্রভৃতি তিথিতে করণীয় সূর্য্যারাধনারূপ ব্রত। অর্কোদ্দিষ্ট ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। প্রজাদিগের কর-আদায়স্বরূপ রাজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অর্কসদৃশ ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অর্কভক্তা—আদিত্যভক্তা, হুড়হুড়িয়া। অর্কের ভক্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্কমণ্ডল—সূর্য্যমণ্ডল, রবিবিম্ব। অর্কের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অর্কসিদ্ধি—আরক প্রস্তুতকরণ। অর্কের (আরকের) সিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্কসুত, -সূনু—যম; শনি। অর্কের (সূর্য্যের) সুত, সূনু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্কাশ্ম (-শ্মন্)—সূর্য্যকান্তমণি, চুনী। অর্কানুগত অশ্ম (প্রস্তর), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [গাছ। ইং orchid. বি।

অর্কিড—একপ্রকার সুদৃশ্য পুষ্প; ভুঁই চাঁপার

অর্কোপল—সূর্য্যকান্তমণি, চুনী। অর্কানুগত উপল (প্রস্তর), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্গল, -লা—খিল, হুড়কা; গোঁজ;

প্রতিবন্ধক; দেবীমাহাত্ম্যের পূর্ব্বে পাঠ্য স্তোত্রবিশেষ; কল্লোল। অর্জ্জ্+কলচ্ করণবা; ২য় পক্ষে অর্গল+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অর্গলিকা, -লী—ক্ষুদ্র অর্গল, হুড়কা। অর্গল+ঈপ্ ক্ষুদ্রার্থে; ১ম পক্ষে অর্গলী+ক স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্গলিত—অর্গলযুক্ত, খিল-দেওয়া। অর্গল+ইত যুক্তার্থে। বিণ। [বি।

অর্গ্যান—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইং organ.

অর্ঘ—১। মূল্য। অর্ঘ্+ঘঞ্ করণবা। ২। পূজা; পূজাবিধি। অর্হ্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। পূজাসামগ্রীবিশেষ। অর্হ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। [প্রস্তুত হয়)। বাং। বি।

অর্ঘঘাস—গন্ধতৃণবিশেষ (ইহাতে সুগন্ধ তৈল

অর্ঘার্হ—মূল্যবান্, দামী, পূজাযোগ্য, পূজনীয়। উপতৎ; অর্ঘ—অর্হ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

অর্ঘ্য—১। পূজার সামগ্রী; মাল্যাদি উপহার [দেবতা বা পূজ্য ব্যক্তির পূজার নিমিত্ত আতপতণ্ডুল দুর্ব্বা পুষ্প চন্দন ও জল এইগুলিকে পঞ্চাঙ্গ অর্ঘ্য বলে; দুর্ব্বা আতপতণ্ডুল চন্দন পুষ্প জল লবঙ্গ জায়ফল ও কুশ—এইগুলি অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্যদ্রব্য; অথবা জল ক্ষীর কুশাগ্র দধি ঘৃত তণ্ডুল তিল ও যব—এই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্যদ্রব্য। পূর্ব্বকালে যজ্ঞাদিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য ব্যক্তিকে আধুনিক মাল্যচন্দনদানের ন্যায় অর্ঘ্যদান করিবার প্রথা ছিল]; বনমধু। বি; ক্লীব। ২। অর্ঘদানযোগ্য, পূজনীয়, পূজ্য। অর্ঘ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

অর্চ্চ(র্চ)ক—পূজক, পূজাকারক। অর্চ্চ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -র্চ্চিকা।

অর্চ্চ(র্চ)ন—পূজা, দেবাদিপূজন। অর্চ্চ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অর্চ্চ(র্চ)না—পূজা। অর্চ্চ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্চ্চ(র্চ)নীয়—পূজনীয়। অর্চ্চ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অর্চ্চা(র্চা)—১। প্রতিমা। অর্চ্চ্+অ অধিবা+আপ্। ২। পূজা। অর্চ্চ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্চ্চি(র্চি), অর্চ্চি(র্চি)ঃ (অর্চ্চিস্)—জ্বালা, অগ্নিশিখা; তেজঃ, প্রভা; সূর্য্যকিরণ, অংশু; কৃপাশ্বের পত্নী (ইঁহার গর্ভে ধূমকেতুর জন্ম হয়)। অর্চ্চ্+ইন্, ইস্ ভাববা, কর্তৃবা। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অর্চ্চি(র্চি)ত—পূজিত, উপাসিত; মান্য; দীপ্ত। অর্চ্চ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অর্চ্চি(র্চি)স্মান্ (-স্মৎ)—১। সূর্য্য; অগ্নি; দেবর্ষিবিশেষ। বি; পুং। ২। তেজস্বী, দীপ্তিমান্; প্রজ্বলিত। অর্চ্চিস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -স্মতী।

অর্চ্চি(র্চি)সন্তান—আলোকতরঙ্গ (light-wave). অর্চ্চির সন্তান (বিস্তার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [কর্ম্মবা। বিণ।

অর্চ্চ্য(র্চ্য)—পূজ্য, আরাধ্য। অর্চ্চ্+ণ্যৎ

অর্জ্জ(র্জ)ক—অর্জ্জনকারী, উপার্জ্জক, রোজকারী। অর্জ্জ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -র্জ্জিকা। [অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অর্জ্জ(র্জ)ন—উপার্জ্জন, লাভ। অর্জ্জ্+

অর্জ্জ(র্জ)য়িতা (-য়িতৃ)—অর্জ্জক, উপার্জ্জনকারী। অর্জ্জ্+ণিচ্+তৃচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -য়িত্রী। [কর্ম্মবা। বিণ।

অর্জ্জি(র্জি)ত—উপার্জ্জিত, লব্ধ। অর্জ্জ্+ক্ত

অর্জ্জু(র্জু)ন—১। তৃতীয় পাণ্ডব [চরিতাবলী দ্রঃ]; অর্জ্জুন গাছ; শ্বেত বর্ণ; রাগবিশেষ; তীর্থবিশেষ; জনৈক গন্ধর্ব্ব; মাহীষ্মতী পুরীর নরপতি [চরিতাবলী দ্রঃ]; গাভী; কুট্টনী; ময়ূর; মাতার একমাত্র পুত্র। বি; পুং। ২। শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, -না, -নী। ৩। চোখের অঞ্জনিরোগ; তৃণ। অর্জ্জ্+উনন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অর্জ্জু(র্জু)নচ্ছবি—শ্বেতবর্ণ, শুভ্র। অর্জ্জুন ছবি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অর্জ্জু(র্জু)নদ্রুম—ককুভ বৃক্ষ, অর্জ্জুন গাছ। অর্জ্জুন-নামক দ্রুম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্জ্জু(র্জু)নধ্বজ—হনুমান্। অর্জ্জুনের ধ্বজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্জ্জু(র্জু)নী—১। করতোয়া নদী; উষা, অনিরুদ্ধপত্নী; গাভী; কুট্টনী। বি; স্ত্রী। ২। শ্বেতবর্ণা, শুভ্রা। অর্জ্জুন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অর্জ্জু(র্জু)নোপম—১। অর্জ্জুনসদৃশ, অর্জ্জুনতুল্য। বিণ। ২। বৃক্ষবিশেষ, শাকবৃক্ষ, সেগুনগাছ। অর্জ্জুন উপমা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অর্ণ—১। অ-কারাদি বর্ণ, অক্ষর। বি; পুং বা ক্লীব। ২। শাকগাছ; সেগুনগাছ। বি; পুং। ৩। জল। ঋ+ন কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অর্ণঃ (অর্ণস্), **অর্ণ**—জল, বারি। ঋ+অসুন্ কর্তৃবা (ন-আগম এবং ণত্ব)। বি; ক্লীব।

অর্ণজ—জলজাত; জল হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; অর্ণ—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

অর্ণব—সমুদ্র, জলধি। অর্ণস্+ব আছে অর্থে (স-লোপ)। বি; পুং।

অর্ণবজ—১। সমুদ্রের ফেনা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। সমুদ্রজাত। উপতৎ; অর্ণব—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

অর্ণবতরণি, -তরণী, -তরি, -তরী—জাহাজ। অর্ণবগামী তরণি, তরণী, তরি, তরী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অর্ণবনেমি—পৃথিবী; সাগরপ্রান্ত, সিন্ধুপ্রান্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্ণবপোত—সমুদ্রযান, জাহাজ। অর্ণবগামী পোত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্ণবযান—সমুদ্রপোত, জলযান, জাহাজ। অর্ণবগামী যান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অর্ণবোদ্ভব—চন্দ্র; অমৃত; অগ্নিজার বৃক্ষ। অর্ণব (সমুদ্র) উদ্ভব যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অর্ণোদ—মেঘ; মুস্তা, মুথা। উপতৎ; অর্ণস্—দা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

অর্ণোভব—১। শঙ্খ, শাঁখ। বি; পুং। ২। জলে উৎপন্ন। অর্ণে (অর্ণস্ শব্দ) ভব, ৭মীতৎ। বিণ। [ভাববা। বি; ক্লীব।

অর্ত্ত(র্ত)ন—নিন্দা, অপবাদ। ঋত্+অনট্

অর্ত্তি(র্তি)—১। পীড়া, যাতনা। অর্দ্+ক্তি ভাববা। ২। ধনুষ্কোটি, ধনুকের অগ্রভাগ। অর্দ্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

অর্ত্তি(র্তি)ক—১। পিষ্টকবিশেষ, আস্কে পিটে। বি; পুং। ২। পীড়াযুক্ত, ব্যাধিযুক্ত। অর্ত্তি+কণ্ আছে অর্থে। বিণ।

অর্থ—১। প্রার্থনা; অভিলাষ; প্রয়োজন; প্রকার; প্রণালী; নিবৃত্তি। অর্থ্+অচ্ ভাববা। ২। ধন, ঐশ্বর্য্য; টাকাকড়ি; ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গমধ্যে ঐহিকধনজনিত সৌভাগ্য; বস্তু, পদার্থ, ধনাদি দ্রব্য; মধুপর্কাদি পদার্থ। অর্থ+অচ্ কর্ম্মবা। ৩। শব্দের অভিধেয়, শব্দের প্রতিপাদ্য, 'মানে'। ঋ+থন্ কর্ম্মবা সংজ্ঞার্থে। [অলঙ্কারশাস্ত্রে অর্থ ত্রিবিধ; যথা,—বাচ্য, লক্ষ্য, ব্যঙ্গ্য। অভিধা অর্থাৎ ব্যাকরণ, অভিধান, ব্যবহার প্রভৃতি দ্বারা যে অর্থ বুঝা যায়, তাহাকে বাচ্য বলে; লক্ষণা অর্থাৎ বাচ্যার্থের বাধা ঘটিলে তদ্বিষয়ক অন্যার্থপ্রতিপাদিকা-শক্তি দ্বারা যে অর্থ বুঝা যায়, তাহাকে লক্ষ্য বলে; এবং ব্যঞ্জনা অর্থাৎ বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ ভিন্ন অন্যার্থপ্রকাশিকা শক্তি দ্বারা যে অর্থ বুঝা যায়, তাহাকে ব্যঙ্গ্য কহে। যথা, বাচ্যার্থ;—বৃক্ষ, জল, মনুষ্য ইত্যাদি; ইহারা ইহাদের প্রতিপাদ্য অর্থেরই সূচনা করে। লক্ষ্যার্থ;—দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যা উৎসন্ন হইয়াছে। এখানে 'উড়িষ্যা' শব্দে একটী দেশ বুঝাইতেছে; ইহাই উড়িষ্যা শব্দের বাচ্যার্থ; কিন্তু দুর্ভিক্ষে একটা দেশ বিলুপ্ত হইয়া যায় না, সেখানকার লোকগুলিই মরিয়া যায়। অতএব, এখানে বাচ্যার্থের বাধা ঘটায় ঐ অর্থসংযুক্ত অপর একটী অর্থ, অর্থাৎ 'তদ্দেশবাসী' বুঝাইতেছে। ব্যঙ্গ্যার্থে;—তোমার সোনার দোয়াত কলম হউক; এই বাক্যের ব্যঙ্গ্যার্থ, তোমার সৌভাগ্যলাভ হউক; এখানে বাচ্যার্থ সোনায় প্রস্তুত দোয়াত বা কলম লাভ করা; কিন্তু তাহা বক্তার অভিপ্রেত নহে। সেইরূপ এই অর্থের সংশ্লিষ্ট অন্য কোন অর্থ, অর্থাৎ লক্ষ্যার্থও অনভিপ্রেত। এইস্থানে সৌভাগ্যলাভরূপ আশীর্ব্বাদই বক্তার অভিপ্রেত; এইজন্য ইহা ব্যঙ্গ্যার্থ।] ৪। স্বরাজ্যের রক্ষা এবং

পররাজ্যের অনুসন্ধানাদিরূপ রাজনীতি ; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি ; কাম্য বস্তু। ঋ+থন্ কর্ম্মবা। ৫। কারণ, হেতু, নিমিত্ত। ঋ+থন্ করণবা। ৬। তাৎপর্য্য ; তত্ত্ব ; সত্য ; বিষয় ; জ্ঞানবিষয়, ইন্দ্রিয়বিষয় ; সমর্থন ; প্রকাশ ; ফল ; সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ; হিত, কল্যাণ ; কার্য্য ; (ব্যবহার-শাস্ত্র) অভিযোগাদি, বিবাদবিষয়, নালিশ। অর্থ+ অচ্ কর্ম্মাদিবাচ্যে। ৭। ধর্ম্মের পুত্র (দক্ষ-কন্যা ক্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন)। বি ; পুং।

অর্থকর—প্রয়োজনোপযোগী, কার্য্যকারক ; অর্থপ্রদ, ধনপ্রদ, উপার্জ্জনসাধক। উপতৎ ; অর্থ—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —করী।

অর্থকষ্ট, -কৃচ্ছ্র—ধনকষ্ট, ধনাভাবজনিত দুর্দ্দশা ; দুরূহবিষয়ে কার্য্যাকার্য্যজিজ্ঞাসা। অর্থবিষয়ক কষ্ট, কৃচ্ছ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অর্থকাম—১। ধনস্পৃহা, অর্থাকাঙ্ক্ষা। অর্থে কাম, ৭মীতৎ। বি ; পুং। ২। ধনাভিলাষী, অর্থগৃধ্নু। অর্থে কাম (কামনা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অর্থকামী (-মিন্)—অর্থাভিলাষী, অর্থ-গৃধ্নু। উপতৎ ; অর্থ—কম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কামিনী।

অর্থকৃচ্ছ্র—'অর্থকষ্ট' দ্রঃ।

অর্থকোবিদ—কর্ম্মসম্পাদনপটু, কার্য্যসাধনে তৎপর। অর্থে কোবিদ, ৭মীতৎ। বিণ।

অর্থক্রম—প্রয়োজনমত ক্রমনির্দ্ধারণ, ক্রম-নিরূপণ। অর্থের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থক্লেশ—অর্থকষ্ট, ধনাভাবজনিত কষ্ট। অর্থবিষয়ক ক্লেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অর্থগরীয়ান্ (-রীয়স্)—অর্থের গৌরবে গৌরবযুক্ত ; ভাববিশিষ্ট, ভাবময়। অর্থ দ্বারা গরীয়ান্, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, —গরীয়সী।

অর্থগৃধ্নু—ধনলোভী, ধনলুব্ধ। অর্থকে গৃধ্নু (লোভী), ২য়াতৎ। বিণ।

অর্থগৃহ—অর্থভাণ্ডার, ধনকোষ। অর্থের গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি. ; ক্লীব।

অর্থগৌরব—অর্থের গুরুত্ব ; ভাবের উচ্চতা, তাৎপর্য্যের গভীরতা ; ধনগরিমা, অধিক-অর্থলাভজনিত গর্ব্ব। অর্থগত গৌরব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অর্থগ্রহ—তাৎপর্য্যবোধ, অর্থবোধ, মানে বুঝা। অর্থের গ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—ধনগ্রহণকারী ; ভাববোদ্ধা, তাৎপর্য্যের বোদ্ধা। উপতৎ ; অর্থ —গ্রহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গ্রাহিণী।

অর্থঘ্ন—১। অর্থের অপব্যয়কারী, ধননাশক। উপতৎ ; অর্থ—হন্+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ঘ্না। ২। অর্থনাশজনক। উপতৎ ; অর্থ —হন্+টক্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ঘ্নী।

অর্থচিন্তন, -চিন্তা—উপার্জ্জনচিন্তা; টাকার ভাবনা ; স্বরাজ্যরক্ষা ও পররাজ্যানুসন্ধানরূপ রাজকার্য্যচিন্তা। অর্থের চিন্তন, চিন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

অর্থজ—অর্থহেতুক, ধনহেতুক। উপতৎ ; অর্থ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অর্থজনক—আয়প্রদ ; লাভজনক। অর্থের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অর্থজ্ঞ—প্রয়োজনব্যুৎপন্ন ; জ্ঞানী, মর্ম্মবিৎ। উপতৎ ; অর্থ—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অর্থজ্ঞাপক—ভাবদ্যোতক। অর্থের জ্ঞাপক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অর্থতঃ (-তস্), **অর্থত**—বস্তুতঃ, ফলতঃ ; অর্থাৎ। অর্থ+তস্ (৩য়া স্থানে)। অব্য।

অর্থতত্ত্ব—প্রকৃত বিষয়, যাথার্থ্য, স্বরূপ। অর্থের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অর্থদ—ধনদ, অর্থকর ; বদান্য ; কৃপাপরায়ণ। উপতৎ ; অর্থ—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অর্থদণ্ড—জরিমানা ; বৃথা অর্থব্যয়। অর্থ দ্বারা দণ্ড, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

অর্থদাতা (-দাতৃ)—ধনদানকারী। ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ। স্ত্রী, —দাত্রী।

অর্থদায়ক—'অর্থদ' (সকল অর্থে)। অর্থের দায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —দায়িকা।

অর্থদূষণ—অপব্যয় ; পরধনের অপহরণ, দেয় অর্থের অপ্রদান ইত্যাদি ; রাজাদিগের ক্রোধাদি অষ্টপ্রকার ব্যসনমধ্যে ব্যসনবিশেষ। অর্থের দূষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অর্থদোষ—শব্দপ্রভৃতি পাদ্যের হীনতা ; (অলঙ্কারশাস্ত্র) কাব্যাপকর্ষসাধক অপুষ্টতা দুষ্ক্রমতা প্রভৃতি দোষ। অর্থঘটিত দোষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অর্থন—প্রার্থনা, যাচ্ঞা। অর্থ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অর্থনা—প্রার্থনা, যাচ্ঞা। অর্থ+অন ভাববা +আপ্। বি ; স্ত্রী। [বি ; পুং।

অর্থনাশ—ধনক্ষয়। অর্থের নাশ, ৬ষ্ঠীতৎ।

অর্থনীতি—অর্থব্যবহারবিষয়ক নিয়ম, ধন-বিজ্ঞান, অর্থতত্ত্ব (economics). অর্থ-বিষয়িণী নীতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্থনীতিজ্ঞ, -নীতিবিদ্—অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। উপতৎ ; অর্থনীতি—জ্ঞা (জানা)+ ক, বিদ্ (বিদিত থাকা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অর্থপতি—ধনাধিপ, কুবের ; অর্থশালী, ধনী ; রাজা। অর্থের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থপর—ধনলোভী, ধনোপার্জ্জনে আসক্ত ; কৃপণ, ব্যয়ভীত। অর্থ পর (শ্রেষ্ঠ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অর্থপরায়ণ—অতিশয় অর্থপ্রিয়, অর্থই যাহার পরম পদার্থ এরূপ, ধনাসক্ত। অর্থ পর (প্রধান) অয়ন (অবলম্বনীয় বস্তু) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অর্থপাল—ধনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ ; খাজাঞ্চী (treasurer). উপতৎ ; অর্থ—পালি+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অর্থপিপাসা—ধনাকাঙ্ক্ষা, অর্থলাভে প্রবল আগ্রহ। অর্থের পিপাসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থপিপাসু—ধনলিপ্সু, অর্থলুব্ধ, ধন-লোভী। অর্থকে পিপাসু, ২য়াতৎ। বিণ।

অর্থপিশাচ—যে ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে বিমুখ হইয়া যে-কোন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে এরূপ, অত্যন্ত ধনলোভী। অর্থ-বিষয়ে পিশাচ, ৭মীতৎ। বিণ।

অর্থপ্রদ—অর্থপ্রদানকারী, ধনদ ; লাভজনক। উপতৎ ; অর্থ—প্র—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অর্থপ্রয়োগ—বৃদ্ধির মানসে বাণিজ্যাদিতে অর্থের নিয়োগ, ব্যবসায়ে টাকা খাটান, কুসীদব্যবহার, মহাজনী, তেজারতী ; ধান্যাদি ফসল বাড়ি দেওয়ন। অর্থের প্রয়োগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থপ্রাপ্তি—বিত্তলাভ ; ধনলাভ, অর্থার্জ্জন ; প্রয়োজনসিদ্ধি। অর্থের প্রাপ্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, —প্রাপ্ত।

অর্থবন্টন—ধন ভাগ করিয়া বিতরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অর্থবল—ধনবল। অর্থজাত বল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অর্থবাদ—গুণকীর্ত্তন, প্রশংসা, স্তুতিবাদ ; নিন্দাবাদ ; ব্যঞ্জনা ; সাভিপ্রায় উক্তি [ইহা দ্বিবিধ, যথা,—স্তুত্যর্থবাদ, নিন্দার্থবাদ] ; বেদের ব্রাহ্মণভাগের একাংশ। অর্থের বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থবান্ (-বৎ)—অর্থশালী, ধনী, ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ; সার্থক, অর্থযুক্ত ; উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। অর্থ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

অর্থবিজ্ঞান—শব্দার্থজ্ঞান, শব্দশক্তিগ্রহ ; অর্থশাস্ত্র, অর্থনীতি, ধনবিজ্ঞান। অর্থবিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অর্থবিৎ (-বিদ্)—শব্দার্থজ্ঞ, অর্থ-জ্ঞানবান্ ; তত্ত্বজ্ঞ ; আয়ব্যয়বিষয়ক-শাস্ত্রজ্ঞ ; জ্ঞানী ; কার্য্যাভিজ্ঞ। উপতৎ ; অর্থ—বিদ্ (বিদিত থাকা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অর্থবিদ্যা—ধনের উৎপত্তি রক্ষা প্রসার ইত্যাদি বিষয়ক বিদ্যা। অর্থবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্থবিনিয়োগ—অর্থপ্রয়োগ, ধনব্যবহার, ব্যবসায়ে বা সুদে টাকাকড়ি খাটান। অর্থের বিনিয়োগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থবিরোধ—তাৎপর্য্যের অসামঞ্জস্য। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

অর্থবৃদ্ধি—ধনের আধিক্য, সম্পদের আতি-শয্য। অর্থের বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থবেত্তা (-বেতৃ)—অর্থজ্ঞ, ভাবগ্রাহী, তাৎপর্য্যগ্রহণে সমর্থ ; অর্থনীতিজ্ঞ। অর্থের বেত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —বেত্রী।

অর্থ-বৈকল্প—কথার ফাঁকি; ব্যপদেশ। অর্থের বৈকল্প, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অর্থ-বৈলক্ষণ্য—অর্থান্তর; ভিন্ন অর্থ; তাৎপর্য্যের পার্থক্য। অর্থের বৈলক্ষণ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অর্থবোধ—অভিধেয়জ্ঞান, তাৎপর্য্যগ্রহণ, মানে বুঝা। অর্থের বোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থব্যবহার—ধনপ্রয়োগ; প্রয়োজনীয় বিষয়ে টাকাকড়ি খরচ করা। অর্থের ব্যবহার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র—অর্থশাস্ত্র, অর্থনীতি-শাস্ত্র। অর্থব্যবহারবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অর্থব্যয়—ধনব্যয়, টাকাকড়ি খরচ। অর্থের ব্যয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থভাগী (-ভাগিন্)—১। অর্থসেবী, অর্থভাক্; তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। উপতৎ; অর্থ—ভজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। ২। অংশীদার, অর্থের ভাগ পাইবার অধিকারী। অর্থভাগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ভাগিনী।

অর্থভাগ্য—ধনলাভের সৌভাগ্য, টাকাকড়ি পাওয়ার কপাল। অর্থবিষয়ক ভাগ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অর্থভাণ্ডার—ধনভাণ্ডার, তহবিল, অর্থগৃহ, ধনাগার। অর্থের ভাণ্ডার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অর্থভেদ—অর্থ বুঝিতে পারা, অর্থের মীমাংসা; অর্থের পার্থক্য। অর্থের ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থমন্ত্রক—সরকারী ধনের ব্যবস্থাকারী মন্ত্রিদপ্তর (finance ministry). অর্থবিষয়ক মন্ত্রক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অর্থমন্ত্রী (-ন্ত্রিন্), **-সচিব**—সরকারী টাকাকড়ির বিলি ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। অর্থ বিষয়ক মন্ত্রী, সচিব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্থলাভ—অর্থপ্রাপ্তি, টাকাকড়ি পাওয়া; অর্থগ্রহ, তাৎপর্য্যবোধ। অর্থের লাভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থলালসা, -লিপ্সা—ধনাকাঙ্ক্ষা, অর্থের প্রতি একান্ত আগ্রহ। অর্থের লালসা, লিপ্সা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থলিপ্সু—ধনলাভেচ্ছু, অর্থাকাঙ্ক্ষী। অর্থকে লিপ্সু, ২য়াতৎ। বিণ।

অর্থলুব্ধ—ধনলুব্ধ, অর্থগৃধ্নু, ধনলোভী। অর্থে লুব্ধ, ৭মীতৎ। বিণ।

অর্থলোভ—ধনস্পৃহা, ধনলিপ্সা, অর্থলালসা। অর্থের লোভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থলোভী (-লোভিন্)—অর্থগৃধ্নু, অর্থ-পিপাসু, অর্থের প্রতি একান্ত আসক্তি-বিশিষ্ট। অর্থলোভ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —লোভিনী। [লোলুপ, ৭মীতৎ। বিণ।

অর্থলোলুপ—অর্থলোভী, অর্থগৃধ্নু। অর্থে

অর্থশালী (-শালিন্)—ধনী, অবস্থাপন্ন। অর্থ দ্বারা শালিত (শোভিত) হয় যে, উপতৎ; অর্থ—শাল্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী।

অর্থশাস্ত্র—অর্থোৎপাদকশাস্ত্র, বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত নীতিশাস্ত্র; কৃষি-শাস্ত্র; ধনবিজ্ঞান; শিল্পশাস্ত্র [বৃহস্পতি-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে দণ্ডনীতি বর্ণিত আছে। অর্থশাস্ত্র নানাবিধ,—নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সূপকারশাস্ত্র, চতুঃষষ্টিকলাশাস্ত্র ইত্যাদি। চাণক্য প্রভৃতি মহাত্মারা ঐ সকল শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন]। অর্থবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অর্থশাস্ত্রঘটিত—অর্থনীতিঘটিত, নীতি-শাস্ত্রসংক্রান্ত। অর্থশাস্ত্র দ্বারা ঘটিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থশাস্ত্রবিৎ (-বিদ্), **-বিশারদ**—ধনবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। উপতৎ; অর্থশাস্ত্র—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা; ২য় পক্ষে অর্থশাস্ত্রে বিশারদ, ৭মীতৎ। বিণ।

অর্থশাস্ত্রী (-স্ত্রিন্)—অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত। অর্থশাস্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ।

অর্থশুচি—ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন-কারী; সৎভাবে অর্থব্যয়কারী। অর্থে শুচি (নির্ম্মলচরিত্র), ৭মীতৎ। বিণ।

অর্থশূন্য—অর্থহীন, তাৎপর্য্যরহিত; নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন, বৃথা; নিঃস্ব, দরিদ্র; অসম্বল; অকৃতকার্য্য। অর্থ দ্বারা শূন্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থশৌচ—ধনব্যাপারে সাধুতা, টাকাকড়ি সম্বন্ধে সাউথুড়ি; ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন। অর্থে (অর্থবিষয়ে) শৌচ (শুদ্ধি), ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

অর্থসংগ্রহ—ধনাহরণ, ধনসঞ্চয়, টাকাকড়ি যোগাড় করা। অর্থের সংগ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থ-সংস্থান, -সংস্থিতি—অর্থসংগ্রহ, ধনসঞ্চয়; ধন উপার্জ্জন করিয়া রাখা; টাকা-কড়ি জমা করা; আয় অপেক্ষা ব্যয় অল্প করিয়া টাকা জমান। অর্থের সংস্থান, সংস্থিতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অর্থসঙ্ক(ঙ্ক)ট—টাকাকড়ির অভাবজনিত দুরবস্থা; মর্ম্মগ্রহণে অক্ষমতা হেতু বিপদ্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অর্থসঙ্গ(ঙ্গ)ত—যাহার মানে হয় এমন; অর্থবিশিষ্ট। অর্থের সহিত সঙ্গত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থসঙ্গ(ঙ্গ)তি—আর্থিক সচ্ছলতা, উত্তম আর্থিক অবস্থা; আয় অনুসারে ব্যয়; যথার্থ তাৎপর্য্যজ্ঞান, ঠিক মানে বুঝা। অর্থের সঙ্গতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থসচিব—'অর্থমন্ত্রী' দ্রঃ।

অর্থসঞ্চয়—ধনাহরণ, টাকাকড়ি যোগাড়। অর্থের সঞ্চয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থসমস্যা—অর্থসঙ্কট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থসমাধান—তাৎপর্য্য ঠিক করা; মর্ম্ম-নিরূপণ; সিদ্ধান্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অর্থসাধন—ধনপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অর্থসাপেক্ষ—যাহা টাকাকড়ির উপর নির্ভরশীল। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অর্থসামর্থ্য—আর্থিক ক্ষমতা; ধনবল। অর্থ বিষয়ক সামর্থ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অর্থসাহায্য—ধন দান দ্বারা সহায়তা, টাকা-কড়ি দিয়া উপকার করণ। অর্থদ্বারা সাহায্য, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

অর্থসিদ্ধ—১। কৃতকার্য্য। অর্থবিষয়ে সিদ্ধ, ৭মীতৎ। ২। অর্থদ্বারা সম্পন্ন। অর্থদ্বারা সিদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থসিদ্ধি—ইষ্টসিদ্ধি, প্রয়োজনসিদ্ধি; সফলতা, সিদ্ধার্থতা। অর্থের সিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থহর—উত্তরাধিকারী, পৈতৃক-ধনগ্রাহী, ধনাধিকারী; ধনাপহরণকারী। উপতৎ; অর্থ—হৃ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

অর্থহানি—ধনক্ষয়, অর্থনাশ। অর্থের হানি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থহীন—নিরর্থক, ব্যর্থ; নির্ধন, নিঃস্ব; দুর্ব্বোধ্য। অর্থদ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থাগম—ধনপ্রাপ্তি, বিত্তলাভ, ধনাগম, আয়, উপার্জ্জন। অর্থের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থাৎ—অর্থবশতঃ, তাৎপর্য্যবশতঃ, তাৎ-পর্য্যাধীন; ফলতঃ, বস্তুতঃ। অর্থ+৫মী-স্থানে আৎ। অব্য।

অর্থাধিকার—টাকাকড়ি থাকা, অর্থের অধিকার; অর্থাধ্যক্ষত্ব, ধনরক্ষকত্ব। অর্থের অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থাধিকারী (-কারিন্)—ধনস্বামী, ধনের মালিক; ধনী, ধনবান্; অর্থাধ্যক্ষ। অর্থের অধিকারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

অর্থানুকূল্য—আর্থিক সহায়তা; টাকা-কড়ি দিয়া সাহায্য। অর্থদ্বারা আনুকূল্য; ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

অর্থান্তর—অপর অর্থ, দ্বিতীয় অর্থ; অর্থ-ভেদ, উদ্দেশ্য-ভেদ; উপযুক্ত অর্থ উপেক্ষা করিয়া অসম্বদ্ধ অর্থের সিদ্ধান্ত। অন্য অর্থ, নিত্য। বি; ক্লীব।

অর্থান্তর-ন্যাস—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [ইহাতে সামান্য দ্বারা বিশেষের, বিশেষ দ্বারা সামান্যের, কার্য্য দ্বারা কারণের, এবং কারণ দ্বারা কার্য্যের সমর্থন করা হইয়া থাকে। যথা,—

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?"
—সদ্ভাবশতক।

এখানে বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন হইতেছে]। অর্থান্তরের ন্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থান্তরাক্ষেপ—অর্থালঙ্কারবিশেষ [ইহাতে অন্য অর্থ দ্বারা প্রকৃত অর্থের যেন প্রতিষেধ হইয়া থাকে। যথা,—"হে রাজন্ ! আপনার বিক্রম ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াও শান্ত হইতেছে না,—ইহা অতিশয় বিচিত্র ! অথবা, উদ্দীপ্ত অগ্নির তৃপ্তি কোথায় দৃষ্ট হয় ?" —এখানে অগ্নির তৃপ্ত্যভাবরূপ অর্থান্তর দ্বারা প্রকৃত বিষয় 'বিজয়ের' যেন প্রতিষেধ হইতেছে; অতএব উক্ত অলঙ্কার হইল]। অর্থান্তর দ্বারা আক্ষেপ, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

অর্থান্বিত—অর্থবিশিষ্ট ; চরিতার্থ ; উদ্দেশ্য যুক্ত ; ধনশালী। অর্থ দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থাপত্তি—(মীমাংসামতে) সুতরাং প্রাপ্তি ; সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রাপ্তি ; অনুমানবিশেষ ; (ন্যায়মতে) ব্যতিরেকেও ব্যাপ্তি জন্য অনুমান ; অনুক্ত অর্থের সিদ্ধি ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [এক অর্থ দ্বারা অপরার্থের উপলব্ধি হইলে তাহাকে অর্থাপত্তি কহে। যথা,—

"মুক্তাবলী রমণীর আলিঙ্গনতরে,
বিলুণ্ঠিত হয় তার পয়োধর'পরে।
তাদের এ দশা যদি, কোথা যাই বল !
কন্দর্পের দাস মোরা সদাই চঞ্চল।"

এখানে 'মুক্তাবলী' শব্দের অর্থ মুক্তাহার (মুক্তার আবলী) এবং মুক্ত জনসমূহ। মুক্তাবলীরই যখন এই দশা, তখন কামান্ধ জনগণের ত কথাই নাই। এই স্থানে প্রথমার্থ দ্বারা দ্বিতীয়ার্থের উপলব্ধি হইতেছে]। অর্থের (অনুক্ত বিষয়ের) আপত্তি (সিদ্ধি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থারি—নিঃস্ব, দীনদরিদ্র। কবিপ্র। বিণ।

অর্থার্থী (-র্থিন্)—অর্থান্বেষী, ধনপ্রার্থী। অর্থের অর্থী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -র্থিনী।

অর্থিক—১। নিদ্রিত রাজগণের জাগরণার্থে নিযুক্ত স্তুতিপাঠকাদি, বৈতালিক। বি ; পুং। ২। যাচক, ভিক্ষুক। অর্থিন্ + কন্ কুৎসিতার্থে। বিণ।

অর্থিত—প্রার্থিত, যাচিত ; জিজ্ঞাসিত। অর্থ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অর্থিতা, -ত্ব—অর্থীর ভাব বা ধর্ম্ম ; প্রার্থনা ; অভিলাষ ; ইচ্ছা। অর্থিন্ + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

অর্থী (-র্থিন্)—১। প্রার্থী, যাচক, ভিক্ষুক ; অভিলাষী ; ভৃত্য ; সহায়, সহচর ; বিচারালয়ে অভিযোগকারী, বাদী। অর্থ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং বা বিণ। ২। ধনস্বামী, ধনের মালিক। অর্থ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -র্থিনী।

অর্থে—নিমিত্তে। অর্থ + ঙে কর্তৃবা। অব্য।

অর্থেপ্সু—ধনলোভী, অর্থলিপ্সু। অর্থকে ঈপ্সু, ২য়াতৎ। বিণ।

অর্থোপার্জ্জ(র্জ)ন—বিত্তলাভ, পরিশ্রম দ্বারা ধনলাভ, ধনসংগ্রহ। অর্থের উপার্জ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অর্থোদ্ভেদ—জটিল বিষয়ের অর্থ নিরূপণ। অর্থের উদ্ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থ্য—১। ন্যায্য, যুক্তিসঙ্গত। অর্থ + যৎ সাধু অর্থে। ২। অর্থযুক্ত, সপ্রয়োজন। অর্থ + যৎ অনপেত অর্থে। ৩। বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত। অর্থ + যৎ যোগ্যার্থে। ৪। প্রার্থনীয়, জিজ্ঞাসাযোগ্য। অর্থ + ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

অর্দ্দ(র্দ)ন—১। প্রার্থনা, যাচ্ঞা; পীড়া ; রণ ; হিংসা, হনন। অর্দ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। পীড়ক, নাশক। অর্দ্ + অন কর্তৃবা। বিণ।

অর্দ্দি(র্দি)ত—১। প্রার্থিত, পীড়িত ; হত। -অর্দ্ + ক্ত কর্ম্মবা। ২। গত। অর্দ্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৩। বায়ুরোগবিশেষ, মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত (facial paralysis). অর্দ্ + ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

অর্দ্ধ(র্ধ)—১। অংশ, একদেশ, খণ্ড। বি ; পুং। ২। সমান অর্দ্ধাংশ, ঠিক অর্দ্ধেক। ঋধ্ (বৃদ্ধি পাওয়া) + ঘঞ্ করণবা। বি ; ক্লীব। ৩। দুইভাগে বিভক্ত। ঋধ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ। [বি ; ক্লীব।

অর্দ্ধ(র্ধ)ক—অর্দ্ধ, আধ। অর্দ্ধ + কন্ স্বার্থে।

অর্দ্ধ(র্ধ)কথিত—অসম্পূর্ণভাবে কথিত, অর্দ্ধেক উক্ত। অর্দ্ধরূপে কথিত, সুপ্সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)কৃত—দ্বিখণ্ডিত, দুই ভাগে বিভক্ত, দ্বিধা বিভক্ত। অর্দ্ধ কৃত, সুপ্সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)গঙ্গা(ঙ্গা)—কাবেরী নদী [যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গা অর্দ্ধরূপে কাবেরী নামে তদীয় কন্যা হন ; ইহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের অর্দ্ধফল হয় ; এই জন্য কাবেরীর নাম অর্দ্ধগঙ্গা হইয়াছে]। গঙ্গার অর্দ্ধ, একদেশী। বি ; স্ত্রী।

অর্দ্ধ(র্ধ)গুচ্ছ—আধগোছা ; চতুর্ব্বিংশতিগুচ্ছ হার, চব্বিশনর হার। গুচ্ছের অর্দ্ধ, একদেশী। বি ; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)গ্রস্ত—গ্রহণকালে অর্দ্ধপরিমাণে আবৃত ('—সূর্য্য', '—চন্দ্র')। অর্দ্ধভাবে গ্রস্ত, সুপ্সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)গ্রাস—অর্দ্ধকবল, আধগাল ; গ্রহণসময়ে চন্দ্র-সূর্য্যের অর্দ্ধাংশের অদর্শন। অর্দ্ধ যে গ্রাস, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)ঘটিকা—আধঘণ্টা। ঘটিকার অর্দ্ধ, একদেশী। বি ; স্ত্রী।

অর্দ্ধ(র্ধ)চক্র—১। অর্দ্ধেক চক্র, আধখানা চাকা। চক্রের অর্দ্ধ, একদেশী। বি ; পুং। ২। আধখানা চাকার মত বাঁকা, আধবাঁকা, আংশিকভাবে বাঁকা। অর্দ্ধচক্র (১) + অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)চন্দ্র—চন্দ্রের অর্দ্ধ ; চন্দ্রখণ্ড ; চন্দ্রকলা (দ্বিতীয়া, তৃতীয়ার চন্দ্র) সদৃশ বৃত্তাংশ ; (তৎসদৃশার্থে) ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রক ; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণ ; গজাভরণ-বিশেষ ; স্ত্রীলোকদিগের ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকার তিলক ; (কামশাস্ত্র) অর্দ্ধচন্দ্রাকার নখক্ষত ; (অপরাধীকে গলা ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়ার সময় হস্তস্থলের আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের মতন হয় বলিয়া) গলাধাক্কা ; (অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত বলিয়া) মুসলমানদের জাতীয় পতাকা ["ঘুরিল একাকী, হইল উজ্জ্বল যবনের অর্দ্ধচন্দ্র"—নবীন সেন] ; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সৈন্যব্যূহ ; (নাট্যশাস্ত্রে) আঙ্গিকাভিনয়ে যাহাতে পতাক হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত থাকে তাহা। চন্দ্রের অর্দ্ধ, একদেশী। বি ; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)চন্দ্র-কপাটিকা—(শারীরবিদ্যা) হৃদয়ের দক্ষিণ নিলয়ের যে ছিদ্রপথটি ফুস্ফুসের ধমনীর পথে বর্তমান তাহা (semilunar valve). **অর্দ্ধ(র্ধ)চন্দ্র-তারকা**—তুরস্কের জাতীয় পতাকার চিহ্ন ; (তদনুকরণে) ভারতীয় মুসলমানগণের জাতীয় চিহ্ন।

অর্দ্ধ(র্ধ)চন্দ্রাকার, -চন্দ্রাকৃতি—আধখানা চাঁদের মত চেহারাযুক্ত, অর্দ্ধগোলাকার ; চন্দ্রকলাসদৃশ (crescent-shaped). অর্দ্ধচন্দ্রের আকারের ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)জরতীয়-ন্যায়—বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি সকলের কিছু অংশ গ্রহণ এবং কিছু অংশ অগ্রহণ করিবার বিষয়ে যুক্তিমূলক দৃষ্টান্তবিশেষ (ফলতঃ ইহাতে সম্পূর্ণ উক্তিটাই অর্থহীন হয়)। [ইহার গল্পটী এইরূপ,—এক বৃদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতের একটী অল্পবয়স্কা দুগ্ধবতী গাভী ছিল। সাংসারিক ক্লেশ ঘটায় তিনি ঐ গাভীটাকে বিক্রয় করিবার মানসে 'নিকটবর্ত্তী এক হাটে লইয়া যান। অনন্তর তিনি মনে মনে এই আলোচনা করেন,—মানুষের বয়স অধিক হইলে যেমন তাহার আদর বাড়ে, সেইরূপ আমার এই নবীনা গাভীটাকে বৃদ্ধা বলিলে ইহার আদর বাড়িবে এবং ইহা অধিকতর মূল্যে বিক্রীতও হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্তের পরে, জনৈক ক্রেতা গাভীটার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে অধিকবয়স্কাই বলেন ; তাহা শুনিয়া ঐ ক্রেতা চলিয়া যায়, এবং অন্য ক্রেতারাও ঐ কথা শুনিয়া গাভীটাকে

বৃদ্ধা জ্ঞানে ক্রয় করে না। এইরূপে সে দিবস ব্রাহ্মণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলেন, "আপনি এই গাভীটার বয়স অল্প বলিবেন; তাহা হইলেই ইহার ক্রেতা জুটিবে, অন্যথা জুটিবে না।" এই উপদেশক্রমে ব্রাহ্মণ অন্য দিন হাটে ঐ গাভীটাকে বিক্রয় করিতে লইয়া যান ও তাহার বয়স অতি অল্প, এই কথা বলেন। তাহা শুনিয়া ক্রেতারা বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলে, "আপনি পূর্ব্বদিন ইহার বয়স অধিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অদ্য বলিতেছেন, অল্প;—ইহা কিরূপে সম্ভব? আপনি তবে মিথ্যাবাদী?" এই কথায় ব্রাহ্মণ উত্তর করেন,—"বাপু হে, আমি মিথ্যা বলি নাই। এই গাভীটার দেহে যে আত্মা আছেন, তিনি পুরাতন পুরুষ; সুতরাং, সে হিসাবে ইহা অর্দ্ধজরতী; আর, এই দেহ-সম্বন্ধে ইহা অর্দ্ধতরুণী।" ব্রাহ্মণের এই কথায় জনৈক ক্রেতা তাঁহাকে বিষয়মূর্খ বুঝিতে পারিয়া গাভীটি ক্রয় করিয়া লইয়া গেল]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)চোলক—বক্ষাবরণ, কাঁচুলি। চোলের (বস্ত্রবিশেষের) অর্দ্ধ, একদেশী+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

অর্দ্ধ(র্ধ)জীবিত—প্রায় মরণাপন্ন, আধ-মরা। অর্দ্ধরূপে জীবিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)দৃষ্টি—অর্দ্ধেক দেখা, অসম্পূর্ণভাবে দেখা, কটাক্ষ। দৃষ্টির অর্দ্ধ, একদেশী। বি; স্ত্রী।

অর্দ্ধ(র্ধ)নারীশ, -নারীশ্বর—হরগৌরীরূপে শিবের মূর্ত্তিভেদ [এই মূর্ত্তির একার্দ্ধ পুরুষ এবং অপরার্দ্ধ নারী। এই মূর্ত্তি নীল মণির ন্যায় চিক্কণ, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ। ইঁহার হস্তে পাশ, রক্তপদ্ম, নরকপাল ও শূল। ইনি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রধারী]। অর্দ্ধনারীসহিত ঈশ, ঈশ্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)নিদ্রা—আধ-ঘুম, তন্দ্রা, বাহ্যজ্ঞান-সম্পন্না বিশ্রামসুখকরী নিদ্রা। অর্দ্ধ যে নিদ্রা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অর্দ্ধ(র্ধ)নিদ্রিত—আধঘুমন্ত। অর্দ্ধরূপে নিদ্রিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)নিমগ্ন—অর্দ্ধভাগ জলমধ্যে গত, যাহার অর্দ্ধেক অংশ জলে ডুবিয়া গিয়াছে এমন। অর্দ্ধরূপে নিমগ্ন, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)নিমীলিত—অর্দ্ধমুদ্রিত, আধ-বোঁজা; অর্দ্ধবিকসিত, আধ-ফোটা। অর্দ্ধ নিমীলিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)নির্ম্মি(র্মি)ত—অসম্পূর্ণরূপে গঠিত, আধগড়া। অর্দ্ধরূপে নির্ম্মিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)পতাকা—(নাট্যশাস্ত্র) আঙ্গিকাভিনয়ে ত্রিপতাক হস্তের কনিষ্ঠা যাহাতে নত থাকে তাহা। পতাকার অর্দ্ধ, একদেশী। বি; স্ত্রী।

অর্দ্ধ(র্ধ)পথ—পথের অর্দ্ধ, আধাপথ; মধ্য-পথ, পথের মধ্যস্থল। পথের (পথিন্ শব্দ) অর্দ্ধ, একদেশী+অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)পরিস্ফুট—অংশতঃ ব্যক্ত; ঈষদ্-বিকাশিত, আধ-ফোটা; অর্দ্ধোচ্চারিত, আধ-আধ। অর্দ্ধরূপে পরিস্ফুট, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)পাদ—কপাটবিশেষ; আধ-ফুট পরিমাণ। পাদের অর্দ্ধ, একদেশী। বি; ক্লীব।

অর্দ্ধ(র্ধ)বয়স্ক—আধাবয়সী, প্রৌঢ়। অর্দ্ধ হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)বীক্ষণ—অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষ। অর্দ্ধ বীক্ষণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অর্দ্ধ(র্ধ)বৃত্ত—বৃত্তের অর্দ্ধেক, ব্যাস দ্বারা কর্ত্তিত বৃত্তের অর্দ্ধাংশ (semi-circle). বৃত্তের অর্দ্ধ, একদেশী। বি; ক্লীব।

অর্দ্ধ(র্ধ)ব্যক্ত—অর্দ্ধোচ্চারিত, অস্পষ্ট, আধ-আধ; অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত। অর্দ্ধভাবে ব্যক্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)ব্রাহ্মণ—আংশিক ব্রাহ্মণ, আধ-বামুন [কেরল-উৎপত্তিতে লিখিত আছে, পরশুরাম সমুদ্রের নিকটস্থ স্থান লইয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণকে তদ্দেশবাসিগণের কার্য্যে নিযুক্ত করেন; ইহারা অর্দ্ধব্রাহ্মণ]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)ভাক্ (-ভাজ্)—অর্দ্ধাংশভাগী, অর্দ্ধেকের মালিক। উপতৎ; অর্দ্ধ—ভজ্+ ণ্বি কর্ত্তৃবা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)ভাগ—অর্দ্ধাংশ, অর্দ্ধেক ভাগ; কিছু অংশ, কিছু। অর্দ্ধ এমন ভাগ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)ভূমণ্ডল—ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ [ভূগোলবেত্তারা সমগ্র পৃথিবীকে কাল্পনিক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতিকে অর্দ্ধখণ্ড এবং আমেরিকাকে অপরার্দ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এই প্রত্যেক অর্দ্ধাংশকে অর্দ্ধভূমণ্ডল (hemisphere) বলে]। ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ, একদেশী। বি; ক্লীব।

অর্দ্ধ(র্ধ)মাত্র—১। কেবল অর্দ্ধাংশ, শুধু আধখানি। কেবল অর্দ্ধ, নিত্য। ২। অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ। অর্দ্ধ মাত্রা যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অর্দ্ধ(র্ধ)মাত্রা—১। অর্দ্ধপরিমাণ; পূর্ণ-বয়স্কের যতটুকু ঔষধ এককালে সেবন করিবার বিধি তাহার অর্দ্ধেক; (সঙ্গীত এবং ছন্দ) মাত্রার অর্দ্ধভাগ; দ্রুতমাত্রা। মাত্রার অর্দ্ধ, একদেশী। ২। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্রহ্মরূপিণী মহেশ্বরী [যেমন,—ওঁ শব্দে ঁ এই চিহ্ন]। অর্দ্ধ মাত্রা যাঁহার, বহুব্রী+ আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্দ্ধ(র্ধ)মুকুল—অভিনয়বিশেষে অর্দ্ধ-মুকুলিত নেত্র বা ঢুলুঢুলু চক্ষু; স্মিতমুখ। সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)মূর্চ্ছি(র্ছি)ত—অর্দ্ধেক মূর্চ্ছিত, মূর্চ্ছাহেতু যাহার অর্দ্ধেক জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে এরূপ। অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)মৃত—মৃতপ্রায়, আধমরা, মর-মর। অর্দ্ধ মৃত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)মৌলি—চন্দ্রচূড়, শিব। অর্দ্ধ (অর্দ্ধচন্দ্র) মৌলিতে আছে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)রথ—অসম্পূর্ণ রথী, নিকৃষ্ট যোদ্ধা। রথ+অচ্ বিশিষ্টার্থে=রথ (=রথী); অর্দ্ধ (অসম্পূর্ণ) রথ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)রাত্র—নিশীথ, দ্বিপ্রহর রাত্রি; মহানিশা; রাত্রির অষ্টম মুহূর্ত্ত। রাত্রির অর্দ্ধ, একদেশী+অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)লক্ষ্মীহরি—বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ। অর্দ্ধ লক্ষ্মী যাঁহার, বহুব্রী; সেরূপ হরি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)শত—আধ-শ, পঞ্চাশ। শতের অর্দ্ধ, একদেশী। বি; ক্লীব।

অর্দ্ধ(র্ধ)শফর, অর্দ্ধ(র্ধ)সফর—দণ্ডপাল মৎস্য, দাঁড়ি বা দাড়িক মাছ। অর্দ্ধ শফর, সফর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্দ্ধ(র্ধ)সিক্ত—আধ-ভিজা। অর্দ্ধ সিক্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)স্ফুট—আধ-ফুটা, অস্পষ্ট উচ্চারিত, আধ-আধ। অর্দ্ধ স্ফুট, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)হর—অর্দ্ধভাক্, অর্দ্ধাংশভাগী। উপতৎ; অর্দ্ধ—হৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অর্দ্ধ(র্ধ)হার—চৌষট্টিনর হার। হারের অর্দ্ধ, একদেশী। বি; পুং।

অর্দ্ধা(র্ধা)-অর্দ্ধি(র্ধি)—আধাআধি। বাং প্র। ক্রি-বিণ। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

অর্দ্ধা(র্ধা)ংশ—অর্দ্ধভাগ। অর্দ্ধই অংশ,

অর্দ্ধা(র্ধা)ংশী (-শিন্)—অর্দ্ধেক ভাগ পাইবার অধিকারী। অর্দ্ধাংশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—শিনী।

অর্দ্ধা(র্ধা)ঙ্গ(ংগ)—১। শরীরের অর্দ্ধ; পত্নী। অঙ্গের অর্দ্ধ, একদেশী। বি; ক্লীব। ২। শরীরের অর্দ্ধ অবশ হওয়া; পক্ষাঘাত রোগবিশেষ (paralysis). প্রাদে। বি।

অর্দ্ধা(র্ধা)ঙ্গা(ংগা), অর্দ্ধা(র্ধা)ঙ্গী(ংগী)—সহধর্ম্মিণী, পত্নী। অর্দ্ধ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী +আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অর্দ্ধা(র্ধা)ঙ্গি(ংগি)নী—সহধর্ম্মিণী, পত্নী। অর্দ্ধাঙ্গ+ইন্ অধিকৃতার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অর্দ্ধা(র্ধা)চ্ছাদিত—অর্দ্ধাবৃত, আধ-ঢাকা,

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত। অর্দ্ধরূপে আচ্ছাদিত, সুপ্-সুপা। বিণ।

অর্দ্ধা(র্ধা)বৃত—অর্দ্ধাচ্ছাদিত, আধ-ঢাকা; অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত। অর্দ্ধভাবে আবৃত, সুপ্সুপা। বিণ।

অর্দ্ধা(র্ধা)র্দ্ধ(র্ধ)—অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক, সিকি, চতুর্থাংশ। অর্দ্ধের অর্দ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্দ্ধা(র্ধা)র্দ্ধি(র্ধি)—অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া, দুই সমান অংশ করিয়া, আধা-আধি। 'অর্দ্ধা-অর্দ্ধি'র দ্রুত উচ্চারিত রূপ। ক্রি-বিণ।

অর্দ্ধা(র্ধা)শন—অর্দ্ধভোজন, আধপেটা খাওয়া; অর্দ্ধাংশব্যাপ্তি। অর্দ্ধ অশন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অর্দ্ধা(র্ধা)সন—১। আসনের অর্দ্ধাংশ। আসনের অর্দ্ধ, একদেশী। ২। স্নেহদান, স্নেহপ্রকাশ। অর্দ্ধে (আসনার্দ্ধে) আসন (উপবেশন করান), ৭মীতৎ। ৩। নিন্দা-মোচন। অর্দ্ধের (অসম্যক্ খ্যাতির অর্থাৎ নিন্দার) অসন (দূরীকরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অর্দ্ধী (-র্দ্ধিন্), **অর্ধী**—অর্দ্ধেক ভাগ পাইবার অধিকারী। অর্দ্ধ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -র্দ্ধিনী।

অর্দ্ধে(র্ধে)ক—একার্দ্ধ, আধ, কোন বস্তুর সমান দুই ভাগের এক ভাগ। 'অর্দ্ধক'-শব্দজ; অথবা, একের অর্দ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ (বাং)। বি।

অর্দ্ধে(র্ধে)ন্দু—চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ, অর্দ্ধচন্দ্র; নখচিহ্ন; গলহস্ত; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ। ইন্দুর অর্দ্ধ, একদেশী। বি; পুং।

অর্দ্ধে(র্ধে)ন্দুমৌলি—মহাদেব, চন্দ্রশেখর। অর্দ্ধেন্দু মৌলিতে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অর্দ্ধে(র্ধে)ন্দুশেখর—মহাদেব। অর্দ্ধেন্দু শেখর বা শেখরে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অর্দ্ধো(র্ধো)ক্ত—অর্দ্ধকথিত, অসম্যক্ উচ্চারিত। অর্দ্ধ উক্ত, সুপ্সুপা। বিণ।

অর্দ্ধো(র্ধো)ক্তি—অর্দ্ধকথন, সমুদয় না বলা, অসম্পূর্ণ কথন। অর্দ্ধ উক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অর্দ্ধো(র্ধো)চ্চারিত—অর্দ্ধকথিত, যাহার অর্দ্ধেক মাত্র বলা হইয়াছে এরূপ। অর্দ্ধ উচ্চারিত, সুপ্সুপা। বিণ।

অর্দ্ধো(র্ধো)ত্তোলিত—আধ-উঠান, আংশিকভাবে উত্থাপিত। অর্দ্ধ উত্তোলিত, সুপ্সুপা। বিণ।

অর্দ্ধো(র্ধো)দয়—১। অর্দ্ধপ্রকাশ, অর্দ্ধেক উদয়। অর্দ্ধ এমন উদয়, কর্ম্মধা। ২। বার-তিথি-নক্ষত্র-সংযুক্ত যোগবিশেষ [পৌষ কিংবা মাঘ মাসে রবিবার ব্যতীপাতযোগ এবং শ্রবণানক্ষত্র দ্বারা যুক্ত হইলে অর্দ্ধোদয়-যোগ হয়। ইহা কোটিসূর্য্যগ্রহণসদৃশ ফল-দায়ক। এই যোগ আধুনিক কালে ১২৭০, ১২৯৭, ১৩০৯, ১৩১৪ এবং ১৩৪১ বঙ্গাব্দে ঘটিয়াছিল। এই যোগ দিবাতেই হইয়া থাকে, কখনও রাত্রিতে হয় না]। অর্দ্ধের (সম্যক্ পুণ্যের) উদয় যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অর্দ্ধো(র্ধো)দিত—অর্দ্ধোত্থিত; অর্দ্ধ-কথিত। অর্দ্ধ উদিত, সুপ্সুপা। বিণ।

অর্দ্ধো(র্ধো)রুক—স্ত্রীদিগের অর্দ্ধোরু পর্য্যন্ত আচ্ছাদন বস্ত্র; কঞ্চুকবিশেষ, ঘাগরা। ঊরুর অর্দ্ধ, একদেশী, =অর্দ্ধোরু; অর্দ্ধোরু+কাশ্+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

অর্পণ—দান, দেওয়া; স্থাপন, রাখা; স্বত্ব-ত্যাগ; পরিত্যাগ; নিক্ষেপ। ঋ+ণিচ্ (=অর্পি ধাতু)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অর্পণা—১। 'অর্পণ' (সকল অর্থে)। অর্পি+অন ভাববা+আপ্। ২। জুহূ, অগ্নিতে আহুতি দিবার হাতা। অর্পি+অন করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্পণীয়—অর্পণ করিবার যোগ্য; দেয়; ত্যাজ্য। অর্পি+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অর্পয়িতা (-য়িতৃ)—অর্পণকারী, দাতা। অর্পি+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -য়িত্রী।

অর্পিত—যাহা অর্পণ করা হইয়াছে এরূপ, প্রদত্ত, রক্ষিত; লিখিত; ধৃত; লিপ্ত; গচ্ছিত। অর্পি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অর্পিতকর—দত্তপাণি, পরিণীত। অর্পিত হইয়াছে কর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অর্ব্বা(র্বা)ক্ (অর্ব্বাচ্)—১। পরবর্ত্তীকাল, সমীপ। বি; ক্লীব। ২। পরবর্ত্তী; নিকৃষ্ট। বিণ; ক্লীব রূপ। পুং—অর্ব্বাঙ্, স্ত্রী—অর্ব্বাচী।

অর্ব্বা(র্বা)চীন—বিরুদ্ধ, বিপরীত; অধো-ভাগস্থিত; পশ্চাদ্বর্ত্তী; নূতন; অপ্রবীণ; যাহার বয়স হইয়াছে অথচ পরিণত বুদ্ধি ও সদসদ্বিবেচনাশক্তি জন্মে নাই এরূপ; অধম, নীচ। অর্ব্বাচ্ (পরবর্ত্তী কাল)+ঈন ভবার্থে। বণ।

অর্ব্বু(র্বু)দ—১। দশকোটি সংখ্যা। বি; ক্লীব। ২। আবুপাহাড়; জাতিবিশেষ; যদুবংশের শাখাবিশেষ। বি; পুং। ৩। স্ত্রীগর্ভস্থিত শুক্রশোণিতাত্মক পদার্থ [গর্ভ-সঞ্চারের দ্বিতীয় মাসে ইহাকে অর্ব্বুদ বলে, তৎপরে মাংসপিণ্ড ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শিশু রূপে পরিণত হয়]; রোগবিশেষ, আব (tumour). অর্ব্ব্—উৎ—ই+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

অর্ভ(র্ভ)—১। শিশু, বালক, শাবক; শিষ্য, ছাত্র; শিশির; শাকশস্যাদি, ওষধি। বি; পুং। ২। প্রভাহীন, মলিন; কৃশ; মূর্খ; তুল্য। ঋ+ভ কর্ত্তৃবা সংজ্ঞার্থে। বিণ।

অর্ভ(র্ভ)ক—১। বালক, শিশু; পশুশাবক; মূর্খ, অজ্ঞ। বি; পুং। ২। স্বল্প, ক্ষুদ্র; কৃশ, ক্ষীণ; সদৃশ, তুল্য। অর্ভ+কন্ স্বার্থে। বিণ।

অর্ম্ম(র্ম)ণ—দ্রোণপরিমাণ, আঢ়কচতুষ্টয়-পরিমাণ, বত্রিশ সের। ঋ+মন কর্ম্মবা। বি; পুং।

অর্য্য(র্য)—১। স্বামী; বৈশ্য। বি; পুং। স্ত্রী—অর্য্যী (বৈশ্যপত্নী অর্থে), অর্য্যা, অর্য্যাণী (বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী অর্থে)। ২। শ্রেষ্ঠ; ন্যায্য। ঋ+যৎ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অর্য্য(র্য)মা (-মন্)—সূর্য্য; অর্কবিশেষ; পিতৃলোকবিশেষ; পিতৃগণদেবতা; ঋগ্-বিশেষ; অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ; উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। অর্য্য (শ্রেষ্ঠ)—মা (শব্দ করা)+কনিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অর্শ, অর্শঃ (-র্শস্)—রোগবিশেষ; গুহ্য-দেশে মাংসাঙ্কুরবৎ গুটিকার উৎপত্তি (piles). ঋ+অসুন্ কর্ত্তৃবা, নিপাতনে ১ম পক্ষে স-লোপ। বি; ক্লীব।

অর্শস—অর্শরোগযুক্ত। অর্শস্+অচ্ আছে [অর্থে। বিণ।

অর্শা, -ন—প্রাপ্য হওয়া; পাওয়া; এক হইতে অন্যে যাওয়া। ফার্সী 'উর্স'-ধাতুজ। ক্রি।

অর্শী (-র্শিন্)—অর্শরোগগ্রস্ত, অর্শরোগযুক্ত। অর্শ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -র্শিনী।

অর্শোঘ্ন—১। শূরণ, ওল; ভল্লাতকবৃক্ষ, ভেলাগাছ। বি; পুং। ২। অর্শনাশক। অর্শ হনন করে যাহা, উপতৎ; অর্শস্—হন্+টক্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -ঘ্নী।

অর্শোঘ্নী—১। তালমূলী। অর্শস্—হন্+টক্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। অর্শ-নাশিকা। অর্শোঘ্ন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অর্সা, -ন—অর্শা, অর্শান (তাহা দ্রঃ)।

অর্হ—১। যোগ্য, উপযুক্ত (সমাসের পরে, যেমন,—পূজার্হ, ধন্যবাদার্হ); ন্যায্য। অর্হ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। পূজ্য, মান্য। বিণ। ৩। ইন্দ্র; পরমেশ্বর; মূল্য (সাধারণতঃ মহৎ শব্দের সহিতই ব্যবহৃত হয়)। অর্হ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

অর্হণ, -ণা—পূজা; সম্মান; পূজার সামগ্রী; যোগ্যতা। অর্হ্+অনট্ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অর্হণীয়—পূজনীয়। অর্হ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

অর্হৎ—১। 'অর্হন্' দ্রঃ। ২। বৌদ্ধ বা জৈন সন্ন্যাসীবিশেষ। অর্হন্-স্থানে বাং প্র। বি।

অর্হত্তম—সর্ব্বোৎকৃষ্ট; যোগ্যতম। অর্হৎ+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

অর্হত্তর—অধিকতর ভাল; যোগ্যতর। অর্হৎ+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ।

অর্হন্ (অর্হৎ)—১। বুদ্ধ; বৌদ্ধ; জৈন-মতাবলম্বী; বৌদ্ধক্ষপণক; জৈনসন্ন্যাসী। বি; পুং। ২। পূজার্হ; প্রশংসার্হ; যোগ্য,

প্রশস্ত। অর্হ্+শতৃ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –র্হন্তী।

অর্হন্ত—বুদ্ধ; বৌদ্ধক্ষপণক; বৌদ্ধমতাবলম্বী; জৈনমতাবলম্বী; জিন; শিব। অর্হ্+অন্ত (ঝচ্) কর্তৃবা। বি; পুং।

অর্হা—১। পূজা, যোগ্যতা, সম্মাননা। অর্হ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। (উপপদ সমাসে পরপদ) সম্মাননীয়া; যোগ্যা; পূজনীয়া। অর্হ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অর্হিত—পূজিত, সম্মানিত। অর্হ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অল—বৃশ্চিকপুচ্ছ, বিছার হুল; হরিদ্বর্ণ গন্ধচূর্ণ; হরিতাল। অল্+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অলক—১। স্ত্রীলোকের গণ্ডস্থলস্থ লম্বমান কেশ; ললাটস্থ ছিন্নাগ্র কুঞ্চিত কেশ, চূর্ণকুন্তল, কোঁকড়ান চুল, ঝাপ্টা; অঙ্গলিপ্ত কুঙ্কুম; মেঘবিশেষ (cirrus). বি; পুং বা ক্লীব। ২। ক্ষিপ্ত কুকুর। অল্ (ভূষিত করা)+অক (কন্) কর্তৃবা। বি; পুং।

অলকদাম (-দামন্)—চূর্ণকুন্তলরাশি, কবরীবন্ধনের পর যে কেশগুলি আল্গা থাকে। অলকের দাম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অলকনন্দা—(ভূগোল) গঙ্গার একটি উপনদী; (পুরাণ) স্বর্গগঙ্গা [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। অলকা (প্রাচুর্য্যবতী) অথচ নন্দা (আনন্দদায়িনী), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অলকপ্রভা—অলকা, কুবেরনগরী। অলকের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহুব্রী +আপ্। বি; স্ত্রী।

অলকবন্ধন—খোলা চুল বাঁধা; চূর্ণকুন্তলবন্ধন; কেশবন্ধনের দড়ি বা ফিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অলকমেঘ—আকাশে অলকের ন্যায় অথবা বিক্ষিপ্ত কার্পাসের ন্যায় দৃষ্ট মেঘ সকল (cirrus). অলক-সদৃশ মেঘ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অলকরাজি—চূর্ণকুন্তলসমূহ; অলকমেঘসমূহ। অলকের রাজি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অলকসংহতি—অলকরাজি, চূর্ণকুন্তলসমষ্টি। অলকের সংহতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অলকস্তর—মেঘবিশেষ, যে সকল মেঘ প্রথমতঃ অলকাকারে উৎপন্ন হইয়া স্তরমেঘ অর্থাৎ ছাড়াছাড়া মেঘের সহিত মিশ্রিত হয় তাহারা (cirrus stratus). অলকসদৃশ স্তর আছে যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

অলকস্তূপ—যে সকল মেঘ প্রথমতঃ অলকাকারে উৎপন্ন হইয়া স্তূপমেঘের সহিত মিশ্রিত হয় তাহারা (cirro-cumulus). অলকের স্তূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অলকস্পর্শী (-স্পর্শিন্)—অলকস্পর্শকারী; মেঘস্পর্শকারী; চূর্ণকুন্তলস্পর্শী। উপতৎ; অলক—স্পৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –স্পর্শিনী।

অলকা—কুবেরের পুরী (ইহা হিমালয়ের উপরিভাগে অলকনন্দা নদীর তটে অবস্থিত); অলর্ক, শ্বেত আকন্দ; মুখের উপর কৃত চন্দনের চিত্র। অলক+আপ্। বি; স্ত্রী।

অলকা-তিলকা—চন্দন কুঙ্কুমাদি দ্বারা কৃত রচনাবিশেষ, পত্রপুষ্পাদির আকারে মুখে চন্দন কুঙ্কুমবিলেপন। অলকা ও তিলকা, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

অলকাধিপ, -ধিপতি—কুবের। অলকার অধিপ, অধিপতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অলকানন্দা—অলকনন্দা (তাহা দ্রঃ)। অলকা—নন্দি+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অলকাবলকা—ললাটস্থ চন্দনতিলকসমূহ।

অলকাবলী—অলকরাশি, অলকসমূহ। অলকের বা অলকার আবলী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অলকারি—স্পর্দ্ধার সহিত ডাকিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

অলক্ত, -ক্তক—লাক্ষারস, আল্তা; জতু, জৌ, লাক্ষা। ন (নাই) রক্ত যাহা হইতে, বহুব্রী (র-স্থানে ল); অলক্ত+ক স্বার্থে। বি; পুং।

অলক্তকদ্রব, -রস—তরল আল্তা, জলের সহিত মিশ্রিত আল্তা। অলক্তকের দ্রব, রস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অলক্তকরাগ—লাক্ষারাগ, আল্তার লাল রঙ্। অলক্তকের রাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অলক্তক-লাঞ্ছিত, লক্তকাঙ্কি(ংকি)ত—লাক্ষারসভূষিত, আল্তা-পরা, আল্তা-দেওয়া। অলক্তক দ্বারা লাঞ্ছিত, অঙ্কিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অলক্ষণ—কুলক্ষণ, অশুভচিহ্ন, মন্দচিহ্ন; দুর্ভাগ্য। ন (অপ্রশস্ত) লক্ষণ, নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অলক্ষণে, -লক্ষুণে—অশুভচিহ্নযুক্ত; দুর্ভাগা; অপয়া, অভাগা। অলক্ষণ+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

অলক্ষিত—অনিরীক্ষিত; অজ্ঞাত; অতর্কিত; লক্ষণাদি দ্বারা অসূচিত; অকৃতলক্ষণ। ন লক্ষিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অলক্ষুণে—'অলক্ষণে' দ্রঃ।

অলক্ষ্মী—১। লক্ষ্মীর বিরোধিনী দেবতা, দুষ্টলক্ষ্মী, দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাঁহার আবির্ভাব হইলে বিপদ্ ও দুরবস্থা ঘটে সেই দেবতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। ২। দুর্ভাগ্য, দুর্দ্দশা। ন লক্ষ্মী, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। **অলক্ষ্মীর দশা**—শ্রীহীনতা; দারিদ্র্য। **অলক্ষ্মীর দৃষ্টি**—নিদারুণ অভাব; সকল সময় ও অবস্থায় অনটন।

অলক্ষ্মীক—হতভাগ্য, নির্ধন, লক্ষ্মীছাড়া; অপ্রিয়দর্শন; মর্ম্মপীড়ক; পরুষভাষী। ন (নাই) লক্ষ্মী যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অলক্ষ্য—১। অসমকক্ষ, যাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না এরূপ; অদৃশ্য, দৃষ্টির অগোচর; অচিহ্নিত; অনিরূপণীয়। নঞ্তৎ। ২। উদ্দেশ্যবিহীন, অর্থহীন। ন (নাই) লক্ষ্য (উদ্দেশ্য) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ৩। আড়াল; অদৃশ্য অবস্থা। বাং প্র। বি। ক্রি-বিণ—অলক্ষ্যে।

অলক্ষ্যগতি—অদৃশ্যগমন, যাহাকে যাইবার সময়ে দেখা যায় না এমন। অলক্ষ্য গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অলক্ষ্যজন্মা (-জন্মন্)—অজ্ঞাতজন্মা ('—মহাদেব')। অলক্ষ্য জন্ম যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

অলখ—নিরবয়ব, নিরাকার। 'অলক্ষ্য'-শব্দজ। বিণ। [স্ত্রী।

অলখি(খী)—অলক্ষ্মী। প্রাঃ কবিপ্র। বি;

অলখিতে—অজ্ঞাতসারে, গোপনে। 'অলক্ষিতে'-শব্দজ। কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

অলগর্দ্দ(র্দ)—১। নির্ব্বিষ সর্প, ডুণ্ডুভ, ঢোঁড়া সাপ। লগ্ (লগ্+ক্বিপ্=স্পর্শকারী) তথা অর্দ্দ (অর্দ্দ্+অচ্=সংহারকারী), কর্ম্মধা; ন লগর্দ্দ, নঞ্তৎ। ২। কেউটে সাপ। অল—গৃধ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

অলগ্ন—১। অসংশ্লিষ্ট, অসংযুক্ত, অসংবদ্ধ। ন (নয়) লগ্ন (সংযুক্ত), নঞ্তৎ। বিণ। ২। অশুভ লগ্ন, অমঙ্গলজনক সময়। ন (অপ্রশস্ত) লগ্ন (সময়), নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অলঘু—গুরু, দুর্ভর, ভারী; অশীঘ্র; অসামান্য; প্রচণ্ড; দীর্ঘ; গম্ভীর; সারবান্। নঞ্তৎ। বিণ।

অলঙ্ক(ংক)রণ—১। অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করণ, ভূষিত করণ। অলম্—কৃ+অনট্ ভাববা। ২। ভূষণ, আভরণ, গহনা, অলঙ্কার। অলম্—কৃ+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

অলঙ্ক(ংক)রিষ্ণু—অলঙ্করণশীল; ভূষক, সজ্জাকারী; অলঙ্কারপ্রিয়; ভূষিত, মণ্ডিত। অলম্—কৃ+ইষ্ণু কর্তৃবা শীলার্থে। বিণ।

অলঙ্কর্ত্তা (-র্ত্তৃ), **অলংকর্তা**—প্রসাধক, সজ্জাকারী। অলম্—কৃ+তৃচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –র্ত্রী।

অলঙ্কা(ংকা)র—১। ভূষণ, আভরণ, গহনা। অলম্—কৃ+ঘঞ্ করণবা। ২। ভূষিতকরণ। অলম্—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। ৩। সাহিত্যবিষয়ক দোষ-গুণ-প্রতিপাদক শাস্ত্র; শব্দ ও অর্থের শোভাবর্দ্ধক রচনা [শব্দালঙ্কার পাঁচটী; যথা,—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, কাকু ও বক্রোক্তি। অর্থালঙ্কার অনেক-

গুলি; যথা,—উপমা, রূপক, অর্থান্তরন্যাস, অপহ্নুতি ইত্যাদি]। অলম্—কৃ+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। **অলঙ্কার হওয়া**—'গা-সওয়া' হওয়া, লজ্জার বা অপমানের বলিয়া মনে না হওয়া।

অলঙ্কা(ংকা)রশাস্ত্র—অলঙ্কারের প্রতিপাদক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে শব্দ ও অর্থের অলঙ্কারের বিষয় আলোচিত হয় এরূপ শাস্ত্র। অলঙ্কার-প্রতিপাদক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অলঙ্ক(ংকৃ)ত—অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত, ভূষিত, শোভিত; (কাজে) অলঙ্কারযুক্ত। অলম্—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অলঙ্ক(ংকৃ)তি—১। অলঙ্কৃতকরণ, সজ্জিতকরণ। অলম্—কৃ+ক্তি ভাববা। ২। ভূষণ, অলঙ্কার। অলম্—কৃ+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

অলঙ্ক্রি(ংক্রি)য়া—ভূষিতকরণ, সাজান। অলম্—কৃ+শ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অলঙ্ঘ(ংঘ)ন—লঙ্ঘন না করা, অনতিবর্ত্তন; উপবাস না করা। ন লঙ্ঘন, নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অলঙ্ঘ(ংঘ)নীয়, -ঙ্ঘ্য(ংঘ্য)—লঙ্ঘনের অযোগ্য বা অসাধ্য, যাহা লঙ্ঘন করা যায় না বা উচিত নহে এমন, অনতিক্রমণীয়; অনতিবর্ত্তনীয়; অব্যর্থ ('—বাক্য')। নঞ্তৎ। বিণ।

অলছতলছ—উদ্দম, উচ্ছল ["বিষম নদীর ঢেউয় অলছতলছ পানি"—মৈমনসিংহ গীতিকা]। প্রাদে। বিণ।

অলজ্জ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, ধৃষ্ট, বেহায়া। ন (নাই) লজ্জা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অলজ্জা—১। লজ্জার অভাব। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। লজ্জাহীনা। অলজ্জ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [অপ্রতিভ। নঞ্তৎ। বিণ।

অলজ্জিত—যে লজ্জা পায় নাই এমন,

অলঞ্জর—জলপাত্র, মাটির জালা, মাটির কলসী। অলম্ (শীঘ্র)—জৄ (জীর্ণ হওয়া)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অলঞ্জাল—উপদ্রব, উৎপাত। প্রাঃ কবিপ্র। হিন্দীমূলক। বি।

অলত, -তক—অলক্ত, অলক্তক, আলতা। 'অলক্ত' ও 'অলক্তক'-শব্দজ। বি।

অলপ—সামান্য, কম। 'অল্প'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

অলপদ্ম—অভিনয়ে মুদ্রাবিশেষ (ইহাতে আঙ্গুলগুলিকে পদ্মের আকার করা হয়)। বি; ক্লীব।

অলপ্পেয়ে, অল্পেয়ে—অদীর্ঘজীবী; অচিরজীবী; অল্পকালস্থায়ী; হতভাগা। 'অল্পায়ু'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অলবড্যা, -বড্যে—শৃঙ্খলাজ্ঞানশূন্য; অগোছাল; অসতর্ক; আনাড়ী, বোকা। প্রাদে। 'অল্পবুদ্ধি'-শব্দজ। বিণ।

অলবণ—আলুনী, লবণহীন। ন (নাই) লবণ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অলবাল, -বালক—বৃক্ষমূলে জল ধারণ করিবার জন্য মৃত্তিকাবেষ্টনী, আলি, আলবাল; ময়দা। ন—লব—আ—লা+ক কর্ত্তৃবা, ২য় পক্ষে+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। বিণ—আলবালিক।

অলব্ধ—অপ্রাপ্ত, অনধিগত। নঞ্তৎ। বিণ।

অলভ্য—অপ্রাপ্য, অনধিগম্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অলম্বুষ—১। (রামায়ণ) রাক্ষসবিশেষ (ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র); রাবণের মন্ত্রী প্রহস্ত নামক রাক্ষস; (মহাভারত) জনৈক রাজা (ইনি কুরুক্ষেত্রে ঘটোৎকচের হস্তে নিহত হন); তীর্থবিশেষ। অলম্—বুস্+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। ২। বিস্তৃতাঙ্গুলি করতল। অলম্—বুস্+ক ঘঞর্থে কর্ম্মবা। ৩। বমন। অলম্—বুস্ বা পুষ্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং।

অলম্বুষা—স্বর্বেশ্যাবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]; লজ্জাবতী লতা; মুণ্ডীরী, ভুঁইকদম; কুকশিম; অগ্রের প্রবেশ-নিবারণার্থ দত্ত রেখা। অলম্—বুস্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অলয়—১। গৃহশূন্য; ধ্বংসরহিত, অক্ষয়; লয়বর্জ্জিত, মিলশূন্য, বেতাল ('—সঙ্গীত')। ন (নাই) লয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ধ্বংসাভাব, সংস্থিতি। ন লয়, নঞ্তৎ। বি; পুং।

অলর্ক—ক্ষিপ্ত কুকুর; শ্বেত আকন্দ; (মহাভারত) অষ্টপাদ তীক্ষ্ণদন্ত সূচ্যাকৃতি-লোমবিশিষ্ট শূকরাকার অসুরবিশেষ; রাজা কুবলাশ্বের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]; কীটরূপী দানববিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]; কাশীরাজ (বৎসরাজার পুত্র)। অলম্—অর্ক্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

অলল—শৃঙ্খলাহীন, উচ্ছৃঙ্খল, গোলমেলে; অনির্দ্দিষ্ট। বাং। বিণ।

অলস, আলস—১। আলস্যযুক্ত, জড়, কাতর, শ্রমবিমুখ; কোন কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ে যত্নহীন ও উৎসাহশূন্য। বিণ। ২। বৃক্ষবিশেষ; পাদরোগবিশেষ, পাঁকুই। ন—লস্+অচ্ কর্ত্তৃবা; অলস+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ৩। আলস্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অলসক—১। অলস। অলস+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী,—সিকা। ২। উদরাময়বিশেষ। অলস—কৃ+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অলসতা, -ত্ব—আলস্য, কুড়েমি, শ্রমবিমুখতা। অলস+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অলস-প্রকৃতি—১। স্বভাবতঃ অলস, অত্যন্ত কুড়ে। অলসা প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কুড়ে স্বভাব। অলসের প্রকৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, অলসা প্রকৃতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অলস-প্রধান—অত্যন্ত অলস। অলস-মধ্যে প্রধান, ৭মীতৎ। বিণ।

অলসবিন্যস্ত—অযত্নসজ্জিত। অলসভাবে বিন্যস্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অলসল—আলস্যপূর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অলসা—১। হংসপদী লতা। ন—লস্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। শ্রমবিমুখী, পরিশ্রম করিতে নারাজ ('—নারী')। অলস(১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [অস-ক্রি।

অলসাই—আলস্য করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

অলসিত—তন্দ্রামগ্ন, অলস। কবিপ্র। বিণ।

অলসিয়া, অলিসিয়া, আলসে—আলস্যপরায়ণ। বাং প্র। বিণ।

অলা, অলো—নারীগণের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতাসূচক সম্বোধন। 'হলা'-শব্দজ। অব্য।

অলাত, আলাত—অর্দ্ধদগ্ধকাষ্ঠ, অঙ্গার, জলন্ত বা নিবন্ত কয়লা; কুমারের চাক। ন—লা+ক্ত কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে; অলাত+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

অলাতচক্র—চক্রাকার বহ্নি; অঙ্গারচক্র। অলাতের চক্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অলাত-শিলা—পাথুরে কয়লা। অলাত শিলাসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অলাপ—আলাপ। বাং প্র। বি।

অলাপি—আলাপ করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

অলাবু, -বূ—তুম্বী, লাউ; তিতলাউ। ন—লব্+উ, উ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে নিপাতনে। বি; স্ত্রী। [নঞ্তৎ। বি; পুং।

অলাভ—অপ্রাপ্তি; ক্ষতি, নাশ, অপগম।

অলার—দ্বার, কপাট। অল্ (সমর্থ)—ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

অলি—১। ভ্রমর; কোকিল; কাক; বৃশ্চিক; বৃশ্চিকরাশি; মদ্য। অল্+ইন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। অভিভাবক, রক্ষক। আর্বী 'বলি'-শব্দজ। বি।

অলি-অছি—অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালকের মাতা, অভিভাবিকা; নাবালকের অভিভাবক, অপ্রাপ্তবয়স্কের সম্পত্তিরক্ষক; অভিভাবক; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আর্বী 'বলি-বসি'-শব্দজ। বি।

অলিক—ললাটদেশ, কপাল। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অলিকুল—ভ্রমরকুল, ভৃঙ্গসমূহ। অলির কুল,

অলিকুলসঙ্কু(ংকু)ল—১। ভ্রমরসমূহে পূর্ণ। বিণ। ২। কুব্জকবৃক্ষ, গোলাপগাছ। অলিকুল দ্বারা সঙ্কুল, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

অলিগলি—সঙ্কীর্ণ পথ, সুঁড়ি রাস্তা; গুপ্ত পথ, সাধারণের অজানা রাস্তা বা দরজা। অলি (সহচর শব্দ)+গলি। বাং। বি।

অলিঙ্গ(ংগ)—১। অননুমেয়, অনুমানের অযোগ্য; অচিহ্ন। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। ন (নাই) লিঙ্গ (অনুমাপক চিহ্ন) যাহার, বহুব্রী।

৩। লিঙ্গের অভাব; দুষ্ট চিহ্ন। ন লিঙ্গ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অলিজিহ্বা, -জিহ্বিকা—জিহ্বামূলের উপরিস্থ ক্ষুদ্র জিহ্বা, আলজিভ্‌। অলিসদৃশী জিহ্বা, মধ্যপ কর্ম্মধা; অলিজিহ্বা+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অলিঞ্জর—জলাধার, মাটির জালা, জলের কলসী। অলি (পর্য্যাপ্তি)—জৄ+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে ম-আগম)। বি; পুং।

অলিদূর্ব্বা(র্বা)—মালদূর্ব্বা, গাঁটযুক্ত দূর্ব্বা। অলিসদৃশী দূর্ব্বা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অলিন—ভ্রমর, ভৃঙ্গ। কবিপ্র। বি।

অলিনী—স্ত্রী-অলি। কবিপ্র। বি।

অলিন্দ—(শারীর-বিদ্যা) হৃৎপিণ্ডের উপরের প্রকোষ্ঠ (auricle). বি; পুং।

অলিন্দ, আলিন্দ—দ্বারের বহিঃস্থিত রক, চাতাল, বাটীর সম্মুখস্থ বাঁধান উঠান; বারান্দা; জাতিবিশেষ (ইহাদের অন্য নাম অনিন্দ)। অল্‌+কিন্দচ্‌ করণবা, সংজ্ঞার্থে; পক্ষে অলিন্দ+অণ্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

অলিপক, -ম্পক—ভ্রমর; কোকিল; কুকুর। নঞ্‌—লিপ্‌+অক কর্ত্তৃবা, পক্ষে ম-আগম। বি; পুং।

অলিপর্ণী—বৃশ্চিকালী, বৃক্ষ, বিছুটী গাছ। অলিসদৃশ পর্ণ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

অলিপিজ্ঞ—লিখনপঠনাক্ষম ('—ব্যক্তি'), নিরক্ষর, মূর্খ। ন লিপিজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলিপ্রিয়—১। রক্তপদ্ম, কোকনদ। বি; ক্লীব। ২। ভ্রমরের প্রীতিদায়ক। অলির প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অলিপ্রিয়া—১। পাটলাবৃক্ষ, পারুলগাছ। বি; স্ত্রী। ২। ভ্রমরের প্রীতিদায়িনী। অলির প্রিয়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

অলিপ্সা—অলোভ, লোভশূন্যতা, আকাঙ্ক্ষা-হীনতা। ন লিপ্সা, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অলিমক—পদ্মকেশর; ভেক; ভ্রমর; কোকিল; মধুকবৃক্ষ, মউয়া গাছ। অলি—মা+ক কর্ত্তৃবা+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

অলী (অলিন্‌), **আলী** (আলিন্‌)—ভ্রমর; বৃশ্চিক, বিছা। অল, আল+ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, -লিনী, -লিনী।

অলীক—১। মিথ্যা, অসত্য; ললাট; স্বর্গ; আকাশ। অল্‌+ঈকন্‌ করণবা, অপাবা। বি; ক্লীব। ২। মিথ্যা; অমূলক; অপ্রামাণিক; অসুখকর; অপ্রিয়; ক্ষুদ্র, স্বল্প; বৃথা গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত, অসার। অল্‌+ঈকন্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

অলুক্‌ (-লুচ্‌)—১। লোপরহিত, যাহার লোপ হয় না এরূপ। ন (নাই) লুক্‌ (লোপ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। লোপাভাব, লোপ না হওয়া। ন লুক্‌, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অলুক্‌সমাস—(ব্যাকরণ) যাহাতে পূর্ব্ব-পদের বিভক্তির লোপ হয় না এরূপ সমাস [যথা,—যুধিষ্ঠির, পায়ে-চলা ইত্যাদি]। অলুক্‌ এমন সমাস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অলুপ্ত—অলোপপ্রাপ্ত; অব্যাহত, অক্ষুণ্ণ, নির্ব্বিঘ্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অলুব্ধ—লোভরহিত, নির্লোভ। নঞ্‌তৎ।

অলূন—অচ্ছিন্ন, অখণ্ডিত, অকর্ত্তিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলেখি—অগণিত, যাহার লেখাজোখা নাই। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অলো—'অলা' দ্রঃ।

অলোক—১। পাতাল। ন (অপ্রশস্ত) লোক, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। লোকরহিত, নির্জ্জন। ন (নাই) লোক যথায়, বহুব্রী। বিণ।

অলোকদৃষ্টি—অদৃশ্যবস্তুর তথাকথিত দর্শন (clairvoyance). অলোকের দৃষ্টি, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী।

অলোকনীয়—অদৃশ্য, অদর্শনীয়, অলক্ষ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলোকসাধারণ, -সামান্য—যাহা সচরাচর পাওয়া বা দেখা যায় না এরূপ। লোকে সাধারণ, সামান্য (=লোকসাধারণ), ৭মীতৎ; ন লোকসাধারণ, লোকসামান্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ণী, -ন্যা।

অলোকসুন্দর—অসামান্য সুন্দর, অদ্বিতীয় সুন্দর। লোকে সুন্দর, ৭মীতৎ; ন লোকসুন্দর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

অলোকস্পন্দন—অ তি শ য় আ রা ম-প্রদ স্পন্দন। ন লোকস্পন্দন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলোকিত—অদৃষ্ট, অন্যের দৃষ্টির অতীত।

অলোভ—১। লোভশূন্য, নির্লোভ। ন (নাই) লোভ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। লোভাভাব, লোভরাহিত্য। ন লোভ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অলোভী (-ভিন্‌)—লোভরহিত, নিরাকাঙ্ক্ষ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ভিনী।

অলোল—অচঞ্চল, স্থির; অশিথিল, দৃঢ়, যাহা আলুগা নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলোলিত—অ শি থি লী কৃ ত; আঁট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলোহিত—১। রক্তপদ্ম, কোকনদ। ন (নাই) লোহিত যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। রক্তবর্ণ ভিন্ন। ন লোহিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলৌকিক—১। অপার্থিব, লোকাতীত; অত্যন্ত বিস্ময়কর; অসম্ভাব্য; অসামাজিক। ন লৌকিক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -কী। ২। গুরুতর অপরাধ, সাঙ্ঘাতিক দোষ। কবিপ্র। বি।

অল্প—ক্ষুদ্র; ঈষৎ; তুচ্ছ, অতি সামান্য; কিঞ্চিৎ, কিছু; কম। অল্‌+প কর্ত্তৃবা। বিণ। **অল্প জলের মাছ**—অল্পজ্ঞানী কিংবা অল্পধনী অথচ বাগাড়ম্বরকারী ব্যক্তি। **অল্পে অল্পে**—একটু একটু করিয়া; ক্রমে ক্রমে; আস্তে আস্তে।

অল্পক—ক্ষুদ্র। অল্প+কন্‌ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—অল্পিকা।

অল্পকাল—ক্ষণকাল, কম সময়; কম বয়স। অল্প কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অল্পকেশী (-শিন্‌)—যাহার চুল কম। অল্প কেশ, কর্ম্মধা, তদুত্তরে+ইন্‌। বিণ। স্ত্রী, -কেশিনী।

অল্পক্ষণ—ক্ষণকাল, সামান্য সময়। অল্প ক্ষণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অল্পগন্ধ—১। রক্তকৈরব। বি; ক্লীব। ২। অল্পসৌরভযুক্ত। অল্প গন্ধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অল্পচেতাঃ (-তস্‌), **-চেতা**—লঘুচেতাঃ, হীনচিত্ত, সঙ্কীর্ণমনাঃ। অল্প চেতঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অল্পজীবী (-জীবিন্‌)—অচিরজীবী, অদীর্ঘজীবী, অল্পকালস্থায়ী। উপতৎ; অল্প—জীব্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -জীবিনী।

অল্পজ্ঞ—যে অল্প জানে এরূপ, সামান্যজ্ঞানবিশিষ্ট; কোন বিষয়ে অপারদর্শী; মূর্খ, নির্ব্বোধ। উপতৎ; অল্প—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

অল্পজ্ঞান—১। অল্প বুদ্ধি। অল্প জ্ঞান, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহার জ্ঞান কম। অল্প জ্ঞান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অল্পতনু—খর্ব্বদেহ, বামন; দুর্ব্বল; অল্পাস্থিযুক্ত। অল্প তনু যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অল্পতম—সবচেয়ে কম, যাহার অপেক্ষা কম হইতে পারে না এমন। অল্প+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

অল্পতা, -ত্ব—সামান্যতা; ক্ষুদ্রতা; অজ্ঞানত্ব; হীনতা। অল্প+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অল্পদক্ষিণ—যে সামান্য দক্ষিণা দেয় এমন; যে ক্রিয়ায় অল্প দক্ষিণা দান করা হয় এমন। অল্প দক্ষিণা যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অল্পদর্শিতা, -ত্ব—অবিচক্ষণতা; অনভিজ্ঞতা; অদূরদর্শিতা। অল্পদর্শিন্‌+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অল্পদর্শী (-দর্শিন্‌)—অদূরদর্শী, অবিজ্ঞ। উপতৎ; অল্প—দৃশ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -দর্শিনী।

অল্পধী—১। অল্পবুদ্ধি; ক্ষীণবুদ্ধি; অপরিণতমতি। অল্পা ধী যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সামান্যবুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি। অল্পা ধী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [বহুব্রী। বি; পুং।

অল্পপত্র—ক্ষুদ্রপত্র, তুলসী। অল্প পত্র যাহার,

অল্পপদ্ম—রক্তপদ্ম। অল্প (অসম্পূর্ণ) পদ্ম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অল্পপ্রমাণক—১। তরমুজ ; খরমুজ। বি ; পুং। ২। ক্ষীণপরিমাণ, ক্ষুদ্রপরিমাণ ; খর্ব্ব, ক্ষুদ্র ; স্বল্পপ্রমাণবিশিষ্ট। অল্প প্রমাণ যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী,—প্রমাণিকা।

অল্পপ্রাণ—১। ক্ষীণজীবী, দুর্ব্বল ; অনুদার। বিণ। ২। (ব্যাকরণ) বর্ণভেদ, যাহাদিগের উচ্চারণে অল্প প্রাণবায়ুর কার্য্য হয় এরূপ বর্ণ (বর্গের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চমবর্ণ এবং য র ল ব অল্পপ্রাণ বর্ণ)। অল্প প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অল্পবয়ঃ (-বয়স্), **-বয়**—সামান্য বয়স, কম বয়স। অল্প বয়ঃ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অল্পবয়স—অল্পবয়ঃ (তাহা দ্রঃ)। বাং প্র। বি। [প্র। বিণ ; স্ত্রী।

অল্পবয়সী—কম-বয়সী ; অল্পবয়স্কা। বাং

অল্পবয়স্ক, -বয়াঃ (-বয়স্), **-বয়া**—যাহার বয়স অল্প এরূপ ; শিশু। অল্প বয়ঃ যাহার, বহুব্রী (১ম পক্ষে বিকল্পে ক-আগম)। বিণ। ১ম পক্ষে স্ত্রী,—স্কা।

অল্পবল—১। সামান্য শক্তি, অল্প সামর্থ্য। অল্প বল, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। ক্ষীণশক্তি, দুর্ব্বল। অল্প বল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অল্পবাদিতা, -ত্ব—মিতভাষিতা। অল্পবাদিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

অল্পবাদী (-বাদিন্)—অল্পভাষী, যে অল্প কথা বলে এরূপ। উপতৎ ; অল্প—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

অল্পবিৎ (-বিদ্)—অল্পজ্ঞ, অবহুজ্ঞ, যে সামান্যমাত্র জানে এরূপ। উপতৎ ; অল্প—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

অল্পবিদ্য—সামান্য-জ্ঞানসম্পন্ন, অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট। অল্পা বিদ্যা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অল্পবিদ্যা—১। সামান্য বিদ্যা, সামান্য জ্ঞান, কম লেখাপড়া জানা। অল্পা বিদ্যা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। অল্পজ্ঞানবিশিষ্টা। অল্পবিদ্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অল্পবুদ্ধি—১। যাহার বুদ্ধি অল্প এরূপ, জড়বুদ্ধি। অল্পা বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সামান্য বুদ্ধি, কম বুদ্ধি। অল্পা বুদ্ধি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। [যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অল্পভাগ্য—হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। অল্প ভাগ্য

অল্পভাষিতা, -ত্ব—পরিমিতভাষিতা, কম কথা বলার স্বভাব। অল্পভাষিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

অল্পভাষী (-ষিন্)—যে অল্প কথা বলে এরূপ, মিতভাষী, অবাচাল। উপতৎ ; অল্প—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী।

অল্পমতি—১। অল্পবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি। অল্পা মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সামান্য বুদ্ধি, ক্ষীণবুদ্ধি। অল্পা মতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

অল্পমাত্র—সামান্য-পরিমাণ, অত্যল্প, অতি কম। অল্পা মাত্রা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অল্পমাত্রা—১। অল্প পরিমাণ, কম পরিমাণ। অল্পা মাত্রা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। সামান্যপরিমাণবিশিষ্টা। অল্পমাত্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অল্পমূল্য—১। কমদামী, যাহার দাম অধিক নয় এরূপ। অল্প মূল্য যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অল্প দাম, কম দাম। অল্প মূল্য, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অল্পমেধাঃ (-মেধস্), **-মেধা**—ক্ষীণবুদ্ধি, দুর্ব্বলস্মৃতি, যাহার মনে রাখিবার শক্তি কম এরূপ। অল্পা মেধা যাহার, বহুব্রী+সমাসান্ত অস্। বিণ।

অল্পশঃ (-শস্), **-শ**—অল্পে অল্পে, অল্প অল্প করিয়া, অল্প পরিমাণে। অল্প+চশস্ বীপ্সার্থে। অব্য।

অল্পশক্তি—১। অল্প সামর্থ্য, সামান্য ক্ষমতা, কম জোর। অল্পা শক্তি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। হীনবল, দুর্ব্বল, সামান্য-শক্তিসম্পন্ন। অল্পা শক্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অল্পসরঃ (-সরস্), **-সর**—পল্বল, ক্ষুদ্র সরোবর, অল্পজল জলাশয়, ডোবা, গেড়ে। অল্প (ক্ষুদ্র) সরঃ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অল্পসল্প, -স্বল্প—যৎসামান্য, সামান্য কিছু, অতি কম। অল্প+সহচর শব্দ সল্প, স্বল্প। বিণ।

অল্পসার—অল্পবল, দুর্ব্বল, সামর্থ্যহীন ; যাহার মধ্যে শস্য কম আছে এমন, সামান্য শাঁসযুক্ত ; প্রায় ফোঁপরা, অসার। অল্প সার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অল্পস্থায়ী (-স্থায়িন্)—যাহা কম সময় থাকে এমন, ক্ষণস্থায়ী। অল্প—স্থা+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। বি,—স্থায়িত্ব, —স্থায়িতা।

অল্পাই—অল্পজীবী, অদীর্ঘজীবী, যে বেশী দিন বাঁচে না এরূপ। 'অল্পায়ুঃ'-শব্দজ। বিণ।

অল্পাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্), **-কাংক্ষী**—যে অল্প বাসনা করে এরূপ, অল্পেই সন্তুষ্ট। উপতৎ ; অল্প—আ—কাঙ্ক্ষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কাঙ্ক্ষিণী।

অল্পাধিক—ন্যূন বা অতিরিক্ত, কমবেশী। অল্প বা অধিক যাহাতে, বহুব্রী ('দ্বিত্রা'-বৎ), অথবা, অল্প বা অধিক যাহা, কর্ম্মধা (একই বিশেষ্যের বিশেষণ বলিয়া)। বিণ।

অল্পাধিকপরিমাণ—১। কিছু কম বা কিছু বেশী মাত্রাবিশিষ্ট। অল্পাধিক হইয়াছে পরিমাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কিছু কম বা কিছু বেশী মাত্রা। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

অল্পায়ত—কম চওড়া, সঙ্কীর্ণ, অল্পবিস্তৃত। অল্প পরিমাণে আয়ত, সুপ্সুপা। বিণ।

অল্পায়ুঃ (-য়ুস্), **-ল্পায়ু**—১। যাহার আয়ু অল্প এরূপ, যে অধিক দিন বাঁচে না এরূপ ; ক্ষণজীবী। বিণ। ২। ছাগ, ছাগল। অল্প হইয়াছে আয়ুঃ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অল্পাশয়—১। হীনমতি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ; যাহার উচ্চাশা নাই এরূপ, অল্পাকাঙ্ক্ষী। অল্প আশয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সামান্য আশা, অল্প আকাঙ্ক্ষা। অল্প আশয়, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অল্পাহার—১। পরিমিত ভোজন, লঘু আহার। অল্প আহার, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। পরিমিতভোজী। অল্প আহার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অল্পাহারী (-রিন্)—যে অল্প খায় এরূপ, মিতভোজী। উপতৎ ; অল্প—আ—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

অল্পিষ্ঠ—অত্যল্প ; ক্ষুদ্রতম। অল্প+ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ।

অল্পীয়ান্ (-য়স্)—অতি অল্প, অতি ক্ষুদ্র। অল্প+ঈয়স্ অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়সী।

অল্পেয়ে—'অলপ্পেয়ে' দ্রঃ।

অল্ল—পরমেশ্বর ; আল্লা। অল্—লা+ক কর্তৃবা। বি ; পুং।

অল্লা—১। (সংস্কৃত নাটক) মাতা ; পরম দেবতা। অল্ল+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। পরমেশ্বর, খোদা, আল্লা। আর্বীমূলক। বি।

অশকতি—১। শক্তিহীনতা। বি। ২। শক্তিহীন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অশকুন—অশুভ, অমঙ্গল ; অনিষ্টসূচক কাকাদিদর্শন ; অলক্ষণ। ন (অপ্রশস্ত) শকুন, নঞ্তৎ। বি ; ক্লীব।

অশক্ত—সামর্থ্যহীন, অসমর্থ, অপারগ, শক্তিহীন ; কোমল, নরম। নঞ্তৎ। বিণ।

অশক্তি—অসামর্থ্য, শক্তিহীনতা, অপটুতা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

অশক্য—অসাধ্য, সাধ্যাতীত। নঞ্তৎ।

অশঙ্ক(ৎক)—নির্ভয়, নিঃশঙ্ক ; নিশ্চিত। ন (নাই) শঙ্কা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশঙ্ক(ৎক)নীয়—যাহাতে শঙ্কা করিবার হেতু নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অশঙ্কা(ৎকা)—১। শঙ্কাভাব, ভয়হেতুর অবিদ্যমানতা, ভয়হীনতা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। শঙ্কাহীনা। অশঙ্ক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অশঙ্কি(ৎকি)ত—অভীত, অত্রস্ত ; নিরুদ্বেগ ; নিশ্চিন্ত। নঞ্তৎ। বিণ। [তৎ। বিণ।

অশঠ—অকপট, শঠতাহীন ; অক্রূর। নঞ্-

অশত্রু—১। শত্রুহীন, যাহার শত্রু নাই এমন ; সর্ব্বলোকপ্রীতিকর। ন (নাই) শত্রু যাহার, বহুব্রী। ২। যে নিজে কাহারও শত্রু নয় এরূপ, অবিরোধী, অপ্রতিকূল ; অক্ষতিকারী। ন শত্রু, নঞ্তৎ। বিণ।

অশথ—অশ্বত্থ। 'অশ্বত্থ'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

অশন—১। ভোজন। অশ্ (ভোজন করা) +অনট্ ভাববা। ২। ব্যাপন। অশ্ (ব্যাপা) +অনট্ ভাববা। ৩। ভক্ষ্যবস্তু। অশ্ (ভোজন করা)+অনট্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

৪। অশনবৃক্ষ, পীতশালবৃক্ষ, পিয়াশালগাছ। অশ্ (ব্যাপা) + অন কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

অশননলী—যে নলী দ্বারা গিলিত বস্তু মুখ হইতে জঠরে নীত হয় তাহা, অন্ননালী। অশনের নলী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অশন-বসন—অন্নবস্ত্র, ভাত-কাপড় ; খাওয়া-পরা। অশন ও বসন, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

অশনাচ্ছাদন—গ্রাসাচ্ছাদন, অন্নবস্ত্র, ভাত-কাপড়। অশন এবং আচ্ছাদন, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

অশনি—বজ্র, মেঘাগ্নি, বিদ্যুৎ, বৃক্ষাদি-বিনাশক মেঘোৎপন্ন শক্তি ; প্রস্তরবর্ষী উল্কা-বিশেষ। অশ্ + অনি কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং বা স্ত্রী।

অশনি-পতন, -পাত, -সম্পাত—বজ্র-পাত, বাজ পড়া ; মহান্ অনর্থপাত। অশনির পতন, পাত, সম্পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং, পুং।

অশন্ত—অশান্ত। প্রাঃ বাং। বিণ।

অশবার—ঘোড়সওয়ার, অশ্বারোহী। 'অশ্ববার'-শব্দজ। বি।

অশব্দ—১। শব্দহীন, নিঃশব্দ। বিণ। ২। অব্যক্ত ব্রহ্ম। ন (নাই) শব্দ যাঁহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

অশম—শমরাহিত্য, অশান্তি ; অস্থিরতা ; ক্ষোভ। ন শম, নঞ্ তৎ। বি ; পুং।

অশরণ—নিরাশ্রয়, অনাথ, অসহায়, গৃহশূন্য। ন (নাই) শরণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশরীর—১। শরীরশূন্য, দেহরহিত ; শরীরের অভিমানশূন্য, জীবন্মুক্ত। বিণ। ২। কামদেব ; পরমাত্মা। ন (নাই) শরীর যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ৩। দেহাভাব, দেহের অবিদ্যমানতা। ন শরীর, নঞ্ তৎ। বি ; ক্লীব।

অশরীরিবাক্ (-বাচ্), -বাণী—আকাশ-বাণী, দৈববাণী। অশরীরীর বাক্, বাণী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অশরীরী (-রিন্)—যাহার শরীর নাই এরূপ, নিরাকার। ন শরীরী, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—রিণী। [শর্ম্ম, নঞ্ তৎ। বি ; ক্লীব।

অশর্ম্ম (-শর্ম্মন্), **-শর্ম**—ক্লেশ, দুঃখ। ন

অশর্ম্মা (-শর্ম্মন্), **-শর্মা**—দুঃখিত, পীড়া-যুক্ত, অস্বচ্ছন্দ। ন (নাই) শর্ম্ম (সুখ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশাখ—শাখাহীন, ডালশূন্য। ন (নাই) শাখা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশাখা—১। শাখার অভাব, ডালশূন্যতা। ন শাখা, নঞ্ তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। শাখা-হীনা। অশাখ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অশাত—অমঙ্গল, অসুখ। ন শাত (সুখ), নঞ্ তৎ। বি ; ক্লীব। [কবিপ্র। বিণ।

অশান—অশান্ত ; উদ্বিগ্ন ; অস্থির, চঞ্চল।

অশান্ত—অস্থির, চঞ্চল ; উদ্বিগ্ন ; উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ; দুর্দ্দান্ত। ন শান্ত, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—শান্তা।

অশান্তি—উপদ্রব, অত্যাচার ; উদ্বেগ, অস্থিরতা ; বিরক্তি। নঞ্ তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশারীরিক—অদৈহিক। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কী।

অশাশ্বত—অচিরন্তন, অনিত্য ; অস্থায়ী ; অল্পকালস্থায়ী। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—তী।

অশাসন—শাসনের অভাব, শাসন না থাকা, অরাজকতা ; অপকৃষ্ট শাসন। নঞ্ তৎ। বি ; ক্লীব।

অশাসনীয়—শাসনাতীত, শাসনবহির্ভূত, দুর্দ্দমনীয়। নঞ্ তৎ। বিণ।

অশাসিত—যাহা শাসন করা হয় নাই এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অশাস্ত্র—১। অসৎ শাস্ত্র, সাধুলোকের অগ্রাহ্য শাস্ত্র ; বেদাদিবিরুদ্ধ শাস্ত্র ; শাস্ত্রাভাব ; অবিধি। ন শাস্ত্র, নঞ্ তৎ। বি ; ক্লীব। ২। শাস্ত্রহীন ; শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবহির্ভূত। ন (নাই) শাস্ত্র যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অশাস্ত্রবিহিত—শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিগর্হিত। ন শাস্ত্রবিহিত, নঞ্ তৎ। বিণ।

অশাস্ত্রীয়—যাহা শাস্ত্রীয় নয় এরূপ, শাস্ত্র-বিগর্হিত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অশিক্ষা—অসৎশিক্ষা, কুশিক্ষা ; শিক্ষাভাব। নঞ্ তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশিক্ষিত—যে শিক্ষিত নয় এরূপ, যে লেখাপড়া শিখে নাই এরূপ ; অনভিজ্ঞ ; মূর্খ ; অসভ্য ; যাহা শিক্ষা করা হয় নাই। নঞ্ তৎ। বিণ।

অশিত—১। ভক্ষিত। অশ্ + ক্ত কর্ম্মবা। ২। তৃপ্ত, প্রীত। অশ্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। ৩। অশাণিত। ন শিত (শাণিত), নঞ্ তৎ। বিণ। [অনলস। নঞ্ তৎ। বিণ।

অশিথিল—অশ্লথ ; দৃঢ় ; গাঢ়, ঘনিষ্ঠ ;

অশিব—১। অমঙ্গল, অকল্যাণ। ন শিব, নঞ্ তৎ। বি ; ক্লীব। ২। অশুভকর, অনিষ্ট-জনক ; শিবহীন। ন (নাই) শিব যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অশির—১। সূর্য্য ; অগ্নি ; রাক্ষস ; বায়ু। বি ; পুং। ২। বজ্র। অশ্ + ইর কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। ৩। যাহার শিরা নাই এমন। ন (নাই) শিরা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশিরস্ক, -শিরাঃ (-রস্), **-শিরা**—মস্তকহীন ; ছিন্নশীর্ষ। ন (নাই) শিরঃ যাহার, বহুব্রী (১ম পক্ষে ক-আগম)। বিণ। ১ম পক্ষে স্ত্রী,—স্কা। [স্ত্রী।

অশিরা—রাক্ষসী। অশির(১) + আপ্। বি ;

অশিশির—তপ্ত, যাহা ঠাণ্ডা নহে এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অশিশির-কর, -কিরণ, -রশ্মি—তপন, সূর্য্য ; উষ্ণরশ্মি। অশিশির কর, কিরণ, রশ্মি যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং বা বিণ।

অশিশু—১। শিশুভিন্ন ব্যক্তি। ন শিশু, নঞ্ তৎ। বি ; পুং। ২। শিশুহীন, নিঃ-সন্তান। ন (নাই) শিশু যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—শিশ্বী, (সমাসান্ত ক-যোগে) অশিশ্বিকা।

অশিষ্ট—অসাধু, দুর্ব্বৃত্ত ; অভদ্র, অসভ্য ; নাস্তিক ; অকৃতশাসন ; ব্যভিচারবান্ ; অশান্ত, দুর্দ্দান্ত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অশিষ্টাচার, -চরণ—১। অভদ্র ব্যবহার, অসাধু আচরণ, দুর্ব্যবহার। অশিষ্ট আচার, আচরণ, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। দুর্ব্যবহার-পরায়ণ, দুরাচার, দুর্ব্বৃত্ত। অশিষ্ট আচার, আচরণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশিষ্য—১। শিষ্যহীন। ন (নাই) শিষ্য যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। শিষ্যাভাব, শিষ্য না থাকা ; অপ্রশস্ত শিষ্য। নঞ্ তৎ। বি ; পুং।

অশীত—অশীতল, শীতগুণরহিত, ঠাণ্ডা নহে এরূপ ; উষ্ণ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অশীত-কর, -কিরণ, -দীধিতি, -মরীচি—সূর্য্য। অশীত কর, কিরণ, দীধিতি, মরীচি যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

অশীতি—১। আশী সংখ্যা ; ৮০। বি ; স্ত্রী। ২। ৮০-সংখ্যক। অষ্টগুণিতা দশতি (দশক), মধ্যপ কর্ম্মধা (নিপাতনে)। বিণ।

অশীতিক—অশীতিবর্ষবয়স্ক, আশী বছরের। অশীতি + ক যুক্তার্থে। বিণ।

অশীতিতম—অশীতিসংখ্যার পূরক, যাহা আশী এই সংখ্যায় স্থান পূর্ণ করে এমন, উন-আশীর পরেরটা। অশীতি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমী।

অশীতিপর—আশী বৎসরের অধিক-বয়স্ক, অতিবৃদ্ধ। অশীতি হইতে পর (উত্তর, অধিক), ৫মীতৎ। বিণ।

অশীর্ষক, -র্ষিক, -র্ষী (-র্ষিন্)—মস্তক-হীন, মুণ্ডহীন ; ডগাশূন্য। প্রথমটীতে, ন (নাই) শীর্ষ যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত ; পরের দুইটাতে, নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—র্ষিকা, -র্ষিকী, -র্ষিণী।

অশীল—অশিষ্ট, অসভ্য ; দুর্ব্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র। ন (অপ্রশস্ত) শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশুক্ (-শুচ্)—শোকরহিত, শোকহীন। ন (নাই) শুক্ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশুচ—১। আত্মীয়ের জন্মমৃত্যুহেতু অশুদ্ধি। 'অশৌচ'-শব্দজ। বি। ২। অশুদ্ধ, অপবিত্র। 'অশুচি'-শব্দজ। বিণ।

অশুচি—যাহা শুচি নয় এরূপ, অশুদ্ধ, অপবিত্র, শাস্ত্রোক্তশৌচহীন ; কপট। নঞ্-তৎ। বিণ।

অশুদ্ধ—১। অপবিত্র, অশুচি ; অনির্ম্মল ; দোষযুক্ত ; ভ্রমযুক্ত ; বর্ণাদির অশুদ্ধিযুক্ত ; শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী যাহা শোধন করা হয়

নাই এমন; রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যাহা শোধিত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। ২। রজস্বলা, 'নোংরা'। বাং প্র। বিণ।

অশুদ্ধি—অপবিত্রতা, শৌচাভাব, অশৌচ; ভ্রম, ভুল। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অশুদ্ধিপত্র—পুস্তকসংলগ্ন ভ্রমনির্দ্দেশক পৃষ্ঠা, যে পৃষ্ঠায় পুস্তকের ভ্রমগুলি প্রদর্শিত থাকে তাহা। অশুদ্ধিপ্রদর্শক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অশুদ্ধিশোধন, -সংশোধন—ভ্রম-নিরসন, ভুল শোধরান। অশুদ্ধির শোধন, সংশোধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অশুভ—১। অকল্যাণ, অমঙ্গল; পাপ। ন শুভ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। অমঙ্গল-যুক্ত; অকল্যাণজনক; অসাধু; বিশ্রী। ন (নাই) শুভ যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশুভকর, -ঙ্কর(ংকর), -জনক—অমঙ্গলকারী; ক্ষতিকারী। ন শুভকর, শুভঙ্কর, শুভজনক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —করী, —ঙ্করী, —জনিকা।

অশেষ—১। শেষহীন; অসীম; সম্পূর্ণ; বহুবিধ। ন (নাই) শেষ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। শেষাভাব। ন শেষ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অশেষজ্ঞ—যাঁহার কিছুই জানিতে বাকি নাই এরূপ। উপতৎ; অশেষ—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

অশেষতত্ত্বজ্ঞ—সকল-জ্ঞানসম্পন্ন। উপতৎ; অশেষতত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

অশেষ-প্রকার, -বিধ—বহুবিধ, নানা-রকমের। অশেষ প্রকার, বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশোক—১। বৃক্ষবিশেষ, অশোক গাছ [এই বৃক্ষতলে তপস্যা করিতে করিতে গৌরী মনোরথসিদ্ধি লাভ করিয়া নষ্টশোকা হইয়াছিলেন]; বকুলগাছ; দশরথের মন্ত্রী। কাশ্মীরের স্বনামখ্যাত রাজা; মৌর্য্যবংশীয় তৃতীয় নৃপতি [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং। ২। পারদ। ন (নাই) শোক (দুঃখ, রোগ-ক্লেশ) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ৩। শোক-দুঃখশূন্য। ন (নাই) শোক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশোকপূর্ণিমা—ফাল্গুনের পূর্ণিমায় কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ; ফাল্গুনপূর্ণিমা। অশোকদায়িনী পূর্ণিমা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অশোকবন, -বনিকা—রাবণের লঙ্কা-পুরীস্থিত কাননবিশেষ, শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা-স্থিত বিলাসকানন। অশোকের বন, ৬ষ্ঠীতৎ; অশোকবন+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অশোকমঞ্জরী—অশোকের মুকুল, অশোকের পল্লবাঙ্কুর। অশোকের মঞ্জরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশোকষষ্ঠী—চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী [বঙ্গ-দেশীয় হিন্দু পুত্রবতী নারীরা এই দিনে পুত্রের মঙ্গলার্থ ষষ্ঠীপূজা করেন ও দুগ্ধ বা জলের সহযোগে ছয়টী অশোককলিকা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এরূপ করিলে তাঁহারা অশোকা থাকিবেন। শাস্ত্রোক্তিমতে এই তিথিতে ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিলে সুখ ও পুত্রলাভ ঘটে]। অশোকদায়িনী ষষ্ঠী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অশোকা—১। কটকী; জৈনদিগের গৃহ-দেবতা। ন (নাই) শোক যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। শোক-রহিতা। অশোক (৩)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অশোকারি—কদম্ববৃক্ষ। অশোকের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশোকাষ্টমী—চৈত্রমাসীয় শুক্লাষ্টমী [এই তিথিতে আটটী অশোকফুলের কলিকাসহ জল পান এবং লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রনদে স্নান করা উচিত। লিঙ্গপুরাণে কথিত আছে, এই তিথিতে অষ্টকলিকাযুক্ত জল পান এবং ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলে কেহ শোক পায় না]। অশোকদায়িনী অষ্টমী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অশোচনীয়, -শোচ্য—শোকের অযোগ্য, যাহার নিমিত্ত শোক করিতে হয় না এরূপ। ন শোচনীয়, শোচ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশোচিত—অশোকপ্রাপ্ত; যাহার জন্য শোক করা হয় নাই এরূপ। ন শোচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ। [বি।

অশোত্থ, অশোদ—অশ্বত্থবৃক্ষ। প্রাদে।

অশোধন—অপবিত্রীকরণ; অসংস্করণ; অমার্জ্জন, অপরিশোধন। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অশোধনীয়, অশোধ্য—পবিত্র করিবার অযোগ্য; অসংস্কার্য্য; অমার্জ্জনীয়; অপরি-শোধ্য। ন শোধনীয়, শোধ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশোধ্য ঋণ—যে ধার শোধ করা যায় না।

অশোধিত—অ-পবিত্রীকৃত; অসংস্কৃত; অমার্জ্জিত; অপরিশোধিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশোভন—অসুন্দর, শোভারহিত, কুৎসিত; অনুচিত; বেমানান। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশোষ্য—অশোষণীয়, রসগ্রহণের অনুপ-যুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশৌচ—অশুদ্ধি, অশুচিতা, যাহাতে শাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে পারা যায় না এরূপ অবস্থা [অশৌচ নানাবিধ; যথা,—জননাশৌচ, মরণাশৌচ, কালাশৌচ, ক্ষতাশৌচ ইত্যাদি]। ন শৌচ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অশৌচসঙ্ক(ংক)র—দুই বা ততোধিক অশৌচের সংমিশ্রণ, এক অশৌচের মধ্যে পুনরায় অশৌচ। অশৌচের সঙ্কর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশৌচান্ত—অশৌচনিবৃত্তি, অশৌচের শেষ, অশৌচের সমাপ্তি [সম্পূর্ণ জনন-মরণাশৌচ ব্রাহ্মণের দশ দিনে, ক্ষত্রিয়ের বার দিনে, বৈশ্যের পনর দিনে এবং শূদ্রের ত্রিশ দিনে নিবৃত্ত হয়]। অশৌচের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্ব—ঘোটক। অশ্‌+কন্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—অশ্বা (ঘোটকী)।

অশ্বকর্ণ, -কর্ণক—১। ঘোড়ার কাণ। অশ্বের কর্ণ, কর্ণক, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শাল-বৃক্ষ। অশ্বকর্ণ-তুল্য কর্ণ (অর্থাৎ পত্র) যাহার, বহুব্রী; পক্ষে স্বার্থে কন্। বি; পুং।

অশ্বকিনী—অশ্বিনী নক্ষত্র, অশ্বমুখাকৃতি তারা। অশ্ব+কন্ স্বার্থে+ইন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [কুটী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বকুটী—অশ্বশালা, আস্তাবল। অশ্বের

অশ্বকোবিদ—অশ্বতত্ত্বে নিপুণ; অশ্বারোহণে নিপুণ। অশ্বে কোবিদ, ৭মীতৎ। বিণ।

অশ্বখুর—ঘোড়ার খুর; (অশ্বখুরের আকৃতি বলিয়া) নখীনামক গন্ধদ্রব্য। অশ্বের খুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বখুরা, -খুরী—অপরাজিতা লতা। অশ্বখুর (তৎসদৃশ মূল)+অচ্+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বখুরাকৃতি—ঘোড়ার খুরের ন্যায় আকারযুক্ত। অশ্বখুরের আকৃতির ন্যায় আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশ্বগতি—১। ঘোটকের গমন। অশ্বের গতি, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী। ৩। অশ্বের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, অতি দ্রুতগামী। অশ্বের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশ্বগন্ধা—বরাহকর্ণের ন্যায় পত্রবিশিষ্ট স্বনামখ্যাত ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। অশ্বের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বগোষ্ঠ—অশ্বশালা, আস্তাবল। অশ্ব+গোষ্ঠ প্রত্যয়। বি; ক্লীব।

অশ্বগ্রীব—১। অশ্বের ন্যায় গ্রীবাযুক্ত। বিণ। ২। বৃষ্ণিবংশীয় নৃপতি [চরিতাবলী দ্রঃ]; বিষ্ণুদ্বেষ্টা অসুরবিশেষ, হয়গ্রীব। অশ্বের (গ্রীবার) ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [কর্তৃবা। বি; পুং।

অশ্বঘ্ন—করবীবৃক্ষ। উপতৎ; অশ্ব—হন্+টক্

অশ্বচক্র—১। অশ্বসমূহ। অশ্বের চক্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। দাবা খেলায় 'ঘোড়া'র চালের একপ্রকার কৌশল। বাং প্র। বি।

অশ্বচালনা—অশ্বকে চালিত করণ, ঘোড়াকে ছুটান। অশ্বের চালনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বচিকিৎসক—অশ্ববৈদ্য, ঘোড়ার ডাক্তার। অশ্বের চিকিৎসক, ৬ষ্ঠীতৎ।। বি; পুং।

অশ্বডিম্ব—মিথ্যা বস্তু (অশ্বের ডিম্ব যেরূপ অসম্ভব, 'অশ্বডিম্ব' বলিলে সেইরূপ কল্পিত বা মিথ্যা বস্তুর প্রতীতি হয়)। 'ঘোড়ার ডিম'-এর মার্জ্জিত রূপ। বাং প্র। বি।

অশ্বতর—গর্দ্দভের ঔরসে ঘোটকীর গর্ভে অথবা অশ্বের ঔরসে গর্দ্দভীর গর্ভে জাত পশু, খচ্চর; নাগবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]; গন্ধর্ব্ববিশেষ; পুংবৎস। অশ্ব+ষ্টরচ্ (তর) অল্প বা অপ্রশস্ত অর্থে। বি; পুং।

অশ্বতরী—অশ্বতর-স্ত্রী, খচ্চরী। অশ্বতর+ +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বতীর্থ—তীর্থবিশেষ [কান্যকুব্জ প্রদেশে যে স্থানে কালীনদী গঙ্গাতে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থান অশ্বতীর্থ নামে অভিহিত। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, এই স্থানে মহারাজ গাধি বরুণের নিকট হইতে একটী অতি অপূর্ব্ব অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]। অশ্বপ্রাপক তীর্থ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অশ্বত্থ—১। অশ্বত্থ বা "আশথ" গাছ [পদ্মপুরাণে অশ্বত্থবৃক্ষের উৎপত্তিবিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,—জলন্ধর নামে এক রাক্ষস ইন্দ্রত্ব-লাভ-কামনায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত হইয়া শিবের শরণাপন্ন হইলে, শিব স্বয়ং জলন্ধরের সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। এই জলন্ধর রাক্ষসের বিন্দানাম্নী এক পতিব্রতা পত্নী ছিল। শিবের সহিত জলন্ধরের সংগ্রাম আরম্ভ হইলে বিন্দা স্বামীর প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর তপস্যা করিতে লাগিল। ইহার ফলে জলন্ধরের বধ কোনরূপেই সিদ্ধ হইল না। তাহা দেখিয়া দেবতারাও ভয়ে বিষ্ণুর শরণগ্রহণ করিলেন। তখন বিষ্ণু দেবতাদিগের কল্যাণার্থ জলন্ধরের রূপ ধারণ করতঃ বিন্দার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত তাহার কর ধরিলেন। এই উপায়ে বিন্দার তপোভঙ্গ হইলে জলন্ধর যুদ্ধে শিবকর্তৃক নিহত হইল। এই ঘটনায় বিন্দা বিষ্ণুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু ভীত হইয়া তাহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—তুমি জলন্ধরের সহমৃতা হও; তোমার এই দেহভস্ম হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ— এই চারিটী বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। তাহারা আমার স্বরূপ হইবে, এবং ঐ ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে আমার তুষ্টি জন্মিবে।

অশ্বত্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একপ্রকার কথা প্রচলিত আছে,—হরগৌরী একদিন বিজনস্থানে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এই সময়ে দেবতাদিগের আদেশে অগ্নি সেখানে উপস্থিত হইলে গৌরী দেবতাদের প্রতি অভিশাপ দেন। ফলে ব্রহ্মা পলাশ, বিষ্ণু অশ্বত্থ ও রুদ্র বটবৃক্ষ হন। এইরূপ পুরাণোক্তি এবং লোকতঃ ও মানবাদি সর্ব্বজীবের মহোপকারিত্ব হেতু অশ্বত্থবৃক্ষ হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র। হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে এই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য, বিশেষতঃ বৈশাখমাসে, ইহার মূলে জল দান করে]। ন+শ্বঃ (কল্য), নঞ্ তৎ; অশ্বঃ (অর্থাৎ কল্য নহে, অর্থাৎ বহুদিন—অনেক কাল)—স্থা+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

অশ্বত্থা—পূর্ণিমা তিথি। অশ্বত্থ (জল)+ অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বত্থামা (-মন্)—(মহাভারত) দ্রোণাচার্য্যের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]; সাবর্ণি মনুর পুত্র। অশ্ব—স্থা+মনিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অশ্বত্থী—পিপ্পলীবৃক্ষ, পিপলী বা পিপুঁল গাছ। অশ্বত্থ+ঈপ্ ক্ষুদ্র অর্থে। বি; স্ত্রী।

অশ্বদংষ্ট্রা—ঘোটক-দন্ত; গোক্ষুর বৃক্ষ। অশ্বের দংষ্ট্রা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বপ—অশ্বপালক, সহিস, অশ্বরক্ষক। উপতৎ; অশ্ব—পা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অশ্বপতি—মদ্রদেশের অধিপতি [চরিতাবলী দ্রঃ]; কেকয়ের রাজা [চরিতাবলী দ্রঃ]; অশ্বস্বামী, ঘোড়ার মালিক। অশ্বের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বপাল, -পালক—অশ্বরক্ষক, সহিস। উপতৎ; অশ্ব—পা+ণিচ্ (=পালি ধাতু)+ অণ্ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে অশ্বের পালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্ববক্ত্র—১। কিন্নর, কিম্পুরুষ। অশ্বের বক্ত্রের ন্যায় বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। স্ত্রী,—বক্ত্রী। ২। ঘোড়ার মুখ। অশ্বের বক্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অশ্ববড়ব—ঘোটক এবং ঘোটকী, অশ্ব এবং অশ্বা। অশ্ব এবং বড়বা (ঘোটকী), সমাহার দ্বন্দ্ব (সংস্কৃতে একবচনান্ত; ইতরেতর দ্বন্দ্বে দ্বিবচনান্তও হইতে পারে)। বি; ক্লীব।

অশ্ববহ, -বাহ, -বাহন—অশ্বারোহী। অশ্ব বহ, বাহ, বাহন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অশ্ববার—অশ্বারোহী। উপতৎ; অশ্ব— বৃ+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অশ্ববাহ, -বাহন—'অশ্ববহ' দ্রঃ।

অশ্ববিৎ (-বিদ্)—১। অশ্ববিদ্যাবিশারদ, নল রাজা। বি; পুং। ২। অশ্বতত্ত্বজ্ঞ। উপতৎ; অশ্ব—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অশ্ববৈদ্য—অশ্বচিকিৎসক, ঘোড়ার ডাক্তার। অশ্বের বৈদ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বমুখ—কিন্নর, কিম্পুরুষ। অশ্বের মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। স্ত্রী,—মুখী।

অশ্বমেধ—যজ্ঞবিশেষ [এই যজ্ঞে বিশেষলক্ষণাক্রান্ত অশ্বকে সংপ্রোক্ষণ করিয়া কপালে জয়পত্র বন্ধনপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবাধে ভ্রমণার্থ বহু রক্ষকসহ ত্যাগ করিতে হইত, এবং এক বৎসরান্তে সেই অশ্ব পুনরাগত হইলে তাহাকে বধ করিয়া তাহার বক্ষোমেদ দ্বারা অগ্নির সংস্কার এবং অবশিষ্ট দেহমাংসে হোম করা হইত। চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতে এই যজ্ঞ আরব্ধ হইত এবং যজ্ঞশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তদনুষ্ঠাতাকে অভুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় থাকিতে এবং রাত্রিতে সস্ত্রীক ভূমিতে শয়ন করিতে হইত। প্রসিদ্ধি আছে, এই যজ্ঞের ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত-পাপক্ষয়, মোক্ষলাভ ও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ শত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইলে যজ্ঞকর্তা ইন্দ্রপদ লাভ করেন। পৌরাণিক যুগে সগর, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নৃপতিগণ এবং ঐতিহাসিক যুগে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ, গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁহার পৌত্র প্রথম কুমারগুপ্ত এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন]। অশ্ব মেধ (বলি) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অশ্বমেধিক—অশ্বমেধযজ্ঞের উপযোগী অশ্ব, মেধ্যাশ্ব; মহাভারতীয় 'অশ্বমেধিকপর্ব্ব' নামক চতুর্দ্দশপর্ব্ব। অশ্বমেধ+ইক হিতার্থে, অধিকৃতার্থে। বি; পুং।

অশ্বমেধীয়—১। অশ্বমেধযজ্ঞীয় অশ্ব। অশ্বমেধ+ঈয় হিতার্থে। বি; পুং। ২। অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্বন্ধীয়। অশ্বমেধ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অশ্বযান—ঘোড়ার গাড়ী। অশ্ববাহিত যান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অশ্বযুক (-যুজ্)—অশ্বিনীনক্ষত্র; আশ্বিন মাস। অশ্ব—যুজ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা, অশ্বিনী। বি; স্ত্রী। [অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

অশ্বযুজ—চান্দ্র আশ্বিন মাস। অশ্বযুজ্+

অশ্বরক্ষক—অশ্বরক্ষাকর্ত্তা, ঘোড়ার সহিস। অশ্বের রক্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বরজ্জু, -রশ্মি—ঘোড়ার রাশ, লাগাম। অশ্বনিয়ামক রজ্জু, রশ্মি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, পুং।

অশ্বরত্ন—শ্রেষ্ঠ অশ্ব, ঘোটকশ্রেষ্ঠ; উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। অশ্ব রত্নতুল্য, উপমিত সমাস। বি; ক্লীব।

অশ্বরোধক—করবীর বৃক্ষ, করবী গাছ। অশ্বের রোধক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বলালা—অশ্বমুখনির্গত ফেন; একপ্রকার সর্প। অশ্বের লালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বশাখোট—আশ-শ্যাওড়া গাছ। বি; পুং।

অশ্বশাবক—ঘোটকশিশু, বাচ্চা ঘোড়া। অশ্বের শাবক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বশালা—মন্দুরা, ঘোড়ার ঘর, আস্তাবল। অশ্বের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বশৃগালিকা—অশ্ব-শৃগালের শত্রুতা। অশ্বশৃগাল+ইক শত্রুতার্থে+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বসাদী (-সাদিন্)—অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার। উপতৎ; অশ্ব—সদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। স্ত্রী,—সাদিনী।

অশ্বসেন—সনৎকুমারের পিতা; দ্রোণাচার্য্যের সারথি; সর্পবিশেষ, তক্ষকের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। অশ্ব—সি+ন কর্তৃবা। বি; পুং।

অশ্বা—ঘোটকী। অশ্ব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বাধ্যক্ষ—অশ্বপরিচালক, অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক। অশ্বের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বাবরোহক—অশ্বগন্ধা। অশ্ব—অব—রুহ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং। [পুং।

অশ্বারি—মহিষ। অশ্বের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

অশ্বারূঢ়—যে অশ্বে আরোহণ করিয়াছে এরূপ, ঘোটকপৃষ্ঠে সমাসীন। অশ্বকে আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।

অশ্বারোহ—১। অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধকারী সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য। বি; পুং। ২। ঘোটকে আসীন। অশ্ব—আ-রুহ্+অণ্ কর্তৃবা। বিণ।

অশ্বারোহণ—ঘোটকে আরোহণ, ঘোড়ায় চড়া। অশ্বে আরোহণ, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

অশ্বারোহী (-হিন্)—অশ্বে আরোহণকারী; ঘোড়ায় চড়িতে নিপুণ। অশ্ব—আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হিণী।

অশ্বাহ্বা—অশ্বগন্ধা। অশ্ব আহ্বা (নাম) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বিদ্বয়—(পুরাণমতে) অশ্বিনীকুমারদ্বয়, স্বর্গবৈদ্যদ্বয়; (কাহারও কাহারও মতে) শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা। অশ্বীদিগের দ্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বিনী—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা [চরিতাবলী দ্রঃ]; চন্দ্রের পত্নী; সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে প্রথম নক্ষত্র [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]; ঘোটকী-রূপধারিণী স্বর্বেশ্যাবিশেষ; বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার অপর নাম [চরিতাবলী দ্রঃ]। অশ্ব (ঘোটকাকার)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বিনীকুমার, -সুত—স্বর্গবৈদ্যদ্বয় [চরিতাবলী দ্রঃ]। অশ্বিনীর কুমার, সুত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [আছে অর্থে। বি; পুং।

অশ্বী (-শ্বিন্)—স্বর্গবৈদ্যদ্বয়। অশ্ব+ইন্

অশ্বীয়—১। অশ্বসমূহ। অশ্ব+ঈয় সমূহার্থে। বি; ক্লীব। ২। অশ্বকল্যাণকর; ঘোটকসম্বন্ধীয়। অশ্ব+ঈয় হিতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অশ্ম—'অশ্মা' (সকল অর্থে)। অশ্ (ব্যাপা) +মন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অশ্মক—সূর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]; দাক্ষিণাত্যবাসী জাতিবিশেষ। অশ্মন্ +কন্। বি; পুং।

অশ্মকুট্ট, -কুট্টক—১। প্রস্তরোপরি ধান্যাদি পেষণকারী। উপতৎ; অশ্মন্—কুট্ট +অণ্ কর্তৃবা; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রস্তরকুট্টিত। অশ্ম দ্বারা কুট্ট, ৩য়াতৎ; অশ্মকুট্ট +ক স্বার্থে। বিণ।

অশ্মকেতু—ক্ষুদ্র পাষাণভেদী বৃক্ষ [হিন্দীতে ইহাকে 'শিলফোড়' বলে। ইহা কঠিন পাথরের গায়ে জন্মিয়া থাকে। এই গাছ দেখিলে মনে হয়, পর্ব্বতের মৃত্তিকাহীন নীরস গাত্রে এক একটি পাতা লাগিয়া রহিয়াছে]। অশ্মের কেতু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্মগর্ভ(র্ভ)—মরকতমণি, সবুজবর্ণ রত্নবিশেষ; পান্না। অশ্ম (পর্ব্বত) গর্ভ (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অশ্মগর্ভ(র্ভ)জ—মরকতমণি, পান্না। উপতৎ; অশ্মগর্ভ—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

অশ্মঘ্ন—পাষাণভেদী বৃক্ষ, হাথাজুড়ি; শ্বেত করবীর গাছ। উপতৎ; অশ্মন্—হন্+টক্ কর্তৃবা। বি; পুং।

অশ্মজ—১। শৈলেয়, গিরিজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ; শিলাজতু; গৈরিক, গিরিমাটি; লৌহ। বি; পুং। ২। পর্ব্বতোৎপন্ন, শিলাজাত। উপতৎ; অশ্মন্—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

অশ্মজতু, -জতুক—শিলাজতু। অশ্মজাত জতু, জতুক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব।

অশ্মদারণ—১। পাষাণভেদক অস্ত্র, টঙ্ক। অশ্ম—দৃ+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং। ২। প্রস্তর বিদীর্ণকরণ, প্রস্তরবিদারণ। অশ্মের দারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অশ্মন্ত—১। অগ্নিস্থান, উনান; মৃত্যু; অশুভ ক্ষেত্র; অশুভ, অমঙ্গল। অশ্মন্ অর্থাৎ পাথরের অন্ত যেখানে, বহুব্রী (নিপাতনে পূর্ব্বপদের টি-লোপ)। বি; ক্লীব। ২। অন্তহীন, অনবধি, অসীম। অশ্মের অর্থাৎ মেঘের অন্ত হয় যেথানে, বহুব্রী। বিণ।

অশ্মন্তক—১। তৃণবিশেষ, অম্লকুচাই, আমলকুচি, পশ্চিম দেশে আবুটা নামে খ্যাত বৃক্ষবিশেষ। বি; পুং। ২। অগ্নিস্থান, চুল্লী; দীপাধারের আচ্ছাদন। অশ্মন্ত+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

অশ্মপুষ্প—শৈলেয়, শৈলজনামক গিরিজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ, শিলাজতু [পাথর ঘামিয়া একপ্রকার গাঢ় রস বাহির হয়। সেই রস কিছুক্ষণ পরে বাতাসের সংস্পর্শে জমিয়া যায়। এই জমাট পদার্থই অশ্মপুষ্প]। অশ্মজাত পুষ্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অশ্মভিৎ (-ভিদ্), **-ভিদ**—১। পাষাণভেদী বৃক্ষ। বি; পুং। ২। পাষাণভেদক, পর্ব্বতবিদারক। অশ্ম—ভিদ্+ক্বিপ্, ক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভেদা।

অশ্মযোনি—মরকতমণি, পান্না। অশ্ম (পর্ব্বত) যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অশ্মর—প্রস্তরময়, পাথুরে; প্রস্তরসম্বন্ধীয়। অশ্মন্+র বিকার বা স্বরূপ অর্থে। বিণ।

অশ্মরী—মূত্রকৃচ্ছ্র রোগবিশেষ, পাথরী রোগ (stone). [নিদানমতে ইহা ত্রিদোষজ, এবং বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ ভেদে চতুর্ব্বিধ।] অশ্মর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্মরীঘ্ন—বরুণবৃক্ষ; পাথরী রোগনাশক। উপতৎ; অশ্মরী—হন্+টক্ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

অশ্মরীহর—ধান্যবিশেষ, দেধান; পাথরী রোগনাশক। উপতৎ; অশ্মরী—হৃ+অচ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

অশ্মসার—১। লৌহ; লৌহমল, লোহার মরিচা; ইন্দ্রনীলমণি; হীরক; পদ্মরাগাদি মণি। বি; পুং বা ক্লীব। ২। পাথরের সারের ন্যায় শক্ত ('—প্রাণাদি')। অশ্মের ন্যায় সার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশ্মা (-শ্মন্)—প্রস্তর, পাথর; পর্ব্বত; মেঘ। অশ্ (ব্যাপা)+মন্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

অশ্মীভবন—বৃক্ষ অস্থি প্রভৃতির প্রস্তরে পরিণতি (fossilisation). অশ্মন—চ্বি+ভূ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ভূত।

অশ্মীর—পাথরী রোগ। অশ্মন্+ঈর জাতার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

অশ্মোত্থ—শিলাজতু। উপতৎ; অশ্মন্—উৎ—স্থা+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অস্র—চক্ষুর্জল, অশ্রু; শোণিত; কোণ। অশ্+রক্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

অশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধারহিত, বীতশ্রদ্ধ; বিশ্বাসহীন, আস্থাশূন্য। ন (নাই) শ্রদ্ধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশ্রদ্ধবান—শ্রদ্ধাহীন, যে শ্রদ্ধা করিতেছে না। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রদ্ধা—১। ঘৃণা; অভক্তি; অযত্ন; অনাদর; অবিশ্বাস। ন শ্রদ্ধা, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। শ্রদ্ধারহিতা। অশ্রদ্ধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বিণ।

অশ্রদ্ধিত—অনাদৃত, অবজ্ঞাত। নঞ্তৎ।

অশ্রদ্ধেয়—অশ্রদ্ধাযোগ্য; অনাদরণীয়। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী,—য়া।

অস্রপ—১। রুধিরপায়ী, রক্তপানকারী। বিণ। ২। রাক্ষস, নিশাচর। উপতৎ; অস্র (রক্ত)—পা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

অশ্রবণ—১। শ্রবণাভাব, না শোনা। নঞ্তৎ। বি; ক্লীব। ২। শ্রবণশক্তিশূন্য, বধির, যে শুনিতে পায় না, কালা। ন (নাই) শ্রবণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশ্রম—১। শ্রমাভাব, পরিশ্রম না করা; অনবসাদ। ন শ্রম, নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। শ্রমরহিত, অলস; নিশ্চেষ্ট; অক্লান্ত, অনবসন্ন। ন (নাই) শ্রম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশ্রাদ্ধ—শ্রাদ্ধহীন, যে ক্রিয়াতে শ্রাদ্ধ করা হয় নাই এরূপ। ন (নাই) শ্রাদ্ধ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অশ্রাদ্ধভোজী (-ভোজিন্)—অশ্রাদ্ধভোক্তা, যিনি শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন না এরূপ। ন শ্রাদ্ধভোজী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —ভোজিনী।

অশ্রান্ত—১। অনবরত, সতত। ক্রি-বিণ। ২। শ্রান্তিহীন, অবিরত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশ্রাব্য—শ্রবণের অযোগ্য; শ্রুতিকটু; অশ্লীল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশ্রি, -শ্রী—অস্ত্রের অগ্রভাগ, খড়্গাদির ধার; গৃহাদির বা কোন বস্তুর কোণ। অশ্+ক্রি কর্তৃবা; ২য় পক্ষে তদুত্তরে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্রীক—শোভাহীন, সৌন্দর্য্যহীন; উন্নতিহীন। ন (নাই) শ্রী যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত ক-আগম)। বিণ।

অশ্রু—চোখের জল, বাষ্প, নেত্রজল। অশ্+রু কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অশ্রু-আঁখি—অশ্রুপূর্ণলোচনা। অশ্রু আঁখিতে যাহার, বহুব্রী (বাং)। কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

অশ্রুকণা—অশ্রুবিন্দু, চোখের জলের ফোঁটা। অশ্রুর কণা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্রুগদ্‌গদ—বাষ্পরুদ্ধ, বাষ্পজড়িত, বাষ্পাগম হেতু অস্পষ্ট ('—কণ্ঠ', '—স্বর')। অশ্রুদ্বারা গদ্‌গদ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রুজল—নয়নবারি, চোখের জল। অশ্রুই জল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অশ্রুত—১। যাহা শোনা যায় নাই এরূপ, অশ্রুতিগোচর। নঞ্‌তৎ। ২। শ্রুতিবিরুদ্ধ, বেদবিরুদ্ধ। ন শ্রুত (শ্রুতিসঙ্গত), নঞ্‌তৎ। ৩। শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, মূর্খ। ন (নাই) শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৪। অশ্রুপূর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অশ্রুতচর—যাহা পূর্ব্বে কখনও শোনা যায় নাই এরূপ। ন শ্রুতচর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—চরী।

অশ্রুতপূর্ব্ব(র্ব)—যাহা পূর্ব্বে শোনা যায় নাই এরূপ, অশ্রুতচর। ন শ্রুতপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশ্রুতস্বর—১। অপরিচিত কণ্ঠস্বর; অতি মৃদু কণ্ঠধ্বনি। অশ্রুত স্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহার গলার স্বর কখনও শোনা যায় নাই এরূপ; অতি ধীর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। অশ্রুত স্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশ্রুতি—১। না শোনা। ন শ্রুতি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। কর্ণহীন; কালা, বধির। ন (নাই) শ্রুতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশ্রুধারা—অশ্রুপ্রবাহ, অশ্রুর অবিশ্রান্ত পতন। অশ্রুর ধারা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্রুনয়ন, -নেত্র—১। জলপূর্ণ চক্ষু, জলভরা চোখ। অশ্রুপূর্ণ নয়ন, নেত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। জলপূর্ণ-নেত্রবিশিষ্ট, যাহার চোখ জলভরা এমন। অশ্রু নয়নে, নেত্রে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অশ্রুপাত—চক্ষু হইতে জলবিসর্জ্জন, ক্রন্দন। অশ্রুর পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্রুপূর্ণ—নেত্রজলে পরিপূর্ণ, বাষ্পপূর্ণ। অশ্রুদ্বারা পূর্ণ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রুপ্রবাহ—অশ্রুধারা, নিরন্তর পতিত অশ্রু। অশ্রুর প্রবাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্রুপ্লুত, -প্লাবিত—অশ্রুসিক্ত, চোখের জলে ধৌত। অশ্রুদ্বারা প্লুত, প্লাবিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রুবর্ষণ—চোখের জল ফেলা; ক্রন্দন। অশ্রুর বর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অশ্রুবারি—অশ্রুজল, চোখের জল। অশ্রুই বারি, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অশ্রুবিন্দু—চোখের জলের ফোঁটা। অশ্রুর বিন্দু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্রুবিমোচন, -বিসর্জ্জ(র্জ)ন—নয়নবারিত্যাগ, চোখের জল ফেলা। অশ্রুর বিমোচন, বিসর্জ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অশ্রুভরা—চোখের জলে ভরা। অশ্রুদ্বারা ভরা, ৩য়াতৎ (বাং)। বিণ।

অশ্রুভারাক্রান্ত—অশ্রুরাশিতে রুদ্ধ, বাষ্পের আধিক্যে জড়িত। অশ্রুর ভার, ৬ষ্ঠীতৎ; তদ্দ্বারা আক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রুময়—অশ্রুপূর্ণ; চোখের জলে ভরা। অশ্রু+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

অশ্রুমান্ (-মৎ)—অশ্রুযুক্ত, অশ্রুপরিপূর্ণ। অশ্রু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —মতী।

অশ্রুমুখ—১। অশ্রুপ্লুত বদন। অশ্রুসিক্ত মুখ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব ২। যাহার মুখ বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছে এরূপ। অশ্রু মুখে যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখী।

অশ্রুমোচন—অশ্রুবিসর্জ্জন। অশ্রুর মোচন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অশ্রুরুদ্ধ—বাষ্পরুদ্ধ; অশ্রুদ্বারা অস্পষ্টীকৃত। অশ্রুদ্বারা রুদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রুলোচন—জলভরা চোখ। অশ্রুপূর্ণ লোচন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অশ্রুসংবরণ—ক্রন্দন বন্ধকরণ। অশ্রুর সংবরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অশ্রুসিক্ত—বাষ্পার্দ্র, চোখের জলে ভিজা। অশ্রুদ্বারা সিক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রেয়ঃ (-য়স্), **-শ্রেয়**—১। অমঙ্গল; অনর্থ। ন শ্রেয়ঃ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। অপ্রশস্ত, অনুৎকৃষ্ট; অনিষ্টকর; অধম। ন (নাই) শ্রেয়ঃ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

অশ্রেয়স্কর—অপ্রশস্ত; অনুচিত; অনুত্তম। ন শ্রেয়স্কর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—রী।

অশ্রেয়ান্ (-শ্রেয়স্)—অপ্রশস্ত, অনুৎকৃষ্ট; অনিষ্টকর; হীন, অধম। ন (নাই) শ্রেয়ঃ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —য়সী। [অশ্লীল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশ্রোতব্য—শুনিবার অযোগ্য, অশ্রাব্য;

অশ্রোত্রিয়—১। বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। শ্রোত্রিয়হীন, বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণশূন্য। ন (নাই) শ্রোত্রিয় যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

অশ্লাঘনীয়, -শ্লাঘ্য—অপ্রশংসনীয়, প্রশংসার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশ্লাঘা—নিন্দা; জুগুপ্সা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্লিষ্ট—শ্লেষরহিত; অসংঘটিত, অসম্পৃক্ত; পরস্পর অসংবদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশ্লীল—১। নীচ, জঘন্য, অভদ্র; লজ্জাজনক; কুরুচিসম্পন্ন; কুৎসিত। বিণ। ২। লজ্জাজনক গ্রাম্যবাক্য। ন শ্রীল (র-স্থানে ল), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অশ্লীলতা, -ত্ব—জঘন্যতা; অভদ্রতা; লজ্জাজনক ঘৃণাজনক ও অমঙ্গলজনক পদ-প্রয়োগরূপ কাব্যদোষ। অশ্লীল+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অশ্লীলবাদী (-বাদিন্), **-ভাষী** (-ভাষিন্) —অশ্লীল কথা ব্যবহারকারী। উপতৎ; অশ্লীল—বদ্, ভাষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী, —ভাষিণী।

অশ্লেষা—১। অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটী নক্ষত্রের মধ্যে নবম [ইহার আকার চক্রের ন্যায়। এই নক্ষত্রে জন্মিলে জাতকের বৃথা-ভ্রমণ, দুষ্টচিত্ততা এবং সর্ব্বদা ক্রোধে ও অসন্তোষে বৃথা কষ্টভোগ ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে]। বি; স্ত্রী। ২। শ্লেষালঙ্কাররহিতা, যাহাতে (যে রচনাতে) শ্লেষ-অলঙ্কার নাই এরূপ, বক্রোক্তিশূন্য; আলিঙ্গনরহিতা, যাহার আলিঙ্গনের শক্তি নাই এরূপ। ন (নাই) শ্লেষ যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অশ্লেষাভব, -ভূ—কেতু। অশ্লেষা হইতে ভব যাহার, বহুব্রী; ২য় পক্ষে অশ্লেষা—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

অষাঢ়—১। বাংলা বৎসরের তৃতীয় মাস। আষাঢ়ী (আষাঢ়াযুক্তা পূর্ণিমা)+অণ্ (বিকল্পে হ্রস্ব)। ২। ব্রহ্মচারীর ধার্য্য দণ্ড, আষাঢ়দণ্ড। আষাঢ়ী+অণ্ প্রয়োজনার্থে। বি; পুং।

অষুদ, -ষুধ—ঔষধ। 'ঔষধ'-শব্দজ। বি।

অষুধবিষুধ—ঔষধ ও গাছগাছড়া প্রভৃতি; বশীকরণ ঔষধ ও মন্ত্রতন্ত্রাদি। প্রাদে। বি।

অষ্ট (অষ্টন্)—আটসংখ্যা বা তৎসংখ্যক [যোগাঙ্গ, বসু, শিবমূর্ত্তি, দিগ্‌গজ, সিদ্ধি, ব্রহ্মশ্রুতি, ব্যাকরণ, দিক্‌পাল, নাগ বা অহি, কুলাকল ও ঐশ্বর্য্য—ইহাদের প্রত্যেকটীই অষ্টসংখ্যক, এজন্য অষ্ট নামে খ্যাত]।

অশ্ + কনিন্ কর্তৃবা (প্রত্যয়ের পূর্ব্বে ত্-আগম)। বিণ ।

অষ্টক—১। অষ্টাধ্যায়যুক্ত বা অষ্টশ্লোকাত্মক গ্রন্থ; পাণিনিমুনিপ্রণীত অষ্টাধ্যায়যুক্ত ব্যাকরণ গ্রন্থ; (সঙ্গীত) এক ষড়্জ হইতে তৎপরবর্তী ষড়্জ পর্য্যন্ত আটটী স্বরের সমষ্টি (octavo). বি; ক্লীব। ২। ঋগ্বেদসূক্তবিশেষ, প্রত্যেক অষ্টাধ্যায়াত্মক ঋগ্বেদাংশ; ঋষিবিশেষ; নৃপতিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং। ৩। অষ্টসংখ্যা-পরিমিত; অষ্ট সংখ্যার সমষ্টি, আটটি। অষ্টন্ + কন্ পরিমাণার্থে। বিণ। ৪। গান-বিশেষ (এই গান সারিবদ্ধ তিন জনে পশ্চাদ্বর্ত্তী সঙ্গীতনায়কের নির্দ্দেশমত গাহিয়া থাকে)। বাং প্র। বি।

অষ্টকর্ণ—ব্রহ্মা (ব্রহ্মার চারিটী মুখে আটটী কাণ)। অষ্ট কর্ণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অষ্টকা—১। সপ্তম্যাদি তিথিত্রয়; পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন—এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী; পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্তব্য শ্রাদ্ধবিশেষ। অশ্ + তকন্ অধিবা + আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অষ্টপরিমিতা। অষ্টক (৩) + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অষ্টকাঙ্গ(ৎগ)—পাশার ছক। অষ্টক অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অষ্টকাল—প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ প্রদোষ সায়াহ্ন মধ্যরাত্রি ও নিশান্তক—এই আট সময়। অষ্ট কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টকুলাচল—আটটী কুলপর্ব্বত [মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র এবং হিমালয়—এই আটটী পর্ব্বত। মৎস্যপুরাণে হিমালয় ভিন্ন অপর সাতটীকেই কুলপর্ব্বত বলা হইয়াছে]। অষ্ট কুলাচল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টক্ষীর—ছাগী মেষী গবী মানুষী হস্তিনী ঘোটকী উষ্ট্রী ও মহিষী—এই আটটীর দুগ্ধ। অষ্ট ক্ষীরের (দুগ্ধের) সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি; ক্লীব।

অষ্টগব—আটটী গরুর সমষ্টি। অষ্ট গোর সমাহার, সমা-দ্বিগু + সমাসান্ত টচ্ (অ)। বি; ক্লীব।

অষ্টগুণ—১। দয়া ক্ষান্তি অনসূয়া শৌচ অনায়াস মঙ্গল অকার্পণ্য ও অস্পৃহা—এই অষ্টগুণান্বিত ('—ব্রাহ্মণ')। অষ্ট গুণ যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ২। আটগুণ; আটবার গুণিত। অষ্ট গুণ (আবৃত্তি) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অষ্টচণ্ডী—চণ্ডীর অষ্টমূর্ত্তি (যথা,—মঙ্গলা, কালী, বিমলা, বিকটা, কামাখ্যা, সর্ব্বমঙ্গলা, রাত্রিকালিকা ও ভবানী)। অষ্ট চণ্ডী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টচত্বারিংশ, -চত্বারিংশত্তম—আটচল্লিশের পূরক, সাতচল্লিশের পরবর্ত্তী। অষ্টচত্বারিংশৎ + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, —শী, —মী।

অষ্টচত্বারিংশৎ—আটচল্লিশ। অষ্টাধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অষ্টজ্বর—(বৈদ্যক) আটপ্রকার জ্বর (যথা,—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সংঘাত ও আগন্তুক)। অষ্ট জ্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টতলক—আটটী পৃষ্ঠযুক্ত ঘনক্ষেত্র (octahedron). অষ্ট তল যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বি; ক্লীব।

অষ্টতারিণী—দুর্গার অষ্টমূর্ত্তি (যথা,—কালী, তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও চামুণ্ডা)। অষ্ট তারিণী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টদল—যোগশাস্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রের দ্বিতীয় চক্র; অষ্টদলপদ্ম, যে পদ্মের আটটী পাপড়ি আছে তাহা। অষ্ট দল যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অষ্টদিক্ (-দিশ্)—পূর্ব্ব ঈশান উত্তর বায়ু পশ্চিম নৈঋ ত দক্ষিণ ও অগ্নি—এই আটটী দিক্। অষ্ট দিক্, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টদিক্‌পাল—আটদিকের আটজন দেবতা [যথা,—ইন্দ্র পূর্ব্বদিক্, বহ্নি অগ্নিকোণ, যম দক্ষিণদিক্, নির্ঋতি নৈঋ তকোণ, বরুণ পশ্চিমদিক্, মরুৎ বায়ুকোণ, কুবের উত্তরদিক্ ও ঈশ ঈশানকোণের রক্ষক]। অষ্ট দিক্‌পাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টদিগ্‌গজ—ঐরাবত পুণ্ডরীক বামন কুমুদ অঞ্জন পুষ্পদন্ত সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক—এই আট দিগ্‌গজ বা দিগ্‌হস্তী। অষ্ট দিগ্‌গজ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টদৃষ্টি—(নাট্যশাস্ত্র) সম সাচি আলোকিত প্রলোকিত উল্লোকিত অবলোকিত নিমীলিত ও অনুবৃত্ত—এই অষ্টবিধ উপাঙ্গাভিনয়। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টধর্ম্ম(র্ম)—সত্য শৌচ অহিংসা অনসূয়া ক্ষমা আনৃশংস্য অকার্পণ্য ও সন্তোষ—এই আটটী ধর্ম্ম। অষ্ট ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টধা—অষ্টপ্রকার; আট বার; আট রকমে। অষ্ট + ধাচ্ প্রকারার্থে। অব্য।

অষ্টধাতু—সোনা রূপা তামা কাঁসা পিতল রাঙ্গ সীসা লোহা—এই আট প্রকার ধাতু। অষ্ট ধাতুর সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি; ক্লীব।

অষ্টনবতি—আটানব্বই। অষ্টাধিকা নবতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অষ্টনবতিতম—আটানব্বই সংখ্যার পূরক, সাতানব্বইএর পরেরটি। অষ্টনবতি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, —তমী।

অষ্টনাগ—অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীর কর্কট ও শঙ্খ—এই আটটী নাগ বা সর্প। অষ্ট নাগ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টনায়িকা—মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী অপরাজিতা নন্দিনী নারসিংহী ও কৌমারী —এই আটটী নায়িকা; (রসশাস্ত্র) অভিসারিকা বাসকসজ্জা উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা কলহান্তরিতা স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকা—এই অষ্টপ্রকার নায়িকা। অষ্ট নায়িকা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টনিধি—কুবেরের আটটি রত্ন (পদ্ম মহাপদ্ম প্রভৃতি)। অষ্ট নিধি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টপঞ্চাশ, -পঞ্চাশত্তম—আটান্ন সংখ্যার পূরক, সাতান্ন সংখ্যার পরেরটী। অষ্টপঞ্চাশৎ + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, —পঞ্চাশী, —পঞ্চাশত্তমী।

অষ্টপঞ্চাশৎ—আটান্ন। অষ্টাধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অষ্টপদিকা—হাপরমালী লতা। অষ্ট পাদ যাহার, বহুব্রী + ঈপ্ = অষ্টপদী; অষ্টপদী + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

অষ্টপাৎ (-পাদ্)—(পুরাণমতে) শরভ, মৃগবিশেষ; লূতা, মাকড়সা। অষ্ট পাদ যাহার, বহুব্রী (পাদ-শব্দের অ-কার-লোপ)। বি; পুং।

অষ্টপাদ—'অষ্টপাৎ' (সকল অর্থে)। অষ্ট পাদ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অষ্টপাশ—ঘৃণা লজ্জা মান অপমান মোহ দম্ভ দ্বেষ ও পৈশুন্য—এই অষ্টবিধ মায়াবন্ধন। অষ্ট পাশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টপ্রধান—১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজীর আজ্ঞাধীন মন্ত্রিসভা। অষ্ট প্রধান যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অষ্টপ্রহর—১। সমস্তক্ষণ, অহোরাত্র, সারাদিনরাত। অষ্ট প্রহরের সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি; ক্লীব। ২। সর্ব্বক্ষণ ব্যাপিয়া, সারা দিন রাত ধরিয়া। ক্রি-বিণ। ৩। অহোরাত্রব্যাপী হরিনাম-সংকীর্ত্তন। বাং প্র। বি।

অষ্টবজ্র—অষ্ট দেবাস্ত্র (যথা,—বিষ্ণুর সুদর্শন, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্ত্তিকেয়ের শক্তি, দুর্গার অসি)। অষ্ট বজ্র, কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

অষ্টবজ্র-মিলন—অষ্ট দেবাস্ত্রের মিলন (ইহাদের মিলনে উর্ব্বশীর অশ্বজন্ম হইতে মুক্তি হয়); কার্য্যে সফল হওয়ার উপযোগী দুর্ঘট কারণসমূহের একত্র সমাবেশ। অষ্টবজ্রের মিলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অষ্টবর্গ—জীবক ঋষভক মেদ মহামেদ ঋদ্ধি বৃদ্ধি কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী—এই আটটী ঔষধদ্রব্য; (জ্যোতিষ) জাতকের জন্মকালীন শুভাশুভ-ফলসূচক আটটি গ্রহ; রেখাবিশেষের শুভাশুভ চক্রবিশেষ। অষ্ট বর্গের সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি; ক্লীব।

অষ্টবসু—আপ বা সাবিত্র ধ্রুব সোম অনল অনিল ধর প্রত্যূষ প্রভাব বা প্রভাস—এই আটজন স্বর্গবাসী দেবতাবিশেষ। অষ্ট বসু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টবিধ—অষ্টপ্রকার, আট রকমের। অষ্ট বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অষ্টভুজ—১। অষ্টবাহু; (পরিমাণে) আট হাত। অষ্টসংখ্যক ভুজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। আটহাতযুক্ত, আটহাতবিশিষ্ট; (জ্যামিতি) অষ্ট সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ। বিণ। ৩। (জ্যামিতি) সরলরৈখিক ক্ষেত্রবিশেষ, আটটা সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র (octagon). অষ্ট ভুজ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ষ্টভুজা—১। অষ্টবাহুবিশিষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। অষ্টবাহুযুক্তা দুর্গামূর্ত্তি [দেবী শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যের সহিত যুদ্ধকালে অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন]। অষ্টভুজ (২)+আপ্। বি; স্ত্রী।

অষ্টভৈরব—অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধোন্মত্ত ভয়ঙ্কর কপালী ভীষণ ও সংহার—এই আটজন ভৈরব। অষ্ট ভৈরব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টম—১। আট এই সংখ্যার স্থানীয়, আটের পূরক। অষ্টন্+মট্ পূরণার্থে। বিণ। ২। বাকী খাজানার নিমিত্ত পত্তনী তালুকের নিলাম। জমিদারী পরিভাষা। বি।

অষ্টমকালিক—তিন দিবস অনশনের পর চতুর্থ দিবসে রাত্রিতে আহার্য্যগ্রহণকারী। অষ্টমকাল+ইক (ভোজনবিষয়ে) আছে ইহার এই অর্থে। বিণ।

অষ্টমঙ্গ(ৎগ)ল—১। অশ্ববিশেষ [ইহার খুরচতুষ্টয়, পুচ্ছ, মুখ, বক্ষঃ এবং পৃষ্ঠস্থ কেশ—এই আটটী স্থান শুক্লবর্ণ]। অষ্ট মঙ্গল (কল্যাণজনক চিহ্ন) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। অষ্টপ্রকার মাঙ্গল্যদ্রব্য [ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, সুবর্ণ, ঘৃত, সূর্য্য, জল ও রাজা; অথবা, মৃগরাজ বা সিংহ, বৃষ, নাগ বা হস্তী, কলস বা জলকুম্ভ, ব্যজন, বৈজয়ন্তী বা ধ্বজ, ভেরী বা শঙ্খ ও দীপ—এই আটটি দ্রব্য]। অষ্ট মঙ্গলের (মাঙ্গল্যদ্রব্যের) সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি; ক্লীব।

অষ্টমঙ্গ(ৎগ)লা—১। ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। অষ্টমঙ্গল (২)+অচ্+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বিবাহের পর হইতে আট দিন পর্য্যন্ত সময়। বাং প্র। বি।

অষ্টমতঃ (-তস্), **-মত**—আটের দফায়, আটের স্থলে। অষ্টম+তস্ (৭মী-স্থানে)। অব্য।

অষ্টমবর্ষীয়, -বার্ষিক—অষ্টম-বৎসর-সম্বন্ধীয়; অষ্টম বৎসরে কর্ত্তব্য; আট বৎসর বয়সের। অষ্টমবর্ষ+ঈয়, ইক সম্বন্ধার্থে বা ভবার্থে বা বয়স্থার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বর্ষীয়া, —বার্ষিকী।

অষ্টমাংশ—আটভাগের এক ভাগ। অষ্টম অংশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টমান—(বৈদ্যকশাস্ত্র) পরিমাণবিশেষ, বত্রিশ তোলা। অষ্ট (আট মুষ্টি) মান যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অষ্টমিকা—(বৈদ্যকশাস্ত্র) চারি তোলা পরিমাণ। অষ্টম+কন্ অল্পার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অষ্টমী—১। তিথিবিশেষ, যাহাতে চন্দ্রের অষ্টকলা পূর্ণ বা ক্ষীণ হয় সেই তিথি; ক্ষীরকাকোলী বৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। প্রথম সাতটীর পরবর্ত্তিনী। অষ্টম+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অষ্টমূত্র—ছাগ মেষ গো মহিষ ঘোটক হস্তী গর্দ্দভ ও উষ্ট্র—ইহাদের স্ত্রী-জাতির মূত্র। অষ্ট মূত্রের সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি; ক্লীব।

অষ্টমূর্ত্তি(র্তি)—১। শিব। অষ্ট মূর্ত্তি যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। শিবের অষ্টমূর্ত্তি [যথা,—সর্ব্ব নামে ক্ষিতিমূর্ত্তি, ভব নামে জলমূর্ত্তি, রুদ্র নামে অগ্নিমূর্ত্তি, উগ্র নামে বায়ুমূর্ত্তি, ভীম নামে আকাশমূর্ত্তি, পশুপতি নামে যজমানমূর্ত্তি, মহাদেব নামে সোমমূর্ত্তি বা চন্দ্রমূর্ত্তি, এবং ঈশান নামে সূর্য্যমূর্ত্তি।—তন্ত্রসার। কিন্তু স্কন্দপুরাণের টীকাকার বলেন,—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূত এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, এই আটটি শিবের মূর্ত্তি। কালিকাপুরাণমতে ইহারা শরভরূপী শিবের অষ্টপদ]। অষ্ট মূর্ত্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টমূর্ত্তি(র্তি)ধর—অষ্টমূর্ত্তিবিশিষ্ট মহাদেব। অষ্টমূর্ত্তির ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অষ্টযোগিনী—দুর্গার অষ্ট সখী (যথা,—চণ্ডিকা, শৈলপুত্রী, কুষ্মাণ্ডী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা, মহাগৌরী, কালরাত্রি ও কাত্যায়নী)। অষ্ট যোগিনী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [বি।

অষ্টরম্ভা—অলীক বস্তু, ফাঁকি। বাং প্র।

অষ্টরস—শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস ও রৌদ্র—এই আটটি রস। অষ্ট রস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টলোকধর্ম্ম(র্ম)—মানুষ যে অষ্টধর্ম্মের বশ তাহা (লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, প্রশংসা-নিন্দা, সুখ-দুঃখ—এই আটটি ধর্ম্ম)। অষ্ট লোকধর্ম্ম, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টলোকপাল—ইন্দ্রাদি অষ্ট দিক্‌পালগণ। অষ্ট দিক্‌পাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্টলোহক, -লৌহক—অষ্টধাতু (তাহা দ্রঃ)। অষ্ট লোহের, লৌহের (অর্থাৎ ধাতুর) সমাহার, সমা-দ্বিগু+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

অষ্টষষ্টি—আটষট্টি, ৬৮। অষ্টাধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অষ্টষষ্টিতম—আটষট্টির পূরক, সাতষট্টির পরবর্ত্তীটি। অষ্টষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমী।

অষ্টসখী—(১) গদাধর পণ্ডিত (শ্রীমতী রাধা) (২) স্বরূপ গোস্বামী (ললিতা) (৩) রায় রামানন্দ (বিশাখা) (৪) শিবানন্দ (সুচিত্রা) (৫) রামানন্দ (চম্পকলতা) (৬) গোবিন্দ ঘোষ (রঙ্গদেবী) (৭) বাসু ঘোষ (সুদেবী) (৮) শ্রীমাধব ঘোষ (তুঙ্গবিদ্যা)—এই আটজন ভাগবত লীলাসঙ্গী (নবদ্বীপ লীলায় ও বৃন্দাবন লীলায়)। অষ্ট সখী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টসপ্ততি—আটাত্তর, ৭৮। অষ্টাধিকা সপ্ততি (সত্তর), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অষ্টসপ্ততিতম—আটাত্তরের পূরক, ৭৮-সংখ্যক, আটাত্তরেরটী। অষ্টসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

অষ্টসাত্ত্বিক—প্রেম বা অনুরাগের প্রাবল্য-জনিত অশ্রু কম্প বা বেপথু পুলক বৈবর্ণ্য (শরীর বিবর্ণ হওয়া) স্বেদ (ঘাম) স্তম্ভ (স্তব্ধতা) স্বরভঙ্গ ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)—এই আটটি অবস্থা। [তুঃ—
স্বেদঃ স্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ॥
—ভরত]।
অষ্ট সংখ্যক সাত্ত্বিক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অষ্ট-সিদ্ধি—অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি (কিংবা প্রাপ্তি) প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব ও কামাবসায়িতা—এই আটপ্রকার সিদ্ধি। অষ্ট সিদ্ধি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টাংশিত—আটভাগে বিভক্ত; (মুদ্রণে) আটপেজী (octavo). অষ্ট (আটভাগে) অংশিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অষ্টাকপাল—১। অষ্টকপালে বা মৃৎপাত্রে কৃতপাক যজ্ঞীয় পিষ্টক অথবা তদ্দ্বারা সম্পাদ্য যজ্ঞবিশেষ। অষ্ট কপাল (কলসীর অর্দ্ধ পরিমাণ) তাহাতে সংস্কৃত এই অর্থে তদ্ধিতের লোপ। বি; পুং। ২। দুঃখী, আটকপালে। অষ্ট (নানাবিধ) কপাল (অদৃষ্ট-জ্ঞাপক মাথার খুলি, অর্থাৎ অবস্থাভোগ) আছে যাহার, বহুব্রী। বাং প্র। বিণ।

অষ্টাকষ্টে—কড়ি দ্বারা সাধ্য শিশুদের ক্রীড়া [দুই জন বা দুই পক্ষ ৪টি কড়ি চালিয়া খেলিয়া থাকে। ২৫টি ঘরকাটা ছক পাতিয়া এই খেলা খেলিতে হয়। কড়ি চারিটি চালিতে চালিতে সব ক'টাই উপুড় হইলে ঘুঁটি এক চালেই আট ঘর উঠিয়া থাকে]। বাং প্র। বি।

অষ্টাঙ্গ(ৎগ)—১। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা ও সমাধি—এই আটপ্রকার যোগ; জানু পদ হস্ত উরঃ বুদ্ধি শিরঃ বাক্য ও চক্ষুঃ—এই অষ্টাঙ্গের সহিত প্রণাম। বি; পুং। ২। সারিফলক; রাজনীতির অঙ্গীভূত উপায়াষ্টক। বি; ক্লীব। ৩। আটটি অবয়বযুক্ত। অষ্ট অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গী। **অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য**—

জল দুগ্ধ কুশাগ্র দধি ঘৃত তণ্ডুল যব ও শ্বেত-সরিষা এই আটটি পূজাদ্রব্য। **অষ্টাঙ্গ মৈথুন**—স্মরণ কীর্ত্তন কেলি প্রেক্ষণ গুহ্যভাষণ সংকল্প অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিবৃত্তি এই আটপ্রকার স্ত্রীসম্ভোগ। ৪। দুই হস্ত হৃদয় কপাল দুই চক্ষুঃ কণ্ঠ ও মেরুদণ্ড; দুই হস্ত হৃদয় কপাল দুই জানু ও দুই চরণ; দুই হস্ত হৃদয় কপাল দুই চক্ষুঃ মনঃ এবং বাক্য—শরীরের এই অষ্ট অবয়ব; শল্য শালাক্য কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্যাতন্ত্র অগদতন্ত্র রসায়ন ও বাজীকরণ—আয়ুর্ব্বেদের এই আটটি বিভাগ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অষ্টাত্রিংশ, -শত্তম—আটত্রিশ এই সংখ্যার পূরক, আটত্রিশেরটী। অষ্টাত্রিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -মী।

অষ্টাত্রিংশৎ—আট ত্রিশ, ৩৮। অষ্টাধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অষ্টাদশ (-দশন্)—আঠার সংখ্যা, ১৮। অষ্টাধিক দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ।

অষ্টাদশ—আঠার সংখ্যার পূরক, সতেরর পরেরটী। অষ্টাদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -দশী।

অষ্টাদশপুরাণ—আঠারটী পুরাণ (ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড—এই আঠারটি)। অষ্টাদশসংখ্যক পুরাণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অষ্টাদশবিদ্যা—আঠার প্রকার বিদ্যা (ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চারি বেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দঃ বেদের এই ছয়টি অঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থনীতি—এই আঠারপ্রকার বিদ্যা)। অষ্টাদশসংখ্যাকা বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টাদশভুজা—দুর্গামূর্ত্তিবিশেষ [অসুরবধের সময় দেবী এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন]। অষ্টাদশ ভুজ যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

অষ্টাদশাঙ্গ(-গ)—পাচনবিশেষ [ইহা দশমূলাদি, ভূনিম্বাদি, দ্রাক্ষাদি ও মুস্তাদি ভেদে চতুর্ব্বিধ]। অষ্টাদশ অঙ্গ (উপকরণভূত দ্রব্য) আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অষ্টাপদ—১। সারিফলক, পাশা বা সতরঞ্চের ছক; চিত্রবিচিত্র ফলক বা বস্ত্র। অষ্ট পদ (স্থান) যাহার, বহুব্রী। ২। স্বর্ণ। অষ্ট (আটপ্রকার ধাতুর) মধ্যে পদ (স্থান, প্রতিষ্ঠা) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ৩। ধুস্তুর। বি; পুং বা ক্লীব। ৪। কৈলাসপর্ব্বত; জন্তুবিশেষ, শরভনামক মৃগ; কৃমি, কীট; কীলক, খোঁটা; লূতা, মাকড়শা; মর্কট। অষ্ট পদ (স্থান বা চরণ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অষ্টাপদপত্র—সোনার পাত, স্বর্ণপত্র। অষ্টাপদের (২) পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অষ্টাপদী—বনমল্লিকা। অষ্ট পদ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অষ্টাবক্র—কাহোড় মুনির পুত্র (চরিতাবলী দ্রঃ)। অষ্ট (দেহের আট জায়গা) বক্র যাঁহার, বহুব্রী (নিপাতনে)। বি; পুং।

অষ্টাবক্রসংহিতা—যোগশাস্ত্রবিশেষ [অষ্টাবক্র ঋষি জনক রাজাকে মোক্ষধর্ম্মে যে উপদেশ দেন তাহা এই গ্রন্থে লিখিত আছে]। অষ্টাবক্র-কৃতা সংহিতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টাবিংশ, -বিংশতিতম—আটাইশ এই সংখ্যার পূরক। অষ্টাবিংশতি+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -মী।

অষ্টাবিংশতি—আটাইশ, ২৮। অষ্টাধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অষ্টাশি, অষ্টাশী—৮৮ সংখ্যা। 'অষ্টাশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

অষ্টাশীতি—অষ্টাশী, ৪৮। অষ্টাধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অষ্টাশীতিতম—৮৮ সংখ্যার পূরক। অষ্টাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

অষ্টাশ্রি—অষ্টকোণ; আটপল-তোলা। অষ্ট অশ্রি যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অষ্টাহ—আট দিন। অষ্ট অহের (অহন্ শব্দ) সমাহার, সমা-দ্বিগু+টচ্। বি; পুং।

অষ্টি—আঁটি, বীচি; (সংস্কৃত কাব্য) যোড়শাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। অস্+ক্তি কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

অষ্টে-পৃষ্ঠে, অষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে—আট দিকে, সকল দিকে, সর্ব্বাঙ্গে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

অষ্টোত্তর—অষ্টাধিক। অষ্ট উত্তরে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অষ্টোত্তরশত—একশত আট, ১০৮। অষ্টোত্তর শত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, বা বিণ।

অষ্টোত্তরী—(জ্যোতিষ) একশত আট বৎসরে সমস্ত দশার ভোগকাল পূর্ণ হয়—এইরূপ হিসাবে গণনীয়া ('—দশা')। বিণ; স্ত্রী।

অষ্টোত্তরীয়—অষ্টাধিক-সম্বন্ধীয়, অষ্টোত্তর-সম্বন্ধীয়। অষ্টোত্তর+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অষ্ঠি—ফলের বীচি, আঁটি। নঞ্—স্থা+ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

অষ্ঠীবান্ (-বৎ)—জানু, হাঁটু। অস্থি+মতুপ্ আছে অর্থে (নিপাতনে)। বি; পুং।

অষ্ঠীলা—বর্ত্তুলাকার পাষাণখণ্ড; বীজ, আঁটি; নাভির অধোদেশে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় বাতজনিত ব্যাধিবিশেষ; আঘাতজনিত নীলিকা, কালশিরা। অষ্ঠি—রা+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)+আপ্। বি; স্ত্রী।

অসংকুচিত, অসংকোচ—'অসঙ্কুচিত', 'অসঙ্কোচ' দ্রঃ। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

অসংক্রান্তমাস—মলমাস। অসংক্রান্ত মাস,

অসংখ্য(-খ্যে)—অগণ্য, গণনাতীত। ন (নাই) সংখ্যা যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

অসংখ্যাত(-খ্যেত)—অগণিত, অনেক, বহু। নঞ্তৎ। বিণ। [নঞ্তৎ। বিণ।

অসংখ্যেয়(-খ্যেয়)—অসংখ্য, অগণনীয়।

অসংগত—'অসঙ্গত' দ্রঃ।

অসংঘট—অসম্ভব, অঘটনীয়। বাং প্র। বিণ।

অসংজ্ঞ—চেতনাশূন্য; জ্ঞানবর্জ্জিত। ন (নাই) সংজ্ঞা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসংবদ্ধ—যাহা ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই এরূপ; অসংলগ্ন; অর্থহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংবর—অনিবার্য্য, অবারণীয়; অলোপনীয়। ন (নাই) সংবর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসংবরণীয়, -বার্য্য(র্য)—অনিবার্য্য, অবারণীয়; অলোপনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংবিদান—অজ্ঞ; স্বীকাররহিত, যে অঙ্গীকার করে নাই। নঞ্—সম্—বিদ্+কানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অসংবৃত—অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত; অকুণ্ঠিত দোষোদ্ঘাটক; অসঙ্কুচিত, সম্প্রসারিত; নগ্ন; যাহার পরিধেয় ইত্যাদি আলুগা হইয়া পড়িয়াছে। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংযত—অরুদ্ধ; অনিয়মিত; উচ্ছৃঙ্খল; অকৃতসংযম; অজিতেন্দ্রিয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংযত রসনা—যে জিহ্বায় কোন কথাই আটকায় না তাহা।

অসংযম—অজিতেন্দ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়বশতা। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অসংযমী (-মিন্)—অসংযত, অজিতেন্দ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খল। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -মিনী।

অসংযুক্ত—যোগহীন, অমিলিত, একক। নঞ্তৎ। বিণ। [নঞ্তৎ। বি; পুং।

অসংযোগ—বিচ্ছেদ, বিয়োগ, বিশ্লেষ।

অসংলগ্ন—যাহা সংলগ্ন নয় এরূপ; অসঙ্গত, পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ; পরস্পরবিচ্ছিন্ন; প্রসঙ্গবহির্ভূত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংশয়—১। নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত। ন (নাই) সংশয় যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। সন্দেহাভাব, সংশয় না থাকা। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অসংশয়নীয়—যাহাতে সংশয় হইতে পারে না এরূপ, সন্দেহের অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ। [তৎ। বিণ।

অসংশয়ান—সন্দেহশূন্য, অসন্দিহান। নঞ্-

অসংশয়িত—অসন্দিগ্ধ, সন্দেহপরিশূন্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংশোধন—শুদ্ধি না করা; না শোধরান। নঞ্তৎ। বি; ক্লীব।

অসংশোধিত—যাহার সংশোধন করা

হয় নাই এরূপ; যাহার দোষ দূর করা হয় নাই এরূপ, যাহা শোধরান হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। [তৎ। বিণ।

অসংশ্লিষ্ট—অসম্বদ্ধ, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। নঞ্‌-

অসংসক্ত—সংযোগহীন, সংসর্গরহিত, বিচ্ছিন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসংসৃষ্ট—অমিলিত, অসংযুক্ত, সম্পর্কবিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসংস্কৃত—১। যাহার সংস্কার করা হয় নাই এরূপ; গর্ভাধানাদি-সংস্কারশূন্য; অনুপনীত; অপরিষ্কৃত; অমার্জ্জিত; সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ('—ভাষা')। বিণ। ২। অপকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষা, যে সংস্কৃত সংস্কৃতপদবাচ্য নহে তাহা; সংস্কৃতের অপভ্রংশ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসংস্থান—অসদ্ভাব, অভাব; অসংগতি; প্রণালীরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসংস্থিত—বিশৃঙ্খল; অধীর; অসঙ্গত। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বি; স্ত্রী।

অসংস্থিতি—বিশৃঙ্খলা; হট্টগোল। নঞ্‌তৎ।

অসংহত—১। পরস্পর সঙ্গতিশূন্য, অসংলগ্ন; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; অসংবদ্ধ, অমিলিত। বিণ। ২। ব্যূহবিশেষ; সেনাদিগের পৃথক্ বৃত্তি। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অসঁভার—অবলম্বনশূন্য। 'অসম্ভার'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অসকতি—অনাসক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অসকাল—অপরাহ্ণ, বিকাল; সন্ধ্যা; অবসান; অসময়; বিলম্ব, গৌণ, দেরী। ন সকাল, নঞ্‌তৎ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অসকৃৎ—বহুবার, মুহুর্মুহুঃ, পুনঃপুনঃ। নঞ্‌তৎ। অব্য।

অসক্ত—অসংলগ্ন; অনাসক্ত; প্রতিবন্ধ; বিষয়বিরাগী; ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসক্থ—সক্থিবিহীন, অনূরু, ঊরুরহিত। ন (নাই) সক্থি (ঊরু) যাহার, বহুব্রী+ সমাসান্ত অচ্। বিণ। [বি; ক্লীব।

অসখ্য—অমিত্রতা; অসৌহৃদ্য। নঞ্‌তৎ।

অসগোত্র—যাহারা সগোত্র নয় এরূপ, ভিন্নগোত্র, ভিন্নবংশীয়। ন সগোত্র (একগোত্রোৎপন্ন), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসঙ্কী(ংকী)র্ণ—বিস্তৃত; প্রসারিত; অদ্বিধাগ্রস্ত; অমিশ্রিত; অসঙ্কুচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসঙ্কু(ংকু)চিত—সঙ্কোচহীন, অকুণ্ঠিত; যাহা কোঁচকান নয় এরূপ, অকুঞ্চিত; অনম্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসঙ্কু(ংকু)ল—১। পরস্পর অবিরুদ্ধ; অমিশ্র; প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ। ন সঙ্কুল, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—লা। ২। বিস্তৃত পন্থা। ন (হয় না) সঙ্কুল (লোকের ভিড়) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অসঙ্কো(ংকো)চ—১। সঙ্কোচের অভাব, সন্দেহ না করা, দ্বিধাহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। সঙ্কোচশূন্য, দ্বিধাহীন, অপ্রস্তুতভাবরহিত। ন (নাই) সঙ্কোচ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—অসঙ্কোচে।

অসঙ্খ্য, -ঙ্খ্যাত, -ঙ্খ্যেয়—'অসংখ্য' ইত্যাদি দ্রঃ।

অসঙ্গ(ংগ)—১। একাকী, সঙ্গহীন; নির্লিপ্ত; অনাসক্ত। ন (নাই) সঙ্গ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। স্ত্রী-পুত্র-বিষয়াদির ত্যাগরূপ বৈরাগ্য; নির্ব্বিষয় পরমাত্মা; চন্দ্রবংশীয় যুযুধানের পুত্র। ন (নাই) সঙ্গ (বিষয়াসক্তি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অসঙ্গ(ংগ)-কুসঙ্গ(ংগ)—নীতিবিহীন সমাজ; নীতিহীন নরনারীর সাহচর্য্য। বাং প্র। বি।

অসঙ্গ(ংগ)ত—যুক্তিবিরুদ্ধ; অসংলগ্ন; সংযোগবর্জ্জিত; পরস্পর সম্পর্কশূন্য; পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ; অসম্ভব; অসভ্য; অশিক্ষিত; অনুচিত; অসদৃশ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসঙ্গ(ংগ)তি—সম্পর্করাহিত্য, অসংলগ্নতা; পূর্ব্বাপরবিরোধ; সংসর্গাভাব; (অর্থাদির) অভাব; অর্থালঙ্কারবিশেষ [যদি কার্য্য ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে তবে এই অলঙ্কার হয়; যথা,—

"নখপদ হৃদয়ে তোঁহারি।
অন্তর জলত হামারি।"
—গোবিন্দ দাস।

মানিনী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, তোমার বক্ষস্থলে নখের চিহ্ন রহিয়াছে কিন্তু অন্তর জ্বলিতেছে আমার।"—এখানে কার্য্য ও কারণের ভিন্নদেশবর্ত্তিতা হেতু অসঙ্গতি অলঙ্কার হইল]। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসচ্চরিত্র—কুস্বভাব, দুর্ব্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র। অসৎ চরিত্র যাহার, বহুব্রী; বা, ন সচ্চরিত্র, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসচ্ছল—অভাবযুক্ত; অনটনযুক্ত; (বিপরীতার্থে গ্রাম্য প্র) অধিক, অপরিমিত। নঞ্‌তৎ (বাং)। বিণ।

অসজ্জন—দুষ্ট লোক, অসাধু ব্যক্তি, অশিষ্ট জন। অসৎ জন, কর্ম্মধা; বা, ন সজ্জন, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অসৎ—দোষী, অসাধু; মন্দ, গর্হিত; অবিদ্যমান; নিঃস্বরূপ; (পদার্থবিদ্যা) দৃশ্যমান অথচ অবাস্তব (virtual). বিণ; পুং (সংস্কৃতে অসন্) বা ক্লীব। বি—অসত্তা।

অসত—মন্দ, অসৎ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অসততা—অসাধুতা। অশুদ্ধ প্রয়োগ। বি; স্ত্রী। [রহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসতর্ক—অসাবধান, অমনোযোগী, অবধান-

অসতী—১। কুলটা স্ত্রী, ব্যভিচারিণী রমণী। বি; স্ত্রী। ২। দুশ্চরিত্রা, দুষ্টা; গর্হিতা; অবিদ্যমানা। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অসৎকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—কুকর্ম্ম, নিন্দিতকর্ম্ম, খারাপ কাজ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অসৎকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্মা**—দুষ্কর্ম্মান্বিত, গর্হিতকার্য্যকারী, নিন্দিতকর্ম্মা। অসৎ কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসৎকৃত—যাহার সৎকার করা হয় নাই; অসম্মানিত, অনাদৃত, অবহেলিত; অপুরস্কৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসত্তা—অবিদ্যমানতা, না থাকা; অসাধুতা, দুষ্টতা। অসৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অসত্ত্ব—১। সত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু, অপ্রাণী, অচেতন পদার্থ। ন সত্ত্ব, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। প্রাণহীন, নির্জীব; নিস্তেজ, কাপুরুষ। ন (নাই) সত্ত্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসৎপথাবলম্বী (-ম্বিন্)—কুমার্গগামী; যে কুপথে চলে। উপতৎ; অসৎপথ—অব—লম্ব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ম্বিনী।

অসৎপরিগ্রহ, -প্রতিগ্রহ—১। অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে দান গ্রহণ। অসৎ হইতে পরিগ্রহ, প্রতিগ্রহ, ৫মীতৎ। ২। দানরূপে গ্রহণের অযোগ্য দ্রব্যগ্রহণ। অসৎ পরিগ্রহ, প্রতিগ্রহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অসৎপুত্র(ত্র)—১। কুপুত্র, অসৎ তনয়। অসৎ (কু) পুত্র, কর্ম্মধা; অথবা, ন সৎপুত্র, নঞ্‌তৎ। ২। অপুত্রক, নিঃসন্তান। অসৎ (অবিদ্যমান) পুত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসৎপ্রতিগ্রহ—'অসৎপরিগ্রহ' দ্রঃ।

অসত্য—১। মিথ্যা, অলীক বাক্য। বি; ক্লীব। ২। মিথ্যা, অবাস্তব। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসত্যবাদী (-বাদিন্), **-ভাষী** (-ভাষিন্)—মিথ্যাবাদী। উপতৎ; অসত্য—বদ্, ভাষ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী, —ভাষিণী।

অসত্যসন্ধ—কৃতঘ্ন; দুরাত্মা; কপটাচার। অসত্যে সন্ধা (অভিসন্ধি) যাহার, বহুব্রী; বা, ন সত্যসন্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসৎসংসর্গ, -সঙ্গ(ংগ)—দুষ্টলোকের সহবাস, অসাধু ব্যক্তির সঙ্গ। অসৎ সংসর্গ, সঙ্গ, কর্ম্মধা; অথবা, অসতের সংসর্গ, সঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অসদাগম—১। বেদবিরোধী শাস্ত্র; অর্থাদি লাভের মন্দ উপায়। অসৎ (বেদবিরোধী, নিন্দিত) আগম (শাস্ত্র, উপায়), কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। শাস্ত্রবিরোধী দ্রব্যাদির লাভ, অপহৃত দ্রব্যাদির লাভ। অসতের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অসদাচরণ—দুর্ব্যবহার, অভদ্র ব্যবহার, অসচ্চরিত্রতা। অসৎ আচরণ, কর্ম্মধা; অথবা, ন সদাচরণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসদাচার—১। দুর্বৃত্ততা; দুর্ব্যবহার। অসৎ যে আচার, কর্ম্মধা। ২। কদাচারী; দুর্বৃত্ত। বহুব্রী। বিণ।

অসদাচারী (-রিন্)—দুরাচার, দুঃশীল, দুর্ব্বৃত্ত। ন সদাচারী, নঞ্‌তৎ; অথবা, অসৎ আচরণ করে যে, উপতৎ; অসৎ—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

অসদুপদেশ—কুপরামর্শ; কুশিক্ষা। অসৎ উপদেশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অসদুপদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—কুপরামর্শদাতা; কুশিক্ষক। অসৎ উপদেষ্টা, কর্ম্মধা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—ষ্ট্রী।

অসদৃশ—অযোগ্য; অনুচিত; বিরুদ্ধ; সাদৃশ্যহীন, বিষম; অনুপম, অসাধারণ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—শী।

অসদ্‌গ্রহ—কুবিষয়ে যত্ন ইচ্ছা আগ্রহ বা উৎসাহ, বালকাদির আবদার, অখুট্টি, আখুটি। অসতে গ্রহ (আগ্রহ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

অসদ্‌গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—যে নিন্দনীয় দানাদি গ্রহণ করে এরূপ; অন্যায্য ধনাদিতে লোভযুক্ত; অসতের দানগ্রাহী। নঞ্‌তৎ; বা, উপতৎ; অসৎ—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হিণী। বি,—হিতা।

অসদ্বিম্ব—(পদার্থবিদ্যা) যে প্রতিবিম্ব বা ছায়া দেখা যায় অথচ অবাস্তব তাহা (virtual image). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অসদ্‌বৃত্তি—১। অভদ্র আচরণ, গর্হিত আচরণ। অসতী বৃত্তি, কর্ম্মধা; বা, ন সদ্‌বৃত্তি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। দুরাচার, দুর্ব্বৃত্ত, দুঃশীল। অসতী বৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসদ্ব্যবহার—দুর্ব্যবহার, দুর্ব্বৃত্ততা, অসাধু আচরণ। কর্ম্মধা বা নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অসদ্ভাব—অবিদ্যমানতা, না থাকা; অভাব; মন্দ চরিত্র; দুরভিসন্ধি; অপ্রণয়; বিবাদ। ন সদ্ভাব, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অসন—ক্ষেপণ। অস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

অসন্তুষ্ট—অপ্রীত, বিরক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসন্তুষ্টি—অসন্তোষ, বিরক্তি; ক্রোধ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। [তৎ। বি; পুং।

অসন্তোষ—বিরক্তি, অপ্রীতি; ক্রোধ। নঞ্-

অসন্দিগ্ধ—সন্দেহহীন, বিশ্বস্ত; স্থির, নিশ্চিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অসন্দিহান—সন্দেহশূন্য, বিশ্বস্ত। নঞ্‌তৎ।

অসন্দেহ—১। সন্দেহের অভাব; নিঃসংশয়তা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। সংশয়হীন, নিঃসন্দেহ। ন (নাই) সন্দেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসন্নদ্ধ—মুক্ত, খোলা; কর্ম্মশূন্য; পরিচ্ছদশূন্য; অশ্রেণীবদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসন্নিকর্ষ—মনঃসংযোগ-জনিত জ্ঞানের অভাব; দূরত্ব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অসন্নিকৃষ্ট—দূরবর্ত্তী, দূরস্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসন্নিধান—নিকটে উপস্থিত না থাকা, অনুপস্থিতি। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসন্নিবৃত্তি—অপুনরাগমন, অপ্রত্যাগমন। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসন্নিহিত—দূরবর্ত্তী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসপত্ন—শত্রুরহিত; নিষ্কণ্টক। ন (নাই) সপত্ন (শত্রু) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসপিণ্ড—সপিণ্ডভিন্ন, সপ্তমপুরুষেতর, যে সাতপুরুষের অন্তর্গত নয় এরূপ (স্ত্রী কিংবা পুরুষ)। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসবর্ণ—ভিন্নশ্রেণীর অন্তর্গত, ভিন্নজাতীয়, সবর্ণভিন্ন; ভিন্নবর্ণবিশিষ্ট, অন্য রঙের। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসবর্ণবিবাহ—ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির মধ্যে পরস্পর বিবাহ, একজাতীয় বরের সহিত ভিন্নজাতীয়া কন্যার বিবাহ (intercaste marriage). [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

অসভ্য—অভদ্র, ভদ্রসমাজের অযোগ্য; অশিষ্ট, দুর্বিনীত; বন্য, যে সভ্যতার আলোক পায় নাই এমন; যে সদস্য নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসভ্যতা—অশিষ্টতা, অভদ্রতা, অভদ্র আচরণ। অসভ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অসম—১। অতুল্য, অনুপম; উচ্চনীচ; বন্ধুর; বিষম; অযুগ্ম, বিযোড়; পঞ্চসংখ্যক। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। বুদ্ধ। ন (নাই) সম যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অসমকক্ষ—অসমান। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমক্ষ—অনেত্রগোচর, পরোক্ষ। নঞ্‌তৎ। বিণ। ক্রি-বিণ—অসমক্ষে (=অগোচরে)।

অসমগ্র—অপূর্ণ, অসম্যক্, অসমস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমঞ্জস—১। অসঙ্গত, অনুপযুক্ত; অযৌক্তিক; বেখাপ্পা। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। (রামায়ণ) সগর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। ন (নাই) সমঞ্জস যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অসমতল—বন্ধুর, উঁচুনীচু। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমতা—অসাদৃশ্য, বৈষম্য; অযুগ্মত্ব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসমতি—অসম্মতি, অনিচ্ছা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অসমদর্শী (-দর্শিন্)—যে সকলকে সমান দেখে না এমন, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরক্ত, পক্ষপাতী। ন সমদর্শী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—শিনী। বি,—শিতা।

অসমবায়িকারণ—(ন্যায়মতে) সমবায়িকারণের আসন্নতর কারণ, সমবায়িকারণের প্রত্যাসন্ন হইয়া যে কারণ হয় সেই কারণ। [কারণ ত্রিবিধঃ—সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত; যথা—ঘটের সমবায়িকারণ মৃৎপিণ্ড, অসমবায়িকারণ ঘটের দুই অর্দ্ধভাগের সংযোগ, নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার]। অসমবায়ী কারণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অসমবায়ী (-য়িন্)—সম্পর্কশূন্য; আগন্তুক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—বায়িনী।

অসময়—অপ্রশস্ত কাল, অনুপযুক্ত কাল, অকাল; দুঃসময়, অভাবের সময়। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অসমর্থ—অশক্ত, দুর্ব্বল, অপটু; (ব্যাকরণ) অসঙ্গত অর্থবিশিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমর্থতা—অক্ষমতা; অলঙ্কার দোষবিশেষ (যে শব্দের কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশের শক্তি নাই, সেই শব্দকে সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা দোষ ঘটে)। অসমর্থ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অসমর্থন—অননুমোদন, পোষকতা না করা, সমর্থন না করা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। বিণ—অসমর্থিত (=যাহার সত্যাসত্য নির্ণীত হয় নাই)।

অসমর্থসমাস—যে শব্দের সহিত যাহার অন্বয় হওয়া উচিত তাহার ব্যতিক্রম করিয়া অন্য শব্দের সহিত সমাস। অসমর্থ সমাস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অসমর্পিত—অপ্রদত্ত; অন্যস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমশীর্ষ—যাহাদের উপরিভাগ সমান নহে এরূপ; যাহাদের মস্তক একরেখাস্থ নহে এরূপ ('—বর্ণসমূহ')। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমসত্ত্ব—বিরুদ্ধপ্রকৃতিক; ভিন্নজাতীয় (heterogeneous). অসম সত্ত্ব যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অসমসাময়িক—যাহা এককালে উৎপন্ন বা বর্ত্তমান নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কী।

অসমসাহস—বিষম সাহস, দুঃসাহস; অতুলনীয় সাহস। কর্ম্মধা। বি; পুং।

অসমসাহসিক—যাহার সাহসের তুলনা নাই এরূপ; যে বিপজ্জনক কার্য্য করিতেও কোনরূপ ভয় পায় না বা সঙ্কোচ করে না এরূপ। অসম সাহসিক, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অসমসাহসী (-সিন্)—দুঃসাহসসম্পন্ন, অতিশয় সাহসযুক্ত। অসমসাহস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

অসমস্ত—(ব্যাকরণ) সমাসবিহীন, সমাসে অযুক্ত; অসম্পূর্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমাঙ্গ(৫গ)—যাহার সকল অবয়ব বা সব দিক্ সমান নহে এমন। অসম অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গী,—ঙ্গা।

অসমাদর—অনাদর, অবজ্ঞা, উপেক্ষা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অসমান—অসদৃশ; বিজাতীয়; অসমোচ্চ,

উঁচুনীচু ; যাহা আকার গুণ সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদিতে কম বা বেশী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমাপক—অসমাপ্তিকারক, যাহা সমাপ্তি ঘটায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –পিকা। **অসমাপিকা ক্রিয়া**—যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি হয় না।

অসমাপন—অসমাপ্তি ; অসম্পূর্ণতা। নঞ্‌-তৎ। বি ; ক্লীব।

অসমাপিত—অসম্পূর্ণ, যাহা শেষ করা হয় নাই এরূপ, অনিষ্পাদিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমাপ্ত—অসম্পূর্ণ ; অবসানহীন। নঞ্‌-তৎ। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসমাপ্তি—অসম্পূর্ণতা ; অবসানহীনতা।

অসমি(মী)য়া—আসাম প্রদেশবাসী ; আসাম-সংক্রান্ত ; আসামবাসীদের ভাষা। বাং প্র। বি বা বিণ।

অসমীক্ষণ—সম্যক্‌ পর্য্যবেক্ষণের অভাব ; অননুসন্ধান। নঞ্‌—সম্‌—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

অসমীক্ষা—বুদ্ধিহীনতা ; চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ; মীমাংসাদর্শন ; বিচারের অভাব ; অন্বেষণের অভাব। নঞ্‌—সম্‌—ঈক্ষ+অ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অসমীক্ষ্য—সব দিক বিবেচনা না করিয়া, সব দিক না দেখিয়া। নঞ্‌—সম্‌—ঈক্ষ্‌+যপ্‌ (অনন্তরার্থে)। অব্য।

অসমীক্ষ্যকারিতা—অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা, সম্যক্‌ বিবেচনা না করিয়া কার্য্যকরণ। অসমীক্ষ্যকারিন্‌+তা ভাবে ; বি ; স্ত্রী।

অসমীক্ষ্যকারী (-কারিন্‌)—যে সম্যক্‌ বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্ম করে এরূপ, অবিমৃষ্যকারী ; হঠকারী ; অপরিণামদর্শী ; মূর্খ। অসমীক্ষ্য—কৃ+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –রিণী। বি, –রিতা।

অসমীক্ষ্যভাষী (-ভাষিন্‌)—যে সম্যক্‌ বিবেচনা না করিয়া কোন কথা বলে এরূপ। অসমীক্ষ্য—ভাষ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ষিণী। বি, –ষিতা।

অসমীচী—অসৌষ্ঠবা ; অনুপযুক্তা ; অসম্পূর্ণা। অসম্যক্‌+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অসমীচীন—অনুত্তম ; অসঙ্গত ; অযুক্তি-যুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমীয়া—'অসমিয়া' দ্রঃ।

অসমৃদ্ধি—উন্নতিহীনতা ; সৌভাগ্যরাহিত্য ; বৃদ্ধিহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসম্পর্ক—১। সম্পর্কাভাব, সম্বন্ধহীনতা, কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। সম্বন্ধহীন, নিঃসম্পর্ক। ন (নাই) সম্পর্ক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসম্পর্কীয়—সম্বন্ধরহিত, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্পূর্ণ—অসমগ্র, অসমস্ত ; অপূর্ণ ; অসমাপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্পৃক্ত—সম্পর্করহিত, সম্বন্ধহীন, অ-সংশ্লিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্ব(ম্ব)দ্ধ—পরস্পরসম্পর্করহিত ; অর্থহীন ; অসংলগ্ন ; পূর্ব্বাপরসম্বন্ধবিরহিত ; যাহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই (unaffiliated). নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্ব(ম্ব)দ্ধপ্রলাপ—পূর্ব্বাপরসম্বন্ধশূন্য বাক্যকথন, অসঙ্গত কথা বলা, আবল-তাবল বকা। অসম্বদ্ধ প্রলাপ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অসম্ব(ম্ব)দ্ধপ্রলাপী (-লাপিন্‌)—যে আবল-তাবল বকে এরূপ। অসম্বদ্ধপ্রলাপ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –পিনী।

অসম্ব(ম্ব)র, অসম্ব(ম্ব)রি—অধৈর্য্য, অসহিষ্ণু, অস্থির ; সংবরণহীন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

অসম্বা(ম্বা)ধ—বাধাশূন্য, নিষ্কণ্টক ; নিরু-পদ্রব ; অসঙ্কুল ; জনতাশূন্য। ন (নাই) সম্বাধা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

অসম্বী(ম্বী)ত—অচেতন। প্রাঃ কবিপ্র।

অসম্ভব—১। সম্ভবরাহিত্য ; অঘটনীয়তা ; অলৌকিকত্ব। ন সম্ভব, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। অঘটনীয় ; অসাধ্য ; বিস্ময়জনক, অলৌকিক। বিণ। ৩। অবাক্‌ কাণ্ড, আশ্চর্য্য ব্যাপার। ন (নাই) সম্ভব যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। [তৎ। বিণ।

অসম্ভবপর—যাহা হইতে পারে না। নঞ্‌-

অসম্ভাবনীয়, -ভাব্য—অঘটনীয়, যাহা ঘটিতে পারে না, যাহা ঘটিবার সম্ভা-বনা নাই এরূপ। ন—সম্‌—ভূ+ণিচ্‌ (স্বার্থে)+অনীয়, ণ্যৎ কর্তৃবা। বিণ।

অসম্ভাবিত—যাহার সম্ভাবনা করা হয় নাই, অপ্রত্যাশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্ভাব্য—'অসম্ভাবনীয়' দ্রঃ।

অসম্ভূত—অজাত, অনুদ্ভূত, অনুৎপন্ন। নঞ্‌-তৎ। বিণ।

অসম্ভ্রম—১। অব্যস্ততা, অনাকুলতা ; স্থিরতা ; অমর্য্যাদা, অসম্মান। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। মর্য্যাদাশূন্য, অসম্মানিত, অপদস্থ ; অনাকুল ; স্থির। ন (নাই) সম্ভ্রম যাহার, বহুব্রী। বিণ। [স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্ভ্রান্ত—মর্য্যাদাশূন্য, সম্মানহীন ; অব্যস্ত,

অসম্মত—অস্বীকৃত, যে স্বীকার করে নাই বা যাহা স্বীকার করা হয় নাই এরূপ ; অনভিমত, অননুকূল ; অপ্রীতিকর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্মতি—অনভিমত, অমত, অনিচ্ছা ; অস্বীকৃতি ; বিরক্তি, বিরাগ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। [অবজ্ঞা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অসম্মান—অমর্য্যাদা, অপমান ; অনাদর,

অসম্মানিত—অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, অনাদৃত, অবহেলিত, অপমানিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্মোহ—ভ্রান্তিশূন্যতা ; যথার্থ জ্ঞান ; ধীরতা ; উদ্যম। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অসম্যক্‌ (-সমাচ্‌)—যাহা সম্যক্‌ নয় এরূপ, অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত ; অপ্রচুর, অপর্য্যাপ্ত ; অসুন্দর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্যক্‌কারী (-কারিন্‌)—যে সম্পূর্ণ-রূপে কার্য্য করে না এরূপ, অসম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারী। উপতৎ ; অসম্যক্‌—কৃ+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –রিণী। বি, –রিতা।

অসম্শ্লিষ্ট—অমিশ্র, অসংযুক্ত, সম্পর্কশূন্য, সংস্রবরহিত। ন সংশ্লিষ্ট (সংসৃষ্ট), নঞ্‌তৎ। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসরল—বক্র, বাঁকা ; কুটিল, কপটাচার।

অসরু—যাহা সরু নহে এমন, স্থূল। ন সরু, নঞ্‌তৎ। বাং। বিণ।

অসহ—১। যে সহ্য বা ক্ষমা করিতে পারে না এমন ; ক্ষমাহীন ; অসহিষ্ণু। নঞ্‌—সহ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। ২। যাহা সহ্য করা যায় না এমন ; দুঃসহ। বাং প্র। বিণ।

অসহন—১। শত্রু। ন—সহ্‌+অন কর্তৃবা। বি ; পুং। ২। অধীর, অসহিষ্ণু। বিণ। ৩। সহনাভাব, অসহিষ্ণুতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লীব। [শীল, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসহনশীল—অসহিষ্ণু ; অধীর। ন সহন-

অসহনীয়—সহিবার অযোগ্য, অসহ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসহমান—সহ্য করিতে অসমর্থ, ক্ষমা করিতে অপারগ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসহযোগ—সহযোগের অভাব, সহ-যোগিতা না করা (non-co-operation). ন সহযোগ, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অসহযোগী (-গিন্‌)—সহযোগিতাহীন, যে সহযোগ করে না এরূপ। ন সহযোগী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –গিনী।

অসহায়—নিঃসহায়, সহায়হীন ; নিঃসঙ্গ। ন (নাই) সহায় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসহিষ্ণু—অসহনশীল, সহ্য করিতে অপারগ, অধৈর্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসহিষ্ণুতা—অসহনশীলতা, ধৈর্য্যহীনতা। অসহিষ্ণু+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অসহ্য—অসহনীয়, দুঃসহ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসাক্ষাৎ—পরোক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, অগোচর ; দর্শনাভাব। নঞ্‌তৎ। অব্য। ক্রি-বিণ—অসাক্ষাতে।

অসাক্ষাৎকার—দর্শনাভাব ; পরোক্ষজ্ঞান, প্রত্যক্ষের অবিষয়। ন সাক্ষাৎকার, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অসাক্ষিক—সাক্ষিশূন্য ; অপ্রামাণিক। ন (নাই) সাক্ষী (সাক্ষিন্‌ শব্দ) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অসাজন্ত—বেমানান, অসঙ্গত। ন সাজন্ত, নঞ্‌তৎ। বাং প্র। বিণ।

অসাড়—নিঃশব্দ; নিস্পন্দ; বোধহীন; অনুভূতিশূন্য। ন (নাই) সাড়া যাহার, বহুব্রী। বাং প্র। বিণ। ক্রি-বিণ—অসাড়ে (=অজ্ঞাতসারে; অসাড় অবস্থায়)।

অসাত্ত্বিক—সত্ত্বগুণশূন্য; ধর্ম্মরহিত। নঞ্-তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কী।

অসাদৃশ্য—সাদৃশ্যের অভাব; অনৈক্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসাধ—অনিচ্ছা, শখ না থাকা। ন সাধ (>শ্রদ্ধা), নঞ্‌তৎ। বি। [বি; ক্লীব।

অসাধন—অকরণ; অসম্পাদন। নঞ্‌তৎ।

অসাধনীয়—সাধনের অযোগ্য, যাহা সাধন করিতে পারা যায় না বা সাধন করা উচিত নয় এরূপ, অসম্পাদ্য, অকর্ত্তব্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসাধারণ—যাহা সচরাচর ঘটে না এরূপ; অসামান্য, অনন্যসাধারণ, যাহা সকল লোকের মধ্যে নাই; বিশেষ; অতুল্য। বিণ। স্ত্রী,—ণী।

অসাধিত—অসম্পাদিত, অনিষ্পাদিত, অকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসাধু—অসৎ; অভদ্র; দুর্বৃত্ত; নিন্দিত; প্রতারক; অপ্রিয়; অসংস্কৃত, অপভ্রষ্ট ('—শব্দ')। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসাধ্বস—ভয়শূন্য; অভ্রান্ত। ন (নাই) সাধ্বস (ভয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসাধ্বী—অপতিব্রতা, কুলটা, অসতী। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অসাধ্য—করণাতীত, দুঃসাধ্য; অনধিগম্য; চিকিৎসাতীত; প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থনের অযোগ্য; দুর্দ্দম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসাধ্যসাধন—দুষ্কর-কর্ম্ম-সম্পাদন, যাহা অন্যে করিতে পারে না এরূপ কার্য্য করা। অসাধ্যের সাধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অসান—অচেতন, সংজ্ঞাহীন, বোধহীন; অনুভূতিহীন। ন (নাই) সান (সংজ্ঞা) যাহার, বহুব্রী। প্রাদে। বিণ। [বিণ।

অসান্দ্র—অনিবিড়, অঘন, বিরল। নঞ্‌তৎ।

অসাবধান—অসতর্ক; অনবহিত। নঞ্-তৎ। বিণ।

অসাবধানতা—অসতর্কতা; অমনোযোগিতা, প্রমাদ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসামঞ্জস্য—অমিল, অসঙ্গতি, অযোগ্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসাময়িক—সময়ের অনুপযুক্ত, আকালিক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কী।

অসামর্থ্য—অশক্তি, শক্তিহীনতা, অক্ষমতা। ন সামর্থ্য, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসামাজিক—সমাজবিধিবহির্ভূত; অভদ্র; অমিশুক; সমাজরীতিজ্ঞানশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কী।

অসামান্য—অসাধারণ, বিশেষ; অতিপ্রচুর; অলৌকিক; উপমারহিত, অনুপম। ন সামান্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসামাল—অসাবধান, প্রতীকারে অসমর্থ; আত্মরক্ষায় অপারগ; অধীর; যে আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা পরিচ্ছদাদি ধারণ করিতে পারে না এরূপ; মলমূত্রের বেগধারণে অসমর্থ। ন (নাই) সামাল যাহার, বহুব্রী। বাং প্র। বিণ। **অসামাল হওয়া**—মলবেগ ধারণে অসমর্থ হওয়া; নিজেকে সংযত করিতে বা সামলাইতে না পারা।

অসাম্প্রদায়িক—যাহা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নহে এরূপ, সর্ব্বজনীন; যাহা কোন দলের নহে এরূপ; যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা দোষ নাই এমন; সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ। ন সাম্প্রদায়িক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কী।

অসাম্য—সমতাভাব, পার্থক্য; অস্বাস্থ্যকারিত্ব; অযোগ্যতা। ন সাম্য, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসার—সাররহিত; যাহার অভ্যন্তরভাগ শক্ত নহে ('—কাঠ'); অপদার্থ; দুর্ব্বল; অকর্ম্মণ্য; তুচ্ছ; জঘন্য; মিথ্যা; বাজে। ন (নাই) সার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসারতা—সারহীনতা; অস্থিরতা; অ-কর্ম্মণ্যতা, অযোগ্যতা; দুর্ব্বলতা। অসার+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অসি—১। খড়্গ, খাঁড়া, তরবারি। অস্+ই কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। ২। কাশীধাম-প্রবাহিত নদীবিশেষ। অস্+ই কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। ৩। অছি। আরবীমূলক। বি।

অসিক—অধর ও চিবুকের মধ্যভাগ। অস্+ইকন্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

অসিক্নী—অন্তঃপুরচারিণী যুবতী ভৃত্যা; কৃষ্ণকেশা স্ত্রী; নদীবিশেষ; দক্ষপত্নী-বিশেষ। অসিত+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অসিগণ্ড—ক্ষুদ্র উপাধান, ছোট বালিশ। অসি (নিক্ষিপ্ত) গণ্ড যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

অসিচর্ম্ম(র্ম)—ঢাল-তলোয়ার। অসি এবং চর্ম্ম, উভয়ের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

অসিচর্য্যা(র্যা)—অসিচালনা শিক্ষা; অসির ব্যবহার। অসির চর্য্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অসিচালন, -না—তরবারি চালান, তলোয়ার খেলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অসিত—১। কৃষ্ণবর্ণ, কাল রং; শনিগ্রহ; কৃষ্ণপক্ষ; ব্যাসশিষ্য মুনিবিশেষ; সূর্য্যবংশীয় ভরতপুত্র নৃপতিবিশেষ (ইনি ধ্রুবসন্ধির পৌত্র); বুদ্ধদেবের সময়কার ঋষিবিশেষ (ইনি বুদ্ধদেবের জন্মকালে হিমালয় হইতে তাঁহাকে দেখিতে যান); পর্ব্বতবিশেষ। বি; পুং। ২। শ্যামল; কাল। ন সিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসিতগ্রীব—ময়ূর; অগ্নি; নীলকণ্ঠ, মহাদেব। অসিতা গ্রীবা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অসিতপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। অসিত এমন পক্ষ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অসিতবরণ, -বর্ণ—১। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, কাল রঙের। অসিত বরণ, বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কৃষ্ণবর্ণ, কাল রঙ। অসিত বরণ, বর্ণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অসিতা—১। অবৃদ্ধা অন্তঃপুরচারিণী দাসী; তেঁতুল; নীলীবৃক্ষ; স্বনামখ্যাতা স্বর্বেশ্যা। বি; স্ত্রী। ২। কৃষ্ণবর্ণা। অসিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অসিতাঙ্গ(ঙ্গ)—কৃষ্ণকায়। অসিত অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গী,—ঙ্গা।

অসিতাপাঙ্গী(ঙ্গী)—যাহার চক্ষুঃপ্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ এরূপ ('—রমণী')। অসিত অপাঙ্গ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অসিতার্চ্চিঃ (-র্চ্চিস্), -তার্চি—অগ্নি, ধূমশিখ। অসিত অর্চ্চিঃ (প্রভা) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অসিতাশ্ম—নীলমণি। অসিত (কৃষ্ণ) অশ্ম (পাথর), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অসিতোৎপল—নীলোৎপল, নীলপদ্ম, ইন্দীবর। অসিত উৎপল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অসিতোপল—নীলাশ্ম, নীলকান্তমণি। অসিত এমন উপল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অসিদংষ্ট্র, -দংষ্ট্রক—হাঙ্গর, মকর। অসির ন্যায় দংষ্ট্রা যাহার, বহুব্রী; ২য় পক্ষে অসিদংষ্ট্র+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

অসিদ্ধ—অরন্ধিত, অপক্ব; অসম্পূর্ণ; বিফল; অকৃতকার্য্য; যে সাধনার ফল পায় নাই এরূপ; অপ্রমাণিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসিদ্ধি—অনিষ্পত্তি; অসাফল্য; বিফলতা; অপ্রামাণিকতা; অপ্রসিদ্ধি; হেতুদোষ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসিধাব, -ধাবক—অসিধারকর্তা, শাণকার, শিলকর। উপতৎ; অসি—ধাব্+অণ কর্তৃবা; অসিধাব+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

অসিধারক—খড়্গধারী; তরবারি-পরিষ্কারক। অসির ধারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অসিধারণ—যুদ্ধকরণ; যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। অসির ধারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অসিধারা—খড়্গের অগ্রভাগ, খড়্গের ধার। অসির ধারা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অসিধারাব্রত—যুবক-যুবতীর চিত্তসংযম-পূর্ব্বক একত্র অবস্থানরূপ ব্রত, পরস্পর সংযোগ নিবারণের জন্য মধ্যস্থলে তীক্ষ্ণধার অসিস্থাপনপূর্ব্বক স্ত্রীপুরুষের একশয্যায় শয়ন। অসিধারাসাধনীয় ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অসিধেনু, -ধেনুকা—ছুরিকা, ছুরী। অসি ধেনুসদৃশ যাহার, বহুব্রী; অসিধেনু+ক সমাসান্ত+আপ্। বি; স্ত্রী।

অসিপত্র—১। খড়্গাবৎ পত্রযুক্ত বৃক্ষ, ইক্ষু, আকগাছ; নরকবিশেষ। অসির ন্যায় পত্র যাহার, যেখানে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। খড়্গাকোষ, খড়্গের খাপ। অসির পত্র (আচ্ছাদক), ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। ইক্ষুপত্রের আকারের ন্যায় উভয়দিকে ধারবিশিষ্ট খড়্গ; গুণ্ডনামক তৃণ। অসির ন্যায় পত্র যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অসিপত্রক—ইক্ষু, আখ। অসির ন্যায় পত্র যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি; পুং।

অসিপত্রবন—নরকবিশেষ [এই নরকস্থ বৃক্ষের পত্রসকল খড়্গাকার। যে ব্যক্তি শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কুপথগামী হয়, সে এই নরকে যায়, এবং সেই নরকস্থ বৃক্ষের খড়্গাকার পত্র নিয়ত তাহার গাত্র ছেদন করিতে থাকে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, যাহারা অকারণে বৃক্ষচ্ছেদন করে তাহারা এই অসিপত্রবন নরকে যায়]। অসিপত্রসদৃশ বন আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অসিপত্রব্রত—অসিধারাব্রত (তাহা দ্রঃ)। অসিপত্রসাধনীয় ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অসিপুচ্ছ, -পুচ্ছক—শিশুমার, শুশুক। অসির ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহুব্রী (বিকল্পে +ক সমাসান্ত)। বি; পুং।

অসিপুত্রিকা, -পুত্রী—ছুরি, ছুরিকা। অসির পুত্রিকা, পুত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি; স্ত্রী।

অসিমেদ—বিট্‌খদির। অসির ন্যায় (তীব্র) মেদ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অসিযুদ্ধ—তলোয়ারের যুদ্ধ। অসিদ্বারা যুদ্ধ, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

অসিলোমা (-লোমন্)—দানববিশেষ, মহিষাসুরের জনৈক সেনাপতি। অসির ন্যায় লোম যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অসিসাধক—খড়্গজীবী; যোদ্ধা। অসির সাধক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -ধিকা।

অসিহেতি—অসিচর্ম্মধারী যোদ্ধা; খড়্গধারী সৈনিক। অসি হইয়াছে হেতি (অস্ত্র) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অসী—নদীবিশেষ। অস্+ই কর্তৃবা+

অসীম—১। সীমাহীন, অনন্ত; প্রভূত। বিণ। ২। অনন্ত ব্রহ্ম। ন (নাই) সীমা যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অসু—১। প্রাণ [শরীরান্তর্গত প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—এই পঞ্চ বায়ু]। অস্ (হওয়া)+উ করণবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। ২। চিত্ত; চিন্তা। অস্+উ কর্ম্মবা। ৩। উপতাপ। অস্+উ কর্তৃবা। বি; পুং।

অসুকর—দুঃসাধ্য, কষ্টকর। ন সুকর (সহজ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসুখ—১। দুঃখ, ক্লেশ, সন্তাপ; অশান্তি; অমঙ্গল; অতৃপ্তি; পীড়া। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। দুঃখিত, পীড়িত, দুঃখজনক। ন (নাই) সুখ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। **অসুখ করা**—রোগ হওয়া।

অসুখ-বিসুখ—রোগ ও তাহার সঙ্গে অন্তরূপ কষ্ট; নানারূপ পীড়া।

অসুখকর—দুষ্কর, কষ্টসাধ্য; পীড়াদায়ক; ক্লেশপ্রদ। ন সুখকর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -করী। [শব্দজ। বিণ।

অসুখড়—কষ্টপ্রদ, দুঃখদায়ক। 'অসুখদ'-

অসুখদ—অসুখপ্রদ, ক্লেশপ্রদ, কষ্টদায়ক। উপতৎ; অসুখ—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

অসুখদায়ক—ক্লেশপ্রদ; পীড়াজনক; বিরক্তিকর। অসুখের দায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -দায়িকা।

অসুখাবহ—অসুখকারক, দুঃখকর। অসুখের আবহ (আ-বহ্+অচ্ কর্তৃবা), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। [জাতার্থে। বিণ।

অসুখিত—অসুখগ্রস্ত, পীড়িত। অসুখ+ইত

অসুখী (-খিন্)—যে সুখী নয় এরূপ, দুঃখী; অসুখগ্রস্ত। বিণ। স্ত্রী, -খিনী।

অসুগম—দুর্গম; দুর্বোধ্য; কঠিন। নঞ্‌তৎ। বিণ। [তৎ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

অসুন্দর—কুরূপ; অনুচিত; অপ্রিয়। নঞ্-

অসুপ্ত—অনিদ্রিত, বিনিদ্র; জাগরিত, সজাগ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসুবিধা—সুবিধাহীনতা; অন্তরায়; অস্বাচ্ছন্দ্য; বাধাবিঘ্ন। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসুভৃৎ—প্রাণী; জীবন্ত। উপতৎ; অসু (প্রাণ)—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

অসুমার—অগণিত, অসংখ্য, অনেক, অফুরন্ত, অপর্য্যাপ্ত। ন (নাই) সুমার (ফার্সী শব্দ=গণনা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসুর—১। দেববিরোধী ব্যক্তি; দৈত্য, দানব; ময়দানবের পুত্র। ন সুর, নঞ্‌তৎ। [ভাগবতে কথিত আছে, ব্রহ্মা অন্তোনামক প্রসিদ্ধ চতুর্বিধ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তমোগুণ আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করে, এবং সেই সময়ে তাঁহার জঘন হইতে অসুরগণ উৎপন্ন হয়; ইহারা সুরা অর্থাৎ বারুণীকে অগ্রাহ্য করায় ইহাদের নাম অসুর হইয়াছে।] ২। সূর্য্য; রাহু। বি; পুং। ৩। মহাপরাক্রমশালী ও শত্রুনাশক (বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ)। অস্+উর কর্তৃবা। বিণ। [তৎ। বি; ক্লীব।

অসুরদলন—দৈত্যনাশ, দানবদমন। ৬ষ্ঠী-

অসুরনাশিনী—১। দানবদলনী। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। উপতৎ; অসুর—নশ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অসুররিপু—বিষ্ণু। অসুরের রিপু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অসুরসা—বর্ব্বরী, বাবুই তুলসী। ন (নাই) সুরস যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

অসুরা—রাত্রি; রাশি; বেশ্যা। নঞ্—সুরা+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অসুরারি—দেবতা। অসুরের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অসুরী—১। অসুরপত্নী। অসুর (১)+ঈপ্। ২। রাজিকা, রাইসরিষা। অস্+উর কর্ম্মবা +ঈপ্। বি; স্ত্রী। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসুলভ—দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য; দুর্ম্মূল্য।

অসুসার—অসচ্ছল অবস্থা, দৈন্য, অর্থকষ্ট; অসুবিধা; কষ্ট। নঞ্‌তৎ। বাং। বি।

অসুস্থ—রুগ্‌ণ, রোগী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসুস্থতা—রুগ্‌ণাবস্থা; অস্বাস্থ্য; অশান্তি। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসূক্ষ্ম—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সহজবোধ্য; স্থূল, মোটা। নঞ্‌তৎ। স্ত্রী।

অসূক্ষ্মদর্শী (-দর্শিন্)—তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীন; স্থূলবুদ্ধি; যে অতিশয় বুদ্ধিমান্ নয় এরূপ; যাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নাই এরূপ। ন সূক্ষ্মদর্শী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -দর্শিনী। বি, -দর্শিতা।

অসূনু—নিরপত্য, অপুত্রক। ন (নাই) সূনু (পুত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসূয়ক—অসূয়াকারী, পরগুণে দোষাবিষ্কারক; ছিদ্রান্বেষী; বিশ্বনিন্দুক (cynic). অসু+যক্ (কণ্ড্বাদি)+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -য়িকা।

অসূয়া—পরগুণে দোষারোপণ, নিন্দা; ক্রোধ; স্পর্দ্ধা; দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা। অসু+যক্ (কণ্ড্বাদি)+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

অসূয়া-পর, -পরতন্ত্র, -পরবশ, -পরায়ণ—পরগুণাসহিষ্ণু, পরগুণে ঈর্ষ্যাপরবশ, ঈর্ষ্যাযুক্ত। অসূয়া পর (শ্রেষ্ঠ) যাহার, বহুব্রী; অসূয়ার পরতন্ত্র, পরবশ, ৬ষ্ঠীতৎ; অসূয়া পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অসূর্য্য(র্য)ম্পশ্য—যে সূর্য্যের মুখ দেখে না এরূপ, যাহার গাত্রে সূর্য্যকিরণস্পর্শ হয় না এরূপ; যেখানে সূর্য্যের কিরণপাত হয় না এরূপ। নঞ্—সূর্য্য—দৃশ্+খশ্ কর্তৃবা। বিণ।

অসূর্য্য(র্য)ম্পশ্যরূপা—যাহার রূপ সূর্য্যের মুখ দেখে না এরূপ রমণী; যে কখনও গৃহের বাহির হয় না এরূপ অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রী। অসূর্য্যম্পশ্য রূপ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অসূর্য্য(র্য)ম্পশ্যা—অন্তঃপুরে সতত অবস্থানবশতঃ অসূর্য্যদর্শিনা; অন্তঃপুরচারিণী ('—নারী'); যেখানে সূর্য্যের কিরণ পড়ে না এরূপ। ন—সূর্য্য—দৃশ্+খশ্ কর্তৃবা+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অসৃক্ (-সৃজ্)—রক্ত; কুঙ্কুম; বিকুম্ভাদি

সপ্তবিংশতি যোগান্তর্গত ষোড়শযোগ। নঞ্‌—সৃজ্‌+ক্বিপ্‌ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

অসৃগ্ধরা—ত্বক্‌, চর্ম্ম। অসৃজ্‌—ধৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অসৃগ্ধারা—১। শোণিতপ্রবাহ, রক্তস্রোত। অসৃকের ধারা, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। চর্ম্ম, ত্বক্‌। অসৃজ্‌—ধারি+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অসৃগ্বহা—রক্তধারাবহনকারী; রক্তবাহী। অসৃজ্‌—বহ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+ আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসৃষ্ট—অরচিত, অকৃত্রিম; অব্যক্ত; অদত্ত।

অসেচনক—অতিপ্রিয়দর্শন, যাহাকে দেখিয়া তৃপ্তির শেষ হয় না এরূপ। ন সেচনক (তৃপ্তিলাভের স্থান), নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী,—নিকা।

অসেবন—অশুশ্রূষা, সেবা না করা; অনাদর; বিষয়াদি ভোগ না করা; ঔষধাদি গ্রহণ না করা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসেবনীয়, অসেব্য—অনারাধনীয়, সেবার অযোগ্য; অনাদরণীয়; অনুপভোগ্য; অগ্রাহ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসেবিত—অনারাধিত; অনাদৃত, অবজ্ঞাত; অনুপভুক্ত; অগৃহীত; অভুক্ত, অপীত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসৈনিক—অসামরিক (civil). ন সৈনিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসৈরণ—অসহ্য বিষয়, অন্যায় কার্য্য, যাহা সহ্য করা যায় না এরূপ ব্যাপার; মন্দ চরিত্র। প্রাদে। বি। [বাং প্র। বি।

অসোয়াস্তি—অস্বস্তি (তাহা দ্রঃ)।

অসৌজন্য—ঔদ্ধত্য; অশিষ্টাচার, অভদ্রতা, ইতরামি। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসৌম্য—অসুন্দর; ক্রূর; বিরক্তিকর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসৌম্য-দর্শন, -মূর্ত্তি(র্তি)—কুরূপ, কদাকার, বিশ্রী; ক্রূরাকৃতি, যাহাকে দেখিলে মনে বিরক্তির ভাব আসে এরূপ। অসৌম্য দর্শন, মূর্ত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি।

অসৌরস—মনোমালিন্য; বিবাদ। প্রাদে।

অসৌষ্ঠব—১। সুষ্ঠুতাশূন্য, অসুন্দর; সামঞ্জস্যহীন; অগোছাল। ন (নাই) সৌষ্ঠব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সামঞ্জস্যহীনতা, কদাকারতা; মনান্তর; (অলঙ্কারশাস্ত্র) কামজনিত দশাবিশেষ। ন সৌষ্ঠব, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অসৌহার্দ্দ(র্দ), -র্দ্দ্য(র্দ্য), -হৃদ, -হৃদ্য—অমিত্রতা, বৈর, শক্রতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অস্ত—১। পশ্চিমাচল; (রাশিচক্র) লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। অস্‌+ক্ত অধিবা। বি; পুং। ২। চন্দ্রসূর্য্যাদির পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের নীচে অদৃশ্য হওয়া; মৃত্যু; অবসান। অস্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। নিক্ষিপ্ত, পাতিত, চালিত; প্রেরিত; ত্যক্ত; অবসিত। অস্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

অস্তক—মুক্তি, নির্ব্বাণ, মোক্ষ। অস্ত+ণিচ্‌ (অস্তি নামধাতু)+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

অস্তগত—অদর্শনপ্রাপ্ত, দৃষ্টিবহির্ভূত; অস্তমিত। অস্তকে গত, ২য়াতৎ। বিণ।

অস্তগমন—অস্তপর্ব্বতে গতি; পশ্চিমাকাশে অদৃশ্য হওয়া; অবসানপ্রাপ্ত হওয়া। অস্তে গমন, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

অস্তগমনোন্মুখ—অস্তমিতপ্রায়, যাহা একটু পরেই অদৃশ্য হইবে এরূপ। অস্তগমনে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—খী,—খা।

অস্তগামী (-গামিন্‌)—অস্তগমনশীল; অস্তমিতপ্রায়। উপতৎ; অস্ত—গম্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—মিনী।

অস্তগিরি—অস্তাচল, পশ্চিমাচল [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। অস্তবিধায়ক গিরি, বা অস্তনামা গিরি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অস্তপ্রায়—প্রায় অস্তমিত, অস্তগত হয়-হয় এরূপ। সুপ্‌সুপা। বিণ।

অস্তব্ধ—অবিহ্বল; প্রশান্ত; অবিস্মিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্তব্যস্ত—অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত, অস্থির; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ক্রি-বিণ—অস্তব্যস্তে (=ব্যস্তভাবে)।

অস্তমন—অস্তাচলগমন, সূর্য্যের অদৃশ্য হওয়া। ("তিরোধানঞ্চ যত্রেতি তদেবাস্তমনং রবেঃ॥" —জ্যোতিষশাস্ত্র)। অস্তম্‌ (নামধাতু)+অনট্‌ ভাববা; বা, অস্তম্‌ (অস্তে) অন (গতি), সুপ্‌সুপা; বা, 'অস্তময়ন'-শব্দের সংক্ষেপ। বি; ক্লীব।

অস্তময়—ধ্বংস, বিনাশ; শেষ; ক্ষয়; অস্তাচলে গমন; মহাপ্রলয়। অস্তম্‌—ই+অচ্‌ ভাববা; বা, অস্ত—মি+অচ্‌ অধিবা। বি; পুং।

অস্তময়ন—অস্তাচলে গমন; অদৃশ্য হওয়া; অবসান; বিনাশ, বিধ্বংস। অস্তম্‌—ই বা অয়্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

অস্তমিত—অস্তগত; নষ্ট; অদৃশ্য। অস্তম্‌—ই+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

অস্তর—১। জামার ভিতরের কাপড়, মূল্যবান্‌ কোটের ভিতরে যে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের কাপড় থাকে তাহা; রঙের প্রথম লেপ; চূণ সুরকি ইত্যাদির প্রলেপ। ফার্সী 'অস্‌তর'-শব্দ। ২। হাতিয়ার; চিকিৎসকের ব্যবহার্য্য অস্ত্র, যন্ত্রাস্ত্র। 'অস্ত্র'-শব্দজ। বি। **অস্তর করা**—(চিকিৎসা) অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা শরীরের দূষিত অংশের রক্ত-পূযাদি বাহির করিয়া দেওয়া। ৩। পলস্তারা। ইং 'plaster'-শব্দজ। বি।

অস্তরীভূত—যাহা স্তরে পরিণত হয় নাই এমন (unstratified). ন স্তরীভূত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্তশিখরী (-শিখরিন্‌)—অস্তগিরি ("হায় অব্যক্তবেদনা দেবী উর্ম্মিলা,…কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় তোমার অস্তশিখরী"—রবীন্দ্রনাথ)। অস্ত-নামা শিখরী (পর্ব্বত), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অস্তাচল—অস্তগিরি, পশ্চিমাচল। অস্তনামক অচল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অস্তাচলগত—অস্তগত, অস্তমিত, তিরোহিত। অস্তাচলকে গত, ২য়াতৎ। বিণ।

অস্তাচলগামী (-গামিন্‌)—অস্তগমনোদ্যত, অস্তমিত হইতেছে এরূপ। উপতৎ; অস্তাচল—গম্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

অস্তাচলচূড়া—অস্তপর্ব্বতের শিখর। অস্তাচলের চূড়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্তাচলচূড়াবলম্বী (-ম্বিন্‌)—অস্তগিরিশিখরারূঢ়, অস্তপর্ব্বতের শিরোদেশে উপস্থিত; অস্তগমনোদ্যত। উপতৎ; অস্তাচলচূড়া—অব—লম্ব্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ম্বিনী।

অস্তাচলবর্ত্তী(র্তী)—অস্তাচলস্থ; অস্তগত। উপতৎ; অস্তাচল—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।

অস্তায়মান—অস্তগমনোদ্যত। অস্ত+ক্যঙ্‌ (অস্তায় নামধাতু)+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

অস্তি—১। বিদ্যমানতা, স্থিতি। অব্য। ২। বিদ্যমান আছে; আছে; হইতেছে। অস্‌+তিপ্‌। সংস্কৃত ক্রি। ৩। কংস রাজার পত্নী [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

অস্তিত্ব—স্থায়িত্ব, বিদ্যমানতা, সত্তা। অস্তি+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

অস্তি-নাস্তি—সত্তা ও অসত্তা, থাকা ও না থাকা। অস্তি এবং নাস্তি, দ্বন্দ্ব। অব্য।

অস্তু—১। অনুজ্ঞা; অসূয়া; পীড়া; প্রশংসা; প্রকর্ষ; লক্ষণ; প্রতিক্ষেপ। অস্‌+তুন্‌ ভাববা। অব্য। ২। হউক। অস্‌+তু। সংস্কৃত ক্রি।

অস্তুত—অপ্রশংসিত, অকীর্ত্তিত; যাহার স্তব করা হয় নাই এমন। ন স্তুত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্তুবস্তু—বস্তুর অস্তিত্ব; সার পদার্থের বিদ্যমানতা; রসকষ; বস্তুলক্ষণ; বিশেষ কিছুই। বাং প্র। বি।

অস্তেব্যস্তে—তাড়াতাড়ি; ব্যাকুলতাপূর্ব্বক। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

অস্তেয়—অনপহরণ; চুরি না করা; সাধুতা। ন স্তেয়, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অস্তোদয়—১। সূর্য্যের অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত কাল। অস্তাবধিক উদয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। সূর্য্যের অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত নিয়ম করিয়া সমাপনীয় কর্ম্ম। অস্তোদয়+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং।

অস্তোন্মুখ—অস্তগমনে উদ্যত, অস্তাচলগামী। অস্তে (২) উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –খী। [অস্তির অর্থ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্ত্যর্থ—'আছে' এই অর্থ, বিদ্যমানতার্থ।

অস্ত্যর্থক—'আছে' এই অর্থবিশিষ্ট; 'আছে' এই অর্থের দ্যোতক। অস্তি অর্থ যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অস্ত্যান—১। ভর্ৎসনা, নিন্দা, তিরস্কার। ন—স্ত্যৈ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অসংহত, অসম্মিলিত। ন—স্ত্যৈ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অস্ত্র—১। যাহা বিপক্ষের উপর নিক্ষেপ করা যায় এরূপ প্রহারসাধন দ্রব্য; ক্ষেপণযোগ্য শর ইত্যাদি; ধারাল যন্ত্র; হাতিয়ার। অস্+ইন্ বা ত্র কর্ম্মবা সংজ্ঞার্থে। ২। চাপ খড়্গ গদা প্রভৃতি; শস্ত্রমাত্র। অস্+ইন্ করণবা। বি; ক্লীব। **অস্ত্র করা**—চিকিৎসার জন্য ধারাল যন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা কাটা চেরা করা।

অস্ত্রকণ্টক—শর, বাণ। অস্ত্র কণ্টকপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

অস্ত্রকার, -কারক—অস্ত্রনির্ম্মাতা, অস্ত্রপ্রস্তুতকারক। উপতৎ; অস্ত্র—কৃ+অণ্, কর্তৃবা; ২য় পক্ষে, অস্ত্রের কারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অস্ত্রক্ষত—অস্ত্রাঘাতজনিত ব্রণ, অস্ত্রপ্রহারে উৎপন্ন ঘা। অস্ত্রজনিত ক্ষত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অস্ত্রক্ষেপ, -ক্ষেপণ—শরাদি নিক্ষেপ করা। অস্ত্রের ক্ষেপ, ক্ষেপণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

অস্ত্রক্ষেপক—শরাদি নিক্ষেপকারী, শরাদি ত্যাগকারী, যে বাণ প্রভৃতি ছুঁড়ে। অস্ত্রের ক্ষেপক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –ক্ষেপিকা।

অস্ত্রক্ষেপণ—'অস্ত্রক্ষেপ' দ্রঃ।

অস্ত্রগুরু—অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষক। অস্ত্রশিক্ষক গুরু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অস্ত্রচালনা—শরাদির প্রয়োগ, অস্ত্রপ্রহার। অস্ত্রের চালনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ত্রচিকিৎসক—অস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা ব্যাধি-প্রতিকারক, যিনি ছুরী প্রভৃতি দ্বারা ব্যাধি রোগের চিকিৎসা করেন (surgeon). অস্ত্রব্যবহারী চিকিৎসক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অস্ত্রচিকিৎসা—অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা ক্ষতাদিরোগের প্রতীকারকরণ (surgery) অস্ত্রদ্বারা চিকিৎসা, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ত্রজীব, অস্ত্রাজীব—অস্ত্রব্যবসায়ী, অসিজীবী, বেতনভোগী যোদ্ধা। উপতৎ; অস্ত্র—জীব্+অচ্, কর্তৃবা; ২য় পক্ষে, অস্ত্র আজীব যাহার, বহুব্রী। বি; পুং বা বিণ।

অস্ত্রজ্ঞ—অস্ত্রপ্রয়োগকুশল, অস্ত্রব্যবহারে নিপুণ। উপতৎ; অস্ত্র—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

অস্ত্রত্যাগ—অস্ত্রাদিনিক্ষেপ, অস্ত্রপ্রয়োগ, অস্ত্রমোচন; অস্ত্রপরিহার। অস্ত্রের ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অস্ত্রধারণ—অস্ত্রগ্রহণ। অস্ত্রের ধারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অস্ত্রধারী (-ধারিন্)—অস্ত্রধারণকারী, যাহার হাতে অস্ত্র আছে এমন। উপতৎ; অস্ত্র—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –রিণী।

অস্ত্রনিক্ষেপ—অস্ত্রক্ষেপ (তাহা দ্রঃ)। অস্ত্রের নিক্ষেপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্ত্রনিবারণ—শত্রু-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত অস্ত্রের প্রতিরোধ। অস্ত্রের নিবারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অস্ত্রবর্জ্জ(র্জ)ন—মা র ণা স্ত্র-প রি ত্যা গ (disarmament). অস্ত্রের বর্জ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অস্ত্রবিৎ (-বিদ্)—অ স্ত্র জ্ঞ, অস্ত্রপ্রয়োগকুশল। উপতৎ; অস্ত্র—বিদ্+কিপ্, কর্তৃবা। বিণ।

অস্ত্রবিদ্যা—যুদ্ধবিষয়ক শাস্ত্র; ধনুর্ব্বেদ। অস্ত্রবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অস্ত্রবৃষ্টি—অস্ত্রবর্ষণ, অজস্র অস্ত্রক্ষেপণ, জলধারার ন্যায় নিরন্তর অস্ত্রনিক্ষেপ। অস্ত্রের বৃষ্টি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ত্রবেদ—অস্ত্রবিদ্যা, সমরশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা; ধনুর্ব্বেদ। অস্ত্রবিষয়ক বেদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [বেশ্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অস্ত্রবেশ্ম (-বেশ্মন্)—অস্ত্রাগার। অস্ত্রের

অস্ত্রবৈদ্য—অস্ত্রচিকিৎসক। অস্ত্রপ্রয়োগকারী বৈদ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অস্ত্রমার্জ্জ(র্জ), -মার্জ্জ(র্জ)ক—শাণকর। উপতৎ; অস্ত্র—মৃজ্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ।

অস্ত্রযুদ্ধ—অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা সংগ্রাম, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই। ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

অস্ত্রযোদ্ধা (-যোদ্ধৃ)—অস্ত্রপ্রহর্ত্তা, অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধকারী। অস্ত্রব্যবহারী যোদ্ধা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –যোদ্ধ্রী।

অস্ত্রলেখা—অস্ত্রপ্রহারচিহ্ন, অস্ত্রাঘাতের দাগ; অস্ত্রসমূহ। অস্ত্রকৃতা লেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা; অথবা, অস্ত্রের লেখা (চিহ্ন, শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ত্রশস্ত্র—ক্ষেপণীয় ও হস্তধার্য্য আয়ুধসমূহ, শর বর্শা ও তরবারি খড়্গ প্রভৃতি। অস্ত্র ও শস্ত্র, দ্বন্দ্ব; বা, অস্ত্র ও শস্ত্রের সমাহার, সমাদ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

অস্ত্রশালা—অস্ত্রাগার, অস্ত্ররক্ষণগৃহ, সেলাখানা (armoury). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ত্রসায়ক—লৌহময় বাণ। উপতৎ; অস্ত্র—সো+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

অস্ত্রহীন—আয়ুধরহিত, নিরস্ত্র। ৩য়াতৎ। বিণ।

অস্ত্রাগার—অস্ত্র রাখিবার স্থান, আয়ুধাগার, সেলাখানা। অস্ত্রের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অস্ত্রাঘাত—অস্ত্র দ্বারা আঘাত, অস্ত্রপ্রহার। অস্ত্র দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

অস্ত্রাজীব—'অস্ত্রজীব' দ্রঃ।

অস্ত্রালয়—অস্ত্রশালা (তাহা দ্রঃ)। অস্ত্রের আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্ত্রাহত—অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্ত, যে অস্ত্রে আঘাত পাইয়াছে এরূপ। অস্ত্র দ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অস্ত্রী (অস্ত্রিন্)—অস্ত্রধারী। অস্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—অস্ত্রিণী।

অস্ত্রীক—পত্নীশূন্য, বিপত্নীক। ন (নাই) স্ত্রী যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অস্ত্রোপচার—চিকিৎসার জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ। অস্ত্র দ্বারা উপচার, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

অস্থান—১। কুস্থান, অযোগ্যস্থান; অপাত্র; অপবিত্রদেশ; স্থানের অভাব; স্থানের সঙ্কীর্ণতা; পুরুষাঙ্গ; যোনি। নঞ্‌তৎ, কুৎসিতার্থে, অপ্রশস্তার্থে বা অবিদ্যমানার্থে। বি; ক্লীব। ২। অতিগভীর, অতলস্পর্শ। ন (নাই) স্থান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্থানকুস্থান—যে অযথা স্থানে যাওয়া যায় না বা যাওয়া উচিত নয় তাহা।

অস্থানজ, -নিক—ব হি র্জা গ ত; বৃক্ষকাণ্ডে জাত ('—মূল') (adventitious). ন স্থানজ, স্থানিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্থাবর—১। স্থাবরভিন্ন, যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে বা বাহিত হইতে পারে এরূপ; জঙ্গম। বিণ। স্ত্রী, –রী। ২। (ব্যবহারশাস্ত্র) যাহাকে স্থানান্তরিত করা যায় এমন দ্রব্য, অলঙ্কার তৈজসপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি (movables). ন স্থাবর, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। **অস্থাবর সম্পত্তি**—অস্থিতিশীল বিষয়, জমী জায়গা ভিন্ন অন্য বিষয়, ঘটিবাটি টাকাকড়ি প্রভৃতি (movable property).

অস্থায়—অগাধ, অতল, অথই। ন (নাই) স্থায় (স্থিতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্থায়িতা, -য়িত্ব—স্থায়ী না হওয়া, অচিরস্থায়িতা, নশ্বরতা, ক্ষণভঙ্গুরতা। অস্থায়িন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অস্থায়ী (-য়িন্)—অল্পকালস্থায়ী, ভঙ্গুর, ধ্বংসশীল, নশ্বর। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, –য়িনী। বি, –য়িতা, –য়িত্ব। **অস্থায়ী ভাব**—যে ভাব চিরস্থায়ী হয় না তাহা; (অলঙ্কারশাস্ত্র) যে ভাব মনে স্থায়ী হয় না—কখনও উদিত, কখনও অন্তর্হিত হয় তাহা।

অস্থি—হাড়; ফলমধ্যস্থ বীজ, আঁটি। অস্+ক্থিন্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

অস্থিগ্রন্থি—শরীরস্থ অস্থিসমূহের সংযোগস্থল, হাড়ের গাঁট। অস্থির গ্রন্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [চর্বণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অস্থি-চর্বা(র্ব)ণ—হাড় চিবান। অস্থির

অস্থি-চর্ম (-চর্মন্), **-চর্ম**—অস্থি এবং চর্ম, হাড় ও চামড়া। অস্থি এবং চর্ম এই উভয়ের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

অস্থি-চর্ম(র্ম) বিশিষ্ট—যাহার কেবল অস্থি ও চর্ম আছে এরূপ। অস্থি এবং চর্ম, সমা-দ্বন্দ্ব; তদ্দ্বারা বিশিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

অস্থি-চর্ম(র্ম)সার—কঙ্কালসার, যাহার কেবল হাড় এবং চামড়ামাত্র আছে এরূপ, অত্যন্ত কৃশ। অস্থিচর্ম সার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্থি-চর্মা(র্মা)বশিষ্ট, -বশেষ—যাহার শরীরের অস্থি ও চর্ম অবশিষ্ট আছে এরূপ; অতি কৃশ। অস্থি-চর্ম অবশিষ্ট, অবশেষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্থিজ—মজ্জা। উপপদ; অস্থি—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

অস্থিত—১। অনুপস্থিত, যাহা নাই এরূপ; অস্থির, অনিশ্চিত। ন স্থিত, নঞ্-তৎ। বিণ। ২। অস্থিতি, ধনাদির অবিদ্যমানতা; দৈন্য। ন স্থিত (স্থিতি), নঞ্-তৎ। বি; ক্লীব।

অস্থিতন্ত্র—জীবদেহে অস্থিসন্নিবেশ-প্রণালী (skeletal system). অস্থির তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অস্থিত-পঞ্চক, -পঞ্চম—১। গণিতের অঙ্কবিশেষ (indeterminative equation); পঞ্চভূতময় নশ্বর সৃষ্টি; স্থিরাভূলতা; কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা; অস্থায় বুদ্ধিনের বিষয়। অস্থিত পঞ্চক, পঞ্চম যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। একেবারে উৎসাহীন, অত্যন্ত অধীর। বাং প্র। বিণ।

অস্থিত-পারিমিতিক—একপ্রকার অঙ্কশাস্ত্র (Arithmetic of infinites). অস্থিতা পারি (সংখ্যা), কর্মধা; তাহার গণিত হয় যদ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

অস্থিতি—অনুপস্থিতি, না থাকা; অস্থিরতা; অসঙ্গতি। ন স্থিতি, নঞ্-তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্থিতিস্থাপক—যাহা স্থিতিস্থাপকতা-গুণযুক্ত নহে এরূপ, যাহার আকারের পরিবর্তন করিলে আর পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না এরূপ (non-elastic). ন স্থিতিস্থাপক, নঞ্-তৎ। বিণ। স্ত্রী, -স্থাপিকা।

অস্থিনিক্ষেপণ—মৃতব্যক্তির সৎকারের পর শ্মশানে তাহার দগ্ধাস্থি অস্থি-বিসর্জন। অস্থির নিক্ষেপণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্থিপঞ্জর—শরীরাস্থিসমূহ, কঙ্কাল, দেহের হাড়গুলি। অস্থি পঞ্জর (পিঞ্জর)-সদৃশ, উপমিত। বি; পুং।

অস্থি-বিজ্ঞান, -বিদ্যা—অস্থিতত্ত্ব, শরীরের কোন্ স্থানে কিরূপ অস্থি আছে—কিরূপে তাহারা সংযুক্ত ইত্যাদিবিষয়ক শাস্ত্র (osteology). অস্থিবিষয়ক বিজ্ঞান, বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

অস্থিবিসর্জ(র্জ)ন, -সমর্পণ—মৃতদেহের দাহাবশিষ্ট অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপণ। অস্থির বিসর্জন, সমর্পণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অস্থিভক্ষ—হাড়গিলা পক্ষী; কুকুর। উপপদ; অস্থি—ভক্ষ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

অস্থিভঙ্গ(ঙ্গ)—১। জীবশরীরের হাড় ভাঙ্গা, অস্থিভেদ। অস্থির ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। হাড়ভাঙ্গা বা হাড়যোড়া গাছ। অস্থির (অর্থাৎ দেহের) ভঙ্গ আছে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অস্থিভুক্ (-ভুজ্)—১। কুকুর। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। অস্থিভোজনকারী। উপপদ; অস্থি—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

অস্থিভেদ—অস্থিভঙ্গ। অস্থির ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্থিভেদী (-ভেদিন্)—যে অস্থি ভাঙ্গিয়া দেয় এরূপ, যাহাতে অস্থি ভাঙ্গিয়া যায় এরূপ, হাড়ভাঙ্গা। উপপদ; অস্থি—ভিদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -ভেদিনী।

অস্থিমজ্জা—অস্থি ও তাহার মধ্যবর্তী সারপদার্থ; হাড় ও মজ্জা। অস্থি ও মজ্জা, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। **অস্থিমজ্জায় বসিয়া যাওয়া**—কোন কিছু অভিমাত্রায় অভ্যাস হওয়া।

অস্থিময়—অস্থিপূর্ণ, অস্থিবহুল; অস্থিনির্মিত, হাড় দিয়া তৈয়ারী। অস্থি+ময়ট্ প্রাচুর্যে বা অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

অস্থিমান্ (-মৎ)—অস্থিবিশিষ্ট, যাহার হাড় আছে এমন, মেরুদণ্ডযুক্ত। অস্থি+মতুপ্, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মতী।

অস্থিমালা—অস্থির রাশি; হাড়ের মালা। অস্থির মালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্থিমালী (-মালিন্)—১। শিব। বি; পুং। ২। অস্থিমালাধারী। অস্থিমালা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মিনী (মালী)।

অস্থির—চঞ্চল; চপলপ্রকৃতি; ব্যাকুল; অনিশ্চিত; চঞ্চলবুদ্ধি হেতু নিয়মের অযোগ্য; অস্থায়ী; নশ্বর। নঞ্-তৎ। বিণ।

অস্থিরচিত্ত—১। চঞ্চল মন। অস্থির চিত্ত, কর্মধা। বি; ক্লীব। ২। চঞ্চলমনা, ব্যাকুলমনা; অব্যবস্থিতচিত্ত। অস্থির চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্থিরতা, -ত্ব—চাঞ্চল্য; চপলবুদ্ধিতা; ব্যাকুলতা; অনিশ্চয়; নশ্বরতা; উদ্বেগের নিবৃত্তিরহিতশীলতা; সংশয়। অস্থির+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অস্থির-পঞ্চক, -পঞ্চম—অস্থিত-পঞ্চক (তাহা দ্র)।

অস্থিরপ্রকৃতি—চঞ্চলস্বভাব, অধীর। অস্থিরা প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্থির-বায়ুমণ্ডল—বায়ুরাশির যে অংশ কখনও বাত্যাবিশিষ্ট এবং কখনও বা স্থিরভাব থাকে সেই অংশ। অস্থির বায়ুমণ্ডল, কর্মধা। বি; ক্লীব।

অস্থির-বুদ্ধি, -মতি—১। চঞ্চলবুদ্ধি, অব্যবস্থিতচিত্ত। অস্থিরা বুদ্ধি, মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। চপল মন, চলচিত্ত। অস্থিরা বুদ্ধি, মতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অস্থিরমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—চপলমতি, অব্যবস্থিত চিত্ত। অস্থির মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্থিশৃঙ্খ(ঙ্খ)লা—প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, হাড়যোড়া গাছ। অস্থির শৃঙ্খল (অর্থাৎ কাণ্ড গ্রন্থি) আছে যাহার, বহুব্রী+আপ্; অথবা, অস্থির শৃঙ্খলা, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি; স্ত্রী।

অস্থিশেষ—কঙ্কালসার, যাহার হাড়মাত্র অবশিষ্ট আছে এরূপ। অস্থি শেষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্থিসংযোগ—অস্থিসন্নিবেশ, হাড় যোড়া দেওয়া। অস্থির সংযোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্থিসংহার—প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, হাড়যোড়া গাছ। উপপদ; অস্থি—সম্—হৃ+অণ্, কর্তৃবা। বি; পুং।

অস্থিসংহারক—১। অস্থিবিনাশক, অস্থিসংহারক; অস্থিভঙ্গক। বিণ। স্ত্রী, -হারিকা। ২। হাড়গিলা পাখী। অস্থির সংহারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্থিসংহারী—প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, হাড়যোড়া গাছ। অস্থিসংহার+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অস্থিসঞ্চয়—অস্থি সংগ্রহ; হাড়ের স্তূপ; শবদাহের পর চতুর্থ দিবসে করণীয় দগ্ধদেহের অস্থিসংগ্রহরূপ কার্য। অস্থির সঞ্চয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্থিসন্ধি—অস্থিদ্বয়ের মিলনস্থান; দুইটি অস্থির সংযোজন। অস্থির সন্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্থিসমর্পণ—'অস্থিবিসর্জন' দ্র।

অস্থিসার—১। মজ্জা। অস্থির সার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। হাড়সার, কঙ্কালাবশিষ্ট, রক্তমাংসশূন্য। অস্থিই সার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্থূল—সূক্ষ্ম, কৃশকায়; দুর্বল; অতীন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। নঞ্-তৎ। বিণ।

অস্থৈর্য্য(র্য)—অস্থিরতা; অস্থায়িত্ব, অনিশ্চিতা। নঞ্-তৎ। বি; ক্লীব।

অস্নাত—অকৃতস্নান, যে স্নান করে নাই এরূপ। নঞ্-তৎ। বিণ।

অস্নাতক—স্নাতকভিন্ন অন্য ব্যক্তি, যেব্যক্তি অধ্যয়নসমাপ্তির পুরস্কারস্বরূপ দীক্ষিত হয় নাই এরূপ ব্যক্তি; যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হয় নাই অর্থাৎ উপাধি লাভ করে নাই এরূপ ব্যক্তি। নঞ্-তৎ। বি; পুং।

অস্নান—স্নানাভাব, অনবগাহন। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অস্নিগ্ধ—অশীতল; অশৈত্যকারক; অমসৃণ, কর্কশ; অপ্রীতিকর; তৈলাদিস্নেহপদার্থশূন্য; স্নেহশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্নিগ্ধদারু—দেবকাষ্ঠ, দেবদারুভেদ। অস্নিগ্ধ দারু, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অস্নেহ—১। স্নেহাভাব, তৈলাদিপদার্থহীনতা; অমসৃণতা; অপ্রণয়; শৈত্যাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অস্নিগ্ধ, অশীতল; তৈলাদিপদার্থহীন; প্রীতিহীন; অমসৃণ। ন (নাই) স্নেহ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অস্পন্দ—১। স্পন্দনাভাব, কম্পনরাহিত্য; অচেতনত্ব, সংজ্ঞাহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। স্পন্দনশূন্য, অচল; অচেতন, সংজ্ঞাহীন, অসাড়। ন (নাই) স্পন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্পন্দিত—অকম্পিত, অসাড়। নঞ্‌তৎ। [বিণ।

অস্পর্শ, -স্পর্শন—১। স্পর্শাভাব, অসংস্রব; অশুচিসংস্পর্শ ত্যাগ করা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং, ক্লীব। ২। স্পর্শরহিত, যাহা কেহ ছোঁয় নাই এরূপ; যাহাকে স্পর্শ করা যাইতে পারে না এরূপ, অপবিত্র। ন (নাই) স্পর্শ, স্পর্শন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্পর্শনীয়, অস্পর্শ্য—স্পর্শের অযোগ্য, অশুচি, অস্পৃশ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্পষ্ট—যাহা স্পষ্ট নয় এরূপ, অব্যক্ত; অপরিস্ফুট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্পষ্টগর্ব্ভা(র্ভা)—যে স্ত্রীলোকের গর্ভের লক্ষণ ভালরূপে প্রকাশ পায় নাই। অস্পষ্ট গর্ভ যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অস্পষ্টতা—স্পষ্টতার অভাব, অস্ফুটতা, অব্যক্ততা। অস্পষ্ট+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অস্পষ্টবাক্‌ (-বাচ্‌)—অস্ফুটবাক্‌ (তাহা দ্রঃ)।

অস্পষ্টবাদ—যে মত সুস্পষ্ট বা সুগম নহে তাহা। অস্পষ্ট যে বাদ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অস্পষ্টবাদী (-বাদিন্‌), **-ভাষী** (-ভাষিন্‌)—যে অস্পষ্ট কথা বলে এরূপ; লজ্জাদিবশতঃ স্পষ্ট কথা বলিতে নারাজ; যাহার কথা বা মত ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী, —ভাষিণী। বি,—বাদিতা, —ভাষিতা।

অস্পষ্টলক্ষ্য—যাহার উদ্দেশ্য বা দৃষ্টি পরিষ্কার নয় এরূপ। অস্পষ্ট লক্ষ্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্পষ্টালোক—যে আলোকে স্পষ্টরূপে দেখা যায় না তাহা। অস্পষ্ট যে আলোক, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অস্পৃশ্য—যাহাকে ছুঁইতে নাই এরূপ, অশুচি; নীচ জাতি বা সামাজিক নিকৃষ্ট অবস্থার জন্য স্পর্শের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্পৃশ্যতা—স্পর্শাযোগ্যতা, অপবিত্রতা; সামাজিক হীনাবস্থাদি কারণে স্পর্শের অযোগ্যতা (untouchability). অস্পৃশ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অস্পৃশ্যতাবর্জ্জ(র্জ)ন—সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাহাকেও অস্পৃশ্য করিয়া না রাখা, ছুঁৎমার্গ-পরিহার। অস্পৃশ্যতার বর্জ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অস্পৃশ্যা—১। স্পর্শের অযোগ্যা। বিণ; স্ত্রী। ২। রজস্বলা নারী, ঋতুমতী রমণী। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্পৃষ্ট—যাহা ছোঁওয়া হয় নাই এরূপ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্পৃহ—স্পৃহারহিত, বাসনাশূন্য, নিরাকাঙ্ক্ষ, উদাসীন। ন (নাই) স্পৃহা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্পৃহণীয়—অনভিলষণীয়, অবাঞ্ছনীয়। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্পৃহা—বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, অনিচ্ছা, অনভিলাষ; অরুচি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ফীত—অবর্দ্ধিত; অনুচ্ছ্বসিত; অগর্ব্বিত; যাহা ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া উঠে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্ফীতি—স্ফীতিহীনতা, ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া না উঠা; অবৃদ্ধি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ফুট—১। অব্যক্ত, অস্পষ্ট; অদৃষ্ট; অপ্রকাশিত; অবিকসিত; অফুটন্ত, অফোটা; অতি মৃদু ('—ক্রন্দন'); কলরবময় ('—আরাব')। বিণ। ২। জড়িত বাক্য; অব্যক্তবচন। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অস্ফুটকণ্ঠ—১। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, অব্যক্ত বা ক্ষীণ গলার আওয়াজ। অস্ফুট এমন কণ্ঠ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। অব্যক্ত বা ক্ষীণ-কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট। অস্ফুট কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কণ্ঠা, —কণ্ঠী। ক্রি-বিণ—অস্ফুটকণ্ঠে।

অস্ফুটতা, -ত্ব—অস্পষ্টতা; অপ্রকাশ; অব্যক্ততা। অস্ফুট+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

অস্ফুটফল—অস্পষ্ট ফল, কর্ম্মাদির অপ্রকাশিত ফল; ক্ষেত্রাদির মোটামুটি কালি। অস্ফুট ফল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

অস্ফুটবাক্‌ (-বাচ্‌)—১। অস্পষ্টভাষী, গদ্‌গদভাষী; যাহার জিহ্বার জড়তা যায় নাই এমন; তোৎলা। অস্ফুটা বাক্‌ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অস্পষ্ট কথা, গদ্‌গদবাক্য, জড়ান কথা। অস্ফুটা বাক্‌, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অস্ফুটস্বর—১। অস্পষ্ট শব্দ, অব্যক্ত ধ্বনি। অস্ফুট স্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। অস্পষ্টকণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট, যাহার গলার আওয়াজ বেশ বোঝা যায় না এরূপ। অস্ফুট স্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্বকীয়—পরকীয়, অন্যদীয়, যাহা আপনার নহে এরূপ। ন স্বকীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্বচ্ছ—যাহার মধ্য দিয়া দৃষ্টি চলে না এমন, অনচ্ছ (opaque); মলিন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্বচ্ছন্দ—১। পরাধীন, অনায়ত্ত। ন (নাই) স্বচ্ছন্দ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। স্বচ্ছন্দাভাব, অসুখ। ন স্বচ্ছন্দ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অস্বতন্ত্র—পরবশ, পরাধীন; আজ্ঞাবহ। ন স্বতন্ত্র, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্বত্ব—১। স্বামিত্বের অভাব, অনধিকার। ন স্বত্ব, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। স্বত্বরহিত, অধিকারবর্জ্জিত। ন (নাই) স্বত্ব যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

অস্বন্ত—১। অশুভ; অসুন্দর; দুরন্ত, অশান্ত। অসুর (প্রাণের) অন্ত (শেষ) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। প্রাণান্ত, মৃত্যু। অসুর অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্বপ্ন—১। অমর, দেব, দেবতা। বি; পুং। ২। বিনিদ্র, নিদ্রারহিত। ন (নাই) স্বপ্ন (নিদ্রা) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। স্বপ্নাভাব; নিদ্রারাহিত্য, জাগরণ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অস্বভাবী (-বিন্‌)—অসাধারণ; অস্বাভাবিক (abnormal). ন স্বভাবী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—বিনী।

অস্বর—১। কুস্বর, মন্দস্বরযুক্ত; নিঃশব্দ, নীরব। ন (অপ্রশস্ত বা অবিদ্যমান) স্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। স্বরবর্ণরহিত ব্যঞ্জনবর্ণমাত্র; উদাত্তাদিরহিত লৌকিক উচ্চারণ। ন স্বর, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অস্বরস—অকৌশল, মনোভঙ্গ; (দর্শন) অপছন্দ, অরুচি। ন স্বরস, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অস্বর্গ্য—স্বর্গগমনের প্রতিবন্ধক, যদ্দ্বারা স্বর্গগমনের ব্যাঘাত জন্মে এরূপ; নরকসাধক, অধোগতিহেতু; অস্বর্গীয়, অসুন্দর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্বস্তি—অমঙ্গল; অশান্তি; অসুখ; অস্বাচ্ছন্দ্য। নঞ্‌তৎ। অব্য।

অস্বস্থ—অপ্রকৃতিস্থ, অসুস্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্বাতন্ত্র্য—পরাধীনতা; অপার্থক্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব।

অস্বাদু—স্বাদহীন, বিস্বাদ; উত্তম-স্বাদহীন। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্বাধ্যায়—১। যে যে দিনে বেদ ও বেদাঙ্গের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ সেই সেই দিন, অনধ্যায়কাল, অষ্টমী প্রভৃতি তিথি। ন (নাই) স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নহীন। ন (নাই) স্বাধ্যায় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্বাভাবিক—অনৈসর্গিক, প্রকৃতিবিরুদ্ধ; অলৌকিক, অসাধারণ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কী।

অস্বামিক—স্বামিরহিত, কর্তৃহীন; সাধা-

রণের অধিকারভুক্ত, বে-ওয়ারিশ। ন (নাই) স্বামী (স্বামিন্) যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ।

অস্বামিবিক্রয়—স্বামিভিন্ন অন্য কর্তৃক বিক্রয়; অন্যের যে দ্রব্য পড়িয়া বা হারাইয়া গিয়াছে তাহা পাইয়া বা চুরি করিয়া গোপনে বিক্রয়। অস্বামিকৃত বিক্রয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অস্বামী (-মিন্)—১। স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ; যাহার কোন স্বত্ব নাই এরূপ লোক। বি; পুং। ২। স্বত্বহীন; অনধিকারী। নঞ্-তৎ। বিণ। স্ত্রী,—মিনী। বি,—মিতা, —মিত্ব।

অস্বার্থ—১। স্বার্থশূন্য; নিরুদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যবিহীন; ভিন্নার্থক। ন (নাই) স্বার্থ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। স্বার্থাভাব; আপন উদ্দেশ্যহীনতা; নিজের ব্যুৎপত্তিরাহিত্য। ন স্বার্থ, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অস্বাস্থ্য—১। অসুস্থতা, পীড়া; উপদ্রব। ন স্বাস্থ্য, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব। ২। স্বাস্থ্যহীন, অসুস্থ। ন (নাই) স্বাস্থ্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

অস্বীকার—অপলাপ; নিজকৃত কার্য্য না মানা; অসম্মতিপ্রদর্শন, প্রত্যাখ্যান। নঞ্-তৎ। বি; পুং।

অস্বীকার্য্য(র্য)—স্বীকারের অযোগ্য, মানিয়া লওয়ার অনুপযুক্ত। নঞ্ তৎ। বিণ।

অস্বীকৃত—যাহা মানিয়া লওয়া হয় নাই এরূপ, অননুমোদিত; অপহ্নুত, অপলপিত; যে অস্বীকার করে এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অস্বীকৃতি—অসম্মতি, অস্বীকার। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্বৈরিণী—অব্যভিচারিণী, পতিরতা; পরাধীনা। অস্বৈরিন্ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অস্বৈরী (-রিন্)—পরাধীন, পরবশ, স্বাধীনতাবর্জ্জিত; স্বস্ত্রীতে অনুরক্ত; অস্বেচ্ছাচারী, সংযতাচার। নঞ্ তৎ। বিণ। স্ত্রী, —রিণী। বি,—রিতা।

অস্মদ্—(সংস্কৃত) আত্মবাচী সর্ব্বনাম শব্দ, উত্তমপুরুষ, আমি; দেহাভিমানী জীব। অস্ (হওয়া) + মদিক্ কর্তৃবা। সর্ব্ব।

অস্মদাদি—আমরা প্রভৃতি, আমরা ও আমাদের সদৃশ লোক। অস্মদ্ (আমরা) আদি যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

অস্মদীয়—অস্মৎ-সংক্রান্ত, আমাদের সম্বন্ধীয়, আমাদিগের। অস্মদ্ + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অস্মরণ—স্মরণাভাব, বিস্মৃতি, মনে না করা। নঞ তৎ। বি; ক্লীব।

অস্মরণীয়, অস্মর্ত্ত(র্ত)ব্য—স্মরণের অযোগ্য বা অশক্য, যাহা মনে করা যাইতে পারে না বা উচিত নহে এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অস্মার—স্মৃতিহীনতা, স্মৃতিবিলোপ (amnesia). ন স্মার, নঞ্ তৎ। বি; পুং।

অস্মার্ত্ত(র্ত)—যে স্মৃতি জানে না এরূপ; স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধী; যে স্মৃতিশাস্ত্র মান্য করে না এরূপ; অবৈধ; স্মৃতির অতীত। নঞ তৎ। বিণ। স্ত্রী,—র্ত্তী।

অস্মি—১। (সংস্কৃত) আমি। অস্ + মিন্ কর্তৃবা। অব্য। ২। আছি, হইয়াছি। অস্ + মিপ্। সংস্কৃত ক্রি।

অস্মিতা—ব্যক্তিত্ব (personality); অহমিকা, অহংজ্ঞান, গর্ব্ব (egoism); (সাংখ্যমতে) প্রধানপুরুষের অভেদরূপ অভিমান, মোহ। অস্মি + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অস্মৃত—অনাধ্যাত, বিস্মৃত, যাহা স্মরণ করা হয় নাই এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ।

অস্মৃতি—স্মরণাভাব; স্মৃতিশক্তিহীনতা, বিস্মরণ; স্মৃতিবিরুদ্ধ শাস্ত্র, অশাস্ত্র। নঞ্ তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্র—১। রক্ত, রুধির; চোখের জল, অশ্রু। বি; ক্লীব। ২। কেশ; কোন বস্তু বা গৃহাদির কোণ। অস্ + র কর্ম্মবা। বি; পুং।

অস্রকণ্ঠ—বাণ। অস্র (কোণ) কণ্ঠে (গলে) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অস্রখদির—রক্তখদির, বিট্‌খদির। অস্রবর্ণ (রক্তবর্ণ) খদির, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অস্রজ, -জাত—১। রক্ত হইতে উৎপন্ন। বিণ। ২। মাংস। উপতৎ; অস্র—জন্ + ড কর্তৃবা; ২য় পক্ষে অস্র হইতে জাত, ৫মী-তৎ। বি; ক্লীব।

অস্রপ—১। রক্তপানকারী। বিণ। ২। রাক্ষস; জলৌকা, জোঁক। উপতৎ; অস্র—পা + ক কর্তৃবা। বি।

অহ—প্রশংসা; আক্ষেপ; নিয়োগ; বিনিগ্রহ; নিশ্চয়; ক্ষমা; আচারাতিক্রম। নঞ্—হন্ + ড কর্তৃবা। অব্য।

অহ—প্রশংসা-শোক-খেদ-আক্ষেপ ইত্যাদি-সূচক শব্দ। বাং অব্য।

অহং (অহম্)—১। আমি। প্রথমান্ত অস্মদ্-শব্দ। সর্ব্ব। ২। রাগিণীবিশেষ। বি; স্ত্রী।

অহংম(ম্ম)দ—"আমি বড়"—এই প্রকার অভিমান, অহংকার। অহং এইরূপ মদ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

অহঃ (অহন্), **অহ**—দিন, দিবস। নঞ্—হা + কনিন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

অহঃপতি, অহর্পতি—সূর্য্য। অহন্ অর্থাৎ দিনের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ (বিকল্পে ন স্থানে ঃ অথবা র্)। বি; পুং।

অহঃশেষ—সন্ধ্যাকাল, দিনের শেষ। অহের (দিনের) শেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহঙ্কা(ংকা)র, অহঙ্কৃ(ংকৃ)তি—আপনাকে বড় জ্ঞান করা, গর্ব্ব। অহম্—কৃ + ঘঞ্, ক্তি ভাববা। বি; পুং, স্ত্রী।

অহঙ্কারে অন্ধ—যে অতিশয় গর্ব্বে হিতাহিত দেখিতে পায় না এমন। **অহঙ্কারে মাটিতে পা না পড়া**—অতিশয় গর্ব্বিত ভাব প্রকাশ পাওয়া।

অহঙ্কা(ংকা)রদৃপ্ত, -পূর্ণ, -মত্ত—মদমত্ত; অভিমানে গর্ব্বিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অহঙ্কা(ংকা)রী (-রিন্)—অহঙ্কারকারী, অভিমানী, গর্ব্বিত। উপতৎ; অহম্—কৃ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

অহঙ্কৃ(ংকৃ)ত—গর্ব্বিত, অহঙ্কারযুক্ত। অহম্ এইরূপ কৃত যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

অহঙ্কৃ(ংকৃ)তি—'অহঙ্কার' দ্রঃ।

অহত—১। যে আঘাত পায় নাই এরূপ, অনাহত; অক্ষত; অতাড়িত (যেমন, বাদ্যযন্ত্রাদি); অবিনাশিত। বিণ। ২। নূতন কাপড়, নববস্ত্র। ন হত, নঞ্ তৎ। বি; ক্লীব।

অহদ—চুক্তি; প্রতিশ্রুতি। আর্বী। বি।

অহদনামা—লিখিত চুক্তি; চুক্তিপত্র; উইল। আর্বী অহদ + ফার্সী নামা। বি।

অহন্—'অহঃ' দ্রঃ।

অহম্—'অহং' দ্রঃ।

অহমিকা—অহঙ্কার, গর্ব্ব। অহন্ + ইকন্ আছে অর্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

অহম্পূর্ব্বি(র্বি)কা—'আমার দাবী সর্ব্বাগ্রে' বা 'আমি সর্ব্বপ্রধান'—এইরূপ ধারণা বা উক্তি। অহম্ (আমি) পূর্ব্বে যাহাতে, বহুব্রী + ক সমাসান্ত + আপ্। বি; স্ত্রী।

অহম্বু(ংবু)দ্ধি—আপনাকে বড় বলিয়া জ্ঞান করা, অহঙ্কার, গর্ব্ব। অহম্-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অহম্ম(ংম)তি—অবিদ্যা, অজ্ঞান; অহঙ্কার; 'অহং' এই বুদ্ধি; অহঙ্কারপ্রধানা বুদ্ধি। অহম্-যুক্তা মতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অহরহঃ, অহরহ—প্রতিদিন; সর্ব্বদা। অহঃ এবং অহঃ, তাহাদের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব; অথবা, অসমস্ত পদদ্বয়, অহঃ + অহঃ বীপ্সার্থে দ্বিরুক্তি। ক্রি-বিণ।

অহর্দিব—অহরহঃ; নিয়ত। অহঃ এবং দিবা, সমা-দ্বন্দ্ব + অচ্ সমাসান্ত। ক্রি-বিণ।

অহর্নিশ—দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া, অহোরাত্র, দিনরাত। অহঃ এবং নিশা, সমা-দ্বন্দ্ব + অচ্ সমাসান্ত। ক্রি-বিণ।

অহর্পতি—'অহঃপতি' দ্রঃ।

অহর্বান্ধব—দিনের বন্ধু, সূর্য্য; অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। অহের বান্ধব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহর্ম্ম(র্ম)ণি—দিনমণি, সূর্য্য। অহের মণি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহর্ম্মু(র্মু)খ—দিনাদি, প্রত্যূষ, প্রভাত। অহের মুখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

অহল্য—হলাদি দ্বারা অকৃষ্ট, যাহা লাঙ্গল দ্বারা চষা হয় নাই এরূপ ('—ভূমি')। নঞ্-তৎ। বিণ।

অহল্যা—১। গৌতম ঋষির পত্নী; একজন অপ্সরা; রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী; মলহর রাওএর পুত্রবধূ (চরিতাবলী দ্রঃ)। ন হল্যা (বৈরূপ্যযুক্তা), নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অকৃষ্টা। অহল্য+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অহল্যাহ্রদ—গৌতমাশ্রমস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থ। অহল্যাপ্রতিষ্ঠিত হ্রদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

অহস্কর, -স্পতি—সূর্য্য, দিনকর; (সূর্য্য নামস্থ হেতু) অর্কবৃক্ষ। উপতৎ; অহন্—কৃ+ট কর্তৃবা; ২য় পক্ষে অহের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহহ, -হা—আঃ; খেদ আনন্দ সম্বোধন আশ্চর্য্য বিস্ময় প্রকর্ষ প্রভৃতি প্রকাশক উক্তি। অহম্—হা+ক, ক্বিপ্‌ কর্তৃবা (নিপাতনে)। অব্য।

অহার্য্য(র্য)—১। পর্ব্বত। বি; পুং। ২। অহরণীয়, অপহরণের অযোগ্য; অনড়; অভেদ্য; বহনাযোগ্য। ন হার্য্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহি—১। সর্প; বৃত্রাসুর। আ—হন্+ডিন্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে)। ২। সূর্য্য; পথিক; রাহু; খল; সীসা; অহিফেন; সর্পস্বামিক অশ্লেষানক্ষত্র। অহ্‌+কি কর্তৃবা সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে)। বি; পুং। ৩। প্রত্যাদেশ। আর্বা। বি।

অহিংস—হিংসাশূন্য; বলপ্রয়োগবিহীন; নিরুপদ্রব; অপীড়ক; জীবহত্যাবর্জ্জিত। ন (নাই) হিংসা যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ। **অহিংস অসহযোগ**—হিংসা বর্জ্জন করিয়া কাহারও সহিত অসহযোগিতা করা অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভাব গ্রহণ (non-violent non-co-operation).

অহিংসক—যে হিংসা করে না এরূপ, অহিংস্র; অদ্বেষ্টা। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—সিকা।

অহিংসনীয়—অহিংস্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহিংসা—১। হিংসার অভাব; জীব বধ হইতে বিরতি; কায়মনোবাক্যে পরপীড়াবর্জ্জন; কাহারও অনিষ্ট না করা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। হিংসাশূন্যা। অহিংস+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অহিংসিত—অবিদ্বিষ্ট; যাহার হিংসা করা হয় নাই এরূপ; অনাহত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহিংস্য—হিংসার অযোগ্য, যাহার অনিষ্টচেষ্টা কেহ করে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহিংস্র—যে হিংস্র নয় এরূপ, যে কাহারও অনিষ্ট করে না এরূপ, অহিংসক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহিংস্রা—১। কুলিকবৃক্ষ, কুলেখাড়া। নঞ্‌—হিন্‌স্+রক্ কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। অহিংসাশীলা। অহিংস্র+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অহিকা—শাল্মলীবৃক্ষ, শিমুল গাছ। অহি—কৈ+ক কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অহিকান্ত—বায়ু। অহির কান্ত (প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহিচ্ছত্র—১। আর্য্যাবর্ত্তের অন্তঃপাতী পঞ্চালরাজ্যের উত্তর-অর্দ্ধাংশ (বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ)। অহিপ্রদত্ত ছত্র যাহাতে, বহুব্রী। ২। মেষশৃঙ্গী বৃক্ষ। অহির ছত্র (ছত্রপ্রায়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহিচ্ছত্রা—১। কান্যকুব্জদেশ-প্রসিদ্ধা পুরী (ইহা অহিক্ষেত্র বা অহিচ্ছত্র প্রদেশের রাজধানী)। অহি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল ছত্র যেখানে, বহুব্রী+আপ্‌। ২। শর্করা, চিনি। বি; স্ত্রী। [+ক্বিপ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

অহিজিৎ—শ্রীকৃষ্ণ; ইন্দ্র। উপতৎ; অহি—জি

অহিত—১। অমঙ্গল, অশুভ। ন হিত, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। শত্রু। বি; পুং। ৩। প্রতিকূল, শত্রুভাবাপন্ন; অশুভকর; অস্বাস্থ্যকর। ন (নাই) হিত যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

অহিতকর—অনিষ্টকর, অপকারক। অমঙ্গলজনক, অশুভকর। ন হিতকর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী,—রী।

অহিতকারী (-কারিন্)—অনিষ্টকারী, অপকারী। উপতৎ; অহিত—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

অহিতাচরণ, -চার—অমিত ব্যবহার, ক্ষতিজনক আচরণ। অহিত আচরণ, আচার, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং।

অহিতাচারী (-রিন্)—অমিতাচারী; অপকারী। উপতৎ; অহিত—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

অহিতুণ্ডিক—সর্পধারক, সাপুড়ে। অহিতুণ্ড (সর্পমুখ)+ইক (ঠন্) ক্রীড়কার্থে। বি; পুং।

অহিনকুল—সর্প এবং বেজী; (সর্প এবং বেজীর ন্যায়) স্বভাববৈরী ব্যক্তিদ্বয়। অহি এবং নকুলের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

অহিনকুল সম্বন্ধ—সাপ আর বেজীর যেমন সম্বন্ধ সেইরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ মারাত্মক শত্রুতা।

অহিনকুলতা, -নকুলিকা—সর্পের ও নকুলের চিরশত্রুতা; সর্প ও নকুলের যেরূপ শত্রুতা সেইরূপ শত্রুতা, চিরবিরোধ, স্বভাববৈরিতা। অহিনকুল+তা ভাবে; অহিনকুল+ইক (ঠন্) ভাবে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অহিনাথ, -পতি—নাগরাজ, বাসুকি। অহিদের নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহিপূতন—শিশুদিগের গুহ্যোদ্ভব ব্রণরোগবিশেষ (intertrigo). অহিপূতি (নামধাতু)+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

অহিফেন—১। আফিম। ফার্সী 'আফিম' শব্দ হইতে অনুকৃত সংস্কৃত। ২। সর্পগরল, সর্পফেন। অহির ফেন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহিবুধ্ন—রুদ্রবিশেষ; উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র। অহির ন্যায় বুধ্ন (গ্রীবা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অহিব্রধ্ন—শিব; একাদশ রুদ্রের মধ্যে রুদ্রবিশেষ। অহি—বন্ধ্‌+নক্ কর্তৃবা। বি; পুং।

অহিব্রধ্নদেবতা—উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র। অহিব্রধ্ন দেবতা যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অহিভয়—রাজাদিগের স্বীয় পক্ষ হইতে ভীতি বা অনিষ্টাশঙ্কা; সর্পভয়। অহি হইতে ভয়, ৫মীতৎ। বি; ক্লীব।

অহিভয়দা—সর্পভয়নাশিকা ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা। উপতৎ; অহিভয়—দো (ছেদন করা)+ক কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অহিভুক্‌ (-ভুজ্‌)—গরুড়; ময়ূর; নকুল। উপতৎ; অহি—ভুজ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

অহিভূষণ—মহাদেব, শিব। অহি ভূষণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অহিম—অশীতল; উত্তপ্ত, গরম। ন হিম, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহিমকর, -তেজাঃ (-তেজস্), **-তেজা**—সূর্য্য। অহিম কর, তেজ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অহিমর্দ্দি(র্দি)নী—গন্ধনাকুলীনামিকা লতা। অহির মর্দ্দিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অহিমাংশু—সূর্য্য, তপন। অহিম অংশু যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অহিমার—অরিমেদকবৃক্ষ, গুয়ে বাব্‌লা। অহি—মৃ+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

অহিমেদক—অরিমেদকবৃক্ষ, গুয়ে বাব্‌লা। অহির মেদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহিরাজ—সর্পরাজ, সর্পশ্রেষ্ঠ। অহিদিগের রাজা (রাজন্), ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্‌ সমাসান্ত। বি; পুং।

অহিলতা—গন্ধনাকুলী; তাম্বূলী লতা, পাণগাছ। অহিসদৃশী লতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

অহীন—১। অনন্ত, মহাসর্প, অজগর। অহিমধ্যে ইন (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং। ২। যে হীন নহে এরূপ, হীনবর্ণেতর; অনূন; অত্যক্ত, অবর্জ্জিত, যুক্ত। ন হীন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহীনগু—সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ (ইনি দেবানীকের পুত্র, পারিযাত্রের পিতা)। অহীন (অত্যধিক) গো (বাক্য) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অহীন্দ্র—অনন্তনাগ; সর্পরাজ বাসুকি। অহিদের ইন্দ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহীর—গোয়ালা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

অহীরণি—দ্বিমুখসর্প। অহি—ঈর্‌+অনি কর্তৃবা। বি; পুং।

অহীশ, -শ্বর—অনন্তনাগ ; বাসুকি; সর্পরাজ। অহিদের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অহুত—১। হোমরহিত বেদপাঠ। ন (নাই) হুত (হোম) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। অগ্নিতে অপ্রদত্ত, যাহা আগুনে হোম করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহূত—অনাকারিত, অনাহূত ; অনিমন্ত্রিত, যাহাকে নিমন্ত্রণ করা বা ডাকা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহৃত—অনীত, যাহা স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হয় নাই এরূপ ; অনপহৃত, অচোরিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহৃদ্য—অমনোজ্ঞ, অনভিলষণীয় ; অপ্রীতিকর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহৃষ্ট—নিরাপদ্, বিষণ্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহে—আপনার সমান বা আপনার অপেক্ষা হীনমর্যাদ ব্যক্তিদিগের সম্বোধন শব্দ (পদ্যে স্ত্রীলোকদিগের সম্বোধনেও ব্যবহৃত হয়), ওহে। ন—হা+ডে করণবা। অব্য।

অহেতু—১। হেতুশূন্য, কারণশূন্য। ন (নাই) হেতু যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কারণশূন্যতা, হেতু না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অহেতুক—হেতুশূন্য, অকারণ, মূলশূন্য ; অনর্থক ; আকস্মিক। ন (নাই) হেতু যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

অহেতুকী—কারণহীন ; নিঃস্বার্থ ; নিষ্কাম। অহেতুক+ঈপ্। বাং প্র। বিণ ; স্ত্রী।

অহেয়—অঘৃণ্য ; অত্যাজ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহৈতুক—অকারণ, স্বভাবজ ; ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, কপটতাশূন্য ; নিঃস্বার্থ ; প্রত্যাশাশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, —তুকী।

অহো—সম্বোধন নিন্দা দয়া অনুতাপ শোক বিষাদ প্রশংসা শ্রান্তি আশ্চর্য্য দ্বৈধ বিতর্ক অতএব অসূয়া ইত্যাদিবাচক শব্দ। নঞ্—হা+ডো কর্ত্তৃবা। অব্য।

অহোরাত্র—দিনরাত। অহঃ এবং রাত্রি, দ্বন্দ্ব+সমাসান্ত অচ্। বি ; পুং।

অহোহো—সম্বোধন অনুতাপ খেদ বিস্ময় ইত্যাদি প্রকাশক শব্দ। অব্য।

অহ্ন—(একদেশবাচক শব্দের পর সমাসে) দিন ; দিনমানের তিন ভাগের এক ভাগ (যথা—পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ)। অহন্+টচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং। [বি।

অহ্মাল—জিনিসপত্র। আর্বী 'হম্ল্'-শব্দজ।

[অ্যা]

অ্যা—[কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বাংলা-বানানের নিয়ম অনুসারে] দ্বিতীয় স্বরবর্ণ। ইহার উচ্চারণ বক্র 'আ' বা বিকৃত 'এ'র মত। সাধারণতঃ ইংরেজী শব্দ বাংলায় লিখিতে হইলে ইহার সাহায্য লওয়া হয়। যথা—অ্যাসিড (acid), ব্যাজ (badge), ইত্যাদি।

অ্যাক্সিস—জার্ম্মানি ও ইতালি ; (বিশেষমতে) জার্ম্মানি, ইতালি ও জাপান। সামরিক পরিভাষা (Axis). [মুসোলিনী একদা বলেন যে, তাঁহাদের নীতি "রোম-বার্লিন অ্যাক্সিস"এর উপরে আবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ ইতালি ও জার্ম্মানি যুক্তভাবে নীতি-পরিচালনা করে। ইহা হইতেই Axis শব্দের প্রচলন।] বাংলায় ইহাকে কেহ কেহ 'চক্রশক্তি', 'অক্ষশক্তি' প্রভৃতিও বলিয়া থাকেন।

অ্যাটল—(ভূগোল) বলয় অথবা অশ্বখুরের আকৃতিবিশিষ্ট এবং মধ্যভাগে উপহ্রদবিশিষ্ট প্রবালদ্বীপ। ইং atoll শব্দ। বি।

অ্যাডভোকেট—উচ্চ আদালতের উকিল। ইং advocate শব্দ। বি।

অ্যাতো—এত ; এরূপ। বাং। বিণ।

অ্যামোনিয়া—বাষ্পীয় পদার্থবিশেষ ইং amonia শব্দ। বি।

অ্যালিউমিনিয়ম—একপ্রকার ধাতু (সাধারণতঃ 'অ্যালুমিনিয়ম' বা 'এলুমিনিয়ম' বানান লেখা হইয়া থাকে)। ইং aluminium শব্দ। বি।

অ্যাসিড—দ্রাবক, রাসায়নিক অম্লরস দ্রব্য (সাধারণতঃ 'এসিড' বানান লেখা হইয়া থাকে)। ইং acid শব্দ। বি।

অ্যাঁ—কাহারও কথার উত্তরে সাড়া দেওয়া বা বিস্ময়, আতঙ্ক ইত্যাদি প্রকাশে ব্যবহৃত শব্দ। বাং প্র। অব্য।

[আ]

আ—১। আ-কার, দ্বিতীয় স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ইহা অ-কারের দীর্ঘ অবস্থা ('অ' দ্রঃ)। বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ তিনপ্রকার—'আঠা'র আ, 'আম'-এর আ ও সঙ্গীতের আ—া—া ধ্বনি]। ২। মহাদেব, শিব ; লোকপিতামহ, ব্রহ্মা। আপ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ডা কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ৩। বাক্য অনুকম্পা সমুচ্চয় জ্ঞান নিশ্চয় সুখবোধ সস্নেহবিস্ময় বিস্ময় সন্তাপ সহানুভূতি ঘৃণা-লজ্জাক্রোধাদি মিশ্রিত বিদ্রূপ ধিক্কার প্রশংসা ইত্যাদিবাচক শব্দ। অব্যয়। ৪। ঈষৎ, অল্পতা ; সীমা, মর্য্যাদা ; ব্যাপ্তি ; নিষেধ, না ; ক্রিয়াযোগে বিভিন্ন অর্থ [যথা, (১) বিস্তৃতি (যথা—'রুহ্' উঠা, 'আরোহ' উপরে উঠা) ; (২) বৈপরীত্য (যথা—'গমন' যাওয়া,—'আগমন' আসা) ; (৩) সম্যক্ (যথা 'আপীড়ন' অর্থাৎ সম্যক্ পীড়ন]। উপসর্গ। ৫। বাঙ্গালা বিভক্তিবিশেষ (প্রাচীন বাঙ্গালায় করুক+আ=করুকা ; অসমা-ক্রি—চিন্তিআ ; মৈথিলী বাঙ্গালায় কথার মাত্রা—নয়না, কহলা ; আধুনিক বাঙ্গালায়—দোলনা, খেলনা ; বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ করিতে—করা, খাওয়া, দেখা৹ ইত্যাদি)। ৬। বাঙ্গালা প্রত্যয়বিশেষ (স্বার্থে—গোয়ালা ;

সাদৃশ্যার্থে—(জামার) হাতা; সম্বন্ধার্থে—ঘরোয়া; জাতার্থে—পানা; বৃহদর্থে—হাঁড়া; অবজ্ঞায় বা অতিপরিচয়ে—পটলা; বিশিষ্টার্থে—লোণা; বিশেষণে—আধা)। অব্য।

আঅর, আওর—আর। বাং প্র। অব্য।

আই—১। মাতা; মাতামহী, দিদিমা, মাতার মাতা; যে কোন মহিলা; প্রভু, মালিক। 'আর্য্যিকা'-শব্দজ। বি। ২। নিন্দার্থক, ধিক্, ছিঃ; আহা মরি; ও কি ('আই-আই পড়্যাছে রূপে কাজরের শোভা'—চণ্ডীদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। ৩। পরমায়ু। 'আয়ুঃ'-শব্দজ। বি। ৪। আয়। গ্রাম্য ক্রি। ৫। বাঙ্গালা প্রত্যয় (স্নেহ অর্থে—মাধাই; তদ্ভাব অর্থে—থাড়াই; ক্রিয়াবাচক অর্থে—যাচাই; বস্তু অর্থে—মিঠাই; সম্বন্ধবাচক অর্থে—ঘরাই প্রভৃতি)।

আইও, আইয়ো—এয়োতী বা এয়ো-নারী, সধবা রমণী। 'আয়ুষ্মতী'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

আইচ—আচফুল; আচফুলের গাছ; কায়স্থদের উপাধিবিশেষ। 'আদিত্য'-শব্দজ। বি।

আইজ—আজ, অদ্য। প্রাদে। অব্য।

আইটোটা—পুরীধামের উদ্যানবিশেষ (ইহা গুণ্ডিচা বাড়ীর সন্নিকটে অবস্থিত)। বি।

আইঠা—উচ্ছিষ্ট। প্রাদে। বিণ।

আইড়, আড়—১। আলি, বাঁধ, ক্ষেত্রের সীমাচিহ্ন; একপ্রকার মৎস্য, আড়মাছ; অন্তরাল; পার্শ্ব। বি। ২। বক্র, বাঁকা; কাৎ। গ্রাম্য। বিণ।

আইডা—উচ্ছিষ্ট, এঁটো। প্রাদে। বিণ।

আইঢাই—১। অস্থির, ব্যাকুল। বিণ। ২। অস্থিরভাব, ছট্‌ফট্। বাং প্র। বি।

আইন—নিয়মকানুন, শাস্ত্রবিধি বা রাজবিধি, ব্যবহারতত্ত্ব। আর্বী। বি। [আর্বী। বি।

আইনকানুন—বিধিব্যবস্থা, ব্যবহারশাস্ত্র।

আইনজীবী (-জীবিন্)—ব্যবহারাজীব, আইনব্যবসায়ী, আইনব্যবসায় দ্বারা যাঁহারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টার প্রভৃতি। উপতৎ; আইন—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বিনী।

আইনজ্ঞ—ব্যবহারতত্ত্ববিৎ, আইনে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন। উপতৎ; আইন—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

আইনতঃ (-তস্), **-নত**—আইন অনুযায়ী। আইন+তস্। অব্য।

আইন-পেশা—ওকালতী, আইন-ব্যবসায়। আইনবিষয়ক পেশা, মধ্যপ কর্ম্মধা। ফার্সী। বি।

আইনবাজ—আইনবিশারদ, ব্যবহারতত্ত্ববিৎ। আইন+বাজ জ্ঞাতার্থে। ফার্সী। বিণ।

আইনব্যবসায়ী (-য়িন্)—ব্যবহারাজীব, আইনজীবী, উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার প্রভৃতি। আইনের ব্যবসায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —য়িনী।

আইনমত—আইন অনুযায়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আইন-মাফিক—বিধিসঙ্গত; আইন অনুসারে। ফার্সী। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আইনসঙ্গ(ংগ)ত, -সম্মত—বিধিসঙ্গত, আইনানুযায়ী। আইন (ফার্সী শব্দ) দ্বারা সঙ্গত, সম্মত, ৩য়াতৎ। বিণ।

আইন-সচিব—আইন-বিষয়ক-মন্ত্রণাদাতা (law-member). আইনের (ফার্সী শব্দ) সচিব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আইনা, আয়না—কাচ; আর্সী। ফার্সী 'আইনাহ্'-শব্দজ। বি।

আইনানুগ—আইনসঙ্গত, বৈধ (lawful). আইনের (ফার্সী) অনুগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আইন্দা—১। ভবিষ্যৎ। বি। ২। আগামী। বিণ। ৩। ভবিষ্যতে, পুনরায়। ফার্সী 'আএন্দা'-শব্দজ। অব্য, ক্রি-বিণ।

আইবড়, -বুড়ো—অপরিণীত, অবিবাহিত, যাহার বিবাহ হয় নাই এমন। 'আয়ুর্ব্বৃদ্ধ' অথবা 'অব্যূঢ়'-শব্দজ। বিণ। **আইবুড়ো পথ বদলান**—বিবাহ করিবার জন্য যে পথে যাওয়া হয় সে পথ ছাড়া অন্য পথ দিয়া ফিরিয়া আসা; কোন প্রচলিত ধারার পরিবর্ত্তন করা।

আইবড়-ভাত—অব্যূঢ়ান্ন (তাহা দ্রঃ)।

আইমঙ্গ(ংগ)ল—আইহাঁড়ি (তাহা দ্রঃ)।

আইমা—১। মাতামহী, মাতার মাতা, দিদিমা। 'আর্য্যমাতা'-শব্দজ। বি। ২। লজ্জাবিস্ময়াদিসূচক শব্দ ("আইমা এলাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে"—ভারতচন্দ্র)। অব্য।

আইয়াম—সময়। আর্বী। বি।

আইরি—অড়হর। প্রাদে। বি।

আইল—১। আলি, ক্ষেত্রের সীমা। 'আলবাল'-শব্দজ। বি। ২। উপস্থিত হইল। 'আসিল'-শব্দজ। ক্রি। [ক্রি।

আইলা—আসিল, আসিলে। প্রাঃ কবিপ্র।

আইলাম—আসিলাম। কবিপ্র। প্রাদে। ক্রি; [বৈষ্ণবসাহিত্যে 'আইলাঙ'; ব্রজবুলিতে 'আইলুঁ'; পশ্চিমবঙ্গে 'আইনু', সংক্ষেপে 'এনু'; প্রাচীন বাঙ্গালায় 'আইনড়ি'। মধ্যম পুরুষের রূপ—'আইলেন, আইলে, আইলি']।

আইশাশ—শ্বশ্রূর জননী, শাশুড়ীর মাতা। 'আর্য্যশ্বশ্রূ'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

আইস—আগমন কর, এস। বাং ক্রি।

আইসন—আগমন। প্রাদে। বি।

আইসে—আসে; আছে; হয়। বাং ক্রি।

আইহ—আইয়ো, সধবা রমণী। প্রাদে। বি।

আইহাঁড়ি—আইমঙ্গল হাঁড়ি, বিবাহকার্য্যে ব্যবহৃত একপ্রকার মাঙ্গলিক ছোট ছোট হাঁড়ি, আট হাঁড়ি, আয়ুর মঙ্গলজনক আটটী হাঁড়ি। (মেয়েলী কথায় আইমুংলি হাঁড়ি)। বাং প্র। বি।

আউ—১। আয়ুঃ; জন্ম। প্রাচীন গ্রাম্য বাঙ্গালা। বি। ২। বিস্ময়ক্লেশাদিসূচক শব্দ; আর, ইহার অধিক। বাং প্র। অব্য।

আউওল, আওল—প্রথম; প্রথমশ্রেণীর, সর্ব্বোৎকৃষ্ট; যাহাতে সর্ব্ববিধ শস্যই উৎপন্ন হয় এরূপ ('—জমি')। আর্বী। বিণ।

আউচালি—উতলা, অধীর, অশান্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আউজান, আওজান—অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করা, বেশী করিয়া যোগাইয়া দেওয়া; লাগাইয়া দেওয়া, (কপাটাদি) ভেজাইয়া দেওয়া। প্রাদে। ক্রি।

আউট, ঔট—উত্তীর্ণ, বাহির, সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ; ফাজিল, ডেঁপো। ইং out. বিণ।

আউটান, আওটান—আলোড়িত করা, কাঠি দিয়া নাড়িয়া দেওয়া; কাঠি দিয়া নাড়িয়া দুধ জ্বাল দেওয়া। 'আ—বৃৎ'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

আউড়—১। বিচালি, খড়ের আঁটি। প্রাদে। বি। ২। আড়, বাঁকা। 'আবৃত্ত'-শব্দজ। বিণ।

আউড়ি—১। ধানের ছোট গোলা; সূতিকাগৃহের অগ্নি। প্রাদে। বি। ২। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, ফিরিয়া। গ্রাম্য। 'আবৃত্তি'-শব্দজ। অস-ক্রি।

আউড়ে—আচ্ছাদনশূন্য (শয্যাদি)। প্রাদে। বিণ। [প্রাদে। বিণ।

আউঢাউ—আইঢাই; হাবুডুবু। কবিপ্র;

আউতি—আসা, আগমন। প্রাদে। বি।

আউতি-যাউতি—যাতায়াত, গমনাগমন। প্রাদে। বি।

আউদড়, আউদর, আদুড়—অসংবদ্ধ, শিথিল, আলুথা, আলুলায়িত, আলুথালু ('আউদর কেশে ধায় বসন না রহে গায়"—বাসুদেব ঘোষ); উন্মুক্ত, খোলা। প্রাঃ কবিপ্র। 'অদৃঢ়'-শব্দজ। বিণ।

আউন্স—পরিমাণবিশেষ, প্রায় অর্দ্ধছটাক। ইং ounce. বি।

আউপাতালি—আতালিপাতালি; ছিঁচকাঁদুনে, যে সহজেই অধীর হয় এরূপ। প্রাদে। ক্রি-বিণ, অথবা বিণ।

আউমাউ—হাঁউ মাউ, দুঃখক্লেশাদিজনক অব্যক্ত ধ্বনি, উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি। প্রাদে। অব্য।

আউয়াছিয়া—নিন্দা লজ্জা ঘৃণা ইত্যাদিসূচক উক্তি। প্রাদে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আউয়াল—অতি উৎকৃষ্ট; প্রথম শ্রেণীর। আর্বী। বিণ।

আউর—১। অপর, অন্য, আর। হিন্দী-

মূলক। বিণ। ২। বিচালি, খড়। প্রাদে। বি। [বি।

আউরৎ, আওরৎ—স্ত্রীলোক। আর্বী।

আউরান—টাটান, আঘাতহেতু ব্যথা হওয়া, ফুলিয়া ব্যথা হওয়া। বাং ক্রি।

আউল—১। মহাত্মা আউলচাঁদ-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ (বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ)। আর্বীমূলক। বি। ২। অস্থির; অত্যন্ত চঞ্চল; উচ্ছৃঙ্খল। 'আকুল'-শব্দজ। বিণ।

আউলঝাউল—এলোমেলো। প্রাদে। বিণ।

আউলান—অস্থিরকরণ বা হওয়া; উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তোলা; আলুথালু হওয়া বা করা; শৃঙ্খলাশূন্য করিয়া তোলা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আউলিয়া, আউলী—১। আউল সম্প্রদায়ভুক্ত; উচ্ছৃঙ্খল; ব্যাকুল; হতবুদ্ধি; পাগল। আউল+ইয়া, ঈ। বিণ। ২। দেববিগ্রহের সেবাকারী। প্রাঃ বাং। বি।

আউলী—১। অধীর; বিশৃঙ্খল। বিণ। ২। শৃঙ্খলাহীনতা, বিশৃঙ্খলা। প্রাদে। বি।

আউশ—একজাতীয় ধান্য (বর্ষাকালের অন্তে এই ধান্য পাকে)। 'আশু'-শব্দজ। বি।

আএন্দা—'আইন্দা' (সকল অর্থে)।

আএব—ত্রুটি, অপরাধ। আর্বী 'অইব্'-শব্দজ। বি।

আএমা—আয়মা, পুরস্কারস্বরূপ নিষ্কর বা স্বল্পকর জমি। আর্বী। বি।

আএমাদার—আয়মাজমির অধিকারী। আএমা+দার অধিকারী অর্থে। বি।

আও—আগমন কর, এস; আসে। প্রাঃ কবিপ্র। হিন্দী। ক্রি। (**আওই**—আসে; **আওত**—এস, আসিতেছে; **আওনু, আওলুঁ**—আসিলাম; **আওব**—আসিবে; **আওয়ে**—আসে; **আওল**—আসিল; **আওলি**—আসিলি)।

আওজন—বন্ধকরণ, আটক করণ। 'আবজান'-শব্দজ। বি।

আওজান—'আউজান' দ্রঃ।

আওটন—তরল পদার্থ ঘাঁটা; ধাতুদ্রব্যের মিশ্রণ; তরল পদার্থ গাঢ় করণ। 'আবর্তন'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

আওটান—'আউটান' দ্রঃ।

আওড়—ঘূর্ণাবর্ত্ত, জলের পাক। 'আবর্ত্ত'-শব্দজ। বি।

আওড়ান—আবৃত্তি করা, বার বার পাঠ করা; অর্থ না বুঝিয়া তাড়াতাড়ি পড়িয়া যাওয়া; কোন বিষয় মুখস্থ বলিয়া যাওয়া। 'আবৃত্তি'-শব্দজ। বাং ক্রি।

আওত—এস ("আওত গোপত বেশ উতারিয়া"—শ্যামদাস); আসিতেছে ("দূরেতে আওত নাগর রায়"—শেখর)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আওতা—১। আতপরহিত ('—স্থান')। বিণ। ২। ছায়া; বৃহৎ বৃক্ষাদির অন্তরাল; আশ্রয়। 'আবৃত'-শব্দজ। বি।

আওতান—মুষড়িয়া যাওয়া, শুকাইয়া যাওয়া। প্রাদে। ক্রি।

আওভাও—অভ্যর্থনা, সমাদরে গ্রহণ। 'আহ্বান'-শব্দজ। বি।

আওয়া—নাকের রোগ, নাকের মধ্যের ঘা, নাসা। প্রাদে। বি।

আওয়াই—জনরব। বাং। বি। [বি।

আওয়াজ—শব্দ, রব, ধ্বনি, স্বর। ফার্সী।

আওয়াড়ি(ড়ী), আওয়ারি(রী)—বাড়ী, গৃহ। ফার্সী 'আওয়ারা'-শব্দজ। বি।

আওয়াস—গৃহ, ঘর, বাড়ী, থাকিবার জায়গা। 'আবাস'-শব্দজ। বি।

আওরৎ—'আউরৎ' দ্রঃ।

আওরান—টাটাইয়া উঠা, (ব্রণাদি হইবার পূর্ব্বে) শরীরের অংশবিশেষ বেদনাযুক্ত বা স্ফীত হইয়া উঠা; (জলাদি) বিক্ষোভিত করা। বাং ক্রি।

আওল—১। আসিল, উপস্থিত হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ২। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রথমশ্রেণীর। বৈদে। বিণ। ৩। অপরিষ্কৃত স্থান; বন; জঙ্গল; ভিজা নীচু জায়গা। প্রাদে। বি।

আওলা—১। বন, জঙ্গল; আওল। বি। ২। এলোমেলো। প্রাদে। বিণ।

আওলাৎ—১। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি; বাগান; ফলকর বৃক্ষাদি; বেড়বাগিচা; জোতজমা। বি। ২। অধীন; অন্তর্ভুক্ত। আর্বী। বিণ।

আওলাদ—বংশধর, সন্তান। আর্বী। বি।

আওলিয়া—দেবদূত; ফকির; উদাসীন। আর্বী 'বলি'-শব্দজ। বি।

আওসৎ—বড় জমিদারীর অধীন খাজনা-করা জমিজমা। আর্বী। বি।

আওসৎ-তালুক—বড় তালুকের অধীন ছোট তালুক। আর্বী। বি।

আওসৎ-হাওয়ালা—হাওয়ালার অধীন জমিদারী। আর্বী। বি।

আওসা—গোরুর একপ্রকার অসুখ, গোরুর খুরের সন্ধিস্থানের ঘা; গোরুর মুখের একপ্রকার রোগ; মহামারী। প্রাদে। বি।

আওসান—(ধান্যাদি) ভিজাইয়া দেওয়া; শুকাইয়া যাওয়া বা দেওয়া। প্রাদে। ক্রি।

আওসানি—গোরুর মুখে আওসা হইলে মুখ ফুলিয়া লালা নির্গত হওয়া। প্রাদে। বি।

আওহাল—হাল, অবস্থা, দশা; সম্পত্তি, বিষয়। আর্বী। বি।

আং—গাত্র, শরীর। 'অঙ্গ'-শব্দজ। বি।

আংগা(ঙ্গা)—গাত্রাবরণ, আংরাখা। হিন্দী। বি।

আংটা, আঙটা—লৌহাদিনির্ম্মিত গোলাকার বস্তু; কপাটাদির কড়া। আংটি, আঙ্‌টি+আ বৃহদর্থে। বি।

আংটি, আঙ্‌টী—ছোট কড়া; অঙ্গুরীয়ক। 'অঙ্গুরী'-শব্দজ। আঙট্+ই, ঈ ক্ষুদ্রার্থে। বি।

আংরা, আঙ্‌রা—কয়লা। 'অঙ্গার'-শব্দজ। বি।

আংরাখা, আঙ্‌রাখা—একপ্রকার জামা। 'অঙ্গরক্ষক'-শব্দজ। বি।

আংশিক—একদেশসম্বন্ধীয়; অংশসম্বন্ধীয়; কিয়ৎপরিমাণ। অংশ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আঃ (আস্)—কোপ বিরক্তি ক্ষোভ আত্মগ্লানি মনঃপীড়া আরাম পীড়া তর্জ্জন ইত্যাদিসূচক শব্দ। আস্+কিপ্, ভাববা। অব্য। **আঃ মলো**—বিরক্তি রোষ ভর্ৎসনা ইত্যাদিসূচক শব্দ।

আঁ—প্রশ্নসূচক, সম্মতিসূচক, ভয়প্রদর্শক, বেশ হইয়াছে—এই অর্থসূচক শব্দ। অব্য।

আঁ-আঁ—ক্রন্দনধ্বনি। বাং। অব্য।

আই-আঁই—ক্রন্দনধ্বনি, বিরক্তি-উৎপাদক কান্না। বাং। অব্য। [শব্দজ। বি।

আঁইশা—সূক্ষ্ম তন্তু; শক্ক। 'অংশু'-

আঁইষ—মৎস্যের শক্ক বা গাত্রের উপরিস্থ ছালের প্রকারভেদ। 'আমিষ'-শব্দজ। বি।

আঁওত, আঁওদ, আঙদ—যে রজ্জু দ্বারা লাঙ্গলদণ্ড জোয়ালের সহিত আবদ্ধ থাকে তাহা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।

আঁওল—গর্ভকোষ, জরায়ু। আর্বী 'হমল্'।

আঁওলা—আমলকী। প্রাদে। বি।

আঁক—চিহ্ন, দাগ; অঙ্ক; সংখ্যা-সংস্থান। 'অঙ্ক'-শব্দজ। বি। **আঁক করা**—ভয়ে বা বিস্ময়ে 'আঁ' এই শব্দমাত্র করিয়া চুপ করা। **আঁক কষা**—গণিতের ফল বাহির করা। **আঁক কাটা**—দাগ করা। **আঁক ধরা**—কাল দাগ পড়া। **আঁক রাখা**—সংখ্যাপাত করা।

আঁকড়ষী—দূরবর্তী স্থান হইতে কোন কিছু টানিয়া আনিবার জন্য লগা বা লগি, আঁকশি। 'আকর্ষী'-শব্দজ। বি।

আঁকড়া—যাহা দ্বারা কোন দ্রব্য ঝুলান যায়; যে গোলাকার বস্তু কোন বস্তুকে ধরিয়া রাখে; বাঙ্গালা 'ক' 'ফ' ইত্যাদি অক্ষরের শীর্ষস্থ বক্রচিহ্ন। 'আকর্ষ'-শব্দজ। বি।

আঁকড়া-আঁকড়ি—জড়াজড়ি; টানাটানি। বাং। বি।

আঁকড়ান—আলিঙ্গন করা; জড়াইয়া ধরা। বাং ক্রি। **আঁকড়ে ধরা**—দুই বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরা বা বদ্ধমুষ্টিতে জোর করিয়া ধরা।

আঁকড়ি—যাহা দ্বারা লতাদি কোন কঠিন পদার্থ আঁকড়াইয়া ধরিয়া উঠে তাহা; বাঙ্গালা 'ক' 'ফ' প্রভৃতি অক্ষরের শীর্ষস্থ বক্র-

চিহ্ন; দন্তাদির অঙ্কুশাকৃতি অগ্রভাগ; আঁকশি। 'আকর্ষী'-শব্দজ। বি।

আঁকবাড়ি—মাপকাঠি; যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহারা যে কাঠিতে দাগ দিয়া হিসাব রাখে; দোকানদারের জিনিসবিক্রয়ের দাগ-দেওয়া কাঠি। আঁকের (চিহ্নের) বাড়ি (লাঠি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

আঁকশলা, -শলী, -সলি—ঢেঁকির মধ্যভেদী যে কাষ্ঠখণ্ড উভয়পার্শ্বস্থ পায়ার উপরে অবস্থিত থাকে তাহা, ঢেঁকির তসীল। 'অক্ষশলাকা'-শব্দজ। বি।

আঁকশি, -শী, -ষি, -ষী, -সি, -সী—কোন বস্তু আপনার নিকট টানিয়া আনিবার জন্য ব্যবহৃত বক্রাগ্র দীর্ঘ দণ্ড; লগা বা লগি; অঙ্কুশ, হস্তিতাড়ন-দণ্ড। 'আকর্ষী'-শব্দজ। বি।

আঁকা—১। চিত্র করা, চিহ্ন করা। 'অন্‌ক্'-ধাতুজ। ক্রি। ২। অঙ্কিত; অঙ্কবিশিষ্ট, যাহাতে দাগ হইয়াছে এরূপ। 'অঙ্কিত'-শব্দজ। ৩। চুঁয়া, রন্ধনকালীন অতিরিক্ত উত্তাপবশতঃ যে দ্রব্য আঁকিয়া বা ধরিয়া গিয়াছে এরূপ, ধরে-যাওয়া। প্রাদে। বিণ।

আঁকাজোঁকা—১। চিত্রবিচিত্র করণ; ছবি আঁকা। বি। ২। চিত্রিত, চিহ্নিত। বাং। বিণ।

আঁকাড়—১। স্তূপ; রাশি; যে পরিমাণ দুই বাহুবেষ্টনের মধ্যে আসে। বি। ২। জড়াইয়া ধরা, আঁকড়িয়া ধরা। আ-পূর্ব্বক 'কাণ্ড'-শব্দজ। বাং ক্রি।

আঁকাড়ি—১। রাশি; বেষ্টন। বি। ২। আঁকড়িয়া ধরিয়া, জড়াইয়া ধরিয়া; দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া। বাং অস-ক্রি।

আঁকান—১। কলঙ্ক ধরান; প্রায় পুড়াইয়া ফেলা; চুঁয়ান; অন্যের দ্বারা অঙ্ক কষাইয়া লওয়া; অপরের দ্বারা চিত্রিত করান; পোড়াইয়া দাগ করান। বাং ক্রি। ২। ধরে-যাওয়া; অপরের দ্বারা অঙ্কিত। আঁকা +আন কর্ম্মবা। বিণ।

আঁকাবাঁকা—ফেরান ঘুরান; বহুস্থানে বক্র। বাঁকা+পূর্ব্বগামী সহচর শব্দ 'আঁকা'। বিণ।

আঁকুড়, আঁকুর—১। প্ররোহ, জবী হইতে নূতন উৎপন্ন উদ্ভিদ্, কলা। 'অঙ্কুর'-শব্দজ। বি। ২। কাঠাদির বোঝা; স্তূপ, রাশি। প্রাদে। বি।

আঁকুড়ি—১। আঁকড়া বা আঁকড়ি। বি। ২। আঁকড়াইয়া ধরিয়া। বাং অস-ক্রি।

আঁকুপাঁকু, -বাঁকু—১। চঞ্চল, ব্যস্ত, অস্থির, ছট্‌ফটে। বিণ। ২। ব্যস্ততা, অস্থিরতা। বাং। বি।

আঁকুর—'আঁকুড়' দ্রঃ।

আঁকুরী—পাঁচ কলাই; ভিজান পাঁচ কলাই (ছোলা, মটর প্রভৃতি)। বাং। বি।

আঁকুশি -শী, -ষি, -ষী, -সি, -সী—আঁকশি (তাহা দ্রঃ)।

আঁকোড়—পীতসার, বাঘ-আঁচড়া, ধলা আঁকড়া, একপ্রকার ওষধি (ইহার সাদা সাদা ছোট ফল হয়)। 'অঙ্কোট'-শব্দজ। বি। [বি।

আঁখ, আঁখি—চক্ষু, নেত্র। 'অক্ষি'-শব্দজ।

আঁখর—অ আ ক খ ইত্যাদি বর্ণ; কীর্ত্তন-গানে প্রযুক্ত অলঙ্কারস্বরূপ অতিরিক্ত কথা। 'অক্ষর'-শব্দজ। বি।

আঁখরিয়া—লেখক; কীর্ত্তনগানে আখর যোজনায় পটু। আঁখর+ইয়া পটু অর্থে। বি বা বিণ।

আঁখি-আড়—চক্ষুর আড়াল, চোখের আড়। আঁখির আড় (<আড়াল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

আঁখিঠার—চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করা, চোখের ইশারা। আঁখি দ্বারা ঠার, ৩য়াতৎ। বি।

আঁখিপালট—চক্ষুর অপসারণ, চোখ পাল-টান; চোখের পাতা ফেলা। আঁখির পালট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

আঁচ—১। উত্তাপ, উষ্ণতা। 'অর্চ্চিঃ'-শব্দজ। ২। অনুমান; আন্দাজ। 'অঞ্চ্'-ধাতুজ। বি।

আঁচড়—নখাদি দ্বারা কোন দ্রব্যে দাগ দেওয়া; চিহ্ন, দাগ; ইশারা; স্বল্পপরীক্ষা; আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রণা হইলে হস্ত দ্বারা মাটি বা গা আঁচড়ান; তাড়াতাড়ি বা হিজিবিজি লেখা; কেশসংস্কার। 'আ-কর্ষণ' (ঈষদর্থে আ+কর্ষণ) হইতে জাত। বি।

আঁচড় কাটা, আঁচড় দেওয়া—রেখাপাত করা; খারাপ অক্ষরে লেখা; তাড়াতাড়ি লেখা; আঁচড়ান। **আঁচড়-কামড়**—নখ ও দাঁত দিয়া বার বার আঘাত। **আঁচড়-পাঁচড়**—মুক্ত হইবার জন্য আকুলি-বিকুলি।

আঁচড়া—ভূমি-কর্ষণের নিমিত্ত বহু লৌহশলা-যুক্ত যন্ত্র, শাণ, বিদে; ক্ষেত্রে সামান্য হলকর্ষণ; আঁচড় কাটিবার যন্ত্র; ছুতারের ব্যবহার্য্য রেখা টানিবার যন্ত্রবিশেষ। প্রাদে। বি।

আঁচড়া-আঁচড়ি—পরস্পর পরস্পরের গায়ে আঁচড়ান। ব্যতিহার বহুব্রী। বাং। বি।

আঁচড়াকুড়—গৃহের আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থান। 'আঁস্তাকুড়'-শব্দজ। বি।

আঁচড়ান—আঁচড় দেওয়া; চিহ্ন দেওয়া, দাগ কাটা; নখ দিয়া চিরিয়া দেওয়া; চিরুণী দ্বারা চুল পরিষ্কার করা; আঁচড়া দিয়া মাটি খুঁড়া। বাং ক্রি।

আঁচড়াপড়া—নেই-আঁকড়া, যে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে এরূপ। প্রাদে। বিণ।

আঁচমন—ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য মন্ত্রপাঠ করিয়া বিধিমত জলগ্রহণ; আহারের পর বিধিমত হাত-মুখ ধৌতকরণ। 'আচমন'-শব্দজ। বি।

আঁচমনীয়—১। যে দ্রব্য খাইলে আঁচমন করিতে হয় তাহা। বি। ২। আচমনের যোগ্য। 'আচমনীয়'-শব্দজ। বিণ।

আঁচর, আঁচোর—বস্ত্রের প্রান্তভাগ, আঁচল। 'অঞ্চল'-শব্দজ। বি।

আঁচল—স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রের প্রান্তভাগ। 'অঞ্চল'-শব্দজ। বি। **আঁচল ধরিয়া বেড়ান**—স্ত্রীলোকের অধীনে চলা; স্ত্রী-লোকের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা।

আঁচলা—দেব-প্রতিমাদির সাজ; কাপড়ের ছিলা বা ছিলার অতিরিক্ত অংশ। আঁচল+আ সদৃশার্থে। বি।

আঁচা—আঁকা, ধরিয়া যাওয়া, চুঁইয়া যাওয়া; আন্দাজ করা, অনুমান করা; কল্পনা করা। 'অন্চ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

আঁচা-আঁচি—পরস্পরকৃত অনুমান বা আলোচনা; পরস্পরের মনোভাব জানিবার ইচ্ছা। ব্যতিহার বহুব্রী। বাং। বি।

আঁচান—১। ভোজনানন্তর হস্তমুখপ্রক্ষালন; প্রারব্ধ কার্য্যের সমাপন ('না আঁচালে বিশ্বাস নাই')। 'আচমন'-শব্দজ। বি বা ক্রি। ২। চুঁয়াইয়া দেওয়া। বাং ক্রি।

আঁচি—জননাশৌচ; নারিকেলের মালা। প্রাদে। বি।

আঁচিল, আঁচীল—উপমাংসরোগবিশেষ, শরীরোপরি জাত ব্যথাহীন ক্ষুদ্র ব্রণাকার মাংসপিণ্ড। 'চর্ম্মকীল'-শব্দজ। বি।

আঁচোট—পতিত; আ-চষা ('—জমি')। প্রাদে। বিণ। [বি।

আঁজন—কজ্জল, কাজল। 'অঞ্জন'-শব্দজ।

আঁজনাই—চক্ষুর পাতার প্রদাহরূপ রোগ-বিশেষ, আঁজিনা; জেঠি। 'অঞ্জনা' বা 'অঞ্জ-নিকা'-শব্দজ। বি। [বি।

আঁজল—আঁজলা, করপুট। 'অঞ্জলি'-শব্দজ।

আঁজল-পাঁজল—১। আলোড়িত; বিপর্য্যস্ত। বিণ। ২। অস্থিপঞ্জরের বন্ধনের শৈথিল্য। প্রাদে। বি।

আঁজলা—যুক্তকরদ্বয়, করপুট। আঁজল+আ স্বার্থে। বি।

আঁজি—ডোরা, রেখা; কাপড়ের ধারের সূত্ররেখা; খণ্ড; জমি প্রভৃতির খণ্ড; পাতলা প্রলেপ। বাং। বি। **আঁজি ক খ পড়া**—বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করা; কোন কাজে শিক্ষানবিশী করিতে আরম্ভ করা।

আঁজি দেওয়া, ধরান—চূণ, সুরকি, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি দ্বারা ইট-পাথরাদির জোড়ের মুখ বন্ধ করা; থড়া মারা।

আঁজিপুঁজি, আঁজুপাঁজু—কালীপূজার রাত্রে পাঁকাটি জ্বালিয়া রাস্তায় ও উঠানে বালকদের একপ্রকার আমোদজনক খেলা। বাং। বি। ['অঞ্জলি'-শব্দজ। বিণ।

আঁজুল—অঞ্জলি-পরিমাণ; সামান্যপরিমাণ।

আঁট—১। খাট, ছোট, যাহা ঢিলে বা

আলগা নয় এরূপ, কষা। বিণ। ২। দৃঢ়তা; হাতটান; যত্ন; মনোযোগ; উদ্যম; আড়ম্বর; ঘটা, সমারোহ; হাট; চটি। বাং 'আঁট্' (<গ্রন্থি)-ধাতুজ। বি।

আঁটকুড়—১। আঁস্তাকুড়, আঁদাড়। বি। ২। আঁটকুড়া, নির্ব্বংশ। আঁট (সং আত্ত =গৃহীত) কুড় (=সং কুল) যাহার, বহুব্রী (যাহার বংশ কাল দ্বারা গৃহীত হইয়াছে)। বিণ।

আঁটকুড়া, -কুড়ো—নিঃসন্তান, সন্তানহীন, নির্ব্বংশ। আঁটকুড়(২)+আ স্বার্থে। বি; পুং বা বিণ।

আঁটকুড়ি, -কুড়ী—নিঃসন্তানা রমণী, পুত্রকন্যাহীনা নারী; যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত নাই এরূপ। আঁটকুড়, -কুড়া+ই, ঈ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

আঁটন—কসিয়া বাঁধন, শক্তরূপে কসন, বন্ধন, দৃঢ়করণ। 'আঁট্'-ধাতুজ। বি।

আঁটনি, আঁটুনি—আড়ম্বর, ঘটা, সমারোহ; যুক্তির বন্ধন; দৃঢ়তা; কষুনি, কসিয়া বাঁধা ('বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো')। আঁট্ +অনি, উনি ভাববা। বি।

আঁটসাট—দৃঢ়তা; কষাকষি; মনোযোগ; প্রযত্ন। আঁট+সহচর শব্দ সাট। বি।

আঁটা—১। দৃঢ়রূপে লগ্ন, যাহা সহজে পৃথক্ করা যায় না এরূপ। আঁট্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। টানিয়া বাঁধা, শক্ত করিয়া বাঁধা; লাগাইয়া দেওয়া; জুড়িয়া দেওয়া; সঙ্কুলান হওয়া; পাল্লা দেওয়া, সমকক্ষতা করা। বাং ক্রি।

আঁটা-আঁটি—বাঁধাবাঁধি, অলঙ্ঘ্য নিয়ম, দৃঢ় অনুশাসন; পরস্পর প্রতিযোগিতা; পরস্পর ভালবাসা। ব্যতিহার বহুব্রী। বাং। বি।

আঁটান—সঙ্কুলান করা; সমকক্ষ করিয়া তোলা; কোন জিনিস পাত্রে ধরাইয়া দেওয়া। বাং ক্রি।

আঁটাল—শক্ত, দৃঢ়, কঠিন; আঠাযুক্ত; দৃঢ়চিত্ত, সাহসী; অত্যন্ত হিসাবী; ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। আঁট+আল। বিণ।

আঁটি—১। বীজ। 'অষ্টি'-শব্দজ। ২। তৃণাদির কিয়ৎপরিমিত মুষ্টি, তাড়া, তড়পা, গোছা (যেমন—এক আঁটি খড়)। বাং। বি। ৩। শক্ত হইয়া, সমকক্ষ হইয়া; জুড়িয়া; মুখবন্ধ করিয়া; পারিয়া উঠিয়া; ভর্ৎসনা করিয়া; মিলিত হইয়া। 'আঁটিয়া' ক্রিয়ার সংক্ষেপ। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

আঁটিসাঁটি, -সুঁটি—কষাকষি; হাতটান; আপনার স্বার্থ বুঝিয়া লইতে কড়াকড়ি। বাং। বি।

আঁটু—হাঁটু, জানু। প্রাদে। বি।

আঁটুনিয়া, আঁটুনে, আঁটুন্যা—দৃঢ়চিত্ত, সাহসী; শক্ত, কঠিন; মিতব্যয়ী; কৃপণ। আঁটন+ইয়া, এ, যা করে অর্থে। বিণ।

আঁটুবাঁটু—১। কোন কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইলেও তাহার জন্য উদ্যম, প্রচেষ্টা, অত্যধিক যত্ন। বি। ২। শক্ত, কঠিন। বাং। বিণ।

আঁটুল-বাঁটুল—শিশুদের খেলা। বাং। বি।

আঁটুলি, -লী, এঁটুলি—চর্ম্মকীট, গোরু কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর গাত্রসংলগ্ন একপ্রকার কীট। যে আঁটিয়া থাকে, এই অর্থে আঁট+উলি, লী কর্ত্তৃবা; ৩য় পক্ষ ১ম পক্ষের প্রাদে রূপ। বি।

আঁঠু—হাঁটু, জানু। প্রাদে। বি।

আঁড়া—ষাঁড়া, বন্ধ্যা, ফলফুলহীন। প্রাদে। [বিণ।

আঁড়িয়া—১। বৃষ, এঁড়ে গরু। বি। ২। এঁড়ে ('—বাছুর')। আঁড় (<অণ্ড =অণ্ডকোষ)+ইয়া আছে অর্থে। বিণ। ৩। মাতা অন্তঃসত্ত্বা হইলে স্তন্যাভাবে শিশুর কৃশতা রোগ; উক্ত কারণে কৃশ শিশু। প্রাদে। বি। **আঁড়িয়া লাগা, এঁড়ে লাগা**—শিশুর স্তন্যপানকালের মধ্যে যদি মাতা অন্তঃসত্ত্বা হন, তাহা হইলে স্তনদুগ্ধাভাবে শিশু যখন দুর্ব্বল হয় তখন তাহাকে আঁড়িয়া লাগা বা এঁড়ে লাগা বলে।

আঁড়ুল-বাঁড়ুল—গা-বমিবমি, বমনেচ্ছা। প্রাদে। বি।

আঁত, আঁৎ—নাড়িভুঁড়ি; উদর, জঠর, পেট; গর্ভ; মর্ম্মস্থান; আপনি, স্বয়ং; অন্তর; আত্মা। 'অন্ত্র' বা 'আত্মন্'-শব্দজ। বি। **আঁত উঠা**—অত্যধিক বমনেচ্ছা হওয়া। **আঁত খালি হওয়া**—পেটে ভাত না থাকা। **আঁত পড়া, বসা**—পেট খালি হওয়া; অত্যধিক ক্ষুধা হেতু পেট নামিয়া খোলে পড়া। **আঁত-মরা**—নাড়ীমরা; দীর্ঘকাল ধরিয়া অল্পাহার করিতে করিতে যাহার নাড়ী শীর্ণ হইয়া ক্ষুধার তেজ কমিয়া গিয়াছে এমন। **আঁতে আঁতে**—মর্ম্মে মর্ম্মে; গোপনে; শঠে শঠে। **আঁতে ঘা দেওয়া**—মর্ম্মস্থানে আঘাত দেওয়া, মর্ম্মভেদী কথা বলা। **আঁতের টান**—রক্তের টান; নাড়ীর টান; সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক মমতা।

আঁত(ৎ)কান—ভীত হইয়া উঠা, ভয়ে চমকান, ডরান, ভয় করা। 'আ-তন্ক্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। **আঁৎকে উঠা**—চমকাইয়া উঠা; হঠাৎ ভয়ে শব্দ করিয়া উঠা।

আঁতড়ি(ড়ী), আঁতুড়ী—নাড়িভুঁড়ি, অন্ত্রসমূহ; (সদৃশার্থে) পেটা সূতা বা কাপড়ের পাড়। 'অন্ত্র'-শব্দজ। বি।

আঁতপুত—পিতাপুত্র। আঁত (<আত্মন্) ও পুত (<পুত্র), দ্বন্দ্ব। বি। [বাং। বিণ।

আঁত(ৎ)মোড়া—ছাগলবেঁটে; মেড়াশিঙ্গে।

আঁতর—ব্যবধান, তফাৎ; ক্ষেত্রে লাঙ্গলের সীরালি জমি; চাষের সময় অকর্ষিত জমি। 'অন্তর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আঁতরাস—কুমারের পোয়ানের জ্বালকাষ্ঠবিশেষ। প্রাদে। বি।

আঁতাত—পরস্পর সম্প্রীতিবিশিষ্ট একাধিক রাষ্ট্র; একাধিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্প্রীতি (entente). বি।

আঁতি, -তী—ফলের মধ্যস্থ বীজসমেত অংশ, বুকো। আঁত (<অন্ত্র=অভ্যন্তরস্থ কোমলাংশ)+ই, ঈ আছে অর্থে। বি।

আঁতিপাঁতি—বিছানার মাথার দিক্ ও পায়ের দিক্; সর্ব্বত্র। বাং। অব্য; ক্রি-বিণ।

আঁতুড়—সূতিকাগৃহ, নবপ্রসূতির আবাস। 'আতুর'-শব্দজ। বি। **আঁতুড়ে ছেলে**—সদ্যঃপ্রসূত সন্তান। **আঁতুড়ে খোকা**—নিতান্ত শিশু (বিদ্রূপচ্ছলে)।

আঁতুড়ি, -তুড়ী—১। আঁতুড়ের আগুন, সূতিকাঘরের অগ্নিকুণ্ড। বাং। বি। ২। আঁতড়ি (তাহা দ্রঃ)।

আঁদরসা, -দসা—গুড়পিঠাবিশেষ; গুড়ে জ্বাল দেওয়া একপ্রকার চালের পিঠা। প্রাদে। বি। [বাং। বি।

আঁদাড়-পাঁদাড়—অপরিষ্কৃত স্থান সকল।

আঁদি—১। মূল; গোড়া; কেন্দ্র; সর্দ্দার। 'আদি'-শব্দজ। বি। ২। অন্ধকার; ঘূর্ণিঝড়; পাকজল; লুকোচুরি খেলায় যাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। 'অন্ধিকা'-শব্দজ। বি।

আঁদিসাঁদি—কোণা-কাণাচ, ফাঁক; কোণ; শ্রেণীবদ্ধতা, শৃঙ্খলা। 'অন্ধিসন্ধি'-শব্দজ। বি।

আঁধল—১। অন্ধ; অদোষদর্শী; প্রেমান্ধ। বি বা বিণ। ২। অন্ধ করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আঁধলা—যাহার চক্ষুঃ নাই এরূপ, দৃষ্টিহীন। (সংস্কৃত 'অন্ধ'>) হিন্দী-'অন্ধলা' শব্দজ। বিণ।

আঁধা—দৃষ্টিশক্তিহীন। 'অন্ধ'-শব্দজ। বিণ।

আঁধায়ল—অন্ধকার করিল; অন্ধ করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। (**আঁধায়লু**—অন্ধ করিলাম)।

আঁধার—১। অন্ধকার, তিমির, তমঃ। বি। ২। অন্ধকারময়; শূন্য; বিষণ্ণ; গম্ভীর। 'অন্ধকার'-শব্দজ। বিণ। **আঁধার-মাণিক**—যে মাণিকের আলো অন্ধকারেই ভাল জ্বলে। **আঁধার ঘরের মাণিক**—মাণিক যেরূপ অন্ধকার গৃহ আলোকিত করে, সেইরূপ প্রিয় বস্তু বা প্রার্থনার ধন। **আঁধারে ঢিল ছোঁড়া**—আন্দাজে কিছু করা বা বলা। **আঁধারের বাতি**—হৃদয়ের আনন্দকর বস্তু; যাহাকে দেখিলে অন্তরে অতিশয় আনন্দ হয় এরূপ ব্যক্তি।

আঁধারি—১। অস্পষ্ট অন্ধকার; খড়ের চালে মটকার নীচের খড়; তক্তা জুড়িবার জন্ত দ্বিসূচ্যগ্র পেরেক। বি। ২। অন্ধকারময়, কৃষ্ণ ('—পক্ষ')। বিণ। ৩। অন্ধকার করিয়া ("দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণপ্রভা-দানে"—মাইকেল)। কবিপ্র। অস-ক্রি।

আঁধারে—যে লণ্ঠনের তিনপাশ এরূপভাবে ঢাকা যে তাহা দিয়া আলোকের জ্যোতিঃ বাহির হয় না এবং যাহার চতুর্থ পার্শ্বটিও ইচ্ছামত আবৃত করিয়া লণ্ঠনের আলোক-নিঃসরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায়। আঁধার +এ (<ইয়া)। বি।

আঁধি, -ধী—প্রবল ঝড়, যে ঝড় উঠিয়া চারিদিক্ ধূলিময় করিয়া দেয়; চোরাই মাল গচ্ছিত-কর্ত্তা, যে চোরাই মাল নিজের কাছে রাখে; লুকোচুরি খেলায় যাহার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাং। বি।

আঁধিয়ার, -য়ারা—আঁধার, অন্ধকারময় ("দশদিশ সবহুঁ ভেল আঁধিয়ারা"—শেখর)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আঁধিসাঁধি—আঁদিসাঁদি (তাহা দ্রঃ)।

আঁধু—ধূম হইতে উৎপন্ন ঝুল। বাং প্র। বি।

আঁধুয়া, এঁধো—১। জঙ্গলাবৃত পুষ্করিণী। বি। ২। অন্ধকারময়; জঙ্গলময়; স্যাঁৎসেতে। 'অন্ধক'-শব্দজ। বিণ।

আঁধুল—অতিশয় ময়লা; খুব কালো; অন্ধকারময়। গ্রাম্য। বিণ।

আঁধুলন্যাতা—খুব ময়লা বস্ত্রখণ্ড, রান্নাঘরের ময়লা কাপড়ের টুকরা। গ্রাম্য। বি।

আঁবুই—ভ্রাতা কিংবা ভগিনীর শাশুড়ী। প্রাদে। বি; স্ত্রী। পুং—তালুই।

আঁশ, -স—আম্রাদি ফলের অন্তরস্থ সূক্ষ্ম তন্তু বা চোঁচ; কাপড়ের উপরের অংশু বা সূত্রবৎ পদার্থ; মৎস্যাদির শল্ক বা ছাল। 'অংশু'-শব্দজ। বি।

আঁশান—ঈষৎ শুষ্ককরণ; আঁশ তোলা। [বাং ক্রি।

আঁশাল—আঁশযুক্ত। 'অংশুল'-শব্দজ। বিণ।

আঁষ, -ইষ—১। আমিষ; শল্ক। বি। ২। আমিষসংক্রান্ত। 'আমিষ'-শব্দজ। বিণ।

আঁষজল—মাছ-ধোওয়া জল; যে জলে মাছ জীয়ান থাকে। আঁষ (২) জল, কর্ম্মধা। বি।

আঁষটিয়া—আমিষযুক্ত; আমিষগন্ধি। আঁষ+টিয়া যুক্তার্থে। বিণ।

আঁষপান্না—সংস্কার-বিশেষ, শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে যে জ্ঞাতিভোজন হয় তাহাতে মাছ খাইয়া নিয়মভঙ্গ করা-রূপ সংস্কার। ৬য়াতৎ। বি।

আঁষফল—আমিষগন্ধি একপ্রকার ছোট ফল (ইহা গোলাকার; দেখিতে অনেকটা লিচুর মত)। আঁষগন্ধি ফল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

আঁষবঁটি—যে বঁটি দ্বারা মাছ কুটা হইয়া থাকে তাহা। আঁষ (২) বঁটি, কর্ম্মধা। বি।

আঁষহাঁড়ি—যে হাঁড়িতে করিয়া মাছ রাঁধা হয় তাহা, যে ভাতের হাঁড়ির সহিত আঁষ তরকারি প্রভৃতির ছোঁওয়াছুঁয়ি করা হয় তাহা। আঁষ (২) হাঁড়ি, কর্ম্মধা। বি।

আঁষহেঁসেল—যে রান্নাঘরে মাছ রাঁধা হয় তাহা, আমিষ-রন্ধনের ঘর। আঁষ (২) হেঁসেল, কর্ম্মধা। বি।

আঁষ্টে, -ইষ্ট্যা—আমিষযুক্ত; আমিষগন্ধবিশিষ্ট। আঁষ (আমিষ) + টে (<টিয়া) যুক্তার্থে; (২য় পক্ষে) আঁইষ (আমিষ) + ট্যা (<টিয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

আঁস্তাকুড়—বাড়ীর যে স্থানে আবর্জ্জনা ফেলা হয়, যে স্থানে হাতমুখ ধোওয়া প্রভৃতি করা হয়, ওঁলাকুড়। 'উচ্ছিষ্টকুল', 'আবর্জ্জনাকুণ্ড' বা 'আচমনকুণ্ড'-শব্দজ। বি।

আঁস্তাকুড়ের পাতা—ময়লাস্থানের পাতা; নীচ লোক। **আঁস্তাকুড়ের পাতা স্বর্গে যায় না**—নীচ ব্যক্তি উচ্চ মনের পরিচয় দেয় না; নীচ বংশে যাহার জন্ম সে মহৎ কাজ করিতে পারে না।

আঁহাঁ—অসম্মতিসূচক শব্দ না। বাং। অব্য।

আহাঁ-হাঁ—নিষেধসূচক ও আসন্ন বিপৎপাতের আশঙ্কাসূচক শব্দ। বাং। অব্য।

আক, -খ—সুমিষ্ট তৃণকাণ্ড, ইক্ষু। 'ইক্ষু'-শব্দজ। বি।

আককাটা—চাষা, অভদ্র, ইতর; নীরেট মূর্খ; গোঁয়ার। আক কাটে যে, উপতৎ। প্রাদে। বিণ।

আককুটে, -খুটে, আখুটে—উড়নচড়ে, অমিতব্যয়ী, যে জিনিষপত্রের আদৌ যত্ন করে না এরূপ, লক্ষ্মীছাড়া। বাং। বিণ।

আকচ, -জ—শত্রুতা, কলহ, আক্রোশ, বৈরভাব। আর্বী 'আখজ'-শব্দজ। বি।

আকচকান—থতমত খাওয়া। বাং ক্রি।

আকচা-আকচি—পরস্পরের বৈরভাব; পারস্পরিক শত্রুতা। আর্বী 'আখজ'-শব্দমূলক। ব্যতিহার বহুব্রী। বি।

আকচার, -ছার, -সার—হামেশা, প্রায়ই, সদাসর্ব্বদা। আর্বী 'আকসার'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

আকজ—'আকচ' দ্রঃ।

আকড়—কঠিন; দুঃসাধ্য। বাং। বিণ।

আকড়ান—দুই হাত মেলিয়া ধরা। বাং ক্রি।

আকড়িয়া, -ড়ে—মূল্যহীন, বিনাদামের; এককড়া দামের; সামান্য দামের। আ (না, এক) + কড়ি + ইয়া, এ মূল্যার্থে। বিণ।

আক'ড়ে-দোক'ড়ে—দুই হাতে; বিনা বিবেচনায়। বাং। ক্রি-বিণ।

আকণ্ঠ—গলদেশ পর্য্যন্ত। কণ্ঠ পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আকণ্ঠভোজন—গলা পর্য্যন্ত খাওয়া, অপরিমিত ভোজন, অত্যধিক আহার। আকণ্ঠ ভোজন, সুপ্সুপা। বি; ক্লীব।

আকণ্ঠমগ্ন—যাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ডুবিয়াছে এরূপ। আকণ্ঠ মগ্ন, সুপ্সুপা। বিণ।

আকতা—১। খাসি, মুষ্কহীন। বিণ। ২। খাসি ঘোড়া। ফার্সী 'আখ্তা'-শব্দজ। বি।

আকথা—নিন্দা; মন্দ বাক্য; গালাগালি; মরণ প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক কথা। না (মন্দ) কথা, নঞ্তৎ (বাং)। বি।

আক-থু—ওক্কারজনক শব্দ, ঘৃণাসূচক শব্দ; থুতু ফেলার শব্দ। অনুকার শব্দ। অব্য।

আকনাদি—লতাবিশেষ, অবিদ্ধকর্ণীলতা। বাং। বি।

আকনি, আখনি—পোলাও রাঁধিবার জন্য মসলার কাথ। ফার্সী 'য়খ্নী'-শব্দজ। বি।

আকন্দ—অর্কবৃক্ষ। 'অর্কমন্দার'-শব্দজ। বি।

আকপিল—ঈষৎ কপিলবর্ণ, আপিঙ্গল। আ (ঈষৎ) কপিল, প্রাদি। বিণ।

আকপিশ—ঈষৎ কপিলবর্ণ। আ (ঈষৎ) কপিশ, প্রাদি। বিণ।

আকবর—সর্ব্বশক্তিমান, শক্তিশালী; মহত্তর। আর্বী। বিণ। **আল্লাহো আকবর**—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্।

আকবরি, -বরী—সম্রাট্ আকবরের আমলের; আকবর বাদশাহের প্রবর্ত্তিত। আকবর+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আকম্প, -কম্পন—আধুনন, ঈষৎকম্প, অল্প কাঁপা, ঈষৎ বিচলিত হওয়া। আ—কম্প্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

আকম্পিত—ঈষৎকম্পিত, আধুত, অল্পকম্পবিশিষ্ট। আ (ঈষৎ) কম্পিত, প্রাদি। বিণ।

আকম্প্র—ঈষৎকম্পনশীল; কম্পবিশিষ্ট; ভয়হর্ষাদিকৃত-কম্পবিশিষ্ট। আ—কম্প্+র কর্তৃবা। বিণ।

আকর—১। ধাতু প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিস্থান, খনি; উৎপত্তিস্থান; আদি, মূল; আধার, আস্পদ। আ—কৃ+অপ্ অধিবা। ২। সমূহ, নিবহ। বি; পুং। ৩। শ্রেষ্ঠ, প্রধান। আ—কৃ+ঘ অধিবা। বিণ। ৪। আখর, গানে স্বরনৈপুণ্য দেখাইবার জন্য বাক্য যোগ করিয়া আলাপ। বাং প্র। বি। ৫। দ্রব্য-সামগ্রী। ফার্সী। বি।

আকরকরা, -কোরা—একরকম গাছ, একপ্রকার বচ। বাং। বি।

আকরজ—খনিজ, আকর হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; আকর—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

আকরজাত—খনিজ। আকর হইতে জাত, ৫মীতৎ; অথবা, আকরে জাত, ৭মীতৎ। বিণ।

আকরিক—১। খনিজাত ; খনিতে নিযুক্ত। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। খনিখনক, খনক। আকর+ইক জাতার্থে, নিযুক্তার্থে, খনকার্থে। বি ; পুং।

আকরীয়—খনিসম্বন্ধীয়, খনি সং ক্রা ন্ত ; খনিজ। আকর+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আকর্ণ—কর্ণ পর্য্যন্ত। কর্ণ পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। [ভাববা। বি ; ক্লীব।

আকর্ণন—শ্রবণ, শুনা। আ—কর্ণি+অনট্

আকর্ণনীয়—যাহা শুনিতে হইবে এরূপ, শুনিবার যোগ্য। আ—কর্ণি+ অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আকর্ণপূরিত—কর্ণপ্রান্ত পর্য্যন্ত আকৃষ্ট, কানের কাছ পর্য্যন্ত টানা (ধনুগু´ণাদি)। আকর্ণ পূরিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আকর্ণবিশ্রান্ত, -বিস্তৃত—কর্ণপ্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, কাণ পর্য্যন্ত টানা, সুদীর্ঘ, আয়ত। আকর্ণ বিশ্রান্ত, বিস্তৃত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আকর্ণয়িতা (-য়িতৃ)—শ্রবণকারী, শ্রোতা ; শ্রাবক। আ—কর্ণি+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

আকর্ণসন্ধান—কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য করা, ধনুকে শরসংযোগ করিয়া গুণ কাণের কাছ পর্য্যন্ত টানিয়া লক্ষ্য করা। আকর্ণব্যাপী সন্ধান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

আকর্ণিত—শ্রুত, যাহা শুনা গিয়াছে এরূপ, কর্ণগোচর। আ—কর্ণি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আকর্ষ—১। আকর্ষণ ; টানিয়া আনা ; ধনুর্দ্ধরদিগের ধনুর আকর্ষণ ; পাশকক্রীড়া। আ—কৃষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। পাশা ; পাশফলক ; ইন্দ্রিয়। আ—কৃষ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৩। আকর্ষণী, আঁকুশি ; লাউ প্রভৃতির লতার অগ্রভাগের জড়ানিয়া সূত্রবৎ অঙ্গ। আ—কৃষ্+ঘঞ্ করণবা। ৪। অয়স্কান্ত, চুম্বকপাথর। আ—কৃষ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ৫। কষ্টিপাথর। আ—কৃষ্+ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং।

আকর্ষক—১। অয়স্কান্ত, চুম্বকপাথর। বি ; পুং। ২। আকর্ষণকর্ত্তা, আকর্ষণকারী। আ—কৃষ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্ষিকা।

আকর্ষণ—১। টানিয়া আনা, টানিয়া লইয়া যাওয়া ; প্রলোভন ; জড়পদার্থের যে গুণ দ্বারা পরমাণুসমুদায় পরস্পরকে পরস্পরের অভিমুখে আনয়নার্থ বল প্রকাশ করে সেই গুণ বা শক্তি। আ—কৃষ্+অনট্ ভাববা, করণবা। বি ; ক্লীব। ২। বাণ। আ—কৃষ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

আকর্ষণী—১। আঁকুশি। আ—কৃষ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। আকর্ষণকারিণী। আ—কৃষ্+অনট্ কর্ত্তৃবা +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

আকর্ষিক—১। চুম্বকপাথর। বি ; পুং। ২। আকর্ষণকারী। আকর্ষে নিযুক্ত এই অর্থে আকর্ষ+ইক। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আকর্ষিণী—১। আকর্ষণকারিণী। বিণ ; স্ত্রী। ২। আঁকুশী। আকর্ষিন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আকর্ষিত—অন্যদ্বারা যাহাকে আকর্ষণ করান হইয়াছে এরূপ, টানান। আ—কৃষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আকর্ষী (-র্ষিন্)—১। আকর্ষণকারী। বিণ। স্ত্রী,—র্ষিণী। ২। আঁকুশি ; আকর্ষণী শক্তি। আ—কৃষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

আকলন—ইচ্ছা ; আকর্ষণ ; গণন ; সংগ্রহ ; বন্ধন ; ধারণ ; অনুসন্ধান ; জমা (credit). আ—কল+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আকলিত—আকৃষ্ট ; বদ্ধ ; সংকলিত ; গণিত ; বাঞ্ছিত ; গাঁথা ; যাহা জমা আছে এরূপ (credited). আ—কল+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আকল্প—১। বেশ, ভূষা, ভূষণ। আ—কৃপ্+ণিচ্+ঘঞ্ করণবা। ২। উৎকর্ষসাধন, উন্নতি ; পীড়া ; কল্পনা। আ—কৃপ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। পরিকল্পনা, পরিকল্পিত বস্তু, নক্সা ইত্যাদি (design). আ—কৃপ্+ণিচ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং। ৪। কল্পান্ত পর্য্যন্ত, প্রলয়কাল যাবৎ। কল্প পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আকল্পক—উৎকণ্ঠা ; মোহ, অজ্ঞান ; বোধহীনতা ; আগ্রহ ; আনন্দ ; গ্রন্থি। আ—কৃপ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

আকর্ষ—কষ্টিপাথর, নিকষপ্রস্তর। আ—কষ্+ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং।

আকষিক—যে ধাতু কষে, যে কষ্টিপাথরে ধাতুর পরীক্ষা করে। আকষ+ইক তাহার ব্যবহার করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষিকী।

আকসার—প্রায়ই, যখন তখন। আর্বী 'অক্‌সর'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

আকস্মিক—অকস্মাৎ উৎপন্ন, হঠাৎ সংঘটিত ; অচিন্তিতপূর্ব্ব, অপ্রত্যাশিত। অকস্মাৎ +ইক জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আকস্মিকতা—দৈবযোগ ; অ নি শ্চ য় তা (chance). আকস্মিক+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী। [শব্দজ। বি।

আকা, -খা—চুল্লী, উনান। 'অস্তিকা'-

আকাঁড়া—যাহা কাঁড়া হয় নাই এরূপ, সতুষ ('—তণ্ডুল'), অপরিষ্কৃত ('—চাউল'), যাহা ঢেঁকিতে ছাঁটা হয় নাই এরূপ ; যাহার বলের ব্যয় বা অপচয় ঘটে নাই এরূপ ; মহাবল ; নিরেট ; অন্তর্ভেদী ; অপরিমিত ; অমার্জ্জিত ; রূঢ়। নয় কাঁড়া, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আকাঙ্ক্ষ(ংক্ষ)নীয়—অভিলষণীয়, প্রার্থনীয়। আ—কাঙ্ক্ষ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আকাঙ্ক্ষা(ংক্ষা)—ইচ্ছা ; রমণীয় বস্তুতে স্পৃহা ; অপেক্ষা ; জিজ্ঞাসা ; অনুসন্ধান ; (ন্যায়শাস্ত্র) বাক্যার্থজ্ঞানের হেতুবিশেষ ; (শব্দশাস্ত্র) বাক্যের তাৎপর্য্যগ্রহণের নিমিত্ত এক বা একাধিক শব্দ উচ্চারণের পরই শ্রোতার পুনরায় অন্য শব্দ শ্রবণের ইচ্ছা [যেমন, 'ধাবন করিতেছে' কথাটী বলিলেই তাহার কর্ত্তৃবাচক কোন শব্দ শ্রবণের ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছার নামই আকাঙ্ক্ষা]। আ—কাঙ্ক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

আকাঙ্ক্ষি(ংক্ষি)ত—বা ঞ্ছি ত, অভীষ্ট ; জিজ্ঞাসিত ; অপেক্ষিত, নিরীক্ষিত ; আবশ্যক। আ—কাঙ্ক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আকাঙ্ক্ষী (-ঙ্ক্ষিন্), **-কাংক্ষী**—ইচ্ছুক ; জিজ্ঞাসু। আ—কাঙ্ক্ষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্ক্ষিণী।

আকাট—১। অতি দৃঢ়, অত্যন্ত শক্ত ; স্তম্ভিত ; নিশ্চল ; অসাড় ; নিরেট ; বোকা ; গোঁয়ার। আ (সদৃশ) কাট (কাঠ), প্রাদি (অর্থাৎ কাঠবৎ জড়)। বিণ।

আকাট মূর্খ—অতিশয় মূর্খ ; যে বিন্দুমাত্র বিদ্যাশিক্ষা করে নাই এমন। ২। আখা, উনান। 'অস্তিকা'-শব্দজ। বি।

আকাটা—অখণ্ডিত, যাহা কাটা নহে এমন, অকর্ত্তিত। নয় কাটা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আকাঠা—অকেজো কাঠ, বাজে কাঠ। আ (নয়, মন্দ) কাঠ+আ তুচ্ছার্থে। বি।

আকামান—অমুণ্ডিত, যাহা কামান হয় নাই এরূপ ; যাহা রোজগার করিয়া পাইতে হয় নাই এরূপ, অনুপার্জ্জিত ; যে সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গা হয় নাই এরূপ ; অতিশয় ক্রোধী। নয় কামান, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আকায়—নিবাস, বাসস্থান ; চিতা। আ—চি+ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং।

আকার—১। আকৃতি, মূর্ত্তি ; শরীর। আ—কৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। স্বরবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ, 'আ' এই অক্ষর। আ+কার স্বার্থে। ৩। ইঙ্গিত ; শোকহর্ষাদিসূচক মুখভঙ্গ্যাদি ; চিহ্ন। আ—কৃ+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং।

আকার ইঙ্গিত—চেহারা ও চোখমুখাদির ভঙ্গী ; ভাবভঙ্গী ; ধরণধারণ।

আকারগুপ্তি, -গোপন—ভয়হর্ষাদিজনিত হৃদ্‌গতভাব বা মুখবিকারাদি গোপন। আকারের গুপ্তি, গোপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

আকারপ্রকার—শরীর এবং স্বভাব, আকৃতি-প্রকৃতি ; ভাবভঙ্গী। আকার ও প্রকার, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

আকারবান্ (-বৎ)—সাকার, মূর্ত্তিবিশিষ্ট, শরীরী ; সুগঠিতদেহ, সুশ্রী। আকার+মতুপ্ আছে অর্থে বা প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

আকারাদি—আকার হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী অন্যান্য ('—বর্ণ'); আদিতে আকারবিশিষ্ট, যাহার গোড়ায় 'আ' আছে এরূপ ('—শব্দ')। আকার আদি যাহাদের বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আকারানুভাবকতা—মনের যে শক্তি দ্বারা দ্রব্যাদির আকারের অনুভব হয় তাহা (faculty of form). আকারের অনুভাবকতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আকারান্ত—শেষে আকারবিশিষ্ট, যাহার শেষে 'আ' আছে এরূপ ('—শব্দ')। আকার অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আকারিক—সমন জারি করার জন্য নিযুক্ত পেয়াদা (summons bailiff). আকার (আহ্বান)+ইক নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

আকারিত—আহূত; অনুমোদিত; জিজ্ঞাসিত। আ—কৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আকারোপলক্ষিত—আকারধারী; সাকার। আকারদ্বারা উপলক্ষিত, ৩য়াতৎ। বিণ। [শব্দজ। বি।

আকাল—দুর্ভিক্ষ; দুঃসময়। 'অকাল'-

আকালিক—অকালে উৎপন্ন। অকাল+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আকালিকপ্রলয়—স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে কপিলশাপে অকালে জগৎপ্লাবনরূপ প্রলয়বিশেষ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

আকালিকী—অসময়োৎপন্না, অকালে জাতা। অকাল+ইক ভবার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আকাশ—গগন, অন্তরীক্ষ, শূন্য; (প্রাচীনমতে) পঞ্চমহাভূতের অন্যতম; ব্যোম (ether); (বেদান্তদর্শনে) জগতের বীজাবস্থা; (চিকিৎসাশাস্ত্র) প্রাণ; স্বর্গ; নভোমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল (atmosphere); আবহাওয়া (weather —'আকাশের অবস্থা ভালো নয়')। আ—কাশ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব। **আকাশ হইতে পড়া**—আকস্মিক বিপদে আঁতকাইয়া উঠা; অজ্ঞতার ভাণ করিয়া চমকাইয়া উঠা। **আকাশ (বা আকাশের চাঁদ) হাতে পাওয়া**—অতিদুর্লভ বস্তু লাভ করা। **আকাশে তোলা**—কাহাকেও অতিরিক্ত আশা দেওয়া; কাহারও অতিরিক্ত প্রশংসা করা। **আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া**—দারুণ অনর্থপাত। **আকাশ ঘোর করা**—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়া। **আকাশ ধরা**—বৃষ্টি বন্ধ হওয়া।

আকাশকক্ষা—গগনপ্রান্তস্থ বৃত্তাকার গোল ক্ষেত্র, গগনান্তরাল, চক্রবাল (horizon). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আকাশকল্প—আকাশগত পরমাত্মা। আকাশ+কল্প তুল্যার্থে। বি; পুং।

আকাশকুসুম—গগনপুষ্প, (তকুনা) অবাস্তব কল্পনা; অসম্ভব বা অপূরণীয় আশা [আকাশে যেরূপ পুষ্পের উৎপত্তি হইতে পারে না, সেইরূপ যে কল্পনা বা আশা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহাকেই 'আকাশকুসুম' বলে। অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ বা অতিরিক্ত আশাবাদীই এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে]। আকাশজাত কুসুম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আকাশগ—১। আকাশগামী, ব্যোমচর। বিণ। ২। পক্ষী, খেচর। উপতৎ; আকাশ—গম্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আকাশগঙ্গা(ংগা)—স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। আকাশবাহিনী গঙ্গা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আকাশচর—১। আকাশগামী, খেচর, ব্যোমবিহারী। বিণ। স্ত্রী,—চরী। ২। পক্ষী, বিহগ। উপতৎ; আকাশ—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আকাশ-চাওয়া—আকাশের দিকে চাহিয়া যাহার অপেক্ষা করা হইয়াছে এরূপ ("আমার অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া আসবে ছুটে দখিন হাওয়া।"—রবীন্দ্রনাথ)। আকাশ—চা+ওয়া কর্ম্মবা। বিণ।

আকাশচিত্র—গগনের মানচিত্র, জ্যোতিষ্কসমূহের অবস্থাননিরূপক চিত্র। আকাশের চিত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আকাশচুম্বী (-ম্বিন্)—গগনস্পর্শী, অতি উচ্চ। উপতৎ; আকাশ—চুম্ব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চুম্বিনী।

আকাশজ, -জাত—গগনোৎপন্ন, শূন্যোদ্ভব। উপতৎ; আকাশ—জন্+ড কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে, ৫মীতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

আকাশজননী (-নিন্)—দুর্গপ্রাচীর বা জাহাজের গাত্রের ক্ষুদ্র ছিদ্র (এই ছিদ্রপথে বন্দুকাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া গুলি ছোঁড়া হয় এবং বাহিরের দিকে সংগোপনে লক্ষ্য রাখা হয় (loophole). আকাশজনন+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

আকাশদীপ, -প্রদীপ—লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে কার্ত্তিক মাসে উন্মুক্ত স্থানে বংশদণ্ডাদির উপর স্থাপিত প্রদীপ; ফানুস। আকাশস্থাপিত দীপ, প্রদীপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আকাশদুহিতা (-দুহিতৃ), **-নন্দিনী**—শব্দ, প্রতিধ্বনি ("আকাশদুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি।"—মাইকেল)। আকাশের দুহিতা, নন্দিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আকাশপট—১। আকাশের প্রতিচ্ছবি, আকাশচিত্র। আকাশের পট, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। আকাশমণ্ডল, নভোমণ্ডল। আকাশরূপ পট (বস্ত্র), রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

আকাশপথ—শূন্যপথ, অন্তরীক্ষ, গগনমার্গ। আকাশই পন্থা (পথিন্), কর্ম্মধা+সমাসান্ত অচ্। বি; পুং।

আকাশপরমাণু, -শাণ—আণবিক ব্যূহ; অণুসমষ্টি (ether atom, groups of atom). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আকাশ-পাতাল—১। নভস্তল ও ভূতল, অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর অধোভাগ। আকাশ ও পাতাল—উভয়ের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব। **আকাশ-পাতাল তোলপাড় করা**—তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা; সমস্ত ওলট-পালট করা। **আকাশ-পাতাল ভাবা**—ব্যাকুলভাবে সম্ভব অসম্ভব নানারকম বিষয়ের চিন্তা করা। ২। অসংখ্যপ্রকার, নানারকম; খুব বেশী ('—প্রভেদ')। বাং প্র। বিণ।

আকাশপ্রদীপ—'আকাশদীপ' দ্রঃ।

আকাশপ্রান্ত—গগনের শেষ সীমা, যেখানে আকাশ পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় সেই স্থান, দিক্‌চক্রবাল। আকাশের প্রান্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আকাশবচন, -বাণী—শূন্য হইতে অদৃশ্যভাবে কথন, অশরীরী বাক্, দৈববাণী। ("কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশবচনে"—ভারতচন্দ্র)। আকাশোচ্চারিত বচন, বাণী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

আকাশবল্লী—লতাবিশেষ, অমরবেল, আকাশবেল। আকাশজাতা বল্লী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আকাশভাঙ্গা(ংগা), **-ভাঙা**—অত্যধিক ('—বৃষ্টি'); ভীষণ ('—বিপদ্'); একেবারে স্তম্ভিত। আকাশ ভাঙ্গিয়াছে যাহাতে, উপতৎ। বিণ।

আকাশভাষিত—(নাট্যোক্তিতে) কল্পিত বাক্য শুনিয়া "কি বলিতেছ?" ইত্যাদিরূপ কথন; দৈববাণী, আকাশবাণী। আকাশোৎপন্ন ভাষিত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আকাশমণ্ডল—নভোমণ্ডল, গোলাকারে দৃশ্যমান আকাশ; আকাশ। আকাশ মণ্ডলপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আকাশমুখী (-মুখিন্)—সতত ঊর্দ্ধমুখে অবস্থানকারী সন্ন্যাসী। আকাশমুখ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

আকাশমূলী—শৈবাল; জলের পানা। আকাশে (ভূমিশূন্যস্থানে) মূল যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আকাশযন্ত্র, -যান—ব্যোমযান, বেলুন। আকাশগামী যন্ত্র, যান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আকাশরক্ষী (-রক্ষিন্)—দুর্গের বহির্ভাগস্থ প্রাচীরের উপরি দণ্ডায়মান প্রহরী। আকাশস্থিত (উপরিস্থিত) রক্ষী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আকাশসলিল—মেঘজল; শিশির। আকাশক্ষরিত সলিল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আকাশস্থ, -স্থিত—আকাশে অবস্থিত, গগনে স্থিতিশীল। উপতৎ; আকাশ—স্থা+ক কর্তৃবা; আকাশে স্থিত, ৭মীতৎ। বিণ।

আকাশস্ফটিক—শিল, করকা। আকাশ-পতিত স্ফটিক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আকাশাণু—'আকাশপরমাণু' দ্রঃ।

আকাশে—১। (নাট্যশাস্ত্র) নেপথ্যে অবস্থিত কাহারও প্রতি (সম্ভাষণ), রঙ্গমঞ্চে অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি (সম্ভাষণ)। অব্য। ২। আকাশমার্গে, শূন্যে। 'আকাশ' দ্রঃ। বি'; অধি-৭মী।

আকিঞ্চন—১। দারিদ্র্য। অকিঞ্চন (দরিদ্র)+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। আগ্রহ, চেষ্টা। বাং প্র। বি।

আকীর্ণ—ব্যাপ্ত, বিস্তীর্ণ; বিক্ষিপ্ত। আ—কৄ+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

আকুঞ্চন—বিস্তৃত বস্তুর সঙ্কুচিত হওয়া, কোঁকড়ান, কোঁচকান; ঈষৎ বক্র করণ। আ—কুন্চ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আকুঞ্চনীয়—সঙ্কোচনীয়, যাহার আয়তন কমাইতে পারা যায় এরূপ। আ—কুন্চ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আকুঞ্চিত—ঈষৎ বক্রীকৃত; নমিত; সঙ্কুচিত। আ—কুন্চ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আকুট, -কোট—অন্যায় আবদার, অসঙ্গত জিদ, আখুটি। 'অথট্টি'-শব্দজ। বি।

আকুড়া—মাছ ধরিবার কাঁটা; লাঙ্গলের বক্রাগ্র; আঁকড়া; বঁড়শীর ন্যায় বাঁকা অস্ত্র; কামারশালের আগুন খোঁচাইবার কাঁটা; আকর্ষী; লতার শুঁয়া। 'আকর্ষ'-শব্দজ। বি।

আকুড়ী—অঙ্কুর; শুঁয়া; লতাতন্তু; ক-এর আঁকড়ী। আকুড়া+ঈ স্বার্থে বা ক্ষুদ্রার্থে। বি।

আকুণ্ডকুণ্ড—বিষম, অনর্থসংঘটন, ঘোরতর কলহ। 'অকাণ্ডতাণ্ডব'-শব্দজ। বি।

আকুতি—১। আবেগ; আগ্রহ; বাসনা, ইচ্ছা। আ—কু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। ২। আকার, ইঙ্গিত। 'আকৃতি'-শব্দজ। বি।

আকুতে—আগ্রহে, আনন্দে। কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

আকুতি-ব্যাকুতি—ভাবভঙ্গিদ্বারা মনোভাব প্রকাশ; ঠার বা ইঙ্গিতে বলা। বাং প্র। বি।

আকুমার—কিশোর কাল হইতে, কৌমার হইতে। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আকুরা—আকুড়া, মাছ ধরিবার কাঁটার মত বাঁকা অস্ত্রবিশেষ। 'আকর্ষ'-শব্দজ। বি।

আকুল—ব্যাপৃত; উদ্বিগ্ন; পীড়িত; বিহ্বল; সন্দিহান; ভয়চকিত; আবিষ্ট; সসম্ভ্রম; সঙ্কীর্ণ; অস্পষ্ট; পরিপূর্ণ; বিকৃত; বিপর্য্যস্ত; ব্যাপ্ত। আ—কুল্+ক কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। (প্রাঃ কবিপ্র—**আকুলি, আকুলিয়া**—আকুল করিয়া, উথলিয়া। **আকুলে**—আকুল করে)। [স্ত্রী।

আকুলি—ব্যাকুলা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ;

আকুলিত—বিপর্য্যস্ত; চঞ্চলীকৃত; ব্যাকুলিত বিক্ষিপ্ত; বিদ্রুত; পীড়িত; অস্থিরীকৃত; উদ্ভ্রান্ত; আন্দোলিত, সঞ্চালিত; কম্পিত। আ—কুল্+ক্ত কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বিণ।

আকুলিবিকুলি—১। অত্যন্ত কাতরতা, অতিশয় অস্থিরতা; কাতর নিবেদন, করুণ প্রার্থনা। বি। ২। তাড়াতাড়ি; বিহ্বলচিত্তে; উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে; করুণভাবে। ক্রি-বিণ। ৩। অত্যন্ত ব্যাকুল, চঞ্চল। বাং প্র। বিণ।

আকুলীকৃত—চঞ্চলীকৃত, ব্যাকুলীকৃত। আকুল+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=আকুলী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আকুলীভূত—চঞ্চলীভূত, ব্যাকুলীভূত, কাতরীভূত। আকুল+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=আকুলী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আকুসি, আঁকুসি—পাখীর পায়ের শিকলের কড়া। 'অঙ্কুশ'-শব্দজ। বি।

আকূত—অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য্য; সংকল্প, মনের ভাব; আশয়, ইচ্ছা। আ—কু+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

আকৃতি—রূপ, শরীর, মূর্ত্তি; জাতি, প্রকার; দ্বাবিংশতি অক্ষরযুক্ত ছন্দোবিশেষ। আ—কৃ+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

আকৃতিগণ—(ব্যাকরণ) সূত্রে আদি ইত্যাদি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে গণের শব্দসমূহ সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হয় নাই অথচ প্রয়োগ দেখিয়া ঐ গণভুক্ত বলিয়া জানা যায় তাহা। আকৃতি নির্দ্দিষ্ট গণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আকৃতিগত—আকারগত, রূপসম্বন্ধীয়; বাহ্য। আকৃতিকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

আকৃতি-প্রকৃতি—আকার-প্রকার, মূর্ত্তি ও চরিত্র। আকৃতি ও প্রকৃতি, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

আকৃষ্ট—যাহাকে টানিয়া আনা হইয়াছে এরূপ; গৃহীত; বশীকৃত; মোহিত; প্রলুব্ধ। আ—কৃষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আকৃষ্টি—আকর্ষণ, টানিয়া আনা; প্রলোভন। আ—কৃষ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

আকৃষ্যমাণ—যাহাকে আকর্ষণ করা হইতেছে এরূপ। আ—কৃষ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। [কৄ+অপ্ কর্ম্মবা। বিণ।

আকেকর—বক্রাক্ষ, টেরা। আ—কে—

আকোন—মৌলভী, মুসলমান অধ্যাপক, মুসলমান পণ্ডিত। ফার্সী 'আখুন'-শব্দজ। বি।

আক্কারা—আক্রা, মহার্ঘ। 'অক্রেয়'-শব্দজ। বিণ। দ্রঃ)।

আক্কুটে, আখুটে—আককুটে (তাহা

আক্কেল—বুদ্ধি, বিবেচনা; জ্ঞান, শিক্ষালাভ। আর্বী 'অক্ল্'-শব্দজ। বি।

আক্কেল-গুড়ুম—১। কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অভিভূত, বিহ্বল, হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত। বিণ। ২। হতবুদ্ধিতা, বিহ্বলতা। আর্বীমূলক। বি।

আক্কেল-দাঁত—বয়োদন্ত, জ্ঞানদন্ত (wisdom-tooth). আক্কেলসূচক দাঁত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি। [বিণ।

আক্কেলমন্ত—প্রাজ্ঞ, জ্ঞানবান্। আর্বীমূলক।

আক্কেল-সেলামি—নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ড, বোকামির শাস্তি। আক্কেলজনিত সেলামি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

আক্‌চা-আক্‌চি, আখ্‌চা-আখ্‌চি—রাগারাগি, রেষারেষি, শত্রুতা, হিংসাহিংসি। বাং। বি।

আক্তা—আকতা (তাহা দ্রঃ)।

আক্রন্দ—১। আহ্বান; দূর হইতে সম্বোধন; উচ্চৈঃশব্দ; বিলাপপূর্ব্বক ক্রন্দন। আ—ক্রন্দ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। ভীষণযুদ্ধ, ঘোররণ। আ—ক্রন্দ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

আক্রন্দিত—আর্ত্তনাদ, ক্রন্দন। আ—ক্রন্দ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

আক্রম—অতিক্রম; পরাভব; ব্যাপ্তি; বিক্ষেপ; লাভ; আক্রমণ; প্রভাব; পরাক্রম ("বিপুল আক্রমে নাশ তারে।"—মাইকেল)। আ—ক্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আক্রমণ—হিংসা অপহরণ বা অনিষ্ট প্রভৃতি করিবার সঙ্কল্পে বলপ্রয়োগ; চড়াও হওয়া; অতিক্রম, ছাড়াইয়া উঠা; আরোহণ; ব্যাপ্ত করণ; বিক্ষেপ; আবির্ভাব, উদয়। আ—ক্রম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আক্রমণীয়—আক্রমণযোগ্য। আ—ক্রম্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। [বিণ।

আক্রা—দুর্মূল্য, মহার্ঘ। 'অক্রেয়'-শব্দজ।

আক্রান্ত—অতিক্রান্ত; অভিভূত; যাহার উপর চড়াও হইয়াছে এরূপ; পূর্ণ, সঙ্কুল; আবৃত; পীড়িত; মিলিত; প্রাপ্ত; বিহ্বল। আ—ক্রম্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আক্রামক—আক্রমণকারী; বিক্ষেপক; অতিক্রামক। আ—ক্রম্+ণক কর্তৃবা। বিণ।

আক্রীড়—১। রাজকীয় উদ্যান, উপবন; ক্রীড়াস্থান (gymnasium). আ—ক্রীড়্+ঘঞ্ অধিবা। ২। লীলা, বিহার; ক্রীড়া, খেলা। আ—ক্রীড়্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। পুরুবংশীয় নৃপতি। আ—ক্রীড়্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

আক্রীড়ন—লীলা, বিহার; ক্রীড়া। আ—ক্রীড়্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আক্রীড়পর্ব্ব(র্ব)ত—রাজাদিগের বিহারের নিমিত্ত কৃত্রিম শৈল, কেলিপর্ব্বত। আক্রীড়ের পর্ব্বত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আক্রীড়ভূমি—ক্রীড়াস্থান, বিহারস্থান, লীলাক্ষেত্র। আক্রীড়ের ভূমি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আক্রুষ্ট—তিরস্কৃত; নিন্দিত; অভিশপ্ত; অভিযুক্ত; আহূত। আ—ক্রুশ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আক্রোশ, -শন—তিরস্কার; অভিসম্পাত; ক্রোধ; অভিযোগ; নিন্দা; উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান। আ—ক্রুশ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

আক্রোশক—আক্রোশকারী, অভিযোক্তা; নিন্দক; তিরস্কারক। আ—ক্রুশ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -শিকা।

আক্লান্ত—১। ঈষৎ শ্রান্ত। আ (ঈষৎ) ক্লান্ত, প্রাদি। ২। অতিশয় ক্লান্ত। আ—ক্লম্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আক্ষপাদ—১। নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রাভিজ্ঞ। আক্ষপাদ (ন্যায়শাস্ত্র) + অণ্ জানে অর্থে। বি; পুং। ২। ন্যায়শাস্ত্র। অক্ষপাদ (গৌতম) + অণ্ প্রণীতার্থে। বি; ক্লীব।

আক্ষরিক—বর্ণসংক্রান্ত, অক্ষরসম্বন্ধীয়; অক্ষরানুযায়ী, প্রত্যক্ষর, প্রতিবর্ণের। অক্ষর + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -রিকী।

আক্ষরিক অনুবাদ—সম্পূর্ণরূপে মূলানুযায়ী অনুবাদ, কোন ভাষায় যে যে শব্দ থাকে অন্য ভাষায় ঠিক সেই সেই শব্দের প্রতিশব্দপ্রদান, সম্যক্ ভাষান্তর (literal translation).

আক্ষার, -রণ, -রণা—পরপুরুষ অথবা পরস্ত্রীসংসর্গজন্য অপবাদ প্রদান। আ—ক্ষর্ + ণিচ্ + ঘঞ্ ভাববা; আ—ক্ষর্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা; আ—ক্ষর্ + ণিচ্ + অন ভাববা + আপ্। বি; পুং, ক্লীব, স্ত্রী।

আক্ষারিত—অপবাদগ্রস্ত, ব্যভিচারদোষে অপবাদিত। আ—ক্ষর্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আক্ষিক—পাশাখেলাসংক্রান্ত; পাশাখেলা দ্বারা প্রাপ্ত। অক্ষ + ইক সম্বন্ধার্থে, অধিকৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

আক্ষিপ্ত—যাহাতে আক্ষেপ জন্মিয়াছে এরূপ; নিক্ষিপ্ত; অধঃক্ষিপ্ত; অবধূত; বাহিত; আকৃষ্ট; ভর্ৎসিত, নিন্দিত। আ—ক্ষিপ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আক্ষীব—১। শোভাঞ্জনবৃক্ষ, শজিনাগাছ। আ—ক্ষীব্ + ণিচ্ + অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। নেশায় আচ্ছন্ন। আ—ক্ষীব্ + ক্ত কর্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।

আক্ষেপ—নিক্ষেপ; দ্রুতপ্রেরণ; বিন্যাস; আকর্ষণ; অপহরণ; তিরস্কার; অখ্যাতি; উপস্থিতি; শেষ; খেদ; হস্তপদাদির বিক্ষেপ, খেঁচুনি (convulsion); কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [বিবক্ষিত বিষয়ের বিশেষ প্রতিপাদনের নিমিত্ত আপাততঃ প্রতীয়মান বিধি অথবা নিষেধ সহকারে উক্তি; যথা,—"হে প্রিয়তম! তোমার বিদেশগমনে আমি অধিককাল দুঃখ পাইব না; সুতরাং যদি যাও তবে আর আশঙ্কার প্রয়োজন নাই।" তোমার বিরহে আমি অধিককাল বাঁচিব না; সুতরাং তোমার যাওয়া উচিত নয়—ইহাই এই কথা দ্বারা সূচিত হইতেছে। এখানে গমন-ক্রিয়ায় আপাততঃ বিধি প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে নিষেধই বুঝাইতেছে]। আ—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা, খেদ করা) + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আক্ষেপক—১। নিন্দাকারী, অপবাদকর্তা; বিক্ষেপক; খেদকারী; তিরস্কারক। বিণ। স্ত্রী, -পিকা। ২। ব্যাধ; বাতরোগবিশেষ। আ—ক্ষিপ্ + ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

আক্ষোট, -ড়—আখরোট গাছ অথবা ফল। অক্ষোট, অক্ষোড় শব্দ + অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

আখ—১। খননাস্ত্র, মাটি খুঁড়িবার যন্ত্র; খনিত্র, খন্তা। আ—খন্ + ড করণবা। বি; পুং। ২। আক, ইক্ষু। 'ইক্ষু'-শব্দজ। বি।

আখজ, আখেজ, আখোজ—ঈর্ষ্যা; দ্বেষ; শত্রুতা; হিংসা; মনোমালিন্য। আর্বী 'অখেজ'-শব্দজ। বি।

আখট, -টি, -টা, -ট্টি, আখুট, -টি, -টা—শিশুদিগের আব্দার, বায়না। 'অখট্টি'-শব্দজ। বি।

আখড়বাজ—গোঁয়ার, কড়ামেজাজী, একগুঁয়ে। হিন্দীমূলক। বিণ।

আখড়া—মঠ, সন্ন্যাসীদের আবাসস্থান; নৃত্য গীত বাদ্য মল্লক্রীড়া প্রভৃতি অভ্যাসের স্থান, নাচ গান কুস্তি ইত্যাদি শিখিবার আড্ডা। 'অক্ষবাট'-শব্দজ। বি। **আখড়া দেওয়া**—গানবাজনার মহলা দেওয়া।

আখড়াই—সঙ্গীতের প্রাথমিক অনুষ্ঠান, গৌরচন্দ্রিকা; অভিনয়াদির সূচনা; অভিনয়াদি অভ্যাস, মহলা (rehearsal). হিন্দীমূলক। বি।

আখড়াধারী (-রিন্)—মঠাধ্যক্ষ; আখড়ার প্রধান কর্তা, ওস্তাদ। আখড়া (বাং)—ধৃ + ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

আখণ্ডল—ইন্দ্র, সুরনাথ, সহস্রাক্ষ। আ—খন্ড্ + ডল কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

আখণ্ডলার ফল—কদলী বা নারিকেল।

আখণ্ডলধনুঃ (-ধনুস্), -ধনু—ইন্দ্রধনু। আখণ্ডলের ধনুঃ, ধনু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আখতা—আকতা (তাহা দ্রঃ)।

আখন—খন্তা, শাবল প্রভৃতি। আ—খন্ + ঘ করণবা। বি; পুং।

আখনিক—১। তস্কর; মূষিক, ইঁদুর; শূকর। বি; পুং। ২। খনক, খননকারী। আ—খন্ + ই কর্তৃবা + কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -নিকা। ৩। খন্তা, শাবল। আ—খন্ + ইক করণবা। বি; পুং।

আখম্বা, আখাম্বা—স্তম্ভের ন্যায় দীর্ঘাকার, খুঁটির মত লম্বা; আছোলা; অতিভীষণ। আ (সদৃশ) খম্বা, খাম্বা (<স্তম্ভ), অব্যয়ী। বিণ।

আখর—১। অক্ষর, বর্ণ; সঙ্কেত; কীর্ত্তনের পদে গায়ককর্তৃক সংযোজিত অতিরিক্ত পদ। 'অক্ষর'-শব্দজ। ২। খননাস্ত্র, খনিত্র, খন্তা। আ—খন্ + ডর করণবা। বি; পুং। **আখর কাটা**—অক্ষরপাত করা; দাগ কাটা; লেখা। **আখর দেওয়া**—কীর্ত্তন গান করিবার সময় সঙ্গীতের মাধুর্য্য বৃদ্ধির জন্য সময়োচিত অতিরিক্ত পদ সংযোজন করা।

আখরিয়া—লেখক, লিপিকারক; বিদ্বান্; কীর্ত্তনের পদে আখরদানে নিপুণ। আখর + ইয়া নিপুণার্থে। বি বা বিণ।

আখরোট—একপ্রকার ফল। 'আক্ষোট'-শব্দজ। বি।

আখসার—আকচার (তাহা দ্রঃ)।

আখা—চুল্লী, উনান। 'অস্তিকা'-শব্দজ। বি।

আখাড়া—১। আখড়া (তাহা দ্রঃ)। বি। ২। যাহা খাড়া নহে এরূপ। নয় খাড়া, নঞ্‌তৎ। বাং। বিণ।

আখাত—স্বতঃ উৎপন্ন খাত, অকৃত্রিম জলাশয়। অখাত + অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

আখির—আখের (তাহা দ্রঃ)।

আখিরী—১। আখেরী (তাহা দ্রঃ)। বিণ। ২। বৎসরের হিসাব-নিকাশের শেষ সময়; জমিদারদের পুণ্যাহের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সময়। আর্বী। বি।

আখু—১। মূষিক, ইঁদুর; শূকর; তস্কর; কৃপণবিশেষ। আ—খন্ + ডু কর্তৃবা। ২। দেবতাড়বৃক্ষ। আ—খন্ + ডু কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

আখুকর্ণী—লতাবিশেষ, ইঁদুরকাণী। আখুর কর্ণের ন্যায় কর্ণ (পত্র) যাহার, বহুব্রী + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আখুগ—মূষিকবাহন, গণেশ। উপতৎ; আখু—গম্ + ড কর্তৃবা। বি; পুং।

আখুটি, -টী—১। আখটী, আবদার, বায়না। 'অখট্টি'-শব্দজ। ২। আখজ; বিরোধ; আক্রোশ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আখুটে, আক্‌খুটে—আব্‌দেরে; উড়নচড়ে; অপব্যয়ী। আখুটি, আক্‌খুটি + এ (<ইয়া)। বিণ।

আখুন, -নজী, -ন্দ—শিক্ষক। ফার্সী। বি।

আখুপর্ণিকা, -পর্ণী—লতাবিশেষ, ইঁদুরকাণী। ১ম পক্ষে, আখুপর্ণী + কন্ স্বার্থে + আপ্; ২য় পক্ষে, আখুর কর্ণের ন্যায় পর্ণ (পাতা) যাহার, বহুব্রী + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আখুবিষহা—দেবতাড়বৃক্ষ, দেবদালী লতা। উপতৎ; আখুবিষ—হন্‌+ড কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

আখুভুক্‌ (-ভুজ্‌)—মার্জ্জার, বিড়াল। উপতৎ; আখু—ভুজ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। [যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

আখুরথ—মূষিকবাহন, গণেশ। আখু রথ

আখেজ—'আখজ' দ্রঃ। বি।

আখেটক—১। শিকারী, জীবহিংসা-নিযুক্ত; ভীতিকর। আ—খিট্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—টিকা। ২। মৃগয়া। আখেট+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

আখেটিক—১। শিকারী কুকুর; শিকারী, ব্যাধ। আখেট+ইক নিপুণার্থে। বি; পুং। ২। মৃগয়া-সংক্রান্ত; মৃগয়াযোগ্য; মৃগয়াকারী; ভীতিজনক। আখেট+ইক যোগ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—টিকী।

আখের—শেষ, পরিণাম। আর্বী। বি।

আখেরী—অন্তিম, শেষ। আখের+ঈ ভবার্থে। আর্বী। বিণ।

আখোট—১। আখরোট ফল। বি; ক্লীব। ২। আখরোট ফলের গাছ; বটগাছ। আখ অর্থাৎ খনিত্রের ন্যায় উট (পত্র) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

আখোটী—আখুটি (তাহা দ্রঃ)।

আখ্যা—১। নাম, সংজ্ঞা। আ—খ্যা+অঙ্‌ করণবা+আপ্‌। ২। কথন, উক্তি। আ—খ্যা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

আখ্যাত—১। বর্ণিত; কথিত; নির্দ্দিষ্ট; ব্যাখ্যাত; আহূত; প্রসিদ্ধ; প্রকাশিত; সূচিত। আ—খ্যা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। (ব্যাকরণ) তিঙন্তপদ; তি প্রভৃতি বিভক্তি-যুক্ত পদ, ক্রিয়াভাবপ্রধান শব্দ। বি; ক্লীব।

আখ্যাতব্য—বক্তব্য, আখ্যেয়, কথনীয়। আ—খ্যা+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

আখ্যাতা (-তৃ)—শিক্ষক, গুরু। আ—খ্যা+তৃচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

আখ্যান—১। কথন, উল্লেখ, বর্ণন; প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত কথন। আ—খ্যা+অনট্‌ ভাববা। ২। ইতিহাস; উপন্যাস; কল্পিত বৃত্তান্ত; আখ্যায়িকা; আর্ষ মহাকাব্যের (অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতাদির) সর্গ। আ—খ্যা+অনট্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। নাম; পরিচয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আখ্যাপত্র—গ্রন্থের নামাঙ্কিত প্রথম পত্র, গ্রন্থের প্রথমে যে পৃষ্ঠায় গ্রন্থের এবং গ্রন্থপ্রণেতার নামাদি লিখিত থাকে তাহা (title-page). আখ্যাযুক্ত পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আখ্যায়ক—বর্ণনাকারী, কথক; প্রচারক, প্রকাশক; সংবাদবাহক, বার্তাহর। আ—খ্যা+ণক কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—য়িকা।

আখ্যায়িকা—১। ঐতিহাসিক বা উপন্যাসবিষয়ক প্রবন্ধবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। বর্ণনাকারিণী; প্রকাশিকা। আ—খ্যা+ণক কর্তৃবা+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

আখ্যায়ী (-য়িন্‌)—বর্ণনাকারী, বক্তা; আবেদনকারী (দূতাদি)। আ—খ্যা+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

আখ্যেয়—কথনীয়, বাচ্য, বক্তব্য। আ—খ্যা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,—য়া।

আগ—১। অগ্র, প্রধান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অগ্রবর্ত্তী, আগুয়ান। বিণ। ২। অগ্রভাগ, শ্রেষ্ঠ অংশ; ধান্যাদির অগ্রভাগ; অগ্রবর্ত্তিতা; ধান্যাদি দ্বারা গ্রাম্য নারীদের শুভাশুভ গণনা; অগ্রিম আভাস; পূজার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকরা বস্তুর আদ্য অংশ। 'অগ্র'-শব্দজ। বি। ৩। অগ্নি, আগুন। হিন্দী। বি। ৪। ওগো। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। **আগ তোলা**—দেবপূজার উদ্দেশে কোন কিছু তুলিয়া রাখা; প্রথম ফল তোলা। **আগ বাড়ান**—অগ্রসর হওয়া'।

আগক—অগ্রে। 'অগ্রতঃ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

আগচ্ছমান—আগমনশীল, যে আসিতেছে এরূপ। আ—গম্‌+চানশ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

আগড়—গৃহের বংশাদিনির্ম্মিত কপাট, ঝাঁপ; আটক, বেড়া। 'অর্গল'-শব্দজ। বি।

আগড়বাগড়—আনাজের খোসা খোলা ইত্যাদি; বাজে খাদ্য; বাজে গাছপালা, আগাছা; বাজে কাজ; আবোলতাবোল কথা; আদাড়বাদাড়। হিন্দীমূলক। বি।

আগড়ম-বাগড়ম—১। যা-তা, অতিতুচ্ছ, নগণ্য, বাজে, অকেজো। বিণ। ২। আবোল-তাবোল; বড় বড় কথা, চাল। বাং। বি।

আগডম-বাগডম, আগডুম-বাগডুম—আগডোম-বাগডোম (তাহা দ্রঃ)।

আগড়া—তুচ্ছধান্য, শস্যহীন ধান্য। আগ+ড়া তুচ্ছার্থে। বি।

আগড়ি, -ড়ী, আগুড়ী—১। অগ্রগামী, অগ্রসর, যাহা আগাইয়া আসে এরূপ। বিণ। ২। পুরোভাগ, সামনের দিক্‌; ঘোটকাদির অগ্রপদবন্ধনরজ্জু। হিন্দী 'আগারী'-শব্দজ। বি।

আগডোম-বাগডোম—শিশুক্রীড়ার নিরর্থক শব্দ; অসংলগ্ন কথা; ঘোড়ার সাজ। বাং। বি। [নঞ্‌ তৎ। বিণ।

আগণ্য—অসংখ্য; অগণিত। নয় গণ্য,

আগত—১। উপস্থিত। আ—গম্‌+ক্ত কর্তৃবা। ২। প্রাপ্ত; লব্ধ। আ—গম্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [প্রয়োগ। বি।

আগতকল্য—আগামী কল্য। অশুদ্ধ

আগতপ্রায়—প্রায় উপস্থিত, আসন্ন, নিকটবর্ত্তী, আসে-আসে এরূপ। প্রায় আগত, সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী,—প্রায়া।

আগতি—উপস্থিতি, আগমন; অধিগম, লাভ। আ—গম্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

আগদড়ি—ঘোড়ার সামনের পায়ে বাঁধা দড়ি। আগের দড়ি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

আগদল—যুদ্ধে বিপক্ষদলের সম্মুখবর্ত্তী সৈন্য-শ্রেণী; যে সৈন্যদল পথ পরিষ্কার করিয়া প্রথমে অগ্রসর হয়। আগের দল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

আগদান—প্রহার করা; পেটা; পিটিয়া লৌহাদি যোড়া দেওয়া; লোহা পিটিয়া বড় করা। বাং ক্রি।

আগদুয়ার—বাহিরমহল; বহির্ব্বাটী। আগের দুয়ার, ৬ষ্ঠীতৎ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আগন্তু, -গান্তু—১। অতিথি, অভ্যাগত ব্যক্তি; আকস্মিক রোগাদি। আ—গম্‌+তু কর্তৃবা, পক্ষে গম্‌ ধাতুর অ-কার দীর্ঘ। বি; পুং। ২। আপাততঃ। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

আগন্তুক—১। সহসা সংঘটনশীল, অচিন্তিত-পূর্ব্ব, হঠাৎ উপস্থিত, আকস্মিক; অনিত্য-স্থায়ী; আহার্য্য; আগমনশীল; আগত। বিণ। ২। অতিথি। বি; পুং। ৩। আকস্মিক রোগ; শল্যভেদ। আগন্তু+কন্‌ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

আগম—১। বেদাদি শাস্ত্র; সাংখ্যাদি দর্শন-শাস্ত্র; পুরাণাদি শাস্ত্র; তন্ত্রশাস্ত্র; শাস্ত্রজ্ঞান; লেখ্যাদি প্রমাণ; সাক্ষ্যপত্র (affidavit). আ—গম্‌+অপ্‌ করণবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। আগমন; আমদানী (import); উপার্জ্জন, আয়; উপদেশপরম্পরা; আশ্রয়। আ—গম্‌+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং। ৩। (ব্যাকরণ) প্রকৃতিপ্রত্যয়কে অবিকৃত রাখিয়া তন্মধ্যে অন্য বর্ণের প্রবেশ; ধারা, প্রবাহ। আ—গম্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। ৪। অগাধ, অথই। 'অগম্য'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আগমদ্বার—(শারীরবিদ্যা) আমাশয়ের যে মুখ দিয়া খাদ্যদ্রব্য উহাতে প্রবেশ করে তাহা (cardiac end). আগমের দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আগমন—উপস্থিত হওয়া, আসা। আ—গম্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

আগম-নিয়ামক—যে রাজকর্ম্মচারী বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করেন (Controller of Import). আগমের নিয়ামক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আগমনিরপেক্ষ—শাস্ত্রের প্রতি আস্থা-শূন্য; স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যকারী; যে প্রমাণ-পত্রের উপর নির্ভর করে না এরূপ। আগমের নিরপেক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আগমনী—আগমন-গীতি, অভ্যর্থনাসূচক গান; শরৎকালে দুর্গাদেবীর আগমন উপলক্ষে গীত গান। আগমন+ঈ সম্বন্ধার্থে (বাং)। [।

আগমবাগীশ—তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ; তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত; প্রসিদ্ধ তন্ত্রসার-গ্রন্থের প্রণেতা নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ-নামক মহাত্মার উপাধি (উপাধি হইলেও তিনি 'আগমবাগীশ' নামেই সুপরিচিত)। আগমে বাগীশ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

আগমবিরোধ—শাস্ত্রবিরুদ্ধতা; (অলঙ্কার-শাস্ত্র) কাব্যের অর্থদোষবিশেষ। আগমের বিরোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, –ধী (-ধিন্)।

আগমবেদী (-বেদিন্)—১। শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত। বিণ। স্ত্রী, –দিনী। ২। শঙ্করাচার্য্যের গুরু গৌড়পাদাচার্য্য। উপতৎ; আগম—বিদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

আগম-শুল্ক-সমাহর্ত্তা (-র্তৃ), **-হর্তা**—বিদেশাগত পণ্যের উপর ধার্য্য শুল্কের আদায়-কর্তা (Collector of Customs). আগমের শুল্ক, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার সমাহর্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আগমসাপেক্ষ—লেখ্যাদি প্রমাণের উপর যাহা নির্ভর করে এরূপ, যাহা সাক্ষিপত্রাদির উপর নির্ভর করে এরূপ। আগমের সাপেক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আগমাপায়ী (-পায়িন্)—যাহা উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয় এমন; অচিরস্থায়ী। আগম (উৎপত্তি) ও অপায় (ধ্বংস), দ্বন্দ্ব; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –য়িনী।

আগমিত—বিজ্ঞাপিত; প্রাপিত; অধ্যাপিত। আ—গম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আগয়ান, -গেয়ান—অজ্ঞান, নির্ব্বোধ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। স্ত্রী, –নী।

আগর—১। অগ্রণী, আগুয়ান; সর্ব্বোত্তম; দক্ষ, পটু। 'অগ্র'-শব্দজ। বিণ। স্ত্রী, –রী। ২। গৃহ; খনি, আধার। 'আগার' বা 'আকর'-শব্দজ। ৩। ডালা। 'আগল'-শব্দজ। ৪। কাষ্ঠাদিতে ছিদ্র করিবার যন্ত্র, তুরপুন, ভ্রমর। ইং 'auger'-শব্দজ। বি।

আগরওয়ালা, -বালা—আগ্রা দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বৈশ্য-সম্প্রদায়বিশেষ। আগর (আগ্রা)+বালা (ওয়ালা) নিবাসার্থে। বি।

আগরা—ধান ঝাড়িয়া লইবার পর খড়ের সঙ্গে যে অপুষ্ট ধান ও চিটা থাকে তাহা। বাং। বি।

আগরি—১। গৃহ, আগার, ঘর। 'আগার'-শব্দজ। বি। ২। অগ্রসর, অগ্রবর্ত্তী। 'অগ্রণী'-শব্দজ। বিণ। ৩। সম্পূর্ণা, অগ্রগণ্যা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

আগরী—১। অচেতন, সংজ্ঞাহীন। 'অঘোর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। আগর (১) (তাহা দ্রঃ)।

আগল—১। আগর, অগ্রবর্ত্তী; পূর্ব্ববর্ত্তী বার্ত্তাবহ, অগ্রদূত। 'অগ্র'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। অবরোধ, আটক; আগড়; বাঁশের কপাট, ঝাঁপ; বেড়া; পর্দ্দা। 'অর্গল'-শব্দজ। বি। **আগল কাটা**—ভিড় ঠেলিয়া আগে যাওয়া।

আগলন, -লান—আবরণ; রক্ষাকরণ; আগুলাইয়া থাকা; অধিকার করা। 'আগল'-নামধাতুজ। ক্রি। [শব্দজ। বিণ।

আগলা—মুক্ত, খোলা। 'আলগা' (<অলগ্ন)-

আগলি, -লী—১। অগ্রভাগ, প্রথমাংশ; সম্মুখের অংশ। 'অগ্র'-শব্দজ। বি। ২। আগার, গৃহ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ৩। আগুলাইয়া, রক্ষা করিয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি। ৪। অগ্রবর্ত্তী, অগ্রণী। 'অগ্রণী'-শব্দজ। বিণ। **আগলি কাটা**—সকলকে পিছাইয়া অগ্রসর হওয়া; ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়া।

আগলিত—স্খলিত; আমুক্ত; অবনত। আ—গল্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আগা—১। অগ্র, ধার; বৃক্ষপত্রের প্রান্ত (apex); উপরিভাগ; ভাবী অবস্থা, পরিণাম। 'অগ্র'-শব্দজ। বি। ২। ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক; আঘাত। 'আঘাত'-শব্দজ। বি। ৩। মুসলমান ওমরাহ-বিশেষ। তুর্কী। বি।

আগাও—আগাম, অগ্রিম; অগ্রে। 'অগ্রিম'-শব্দজ। বিণ।

আগাঁথা—অগ্রথিত, যাহা গাঁথা হয় নাই এরূপ। নয় গাঁথা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আগাকার, আগেকার—ডগার, অগ্রভাগের; পূর্ব্ববর্ত্তী। আগা, আগে+কার সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আগাগোড়া—১। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত। আগা-অবধিক গোড়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। ক্রি-বিণ। ২। আগা ও গোড়া। দ্বন্দ্ব। বি।

আগাছা—প্রয়োজনীয় গাছের পক্ষে অনিষ্টকর গাছ, কণ্টকাদির গাছ। আ (নয়= অপ্রয়োজনীয়) গাছ, নঞ্‌তৎ+আ তুচ্ছার্থে। বি।

আগাড়—সম্মুখের, আগের; অগ্রিম; পশুর সামনের পায়ের ('—লাথি'); সম্মুখের পায়ে বাঁধিবার ('—দড়ি')। হিন্দীমূলক। বিণ।

আগাড়ি, -ড়ী—১। অগ্রবর্ত্তী, অগ্রগামী ('—লোক')। 'অগ্রণী'-শব্দজ। বিণ। ২। অগ্রিমহিসাবে, আগাম। ক্রি-বিণ। ৩। 'আগাড়' (সকল অর্থে)। হিন্দীমূলক। বিণ।

আগাদা—তপ্ত অবস্থায় পিটাইয়া বা গলাইয়া ধাতু জোড়া দেওয়া। প্রাদে। ক্রি।

আগাধ—অগাধ, গভীর। অগাধ+অণ্ স্বার্থে। বিণ।

আগান—অগ্রসর হওয়া, অগ্রবর্ত্তী হওয়া। 'আগ'-নামধাতুজ। ক্রি।

আগান্তু—'আগন্তু' দ্রঃ।

আগা-পাছতলা, -পাস্তলা, -পাস্তাড়া—আপাদমস্তক, মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত। আগা (<অগ্র)-অবধিক পাছতলা, পাস্তলা, পাস্তাড়া (<পদ-তল), মধ্যপ কর্ম্মধা। ক্রি-বিণ।

আগাম—১। অগ্রে, প্রথমে। ক্রি-বিণ। ২। দ্রব্যক্রয়াদি করিবার জন্য অগ্রে প্রদত্ত ('—অর্থ')। 'অগ্রিম'-শব্দজ। বিণ।

আগামিক—আগামী (in-coming). বাং প্র। বিণ। বিপরীত শব্দ—নির্গামিক (out-going).

আগামী (-মিন্)—ভবিষ্যৎ, ভাবী; অব্যবহিত পরবর্ত্তী। আ—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –মিনী। [ক্লীব।

আগার—গৃহ। অগার+অণ্ স্বার্থে। বি;

আগাল—শেষভাগ ('—খুদ'); ডগা। আগা+ল স্বার্থে বা জাতার্থে। বি।

আগালি, আগালে—১। অগ্রভাগ, আগা; ঝাড়িবার পর অবশিষ্ট অংশ; খুদ। বি। ২। অগ্রবর্ত্তী; সম্মুখভাগস্থ। আগল+ই (সংক্ষেপে), এ সম্পর্কিতার্থে। বিণ।

আগি—১। আগুন। বি। ২। অগ্নিশর্ম্মা; অতিক্রুদ্ধ। 'অগ্নি'-শব্দজ। বিণ।

আগিলা—অগ্রগামী, আগুয়ান; প্রথমে উৎপন্ন; পূর্ব্বের; উজানের ("মো যদি নাইতাম আগিলা ঘাটেতে, পিছনের ঘাটে নাইত")। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আগু—১। অগ্রে, প্রথমে ("আগু গিয়া রাবণের গলে দিব ফাঁস"—কৃত্তিবাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ। ২। অগ্র; প্রথম। বি। ৩। অগ্রগামী, আগুয়ান। 'অগ্র'-শব্দজ। বিণ।

আগুড়ি, -ড়ী—১। আগামী, অগ্রিম, যাহা আগাইয়া আসে এরূপ। বিণ। ২। নিয়মিত সময়ের অগ্রে। 'আগাড়ি'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

আগুদল—১। অগ্রবর্ত্তী জনসমূহ। আগু (৩) দল, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। ব্যস্ততার সহিত অগ্রসর হওন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আগুন—১। অনল, অগ্নি; দুঃখের জ্বালা; দুর্ভাগ্য; ক্রোধাগ্নি; সর্ব্বনাশ; বিনাশ। বি। ২। অগ্নিবৎ উত্তপ্ত; অগ্নিসংযুক্ত; ক্রুদ্ধ। 'অগ্নি'-শব্দজ। বিণ। **আগুন উঠা, ওঠা**—আগুন বাহির হওয়া; ঝগড়া হওয়া, তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যাওয়া। **আগুন করা**—কয়লা কাঠ ইত্যাদি জ্বালাইয়া আগুন প্রস্তুত করা। **আগুন দেওয়া**—অগ্নিসংযুক্ত করা, দগ্ধ করা; নষ্ট করা। **আগুন ধরা**—আগুন লাগা, জ্বলা। **আগুন ধরান**—আগুন জ্বালা। **আগুন পোহান**—শীতনিবারণের জন্য আগুনের তাপ লওয়া। **আগুন লাগা**—অগ্নিসংযুক্ত হওয়া;

গোলযোগ হওয়া ; ধ্বংস হইতে আরম্ভ করা। **আগুন লাগান**—অগ্নিসংযোগ করা; উত্তেজিত করা; তুমুল ঝগড়া বাধান। **আগুন হওয়া**—খুব রাগিয়া যাওয়া ("আগুন হয়ে বাপ, বারে বারে দিলেন অভিশাপ।"—রবীন্দ্রনাথ); ঘর প্রভৃতি পুড়িয়া যাওয়া ('ওপাড়ায় আগুন হইয়াছে'); অত্যন্ত গরম হওয়া; অত্যন্ত বেশী দর হওয়া, দাম খুব বাড়িয়া যাওয়া ('জিনিসপত্র আগুন হইয়া উঠিল')। **মুখে আগুন**—মৃত্যুকামনাসূচক গালিবাক্য।

আগুন-কপালে—যাহার অদৃষ্টে আগুন অর্থাৎ অগ্নিদাহবৎ মহাকষ্ট এরূপ, দুরদৃষ্ট। আগুনদগ্ধ কপাল, মধ্যপ কর্ম্মধা + এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

আগুনখাগী—সহমৃতা; অতিশয় ক্রোধান্বিতা; অতি ব্যস্তসমস্তা ও উদ্বিগ্না। আগুন খায় যে (নারী), উপতৎ (বাং)। বিণ; স্ত্রী।

আগুনি—অগ্নি, বহ্নি; যন্ত্রণা; দাহ। 'অগ্নি'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

আগুপাছু, -পাছু—১। সম্মুখে ও পশ্চাতে। ক্রি-বিণ। ২। ভূত-ভবিষ্যৎ; বর্তমান ও ভাবী অবস্থা; কারণ ও কার্য্যের বিষয়। 'অগ্রপশ্চাৎ'-শব্দজ। বি।

আগুয়ান—অগ্রসর, অগ্রে গমনকারী। 'অগ্রয়ান'-শব্দজ। বিণ।

আগুরি, -রী, -গরি—জাতিবিশেষ, উগ্রক্ষত্রিয় জাতি। 'উগ্র'-শব্দজ। বি।

আগুরিতে—আগলাইতে; রক্ষা করিতে; সাবধান হইতে। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

আগুলা, -লান—'আগলন' (সকল অর্থে)। বাং ক্রি।

আগুলি—১। প্রধানা; অগ্রগণ্যা; অগ্রগামিনী; শ্রেষ্ঠা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী। ২। আগলাইয়া; আটক করিয়া; রক্ষা করিয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।

আগুল্ফ—গোড়ালি পর্য্যন্ত। গুল্ফ পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আগুল্ফলম্বিত—গুল্ফ পর্য্যন্ত লম্বমান, গোড়ালি পর্য্যন্ত ঝুলান। আগুল্ফ লম্বিত, সুপ্‌সুপা। বিণ। [শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

আগুসর—অগ্রসর, অগ্রগামী। 'অগ্রসর'-

আগুসরি, -সরে—অগ্রসর হইয়া, অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।

আগুসার—অগ্রগামী, আগুয়ান। 'অগ্রসর'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

আগে—১। প্রথমে, অগ্রে, পূর্ব্বে; সম্মুখে; অতঃপর। 'অগ্র'-শব্দজ। ক্রি-বিণ। ২। প্রথম। বিণ। ৩। ফিরিয়া আয়। 'আয় গিয়ে' হইতে জাত। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। **আগে পাছে**—সম্মুখে ও পশ্চাতে; পূর্ব্বে ও পরে। **আগে ভাগে**—প্রথমেই, অগ্রেই।

আগেকার—'আগাকার' দ্রঃ।

আগেয়ান—'আগয়ান' দ্রঃ। [অব্য।

আগো—ওগো; সম্বোধনসূচক শব্দ। বাং।

আগোড়—আবরণ, ঝাঁপ, আগড়। 'অর্গল'-শব্দজ। বি।

আগোর—১। অচৈতন্য, অজ্ঞান; অঘোর। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। আগলাইল; আগলাইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। সমা বা অসমা-ক্রি।

আগোরল—অবরুদ্ধ করিল, আটকাইল, আগুলিল; অধিকার করিল; প্রকটিত করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আগোরি—১। গৃহ, ঘর; ডালি; আধার। 'আগার'-শব্দজ। বি। ২। অগ্রগণ্যা; প্রধানা; শ্রেষ্ঠা। বিণ; স্ত্রী। ৩। আগুলিয়া; আটকাইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

আগোল—আলি বা নির্দ্দিষ্ট সীমাদ্বারা আবদ্ধ খণ্ড খণ্ড ধান জমি। বাং। বি।

আগোলদার—পাকা ধানের রক্ষক। বাং। বি। [বাং ক্রি।

আগোলান—রক্ষা করা; দেখাশুনা করা।

আগ্নীধ্র—১। অগ্নীধ্র, হোতৃগৃহ। অগ্নীধ্র + অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। ঋত্বিক্; স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বাদশপুত্রের অন্যতম; প্রিয়ব্রতনৃপ-পুত্র স্বনামখ্যাত মনুবংশীয় নৃপতি। আগ্নীধ্র + অণ্। বি; পুং।

আগ্নেয়—১। অগ্নিজাত; অগ্নিসম্বন্ধীয়; অগ্নিগর্ভ, অগ্নিমান্; অগ্নিসংস্পৃষ্ট; অগ্ন্যুৎপাদক; অগ্নিচালিত; অগ্নিবর্দ্ধক, জঠরাগ্নিসন্দীপক; অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্। অগ্নি + এয় উৎপন্নার্থে, সম্বন্ধীয়ার্থে, বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। ২। অগস্ত্যমুনি। বি; পুং। ৩। নগরবিশেষ, দেবীকোটা; রক্ত; রক্তবর্ণ, লাল রং; সুবর্ণ; ঘৃত; অগ্নিপুরাণ; আগ্নেয় স্নান, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মবিলেপন। অগ্নি + এয় সম্বন্ধীয়ার্থে, দেবতা ইহার এই অর্থে। বি; ক্লীব।

আগ্নেয়-গিরি, -পর্ব্ব(র্ব)ত—যে পর্ব্বত হইতে মধ্যে মধ্যে ধূম অগ্নিশিখা ধাতুনিঃস্রব কর্দ্দমাদি নির্গত হয় তাহা (volcano—বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ)। আগ্নেয় গিরি, পর্ব্বত, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আগ্নেয়-প্রস্তর, -শিলা—অগ্নি দ্বারা দ্রব হইবার পরে শীতল হইয়া বর্ত্তমান রূপধারী প্রস্তর (igneous rock); অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তর, চকমকি পাথর। আগ্নেয় প্রস্তর, শিলা, কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

আগ্নেয়াস্ত্র—অগ্নিবর্ষী যন্ত্র, কামান বন্দুক প্রভৃতি [ইদানীন্তন কালের কামান, বন্দুক প্রভৃতির ন্যায় শতঘ্নী নামে এক-প্রকার ভয়ানক আগ্নেয় অস্ত্র পুরাকালে ব্যবহৃত হইত। কোন কোন গ্রন্থে ইহা 'ব্রহ্মাস্ত্র', 'একঘ্নী' বা 'পাশুপত' নামেও উক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও রাজস্থান প্রভৃতি ক্ষত্রিয়াবাস প্রদেশসমূহে এইরূপ আগ্নেয়াস্ত্র 'নলনালা' ইত্যাদি নামে প্রচলিত ছিল]। আগ্নেয় অস্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আগ্নেয়ী—১। অগ্নিপত্নী স্বাহা; অগ্নিকোণ, দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ; অগ্নিদৈবত ঋক্; উরুর পত্নী। বি; স্ত্রী। ২। অগ্ন্যুৎপাদিকা ইত্যাদি ('আগ্নেয়'(১) অর্থ দ্রঃ)। আগ্নেয় + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আগ্রন্থন—গাঁথা; বন্ধন। আ—গ্রন্থ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —থিত।

আগ্রহ—সবিশেষ ব্যগ্রতা; অতিযত্ন; আক্রমণ; অনুগ্রহ; সাহায্য; ক্ষমতা; গ্রহণ; মনঃসংযোগ; আসক্তি; অতিক্রম। আ—গ্রহ্ + অপ্ ভাববা। বি; পুং।

আগ্রহাতিশয়, -শয্য—অতিশয় আগ্রহ, অত্যন্ত জেদ। আগ্রহের অতিশয়, আতিশয্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

আগ্রহান্বিত—আগ্রহসম্পন্ন; যত্নবান্। আগ্রহদ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

আগ্রহায়ণ, -ণিক—অগ্রহায়ণ মাস। অগ্রহায়ণ + অণ্ স্বার্থে; আগ্রহায়ণী + ইক তদ্‌যুক্তার্থে। বি; পুং।

আগ্রহায়ণী—অগ্রহায়ণমাসের পূর্ণিমা; মৃগশিরা নক্ষত্র। অগ্রহায়ণ + অণ্ যুক্তার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আগ্রহারিক—অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, প্রেতোদ্দিষ্ট-দানগ্রাহী বিপ্র। অগ্রহার + ইক নিয়ত ইহাকে দেওয়া হয় এই অর্থে। বি; পুং।

আগ্রায়ণ—শরৎ এবং বসন্তকালে বিহিত নবান্নশ্রাদ্ধ। অগ্রায়ণ (অগ্র + অয়ন) + অণ্ কৃতার্থে। বি; ক্লীব।

আঘট্টন—আলোড়ন, বিশেষরূপে ঘাঁটিয়া দেওয়া; আঘাত; কম্পন, সঞ্চালন। আ—ঘট্ট্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আঘট্টিত—আলোড়িত; সঞ্চালিত; স্পৃষ্ট। আ—ঘট্ট্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আঘন(ন)—অগ্রহায়ণ মাস। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [নঞ্‌তৎ। বি।

আঘাট—কুঘাট। আ (নয় = মন্দ) ঘাট,

আঘাটা—অঘাট, ঘাট ভিন্ন অন্য স্থান, ঘাটের পার্শ্ববর্তী স্থান। আঘাট + আ তুচ্ছার্থে। বি।

আঘাণ(ন)—আঘন (তাহা দ্রঃ)।

আঘাত—প্রহার, হনন; কর্ত্তন; তাড়ন। আ—হন্ + ঘঞ্ ভাববা। [কবিপ্র.— **আঘাতি**—আঘাত করি। **আঘাতিতে**—আঘাত করিতে ("নিরস্ত্র যে অরি, নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।"—মাইকেল)। **আঘাতিব**—আঘাত করিব। **আঘাতিল**—আঘাত করিল, মারিল।]

আঘাতক—প্রহারক, আঘাতকারী। আ—হন্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –তিকা।

আঘাতন—আহনন, তাড়ন। আ—হন্‌+ণিচ্ (স্বার্থে)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আঘাতসহ—প্রহার সহ্য করিতে সমর্থ; যাহাতে আঘাত করিলে ভগ্ন না হইয়া পার্শ্বের দিকে বিস্তৃত হয় এরূপ (malleable—ধাতু প্রভৃতি)। উপতৎ; আঘাত—সহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

আঘাতিয়া, আঘাতে—আঘাতকারী, প্রহারক; দারুণ। আঘাত+ইয়া, এ করে অর্থে। বাং। বিণ।

আঘাতী (-তিন্)—১। আহত, আঘাতপ্রাপ্ত। আঘাত+ইন্ আছে অর্থে। ২। আঘাতক, আঘাতকারী। আ—হন্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –তিনী।

আঘাবিঘা—বাধা, প্রতিবন্ধক। আঘা ('আঘাত'-শব্দজ) এবং বিঘা ('বিঘ্ন'-শব্দজ), দ্বন্দ্ব। বি।

আঘাসা—ঘাসের মত দেখিতে আগাছা, বাজে ঘাস। আ (নয়=বাজে) ঘাস, নঞ্‌তৎ+আ তুচ্ছার্থে। বি।

আঘূর্ণন—১। চক্রের ন্যায় ভ্রমণ, পরিভ্রমণ, ঘূর্ণিত হওয়া। আ—ঘূর্ণ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। পরিভ্রামণ, ঘোরান। আ—ঘূর্ণ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আঘূর্ণিত—ঈষদ্‌ঘূর্ণিত; ভ্রামিত। আ—ঘূর্ণ্ (বা ঘূর্ণ্+ণিচ্)+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

আঘোষিত—প্রচারিত, যাহা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। আ—ঘুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আঘ্রাণ—১। নাসিকা দ্বারা গন্ধগ্রহণ, শোঁকা। আ—ঘ্রা+অনট্ ভাববা। ২। গন্ধ; সৌরভ। আ—ঘ্রা+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

আঘ্রাত—১। যাহার গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ; আক্রান্ত। আ—ঘ্রা+ক্ত কর্ম্মবা। ২। সন্তুষ্ট; অতিক্রান্ত। আ—ঘ্রা+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

আঘ্রায়ক—গন্ধগ্রহণকারী। আ—ঘ্রা+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –য়িকা।

আঙ্‌—১। অল্পতা অভিব্যাপ্তি সীমা সাফল্য প্রভৃতির সূচক 'আ' এই উপসর্গ। ২। অঙ্গ; অঙ্গার, কয়লা। 'অঙ্গ' বা 'অঙ্গার'-শব্দজ। বি। ৩। অর্দ্ধদগ্ধ, আধপোড়া; কাঁচা। 'আম'-শব্দজ। বিণ।

আঙ(ঙ্গ)ট্—১। সমগ্র, অখণ্ডিত, গোটা। 'অখণ্ড'-শব্দজ। বিণ। **আঙট্ পাত**—কলাগাছের অখণ্ড পত্র বা আগ পাতা। ২। স্ত্রীলোকদিগের পদাঙ্গুলির অঙ্গুরীয়। 'অঙ্গুষ্ঠী'-শব্দজ। বি।

আঙ(ঙ্গ)টা—'আংটা' দ্রঃ।

আঙন—আঙ্গিনা। 'অঙ্গন'-শব্দজ। বি।

আঙ(ঙ্গ)রা, আঙা(ঙ্গা)র—১। অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, কয়লা। বি। ২। (জ্বলন্ত কয়লার মত) রক্তবর্ণ, লাল। 'অঙ্গার'-শব্দজ। বিণ।

আঙ(ঙ্গ)রাখা—দেহাবরণ, ছোট জামা; কবচ। 'অঙ্গরক্ষা'-শব্দজ। বি।

আঙল, -লা—আমলা, আমলক, আমলকী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আঙ(ঙ্গ)লান—আঙ্গুল দ্বারা সঞ্চালন, আঙ্গুল দিয়া ঘাঁটা। 'আঙ্গুল'-নামধাতু হইতে উৎপন্ন। ক্রি। [কবিপ্র। বিণ।

আঙা(ঙ্গা)—আধপোড়া; রক্তবর্ণ। প্রাঃ

আঙা(ঙ্গা)র—'আঙরা' দ্রঃ। [বি।

আঙি(ঙ্গি)না—চত্বর, উঠান। 'অঙ্গন'-শব্দজ।

আঙি(ঙ্গি)য়া—উঠান; ছোট জামা, আঁটসাঁট জামা, কাঁচলী। 'অঙ্গিকা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আঙু(ঙ্গু)র—দ্রাক্ষাফল। ফার্সী। বি।

আঙু(ঙ্গু)রদানা—ঘা সারিয়া আসিবার সময় যে লাল লাল দানা দেখা দেয় তাহা। আঙুরের দানা, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি।

আঙু(ঙ্গু)ল—অঙ্গুলি। 'অঙ্গুল'-শব্দজ। বি।

আঙুল ফুলে কলাগাছ—দরিদ্রাবস্থা হইতে হঠাৎ ধনী হওয়া। [দুষ্টব্রণাদির বিষে আঙুল অল্পকালের মধ্যেই কলাগাছের মত রসপূর্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠে বলিয়া এই বাক্যটি হঠাৎ কেহ ধনবান্ হইলে তাহার প্রতি ব্যঙ্গোক্তিরূপে প্রযুক্ত হয়]। **আঙুল মটকান**—আঙুল টানিয়া বা মোচড় দিয়া মট মট শব্দ করা।

আঙু(ঙ্গু)লহাড়া—অঙ্গুলিজাত স্ফোটক, আঙুলে উৎপন্ন ফোঁড়া (whitlow)। আঙুল—হাড়্ (ব্যাপ্ত করা)+আ কর্ত্তৃবা। বি।

আঙেঠি—আগুন রাখিবার পাত্র; লোহার তোলা উনুন; কর্ম্মশালার আগুন। হিন্দীমূলক। বি।

আঙ্ক—'ঙ্ক' এই যুক্তবর্ণ। বাং প্র। বি।

আঙ্কফলা—ককারাদি বর্ণের সহিত ঙ ঞ ণ ন ম প্রভৃতি বর্ণের যোগে গঠিত বর্ণমালা, সংযুক্ত বর্ণ। বাং প্র। বি।

আঙ্কু(ঙ্কু)শিক—অঙ্কুশধারী, অঙ্কুশচালক। অঙ্কুশ+ইক আছে অর্থে। বি; পুং।

আঙ্গ(ঙ্গ)—১। কোমল অঙ্গ। অঙ্গ+অণ্ কোমলার্থে। বি; ক্লীব। বিণ,–ঙ্গিক। ২। অঙ্গসম্বন্ধীয়, দৈহিক; নাটকাঙ্গসংক্রান্ত; বেদাঙ্গসম্বন্ধীয়। অঙ্গ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, –ঙ্গী।

আঙ্গট—'আঙট্' দ্রঃ।

আঙ্গটা—'আংটা' দ্রঃ।

আঙ্গ(ঙ্গ)টী—অঙ্গুরীয়ক, আঙুলের আভরণ, আংটী (তাহা দ্রঃ)। বি।

আঙ্গরা—'আঙরা' দ্রঃ।

আঙ্গরাখা—'আঙরাখা' দ্রঃ।

আঙ্গলান—'আঙলান' দ্রঃ।

আঙ্গা—'আঙা' দ্রঃ।

আঙ্গা(ঙ্গা)র—১। অঙ্গাররাশি, কয়লাসমূহ। অঙ্গার+অণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লীব। ২। অঙ্গারসম্বন্ধীয়। অঙ্গার+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। [অস্ত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আঙ্গা(ঙ্গা)রাখি—লৌহনির্ম্মিত একপ্রকার

আঙ্গা(ঙ্গা)রি—কয়লা; সন্তান-প্রসবের পর জলস্রাব। হিন্দীমূলক। বি।

আঙ্গা(ঙ্গা)র্য্য(র্য)স্তর—(ভূ-তত্ত্ব) পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বারুণস্তর তিন যুগে এবং তাহাদের মধ্যে ছয়জাতীয় স্তর প্রথম যুগে উৎপন্ন হইয়াছে; এই ছয় জাতীয় স্তরের পঞ্চমজাতীয় স্তরকে "আঙ্গার্য্যস্তর" (carboniferous formation) কহে। আঙ্গার্য্য (অঙ্গারঘটিত) স্তর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আঙ্গি(ঙ্গি)ক—১। অঙ্গ দ্বারা নিষ্পন্ন, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সূচিত, নটনটীদিগের অঙ্গনিষ্পন্ন ভাবব্যঞ্জক (ভ্রূবিক্ষেপাদি)। অঙ্গ+ইক কৃতার্থে। ২। অঙ্গজাত; অঙ্গসম্বন্ধীয়। অঙ্গ+ইক উৎপন্ন বা সম্বন্ধীয় অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –কী। ৩। মৃদঙ্গ বাদ্য। অঙ্গ+ইক যুক্তার্থে। বি; ক্লীব। ৪। মৃদঙ্গবাদক, পাখোয়াজী। অঙ্গ+ইক চালন করে অর্থে। বি; পুং।

আঙ্গিনা—'আঙিনা' দ্রঃ।

আঙ্গিয়া—'আঙিয়া' দ্রঃ।

আঙ্গি(ঙ্গি)রস—১। অঙ্গিরা মুনির পুত্র, বৃহস্পতি, দেবগুরু। অঙ্গিরস্+অণ্ অপত্যার্থে। ২। গোত্রবিশেষ। অঙ্গিরস্+অণ্ গোত্রার্থে। বি; পুং।

আঙ্গু(ঙ্গু)টী—আংটী (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্গু(ঙ্গু)ঠী—আঙুল-ঠুলি, সূচ যাহাতে বিঁধিয়া না যায় এজন্য যে অঙ্গুলিত্রাণ পরা হয় তাহা। 'অঙ্গুলিত্র'-শব্দজ। বি।

আঙ্গুর—'আঙুর' দ্রঃ।

আঙ্গু(ঙ্গু)রী—সূচ যাহাতে বিঁধিয়া না যায় এজন্য যে অঙ্গুলিত্রাণ পরা হয় তাহা। বাং। বি।

আঙ্গুল—'আঙুল' দ্রঃ।

আঙ্গুলহাড়া—'আঙুলহাড়া' দ্রঃ।

আঙ্গোট—আঙট্ (তাহা দ্রঃ)।

আচকান—চাপকানের ন্যায় একপ্রকার জামা। ফার্সী 'অচ্‌কন্'-শব্দজ। বি।

আচকিত—সন্ত্রস্ত, ভীত; বিভ্রান্ত; বিহ্বল; অতর্কিত। আ—চক্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

আচক্ষুঃ (-ক্ষুস্), **-চক্ষু**—চক্ষু পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আচঞ্চল—ঈষৎ চঞ্চল, অল্প বিচলিত। আ (ঈষৎ) চঞ্চল, প্রাদি। বিণ।

আচমকা—হঠাৎ; অতর্কিতভাবে। 'আচনক'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

আচমন—পূজাদি কর্ম্মের পূর্ব্বে বিন্দু বিন্দু জলপানদ্বারা দেহশোধন, সন্ধ্যাবন্দনাদির পূর্ব্বে হস্ত দ্বারা মুখে তিন বার জল দিয়া ওষ্ঠ নাসিকা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অষ্ট অঙ্গে হস্ত-স্পর্শ করা [আচমনের জল কখন কাংস্য, লৌহ, ত্রপু, সীসক কিংবা পিত্তলের পাত্র হইতে গ্রহণ করিতে নাই]; ভোজনের পরে জল দ্বারা হস্তমুখপ্রক্ষালন, আঁচান। আ—চম্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আচমনক—নিষ্ঠীবনপাত্র, পিক্দানী, ডাবর। আচমনের ক (জল) আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

আচমনীয়—আচমনীয় জল, মুখপ্রক্ষালনের জল; যে বস্তু ভক্ষণ করিয়া রীতিমত আচমন করা আবশ্যক তাহা; ভক্ষ্যদ্রব্য। আ—চম্ + অনীয় করণবা, কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

আচম্বা—সহসা, অতর্কিতভাবে, হঠাৎ। 'অসম্ভব'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

আচম্বিত—চঞ্চল, সংক্ষুব্ধ; অতর্কিত। 'অসম্ভাবিত'-শব্দজ। বিণ।

আচম্বিতে—অতর্কিতভাবে, সহসা। বাং। ক্রি-বিণ।

আচয়—সংগ্রহ। আ—চি + অচ্ ভাববা। বি; পুং।

আচর—আঁচল, বস্ত্রপ্রান্ত ("ক্ষণে আচর দেই ক্ষণে হোয় ভোয়"—বিদ্যাপতি)। 'অঞ্চল'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আচরণ—অনুষ্ঠান; আচার; রীতি। আ—চর্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আচরণীয়—অনুষ্ঠেয়; যাহা করা উচিত এমন; ব্যবহার্য্য; পাংক্তেয়। আ—চর্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আচরা—১। ক্ষেত পরিষ্কার করিবার যন্ত্রবিশেষ, বিদে। আচর্ + আ করণবা। বাং। বি। ২। আচরণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

আচরিত—১। আচরণ, অনুষ্ঠান। আ—চর্ + ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। কৃত; ব্যবহৃত, অনুষ্ঠিত। আ—চর্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [বিণ।

আচষা—অকৃষ্ট, পতিত। নয় চষা, নঞ্ তৎ।

আচান্ত—কৃতাচমন, যে আচমন সমাপ্ত করিয়াছে এরূপ। আ—চম্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আচাভূয়া—অদ্ভুত, আশ্চর্য্য; নির্ব্বোধ; হতবুদ্ধি, বিহ্বল। 'আশ্চর্য্যভূত'-শব্দজ। বিণ।

আচাম—১। আচমন। আ—চম্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। ভাতের মাড়; ভক্ষ্যদ্রব্যমাত্র। আ—চম্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

আচার—১। স্নান আচমনাদি ব্যবহার; শিষ্টাচার, ভদ্রতা; রীতি; চরিত্র। আ—চর্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। তৈল-সর্ষপাদিযোগে জারিত আম্রাদি ফল, কাসন্দি। পোর্তুগীজ 'achar'-শব্দ। বি।

আচারচ্যুত—সদাচারভ্রষ্ট। আচার হইতে চ্যুত, ৫মীতৎ। বিণ।

আচারনিষ্ঠ—সদাচারপরায়ণ, শাস্ত্রবিহিত আচারে শ্রদ্ধাবান্। আচারে (সদাচারে) নিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আচারবান্ (-বৎ)—নিয়মবান, আচারবিশিষ্ট, সদাচারী। আচার + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

আচারবিচার—ধর্ম্ম বা শাস্ত্রসম্মত বিধিনিষেধ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আচারবিরুদ্ধ, -বিরোধী (-ধিন্)—সামাজিক প্রথার বিরোধী, প্রচলিত নিয়মের বিপরীত। আচারের বিরুদ্ধ, বিরোধী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আচারবিহীন, -হীন—অসদাচার, সদাচারভ্রষ্ট, সদাচারবর্জ্জিত। আচার দ্বারা বিহীন, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

আচারব্যবহার—রীতিনীতি, আচারপদ্ধতি; স্বকৃত অনুষ্ঠানাদি ও অন্যের সহিত আচরণ। ('বন্ধুবান্ধব'বৎ দুইটী একার্থক পদের) দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আচারভ্রষ্ট—যাহার আচার ভাল নয় এরূপ; সদাচারবর্জ্জিত। আচার হইতে ভ্রষ্ট, ৫মীতৎ। বিণ।

আচারী (-রিন্)—১। সদাচারী। আচার + ইন্ আছে অর্থে। ২। আচরণকারী, অনুষ্ঠানকর্ত্তা। আ—চর্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রিণী।

আচার্য্য(র্য)—বেদাধ্যাপক; বৈদিকমন্ত্রব্যাখ্যাকর্ত্তা; শিক্ষাগুরু; পুরোহিত, দেবপূজক; ব্রাহ্মণজাতিবিশেষ, গ্রহবিপ্র, দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ। আ—চর্ + ণ্যৎ কর্তৃবা। বি; পুং।

আচার্য্য(র্য)ক—আচার্য্যের কর্ম্ম, উপদেশদান। আচার্য্য + অক (বুঞ্) কর্ম্মার্থে। বি; ক্লীব।

আচার্য্যা(র্যা)—শিক্ষাদাত্রী; শিক্ষাদায়িনী। আচার্য্য + আপ্। বি; স্ত্রী।

আচার্য্যা(র্যা)নী—আচার্য্যপত্নী, গুরুপত্নী। আচার্য্য + আনীপ্ (ণত্বনিষেধ)। বি; স্ত্রী।

আচালা—অপরিষ্কৃত, আছাঁকা, যাহা ধান্য বা অঙ্গারাদি হইতে পৃথক্ করা হয় নাই এরূপ (খই বালি প্রভৃতি)। আ (নয়) চালা, নঞ্ তৎ। বিণ।

আচিত—১। সঞ্চিত, একত্র সন্নিবেশিত; গ্রথিত, গুম্ফিত। আ—চি + ক্ত কর্ম্মবা। ২। আচ্ছন্ন, আকীর্ণ, ব্যাপ্ত। আ—চি + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৩। পঁচিশ মণ। বি; পুং বা ক্লীব। ৪। শকটপরিমাণ ভার, একগাড়ির বোঝা। আ—চি + ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

আচির, -চীর—ছোট পাঁচীল, প্রাচীর; বেড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।

আচু—বৃক্ষবিশেষ, একপ্রকার গাছ। বাং।

আচূষণ—আকর্ষণ, চুষিয়া লওয়া; গাত্র হইতে দূষিতরক্ত-মোক্ষণ। আ—চুষ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —ষিত।

আচোট—অকৃষ্ট, যাহা চষা হয় নাই এরূপ; অনাহত। আ (লাগে নাই) চোট (লাঙ্গলের আঘাত) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

আচকা—১। অকস্মাৎ, অতর্কিতভাবে, হঠাৎ; আন্দাজে। 'আচকিত'-শব্দজ। ক্রি-বিণ। ২। আন্দাজি; যাহার গণনা করা হয় নাই এরূপ; যাহা ওজন করা হয় নাই এরূপ। বাং। বিণ।

আচ্ছন্ন—আচ্ছাদিত, ঢাকা; বিহ্বল, অভিভূত। আ—ছদ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আচ্ছা—১। স্বীকৃতি; অঙ্গীকার প্রভৃতি সূচক শব্দ। 'অস্তু'-শব্দজ। অব্য। ২। উৎকৃষ্ট; অতিশয়, বিলক্ষণ; অশ্রদ্ধেয়; বিরক্তিকর। হিন্দী। বিণ। **আচ্ছা বেশ**—তাহা হইলে; যেমন তাহাই হইল ভালই।

আচ্ছাদ, -দন—১। আবরণ; পরিধান, পরা। আ—ছদ্ + ণিচ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাববা। ২। ঢাকনি; বস্ত্র। আ—ছদ্ + ণিচ্ + ঘঞ্, অনট্ করণবা। বি; পুং, ক্লীব।

আচ্ছাদক—আচ্ছাদনকারী, আবরক; আবর্ত্তক। আ—ছদ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দিকা। **আচ্ছাদক তন্তু**—(শারীরবিদ্যা) যে তন্তু (tissue) দ্বারা শরীরের (চর্ম্মের উপরাংশ প্রভৃতি) অনাবৃত অংশ আবৃত থাকে তাহা (epithelial tissue).

আচ্ছাদন—'আচ্ছাদ' দ্রঃ।

আচ্ছাদনীয়—আচ্ছাদনযোগ্য; আবরণীয়। আ—ছদ্ + ণিচ্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আচ্ছাদয়, -দয়ে—আ চ্ছা দি ত করে,' ঢাকে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আচ্ছাদিত—আবৃত, ঢাকা। আ—ছদ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আচ্ছিন্ন—যাহা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ; অস্ত্রাদি দ্বারা কর্ত্তিত। আ—ছিদ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আচ্ছুরিত—১। উচ্চহাস্য; ঘোড়ার ডাক; নখে নখে শব্দ। আ—ছুর্ + ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। ক্ষত, নখাদি দ্বারা আহত, আঁচড়ান; মাখান। আ—ছুর্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আচ্ছুরিতক—১। পরের অমর্ষজনক হাস্য; সশব্দহাস্য; ঘোরতর চিঁহিঁ শব্দ; নখে নখে কৃত বাদ্য। বি; ক্লীব। ২। মাখান; মিশ্রিত। আচ্ছুরিত + কন্ স্বার্থে। বিণ।

আচ্ছেদ—জোরে কাড়িয়া বা ছিনাইয়া লওয়া; ছেদন। আ—ছিদ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আচ্ছেদক, আচ্ছেদী (-দিন্)—বলপূর্ব্বক-গ্রহীতা, যে জোর করিয়া কাড়িয়া

লয় এরূপ; ছেদক। আ—ছিদ্+ণক, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –দিকা, –দিনী।

আচ্ছোদন—মৃগয়া। আ—ছিদ্+অনট্ অধিবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

আছইতে, আছিতে—১। রহিতে, থাকিতে, বিদ্যমানতায়, সত্ত্বে। অস-ক্রি। ২। আদিতে, গোড়ায়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

আছড়া—পশলা; ছড়া; শস্যাদির আঁটি। বাং। বি।

আছড়া-আছড়ি—বার বার আছাড়, আছাড়-পাছাড়। বাং। বি।

আছড়ান—আছাড় মারা, বলপূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করা। বাং ক্রি।

আছয়, -ছয়ে, -ছএ, -ছিয়ে, -ছিএ—আছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আছরম—আশ্রম। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আছল—ছিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আছা—থাকা; বাঁচিয়া থাকা; বাস করা; হাজির থাকা; সহায় হওয়া; অবৈধপ্রণয়ে লিপ্ত থাকা। 'অস্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

আছাঁকা—যাহা ছাঁকিয়া লওয়া হয় নাই এরূপ, অপরিস্তুত। আ (নয়) ছাঁকা, নঞ্-তৎ। বিণ।

আছাঁটা—অকর্ত্তিত, অপরিষ্কৃত; যাহা কাঁড়া বা ছাঁটা হয় নাই এরূপ। আ (নয়) ছাঁটা, নঞ্-তৎ। বিণ।

আছাড়—সবলে ভূমিতে পাতন, জোর করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া; সহসা মাটিতে পড়িয়া যাওয়া। বাং। বি। **আছাড় খাওয়া**—পদস্খলনজনিত ভূপতন। **আছাড় খাইয়া পড়া**—অতিশয় শোক বা দুঃখের জন্য ভূমিতে লুণ্ঠিত হওয়া।

আছাড়-কাছাড়, -পাছাড়, -পিছাড়, -বিছাড়—ভূমিতে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হওয়া, বার বার মাটিতে পড়া; অত্যন্ত ছটফট্ করা। প্রাদে। ক্রি।

আছানা—যাহা ছানিয়া লওয়া হয় নাই এরূপ। আ (নয়) ছানা, নঞ্-তৎ। বিণ।

আছাপা—অমুদ্রিত, যাহা ছাপা হয় নাই এরূপ; অগুপ্ত; প্রকাশিত। আ (নয়) ছাপা, নঞ্-তৎ। বিণ।

আছালতন—স্বকীয়, ব্যক্তিগত; যাহা মার্‌ফ‌তী নহে এমন; স্থায়ী। আর্বী 'আসালতন্'-শব্দজ। বিণ।

আছিতে—'আছইতে' দ্রঃ।

আছিদর—দোষহীন, ত্রুটিহীন; দুষ্ট; শঠ, প্রগলভ। 'অচ্ছিদ্র'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আছিদরী—১। শঠতা; দুষ্টামি। বি। ২। অসতী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আছিল—ছিল। প্রাদে। ক্রি। [ক্রি।

আছেন্ত—আছেন; থাকেন। প্রাঃ কবিপ্র।

আছোলা—অপরিষ্কৃত, অমার্জ্জিত; অমসৃণ, কর্কশ; গ্রন্থ্যাদিযুক্ত, গাঁটযুক্ত ('—বাঁশ')। আ (নয়) ছোলা, নঞ্-তৎ। বিণ।

আজ—১। অদ্য, আজি; অধুনা। 'অদ্য'-শব্দজ। অব্য। **আজ নয় কাল**—দেরী, দীর্ঘসূত্রতা। **আজ নগদ কাল বাকী**—জিনিসের দাম বাকী রাখিয়া অর্থাৎ ধারে জিনিস বিক্রয় করা হয় না। **আজ বাদে কাল**—নিকট ভবিষ্যতে, শীঘ্র। ২। ঘৃত। আ—অন্জ্+ক (ঘঞর্থে) করণবা। বি; ক্লীব। ৩। অজসম্বন্ধীয়, ছাগলসংক্রান্ত; ছাগমাংসাদিনির্ম্মিত (ভক্ষ্যদ্রব্য)। অজ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, –জী। ৪। গমন। অজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আজক—অজসমূহ, ছাগলের পাল। অজ+অক (বুঞ্) সমূহার্থে। বি; ক্লীব।

আজকার—১। অদ্যতন, অদ্যকার। আজ+কার। বাং। বিণ। ২। শিববৃষ। উপতৎ; আজ (ঘৃত)—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আজকাল—অদ্য অথবা কল্য, দুই-এক দিনের মধ্যেই; ইদানীম্, এক্ষণে, এখন। দ্বন্দ্ব। বাং। অব্য।

আজকালকার, -কালের—এখনকার, বর্ত্তমান সময়ের, ইদানীন্তন। আজকাল+কার সম্বন্ধার্থে। বাং। বিণ।

আজকে—আজ। বাং। ক্রি-বিণ।

আজগব—শিবের ধনুঃ। অজগব+অণ্ স্বার্থে। 'অজগব' শব্দ দ্রঃ। বি; ক্লীব।

আজগবি, -বী, -গুবি, -বী—হঠাৎ আগত, আচম্বিতে সংঘটিত; আচম্কা শ্রুত; অতি বিস্ময়কর। ফার্সী 'অজগবে'-শব্দজ। বিণ। [(অদ্ভুত)+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আজগৈবিক—আজগুবি। আজগব

আজড়া, -ড়ান—আজাড় করা, (পাত্রাদি) রিক্ত বা খালি করা; কাপড় ছাড়া, বস্ত্রান্তর গ্রহণ করা। হিন্দী 'উজাড়'-শব্দজ। ক্রি।

আজন—১। অঞ্জন, কাজল। 'অঞ্জন'-শব্দজ। ২। আজনাই, চক্ষুরোগবিশেষ। 'অঞ্জনী'-শব্দজ। বি।

আজনই, -নাই—একপ্রকার সরীসৃপ, গিরগিটী; চক্ষুরোগবিশেষ, আঞ্জনী। 'অঞ্জনিকা'-শব্দজ। বি।

আজনন—পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত; চিরজীবন, যাবজ্জীবন, আজীবন। জন্ম অবধি এই অর্থে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আজন্ম—জন্মাবধি, জন্মক্ষণ হইতে; যাবজ্জীবন, আজীবন। জন্ম অবধি এই অর্থে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আজন্মকাল—জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া; যাবজ্জীবন। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আজন্মশুদ্ধ—জন্মকাল হইতে পবিত্র, জন্মাবধি নিষ্কলঙ্ক। আজন্ম শুদ্ধ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আজব—অদ্ভুত, আশ্চর্য্য। আর্বী। বিণ।

আজবক—অবোধ, নির্ব্বোধ; বাতুল। আর্বী 'উজবেগ'-শব্দজ। বিণ।

আজব-ঘর—আশ্চর্য্যগৃহ, যাদুঘর (museum). কর্ম্মধা। বি। [শব্দজ। বিণ।

আজবোজ—অবুঝ, বোকা। 'অবোধ'-

আজমীঢ়—১। পাণ্ডবপক্ষীয় বিদুর; যদুবংশীয় নৃপতিবিশেষ। অজমীঢ়+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং। ২। রাজপুতানার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগর। ('আজমীর' বানানই সঙ্গত। বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ)। বি।

আজল, -লি—মূর্খ, বোকা, গবাকান্ত। প্রাদে। বিণ।

আজলী—নেকী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আজা—মাতামহ, মাতার পিতা। 'আর্য্যক'-শব্দজ। বি।

আজাড়—১। মোচন; অবসর, গুরুত্ব। বি। ২। দ্রব্যশূন্য, খালি। হিন্দী 'উজাড়'-শব্দজ। বিণ।

আজাড়ান—১। আজড়ান (তাহা দ্রঃ)। ২। পালের কাপড়। প্রাদে। বি।

আজাদ—১। স্বাধীন ব্যক্তি। বি। ২। স্বাধীন; মুক্ত; খালি। ফার্সী। বিণ।

আজাদি, -দী—স্বাধীনতা। ফার্সী। বি।

আজান, আ'যান—মুসলমানদের নমাজের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান। আর্বী। বি।

আজানত—অজানায়। আ (নয়) জানত, নঞ্-তৎ। ক্রি-বিণ।

আজানা—অজ্ঞাত, অনবগত; অপরিচিত। আ (নয়) জানা, নঞ্-তৎ। বিণ। [বি।

আজানী—অল্পবুদ্ধি রমণী। প্রাঃ কবিপ্র।

আজানু—জানুদেশ পর্য্যন্ত, হাঁটু পর্য্যন্ত। জানু পর্য্যন্ত এই অর্থে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আজানুলম্বিত—জানুদেশপর্য্যন্ত লম্বমান, হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলান। আজানু লম্বিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আজানুলম্বিতবাহু—যাহার বাহু জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান এরূপ, দীর্ঘবাহু। আজানুলম্বিত বাহু যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আজানেয়—শ্রেষ্ঠঘোটক, সুজাতীয় অশ্ব। অজানেয় (উত্তম ঘোটক)+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। [হিন্দীমূলক। বিণ।

আজা-মৌজা—যথেচ্ছ; খামখেয়ালী।

আজার—রোগ, পীড়া। বৈদেশিক। বি।

আজারে—পীড়িত, রুগ্ণ; অলস। বৈদেশিক। বিণ।

আজি—১। অদ্য, এই দিনে। 'অদ্য'-শব্দজ। ক্রি-বিণ। ২। মাতামহী। আজা+ই। ৩। যুদ্ধ; গমন; আক্ষেপ। আ—অজ্+ইণ্ ভাববা। ৪। যুদ্ধভূমি, সমরভূমি; নির্দ্দিষ্ট ক্ষণ; নিন্দা; মর্য্যাদা। আ—অজ্+ইণ্ অধিবা, করণবা। বি; স্ত্রী।

আজিকার—বর্তমান দিনের, আজকার। আজি+কার সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আজিকালি—আজকাল। আজি ও কালি, দ্বন্দ্ব। বি। [ক্রি-বিণ।

আজিকে—আজ, অদ্য। 'অদ্য'-শব্দজ।

আজিমা, -জীমা—আইমা, দিদিমা, মাতামহী। 'আর্য্যিকা'-'মাতৃ'-শব্দজ। বি।

আজী—মাতামহী, দিদিমা। আজা+ঈ। বি; স্ত্রী।

আজীব—প্রাণধারণ করিবার উপায়। আ—জীব্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

আজীবন—১। যাবজ্জীবন, চিরজীবন। জীবন ব্যাপিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ২। প্রাণধারণোপায়, জীবিকা। আ—জীব্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

আজীব্য—১। সহায়; উপজীব্য, জীবিকা-নির্ব্বাহের অবলম্বন। আ—জীব্+ণ্যৎ অধিবা, করণবা। বিণ। ২। জীবিকা, আজীবন। আ—জীব্+ণ্যৎ করণবা। বি; ক্লীব।

আজু—১। অবৈতনিক ভৃত্য, বেতন বিনা কার্য্যকারী। 'আজূ'-শব্দজ। ২। আজ, অদ্য ("আজু বিপিনে আওত কান্।"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

আজুক—১। অদ্যতন, আজিকার ("কি কহব রে সখি আজুক বিচার"—বিদ্যাপতি)। বিণ। ২। আজিকে, অদ্য। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

আজুর—বিনা মাহিনার কাজ; পণ্ডশ্রম। ফার্সীমূলক, মতান্তরে 'আজু'(১)-শব্দজ। বি।

আজুরা—মজুরী; পারিশ্রমিক। ফার্সী। বি।

আজুল, -জুলী—আজল, বোকা; সরল; বাউল বা বাতুল। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

আজুলে—আজুল (তাহা দ্রঃ)। বি বা বিণ; সাধারণতঃ পুং।

আজূ—১। বেতন ব্যতিরেকে কর্ম্ম করা, বেগার। আ—জু+ক্বিপ্ ভাববা (উ-স্থানে ঊ)। ২। অবৈতনিক কর্ম্মকর, বিনা মাহিনার চাকর। আ—জু+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

আজে—ডাকে; ধ্বনিত হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বিণ।

আজেবাজে—তুচ্ছ; বিভিন্ন। বাং।

আজ্জান—গাছ পোতা; বপন করা; রোপণ করা। 'আবজা' (<আবাদ)-শব্দজ। বাং ক্রি।

আজ্জার—যে জমি জলে ডুবিয়া যায় না, উঁচু জায়গা। বৈদেশিক। বি।

আজ্ঞপ্ত—আদিষ্ট; অনুমতিপ্রাপ্ত। আ—জ্ঞা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আজ্ঞপ্তি—আজ্ঞা। আ—জ্ঞা+ণিচ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

আজ্ঞা—১। আদেশ, অনুমতি। আ—জ্ঞা+অঙ্ ভাববা+আপ্। ২। (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে দশমস্থান। আ—জ্ঞা+অঙ্ অধিবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

আজ্ঞাকর্ত্তা (-কর্তৃ), -কর্ত্রী—আদেশ-প্রদানকারী, আজ্ঞাকারী। আজ্ঞার কর্ত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

আজ্ঞাকারিতা—আদেশপালন, বাধ্যতা। আজ্ঞাকারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

আজ্ঞাকারী (-কারিন্)—আদেশদাতা; অন্যের আদেশানুসারে কর্ম্মকারী, আজ্ঞাবহ। উপতৎ; আজ্ঞা—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী। বি,—কারিতা।

আজ্ঞাক্রমে, -নুক্রমে—আদেশ অনুসারে, হুকুমানুযায়ী। আজ্ঞার ক্রম, অনুক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আজ্ঞাচক্র—(তন্ত্রশাস্ত্র) ষট্‌চক্রান্তর্গত ষষ্ঠ চক্র। আজ্ঞাখ্য চক্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আজ্ঞাধীন—আদেশের অধীন, আদেশানুবর্ত্তী। আজ্ঞার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আজ্ঞানুগত—আজ্ঞাধীন (তাহা দ্রঃ)। আজ্ঞার অনুগত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আজ্ঞানুবর্ত্ত(র্ত)ন, -বর্ত্তি(র্তি)তা—হুকুম মানা, আদেশ মত চলা। ৬ষ্ঠীতৎ; (২য় পক্ষে) আজ্ঞানুবর্ত্তিন্+তা ভাবে। বি; ক্লীব।

আজ্ঞানুবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), -বর্তী—আদেশমত কার্য্যকারী। আজ্ঞার অনুবর্ত্তী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী। বি,—বর্ত্তিতা।

আজ্ঞানুযায়ী (-যায়িন্)—১। আজ্ঞানুসারে কার্য্যকারী, আদেশপালক; আদেশানুরূপ। আজ্ঞার অনুযায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—যায়িনী। ২। আদেশ অনুসারে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

আজ্ঞানুরূপ—আদেশমত, আদেশানুযায়ী। আজ্ঞার অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আজ্ঞানুসারী (-সারিন্)—আজ্ঞানুযায়ী; আদেশপালক। আজ্ঞার অনুসারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সারিণী। বি,—সারিতা।

আজ্ঞানুসারে—আদেশক্রমে, হুকুমমত। আজ্ঞার অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আজ্ঞাপক—আজ্ঞাদাতা, আদেশপ্রদান-কারী; শাসনকর্তা। আ—জ্ঞা+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পিকা।

আজ্ঞাপত্র, -লিপি—আদেশপত্র, হুকুম-নামা; সরকার-নিয়ন্ত্রিত বস্তুক্রয়ের অনুমতি-পত্র (permit). আজ্ঞাসূচক পত্র, লিপি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

আজ্ঞাপন—আজ্ঞাদান, আদেশপ্রদান। আ—জ্ঞা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আজ্ঞাপিত—আজ্ঞপ্ত, আদিষ্ট, কৃতাদেশ। আ—জ্ঞাপি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,—তা।

আজ্ঞাপিতে—আদেশ করিতে, আজ্ঞা করিতে। কবিপ্র। অস-ক্রি।

আজ্ঞাবন্দী—আজ্ঞাধীন, আজ্ঞাকারী। ৩য়াতৎ। আজ্ঞার বন্দী, ৬ষ্ঠীতৎ। বাং। বিণ।

আজ্ঞাবহ—অন্যের আদেশ পালনকারী। আজ্ঞার বহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আজ্ঞাভঙ্গ(ংগ)—আদেশের অপালন, আদেশের অমান্যতা; আজ্ঞাপ্রতিঘাত, আজ্ঞা-প্রতিরোধ; আদেশমত কার্য্য না করা, হুকুম না মানা। আজ্ঞার ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আজ্ঞালিপি—'আজ্ঞাপত্র' দ্রঃ।

আজ্ঞে—প্রভু গুরুজন বা মাননীয় লোকের আহ্বানের উত্তরসূচক শব্দ; সম্মতিসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

আজ্য—ঘৃত, হোমাদিসাধন হবিঃ [আজ্য গলিত হইলে তাহার নাম সর্পিঃ এবং ঘনীভূত হইলে তাহার নাম ঘৃত]; টার্‌পিন্। আ—অন্‌জ্+ক্যপ্ করণবা (ন-লোপ)। বি; ক্লীব।

আজ্যপ—১। ঘৃতপায়ী। বিণ। ২। পিতৃগণবিশেষ (ইঁহারা পুলস্ত্যের সন্তান এবং বৈশ্যদিগের পিতা)। উপতৎ; আজ্য—পা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

আজ্যভাগ—হোমীয় ঘৃতের একদেশ, হোমীয় ঘৃতের অংশ; বৈদিকদিগের ঘৃতের আহুতিবিশেষ। আজ্যের ভাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আজ্যভুক্ (-ভুজ্)—হুতাশন, অগ্নি। উপতৎ; আজ্য—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

আঝাড়া—১। অপরিষ্কৃত, যাহা ঝাড়া হয় নাই এরূপ ('—চাউল')। বিণ। ২। সাংঘাতিক ('—সর্প', '—বিষ'), যাহার বিষ নামান যায় না এরূপ ('—সাপ')। আ (নয় বা যায় না) ঝাড়া, নঞ্‌তৎ। বি বা বিণ।

আঝাল, -লা—১। কটুরসবিহীন, ঝালরহিত; জ্বালাশূন্য, প্রদাহরহিত। আ (নাই) ঝাল যাহাতে, বহুব্রী; (২য় পক্ষে) +আ (তুচ্ছার্থে)। ২। যাহা ঝালান নয় এরূপ, যাহা জোড়া হয় নাই এরূপে। আ (নয়) ঝালা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আঝোড়া—যাহার ডালপালা কাটা হয় নাই এরূপ, যাহার ঝাড় কাটা হয় নাই এরূপ; যাহার হাড় হইতে মাংস টানিয়া জড় করা হয় নাই এরূপ। আ (নয়) ঝোড়া, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আঞ্জনি, -নী—সরীসৃপবিশেষ, একরকম গিরগিটি; চোখের পাতায় উৎপন্ন অঞ্জনীর ন্যায় ব্রণ। 'অঞ্জনিকা'-শব্দজ। বি।

আঞ্জনেয়—অঞ্জনানাম্নী বানরীর পুত্র, হনুমান্। অঞ্জনা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

আঞ্জা—যে-পরিমাণ সময় অন্তর অন্তর স্ত্রী-লোকদিগের সন্তান জন্মে তাহা, আঁড়ি। প্রাদে। বি।

আঞ্জাম—নির্ব্বাহ; সম্পূর্ণকরণ, সমাপ্তি; বন্দোবস্ত, সরবরাহ। ফার্সী। বি।

আঞ্জিনেয়—গিরগিটিজাতীয় সরীসৃপ জন্তু-বিশেষ; আজনাই, আঞ্জনী। আঞ্জিনী + এয় ভবার্থে। বি; পুং।

আঞ্জীর—খোবানী খর্জ্জুর। ফার্সীমূলক। বি।

আঞ্জুমন, -মান—'অঞ্জুমান' দ্রঃ।

আট—অষ্টসংখ্যক, ৮। 'অষ্টন্'-শব্দজ। বিণ বা বি।

আটক—১। বন্ধ; আবরণ; বাধা, প্রতিবন্ধক। বি। ২। আবদ্ধ, রুদ্ধ। 'আটকা'-ধাতুজ। বিণ।

আটকড়াই, -কলাই—আটপ্রকার কড়াই-এর সমষ্টি, শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে অনুষ্ঠিত আটপ্রকার কলাইভাজা বিতরণরূপ উৎসব। ('আটকৌড়ে' দ্রঃ)। আট কড়াই, কলাই আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি।

আটকপালিয়া, -কপালে—দুর্ভাগা, দুরদৃষ্ট; অশেষ-সৌভাগ্যসম্পন্ন, অতি ভাগ্যবান্। [এক কপাল বা অদৃষ্টে অনেক সুখ বা দুঃখ থাকে; আট কপালে তাহার পরিমাণ আরও অধিক; এইজন্য বহুসুখদুঃখভোগী ব্যক্তিকে 'আটকপালিয়া' বলে]। আটকপাল + ইয়া, এ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

আটকা—বদ্ধ, বাঁধা, রুদ্ধ। 'আটকা'-ধাতুজ। বিণ।

আটকাট, -কাঠ—আটদিক্, সকলদিক্; সর্ব্ববিষয়। আট + সহচর শব্দ কাট, কাঠ। বি।

আটকান—১। বন্ধকরণ, আসিতে না দেওয়া, প্রতিবন্ধ, রোধ। বাং ক্রি। ২। রুদ্ধ। আটকা + আন কর্ম্মবা। বিণ।

আটকাল—১। অনুমান; যুক্তি; অনুভব। হিন্দীমূলক। বি। ২। অষ্টপ্রহর, দিনরাত; নিয়ত, সকলসময়। 'অষ্টকাল'-শব্দজ। বি বা ক্রি-বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আটকিল—আটক করিল, রুদ্ধ করিল।

আটকে—১। পুরীধামে জগন্নাথদেবের নিয়মিত ভোগ; একজনের মত অন্ন পাকের হাঁড়ি। উড়িয়া। বি। ২। আটকাইয়া, রুদ্ধ করিয়া। বাং অস-ক্রি।

আটকৌড়ে—নবজাত শিশুর মঙ্গলার্থ উৎসববিশেষ, আটকলাই [শিশুর জন্মদিন হইতে অষ্টম দিনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন আটপ্রকার ভাজা কলাই পল্লীস্থ বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুদিগের মধ্যে বিতরণ করা হয়]। প্রাদে। বি।

আটখানা—গদ্‌গদ, আকুল, অস্থির ('আহ্লাদে—')। 'অষ্টখণ্ড'-শব্দজ। বিণ।

আটঘাট—বাদ্যযন্ত্রের স্বরপ্রকাশক সমস্ত দ্বার; চতুর্দ্দিকের রন্ধ্র; সকল প্রতিকূল অবস্থা। বাং। বি। **আটঘাট বাঁধা**—সকলপ্রকার বাধা দূর করা; বিপদের সকল সম্ভাবনা দূর করা।

আটচল্লিশ—৪৮-সংখ্যা বা তৎপরিমিত। 'অষ্টচত্বারিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আটচাল—আটটী চালবিশিষ্ট উন্মুক্ত গৃহ; প্রকাণ্ড সংসার, সর্ব্ববিধ ভারবিশিষ্ট সংসার। আট চাল যাহাতে, বহুব্রী (বাং)। বি।

আটচালা—১। আটটী চালবিশিষ্ট। বিণ। ২। আটটী চালবিশিষ্ট ঘর; যাহার উপরিভাগ আচ্ছাদিত—কোনদিকে দেওয়াল নাই এরূপ স্থান; দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ নৃত্যগীতাদির স্থান, নাটমন্দির। আট চাল, কর্ম্মধা + আ বিশিষ্টার্থে। বি।

আটত্রিশ—৩৮ সংখ্যা; ৩৮-সংখ্যক। 'অষ্টত্রিংশৎ' শব্দজ। বি বা বিণ।

আটন—১। বেদী। প্রাঃ কবিপ্র। ২। আইল, আলি; সীমা। বাং। বি।

আটপর, -পহর—দিনরাত, সর্ব্বদা। 'অষ্টপ্রহর'-শব্দজ। বি বা ক্রি-বিণ।

আটপলিয়া, -প'লে—অষ্টকোণ, অষ্টপৃষ্ঠ, আটটি পলযুক্ত—অর্থাৎ অষ্টপৃষ্ঠবিশিষ্ট; আটটি শিরাযুক্ত (octagonal). আট পল, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ইয়া, এ যুক্তার্থে। বিণ।

আটপিটে, -ঠে—সর্ব্ব কর্ম্ম নিপুণ; উদ্যোগী; পরিশ্রমী; দুর্ব্বৃত্ত, দুষ্ট, গোঁয়ার। আট (<আঁট = শক্ত) পিট, পিঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আটপৌরে—অষ্টপ্রহর ধারণীয়, সর্ব্বদা পরিধানযোগ্য; সাধারণ, সামান্য ('—বস্ত্রাদি'); চলিত ('—ভাষা')। আটপর (<অষ্টপ্রহর) + এ (<ইয়া)। বিণ।

আটপ্রহর—অষ্টযাম, সমস্ত দিন ও রাত্রি; অহোরাত্রব্যাপী হরিনাম-সংকীর্ত্তন। কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

আটব—দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণাপথ। বি; পুং।

আটবিক—১। অটবীসম্বন্ধীয়, বন্য। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। বন্যজাতি (ব্যাধাদি); বনরক্ষক। অটবী + ইক ভবার্থে। বি; পুং।

আটলা—আঁটি, গোছা; বিঁড়ে। 'অষ্ঠীলা'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

আটষট্টি—৬৮-সংখ্যা; ৬৮-সংখ্যক। 'অষ্টষষ্টি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আটসটা—গণনা, সংখ্যা; হিসাব; দম্ভ, আস্ফালন ('আটসটা মারা')। হিন্দীমূলক। বি। [আটসটা + নবীশ। বি।

আটসটানবীশ—মুহুরী, যে হিসাব রাখে।

আটসত্তর—আটাত্তর (৭৮)। 'অষ্টসপ্ততি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আটসাট—মোটামুটি হিসাব ও তাহার বিবরণ; আনুমানিক মূল্য স্থিরকরণ; হিসাবে বাড়াবাড়ি। বাং প্র। বি।

আটহাঁড়ি—বিবাহকালে একপ্রকার স্ত্রী-আচার, বিবাহের সময়ে বর-কন্যা যে ছোট ছোট আটটি হাঁড়ি লইয়া ঢাকাঢাকি করে তাহা। প্রাদে। বি।

আটা—১। গোধূমচূর্ণ, গমের গুঁড়া; অপেক্ষাকৃত স্থূল ময়দা। হিন্দীমূলক। ২। বৃক্ষাদির নির্য্যাস, আঠা; যত্ন; মনোযোগ। আঁট্ (বাং ক্রি) + আ কৃরণবা, ভাববা। ৩। আটফোঁটা-চিহ্নিত তাস। আট + আ যুক্তার্থে। বি।

আটাইশ, -টাশ—২৮-সংখ্যা; ২৮-সংখ্যক। 'অষ্টাবিংশতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আটা-কাটি, -কাঠি—পাখী ধরিবার জন্য আঠাদেওয়া কাঠি; কাহাকেও জব্দ করিবার জন্য কৌশল; ফাঁদ। আটা-মাখান কাটি, কাঠি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

আটাত্তর—৭৮-সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'অষ্টসপ্ততি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আটানব্বই—৯৮-সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'অষ্টনবতি'-শব্দজ। বিণ।

আটান্ন—৫৮-সংখ্যা; ৫৮-সংখ্যক। 'অষ্টপঞ্চাশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আটাপেষা—১। যাহাতে আটা পেষা হয়, আটা চূর্ণ করিবার যন্ত্র। আটা পেষা হয় যাহাতে, উপতৎ; আটা—পেষ্ + আ করণবা। ২। বেদম প্রহার। বি। ৩। ভীষণ ভাবে প্রহৃত। আটার ন্যায় পেষা, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

আটাফাঁদ, -জাল—আটাকাটি, পাখী ধরিবার ফাঁদ। আটা-মাখান ফাঁদ, জাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

আটাল—১। আঠাযুক্ত। আটা + আল যুক্তার্থে। ২। শক্ত, কষা। প্রাদে। যাহা আঁটিয়া থাকে এই অর্থে আট্ + আল কর্ত্তৃবা। বিণ।

আটালি, -লী—আটুলি, পশুদেহস্থ লোমের একপ্রকার কীট। প্রাদে। বি।

আটাশ—২৮-সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'অষ্টাবিংশতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আটাশিয়া—অষ্টমমাসে জাত ('—সন্তান'); অল্পে ভীত। 'আটমাসিয়া'-শব্দজ। বিণ।

আটাশী—৮৮-সংখ্যা; ৮৮-সংখ্যক, অষ্টাশী। 'অষ্টাশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আটাশে—১। যে সন্তান আটমাসে জন্মগ্রহণ করে এমন; দুর্ব্বল; 'আটাশিয়া' দ্রঃ। বিণ। ২। মাসের ২৮ তারিখ। বাং। বি।

আটি—তাড়ি, গোছা; বিড়ে। 'অষ্ঠী'-শব্দজ। বি।

আটীকেড়ে—আটকৌড়ে (তাহা দ্রঃ)।

আটুলি, -লী—যে চর্ম্মকীট শক্ত করিয়া কামড়াইয়া থাকে তাহা। বাং। বি।

আটেকাটে, -পিঠে—অষ্টেপৃষ্ঠে, সম্যক্ প্রকারে, সর্ব্বাঙ্গে। বাং। অব্য।

আটোপ—গর্ব্ব ; সম্ভ্রম ; পেটের গুড় গুড় শব্দ। আ—তুপ্ + ঘঞ্ ভাববা, (নিপাতনে ত-স্থানে ট)। বি ; পুং। বিণ,—পী।

আটোপটঙ্কা(ৎকা)র—আ স্ফা ল ন, সগর্ব্বোক্তি, দম্ভোক্তি। বাং প্র। বি।

আঠা—নির্য্যাস, বৃক্ষের রস (কাগজ জুড়িবার কাজে ব্যবহৃত)। বাং 'আঁট্'-ধাতুজ। বি।

আঠার—১৮-সংখ্যা ; ১৮-সংখ্যক। 'অষ্টা-দশন্'-শব্দজ। বি বা বিণ। **আঠার ঘা** (বাঘে ছুঁলে)—শরীরের নানাস্থানে ক্ষত বা আঘাতচিহ্ন ; (তাহা হইতে) নানারূপ বিপদ্। **আঠার নালা**—জগন্নাথধামের উত্তরদিকে অবস্থিত স্থানবিশেষ। প্রবাদ আছে—এখানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আপনার পুত্রগণকে বলি দিয়াছিলেন। **আঠার মাসে বছর**—এক বৎসরের কাজ যে দেড় বৎসরে (আঠার মাসে) শেষ করে, তাহার সেই দীর্ঘসূত্রিতার প্রতি প্রযুক্ত ব্যঙ্গোক্তি। (তাহা হইতে) অলস প্রকৃতি ; কুঁড়েমি ; দীর্ঘসূত্রতা। [বি।

আঠারই—মাসের ১৮ তারিখ। আঠার + ই।

আঠাল—আঠাযুক্ত, চট্‌চটে ; দৃঢ়যত্ন। আঠা + ল যুক্তার্থে। বিণ। [প্রাদে। বি।

আঠালু—জন্তুর গাত্রলোমস্থ কীটবিশেষ।

আঠাশ—আটাশ (তাহা দ্রঃ)।

আঠি—বীজ, বীচি। 'অস্থি'-শব্দজ। বি।

আঠিয়া—১। আঁটিযুক্ত। বিণ। ২। এঁটে কলা। প্রাদে। বি।

আড়—১। প্রস্থ ; পরিসর ; পার্শ্ব ; আশ্রয় (ব্যঞ্জনার্থে)। হিন্দীমূলক। ২। অন্তরাল, আড়াল ; গর্ত্ত (হাতী 'আড়ে' পড়েছে)। 'অন্তরাল'-শব্দজ। ৩। অস্পষ্টতা ; অসরলতা। 'অরাল'-শব্দজ। ৪। বাঁশের আলনা ; মৎস্যবিশেষ ; আড়মাছ। প্রাদে। বি। ৫। বক্র, বাঁকা ; ঈষৎ, অল্প ; অর্দ্ধ ; আংশিক। 'অরাল' বা 'অর্দ্ধ'-শব্দজ। বিণ। ৬। দশমাত্রিক তালবিশেষ। বি ; পুং। **আড়ে গেলা**—তাড়াতাড়ি খাওয়া।

আড়ওড়—গোপনস্থান ; অন্তরাল ; ঘাঁত-ঘোঁত ; খুঁজিখাঁজি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আড়ং—ব্যবসায়ের কেন্দ্র, গঞ্জ, গোলা, আড্ডা ; হাট ; কারখানা ; মেলায় বিক্রয়ার্থ পুতুলের রাশি ; কোন চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখিবার নিমিত্ত লোকসমাগম, জনতা (যেমন,—বিজয়ার আড়ঙ্গ ; আড়ঙ্গের বাজার) ; মেলা, প্রদর্শনী। হিন্দীমূলক। বি।

আড়ংঘাট, -ঘাটা—নৌকায় উঠিবার ঘাট। বাং। বি।

আড়ংধোপ, -ধোলাই—কোড়া কাপড়ের রং ও মাড় উঠাইয়া ধৌতকরণ। বাং। বি।

আড়ংবাড়ং—বাঁকাচোরা ; বাজে। প্রাদে। বিণ।

আড়কাটি, -কাঠি—১। কাণ্ডারী ; জাহাজের জলমাপকারী ; প্রলোভন দ্বারা লোকসংগ্রাহক ; শ্রমিক বা সৈন্যাদি সংগ্রহকারী। ইং 'recruiter'-শব্দজ। ২। কাপড় বুনিবার যন্ত্রবিশেষ, তাঁতের মাকু। আড়ের (প্রস্থদিকের) কাঠি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

আড়কাঠ, -কাঠা—গৃহের উপরিস্থ প্রস্থ-কাষ্ঠ, কড়িকাঠ। আড়ের কাঠ, কাঠা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

আড়কালা—ঈষৎ বধির। আড় (অর্দ্ধ) যে কালা, সুপ্‌সুপা (বাং)। বিণ।

আড়কুজি—আড়মাছ। বাং। বি।

আড়কোলা—চিৎ করাইয়া শোয়াইয়া পিঠ ও জানুদ্বয়ের নীচে হাত রাখিয়া তোলা ; পাথালি কোলা। বাং। বি।

আড়ক্ষেপা—আধক্ষেপা, পাগলের মত। সুপ্‌সুপা (বাং)। বিণ।

আড়খেমটা—সঙ্গীতের দ্বাদশমাত্রিক তাল-বিশেষ। আড় (<অর্দ্ধ) খেমটা, কর্ম্মধা। বি।

আড়গড়া—অশিক্ষিত অশ্বদিগকে শিক্ষা দিবার ও পালন করিবার বৃহৎ অশ্বশালা ; কাষ্ঠবেষ্টনীর মধ্যস্থ স্থান, কাঠগড়া ; বেড়ার গায়ে লাগান মোটা সিঁড়ি। হিন্দীমূলক। বি।

আড়ঘোমটা—আধঘোমটা, অর্দ্ধাবগুণ্ঠন। আড় (<অর্দ্ধ) ঘোমটা, কর্ম্মধা। বি।

আড়ঙ্গ(ংগ)—আড়ং (তাহা দ্রঃ)।

আড়ঙ্গ(ংগ)ঘাটা—আড়ংঘাট (তাহা দ্রঃ)।

আড়ঙ্গ(ংগ)ধোপ, -ধোলাই—আড়ং-ধোপ (তাহা দ্রঃ)।

আড়চা—১। লোভ, লালসা ; ঈষৎ সঙ্কেত। 'লালসা'-শব্দজ। বি। ২। বক্র, বাঁকা ; ঈষৎ বক্র ; বাঁকাভাবে। আড় + চা ঈষদর্থে, প্রকারার্থে। বিণ।

আড়চাল—গৃহের আড়দিকের চাল ; বক্র ব্যবহার, কুটিল ব্যবহার। আড়ের চাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

আড়চোক, -চোখ—কটাক্ষ ; টেরা চোখ ; বক্র দৃষ্টি। কর্ম্মধা। বি।

আড়ৎ, -ত—গঞ্জ, ব্যবসায়স্থান ; পাইকারী বিক্রয়ের স্থান বা দোকান ; গুদাম। হিন্দীমূলক। বি।

আড়তদার—আড়তের মালিক, যে জিনিষ-পত্র আড়তে রাখিয়া বিক্রয় করে। আড়ত + দার স্বামী অর্থে। বি বা বিণ।

আড়তদারি—আড়তদারের কার্য্য বা ব্যবসায়। আড়তদার + ই কর্ম্মার্থে। বি।

আড়দালি, আর্দালি—হুকুমদার, দ্বারবান্ ; অফিস-আদালতের সাধারণ ভৃত্য। ইং 'orderly'-শব্দজ। বি। [বাং। বি।

আড়ন—ক্ষেপণ ; বাঁকান ; বাঁকিয়া যাওয়া।

আড়নয়ন—আড়চোখ ; কটাক্ষ, বাঁকা চাহনি। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

আড়পাগল, -পাগলা—অর্দ্ধক্ষিপ্ত, আধ-খেপা। সুপ্‌সুপা (বাং)। বিণ।

আড়পাপড়া—ক্ষুদ্র এবং মোটা পর্ব্ববিশিষ্ট লাঠি। বাং। বি। [হিন্দীমূলক। বি।

আড়পার—নদীর অপর তট, ওপার, পরপার।

আড়বাড়—আশপাশ ; সর্ব্বত্র, সকলস্থান। বাং। বি। [বি। বিণ,—বাঁকা।

আড়বাঁক—সামান্য বক্রতা। কর্ম্মধা (বাং)।

আড়ভাঙ্গা(ঙা)—১। সোজা, সরল। বহুব্রী। বিণ। ২। সোজা করা ; সোজা পথে চালান ; দুর্ব্বৃত্তকে দমন করা ; জিহ্বার জড়তা দূর করা। বাং ক্রি।

আড়মাতলা, -মাৎলা—আধপাগলা, অর্দ্ধমত্ত। সুপ্‌সুপা (বাং)। বিণ।

আড়মাদলা—দৈর্ঘ্যের তুলনায় অধিক-বিস্তার-বিশিষ্ট বা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমান ; আড়া-আড়ি। বাং। বিণ।

আড়মোড়া—অঙ্গভঙ্গ, নিদ্রাদির পর আলস্য দূর করিবার জন্য হাত পা মোড়া। 'অর্দ্ধমোটন'-শব্দজাত। বি। **আড়মোড়া ভাঙা**—সঙ্কোচন ও বিস্তারের দ্বারা শরীরের জড়তা ভাঙ্গা ; আলস্য দূর করা।

আড়ম্বর—১। তূর্য্যাদি বাদ্যধ্বনি ; হস্তি-ধ্বনি ; যুদ্ধের বাজনা ; মেঘের ডাক ; আরম্ভ ; দর্প ; হর্ষ ; আয়োজন ; ক্রোধ ; বাহু প্রভৃতি অঙ্গের মর্দ্দন ; সমারোহ, ঘটা। আ—ডম্ব্ + অরন্ ভাববা। ২। জয়ঢাক। আ—ডম্ব্—অরন্ অধিবা। বি ; পুং।

আড়ম্বরবর্জ্জি(র্জি)ত, -বিহীন, -রহিত, -শূন্য, -হীন—ঘটাশূন্য ; নিরহঙ্কার। ৩য়াতৎ। বিণ।

আড়ম্বরি, -রী—আস্ফালন ; সমারোহ, ঘটা বহ্বারম্ভ। বাং প্র। বি।

আড়ম্বরী (-রিন্)—আ ড় ম্ব র বি শি ষ্ট ; গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত ; ধুমধামযুক্ত। আড়ম্বর + ইন্ আছে অর্থে বা ঈ (বাং)। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

আড়রি—আড়ুরি (তাহা দ্রঃ)।

আড়ষ্ট—অবশপ্রায়, বিবশ ; স্তব্ধ, বিহ্বল। 'অঙ্গাকৃষ্ট'-শব্দজ। বিণ।

আড়সা—১। জঞ্জাল, আবর্জ্জনা ; জঞ্জালময় স্থান, নিন্দিত স্থান। বি। ২। আড়া, বক্র, বাঁকা ; ত্যক্ত। বাং। বিণ।

আড়া—১। মেটে ঘরের বংশনির্ম্মিত কড়ি বা চালরক্ষক দণ্ড ; আকার ; ধরণ ; আয়তন ; ডাঙ্গা ; পাড় ; বাঁশ বা বেতের তৈয়ারী পাত্র ; ঘরের আড়দিকে ঝুলান বাঁশের আলনা ; মাছ ধরিবার গর্ত্ত ও সাজসজ্জা ; মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষ ; সঙ্গীতের তাল-বিশেষ, আড়াঠেকা ; প্রস্থদিকের বিস্তার ; ধান্যাদির পরিমাণবিশেষ, ২ মণ। 'আঢ়ক'-শব্দজ। বি। ২। অর্দ্ধ ; বাঁকা। 'অর্দ্ধ' বা 'অরাল'-শব্দজ। বিণ।

আড়া-আড়ি—১। হিংসাহিংসি, রেষারেষি, শত্রুতা; একসময়ে দুই বিপরীত দিকে যাওয়া; এদিক্-ওদিক্; আগুপিছু। বি। ২। কোণাকুণি; আড়ভাবে; চওড়ার দিকে। বাং। ক্রি-বিণ।

আড়াই—অর্দ্ধসহিত দুই, সার্দ্ধ দুই, দুই এবং আধ। 'সার্দ্ধদ্বয়' (>অর্দ্ধ দ্বি> আধাই >আঢ়াই) -শব্দজ। বিণ।

আড়াইয়া—আড়াইয়ের সহিত গুণনের আর্য্যা। আড়াই+আ (বাং)। বি।

আড়াখেমটা—আড়খেমটা (তাহা দ্রঃ)।

আড়াচৌতাল—সাত মাত্রার তাল [ইহার অন্য নাম ছোট চৌতাল। ইহাতে চারিটি তাল ও তিনটি ফাঁক আছে]। কর্ম্মধা। বি।

আড়াঠেকা—ষোল মাত্রার তাল [ইহাতে তিনটি তাল ও একটি ফাঁক আছে]। কর্ম্মধা। বি।

আড়ানা—রাগিণীবিশেষ [ইহা সুঘরাই, কানাড়া ও সারঙ্গ, অথবা সুরট বা মল্লার এবং কানাড়ার মিশ্রণে উৎপন্ন। ইহা একটি আধুনিক রাগিণী]। বি; স্ত্রী।

আড়ানি, -নী—একপ্রকার ছাতা; চাঁদোয়া; বড় পাখা। বাং। বি।

আড়াভাঙ্গা(ংগা), -মোড়া—আড়মোড়া, গাত্র বক্র করিয়া আলস্যত্যাগ; শরীরভঙ্গি। বাং প্র। বি।

আড়ারি—আড়ুরি (তাহা দ্রঃ)।

আড়াল—অন্তরাল, আচ্ছাদন; পর্দ্দা। 'অন্তরাল'-শব্দজ। বি।

আড়ি—১। আড়ি বা আইড় মাছ; মাছ-মাপা ঝুড়ি; পণ; দ্বেষ; অপ্রণয়; কলহ; অত্যন্ত আগ্রহ, জিদ্; আড়াল; শিশুদের আবদার; সঙ্গীতচ্ছন্দের প্রতিমাত্রাকে সমান তিন বা দেড় ভাগে ভাগ করিয়া অথবা যে কোনরূপ বক্রভাবে বাণী বা স্বর সন্নিবেশ; অন্য লোকদিগের কথোপকথন গোপনে শুনিবার জন্য গুপ্তভাবে অবস্থিতি; কটাক্ষ; উঁকি; পথ। বাং প্র। ২। পরিমাণবিশেষ; ধান্যাদির তিন কাঠা ("ধান্য ধারি দুই আড়ি" —মুকুন্দরাম)। 'আঢ়ক'-শব্দজ। বি। **আড়ি দেওয়া, আড়ি পাতা**—গোপনে থাকিয়া কথা শোনা। **আড়ি ধরা**—গোঁ ধরা।

আড়ি-উড়ি—উঁকিঝুঁকি। বাং। বি।

আড়িপাতুনে—যে গোপনে অপরের কথা শুনে এরূপ; যে গোপনে হত্যা করে এরূপ। আড়িপাতন+এ (<ইয়া)। বিণ।

আড়ুবাড়ু, -মাড়ু—গা বমি-বমি, পেটের ভিতর পাকাইয়া উঠা। বাং। বি।

আড়ুরা—ছল। প্রাদে। বি।

আড়ুরি, -লি—ধার, তটস্থ উচ্চস্থান; নদ্যাদির গর্ভস্থিত ক্রমনিম্ন স্থান। বাং। বি।

আড়ে—আড়ালে; প্রস্থের দিকে; আধা-চিবানো করিয়া ('—গেলা')। বাং। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আড়ে-দীঘে—লম্বায় চওড়ায়; সকলদিকে। বাং। ক্রি-বিণ।

আড়ে-পাতালে—অতি দ্রুত, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি; কোন বস্তুর রসাস্বাদ না করিয়া। বাং। ক্রি-বিণ।

আড়ে-হাতে—উঠিয়া পড়িয়া, কোনরূপ বাধা না মানিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে। বাং। ক্রি-বিণ।

আড্ডা—একধর্ম্মভুক্ত লোকের উপবেশনস্থল; আখ্ড়া; উত্তরণ-স্থান; সরাই; ঠিকানা; বাসা; গাড়ী প্রভৃতি থাকিবার স্থান। বাং। বি। **আড্ডা গাড়া**—বাসা করা; বাসা করিয়া থাকা। **আড্ডা দেওয়া, আড্ডা মারা**—আড্ডায় গিয়া বাজে গল্প পরিহাসাদি করিয়া সময় কাটান।

আড্ডাধারী (-রিন্)—আড্ডার মোড়ল, আড্ডার প্রধান লোক; যে আড্ডায় গিয়া প্রায় সব সময় অকাজে কাটায়; উচ্ছৃঙ্খল। উপতৎ; আড্ডা (বাং)—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ।

আঢ়ক—ধান্যাদির পরিমাণপাত্রবিশেষ; আড়ি; চারিপ্রস্থ; দুইমণ পরিমাণ; (বৈদ্যক-শাস্ত্র) অষ্টশরাব-পরিমাণ; (জ্যোতিষ) পরিমাণবিশেষ, আঢ়া। আ—ঢৌক্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং বা ক্লীব।

আঢ়কিক, -কীন—আঢ়ক-পরিমিত বীজ বপনের যোগ্য (ক্ষেত্রাদি); আঢ়ক-পরিমিত তণ্ডুলাদির পাচক বা খাদক। আঢ়ক+ইক, ঈন। বিণ। স্ত্রী,—কী, —না।

আঢ়কী—শালীধান্যবিশেষ; অড়হর কলায়; তুবরিকানামক গন্ধদ্রব্য; (কাহারও কাহারও মতে) সুগন্ধি মৃত্তিকা। আ—ঢৌক্+অচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আঢাকা—অনাবৃত, খোলা। আ (নয়) ঢাকা, নঞ্তৎ। বিণ।

আঢ়ি—আড়া, আড়ি। 'আঢ়ক'-শব্দজ। বি।

আঢ্য—ধনশালী, ঐশ্বর্য্যশালী; বিশিষ্ট, পূর্ণ; সম্পন্ন। আ—ধ্যৈ+ক কর্ত্তৃবা (ধ-স্থানে ঢ)। বিণ।

আণব—১। অণু-বিষয়ক। অণু+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী। ২। সর্ষপাদি ক্ষুদ্র শস্য বপনের ক্ষেত্র, সুনা জমী, ডাঙ্গাজমী। অণু+অণ্ যোগ্যার্থে। বি; ক্লীব।

আণবিক—অণুকৃত; অণুমধ্যে সংঘটিত; অণুসম্বন্ধীয়। অণু+ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। **আণবিক বোমা**—একপ্রকার ভীষণ বোমা (atom bomb).

আণবিক-বিপ্রকর্ষণ—অণুসকলের পরস্পরকে দূরীকরণের এবং পরস্পর হইতে বিক্ষিপ্ত হওয়ার চেষ্টা (molecular repulsion). আণবিক বিপ্রকর্ষণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আণবিকাকর্ষণ—জড়পদার্থের অণুসকলের পরস্পরকে আত্মসংলগ্ন করিবার চেষ্টা (molecular attraction). আণবিক আকর্ষণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আণা—জানা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আণি(ণী)—খড়্গকোটি; অক্ষাগ্রকীলক; সীমা। অণ্+ইণ্ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

আণ্টাল, -ণ্ডাল—ভাঁটা, গুলি; বিলি-[য়ার্ড খেলা। হিন্দীমূলক। বি।

আণ্ডা—ডিম্ব, ডিম। 'অণ্ড'-শব্দজ। বি।

আণ্ডাল—'আণ্টাল' দ্রঃ।

আণ্ডিল—আণ্ডীল (তাহা দ্রঃ)।

আণ্ডীর—বহুডিম্বযুক্ত। আণ্ড (অণ্ড+অণ্ স্বার্থে)+ঈর আছে অর্থে। বিণ।

আণ্ডীল, -ণ্ডেল—অতিশয় ধনী, প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী। 'আণ্ডীর'-শব্দজ। বিণ।

আৎ—হইতে, সংস্কৃত অপাদান কারকের বিভক্তি ('প্রমুখাৎ')। অব্য।

আৎকা—অকস্মাৎ, হঠাৎ। প্রাদে। অব্য।

আত—১। আতপ; প্রখর রৌদ্র ("প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল"—বিদ্যাপতি)। কণ্ঠরোধহেতু 'আতপ'-শব্দের প-লোপ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। সমূহ, প্রভৃতি ('কাগজাত', 'দলিলাত')। ফার্সী। অব্য।

আতঙ্ক(ংক)—১। ভয়; কোন বস্তু হইতে ভীতিজনক রোগবিশেষ (phobia); পীড়া; যাতনা; সন্তাপ। আ—তনক্+ঘঞ্ ভাববা। ২। মুরজবাদ্য, মৃদঙ্গধ্বনি। আ—তনক্+ঘঞ্ অপাবা। বি; পুং।

আতঙ্কি(ংকি)ত—ভীত; পীড়িত; সন্তপ্ত। আতঙ্ক+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

আতঞ্চন—দ্রবীভূত দ্রব্যে কোনপ্রকার চূর্ণ-নিক্ষেপ; গলিত সুবর্ণে সোহাগাদি-চূর্ণ-ক্ষেপণ; দধি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দুগ্ধে অম্ল দান; প্রক্ষেপ; উপদ্রব; বেগ; প্রীতি-সম্পাদন; প্রাপণ। আ—তন্চ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ঞ্চিত।

আতত—১। আরোপিত; প্রসারিত; বিস্তৃত। আ—তন্+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। মুরজবাদ্য, ঢক্কাধ্বনি। আ—তন্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। বিণ,—তিক।

আততজ্য—অধিজ্য, যাহাতে ছিলা পরান হইয়াছে এরূপ। আততা জ্যা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আততায়ী (-য়িন্)—যে ব্যক্তি গৃহে অগ্নিদান বিষপ্রদান প্রাণবধ অর্থহরণ ভূমি-হরণ দারহরণ প্রভৃতি উৎকট অনিষ্ট করে বা করিতে উদ্যত হয় এরূপ; বধোদ্যত; আক্রমণকারী; শত্রু। উপতৎ; আতত—ই+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

আতন্তর—দুরবস্থা; অপ্রস্তুত অবস্থা ("আমি কি ওঁদের দুষ্‌ছি?—হঠাৎ কিনা, তাই 'আতন্তরে' পড়তে হয়"—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়)। বাং। বি।

আতপ—১। সূর্য্যকিরণ, রৌদ্র। আ—তপ্‌ + অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। আতপ চাউল। 'আতপ-তণ্ডুল'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।

আতপ-তণ্ডুল—আলো-চাউল। আতপ-প্রস্তুত তণ্ডুল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আতপত্র, -ত্রক, -বারণ—ছত্র, ছাতা। উপতৎ; আতপ—ত্রৈ + ক কর্তৃবা; আতপত্র + কন্‌ স্বার্থে; আতপ—বৃ + ণিচ্‌ + অন কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

আতপ-স্নান—নগ্ন শরীরে সূর্য্যের উত্তাপ লাগান; রৌদ্রসেবন (sunbath). আতপ-কৃত স্নান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আতর—১। খেয়াড়ি, নদী পার হইবার নৌকাভাড়া। আ—তৄ + অচ্‌ করণবা। বি; পুং। ২। সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ; সুগন্ধি পুষ্পের সারাংশ; চন্দনাদির সুগন্ধি নির্য্যাস। আর্বী-মূলক। বি। ৩। অস্ত্র। 'অস্ত্র'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আতর্পণ—১। সন্তোষ। আ—তৃপ্‌ + অনট্‌ ভাববা। ২। আলিপনা। আ—তৃপ্‌ + ণিচ্‌ + অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

আতলাস—১। রেশমী কাপড়বিশেষ। আর্বীমূলক। বি। ২। ভূচিত্র। ইং 'atlas'-শব্দজ (মতান্তরে আর্বী 'আৎলাস'-শব্দজ)। বি।

আতস—১। বায়বীয়, বায়ুসম্বন্ধীয়। অতস + অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। ২। অতসীসূত্রনির্ম্মিত, মসীনা-সূত্র হইতে প্রস্তুত; ক্ষৌম। অতসী + অণ্‌ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, –সী। ৩। উত্তাপ; ঝাঁজ; অগ্নি। 'আতপ'-শব্দজ। বি। ৪। অগ্ন্যুৎপাদক কাচ, আতসী। ফার্সী। বি।

আতসবাজি—অগ্নিক্রীড়া, তুবড়ী হাউই প্রভৃতি বাজি। ফার্সীমূলক। বি।

আতসী—১। অতসীনির্ম্মিতা। আতস(২) + ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। অগ্ন্যুৎপাদক কাচ [এই কাচ সূর্য্যকিরণে ধরিয়া তাহার নিকট শোলা বা তত্তুল্য হাল্কা জিনিস রাখিলে আগুন ধরিয়া যায়]। ফার্সীমূলক। বি।

আতা—স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ। পোর্ত্তুগীজ ata. বি।

আতাই—১। যাহারা বিনা বেতনে বাদ্য বা গান করে এরূপ ওস্তাদ। ফার্সীমূলক। বি। ২। চঞ্চল, ব্যাকুল। 'অস্থির'-শব্দজ। বিণ।

আতাগম—নির্গম এবং প্রবেশ, গমনাগমন, যাতায়াত; সংস্পর্শ; উপস্থিতিমাত্র। 'আয়াতাগম'-শব্দের অপভ্রংশ। প্রাদে। বি।

আতান্তর, -থান্তর—দুর্দ্দশা, দুরবস্থা; সঙ্কট, বিপদ্‌। 'আতন্তর' দ্রঃ। বি।

আতাম্র—ঈষৎ রক্তবর্ণ, রক্তাভ; অত্যন্ত লোহিত। আ (ঈষৎ বা সম্যক্‌) তাম্র (রক্তবর্ণ), প্রাদি। বিণ।

আতার—তরপণ্য, ঘাটপার; খেয়া পারের কড়ি। আ—তৄ + ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

আতারি-কাতারি—ছট্‌ফট্‌ করা; যাতনা; অতিব্যাকুলতাপ্রকাশ। বাং। বি।

আতালি—উচ্চস্থান; মাচা; ভারা; ছাদের নীচের কার্ণিশ; আলিপনা। প্রাদে। বি।

আতালিক—আচার্য্য, নীতিশিক্ষার গুরু। তুর্কী। বি।

আতালি-পাতালি—সর্ব্বত্র; সর্ব্বাঙ্গে; চারিদিকে। বাং। ক্রি-বিণ। [বিণ।

আতি—এত, এই পরিমাণ। প্রাঃ কবিপ্র।

আতিক্ত—ঈষৎ তিক্ত, অল্প তিক্ত। আ (ঈষৎ) তিক্ত, প্রাদি। বিণ।

আতিত, -তা—ঈষৎ তিক্ত। 'আতিক্ত'-শব্দজ। বিণ।

আতিথেয়—অতিথিসেবাপরায়ণ, অতিথি-পরিচর্য্যায় রত; অতিথিসেবার উপযুক্ত। অতিথি + এয়। বিণ। স্ত্রী, –য়ী। বি, –য়তা।

আতিথ্য—অতিথিসেবা, অতিথিসৎকার; অতিথিসেবার উপযুক্ত দ্রব্য। অতিথি + ঞ্য প্রয়োজনার্থে। বি; ক্লীব।

আতিথ্যস্বীকার—অতিথিসৎকার গ্রহণ, আতিথ্যগ্রহণ। আতিথ্যের স্বীকার, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

আতিদেশিক—অতিদেশপ্রাপ্ত, অন্যত্র আরোপিত (যেমন—গুরুপুত্রকে গুরুবৎ পূজা করিবে। এখানে গুরুপুত্রের পূজার বিধান আতিদেশিক, কারণ, গুরুপূজার বিধান উহাতে আরোপিত হইয়াছে)। অতিদেশ + ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, –কী।

আতিপাতি—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, তন্ন-তন্ন-ভাবে। বাং। ক্রি-বিণ।

আতিবাহিক — লোকান্তরপ্রাপ্তি-বিষয়ক। অতিবাহ + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, –কী।

আতিবিতি—আস্তেব্যস্তে, অতি সত্বর, অতি দ্রুত। 'অতিব্যস্ত'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

আতিশয্য—আধিক্য; প্রাবল্য। অতিশয় + ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

আতু—১। ভেলা; মাড়। আ—তৄ + ডু করণবা। বি; পুং। ২। কুকুরকে ডাকিবার শব্দ। অব্য। ৩। অতিরিক্ত যত্ন বা আত্মীয়তা; সঙ্কোচের সহিত ব্যবহার; অতি সাবধানতার সঙ্গে যত্ন। বাং প্র। বি।

আতু আতু—অত্যন্ত আদর। **আতু আতু করা**—শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য অযথা অত্যধিক যত্ন করা।

আতুথাতু, -পুতু—অতিশয় স্নেহ, রক্ষার্থ মহাযত্ন। বাং। বি।

আতুর—১। কাতর, অধীর, অভিভূত; রোগী। আ—অত্‌ + উরচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। ২। সূতিকাগৃহ। বাং প্র। বি।

আতুরনিবাস, -রাবাস, -রালয়—হাসপাতাল, দাতব্য-চিকিৎসালয় (hospital). আতুরদিগের নিবাস, আবাস, আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আতৃপ্য—১। আতাগাছ। বি; পুং। ২। আতাফল। বি; ক্লীব। ৩। তৃপ্তিযোগ্য, প্রীতিকর। আ—তৃপ্‌ + ক্যপ্‌ করণবা। বিণ।

আতেলা—তৈলবিহীন; রুক্ষ; শুষ্ক। আ (নয়) তেলা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আতোদ্য—বীণাদি চতুর্ব্বিধ বাদ্য [বীণাদি-বাদ্যকে তত, মুরজাদিবাদ্যকে আনদ্ধ, বংশাদিবাদ্যকে শুষির ও কাংস্যতালাদি-বাদ্যকে ঘন বলে। আতোদ্য অর্থে এই চারিপ্রকার বাদ্যকেই বুঝায়]। আ—তুদ্‌ + ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

আত্ত—১। গৃহীত, প্রাপ্ত। আ—দা + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। অধীন, বশীভূত; সাধ্য। 'আয়ত্ত'-শব্দজ। বিণ।

আত্তগন্ধ, -গর্ব্ব(র্ব)—১। হতগর্ব্ব, পরাভূত। আত্ত গন্ধ, গর্ব্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আত্তদণ্ড—যে প্রহার করিবে বলিয়া দণ্ড লইয়া প্রস্তুত এমন, দণ্ডপাণি। আত্ত হইয়াছে দণ্ড যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

আত্তশস্ত্র—যে প্রহারার্থ শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে এরূপ, শস্ত্রপাণি। আত্ত হইয়াছে শস্ত্র যৎ-কর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

আত্তার—আতরপ্রস্তুতকারী; যে ঔষধ বিক্রয় করে; যে রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারী করে। ফার্সী। বিণ বা বি।

আত্তি—১। স্বজন, আপন লোক। 'আত্মীয়'-শব্দজ। ২। আত্মীয়তা, খাতির। 'আত্মন্‌'-শব্দজ। ৩। বশ, অধীনতা। 'আয়ত্ততা' বা 'আয়ত্তি'-শব্দজ। বি।

আত্তিশু, -শুভ, -শো—যে পরের মন যোগাইতে পারে এমন; লোকপ্রিয়; কথার বশ; মমতাশীল। প্রাদে। বিণ।

আত্তীকরণ—আত্মকরণ (তাহা দ্রঃ)। আত্ত (গৃহীত) + চ্বি—কৃ + অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

আত্ম—স্বয়ং, আপনি; আপনার। 'আত্মন্‌'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আত্মকরণ—নিজের করিয়া লওয়া; শরীর মধ্যে গ্রহণ (assimilation). আত্মন্‌—কৃ + অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

আত্মকর্ম্ম (-কর্ম্মন্‌), -কর্ম—স্বকর্ম্ম, আপন কর্তব্য কার্য্য; আপনার কৃত কার্য্য। আত্ম কর্তব্য কর্ম্ম বা আত্মকৃত কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা বি; ক্লীব।

আত্মকলহ—স্বজন-বিরোধ, গৃহ-বিবাদ আপনা-আপনির মধ্যে ঝগড়া। আত্মজা কলহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আত্মকৃত—আপনার করা। আত্মকর্তৃক কৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

আত্মগত—১। আত্মনিষ্ঠ; আপনার আয়ত্ত। বিণ। ২। (নাট্য) স্বগত, মনে মনে, অন্যের অগোচরে, প্রকাশ না করিয়া। আত্মাকে গত, ২য়াতৎ। ক্রি-বিণ।

আত্মগরিমা (-গরিমন্), **-গর্ব্ব**—স্বকীয় গুরুত্ব, আপন গৌরব, স্বগর্ব্ব। আত্মার গরিমা, গর্ব্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মগুণ—বুদ্ধি হর্ষ কষ্ট অভিলাষ ঘৃণা চেষ্টা সংখ্যা পরিমাণ বিচ্ছেদ মিলন বিরহ ধারণা গুণরাহিত্য ও স্মৃতি—এই চতুর্দ্দশ গুণ; আপনার বিদ্যা-বিনয়-সৌজন্যাদি। আত্মার গুণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মগুপ্ত—১। স্বরক্ষিত। আত্মকর্তৃক গুপ্ত, ৩য়াতৎ। ২। আপনাতে অপ্রকাশিতভাবে স্থিত। আত্মাতে গুপ্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মগুপ্তা—১। লতাবিশেষ, আলকুশী-গাছ। আত্মকর্তৃক গুপ্তা, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী। ২। স্বরক্ষিতা; আপনাতে গুপ্তভাবে স্থিতা। আত্মগুপ্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

আত্মগুপ্তি, -গোপন—আপনাকে লুকাইয়া রাখা; মনোভাবগোপন, মনের ভাব প্রকাশ না করা। আত্মার গুপ্তি, গোপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

আত্মগৌরব—আপনার গৌরব, আত্মশ্লাঘা। আত্মার গৌরব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—আত্মম্ভরি, স্বার্থপর। উপতৎ; আত্মন্—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হিণী। বি,—হিতা।

আত্মগ্লানি—অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য স্বয়ং বিষাদ অনুভব, অনুতাপ। আত্মার গ্লানি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মঘাত—১। আত্মহত্যা। আত্মার ঘাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ,—তী। ২। অজ্ঞান। আত্মার (আত্মতত্ত্বজ্ঞানের) ঘাত (নাশ) হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

আত্মঘাতক—স্বহন্তা, আপন প্রাণনাশকারী। আত্মার ঘাতক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—তিকা।

আত্মঘাতী (-ঘাতিন্)—১। আত্মহত্যাকারী। উপতৎ; আত্মন্—হন্+ণিন্ কর্তৃবা। ২। অজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানবঞ্চিত। আত্মঘাত (অজ্ঞান)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিনী।

আত্মঘোষ—কাক; মোরগ। উপতৎ; আত্মন্—ঘুষ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

আত্মচিন্তা—আত্মার স্বরূপ বিষয়ে মনন বা আলোচনা, আত্মানুসন্ধান। আত্মার চিন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মচৈতন্য—আত্মবোধ; আত্মজ্ঞান। আত্মার চৈতন্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মজ—পুত্র। উপতৎ; আত্মন্ (নিজ হইতে)—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

আত্মজন—আপনার লোক। আত্মার (আপনার) জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মজন্ম (-জন্মন্)—আপনার উৎপত্তি; সন্তানরূপে আপনার উদ্ভব। আত্মার জন্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মজন্মা (-জন্মন্)—পুত্র; কন্যা। আত্মা (আত্মন্=শরীর) হইতে জন্ম (জন্মন্) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং বা স্ত্রী।

আত্মজয়ী (-জয়িন্)—আত্মজিৎ, জিতেন্দ্রিয়; অসাধারণ-মনোবলসম্পন্ন। আত্মজয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

আত্মজা—১। দুহিতা, কন্যা; মনোভবা বুদ্ধি। বি; স্ত্রী। ২। স্বদেহ হইতে জাতা; স্বয়ম্ উৎপন্না। আত্মজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

আত্মজিৎ—আত্মজয়কারী, জিতেন্দ্রিয়। উপতৎ; আত্মন্—জি+কিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

আত্মজীবনী—স্বজীবনবৃত্তান্ত (autobiography). আত্মার (নিজের) জীবনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট, পরমাত্মজ্ঞানী; যে আপনাকে জানে এরূপ; যে আপনার দোষ গুণ ক্ষমতা বা অবস্থা বুঝিতে পারে এরূপ; আত্মবেদী; পণ্ডিত। উপতৎ; আত্মন্—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

আত্মজ্ঞান—যথার্থরূপে আত্মার জ্ঞান; আপনাকে ভাল করিয়া বুঝা, আপনার স্বরূপ জানা; আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি। আত্মবিষয়ক জ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। বিণ,—জ্ঞানী।

আত্মতত্ত্ব—আপনার স্বরূপ, আপনার যথার্থ অবস্থা; আত্মার স্বরূপ। আত্মার তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ—ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞ; আপনার অবস্থা-বিষয়ে অভিজ্ঞ। উপতৎ; আত্মতত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

আত্মতা, -ত্ব—স্বরূপতা; পরমাত্মত্ব; বন্ধুতা, সদ্ভাব। আত্মন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

আত্মতুল্য—আত্মবৎ, স্বসদৃশ, আপনার মত। আত্মাসহ তুল্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

আত্মতুষ্টি, -তৃপ্তি—আত্মানন্দ, আপনার সুখশান্তি। আত্মার তুষ্টি, তৃপ্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মতৃপ্ত—স্বয়ং সন্তুষ্ট; সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট। আত্মা (আত্মন্) কর্তৃক তৃপ্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

আত্মত্যাগ—আত্মবিসর্জ্জন, অন্যের উপকারার্থ আপনার সমস্ত পরিহার; স্বার্থত্যাগ। আত্মার ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মত্যাগী (-গিন্)—সুখভোগেচ্ছা-পরিহারকারী; আত্মবিসর্জ্জনকারী; স্বার্থ-বিসর্জ্জনকারী। উপতৎ; আত্মন্—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্যাগিনী।

আত্মত্রাণ—আত্মরক্ষা, আপনার পরিত্রাণ, আপনাকে বিপদ্ হইতে বাঁচান। আত্মার ত্রাণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মদমন—আত্মসংযম, আপন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বা রিপু প্রভৃতির সঙ্কোচসাধন। আত্মার দমন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মদর্শ—আর্শি, মুকুর। আত্মন্—দৃশ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

আত্মদর্শক—যে নিজের দোষগুণের প্রতি দৃষ্টি দেয় এরূপ; যে নিজেকে ভালরূপ বুঝিতে পারে এরূপ। আত্মার দর্শক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—র্শিকা।

আত্মদর্শন—সর্ব্বপ্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখা; আপনার স্বরূপ জানা, আপনার দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা; আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান বা অনুসন্ধান। আত্মার দর্শন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মদর্শী (-র্শিন্)—যে আপনাকে দেখে এরূপ, যে আপনার দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখে এরূপ; আত্মার তত্ত্ববিষয়ে অনুসন্ধান-শীল; আত্মার স্বরূপ উপলব্ধিকারী; ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন। উপতৎ; আত্মন্—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্শিনী। বি,—র্শিতা।

আত্মদান—আত্মোৎসর্গ, অন্যের উপকারার্থ আপনার জীবন বা সর্ব্বস্ব অর্পণ; (রমণী-দিগের) সম্ভোগার্থ নিজদেহ সঁপিয়া দেওয়া। আত্মার দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মদোষ—আপন দোষ, নিজের দোষ। আত্মার দোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মদোষ-ক্ষালন, -খণ্ডন—আপনার দোষখণ্ডন, আপনাকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করণ। আত্মদোষের ক্ষালন, খণ্ডন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মদ্রোহ—আপনার অনিষ্ট সাধন, আপনাকে যাতনা দেওয়া। আত্মার দ্রোহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মদ্রোহী (-হিন্)—আত্মপীড়নকারী; আত্মঘাতী; আপনার অনিষ্টসাধক। উপতৎ; আত্মন্—দ্রুহ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হিণী। বি,—হিতা।

আত্মনাশ—আত্মহত্যা; নিজের অনিষ্টাচরণ। আত্মার নাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মনাশী (-শিন্)—আত্মঘাতী, আত্মহত্যাকারী। উপতৎ; আত্মন্—নশ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শিনী।

আত্মনিগ্রহ—আত্মদমন, ইন্দ্রিয়-সংযম; তপস্যাদি দ্বারা আপনাকে ক্লেশপ্রদান। আত্মার নিগ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মনিবিষ্ট—আপনাতে নিমগ্ন, আত্মচিন্তায় বিভোর; পরমাত্মধ্যানপরায়ণ। আত্মাতে নিবিষ্ট, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মনিবেদন—আত্মসমর্পণ ; স্বার্থবিসর্জন ; আপনার বিনীত অনুরোধ। আত্মার নিবেদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

আত্মনিবেশ—আত্মচিন্তায় তন্ময়তা, আপনার বিষয় সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তন। আত্মার নিবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মনিমগ্ন—আত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট, আত্মচিন্তায় তৎপর ; আপন কাজে ব্যস্ত। আত্মাতে নিমগ্ন, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মনিয়োগ—আত্মদান ; আত্মোৎসর্গ। আত্মার নিয়োগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মনির্ভর—আপনার উপর ভরসা, অনন্যাপেক্ষা, স্বাবলম্বন। আত্মাতে নির্ভর, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

আত্মনির্ভরশীল—আত্মনির্ভরপরায়ণ, স্বাবলম্বী, অ-পরমুখাপেক্ষী, যে পরের অপেক্ষা রাখে না এরূপ। আত্মনির্ভর শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আত্মনিষ্ঠ—১। আত্মজ্ঞানান্বেষী ; ব্রহ্মনিষ্ঠ। আত্মায় নিষ্ঠা (একাগ্র শ্রদ্ধা) যাহার, বহুব্রী। ২। যাহার আপনাতে আস্থা আছে এরূপ ; আত্মগত। আত্মায় নিষ্ঠা (বিশ্বাস, পরিসমাপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আত্মনিষ্ঠা—১। আত্মপরায়ণা ; আত্মগতা। আত্মনিষ্ঠ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আপনার উপর শ্রদ্ধা ; ঈশ্বরে বিশ্বাস। আত্মাতে নিষ্ঠা, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মনীন—১। আত্মহিতকারী ; আত্মসম্বন্ধীয়, নিজস্ব ; মৌলিক ; পথ্য। বিণ। ২। পুত্র ; শ্যালক ; বিদূষক। আত্মন্+ঈন সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং।

আত্মনীনা—১। আত্মকল্যাণকারিণী ; আত্মসংক্রান্তা। বিণ ; স্ত্রী। ২। কন্যা। আত্মনীন+আপ্। বি ; স্ত্রী।

আত্মনেপদ—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) যে তিঙ্ আত্মফলভাগিত্ব প্রকাশ করে সেই তিঙ্ (অর্থাৎ, তে, আতে, অন্তে ইত্যাদিরূপ বিভক্তি), পরস্মৈপদের ইতরপদ। আত্মনে পদ, অলুক্ ৪র্থীতৎ। বি ; ক্লীব। বিণ, –দী।

আত্মপর—১। আপনি বা আপনার জন এবং অপর ব্যক্তি ("বিশ্বজগৎ আমারে চাহিলে কে মোর আত্মপর ?"—রবীন্দ্রনাথ)। আত্মা (আত্মন্) এবং পর (অপর), দ্বন্দ্ব। সর্ব। ২। স্বার্থপর ; আত্মনিষ্ঠ ; ঈশ্বরপরায়ণ। আত্মা পর (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আত্মপরায়ণ—অত্যন্ত স্বার্থপর, সর্ব্বদা আপনার কার্য্যে ব্যস্ত। আত্মা পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আত্মপরিচয়—আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত নিজ বংশাদির বিবরণপ্রদান। আত্মার পরিচয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মপরিজন—১। আপনি এবং পরিবারবর্গ, স্বয়ং এবং স্বজনগণ। আত্মা (আত্মন্) ও পরিজন, দ্বন্দ্ব। ২। আপন পরিবারবর্গ, আপনার লোক সকল। আত্মার পরিজন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মপরীক্ষা—আপনাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া, আপনার সদসদ্ বিচার-বুদ্ধি ও সামর্থ্যাদি ভাল করিয়া জানা। আত্মার পরীক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মপীড়ন, -পীড়া—আত্মনিগ্রহ, কঠোর তপস্যাদি দ্বারা আপনাকে ক্লেশ-প্রদান। আত্মার পীড়ন, পীড়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

আত্মপূজন, -পূজা—যে দেবতার পূজা করিতে হইবে আপনাকে তদ্বোধে পূজা করা ; আত্মোপাসনা। আত্মার পূজন, পূজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ, –পূজক।

আত্মপোষক—স্বপালক, আত্মম্ভরি। আত্মার পোষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –পোষিকা।

আত্মপোষণ—স্বোদরপূরণ ; আত্মম্ভরিত্ব ; আপনার পেট ভরান। আত্মার পোষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

আত্মপ্রকাশ—স্বরূপ-প্রদর্শন, আপনাকে জাহির করা ; নিজমূর্ত্তি-ধারণ ; নিজের যথার্থ পরিচয় প্রদান। আত্মার প্রকাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মপ্রতারক—আত্মপ্রবঞ্চনাকারী ; যে নিজের বিবেকের বা মনোবৃত্তির বিরুদ্ধ কথা বলে অথবা কার্য্য করে এমন। আত্মার প্রতারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –রিকা।

আত্মপ্রতারণা—আপনাকে ঠকান ; দানভোগহীন জীবনযাপন। আত্মার প্রতারণা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মপ্রত্যয়—আপনাতে বিশ্বাস, আপনার শক্তিসামর্থ্যে আস্থা ; নিজের উপর বিশ্বাস। আত্মাতে প্রত্যয়, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

আত্মপ্রত্যয়শীল—আত্মবিশ্বাসী। আত্ম প্রত্যয় শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আত্মপ্রত্যয়ী (-য়িন্)—আত্মপ্রত্যয়শীল (তাহা দ্রঃ)। আত্মপ্রত্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –য়িনী।

আত্ম-প্রবঞ্চন, -প্রবঞ্চনা—আপনাকে প্রতারিত করা, আপনাকে ঠকান ; স্ববিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করণ। আত্মার প্রবঞ্চন, প্রবঞ্চনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

আত্মপ্রমাদ—নিজের ভুল ; চিত্তবিভ্রম। আত্মার প্রমাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মপ্রশংসা—আত্মশ্লাঘা, আপনার সুখ্যাতি, নিজের গুণ নিজেই গাহিয়া বেড়ান। আত্মার প্রশংসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মপ্রসাদ—আপন অন্তরে জাত প্রসন্নতা ; সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে নিজ মনে জাত আনন্দ। আত্মার প্রসাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মপ্রাধান্য—আপনার শ্রেষ্ঠত্ব, নিজ কর্তৃত্ব। আত্মার প্রাধান্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

আত্মবঞ্চক—'আত্মপ্রতারক' (সকল অর্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –ঞ্চিকা।

আত্ম-বঞ্চন, -বঞ্চনা—আত্মপ্রবঞ্চনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

আত্মবৎ—আত্মসদৃশ, আপনার মত। আত্মন্+বতিচ্ তুল্যার্থে। অব্য।

আত্মবত্তা—স্বরূপতা, প্রভেদ-জ্ঞানশূন্যতা, পক্ষপাতরাহিত্য, ভেদরূপ-জ্ঞানশূন্যতা ; উদারাশয়তা। আত্মবৎ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আত্মবন্ধু—১। আপনার বন্ধু, নিজবন্ধু ; (দায়ভাগ) পিতৃস্বসৃপুত্র মাতুলপুত্র এবং মাতৃস্বসৃপুত্র—এই তিন আত্মীয়। আত্মার বন্ধু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। আত্মীয়-স্বজন। 'আত্মীয়বন্ধু'-শব্দজ। বি।

আত্মবর্গ—স্বজনগণ। আত্মার বর্গ (জনগণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মবলি—আত্মোৎসর্গ, নিজেকে পরের সুখের জন্য বিলাইয়া দেওয়া ; স্বার্থত্যাগ ; কোন মহদুদ্দেশ্যে জীবন-দান (martyrdom). আত্মার বলি (বলিদান-অর্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মবশ—১। স্বাধীন, স্ববশ। বিণ। ২। মনোজয়, আপন ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ। আত্মার বশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব। বিণ, –শী (–শিন্)।

আত্মবান্ (-বৎ)—অপ্রমত্ত, ভ্রমশূন্য ; সর্ব্বদা সাবধান ; জ্ঞানী ; আপন মহিমায় সদাপ্রতিষ্ঠিত ; জিতেন্দ্রিয় ; উদারাশয় ; আত্মহিতৈষী। আত্মন্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –বতী। বি, –বত্তা।

আত্মবিকাশ—আত্মোন্নতি, আপন বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতির উৎকর্ষ ; স্বরূপ-প্রকাশ। আত্মার বিকাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মবিক্রয়—আপনাকে বেচিয়া ফেলা ; অর্থের জন্য আপন বিবেক বিসর্জন দিয়া কার্য্য করা ; ক্রীতদাসত্ব ; বেশ্যাবৃত্তি। আত্মার বিক্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মবিক্রয়ী (-য়িন্), **-বিক্রেতা** (-বিক্রেতৃ)—যে আপনাকে বেচিয়া ফেলে এরূপ ; যে স্বার্থের জন্য অন্যের ক্রীতদাসত্ব বরণ করে। আত্মার বিক্রয়ী, বিক্রেতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –য়িণী, –য়িত্রী।

আত্মবিগ্রহ—আপনা-আপনির মধ্যে যুদ্ধ, অন্তর্বিদ্রোহ, গৃহবিচ্ছেদ। আত্ম (-মধ্যে) সংঘটিত বিগ্রহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

আত্মবিচ্ছেদ—আপনা-আপনির মধ্যে ছাড়াছাড়ি, আত্মবন্ধুবিচ্ছেদ ; ঘরোয়া বিবাদ। আত্ম (-মধ্যে) সংঘটিত বিচ্ছেদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

আত্মবিৎ (-বিদ্), **-বেদী** (-বেদিন্)

—পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ, আত্মজ্ঞ ; সুধী ; স্বরূপবিষয়ে অভিজ্ঞ ; স্বপক্ষজ্ঞাতা। উপতৎ ; আত্মন্—বিদ্ + ক্বিপ্, ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বেদিনী।

আত্মবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা, যোগ-শাস্ত্রাদি ; অধ্যাত্মবিদ্যা। আত্মবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। [বি ; পুং।

আত্মবিনাশ—আত্মনাশ (তাহা দ্রঃ)।

আত্মবিবৃদ্ধি—স্বীয় অবস্থার উন্নয়ন। আত্মার বিবৃদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মবিরোধ—আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঝগড়া, নিজের লোকের সহিত কলহ। আত্মসম্বন্ধীয় বিরোধ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

আত্মবিলোপ—আত্মগোপন ; নিজের প্রাধান্যের চিহ্নলোপ ; আপনার নাম-গোপন। আত্মার বিলোপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মবিশুদ্ধি—আত্মশুদ্ধি, আত্মপবিত্রতা, আপন নির্দ্দোষতা ; চিত্তশুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা স্বকৃত পাপের নিরাকরণ। আত্মার বিশুদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মবিশ্বাস—আপনাতে প্রত্যয়, নিজ শক্তি-সামর্থ্যের উপর আস্থা। আত্মাতে বিশ্বাস, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

আত্মবিসর্জ্জ(র্জ)ন—স্বজীবনদান, পরোপকারার্থ আপনার সর্ব্বস্ববিসর্জ্জন। আত্মার বিসর্জ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

আত্মবিস্মরণ, -বিস্মৃতি—আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যাওয়া ; আপন দোষ গুণ ক্ষমতা বা অবস্থা বুঝিতে না পারা। আত্মার বিস্মরণ, বিস্মৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

আত্মবিস্মৃত—যে আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছে এরূপ, যে আপনার গুণ দোষ ক্ষমতা বা অবস্থা বুঝিতে পারে না এরূপ ; যে আপন স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে। আত্মাকে বিস্মৃত ২য়াতৎ (বাংলা মতে)। বিণ। বি,—তি।

আত্মবিস্মৃতি—'আত্মবিস্মরণ' দ্রঃ।

আত্মবিহ্বল—যে নিজের বিষয় লইয়া অভিভূত থাকে এমন। আত্মাতে বিহ্বল, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মবুদ্ধি—আপনার বুদ্ধি, নিজবুদ্ধি, স্বজ্ঞান; আত্মজ্ঞান। আত্মার (আপনার) বুদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মবৃত্ত—আপনার জীবনকথা, স্বকীয় জীবনচরিত। আত্মার বৃত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

আত্মবৃত্তি—আত্মার অবস্থা ; মনোবৃত্তি। আত্মার বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মবেদিতা, -ত্ব—স্বরূপজ্ঞতা ; পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞতা ; স্বপক্ষজ্ঞতা। আত্মবেদিন্ + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

আত্মবেদী (-বেদিন্)—'আত্মবিৎ' দ্রঃ।

আত্মবোধ—তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ; আপনাকে জানা। আত্মবিষয়ক বোধ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

আত্মভব—১। আপন চিত্তে উৎপন্ন, মনোগত। বিণ। ২। কামদেব ; পুত্র। আত্মা হইতে ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ৩। আত্মসত্তা, স্ববিদ্যমানতা। আত্মার (আপনার) ভব (উৎপত্তি অর্থাৎ সত্তা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মভাব—স্বভাব, স্বপ্রকৃতি ; স্ববিদ্যমানতা, আপনার অস্তিত্ব। আত্মার ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মভূ—১। মনোভব, কামদেব ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব। বি ; পুং। ২। স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং জাত। উপতৎ ; আত্মন্—ভূ + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

আত্মমর্য্যা(র্যা)দা—আপনার সম্ভ্রম, আপনার সম্মান। আত্মার মর্য্যাদা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মমর্য্যা(র্যা)দাজ্ঞান—আত্মসম্মানবোধ, আপনার সম্ভ্রমের বিষয় ধারণা। আত্ম-মর্য্যাদার জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

আত্মমান—আত্মসম্মান, আপনার মর্য্যাদা। আত্মার মান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মমূলী—দুরালভা লতা। আত্মাই (আত্মন্) মূল যাহার (বৃক্ষাবিষয়ে), বহুব্রী + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আত্মম্ভরি—স্বোদরমাত্রপূরক ; নিজের পেট ভরিতে ব্যস্ত ; স্বার্থপর, স্বকার্য্যসাধনরত ; দেমাকযুক্ত। বাং প্র। উপতৎ ; আত্মন্—ভৃ + ইন্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।

আত্মম্ভরিতা, -ত্ব—স্বার্থপরতা ; বড়াই, অহমিকা। বাং প্র। আত্মম্ভরি + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

আত্মযোনি—মহাদেব ; বিষ্ণু ; ব্রহ্মা ; কামদেব। আত্মাই (স্বয়ংই) যোনি যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

আত্মরক্ষা—বিপদ্ হইতে আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখা, আপনার ত্রাণ। আত্মার রক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মরতি—১। আত্মার প্রীতি, আত্মারাম অবস্থা। আত্মায় রতি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। আত্মারাম। আত্মায় রতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আত্মরূপ—১। আত্মপ্রকৃতি, আপনার সাদৃশ্য। আত্মার রূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। নিজমূর্ত্তিতে প্রকাশমান, আপনাতে আপনি প্রকটিত। আত্মাই রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আত্মলাভ—নিজের লাভ ; উদ্ভব, উৎপত্তি, জন্ম ; বিবেক, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান। আত্মার লাভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মলীন—আত্মচিন্তানিবিষ্ট, স্বচিন্তায় তৎপর ; মুক্ত, পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত। আত্মায় লীন, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মশক্তি—স্বসামর্থ্য, আপনার ক্ষমতা। আত্মার শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মশাসন—ইন্দ্রিয়দমন, আত্মনিগ্রহ ; আপন শিক্ষা ; স্বায়ত্তশাসন, দেশবাসীর ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য্যনির্ব্বাহ (self-government) আত্মার শাসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

আত্মশুদ্ধি, -শোধন—আপনার শুদ্ধতা ; আত্মপবিত্রতা ; আপন নির্দ্দোষতা ; চিত্তশুদ্ধি। আত্মার শুদ্ধি, শোধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

আত্মশ্লাঘা—আপনি আপনার প্রশংসা করা, আত্মপ্রশংসা, আপনি আপনাকে বড় বলিয়া বর্ণনা করা। আত্মার শ্লাঘা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মশ্লাঘী (-ঘিন্)—আপনি আপনার প্রশংসাকারী, আপনি আপনাকে বড় বলিয়া বর্ণনাকারী। উপতৎ ; আত্মন্—শ্লাঘ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘিনী। বি,—ঘিতা।

আত্মসংক্রান্ত—স্ববিষয়ক, স্বসম্বন্ধীয় ; আপনার, নিজের। আত্মার সহিত বা আত্মাতে সংক্রান্ত, ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মসংবরণ—আপনার দুঃখাদির নিরোধ, আপনাকে প্রকৃতিস্থ করা, আপনাকে সামলাইয়া লওয়া। আত্মার সংবরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

আত্মসংযম—আপন চিত্তবৃত্তির দমন, জিতেন্দ্রিয়তা। আত্মার সংযম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মসংযমী (-মিন্)—জিতেন্দ্রিয়, আপন চিত্তবৃত্তির দমনকারী। আত্মসংযম + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মিনী।

আত্মসংশয়, -সন্দেহ—আপনার সামর্থ্যাদিতে অবিশ্বাস ; আপন জীবনের সম্বন্ধে অবিশ্বাস ; পরমেশ্বরে অশ্রদ্ধা, নাস্তিকতা। আত্মাতে সংশয়, ৭মীতৎ। বি ; পুং। বিণ,—শয়ী, —সন্দিহান।

আত্মসংস্থ—আত্মভাবাপন্ন ; ব্রহ্মনিষ্ঠ। আত্মাতে সংস্থ, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মসংস্রব—আত্মসম্পর্ক, নিজসম্বন্ধ, আপনার সংস্রব, স্বসম্পর্ক। আত্মার সংস্রব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ,—স্রবী (-বিন্)।

আত্মসমর্থন—স্বমতপোষণ, আপনার অভিপ্রায় বা উক্তি সঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করা। আত্মার সমর্থন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

আত্মসমর্পণ—আত্মনিবেদন, আপনাকে সঁপিয়া দেওয়া ; ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া আপনার কর্ম্মফলাদি ঈশ্বরে প্রদান ; কাহারও অনুগ্রহের উপর নিজেকে সঁপিয়া দেওয়া ; ধরা দেওয়া। আত্মার সমর্পণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

আত্মসমাহিত—আপনার চিন্তায় বা

পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন; বাহ্যজ্ঞানশূন্য। আত্মাতে সমাহিত, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মসম্পর্ক—স্বসম্বন্ধ, আপনার সংস্রব। আত্মার সম্পর্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মসম্বন্ধ—আপনার সম্বন্ধ, স্ব-সংস্রব, নিজ-সম্পর্ক। আত্মার সম্বন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মসম্বন্ধীয়—আত্মসম্পর্কীয়, নিজের সহিত সংস্রবযুক্ত। আত্মসম্বন্ধ+ঈয় যুক্তার্থে। বিণ।

আত্মসম্ভব—১। পুত্র। আত্মা (আত্মন্=শরীর) হইতে সম্ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। ২। কামদেব। আত্মা অর্থাৎ মন হইতে সম্ভব যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। স্বদেহ বা মন হইতে জাত; আকাশোৎপন্ন, আকাশভূত। আত্মা (দেহ, মন, আকাশ) হইতে সম্ভব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আত্মসম্ভবা—১। কন্যা; বুদ্ধি। আত্মা (শরীর বা মন) হইতে সম্ভব যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। স্বদেহজাতা; স্বমনোজাতা; আকাশভূতা। আত্মসম্ভব(৩)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

আত্মসম্ভ্রম—আত্মাদর, আত্মপ্রশংসা, আপনার গৌরব; নিজের সম্মান। আত্মার সম্ভ্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মসম্মান—আত্মমর্যাদা, স্বগৌরব। আত্মার সম্মান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মসম্মান-জ্ঞান, -বোধ—আপনার গৌরব সম্বন্ধে সচেতন ভাব। আত্মসম্মানের জ্ঞান, বোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

আত্মসম্মানী (-নিন্)—আত্মসম্মানশালী, আত্মমর্যাদাবিশিষ্ট, স্বগৌরববিশিষ্ট। আত্মসম্মান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —নিনী।

আত্মসম্মিত—আত্মসদৃশ, আপনার তুল্য-পরিমাণ। আত্মার সহিত সম্মিত (সদৃশ), ৩য়াতৎ। বিণ।

আত্মসাৎ—আপনার আয়ত্ত, আপনার হস্তগত, স্বায়ত্ত। আত্মন্ (আপনি)+চসাৎ। অব্য। **আত্মসাৎ করা**—অন্যায় উপায়ে গ্রহণ করা

আত্মসার—১। স্বার্থপর, আপন উদ্দেশ্য-সাধনরত। আত্মাই সার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। আপনাকে রক্ষা করা, আপনাকে সামলান। আত্মার (আপনাকে) সার (>সারা=সামলান), ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

আত্মসিদ্ধ—স্বকীয় চেষ্টায় নিষ্পন্ন; স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মকর্তৃক সিদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

আত্মসিদ্ধান্ত—নিজের নির্ধারণ। আত্মার সিদ্ধান্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মসিদ্ধি—মোক্ষ, মুক্তি (salvation). আত্মার সিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মসুখ—আপনার স্বাচ্ছন্দ্য, নিজ সুখ। আত্মার সুখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ, —সুখী (-খিন্)।

আত্মস্তুতি—নিজের গুণকীর্তন, আত্মশ্লাঘা। আত্মার স্তুতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মস্থ—প্রকৃতিস্থ, আপন স্বরূপে অবস্থিত; মুক্ত। উপতৎ; আত্মন্—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

আত্মহত্যা, -হনন—স্বহস্তে আপনার প্রাণবধ করা, আত্মঘাত। আত্মার হত্যা, হনন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

আত্মহন্তা (-হন্তৃ)—আত্মঘাতী, স্বজীবন-নাশকারী। আত্মার হন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —হন্ত্রী।

আত্মহা (-হন্)—আত্মঘাতী (যথা—"কাঁদিতে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে।"—মাইকেল)। উপতৎ; আত্মন্—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—আত্মঘ্নী।

আত্মহারা—আত্মসংযমশূন্য, বিহ্বল; আত্মবিস্মৃত। আত্মাকে হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বাং। বিণ।

আত্মহিত—আপনার মঙ্গল, নিজ কুশল। আত্মার হিত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মহীন—নিঃস্বার্থ, স্বার্থহীন। আত্মা দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

আত্মা (আত্মন্)—আপনি, নিজে; স্বরূপ; ব্রহ্ম; জীব; কায়; যত্ন; ধৈর্য্য; বুদ্ধি; চিত্ত; রবি; অনল; পুত্র; স্বভাব; বৃত্তি; বায়ু; অধিষ্ঠাত্রীদেবতা; (ন্যায়মতে) সংসারী আত্মা [আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা]। অত্+মনিণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

আত্মাদর—আত্মবিষয়ে যত্ন ও আদর; আপনার মান-অপমানের প্রতি লক্ষ্য রাখা। আত্মাতে আদর, বা আত্মার আদর, ৭মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মাধীন—১। পুত্র; প্রাণাধার; শ্যালক; বিদূষক। বি; পুং। ২। আপনার বশীভূত। আত্মার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আত্মানন্দ—১। নিজের আনন্দেই মগ্ন, আপনার আনন্দেই বিভোর। আত্মায় আনন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নিজের আনন্দ। আত্মার আনন্দ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মানুশাসন—আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ; আত্মতত্ত্বোপদেশ। আত্মার অনুশাসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মানুসন্ধান—ঈশ্বরের বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান-লাভচেষ্টা; পরমাত্মা বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভের চেষ্টা; স্বরূপান্বেষণ; আপনার সামর্থ্যাদি বুঝিবার চেষ্টা। আত্মবিষয়ক অনুসন্ধান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।

আত্মান্বেষণ—'আত্মানুসন্ধান' (সকল অর্থে)। আত্মার অন্বেষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আত্মান্বেষী (-ষিন্)—আত্মদর্শী; স্বরূপান্বেষণকারী; নিজ সামর্থ্যাদি বুঝিবার জন্য চেষ্টাকারী; তত্ত্বজ্ঞানলাভের চেষ্টাকারী। উপতৎ; আত্মন্—অনু—ইষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ষিণী।

আত্মাপরাধ—আপনার দোষ। আত্মকৃত অপরাধ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আত্মাপহার—নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া মিথ্যা পরিচয় দান। আত্মার অপহার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মাপহারক—আত্মগোপনকারী, আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপনকারী; কপট, বঞ্চক। আত্মার অপহারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —রিকা।

আত্মাপহারী (-হারিন্)—আত্মপরিচয়-গোপনকারী, আত্মাপহারক। উপতৎ; আত্মন্—অপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রিণী।

আত্মাপুরুষ—জীবাত্মা, প্রাণ। 'আত্মপুরুষ'-শব্দজ। বি। **আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যাওয়া**—ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যাওয়া; ভীষণ ভীত হওয়া।

আত্মাবমাননা—আপনার অমর্য্যাদা, আপনার অসম্মান। আত্মার অবমাননা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মাবলম্বন—স্বাবলম্বন, আপনার উপর নির্ভর করা, পরমুখাপেক্ষী না হওয়া। আত্মার অবলম্বন, ৬ষ্ঠীতৎ (আধুনিক মতে ২য়াতৎ)। বি; ক্লীব।

আত্মাভিমান—আত্মমর্য্যাদাবোধ; অযথা আত্মসম্মানজ্ঞান, 'আমি বড়' এইরূপ অহঙ্কার। আত্মবিষয়ক অভিমান, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আত্মাভিমানী (-নিন্)—আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন; আপনার অযথা শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে অহঙ্কারযুক্ত। আত্মাভিমান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —নিনী।

আত্মারাম—১। ব্রহ্মজ্ঞানাদির সঞ্চার হেতু আপনার আত্মাতেই পরমানন্দ অনুভবকারী; যে আপন অবস্থায় তৃপ্ত এরূপ, সদাসন্তুষ্টচিত্ত। আত্মাতে আরাম (আনন্দভোগ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অন্তরাত্মা; জীব; প্রাণ; বুলিবলা পাখী। বাং প্র। ৩। হৃদয়স্থিত পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আত্মার্থ—১। স্বপ্রয়োজন, স্বার্থ, আপন কার্য্য। আত্মার অর্থ (প্রয়োজন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। আপনার নিমিত্ত, আপনার জন্য। আত্মার নিমিত্ত ইহা, নিত্য। ক্রি-বিণ। ৩। নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, অত্যন্ত স্বার্থপর। আত্মাই অর্থ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আত্মাশী (-শিন্)—মৎস্য। উপতৎ; আত্মন্—অশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

আত্মাশ্রয়—স্বাপেক্ষত্বরূপ তর্কদোষবিশেষ,

অনিষ্টপ্রসঙ্গরূপ আত্মনির্ভর। আত্মার আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মাশ্রয়ী (-য়িন্)—স্বাবলম্বী, আপনাতে নির্ভরকারী। উপতৎ ; আত্মন্—আ—শ্রি+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শ্রয়িণী।

আত্মাহুতি—আত্মদেহবিসর্জ্জন ; সম্পূর্ণরূপে আপনাকে সমর্পণ করা। আত্মার আহুতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মীয়—১। আত্মসম্পর্কীয়, নিজ, আপন। বিণ। ২। বান্ধব ; স্বজন। আত্মন্+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং।

আত্মীয়তা—বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা ; কুটুম্বিতা ; আত্মীয়ের কর্ম্ম বা ব্যবহার। আত্মীয়+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আত্মীয়স্বজন—আপনার লোক, নিজ জন। আত্মীয় ও স্বজন, (একার্থক শব্দদ্বয়ের) দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

আত্মোৎকর্ষ—আপনার শ্রেষ্ঠত্ব, আপন উন্নতি, স্বকীয় উৎকৃষ্টতা। আত্মার উৎকর্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মোৎসর্গ—আত্মবিসর্জ্জন, সৎকার্য্যের জন্য আত্মনিয়োগ, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া। আত্মার উৎসর্গ, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

আত্মোদয়—নিজের উন্নতি। আত্মার উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মোদর—নিজ জঠর, আপনার পেট ; নিজ উদ্দেশ্য, স্বার্থ। আত্মার উদর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মোদ্ভব—১। নিজ দেহ বা মন হইতে উৎপন্ন। বিণ। ২। পুত্র, আত্মজ ; কন্দর্প, কামদেব। আত্মা (আত্মন্=দেহ, মন) হইতে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

আত্মোদ্ভবা—১। পুত্রী, কন্যা ; মাষপর্ণী-বৃক্ষ। বি ; স্ত্রী। ২। নিজ দেহ বা মন হইতে জাতা। আত্মা (আত্মন্) হইতে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

আত্মোন্নতি—আত্মোৎকর্ষ, স্বীয় অভ্যুদয়, আপন শ্রীবৃদ্ধি। আত্মার উন্নতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মোপকার, -কৃতি—স্বহিতসাধন, আপন কল্যাণকরণ, আপনার মঙ্গল করা। আত্মার উপকার, উপকৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, স্ত্রী।

আত্মোপকারক, -কারী (-রিন্)—আপন কল্যাণকর, আপনার মঙ্গলজনক ; স্বার্থপর। আত্মার উপকারক, উপকারী, ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ। স্ত্রী,—রিকা, —রিণী।

আত্মোপনিষৎ, -নিষদ্—ব্রহ্মাত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক গ্রন্থ। আত্মার উপনিষৎ, উপনিষদ্, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মোপম—স্বসদৃশ ; পরমাত্মীয়। আত্মা (আত্মন্=আপনি) উপমা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আত্যন্তিক—অতিশয়িত, অত্যন্ত অধিক ; সম্পূর্ণ ; অসীম ; যার-পর-নাই ; ধারাবাহিক ; অনন্ত ; মরণপর্য্যন্ত। অত্যন্ত+ইক ভবার্থে, ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আত্যন্তীন—আত্যন্তিক (তাহা দ্রঃ)। অত্যন্ত+ঈন ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আত্যয়িক—১। ধ্বংসসংক্রান্ত, বিনাশ-সম্বন্ধীয় ; ক্লেশকর, পীড়াজনক ; বিপৎ-সূচক ; অমঙ্গলার্থক ; জরুরি (urgent). বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। কোন জরুরি কার্য্যের জন্য নিযুক্ত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী (emergency officer). অত্যয়+ইক সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং।

আত্যূহ—'ডাক' পাখী, ডাহুক। অত্যূহ+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

আত্রেয়—১। দত্ত সোম ও দুর্ব্বাসা নামে অত্রিমুনির পুত্রত্রয় ; আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক মুনি-বিশেষ (ইনি 'নাড়ীজ্ঞানপ্রকরণ'-নামক গ্রন্থের প্রণেতা) ; শরীরস্থ রসধাতু। বি ; পুং। ২। অত্রিগোত্রোৎপন্ন, অত্রিবংশোদ্ভব। অত্রি+এয় অপত্যাদ্যর্থে। বিণ।

আত্রেয়িকা—ঋতুমতী নারী, রজস্বলা স্ত্রী। আত্রেয়+অচ্ বিশিষ্টার্থে+কন্ স্বার্থে+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। বি ; স্ত্রী।

আত্রেয়ী—১। নদীবিশেষ (বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ) ; অত্রিবংশীয়া স্ত্রী ; অত্রিমুনির পত্নী। অত্রি+এয় অপত্যার্থে, সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। ২। রজস্বলা নারী, ঋতুমতী স্ত্রী। ন (কর্ম্মযোগ্য নহে) ত্রি (তিন দিন) যাহার, বহুব্রী+আপ্+এয় স্বার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আথর্ব্ব(র্ব)ণ—১। কুলপুরোহিত ; অথর্ব্ব-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। অথর্ব্বন্+অণ্ জ্ঞাতার্থে। বি ; পুং। ২। অথর্ব্ববেদজ্ঞ ; অথর্ব্ববেদ-বিহিত। অথর্ব্বন্+অণ্ জ্ঞাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ণী। ৩। অথর্ব্বমুনি-প্রণীত সূক্ত-সমূহ। অথর্ব্বন্+অণ প্রণীতার্থে। ৪। শান্তি-গৃহ। আথর্ব্বণ+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি ; ক্লীব।

আথর্ব্ব(র্ব)ণিক—১। অথর্ব্ববেদজ্ঞ ; অথর্ব্ব-বেদবিহিত। বিণ। ২। অথর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণ। অথর্ব্বন্+ইক সম্বন্ধার্থে, জ্ঞাতার্থে। বি ; পুং।

আথান্তর—দুর্দ্দশা, দুরবস্থা ; বিপত্তি, সঙ্কট। ['অবস্থান্তর'-শব্দজ। বি।

আথাল—গোশালা ; গোষ্ঠ, গোঠ ; গরু রাখিবার জন্য প্রধান গৃহের সংলগ্ন চালা ; আজিপনা। প্রাদে। বি।

আথাল-পাথাল—১। এপাশ-ওপাশ, সকল দিক্। বি। ২। চতুর্দ্দিকে ; এলো-ধাবাড়ি। বাং। ক্রি-বিণ।

আথালি-পাথালি—আতালি-পাতালি [(তাহা দ্রঃ)।

আথিবিথি—ব্যস্তসমস্তভাবে। বাং। ক্রি-বিণ।

আথেব্যথে—তাড়াতাড়ি, শশব্যস্তে। বাং। ক্রি-বিণ।

আদ—১। অর্দ্ধ, আধখানা ; খণ্ড, টুকরা। 'অর্দ্ধ'-শব্দজ। ২। আদি, মূল, গোড়া। 'আদি'-শব্দজ। বি। ৩। প্রথম, গোড়ার, আদিম। 'আদ্য'-শব্দজ। বিণ।

আদ-কপালি, -কপালিয়া, -কপালে—কপালের অর্দ্ধব্যাপী রোগবিশেষ, অর্দ্ধ-কপালব্যাপিনী শিরঃপীড়া। 'অর্দ্ধকপালী'-শব্দজ। বি।

আদখানা—অর্দ্ধভাগ, অর্দ্ধাংশ। 'অর্দ্ধখণ্ড'-শব্দজ। বিণ।

আদড়—কুড়িহাত লম্বা কাপড়। প্রাদে। বি।

আদড়া, -রা—চিত্রাদির প্রথম রেখা-পাত ; পত্র বা দলিল প্রভৃতির প্রথম লিখন, খসড়া ; ছাচ, চিহ্ন ; সূত্রপাত, আরম্ভ। 'আদর্শ'-শব্দজ। বি।

আদৎ, -ত—১। খাঁটি, বিশুদ্ধ ; সমগ্র, সমস্ত। 'আদিতঃ'-শব্দজ। বিণ। ২। অভ্যাস, প্রকৃতি ; মোট, সাকল্য। আর্বী 'আদদ্'-শব্দজ। বি। ক্রি-বিণ—আদতে।

আদত্ত—আত্ত, গৃহীত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ। আ—দা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আদদ—সংখ্যা-গণনা, অঙ্ক ; বার ; দফা। আর্বী। বি।

আদপে, -বে—স্বাভাবিক রূপে ; আদৌ ; গোড়াতেই। 'আদৌ'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

আদব—রীতি, ব্যবহার, পদ্ধতি ; শিষ্টাচার। [আর্বী। বি।

আদব-কায়দা—রীতি-নীতি ; আচার-ব্যবহার ; শিষ্টাচার। আদব ও কায়দা, দ্বন্দ্ব। আর্বী। বি।

আদব-কায়দাদুরস্ত, -দোরস্ত—বাহ্যিক ভদ্রতাসম্পন্ন ; শিষ্টাচারসম্মত। আদব-কায়দা হইয়াছে দুরস্ত (অভ্যস্ত) যাহার বা যৎকর্তৃক, বহুব্রী। আর্বী। বিণ।

আদম—মনুষ্য ; সৃষ্টির প্রথম পুরুষ [চরিতা-বলী দ্রঃ]। বি ; পুং।

আদম-শুমারী, -সুমারী—দেশবাসী জনসমূহের সংখ্যাকরণ, লোকগণনা (census—বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ)। আদমের (লোকের) শুমারী, সুমারী (সংখ্যাগণনা), ৬ষ্ঠীতৎ। আর্বী। বি।

আদমি, -মী—আদমের সন্তানসন্ততি, মানুষ, ব্যক্তি ; পতি। আর্বী। আদম+ই, ঈ জাতার্থে। বি।

আদর—স্নেহ, প্রীতি, প্রণয় ; সম্মান, মর্য্যাদা ; ভক্তি ; আস্থা, অনুরাগ ; আসক্তি ; আরম্ভ। আ—দৃ+অপ্ ভাববা। বি ; পুং। **আদর অভ্যর্থনা**—খাতির যত্ন। **আদর আপ্যায়ন**—খাতির যত্ন ও তুষ্টিবিধান। **আদর করা**—যত্ন করা, সোহাগ করা।

আদরক—আদা। 'আর্দ্রক'-শব্দজ। বি।

আদরণীয়—আদরের যোগ্য, যাহার আদর করা উচিত এরূপ; পূজনীয়; অবলম্বনীয়। আ—দৃ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। [বি।
আদরবাদর—আদরাতিশয়। প্রাঃ কবিপ্র।
আদরযত্ন—যথেষ্ট সমাদর ও আত্মীয়তা। (একার্থক শব্দদ্বয়ের) দ্বন্দ্ব। বি; পুং।
আদরা—'আদড়া' দ্রঃ।
আদরিণী—অভিমানিনী; সোহাগিনী; অন্যের আদরভাগিনী; আদুরে। আদরিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
আদরী (-রিন্)—আদরপ্রাপ্ত; যে সর্ব্বদা আদর পাইয়া নষ্ট হইয়া যায় এরূপ, আদুরে। আদর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।
আদর্শ—১। দর্পণ; অনুকরণযোগ্য ব্যক্তি বা বস্তু (ideal); উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা; দৃষ্টান্ত, নমুনা (sample); যে গ্রন্থ দেখিয়া অন্য পুস্তক লেখা যায় তাহা; নমুনা; টীকা। বি; পুং। ২। অনুকরণযোগ্য; শ্রেষ্ঠ, মহৎ। আ—দৃশ্+ঘঞ্ অধিবা। বিণ।
আদর্শচরিত, -চরিত্র—১। যাহার স্বভাব অতিশয় উৎকৃষ্ট এমন। আদর্শ (২) চরিত, চরিত্র, যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অতিশয় উৎকৃষ্ট চরিত্র, যে স্বভাব দেখিয়া অপরের চরিত্র ভাল হওয়া উচিত তাহা। আদর্শ (২) চরিত, চরিত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
আদর্শ-বিদ্যালয়—যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা-দান-প্রণালী প্রদর্শিত হয় সেই বিদ্যালয় (model school); সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষামন্দির। আদর্শ (২) বিদ্যালয়, কর্ম্মধা। বি; পুং।
আদর্শমানব—যে ব্যক্তির কার্য্যকলাপ দর্শন-পূর্ব্বক চরিত্রের বিশুদ্ধি ও উন্নতিসাধন করিতে হয় এরূপ ব্যক্তি। আদর্শ (২) মানব, কর্ম্মধা। বি; পুং।
আদর্শস্থানীয়—আদর্শীভূত, আদর্শের উপযুক্ত। আদর্শের স্থানীয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
আদর্শস্বভাব—১। যাঁহার স্বভাব অতিশয় উৎকৃষ্ট, আদর্শচরিত্র। আদর্শ (২) স্বভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অতিশয় উৎকৃষ্ট স্বভাব, যে স্বভাব দেখিয়া অপরের স্বভাব ভাল হওয়া উচিত তাহা। আদর্শ (২) স্বভাব, কর্ম্মধা। বি; পুং। [শব্দজ। বি।
আদল—আভাস; সাদৃশ্য; ভাব। 'আদর্শ'-
আদলা, -ধলা—অর্দ্ধভাগ; আধপয়সা; আধখানা ইট। 'অর্দ্ধ'-শব্দজ। বি।
আদলি—ঘৃতকুমারী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
আদলী—হাঁড়ির নিম্নদিকের মত আকারযুক্ত পাত্রবিশেষ; (তাহা হইতে) নিতম্ব, পাছা। 'অর্দ্ধস্থালী'-শব্দজ। বি।
আদা—১। মূলবিশেষ। 'আর্দ্রক'-শব্দজ। বি। **আদাজল খেয়ে লাগা**—দৃঢ়পণ করিয়া কাজে লাগা, বিশেষরূপ অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। **আদায়**

কাঁচকলায়—বিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত; পরস্পরের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষ বা শত্রুতাযুক্ত।
আদার ব্যাপারী—নগণ্য লোক, সামান্য কাজের লোক। ২। অর্দ্ধ, আধা। 'অর্দ্ধ'-শব্দজ। বিণ।
আদাওত—দ্বেষ, শত্রুতা। আর্বীমূলক। বি।
আদাগা—অচিহ্নিত, দাগ দেওয়া হয় নাই এরূপ; দাগা হয় নাই এরূপ (কামান প্রভৃতি)। আ (নয়) দাগা, নঞ্তৎ (বাং)। বিণ।
আদাঙ্গা, -দেঙ্গা—অর্দ্ধ; অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। 'অর্দ্ধাঙ্গ'-শব্দজ। বিণ।
আদাড়—কুস্থান, জঞ্জাল-স্থান, আঁস্তাকুড়; জলা জায়গা। 'আর্দ্র'-শব্দজ। বি।
আদাড়-পাঁদাড়, আদাড়-বাদাড়—গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থ অপরিষ্কৃত স্থান; বাজে জিনিস। বাং। বি।
আদাড়িয়া, -আদাড়ে—অপরিষ্কৃত; আদাড়জাত; আদাড়-সম্বন্ধীয়; অদম্য, দুর্দ্দম্য; অশিষ্ট; অর্দ্ধসম্পন্ন; বন্য, বুনো। আদাড়+ইয়া, এ জাতার্থে। বিণ।
আদান—গ্রহণ, স্বীকার; অঙ্গীকরণ। আ—দা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
আদানপ্রদান—লওয়া ও দেওয়া, দেওয়া নেওয়া, লেনদেন; বিবাহসম্বন্ধে কন্যাদান ও গ্রহণ। আদান এবং প্রদান, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।
আদাব—অভিবাদন, সেলাম। আর্বী। বি।
আদাভাগী—অর্দ্ধাংশী, অর্দ্ধেকের অংশী। 'অর্দ্ধভাগী'-শব্দজ। বিণ।
আদামাগুরী—আদার সহিত পাক করা মাগুর মাছের ব্যঞ্জন। বাং। বি।
আদায়—১। গ্রহণ, লওয়া; সংগ্রহ। আ—দা+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। পরিশোধ; (কণ্ঠে বা যন্ত্রে) নিখুঁতভাবে প্রকাশ; সম্পাদন। আর্বীমূলক। বি।
আদায় হওয়া—মরা; নিহত হওয়া।
আদায়ী (-য়িন্)—গ্রহণশীল, গ্রাহী। আ—দা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। [বি।
আদার—পাখীর ছানার খাদ্য। প্রাদে।
আদালত, আদালৎ—বিচারস্থান, বিচারালয়, ধর্ম্মাধিকরণ (court of justice). আর্বী। বি। **আদালত ঘর করা**—মোকদ্দমা লইয়া সর্ব্বসময় ব্যস্ত থাকা।
আদি—১। প্রথম; প্রারম্ভ; উৎপত্তি-নিদান; (পদান্তে) গণসূচক শব্দ; সামীপ্য; অবয়ব। বি; পুং। ২। আদিম, আদ্য, প্রথম, সর্ব্বপ্রথম। আ—দা+কি কর্ম্মবা। বিণ। ৩। গ্রহণ, স্বীকার, লওয়া। আ—দা+কি ভাববা। বি; পুং।
আদিক—(সমাসে পরপদ) প্রভৃতি। আদি+ক সমাসান্ত। বিণ।
আদিকবি—প্রথমকবি; ব্রহ্মা; বাল্মীকি। আদি কবি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদিকর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা**—প্রথম উৎপাদক, প্রথমনির্ম্মাতা; স্রষ্টা, ব্রহ্মা। আদি কর্তা, কর্ম্মধা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —র্ত্রী।
আদিকাণ্ড—রামায়ণের বালকাণ্ড। কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। [কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
আদিকাব্য—প্রথম কাব্য, রামায়ণ।
আদিকারণ—পূর্ব্বনিমিত্ত, মূলহেতু, প্রথম কারণ; (বৈশেষিকাদিমতে) সমবায়ি-কারণ; (অন্যমতে) উপাদান-কারণ; (বৈদ্যকমতে) কারণের কারণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
আদিকাল—প্রথমকাল; সৃষ্টির প্রারম্ভ-কাল; সত্যযুগ। কর্ম্মধা। বি; পুং।
আদিক্যেতা—বাড়াবাড়ি; ন্যাকামি; ভাণ, অশুদ্ধ 'আধিক্যতা'-শব্দজাত বা 'অদীক্ষিত'-শব্দজাত। বি।
আদিগদাধর—কাশীস্থ বিষ্ণুর মূর্ত্তিবিশেষ; গয়াতীর্থস্থিত বিষ্ণুর মূর্ত্তিবিশেষ। কর্ম্মধা। বি; পুং।
আদিজ, -জাত—প্রথমোৎপন্ন, সকলের অগ্রে জাত; জ্যেষ্ঠ। উপতৎ; আদি—জন্+ড কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে, আদিতে জাত, ৭মীতৎ। বিণ।
আদিত—আদিত্য, সূর্য্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
আদিতঃ (-তস্), **-ত**—১। আদিতে; সর্ব্বাগ্রে। আদি+তস্ (৭মীস্থানে)। ২। প্রথম হইতে। আদি+তস্ (৫মীস্থানে)। অব্য। [কর্ম্মধা। বি; পুং।
আদিতাল—সঙ্গীতের তাল-বিশেষ।
আদিতেয়—অদিতি সন্তান, দেবতা। অদিতি+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।
আদিত্য—দেবতা; সূর্য্য; অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ; দ্বাদশ সংখ্যা; সূর্য্যমণ্ডলস্থিত হিরণ্ময় বিষ্ণু; পুনর্ব্বসুনক্ষত্র; কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জাত ধাতা মিত্র অর্য্যমা রুদ্র বরুণ সূর্য্য ভগ বিবস্বান্ পূষা সবিতা ত্বষ্টা ও বিষ্ণু—এই দ্বাদশ আদিত্য। অদিতি+ণ্য অপত্যার্থে, দেবতার্থে। বি; পুং। [ঋগ্বেদে আদিত্যসংখ্যা ছয়; যথা—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। স্থলস্থানে সাত, অন্যত্র আট আদিত্যের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়ে মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্—এই অষ্ট আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা-দিগকে অদিতির পুত্র না বলিয়া দ্বাদশ মাসের স্বরূপ বলা হইয়াছে। ভাগবতমতে আদিত্যগণ স্বর্গদাতা এবং বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা। কল্পান্তরে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃ সহ্য করিতে অসমর্থা হইলে তৎ-পিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন; সেই দ্বাদশ খণ্ড বার মাসে

ভিন্ন ভিন্ন নামে উদিত হন। ইঁহাদের নাম অরুণ (মাঘ), সূর্য্য (ফাল্গুন), বেদজ্ঞ (চৈত্র), তপন (বৈশাখ), ইন্দ্র (জ্যৈষ্ঠ), রবি (আষাঢ়), গভস্তি (শ্রাবণ), যম (ভাদ্র), হিরণ্যরেতাঃ বা স্বর্ণরেতাঃ (আশ্বিন), দিবাকর (কার্ত্তিক), চিত্র বা মিত্র (অগ্রহায়ণ) ও বিষ্ণু (পৌষ)। মতান্তরে দ্বাদশ আদিত্যের নাম,—আদিত্য, দিবাকর, ভাস্কর, প্রভাকর, সহস্রাংশু, ত্রিলোচন, হরিদশ্ব, অহঃপতি, দিনকৃৎ, দ্বাদশাত্মক, ত্রয়ীমূর্ত্তি ও সূর্য্য]।

আদিত্যপত্র—১। গুল্মবিশেষ; অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। আদিত্যসদৃশ (তীক্ষ্ণতেজঃ) পত্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। অর্কবৃক্ষের পত্র, আকন্দগাছের পাতা। আদিত্যের পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আদিত্যপুষ্পিকা—রাঙ্গা আকন্দ, বকুল আকন্দ। আদিত্যবৎ (লোহিত) পুষ্প যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত+আপ্। বি; স্ত্রী।

আদিত্যভক্তা—হুড়হুড়িয়া। আদিত্যের ভক্তা (প্রিয়া), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আদিত্যসূনু—বানররাজ সুগ্রীব; যম; শনি; সাবর্ণিমনু; বৈবস্বতমনু। আদিত্যের (সূর্য্যের) সূনু (সন্তান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আদিৎসা—আদানেচ্ছা, গ্রহণেচ্ছা, লইবার আকাঙ্ক্ষা। আ—দা+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

আদিৎসু—গ্রহণেচ্ছু, লইতে ইচ্ছুক। আ—দা+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বিণ।

আদিদেব—নারায়ণ; সূর্য্যের নামবিশেষ; মহাদেব; ব্রহ্মা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদিদেবী—প্রকৃতি; জগজ্জননী; দুর্গা। আদি দেবী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আদিনাথ—পরব্রহ্ম, জগৎপতি; মহাদেব। আদি নাথ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদিপর্ব্ব (-পর্ব্বন্), **-পর্ব**—মহাভারতের প্রথম পর্ব্ব। আদি পর্ব্ব, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আদিপুরাণ—ব্রহ্মপুরাণ। আদি পুরাণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আদিপুরুষ—প্রথমপুরুষ, যাঁহা হইতে বংশের গণনা আরম্ভ হয় তিনি; বিষ্ণু। আদি পুরুষ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদিবরাহ—ভগবানের বরাহ-অবতার, বরাহরূপী নারায়ণ [যে সময় পৃথিবী প্রলয়সাগরসলিলে মগ্ন ছিল, তখন ভগবান্ বরাহরূপ ধারণ করিয়া দন্ত দ্বারা পৃথিবী উত্তোলিত করিয়াছিলেন]। আদি বরাহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদিবস—অশুভ দিন; দুর্দ্দিন। আ (অপ্রশস্ত) দিবস, নঞ্তৎ। প্রাঃ কবিপ্র। বি; পুং।

আদিভূত—১। আদিস্বরূপ; আদ্য, প্রথম। আদির সমান বা স্বরূপ, নিত্য বা অনাদিতে ভূত, ৭মীতৎ। বিণ। ২। পঞ্চভূতের প্রথম ভূত, পৃথিবী। বি; ক্লীব। ৩। আদিপুরুষ; প্রথম জীব; ব্রহ্মা। আদি ভূত, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদিম—প্রথম, আদ্য, প্রথমভব (বস্তু)। আদি+ম ভবার্থে। বিণ। **আদিম অধিবাসী, আদিম নিবাসী** (-সিন্)—কোন দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী, প্রথম বাসিন্দা (aborigines).

আদিমানব—প্রথমসৃষ্ট মানুষ; আদম। আদি মানব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদিমূল—আদ্যন্ত, আগাগোড়া। আদি ও মূল, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আদিরস—(অলঙ্কারশাস্ত্র) নয়প্রকার রসের প্রথম রস, শৃঙ্গাররস; স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়বর্ণনাত্মক রস। আদি রস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদিরসাত্মক, -রসাশ্রিত—শৃঙ্গাররসপরিপূর্ণ, শৃঙ্গারভাবোদ্দীপক। আদিরস আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহুব্রী (ক সমাসান্ত); ২য় পক্ষে, আদিরসকে আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, -ত্মিকা, -তা।

আদিরাজ—পৃথুরাজ; বৈবস্বতমনু; পুরুবংশীয় জনৈক রাজা (ইনি অবিক্ষিতের পুত্র)। আদি রাজা (রাজন্), কর্ম্মধা+সমাসান্ত টচ্। বি; পুং।

আদিষ্ট—আজ্ঞাপ্রাপ্ত; নিযুক্ত; উপদিষ্ট, অনুশাসিত; অভিহিত; (ব্যাকরণ) রূপান্তরপ্রাপ্ত। আ—দিশ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আদিসর্গ—প্রলয়ান্তে প্রথম সৃষ্টি; কাব্যের প্রথম অধ্যায়। কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদীপন—১। উদ্দীপন, সন্দীপন। আ—দীপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—আদীপ্ত, আদীপিত। ২। আলিম্পন, আলিপনা। আ—দীপ্+অন কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

আদীর্ঘ—ঈষৎ দীর্ঘ; পদ্মপত্রাকৃতি। আ (ঈষৎ) দীর্ঘ, প্রাদি। বিণ।

আদুড়, -ল—১। অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত, আঢাকা, আদুগা; নগ্ন। 'উদার' শব্দজ (>উদলা>)। ২। আলুলায়িত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আদুড়চুলী—যে নারীর মাথার কাপড় খোলা এরূপ, ঘোমটাখোলা। বহুব্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

আদুড়ে, -ধুড়ে—অপরিপক্ব, অপরিণত; অসমাপ্ত, অর্দ্ধকৃত। বাং। বিণ।

আদুরিয়া, -রে—অত্যধিক আদরপ্রাপ্ত, অতিস্নেহভাজন; বেশী আদরে নষ্ট। আদর+ইয়া, এ (বাং) প্রাপ্ত অর্থে। বিণ। স্ত্রী—আদুরী। **আদুরে গোপাল**—অতিশয় আদুরে ছেলে, অত্যধিক আদরের সহিত লালিত-পালিত বালক।

আদুল—'আদুড়' দ্রঃ।

আদুলি—অর্দ্ধরূপক, আধুলি, আট আনা। 'অর্দ্ধ'-শব্দজ। বি।

আদৃত—সম্মানিত, যে আদর পাইয়াছে এরূপ; পূজিত; অনুমোদিত। আ—দৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আদেখ্লা, -লে—যে কখনও দেখে নাই এরূপ; যে কখনও কোন ভাল জিনিস দেখে নাই বা ভোগ করে নাই এরূপ; অতিলোভী, পেটুক; যে জিনিস পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই এরূপ। আ (নয়) দেখ্লা, দেখ্লে, নঞ্তৎ। বাং। বিণ।

আদেখ্লেপনা—আদেখ্লের ভাব। আদেখ্লে+পনা (বাং) ভাবে। বি।

আদেখা—অদৃষ্টপূর্ব্ব, যাহা দেখা হয় নাই এরূপ। আ (নয়) দেখা, নঞ্তৎ। বিণ।

আদেঙ্গা—'আদাঙ্গা' দ্রঃ।

আদেয়—আদানযোগ্য, গ্রহণযোগ্য; আদানের উপযুক্ত। আ—দা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আদেশ—১। আজ্ঞা; উপদেশ; কথন; দৈববাণী; অন্যের অজ্ঞাত যে বিশেষ দৈবভাব মনোমধ্যে উদিত হয় তাহা ('—দেবতার'); নিদেশ; (ব্যাকরণ) শব্দ বা বর্ণের আকারান্তর প্রাপ্তি। আ—দিশ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। জ্যোতিঃশাস্ত্রফল। আ—দিশ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

আদেশক—১। আদেশকারী, আজ্ঞাদাতা। আ—দিশ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -শিকা। ২। যতিচিহ্ন-বিশেষ; '—' এই চিহ্নের অনুরূপ চিহ্ন। বি।

আদেশকর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা**—আদেশক, আজ্ঞাকারী। আদেশের কর্ত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -র্ত্রী।

আদেশকারী—'আদেশকর্ত্তা' (সকল অর্থে)। উপতৎ; আদেশ—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -রিণী।

আদেশক্রমে—আদেশানুযায়ী, আদেশমত। আদেশের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আদেশদাতা (-দাতৃ)—হুকুমকারী, আজ্ঞাকারী, আদেশক। আদেশের দাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

আদেশপত্র—অনুমতিলিপি, হুকুমনামা। আদেশসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আদেশপালক—আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাবহ, অনুমতিক্রমে কার্য্যকারী। আদেশের পালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -লিকা।

আদেশপালন—আজ্ঞানুসারে কার্য্যকরণ, হুকুমমত কাজ করা। আদেশের পালন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [তৎ। বিণ।

আদেশমত—আজ্ঞানুযায়ী, হুকুমমত। ৬ষ্ঠী-

আদেশলঙ্ঘ(ঙ্ঘ)ন—আজ্ঞাতিক্রম,

আদেশপালন না করা। আদেশের লঙ্ঘন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আদেশানুবর্ত্ত(র্ত্তে)ন—আ দে শ পা ল ন, হুকুমমত চলা। আদেশের অনুবর্তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আদেশানুবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্তী**—আদেশানুসারী, আদেশমত কার্য্যকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী। বি,—বর্ত্তিতা, —বর্ত্তিত্ব।

আদেশানুযায়ী (-যায়িন্)—১। আদেশানুসারী, আদেশমত কার্য্যকারী। আদেশের অনুযায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী। ২। আদেশানুসারে, আদেশমত। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

আদেশানুরূপ—আজ্ঞানুযায়ী। আদেশের অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আদেশানুসারে—আদেশানুযায়ী, আজ্ঞাক্রমে। আদেশের অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আদেশী (-শিন্)—১। আজ্ঞাকর্ত্তা, আদেশকর্ত্তা; উপদেশক। বিণ। স্ত্রী, —শিনী। ২। দৈবজ্ঞ, গণক। আ—দিশ্+ ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—উপদেশক; আদেশকর্ত্তা; শাসক; যজমান। আ—দিশ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—ষ্ট্রী।

আদোবে—আদপে (তাহা দ্রঃ)।

আদৌ—প্রথমে; আরম্ভে, উপক্রমে; মোটেই। আদি+(সংস্কৃত) ৭মী ১ব হইতে বাং। অব্য।

আদ্দব—আদব (তাহা দ্রঃ)।

আদ্দাশ—নিবেদন; অভিযোগ; আফশোষ; সন্ধান; মনের দুঃখ। ফার্সী 'আজদাশ্‌ত্'-শব্দজ। বি।

আদ্দি—আদ্ধি (তাহা দ্রঃ)।

আদ্ধা—ত্রিতালের অর্দ্ধপরিমিত তালবিশেষ। 'অর্দ্ধ'-শব্দজ। বি।

আদ্ধি—কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত সূক্ষ্মবস্ত্রবিশেষ। 'আর্দ্ধিক'-শব্দজ। বি।

আদ্য—১। প্রথম, আদিম, আদিভব; প্রধান। আদি+যৎ ভবার্থে। ২। ভক্ষ্য। বিণ। ৩। খাদ্যদ্রব্য; ধান্য। অদ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৪। চাক্ষুষ মন্বন্তরের একবিধ দেবগণ। আদি+যৎ ভবার্থে। বি; পুং।

আদ্য-ঋতু—নবযুবতীদিগের প্রথম রজোনিঃসরণ [সন্ধিতে 'আদ্যর্তু']। কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদ্যকবি—বাল্মীকি; পুরাণকবি ব্রহ্মা। আদ্য কবি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদ্যকৃত্য—আদ্যশ্রাদ্ধ। আদ্য কৃত্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আদ্যন্ত—১। প্রথম ও শেষ। আদি এবং অন্ত, দ্বন্দ্ব। বি; পুং। ২। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আগাগোড়া। আদি হইতে, এই অর্থে, আ আদি=আদি, অব্যয়ী; আদি অন্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ বা ক্রি-বিণ। ৩। প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত। আদ্যন্ত (২)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; ক্লীব।

আদ্যন্তবান্ (-বৎ)—আ দ্য ন্ত বি শি ষ্ট; উৎপত্তিবিনাশযুক্ত; আগমাপগমসম্পন্ন; নশ্বর। আদ্যন্ত+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

আদ্যপ্রাণী (-ণিন্)—জীবজগতের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নবিভাগীয় প্রাণী (amoeba). আদ্য প্রাণী, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদ্যপ্রান্ত—১। প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত, পূর্ব্বাপর, আগাগোড়া। ('আদ্যন্ত'বৎ) অব্যয়ী ও সুপ্‌সুপা। ক্রি-বিণ। ২। প্রথম সীমা। আদ্য প্রান্ত (সীমা), কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদ্যবীজ—মূলকারণ, আদিকারণ, মুখ্যনিমিত্ত; (সাংখ্যমতে) প্রধান কারণ। আদ্য বীজ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আদ্যমাষক, **-মাসক**—মাষকপরিমাণ, একমাষা, পাঁচ রতি। আদ্য মাষক, মাসক, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদ্যরস—শৃঙ্গাররস, আদিরস; বিবাহে কুলীনদের একপ্রকার সংস্কার; যে দ্বিতীয়বার বিবাহের পূর্ব্ব (প্রথম) বিবাহে রস (সত্বরে ক্রিয়াহেতু কুলরক্ষা) হয়; দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থের জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রথমে কুলরক্ষার্থ কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া পরে মৌলিক-গৃহে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ; পরিণয়। আদ্য রস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আদ্যলীলা—বাল্যক্রীড়া; ভগবদবতারের বাল্যাবস্থার কার্য্যাবলী। আদ্য লীলা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আদ্যশ্রাদ্ধ—অশৌচান্তের পরদিনে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, মৃতের প্রথমকৃত্য বা শ্রাদ্ধ। আদ্য যে শ্রাদ্ধ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আদ্যা—১। প্রধান শক্তি, দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। আদিভূতা, প্রথমা। আদি+যৎ ভবার্থে +আপ্। বিণ; স্ত্রী। **আদ্যা শক্তি**—কালী, ভগবতী, মহামায়া, সনাতনী।

আদ্যি—আদ্য(১) (তাহা দ্রঃ)।

আদ্যিকাল—অতি প্রাচীন কাল, বহুপূর্ব্বকাল। 'আদ্যকাল'-শব্দজ। বি।

আদ্যোপলীয়—(ভূবিদ্যা) প্রস্তর যুগের আগেকার (eolithic). আদ্য যে উপল, কর্ম্মধা; তদুত্তরে+ঈয়। বিণ।

আদ্যোপান্ত—১। পূর্ব্বাপর, প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত, ইস্তক-নাগাদ। আদ্যাবধি উপান্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত। ক্রি-বিণ।

আদ্রক—আদা। 'আর্দ্রক'-শব্দজ। বি।

আদ্রিয়মাণ—যাহাকে আদর করা হইতেছে এরূপ; পূজ্যমান, আরাধ্যমান। আ—দৃ+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,—মাণা।

আধ—আধা, অর্দ্ধেক; অস্পষ্ট; অসম্পূর্ণ, আংশিক। 'অর্দ্ধ'-শব্দজ। বিণ। [বিণ।

আধ-আধ—অস্ফুট; অর্দ্ধোচ্চারিত। বাং।

আধ-আনা—দুই পয়সা। আধ আনা, কর্ম্মধা। বি।

আধ-আনি—দুই পয়সা মূল্যের মুদ্রাখণ্ড। আধ-আনা+ই মুদ্রা অর্থে। বি।

আধই—অর্দ্ধাংশে। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ। [বিণ।

আধক—অর্দ্ধ, অসমাপ্ত। 'অর্দ্ধক'-শব্দজ।

আধকড়িয়া, **-কড়ে**—কমমূল্যের, কমদামী। আধ (অর্দ্ধ) কড়ি (মূল্য), কর্ম্মধা=আধকড়ি; তদুত্তরে ইয়া, এ (বাং) যুক্তার্থে। বিণ।

আধকপালি, **-লিয়া**, **-লে**—আদকপালি (তাহা দ্রঃ)।

আধ-কাঁচা—যাহা ভাল করিয়া পাকে নাই এমন। আধ (অর্দ্ধেক পরিমাণে) কাঁচা, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আধকানা—যে সামান্য দেখিতে পায় এরূপ, আংশিকভাবে দৃষ্টিহীন। সুপ্‌সুপা (বাং)। বিণ।

আধক্ষেপা, **-খেপা**—আধপাগলা। আধ (অর্দ্ধেক পরিমাণে) ক্ষেপা, খেপা, সুপ্‌সুপা (বাং)। বিণ।

আধখানা—অর্দ্ধখণ্ড, কিছুপরিমাণ; অর্দ্ধাবশিষ্ট শরীর। 'অর্দ্ধখণ্ড'-শব্দজ। বিণ।

আধখেঁচড়া—'আধাখেঁচড়া' দ্রঃ।

আধদিঠি—কটাক্ষ, অর্দ্ধদৃষ্টি। কর্ম্মধা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আধধেড়ে—প্রায় সাবালক; আধবুড়ো। আধ (অর্দ্ধেক পরিমাণে) ধেড়ে (('ধাড়ী'-শব্দজ), সুপ্‌সুপা। বিণ।

আধন—১। অপ্রাচীন; অসম্ভ্রান্ত, গরবনেদী। 'আধুনিক'-শব্দজ। ২। অকিঞ্চিৎকর, নগণ্য, তুচ্ছ। 'অধন্য'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আধপাকা—অর্দ্ধপক্ব। আধ (অর্দ্ধেক পরিমাণে) পাকা, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আধপাগল, **-পাগলা**—অ র্দ্ধ ক্ষি প্ত, অর্দ্ধোন্মত্ত। আধ (অর্দ্ধেক মাত্রায়) পাগল, পাগলা, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আধপেটা—অর্দ্ধোদরপূরক, যাহাতে উদর সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয় না এরূপ বা এরূপে। আধ পেটের, একদেশী=আধপেট; তদুত্তরে আ (বাং) যুক্তার্থে। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আধপোড়া—অর্দ্ধদগ্ধ, আংশিকভাবে দগ্ধ। আধ (অর্দ্ধেক পরিমাণে, অসম্পূর্ণরূপে) পোড়া, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আধবয়সী, **আধাবয়সী**—বৃদ্ধপ্রায়, প্রৌঢ়।

আধ, আধা বয়স, কর্ম্মধা+ঈ (বাং) যুক্তার্থে। বিণ।

আধবুড়া, -বুড়ো—প্রৌঢ়, পরিণতবয়স্ক, প্রায়বৃদ্ধ। আধ (অর্দ্ধমাত্রায়) বুড়া, বুড়ো ('বৃদ্ধ'-শব্দজ), সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী, —বুড়ী। [কর্ম্মধা। বি।

আধমণ—২০ সের ওজন, অর্দ্ধমণ। আধ মণ,

আধমণী—২০ সের ওজনের ('—পাথর')। আধমণ+ঈ (বাং) যুক্তার্থে। বিণ।

আধমন—বন্ধক দেওয়া। আ—ধা+কমনন্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —নিক।

আধমরা—মৃতপ্রায়; শুষ্কপ্রায়। আধ (অর্দ্ধপরিমাণে, অর্থাৎ প্রায়) মরা, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আধমাতাল—যে পুরাপুরি মাতাল হয় নাই এরূপ। আধ (অর্দ্ধপরিমাণে, অসম্পূর্ণরূপে) মাতাল, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আধর্ষণ—আক্রমণ, অভিভব; অসম্মানন; বিদলন। আ—ধৃষ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আধর্ষিত—আক্রান্ত, অভিভূত; অপমানিত। আ—ধৃষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আধলা—ইষ্টকার্দ্ধ; আধ পয়সা; অর্দ্ধেক। আধল ('অর্দ্ধ'-শব্দজ)+আ (বাং) তুচ্ছার্থে। বি।

আধলি, -ধুলি, -ধুলী—অর্দ্ধমুদ্রা, আধটাকা। আধ+অলি, উলি, উলী (বাং)। বি।

আধশোয়া—অর্দ্ধশয়ান, যে হেলান দিয়া শুইয়া আছে এমন। ("আধশোয়া অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি"—রবীন্দ্রনাথ)। আধ শোয়া, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আধহারা—অতিকৃশ। আধ ('অর্দ্ধ'-শব্দজ) হার (পরিমাণ), কর্ম্মধা; তদুত্তরে আ (বাং) যুক্তার্থে। বিণ।

আধা—অর্দ্ধেক। 'অর্দ্ধ'-শব্দজ। বিণ।

আধা-আধি—অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগ, অর্দ্ধেক, অর্দ্ধেক ভাগ, অর্দ্ধাংশ। 'অর্দ্ধার্দ্ধি'-শব্দজ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আধাখেঁচড়া, -ধখেঁচড়া—অসম্পূর্ণ; যেমন-তেমন করিয়া সম্পন্ন। আধা, আধ খেঁচড়া, সুপ্‌সুপা। বিণ।

আধাঙ্গা(ঙগা), -ধেঙ্গা(ঙগা)—অর্দ্ধাঙ্গ, অর্দ্ধেক; অসম্পূর্ণ; অর্দ্ধশয়িত; আড়ভাবে শয়ান। 'অর্দ্ধাঙ্গ'-শব্দজ। বিণ।

আধান—নির্ব্বাহকরণ, সাধন; গ্রহণ; রক্ষা; ধারণ; প্রাপ্তি; শাস্ত্রবিধিমত অগ্নিরক্ষা; যজন, হোম; হোমীয়বহ্নির স্থাপন; গর্ভাধান সংস্কার; বন্ধক দেওয়া; উৎপাদন; তড়িৎ-সঞ্চারণ, বিদ্যুৎপূর্ণকরণ (charge). আ—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—আহিত। [ইক হিতার্থে। বি; ক্লীব।

আধানিক—গর্ভাধানসংস্কার। আধান+

আধানী—নির্ধন, দরিদ্র; হঠাৎ যে ধনী হইয়াছে এমন। বাং। বিণ।

আধাবয়সী—'আধবয়সী' দ্রঃ।

আধায়ক—স্থাপয়িতা; জনক; প্রযোজক। আ—ধা+ণক কর্ত্তৃবা। বি।

আধার—১। স্থান, আশ্রয়, পাত্র; ধারণকারী; ক্ষেত্রাদিতে জল রাখিবার আলবাল, বাঁধ, জলরক্ষা-স্থান, বদ্ধকন্দর প্রভৃতি; (ব্যাকরণ) অধিকরণ কারক; (তন্ত্র) ষট্‌চক্রের মধ্যে আদ্যচক্রের অবস্থিতিস্থান। আ—ধৃ+ঘঞ্‌ অধিবা। **২**। গ্রহণ; আশ্রয়; জলধারণ; স্থাপন। আ—ধৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। **৩**। পাখীর খাদ্য। 'আহার'-শব্দজ। প্রাদে। বি। **আধার দেওয়া**—পাখীকে জল ছোলা দানা প্রভৃতি খাইতে দেওয়া।

আধারশক্তি—পরমেশ্বরশক্তি, মহামায়া; প্রকৃতি; মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি; পীঠপূজনীয় দেবতাবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আধাসরকারী—যাহা সম্পূর্ণরূপে সরকারী নহে এমন (demi-official). সুপ্‌সুপা। বিণ।

আধাসার, -সারি—অর্দ্ধাবশিষ্ট, যাহার অর্দ্ধেকমাত্র বাকী আছে এরূপ। 'অর্দ্ধসার'-শব্দজ। বিণ।

আধি—১। মনঃপীড়া; ব্যসন, বিপত্তি; অত্যাশা। আ—ধা+কি করণবা। **২**। গচ্ছিত রাখা; বন্ধক দেওয়া; অধিষ্ঠান, থাকা। আ—ধা+কি ভাববা। বি; পুং।

আধিকরণিক—বিচারক, হাকিম প্রভৃতি। অধিকরণ (বিচারালয়)+ইক নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

আধিকারিক—১। অধিকারসংক্রান্ত, অধিকারবিষয়ক, স্বত্ববিষয়ক। অধিকার+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। **২**। কোন আফিসের কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (officer in-charge). অধিকার +ইক আছে অর্থে। বি; পুং।

আধিক্য—আতিশয্য, অধিকতা; প্রবলতা; উৎকর্ষ। অধিক+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

আধিক্যেতা, -খ্যেতা—বাহুল্য, বাড়াবাড়ি; বেশী দরদ। অশুদ্ধ 'আধিক্যতা'-শব্দজ। বি।

আধিক্লিষ্ট—মনঃক্লেশে পীড়িত। আধিদ্বারা ক্লিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

আধিক্ষীণ—চিন্তাজীর্ণ; মানসিক পীড়ায় রুগ্‌ণ ('—শরীর')। আধিদ্বারা ক্ষীণ, ৩য়াতৎ। বিণ।

আধিজ—আধি হইতে উৎপন্ন, চিত্তক্লেশসম্ভূত। উপতৎ; আধি—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ। [জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

আধিজ্ঞ—দুঃখিত; বক্র। উপতৎ; আধি—

আধিদৈবিক—দৈবজাত, অতিবাত অতিবৃষ্টি বজ্রপাত প্রভৃতি দৈব-উৎপাতজনিত ('—দুঃখ')। অধিদেব+ইক নির্বৃত্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

আধিপত্য—প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব; ঐশ্বর্য্য; শ্রেষ্ঠত্ব; প্রজাপালন প্রভৃতি রাজকার্য্য। অধিপতি+যক্ ভাবে। বি; ক্লীব।

আধিবিদ্যক—অধিবিদ্যাসংক্রান্ত (metaphysical). অধিবিদ্যা+অক (বুঞ্‌) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আধিবেদনিক—অধিবেদনলব্ধ, অধিবেদনসময়ে বা সেই সূত্রে কৃত বা দত্ত, দ্বিতীয়বার দারগ্রহণকালে প্রথমা পত্নীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দত্ত (ধন প্রভৃতি)। অধিবেদন +ইক তৎকালদত্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

আধিব্যাধি—শারীরিক এবং মানসিক পীড়া, শরীরের ও মনের সন্তাপ। আধি ও ব্যাধি, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আধিভোগ—মনঃপীড়াভোগ, মানসিক দুঃখলাভ। আধির ভোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আধিভৌতিক—প্রাণী হইতে সংঘটিত, জন্তুগণ হইতে উৎপন্ন, ভূতাধীন; (সাংখ্যমতে) জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ জীবজাত ('—দুঃখ')। অধিভূত+ইক জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

আধিরথি—কুন্তীর পুত্র কর্ণ। অধিরথ+ইঞ্‌ অপত্যার্থে। বি; পুং। [অধিরথ ধৃতরাষ্ট্রের সারথি; কর্ণ তাঁহার পালিত পুত্র ছিলেন]।

আধিরাজ্য—অধিরাজের অবস্থা; রাজপদ, রাজ্যাধিকারিত্ব; আধিপত্য, প্রভুত্ব। অধিরাজ+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

আধিশ্রয়ণ, -শ্রয়ণিক—অধিশ্রয়ণসংক্রান্ত, কাচ প্রভৃতি দ্বারা যে বিন্দুতে কিরণ সংগ্রহ করা হয় তৎসম্বন্ধীয় (focal); পাককার্য্যসম্বন্ধীয়। অধিশ্রয়ণ+অণ্‌, ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —শ্রয়ণী, —শ্রয়ণিকী।

আধিশ্রয়ণ-ব্যবধি—আলোকরশ্মি সকল দর্শনীকাচ হইতে প্রতিফলিত হইয়া স্ব স্ব পথে সঞ্চরণকালে যে বিন্দুতে মিলিত হয় দর্শনীকাচ হইতে সেই বিন্দুর আক্ষিক দূরত্ব (focal length). আধিশ্রয়ণ ব্যবধি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আধীকরণ—বন্ধকীকরণ। আধি+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=আধী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আধীকৃত—বন্ধকী। আধি+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=আধী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আধুত, -ধূত—অল্পকম্পিত, ঈষৎ কম্পনযুক্ত, আন্দোলিত; বিক্ষিপ্ত; চঞ্চলীকৃত। আ (ঈষৎ)—ধু, ধূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

আধুনিক—আজকালকার, অল্পদিনের,

ইদানীন্তন। অধুনা+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,–কী।

আধুনিকতা—নব্য ধরণের চালচলন ; হাল ফেসানের রীতিনীতি। আধুনিক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আধুলি, -লী—'আধলি' দ্রঃ।

আধুত—'আধুত' দ্রঃ।

আধৃত—গৃহীত। আ—ধৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আধেক—একার্দ্ধ। 'অর্দ্ধেক'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আধেঙ্গা(ঙ্গা)—'আধাঙ্গা' দ্রঃ।

আধেয়—১। স্থাপনযোগ্য, আধারস্থিত ('—দ্রব্য') ; আশ্রিত ; উৎপাদ্য ; বন্ধক রাখিবার যোগ্য। বিণ। ২। আধারে স্থাপনযোগ্য দ্রব্য ; আধারস্থ দ্রব্য। আ—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। [শব্দজ। বি।

আধেলা—আধ পয়সা, আধলা। 'আধলা'-

আধোওয়া—যাহা ধোওয়া বা জলে কাচা হয় নাই এরূপ, অধৌত ; আনকোরা, নূতন। আ (নয়) ধোওয়া, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আধ্মাত—১। ধ্বনিযুক্ত, শব্দিত। আ—ধ্মা +ক্ত কর্ম্মবা। ২। বায়ুপূরিত, স্ফীত ; মানদর্পাদি দ্বারা উদ্ধত ; দগ্ধ ; প্রসারিত ; বাতরোগজনিত স্ফীতিবিশিষ্ট। আ—ধ্মা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৩। স্ফীতি ; শব্দ ; দাহ ; বাতরোগজনিত উদরস্ফীতি, পেট-ফাঁপা। আ —ধ্মা+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

আধ্মান—স্ফীতি, ফুলিয়া উঠা ; বাদ্যশব্দ ; উচ্চারণ ; আপ্যায়ন ; বায়ুরোগবিশেষ, পেট-ফাঁপা। আ—ধ্মা+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আধ্মানী—নলিকানামক গন্ধদ্রব্য। আ—ধ্মা +অনট্ করণবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আধ্যা—চিন্তা, স্মৃতি। আ—ধ্যৈ+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ—আধ্যাত।

আধ্যাত্মিক—আত্মসংক্রান্ত, আত্মা হইতে জাত ; ব্রহ্মবিষয়ক, ঈশ্বরসংক্রান্ত ; মানসিক ; অন্তর্মুখ (subjective). অধ্যাত্ম+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,–কী।

আধ্যান—চিন্তন ; দুশ্চিন্তা। আ—ধ্যৈ+ অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আন—১। উচ্ছ্বাস ; বহির্মুখ-শ্বাস। অন্+ ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—আনিক। ২। অপর, অন্য ; অন্যথা ; অন্যত্র ("আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া" —চণ্ডীদাস)। 'অন্য'-শব্দজ। কবিপ্র। সর্ব্ব, বিণ বা অব্য। ৩। লইয়া আইস। বাং ক্রি। ৪। অন্ন ("আন পানী নাহি খাওঁ"— শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)। 'অন্ন'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ৫। বহুবচনবোধার্থক প্রত্যয় ('শরিকান', 'মালিকান')। ফার্সী। বি।

আনক—১। ঢাক ; মৃদঙ্গ ; পাখোয়াজ ; গর্জ্জনযুক্ত মেঘ। বি ; পুং। ২। উৎসাহজনক ; শব্দায়মান, শব্দকারী। অন্+ণিচ্ (=আনি—উৎসাহযুক্ত করা)+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,–নিকা।

আনকদুন্দুভি—১। বসুদেব (শ্রীকৃষ্ণের পিতা)। আনক দুন্দুভি যাঁহার, বহুব্রী। ২। ঢক্কাবিশেষ, বড় ঢাক। আনক দুন্দুভিসদৃশ, উপমিত। বি ; পুং।

আনকা, -কো—অদ্ভুত, বিচিত্র ; অস্পষ্ট ("আনকো আলোয় যায় দেখা ঐ পদ্মকলির হাই তোলা"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। 'অনীক্ষিত'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

আনকরা, -কোরা—অব্যবহৃত, নূতন ; আধোওয়া ; অসভ্য, দুর্ব্বিনীত ; অবশীভূত, বন্য। বাং। বিণ।

আনখ—নখ পর্যন্ত। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আনখা, -নখা—আনকা (তাহা দ্রঃ)।

আনচান—অস্থির, ব্যাকুল। বাং। বিণ।

আনছান—আনচান। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আনত—১। নম্রীভূত, অবনত ; পতিত ; বিনীত। আ—নম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। আনয়ন করে। ক্রি। ৩। অন্যত্র। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

আনতি—ঈষৎ নমন, অল্প নুইয়া থাকা, নম্রতা। আ—নম্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

আনদ্ধ—১। মুরজমৃদঙ্গাদি চর্ম্মযন্ত্র। আ— নহ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। সজ্জাভূষণাদি, বেশ-ভূষাদি। আ—নহ্+ক্ত করণবা। বি ; ক্লীব। ৩। আবদ্ধ, সংযত, গ্রথিত ; যন্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত ; ব্যাপ্ত। আ—নহ্+ক্ত কর্ম্মবা কর্তৃবা। বিণ।

আনন—মুখ, বদন। আ—অন্+অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।

আনন্তর্য্য(র্য)—অনন্তরত্ব, পশ্চাৎ সংঘটন, পরে হওয়া বা থাকা, ব্যবধানহীনতা। অনন্তর +ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লীব।

আনন্ত্য—অন্তহীনতা, অসীমতা, শেষ-রাহিত্য ; অবিনাশিতা। অনন্ত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লীব।

আনন্দ—১। হর্ষ। আ—নন্দ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। শ্রীকৃষ্ণের বলবিশেষ ; মদ্য। আ—নন্দ্+ঘঞ্ করণবা। ৩। আত্মা, পরমাত্মা ; ব্রহ্ম। আ—নন্দ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। ৪। পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর—এই তিন দিকে দ্বার-বিশিষ্ট গৃহ ; শুভবৎসরবিশেষ। আ—নন্দ্+ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং।

আনন্দকন্দ—আনন্দের মূল, আনন্দের কারণ। আনন্দের কন্দ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

আনন্দ-কর, -জনক—হর্ষোৎপাদক, প্রীতিপ্রদ, যাহাতে আনন্দ হয় এরূপ। উপতৎ ; আনন্দ—কৃ+ট কর্তৃবা ; ২য় পক্ষে, আনন্দের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,–করী,–জনিকা।

আনন্দকানন—পবিত্র কাশীক্ষেত্র ; প্রমোদোদ্যান। আনন্দজনক কানন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। [৩য়াতৎ। বিণ।

আনন্দঘন—আনন্দস্বরূপ ; আনন্দে পরিপূর্ণ।

আনন্দদায়ক—প্রীতিপ্রদ, আমোদজনক। আনন্দের দায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –দায়িকা।

আনন্দধাম (-ধামন্)—সুখময় গৃহ, প্রীতি-জনক স্থান ; স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ। আনন্দপূর্ণ ধাম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

আনন্দন—১। অভিনন্দন, সংবর্দ্ধনা ; কুশলপ্রশ্ন। আ—নন্দ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। আনন্দদায়ী, হর্ষজনক ; প্রমোদজনক ; সুখসঞ্চারক। আ—নন্দ্+ণিচ্ +অন কর্তৃবা। বিণ।

আনন্দ-নাড়ু, -লাড়ু—মিষ্টান্ন-বিশেষ, একপ্রকার মিঠাই (ইহা চাউলের গুঁড়া ও তিলের সহিত গুড় মিশাইয়া প্রস্তুত হয় এবং বিবাহাদি উৎসব-ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়)। আনন্দদায়ক নাড়ু, লাড়ু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

আনন্দপট—নবপরিণীতার বস্ত্র। আনন্দকর পট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

আনন্দপ্রভব—রেতঃ, শুক্র, বীর্য্য। আনন্দের প্রভব হয় যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

আনন্দবর্দ্ধ(র্ধ)ন—১। হর্ষবৃদ্ধিকরণ, আনন্দ বাড়াইয়া দেওয়া। বি ; ক্লীব। ২। প্রীতিবর্দ্ধক, হর্ষবৃদ্ধিকারক। আনন্দের বর্দ্ধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আনন্দবিহ্বল—সুখবিহ্বল, আহ্লাদে আটখানা, অতিশয় আনন্দিত। আনন্দ দ্বারা বিহ্বল, ৩য়াতৎ। বিণ।

আনন্দভবন—সুখনিবাস ; সুখকর বাসস্থান ; ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পৈতৃক বাসভবন (ইহা এলাহাবাদে অবস্থিত একটি সুরম্য অট্টালিকা)। আনন্দজনক ভবন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

আনন্দভরে—হর্ষে পূর্ণ হইয়া, পরমানন্দে। আনন্দের ভর (আধিক্য), ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আনন্দময়—১। আহ্লাদপূর্ণ, সর্ব্বদা উল্লসিত। বিণ। স্ত্রী,–ময়ী। ২। প্রাণী, জীব ; (বেদান্তমতে) সুষুপ্তিসাক্ষী প্রাজ্ঞ। বি ; পুং। ৩। পরব্রহ্ম। আনন্দ+ময়ট্ পূর্ণ বা স্বরূপ অর্থে। বি ; ক্লীব। **আনন্দময় কোষ**—(বেদান্তমতে) পঞ্চকোষমধ্যে পঞ্চম-কোষ, অবিদ্যাস্বরূপ কারণদেহ ; সত্ত্বপ্রধান জ্ঞান ; সুষুপ্তি।

আনন্দময়ী—১। সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণা আদ্যা শক্তি, দুর্গা ("আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে"—রবীন্দ্রনাথ)। বি ; স্ত্রী। ২। নিয়ত আনন্দযুক্তা। আনন্দময়+ ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

আনন্দমেলা—আনন্দজনক ব্যাপারের জন্য লোকসমাগম ; 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সহিত সংশ্লিষ্ট বালক-বালিকাদের আসর। আনন্দজনক মেলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

আনন্দলহরী—আনন্দতরঙ্গ, আহ্লাদের ঢেউ, নব নব আনন্দ; আহ্লাদজনিত রব ("রাজহংস শত শত যাইছে ভাসিয়া সুখে আনন্দলহরীপূর্ণ করিয়া গগন"—নবীন সেন); বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, গাব্‌গুপাগুব্‌নামক বাদ্যযন্ত্র ; শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত বিখ্যাত স্তোত্রগ্রন্থ; রসলীলা ; প্রেমতরঙ্গ। আনন্দের লহরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আনন্দলাড়ু—'আনন্দনাড়ু' দ্রঃ।

আনন্দলোক—আনন্দময় ভুবন ; সুখকর স্থান ; স্বর্গ। আনন্দপূর্ণ লোক (ভুবন), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

আনন্দসন্দোহ—আনন্দরাশি, অসীম আনন্দ। আনন্দের সন্দোহ (রাশি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আনন্দসলিল—হর্ষবারি ; প্রেম ; ভক্তি ; পুলকাশ্রু ; ভক্তিভাবের চরম অবস্থায় ব্রহ্মানন্দজনিত স্বেদ। আনন্দরূপ সলিল, রূপক কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

আনন্দসাগর—সুগভীর আনন্দ, অপরিসীম আনন্দ। আনন্দ সাগরপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা ; বা, আনন্দরূপ সাগর, রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

আনন্দস্রোত—অখণ্ড আনন্দ, একটানা সুখ। আনন্দের স্রোত, ৬ষ্ঠীতৎ ; বা, আনন্দরূপ স্রোত, রূপক কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

আনন্দা—১। বিজয়া, ভাঙ্গ, সিদ্ধি ; আরামশী বা আরামশীতলা লতা। বি; স্ত্রী। ২। আনন্দদায়িনী। আ—নন্দ্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

আনন্দাশ্রু—আনন্দজনিত নেত্রজল, হর্ষবাষ্প। আনন্দজনিত অশ্রু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

আনন্দি—১। আহ্লাদ। আ—নন্দ্‌+ইন্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং। ২। আনন্দ দান করিয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি। ৩। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার। বি ; পুং।

আনন্দিত—আহ্লাদিত, সন্তুষ্ট। আনন্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

আনন্দী (-ন্দিন্)—আনন্দিত, হৃষ্ট। আনন্দ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ন্দিনী।

আনপাড়ি, -পুড়ি—নির্ব্বন্ধাতিশয়, অত্যন্ত জেদ। প্রাদে। বি।

আনবেশ—অন্য বেশ, ভিন্ন পরিচ্ছদ ; ভিন্ন রূপ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আনমন—বক্রীকরণ, বাঁকাইয়া দেওয়া ; নত করা, নোয়ান। আ—নম্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আনমন, -মনা—অন্যবিষয়ে মনোযোগী, অন্যমনস্ক। আনে (অন্য বিষয়ে) মন যাহার, বহুব্রী। বাং প্র। বিণ। ক্রি-বিণ—আনমনে (অন্যমনস্কভাবে)।

আনমনীয়—যাহা নোয়ান বা বাঁকান যায় এরূপ। আ—নম্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আনমিত—বক্রীকৃত, বাঁকানো, নোয়ানো। আ—নম্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আনম্য—আনমনীয়, আনমনযোগ্য। আ—নম্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আনম্র—অল্পনম্র ; ঈষৎ আনমনশীল। আ (ঈষৎ) নম্র, প্রাদি। বিণ।

আনয়—১। আনয়ন। আ—নী+অচ্‌ অধিবা। বি; পুং। ২। আনিতে, লইয়া আসিতে। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

আনয়ন—লইয়া আসা, আনা। আ—নী+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আনয়নীয়, আনেতব্য, আনেয়—যাহা আনা উচিত এরূপ ; যাহা আনিতে পারা যায় এরূপ। আ—নী+অনীয়, তব্য, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আনর্ত্ত(র্ত)—১। নৃত্যাগার, রঙ্গালয় ; দেশবিশেষ, দ্বারকা। আ—নৃত্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। ২। যুদ্ধ, সংগ্রাম, রণ। আ—নৃত্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

আনর্ত্ত(র্ত)ন—নৃত্য, নাচ। আ—নৃত্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আনর্ত্তি(র্তি)ত—আন্দোলিত, আকম্পিত; যাহাকে নাচান হইয়াছে এরূপ। আ—নৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আনর্থক্য—অনর্থকতা, ব্যর্থতা। অনর্থক+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব।

আনল—১। অগ্নি, আগুন। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। অনলসম্বন্ধীয়, অগ্নিসংক্রান্ত, আগ্নেয়। অনল+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—লী। ৩। আনয়ন করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আনলা—একনলবিশিষ্ট বন্দুক; ব্যাধের সাতনলার আটাকাঠি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আনলি—আনয়ন করিলি ; আনয়ন করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আনসার—সাহায্যকারী, হিজরতের সময় হজরত মোহাম্মদকে সাহায্যকারী ব্যক্তি। আর্বী। বি।

আনহ—১। আনয়ন কর। কবিপ্র। ক্রি। ২। স্বতন্ত্র, ভিন্ন ; অপর। 'অন্য'-শব্দজ। বিণ।

আনা—১। আনীত। আন্‌+আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। আনয়ন করা। 'আ—নী'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ৩। এক টাকার ষোড়শ ভাগের এক ভাগ ; কোন দ্রব্য বা বিষয়ের ষোড়শ ভাগের এক ভাগ; পরিমাণবিশেষ, ছয় রতি পরিমাণ ; অতি সামান্যপরিমাণ। 'আনক'-শব্দজ। বি। ৪। আসা ('আনা'-গোনা='আসা'-যাওয়া)। হিন্দী। বি। ৫। ব্যবহার কর্ম্ম অনুকরণ প্রভৃতি-সূচক ফার্সী প্রত্যয় ('নবাবী-আনা', 'মুন্সী-আনা', 'গরীবানা' প্রভৃতি)। ফার্সী প্রত্যয়।

আনাগোনা—ক্রমাগত যাওয়া-আসা, অবিরত যাতায়াত। আনা (আসা) ও গোনা (যাওয়া), দ্বন্দ্ব। বাং। বি।

আনাচ-কানাচ—গলি-ঘুঁজি, আশপাশ, আদাড়পাঁদাড়। আনাচ (সদর পর্য্যন্ত) ও কানাচ (ঘরের পিছন), দ্বন্দ্ব। বাং। বি।

আনাজ—কাঁচা তরকারী, বেগুন মূলা উচ্ছে ইত্যাদি ব্যঞ্জনোপযোগী ফলমূল। 'অন্নাদ্য'-শব্দজ। বি।

আনাড়—১। গুপ্তস্থান, অজ্ঞাত স্থল। বি। ২। গোপন, নিভৃত। বাং। বিণ।

আনাড়া—যাহা সরান হয় নাই এরূপ, যাহা একস্থান হইতে অপর স্থানে নাড়া হয় নাই এরূপ ; অচঞ্চল, ধীর ; যাহা নাড়ান হয় নাই এরূপ। আ (নয়) নাড়া, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আনাড়ি, -ড়ী—অজ্ঞ, মূর্খ, অনভিজ্ঞ; হাতুড়ে, যাহার নাড়ীজ্ঞান নাই এরূপ ('—বৈদ্য')। 'অজ্ঞানী'-শব্দজ। বিণ।

আনাড়িপনা, -ড়ীপনা—বোকামি, অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা। আনাড়ি, -ড়ী+পনা ভাবার্থে। বি।

আনামৎ—গচ্ছিত। আর্বী 'অমানৎ'-শব্দজ। বিণ।

আনায়—১। জাল; ফাঁদ। আ—নী+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং। ২। আনয়ন করায়। বাং প্রযোজক ক্রি।

আনায়ী (-য়িন্)—জালিক, ধীবর। আনায়+ইন্‌ আছে অর্থে। বি ; পুং।

আনায্য—১। দক্ষিণাগ্নি। আ—নী+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি ; পুং। ২। আনাইবার উপযুক্ত, আনাইবার যোগ্য। আ—নী+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আনার—দাড়িম্ব, ডালিম। ফার্সী। বি।

আনারস—স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ, বহুনেত্র। পোর্তুগীজ 'ananas'-শব্দজ। বি।

আনারসী—আনারসের স্বাদযুক্ত, সামান্য মিষ্টতা ও টকযুক্ত। আনারস+ঈ (বাং) তুল্যার্থে। বিণ।

আনাহ—কোষ্ঠবদ্ধ-রোগ, মলমূত্ররোধক রোগ ; দীর্ঘতা, দৈর্ঘ্য। আ—নহ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

আনি, -নী—১। এক আনা মূল্যের মুদ্রা ; ষোড়শ ভাগের এক ভাগ। আনা+ই, ঈ মুদ্রা অর্থে। বি। ২। বাঙ্গালা প্রত্যয়-বিশেষ (যথা,—'বাবুআনি')। ফার্সী 'আনা'-হইতে বাং প্রত্যয়।

আনিল—১। পবননন্দন, ভীম বা হনুমান্‌।

অনিল+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। বায়ুসংক্রান্ত, বায়বীয়। অনিল+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—লী। ৩। আনয়ন করিল। বাং ক্রি।

আনিলি—১। পবননন্দন, হনুমান্; ভীম। অনিল+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। আনয়ন করিলি, লইয়া আসিলি। বাং ক্রি।

আনিলী—স্বাতীনক্ষত্র। অনিল+অণ্ দেবতার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আনী—'আনি' দ্রঃ।

আনীত—যাহা আনয়ন করা গিয়াছে এরূপ, উপস্থাপিত। আ—নী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আনীল—১। ঈষৎ নীলবর্ণ ঘোড়া। বি; পুং। ২। ঈষৎ নীলবর্ণ। আ (ঈষৎ) নীল, প্রাদি। বিণ।

আনু—১। অন্য, অপর, আর। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। আসিলাম, এলাম। প্রাদে। ক্রি।

আনুকূল্য—অনুকূল কার্য্য, সাহায্য; উপকার; অনুগ্রহ; পোষকতা। অনুকূল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

আনুগত্য—বাধ্য হইয়া থাকা; আত্মীয়তা-জ্ঞাপন; তোষামোদ; অনুগমন; সদ্ভাব; সঙ্গপ্রিয়তা; সাহচর্য্য। অনুগত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

আনুপদিক—পদানুসারী, পশ্চাদ্গামী। অনুপদ+ইক কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আনুপাতিক—অপর কোন পরিবর্ত্তনশীল রাশির সহিত স্থিরসম্বন্ধযুক্ত; অনুপাতে নির্দ্ধারিত (proportional). অনুপাত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আনুপূর্ব্ব(র্ব), -পূর্ব্ব্য(র্ব্য)—যথাক্রম; অনুক্রম, পরিপাটী। অনুপূর্ব্ব+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

আনুপূর্ব্বি(র্বি)ক—১। যথাক্রমে অবস্থিত; যাহার পরে যেটি—এইরূপ নিয়মে স্থিত সংঘটিত বা অনুষ্ঠিত। অনুপূর্ব্ব+ইক স্থিতার্থে বা নির্বৃত্তার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। যথাক্রমে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

আনুপূর্ব্বী(র্বী)—পরিপাটী, যথাক্রম। অনুপূর্ব্ব+ষ্যঞ্ ভাবে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আনুবিধিৎসা—সাধনেচ্ছা, সাধন করিবার ইচ্ছা। আ—অনু—বি—ধা+সন্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ,—সু।

আনুভাব্য—অনুভবনীয়, অবশ্য অনুভবযোগ্য। আ—অনু—ভূ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আনুমানিক—১। অনুমান দ্বারা স্থিরীকৃত, আন্দাজি; প্রায় কাছাকাছি (approximate); অনুমানসিদ্ধ, অনুমানসংক্রান্ত। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। (সাংখ্যমতে) প্রধান। অনুমান+ইক আগতার্থে। বি; পুং।

আনুযাত্রিক—অনুচর, অনুগামী। অনুযাত্রিক+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

আনুরক্তি—আসক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা। আ—অনু—রন্জ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

আনুরূপ্য—সাদৃশ্য; যথৌচিত্য। অনুরূপ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

আনুলোম্য—বর্ণের অনুক্রম, বর্ণানুক্রমিকতা, যথাক্রম, পরিপাটী। অনুলোম+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

আনুশাসনিক—১। রাজনীতিক-অনুশাসনসংক্রান্ত। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। মহাভারতীয় পর্ব্ববিশেষ। অনুশাসন+ইক সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

আনুষঙ্গি(ষ্গি)ক—যাহা প্রকৃত নহে কিন্তু প্রকৃতের সহিত সংশ্লিষ্ট এরূপ; যাহা অন্য বিষয়ের সঙ্গে ঘটে বা সম্পন্ন হয় এরূপ; আবশ্যক; অপ্রধান। অনুষঙ্গ+ইক সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। **আনুষঙ্গিক বস্তু**—যে বস্তু অন্য কোন প্রধান বস্তুর সঙ্গে আসে তাহা (byproduct).

আনুষ্ঠানিক, -ষ্ঠিক—অনুষ্ঠানসম্বন্ধীয়; আচারসংক্রান্ত; আরম্ভবিষয়ক, প্রাথমিক। অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নিকী, —ষ্ঠিকী। [কবিপ্র। বিণ।

আনুসঙ্গ(ষ্গ)—অপ্রধান; আনুষঙ্গিক। প্রাঃ

আনূপ—১। অনূপদেশবাসী জন্তু (যেমন, মহিষ গণ্ডার শূকর প্রভৃতি)। বি; পুং। ২। অনূপদেশস্থ জল। অনূপ+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব। ৩। জলময়, জলবহুল। অনূপ+অণ্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী,—পী।

আনৃণ্য—ঋণমুক্তি; ঋণশূন্যতা, দেনা না থাকা; প্রত্যুপকার দ্বারা অন্যের নিকট প্রাপ্ত উপকারের পরিশোধ। অনৃণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

আনৃশংস্য—১। অনিষ্ঠুরতা, অনির্দ্দয়তা; অনুকম্পা, দয়া, করুণা। অনৃশংস+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। সম্যক্ নিষ্ঠুরতা। আনৃশংস+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

আনে—১। অপরে। সর্ব্ব। ২। অন্য। বিণ। ৩। অন্যত্র। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব; অধি-৭মী। ৪। আনয়ন করে। বাং ক্রি।

আনেতব্য—'আনয়নীয়' দ্রঃ।

আনেতা (আনেতৃ)—আনয়নকারী, যে লইয়া আসে এরূপ। আ—নী+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

আনেয়—'আনয়নীয়' দ্রঃ।

আনোট, -টা—পায়ের আঙুলের অঙ্গুরী বা আংটি। 'অঙ্গুষ্ঠত্রাণ' বা 'অঙ্গুরীয়ক'-শব্দজ। বি।

আন্ত—১। অন্তসংক্রান্ত, শেষসম্বন্ধীয়। অন্ত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—আন্তী। ২। (ব্যাকরণ) অ-কারান্ত, বা আ-কারান্ত। অ বা আ অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আন্তঃকলেজীয়—বিভিন্ন কলেজের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত, বিভিন্ন-কলেজ-সম্পর্কিত (intercollegiate). অন্তঃকলেজ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আন্তঃপুরিক—অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ। অন্তঃপুর+ইক নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

আন্তঃপ্রাদেশিক—বিভিন্ন প্রদেশের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত ('—ক্রীড়া'); বিভিন্ন-প্রদেশ-সম্পর্কীয় (interprovincial). অন্তঃপ্রদেশ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আন্তর—১। মধ্যস্থ, অন্তর্গত, আভ্যন্তরিক; মনোগত। অন্তর্ (মধ্য, মনঃ)+অণ্ সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। ব্যবধান, দূর। 'অন্তর'-শব্দজ। বি।

আন্তরযন্ত্র—জীবদেহের অভ্যন্তরভাগের যন্ত্র (viscera). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আন্তরিক—অন্তঃস্থিত, মধ্যবর্ত্তী, আভ্যন্তরিক; মানসিক; মনোযোগপূর্ব্বক কৃত; অকপট; মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল। অন্তর্+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আন্তরিকতা—অকপটতা (sincerity); মনোগত ভাব; আভ্যন্তরীণতা। আন্তরিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

আন্তরিকস্রোতঃ (-স্রোতস্), -স্রোত—পৃথিবীর অবিরাম গতি ও সমুদ্রের আভ্যন্তরিক কারণবশতঃ সমুদ্রজলমধ্যে যে স্রোত অবিরত প্রবাহিত হইতেছে সেই স্রোতঃ, সমুদ্রের অভ্যন্তরবাহী অবিরাম প্রবাহ। আন্তরিক স্রোত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আন্তরীক্ষ—আকাশজাত, নভঃসম্বন্ধীয়। অন্তরীক্ষ+অণ ভবার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

আন্তরীণ—মাধ্য, অন্তর্গত, অভ্যন্তরীণ। অন্তর্+ঈন (খঞ্) সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ।

আন্তর্জ্জ(র্জ)নীন—অন্তর্জাত; আভ্যন্তরীণ। অন্তর্জন+ঈন সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আন্তর্জ্জা(র্জা)তিক, -র্জ্জা(র্জা)তীয়—বিভিন্নজাতিসম্পর্কীয়, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক (international). অন্তর্জ্জাতি+ইক, ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়িক—বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত। অন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আন্তর্য্য(র্য)—সাম্য, সদৃশতা, একরূপতা। অন্তর্+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

আন্তিকা—জ্যেষ্ঠা সহোদরা, বড় ভগিনী। অন্তিকা+অণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

আন্ত্র—১। নাড়ীবিশেষ। অম্+ক্ত্র করণবা। বি; ক্লীব। ২। অন্ত্রসম্বন্ধীয়। অন্ত্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—আন্ত্রী।

আন্ত্রিক—১। অন্ত্রসম্বন্ধীয়; অন্ত্রের পীড়াঘটিত (enteric). অন্ত্র+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

স্ত্রী,—কী। ২। আন্তরিক। বাং প্র। বিণ। **আন্ত্রিক জ্বর**—অন্ত্রপ্রদাহঘটিত জ্বর (enteric fever). **আন্ত্রিক রস**—(শরীরবিদ্যা) যে রস অন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া উদরস্থ আমিষজাতীয় খাদ্যদ্রব্যকে (protein) জীর্ণ করে তাহা (succus entericus).

আন্দাজ—১। অনুমান, আভাস, অনুভব, আঁচ। বি। ২। আনুমানিক। ফার্সী। বিণ।

আন্দাজী—আনুমানিক, অনুমান দ্বারা সাব্যস্ত। আন্দাজ+ঈ নিষ্পন্নার্থে। বিণ।

আন্দি—এঁদো, অব্যবহৃত ('—পুষ্করিণী')। প্রাদে। বিণ।

আন্দু—হস্তীর পদবন্ধনশৃঙ্খল। 'অন্দু'-শব্দজ। [বি।

আন্দোলন—১। অনুশীলন; কোন কথা লইয়া তর্ক বা বাদানুবাদ; প্রচার বা বহুল আলোচনা দ্বারা উত্তেজনা সঞ্চার (agitation); কম্পন; বিক্ষোভ; দোলন; এদিক্ ওদিক্ গমন। আন্দোলি+অনট্ ভাববা। ২। দোলনা। আন্দোলি+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

আন্দোলনীয়—অনুশীলনীয়; কম্পনীয়; যাহাকে অগ্রে ও পশ্চাতে দোলান কর্তব্য এরূপ। আন্দোলি+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আন্দোলিত—১। অনুশীলিত; কম্পিত; চালিত। আন্দোলি+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যাহা দুলিতেছে এরূপ, দোদুল্যমান; কম্পমান। আন্দোলি+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আন্ধ—'আন্ধা' দ্রঃ।

আন্ধল—অন্ধ; দুঃখবিহ্বল; হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আন্ধসিক—রাঁধুনী। অন্ধস্ (সিদ্ধ তণ্ডুল) +ইক করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আন্ধা, আন্ধ—অন্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন। 'অন্ধ'-শব্দজ। বিণ।

আন্ধার—আঁধার। 'অন্ধকার'-শব্দজ। বি।

আন্ধারমাণিক—দুঃখময় জীবনের অন্ধকারে হর্ষালোককর পুত্রাদি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আন্ধারিয়া—১। আঁধারে, অন্ধকারাচ্ছন্ন। আন্ধার (অন্ধকার)+ইয়া বিশিষ্টার্থে। বিণ। ২। অন্ধকার। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। খড়ের চালের মটকার ভিতরের খড়। প্রাদে। বি। [বি।

আন্ধিয়ার—আঁধার, অন্ধকার। প্রাঃ কবিপ্র।

আন্বয়িক—১। শ্রেষ্ঠবংশজাত, কুলীন; দিব্যভাবরত কুলাচারী সাধক। অন্বয়+ইক জাতার্থে। ২। অন্বয়সম্বন্ধীয়; সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কীয়। অন্বয় (যোগ)+ইক আছে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আন্বাহিক—প্রাত্যহিক, দৈনন্দিন, দৈনিক। অহে অহে (দিনে দিনে), অব্যয়ী=অন্বহ; অন্বহ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আন্বীক্ষিকী—গৌতম প্রভৃতি মুনিকৃত ন্যায়শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র; অধ্যাত্মশাস্ত্র; দেবী চণ্ডিকা, দুর্গা। অন্বীক্ষা+ইক প্রয়োজনীয়ার্থে বা সাধু অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আপ—১। জলরাশি। অপ্+অণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লীব। ২। অষ্টবসুমধ্যে আপ নামে বসুবিশেষ। আপ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। আপনি; স্বয়ং। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

আপকেওয়াস্তে—[হিন্দী: অর্থ—"আপনারই জন্য"। ইহা হইতে] খোসামুদে; চাটুকার। বিণ।

আপক্ক—আধ-পাকা, ডাঁসা; ডাজা। আ পক্ব, প্রাদি। বিণ।

আপখোরাকি—খোরাকিসহ, খাইখরচসহ; খোরাকী বাদে। প্রাদে। বিণ।

আপগা—নদী; প্রসিদ্ধ পুণ্যনদীবিশেষ। উপতৎ; আপ—গম্+ড কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

আপজাত্য—অপকৃষ্ট বংশে জন্ম, নীচজন্ম; জারজন্ম। অপজাত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। [প্রবণ। প্রাদে। বিণ।

আপটকা—কম মজবুত; দুর্ব্বল; পতন-

আপড়া—অশিক্ষিত; অপঠিত; অপতিত। আ (নয়) পড়া, নঞ্তৎ। প্রাদে। বিণ।

আপণ—১। বিপণি, দোকান; হট্ট, হাট। আ—পণ্+ঘ অধিবা। ২। বাণিজ্য, ক্রয়বিক্রয়ব্যবহার। আ—পণ্+ঘ ভাববা। বি; পুং।

আপণিক—১। বিপণিসংক্রান্ত, দোকানসম্বন্ধীয়। আপণ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। ক্রয়বিক্রয়-ব্যবসায়ী, দোকানদার। আপণ+ইক জীবিকার্থে। ৩। বাণিজ্যহেতু দেয় কর শুল্ক প্রভৃতি। আপণ+ইক সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

আপৎ (আপদ্)—১। বিপদ; দুর্য্যোগ, দুর্ঘটনা। আ—পদ্+ক্বিপ্ ভাববা। বি; স্ত্রী। ২। ঝঞ্ঝাট; বিরক্তিকর ব্যক্তি বা বিষয়। বাং প্র। বি।

আপতন—আগমন; অভিধাবন; পতন; নিম্নে অবতরণ; সংঘটন; রেখার উপর বিন্দুর বা সমতলক্ষেত্রের উপর রেখার পতন; আলোকরশ্মি বা তাপরেখার কোন বস্তুর পৃষ্ঠোপরি পতন (incidence); আকস্মিক ঘটনা (accident). আ—পত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আপতিক—১। সহসা উপস্থিত, দৈবাৎ সংঘটিত (casual). বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। শ্যেনপক্ষী, বাজপাখী। আ—পত্+ই কর্তৃবা +কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

আপতিত—সহসা পতিত; আগত; সংঘটিত; অবতীর্ণ। আ—পত্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। **আপতিত রশ্মি**—যে রশ্মি দীপশিখাদি উৎস হইতে আসিয়া কোন মসৃণ পদার্থের উপর পড়ে তাহা (incident ray).

আপৎকাল—বিপদের সময়, সঙ্কটসময়, অনিষ্টাগমের সময়। আপদের কাল, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

আপত্তি—১। বিপদ্। আ—পদ্+ক্তি কর্ম্মবা। ২। প্রাপ্তি; বাধা দান, তর্ক; বিরুদ্ধ-যুক্তি-প্রদর্শন; অসম্মতি। আ—পদ্ +ক্তি ভাববা। ৩। তিরস্কার, ভর্ৎসনা। আ—পদ্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

আপত্তিকর, -জনক, -যোগ্য—আপত্তির উপযুক্ত, যাহাতে আপত্তি করা উচিত বা করা যাইতে পারে এরূপ। উপতৎ; আপত্তি—কৃ+ট কর্তৃবা; আপত্তির জনক, যোগ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আপত্য—১। অপত্য-সম্বন্ধীয়, সন্তান-সংক্রান্ত। অপত্য+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। ওজর। 'আপত্তি'-শব্দজ। বি।

আপদ্—'আপৎ' দ্রঃ।

আপদ—চরণাবধি, পা পর্য্যন্ত। পদ পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আপদ-চুম্বিত—চরণস্পৃষ্ট, পা পর্য্যন্ত ঝুলান। আপদ চুম্বিত, সুপ্সুপা। বিণ।

আপদ-লম্বিত—চরণাবধি লম্বিত, পা পর্য্যন্ত ঝুলান। আপদ লম্বিত, সুপ্সুপা। বিণ।

আপদুদ্ধার—বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ, সঙ্কট হইতে মুক্তি। আপৎ হইতে উদ্ধার, ৫মীতৎ। বি; পুং। [দ্বারা গ্রস্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

আপদ্‌গ্রস্ত—বিপন্ন, বিপদ্গ্রস্ত। আপদ্

আপদ্ধর্ম্ম(র্ম)—১। বিপৎকালীন কর্তব্য; মহাভারতের পর্ব্বাধ্যায়বিশেষ। আপদ্-পালনীয় ধর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। বিপদের রীতি। আপদের ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আপদ্‌বিপদ্—বিপত্তিরাশি, সমূহ বিপৎ। আপদ্ ও বিপদ্, দ্বন্দ্ব। বি।

আপন—১। নিজ, স্বীয়। 'আত্মন্'-শব্দজ। বিণ। ২। প্রাপ্তি। আপ্+অনট্ ভাববা। ৩। মরীচ। আপ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। **আপন বা আপনা খাওয়া**—আত্মহত্যা করা; নিজের সর্বনাশ করা।

আপন-ওয়ালি—১। আপনার মত, নিজ খেয়ালমত। বিণ। ২। আত্মচিন্তা, স্বার্থপরতা। হিন্দীমূলক। বি। [বিণ।

আপনক, -কি—নিজ, স্বকীয়। প্রাঃ কবিপ্র।

আপনা—নিজে; স্বয়ং। বাং প্র। সর্ব্ব।

আপনা-আপনি—স্বগত, নিজে নিজে; স্বভাবতঃ; পরস্পর। বাং প্র। বিণ।

আপনার—১। ভবদীয়; নিজের। সর্ব্ব; সম্ব-৬ষ্ঠী। ২। আত্মীয়। বাং প্র। সর্ব্ব; বিশেষণার্থে ৬ষ্ঠী। **আপনার পায়ে কুড়াল মারা**—নিজের হাতে নিজের অনিষ্ট করা।

আপনি—স্বয়ং, নিজে; মধ্যমপুরুষের সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন। আপনা+ই। সর্ব্ব।

আপন্ন—বিপদ্‌গ্রস্ত, বিপন্ন, সঙ্কটাপন্ন; প্রাপ্ত, পুনঃপ্রাপ্ত। আ—পদ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

আপন্নসত্ত্বা—গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা। আপন্ন (লব্ধ) সত্ত্ব (জীব অর্থাৎ অপত্য) যৎকর্তৃক, বহুব্রী+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

আপরাহ্ণিক—বৈকাল-সংক্রান্ত; অপরাহ্ণে সংঘটিত; অপরাহ্ণে কর্ত্তব্য; দিনমানের তৃতীয় বা শেষ ভাগে কর্ত্তব্য (শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া)। অপরাহ্ণ+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আপরুচি—নিজের রুচিমত; নিজের ইচ্ছানুযায়ী। হিন্দীমূলক। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আপশান, -সান—দুঃখ করা, অনুতাপ করা; আস্ফালন করা। ফার্সী 'আফশান'-শব্দজ। বাং ক্রি।

আপশানি, আফসানি—পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ; আস্ফালন। আপশা, আফসা+আনি ভাববা। বি।

আপশোস, -সোস, -ফশোস, -সোস—আক্ষেপ, মনস্তাপ, আপন দুঃখ। ফার্সী। বি।

আপস, -পোশ—১। আপনা-আপনি মিটান, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে মীমাংসিত। বিণ। ২। আপনা-আপনি নিষ্পত্তি। হিন্দীমূলক। বি।

আপস্কর—পুরীষ, মল; গাত্রমল। অপস্কর+অণ স্বার্থে। বি; ক্লীব। [সর্ব্ব।

আপহি—আপনিই; স্বয়ং। প্রাঃ কবিপ্র।

আপা, আপাকথা—গুজব, জনশ্রুতি। আর্বীমূলক। বি।

আপাং (ঙ্গ)—অপামার্গ বৃক্ষ, চিড়চিড়ে গাছ। 'অপামার্গ'-শব্দজ। বি।

আপাক—১। ঈষৎ পাক, অল্প সিদ্ধ করা। আ—পচ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। কুম্ভকারের মৃৎপাত্রদাহস্থান, কুমারের পোয়ান। আ—পচ+ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং।

আপাকা—আধপাকা, ডাঁসা; কাঁচা। আ (নয়) পাকা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আপাগাড়ি—বর্ষাকালে ময়দানের মধ্যে যে গর্ত্তে মৎস্য জিয়াইয়া রাখা হয় তাহা। প্রাদে ('আপা'ও বলে)। বি।

আপাঙ্গ—'আপাং' দ্রঃ।

আপাটল—ঈষৎ পাটলবর্ণ, অল্প পাট্‌কিলে। আ (ঈষৎ) পাটল, প্রাদি। বিণ।

আপাণ্ডর, -ণ্ডুর—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট। আ (ঈষৎ) পাণ্ডর, পাণ্ডুর, প্রাদি। বিণ।

আপাত—১। পতন, সংঘটন; উপস্থিতি, আগমন। আ—পত্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। পথ। আ—পত্‌+ঘঞ্‌ করণবা। ৩। সেই-সময়ে, প্রথমসময়, সংঘটনকাল। আ—পত্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং। ৪। প্রকৃত না হইলেও প্রতীয়মান (apparent). বাং প্র। বিণ।

আপাতক—১। উপস্থিত; তাৎকালিক। বিণ। ২। উপস্থিতমত; এখন, এ সময়। 'আপাততঃ'-শব্দজ। অব্য।

আপাতকঠিন, -কঠোর—যাহা প্রথমে দুরূহ কিন্তু তৎপরে নহে এরূপ। আপাতে (প্রথমে, তৎকালে) কঠিন, কঠোর, ৭মীতৎ। বিণ।

আপাতকর্কশ—যাহা প্রথমে রূক্ষ কিন্তু তৎপরে নহে এরূপ; যাহা আপাততঃ কর্কশ কিন্তু পরিণামে নহে এরূপ। আপাতে কর্কশ, ৭মীতৎ। বিণ।

আপাতগতি—প্রথম দৃষ্টিতে যাহা গতি বলিয়া মনে হয় তাহা (apparent motion). আপাতদৃষ্টা গতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আপাততঃ (-তস্‌), -তত—প্রথমে, প্রথম-প্রথম, এক্ষণে, ইদানীং, সম্প্রতি; বিনা কারণে। আপাত (প্রথম সময়)+৭মী-স্থানে তস্‌। অব্য।

আপাতদৃশ্যমান—উপস্থিত যাহা দেখা যাইতেছে এমন। আপাতে দৃশ্যমান, ৭মী-তৎ। বিণ।

আপাতদৃষ্টি—প্রথম দৃষ্টি; হঠাৎ দর্শন অর্থাৎ অভিনিবেশশূন্য দর্শন; ভাসা-ভাসা দেখা। আপাতে দৃষ্টি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

আপাতমধুর—যাহা প্রথম দৃষ্টিতে বা প্রথম সময়ে সুখকর বোধ হয় কিন্তু পরিণামে নয় এরূপ। আপাতে মধুর, ৭মীতৎ। বিণ।

আপাতমনোরম, -মনোহর, -রমণীয়—আপাতসুন্দর, গোড়ায় ভাল। আপাতে মনোরম, মনোহর, রমণীয়, ৭মীতৎ। বিণ।

আপাতসুন্দর—গোড়ায় ভাল, যাহা আপাততঃ সুন্দর মনে হয় কিন্তু পরিণামে নয় এরূপ। আপাতে সুন্দর, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রী।

আপাতিক-পরিচর—আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য নিযুক্ত ভৃত্য (contingency menial). আপাত+ইক। বি; পুং।

আপাত্য—আক্রমণ করিতে উপস্থিত, আক্রমণার্থ আগত; অভ্যাগত, আগন্তুক। আ—পত্‌+ণ্যৎ কর্ত্তৃবা। বিণ।

আপাদ—চরণাবধি, পদ হইতে বা পদ পর্য্যন্ত। পাদ পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আপাদমস্তক—পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত। আপাদ মস্তক, সুপ্‌সুপা। ক্রি-বিণ।

আপাদিত—সম্পাদিত, অনুষ্ঠিত। আ—পদ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আপান—মদ্যপানের আড্ডা; মদের দোকান। আ—পা+অনট্‌ অধিবা। বি; ক্লীব।

আপানভূমি—সুরাপানগৃহ, মদ খাইবার আড্ডা। আপানই ভূমি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আপামর—পামর পর্য্যন্ত সকলেই, নীচ-পর্য্যন্ত সকলেই; নীচ পর্য্যন্ত। পামর পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আপামর-জন, -সাধারণ—উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোক। আপামর জন, সাধারণ, সুপ্‌সুপা। বি; পুং বা বিণ।

আপায়—গত হয়, গমন করে, যায়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বি।

আপালি—কেশজাত কীট, উকুন। প্রাদে।

আপি—অর্পণ করিয়া; স্থাপন করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

আপিঙ্গ(ংগ), আপিঙ্গ(ংগ)ল—ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, আকপিলবর্ণ। আ (ঈষৎ) পিঙ্গ, পিঙ্গল, প্রাদি। বিণ।

আপিঞ্জর—১। সুবর্ণ, স্বর্ণ। বি; ক্লীব। ২। আপিঙ্গল, স্বর্ণবর্ণ। আ (সম্যক্‌) পিঞ্জর (পীতবর্ণ), প্রাদি। বিণ।

আপিল, আপীল—আবেদন; নিম্ন আদালতের আদেশ বাতিল করিবার জন্য উচ্চতর আদালতে প্রার্থনা। ইং appeal. বি।

আপিস, -পীস, -ফিস—কার্য্যালয়, কর্ম্মস্থান, দপ্তরখানা। ইং office. বি।

আপিসওয়ালা—আপিসের কর্ম্মচারী। আপিস+ওয়ালা নিযুক্তার্থে। বি।

আপিসার—আপিসের উচ্চকর্ম্মচারী; কেরানী। ইং officer. বি।

আপীড়—১। কিরীট; মস্তক-শিখাবন্ধ মালা, পাগড়ী। আ—পীড়্‌+ঘঞ্‌ করণবা। ২। যাতনাদান, পীড়াদান; বন্ধনবিশেষ। আ—পীড়্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

আপীড়ন—ঈষৎ পীড়ন, নিষ্পেষণ, ক্লেশদান; দৃঢ়বন্ধন; প্রগাঢ় আলিঙ্গন। আ—পীড়্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

আপীড়িত—নিষ্পেষিত; অতিশয় পীড়িত; দৃঢ়বদ্ধ; প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত; ভারাক্রান্ত; ভূষিত। আ—পীড়্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আপীত—১। যাহা নিঃশেষে পান করা হইয়াছে এরূপ; অল্পপীতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ। বিণ। ২। মাক্ষিকধাতু। আ (সম্যক্‌, ঈষৎ) পীত, প্রাদি। বি; ক্লীব। **আপীত হরিৎ**—যে বর্ণে ঈষৎ হরিদ্রা ও সবুজের মিশ্রণ আছে (yellowish green).

আপীন—১। গরুর বাঁট। আ (সম্যক্‌)—প্যায়্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। অল্প মোটা, ঈষৎ স্থূল; সম্পূর্ণ মোটা। আ (ঈষৎ, সম্যক্‌) পীন (স্থূল), প্রাদি। বিণ।

আপীল—'আপিল' দ্রঃ।

আপূপিক—১। পিষ্টকব্যবসায়ী, রুটি-বিক্রেতা, ময়রা, হালুইকর। অপূপ (পিষ্টক)+ইক কর্ত্তা অর্থে। বি; পুং। ২। পিষ্টক-

প্রিয়, যে পিঠা খাইতে ভালবাসে এরূপ। অপূপ+ইক প্রিয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ৩। পিষ্টকসমূহ, পিঠাসকল। অপূপ+ইক সমূহার্থে। বি; ক্লীব।

আপূপ্য—ময়দা বেসম ইত্যাদি পিষ্টকোপাদান দ্রব্য। অপূপ+য (ঞ্য) প্রয়োজনার্থে। বি; পুং।

আপূর্ত্তি(র্তি)—ঈষৎ পূরণ; সম্যক্ পূরণ। আ—পূ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—আপূর্ণ।

আপৃচ্ছা—প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা; আলাপ; আবাহন। আ—প্রচ্ছ্+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—আপৃষ্ট।

আপে—স্বয়ং, আপনি। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

আপেক্ষিক—তুলনায় নির্দ্ধারিত, তুলনাকৃত, অপেক্ষাকৃত; সাপেক্ষ; নির্ভরশীল। অপেক্ষা+ইক নিষ্পন্নার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—তুল্য-আয়তনবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যের গুরুত্বের বা ওজনের যে সম্বন্ধ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]।

আপেল—আপেল-নামক ফল। ইং 'apple'-শব্দজ। বি।

আপোড়া—কাঁচা, যাহা পোড়া নয় এরূপ; যেখানে মড়া পোড়ান হয় না এমন। আ (নয়) পোড়া, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আপোশ, আপোষ—১। আপনা-আপনি মীমাংসা, পরস্পর নিষ্পত্তি, উভয়পক্ষ মিলিয়া মামলা মিটাইয়া লওয়া। বি। ২। আপনা-আপনি; পরস্পর; অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে। ক্রিয়ামূলক। বিণ।

আপ্ত—১। বিশ্বস্ত, বিশ্বাসভাজন; বিশিষ্ট, যুক্ত; সত্য; প্রকৃত-জ্ঞানবাদী; নিকট আত্মীয়; সম্পূর্ণ; যুক্তি; ভ্রমপ্রমাদবিহীন তত্ত্বার্থজ্ঞানী; অভ্রান্ত; প্রামাণিকরূপে গ্রাহ্য; হিতোপদেশক; ক্রোধদ্বেষাদিবিহীন; ব্যাপ্ত। আপ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ। আপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। ভ্রমপ্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-বর্জ্জিত মুনি প্রভৃতি; বন্ধু; স্বনামপ্রসিদ্ধ সর্পরাজ। বি; পুং। ৪। (গণিত) ভাগফল প্রভৃতি। আপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৫। স্বকীয়, আপন; আত্মীয়; মিত্র। 'আত্মন্'-শব্দজ। বিণ।

আপ্তকরণিক—গোপনীয় বিষয়ে সাহায্যকারী কেরানী (confidential clerk). কর্ম্মধা। বি; পুং।

আপ্তকাম—১। সফলকাম, পূর্ণমনোরথ। বিণ। ২। (নিত্যতৃপ্ত বলিয়া) পরমেশ্বর। আপ্ত কাম যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বি; পুং।

আপ্তকারী (-কারিন্)—যাহার উপরে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া যায় এরূপ। উপতৎ; আপ্ত—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

আপ্তখুদী—স্বার্থপর, আত্মম্ভরি; স্বেচ্ছাকৃত। বাং। বিণ।

আপ্তগরজী—অত্যন্ত স্বার্থপর, আপন বিষয়টাই যে বেশী বুঝে এরূপ। আপ্ত (<আত্মন্)+গরজ+ঈ যুক্তার্থে। বিণ।

আপ্ততা—আত্মীয়তা, বন্ধুপ্রীতি। 'আত্মতা'-শব্দজ। বি।

আপ্তদূতী—নায়ক বা নায়িকার নিকট পরস্পরের প্রণয়-নিবেদনে নিযুক্তা স্ত্রী। আপ্তা দূতী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [রসশাস্ত্রে স্বয়ংদৌত্য ও আপ্তদৌত্য ভেদে দৌত্য দুই প্রকার।]

আপ্তপর—আত্মীয় এবং অনাত্মীয়, আপন লোক এবং পর। 'আত্মপর'-শব্দজ। বিণ।

আপ্তবচন—আপ্তবাক্ (তাহা দ্রঃ)।

আপ্তবন্ধু—১। বিশ্বস্ত সুহৃৎ, প্রত্যয়ভাজন মিত্র। বি; পুং। ২। আপনার বন্ধু; আপনার লোকজন। আপ্ত (<আত্মন্) যে বন্ধু, কর্ম্মধা। বি।

আপ্তবাক্ (-বাচ্), **-বাক্য**—বেদবাক্য; আগমাদি শাস্ত্রকথা; প্রত্যাদেশ। আপ্ত (প্রামাণিকরূপে গ্রাহ্য) বাক্, বাক্য, কর্ম্মধা; অথবা, আপ্তদিগের (ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য মুনিগণের) বাক্, বাক্য, ষষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

আপ্তসার—১। আপনাকে সারিয়া রাখা, আত্মরক্ষা [সাধারণতঃ গুণিন বা রোজারা সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষ নামাইবার এবং ভূতাবিষ্ট লোকের ভূত ছাড়াইবার পূর্ব্বে মন্ত্রাদি পাঠ দ্বারা আত্মরক্ষা করে; এই প্রক্রিয়াকে 'আপ্তসার' বলে]। 'আত্মসংস্কার"-শব্দজ। বি। ২। স্বার্থপর। বাং প্র। বিণ।

আপ্তসুখী—আত্মসুখী, যে কেবল আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে এমন। আপ্ত (<আত্মন্)-সুখ+ঈ। বিণ।

আপ্তা—১। জটা। বি; স্ত্রী। ২। লব্ধা, অধিগতা, প্রাপ্তা; বিশ্বস্তা। আপ্+ক্ত কর্ম্মবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

আপ্তি—লাভ, প্রাপ্তি; মিলন; সম্বন্ধ; যোগ্যতা; ব্যাপ্তি। আপ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

আপ্য—১। জলসম্বন্ধীয়, জলীয়; জলময়; জলদ। আপ (জল-সম্বন্ধীয়)+ষ্ণ্য স্বার্থে। ২। লভ্য, প্রাপ্য; ব্যাপ্য। আপ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। জলবিকার, যেন। অপ্+ষ্ণ্য বিকারার্থে। বি; ক্লীব। ৪। কর্ণ্ণশেষভূত (মন্ত্রাদি)। বিণ। ৫। চাক্ষুষমন্বন্তরের দেবগণবিশেষ। বি; পুং। ৬। কুষ্ঠ, কুড়। আপ্+ণ্যৎ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

আপ্যায়ন—১। সন্তোষসাধন; বর্দ্ধন; পোষণ; অভ্যুদয়সাধন। আ—প্যায়্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। তুষ্টি, পরিতৃপ্তি; স্ফীতি; অভ্যুদয়; পুষ্টি। আ—প্যায়্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। বলবর্দ্ধক; পুষ্টিকর; উন্নতিকারক; পরিপূরক; আনন্দবর্দ্ধক। আ—প্যায়+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

আপ্যায়িত—১। পরিতোষিত। আ—প্যায়্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। সন্তুষ্ট; বর্দ্ধিত; স্ফীত। আ—প্যায়্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

আপ্রচ্ছন—জিজ্ঞাসা; আভাষণ। আ—প্রচ্ছ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আপ্রচ্ছন্ন—ঈষৎ লুক্কায়িত; সম্যক্ গুপ্তভাবে অবস্থিত। আ—প্র—ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আপ্রপদ—পদের অগ্র পর্য্যন্ত, চরণাগ্র অবধি। প্রপদ অর্থাৎ পাদাগ্র পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। বি; ক্লীব।

আপ্রপদীন—স্কন্ধ হইতে পদের অগ্র পর্য্যন্ত লম্বমান (বস্ত্র, মাল্য প্রভৃতি)। আপ্রপদ+ঈন। বিণ।

আপ্রাণ—প্রাণপর্য্যন্ত; প্রাণপণপূর্ব্বক ('—চেষ্টা')। প্রাণ পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। বিণ।

আপ্লব, আপ্লাব—স্নান; জলে ভাসিয়া যাওয়া; জলসেচন; উল্লম্ফন; গমন; সম্পূর্ণ আচ্ছাদন। আ—প্লু+অপ্, ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আপ্লাবন—প্লাবন, জলে ভাসাইয়া দেওয়া। আ—প্লু+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—বিত।

আপ্লুত—১। স্নাত; জলে ভাসমান; উৎপাতিত। আ—প্লু+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। স্নান; আপ্লাব; উচ্চে লম্ফপ্রদান। আ—প্লু+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

আফগান, -ঘান—১। আফগানিস্তানের অধিবাসী। বি। ২। আফগানিস্তান-সম্বন্ধীয়। ফার্সী। বিণ।

আফতাব—সূর্য্য। ফার্সী। বি।

আফরা—ধানের একপ্রকার পোকাধরা রোগ। প্রাদে। বি।

আফলন্ত, আফলা—অফলবান্, যাহাতে ফল ধরে না এরূপ, বাঁজা ('—গাছ'); যাহা ফলে না এরূপ। আ (নয়) ফলন্ত, নঞ্‌তৎ। ২য় পক্ষে, না ফলে যাহা, উপতৎ। বাং। বিণ।

আফলোদয়—ফলোদয় পর্য্যন্ত, যে পর্য্যন্ত না ফললাভ হয় সে পর্য্যন্ত, ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। ফলোদয় পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আফলোদয়কর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্যকারী, কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মকারী। আফলোদয় কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আফশোস, -সোস—'আপশোস' দ্রঃ।

আফসান—'আপশান' দ্রঃ।

আফসানি—'আপসানি' দ্রঃ।

আফাটা—ছিদ্রহীন, যাহা ফাটা নহে এরূপ। আ (নয়) ফাটা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আফালি—মাছের লাফানি, জালে বা বেড়ায় বাধা পাইয়া পলায়নার্থ মাছের লাফানি। প্রাদে। বি।

আফালি—আস্ফালন; মৎস্যের দ্রুত সঞ্চরণ। বাং। বি।

আফিঙ্, আফিম—অহিফেন, পোস্তফলের মাদক-নির্য্যাস। সংস্কৃত 'অহিফেন' বা আর্বী 'অফিয়ুন'-শব্দজ। বি।

আফিম-খোর—যে বেশী আফিম খায়। আফিম+খোর আসক্তার্থে। বি বা বিণ।

আফুটা—১। ছিদ্রহীন। আ (নাই) ফুটা যাহাতে, বহুব্রী। ২। অপ্রস্ফুটিত; অ-প্রকাশিত। আ (নয়) ফুটা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আফুটন্ত—অপ্রস্ফুটিত; অপ্রকাশিত; যাহা ফুটিতেছে না এরূপ (জল, দুধ প্রভৃতি)। আ (নয়) ফুটন্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আফুলা—অপুষ্পিত, যাহাতে ফুল ধরে নাই এরূপ; যাহা স্ফীত হয় নাই বা ফুলিয়া উঠে নাই এরূপ। আ (নয়) ফুলা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আফোটা—অপ্রস্ফুটিত, যাহা ফুটে নাই এরূপ। আ (নয়) ফোটা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আফ্‌সোস—খেদ, ক্ষোভ, দুঃখ, আক্ষেপ। ফার্সী। বি।

আব—১। দেহের যে কোন স্থানে উৎপন্ন বর্দ্ধিত মাংসপিণ্ড (tumour). 'অর্ব্বুদ'-শব্দজ। বি। ২। জল; ঔজ্জ্বল্য; তীক্ষ্ণতা। 'অপ্'-শব্দজ। হিন্দী। বি। ৩। আগমন করে; আসিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আবওয়াব, -বাব্—রাজা কিংবা জমীদারের গৃহীত রাজস্বাতিরিক্ত নানাবিধ করের প্রত্যেক প্রকার; রাজকর ভিন্ন গৃহীত অন্যবিধ কর। ফার্সীমূলক। বি।

আবকার, -গার—মদ্যপ্রস্তুতকারী; মদ্যাদি বিক্রয়কারী; নেশার দ্রব্য প্রস্তুত-কারী। ফার্সী। বি।

আবকারি, -কারী, -গারি, -গারী—১। মাদকদ্রব্যের কর, মদ্য ভাঙ আফিঙ্ প্রভৃতির উপর ধার্য্য শুল্ক (excise duty). বি। ২। মাদকদ্রব্যসম্বন্ধীয় ('-বিভাগ')। আবকার, আবগার+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ। **আবগারি দারোগা**—আবগারি বিভাগের পরিদর্শক (excise inspector). **আবগারি মহাল**—মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, ব্যবসায় ও মাশুলাদি নিয়ন্ত্রণকারক বিভাগ (excise department).

আবকাশিক—কেহ ছুটি লইলে তাহার স্থলে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি (leave reservist). অবকাশ+ইক। বি; পুং।

আবখোরা—গলাসরু জলপাত্র; পাথরের জলপানপাত্র। ফার্সী। বি।

আবছা, আবছায়া—ভূতপ্রেতাদির ভীতি-জনক ছায়ামূর্ত্তি; যে কোনও অস্পষ্ট মূর্ত্তি। 'অপচ্ছায়া'-শব্দজ। বি।

আবজান—ভেজাইয়া দেওয়া, (দুয়ার) বন্ধ করা। প্রাদে। ক্রি।

আবট—অত্যন্ত মূর্খ, অতিশয় নির্ব্বোধ। 'অপটু'-শব্দজ। প্রাদে। বি বা বিণ।

আবড়তাবড়—আবোলতাবোল কথা, অসংলগ্ন বাক্য। বাং। বি। [দ্রঃ)।

আবড়াখাবড়া—আবুড়াখাবুড়া (তাহা

আবডাল—ব্যবধান, অন্তরাল, আড়াল। 'অন্তরাল'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

আবতক—এখন পর্য্যন্ত। হিন্দী। ক্রি-বিণ।

আবথু—আগমন করিতেছি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [২। নিষ্কর জমি। প্রাদে। বি।

আবদা—১। লাখিরাজ, নিষ্কর। বিণ।

আবদার—১। আখটি, বায়না, আড়ি, অত্যন্ত জেদ, অতিশয় অনুরোধ। বাং। বি। ২। চমকদার, উজ্জ্বল। ফার্সী আব (অর্থাৎ উজ্জ্বল)+দার যুক্তার্থে। বিণ।

আবদারি—ঔজ্জ্বল্য, লাবণ্য, চমক। ফার্সী-মূলক। বি।

আবদারে, -দেরে—খেয়ালী; আখুটে; অত্যন্ত জেদী। আবদার+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

আবদ্ধ—১। সংরুদ্ধ, আটকান; আরূঢ়; বন্ধকী; কল্পিত; বিরচিত; সংযুক্ত; পরিহিত; প্রাপ্ত; ব্যাপৃত। আ—বন্ধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। যোতদড়ি, যোয়াল; অলঙ্কার; প্রেম, ভালবাসা। আ—বন্ধ্+ক্ত করণবা। বি; পুং।

আবনেয়—মঙ্গলগ্রহ। অবনী (পৃথ্বী)+এয় অপত্যার্থে (পুরাণমতে মঙ্গল পৃথিবীর সন্তান)। বি; পুং।

আবন্ধ—১। বন্ধনরজ্জু, যোতদড়ি; যোয়াল; সম্পর্ক; প্রেম, ভালবাসা; অলঙ্কার। আ—বন্ধ+ঘঞ্ করণবা। ২। ঈষৎ বন্ধন; সম্যক্ বা দৃঢ় বন্ধন। আ—বন্ধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আবপন—১। থলিয়া; পাত্র; ভাণ্ড। আ—বপ্+অনট্ অধিবা। ২। ক্ষৌরকর্ম্ম, কেশাদির মুণ্ডন; বীজরোপণ, বোনা। আ—বপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আবর—১। পরিচ্ছদের উপরিভাগ। ফার্সীমূলক। বি। ২। মেঘ, কেড়া। হিন্দী। বি। ৩। নির্ব্বোধ, বোকা। 'অবর'-শব্দজ। বিণ। ৪। আবরণ কর, ঢাক। কবিপ্র। ক্রি।

আবরক—আচ্ছাদক, ঢাকনি। আ—বৃ+অণ্ করণবা+ক স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -রিকা।

আবরণ—১। চর্ম্মফলক, ঢাল; ঢাকনি; আচ্ছাদন-সাধন (প্রাচীর, বেড়া প্রভৃতি); অবরোধ; (বেদান্তমতে) চৈতন্যের আবরণ-রূপ অজ্ঞানবিশেষ। আ—বৃ+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ২। আচ্ছাদন, ঢাকা। আ—বৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। অস্ত্রদুষ্ট; দেবতার সহচর। প্রাঃ বাং। বি।

আবরণশক্তি—বস্তুর স্বরূপ-তিরোধান-কারিণী শক্তি; মায়াশক্তি। আবরণকারিণী শক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আবরণী—খোল; ঢাকনি। আ—বৃ+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আবরা—১। আবরণী; ওয়াড়; জামার ভিতরের আস্তর। ফার্সীমূলক। বি। ২। ঢাকা দেওয়া। কবিপ্র। ক্রি। [বিণ।

আবরিত—ঢাকা। 'আবৃত' শব্দের অপভ্রংশ।

আবরু—যথোচিত লজ্জারক্ষা; সতীত্ব; পর্দ্দা; মান, সম্ভ্রম; আভিজাত্য; পদ্ধতি। ফার্সী। বি।

আবরোঁয়া—একপ্রকার অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র, ঢাকার অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ। ফার্সী। বি।

আবর্জ্জ(র্জ)ন—সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ; দান; নিক্ষেপ; প্রক্ষেপ; দূরে পরিহার; আনয়ন। আ—বর্জ্জি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আবর্জ্জ(র্জ)না—১। 'আবর্জ্জন' (সকল অর্থে)। আ—বর্জ্জি+অন ভাববা+আপ্। ২। দূরে পরিহার্য্য বস্তু, নিক্ষেপণীয় দ্রব্য; জঞ্জাল, ওঁচলা। আ—বর্জ্জি+অন কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

আবর্জ্জি(র্জি)ত—ত্যক্ত; আনমিত, নোয়ান; আহৃত; সংযমিত; নিয়মিত। আ—বর্জ্জি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আবর্ত্ত(র্ত)—১। মেঘবিশেষ; মেঘপতি-বিশেষ; জলভ্রম; ঘূর্ণিজল; রাজাবর্তনামক মণি; দেহের মধ্যে আবর্তাকার নাড়ী-সন্নিবেশবিশেষ; অশ্বের দশবিধ রোমসংস্থান-বিশেষ; (উদ্ভিদতত্ত্ব) বোঁটার গায়ে বৃত্তা-কারে সংলগ্ন পত্রসমষ্টি (whorl). আ—বৃত্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। বিবেচনা, চিন্তা; পরিবর্তন; ঘূর্ণন; আওটান; ধাতু গলান। আ—বৃত্+ণিচ্+ঘঞ ভাববা। বি; ক্লীব।

আবর্ত্ত(র্ত)ক—১। ঘূর্ণিজল; মেঘবিশেষ; মেরুদণ্ডে যে সকল অস্থি আছে তাহাদের এক একটি খণ্ড। আবর্ত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। আচ্ছাদক; আবৃত্তিকারক। আ—বৃত্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -র্তিকা।

আবর্ত্ত(র্ত)ন—১। ঘূর্ণন; দুগ্ধাদির আলোড়ন, আওটান; দ্রবীকরণ, গলান; তপন; বারংবার অনুষ্ঠান; পরিভ্রমণ; আবরণ, আচ্ছাদন; ফিরিয়া আসা। আ—বৃত্ (বা বৃত্+ণিচ্)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। বিষ্ণু। আ—বৃত্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আবর্ত্ত(র্ত)মণি—রাজাবর্ত্তনামক উপরত্ন-

বিশেষ। আবর্ত্তননামক মণি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আবর্ত্ত(র্ত)নী—১। ধাতুদ্রব্য-দ্রাবণার্থ মৃৎপাত্র, মূচী। আ—বৃত্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ অধিবা+ঈপ্‌। ২। আবর্ত্তনযষ্টি, ঘুঁটিবার কাঠী। আ—বৃত্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

আবর্ত্ত(র্ত)নীয়—ঘূর্ণনীয়, আলোড়নীয়; দ্রাবনীয়; অভ্যর্থনীয়; গুণনীয়। আ—বৃত্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আবর্ত্ত(র্ত)বাত্যা—ঘূর্ণিবায়ু, আবর্ত্তাকারে বহমান ঝটিকা, বিশৃঙ্খল ঝটিকা (cyclone). আবর্ত্তাকারা বাত্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আবর্ত্ত(র্ত)মান—যে বা যাহা পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসিতেছে এরূপ, পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল। আ—বৃত্‌+শানচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

আবর্ত্তি(র্তি)ত—অভ্যস্ত; গুণিত; আলোড়িত; প্রত্যাবর্ত্তিত; আবৃত। আ—বৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আবর্ত্তী (-র্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—আবর্ত্তনশীল; জলাবর্ত্তযুক্ত; দ্রাবক; আবর্ত্তনকারী। আবর্ত্ত+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —র্ত্তিনী।

আবর্হিত—উন্মূলিত, সমূলে উৎপাটিত। আ—বর্হ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আবল—আসিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আবলাৎ—স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি; ফলবৃক্ষ প্রভৃতি। আর্বীমূলক। বি।

আবলি, -লী—শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, সারি; সমূহ। আ—বল্‌+ই ভাববা, পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

আবলু—আসিয়াছে; আসিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আবলুস—অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠবিশেষ। আর্বী 'আবনুস'-শব্দজ। বি।

আবল্য—অবলতা, দুর্ব্বলতা, বলহীনতা; আলস্য, জড়তা; জিহ্বার জড়তা; তন্দ্রাঘোর; অচৈতন্য; স্ফূর্ত্তিহীনতা। ন (নাই) বল যাহার, বহুব্রী; অবল+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

আবশ্যক—১। প্রয়োজনীয়; উচিত। অবশ্যম্‌+অক (বুঞ্‌) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। ২। অবশ্যম্ভাব; প্রয়োজনীয়তা; নিরবকাশত্ব। অবশ্যম্‌+অক (বুঞ্‌) ভাবে। বি; ক্লীব।

আবশ্যকতা—প্রয়োজন; প্রয়োজনীয়তা। আবশ্যক(১)+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

আবশ্যকীয়—প্রয়োজনীয়। আবশ্যক(২)+ঈয়। বিণ।

আবশ্যিক—বাধ্যতামূলক, অবশ্যকরণীয় (compulsory). অবশ্যম্‌+ইক। নবগঠিত শব্দ। বিণ। স্ত্রী, —কী।

আবসথ—গৃহ, স্থান; বাসস্থান; আশ্রম; ভুবন; বিশ্রামস্থান; গ্রাম; ব্রতবিশেষ; আর্য্যাচ্ছন্দের গ্রন্থবিশেষ। আ—বস্‌+অথন্‌ অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব।

আবসথিক—গৃহবাসী, গৃহস্থ, গৃহাশ্রমী। আবসথ+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

আবসথ্য—গার্হস্থ্যাশ্রম; গৃহসম্বন্ধীয় লৌকিক অগ্নি; পঞ্চবিধ যজ্ঞাগ্নির বহ্নিবিশেষ। আবসথ+ষ্যঞ্‌ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

আবসানিক—অন্তিম। অবসান+ইক ভবার্থে। বিণ।

আবসিত—১। পরিপক্ব মর্দ্দিত ধান্য, সম্পন্ন ধান্য। বি; ক্লীব। ২। ভাণ্ডারে স্থাপিত; পুঞ্জীকৃত; শূর্প দ্বারা পরিষ্কৃত (ধান্যাদি); স্থিরীকৃত; সমাপ্ত। আ—অব—সো+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আবস্থা—দুঃখ, দুর্দ্দশা, দুরবস্থা। 'অবস্থা'-শব্দজ। বি।

আবহ—১। ধারণকারী; জনক; আনয়নকারী; বহনকারী। বিণ। ২। দাতা; জনক; সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ, ভূবায়ু; জলবায়ু, আবহাওয়া (weather). আ—বহ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

আবহ-চিত্র—যে নক্সায় আবহাওয়ার অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয় তাহা (weather chart). আবহের চিত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আবহন—উৎপাদন; বহন; আনয়ন, প্রাপণ। আ—বহ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

আবহ-বিজ্ঞান, -বিদ্যা—বায়ুতত্ত্ব, আবহাওয়া-তত্ত্ব (meteorology). আবহ-সংক্রান্ত বিজ্ঞান, বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

আবহমণ্ডল—বায়ুমণ্ডল; পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ (atmosphere). আবহের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আবহমান—ক্রমাগত, ধারাবাহী, চিরপ্রচলিত। আ—বহ্‌+শানচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

আবহাওয়া—জলবায়ু (climate). আব্‌ (জল) হাওয়া (বায়ু), দ্বন্দ্ব। বি।

আবহি, আবি—এখনই, এই মুহূর্ত্তেই। হিন্দী। অব্য।

আবা—১। একপ্রকার জামা, গলা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢিলা জামা। আর্বী। বি। ২। মুখে বারবার করতল দিয়া উচ্চারিত আবা-আবা শব্দ। অব্য।

আবাঁধা—অবদ্ধ, উন্মুক্ত, খোলা; অবিন্যস্ত, আলুলায়িত ('—চুল'); যাহা মলাট দিয়া বাঁধান হয় নাই এমন ('—খাতা')। আ (নয়) বাঁধা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আবাগি, -গী—হতভাগ্যা, দুরদৃষ্টসম্পন্না, পোড়াকপালী। 'অভাগী'-শব্দজ। বিণ; স্ত্রী।

আবাগে—অভাগ্য, হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট; দুর্দ্দান্ত, দুষ্ট। 'অভাগা'-শব্দজ। বিণ; পুং।

আবাছা—অপরিষ্কৃত; অপৃথক্‌কৃত, যাহা বাছা হয় নাই এরূপ; অনির্ব্বাচিত। আ (নয়) বাছা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আবাটা—১। অপেষিত, যাহা বাটা হয় নাই এরূপ। আ (নয়) বাটা, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যবহার্য্য সুগন্ধি ওষধিবিশেষ; অঙ্গপরিষ্কারক আমলকী হরিদ্রা ইত্যাদির বাটাবিশেষ। বাং। বি।

আবাত—মহাবাত, ঝটিকা, ঝড়। আ (সম্যক্‌) বাত (বায়ু), প্রাদি। বি; পুং।

আবা-থাবা—১। তাড়াতাড়ি, অতিশীঘ্র; যে কোন রকমে। ক্রি-বিণ। ২। সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ; অবিস্তীর্ণ; ঢাকা; গোপন। 'অবিস্তারতা'-শব্দজ। বিণ।

আবাদ—১। চষা, কৃষ্ট, যে বিস্তৃত ভূখণ্ডের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এরূপ ('—জমি')। বিণ। ২। চাষ, ফসল জন্মান; বাসস্থান; লোকালয়, জনপদ। ফার্সী। বি। **আবাদ করা**—চাষ করা; জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া প্রজা বসান।

আবাদবন্দ—কর্ষণাধীন; যাহা কর্ষিত হইতেছে। ফার্সী। বিণ।

আবাদী—১। বাসস্থান; গ্রামের সমীপবর্ত্তী স্থান। বি। ২। চষা; আবাদের উপযোগী। আবাদ+ঈ। বিণ।

আবাধা—১। পীড়া, কষ্ট। আ—বাধ্‌+অ ভাববা+আপ্‌। ২। বিষমত্রিভুজক্ষেত্রের ভূমির উপরে পাতিত লম্বরেখার উভয়পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ড। আ—বাধ্‌+অ করণবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

আবান্তর—সমস্ত কথা, সকল কথা; কাহিনী। 'অবান্তর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আবাপ—১। শত্রুরাজচিন্তা; শত্রুচিন্তন, শত্রুবিষয়ক চিন্তা; পররাষ্ট্রচিন্তা; রাজ্যরক্ষা; পরিক্ষেপ, নিক্ষেপ; একত্রাবস্থান; ভাণ্ডবপন, বীজবপন। আ—বপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। বলয়, কঙ্কণাদি ভূষণ। আ—বপ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। ৩। পাত্রভেদ, থলিয়া; আলবাল; নিম্নোন্নত স্থান, উন্নতানত ভূমি; অন্বয়; প্রধান হোম; ভাণ্ড। আ—বপ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং।

আবাপন—১। সূত্রযন্ত্র, তাঁত। আ—বাপি+অনট্‌ করণবা। ২। কেশাদির সম্যক্‌ মুণ্ডন। আ—বাপি+অনট্‌ ভাববা। ৩। নাটাই বা চরকায় সূতা জড়ান (reeling). আ—বপ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

আবাপনিক—যে নাটাই বা চরকায় সূতা জড়ায় (reeler). আবাপন (৩)+ইক। বি; পুং।

আবার—পুনর্ব্বার; আরও, অধিকন্তু; এবং; সাবধানকরণ ও সন্দেহসূচক শব্দ। 'অপর'-শব্দজ। অব্য।

আবাল—১। বালক হইতে আরম্ভ করিয়া; বালক পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ২। আলবাল। আ—বল্ (জীবিত থাকা)+ ঘঞ্ করণবা। বি; ক্লীব।

আবালবৃদ্ধ—বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত। আবাল বৃদ্ধ, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

আবালবৃদ্ধবনিতা—বালক ও বৃদ্ধ হইতে স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত। আবাল বৃদ্ধবনিতা, সুপ্-সুপা। বি; স্ত্রী।

আবালি, -লী—১। বালিকা। বি। ২। বালিকা বয়স অবধি। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

আবাল্য—বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, বাল্যাবধি। বাল্য হইতে আরম্ভ করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আবাস—১। গৃহ, ভবন, বাসস্থান। আ—বস্+ঘঞ্ অধিবা। ২। বাস করা, অবস্থান। আ—বস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আবাস-ভবন, -ভূমি, -স্থান—বাসগৃহ, বাস করিবার স্থান, থাকিবার জায়গা। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী, ক্লীব।

আবাসিক—ছা ত্রা বা সে বা স কা রী ('—ছাত্র'); অধিবাসী (resident). আবাস+ইক আছে অর্থে। বিণ।

আবাহন—আহ্বান; নিমন্ত্রণ; মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক হস্তের প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা যজ্ঞস্থলে দেবতার আমন্ত্রণ। আ—বাহি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আবাহনী—দেবতার আহ্বানার্থ মুদ্রা-বিশেষ; অভ্যর্থনা-সঙ্গীত। আ—বাহি+ অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আবাহিত—যাহার আবাহন করা হইয়াছে এরূপ কৃতাবাহন, আহূত, নিমন্ত্রিত। আ—বাহি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [সুব্যক্ত। অব্য।

আবিঃ (আবিস্), **আবি**—প্রকাশিত,

আবিক—১। কম্বল, মেষলোমজ বস্ত্র; ভেড়ীদুগ্ধ। বি; ক্লীব। ২। মেষসম্বন্ধীয়; মেষ হইতে জাত, পশমী। অবি+ইক উৎপন্নাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী. —কী।

আবিগ্ন—১। উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। আ—বিজ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। করমচা; পানি-আমলা। অবিগ্ন+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

আবিদ্ধ—বক্র, কুটিল; নিক্ষিপ্ত; প্রেরিত; ভগ্ন; মূর্খ; রন্ধ্রকৃত, বিদ্ধ; ক্ষান্ত; আচ্ছন্ন। আ—ব্যধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আবিধ—সূত্রধরের কাষ্ঠবেধনাস্ত্র, ছুতারের তুরপুন ভোমর প্রভৃতি অস্ত্র। আ—ব্যধ্+ ক করণবা। বি; পুং।

আবিয়ে—অবিবাহিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আবির—লোহিত চূর্ণবিশেষ, ফাগ। 'আবীর'-শব্দজ। বি।

আবির্ভবন—আবির্ভাব, প্রকাশ। আবিস্—ভূ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আবির্ভাব—উদয়; প্রকাশ; অবতরণ; অধিষ্ঠান; উদ্ভব; প্রাদুর্ভাব। আবিস্—ভূ+ ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আবির্ভূত—প্রকাশিত; অধিষ্ঠিত; অব-তীর্ণ; উৎপন্ন। আবিস্—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আবিল—কলুষিত, ঘোলা; আকুল; সন্দিগ্ধ। আ—বিল্+ক কর্তৃবা। বিণ।

আবিলতা—কলুষিততা, মলযোগ, নির্ম্মল-তার অভাব। আবিল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

আবিষ্করণ—আবিষ্কার। আবিস্—কৃ+ অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আবিষ্করণীয়, -ষ্কার্য্য(র্য)—যাহার আবি-ষ্কার করিতে হইবে এরূপ, যাহার আবিষ্কার করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। আবিস্—কৃ +অনীয়, ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আবিষ্কর্ত্তা (-র্ত্তৃ), -ষ্কর্তা—আবিষ্কার-কারী, উদ্ভাবক, নূতন প্রকাশক। আবিস্—কৃ+তৃচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —র্ত্রী।

আবিষ্কার, -ষ্ক্রিয়া—নবপ্রকাশ, অ-প্রকাশিত বা অপরিজ্ঞাত বিষয়ের প্রথম জ্ঞাপন। আবিস্—কৃ+ঘঞ্ ভাববা; আবিস্ —কৃ+শ ভাববা+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

আবিষ্কারক—আ বি ষ্কা র কা রী, নূতন প্রকাশক, আবিষ্কর্তা, উদ্ভাবক। আবিস্—কৃ +ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রিকা।

আবিষ্কৃত—যাহা আবিষ্কার করা হইয়াছে এরূপ, প্রকটিত; নবপ্রকাশিত; উদ্ভাবিত। আবিস্—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আবিষ্ক্রিয়া—'আবিষ্কার' দ্রঃ।

আবিষ্ট—১। ভূতাদি কর্তৃক অভিভূত, ভূতাদির দ্বারা অধিকৃত; ব্যাপ্ত; প্রবেশিত; প্রেমাবেশযুক্ত, ভাবগদ্‌গদ। আ—বিশ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যাহার আবেশ হইয়াছে এরূপ, সবিশেষ যত্নশীল, অতিশয় মনোযোগী, অভিনিবিষ্ট। আ—বিশ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আবিস—আবিঃ (তাহা দ্রঃ)।

আবীত—১। গত, অতীত। আ—বি—ই +ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপিত যজ্ঞসূত্র, প্রাচীনাবীত। আ—বী+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

আবীর—রঞ্জকদ্রব্যবিশেষ, ফাগ। আ—বি —ঈর্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

আবীরচূর্ণ—ফল্গু, ফাগ, আবীর। আবীরই চূর্ণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আবুড়াখাবুড়া—অসমতল, উচ্চাবচ, উঁচু-নীচু, বন্ধুর। বাং। বিণ।

আবৃত—বেষ্টিত; বলয়িত; বিস্তারিত; রুদ্ধ; ঢাকা, তিরোহিত; অজ্ঞানাচ্ছন্ন; আকীর্ণ, ব্যাপ্ত; পূরিত। আ—বৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আবৃতবীজ—১। (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) আচ্ছাদন-যুক্ত বীজ। আবৃত বীজ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার বীজের উপর খোসা থাকে এমন (angiosperm). আবৃত বীজ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আবৃতি—১। আবরণ; অন্তর্দ্ধান; বেষ্টন। আ—বৃ+ক্তি ভাববা। ২। প্রাচীর, বেড়া। আ—বৃ+ক্তি করণবা। ৩। বেষ্টিত স্থান। আ—বৃ+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী।

আবৃত্ত—১। পঠিত; পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত; গুণিত। আ—বৃত্+ক্ত কর্ম্মবা ণিজন্ত অর্থে। ২। যে ফিরিয়া আসিয়াছে এরূপ; প্রতিনিবৃত্ত; পৌনঃপুনিক (recurring). বিণ। **আবৃত্ত দশমিক**—(গণিত) যে দশমিক ভগ্নাংশে এক বা ততোধিক অঙ্ক পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয় তাহা (recurring decimal) ৩। চতুর্দ্দশপ্রকার মণ্ডলমধ্যে মণ্ডলবিশেষ। আ—বৃত্+ক্ত কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

আবৃত্তি—অধীত বিষয়ের শুদ্ধ উচ্চারণ বা পঠন; অভ্যাস; গুণন; আগমন; পুন-রাগমন; ছন্দ ভাব ইত্যাদির ব্যঞ্জনা করিয়া পাঠ। আ—বৃত্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

আবৃষ্টি—সম্যক্ বর্ষণ, বিশেষরূপ বৃষ্টিপাত। আ—বৃষ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

আবে—এখনই। হিন্দীমূলক। অব্য।

আবেগ—চিত্তের ব্যাকুলতা, উদ্বেগ, চিত্ত-চাঞ্চল্য; ভাবাবেশ; বেগ; শীঘ্রতা। আ—বিজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আবেগী—বৃদ্ধদারক বৃক্ষ, বীরতাড়ক বৃক্ষ। আবেগ+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আবেদক—আবেদনকারী, নিবেদক; প্রার্থয়িতা; যে নালিশ করে। আ—বিদ্+ ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দিকা।

আবেদন—নিবেদন, বিজ্ঞাপন; অভিযোগ, নালিশ; প্রার্থনা; আরজী, দরখাস্ত। আ—বিদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আবেদনপত্র—লিখিত প্রার্থনা; বিচারা-লয়ে উপস্থাপিত অভিযোগপত্র, আর্জ্জি। আবেদনের পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আবেদনীয়—বিজ্ঞাপনীয়; নিবেদনীয়; প্রার্থনীয়। আ—বিদ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আবেদিত—নিবেদিত; প্রার্থিত; বিজ্ঞা-পিত; অভিযুক্ত। আ—বিদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আবেদ্য—আবেদনীয়। আ—বিদ্+ণিচ্ +যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আবেধ্য—বেধনযোগ্য, ছিদ্রীকরণীয়। আ—বিধ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আবেশ—অহঙ্কারবিশেষ; সংরম্ভ; আটোপ; অধিষ্ঠান; বিহ্বলতা; আবেগ; আসক্তি; অনুপ্রবেশ; অপস্মার রোগ; ভূতাদির

আবেশরূপ রোগ ; ভূতসঞ্চার ; আয়ত্তীকরণ ; চিত্ত অধিকার ; আন্তরিক যত্ন, অভিনিবেশ ; অনুরাগ ; সঞ্চার ; বিপরীত তাড়িত পদার্থ-দ্বয়ের সন্নিধাপন দ্বারা তড়িৎ সঞ্চার (induction). আ—বিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

আবেশক—অনুপ্রবেশক ; আসক্ত। আ—বিশ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ।

আবেশন—১। শিল্পশালা, শিল্পাগার ; সূর্য্যাদির পরিধি। আ—বিশ্‌+অনট্‌ অধিবা। ২। প্রবেশ ; ভূতাবেশ ; কোপ, ক্রোধ ; পরিবেশ। আ—বিশ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আবেশিক—আগন্তুক ; অসাধারণ ; প্রতিষ্ঠিত। আবেশ+ইক ভবার্থে আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

আবেশিত—প্রবেশিত ; সমাহিত। আ—বিশ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আবেষ্ট—আবেষ্টন ; বেড়। আ—বেষ্ট্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

আবেষ্টক—প্রাচীর, পাঁচিল, বেড়া। আ—বেষ্ট্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

আবেষ্টন—ঘিরিয়া ধরা ; আলিঙ্গন ; চতুর্দ্দিকের অবস্থা ; ঘের ; বেড়া। আ—বেষ্ট্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আবেষ্টনী—পারিপার্শ্বিক অবস্থা ; পরিধি ; বৃত্ত ; ঘেরা, বেড়া। আ—বেষ্ট্‌+অনট্‌ করণবা +ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

আবোধন—১। জ্ঞান, বুদ্ধি। আ—বুধ্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। জ্ঞাপন, বোধন, জানান। আ—বুধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আবোল-তাবোল—অসংবদ্ধ প্রলাপ, অসংলগ্ন বাক্যাবলী, পরস্পর সম্বন্ধশূন্য কথা, যা-তা কথা। বাং প্র। বি। **আবোল-তাবোল বকা**—অসংবদ্ধ কথা কহা, অর্থহীন বাক্য বলা।

[সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আব্দিক—অব্দ-সম্বন্ধীয়, বার্ষিক। অব্দ+ইক

আব্বা—বাবা, পিতা। আর্বী। বি ; পুং। সম্মান-প্রদর্শনে—**আব্বাজান**।

আব্রহ্মস্তম্ব—ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত ; মহত্তম বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া নিকৃষ্টতম বস্তু পর্য্যন্ত। ব্রহ্ম অবধি, অব্যয়ী=আব্রহ্ম ; আব্রহ্ম স্তম্ব, সুপ্‌সুপা। বি ; পুং।

আব্রু—আবরু (তাহা দ্রঃ)।

আভরণ—১। গহনা। আ—ভৃ+অনট্‌ কর্ম্মবা। ২। সম্যক্‌ পোষণ। আ—ভৃ+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আভরিত—ভূষিত। বাং প্র। বিণ।

আভা—প্রভা, দীপ্তি, কান্তি, শোভা ; সাদৃশ্য, উপমা ; বাতরোগ-বিশেষ ; বাবলা গাছ। আ—ভা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

আভাং, আভাঙ—ভাল করিয়া তেল মাখা। 'অভ্যঙ্গ'-শব্দজ। বি।

আভাঙ্গা, -ভাঙা—সমগ্র, সমস্ত, অটুট, গোটা। আ (নয়) ভাঙ্গা, ভাঙা, নঞ্‌ তৎ। বিণ।

[ভা+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

আভাতি—ছায়া ; দীপ্তি, জ্যোতিঃ। আ—

আভাষ—উপক্রমণিকা, ভূমিকা ; অনুষ্ঠান ; প্রবেশিকা ; সম্ভাষণ। আ—ভাষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

আভাষণ—সম্ভাষণ, কথন, আলাপ, কথোপকথন, উক্তি, কথাবার্ত্তা। আ—ভাষ্‌ +অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আভাষিত—সম্ভাষিত, কথিত ; প্রসাদিত। আ—ভাষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আভাষ্য—সম্ভাষ্য, সম্ভাষণযোগ্য, আলপনীয়, কথা বলিবার যোগ্য ; প্রষ্টব্য, জিজ্ঞাস্য। আ—ভাষ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আভাস—জ্যোতিঃ, প্রভা ; প্রতিবিম্ব ; উদ্দেশ্য ; ইঙ্গিত ; উপমা, তুল্যতা ; (ন্যায়-শাস্ত্র) প্রতিবিম্বাদির ন্যায় অবাস্তবরূপ অবিদ্যাকার্য্য, মৃষাবুদ্ধি ; ফাঁকি, কুতর্ক ; অবতারণা। আ—ভাস্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

আভাসমান—প্রতীয়মান, যাহা কাহারও সদৃশ দেখায় এরূপ ; দীপ্যমান ; যাহা ব্যক্ত হইতেছে এরূপ। আ—ভাস্‌+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

আভাস্বর—১। চতুঃষষ্টি গণদেবতাবিশেষ ; আত্মা জ্ঞাতা দম দান্ত শান্তি জ্ঞান শম তপ কাম ক্রোধ মদ ও মোহ—এই বারটি গণ-দেবতা। বি ; পুং। ২। সম্পূর্ণ প্রদীপ্ত, দীপ্তি-শালী। আ—ভাস্‌+বরচ্‌ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, —রী।

আভিজন—কুলীনতা, কৌলীন্য, পদবী, মর্য্যাদাপরিচয়। অভিজন+অণ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ, —নিক।

আভিজাতিক—অভিজাত-সম্বন্ধীয় ; বংশ-ঘটিত, কৌলিক। অভিজাত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। **আভিজাতিক চিহ্ন**—কৌলীন্য-পরিচায়ক চিহ্ন ; কুলজী (heraldry).

আভিজাত্য—কৌলীন্য, বংশমর্য্যাদা ; পাণ্ডিত্য ; লজ্জা। অভিজাত+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব।

আভিধানিক—শব্দার্থগ্রন্থে লিখিত বা ব্যবহৃত, অভিধান-সম্বন্ধীয়, শব্দকোষসংক্রান্ত। অভিধান+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। **আভিধানিক শব্দ**—অভিধানের মধ্যস্থিত শব্দ ; দুরূহ বা অপ্রচলিত শব্দ।

আভিমুখ্য—অভিমুখীনত্ব, সম্মুখবর্ত্তিতা ; সাহায্য, প্রসাদ, দয়া। অভিমুখ+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব।

আভিরূপ্য—সৌন্দর্য্য, কান্তি। অভিরূপ+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব।

আভিষেচনিক—১। রাজাদিগের অভি-ষেকোপযোগী ; অভিষেকনিমিত্তক। অভি-ষেচন+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। ২। মহাভারতীয় পর্ব্ববিশেষ (ইহাতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে)। অভি-ষেচন+ইক আছে অর্থে। বি ; ক্লীব।

আভিহারিক—ভেট ; প্রাতঃকালে মঙ্গলার্থ রাজসমীপে আনয়নীয় দ্রব্য। অভিহার+ইক সম্বন্ধার্থে। বি ; ক্লীব।

আভীক্ষ্ণ, -ক্ষ্ণ্য—পুনঃ পুনঃ সংঘটনীয়তা, পৌনঃপুন্য ; আতিশয্য। অভীক্ষ্ণ (পুনঃ পুনঃ)+অণ্‌, ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব।

আভীর—ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভে জাত জাতিবিশেষ, ঘোষজাতিবিশেষ, আহীর, গোয়ালা ; খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মগধে বাসকারী রাজবংশবিশেষ ; (পৌরাণিক) দেশবিশেষ ; আভীরদেশবাসী জন। আ—অভি—ঈর্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

আভীর-পল্লি, -পল্লী—ঘোষপল্লী, গোয়ালাপাড়া। আভীরদের পল্লি, পল্লী, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; স্ত্রী।

আভীরী—আভীরপত্নী, আহীরিণী, গোয়া-লিনী। আভীর+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

আভীরী, -ভেরী, -হীরী—কল্যাণ গুর্জ্জরী শ্যাম ও দেশকার যোগে উৎপন্ন রাগিণীবিশেষ। বি ; স্ত্রী।

আভীল—১। দৈহিক ক্লেশ, দেহের যাতনা। আ—অভি—ইল্‌+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —লিক, —লীয়। ২। ভীষণ ; কষ্টান্বিত। আ—ভী—লা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

আভুগ্ন—অল্প বাঁকা ; আকুঞ্চিত ; চারি ধারে ভাঙ্গা ; একেবারে ভাঙ্গা। আ—ভুজ্‌ +ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

আভূতল—মাটি পর্য্যন্ত, মাটি স্পর্শ করিয়া। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আভূমি—আভূতল (তাহা দ্রঃ)।

আভৃত—দত্ত ; জাত ; সম্পাদিত ; ধৃত। আ—ভৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

[বি ; পুং।

আভৃতি—ধারণ। আ—ভৃ+ক্তি ভাববা।

আভেরী—'আভীরী' দ্রঃ।

আভোগ—সম্পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা ; ঈষৎ ভোগ, উপভোগ ; যত্ন, প্রয়াস ; সঙ্গীতা-লাপের চতুর্থ চরণ [(সঙ্গীতসার-মতে) কোন শ্লোক কিংবা কোন গান অথবা কোন ছন্দের যেমন চারিটী করিয়া চরণ থাকে, তেমনি আলাপেরও চারিটী চরণ নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমে যেটী দ্বারা মুখবন্ধন করা যায়, অথবা যেটী প্রথম চরণ হয়, তাহার নাম আস্থায়ী, দ্বিতীয় চরণের নাম অন্তরা, তৃতীয় চরণের নাম সঞ্চারী

এবং চতুর্থ চরণের নাম আভোগ] ; বিমর্দ্দ ; গানসমাপ্তি ; কবিনামযুক্ত কবিতা, ভণিতা [উদাহরণ,—"বিদ্ধিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে। ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভণে॥"] ; বিস্তার ; বরুণচ্ছত্র, সর্পফণা। আ—ভুজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা, কর্ম্মবা, করণবা। বি ; পুং।

আভ্যন্তর, -ভ্যন্তরিক—অভ্যন্তর-সম্বন্ধীয়, অভ্যন্তরজাত, আন্তর ; মানসিক, মনঃসম্বন্ধীয় ; বাহ্যেতর। অভ্যন্তর+অণ্‌, ইক সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -রী, -কী।

আভ্যন্তরীণ—অভ্যন্তরসংক্রান্ত, মধ্যস্থ, অন্তর্ব্বর্ত্তী। অভ্যন্তর+ঈন ভবার্থে (ব্যাকরণ-মতে 'অভ্যন্তরীণ')। বিণ।

আভ্যাসিক—অভ্যাসকারী ; সাধারণ ; অভ্যস্ত ; অভ্যাসসম্বন্ধীয়। অভ্যাস+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

আভ্যুতি—অভ্যুদয়-নিমিত্ত শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি শুভকার্য্যের পূর্ব্বে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধকার্য্য। 'আভ্যুদয়িক'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

আভ্যুদয়িক—১। কল্যাণজনক, অভ্যুদয়-সংক্রান্ত ; শুভকার্য্যসম্বন্ধীয় ; উন্নতিকর ; কল্যাণলাভার্থ অবশ্যকরণীয়। অভ্যুদয় (মঙ্গল)+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। ২। অভ্যুদয়-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি শুভ ক্রিয়ার পূর্ব্বে পিতৃপিতামহ প্রভৃতির তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধকার্য্য। অভ্যুদয়+ইক জননার্থে। বি ; ক্লীব।

আভ্যুদিক—আভ্যুতি (তাহা দ্রঃ)। 'আভ্যুদয়িক'-শব্দজ। বি।

আম—১। অগ্নিতে অপক্ব ; অসিদ্ধ ; অপরিণত ; কাঁচা। আ—অম্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। ২। অজীর্ণরোগ, অপক্ব দুষ্টরস-জনিত ঔদরিক রোগ ; রোগমাত্র। 'আমাশয়'-শব্দজ। বি ; পুং। ৩। ফলবিশেষ, রসালফল। 'আম্র'-শব্দজ। বি। ৪। সাধারণ, জনসাধারণের। আর্বী। বিণ।

আম-আচার—সর্ষপাদিসংযোগে প্রস্তুত আমের চাটনী, কাসুন্দী। আমের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

আম-আদা—আম্রগন্ধি মূলবিশেষ, আমের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার হরিদ্রা। আমসদৃশ আদা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

আমক-শ্মশান—যে স্থানে দাহাদি না করিয়া শিয়াল কুকুর প্রভৃতির আহারের জন্য শব ফেলিয়া দেওয়া হয়। [জাতকে ব্যবহৃত]। বি।

আমগন্ধি—মন্দগন্ধবিশিষ্ট, দুর্গন্ধ ; অপক্ব মাংসাদির গন্ধযুক্ত। আমের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহুব্রী+ইচ্‌ সমাসান্ত। বিণ।

আম-ঘট—অদগ্ধ মৃত্তিকাকুম্ভ, কাঁচা মাটির ঘট। আম (১) ঘট, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

আমচূর—সরু সরু আমশী, শুষ্ক অপক্ব আম্রখণ্ড। 'আম্রচূর্ণ'-শব্দজ। বি।

আমজ—আমরসজাত, ভুক্তপদার্থের অপক্ব রস হইতে উৎপন্ন। উপতৎ ; আম—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

আমট—আমসত্ব। প্রাদে। বি।

আমড়া—অম্লফলবিশেষ। 'আম্রাতক'-শব্দজ। বি।

আমড়াগাছি—স্তুতি, অত্যধিক তোষামোদ। বাং। বি।

আমড়াগেছে—১। তোষামোদে আত্মবিস্মৃত, অযথা প্রশংসায় গর্ব্বিত। বিণ। ২। চাটুবাক্য বলা, তোষামোদ। বাং। বি।

আমড়াগেছে করা—তোষামোদ করিয়া বা অযথা প্রশংসা করিয়া ভুলাইয়া দেওয়া।

আমতা-আমতা—স্পষ্ট করিয়া না বলা, ইতস্ততঃ করণ। বাং। বি। **আমতা-আমতা করা**—অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করা।

আমতেল—মসলামাখা আমের ফালি রৌদ্রে শুকাইয়া এবং তৎপরে সরিষার তৈলে ডুবাইয়া প্রস্তুত একপ্রকার আচার। আমযুক্ত তেল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

আমদ—আমদানী, ভিন্নদেশ হইতে স্বদেশে বাণিজ্যদ্রব্য আনয়ন। ফার্সীমূলক। বি।

আমদ-রপ্ত, -রপ্তি—আমদানি ও রপ্তানি, বাণিজ্যদ্রব্যাদি বিদেশ হইতে দেশমধ্যে লইয়া আসা ও দেশ হইতে বিদেশে পাঠান। ফার্সী 'আমদ্‌রফ্‌ৎ'-শব্দজ। বি।

আমদরবার—প্রকাশ্য সভা ; বিচারার্থ সাধারণ দরবার বা রাজসভা। আম (সাধারণ) দরবার, কর্ম্মধা। ফার্সী। বি ; ক্লীব।

আমদা—সুলভ ; অধিক, প্রচুর। ফার্সী। বিণ।

আমদানি, -নী—আসা, আগম ; আয়, লাভ ; অন্যদেশ হইতে বাণিজ্যদ্রব্যাদি আনয়ন, বিদেশ হইতে আনয়ন ও বিদেশে প্রেরণ। ফার্সী 'আম্‌দন্‌'-শব্দজ। বি।

আমদানি-রপ্তানি, আমদানী-রপ্তানী—অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য, মাল লইয়া আসা এবং চালান দেওয়া। ফার্সী 'আমদ্‌রফ্‌ত্‌'-শব্দজ। বি।

আমদানীসুমার—আয়ের পরিমাণ, মোট আয়। আমদানীর সুমার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

আমধুর—অল্প মধুর, ঈষৎ মিষ্ট। আ (ঈষৎ) মধুর, প্রাদি। বিণ।

আমন—ধান্যবিশেষ, হৈমন্তিক ধান্য। 'হৈমন' (হেমন্ত+অণ্‌ ভবার্থে নিপাতনে)-শব্দজ। বি।

আমন্ত্রণ, -ণা—সম্বোধন, আহ্বান, অভিনন্দন ; কামাচারানুজ্ঞা ; পরস্পর মন্ত্রণা করণ, পরামর্শ ; বিদায় প্রদান। আ—মন্ত্রি+অনট্‌ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা+আপ্‌। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

আমন্ত্রয়িতা (-তৃ)—আমন্ত্রণকর্ত্তা, আহ্বানকারক ; পরামর্শকর্ত্তা ; নিয়োজক ; বিদায়-প্রদানকারী। আ—মন্ত্রি+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

আমন্ত্রিত—সম্বোধিত, আহূত ; অভিনন্দিত ; নিয়োজিত ; বিদায়প্রাপ্ত, যাহার নিকট বিদায় লওয়া হইয়াছে। আ—মন্ত্রি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আমন্দ্র—১। ঈষৎ বা সম্যক্‌ গম্ভীর, অতিগুরু। বিণ। ২। গম্ভীর ধ্বনি। আ—মন্দ্‌+রক্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

আমবাত—বাতরোগবিশেষ ; চুলকানির মত রোগ (nettle-rash). আমজনিত বাত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

আমবিকার—আমরসোৎপন্ন রোগবিশেষ ; আমাশয়। আমজনিত বিকার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

আমমহল—সাধারণ মহল ; বহির্ভাগ। [আর্বী। বি।

আমমোক্তার—সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদনের জন্য আইনানুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি (attorney). আর্বীমূলক। বি।

আমমোক্তারনামা — আমমোক্তারকে প্রদত্ত অধিকার-পত্র, যে দলিল দ্বারা আমমোক্তারকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তাহা (power of attorney). আর্বী আম্‌মুখ্‌তার+ফার্সী নামা লিপি অর্থে। বি।

আময়—১। রোগ, পীড়া, ব্যাধি। বি ; পুং। ২। কুষ্ঠনামক ওষধি, কুড়্‌। আম—যা+ক ঘঞর্থে করণবা। বি ; পুং।

আময়দা—অপর্য্যাপ্ত, প্রভূত, প্রচুর। ফার্সীমূলক। বিণ।

আময়াবী (-বিন্‌)—রোগাক্রান্ত। আময়+বিন্‌ আছে অর্থে (অন্ত্য অ-কারের বৃদ্ধি)। বিণ। স্ত্রী, -বিনী। বি, -বিতা।

আময়িক—রোগসম্বন্ধীয় ; রোগচিকিৎসার্থে ঔষধপ্রয়োগবিষয়ক। আময়+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। [গালি। বাং। অব্য।

আ-মর—বিরক্তি, ক্রোধ ইত্যাদি ব্যঞ্জক

আমরক্ত—উদরাময়বিশেষ, রক্তমিশ্র আমস্রাবের পীড়া, রক্তামাশয় (blood dysentery). আমযুক্ত রক্ত যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব। [ক্রি-বিণ।

আমরণ—মরণ পর্য্যন্ত। মরণ পর্য্যন্ত, অব্যয়ী।

আমরস—ভুক্তপদার্থ হইতে উৎপন্ন অপক্ব রস, কাঁচা রস। আম রস, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

আমরা—১। 'আমি' শব্দের বহুবচন। সর্ব্ব। ২। গরমে ঝলসিয়া যাওয়া, তাপে মরার মত হওয়া। বাং ক্রি।

আমরাস্তা—সদর রাস্তা, রাজপথ। আম (সদর) রাস্তা, কর্ম্মধা। বি।

আ-মরি—আহামরি, প্রশংসা-বিদ্রূপ-বিস্ময়-সমবেদনা-সূচক শব্দ। অব্য।

আমরিষ—ক্রোধ। 'অমর্ষ'-শব্দজ। বি।

আমরুত, আমরূত—পেয়ারা ফল। 'অমৃত'-শব্দজ। বি।

আমরুল—অম্ল-শাকবিশেষ। 'অম্ললোনী'-শব্দজ। বি।

আমর্দ্দ(র্দ), -র্দ্দ(র্দ)ন—পীড়ন; সম্যক্ মর্দ্দন। আ—মৃদ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

আমর্শ, আমর্শন—ভোজন; স্পর্শ; ধর্ষণ; পরামর্শ, মন্ত্রণা; চিন্তা। আ—মৃশ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

আমর্ষ—ক্রোধ। অমর্ষ+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

আমল—অধিকারকাল, শাসনসময়; রাজার অধিকার, দখল। আর্বীমূলক। বি। **আমল দেওয়া**—অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা; গ্রাহ্য করা; প্রশ্রয় দেওয়া; কাহারও কথায় কর্ণপাত করা। **আমলে আনা**—কার্য্যে পরিণত করা; কাজ হাতে লওয়া বা আরম্ভ করা।

আমলক, -মলকী—১। আমলকী-নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষ [বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—সখীরা পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! কোন্ বৃক্ষ তুলসী ও বিল্ব বৃক্ষের ন্যায় বিষ্ণু ও শিবের প্রিয়?" দেবী কহিলেন, "সখীগণ! আমলকীই শিব ও বিষ্ণুর প্রিয়। এক পুণ্যদিবসে সকল দেবতা প্রভাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই তীর্থে লক্ষ্মী ও আমি হরিহরের অর্চ্চনার জন্য পরস্পর মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলাম। তৎপরে আমাদের চক্ষু হইতে সুবিমল প্রেমবারি বিগলিত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল, এবং তাহা হইতে চারিটী অমলকান্তি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। সেই বৃক্ষচতুষ্টয়ে বিল্ব ও তুলসীর গুণ একত্র ছিল। তাহাদেরই নাম আমলকী। উহারা মাঘ-মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে জন্মিয়াছিল"]। বি; পুং, স্ত্রী। ২। আমলকী বৃক্ষের ফল, আমলা। আ—মল্+অক কর্ম্মবা; পক্ষে+ঈপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

আমলকী-বর্ত্ত(র্ত)ন—পিষ্ট আমলকীর গুলি, আমলা-বাটা। ৬ষ্ঠীতৎ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আমলদস্তক—আমলনামা, বিষয়াদি অধি-কারের ক্ষমতাদানকারী দলিলাদি। আর্বী আমল+ফার্সী দস্তক। বি।

আমলনামা—জমি কিংবা অন্য বিষয়ে অধিকার বা দখল দিবার জন্য লিখিত আজ্ঞা-পত্রাদি, বিষয়াধিকারের হুকুমনামা। আর্বী আমল+ফার্সী নামা। বি।

আমলা—১। আমলকীফল। 'আমলক'-শব্দজ। বি। ২। বেতনভোগী কর্ম্মচারী; রাজকর্ম্মচারী; কেরানী। আর্বীমূলক। বি।

আমলাতন্ত্র—আমলাদিগের শাসন, রাজ-কর্ম্মচারীদিগের ইচ্ছানুরূপ শাসন (bureaucracy). আমলাদের তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

আমলান—১। টাটাইয়া উঠা, ক্রমশঃ বেদনাযুক্ত হওয়া। 'অঙ্গার'-শব্দজ। ২। টকগন্ধ ও অম্লফেনযুক্ত হওয়া। 'অম্ল'-শব্দজ। বাং ক্রি।

আমলা-ফয়লা—কর্ম্মচারিবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারী। আর্বীমূলক। বি।

আমলেট—১। মৎস্যবিশেষ। বাং প্র। ২। বাহুর অলঙ্কারবিশেষ। ইং 'armlet'-শব্দজ। বি।

আমশূল—উদরে সঞ্চিত আমজন্য শূল বেদনা, আমনিমিত্ত উদরের বেদনাবিশেষ। আমজনিত শূল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আমসত, -সত্ত্ব—সূর্য্যতাপে শুষ্ক আম্ররস, আমট। 'আম্রসত্ত্ব' বা 'আম্রাবর্ত্ত'-শব্দজ। বি।

আমসি, -সী, -শী—রৌদ্রে শুষ্ক আমের খণ্ডসমূহ, আমচুর। অম্লপেশী'-শব্দজ। বি।

আমসুপারি—পেয়ারা ফল। প্রাদে। বি।

আমহরিদ্রা—আম-আদা। আম (>আম্র)-সদৃশী হরিদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

আমা—১। কাঁচা বা অসম্পূর্ণ পোড়ের ইট। বাং। বি। ২। অদগ্ধ, কাঁচা। আম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। আমি বা আমাকে। 'অহম্'-শব্দজ। সর্ব্ব।

আমাতিসার, -তীসার—অতিসারবিশেষ, অধিক পরিমাণে আম নির্গত হওয়া, আমাশয় রোগ। আমযুক্ত অতিসার, অতী-সার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আমাত্য—অমাত্য, মন্ত্রী; বলাধ্যক্ষ। অমাত্য+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

আমানৎ—জমা; গচ্ছিত রাখা। আর্বী। বি।

আমানস্য—আমনস্য, পীড়া, দুঃখ। ন (অপ্রশস্ত) মানস যাহার, বহুব্রী; অমানস+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

আমানি, -নী—কাঞ্জিকা, কাঁজি; পান্তা ভাতের জল। বাং। বি।

আমান্ন—অপক্কান্ন, তণ্ডুল; আতপ চাউল। আম যে অন্ন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। বিণ, -ন্নীয়।

আমাবাস্য—অমাবস্যায় কর্ত্তব্য; অমাবস্যা-জাত; অমাবস্যাসংক্রান্ত। অমাবস্যা+অণ্ কর্ত্তব্যার্থে, ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আমামা—একপ্রকার শিরস্ত্রাণ, মুসলমান-আমলে ব্যবহৃত পাগড়িবিশেষ। আর্বী। বি।

আমার—মদীয়, নিজের; নিজস্ব; নিজের অধিকৃত; আত্মীয়। 'আমি'-শব্দের ৬ষ্ঠীর ১বচন। সর্ব্ব।

আমারি, -রী—১। ছাদহীন হাওদা; গোরুর গাড়ীর ধুরার সহিত মাচান বাঁধিবার দড়ি। আর্বী। বি। ২। আমার নিজেরই। 'আমারই'-র সংক্ষেপ। বাং। সর্ব্ব।

আমাশয়—১। আমস্থলী, উদরমধ্যস্থ আমরসের স্থান; পাকস্থলী (stomach). আমের আশয় (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, -য়িক। ২। প্রবাহিকা-রোগ, আম নির্গত হওয়া (dysentery). বাং প্র। বি।

আমাশয়-স্কন্ধ—পাকস্থলীর মধ্য অংশ (fundro). আমাশয়ের স্কন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আমি—নিজ দেহাবচ্ছিন্ন জীব, বক্তা স্বয়ং; অহঙ্কার; পরমাত্মা। সংস্কৃত 'অস্মদ্'-শব্দজ। সর্ব্ব; উত্তমপুরুষ।

আমিক্ষা, -মীক্ষা—ছানা। আ—মিষ্+সক্ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

আমিক্ষীয়—১। ছানার উপকরণ দধি। আমিক্ষা+ঈয় হিতার্থে। বি; ক্লীব। ২। ছানা হইতে উৎপন্ন, ছানার। আমিক্ষা+ঈয় জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আমিত্ব—'আমি করি' বা 'আমি প্রধান'—এইরূপ ভাব, অহঙ্কার। আমি+ত্ব ভাবে। বাং প্র। বি।

আমিত্ববোধ—আমিত্বের জ্ঞান; নিজের মধ্যে কি আছে তাহা বিশেষরূপে জানা; অহঙ্কার। আমিত্বের বোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আমিন, আমীন—১। জমিজরিপকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারী; তত্ত্বাবধায়ক; মামলা-তদ্বিরকারী কর্ম্মচারী; সত্যবাদী; সাধু। বি। ২। স্বস্তিবচন অর্থাৎ ইহা এইরূপই হউক, প্রার্থনা সত্য হউক (উপাসনার শেষে ইহা উচ্চারিত হয়)। আর্বীমূলক; অথবা, ইং 'amen'-শব্দজ। অব্য।

আমিনী—১। কামিনী; সেবিকা, পরি-চারিকা। 'কামিনী'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ২। আমিনের পদ বা কাজ। আমিন+ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

আমির, আমীর—রাজসভাসদ্; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; রাজা, শাসনকর্ত্তা। আর্বী। বি।

আমিরি, আমীরি—১। আমিরের কার্য্য, শাসনকার্য্য; উচ্চ চালচলন, নবাবি, বড়-মানুষি। আমির, আমীর+ই কর্ম্মার্থে, ভাবে। বি। ২। আমীরের যোগ্য; যাহা ধনী লোকের পক্ষে সাজে এমন। আমির, আমীর+ই যোগ্যার্থে। বিণ। **আমিরি করা**—বড়মানুষি করা; বড় বড় চাল দেখান; ঐশ্বর্য্যভোগ করা।

আমিষ—১। মাংস; মৎস্যমাংস; ভোগ্য-বস্তু; লোভনীয় বস্তু; ঘুষ; রূপাদিবিষয়; সুন্দরবস্তু। আ—মিষ্+ক কর্ত্তৃবা। ২। বাসনা; স্পৃহা; ভক্ষণ; প্রাপ্তি। আ—মিষ্+ক ভাববা। বি; পুং বা ক্লীব।

আমিষপ্রিয়—মাংসপ্রিয়, মাংসভক্ষণেচ্ছু, মাংসাভিলাষী, মাংসলোলুপ। আমিষ প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আমিষভুক্ (-ভুজ্)—মৎস্যমাংসাশী, মৎস্যমাংসভোজী। উপতৎ; আমিষ—ভুজ্ + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

আমিষভোজী (-জিন্)—মৎস্যমাংসাশী; মাংসলোলুপ। উপতৎ; আমিষ—ভুজ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -ভোজিনী।

আমিষাশী (-শিন্)—মৎস্যমাংসভক্ষক। উপতৎ; আমিষ—অশ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -শিনী। [কর্তৃবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আমিষী—জটামাংসী। আ—মিষ্ + ক

আমীক্ষা—'আমিক্ষা' দ্রঃ।

আমীন—'আমিন' দ্রঃ।

আমীনী—আমিনী (তাহা দ্রঃ)।

আমীর—'আমির' দ্রঃ।

আমীরওমরাহ্—বড় লোক; সম্ভ্রান্ত ধনী লোকেরা; আমীর ও তাঁহার তুল্য বা তাঁহার অব্যবহিত নিম্নপদস্থ লোক। আমীর ও ওমরাহ্, দ্বন্দ্ব। আর্বী। বি।

আমীরী—আমিরী (তাহা দ্রঃ)।

আমীলন—নিমীলন, নিমেষণ। আ—মীল্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আমুক্ত—১। ত্যক্ত, নিক্ষিপ্ত; মুক্তিপ্রাপ্ত; বস্ত্র, পরিহিত। আ—মুচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। কবচপরিহিত লোক, সন্নদ্ধ ব্যক্তি। আ—মুচ্ + ক্ত কর্তৃবা। বি বা বিণ; পুং।

আমুদিত—হৃষ্ট, আনন্দিত। আ (সম্যক্) মুদা (হর্ষ), প্রাদি; আমুদা + ইত জাতার্থে। বিণ।

আমুদে—সদানন্দ, আমোদপ্রিয়, কৌতুকপ্রিয়। আমোদ + এ (<ইয়া) শীলার্থে। বিণ।

আমূল—মূল অবধি, প্রথমাবধি, গোড়া হইতে। মূল অবধি, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আমূলতঃ (-তস্), **-মূলত**—মূল হইতে, প্রথম হইতে, গোড়া হইতে। আমূল + তস্ ৫মী-স্থানে। অব্য।

আমৃষ্ট—১। মর্দ্দিত, প্রমার্জ্জিত, পরিষ্কৃত। আ—মৃজ্ (শুদ্ধ করা) + ক্ত কর্ম্মবা। ২। মন্ত্রিত; চিন্তিত, বিবেচিত; বিনাশিত, উচ্ছিন্ন। আ—মৃশ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আমেজ—১। মিশ্রিত, মিলিত, সংযুক্ত। বিণ। ২। উপলব্ধির শেষ; আবেশ; আভাষ; অনুভব। ফার্সী। বি।

আমোক্ষ—মুক্তি পর্য্যন্ত, যতদিন মোক্ষ না হয় ততদিন। মোক্ষ পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আমোচন—ত্যাগ, মুক্তি; মিলন; পরিধান। আ—মুচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আমোট, -টন—আমর্দ্দন, মটকান। আ—মুট্ + ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

আমোদ—১। হর্ষ, উৎসব। আ—মুদ্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। কৌতুক, রঙ্গ; অতি দূরগামী গন্ধ; অতি সুগন্ধ। আ—মুদ্ + ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। ৩। আমোদিত, সুগন্ধে ভরপুর। প্রাদি। বিণ।

আমোদ-আহ্লাদ, -প্রমোদ—বহুজনের মিলিতভাবে উৎসবাদি করা। আমোদ ও আহ্লাদ, প্রমোদ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আমোদন—১। হর্ষদায়ক। আ—মুদ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃবা। বিণ। ২। আনন্দদান; সুগন্ধবিস্তার। আ—মুদ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। [দ্রঃ।

আমোদ-প্রমোদ—'আমোদ-আ হ্লা দ'

আমোদপ্রিয়—কৌতুকপ্রিয়, যে আমোদ ভালবাসে এরূপ। আমোদ প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আমোদা—আমোদিত করা, আহ্লাদিত করা; আমোদ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আমোদিত—আনন্দিত, হৃষ্ট; মনোহর; সুগন্ধে পূর্ণ। আমোদ + ইত জাতার্থে। বিণ।

আমোদী (-দিন্)—১। হৃষ্ট, সহর্ষ, হর্ষবিশিষ্ট, সানন্দ; গন্ধযুক্ত। আমোদ + ইন্ আছে অর্থে। ২। আমোদকারী, আমোদপ্রিয়; সৌরভবিকিরণকারী, সুগন্ধজনক। বিণ। স্ত্রী, -দিনী। ৩। মুখের সুগন্ধকর দ্রব্য, কর্পূরাদিবটিকাকৃত মুখসৌরভ। আ—মুদ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

আম্নায়—১। বেদ, শ্রুতি; আগম, নিগম, তন্ত্রশাস্ত্র; সম্প্রদায়; কুল; কুলাচার। আ—ম্না + ঘঞ্ করণবা, কর্তৃবা, কর্ম্মবা (য-আগম)। ২। অভ্যাস, অনুশীলন; শিক্ষাদান। আ—ম্না + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আম্বা—আস্ফালন, বড়াই, স্পর্দ্ধা; উৎসাহ, উদ্যম; উচ্চ আশা, দুরাশা; শক্তি, পরাক্রম; আড়ম্বর, জাঁকজমক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আম্বিকেয়—অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র; (দুর্গার পুত্র বলিয়া) কার্ত্তিকেয়। অম্বিকা + এয় অপত্যার্থে। বি; পুং। [বৈদে। বি।

আম্বিয়া—মুসলমান ধর্ম্মের প্রচারক; নবী।

আম্ভস—জলসম্বন্ধীয়, জলীয়; জলময়। অম্ভস্ + অণ্ সম্বন্ধার্থে, ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ।

আম্মা—মা, মাতা। উর্দ্দু শব্দ (তুঃ—সংস্কৃত অম্বা)। বি; স্ত্রী।

আম্র—১। আম গাছ। বি; পুং। ২। আম ফল। অম্র + অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

আম্রকানন, -বন—আম্রোদ্যান, আমগাছের বাগান। আম্রের কানন, বন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আম্রকুঞ্জ—আম্রবৃক্ষতলস্থিত ছায়াময় স্থান। আম্রমধ্যস্থ কুঞ্জ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। [আম্রের পেশী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আম্রপেশী—শুষ্কাম্রখণ্ড, আম্রচূর্ণ, আমসী।

আম্রবণ, -বন—আমবাগিচা; আম্রকুঞ্জ। আম্রের বন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [সংস্কৃত-ব্যাকরণমতে 'আম্র'-প্রভৃতি কতিপয় শব্দের পরস্থিত 'বন' শব্দের 'ন' নিত্য মূর্দ্ধন্য ণ। কিন্তু বাংলা মতে **'আম্রবন'** প্রচলিত]।

আম্রমুকুল—চূতমঞ্জরী, আম্রকলিকা, আমের বোল। আম্রের মুকুল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আম্রলেহ—আমের চাট্‌নি। আম্রজাত লেহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আম্রসার—আমগাছের পাতা বা শাখা; আম্রপল্লব। আম্রের সার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আম্রাত, আম্রাতক—১। আমড়াগাছ। উপতৎ; আম্র—অত্ + অণ্, ণক কর্তৃবা। বি; পুং। ২। আমড়াফল। আম্রাত, আম্রাতক + অণ্ জাতার্থে। ৩। আমসত্ত্ব। বি; ক্লীব। ৪। কামরূপান্তর্গত তীর্থবিশেষ [এখানে আম্রাতকেশ্বর নামে শিব এবং সিদ্ধিগঙ্গা নামে গঙ্গাদেবী আছেন]। আম্রাত বা আম্রাতক + অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং।

আম্রাবর্ত্ত(র্ত)—১। আমড়াগাছ। উপতৎ; আম্র—আ—বৃত্ + অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। আম্রশুষ্করস, আমসত্ত্ব। আম্রের আবর্ত্ত আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

আম্ল—অম্লরসযুক্ত। আ (সম্যক্) অম্ল যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

আম্লা—তিন্তিড়ী বৃক্ষ; শ্রীবল্লী। আ (সম্যক্) অম্ল যাহাতে, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী।

আম্লান—১। টকিয়া যাওয়া, অম্লরসযুক্ত হওয়া; অবসাদগ্রস্ত হওয়া, শক্তিহীন হওয়া। বাং ক্রি। ২। ঈষৎ ম্লান। আ (ঈষৎ) ম্লান, প্রাদি। বিণ।

আম্লিকা—তিন্তিড়ী বৃক্ষ; অম্লোদ্গার। আম্লা + কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

আয়—১। উপস্বত্ব; ধনাগম, অর্থলাভ; প্রাপ্তি, লাভ; রোজগার। আ—ই বা অয়্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে একাদশ স্থান। আ—ই বা অয়্ + ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং। ৩। আগমন কর্। বাং ক্রি।

আয়কর—১। অর্থকারক; লাভজনক। উপতৎ; আয়—কৃ + ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -করী। ২। উপার্জ্জিত অর্থের উপর ধার্য্য রাজকর (income-tax). আয়নিমিত্তক কর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আয়ত—১। দীর্ঘ; বৃহৎ; দূর; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। আ—যম্ + ক্ত কর্তৃবা। ২। প্রসারিত; আকৃষ্ট; সংযত। আ—যম্ + ক্ত কর্ম্মবা। ৩। সম্যক্ যত্নশীল। আ—যত্ + অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ৪। (জ্যামিতি) সমকোণবিশিষ্ট সামান্তরিক চতুর্ভুজ ক্ষেত্র যাহার বিপরীত বাহুদ্বয় সমান কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী বাহুদ্বয় সমান নয় (rectangle), আ—যম্ + ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৫। সধবা-ভাব, এয়োত্ব, পত্নীর পতি-বিদ্যমানতা। বাং প্র। বি।

আয়তক্ষেত্র—আয়ত (৪) (তাহা দ্রঃ)। আয়ত ক্ষেত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আয়তচ্ছদা—কদলীবৃক্ষ, কলা গাছ। আয়ত ছদ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

আয়ততল—প্রশস্ত তলযুক্ত। আয়ত (১) তল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আয়তন—যজ্ঞস্থান; আলয়; বিশ্রামস্থান; আধার; দেবালয়; পুণ্যতীর্থ প্রভৃতি; (জ্যামিতি) বিস্তার; আকার (size); (গণিত) পরিমাণ (volume); পরিসর, প্রশস্ততা; ভদ্রাসন, ভিটা, বাস্তু। আ (সম্যক্)—যত্+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

আযতন—বিশেষ যত্ন, সমাদর। আ (সম্যক্) যতন (যত্ন), প্রাদি। বি; ক্লীব।

আয়তলোচন—১। দীর্ঘনেত্র, আকর্ণ-বিস্তৃতচক্ষুঃ। আয়ত লোচন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দীর্ঘ চক্ষুঃ। আয়ত লোচন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আয়তাক্ষী—আয়তলোচনা, বিশালাক্ষী, যাহার নয়ন সুবিস্তৃত এমন (নারী); সুন্দরী। আয়ত (প্রসারিত) অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্ সমাসান্ত+ ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আয়তি, আয়তী—১। উত্তরকাল, ভাবী কাল; ভাবী শুভসম্ভাবনা; ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। আ—যা+ডতি কর্তৃবা, পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। সধবা স্ত্রী; সধবার লক্ষণ বা চিহ্ন। আয়ত (<অবিধবাত্ব)+ই, ঈ আছে অর্থে, স্বার্থে। কবিপ্র। বি।

আয়ত্ত—বশগত, অধীন, বশতাপন্ন। আ—যত্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। **আয়ত্ত পেশী**—সাধারণতঃ অস্থিগাত্রে সংলগ্ন থাকিয়া আমাদের ইচ্ছা অনুসারে সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া আমাদের নড়াচড়ার সহায়তা করে এরূপ পেশী (voluntary muscles).

আয়ত্তাধীন—আয়ত্ত, বশবর্ত্তী, অধিকার-ভুক্ত। সংযুক্ত একার্থক শব্দদ্বয় (অসাধু প্রয়োগ)। বিণ।

আয়ত্তি—বশবর্ত্তিতা, অধীনতা। আ—যত্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

আয়না—আর্শী, দর্পণ। ফার্সী 'আঈনা'-শব্দজ। বি। **আয়নায় মুখ দেখা**—অপরের প্রতি অনুষ্ঠিত ব্যবহারের অনুরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া।

আয়ন্দা, আয়েন্দা—উপস্থিত, আগত; আগামী, ভবিষ্যৎ; পরবর্ত্তী। ফার্সী 'আমদন্'-শব্দজ। বিণ।

আয়ব—আসিবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আয়বড়, -বুড়—অবিবাহিতা। 'অব্যূঢ়'-শব্দজ। বিণ।

আয়ব্যয়—অর্থাদির আগম এবং অপগম, উপায় এবং অপায়, জমাখরচ। আয় ও ব্যয়, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আয়ব্যয়ক—সরকারী আয়ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব (budget). বি।

আয়মা, আয়েমা—আএমা (তাহা দ্রঃ)।

আয়মাদার—আএমাদার (তাহা দ্রঃ)।

আয়মাদারী—আয়মাজমীর ভোগদখল। আয়মাদার+ঈ অধিকারার্থে। বি।

আয়মাল-গ্রাম ও পরগণা। আর্বী। বি।

আয়ল—আসিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আয়লুঁ—আসিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আয়স—১। লৌহনির্ম্মিত; লৌহসম্বন্ধীয়। অয়স্+অণ্ বিকারার্থে অথবা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—সী। ২। লৌহময় বাণের ফলক; লৌহগঠিত অস্ত্র। অয়স্+অণ্ অবয়বার্থে। ৩। লৌহ, লোহা। অয়স্+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

আয়সী—লৌহময় কবচ, বর্ম্ম, লৌহনির্ম্মিত কবচ, অঙ্গরক্ষিণী জালিকা। অয়স্+অণ্ বিকারার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আয়স্ত—১। শাণিত; নিক্ষিপ্ত, প্রেরিত; পীড়িত; হত, আহত। আ—যস্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যত্নবান্, সযত্ন, প্রযত্নশীল; ক্রুদ্ধ; ক্লিষ্ট, শ্রান্ত; উৎসুক। আ—যস্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আয়স্ত্রী—এয়োস্ত্রী, সধবা রমণী। আয় (=এয়ো) স্ত্রী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আয়স্থান—ধনাগমস্থান; রাজার শুল্কশালা; মণি প্রভৃতির আকারস্থান; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে একাদশ স্থান। আয়ের স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আয়া—১। পিতামহ বা মাতামহ। 'আর্য্যক'-শব্দজ। বি। ২। মেমের পরিচারিকা; শিশুপালনকারিণী দাসী। পোর্ত্তুগীজ 'aya'-শব্দজ। বি।

আয়াত—১। আগত, উপস্থিত। আ—যা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। আগমন, উপস্থিতি। আ—যা+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। সধবার চিহ্ন। প্রাদে। বি।

আয়ান—১। আগমন, উপস্থিতি। আ—যা+অনট্ ভাববা। ২। ব্রজপুরবাসী একজন গোপ [চরিতাবলী দ্রঃ]। 'অভিমন্যু'-শব্দজ। বি; পুং।

আয়াপান—বিশল্যকরণী, একপ্রকার ছোট গাছ [ইহার পত্রের রক্তরোধ করিবার অসাধারণ শক্তি আছে। যে কোন প্রকার রক্তক্ষরণে এই পত্রের রস প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়; পত্রের রসপানে রক্ত আমাশয়ও সারিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহাকেই পূর্ব্বে বিশল্যকরণী বলা হইত]। বাং প্র। বি।

আয়াম—১। দৈর্ঘ্য, লম্বতা; বিস্তৃতি; সংযম। আ—যম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। সময়; ঋতু; দিন; উপযুক্ত সময়। আর্বী 'আইয়াম'-শব্দজ। বি।

আয়াস—১। ক্লেশ, শ্রান্তি; পরিশ্রম; দৈহিক শ্রমজনিত দুর্ব্বলতা; প্রয়াস; অতিযত্ন; ব্যায়াম। আ—যস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—সী। ২। সুখ, আরাম; বিশ্রাম। আর্বী 'আএশ'-শব্দজ। বি।

আয়াসসাধ্য—অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, ক্লেশ-সম্পাদ্য, যাহার সম্পাদনে কষ্ট পাইতে হয় এরূপ, দুষ্কর। আয়াস দ্বারা সাধ্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

আয়াসী (-সিন্)—আয়াসকারী, পরিশ্রম-কারী, উদ্যোগী; পরিশ্রান্ত। আয়াস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

আয়াসে—১। আয়াসকারী, আরামকারী, আরামপ্রিয়। আর্বীমূলক। আয়াস্+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ। ২। কষ্টে; শ্রান্তিকর প্রয়াসে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

আয়ি, আয়ী—মাতামহী। 'আর্য্যিকা'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

আয়ীবুড়ি, -বুড়ী—মাতামহী; (ব্যঙ্গার্থে) বাচাল বালিকা, কম বয়সে যে মেয়ে অধিক-বয়স্কার উপযোগী কথা বলে। বুড়ি, (বুড়ী) যে আয়ী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আয়ু—১। জীবিতকাল; জীবন; ই বা অয়্+উণ্ করণবা। বি; পুং। ২। স্বনামখ্যাত চন্দ্রবংশীয় রাজা [চরিতাবলী দ্রঃ]; অসুর-বিশেষ। ই বা অয়্+উণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

আয়ুঃ (আয়ুস্), **আয়ু**—জীবনকাল, পরমায়ু; স্থিতিকাল; ঘৃত; জ্যোতিষ-প্রসিদ্ধ অষ্টমভবন। ই+উস্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

আয়ুঃক্ষয়—পরমায়ুনাশ, জীবনকালের অল্পতা। আয়ুর ক্ষয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আয়ুঃক্ষেত্র—আয়ুর পরিমাণ-কাল ["আশী বছরের আয়ুক্ষেত্রে"—রবীন্দ্রনাথ]। আয়ুর ক্ষেত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আয়ুঃপ্রদ—আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর। উপতৎ; আয়ুস্—প্র—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

আয়ুঃশেষ—মরণ, জীবনাবসান, জীবনশেষ। আয়ুর শেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আয়ুক্ত—১। কর্ম্মাধ্যক্ষ; নিপুণ; ব্যাপৃত। আ—যুজ্+ক্ত কর্তৃবা। ২। ব্যাপারিত, নিয়োজিত। আ—যুজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আয়ুক্তক, আয়ুক্ত আধিকারিক—আফিসের কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উচ্চ কর্ম্মচারী (officer-in-charge).

আয়ুদড়—আলুলায়িত, উন্মুক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আয়ুধ—অস্ত্রশস্ত্র, প্রহরণ। আ—যুধ্+ক ঘঞর্থে করণবা। বি; ক্লীব।

আয়ুধাগার—অস্ত্রাগার (armoury). আয়ুধের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আয়ুধিক, আয়ুধীয়—অস্ত্রজীবী, শস্ত্র-ধারী, শস্ত্রজীবী; যোদ্ধা। আয়ুধ+ইক, ঈয় তাহা দ্বারা জীবনধারণ করে অর্থে। বিণ।

আয়ুর্দ্রব্য—আয়ুর্হিতকর দ্রব্য, ঔষধ।

আয়ুর্হিতকর দ্রব্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আয়ুর্ব্ব(র্ব্)দ্ধি—পরমায়ুর আধিক্য, পরমায়ু বাড়া। আয়ুর বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আয়ুর্ব্ব(র্ব্)দ্ধিকর—পরমায়ুর বর্দ্ধক, আয়ুষ্য, আয়ুষ্কর। উপতৎ; আয়ুর্ব্বৃদ্ধি—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

আয়ুর্ব্ব(র্ব্)দ্ধ্যন্ন—বিবাহের পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকল্পে যথাবিধানে মাঙ্গলিক অন্নগ্রহণ, আইবুড়ো ভাত। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব (অব্যূঢ়ান্ন তাহা দ্রঃ)।

আয়ুর্ব্বে(র্বে)দ—চিকিৎসাশাস্ত্র, বৈদ্যকশাস্ত্র, অষ্টাদশবিদ্যান্তর্গত ধন্বন্তরি-প্রণীত বিদ্যাবিশেষ [ইহা অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। চরণব্যূহমতে আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আয়ুর্ব্বেদের লক্ষণ,—যাহাতে আয়ুর্হিতাহিত, ব্যাধিনিদান ও ব্যাধিশমন বর্ণিত আছে, তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ বলে। ইহার উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ—"প্রজাপতি ঋগাদি চতুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিয়া, সেই সমুদায়ের অর্থচিন্তা করিতে করিতে আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিলেন; অনন্তর এই পঞ্চম বেদ সৃষ্ট হইলে, ইহা ভাস্করকে প্রদান করিলেন। ভাস্কর সেই বেদ হইতে সংহিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় ষোড়শ শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন। তাঁহারাও গুরুদত্ত সংহিতা হইতে প্রত্যেকে এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন।" যথা,—ধন্বন্তরি "চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান", দিবোদাস "চিকিৎসাদর্পণ", কাশীরাজ "চিকিৎসাকৌমুদী", দুই অশ্বিনীকুমার "চিকিৎসাসারতন্ত্র", নকুল "বৈদ্যকসর্ব্বস্বতন্ত্র", সহদেব "ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দন", আর্কি বা যম "জ্ঞানার্ণবমহাতন্ত্র", চ্যবন "জীবদানতন্ত্র", জনক "বৈদ্যসন্দেহভঞ্জন", বুধ "সর্ব্বসার", জাবাল "তন্ত্রসার", জাজলি "বেদাঙ্গসারতন্ত্র", পৈল "নিদান", করথ "সর্ব্বধরতন্ত্র" এবং অগস্ত্য "দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্র"। তৎকালে ভারদ্বাজ, অঙ্গিরা, গর্গ, মরীচি, ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্তি, অসিত, বশিষ্ঠ, পরাশর, হারীত, চ্যবন, গৌতম, সাংখ্য, মৈত্রেয়, জমদগ্নি, গার্গ্য, কাশ্যপ, কশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিষ্ঠল, শাণ্ডিল্য, শৌনক, আশ্বলায়ন, বৈখানস, গোভিল, বালখিল্য প্রভৃতি ঋষি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন]। আয়ুর বেদ (জ্ঞান) হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী; অথবা, আয়ুর্ব্বিষয়ক বেদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আয়ুর্ব্বে(র্বে)দজ্ঞ—চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী, আয়ুর্ব্বেদবিৎ। উপতৎ; আয়ুর্ব্বেদ—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

আয়ুর্ব্বে(র্বে)দবিৎ (-বিদ্)—চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, বৈদ্যকশাস্ত্রনিপুণ। উপতৎ; আয়ুর্ব্বেদ—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

আয়ুর্ব্বে(র্বে)দবেত্তা (-বেতৃ)—চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। আয়ুর্ব্বেদের বেত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বেত্রী।

আয়ুর্ব্বে(র্বে)দিক—১। আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধীয়, আয়ুর্ব্বেদীয়। আয়ুর্ব্বেদ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। বৈদ্য। আয়ুর্ব্বেদ+ইক জানে অর্থে। বি; পুং।

আয়ুর্ব্বে(র্বে)দী (-র্ব্বেদিন্)—চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, কবিরাজ; আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ। আয়ুর্ব্বেদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।

আয়ুর্ব্বে(র্বে)দীয়—আয়ুর্ব্বেদসংক্রান্ত, চিকিৎসা-শাস্ত্রসম্বন্ধীয়। আয়ুর্ব্বেদ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আয়ুর্যোগ—ঔষধ। আয়ুর (আয়ুস্-শব্দ) যোগ হয় যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

আয়ুষ্কর—পরমায়ুর্জনক, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর। উপতৎ; আয়ুস্—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

আয়ুষ্কাম—আয়ুর্ব্বৃদ্ধির অভিলাষী, দীর্ঘজীবিতাকাঙ্ক্ষী। আয়ুতে কাম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আয়ুষ্মান্ (-ষ্মৎ)—১। দীর্ঘজীবী, দীর্ঘায়ুঃ, চিরজীবী। বিণ। স্ত্রী,—ষ্মতী। ২। বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত তৃতীয় যোগ; সূনৃতার গর্ভজাত উত্তানপ্রজাপতির পুত্র। আয়ুস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

আয়ুষ্য—১। আয়ুর হিতকারক, আয়ুষ্কর; আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। আয়ুস্+যৎ প্রয়োজনার্থে। বিণ। ২। আয়ুঃ। আয়ুস্+যৎ স্বার্থে। ৩। অন্ন, পথ্য। আয়ুস্+যৎ প্রয়োজনার্থে। বি; ক্লীব। [বি।

আয়েত—কোরাণের অংশবিশেষ। আর্বী।

আয়েন্দা—আএন্দা (তাহা দ্রঃ)।

আয়েব—অপরাধ, ত্রুটি। আর্বী 'আইব্'-শব্দজ। বি।

আয়েমা—'আয়মা' দ্রঃ।

আয়েশ—আরাম, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য; বিলাস। আর্বী। বি।

আয়েশী—সুখী, আরামপ্রিয়; বিলাসী। আর্বী 'আএশ্'+ঈ। বিণ।

আযোগ—১। গন্ধমাল্যোপহার; ব্যাপার। আ—যুজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। রোধ, তীর। আ—যুজ্+ঘঞ্ অধিবা। ৩। ঈষৎ যোগ। আ (ঈষৎ) যোগ, প্রাদি। বি; পুং।

আয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে জাত জাতিবিশেষ, ইহাদের কার্য্য কাষ্ঠতক্ষণ। অয়োগব+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

আয়োজক—আয়োজনকারী, সংগ্রহকারক; উদ্যোগী। আ—যুজ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জিকা।

আয়োজন—চেষ্টা, যোগাড়, উদ্যোগ; আহরণ। আ—যুজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আয়োজিত—যাহার আয়োজন করা হইয়াছে এরূপ; সংগৃহীত, সঙ্কলিত। আ—যুজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আয়োধন—১। সংগ্রাম; হনন, হিংসা। আ—যুধ্+অনট্ ভাববা। ২। যুদ্ধক্ষেত্র। আ—যুধ্+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

আয়োস্তুয়ো—সধবারা; সধী সাধী। বাং। বি।

আর—১। অন্য ('—কেহ'); এবং, ও ('সে—তুমি'); পক্ষান্তরে ('—যদি সে আসেই'); অতঃপর ('—পারিব না'); এখন ('—সেদিন নাই'); যুগপৎ; পুনরায় ('—আসিও না'); স্বতন্ত্র; সুতরাং; তদবধি; অথবা ('যাও—না যাও'); ইহা ভিন্ন ('—কিছু'); পূর্ব্ববৎ; অবশ্য; বিগত ('—বছরে'); আক্ষেপ অবসাদ ক্রোধ বিনয় ইত্যাদি-বোধক শব্দ। 'অপর'-শব্দজ। সর্ব্ব; অব্য। **আর আর**—অপরাপর, অনেকে। **আর একটু হইলে**—সামান্যের জন্য, সীমা অতিক্রম করিলেই। **আর বার**—আর একবার, আবার। **আর যায় কোথা**—অমনি, সঙ্গে সঙ্গে। ২। মঙ্গলগ্রহ; শনিগ্রহ; রেফলবৃক্ষ। বি; পুং। ৩। মুণ্ডায়স, মুণ্ডলৌহ; পিত্তল; কোণ; প্রান্তভাগ; চক্রাঙ্গকাষ্ঠবিশেষ। বি; ক্লীব। ৪। গতিশীল, গমনকারী। আ—ঋ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ৫। গমন। আ—ঋ+অপ্ ভাববা। বি; পুং। ['আরক্'-শব্দজ। বি।

আরক—নির্য্যাস, ক্বাথ, তরলসার। আর্বী

আরকূট—পিত্তল-রাশি; পিত্তলাভরণ। উপতৎ; আর—কূট্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

আরক্ত—১। অল্প রক্তবর্ণ, ঈষৎ লোহিত; প্রগাঢ় রক্তবর্ণ। আ—রন্জ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। সম্যক্ বা ঈষৎ অনুরক্ত। আ—রন্জ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আরক্তিম—ঈষৎ রক্তবর্ণ, অল্প লোহিত; সম্যক্ লোহিত। বাং প্র। বিণ [শব্দটী 'আরক্তিমা' এবং ইহা বিশেষ্য; ইহাকে অ-কারান্ত এবং বিশেষণরূপে ব্যবহার করা ব্যাকরণসঙ্গত নহে। ন-কারান্ত (আরক্তিমন্) শব্দ বলিয়া সমাসে অন্য পদ পরে থাকিলে ন-কারের লোপে 'আরক্তিম' হয়]।

আরক্ষ—১। গজকুম্ভ; হস্তিমস্তকের চর্ম্ম; থানা, ঘাটী; সৈন্য। বি; পুং। ২। রক্ষাকারী। আ—রক্ষ্+অচ্ কর্তৃবা। ৩। রক্ষিত; রক্ষাযোগ্য, রক্ষণীয়। আ—রক্ষ+

ঘঞ্, কর্ম্মবা। বিণ। ৪। সম্যক্ রক্ষা। আ—রক্ষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আরক্ষক—১। রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষিকা। ২। রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত প্রহরী, পাহারাওয়ালা; শান্তিরক্ষাকারী, পুলিশ (police). আ—রক্ষ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আরক্ষা—নগরশাসন, শান্তিরক্ষা। আ—রক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

আরক্ষাধ্যক্ষ—শান্তিরক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী (Police Superintendent). আরক্ষার অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আরগ্বধ—সোনালু, সোঁদালগাছ, (হিন্দী) আমলতাস। আরগ্—হন্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আরচিত—সম্যক্ রচিত; গ্রথিত, নির্ম্মিত। আ—রচ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আরজ—আবেদন, নিবেদন, দরখাস্ত। আর্বী 'অর্জ্'-শব্দজ। বি।

আরজদস্ত—লিখিত প্রার্থনা; দরখাস্ত। আর্বী। বি।

আরজবেগ, -বেগী—বিচারপতির নিকটে আবেদনপত্রদানকারী ব্যক্তি, পেশকার, বেঞ্চ ক্লার্ক (bench clerk). আর্বী। বি।

আরজি, -জী—বিচারপতির নিকট উপস্থাপিত আবেদনপত্র, দরখাস্ত। আর্বী। বি।

আরট্ট—দেশবিশেষ ['আরট্ট' এবং 'আরব' শব্দের সাদৃশ্য সমধিক। এজন্য পঞ্জাব হইতে আরব পর্য্যন্ত ভূভাগ এক সময়ে 'আরট্ট' নামে অভিহিত হইত। প্রসিদ্ধ শাব্দিক পণ্ডিত তারানাথ 'আরট্ট' অর্থে আরবদেশ এবং 'আরট্টজ' অর্থে আরবীয় অশ্ব বলিয়াছেন]। আ—রট্+টচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

আরণি—আবর্ত্ত, জলাবর্ত্ত, ঘূর্ণিত জল, জলভ্রম। আ—ঋ+অণি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আরণ্য—বনজাত, বন্য; বনসংক্রান্ত, অরণ্যসম্বন্ধীয় (পশু প্রভৃতি)। অরণ্য+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আরণ্যক—১। বনজাত ('—বৃক্ষ')। বিণ। ২। বনপথ; হস্তী; অধ্যায়; বিহার, বিহারস্থান; ন্যায়শাস্ত্র; গোবর। বি; পুং। ৩। বেদাংশবিশেষ, ব্রাহ্মণগ্রন্থের উপসংহারভাগ। অরণ্য+অক (বুঞ্) ভবাদ্যর্থে। বি; ক্লীব।

আরণ্যমুদ্গা—মুদ্গপর্ণী, মুগানি। আরণ্যা মুদ্গা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আরত—অত্যন্ত আসক্ত, অনুরক্ত; মৃত; ক্ষান্ত, নিবৃত্ত। আ—রম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

আরতি—১। উপরম; বিরতি, নিবৃত্তি, ক্ষান্তি। আ—রম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। ২। নীরাজন, প্রতিমার সম্মুখে প্রদীপাদি চালনা করা। 'আরাত্রিক'-শব্দজ। বি। ৩। সম্মান, পূজা; আদেশ; অনুরাগ; আকাঙ্ক্ষা; আগ্রহ; নিবেদন; আহ্বান; আর্ত্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আরদালি, -লী, আর্দালি, -লী—আদেশবাহক, চাপরাশি, পত্রবাহক, ভৃত্য। ইং 'orderly'-শব্দজ। বি।

আরদ্র—হরিদ্রা, হলুদ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আরনাল, -নালক—কাঞ্জিক, কাঁজি; আমানি। আর নাল (গন্ধ) যাহার, বহুব্রী; আরনাল+ক স্বার্থে। বি; ক্লীব।

আরন্দ, আরন্ধ, আরান্ধ—অরন্ধন ('অরন্ধন'-শব্দ দ্রঃ)। প্রাদে। বি।

আরব—১। নাদ, ধ্বনি, শব্দ ("দেশ পূরিল আরবে"—মাইকেল)। আ—রু+অপ্ ভাববা। বি; পুং। ২। আরবদেশ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]; আরবের লোক। আর্বী। বি।

আরবী—আরবনামক দেশের ভাষা; আরবদেশীয়। আরব+ঈ। বি বা বিণ।

আরব্ধ—কৃতারম্ভ, যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে এমন। আ—রভ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আরভমান—আরম্ভকারী, যে আরম্ভ করিতেছে এমন। আ—রভ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

আরমান—বাসনা, বাঞ্ছা, মনোবাঞ্ছা; দুঃখ; নৈরাশ্য। প্রাদে। বি।

আরমানি, -নী—আর্ম্মেনিয়া দেশের লোক; আর্ম্মেনিয়াজাতীয় (Armenian). বি বা বিণ।

আরমাল—ঢেঁকির ছিদ্রস্থ ছোট গোল কাষ্ঠবিশেষ, ঢেঁকির মুষল। প্রাদে। বি।

আরম্ভ—১। সুরু; উপক্রম; প্রথম কৃতি, প্রথম চেষ্টা; অনুষ্ঠান; প্রস্তাবনা; উদ্যম; কর্ম্ম; উৎপত্তি; ত্বরা; দর্প; হনন, হিংসা। আ—রভ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। উপায়, সাধনপথ। আ—রভ্+ঘঞ্ করণবা। ৩। ব্যাপার, কার্য্য। আ—রভ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

আরম্ভক—আরম্ভকারী; জনক, উৎপাদক; প্রস্তাবক। আ—রভ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ম্ভিকা।

আরম্ভিল—আরম্ভ করিল। কবিপ্র। ক্রি।

আরশ—রাজতক্ত, সিংহাসন; ভগবানের আসন। আর্বী 'আর্শ্'-শব্দজ। বি।

আরশি, -শী, -সি, -সী—মুকুর; আয়না। 'আদর্শিকা'-শব্দজ। বি।

আরশুলা, -সুলা—পতঙ্গবিশেষ, তেলাপোকা। 'অগ্রপদা'-শব্দজ। বি। **আরশুলা আবার পাখী**—ইহা পতঙ্গজাতীয়। ইহা পাখীর পর্য্যায়ে পড়ে না। যে যাহা নয়, তাহার প্রতি প্রযুক্ত।

আরা—১। চর্ম্মভেদনাস্ত্র, চর্ম্মপ্রভেদক শস্ত্র, জুতা প্রভৃতি সেলাই করিবার জন্য 'টেকো' নামক যন্ত্র। আ—ঋ+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। স্বতন্ত্র; অন্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বি।

আরাকর, -কষ—করাতী। ফার্সীমূলক।

আরাগ্র—ক্ষুরপ্র প্রভৃতি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অস্ত্রের মুখ। আরার অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আরাতি—অরাতি, শত্রু। আ—রা+অতি কর্ত্তৃবা। বি; পুং। বিণ,—তিক।

আরাত্রিক—নীরাজননিমিত্তক দীপ; নীরাজনপাত্র; আরতি, নীরাজন। অরাত্রি (রাত্রি ভিন্ন সময়েও)+ইক নিষ্পন্ন হয় এই অর্থে। বি; ক্লীব।

আরাধক—আরাধনকারী; সেবক; উপাসক। আ—রাধ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধিকা।

আরাধন, -ধনা—তুষ্টিসাধন, প্রসাদন; শুশ্রূষা, সেবা; উপাসনা; অভ্যাস; পচন; প্রাপ্তি; সাধ; প্রার্থনা; বন্দন। আ—রাধ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা; আ—রাধ্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

আরাধনীয়, আরাধ্য—আরাধনার যোগ্য, উপাস্য। আ—রাধ্+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আরাধয়িতা (-য়িতৃ)—আরাধক; শুশ্রূষাকারক। আ—রাধ্+ণিচ্+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

আরাধিত—উপাসিত; সেবিত; অভ্যস্ত; প্রাপ্ত; সাধিত; আয়ত্ত। আ—রাধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আরাধ্য—'আরাধনীয়' দ্রঃ।

আরাধ্যমান—যাহার আরাধনা করা হইতেছে এরূপ, উপাস্যমান; সাধ্যমান। আ—রাধ্+ণিচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

আরাব—ধ্বনি, শব্দ ("পশিল সেস্থলে আরাব"—মাইকেল)। আ—রু+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আরাবী (-বিন্)—নাদকারী, উচ্চরবকারী ("উন্নতককুদ্ মেঘগম্ভীর-আরাবী"—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)। আরাব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বিনী।

আরাম—১। উদ্যান, উপবন, বৃক্ষবাটিকা। আ—রম্+ঘঞ্ অধিবা। ২। বিরাম; সুখ; নীরোগতা; স্বাস্থ্য; স্বাচ্ছন্দ্য। আ—রম্+ঘঞ্ ভাববা, অথবা ফার্সী। বি; পুং।

আরাম-কেদারা, -চেয়ার, -চৌকি—আসন্দী, অর্দ্ধশায়িতভাবে থাকিবার চেয়ার বা কেদারা (easy-chair). আরামদায়ক কেদারা (পোর্ত্তুঃ cathedra), চেয়ার, চৌকি (সং চতুষ্কী), মধ্যপ কর্ম্মধা। [আরাম চেয়ার, মতান্তরে ইং 'arm-chair'-শব্দ হইতে জাত]। বি।

আরামপ্রিয়—সুখপ্রিয়, যে সুখভোগ

করিতে ভালবাসে এরূপ। আরাম প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।
আরামশয়ন—প্রীতিপ্রদ বিছানা। আরাম-দায়ক শয়ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
আরামশীতলা—সুগন্ধি আরামশীতলাবৃক্ষ। আরামা অথচ শীতলা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।
আরামী (-মিন্)—আরামপ্রিয়, সুখপ্রিয়। আরাম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।
আরারুট—রোগীর পথ্য সুপাচ্য মূলবিশেষ [এই মূল চূর্ণ করিয়া বালির ন্যায় দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়]। ইং 'arrow-root'-শব্দজ। বি।
আরালিক—১। সূপকার, পাচক। অরাল+ইক। বি ; পুং। ২। বক্রগামী। অরাল+ইক চরে অর্থে। বিণ।
আরাশ—চূণকামের উপর মাজিয়া ঘষিয়া সৌন্দর্য্য-সম্পাদন। ফার্সী 'আরায়েশ'-শব্দজ। বি।
আরি—১। আলবাল ; আলি ; আইল। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। ক্ষুদ্র করাত। ফার্সী 'আর্'া'-শব্দজ। বি। [ফার্সীমূলক। বি।
আরিন্দা—পত্রবাহক ; খাজনাবাহক।
আরু—কর্কট, কাঁকড়া ; একপ্রকার বৃক্ষ ; শূকর ; পিঙ্গল বর্ণ। ঋ+উণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।
আরুণি—১। অরুণ বা সূর্য্যের পুত্র, যম ; শনি ; কর্ণ ; বিনতাপুত্র ; বিনতাসুত অরুণের পুত্র। অরুণ+ইঞ্ অপত্যার্থে। ২। মুনিসম্প্রদায়বিশেষ ; উদ্দালক মুনি ; একজন গুরুভক্ত ব্রাহ্মণকুমার [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি ; পুং। [ভাবে। বি ; ক্লীব।
আরুণ্য—অরুণভাব, রক্তিমা। অরুণ+ষ্যঞ্
আরুত—১। ধ্বনি। আ—রু+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। ধ্বনিত। আ—রু+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।
আরুশ—ভগবানের সিংহাসন। আর্বী। বি।
আরুহ—১। আরোহণকারী। আ—রুহ্+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। আরোহণ। আ—রুহ্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি ; পুং।
আরূঢ়—যে আরোহণ করিয়াছে এরূপ, অধিরূঢ় ; যাহাতে উঠা হইয়াছে এরূপ। আ—রুহ্+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।
আরূঢ়যৌবনা—নবযুবতী ; যে নারীর পতিপ্রসঙ্গ ভাল লাগে এরূপ। আরূঢ় যৌবন যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
আরূঢ়ি—আরোহণ ; পদপ্রাপ্তি। আ—রুহ্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।
আরে—১। বিস্ময় ভয় ঘৃণা ক্রোধ শোক বিরক্তি সম্ভাষণ বিদ্রূপাদিপ্রকাশক শব্দ। 'অরে'-শব্দজ। অব্য। **আরে আরে, আরে-রে**—ব্যাকুল ভাব বুঝাইতে 'আরে' শব্দের দুইবার প্রয়োগ। ২। অপর লোকে, অন্য জনে। 'অপরে'-শব্দজ। কবিপ্র। সর্ব্ব।
আরোগ্য—রোগহীনতা, স্বাস্থ্য ; রোগ-শান্তি, পীড়ামুক্তি। অরোগ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লীব।
আরোগ্য-প্রাপ্তি, -লাভ—সুস্থতাপ্রাপ্তি, সুস্থ হওয়া। আরোগ্যের প্রাপ্তি, লাভ, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; স্ত্রী, পুং।
আরোগ্যশালা—আরোগ্যদানগৃহ, চিকিৎ-সালয়। আরোগ্যের শালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
আরোগ্যসত্র—বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইবার স্থান, হাসপাতাল (hospital). আরোগ্যের সত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
আরোগ্যসাধক—রোগনাশক, সুস্থতা-জনক, পীড়াপহারক। আরোগ্যের সাধক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সাধিকা।
আরোগ্যস্নান—রোগপ্রতীকারের পর করণীয় স্নান। আরোগ্যান্তর স্নান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
আরোগ্যাশ্রম—আরোগ্যসত্র (তাহা দ্রঃ)। আরোগ্যের আশ্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
আরোপ—মিথ্যাজ্ঞান ; কোন বস্তুতে অন্য কোন বস্তুর ধর্ম্মের নির্দ্দেশ ; মিথ্যাবিষ্করণ ; কল্পনা ; উদ্ভাবন ; কল্পনা-সাহায্যে সংঘটন ; অভেদজ্ঞান ; স্থাপন ; অর্পণ। আ—রুহ্+ণিচ্+অচ্ ভাববা (হ-স্থানে প)। বি ; পুং।
আরোপক—আরোপকারী, আরোপণ-কর্ত্তা। আ—রুহ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পিকা।
আরোপণ—ন্যাস, সংস্থাপন ; আরোপ-করণ, কোন বস্তুতে অন্য বস্তুধর্ম্মের অবভাস, আভাস ; আরোহণ করান ; শরাসন প্রভৃতিতে জ্যা ইত্যাদির সংযোজন ; উন্নমন, সমুত্থাপন ; শস্যাদির রোপণ। আ—রুহ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।
আরোপিত—স্থাপিত, ন্যস্ত ; নিহিত, গচ্ছিত ; উন্নমিত, উত্থাপিত ; কল্পিত ; প্রকাশিত, অবভাসিত। আ—রুহ্+ণিচ্ ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
আরোপ্য—আরোপযোগ্য ; উদ্ভাবনীয় ; কল্পনীয়। আ—রুহ্+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।
আরোপ্যমাণ—স্থাপ্যমান, যাহা আরো-পিত হইতেছে এরূপ। আ—রুহ্+ণিচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।
আরোয়া—১। অপ্রোথিত, যাহা রোয়া বা পোতা হয় নাই এরূপ। আ (নয়) রোয়া, নঞ্তৎ। বিণ। ২। আতপ চাল। হিন্দী-মূলক। বি।
আরোহ—দৈর্ঘ্য ; রাশি ; বরস্ত্রীদিগের নিতম্ব ; উচ্চতা, সমুচ্ছ্রয় ; ভার ; পরিমাণ-বিশেষ ; বিশেষ হইতে সামান্যে গমন (induction). আ—রুহ্+ঘঞ্ ভাববা, কর্ম্মবা। বি ; পুং। **আরোহ প্রণালী**—যে প্রণালীতে ফল দেখাইয়া কারণ নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ উদাহরণ হইতে সাধারণ সূত্র (formula) ঠিক করা হয় তাহা (inductive method).
আরোহক—আরোহণকারী, আরোহী ; উপরে উত্থানকারী। আ—রুহ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হিকা।
আরোহণ—নিম্ন হইতে উর্দ্ধগমন, উপরে উঠা, চড়া ; সমারোহ ; প্ররোহণ, অঙ্কুরাদি-জনন। আ—রুহ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।
আরোহণী—সোপান, সিঁড়ি ; মই। আ—রুহ্+অনট্ করণবা+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।
আরোহণীয়—আরোহণযোগ্য। আ—রুহ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।
আরোহিত—যাহাকে আরোহণ করান গিয়াছে এরূপ। আ—রোহি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
আরোহী (-হিন্)—১। আরোহণকারী। বিণ। স্ত্রী,—হিণী। **আরোহী মূল**—গজপিপুল প্রভৃতি লতা যে সকল মূলের সাহায্যে আশ্রয়-বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপরে উঠে তাহা (climbing root). ২। সঙ্গীতে উপরের দিকে গমনকারী সুরের ক্রম। আ—রুহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।
আর্ক—সৌর, সূর্য্যসম্বন্ধীয়। অর্ক+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—আর্কী।
আর্কফলা—কোন বর্ণের শীর্ষস্থিত র-বর্ণ, রেফ (´) ; (বিদ্রূপার্থে) মস্তকের দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, শিখা, টিকী। বাং প্র। বি।
আর্কি—সূর্য্যপুত্র, যম ; শনৈশ্চর ; বৈবস্বত-মনু ; সুগ্রীব ; কর্ণ। অর্ক+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।
আর্ক্ষ—১। ঋক্ষ-সম্বন্ধীয়, নক্ষত্রাদি-সংক্রান্ত। ঋক্ষ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—আর্ক্ষী। ২। ঋক্ষপুত্র সংবরণ রাজা। ঋক্ষ+অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং। ৩। ঋক্ষসমূহ। ঋক্ষ+অণ্ সমূহার্থে। বি ; ক্লীব।
আর্গল—অর্গল, হুড়্কা, খিল। অর্গল+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং।
আর্ঘা—পীতবর্ণ মধুমক্ষিকাবিশেষ। আ—অর্ঘ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।
আর্ঘ্য—আর্ঘানামক মক্ষিকোৎপন্ন মধু। আর্ঘা+যৎ ভবার্থে। বি ; ক্লীব।
আর্জ্জ(র্জ)ব—ঋজুতা, সরলতা, সারল্য। ঋজু+অণ ভাবে। বি ; ক্লীব।
আর্জ্জি(র্জি)—আরজি (তাহা দ্রঃ)।
আর্ট—কলাবিদ্যা, শিল্প ; রসাত্মক রচনা ; সাহিত্যচিত্রাদি কলা জ্ঞান ; ছলাকলা। ইং art. বি।
আর্টস্কুল—শিল্প বিদ্যালয়, চিত্রভাস্কর্য্যাদি কলা-শিক্ষার আলয়। ইং art-school. বি।

আর্টিষ্ট—চিত্রশিল্পী ; রূপদক্ষ ; সঙ্গীতজ্ঞ ; সুরশিল্পী ; গায়ক। ইং artist বা artiste. বি।

আর্ত্ত(র্ত)—পীড়িত, অসুস্থ ; দুঃখিত, কাতর; শোকাভিভূত ; বিহ্বল; আকুল ; বিরক্ত ; উৎপীড়িত ; বিপন্ন। আ—ঋ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

আর্ত্ত(র্ত)নাদ—আর্ত্তের চীৎকার; কাতর-নিনাদ। আর্ত্তের নাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আর্ত্ত(র্ত)ব—১। স্ত্রীরজঃ; পুষ্প। ঋতু+অণ্ আগতার্থে। বি ; ক্লীব। ২। স্ত্রীরজঃসম্বন্ধীয়; গ্রীষ্মাদি ঋতুসম্বন্ধীয়, ঋতুসংক্রান্ত। ঋতু (কালবিভাগ)+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী।

আর্ত্ত(র্ত)বী—১। বাজিনী, ঘোটকী। বি ; স্ত্রী। ২। ঋতুসম্বন্ধীয়া। আর্ত্তব+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

আর্ত্ত(র্ত)স্বর—কাতরধ্বনি, কাতরশব্দ। আর্ত্তের স্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আর্ত্তি(র্তি)—১। পীড়া, রোগ ; কাতরতা, মনোব্যথা। আ—ঋ+ক্তি ভাববা। ২। ধনুষ্কোটি, ধনুকের অগ্র। আ—ঋ+ক্তি করণবা। বি ; স্ত্রী।

আর্থ—অর্থসম্বন্ধীয় ; অর্থগত ; অর্থ দ্বারা সাধ্য। অর্থ+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—আর্থী।

আর্থনীতিক—অর্থনীতিসম্বন্ধীয়। অর্থনীতি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আর্থিক—অর্থজ্ঞানপটু ; উত্তমর্ণ, মহাজন ; অর্থগ্রাহী ; অর্থসম্বন্ধীয়। অর্থ+ইক ব্যুৎপন্নাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। **আর্থিক বৎসর**—সরকারী অর্থের আয়ব্যয়-হিসাব-নিকাশাদি নির্ব্বাহের বৎসর ; ইংরেজী ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত (১) বৎসর পরিমিত কাল (financial year).

আর্দালি, -লী—'আরদালি' দ্রঃ।

আর্দাশ—প্রার্থনা, নালিশ। প্রাঃ কবিপ্র। আরবীমূলক। বি।

আর্দ্ধ(র্ধ)মাসিক—পাক্ষিক, অর্দ্ধমাসে দেয় বা কর্ত্তব্য। অর্দ্ধমাস+ইক দেয়ার্থে। বিণ।

আর্দ্ধি(র্ধি)ক—অর্দ্ধাংশসংক্রান্ত; অর্দ্ধাংশভাগী। অর্দ্ধ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

আর্দ্র—সজল, ভিজা, স্যাঁতসেঁতে ; স্তিমিত ; নূতন ; মৃদু ; শিথিল ; কোমল। অর্দ্+রক্ কর্ত্তৃবা। বিণ। [ক্লীব।

আর্দ্রক—আদা। আর্দ্র+কন্ স্বার্থে। বি ;

আর্দ্রতা—সিক্ততা, ভিজে ভাব। আর্দ্র+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আর্দ্রা—১। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত ষষ্ঠ নক্ষত্র। বি ; স্ত্রী। ২। সিক্তা, জলক্লিন্না। আর্দ্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

আর্দ্রিকা—আর্দ্রক, আদা। আর্দ্রক+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। বি ; স্ত্রী।

আর্বী—১। আরবদেশ-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। আরবদেশীয় ভাষা। আরব+ঈ সম্বন্ধার্থে। বি।

আর্ম্মানি, -নী—আরমানি (তাহা দ্রঃ)।

আর্য্য(র্য)—১। (ঋগ্বেদমতে) প্রাচীন হিন্দুমাত্র; আর্য্যাবর্ত্তবাসী প্রাচীন জাতিবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]; শ্বশুর ; (নাট্যোক্তিতে) মান্য ব্যক্তির আহ্বানসূচক পদ। বি ; পুং। ২। সৎকুলোদ্ভব ; মান্য ; পূজ্য ; সুহৃৎ ; বৃদ্ধ ; শ্রেষ্ঠ ; গুরু ; উচিত ; শ্লাঘ্য ; স্বামী ; উদারচরিত, শান্তচিত্ত ; ন্যায়পথাবলম্বী ; সতত কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠাতা ; ধার্ম্মিক। ঋ+ণ্যৎ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—আর্য্যা। ৩। স্বনামপ্রসিদ্ধ সাবর্ণিমনু-পুত্র ; বৈশ্যজাতি। অর্য্য+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং। ৪। রাগী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আর্য্য(র্য)ক—১। পিতামহ ; মাতামহ ; পূজ্যব্যক্তিমাত্র ; স্বনামখ্যাত নাগশ্রেষ্ঠ। আর্য্য+কন্ প্রশস্তার্থে। বি ; পুং। ২। শ্রেষ্ঠ ; মানী। আর্য্য+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—আর্য্যকা, আর্য্যিকা।

আর্য্য(র্য)কা, আর্য্যি(র্যি)কা—মান্য বা শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোক। আর্য্য+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

আর্য্য(র্য)জাতি—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি ভারতের প্রাচীন জাতিবিশেষ। আর্য্য-নামক জাতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

আর্য্য(র্য)তা—আর্য্যের ভাব, সদাচার, ধর্ম্মশীলতা। আর্য্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আর্য্য(র্য)ধর্ম্ম(র্ম)—হিন্দুধর্ম্ম। আর্য্যের ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আর্য্য(র্য)পথ—কুলধর্ম্ম ; সতীত্ব ; সদাচার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আর্য্য(র্য)পুত্র, -পুত্র—(স্ত্রীদিগের) স্বামী ; গুরুপুত্র ; মান্যব্যক্তির পুত্র। আর্য্যের পুত্র, পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আর্য্য(র্য)বৃত্ত—১। সাধুচরিত্র, ধর্ম্মশীল। আর্য্য (শ্রেষ্ঠ) বৃত্ত (চরিত্র) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সাধুব্যবহার, সদাচার। আর্য্যের বৃত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

আর্য্য(র্য)ব্রত—আর্য্যের কর্ত্তব্য নিয়মবিশেষ। আর্য্যের ব্রত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। বিণ, —ব্রতী।

আর্য্য(র্য)ভাষা—প্রাচীন আর্য্যজাতির ভাষা ; আর্য্যবংশীয়দিগের ভাষা ; সংস্কৃত ভাষা। আর্য্যের ভাষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আর্য্য(র্য)লিঙ্গী (-লিঙ্গিন্), -লিংগী—আর্য্যের লক্ষণধারী, আর্য্যচিহ্নবিশিষ্ট। আর্য্যের লিঙ্গ (চিহ্ন), ৬ষ্ঠীতৎ ; আর্য্যলিঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

আর্য্য(র্য)সমাজ—হিন্দুসমাজসংস্কারপ্রয়াসী সংঘবিশেষ। আর্য্যদের সমাজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আর্য্য(র্য)সমাজী—আর্য্যসমাজভুক্ত, আর্য্যসমাজের নিয়মানুসারে চলিত। আর্য্যসমাজ+ঈ (বাং) অন্তর্ভুক্তার্থে। বিণ।

আর্য্যা(র্যা)—১। পার্ব্বতী ; শ্রেষ্ঠা এবং মান্যা নারী, শাশুড়ী প্রভৃতি ; মাতামহী ; মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবিশেষ। বি ; স্ত্রী। ২। মান্যা, পূজনীয়া। আর্য্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। ছড়া ; শুভঙ্কর-দাস কর্ত্তৃক পদ্যছন্দে রচিত গণিত-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, শুভঙ্করী-নামক অঙ্ক-পুস্তকের অঙ্ক কষিবার সঙ্কেতসমূহ। বাং প্র। বি ; স্ত্রী।

আর্য্যা(র্যা)বর্ত্ত(র্ত)—হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেশ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। আর্য্যদিগের আবর্ত্ত (বাসস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ, —বর্ত্তীয়।

আর্য্যি(র্যি)কা—'আর্য্যকা' দ্রঃ।

আর্শথি—প্রত্যেক প্রজা যত ভূমি অধিকার করে তাহার হিসাব। বাং। বি।

আর্শি, -শী, -র্সি, -র্সী—মুকুর, দর্পণ। 'আদর্শিকা'-শব্দজ। বি।

আর্ষ—১। ঋষিরচিত (পুরাণ কাব্যাদি) ; ঋষিসম্বন্ধীয় (ব্যাকরণের সূত্রাদি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রয়োগ) ; ঋষি-প্রযুক্ত (শব্দাদি)। বিণ। স্ত্রী—আর্ষী। ২। বিবাহবিশেষ। ঋষি+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং।

আর্ষভি—ঋষভপুত্র, ভরতরাজচক্রবর্ত্তী। ঋষভ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

আর্ষেয়—আর্ষ, ঋষিকৃত ; ঋষিসম্বন্ধীয়। ঋষি+এয়, কৃতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

আর্সি, -র্সী—'আর্শি' দ্রঃ।

আর্হত—১। জৈনদিগের সম্প্রদায়বিশেষ ["আর্হতেরা দিগম্বর। ইহারা বলে, প্রতি শরীরে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থান করে। ইহাদের মতে জীবের পরিমাণ দেহসদৃশ, অর্হৎই পরমেশ্বর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য। ইহাদের মতে সম্যগ্দর্শন, সম্যগ্জ্ঞান ও সম্যক্‌চারিত্র—এই তিনটীর নাম রত্নত্রয়। আর্হতদিগের মধ্যে মতের অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। কোন আর্হতমতে, তত্ত্ব দুইটি,—জীব ও অজীব। জীব বোধাত্মক ও অজীব অবোধাত্মক। কোন মতে পঞ্চতত্ত্বও কথিত আছে।"—ভারতকোষ]। অর্হৎ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং। ২। আর্হতসম্বন্ধীয়, জৈনসম্বন্ধীয়। আর্হত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —তী।

আল—১। জমির আলি, আইল ; সীমা, বেড়া। 'আলি'-শব্দজ। ২। হুক ; পেরেকাদির সরু মুখ ; বোলতা ভীমরুল প্রভৃতি বিষাক্ত কীটপতঙ্গের হুল। 'অল' বা ইং 'awl'-শব্দজ।

৩। যাহা অন্য কাষ্ঠখণ্ডের খাঁজে জুড়িয়া দেওয়া যায় এইরূপ সরু কাষ্ঠমুখ (tenon) ; সর্পাদির দাড়া ; গাড়ীর ধুরার অগ্রভাগ। বাং প্র। ৪। হরিতাল ; বিষধর জন্তুর গাত্র-নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ ; কপটতা। বি ; ক্লীব। ৫। অধিক, বহুল ; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। অল্ + ণিচ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৬। পদমধ্যবর্ত্তী আখর ; মাতৃসম্বোধন। বাং প্র। ৭। স্ত্রীলোকদিগের সম্বোধন-শব্দ। 'ওলো'-শব্দজ। অব্য। ৮। ভাব, সম্বন্ধ, ব্যবসায়, বৃত্তি ইত্যাদি-সূচক প্রত্যয়বিশেষ ('মাতাল')। ৯। রৌদ্রশুষ্ক, আতপ ('—চাল')। 'আলোকিত'-শব্দজ। বিণ।

আলই—সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি প্রস্তুত-কারী জাতিবিশেষ। প্রাদে। বি।

আলওয়ান—শীতবস্ত্র, পশমী চাদর। আর্বী 'আলব ন্'-শব্দজ। বি।

আলকাতরা—পিচ, পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতির কৃষ্ণবর্ণ নির্য্যাস। পোর্ত্তুঃ 'alcatrao' বা আর্বী 'আর্কৎরাহ্'-শব্দজ। বি।

আলকুশী—কণ্ডূতিকারক একপ্রকার উদ্ভিদ্ [ইহা গায়ে লাগিলে অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করে]। বাং। বি।

আলকে-তিলক—কুঙ্কুমাদি রচিত চিত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আলক্ষ্য—সম্যক্ জ্ঞেয় ; লক্ষণ দ্বারা অনু-মেয়। আ—লক্ষ্ + ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আলখাল্লা, -খিল্লা—আপাদলম্বিত গাত্রা-বরণ, পা পর্য্যন্ত ঝুলান ঢিলে জামাবিশেষ। আর্বী 'আল্খালিক'-শব্দজ। বি।

আলগ—পৃথক্, ভিন্ন। 'অলগ্ন'-শব্দজ। বিণ।

আলগা—অবদ্ধ ; এলো ; খোলা ; অসম্বদ্ধ ; গাম্ভীর্য্যহীন ; অসংযত ; অসাবধান। 'অলগ্ন'-শব্দজ। বিণ।

আলগোচ, -গোছ—১। অস্পর্শ, না ছোঁয়া ; আলম্বনশূন্যতা। হিন্দীমূলক। বি। ক্রি-বিণ—আলগোচে, আলগোছে। ২। উদ্‌গ্রীব ; প্রস্তুত ; গমনোন্মুখ। বাং। বিণ।

আলগোচী, -গোছী, -গুচ্ছী—কোন কিছুর সাহায্য না লইয়া শিশুদের প্রথম হাঁটা, শিশুদের নিরালম্বভাবে প্রথম হাঁটার চেষ্টা ; কাঠের পিলসুজ। প্রাদে। বি।

আলঙ্কা(ৎকা)রিক—অলঙ্কার শাস্ত্রে নিপুণ, অলঙ্কার-শাস্ত্রজ্ঞ ; অলঙ্কার-শাস্ত্রের রচয়িতা ; অলঙ্কার-সম্বন্ধীয় ; অলঙ্কার-নির্ম্মাতা। অলঙ্কার + ইক জ্ঞাতার্থে, সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —রিকী।

আলচা—আড়চাহনি ; অলক্ষ্যে দর্শন, গুপ্তভাবে সন্ধান। 'আড়চাহনি'-শব্দজ। বি।

আলজিব—ক্ষুদ্র জিহ্বা ; জিহ্বার মূলস্থিত ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড। 'অলিজিহ্বা'-শব্দজ। বি।

আলটপ্‌কা, -টপ্পা—সহসা, আচম্বিতে ; অনায়াসে, বিনা পরিশ্রমে ; আলগোছে। বাং। ক্রি-বিণ।

আলন—লবণহীন। 'অলবণ'-শব্দজ। বিণ।

আলতপালত—১। অনাবশ্যক ('—কথা')। বাং। বিণ। ২। পোষ্য। 'লালিত-পালিত'-শব্দজ (লালিত>আলত, পালিত>পালত)। বি।

আলতা—লাক্ষারস, স্ত্রীলোকদিগের পদতল রঞ্জিত করিবার লাল রঙ্ ; লাক্ষারসরঞ্জিত তুলা। 'অলক্ত'-শব্দজ। বি।

আলতারাফ—আলমারি প্রভৃতি বন্ধ করিবার জন্য একপ্রকার খিল। আর্বী 'আলুতর্ফ'-শব্দজ। বি। [ক্রি-বিণ।

আলতো—সন্তর্পণে ; না ছুঁইয়া। বাং।

আলনা—বস্ত্র-পরিচ্ছদাদি রাখিবার জন্য কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত আসবাব। 'আলম্বন'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

আলপনা—মঙ্গলালেপন। 'আলিম্পন'-

আলপাকা—একপ্রকার মসৃণ পশমী কাপড় ; উক্ত নামের প্রাণিবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। স্পেনীয় 'alpacca'-শব্দজ। বি। ['alfinete'-শব্দজ। বি।

আলপিন—পিন, ক্ষুদ্র পেরেক। পোর্ত্তুঃ

আলফা—১। একপ্রকার মিষ্টান্ন। প্রাদে। ২। গ্রীক্ বর্ণমালার আদ্য অক্ষর। গ্রীক। বি।

আলবৎ, -বত্তা, -বাৎ—নিশ্চয়ই, অবশ্যই। আর্বী 'আলবাৎ'-শব্দজ। অব্য। [বি।

আলবাটি, -টী—পিকদানী। প্রাঃ কবিপ্র।

আলবাৎ—'আলবৎ' দ্রঃ।

আলবাল—বৃক্ষমূলে জল দিবার নিমিত্ত বেষ্টনাকার সেতুবিশিষ্ট খাত, চারমাদা, আবাল। আ—লূ + আল কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লীব।

আলবোলা, -বোলা—ফরসি, তামাকু সেবন করিবার গুড়গুড়ি। ফার্সী। বি।

আলভন—১। হিংসা ; স্পর্শ ; লেপন। আ—লভ্ + অনট্ ভাববা। ২। লেপন-দ্রব্য। আ—লভ্ + অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।

আলমারি, -রী—দেওয়ালের গাত্রস্থ অথবা স্বতন্ত্র কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত আধারবিশেষ, বই অথবা অন্য কিছু রাখিবার জন্য দেওয়ালের গায়ে বা পৃথক্‌ভাবে কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রস্তুত কপাটযুক্ত তাক। পোর্ত্তুগীজ 'almario'-শব্দজ। বি।

আলম্ব—অবলম্ব, অবলম্বন, শরণ, গতি, আশ্রয় ; আধার। আ—লম্ব্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

আলম্বন—১। অবলম্বন, আশ্রয়করণ। আ—লম্ব্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। শৃঙ্গারাদি রসের বিভাববিশেষ, নায়কাদি ; বৌদ্ধমতসিদ্ধ প্রত্যয়বিশেষ। আ—লম্ব্ + অনট্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

আলম্বিত—ধৃত ; আশ্রিত, অবলম্বিত। আ—লম্ব্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আলম্বী (-ম্বিন্)—অবলম্বী, আশ্রয়কারী। আ—লম্ব্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ম্বিনী।

আলম্ভ—মারণ, হিংসা, বধ ; আলিঙ্গন ; স্পর্শ ; রণ, যুদ্ধ। আ—লভ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

আলয়—১। গৃহ, বাড়ী, বাসস্থান ; আধার। আ—লী + অচ্ অধিবা। বি ; পুং। ২। লয়পর্য্যন্ত। আ লয়, অব্যয়ী। অব্য।

আলয়-বিজ্ঞান—বৌদ্ধমতে লয় পর্য্যন্ত স্থায়ী অহঙ্কারাস্পদ বিজ্ঞান। আলয় (লয় পর্য্যন্ত) বিজ্ঞান, সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লীব।

আলয়াতি—অপহৃত দ্রব্যের রক্ষক, চোরাই মাল রক্ষাকারী ; অসাধু। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

আলর্ক—১। অলর্কসম্বন্ধীয়। বিণ। ২। ক্ষিপ্তকুক্কুরের বিষ। অলর্ক + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; ক্লীব।

আলস—১। অলস, জাড্যযুক্ত। অলস + অণ্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, —সী। ২। আলস্য। 'আলস্য'-শব্দজাত। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আলসহি—আলস্যে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আলসে—১। অলস, কর্ম্মপ্রবৃত্তিশূন্য। আলস্য + এ (<ইয়া) আছে অর্থে। বিণ। ২। আলিসা, ছাদের প্রান্ত, কার্ণিশ, ছাদের প্রাচীর। বাং। বি।

আলস্য—কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ে অযত্ন, উপেক্ষা ; অলসতা, জড়তা। অলস + ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লীব।

আলস্যত্যাগ—জৃম্ভণ, গাত্রভঙ্গকরণ, আড়া-মোড়া ভাঙ্গা। আলস্যের ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আলস্য-পরতন্ত্র, -পরবশ—আলস্যের অধীন, অত্যন্ত অলস, অতিশয় কুড়ে। আল-স্যের পরতন্ত্র, পরবশ (অধীন), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আলস্যপরায়ণ—অত্যন্ত অলস, অতিশয় কুড়ে। আলস্য পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আলা—১। আলোক, আলো ; অগ্নিশিখা। বি। ২। আলোকিত ; আলোময় ; উজ্জ্বল ; উদ্ভাসিত। 'আলোক'-শব্দজ। ৩। অকেজো, ব্যবহারের পর অকেজো বলিয়া পরিত্যক্ত ; বিরক্ত ; জাল ; মেকী ; অলস ; ক্লান্ত ; অবসন্ন ; সম্পর্কশূন্য ; পর্য্যুষিত ('—ভাত') ; বিনা পরিশ্রমে লব্ধ ('—টাকা')। বাং। ৪। প্রথম ; সমুন্নত ; প্রধান। আর্বী। **সদর আলা**—সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কর্ম্মচারী। ৫। শিথিল, এলো ('—চুল')। 'অলগ্ন'-শব্দজ। ৬। সূর্য্যতাপে প্রস্তুত ('—চাল')। 'আতপ'-শব্দজ। বিণ। ৭।

বিশিষ্ট যুক্ত অধিকারী নিবাসী ইত্যাদি-বাচক প্রত্যয়বিশেষ [দিল্লী-আলা (ওয়ালা), বলুনে-আলা (ওয়ালা), টাকা-আলা (ওলা), ফিরি-আলা (ওলা) ইত্যাদি]। হিন্দীমূলক। অব্য। ৮। দাবী না রাখা; অসারবোধে পরিত্যাগ করা; স্বত্বত্যাগ করা; এলাইয়া দেওয়া। বাং ক্রি। [বি।

আলাই—আপদ্, বিপত্তি; অমঙ্গল। বাং।

আলাইবালাই—অশুভ; আপদ্; দুর্নিমিত্ত; শপথবিশেষ; জঞ্জাল। বাং। বি।

আলাও—গাড়ীর চাকার ধুরায় যে কীলক লাগান থাকে; আলিবন্ধন, বাঁধ। প্রাদে। বি। [প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

আলাঞা—আলুলায়িত করিয়া, খুলিয়া।

আলাত—১। জ্বলন্ত অঙ্গার। অলাত+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। জাহাজের কাছি। 'অলগর্দ্দ'-শব্দজ। বি।

আলাতচক্র—জ্বলন্ত অঙ্গারের গোলাকারে ঘূর্ণন; কুমারের চাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আলাৎ-পালাৎ—এপাশ-ওপাশ; যাহা-তাহা, অসংলগ্ন বাক্য। বাং। বি।

আলাদ—জলবোড়া সাপ; একশ্রেণীর উগ্রবিষ গোখুরা সাপ; জাহাজের কাছি। 'অলগর্দ্দ'-শব্দজ। বি।

আলাদা—পৃথক্, স্বতন্ত্র। আর্বী 'আলাহ্‌দা'-শব্দজ। বিণ।

আলান—১। গজবন্ধন-স্তম্ভ। আ—লী+অনট্ অধিবা। ২। গজবন্ধনরজ্জু; রজ্জু। আ—লী+অনট্ করণবা। ৩। বন্ধন। আ—লী+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৪। আলাইয়া দেওয়া; খোলা; আল্গা করা; আলুলায়িত করা; বিরক্ত করা; বিরক্তি উৎপাদন বা অসামর্থ্য প্রকাশ দ্বারা ত্যাগ করান। বাং ক্রি। ৫। পর্য্যুষিত, বাসি ('—ভাত'); দূষিত, অম্লীভূত। বাং। বিণ।

আলানিক—১। আলান; গজবন্ধনসাধন কাঠাদি। আলান+ইক স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। আলানসম্বন্ধীয়। আলান+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আলান্ত—ক্লান্ত, অবসন্ন। প্রাদে। বিণ।

আলাপ—সম্ভাষণ, কথোপকথন; জানা-শুনা, পরিচয়; উচ্চারণ; গানের সুর ভাঁজা, রাগরাগিণীর স্বরসাধন। আ—লপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। **আলাপ করা**—কথাবার্তা কওয়া; সুর সাধা। **আলাপ বন্ধ করা**—মনোমালিন্য হেতু কথাবার্তা না বলা। [বাং প্র। বি।

আলাপচারী—গানের পূর্ব্বে সুর ভাঁজা।

আলাপন—পরস্পর কথোপকথন, আভাষণ; স্বস্তিবাচন। আ—লপ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আলাপনীয়—আলাপের যোগ্য, যাহার সঙ্গে আলাপ করা উচিত এরূপ, যে সম্বন্ধে আলাপ করা উচিত এমন, আলাপ্য। আ—লপ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আলাপন্তি—সম্ভাষণ করে, আলাপ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আলাপ-পরিচয়—পরস্পরের সম্ভাষণ ও জানাশুনা। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আলাপ-প্রলাপ—কথোপকথন। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আলাপ-সালাপ—গল্পগুজব; কথাবার্তা। বাং প্র। (সালাপ—অর্থহীন সহচর শব্দ)। বি।

আলাপিত—যাহার সঙ্গে আলাপ হইয়াছে এরূপ, যে বিষয় আলাপ করা হইয়াছে এরূপ, পরিচিত, জ্ঞাত। আ—লপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আলাপিনী—আলাপকারিণী। আ—লপ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আলাপী—পরিচিত, চেনা। আলাপ+ঈ (বাং)। বিণ।

আলাপী (-পিন্)—১। পরিচিত, জানা-শুনা। আলাপ+ইন্ আছে অর্থে। ২। যে অন্যের সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করে এরূপ। আ—লপ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পিনী।

আলাপ্য—আলাপনীয়, আলাপযোগ্য; কথনীয়। আ—লপ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আলাবার্ত্ত(র্ত)—কাপড়ের পাখা। আ—অল (অত্যর্থ)—আ—বৃত্+ণিচ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

আলাবু, -বূ—অলাবু, তুম্বী, লাউ। আ—লম্ব্+উঞ্, ঊঞ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

আলাভুলা, -ভোলা—আপনভোলা, আত্মবিস্মৃত; অত্যন্ত সরল, সাদাসিদে। বাং। বিণ।

আলায়—১। জ্বালাতন করে; আলোকিত করে; এলায়। বাং ক্রি। ২। আলোকে। বাং প্র। বি; অধিকরণ। **আলায় আলায়**—আলোকে আলোকে, আলোক থাকিতে থাকিতে, দিনের বেলায়; যথাসময়ে; অনায়াসে; অবাধে, নির্ব্বিঘ্নে।

আলাল—ধনী, বড় লোক। হিন্দীমূলক। বি বা বিণ। **আলালের ঘরের দুলাল**—ধনীর একমাত্র আদরের সন্তান; অতিশয় আদুরে ছেলে।

আলাল-চক্র—আলাতচক্র, জ্বলন্ত অঙ্গারের গোলাকারে ঘূর্ণন; কুম্ভকারের চক্র, কুমারের চাক। 'আলাতচক্র'-শব্দজ। বি।

আলাহিদা—পৃথক্, স্বতন্ত্র। আর্বী 'আলাহ্‌দা'-শব্দজ। বিণ।

আলাহিয়া—বেলাবল ঠাটের রাগিণীবিশেষ [ইহার চলিত নাম 'আলেয়া'। পূর্ব্বাহ্ণ আট হইতে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সময়ে ইহা গেয়]। বি; স্ত্রী।

আলি, আলী—১। ভূমির বাঁধ, ক্ষেত্রের আলি। আ—অল্+ইন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে; ২য় পক্ষে+ঈপ্। ২। পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী; রেখা। অল্+ইঞ্ করণবা। ৩। বয়স্যা, স্ত্রীলোকের সখী। আ—লী+কি অধিবা, পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ৪। ভ্রমর; বৃশ্চিক। আ—অল্+কি কর্ত্তৃবা, পক্ষে+ঈপ্। বি; পুং। ৫। নির্ম্মলচিত্ত, সরল; অবাধ; উদার; খোলা (হুকুম ইত্যাদি)। বাং প্র। বিণ। ৬। ত্যাগ করি; ক্ষান্ত হই। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি ('আলা' ক্রিয়ার উত্তমপুরুষ)। ৭। আগমন করিলি। গ্রাম্য। ক্রি। ৮। উচ্চ; উদার। আর্বী। বিণ।

আলিকালি—বর্ণমালা, স্বরবর্ণমালা ও ব্যঞ্জনবর্ণমালা। বাং। বি।

আলিখিত—বর্ণিত; যাহা লেখা হইয়াছে এরূপ, অঙ্কিত। আ—লিখ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আলিঙ্গ(ংগ)ন—প্রীতিপূর্ব্বক পরস্পর আশ্লেষ, পরিরম্ভ, অঙ্গমিলন, কোলাকুলি। [কামশাস্ত্রে আলিঙ্গন সপ্তপ্রকার; যথা,—আমোদালিঙ্গন, মুদিতালিঙ্গন, প্রেমালিঙ্গন, আনন্দালিঙ্গন বা মানসালিঙ্গন, রুচ্যালিঙ্গন, মদনালিঙ্গন, বিনোদালিঙ্গন]। আ—লিন্‌গ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আলিঙ্গ(ংগ)নীয়—আলিঙ্গনযোগ্য, আশ্লেষণীয়, যাহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে বা করা যাইতে পারে এরূপ। আ—লিন্‌গ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আলিঙ্গি(ংগি)ত—যাহাকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে এরূপ, আশ্লিষ্ট, পরিরব্ধ। আ—লিন্‌গ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আলিঙ্গী (-ঙ্গিন্), -লিংগী—১। মৃদঙ্গ-বিশেষ। আ—লিন্‌গ্+ইন্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। আলিঙ্গনকারী, আশ্লেষকারী। আ—লিন্‌গ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গিনী।

আলিঙ্গ্য(ংগ্য)—১। আলিঙ্গনীয় (তাহা দ্রঃ)। বিণ। ২। মৃদঙ্গবিশেষ, মাদোল। আ—লিন্‌গ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; পুং।

আলিঞ্জর—অলিঞ্জর, মৃন্ময় জলপাত্র, জালা প্রভৃতি। অলিঞ্জর+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

আলিন্দ—অলিন্দ, বহির্দ্বার-প্রকোষ্ঠ, বারান্দা। অলিন্দ+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

আলিপন, -পনা—মঙ্গলার্থ পিটুলি দিয়া দেবস্থান লেপন বা চিত্রকরণ। 'আলিম্পন'-শব্দজ। বি। [লিপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আলিপ্ত—চর্চ্চিত, আলপনা দেওয়া। আ—

আলিম্পন, -ম্পনা—মঙ্গলালেপন, আলিপনা; আতপর্ণ, আদীপন। আ—লিপ্+অনট্ ভাববা; ২য় পক্ষে, অন+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

আলিশ, -স—১। আলস্য। বি। ২। কুড়ে। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

আলিশা, -সা—১। অলস, কুড়ে। 'অলস'-শব্দজ। বিণ। ২। আলস্য, কুড়েমি। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। ছাদের কার্নিস্; সেতুর পার্শ্বস্থ বেষ্টন; রেলিং। আলি+শা, সা সদৃশার্থে। বি।

আলিসান—মহৎ, শ্রেষ্ঠ। আর্বী। বিণ।

আলী (-লিন্)—'অলী' দ্রঃ।

আলী—'আলি' দ্রঃ।

আলীঢ়—১। ভক্ষিত, আস্বাদিত; চাটা; অস্ত্রক্ষত। আ—লিহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। সম্যক্ লেহন; শরাদিক্ষেপণ-সময়ে দক্ষিণ জানু পশ্চাদ্ভাগে ও বাম জানু সম্মুখভাগে স্থাপনপূর্ব্বক উপবেশন। আ—লিহ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

আলীন—ব্যাপ্ত; লয়প্রাপ্ত। আ—লী+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। [সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

আলীনক—রঙ্গ, রাঙ। আলীন+কন্

আলু—১। স্বনামখ্যাত মূলবিশেষ। ফার্সী। ২। ভেলা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। চন্দ্র; পেচক; কাসালু। স্ব+উণ্ কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বি; পুং। ৪। নরম; এলোমেলো; শিথিল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ৫। ক্ষুদ্র জলাধার, কলসী, ঘটী, ঝারী। আ—লূ (ছেদন করা) +ড্ কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী। ৬। শীলার্থক বা বিশিষ্টার্থক প্রত্যয় (কৃপালু, দয়ালু প্রভৃতি)। ৭। অণ্ডকোষ (আলু-সদৃশ বলিয়া)। গ্রাম্য। বি।

আলুই—শিশুদের বালসার ঔষধ (কালমেঘের পাতা, বেলফুলের কুঁড়ি, যোয়ান, রাঁধুনি, বড় এলাচের খোসা ও লবঙ্গপোড়া একসঙ্গে গুঁড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়)। প্রাদে। বি।

আলুয়া, -য়ে—আলুলায়িত করিয়া, এলাইয়া; এলাইয়া পড়িয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

আলুণ—আলুনি (তাহা দ্রঃ)।

আলুথালু—অসংযত, উন্মুক্ত; বিপর্য্যস্ত। বাং। বিণ। [বি।

আলুদোষ—লাম্পট্য, ব্যভিচার। গ্রাম্য।

আলুনি, -নী, -নো—একেবারে লবণশূন্য; পরিমিত-লবণবর্জ্জিত। আ (নয়) লুনি, লুনী, লুনো (লবণাক্ত), নঞ্তৎ। বিণ।

আলুফা—অনায়াসে লব্ধ, বিনা ব্যয়ে প্রাপ্ত, উপরি-পাওয়া। আর্বী 'আলুফ্‌ফা'-শব্দজ। বিণ।

আলুবখরা, -বোখারা—একপ্রকার অম্ল ফল (বোখারা ইহার প্রাপ্তিস্থান বলিয়া ইহা এই নামে খ্যাত)। ফার্সী। বি।

আলুয়ান—মুক্ত বা শিথিল হওয়া; এলাইয়া পড়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আলুলায়িত—উন্মুক্ত, খোলা, অসংযত। আলুল+ক্যঙ্ (=আলুলায় নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আলুলায়িতকুন্তলা, -কেশা, -কেশী—অবদ্ধকবরীকা, অসংযতবেণী, এলোকেশী। আলুলায়িত কুন্তল, কেশ যাহার, বহুব্রী+আপ্,+৩য় পক্ষে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আলূন—ঈষচ্ছিন্ন; সম্যক্‌ছিন্ন। আ—লূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আলেকম, -কোম, -লায়কোম—মুসলমানদিগের অভিবাদনসূচক শব্দ ['আপনি শান্তিলাভ করুন'—এই অর্থে]। আর্বী। অব্য।

আলেখা—যাহা লিখিত হয় নাই এরূপ, অচিত্রিত। আ (নয়) লেখা, নঞ্তৎ। বাং। বিণ।

আলেখিয়া—সাধু সম্প্রদায়বিশেষ [ইহারা অলখ্ নাম লইয়া ভিক্ষা করিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসী খাওয়ায়, এই জন্য ইহাদের নাম 'আলেখিয়া']। বি।

আলেখ্য—১। রং ও তূলী দ্বারা লিখিত প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি, চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি, চিত্রপট, ছবি। আ—লিখ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। ২। লিখন, চিত্রকরণ। আ—লিখ্+ণ্যৎ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। লেখনীয়। আ—লিখ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আলেখ্যশেষ—চিত্রাবশিষ্ট; মৃত। আলেখ্যে (লিখনে, চিত্রকরণে) শেষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আলেপ, -লেপন—লেপন, আলিপনা। আ—লিপ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

আলেম—পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ। আর্বী। বিণ।

আলেয়া—১। রাগিণীবিশেষ ('আলাহিয়া' শব্দ দ্রঃ)। বি; স্ত্রী। ২। অপদেবতা, অপচ্ছায়া; একপ্রকার বাষ্পোদ্ভূত আলোক (will-o'-the-wisp). [অশিক্ষিত লোকের বিশ্বাস, ইহা একপ্রকার ভূতযোনি। এই আলোক আর্দ্রভূমি হইতে নিশাকালে উত্থিত প্রস্ফুরক বাষ্প ও বায়ুস্থ অম্লজানবাষ্পের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়; এই বাষ্পকে ইংরেজিতে marsh-gas বলে। এই বাষ্প অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। বায়ু প্রবাহিত হইলেই ইহা জ্বলিয়া উঠে এবং পথিকের পদবিক্ষেপে বায়ু কম্পিত হইলেই ইহা ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইতে থাকে]। 'আলো'-শব্দজ। বি।

আলো—১। দীপ্তি, প্রকাশ। 'আলোক'-শব্দজ। বি। **আলোয় আলোয়**—আলো থাকিতে থাকিতে, দিন থাকিতে থাকিতে; সময় বা সুযোগ থাকিতে থাকিতে। ২। আলোকিত, আলোকময়; সূর্য্যতাপে প্রস্তুত আতপ ('—চাল')। 'আতপ'-শব্দজ। বিণ। ৩। ওলো, ও সই। 'হলা'-শব্দজ। কবিপ্র। অব্য। **আলো আলুনি খাওয়া**—আতপচালের ভাত ও আলুনি তরকারী খাওয়া। **আলো খই**—গুড় না-মাখা বা সাদা খই। **আলো গুড়**—অ-জমাট বা পাতলা গুড়। **আলো তামাক**—গুড়-না-মাখা তামাক। **আলো বাঁশ**—যাহা জলে পচান নহে এমন বাঁশ।

আলো-আঁধারি—আলোক ও অন্ধকারের সংমিশ্রণ, অস্পষ্ট আলোক। আলো (<আলোক)+আঁধার (<অন্ধকার)+ই। বি।

আলোক—আভা; আলো; দীপ্তি; দর্শন; দৃষ্টি; প্রকাশ। আ—লোক্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আলোকগৃহ, -স্তম্ভ—অর্ণবপোতের পথ-প্রদর্শক আলোকাধার (lighthouse). [সমুদ্রের মধ্যে অনেক জলমগ্ন পর্ব্বত থাকে; সেই সকল পর্ব্বতের চূড়ায় জাহাজের তলদেশ আহত হইলে জাহাজ বিদীর্ণ এবং জলমগ্ন হয়। এই আকস্মিক বিপদ্ হইতে জাহাজকে নিরাপদ্ করিবার নিমিত্ত, মধ্যে মধ্যে এইরূপ আলোকস্তম্ভ নির্ম্মিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল স্থানে উচ্চ স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরিভাগে এরূপ কৌশলে আলোক রক্ষিত হইয়াছে যে, নাবিকগণ বহুদূর হইতে তাহা দেখিয়া সতর্ক হইতে পারে]। আলোক-রক্ষক গৃহ, স্তম্ভ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং।

আলোকচিত্র—আলোকের সাহায্যে গৃহীত প্রতিকৃতি, ফটোগ্রাফ (photograph) [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। আলোকলব্ধ চিত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আলোকচ্ছটা—আলোক-রশ্মি; আলোক-স্ফুরণ। আলোকের ছটা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আলোকন—১। দর্শন, দেখা। আ—লোক্+অনট্ ভাববা। ২। প্রদর্শন, দেখান। আ—লোক্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আলোক-নিয়ন্ত্রণ—আলোকরশ্মি সংযত করণ; গৃহের বাহিরে যাহাতে দীপালোক যাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করণ (black-out). [যুদ্ধকালে যাহাতে রাত্রিকালে শত্রুপক্ষীয় বিমান আসিয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া বোমা ফেলিতে না পারে তদুদ্দেশ্যে ইহার ব্যবস্থা করা হয়]। আলোকের নিয়ন্ত্রণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আলোকনীয়—অবলোকনীয়, দর্শনযোগ্য। আ—লোক্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আলোকপিণ্ড—গোলাকৃতি আলোক, বলয়াকারে দৃশ্যমান আলোকরাশি। আলোকের পিণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আলোক-বৎসর, -বর্ষ—(জ্যোতিষ) আলোকশিখা এক বৎসরে যত পথ যায় তাহার দৈর্ঘ্য (light-year). [আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল যায়]। আলোকের বৎসর, বর্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ (তৎপরিমিত দূরত্ব অর্থে)। বি; ক্লীব।

আলোক-বিচ্ছুরণ—রশ্মি-বিকিরণ, আলো ছড়ান (dispersion of light). আলোকের বিচ্ছুরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আলোক-বিজ্ঞান—আলোক ও দর্শন এই উভয়সংক্রান্ত বিদ্যা (optics). আলোক-বিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আলোকমণ্ডল—সূর্য্যের উপরিস্থিত যে আবরণ হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হয় তাহা (photosphere). আলোকের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আলোকময়—আলোকব্যাপ্ত, অতিশয় আলোকযুক্ত, অত্যন্ত আলোকিত। আলোক +ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে, স্বরূপার্থে। বিণ।

আলোক-রশ্মি, -শিখা—আলোর দীপ্তি-রেখা। আলোকের রশ্মি, শিখা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

আলোকশক্তি—আলোকরূপ ওজনশূন্য অনুভূতি সাপেক্ষ বিষয় (light energy). আলোকই শক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আলোক-শিখা—'আলোক-রশ্মি' দ্রঃ।

আলোকস্তম্ভ—'আলোকগৃহ' দ্রঃ।

আলোকিত—১। দৃষ্ট, নিরীক্ষিত, অবলোকিত। আ—লোক্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। আলোকময়, আলোকযুক্ত, উজ্জ্বল; আলোক দ্বারা প্রকাশিত; উদ্ভাসিত। আলোক+ইত জাতার্থে। বিণ।

আলোচন, -চনা—অনুশীলন; দর্শন; নিরূপণ; আন্দোলন। আ—লোচ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

আলোচনীয়—আলোচনার যোগ্য, অনুশীলনীয়। আ—লোচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আলো-চাল—আতপতণ্ডুল, সূর্য্যাতপে শুষ্ক ধান্য হইতে প্রস্তুত চাউল। আলো-শুকান চাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

আলোচিত—অনুশীলিত; যাহার আলোচনা করা হইয়াছে এরূপ; ইতিকর্ত্তব্যতা দ্বারা অবধারিত। আ—লোচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আলোচ্য—আলোচনার যোগ্য, আলোচনার বিষয়ীভূত। আ—লোচ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আলোড়ন—মন্থন, আবর্ত্তন; সম্মিলন; বিক্ষোভ; আলোচনা। আ—লুড্+ণিচ্ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আলোড়িত—মথিত, মর্দ্দিত; সম্মিলিত; আলোচিত। আ—লুড্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আলোণা—লবণবর্জ্জিত; অল্পলবণবিশিষ্ট। আ (নঞ) লোণা, নঞ্ তৎ। বিণ।

আলোয়ান—পশুর লোমে তৈয়ারী এক-প্রকার গায়ের কাপড়, পাড়বিহীন শাল। আর্বী 'আলবান'-শব্দজ। বি।

আলোল—ঈষৎ চঞ্চল; বিলোল। আ (ঈষৎ) লোল (চঞ্চল), প্রাদি। বিণ।

আলোলিকা—উলু উলু ধ্বনি। আলোল (কম্পনযুক্ত)+ইক সম্বন্ধার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

আলোহিত—ঈষৎ লোহিতবর্ণ, আরক্ত। আ (ঈষৎ) লোহিত, প্রাদি। বিণ।

আল্যা—বালকের আবদার; সোহাগ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আল্যায়—এলায়, আলোল হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আল্লা, আল্লাহ্—খোদা, জগদীশ্বর। [আর্বী। বি।

আশ—১। ভোজন। অশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। ভোজনকারী [এই শব্দটী সমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন—হুতাশ, আশ্রয়াশ প্রভৃতি]। অশ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। (সঙ্গীতশাস্ত্র) ঘর্ষণ [কোন সারিকায় তার চাপিয়া আঘাতানন্তর সেই আঘাতের অনুরণন থাকিতে থাকিতে বামহস্তের অঙ্গুলীর ঘর্ষণযোগে এক বা ততোধিক স্বরে ক্রমান্বয়ে যাওয়ার নাম ঘর্ষণ বা আশ]। আ—অশ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৪। অভিপ্রায়; আকাঙ্ক্ষা, মনস্কামনা, সাধ। 'আশা'-শব্দজ। বি। ৫। ধান্যবিশেষ, আউশ ধান্য। 'আশু'-শব্দজ। বি।

আশআর, -য়ার, -শোয়ার—অশ্বারোহী যোদ্ধা। প্রাচীন পারসীক শব্দ। বি।

আশংসন, -শংসা—আশা; ইচ্ছা; কথন; সম্ভাবনা। আ—শন্স্+অনট্ ভাববা, পক্ষে অ ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

আশংসা—১। 'আশংসন' দ্রঃ। ২। প্রশংসা করা; অভ্যর্থনা করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আশংসিত—অভিলষিত; প্রার্থিত; উক্ত; সম্ভাবিত। আ—শন্স্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আশংসিতা (-সিতৃ)—আকাঙ্ক্ষাকারী, ইচ্ছুক; কথয়িতা। আ—শন্স্+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —সিত্রী।

আশংসী (-সিন্)—আশংসিতা (তাহা দ্রঃ)। আ—শন্স্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —সিনী।

আশংসু—আকাঙ্ক্ষী; প্রার্থয়িতা; ভাবি-শুভেচ্ছু; কথয়িতা। আ—শন্স্+উ কর্ত্তৃবা। বিণ।

আশক, আসক—১। অনুরাগী, আসক্ত, অনুরক্ত। বিণ। ২। আসক্তি, অনুরাগ। আর্বী 'আশিক্'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আশকারা, আসকারা—প্রশ্রয়, অতিশয় আবদার করিতে দেওয়া; গুপ্ত বিষয়ের প্রকাশ, রহস্যপ্রকাশ, গুপ্তহত্যা প্রভৃতির কিনারা। ফার্সী। বি।

আশক্ত—সম্যক্শক্তিবিশিষ্ট, সমর্থ। আ—শক্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

আশঙ্ক(ঙ্ক)নীয়—আশঙ্কাযোগ্য, যে বিষয়ে আশঙ্কা করিতে হয় এরূপ, ত্রাসযোগ্য। আ—শন্ক্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আশঙ্কা(ঙ্কা)—ভয়; ভাবী অনিষ্টের সম্ভাবনাহেতু দুশ্চিন্তা; সন্দেহ; সঙ্কোচ; বিতর্ক। আ—শন্ক্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

আশঙ্কা(ঙ্কা)স্থল—ভয়ের বিষয়; সন্দেহ-স্থল। আশঙ্কার স্থল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

আশঙ্কি(ঙ্কি)ত—ভীত, ত্রস্ত; সন্দিগ্ধ, সংশয়িত। আশঙ্কা+ইত জাতার্থে। বিণ।

আশঙ্কী(ঙ্কী) (-ঙ্কিন্)—সংশয়কারক; ভীরু। আ—শন্ক্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ঙ্কিনী।

আশথ—অশ্বথ বৃক্ষ। 'অশ্বত্থ'-শব্দজ। বি।

আশন—অশন বৃক্ষ। অশন+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। [ফার্সী। বি।

আশনা, আসনা—প্রেমিক, প্রণয়ী; বন্ধু।

আশনাই, আসনাই—প্রেম; অবৈধ প্রেম; বন্ধুতা। ফার্সী আশনা, আসনা+ই ভাবে। বি।

আশপাশ—চতুর্দ্দিকের স্থান। পাশ (<পার্শ্ব) +পূর্ব্বগামী সহচর শব্দ 'আশ'। বি।

আশমান, আসমান—আকাশ, গগন; স্বর্গ। ফার্সী। বি। **আশমান জমিন ফারাক**—স্বর্গমর্ত্য প্রভেদ; অত্যন্ত পার্থক্য।

আশমানী, আসমানী—স্বর্গীয়, আকাশ-সম্বন্ধীয়; অকস্মাৎ সংঘটিত; অহেতুক; আজগুবি; আকাশসদৃশ, ফিকে নীল ('—রং')। ফার্সী আশমান, আসমান+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। **আশমানী পোলাও পাক করা**—শূন্যোদ্যান রচনা, অসম্ভব বস্তুর অলীক কল্পনা।

আশয়—১। অভিপ্রায়, তাৎপর্য্য; মনের প্রবৃত্তি; বাসনা; শয়ন। আ—শী+অচ্ ভাববা। ২। স্থান, আধার; চিত্ত; অদৃষ্ট; অভ্যন্তর; ধর্ম্মাধর্ম্ম; বিভব; শয্যাগৃহ; আশ্রয়; ভাঁড়ার; জঠর, কোঠাগার; (সুশ্রুতমতে) বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয় ও স্ত্রী-লোকদিগের গর্ভাশয়—এই অষ্টবিধ শরীরযন্ত্র; অজীর্ণ রোগ; পনস বৃক্ষ। আ—শী+অচ্ অধিবা। ৩। কর্ম্মজনিত বাসনানামক সংস্কার। আ—শী+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আশর, আসর—সভা, মজলিস। ফার্সী-মূলক। বি। [ফার্সী। বি।

আশরফী, আসরফী—স্বর্ণমুদ্রা; মোহর।

আশল—আশা দিল; আশা করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আশা—১। আকাঙ্ক্ষা; অতিতৃষ্ণা; ইচ্ছা; অভিলষণীয় বিষয় ঘটিতে পারিবে এই বিশ্বাসে সেই বিষয়ে ভরসা; ভবিষ্যবিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস; পূর্ব্বপশ্চিমাদি দিক্; স্বনামখ্যাতা দক্ষপ্রজাপতিকন্যা। আ—অশ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী। ২। লাঠি, দণ্ড; আসাসোঁটা; যোগীদিগের অবলম্বন-দণ্ড। আর্বীমূলক। বি।

আশাতরু—আশাপাদপ, আশারূপ বৃক্ষ। আশারূপ তরু, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

আশাতিরিক্ত, -তীত—প্রত্যাশা অপেক্ষাও অধিক, যাহা আশা করা হইয়াছে তদপেক্ষাও বেশী। আশার অতিরিক্ত, ৬ষ্ঠী-তৎ; আশাকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

আশান, আসান—নিষ্কৃতি, পরিত্রাণ, রেহাই; বিরতি; অল্পতা। ফার্সী। বি।

আশানুরূপ—আশামত, যেমন আশা করা যায় সেইরূপ। আশার অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আশান্বিত—আশাযুক্ত, আশাবান্। আশা দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

আশাপতি—দিক্‌পাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আশাপথ—আশারূপ পথ, আগ্রহের সহিত অপেক্ষমাণ ব্যক্তির পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির আগমনপথ। রূপক কর্ম্মধা; অথবা, আশা-প্রদায়ক পথ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আশাপাদপ—আশা (তাহা দ্রঃ)।

আশাপাশ—আশারূপ বন্ধনরজ্জু। আশারূপ পাশ, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

আশাপ্রাপ্ত—আশান্বিত; কৃতার্থ; যে আশা পাইয়াছে এরূপ। আশাকে প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

আশাবন্ধ—আশ্বাস; প্রত্যাশা; তৃষ্ণাবন্ধ; বাসনার বন্ধন। আশার বন্ধ (বন্ধন). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আশাবরদার—আসাবরদার (তাহা দ্রঃ)।

আশাবরী—রাগিণীবিশেষ [ইহা সাধারণতঃ 'আশোয়ারী' নামে খ্যাত। এই রাগিণী বেলা দ্বিতীয় প্রহরের পরে গেয়]। বি; স্ত্রী।

আশাবাই—আশাপরায়ণতা, পুনঃ পুনঃ নৈরাশ্যসত্ত্বেও আশাপোষণ। 'আশাবাতিক'-শব্দজ। বি।

আশাবান্ (-বৎ)—আশান্বিত, আশাযুক্ত, যে পর্য্যাপ্তরূপে আশা পোষণ করে এরূপ। আশা + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

আশাভঙ্গ(ংগ)—আশানাশ, নৈরাশ্য। আশার ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আশাভরসা—আকাঙ্ক্ষা এবং সাহস, আশা এবং উদ্যম। আশা এবং ভরসা (বাং), দ্বন্দ্ব। বি।

আশা-মরীচিকা—আশারূপ মৃগতৃষ্ণিকা, মৃগতৃষ্ণিকার মত অলীক মোহকারিণী আশা। আশারূপ মরীচিকা, রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আশালতা—আশাবল্লী, পুষ্পিতলতার ন্যায় মনোরম আশা ("তোর আশালতা পড়্‌বে ছিঁড়ে, তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।"—রবীন্দ্রনাথ)। আশারূপ লতা, রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আশাশূন্য, -হত, -হীন—হতাশ, নিরাশ, যাহার কোন আশা নাই এরূপ। আশা দ্বারা শূন্য, হত, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—শূন্যা, —হতা, —হীনা।

আশাসোঁটা—রাজদণ্ড, রাজচিহ্ন। (আর্বী) আশা (রাজদণ্ড) ও (হিন্দী) সোঁটা (লাঠি) দ্বন্দ্ব। বি।

আশাস্য—আশংসনীয়, প্রার্থনীয়; আশীর্ব্বাদসাধ্য। আ—শাস্ + ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আশাহত—হতাশ, নিরাশ। আশা দ্বারা হত, ৩য়াতৎ। বিণ।

আশাহানি—আশাভঙ্গ, নৈরাশ্য। আশার হানি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আশাহীন—'আশাশূন্য' দ্রঃ।

আশি, আশী—৮০-সংখ্যা; ৮০-সংখ্যক। 'অশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আশিঞ্জিত—অলঙ্কারের রুণু রুণু শব্দ, কঙ্কণঝঙ্কার। আ—শিঞ্জ্ + ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

আশিত—অশিত, ভুক্ত; অশন দ্বারা তৃপ্ত। আ—অশ্ + ক্ত কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ।

আশিতা (-শিতৃ)—বহুভোজনশীল, অতিশয় ভোক্তা। আ—অশ্ + তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

আশিন—আশ্বিন মাস। কবিপ্র। বি।

আশিস্—আশীর্ব্বাদ ('আশীঃ' দ্রঃ)। বি; স্ত্রী।

আশী—১। সর্পদন্ত, সর্পের বিষদন্ত; সর্পবিষ। আ—শৄ + ক্বিপ্ ভাববা, করণবা (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী। ২। ৮০-সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'অশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

আশী সিক্কা ওজন—পাকি এক সের।

আশী সিক্কা ওজনের চড়—ভীষণ চপেটাঘাত, খুব জোরে চড় মারা।

আশীঃ (-শিস্), **আশী**—১। আশীর্ব্বাদ, অন্যের শুভ-প্রার্থনা, শুভাকাঙ্ক্ষা। আ—শাস্ + ক্বিপ্ ভাববা। ২। সর্পের বিষদাঁত; বৃদ্ধি-নামক ওষধি। আ—শাস্ + ক্বিপ্ করণবা। বি; স্ত্রী।

আশীবিষ—সর্প। আশীতে (বিষদন্তে) বিষ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

আশীর্ব্ব(র্ব)চন, -র্ব্বা(র্বা)দ—বাক্য দ্বারা অন্যের মঙ্গল প্রার্থনা। আশীঃসূচক বচন, বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং।

আশীর্ব্বা(র্বা)ণী—আশীর্বাদ। আশীঃসূচিকা বাণী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

আশীর্ব্বা(র্বা)দ—'আশীর্বচন' দ্রঃ।

আশীর্ব্বা(র্বা)দক—আশীর্ব্বাদকারী, কল্যাণকর বাক্যের উচ্চারক। আশিস্—বদ্ + ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দিকা।

আশীর্ব্বা(র্বা)দী—১। আশীর্ব্বাদকালে দেয় ('—পুষ্প')। বিণ। ২। আশীর্ব্বাদ-কালে দত্ত দ্রব্য। আশীর্ব্বাদ + ঈ (বাং)। বি।

আশীষ—আশিস্, আশীর্ব্বাদ। 'আশিস্'-শব্দজ। বি।

আশীষি, -ষিয়া—আশীর্ব্বাদ করিয়া। [কবিপ্র। অস-ক্রি।

আশু—১। বর্ষাচ্ছেদ্য ধান্য, আউস ধান। বি; পুং বা ক্লীব। ২। ক্ষিপ্রতাযুক্ত, দ্রুত। বিণ। ৩। সত্বর, তাড়াতাড়ি। অশ্ + উণ্ কর্ত্তৃবা। ক্রি-বিণ।

আশুকারী (-কারিন্)—ক্ষিপ্রকারী, শীঘ্রকারী, লঘুহস্ত। উপতৎ; আশু—কৃ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী। বি,—কারিতা।

আশুগ—১। বাণ; বায়ু; সূর্য্য। বি; পুং। ২। শীঘ্রগামী, শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ। উপতৎ; আশু—গম্ + ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

আশুগতি—১। বায়ু। বি; পুং। ২। দ্রুতগামী, ক্ষিপ্রগামী। আশু গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। শীঘ্র গমন। আশু গতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ৪। সত্বরগমনে। আশু গতি যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

আশুগামী (-গামিন্)—শীঘ্রগামী। উপতৎ; আশু—গম্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী। বি,—গামিতা।

আশুতর—অতি শীঘ্র। আশু + তরপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

আশুতোষ—১। শিব। বি; পুং। ২। যে শীঘ্র তুষ্ট হয় এরূপ। আশু (শীঘ্র) তোষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আশুধান্য—ষষ্টিক ধান্যবিশেষ, ষেটে ধান, আউশ ধান। আশুলভ্য ধান্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আশুব্রীহি—আউশ ধান। আশুলভ্য ব্রীহি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

আশুমৃতপরীক্ষক—অপঘাত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান এবং শবপরীক্ষাকারী কর্ম্মচারী (Coroner). আশু মৃত, সুপ্‌সুপা; তাহার পরীক্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আশুরোষ—অল্পেই যাহার ক্রোধ উদ্দীপিত হয় এরূপ, কোপনস্বভাব। আশু রোষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আশুশুক্ষণি—অগ্নি। আ—শুষ্ + সন্ + অনি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আশৈশব—বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, আবাল্য। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া, অব্যয়ী। অব্য, ক্রি-বিণ।

আশোয়াস—সান্ত্বনা, প্রবোধ; আশা-ভরসা। 'আশ্বাস'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আশোয়াসলু, -সলুঁ—আশ্বস্ত করিলাম, প্রবোধ দিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি; উত্তম পুরুষ (মধ্যম পুরুষ—আশোয়াসলি; প্রথম পুরুষ—আশোয়াসল)।

আশোষণ—চোষণ; লোপ (absorption). প্রাদি। বি; ক্লীব।

আশৌচ—অশৌচ। অশৌচ+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

আশ্চর্য্য(র্য)—১। অদ্ভুত, অপূর্ব্ব; বিস্ময়-জনক। বিণ। ২। বিস্ময়। আ—চর্+যৎ কর্ম্মবা (স-আগম)। বি; ক্লীব। ৩। বিস্মিত। বাং প্র। বিণ।

আশ্চর্য্য(র্য)জনক—অদ্ভুত, বিচিত্র, বিস্ময়কর। আশ্চর্য্যের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

আশ্চর্য্যা(র্যা)ন্বিত—বিস্মিত, চমৎকৃত, চমকিত। আশ্চর্য্য দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—তা।

আশ্বত্থ—১। অশ্বত্থবৃক্ষফল। অশ্বত্থ+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব। ২। অশ্বত্থসম্বন্ধীয়। অশ্বত্থ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আশ্বমেধিক—অশ্বমেধসম্বন্ধীয়; মহাভারতান্তর্গত যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-অধিকৃত পর্ব্ববিশেষ। অশ্বমেধ+ইক সম্বন্ধার্থে, অধিকৃতার্থে। বি; ক্লীব বা বিণ। স্ত্রী,—কী।

আশ্বযুজ—১। আশ্বিনমাস। আশ্বযুজী+অণ্ যুক্তার্থে। বি; পুং। ২। আশ্বিন-সম্বন্ধীয়। আশ্বযুজ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আশ্বযুজী—আশ্বিনী পূর্ণিমা। অশ্বযুজা (অশ্বিনী নক্ষত্র)+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আশ্বস্ত—আশ্বাসপ্রাপ্ত, সান্ত্বনাপ্রাপ্ত। আ—শ্বস্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

আশ্বাস—১। আশাদান; অনুনয়; সান্ত্বনা; উৎসাহদান; স্নেহ-প্রদর্শন; বিশ্রাম। আ—শ্বস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। আশঙ্কা, ভয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আশ্বাসক—আশ্বাসদায়ক; সান্ত্বনাদাতা। আ—শ্বস্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিকা।

আশ্বাসন—১। সান্ত্বনাদান, প্রবোধদান। আ—শ্বস্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। আশ্বাসজনক। আ—শ্বস্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

আশ্বাসনীয়—যাহাকে আশ্বাস দেওয়া উচিত বা আবশ্যক এরূপ। আ—শ্বস্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আশ্বাসিত—আশ্বাস-প্রদত্ত; অনুনীত; প্রবোধিত। আ—শ্বস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আশ্বিক—১। অশ্বসম্বন্ধীয়; ঘোটকবাহ। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। অশ্বারোহী। অশ্ব+ইক সম্বন্ধার্থে, বাহার্থে। বি; পুং।

আশ্বিন—সৌর বৎসরের ষষ্ঠ মাস; আশ্বিনেয়-দ্বয়ের বৈদিক নাম। অশ্বিনী+অণ্ যুক্তার্থে, অপত্যার্থে। বি; পুং।

আশ্বিনী—আশ্বিন নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। অশ্বিনী+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আশ্বিনেয়—অশ্বিনীকুমারদ্বয় (নাসত্য ও দস্র); (অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে জাতত্ব হেতু) নকুল ও সহদেব এই মাদ্রীপুত্রদ্বয়। অশ্বিনী+এয় অপত্যার্থে; আশ্বিনেয় (অশ্বিনীকুমারদ্বয়)+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

আশ্বীন—একটি ঘোটক একদিনে যতটা পথ যাইতে পারে ততটা, অশ্বের একদিনগম্য ('—পথ')। অশ্ব+ঈন (খঞ্) একাহ-গম্যার্থে। বিণ।

আশ্মন—১। প্রস্তরভব; প্রস্তরসম্বন্ধীয়, পাথুরে। অশ্মন্+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নী। ২। প্রস্তরসমূহ। অশ্মন্+অণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লীব।

আশ্রব—১। অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, স্বীকার; ক্লেশ; দোষ। আ—শ্রু+অপ্ ভাববা। বি; পুং। ২। আজ্ঞানুবর্ত্তী, কথার বাধ্য (obedient). বশ্য; অনুগত। আ—শ্রু+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

আশ্রম—শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মবিশেষ, হিন্দুজীবনের চতুর্ব্বিধ অবস্থা [যথা,—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থ আশ্রম, সন্ন্যাস ও ভৈক্ষ্য আশ্রম। কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমদ্বয় নাই। (কূর্ম্মপুরাণমতে) গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস, আরও বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ও মাহেশ্বর]; ঋষিগণের অথবা সংসারবিরত ব্যক্তিদিগের অরণ্য প্রভৃতি বিজন প্রদেশের বাসস্থান, তপোবন; মঠ, চতুষ্পাঠী; আশ্রয়স্থল; গৃহ; বন। আ—শ্রম্+ঘঞ্ অধিবা (ধাতুর উপধা-অকারের বৃদ্ধির অভাব)। বি; পুং।

আশ্রমগুরু—আশ্রমবিহিত কার্য্যের উপদেষ্টা; মঠাদির অধ্যক্ষ। আশ্রমের গুরু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আশ্রমতরু—তাপসবৃক্ষ, তপোবনের বৃক্ষ। আশ্রমের তরু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আশ্রমধর্ম্ম(র্ম)—ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমসমূহের কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহ; আশ্রমবাসীদের পালনীয় কর্ত্তব্য। আশ্রমের ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আশ্রমবাসী (-বাসিন্)—আশ্রমে বাসকারী; তপোবনে স্থিতিশীল। উপতৎ; আশ্রম—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাসিনী।

আশ্রমভ্রষ্ট—আশ্রমচ্যুত, আশ্রমবিহিত-কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ; আশ্রম হইতে বহির্গত। আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট, ৫মীতৎ। বিণ।

আশ্রমস্থ, -স্থিত—তপোবনে স্থিত; আশ্রমে অবস্থিত। উপতৎ; আশ্রম—স্থা+ক কর্ত্তৃবা; আশ্রমে স্থিত, ৭মীতৎ। বিণ।

আশ্রমিক, -শ্রমী (-মিন্)—যে আশ্রমে থাকে এরূপ; যে চতুরাশ্রমের মধ্যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া আছে এরূপ। আশ্রম+ইক নিবাসার্থে; আশ্রম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মিকী, —মিণী।

আশ্রয়—১। সংশ্রয়ণ, অবলম্বন; শরণ; সামীপ্য; ব্যপদেশ। আ—শ্রি+অচ্ ভাববা। ২। গৃহ; আধার; বিপদাদি হইতে আত্মরক্ষার স্থান, বিষয়; কারণ; রক্ষক; সহায়; রাজাদিগের সন্ধি প্রভৃতি ষড়্গুণান্তর্গত নয়বিশেষ। আ—শ্রি+অচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

আশ্রয়ণ—১। আশ্রয়করণ, অবলম্বন। আ—শ্রি+অনট্ ভাববা। ২। আশ্রয়, অবলম্বন, আধার। আ—শ্রি+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৩। আশ্রয়কর্ত্তা, আশ্রয়কারী। আ—শ্রি+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

আশ্রয়ণীয়—আশ্রয়যোগ্য, যাহাকে আশ্রয় করা যায় এরূপ। আ—শ্রি+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আশ্রয়দাতা (-দাতৃ)—আশ্রয়দানকর্ত্তা, আবাসদাতা। আশ্রয়ের দাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী।

আশ্রয়দান—আবাসপ্রদান, থাকিবার স্থান দেওয়া। আশ্রয়ের দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আশ্রয়প্রার্থী (-প্রার্থিন্), **-য়ার্থী** (-য়ার্থিন্)—আশ্রয়যাচক, যে আশ্রয় চায় এরূপ; যে থাকিবার বা আত্মরক্ষার স্থান চায়। আশ্রয়ের প্রার্থী, ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; আশ্রয়—প্র—অর্থি+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—প্রার্থিনী, —য়ার্থিনী।

আশ্রয়ভুক্ (-ভুজ্)—যে পক্ষীরা কিছুদিন মাতাপিতার আশ্রয়ে পালিত হয় তাহারা, কাক চিল প্রভৃতি পাখী। উপতৎ; আশ্রয়—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ।

আশ্রয়ভূত—আশ্রয়সদৃশ, অবলম্বনস্বরূপ। আশ্রয়ের তুল্য, এই বাক্যে নিত্য। বিণ।

আশ্রয়লাভ—আশ্রয়প্রাপ্তি, থাকিবার স্থান পাওয়া। আশ্রয়ের লাভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আশ্রয়লিপ্সু—শরণপ্রার্থী, আশ্রয়লাভেচ্ছু। আশ্রয়কে লিপ্সু (লাভেচ্ছু), ২য়াতৎ। বিণ।

আশ্রয়হীন—নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব। আশ্রয় দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

আশ্রয়ার্থী—'আশ্রয়প্রার্থী' দ্রঃ।

আশ্রয়াশ—অগ্নি। উপতৎ; আশ্রয়—অশ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আশ্রয়ী (-য়িন্)—আশ্রয়কারী, আশ্রয়প্রাপ্ত ("রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী।"—মাইকেল)। আশ্রয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িণী।

আশ্রিত—আশ্রয়প্রাপ্ত, শরণাগত ; সেবক ; অনুগত ; অনুপ্রবিষ্ট ; স্থিত ; আধেয়। আ—শ্রি+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আশ্রিতপালক—শরণাগতরক্ষক, যিনি শরণাগত ব্যক্তিকে পোষণ করেন এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —পালিকা।

আশ্রিতবৎসল—আশ্রিতের প্রতি স্নেহবান্, শরণাগত জনের প্রতি স্নেহসম্পন্ন। আশ্রিতে বৎসল, ৭মীতৎ। বিণ।

আশ্রিতবাৎসল্য—আশ্রিতের প্রতি স্নেহ, শরণাগত জনের প্রতি স্নেহ। আশ্রিতে বাৎসল্য, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

আশ্রুত—স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত ; শ্রুত। আ—শ্রু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আশ্লিষ্ট—আলিঙ্গিত ; ব্যাপ্ত ; সংযুক্ত ; শ্লেষোক্তিবিশিষ্ট। আ—শ্লিষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আশ্লেষ—১। আলিঙ্গন ; মিলন ; একদেশ-সম্বন্ধ ; শ্লেষ। আ—শ্লিষ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। অশ্লেষানক্ষত্র। অশ্লেষা+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং। ৩। অশ্লেষানক্ষত্রসম্বন্ধীয়। অশ্লেষা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ষী।

আষাঢ়—১। সৌর-বৎসরের তৃতীয় মাস। আষাঢ়ী+অণ্ তদ্‌যুক্তার্থে। বি ; পুং। ২। ব্রতীদিগের পলাশ-কাষ্ঠের দণ্ড ; দণ্ড ; মলয়-পর্ব্বত। আষাঢ়+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

আষাঢ়ক—আষাঢ় মাস। আষাঢ়+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

আষাঢ়ভব—১। মঙ্গলগ্রহ। বি ; পুং। ২। আষাঢ়-মাসে উৎপন্ন। আষাঢ়ে ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আষাঢ়া—পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র ; উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। আ—সহ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্ (নিপাতনে)। বি ; স্ত্রী।

আষাঢ়ান্তবেলা—দীর্ঘতম আষাঢ় দিবসের শেষ বেলা। অন্ত যে বেলা, কর্ম্মধা=অন্তবেলা ; আষাঢ়ের অন্তবেলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আষাঢ়িয়া, -ঢ়ে—আষাঢ় মাসে উৎপন্ন ; (আষাঢ়-মাসের দিন অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া) সুদীর্ঘ, অফুরন্ত ; একান্ত অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ('—গল্প')। বাং প্র। বিণ। **আষাঢ়ে গল্প**—অদ্ভুত গল্প ; কাল্পনিক কাহিনী ; মিথ্যা কথা। [আষাঢ় মাসের দিন দীর্ঘ এবং তখন প্রায়ই অবিরত বৃষ্টি হওয়ায় বাহিরে যাইবার উপায় থাকে না বলিয়া পূর্ব্বে শিশুরা বৃদ্ধাদের নিকট গল্প শুনিত]।

আষাঢ়ী—আষাঢ়-মাসের পূর্ণিমা। আষাঢ়া+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আষ্ট—৮-সংখ্যা বা তৎ-সংখ্যক। 'অষ্ট'-শব্দজ। প্রাদে। বি বা বিণ। [প্রাদে। অব্য।

আষ্টা—প্রভৃতি. ইত্যাদি ("জিনিষটা আষ্টা")।

আষ্টে—আট দ্বারা গুণিত। বাং। বিণ।

আষ্টেক—প্রায় আটটি। বাং। বিণ।

আষ্টেপৃষ্ঠে, -পিষ্ঠে—অষ্টেপৃষ্ঠে (তাহা দ্রঃ)।

আস—১। ধনুঃ, ধনুক। অস্+ঘঞ্ করণবা। ২। উপবেশনস্থান ; আসন। আস্+ঘঞ্ অধিবা। ৩। স্থিতি। আস্ বা অস্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। ৪। এস, আগমন কর। প্রাদে। ক্রি।

আসওয়ার—যে ঘোড়ায় চড়িয়াছে এরূপ ; আরূঢ়। ফার্সীমূলক। বি বা বিণ।

আসক—'আশক' দ্রঃ।

আসকত—অসামর্থ্য ; আলস্য ; অবসাদ। 'অশক্তি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আসকারা—'আশকারা' দ্রঃ।

আসক্ত—অনুরক্ত ; প্রীত ; বিষয়ান্তরপরিহারে সর্ব্বদা নিবিষ্ট ; লগ্ন ; সংসক্ত ; আবিষ্ট ; যত্নবান্। আ—সন্জ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আসক্তি, আসঙ্গ(ং-গ)—অনুরাগ ; অভিনিবেশ ; সাতিশয় মনোযোগ ; সংসর্গ ; সহবাস ; ভোগাভিলাষ ; সম্যক্‌সম্বন্ধ। আ—সন্জ্+ক্তি, ঘঞ্ ভাববা। বি ; স্ত্রী, পুং।

আসখাস—সাধারণতঃ পুলিশের তদারক। ফার্সীমূলক। বি।

আসঙ্গ(ং-গ)—'আসক্তি' দ্রঃ।

আসঙ্গ(ং-গ)লিপ্সা—সকলের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা ; সহবাস-কামনা, মৈথুনেচ্ছা। আসঙ্গের নিমিত্ত লিপ্সা, ৪র্থীতৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, —লিপ্সু।

আসছে—১। আসিতেছে। ক্রি। ২। আগামী ('—রবিবার')। বাং। বিণ।

আসঞ্জন—১। সংসক্তি, লগ্ন হওয়া, লাগিয়া থাকা ; বস্ত্রাদিপরিধান। আ—সন্জ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। যোজন, লগ্ন করা; উৎপাদন। আ—সন্জ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

আসত্তি—সান্নিহিত্য, নৈকট্য ; মিলন ; লাভ ; বুদ্ধির অবিচ্ছেদ ; (শব্দশাস্ত্র) বাক্য-মধ্যে পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদসমূহের সান্নিধ্য (যেমন—"রাম অদ্য বিদ্যালয়ে যাইবে না"—এই বাক্যটীর কোন এক বা একাধিক পদ বিলম্বে উচ্চারণ করিলে অথবা অযথা স্থানে সন্নিবেশিত করিলে আসত্তি থাকিবে না, অর্থবোধে অসুবিধা ঘটিবে); (ন্যায়মতে) পদসন্নিধানকারণ, প্রত্যক্ষজনক সন্নিকর্ষ। আ—সদ্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

আসন—১। বসিবার স্থান, পিঁড়ি চৌকি ইত্যাদি ; কম্বলাদি ; হস্তিস্কন্ধদেশে মাহুতের উপবেশনস্থান ; রাজতক্ত ; দেবতাপূজাঙ্গ উপচারবিশেষ। আস্+অনট্ অধিবা। ২। উপবেশন, অবস্থিতি ; রাজাদের ছয়টী নয়ের অন্যতম, শত্রুপক্ষের দুর্গাদি অবরোধপূর্ব্বক অবস্থান ; রতিবন্ধ অর্থাৎ রতিক্রিয়ায় নরনারীর অবস্থানপ্রকার ; মল্লের ব্যায়ামবিশেষ ; বৈঠক ; পদ্মাসনাদি উপবেশনবিশেষ [ইহা অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় যোগ। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন ভেদে ইহা পঞ্চবিধ। পদ্মাসন :—উরুদ্বয়ের উপর পদতলদ্বয় সংস্থাপন করিয়া বিপর্য্যস্তভাবে হস্তদ্বয় দ্বারা পদাঙ্গুষ্ঠ দুইটী ধারণ করিতে হয় ; ইহার নাম পদ্মাসন ; ইহা যোগিগণের অতি মনোরম। স্বস্তিকাসন :—জানু এবং উরুর মধ্যস্থলে পদতলদ্বয় স্থাপন করিয়া সমস্ত দেহ সরল করিয়া রাখিতে হয় ; ইহার নাম স্বস্তিকাসন। ভদ্রাসন :—সীবনীর (অণ্ডকোষের নিম্নদেশ হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত সেলাইএর) উভয় পার্শ্বে গুল্ফদ্বয় দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে হয় এবং অণ্ডকোষের নিম্নভাগে পায়ের গোড়ালি হস্তদ্বয় দ্বারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে হয় ; এই আসনের নাম ভদ্রাসন। বজ্রাসন :—অঙ্গুলিগুলি প্রত্যঙ্মুখ করিয়া পদদ্বয়কে উরুদ্বয়ের উপর যথাক্রমে স্থাপন করিয়া হস্তদ্বয়কে তাহার উপর স্থাপন করিতে হয় ; ইহার নাম বজ্রাসন। বীরাসন :—একপদ অধঃকৃত করিয়া অন্যপদকে উরুদেশে স্থাপন করিয়া সরল দেহে উপবেশন করিতে হয় ; ইহার নাম বীরাসন]। আস্+অনট্ ভাববা, করণবা। বি ; ক্লীব। ৩। আগমন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আসনগ্রহণ, -পরিগ্রহ—উপবেশন, বসা। আসনের গ্রহণ, পরিগ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং।

আসনপিঁড়ি, -পীঁড়ি—উপবেশন-স্থান, বসিবার পীঁড়ি ; পায়ের উপর পা মুড়িয়া বসা, ভাল করিয়া বসা। 'আসনপীঠ'-শব্দজ। বি।

আসনবন্ধ—পদ্মাসনাদি উপবেশন-বিন্যাস। আসনের বন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আসনা—১। অবস্থান ; উপবেশন। আস্+অন ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। প্রেমিক, প্রণয়ী ; বন্ধু। ফার্সীমূলক। বি।

আসনাই—'আশনাই' দ্রঃ।

আসনাঙ্গু(ং-গু)রীয়—দেবপূজার উপচার রৌপ্যনির্ম্মিত আসন এবং অঙ্গুরীয়। আসন ও অঙ্গুরীয়,—ইহাদের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

আসনী—১। বিপণি, দোকান ; ক্ষুদ্র আসন। আস্+অনট্ অধিবা+ঈপ্। ২। স্থিতি, অবস্থান। আস্+অনট্ ভাববা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আসন্ন—উপস্থিত, আগত ; অন্তিম, মুমূর্ষু ; সমীপাগত, নিকটবর্ত্তী ; কাছাকাছি (approximate). আ—সদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

আসন্ন-করনিক—খাস কামরার কেরাণী (chamber clerk). কর্ম্মধা। বি ; পুং।

আসন্নকাল—অন্তিম সময়, মৃত্যুসময়; বিপৎকাল। আসন্ন কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

আসন্ন-পরিচারক—সতত নিকটবর্ত্তী ভৃত্য (personal attendant). কর্ম্মধা। বি; পুং।

আসন্নপ্রসবা—গর্ভমোচনে উদ্যতা, যাহার, প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এরূপ ('—রমণী')। আসন্ন প্রসব (প্রসবকাল) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

আসন্নমান—(গণিত) সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী আনুমানিক মূল, নির্ণেয় রাশির কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক রাশি (approximate value). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আসন্নমৃত্যু—১। সন্নিহিত মরণ, নিকটবর্ত্তী মৃত্যু। আসন্ন মৃত্যু, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। মুমূর্ষু, ম্রিয়মাণ, যাহার মৃত্যুকাল নিকট হইয়াছে এরূপ। আসন্ন মৃত্যু যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আসপাস-কথা—আগড়-বাগড়; অপ্রাসঙ্গিক কথা। বাং। বি।

আসব—১। মদ্য, সুরা; তাড়ি; মধু। আ—সু+অপ্‌, কর্ম্মবা। ২। মদ্যপাত্র, মদ্যাদি চোয়াইবার বকযন্ত্র। আ—সু+অপ্‌, অধিবা। বি; পুং।

আসবপায়ী (-পায়িন্)—সুরাপানকারী, মদ্যপ, মাতাল। উপতৎ; আসব—পা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পায়িনী।

আসবসেবী (-সেবিন্)—সুরাপায়ী, মাতাল। উপতৎ; আসব—সেব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সেবিনী। [বি।

আসবাব—দ্রব্যসামগ্রী, গৃহসজ্জা। আর্বী।

আসবাবপত্র—আসবাবাদি। আর্বী আসবাব+পত্র (ইত্যাদি অর্থে)। বি।

আসবার—যানারোহী; অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার, আসওয়ার। ফার্সী। বি।

আসমান—'আশমান' দ্রঃ।

আসমান-তারা—আকাশের তারকা; স্বনামপ্রসিদ্ধ আম্র। ৬ষ্ঠীতৎ (বাং)। বি।

আসমানী—'আশমানী' দ্রঃ।

আসমুদ্র—সমুদ্র পর্য্যন্ত, সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত। সমুদ্র পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আসমুদ্রকরগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—যিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, রাজচক্রবর্ত্তী। আসমুদ্র করগ্রাহী, সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

আসমুদ্র-হিমাচল, -হিমালয়—সমুদ্রতীর হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আসমুদ্র হিমাচল, হিমালয়, সুপ্‌সুপা। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আসর—১। রাক্ষস। আ—সৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। সভা, মজলিস; রঙ্গস্থল। ফার্সী। বি। **আসর গরম করা, ...গুলজার করা, ...জমকাল করা, ...সরগরম করা**—রসাল ও অপরূপ কথা-বার্ত্তা দ্বারা সভার লোকদিগকে মুগ্ধ করা। **আসরে নামা**—অভিনয়-স্থানে উপস্থিত হওয়া; প্রকৃত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। ৩। যজ্ঞস্থল, দেবারাধনার স্থল। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ৪। অপরাহ্ণের নামাজ বা তাহার সময়। আর্বী। বি।

আসরফী—'আশরফী' দ্রঃ।

আসল—১। মূল; প্রকৃত; অকৃত্রিম; সার। বিণ। ২। বাণিজ্যাদির মূলধন; মহাজনের ঋণস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ। আর্বী। বি। ৩। আগমন করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

আসলে—মূলতঃ, আদৌ; প্রকৃতপক্ষে। আর্বীমূলক। ক্রি-বিণ।

আসশেওড়া—একপ্রকার গাছ (এই গাছে ভাল দাঁতন হয়)। 'আস্তশাখোট'-শব্দজ। বি।

আসহাব—হজরত মোহম্মদের সহচরগণের আখ্যা। আর্বী। বি।

আসা—১। আগমন করা, উপস্থিত হওয়া; কর্ম্মে উদ্যত হওয়া; অভ্যাস থাকা; উপযোগী হওয়া; যোগান; উদয় হওয়া; আয় হওয়া; আমদানী হওয়া; পরিণত হওয়া; পতিত হওয়া। 'আ—বিশ'-ধাতুজ। বাং ক্রি। **আসিয়া যাওয়া**—লাভ বা ক্ষতি হওয়া। **উড়ে আসা**—আকাশ দিয়া আসা; অতি দ্রুত আসা; বিনা কারণে ঘটা। **কাজে আসা**—কাজে লাগা। **কানে আসা**—শ্রুতিগোচর হওয়া। **নিবে আসা**—নিবিয়া যাওয়ার মত হওয়া। **পেটে আসা**—গর্ভস্থ হওয়া; সামান্য মনে আসা। **ভেসে আসা**—বিনা কারণে ঘটা; নিঃসম্পর্কভাবে আসা। **মনে আসা**—মনে পড়া, স্মরণ হওয়া। **মাথায় আসা** বোধগম্য হওয়া; বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়া। **মুখে আসা**—উচ্চারিত হওয়া। **হ'য়ে আসা**—প্রায় শেষ হওয়া; মরণোন্মুখ হওয়া; উঠিয়া যাওয়ার মত হওয়া। **হাতে আসা**—হস্তগত হওয়া। বশীভূত হওয়া। ২। আগমন। বি। ৩। উপস্থিত, আগত। বাং। বিণ। ৪। রাজদণ্ড। আর্বী। বি।

আসা-আসি—বার বার আসা, পুনঃ পুনঃ আগমন। বাং। বি।

আসাঁৎলান—যাহা তেলে বা ঘৃতে ভাজা হয় নাই এমন। নয় সাঁৎলান, নঞ্‌তৎ। বিণ।

আসাদন—প্রাপ্তি, পাওয়া; স্থাপন; নিকটে স্থাপন; পৌঁছান; মর্দ্দন। আ—সদ্+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আসাদিত—প্রাপ্ত, লব্ধ; নিকটে স্থাপিত, সন্নিধাপিত; আয়োজিত; কৃত; সম্পাদিত। আ—সদ্+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আসান—'আশান' দ্রঃ।

আসানড়ি—লাঠি। প্রাঃ বাং। বি।

আসাপ, -পা—নির্বিষ সর্প; ভীষণ বিষধর সর্প; বটকটে ব্যাঙ্। নঞ্‌তৎ, হীন বা অতি অনিষ্টকর অর্থে; পক্ষে+আ তুচ্ছার্থে। বি।

আসাবরদার—আশাসোঁটাবাহক। (আর্বী) আসা+(ফার্সী) বরদার। বি।

আসাবরদারী—আসাবরদারের কাজ; আসাবরদারের পদ। আসাবরদার+ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

আসাবরী—রাগিণীবিশেষ, আশাবরী। বি; স্ত্রী। [আর্বীমূলক। বি।

আসাবাড়ী—দণ্ড; রাজদণ্ড; আসাসোঁটা।

আসামী—১। রায়ত, প্রজা; খাতক, অধমর্ণ; অভিযুক্ত ব্যক্তি, বিবাদী। আর্বী 'অস্‌মা'-শব্দজ। বি বা বিণ। ২। আসামপ্রদেশবাসী; আসামপ্রদেশসম্বন্ধীয়। বিণ। ৩। আসামের ভাষা। আসাম+ঈ নিবাসাদি অর্থে। বি।

আসা-যাওয়া—যাতায়াত, গমনাগমন, আনাগোনা; জন্মগ্রহণ ও মৃত্যু। দ্বন্দ্ব (বাং)। বি।

আসার—১। মুষলধার বৃষ্টি; সবেগবৃষ্টি; বৃষ্টিপাত; শত্রুকে বেষ্টন; প্রবেশ; বিস্তার; প্রসরণ। আ—সৃ+ঘঞ্, ভাববা। ২। জলকণা; সুহৃদ্বল; অনুগত। আ—সৃ+অণ্‌, করণবা। বি; পুং। ৩। সাবেক নিশানা, জমির নিশানা। আর্বী। বি।

আসারবর্ষী (-বর্ষিন্)—মুষলধারে বৃষ্টিপাতকারী ('—মেঘ')। উপতৎ; আসার—বৃষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

আসি—আগমন করি; (বিদায় লইবার সময়ে) এক্ষণে গমন করি। বাং ক্রি।

আসিক—১। উপবেশনকারী। আস্+ইক কর্ত্তৃবা। ২। অসিযোদ্ধা, তরবারিচালক, খড়্গধারী। অসি+ইক চালকার্থে। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—কী।

আসিক্ত—ঈষৎ আর্দ্র, কিঞ্চিৎ সিক্ত, কিছু ভিজা; সম্পূর্ণরূপে সিক্ত, অত্যন্ত ভিজা। আ (ঈষৎ, সম্যক্) সিক্ত, প্রাদি। বিণ।

আসিত—১। অসিতমুনির পুত্র। অসিত+অণ্‌, অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। আগমন করিত। বাং ক্রি।

আসিদ্ধ—১। বিচারকর্ত্তার আদেশে অবরুদ্ধ। আ—সিধ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। অসিদ্ধ; অনিষ্পন্ন। নয় সিদ্ধ, নঞ্‌তৎ (বাং)। বিণ।

আসিধার—যুবক-যুবতীর একত্র অবিকৃতচিত্তে অবস্থানরূপ ব্রত। অসিধারা+অণ্‌, স্বার্থে। বি; ক্লীব।

আসীন—উপবিষ্ট; অবস্থিত; অভ্যুদ্যোগী। আস্+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

আসুর—১। অসুরসম্বন্ধীয়; অশুচি; নিন্দিত; অহিতকর; ভয়ঙ্কর। অসুর+অণ্‌,

সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। অস্থর। অস্থর+অণ্ স্বার্থে। ৩। ব্রাহ্ম প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহমধ্যে বিবাহবিশেষ (কন্যাকে ও কন্যার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে যথাশক্তি ধনদানপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে কন্যা গ্রহণ করাকে আস্থরবিবাহ বলে)। অস্থর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং। ৪। বিট্ লবণ, বিট্ নুন। অস্থর+অণ্ সদৃশার্থে। ৫। অস্থরভাব, অস্থরত্ব। অস্থর+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

আস্থরিক—অস্থরসম্বন্ধীয়। অস্থর+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

আস্থরী—১। অস্থরসম্বন্ধিনী, দানবীয়া; অতিভীষণা; নিন্দিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়িসংহিতান্তর্গত আস্থরী গায়ত্রী, আস্থরী পঙ্ক্তি, আস্থরী অনুষ্টুভ্ ইত্যাদি কতকগুলি ছন্দঃ; রাজিকা, রাইসরিষা; ত্রিবিধ চিকিৎসান্তর্গত ছেদন-ভেদনাদিরূপ চিকিৎসাবিশেষ (surgery). আস্থর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আসেক—ভিজাইয়া বা ছিটাইয়া দেওয়া। আ—সিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আসেচন, -চনক—১। অতি তৃপ্তি-কারক, যাহাকে দেখিয়া তৃপ্তির শেষ হয় না এরূপ। আসেচন+অণ্ স্বার্থে, পক্ষে কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নী, —নিকা। ২। সম্যক্ সেক। 'আ' অর্থাৎ সম্যক্ সেচন এই বাক্যে, প্রাদি; আসেচন+কন্ স্বার্থে। ৩। আসেচনসাধন পাত্র। আ—সিচ্+অনট্ অধিবা; আসেচন+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

আসেচনী—১। ক্ষুদ্র সেচনপাত্র। আ—সিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। অতিতৃপ্তিকারিকা। আসেচন (১)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আসেধ—রাজবিধি ও বিচারকর্ত্তার আদেশ—উভয়ানুসারে অপরাধীর অবরোধ; প্রতি-ষেধ। আ—সিধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আসেধক—১। অবরোধকারক। আ—সিধ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধিকা। ২। যে পেয়াদা গ্রেফ্তারী পরওয়ানা লইয়া যায় (warrant bailiff). বি; পুং।

আসেধনীয়, আসেধ্য—রাজাদেশ বা বিচারকাদেশে অবরোধনীয়। আ—সিধ্+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আসেবা—পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি; তৎপরতা; ঈষৎ সেবা; সম্যক্ সেবা। আ (ঈষৎ বা সম্যক্) সেবা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

আসেসার—বিচারকের সহকারী বা পরামর্শদাতা; কর বা মূল্য-নির্দ্ধারক। ইং assessor শব্দ। বি। [বিণ।

আসোয়াথ, -স্থ—অসুস্থ। প্রাঃ কবিপ্র।

আসোয়ার—আসবার (তাহা দ্রঃ)।

আসোয়ারী—১। অশ্বারোহী সেনা-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। অশ্বারোহী সেনার কাজ। ফার্সী আসোয়ার+ঈ সম্বন্ধার্থে, কর্ম্মার্থে। বি। [পরিভাষা। বি।

আস্ক—যুক্তব্যঞ্জনবর্ণবিশেষ, 'স্ক'। মুদ্রাকর

আস্কন্দন—তিরস্কার; আস্ফালন; যুদ্ধ; শোষণ; বিনাশ; ধাবন; আক্রমণ; অশ্বের গতিবিশেষ। আ—স্কন্দ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আস্কন্দিত—অশ্বের গতিবিশেষ, সম্যক্-গতি, বল্গন, প্লুতগতি। আ—স্কন্দ্+ণিচ্ (=স্কন্দি ধাতু)+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

আস্কারা—'আশকারা' (সকল অর্থে)। বি।

আস্কিয়া, আস্কে—পিষ্টকবিশেষ, চিতই পিঠা। বাং। বি। **আস্কে খাও তার ফোড় গোণ না**—কর্ম্ম কর মাত্র, কিন্তু তাহার পরিণাম ভাব না; সুখের দিক্টা ভাবিয়াছ, দুঃখের দিক্ তো ভাব নাই।

আস্ত—সমগ্র, গোটা; একেবারে সম্পূর্ণ। সং 'অস্তি'-শব্দজ। বিণ বা ক্রি-বিণ। **আস্ত কেউটে**—যে কেউটে সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গে নাই তাহা; সদ্যঃপ্রাণনাশক ব্যক্তি; অত্যন্ত অনিষ্টকারী ব্যক্তি। **আস্ত না রাখা**—হাড়ভাঙা মার দেওয়া, মারের চোটে হাড় চূর্ণ করা।

আস্তব্যস্ত—অতিশয় ব্যস্ত। ব্যস্ত+আস্ত সহচর শব্দ। বিণ।

আস্তর—১। শয্যা; কুশাসন; বিছানার চাদর; উপরিচ্ছদ; কম্বলাদি যাহা পাতিয়া বসা যায়; করিকম্বল, হস্তীর পৃষ্ঠস্থ চিত্র-কম্বলাদি। আ—স্তৃ+অপ্ অধিবা, করণবা, কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। মূল্যবান্ জামার ভিতরের কাপড়; রঙের প্রথম পোঁচ দেওয়ালে প্রলেপ দেওয়ার পলেস্তারা। ফার্সী। বি। ৩। পর্দ্দা। প্রাদে। বি।

আস্তরণ—আস্তর (১)। আ—স্তৃ+অনট্ কর্ম্মবা, অধিবা, করণবা। বি; ক্লীব।

আস্তান, -না—স্থান; আড্ডা; আশ্রম; আস্তাবল। ফার্সী। বি।

আস্তাবল—অশ্বশালা, অশ্বাদি থাকিবার স্থান। ইং 'stable'-শব্দজ। বি।

আস্তিক, আস্তীক—১। ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসকারী; শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্। অস্তি+ইক, পর-লোকে মতি আছে ইহার এই অর্থে (বিকল্পে ই-কার দীর্ঘ)। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। মুনিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। অস্তি+ইক, ঈক 'অস্তি' বলিয়া গত এই অর্থে। বি; পুং।

আস্তিকতা, -স্তিক্য—বৈদিকধর্ম্মে শ্রদ্ধা; আস্তিকের ব্যবহার; ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস। আস্তিক+তা, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। [বি।

আস্তিন, -স্তীন—জামার হাতা। ফার্সী।

আস্তীক—'আস্তিক' দ্রঃ।

আস্তীকজননী—মনসাদেবী। আস্তীকের জননী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আস্তীন—'আস্তিন' দ্রঃ।

আস্তীর্ণ—বিস্তীর্ণ, বিছান; বিস্তৃত; পীড়িত; আবৃত। আ—স্তৄ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আস্তৃত—বিস্তৃত; আচ্ছাদিত; রক্ষিত। আ—স্তৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আস্তে—ধীরে, মৃদুগতিতে; মৃদুস্বরে। ফার্সী 'আহিস্তা'-শব্দজ। ক্রি-বিণ। **আস্তে আস্তে**—ধীরে ধীরে, মৃদুভাবে; চুপে চুপে। ক্রি-বিণ।

আস্তেব্যস্তে—ব্যাকুলভাবে; সসম্ভ্রমে; অতিসত্বর। 'আস্তব্যস্ত' দ্রঃ। ক্রি-বিণ।

আস্থা—১। অবলম্বন, আশ্রয়; শ্রদ্ধা; যত্ন; বিশ্বাস; আদর; অপেক্ষা; মনোযোগ; স্থিতি; প্রতিষ্ঠা। আ—স্থা+অঙ্ ভাববা +আপ্। ২। সভা; স্থান। আ—স্থা +অঙ্ অধিবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

আস্থান—১। সভা, সমাজ; বিশ্রামস্থান। আ—স্থা+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব। ২। যত্ন; অবলম্বন; আরোহণ; অবস্থিতি; আস্থা; শ্রদ্ধা। আ—স্থা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। অসৎস্থল, কুস্থান। 'অস্থান'-শব্দজ। বি।

আস্থানিক—আস্থানজাত। অস্থান+ইক ভবার্থে। বিণ। **আস্থানিক মূল**—(উদ্ভিদ্বিদ্যা) যে মূল অঙ্কুর হইতে জন্মে না তাহা, শাখা প্রভৃতিতে উৎপন্ন শিকড় (বট, কেয়া, বাঁশ, আখ, দোপাটি, দূর্ব্বা ইত্যাদির আস্থানিক মূল থাকে)।

আস্থাপত্র—লিখিত দলিলপত্র প্রভৃতি; যাহা দেখিয়া কোনও ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা যায় (credentials). মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

আস্থায়ী (-য়িন্)—সঙ্গীতে প্রথমে যেটী দ্বারা মুখবন্ধ করা যায় তাহা, সঙ্গীতে যেটী প্রথম চরণ হয় তাহা। আ—স্থা+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

আস্থিত—১। আশ্রিত; প্রাপ্ত; আরূঢ়। আ—স্থা+ক্ত কর্তৃবা। ২। অধিষ্ঠিত; আক্রান্ত; ব্যাপ্ত। আ—স্থা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আস্পদ—১। স্থান; আধার; ভাজন, পাত্র; অধিষ্ঠান; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে দশম স্থান। আ—পদ্+ঘ অধিবা (স-আগম)। ২। প্রতিষ্ঠা; কার্য্য; পদ; প্রভুত্ব। আ—পদ্ +ঘ ভাববা। বি; ক্লীব।

আস্পন্দন—স্পন্দন, কম্পন। আ—স্পন্দ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আস্পর্দ্ধা(র্দ্দ্ধা)—তেজ; দেমাক; দুঃসাহস। 'আস্পর্দ্ধা'-শব্দজ। বি।

আস্পর্দ্ধা(র্দ্ধা)—আপনাকে বড় মনে করিয়া

দর্পে কাহাকেও লক্ষ্য না করা; স্পর্দ্ধা; আস্ফালন; মাৎসর্য্যপ্রকাশ; পরাভিভবেচ্ছা; প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা। আ—স্পর্দ্ধ্+অ ভাববা+আপ্; অথবা, বাংলা উচ্চারণে স্পর্দ্ধা শব্দের পূর্ব্বে আ-কার-আগম। বি; স্ত্রী।

আস্পর্দ্ধী (-র্দ্ধিন্), **-র্দ্ধী**—আস্পর্দ্ধাকারী; দুঃসাহসপ্রকাশক। আ—স্পর্দ্ধ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —র্দ্ধিনী।

আস্ফাল—হাতীর কান নাড়া; আস্ফালন; সঞ্চালন। আ—স্ফল্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আস্ফালন—প্রাগল্‌ভ্য, আপনার গুণক্ষমতাদির উল্লেখপূর্ব্বক গর্ব্বপ্রদর্শন; আত্মগৌরব-কীর্ত্তন; তাড়ন, চালনা; কম্পন; সজ্বর্ষ; কোপপ্রকাশ। আ—স্ফল্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আস্ফালিত—বেগে ও গর্ব্বভরে সঞ্চালিত; তাড়িত। আ—স্ফল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আস্ফোট, -টন—১। আঘাত; বীর প্রভৃতির বাহুশব্দ, মল্লদিগের তালঠোকা; সংঘর্ষণোৎপন্ন শব্দমাত্র; বিকাশ, প্রস্ফুটন; মুদ্রণ; ধান আছড়ান; আন্দোলন। আ—স্ফুট্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। ২। আস্ফোটবৃক্ষ, আকন্দগাছ। আ—স্ফুট্+অচ্, অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আস্ফোটক—১। পর্ব্বতজ পীলুবৃক্ষ, আখরোট বৃক্ষ। বি; পুং। ২। আখরোট ফল। বি; ক্লীব। ৩। বাহুশব্দকারক ('—মল্ল')। আ—স্ফুট্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ।

আস্ফোটনী—তুরপুন, ভোমর প্রভৃতি। আ—স্ফুট্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আস্ফোটা—বনমল্লী; নবমল্লী। আ—স্ফুট্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

আস্ফোত—অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ; কোবিদার বৃক্ষ; ভূপলাশ-বৃক্ষ। আ—স্ফুট্+অচ্ কর্ত্তৃবা (ট-স্থানে ত নিপাতনে)। বি; পুং।

আস্ফোতক—অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। আস্ফোত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

আস্ফোতা—অপরাজিতা; বনমল্লিকা; সারিকাবৃক্ষ; বনকার্পাস; হাপরমালী; গন্ধভাদুলে। আস্ফোত+আপ্। বি; স্ত্রী।

আস্বচ্ছ—ঈষৎ স্বচ্ছ। প্রাদি। বিণ।

আস্বনিত—সম্যক্ বা ঈষৎ শব্দিত। আ (সম্যক্ বা ঈষৎ) স্বনিত, প্রাদি। বিণ

আস্বাদ—১। মধুরাদি রস। আ—স্বদ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। আস্বাদন; পান; ভোজন। আ—স্বদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আস্বাদক—আস্বাদগ্রহণকারী। আ—স্বদ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দিকা।

আস্বাদন—আস্বাদগ্রহণ, স্বাদগ্রহণ; রসাস্বাদন; পান; ভোজন। আ—স্বদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আস্বাদনীয়—আস্বাদগ্রহণের যোগ্য, আস্বাদ্য। আ—স্বদ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী, —য়া।

আস্বাদিত—যাহার আস্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, গৃহীতস্বাদ; পীত বা ভুক্ত। আ—স্বদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আস্বাদ্য—আস্বাদনযোগ্য। আ—স্বদ্+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

আস্য—বদন, মুখ; মুখমধ্য। অস্+ণ্যৎ অধিবা। বি; ক্লীব।

আস্যলোম (-লোমন্)—শ্মশ্রু, দাড়ী। আস্যের লোম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

আস্যাসব—লালা, থুতু। আস্যের আসব (প্রস্রুত রস), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আস্রপ—মূলানক্ষত্র; রাক্ষস। উপতৎ; আস্র—পা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আস্রব—১। ক্ষরণ। আ—স্রু+অপ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—আস্রুত। ২। ক্লেশ, কষ্ট, দুঃখ। আ—স্রু+অপ্ করণবা বা অপাবা। বি; পুং।

আস্রাবণ—জল থিতাইতে দিয়া তলানি বাদ দিয়া উপরের পরিষ্কার জল পৃথক্ করা (decantation). আ—স্রু+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বিণ, —বিত।

আস্‌শাওড়া, -শেওড়া—বন্য বৃক্ষবিশেষ। 'আস্যশাখোট'-শব্দজ। বি।

আহড়—অন্তরাল, আড়াল; আগড়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আহড়-বিহড়—আড়াল, আনাচ-কানাচ, এদিক্-সেদিক্। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আহত—আঘাতপ্রাপ্ত, আঘাতিত; তাড়িত; মর্দ্দিত; গুণিত; জ্ঞাত; অভিভূত; আক্রান্ত; ধ্বনিত, বাদিত। আ—হন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আহতলক্ষণ—গুণ দ্বারা বিখ্যাত, গুণ দ্বারা প্রতীত; কৃতলক্ষণ। আহত (জ্ঞাত) লক্ষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আহতি—তাড়ন; আঘাত; গুণন; বাদন। আ—হন্ (আঘাত করা)+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

আহব—১। যুদ্ধ। আ—হ্বে+অপ্ অধিবা। ২। যজ্ঞ। আ—হু+অপ্ অধিবা। বি; পুং।

আহবনীয়—১। যজ্ঞাগ্নিবিশেষ, গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমার্থ যে অগ্নির সংস্কার করা যায় সেই অগ্নি। আ—হু+অনীয় অধিবা। বি; পুং। ২। হোম করিবার যোগ্য। আ—হু+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আহমাল—জিনিসপত্রের বোঝামাল। [আর্বী। বি।

আহর—১। উচ্ছ্বাস, অন্তর্মুখ শ্বাস। আ—শ্ব+অচ্ ভাববা। বি; পুং। ২। দক্ষকন্যা দনুর পুত্র (ইনি কশ্যপের ঔরসজাত)। বি; পুং। ৩। আহরণকারী, সঞ্চয়কারক। আ—হৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৪। আহরণ কর। কবিপ্র। ক্রি; মধ্যম পুরুষ।

আহরণ—১। সংগ্রহ, সঙ্কলন; আয়োজন; অনুষ্ঠান; একস্থান হইতে অন্যস্থানে আনয়ন; উপার্জ্জন; নির্ব্বাহ করণ; (বৈদ্যকশাস্ত্র) নিষ্কর্ষণ। আ—হৃ+অনট্ ভাববা। ২। বিবাহাদির উপঢৌকন-পদার্থ। আ—হৃ+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

আহরণী—সংগ্রহগ্রন্থ; সমষ্টি, দ্রব্যাদির চয়নমালা। আ—হৃ+অনট্ অধিবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আহরণীয়—যাহার আহরণ করিতে হইবে এরূপ, আহরণযোগ্য। আ—হৃ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

আহরিৎ—১। ঈষৎ হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট, সবুজের সামান্য আভাযুক্ত। বিণ। ২। সামান্য হরিদ্বর্ণ, ফ্যাকাসে সবুজ রং। আ (ঈষৎ) হরিৎ, প্রাদি। বি; পুং।

আহরিত—আনীত, সংগৃহীত। 'আহৃত'-শব্দজ। বাং প্র। বিণ।

আহর্ত্ত(র্ত)ব্য—আহরণীয়, আহরণযোগ্য, সংগ্রাহ্য। আ—হৃ+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

আহর্ত্তা (-হর্ত্তৃ), **-র্তা**—আহরণকারী, সঙ্কলয়িতা; অনুষ্ঠাতা। আ—হৃ+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —র্ত্রী।

আহল—১। আহড়, আড়াল, অন্তরাল। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। সম্পূর্ণ নূতন; আসল। প্রাদে। বিণ।

আহল-বাহল, -বিহল—এধার-ওধার, আড়াল-বিড়াল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

আহা—খেদ আক্ষেপ সহানুভূতি প্রভৃতিবোধক শব্দ। 'অহহ'-শব্দজ। অব্য।

আহাদ—চুক্তি, অঙ্গীকার। আর্বী। বি।

আহাদনামা—চুক্তিনামা, অঙ্গীকার পত্র। আর্বী আহাদ+ফার্সী নামা। বি।

আহাব—১। কূপসমীপস্থ ক্ষুদ্র জলাশয়; গবাদির জলপানার্থ প্রস্তরাদিনির্ম্মিত চৌবাচ্চা; যুদ্ধ। আ—হ্বে+ঘঞ্ অধিবা। ২। অগ্নি। আ—হু+ঘঞ্ অধিবা। ৩। আহ্বান; মন্ত্রবিশেষ দ্বারা আহ্বান। আ—হ্বে+ঘঞ্ ভাববা। ৪। আহ্বানসাধন মন্ত্রবিশেষ; দ্রোণ, কলস। আ—হ্বে+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

আহামরি—১। বিস্ময় প্রশংসা বা বিদ্রূপসূচক শব্দ। অব্য। ২। অতি চমৎকার। বাং। বিণ।

আহাম্মক, -ম্মুক, -ম্মুখ—নির্ব্বোধ, বোকা, বেকুফ। আর্বী 'আহ্‌মক'-শব্দজ। বিণ।

আহার—১। ভোজন; বহন; আহরণ। আ—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। ভক্ষ্যবস্তু ("হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার"—ভারতচন্দ্র)। আ—হৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

আহারনিদ্রা—ভোজন এবং শয়ন, খাওয়া আর ঘুমান। আহার ও নিদ্রা, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

আহারপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—ভোজ্যপ্রার্থনাকারী, আহার্য্যযাচক। আহারের প্রার্থী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —প্রার্থিনী।

আহারবিহার—ভোজন এবং ভ্রমণ; ভোজনাদিকার্য্য; খাওয়া-দাওয়া। আহার ও বিহার, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আহারব্যবহার—এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন ও সামাজিক ক্রিয়া। আহার ও ব্যবহার, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আহারশুদ্ধি—খাদ্যসম্বন্ধে পবিত্রতা, অভক্ষ্য-বর্জ্জন ও ভক্ষ্যভোজন। আহারে শুদ্ধি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

আহারান্ত—ভোজনের সমাপ্তি, খাওয়ার শেষ। আহারের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আহারার্থী (-র্থিন্)—ভোজনাভিলাষী; ভোজনাভিলাষে উপস্থিত। উপতৎ; আহার—অর্থি+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —র্থিনী।

আহারী (-রিন্)—১। আহার করিতে বিলক্ষণ পটু। আহার+ইন্ আছে অর্থে। ২। আহরণশীল, সঞ্চয়শীল। আ—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রিণী।

আহারীয়—আহার্য্য; ভোজ্য। আহার+ঈয় যোগ্যার্থে। বি; ক্লীব বা বিণ।

আহার্য্য(র্য)—১। ভক্ষ্য, ভোজ্য; আহরণীয়; যত্নসাধ্য, কৃত্রিম, অস্বাভাবিক; নৈমিত্তিক; আরোপিত। বিণ। ২। খাদ্য, ভোজ্য, খাবার জিনিস। আ—হৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৩। ভণ্ডামি, কপটতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আহাল—অবস্থা, দশা। আর্বীমূলক। বি।

আহা-হা—দুঃখ পরিতাপ অনুকম্পা-সূচক শব্দ। 'অহহ'-শব্দজ। অব্য।

আহিক্কে(ৎকে), আহিঙ্গে(ৎগে)—আশা; আকাঙ্ক্ষা। 'আকাঙ্ক্ষা'-শব্দজ। বি।

আহিত—ন্যস্ত; অর্পিত; স্থাপিত; যাহা বন্ধক দেওয়া গিয়াছে এরূপ; নিক্ষিপ্ত; কৃত; কৃতাধানসংস্কার; জনিত; নিষিক্ত; সংহিত; সম্পাদিত; আরোপিত; অনুভূত; যাহাতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করা হইয়াছে এমন (charged)। আ—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আহিতলক্ষণ—আহতলক্ষণ, গুণাদি দ্বারা খ্যাত; ন্যস্তচিহ্ন; কৃতসন্ধান। আহিত লক্ষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

আহিতাগ্নি—সাগ্নিক, অগ্নিহোত্রী। আহিত (স্থাপিত) অগ্নি যৎকর্তৃক, বহুব্রী (পক্ষে 'অগ্ন্যাহিত' পদও হইতে পারে)। বি; পুং বা বিণ।

আহিতুণ্ডিক—সর্পবিদ্যায় নিপুণ; ব্যালগ্রাহী, সাপুড়ে। অহিতুণ্ড (সর্পমুখ)+ইক ক্রীড়কার্থে। বি; পুং বা বিণ।

আহিলকার, আহেলকার—লেখক, কেরানী; প্রধান রাজকর্ম্মচারী; অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট। আর্বীমূলক। বি বা বিণ। [বি।

আহীর—গোপ, গোয়ালা। 'আভীর'-শব্দজ।

আহীরণী, -রিণী—আহীরী, গোয়ালিনী। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [শব্দজ। বি; স্ত্রী।

আহীরী—গোপী, গোয়ালিনী। 'আভীরী'-

আহুড়ি, -ড়ী—ধাবক; দ্রুতগামী বার্তাবাহক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

আহুত—১। সম্যক্ হুত, যাহা আহুতি দেওয়া হইয়াছে এরূপ। আ—হু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। গৃহস্থের কর্তব্য পঞ্চ যজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ। আ—হু+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

আহুতি—১। দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যের নিক্ষেপ, হোম। আ—হু+ক্তি ভাববা। ২। আহবনীয় দ্রব্য। আ—হু+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী।

আহূত—আমন্ত্রিত, যাহাকে ডাকা হইয়াছে এমন। আ—হ্বে+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আহূতি—আহ্বান, ডাকা। আ—হ্বে+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

আহৃত—সংগৃহীত; সঙ্কলিত; সঞ্চিত; আনীত। আ—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

আহে—সম্ভাষণসূচক শব্দ। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। [অহি+এয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আহেয়—সর্পসম্বন্ধীয় (সর্পবিষচর্ম্মাদি)।

আহেড়িয়া, -রিয়া—১। মৃগয়া; রাজপুতানার বিখ্যাত মৃগয়াক্রীড়া। আহেড় (<আখেট=মৃগয়া)+ইয়া স্বার্থে। বি। ২। মৃগয়াকারী, শিকারী। আহেড়+ইয়া করে অর্থে। বিণ বা বি।

আহেল, -লা, -লী—খাঁটি, আসল; নূতন, নব। আর্বী 'আহ্‌ল্'-শব্দজ। বিণ।

আহেল-ই-ইসলাম—ইসলামের লোক, মুসলমান। আর্বী। বি।

আহেলকার—'আহিলকার' দ্রঃ।

আহেলবেলাত, -লিবিলাত—বিদেশ হইতে নবাগত লোক, নূতন দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি; নূতন দেশ; ভারতবর্ষ। আর্বী 'আহলবিলায়েৎ'-শব্দজ। বি।

আহোয়াল—দশা; সঙ্গতি। আর্বী 'আহ্‌বাল' শব্দজ। বি।

আহ্ন—১। দিনসমূহ। অহন্+অণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লীব। ২। দৈনিক। অহন্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—আহ্নী।

আহ্নিক—১। দিনসাধ্য; দিবাকৃত্য, দৈনিক; দিনসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, —কী। **আহ্নিক গতি**—পৃথিবীর দৈনিক গতি (diurnal rotation) [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। ২। ভোজন; নিত্যক্রিয়া, দৈনিক করণীয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য; প্রকরণসমূহ; গ্রন্থের অংশবিশেষ। অহন্ (দিন)+ইক নির্বৃত্তার্থে। বি; ক্লীব।

আহ্বয়—নাম, আখ্যা, সংজ্ঞা। আ—হ্বে+শ করণবা। বি; পুং।

আহ্বয়িতব্য—আহ্বানীয়। আ—হ্বে+ণিচ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

আহ্বা—নাম, আখ্যা। আ—হ্বে+অঙ্ করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

আহ্বান—ডাকা; নিমন্ত্রণ; সম্বোধন। আ—হ্বে+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আহ্বায়—১। নাম। আ—হ্বে+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। ২। সম্বোধন, আহ্বান। আ—হ্বে+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

আহ্বায়ক—১। আহ্বানকারী। বিণ। স্ত্রী, —য়িকা। ২। দূত। আ—হ্বে+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

আহ্মা, আহ্মি, আহ্মে—আমি (তাহা দ্রঃ)। প্রাঃ বাং। সর্ব্ব।

আহ্লাদ—আমোদ, আনন্দ, হর্ষ। আ—হ্লাদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। **আহ্লাদে আটখানা**—অতিশয় আনন্দিত। **আহ্লাদে ডগমগ**—আনন্দে বিহ্বল, অতিশয় আনন্দিত।

আহ্লাদক—আনন্দপ্রদ, প্রীতিদায়ক। আ—হ্লাদ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দিকা।

আহ্লাদজনক—প্রীতিপ্রদ, আনন্দদায়ক। আহ্লাদের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —জনিকা।

আহ্লাদন—আহ্লাদজনন, সন্তোষণ, প্রীণন, প্রীত্যুৎপাদন। আ—হ্লাদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

আহ্লাদিত—আনন্দিত, হৃষ্ট। আ—হ্লাদ্+ক্ত কর্ত্তৃবা; বা, আহ্লাদ+ইত জাতার্থে। বিণ।

আহ্লাদী (-দিন্)—হৃষ্টস্বভাব। আ—হ্লাদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দিনী।

আহ্লাদী—সর্ব্বদা হৃষ্টা রমণী; আদুরে মেয়ে; ন্যাকা। আহ্লাদে+ঈ স্ত্রী (বাং)। বি; স্ত্রী বা বিণ।

আহ্লাদে—সদানন্দ; আদুরে। আহ্লাদ+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ। **আহ্লাদে গোপাল**—অতিশয় আদুরে ছেলে (যশোদা কৃষ্ণকে অতিশয় আদর দিতেন। 'গোপাল' শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণ'। আদুরে বা আহ্লাদে গোপাল হইতে এই অর্থ আসিয়াছে)। **আহ্লাদে পুতুল**—অতিশয় আদুরে ছেলে।

[ই]

ই—১। তৃতীয় স্বরবর্ণ (ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু। ইহার হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত—এই তিন অবস্থা। ইহারা আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে ত্রিবিধ; পুনশ্চ ইহাদের প্রত্যেকটি আবার অনুনাসিক অননুনাসিক ভেদে দ্বিবিধ)। ২। কামদেব। অ+ইঞ্‌ অপত্যার্থে। ৩। চন্দ্র; পূষা; রুদ্র; পাবক। ই+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। ৪। খেদ; ক্রোধোক্তি, কোপ; নিরাকরণ; অপাকরণ; নিন্দা; বিস্ময়; সম্বোধন; আহ্বান; অনুকম্পা; (বাং প্র) সমর্থন; কেবল, মাত্র। অব্য। ৫। ই ধাতুর অর্থ—গতি, উদয়, সমুন্নতি [অভি+উৎ-পূর্ব্ব—অভ্যুদয়, সমুন্নতি, প্রাপ্তি; অতি-পূর্ব্ব—অতিক্রম, পরাভব; অনু-পূর্ব্ব—অনুকরণ, যোগ; অপ-পূর্ব্ব—অপগমন, পলায়ন; সম্‌-আ-পূর্ব্ব—সম্মিলন; অধি-পূর্ব্ব—স্মরণ; অধ্যয়ন]। ৬। এই; ইহা। সর্ব্ব। ৭। বাঙ্গালা প্রত্যয় (ভাবে—হাসি; ব্যবসায়-অর্থে—গোলদারি; যোগ্যার্থে—নবাবি; যুক্তার্থে—দাগি; পরিমাণ-অর্থে—থাড়াই; দক্ষ-অর্থে—হি সা বি; তদুৎপন্নার্থে—পাটনাই; সম্বন্ধার্থে—সরকারি; ক্ষুদ্রার্থে—হাঁড়ি; দিন নির্দ্ধারণার্থে—দশই ইত্যাদি)। ৮। প্রাচীন কবিতায় কথার মাত্রাস্বরূপ ("যেমতি করিয়া 'শপথি' করিল"—চণ্ডীদাস)। ৯। প্রাচীন কবিতায় সপ্তমী 'হি' বিভক্তি মৃদু উচ্চারণ ('সমুখহি' স্থলে 'সমুখই'=সম্মুখে)। ১০। প্রাচীন কবিতায় ক্রিয়ার স্ত্রী-প্রত্যয় ("'গেলি' কামিনী গজহুঁ গামিনী"—বিদ্যাপতি)। ১১। সংযুক্ত উষ্মবর্ণাদি শব্দের প্রথমে আগম (যথা—ইস্কুল, ইস্টেশন ইত্যাদি)। ১২। শব্দের মধ্যে আগম (যথা—ডাইল=ডাল)। ১৩। পরস্পর একরূপ কার্য্য করা অর্থে একাকৃতি শব্দদ্বয়ের অন্তে প্রযুক্ত (যথা—আকচা-আকচি, হাতাহাতি ইত্যাদি)। ১৪। কথার মাত্রার স্বরূপ কেবল উচ্চারণের জন্য (মনের জ্বালানি মনে নিবাইতে)। ১৫। ব্রজবুলির ক্রিয়াবিভক্তি গঠনে (খেলই=খেলে)। ১৬। 'তন্মুহূর্ত্তেই' এইভাববোধক শব্দ ('বলিতে না বলিতেই চোরটা ভাগিয়া গেল')। ১৭। ইচ্ছাধীন এই ভাবদ্যোতক ('বাড়ীটা কিনলেই হয়'); পদবিশেষের উপর উচ্চারণের গুরুত্ব বোধক ('আমিই এই কাজ করিয়াছিলাম')। বাং প্র। অব্য।

ইউনানী, য়ুনানী—গ্রীক; হাকিমী চিকিৎসাসম্বন্ধীয়; হাকিমী। আর্বী য়ুনান+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ইউরেশিয়ান, -রেশীয়—ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের বাসিন্দার সংমিশ্রণে জাত সঙ্করজাতি; ফিরিঙ্গী। ইং Eurasian. বি বা বিণ।

ইউরোপীয়, য়ুরোপীয়—ইউরোপ-মহাদেশ-সম্বন্ধীয়, ইউরোপে উৎপন্ন; ইউরোপের বাসিন্দা। ইউরোপ (Europe)+ঈয় সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

ইংরাজ, ইংরেজ—ইংলণ্ডের বাসিন্দা, ইংলণ্ডের লোক। [বিবিধ জ্ঞাতব্যে 'ইংরাজ জাতি' দ্রঃ]। পোর্তুগীজ 'Ingles' বা করাসী 'Anglaise'-শব্দজ। বি।

ইংরাজি, -জী, -রেজি, -জী—১। ইংরাজজাতীয়। বিণ। ২। ইংরাজজাতির ভাষা। ইংরাজ, ইংরেজ+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বি।

ইংলিশ, ইংলিস—১। ইংলণ্ডীয়, বিলাতি। বিণ। ২। হরপবিশেষের নাম (English type). বি। ৩। কর্ম্মে অসমর্থ সিপাহীদিগকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। ইং English. বি।

ইংলিশ(স)দার—পেন্‌সনের স্থলে নিষ্কর জমিলাভকারী ব্যক্তি। ইংলিশ(স)+দার আছে অর্থে। বি। [উর্দ্দু। বি।

ইংলিস্তান—ইংরেজ জাতির নিবাসস্থান।

ইঃ (ইস্‌)—কোপ দুঃখ ভাবনা বা সন্তাপবোধক শব্দ। অব্য।

ইঁচড়়—ইচড় (তাহা দ্রঃ)।

ইঁট, ইঁটখোলা, ইঁটান—ইট, ইটখোলা ইত্যাদি দ্রঃ। [শব্দজ। বি।

ইঁদারা—বৃহৎ কূপ, গভীর কূয়া। 'ইন্দ্রাগার'-

ইঁদুর—মূষিক। 'উন্দুর'-শব্দজ। বি।

ইঁদুরকানি, -নী—ইন্দুরকাণি (তাহা দ্রঃ)।

ইঁদুরজালি—যে ফলের কচি অবস্থাতেই অভ্যন্তরভাগ কুরকুটে হইয়া যায় তাহা। বাং। বি।

ইঁদুরে—অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট; যাহা ইঁদুরের দ্বারা খোঁড়া হইয়াছে এমন ('—মাটি'); ইঁদুরের ন্যায়। ইঁদুর+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ইকট—বাঁশের আঁকুর। প্রাদে। বি।

ইকড়—১। বাঁশের আঁকুর। বি। ২। অতিকঠিন, অত্যন্ত শক্ত। প্রাদে। বিণ।

ইকড়া—ইঁদুর, মূষিক। প্রাদে। বি।

ইকড়ি-মিকড়ি—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একরকম খেলা। (এই খেলায় "ইকড়ি-মিকড়ি চাম-চিকড়ি" ইত্যাদি বলিয়া ছড়া বলা হয়)। বাং। বি।

ইকতের—রোজার উপবাসান্তে পারণা। আর্বী। বি। [শব্দজ। বি।

ইকরার—স্বীকার, কবুল। আর্বী 'একরার'-

ইকরারনামা—স্বীকৃতিপত্র। আর্বী ইকরার+ফার্সী নামা। বি। [বি; পুং।

ইকার—'ই' এই অক্ষর। ই+কার স্বার্থে।

ইকারাদি—আদিতে 'ই' এই অক্ষরবিশিষ্ট ('—শব্দ'); ইকার হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য। ইকার আদি বা আদিতে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ইকারান্ত—শেষে ই-বর্ণ-বিশিষ্ট। ইকার অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ইক্ষু—আকগাছ; অসিপত্র-বৃক্ষ; কোকিলাক্ষ-বৃক্ষ। ইষ্‌+ক্‌স্থ কর্ম্মবা সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ইক্ষুকাণ্ড—১। আকের গাছ। ইক্ষুর কাণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। মুঞ্জক, শরমুঞ্জ; কাশতৃণ, কেশে ঘাস। ইক্ষুর কাণ্ডের ন্যায় কাণ্ড (অর্থাৎ গুঁড়ি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইক্ষুগন্ধ—১। আকের গন্ধ। ইক্ষুর গন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। কাশতৃণ, কেশে ঘাস; ক্ষুদ্র গোক্ষুরক বৃক্ষ। ইক্ষুর গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইক্ষুগন্ধা—গোখুরী; কাশতৃণ, কেশে ঘাস; কৃষ্ণভূমিকুষ্মাণ্ড; কোকিলাক্ষ-বৃক্ষ, কুলেখাড়া-গাছ। ইক্ষুর গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী। [স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

ইক্ষুগন্ধিকা—ভূমিকুষ্মাণ্ড। ইক্ষুগন্ধা+কন্‌

ইক্ষুচ্ছায়—আকসকলের ছায়া। ইক্ষুসমূহের ছায়া, ৬ষ্ঠীতৎ (বহুত্বে ক্লীবত্ব)। বি; ক্লীব।

ইক্ষুদণ্ড—ইক্ষুকাণ্ড, আকগাছ। ইক্ষুই দণ্ড, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইক্ষুনেত্র—ইক্ষুর নেত্রাকার গ্রন্থি, আকের চোখ। ইক্ষুর নেত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ইক্ষুপত্র—১। আকের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। যাবনাল নামে ধান্যবিশেষ, জোয়ার। ইক্ষুর পত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইক্ষুবণ, -বন—আকের ক্ষেত, আকবন। ইক্ষুর বন, ৬ষ্ঠীতৎ (ইক্ষু-শব্দের পরবর্ত্তী বন-শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধন্য, ন-কার বাং প্র)। বি; ক্লীব।

ইক্ষুবাটিকা, -বাটী—পুড়ি আক; ইক্ষু-ক্ষেত্র। ইক্ষুর বাটিকা, বাটী (অর্থাৎ তৎসদৃশী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইক্ষুবিকার—আকের গুড়। ইক্ষুর বিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইক্ষুমূল—১। আকের গোড়া বা গাঁট। ইক্ষুর মূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। বৃক্ষবিশেষ; ইক্ষুনেত্র, বংশনেত্র। ইক্ষুর মূলের ন্যায় মূল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইক্ষুযন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা ইক্ষু নিষ্পীড়িত করিয়া রস নির্গত করা হয় তাহা, আকমাড়া কল। ইক্ষুনিষ্পেষক যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইক্ষুরস—১। আকের রস। ইক্ষুর রস, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কাশতৃণ, কেশে ঘাস। ইক্ষুর রসের ন্যায় রস যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইক্ষুসমুদ্র—পৌরাণিক সপ্তসমুদ্রের অন্যতম। ইক্ষুনামা সমুদ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইক্ষুসার—আকের গুড়, একো গুড়, খাঁড়। ইক্ষুর সার (স্থিরাংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইক্ষ্বাকু—১। কটুতুম্বী, তিত লাউ। ইক্ষু (ইচ্ছা)—আ—কৃ+ডু কর্তৃবা। ২। সূর্য্য-বংশীয় প্রথম রাজা [চরিতাবলী দ্রঃ]। ইক্ষু—অক্+উণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ইখতিয়ার—এখতিয়ার (তাহা দ্রঃ)।

ইঙ্গ(ৎগ)—১। অদ্ভুত; জঙ্গম। ইন্‌গ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ২। ইঙ্গিত; জ্ঞান। ইন্‌গ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। ইংলণ্ড দেশ বা ইংরাজ জাতি। ইং 'Eng.'-শব্দজ। বি।

ইঙ্গ(ৎগ)ন—গমন; কম্পন; চেষ্টা। ইন্‌গ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

ইঙ্গ(ৎগ)-বঙ্গ(ৎগ)—ইং রা জী-বা ঙ্গা লা-মিশ্রিত; ইংরাজী ভাবাপন্ন বাঙ্গালী; সাহেবী চালচলন ও সাজপোষাকের অনুকারী বাঙ্গালী। 'Anglo-Bengali'-শব্দজ। বিণ বা বি।

ইঙ্গ(ৎগ)-ভারতীয়—১। ইংরেজ-ভারতীয়-মিশ্রিত। বিণ। ২। ফিরিঙ্গী জাতি; ইংরেজ ও ভারতীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতিবিশেষ। 'Anglo-Indian'-শব্দজ। বি।

ইঙ্গি(ৎগি)ত—মনের ভাব-প্রকাশক আঙ্গুল ও চোখের ঠার ইত্যাদি; ইশারা; সঙ্কেত; ব্যঞ্জনা; চলন, চাল; অন্বেষণ; চেষ্টা; তাৎপর্য্য; (অভিনয়) আনন্দব্যঞ্জক বঙ্কিম দৃষ্টি। ইন্‌গ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ইঙ্গি(ৎগি)তকার—আকার-ইঙ্গিত, হাব-ভাব। কবিপ্র। বি।

ইঙ্গি(ৎগি)তজ্ঞ—যে ইঙ্গিত বুঝিতে পারে এরূপ, ইঙ্গিত দেখিয়া যে মনের ভাব বুঝিয়া লইতে পারে এরূপ। উপতৎ; ইঙ্গিত—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

ইঙ্গু(ৎগু)দ—তাপসতরু [ইহার ফলে তৈল হয়; পূর্ব্বকালে ঋষিরা এই ফলের তৈল ব্যবহার করিতেন]; এরণ্ডগাছ; জ্যোতিষ্মতী, লতাফট্‌কী। ইঙ্গ (রোগ)—দো (ছেদন করা)+ক কর্তৃবা (অ-স্থানে উ)। বি; পুং।

ইঙ্গু(ৎগু)দী—তাপসতরু। ইঙ্গুদ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ইঙ্গু(ৎগু)দীফল—তা প স ত রু র ফল, বাদামের ন্যায় একপ্রকার তৈলাক্ত ফল। ইঙ্গুদীর ফল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ইঙ্গু(ৎগু)ল—বৃক্ষবিশেষ, ইঙ্গুদী; হিঙ্গুল [ইহার ফলে তৈল জন্মে]; জীয়াপুতা, পুত্রজীব। উপতৎ; ইঙ্গ (রোগ)—লা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

ইঙ্গু(ৎগু)লী—ইঙ্গুদীবৃক্ষ, তাপসতরু। ইঙ্গুল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ইচড়—অপক্ক কাঁটাল, কচি কাঁটাল। বাং। বি। **ইচড়ে-পাকা**—অকাল-পক্ক, (ব্যঙ্গার্থে) বাল্যে বৃদ্ধবৎ আচরণকারী; বকাটে। অলুক্ ৭মীতৎ। বিণ।

ইচলা, -লি, -লী—১। চিংড়ীমাছ; চুণোমাছ। বি। ২। ছ্যাবলা, চপলমতি। প্রাদে। বিণ।

ইচ্ছ—ইচ্ছা কর ("তবে যদি ইচ্ছ রণ তার পক্ষ হয়ে"—মাইকেল)। কবিপ্র। ক্রি।

ইচ্ছক—১। ইচ্ছাকারী, ইচ্ছুক, অভিলাষী। ইষ্+শক কর্তৃবা। বিণ। ২। টাবালেবু। ইষ্+শক কর্ম্মবা। বি; পুং।

ইচ্ছা—অভিলাষ, স্পৃহা; উৎসাহ। ইষ্+শ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ইচ্ছাকৃত—নিজ ইচ্ছায় সম্পাদিত, যাহা জানিয়া করা হইয়াছে এরূপ। ইচ্ছাদ্বারা কৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ইচ্ছাতন্ত্রশাসন—রাজার ইচ্ছানুসারে দেশশাসন, জনমতের কোন মর্য্যাদা না রাখিয়া আপন ইচ্ছানুসারে শাসন। ইচ্ছাই তন্ত্র (প্রধান) যাহাতে, বহুব্রী; ইচ্ছাতন্ত্র এমন শাসন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইচ্ছাধীন—বাসনার বশ, ইচ্ছা করিলেই যাহা সম্পাদিত হইতে পারে এমন। ইচ্ছার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইচ্ছানিবৃত্তি—বাসনার বিরতি, বাসনার অবসান। ইচ্ছার নিবৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইচ্ছানুগত—ইচ্ছাধীন। ইচ্ছাকে অনুগত, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—তা।

ইচ্ছানুগামী (-গামিন্)—ইচ্ছানুযায়ী; স্বেচ্ছাচারী; যথেচ্ছ; ইচ্ছাধীন। ইচ্ছার অনুগামী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

ইচ্ছানুযায়ী (-যায়িন্)—১। ইচ্ছাধীন; স্বেচ্ছাচারী, আপন ইচ্ছামত কার্য্যকারী। ইচ্ছার অনুযায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—যায়িনী। ২। ইচ্ছামত। ইচ্ছার অনুযায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ, এরূপে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

ইচ্ছানুরূপ—ইচ্ছামত, যথেচ্ছ। ইচ্ছার অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইচ্ছানুসার—ইচ্ছামত কা র্য্য ক র ণ; যথেচ্ছাচারিতা। ইচ্ছার অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ক্রি-বিণ অর্থে ব্যবহৃত—ইচ্ছানুসারে।

ইচ্ছাপত্র—বিষয়ীর ইচ্ছানুসারে বিষয়ার্পণ-পত্র, 'উইল' (এই পত্র দ্বারা বিষয়ী স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি যাহাকে যে-পরিমাণ ইচ্ছা দান করিতে পারেন; তাহাতে স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর কোন দাবী থাকিতে পারে না)। ইচ্ছাপ্রকাশক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইচ্ছাপূর্ব্ব(র্ব)ক—ইচ্ছা করিয়া, অভিপ্রায় করিয়া, মনে মতলব আঁটিয়া। ইচ্ছা পূর্ব্বে যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে (সমাসে ক-আগম)। ক্রি-বিণ।

ইচ্ছাবরী—স্বয়ংবরা ("ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী"—কাশীরাম)। ইচ্ছালভ্য বর যাহার, বহুব্রী+ঈ (বাং)। বিণ; স্ত্রী।

ইচ্ছাবসন্ত—আসল বসন্তরোগ (small-pox). বাং প্র। বি।

ইচ্ছাবসু—কুবের। ইচ্ছায় বসু (ধন) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইচ্ছাবান্ (-বৎ)—অভিলাষী; লোভী; কামুক; স্পৃহাযুক্ত। ইচ্ছা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

ইচ্ছামত—ইচ্ছানুরূপ, যেমন ইচ্ছা সেইরূপ। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

ইচ্ছাময়—১। অভিলাষযুক্ত। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী। ২। যাঁহার ইচ্ছায় সব হয়, ভগবান্। ইচ্ছা+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বি; পুং।

ইচ্ছাময়ী—১। অভিলাষযুক্তা। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। ইচ্ছা+ময়ট্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ইচ্ছামরণ, -মৃত্যু—১। আপন ইচ্ছানু-সারে দেহবিসর্জ্জন; আত্মহত্যা। ইচ্ছানুগত মরণ, মৃত্যু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং। ২। (কাহারও বর বা আশীর্ব্বাদের প্রভাবে) যিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে পারেন এরূপ। বিণ। ৩। ভীষ্ম। ইচ্ছাধীন মরণ, মৃত্যু যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইচ্ছায়ত্ত—বাসনাধীন, বাসনার বশীভূত; বাসনানুসারে সংঘটনযোগ্য। ইচ্ছার আয়ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইচ্ছাশক্তি—অভীষ্টসাধনী শক্তি। ইচ্ছাই শক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ইচ্ছাসুখে—ইচ্ছাপূর্ব্বক সুখের সহিত। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

ইচ্ছি—ইচ্ছা করি ("তব বাক্যে ইচ্ছি মরি-বারে"—মাইকেল)। কবিপ্র। ক্রি।

ইচ্ছিত—অভিলাষী। ইচ্ছা+ইত জাতার্থে। বিণ। [+উ, উক কর্তৃবা। বিণ।

ইচ্ছু, ইচ্ছুক—ইচ্ছাবিশিষ্ট, ইচ্ছাশীল। ইষ্

ইচলা—চিংড়ী মাছ। বাং। বি।

ইছিয়া—বাসনা করিয়া; ইচ্ছা করিয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।

ইছে—ইচ্ছায়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ইজননামা—উইল, ইচ্ছাপত্র। আর্বী ইজন্+ফার্সী নামা। বি।

ইজমালী—এজমালী (তাহা দ্রঃ)।

ইজলাস—এজলাস (তাহা দ্রঃ)।

ইজা—হিসাবের নির্ভুলতার জন্য পরবর্ত্তী

ফর্দ্দের নিম্নে লিখিত পূর্ব্ববর্ত্তী ফর্দ্দের সমষ্টি। ফার্সী। বি।

ইজাদ—১। অতিরিক্ত ভূমি। ফার্সী। ২। নূতন প্রকাশ, আবিষ্কার। আর্বী। বি।

ইজাফা—বেশী, অধিক। আর্বী 'ইজাফ্'-শব্দজ। বিণ।

ইজার—১। ঢিলা পায়জামা, প্যান্টালুন। ফার্সী। ২। জোতজমি; অধিকার, স্বত্ব। আর্বী 'ইজারা'-শব্দজ। বি।

ইজারদার—ইজারা সম্পত্তির দখলকারী, ইজারা-গ্রহীতা। আর্বী ইজারা+ফার্সী দার অধিকারী অর্থে। বি।

ইজারবন্ধ—পায়জামা আঁটিবার কটিবন্ধ। ইজার (১)+বন্ধ। বি।

ইজারা—১। একাধিক বৎসরের জন্য মিয়াদী করিয়া কোন ভূসম্পত্তি হস্তবুদ খাজানার নিয়মে জমীদারের নিকট হইতে গ্রহণ; ঠিকা বন্দোবস্ত। বি। ২। ইজারা বন্দোবস্তে গৃহীত বা প্রদত্ত। আর্বী। বিণ। ৩। একচেটে অধিকার। বাং প্র। বি।

ইজারাদার—ইজারদার (তাহা দ্রঃ)। আর্বী। বি।

ইজারামহল—ইজারা জমিজমা। ইজারাই [মহল, কর্ম্মধা। বি।

ইজাহার—এজাহার (তাহা দ্রঃ)।

ইজের—ইজার (১) (তাহা দ্রঃ)।

ইজ্জত—মানসম্ভ্রম; উদারতা; আবরু; সতীত্ব। আর্বী। বি।

ইজ্জল—অম্বুজ-বৃক্ষ, হিজ্জল-বৃক্ষ, হিজল গাছ; জিউলি গাছ। ইৎ (গমনকারী) জল যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

ইজ্‌ম্—মতবাদ। ইং ism. বি।

ইজ্য—১। সুরাচার্য্য, বৃহস্পতি; বিষ্ণু; গুরু, শিক্ষক। বি; পুং। ২। পূজ্য। যজ্+ক্যপ্ কর্ম্মবা। বিণ।

ইজ্যা—১। দান; যজ্ঞ; পূজা; সঙ্গম। যজ্+ক্যপ্ ভাববা+আপ্। ২। গো; কুট্টনী; প্রতিমা। বি; স্ত্রী। ৩। শিক্ষয়িত্রী; পূজ্যা। যজ্+ক্যপ্ কর্ম্মবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ইজ্যাশীল—পুনঃ পুনঃ যজ্ঞকর্ত্তা, যাযজূক। ইজ্যা শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ইঞ্চ, ইঞ্চি—এক ফুটের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ, এক হাতের আঠার ভাগের এক ভাগ। ইং inch-শব্দ। বি।

ইঞ্চলা—উচ্ছিষ্ট, এঁটো। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ইঞ্চাক—ইচ্‌লামাছ, মোচাচিংড়ী। বি; পুং।

ইঞ্চি—'ইঞ্চ' দ্রঃ।

ইঞ্জিন, এঞ্জিন—বাষ্পাদি-পরিচালিত গতি-সম্পাদক যন্ত্র, যাহার বলে কোন কল চলে এরূপ যন্ত্র। ইং engine শব্দ। বি।

ইঞ্জিনিয়র, -য়ার—ইঞ্জিনপরিচালক; যন্ত্র-বিজ্ঞানবিৎ; পূর্ত্তকার্য্যে দক্ষ ব্যক্তি। ইং engineer-শব্দ। বি।

ইঞ্জিনিয়ারি, -রী—যন্ত্রবিজ্ঞানীর কার্য্য, ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য। ইঞ্জিনিয়ার+ই, ঈ ভাবার্থে, কর্ম্মার্থে। বি।

ইঞ্জিল, ইঞ্জীল—মুসলমানী ভাষায় বাই-বেলের নাম। আর্বী। বি।

ইট—অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের উপাদান চতুষ্কোণাকার দগ্ধমৃত্তিকা। 'ইষ্টক'-শব্দজ। বি।

ইট কাটান—ইট তৈরী করা। **ইট-পাটকেল**—আস্ত ও খণ্ড ইট (ইটটি মারিলে পাটকেলটি খাইতে হয়=আঘাত করিলেই প্রতিঘাত আসে; মন্দ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে মন্দ ব্যবহারই পাওয়া যায়।

ইটখোলা—ইষ্টকক্ষেত্র, পাঁজাখোলা, ইট-তৈয়ারীর স্থান। ইটের খোলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বাং। বি।

ইটচূর—সুরকী, ইটের গুঁড়া। ইটের চূর (<চূর্ণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ইটন—'ইটান' দ্রঃ।

ইটা—ইট, ইষ্টক; মৎস্যবিশেষ। বাং। বি।

ইটান, ইটন—ইষ্টক দ্বারা আঘাত করা, ইট ছুঁড়িয়া মারা। 'ইট' হইতে জাত নামধাতু। ক্রি। [বি।

ইটাল—ইষ্টকখণ্ড, ইটের টুকরা। প্রাদে।

ইটি, এটি—সম্মুখবর্ত্তী বস্তু বা ব্যক্তি। হিন্দী-মূলক। সর্ব্ব।

ইটিমিটি—এ জিনিস সে জিনিস; বাজে জিনিস বা কাজ। বাং। বি।

ইড়কি, ইড়িক—অশ্বচালনার্থ অশ্বারোহীর পদাঘাত, গুঁতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ইড়া—ইক্ষ্বাকুকন্যা ও বুধপত্নী (ইঁহার অন্য নাম ইলা); দক্ষকন্যা ও কশ্যপপত্নী; মনুর কন্যা ও পত্নী [চরিতাবলী দ্রঃ]; পৃথিবী; গাভী; স্বরা; শরীরের বামভাগস্থ রক্ত-বাহিকা নাড়ীবিশেষ [ইহা মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে অবস্থিত—সাধকগণ এই ইড়া নাড়ীকে গঙ্গাস্বরূপ এবং মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত পিঙ্গলা নাড়ীকে যমুনাস্বরূপ জ্ঞান করেন। এতদুভয়ের মধ্যে সরস্বতীরূপা সুষুম্নানাড়ী। এই নাড়ী তিনটীর মিলনস্থানকে 'ত্রিবেণী' বলে]; বাণী, সরস্বতী; স্বর্গ; দেবীবিশেষ। ইল্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ইৎ—১। গমনশীল, গামী। ই+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। (সংস্কৃত ব্যাকরণ) ইৎসংজ্ঞক বর্ণ, কোন বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত যে বর্ণ উচ্চারিত হয় কিন্তু কার্য্যকালে থাকে না এরূপ [যেমন 'ট' প্রত্যয়; ইহার ট্ বর্ণটী ইৎ, কেবল অ থাকে। আর ট্ বর্ণের প্রয়ো-জনীয়তা স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রত্যয়ের জন্য]। বি; পুং।

ইত—১। গত; প্রাপ্ত। ই+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। জ্ঞাত; লব্ধ। ই+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। জ্ঞান। ই (জানা)+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ইতঃ (ইতস্), ইত—এদিক্ হইতে, এখান হইতে, ইহা হইতে; এখানে, এদিকে। ইদম্+তস্ (৫মী-স্থানে বা ৭মী-স্থানে)। অব্য।

ইতঃপর—ইহার পর। ইতঃ পর, সুপ্‌সুপা। ক্রি-বিণ। [সুপ্‌সুপা। ক্রি-বিণ।

ইতঃপূর্ব্বে(র্ব্বে)—ইহার পূর্ব্বে, ইহার অগ্রে।

ইতবার—ইতুপূজার বার, রবিবার। 'ইতুবার'-শব্দজ। বি।

ইতর—১। নীচ, অধম; পামর। বিণ। ২। অন্য, ভিন্ন, অপর। ই (কাম)—তৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। সর্ব্ব। [বি; পুং।

ইতরজন—নীচ ব্যক্তি; অন্য ব্যক্তি। কর্ম্মধা।

ইতরজাতি—১। নিকৃষ্টজাতি, হীনজাতি; মনুষ্য ভিন্ন অন্য জাতি। ইতরা জাতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। নিকৃষ্টজাতীয়; তির্য্যগ্‌জাতীয়। ইতরা জাতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ইতরজাতীয়—নিকৃষ্টজাতীয়, হীনজাতি-ভুক্ত; মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীবশ্রেণীর অন্তর্গত, তির্য্যগ্‌জাতীয়। ইতরজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ইতরতা—নিকৃষ্টতা, নীচতা, ছোট লোকের কাজ। ইতর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ইতরথা—অন্যথা, নতুবা; অন্যপ্রকারে, প্রকারান্তরে। ইতর+থাচ্ প্রকারার্থে। অব্য; ক্রি-বিণ।

ইতরবিশেষ—১। নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট-ভেদ, ভিন্নতা। ইতর এবং বিশেষ, দ্বন্দ্ব। ২। অন্য হইতে প্রভেদ, তুলনা দ্বারা এক হইতে অন্যের পার্থক্য। ইতর হইতে বিশেষ, ৫মীতৎ। বি; পুং।

ইতরভাষা—নীচ লোকের ভাষা, অপ-ভাষা; অকথ্য বাক্য, কটূক্তি। ইতরের ভাষা, ৬ষ্ঠীতৎ, বা, ইতর ভাষা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ইতরাম, -মি—নীচতা, ছোটলোকের ন্যায় ব্যবহার। ইতর+আম, আমি ভাবার্থে। বি।

ইতরেতর—পরস্পর, অন্যোন্য। ইতর+ইতর (কর্ম্মব্যতীহারে দ্বিরুক্তি, সমাসবদ্ভাব)। সর্ব্ব। **ইতরেতর দ্বন্দ্ব**—(ব্যাকরণ) কতকগুলি বিশেষ পদের সমাস; সমাহারার্থ ভিন্ন দ্বন্দ্বসমাস-বিশেষ।

ইতরেতর-যোগ—দ্বন্দ্বসমাসবিশেষ, যে দ্বন্দ্বসমাসে পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝায় তাহা। ইতরেতরের যোগ হয় যদ্দারা বা যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

ইতরেতরাশ্রয়ী (-শ্রয়িন্)—পরস্পর আশ্রয়-কারী, যাহারা পরস্পরের সাহায্যে কার্য্য-নির্ব্বাহ করে এরূপ। উপতৎ; ইতরেতর—আ—শ্রি+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শ্রয়িণী। বি, —শ্রয়িতা।

ইতলা—এতলা, সংবাদ। আর্বীমূলক। বি।

ইতস্‌—'ইতঃ' দ্রঃ।

ইতস্ততঃ (-তস্‌), **ইতস্তত**—১। অত্র তত্র, এখানে সেখানে, এদিকে সেদিকে; চারিদিকে, চতুর্দ্দিকে, সকল দিকে। ইতস্‌ (এখানে)+ততস্‌ (সেখানে)। অব্য। ২। দ্বিধা, করিব কি না করিব এই ভাব। বাং প্র। বি। **ইতস্ততঃ করা**—দ্বিধা করা, কুণ্ঠিত হওয়া; গড়িমসি করা।

ইতি—এই, ইহা; অতএব; এই-প্রকার; প্রকরণ; সমাপ্তি; সমাপ্তিসূচক শব্দ; উপক্রম; প্রকাশ; অনুকর্ষ; প্রকর্ষ; সান্নিধ্য; বিবক্ষা-নিয়ম; প্রত্যক্ষ; অবধারণ; পরামর্শ; মান। ই+ক্তি ভাববা। অব্য। **ইতি করা**—শেষ করা, ক্ষান্ত হওয়া। **ইতিয়ে দেওয়া**—নগণ্যবোধে ছাড়িয়া দেওয়া।

ইতি-উতি—এদিকে ওদিকে, চারিদিকে, চারিধারে ("বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া 'ইতি-উতি' চায়"—জ্ঞানদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

ইতিকথা—অর্থশূন্য বাক্য, উপকথা। ইতি (ইহাই) কথা, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

ইতিকর্ত্ত(র্ত)ব্য—১। ইহাই করণের যোগ্য, ইহাই করা উচিত বা আবশ্যক; কোন কার্য্যের সম্পাদনে আনুষঙ্গিকরূপে করণীয়। বিণ। ২। অনুষ্ঠাতব্য কার্য্য; কর্ত্তব্য। ইতি (ইহাই) কর্ত্তব্য, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

ইতিকর্ত্ত(র্ত)ব্যতা—ইহাই কর্ত্তব্য—এই-প্রকার জ্ঞান; কোন কার্য্যসম্পাদনের ঔচিত্য। ইতিকর্ত্তব্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ইতিকর্ত্ত(র্ত)ব্যবিমূঢ়—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে অসমর্থ। ইতিকর্ত্তব্যবিষয়ে বিমূঢ়, ৭মীতৎ। বিণ।

ইতিকাহিনী—ইতিহাস। ইতি (এই) কাহিনী (হিন্দী 'কহনিয়া'-শব্দজ), সুপ্‌-সুপা। বি।

ইতিপূর্ব্বে(র্বে)—ইহার আগে। ইতি (ইহার—অব্যয় শব্দজ) পূর্ব্ব, সুপ্‌সুপা, তাহাতে। বি; অধি-৭মী (ক্রি-বিণরূপে প্রযুক্ত)।

ইতিবৃত্ত—অতীতবৃত্তান্ত, ইতিহাস। ইতি (এই প্রকার) বৃত্ত (অতীত), সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

ইতিবৃত্তকথা—প্রাচীন ঘটনার বিবরণ, ইতিহাসকথা। ইতিবৃত্তের কথা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইতিবৃত্তকার—ইতিহাসলেখক, পুরাবৃত্ত-রচয়িতা। উপতৎ; ইতিবৃত্ত—কৃ+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ। স্ত্রী, —কারী।

ইতিবৃত্তলেখক—ইতিহাসরচয়িতা, পুরাবৃত্তলেখক। ইতিবৃত্তের লেখক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —লেখিকা।

ইতিমধ্যে—ইহার মধ্যে, এই সময় মধ্যে। ইতি (ইহার) মধ্য, সুপ্‌সুপা, তাহাতে। বি; অধি-৭মী (ক্রি-বিণরূপে প্রযুক্ত)।

ইতিমাত্র—এতৎপরিমাণ, এতাবৎ। ইতি মাত্রা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ইতিমাম—এতিমাম (তাহা দ্রঃ)।

ইতিলা, ইতালা—এতালা (তাহা দ্রঃ)।

ইতিহ—লোকপরম্পরাক্রমে প্রচলিত কথা, পুরাতন কথা, ঐতিহ্য। ইতি (এইপ্রকার বা তদ্রূপ)+হ (সমাচার)। অব্য।

ইতিহাস—পূর্ব্ববৃত্তান্ত, প্রাচীন কথা, ইতি-বৃত্ত, পুরাবৃত্ত; পূর্ব্ববৃত্ত-বর্ণন-গ্রন্থ। ইতিহ—আস্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং।

ইতিহাসকার—পুরাবৃত্তরচয়িতা, প্রাচীন-কালের ঘটনাবলীর লেখক। উপতৎ; ইতি-হাস—কৃ+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

ইতিহাসজ্ঞ—যে ইতিহাস জানে এরূপ। উপতৎ; ইতিহাস—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ইতিহাসবিৎ (-বিদ্‌)—ইতিহাসজ্ঞ, পুরা-তত্ত্বজ্ঞ। উপতৎ; ইতিহাস—বিদ্‌+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ইতিহাসবেত্তা (-বেতৃ)—ইতিহাসজ্ঞ, ইতিহাসনিপুণ। ইতিহাসের বেত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —বেত্রী।

ইতিহাসবেদী (-বেদিন্‌)—ইতিহাসজ্ঞ, পুরাবৃত্তনিপুণ। উপতৎ; ইতিহাস—বিদ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বেদিনী।

ইতু—দেবতাবিশেষ, কার্ত্তিকমাসের সংক্রান্তি-দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পূজ্য দেবতা ['মিত্র' শব্দ হইতে 'মিতু' বা 'ইতু'র নামকরণ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে অবস্থানকালে সূর্য্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন। 'মার্গশীর্ষে তপে-মিত্রঃ' ইত্যাদি বচনানুসারে বৃশ্চিকরাশিতে বা অগ্রহায়ণমাসে স্থিত সূর্য্যের নাম 'মিত্র'। দেখিতে পাওয়া যায়, ইতু নিত্য পূজিত হইলেও অগ্রহায়ণের প্রতিরবিবারে বিশেষ-ভাবে পূজিত হন]। 'মিত্র'-শব্দজ। বি; পুং।

ইতুপূজা—অগ্রহায়ণমাসের প্রতিরবিবারে শস্যবৃদ্ধিকামনায় সূর্য্যদেবের পূজা। ইতুর পূজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইতুবার—রবিবার। ইতুর (<মিত্র) বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইতোমধ্যে—ইহার মধ্যে, ইতিমধ্যে। ইতঃ+মধ্য, সুপ্‌সুপা, তাহাতে। বি; অধি-৭মী (ক্রি-বিণ অর্থে প্রযুক্ত অশুদ্ধ শব্দ)।

ইত্তিলা—এতেলা (তাহা দ্রঃ)।

ইত্তিহাদ—সঙ্ঘ, সভা, সমন্বয়; সন্ধি। আর্বী। বি।

ইত্থম্ভূত—এবম্ভূত, ঈদৃশ; এইপ্রকারে জাত। ইত্থম্‌ (এইরূপে) ভূত (জাত), সুপ্‌সুপা। বিণ।

ইত্বর—১। গমনশীল; পথিক; নীচ; দীন, দরিদ্র; ক্রূরকর্ম্মা, নিষ্ঠুর। বিণ। স্ত্রী, —রী। ২। ষণ্ড। ই+ক্বরপ্‌ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বি; পুং।

ইত্বরী—১। অসতী, ভ্রষ্টা স্ত্রী; অভি-সারিকা। বি; স্ত্রী। ২। গমনশীলা ইত্যাদি। ইত্বর+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ইত্যবসরে—এই অবসরে, এই সময়ে; এই সুযোগে। ইতি অবসর, সুপ্‌সুপা, তাহাতে। বি; অধি-৭মী।

ইত্যাকার—ঈদৃশ, এইপ্রকার, এইরূপ। ইতি (এইরূপ) আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ইত্যাদি—এবং এইরূপ, ইহা এবং আরও আরও, ইহা ও এইরূপ অন্য সমস্ত। ইতি (ইহা) আদি বা আদিতে যাহাদের, বহুব্রী। বিণ (অব্যয়রূপে প্রযুক্ত)।

ইথে—ইহাতে, এ বিষয়ে; এইহেতু; এত-দ্দ্বারা; ইহা। কবিপ্র। অব্য।

ইদা—সংবৎসরাদি পঞ্চ বর্ষের অন্তর্গত তৃতীয় বৎসর (ইদাবৎসর তাহা দ্রঃ)। ই+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ইদানীং (-নীম্‌)—অধুনা, সম্প্রতি, এক্ষণে। ইদম্‌+দানীম্‌ কালার্থে। অব্য।

ইদানীন্তন—অধুনাতন, বর্ত্তমানকালীন, আধুনিক, নব্য। ইদানীম্‌+তন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, —নী।

ইদাবৎসর—ত্রিংশৎ সূর্য্যোদয়ে যে মাস হয়, তাহার দ্বাদশ মাসে এক ইদাবৎসর হয় [ইহা সংবৎসরাদি বর্ষপঞ্চকের তৃতীয় বর্ষ; ইহার অন্য নাম ইদ্বৎসর]। ইদা-চিহ্নিত বৎসর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইদ্‌গাহ্‌—ইদের ঘর, ইদের দিনে একসঙ্গে উপাসনা করিবার ঘর। আর্বী। বি।

ইদ্দৎ—মুসলমান-বিধবার যে পর্য্যন্ত পুনরায় বিবাহ হইতে পারে না সেই সময়। আর্বী। বি।

ইদ্বৎসর—ইদাবৎসর (তাহা দ্রঃ)। ইৎ-সংজ্ঞক বৎসর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইধ্ম—জ্বালানি কাঠ। ইন্ধ্‌+মক্‌ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

ইন—সূর্য্য; পতি; প্রভু; নৃপবিশেষ; রাজা; শ্রেষ্ঠ। ই+নক্‌ কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ; পুং।

ইনফসলী—ছাড়পত্র, মুক্তিপত্র। আর্বী। বি।

ইনসাফ—ন্যায়বিচার, সুবিচার। আর্বী। বি।

ইনাম—দান, বখ্‌শিস, রাজা কোন অধীন ব্যক্তিকে যে দান করেন তাহা, সন্তোষপূর্ব্বক দান; উপকারের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্কর ভূমি বা অর্থ প্রভৃতি। আর্বী। বি।

ইনামেল—এনামেল (তাহা দ্রঃ)।

ইনি—এই ব্যক্তি, এই জন। 'ইদম্‌'-শব্দজ। সর্ব্ব। [বি।

ইন্‌কম—উপার্জ্জন, আয়। ইং income.

ইন্‌কম-ট্যাক্স—উপার্জ্জনের উপর ধার্য্য রাজস্ব, আয়কর। ইং income-tax. বি।

ইন্‌ক্লাব—বিপ্লব, বিদ্রোহ ('ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ'=বিদ্রোহ জয়যুক্ত হউক)। বৈদে। বি।

ইন্‌টরপ্রেটর—আদালতের ভাষান্তরকারী কর্ম্মচারী, দোভাষী। ইং interpreter-শব্দ। বি।

ইন্‌সলভেন্ট—দেউলিয়া, ঋণপরিশোধে অসমর্থ, যোত্রহীন। ইং insolvent-শব্দ। বিণ।

ইন্তাকাল—মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে মাল-ক্রোক; হস্তান্তর; পরলোকগমন। আর্বী 'ইন্ত্‌কাল'-শব্দজ। বি।

ইন্তাজার—এন্তাজার (তাহা দ্রঃ)।

ইন্তাজারি—ইন্তিজার (তাহা দ্রঃ)।

ইন্তাহাম, ইন্তিহাম—পরীক্ষা। আর্বী 'ইম্‌ত্‌হান-শব্দজ। বি।

ইন্তিজাম—নিয়ম; ব্যবস্থা। আর্বী 'ইন্তজাম'-শব্দজ। বি। [বি।

ইন্তিজার, -রি—প্রতীক্ষা; ভরসা। আর্বী।

ইন্তিহা—শেষ; সীমা। আর্বী 'ইন্ত্‌হা'-শব্দজ। বি।

ইন্দারা—ক্ষুদ্রজলাশয়, কূপ, ইঁদারা। 'ইন্দ্রাগার'-শব্দজ। বি।

ইন্দি, ইন্দী—লক্ষ্মী। ইন্দ্‌+কি কর্ত্তৃবা, পক্ষে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ইন্দিবর, ইন্দীবর—নীলপদ্ম। ইন্দির, ইন্দীর (লক্ষ্মীর) বর (অভীষ্ট, প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ইন্দি(ন্দী)বরিণী—উৎপলিনী; নীলোৎপলসমূহ। ইন্দি(ন্দী)বর+ইন্‌, সমূহার্থে, আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ইন্দি(ন্দী)বরী—শতমূলী। উপতৎ; ইন্দি (ন্দী)—বৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ইন্দি(ন্দী)বার—নীলোৎপল, নীলপদ্ম। উপতৎ; ইন্দি, ইন্দী—বৃ+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ইন্দিরা—লক্ষ্মী; বিষ্ণুপত্নী; শোভা। উপতৎ; ইন্দি (ঐশ্বর্য্য)—রা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ইন্দিরাবর—নীলোৎপল। ইন্দিরার বর (প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ইন্দিরালয়—পঙ্কজ, পদ্ম; লক্ষ্মীর আবাস। ইন্দিরার আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দু—চন্দ্র; (চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রত্ব হেতু) কর্পূর; মৃগশিরা নক্ষত্র (ঐ নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র বলিয়া)। উন্দ্‌ (ক্লিন্ন করা)+উ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (জ্যোৎস্না দ্বারা জগৎকে ক্লিন্ন করে বলিয়া)। বি; পুং।

ইন্দুকমল—শ্বেত পদ্ম। ইন্দুসদৃশ কমল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইন্দুকলা—চন্দ্রকলা, চন্দ্রের ষোল ভাগের এক ভাগ। ইন্দুর কলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দুকলিকা—১। কেতকী, কেয়াফুল। ইন্দুসদৃশী কলিকা যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। ২। চন্দ্রকলা। ইন্দুকলা+কন্‌ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

ইন্দুকান্ত—চন্দ্রকান্তমণি। ইন্দু কান্ত যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইন্দুকান্তা—রাত্রি; নক্ষত্র। ইন্দু কান্ত যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ইন্দুকিরীট—শিব। ইন্দু কিরীট যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইন্দুজ—১। চন্দ্র হইতে উৎপন্ন, চন্দ্রজাত। বিণ। ২। বুধগ্রহ। উপতৎ; ইন্দু—জন্‌ +ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [বি; পুং।

ইন্দুজনক—সমুদ্র। ইন্দুর জনক, ৬ষ্ঠীতৎ।

ইন্দুজা—১। চন্দ্র হইতে উৎপন্না। বিণ; স্ত্রী। ২। রেবানদী, নর্ম্মদা নদী। উপতৎ; ইন্দু—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ইন্দুতিলকা—চন্দ্রালোকশোভিতা। ইন্দু তিলক যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ইন্দুনিভ—চন্দ্রতুল্য, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল। ইন্দুর সদৃশ, নিত্য। বিণ।

ইন্দুনিভানন—চন্দ্রবদন। ইন্দুনিভ আনন যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি; পুং।

ইন্দুপুত্র—বুধগ্রহ। ইন্দুর পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ।

ইন্দুপুষ্পিকা—কলিকারী বৃক্ষ, বিষলাঙ্গলা। ইন্দুর ন্যায় পুষ্প যাহার, বহুব্রী (সমাসে ক-আগম)+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ইন্দুবদন—চন্দ্রানন, যাহার মুখ চাঁদের মত সুন্দর এমন। ইন্দুসদৃশ বদন যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি; স্ত্রী।

ইন্দুবল্লী—সোমলতা। ইন্দুর বল্লী, ৬ষ্ঠীতৎ।

ইন্দুব্রত—চান্দ্রায়ণ ব্রত। ইন্দুনিমিত্তক বা ইন্দুপ্রীত্যর্থক ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইন্দুভূষণ—চন্দ্রচূড়, মহাদেব। ইন্দু ভূষণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইন্দুভৃৎ—চন্দ্রচূড় শিব। উপতৎ; ইন্দু—ভৃ +ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ইন্দুমতী—১। পূর্ণিমা। ইন্দু+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। ২। বিদর্ভরাজপুত্রী [চরিতাবলী দ্রঃ]; তীর্থবিশেষ। বি; স্ত্রী।

ইন্দুমুখী—চন্দ্রাননা, চন্দ্রবদনা। ইন্দুসদৃশ মুখ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ইন্দুমৌলি—মহাদেব। ইন্দু মৌলিতে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইন্দুয়া—চন্দ্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ইন্দুর—মূষিক, ইঁদুর। উন্দ্‌+উর কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (উ-স্থানে ই)। বি; পুং।

ইন্দুরকানি, -নী—মূষিককর্ণীলতা, মূষাকানী; একপ্রকার জলজ পানা। ইন্দুরের কান (অর্থাৎ সেই রকমের পাতা), ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে ই, ঈ, আছে অর্থে, অথবা 'উন্দুরকর্ণী'-শব্দজ। বি।

ইন্দুরত্ন—মুক্তা। ইন্দুসদৃশ রত্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইন্দুরেখা, -লেখা—চন্দ্রকলা, চন্দ্রখণ্ড; সোমলতা; গুলঞ্চ; যমানী। ইন্দুর রেখা, লেখা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দুলোহক—রৌপ্য। ইন্দুতুল্য (শুভ্র) লোহক (ধাতু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইন্দুশেখর—চন্দ্রচূড়, মহাদেব। ইন্দু (চন্দ্র) শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইন্দূর—মূষিক, ইঁদুর। উন্দ্‌+উর কর্ত্তৃবা (উ-স্থানে ই)। বি; পুং।

ইন্দ্র—সুরনাথ, দেবরাজ [চরিতাবলী দ্রঃ]; বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের ষড়্‌বিংশ যোগবিশেষ; অন্তরাত্মা; আদিত্যবিশেষ; কুটজবৃক্ষ; উপদ্বীপবিশেষ; ইন্দ্রিয়; ঐশ্বর্য্য; পরমেশ্বর; ভারতবর্ষের নবখণ্ডের একখণ্ড; (শব্দের শেষে বসিলে) প্রভু, অধিপতি; ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইন্দ্‌ (ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া)+র কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী —ইন্দ্রানী (ইন্দ্রপত্নী)।

ইন্দ্রক—সভাগৃহ, আহ্বানগৃহ। উপতৎ; ইন্দ্র —কৈ+ক অধিবা। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রকল্প—ইন্দ্রতুল্য, ইন্দ্রসদৃশ। ইন্দ্র+কল্পপ্‌, ঈষদূন অর্থে। বিণ।

ইন্দ্রকীল—মন্দর-পর্ব্বত [ইহা হিমাদ্রি-প্রদেশে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, ইহা মহেন্দ্র-পর্ব্বতের অপর নাম। অর্জ্জুন এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন; এইখানেই কিরাতবেশী মহাদেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়]। ইন্দ্রের কীল অর্থাৎ শঙ্কু-সদৃশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রকুঞ্জর—ঐরাবত হস্তী। ইন্দ্রের কুঞ্জর,

ইন্দ্রকৃষ্ট—বৃষ্টিজলসম্পন্ন (ধান্য)। ইন্দ্র (ইন্দ্রহেতুক বর্ষণ) দ্বারা কৃষ্ট (কর্ষিত), ৩য়াতৎ। বিণ।

ইন্দ্রকোষ—মঞ্চ; খট্বা; গোঁজলা; বারাণ্ডা। ইন্দ্রের কোষ, সদৃশার্থে, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রগোপ—রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীটবিশেষ, মুখমলী। ইন্দ্র গোপ (রক্ষক) যাহার, বহুব্রী (বর্ষায় জাত বলিয়া)। বি; পুং।

ইন্দ্রচন্দন—হরিচন্দন। ইন্দ্রের চন্দন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রচাপ—ইন্দ্রধনু, রামধনু। ইন্দ্রের চাপ,

ইন্দ্রজাল—কুহক, ভোজবাজী; মায়া, প্রতারণা। ইন্দ্রদ্বারা (কৌশলাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা) জাল (দ্রষ্টার নেত্রাবরণ), ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রজালক—ঐন্দ্রজালিক, যাদুকর, বাজীকর। ইন্দ্রজাল—কৃ+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ইন্দ্রজালিক—বাজীকর, কুহকী; ইন্দ্রজাল-

সম্ভূত। ইন্দ্রজাল+ইক (ঠন্) জ্ঞাতার্থে, জাতার্থে। বিণ।

ইন্দ্রজিৎ—মন্দোদরীসুত, রাবণপুত্র, মেঘনাদ [চরিতাবলী দ্রঃ]। উপতৎ; ইন্দ্র—জি+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ইন্দ্রতুল, -তুলক—আকাশ হইতে পতিত সূত্র, আকাশবুড়ীর সূতা; বৃদ্ধসূত্রক, গ্রীষ্মহাস, বংশকফ। ইন্দ্রের তুল (কার্পাস), ৬ষ্ঠিতৎ, পক্ষে+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রত্ব—স্বর্গের আধিপত্য। ইন্দ্র+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রদারু—দেবদারু বৃক্ষ। ইন্দ্রপ্রিয় দারু,

ইন্দ্রদ্যুম্ন—অবন্তীর সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ; ব্রাহ্মণবিশেষ; অসুররাজবিশেষ; ঋষিবিশেষ; মহাভারতোক্ত মুনিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]; একজন রাজা [চরিতাবলীতে অহল্যা (২) দ্রঃ]; সরোবরবিশেষ; হ্রদবিশেষ। ইন্দ্রবৎ দ্যুম্ন (ধন) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইন্দ্রদ্রু, ইন্দ্রদ্রুম—অর্জ্জুন-বৃক্ষ; কুটজ-বৃক্ষ। ইন্দ্রের দ্রু, দ্রুম, ৬ষ্ঠিতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রধনুঃ (-ধনুস্), -ধনু—রামধনু। ইন্দ্রের ধনুঃ, ৬ষ্ঠিতৎ। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রধ্বজ—ভাদ্রমাসে শুক্লদ্বাদশী তিথিতে রাজারা প্রজাবৃদ্ধির মানসে ইন্দ্রদেবতার প্রীত্যর্থে যে ধ্বজের পূজা করাইয়া উত্তোলন করাইতেন তাহা [বৃহৎসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—একদা দেবতারা দানবগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলে, তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তাঁহারা বিষ্ণুকে প্রীত করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে এক ধ্বজ প্রদান করেন, এবং ইন্দ্রও তদ্দ্বারা অসুরদলনে সমর্থ হন। অনন্তর চেদিরাজ বেণুময় এক ধ্বজ উত্তোলনপূর্ব্বক বিহিতবিধানে তাহার অর্চ্চনা করিলে, ইন্দ্রদেব তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া বলেন, "অতঃপর যে নরপতি এইপ্রকার ইন্দ্রধ্বজের অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রজাবিস্তার ও শস্যবৃদ্ধি হইবে, এবং সেই রাজ্যের প্রজারা আরোগ্যলাভ করিবে"]। ইন্দ্রপ্রীত্যর্থক ধ্বজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

ইন্দ্রনীল—মরকতমণি, নীলকান্তমণি, পান্না। ইন্দ্রসদৃশ নীল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইন্দ্রনীলক—মরকতমণি। ইন্দ্রনীল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

ইন্দ্রনীলমণি—মরকতমণি, পান্না। ইন্দ্রনীলই মণি, কর্ম্মধা। বি; পুং

ইন্দ্রপাত—ইন্দ্রের নাশ; প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু। ইন্দ্রের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রপুর, -পুরী—দেবরাজনগর, অমরাবতী। ইন্দ্রের পুর, পুরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

ইন্দ্রপুষ্প—লবঙ্গ; ইন্দ্রযব। ইন্দ্রপ্রিয় পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রপুষ্পা—বিষলাঙ্গলা। ইন্দ্র (তত্তুল্য নীল) পুষ্প যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রপুষ্পিকা—বিষলাঙ্গলা। ইন্দ্রপুষ্পা+কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রপ্রসাদী—১। ইন্দ্রের কৃপাধীন; দৈবাধীন; যাহা বর্ষণের উপর নির্ভর করে এমন ('—কৃষিকার্য্য')। বাং প্র। বিণ।

ইন্দ্রপ্রহরণ—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রবংশা—(সংস্কৃত কাব্য) দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ (ইহার ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম ও ১১শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট গুরু)। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রবজ্রা—(সংস্কৃত কাব্য) একাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ (ইহার ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৯ম বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট বর্ণ গুরু)। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রবারুণী, -বারুণিকা—রাখালশসা; রাজগোমক; গোরক্ষকাঁকুড়। ইন্দ্র—বৃ+উনণ্ কর্তৃবা+ঈপ্; পক্ষে+কন্+আপ্। বি; স্ত্রী। [ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ইন্দ্রবীজ—ইন্দ্রযব, কুটযের বীজ, কুরচির

ইন্দ্রবৃক্ষ—দেবদারু। ইন্দ্রপ্রিয় বৃক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইন্দ্রব্রত—১। প্রত্যহ বিহিতবিধানে ইন্দ্রদেবের অর্চ্চন (ইহার ফলে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি ঘটে)। ইন্দ্রপ্রীত্যর্থক ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। প্রজাপালনরূপ রাজকর্ত্তব্য। ইন্দ্রের ব্রত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রভেষজ—শুণ্ঠী, শুঁঠ। ইন্দ্র (অত্যুত্তম) ভেষজ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রযব—যবাকৃতি তিক্ত বীজবিশেষ, কুড়্চির বীজ। ইন্দ্রের যব, ৬ষ্ঠিতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

ইন্দ্রলুপ্ত—কেশনাশক রোগ, টাকরোগ। ইন্দ্রদিগের অর্থাৎ ইন্দ্রনীলবর্ণ কেশ সকলের লুপ্ত অর্থাৎ লোপ হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রলুপ্তিক—ইন্দ্রলুপ্ত-রোগবিশিষ্ট, টাকরোগী, টেকো। ইন্দ্রলুপ্ত+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—লুপ্তিকা।

ইন্দ্রলোক—অমরাবতী। ইন্দ্রের লোক, ৬ষ্ঠিতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রসভা—অমরাবতীর দেবসভা, দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভা (বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত এই সভা ৪৮০ ক্রোশ পরিধিযুক্ত ও ২ ক্রোশ উচ্চ। তেত্রিশ কোটি দেবতা ও আটচল্লিশ হাজার ঋষির বসিবার স্থান এখানে আছে)। ৬ষ্ঠিতৎ। বি।

ইন্দ্রসাবার্ণ—চতুর্দ্দশ অর্থাৎ শেষ মনু [চরিতাবলী দ্রঃ। এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম যুগ চলিতেছে]। ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ) সাবর্ণি (সূর্য্যতনয়), কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইন্দ্রসুত—বালী রাজা; জয়ন্ত; অর্জ্জুন; (অর্জ্জুন নামহেতু) অর্জ্জুনবৃক্ষ। ইন্দ্রের সুত, ৬ষ্ঠিতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রসেন—নলরাজার পুত্র; যুধিষ্ঠিরের সারথি; সূর্য্যবংশীয় পূর্ণের পুত্র; যুধিষ্ঠিরের পুত্র; পরীক্ষিতের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। ইন্দ্রের সেনার ন্যায় সেনা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ইন্দ্রসেনা—নল রাজার কন্যা [চরিতাবলী দ্রঃ]। ইন্দ্রসেন+আপ্। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রা—কাঁটা জামীর; ইন্দ্রপত্নী, শচী। ইন্দ্+রক্ কর্তৃবা+আপ্; ইন্দ্র+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রাগার—বৃহৎ কূপ, ইঁদারা। ইন্দ্রের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রাণী—১। ইন্দ্রপত্নী, শচী; ইন্দ্রশক্তি; সূর্য্যশক্তি; বায়ুশক্তি। ইন্দ্র+আনীপ্ পত্নী অর্থে। ২। অষ্টমাতৃকার একজন; যোগিনীবিশেষ; রতিবন্ধবিশেষ; দুর্গা; নিসিন্দাবৃক্ষ; সিন্ধুবার; সূক্ষ্মেলা; স্থূলৈলা। ইন্দ্র—অন্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রানুজ, -বরজ—উপেন্দ্র, বামনদেব [ইন্দ্রের জন্মের পরে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্ম হইয়াছিল]। ইন্দ্রের অনুজ, অবরজ, ৬ষ্ঠিতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রায়ুধ—রামধনু। ইন্দ্রের আয়ুধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [তৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রারি—অসুর, দৈত্য। ইন্দ্রের অরি, ৬ষ্ঠী-

ইন্দ্রালয়—স্বর্গ, অমরাবতী; রাজপুরী, রাজভবন। ইন্দ্রের আলয়, ৬ষ্ঠিতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রাসন—ইন্দ্রের বসিবার আসন; রাজাসন। ইন্দ্রের আসন, ৬ষ্ঠিতৎ। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রিয়—জ্ঞানকর্ম্মসাধন, যাহাদ্বারা পদার্থের জ্ঞানলাভ এবং কর্ম্মসাধন করা যায় তাহা [ইন্দ্রিয় ত্রিবিধ; যথা,—জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি; যথা,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। অন্তরিন্দ্রিয় চারিটি; যথা,—মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি; যথা,—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। মন ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক]; শুক্র, বীর্য্য; বিজ্ঞান। ইন্দ্র (ঈশ্বর)+ইয় সৃষ্টার্থে। বি; ক্লীব। বিণ,—ঐন্দ্রিয়িক।

ইন্দ্রিয়ক্ষোভ—ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য, অজিতেন্দ্রিয়তা। ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভ, ৬ষ্ঠিতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়গম্য—ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি বা গ্রহণের যোগ্য, জ্ঞানগম্য। ইন্দ্রিয় দ্বারা গম্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়গোচর—ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জ্ঞানগম্য। ইন্দ্রিয়ের গোচর, ৬ষ্ঠিতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়গ্রাম—ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়সমুদয়। ইন্দ্রিয়ের গ্রাম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণের যোগ্য, ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য। ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা—ভোগের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন। ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য—ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ, ইন্দ্রিয় বশে না থাকা, অজিতেন্দ্রিয়তা। ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রিয়জয়—ইন্দ্রিয়ের দমন, ইন্দ্রিয়বশীকরণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়সংযম। ইন্দ্রিয়ের জয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়জয়ী (-য়িন্)—ইন্দ্রিয়ের দমনকারী, ইন্দ্রিয়সংযমী। উপতৎ; ইন্দ্রিয়—জি+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —জয়িনী।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান—প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, -পরিতৃপ্তি—রমণ; ইন্দ্রিয়সেবা, ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখলাভ। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, পরিতৃপ্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়দমন—ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তীকরণ, ইন্দ্রিয় বশে রাখা। ইন্দ্রিয়ের দমন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রিয়দোষ—ইন্দ্রিয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা; স্ত্রীসম্ভোগবিষয়ে যথেচ্ছাচার, লাম্পট্য। ইন্দ্রিয়ের দোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—ইন্দ্রিয়সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা। ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, —নিগ্রহী (-হিন্)।

ইন্দ্রিয়নিরোধ—ইন্দ্রিয়দমন, ইন্দ্রিয়কে আয়ত্ত করা। ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়পর—ইন্দ্রিয়াসক্ত, ভোগপ্রবণ। ইন্দ্রিয় পর (শ্রেষ্ঠ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, -পরবশ—অত্যন্ত ইন্দ্রিয়সেবী; অসংযত; ভোগপরায়ণ। ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্র, পরবশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ—ইন্দ্রিয়সেবায় তৎপর, যে কেবল ভোগসুখকেই সংসারের সার পদার্থ মনে করে এরূপ। ইন্দ্রিয় পর (প্রধান) অয়ন যাহার, বহুব্রী। বিণ। [তৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়বর্গ—ইন্দ্রিয়সমূহ। ইন্দ্রিয়ের বর্গ, ৬ষ্ঠী-

ইন্দ্রিয়বশ—ইন্দ্রিয়াধীন, ইন্দ্রিয়ের বশ। ইন্দ্রিয়ের বশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়বিষয়—ইন্দ্রিয়গোচর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ বিষয়ীভূত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়বৃত্তি—দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কার্য্য। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়লালসা—প্রবল ভোগেচ্ছা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার তীব্র বাসনা। ইন্দ্রিয়ের লালসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়সংযম—ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ইন্দ্রিয়ের সংযম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়সেবক—'ইন্দ্রিয়সেবী' (সকল অর্থে)। ইন্দ্রিয়ের সেবক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়সেবা—ইন্দ্রিয়ের সুখভোগেচ্ছা চরিতার্থ করা, বিষয়সম্ভোগ, ভোগসুখে আসক্তি; কাম প্রভৃতির সেবা। ইন্দ্রিয়ের সেবা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়সেবী (-সেবিন্)—ইন্দ্রিয়চরিতার্থতায় ব্যাপৃত, ভোগসুখে আসক্ত। উপতৎ; ইন্দ্রিয় —সেব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —সেবিনী।

ইন্দ্রিয়ায়তন—ইন্দ্রিয়াধার, দেহ, শরীর। ইন্দ্রিয়ের আয়তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ইন্দ্রিয়ার্থ—ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানবিষয়, ইন্দ্রিয়ভোগাবস্তু (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পঞ্চ)। ইন্দ্রিয়ের অর্থ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়াসক্ত—ভোগনিরত, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে সতত চেষ্টিত। ইন্দ্রিয়ে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়াসঙ্গ(২গ)—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনাসক্তি; বিষয়-সঙ্গ পরিহার। ইন্দ্রিয়ে অসঙ্গ, ৭মীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রেজ্য—বৃহস্পতি। ইন্দ্রের ইজ্য (পূজ্য),

ইন্ধন—১। অগ্নিসন্দীপক তৃণকাষ্ঠাদি, জ্বালানিকাঠ, পাথুরে কয়লা প্রভৃতি। ইন্ধ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ২। উদ্দীপন। ইন্ধ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

ইম্নি—এদিকে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। **ইম্নিবিম্নি**—এদিকে ওদিকে।

ইন্‌ভইস্—মালের সঙ্গে প্রেরিত চালান। ইং invoice-শব্দ। বি।

ইন্সাফ—সুবিচার। আর্বী। বি।

ইন্‌স্পেক্টর—তত্ত্বাবধায়ক, পরিদর্শক। ইং inspector. বি; পুং।

ইব—১। সাদৃশ্য, তুল্যতা, সাম্য; উৎপ্রেক্ষা; ঈষৎ; নিয়োগ; এবার্থ, সমর্থন; অবধারণ; বাক্যালঙ্কার। ইব্+ক কর্তৃবা। অব্য। ২। ক্রিয়াবিভক্তি (যথা—'করিব')।

ইবা—১। এই। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। ২। যদি সত্যই তাহাই ইত্যাদি ভাবপ্রকাশক শব্দ। অব্য। ৩। ক্রিয়াবিভক্তি ('করিবা')।

ইবে—১। এখন, এবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রিবিণ। ২। ক্রিয়াবিভক্তি ('করিবে')।

ইভ—১। করী, হস্তী; (সমাসে উত্তরপদে) শ্রেষ্ঠতাবাচক শব্দ; নাগকেশর বৃক্ষ। ই+ভক্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। স্ত্রী—ইভী। ২। আদমের পত্নী, মানবজাতির আদিমাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

ইমন—স্বরমিলন; রাগিণীবিশেষ। বাং। বি। [বি।

ইমনকল্যাণ—মিশ্ররাগিণীবিশেষ। বাং।

ইমনকেদারা—মিশ্ররাগিণীবিশেষ। বাং। বি। [কর্তা। আর্বী। বি।

ইমান, ঈমান—ধর্ম্ম; ধর্ম্মবিশ্বাস, আস্তি-

ইমানদার—ধর্ম্মবিশ্বাসী, ধার্ম্মিক; আস্তিক। আর্বী ইমান+ফার্সী দার আছে অর্থে। বিণ।

ইমানদারী—ধর্ম্মশীলতা, সাধুতা, বিশ্বস্ততা। ইমানদার+ঈ (বাং) ভাবার্থে। বি।

ইমাম, এমাম—ভগবৎপ্রেরিত দূত; মসজিদে নমাজ করিবার জন্য আহ্বানকারী; ধর্ম্মগুরু। আর্বী। বি।

ইমামবারা—মহরমের তাজিয়া রাখিবার স্থান। আর্বী। বি।

ইমারত, এমারত—অট্টালিকা, প্রাসাদ, দালান, কোঠাবাড়ী। আর্বী। বি।

ইয়ৎ—'ইয়ান্' দ্রঃ।

ইয়ত্তা—এত পরিমাণ; সীমা, সংখ্যা। ইয়ৎ +তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ইয়া—১। এত বড়; এরূপ। 'ইয়ান্' (ইয়ৎ)-শব্দজ। বিণ। **ইয়া ইয়া**—এত বড় বড় ("ইয়া ইয়া কপি, আলু, কড়াইশুঁটি"—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়)। ২। অসমাপিকা-ক্রিয়াদ্যোতকবিভক্তি বিশেষ। যথা—কর্+ইয়া= করিয়া; হ+ইয়া=হইয়া ইত্যাদি।

ইয়াদ—স্মরণ, মনন। ফার্সী। বি।

ইয়াদদস্ত—মনে করিয়া দেওয়ার জন্য লিখন, স্মারকলিপি। ফার্সী। বি।

ইয়ান্ (ইয়ৎ)—এতৎপরিমিত, এত, এতাবৎ। ইদম্+বতুপ, পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী—ইয়তী।

ইয়ার, এয়ার—১। আমোদপ্রিয়, বৃথা আমোদে তৎপর। বিণ। ২। বন্ধু, বয়স্য। ফার্সী। বি।

ইয়ারকি, এয়ারকি—রহস্যপ্রিয়তা, ফাজলামি, বৃথা আমোদতৎপরতা; বন্ধুতা। ইয়ার, এয়ার+কি ভাবে। বি।

ইয়ারবক্সী—ইয়ার বন্ধু, বন্ধুবান্ধব। ফার্সী। বি। [ইং earring-শব্দ। বি।

ইয়ারিং—কর্ণভূষণ, দুলযুক্ত কানবালা।

ইয়ুনানী—যবনজাতীয়, গ্রীসদেশীয়, আইওনিয়ার অধিবাসী। ইং 'Ionian'-শব্দজ। বিণ।

ইয়ে—১। মনে পড়িতেছে না এমন কিছু। বাং। অব্য। ২। বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়বিশেষ (যেমন—'বলিয়ে', 'খাইয়ে')।

ইরণ, ঈরণ—১। মরু, উষরভূমি, ক্ষারভূমি। বি; পুং বা ক্লীব। ২। জলবৃক্ষাদিশূন্য ('—ভূভাগ')। ঋ+অনট্ অধিবা, সংজ্ঞার্থে। বিণ।

ইরম্মদ—মেঘাগ্নি, বজ্রাগ্নি; বাড়বাগ্নি; হস্তী। উপতৎ; ইরা (জল অর্থাৎ মেঘ)—মদ্ (ক্রীড়া করা)+খশ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ইরশাদ, ইরষাদ—আদেশ; ইচ্ছা; অভিপ্রায়। আর্বী। বি।

ইরশাল, -সাল—প্রেরণ; নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি কর্তৃক সদর কাছারীতে প্রেরিত খাজানা। আর্বী। বি।

ইরা—বাণী; সরস্বতী; পৃথিবী; মন্ত; জল; অন্ন; কশ্যপের ধর্ম্মপত্নীগণের মধ্যে একজন [চরিতাবলী দ্রঃ]। ই+রক্ কর্ত্তৃবা+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

ইরাকী—১। ইরাক বা পারস্য ও আরবের মধ্যস্থ দেশে জাত ('—অশ্ব')। বিণ। ২। ইরাক দেশজাত অশ্ব। আর্বী। বি।

ইরাচর—জলচর; ভূচর। উপতৎ; ইরা—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বিণ।

ইরাণী, -নী—১। পারস্যদেশীয়। বিণ। ২। পারসিক লোক; পারসিক নারী। ইরাণ (ন)+ঈ (বাং)। বি।

ইরাবতী—১। ভবনামক রুদ্রের পত্নী; পঞ্চনদদেশস্থ নদীবিশেষ; ব্রহ্মদেশীয় নদী-বিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]; বটপত্রীবৃক্ষ; পাষাণভেদী বৃক্ষবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। জলময়ী ('ইরাবান্' দ্রঃ)। ইরা+মতুপ্ সংজ্ঞার্থে, প্রাশস্ত্যার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ইরাবান্ (-ইরাবৎ)—১। সমুদ্র; অর্জ্জুনের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং। ২। জলপূর্ণ, জলময়। ইরা (জল)+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ।

ইরিণ—শূন্যস্থান; উষরভূমি। ঋ+ইনক্ অধিবা। বি; ক্লীব।

ইরেশ—বিষ্ণু; রাজা; বাগীশ; বরুণ। ইরার ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইল—১। ইলা (তাহা দ্রঃ)। বি। ২। সাধারণ অতীতের প্রত্যয় বিশেষ ('করিল', 'বলিল'); বিশেষণাত্মক কৃদন্ত প্রত্যয় (ফুটিল=ফুটন্ত)। বাং। অব্য।

ইলচিয়া, ইলচে—অপরিষ্কৃত; দূষিত। গ্রাম্য। বিণ।

ইলচী—চিংড়ীমাছ। প্রাদে। বি।

ইলবিল—সর্পাদি সরীসৃপের কুটিলগতি; ক্রিমি বা ক্ষুদ্র কীটাদির সঙ্কলন। ধ্বন্যাত্মক শব্দ। বি।

ইলম—এলেম (তাহা দ্রঃ)।

ইলশা—মৎস্যবিশেষ, ইলিশ মাছ। 'ইলীশ'-শব্দজ। বি। **ইলশা গুঁড়ি, ইলশা গুঁড়ুনি**—গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি (এইরূপ বৃষ্টিতে ইলিশ মাছ ধরার বেশ সুবিধা হয়)।

ইলা—বৈবস্বত মনুর কন্যা [চরিতাবলী দ্রঃ]; ইক্ষ্বাকু রাজার কন্যা; পৃথিবী; গাভী, ধেনু; বাণী; মদ্য; জল; কশ্যপপত্নী-বিশেষ। ইল্+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ইলাকা—এলাকা (তাহা দ্রঃ)।

ইলাবৃত—১। জম্বুদ্বীপের নব বর্ষের মধ্যে চতুর্থ বর্ষ; যেখানে অভিশপ্ত স্ত্রীরূপী ইল (অর্থাৎ ইলা) বুধের সহিত বাস করিতেন সেই স্থান। ইলার আবৃত (মনোনীত অংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অগ্নীধ্রের স্বনামখ্যাত পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। ইলা-বৃত+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ইলাম—পুরস্কার, ইনাম; জ্ঞান, বিদ্যা। আর্বী। বি।

ইলাহি, -হী—১। ঈশ্বর, আল্লা, খোদা। বি। ২। সুপ্রচুর, আড়ম্বরপূর্ণ; রাজোচিত; অতিরিক্ত; দীর্ঘ; বিরাট্। আর্বী। **ইলাহীকাণ্ড, ইলাহী কাণ্ড-কারখানা**—দিব্য বা অলৌকিক ব্যাপার; বিরাট্ আয়োজন; মহাধুমধাম। **ইলাহী খরচ**—বেহিসাব খরচ। **ইলাহী গজ**—আকবর-প্রবর্ত্তিত ৪১ ইঞ্চি-পরিমিত গজ। **ইলাহী রাত**—মহরমের জাগরণ-নিশা। **ইলাহী সন**—আকবর তাঁহার রাজত্বের চতুর্বিংশ বৎসরে যে সালের প্রবর্ত্তন করেন তাহা।

ইলি, ইলী—কাটারী। বাং। বি।

ইলিকা—পৃথিবী। ইলা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ইলিবিলি—১। এলোমেলো, আঁকাবাঁকা। বিণ। ২। কিলবিল, কীটাদির ইতস্ততঃ সঞ্চার। বাং। বি বা অব্য।

ইলিম, এলেম—বিদ্যা। আর্বী। বি।

ইলিমদার, এলেমদার—বিদ্বান্। ইলিম, এলেম+দার আছে অর্থে। বি; পুং।

ইলিমিলি, -লিলি—অস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের নাম জপের মন্ত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ইলীশ—মৎস্যবিশেষ। ইলীর ন্যায় (হাত-ছুরীর মত) শোভা পায় যাহা, উপতৎ; ইলী—শুভ্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ইলেক—টাকার গণ্ডা প্রভৃতির জ্ঞাপক অঙ্কের পার্শ্বস্থ বক্রচিহ্নবিশেষ (৻; ৲); এই সকল চিহ্ন গণ্ডা কড়া প্রভৃতির অঙ্কের বামে এবং টাকার অঙ্কের দক্ষিণ দিকে বসে; যেমন —৻ গণ্ডা, ৻ কড়া; ১৲ টাকা। বাং। বি।

ইলেক্‌ট্রিক—বৈদ্যুতিক। ইং electric. বিণ। **ইলেক্‌ট্রিক-লাইট**—বৈদ্যুতিক আলোক, বিজলী বাতি (electric light).

ইলেক্‌শন—নির্ব্বাচন, ভোট দিয়া প্রতি-নিধি স্থির করা। ইং election. বি।

ইল্বল—দৈত্যবিশেষ, বাতাপিনামক দানবের ভ্রাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]; অতিচঞ্চল মৎস্য-বিশেষ; মৃগশিরা নক্ষত্রের শিরোদেশস্থিত পঞ্চ নক্ষত্র বা তারা। ইল্+বল কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ইল্লৎ—মলিনতা, অপরিষ্কৃতত্ব; মলিন বস্তু, খারাপ জিনিস। আর্বী। বি।

ইল্লৎখানা—পায়খানা; আঁস্তাকুড়। আর্বী ইল্লৎ+ফার্সী খানা। বি।

ইল্লতিয়া, ইল্লতে, ইল্লুতে—মলিন, অপরিষ্কৃত; অপরিষ্কৃতস্বভাব, যে সর্ব্বদা মলিন থাকিতে ভালবাসে এরূপ। ইল্লৎ+ইয়া, এ যুক্তার্থে, (৩য় পক্ষে) ইল্লুৎ+এ যুক্তার্থে। বিণ।

ইল্বলা—মৃগশিরা নক্ষত্রের শিরস্থ পাঁচটী ক্ষুদ্রতারা। ইল্+ল সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে)+আপ্। বি; স্ত্রী।

ইল্লিশ, ইল্লীশ—স্বনামপ্রসিদ্ধ মৎস্যবিশেষ। ইল্—লিশ্, লীশ্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ইশকাপন, -বন—ইস্কাপন (তাহা দ্রঃ)।

ইশপিশ, ইসপিস—নিশপিশ, অস্থিরতা-প্রকাশ, চাঞ্চল্য-প্রকাশ; আকুলতা দেখান। ধ্বন্যাত্মক শব্দ। অব্য।

ইশা, ঈশা—যীশুখৃষ্ট। হিব্রু। বি।

ইশাদী, ইসাদী—সাক্ষী। ফার্সী। বি।

ইশারা, ইসারা—সঙ্কেত, ইঙ্গিত। আর্বী। বি।

ইশীকা—ইষীকা, হস্তীর চক্ষুর্গোলক, হাতীর চোখের মণি। ইষ্+ঈকন্ কর্ত্তৃবা+আপ্ (ষ-স্থানে শ)। বি; স্ত্রী।

ইশেরমূল—'ইষেরমূল' দ্রঃ।

ইশ্‌তিহার, ইশ্‌তেহার—ইস্তাহার, বিজ্ঞাপনপত্র। আর্বী। বি।

ইষ, ঈষ—আশ্বিনমাস। ইষ্ (শত্রুজয়ার্থ যাত্রা)+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ইষরমূল, ইষেরমূল, ইশেরমূল—ইসরমূল (তাহা দ্রঃ)।

ইষিকা—হস্তীর চক্ষুর গোলক; তুলি। ইষ্+ইকন্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ইষির—১। অগ্নি। বি; পুং। ২। গতি-শীল। ইষ্+কিরচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ইষু—শর, বাণ, তীর; পাঁচসংখ্যার সঙ্কেত। ইষ্+উ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ইষুধর—শরবর্ষণকারী, ধনুর্দ্ধারী। ইষুর ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইষুধি—বাণাধার, তূণ। উপতৎ; ইষু—ধা+কি কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা স্ত্রী।

ইষুমান্ (-মৎ)—বাণবিশিষ্ট; বাণধারী। ইষু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —মতী।

ইষ্ট—১। অভিলষিত, অভিপ্রেত; প্রিয়; পূজিত; প্রশংসিত; প্রার্থিত। ইষ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। পূজিত, অর্চ্চিত; অনুষ্ঠিত। যজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। অভিলাষ, ইচ্ছা; প্রার্থনা। ইষ্+ক্ত ভাববা। ৪। যজ্ঞাদি কর্ম্ম (অগ্নিহোত্র তপঃ সত্য বেদ-সকলের অর্থপালন আতিথ্য বৈশ্বদেব : এই কয়টিকে ইষ্ট বলে)। যজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৫। ভেরেণ্ডাগাছ। যজ্+ক্ত করণবা। বি; পুং।

ইষ্টক, ইষ্টকা—গৃহাদিনির্ম্মাণার্থ দগ্ধমৃৎখণ্ড, ইট। ইষ্+তকন্ কর্ম্মবা, পক্ষে আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

ইষ্টকখণ্ড—একখানি ইট; ভাঙ্গা ইট, ইটের টুকরা। ইষ্টকের খণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইষ্টকবচ—অভীষ্ট বা আপন আরাধ্য দেবতার মন্ত্রসংবলিত কবচ। ইষ্টের (অভীষ্ট দেবতার) কবচ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

ইষ্টকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্ম**—অভিলষিত কার্য্য; যজ্ঞ কার্য্য, যাগ; (অঙ্কশাস্ত্র) ইষ্টফল বা নির্ণেয়রাশি বাহির করিবার নিমিত্ত প্রক্রিয়াবিশেষ। ইষ্ট কর্ম্ম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইষ্টকা—'ইষ্টক' দ্রঃ।

ইষ্টকগৃহ—অট্টালিকা, কোঠা। ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইষ্টকান্যাস—ভিত্তিপ্রোথন, ভিত-গাঁথা। ইষ্টকার ন্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইষ্টকাপথ—১। ইষ্টকনির্ম্মিত পথ, পাকা রাস্তা। ইষ্টকরচিত পন্থা, মধ্যপ কর্ম্মধা +অ সমাসান্ত। বি; পুং। ২। বীরণমূল, উশীর, বেণা। ইষ্ট (অভিলষিত) হইয়াছে কাপথ (কুৎসিত পথ) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ইষ্টকামনা—আশীর্ব্বাদ; অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তির জন্য বাসনা; হিতাকাঙ্ক্ষা। ইষ্টের কামনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইষ্টকালয়—ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ, পাকাবাড়ী, কোঠাবাড়ী। ইষ্টক রচিত আলয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইষ্টগন্ধ—১। সুগন্ধবিশিষ্ট, সুগন্ধি, ঘ্রাণতর্পণ। বিণ। ২। বালুকা। ইষ্ট গন্ধ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ৩। সুমিষ্ট গন্ধ, প্রীতিকর সৌরভ। ইষ্ট গন্ধ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইষ্টজন—আত্মীয় ব্যক্তি; অভিপ্রেত ব্যক্তি; হিতকারী লোক, উপকারী বন্ধু। ইষ্ট জন, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইষ্টতম—সর্ব্বাপেক্ষা অভিলষিত, অত্যন্ত অভিলষিত; প্রিয়তম। ইষ্ট+তম অতি-শয়ার্থে। বিণ।

ইষ্টতর—উভয়ের মধ্যে অধিকতর অভি-লষিত; প্রিয়তর। ইষ্ট+তরপ্ উৎকর্ষার্থে। বিণ।

ইষ্টদেব—মন্ত্রদাতা গুরু, গুরুদেব; ইষ্ট-দেবতা, উপাস্য দেবতা। ইষ্ট দেব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইষ্টদেবতা—উপাস্যদেবতা; দীক্ষাগুরু, মন্ত্রদাতা। ইষ্টা দেবতা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ইষ্টফল—অভিলষিত ফল, অভিপ্রেত ফল। ইষ্ট ফল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইষ্টবিয়োগ, -বিয়োজন—স্বজনবিরহ; আত্মীয়বিচ্ছেদ। ইষ্টের বিয়োগ, বিয়োজন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

ইষ্টসাধন—অভিপ্রেত বিষয়ের সম্পাদন। ইষ্টের সাধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ইষ্টসিদ্ধি—অভিলষিত বিষয়ে সাফল্য, অভিপ্রেত বিষয় সফল হওয়া। ইষ্টের সিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইষ্টা—অভিলষিতা ইত্যাদি ('ইষ্ট' দ্রঃ)। ইষ্ট +আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ইষ্টানিষ্ট—হিতাহিত; লাভ এবং ক্ষতি; উপকার এবং অপকার। ইষ্ট ও অনিষ্টের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

ইষ্টাপত্তি—(দর্শনশাস্ত্র) অনুকূল বা স্বীকার্য্য আপত্তি; বাঞ্ছিত বস্তু বা বিষয় লাভ। ইষ্টের আপত্তি (প্রাপ্তি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইষ্টাপূর্ত্ত(র্ত)—যজ্ঞ ও লোকহিতকর জলাশয় খনন ইত্যাদি। ইষ্ট (উৎসর্গীকৃত) আপূর্ত্ত (খননাদি), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইষ্টার্থ—অভিলষিত বিষয়, অভিপ্রেত বিষয়। ইষ্ট এমন অর্থ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ইষ্টালাপ—সদালাপ, পরস্পর ভদ্র আলাপ। কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ, –লাপী (-পিন্)।

ইষ্টি—১। অভিলাষ, ইচ্ছা। ইষ্+ক্তি ভাববা। ২। যাগ। যজ্+ক্তি ভাববা। ৩। শ্লোকসংগ্রহ; ছন্দোবিশেষ। ইষ্+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী। ৪। ইষ্টদেব, মন্ত্রদাতা গুরু ("ইষ্টি আর পুরোহিত, যাহা হতে অর্থস্থিত"—রবীন্দ্রনাথ)। কবিপ্র। বি।

ইষ্টিকবচ—ইষ্টদেবতার নামোদ্দিষ্ট বড় মাদুলি। 'ইষ্টকবচ'-শব্দজ। বি।

ইষ্টিকা—যজ্ঞ। যজ্+ক্তি ভাববা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। [বি।

ইষ্টিঠাকুর—ইষ্টদেবতা। 'ইষ্টঠাকুর'-শব্দজ।

ইষ্টিপত্র—উইল; নিজ সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা-সূচক দলিলবিশেষ (will)। ইষ্টি জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ইষ্টী (ইষ্টিন্)—যজ্ঞকারী, যাজ্ঞিক; ইচ্ছুক, অভিলাষী। ইষ্ট+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। [বি; স্ত্রী।

ইষ্টু—অভিলাষ, ইচ্ছা। ইষ্+তু ভাববা।

ইষ্ব—উপদেষ্টা। ইষ্+ব কর্ম্মবা। বি; পুং।

ইষ্বসন—শরাসন, ধনুক। ইষুর (বাণের) অসন (নিক্ষেপ) হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ইষ্বাস—১। ধনুঃ। উপতৎ; ইষু—অস্ +ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। ২। ধনুর্দ্ধর, তীরন্দাজ, শরক্ষেপক। উপতৎ; ইষু—অস্ +অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ইস্—ক্রোধসূচক বা আশ্চর্য্যবোধক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

ইসদন্ত—বিষদাঁত। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ইসপগুল, ইসবগুল—ওষধিবীজবিশেষ [ইহা জলে ভিজাইলে অত্যন্ত পিচ্ছিল হয়; মিছরীর সহিত সেবন করিলে ইহাতে আমাশয় রোগ দূরীভূত হয়]। ফার্সী 'অসপ্-গুল'-শব্দজ। বি।

ইসপিস—ইশপিশ (তাহা দ্রঃ)।

ইসরমূল, ইসেরমূল—সর্পবিষনাশক একপ্রকার মূল। বাং প্র। বি।

ইসলাম—মুসলমান ধর্ম্ম। আর্বী। বি।

ইসাদ, ইসাদী—ঘটনাদর্শী, সাক্ষী। ফার্সী। বি।

ইসারা—সঙ্কেত, ইঙ্গিত। আর্বী। বি।

ইস্কাপন, ইস্কাবন—তাসের চিহ্নবিশেষ; কাল রঙের পান-পত্র-সদৃশ চিহ্নযুক্ত (spade). ডাচ 'scophen'-শব্দজ। বি।

ইস্কুল—বিদ্যালয়। ইং 'school'-শব্দজ। বি।

ইস্ক্রুপ—স্ক্রু, পাক-দেওয়া পেরেক, পেঁচ। ইং 'screw'-শব্দজ। বি। **ইস্ক্রুপের পাক, ইস্ক্রুপের পেঁচ**—কুটিল মনোভাব; কুটিল লোকের চক্রান্ত।

ইস্টাকিং, ইস্টাকিন—মৌজা, মোজা। ইং 'stocking'-শব্দজ। বি।

ইস্টাট, ইস্টেট—জমিদারী; পরিমিত ভূসম্পত্তি। ইং 'state' বা 'estate'-শব্দজ। বি।

ইস্টাম্প—রাজমুদ্রাঙ্কিত পত্র, দলিলপত্র লিখিবার কাগজ; মুদ্রাচিহ্ন; ডাক ঘরের টিকিট প্রভৃতি। ইং 'stamp'-শব্দজ। বি।

ইস্টাম্প কাগজ—আদালতের গ্রাহ্য ন্যায্য মূল্যের ষ্ট্যাম্প দেওয়া কাগজ।

ইস্টিক—ছড়ি; পরিমাণমত টাইপ রাখিয়া কম্পোজ করিবার লম্বা আধারবিশেষ। ইং 'stick'-শব্দজ। বি।

ইস্টিম—বাষ্প। ইং 'steam'-শব্দজ। বি।

ইস্টিমার—বাষ্পচালিত জলযান। ইং 'steamer'-শব্দজ। বি।

ইস্টিল—ইস্পাত। ইং 'steel'-শব্দজ। বি।

ইস্টিলপেন—ইস্পাতের কলম। ইং 'steel pen'-শব্দজ। বি।

ইস্টিশন, ইস্টিশান, ইস্টিশেন, ইস্টেশন—থাকিবার স্থল, আস্তানা; রেলগাড়ী বা স্টীমার দাঁড়াইবার নির্দ্দিষ্ট স্থান; থানা। ইং 's.ation'-শব্দজ। বি।

ইস্টুপিড্—নির্ব্বোধ, বোকা (তিরস্কার অর্থে)। ইং 'stupid'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ইস্টিট—গলি অপেক্ষা বড় দুইপার্শ্বে অট্টা-লিকাবিশিষ্ট রাজপথ। ইং 'street'-শব্দজ। বি।

ইস্তক—১। হইতে; অবধি, পর্য্যন্ত। ২। (তাসের বিন্তি খেলায়) রঙের সাহেব ও বিবির এক হাতে মিলন। হিন্দী ইস্ (এই) +তক (পর্য্যন্ত)। বি। **ইস্তক জুতা সেলাই নাগাৎ চণ্ডীপাঠ**—সংসারের ছোটবড় ভালমন্দ সকলপ্রকার কাজ। **ইস্তক পঞ্চাশ**—তাসখেলায় রঙের গোলাম বিবি সাহেব টেক্কা বা দশ গোলাম বিবি সাহেব। **ইস্তক পুণ্যাহ লাগাৎ আখেরী**—জমীদারের নববর্ষের প্রারম্ভ হইতে অন্ত

পর্য্যন্ত; কোন ব্যবসায়কার্য্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত। **ইস্তক-বিন্তি**—রঙের বিবি সাহেব টেক্কা বা গোলাম বিবি সাহেব।

ইস্তক লাগাৎ—গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

ইস্তফা—জবাব; পরিত্যাগ করা; চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া; ক্ষমা; সমাপ্তি, শেষ। আর্বী। বি।

ইস্তমকরারি, -মোরারি—চিরস্থায়ী ('—জমা')। আর্বী 'ইস্তিম্‌রার'-শব্দজ। বিণ। [আর্বী। বি।

ইস্তমাল—অভ্যাস, অনুশীলন, প্রয়োগ।

ইস্তমুরার—চিরস্থায়ী। আর্বী। বিণ্।

ইস্তমুরারদার—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিগ্রহণকারী প্রজা। আর্বী। বি।

ইস্তামাল—'ইস্তেমাল' দ্রঃ।

ইস্তাহার—বিজ্ঞাপন, ঘোষণা। আর্বী 'ইস্‌তিহার'-শব্দজ। বি। [বিণ।

ইস্তিমারী, -মুরারী—চিরস্থায়ী। আর্বী।

ইস্তিরি, ইস্ত্রী—১। কাপড় জামা প্রভৃতির কোঁচ দূর করিয়া মসৃণ করিবার যন্ত্র। পোর্তুগীজ 'estirar'-শব্দজ। ২। পত্নী। 'স্ত্রী'-শব্দজ। বি।

ইস্তেমাল, ইস্তামাল—আদব-কায়দা, চাল, রীতি। আর্বী। বি।

ইস্পাত—তীক্ষ্ণ লৌহ, লৌহযন্ত্রাদিতে ধার দিবার জন্য কঠিন লৌহ। পোর্তুগীজ 'espade'-শব্দজ। বি। [বি।

ইস্পিরিট—সুরাসার। ইং 'spirit'-শব্দজ।

ইস্প্রিং—স্থিতিস্থাপক লৌহতার প্রভৃতি। ইং 'spring'-শব্দজ। বি।

ইস্‌লাম—ইসলাম (তাহা দ্রঃ)।

ইহ—১। এই স্থানে; এই জগতে, নরলোকে; এই কালে। ইদম্‌+৭মী-স্থানে হ। অব্য। বিণ—ঐহিক। ২। বর্ত্তমান, উপস্থিত; এই ("ইহ নব যৌবন বিরহে গমাওব"—বিদ্যাপতি)। বিণ। ৩। ইনি; ইহা; ইহাকে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

ইহকাল—যতদিন নরলোকে থাকা যায় ততকাল, জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত সময়। ইহ কাল, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

ইহজগৎ—এই পৃথিবী, মর্ত্ত্যলোক। ইহ জগৎ, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

ইহজন্ম (-জন্মন্‌)—এই জন্ম, বর্ত্তমান জীবন। ইহ জন্ম, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

ইহজীবন—বর্ত্তমান জীবন, এই জন্ম। ইহ জীবন, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

ইহলোক—এই জগৎ, নরলোক। ইহ (এখানে) যে লোক, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

ইহসংসার—ইহলোক, এই জগৎ। ইহ (এখানে) যে সংসার (জগৎ), সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

ইহা—এই; এই বস্তু। 'ইদম্‌'-শব্দজ। সর্ব্ব।

ইহুদি, -দী—প্রাচীন জুডিয়াদেশের লোক; 'জু'-নামক জাতি (Jew). আর্বী 'য়হুদ'-শব্দজ। বি; পুং। স্ত্রী,—দিনী।

ইহো—ইহাকে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

———

[ঈ]

ঈ—১। ঈ-কার, চতুর্থ স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু। ইহা দীর্ঘ এবং দ্বিমাত্রিক]। ২। কন্দর্প, কামদেব। ঈ+কিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। লক্ষ্মী; মহামায়া। অ (বিষ্ণু)+ঈপ্‌। ৪। রতি, কামপ্রিয়া। ই, ঈ (কামদেব)+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। ৫। ক্রোধ; বিপদ্‌; দুঃখ; অনুকম্পা; প্রত্যক্ষ; সন্নিধি; সম্বোধন। ঈ+কিপ্‌ কর্ত্তৃবা। অব্য। ৬। বাঙ্গালা প্রত্যয় (পদ বা কার্য্য অর্থে—জজিয়তী; সম্বন্ধার্থে—জমিদারী; তন্নির্ম্মিত-অর্থে—সূতী; ব্যবসায়-অর্থে—ডাক্তারী; ভাবার্থে—নবাবী; আছে অর্থে—তেজী; বিশেষণার্থে—সরকারী)।

ঈঃ—যন্ত্রণা বা ক্রোধাদিব্যঞ্জক শব্দ; তুচ্ছতা-সূচক বা সন্দেহপ্রকাশক শব্দ। বাং। অব্য।

ঈকার—ঈবর্ণ, ঈ। ঈ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ঈকারাদি—আদিতে ঈ-বর্ণবিশিষ্ট; ঈ-কার হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য। ঈ-কার আদি বা আদিতে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঈকারান্ত—অন্তে ঈ-কারবিশিষ্ট। ঈ-কার অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঈক্ষ—দর্শন। ঈক্ষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

ঈক্ষণ—১। দর্শন; নিরূপণ; পর্য্যবেক্ষণ। ঈক্ষ্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। চক্ষুঃ। ঈক্ষ্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

ঈক্ষণিক—দৈবজ্ঞ, শুভাশুভদর্শী। ঈক্ষণ+ইক শিল্প ইহার এই অর্থে। বিণ।

ঈক্ষণীয়—দর্শনীয়; নিরূপণীয়; পর্য্যবেক্ষণীয়। ঈক্ষ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

ঈক্ষমাণ—যে দেখিতেছে এরূপ, দর্শনকারী। ঈক্ষ্‌+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ঈক্ষা—দর্শন, দেখা। ঈক্ষ্‌+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঈক্ষিত—১। অবলোকিত, দৃষ্ট। ঈক্ষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। দর্শন। ঈক্ষ্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ঈক্ষিতব্য—দ্রষ্টব্য; নিরূপয়িতব্য; পর্য্যবেক্ষিতব্য। ঈক্ষ্‌+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

ঈক্ষিতা (ঈক্ষিতৃ)—দ্রষ্টা, দর্শক। ঈক্ষ্‌+তৃচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী

ঈগল—একপ্রকার শ্যেনপক্ষী, প্রকাণ্ড বাজ পাখী। [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ] ইং eagle. বি।

ঈড়া, ঈলা—স্তুতি, স্তব, প্রশংসা। ঈড়্‌+অ ভাববা+আপ্‌ (বিকল্পে ড়-স্থানে ল)। বি; স্ত্রী।

ঈড়িত, ঈলিত—কৃতস্তব, স্তুত, প্রশংসিত। ঈড়্‌+ক্ত কর্ম্মবা (বিকল্পে ড়-স্থানে ল)। বিণ।

ঈড্য—স্তুত্য, স্তবের যোগ্য, প্রশংসনীয়। ঈড়্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

ঈড্যমান—স্তূয়মান, প্রশস্যমান, যাহাকে প্রশংসা করা যাইতেছে এরূপ। ঈড়্‌+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

ঈতি—অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি মূষিক পতঙ্গ পক্ষী এবং নিকটস্থ শত্রু রাজা—শস্যের এই ষট্‌-প্রকার উপদ্রব। ঈ+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

ঈদ—মুসলমান পর্ব্ববিশেষ। আর্বী। বি।

ঈদগা, ঈদ্‌গা—মুসলমানেরা যেখানে ঈদের দিন নামাজ পড়ে তাহা, ঈদের দিন ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদের সাধারণ ভজনার স্থান। আর্বী 'ঈদ্‌গাহ্‌'-শব্দজ। বি।

ঈদলফেতর—মুসলমানদের পর্ব্ববিশেষ। আর্বী 'ঈদ্‌-উল্‌-ফিৎর্‌'-শব্দজ। বি।

ঈদী—ঈদের সময়ে প্রদত্ত দান বা পুরস্কার। আর্বী। বি।

ঈদুজ্জোহা-মুসলমান-পর্ব্ববিশেষ, বক-রীদ। আর্বী। বি।

ঈদৃক (-শ্‌), **ঈদৃক্ষ, ঈদৃশ**—এই-রূপ, এতাদৃশ, এবম্ভূত। ইদম্‌—দৃশ্‌+কিন্‌, ক্স, কঞ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী—(১ম ও ৩য় পক্ষে) ঈদৃশী।

ঈপ্সা—লাভেচ্ছা, প্রাপ্তীচ্ছা; বাঞ্ছা, ইচ্ছা, বাসনা। আপ্‌+সন্‌ ইচ্ছার্থে (=ঈপ্স্‌ ধাতু)+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঈপ্সিত—১। আকাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত, অভি-লষিত। আপ্‌+সন্‌ ইচ্ছার্থে (=ঈপ্স্‌

ধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। মনোরথ, বাসনা। ঈপ্স্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ঈপ্সু—পাইতে ইচ্ছুক, অভিলাষী। আপ্+সন্ ইচ্ছার্থে (=ঈপ্স্ ধাতু)+উ কর্তৃবা। বিণ।

ঈমান—'ইমান' দ্রঃ।

ঈরিণ—১। মরুময়, জলবৃক্ষাদিশূন্য ('—ভূভাগ'); শূন্য। বিণ। ২। মরুভূমি। ঋ+ইনন্ অধিবা। বি; ক্লীব।

ঈরিত—১। প্রেরিত; বিক্ষিপ্ত; চালিত; কথিত; উদ্‌গীত। ঈর্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। কম্পিত। ঈর্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৩। কথন। ঈর্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ঈর্ম্ম(র্ম)—ব্রণ, ক্ষত, ঘা। ঈর্+মক্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা—পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ, অন্যের সৌভাগ্য ও সুখসমৃদ্ধি দর্শনে অসুখানুভব; অক্ষমা; স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর ব্যভিচারশঙ্কা; পতির অন্যপ্রিয়াসঙ্গদর্শনে পত্নীর অসহিষ্ণুতা; (বৌদ্ধশাস্ত্র) চালচলন; স্বভাব। ঈর্ষ্, ঈর্ষ্য্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)নল—ঈর্ষারূপ অগ্নি, হিংসার আগুন। ঈর্ষা(র্ষ্যা)রূপ অনল, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)ন্বিত—ঈর্ষাযুক্ত, ঈর্ষাবিশিষ্ট, ঈর্ষী। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)পর—ঈর্ষাবশ, হিংসার বশবর্ত্তী, বিদ্বেষপরায়ণ। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা পর (প্রধান) যাহার, বহুব্রী, বিণ। [৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)পরবশ—ঈর্ষাবশ, ঈর্ষান্বিত।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)পরায়ণ—অত্যন্ত ঈর্ষাসম্পন্ন, অতিশয় পরশ্রীকাতর। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)বশ—১। 'ঈর্ষাপর' (সকল অর্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। ২। ঈর্ষাপরায়ণতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)বশতঃ, -বশত—হিংসাবশতঃ, পরশ্রীকাতরতাহেতু। ঈর্ষা (র্ষ্যা) বশ (২)+তস্ ৫মী-স্থানে। অব্য।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)মূলক—হিংসাই যাহার মূল এরূপ, ঈর্ষা হইতে উৎপন্ন। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা মূল যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, —মূলিকা।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)লু—ঈর্ষা করা যাহার স্বভাব এরূপ, পরশ্রীকাতর, অক্ষমাযুক্ত, ঈর্ষাযুক্ত, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, হিংসাবিশিষ্ট। উপতৎ; ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা—লা+ডু কর্তৃবা। বিণ।

ঈর্ষী (ঈর্ষিন্), ঈর্ষ্যী (ঈর্ষ্যিন্)—ঈর্ষ্যাযুক্ত; পরশ্রীকাতর। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ঈর্ষিণী, ঈর্ষ্যিণী।

ঈলা—১। পৃথিবী; বাণী, সরস্বতী; ধেনু। ঈড়্+ক কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। 'ঈড়া' দ্রঃ।

ঈশ—১। ঈশ্বর; শিব; ঈশানকোণাধিপতি; বেদোক্ত মাসবিশেষ; কশ্যপপত্নী কদ্রুর পুত্র। বি; পুং। ২। প্রভু, স্বামী; নিয়ন্তা; শ্রেষ্ঠ, প্রধান; সমর্থ। ঈশ্+ক কর্তৃবা। বিণ।

ঈশবগুল—ইসপগুল (তাহা দ্রঃ)।

ঈশা—১। লাঙ্গলদণ্ড, লাঙ্গলের ঈষ; লাঙ্গলখনিত লম্বাকৃতি ভূভাগ, সীতা। ঈশ্+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। ২। বেদোক্ত মাসবিশেষ; দুর্গা। বি; স্ত্রী। ৩। ঈশ্বরী; নিয়ন্ত্রী। ঈশ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৪। যীশুখ্রীষ্ট। হিব্রু 'যীশু'-শব্দজ। বি।

ঈশাদণ্ড—লাঙ্গলদণ্ড; অক্ষযুগ-ধারণার্থ দণ্ড। ঈশার দণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঈশাদন্ত—১। মহাদন্ত; যে হস্তীর দন্ত অতি বৃহৎ সেই হস্তী। ঈশার ন্যায় দন্ত যাহার, বহুব্রী। ২। হস্তিদন্ত। ঈশাসদৃশ দন্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঈশান—১। মহাদেব, মহেশ্বর; একাদশ রুদ্রের অষ্টম রুদ্র; শিবের অষ্ট মূর্ত্তির অন্তর্গত সূর্য্যমূর্ত্তি; দূতমূর্ত্তিধর শিব (ইনি ধূম্রজটিল)। বি; পুং। ২। প্রভু। ঈশ্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ঈশান-ঈহিনী—শিবমোহিনী, দুর্গা। ঈশানের ঈহিনী, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, উপতৎ; ঈশান—ঈহ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঈশানকোণ—পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের মধ্যবর্ত্তী কোণ (এই কোণের অধিপতি শিব)। ঈশানাধিষ্ঠিত কোণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঈশানী—দুর্গা, মহেশ্বরী; শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। ঈশান+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঈশিতব্য—ঐশ্বর্য্য প্রকাশের পাত্র। ঈশ্+তব্য কর্ম্মবা (ই-আগম)। বিণ।

ঈশিতা (ঈশিতৃ)—১। ঈশ্বর। বি; পুং। ২। সমর্থ; প্রধান; প্রভু, অধিপতি। ঈশ্+তৃচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ঈশিত্রী।

ঈশিতা, ঈশিত্ব—ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বপ্রাধান্য; আধিপত্য; সামর্থ্য; অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের মধ্যে স্বামিত্বরূপ ঐশ্বর্য্য [যথা,—"অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা"। এই ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া স্থাবরাদি সর্ব্বভূত ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী]। ঈশ্+ণিন্ কর্তৃবা; ঈশিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

ঈশী (ঈশিন্)—ঈশ্বর, প্রভু, সর্ব্বনিয়ন্তা; অধিপতি; সমর্থ। ঈশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

ঈশীয়—খৃষ্টীয়। ঈশা+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ঈশ্বর—১। পরমেশ্বর; সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ভগবান্; ব্রহ্ম; শিব; একাদশ রুদ্রের অন্যতম; শ্রীহরি; কন্দর্প; ভগবানের সৃষ্টিশক্তি; ক্লেশ কর্ম্মবিপাক আশ্রয় দ্বারা অপরাভূত চৈতন্য; বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানোপহত চৈতন্য; ঐশ্বরিক গুণ; স্বনামখ্যাত নৃপতিবিশেষ [চরিতাবলীতে 'ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা' দ্রঃ]; সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। বি; পুং। ২। অধিপতি, স্বামী; ধনী; শ্রেষ্ঠ; সমর্থ; ৺ চিহ্ন (মৃত ব্যক্তির নাম, দেবতার নাম বা তীর্থক্ষেত্রের নামের পূর্ব্বে ইহা ব্যবহৃত হয়)। ঈশ্+বরচ্ কর্তৃবা; বা, অশ্+বরট্ কর্তৃবা শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, —রী, —রা।

ঈশ্বরকৃপা—জগদীশ্বরের অনুগ্রহ, ভগবানের দয়া। ঈশ্বরের কৃপা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরতত্ত্ব—ভগবত্তত্ত্ব; জগদীশ্বরের মহিমা। ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঈশ্বরত্ব—ভগবদ্ভাব; ঐশ্বর্য্য; প্রভুত্ব, আধিপত্য; সামর্থ্য। ঈশ্বর+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

ঈশ্বরদত্ত—১। ভগবদ্দত্ত, ভগবানের দেওয়া। ঈশ্বরকর্তৃক দত্ত, ৩য়াতৎ। ২। জগদীশ্বরে সমর্পিত, ভগবানের প্রতি নিবেদিত। ঈশ্বরকে দত্ত, ৪র্থীতৎ। বিণ।

ঈশ্বরনিষ্ঠ—ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল, ঈশ্বরপরায়ণ। ঈশ্বরে নিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঈশ্বরনিষ্ঠা—১। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, —এই ভাবিয়া চলা, ঈশ্বরপরায়ণতা। ঈশ্বরে নিষ্ঠা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। ঈশ্বরপরায়ণা। ঈশ্বরনিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঈশ্বরপরায়ণ—একান্ত ভগবদ্ভক্ত, অত্যন্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী। ঈশ্বর পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঈশ্বরপ্রসাদ—জগদীশ্বরের অনুগ্রহ, ভগবানের কৃপা। ঈশ্বরের প্রসাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঈশ্বরপ্রসাদাৎ—জগদীশ্বরের অনুগ্রহে, ভগবানের কৃপায়। ঈশ্বরপ্রসাদ+৫মীর ১ব (সংস্কৃত)। অব্য।

ঈশ্বরপ্রাপ্তি—মোক্ষলাভ; মৃত্যু। ঈশ্বরের প্রাপ্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরপ্রেম (-প্রেমন্)—ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ; ঈশ্বরে বিশ্বাস। ঈশ্বরে প্রেম, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ, —প্রেমিক।

ঈশ্বরবাদ—যে মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতি সংস্থাপন করে সেই মত, আস্তিক্য, অস্তিবাদিত্ব। ঈশ্বরস্বীকারী বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঈশ্বরবাদী (-বাদিন্)—ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতি স্বীকারকারী, আস্তিক, অস্তিবাদী। উপতৎ; ঈশ্বর—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী।

ঈশ্বরবিরোধী (-ধিন্)—ঈশ্বরে ভক্তিহীন; ঈশ্বরের নিয়মের অন্যথাকারী। ঈশ্বরের বিরোধী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —বিরোধিনী।

ঈশ্বরবিষয়ক—ভগবৎ-সম্বন্ধীয়, জগদীশ্বরা-

শ্রিত। ঈশ্বর বিষয় যাহার, বহুব্রী ; সমাসান্ত ক-আগম। বিণ।

ঈশ্বরবৃত্তি—দেবকার্য্যের জন্য প্রদত্ত অর্থাদি ; ব্যবসায়ীদিগের হিসাবে ধর্ম্মকার্য্যাদির জন্য নিরূপিত অর্থ। ঈশ্বরের বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [ঈশ্বরের ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ঈশ্বরভক্ত—ভগবানে ভক্তিমান্ ; আস্তিক।

ঈশ্বরভক্তি—ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। ঈশ্বরে ভক্তি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঈশ্বরভাব—ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরত্ব ; মহিমা। ঈশ্বরের ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঈশ্বরমতি—আস্তিক্যভাব ; ঈশ্বরবুদ্ধি। ঈশ্বরে মতি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঈশ্বরসাক্ষী (-ক্ষিন্)—ঈশ্বরই সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ; মায়োপহিত চৈতন্য। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ঈশ্বরসৃষ্ট—ভগবানের রচিত, জগদীশ্বরগঠিত। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরায়ত্ত—ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে নির্ভরকারী, ঈশ্বরের ক্ষমতার বশবর্ত্তী। ঈশ্বরের অধীন, আয়ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ঈশ্বরাবতার—ভগবানের অবতার ; শক্তিমান্ মহামানব। ঈশ্বরের অবতার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঈশ্বরারাধনা—ভগবানের উপাসনা, ভগবৎসেবা। ঈশ্বরের আরাধনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঈশ্বরাশীর্ব্বা(র্বা)দ—ভগবৎকৃপা, জগদীশ্বরের অনুগ্রহ। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঈশ্বরী—১। অধিকারিণী ; সমর্থা। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি শক্তি ; যোগিনীবিশেষ ; প্রভুপত্নী। ঈশ্বর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঈশ্বরেচ্ছা—জগদীশ্বরের অভিপ্রায়, ভগবানের অভিলাষ ; প্রভুর ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঈশ্বরোপাসক—ভগবানের আরাধনাকারী। ঈশ্বরের উপাসক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -সিকা।

ঈশ্বরোপাসনা—ভগবানের ভজনা, জগদীশ্বরের আরাধনা। ঈশ্বরের উপাসনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঈষ—আশ্বিনমাস ; লাঙ্গলের ফলা। ঈষ্+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ঈষৎ—অল্প, কিঞ্চিৎ, কিছু। ঈষ্+অতি কর্ত্তৃবা। অব্য।

ঈষৎকর—১। লেশ, অত্যল্প ; ঈষৎক্রিয়মাণ বস্তু। বি ; পুং। ২। অল্পায়াসসাধ্য ; যাহাতে অত্যল্প কাজ হয় এরূপ, অকিঞ্চিৎকর। উপতৎ ; ঈষৎ—কৃ+খল্ কর্ম্মবা, করণবা। বিণ। [ক্রি-বিণ।

ঈষতে—সহজে, অনায়াসে। প্রাঃ কবিপ্র।

ঈষদচ্ছ—(পদার্থবিদ্যা) অল্প স্বচ্ছ (translucent). ঈষৎ অচ্ছ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঈষদুদ্ভিন্ন—অল্প বিকসিত ; অল্প দলিত। ঈষৎ উদ্ভিন্ন, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঈষদুদ্রিক্ত—অল্প উত্তেজিত ; সামান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ঈষৎ উদ্রিক্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঈষদুচ্চ—অল্প উঁচু। ঈষৎ উচ্চ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঈষদুষ্ণ—অত্যল্প উষ্ণ, কিঞ্চিৎ উষ্ণ, অল্প গরম। ঈষৎ উষ্ণ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঈষদূন—কিঞ্চিৎ ন্যূন, সামান্য কম। ঈষৎ ঊন, সুপ্‌সুপা। বিণ। [সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঈষদ্দীর্ঘ—অদীর্ঘ ; অল্প লম্বা। ঈষৎ দীর্ঘ,

ঈষদ্বিকশিত, -কসিত—অল্পপ্রস্ফুটিত, অর্দ্ধোন্মীলিত, আধফোটা। ঈষৎ বিকশিত, বিকসিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঈষদ্ভিন্ন—সামান্য-বিকসিত, অল্প-প্রস্ফুটিত, আধফোটা ; সামান্যরূপে পৃথক্। ঈষৎ ভিন্ন, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঈষদ্রক্ত—১। অল্পলোহিতবর্ণবিশিষ্ট, ফিকে লাল। বিণ। ২। অল্প লোহিতবর্ণ। ঈষৎ রক্ত, সুপ্‌সুপা। বি ; পুং।

ঈষন্মাত্র—সামান্যমাত্র, অত্যল্প, অতিশয় কম। ঈষৎ+মাত্রচ্, পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মাত্রী।

ঈষা—১। লাঙ্গলপদ্ধতি ; সীতা। ঈষ্+ক অধিবা+আপ্। ২। লাঙ্গলদণ্ড, লাঙ্গলের ঈষ ; শকটের দীর্ঘ কাঠা ; রথাবয়ববিশেষ। ঈষ্+ক কর্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঈষাদণ্ড—অক্ষ এবং যুগধারণার্থ দণ্ড ; লাঙ্গলের ঈষা। ঈষার দণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঈষাদন্ত—১। উদগ্র দন্ত। ঈষাসদৃশ দন্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। দাঁতাল হাতী। ঈষার ন্যায় দন্ত যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ঈষিকা, ঈষীকা—হস্তীর নেত্রগোলক ; তূলিকা, তূলি ; কাশতৃণ ; খড়কে ; অস্ত্রবিশেষ ; গলিত ধাতু পরীক্ষা করিবার জন্য মুচিতে প্রবেশিত শলাকা। ইষা+কন্ প্রতিকৃত্যর্থে, নিপাতনে বিকল্পে ইকারের দীর্ঘত্ব। বি ; স্ত্রী।

ঈষির—অগ্নি। ঈষ্+কিরচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ঈস্—আশ্চর্য্যবৈপরীত্যাদিবোধক শব্দ ; অবিশ্বাসসূচক শব্দ। অব্য।

ঈসা—যীশুখ্রীষ্ট। হিব্রু 'য়ীশু'-শব্দজ। বি।

ঈহমান—যে চেষ্টা করিতেছে এরূপ, চেষ্টমান। ঈহ্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ঈহা—চেষ্টা, উদ্যম ; ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা। ঈহ্+অ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঈহাবৃক, -মৃগ—বৃক, নেকড়ে। ঈহান্বিত বৃক, মধ্যপ কর্ম্মধা ; উপতৎ ; ঈহা—মৃগ+অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ঈহিত—১। চেষ্টা ; ইচ্ছা ; উদ্যোগ, উদ্যম। ঈহ্+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। চেষ্টিত ; আকাঙ্ক্ষিত। ঈহ্+ক্ত কর্ম্মবা। ৩। উদ্যত। ঈহ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

ঈহিনী—অভিলাষবতী, আকাঙ্ক্ষাকারিণী ; অভিলষিতা। ঈহা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

[উ]

উ—১। উকার, পঞ্চম স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ ; ইহার হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত এই তিন অবস্থা ; এই প্রত্যেক অবস্থা আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতভেদে ত্রিবিধ এবং ত্রিবিধ স্বরভেদের প্রত্যেকটি আবার অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় ইহা অষ্টাদশবিধ]। ২। শঙ্কর, শিব ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; বিশ্বকর্ম্মা। অত্+ডু কর্তৃবা। বি ; পুং। ৩। সম্বোধন প্রশ্ন বিতর্ক রোষোক্তি অনুকম্পা দয়া অঙ্গীকার বিস্ময় নিয়োগ পাদপূরণ ইত্যাদিবাচক শব্দ। উ+ক্বিপ্ ভাববা। অব্য। ৪। বাঙ্গালা প্রত্যয়বিশেষ। (আদর অর্থে—নিমু ; বিশিষ্টার্থে—ঢালু)। ৫। ওই ব্যক্তি। প্রাদে। সর্ব্ব।

উই—বল্মীক কীট, উইপোকা। 'উপদিকা'-শব্দজ। বি।

উইচারা—উইঢিপি, বল্মীক। বাং। বি।

উইচিংড়া—একপ্রকার কীট, ঝিঁঝি পোকা। 'উচ্চিঙ্গট'-শব্দজ। বি।

উইঢিপি, -ঢিবি—বল্মীক, উইপোকার বাসস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

উই-ধরা, উয়ে-ধরা—উইপোকায় খাওয়া, উয়ে খাওয়া। ৩য়াতৎ ; ২য় পক্ষে অলুক্। বিণ।

উইপোকা—বল্মীক, পুত্তিকা ; উই-নামক পোকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

উইল—বিষয়সম্পত্তি বিনিয়োগ জন্য চরমপত্র, ইচ্ছানুসারে সম্পত্তির বিনিয়োগ জন্য শেষ পত্র। ইং will. বি।

উঃ—ক্রোধ বা যন্ত্রণাবোধক শব্দ। বাং। অব্য।

উঁ—ডাকের উত্তরে সাড়া। বাং। অব্য।

উঁআঁ—যন্ত্রণাপ্রকাশ; উচ্চবাক্য। বাং। বি।

উঁকি—গোপনদৃষ্টি, গোপনে থাকিয়া দেখা; অপাঙ্গদৃষ্টি, কটাক্ষপাত। 'উদক্ষ' বা 'উদীক্ষণ'-শব্দজ। বি।

উঁকিঝুঁকি—গোপনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ, আড়াল হইতে এদিক্ ওদিক্ দেখা। উঁকি+ঝুঁকি (সহচর শব্দ)। বি।

উঁচ, উঁচা, উঁচু—১। উন্নত, উচ্চ। বিণ। ২। উপরিভাগ। 'উচ্চ'-শব্দজ। বি।

উঁচকপালী—উচ্চললাটবিশিষ্টা, যাহার কপাল উঁচু এরূপ ('—মেয়ে')। উঁচু (উচ্চ) কপাল যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—উঁচকপালে।

উঁচট, উঁচোট—হোঁচট, রাস্তায় চলিবার সময় পায়ে ঠোকর লাগা। 'উচ্চাটন'-শব্দজ। বি।

উঁচন, উঁচান—১। উত্তোলন, উত্থাপন। বি। ২। উত্তোলন করা; উদ্যত করা; অতিক্রম করা, টেক্কা দেওয়া, অগ্রাহ্য করা; অবস্থাতিরিক্ত ভাবে চলা। 'উত্তোলন'-শব্দজ। ক্রি।

উঁচনীচ, উঁচুনীচু—১। অসমতল, উচ্চাবচ; পদস্থ এবং নিম্নপদস্থ; প্রধান এবং অপ্রধান। বিণ। ২। উপরিভাগ এবং অধোভাগ। 'উচ্চনীচ'-শব্দজ। বি।

উঁচল—১। চাল, ঝাড়ন, তৃণাদি ঝাড়িয়া শস্য একত্রকরণ। 'উঞ্ছন'-শব্দজ। বি। ২। উঁচলান (তাহা দ্রঃ)। বাং ক্রি।

উঁচলান—ঝাড়া; পরিষ্কার করা; তৃণাদি ঝাড়িয়া শস্য একত্র করা। 'উঞ্ছন'-শব্দজ। ক্রি।

উঁচা—'উঁচ' দ্রঃ।

উঁচু—উঁচ দ্রঃ।

উঁছন—উত্তোলন করা; উঁছাইয়া লওয়া, উঁচলান। 'উচ্চয়ন' বা 'উঞ্ছন'-শব্দজ। ক্রি।

উঁধা—উঁচা, আলগ। 'উর্দ্ধ'-শব্দজ। বিণ।

উঁধিপোকা—উড়ুক্কু পিঁপড়ে বা উই। উঁধি (উর্দ্ধগামী) যে পোকা, কর্ম্মধা। বি।

উহা—উনি। 'অদস্'-শব্দজ। সর্ব্ব।

উহু—অসম্মতিসূচক শব্দ। বাং। অব্য।

উক, উকা—স্ফুলিঙ্গ, উড্ডীয়মান অগ্নিকণা; মশাল; ঘর্ষণে লৌহাদিক্ষয়কর ইস্পাতনির্ম্মিত অস্ত্রবিশেষ। 'উল্কা'-শব্দজ। বি।

উকটা—খোঁজা। 'উদ্ঘাটন'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উকড়া, উকড়ো—মুড়কি। প্রাদে। বি।

উকড়ান—উৎপাটিত করা; উৎপাটিত হওয়া; আল্‌গা হওয়া। ('উখড়ন' দ্রঃ)। বাং ক্রি।

উকড়ী—পেতেন; হাতা; উড়িধান। প্রাদে। বি। [তাহা দ্রঃ)।

উকনঠেঙা, উকুনঠেঙা—উকুণবাড়ি

উকলী, উখল, উখলি, উখলী—মুষল দ্বারা ধান প্রভৃতি কুটিবার কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। 'উদূখল'-শব্দজ। বি।

উকাচাকা, উকোচাকা—খোঁজখবর; আন্দোলন। বাং। বি।

উকার—১। উ-বর্ণ, উ। উ+কার স্বার্থে। ২। শিব। উ+কার স্বরূপার্থে। বি; পুং।

উকারাদি—আদিতে উ-বর্ণবিশিষ্ট, যাহার গোড়ায় উ আছে এরূপ; উ-কার এবং উহা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য ('—বর্ণ')। উকার আদি বা আদিতে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উকারান্ত—যাহার শেষে উ-বর্ণ আছে এরূপ। উকার অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উকাশা, -সা—প্রকাশ করা। 'প্রকাশ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উকি—১। গোপনে থাকিয়া দর্শন। 'উদীক্ষণ'-শব্দজ। ২। হিক্কা, হেঁচ্‌কি; উদ্গার। 'হিক্কা'-শব্দজ। বি।

উকিঝুঁকি—উঁকিঝুঁকি (তাহা দ্রঃ)।

উকিল, উকীল—বিচারালয়ে যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া অন্যের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহারকার্য্য সম্পন্ন করেন তিনি, ব্যবহারাজীব। আর্বী 'বকীল্'-শব্দজ। বি।

উকিল-সরকার—গবর্ণমেণ্ট-উকিল, সরকারী উকিল। আর্বীমূলক। বি।

উকুণ, উকুন—কেশকীট, মস্তকজাত কীট। 'উৎকুণ'-শব্দজ। বি।

উকুণবাড়ি—অগ্রভাগে বক্র লৌহশলাকাযুক্ত দীর্ঘ বংশখণ্ড। প্রাদে। বি।

উকুল—অকূল; সাগর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

উকো—অস্ত্রবিশেষ, ফাইল, ধাতু প্রভৃতি ঘষিবার জন্য একপ্রকার লোহার জিনিস। 'উদ্ঘর্ষ'-শব্দজ। বি।

উক্ত—কথিত, ভণিত; নির্দ্দিষ্ট; উচ্চারিত। বচ্ বা ব্রূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উক্তকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), -কর্ত্তা—(ব্যাকরণ) কর্ত্তৃবাচ্যের প্রথমান্ত কর্ত্তৃপদ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

উক্তকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), -কর্ম্ম—(ব্যাকরণ) কর্ম্মবাচ্যের প্রথমান্ত কর্ম্মপদ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [ক্লীব।

উক্তবাক্য—কথিত বাক্য। কর্ম্মধা। বি;

উক্তানুক্ত—কথিত এবং অকথিত, যাহা বলা হইয়াছে এবং যাহা বলা হয় নাই এরূপ। উক্ত এবং অনুক্ত, দ্বন্দ্ব। বিণ।

উক্তি—কথা, বাক্য; কথন; নির্দ্দেশ; উচ্চারণ। বচ্ বা ব্রূ+ক্তি কর্ম্মবা, ভাববা। বি; স্ত্রী।

উক্তি-পরম্পরা—একটির পর একটি করিয়া গ্রথিত বাক্য, ধারাবাহিক কথা। উক্তির পরম্পরা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উক্‌থ—১। স্তোত্র; সামবেদ; সামবেদাংশ। বি; ক্লীব। ২। যজ্ঞবিশেষ (ইহা যজুর্ব্বেদ, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ, পঞ্চদশ স্তোম ও বৃহৎ সামের সহিত ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে উৎপন্ন)। বচ্+থক্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

উক্ষ—সিক্ত; ধৌত। উক্ষ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ। [বি; ক্লীব।

উক্ষণ—সেচন, ভিজান। উক্ষ্+অনট্ ভাববা।

উক্ষতর—বড় ষাঁড়, প্রৌঢ় বৃষ। উক্ষন্+ষ্টরচ্ উৎকর্ষার্থে। বি; পুং।

উক্ষতরী—গতযৌবনা গবী, বুড়ী গাই। উক্ষতর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উক্ষা (উক্ষন্)—বৃষ, ষাঁড় বা বলদ; ঋষভৌষধি। উক্ষ্+কনিন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

উক্ষিত—সিক্ত, অভিষিক্ত; লিপ্ত। উক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [বি।

উখ—কর্ম্মকারদের ঘর্ষণাস্ত্র। 'উৎকর্ষণ'-শব্দজ।

উখড়ন, -ড়ান—উপড়ান, উন্মূলিত করা; উন্মূলিত হওয়া; ঠিকরান; উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখা। 'উৎখোড়ন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

উখড়ি, -ড়ী, উড়খী—নারিকেলমালা প্রভৃতি ও শলাকাদ্বারা নির্ম্মিত একপ্রকার হাতা। বাং। বি।

উখড়ো—সড়ক, রাস্তা। প্রাদে। বি।

উখন—ঘর্ষণ, মার্জ্জন। 'উক্ষণ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

উখল, -লি—'উকলী' দ্রঃ।

উখা, উখা—১। পাকস্থলী, পাকপাত্র, হাঁড়ী; উনন, আখা। উখ্+ক অধিবা+আপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী। ২। লৌহাস্ত্রঘর্ষণযন্ত্র, রেতি। 'উৎকর্ষ'-শব্দজ। বি।

উখাড়া, -ড়া—উৎপাটিত করা, উপড়ান; উৎপাটিত হওয়া; উত্তোলন করা; হুঁচোট খাওয়া; ঠিকরান। বাং ক্রি।

উখি—মাথার ময়লা, খুস্‌কি। প্রাদে। বি।

উগ—তীব্র, প্রচণ্ড; রুক্ষ। 'উগ্র'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উগরন, -রা, -রান, -লান—ত্যাকার করা; ফিরাইয়া দেওয়া; ঢালিয়া দেওয়া। 'উদ্গিরণ'-শব্দজ। ক্রি।

উগা—১। লৌহাস্ত্র-ঘর্ষণযন্ত্রবিশেষ। প্রাদে। বি। ২। উদিত হওয়া; উদ্গীর্ণ হওয়া; বলা। বাং ক্রি।

উগারই—প্রকাশ করে; খুলিয়া রাখে; বমন করে ("উগারই সুধা জনু গোরা-মুখের হাসি"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উগারা—১। বমন করা, প্রকাশ করা। ক্রি। ২। বান্ত, উদ্গীর্ণ। 'উদ্গার'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [কবিপ্র। বিণ।

উগারী—বস্ত্রহীনা, বিবস্ত্রা, উলঙ্গিনী। প্রাঃ

উগ্র—১। কোপন ; তীব্র ; প্রখর ; রৌদ্র, উৎকট ; প্রচণ্ড ; যষ্ট্যাদিধারী ; দারুণকর্ম্মা, ক্রুর ; রূঢ়, কর্কশ। বিণ। ২। মহাদেব, শিব ; শিবের অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে বায়ুমূর্ত্তি ; বিষ্ণু ; একাদশ রুদ্রের অন্যতম ; শূদ্রার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত জাতিবিশেষ [বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা এবং মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া ও বীরভূম জেলার কিয়দংশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহারা রক্ষী প্রহরী ছিল; এখন কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে]; পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদা মঘা ও ভরণ্যাত্মক নক্ষত্রগণবিশেষ ; কেরলদেশ ; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ ; উগ্রদেব ; স্বনামখ্যাত দানববিশেষ ; কাশ্মীররাজ নরেন্দ্রদিতির স্বনামখ্যাত গুরু ; শোভাঞ্জনবৃক্ষ। উচ্ + রক্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

উগ্রকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—যে অনায়াসে ভয়ানক কর্ম্ম করিতে পারে এরূপ, উগ্রকারী। উগ্র কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উগ্রকাণ্ড—কারবেল্ল, করলা, উচ্ছা। উগ্র কাণ্ড যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

উগ্রক্ষত্রি(ত্রি)য়—জাতিবিশেষ, আগুরিজাতি। উগ্র ক্ষত্রিয়, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

উগ্রখ্যাতি—উগ্রক্ষত্রিয়, আগুরিজাতি। উগ্রা খ্যাতি যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

উগ্রগন্ধ—১। হিঙ্গু, হিং। বি ; ক্লীব। ২। লশুন, রশুন ; কটফল ; চম্পক ; অর্জ্জকবৃক্ষ। বি ; পুং। ৩। উৎকটগন্ধবিশিষ্ট। উগ্র গন্ধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উগ্রগন্ধা—১। অজমোদা ; বচ ; অজগন্ধা ; যবানী, যমানী। বি ; স্ত্রী। ২। তীব্রগন্ধসম্পন্না। উগ্র গন্ধ যাহার, বহুব্রী + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উগ্রচণ্ডা—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। উগ্রা চণ্ডা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

উগ্রচণ্ডী—দেবীমূর্ত্তিবিশেষ ; অতিক্রুদ্ধা নারী। বাং প্র। বি।

উগ্রতা, -ত্ব—উগ্র স্বভাব ; তীব্রতা ; কঠোরতা ; ক্রুরতা। উগ্র + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

উগ্রতারা—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। উগ্র (উগ্র ভয় হইতে)—তৃ + ণিচ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

উগ্রদন্ত—হিংস্র, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম। উগ্র দন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উগ্রদর্শন—ভীষণাকার, রুদ্রমূর্ত্তি। উগ্র দর্শন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উগ্রধন্বা (-ধন্বন্)—১। ইন্দ্র ; শিব। বি ; পুং। ২। প্রখর ধনুর্দ্ধর। উগ্র ধনুঃ যাহার, বহুব্রী + অন্ সমাসান্ত। বিণ।

উগ্রনীতি—চণ্ডনীতি, অত্যাচারমূলক বা দমনমূলক শাসননিয়ম। উগ্রা নীতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

উগ্রপ্রকৃতি—১। রুক্ষস্বভাব, চটা-মেজাজী, যে সহজেই রাগিয়া উঠে এরূপ। উগ্রা প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কড়া মেজাজ। উগ্রা প্রকৃতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

উগ্রবক্তা (-বক্তৃ)—কটুভাষী, যে কর্কশবাক্য বলে এরূপ। উগ্র বক্তা, কর্ম্মধা। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -বক্ত্রী।

উগ্রবিষ—১। তীব্রবিষধর, প্রচণ্ডবিষসম্পন্ন। উগ্র বিষ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। প্রচণ্ড হলাহল, সাংঘাতিক গরল। উগ্র বিষ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উগ্রবীর্য্য(র্য)—১। তীব্র-তেজঃসম্পন্ন, অত্যন্ত তেজস্বী ; অতিশয় ঝাঁঝযুক্ত। উগ্র বীর্য্য যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, -বীর্য্যা। ২। প্রচণ্ড বীরত্ব, অতিশয় তেজঃ ; অসহ্য ঝাঁঝ। উগ্র এমন বীর্য্য, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উগ্রমূর্ত্তি(র্তি)—১। যে সর্ব্বদা উগ্রভাবে থাকে এরূপ ; যাহার মূর্ত্তি দেখিলে ভয় হয় এরূপ, ভীষণমূর্ত্তি, ভয়ানকমূর্ত্তি। উগ্রা মূর্ত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ক্রুদ্ধ আকৃতি। উগ্রা মূর্ত্তি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

উগ্রশেখরা—গঙ্গা। উগ্রের (শিবের) শেখর ৬ষ্ঠীতৎ + আপ্ (সংজ্ঞার্থে)। বি ; স্ত্রী।

উগ্রশ্রবাঃ (-শ্রবস্), **-শ্রবা**—১। সৌতির অপর নাম ; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। বি ; পুং। ২। তীক্ষ্ণকর্ণবিশিষ্ট ; অতিশয় সুখ্যাতিসম্পন্ন। উগ্র (উৎকৃষ্ট) শ্রবস্ (কর্ণ বা খ্যাতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উগ্রসেন—মথুরার একজন রাজা, কংসের পিতা। উগ্র সেনা যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

উগ্রস্বভাব—১। যে সহসা ক্রুদ্ধ হয় এরূপ, ভয়ঙ্কর-প্রকৃতিক। উগ্র স্বভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ক্রুদ্ধ স্বভাব, কড়া মেজাজ। উগ্র স্বভাব, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

উগ্রস্বর—১। কর্কশ কণ্ঠস্বর ; ভীষণ শব্দ। উগ্র স্বর, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। কর্কশকণ্ঠস্বরবিশিষ্ট, কড়া আওয়াজযুক্ত। উগ্র স্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উগ্রা—১। যবানী ; বচ ; উগ্রজাতীয়া স্ত্রী ; যোগিনীবিশেষ ; ধন্যাক ; প্রখরা নারী। বি ; স্ত্রী। ২। ভীষণা ; কোপনা। উগ্র + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। [প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উঘাড়, -র—উদ্‌ঘাটিত, প্রকাশিত, ব্যক্ত।

উঘারণ, -রন—উন্মোচন, উদ্ঘাটন। 'উদ্ঘাটন'-শব্দজ। বি।

উঘারয়ে—অনাবৃত করে ; উদ্‌ঘাটিত করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উঘারি—উদ্‌ঘাটন করে ; বিবস্ত্র করে ; উদ্‌ঘাটন করি ; বিবস্ত্র করি ; উদ্ঘাটন করিয়া ; বিবস্ত্র করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উঘারিয়া—নগ্ন করিয়া, অনাবৃত করিয়া ; উদ্‌ঘাটন করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

উঘারী—বস্ত্রহীনা, বিবস্ত্রা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

উঙানি—উন্‌কী ; একপ্রকার অতি ছোট মশা। প্রাদে। বি।

উঙ্কু(ৎকু)ণ—উকুণ, কেশকীট, ডেঙ্গর। উৎ কুণ (শব্দ) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

উচ, উচু—১। উন্নত। বিণ। ২। উর্দ্ধভাগ। 'উচ্চ'-শব্দজ। বি।

উচকই—১। উচ্চ করিয়া, তুলিয়া ধরিয়া। অস-ক্রি। ২। চমকিয়া উঠে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উচক্কা, -ক্কা—১। অপরিণতবুদ্ধি ; অবিমৃষ্যকারী ; নব্য ; উঠ্‌তি। বাং। বিণ। ২। তস্কর, চোর। বি। ৩। সহসা, হঠাৎ। হিন্দীমূলক। ক্রি-বিণ।

উচক্রা—উগ্রস্বভাব ; অসম-সাহসসম্পন্ন, সাহসী। বাং। বিণ।

উচতি—উচিত, কর্ত্তব্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উচর, -ল—উচ্চ, উন্নত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উচা—উচ্চ, উন্নত। 'উচ্চ'-শব্দজ। বিণ।

উচাই—উচ্চতা, উন্নতি। উচা + ই ভাবে। বি।

উচাট, -টন—১। অস্থির, অধীর, ব্যাকুল ; অমনোযোগী, অনাবিষ্ট। বিণ। ২। অধীরতা ; উৎকণ্ঠা। 'উচ্চাটন'-শব্দজ। বি।

উচান—১। উচ্চ করা ; (প্রহারার্থ দণ্ডাদি) উদ্যত করা। বাং ক্রি। ২। উচ্চ ; উদ্যত। উচ্ + আ (ণিচ্-অর্থে নামধাতু) + ন কর্ম্মবা। বিণ।

উচারু—উচ্চারণ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উচিঙ্গা—কীটবিশেষ, উইচিংড়া। 'উচ্চিঙ্গট'-শব্দজ। বি।

উচিত—ন্যায্য; যোগ্য ; কর্ত্তব্য ; পরিচিত ; অভ্যস্ত ; উপযুক্ত, যথার্থ ; যুক্তিসিদ্ধ ; ন্যস্ত ; পরিমিত। উচ্ + ক্ত বা বচ্ + কিতচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

উচিতকারী (-কারিন্)—ন্যায্যকর্ম্মকারী, উচিতকর্ম্মকারী। উপতৎ ; উচিত—কৃ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -কারিণী।

উচিতচারী (-চারিন্)—যেরূপ চলা উচিত সেইরূপ যে চলে এরূপ। উপতৎ ; উচিত—চর্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -চারিণী।

উচিতবক্তা (-বক্তৃ)—ন্যায়বাদী, যে ন্যায্য কথা বলে এরূপ, স্পষ্টবাদী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -বক্ত্রী।

উচিতবাদী (-বাদিন), **-ভাষী** (-ভাষিন্)—যে উচিত কথা বলে এরূপ, উচিতবক্তা, স্পষ্টবক্তা। উপতৎ ; উচিত—বদ্, ভাষ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি। স্ত্রী, -বাদিনী, -ভাষিণী।

উচু—উচ্চ, উন্নত। 'উচ্চ'-শব্দজ। বিণ।

উচুঙ্গ(ংগ)—উইচিংড়া। 'উচ্চিঙ্গট'-শব্দজ। বি। [কবিপ্র। বিণ।
উচুর—উচ্চ, উন্নত; অধিক; বিশিষ্ট। প্রাঃ
উচোট—হুঁচোট, চলিবার সময়ে পদে আঘাতপ্রাপ্তি। 'উচ্চাটন'-শব্দজ। বি।
উচ্চ—উন্নত, উঁচু। উৎ—চি+ড কর্ম্মবা। বিণ।
উচ্চ-ইংরাজী, -ইংরেজী—যেখানে উচ্চতর শ্রেণীর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয় এমন ('—বিদ্যালয়')। বিণ।
উচ্চকণ্ঠ—উচ্চস্বর, উঁচু গলা। কর্ম্মধা। বি; পুং।
উচ্চকণ্ঠে—উচ্চস্বরে, উঁচু গলায়, চিৎকার করিয়া। উচ্চ কণ্ঠ, কর্ম্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।
উচ্চকথা—উচ্চশব্দ; জোরকথা; কর্কশ-বাক্য, কড়া কথা। উচ্চ কথা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
উচ্চকর্ম্ম(র্ম্ম)চারী—অধিক বেতনের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত চাকুরিয়া। কর্ম্মধা। বি; পুং।
উচ্চকিত—উৎকণ্ঠিত; উদ্বিগ্ন; চঞ্চল। উৎ (অতি) চকিত, প্রাদি। বিণ।
উচ্চকুল—উন্নতবংশ, মর্য্যাদাশালী বংশ। উচ্চ কুল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
উচ্চকুলজাত, -সম্ভূত—মহাকুল, কুলীন, অভিজাত। উচ্চকুলে জাত, সম্ভূত, ৭মী-তৎ। বিণ।
উচ্চক্রমিক—উপরিতন; বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত। উচ্চক্রম+ইক আছে অর্থে। বিণ।
উচ্চগতি—প্রবল বেগ; (ভূগোল) নদ্যাদির তীব্র গতি (নদী যখন পর্ব্বতাদিতে উৎপন্ন হয়, তখন পর্ব্বত ও উপত্যকার উপরে উহার যে গতি, তাহাই উহার উচ্চগতি)। উচ্চা গতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
উচ্চটা—গুঞ্জা, কুঁচ; নির্বিষীতৃণ; চেঁচুয়া; নাগর-মুস্তা, নাগর-মুথা; ভূম্যামলকী; লশুন; আমরুল; দম্ভ, অহঙ্কার; প্রথা; অভ্যাস। উৎ—চট্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
উচ্চণ্ড—দুরন্ত, দুর্দ্দান্ত; অতিশয় কুপিত; উদ্দাম; ত্বরান্বিত। উৎ (অধিক) চণ্ড, প্রাদি। বিণ।
উচ্চতম—সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, অতি উচ্চ। উচ্চ+তম বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ অর্থে। বিণ।
উচ্চতর—দুইএর মধ্যে অধিক উচ্চ। উচ্চ+তরপ্ দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষ অর্থে। বিণ।
উচ্চতা—উঁচুভাব; ঔন্নত্য, উন্নতি (altitude); শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য। উচ্চ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।
উচ্চতাল—পানোৎসবকালে নৃত্য। উচ্চ তাল যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।
উচ্চনাদ—উচ্চধ্বনি, উচ্চশব্দ। উচ্চ নাদ, কর্ম্মধা। বি; পুং।
উচ্চনীচ—প্রধান ও অপ্রধান; ভদ্র এবং ইতর; উন্নতাবনত, অসমতল। উচ্চ ও নীচ, দ্বন্দ্ব। বিণ।
উচ্চপদ—শ্রেষ্ঠস্থান; উৎকৃষ্ট বস্তু; বড় চাকুরি। উচ্চ পদ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
উচ্চপদস্থ—শ্রেষ্ঠস্থানস্থিত, সম্ভ্রান্ত; বড় চাকুরিয়া। উপতৎ; উচ্চপদ—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।
উচ্চপ্রকৃতি—১। যাহার স্বভাব উন্নত; প্রশস্তচিত্ত। উচ্চা প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উঁচু মেজাজ; উন্নত স্বভাব। উচ্চা যে প্রকৃতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
উচ্চ-প্রাথমিক—প্রাথমিক-শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে উচ্চতরগুলি যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় এমন ('—বিদ্যালয়')। ইং upper primary. সুপ্সুপা। বিণ।
উচ্চবাচ্য—কড়া কথা, পরুষবাক্য; উচ্চশব্দপূর্ব্বক কথা; প্রতিবাদ। 'উচ্চাবচ'-শব্দজ। বি।
উচ্চবাচ্য না করা—কোন বিষয়ে প্রশ্ন প্রতিবাদ বা হাঁ না কিছুই না বলা।
উচ্চবিদ্যালয়—যে বিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা। ইং high school. কর্ম্মধা। বি; পুং।
উচ্চভাব—উদার প্রকৃতি, উন্নত স্বভাব, উঁচু মেজাজ; উচ্চতা, উন্নতি। উচ্চ ভাব, কর্ম্মধা। বি; পুং।
উচ্চভাষী (-ভাষিন্)—উগ্রবক্তা, কর্কশ-ভাষী; স্পষ্টবক্তা; উচ্চনাদকারী, যে জোরে কথা বলে এরূপ। উপতৎ; উচ্চ—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী।
উচ্চমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—যাঁহার মন উচ্চ এরূপ, উদারহৃদয়, উন্নতচিত্ত। উচ্চ মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।
উচ্চমূল্য—১। অধিকমূল্য, বেশী দাম, চড়া দাম। উচ্চ মূল্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। আক্রা, মহার্ঘ। উচ্চ মূল্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।
উচ্চয়, উচ্চায়—১। চয়ন; উন্নতি। উৎ—চি+অচ্, ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
উচ্চয় অবচয়—১। উন্নতি অবনতি, উত্থান পতন। ২। পরিধানবস্ত্রগ্রন্থি, নীবী; রাশি, সমষ্টি, পুঞ্জ। উৎ—চি+অচ্, ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।
উচ্চরণ—উচ্চৈঃকীর্ত্তন; ঊর্দ্ধগমন। উৎ—চর্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
উচ্চরায়—উচ্চধ্বনি সহকারে, তারস্বরে, চীৎকার করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।
উচ্চরিত—শব্দায়িত; কীর্ত্তিত; উক্ত; নির্দ্দিষ্ট। উৎ—চর্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
উচ্চরোল—উচ্চশব্দ, চীৎকারধ্বনি। কর্ম্মধা। বাং। বি।
উচ্চলিত—নির্গত; গত; চঞ্চল, অস্থির। উৎ—চল্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।
উচ্চশিক্ষা—উন্নততর বিষয়ের জ্ঞান; উন্নত ধরণের লেখাপড়া। উচ্চা শিক্ষা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
উচ্চশিক্ষিত—যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছে এমন। উচ্চরূপে শিক্ষিত, সুপ্সুপা; অথবা, উচ্চশিক্ষা+ইত যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তা।
উচ্চশিরঃ (-শিরস্), **-শির**—১। উন্নতমস্তক; অহঙ্কৃতভাব। উচ্চ এমন শিরঃ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। গর্ব্বোন্নত-মস্তক; অহঙ্কৃত ["উচ্চশির যদি তুমি কুলমানধনে"—মাইকেল]। উচ্চ শিরঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।
উচ্চশিরস্ক, -শিরাঃ (-শিরস্), **শিরা**—উন্নতমস্তক; অহঙ্কৃত, গর্ব্বিত। উচ্চ শিরঃ যাহার, বহুব্রী (সমাসে বিকল্পে ক-আগম)। বিণ।
উচ্চহাস্য—জোর হাসি, 'হো হো' করিয়া হাসা। উচ্চ এমন হাস্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
উচ্চহৃদয়—১। উন্নত চিত্ত, উদার চিত্ত, মহদন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। উদারচিত্ত, মহাশয়। উচ্চ হৃদয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।
উচ্চাকাঙ্ক্ষ(ংক্ষ)—প্রবল-বাসনাযুক্ত, অতিশয় অভিলাষসম্পন্ন, বড় হইবার একান্ত বাসনাযুক্ত। উচ্চা আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহুব্রী। বিণ।
উচ্চাকাঙ্ক্ষা(ংক্ষা)—প্রাধান্যলাভের অভিলাষ, বড় হইবার সাধ। উচ্চা আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
উচ্চাকাঙ্ক্ষী (-ঙ্ক্ষিন্), **-কাংক্ষী**—উচ্চাভিলাষী, বড় হইবার বাসনাযুক্ত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কাঙ্ক্ষিণী।
উচ্চাটন—উন্মূলন; চঞ্চলকরণ উৎপীড়ন; অথর্ব্ববেদোক্ত অভিচার-কর্ম্মবিশেষ; মনের ব্যাকুলতা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ষট্কর্ম্মান্তর্গত অনুষ্ঠানবিশেষ; উৎকণ্ঠা; বিষাদ; ব্যাকুলতা। উৎ—চট্+ণিচ্+অনট্ ভাববা, করণবা। বি; ক্লীব।
উচ্চাবচ—বিবিধ, নানাপ্রকার; অসমান, নিম্নোন্নত; ভালমন্দ। উদক্ (উদ্গত) এবং অবাক্ (অবনত) এই অর্থে উচ্চাবচ, ময়ূরব্যংসকাদি নিপাতন সমাস। বিণ।
উচ্চাভিলাষ—উচ্চাকাঙ্ক্ষা; উৎকট বাসনা; অত্যধিক আশা। কর্ম্মধা। বি; পুং।
উচ্চাভিলাষী (-লাষিন্)—উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বড় হইবার বাসনাযুক্ত। উচ্চাভিলাষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষিণী।
উচ্চায়—'উচ্চয়' দ্রঃ।
উচ্চার—১। মল, বিষ্ঠা। উৎ—চর্+ঘঞ্

কর্ম্মবা। ২। মলত্যাগ। উৎ—চর্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। উচ্চারণ। উৎ—চর্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উচ্চারক—উচ্চারণকারী। উৎ—চর্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

উচ্চারণ—কথন, শব্দপ্রয়োগ, কীর্তন; বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা; মুখ দ্বারা শব্দ নির্গত করা। উৎ—চর্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উচ্চারণস্থান—কণ্ঠ প্রভৃতি যে স্থান হইতে বর্ণের উচ্চারণ সম্পন্ন হয় তাহা। উচ্চারণের স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উচ্চারণীয়—উচ্চারণযোগ্য, যাহা উচ্চারণ করা উচিত বা উচ্চারণ করিতে পারা যায় এরূপ। উৎ—চর্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

উচ্চারিত—যাহা উচ্চারণ করা হইয়াছে এরূপ, কৃতোচ্চারণ। উৎ—চর্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উচ্চার্য্য(র্য)—উচ্চারণযোগ্য; কীর্তনীয়। উৎ—চর্+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উচ্চার্য্য(র্য)মান—যাহা উচ্চারণ করা হইতেছে এরূপ। উৎ—চর্+ণিচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

উচ্চালন—উত্তোলন; উপরে নিক্ষেপ; উৎকম্পন। উৎ—চল্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—লিত।

উচ্চাশ—উচ্চাভিলাষী, উচ্চাকাঙ্ক্ষাযুক্ত। উচ্চা আশা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উচ্চাশয়—উদারস্বভাব, উদারপ্রকৃতি, উদারচিত্ত। উচ্চ আশয় (মনোভাব) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উচ্চাশা—১। উচ্চ অভিলাষ। উচ্চা আশা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। উচ্চাভিলাষিণী; প্রবলাশাযুক্তা। উচ্চাশ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উচ্চিংড়া, উচ্চিংড়ে—উইচিংড়ে। 'উচ্চিঙ্গট'-শব্দজ। বি।

উচ্চিঙ্গ(ঙ্গ)ট—তৃণগড় মৎস্য; উইচিংড়ে; কোপনস্বভাব ব্যক্তি। উৎ (ঊর্দ্ধগামী) চিঙ্গট, প্রাদি। বি; পুং।

উচ্চিত—সংগৃহীত। উৎ—চি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উচ্চুঙ্গ(ঙ্গ)—পতঙ্গবিশেষ, উইচিংড়া। উৎ—চুঙ্গ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

উচ্চূল—ধ্বজপট, নিশানের পাগ, নিশানের কাপড়। উৎ (ঊর্দ্ধগত) চূড়া যাহার, বহুব্রী (ড়-স্থানে ল)। বি; পুং।

উচ্চে—১। উচ্চস্বরে, চীৎকার করিয়া, চেঁচাইয়া। ক্রি-বিণ। ২। ঊর্দ্ধে, উপরিভাগে, উঁচু জায়গায়। বাং প্র। বিশেষণ, বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত।

উচ্চৈঃ (উচ্চৈস্), **উচ্চৈ**—উচ্চ, উন্নত; প্রচুর, যথেষ্ট, অধিক। উৎ (অধিক)—চি (একত্র করা)+ডৈস্ কর্ম্মবা। অব্য।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ (-শ্রবস্), **-শ্রবা**—১। ইন্দ্রঘোটক [ইহা উন্নতকর্ণ ও সমুদ্রমন্থন হইতে জাত; ইহার বর্ণ শ্বেত; ইহা সপ্তমুখবিশিষ্ট এবং ইন্দ্রের বাহন]। বি; পুং। ২। অধিক খ্যাতিসম্পন্ন; বধির; উচ্চকর্ণযুক্ত। উচ্চৈঃ (উচ্চ) শ্রবস্ (যশঃ বা কর্ণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উচ্চৈঃস্বরে—উচ্চস্বরে, চীৎকার করিয়া। উচ্চৈঃ স্বর যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

উচ্ছন্ন—নষ্ট, উৎসন্ন। 'উৎসন্ন'-শব্দজ। বিণ।

উচ্ছল—সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত, যাহা ছাপাইয়া উঠিয়াছে এরূপ। উৎ—শল্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

উচ্ছলন—সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হওয়া; উপচাইয়া উঠা; উদ্গমন। উৎ—শল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উচ্ছলযৌবনা—ভরা যুবতী। উচ্ছল যৌবন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উচ্ছলিত—উদ্গত; উত্থিত; উৎক্ষিপ্ত। উৎ—শল্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

উচ্ছাদন—উৎসাদন; উদ্বর্তন; গন্ধদ্রব্য দ্বারা শরীরের নির্ম্মলতাসাধন। উৎ—ছাদি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—দিত।

উচ্ছাস্ত্র—শাস্ত্রবহির্ভূত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অশাস্ত্রীয়। উৎক্রান্ত শাস্ত্রকে, প্রাদি। বিণ।

উচ্ছাহ—উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি; অধ্যবসায়। 'উৎসাহ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

উচ্ছিখ—১। উদ্গতশিখ, যাহার শীষ উঠিতেছে এরূপ; উন্নতাগ্র। বিণ। ২। নাগবিশেষ। উৎ (উদ্গতা) শিখা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

উচ্ছিত্তি—উচ্ছেদ, সমূলে উৎপাটন; ধ্বংস, বিনাশ। উৎ—ছিদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উচ্ছিদ্যমান—যাহার উচ্ছেদ করা হইতেছে এরূপ। উৎ—ছিদ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

উচ্ছিন্ন—যাহার উচ্ছেদ হইয়াছে এরূপ, কৃতোচ্ছেদ, বিনাশিত; উৎপাটিত, উন্মূলিত। উৎ—ছিদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উচ্ছিষ্ট—ভুক্তাবশিষ্ট, এঁটো; ভোজনের পর জল দ্বারা ক্ষালন করা নয় এরূপ; যাহাতে অন্নব্যঞ্জনাদির সংস্পর্শ হইয়াছে এরূপ; অনুভূতাবশিষ্ট; ত্যক্ত। উৎ—শিষ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উচ্ছিষ্টভোক্তা (-ভোক্তৃ)—উচ্ছিষ্টভোজনকর্তা, প্রসাদভোজী, যে অন্যের পাতের এঁটো খায় এরূপ। উচ্ছিষ্টের ভোক্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ভোক্ত্রী।

উচ্ছিষ্টভোজন—অন্যের ভুক্তাবশেষভক্ষণ। উচ্ছিষ্টের ভোজন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উচ্ছিষ্টভোজী (-ভোজিন্)—উচ্ছিষ্টসেবী, প্রসাদভুক্, যে পাতের এঁটো খায় এরূপ। উপতৎ; উচ্ছিষ্ট—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ; পুং। স্ত্রী,—ভোজিনী।

উচ্ছিষ্টান্ন—ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য, পাতের এঁটো। উচ্ছিষ্ট অন্ন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উচ্ছীর্ষক—১। উপাধান, বালিশ, তাকিয়া। উৎ (উত্থাপিত) শীর্ষ যাহাতে, বহুব্রী (ক-আগম)। বি; ক্লীব। ২। উন্নতমস্তক। উদ্গত শীর্ষ যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী,—র্ষিকা।

উচ্ছুষ্ক—উপরিভাগে শুষ্ক; সন্তপ্ত। উৎ—শুষ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উচ্ছৃঙ্খ(ৃখ)ল—শৃঙ্খলারহিত, অনর্গল, অনিয়ন্ত্রিত, অবাধ, স্বেচ্ছাচারী, উদ্দাম, যথেচ্ছাচারী। উৎক্রান্ত শৃঙ্খলকে, প্রাদি। বিণ।

উচ্ছে—তিক্তাস্বাদ তরকারীবিশেষ, ক্ষুদ্র কারবেল্লক, ছোট করোলা। বাং। বি।

উচ্ছেত্তা (উচ্ছেত্তৃ)—উচ্ছেদকারক, বিনাশকারী, ধ্বংসকারী। উৎ—ছিদ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

উচ্ছেদ—উৎপাটন, উন্মূলন; বিনাশ, ধ্বংস। উৎ—ছিদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উচ্ছেদক—উচ্ছেদকারী, নাশক, বিনাশক, উৎসাদক। উৎ—ছিদ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দিকা।

উচ্ছেদকারক—উচ্ছেদসাধক, বিনাশক। উচ্ছেদের কারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কারিকা।

উচ্ছেদন—বিনাশ, ধ্বংস, উৎপাটন, উন্মূলন। উৎ—ছিদ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উচ্ছেদনীয়—উচ্ছেদযোগ্য, নাশ্য, বিনাশ্য, ধ্বংসনীয়। উৎ—ছিদ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

উচ্ছেদসাধক—ধ্বংসকারক, বিনাশক, উন্মূলনকর্তা। উচ্ছেদের সাধক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সাধিকা।

উচ্ছেদসাধন—বিনাশন; উন্মূলন, উৎপাটন। উচ্ছেদের সাধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উচ্ছোষণ—১। ঊর্দ্ধ-শোষক; সন্তাপক। উৎ—শুষ্+অন কর্তৃবা। বিণ। ২। ঊর্দ্ধ-শোষণ। উৎ—শুষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উচ্ছ্বসন—উচ্ছ্বাস; বিকাশ, প্রকাশ; প্রাণন। উৎ—শ্বস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উচ্ছ্বসিত—প্রফুল্ল, বিকশিত; বর্দ্ধিত, স্ফীত; আবেগপূর্ণ; বিশ্লেষিত; কম্পিত; জীবিত; ত্রুটিত; হৃষ্ট; আহ্লাদিত; শিথিলীভূত। উৎ—শ্বস্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উচ্ছ্বাস—বিকাশ; অন্তর্মুখ শ্বাস; নিঃশ্বাস, শোকহেতু দীর্ঘনিঃশ্বাস; ঊর্দ্ধে উঠা; স্ফীতি; প্রাণন; আশ্বাস; বিশ্লেষ; আকাঙ্ক্ষা; ফাঁক; উজ্জীবন; হর্ষ, আহ্লাদ; আবেগ; অধ্যায়, আখ্যায়িকা-পরিচ্ছেদ। উৎ—শ্বস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উচ্ছ্বাসিত—বিশ্লেষিত; উন্মেষিত; উচ্ছ্বাসসংযুক্ত। উচ্ছ্বাস+ইত জাতার্থে। বিণ

উচ্ছ্রয়, উচ্ছ্রায়—উৎসেধ, উচ্চতা, উন্নতি, উৎকর্ষ। উৎ—শ্রি+অচ্, ঘঞ্, ভাববা। বি; পুং।
উচ্ছ্রিত—উচ্চ, উন্নত, ঊর্দ্ধদেশপ্রাপ্ত; সমুন্নত; সঞ্জাত; উদিত; উন্নমিত; প্রণদ্ধ; ত্যক্ত। উৎ—শ্রি+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।
উছট—হুঁচট, পদাঙ্গুলিতে আঘাত, ঠোক্কর। 'উচ্চাটন'-শব্দজ। বি।
উছড়ন—বমন। প্রাদে। বি।
উছড়ান—বমি করা। প্রাদে। ক্রি।
উছর—উচ্চ; শৃঙ্খলাহীন; বেশী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
উছল—যাহা উথলিয়া উঠিতেছে এরূপ, উদ্বেল। 'উচ্ছল'-শব্দজ। বিণ। [ক্রি।
উছলন, উছলান—উথলিয়া উঠা। বাং
উছলল—উছলিল, উথলিয়া উঠিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [শব্দজ। বিণ।
উছলিত—উথলিত, উদ্বেলিত। 'উচ্ছলিত'-
উছিলা—অছিলা, ব্যপদেশ, ছল, ছুতা, ওজর। ফার্সী 'বসীলাহ্'-শব্দজ। বি।
উজ—সরল, সোজা। 'ঋজু'-শব্দজ। বিণ।
উজড়, উজাড়—সমূলে বিধ্বস্ত, সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট, উচ্ছন্ন; জনশূন্য। হিন্দীমূলক। বিণ।
উজড়ন, উজড়ান—উত্তোলন করা; পাত্র রিক্ত করা, খালি করা, নিঃশেষ করা। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।
উজন, উজান, উজানি—১। স্রোতের বৈপরীত্য; বিপরীত, উল্টা। বি বা বিণ। ২। বিপরীত দিকে। ক্রি-বিণ। ৩। স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া; কাটিয়া যাওয়া; শেষ করা। 'উদ্যান'-শব্দজ। ক্রি। **উজানের মাছ**—বর্ষাকালে যে সব মাছ পুকুর হইতে বাহির হইয়া যায়।
উজবক, -বুক, -বুগ—১। নির্ব্বোধ, আহম্মক, বোকা। বিণ। ২। তাতার-জাতিবিশেষ, বা তজ্জাতীয়। তুর্কী 'উজবেঘ্'-শব্দজ। বি বা বিণ।
উজর, উজোর—প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল ("উজর-হার-উর পীতবসন-ধর"—ঘনশ্যাম)। প্রাঃ কবিপ্র। 'উজ্জ্বল'-শব্দজ। বিণ।
উজরান, উজারন—উজ্জ্বল করা, আলোকিত করা, জ্বালিয়া দেওয়া। কবিপ্র। ক্রি।
উজরোল—১। প্রদীপ্ত, আলোকিত, উজ্জ্বল। 'উজ্জ্বল'-শব্দজ। বিণ। ২। প্রদীপ্ত হইল, উজ্জ্বল হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
উজল—দীপ্ত, দীপ্যমান। 'উজ্জ্বল'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।
উজল-পাঁজল—উপর-নীচু করা, উপর হইতে নীচে এবং নীচু হইতে উপরে উল্টাইয়া লওয়া। বাং। বি।
উজলান—উজ্জ্বল করা; মাড়া; উথলিত হওয়া; উৎক্ষেপণ করা। কবিপ্র। ক্রি।
উজলি—১। উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। উজ্জ্বল করিয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।
উজা, উজু—সরল, সোজা। 'ঋজু'-শব্দজ। বিণ। [বিণ।
উজা, উজি—সোজাসুজি। বাং প্র। ক্রি-
উজাগর—জাগরণ, জাগা; কোজাগর পূর্ণিমা। 'উজ্জাগর'-শব্দজ। প্রাদে। বি।
উজাটা—মূল উৎপাটন করা; ওলট-পালট করা; উল্টাইয়া দেওয়া। প্রাঃ বাং। ক্রি।
উজাটিয়া—উল্টাইয়া; ঘৃণা করিয়া; ছাড়িয়া দিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।
উজাড়—'উজড়' দ্রঃ।
উজাড়া—উজাড় করা, সমূলে নাশ করা; পাত্র হইতে কোন দ্রব্য অপসারিত করা; পাত্র খালি করা; পালটান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
উজান—'উজন' দ্রঃ।
উজানভাটি, -ভাটী—স্রোতের প্রতিকূল ও অনুকূল দিক্, স্রোতের বিপরীত দিক্ এবং যে দিকে স্রোত যায় সেই দিক্; জীবনের দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য। দ্বন্দ্ব। বাং। বি।
উজানিবেলা—পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্নের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। কর্ম্মধা। বাং। বি।
উজানিভাটালি—অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোতে। বাং। ক্রি-বিণ।
উজানো—নদীর স্রোতের বিপরীতে যাওয়া। বাং ক্রি। **উজানে যাওয়া**—উল্টা প্রবাহে ঠেলিয়া যাওয়া।
উজালা—১। উজ্জ্বল করা, আলোকময় করা। ক্রি। ২। উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
উজিয়ার, -য়ারা—উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত ["আছয়ে উজিয়ার হিয়া ভরি জানহু।"—শ্যামদাস]। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
উজির, উজীর—মন্ত্রী, সচিব, অমাত্য। ফার্সী 'বজীর'-শব্দজ। বি; পুং। **রাজা উজীর**—বড় বড় লোক **রাজা উজীর মারা**—বড় বড় কথা বলা; মিথ্যা কথা বলিয়া বাহাদুরি করিয়া সময় কাটান।
উজিরালি, উজীরালী, উজিরী, উজীরী—উজিরের কার্য্য; উজিরের পদ, মন্ত্রিত্ব। উজির, উজীর+আলি, আলী, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।
উজু—১। সরল, সোজা। 'ঋজু'-শব্দজ। বিণ। ২। মুসলমানদিগের নমাজের পূর্ব্বে হাত পা প্রভৃতি ধোওয়া; শৌচকর্ম্ম। আর্বী 'বজু'-শব্দজ। বি।
উজুশে—বর্ষার বৃষ্টির স্রোতে উপরদিকে গমনশীল ('—মাছ')। বাং। বিণ।
উজোড়—১। উজ্জ্বল। প্রাঃ কবিপ্র। ২। উজাড়। বাং। বিণ।
উজোর—'উজর' দ্রঃ।
উজোরলি—১। উজ্জ্বল করিল। ক্রি। ২। পরিস্ফুট, ফুটফুটে। কবিপ্র। বিণ।
উজ্জাগর—জাগরিত; উত্তেজিত; অনুপ্রাণিত। উৎ—জাগৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
উজ্জাপন—সমাপন, সমাধা; যথোক্তরূপে ব্রতাদি অনুষ্ঠানের পর সমাপন। 'উদ্যাপন'-শব্দজ। বি।
উজ্জীবন—১। চৈতন্যপ্রাপ্তি, সংজ্ঞালাভ; মূর্চ্ছিত বা মৃতপ্রায় হইবার পর চৈতন্যলাভ; লুপ্তপ্রায় হইবার পরে পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠা; বিস্মৃত বিষয়ের পুনরায় স্মরণ। উৎ—জীব্+অনট্ ভাববা। ২। চৈতন্যদান; বাঁচাইয়া তোলা; শক্তিমান্ করা। উৎ—জীব্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
উজ্জীবিত—১। মূর্চ্ছা বা অচৈতন্যের পর যাহার চৈতন্যলাভ হইয়াছে এরূপ, পুনঃ চৈতন্যপ্রাপ্ত; লুপ্ত-প্রায় হইবার পরে যাহা পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এরূপ; (বিস্মৃত ঘটনাকে) পুনরায় স্মরণে আনীত। উৎ—জীব্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। যাহাকে জীবন বা সংজ্ঞা দান করা হইয়াছে এমন; যাহাকে শক্তিমান্ করা হইয়াছে এমন। উৎ—জীব্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
উজ্জুগ, উজ্জোগ—আয়োজন, অনুষ্ঠান, যোগাড়। 'উদ্যোগ'-শব্দজ। বি।
উজ্জুগী, উজ্জোগী—উদ্যোক্তা, আয়োজক, অনুষ্ঠানকারী। 'উদ্যোগী'-শব্দজ। বিণ।
উজ্জৃম্ভ—১। বিকাশ; হাই তোলা। উৎ—জৃন্ভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। প্রফুল্ল, প্রকাশিত, বিকসিত। উৎ—জৃন্ভ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
উজ্জৃম্ভিত—১। চেষ্টা; বিকাশ; প্রস্ফুটন। উৎ—জৃন্ভ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। প্রস্ফুটিত, বিকসিত, প্রকাশিত। উৎ—জৃন্ভ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।
উজ্জোগ—'উজ্জুগ' দ্রঃ।
উজ্জ্বল—১। দীপ্তিমান, ভাস্বর, চাক্‌চিক্য-বিশিষ্ট; পরিষ্কৃত, নির্ম্মল; শোভমান। বিণ। ২। শৃঙ্গার-রস। বি; পুং। ৩। স্বর্ণ। উৎ—জ্বল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।
উজ্জ্বলতা—দীপ্তিমত্তা, ঔজ্জ্বল্য, চাক্‌চিক্য। উজ্জ্বল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।
উজ্জ্বলন—১। প্রজ্বলিত হওয়া, জ্বলিয়া উঠা, দীপ্ত হওয়া। উৎ—জ্বল্+অনট্ ভাববা। ২। প্রজ্বলিত করা। উৎ—জ্বল্+ণিচ্+অনট্ ভাববা (ঘটাদিত্ব হেতু ধাতুর উপধার অবৃদ্ধি)। বি; ক্লীব।
উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ—১। যে শ্যামবর্ণে শ্রী ফুটিয়া উঠে তাহা, যে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণে লাবণ্য দৃষ্ট হয় তাহা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহার গাত্রবর্ণ ঈষৎ কৃষ্ণ অথচ লাবণ্যময় এমন। উজ্জ্বল অথচ শ্যাম, সুপ্‌সুপা; উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।
উজ্জ্বলিত—১। দীপ্ত, প্রজ্বলিত। উৎ—

জ্বল্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। যাহা উজ্জ্বল করা হইয়াছে এমন। উৎ—জ্বল্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা (উপধার অবৃদ্ধি)। বিণ।

উজ্ঝ—ত্যাগ, বিসর্জ্জন। উজ্ঝ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উজ্ঝিত—ত্যক্ত, বর্জ্জিত, উৎসৃষ্ট। উজ্ঝ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উঝালা—উদ্ধার করা; তোলা; ছাড়াইয়া দেওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উঞ্ছ—জীবিকানির্ব্বাহের জন্য পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় শস্যক্ষেত্র হইতে শস্যকণাসংগ্রহ, এক একটী শস্যকণা খুঁটিয়া লওয়া; বৃত্তিবিশেষ, দীনতাসূচক জীবিকাবিশেষ, শুধু সামান্য ধার বা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ। উঞ্ছ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং বা ক্লীব।

উঞ্ছজীবী (-বিন্‌)—তুচ্ছ বা হীন কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী। উপতৎ; উঞ্ছ্‌—জীব্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —জীবিনী।

উঞ্ছন—আপণাদিতে পতিত দ্রব্যকণাসকল গ্রহণ, খুঁটিয়া লওয়া, কুড়াইয়া লওয়া; খই মুড়কি ইত্যাদি ভাজিবার সময় খোলায় নাড়িয়া দেওয়া। উঞ্ছ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উঞ্ছবৃত্তি—১। উঞ্ছ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, অপরের পরিত্যক্ত ধান্যকণাদি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জীবনধারণ; জঘন্য কার্য্য বা জীবনোপায়; নানাস্থান হইতে কিছু কিছু আহরণ করিয়া অতিকষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহ; ব্রাহ্মণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি (ঋত, অমৃত ও মৃত—এই তিনটি বৃত্তির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি)। উঞ্ছই বৃত্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। উঞ্ছ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহক; অতিকষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহকারী। উঞ্ছ বৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উঞ্ছশীল—উঞ্ছবৃত্তি, উঞ্ছ দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী। উঞ্ছই শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উট—১। উষ্ট্র। 'উষ্ট্র'-শব্দজ। বি; পুং। ২। তৃণ; পর্ণ; কুটা, খড়। উ+ট কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

উটকন, -কান—অন্বেষণ করা, তল্লাস করা; ঘাঁটিয়া দেখা। সং 'উৎক্ষেপণ' বা 'অট্‌'-ধাতুজ। ক্রি।

উট-কপালী—উন্নত-ললাটবিশিষ্টা, উঁচ-কপালী। উটের কপাল (সদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে=উটকপালে, তদুত্তরে+ঈ। বিণ; স্ত্রী।

উটকা, উটাকা—সহসা আগত, আগন্তুক; ভবঘুরে; অচেনা, অপরিচিত; বিশ্বাসের অযোগ্য ('—সংবাদ'); চঞ্চলচিত্তা, স্বামিগৃহ হইতে সতত পলায়নপরা ('—মেয়ে')। সং 'অট্‌'-ধাতুজ। বিণ।

উটকান-পাটকান—তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা। বাং যুগ্ম ক্রি।

উটক্করা, -ক্কা, -ক্কারা—উ ট কা, নবাগত, আগন্তুক; অপরিচিতা। হিন্দী-মূলক। বিণ।

উটজ—মুনিদিগের পর্ণরচিত গৃহ; পর্ণশালা, কুটীর, কুঁড়ে। উপতৎ; উট (তৃণ)—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

উটজশিল্প—কুটীরশিল্প। উটজ জাত শিল্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উটন—উঠন, অঙ্গন, চত্বর। প্রাদে। বি।

উটপক্ষী (-ক্ষিন্‌)—মরুভূমিচারী উন্নতগ্রীব পক্ষিবিশেষ। উটতুল্য পক্ষী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

উট-পেন্সিল—কাগজে লিখিবার জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত সীসার পেন্সিল। ইং 'wood-pencil'-শব্দজ। বি।

উটমুখো—যে নিম্নে না তাকাইয়া চলে এমন। উটের মুখ (সদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী, —মুখী।

উট্‌তি—'উঠ্‌তি' (সকল অর্থে)।

উট্‌না, -না—উঠ্‌না, নির্দ্দিষ্ট সময়ে মূল্য দিবার অঙ্গীকারে ধারে জিনিসপত্র খরিদ। বাং। বি। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উঠই—উত্থিত হইতে, উঠিতে; উত্থিত হয়।

উঠকিস্তি—দাবাখেলার কিস্তিবিশেষ [কোন গুটি সরাইয়া নিলে বিপক্ষের রাজা যদি মারের মুখে থাকে তবে উঠকিস্তি হয়]। বাং। বি।

উঠত—উঠে, দাঁড়ায়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উঠন—স্ফীত হওয়া; গাত্রোত্থান; প্রাঙ্গণ, আঙ্গিনা। 'উত্থান'-শব্দজ। বি।

উঠনু—উঠিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উঠন্ত—উত্থানশীল, যাহা উঠিতেছে এরূপ; উন্নতিশীল। উঠ্‌+অন্ত কর্ত্তৃবা (বাং)। বিণ।

উঠবন্দী—জমীজমার একরূপ অস্থায়ী বন্দোবস্ত। বাং। বি।

উঠবোস—উঠা-বসা, পুনঃ পুনঃ উত্থান এবং উপবেশন; পরের আদেশ নির্ব্বিচারে পালন। উঠ (উঠা) ও বোস (বসা), দ্বন্দ্ব। বাং। বি।

উঠয়ে—উঠে; উৎপন্ন হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উঠল—উঠিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [ক্রি।

উঠলু, -লুঁ—উঠিলাম। প্রাঃ কবিপ্র।

উঠসার—দাবা খেলায় কোন গুটি স্বস্থান হইতে উঠিলেই বিপক্ষের রাজার উপর যে কিস্তি পড়ে তাহা। বাং প্র। বি।

উঠা—১। উত্থান, দাঁড়ান; উন্নতি; উৎসাহ; বৃদ্ধি; উদ্যম। বি। ২। উত্থিত হওয়া; উচ্চস্থানে আরোহণ করা; বাসগৃহ বা নিজস্থান ত্যাগ করা; বমি হওয়া; নিদ্রাভঙ্গে শয্যাত্যাগ করা; উদ্ধত হওয়া; উদিত হওয়া; প্রকাশ পাওয়া; উন্নতিলাভ করা; উত্তেজিত হওয়া; বিদ্রোহী হওয়া; স্খলিত হওয়া; ক্ষয় পাওয়া; স্ফীত হওয়া; অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া; লোপ পাওয়া; বন্ধ হওয়া; ভাঙ্গিয়া যাওয়া; বৃদ্ধি পাওয়া; উপরের শ্রেণীতে যাওয়া; ফুরাইয়া যাওয়া; উল্লিখিত হওয়া; উত্থাপিত হওয়া; উদরস্থ হওয়া। 'উৎ—স্থা'-ধাতুজ। ক্রি। **অন্ন উঠা**—আয়ু ফুরানো; চাকরি যাওয়া। **অন্ন-জল উঠা**—বিধির বিধানে কোন স্থানে অবস্থানের কাল শেষ হওয়া। **উঠে প'ড়ে লাগা**—উৎসাহের সহিত কার্য্য-সাধনের জন্য সচেষ্ট হওয়া। **কথা উঠা**—উল্লেখ হওয়া; আপত্তি হওয়া। **খড়ি উঠা**—তৈলহীন দেহে মরামাস উঠা। **গলা উঠা**—গানের সুর চড়া হওয়া; গলার স্বর জোর হওয়া। **চুল উঠা**—চুল ঝরিয়া পড়া। **চোখ উঠা**—চোখের এক-প্রকার রোগ হওয়া। **জল উঠা**—জল নির্গত হওয়া। **জাতে উঠা**—সমাজে চলিত হওয়া; শুদ্ধির দ্বারা পুনরায় পূর্ব্বধর্ম্ম গ্রহণ করা। **দর উঠা**—পণ্যদ্রব্যের দাম বেশী হওয়া। **নাম উঠা**—সুনাম নষ্ট হওয়া; বংশলোপের জন্য নাম লোপ পাওয়া; নামের উল্লেখ হওয়া। **পাট উঠা**—সমূলে উৎপাটিত হওয়া; স্থান বা আবাস উঠিয়া যাওয়া। **ফাঁপিয়া উঠা**—সমৃদ্ধ হওয়া। **বাজার উঠা**—দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া; বাজার শেষ হওয়া। **ভোগ উঠা**—মৃত্যু হওয়া; সুখের কাল ফুরানো। **মন উঠা**—সন্তুষ্ট হওয়া। **রব উঠা**—গুজব রটা। **উঠি তো পড়ি**—ঊর্দ্ধশ্বাসে; অতি দ্রুত।

উঠা-উঠি—১। পুনঃ পুনঃ উত্থান, বারবার উঠা-বসা; বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নিম্নশ্রেণী বা নিম্নস্থান হইতে উচ্চশ্রেণীতে বা উচ্চস্থানে গমন। বি। ২। ঠিক পর পর। বাং। ক্রি-বিণ।

উঠান—১। উত্তোলন করা; উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা; জাগান; উৎসাহিত করা; উন্নত করা; উপড়ান; গৃহচ্যুত বা স্থানভ্রষ্ট করা। বাং ক্রি। ('উঠানো' বানানও প্রচলিত)। ২। প্রাঙ্গণ, আঙ্গিনা। 'উত্থান'-শব্দজ। বি।

উঠান-ঘাটা—নৌকা হইতে আরোহীকে উঠাইবার ঘাট (landing place). বাং। বি।

উঠানামা—আরোহণ-অবরোহণ; উত্থান-পতন; উন্নতি-অবনতি; ভেদবমি, ওলাউঠা। উঠা ও নামা, দ্বন্দ্ব। বি।

উঠানি—উত্থান; আরোহণী; ঢালু জায়গা; আক্রমণ; আক্রোশ; বিক্রমপ্রকাশ; শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে প্রসূতির আঁতুড় ঘর হইতে বাসগৃহে উঠার অনুষ্ঠানবিশেষ। 'উত্থান'-শব্দজ। বি।

উঠা-পড়া—উঠ্‌তি-পড়্‌তি। উঠা ও পড়া, দ্বন্দ্ব। বি।
উঠা-বসা—গাত্রোত্থান ও উপবেশন; আজ্ঞানুসারে কার্য্য করা; ব্যায়ামার্থ বৈঠক করা। বাং যুগ্ম ক্রি।
উঠিত—আবাদী, যাহাতে চাষ করা হইতেছে এরূপ। বাং। বিণ।
উঠিত-পতিত—আবাদী ও অনাবাদী, কর্ষিত ও অকর্ষিত, হাসিল ও খিল ('—জমী')। উঠিত ও পতিত, দ্বন্দ্ব; অথবা, কোথায়ও উঠিত কোথায়ও পতিত, কর্ম্মধা। বিণ।
উঠ্‌তি—১। দ্রব্যাদি বিক্রয়; উন্নতি; বৃদ্ধি। উঠ্‌+তি ভাববা। বি। ২। উঠন্ত, বৃদ্ধিশীল, বর্দ্ধমান। উঠ্‌+তি কর্তৃবা। বিণ। **উঠ্‌তি বয়স**—যৌবনের প্রারম্ভ, যুববয়সের প্রথমাবস্থা। **উঠ্‌তি মুখ**—প্রথম পণ্য আমদানীর সময়; উন্নতির সূত্রপাত। **উঠ্‌তির সময়**—ব্যবসায়-বাণিজ্যের মরশুম; উন্নতির সময়। [বি।
উঠ্‌তি-পড়্‌তি—উত্থান-পতন; হ্রাসবৃদ্ধি; লাভ-ক্ষতি। দ্বন্দ্ব। বাং। বি।
উঠ্‌না, উঠ্‌নো—উট্‌ন (তাহা দ্রঃ)। বাং।
উড়, উড়ো—যাহা উড়িতেছে এরূপ, উড়ন্ত; অমূলক; নামশূন্য, বেনামী। বাং। বিণ। **উড় উড় শোনা**—গুজব শোনা, লোকের মুখে শোনা। **উড়ো খই**—যে খই বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে তাহা। **উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ**—যে খই উড়িয়া যাইতেছে তাহা পাইবার উপায় নাই জানিয়া ঈশ্বরে নিবেদন; অর্থাৎ বাধ্য হইয়া কিছু সৎকার্য্যে অর্পণ করা। **উড়ো খবর**—গুজব। **উড়ো চিঠি**—লেখকের পরিচয়শূন্য চিঠি।
উড়ই—উড়িতে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
উড়কি, -কী—ধান্যবিশেষ, উড়িধান; তরল পদার্থ তুলিবার জন্য নারিকেলমালার হাতা; খই; মঞ্চ; উল্কী। বাং। বি।
উড়কুড়—আদ্যন্ত, শেষ, পরিসীমা (কাজের আর 'উড়কুড়' নাই); কূলকিনারা; ঠিক-ঠিকানা; চিহ্ন। বাং। বি।
উড়তি—লোকপরম্পরায় শ্রুত ('—খবর'); উড্ডীয়মান; অস্থির; অনিশ্চিত। উড়্‌+তি কর্তৃবা। বাং। বিণ।
উড়ন—শূন্যে গমন, আকাশে গমন; পরিধান; অস্থিরতা; বাহিরের আবরণ। 'উড্ডয়ন'-শব্দজ। বি।
উড়ন-ঘাই—শঠতা, প্রতারণা। বাং। বি।
উড়ন-চড়ে, -চণ্ডী, -চণ্ডে—অপব্যয়কারী, অযথাব্যয়ে সঞ্চিতধননাশকারী, টাকাপয়সা উড়াইতে পটু। বাং। বিণ।
উড়নপেকে—১। উড়ন-চড়ে (তাহা দ্রঃ)। ২। যে গরুর একখানি পাঁজরের হাড় উঁচু। প্রাদে। বিণ।
উড়নি, -নী, উড়ানী—গাত্রবস্ত্রবিশেষ, উত্তরীয়বস্ত্র, একপাটা চাদর, ঘোমটা দেওয়ার চাদর। 'অবেষ্টন'-শব্দজ। বি।
উড়ন্ত—উড্ডীয়মান, যাহা উড়িতেছে এরূপ; অপব্যয়কারী। উড়্‌+অন্ত কর্তৃবা। বাং। বিণ। [কবিপ্র। ক্রি।
উড়ব—উড়িবে, উড়িয়া যাইবে। প্রাঃ
উড়শ—ছারপোকা। 'উদ্দংশ'-শব্দজ। প্রাদে। বি।
উড়া—১। আকাশে গমন করা, ঊর্দ্ধদিকে উঠা; দ্রুত যাওয়া; ত্যাগ করা; চলিতে থাকা; প্রচারিত হওয়া; খরচ হওয়া; নষ্ট হইয়া যাওয়া; অদৃশ্য হওয়া। ক্রি। ২। উড়ন্ত, উড্ডীয়মান; অমূলক ('—খবর'); নামশূন্য ('—চিঠি')। 'উৎ—ডী'-ধাতুজ। বিণ। ৩। পরিধান করা, পরা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
উড়া-উড়া—ভাসাভাসা; অস্থায়ী; পলায়নপর; অনিশ্চিত; উড্ডয়নোন্মুখ। বাং। বিণ।
উড়াকল—আকাশযান, ব্যোমযান। উড়ার কল, ৬ষ্ঠীতৎ। বাং। বি।
উড়াজাহাজ—আকাশযান, উড়াকল (airship). উড়া জাহাজ, কর্ম্মধা। বাং। বি।
উড়াতাড়া—ভয় দেখানর জন্য তাড়না; অস্থির করিয়া তোলা; চঞ্চলতাপ্রকাশ। বাং। বি।
উড়ান—১। উড়াইয়া দেওয়া; অযথা অপব্যয় করা; অর্থ নষ্ট করা। বাং ক্রি। **উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া**—অযথাভাবে নষ্ট করা, অযথা অপব্যয় করা। ২। যাহা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ; অপব্যয়িত। বাং। বিণ। ৩। উপেক্ষা, অবহেলা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
উড়ানিয়া—যে উড়াইয়া দেয় এরূপ; অযথা অপব্যয়কারী। উড়ান+ইয়া স্বভাবার্থে। বিণ।
উড়ানী—'উড়নি' দ্রঃ।
উড়াপাক—দ্বন্দ্বযুদ্ধে বীর পুরুষদিগের পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশের জন্য চক্রাকারে ঘূর্ণন; উল্লম্ফন। বাং। বি।
উড়া-শালি, -সালি, -সালী—ধান্যবিশেষ, নীবার, উড়িধান। বাং। বি।
উড়ি, উড়ী—তৃণধান্য, নীবার, অকর্ষিত ক্ষেত্রে উৎপন্ন ধান্য। বাং। বি।
উড়িচূর্ণ—উড়িধানের চালের গুঁড়া। উড়ির চূর্ণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বাং। বি।
উড়িয়া—১। উৎকলদেশের লোক, উড়িষ্যার লোক; উৎকলদেশীয় ভাষা। 'ওড্র'-শব্দজ। ২। উড়িধান। 'ওড়িকা'-শব্দজ। বি। ৩। উড্ডীন হইয়া, আকাশপথে উঠিয়া। বাং অস-ক্রি।
উড়ী—'উড়ি' দ্রঃ।
উড়ু—১। তারা, নক্ষত্র। ঈড়্‌ (স্তুতি করা) +উ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী বা ক্লীব। ২। জল। উড়্‌ (সংহত হওয়া)+উ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। [উদ্বিগ্ন। বাং। বিণ।
উড়ুউড়ু—উড়িতে উন্মুখ; চঞ্চল, অশান্ত;
উড়ুক—রক্তঝিণ্টী পুষ্প; রেড়ীগাছ। 'কুরবক'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
উড়ুক্কু—যে উড়িতে পারে এরূপ, উড়িতে সমর্থ। বাং। বিণ।
উড়ুক্কু মাছ—মৎস্যবিশেষ (flying-fish) [এই মাছ সমুদ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা লাফ দিয়া জল ছাড়িয়া উপরে উঠে এবং পাখায় ভর করিয়া বাতাসের সাহায্যে কিছুদূর গিয়া পুনরায় জলে পড়িয়া যায়। বাস্তবিক ইহাদের উড়িবার শক্তি নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন]। উড়ুক্কু মাছ, কর্ম্মধা। বি।
উড়ুপ, উড়ূপ—১। তারক; ভেলা, ডোঙ্গা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। উড়ুপতি, চন্দ্র। উপতৎ; উড়ু বা উড়ু—পা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।
উড়ুপতি—১। চন্দ্র। উড়ুর (নক্ষত্রের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জলেশ, বরুণ। উড়ুর (জলের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
উড়ুপথ—আকাশ। উড়ুর (নক্ষত্রের) পন্থা (পথিন্‌), ৬ষ্ঠীতৎ+অ সমাসান্ত। বি; পুং।
উড়ুম্বর—১। উদুম্বর, যজ্ঞডুমুর গাছ। বি; পুং। ২। তাম্র, তামা; কর্ষ, দুই তোলা পরিমাণ; যজ্ঞডুম্বরবৃক্ষের ফল; দেহলী; গোবরাটের নীচের কাঠ; নপুংসক; কুষ্ঠরোগবিশেষ। উ (মহাদেব)—বৃ+শ কর্তৃবা =উম্বর; উৎকৃষ্ট উম্বর, প্রাদি (নিপাতনে)। বি; ক্লীব। [বি।
উড়ুষ—ছারপোকা। 'উদ্দংশ'-শব্দজ। প্রাদে।
উড়ূপ—'উড়ুপ' দ্রঃ। [স্ত্রী—উড়েনী।
উড়ে—উড়িষ্যাবাসী, উড়িয়া। বি বা বিণ।
উড়ো—১। 'উড়' দ্রঃ। বিণ। ২। (তুই) উড়াইয়া দে। বাং ক্রি।
উড়োকল—উড়াকল (তাহা দ্রঃ)। উড়ো কল, কর্ম্মধা। বি। [কর্ম্মধা। বি।
উড়োজাহাজ—উড়াজাহাজ (তাহা দ্রঃ)।
উড্ডয়ন—আকাশবিহার, শূন্যে গমন, উড়া। উৎ—ডী+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।
উড্ডামর—শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট; উদ্ভট, অতি-প্রচণ্ড। উৎ (উৎকৃষ্টরূপে) ডামর, প্রাদি। বিণ।
উড্ডীন—১। যে উড়িয়াছে এরূপ, উৎপতিত, ঊর্দ্ধগত, শূন্যগামী। উৎ—ডী+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। শূন্যে গমন, উড়ন। উৎ—ডী+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

উড্ডীয়মান—যে উড়িতেছে এরূপ, শূন্যে গমনকারী, আকাশগামী, উড়ন্ত। উৎ—ডী+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

উৎ (উদ্)—উপর ('উৎক্ষিপ্ত'); উত্তম; বাহিরে; অতিশয় ('উত্তপ্ত'); ব্যতিক্রম; নিন্দনীয় ('উৎকোচ'); বিরুদ্ধ ('উন্মার্গ'); অভাব; অকস্মাৎ ('উৎপাত'); অতিক্রান্ত ইত্যাদি বুঝাইতে ব্যবহৃত উপসর্গবিশেষ। অব্য।

উত—১। স্যূত; বোনা। বে+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। সন্দেহ; প্রশ্ন; সমুচ্চয়; বিকল্প; বিতর্ক; অত্যর্থ; অপ্যর্থ; এবার্থ। উ+ক্ত কর্ম্মবা। অব্য।

উতথ্যতনয়—গৌতম মুনি; দীর্ঘতমাঃ ঋষি। উতথ্যের তনয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উতথ্যানুজ, -নুজন্মা (-জন্মন্), **-বরজ**—বৃহস্পতি। উতথ্যের অনুজ, অনুজন্মা, অবরজ (কনিষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উতপত—১। উত্তপ্ত, গরম। 'উত্তপ্ত'-শব্দজ। বিণ। ২। উৎপন্ন, সঞ্জাত, উদ্ভূত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

উতপতি—উদ্ভব, জন্ম। 'উৎপত্তি'-শব্দজ।

উতর—১। উত্তর; দোষখণ্ডন; আপত্তি-খণ্ডন। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। উত্তীর্ণ হও; অবতরণ কর। কবিপ্র। ক্রি।

উতরখানা—নামিবার জায়গা; সরাই। উতরের (নামিবার) খানা (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। হিন্দীমূলক। বি।

উতরন—পার হওয়া; অবতরণ করা, নামা। বাং ক্রি।

উতরভাঙ্গা(ঙ্গা), -ভাঙা—মাছ ধরিবার জায়গা। বাং। বি।

উতরা—উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া; কাটান; অবতরণ করা, নামা; উপস্থিত হওয়া, পৌঁছা। কবিপ্র। ক্রি।

উতরাই—পার্ব্বত্য পথে উচ্চস্থান হইতে নিম্নে গমন। উতরা+ই ভাবে (বাং)। বি।

উতরান—নামা; উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া; সফলকাম হওয়া; কার্য্যোপযোগী হওয়া। 'উত্তরণ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

উতরোল—১। উচ্চশব্দ, গণ্ডগোল। বি। ২। বিহ্বল, অভিভূত; প্রবল, বেগবান্; উৎকণ্ঠিত। বিণ। ৩। গণ্ডগোল করিল, উচ্চ শব্দ করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উতরোলী—উৎকণ্ঠিতা, বিহ্বলা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

উতলপাতল—তোলপাড়; উচ্চনীচ। প্রাকৃত 'উথল্লপাথল্ল'-শব্দজ। বি বা বিণ।

উতলা—১। ব্যস্ত, অস্থির, চঞ্চল; উদ্বিগ্ন, কাতর। বাং। বিণ। ২। উপচিত হওয়া, ফুলিয়া উঠা, উছলিয়া উঠা। কবিপ্র। ক্রি।

উতা, উতো—দাহ্য কাষ্ঠাদি অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিবার জন্য উননের উপর চাপাইয়া রাখা; আঁচ। 'উত্তাপ'-শব্দজ। বি।

উতাপ—উষ্ণতা। 'উত্তাপ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [কবিপ্র। ক্রি।

উতাপই—উত্তপ্ত করে, গরম করে। প্রাঃ

উতার—১। নিয়তা; আদর্শ, নকল। বি। ২। নামাও; ঢাল। হিন্দীমূলক। ক্রি।

উতারল—নামাইল, অবতরণ করাইল; খুলিয়া লইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উতারি, উতারিয়া—নামাইয়া, অবতরণ করাইয়া; খুলিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উতারিল—নামাইল; খুলিয়া লইল। কবিপ্র। ক্রি। [শব্দজ। বিণ।

উতাল—উজ্জ্বল; উৎকট; ভয়ঙ্কর। 'উত্তল'-

উতোর—উত্তর, জবাব; কাটান, খণ্ডন; (কবিগানে) বিপক্ষের প্রশ্নের জবাব। 'উত্তর'-শব্দজ। বি।

উৎক—উন্মনাঃ, উদ্বিগ্ন; অন্যমনস্ক; উৎসুক। উৎ+ক উদ্গত মন ইহার এই অর্থে। বিণ।

উৎকচ—ঊর্দ্ধকেশ; যাহার কেশরাশি উদ্গত হইয়াছে এরূপ। উৎ (উদ্গত) কচ (কেশ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উৎকট—তীব্র, অতিপ্রবল; অতিপ্রগাঢ়; অসহ্য, দুঃসহ; অত্যধিক; উদগ্র; দুঃসাধ্য; বিষম। উৎ—কট্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

উৎকটা—১। সিংহলী লতা। উদ্গত কট যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। তীব্রা; অতিপ্রবলা ইত্যাদি। উৎকট+আপ্ ('উৎকট' দ্রঃ)। বিণ; স্ত্রী।

উৎকণ্ঠ—১। উদগ্রীব, অত্যন্ত উৎসুক; উদ্বিগ্ন। উৎ (উন্নত) কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। শৃঙ্গারের ষোড়শবন্ধান্তর্গত ত্রয়োদশবন্ধ। উৎক্রান্ত কণ্ঠ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

উৎকণ্ঠা—১। উদ্বেগ, চিন্তা; বেদনা; অসহিষ্ণুতা; কামাদিজনিত অস্থিরতা; বার বার স্মরণ; ব্যাকুলতাসহ দয়িতস্মরণ, প্রিয়াভিলাষ হেতু উন্মনস্কত্ব। উৎ—কণ্ঠ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। উৎসুকা; উদ্বিগ্না। উৎকণ্ঠ (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উৎকণ্ঠিত—যাহার উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে এরূপ, উদ্বিগ্ন; উৎক, উন্মনাঃ, উৎসুক। উৎকণ্ঠা+ইত জাতার্থে। বিণ।

উৎকণ্ঠিতা—১। নায়িকাবিশেষ, সঙ্কেতস্থান-স্থিতা যে নায়িকা নায়কের অনাগমন জন্য ব্যাকুলা হয় সে; নির্দ্দিষ্টকালে বাসস্থানে স্বামীর অনাগমন জন্য নানা কারণ চিন্তা করিয়া যে নারী অতিশয় অধীরা হয় সে। বি; স্ত্রী। ২। উদ্বিগ্না; অতিশয় উৎসুকা। উৎকণ্ঠিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উৎকতা—১। গজপিপ্পলী। উৎক—তন্+ড কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অন্যমনস্কতা; উদ্বেগ; ঔৎসুক্য। উৎক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উৎকন্ধর—উন্নতগ্রীব, উদ্গ্রীব। উৎ (উদ্গত) কন্ধরা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উৎকম্পিত—ঊর্দ্ধদিকে কম্পিত; যে চমকিত হইয়া উঠিয়াছে এরূপ। উৎ—কম্প্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উৎকর—১। ধান্যাদির রাশি; পুঞ্জ, স্তূপ, গাদা, কাঁড়ী; উৎকীর্য্যমাণ ধূল্যাদি। উৎ—কৃ+অপ্ কর্ম্মবা। ২। প্রসারণ; বিক্ষেপ। উৎ—কৃ+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎকর্ণ—কাণ-খাড়া; শ্রবণোৎসুক, শুনিতে অতিশয় আগ্রহান্বিত। উন্নমিত কর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উৎকর্ত্ত(র্ত)ন—খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা, বহুখণ্ডে ছেদন। উৎ—কৃৎ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎকর্ষ—উৎকৃষ্টতা, উত্তমতা; প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতা; আধিক্য, আতিশয্য; বৃদ্ধি, উন্নতি; (স্মৃতিমতে) স্বকাল হইতে পরকাল-কর্ত্তব্যতা; সমগ্র মানবজাতির আপেক্ষিক উন্নতি (civilization). উৎ—কৃষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎকর্ষক—উৎকর্ষণকারী; অপসারক; উৎপাটয়িতা; উদ্ধারকারক। উৎ—কৃষ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -র্ষিকা।

উৎকর্ষণ—অপসারণ; আকর্ষণ, টানিয়া লওয়া। উৎ—কৃষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎকল—১। ওড্রদেশ, উড়িষ্যাদেশ। উৎ—কল্+ক ঘঞর্থে অধিবা। ২। সুদ্যুম্ন বা ইলার পুত্র (পুরুষ অবস্থায় ইলার ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়); ধ্রুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উৎ—কল+অচ্ কর্তৃবা। ৩। ব্যাধ; ভারবাহক, মুটে। উপতৎ; উৎক—লা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

উৎকলিকা—১। তরঙ্গ, ঊর্ম্মি; ফুলের কুঁড়ি। উৎ—কল+অচ্ কর্তৃবা+কন্ সংজ্ঞার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ; হেলা; গদ্যরচনাবিশেষ। উৎ—কল+অক (কন্) ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

উৎকলিকাকুল, -কুলিত—উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল, উদ্বেগকাতর, অতিশয় উৎকণ্ঠিত। উৎকলিকা দ্বারা আকুল, আকুলিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

উৎকলিত—উৎকণ্ঠিত, উন্মনাঃ; প্রবৃদ্ধ, বৃদ্ধিমান্; তরঙ্গিত। উৎ—কল+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উৎকা—১। উৎকণ্ঠিতা নায়িকা। বি; স্ত্রী। ২। উৎকণ্ঠিতা, উদ্বিগ্না। উৎক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উৎকাঙ্ক্ষা(ৎক্ষা)—অত্যধিক উচ্চ আশা (aspiration). উৎ—কাঙ্ক্ষ্+অ ভাববা +আপ্। বি; স্ত্রী।

উৎকার—ধান্যোৎক্ষেপণ, ধানসারা, ধানের আগড়া ঝাড়িয়া রাশীকরণ; ধান্যরাশীকরণ। উৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎকাশ, -কাস—কাসরোগবিশেষ; বমনরোগ। উৎ—কশ্, কস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। [ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎকিরণ—ক্ষোদন। উৎ—কৃ+অনট্

উৎকীর্ণ—ক্ষত; যাহা ক্ষোদা হইয়াছে এরূপ, ক্ষোদিত; উৎক্ষিপ্ত; উল্লিখিত; বিদ্ধ; চিত্রিত, লিখিত; যাহা ইতস্ততঃ ছড়ান হইয়াছে এরূপ, বিক্ষিপ্ত। উৎ—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎকীর্ত্ত(র্ত)ন—বর্ণন; প্রচার, ঘোষণা, চারিদিকে রাষ্ট্র করা। উৎ—কৄৎ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎকীর্ত্তি(র্তি)ত—বর্ণিত; প্রচারিত, ঘোষিত। উৎ—কৄৎ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎকুট—উত্তানশয়ন, চিৎ হইয়া শোওয়া। উৎ—কুট্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎকুণ—কেশকীট, উকুন, ডেঙ্গর; মৎকুণ। উৎ—কুণ্+ক কর্ম্মবা। বি; পুং।

উৎকূট—ছত্র, ছাতি। উন্নত কূট যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

উৎকূলিত—কূলে উত্তোলিত, কূলপ্রাপ্ত; উদ্বেল। উৎ—কূল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎকৃতি—ষড়্‌বিংশত্যক্ষরপাদক ছন্দঃ; উক্তের প্রত্যুক্তি। উৎক্রান্ত কৃতিকে (ছন্দোবিশেষকে), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উৎকৃত্ত—ছিন্ন; উৎকৃত; উৎখাত; যাহা খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছে এরূপ। উৎ—কৃৎ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎকৃত্য—উৎকর্ত্তনীয়, ছেদনীয়। উৎ—কৃৎ+ক্যপ্ কর্ম্মবা। বিণ।

উৎকৃত্যমান—যাহা বহু খণ্ডে কর্ত্তিত করা হইয়াছে এরূপ। উৎ—কৃৎ+শানচ্ করণবা। বিণ।

উৎকৃষ্ট—শ্রেষ্ঠ, প্রধান, প্রকৃষ্ট; প্রশস্ত; সম্যক্ আকৃষ্ট; উর্দ্ধে কৃষ্ট, উপরিদিকে টানা। উৎ—কৃষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎকৃষ্টতা—উত্তমতা, শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য। উৎকৃষ্ট+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উৎকেন্দ্র—বিভিন্নকেন্দ্রিক (eccentric); (জ্যামিতি) যাহা একটি মাত্র বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া অঙ্কিত নয় এরূপ ('—বৃত্ত'); (জ্যোতিষ) অবৃত্তাকার কক্ষে ভ্রমণশীল। উৎক্রান্ত কেন্দ্রকে, প্রাদি। বিণ।

উৎকেন্দ্রতা—পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্তের নাভি হইতে তাহার পরিসীমার দূরত্ব (eccentricity). বি; স্ত্রী।

উৎকোচ—অপপ্রদান, ঘুস। উৎ—কুচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎকোচক—অপপ্রদাতা, যে ঘুস দেয় এরূপ। উৎ—কুচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কোচিকা।

উৎকোচগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—উৎকোচগ্রহণকারী, ঘুসখোর। উপতৎ; উৎকোচ—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গ্রাহিণী।

উৎকোচদাতা (-দাতৃ)—যে ঘুষ দেয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —দাত্রী।

উৎক্রম, -ক্রান্তি—ব্যতিক্রম; বিপর্য্যয়; লঙ্ঘন; উচ্চলন; নিঃসরণ, নির্গমন; মরণ। উৎ—ক্রম্+ঘঞ্, ক্তি ভাববা। বি; পুং, স্ত্রী।

উৎক্রমণ—উর্দ্ধগমন; অপসরণ; দেহ হইতে জীবাত্মার প্রয়াণ; ক্রমবিপর্য্যয়; (ব্যাকরণ) বাক্যে শব্দ-বিন্যাস-বিপর্য্যয়। উৎ—ক্রম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎক্রমণীয়—অতিক্রমণীয়; লঙ্ঘনীয়; নির্গমনীয়। উৎ—ক্রম্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

উৎক্রান্ত—উদ্গত; অতিক্রান্ত, উল্লঙ্ঘিত; বিপর্য্যস্ত; মৃত। উৎ—ক্রম্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

উৎক্রান্তি—'উৎক্রম' দ্রঃ।

উৎক্রান্তিবাদ—আরোহনীতি; ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উৎক্রোশ—চীৎকার। উৎ—ক্রুশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎক্ষিপ্ত—১। উর্দ্ধে ক্ষিপ্ত; উৎপাটিত; উন্নীত; অভিভূত। উৎ—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। ধুস্তুরফল, ধুতুরা। উৎ—ক্ষিপ্+ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং। **উৎক্ষিপ্ত কম্পন**—ভূমিকম্পবিশেষ (এইপ্রকার কম্পনসময়ে বোধ হয় যেন ভূমি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে)।

উৎক্ষেপ, -ক্ষেপণ—উর্দ্ধে ক্ষেপণ; উদঞ্চন; ব্যজন। উৎ—ক্ষিপ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

উৎক্ষেপক—উর্দ্ধে ক্ষেপণকারী। উৎ—ক্ষিপ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ক্ষেপিকা।

উৎক্ষেপণ—'উৎক্ষেপ' দ্রঃ।

উৎখলা—মুরানামক গন্ধদ্রব্য; তালপর্ণী, তালপর্ণ। উৎ—খল্+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

উৎখাত—১। উৎপাটিত, উন্মূলিত, উপড়ান; সমূলে বিনাশিত; বিদারিত; ভ্রংশিতপদ; অবদারিত। বিণ। ২। গর্ত্ত; বন্ধুরভূমি। উৎ—খন্+ক্ত কর্ম্মবা। ৩। উৎখনন। উৎ—খন্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎখাতকেলি, -কেলী—বপ্রক্রীড়া, শৃঙ্গাদি দ্বারা বৃষাদির মৃত্তিকাখনন। উৎখাত দ্বারা কেলি, কেলী, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

উত্তংস—কর্ণভূষণ; শিরোভূষণ। উৎ—তন্স্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

উত্তপ্ত—উত্তাপবিশিষ্ট, উষ্ণ; দগ্ধ; স্নাত। উৎ—তপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উত্তম—১। উৎকৃষ্ট, উপাদেয়; শ্রেষ্ঠ, প্রধান; চরম। উৎ—তম্+অচ্ কর্ম্মবা। বিণ। ২। বিষ্ণু; উত্তানপাদরাজপুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]; বৈশিকনামক নায়কবিশেষ; তৃতীয় মনু [চরিতাবলী দ্রঃ]; একবিংশতিতম দ্বাপরের ব্যাসের নাম। উৎ+তমপ্ অতিশয়ার্থে। বি; পুং। ৩। বেশ, ভালই। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

উত্তমপুরুষ—১। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ; পরমাত্মা, জগদীশ্বর; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সাধুলোক। উত্তম পুরুষ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। (ব্যাকরণ) আমি আমরা প্রভৃতি পদসমূহ। বি; পুং।

উত্তমমধ্যম—বিশিষ্টরূপ প্রহারাদি দ্বারা লাঞ্ছন-প্রদান; বিলক্ষণ প্রহার। বাং প্র। বি। **উত্তমমধ্যম দেওয়া**—বিলক্ষণ প্রহার করা।

উত্তমর্ণ—ঋণদাতা, মহাজন। উত্তম (প্রধান) ঋণ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, —মর্ণা।

উত্তমর্ণিক, উত্তমর্ণী (-র্ণিন্)—উত্তমর্ণ, ধনস্বামী, মহাজন। উত্তম ঋণিক, ঋণী, কর্ম্মধা। বিণ।

উত্তম-সংগ্রহ—সম্যক্ সংগ্রহণ; নির্জ্জনে পরস্ত্রীর সহিত আলিঙ্গনাদিরূপ মিথুনভাব; পরদারগমন। উত্তম সংগ্রহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তম-সাহস—১। দণ্ডবিশেষ, ১০০০ বা ১০৮০ পন দণ্ড; সর্ব্বোচ্চ দণ্ড। বি; পুং। ২। অতিশয় সাহস, দুঃসাহস। উত্তম সাহস, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উত্তমা—১। ক্ষুদ্রিকাবৃক্ষ, 'ক্ষীরাই' গাছ; বরবর্ণিনী, উৎকৃষ্টা স্ত্রী; স্বীয়াদি নায়িকাবিশেষ (নায়ক অহিতকারী হইলেও যে তাহার হিত করিয়া থাকে)। বি; স্ত্রী। ২। শ্রেষ্ঠা, উৎকৃষ্টা, প্রধানা। উত্তম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উত্তমাঙ্গ(ৎগ)—প্রধান অঙ্গ; মস্তক, শির; মুখ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। বিণ, —ঙ্গীয়।

উত্তমাশা—১। যথেষ্ট ভরসা, ভাল আশা, উৎকৃষ্ট আশা। উত্তমা আশা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। আফ্রিকার দক্ষিণ-প্রান্তস্থিত অন্তরীপ। Cape of Good Hope—এই ইংরেজী কথার অনুবাদে রচিত শব্দ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি।

উত্তমোত্তম—অতিশয় উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উত্তম হইতে উত্তম। উত্তম হইতে উত্তম, ৫মীতৎ। বিণ।

উত্তমৌজাঃ (-জস্), **-মৌজা**—১। উৎকৃষ্টতেজস্ক, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। বিণ। ২। দশমমন্বন্তরাধিপ মনুর পুত্রবিশেষ। উত্তম ওজঃ (বল) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

উত্তম্ভ—স্তম্ভীভাব; নিবৃত্তি, বিরাম, থামা; উত্তোলন; বর্দ্ধন। উৎ—স্তন্ভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উ ত্তন—১। ঠেক্‌নো, খুঁটি। উৎ—স্তন্ভ্‌+অনট্‌ করণবা। ২। অবলম্বন; বর্দ্ধন। উৎ—স্তন্ভ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। **উত্তম্ভন করা**—উত্তেজিত করা, অনুপ্রাণিত করা।

উত্তর—১। প্রতিবচন, জবাব; সিদ্ধান্ত; প্রতিকার; জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আপন মত বা বক্তব্য নির্দ্দেশ; আপত্তিখণ্ডন; কেহ আহ্বান করিলে তৎ-শ্রবণসূচক বাক্য; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। উৎ—তৃ+অপ্‌ ভাববা, করণবা। বি; ক্লীব। ২। (মহাভারত) বিরাট্‌রাজপুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]; স্বনামখ্যাত পর্ব্বত-বিশেষ। উৎ—তৃ+অচ্‌ কর্তৃবা। ৩। শিব, হরি। উৎ—তৃ (ণিচের অর্থযুক্ত)+অচ্‌ কর্তৃবা। ৪। অব্যবহিত পরবর্ত্তী দেশ বা কাল। বি; পুং। ৫। প্রধান, শ্রেষ্ঠ (senior); যোগ্য; উত্তম; দুর্লভ, অসাধারণ; পরবর্ত্তী, ভবিষ্যৎ। উৎ—তৃ+অচ্‌ কর্তৃবা। ৬। উত্তরদেশসম্বন্ধীয়; ঊর্দ্ধ, উপরিস্থ। উত্তর+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বিণ। ৭। অনন্তর, পশ্চাৎ। ক্রি-বিণ। ৮। উত্তরদিক্‌। 'উত্তরা'-শব্দজ। বি। **উত্তর করা**—জবাব করা; চোপা করা। **উত্তর দেওয়া**—জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া; সাড়া দেওয়া।

উত্তরকাণ্ড—বাল্মীকি-রামায়ণের সপ্তম ও শেষ কাণ্ড। উত্তর (অর্থাৎ শেষ) কাণ্ড, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরকাল—ভবিষ্যৎ সময়, যে সময় আসিবে সেই সময়, ভাবী সময়। উত্তর (পশ্চাদ্‌গামী, পরবর্ত্তী) কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরকালীন—যাহা পরবর্ত্তী কালে ঘটিবে এরূপ, পরবর্ত্তী-কালসম্বন্ধীয়, ভবিষ্যৎকাল-সংক্রান্ত। উত্তরকাল+ঈন সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—না।

উত্তরকুরু—জম্বুদ্বীপের নববর্ষান্তর্গত বর্ষ-বিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। উত্তর কুরু (ভূগোলকের উত্তরাংশ), কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তর-কেন্দ্র—পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত, সুমেরু (North Pole). উত্তর কেন্দ্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উত্তরকোশল, -কোশলা—প্রাচীন স্থান-বিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। উত্তর কোশল, কোশলা, কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

উত্তরক্রিয়া—অন্তিমা ক্রিয়া, সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য; প্রতিবচন প্রদানরূপ কার্য্য; কথার জবাব দেওয়া। উত্তরা ক্রিয়া, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরখণ্ডন—প্রতিবাদনিরসন, প্রতিপক্ষের জবাবের পাল্টা জবাব। উত্তরের খণ্ডন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উত্তরগামী (-গামিন্‌)—উত্তরদিকে গমনকারী। উপতৎ; উত্তর—গম্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

উত্তরঙ্গ(ংগ)—১। তরঙ্গিত; উচ্চতরঙ্গ-বিশিষ্ট। উৎ (উত্থিত) তরঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দ্বারোর্দ্ধস্থিত বক্রকাষ্ঠ, কুম্ভীরকা। উত্তর—গম্‌+খ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

উত্তরচ্ছদ—উপরিস্থ আস্তরণবস্ত্র, বিছানার চাদর; উত্তরীয়। উত্তর (উপরিস্থিত) ছদ (আচ্ছাদনবস্ত্র), কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরজ, -জাত—অনন্তরোৎপন্ন, পরবর্ত্তী কালে উৎপন্ন। উপতৎ; উত্তর—জন্‌+ড কর্তৃবা; ৭মীতৎ। বিণ।

উত্তরণ—নদ্যাদি পার হওয়া, উতরণ; কোন স্থানে উপস্থিত হওয়া; পথিকদিগের কোন স্থানে কোন দিবসের নিমিত্ত অবস্থিতি। উৎ—তৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উত্তরণ-স্থান—যে স্থানে গিয়া উপস্থিত হওয়া যায় সেই স্থান, সরাই, আড্ডা। উত্তরণের স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উত্তরণীয়—অতিক্রমণীয়; গম্য; প্রাপ্য। উৎ—তৃ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

উত্তরতঃ (-তস্‌), **উত্তরত**—উত্তরে; উত্তর হইতে; উত্তর দিক্‌, দেশ বা কাল হইতে। উত্তর+৫মী বা ৭মী-স্থানে তস্‌। অব্যয়।

উত্তরত্র—পরত্র, পরে; উত্তরদেশে; উত্তর-দিকে। উত্তর+ত্র (৭মী-স্থানে)। অব্য।

উত্তরদাতা (-দাতৃ)—প্রতিবক্তা, জবাব-দানকারী। উত্তরের দাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী।

উত্তরদান—প্রতিবচনকথন, জবাব দেওয়া। উত্তরের দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উত্তরদায়ক—প্রতিবক্তা, যে জবাব দেয় এরূপ; যে সঙ্গে সঙ্গে কথার উত্তর দেয় এরূপ; অবাধ্য, উদ্ধত। উত্তরের দায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দায়িকা।

উত্তরদিক্‌ (-দিশ্‌)—উদীচী, দিগ্‌বিশেষ। উত্তরা দিক্‌, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরপক্ষ—পূর্ব্ব পক্ষের নিরাসক পক্ষ, সিদ্ধান্তপক্ষ; সিদ্ধান্তানুকূল তর্কোপন্যাস; বিচারসিদ্ধান্ত; সমাধান; শুক্লপক্ষে মাসারম্ভ হইলে কৃষ্ণপক্ষ। উত্তর পক্ষ, কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ,—পক্ষীয়।

উত্তরপত্র—প্রশ্নোত্তরের পত্র, যাহাতে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দেওয়া হয় এরূপ কাগজ বা খাতা (answer-paper). উত্তরের পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উত্তরপদ—(ব্যাকরণ) সমস্ত পদের সর্ব্ব-শেষ পদ, ভিন্ন ভিন্ন পদে সমাস হইলে যে পদটী সকলের শেষে থাকে তাহা। উত্তর পদ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উত্তরপাদ—চতুষ্পাদ ব্যবহারান্তর্গত দ্বিতীয়-পাদ; উত্তর। উত্তর পাদ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরপুরুষ—পরবর্ত্তী বংশধর; পরজাত ব্যক্তি; (ব্যাকরণ) প্রথম পুরুষ। উত্তর পুরুষ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তর-পূর্ব্ব(র্ব)কোণ—ঈশানকোণ, উত্তর এবং পূর্ব্ব এই উভয়দিকের মধ্যবর্ত্তী কোণ। উত্তর-পূর্ব্ব কোণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরপ্রচ্ছদ—উত্তরচ্ছদ, চাদর। উত্তর প্রচ্ছদ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরপ্রত্যুত্তর—১। প্রতিবচন এবং প্রতি-বচনের প্রতিবচন, জবাবের জবাব। উত্তরের প্রত্যুত্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক। উত্তর ও প্রত্যুত্তর, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

উত্তরফল্গুনী, -ফাল্গুনী—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত দ্বাদশ নক্ষত্র [ইহা দক্ষিণোত্তরমিলিত পর্য্যঙ্করূপ তারকাদ্বয়। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্য্যমা]। উত্তরা ফল্গুনী, ফাল্গুনী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্‌), **-বর্ত্তী**—উত্তর-দেশস্থিত; উত্তরদিকে অবস্থিত; পরবর্ত্তী। উপতৎ; উত্তর—বৃৎ+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।

উত্তরবাদী (-বাদিন্‌)—প্রতিবাদী; আসামী। উপতৎ; উত্তর—বদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

উত্তরবিহীন, -রহিত, -শূন্য, -হীন—নিরুত্তর, ভাষাহীন; যাহার কিছু জবাব দিবার নাই এরূপ। উত্তর দ্বারা বিহীন, রহিত, শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

উত্তরভাদ্রপৎ (-পদ্‌), **-পদা**—অশ্বি-ন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত ষড়্‌বিংশ নক্ষত্র [ইহা পর্য্যঙ্করূপ অষ্টতারকাত্মক]। উত্তরভাদ্রপৎ, পদা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরভারতী—প্রতিবচন। উত্তর ভারতী (বাক্য), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরমানস—তীর্থবিশেষ, মানস সরোবর। উত্তর (উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী) মানস, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। বিণ,—মানসীয়।

উত্তরমীমাংসা—মহর্ষি ব্যাসদেবপ্রণীত বেদান্তশাস্ত্র। উত্তর মীমাংসা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরমেরু—পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত, সুমেরু (North Pole); (পদার্থবিদ্যা) চুম্বকের যে প্রান্ত উত্তরদিকে থাকে তাহা [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। উত্তর মেরু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরমেরুবৃত্ত—উদীচ্যবৃত্ত, সুমেরুর দক্ষিণ-সীমানির্দ্দেশক ২৩½ ডিগ্রী অন্তরে কল্পিত বৃত্তরেখা (ইহা প্রায় ১৫০০ মাইল বিস্তৃত) (Arctic Circle). উত্তর মেরুবৃত্ত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উত্তরযোগ্য—জবাব দিবার মত, উত্তরের উপযুক্ত। উত্তরের যোগ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ

উত্তরযোগ্য প্রশ্ন—সাক্ষীকে জেরা করিবার সময় জিজ্ঞাসাকালেই কিরূপ উত্তর দিতে হইবে তাহা যদ্দ্বারা বুঝা যায় এরূপ প্রশ্ন (leading question).

উত্তরয়, উত্তরয়ে—উত্তীর্ণ হয়; উপস্থিত হয়; নামে। কবিপ্র। ক্রি।

উত্তর-রহিত, -শূন্য—'উত্তরবিহীন' দ্রঃ।

উত্তররাশি—(গণিত) অনুপাতের দ্বিতীয় রাশি (consequent). উত্তরা রাশি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

উত্তরসন্ধানী (-নিন্)—(পদার্থবিদ্যা) যাহা উত্তর দিকে ঘুরিয়া থাকে (চুম্বকের দক্ষিণ মেরু) এমন (north-seeking). উত্তরের সন্ধানী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

উত্তরসমুদ্র—উত্তর মেরুর পর উত্তর দিকে অবস্থিত সমুদ্র। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

উত্তরসাক্ষী (-সাক্ষিন্)—বিবাদীর পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী ; সাক্ষীদিগের কথা শুনিয়া সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি, পরসাক্ষী। উত্তরপক্ষীয় সাক্ষী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; পুং।

উত্তরসাধক—তান্ত্রিক সাধনায় সাধককে সাহায্যকারী; কেহ আপাততঃ কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে পরে যাহার সহায়তায় সেই কার্য্য সম্পন্ন হয় সে। উত্তর সাধক, কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী,—সাধিকা।

উত্তরহীন—'উত্তরবিহীন' দ্রঃ।

উত্তরা—১। (মহাভারত) বিরাটরাজের কন্যা ও অভিমন্যুর পত্নী [চরিতাবলী দ্রঃ]; উত্তরদিক্। বি; স্ত্রী। ২। 'উত্তর' ৫, ৬, ৭ দ্রঃ। উত্তর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। **উত্তরা মহাশিরা**—(শারীরবিদ্যা) মস্তক ও হস্তদ্বয়ের শিরাগুলি ক্রমশ মিলিত হইয়া হৃদয়ের দক্ষিণ অলিন্দের উপরে যে স্থূল শিরায় পরিণত হইয়াছে তাহা (superior vena cava). ৩। পার হওয়া; উপস্থিত হওয়া; অবতীর্ণ হওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

উত্তরাকাণ্ড—রামায়ণের সপ্তম কাণ্ড। উত্তরাবর্ত্তী কাণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

উত্তরাখণ্ড—হিমাচলের পাদদেশস্থ গাড়োয়াল প্রভৃতি প্রদেশ। উত্তরাস্থিত খণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরাধর—উপরিস্থ ওষ্ঠ, উপরের ঠোঁট। কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরাধিকার—পরবর্ত্তী স্বামিত্ব, পরে মালিক হওয়া, মৃত ব্যক্তির ধনে তৎস্বত্বে স্বত্ববান্ হইবার যোগ্যতা। উত্তর অধিকার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরাধিকারী (-কারিন্)—কাহারও মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির যে মালিক হইবে, ওয়ারিশ। উত্তরাধিকার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

উত্তরাধ্যক্ষ—হাতী ঘোড়া এবং রথের আরোহী ব্যক্তি (military officer). উত্তর অধ্যক্ষ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরাপথ—উত্তরদেশ, আর্য্যাবর্ত্ত [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। উত্তরাবর্ত্তী পন্থা (পথিন্), মধ্যপ কর্ম্মধা+অ সমাসান্ত। বি; পুং।

উত্তরাভাস—দুষ্ট উত্তর, অপ্রকৃত উত্তর, (ব্যবহার অর্থাৎ আইন) অসদুত্তর। উত্তরের (দোষখণ্ডনের) আভাস (সদৃশ হওন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উত্তরায়ণ—সূর্য্যের উত্তরদিকে গমনকাল, ২২এ ডিসেম্বর হইতে ২১এ জুন পর্য্যন্ত ছয় মাস [এই সময়ে সূর্য্য উত্তরাভিমুখে গমন করে বলিয়া মনে হয়]। উত্তরে অয়ন (পথ, গতি) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। বিণ,—য়ণীয়, —য়ণিক।

উত্তরায়ণবৃত্ত, উত্তরায়ণান্তবৃত্ত—সূর্য্যের উত্তরে গতির সীমা-নিরূপক রেখা, বিষুবরেখার ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে যে অক্ষরেখা কল্পিত হয় সেই রেখা, কর্কটক্রান্তি (Tropic of Cancer). উত্তরায়ণের বৃত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ; উত্তরায়ণের অন্ত (শেষ) হয় যেথানে, বহুব্রী; সেই বৃত্ত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উত্তরার্দ্ধ(র্ধ)—১। পরার্দ্ধ, শেষার্দ্ধ, শেষের দিকের অর্দ্ধেক। বি; ক্লীব। ২। পুস্তকাদির শেষ খণ্ড। উত্তর অর্দ্ধ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তরাশা—১। উত্তরদিক্। উত্তরা আশা (দিক্), কর্ম্মধা। ২। প্রতিবচন পাইবার প্রত্যাশা, জবাব পাইবার আশা। উত্তরের আশা (প্রত্যাশা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উত্তরাশাপতি—উত্তরদিকের অধিপতি, কুবের। উত্তরাশার (১) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উত্তরাষাঢ়া—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের একবিংশ নক্ষত্র (ইহা সূর্প্পাকৃতিতারাচতুষ্টয়াত্মক বা গজদন্তবৎ অষ্টতারকাময়। ইহার অধিদেবতা বিশ্ব)। উত্তরা (পশ্চাদ্গামী) আষাঢ়া (নক্ষত্রবিশেষ), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরাসঙ্গ(ঙ্গ)—আচ্ছাদনবস্ত্র; উত্তরীয়বস্ত্র, উড়ানী, চাদর। উত্তরে (ঊর্দ্ধভাগে) আসঙ্গ আছে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

উত্তরাস্য—যাহার মুখ উত্তর দিকে ফিরান এমন, উত্তরমুখো। উত্তরে আস্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উত্তরী—দোছোট, উপবীতস্থানে ধৃত বস্ত্র; গাজনের সন্ন্যাসীর গলার সূতার মালা। 'উত্তরীয়'-শব্দজ। বি।

উত্তরীয়—নাভিদেশের উর্দ্ধস্থিত অঙ্গের আচ্ছাদন-বস্ত্র, উড়ানী, দোছোট, প্রাবার। উত্তর (উপর)+ঈয় ভবার্থে। বি; ক্লীব।

উত্তরে—১। উত্তরদিকে; পরে, ভবিষ্যতে; জবাবে। ক্রি-বিণ। ২। উপস্থিত হয়; উত্তর বা জবাব করে। বাং প্র। ক্রি।

উত্তরোত্তর—পর পর, ক্রমে ক্রমে, ক্রমশঃ। উত্তর (পশ্চাৎ) হইতে উত্তর, ৫মীতৎ। ক্রি-বিণ।

উত্তল—(পদার্থবিদ্যা) ন্যুব্জপৃষ্ঠ, যাহার পৃষ্ঠ উন্নত এমন (convex). উদ্গত তল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উত্তান—ঊর্দ্ধমুখে স্থিত; চিৎ ভাবে স্থিত; বিস্তার রহিত; অগম্ভীর; ঊর্দ্ধতল। উদ্গত তান (বিস্তার) যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

উত্তানপাদ—১। (পুরাণ) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রদ্বয়ের অন্যতর [চরিতাবলী দ্রঃ]; পরমেশ্বর। বি; পুং। ২। ঊর্দ্ধমুখচরণবিশিষ্ট ('—ভ্রূণ')। উত্তান পাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। ঊর্দ্ধমুখ চরণ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

উত্তানপাদজ—ধ্রুব; উত্তম। উপতৎ; উত্তানপাদ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উত্তানশয়—১। অর্ভক, অত্যল্প শিশু। বি; পুং। ২। চিৎ হইয়া শয়নকারী। উপতৎ; উত্তান—শী+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

উত্তানশায়ী (-শায়িন্)—চিৎ হইয়া শয়নকারী। উপতৎ; উত্তান—শী+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শায়িনী।

উত্তাপ—তেজঃ, তাপ, উষ্মা; উষ্ণতা। উৎ—তপ্+ঘঞ্ ভাববা, করণবা। বি; পুং।

উত্তাপন—সন্তাপন, উষ্ণীকরণ, উষ্ণ করা। উৎ—তপ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উত্তাপিত—উত্তাপপ্রাপ্ত, যাহাকে উষ্ণ করা হইয়াছে এরূপ, সন্তাপিত; উত্তাপযুক্ত। উৎ—তপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা, অথবা, উত্তাপ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

উত্তার—১। বমন; উত্তরণ। উৎ—তৄ (পার হওয়া)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। উচ্চ (শব্দ প্রভৃতি), মহান্, উৎকৃষ্ট, উত্তম। উৎক্রান্ত তারকে (অর্থাৎ উচ্চকে), প্রাদি। ৩। ঊর্দ্ধগত-তারকাবিশিষ্ট ('—চক্ষু')। উৎ (উদ্গতা) তারা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উত্তারক—উদ্ধারকর্ত্তা; পারপ্রাপক। উৎ—তৄ+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ।

উত্তারী (-রিন্)—চপল, অস্থির। উৎ—তৄ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

উত্তাল—উৎকট; মহৎ, শ্রেষ্ঠ; উন্নত; ত্বরিত; তালপ্রমাণ; তাল গাছ অপেক্ষা উচ্চ; ভয়ানক; প্রতিষ্ঠিত; বিকটশব্দকারী। উৎ—তল্ (প্রতিষ্ঠা করা বা প্রতিষ্ঠিত হওয়া) +ণিচ্ স্বার্থে+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

উত্তিষ্ঠ—উত্থিত হও, উঠ। সংস্কৃতমূলক ক্রি।

উত্তিষ্ঠ করা—তিষ্ঠিতে না দেওয়া, অস্থির করা। [হও। সংস্কৃত ক্রি।

উত্তিষ্ঠত—উত্থিত হও, প্রচেষ্টা কর, উদ্যোগী

উত্তিষ্ঠমান—উত্থানশীল, যে উঠিতেছে এরূপ;

বর্দ্ধমান, বৃদ্ধিশীল, উদ্যোগশীল। উৎ—স্থা+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

উত্তীর্ণ—যে পার হইয়াছে এরূপ; নদ্যাদি হইতে উত্থিত; অতিক্রান্ত; বহির্গত; উপস্থিত; পরিত্রাণপ্রাপ্ত; সফলকাম। উৎ—তৄ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—উত্তরণ।

উত্তুঙ্গ(ৎগ)—উচ্চ, উন্নত। উৎ (উৎকটরূপে) তুঙ্গ (উচ্চ), প্রাদি। বিণ।

উত্তুষ—ভৃষ্টধান্য, লাজ, খই। উৎ (উদ্গত) তুষ যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

উত্তেজক—উদ্দীপক; উষ্ণতাসাধক; তেজস্কর, শক্তিবর্দ্ধক; উৎসাহদানকারী; প্রেরণাদাতা, প্রবর্ত্তক; জীবনীশক্তিবর্দ্ধক। উৎ—তিজ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –জিকা। **উত্তেজক কারণ**—রোগ প্রভৃতির উৎপত্তির মুখ্য কারণ।

উত্তেজন, -জনা—ব্যগ্রকরণ; শাণাদি দ্বারা তীক্ষ্ণকরণ; উস্কন; উদ্দীপন (impulse); প্রেরণা, প্রবর্ত্তন; উৎসাহদান, উৎসাহবর্দ্ধন; সজীবকরণ; উদ্যুক্ত করণ; উৎপীড়ন; তিরস্কার; উপদ্রবকরণ, পীড়াপীড়ি করণ। উৎ—তিজ্+ণিচ্+অনট্, অন ভাববা, ২য় পক্ষে+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

উত্তেজা—প্রবল প্রেরণাদান; উদ্দীপনা। বাং প্র। বি।

উত্তেজিত—যাহাকে উত্তেজনা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, উদ্দীপিত; শাণিত; উত্যক্ত; উৎপীড়িত; প্রেরিত; প্রবর্ত্তিত; প্রোৎসাহিত। উৎ—তিজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উত্তেজিতা—উত্তেজনাপ্রবণতা (irritability). উৎ—তিজ্+ঘঞ্ ভাববা=উত্তেজ; উত্তেজ+ইন্=উত্তেজিন্; উত্তেজিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উত্তোরণ—যাহার বহির্দ্বার •(অর্থাৎ সিংহদ্বার) অতি উচ্চ এরূপ নগর। উৎ (উন্নত) তোরণ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

উত্তোলক—উত্থাপনকর্ত্তা, উত্থাপয়িতা; উৎক্ষেপক, যে উপরে তুলিয়া দেয় এরূপ; অপসারক, অপসারণকারী। উৎ—তুল্+ণিচ্ (স্বার্থে)+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –লিকা।

উত্তোলন—উত্থাপন, তোলা, উর্দ্ধে উঠান; অপসারণ, সরাইয়া দেওয়া। উৎ—তুল্+ণিচ্ (স্বার্থে)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উত্তোলিত—যাহা তোলা হইয়াছে এমন; উন্নমিত, উৎক্ষিপ্ত, উত্থাপিত। উৎ—তুল্+ণিচ্ (স্বার্থে)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উত্ত্যক্ত—উর্দ্ধে প্রেরিত, উৎক্ষিপ্ত; বিসৃষ্ট, পরিত্যক্ত; বিরক্ত। উৎ—ত্যজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

উত্থ—উত্থিত; জাত। উপতৎ; উৎ (উপরি)

উত্থান—১। উদ্গম; উদয়; উত্থিতি; উন্নতি; উৎপত্তি; মরণানন্তর পুনর্জ্জীবনলাভ; যত্ন, উদ্যম, উৎসাহ; শয্যা বা আসন হইতে উঠা, গাত্রোত্তোলন। উৎ—স্থা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। বরণ করা; বরণডালা। প্রাদে। বি।

উত্থানকড়ি, -কৌড়ি—বাসরঘরে বর-বধূর উত্থানের পর বিছানাতোলার জন্য বরপক্ষের দেয় অর্থ, শেজতোলানি। উত্থানপ্রাপ্য কড়ি, কৌড়ি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং। বি। [বি।

উত্থানথালা—বরণপাত্র, বরণডালা। বাং।

উত্থানপতন—উন্নতি ও অবনতি; হ্রাসবৃদ্ধি; উঠা-পড়া। উত্থান ও পতন, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

উত্থানপতনশীল—বর্দ্ধিষ্ণু ও ক্ষয়িষ্ণু, হ্রাসবৃদ্ধিরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট, উঠাপড়াই যাহার স্বভাব এরূপ। উত্থানপতন শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উত্থানশক্তি—উন্নতিলাভের সামর্থ্য; উঠিবার ক্ষমতা। উত্থানের শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উত্থানশক্তিবিহীন, -রহিত, -শূন্য, -হীন—উঠিবার সামর্থ্যহীন, যাহার উঠিবার শক্তি নাই এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

উত্থানৈকাদশী—কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের একাদশী [এই দিনে ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষীরোদশয়ন হইতে যোগনিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হন। এই তিথিতে বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়]। উত্থানের (শ্রীহরির নিদ্রা হইতে জাগরণের) একাদশী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উত্থাপক—উত্থাপনকারী, উত্থানকারক, কোন বিষয়ের প্রস্তাবক। উৎ—স্থা+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –পিকা।

উত্থাপন—উঠান, তুলিয়া ধরা; প্রেরণ; প্রবোধন; প্রস্তাবনা; উপস্থিত করা; উন্নমন; ক্ষোভণ। উৎ—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উত্থাপনীয়, উত্থাপ্য—উত্থাপনযোগ্য, উত্তোলনীয়, প্রস্তাবনীয়। উৎ—স্থা+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উত্থাপিত—উত্তোলিত; প্রেরিত; প্রবোধিত; ক্ষোভিত; প্রস্তাবিত। উৎ—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উত্থাপ্য—'উত্থাপনীয়' দ্রঃ।

উত্থায়ী (-য়িন্)—উত্থাপনকারী। উৎ—স্থা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –য়িনী।

উত্থিত—উদ্গত; উৎপন্ন; উদ্যত; বর্দ্ধিত; যে বা যাহা উঠিয়াছে এরূপ। উৎ—স্থা+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উত্থিতাঙ্গু(ৎগু)লি—চপেট, বিস্তৃতাঙ্গুলি করতল, চাপড়। উত্থিত অঙ্গুলি যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

উত্থিতি—'উত্থান' (সকল অর্থে)। উৎ—স্থা+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উৎপত—১। পক্ষী। বি; পুং। ২। উর্দ্ধগামী। উৎ—পত্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

উৎপতন—উৎপত্তি; উদয়; উৎপ্লবন; উত্থান; উর্দ্ধগমন, উড়া; উৎক্ষেপ। উৎ—পত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎপতিত—উত্থিত; উদিত; উদ্গত; উড্ডীন। উৎ—পত্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উৎপতিতা (-তিতৃ)—উর্দ্ধগমনশীল। উৎ—পত্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—উৎপতিত্রী।

উৎপতিষ্ণু—উৎপতনশীল, উর্দ্ধগামী, উর্দ্ধগমনশীল, উর্দ্ধগমনবিশিষ্ট। উৎ—পত্+ইষ্ণু কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

উৎপত্তি—উদ্ভব, জন্ম; আবির্ভাব। উৎ—পদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উৎপত্তিক্রম—বিশ্বের উৎপত্তির পর্য্যায়, উৎপত্তির ধারা [ব্রহ্ম হইতে আত্মা, আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষের উৎপত্তি]। উৎপত্তির ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উৎপত্তিবিধি—(মীমাংসামতে) কর্ম্মস্বরূপপ্রকাশক বিধি। উৎপত্তির বিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [আদি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উৎপত্তিমূল—জন্মের গোড়া, উদ্ভবস্থল;

উৎপত্তিস্থল, -স্থান—জন্মস্থল; আবির্ভাবের স্থল; প্রকাশভূমি; যে সকল স্থান হইতে নদী সকল বাহির হয় তাহা। উৎপত্তির স্থল, স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উৎপথ—বিরুদ্ধপথ, অসৎপথ, কুপথ। উৎ (অর্থাৎ বিরুদ্ধ) পন্থা, প্রাদি+অ সমাসান্ত। বি; পুং।

উৎপথগামী (-গামিন্)—উন্মার্গগামী, উচ্ছৃঙ্খলাচারী, অসৎপথপ্রস্থিত। উপতৎ; উৎপথ—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গামিনী।

উৎপথপ্রতিপন্ন, -প্রবৃত্ত, -প্রস্থিত—অসৎপথাবলম্বী, কুপথগামী। উৎপথকে প্রতিপন্ন, ২য়াতৎ; উৎপথে প্রবৃত্ত, প্রস্থিত, ৭মীতৎ। বিণ।

উৎপথাশ্রয়—অসৎ পথাবলম্বন। উৎপথের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উৎপথাশ্রয়ী (-শ্রয়িন)—অসৎপথাবলম্বী; সদাচারভ্রষ্ট, কদাচার। উৎপথের আশ্রয়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –শ্রয়িণী।

উৎপদ্যমান—জায়মান, যাহার উৎপত্তি হইতেছে এরূপ। উৎ—পদ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

উৎপন্ন—১। উদ্ভূত, জাত; উত্থিত। উৎ—পদ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। লব্ধ, প্রাপ্ত। উৎ—পদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎপন্নবুদ্ধি, -মতি—কর্ম্মকালে যাহার বুদ্ধির উদয় হয় এরূপ, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন। উৎপন্না বুদ্ধি, মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উৎপন্নমতি—'উৎপন্নবুদ্ধি' দ্রঃ।

উৎপন্নমতিত্ব—ঝটিতি বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্না মতি; প্রয়োজনের সময় চট্ করিয়া বুদ্ধি যোগান। উৎপন্নমতি+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লীব।

উৎপবন—কুশণ্ডিকা-ক্রিয়ায় পবিত্র পদার্থের মধ্য দিয়া জলাদির উৎক্ষেপণ; জলীয় দ্রব্য ছাঁকিয়া পরিষ্কার করা। উৎ—পূ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎপল—১। পদ্ম; নীলপদ্ম; কুবলয় পুষ্প; কুষ্ঠবৃক্ষ। উৎ (উপরি)—পল্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। নির্ম্মাংস, মাংসশূন্য। উৎক্রান্ত পলকে (মাংসকে), প্রাদি। বিণ।

উৎপল-নয়ন, -নেত্র, -লোচন—১। পদ্মপলাশনেত্র, পদ্মপত্রের ন্যায় দীর্ঘ অর্থাৎ আকর্ণ নেত্রবিশিষ্ট। উৎপলের (উৎপলদলের) ন্যায় নয়ন, নেত্র, লোচন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পদ্মের পাতার ন্যায় চক্ষু। উৎপল সদৃশ নয়ন, নেত্র, লোচন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উৎপলপত্র—কুবলয়দল, পদ্মের পাপড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উৎপলাক্ষ—পদ্মপলাশনেত্র, কমললোচন। উৎপলের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

উৎপলিনী—পদ্মিনী, পদ্মবন; পদ্মসমূহ; জলপুষ্পবিশেষ; অমরকোষের একখানি টীকা-গ্রন্থ। উৎপল+ইন্ সমূহার্থে বা আছে অর্থে +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উৎপলী—তুষচর্পটী, তুষের চাপড়া। উৎ—পল্+অচ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উৎপশ্য—ঊর্দ্ধমুখ, উন্মুখ; ঊর্দ্ধদৃষ্টি। উৎ (ঊর্দ্ধ) —দৃশ্+শ কর্তৃবা। বিণ।

উৎপাটক—উৎপাটনকারী, উন্মূলনকারী। উৎ—পট্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—টিকা।

উৎপাটন—উন্মূলন, উত্তোলন, উপড়াইয়া ফেলা। উৎ (ঊর্দ্ধ)—পট্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎপাটনীয়—উৎপাটনযোগ্য, উন্মূলন-যোগ্য। উৎ—পট্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। [ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎপাটিত—উন্মূলিত। উৎ—পট্+ণিচ্+

উৎপাটী (-টিন্)—উৎপাটক, উন্মূলনকারী। উৎ—পট্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

উৎপাত—উপদ্রব, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার; প্রাণীদিগের শুভাশুভসূচক মহাভূতবিকার, ভূকম্পাদি দৈব অমঙ্গলঘটনা, দৈব-নিগ্রহ (ইহা ত্রিবিধ; যথা—দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম। দিব্য, যথা—অপর্ব্বে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ। আন্তরীক্ষ, যথা—উল্কাপাত। ভৌম, যথা—(ভূকম্প); উৎপতন, উল্লম্ফ; উন্নতি; বৃদ্ধি; উৎপত্তি। উৎ (অকস্মাৎ)—পত্ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎপাতক—উৎপাতকারী; ঊর্দ্ধগামী। উৎ—পত্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—তিকা।

উৎপাতকেতু—১। অমঙ্গলচিহ্ন, উল্কা-পাত ভূমিকম্প প্রভৃতি। উৎপাতের কেতু (চিহ্ন), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ধূমকেতু। উৎপাত-সূচক কেতু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

উৎপাদ—১। ঊর্দ্ধচরণ, যাহার পা উপর-দিকে আছে এমন। উৎ (ঊর্দ্ধ) পাদ (চরণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উৎপাদিত বস্তু (yield). বাং প্র। বি।

উৎপাদক—উৎপত্তিকারক; জনক; (গণিত) গুণক (factor). উৎ—পদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দিকা।

উৎপাদন—উৎপত্তিকরণ, জন্মান। উৎ—পদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎপাদনীয়, -পাদ্য—উৎপাদনযোগ্য, জননীয়। উৎ—পদ্+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উৎপাদয়িতা (-য়িতৃ)—যে উৎপাদন করে এরূপ, উৎপাদনকারী; জনক। উৎ—পদ্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

উৎপাদিকা—উৎপাদনকারিণী। উৎপাদক +আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উৎপাদিত—জনিত, যাহা জন্মান হইয়াছে। উৎ—পদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎপাদী (-দিন্)—১। জন্যপদার্থ, যাহা উৎপন্ন হয় তাহা, উৎপত্তিশীল পদার্থ। উৎ—পদ্ +ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। উৎপাদয়িতা, উৎপাদনকারী। উৎ—পদ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।

উৎপাদ্য—'উৎপাদনীয়' দ্রঃ।

উৎপাদ্যমান—যাহার উৎপাদন হইতেছে এরূপ, জন্যমান। উৎ—পদ্+ণিচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

উৎপারণ—পার করা, অন্যত্র লইয়া যাওয়া। উৎক্রান্ত পারকে, প্রাদি; উৎপার+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎপালী—আরোগ্য, স্বাস্থ্য। উৎ—পল্+ঘঞ্ ভাববা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উৎপিঞ্জর—পিঞ্জরমুক্ত; বন্ধনমুক্ত, কারা-মুক্ত। উৎক্রান্ত পিঞ্জরকে, প্রাদি। বিণ।

উৎপিঞ্জল—১। উৎপিঞ্জর (তাহা দ্রঃ, —র-স্থানে ল)। ২। পিঙ্গলবর্ণ; অতি আকুল, অতিশয় ব্যাকুল। উৎ—পিঞ্জি+কলন্ কর্তৃবা। বিণ।

উৎপিপাসু—অত্যন্ত পিপাসিত; উৎ-কণ্ঠিত। উৎ—পা+সন্+উ কর্তৃবা। বিণ।

উৎপিষ্ট—সংচূর্ণিত, বিমর্দ্দিত। উৎ—পিষ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎপীড়—১। উৎস; ফেন। উৎ—পীড়্+ক কর্তৃবা। ২। বাধা; উত্তেজন; ঠেলা-মারা; ঠাসাঠাসি; প্রবর্ত্তন; আধিক্য, ছাপাছাপি; উপদ্রব, পীড়াপীড়ি, ক্লেশ দেওয়া। উৎ—পীড়্+ক ঘঞর্থে, ভাববা। বি; পুং।

উৎপীড়ক—উৎপীড়নকারী, ক্লেশদানকারী, উপদ্রবকর্ত্তা, অত্যাচারী। উৎ—পীড়্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ড়িকা।

উৎপীড়ন—বাধা; প্রবর্ত্তন; উত্তেজন; আধিক্য। উৎ—পীড়্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎপীড়নকারী (-কারিন্)—উৎপীড়ক, অত্যাচারী, উপদ্রবকর্ত্তা। উপতৎ; উৎপীড়ন —কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

উৎপীড়িত—উপদ্রুত, অত্যাচারিত, ক্লেশিত; প্রবর্ত্তিত; উত্তেজিত। উৎ—পীড়্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎপুচ্ছ—ঊর্দ্ধলাঙ্গুল। উদ্গত পুচ্ছ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উৎপেতে—উৎপাতকারী, জ্বালাতনকারী; দুষ্ট। উৎপাত+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাং। বিণ।

উৎপ্রাস, -প্রাসন—ঈষৎ হাস্য; উপ-হাস; উৎক্ষেপ। উৎ—প্র—অস্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

উৎপ্রেক্ষণ—বিতর্ক; অনুমান; উপেক্ষণ; উদ্ভাবন; দর্শন। উৎ—প্র—ঈক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ক্ষিত।

উৎপ্রেক্ষা—অর্থালঙ্কারবিশেষ [প্রকৃত বস্তুতে অন্যপ্রকার সম্ভাবনা। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দুইপ্রকার, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং গম্যোৎপ্রেক্ষা বা প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। 'মনে করি', 'বোধ হয়', 'যেন', 'বুঝি' ইত্যাদি পদ বা পদসমষ্টি উৎপ্রেক্ষা-দ্যোতক। এই পদগুলির মধ্যে কোন একটীর প্রয়োগ থাকিলে তথায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়; যথা,—"ক্রমে দিবাবসান হইল; মুনিজনেরা রক্তচন্দনসহিত যে অর্ঘ্য-দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ ধারণ করিলেন।" —কাদম্বরী (তারাকুমার)। যে স্থলে 'মনে করি', 'যেন', 'বুঝি' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ না থাকে, শুধু অর্থের দ্বারাই উৎপ্রেক্ষা বুঝিয়া লইতে হয়, তথায় গম্যোৎপ্রেক্ষা হয়; যথা—"টুপ্ টুপ্ পড়িছে শিশিরবিন্দুচয়, প্রকৃতির আনন্দাশ্রু অনুভূত হয়।"]; বিতর্ক; অনুমান; অনবধান, উপেক্ষা; উদ্ভাবন; দর্শন, দেখা। উৎ—প্র—ঈক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

উৎপ্লব, -প্লবন—উল্লম্ফন, লাফান; উন্মজ্জন, জলের উপরে ভাসা; সন্তরণ; উদ্রেক। উৎ (ঊর্দ্ধ)—প্লু + অপ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—উৎপ্লুত।

উৎফাল—লম্ফ, লাফান; বৃদ্ধি। উৎ—ফল্ (চলা) + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎফুল্ল—প্রফুল্ল, বিকসিত; স্ফীত, বর্দ্ধিত, আনন্দাদিহেতু বিস্ফারিত; প্রস্ফুটিত; উত্তান। উৎ—ফুল্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উৎরাই, উতরাই—নিম্নতা; পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিবার পথ। হিন্দীমূলক। বি।

উৎরান, -রন—উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া; পৌঁছন, উপস্থিত হওয়া; নামা; হওয়া ('তার কাজ বেশ উতরায়'); দাঁড়ান; বাধাবিঘ্ন ছাড়াইয়া উঠা। 'উৎ—তৃ'-ধাতুজ। ক্রি।

উত্রী—মাতাপিতার মৃত্যু প্রভৃতিতে গলদেশে ধার্য্য বস্ত্রখণ্ড; গাজনের সন্ন্যাসীর গলার সূতার গোছা। 'উত্তরীয়'-শব্দজ। বি।

উৎলন, -লান—উথলিয়া উঠা, স্ফীত হওয়া; বৃদ্ধি পাওয়া; উন্নতিলাভ করা। বাং ক্রি।

উৎস—প্রস্রবণ, পর্ব্বতের ঝরণা, ফোয়ারা। উন্দ্ (আর্দ্র হওয়া) + স কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

উৎসঙ্গ(ৎগ)—১। ক্রোড়; সানু; বহির্ভাগ; মধ্যভাগ; গৃহাদির উপরিভাগ, ছাদ; ঊর্দ্ধভাগ; ঊর্দ্ধতল; ব্রণাধোভাগ, শোথ; গর্ত্ত; শৈলকটক। উৎ—সন্জ্ + ঘঞ্ অধিবা। ২। উরু। উৎ—সন্জ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৩। সঙ্গম; আলিঙ্গন; সংযোগ। উৎ—সন্জ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎসঙ্গি(ৎগি)ত—উৎসঙ্গে স্থাপিত, উৎসঙ্গপ্রাপ্ত; সম্পৃক্ত, সংসর্গযুক্ত, মিলিত। উৎসঙ্গ + ইত প্রাপ্তার্থে। বিণ।

উৎসঙ্গী(ৎগী) (-সঙ্গিন্)—১। উৎসঙ্গবিশিষ্ট; সহচর, সঙ্গী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গিনী। ২। শোথযুক্ত ক্ষত, দুঃসাধ্য ব্রণ। উৎসঙ্গ + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

উৎসঞ্জন—উৎক্ষেপণ। উৎ—সন্জ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—উৎসক্ত।

উৎসন্ন—১। বিনষ্ট; ধ্বংসপ্রাপ্ত; উত্থিত। উৎ—সদ্ (গমন করা) + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। বিনাশ, ধ্বংস; উত্থান। উৎ—সদ্ + ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎসব—১। নিয়তাহ্লাদকর ব্যাপার, কোন ঘটনা বা নিমিত্ত উপলক্ষে আনন্দ-প্রদর্শনার্থ কর্ম্ম, বিবাহাদি আনন্দজনক ব্যাপার। উৎ—সূ + অচ্ কর্তৃবা। ২। আনন্দ; উৎসেক; ইচ্ছা। উৎ—সূ + অপ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎসবময়—আনন্দপরিপূর্ণ; উৎসবে ভরা। উৎসব + ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

উৎসবসঙ্কে(ৎকে)ত—(মহাভারত) দাম্পত্যনিয়মশূন্য পর্ব্বতীয় জাতিবিশেষ [হিমালয়পর্ব্বতের উত্তরে ইহাদের বাস ছিল; অর্জ্জুন ইহাদের নিকট হইতে রাজসূয়-যজ্ঞের কর আহরণ করিয়াছিলেন]। উৎসব (আনন্দজনক) সঙ্কেত (রমণার্থে আহ্বান) যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

উৎসবামোদ—বিবাহাদিকার্য্যজনিত হর্ষ। উৎসবজনিত আমোদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

উৎসর্গ—পরিত্যাগ, দান; প্রতিষ্ঠা; দেবতার উদ্দেশে দান; কাহারও উদ্দেশে অর্পণ; (দর্শনশাস্ত্র) সামান্যবিধি; অপানবায়ুর ক্রিয়া, মূত্র-পুরীষত্যাগ; সাগ্নিকের কর্তব্য ক্রিয়াবিশেষ; যাগবিশেষ। উৎ—সৃজ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—উৎসৃষ্ট।

উৎসর্গপত্র—প্রীতিভাজনের উদ্দেশে পুস্তকাদির সমর্পণসূচক পত্র। উৎসর্গসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উৎসর্জ্জ(র্জ)ক—উৎসর্গকারী। উৎ—সৃজ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্জ্জিকা।

উৎসর্জ্জ(র্জ)ন—ত্যাগ; দান; নির্ব্বাপণ; সাগ্নিককর্তব্য ক্রিয়াবিশেষ। উৎ—সৃজ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎসর্প, -সর্পণ—ঊর্দ্ধগমন; স্ফীতি; উল্লঙ্ঘন। উৎ—সৃপ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—সর্পিত।

উৎসর্পী (-সর্পিন্)—ঊর্দ্ধগামী; উল্লঙ্ঘনকারী; প্রবর্দ্ধমান। উৎসর্প (ঊর্দ্ধগমন) + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—সর্পিণী।

উৎসাদ—ধ্বংস; নাশ; উচ্ছেদ। উৎ—সদ্ অথবা সদ্ + ণিচ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎসাদক—উৎসাদনকর্তা, সর্ব্বনাশকারী; উৎসারণকর্তা। উৎ—সদ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সাদিকা।

উৎসাদন—উদ্বাহন; সমুল্লেখ; উদ্বর্ত্তন, তৈলচন্দনাদি দ্বারা পরিষ্করণ; মলশোধন; উৎসন্ন করা, সমূলে বিনাশন; উন্মূলন; ঔষধলেপনাদি দ্বারা ব্রণসংশোধন। উৎ—সদ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎসাদনীয়, -সাদ্য—উৎসাদনযোগ্য, উচ্ছেদনীয়, বিনাশ্য, বিনাশযোগ্য। উৎ—সদ্ + ণিচ্ + অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উৎসাদিত—উৎপাটিত; সমূলে বিনাশিত; চন্দনাদি দ্বারা বিলেপিত; পরিষ্কৃত। উৎ—সদ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎসাদ্য—'উৎসাদনীয়' দ্রঃ।

উৎসার—স্ফীতি, ফাঁপিয়া উঠা (inflation). উৎ—সৃ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎসারক—উৎসারণকারী, যে দূর করিয়া দেয় এরূপ। উৎ—সৃ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সারিকা।

উৎসারণ—সরাইয়া দেওয়া, স্থানান্তরপ্রাপণ, দূরীকরণ, অপনয়ন। উৎ—সৃ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎসারণীয়—উৎসারণযোগ্য, নিরসনীয়। উৎ—সৃ + ণিচ্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

উৎসারিত—দূরীকৃত; চালিত, স্থানান্তরিত। উৎ—সৃ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎসাহ—উদ্যম, উদ্যোগ; অধ্যবসায়, কোন কার্য্যে দৃঢ়তর যত্ন; কল্যাণ; বীররসের স্থায়িভাব; সাহস; হর্ষ। উৎ—সহ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎসাহক—উৎসাহদাতা। উৎ—সহ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সাহিকা।

উৎসাহজনক—উৎসাহক, আগ্রহোৎপাদক, যাহা কোন কার্য্যে প্রবল অনুরাগ জন্মাইয়া দেয় এরূপ। উৎসাহের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

উৎসাহদাতা (-দাতৃ)—প্রোৎসাহক, উৎসাহ-প্রদানকর্তা; প্রেরণাদানকারী। উৎসাহের দাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী।

উৎসাহদান, -প্রদান—প্রোৎসাহন, আগ্রহান্বিত করণ, প্রবর্ত্তন, প্রণোদন। উৎসাহের দান, প্রদান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উৎসাহদায়ক—উৎসাহজনক (তাহা দ্রঃ)। উৎসাহের দায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দায়িকা।

উৎসাহন—১। উৎসাহদান। উৎ—সহ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—উৎসাহিত, উৎসাহনীয়। ২। যাহা উৎসাহ দেয় এরূপ, উৎসাহজনক। উৎ—সহ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃবা। বিণ।

উৎসাহনীয়—যে বিষয়ে বা যাহাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত বা আবশ্যক এরূপ, উৎসাহদানযোগ্য। উৎ—সহ্ + ণিচ্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

উৎসাহবর্দ্ধ(র্ধ)ক—উদ্যম বা আগ্রহ বৃদ্ধিকারক। উৎসাহের বর্দ্ধক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বর্দ্ধিকা। বি,—বর্দ্ধন।

উৎসাহবর্দ্ধ(র্ধ)ন—১। বীররস। উৎসাহ—বৃধ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃবা। বি; পুং। ২। উদ্যমবৃদ্ধি; উৎসাহ বাড়ান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ৩। যদ্দ্বারা উৎসাহ বৃদ্ধি করা যায় এরূপ, উৎসাহ-বৃদ্ধিকর। উৎসাহের বর্দ্ধন হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বিণ।

উৎসাহবান্ (-বৎ)—উৎসাহসম্পন্ন, আগ্রহান্বিত, উৎসাহযুক্ত। উৎসাহ + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

উৎসাহভঙ্গ(ৎগ)—উৎসাহনাশ, আগ্রহলোপ। উৎসাহের ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উৎসাহশীল—উৎসাহী, উদ্যমসম্পন্ন। উৎসাহ শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উৎসাহশূন্য, -হীন—নিরুৎসাহ, আগ্রহহীন। উৎসাহ দ্বারা শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

উৎসাহসম্পন্ন—উদ্যমবিশিষ্ট, আগ্রহান্বিত, উৎসাহযুক্ত। উৎসাহ দ্বারা সম্পন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

উৎসাহান্বিত—উদ্যমযুক্ত, উৎসাহসম্পন্ন। উৎসাহ দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

উৎসাহিত—উত্তেজিত; উৎসাহপ্রাপ্ত। উৎ—সহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎসাহিতা—১। স্বাভাবিক উৎসাহ থাকা, উৎসাহশীলতা। উৎসাহিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। উৎসাহপ্রাপ্তা। উৎসাহিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উৎসাহী (-সাহিন্)—যাহার উৎসাহ আছে এরূপ, উৎসাহশীল। উৎসাহ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -সাহিনী।

উৎসিক্ত—গর্ব্বিত, উদ্ধত; উপরিসিক্ত; আর্দ্রীকৃত; ভিজান; বর্দ্ধিত; উদ্রিক্ত। উৎ—সিচ্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

উৎসিচ্যমান—যাহা বা যাহাতে সেচন করা হইতেছে এরূপ; উদ্রিচ্যমান; বর্দ্ধমান। উৎ—সিচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

উৎসুক—সাতিশয় যত্নশীল, সবিশেষ উদ্যোগী; অত্যন্ত ব্যগ্র; আকুল; ইচ্ছুক; উৎকণ্ঠিত; প্রিয়, অনুরক্ত। উৎ—সু (অনুরক্ত হওয়া)+কক্ কর্তৃবা। বিণ।

উৎসুকতা—সবিশেষ ব্যগ্রতা; সাতিশয় যত্নশীলতা, অত্যন্ত তৎপরতা; উৎকণ্ঠা, আকুলতা। উৎসুক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উৎসূত্র—সূত্রবিরুদ্ধ; নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ; নিয়মবহির্ভূত; গ্রন্থনসূত্রচ্যুত। উৎক্রান্ত সূত্রকে, প্রাদি। বিণ।

উৎসৃজন—পরিত্যাগ, বর্জ্জন; কাহারও উদ্দেশে সমর্পণ; দান। উৎ—সৃজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎসৃজ্য—ত্যক্তব্য; দেয়। উৎ—সৃজ্+ক্যপ্ কর্ম্মবা। বিণ।

উৎসৃষ্ট—পরিত্যক্ত; দত্ত, উপহৃত; কৃতোৎসর্গ; নিবেদিত; প্রযুক্ত। উৎ—সৃজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উৎসৃষ্টার্থ—১। প্রদত্ত ধন, উৎসৃষ্ট অর্থ। উৎসৃষ্ট যে অর্থ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। উৎসৃষ্টধন, যিনি ধনদান করিয়াছেন এরূপ। উৎসৃষ্ট (প্রদত্ত) অর্থ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ৩। অনুবাদকালে পরিত্যক্ত শব্দ, অনুবাদ করিবার সময়ে যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ শব্দ। উৎসৃষ্ট (ত্যক্ত) অর্থ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

উৎসেক—উপরিসেক; উদ্রেক, সঞ্চার; গর্ব্ব। উৎ—সিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উৎসেচন—উপরিসেক; উথলন; উত্তেজন। উৎ—সিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উৎসেচনক্রিয়া—যে প্রক্রিয়ায় গাঁজলা উঠে (fermentation). উৎসেচনকারিণী ক্রিয়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উৎসেধ—১। উচ্চতা, পর্ব্বত-বৃক্ষাদির দৈর্ঘ্য; ঔদ্ধত্য; সংহনন, বধ; স্থূলত্ব; বেধ। উৎ—সিধ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। শরীর, দেহ; উপরিভাগ। উৎ—সিধ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

উৎসেধজীবী (-বিন্)—যে খাটিয়া খায় এরূপ; শ্রমজীবী। উপতৎ; উৎসেধ—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -জীবিনী।

উৎসেধাঙ্ক(৻ক)—উচ্চতাজ্ঞাপক চিহ্ন। উৎসেধজ্ঞাপক অঙ্ক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

উৎস্নাত—যে স্নান হইতে উঠিয়াছে এরূপ; স্নানপ্রতিনিবৃত্ত। উৎ—স্না+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উথল—১। উচ্ছলন, উচ্ছ্বাস, স্ফীতি; বৃদ্ধি; উপচিত হওয়া। বি। ২। উত্তুঙ্গ; উথলিত, উচ্ছলিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উথলন—উচ্ছ্বসন, উচ্ছ্বাস, বৃদ্ধি, উপচিয়া উঠা। বাং। বি।

উথলপাথল—বিপর্য্যস্ত, এলোমেলো, ওলটপালট। 'উত্থান-পতন'-শব্দজ। বিণ।

উথলল—উথলিত হইল; উচ্ছলিত হইল ("উথলল মন মহা আনন্দসিন্ধু"—জ্ঞানদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উথলা—উচ্ছলিত হওয়া, উথলিয়া উঠা; উদ্বেল হওয়া; উপচাইয়া পড়া। কবিপ্র। ক্রি।

উথলান—উথলিয়া উঠা; উদ্বেল হওয়া; উৎক্ষিপ্ত হওয়া, উচ্ছ্বসিত করা। বাং ক্রি।

উথলিত—উচ্ছলিত; উচ্ছ্বসিত, স্ফীত, বর্দ্ধিত, উপচিত। কবিপ্র। বিণ।

উথাল—১। উথলন, উচ্ছ্বাস, প্রবৃদ্ধভাব; উত্তাল-তরঙ্গ। বি। ২। উত্তুঙ্গ; উথলিত, উচ্ছলিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উদ্ (উৎ)—উর্দ্ধ উচ্চতা ঔদ্ধত্য বৈপরীত্য ত্যাগ উৎকর্ষ প্রকাশ ভাব লাভ বিভাগ উর্দ্ধকর্ম্ম প্রাবল্য অস্বাস্থ্য শক্তি সামর্থ্য প্রাধান্য বন্ধন মোক্ষ মোচন প্রাকট্য নৈকট্য ইত্যাদিবাচক উপসর্গ। উ+ক্বিপ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। অব্য।

উদ—১। বারি, জল। উন্দ্+অচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব। ২। ভোঁদড়, উদ্বিড়াল। 'উদবিড়াল'-শব্দজ। বি।

উদক্ (উদচ্)—১। উত্তরবর্ত্তী; উর্দ্ধস্থিত। উৎ—অন্চ্+কিন্ কর্তৃবা। বিণ; ক্লীব। পুং—উদঙ্। স্ত্রী—উদীচী। ২। উত্তরাভিমুখে। অব্য।

উদক—বারি, জল। উন্দ্+ণক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব। বিণ, -কীয়।

উদককুম্ভ—জলপূর্ণ কলস। উদকপূর্ণ কুম্ভ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

উদককার্য্য(র্য), -ক্রিয়া—প্রেতদিগের প্রীত্যর্থক জলদান, তর্পণাদি। উদকানুষ্ঠিত কার্য্য, ক্রিয়া, মধ্যপ কর্ম্মধা; বা, উদক দ্বারা কার্য্য, ক্রিয়া, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

উদকদান—জলপ্রদান; মৃতের উদ্দেশে তর্পণকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উদকশান্তি—জলপড়া দ্বারা রোগ সারান; শান্তিজল দ্বারা রোগারোগ্য; হাইড্রোপ্যাথি-মতে চিকিৎসা। ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

উদকস্পর্শ—জলস্পর্শ, জল ছোঁওয়া; আচমন-ক্রিয়া; জল গ্রহণ বা পান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদকাধার—জলপাত্র; জলাশয়, পুষ্করিণী প্রভৃতি। উদকের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদকার্থী (-র্থিন্)—জলপিপাসু, জলপানে ইচ্ছুক। উপতৎ; উদক—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -র্থিনী।

উদকুম্ভ—জলপূর্ণকলস; কমণ্ডলু। উদকপূর্ণ কুম্ভ, মধ্যপ কর্ম্মধা (উদক-শব্দের বিকল্পে ক-লোপ)। বি; পুং।

উদক্ত—১। উর্দ্ধগত। উৎ—অন্চ্+ক্ত কর্তৃবা। ২। উত্তোলিত। উৎ—অন্চ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদক্য—জলযোগ্য, জলীয়; জল দ্বারা প্রক্ষালনার্হ। উদক+যৎ প্রয়োজনার্থে। বিণ।

উদক্যা—১। রজস্বলা নারী, ঋতুমতী স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। জলযোগ্যা, জলীয়া। উদক্য+আপ্। বিণ।

উদ্গত—উদ্ঘাটিত; উচ্চাটিত; উৎকণ্ঠিত। 'উদ্গত'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

উদগদ্রি—উত্তরস্থগিরি, হিমালয় পর্ব্বত। উদক্ (উত্তরদিক্) স্থিত অদ্রি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

উদগয়ন—উত্তরায়ণ (তাহা দ্রঃ)। উদক্ (উত্তরদিকে) অয়ন (গমন), সুপ্সুপা। বি; ক্লীব। [সুপ্সুপা। বি; স্ত্রী।

উদগাবৃত্তি—সূর্য্যের উত্তরায়ণ। উদক্ আবৃত্তি,

উদগীম—উদ্গ্রীব। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উদগ্র—১। উচ্ছ্রিত, দীর্ঘ, উন্নত; উদ্ধত; উৎকট; বিশাল, মহৎ; তীব্র। উৎ (উর্দ্ধগত, উপরি) অগ্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মহিষাসুরের একজন সেনাপতি; রাবণের সেনানীবিশেষ। বি; পুং।

উদগ্রহ—জলকণা শোষণপূর্ব্বক ক্রমে গলিয়া দ্রব পদার্থে পরিণত হওয়া (deliquescence). উদকের গ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, -গ্রাহী।

উদঙ্ (উদচ্)—১। উত্তরবর্ত্তী দেশ; ভবিষ্যৎকাল। বি; পুং। ২। উত্তর; উন্নত; পরবর্ত্তী। উৎ—অন্চ্+কিন্ কর্তৃবা। বিণ; পুং। স্ত্রী—উদীচী।

উদঙ্ক(৻ক)—১। চর্ম্মপাত্র, কুঁপা। উৎ—অন্চ্+ঘঞ্ অধিবা। ২। সন্দংশ,

সাঁড়াশি। উৎ—অন্চ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। ৩। জল। উন্দ্+অক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

উদঙ্মুখ—উত্তরমুখ। উদক্ (উত্তরদিকে) মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—খী,—খা।

উদচ—'উদক্' দ্রঃ।

উদজ—জলজাত। উপতৎ; উদক—জন্+ড কর্তৃবা (উদক-শব্দের ক-লোপ)। বিণ।

উদজান—জলজান বাষ্প (hydrogen) [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি।

উদঞ্চন—১। উর্দ্ধক্ষেপণ, উত্তোলন। উৎ—অন্চ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। আচ্ছাদনপাত্র, ঢাক্‌নি; জলোত্তোলন-পাত্র। উৎ—অন্চ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

উদঞ্চিত—উৎক্ষিপ্ত; পূজিত; আকুঞ্চিত; উদ্গত। উৎ—অন্চ্+ক্ত কর্ম্মবা বা কর্তৃবা। বিণ।

উদড়া, -ড়ান—খুলিয়া ফেলা; উন্মোচন করা; অনাবৃত করা। 'উদার'-শব্দজ। ক্রি।

উদত্যাগ—উপরিভাগে শ্বেতচূর্ণদ্বারা আবৃত হওয়া; দানায় পরিণত হওয়া (efflorescence). উদকের (জলের) ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ (ক-লোপ)। বি; পুং।

উদধি—জলধি, সমুদ্র। উপতৎ; উদক—ধা+কি অধিবা (ক-লোপ)। বি; পুং।

উদধিমেখলা—পৃথিবী। উদধি মেখলা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

উদধিসুতা—সাগরতনয়া, লক্ষ্মী; দ্বারকানগরী। উদধির সুতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উদন্ত—বার্তা, বৃত্তান্ত, সংবাদ। উৎ (উদ্ধৃত) অন্ত (নির্ণয়) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

উদন্যা—উদকপানেচ্ছা, পিপাসা। উদক+ক্যচ্ ইচ্ছার্থে (=উদন্য নামধাতু)+অ ভাববা+আপ্ (ক-স্থানে ন)। বি; স্ত্রী।

উদপাত্র—জলপাত্র। উদকের পাত্র, ৬ষ্ঠীতৎ (ক-লোপ)। বি; ক্লীব।

উদপান—জলপান-স্থান; ক্ষুদ্র জলাশয়, কূপসমীপস্থ চৌবাচ্চা। উপতৎ; উদক—পা+অনট্ অধিবা (ক-লোপ)। বি; পুং বা ক্লীব।

উদবাস—১। জলমধ্যে বাস। উদকে (জলে) বাস, ৭মীতৎ। ২। মৎস্যাদি জলচর প্রাণী। উদকে বাস যাহার, বহুব্রী (বিকল্পে ক-লোপ; 'উদকবাস'ও হইতে পারে)। বি; পুং।

উদবাহ—মেঘ। উপতৎ; উদক—বহ্+অণ্ কর্তৃবা (ক-লোপ)। বি; পুং।

উদবাহক—জলবহনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ (উদক-শব্দের ক-লোপ)। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—বাহিকা। [(ক-লোপ)। বি; ক্লীব।

উদবাহন—জলযান। উদকের বাহন, ৬ষ্ঠীতৎ

উদবাহী (-বাহিন্)—জলবহনকারী। উপতৎ; উদক—বহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাহিনী।

উদবিন্দু—জলকণা। উদকের বিন্দু, ৬ষ্ঠীতৎ (ক-লোপ)। বি; পুং।

উদব্রজ—যে দেশে খুব বেশী জলভাগ থাকে তাহা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

উদভট, -ভট্ট—অদ্ভুত, বিচিত্র; নবাগত; তালবিশেষ। 'উদ্ভট'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ বা বি।

উদম, উদাম—১। উদ্যম, অধ্যবসায়; বিশৃঙ্খলা; উপদ্রব। 'উদ্যম' ও 'উদ্দাম'-শব্দজ। ২। অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল; বন্ধনমুক্ত; অনাবৃত, খোলা; নগ্ন, উলঙ্গ। 'উদ্দাম'-শব্দজ। বিণ। ['উন্মাদ'-শব্দজ। বিণ।

উদমাদা—নির্ব্বোধ; আতুর; মাথাপাগলা।

উদমো—অপরিণতবয়স্ক। 'উদ্দাম'-শব্দজ। বিণ। **উদমো রাঁড়ী**—অপরিণতবয়স্কা বিধবা, বালবিধবা।

উদয়—১। (পুরাণ) পূর্ব্বপর্ব্বত, উদয়াচল। উৎ—ই+অচ্ অপাবা। ২। উৎপত্তি; উত্থান; আবির্ভাব; উপস্থিতি; যোগান; লাভ; ফলসিদ্ধি; পরাভবসামর্থ্য; বৃদ্ধি; প্রাদুর্ভাব; উৎকর্ষ। উৎ—ই+অচ্ ভাববা। ৩। লগ্ন। উৎ—ই+অচ্ অধিবা। বি; পুং। ৪। উদিত হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উদয়কাল—প্রকাশ সময়; আবির্ভাবকাল। উদয়ের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদয়গামিনী—সূর্য্যোদয়কালে বর্তমানা ('—তিথি')। উদয়—গম্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

উদয়গিরি—উদয়াচল, যে পর্ব্বতে সূর্য্যের উদয় হয় (বলিয়া মনে হয়), পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। উদয়ের গিরি, ৬ষ্ঠীতৎ; বা, উদয়াখ্য গিরি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

উদয়ন—১। অগস্ত্য; বৎসরাজ; বৃষভরাজ; উদয়নাচার্য্য [চরিতাবলী দ্রঃ]। উৎ—ই+অন কর্তৃবা। বি; পুং। ২। উত্থান, উদয়। উৎ—ই+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদয়পর্ব্ব(র্ব)ত, -শিখরী (-রিন্), **-শৈল**—উদয়গিরি (তাহা দ্রঃ)। উদয়ের বা উদয়াখ্য পর্ব্বত, শিখরী, শৈল, ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

উদয়বেলা—সূর্য্য উঠার সময়, অরুণোদয়ের কাল। উদয়ের বেলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উদয়মান—যাহার উদয় হইতেছে এরূপ, প্রকাশমান; উৎপদ্যমান। উৎ—অয়্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ। [দ্রঃ)।

উদয়াচল, -য়াদ্রি—উদয়গিরি (তাহা

উদযান—জলযান, তরণী, নৌকা; জাহাজ। উদকের (জলের) যান, ৬ষ্ঠীতৎ (ক-লোপ)। বি; ক্লীব।

উদয়াস্ত—১। উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত কাল, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময়। উদয়াবধিক অস্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। (সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির) প্রকাশ এবং অদর্শন, উঠা এবং ডুবিয়া যাওয়া। সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব। ৩। উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত। ক্রি-বিণ।

উদয়ী (-য়িন্)—উদীয়মান; সমৃদ্ধ; অভ্যুদয়যুক্ত। উদ্—অয়্ বা ই+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

উদয়োন্মুখ—যাহার উদয় হইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ; উদিতপ্রায়। উদয়ে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—মুখী, —মুখা।

উদর—জঠর, পেট; মধ্যভাগ, অভ্যন্তর। উৎ (উপর)—ঋ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

উদরগ্রন্থি—গুল্মরোগ। উদরে গ্রন্থি, ৭মীতৎ।

উদরত্রাণ—উদরবন্ধনবস্ত্র, কোমরবন্ধ। উদরের ত্রাণ হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

উদরপর—ঔদরিক, অতিভোজী, পেটুক। উদর পর (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদরপরতা—রোগবিশেষ; পেটুকতা। উদরপর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উদরপরায়ণ—উদরসর্ব্বস্ব, পেটুক। উদর পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদরপিশাচ—আহারবিষয়ে যথেচ্ছ আচরণকারী, যাহা ইচ্ছা তাহাই ভোজনকারী, যথেচ্ছভোজী। উদরে (উদরবিষয়ে) পিশাচ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পিশাচী।

উদরভঙ্গ(ঙ্গ)—পেট ভাঙ্গিয়া যাওয়া, তরল ভেদ হওয়া। উদরের ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদরম্ভরি—আত্মম্ভরি, স্বোদরমাত্রপূরক; পেটুক। উপতৎ; উদর—ভৃ+ইন্ নিপাতনে। কর্তৃবা। বিণ।

উদররস—পাকস্থলীর রসবিশেষ (gastric juice). উদরের রস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদর-রোগ—উদরাময়, পেটের পীড়া; জলোদরী। উদরের রোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদরসর্ব্ব(র্ব)স্ব—ঔদরিক, অতিরিক্ত ভোজনরত, পেটুক। উদর সর্ব্বস্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদরসাৎ—উদরে দেয়; উদরপ্রেরিত, ভুক্ত, ভক্ষিত। উদর+সাতি। অব্য; বিণ।

উদরসার—ঔদরিক, পেটুক; পেট-সার, যাহার কেবল মোটা পেটটাই আছে আর কোন অঙ্গ সবল নহে এরূপ। বহুব্রী। বিণ।

উদরাধ্মান—উদরের স্ফীতি, পেট-ফাঁপা। উদরের আধ্মান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উদরান্ন—আহার্য্যবস্তু, পেটের ভাত। উদরের অন্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উদরান্ন-সংস্থান—আহার্য্য বস্তুর আহরণ, পেটের ভাতের যোগাড়। উদরান্নের সংস্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উদরাবর্ত্ত(র্ত)—নাভি। উদরস্থিত আবর্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

উদরাময়—উদররোগ, পেটের পীড়া। উদরের আময়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উদরিণী—স্থূলোদরবিশিষ্টা ; গর্ভবতী। উদরিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উদরী (-রিন্)—স্থূলোদর, ভুঁড়েল। উদর + ইন্ অতিশয়িতরূপে আছে অর্থে। বিণ।

উদরী—উদরস্ফীতি-রোগবিশেষ (dropsy). উৎ—দৃ + অচ্ কর্তৃবা + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

উদর্ক—উত্তর ফল, ভাবী ফল, ভবিষ্যৎ ফল ; ভাবিফলক শুভাশুভকর্ম্ম, যাহার ফল পরে হইবে এরূপ শুভাশুভকর্ম্ম। উৎ (অতিশয়)—ঋচ্, অর্ক্ বা অর্চ্ (স্তব করা) + ঘঞ্ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

উদর্য্য(র্য)—পেটের মাংস। উদর + যৎ ভবার্থে। বি। [কবিপ্র। বিণ।

উদলা—নগ্ন ; অনাবৃত ; উন্মুখ। প্রাদে। প্রাঃ

উদলাবনিক—লবণাক্ত জল দ্বারা প্রস্তুত (মৎস্যাদি)। উদকমিশ্রিত লবণ, মধ্যপ কর্ম্মধা (ক-লোপ) ; উদলবণ + ইক যুক্তার্থে। বিণ।

উদশ্বিৎ—অর্দ্ধ জলযুক্ত ঘোল। উপতৎ ; উদক (জল)—শ্বি (বৃদ্ধি পাওয়া) + কিপ্ কর্তৃবা (ক-লোপ)। বি ; ক্লীব।

উদসল—উন্মুক্ত করিল বা হইল ("উদসল কুন্তলভারা"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উদস্ত—উৎক্ষিপ্ত ; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; বহিষ্কৃত, অপসারিত। উৎ—অস্ (ক্ষেপণ করা) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদস্থিতিবিদ্যা—তরল পদার্থের স্থিরত্ব-বিষয়ক জ্ঞান (hydrostatics). উদকের স্থিতি, ৬ষ্ঠীতৎ ; তৎসম্বন্ধিনী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

উদহার—জলবাহী ; মেঘ। উপতৎ ; উদক—হৃ + অণ্ কর্তৃবা (ক-লোপ)। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -হারী।

উদা—১। ফিকে লাল রঙের পায়রা। বি। ২। ভিজা। হিন্দীমূলক। বিণ। ৩। উদয় হওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

উদাত্ত—১। বেদের উচ্চস্বরবিশেষ, স্বরিত অপেক্ষা উচ্চতর স্বর ; দান ; বাদ্যবিশেষ। উৎ—আ—দা + ক্ত কর্ম্মবা। বি ; পুং। ২। দাতা ; উচ্চ ; মহান্ ; হৃদয়ঙ্গম ; বিখ্যাত ; দয়ালু। উৎ—আ—দা + ক্ত অপাবা, কর্ম্মবা। বিণ। ৩। অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলৌকিক সম্পত্তিবর্ণন, দান অথবা মহৎ ব্যক্তিদের চরিত যদি প্রস্তুত বিষয়ের অঙ্গ হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে]। বি ; ক্লীব।

উদান—কণ্ঠস্থ বায়ু, ঊর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থানীয় উৎক্রমণবায়ু ; নাভি। উৎ—অন্ + ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং।

উদাপ্লুত—জলে প্লাবিত ; প্রলয়ের জলে নিমগ্ন। উদক দ্বারা আপ্লুত, ৩য়াতৎ (ক-লোপ)। বিণ। [বি ; পুং।

উদাবৎসর—বর্ষপঞ্চকের মধ্যে বর্ষবিশেষ।

উদাবর্ত্ত(র্ত)—বায়ুরোগবিশেষ, মলমূত্র-বায়ুরোধক রোগ। উৎ (উপরি)—আ—বৃত্ (রোধ করা) + ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং।

উদাবৃত্তা—যোনিরোগবিশেষ ; কষ্টরজঃ (difficult menstruation). বি ; স্ত্রী।

উদাম—'উদম' দ্রঃ।

উদামাদা—উদমাদা, উন্মত্ত ; নির্বোধ, বোকা। 'উন্মাদ'-শব্দজ। বিণ।

উদায়ুধ—যে বধার্থে অস্ত্র উত্তোলিত করিয়াছে এরূপ, উদ্যতাস্ত্র। উৎ (উন্নমিত) আয়ুধ (অস্ত্র) যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

উদার—১। দাতা ; দয়ালু ; মহাত্মা ; উৎকৃষ্ট ; গম্ভীর ; সরল ; মহৎ ; দক্ষিণ। বিণ। ২। কাব্যগুণবিশেষ। উৎ—আ—রা + ক কর্তৃবা। বি।

উদারচরিত, -চরিত্র—১। রাগদ্বেষাদি-শূন্য ; মহাপ্রাণ, উন্নতহৃদয়। উদার চরিত, চরিত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উদার আচরণ, অকপট ব্যবহার। উদার চরিত, চরিত্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উদারচিত্ত—১। সরলহৃদয়, উন্নতচিত্ত, মহামনাঃ। উদার চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। প্রশস্ত হৃদয়, উন্নত চিত্ত, মহৎ মন। উদার চিত্ত, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উদারচেতাঃ (-চেতস্), **-চেতা**—উন্নতহৃদয়, মহামনাঃ, মহানুভব। উদার চেতঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদারতন্ত্র—উদারনীতি ; ভিন্নমতসহিষ্ণুতা। উদার তন্ত্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উদারতন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—উদারমতাবলম্বী ; উদারনীতির অনুবর্ত্তী ; যিনি সর্ব্বপ্রকার ভিন্নমত-গ্রহণে প্রস্তুত এরূপ। উদারতন্ত্র + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -তন্ত্রিণী।

উদারতা—সরলতা ; মহত্ত্ব, ঔন্নত্য ; দয়ালুতা, বদান্যতা। উদার + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

উদারধী—১। মহাশয়, সরলচিত্ত, কপটতা-শূন্য। উদার (সরল) ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মহতী বুদ্ধি। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

উদারনীতিক—উদারমতাবলম্বী ; পরমত-সহিষ্ণু ; (রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে) স্বাতন্ত্র্য-বাদী ; উদারমত-প্রকাশকারী (liberal). উদার নীতি যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ।

উদারনৈতিক—'উদারনীতিক' (সকল অর্থে)। উদারনীতি + ইক আছে অর্থে। বিণ।

উদারপন্থী—উদারনীতিক, উদারমতের অনুবর্ত্তনকারী। বাং প্র। বিণ।

উদারপ্রকৃতি—১। অকপটস্বভাব, মহাপ্রাণ, মহানুভব, প্রশস্তচেতাঃ। উদার প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সরল স্বভাব, মহানুভবতা। উদারা প্রকৃতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

উদারপ্রাণ—১। সদাশয়, মহাপ্রাণ, মহানুভব। উদার প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উন্নত চিত্ত, সদাশয়। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

উদারমতি—মহামনাঃ, মহাশয়। উদার মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদারমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—উদার-চিত্ত। উদার মন যাহার, বহুব্রী। বিণ ; পুং বা স্ত্রী।

উদারসত্ত্ব—মহাপ্রাণ, মহামনাঃ, উচ্চহৃদয়। উদার সত্ত্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদারস্বভাব—১। সরলপ্রকৃতি ; উন্নত-স্বভাব ; দয়ালুস্বভাব। উদার স্বভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সরল প্রকৃতি, মহৎ প্রকৃতি। উদার স্বভাব, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

উদারহৃদয়—উদারচিত্ত (তাহা দ্রঃ)।

উদারা—১। নিম্ন সপ্তকের সুর। বাং প্র। বি। ২। মহতী, অকপটচিত্তা, দানশীলা। উদার + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উদাস—১। সর্ব্ববিষয়ে বিরাগ, সাংসারিক বিষয়ে বিরক্তি, বিষয়বিতৃষ্ণা, উপেক্ষা ; নিরুৎ-সাহতা। উৎ—আস্ (উপবেশন করা) + ঘঞ্ ভাববা। ২। উৎক্ষেপ। উৎ—অস্ (নিক্ষেপ করা) + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। ৩। উদাসীন, বিরাগী ; নিরপেক্ষ ; ব্যাকুল ; নির্লিপ্ত ; বিষণ্ণ ; উদ্দেশ্যহীন ; এলোমেলো ; অনাবৃত। উৎ—আস্ + অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

উদাসল—উন্মুক্ত করিল, খুলিয়া দিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উদাসিতা—উদাসীনতা, ঔদাস্য, সংসারে অনাসক্তি। উদাসিন্ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

উদাসিতা (-সিতৃ)—নিঃসঙ্গ, বৈরাগী, নিঃসম্পর্ক ; মধ্যস্থ ; নির্লিপ্ত ; স্বতন্ত্র ; নিরপেক্ষ (neutral). উৎ—আস্ + তৃন্ কর্তৃবা। বিণ।

উদাসিনী—সংসারে অনাসক্তা, সংসার-বিরাগিণী, সন্ন্যাসিনী ; আত্মবিস্মৃতা ; অন্য-মনস্কা ; অসহায়া, অনাথা। উদাসিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উদাসী (-সিন্)—১। অন্যমনস্ক ; আত্ম-বিস্মৃত ; অনাসক্ত, নির্লিপ্ত ; বিষয়বিরক্ত, বিরাগী। বিণ। ২। সন্ন্যাসী। উৎ—আস্ + ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

উদাসীন—১। নিঃসঙ্গ ; সংসারনির্মুক্ত, বৈরাগী ; আসক্তিশূন্য ; নিরপেক্ষ, পক্ষপাত-শূন্য (neutral). উৎ—আস্ + শানচ্ কর্তৃবা। বিণ। ২। গৃহত্যাগী ব্যক্তি ; সন্ন্যাসী। বি ; পুং। ৩। অপরিচিতের মত, উদ্দেশ্য-

হীন ভাবে। বাং প্র। ক্রি-বিণ। **উদাসীন সাম্যভাব**—যে ভাবে অবস্থিত হইলে অবস্থান্তরবশতঃ সাম্যভাবের নাশ ঘটে না অধিকন্তু সেই নূতন অবস্থাতেও পুনরায় সাম্যভাব হয় তাহা।

উদাসীনতা, -ত্ব—ঔদাসীন্য, বৈরাগ্য, বিরাগ; সংসারবাসনা পরিহার; নির্লিপ্ততা। উদাসীন+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

উদাস্থিত—১। চর; দ্বাররক্ষী; অধ্যক্ষ; নষ্টসন্ন্যাসধর্ম্ম পরিব্রাজক। বি; পুং। ২। ঊর্দ্ধস্থ; বিপরীত, উল্টা। উৎ (উপরি)—আ—স্থা (থাকা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উদাহরণ—দৃষ্টান্ত, নিদর্শন; বর্ণন, উল্লেখ; প্রকৃত বিষয়ের সমর্থক কথাপ্রসঙ্গ; সূত্রের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত প্রয়োগ দেখান, সন্দর্ভ। উৎ—আ—হৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদাহরণস্থল—উদাহরণের ক্ষেত্র, দৃষ্টান্তের বিষয়, আদর্শ। উদাহরণের স্থল, ৬ষ্ঠতৎ। বি; ক্লীব।

উদাহৃত—উল্লিখিত; দৃষ্টান্তরূপে উক্ত; উচ্চারিত; বিবৃত, বর্ণিত। উৎ—আ—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদিত—১। উত্থিত, উন্নত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; জাত; উদয়প্রাপ্ত, আবির্ভূত। উৎ—ই+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। উক্ত, নির্দ্দিষ্ট। বদ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদীক্ষণ—উদ্বীক্ষণ, ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ; দর্শন; প্রতীক্ষা। উৎ—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদীচী—১। উত্তরদিক্‌। বি; স্ত্রী। ২। পরবর্ত্তিনী; ভাবিনী। উদচ্‌ (উত্তর)+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

উদীচীন—উত্তরদিক্‌সম্বন্ধীয়; উত্তরদিক্‌-সম্ভূত, উত্তরদিক্‌-নিবাসী; উদীচ্য। উদীচী+ঈন ভবাদ্যর্থে। বিণ।

উদীচ্য—উত্তরদেশীয়; পরবর্ত্তী; শেষস্থ, অন্তিম। বিণ। **উদীচ্য উষা**—উত্তরমেরুতে যে বিদ্যুদালোক দৃষ্ট হয় তাহা (Aurora Borealis).

উদীচ্যকর্ম্ম (-কর্ম্মন্‌), **-কর্ম্ম**—উত্তরকার্য্য, শেষ কার্য্য; যথাবিধি স্থাপিত বহ্নিতে হোমকরণানন্তর অবশিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য। উদীচ্য কর্ম্ম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উদীচ্যবৃত্ত—উত্তরমেরুবৃত্ত (তাহা দ্রঃ)। উদীচ্য বৃত্ত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উদীচ্যেতরবৃত্ত—দক্ষিণমেরুর ২৩½° ডিগ্রী উত্তরে যে মণ্ডলাকার অক্ষরেখা আছে সেই অক্ষরেখা (Antarctic circle). উদীচ্য হইতে ইতর (ভিন্ন), ৫মীতৎ; সেইরূপ বৃত্ত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উদীয়মান—প্রকাশমান, যাহা উদিত হইতেছে এরূপ। উৎ—ঈ+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

উদীরণ—উচ্চারণ; কথন; বিজৃম্ভণ; উদ্দীপন; প্রেরণ; উৎপত্তি; উল্লেখ, নির্দ্দেশ, বর্ণনা, প্রকাশন; উৎক্ষেপণ। উৎ—ঈর্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদীরিত—উচ্চারিত; কথিত; উদ্দীপিত; বিজৃম্ভিত; প্রেরিত; উৎক্ষিপ্ত। উৎ—ঈর্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদীর্ণ—উত্থিত, উদ্গত; উদ্ধত, গর্ব্বিত; উদ্দীপ্ত; উদ্রিক্ত; উদার; প্রগাঢ়; উৎকট; প্রবল। বিণ।

উদীর্য্য(র্য)মাণ—কথ্যমান, বর্ণ্যমান, নির্দ্দিশ্যমান, উল্লিখ্যমান; উচ্চার্য্যমাণ। উৎ—ঈর্‌+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

উদুম—উন্মুক্ত, অনাবৃত, খোলা; নগ্ন, উলঙ্গ, নেংটা। 'উদ্দাম'-শব্দজ। বিণ।

উদুমথুমা, -থুম, -থুম্মা—বিবস্ত্র, নগ্ন; অধিকবয়স পর্য্যন্ত উলঙ্গ; একগুঁয়ে, জেদী; গণ্ডগোলপ্রিয়। গ্রাম্য। বিণ।

উদুম্বর—উডুম্বর (তাহা দ্রঃ; ড-স্থানে দ বৈকল্পিক)।

উদূখল—ধান্যাদি-কণ্ডনার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ (ইহাতে তণ্ডুলাদি রাখিয়া মুষলপ্রহারে পরিষ্কৃত করিতে হয়); উখ্‌লি, গড়। উৎ—খ—লা+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং বা ক্লীব। [উৎ—বহ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদূঢ়—ধৃত, বাহিত; বিবাহিত; স্থূল; উন্নত।

উদেশ—১। অনুসন্ধান, খোঁজ; কারণ, হেতু; লক্ষ্য। 'উদ্দেশ'-শব্দজ। ২। নিমিত্ত। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

উদেস—অনাবৃত, খোলা ("নীবীবন্ধ করল উদেস"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উদো—১। নির্ব্বোধ, আহাম্মক; অধঃপতিত; কলঙ্কিত। বিণ। ২। কোন অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি (একের অপরাধ বা প্রাপ্য অন্যকে বর্ত্তাইলে ইহা প্রযোজ্য। যেমন—'উদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে')। বাং। বি। [বিণ।

উদোষ—অনাবৃত, খোলা। প্রাঃ কবিপ্র।

উদ্‌গত—১। উত্থিত; জাত, উৎপন্ন; উদিত। উৎ—গম্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। বান্ত, ঊর্দ্ধে উত্তোলিত। উৎ—গম্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্‌গতকার্য্য(র্য)—দেওয়ালের গায়ে উঁচু খোদাই কাজ (relief work). উদ্গত কার্য্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উদ্‌গতাসু—গতপ্রাণ, মৃত্যুমুখে পতিত। উদ্গত অসু যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদ্‌গতি—ঊর্দ্ধদিকে গমন; উদ্রেক; সঞ্চার, আবির্ভাব। উৎ—গম্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উদ্‌গত্বর—উদয়শীল; ঊর্দ্ধগমনশীল। উৎ—গম্‌+করপ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

উদ্‌গম, উদ্‌গমন—উত্থান; জন্ম; উদয়। উৎ (উপরি)—গম্‌+অপ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

উদ্‌গমনীয়—১। ধৌত বস্ত্রযুগল, ধোওয়া যোড়। বি; ক্লীব। ২। আরোহণীয়। উৎ (উপরি)—গম্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্‌গলিত—বহিরাগত, নিঃসৃত। উৎ—গল্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উদ্‌গাঢ়—প্রগাঢ়, অতিশয়, অধিক, অতিমাত্র। উৎ (অতি)—গাহ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উদ্‌গাতা (উদ্গাতৃ)—১। সামবেদ পাঠক। বি; পুং। ২। উচ্চৈঃস্বরে গানকারক, উচ্চৈর্গানকর্ত্তা। উৎ—গৈ+তৃচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

উদ্‌গার—উচ্চারণ; বমন; নিঃসারণ; ঢেঁকুর। উৎ—গৃ (ভোজন করা)+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উদ্‌গারী (-রিন্‌)—বমনকারী, বর্ষণকারী; উচ্চারণকারী; ঊর্দ্ধে নিক্ষেপক। উৎ—গৃ+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

উদ্‌গিরণ—বমন, মুখ দিয়া তুলিয়া দেওয়া; ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ; উদ্গার। উৎ—গৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। [কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্‌গীত—উচ্চৈঃস্বরে গীত। উৎ—গৈ+ক্ত

উদ্‌গীতি—আর্য্যাচ্ছন্দোবিশেষ; উচ্চৈঃস্বরে গান। উৎ—গৈ+ক্তি করণবা, ভাববা। বি; স্ত্রী।

উদ্‌গীথ—সামবেদের অংশবিশেষ; প্রণব; সামবেদধ্বনি, সামগান; সামবেদের দ্বিতীয় অধ্যায়। উৎ—গৈ+থক্‌ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। [কবিপ্র। বিণ।

উদ্‌গীম—উদ্গ্রীব; আগ্রহান্বিত। প্রাঃ

উদ্‌গীর্ণ—বমিত; উচ্চারিত; উত্থিত; অনুরঞ্জিত; অনুবিদ্ধ; প্রতিবিম্বিত; নির্গত; উৎসৃষ্ট। উৎ—গৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্‌গূর্ণ—উত্তোলিত, উঁচান; উদ্যত। উৎ (উপরি)—গুর্‌ (উত্তোলন করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্‌গ্রথিত—ঊর্দ্ধে সংযত, উপরিভাগে বদ্ধ। উৎ—গ্রন্থ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্‌গ্রন্থ—১। বন্ধনহীন। উৎক্রান্ত গ্রন্থকে (বন্ধনকে), প্রাদি। বিণ। ২। পরিচ্ছেদ; উন্মোচন। উৎ—গ্রন্থ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা, ভাববা। বি; পুং।

উদ্‌গ্রন্থন—উপরদিকে গাঁথিয়া তোলা; প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ। উৎ—গ্রন্থ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্‌গ্রন্থি—বন্ধনহীন; বিরাগী। উৎক্রান্ত গ্রন্থিকে, প্রাদি। বিণ।

উদ্‌গ্রহ, -গ্রহণ—গ্রহণ, তুলিয়া লওয়া; গিলন। উৎ—গ্রহ্‌+অপ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—গৃহীত।

উদ্‌গ্রাহ—গ্রহণ; তন্নির্ব্বন্ধ; বিদ্যাবিচার। উৎ—গ্রহ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উদ্‌গ্রাহিত—বদ্ধ; আক্রান্ত; অন্তঃকরণে অর্পিত; উপন্যস্ত; প্রত্যয়িত; গ্রাহিত; উন্নমিত। উৎ (উপরি)—গ্রহ্‌ + ণিচ্‌ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্‌গ্রীব—উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল; উৎসুক, অতিশয় আগ্রহান্বিত। উৎ (উন্নতা) গ্রীবা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদ্ঘট্টন—আঘাত, প্রহার; ধাক্কা মারা; উন্মোচন; আলোড়ন, ঘোঁটন। উৎ—ঘট্ট্‌ + অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্ঘট্টিত—আহত; উন্মোচিত; আলোড়িত। উৎ—ঘট্ট্‌ + ণিচ্‌ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্ঘন—লৌহময় বা কাষ্ঠময় আধার, কর্ম্মকার বা সূত্রধরেরা যাহার উপর রাখিয়া কাষ্ঠাদি পরিষ্কার করে তাহা, পরকাষ্ঠ। উৎ (উপরি)—হন্‌ + অপ্‌ অধিবা। বি; পুং।

উদ্ঘর্ষণ—উপরি ঘর্ষণ; ইষ্টকাদি কঠিন দ্রব্যের দ্বারা গাত্রাদি-মার্জ্জন। উৎ—ঘৃষ্‌ + অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্ঘাট—১। উদ্ঘাটন, খোলা। উৎ (অধিক) —ঘট্ (প্রকাশ পাওয়া) + ণিচ্‌ + ঘঞ্‌ ভাববা। ২। পণ্যাদি দ্রব্য প্রদর্শনার্থ উদ্ঘাটিত স্থান, প্রদর্শনী (exhibition); রাজস্বগ্রহণ-স্থান; কূতঘাট। উৎ—ঘট্ + ণিচ্‌ + ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং।

উদ্ঘাটক—১। উন্মোচনকারী; উত্তোলনকারী; উল্লেখক; আবিষ্কারক; প্রকাশক। বিণ। স্ত্রী,—টিকা। ২। কূপের জল তুলিবার যন্ত্র; চাবি। উৎ—ঘট্‌ + ণিচ্‌ + ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

উদ্ঘাটন—১। খুলিয়া ফেলা, উন্মোচন; উল্লেখ; আবিষ্কার; প্রকাশ। উৎ—ঘট্‌ + ণিচ্‌ + অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। উন্মোচনসাধন, যাহা দ্বারা খোলা যায় এরূপ ('—দ্রব্য')। উৎ—ঘট্‌ + ণিচ্‌ + অনট্‌ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—নী।

উদ্ঘাটিত—উন্মোচিত, খোলা; আবিষ্কৃত; প্রকাশিত। উৎ—ঘট্‌ + ণিচ্‌ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্‌ঘাটিতাঙ্গ(ংগ)—১। নগ্নগাত্র, অনাবৃত-দেহ। উদ্‌ঘাটিত অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। ২। বুদ্ধিমান্‌, প্রাজ্ঞ। উদ্‌ঘাটিত অঙ্গ যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

উদ্ঘাত—১। প্রতিঘাত, ঠোক্কর লাগা; বাধা; আরম্ভ; পাদস্খলন; কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র, কপিকল। উৎ—হন্‌ + ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ২। গ্রন্থপরিচ্ছেদ, অধ্যায়; উল্লেখ; অস্ত্রবিশেষ, মুদ্গর প্রভৃতি; অরঘট্ট; নিদর্শন। উৎ—হন্‌ + ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

উদ্‌ঘাতন—(গণিত) কোন রাশির বর্গ ঘন প্রভৃতি নির্ণয় (involution). উৎ—হন্‌ + ণিচ্‌ + অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্ঘাতী (-তিন্‌)—উদ্ঘাতকারী; বন্ধুর, উঁচু-নীচু। উৎ—হন্‌ + ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—তিনী।

উদ্‌ঘুষিত—প্রতিশ্রুত, প্রতিজ্ঞাত। উৎ—ঘুষ্‌ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [বিণ।

উদ্ঘুষ্ট—শব্দিত। উৎ—ঘুষ্‌ + ক্ত কর্ম্মবা।

উদ্ঘূর্ণ—ঘূর্ণিত; ঊর্দ্ধে ঘূর্ণমান। উৎ—ঘূর্ণ্‌ + অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

উদ্ঘূর্ণা—১। ঘূর্ণিতা; ঊর্দ্ধে ঘূর্ণমানা। উদ্ঘূর্ণ + আপ্‌। বিণ। স্ত্রী। ২। দশাবিশেষ; দিব্যোন্মাদ। উৎ—ঘূর্ণ্‌ + অ ভাববা + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

উদ্ঘোষ—১। উচ্চ শব্দাদি দ্বারা ইঙ্গিতকারী। উৎ—ঘুষ্‌ + অচ্‌ কর্ত্তৃবা। ২। উচ্চশব্দ। উৎ—ঘুষ্‌ + ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উদ্ঘোষণ, -ষণা—উচ্চ শব্দে ঘোষণা করা। উৎ—ঘুষ্‌ + অনট্‌ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা + আপ্‌। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—উদ্ঘোষিত, উদ্ঘোষিক।

উদ্দংশ—কেশকীট, উকুণ; দংশ, ডাঁশ; ছারপোকা। উৎ—দন্‌শ্‌ + অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উদ্দণ্ড—১। উৎকট-দণ্ডধারী; যষ্টিপ্রহারে উদ্যত; প্রতাপান্বিত। উৎ (উন্নত) দণ্ড যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উন্নমিত দণ্ড, উত্তোলিত লাঠি। উৎ (উন্নমিত) দণ্ড, প্রাদি। বি; পুং।

উদ্দণ্ডনৃত্য—নৃত্যবিশেষ, শরীর লাঠির মত সোজা রাখিয়া হাত তুলিয়া নাচা। উদ্দণ্ডবৎ নৃত্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উদ্দণ্ডপাল—মৎস্যবিশেষ সর্পবিশেষ; দণ্ড দ্বারা শাসনকর্ত্তা, দণ্ডকর্ত্তা। উপতৎ; উদ্দণ্ড—পা + ণিচ্‌ + অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উদ্দন্তুর—উত্তুঙ্গ; করাল; ভীষণদন্ত। উৎ (অতিদীর্ঘরূপে) দন্তুর, প্রাদি। বিণ।

উদ্দান—১। বন্ধন। উৎ (বিরুদ্ধে)—দে (পালন করা) + অনট্‌ করণবা। ২। পোষণ। উৎ—দে + অনট্‌ ভাববা। ৩। চুল্লী; বাড়বানল। উৎ—দো (ছেদন করা) + অনট্‌ অধিবা। ৪। কটিদেশ; মধ্য। উৎ—দো + অনট্‌ কর্ম্মবা। ৫। লগ্ন। উৎ—দা (দান করা) + অনট্‌ অধিবা। বি; ক্লীব।

উদ্দান্ত—অতিদমিত, শান্ত, স্থিরভাবাপন্ন। উৎ—দম্‌ (শাসন করা) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্দাম—উৎকট; উচ্ছৃঙ্খল; বন্ধনরহিত; স্বেচ্ছাবিহারী। উৎ—দম্‌ (দমন করা) + ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্দামা (-মন্‌)—উচ্ছৃঙ্খল; স্বেচ্ছাচারী; উৎকট; বন্ধনরহিত; অতিশয়। উৎক্রান্ত দামকে (অর্থাৎ বন্ধনকে), প্রাদি। বিণ।

উদ্দাল—১। ধান্যবিশেষ। বি; ক্লীব। ২। বহুবারবৃক্ষ; চালিতা গাছ; বনকোদ্রব; কুড়। উৎ—দল্‌ + ণিচ্‌ + ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

উদ্দালক—১। বহুবারবৃক্ষ। উদ্দাল + কন্‌ স্বার্থে। ২। মুনিবিশেষ; আয়োদধৌম্যের শিষ্য আরুণি [চরিতাবলী দ্রঃ]। উৎ—দৃ + ণিচ্‌ + ণক কর্ত্তৃবা (র-স্থানে ল)। বি; পুং।

উদ্দিত—বদ্ধ, বাঁধা। উৎ—দে + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্দিষ্ট—১। লক্ষীকৃত; পূর্ব্বোক্ত; অভিপ্রেত; উপদিষ্ট; প্রাপ্তসন্ধান; কীর্ত্তিত; অভিলষিত। বিণ। ২। উপায়বিশেষ। উৎ—দিশ্‌ + ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

উদ্দীপ—১। গুগ্‌গুল। উৎ—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + অচ্‌ কর্ত্তৃবা। ২। উত্তেজন; অনুপ্রেরণা দেওয়া। উৎ—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উদ্দীপক—উদ্দীপনাকারী, যে উদ্দীপন করে এরূপ, উত্তেজক; প্রবর্দ্ধক; প্রকাশক। উৎ (অধিক)—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পিকা।

উদ্দীপন—১। উদ্দীপ্ত করণ, উত্তেজন; দীপ্তকরণ, প্রজ্বলন; বর্দ্ধিতকরণ; প্রকাশন; উস্‌কন; (কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে) প্রবল করা। উৎ (অধিক)—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। উদ্দীপক, উত্তেজক। উৎ—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

উদ্দীপন-বিভাব—(অলঙ্কার) রসের উদ্দীপক বিভাব অর্থাৎ নায়কাদির চেষ্টাদি, স্রক্‌ চন্দন-ভ্রমরঝঙ্কারাদি। উদ্দীপন বিভাব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উদ্দীপনা—উদ্দীপন, উত্তেজনা; অনুপ্রেরণা; প্রজ্বলন। উৎ—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + অন ভাববা + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

উদ্দীপনাপূর্ণ, -ময়—উত্তেজক; উৎসাহজনক; তেজস্কর। উদ্দীপনা দ্বারা পূর্ণ, ৩য়াতৎ; উদ্দীপনা + ময়ট্‌ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—পূর্ণা, —ময়ী।

উদ্দীপনীয়—যাহার উদ্দীপন করিতে হইবে এরূপ, উদ্দীপনযোগ্য, যাহার উদ্দীপন করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। উৎ—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্দীপিত—উত্তেজিত; প্রজ্বলিত; প্রকাশিত; বর্দ্ধিত। উৎ—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্দীপ্ত—প্রজ্বলিত, যাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে এরূপ; আলোকিত; আলোকে উজ্জ্বল; সুব্যক্ত; প্রবৃদ্ধ; উত্তেজনাযুক্ত। উৎ (অধিক)—দীপ্‌ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উদ্দীপ্র—১। অতিদীপ্তিশীল। বিণ। ২। গুগ্‌গুল। উৎ—দীপ্‌ + র কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

উদ্দেশ—১। লক্ষ্যকরণ; অন্বেষণ; সন্ধান; ঠিকানা; লক্ষ্য; সংবাদ; নাম দ্বারা কথন; উল্লেখ। উৎ—দিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। মনোগত সংকল্প, অভিসন্ধি, অভিপ্রায়; স্থান, প্রদেশ। উৎ—দিশ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

উদ্দেশে—মনে করিয়া; নির্দ্দেশানুযায়ী, সন্ধানার্থে।

উদ্দেশক—১। উদ্দেশকারী; অনুসন্ধানকারী; উপদেশদাতা; প্রবেশক। বিণ। স্ত্রী, —শিকা। ২। দৃষ্টান্ত; প্রশ্ন। উৎ—দিশ্‌+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

উদ্দেশ্য—১। লক্ষ্য, লক্ষীভূত; অভিপ্রেত; সংকল্পিত। বিণ। ২। অভিপ্রায়; সঙ্কল্প; তাৎপর্য্য; প্রয়োজন; (ব্যাকরণ) বাক্যের কর্তৃপদ, বাক্যের উদ্দিষ্ট অংশ। উৎ—দিশ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

উদ্দেশ্য-বিহীন, -শূন্য, -হীন—লক্ষ্যশূন্য, যাহার কোনরূপ লক্ষ্য নাই এরূপ ('—ব্যক্তি'); তাৎপর্য্যরহিত; নিষ্প্রয়োজন, বৃথা। উদ্দেশ্য দ্বারা বিহীন, শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

উদ্দেশ্যানুরূপ—অভিপ্রায়ানুরূপ, মতলবমত। উদ্দেশ্যের অনুরূপ, ৬ষ্ঠিতৎ। বিণ।

উদ্দ্যোত—১। প্রকাশ। উৎ—দ্যুৎ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। রৌদ্র, আতপ। উৎ—দ্যুৎ+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

উদ্দ্যোতক—উদ্দীপক; প্রকাশকারী। উৎ—দ্যুৎ+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —তিকা।

উদ্দ্যোতন—প্রকাশকরণ; উদ্দীপ্তকরণ। উৎ—দ্যুৎ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্ধক—'উদ্ধূক' দ্রঃ।

উদ্ধত—অবিনীত, ধৃষ্ট; উৎকট; দুরন্ত; অহঙ্কৃত; উৎক্ষিপ্ত; আহত। উৎ—হন্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্ধতচারিতা—উদ্ধতভাবে চলা, অবিনীত আচরণ, ঔদ্ধত্য। উদ্ধতচারিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উদ্ধতচারী (-চারিন্‌)—যে উদ্ধতভাবে চলে এরূপ, অশিষ্ট-আচরণকারী। উপতৎ; উদ্ধত—চর্‌ (আচরণ করা)+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —চারিণী।

উদ্ধতপ্রকৃতি—১। উদ্ধতস্বভাব, দুর্ব্বিনীত-ব্যবহারকারী, অহঙ্কৃত, দাম্ভিক। উদ্ধতা প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উদ্ধত চরিত্র, অবিনীত স্বভাব। উদ্ধতা প্রকৃতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উদ্ধতভাষী (-ভাষিন্‌)—উদ্ধতভাবে বাক্য-প্রয়োগকারী, দাম্ভিকবক্তা; যে অবিনীতভাবে কথা বলে এরূপ। উপতৎ; উদ্ধত—ভাষ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ভাষিণী। বি, —ভাষিতা।

উদ্ধতমনা (-মনস্‌)—দাম্ভিক; উগ্রস্বভাব। উদ্ধত মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদ্ধতস্বভাব—১। উদ্ধতপ্রকৃতি, রুক্ষপ্রকৃতি, অবিনীত। উদ্ধত স্বভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অবিনীত প্রকৃতি; উদ্ধত প্রকৃতি। উদ্ধত স্বভাব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উদ্ধতি—ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা; উৎপতন, ঠোকর লাগা; অহঙ্কার; উন্নতি। উৎ—হন্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উদ্ধব—১। উৎসব, আনন্দজনক কর্ম্ম। উৎ—ধু বা ধূ (কম্পিত হওয়া)+অপ্‌ অধিবা। ২। যজ্ঞাগ্নি। উৎ—হু (হোম করা)+অপ্‌ কর্ম্মবা। ৩। শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

উদ্ধরণ—১। উত্তোলন; পরিত্রাণ, উদ্ধার, মুক্তি; ঋণশোধ; উন্মূলন; বমন, বমি করা; অপরের লিখিত বিষয়ের অবিকল উল্লেখ। উৎ (উপরি)—ধৃ (লওয়া)+অনট্‌ ভাববা। ২। বান্ত অন্নাদি, বমি-করা খাদ্য। উৎ—হৃ বা ধৃ+অনট্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

উদ্ধরণ-চিহ্ন—উদ্ধারচিহ্ন (তাহা দ্রঃ)।

উদ্ধরণীয়—উৎপাটনীয়; উত্তোলনীয়; দূরীকরণীয়; উদ্ধরণযোগ্য। উৎ—হৃ বা ধৃ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্ধর্ত্তা (-তৃ), **-ত্রী**—উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাণকর্তা; ঊর্দ্ধে ধারয়িতা, উত্তোলনকারী; পৃষ্ঠপোষক; ঋণশোধকারী। উৎ—হৃ বা ধৃ+তৃন্‌ কর্তৃবা। বিণ।

উদ্ধর্ষ—উৎসব; আনন্দ; কোন কার্য্য সাধনের ভার গ্রহণ করার সাহস। উৎ (অধিক)—হৃষ্‌+ঘঞ্‌ অপাবা, ভাববা। বি; পুং।

উদ্ধর্ষণ—রোমাঞ্চ, পুলক। উৎ—হৃষ্‌ (হৃষ্ট করা)+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্ধান—১। চুল্লী, উনান। উৎ—ধা (ধারণ করা)+অনট্‌ অধিবা। বি; ক্লীব। ২। উক্ষাত; উদ্‌গীর্ণ, বমিত। উৎ—ধা+অনট্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্ধান্ত—১। উদ্‌গীর্ণ, বমিত। উৎ—ধম্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। মদরহিত হস্তী। উৎ—ধম্‌+ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং।

উদ্ধার—১। উত্তোলন; মুক্তিসাধন; পরিত্রাণ; পতিত বা সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে সমাজে গ্রহণ; নষ্ট বা অপহৃত বস্তুর পুনরায় প্রাপ্তি; ঋণশোধন; অন্যের বাক্য অবিকৃতভাবে প্রয়োগ। উৎ—হৃ বা ধৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। ঋণ; ভাগ, অংশ। উৎ—হৃ বা ধৃ+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

উদ্ধারক—উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা; উত্তোলক, উন্নময়িতা। উৎ—হৃ বা ধৃ+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রিকা।

উদ্ধারকর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্রী**—উদ্ধারক, পরিত্রাতা, বিপদ্‌ হইতে উদ্ধারকারী; ভববন্ধনচ্ছেত্তা। উদ্ধারের কর্তা, ৬ষ্ঠিতৎ। বিণ। স্ত্রী, —কর্ত্রী।

উদ্ধারকার্য্য(র্য)—পরিত্রাণ; মুক্তিবিধান; বিপদ্‌ হইতে রক্ষা; পরহস্ত হইতে অধিকার। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উদ্ধারচিহ্ন—অন্যের বাক্য অবিকল প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত বাক্যের উভয়-পার্শ্বস্থ (" ") চিহ্ন, ঊর্দ্ধ কমা (quotation marks). উদ্ধারসূচক চিহ্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উদ্ধারণ—পরিত্রাণ করান; ঊর্দ্ধে উত্তোলন। উৎ—ধৃ+ণিচ্‌ বা হৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্ধারা—১। গুড়ূচী। উৎ—হৃ+ঘঞ্‌ করণবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। উদ্ধার করা; তোলা। কবিপ্র। ক্রি।

উদ্ধারার্থ—১। পরিত্রাণের নিমিত্ত, পরিত্রাণজন্য; মুক্তির জন্য। উদ্ধারের নিমিত্ত ইহা, এই অর্থে 'অর্থ' শব্দযোগে নিত্যসমাস। ক্রি-বিণ। ২। উদ্ধারই যাহাতে অভিপ্রেত এমন। উদ্ধার অর্থ (উদ্দেশ্য) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

উদ্ধারার্থে—পরিত্রাণের নিমিত্ত। উদ্ধারই অর্থ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

উদ্ধারিল—উদ্ধার করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উদ্ধারী (-রিন্‌)—পরিত্রাতা; উদ্ধারকারী। উৎ—হৃ বা ধৃ+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রিণী।

উদ্ধূক, উদ্ধক—পাকস্থলীর উত্তেজনাবশতঃ কুপিত ঊর্দ্ধগামী বায়ু। 'ঊর্দ্ধগ'-শব্দজ। বি।

উদ্ধূত—উৎপাটিত, উৎখাত; উত্থাপিত; উৎকম্পিত; উৎক্ষিপ্ত; নিরস্ত; নিবর্ত্তিত। উৎ—ধূ (কাঁপান, উঠান)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্ধূনন—উৎক্ষেপণ; কম্পন; নিরসন। উৎ—ধূ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্ধূপন—১। সন্তপ্ত করণ, সন্তাপন; প্রজ্বলিত করণ; উৎপীড়ন; উদ্দীপন। উৎ—ধূপ্‌+ণিচ্‌ (সন্তপ্ত করা)+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —পিত। ২। সন্তাপক; উৎপীড়ক; উদ্দীপক, উত্তেজক। উৎ—ধূপ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ।

উদ্ধূলন—১। ধূলি দ্বারা মর্দন, চূর্ণকরণ। উৎ—ধূলি+ণিচ্‌ (=ধূলি নামধাতু—ধূলি মাখান, ধূলিবৎ চূর্ণ করা)+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —লিত। ২। পাকের উপকরণবিশেষ, এলাচাদিচূর্ণ। উৎ—ধূলি+অনট্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

উদ্ধূষণ—পুলকোদ্গম, রোমাঞ্চ। উৎ—ধূষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্ধৃত—কৃতোদ্ধার, পুনর্ব্বার অধিকৃত; উত্থাপিত, উত্তোলিত; সমাজে গৃহীত;

যাহাকে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ; সংগৃহীত; উল্লিখিত; পরিত্রাত। উৎ—ধৃ বা হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্ধৃতাংশ—১। গৃহীত ভাগ, যাহা তোলা হইয়াছে এরূপ অংশ। উদ্ধৃত অংশ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। উত্তোলিতভাগ, যাহার কোন অংশ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ। উদ্ধৃত অংশ যাহার বা যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

উদ্ধৃতি—উদ্ধার; উৎক্ষেপণ; উত্তোলন; মুক্তি। উৎ—ধৃ বা হৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উদ্ধ্মান—চুল্লী, উনান। উৎ—ধ্মা (অগ্নি-সংযোগ করা)+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

উদ্বৎসর—চান্দ্রমাসান্বিত বৎসর। উৎ (অতিক্রান্ত) বৎসর, প্রাদি। বি; পুং।

উদ্বদ্ধ—১। ঊর্দ্ধে বদ্ধ, ঝুলান, টাঙ্গান। উৎ—বন্ধ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। বন্ধনভ্রষ্ট, ছিন্নবন্ধন। উৎক্রান্ত বন্ধ অর্থাৎ বন্ধন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদ্বন্ধক—১। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ; ধোপা। বি; পুং। ২। উদ্বন্ধনে আত্মহত্যাকারী, যে গলায় দড়ি দিয়া মরে এমন। উৎ—বন্ধ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ।

উদ্বন্ধন—১। মরিবার জন্য গলায় দড়ি দেওয়া; গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করা। উৎ—বন্ধ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। বন্ধনভ্রষ্ট, মুক্তবন্ধন। উৎ অর্থাৎ উৎক্রান্ত বন্ধন যাহার, বহুব্রী; বা, উৎক্রান্ত বন্ধনকে, প্রাদি। বিণ।

উদ্বন্ধনরজ্জু—গলায় দড়ি দিবার দড়ি, ফাঁসি দিবার দড়ি (halter). উদ্বন্ধন-সাধক রজ্জু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উদ্বমন—উদ্গিরণ, তুলিয়া ফেলা, বমি করা। উৎ—বম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্বর্ত্ত(র্ত)—১। প্রয়োজন-সিদ্ধির পরে দ্রব্যের শেষ থাকা, উদ্বৃত্ত হওয়া; অতিরেক, আধিক্য। উৎ—বৃত্+ঘঞ ভাববা। বি; পুং। ২। অতিরিক্ত; ব্যয়াবশিষ্ট। উৎ—বৃত্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

উদ্বর্ত্ত(র্ত)ক—বর্দ্ধক; গাত্রমার্জ্জনাকারী, গাত্রে চূর্ণাদিলেপনকারী। উৎ—বৃত্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্ত্তিকা।

উদ্বর্ত্ত(র্ত)ন—গন্ধাদি দ্বারা বিলেপন; উল্লুণ্ঠন, উল্টান-পাল্টান; উৎপতন; গাত্রমার্জ্জন, ঘর্ষণ; জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকা (survival). উদ্—বৃত্+ণিচ্ বা বৃত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্বর্ত্ত(র্ত)নীয়—মার্জ্জনীয় চূর্ণ (গোধূম-চূর্ণাদি)। উৎ—বৃত্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

উদ্বর্ত্তি(র্তি)ত—দূরীকৃত; ঘূর্ণিত; চূর্ণাদি দ্বারা লেপিত; বিনাশিত; উৎক্ষিপ্ত। উৎ—বৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্বর্দ্ধ(র্ধ)ন—গূঢ়হাস্য, চাপা হাসি। উৎ—বৃধ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্বহ—সন্তান; বর; নায়ক; সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ (ইহা প্রবহ বায়ুর ঊর্দ্ধে স্থিত)। উৎ (দূরতর)—বহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উদ্বহন—উন্নয়ন, উত্তোলন; বহন; বিবাহ। উৎ—বহ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্বহা—কন্যা। উদ্বহ+আপ্। বি; স্ত্রী।

উদ্বান্ত—১। বমিত, কৃতবমন, উদ্গীর্ণ। উৎ—বম্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। উদ্গত, উত্থিত। বিণ। ৩। মদহীন হস্তী, নির্ম্মদ গজ। উৎ—বম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উদ্বান্তি—উদ্বমন, বমি করা। উৎ—বম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উদ্বাপ—১। মুণ্ডন। উৎ—বপ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। উৎপাটন; ব্যতিরেক। উৎ—বপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উদ্বায়ী (-য়িন্)—যাহা উড়িয়া যায় এরূপ; (রসায়ন) যাহা আপনা হইতে বাষ্পে পরিণত হয় এরূপ (volatile). উৎ—বা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

উদ্বারিত—প্রকাশিত; উচ্ছলিত ("একদা বসন্তে মোর বনশাখে যবে মুকুলে পল্লবে উদ্বারিত আনন্দের আমন্ত্রণ"—রবীন্দ্রনাথ)। কবিপ্র। বিণ।

উদ্বাষ্প—গলদশ্রু, উদ্গতাশ্রু। উদ্গত বাষ্প যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

উদ্বাসন—বিসর্জ্জন; নির্ব্বাসন; মারণ, বধ; অগ্ন্যাধানের অঙ্গস্বরূপ সংস্কারবিশেষ। উৎ (বাহিরে)—বস্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্বাসিত—নির্ব্বাসিত (deported). উৎ—বস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্বাস্তু—১। বাসভূমির সম্মুখস্থ স্থান, যে স্থানের উপর গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই এরূপ বাস্তুসংলগ্ন ভূমি। বি; পুং। ২। বাস্তুহারা, বাসচ্যুত, ভিটাছাড়া [শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে বহুলপ্রচলিত হইয়াছে। ভারত-বিভাগের পর যাহারা পাকিস্তান হইতে চিরদিনের মত ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে বসবাস করিতে আসিয়াছে, অথবা ভারত ইউনিয়ন হইতে অনুরূপ ভাবে পাকিস্তানে গিয়াছে, তাহা-দিগকেই সাধারণভাবে 'উদ্বাস্তু' বা 'refugee' বলা হয়]। উদ্গত অর্থাৎ দূরীভূত বাস্তু হইতে, প্রাদি। বি; পুং বা বিণ। ৩। ব্যতিব্যস্ত, জ্বালাতন। 'উদ্বাস্তু'-শব্দজ। বিণ।

উদ্বাস্তু-পুনর্ব্বা(র্বা)সন—বাস্তুহারাদের পুনরায় বসবাসের ব্যবস্থা করা (refugee rehabilitation). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উদ্বাস্তু-পুনর্ব্বা(র্বা)সন দপ্তর—বাস্তুহারাদের বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দ্দিষ্ট সরকারী বিভাগ (Refugee Rehabilitation Department).

উদ্বাস্তু-প্রমাণ-পত্র—যে দলিলে কাহাকেও উদ্বাস্তু বা বাস্তুহারা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা (refugee certificate). উদ্বাস্তু-বিষয়ক প্রমাণ, মধ্যপ কর্ম্মধা; তাহার পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদ্বাস্তু-সমস্যা—বাস্তুহারাদের বসবাসের ব্যবস্থাকরণরূপ জটিল বিষয় (refugee problem). উদ্বাস্তু-বিষয়িণী সমস্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উদ্বাহ—বিবাহ, পরিণয়। উৎ (উপরি)—বহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উদ্বাহন—১। দুইবার কর্ষণ; উত্তোলন। উৎ—বাহ্+অনট্ ভাববা। ২। বিবাহদান; উদ্ধারসাধন। উৎ—বহ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্বাহনী—বরাটক, কড়ি। উৎ (উপরি)—বহ্+ণিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উদ্বাহিক—বিবাহসম্বন্ধীয়, পরিণয়বিষয়ক। উদ্বাহ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

উদ্বাহিত—বিবাহিত। উৎ—বহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্বাহিনী—১। উন্নয়নকারিণী, উত্তোলিকা; বিবাহকারিণী। উৎ—বহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রজ্জু, দড়ি। উৎ—বহ্+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উদ্বাহী (-হিন্)—উন্নয়নকারী, উত্তোলক; বহনকারী, বাহক; পরিণেতা, বিবাহকারী। উৎ—বহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হিনী।

উদ্বাহু—ঊর্দ্ধবাহু, যে উপরে হাত তুলিয়াছে এরূপ। উত্তোলিত বাহু যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

উদ্বিগ্ন—উদ্বেগযুক্ত, উৎকণ্ঠিত; ভীত; ক্ষুভিত। উৎ—বিজ্ (ভয় করা, কাঁপা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—গ্নতা; উদ্বেগ।

উদ্বিড়াল—ভোঁদড়, ভূচর ও জলচর জন্তু-বিশেষ, উদ্র, ধেড়ে (জলের মধ্যে অনায়াসে চলাফেরা করে বলিয়া এই নাম। মাছ ইহাদের প্রধান খাদ্য)। উদের (জলের) বিড়াল, ৬ষ্ঠীতৎ; 'উদবিড়াল' স্থানে বাং প্র। বি; পুং। স্ত্রী,—লী।

উদ্বীক্ষণ—ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত; দর্শন। উৎ (ঊর্দ্ধে)—বি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উদ্বীত—উদ্গত; প্লাবিত; উচ্ছলিত। উৎ—বি—ই (গমন করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উদ্বুদ্ধ—১। প্রবুদ্ধ, জাগরিত; প্রস্ফুটিত; প্রকাশিত। উৎ (অধিক)—বুধ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। অনুস্মৃত, যাহা পরে মনে পড়িয়াছে এরূপ। উৎ—বুধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্বৃত্ত—১। জাত; ক্ষুভিত; উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য; উৎক্ষিপ্ত; উদ্ঘূর্ণিত; উত্থিত; অতিরিক্ত, বাড়্তি; প্রয়োজনসিদ্ধির পর অবশিষ্ট। উৎ (উপরি)—বৃত্‌+ক্ত কর্তৃবা। ২। বান্ত, বমিত। উৎ—বৃত্‌+ক্ত কর্ম্মবা। ৩। দুর্বৃত্ত, দুরাচার। উৎ (অর্থাৎ উদ্ধত) বৃত্ত (আচরণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদ্বৃদ্ধ—অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। উৎ—বৃধ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উদ্বেগ—১। দুর্ভাবনা, আকুলতা, চাঞ্চল্য; ভয়; ত্বরা; উৎকম্পন; ক্ষোভ; বিরহজন্য দুঃখ। উৎ—বিজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—উদ্বিগ্ন। ২। গুবাকফল। উৎ—বিজ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; ক্লীব। ৩। বেগবান্‌; বেগহীন। উৎ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বা উদ্গত) বেগ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদ্বেগী (উদ্বেগিন্‌)—উদ্বেগযুক্ত, উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, দুর্ভাবনাগ্রস্ত। উদ্বেগ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী,—গিনী।

উদ্বেজক—দুর্ভাবনাজনক, উদ্বেগকর; কষ্টকর; বিরক্তিকর। উৎ—বিজ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জিকা।

উদ্বেজন—১। উদ্বেগ; ভয়; কম্পন; কষ্ট। উৎ—বিজ্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। উদ্বেগ জন্মান, ভয় প্রদর্শন। উৎ—বিজ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। উদ্বেজনকারী, ভয়প্রদর্শক; উত্তেজনকারী। উৎ—বিজ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ।

উদ্বেজনীয়—উদ্বেগজনক; নির্ম্মম; ভীতিপ্রদ। উৎ—বিজ্‌+অনীয় কর্তৃবা। বিণ।

উদ্বেজয়িতা (-য়িতৃ)—উদ্বেগজনক, উদ্বেগকারক, ভীতিপ্রদ। উৎ—বিজ্‌+ণিচ্‌+তৃন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

উদ্বেজিত—ক্লেশিত; উত্ত্যক্ত; ভয়প্রাপিত। উৎ—বিজ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্বেজী (-জিন্‌)—উদ্বেজয়িতা (তাহা দ্রঃ)। উৎ—বিজ্‌+ণিচ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জিনী।

উদ্বেল—উচ্ছলিত, যাহা উথলিয়া উঠিয়াছে এরূপ; সীমাতিক্রান্ত। উৎক্রান্ত বেলাকে, প্রাদি। বিণ।

উদ্বেলিত—১। উদ্বেলীকৃত; চরমসীমায় উপস্থাপিত; ব্যাকুলীকৃত। উদ্বেল+ণিচ্‌ (=উদ্বেলি নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। ২। 'উদ্বেল' (সকল অর্থে)। উৎ—বেল্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। [অস-ক্রি।

উদ্বেলিয়া—উচ্ছ্বসিত হইয়া। কবিপ্র।

উদ্বেষ্ট—১। অবরোধ; আক্রমণ। উৎ—বেষ্ট্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ২। বেষ্টনকারী। উৎ—বেষ্ট্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

উদ্বেষ্টন—১। আবরণ; হস্তপদাদি-বন্ধন; মোচন, উন্মোচন। উৎ—বেষ্ট্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। উষ্ণীষ, পাগড়ী। উৎ—বেষ্ট্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব। ৩। বেষ্টনরহিত; বন্ধনমুক্ত। উৎক্রান্ত বেষ্টনকে, প্রাদি। বিণ।

উদ্বেষ্টনীয়—মোচনীয়; আবরণীয়। উৎ—বেষ্ট্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্বেষ্টিত—আবৃত; অবরুদ্ধ; মোচিত। উৎ—বেষ্ট্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্বোঢ়া (উদ্বোঢ়্‌)—উদ্বাহকারী, বর, পরিণেতা। উৎ—বহ্‌+তৃন্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

উদ্বোধ—কিঞ্চিৎ জ্ঞান; সংস্কারোদ্দীপন, বিস্মৃত বিষয়ের স্মরণ; জ্ঞানের উদয়; জাগরণ। উৎ (কিঞ্চিৎ)—বুধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উদ্বোধক—প্রকাশক; উদ্দীপক; চেতনাদানকারী; যে জাগায়। উৎ (অধিক)—বুধ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধিকা।

উদ্বোধন—১। জ্ঞাপন, বোধ জন্মাইয়া দেওয়া; চেতনা উৎপাদন; জাগান। উৎ (অধিক)—বুধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ধিত, —ধনীয়। ২। বোধক, জ্ঞানোৎপাদক। উৎ—বুধ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ।

উদ্ভট—১। উৎকট; প্রসিদ্ধ; উদার; শ্রেষ্ঠ; গ্রন্থবহির্ভূত; যে শ্লোক বা রচনার প্রণেতা অজ্ঞাত এমন; অভিনব। বিণ। ২। কচ্ছপ; সূর্য্য। উৎ—ভট্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। **উদ্ভট কবিতা**—গ্রন্থবহির্ভূত কিন্তু বহুলপ্রচলিত শ্লোক বা কবিতা।

উদ্ভট্টি, -ট্টী—গ্রন্থবহির্ভূত, পুস্তকে অপ্রাপ্য, যাহা বাহির হইতে পাওয়া যায় এরূপ; অদ্ভুত, আজগুবি; অশ্রুতপূর্ব্ব। 'উদ্ভট'-শব্দজ। বিণ।

উদ্ভব—১। জন্ম, উৎপত্তি। উৎ—ভূ+অপ্‌ ভাববা। ২। জন্মস্থান; যাহা হইতে কোন কিছু জাত হয় তাহা। উৎ—ভূ+অপ্‌ অপাবা। বি; পুং।

উদ্ভাপ—কোন উষ্ণ বস্তু হইতে উত্থিত বাষ্প; উষ্ণতা, গরম ভাব। 'উদ্বাপ'-শব্দজ। বি।

উদ্ভাবক—উদ্ভাবনকর্তা, আবিষ্কারক; প্রথমোৎপাদক; পরিকল্পনাকারী। উৎ—ভূ+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বিকা।

উদ্ভাবন—১। কল্পনায় নির্দ্ধারণ; উৎপাদন; উন্নয়ন; অজ্ঞাতবিষয়-প্রকাশকরণ; নূতন কোন কিছু ভাবিয়া বাহির করা (invention); চিন্তন। উৎ (উপরি)—ভূ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। উদ্ভাবনকারী, চিন্তাকারক, নবপ্রকাশক। উৎ—ভূ+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ।

উদ্ভাবনীয়, উদ্ভাব্য—উদ্ভাবনযোগ্য, যে বিষয়ের উদ্ভাবন করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। উৎ (উপরি)—ভূ+ণিচ্‌+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্ভাবয়িতা (-য়িতৃ)—উদ্ভাবক (তাহা দ্রঃ)। উৎ—ভূ+ণিচ্‌+তৃন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

উদ্ভাবিত—কল্পনাসাহায্যে নূতন স্থিরীকৃত, নূতন কল্পিত; যে বিষয়ের উদ্ভাবন করা হইয়াছে এরূপ; চিন্তিত। উৎ—ভূ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্ভাস—দীপ্তি, প্রকাশ, শোভা পাওয়া। উৎ (অধিক)—ভাস্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উদ্ভাসক—উদ্দীপক, উদ্ভাসনকারী, শোভাকারক। উৎ (অধিক)—ভাস্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিকা।

উদ্ভাসন—১। উদ্দীপন, উজ্জ্বলীকরণ, উজ্জ্বল করা, আলোকিতকরণ, আলোকময় করা; শোভাবর্দ্ধন। উৎ—ভাস্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। দীপ্তিকারক, উজ্জ্বলতাবর্দ্ধক; প্রকাশক। উৎ—ভাস্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ।

উদ্ভাসিত—দীপ্ত; প্রকাশিত; শোভিত। উৎ—ভাস্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উদ্ভাসী (-সিন্‌)—দীপ্তিময়, সমুজ্জ্বল। উৎ—ভাস্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

উদ্ভিজ্জ—১। যাহা ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে তাহা, তরুলতাগুল্মাদি। বি; ক্লীব। ২। উদ্ভিদ্‌ হইতে উৎপন্ন, বৃক্ষলতাদিজাত। উপতৎ; উদ্ভিদ্‌—জন্‌+ড কর্তৃবা। বিণ।

উদ্ভিজ্জপ্রদেশ—তরুলতাদি জন্মিবার উপযুক্ত স্থান অর্থাৎ যে স্থানে নানাজাতীয় বৃক্ষাদি জন্মে সেই স্থান (botanical region). উদ্ভিজ্জোপযুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

উদ্ভিজ্জবিদ্যা—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (তাহা দ্রঃ)। উদ্ভিজ্জসম্পর্কিতা বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উদ্ভিজ্জভোজী (-জিন্‌), **উদ্ভিদ্‌ভোজী** (-জিন্‌)—ফলমূলাদিভোজনকারী, নিরামিষাশী। উপতৎ; উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিদ্‌—ভুজ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভোজিনী।

উদ্ভিজ্জ-লবণ—তরুগুল্মাদি হইতে উৎপন্ন লবণ। উদ্ভিজ্জ (২) লবণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উদ্ভিজ্জাণু—চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ। উদ্ভিজ্জের অণু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদ্ভিজ্জাশী (-শিন্‌)—ফলমূলাদিভোজী; নিরামিষভোজী। উপতৎ; উদ্ভিজ্জ—অশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শিনী।

উদ্ভিদ্‌, -দ—যাহারা ভূমি ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠে তাহারা, তৃণ-লতা-গুল্মাদি এবং ঐ সমুদায়ের অঙ্কুর। [উদ্ভিদ্‌ পঞ্চবিধ; যথা—বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, বল্লী ও লতা]। উৎ (ঊর্দ্ধ)—ভিদ্‌+ক্বিপ্‌, ক কর্তৃবা। বিণ।

উদ্ভিদকোষ—উদ্ভিদ্‌দেহের উপাদানস্বরূপ অতিক্ষুদ্র কোষবৎ পদার্থ। উদ্ভিদের কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদ্ভিদজল—বৃক্ষাদিজাত বারি ; মরুভূমিতে পান্থপাদপ-নামক বৃক্ষ হইতে নির্গত জল। উদ্ভিদ্-নির্গত জল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উদ্ভিদতত্ত্ব—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (তাহা দ্রঃ)। উদ্ভিদের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ—তরুলতাদির বিষয়ে অভিজ্ঞ, উদ্ভিদ্‌বেত্তা (botanist). উপতৎ ; উদ্ভিদ-তত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

উদ্ভিদ-সংবিভাগ—তরুলতাদির জাতি-বিভাগ। উদ্ভিদের সংবিভাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উদ্ভিদোদ্যান—উদ্ভিজ্জবিদ্যার অনুশীলনের নিমিত্ত কৃত উদ্যান, যে উদ্যানে নানাজাতীয় বৃক্ষলতাদি রোপিত হইয়াছে তাহা (botanical garden). উদ্ভিদবিষয়ক উদ্যান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—তরুলতাদির অবয়বসংস্থান, প্রত্যেক অবয়বের কার্য্য উৎপত্তিস্থান জাতি-বিভাগ ইত্যাদি নির্ণায়ক শাস্ত্র, উদ্ভিদ্বিজ্ঞান, তরুলতাপুষ্পাদিবিষয়িণী বিদ্যা (botany). উদ্ভিদ্‌সংক্রান্তা বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

উদ্ভিদ্‌বেত্তা (-বেতৃ)—উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ (botanist). উপতৎ ; উদ্ভিদ্—বিদ্+তৃচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বেত্রী। [দ্রঃ।

উদ্ভিদ্‌ভোজী (-ভোজিন্)—'উদ্ভিজ্জভোজী'

উদ্ভিন্ন—স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ; সুব্যক্ত ; প্রস্ফুটিত ; অঙ্কুরিত ; বিমর্দ্দিত, বিদলিত ; বহুধা বিভক্ত। উৎ (উপরি)—ভিদ্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্ভিন্নযৌবনা—যাহার যৌবনলক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে এমন (স্ত্রী)। উদ্ভিন্ন (প্রকাশিত) যৌবন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উদ্ভূত—উৎপন্ন ; সংঘটিত ; উন্নত ; উদিত ; প্রত্যক্ষযোগ্য। উৎ—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উদ্ভূতরূপ—১। প্রকাশিতরূপ, প্রত্যক্ষ-রূপ। উদ্ভূত (উদিত) রূপ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। যাহার রূপ প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ, প্রত্যক্ষাকার। উদ্ভূত রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদ্ভূতি—উত্তম বিভূতি ; উন্নতি, অভ্যুদয়। উৎ (উৎকৃষ্ট) ভূতি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

উদ্ভেদ—ভেদপূর্ব্বক উৎপত্তি ; প্রকাশ, প্রকটন ; বিকাশ ; উদয় ; স্ফূর্ত্তি ; রোমাঞ্চ ; মেলন ; আবিষ্কার ; পৃথিবীর উপরে স্তরবিশেষের উদ্ভব (outcrop). উৎ (ঊর্দ্ধ)—ভিদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

উদ্ভ্রম—উদ্বেগ ; বুদ্ধিলোপ ; আকুলতা ; ঊর্দ্ধভ্রমণ। উৎ (অধিক)—ভ্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

উদ্ভ্রান্ত—১। উদ্বিগ্ন ; হতবুদ্ধি ; উন্মত্ত ; বিহ্বল ; বিকল ; আঘূর্ণিত ; লক্ষ্যহীন ভাবে ভ্রমণকারী ; লক্ষ্যহীন ; ব্যস্ত ; উচ্ছৃঙ্খল। উৎ (অতিশয়)—ভ্রম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া মণ্ডলাকারে খড়্গাদি ঘুরান। উৎ—ভ্রম্+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

উদ্ভ্রান্তহৃদয়—১। আকুলহৃদয়, উদ্বিগ্নচিত্ত। উদ্ভ্রান্ত হৃদয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উদ্বিগ্ন মন, বিবশ চিত্ত। উদ্ভ্রান্ত হৃদয়, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উদ্যত—সচেষ্ট ; কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে তৎপর ; প্রবৃত্ত ; উত্থিত। উৎ (বিপরীত)—যম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উদ্যতদণ্ড—১। যে দণ্ড উত্তোলন করিয়াছে এরূপ, শাসনোদ্যত, দণ্ডবিধানে তৎপর। উদ্যত দণ্ড যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ২। উত্তোলিত অস্ত্র। উদ্যত দণ্ড, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উদ্যতবাহু—১। যে বাহু উত্তোলন করিয়াছে এরূপ, ঊর্দ্ধোত্তোলিতবাহু। উদ্যত বাহু যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ২। উন্নত হস্ত। উদ্যত বাহু, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

উদ্যতি—উদ্যম, উদ্যোগ, চেষ্টা। উৎ—যম্ +ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

উদ্যম—উদ্যোগ ; উৎসাহ ; উত্থান ; উত্তোলন। উৎ—যম্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

উদ্যমন—উত্তোলন ; উৎসাহদান ; উৎক্ষেপণ। উৎ—যম্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

উদ্যমশীল—উৎসাহশীল, অধ্যবসায়সম্পন্ন, অনবরত চেষ্টা করাই যাহার স্বভাব এরূপ। উদ্যমই শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উদ্যমিত—প্রেরিত ; উদ্যমযুক্ত ; উত্তোলিত। উৎ—যম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্যমী (-মিন্)—যত্নবান্, উদ্যোগী, সচেষ্ট। উদ্যম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মিনী। [জ্ঞাতব্য দ্রঃ)। বি।

উদযা(জা)ন—হাইড্রোজেন বাষ্প (বিবিধ

উদ্যান—১। উপবন, বাগান। উৎ—যা+অনট্ অধিবা। ২। নিঃসরণ ; উদ্গমন। উৎ—যা+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

উদ্যান-কুসুম, -পুষ্প—উপবনজাত পুষ্প, বাগানের ফুল ; আরামলভ্য উৎকৃষ্টবস্তু। উদ্যানজাত কুসুম, পুষ্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উদ্যান-গৃহ, -বাটিকা, -বাটী—উপবনমধ্যস্থিত গৃহ, বাগান বাড়ী। উদ্যানস্থিত গৃহ, বাটিকা, বাটী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব, স্ত্রী, স্ত্রী।

উদ্যানজ, -জাত—যাহা বাগানে জন্মিয়াছে। উপতৎ ; উদ্যান—জন্+ড কর্তৃবা ; পক্ষে ৭মীতৎ। বিণ।

উদ্যান-তরু—উদ্যানের বৃক্ষ, বাগানের গাছ। উদ্যানের তরু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উদ্যান-পাল—উদ্যানরক্ষক, বাগানের মালী। উপতৎ ; উদ্যান—পালি+অণ্ কর্তৃবা। বিণ।

উদ্যান-পালক, -রক্ষক—বাগানের মালী। উদ্যানের পালক, রক্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পালিকা, —রক্ষিকা।

উদ্যান-বিদ্যা—উপবনজাত পুষ্পাদি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান (horticulture). উদ্যান-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

উদ্যান-শোভন—উপবনের শোভাবর্দ্ধক, বাগানের শোভাকারক। উদ্যানের শোভন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

উদ্যান-সম্মিলন, -সম্মেলন—উদ্যানে প্রীতিভোজ ; আমোদের জন্য বাগানে বন্ধু-বান্ধবের সমাবেশ (garden-party). উদ্যানে সম্মিলন, সম্মেলন, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

উদ্যানোৎসব—বাগানে গিয়া ভোজনাদি দ্বারা আনন্দ করা ; বনভোজন। উদ্যানে উৎসব, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

উদ্‌যাপন—আরব্ধ ব্রতাদি-কর্ম্মের সাঙ্গতা-সম্পাদন ; পরিসমাপন। উদ্—যা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

উদ্‌যাপিত—যাহা উদ্‌যাপন করা হইয়াছে এরূপ, পরিসমাপিত। উৎ—যা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্‌যুক্ত—উদ্যোগবিশিষ্ট ; উৎসাহান্বিত, যত্নবান্ ; চেষ্টিত। উৎ—যুজ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উদ্যোক্তা (-ক্তৃ)—উদ্যোগী (তাহা দ্রঃ)। উৎ—যুজ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ক্ত্রী।

উদ্যোগ—চেষ্টা ; আয়োজন ; উদ্যম ; যত্ন ; উৎসাহ। উৎ—যুজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

উদ্যোগী (-গিন্)—উদ্যোগকারী, সচেষ্ট, যত্নশীল ; উৎসাহী। উদ্যোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—গিনী।

উদ্‌যোজক—প্রবর্ত্তক, উদ্যোগী। উৎ—যুজ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জিকা।

উদ্রথ—১। রথকীলক। উৎ (উদ্গত) রথ হইতে, প্রাদি। ২। কুক্কুট। উৎ (উদ্গত) রথ অর্থাৎ রথতুল্য পক্ষ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

উদ্রাব—উচ্চধ্বনি, উচ্চরব। উৎ (উচ্চ)—রু+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—উদ্রুত।

উদ্রিক্ত—সঞ্চারিত ; উত্থিত ; উদ্দীপিত, উত্তেজিত ; অতিশয়িত ; স্ফুট। উৎ—রিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উদ্রেক—উত্থান ; সঞ্চার, আবির্ভাব ; উত্তেজন ; বৃদ্ধি, আধিক্য ; উপক্রম। উৎ—রিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

উধসল, -স্থ—আলুলায়িত, এলোমেলো। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বিণ।

উধা—উন্নত, উচ্চ। 'ঊর্দ্ধ'-শব্দজ। প্রাদে।

উধাও—১। অদৃশ্য, অন্তর্হিত; ঊর্দ্ধপ্রস্থিত। 'ঊর্দ্ধাবুক' বা 'উদ্ধাবিত'-শব্দজ। বিণ। ২। উদ্‌গমন; অনুসরণ। 'উদ্ধাবন'-শব্দজ। বি।

উধার—১। ধার, ঋণ। হিন্দীমূলক। বি। ২। উদ্ধার, পরিত্রাণ। 'উদ্ধার'-শব্দজ। বি। ৩। উদ্ধার কর, মুক্তি দাও। কবিপ্র। ক্রি। [ক্রি।

উধারল—উদ্ধার করিল। প্রাঃ কবিপ্র।

উধো—উদো, কোন অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি। বাং। বি। **উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে**—একজনের প্রাপ্য লাভ, লোকসান, পাপ, অপরাধ, দায় বা ভার অপরকে দেওয়া বা অপরের কাঁধে চাপান।

উন—১। অল্প, কম। 'উন'-শব্দজ। বিণ। ২। মেষলোম, পশম। 'ঊর্ণা'-শব্দজ। বি।

উনকুটি, উনকুটি-চৌষট্টি—সম্পূর্ণ, প্রায় কিছুই বাদ পড়ে না এরূপ ('—আয়োজন,' '—সংগ্রহ'); তন্নতন্ন। গ্রাম্য। বিণ।

উনন, উনান, উনুন—১। চুল্লী, চুলা। 'উদধ্মান'-শব্দজ। বি। ২। দ্রবকরণ; গলান। বাং ক্রি।

উননমুখী—উনানমুখী (তাহা দ্রঃ)।

উননমুখো—পোড়ারমুখো। উনন মুখে যাহার, বহুব্রী। গ্রাম্য গালি। বিণ।

উনপাঁজুরে—উনপাজুরে' দ্রঃ।

উনবুক—ভীরুতা; কাপুরুষতা। উন (<উন =কম) বুক (সাহস), কর্ম্মধা। কবিপ্র। বি।

উনমত, -মতি—জ্ঞানহীন, জ্ঞানশূন্য; পাগল। 'উন্মত্ত'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উনমাতই—উন্মত্ত করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উনাইল—গলাইয়া ফেলিল, সিদ্ধ করিল।

উনান—'উনন' দ্রঃ।

উনানমুখী—(স্ত্রীলোকদিগের গালিতে) যাহার গণ্ডস্থলদ্বয় এবং ললাটদেশ উচ্চ এরূপ নারী; পোড়ারমুখী, হতভাগী। উনানের ন্যায় মুখ যাহার বা উনান মুখে যাহার, বহুব্রী +ঈ। বাং। বিণ; স্ত্রী।

উনি—(সম্মানসূচক) ঐ ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি; সম্মুখস্থিত লোক; (হিন্দু-রমণীদিগের কথায়) স্বামী; কর্ত্তা। 'অদস্'-শব্দজ। সর্ব্ব।

উনিশ, -শে—'উনিশ', 'উনিশে' দ্রঃ।

উনু—অল্প, কম। 'উন'-শব্দজ। বিণ।

উনুই—উৎস, ঝরণা। বাং। বি।

উনুবুক—ভীরু, সাহসহীন। বাং। বিণ।

উনুয়ান—১। উনান। বি। ২। ক্ষরিত হওয়া, ক্ষীণধারায় নিঃসৃত হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উন্দুর—মূষিক, ইঁদুর। উন্দ্+উর কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

উন্ধধুন্ধ—১। তোলপাড়; তুমুল ঝগড়া; ভীষণ গোলযোগ। বি। ২। ত্বরান্বিত ভাবে, অতিশয় বেগে। ক্রি-বিণ। ৩। ত্বরান্বিত; বেগশালী। বাং প্র। বিণ।

উন্ন—ক্লিন্ন, সিক্ত, আর্দ্র; দয়ালু। উন্দ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উন্নত—তুঙ্গ, উচ্চ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্ফীত; গৌরবান্বিত; প্রশস্ত, উদার; উৎকৃষ্ট। উৎ (উপরি)—নম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উন্নতচিত্ত—উদারচিত্ত, উচ্চহৃদয়, মহামনাঃ। উন্নত চিত্ত যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

উন্নতচেতাঃ (-চেতস্), **-চেতা**—মহামনাঃ, উদারচিত্ত। উন্নত চেতঃ (চিত্ত) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

উন্নতমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—উচ্চহৃদয়, উদারাশয়, মহানুভব। উন্নত মন যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

উন্নতমস্তক—উন্নতশীর্ষ (তাহা দ্রঃ)।

উন্নতশীর্ষ—উচ্চমস্তক; সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাননীয়, গণনীয়। উন্নত (উচ্চ, অতএব সর্ব্বাগ্রে দৃশ্য) শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উন্নতহৃদয়—১। উচ্চমনাঃ, মহাশয়, উদারচিত্ত। উন্নত হৃদয় যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উচ্চ মন, উদার চিত্ত, মহদাশয়। উন্নত হৃদয়, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উন্নতানত—বন্ধুর, উচ্চনীচ, অসমতল। কিয়দংশে উন্নত কিয়দংশে আনত, কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী, —নেতা।

উন্নতি—১। সমৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি, সৌভাগ্য; গৌরব; বৃদ্ধি; উদয়; ঔদ্ধত্য; উচ্চতা। উৎ—নম্+ক্তি ভাববা। ২। (জ্যামিতি) ত্রিভুজের শীর্ষকোণ হইতে ভূমির উপর পাতিত লম্ব বা তাহার দৈর্ঘ্য (altitude). উৎ—নম্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

উন্নতিশীল—বৃদ্ধিশীল, যে বা যাহা নিত্য উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে এরূপ; উদীয়মান। উন্নতিই শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উন্নতিসাধক—উৎকর্ষসম্পাদক, সম্পাদনকারী। উন্নতির সাধক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সাধিকা।

উন্নতিসাধন—শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন, উৎকর্ষসম্পাদন। উন্নতির সাধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উন্নদ্ধ—১। ঊর্দ্ধে বদ্ধ; উৎকট; স্ফীত। উৎ (উপরি)—নহ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। বন্ধন হইতে মুক্ত, পরিত্রাত। উৎক্রান্ত নদ্ধ অর্থাৎ বন্ধনকে, প্রাদি। বিণ। বি—উন্নাহ।

উন্নমন—উত্তোলন, ঊর্দ্ধে ধারণ। উৎ (উপরি) —নম্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উন্নমিত—ঊর্দ্ধীকৃত, উত্তোলিত। উৎ—নম্ +ণিচ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উন্নয়, উন্নায়—উত্তোলন; সাদৃশ্য; উন্নতি; উত্থান। উৎ—নী+অচ্, ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উন্নয়ন—উত্তোলন, উঠান; উন্নতি; অনুমান; তর্ক-বিতর্ক; উদ্ভাবন। উৎ—নী+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উন্নস—যাহার নাসিকা উচ্চ এরূপ। উৎ (উন্নতা) নাসা যাহার, বহুব্রী (নাসা-স্থানে নস)। বিণ।

উন্নাদ—উচ্চরব, উচ্চস্বর, উৎকট শব্দ। উৎ (উচ্চ)—নদ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—উন্নাদী (-দিন্)।

উন্নাভ—১। যাহার নাভি উন্নত এরূপ। বিণ। ২। সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ। উৎ (উন্নত) নাভি যাঁহার, বহুব্রী+অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

উন্নায়—'উন্নয়' দ্রঃ।

উন্নায়ক—উত্তোলক; উত্থাপক; ঊর্দ্ধে স্থাপয়িতা। উৎ—নী+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িকা।

উন্নাহ—উত্তোলনপূর্ব্বক বন্ধন। উৎ (ঊর্দ্ধে) —নহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উন্নিদ্র—নিদ্রারহিত, বিনিদ্র; বিকসিত, প্রস্ফুটিত; সতর্ক। উৎক্রান্ত নিদ্রাকে, প্রাদি। বিণ।

উন্নীত—ঊর্দ্ধে নীত; উন্নতিপ্রাপিত; যাহা উপরে উঠান হইয়াছে এরূপ; তর্কিত; অনুমিত। উৎ—নী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উন্নেতা (উন্নেতৃ)—যে ঊর্দ্ধে লইয়া যায় এরূপ, ঊর্দ্ধে নয়নকারী; উত্থাপক; বিতর্ককারী। উৎ—নী+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

উন্নেয়—উন্নয়নযোগ্য, ঊর্দ্ধে স্থাপনীয়; উত্থাপনীয়; বিভাব্য, বিতর্কণীয়। উৎ—নী+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উন্মগ্ন—জলাদি হইতে উত্থিত। উৎ (উপরি) —মস্জ্ (নিমগ্ন হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উন্মজ্জক—১। উন্মজ্জনকারী, যে জল হইতে উত্থিত হয় এরূপ, জলোপরি ভাসমান। বিণ। স্ত্রী,—জ্জিকা। ২। তাপসবিশেষ [ইঁহারা আকণ্ঠ জলে ডুবাইয়া তপস্যা করেন]। উৎ—মস্জ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উন্মজ্জন—জলাদি হইতে উত্থান, ভাসা। উৎ—মস্জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উন্মত্ত—১। ক্ষিপ্ত, পাগল; বাহ্যজ্ঞানশূন্য; হিতাহিতবিবেচনারহিত; মাতাল। বিণ। ২। ভৈরববিশেষ। উৎ—মদ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ৩। ধুস্তুর, ধুতুরা গাছ। উৎ—মদ+ক্ত করণবা। বি; পুং।

উন্মত্ততা—রোগবিশেষ, ক্ষিপ্ততা, পাগলামি। উন্মত্ত+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উন্মত্তপ্রলাপ—ক্ষিপ্ত ব্যক্তির অর্থহীন বাক্য; ক্ষিপ্তের বাক্যের ন্যায় পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধশূন্য বাক্যাবলী, যা-তা কথান উন্মত্তের প্রলাপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উন্মত্তপ্রায়—ক্ষিপ্তপ্রায়, পাগলের মত। প্রায় উন্মত্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী, –প্রায়া।

উন্মত্তবৎ—পাগলের মত। উন্মত্ত+বতিচ্‌ তুল্যার্থে। অব্য। বিণ।

উন্মথ—বধ, হনন, মারণ। উৎ—মথ্‌ (বধ করা)+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং।

উন্মথন—নিধন, হনন; মন্থন; মর্দ্দন। উৎ—মথ্‌ (বধ করা)+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উন্মথিত—বিলোড়িত; নিহত; মর্দ্দিত; ব্যথিত; অভিভূত। উৎ—মন্থ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উন্মদ—১। উন্মাদগ্রস্ত, পাগল, ক্ষিপ্ত; জ্ঞানশূন্য। উৎ (উদ্গত) মদ (হর্ষ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পাগলামি, ক্ষিপ্ততা। উৎ—মদ্‌+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উন্মদিষ্ণু—উন্মাদযুক্ত, পাগল; মাতাল। উদ্‌—মদ্‌+ইষ্ণু কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

উন্মনাঃ (উন্মনস্‌), **উন্মনা**—উৎকণ্ঠিত-চিত্ত, উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল; উৎসুক; অন্যমনস্ক, আনমনা। উৎ (উৎকণ্ঠিত, চঞ্চল) মনঃ (মনস্‌) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উন্মন্থ, -ন্থন—মথন; হনন; আলোড়ন; আন্দোলন। উৎ—মন্থ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

উন্মাথ—১। মৃগবধোপযুক্ত যন্ত্র, ফাঁদ। উৎ—মথ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। ২। বিলোড়ন; হনন; খেদ। উৎ—মথ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ৩। ঘাতক। উন্মাথ (হনন)+অচ্‌ আছে অর্থাৎ করে অর্থে। বি; পুং।

উন্মাথী (-থিন্‌)—মন্থনকারী; মর্ম্মন্তুদ। উৎ—মথ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –থিনী।

উন্মাদ—১। বায়ুরোগবিশেষ, পাগল হওয়া; হিতাহিতবোধশূন্যতা; মস্তিষ্কবিকৃতি; সাধ্য-অসাধ্য বিবেচনা না করা; গুরু-লঘু সম্বন্ধে জ্ঞানরহিত হওয়া; বাতুলতা; চিত্তবিভ্রম, বুদ্ধিভ্রংশ। উৎ—মদ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ২। উন্মত্ত, পাগল। উন্মাদ (১)+অচ্‌ আছে অর্থে। বিণ।

উন্মাদক—যে বা যাহা উন্মাদ জন্মায় এরূপ, উন্মত্ততাকারী, উন্মাদী; মত্ততাজনক, যাহা মাতাল করিয়া দেয় এরূপ। উৎ—মদ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –দিকা।

উন্মাদকর—উন্মত্ততাজনক, যাহা পাগল করিয়া দেয় এরূপ; মাদক, যাহাতে নেশা হয় এরূপ; যাহা হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করিয়া দেয় এরূপ। উপতৎ; উন্মাদ—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –করী।

উন্মাদগ্রস্ত—ক্ষিপ্ত; জ্ঞানশূন্য। উন্মাদ (১) দ্বারা গ্রস্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

উন্মাদন—১। কন্দর্পের বাণবিশেষ; মদনের পুষ্পধনু। উৎ—মদ্‌+ণিচ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। উন্মত্তকরণ, পাগল করিয়া দেওয়া। উৎ—মদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। যদ্দ্বারা উন্মাদ জন্মে এরূপ, যদ্দ্বারা উন্মত্ত করা যায় এরূপ, উন্মত্ততাকারক। উৎ—মদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা। বিণ। স্ত্রী, –নী।

উন্মাদনা—উন্মাদন, উন্মত্তকরণ; অতিশয় উত্তেজনা। উৎ—মদ্‌+ণিচ্‌+অন ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

উন্মাদপ্রায়—পাগলের মত। প্রায় উন্মাদ (২), সুপ্‌সুপা। বিণ।

উন্মাদাগার—উন্মাদরোগ সারাইবার জন্য গৃহ, পাগলা-গারদ (lunatic asylum)। উন্মাদদিগের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উন্মাদিত—যাহাকে উন্মত্ত করা গিয়াছে এরূপ, উন্মত্তীকৃত। উৎ—মদ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উন্মাদিনী—১। উন্মাদরোগগ্রস্তা, ক্ষিপ্তা, পাগলী। উন্মাদ (১)+ইন্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। ২। উন্মত্ততাকারিণী, উন্মাদিকা। উৎ—মদ্‌+ণিচ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

উন্মাদী (-দিন্‌)—১। উন্মাদযুক্ত, উন্মত্ত। উন্মাদ+ইন্‌ আছে অর্থে। ২। উন্মাদক, উন্মত্ততাজনক। উৎ—মদ্‌+ণিচ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

উন্মান—১। পরিমাণবিশেষ, দ্রোণপরিমাণ। উৎ—মা+অনট্‌ ভাববা। ২। তোলা বা ভরি প্রভৃতি পরিমাণসাধক দ্রব্য। উৎ—মা+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

উন্মার্গ—১। অসৎপথ; গর্হিত আচরণ। উৎ (উৎসৃষ্ট অর্থাৎ পরিত্যক্ত) মার্গ, প্রাদি। বি; পুং। বিণ, –র্গীয়। ২। কুপথগামী। উৎক্রান্ত মার্গকে (অর্থাৎ সাধুপথকে), প্রাদি। বিণ।

উন্মার্গগামী (-গামিন্‌)—কুপথগামী; অসদাচারী। উপতৎ; উন্মার্গ (১)—গম্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –গামিনী। বি, –গামিতা।

উন্মার্গবর্ত্তী (-র্ত্তিন্‌), **-বর্ত্তী, -বৃত্তি**—কুপথস্থিত; দুর্বৃত্ত। উপতৎ; উন্মার্গ—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে, উন্মার্গ বৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উন্মার্গী (-র্গিন্‌)—অসৎপথগামী, কুপথ-গত। উন্মার্গ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –র্গিণী।

উন্মার্জ্জ(র্জ)ন—ধৌত করণ; দূরীকরণ। উৎ—মৃজ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উন্মিত—পরিমিত, যাহার পরিমাণ করা হইয়াছে এরূপ। উৎ—মা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উন্মিষিত—উন্মীলিত, বিকসিত; কিঞ্চিৎ প্রকাশিত। উৎ—মিষ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উন্মিষিতযৌবন—১। যৌবনের প্রথমাবস্থা। উন্মিষিত যৌবন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। নবীন যুবা। উন্মিষিত যৌবন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উন্মীলন—বিকাশ, উন্মেষ; উদ্ঘাটন; চোখ খুলিয়া চাওয়া। উৎ—মীল্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উন্মীলিত—বিকসিত; প্রকাশিত; উন্মেষিত; খোলা, উদ্ঘাটিত। উৎ—মীল্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

উন্মীলিতনেত্র—১। উন্মুক্ত চক্ষু, খোলা চোখ। উন্মীলিত নেত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যে সমস্তই দেখিতে পাইতেছে এরূপ। উন্মীলিত নেত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উন্মুক্ত—খোলা; খালাস পাওয়া; বন্ধন-রহিত; অবারিত। উৎ—মুচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উন্মুক্তি—বন্ধনরাহিত্য, খালাস। উৎ—মুচ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উন্মুখ—ঊর্দ্ধমুখ, যে মুখ তুলিয়া রহিয়াছে এরূপ; উদ্যত, ব্যগ্র; উৎসুক; উদ্যুক্ত। উন্নমিত মুখ যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –খা, –খী।

উন্মুখতা—উন্মুখ হওয়া, উদ্যত হওয়া; প্রকাশ পাওয়া; উদ্যুক্ত থাকা। উন্মুখ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উন্মুদিত—অতি প্রফুল্ল। উৎ-মুদ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উন্মুদ্র—বিকসিত; প্রকাশিত; মুদ্রারহিত। উৎক্রান্ত মুদ্রাকে, প্রাদি; অথবা, উৎ (উদ্গতা) মুদ্রা যাহার বহুব্রী। বিণ।

উন্মূলক—উৎপাটক, উৎপাটনকর্ত্তা; সমূলে নাশক। উৎ—মূলি (নামধাতু)+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –লিকা।

উন্মূলন—উৎপাটন; সমূলে বিনাশকরণ, নির্ম্মূল করা। উৎ (উপরি)—মূলি (নামধাতু)+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উন্মূলয়িতা (-য়িতৃ)—উন্মূলনকারী, উৎপাটক। উৎ—মূল্‌+ণিচ্‌ (=মূলি নামধাতু)+তৃচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –য়িত্রী।

উন্মূলিত—সমূলে উৎপাটিত, উপড়ান; সমূলে বিনাশিত। উৎ—মূলি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উন্মৃষ্ট—পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত, বিমলীকৃত। উৎ—মৃজ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উন্মেষ—প্রকাশ, উদয়; চোখ খোলা, উন্মীলন। উৎ—মিষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উন্মেষিত—উন্মীলিত; প্রকাশিত। উন্মেষ+ইতচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

উন্মোচন—মোচন, খোলা; বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া; কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া; উদ্ধার; ছিনাইয়া লওয়া। উৎ—মুচ্‌ (মোচন করা)+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উন্মোচিত—যাহার উন্মোচন করা হইয়াছে এরূপ, উদ্ঘাটিত। উৎ (উপরি)—মুচ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপ—আধিক্য হীনতা আসন্নতা সামীপ্য সাদৃশ্য আরম্ভ সামর্থ্য ভূষণ দোষাখ্যান দান মারণ ইচ্ছা ব্যাপ্তি আশ্চর্য্যকরণ পূজা তিরস্কার আনুকূল্য উদ্যোগ নিদর্শন ইত্যাদি-বাচক উপসর্গ। বপ্+ক কর্তৃবা। অব্য।

উপকণ্ঠ—১। গ্রামান্ত; নগরান্ত; অশ্বগতি-বিশেষ, আস্কন্দিতগতি। উপগত কণ্ঠ (সামীপ্য) যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। নিকট, সমীপ; কণ্ঠাসক্ত, কণ্ঠলগ্ন। উপগত কণ্ঠকে, প্রাদি। বিণ।

উপকণ্ঠবাসী (-বাসিন্)—সমীপে অবস্থান-কারী; গ্রাম বা নগরের সীমান্তবাসী। উপতৎ; উপকণ্ঠ—বস্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাসিনী।

উপকণ্ঠীয়—গ্রামের সীমান্তীয়; সমীপস্থ। উপকণ্ঠ+ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ।

উপকথা—আখ্যায়িকা; পাঠকদিগের চিত্ত-রঞ্জনার্থ কল্পিত গল্প; উপন্যাস। উপ (অর্থাৎ উপমিতা) কথা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপকরণ—১। নির্ম্মাণ-সামগ্রী, অঙ্গদ্রব্য, আনুষঙ্গিক বিষয়সকল, উপাদান; রাজাদিগের ছত্রচামরাদি চিহ্ন। উপ (সাহায্য)—কৃ (করা)+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ,—ণীয়, ঔপকরণিক। ২। উপকার। উপ—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত,—কারক।

উপকর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা**—উপকারকর্তা, উপকারী। উপ—কৃ+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী। বি,—কর্তৃত্ব, —কৃতি, —কার।

উপকল্পন—সম্পাদন; আয়োজন। উপ—কল্পি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপকল্পনা—পরিবেষণ; খাদ্য রাখা। উপ—কল্পি+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপকল্পিত—আহৃত; পরিবেষিত; সম্পাদিত; ন্যস্ত; উপহৃত; ভূষিত। উপ—কল্পি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপকার—১। হিত; অনুগ্রহ; আনুকূল্য, সাহায্য; ফল; প্রয়োজন; উপকৃতি। উপ—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বিণ,—কৃত,—কারী(-রিন্),—কারক। ২। প্রকীর্ণ কুসুমাদি। উপ—কৄ (বিক্ষেপ করা)+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

উপকারক—হিতকর্তা, উপকারী, যে উপকার করে। উপ—কৃ+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিকা। বি,—কার।

উপকারিকা—১। উপকারকর্ত্রী। উপ-কারক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং,—কারক। ২। রাজবাটী; পটভবন, তাঁবু; রাজার বাসযোগ্য গৃহ; ধান্যরক্ষণস্থান, গোলা। উপ—কৃ+ঘঞ্ অধিবা+কন্ স্বার্থে+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। ৩। পিষ্টকবিশেষ। উপ—কৃ+ঘঞ্ করণবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপকারিতা—উপকার, কল্যাণ, সাহায্য; উপযোগিতা। উপকারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—কারী।

উপকারী (-কারিন্)—উপকারক; উপ-যোগী। উপ—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী। বি,—কারিতা, —কার।

উপকার্য্য(র্য)—যাহার উপকার করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। উপ—কৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা, যোগ্যার্থে। বিণ।

উপকার্য্যা(র্যা)—১। রাজার বাসযোগ্য গৃহ; কৃত্রিম গৃহ, তাঁবু, পটভবনাদি; গোলা, মরাই। বি; স্ত্রী। ২। উপকর্তব্যা, উপকার-যোগ্যা। উপ—কৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উপকুম্ভ—নিকট, সমীপ; কুম্ভের সমীপ। কুম্ভের সমীপ, অব্যয়ী। অব্য বা বি. ক্লীব।

উপকূপ—১। কূপসমীপে, কূপের নিকটে। কূপের সমীপে, অব্যয়ী। অব্য, ক্রি-বিণ। ২। কূপসমীপে খাত জলাশয়; চৌবাচ্চা। উপমিত কূপসহ, প্রাদি। বি; পুং। **উপ-কূপ জলাশয়**—পশুগণের পানার্থ উদ্ধৃত জল রাখিবার জন্য কূপসমীপস্থ শিলাদিনিবদ্ধ স্থান, চৌবাচ্চা।

উপকূল—বেলাভূমি, সমুদ্রতীরবর্তী ভূপ্রান্ত-ভাগ। উপগত কূলকে, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপকূল-বাণিজ্য—একই উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে বাণিজ্য কার্য্য (coasting-trade). উপকূলের বাণিজ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উপকৃত—যাহার উপকার করা হইয়াছে এরূপ; বাধিত; অনুগৃহীত। উপ—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,—কৃতা। বি,—কৃতি,—কার।

উপকৃতি—উপকার। উপ—কৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—কৃত, —কার্য্য, —করণীয়।

উপকেশ—কল্পিত কেশ, পরচুলা। উপ (সদৃশ) কেশ, প্রাদি। বি; পুং। বিণ—ঔপকেশিক।

উপক্রন্তা (-ক্রন্তৃ)—উপক্রমকর্তা, আরম্ভ-কর্তা। উপ (প্রথম)—ক্রম্ (গমন করা)+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ক্রন্ত্রী।

উপক্রম—আরম্ভ; সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক আরম্ভ; বশীকরণ; ধর্ম্মাদি দ্বারা ভৃত্য-পরীক্ষা; চিকিৎসা; গমন; উপায়; উদ্যম। উপ—ক্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ক্রান্ত।

উপক্রমণিকা—প্রথম সূত্রপাত, ভূমিকা, উপস্থিত বিষয়ের সংক্ষেপে অভিপ্রায়-প্রদর্শন (introduction). উপ—ক্রম্+অনট্ ভাববা+কন্ স্বার্থে+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। বি; স্ত্রী।

উপক্রমণী—উপক্রমণিকা (তাহা দ্রঃ)। উপ—ক্রম্+অনট্ ভাববা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উপক্রমণীয়—যাহার উপক্রম করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। উপ—ক্রম্ (আরম্ভ করা)+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ক্রম।

উপক্রমমাণ—যে আরম্ভ করিতেছে এরূপ, আরভমাণ। উপ—ক্রম্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

উপক্রান্ত—১। যাহার আরম্ভ করা হইয়াছে এরূপ, আরব্ধ। উপ—ক্রম্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যে আরম্ভ করিয়াছে এরূপ; উদ্যত; উদ্যোগী। উপ—ক্রম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—ক্রম, —ক্রান্তি।

উপক্রিয়া—উপকার। উপ—কৃ+শ ভাববা +আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ,—কৃত।

উপক্রোশ—১। নিন্দা, অপবাদ। উপ—ক্রুশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ক্রুষ্ট। ২। আসন্নক্রোশ। উপগত ক্রোশকে, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী,—ক্রোশা। ৩। ক্রোশ-সমীপে। ক্রোশের সমীপে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

উপক্রোশক, -ক্রোষ্টা (-ক্রোষ্টৃ)—১। নিন্দক, তিরস্কারক। বিণ। স্ত্রী,—ক্রোশিকা,—ক্রোষ্ট্রী। ২। গর্দ্দভ। উপ—ক্রুশ্+ণক, তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

উপক্ষয়—১। অপচয়, হানি। উপ (সমীপ)—ক্ষি (ক্ষয় করা)+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ক্ষীণ। ২। বাসবাটীর নিকটস্থ প্রদেশ। উপ—ক্ষি+অচ্ অধিবা। বি; পুং।

উপক্ষার—ক্ষারযুক্ত উদ্ভিদ্‌পদার্থ বিশেষ (alkaloid). উপমিত ক্ষারসহ, প্রাদি। বি; পুং।

উপক্ষীণ—অপচয়প্রাপ্ত, হানিগ্রস্ত; বাস-স্থানের নিকটস্থ। উপ—ক্ষি+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—ক্ষয়।

উপক্ষেপ—উল্লেখ, প্রস্তাব; আক্ষেপ; (নাট্য) ইতিবৃত্তের উল্লেখ। উপ—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ক্ষিপ্ত,—ক্ষেপণীয়।

উপক্ষেপণ—(স্মৃতি) শূদ্রস্বামিক অন্নের ব্রাহ্মণগৃহে পাকার্থ সমর্পণ। উপ (সমীপ)—ক্ষিপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপগত—১। স্বীকৃত; লব্ধ; জ্ঞাত। উপ—গম্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। আসক্ত, অনুরক্ত; মৈথুনব্যাপৃত; আগত; সন্নিহিত; প্রাপ্তি-সূচক ('—পত্র', '—রসিদ')। উপ—গম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—উপগম।

উপগতি—উপগম (তাহা দ্রঃ)। উপ—গম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উপগন্তা (-ন্তৃ)—লাভকারী; অঙ্গীকারক; জ্ঞাতা; মৈথুনকারী। উপ—গম্+তৃচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গন্ত্রী।

উপগম—স্বীকার; ঘটনা; উপস্থিতি; প্রাপ্তি; লোভ; জ্ঞান; আসক্তি; বিশেষ হইতে সামান্য সিদ্ধান্তে গমন (induction).

উপ—গম্‌+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —গত।

উপগমন—নিকটে গমন; লাভ; অনুষ্ঠান; জ্ঞান; মৈথুন। উপ—গম্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপগম্য—লভ্য; মৈথুনযোগ্য; অনুষ্ঠেয়; নিকটে গন্তব্য। উপ—গম্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উপগা, -গাতা (-গাতৃ)—যজ্ঞকার্য্যে উদ্গাতার নিকটে গানকারী ঋত্বিগ্‌বিশেষ। উপ—গৈ+কিপ্‌, তৃচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উপগান—স্তব; গানের সুরের আলাপ; রাগসংলাপন। উপ—গৈ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—গীত।

উপগামী (-গামিন্‌)—জ্ঞাতা; অঙ্গীকারক; অনুষ্ঠাতা; মৈথুনকারী; নিকটে গমনকারী। উপ—গম্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

উপগিরি—১। কৃত্রিম পাহাড়, ছোট পাহাড়। উপ (হীন) গিরি, প্রাদি। বি; পুং। ২। পর্ব্বতসমীপে। গিরির সমীপে, অব্যয়ী। অব্য; ক্রি-বিণ। ৩। গিরিসমীপবর্ত্তী। উপগত গিরিকে, প্রাদি। বিণ।

উপগীত—সমীপে গীত; স্তুত; কীর্ত্তিত। উপ—গৈ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপগীতি—একপ্রকার ছন্দঃ, আর্য্যাচ্ছন্দোবিশেষ। গীতির সদৃশী, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপগুপ্ত—১। গূঢ়; সুরক্ষিত। উপ—গুপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

উপগুরু—গুরুস্থানীয় ব্যক্তি; গৃহশিক্ষক; গুরুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য্যকারী ব্যক্তি, গুরু-কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইবার পর যাঁহার নিকট উপদেশাদি গ্রহণ করা যায় তিনি। উপ (সদৃশ) যে গুরু, প্রাদি। বি; পুং।

উপগুহ—১। গুহার সমীপে। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ২। গুহায় উপস্থিত, গুহাগত। উপগতা গুহাকে, প্রাদি। বিণ।

উপগূঢ়—আলিঙ্গিত; গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন, লুকান। উপ—গুহ্‌ (গোপন করা, আলিঙ্গন করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপগূহন—আলিঙ্গন, আশ্লেষগ্রহণ; গোপন। উপ—গুহ্‌+অনট্‌ ভাববা (উ-কার দীর্ঘ)। বি; ক্লীব। বিণ,—গূঢ়।

উপগূহ্য—আলিঙ্গনীয়, আলিঙ্গনযোগ্য; গ্রাহ্য। উপ—গুহ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা (উ-কার দীর্ঘ)। বিণ।

উপগৃহীত—অনুগৃহীত। উপ—গ্রহ্‌+ক্ত [কর্ম্মবা। বিণ।

উপগ্রহ—১। কারাবন্ধন; উপরোধ, প্রার্থনা; আনুকূল্য; উপযোগ্য। উপ (নিকট)—গ্রহ্‌+অপ্‌ ভাববা। ২। (জ্যোতিষ) অনুষঙ্গী গ্রহ, প্রধান গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী জ্যোতিষ্ক [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। উপ (নিকৃষ্ট) গ্রহ, প্রাদি। বি; পুং। বিণ,—গ্রহীয়। ৩। কারারুদ্ধ, বন্দী। উপ—গ্রহ্‌+অপ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং বা বিণ।

উপগ্রহণ—সংস্কারপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন; গুরুর নিকট হইতে পাঠগ্রহণ; বন্দীকরণ; বাজেয়াপ্তকরণ (confiscation). উপ—গ্রহ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—গৃহীত।

উপগ্রাহ্য—উপঢৌকন, উপায়ন, ভেট, ডালি। উপ—গ্রহ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

উপঘাত—আঘাত; ক্ষতি: বিনাশ, ধ্বংস; বিকলতা, বিকৃতি; পীড়া, রোগ। উপ (অধিক)—হন্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—হত, ঔপঘাতিক।

উপঘাতক—বিনাশক; ক্ষতিকারক; পীড়ক। উপ—হন্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ; পুং বা ক্লীব। স্ত্রী,—ঘাতিকা। বি,—ঘাত,—হনন।

উপঘুষ্ট—প্রতিশব্দিত, যাহার সম্বন্ধে ঘোষণা করা হইয়াছে। উপ—ঘুষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপঘোষণ—উদ্ঘোষণ; আওয়াজ দ্বারা জানান। উপ—ঘুষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপঘ্ন—১। আশ্রয়, অবলম্বন। উপ—হন্‌ (গমন করা)+ক কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। আসন্ন, সমীপস্থ। উপ—হন্‌ (গমন করা)+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

উপচক্ষুঃ (-চক্ষুস্‌), **-চক্ষু**—১। চক্ষুর নিকট। চক্ষুর ('চক্ষুস্‌'-শব্দ) নিকটে, অব্যয়ী। অব্য। ২। উপনেত্র, চশমা। উপমিত চক্ষুর সহিত, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপচয়—১। বৃদ্ধি; মূল্যবৃদ্ধি; মূল্যবান্‌ জ্ঞান (appreciation); উন্নতি; পুষ্টি; আধিক্য; সংগ্রহ; সমূহ। উপ—চি+অচ্‌ ভাববা। ২। (জ্যোতিষ) রাশিচক্রে জন্মলগ্নের তৃতীয় ষষ্ঠ দশম ও একাদশ স্থান। উপ—চি+অচ্‌ অধিবা। বি; পুং। বিণ,—চিত।

উপচর—১। উন্নতি; আধিক্য; পুষ্টি; সংগ্রহ; সমূহ। উপ (সমীপ)—চর্‌+ক ঘঞর্থে ভাববা। ২। (জ্যোতিষ) লগ্নের ৩য় ৬ষ্ঠ ১০ম ও ১১শ স্থান। উপ—চর্‌+ক ঘঞর্থে অধিবা। বি; পুং। বিণ,—চরীয়, ঔপচরিক। ৩। চরের নিকট, দূতের সমীপ। চরের সমীপে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ বা বি; ক্লীব।

উপচরিত—সেবিত, শুশ্রূষিত; উপচারপ্রাপ্ত; আরোপিত, লক্ষণা দ্বারা বোধিত। উপ—চর্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপচর্ম্ম (-র্ম্মন্‌), **-চর্ম**—(শারীরবিদ্যা) মূলচর্ম্মের উপরিস্থ সূক্ষ্মচর্ম্ম; মুনছাল (epidermis). উপ (হীন) চর্ম্ম, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপচর্য্যা(র্যা)—পরিচর্য্যা, সেবা, শুশ্রূষা; চিকিৎসা। উপ—চর্‌+ক্যপ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

উপচা, -চান—উপচিত হওয়া, বাড়িয়া উঠা; উচ্ছ্বসিত হওয়া; ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া উঠা; অতিরিক্ত হওয়া। 'উপ—চি'-ধাতুজ। ক্রি।

উপচাপ—(জ্যামিতি) বৃত্তের পরিধির অসমান দুই ভাগের মধ্যে ক্ষুদ্র ভাগ। উপ (হীন) চাপ (arc), প্রাদি। বি; পুং।

উপচায্য—সংস্কৃত অগ্নি, যজ্ঞাগ্নি। উপ—চি+ণ্যৎ কর্ম্মবা, (নিপাতনে)। বি; পুং।

উপচার—শুশ্রূষা; সম্মান; উপকরণ; চিকিৎসা; ব্যবসায়; একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ; উৎকোচ; সজ্জা; ব্যবহার; লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধ; প্রবঞ্চনা, ছল, চাতুরী, মিথ্যাবাক্য; ধর্ম্মানুষ্ঠানমাত্র। উপ—চর্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—চরিত, ঔপচারিক।

উরচারশালা—শুশ্রূষা চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের গৃহ। উপচারের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী। **উপচারশালা বরিষ্ঠ পরিষেবিকা**—উপচারশালার প্রধান শুশ্রূষাকারিণী (Staff Nurse).

উপচারী (-চারিন্‌)—পরিচারক। উপ—চর্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী।

উপচিকীর্ষা—উপকার করিবার ইচ্ছা, পরের দুঃখ-দূরীকরণের অভিলাষ। উপ (সাহায্য)—কৃ+সন্‌ ইচ্ছার্থে (=উপচিকীর্ষ্‌ ধাতু)+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ,—চিকীর্ষু।

উপচিকীর্ষু—উপকার করিতে ইচ্ছুক, পরহিতেচ্ছু। উপ—কৃ+সন্‌ ইচ্ছার্থে (=উপচিকীর্ষ্‌ ধাতু)+উ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—চিকীর্ষা।

উপচিত—সমৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; সঞ্চিত; দগ্ধ; নির্ম্মিত; সমাহিত; লেপাদি দ্বারা বর্দ্ধিত; পরিপুষ্ট। উপ—চি+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি,—চিতি,—চয়।

উপচিতি—উৎকর্ষ; বৃদ্ধি; সঞ্চয়; নির্ম্মাণ; (দেহতত্ত্ব) জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ গঠনমূলক প্রক্রিয়াবিশেষ (anabolism). উপ—চি+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উপচিত্র—ছন্দোবিশেষ [ইহা একাদশাক্ষর ও ত্রিষ্টুভ্‌জাতীয়। ইহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও একাদশ বর্ণ গুরু। যথা,—"বল না বল না বল না সখে"—ইহাতে এইরূপ চারিটি চরণ থাকে]; অর্দ্ধসমজাতীয় ছন্দঃ [ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, একাদশ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও একাদশ বর্ণ গুরু। যথা,—"শুন লো সরলে বসিয়ে সদা, থাক কি কারণ আকুল-পারা"। ইহাতে এইরূপ আরও দুইটি চরণ থাকে।] বি; ক্লীব।

উপচিত্রা—১। উন্দুরপর্ণী, ইন্দুরকানী লতা।

চিত্রা অর্থাৎ বর্গকে উপগতা, প্রাদি। ২। চিত্রানক্ষত্রের সমীপস্থিত স্বাতীনক্ষত্র। চিত্রাকে উপগতা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপচীয়মান—বর্দ্ধমান; যাহা সঞ্চিত হইতেছে এরূপ। উপ—চি+শানচ্ কর্ম্ম-কর্ত্তৃবা। বিণ।

উপচীর্ণ—সেবিত, শুশ্রূষিত; উপচারিত। উপ—চর্+নক্ কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বিণ।

উপচেয়—চয়নীয় (কুসুমাদি)। উপ—চি+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উপচ্ছন্দ, -চ্ছন্দন—প্রার্থনা; অনুরোধ; মন্ত্রণা দেওয়া, ফুস্‌লান। উপ—ছন্দ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

উপচ্ছন্ন—উপাগত; আস্তৃত; আবৃত। উপ—ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপচ্ছায়া—আবছায়া; (পদার্থবিদ্যা) খণ্ডচ্ছায়া, নিবিড় ছায়াময় স্থানের পার্শ্বস্থ অনিবিড় ছায়া (penumbra). উপমিতা ছায়ার সহিত, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপজ—গায়ক বা বাদকদিগের ইচ্ছাধীন রাগানুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তান। বাং প্র। বি।

উপজঠরী (-রিন্)—(জীববিদ্যা) দ্বিতীয়-গর্ভযুক্ত প্রাণী (ক্যাঙ্গারু, ওপসাম ইত্যাদি) (marsupial). উপ (হীন=দ্বিতীয়) জঠর, প্রাদি+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ।

উপজনন—১। উৎপত্তি, উদ্ভব। উপ—জন্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —জাত। ২। উৎপাদন। উপ—জন+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —জনিত।

উপজয়, -জয়ে, উপজে—উৎপন্ন হয়, জন্মে; সংঘটিত হয়। 'উপজাত হয়' ক্রিয়ার সংক্ষেপ। কবিপ্র। ক্রি।

উপজল—উপস্থিত হইল; জন্মিল; ঘটিল। 'উপজাত হইল' ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উপজলা—নিবিষ্টজলা ভূমি; নদীবিশেষ। উপগত জল যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপজল্পী (-জল্পিন্)—অনাহূতভাবে বৃথা জল্পনাকারী। উপ—জল্প+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —জল্পিনী। বি, —জল্পন।

উপজাত—১। উৎপন্ন, উদ্ভূত; দ্রব্যান্তর হইতে উৎপন্ন; সংঘটিত; আবির্ভূত। বিণ। বি, —জনন। ২। (রসায়ন) কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করিবার সময় তৎসঙ্গে অন্য যে বস্তু জাত হয় তাহা (by-product). উপ—জন্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

উপজাতি—১। দুইজাতীয় ছন্দের একত্র সম্মিলনে সৃষ্ট ছন্দোবিশেষ [ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রায় মিলিত, এবং ইন্দ্রবংশা ও বংশস্থবিলমিলিত ছন্দঃই এই নামে সমধিক চলিত]; সঙ্করজাতি; এক জাতি হইতে উৎপন্ন অন্য জাতি; ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায় (subnation); ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের অধিবাসী পাঠান প্রভৃতি। উপমিতা জাতিসহ, অথবা উপ (হীন) জাতি, প্রাদি। বিণ—উপজাতীয়। ২। উৎপত্তি। উপ—জন্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ —উপজাত।

উপজান—উপস্থিত হওয়া; বোধ হওয়া; ঘটা, জন্মা। কবিপ্র। ক্রি।

উপজাপ—ভেদ, বিচ্ছেদ, অনৈক্য: বিরোধ ঘটাইয়া দেওয়া; কুচক্র করা; উপাংশুজপ, গোপন-জপ। উপ—জপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —জপিত, —জাপ্য।

উপজাপক—ভেদকারক, যে বিরোধ ঘটাইয়া দেয় এরূপ। উপ—জপ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —পিকা। বি, —জাপ।

উপজাপ্য—যাহার সহিত বিরোধ ঘটাইয়া দেওয়া উচিত বা আবশ্যক এরূপ। উপ—জপ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উপজায়ল—উপজাত হইল, উপস্থিত হইল; উৎপন্ন হইল; ঘটিল; উৎপাদন করিল, জন্মাইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [ক্রি।

উপজিল—উপজাত হইল, জন্মিল। কবিপ্র।

উপজিহ্বা—১। ক্ষুদ্রজিহ্বা, আলুজিভ্। উপরিস্থিতা জিহ্বা, প্রাদি। ২। একপ্রকার কাকী। উপগতা (উর্দ্ধমুখী) জিহ্বা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপজীবক—জীবিকানির্ব্বাহকারী; অবলম্বনকারী, আশ্রয়কারী। উপ—জীব্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —জীবিকা। বি, —জীবন।

উপজীবন—জীবিকা, জীবনোপায়। উপ—জীব্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

উপজীবিকা—১। জীবিকানির্ব্বাহকারিণী; অবলম্বনকারিণী। উপ—জীব্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জীবনোপায়, যাহা দ্বারা জীবনধারণ করা যায় তাহা। উপ—জীব্+ণিচ্+ণক করণবা+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। বি; স্ত্রী।

উপজীবী (-জীবিন্)—জীবিকাবলম্বী; আশ্রিত। উপ—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —জীবিনী। বি,—জীবিতা।

উপজীব্য—আশ্রয়, জীবনধারণের অবলম্বন, যাহাকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা যায় এমন। উপ—জীব্+ণ্যৎ করণবা। বিণ।

উপজ্ঞা—প্রথম জ্ঞান, উপদেশ ব্যতীত জাত প্রথম জ্ঞান, আদ্য বা সহজাত জ্ঞান (instinct); আদিকথন। উপ—জ্ঞা+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপড়ন, -ড়ান—উচ্ছিন্ন করা, সমূলে তুলিয়া ফেলা। 'উৎপাটন'-শব্দজ। ক্রি।

উপঢৌকন—উপহার, উপায়ন, ডালি; উৎকোচ। উপ (সমীপ)—ঢৌক্ (গমন করা)+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ, —ঢৌকনীয়।

উপতপ্ত—দুঃখিত, কাতর; পীড়িত; উষ্ণ। উপ—তপ্+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি, —তাপ।

উপতপ্তা (-তপ্তৃ)—১। দুঃখকারক, সন্তাপদায়ক। বিণ। স্ত্রী, —তপ্ত্রী। ২। রোগ, পীড়া। উপ—তপ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উপতাপ—পীড়া; সন্তাপ; উত্তাপ; দুঃখ, ক্লেশ, মনস্তাপ; অমঙ্গল, অশুভ। উপ—তপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —তপ্ত, —তাপী (-পিন্)।

উপতাপক—দুঃখকর, ক্লেশকর; পীড়াদায়ক; উত্তাপজনক। উপ—তপ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —তাপিকা। বি,—তাপ।

উপতাপন—১। পীড়ন; ক্লেশদান। উপ—তপ্+ণিচ্+অনট ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —তাপিত। ২। পীড়নকারী; সন্তাপক; ক্লেশদায়ক। উপ—তপ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

উপতাপিত—যাহাকে উপতাপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, সন্তাপিত। উপ—তপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—তাপ।

উপতারা—চক্ষুর তারার চতুর্দ্দিক্‌স্থিত অংশ। উপগতা তারাকে, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপতীর—উপকূল, তীরের সন্নিহিত স্থান। উপগত তীরকে, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপত্বক্ (-ত্বচ্)—উপচর্ম্ম (তাহা দ্রঃ)। বি; স্ত্রী।

উপত্যকা—পর্ব্বতের নিকটস্থ ভূমি; পর্ব্বতের নিম্নদেশস্থিত সমতলভূমি: নদীর উভয়-তীরবর্ত্তী বিস্তৃত সমতল ভূভাগ (valley). উপ্+ত্যকন্ ভবার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপদংশ—১। মদ্যপানকালীন মুখরোচক ভক্ষ্যবস্তু, চাট্; ভক্ষ্যদ্রব্য। উপ—দন্শ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। উপস্থরোগবিশেষ, গরমি-রোগ (syphilis). উপ—দন্শ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উপদংশী (-শিন্)—উপদংশ-রোগগ্রস্ত। উপদংশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —শিনী।

উপদর্শক—১। দ্বারপাল, দ্বারী; অন্যের কার্য্য তত্ত্বাবধানকারী কর্ম্মচারী (overseer). বি; পুং। ২। প্রদর্শক, যে দেখাইয়া দেয় সে। উপ—দৃশ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দর্শিকা। বি,—দর্শন।

উপদর্শন—দেখাইয়া দেওয়া, প্রদর্শন, দেখান। উপ—দৃশ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপদর্শিত—যাহা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে

এরূপ, প্রদর্শিত। উপ—দৃশ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দর্শন।

উপদা—উপায়ন, উপঢৌকন; উৎকোচ, ঘুষ। উপ—দা+অঙ্‌ কর্ম্মবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

উপদানক—উৎকোচ, ঘুষ। উপ—দা+অনট্‌ কর্ম্মবা+কন্‌ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

উপদিশ্যমান—যাহাকে বা যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে এরূপ। উপ—দিশ্‌+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

উপদিষ্ট—যাহাকে বা যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, শিক্ষিত; আদিষ্ট; প্রদর্শিত; কথিত। উপ—দিশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দেশ।

উপদীকৃত—যে বস্তুকে উপঢৌকনরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এরূপ; উৎকোচরূপে প্রতিপাদিত। উপদা+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=উপদী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

উপদীক্ষী (-দীক্ষিন্‌)—দীক্ষাপ্রাপ্ত; যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির নিকটস্থ। উপদীক্ষা+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দীক্ষিণী।

উপদুর্গ—দুর্গসমীপস্থ স্থান, দুর্গের নিকটবর্ত্তী স্থল; প্রধান দুর্গের নিকটে বা বহির্ভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র দুর্গ। উপগত দুর্গকে, অথবা, উপ (হীন) যে দুর্গ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপদৃক্‌ (-দৃশ্‌)—উপস্থিত হইয়া দর্শনকারী, উপদ্রষ্টা; তত্ত্বাবধায়ক। উপ—দৃশ্‌+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

উপদেব—যক্ষভূতপ্রেতাদি দেবযোনি; যাঁহার প্রাধান্য নাই এরূপ দেবতা। উপ (হীন) দেব, প্রাদি। বি; পুং। স্ত্রী,—দেবী।

উপদেবতা—যক্ষ ভূত প্রেত প্রভৃতি দেবযোনি। উপ (হীন) দেবতা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপদেশ—১। পরামর্শদান; উদ্দেশ; অনুশাসন; মন্ত্রদান। উপ—দিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—দিষ্ট, —দেশ্য। ২। শিক্ষাবাক্য; প্রবর্ত্তকবাক্য। উপ—দিশ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ৩। নাম, অভিধা। উপ—দিশ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

উপদেশক—হিতশিক্ষক; সৎপরামর্শদাতা; অধ্যাপক। উপ—দিশ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দেশিকা। বি,—দেশ।

উপদেশগর্ভ(র্ব্ভ)—শিক্ষাত্মক, উপদেশপূর্ণ। উপদেশ গর্ভে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উপদেশনীয়, -দেশ্য, -দেষ্টব্য—শিক্ষণীয়, উপদেশ দিবার যোগ্য; অনুশাসনীয়। উপ—দিশ্‌+অনীয়, যৎ, তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

উপদেশমূলক—শিক্ষাগর্ভ, শিক্ষাপ্রদ। উপদেশ মূল যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—মূলিকা।

উপদেশাত্মক—উপদেশগর্ভ (তাহা দ্রঃ)। উপদেশ হইয়াছে আত্মা (অর্থাৎ মূল কথা) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

উপদেশী (-দেশিন্‌)—উপদেষ্টা, উপদেশদাতা। উপ—দিশ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দেশিনী।

উপদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—১। শিক্ষাদাতা, গুরু। বি; পুং। ২। উপদেশক, উপদেশদাতা। উপ—দিশ্‌+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দেষ্ট্রী।

উপদেহ—অঙ্গরাগ। উপ—দিহ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং। বিণ—ঔপদেহিক।

উপদ্বীপ—ক্ষুদ্রদ্বীপ; প্রায় দ্বীপের মত স্থান, দ্বীপসদৃশ স্থান, যে ভূমির প্রায় চতুর্দ্দিকে জল সেই ভূমি (peninsula). উপমিত দ্বীপের সহিত, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপদ্রব—উৎপাত, অত্যাচার, দৌরাত্ম্য; রোগের বিকারবিশেষ। উপ—দ্রু+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—দ্রুত।

উপদ্রবকারী (-কারিন্‌)—অত্যাচারী, দৌরাত্ম্যকারী। উপতৎ; উপদ্রব—কৃ+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

উপদ্রবসূচক—উপদ্রব-প্রকাশক, উৎপাত-প্রকাশক। উপদ্রবের সূচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সূচিকা।

উপদ্রষ্টা (-দ্রষ্টৃ)—দর্শনকারী; উপদর্শক; সাক্ষী। উপ—দৃশ্‌+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দ্রষ্ট্রী। বি,—দর্শন।

উপদ্রুত—১। উপদ্রবগ্রস্ত, অত্যাচারিত। উপ—দ্রু+ক্ত কর্ম্মবা। ২। অস্থির, ব্যাকুল। উপ—দ্রু+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—দ্রব।

উপধর্ম্ম(র্ম)—অপ্রধান ধর্ম্ম; হীনধর্ম্ম; কাল্পনিক ধর্ম্ম; অনীশ্বরে ঈশ্বর জ্ঞান; কুসংস্কার, জঘন্য ধর্ম্ম। উপ (হীন) ধর্ম্ম, প্রাদি। বি; পুং।

উপধা—১। ধর্ম্মাদির উপন্যাস দ্বারা মন্ত্রী প্রভৃতির পরীক্ষা; ছল। উপ—ধা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। ২। (ব্যাকরণ) অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ। উপ—ধা+অঙ্‌ কর্ম্মবা+আপ্‌। ৩। উপায়। উপ—ধা+অঙ্‌ করণবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—ঔপধিক।

উপধাতু—স্বর্ণমাক্ষিক তারমাক্ষিক তুথ (তুঁতে) কাংস্য রীতি (পিত্তল) সিন্দুর ও শিলাজতু—এই সপ্তপ্রকার পদার্থ; শরীরস্থ ধাতুসদৃশ দ্রব্য, স্বেদাদি, স্তনদুগ্ধাদি। উপমিত ধাতুর সহিত, প্রাদি। বি; পুং।

উপধান—১। শিরোধান, বালিশ। উপ—ধা+অনট্‌ অধিবা। ২। ধারণ। উপ—ধা+অনট্‌ ভাববা। ৩। প্রণয়; ব্রতবিশেষ। উপ—ধা+অনট্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

উপধানীয়—উপাধান, বালিশ। উপ—ধা+অনীয় অধিবা। বি; ক্লীব।

উপধাবন—অনুচিন্তন; ভজন; অভিগমন; উপসরণ। উপ—ধাব্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপধায়ক—উৎপাদক; উপযোগী। উপ—ধা+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধায়িকা।

উপধায়ী (-ধায়িন্‌)—উৎপাদক; উপযোগী। উপ—ধা+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধায়িনী। বি,—ধায়িতা।

উপধারা—আইনের কোন ধারার অন্তর্গত বিধান (sub-section). উপ (নিম্ন) ধারা, প্রাদি। বাং প্র। বি।

উপধি—১। ছল, চাতুরী; ভয়। উপ—ধা+কি ভাববা। ২। রথচক্র। উপ—ধা+কি অধিবা। বি; পুং।

উপধূপন—ধূমপ্রয়োগ; গন্ধদ্রব্য বা ঔষধের ধূমপ্রয়োগ (fumigation). উপ—ধূপ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ধূপিত।

উপধূপিত—সন্তাপিত, সন্তাপপ্রাপ্ত; মৃতপ্রায়, আসন্নমরণ, মুমূর্ষু। উপ—ধূপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ধূপন।

উপধৃতি—কিরণ, রশ্মি। উপ—ধৃ+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

উপনগর—১। ছোট শহর। উপমিত নগরসহ, প্রাদি। ২। নগরের প্রান্তস্থিত স্থান, নগরোপকণ্ঠ (suburb). উপগত নগরকে, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপনত—১। সমীপাগত, নিকটস্থিত; উপস্থিত; শরণাগত; প্রাপ্ত, অধিগত। উপ—নম্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—নতি,—নমন। ২। এখনকার মত, উপস্থিত মত। প্রাদে। ক্রি-বিণ।

উপনতি—নমন; উপস্থিতি। উপ—নম্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—নত।

উপনদ—ক্ষুদ্র নদ, অপ্রশস্ত নদ; এক নদের সহিত মিলিত অপর নদ। উপগত নদকে, প্রাদি। বি; পুং।

উপনদী—এক নদীর সহিত মিলিত অন্য নদী, করদনদী (tributary); ছোট নদী। উপ (হীন) নদী, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপনদ্ধ—খচিত (inlaid). উপ—নহ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপনন্দ—১। আনন্দিত। উপ (উপস্থিত) নন্দ (আনন্দ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা নন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; বসুদেবের পুত্র; কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্তের দ্বিতীয় পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। উপ—নন্দ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উপনন্দক—১। আনন্দজনক। উপ—নন্দ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—নন্দিকা। ২। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র; নন্দভ্রাতা; ঊর্ণনাভ। উপনন্দ+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

উপনত্র—উপনত; আনত; উপস্থিত; শরণাগত। উপ—নম্+র কর্ত্তৃবা। বিণ।

উপনয়—১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যজ্ঞসূত্রধারণ, পৈতা হওয়া। উপ—নী+অচ্ করণবা। ২। সমীপে আনয়ন; সমর্পণ; আগমন; ন্যায়ের প্রতিজ্ঞাবিশেষ। উপ (উপরি)—নী+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—নীত,—নেয়।

উপনয়ন—১। পৈতা হওয়া, যজ্ঞোপবীত-সংস্কার [ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন বর্ণ উপনয়ন-সংস্কার করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টম বা অষ্টমবর্ষ, ক্ষত্রিয়ের একাদশবর্ষ এবং বৈশ্যের দ্বাদশবর্ষ উপনয়নের মুখ্য কাল। কিন্তু ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ এবং বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশ বর্ষমধ্যে উপনয়ন হইলে কোন হানি নাই; তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়]। উপ (সমীপ)—নী+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ২। উপস্থিতি; নিকটে আনা; লাভ। উপ—নী+অনট্ ভাববা। ৩। চশমা। উপগত নয়নকে, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপনাম (-নামন্)—১। কল্পিত নাম, কৃত্রিম নাম। উপকল্পিত নাম, প্রাদি। ২। উপাখ্যা, উপাধি। উপগত নামকে, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপনায়—১। উপনয়নসংস্কার। উপ—নী+ঘঞ্ করণবা। ২। উপনয়নার্থ আচার্য্যের নিকটে আনয়ন। উপ—নী+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উপনায়ক—১। নায়কসহায়, নায়কের পরিপোষক। উপগত নায়ককে, প্রাদি। ২। হীননায়ক; উপপতি। উপ (হীন) নায়ক, প্রাদি। বি; পুং। স্ত্রী,—নায়িকা।

উপনায়ন—যজ্ঞসূত্রধারণ-সংস্কার, বৈদিক-দীক্ষা; আগমন। উপ—নী+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—নায়িত।

উপনাহ—১। বন্ধন। উপ—নহ্ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ভাববা। ২। বীণাদির নিম্নভাগে যে স্থলে তন্ত্রীসকল সম্বদ্ধ থাকে তাহা। উপ—নহ্+ঘঞ্ অধিবা। ৩। প্রলেপ, ব্রণ প্রভৃতির উপশমনার্থ লেপনদ্রব্য। উপ—নহ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। বিণ—ঔপনাহিক।

উপনিক্ষেপ—ন্যাস, গচ্ছিত রাখা। উপ—নি—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ক্ষিপ্ত।

উপনিধান—'উপনিক্ষেপ' (সকল অর্থে)। উপ—নি—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—নিহিত,—নিধেয়।

উপনিধি—১। বসুদেবের পুত্র (ভদ্রাগর্ভসম্ভূত)। উপ—নি—ধা+কি কর্ত্তৃবা। ২। ন্যাস, গচ্ছিত রাখা। উপ—নি—ধা+কি ভাববা। বি; পুং। বিণ—ঔপনিধিক।

উপনিপাত—সমীপে আগমন; হঠাৎ আগমন। উপ—নি—পত্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উপনিবদ্ধ—নিবেশিত, সংস্থাপিত; সম্পাদিত। উপ—নি—বন্ধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপনিবন্ধ—১। প্রতিজ্ঞাসময়। উপ—নি—বন্ধ্+ঘঞ্ অধিবা। ২। নিবেশন, সংস্থাপন; সম্পাদন। উপ—নি—বন্ধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—বদ্ধ।

উপনিবন্ধন—সম্পাদন, সাধন; নিবেশন, সংস্থাপন। উপ—নি—বন্ধ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—বদ্ধ।

উপনিবিষ্ট—প্রতিষ্ঠিত; অধিষ্ঠিত; কৃতোপনিবেশ। উপ—নি—বিশ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—নিবেশন।

উপনিবেশ—ভিন্নদেশবাসী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত দেশ বা স্থান, বাণিজ্যাদির নিমিত্ত ভিন্নদেশ হইতে লোক আসিয়া যে স্থানে বাস করে, সেই স্থান (colony). উপ—নি—বিশ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং। বিণ,—বেশীয়, ঔপনিবেশিক।

উপনিবেশিত—যাহাকে উপনিবেশে বাস করান গিয়াছে এরূপ। উপ—নি—বিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি,—বেশন, —বেশ।

উপনিমন্ত্রণ—আবশ্যক কর্ম্মে প্রবর্ত্তন, নিয়োগকরণ। উপ—নি—মন্ত্র্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—নিমন্ত্রিত, —নিমন্ত্রণীয়।

উপনির্গম—১। নির্গমনপথ। উপ—নির্—গম্+অপ্ করণবা। ২। নির্গমন। উপ—নির্—গম্+অপ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —নির্গত।

উপনিষৎ (-নিষদ্)—বেদশিরোভাগ, বেদান্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, জ্ঞানকাণ্ড [উপনিষদ্‌বিদ্যা আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত। উপনিষদের প্রভাবে পরব্রহ্ম বিশ্বেশ্বরের প্রাপ্তি ঘটে, এবং ইহা দ্বারা ব্রহ্মের আত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত ইহাকে উপনিষদ্ বলে। ইহা দর্শনশাস্ত্রের প্রধান মূল এবং আর্য্যশাস্ত্রের ভূষণস্বরূপ। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। প্রত্যেক বেদের উপনিষৎ স্বতন্ত্র। এক অথর্ব্ববেদেরই উপনিষৎসংখ্যা দুইশত পঁয়ত্রিশ]; বিদ্যা; ধর্ম্ম; সত্য; বিজনস্থান; সমীপস্থান; তত্ত্ব। উপ—নি—সদ্+কিপ্ অধিবা। বি; স্ত্রী। বিণ, —নিষদীয়, ঔপনিষদিক।

উপনিষ্কর—নগরের পথ; রাজপথ। উপ—নির্—কৃ+অপ্ করণবা। বি; ক্লীব।

উপনিষ্ক্রমণ—১। রাজপথ। উপ—নির্—ক্রম্ (গমন করা)+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব। ২। নিষ্ক্রমণ-নামক সংস্কারবিশেষ। উপ—নির্—ক্রম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—নিষ্ক্রান্ত।

উপনিহিত—যাহা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে এরূপ, ন্যস্ত। উপ—নি—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—নিধান।

উপনীত—১। যাহার উপনয়নসংস্কার হইয়াছে এরূপ; সমীপে আনীত; উপায়নীকৃত; উপহার স্বরূপ প্রদত্ত। উপ—নী+ক্ত কর্ম্মবা। ২। সমাগত, উপস্থিত। উপ—নী+ক্ত কর্ম্ম-কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—নীতি, —নয়, —নয়ন।

উপনীতি—উপনয়ন; আগমন। উপ—নী+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উপনেতা (-নেতৃ)—আনয়নকারী, আনেতা; উপনয়নকর্ত্তা; উপায়নদাতা; উপহারদাতা; প্রাপক; উপনায়ক। উপ—নী+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—নেত্রী। বি, —নেতৃত্ব, —নয়ন।

উপনেত্র—চশমা। নেত্রকে উপগত, অথবা, উপমিত নেত্রের সহিত, প্রাদি। বি; ক্লীব। বিণ—ঔপনেত্রিক।

উপন্যস্ত—বিন্যস্ত, গচ্ছিত; আবদ্ধ; উল্লিখিত; দত্ত। উপ—নি—অস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ন্যাস।

উপন্যাস—১। বাক্যারম্ভ; উল্লেখ; দান। উপ—নি—অস্+ঘঞ্ ভাববা। ২। প্রস্তাব; দৃষ্টান্ত; মিথ্যা বচনবিন্যাস; শ্রোতা বা পাঠকদিগের চিত্তবিনোদনার্থ কল্পিত বৃত্তান্ত, নভেল, উপকথা। উপ—নি—অস্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—উপন্যাসীয়, ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসকার—উপকথার রচনাকর্ত্তা, কল্পিত গল্পের লেখক। উপাতৎ; উপন্যাস—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—কারী (অপ্রঃ)।

উপন্যাসমূলক—কল্পনাত্মক; গল্পাত্মক। উপন্যাস মূলে যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—মূলিকা।

উপন্যাসরচয়িতা (-য়িতৃ), **-লেখক**—গল্পলেখক, উপকথার রচনাকর্ত্তা। উপন্যাসের রচয়িতা, লেখক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—রচয়িত্রী, —লেখিকা।

উপন্যাসিকা—ক্ষুদ্র উপন্যাস, সংক্ষিপ্ত উপকথা। উপন্যাস+কন্ অল্পার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপপতি—পতি ভিন্ন যে পুরুষের প্রতি স্ত্রী অনুরক্তা হয় সেই পুরুষ, জার, গুপ্তপতি। উপমিত পতিসহ, বা, উপ (হীন) যে পতি, প্রাদি। বি; পুং। স্ত্রী,—পত্নী।

উপপত্তি—উৎপত্তি; ব্যুৎপত্তি; সঙ্গতি, সংস্থান; মীমাংসা; প্রকরণপ্রতিপাদ্যার্থ-সাধন; যুক্তি; সিদ্ধান্ত; সিদ্ধি; (গণিত) সপ্রমাণকরণ (proof). উপ—পদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—পন্ন।

উপপত্তিমান্ (-মৎ)—যুক্তিযুক্ত, যুক্তি-

সঙ্গত; প্রমাণবিশিষ্ট, সপ্রমাণ; মীমাংসিত। উপপত্তি + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী, –মতী।

উপপত্নী—বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন যে নারীর প্রতি পুরুষ অনুরক্ত হয় সেই নারী, উপস্ত্রী। উপমিতা পত্নীসহ, বা, উপ (হীন) পত্নী, প্রাদি। বি; স্ত্রী। পুং, –পতি।

উপপত্র—(উদ্ভিদ্বিদ্যা) (মটর প্রভৃতি গাছের) প্রত্যেকটি পাতার গোড়ায় বোঁটার দুইদিকে ফলকের মত যে একজোড়া পাতা থাকে তাহা (stipules). উপ (হীন) পত্র, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপপথ—১। শাখা-পথ, ফেঁকড়া রাস্তা। পথকে (পথিন্) উপগত, প্রাদি + অ সমাসান্ত। ২। অসৎপথ, কুপথ; গুপ্তপথ। উপেক্ষিত পন্থা (পথিন্), প্রাদি + অ সমাসান্ত। বি; পুং।

উপপদ—পদের নিকটস্থ পদ; পূর্ব্বপদ; অপ্রধান পদ; উপাধি; (ব্যাকরণ) কৃৎ-প্রত্যয়াদির নিমিত্তীভূত পূর্ব্বপদ (যেমন—'কুম্ভকার' এই পদে 'কুম্ভ' উপপদ)। উপোচ্চারিত পদ, প্রাদি। বি; ক্লীব। বিণ, –পদীয়, ঔপপদিক।

উপপদ-সমাস—উপপদতৎপুরুষ সমাস, কৃৎ-উৎপত্তির নিমিত্তীভূত উপপদের সহিত কৃৎপ্রত্যয়ান্তপদের সমাস (যেমন—কুম্ভকার, দোষদর্শী ইত্যাদি)। উপপদ দ্বারা সমাস, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

উপপন্ন—উৎপন্ন; উচিত; ব্যুৎপন্ন; সিদ্ধ, সম্পন্ন; মিলিত; আগত; যুক্তিযুক্ত; প্রাপ্ত; সম্ভাবিত; বিচারান্তে স্থিরীকৃত, ফলিত, প্রতিপন্ন; সঙ্গত, অবিরুদ্ধ। উপ—পদ্ + ক্ত কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—পন্নতা, –পত্তি।

উপপর্শুকা—ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থি, পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র অস্থি। উপগতা পর্শুকাকে, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপপাত—হঠাৎ আগমন; আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি (accident); ফলোন্মুখতা। উপ—পত্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উপপাতক—উনপঞ্চাশপ্রকার পাপবিশেষ, গোবধাদি পাপ [উপপাতকগুলির নাম; যথা, —(১) গোহত্যা, (২) অযাজ্য-যাজন, (৩) পরদারগমন, (৪) আত্মবিক্রয়, (৫) গুরু-ত্যাগ, (৬) মাতৃত্যাগ, (৭) পিতৃত্যাগ, (৮) স্বাধ্যায়ত্যাগ, (৯) অগ্নিত্যাগ, (১০) সুত-ত্যাগ (প্রত্যেকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা না করাকে ত্যাগ কহে), (১১) পরিবিত্তিতা অর্থাৎ কনিষ্ঠের বিবাহের পরে জ্যেষ্ঠের বিবাহকরণ, (১২) পরিবেদন অর্থাৎ জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহকরণ, (১৩) ঐরূপ ব্যক্তিকে কন্যাদান, (১৪) ঐরূপ স্থলে পৌরোহিত্য, (১৫) কন্যাদূষণ, (১৬) বার্দ্ধুষ্য, (১৭) ব্রতলোপ, (১৮) তড়াগবিক্রয়, (১৯) আরামবিক্রয়, (২০) দারবিক্রয়, (২১) অপত্য-বিক্রয়, (২২) ব্রাত্যতা, (২৩) বান্ধবত্যাগ, (২৪) ভৃতাধ্যাপন, (২৫) ভৃতাধ্যয়ন, (২৬) অপণ্য-বিক্রয়, (২৭) সর্ব্বাকরাধিকার, (২৮) মহাযন্ত্র-প্রবর্ত্তন, (২৯) ওষধিহিংসন, (৩০) স্ত্র্যাজীব, (৩১) অভিচার, (৩২) মূলকর্ম্ম অর্থাৎ মন্ত্রৌষধাদি দ্বারা বশীকরণ, (৩৩) ইন্ধনার্থ অশুষ্ক দ্রুমচ্ছেদ, (৩৪) আত্মার্থ ক্রিয়ারম্ভ, (৩৫) অবৈধভোজন, (৩৬) অনাহিতাগ্নিতা, (৩৭) স্তেয়, (৩৮) ঋণা-শোধন, (৩৯) অসৎ-শাস্ত্রাভিগমন, (৪০) কৌশীলব্য ক্রিয়া, (৪১) ধান্যস্তেয়, (৪২) পশু-স্তেয়, (৪৩) কুপ্যস্তেয়, (৪৪) মদ্যপ-স্ত্রী-নিষেবণ, (৪৫) স্ত্রীহত্যা, (৪৬) শূদ্রহত্যা, (৪৭) বৈশ্যহত্যা, (৪৮) ক্ষত্রিয়হত্যা ও (৪৯) নাস্তিকতা]। উপমিত পাতক (পাপ)সহ, প্রাদি। বি; ক্লীব। বিণ, –পাতকী (-কিন্)।

উপপাতকী (-কিন্)—উপপাতকগ্রস্ত, গোবধাদি পাপের যে কোন প্রকার পাপে পাপী। উপপাতক + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –কিনী।

উপপাদক—নির্ব্বাহক, সম্পাদক; মীমাংসক। উপ—পদ্ + ণিচ্ + ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –পাদিকা।

উপপাদন—যুক্তি দ্বারা সমর্থন; মীমাংসা করা। উপ—পদ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –পাদিত, –পাদ্য, –পাদনীয়।

উপপাদনীয়—সম্পাদনীয়; প্রতিপাদনীয়; মীমাংসনীয়। উপ—পদ্ + ণিচ্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি, –পাদন।

উপপাদিত—যুক্তি দ্বারা সমর্থিত; কৃত; উৎপাদিত; নির্ব্বাহিত, সম্পাদিত; মীমাংসিত। উপ—পদ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –পাদন।

উপপাদ্য—১। (জ্যামিতি) যাথার্থ্য-নির্দ্ধারণ যে প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য তাহা, মীমাংসনীয় প্রতিজ্ঞা (theorem). বি; ক্লীব। ২। নির্ব্বাহণীয়; যুক্তি দ্বারা সমর্থনীয়; মীমাংসাযোগ্য। উপ—পদ্ + ণিচ্ + যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, –পাদন।

উপপাপ—উপপাতক। উপমিত পাপসহ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপপীড়ন—বেদনা, পীড়া; অতিপীড়ন। উপ—পীড্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –পীড়িত।

উপপীড়িত—পরিক্লিষ্ট; ব্যথিত। উপ—পীড্ + ক্ত কর্ম্মবা। বি, –পীড়ন।

উপপুত্র(ত্র)—শিশু; যাহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করা হয় অথবা স্নেহ করা হয় সেরূপ ব্যক্তি। উপমিত পুত্রসহ, প্রাদি। বি; পুং।

উপপুর—শাখানগর, বৃহৎ নগরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম; নগরোপকণ্ঠ (suburb). উপগত পুরকে, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপপুরাণ—অষ্টাদশ ক্ষুদ্র পুরাণ [যথা—আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিব ধর্ম্ম, দুর্ব্বাসঃ, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, পদ্ম, দেব, পরাশর, মরীচি, ভাস্কর]। উপ (হীন) পুরাণ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপপুরোহিত—প্রতিনিধি-পুরোহিত, পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে যিনি যজমানের কার্য্য করেন। উপ (সদৃশ) পুরোহিত, প্রাদি। বি; পুং।

উপপ্রদান—উৎকোচদান, ঘুষ দেওয়া। উপ (হীন)—প্র—দা + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –প্রদত্ত, –প্রদেয়, –প্রদনীয়।

উপপ্রলোভন—মিথ্যাপ্রলোভন বা লোভ-প্রদর্শন। উপ—প্র—লুভ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –প্রলোভিত, –প্রলোভনীয়।

উপপ্লব—১। প্রতিবন্ধ; বিপদ্; উপদ্রব; ভয়; চন্দ্রাদিগ্রহণ; প্রভুশক্তির প্রতিকূলে প্রজাগণের অভ্যুত্থান; গগন হইতে উল্কাপাত; অশুভ, অমঙ্গল। উপ—প্লু + অপ্ ভাববা। ২। রাহু। উপ—প্লু + অপ্ করণবা। বি; পুং। বিণ, –প্লুত, ঔপপ্লবিক।

উপপ্লবী (-বিন্)—উপপ্লবযুক্ত; শঙ্কিত; প্লাবনপীড়িত। উপপ্লব + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –প্লবিনী।

উপপ্লব্য—বিরাট নগরের উপকণ্ঠস্থ গ্রাম-বিশেষ। উপ—প্লু + যৎ ভাববা। বি; পুং।

উপপ্লুত—উপদ্রুত; রাহুগ্রস্ত; পীড়িত; ভীত; বিপদ্গ্রস্ত; উপদ্রবযুক্ত। উপ—প্লু + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –প্লুতি, –প্লব।

উপবক্তা (-বক্তৃ)—উপদেষ্টা, উপদেশ-প্রদানকারী; উপদর্শক, যজ্ঞে ঋত্বিগ্ বিশেষ, যজ্ঞে কৃতাকৃত ব্যাপার দর্শনকারী; ব্রহ্মা। উপ (সমীপ)—বচ্ + তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –বক্ত্রী।

উপবঙ্গ(ংগ)—বঙ্গদেশের সমীপস্থ দেশ। উপগত বঙ্গকে, প্রাদি। বি; পুং।

উপবঞ্চিত—প্রতারিত; বঞ্চিত। উপ—বনচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপবন—কৃত্রিম বন, উদ্যান, বৃক্ষবাটিকা। উপমিত বনসহ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপবন্ধ—কোন ব্যক্তির বন্ধনোদ্দেশ্যে তাহার নিকটে অন্যপদার্থের বন্ধন; রতিবন্ধবিশেষ; অবান্তর আসনবিশেষ। উপ (সমীপ)—বন্ধ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, –বদ্ধ।

উপবর্ণন—সম্যক কীর্ত্তন, সম্যক্ বিবরণ; স্বরূপ লক্ষণ গুণাদি কথন, বিশেষরূপে গুণাদির ব্যাখ্যা। উপ (অতিশয়)—বর্ণ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –বর্ণিত।

উপবর্ত্ত(ত)ন—১। জনপদ, দেশ; সজল বা নির্জ্জল স্থানমাত্র। উপ—বৃত্ + অনট্

অধিবা। ২। অবস্থান; উপস্থিতি। উপ—বৃত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —বর্ত্তনীয়, —বর্ত্তিতব্য।

উপবর্হ, -বর্হণ—উপাধান, বালিশ। উপ—বৃহ্ (বরণ করা)+ঘঞ্, অনট্ অধিবা। বি; পুং, ক্লীব।

উপবসথ—গ্রাম। উপ—বস্+অথ অধিবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। বিণ, —বসথীয়।

উপবাদ—অপবাদ, নিন্দা। উপ (হীন)—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —বাদী, উপোদিত।

উপবাস—অনশন, অনাহার, না খাওয়া; বাস; অগ্ন্যাধান। উপ—বস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —বাসী, উপোষিত।

উপবাসক—১। যে উপবাস করিয়া থাকে এরূপ, অনাহারী, উপোসী। উপ—বস্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাসিকা। বি, —বাস। ২। ব্রতবিশেষ। উপ—বস্+ঘঞ্ অধিবা +কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

উপবাসী (-বাসিন্)—উপবাসকারী, অনাহারী। উপ—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাসিনী। বি, —বাসিতা, —বাস।

উপবাহী (-বাহিন্)—নিকটে বহমান ('—নদ')। উপ—বহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাহিনী।

উপবাহ্য—১। রাজবাহক হস্তী; রাজযান। উপ—বহ্+ণ্যৎ করণবা। বি; পুং। ২। রাজপথ। উপ—বহ্+ণ্যৎ অধিবা। বি; ক্লীব।

উপবিদ্যা—নিকৃষ্ট বিদ্যা, কুবিদ্যা; বেদাঙ্গ-গ্রাহ্য বিদ্যা; শিল্পবিদ্যা। উপ (হীনা) বিদ্যা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপবিধি—আনুষঙ্গিক নিয়ম, মূল নিয়মের অধীন নিয়ম। উপ (হীন) বিধি, প্রাদি। বি; পুং।

উপবিষ—কৃত্রিম বিষ; অনুগ্র বিষ, আকন্দের আঠা মনসাসিজের আঠা বিষলাঙ্গলীয়া ধুতুরা এবং করবী এই পঞ্চদ্রব্য। উপমিত বিষ সহ, প্রাদি। বি; পুং।

উপবিষয়—মহকুমা; কোন বিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বিভাগ (sub-division). উপগত বিষয়কে, প্রাদি। বি; পুং।

উপবিষা—অতিবিষ, আতৈষ বা আতৈচ। উপগত হয় বিষ যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপবিষ্ট—কৃতোপবেশন, আসীন, যে বসিয়াছে এমন। উপ—বিশ্ (বসা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —বেশন।

উপবীজন—পাখার বাতাস দেওয়া। উপ—বীজ্+অনট্ ভাববা। বিণ, —বীজিত।

উপবীজিত—কৃতব্যজন, যাহাকে পাখার বাতাস করা হয় বা হইয়াছে এমন। উপ—বীজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপবীজ্যমান—যাহাকে ব্যজন (বা বাতাস) করা হইতেছে এরূপ। উপ—বীজ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

উপবীত—বামস্কন্ধে স্থাপিত যজ্ঞসূত্র, পৈতা। উপ—অজ্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম্মবা (অজ্-স্থানে বী)। বি; ক্লীব। বিণ, —বীতী (-তিন্)।

উপবীতী (-বীতিন্)—যজ্ঞোপবীতধারী, যে পৈতা ধারণ করিয়াছে এরূপ। উপবীত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। [বি; পুং।

উপবৃক্ষ—পরগাছা। উপ (হীন) বৃক্ষ, প্রাদি।

উপবৃতি—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পুষ্পের বৃতির নিম্নে যে পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত ক্ষুদ্রতর বৃতি থাকে তাহা (epicalyx). উপ (হীন) বৃতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপবৃত্ত—(ত্রিকোণমিতি) হংসডিম্বাকার সমতলক্ষেত্র (ellipse). উপ (সদৃশ) বৃত্ত, প্রাদি। বি।

উপবেদ—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, স্থাপত্যবেদ। উপমিত বেদসহ, প্রাদি। বি; পুং। বিণ, —বেদীয়, ঔপবেদিক।

উপবেশ—১। আসনগ্রহণ, বসা। উপ—বিশ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। আসনগ্রহণ করান, বসান। উপ—বিশ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —বিষ্ট, —বেশিত।

উপবেশক—১। উপবেশনকারী, যে উপবেশন করে এরূপ। উপ—বিশ্+ণক কর্ত্তৃবা। ২। যে উপবেশন করাইয়া দেয়, উপবেশয়িতা। উপ—বিশ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বেশিকা।

উপবেশন—১। আসন-পরিগ্রহ, বসা। উপ—বিশ্+অনট্ ভাববা। ২। বসান, বসাইয়া দেওয়া; রাখা, স্থাপন। উপ—বিশ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —বিষ্ট, —বেশিত।

উপবেশয়িতা (-শয়িতৃ)—যে উপবেশন করায় এরূপ, যে বসাইয়া দেয় এরূপ, স্থাপনকর্ত্তা। উপ—বিশ্+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —য়িত্রী।

উপবেশিত—যাহাকে বসান হইয়াছে এরূপ; স্থাপিত। উপ—বিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বেশন।

উপবেশী (-বেশিন্)—উপবেশক। উপ—বিশ্ বা বিশ+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বেশিনী।

উপব্যাঘ্র—চিত্রকব্যাঘ্র, চিতাবাঘ; বৃক, নেকড়ে বাঘ। উপমিত ব্যাঘ্রসহ, প্রাদি। বি; পুং। স্ত্রী, —ব্যাঘ্রী।

উপভঙ্গ(ংগ)—যুদ্ধাদি হইতে পলায়ন; প্রস্থান। উপ—ভন্‌জ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —ভগ্ন।

উপভাষা—অবান্তর ভাষা, মূলভাষার অঙ্গীভূত ভাষা; নীচজাতির মধ্যে প্রচলিত ভাষা; হীন ভাষা। উপেক্ষিতা (হীনা) ভাষা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপভুক্ত—ভক্ষিত; ব্যবহৃত; যাহা ভোগ করা হইয়াছে এরূপ। উপ—ভুজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ভুক্তি, —ভোগ।

উপভুজ্যমান—যাহা উপভোগ করা হইতেছে এরূপ; যাহা ব্যবহার করা যাইতেছে এরূপ। উপ—ভুজ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ভোগ।

উপভুঞ্জান—যে উপভোগ করিতেছে এরূপ; ব্যবহারকারী। উপ—ভুজ্ (ভোগ করা)+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —ভোগ।

উপভূষণ—ঘণ্টা চামর প্রভৃতি ভূষণোপকারক দ্রব্য। উপ—ভূষ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ, —ভূষিত।

উপভৃৎ—বটকাঠনির্ম্মিত যজ্ঞপাত্রবিশেষ। উপ—ভৃ+ক্বিপ্ অধিবা। বি; স্ত্রী।

উপভোক্তা (-ভোক্তৃ)—উপভোগকারী; ব্যবহর্ত্তা। উপ—ভুজ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ; পুং। স্ত্রী, —ভোক্ত্রী। বি, —ভোক্তৃত্ব, —ভোগ।

উপভোগ—সুখাদিভোগ; সম্ভোগ; ভক্ষণ; ব্যবহার। উপ—ভুজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —ভুক্ত, —ভোজ্য।

উপভোগী (-গিন্)—উপভোগকারী। উপভোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ভোগিনী।

উপভোগ্য—উপভোগ-যোগ্য, যাহা উপভোগ করা যায় বা উচিত এরূপ; আরামপ্রদ। উপ—ভুজ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ভোগ।

উপভোজ্য—ভোজনযোগ্য, যাহা খাওয়া যায় বা উচিত এমন। উপ—ভুজ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ভোগ।

উপম—সমাসে সদৃশার্থে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত শব্দবিশেষ (যথা—দেবোপম, অমৃতোপম ইত্যাদি—বহুব্রীহি সমাসে উপসর্জ্জনত্ব-হেতু উপমা শব্দের আ-কারের হ্রস্বত্ব)। বিণ। স্ত্রী, —মা।

উপমন্ত্রণ—করণীয় কার্য্যে নিয়োগ; আহ্বান; খোসামুদী। উপ—মন্ত্র্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —মন্ত্রিত।

উপমন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—অপ্রধান মন্ত্রী, সহকারী মন্ত্রী। উপ (হীন) মন্ত্রী, প্রাদি। বি; পুং।

উপমর্দ্দ(র্দ)—আলোড়ন; সংঘর্ষ; হিংসা; পীড়ন; নিষ্পীড়ন। উপ—মৃদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —মর্দ্দিত।

উপমর্দ্দ(র্দ)ক—উপমর্দ্দনকারী। উপ—মৃদ্ +ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —মর্দ্দিকা।

উপমর্দ্দ(র্দ)ন—উপমর্দ্দ (তাহা দ্রঃ)। উপ—মৃদ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপ-মহাধ্যক্ষ—সহকারী কর্ত্তা, রাজকীয়

কোন বিভাগের কর্তৃত্বভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সাহায্যকারী (Deputy-Commissioner). উপ (হীন) মহাধ্যক্ষ, প্রাদি। বি ; পুং।

উপমা—১। সাদৃশ্য, তুল্যতা ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ [সাধারণধর্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্যকথন ; যথা,—"তাহে শোভে রত্নরাজি ; মানসসরসে সরস কমলকুল বিকসিত যথা।"—মাইকেল]। উপ (তুল্য)—মা (পরিমাণ করা) + অঙ্ ভাববা + আপ্। ২। উপমান, যাহার সহিত সাদৃশ্য দেখান যায়। উপ—মা + অঙ্ করণবা + আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ, —মিত, —মেয়।

উপমাংস—আঁচিল। উপ (অধিক) মাংস, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

উপমাতা (-মাতৃ)—১। উপমানকর্তা, যে উপমা দেয় এরূপ। উপ—মা + তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —মাত্রী। ২। ধাত্রী, ধাই ; মাতৃতুল্যা নারী, মাসী পিসী ইত্যাদি। উপমিতা মাতৃসহ, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

উপমান—১। সাদৃশ্য, উপমা, তুলনা। উপ—মা + অনট্ ভাববা। ২। যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায় তাহা [যথা—তাহার মুখখানি চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এখানে 'চন্দ্র' উপমান]। উপ—মা + অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।

উপমালঙ্কা(ৎকা)র—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, সাম্যালঙ্কার ('উপমা'-শব্দ দ্রঃ)। উপমানাত্মক অলঙ্কার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

উপমিত—তুলিত, সদৃশীকৃত, যাহার উপমা বা তুলনা করা হইয়াছে এরূপ। উপ—মা + ক্ত কর্মবা। বিণ।

উপমিত-সমাস—কর্মধারয় সমাসবিশেষ [সাধর্ম্যবাচক পদের প্রয়োগ না থাকিলে পরবর্তী উপমানবাচক পদের সহিত উপমেয়ের যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাহার নাম উপমিত-সমাস। যথা,—পুরুষব্যাঘ্র]। উপমিতের সমাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উপমিতি—উপমা ; সাদৃশ্যজ্ঞান। উপ—মা + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ, —মিত।

উপমেয়—১। কোন কিছুর সহিত যাহার তুলনা করা যায় তাহা। বি ; ক্লীব। ২। উপমার বিষয়ীভূত, অন্যের সহিত যাহার উপমা দেওয়া যায় বা যাইতে পারে এরূপ (যথা,—তাহার মুখখানি কমলের ন্যায় সুন্দর। এখানে মুখের তুলনা করায় মুখ উপমেয়)। উপ—মা + যৎ কর্মবা। বিণ। বি—উপমা।

উপমেয়োপমা—অলঙ্কারবিশেষ [যে স্থলে উপমান ও উপমেয়—উভয়েরই পর্য্যায়ক্রমে উপমানোপমেয়ভাব বিবক্ষিত হয়, তাহাকে উপমেয়োপমা বলে। যথা,—"বিভবে মহেন্দ্র যথা এ পুর তেমতি। এ পুর বিভবে যথা মহেন্দ্র তেমতি॥"—নিবাতকবচবধ]। উপমেয়ের উপমা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

উপযন্তা (-যন্তৃ)—১। বিবাহকারক, বর, পরিণেতা। বি ; পুং। ২। সংযমনকর্তা। উপ—যম্ + তৃচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —যন্ত্রী।

উপযন্ত্র—ক্ষুদ্র যন্ত্র, আনুষঙ্গিক যন্ত্র, ছোট কল। উপ (হীন) যন্ত্র, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

উপযম, -যাম—বিবাহ। উপ—যম্ + ঘঞ্ ভাববা (বিকল্পে উপধার বৃদ্ধি)। বি ; পুং।

উপযমন—১। বিবাহ। উপ—যম্ + অনট্ ভাববা। ২। বৈবাহিক মন্ত্র। উপ—যম্ + অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।

উপযাচক—স্বয়ংযাচক ; যে নিজে প্রার্থনা করে বা কিছু প্রদান করিতে চায় এরূপ ; উপর-পড়া। উপ—যাচ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —যাচিকা। বি, —যাচন, —যাচ্ঞা।

উপযাচন—স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা বা প্রদান করিতে চাওয়া, ভিক্ষা। উপ—যাচ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —যাচিত।

উপযাচিকা—স্বয়ং ভিক্ষাকারিণী ; যে পরপুরুষের নিকটে গিয়া অনুরাগ প্রকাশ বা সম্ভোগ প্রার্থনা করে এরূপ ('—রমণী')। উপযাচক + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। বি,—যাচন।

উপযাচিত—প্রার্থিত (বিষয়) ; কেহ আসিয়া স্বয়ং যাচিয়া যাহা দিতেছে এমন ; সমর্পিত ; অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট। উপ—যাচ্ + ক্ত কর্মবা। বিণ। বি, —যাচন, —যাচ্ঞা।

উপযাচিতক—প্রার্থিত বস্তু ; ইষ্টসিদ্ধিহেতু দেবোদ্দেশে মানিত বস্তু। উপযাচিত + কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

উপযাজ—১। যজ্ঞবিশেষ। উপ—যজ্ + ণিচ্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। সংহিতাধ্যয়ন। যাজের সদৃশ, অব্যয়ী। বি ; ক্লীব।

উপযাত—সমীপাগত ; প্রাপ্ত। উপ—যা + ক্ত কর্তৃবা, কর্মবা। বিণ। বি, —যান।

উপযান—প্রাপ্তি ; নিকটে গমন। উপ—যা + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —যাত।

উপযাম—'উপযম' দ্রঃ।

উপযায়ী (-যায়িন্)—নিকটগামী, উপসর্পণকারী। উপ—যা + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —যায়িনী।

উপযুক্ত—যোগ্য, অনুরূপ, উপযোগী ; সমর্থ ; উচিত ; কার্য্যদক্ষ ; ভুক্ত। উপ—যুজ্ + ক্ত কর্তৃবা, কর্মবা। বিণ।

উপযুক্ততা—কর্মণ্যতা, কার্য্যদক্ষতা ; ঔচিত্য, ন্যায্যতা ; অনুরূপতা ; উপযোগিতা। উপযুক্ত + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, —যুক্ত।

উপযুক্তি—উপযোগিতা (expediency). উপ—যুজ্ + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ, —যুক্ত।

উপযোগ—১। প্রয়োগ ; উপকার ; আবশ্যকতা ; উপযোগিতা ; ভোজন ; ভোগ ; আনুকূল্য ; ব্যয় ; নৈকট্য ; ইষ্টসাধক ব্যাপার। উপ—যুজ্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। হেতু, কারণ। উপ—যুজ্ + ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং। বিণ, —যুক্ত।

উপযোগবাদ—জগতের সব কিছুই মঙ্গলের নিদান—এই মতবাদ (optimism). উপযোগ-জ্ঞাপক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

উপযোগিতা—উপযুক্ততা ; সঙ্গতি ; কার্য্যকারিতা, কোন কার্য্যে লাগা ; আবশ্যকতা ; আনুকূল্য। উপযোগিন্ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, —যোগী (-গিন্)।

উপযোগী (-যোগিন্)—ক্রিয়াসাধনের অনুকূল ; প্রয়োজনসাধক ; উপকারী ; উপযুক্ত ; সঙ্গত ; অনুরূপ ; কার্য্যকারক। উপযোগ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —যোগিনী। বি, —যোগিতা।

উপযোজক—সামঞ্জস্যবিধায়ক। উপ—যুজ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। বি, —যোজন।

উপযোজক হুণ্ডি—কাহাকেও অগ্রিম টাকা দিলে উহার জামিন কর্তৃক গৃহীত বা স্বাক্ষরিত দলিল (accommodation bill).

উপযোজন—সামঞ্জস্য বিধান ; অনুরূপ করণ (adjustment). উপ—যুজ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —যোজক।

উপর—১। ঊর্দ্ধ, উচ্চস্থান ; উপরিভাগ ; কোঠাবাড়ীর দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতি। বি। ২। প্রতি (যেমন—তাহার 'উপর' রাগ করিও না)। অব্য। ৩। অধিক, অতিরিক্ত, বেশী ; অসঙ্গত ; উপরিস্থ। 'উপরি'-শব্দজ। বিণ।

উপর-আলা—উপরিতন ('—কর্মচারী') ; অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক ; মালিক, ভগবান্। উপর + আলা (<ওয়ালা)। বি বা বিণ। [ক্রি-বিণ।

উপর-উপর—ভাসা-ভাসা ভাবে। বাং।

উপর-ওয়ালা—উপর-আলা (তাহা দ্রঃ)।

উপরক্ত—১। পীড়াগ্রস্ত ; অনুরক্ত ; রক্তবর্ণ। উপ—রন্জ্ (গ্রাস করা, রং করা) + ক্ত কর্মবা, কর্তৃবা। বিণ। বি, —রাগ। ২। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য্য ; রাহু। উপ—রন্জ্ + ক্ত কর্মবা, কর্তৃবা। বি ; পুং।

উপরক্ষ—যে সৈন্যগণের সমীপস্থ হইয়া সেনা রক্ষা করে সে, সৈন্যের সমীপবর্তী রক্ষক। উপ (সমীপ)—রক্ষ্ + অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

উপরক্ষণ—রক্ষাকরণ, চৌকী দেওয়া ; রক্ষণার্থ সৈন্যাদিস্থাপন। উপ—রক্ষ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —রক্ষিত, —রক্ষণীয়, —রক্ষিতব্য।

উপর-চড়া—বহির্ভাগ হইতে আক্রমণ, বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সহসা উপস্থিত হইয়া আক্রমণ। উপরে চড়া, ৭মীতৎ। বি।

উপর-চাপ—১। উর্দ্ধস্থিত বস্তুর ভার-প্রদান। উপর হইতে চাপ, ৫মীতৎ। ২। অতিরিক্ত পীড়ন; যাহা বলা বা করা উচিত তাহা অপেক্ষা বাড়াইয়া অধিক বলা বা করা। উপর (অধিক) চাপ, কর্ম্মধা। বাং। বি।

উপর-চাল—অবস্থার অতিরিক্ত আড়ম্বর প্রদর্শন; শতরঞ্চ খেলায় চালের উপর চাল। উপর (অধিক) চাল, কর্ম্মধা। বাং। বি।

উপর-চালাক—অতিশয় ধূর্ত্ত, অতিচতুর; যতটুকু চালাক হওয়া সঙ্গত তদপেক্ষা বেশী চালাক। উপর চালাক, সুপ্‌সুপা। বাং। বিণ।

উপর-চালাকি, -চালাকী—অতি ধূর্ত্ততা, অতিশয় চাতুর্য্য। উপর-চালাক+ই, ঈ ভাবে। বি।

উপরঞ্জক—উপরঞ্জনকারক, উপরিবর্ণ-প্রদাতা; চিত্রকর। উপ—রন্‌জ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রঞ্জিকা। বি,—রঞ্জন।

উপরঞ্জন—উপরিবর্ণপ্রদান, উপরে রং করা, রং মাখান। উপ—রন্‌জ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপর-টপ্‌কা—ভাসা-ভাসা, উড়ো-উড়ো, উপর-উপর। বাং প্র। বিণ।

উপর-টান—উর্দ্ধশ্বাস। প্রাদি। বাং। বি।

উপরত—নিবৃত্ত; মৃত; বিগত। উপ—রম্‌ (বিশ্রাম করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—রতি, —রম।

উপরতস্পৃহ—যাহার স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে এরূপ, সাংসারিক বিষয়ে অনুরাগশূন্য, বীত-স্পৃহ। উপরতা স্পৃহা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উপরতি—বিরাম; বৈরাগ্য, বাসনাত্যাগ; মৃত্যু। উপ—রম্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—রত।

উপরত্ন—রত্নসদৃশ চাকচিক্যময় বস্তু (কাচ, কর্পূর, প্রস্তর, মুক্তা, শুক্তি, শঙ্খ ইত্যাদি)। উপ (নিকৃষ্ট) রত্ন, অথবা, উপমিত রত্নসহ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপর-নজর—উর্দ্ধদৃষ্টি; স্বীয় পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর প্রতি অভিলাষ-দৃষ্টি; অভদ্র ভাবে অবলোকন। প্রাদি। বাং। বি। বিণ—উপর-নজরিয়া, —নজুরে।

উপর-নজরিয়া, -নজুরে—যাহার দৃষ্টি উপরদিকে এমন; স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকান যাহার স্বভাব এমন; অভদ্র, ইতর। উপর-নজর+ইয়া, এ আছে অর্থে। বাং। বিণ।

উপরন্ত, -রন্তু—অধিকন্ত, বেশীর ভাগ। বাং প্র। অব্য।

উপর-পড়া—অনুরোধ ব্যতিরেকেও উপ-স্থিত; প্রার্থিত না হইয়াও হস্তক্ষেপকারী। উপরে পড়ে যে, উপতৎ (বাং)। বিণ বা বি।

উপরম—নিবৃত্তি; বৈরাগ্য; মৃত্যু। উপ—রম্‌ (ক্রীড়া করা, মরা)+ঘঞ্‌ ভাববা (উপ-ধার অবৃদ্ধি)। বি; পুং। বিণ,—রত।

উপরহি—উপরে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

উপরা-উপরি—অব্যবহিত পরে পরে, পিঠাপিঠি। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

উপরাগ—১। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ; যন্ত্রণা; উপ-দ্রব; বিরাগ; অপবাদ; প্রবৃত্তি; সম্বন্ধ; নিন্দা; উপরিরঞ্জন, চিত্রণ। উপ—রন্‌জ্‌+ ঘঞ্‌ ভাববা। ২। রাহু; বিপদ্‌; ব্যসন। উপ—রন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

উপরাজ—রাজপ্রতিনিধি (Viceroy). উপ-মিত রাজার সহিত, প্রাদি+টচ্‌ সমাসান্ত। বি; পুং।

উপরাণী, -রাণি, -রানী—রাজার অবিবাহিতা রমণী, রাজার রক্ষিতা। উপ (হীনা) রাণী, রানি, রানী, প্রাদি। বাং। বি; স্ত্রী।

উপরি—১। উর্দ্ধে, উপরে; অনন্তর, পরে। উর্দ্ধ+রি (নিপাতনে)। অব্য। ২। বেতনের অতিরিক্ত; উৎকোচাদির দ্বারা প্রাপ্ত; প্রকৃতবিষয়ের অতিরিক্ত। বাং প্র। বিণ।

উপরি-উপরি—উপর্য্যুপরি; ক্রমাগত; ভাসা-ভাসা। বাং প্র। ক্রি-বিণ বা বিণ।

উপরিক—উর্দ্ধতন (superior). বাং প্র। বিণ।

উপরি-খরচ—অতিরিক্ত ব্যয়; নির্দ্দিষ্ট ব্যয় ব্যতীত যে ব্যয় বা খরচ হয় তাহা। সুপ্‌সুপা। বি।

উপরিগত—উর্দ্ধস্থ, উচ্চস্থানস্থিত। উপরি (উচ্চস্থানকে) গত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

উপরিচর—১। উর্দ্ধে বিচরণকারী। উপতৎ; উপরি—চর্‌+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চরী। ২। পুরুবংশের একজন রাজা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

উপরিজাত—উর্দ্ধভাগে উৎপন্ন; উচ্চস্থান হইতে উদ্ভূত। উপরি জাত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

উপরিতন—যাহা উপরে আছে এরূপ, উর্দ্ধতন। উপরি+তন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তনী।

উপরিতল—গৃহের ছাদ; উপরতলা; কোন দ্রব্যের উপরিভাগ। উপরিস্থ তল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উপরিদৃষ্টি, -দিষ্টি—ভূতাবিষ্টতা, ভূতে পাওয়া। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।

উপরি-দেবতা—অপদেবতা, ভূত প্রভৃতি।

উপরিপাত, -পাতন—(জ্যামিতি) একটিকে অপরটির উপর স্থাপন (super-position). উপরি পাত, পাতন, সুপ্‌সুপা। বি; পুং, ক্লীব।

উপরিভাগ—উপরদিক্‌, উপরিস্থ অংশ; উপর-পিঠ (surface). উপরিস্থিত ভাগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

উপরিভাব—ভূতাবিষ্টতা, ভূতে পাওয়া।

উপরিমেখল—১। যাহার মেখলা উর্দ্ধ-ভাগে আছে এরূপ। বিণ। স্ত্রী,—লা। ২। গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। উপরি মেখলা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

উপরিলিখিত—উল্লিখিত, উপরিভাগে যাহা লেখা হইয়াছে এরূপ। উপরি লিখিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

উপরিস্থ, -স্থিত—উর্দ্ধে অবস্থিত, উচ্চ-স্থানস্থিত। উপরি—স্থা+ক কর্ত্তৃবা; উপরি স্থিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

উপরুদ্ধ—বদ্ধ; প্রতিবিদ্ধ; আবৃত; উৎ-পীড়িত; যাহাকে কোন বিষয়ে উপরোধ করা গিয়াছে এরূপ, অনুরুদ্ধ। উপ (উপরি)—রুধ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রোধ।

উপরূপক—দৃশ্যকাব্যবিশেষ [দৃশ্যকাব্য-গুলি দুই ভাগে বিভক্ত—রূপক ও উপরূপক। উপরূপক আবার অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত; যথা—নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্য-রাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্ক্ষণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলা-সিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ ও ভাণিকা]। উপ (হীন) রূপক, বা, উপমিত রূপকসহ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপরে—১। উর্দ্ধে, উচ্চস্থানে, উপরিভাগে। বি; অধি-৭মী। ২। প্রতি; অধিক, অতিরিক্ত, বেশী। 'উপরি'-শব্দজ। অব্য।

উপরোক্ত—উপরিকথিত, পূর্ব্বোক্ত। 'উপরি-উক্ত' বা 'উপর্য্যুক্ত'-স্থানে অশুদ্ধ প্রঃ। বিণ।

উপরোধ—প্রতিবন্ধ; প্রতিষেধ; আবরণ; অনুরোধ, সুপারিস; পীড়া; নিমিত্ত; মানরক্ষা; খাতির; ক্ষমা। উপ—রুধ্‌ +ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—রুদ্ধ।

উপরোধে ঢেঁকি গেলা—অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অত্যন্ত কষ্টকর কাজ করা। [দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

উপরোধ-অনুরোধ—নির্ব্বন্ধাতিশয়।

উপরোধক—১। উপরোধকর্ত্তা, অনু-রোধকারী। বিণ। স্ত্রী,—রোধিকা। ২। বাস-গৃহ; অন্তঃপুর, অবরোধ। উপ—রুধ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

উপরোধন—অবরোধ; প্রতিবন্ধ। উপ—রুধ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপর্য্যু(র্য্যূ)ক্ত—উপরিকথিত, পূর্ব্ববর্ণিত। উপরি উক্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

উপর্য্যু(র্য্যূ)পরি—পর পর, ক্রমাগত, উপরি-উপরি। অব্য।

উপল—পাষাণ, শিলা, প্রস্তর; রত্ন; বহুমূল্য প্রস্তর। উপ—লী+ড করণবা (ন্‌-স্থানে ল-আদেশ)। বি; পুং।

উপলক্ষ, -লক্ষ্য—অবলম্বন; প্রয়োজন; ঘটনাক্রম; উদ্দেশ। উপ—লক্ষ্‌+ঘঞ্‌, ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; পুং।

উপলক্ষক—লক্ষণা দ্বারা অধিকার্থবোধক; উদ্ভাবক; জ্ঞানী; বুদ্ধিমান্‌। উপ (সমীপ)—লক্ষ্‌ (দর্শন করা)+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—লক্ষিকা। বি,—লক্ষণ।

উপলক্ষণ—অন্যের উদ্বোধক বা আধিক্য-সূচক চিহ্ন; লক্ষণা দ্বারা আধিক্যবোধক শব্দ; অনুমানে এক বিষয় দ্বারা তাৎপর্য্যবশতঃ তৎসংক্রান্ত বা তৎসদৃশ অন্য বিষয়েরও আনুষঙ্গিক বোধন। উপ—লক্ষ্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ,—লক্ষিত।

উপলক্ষিত—সূচিত; চিহ্নিত; অনুমিত; বিশিষ্ট, যুক্ত। উপ—লক্ষ্‌ (চিহ্ন করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,—লক্ষিতা। বি,—লক্ষণ।

উপলক্ষ্য—'উপলক্ষ' দ্রঃ।

উপলখণ্ড—প্রস্তরখণ্ড, পাথরের টুকরা, নুড়ি; বালুকাকণা। উপলের খণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উপলব্ধ—জ্ঞাত, অনুভূত; প্রাপ্ত। উপ—লভ্‌ (পাওয়া, জানা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লব্ধি।

উপলব্ধার্থা—কোন প্রসিদ্ধ বিবরণ বা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত হইতে রচিত আখ্যায়িকা। উপলব্ধ অর্থ যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

উপলব্ধি—বোধ, জ্ঞান, অনুভব; প্রাপ্তি, লাভ; প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান। উপ—লভ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—লব্ধ।

উপলভেদী (-ভেদিন্‌)—প্রস্তরভঙ্গকারক, যাহা পাথর ভাঙ্গিয়া ফেলে এরূপ। উপতৎ; উপল—ভিদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভেদিনী।

উপলভোগ—অন্যের প্রদত্ত ভোগ; শর্করা-ভোগ; জগন্নাথদেবের প্রাতর্ভোগ; ছত্রভোগ। উপল (শর্করা)-যুক্ত ভোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

উপলভ্য—জ্ঞেয়; প্রাপ্য; সাধ্য। উপ—লভ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লব্ধি।

উপলম্ভ—উপলব্ধি; তিরস্কার; লাভ। উপ—লভ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—লব্ধ।

উপলম্ভক—উপলব্ধিকারক; তিরস্কারক; প্রকাশক। উপ—লভ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—লম্ভিকা। বি,—লম্ভ।

উপলম্ভ্য—স্তুত্য, স্তবার্হ; প্রশংসনীয়; তিরস্কারযোগ্য। উপ—লভ্‌+ক্যপ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লম্ভ।

উপলা—পাষাণময়ী ভূমি, প্রস্তরাকীর্ণ মৃত্তিকা; শর্করা। উপল+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

উপলিঙ্গ(ৎগ)—অমঙ্গলসূচক ভূমিকম্প প্রভৃতি উপদ্রব। উপমিত লিঙ্গসহ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপলিপ্ত—যাহাতে লেপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, উপরি ম্রক্ষিত, উপরে মাখান। উপ—লিপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লেপ, —লেপন।

উপলেপ, -লেপন—অন্য বস্তু দ্বারা লেপন; ভিত্তির আবরণার্থ তদুপরি মৃত্তিকাদি লেপন, মৃন্ময় গৃহাদিতে গোময়াদি লেপন। উপ—লিপ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—লিপ্ত।

উপশম—শমতা; নিবৃত্তি; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; রোগের উপদ্রবনিবৃত্তি। উপ—শম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা (উপধার অবৃদ্ধি)। বি; পুং। বিণ, —শান্ত, —শমিত।

উপশমক—উপশমকারী, যাহা দ্বারা উপশম হয় এরূপ। উপ—শম্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শমিকা। বি,—শম।

উপশমন—১। উপশম (তাহা দ্রঃ)। উপ—শম্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। **২**। উপশমক। উপ—শম্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ।

উপশমনীয়—যাহার উপশম করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। উপ—শম্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—শম।

উপশমিত—উপশমপ্রাপ্ত। উপ—শম্‌+ণিচ্‌ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—শমন।

উপশয়—১। সমীপশয়ন; রোগ এবং রোগের হেতু নাশ করিবার জন্য ঔষধ-পথ্যাদির যথাবিধি প্রয়োগ। উপ—শী+অচ্‌ ভাববা। **২**। মৃগমারণার্থ ব্যাধের আত্ম-গুপ্তিস্থান, গর্তবিশেষ; ক্রোড়। উপ—শী+অচ্‌ অধিবা। বি; পুং।

উপশল্য—গ্রামের প্রান্তভাগ, গ্রামান্ত। উপগত শল্যকে (ভাগাড়কে), প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপশাখা—শাখার শাখা; শাখা হইতে বহির্গত শাখা; বিভাগ বা অংশ (section). উপ (হীন) শাখা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপশান্ত—১। নিবৃত্ত, যাহার উপশম হইয়াছে এরূপ। উপ—শম্‌+ক্ত কর্তৃবা। **২**। নিবারিত; সংযমিত। উপ—শম্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—শান্তি, —শম।

উপশান্তি—নিবৃত্তি, ক্ষান্তি, উপশম। উপ—শম্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—শান্ত।

উপশায়—প্রহরী প্রভৃতির পর্য্যায়ক্রমে শয়ন, চৌকিদারের পালাক্রমে শয়ন। উপ—শী+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —শয়িত, —শয়ান, —শায়ী (-শায়িন্‌)।

উপশিরা—মূলশিরা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর শিরা, শাখা-শিরা (veinlet). উপ (হীন) শিরা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। [প্রাদি। বি; পুং।

উপশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য। উপ (হীন) শিষ্য,

উপশোভিত—শোভিত, অলঙ্কৃত, সজ্জিত। উপ—শুভ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—শোভা।

উপশোষণ—১। নীরসীকরণ, শুষ্কীকরণ, রস শুষিয়া লওয়া। উপ—শুষ্‌+ণিচ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—শোষিত। **২**। শোষণকারী। উপ—শুষ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ। [অচ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উপশ্রয়—অবলম্বন, নির্ভর। উপ—শ্রি+

উপশ্রুত—অঙ্গীকৃত, প্রতিশ্রুত। উপ—শ্রু (অঙ্গীকার করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —শ্রুতি

উপশ্রুতি—অঙ্গীকার, স্বীকার; আকর্ণন; রাত্রিকালে গৃহের বাহিরে শ্রুত দৈব শুভাশুভ প্রশ্ন। উপ—শ্রু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—শ্রুত।

উপশ্লিষ্ট—সন্নিকৃষ্ট; সংশ্লিষ্ট। উপ—শ্লিষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—শ্লেষ।

উপশ্লেষ—একদেশ সম্বন্ধ; আলিঙ্গন, আশ্লেষ; বঞ্চনা করিবার মানসে শব্দের সহজবোধ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থের সন্ধান; সন্নিকর্ষ; উপহাস, ঠাট্টা। উপ—শ্লিষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—শ্লিষ্ট।

উপষ্টম্ভ—১। স্তম্ভ। উপ—স্তন্ভ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। **২**। উপক্রম; সঞ্চার; স্তম্ভন; উপলক্ষ; প্রয়োজন। উপ—স্তন্ভ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ষ্টব্ধ। **৩**। জাঁক-জমক; বিরাট আয়োজন। প্রাদে। বি।

উপষ্টম্ভক—১। স্তম্ভ, ঘরের থাম। বি; পুং। **২**। স্তব্ধকারী, যে স্তব্ধ করিয়া দেয় এরূপ। উপ—স্তন্ভ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ষ্টম্ভিকা।

উপসংক্ষে(ক্ষো)প—১। সংক্ষেপপূর্ব্বক গ্রহণ, সারসংগ্রহ। উপ—সম্‌—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। **২**। সংগৃহীত সার। উপ—সম্‌—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

উপসংখ্যা(খ্যা)ন—১। গণনা; সংগ্রহ। উপ (সমীপ) সম্‌—খ্যা (গণনা করা)+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—সংখ্যাত, —সংখ্যেয়। **২**। বিশেষক পদ, বিশেষণ; (ব্যাকরণ) সমানার্থক পদ; কোন সূত্রে সাধারণ অন্যান্য পদের ন্যায় গ্রহণ। উপ—সম্‌—খ্যা+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

উপসংগ্রহ, -সংগ্রহণ—পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম, অভিবাদন; উপকরণ; সম্যক্‌ সংগ্রহ। উপ—সম্‌—গ্রহ্‌+অপ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

উপসংগ্রাহ্য—বন্দনীয়, প্রণম্য। উপ—সম্‌—গ্রহ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উপসংবাদ—অঙ্গীকারপূর্ব্বক কথন; অঙ্গীকৃত-বিষয়বর্ণন। উপ—সম্‌—বদ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উপসংব্যান—পরিধান-বস্ত্র; উত্তরীয়-বস্ত্র;

পরিচ্ছদ। উপ—সম্—ব্যে+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

উপসংযম—উপসংহার; নিবারণ; নিবর্তন; প্রশমন; ইন্দ্রিয়দমন। উপ—সম্—যম্+ঘঞ্ ভাববা (উপধার অবৃদ্ধি)। বি; পুং। বিণ,—সংযমী (-মিন্), —সংযত।

উপসংসদ্—উপসভা; অধীন সমিতি (sub-committee). উপগত সংসদ্‌কে, বা, উপ (হীন) সংসদ্, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপসংহার, -সংহরণ—নাশ, মরণ; পরিশেষ; সংগ্রহ; আরব্ধ বা প্রস্তাবিত বিষয়ের শেষকরণ; (জ্যামিতি) সাধ্য অংশ, সিদ্ধান্ত (conclusion); নিবর্তন; আক্রমণ; সঙ্কোচ। উপ—সম্—হৃ+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—হৃত, —হার্য্য, —হরণীয়।

উপসংহৃত—যাহার উপসংহার করা হইয়াছে এরূপ, সমাপিত। উপ—সম্—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—হার।

উপসংহৃতি—শেষ; বিনাশ; সঙ্কোচ। উপ—সম্—হৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, —হৃত, —হার্য্য, —হরণীয়।

উপসঙ্গ(ং)ত—সমবেত; মিলিত। উপ—সম্—গম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উপসচিব—সচিব বা সেক্রেটারীর নিম্ন ব্যক্তি (Under Secretary). উপ (হীন) সচিব, প্রাদি। বি; পুং।

উপসত্তি—সঙ্গমাত্র; সেবা, উপাসনা; প্রতিপাদন; উপসর্পণ, নিকটে গমন; দান। উপ—সদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

উপসদ—১। সমীপে গমন; সেবা; দান। উপ—সদ্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং। বিণ,—সন্ন। ২। সমীপে গমনকারী; সন্নিহিত। উপ—সদ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

উপসদন—সমীপোপস্থিতি, সন্নিধান, নিকটবর্ত্তিতা। উপ—সদ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপসন্তান—সন্তানসদৃশ ব্যক্তি; উত্তরপুরুষ, সগোত্র। উপ (সদৃশ) সন্তান, প্রাদি। বি; পুং।

উপসন্ন—উপস্থিত, নিকটাগত, সমীপস্থ, আসন্ন। উপ—সদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উপসম্পত্তি—অতিরিক্ত ধনদৌলত। উপ (অধিকা) সম্পত্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপসম্পদা—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ইহা বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ। বি; স্ত্রী।

উপসম্পন্ন—১। পরিণত; মৃত; পর্য্যাপ্ত। উপ—সম্—পদ্+ক্ত কর্তৃবা। ২। লব্ধ, প্রাপ্ত; পক্ব; সংস্কৃত; প্রস্তুত; যুক্ত; যজ্ঞার্থ হত; প্রোক্ষিত। উপ—সম্—পদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপসর—নির্গমন; অভিগমন; গবী প্রভৃতির গর্ভাধানার্থ বৃষভাদির অভিগমন। উপ—সৃ (গমন করা)+অপ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—সৃত।

উপসর্গ—১। ভূকম্পাদি উৎপাত, উপদ্রব; প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন, ব্যাঘাত; রোগ, পীড়া; রোগজাতবিকার, রোগলক্ষণ (symptoms); এক রোগ-সত্ত্বে সেই রোগের সূত্রে অপর রোগের আবির্ভাব। উপ (উপস্থিত) সর্গ (সৃষ্টি) অর্থাৎ হঠাৎ উপস্থিত সৃষ্টি, প্রাদি; অথবা, উপ—সৃজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—সৃষ্ট, ঔপসর্গিক। ২। (ব্যাকরণ) প্র পরা অপ প্রভৃতি বিংশতি অব্যয় শব্দ [এই অব্যয়গুলি ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হইলে 'উপসর্গ' নাম প্রাপ্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থ বিভিন্ন হয়; যেমন, হৃ ধাতুর অর্থ—হরণ; কিন্তু প্র+হৃ=প্রহার করা, মারা; আ+হৃ=ভোজন; সম্+হৃ=বিনাশ; সম্—প্র+হৃ=যুদ্ধ ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন, উপসর্গের আরও দুইটী কার্য্য আছে; কোন কোন স্থলে ইহারা কেবল ধাতুর অর্থই প্রকাশ করে এবং কোন কোন স্থলে ধাতুর অর্থ বাড়াইয়া দেয়। যেমন, বস্=বাস করা, আ+বস্=বাস করা; নম্=নত হওয়া, প্র+নম্=বিশিষ্টরূপে অর্থাৎ ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত নত হওয়া]। উপ (সমীপে বা সহিত)—সৃজ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

উপসর্জ্জ(র্জ)ন—১। অপ্রধান ব্যক্তি বা বিষয়; গৌণ বস্তু বা বিষয়; বিশেষণ। উপ—সৃজ্+অনট্ করণবা। ২। দৈবাদি উপদ্রব, উৎপাত, দৌরাত্ম্য; ত্যাগ, বিসর্জ্জন; সমীপাগমন। উপ—সৃজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—উপসৃষ্ট। ৩। (ব্যাকরণ) সমাসে প্রথমানির্দ্দিষ্ট পদ। উপ—সৃজ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

উপসর্প—'উপসর্পণ' (সকল অর্থে)। উপ—সৃপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

উপসর্পক—সমীপগামী; পশ্চাদ্‌গামী; স্তাবক, উপাসক। উপ—সৃপ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সর্পিকা।

উপসর্পণ—সমীপে উপস্থিতি; প্রবেশ ও নির্গমন; অনুগ্রহলাভ-প্রত্যাশায় অন্যের নিকট যাওয়া; স্তুতি, তোষামোদ; উপাসনা; অনুসরণ, অনুধাবন। উপ—সৃপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—সর্পিত।

উপসর্পণা—'উপসর্পণ' (সকল অর্থে); বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রেম-নিবেদন (court-ship). উপ—সৃপ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপসর্য্যা(র্যা)—ঋতুমতী বা আসন্ন-গর্ভগ্রহণা গবী প্রভৃতি। উপ—সৃ (গমন করা)+যৎ কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপসাগর—যে সাগরাংশের প্রায় চতুর্দ্দিকে স্থল তাহা (যথা—পারস্যোপসাগর); ক্ষুদ্র সাগর। উপমিত সাগরসহ, প্রাদি। বি; পুং। বিণ,—রীয়।

উপসার্য্য(র্য)—উপসর্পণীয়, সমীপে গমনীয়, যাহার নিকটে যাইতে হইবে এরূপ। উপ—সৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সার্য্যতা, —সরণ।

উপসূর্য্য(র্য)ক—সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ মণ্ডলাকার পরিধি; সূর্য্যমণ্ডল। উপগত সূর্য্যকে, প্রাদি; উপসূর্য্য+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

উপসূর্য্য(র্য)কমণ্ডল—পরিধি, পরিবেশ, সূর্য্য অথবা চন্দ্রের পার্শ্বস্থ বেষ্টনী। উপসূর্য্যকই মণ্ডল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উপসৃষ্ট—১। আক্রান্ত; ব্যাপ্ত; বিশিষ্ট; প্র পরা প্রভৃতি উপসর্গযুক্ত; পরিত্যক্ত। উপ—সৃজ্ (যোগ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সৃষ্টি, —সর্জ্জন। ২। মৈথুন। উপ—সৃজ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

উপসেক—জলসেচন দ্বারা মৃদুকরণ, জল দিয়া কোমল করা। উপ—সিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—সিক্ত, —সেচ্য।

উপসেচন—জলসেক, আর্দ্রীকরণ, ভিজাইয়া দেওয়া। উপ—সিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—সিক্ত।

উপসেবক—উপভোগকর্ত্তা, যে উপভোগ করে এমন; পরস্ত্রীতে আসক্ত। উপ—সেব্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সেবিকা। বি, —সেবন, —সেবা।

উপসেবন, -সেবা—উপভোগ; আসক্তি; পরিচর্য্যা। উপ—সেব্+অনট্ ভাববা, অ ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

উপসেবিত—আরাধিত, সম্পূজিত; স্তুত; উপভুক্ত; বিশিষ্ট, যুক্ত; খচিত, জড়িত। উপ—সেব্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপসেবী (-সেবিন্)—সেবাকারী, সেবাকারক, পরিচর্য্যাকারী; সম্ভোগকারী, উপভোক্তা। উপ—সেব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সেবিনী। বি,—সেবন, —সেবা।

উপস্কর, -স্কার—১। অসম্পূর্ণ বাক্যের বোধার্থে শব্দের অধ্যাহার, উহ্য করা; ব্যঞ্জনের মসলা, বাটনা; উপকরণ, গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, উদূখল প্রভৃতি; যন্ত্রাদি (apparatus). উপ (সম্পূর্ণ)—কৃ+অপ্, ঘঞ্ করণবা (স-আগম)। ২। গুণান্তরাধান; অধ্যাহার; যত্নকরণ; পরিষ্কারকরণ। উপ—কৃ+অপ্, ঘঞ্ ভাববা (স-আগম)। বি; পুং। বিণ,—স্কৃত।

উপস্করণ—১। হিংসন, হিংসা করা। উপ—কৃ+অনট্ ভাববা (স-আগম)। ২। ভূষণ; উপস্কর। উপ—কৃ+অনট্ করণবা (স-আগম)। বি; ক্লীব। বিণ,—স্কৃত।

উপস্তম্ভ—আহারনিদ্রাদি জীবনের প্রধান অবলম্বন। উপ—স্তন্ভ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

উপস্তুত—সমীপে স্তুত; আরাধিত, সেবিত। উপ—স্তু (স্তব করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উপস্তুতি—সম্মুখে স্তব করা, সমীপস্তুতি। উপ—স্তু (স্তব করা)+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, —স্তুত। [বি; স্ত্রী।

উপস্ত্রী—উপপত্নী। উপমিতা স্ত্রী সহ, প্রাদি।

উপস্থ—১। সমীপস্থ, সন্নিহিত; উপরিস্থ। বিণ। ২। পুরুষ অথবা স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়, শিশ্ন বা যোনি; ক্রোড়। উপ—স্থা+ক কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

উপস্থনিগ্রহ—ইন্দ্রিয়-সংযম। উপস্থের নিগ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উপস্থাতা (-স্থাতৃ)—সেবক, উপাসক; পূজক; যে উপস্থিত হয় সে। উপ—স্থা+তৃচ্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —স্থাত্রী।

উপস্থান—উপস্থিতি; আগমন; উত্তরণ; উপাসনা; উপস্থিত হইয়া পরিচর্য্যা বা সেবা; সঙ্গতি; অনুসন্ধান। উপ—স্থা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —স্থিত। **মহা উপস্থান**—ভগবান্‌ তথাগতের (বুদ্ধের) পরিচর্য্যা ও তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ।

উপস্থাপক, -স্থাপয়িতা (-য়িতৃ)—যে উপস্থিত করে সে, উপস্থাপনকর্তা; প্রস্তাবকর্তা, প্রস্তাবক। উপ—স্থা+ণিচ্‌+ণক, তৃচ্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পিকা, —য়িত্রী।

উপস্থাপন—উপস্থিত করা, আনয়ন; প্রস্তাব করা। উপ—স্থা+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —স্থাপিত, —স্থাপ্য।

উপস্থাপিত—প্রস্তাবিত; আনীত; উত্থাপিত। উপ—স্থা+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —স্থাপন।

উপস্থিত—১। আগত; উত্তীর্ণ; বিদ্যমান; প্রক্রান্ত; সমীপবর্ত্তী। উপ—স্থা+ক্ত কর্তৃবা। ২। উপাসিত, সেবিত; জ্ঞাত; প্রাপ্ত। উপ—স্থা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —স্থিতি।

উপস্থিতবক্তা (-বক্তৃ)—যে না ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্যক্ষেত্রে হঠাৎ কোন প্রসঙ্গ করিতে বা কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিতে পারে এমন। উপস্থিত—বচ্‌+তৃন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বক্ত্রী।

উপস্থিতবুদ্ধি—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কার্য্যক্ষেত্রেই সঙ্গে সঙ্গে কোন বুদ্ধি বা মতলব দিবার প্রতিভা। উপস্থিতা বুদ্ধি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উপস্থিতি—উপস্থান, নিকটে আগমন; পঁহুছান, উত্তরণ; বিদ্যমানতা; উপাসনা। উপ—স্থা+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, —স্থিত।

উপস্নাতক—বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি-পরীক্ষার পাঠ গ্রহণ করিয়াও যিনি ঐ উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই এরূপ ব্যক্তি (under-graduate). উপ (হীন) স্নাতক, প্রাদি। বি; পুং।

উপস্পর্শ, -স্পর্শন—স্নান; আচমন; পান; স্পর্শ। উপ—স্পৃশ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ, —স্পৃষ্ট, —স্পৃশ্য।

উপস্পৃষ্ট—১। কৃতাচমন; স্নাত। উপ—স্পৃশ্‌+ক্ত কর্তৃবা। ২। স্পৃষ্ট, সংস্পৃষ্ট। উপ—স্পৃশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —স্পর্শ।

উপস্বত্ব—ভূমি প্রভৃতি বিষয় হইতে উৎপন্ন দ্রব্য; জমীর খাজানা বাটীভাড়া প্রভৃতি সম্পত্তির আয়। উপমিত স্বত্বসহ, প্রাদি। বি; ক্লীব। বিণ, —স্বত্বীয়।

উপস্বেদ—সেক দেওয়া, তাপ দেওয়া। উপ—স্বিদ্‌ (ঘর্ম্মাক্ত হওয়া ইত্যাদি)+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

উপহত—আহত; বিঘ্নিত; দূষিত; বিঘট্টিত; বিনাশিত; নিবারিত; তিরস্কৃত; অপবিত্র; অভিভূত। উপ—হন্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ঘাত, —হতি।

উপহতি—উপদ্রব; আঘাত; বিনাশ। উপ—হন্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, —হত।

উপহন্তা (-হন্তৃ)—নাশকারী; অহিতকারক। উপ—হন্‌+তৃন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —হন্ত্রী।

উপহব—১। আহ্বান। উপ—হ্বে+অপ্‌ ভাববা। ২। সমিধ্‌, যজ্ঞকাষ্ঠ। উপ—হু+অপ্‌ করণবা। বি; পুং।

উপহরণ—উপহারদান; বলিদান; পূজন; বলপূর্ব্বক গ্রহণ; খাদ্যবিভাজন। উপ—হৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —হৃত, —হার্য্য।

উপহর্তা (-হর্তৃ), **-হর্ত্রী**—উপহারদাতা; বলিদানকর্তা; পূজক; খাদ্যবিভাজক। উপ—হৃ+তৃন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —হর্ত্রী।

উপহসিত—যাহাকে উপহাস করা হইয়াছে এরূপ। উপ—হস্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —হসন, —হাস।

উপহার—১। সমর্পণ, প্রদান; উপায়নপ্রদান, ভেট দেওয়া। উপ—হৃ (দান করা)+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —হৃত, —হার্য্য। ২। উপঢৌকন-দ্রব্য, ভেটের দ্রব্য; উপ—হৃ+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ৩। হারস্থ শোভাবর্দ্ধক দ্রব্য, মধ্যমণি প্রভৃতি। উপগত হারকে, প্রাদি। বি; পুং।

উপহারী (-রিন্‌)—১। উপহর্তা, উপহারদাতা। উপ—হৃ+ণিন্‌ কর্তৃবা। ২। উপহারপ্রাপ্ত, যে ভেট পাইয়াছে এরূপ। উপহার+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —হারিণী।

উপহার্য্য(র্য)—উপহার দেওয়ার যোগ্য। উপ—হৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উপহাস—বিদ্রূপ, ঠাট্টা। উপ—হস্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —হসিত, —হাস্য।

উপহাসক—উপহাসকর্তা, পরিহাসকারী; আমোদপ্রিয়। উপ—হস্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —হাসিকা।

উপহাসাস্পদ—উপহাসের পাত্র, পরিহাসভাজন। উপহাসের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব বা বিণ।

উপহাস্য—উপহাসযোগ্য, উপহাসাস্পদ। উপ—হস্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, —হাস।

উপহাস্যতা—হাস্যাস্পদতা, উপহাসের বিষয়, উপহাসের পাত্র হওয়া। উপহাস্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, —হাস্য।

উপহিত—প্রদত্ত, অর্পিত; স্থাপিত; আরোপিত; গৃহীত। উপ—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ধান, —ধি। [ভাববা। বি; স্ত্রী।

উপহূতি—আহ্বান। উপ—হ্বে+ক্তি

উপহৃত—সমর্পিত, উপহারস্বরূপ অর্পিত, সংগৃহীত; আহৃত; উৎসৃষ্ট। উপ—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —হৃতি, —হার।

উপহ্রদ—(ভূগোল) সমুদ্রের খাড়ি হইতে জাত জলাশয়, প্রবাল-প্রাচীর ও উপকূলের অন্তর্ব্বর্ত্তী জলভাগ (lagoon). উপমিত হ্রদসহ, প্রাদি। বি; পুং।

উপা, উবা, উভা—কর্পূরাদির মত বাষ্পীভূত অবস্থায় অন্তর্হিত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া। বাং ক্রি। [বি।

উপাই—উপায়; উপায়ে। প্রাঃ কবিপ্র।

উপাংশু—১। নির্জ্জনে; গোপনে; নিগূঢ়ভাবে। অংশুর সমীপে, অব্যয়ী। অব্য। ২। পরশ্রবণাযোগ্য জপবিশেষ। উপ—অন্‌শ্‌+উ কর্তৃবা। বি; পুং।

উপাংশুবধ—নির্জ্জনে বধ, অন্যের অদৃষ্টে বধ (assassination). উপাংশু (গোপনীয়রূপে) বধ, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

উপাংশুবাস—নির্জ্জনবাস; অজ্ঞাতবাস। উপাংশু (নির্জ্জনে) বাস, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

উপাংশুবাসী (-বাসিন্‌)—নির্জ্জনে অবস্থানকারী, বিজনবাসী। উপতৎ; উপাংশু—বস্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাসিনী।

উপাকরণ, -কর্ম্ম (-কর্ম্মন্‌), **-কর্ম**—সংস্কারপূর্ব্বক বেদগ্রহণ; সংস্কারপূর্ব্বক পশুহনন; আরম্ভ; শ্রাবণী পূর্ণিমাতে কর্তব্য বৈধকর্ম্মবিশেষ। উপ—আ—কৃ+অনট্‌, মনিন্‌ ভাববা, কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। বিণ, —কৃত।

উপাকৃত—১। দেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যে নিহত বা হন্তব্য ('—পশু'); উপক্রান্ত; আরব্ধ। বিণ। বি, —কৃতি, —করণ। ২। অশুভ। উপ—আ—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

উপাক্ষ—১। উপনেত্র, চশমা। উপমিত অক্ষিসহ, প্রাদি (সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয়)। ২। উপবৃত্তের ক্ষুদ্রতর অক্ষ (minor axis). উপ (হীন) যে অক্ষ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপাক্ষকার—উপনেত্রনির্ম্মাতা, চশমা-প্রস্তুতকারী। উপতৎ; উপাক্ষ—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। স্ত্রী,—কারী।

উপাখ্যান—১। গল্প, উপন্যাস, ইতিবৃত্ত, আখ্যান। উপ—আ—খ্যা+অনট্ কর্ম্মবা। ২। বিশেষভাবে উল্লেখ, বিশেষভাবে কথন। উপ—আ—খ্যা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপাগত—১। অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত; অধিগত; প্রাপ্ত; অনুভূত। উপ—আ—গম্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যে আসিয়াছে এরূপ, উপস্থিত। উপ—আ—গম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—গম।

উপাগম—স্বীকার; অনুভব; প্রাপ্তি; উপস্থিতি। উপ—আ—গম্+অপ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—গত।

উপাগ্রহন—সংস্কারপূর্ব্বক বেদগ্রহণ, উপাকরণ। উপ—আ—গ্রহ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —গৃহীত।

উপাঙ্গ(ঙ্গ)—১। ললাটে চন্দনাদিচিহ্ন, তিলক ফোঁটা ইত্যাদি; অঙ্গের অংশ (অঙ্গুলি ইত্যাদি), প্রত্যঙ্গ; দেহের লাঙ্গুলাদি অংশ (appendage); পরিশিষ্ট। উপমিত অঙ্গসহ, প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। (সঙ্গীত) অঙ্গের কোন দেশ আশ্রয় করিয়া যাহার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় তাহা। উপাঙ্গ+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং।

উপাঙ্গ(ঙ্গ)প্রদাহ—পাকস্থলীর প্রদাহ-বিশেষ (appendicitis). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উপাচার্য্য(র্য)—সহকারী গুরু, আচার্য্যের সহকারী। উপমিত আচার্যাসহ, প্রাদি। বি; পুং। স্ত্রী,—চার্য্যানী (পত্নী অর্থে), —চার্য্যা (স্বয়ং দীক্ষাদাত্রী অর্থে)।

উপাঞ্জন—গোবর প্রভৃতি দ্বারা লেপন। উপ—অন্‌জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপাড়া—উৎপাটিত করা; ব্যাকুল করা। 'উৎপাটন'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উপাত্ত—১। গৃহীত; প্রাপ্ত; স্বীকৃত। বিণ। বি—উপাদান। ২। (জ্যামিতি যাহা হইতে কোন কিছু গণনা করা বা বুঝা যায় এরূপ প্রদত্ত বিষয়াবলী (data). উপ—আ—দা+ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

উপাত্যয়—আচারাতিক্রম; উল্লঙ্ঘন; নাশ। উপ—অতি—ই+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—তীত।

উপাদান—১। সমবায়িকারণ, কোন পদার্থ যে যে বস্তুতে নির্ম্মিত বা প্রস্তুত হয় সেই সেই বস্তু (যেমন—ঘটের মৃত্তিকা, অলঙ্কারের স্বর্ণ)। উপ—আ—দা+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—উপাদানীয়। ২। স্বীকার; গ্রহণ; প্রত্যাহার; আক্ষেপ; উল্লেখ; উৎকোচ; প্রতীতিজনন; স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-নিবৃত্তি। উপ—আ—দা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—উপাত্ত, —দেয়।

উপাদানকারণ—কার্য্যের অব্যবহিত কারণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উপাদানভূত—উপাদানস্বরূপ, নির্ম্মাণ-সামগ্রীস্বরূপ। উপাদান—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

উপাদানসামগ্রী—নির্ম্মাণবস্তু, কোন পদার্থ গঠন করিবার জন্য আহৃত বস্তুসমূহ। উপাদানের সামগ্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উপাদেয়—মনোরম; স্বীকার্য্য; গ্রহণীয়; বিধেয় ('—কর্ম্ম')। উপ—আ—দা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উপাধান—১। শিরোধান, বালিশ। উপ—আ—ধা+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব। ২। জ্ঞান; বিধান, করণ। উপ—আ—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

উপাধি—১। আখ্যা, উপনাম; কারণ; ছল; ভেদকধর্ম্ম; (ন্যায়) সাধ্যব্যাপক সাধনাব্যাপক ধর্ম্ম ("ধূমবান্ অগ্নি" বলিলে তাহার উপাধি আর্দ্রকাষ্ঠকে বুঝায়)। উপ—আ—ধা+কি করণবা। ২। ধর্ম্মচিন্তা। উপ—আ—ধা+কি ভাববা। ৩। অধিক সমৃদ্ধি। উপ—আ—ধা+কি কর্ম্মবা। ৪। পাত্র, আধার। উপ—আ—ধা+কি অধিবা। বি; পুং। বিণ—ঔপাধিক।

উপাধিক—১। উপাধিপ্রাপ্ত, উপনাম-বিশিষ্ট; আরোপিত। উপাধি+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কা। ২। উপাদেয়; বিশিষ্ট। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উপাধিধারী (-ধারিন্)—উপাধিপ্রাপ্ত, উপনামবিশিষ্ট, যে খেতাব পাইয়াছে এরূপ। উপতৎ; উপাধি—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধারিণী।

উপাধিপত্র—যে প্রশংসাপত্রে বিদ্যার পরিচায়ক উপাধি লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা (certificate, diploma). উপাধিজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উপাধিপ্রাপ্ত—উপাধিধারী, যিনি উপাধি পাইয়াছেন এরূপ। উপাধিকে প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

উপাধিভূষণ—১। উপাধিরূপ অলঙ্কার; উপাধিপ্রাপ্তিহেতু সম্মান। উপাধিরূপ ভূষণ, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। উপাধি-যুক্ত। উপাধি ভূষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উপাধিভূষিত—উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত; উপাধি দ্বারা সম্মানিত। উপাধি দ্বারা ভূষিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

উপাধেয়—অভিনিবেশনীয়, যাহাতে মন দেওয়া কর্ত্তব্য এরূপ; আরোপ্য; উপাধির যোগ্য। উপ—আ—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উপাধ্যক্ষ—উপদেষ্টা; বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ (Vice-Chancellor) [অধুনা এই অর্থে 'অধিপাল']; কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ (Vice-Principal). উপ (হীন) অধ্যক্ষ, প্রাদি। বি; পুং।

উপাধ্যায়—১। অধ্যাপক, উপদেশক; বেদের একদেশ বা বেদাঙ্গসকল যিনি বৃত্ত্যর্থ অধ্যয়ন করান তিনি। উপ—অধি—ই+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী—(১) উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী (শিক্ষয়িত্রী), (২) উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়ানী (উপাধ্যায়পত্নী)। ২। (বাঙলায়) ব্রাহ্মণের উপাধি [বল্লালসেনের আমলে বিদ্যা, বিনয়, সদাচার প্রভৃতি নয়টি গুণে বিভূষিত ব্রাহ্মণগণ এই উপাধি লাভ করিয়াছেন]। বাং প্র। বি; পুং।

উপান—বক্রদৃষ্টি, কুটিলদৃষ্টি, আড়চোখে চাওয়া; আড় চোখ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

উপানৎ (-নহ্)—চামড়ার জুতা, বিনামা। উপ—আ—নহ্ (বন্ধন করা)+ক্বিপ্ করণবা। বি; স্ত্রী।

উপানৎকার—চর্ম্মপাদুকানির্ম্মাতা, জুতা-গড়া চামার। উপতৎ; উপানৎ—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উপানন্দ—'উপনন্দ' (২) শব্দের বিকৃত রূপ। প্রাঃ কবিপ্র বা বাং প্র। বি।

উপান্ত—নিকট, সমীপ; প্রান্ত; পরিসর। উপগত অন্তকে, প্রাদি। বি; পুং। বিণ,—ন্তীয়।

উপান্ত-টীকা—খাতার বা পুস্তকের ধারে লিখিত মন্তব্য (marginal note). উপান্ত-লিখিতা টীকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উপান্তিক—অতি নিকট। উপগত অন্তিক-কে, প্রাদি। বি; ক্লীব।

উপান্ত্য—অন্তের অব্যবহিত পূর্ব্বস্থ। উপান্ত+যৎ ভবার্থে। বিণ।

উপান্ত্যবর্ণ—অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ। উপান্ত্য বর্ণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

উপাপরাধ—ক্ষুদ্র দোষ, সামান্য দোষ। উপ (অর্থাৎ ক্ষুদ্র) অপরাধ, প্রাদি। বি; পুং।

উপাবর্ত্ত(র্ত)ন—প্রত্যাগমন; ঘূর্ণন; পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন। উপ—আ—বৃত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—বৃত্ত।

উপাবৃত্ত—ঘূর্ণমান; ঘূর্ণিত; শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ ভূমিতে লুণ্ঠিত; প্রতিনিবৃত্ত; প্রত্যাগত। উপ—আ—বৃৎ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—বৃত্তি, —বর্ত্তন।

উপাম—উপম; সদৃশ, তুল্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উপায়—১। সাম দান ভেদ দণ্ড (অর্থাৎ শত্রুর সহিত সন্ধি, শত্রুকে অর্থদানে বশীভূত করা, শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ ঘটান এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ)—রাজাদের স্বরাজ্যরক্ষার এই চারিপ্রকার পন্থা ; গতি ; কর্ম্ম-সাধন ; উপগম ; প্রতীকারের পথ ; কৌশল ; পন্থা। উপ—ই বা অয়্+ঘঞ্ করণবা। ২। উপাগমন ; উপার্জ্জন। উপ—ই বা অয়্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—উপায়ী (-য়িন্)।

উপায়ক্ষম—উপার্জ্জনসমর্থ, উপায়ী। উপায়ে ক্ষম, ৭মীতৎ। বিণ।

উপায়জ্ঞ—যে উপায় করিতে জানে এরূপ, কোন অনিষ্টের প্রতীকার করিবার জ্ঞানসম্পন্ন। উপতৎ ; উপায়—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

উপায়ন—১। উপহার, উপঢৌকন। উপ—ই বা অয়্+অনট্ করণবা। ২। নিকটে উপস্থিতি ; ব্রতাদিপ্রতিষ্ঠা। উপ—ই বা অয়্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

উপায়ান্তর—অন্য উপায়, অন্যবিধ পথ, অন্যগতি। অন্য উপায়, নিত্য। বি ; ক্লীব।

উপায়াভাব—উপায় না থাকা ; উপার্জ্জন না থাকা। উপায়ের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উপায়ী (-য়িন্)—উপায়বিশিষ্ট, যাহার বা যাহাতে উপায় আছে এরূপ ; উপার্জ্জনকারী, রোজকারী। উপায়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

উপারত—নিবৃত্ত ; বিরত। উপ—আ—রম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—রতি, —রম।

উপারম্ভ—প্রারম্ভ, সূত্রপাত। উপ—আ—রভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ,—রব্ধ।

উপারূঢ়—উৎপন্ন ; আরূঢ় ; প্রাপ্ত। উপ—আ—রুহ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উপার্জ্জ(র্জ)ক—উপার্জ্জনকারী, উপায়ী, রোজকারী। উপ—অর্জ্জ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্জ্জিকা।

উপার্জ্জ(র্জ)ন—ধনসংগ্রহ, রোজগার ; লাভ ; সঞ্চয়। উপ—অর্জ্জ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—র্জ্জিত, —র্জ্জনীয়।

উপার্জ্জি(র্জি)ত—যাহা উপার্জ্জন করা হইয়াছে এরূপ ; লব্ধ, প্রাপ্ত ; সঞ্চিত, সংগৃহীত। উপ—অর্জ্জ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,—র্জ্জিতা। বি,—র্জ্জন।

উপার্দ্ধ(র্ধ)রঙ্গ(ংগ)—নৃত্যবিশেষ (এই নৃত্যে শরীরের অর্দ্ধাংশ নৃত্য করে, অপরার্দ্ধ নিশ্চল থাকে। এই নৃত্য হাস্যোদ্রেক করে)। বি ; পুং।

উপালব্ধ—তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত ; প্রাপ্ত। উপ—আ—লভ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লম্ভ।

উপালম্ভ—তিরস্কার ; ক্রোধবচন, সরোষ বাক্য ; দুঃখবাক্য ; প্রাপ্তি। উপ—আ—লভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ,—লব্ধ।

উপাশ্রয়—১। জৈন মঠ। বি ; পুং। ২। আশ্রয়যোগ্য। উপ—আ—শ্রি+অচ্ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। আশ্রয়কর্তা। উপ—আ—শ্রি+অচ্ কর্তৃবা। ৪। আশ্রয় গ্রহণ ; অবলম্বন। উপ—আ—শ্রি+অচ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ,—শ্রিত।

উপাশ্রিত—১। অবলম্বিত ; ধৃত। উপ—আ—শ্রি+ক্ত কর্ম্মবা। ২। আশ্রয়কারী ; প্রাপ্ত ; গত। উপ—আ—শ্রি+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উপাস, উপোস—অনাহার, অভোজন, না খাওয়া। 'উপবাস'-শব্দজ। বি।

উপাসক—উপাসনাকারী, সেবক ; উপকারপ্রত্যাশায় অন্যের অনুবর্ত্তক। উপ—আস্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিকা। বি,—সনা।

উপাসঙ্গ(ংগ)—১। বাণাধার, তূণ। উপ—আ—সন্জ্+ঘঞ্ অধিবা। ২। আসক্তি। উপ—আ—সন্জ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

উপাসন—১। সেবা ; আরাধনা ; পূজা ; উপকার প্রত্যাশায় অন্যের অনুবৃত্তি। উপ—আস্+অনট্ ভাববা। ২। সন্নিহিত আসন। উপ—আস্+অনট্ অধিবা। ৩। শরত্যাগশিক্ষা। উপ—অস্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—সিত, —স্য।

উপাসনা—শুশ্রূষা ; আরাধনা ; উপকারপ্রত্যাশায় অন্যানুবৃত্তি। উপ—আস্+অন ভাববা+আপ। বি ; স্ত্রী। বিণ,—সিত,—স্য।

উপাসনার্হ—পূজনীয় ; সেবনীয়। উপতৎ ; উপাসনা—অর্হ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

উপাসনীয়—উপাস্য, পূজ্য। উপ—আস্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সনা, —সন।

উপাসিকা—পূজারিণী, উপাসনাকারিকা। উপাসক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উপাসিত—পূজিত ; শুশ্রূষিত ; উপকারপ্রত্যাশায় কৃতানুবর্ত্তন। উপ—আস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সনা, —সন।

উপাসিতব্য—উপাসনীয়, পূজ্য। উপ—আস্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সনা।

উপাসিতা (-তৃ)—উপাসক ; শুশ্রূষাকারী। উপ—আস্+তৃচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিত্রী।

উপাসী—অনাহারী, অভুক্ত ; অতৃপ্ত। 'উপবাসী'-শব্দজ। বিণ।

উপাসীন—নিকটস্থিত, সমীপে উপবিষ্ট, সন্নিহিত। উপ—আস্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

উপাস্তি—উপাসনা ; শুশ্রূষা ; উপকারপ্রত্যাশায় পরানুবৃত্তি। উপ—আস্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ —সিত, —স্য।

উপাস্ত্র—অস্ত্রের উপকরণ ; অপ্রধান অস্ত্র। উপমিত অস্ত্রসহ, বা, উপ (হীন) অস্ত্র, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

উপাস্থি—দেহের অভ্যন্তরস্থ অস্থিতুল্য পদার্থ (cartilage). উপমিত অস্থিসহ, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

উপাস্থিক—যাহার দেহের অভ্যন্তর অস্থিতুল্য পদার্থে পরিবৃত এরূপ মৎস্য বা তজ্জাতীয় প্রাণী (যথা—হাঙ্গর, বাইন মাছ)। উপাস্থি+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি ; পুং।

উপাস্য—পূজ্য ; সেব্য ; উপকারপ্রত্যাশায় অনুবর্ত্তনযোগ্য। উপ—আস্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,—স্যা। বি,—সনা, —সন।

উপাস্যদেবতা—আরাধ্য দেবতা, ইষ্ট দেবতা। উপাস্যা দেবতা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

উপাস্যমান—আরাধ্যমান ; উপকারপ্রত্যাশায় যাহার অনুবর্ত্তন করা হইতেছে এরূপ। উপ—আস্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

উপাহরণ—সংগ্রহ ; কল্পনা। উপ—আ—হৃ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—হৃত।

উপাহিত—১। অগ্ন্যুৎপাত উল্কাপাত প্রভৃতি নৈসর্গিক উপদ্রব। উপস্থিত হয় অহিত যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। সংযোজিত, একত্রীকৃত ; আরোপিত। উপ—আ—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ধান।

উপাহৃত—সংগৃহীত ; কল্পনায় স্থিরীকৃত, কল্পিত। উপ—আ—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—হৃতি, —হরণ।

উপু—'উবু' দ্রঃ।

উপুড়, উবুড়—অধোমুখ, উল্টান। 'অবমূর্দ্ধা'-শব্দজ। বিণ।

উপুড়হস্ত—দানপরায়ণ। উপুড় হইয়াছে হস্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। **উপুড়হস্ত করা**—গৃহীত অর্থাদি ফেরত দেওয়া।

উপুসী, উপোসী—অনাহারী, অভুক্ত, যে খায় নাই এরূপ। 'উপবাসী'-শব্দজ। বিণ।

উপেক্ষক—অবহেলক, উপেক্ষাকারী, উদাসীন। উপ—ঈক্ষ্ (দর্শন করা)+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষিকা। বি—উপেক্ষা।

উপেক্ষণ—১। রাজনীতিসম্মত উপায়বিশেষ। উপ—ঈক্ষ্+অনট্ করণবা। ২। অবহেলা ; ত্যাগ। উপ—ঈক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—ক্ষিত, —ক্ষণীয়।

উপেক্ষণীয়, উপেক্ষ্য—উপেক্ষাযোগ্য ; ত্যাজ্য। উপ—ঈক্ষ্+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ক্ষা, —ক্ষণ।

উপেক্ষা—অনাদর, অবহেলা ; ঔদাসীন্য ; অবহেলাসহ দর্শন ; বিসর্জ্জন ; অস্বীকার ; যে অবস্থায় মানুষ সুখদুঃখে সমভাব প্রাপ্ত হয় তাহা। উপ—ঈক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ,—ক্ষিত, —ক্ষ্য, —ক্ষণীয়, —ক্ষিতব্য।

উপেক্ষাপর—অবহেলাকারী, অবজ্ঞাকারী। উপেক্ষা পর (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উপেক্ষাপরায়ণ—অবহেলাকারী, অব-

হেলনশীল, অবজ্ঞা করাই যাহার স্বভাব এরূপ। উপেক্ষা পর (প্রধান) অয়ন (গতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—পরায়ণতা।

উপেক্ষিত—অবহেলিত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত, অবধীরিত; অস্বীকৃত; বিসৃষ্ট, ত্যক্ত। উপ—ঈক্ষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ক্ষণ, —ক্ষা।

উপেক্ষ্য—'উপেক্ষণীয়' দ্রঃ।

উপেখা—১। উপেক্ষা। বি। ২। উপেক্ষা করা, অগ্রাহ্য করা। কবিপ্র। ক্রি। [**উপেখবি**—উপেক্ষা করিবি বা করিবে; **উপেখি**—উপেক্ষা করিয়া; **উপেখিয়ে**—উপেক্ষা করিয়া]।

উপেত—মিলিত ; গত; অধিগত, প্রাপ্ত; সঙ্গত, নারীতে উপগত। উপ—ই+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—উপায়।

উপেতা (-তৃ)—নিকটে গমনকারী; লাভকারী; সঙ্গমকারী। উপ—ই+তৃচ্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

উপেন্দ্র—বিষ্ণু, ইন্দ্রের কনিষ্ঠ, বামনদেব [পৌরাণিকেরা বলেন,—বিষ্ণু ইন্দ্রলোকের উপরি আছেন বলিয়া তিনি উপেন্দ্র; অথবা, বামনাবতারে বিষ্ণু কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের পরে জন্মগ্রহণ করায় ইন্দ্র-কনিষ্ঠ বা উপেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হন]। উপগত ইন্দ্রকে, প্রাদি। বি; পুং।

উপেন্দ্রবজ্রা—(সংস্কৃত কাব্য) একাদশাক্ষর-পাদ সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ [প্রায় ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দের ন্যায়; বিশেষ এই যে, ইন্দ্রবজ্রায় প্রথম বর্ণ গুরু, কিন্তু ইহাতে প্রথম বর্ণ লঘু]। উপমিত ইন্দ্রবজ্রাসহ, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপেয়—অধিগম্য, লভ্য; উপায়সাধ্য; অন্বেষণপূর্ব্বক গম্য। উপ—ই+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

উপোঢ়—১। বিবাহিত; শ্রেণীবদ্ধ। উপ—বহ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। সৈন্যনিবেশ, ব্যূহ; নিকট। উপ—বহ্‌+ক্ত অধিবা। বি; ক্লীব।

উপোত্তম—অন্ত্যসমীপস্থ, উপান্ত্য। উপগত উত্তমকে অর্থাৎ অন্তকে, প্রাদি। বিণ।

উপোদকী—পূতিকা, পুঁই শাক। উপগত উদক যাহাতে, বহুব্রী+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

উপোদ্‌ঘাত—আরম্ভ; প্রস্তাবনা, ভূমিকা; উদাহরণ, দৃষ্টান্ত; গ্রন্থসঙ্গতিবিশেষ; প্রকরণের বিষয়বস্তুর সিদ্ধির জন্য চিন্তা। উপ—উৎ—হন্‌+ঘঞ্‌ ভাববা ('হন্‌'-স্থানে 'ঘাত')। বি; পুং।

উপোষ, -ষণ—উপবাস, অনাহার। উপ—উষ্‌+ক ঘঞর্থে, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—ষিত।

উপোষিত—উপবাসী। উপ—বস্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—উপোষ।

উপোস—'উপাস' দ্রঃ।

উপোসী—'উপুসী' দ্রঃ।

উপ্ত—কৃতবপন, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ; নিক্ষিপ্ত। বপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—উপ্তি, বপন।

উপ্তবীজ—১। বোনা বীজ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহাতে বীজ বোনা হইয়াছে এমন ('—ক্ষেত্র')। উপ্ত হইয়াছে বীজ যেখানে, বহুব্রী। বিণ। [বি; স্ত্রী।

উপ্তি—বপন, বোনা। বপ্‌+ক্তি ভাববা।

উপ্য—বপনীয়। বপ্‌+ক্যপ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

উফড়, -ড়ন—১। উৎপাটন; বিদারণ। বি। ২। উৎপাটন করা; বিদীর্ণ হওয়া, বিদীর্ণ করা। বাং ক্রি। [বাং ক্রি।

উফড়ান—উৎপাটন করা; বিদীর্ণ করা।

উফর—উৎপাটিত হওয়া; কাঁপা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বি।

উফর-ধাফর—লম্ফঝম্প। প্রাঃ কবিপ্র।

উফরি-ফাঁপরি—ক্রমাগত; উপর্য্যুপরি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ। [শব্দজ। বি।

উবকার, -গার—হিতসাধন। 'উপকার'-

উবচান—উপচাইয়া পড়া; অতিক্রম করা; উৎক্ষিপ্ত হওয়া। 'উপ—চি'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

উবজান—উৎপন্ন হওয়া। বাং ক্রি।

উবটন—ময়লা তোলার জন্য গা ঘষা; ময়লা-পরিষ্কারক হরিদ্রাকুঙ্কুমাদি। 'উদ্বর্ত্তন'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

উবধ্য—পুরীষ, বিষ্ঠা। প্রাঃ বাং। বি।

উবরা—এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে রাখা। প্রাদে। ক্রি।

উবরান—অধিক হওয়া, উদ্বৃত্ত হওয়া; এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে রাখা। 'উদ্বর্ত্তন'-শব্দজ বাং ক্রি।

উবল—খোজ; অন্তর্দ্ধান। হিন্দীমূলক। বি।

উবা—(কর্পূরাদির) উড়িয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া। 'উৎ—বা'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

উবু, উপু—১। পদের উপর ভর দিয়া উপবেশন, মাটিতে পা দুইটী মাত্র রাখিয়া শূন্যে বসা। বি। ২। পদের উপর ভর দিয়া উপবিষ্ট, উন্নত। প্রাদে। বিণ। **উবুডুবু করা**—হাবুডুবু খাওয়া।

উবুড়—'উপুড়' দ্রঃ।

উভ—১। উভয়, যুগল, দুইজন। উভ্‌ (পরিপূর্ণ করা)+অচ্‌ কর্তৃবা। সর্ব্ব। ২। উচ্চ, উঁচু। 'ঊর্দ্ধ্ব'-শব্দজ। বিণ।

উভচর—যাহারা জল ও স্থল উভয়স্থানেই বিচরণ করে এরূপ। উপতৎ; উভ—চর্‌+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চরী।

উভচূড়—পাত্রের শস্যাদি চূড়ার আকারে সাজান; অতিরিক্ত দ্রব্য; পাত্রের জিনিসের আধিক্য। উভ (উন্নত) চূড়া যাহার, বহুব্রী। বাং। বি।

উভচোট—হাততালি। বাং। বি।

উভয়—দুই জন, দুই। উভ+অয়ট্‌ অবয়বার্থে। সর্ব্ব; বিণ।

উভয়তঃ (-তস্‌), **-য়ত**—দুই দিকে, দুই পক্ষে; দুই দিক হইতে। উভয়+তস্‌ (৫মী বা ৭মী-স্থানে)। অব্য।

উভয়তোমুখ—দুই দিকে মুখবিশিষ্ট। উভয়তঃ মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখী, —মুখা। [(৭মী-স্থানে)। অব্য।

উভয়ত্র—দুই স্থানে, দুই দিকে। উভয়+ত্রল্‌

উভয়থা—দুই প্রকারে। উভয়+থাচ্‌ প্রকারার্থে। অব্য।

উভয়পদী (-দিন্‌)—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) আত্মনেপদপরস্মৈপদযুক্ত। উভয়পদ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—পদিনী।

উভয়বিধ—দুইপ্রকারই। উভয় বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উভয়সঙ্ক(ংক)ট—দুই দিকেই বিপত্তি, যে কোন দুইটী বিষয়ের একতর অবলম্বনে বিপদ্‌ (dilemma). উভয়ে সঙ্কট, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

উভয়সম্মত—দুই পক্ষেরই অনুমোদিত, উভয়ানুমত। উভয় কর্তৃক সম্মত, ৩য়াতৎ। বিণ।

উভয়ানুমত—উভয়েরই সম্মতিপ্রাপ্ত, দুই পক্ষেরই অনুমোদিত। উভয় কর্তৃক অনুমত, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—মতা। বি,—মতি।

উভরড়ে—অতি দ্রুতবেগে, অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে। 'উভরয়'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ। [হিন্দীমূলক। বি।

উভরন, -রান—বাহির করা; উদ্বৃত্ত হওয়া।

উভরায়—উচ্চৈঃশব্দে, চীৎকারপূর্ব্বক। উভ (পূর্ণ, উচ্চ)+রা ('রব'-শব্দজ), ক্রিয়া-বিশেষণে 'য়' হইয়াছে। 'উভরবে'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

উভরোল—উচ্চশব্দ; অতিশয় কোলাহল; সম্পূর্ণরূপে অনাদর-প্রকাশ, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করা। 'উভরোড়'-শব্দজ। বি।

উভলিঙ্গ(ংগ)—স্ত্রী-পুং-স্বভাববিশিষ্ট; (প্রাণিবিদ্যা) (কেঁচো প্রভৃতি) যাহারা একদেহে দুইপ্রকার জননযন্ত্রই ধারণ করে এমন; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহার পুংকেশর এবং গর্ভকেশর দুইই আছে এমন ('—ফুল') (bi-sexual, hermaphrodite). উভ (দুই) লিঙ্গ (চিহ্ন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

উভলিঙ্গ(ংগ)-পুষ্পক—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহাতে স্ত্রী এবং পুরুষ এই উভয় শ্রেণীর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এরূপ ('—বৃক্ষ')। উভলিঙ্গ পুষ্প আছে যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

উভার—উত্থান, স্ফীতি, আধিক্য; ব্যাপ্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।

উভারণ—অবতরণ, নামা। প্রাঃ কবিপ্র।

উভারা—ঢালা; নামান; চালান। প্রাঃ কবিপ্র। হিন্দীমূলক। ক্রি।

উভিষ্ট—বিধ্বস্ত, বিনাশপ্রাপ্ত, উৎসন্ন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উভে—গভীরতায়; খাড়াভাবে; উচ্চতায়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

উম্—কোপ প্রতিজ্ঞা স্বীকার প্রশ্ন ইত্যাদি-সূচক শব্দ। উ+ডুম্ অধিবা। অব্য।

উম—১। উষ্ণতা, তাপ। বি। ২। গরম। 'উষ্ম'-শব্দজ। প্রাদে। বিণ।

উমড়, উমড়া—উথলন; উন্মত্ত হওয়া; মোচড় দেওয়া; আহত করা; বিদীর্ণ করা; কষ্ট পাওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উমড়য়ে—বিদীর্ণ করে; মোচড় দেয়; আঘাত দেয়; কষ্ট পায়। প্রাঃ কবিপ্র। হিন্দীমূলক। ক্রি। [কবিপ্র। অস-ক্রি।

উমড়ি—হুমড়িয়া; ফুলিয়া উঠিয়া। প্রাঃ

উমত—উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, পাগল। 'উন্মত্ত'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উমতলা—পাগলপারা; উন্মত্তের মত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [ক্রি।

উমতায়—উন্মত্ত করিয়া দেয়। প্রাঃ কবিপ্র।

উমতায়ল—উন্মত্ত করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উমতি—১। উন্মত্ত হইয়া; অন্ধভাবে। ক্রি-বিণ। ২। উন্মত্ত, অজ্ঞান; আত্মহারা; স্বেচ্ছাচারী; অন্ধ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উমতিনী—উন্মাদিনী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী। [আর্বী। বিণ।

উমদা—দামী; খুব ভাল; উদার; উৎকৃষ্ট।

উমর, উমির—বয়স। আর্বী 'ওমর্'-শব্দজ। বি।

উমরভোর, উমিরভোর—সমস্ত জীবন-কাল ধরিয়া, যাবজ্জীবন। হিন্দীমূলক। ক্রি-বিণ।

উমরা, উমরাহ্—ধনী, বড়মানুষ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আর্বী। বি। **আমীর-উমরা**—ধনী বা সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়।

উমা—১। পার্ব্বতী, দুর্গা [মেনকা বা মেনা পিতৃগণের মানসী কন্যা এবং হিমালয়ের পত্নী। তাঁহার গর্ভে হিমালয়ের তিন কন্যা হয়;—অপর্ণা, একপর্ণা ও একপাটলা। তাঁহারা সকলেই কৃচ্ছ্র সাধ্য তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যাকালে প্রথমকন্যা আদৌ পর্ণাদি কিছুমাত্র আহার করিতেন না বলিয়া ইঁহার অপর্ণা নাম হয়। ইনি যখন কঠোর তপস্যায় নিমগ্না, সেই সময় মাতা ইঁহাকে 'উমা' (উ=হে বৎসে; মা=না—তপস্যা করিও না) শব্দ দ্বারা তপস্যা করিতে নিষেধ করায় ইনি উমা নাম প্রাপ্ত হন]। উ-এর (অর্থাৎ শিবের) মা (লক্ষ্মী), ৬ষ্ঠীতৎ। ["উ-শব্দে বুঝহ শিব মা-শব্দে শ্রী তাঁর। বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার।" —ভারতচন্দ্র]; অথবা, উ (হে)+মা (না—তপস্যা করিও না); অথবা, উ (শিবকে)—মা (পতিরূপে বরণ করা)+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। ২। মসিনা; হরিদ্রা; যশঃ, কীর্ত্তি; শ্রী, কান্তি; শান্তি। বে (বস্ত্রাদি বুনা)+মক্ কর্ম্মবা+আপ্; অথবা, মা (পরিমাণ করা বা দীপ্তি পাওয়া)+কিপ্ কর্ত্তৃবা (আদিতে উ-আগম)। বি; স্ত্রী।

উমাকান্ত—উমাপতি, মহাদেব, শিব। উমার কান্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উমাগুরু—হিমালয়-পর্ব্বত; শিব। উমার গুরু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উমাচতুর্থী—জ্যৈষ্ঠ-শুক্লচতুর্থী, উমার জন্ম-তিথি [এই তিথিতে উমা-দেবীর জন্ম হয়; এই নিমিত্ত সৌভাগ্যলাভের জন্য স্ত্রীলোকে এই চতুর্থীতে পূজা করিয়া থাকে]। উমা-প্রীত্যর্থিকা চতুর্থী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উমাধব, -পতি—মহাদেব, শিব। উমার ধব, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উমান—১। পরিমাণ; গাম্ভীর্য্য। 'উন্মান'-শব্দজ। বি। ২। উষ্ণীকরণ, তপ্তকরণ, তাপ দেওয়া। 'উষ্মাপন'-শব্দজ। বি। ৩। পরিমাণ করা; তাতান, গরম করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উমানি—উয়ানি, একপ্রকার ক্ষুদ্র মশক। প্রাদে। বি। [অস-ক্রি।

উমানিয়া—মাপিয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

উমাপতি—'উমাধব' দ্রঃ।

উমাবন—উমার প্রীতির জন্য বন; পুরবিশেষ, শোণিতপুর। উমার বন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উমাসহায়—মহাদেব, শিব। উমার সহায়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উমাসুত—গণেশ; কার্ত্তিকেয়। উমার সুত (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উমি—বোকা, মূর্খ। আর্বীমূলক। বিণ।

উমিদ—আশা, আকাঙ্ক্ষা; প্রার্থনা। ফার্সীমূলক। বি।

উমির—'উমর' দ্রঃ।

উমিরভোর—'উমরভোর' দ্রঃ।

উম্মেদ—উমিদ, আশা, আকাঙ্ক্ষা; প্রার্থনা। ফার্সী 'উম্মেদ'-শব্দজ। বি।

উমেদওয়ার, -দার—প্রত্যাশাকারী, আকাঙ্ক্ষী; উপকার-প্রত্যাশায় অন্যের উপাসনাকারী; কর্ম্মপ্রার্থী। ফার্সী 'উমেদ্বার'-শব্দজ। বি।

উমদওয়ারী, উমেদারী—আশাপোষণ; প্রার্থনা; কর্ম্মপ্রাপ্তির চেষ্টা, চাকুরীর জন্য অন্যের তোষামোদ। উমেদওয়ার, উমেদার+ঈ ভাবে। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উমেশ—উমানাথ, মহাদেব। উমার ঈশ,

উম্ফটী—উৎসাহ। প্রাদে। বি।

উয়ল—১। উজ্জ্বল, দীপ্তিমান্। 'উজ্জ্বল'-শব্দজ। বিণ। ২। উদিত হইল; উপস্থিত হইল; প্রকাশিত হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উয়াড়—ওয়াড়। প্রাদে। বি।

উয়ান—উমান (তাহা দ্রঃ)।

উয়ানি, -নী—অতি ক্ষুদ্র মক্ষিকা; অতি সূক্ষ্ম মশক। প্রাদে। বি।

উয়ারি—দেউড়ী, দ্বারদেশ; রাজবাড়ী; প্রতি-বাসীর বাড়ী; ধনাগার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

উর, উরহ—আবির্ভূত হও। কবিপ্র। ক্রি।

উরঃ (উরস্), **উর**—১। বক্ষঃস্থল, হৃদয়। বি; ক্লীব। বিণ—ঔরস। ২। প্রধান; উত্তম। ঋ (গমন করা, পাওয়া)+অস্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বিণ।

উরঃক্ষত—বক্ষঃস্থলের ক্ষত; যক্ষ্মা রোগ, ক্ষয়কাশ। উরোজাত ক্ষত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উরঃফলক—(শারীরবিদ্যা) বক্ষোপঞ্জরের সম্মুখাংশ, কণ্ঠ হইতে তলপেট পর্য্যন্ত দীর্ঘ যে অস্থিখণ্ডের উভয় পার্শ্বে পঞ্জরাস্থিগুলি সন্নিবেশিত তাহা (sternum). উরের (উরস্ শব্দ) ফলক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উরঃসূত্রিকা—বক্ষোলম্বমান মুক্তার হার। উরোলম্বিতা সূত্রিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

উরঃস্থল—বক্ষঃস্থল, বুক। উরঃই স্থল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উরগ, উরঙ্গ(ংগ), উরঙ্গ(ংগ)ম—ভুজঙ্গ, সাপ; অশ্লেষানক্ষত্র। উরস্ (বক্ষঃ)—গম্+ড, (ড) খচ্ (নিপাতনে), খচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

উরগভূষণ—ফণিভূষণ, মহাদেব। উরগ ভূষণ

উরগরাজ—সর্পগণের রাজা, বাসুকি। উরগ-দিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

উরগস্থান—নাগলোক, পাতাল। উরগ-দিগের স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উরগারি—গরুড়; ময়ূর; নকুল। উরগদিগের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উরগাশন—গরুড় পক্ষী; ময়ূর; নকুল। উরগ অশন (ভক্ষ্য) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

উরগেন্দ্র—সর্পরাজ, বাসুকি। উরগদিগের ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উরঙ্গ(ংগ), উরঙ্গ(ংগ)ম—'উরগ' দ্রঃ।

উরজ—১। বক্ষ হইতে উৎপন্ন। বিণ। ২। স্ত্রীপয়োধর, কুচ, স্তন। উপতৎ; উরস্—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বাং প্র। (ব্যাকরণ-মতে "উরোজ" পদই সঙ্গত)। বি; ক্লীব।

উরঝাই—ম্লান, শুষ্ক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উরত, উরৎ—উরুত, উরু। 'উরু'-শব্দজ। বি। [ক্রি।

উরথা, উরুথা—বরণ করা। প্রাঃ কবিপ্র।

উরভ্র—১। মেষ; মেঘ; দৈত্যবিশেষ; (লাক্ষণিক অর্থে) মেষজাত কম্বলাদি;

মেষমাংস। উরু—ভ্রম্‌+ড কর্তৃবা (নিপাতনে উ-কার লোপ)। বি; পুং। ২। শুষ্কমূর্ত্তি। বিণ।

উরমাল—রুমাল; ঘোড়ার পা বাঁধিবার চামড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

উরল—উপস্থিত হইল; প্রকাশিত হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উরশ্চক্র—পাপীকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত পাষাণচক্রবিশেষ। উরোপীড়ক চক্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উরশ্ছদ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। উরস্‌ (বক্ষঃ)—ছদ্‌+ণিচ্‌+ঘ করণবা। বি; পুং।

উরস—বক্ষঃস্থল, বুক। 'উরস্‌'-শব্দজ। বি।

উরসান—ক্ষরিত হওয়া, চুয়াইয়া পড়া। 'বর্ষণ'-শব্দজ। ক্রি।

উরসিজ, উরোজ—স্ত্রীপয়োধর, কুচ, স্তন। অলুক উপতৎ; উরসি (বক্ষে)—জন্‌+ড কর্তৃবা (বিকল্পে সপ্তমী বিভক্তির লোপ)। বি; পুং।

উরসিরুহ—পয়োধর, স্তন। অলুক উপতৎ; উরসি (বক্ষে)—রুহ্‌+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

উরসিল—প্রশস্তবক্ষাঃ, বিস্তৃত-বক্ষঃস্থল-বিশিষ্ট। উরস্‌ (বক্ষঃস্থল)+ইল প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ।

উরস্থুনি—ছাঁচের জল; চালের ছিদ্র দিয়া জল পড়া। প্রাদে। বি।

উরস্ত্র—কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া, অস্ত্রবারণার্থ অঙ্গাবরণ। উপতৎ; উরস্‌—ত্রৈ+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

উরস্ত্রাণ—বক্ষঃস্থলের আবরণ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। উরস্‌—ত্রৈ+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

উরস্থল—বক্ষঃস্থল। উরঃই স্থল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

উরস্বান্‌ (উরস্বৎ)—বিস্তৃত-বক্ষঃস্থল-বিশিষ্ট, বিশালবক্ষাঃ। উরস্‌+মতুপ্‌ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—স্বতী।

উরস্য—১। ঔরসজাত সন্তান। বি; পুং। ২। বক্ষোজাত; ঔরস। উরস্‌ (বক্ষঃ)+যৎ ভবার্থে। বিণ।

উরহি—বক্ষঃস্থলে, বুকে। সংস্কৃত 'উরসি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

উরা—উদিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

উরি—আবির্ভূত হইয়া, আসিয়া ("উরি দাসে দেহ পদছায়া"—মাইকেল)। কবিপ্র। অস-ক্রি।

উরু—১। বিশাল, মহৎ। উর্ণু (আচ্ছাদন করা)+কু কর্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ। স্ত্রী—উরু, উর্ব্বী। ২। চাক্ষুষ মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। বি; পুং।

উরুক্রম—বিষ্ণু; বামনদেব। উরু (মহান্‌) ক্রম (বিক্রম বা পাদক্ষেপ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

উরুগায়—বিষ্ণু, নারায়ণ; ঈশ্বর। উরু—গৈ+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

উরুনস—দীর্ঘনাসিক, যাহার নাক লম্বা এমন। উরু (দীর্ঘ) নস্‌ (নাসিকা) যাহার, বহুব্রী (অচ্‌ সমাসান্ত)। বিণ।

উরুত, উরূত—উরু। 'উরু'-শব্দজ। বি।

উরুমাল—রুমাল; ঘোড়ার পা বাঁধিবার চামড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

উরোগামী (-গামিন্‌)—বক্ষঃস্থলসাহায্যে গমনকারী, সরীসৃপ। উপতৎ; উরস্‌—গম্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—গামিণী, —গামিনী।

উরোগ্রহ—বক্ষোবেদনা, বুকের ব্যথা। উরস্‌—গ্রহ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

উরোঘাত—বক্ষঃস্থলে আঘাত; বক্ষোবেদনা; বুক চাপড়ান। উর-তে ('উরস্‌'-শব্দ) ঘাত, ৭মীতৎ। বি; পুং।

উরোজ—'উরসিজ' দ্রঃ।

উরোভূষণ—বক্ষঃস্থলের ভূষণ, হার, মুক্তামালাদি। উরস্‌ অর্থাৎ বক্ষঃস্থলের ভূষণ (অলঙ্কার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

উরোহস্ত—স্পর্দ্ধিত বাহুযুদ্ধ, বক্ষঃস্থলে চপেটাঘাতপূর্ব্বক মল্লযুদ্ধ। উরস্‌ অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে হস্ত যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

উর্জ্জি(র্জি)ত—পরিত্যক্ত; বর্জ্জিত। উর্জ্জ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

উর্ণনাভ—লূতা, মর্কটক, মাকড়সা। ঊর্ণা (সূত্র) নাভিতে যাহার, বহুব্রী+অচ্‌ সমাসান্ত। বি; পুং।

উর্ণা—মেষাদির লোম, পশুলোম; ললাটস্থ লোমসমূহাত্মক চিহ্নবিশেষ। ঊর্ণ্‌+ড করণবা +আপ্‌ (আদ্যস্বর হ্রস্ব)। বি; স্ত্রী।

উর্দ্দি—রাজসেবকাদির চিহ্নবিশেষ, প্রহরী প্রভৃতির জামা (uniform). তুর্কী। বি।

উর্দ্দু—ভাষাবিশেষ, হিন্দুস্তানী, হিন্দী, ফার্সী ও আর্বী ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন ভাষা। তুর্কী। বি।

উর্দ্দুবাজার—সেনানিবাসের মধ্যস্থিত বাজার। তুর্কী উর্দ্দু+ফার্সী বাজার। বি।

উর্দ্র—উদ্বিড়াল। উদ্‌+রক্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

উর্ব্ব(র্ব)র—বৃক্ষলতাদি উৎপাদন করিবার উপযুক্ত সমধিক শক্তিবিশিষ্ট, সর্ব্বশস্যোৎপাদক ('—ভূমি, ক্ষেত্রাদি')। উরু—ঋ (গমন করা)+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ। বি,—রতা।

উর্ব্ব(র্ব)রা—শস্যোৎপাদন-শক্তিবিশিষ্টা, সর্ব্বশস্যসম্পন্না। উর্ব্বর+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

উর্ব্ব(র্ব)শী—অপ্সরা বা স্বর্গ-বেশ্যা বিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। উরু (মহৎ)—অশ্‌ (বশীভূত করা)+ক কর্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

উর্ব্ব(র্ব)শীরমণ, -বল্লভ—চন্দ্রবংশীয় ভূপতিবিশেষ, পুরূরবাঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উর্ব্বা(র্বা)রু, উর্ব্বা(র্বা)রুক—কর্কটিফল, কাঁকুড়। উরু—ঋ+উণ্‌ কর্তৃবা; পক্ষে স্বার্থে কন্‌। বি; ক্লীব।

উর্ব্বী(র্বী)—১। পৃথিবী, পৃথ্বী। বি; স্ত্রী। ২। অতিবিপুলা; মহতী। উরু+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

উর্ব্বী(র্বী)ধর—পর্ব্বত। উর্ব্বীর ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উর্ব্বী(র্বী)রুহ—মহীরুহ, ভূরুহ, বৃক্ষ; উদ্ভিজ্জ। উপতৎ; উর্ব্বী—রুহ্‌+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

উর্স্নি—চালের ছিদ্র দিয়া পতিত ('—জল')। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

উর্সা—চালের ছিদ্র দিয়া জল পড়া। 'বৃষ্‌'-ধাতুজ। প্রাদে। ক্রি।

উল—পশুলোম, পশম। ইং wool. বি।

উলকি—'উল্কি' দ্রঃ।

উলঙ্গ(ংগ)—বিবস্ত্র, বস্ত্রহীন; অনাবৃত; নিষ্কোষিত। 'উলগ্ন'-শব্দজ। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গিনী।

উলঙ্গা(ংগা)—উন্মুক্ত করা; কোষমুক্ত করা; অনাবৃত করা; উলঙ্গ করা ("জয়রাম নাদে রথী উলঙ্গিল অসি"—মাইকেল)। কবিপ্র। ক্রি।

উলঙ্গি(ংগি)নী—বিবস্ত্রা, দিগম্বরা। উলঙ্গ+ইনী (বাং)। বিণ; স্ত্রী।

উলট—১। বিপর্য্যস্ত, ব্যস্ত; বিপরীত ভাবপ্রাপ্ত; উল্টা, অধোমুখ। 'উল্লোঠ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বাং। বি।

উলট-কম্বল—এক প্রকার ঔষধবৃক্ষ।

উলট-পালট—১। সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত, অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত, উলটান-পালটান। বিণ। ২। বিশৃঙ্খলা; পরিবর্ত্তন; ব্যতিক্রম, ঘোরা-ফেরা; গোলমাল। বাং। বি।

উলটল—উল্টাইয়া গেল; পরিবর্ত্তিত হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উলটা—১। বিপরীত; বিরুদ্ধ; অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত; যাহা সোজা নহে এরূপ। বিণ। ২। উল্টান। বাং ক্রি। **উলটা পিঠ**—ভিতর দিক; পত্রাদির নীচের দিক। **উলটা বিচার**—ন্যায়বিরুদ্ধ বিচার। **উলটা রীতি**—ভিন্ন প্রথা।

উলটান—বিপর্য্যস্ত করা; অধোমুখ করা, উবুড় করা; ঘুরাইয়া দেওয়া। 'উল্লুণ্ঠন'-শব্দজ। ক্রি।

উলটায়বি—উলটা করিবি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উলটি—বিপরীত দিকে মুখ করিয়া, ঘুরিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

উলন—উল্বণ (তাহা দ্রঃ)। বাং প্র। বি।

উলপ, উলুপ—১। তৃণবিশেষ, উলুখড়। বি; ক্লীব। ২। শাখাপত্রবহুল লতা, গুল্মিনী। বল্‌ (বলবান্‌ হওয়া)+কপচ্‌, কুপচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

উলমা, উলেমা—মুসলমান অধ্যাপক বা পণ্ডিতমণ্ডলী। আর্বী 'ইলুম্‌'-শব্দজ। বিণ

উলস—পুলক। 'উল্লাস'-শব্দজ। বি।

উলসা—উল্লসিত হওয়া, হৃষ্ট হওয়া। কবিপ্র। ক্রি। [শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।
উলসিত—হৃষ্ট, আনন্দিত, প্রফুল্ল। 'উল্লসিত'-
উলসূতা—পশমের সূতা। উল (wool)-নামক সূতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।
উলা—অবতরণ করা, নামা। কবিপ্র। ক্রি।
উলান—নামান। কবিপ্র। ক্রি।
উলাল—সোহাগ, যত্ন, আদর। কবিপ্র। বি।
উলী—কুশল, মঙ্গল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
উলু—১। স্ত্রীলোকগণের উচ্চারিত মাঙ্গলিক শব্দ। 'উলূলু'-শব্দজ। ২। একপ্রকার তৃণ। বাং প্র। বি।
উলুই—১। লক্ষ্মীছাড়া, :অভাগা, অপব্যয়ী। বিণ। ২। উলুধ্বনি; বোড়া সাপের অনুকার শব্দ। প্রাদে। বি। [শব্দজ। বি।
উলুকা—উল্কা, মশাল, অগ্নিশিখা। 'উল্কা'-
উলুখড়, -ছন—তৃণবিশেষ, ঘর ছাইবার জন্য একপ্রকার খড়। কর্ম্মধা। বি।
উলুখাগড়া—উলুখড় ও নল; যাহা সহজে ভাঙ্গা যায়; অকিঞ্চিৎকর পদার্থ; গরীব লোক; নিরীহ প্রজা ('রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়')। কর্ম্মধা (বাং)। বি।
উলুতপুলুত—বিশেষরূপে অনুসন্ধান, চারিদিকের জিনিষ ওলট-পালট করিয়া দেখা। প্রাদে। বি।
উলুপ—'উলপ' দ্রঃ। [দ্রঃ)। বি; পুং।
উলুপী (-পিন্)—শিশুমার, শুশুক ('উলূপী'
উলুবোড়া—পচাবোড়া, একপ্রকার ভীষণ বিষধর সাপ। বাং। বি।
উলুয়া—উলো, গরুর গাড়ির চক্রমধ্যস্থ গোলাকার কাঠের মাঝখানের গোল লোহা। প্রাদে। বি।
উলূক—১। পেচক। বি; পুং। স্ত্রী, —কী। ২। ইন্দ্র; দুর্য্যোধন-মাতুল শকুনির পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং। ৩। উলুখড়। বল্+উক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৪। দেশবিশেষ। বল্+উক অধিবা। বি; পুং।
উলূখল—উদূখল, গড় ('উদূখল' দ্রঃ, দ-স্থানে ল)। বি; ক্লীব।
উলূপী (-পিন্)—শিশুমার, শুশুক। উ-রূ (শিবের) রূপ, ৬ষ্ঠীতৎ; উরূপ+ইন্ আছে অর্থে (র-স্থানে ল এবং উ-কার-স্থানে বিকল্পে ঊ-কার)। বি; পুং।
উলূলু—মাঙ্গলিক ধ্বনিবিশেষ, উলুধ্বনি। 'উরু' শব্দের দ্বিত্ব নিপাতনে (র-স্থানে ল)। বি; পুং।
উলেমা—'উলমা' দ্রঃ।
উলো—গো-শকটের চক্রমধ্যস্থ কাষ্ঠের মুখলগ্ন লৌহবলয়। প্রাদে। বি।
উল্কফুল্ক—ভীত, ত্রস্ত; বিশৃঙ্খল; উদাস। প্রাদে। বিণ।
উল্কা—আকাশে ভ্রাম্যমাণ জ্বলন্ত লৌহপ্রস্তর (meteor); স্ফুলিঙ্গ; অগ্নিশিক্ষা, অগ্নিকণা; মশাল। উষ্ (দাহ করা)+ক কর্ত্তৃবা+স্ত্রী আপ্ (ষ-স্থানে ল)। বি; স্ত্রী।
উল্কাচক্র—দীক্ষাকালে গ্রাহ্য মন্ত্রের শুভাশুভসূচক চক্রবিশেষ। উল্কানামক চক্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
উল্কাজিহ্ব—১। রাক্ষসবিশেষ। উল্কা জিহ্বায় যাহার, বহুব্রী। ২। অগ্নি। উল্কাই (শিখাই) জিহ্বা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
উল্কাধারী (-ধারিন্)—মশালধারী, মশালবাহক। উপতৎ; উল্কা—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ধারিণী।
উল্কাপাত—আকাশ হইতে উল্কার পৃথিবীতে পতন। উল্কার পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
উল্কাপিণ্ড—আকাশচারী জ্যোতিঃপদার্থবিশেষ, গোলাকার উল্কাখণ্ড। উল্কা পিণ্ডপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।
উল্কাপ্রস্তর—উল্কাখণ্ড, আকাশ হইতে পতিত জ্বলন্ত প্রস্তর। উল্কাই প্রস্তর, কর্ম্মধা। বি; পুং।
উল্কামুখ—রাক্ষস; উল্কাস্বরূপ-মুখবিশিষ্ট প্রেতবিশেষ। উল্কাবৎ মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
উল্কামুখী—রাত্রিকালে মুখব্যাদান করিলে যে শৃগালীর মুখে অগ্নিবৎ উজ্জ্বল পদার্থ লক্ষিত হয় সেই শৃগালী, খেঁক্শিয়ালী; আলেয়া; ক্রোধহেতু যে স্ত্রীলোকের মুখ সর্ব্বদা রক্তবর্ণ থাকে সেই স্ত্রীলোক, সদাকোপনা নারী। উল্কা মুখে যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
উল্কি, উল্কী—সূচিবেধ দ্বারা কৃত গাত্রস্থ চিহ্নবিশেষ (tatoo). 'অলক্ষ্ৰিয়া'-শব্দজ। বি।
উল্টা—বিপরীত; বিরুদ্ধ; বিপর্য্যস্ত; ঘুরান; খণ্ডিত; অধোমুখ। 'উৎপ্লুত'-শব্দজ। বিণ।
উল্টান, উল্টন—বিপরীত করা, উলুটা করা; অধোমুখ হওয়া; অস্বীকার করা; গত হওয়া; প্রত্যাবর্ত্তন করা; বদলান; ঘুরান, ফিরান। বাং ক্রি।
উল্টাপাল্টা—ওলটপালট। বাং প্র। বিণ।
উল্টাবুঝ—১। যে ভুল বুঝে এরূপ। উল্টা বুঝ (বোধ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ভ্রান্ত ধারণা। উল্টা বুঝ, কর্ম্মধা। বি; পুং।
উল্টারথ—জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। কর্ম্মধা। বি। [বি; ক্লীব।
উল্ব—জরায়ু, গর্ভাশয়। বল্+বক্ অধিবা।
উল্বণ—১। স্পষ্টপ্রতীয়মান, ব্যক্ত, স্ফুট; প্রবল; উদ্ভট; ব্যাপ্ত; তীক্ষ্ণ। উৎ—বণ্ (গমন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। দেহস্থ পিত্ত অথবা বাতের প্রাবল্য-নিবন্ধন রোগ, বায়ুরোগবিশেষ। উৎ—ব্লী+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
উল্মুক—কয়লা; জ্বলন্ত অঙ্গার; মশাল। উষ্ (দগ্ধ করা)+মুক কর্ম্মবা, (ষ-স্থানে ল)। বি; ক্লীব।
উল্লঙ্ঘ(ংঘ)ন—লঙ্ঘন, বিরুদ্ধাচরণ; লম্ফ দিয়া পার হওয়া, লাফান, নিয়ম ভঙ্গ করা। উৎ—লন্ঘ্ (লঙ্ঘন করা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —ঙ্ঘিত।
উল্লঙ্ঘ(ংঘ)নীয়, -ঙ্ঘ্য(ংঘ্য)—লম্ফ দিয়া পার হইবার যোগ্য, উল্লম্ফনীয়; অতিক্রমণীয়, যাহাকে অতিক্রম করা উচিত বা করা যাইতে পারে এরূপ। উৎ—লন্ঘ্ (লঙ্ঘন করা)+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।
উল্লঙ্ঘি(ংঘি)ত—অতিক্রান্ত, লঙ্ঘিত। উৎ—লন্ঘ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ঙ্ঘন।
উল্লম্ফ, -ম্ফন—লম্ফ দিয়া পার হওয়া, লাফান; অতিক্রম-করণ। উৎ (ঊর্দ্ধে)—লন্ফ্ (গমন করা)+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ, —ম্ফ্য, —ম্ফনীয়।
উল্লম্ফনীয়—উল্লঙ্ঘনীয়, অতিক্রমণীয়। উৎ—লন্ফ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ম্ফন।
উল্লম্ব—খাড়া; ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত (vertical). উৎ—লন্ব্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
উল্লল—রোমশ, বহুরোমযুক্ত। উৎ (অধিক)—লল্ (কাঁপা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
উল্ললিত—আন্দোলিত, চলিত, কম্পমান; তরলিত; চঞ্চল, ব্যাকুলিত। উৎ (অতিশয়)—লল্ (কাঁপা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —লন।
উল্লসন—হর্ষ; রোমাঞ্চ। উৎ—লস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —সিত।
উল্লসিত—আনন্দিত; রোমাঞ্চিত; শোভিত; উজ্জ্বল; স্ফুরিত, প্রকাশিত; উদ্গত, উত্থিত। উৎ—লস্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—উল্লসন, উল্লাস।
উল্লাপ—১। শোক-রোগাদিবশতঃ স্বরভঙ্গ, আর্ত্তনাদ। উৎ—লপ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। কাকুবাক্য। উৎ—লপ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—উল্লাপিত।
উল্লাপন—শাস্ত্রব্যাখ্যা, বৃত্তি প্রভৃতির যোগে শাস্ত্রের গূঢ় ও যথার্থ অর্থের প্রকাশ। উৎ—লপ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —পিত, —প্য, —পনীয়।
উল্লাপ্য—নাটকবিশেষ (সংস্কৃতমতে উপরূপক)। উৎ—লপ্+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।
উল্লাল—কোলে থাকিয়া শিশুর হাত পা ছোড়া বা নৃত্য করা। উৎ—লল্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
উল্লাস—হর্ষ; প্রকাশ; দীপ্তি; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; বৃদ্ধি; উত্তোলন। উৎ—লস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—উল্লসিত।
উল্লাসিত—১। হর্ষিত; নন্দিত, যাহার আনন্দ জন্মান হইয়াছে এরূপ। উৎ—লস্+

ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। ২। হৃষ্ট, আনন্দিত, হর্ষযুক্ত। উল্লাস+ইত জাতার্থে। বিণ।
উল্লাসী (-সিন্)—উল্লাসযুক্ত; দীপ্তিময়। উল্লাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—সিনী। বি,—সিতা।
উল্লিখিত—কথিত, উক্ত; নির্দ্দিষ্ট; কীর্ত্তিত; চিত্রিত; উৎক্ষিপ্ত; উৎকীর্ণ; চাঁচা, ছোলা; উপরিলিখিত। উৎ—লিখ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—উল্লেখ।
উল্লুক—বানরবিশেষ, নীলবানর (এই শ্রেণীর বানর আসাম, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের উচ্চতা দুই হাতের বেশী হয় না। ইহাদের হাত মাটিতে ঠেকে। ইহারা সর্ব্বদা ভয়ানক চীৎকার করিয়া বেড়ায়)। বাং প্র। বি; পুং।
উল্লুঞ্চন—উত্তোলন; উপড়ান; দূরীকরণ। উৎ (ঊর্দ্ধ)—লুন্‌চ্ (উত্তোলন করা, তোলা) +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
উল্লুণ্ঠ, -ণ্ঠন—উল্টান-পাল্টান, উলট্‌পালট্ করা; বিদ্রূপ; ভূমিতে লুণ্ঠিত হওয়া; লুঠ করা। উৎ—লুঠ্‌+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—উল্লুণ্ঠিত।
উল্লেখ—কথন, বর্ণন; খনন; অর্থালঙ্কারবিশেষ [এক বস্তুর অনেকপ্রকারে উল্লেখ হইলে, তাহাকে 'উল্লেখ' অলঙ্কার বলে। গ্রহীতার এবং বিষয়ের ভেদানুসারে, ইহা দুইপ্রকার। উদাহরণ,—গ্রহীতৃভেদ হেতু—

"ওহে কৃষ্ণ, প্রিয় তোমা বলে গোপীগণ,
শিশু তুমি নন্দ আদি বৃদ্ধগণ কাছে,
দেবে বলে অধীশ্বর, ভক্তে নারায়ণ,
যোগী বলে ব্রহ্ম, তব সম কেবা আছে?"

এখানে একই কৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উল্লেখ করায় উল্লেখালঙ্কার হইল। বিষয়ভেদ হেতু—

"গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র তুমি, গৌরবে ভূধর,
দানে তুমি কল্পতরু, ওহে নরেশ্বর।"

এখানে একই নরপতিকে সমুদ্র ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন প্রকারে উল্লেখ করায় উল্লেখালঙ্কার হইল]। উৎ—লিখ্‌+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্লেখনীয়।
উল্লেখন—খনন; বমন; নির্দ্দেশ; কথন; চাঁচা, কোঁদা। উৎ—লিখ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—উল্লিখিত, উল্লেখ্য।
উল্লেখনীয়, উল্লেখ্য—উল্লেখযোগ্য, কথনীয়, নির্দ্দেশ্য। উৎ—লিখ্‌+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—উল্লেখ, উল্লেখন।
উল্লেখযোগ্য—উল্লেখনীয়, বক্তব্য, বর্ণনীয়। উল্লেখের যোগ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
উল্লোল—১। কল্লোল, বড় ঢেউ। বি; পুং। ২। দোদুল্যমান, যাহা দুলিতেছে এরূপ; চঞ্চল। উৎ—লোড্‌+অচ্ কর্ত্তৃবা (ড-স্থানে ল)। বিণ।

উল্‌সন, -সান—হৃষ্ট হওয়া, আনন্দিত হওয়া; উৎসাহিত হওয়া; হৃষ্ট করা, আনন্দিত করা; উৎসাহন। 'উল্লসন'-শব্দজ। ক্রি।
উশতী, উষতী—অকল্যাণকর বাক্য, অমঙ্গলবাক্য। বশ্, উষ্‌+শতৃ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
উশনাঃ (-নস্), **উশনা**—শুক্রাচার্য্য; শুক্রগ্রহ। বশ্‌+কনসি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
উশী—ইচ্ছা। বশ্‌+ঈক্ ভাববা, সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী। বিণ—উশীয়, ঔশিক।
উশীনর—চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। উশীপূরক নর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ—ঔশীনর।
উশীর—বীরণমূল, বেণার মূল, গন্ধতৃণবিশেষের মূল, খশখশ। বশ্ (ইচ্ছা করা) +ঈরক্ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।
উশীরস্তম্ব—বীরণমূলগুচ্ছ, বেণামূলের গোছা। উশীরের স্তম্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
উশুল, উসুল—আদায়। আর্বী 'বসূল'-শব্দজ। বি।
উষ—১। প্রভাত, রাত্রিশেষ; দিন; গুগ্‌গুল; ক্ষারমৃত্তিকা। উষ্‌+ক কর্ত্তৃবা। ২। দাহ। উষ্‌+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং। ৩। কামুক। উষ্ (দাহ করা)+ক কর্ম্মবা। বিণ।
উষঃ (উষস্), **উষ**—প্রভাত; পঞ্চান্ন ঘটিকার বেশী সময়। উষ্‌+অসিক্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।
উষণ—মরীচ; পিপুল, শুঁঠ; চই। উষ্‌+অন (ক্যন) কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।
উষতী—'উশতী' দ্রঃ।
উষপ—সূর্য্য; অগ্নি। উপতৎ; উষ (দিন) —পা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
উষর্বুধ—অগ্নি; রাংচিতা। উষস্—বুধ্‌+ক কর্ম্মবা। বি; পুং।
উষসি—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।
উষসী—১। সন্ধ্যাকাল। উষ (দিন)—সো (শেষ করা)+ক কর্ত্তৃবা+ঈপ্। ২। উষাকাল। বাং প্র। বি; স্ত্রী। ৩। প্রভাতী, উষারাগরঞ্জিতা; সুন্দরী। কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।
উষা—১। প্রভাত; ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত; অরুণোদয়ের পূর্ব্বকাল; গাভী; রাত্রি। উষ্‌+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। ২। ভবনামক রুদ্রের পত্নী; অসুররাজ বাণের কন্যা; সঙ্গীতশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারিণী জনৈকা কলাবতী রমণী; বেদোক্তা দেবীবিশেষ। বি; স্ত্রী।
উষাকল—কুক্কুট, মোরগ। উষায় কল (শব্দ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
উষাপতি, -রমণ—অনিরুদ্ধ (প্রদ্যুম্নের পুত্র, কৃষ্ণের পৌত্র)। উষার পতি, রমণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উষিত—১। পর্য্যুষিত, বাসি; দগ্ধ। উষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। ২। ত্বরিত; স্থিত; নিবিষ্ট; কৃতবাস, যে বাস করিয়াছে এরূপ। বস্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বাস। [প্রাদে। বি।
উষিপুষি—চাঞ্চল্য; অসাময়িক অধীরতা।
উষীর—বীরণমূল, বেণার মূল। উষ্‌+ঈরক্ কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব।
উষ্ক-খুষ্ক, উস্ক-খুস্ক—রুক্ষ; শুষ্ক; মলিন। বাং প্র। বিণ। [বাং প্র। বি।
উষ্‌-খুষ্—অস্থিরতা, চাঞ্চল্য; ব্যাকুলতা।
উষ্ট্র—পশুবিশেষ, উট। উষ্‌+ষ্ট্রন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। স্ত্রী—উষ্ট্রী।
উষ্ট্রকণ্টকভোজন-ন্যায়—ন্যায়বিশেষ [উষ্ট্র যেমন কাঁটা গাছের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হইয়াও কিঞ্চিৎ সুখজনক সেই গাছের পাতা ভক্ষণ করে, লোকেও সেইরূপ সাংসারিক কিঞ্চিৎ সুখের জন্য সময় সময় নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে]। উষ্ট্রের কণ্টকভোজন, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
উষ্ট্রক্রোশী (-ক্রোশিন্)—উষ্ট্রবৎ উচ্চচীৎকারকারী। উষ্ট্র—ক্রুশ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ক্রোশিনী।
উষ্ট্রগ্রীব—১। উষ্ট্রের ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট, যাহার ঘাড় উটের মত লম্বা এরূপ। উষ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ভগন্দররোগী। উষ্ট্রগ্রীবা+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।
উষ্ট্রপক্ষী (-পক্ষিন্)—মরুভূমিচারী পক্ষিবিশেষ, উটপক্ষী (ostrich)। উষ্ট্রাকার পক্ষী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। স্ত্রী,—পক্ষিণী।
উষ্ট্রযান উষ্ট্রবাহিত শকট, উটের গাড়ী। উষ্ট্রবাহিত যান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
উষ্ট্রারূঢ়—উষ্ট্রের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট, যে উটে চড়িয়াছে এরূপ। উষ্ট্রকে বা উষ্ট্রে আরূঢ়, ২য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।
উষ্ট্রিকা—১। মৃন্ময় মদ্যভাণ্ড। উষ্ট্র+ইক সদৃশার্থে+আপ্। ২। উষ্ট্রী। উষ্ট্র+কন্ স্বার্থে+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। বি; স্ত্রী।
উষ্ট্রী—স্ত্রী-উট, মেয়ে-উট। উষ্ট্র+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
উষ্ণ—১। গ্রীষ্মকাল; রৌদ্র; উষ্মা; পলাণ্ডু। বি; পুং। ২। তপ্ত; তীব্র; তৎপর, দক্ষ। উষ্‌+নক্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—উষ্মা, উষ্ণতা।
উষ্ণক—১। অনলস; ক্ষিপ্রকারী; প্রণত; উষ্ণ; দক্ষ। উষ্ণ+কন্ তদ্বৎ কার্য্য করে অর্থে। ২। উষ্ণতাসাধক, যে গরম করিয়া দেয় এমন; উত্তেজক। বিণ। স্ত্রী—উষ্ণিকা। ৩। জ্বর; গ্রীষ্মকাল; উষ্মা; পলাণ্ডু; আতপ। উষ্ণ+ণিচ্ (=উষ্ণি নামধাতু)+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
উষ্ণকটিবন্ধ—কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির

অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ (torrid zone). উষ্ণ কটিবন্ধ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

উষ্ণকর—১। সূর্য্যদেব। উষ্ণ কর (কিরণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। উষ্ণকারক। উপতৎ ; উষ্ণ—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —করী। [বি ; পুং।

উষ্ণকাল—গ্রীষ্ম ঋতু। উষ্ণ কাল, কর্ম্মধা।

উষ্ণতা—উত্তপ্ততা, গরমভাব ; প্রখরতা ; তীব্রতা ; তাপের পরিমাণ (temperature). উষ্ণ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

উষ্ণনদী—বৈতরণী নদী। উষ্ণা নদী, কর্ম্মধা।

উষ্ণপ্রধান—গ্রীষ্মবহুল, যে স্থানে গরম বেশী এমন। উষ্ণ প্রধান যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

উষ্ণপ্রস্রবণ—যেস্থানে ভূগর্ভ হইতে অনবরত উষ্ণ জল নির্গত হয় তাহা, গরম জলের ফোয়ারা। উষ্ণ প্রস্রবণ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উষ্ণবারণ—ছত্র, ছাতা। উষ্ণের (রৌদ্রের) বারণ হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

উষ্ণবীর্য্য(র্য)—১। শুশুক। বি ; পুং। ২। উগ্রবীর্য্য ; অতিশয় তেজোযুক্ত ; উত্তেজক ; গরম ; তীক্ষ্ণ। উষ্ণ বীর্য্য (শৌর্য্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। প্রখর তেজ ; তীব্রতা। উষ্ণ বীর্য্য, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

উষ্ণমণ্ডল—উষ্ণকটিবন্ধ (তাহা দ্রঃ)।

উষ্ণরশ্মি, উষ্ণাংশু—সূর্য্য ; আকন্দগাছ। উষ্ণ রশ্মি, অংশু যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

উষ্ণা—১। যক্ষ্মারোগ ; সন্তাপ ; পিত্ত। উষ্‌ +নক্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। উত্তপ্তা, অশীতলা ইত্যাদি। উষ্ণ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উষ্ণাংশু—'উষ্ণরশ্মি' দ্রঃ।

উষ্ণাগম, -ভিগম—গ্রীষ্মকাল। উষ্ণের আগম, অভিগম হয় যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

উষ্ণালু—উত্তাপসহনে অক্ষম ; রৌদ্রক্লিষ্ট ; শৈত্যপ্রিয়। উষ্ণ—আ—লা+ডু কর্ত্তৃবা। বিণ।

উষ্ণাসহ—১। অসহ্যভাবে উষ্ণ। উষ্ণ —নঞ্—সহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। হেমন্তকাল। উষ্ণ—আ—সহ্+অচ্ অধিবা। বি ; পুং।

উষ্ণিক্ (উষ্ণিহ্)—শিরোবেষ্টন, পাগড়ি ; সপ্তাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। উৎ—স্নিহ্+ ক্বিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; স্ত্রী।

উষ্ণিকা—যবমণ্ড, যাউ। অল্প অন্ন ইহাতে এই অর্থে অন্ন+কন্+স্ত্রী আপ্ (অন্ন-স্থানে উষ্ণ)। বি ; স্ত্রী।

উষ্ণীষ—শিরোবেষ্টন ; কিরীট ; বিশেষ-চিহ্ন। উপতৎ ; উষ্ণ—ঈষ্+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

উষ্ণীষধারী (-ধারিন্)—উষ্ণীষ-ধারণ-কারী, যাহার মাথায় পাগড়ি আছে এরূপ। উপতৎ ; উষ্ণীষ—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ধারিণী।

উষ্ণীষী (-ষিন্)—উষ্ণীষধারী, যাহার মাথায় পাগড়ি আছে এরূপ। উষ্ণীষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ষিণী। [বি ; ক্লীব।

উষ্ণোদক—গরম জল। উষ্ণ উদক, কর্ম্মধা।

উষ্ণোপগম—গ্রীষ্মকাল। উষ্ণের উপগম হয় যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

উষ্ম, উষ্মা (উষ্মন্)—১। গ্রীষ্মকাল ; উত্তাপ ; তীব্রতা ; কোপ, ক্রোধ ; বিরক্তি ; শ ষ স হ—এই চারি বর্ণ। উষ্‌ (দাহ করা) +মক্ কর্ত্তৃবা, মন্ অধিবা। বি ; পুং। ২। উত্তপ্ত ; ক্রুদ্ধ। বাং প্র। বিণ।

উষ্মক—গ্রীষ্মকাল। উষ্ম+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং। বিণ, —কীয়।

উষ্মপ—পিতৃপুরুষবিশেষ (বহুবচনান্ত) ; উষ্মপানকর্ত্তা তপস্বিবিশেষ। উপতৎ ; উষ্ম—পা +ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

উষ্মবর্ণ—বায়ুপ্রধান বর্ণ, যে সকল বর্ণের উচ্চারণে বিশেষরূপে বায়ুর সাহায্য আবশ্যক এরূপ বর্ণ. শ ষ স হ—এই চারিটী বর্ণ। উষ্মপ্রধান বর্ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

উষ্মভাঃ (-ভাস্), **উষ্মভা**—সূর্য্য। উষ্মকর ভাঃ (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

উষ্মস্বেদ—গরম ভাপ্‌রা। উষ্মকর স্বেদ,

উষ্মা—'উষ্ম' দ্রঃ।

উষ্মাকার—তেজস্বী ; উগ্রমূর্ত্তি। উষ্মময় আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —রা।

উষ্মাগম—গ্রীষ্মকাল ; উষ্ণাগম। উষ্মের বা উষ্মার আগম হয় যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

উষ্মান্বিত—ক্রোধান্বিত, রুষ্ট। উষ্ম দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, —তা।

উসন—১। বিস্তার, ব্যাপ্তি। বি। ২। বিস্তার করা। প্রাদে। ক্রি।

উসনা—সিদ্ধ তণ্ডুল। প্রাদে। বি।

উসরি, -রিয়া—সরিয়া গিয়া, একপার্শ্বস্থ হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

উসরি-পসারি, -পাসরি—একপার্শ্বস্থ হইয়া, আড় হইয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।

উসাশ, উসাস—১। শিথিল, আল্গা ; অনাবৃত ; খোলা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। ফাঁক, অবকাশ ; বিশ্রাম। বাং প্র। বি।

উসিখুসি—উস্‌খুস্ (তাহা দ্রঃ)।

উসিপিসি—চঞ্চলতা, অধীরতা, ব্যস্ততা। বাং প্র। বি।

উস্থনি—উহুনি (তাহা দ্রঃ)।

উস্থল—'উশুল' দ্রঃ।

উস্ক, উস্ক-খুস্ক—'উস্ক-খুস্ক' দ্রঃ।

উস্কন, উস্কান—(প্রদীপের পলিতা) বাড়াইয়া দেওয়া ; উত্তেজিত করা, খোঁচান। 'উৎ—কৃষ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

উস্থ, উস্থা—শিথিল ; তৈলহীন ; অসু-জ্জ্বল। বাং। বিণ।

উস্-খুস্—অস্থিরতার লক্ষণ প্রকাশ করা। বাং। বি।

উস্তন্-খুস্তন্—জ্বালাতন করা, জ্বালান-পোড়ান, ব্যতিব্যস্ত করা। উস্তন (<উদ্বস্তন) +খুস্তন (<খুশ্‌তন [ফার্সী])। বি।

উস্তাদ—ওস্তাদ (তাহা দ্রঃ)।

উস্তাদি—ওস্তাদি (তাহা দ্রঃ)। [সর্ব্ব।

উহ—উহা, ঐ ; ঐ ব্যক্তি। প্রাঃ কবিপ্র।

উহা—ঐ বস্তু। 'অদস্' (>প্রাকৃত বহা)-শব্দজ। সর্ব্ব।

উহু, উহুহু—কাতরতাসূচক শব্দ। অব্য।

উহে—উহাতে। কবিপ্র। সর্ব্ব।

উহ্যমান—আকৃষ্যমাণ ; নীয়মান। বহ্ (বহন করা)+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। বি —বহন।

[ঊ]

ঊ—১। ষষ্ঠ স্বরবর্ণ (ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ) ; চন্দ্র ; শিব, মহেশ ; মধুসূদন ; ভৈরব ; লক্ষণ। বি ; পুং। ২। রক্ষক ; পালক। অব্ (গমন করা, রক্ষা করা)+ ক্বিপ কর্ত্তৃবা (অব্-স্থানে ঊ)। বিণ। ৩। শোকদুঃখাদিসূচক সম্বোধন ; রক্ষা ; দয়া। অব্ (রক্ষা করা ইত্যাদি)+ক্বিপ্ ভাববা। অব্য।

ঊঃ—যন্ত্রণাদিসূচক শব্দ। বাং। অব্য।

ঊকার—'ঊ' এই বর্ণ। ঊ+কার স্বার্থে। বি ; পুং।

ঊকারাদি—আদিতে ঊ-বর্ণবিশিষ্ট, যাহার গোড়ায় 'ঊ' আছে এরূপ। ঊ-কার আদিতে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঊকারান্ত—অন্তে ঊ-বর্ণবিশিষ্ট, যাহার শেষে 'ঊ' আছে এরূপ। ঊকার অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঊখলি—উলূখল, গড়। 'উদূখল'-শব্দজ। বি।

ঊঝাট—পদাগ্রে আঘাত। প্রাদে। বি।

ঊঝাটি, ঊঝাটী—পায়ের আঙ্গুলের গহনা-বিশেষ। প্রাদে। বি।

ঊঢ়—বিবাহিত; বাহিত; ধৃত; অঙ্গীকৃত। বহ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী—ঊঢ়া।

ঊঢ়ি—বহন; বিবাহ। বহ্ + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—ঊঢ়, বহনীয়, বাহ্য।

ঊত—১। কৃতবয়ন, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ; গ্রথিত। বে + ক্ত কর্ম্মবা। ২। স্যূত। উয়্ + ক্ত কর্ম্মবা। ৩। রক্ষিত। অব্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—(১ম পক্ষে) বয়ন, ঊতি।

ঊতি—১। স্যূতি, সেলাই। উয়্ + ক্তি ভাববা। ২। বস্ত্রাদির বয়ন। বে + ক্তি ভাববা। ৩। রক্ষণ; লীলা; ক্ষরণ। অব্ + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—ঊত।

ঊধঃ (ঊধস্), ঊধ—পশুস্তন, গাইএর পালান। উন্দ্ + অসুন্ (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

ঊন—হীন, কম, অসম্পূর্ণ; অল্প; হীনবল। ঊন্ (ন্যূন করা) + অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ঊন-আশী, উনাশী, উনাশি—৭৯—এই সংখ্যা; ৭৯-সংখ্যক। 'ঊনাশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ঊনকোটি, -টী, উনকোটি—কিছু কম প্রায় এক কোটি; অসংখ্য, অগণিত; বহু। বাং প্র। বিণ। **ঊনকোটি-চৌষট্টি**—উনকোটি-চৌষট্টি (তাহা দ্রঃ)।

ঊনচত্বারিংশ, -চত্বারিংশত্তম—উন-চল্লিশের পূরক, আটত্রিশের পরবর্ত্তীটী। ঊনচত্বারিংশৎ + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী, —ত্তমী।

ঊনচত্বারিংশৎ—উনচল্লিশ সংখ্যা (৩৯); উনচল্লিশ-সংখ্যক। ঊনা চত্বারিংশৎ, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনচত্বারিংশত্তম—'ঊনচত্বারিংশ' দ্রঃ।

ঊনতা—অল্পতা, কমতি। ঊন + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ঊনত্রিংশ, -ত্রিংশত্তম—উনত্রিশের পূরক, উনত্রিশেরটী, আটাশের পরবর্ত্তীটী। ঊনত্রিংশৎ + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী, —ত্তমী।

ঊনত্রিংশৎ—উনত্রিশ সংখ্যা (২৯); উনত্রিশ-সংখ্যক। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনত্রিশ, উনত্রিশ—২৯-সংখ্যা; ২৯-সংখ্যক। 'ঊনত্রিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ঊন-নই, -নব্বই, উননব্ব্ই—৮৯-সংখ্যা; ৮৯-সংখ্যক। 'ঊননবতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ঊননবতি—উননব্বই সংখ্যা (৮৯); ৮৯-সংখ্যক। ঊনা নবতি, কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ঊননবতিতম—উননব্বইএরটী, অষ্টাশীর পরবর্ত্তীটী। ঊননবতি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমী।

ঊননব্বই, উননব্ব্ই—'ঊন-নই' দ্রঃ।

ঊনপঞ্চাশ, উনপঞ্চাশ—১। ঊন-পঞ্চাশেরটী, আটচল্লিশের পরবর্ত্তীটী। ঊন-পঞ্চাশৎ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী। ২। ৪৯-সংখ্যা; ৪৯-সংখ্যক। 'ঊনপঞ্চাশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ঊনপঞ্চাশৎ—৪৯-সংখ্যা; ৪৯-সংখ্যক। ঊনা পঞ্চাশৎ, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনপঞ্চাশত্তম—উনপঞ্চাশ, আটচল্লিশের পরবর্ত্তীটী। ঊনপঞ্চাশৎ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

ঊনপাঁজুরে, উনপাঁজুরে—হতভাগা; অলক্ষুণে; লক্ষীছাড়া। ঊন (অল্প) + পাঁজুর (<পঞ্জর) + এ(<ইয়া) বিশিষ্টার্থে (যাহার পঞ্জরাস্থি ক্ষীণ, অতএব বিকলাঙ্গ; ইহা হইতেই 'দুর্লক্ষণাক্রান্ত' অর্থ হইয়াছে)। বিণ। স্ত্রী,—রী।

ঊনবিংশ, -বিংশতিতম—ঊনবিংশতির পূরণ, উনিশেরটী, আঠারর পরবর্ত্তীটী। ঊন-বিংশতি + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বিংশী, —তমী।

ঊনবিংশতি—১৯-সংখ্যা; ১৯-সংখ্যক। ঊনা বিংশতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনবুক, উনবুক—উন্নবুক (তাহা দ্রঃ)।

ঊনষট্টি, উনষট্টি—৫৯-সংখ্যা। 'ঊনষষ্টি'-শব্দজ। বি। [কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনষষ্টি—৫৯-সংখ্যা; ৫৯-সংখ্যক। ঊনা ষষ্টি,

ঊনষষ্টিতম—৫৯-সংখ্যার পূরক, আটান্নর পরবর্ত্তীটী। ঊনষষ্টি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

ঊনষাট, -ষাটি, উনষাট, -ষাটি—৫৯-সংখ্যা; ৫৯-সংখ্যক। 'ঊনষষ্টি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ঊনসত্তর, উনসত্তর—৬৯-সংখ্যা; ৬৯-সংখ্যক। 'ঊনসপ্ততি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ঊনসপ্ততি—৬৯-সংখ্যা; ৬৯-সংখ্যক। ঊনা সপ্ততি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনসপ্ততিতম—৬৯-সংখ্যার পূরক, আটষট্টির পরবর্ত্তীটী। ঊনসপ্ততি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমী।

ঊনহারে—নির্দ্ধারিত মূল্যের কমে (below par). বাং। ক্রি-বিণ।

ঊনা—বিগলিত হওয়া, গলা। কবিপ্র। ক্রি।

ঊনাশী, উন-আশী, উনাশি, উন-আশি—'ঊনআশী' দ্রঃ। বি বা বিণ।

ঊনাশীতি—৭৯-সংখ্যা; ৭৯-সংখ্যক। ঊনা অশীতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনাশীতিতম—৭৯-সংখ্যার পূরক, আটাত্তরের পরবর্ত্তীটী। ঊনাশীতি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমী।

ঊনিশ, উনিশ—১৯-সংখ্যা; ১৯-সংখ্যক। 'ঊনবিংশ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ঊনিশ-বিশ—একটু কম বা বেশী, প্রায় সমান। উনিশ বা বিশ যাহাতে, দ্বিত্রাবৎ বহুব্রী; অথবা, হয় উনিশ নয় বিশ যাহা, কর্ম্মধা। বাং প্র। বি বা বিণ।

ঊনিশা, উনিশে, উনিশে—মাসের ঊন-বিংশ দিন। উনিশ + আ, এ তারিখ অর্থে। বি বা বিণ। ['ঊন'-শব্দজ। বিণ।

ঊনু, ঊনো, উনু, উনো—অল্প, কম।

ঊপ্—হনুমানের শব্দ। বাং। অব্য।

ঊম্—গর্ব্ব; স্পর্দ্ধা; ক্রোধ; নিন্দা; প্রশ্ন। উম্ + মুক্ কর্ত্তৃবা। অব্য।

ঊর—অবতীর্ণ হও। কবিপ্র। ক্রি।

ঊরব্য—১। বৈশ্যজাতি। বি; পুং। ২। ঊরু হইতে উৎপন্ন। ঊরু + যৎ ভবার্থে। বিণ।

ঊরল—আবির্ভূত হইল, উদিত হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঊরীকৃত—অঙ্গীকৃত; বিস্তারিত। ঊরী—কৃ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—কৃতি, —করণ।

ঊরু—জানুর উপরিভাগ, উরৎ। ঊর্ণু (আচ্ছাদন করা) + কু কর্ম্মবা (ণ-র লোপ)। বি; পুং।

ঊরুগ্রাহ—১। ঊরুদেশ-গ্রহণকারী। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহী। ২। ঊরুস্তম্ভ রোগ। উপতৎ; ঊরু—গ্রহ্ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ঊরুজ—১। বৈশ্য। বি; পুং। ২। ঊরু হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; ঊরু—জন্ + ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

ঊরুপর্ব্ব (-পর্ব্বন্), -পর্ব—জানু, হাঁটু। ঊরুর পর্ব্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব (পুং 'ঊরু-পর্ব্বা'ও হয়)।

ঊরুপা—ইউরোপ মহাদেশ। ইং 'Europe'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

ঊরুভঙ্গ(ঙ্গ)—ঊরুভঞ্জন, ঊরুর হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া। ঊরুর ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঊরুস্তম্ভ—যে রোগ হইলে ঊরু অবশ হইয়া যায় তাহা, ঊরুতে স্ফোটক। উপতৎ; ঊরু—স্তন্ভ্ + অন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ঊর্জ্জ(র্জ)—১। দ্বিতীয় মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন; কার্ত্তিকমাস। ঊর্জ্জ্ + ঘঞ্ অধিবা। ২। যত্ন; উৎসাহ; বল; নিঃশ্বাস। ঊর্জ্জ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

ঊর্জ্জঃ (ঊর্জ্জস্), ঊর্জ্জ—বল; উৎসাহ; তেজঃ; জীবিত থাকা। ঊর্জ্জ্ + অস্ ভাববা। বি; ক্লীব।

ঊর্জ্জ(র্জ)স্কর—তেজস্কর; বলকর; প্রাণশক্তিকারক। উপতৎ; ঊর্জ্জস্—কৃ + ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—স্করী।

ঊর্জ্জ(র্জ)স্বতী—১। দক্ষকন্যা (ইনি ধর্ম্মের পত্নী); প্রিয়ব্রতের কন্যা। বি; স্ত্রী। ২। বলবতী; তেজস্বিনী। ঊর্জ্জস্ + মতুপ্ আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঊর্জ্জ(র্জ)স্বল—বলবান্, মহাবল; দৃঢ়কায়; তেজস্বী। ঊর্জ্জস্ + বলচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ঊর্জ্জ(র্জ)স্বান্ (-স্বৎ)--বলবান্, শক্তি-সম্পন্ন, তেজস্বী, তেজী। ঊর্জ্জস্ + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -স্বতী।

ঊর্জ্জ(র্জ)স্বী (-স্বিন্)—বলবান, তেজস্বী। ঊর্জ্জস্ + বিন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -স্বিনী। বি, -স্বিতা।

ঊর্জ্জা(র্জা)—১। দক্ষের (মতান্তরে কর্দমের) কন্যা ও বশিষ্ঠের পত্নী। ঊর্জ্জ্ + ক কর্তৃবা। ২। বল; তেজ। ঊর্জ্জ্ + ঘঞ্ ভাববা + আপ্। বি; স্ত্রী।

ঊর্জ্জি(র্জি)ত—১। বিখ্যাত; বলবান্; অধিক; তেজস্বী; উদার; বৰ্দ্ধিত। ঊর্জ্জ্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ঊর্জ্জা, ঊর্জ্জ। ২। বল, সামর্থ্য; উৎসাহ। ঊর্জ্জ্ + ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। [আছে অর্থে। বিণ।

ঊর্ণ—ঊর্ণাযুক্ত, মেষলোমরচিত। ঊর্ণা + অচ্

ঊর্ণনাভ, -নাভি—লূতা, মাকড়সা। ঊর্ণা নাভিতে যাহার, বহুব্রী (বিকল্পে সমাসান্ত অচ্-প্রত্যয়)। বি; পুং।

ঊর্ণা—মেষাদির লোম, পশম; ভ্রূমধ্যস্থ রোমাবর্ত্ত, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী মৃণালতন্তুসদৃশ সূক্ষ্ম রোমরাজির মণ্ডলাকার চিহ্নবিশেষ। ঊর্ণু + ড করণবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

ঊর্ণাময়—১। মেষলোমজাত সূত্রাদি। ঊর্ণা + ময়ট্ বিকারার্থে। বি; ক্লীব। ২। মেষলোমজ সূত্রে নির্ম্মিত। ঊর্ণা + ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

ঊর্ণায়ু—১। মেষলোমনির্ম্মিত আসন, কম্বল; মেষ; মাকড়সা; গন্ধর্ব্ববিশেষ। বি; পুং। ২। ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণকালস্থায়ী। ঊর্ণা + যুচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ঊর্দি—উর্দি (তাহা দ্রঃ)। তুর্কী। বি।

ঊর্দু—উর্দুভাষা। তুর্কী। বি।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)—১। উন্নত; উত্তম, উৎকৃষ্ট; অনন্তর; উপরিস্থিত; উত্থিত; বিসৃষ্ট, ত্যক্ত। উৎ (উপরি)—হা বা ধ্বন্ (ত্যাগ করা, গমন করা) + ড কর্তৃবা (উৎ-স্থানে উর্)। বিণ। ২। উচ্চতা, উপরদিক্; ঊর্দ্ধদেশ। উৎ—হা + ব ভাববা, অধিবা। বি; ক্লীব।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)ক—মৃদঙ্গবিশেষ, যাহা শূন্যে তুলিয়া বাজায় এরূপ ঢক্কা। ঊর্দ্ধ—কৈ + ক কর্তৃবা। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)কণ্ঠ—উন্নতকণ্ঠ; উদগ্রীব। উচ্চকণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। ঊর্দ্ধ কণ্ঠ (গ্রীবা বা কণ্ঠস্বর) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, -কণ্ঠা, -কণ্ঠী।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)কণ্ঠী—১। মহাশতাবরী লতা। ঊর্দ্ধ কণ্ঠ (মুখ) যাহার, বহুব্রী + ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। উন্নতকণ্ঠা। ঊর্দ্ধকণ্ঠ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)কর্ণ—উন্নতশ্রুতি; উৎকর্ণ, শ্রবণোৎসুক। ঊর্দ্ধ কর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, -কর্ণা, -কর্ণী।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)কায়—১। নাভির উপরিস্থিত শরীরভাগ; পূর্ব্বকায়। কায়ের ঊর্দ্ধ, একদেশী। বি; পুং। ২। উন্নতদেহ। ঊর্দ্ধ কায় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)কেশ—১। ব্রহ্মা, কুশময় ব্রাহ্মণ। বি; পুং। ২। উন্নতাগ্রকেশযুক্ত। ঊর্দ্ধে কেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, -কেশা, -কেশী।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)গ—১। ঊর্দ্ধগামী; সৎপক্ষাবলম্বী; ধার্ম্মিক। বিণ। ২। রোগবিশেষ (এই রোগে পাকস্থলী উত্তেজিত হয় এবং উদরস্থ বায়ু ঊর্দ্ধগামী হয়); পরমেশ্বর (যিনি সকলের ঊর্দ্ধে থাকেন এই অর্থে)। উপতৎ; ঊর্দ্ধ—গম্ + ড কর্তৃবা। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)গত—স্বর্গাদি শ্রেষ্ঠলোকপ্রাপ্ত; সদ্গতিপ্রাপ্ত; উচ্চস্থানস্থ, উচ্চারূঢ়; উপরিভাগে উপবিষ্ট। ঊর্দ্ধকে গত, ২য়াতৎ। বিণ।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)গতি—১। ঊর্দ্ধে গমন, উপরে গমন; উন্নত স্থানে আরোহণ; স্বর্গারোহণ, সদ্গতি। ঊর্দ্ধে গতি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। উচ্চাভিমুখে গমনশীল; স্বর্গারূঢ়। ঊর্দ্ধে গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)গামী (-গামিন্)—ঊর্দ্ধে গমনকারী; স্বর্গগামী। উপতৎ; ঊর্দ্ধ—গম্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)চরণ—১। ঊর্দ্ধপাদ। বিণ। স্ত্রী, -চরণা। ২। (উন্নতপাদ হেতু) তপস্বিবিশেষ। ঊর্দ্ধে চরণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)চাপ—উপরদিকে ঠেলা মারিবার বেগ (upward pressure). ঊর্দ্ধে চাপ, ৭মীতৎ। বি।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)টান—ঊর্দ্ধশ্বাস, মৃত্যুকালে অথবা শ্বাসরোগের জন্য হাঁপাইতে থাকা। বাং প্র। বি।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)তন—ঊর্দ্ধস্থিত, উপরিস্থ; উচ্চপদস্থ। ঊর্দ্ধ + তনট্ (ট্যু, তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তনী।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)তন্তু—বস্ত্রের দীর্ঘ তন্তু; টানার সূতা (warp). কর্ম্মধা বা সুপ্সুপা। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)তল—উপরিতল, উপরতলা; উপরিভাগ। ঊর্দ্ধ তল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)দৃষ্টি—১। যে উপর দিকে চাহিয়া আছে এরূপ, ঊর্দ্ধনেত্র। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ভ্রূদ্বয়মধ্যে নিবিষ্টা দৃষ্টি, উপরদিকে দৃষ্টিপাত; শিবনেত্র হওয়া (মৃত্যুকালে জীবের এইরূপ ঊর্দ্ধনেত্র বা শিবনেত্র হয়); যোগবিশেষ (ইহাতে ঈশ্বরোপাসনারত ব্যক্তি যোগ-সাধনার্থ চক্ষুর্দ্বয় ঊর্দ্ধভাগে নীত করেন)। ঊর্দ্ধা দৃষ্টি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)দেব—বিষ্ণু; জগদীশ্বর। ঊর্দ্ধ (প্রধান) দেব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)দেহ—মৃত্যুর পর প্রাপ্ত শরীর, লিঙ্গ-শরীর। ঊর্দ্ধ (মরণোত্তর) দেহ, কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)নেত্র—ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি যাহার এমন। ঊর্দ্ধে নেত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। **ঊর্দ্ধনেত্র হওয়া**—মরণোন্মুখ হওয়া।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)পাতন—রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ, কর্পূরাদি কতিপয় পদার্থকে শৈত্যপ্রয়োগদ্বারা বাষ্পীয় অবস্থা হইতে একেবারে কঠিন করা (sublimation). ঊর্দ্ধে পাতন, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)পাদ—ঊর্দ্ধচরণ; উন্নতিলাভেচ্ছু। ঊর্দ্ধে পাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)পুণ্ড্র—চন্দনাদি দ্বারা ললাটাঙ্কিত ঊর্দ্ধমুখ সরল রেখা, কপালের লম্বা ফোঁটা। ঊর্দ্ধ (ঊর্দ্ধমুখ) পুণ্ড্র (ফোঁটা), কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)ফণ—উদ্যতফণ, উদ্যত ফণাযুক্ত। ঊর্দ্ধে ফণা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)বাত—মূত্রাদিবেগধারণজন্য দেহস্থ ঊর্দ্ধগত বায়ু। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)বায়—উত্তোলিত হস্ত, উদ্বাহু। 'ঊর্দ্ধবাহু'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)বাহু—১। শৈববিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি; পুং। ২। যে বাহু উত্তোলন করিয়া আছে এরূপ। ঊর্দ্ধ বাহু যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। উত্তোলিত হস্ত। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)ভঙ্গ(ংগ)--(ভূবিদ্যা) ভূত্বকের নিয়মিত সংকোচন এবং কতিপয় অভ্যন্তরীণ কারণে ভূগর্ভের শিলাস্তর তরঙ্গায়িত হইলে সেই তরঙ্গভঙ্গের সর্ব্বোচ্চ অংশ (anticline up-fold) কর্ম্মধা। বি।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)ভাগ—উপরদিক্; উপরের অংশ; শ্রেষ্ঠ অংশ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)মান—১। বাটখারা। ঊর্দ্ধ—মা (পরিমাণ করা) + অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ২। উচ্চতাপরিচ্ছেদক পরিমাণ, উপরদিকের মাপ। ঊর্দ্ধ—মা + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)মুখ—১। উন্মুখ, যে মুখ তুলিয়া রহিয়াছে এরূপ। ঊর্দ্ধে মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, -মুখী, -মুখা। ২। মুখের ঊর্দ্ধভাগ। মুখের ঊর্দ্ধ, একদেশী (মতান্তরে কর্ম্মধা বা সুপ্সুপা)। বি; ক্লীব।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)রেতাঃ (-রেতস্), **-রেতা**—১। মহাদেব, শিব [সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব আপন রেতঃ ঊর্দ্ধে নীত করিয়াছিলেন বলিয়া ঊর্দ্ধরেতাঃ নাম প্রাপ্ত হন]; ভীষ্ম [ভীষ্ম আমরণ অকৃতদার থাকিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কৌমার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করেন ও ঊর্দ্ধরেতাঃ বলিয়া বিখ্যাত হন]; মুনিবিশেষ [সনক, শতানন্দ, সনাতন, সনৎ-

কুমার ইত্যাদি ঋষিগণও ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে ঊর্দ্ধরেতাঃ হন; এ ভিন্ন অষ্টাশীতিসহস্র ঋষি পরমার্থসাধনের নিমিত্ত নিজ নিজ রেতঃ ঊর্দ্ধগত করিয়া ঊর্দ্ধরেতাঃ নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন]। বি; পুং। ২। শুক্রসংযমকারী, স্ত্রী-সম্ভোগে বিরত; যোগী। ঊর্দ্ধ রেতঃ যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)লিঙ্গ(৺গ)—মহাদেব। ঊর্দ্ধ (উৎকৃষ্ট) লিঙ্গ (চিহ্ন) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)লোক—আকাশ, স্বর্গ। ঊর্দ্ধ লোক (জগৎ), কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)শায়ী (-শায়িন্)—১। ঊর্দ্ধে শয়নকারী; যে চিৎ হইয়া শয়ন করে এরূপ ('—শিশু')। বিণ। স্ত্রী,—শায়িনী। ২। মহাদেব। উপতৎ; ঊর্দ্ধ—শী+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)শ্বাস—১। দীর্ঘশ্বাস; মৃত্যুকালীন শ্বাস। ঊর্দ্ধ শ্বাস, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যে হাঁপাইতেছে এরূপ; মুমূর্ষু। ঊর্দ্ধ শ্বাস যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)শ্বাসে—হাঁপাইতে হাঁপাইতে, অতি দ্রুতগতিতে। ঊর্দ্ধ শ্বাস যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)স্থ, -স্থিত—উপরিস্থিত, উপরে বর্ত্তমান, যে বা যাহা উপরে আছে এমন। উপতৎ; ঊর্দ্ধ—স্থা+ক কর্ত্তৃবা; ঊর্দ্ধে স্থিত, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—স্থা, —স্থিতা।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)স্থিতি—উপরিভাগে অবস্থান, উপরে থাকা। ঊর্দ্ধে স্থিতি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঊর্দ্ধ(র্ধ্ব)স্রোতাঃ (-তস্), **-স্রোতা**—ঊর্দ্ধরেতাঃ; যোগবিশেষ; বৃক্ষ লতা প্রভৃতি; শিব। ঊর্দ্ধে স্রোতঃ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং বা স্ত্রী।

ঊর্দ্ধা(র্ধ্বা)ধোভাবে—উপরে নীচে, উপর্যাধোভাবে (vertically). ঊর্দ্ধাধঃ ভাব যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

উর্ব্বর(র্ব)র—শস্যশালী, শস্যোৎপাদী ('—ক্ষেত্র')। উরু—ঋ+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে আদ্য উ-কার দীর্ঘ)। বিণ। বি,—রা।

উর্ব্ব(র্ব)শী—স্বর্গীয় অপ্সরোবিশেষ। 'উর্ব্বশী' দ্রঃ। বি; স্ত্রী।

উর্ব্ব(র্ব)ষ্ঠীব—উরু ও জানু। উরু ও অষ্ঠীবৎ (জানু), দ্বন্দ্ব (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

উর্ব্ব(র্ব)সী—উর্ব্বশী (তাহা দ্রঃ)।

উর্ব্ব(র্ব)স্থি—(নরদেহের) হাঁটু হইতে কুঁচকি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হাড় (femur). উরুর অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঊর্ম্মি(র্মি)—১। তরঙ্গ, ঢেউ। ঋ (গমন করা)+মি কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। ২। স্রোত; আংটি; কাপড় কোঁচান; ত্বরা; বেগ; উৎকণ্ঠা; ভ্রান্তি; সঙ্গ; প্রকাশ; পীড়া; দেহের ছয়প্রকার ধর্ম্ম (শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা); অশ্বগতিবিশেষ। ঋ+মি করণবা। ৩। সমূহ। ঋ+মি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী।

ঊর্ম্মি(র্মি)কা—১। তরঙ্গ; উৎকণ্ঠা; কাপড়ের উপর চুনাট করা। ঊর্ম্মি+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। আংটি; ভ্রমরশব্দ। ঊর্ম্মি—কৈ+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঊর্ম্মি(র্মি)মান্ (-মৎ)—তরঙ্গযুক্ত, ঢেউখেলানো; বক্র। ঊর্ম্মি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

ঊর্ম্মি(র্মি)মালা—তরঙ্গশ্রেণী, শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গরাশি। ঊর্ম্মির মালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঊর্ম্মি(র্মি)মালী (-মালিন্)—সমুদ্র। ঊর্ম্মিমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ঊর্ম্মি(র্মি)ল—ঢেউখেলানো (undulating). ঊর্ম্মি—লা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ঊর্ম্মি(র্মি)লা—(রামায়ণ) লক্ষ্মণের পত্নী। উপতৎ; ঊর্ম্মি—লা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। [লক্ষ্মণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঊর্ম্মি(র্মি)লাকান্ত, -নাথ, -পতি—

ঊর্ম্মি(র্মি)লাবিলাসী (-সিন্)—লক্ষ্মণ। উপতৎ; ঊর্ম্মিলা—বি—লস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

উল—১। ধারা, পদ্ধতি; কিনারা, সীমা। বাং। ২। পশম, পশুলোম। ইং wool-শব্দ। বি।

ঊষ—ক্ষারমৃত্তিকা; প্রত্যূষ; গর্ত্ত; চন্দনাদি; মলয় পর্ব্বত। ঊষ্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ঊষবান্ (-বৎ)—লবণাক্ত স্থান, লোণা ভূমি। ঊষ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

ঊষর—লবণাক্ত; অনুর্ব্বর। ঊষ+র আছে অর্থে। বিণ।

উষসী—উষসী (তাহা দ্রঃ)।

ঊষা—উষা (তাহা দ্রঃ)।

ঊষাকাল—প্রভাত, প্রাতঃকাল। উষাই কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ,—কালীন।

ঊষাচর—প্রাতে ভ্রমণকারী। উপতৎ; উষা—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চরী।

ঊষাপান—প্রভাতে জল পান করা। উষায় পান, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

ঊষ্মবর্ণ—উষ্মবর্ণ (তাহা দ্রঃ)।

ঊষ্মা (-ষ্মন্)—উষ্মা (তাহা দ্রঃ)।

ঊহ, ঊহন—বিতর্ক; অনুমান; যুক্তি দ্বারা দুরূহ বা অজ্ঞাত বিষয়ের নির্ণয়চেষ্টা; অধ্যাহার। উহ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

ঊহনী—সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা। বহ্+অনট্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে (ব-স্থানে উ)। বি; স্ত্রী। বিণ,—নীয়।

ঊহা—উহ, বিতর্কাদি; অধ্যাহার। উহ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঊহিত—তর্কিত, অধ্যাহৃত; অনুমিত; সম্ভাবিত। উহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—উহন।

ঊহ্য—অনুক্ত; অধ্যাহার্য্য; যুক্তি বা তর্ক দ্বারা যাহার নিরূপণ করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এরূপ; আকাঙ্ক্ষাপূরণার্থ উল্লেখনীয়, যে বিষয়ের স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকিলেও অর্থসঙ্গতির অনুরোধে কল্পনা করিয়া লইতে হয় এরূপ। উহ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

ঊহ্যমান—১। সামগান-গ্রন্থবিশেষ। বি; পুং। ২। বিতর্ক্যমাণ; অধ্যাহ্রিয়মাণ, যাহা অনুমান করিয়া বা ধরিয়া লওয়া হইতেছে। উহ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

[ঋ]

ঋ—১। সপ্তম স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহার হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত উচ্চারণ আছে]। ২। স্বর্গ; রুদ্র; ত্রিবিক্রম; গণনায়ক। বি; পুং। ৩। অদিতি, দেবমাতা; ক্রয়া; রোহিণী; শিবদূতী; সপ্তমী। ঋ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা, অধিবা। বি; স্ত্রী। ৪। হাস্য, পরিহাস; নিন্দা; বাক্য; প্রাপ্তি। অব্য।

ঋক্ (ঋচ্)—বেদবিশেষ, ঋগ্বেদ; বেদমন্ত্র; বেদের এক একটি শ্লোক; গায়ত্রী। ঋচ্ (স্তুতি করা)+ক্বিপ্ করণবা। বি; স্ত্রী।

ঋকার—ঋ এই স্বরবর্ণ। ঋ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ঋকারাদি—ঋ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য ('—বর্ণ'); আদিতে ঋবর্ণবিশিষ্ট। ঋকার আদি বা আদিতে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঋকারান্ত—অন্তে ঋবর্ণবিশিষ্ট। ঋকার অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঋক্‌থ—ধন, সম্পত্তি; স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি; দায়, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তব্য

সম্পত্তি; স্বর্ণ। ঋচ্ (স্তব করা) + থক্ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

ঋক্‌থগ্রাহ—ধনভাগী; দায়াদ, উত্তরাধিকারী। উপতৎ; ঋক্‌থ—গ্রহ্ + অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহী।

ঋক্‌থগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—ধনহারী, দায়াদ। উপতৎ; ঋক্‌থ—গ্রহ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

ঋক্‌থহর—উত্তরাধিকারী; অংশভাগী। উপতৎ; ঋক্‌থ—হৃ + অচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হরা।

ঋক্‌থহারী (-হারিন্)—দায়াদ; উত্তরাধিকারী। উপতৎ; ঋক্‌থ—হৃ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হারিণী।

ঋক্ষ—১। ভল্লুক; ঋক্ষবান্ পর্ব্বত; শোণাকবৃক্ষ; ভেলাগাছ। বি; পুং। ২। নক্ষত্র; মেষাদি রাশি। ঋষ্ + সক্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

ঋক্ষগন্ধা—বীরতাড়কগাছ; ঋষিজাঙ্গলী বৃক্ষ; ক্ষীরবিদারীবৃক্ষ। ঋক্ষের (ভল্লুকের) গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী। [কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

ঋক্ষগন্ধিকা—কৃষ্ণভূমিকুষ্মাণ্ড। ঋক্ষগন্ধা +

ঋক্ষবন্ত—শম্বরাসুরের নগরবিশেষ। ঋক্ষ + বন্ত আছে অর্থে। বি; পুং।

ঋক্ষবান্ (ঋক্ষবৎ)—গণ্ডোয়ানাদেশস্থিত পর্ব্বতবিশেষ। ঋক্ষ + মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ঋক্ষমণ্ডল—সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্র (Great Bear). ঋক্ষাকার মণ্ডল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঋক্ষরাজ, ঋক্ষেশ—চন্দ্র; জাম্ববান্। ঋক্ষদের রাজা, ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ; ১ম পক্ষে + টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

ঋক্‌সংহিতা—ঋগ্বেদসংহিতা। ঋক্‌সম্বন্ধিনী সংহিতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ঋগ্বেদ—প্রথম বেদ। ঋক্‌সম্বন্ধীয় বেদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঋগ্বেদজ্ঞ—ঋগ্বেদনিপুণ, ঋগ্বেদবিৎ। উপতৎ; ঋগ্বেদ—জ্ঞা + ক কর্তৃবা। বিণ।

ঋগ্বেদবিৎ (-বিদ্)—ঋগ্বেদজ্ঞ, ঋগ্বেদে নিপুণ। উপতৎ; ঋগ্বেদ—বিদ্ + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

ঋগ্বেদী (-দিন্)—ঋগ্বেদজ্ঞ; ঋগ্বেদানুসারে কার্য্যকারী, যাঁহারা ঋগ্বেদ-বিধান মানিয়া চলেন এরূপ; ঋগ্বেদীয় পুরোহিত। ঋগ্বেদ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।

ঋগ্বেদীয়—ঋগ্বেদবিহিত; ঋগ্বেদসম্বন্ধীয়। ঋগ্বেদ + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ঋঙ্‌মন্ত্র—ঋগ্বেদের পদ্যচ্ছন্দে গ্রথিত মন্ত্র। ঋক্ই মন্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঋচীক—সূর্য্য; সবিতৃবিশেষ; ভৃগুবংশীয় ঋষিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। ঋচ্ + ঈকক কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বি; পুং।

ঋচীষ, ঋজীষ—১। ভর্জনপাত্র, ভাজাখোলা; নরকবিশেষ। ঋজ্ + ঈষন্ অধিবা, সংজ্ঞার্থে (জ-স্থানে বিকল্পে চ)। ২। ধন। ঋজ্ + ঈষন্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

ঋজু—সরল; সহজ; অকপট। ঋজ্ + কু কর্তৃবা। বিণ। বি—ঋজুতা, আর্জ্জব।

ঋজুকায়—১। কশ্যপমুনি। বি; পুং। ২। সরলদেহ। ঋজু কায় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। সরল দেহ, অবক্র শরীর। ঋজু কায়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঋজুগ—যে সোজা চলে এরূপ; সরলস্বভাব, অকপট। উপতৎ; ঋজু—গম্ + ড কর্তৃবা। বিণ।

ঋজুতা, -ত্ব—সরলতা; অবক্রতা। ঋজু + তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

ঋজুরেখ—সরলরৈখিক, এক সরল রেখায় অবস্থিত (rectilinear). ঋজু রেখা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। **ঋজুরেখ গতি**—(আলোকরশ্মির) সরল রেখায় গমন (rectilinear propagation).

ঋজুরেখা—দুই বিন্দুর ক্ষুদ্রতম দূরত্ব, সরল রেখা (straight line). ঋজু রেখা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ঋজ্বী—১। গ্রহদিগের গতিবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। সরলা। ঋজু + ঈপ্। বিণ।

ঋণ—১। ধার, কর্জ্জ [শাস্ত্রমতে ঋণ চতুর্ব্বিধ: যথা—পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ ও মানব-ঋণ। সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃ-ঋণ, পুরাণাদি পাঠ দ্বারা ঋষি-ঋণ, যজ্ঞাদিসম্পাদন দ্বারা দেব-ঋণ ও আনৃশংস্য দ্বারা মানব-ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়]; জল। ঋ (গমন করা, পাওয়া) + ক্ত কর্তৃবা। ২। দুর্গ। ঋ + ক্ত অধিবা। ৩। (গণিত) ব্যবকলনের বা বিয়োগের চিহ্ন '—' (minus). ঋ + ক্ত করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—ঋণী।

ঋণকর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা**—ঋণগ্রহীতা, অধমর্ণ, খাতক, যে টাকা ধার লয় এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

ঋণগ্রস্ত—যে দেনায় ডুবিয়াছে এরূপ, ঋণমগ্ন। ঋণ দ্বারা গ্রস্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ঋণগ্রহণ—ধার লওয়া, কর্জ্জ করা। ঋণের গ্রহণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঋণগ্রহীতা (-গ্রহীতৃ)—ঋণকারী, যে ধার লয় এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—গ্রহীত্রী।

ঋণগ্রাহক—অধমর্ণ, খাতক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিকা।

ঋণগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—ঋণগ্রহণকারী, অধমর্ণ, খাতক। উপতৎ; ঋণ—গ্রহ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

ঋণচিহ্ন—(অঙ্কশাস্ত্র) বিয়োগের চিহ্ন, '—' চিহ্ন (minus). ঋণসূচক চিহ্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঋণজাল—ঋণবন্ধন ঋণপাশ, দেনার দায়। ঋণরূপ জাল, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঋণদ, -দাতা (-দাতৃ)—ঋণদানকারী, উত্তমর্ণ। উপতৎ; ঋণ—দা + ক কর্তৃবা; ঋণের দাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দা, —দাত্রী।

ঋণদান—ঋণপরিশোধ; ধার দেওয়া, কর্জ্জ দেওয়া। ঋণের দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঋণদাস—ঋণমোচনের জন্য যে নিজে দাসত্ব স্বীকার করে এরূপ ব্যক্তি। ঋণ দ্বারা দাস, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

ঋণপত্র—খত, তমসুক, ধারের অঙ্গীকারপত্র। ঋণসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঋণপরিশোধ—ধারশোধ, ঋণ প্রত্যর্পণ। ঋণের পরিশোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋণপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—ধার করিতে ইচ্ছুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—প্রার্থিনী।

ঋণমুক্ত—দেনা হইতে মুক্ত। ঋণ হইতে মুক্ত, ৫মীতৎ। বিণ। বি,—মুক্তি, —মোচন।

ঋণমুক্তি, -মোক্ষ, -মোচন—ঋণ-পরিশোধকরণ, ধার শোধ দেওয়া। ঋণ হইতে মুক্তি, মোক্ষ, মোচন, ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং, ক্লীব।

ঋণলেখ, -লেখ্য—তমসুক, খত। ঋণসূচক লেখ, লেখ্য (পত্র), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঋণশেষ—ঋণের অবশিষ্ট অংশ, ঋণের কতক অংশ শোধ করিবার পর যাহা বাকী থাকে তাহা। ঋণের শেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋণশোধ—ধারশোধ, ঋণের অর্থাদি প্রত্যর্পণ। ঋণের শোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋণাত্মক—ঋণসূচক; অভাববোধক (negative). ঋণ আত্মা (আত্মন্=স্বরূপ) যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা। বিপরীত শব্দ—ধনাত্মক (positive).

ঋণাদান—খাতকের নিকট হইতে ধারদেওয়া টাকা আদায় করিয়া লওয়া; সুদশুদ্ধ টাকা লওয়া; কাহারও নিকট ধার লওয়া; (স্মৃতিশাস্ত্র) অষ্টাদশ ব্যবহারের অন্যতম। ঋণের আদান (গ্রহণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঋণান্তক—মঙ্গলগ্রহ। ঋণের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋণাপকরণ—ঋণশোধ, ঋণ-প্রত্যর্পণ। ঋণের অপকরণ (শোধ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঋণাপনয়ন, -পনোদন—দেনা শোধ করা। ঋণের অপনয়ন, অপনোদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঋণার্ণ—ঋণের জন্য ঋণ, এক ঋণ শোধ করিবার জন্য পুনরায় গৃহীত ঋণ। ঋণশোধক বা ঋণনিমিত্তক ঋণ, মধ্যপ কর্ম্মধা (ঋণ + ঋণ —নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

ঋণী (ঋণিন্)—অধমর্ণ, ঋণগ্রস্ত; উপ-

কাররূপ ঋণে আবদ্ধ ; উপকারপ্রাপ্ত, বাধিত। ঋণ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ঋণিনী। বি—ঋণিতা, ঋণ।

ঋণোদ্ধার—ধার শোধ, ধার দেওয়া। ঋণ হইতে উদ্ধার, ৫মীতৎ। বি ; পুং।

ঋত—১। পরব্রহ্ম ; সত্য ; জল ; উঞ্ছ। ঋ (গমন করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। ২। পীড়িত ; পূজিত। ঋ+ক্ত কর্ম্মবা। ৩। সত্য ; দীপ্ত ; গত। ঋ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—ঋতি। ৪। ধর্ম্মপুত্র (ইনি দক্ষকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন) ; মিথিলারাজ বিজয়ের পুত্র (ইঁহার পুত্রের নাম শুনক) ; দেববিশেষ। ঋ+ক্ত কর্ম্মবা। বি ; পুং।

ঋতধামা (-ধামন্)—বিষ্ণু ; পরমেশ্বর ; ত্রয়োদশ মন্বন্তরের মনু। ঋত (সত্য) ধাম (ধামন্) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ঋতব্রত—ব্রতবিশেষ (এই ব্রতে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে পুরী প্রদান করিলে সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি হয়)। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ঋতম্ভর—সত্যপালক ('—পরমেশ্বর')। উপতৎ ; ঋত—ভৃ+খ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ঋতম্ভরা—১। সত্যজ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তিবিশেষ ; প্লক্ষদ্বীপস্থ নদীবিশেষ। উপতৎ ; ঋত—ভৃ+খ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। সত্য-পালিকা। ঋতম্ভর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ঋতসৎ (-সদ্)—১। যজ্ঞে স্থিতিকারী, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা। বিণ। ২। অগ্নি। উপতৎ ; ঋত (যজ্ঞ)—সদ্+ক্বিপ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ঋতসদন—যজ্ঞার্থ উপবেশনস্থান। ঋত—সদ্+অনট্ অধিবা। বি ; ক্লীব।

ঋতস্পতি—যজ্ঞপতি, যজ্ঞকর্ত্তা। ঋতের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ (স-আগম)। বি ; পুং।

ঋতানৃত—সত্যাসত্য, সত্যমিথ্যা। ঋত (সত্য) ও অনৃত (মিথ্যা), দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

ঋতি—১। সৌভাগ্য ; পথ ; শুভ। ঋ+ক্তি কর্ম্মবা। ২। গতি ; কুৎসা ; স্পর্দ্ধা ; বর্দ্ধন ; অবজ্ঞা, ঘৃণা। ঋ+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—ঋত।

ঋতিস্ক(ৎক)র—কল্যাণকর। উপতৎ ; ঋতি—কৃ+খ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করা।

ঋতু—গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত—এই ছয় কাল ; স্ত্রীলোকের মাসিক শোণিত-স্রাব, রজঃ ; দীপ্তি। ঋ (গমন করা)+তুক কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং। বিণ—আর্ত্তব, আর্ত্তবিক।

ঋতুকাল—যে কয়দিন স্ত্রীলোকের রজঃ-প্রবাহ থাকে সেই সময়। ঋতুর কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ,—কালীন।

ঋতুকালীন—রজঃকাল-সংক্রান্ত, ঋতু-সময়-সম্বন্ধীয়। ঋতুকাল+ঈন সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ঋতুগামী (-মিন্)—রজঃকালে স্ত্রীগমনশীল ; যে ঋতুকালে স্ত্রীসহবাস করে। উপতৎ ; ঋতু—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ঋতুধর্ম্ম(র্ম)—ঋতুর ধর্ম্ম, ঋতুর আবির্ভাব হইলে যে সকল ভাব অবস্থা বা ঘটনা ঘটিয়া থাকে সেইগুলি ; স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃ-স্রাবরূপ বিশেষ অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঋতুনাথ, -পতি—বসন্তকাল। ঋতুদের নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঋতুপরিবর্ত্ত(র্ত), -পরিবর্ত্ত(র্ত)ন—এক ঋতু অতীত হইয়া অন্য ঋতুর আবির্ভাব, ঋতুপর্য্যায়। ঋতুর পরিবর্ত্ত, পরিবর্ত্তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লীব।

ঋতুপর্য্যা(র্যা)য়—ঋতুসমূহের ক্রম, একটির পর একটি করিয়া ঋতুর আবির্ভাব। ঋতুর পর্য্যায়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঋতুপ্রাপ্ত—অবন্ধ্যা, ফলোৎপাদক ('—বৃক্ষাদি')। ঋতুকে (ঋতুযোগ্য পুষ্পাদিকে) প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

ঋতুবিপর্য্য(র্য)য়—ঋতুসমূহের বৈপরীত্য, যে ঋতুর পর যে ঋতু আসা উচিত তাহার অন্যথাভাব। ঋতুর বিপর্য্যয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঋতুবৃত্তি—বৎসর, বর্ষ, বছর। ঋতুসমূহের বৃত্তি (পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন) হয় যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

ঋতুমতী—যে স্ত্রীর ঋতু হইয়াছে এরূপ, রজস্বলা [ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক-গণের ঋতুকাল। ঐ সময়ের মধ্যে প্রথম তিন দিন বাদ দিয়া যুগ্মনিশায় স্বামিসহবাস প্রশস্ত। গর্ভাধানের পূর্ব্বে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা উচিত। ঋতুমতী স্ত্রী চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া প্রসন্ন এবং পবিত্র চিত্তে অগ্রে স্বামীর মুখ দর্শন করিবেন। পুরুষান্তরমুখ দর্শন করিলে তদ্রূপ সন্তান হইবার সম্ভাবনা। রজস্বলা অবস্থায় স্ত্রীলোকের তিন দিন অশৌচ হয় ; এই অবস্থায় স্বামী বা অন্য কোন গুরু-জনকে স্পর্শ করিতে নাই। চতুর্থ দিনে স্নানান্তে লৌকিক সমস্ত কার্য্যে অধিকার জন্মে ; দৈব ও পৈত্র কার্য্যে পঞ্চম দিনে অধিকার হয়]। ঋতু+মতুপ্ আছে অর্থে +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ঋতুমুখ—ঋতুর আরম্ভ ; প্রতিপদ্। ঋতুর মুখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ঋতুযাজী (-যাজিন্)—প্রত্যেক ঋতুর আদিতে যাগকারক। উপতৎ ; ঋতু—যজ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যাজিনী।

ঋতুরক্ষা—ঋতুর সময়ে স্ত্রী-সঙ্গম করিয়া গর্ভাধান। ঋতুর রক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঋতুরাজ—ঋতুর রাজা, সকল ঋতুর প্রধান ঋতু, বসন্তকাল। ঋতুর রাজা (রাজন্ শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ, বা, ঋতুগণমধ্যে রাজা, ৭মীতৎ +সমাসান্ত টচ্। বি ; পুং।

ঋতুসন্ধি—দুই ঋতুর মিলনকাল। ঋতুর সন্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঋতুস্নাতা—ঋতুকালের চতুর্থ দিনে কৃত-স্নানা নারী, ঋতুস্নানকারিণী [যে ব্যক্তি প্রকৃ-তিস্থ হইয়াও ঋতুস্নাতা পত্নীতে উপগত না হয়, সে বালকহত্যা এবং গোহত্যার পাপে লিপ্ত হয়। কিন্তু পুত্রোৎপত্তির পর এই নিয়ম প্রতিপালিত না হইলেও কোন দোষ হয় না]। ঋতুতে স্নাতা, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঋতুস্নান—ঋতুকালীন স্নান [ঋতু হইলে স্ত্রী প্রথম তিন দিন অশুচি ও অস্পৃশ্য থাকে, চতুর্থ দিনে তাহাকে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয় ; এই স্নানের পর স্বামীর মুখ দর্শন করা উচিত। ভর্ত্তা বিদ্যমান না থাকিলে তাঁহাকে মনে মনে ধ্যান করিয়া সূর্য্যের মুখ দেখিতে হয়। ইহাকে ঋতুস্নান বলে]। ঋতুতে স্নান, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

ঋতুহরীতকী—ঋতুভেদে দ্রব্যবিশেষ-সংযোগে সেব্য হরীতকী [আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বর্ষাদি ছয় ঋতুতে পর্য্যায়ক্রমে সৈন্ধব, শর্করা, শুণ্ঠী, জীরক, মধু ও গুড়সংযোগে হরীতকী-ভক্ষণের বিধি আছে। ঐ নিয়মানুসারে হরী-তকী ভক্ষণ করিলে সকল রোগের শান্তি হয়। এইরূপে সেব্য হরীতকীকে ঋতু-হরীতকী বলে]। ঋতুহিতা হরীতকী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঋত্বিক্ (ঋত্বিজ্)—পুরোহিত [পুরো-হিত তিনপ্রকার,—পূর্ব্বপুরুষগণকর্ত্তৃক বৃত, স্বয়ং বৃত এবং যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত। যজ্ঞে মুখ্য পুরোহিত চারিজন,—ব্রহ্মা, হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু। ইঁহাদের অধীনে তিন তিন জন করিয়া আরও বারজন ঋত্বিক্ থাকেন ; যথা, ব্রহ্মার—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র ও পোতা ; হোতার—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্, গ্রাবস্তুৎ ; উদ্গাতার—প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য ; অধ্বর্য্যুর—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা] ; ঋতুযাজী, ঋতুযাজক। উপতৎ ; ঋতু—যজ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ঋদ্ধ—১। সমৃদ্ধিযুক্ত, সমৃদ্ধিশালী ; সঞ্চিত ; প্রচুর। ঋধ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। বহুলিত ধান্য ; সিদ্ধান্ত। ঋধ্+ক্ত করণবা। বি ; ক্লীব। ৩। বিষ্ণু। ঋধ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ঋদ্ধি—১। বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ; সম্পত্তি ; সৌভাগ্য। ঋধ্+ক্তি ভাববা। ২। মাতৃকা-বিশেষ ; লক্ষ্মী ; পার্ব্বতী ; সিদ্ধি, ভাঙ্ ; মঙ্গলবিষয়ক কার্য্য। ঋধ্+ক্তি কর্ত্তৃবা, করণবা। বি ; স্ত্রী।

ঋদ্ধিমান্ (-মৎ)—সমৃদ্ধ ; ভাগ্যবান্ ; সাধনসম্পন্ন ; ধনবান। ঋদ্ধি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

ঋ-ফলা—ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত ঋ-কার (ৃ)। বাং প্র। বি।

ঋভু—১। দেবতাবিশেষ ; সতীর দেহত্যাগের পর প্রমথগণ যখন দক্ষযজ্ঞভঙ্গ করে তখন ভৃগু মন্ত্রবলে অগ্নিকুণ্ড হইতে যে সৈন্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই সৈন্য (ইঁহারা বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা) ; ব্রহ্মার মানসপুত্র (ইনি কৌমারসৃষ্টিসময়ে উৎপন্ন হন ; পুলস্ত্য-নন্দন নিদাঘ ইঁহার শিষ্য) ; সুধন্বার পুত্রগণ (ইঁহারা শিল্পবিষয়ে বিশিষ্টরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন) ; মুনি-বিশেষ ; হীনজাতিবিশেষ। বি ; পুং। ২। মেধাবী। ঋ (স্বর্গ)—ভূ + ডু কর্তৃবা। বিণ।

ঋভুক্ষ—১। স্বর্গ। ঋভু—ক্ষি + ড অধিবা। ২। বজ্র। ঋভু—ক্ষি + ড করণবা। ৩। ইন্দ্র। ঋভুক্ষ(১) + অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ঋভুক্ষী (ঋভুক্ষিন্)—দেবরাজ, ইন্দ্র। ঋভুক্ষ (বজ্র) + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ঋষভ—বৃষ (সমাসে উপমেয়বাচক শব্দের পরবর্তী হইলে শ্রেষ্ঠার্থবাচক) ; ঋষভকূট-পর্ব্বতবাসী মুনিবিশেষ ; কৈলাসের নিকটস্থ স্বর্ণময় পর্ব্বতবিশেষ ; দক্ষিণসাগরস্থ একটী পর্ব্বত ; পূর্ব্বসাগরস্থ একটী ধবলবর্ণ পর্ব্বত ; ভগবানের অবতারবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ] ; 'ঋষভ'-নামক ঔষধ ; কর্ণকুহর ; কুম্ভীরপুচ্ছ ; স্বরবিশেষ। ঋষ্ + অভক কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং। [যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ঋষভকূট—হেমকূট পর্ব্বত। ঋষভসদৃশ কূট

ঋষভদ্বীপ—পৌরাণিক দ্বীপবিশেষ ; শ্বেতদ্বীপ। ঋষভনামা দ্বীপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ঋষভধ্বজ, -বাহন—শিব, বৃষবাহন। ঋষভ ধ্বজ, বাহন যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ঋষি—১। মন্ত্রদ্রষ্টা মুনি [পুরাণমতে যাঁহা হইতে বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি এই সকল সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হয়, তিনিই ঋষি ; অথবা যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হন, তাঁহার নাম ঋষি ; নীতিশাস্ত্রমতে যিনি পরমার্থে সম্যক্ দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরোপকার করেন, তিনিই ঋষি] ; যাঁহারা সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিবেশ করেন এরূপ ব্যক্তি [ঋষি সাত-প্রকার ; যথা—শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি। শ্রুতর্ষি : যথা—সুশ্রুতাদি। কাণ্ডর্ষি : যথা—জৈমিনি প্রভৃতি। পরমর্ষি : যথা—পৈল ইত্যাদি। মহর্ষি : যথা—ব্যাসাদি। রাজর্ষি : যথা—বিশ্বামিত্র, জনক ইত্যাদি (ইঁহারা রাজা হইয়াও ঋষির ন্যায় আচরণ করেন বা পূর্ব্বে রাজা ছিলেন কিন্তু পরে ঋষি হইয়াছিলেন)। ব্রহ্মর্ষি : যথা—বশিষ্ঠাদি (ইঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত)। দেবর্ষি : যথা—নারদ প্রভৃতি (ইঁহারা দেবতার ন্যায় মান্য)। উক্ত সাতপ্রকার ঋষি ছাড়া রামায়ণে ও মহাভারতে আরও কয়েকপ্রকার ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণে—বৈখানস, বালখিল্য, মরীচিপ, সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট, আকাশনিলয়, অনবকাশিক, দন্তোলূখল, অশয্য, পত্রাহার, উন্মজ্জক, গাত্রশয্য, বায়ুভক্ষ, জলাহার, আর্দ্র-পটবাস, স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাস, তপোনিষ্ঠ, পঞ্চতপান্বিত, সজপ। মহাভারতে—ফলাহারী, মূলাহারী, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ব্য প্রভৃতি]। ঋষ্ (গমন করা, পরোক্ষ চিন্তা করা) + কি কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। ২। শাস্ত্র-প্রণেতা, সূত্রকৃৎ আচার্য্য ; গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনি ; দীধিতি ; বেদাংশবিশেষ। ঋষ্ + কি অধিবা, বা করণবা। বিণ—আর্ষ। ৩। চামার-জাতিবিশেষ (যাহারা মৃদঙ্গ বা ঐরূপ বাদ্যযন্ত্রে চামড়া যোজনা করে)। বাং প্র। বি।

ঋষি-ঋণ—ঋষিগণের নিকট প্রাপ্ত ঋণ বা উপকার ; দানকর্ম্ম। ঋষির ঋণ, ৬ষ্ঠীতৎ (সন্ধি হয় নাই)। বি ; ক্লীব।

ঋষিক—ক্ষুদ্র ঋষি ; ঋষিপুত্র। ঋষি + ক হীনার্থে। বি ; পুং।

ঋষিকল্প—ঋষিতুল্য। ঋষি + কল্প ঈষদূনার্থে। বিণ।

ঋষিতুল্য, -সদৃশ—ঋষির মত, ঋষিবৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -তুল্যা, -সদৃশী।

ঋষিপ্রোক্ত—ঋষিকথিত, ঋষি যেরূপ বলিয়াছেন তদ্রূপ। ঋষিকর্তৃক প্রোক্ত, ৩য়া-তৎ। বিণ।

ঋষিবর—ঋষিশ্রেষ্ঠ, মুনিপ্রধান। ঋষিগণমধ্যে বর, ৭মীতৎ। বি ; পুং বা বিণ।

ঋষিযজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন। ঋষ্যুদ্দেশ্যক যজ্ঞ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ঋষিরাজ—ঋষিশ্রেষ্ঠ, মুনিদিগের মধ্যে প্রধান। ঋষিদিগের (মধ্যে) রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ + টচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

ঋষিলোক—ঋষিগণ যে লোকে বাস করেন তাহা (এই লোক শনি-লোকের উপরে, ধ্রুব-লোকের নিম্নে বর্ত্তমান)। ঋষিদের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঋষিশ্রাদ্ধ—ঋষিদিগের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ ; স্বর্গগত ঋষির শ্রাদ্ধ [এইরূপ শ্রাদ্ধে কাজের চেয়ে আড়ম্বর বেশী হয় বলিয়া কথিত আছে—

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥"]

ঋষির শ্রাদ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ঋষী—মুনিপত্নী। ঋষি + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঋষ্ট—১। শ্বেতবিন্দু-চিত্রিত হরিণ। ঋষ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বি ; পুং। ২। অশুভদায়ক। ঋষ্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ঋষ্টতা, ঋষ্টি। ৩। অমঙ্গল। ঋষ্ + ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

ঋষ্টি—১। গ্রহদোষ ; অশুভ। ঋষ্ + ক্তি ভাববা। ২। দুইদিকে ধারযুক্ত খড়্গ। ঋষ্ + ক্তি করণবা। বি ; স্ত্রী।

ঋষ্য—শ্বেতবিন্দু-চিত্রিত হরিণ ; শ্বেতপাদ মৃগ। ঋষ্ + ক্যপ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

ঋষ্যমূক—দক্ষিণদেশীয় পর্ব্বতবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। ঋষ্য মূক যেখানে, বহুব্রী ; অথবা, ঋষিরা অমূক অর্থাৎ বহুশাস্ত্রালাপী যেখানে, বহুব্রী। বি ; পুং।

ঋষ্যশৃঙ্গ(ংগ)—(রামায়ণ) মুনিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। ঋষ্যের (মৃগের) শৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

[ৠ]

ৠ—১। ইহা অষ্টম স্বরবর্ণ। ইহা বাঙ্গালায় প্রায় অপ্রচলিত [ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহা প্লুত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে]। ২। শিব, ভৈরব ; দৈত্য ; স্বর্গ ("ৠকার স্বর্গের নাম তুমি ৠ-রূপিণী"—ভারতচন্দ্র)। বি ; পুং। ৩। দিতি ; অদিতি ; গতি ; স্মৃতি ; মাতা ; অষ্টমী ; বামনাসিকা। বি ; স্ত্রী। ৪। ভয় ; রক্ষা ; নিন্দা ; বাক্যারম্ভ। ৠ (গমন করা) + কিপ্ কর্তৃবা। অব্য।

[ঌ]

ঌ—১। ইহা নবম স্বরবর্ণ। ইহা বাঙ্গালায় সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত। [ইহার উচ্চারণ-স্থান দন্ত; ইহার হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত উচ্চারণ আছে]। ২। কুণ্ডলিনী, পরমা দেবী ("ঌ-কার দেবের নাম তুমি সে ঌকার।"—ভারতচন্দ্র); পৃথিবী; অদিতি; নবমী। বি; স্ত্রী। ৩। পর্ব্বত; শ্রীধর; রুদ্র; বিশ্বেশ্বর; মহেন্দ্র। বি; পুং।

[এ]

এ—১। দশম স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু; (সংস্কৃতে) ইহার দীর্ঘ এবং প্লুত উচ্চারণ আছে, হ্রস্ব উচ্চারণ নাই। বাঙ্গালায় ইহার হ্রস্ব ('এক'—'একজন'), দীর্ঘ ('একুশ') ও প্লুত ('মেঘ') উচ্চারণ আছে]। ২। বিষ্ণু। বি; পুং। ৩। পৃথিবী। ই (গমন করা)+বিচ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী। ৪। স্মৃতি, সম্বোধন, আহ্বান; দয়া; অসূয়া। অব্য। ৫। এই, ইহা; বর্ত্তমান; এরূপ; সম্মুখবর্ত্তী; মাঝে। 'ইদম্'-শব্দজ। সর্ব্ব, বিণ। ৬। বাঙ্গালা প্রত্যয়-বিশেষ ['ইয়া' প্রত্যয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ; যথা, প্রকারার্থে—মিটমিটে; তন্নির্ম্মিত-অর্থে—মেটে; দেশবাসি-অর্থে—উড়ে; ব্যবসায়ি-অর্থে—জেলে; কর্ত্তা এই অর্থে—খোসামুদে; আছে অর্থে—লালপেড়ে; সংখ্যার পূরণ-বাচক—বাইশে; ১৯ হইতে তদূর্দ্ধ ৩২ পর্য্যন্ত সংখ্যার বেলায় (তারিখ অর্থে) প্রযুক্ত হয়]। ৭। বাঙ্গালা শব্দ-বিভক্তি ('জলে', 'চোখে' প্রভৃতি) ও ধাতু-বিভক্তি ('করে', 'বলে' প্রভৃতি)।

এই—১। অগ্রস্থিত, সম্মুখবর্ত্তী; বর্ত্তমান, উপস্থিত। বিণ। ২। এই ব্যক্তি, ইনি; এই বস্তু, ইহা। সর্ব্ব। ৩। এখনই; কিছু আগে; সম্প্রতি; অতঃপর; সম্বোধনসূচক শব্দ; ভয় বিস্ময় বিরক্তি আনন্দ প্রভৃতি-সূচক শব্দ। বাং। এ+ই নিশ্চয়ার্থে। অব্য। **এই অবধি**—এখন হইতে; এ-পর্য্যন্ত। **এই কতক্ষণ**—কিছু আগে। **এই কত দিন**—দু'চার দিন আগে। **এই কেবল**—কিছু আগে। **এই বেলা**—অবিলম্বে; সুযোগ থাকিতে থাকিতে; এই অবসরে। **এই মাত্র**—শুধু ইহা; কিছু আগে।

এইসন, এইসা—এইরূপ। হিন্দীমূলক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

এইসে—এইপ্রকার, এইরকম। হিন্দীমূলক।

এউঢেউ—১। খুব বেশী ('—খাওয়া')। ক্রি-বিণ। ২। খুব বেশী খাওয়ার জন্য উদ্গারশব্দ; হাঁসফাঁস। অনুকার-বোধক বাং অব্য।

এও—১। ইনিও, এই ব্যক্তিও; ইহাও। এ+ও সমুচ্চার্থে। বাং। সর্ব্ব। ২। সধবা। 'অবিধবা'-শব্দজ। বিণ বা বি; স্ত্রী।

এওজ, এওয়াজ—বিনিময়, পরিবর্ত্ত, বদল। আর্বী 'এবজ'-শব্দজ। বি।

এওজি, -জী, -য়াজি, -য়াজী—পরিবর্ত্তে প্রাপ্ত। এওজ, এওয়াজ+ই, ঈ। বিণ।

এওত, এওতি—সধবাত্ব, স্বামী বর্ত্তমান থাকা। এও (২)+ত, তি ভাবে। বি।

এ-ও-তা—যা-তা; বাজে কথা; প্রলাপ বাক্য। বাং। সর্ব্ব। [বিষয়। বাং। সর্ব্ব।

এ-ও-সে—একথা-সেকথা; বহু ছোটখাট

এঃ—বিস্ময়-ঘৃণা-দুঃখাদিসূচক শব্দ। বাং। অব্য।

এঁ—উত্তরসূচক এবং বিস্ময় অবজ্ঞা ও স্পর্দ্ধাদি-সূচক শব্দ। বাং। অব্য।

এঁচড়—ইচড় (তাহা দ্রঃ)।

এঁটুলি—'আঁটুলি' দ্রঃ।

এঁটে—১। আঁটিয়া, জোরে বাঁধিয়া। অস-ক্রি। ২। কলা কচু প্রভৃতি গাছের কঠিন মূল, গেঁড়। প্রাদে। বি।

এঁটেল—আঠাল, আঠার মত চট্‌চটে। আঠা+এল। প্রাদে। বিণ।

এঁটো—ভুক্তাবশিষ্ট; উচ্ছিষ্ট; উচ্ছিষ্টের সংস্পর্শে দূষিত। 'উচ্ছিষ্ট'-শব্দজ। প্রাদে। বিণ।

এঁটোকাঁটা—ভোজনের পর পাত্রে অবশিষ্ট অন্ন এবং মৎস্যকণ্টকাদি; এঁটোসংযুক্ত পাত্র বা ভূমি, উচ্ছিষ্টস্থান। কর্ম্মধা। বি।

এঁড়ে—১। গোবৎস, মদ্দা বাছুর; বৃষ, ষাঁড়। বি। ২। সাহসী, বিক্রান্ত; পুংজাতীয়। এঁড় (<অণ্ড=অণ্ডকোষ)+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ। ৩। স্তন্যপায়ী শিশুর ঠিক পূর্ব্বজাত শিশু; ঐ পূর্ব্বজাত শিশুর কৃশতা প্রভৃতি রোগ। প্রাদে। বি।

এঁড়ে-গলা—ষাঁড়ের মত উচ্চ চীৎকার; ভীষণ কর্কশ শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [বিণ।

এঁড়েল—স্বেচ্ছাচারী; একগুঁয়ে। বাং।

এঁড়ে-লাগা—১। শিশুর কম বয়সে জননীর পুনরায় সন্তান অথবা তৎসম্ভাবনা হইলে যথোপযুক্ত স্তন্যের অভাবে এবং নবজাত সন্তানের প্রতি হিংসাবশতঃ সেই শিশুর যে স্বাস্থ্যহানি হয় তাহা। বি। ২। মাতার পুনরায় সন্তান হইবার কালে বা তাহার সম্ভাবনাকালে স্তনে দুগ্ধাদির অভাবে স্বাস্থ্যহীন (পূর্ব্বজাত শিশু)। বাং প্র। বিণ।

এঁড়োতো—এঁড়ে-লাগা। বাং প্র। বিণ।

এঁধো—অন্ধকারময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন; আলোকবিহীন; বনজঙ্গলে ভরা; অতি পুরাতন; পরিত্যক্ত; পানা ও কর্দ্দমাদিতে পূর্ণ অব্যবহার্য্য ('—পুকুর')। 'আন্ধুয়া' (<অন্ধ)-শব্দজ। বিণ। [বি।

এঁশে—গরুর খুরের একপ্রকার ঘা। প্রাদে।

এঁষানি—আঁষ্টে গন্ধ, আমিষগন্ধ। 'আমিষ'-শব্দজ। বি। **এঁষানি মারা**—ঘৃতে বা তৈলে মাংসাদি কষিয়া লওয়া।

এঁষো—আঁইষবিশিষ্ট, আঁইষে ভরা; আমিষগন্ধি। এঁষ (আঁইষ>আমিষ)+ও (উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

এক—১। একসংখ্যা। সর্ব্ব; ক্লীব। ২। এক-সংখ্যাবিশিষ্ট; একাকী; অসহায়; মিলিত; মিশ্রিত; সমবেত; পূর্ণ; অবিরাম; কেবল, অদ্বিতীয়; শ্রেষ্ঠ, প্রধান; তুল্য, সমান; অন্য; অন্যতম; প্রথম; অনির্দ্দিষ্ট, কোন। ই+কন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—একত্ব, একতা। **এক আঁচড়ে বোঝা**—সামান্য পরিচয়ে বিদ্যা বুদ্ধি স্বভাব প্রভৃতি জানিতে পারা। **এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান**—একরকম অপরাধে অপরাধী হওয়া। **এক হাত দেখা**—প্রতিদ্বন্দ্বীকে একবার পরীক্ষা করা, একবার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করা। **এক হাত লওয়া**—সুযোগ পাইয়া প্রতিশোধ লওয়া; সুযোগমত দু'কথা শুনাইয়া দেওয়া। **এক হাতে করা**—একেলা সকল কাজ করা; অন্যের বিনা সাহায্যে করা।

এক-আড়া—এক-আকার তুল্যাকৃতি। বাং প্র। বিণ। [আধ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।
এক-আধ—সামান্য কিছু; কয়েক। এক বা
এক-আনি—এক আনা বা চারি পয়সা মূল্যের মুদ্রা। এক—আনা+ই মুদ্রা অর্থে। বি।
একই—একপ্রকারই, তুল্যই, কেবল একটী। এক+ই অবধারণার্থে। বাং। বিণ।
একক—১। একাকী; অসহায়; কেবলমাত্র। এক+কন্ স্বার্থে। বিণ। ২। (গণিত) একজাতীয় রাশি-সকলের পরিমাণ বুঝাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে তজ্জাতীয় যে নির্দ্দিষ্ট রাশির সহিত তুলনা করা হয় তাহা, সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য গৃহীত লঘিষ্ঠ পূর্ণ রাশি (unit). বি; ক্লীব।
এককরাশি—একক (২) (তাহা দ্রঃ)।
এককর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্মা**—একক্রিয়, সমানকার্য্যকারী, তুল্যব্যবসায়ী। এক কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।
এককাঁড়ি—রাশীকৃত, বহুপরিমিত। এক কাঁড়ি যাহাতে, পরিমাণার্থে বহুব্রী। বাং। বিণ।
এককাট্টা—একই উদ্দেশ্যে মিলিত, সঙ্ঘবদ্ধ। প্রাদে। বিণ।
এককার্য্য(র্য)—১। সমানকার্য্যযুক্ত, তুল্যকর্ম্মকারী। এক (সমান) কার্য্য যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সমান কর্ম্ম। এক কার্য্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
এককালীন—১। সমকালোৎপন্ন, এক সময়ে বা একবারে যাহা ঘটে বা করা যায় এরূপ। এককাল+ঈন ভবাদ্যর্থে। বিণ। ২। এককালে, একযোগে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।
এককালীনতা—এককালে হওয়া বা ঘটা; সমসাময়িকতা। এককালীন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।
এককুণ্ডল—বলরাম; কুবের। এক (অর্থাৎ এককর্ণপরিহিত, একটিমাত্র) কুণ্ডল (কর্ণভূষণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
এককেন্দ্রীয়—(জ্যামিতি) যাহাদের (অর্থাৎ যে-সকল বৃত্তের) কেন্দ্রবিন্দু একই এরূপ, অন্যের সহিত এক-কেন্দ্রবিশিষ্ট (concentric). এককেন্দ্র+ঈয় যুক্তার্থে। বিণ।
একক্রিয়—তুল্যকার্য্যকারী; সমব্যবসায়ী। একা ক্রিয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।
এক-গঙ্গা(ঙ্গা)—সুবহু, অত্যধিক, বহুপরিমিত। পরিমাণার্থে বহুব্রী। বাং প্র। বিণ।
এক-গা—সমস্তদেহব্যাপী, গা-ময় ('—গহনা')। ব্যাপ্তি-অর্থে বহুব্রী। বাং। বিণ।
এক-গাদা—রাশীকৃত, সুবহু, সুপ্রচুর, অনেক। পরিমাণার্থে বহুব্রী। বাং। বিণ।
একগাল—গালভরা ('—হাসি'); গ্রাসপরিমিত ('—ভাত')। ব্যাপ্তি-অর্থে বহুব্রী। বাং। বিণ।

একগুঁয়ে—একরোখা, যে আপন জিদ ছাড়ে না এরূপ। এক (একদিকে) গোঁ, কর্ম্মধা=একগোঁ; তদুত্তরে এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ। বি,—গুঁয়েমি।
একগুরু—সতীর্থ্য, একগুরুর শিষ্য; সমপাঠী। এক (অভিন্ন) গুরু যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। **একগুরুর শিষ্য**—গুরুভাই; একই রকম স্বভাবের লোক; সমান দুষ্ট প্রকৃতির লোক।
একগ্রামীণ—একগ্রামবাসী, একগ্রামের অধিবাসী। একগ্রাম+ঈন ভবার্থে। বিণ।
একঘরে—জাতিভ্রষ্ট; সমাজচ্যুত, অপাঙ্‌ক্তেয়। একঘর+এ (<ইয়া)। বিণ।
একঘাত—(জ্যোতির্বিদ্যা) একরেখীয় (linear). এক ঘাত যাহার, বহুব্রী। বিণ।
একঘেয়ে—একই প্রকারের, অপরিবর্ত্তিত; অরুচিকর; বৈচিত্র্যহীন। এক ঘা (তালাঘাত), কর্ম্মধা+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।
একঘ্নী—একজনকে মারা যায় এমন অস্ত্র; (মহাভারত) কর্ণের অস্ত্রবিশেষ। উপতৎ; এক—হন্+টক্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
একচক্র—সূর্য্যরথ; বিষ্ণুমন্দির; গণ্ডার। এক চক্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
একচক্রবর্ত্তী (-র্ত্তিন্), **-চক্রবর্তী**—সার্ব্বভৌম; একচ্ছত্র অধিপতি। উপতৎ; এক-চক্র—বৃৎ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।
একচক্রা—মহাভারতোক্ত নগরীবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]; রাঢ়দেশের গ্রামবিশেষ, নিত্যানন্দপ্রভুর জন্মস্থান। এক চক্র যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।
একচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), **-চক্ষু**—১। কাক; শুক্রাচার্য্য ('একেক্ষণ' দ্রঃ)। বি; পুং। ২। একনেত্রসম্পন্ন, কাণা। এক চক্ষুঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।
একচত্বারিংশ, -শত্তম—চল্লিশের পরবর্ত্তীটী; একচল্লিশেরটী। একচত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী, —মী।
একচত্বারিংশৎ—একচল্লিশ (৪১) সংখ্যা; ৪১-সংখ্যক। একাধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।
একচর—১। একাকী অবস্থানকারী; যে একলা বিচরণ করে এরূপ; যে অন্য লোকের সহবাসে থাকিতে ভালবাসে না এরূপ; বিজন-বাসী; একচারী। বিণ। স্ত্রী,—চরী। ২। গণ্ডার। উপতৎ; এক—চর্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
একচর্য্যা(র্যা)—অসহায় গমন, কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া যাওয়া। এক—চর্+ক্যপ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।
একচল্লিশ—৪১-সংখ্যা; ৪১-সংখ্যক। একাধিক চল্লিশ (<চত্বারিংশৎ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ।

একচাপ—একত্র চাপযুক্ত, মিলিত, সমবেত। এক চাপ যাহাতে, বহুব্রী। বাং। বিণ।
একচাপে—সকলে মিলিয়া, একযোগে। এক চাপ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। বাং। ক্রি-বিণ।
একচারী (-চারিন্)—একাকী বিচরণকারী; বিজনবাসী। উপতৎ; এক—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী।
একচালা—১। একটি চালযুক্ত অর্থাৎ খুব ছোট ('—ঘর')। বিণ। ২। একটি চালযুক্ত ঘর। একচাল+আ যুক্তার্থে। বাং। বি। ৩। একবার চালিয়া-লওয়া ('—খই')। একবার চালা, সুপ্‌সুপা। বাং। বিণ।
একচিত্ত—১। এক বিষয়ে নিবিষ্টমনাঃ, অনন্যচিত্ত। একে (একবিষয়ে) চিত্ত যাহার, বহুব্রী। ২। একমনাঃ, অভিন্নহৃদয়। এক (অভিন্ন) চিত্ত (মনোভাব) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
একচুল—একটী চুল-পরিমিত; অতিহ্রস্ব, অতি সামান্য। এক চুল যাহাতে, পরিমাণার্থে বহুব্রী। বাং। বিণ।
একচেটিয়া, -চেটে—একায়ত্ত, একাধীন, সম্পূর্ণরূপে একজনের করতলগত (monopolistic). বাং। বিণ।
একচেতাঃ (-চেতস্), **-চেতা**—একমনাঃ, একবুদ্ধি। এক চেতঃ (মনঃ) যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।
একচোখো—একনেত্র, একমাত্র-চক্ষুর্বিশিষ্ট, কাণা; একদেশদর্শী; পক্ষপাতী, অন্যায়-পূর্ব্বক একজনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। একচোখ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।
একচোট—এক ঘা, খাঁড়া প্রভৃতি দিয়া একবারমাত্র প্রহার করা; একদম, একবার। এক চোট, কর্ম্মধা। বাং। বি।
একচ্ছত্র—একরাজার শাসনাধীন, এক-সাম্রাজ্যভুক্ত; দ্বিতীয়প্রভুশক্তিশূন্য; সম্রাট্, রাজচক্রবর্ত্তী। এক ছত্র (ছাতা—রাজচিহ্ন) যাহাতে বা যাঁহার, বহুব্রী (এক+ছত্র)। বিণ।
একচ্ছায়—সমাচ্ছন্ন, অখণ্ড-ছায়াবৃত। একা ছায়া যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।
একছত্র—'একচ্ছত্র' (সকল অর্থে)। বাং প্র। [বিণ।
একছুট, -ছোট—১। এক দৌড়, মধ্যে না থামিয়া অতিক্রতবেগে যাওয়া। এক ছুট, ছোট (<ছুটা ক্রিয়া=দৌড়ান), কর্ম্মধা। ২। একবস্ত্র, কেবল পরিধেয়, উত্তরীয়বিহীনতা, চাদর না থাকা। এক ছুট, ছোট (<suit), কর্ম্মধা। বি।
একজ—১। একজন হইতে উৎপন্ন। বিণ। ২। সহোদর। উপতৎ; এক—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—জা (সহোদরা)।
একজটা—দেবীবিশেষ, উগ্রতারা মূর্ত্তি

[চরিতাবলী দ্রঃ]। একা জটা যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

একজন্মা (-জন্মন্)—১। রাজা। এক (প্রধান) জন্ম (জন্মন্) যাঁহার, বহুব্রী। ২। দিক্‌পালগণের অংশজাত। এক অর্থাৎ প্রধান হইতে জন্ম যাহাদের, বহুব্রী। ৩। শূদ্রজাতি। এক অর্থাৎ একবার জন্ম যাহার, বহুব্রী (উপনয়ন-সংস্কার-বিহীন বলিয়া)। বি; পুং বা বিণ।

একজাই—১। তালিকাবদ্ধ; একত্রীকৃত, একসঙ্গে করা। বিণ। ২। একাদিক্রমে, ক্রমাগত, পরপর। ক্রি-বিণ। ৩। মোট হিসাব। বাং প্র। বি। **একজাই চালান**—একসঙ্গে চালান, বৎসরান্তে একুন চালান।

একজাই-নবিশ—যিনি সব বিষয়ের এক সঙ্গে হিসাব করিয়া খাতা ঠিক করেন। একজাই+নবিশ লেখক অর্থে। বি।

একজাত—১। এক মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন। এক (অর্থাৎ এক মাতাপিতা) হইতে জাত, ৫মীতৎ। ২। পুরুষসংসর্গ ব্যতীত স্ত্রীলোকের গর্ভে উৎপন্ন। এক হইতে জাত (উৎপন্ন), ৫মীতৎ [খ্রীষ্টান মিশনারীর ভাষা।—কথিত আছে, যীশু খ্রীষ্ট ভগবানের তেজে কুমারী মেরীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এইহেতু তাঁহাকে 'একজাত' বলা হয়]। বিণ।

একজাতি—১। শূদ্রজাতি। এক জাতি (জন্ম, উপনয়ন সংস্কার নাই বলিয়া) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। সমশ্রেণীস্থ, একপ্রকারের; একবর্ণ। এক জাতি (জন্ম) যাহাদের, বহুব্রী। বিণ। ৩। এক জন্ম; এক বর্ণ; একপ্রকার; এক শ্রেণী। একা জাতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

একজাতীয়—তুল্যপ্রকার, তুল্যরূপ; এক-বর্ণ, একজাতির অন্তর্ভুক্ত। একজাতি+ঈয় প্রকারার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ

একজানি—একপত্নীক, একভার্য্যাযুক্ত, যাহার একমাত্র পত্নী এরূপ। একা জায়া (পত্নী) যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত ই, জায়া-স্থানে জানি)। বিণ। [গত। বাং। ক্রি-বিণ।

একজায়—একজাই, একাদিক্রমে, ক্রমা-

একজোট, -জুটি—একত্র দলবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ, একমত। এক জোট, জুটি যাহাদের, বহুব্রী। বাং। বিণ।

একজোটে—দলবদ্ধ হইয়া, দল বাঁধিয়া; ঐকমত্য-সহকারে। এক জোট যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। বাং। ক্রি-বিণ।

একজ্বর—১। যে জ্বর ছাড়ে না, অবিরাম জ্বর। এক জ্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। অবিরামজ্বরভোগী। এক জ্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একজ্বরী (-রিন্)—অবিরামজ্বরভোগী। একজ্বর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —জ্বরিণী।

একটা—এক বস্তু, একমাত্র, একই, কোন এক। এক+টা তুচ্ছার্থে (বাং)। বিণ। **একটা কথার মত কথা**—মনোযোগ দেওয়ার মত বড় এক কথা। **একটা কিছু**—সুযোগমত যে কোন কাজ।

একটানা—একই দিকে প্রবাহিত ('—স্রোত'); অবিচ্ছিন্ন; অবিরত; এক-ঘেয়ে; বরাবর একই নিয়মে প্রচলিত। একটান+আ বিশিষ্টার্থে। বাং। বিণ।

একটিন্—১। প্রকৃত কর্ম্মচারীর অনুপস্থিতিতে তাহার কার্য্যসাধক অপর কর্ম্মচারী; প্রতিনিধি। বিণ। ২। অভিনয়; আবৃত্তি। ইং 'acting'-শব্দজ। বি। কর্ম্মবাচক বি—একটিনি।

একটী, -টি—একমাত্র, একবস্তু। এক+টী, টি আদরার্থে। বিণ।

একটু, -টুকু—কিঞ্চিন্মাত্র, কিছু। এক+টু, টুকু অল্পার্থে। বিণ। [কবিপ্র। বিণ।

একঠামা—একটুও, অল্পমাত্রও। প্রাঃ

একঠাঁই, -ঠাই—১। একস্থানে মিলিত। বিণ। ২। একজায়গা, একজায়গায়। বাং। বি।

একঠোকা—একগুঁয়ে, জেদী। প্রাদে। বিণ।

একডৌল—এক-সমান, একাকার। এক ডৌল যাহার, বহুব্রী। বাং। বিণ।

একঢল—একাকার, এক-আড়া। বাং। বিণ। [বিণ।

একঢাল—একরাশ; ক্রমনিম্ন। বাং।

একতঃ (একতস্), **একত**—একদিকে, একপার্শ্বে, একপক্ষে; একদিক্ হইতে, এক পার্শ্ব হইতে; এক পক্ষ হইতে। এক+তস্ (সপ্তমী বা পঞ্চমী-স্থানে)। অব্য।

একতৎপর—অনন্যবিষয়ে নিরত; একাগ্রচিত্ত। একে তৎপর, ৭মীতৎ। বিণ।

একতন্ত্রী (-তন্ত্রিন্)—১। একপ্রভুক; একতন্ত্রযুক্ত; একমতাবলম্বী। বিণ। স্ত্রী, —তন্ত্রিণী। ২। একতারানামক বাদ্যযন্ত্র। একতন্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

একতম—অনেকের মধ্যে এক। এক+তমপ্ নির্দ্ধারণার্থে। বিণ।

একতর—১। দুইএর মধ্যে এক। এক+তরপ্। বিণ। ২। একপ্রকার, একরকম; অসাধারণ। বাং প্র। বিণ।

একতরফ—একপার্শ্ব; একদিক্; একপক্ষ। এক তরফ, কর্ম্মধা। ফার্সীমূলক। বি।

একতরফা—একপক্ষসংক্রান্ত; একপক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃত; একপক্ষের উপস্থিতিতে মীমাংসিত (মোকদ্দমার একতরফা ডিক্রী, একতরফা শুনানি)। একতরফ+আ সম্বন্ধার্থে। ফার্সীমূলক। বিণ।

একতলা—১। একতলবিশিষ্ট। একতল+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ। ২। নীচুতলা। এক (প্রথম) তলা, কর্ম্মধা। বাং। বি।

একতলীয়—একই সমতলে বিদ্যমান (co-planar). একতল+ঈয় বিদ্যমানার্থে। বিণ।

একতা—ঐক্য; মিলন; অভেদ; সাম্য; মুক্তিবিশেষ। এক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

একতান—১। একাগ্র, একবিষয়াসক্ত, তদ্গতচিত্ত; একই স্বরবিশিষ্ট। এক তান যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। একঘোষ স্বর, বহু যন্ত্রের এক সুরে এক তালে লয় (concert). এক তান, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একতানতা—একাগ্রতা, তন্ময়তা। একতান+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—একতান।

একতানমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—একাগ্রচিত্ত, তন্ময়চিত্ত। একতান মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একতাপন্ন—একতাপ্রাপ্ত। একতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

একতার—১। একটীমাত্র নক্ষত্রযুক্ত ('—আকাশ')। একা তারা (নক্ষত্র) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। একতন্ত্রী, এক-তারা। এক তার যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। দখল, অধিকার। আর্বীমূলক। বি।

একতারা—একতারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। এক তার, কর্ম্মধা+আ যুক্তার্থে (বাং)। বি।

একতাল—১। সমান তাল, একমিল; সমন্বিত লয়; অবিচ্ছিন্ন নৃত্যগীতাদি। এক তাল, কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ, —তালীয়, ঐকতালিক। ২। একস্বরযুক্ত যন্ত্র; 'সঙ্গীতরত্নাকর'-মতে একটি মাত্র তালাঘাতযুক্ত তাল-বিশেষ। এক তাল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

একতালা—১। বাজনার তাল, দ্বাদশমাত্রার তাল; (মতান্তরে) চতুর্দ্দশমাত্রিক বা ষোড়শ-মাত্রিক তালবিশেষ (কোন মতে নাম একতালী)। বি। ২। একতালবিশিষ্ট। 'একতাল'-শব্দজ। বিণ। ৩। সকলের নীচের তল। 'একতলা'-শব্দজ। বি।

একতীর্থ—১। সতীর্থ্য, সহপাঠী। এক তীর্থ (অধ্যাপক, গুরু) যাহার, বহুব্রী। ২। এক গুরু। এক তীর্থ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একতীর্থী (-তীর্থিন্)—এক গুরুর শিষ্য, সহাধ্যায়ী, একপাঠী। একতীর্থ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —তীর্থিনী।

একত্তর—সম্মিলিতভাবে; একবিষয়ে; এক-স্থানে। 'একত্র'-শব্দজ। অব্য।

একত্র—১। একস্থানে; একবিষয়ে; এক-দিকে। এক+ত্রল্ (সপ্তমী-স্থানে)। অব্য। ২। একস্থান। বাং প্র। বি।

একত্রিংশ, -শত্তম—একত্রিংশেরটী, ত্রিংশের

পরবর্ত্তীটী। একত্রিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, –শী, –মী।

একত্রিংশৎ—৩১ সংখ্যা; ৩১-সংখ্যক। একাধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

একত্রিত—একস্থানে সমবেত; একত্রীকৃত। একত্র+ণিচ্ (=একত্রি নামধাতু)+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

একত্রিশ—৩১-সংখ্যা; ৩১-সংখ্যক। 'একত্রিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

একত্ব—ঐক্য; অভেদ; সাম্য; মুক্তিবিশেষ। এক+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

একথা-ওকথা, একথা-সেকথা—বাজে কথা, নানা কথা। দ্বন্দ্ব। বি।

একথোকে—একেবারে; সমষ্টিভাবে। এক থোক যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

একদংষ্ট্র, -দন্ত—গণেশ [ক্রীড়াযুদ্ধে ইঁহার একটী দন্ত কার্ত্তিক (কোন মতে, যুদ্ধকালে পরশুরাম) ভগ্ন করিয়াছিলেন। কোনমতে,—এক সময়ে রাবণ পাশকক্রীড়ায় একটা পাঞ্চির প্রয়োজন হওয়ায় গণেশের একটা দন্ত উৎপাটন করিয়া লইয়াছিল, এইজন্য গণেশের এই নাম হইয়াছে]। এক দংষ্ট্রা, দন্ত যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

একদম—১। একনিঃশ্বাস। এক দম, কর্ম্মধা। বি। ২। একেবারে; সম্পূর্ণরূপে; মোটেই। বাং। ক্রি-বিণ।

একদল—(উদ্ভিদবিদ্যা) যাহাদের (অর্থাৎ যে-সকল বীজের) একটি করিয়া দল থাকে এমন (monocot). এক দল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একদা—একসময়ে, যুগপৎ; কোন সময়ে, কদাচিৎ। এক+দাচ্ (কালার্থে সপ্তমী-স্থানে)। অব্য।

এক-দাপটে—একদমে, একনিঃশ্বাসে; এক-দৌড়ে। এক দাপট যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ। [ক্রি-বিণ।

একদিঠে—একদৃষ্টিতে। প্রাঃ কবিপ্র।

একদিল—অভেদাত্মা, সম-মনোভাববিশিষ্ট। এক দিল (অন্তঃকরণ) যাহাদের, বহুব্রী। বাং। বিণ।

একদৃক্ (-দৃশ্)—১। কাক। এক দৃক্ (চক্ষুঃ) যাহার, বহুব্রী। ২। শিব। একে (একবিষয়ে, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে) দৃক্ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। সমদর্শী; কাণা। এক (সর্ব্বত্র তুল্য, একমাত্র) দৃক্ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একদৃষ্টি—১। অনন্যদৃষ্টি, একলক্ষ্য। একে (অনন্যবিষয়ে) দৃষ্টি (দর্শন) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কাক। বি; পুং। ৩। কাণা। এক দৃষ্টি (নেত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৪। এক বিষয়ে দর্শন, একদিকে দৃষ্টিপাত। একা দৃষ্টি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

একদৃষ্টে—অনন্যদৃষ্টিতে, স্থিরনেত্রে। <একদৃষ্ট্যে=একদৃষ্টি+এ করণার্থে। ক্রি-বিণ।

একদেব—প্রধান দেব, পরমেশ্বর। এক দেব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একদেশ—একাংশ, কোন অংশ। এক দেশ, কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ, –দেশীয়, ঐকদেশিক।

একদেশদর্শিতা—সকল অংশ ভাল করিয়া না জানা; সঙ্কীর্ণচিত্ততা; পক্ষপাতিত্ব। একদেশদর্শিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

একদেশদর্শী (-দর্শিন্)—একাংশমাত্রে নিপুণ; সর্ব্বাংশে অনভিজ্ঞ; অবহুদর্শী; অনুদার; পক্ষপাতী। উপতৎ; একদেশ—দৃশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,–দর্শিনী। বি,–দর্শিতা।

একদেশীয়—একদেশবাসী; একদেশজাত। একদেশ+ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ।

একদেহ—১। বুধগ্রহ। এক (অত্যুত্তম) দেহ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। অভিন্ন-শরীর, একাত্মা। এক দেহ যাহাদের, বহুব্রী। বিণ। ৩। একই শরীর, অভিন্ন শরীর। এক দেহ, কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

একদেহ একপ্রাণ—যাহাদের সকল দিক্ দিয়া মিল আছে এরূপ, সব দিক্ দিয়া একতাবদ্ধ।

একদৌড়—একছোট, একবার মাত্র দৌড়ান। এক দৌড়, কর্ম্মধা। বি।

একদ্বার—একমাত্রদ্বারবিশিষ্ট, যাহাতে একটীমাত্র দরজা আছে এরূপ ('—গৃহ')। এক দ্বার যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

একধর্ম্মা (-ধর্ম্মন্), **-ধর্ম্মা**—তুল্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট, সমানধর্ম্মী। এক (তুল্য) ধর্ম্ম যাহার, বহুব্রী+সমাসান্ত অনিচ্। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

একধর্ম্মী (-ধর্ম্মিন্), **-ধর্ম্মী**—একধর্ম্মা। একধর্ম্ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –ধর্ম্মিণী।

একধা—এক প্রকারে; একপ্রকার, এক-রকম। এক+ধাচ্ প্রকারার্থে। অব্য; বিণ বা ক্রি-বিণ।

একধুর—একইরূপ ভারবহনকারী; এক-পৃষ্ঠে ভারবহনকারী (গবাদি)। একধুরা (১)+অণ্ বহন করে অর্থে, (প্রত্যয়ের লোপ)। বিণ।

একধুরা—১। একই ভার। একা ধূ (ধুর্=ভার), কর্ম্মধা+অচ্ সমাসান্ত+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। একমাত্রভারবিশিষ্টা। একধুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

একধুরাবহ, -ধুরীণ—একবিধ-ভারবাহী (গবাদি); একপিঠা (গরু ইত্যাদি)। একধুরা—বহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে একধুরা+ঈন বহন করে অর্থে। বিণ।

একনবতি—একানব্বই সংখ্যা; একানব্বই-সংখ্যক। একাধিকা নবতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

একনবতিতম—একানব্বইয়েরটী, নব্বইয়ের পরবর্ত্তীটী। একনবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,–তমী।

একনয়ন—১। একচক্ষুঃ, কাণা। বিণ। ২। শিব; কাক। এক নয়ন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

একনর—১। একমাত্র লোক; শ্রেষ্ঠ লোক। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। হারবিশেষ, যে হার গলায় একফেরমাত্র জড়ান থাকে এরূপ; যে হারে কেবল একটি ফেরে সূতা গাঁথা থাকে। বাং প্র। বি।

একনাগাড়, -নাগাড়ে—অবিরত, ক্রমাগত, অনবরত; অবিচ্ছেদে। এক নাগাড় যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। বাং। ক্রি-বিণ।

একনাথ—১। একমাত্র প্রভু; অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন। এক নাথ, কর্ম্মধা। বি; পুং বা বিণ। ২। অদ্বিতীয়-প্রভুবিশিষ্ট, একচ্ছত্র ('—সাম্রাজ্য')। এক নাথ (প্রভু) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

একনায়ক—১। অদ্বিতীয় প্রভু; একমাত্র শাসনকর্ত্তা। এক নায়ক, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। একমাত্র-প্রভুবিশিষ্ট; এক ব্যক্তির শাসনাধীন। এক নায়ক যাহার বা যথায়, বহুব্রী। বিণ।

একনায়কত্ব—একমাত্র শাসনকর্ত্তার কর্তৃত্ব [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। একনায়ক+ত্ব ভাবে। বি; পুং।

একনায়করাজ্যতন্ত্র—যে রাজ্যের শাসন-কার্য্য একজনের মতানুসারে সম্পন্ন হয় সেই রাজ্যের শাসনপ্রণালী (autocracy). একনায়ক রাজ্য, কর্ম্মধা; তাহার তন্ত্র, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।

একনি—একেলা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

একনিষ্ঠ—একে পরিসমাপ্ত; একানুরাগী; একাগ্র; একের প্রতি নিষ্ঠা বা আস্থাসম্পন্ন; বিষয়ান্তরে বা ব্যক্ত্যন্তরে উদাসীন। একে নিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, –নিষ্ঠতা, –নিষ্ঠত্ব।

একনিষ্ঠা—১। একের প্রতি অনুরাগিণী; পতিব্রতা; একবিষয়ে আস্থাসম্পন্না। এক-নিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। এক বিষয়ে বা ব্যক্তিতে অনুরাগ; একে আস্থা। একে নিষ্ঠা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

একপক্ষ—১। কোন এক দল বা দিকের আশ্রয়কারী, সহায়; একটি পক্ষ (ডানা) বিশিষ্ট। এক পক্ষ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। একটি ডানা, এক দল; এক দিক্; শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষ। এক পক্ষ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একপঞ্চাশ—১। একপঞ্চাশত্তম, একান্নরটী। একপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, –পঞ্চাশী। ২। একান্ন, ৫১-সংখ্যা। প্রাদে। বি বা বিণ।

একপঞ্চাশৎ—একান্ন-সংখ্যা ; ৫১-সংখ্যক। একাধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

একপঞ্চাশত্তম—একান্নসংখ্যার পূরণ, পঞ্চাশের পরবর্ত্তীটা। একপঞ্চাশৎ+তমট্, পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

একপত্নী—১। পতিব্রতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। সপত্নী। এক (একমাত্র ; অভিন্ন) পতি যাহার, বহুব্রী (ন-আগম)+ঈপ্। ৩। প্রধান ভার্য্যা। একা (মুখ্যা) পত্নী, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

একপত্নীক—একভার্য্য, একমাত্র-পত্নী-বিশিষ্ট। একা পত্নী যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

একপত্র—১। একমাত্র-পত্রসম্পন্ন। এক পত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—পত্রী। ২। একটীমাত্র পত্র, এক পাতা। এক পত্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

একপত্রোৎপত্তিক—(উদ্ভিদবিদ্যা) বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় যাহা হইতে একটীমাত্র পত্র নির্গত হয় এরূপ ('—বৃক্ষাদি') [যথা—নারিকেল, খর্জ্জুর, তাল, কদলী, তৃণ ইত্যাদি]। এক পত্র, কর্ম্মধা ; তাহা উৎপত্তিতে (উৎপত্তিকালে) যাহার, বহুব্রী +ক সমাসান্ত। বিণ।

একপদ—১। এক স্থান ; এক চরণ ; তৎকাল ; ব্যাকরণে একটিমাত্র পদ বা শব্দ। এক পদ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। তৎকালে ; একপদে, এক উদ্যমে ; অকস্মাৎ। ক্রি-বিণ। ৩। একচরণবিশিষ্ট। এক পদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একপদী—পথ ; একপেয়ে। এক পাদ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

একপদীকরণ—অনেকগুলি পদ মিলাইয়া একপদ করা, সমসন, সমাসকরণ। একপদ +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একপদী)—কৃ+ অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

একপদীভাব—অনেকগুলি পদের একপদ হওয়া, সমাস। একপদ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একপদী)—ভূ+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

একপরামর্শী (-র্শিন্)—একমত, এক-মতাবলম্বী। একপরামর্শ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মর্শিনী।

একপর্ণা—হিমালয়ের কন্যা [চরিতাবলী দ্রঃ]। (ভোজনার্থ) এক (কেবল) পর্ণ (পত্র) যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

একপর্ণিকা—দুর্গা, অর্পণা। একপর্ণা+ (অন্ত্য স্বরের পূর্ব্বে) ক সমাসান্ত (অক-স্থানে ইক)। বি ; স্ত্রী।

একপাটলা—হিমালয়ের কন্যা [চরিতাবলী দ্রঃ]। (ভোজনার্থ) এক পাটল (পারুল) যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

একপাটা—উড়ানি, উত্তরীয়, চাদর, একবস্ত্র ; একখানি। হিন্দীমূলক। বি।

একপাঠী (-পাঠিন্)—সমপাঠী, একই বিষয় যাহারা পাঠ করে এরূপ। একপাঠ+ ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—পাঠিনী।

একপাৎ (-পাদ্)—রুদ্রবিশেষ, শিবমূর্ত্তি-বিশেষ। এক পাদ যাঁহার, বহুব্রী (সমাসে অন্ত্য অ-কারের লোপ)। বি ; পুং।

একপাদ—একপদ, একচরণ ; একচতুর্থাংশ ; শ্লোকের চারি চরণের একচরণ। এক পাদ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

একপান—(ঔষধাদির) একমাত্রা, একবার সেবনের যোগ্য। এক (একবার) পান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একপাল—১। একদল, একসঙ্গে অনেক-গুলি। এক পাল, কর্ম্মধা ; অথবা, এক পাল যাহাতে, বহুব্রী। বাং প্র। বি বা বিণ। ২। একমাত্র পালক, অদ্বিতীয় পালনকর্ত্তা। এক পাল, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

একপাশ—১। একধার ; একদিক্। কর্ম্মধা (পাশ<পার্শ্ব)। বি। ২। কাৎ, একপেশে। বহুব্রী। বিণ।

একপিঙ্গ(ঙ্গ), **-পিঙ্গ(ঙ্গ)ল**—কুবের ; যক্ষ। এক পিঙ্গ, পিঙ্গল যাহার, বহুব্রী [পুরাণমতে অসূয়ার সহিত গৌরীকে নিরীক্ষণ করাতে, গৌরীর অভিশাপে ইঁহার বাম চক্ষু নষ্ট হয়, পরে শিবের অনুগ্রহ হওয়াতে দেবী ইঁহাকে এক পিঙ্গলবর্ণ চিহ্ন দেন]। বি ; পুং।

একপিণ্ড—সপিণ্ড, একবংশোৎপন্ন ; এক-দেহ। এক পিণ্ড যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

একপিতৃক—এক পিতার ঔরসে জাত। এক পিতা যাহাদের, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

একপুত্র, -পুত্র—১। একমাত্র তনয়, এক ছেলে। এক পুত্র, পুত্র, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। একমাত্রপুত্রবিশিষ্ট, যাহার একটীমাত্র ছেলে এরূপ ('—ব্যক্তি')। এক পুত্র, পুত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একপুরুষ—১। পরমেশ্বর। এক (প্রধান) পুরুষ, কর্ম্মধা। বি ; পুং। বিণ,—ষীয়। ২। একপুরুষান্বিত, একপুরুষে। এক পুরুষ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ৩। বংশানুক্রম হিসাবে এক ব্যক্তির জীবনকাল। কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

একপুরুষিয়া, -পুরুষে—যে কুলীন মৌলিক বা বংশজ ঘরে বিবাহ করিয়া নিজে কুলভঙ্গ করে এরূপ ; এক পুরুষের জীবনকালীন। একপুরুষ+ইয়া, এ। বিণ।

একপেট—উদর পূর্ণ করিয়া, পেট ভরিয়া। এক (সম্পূর্ণ, পূর্ণ) পেট যাহাতে, পরিমাণার্থে বহুব্রী (বাং)। ক্রি-বিণ।

একপেশে—একধারে অবস্থিত, যাহা ঠিক মধ্যস্থলে নহে এরূপ ; একদিকে ভারী ; পক্ষপাতী ; কোণঠাসা। একপাশ+এ (<ইয়া)। বিণ।

একপ্রাণ—১। একজীবন, সমপ্রাণ। বিণ। ২। সখা, বন্ধু। এক প্রাণ যাহাদের, বহুব্রী। বি ; পুং।

একপ্রিয়—১। একপত্নীক, একভার্য্য। একা প্রিয়া (পত্নী) যাহার, বহুব্রী। ২। একের প্রীতিদায়ক, একজনের ভালবাসার পাত্র। একের প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। একমাত্র বস্তুতে অনুরাগী। এক প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একফের, -ফেরতা—একবারমাত্র ঘোরান ('—রজ্জু', '—হারাদি')। এক ফের, ফেরতা (<ফির্ ধাতু) যাহার, বহুব্রী। বাং। বিণ।

একফোঁড়—(সূচী প্রভৃতি দ্বারা) একবার-মাত্র বিদ্ধ করা, একবার ফুঁড়িয়া দেওয়া। এক ফোঁড়, কর্ম্মধা। বাং। বি।

একবংশ—১। একগোত্র, এক কুল। এক বংশ, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। একগোত্রোৎ-পন্ন, এককুলজাত। এক (অভিন্ন) বংশ যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

একবংশীয়—এককুলোৎপন্ন, সগোত্র। এক-বংশ+ঈয় ভবার্থে। বিণ। [বিণ।

একবগ্‌গা—একগুঁয়ে। 'একবর্গা'-শব্দজ।

একবচন—(ব্যাকরণ) একত্বসংখ্যাবাচক বিভক্তি। একসূচক বচন, (বচ্+অনট্ করণে), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

একবর্ণী—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, করতাল। বি ; স্ত্রী।

একবর্ষিকা—এক বৎসরের ধেনু, এক বৎসরের বক্‌না। এক বর্ষ যাহার, বহুব্রী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

একবস্ত্র—১। উত্তরীয়রহিত বস্ত্র, পরিধেয়-মাত্র। এক বস্ত্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। একবস্ত্রান্বিত, পরিধেয়মাত্র-সম্বল ; একজাতীয়-বস্ত্রবিশিষ্ট। এক বস্ত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একবাক্যে—কোনরূপ মতদ্বৈধ না রাখিয়া, ঐকমত্য সহকারে ; সমস্বরে, এককথায়। এক বাক্য যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

একবাদ—একব্রহ্মত্ব-কথন (বৈদান্তিকেরা ব্রহ্ম হইতে সমস্ত পদার্থের অভিন্নত্ব-প্রতি-পাদনকেই একবাদরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন)। একের বাদ আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

একবার—একাবৃত্তি ; একসময় ; এক দফা। এক বার, কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

একবাস—১। একমাত্র বস্ত্র ; একমাত্র গৃহ। এক বাস, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। একবস্ত্র-পরিহিত, উত্তরীয়শূন্য ; একমাত্রগৃহবিশিষ্ট। এক বাস যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একবাহু—১। একমাত্রভুজবিশিষ্ট, একহস্ত।

এক বাহু যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। একভুজ, এক হস্ত। এক বাহু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একবিংশ, -বিংশতিতম—একুশেরটী, কুড়ির পরবর্ত্তীটী। একবিংশতি+ডট্, তমট্, পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী, —মী।

একবিংশতি—একুশ; ২১-সংখ্যা; ২১-সংখ্যক। একাধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী। [(তাহা দ্রঃ)।

একবীজপত্রী (-ত্রিন্)—একদল

একভক্ত—১। ব্রতবিশেষ (ইহাতে একবারমাত্র ভোজনের বিধি আছে)। এক ভক্ত (ভাত, অন্ন) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। একে ভক্তিযুক্ত; পরমেশ্বরে ভক্তিমান্। একের ভক্ত (ভক্তিমান্), ৬ষ্ঠী-তৎ। ৩। প্রধান ভক্ত; অদ্বিতীয় ভক্ত। এক (প্রধান) ভক্ত, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একভার্য্য(র্য)—একপত্নীযুক্ত, যিনি এক পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ ('—ব্যক্তি')। একা ভার্য্যা যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

একভার্য্যা(র্যা)—একপত্নী; প্রধানা স্ত্রী। একা ভার্য্যা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

একমত—১। যাহাদের সহিত মতের ঐক্য আছে এরূপ। এক মত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। তুল্য অভিপ্রায়। এক মত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

একমতাবলম্বী (-লম্বিন্)—একই অভিপ্রায়যুক্ত, একমত; একবাক্য; একপরামর্শী। উপতৎ; একমত—অব—লম্ব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —লম্বিনী।

একমতি—১। উত্তম বুদ্ধি। একা (মুখ্যা, উৎকৃষ্টা) মতি, কর্ম্মধা। ২। একজনে মতি; পরমেশ্বরে বুদ্ধি। একে মতি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ৩। এক বিষয়ে বা একপুরুষে বা এক কার্য্যে যাহার বুদ্ধি থাকে এরূপ। একা বা একে মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একমন—একবিষয়ে নিবিষ্ট অন্তঃকরণ। একে মন, ৭মীতৎ। বাং প্র। বি। ক্রি-বিণ—একমনে।

একমনঃপ্রাণ—অভেদাত্মা। এক মনঃ ও প্রাণ যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

একমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—একচিত্ত, এক বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত। এক (একাগ্র) মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একমনে—বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ না করিয়া, একাগ্রচিত্তে। একে মন যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

একমাতৃক—একমাতার গর্ভে উৎপন্ন, সহোদর। একা (অভিন্না) মাতা (মাতৃ) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

একমাত্র—১। কেবল একটী, একটীর অনধিক। একই এই বাক্যে, নিত্য। বিণ। ২। হ্রস্বস্বর, অ ই উ ঋ ৯—এই কয়টী স্বর। একা মাত্রা যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

একমাত্রা—১। একটী মাত্র, অদ্বিতীয়া। একমাত্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। একটিমাত্র হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ-কাল; (সঙ্গীত) ছন্দঃ-পরিমাপক কালবিভাগের একটি বিভাগ। একা মাত্রা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ৩। একবার সেবনের মত, একপান, একদাগ। কর্ম্মধা। বাং প্র। বি বা বিণ।

একমুখ—১। একানন; একদ্বার। এক মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —মুখী, —মুখা। ('একদ্বার' অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে—একমুখা)। ২। একটীমাত্র মুখ বা প্রবেশদ্বার। এক মুখ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ৩। মুখপূর্ণ, মুখভরা ('—খাদ্যাদি')। বাং প্র। বিণ।

একমুঠো—মুষ্টিপরিমিত, যাহা মুঠার মধ্যে থাকে এরূপ ('—তণ্ডুলাদি')। পরিমাণার্থে বহুব্রী। (মুঠো < মুষ্টি)। বিণ।

একমুষ্টি—মুষ্টিপরিমিত, একমুঠো। একা মুষ্টি যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী (পরিমাণার্থে)। বিণ।

একমূল—১। একস্থান হইতে উৎপন্ন; একমাত্রমূলবিশিষ্ট। এক মূল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। একমাত্র উৎপত্তিস্থান; একটীমাত্র মূল। এক মূল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

একমূলা—১। একমাত্রমূলবিশিষ্টা; একোৎপন্না। বিণ; স্ত্রী। ২। শালপর্ণী; অতসী। এক মূল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

একমেটে—একবার মাত্র মাটি-ধরানো ('—প্রতিমা'); প্রথম আরব্ধ; অসমাপিত; একহারা। এক মাটি, কর্ম্মধা+এ (< ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

একযষ্টিকা—একাবলী, একনর হারবিশেষ। একা যষ্টিকা (নর, ছড়া) যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

একরঞ্জ—কেশরঞ্জনদ্রব্য। এক (উত্তমরূপে) —রন্জ্ (রঞ্জন করা)+অচ্ করণবা। বি; পুং।

একরত্তি—একরতি-পরিমিত, একটী কুচফলের সমান ভারবিশিষ্ট; অতি সামান্য; অতিক্ষুদ্র, খুব ছোট। পরিমাণার্থে বহুব্রী। বাং। বিণ।

একরার—কবুল, স্বীকার। আর্বী। বি।

একরারনামা—চুক্তিপত্র, স্বীকারপত্র। আর্বী একরার+ফার্সী নামা। বি।

একরূপ—১। সমানরূপ, তুল্যরূপ; একপ্রকার (identical). এক (সমান) রূপ যাহার, বহুব্রী। ২। মোটামুটি রকম; মাঝারি রকম, চলনসই। বাং প্র। বিণ।

একরূপে—একপ্রকারে; কোন রকমে। বহুব্রী। ক্রি-বিণ।

একরেখায়—(জ্যামিতি) এক সরল রেখায় অবস্থিত (collinear). একরেখা+ঈয় বিদ্যমানার্থে। বিণ।

একরোকা, -রোখা—ক্রোধী; একগুঁয়ে; যাহাতে মাত্র একদিকে নক্সা আছে এরূপ ('—কাপড়'); কেবল একভাবে বোনা ('—বস্ত্রাদি')। একে (একদিকে) রোক, রোখ যাহার, বহুব্রী; একরোক, একরোখ+আ বিশিষ্টার্থে (বাং)। বিণ।

একল—একাকী; যিনি যন্ত্র কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির আশ্রয় না লইয়া গান করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন এরূপ। এক+ল অসহায়ার্থে। বিণ।

একলষেঁড়ে—(যে ষাঁড় একমাঠে একলা চরিতে চায় তাহার স্বভাব হইতে) অত্যন্ত হিংসুক; অতিশয় স্বার্থপর, যে নিজেই ভোগ করিতে চায় এরূপ। একল ষাঁড়, কর্ম্মধা+এ (< ইয়া)। বিণ।

একলা—১। একাকিনী, সঙ্গিবিহীনা। একল +আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। একাকী, একেলা। 'একল'-শব্দজ। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ। **একলা-দুকলা, -দোকলা**—একজন-দুইজন; অত্যল্প লোক; নিঃসঙ্গ।

একলাই—১। সাদা ফুলকাটা চাদর। প্রাদে। বি। ২। বিনা সাহায্যেই। ক্রি-বিণ।

একলি—একাকী, একলা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

একলিঙ্গ(ংগ)—১। পঞ্চক্রোশের মধ্যে একমাত্র শিবলিঙ্গ যে স্থানে আছে সেই স্থান; সিদ্ধিসাধন স্থানবিশেষ। এক লিঙ্গ যেখানে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। (উদ্ভিদবিদ্যা) যে সকল ফুলে শুধু পুংকেশর অথবা শুধু গর্ভকেশর থাকে তদ্রূপ (unisexual). এক লিঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

একলে—একাকী, একলা। প্রাঃ কবিপ্র।

একলেডা—(মুদ্রণ) কেবলমাত্র একখানি লেড দিয়া পংক্তি পৃথক্ করিয়া ছাপানো। এক লেড (lead) যাহাতে, বহুব্রী। বাং প্র। বিণ।

একলেপ্‌চো, -ল্যাপ্‌চো—এক-লাগাও। বাং প্র। বি।

একশ—১০০-সংখ্যা বা তৎ-সংখ্যক। 'এক-শত'-শব্দজ। বি বা বিণ।

একশত—১। ১০০-সংখ্যা; কোন বস্তুর একশটি। এক শত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। শত-সংখ্যক। এক শত যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

একশফ—১। একখুরে জন্তু (যথা—খর, অশ্ব, অশ্বতর ইত্যাদি)। বি; পুং। ২। অখণ্ডখুরযুক্ত। এক শফ (খুর) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। একমাত্র খুর, অখণ্ডিত খুর। এক শফ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একশরণ—১। একমাত্র আশ্রয়, অদ্বিতীয়

পরিত্রাণস্থল; একমাত্র গৃহ। এক শরণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। একমাত্র-আশ্রয়বিশিষ্ট; একের উপর নির্ভরকারী; একগৃহসম্পন্ন। এক শরণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ণা।

একশা, -সা—একে পরিণত, একাকার; একসঙ্গে মিলিত। হিন্দীমূলক। বিণ।

একশিরা—একটী অণ্ডকোষের স্ফীতিরূপ রোগ। বাং প্র। বি।

একশৃঙ্গ(ঙ্গ)—১। বিষ্ণু; একশৃঙ্গযুক্ত পশু (যথা—গণ্ডার ইত্যাদি); পিতৃগণবিশেষ। এক শৃঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। একমাত্র শৃঙ্গ। এক শৃঙ্গ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

একশেষ—১। দ্বন্দ্বসমাস-বিশেষ—যাহাতে, একটিমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে (কোন কোন বৈয়াকরণের মতে ইহা দ্বন্দ্বসমাসেরই একটী ভেদ; কাহারও মতে ইহা সমাস নহে, সমাসস্থানীয় বৃত্তিমাত্র)। এক শেষ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। পরাকাষ্ঠা, চরম; প্রাবল্য ('কষ্টের —')। বাং প্র। বি।

একষট্টি—৬১-সংখ্যা; ৬১-সংখ্যক। 'এক-ষষ্টি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

একষষ্টি—একষট্টি, ৬১-সংখ্যা; ৬১-সংখ্যক। একাধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

একষষ্টিতম—একষষ্টির পূরণ, একষট্টিরটী। একষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমী।

একসপ্ততি—৭১-সংখ্যা; ৭১-সংখ্যক। একাধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

একসপ্ততিতম—একাত্তরের পূরণ, সত্তরের পরবর্ত্তীটী। একসপ্ততি+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমী।

একসর—একাকী। এক—সৃ (গমন করা) +অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

একসরণী—একমাত্র পথ, অদ্বিতীয় পথ। একা সরণী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [বিণ।

একসরি—একাকী, একলা। প্রাঃ কবিপ্র।

একসর্গ—অনন্যমনাঃ, একাগ্রচিত্ত। একে (একবিষয়ে) সর্গ (নিশ্চয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একসূত্র—বাদ্যবিশেষ, ডমরু। এক সূত্র যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

একস্থ—একস্থানে অবস্থিত, মিলিত। উপ-তৎ; এক—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

একহাত—সুযোগমত প্রহার, বিদ্রূপ তর্ক ইত্যাদি দ্বারা পরাভূত করা, পুরাতন আক্রোশ মিটান ('—লওয়া'); একবাজী ('—খেলা')। বাং প্র। বিণ।

একহায়নী—একবর্ষবয়স্কা গবী, এক-বৎসরের বকনা। এক হায়ন যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

একহারা—ছিপ্‌ছিপে, কৃশ; অদ্বয়, এক-মাত্র। হিন্দীমূলক। বিণ।

একা—১। একলা। 'একল'-শব্দজ। বিণ। ২। দুর্গা (অভিন্নরূপে যিনি স্থিতি করেন এই অর্থে); দ্বিতীয়রহিতা স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ৩। অদ্বিতীয়া, মুখ্যা; একমাত্রা, একজন স্ত্রীলোক। এক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

একাকার—১। একসমান, তুল্যাবয়ব, উচ্চ-নীচ ভেদরহিত; আচার-বিচারশূন্য; একশা। এক আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। একবিধ আকার, একপ্রকার চেহারা। এক আকার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একাকী (-কিন্)—নিঃসঙ্গ, একলা, অসহায়। এক+আকিন্ অসহায়ার্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী,—কিনী।

একাক্ষ—১। কাক [শ্রীরাম পিতৃসত্য প্রতিপালনার্থ বনে আগমন করিয়া যখন চিত্রকূট-পর্ব্বতে বাস করেন, তখন জয়ন্ত-নামক কাক জানকীর স্তনে চঞ্চুর আঘাত করিয়াছিল। সেই অপরাধে রামচন্দ্র তাহার বিনাশার্থ শরাসনে ইষীকাস্ত্র সংযোগ করিলে সেই কাক প্রাণভয়ে আকুল হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তাহাতে দয়াময় রাম তাহার প্রাণবধ না করিয়া সেই অমোঘ অস্ত্র দ্বারা তদীয় ইচ্ছানুসারে কেবল তাহার একটি চক্ষু নষ্ট করেন, তদবধি কাকজাতি একাক্ষ হই-য়াছে]। বি; পুং। ২। একচক্ষুঃ, কাণা। এক অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহুব্রী+সমাসান্ত ষচ্। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

একাগ্র, -গ্র্য—একনিষ্ঠ, এক বিষয়েই আসক্ত; অনাকুল। এক অগ্র (বিষয়) বা অগ্রে যাহার, বহুব্রী; এক অগ্র্য (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একাগ্রচিত্ত—অনন্যমনাঃ, তন্ময়হৃদয়। একাগ্র চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একাগ্রতা—একমাত্র বিষয়ে মনঃসংযোগ, তন্ময়তা। একাগ্র+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

একাঘ্নী—মহাস্ত্রবিশেষ [এই অস্ত্র কর্ণ অর্জ্জুনকে মারিবার জন্য যত্নে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধনের অনুরোধে ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করেন]। এক—আ—হন্ +টক্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

একাঙ্গ(ঙ্গ)—১। বুধগ্রহ। এক (প্রধান, উজ্জ্বল) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। শ্রেষ্ঠাঙ্গ, উত্তমাঙ্গ, মস্তক। এক (প্রধান, উত্তম) অঙ্গ, কর্ম্মধা। ৩। কোন একটি দেহাংশ; প্রধানের অঙ্গীভূত অংশ। এক অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

একাণ্ড—অশ্ব। এক অণ্ড (অণ্ডকোষ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

একাত্তর—একসপ্ততি, ৭১-সংখ্যা; ৭১-সংখ্যক। 'একসপ্ততি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

একাত্মতা—একরূপত্ব, ঐক্য; একপ্রাণতা, সখ্য; পরমাত্মার অদ্বিতীয়ত্ব; অভেদ। একাত্মন্ +তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

একাত্মবাদ—অদ্বৈতবাদ, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ও জগৎ এক এই উক্তি। একাত্ম-বিষয়ক বাদ (উক্তি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

একাত্মবাদী (-বাদিন্)—১। ব্রহ্ম মাত্র স্বীকারকারী, বেদান্তমতাবলম্বী। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী। বি,—বাদিতা। ২। বেদান্ত-শাস্ত্র। উপতৎ; একাত্মন্—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

একাত্মা (-ত্মন্)—১। অভিন্নদেহ, এক-প্রাণ; সুহৃৎ; একপ্রকার, একরূপ। এক আত্মা যাহাদের, বহুব্রী। বিণ। ২। অদ্বিতীয় পরমাত্মা। এক আত্মা, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একাদশ (-দশন্)—'এগার' সংখ্যা; ১১-সংখ্যক। একাধিক দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা বিণ।

একাদশ—একাদশের পূরণ, একাদশ-স্থানীয়। একাদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

একাদশতনু—মহাদেব [কথিত আছে, ভগবান্ শঙ্কর একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একাদশরুদ্র নামে বিখ্যাত হন। একাদশ রুদ্রের নাম; যথা—অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর]। একাদশ তনু (মূর্ত্তি) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

একাদশদ্বার—এগারটী রন্ধ্রবিশিষ্ট শরীর [দুই নাসিকা, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, মুখ, নাভি, মলদ্বার, মূত্র-দ্বার এবং ব্রহ্মরন্ধ্র—এই এগারটী]। একাদশ দ্বার যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

একাদশভুজ—(জ্যামিতি) এগারটি বাহু-দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র (hendecagon). একাদশ ভুজ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

একাদশরুদ্র—মহাদেবের ভিন্ন ভিন্ন এগারটী মূর্ত্তি ('একাদশতনু' দ্রঃ)। একাদশ রুদ্র, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একাদশী—১। একাদশ সংখ্যার পূরণীতিথি, হরিবাসর [যে সময়ে চন্দ্রমণ্ডলের একাদশ কলা সূর্য্যমণ্ডল হইতে বহির্গমননিবন্ধন জ্যোতির্ম্ময়ী হয়, সেই সময় শুক্লা একাদশী, এবং যখন চন্দ্রমণ্ডলের একাদশ কলা সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশজন্য জ্যোতিঃপ্রকাশ করিতে পারে না সেই সময় কৃষ্ণা একাদশী হয়। একাদশী তিথিতে হিন্দুমাত্রেরই উপবাস কর্ত্তব্য। দশমীসংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিতে নাই, তৎপরদিনে করিতে হয়]। বি; স্ত্রী। ২। একাদশ সংখ্যার পূরণী। একাদশ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

একাদিক্রম—১। আনুপূর্ব্বিক। একাদি ক্রম যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অনুক্রম; এক নাগাড়। কর্ম্মধা। বি; পুং।

একাদিক্রমে—এক অর্থাৎ প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর; অনুক্রমিকভাবে; এক নাগাড়ে। একাদি ক্রম আছে যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ। [দ্রঃ)।

একা-ভুকা, -দোকা—একলাদুকলা (তাহা

একাধার—একমাত্র পাত্র বা স্থান; অদ্বিতীয় আশ্রয়। এক আধার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একাধিক—১। একোত্তর, একবেশী (যথা —একাধিকশত=১০১)। এক দ্বারা অধিক, ৩য়াতৎ। ২। একাতিরিক্ত, একের বেশী, অনেক। এক হইতে অধিক, ৫মীতৎ। বিণ।

একাধিপ, -ধিপতি—একমাত্র অধীশ্বর, অদ্বিতীয় প্রভু; সর্ব্বোপরি কর্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা। এক অধিপ, অধিপতি, কর্ম্মধা। বি; পুং বা বিণ।

একাধিপত্য—সর্ব্বময়কর্তৃত্ব, সর্ব্বনিয়ামকত্ব, অদ্বিতীয়-প্রভুত্ব। একের আধিপত্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

একানই, -নব্বই—৯১-সংখ্যা বা তৎ-সংখ্যক। 'একনবতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

একানিয়া, একানে—নিঃসঙ্গ, একাকী। বাং। বিণ।

একান্ত—১। অত্যন্ত; অবধারিত। এক হইয়াছে অন্ত (নিশ্চয়) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। নির্জ্জন স্থান, নিভৃত প্রদেশ। এক অন্ত (অবসান), কর্ম্মধা। ৩। একের অবধারণ। একের অন্ত (নিশ্চয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। **একান্ত পক্ষে**—নিতান্তই যদি।

একান্তর—একের পর যে থাকে এরূপ, এক ব্যবধানে অবস্থিত, তৃতীয় স্থানবর্ত্তী (alternate). এক অন্তর যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

একান্তর কোন—(জ্যামিতি) দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করিলে যে চারিটি কোন উৎপন্ন হয় তাহার প্রত্যেকটির পাশেরটি বাদ দিয়া পরেরটি অর্থাৎ বিপরীত দিকের কোণটি উহার একান্তর কোণ (alternate angles).

একান্তরিত—একব্যবহিত, তৃতীয়স্থান-বর্ত্তী। এক দ্বারা অন্তরিত (ব্যবহিত), ৩য়াতৎ। বিণ।

একান্তসচিব—কাহারও ব্যক্তিগত কার্য্যে সহায়ক এবং পরামর্শদাতা বা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (private secretary). একান্তে সচিব, ৭মীতৎ। বি; পুং।

একান্তে—১। একান্ত পক্ষে, নিতান্তই; একঠারে। বাং প্র। ক্রি-বিণ। ২। নির্জ্জন স্থানে, বিরলে। কর্ম্মধা। বি, অধি-৭মী।

একান্ন—১। একত্র অন্নভোক্তা; সংস্পৃষ্ট; একভোজী; একপরিবারভুক্ত। এক অন্ন যাহার বা যাহাদের, বহুব্রী। বিণ। ২। ব্রতবিশেষ (এই ব্রতে একবারমাত্র খাইতে হয়)। এক অন্ন (ভোজন) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ৩। একপঞ্চাশৎ সংখ্যা; ৫১-সংখ্যক। বাং প্র। বি বা বিণ।

একান্নবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—এক-পরিবারভুক্ত, অবিভক্ত। উপতৎ; একান্ন —বৃৎ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বর্ত্তিনী। বি, —বর্ত্তিতা। **একান্নবর্ত্তী পরিবার**—যৌথ পরিবার, যে সংসারে এক ব্যক্তির উপার্জ্জনে বা কয়েকজনের উপার্জ্জনে সকলের আহারাদি কার্য্য একসঙ্গে সম্পন্ন হয় (joint family).

একান্নভুক্ত—একান্নসংস্পৃষ্ট, একান্নভোজী; একপরিবারের অন্তর্গত। এক (অপৃথক্) অন্ন, কর্ম্মধা; একান্নদ্বারা ভুক্ত (অধিকৃত), ৩য়াতৎ। বিণ।

একান্নভোজী (-ভোজিন্)—সহভোজী; একাহারী, যে দিবারাত্রে একবারমাত্র আহার করে এরূপ; একপরিবারভুক্ত। উপতৎ; একান্ন—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ভোজিনী। বি, —ভোজিতা।

একান্বয়—একমাত্র বস্তু বা বিষয়ের সহিত বিভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধ; একঘেঁয়েমি (monotony). একের অন্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

একাবয়ব—১। অভিন্ন দেহ, একই দেহ। এক অবয়ব, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। এক-ভাবাপন্ন, একরূপ। একই অবয়ব যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

একাবলী—এক-নর মালা, একযষ্টিকা, এক-নর হার; অর্থালঙ্কারবিশেষ [উত্তরোত্তর পদার্থের বিশেষ্যগুলি যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের বিশেষণরূপে স্থাপিত বা নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়; যথা,—

(১ম) "সরোবর বিকসিতপদ্মমনোহর,
প্রতিপদ্ম যথা শোভে ভৃঙ্গসমন্বিত,
ভৃঙ্গ যথা সঙ্গীতের ঝঙ্কারে মুখর,
সঙ্গীত-শ্রবণে যথা মন্মথ উদিত।"

এই স্থানে পদ্ম, ভৃঙ্গ এবং সঙ্গীত এই পর পর তিনটী বিশেষ্যপদ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদ সরোবর পদ্ম এবং ভৃঙ্গের বিশেষণরূপে উপন্যস্ত হইল।

(২য়) "না রহে সলিল তথা, যাহা পদ্মহীন,
হেন পদ্ম নাহি, যাহে ভৃঙ্গ নহে লীন,
নাহি ছিল হেন ভৃঙ্গ, যে নাহি গুঞ্জরে,
নহে সে গুঞ্জন, যাহা মন নাহি হরে।"

এই স্থানে পদ্ম, ভৃঙ্গ এবং গুঞ্জন—এই পর পর তিনটী বিশেষ্যপদ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জল পদ্ম এবং ভৃঙ্গ এই পদত্রয়ের বিশেষণরূপে নিষিদ্ধ হইল]। একা আবলী (শ্রেণি) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

একাম্র, একাম্রকানন—উড়িষ্যাদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী নীলাচলের চারি ক্রোশ উত্তরস্থিত পবিত্র তীর্থবিশেষ [এই স্থানে উড়িষ্যারাজ যযাতিকেশরী ৩৯৬ শকে বিখ্যাত ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত করান। এই স্থানে একটি আম্র বৃক্ষ ছিল বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে। ইহার অন্য নাম ভুবনেশ্বর]। এক আম্র, আম্রকানন যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

একায়ন—১। একাগ্র, অনন্যমনাঃ। এক অয়ন (আশ্রয়) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। একাগ্রতা; একমাত্র গতি বা পন্থা। এক অয়ন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

একার—'এ' এই অক্ষর; ব্যঞ্জনবর্ণের পর যুক্ত এ-বর্ণের চিহ্ন (ে) [উচ্চারণ বর্ণের পর হইলেও চিহ্নটি পূর্ব্বে বসে; যেমন ক্+এ= কে]। এ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

একারাদি—যাহার প্রথমবর্ণে একার আছে এমন ('—শব্দ')। একার আদিতে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একারান্ত—অন্তে এ-বর্ণবিশিষ্ট, যাহার শেষে 'এ' আছে এরূপ। একার অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একার্থ—১। যাহার অর্থ এক এরূপ, একাভিধেয়; সমান অর্থ বিশিষ্ট একমাত্র প্রয়োজনসম্পন্ন। এক অর্থ যাহার বা যাহাদের, বহুব্রী। বিণ। ২। এক ব্যুৎপত্তি বা মানে; তুল্য অভিপ্রায়; সম প্রয়োজন। এক অর্থ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একার্থক—একার্থ (১) দ্রঃ। এক অর্থ যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, —র্থিকা।

একার্থতা—একার্থবোধকতা, একপ্রতি-পাদ্যতা; একপ্রয়োজনবিশিষ্টতা; উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের অভিন্নতা। একার্থ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

একার্থ-প্রতিপাদক, -বোধক—এক অর্থের প্রতিপাদনকারী, এক মানে বুঝায় এরূপ (দুই বা বহু শব্দ)। একার্থের প্রতি-পাদক, বোধক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —পাদিকা, —বোধিকা।

একাল-ওকাল—ইহকাল ও পরকাল; বর্ত্তমান কাল ও প্রাচীন কাল। দ্বন্দ্ব। বি।

একাল-সেকাল—বর্ত্তমান ও অতীত। দ্বন্দ্ব। বি।

একাশি, -শী—১। ৮১-সংখ্যা; ৮১-সংখ্যক। 'একাশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ। ২। একপার্শ্বে শয়ান, একপার্শ্বস্থ; একধারে অবনত। 'একপার্শ্বী'-শব্দজ। বিণ।

একাশীতি—৮১-সংখ্যা; ৮১-সংখ্যক। একাধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

একাশীতিতম—আশির পরবর্ত্তীটী, একাশিরটী। একাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, —তমী।

একাশ্রয়—১। যাহার একটিমাত্র আশ্রয় এরূপ; এককার্য্যাবলম্বী; একজনের আশ্রিত। এক আশ্রয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। একমাত্র অবলম্বন বা গতি। এক আশ্রয়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

একাশ্রিত—কেবল একের শরণাপন্ন; অনন্যগতি; একমাত্র বিষয়ে আসক্ত। একক আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

একাষ্ঠীল—বকগাছ। উপতৎ; একাষ্ঠী (প্রধান বীজ)—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

একাসন—১। একমাত্র উপবেশনস্থান, অভিন্ন আসন। এক আসন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। এক আসনে উপবিষ্ট; যিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠেন না এরূপ। এক আসন যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী—একাসনা।

একাহ—একদিন, একদিনকাল। এক অহ (অহন্ শব্দ), কর্ম্মধা+সমাসান্ত টচ্। বি; পুং।

একাহার—১। দিনে একবারমাত্র ভোজন। এক আহার, কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ, -হারী (-রিন্)। ২। একদিনে একবারমাত্র ভোজনকারী, একাহারী। এক আহার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একাহারী (-হারিন্)—দিবসে একবার-মাত্র ভোজনকারী। একাহার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -হারিণী।

একাহিক—একদিনসাধ্য; একদিনে উৎ-পাদ্য। একাহ+ইক সাধ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, -হিকী।

একি, একই—একমাত্র; তুল্য, সমান। এক+ই অবধারণার্থে (বাং)। বিণ।

একি—ইহা কেমন; এতাধিক; আশ্চর্য্য-বোধক শব্দ। এ (ইহা)+কি (প্রশ্নার্থে)। অব্য।

একিদা—একচিত্ততা, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা; [ঝোঁক, টান। আর্বী। বি।

একীকরণ—একত্র সংস্থাপন, বহু দ্রব্য একত্র যোগ করিয়া রাখা, সমষ্টিকরণ; বহু দ্রব্যকে মিলাইয়া এক দ্রব্য প্রস্তুত করা, সংমিশ্রণ; সমান করণ। এক+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

একীকৃত—একরূপে পরিণত; একত্রীকৃত, সংগৃহীত, রাশীকৃত। এক+চ্বি অভূত-তদ্ভাবার্থে (=একী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, -করণ।

একীনতা—সমগ্রতা, ঐক্যসম্বন্ধ। এক+ঈন স্বার্থে+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

একীভবন—একাকার হওয়া; একত্র মিলিত হওয়া, সমান হওয়া। এক+চ্বি অভূত-তদ্ভাবার্থে (=একী)—ভূ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, -ভূত।

একীভাব—একত্ব, মিলিত হইয়া এক হওয়া। এক+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=একী)—ভূ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, -ভূত।

একীভূত—একে পরিণত; অনেকগুলির মিলনে উৎপন্ন একটি; স্তূপীকৃত। এক+চ্বি (=একী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, -ভাব, -ভবন।

একীয়—একপক্ষাবলম্বী; একসম্বন্ধীয়। এক +ঈয় ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

একুন—মোট, সর্ব্বশুদ্ধ, সমুদয়। বাং প্র। বি।

একুনে—সমষ্টিতে, মোটে। বাং প্র। ক্রি-বিণ। [কবিপ্র। বি।

একুরাব—একরব, একতান, সমস্বর। প্রাঃ

একুল-ওকুল—শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল; ইহকাল ও পরকাল; উভয় অবলম্বন। দ্বন্দ্ব। বাং। বি।

একুশ—একবিংশতি-সংখ্যক; একবিংশতি সংখ্যা। 'একবিংশতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

একুশে—মাসের ২১ দিনের দিন। একুশ+এ (<ইয়া)। বিণ।

একূল-ওকূল—উভয় তীর; উভয় অবলম্বন। দ্বন্দ্ব। বাং। বি।

একে—১। ইহাকে। 'ইহাকে'-শব্দজ। 'এ'-র একবচন কর্ম্মবিভক্তি। সর্ব্ব। ২। (প্রশ্নে) এই ব্যক্তি কে? এই ব্যক্তির পরিচয় কি? এ+কে (বাক্য)। ৩। একটিতে, এক বিষয়ে, এক পক্ষে। এক+এ অধিকরণ-বিভক্তি। **একে একে**—একটি একটি করিয়া, পরে পরে। **একে চায়, আরে পায়**—প্রার্থিত দ্রব্য ব্যতীত অন্য মনোমত দ্রব্য পাইলে অধিকতর আনন্দ লাভ করে।

একেক্ষণ—১। একচক্ষুঃ, কাক; শুক্রাচার্য্য [পুরাণে কথিত হইয়াছে, বলি রাজা বামন-দেবকে ত্রিপাদভূমি প্রদান করিতে স্বীকার করিলে তদীয় গুরু শুক্রাচার্য্য যোগবলে ভাবী ঘটনা পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি সত্য-ভঙ্গভয়ে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া সেই ত্রিপাদভূমিদানে প্রস্তুত হইলে, শুক্রাচার্য্য জলাভাবে দান অসিদ্ধ করিবার মতলবে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া ভৃঙ্গার-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার জলপতন-পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সর্ব্বজ্ঞ বামনদেব সেই জলপাত্রের সূক্ষ্মদ্বারে কুশ প্রবেশ করাইয়া তাঁহার এক চক্ষুঃ নষ্ট করাতে তদবধি তিনি একনেত্র হন]। বি; পুং। ২। একচক্ষুবিশিষ্ট। এক ঈক্ষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

একেলা—একল (তাহা দ্রঃ)।

একেশ্বর—১। এক ভগবান্; একমাত্র অধি-পতি, অদ্বিতীয় প্রভু; সর্ব্বেসর্ব্বা। এক এমন ঈশ্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। একাকী, একমাত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। স্ত্রী, -রী।

একেশ্বরবাদ—ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন—এইরূপ উক্তি বা মত। একেশ্বর-সমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

একেশ্বরবাদী (-বাদিন্)—ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই এইরূপ মতাবলম্বী, অদ্বিতীয়-ব্রহ্মবাদী। একেশ্বরবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বাদিনী।

একৈক—এক একটী; একা একা। এক+এক (বীপ্সার্থে দ্বিরুক্তি, সমাসবৎ)। বিণ।

একৈকশঃ (-শস্), **একৈকশ**—একে একে, এক একটী করিয়া, পর্য্যায়ক্রমে। একৈক+চশস্। অব্য।

একোদক—১। সমানোদক, একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত গোত্রজ পুরুষ। এক উদক যাহার বা যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং। ২। একই জল। এক উদক, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

একোদর—১। সহোদর ভ্রাতা। এক উদর (মাতৃগর্ভ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। সমান উদর। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

একোদ্দিষ্ট—এক ব্যক্তির উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে যে শ্রাদ্ধ করা হয় সেই শ্রাদ্ধ, সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ; প্রেতোদ্দেশ্যক শ্রাদ্ধ (এই শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নকালে করিতে হয়)। এক উদ্দিষ্ট (লক্ষিত) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

একোন—এক কম। এক দ্বারা উন, ৩য়াতৎ। বিণ। [হিন্দী। বি।

এক্কা—দুইচাকাওয়ালা এক-ঘোড়ার গাড়ী।

এক্তার—এখতিয়ার (তাহা দ্রঃ)।

এক্ষণ—এই সময়, বর্ত্তমান কাল, এখন। এ (এই, সর্ব্ব-বিণ) ক্ষণ, কর্ম্মধা। বি।

এক্ষণকার—এখনকার, বর্ত্তমান সময়ের, ইদানীন্তন। এক্ষণ+কার। বিণ।

এক্সিস—'অ্যাক্সিস' দ্রঃ।

এখতিয়ার—ক্ষমতা, শক্তি, পরাক্রম; অধিকার, দখল; ইচ্ছা, বাসনা। আর্বী। বি।

এখন—এক্ষণে, সম্প্রতি; বর্ত্তমান কালে; এই অবস্থায়; এতক্ষণে, এতবিলম্বে; যখন প্রয়োজন নাই তখন, অসময়ে; সুযোগ হারাইবার পর; অবসরমত, পরে (তোমাকে একশো টাকা দেব এখন); আজকাল (তার এখন বড় বাড় বেড়েছে); অবশেষে ("এখন আমারে লহ করুণা করে!"—রবীন্দ্রনাথ); এইবার, এবার (তখন টাকা চুরি করে পালিয়েছিলে, এখন?); এপর্য্যন্ত, এত-দিনেও; ইহা সত্ত্বেও, অতঃপর (এখন কি বুঝতে হবে তুমি চোর নও?); আজিও (এখনও আমার ভূতের ভয় যায়নি)। এ (>এই) খন (>ক্ষণ), কর্ম্মধা। অব্য।

এখন-তখন অবস্থা—মুমূর্ষু অবস্থা।

এখনকার—এই সময়ের, ইদানীন্তন। এখন+কার সম্বন্ধার্থে। বিণ। **এখনকার মত**—উপস্থিতের জন্য, বর্ত্তমানের উপযোগী।

এখনি, এখনই—এই মুহূর্ত্তে, অবিলম্বে। এখন+ই নিশ্চয়ার্থে। অব্য।

এখান—১। এইস্থান, এস্থল। এ থান (>স্থান), কর্ম্মধা। ২। এই খণ্ড। এ থান (>খণ্ড), কর্ম্মধা। বি।

এখানকার—এইস্থানের, অত্রত্য। এখান+কার সম্বন্ধার্থে। বিণ।

এখো—১। একমাত্র, একটী। প্রাঃ কবিপ্র। ২। ইক্ষুজাত। আখ+ও (<উয়া) জাতার্থে। বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

এখোঁয়ো—এখনও, এই সময় পর্য্যন্ত।

এগন, এগান—আগাইয়া যাওয়া, অগ্রসর হওয়া। 'অগ্রগমন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

এগার—১১-সংখ্যা; ১১-সংখ্যক। 'একাদশন্'-শব্দজ। বি বা বিণ।

এগু—১। পূর্ব্বে, আগে। গ্রাম্য। ক্রি-বিণ। ২। অগ্রবর্ত্তী। 'অগ্র'-শব্দজ। বিণ। ৩। একপ্রকার কম্প-জ্বর। ইং 'ague'-শব্দজ। বি।

এগুলা—১। এই সকল। বাং। সর্ব্ব। ২। অগ্রসর হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

এগ্‌জামিন—পরীক্ষা। ইং 'examination'-শব্দজ। বি। [exhibition. বি।

এগ্‌জিবিশন্—প্রদর্শনী, মেলা। ইং

এজন, এজনা—এই লোক। কবিপ্র। এই জন, জনা, কর্ম্মধা। বি; পুং।

এজন্য—এইনিমিত্ত, এইজন্য। বাং। অব্য।

এজমাল—যৌথ অধিকার, সাধারণের মালিকানা। আর্বী 'ইজ্‌মাল্'-শব্দজ। বি।

এজমালি, -মালী—সাধারণের, একাধিক ব্যক্তির, শরিকী (joint). এজমাল+ই, ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ। [বি।

এজরাই—ডিগ্রি। ফার্সী 'ইজ্‌রাই'-শব্দজ।

এজলাস—ধর্ম্মাধিকরণ, বিচারালয়; বিচারাসন। ফার্সী 'ইজ্‌লাস্'-শব্দজ। বি। [বি।

এজারা—নিয়মিত অধিকার। ফার্সীমূলক।

এজাহার, এজেহার—দর্শন; প্রকাশকরণ, ব্যক্ত করণ; সাক্ষ্যদান, বিচারপতির নিকট বর্ণনা; জানান; বিজ্ঞপ্তি। আর্বী 'ইজ্‌হার'-শব্দজ। বি।

এজেণ্ট—প্রতিনিধি; কর্ম্মচারী; কার্য্যনির্ব্বাহক; গোমস্তা; উকীল। ইং agent. বি।

এজেন্সি—এজেণ্টের কার্য্য; এজেণ্টের কার্য্যস্থান; গোমস্তাগিরি; প্রতিনিধিত্ব; এজেণ্টরূপে কার্য্য; এজেণ্টের কার্য্য করণ। ইং agency. বি।

এজেহার—'এজাহার' দ্রঃ।

এঞ্জিন—ইঞ্জিন, যন্ত্র-বিশেষ; কলবিশিষ্ট চালকগাড়ী। ইং engine. বি।

এটর্ণী—ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী; মোকদ্দমার তদ্বিরকারক ব্যবহারাজীব। ইং attorney. বি।

এটা, এটি—এই বস্তু ব্যক্তি বা বিষয়, ইহা। বাং প্র। সর্ব্ব। (অনাদরে—এটা; আদরে—এটি)। [বি।

এটা-ওটা-সেটা—নানা জিনিস। দ্বন্দ্ব।

এটে, এঁটে—কদলীর মূল, কলাগাছের গোড়া। আটি, আঁটি (<অষ্টি)+এ (<ইয়া) স্বার্থে। বি। [বাং প্র। বিণ।

এটেল, এঁটেল—আঠাল, চট্‌চটে।

এড়—থাম; ছাড়, ত্যাগ কর। বাং ক্রি।

এড়ক—মেষ; বন্যছাগ। ইল্+ণক কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (ল-স্থানে ড)। বি; পুং।

এড়া, এড়ান—পলায়ন করা; অতিক্রম করণ; বিসর্জ্জন দেওয়া, পরিহার করা; পাশ কাটান; কাত করা; উপেক্ষা করা; টালা; নিক্ষেপ করা; রক্ষা পাওয়া। বাং ক্রি।

এড়াকানি—অবহেলা, তুচ্ছতাচ্ছীল্য। প্রাদে। বি।

এড়াটিয়া, এড়াটে, এড়া—অতিক্রান্ত; জাল হইতে পলায়িত ('—মাছ'); অলস; অপরিষ্কৃত; পরিহৃত, পরিবর্জ্জিত; বাসি; বাতিল, অনুপযুক্ত, অকেজো। বাং প্র। বিণ।

এড়ান—১। 'এড়া' দ্রঃ। ক্রি। ২। মুক্তি, নিষ্কৃতি; পলায়ন; ত্যাগ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

এড়ি—১। এড়াইয়া, বিছাইয়া, পাতিয়া (ফাঁদ বা জাল); অতিক্রম করিয়া; ত্যাগ করিয়া, ছাড়িয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি। ২। গুল্ফ, গোড়ালি। বাং প্র। বি।

এড়িতোলা জুতা—হীলতোলা জুতা, যাহার গোড়ালি উঁচু এরূপ জুতা। ৩। আসাম-জাত রেশমী বস্ত্রবিশেষ। 'এণ্ডি'-শব্দজ। বি। [ইং aide-de-camp. বি।

এডিকং—সেনাপতির আজ্ঞাবাহী অনুচর।

এডিটর—পুস্তকাদির সংস্কারক; সংবাদপত্র-সম্পাদক। ইং editor. বি। **এডিট করা**—এক বা একাধিক লেখকের রচনা সংগ্রহ করিয়া সাময়িক পত্র বা পুস্তক সম্পাদন করা; অপরের রচনাবলী সংস্কার করিয়া প্রকাশ করা।

এডিটারি, -রী—সম্পাদকতা, সম্পাদকের কার্য্য। এডিটর+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

এডিশন—সংস্করণ। ইং edition. বি। **পকেট এডিশন**—পকেটে রাখিবার মত ছোট সংস্করণ (pocket edition).

এড়ো—কাত, আড়; চওড়ার দিকে স্থিত। আড়+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

এড্‌ভোকেট—উচ্চ আদালতের উকীল, ব্যবহারাজীববিশেষ। ইং advocate. বি।

এণ, এণক—হরিণ, মৃগ, কালসার। ই (গমন করা)+ণ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে+স্বার্থে কন্। বি; পুং।

এণতিলক—চন্দ্র, মৃগাঙ্ক। এণ (মৃগ) তিলক যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

এণভৃৎ—মৃগাঙ্ক, শশধর, চন্দ্র। উপতৎ; এণ—ভৃ (ভরণ করা)+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

এণাজিন—মৃগচর্ম্ম। এণের অজিন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

এণ্ডা—অণ্ড, ডিম। 'অণ্ড'-শব্দজ। বি।

এণ্ডাবাচ্চা—ছোট ছেলেমেয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। এণ্ডা ও বাচ্চা, দ্বন্দ্ব। বি।

এণ্ডী—আসামী তসরবিশেষ। এণ্ড (<এরণ্ড)+ঈ উৎপন্নার্থে। বি।

এত—এই-পরিমাণ, ইয়ৎ-সংখ্যক। 'এতাবৎ'-শব্দজ। বিণ।

এতৎ (এতদ্)—(সমাসে ব্যবহৃত) ইহা, এই, ইনি; সম্মুখস্থ। ই (গমন করা)+তদ্ কর্ত্তৃবা। (সংস্কৃত) সর্ব্ব, বিণ।

এতত্তুল্য, এতৎসম—ইহার মত, ইহার সদৃশ, এতাদৃশ। ইহার (এতদ্-শব্দ) তুল্য, সম, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

এতদতিরিক্ত—ইহার বেশী; ইহা ভিন্ন। ইহা (এতদ্-শব্দ) হইতে অতিরিক্ত, ৫মীতৎ। বিণ। [+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

এতদীয়—এতৎ-সংক্রান্ত, এই সম্বন্ধীয়। এতদ্

এতদুদ্দেশ্য—এই অভিপ্রায়, এই মতলব। এতদ্ (এই) উদ্দেশ্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ক্রি-বিণ—এতদুদ্দেশ্যে।

এতদ্দেশ—এই দেশ, এই স্থান। এতদ্ (এই) দেশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

এতদ্দেশীয়—এদেশজাত; এদেশের। এতদ্দেশ+ঈয় ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

এতদ্বৎ—এতৎ-সদৃশ, ইহার ন্যায়, ইহার মত। এতদ্+বতিচ্ তুল্যার্থে। অব্য; বিণ।

এতদ্ব্যতিরিক্ত, এতদ্ব্যতীত—ইহা ভিন্ন, ইহা ছাড়া। ইহা (এতদ্-শব্দ) হইতে ব্যতিরিক্ত, ৫মীতৎ; ইহাকে (এতদ্-শব্দ) ব্যতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

এতদ্ভিন্ন—ইহা ব্যতীত, এছাড়া। ইহা (এতদ্-শব্দ) হইতে ভিন্ন, ৫মীতৎ। বিণ।

এতদ্রূপ—এইপ্রকার, এতাদৃশ। ইহার (এতদ্ শব্দ) রূপের ন্যায় রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

এতবার—১। বিশ্বাস, প্রত্যয়। আর্বী। বি। ২। এতৎসংখ্যক ক্ষেপ (times). এত+বার। অব্য। ৩। রবিবার। আর্বীশব্দ অথবা 'ইতুবার'-শব্দজ। বি।

এতলা, এতালা, এতেলা, এত্তেলা—সংবাদ দেওয়া, খবর দেওয়া, জানান। আর্বী 'ইৎলা'-শব্দজ। বি।

এতলানামা—বিজ্ঞপ্তিপত্র। আর্বী ইৎলা+ফার্সী নামা। বি।

এতসি—এত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

এতহি—এইখানে; এইদিকে; এই। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ। [কবিপ্র। বিণ।

এতহুঁ—এত; এই সমস্ত; এই পর্য্যন্ত। প্রাঃ

এতাদৃক্ (-দৃশ্)—এতাদৃশ, এইপ্রকার। এতদ্—দৃশ্ + কিন্ কর্ম্মবা। বিণ।

এতাদৃশ—এরূপ, ঈদৃশ, এবংবিধ, এবম্ভূত। এতদ্—দৃশ্ + কঞ্, কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী, —দৃশী।

এতাবৎ—এতৎপরিমিত, এত, এই পরিমাণের ('এতাবান্' দ্রঃ)। বিণ; ক্লীব।

এতাবতী—এতৎপরিমিতা ('এতাবান্' দ্রঃ)। বিণ; স্ত্রী।

এতাবৎকাল—এতৎপরিমিত সময়, একাল পর্য্যন্ত। এতাবান্ (এতাবৎ) কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

এতাবান্ (এতাবৎ)—এতৎপরিমাণ, এত, এইমাত্র, ইহাই কেবল। এতদ্ + বতুপ্, পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী। বি, —বত্তা।

এতালা—'এতলা' দ্রঃ। [বিণ।

এতীম—মাতাপিতৃহীন; অনাথ। আর্বী।

এতেক—এ পর্য্যন্ত; এই সমস্ত; এই সকল কথা। কবিপ্র। বি বা বিণ।

এত্তেলা, এত্তেলা—'এতলা' দ্রঃ।

এদিক্-ওদিক্—দুই দিক, চারিদিক, সকল দিক্; দুই পথ। দ্বন্দ্ব। বি। **এদিক্-ওদিক্ করা**—ইতস্ততঃ করা; ইতস্ততঃ বেড়ান।

এদ্দিন—এতদিন, এতকাল। 'এতদিন'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।

এধ—ইন্ধন, জ্বালানি কাঠ; তৃণ। এধ্ + ঘঞ্, করণবা। বি; পুং।

এধ-অধিকর্ত্তা (-র্ত্তৃ), **-কর্ত্তা**—ইন্ধনকাঠ সরবরাহবিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী (Director of Fuel). ৬ষ্ঠিতৎ। বি; পুং।

এধার—এদিক্। এ + ধার। বি। [অব্য।

এনা—এরূপ, এতাদৃশ, এমন। প্রাঃ কবিপ্র।

এনামেল—ধাতুর উপর কাচের ন্যায় মসৃণ জিনিসের কলাই; মিনা। ইং enamel. [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি।

এনায়েৎ—সম্মতি; সমর্থন; অনুগ্রহ। আর্বী। বি। [বি।

এনে—এক্ষণে, এইসময়ে। প্রাঃ কবিপ্র।

এন্‌ট্রান্স্, এণ্ট্রান্স্—প্রবেশিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা [কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা 'ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা' নামে অভিহিত হইত; বর্ত্তমানে ইহার নাম হইয়াছে 'স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা']। বি।

এন্তাকাল—১। হস্তান্তর; ক্রোক। ফার্সী 'ইন্তকাল'-শব্দজ। ২। মৃত্যু। আর্বী 'ইন্ত্কাল'-শব্দজ। বি।

এন্তাজার, এন্তেজার—অধীন, আয়ত্ত, বশীভূত, অনুগত। আর্বী 'ইন্ত্জার'-শব্দজ। বিণ।

এন্তাজারি, এন্তেজারি—অধীনতা, বশ্যতা, আনুগত্য; পরমুখাপেক্ষিতা। এন্তাজার এন্তেজার + ই ভাবে। বি।

এন্তার—প্রচুর, অজস্র; বিরামবিহীন। পোর্ত্তুগীজ 'entaro'-শব্দজ। বিণ।

এন্তেকাল—এন্তাকাল (তাহা দ্রঃ)।

এন্তেজার, -জারি—'এন্তাজার' ও 'এন্তাজারি' দ্রঃ।

এন্‌ভেলাপ—চিঠি আটকাইবার খাম; চিঠির আবরণী। ইং envelope. বি।

এপার—এই কূল, এই তীর। কর্ম্মধা। বি।

এপার-ওপার—এক পিঠ থেকে অন্য পিঠ পর্য্যন্ত; সামনে থেকে পিছনে। একূল ওকূল। [এপার + কার সম্বন্ধার্থে। বিণ।

এপারকার—এপারের, এই পার সম্বন্ধীয়।

এপাশ-ওপাশ—উভয় দিক্, সকল দিক্। দ্বন্দ্ব। বি। **এপাশ-ওপাশ করা**—বিছানার এক পাশ হইতে অপর পাশ পর্য্যন্ত গড়াগড়ি দেওয়া; যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করা।

এপিঠ-ওপিঠ—দুই দিক্, উপর-নীচ। দ্বন্দ্ব। বি।

এপ্রিল—ইংরাজী বৎসরের চতুর্থ মাস (April). [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি।

এফ্-এ—বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পরীক্ষা (F.A.—First Arts). [বর্ত্তমানে ইহাকে 'আই. এ.' বা 'আই. এস্‌সি' পরীক্ষা বলা হয়]। বি।

এফিডেভিট—শপথপূর্ব্বক বর্ণনা; হল্‌ফি এজাহার। ইং affidavit. বি।

এফোঁড়-ওফোঁড়—একদিক্ হইতে অপর দিক্ পর্য্যন্ত ফোঁড়া; একদিক্ দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর দিক্ দিয়া বাহির হওয়া। দ্বন্দ্ব। বি। [অব্য।

এব—নিশ্চয়ার্থ প্রভৃতির বোধক শব্দ। (সং)

এবং (এবম্)—১। এইপ্রকার, এতাদৃশ। অব্য। ২। ও, আরও। বাং প্র। অব্য।

এবমস্তু—ইহাই হউক। (সং)।

এবংবাদী (-বাদিন্)—এইরূপ কথনকারী, যে এইরূপ বলে এমন। উপতৎ; এবম্—বদ্ (বলা) + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী।

এবংবিধ—ঈদৃশ, এবম্প্রকার, এইরূপ, এইরকম। এবম্ (ঈদৃশী) বিধা (প্রকার) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ['এবম্বিধ' কথাটি অশুদ্ধ]।

এবড়োখেবড়ো—অসমতল; উঁচুনীচু। বাং প্র। বিণ।

এবম্প্রকার—ঈদৃশ, এইরূপ, এইরকম। এবম্ (এই) প্রকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

এবম্ভূত—ঈদৃশ, এইপ্রকার, এইরূপ। এবম্—ভূ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

এবরা—পরিত্যাগ, পরিবর্জ্জন; নামঞ্জুর; নিষ্কৃতি, পরিত্রাণ। আর্বী 'ইবরা'-শব্দজ। বি।

এবার—এই সময়; এই বৎসর; এই দফায়; এই জন্মে; এই অবস্থায়। বাং প্র। বি।

এবারৎ—রচনাপদ্ধতি; বাক্যবিন্যাস-প্রণালী। আর্বী। বি।

এবাদৎ—উপাসনা। আর্বী। বি।

এবাদৎখানা, -গাহ্—মস্‌জিদ; উপাসনালয়। ৬ষ্ঠিতৎ। আর্বী। বি।

এবে—এই সময়ে। কবিপ্র। অব্য।

এব্‌নে—পুত্র, পুত্রসন্তান। আর্বী। বি।

এমত—১। এইরূপ, এইপ্রকার। এ (এই) + মত সদৃশার্থে। বিণ। ২। এই অভিমত। কর্ম্মধা। বি।

এমতি—১। এপ্রকার, এরূপ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। এই মন। কর্ম্মধা। বি।

এমন—১। এরূপ, এইপ্রকার। এ (এই) + মন সদৃশার্থে। বিণ। ২। এই মনোভাব। কর্ম্মধা। বাং। বি।

এমনতর, এমনিতর—এপ্রকার, এরূপ। এমন, এমনি + তর প্রকারার্থে। বিণ।

এমনি, এমনই—১। এইপ্রকার, এইরকম, এই ভাবের। বিণ। ২। বিনাব্যয়ে, বিনামূল্যে; অকারণে, শুধুশুধু। এমন + ই অবধারণার্থে। ক্রি-বিণ।

এমান—ইমান; বিশ্বাস; ধর্ম্ম, ধর্ম্মবিশ্বাস। আর্বী 'ঈমান'-শব্দজ। বি।

এমারৎ—অট্টালিকা, পাকাবাটী। আর্বী 'আমারৎ'-শব্দজ। বি।

এমুড়ো-ওমুড়ো—একধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত; সমস্তটা। বাং। বি বা ক্রি-বিণ।

এম্-এ—বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের উপাধিবিশেষ (M. A.—Maste of Arts).

এম্-এস্-সি—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের উপাধিবিশেষ (M. Sc.—Master of Science).

এম্-ডি—চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিবিশেষ (M. D.—Doctor of Medicine < Medicinae Doctor—ল্যাটিন)।

এম্-বি—বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ের উপাধিবিশেষ (M. B.—Bachelor of Medicine < Medicinae Baccalauneus—ল্যাটিন)।

এম্নি—এমনি (তাহা দ্রঃ)। [বি।

এযাত্রা—এইবার। এ (এই) যাত্রা, কর্ম্মধা।

এযাবৎ—এপর্য্যন্ত, এখন পর্য্যন্ত। এ (এই) যাবৎ, সুপ্‌সুপা। অব্য।

এয়ার—'ইয়ার' দ্রঃ।

এয়ারকি—'ইয়ারকি' দ্রঃ। [বি।

এয়ারিং—ইয়ারিং, কর্ণকুণ্ডল। ইং earring.

এয়ো—সধবা স্ত্রী। 'অবিধবা'-শব্দজ। বি; স্ত্রী। [বি।

এয়োজ—প্রতিনিধি; পরিবর্ত্তন। আর্বী।

এয়োত, এয়োতি—অবৈধব্য, সধবাত্ব, সধবা অবস্থা। এয়ো + ত, তি ভাবে। বি।

এয়োতি, -তী—সধবা রমণী। এয়োত+ই, ঈ বিশিষ্টার্থে। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

এর—১। ইহার, এই ব্যক্তির, এই বস্তুর। 'ইহার'-শব্দের সংক্ষেপ। সর্ব্ব, সম্ব-৬ষ্ঠী। ২। সম্বন্ধবিভক্তির চিহ্ন।

এরকা—গ্রন্থিহীন তৃণবিশেষ, খড়ী, নলখাগড়া, শরগাছ। ই (গমন করা)+রক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। [এরকার উৎপত্তিকাহিনী মহাভারতে এইরূপ আছে,—মুনিবর দুর্ব্বাসা দ্বারকায় গেলে তাঁহার যোগবলের পরীক্ষা করিবার জন্য যাদবেরা শাম্বকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া ও কাপড় দিয়া কৃত্রিম গর্ভ তৈয়ারী করাইয়া দুর্ব্বাসার নিকট গমন করে। কি সন্তান হইবে—এই প্রশ্ন করিয়া তাহারা মুনিবরকে ঠকাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু তিনি যোগবলে সব জানিতে পারিয়া অভিশাপ দেন যে, গর্ভ হইতে বংশধ্বংসকারী মুষলের উদ্ভব হইবে। মহর্ষির অভিশাপ সফল হইল। কালক্রমে শাম্বের গর্ভ হইতে একটি মুষল নির্গত হইল। বংশনাশের ভয়ে যাদবগণ প্রস্তরের ক্ষয় করিবার চেষ্টা করিলে ঘর্ষণের ফেনায় সমুদ্রতীরে এরকা বা নলখাগড়ার সৃষ্টি হয়। যাদবগণ মদ্যপান করিয়া সেই নল লইয়া মারামারি করায় যদুকুল ধ্বংস হয়]।

এরঙ্গ(ৎগ), এলঙ্গ(ৎগ)—মৎস্যবিশেষ, রঙ্গা বা রাঙ্গা মাছ, রায়খাঁড়া মাছ। বি; পুং।

এরণ্ড, এরণ্ডক—ভেরেণ্ডা গাছ। আ-ঈর্ (প্রেরণ করা)+অণ্ডচ্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (বিকল্পে স্বার্থে কন্)। বি; পুং।

এরণ্ডতৈল—এরণ্ডফল হইতে উৎপন্ন তৈল, রেড়ির তেল। এরণ্ডজাত তৈল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

এরণ্ডপত্রিকা—দন্তী বৃক্ষ। এরণ্ডের পত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহুব্রী+কন্ সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

এরণ্ডফলা—দন্তী বৃক্ষ। এরণ্ডের ফলের ন্যায় ফল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

এরণ্ডা—পিপ্পলী। এরণ্ড+আপ্। বি; স্ত্রী।

এরারুট, এরোরুট—রোগীর পথ্য একপ্রকার পালো। ইং arrowroot. বি।

এরূপ—এপ্রকার, এরকম। এ (এই) রূপ যাহার, বহুব্রী। বাং। বিণ।

এরোপ্লেন—ব্যোমযান, আকাশযান, আকাশে উড্ডীয়মান যান, উড়োজাহাজ। ইং aeroplane. বি।

এল—১। আসিল, উপস্থিত হইল। প্রাদে। ক্রি। ২। এলো, উন্মুক্ত, খোলা ('—চুল')। 'আলুলায়িত'-শব্দজ। বিণ।

এল-এ—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিশেষ, এণ্ট্রান্স ও বি-এ'র মধ্যবর্ত্তী পরীক্ষা (L. A.—Licentiate of Arts). [বর্ত্তমানে ইহাকে 'আই-এ' বা 'আই-এস্-সি' পরীক্ষা বলা হয়]।

এল-এম-এস—চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিশেষ (L. M. S.—Licentiate in Medicine and Surgery).

এলক—মেষ। ইল্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

এলঙ্কা(ৎকা)—এরকা (তাহা দ্রঃ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

এলঙ্গ(ৎগ)—'এরঙ্গ' দ্রঃ।

এলতলা—ছাঁচতলা। বাং। বি। **এলতলা-বেলতলা**—এখানে সেখানে, নানা জায়গায়।

এলবালু, -বালুক—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালুকা। ('এলাবালুক' দ্রঃ)। বি; ক্লীব।

এলবাস, এলাবাস—বস্ত্র, পোষাক, কাপড়। আর্বী 'ইল্‌বাস'-শব্দজ। বি।

এলা—১। এলাইচ লতা ও ফল। ইল্ (ক্ষেপণ করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পঞ্চদশাক্ষরযুক্ত 'অতিশকরী' নামক ছন্দোজাতির মধ্যে একবিধ [ইহার তৃতীয়, পঞ্চম, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বর্ণ গুরু; যথা—"বল না সখে র'ব করি' কত তব আশা"]। বি; স্ত্রী। ৩। শিথিল; অলস; অকেজো। 'আকুল'-শব্দজ। বিণ। ৪। ত্যাগ করা; ফেলা; সেঁকিয়া দেওয়া; মেলাইয়া দেওয়া। বাং ক্রি।

এলাকা—দখল; অধিকার; সংস্রব, সম্পর্ক। আর্বী 'ইলাকা'-শব্দজ। বি।

এলাচ, এলাচী—এলালতার ফল, বড়-এলাচ বা ছোট এলাচ। 'এলা'-শব্দজ। বি।

এলাচদানা—এলাচফলের বীজ; এলাচ-বীজসংযুক্ত একপ্রকার মিষ্টান্ন। এলাচের দানা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

এলান—১। উন্মুক্ত, খোলা, অবদ্ধ, আবাঁধা ('—কেশ')। এলা+আন কর্ম্মবা। বিণ। ২। পচিয়া থস্‌থসে হওয়া; খুলিয়া দেওয়া, খুলিয়া ফেলা; শিথিল করা বা হওয়া; অবসন্ন হওয়া। বাং ক্রি।

এলাপত্র—১। এলার পাতা। এলার পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। প্রধানসর্পবিশেষ (ইনি কদ্রুগর্ভসম্ভূত কশ্যপনন্দন)। এলাপত্র+অচ্ 'আছে' অর্থে। বি; পুং।

এলাপর্ণী—কাঁটা আমরুল। এলার পর্ণের (পাতার) ন্যায় পর্ণ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

এলাবালুক—একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। এলা—বল্+উণ্ কর্ত্তৃবা+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

এলাম—আসিলাম। প্রাদে। ক্রি।

এলালতা—এলাচীর গাছ। এলাই লতা, কর্ম্মধা; অথবা, এলার লতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

এলাহি—ইলাহি, রাজোচিত সম্রাটের উপযুক্ত; রাজকীয়; সবিশেষ; খুব বড়-রকমের। আর্বী 'ইলাহী'-শব্দজ। বিণ।

এলি—উপস্থিত হইলি, আসিলি। প্রাদে। ক্রি।

এলে—১। আগমন করিলে। বাং ক্রি, মধ্যমপুরুষ। ২। আসিলে পরে; ত্যাগ করিয়া; আলুগা দিয়া। প্রাদে। অস-ক্রি।

এলে দেওয়া—শিথিল করিয়া দেওয়া; ত্যাগ করা; আশা-ভরসা ছাড়িয়া দেওয়া; ধান সেঁকে দেওয়া। [বি; ক্লীব।

এলুক—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 'এলাবালুক'-শব্দজ।

এলুমিনিয়ম—শ্বেতবর্ণ হাল্কা ধাতুবিশেষ। ইং aluminium. বি। [বি।

এলেকা, এলেক্কা—এলাকা (তাহা দ্রঃ)।

এলেম—১। গুণবত্তা; বোধশক্তি; স্মরণশক্তি; চতুরতা। আর্বী 'ইল্‌ম্'-শব্দজ। বি। ২। আসিলাম। প্রাদে। ক্রি।

এলেমবাজ—বুদ্ধিমান্, সুচতুর; কার্য্যদক্ষ; নিপুণ। আর্বী ইল্‌ম্+ফার্সী বাজ। বিণ।

এলেমভরা—বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবাগীশ। এলেমদ্বারা ভরা ওয়াতৎ। কবিপ্র। বিণ।

এলো—১। উন্মুক্ত, আবাঁধা; খোলা ('—কেশ')। 'আলুলায়িত'-শব্দজ। ২। গোলমেলে; অসতর্ক। বিণ। ৩। আসিল। বাং ক্রি।

এলোকেশ—১। উন্মুক্ত কেশ, অবদ্ধ বা অসংযত কেশ; খোলা চুল। কর্ম্মধা। বি। ২। যাহার কেশ অসংযত বা খোলা। বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —কেশী।

এলোকেশী—১। উন্মুক্তকেশা দেবী শ্যামা। বি; স্ত্রী। ২। উন্মুক্তকেশা, অসংযতকেশা; যাহার চুল বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে এরূপ ('—রমণী')। এলোকেশ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

এলোচুলী—উন্মুক্তকেশা, আলুলায়িত-কুন্তলা। এলো চুল যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

এলোথেলো—আলুথালু, অসংযত, অবিন্যস্ত, বিশৃঙ্খল। বাং। বিণ।

এলোধাবাড়ি, -ড়ে—যে কোন প্রকারে, কোন কিছু নির্দ্দেশ বা স্থির না করিয়া, যেমন-তেমন করিয়া। বাং। ক্রি বিণ।

এলোপাতাড়ি, -পাতালি—এলোধাবাড়ি, কোন কিছু স্থির না করিয়া, যেমন-তেমন করিয়া। বাং। ক্রি-বিণ।

এলোপ্যাথি—বিষমগুণ ঔষধ দ্বারা রোগের চিকিৎসা, ডাক্তারী চিকিৎসা [সমগুণ ঔষধ দ্বারা রোগদূরীকরণের নাম 'হোমিওপ্যাথি' এবং বিষমগুণ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার নাম 'এলোপ্যাথি']। ইং allopathy. বি।

এলোমেলো—বিশৃঙ্খল, বিপর্য্যস্ত; নানাদিক্ হইতে প্রবাহিত ('—বায়ু'); অসংলগ্ন,

অসংবদ্ধ (('—কথা বা প্রলাপ') ; অংসযত। বাং। বিণ।
এষণ—১। গমন; চেষ্টা। এষ্ + অনট্ ভাববা। ২। ইচ্ছা, বাসনা; অন্বেষণ। ইষ্ + অনট্ ভাববা। ৩। স্বর্ণকারাদির পরিমাণসাধক দ্রব্য, নিক্তি। এষ্ + অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ৪। লৌহময় বাণ। এষ্ + অন কর্তৃবা। বি; পুং।
এষণা—ইচ্ছা; প্রবৃত্তি; অনুসন্ধান। ইষ্ + অন ভাববা + আপ্। বি; স্ত্রী।
এষা—১। অন্বেষণ; ইচ্ছা। এষ্ + অ ভাববা + আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বাঞ্ছিতা। বাং প্র। বিণ।
এষিতা (এষিতৃ), **এষ্টা** (এষ্টৃ)—অভিলাষী। ইষ্ + তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ত্রী, এষ্ট্রী।
এস—আগমন কর। বাং ক্রি।
এসরাজ—এস্রাজ (তাহা দ্রঃ)।
এসা—মুসলমানদের অপরাহ্নকৃত্য নামাজ। আর্বী। বি।
এসিটিলিন, অ্যাসিটিলিন—একপ্রকার গ্যাস (হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন্ যোগে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহা জ্বালাইলে উজ্জ্বল আলোক উৎপন্ন হয়)। ইং acetylene. বি।
এসিড্—রাসায়নিক অম্লদ্রব্য, দ্রাবক। ইং acid. বি।
এসেন্স—পুষ্পাদির সুগন্ধ নির্য্যাস। ইং essence. বি।
এসেসার—যিনি দায়রার মোকদ্দমায় জজকে বিচারে সাহায্য করেন; যিনি কর নির্দ্ধারণ করেন। ইং Assessor. বি।
এস্‌কে-ইলাহী—ঈশ্বরপ্রেম; আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি। আর্বী। বি।
এস্তমাল, এস্তেমাল—অভ্যাস; বার বার প্রয়োগ, ব্যবহার। আর্বী 'ইস্‌ত্‌আমাল'-শব্দজ। বি।
এস্তাহার—ইস্তাহার, বিজ্ঞাপন, প্রকাশ্য ঘোষণা। আর্বী 'ইশ্‌তিহার'-শব্দজ। বি।
এস্তেমাল—'এস্তমাল' দ্রঃ।
এস্তেমুরারী—চিরস্থায়ী। আর্বী। বিণ।
এস্পার—এই দিক্; এই পার। হিন্দী-মূলক। বি।
এস্পার-ওস্পার—শুভাশুভ, ভাল মন্দ; জীবন অথবা মৃত্যু; লাভ অথবা ক্ষতি; চূড়ান্ত; শেষ মীমাংসা। হিন্দীমূলক। বি।
এস্রাজ, এস্রার—আধুনিক বাদ্যযন্ত্রবিশেষ (ইহা সেতার ও সারেঙ্গীর মিশ্রণে প্রস্তুত)। বৈদে। বি।
এহ—১। সম্যক্ চেষ্টাবান্, চেষ্টাযুক্ত, উদ্যোগী। আ—ঈহ্ + অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ২। ক্রোধ। আ—ঈহ্ + ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং। ৩। এই, এই ব্যক্তি বা এই বিষয়। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
এহনি—এমন, এরকম। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
এহার—ইহার, এর। কবিপ্র। সর্ব্ব।
এহি—এই, ইহা। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
এহিনে—ইহাই। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
এহেন—এতাদৃশ, এমন, এরূপ। কবিপ্র। বিণ।
এহো—ইহাও, এও। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

[ঐ]

ঐ—১। একাদশ স্বরবর্ণ; ইহা একটি যুগ্মস্বর (অ + ই) [ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু। ইহার দীর্ঘ ও প্লুত উচ্চারণ আছে; কিন্তু হ্রস্ব উচ্চারণ নাই। বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ 'অই' ও 'ওই']। ২। আহ্বান আমন্ত্রণ স্মরণ সম্বোধন প্রভৃতিসূচক শব্দ। অব্য। ৩। কিঞ্চিৎ দূরস্থ দৃশ্য পদার্থ। সর্ব্ব। ৪। পূর্ব্বোল্লিখিত; অদূরস্থ; এই। 'ইদম্' বা 'অদস্'-শব্দজ। বিণ।
ঐক—একার্থবোধক; একসম্বন্ধীয়। এক + অণ্ স্বার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—ঐকী।
ঐকতান—ভিন্নজাতীয় অনেকগুলি যন্ত্রের এক সুরে এবং লয়ে মিলন (concert). একতান + অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ,—তানিক।
ঐকতানবাদন—ভিন্নজাতীয় কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র একসুরে বাঁধিয়া বাজান। ঐকতান-যুক্ত বাদন, মধ্যপ-কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
ঐকপত্য—একাধিপত্য; সার্ব্বভৌমত্ব; অবাধ শক্তি, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। একপতি + যক্ ভাবে। বি; ক্লীব।
ঐকপদিক—একবিভক্ত্যন্ত-পদজাত। এক-পদ + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —পদিকী।
ঐকপদ্য—অনেক পদের একার্থবোধকত্ব সম্পাদন। একপদ + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
ঐকবাক্য—একবাক্যতা, একমত অব-লম্বন, অভিন্নমত। একবাক্য + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
ঐকমত্য—মতৈক্য, একবিধ অভিপ্রায়; মতের মিল; অবিরুদ্ধ মত। একমত + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
ঐকরাজ্য—সার্ব্বভৌমত্ব, একাধিপত্য। একরাজ + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
ঐকশতিক—শতী, একশত দ্রব্যের অধিকারী। একশত + ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।
ঐকাগারিক—একাগারবাসী; একাগার-সম্বন্ধীয়। একাগার + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।
ঐকাগ্র—একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট, একই বিষয়ে আসক্ত। একাগ্র + অণ্ স্বার্থে। বিণ। বি, —গ্র্য।
ঐকাগ্র্য—একাগ্রতা, একই বিষয়ে আসক্তি। একাগ্র, ঐকাগ্র + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
ঐকাত্ম্য—ঐক্য; অভিন্নতা, অভেদ; তাদাত্ম্য (identity); আত্মার একতা, একপ্রাণতা। একাত্মন্ + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—একাত্মা।
ঐকান্তিক—অবশ্য, নিশ্চিত; প্রগাঢ়; দৃঢ়; আত্যন্তিক; একনিষ্ঠ। একান্ত + ইক ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। বি, —কতা।
ঐকার—'ঐ' এই বর্ণ। ঐ + কার স্বার্থে। বি; পুং।
ঐকারান্ত—যাহার শেষে ঐকার আছে এমন ('—শব্দ')। ঐকার অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।
ঐকার্থ্য—বিশিষ্ট একার্থের উপস্থাপন; একার্থীভাব; এক প্রয়োজন; কার্য্যবিশেষে পণবন্ধনার্থ সন্ধি। একার্থ + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
ঐকাহিক—যাহা এক দিন অন্তর হয় এরূপ; একদিন-সম্বন্ধীয়; একদিনে নিষ্পাদ্য; একদিনব্যাপক; যাহা একদিন ব্যাপিয়া থাকে এরূপ ('—জ্বর')। একাহ + ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।
ঐক্য—একতা, মিল; একীভাব, একরূপতা। এক + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—এক।
ঐক্যতান—ঐকতান (তাহা দ্রঃ)। ঐক্যযুক্ত তান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঐক্ষব—১। ইক্ষুসম্বন্ধীয়; ইক্ষুজাত। ইক্ষু + অণ্ সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী। ২। ইক্ষুজাত গুড়। ইক্ষু + অণ্ বিকারার্থে। বি; ক্লীব।

ঐক্ষ্বাক—১। ইক্ষ্বাকুবংশজাত; ইক্ষ্বাকুর অধিকৃত। ইক্ষ্বাকু + অণ্ সম্বন্ধাদি অর্থে (নিপাতনে)। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। ইক্ষ্বাকু + অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঐচ্ছিক—ইচ্ছাধীন, যাহা ইচ্ছা করিলেই করা যায় এরূপ (voluntary, optional); ইচ্ছানুযায়ী। ইচ্ছা + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। **ঐচ্ছিক পেশী**—দেহের যে-সকল মাংসপেশী মস্তিষ্কের ইচ্ছানুসারে চালিত হয় তাহা (voluntary muscle).

ঐছন—ঐপ্রকার, ঐরূপে। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [ক্রি-বিণ।

ঐছনে—ঐপ্রকারে, ঐরূপে। প্রাঃ কবিপ্র।

ঐছে—ঐপ্রকারে, ঐরূপে; ঐকারণে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

ঐণ—কৃষ্ণমৃগসম্বন্ধীয় (চর্ম্মাদি)। এণ (হরিণ) + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—ঐণী।

ঐণিক—মৃগহন্তা, মৃগাবিৎ, ব্যাধ। এণকে বধ করে এই অর্থে—এণ (মৃগ) + ইক। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঐণেয়—কৃষ্ণমৃগসম্বন্ধীয়; কৃষ্ণসারজাত (চর্ম্মাদি)। এন + এয়। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

ঐত—১। সেইজন্য, সেই কারণে; একমাত্র উহাই; নির্দ্দেশ। অব্য। ২। ঐ ব্যক্তি, সেই। বাং প্র। সর্ব্ব।

ঐতরেয়—উপনিষদ্‌বিশেষ, ব্রাহ্মণগ্রন্থবিশেষ। ইতর (মুনিবিশেষ) + এয় প্রণীতার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

ঐতিহাসিক—ইতিহাসসংক্রান্ত; ইতিহাসবেত্তা; ইতিহাস-লেখক। ইতিহাস + ইক সম্বন্ধার্থে, জ্ঞাতার্থে। বিণ।

ঐতিহাসী—ইতিহাস-সম্বন্ধীয়া। ইতিহাস + অণ্ সম্বন্ধার্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঐতিহ্য—পরম্পরাগত উপদেশবাক্য, যাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে এরূপ কাহিনী (tradition); প্রমাণবিশেষ। ইতিহ + ষ্ণ্য স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ঐন্দব—১। চন্দ্রসম্বন্ধীয়, চান্দ্র। বিণ। স্ত্রী,—বী। ২। চান্দ্রায়ণ ব্রতবিশেষ। ইন্দু + অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। ৩। মৃগশিরোনক্ষত্র। ইন্দু + অণ্ দেবতার্থে। বি; ক্লীব।

ঐন্দ্র—১। ইন্দ্রের পুত্র; বানররাজ বালী; জয়ন্ত; সুগ্রীব; অর্জ্জুন। ইন্দ্র + অণ্ অপত্যার্থে। ২। পূর্ব্বদেশীয় জাতিবিশেষ। বি; পুং। ৩। ব্যাকরণবিশেষ (পাণিনির পূর্ব্বে এই নামে একখানি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ ছিল)। বি; ক্লীব। ৪। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—ঐন্দ্রী। ৫। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র; মূলবিশেষ, বন-আদা। ইন্দ্র + অণ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বি; ক্লীব।

ঐন্দ্রজালিক—১। কুহকী, যাদুকর, বাজীকর। ইন্দ্রজাল + ইক ব্যবহার করে এই অর্থে। বি; পুং। ২। ইন্দ্রজালসংক্রান্ত। ইন্দ্রজাল + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঐন্দ্রলুপ্তিক—টাকযুক্ত, টেকো। ইন্দ্রলুপ্ত + ইক আক্রান্ত অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঐন্দ্রবায়ব—১। ইন্দ্র ও বায়ু সম্বন্ধীয়; ইন্দ্র ও বায়ুকে উদ্দিষ্ট। বিণ। ২। ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্যাদি। ইন্দ্র ও বায়ু, দ্বন্দ্ব + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

ঐন্দ্রি—ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত; বালী; অর্জ্জুন; সুগ্রীব। ইন্দ্র + ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঐন্দ্রিয়ক—১। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয়, প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান। ইন্দ্রিয় + অক (বুঞ্) সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বি; ক্লীব।

ঐন্দ্রিলা—বৃত্রাসুরপত্নী। বি; স্ত্রী।

ঐন্দ্রী—১। ইন্দ্রাণী; পূর্ব্বদিক্; শক্তিবিশেষ, দুর্গা; অলক্ষ্মী; ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা; এলা, এলাচি। ইন্দ্র + অণ্ সম্বন্ধার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়া। ইন্দ্র + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঐভী—হস্তিঘোষা লতা। ইভ + অণ্ + ঈপ্। বি; স্ত্রী। [ক্রি-বিণ।

ঐমনি—ঐপ্রকার, ঐরূপ। প্রাঃ কবিপ্র।

ঐরাবণ—ঐরাবত হস্তী, ইন্দ্রহস্তী, পূর্ব্বদিকের হাতী। ইরা (সুরা) ও বন (জল), দ্বন্দ্ব ইরাবন + অণ্ ভবার্থে (ণ ত্ব)। বি; পুং।

ঐরাবত—১। ইন্দ্রহস্তী, পূর্ব্বদিকের হস্তী [সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত বলিয়া এই নাম হইয়াছিল; ইহার বর্ণ শ্বেত]; রাগবিশেষ [ইহা দ্বিতীয়-প্রহর বেলার পর গেয়]; কশ্যপের পুত্র, নাগবিশেষ [ইনি কদ্রুগর্ভসম্ভূত]। ইরাবৎ (সমুদ্র-মেঘ) + অণ্ উৎপন্নার্থে। বি; পুং। ২। নারাঙ্গা নেবু; সরল দীর্ঘ ইন্দ্রধনুঃ। ঐরাবতী (বিদ্যুৎ) + অণ্ সদৃশার্থে। বি; ক্লীব।

ঐরাবতী—১। বিদ্যুৎ; ঐরাবতের স্ত্রী; সূর্য্যের অবস্থানবিশেষ; ঐরাবত-অবস্থানভূত বীথিবিশেষ; পঞ্চনদ-প্রদেশস্থ ইরাবতী নদী [বর্তমানে ইহার অন্য নাম রাবী]; বটপত্রী বৃক্ষ। ঐরাবত + ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। সমুদ্রসম্বন্ধিনী। ইরাবৎ + অণ্ সম্বন্ধার্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [বি।

ঐরি—বৈরী, শত্রু। 'অরি'-শব্দজ। কবিপ্র।

ঐরিণ—পাংশুলবণ, পাঙ্গাশলবণ। এইরিণ (উষরভূমি) + অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব।

ঐরূপ—ঐরকম, তদ্রূপ। বহুব্রী। বিণ।

ঐরেয়—অন্নভব মদ্য, ধেনো মদ। ইরা (অন্ন) + এয় ভবার্থে। বি; ক্লীব।

ঐল—চন্দ্রবংশীয় পুরূরবাঃ রাজা (ইনি এলের পুত্র); ইলাপুত্র। ইলা (বুধের স্ত্রী) বা এল (রাজবিশেষ) + অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঐলবিল—ইলবিলার বংশজ; কুবের। ইলবিলা + অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঐলাবৃতবর্ষ—জম্বুদ্বীপের ৯ বর্ষ বা অংশের এক অংশ; ইলাবৃত দেশ, কৈলাসপর্ব্বতের নিকটস্থ দেশ (এখানে অভিশপ্ত ইল ইলা নাম গ্রহণ করিয়া বুধের সঙ্গে বাস করিতেন)। ঐলাবৃত (ইলাবৃতের অধিকৃত বা ইলা দ্বারা আবৃত) যে বর্ষ (দেশ), কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঐলিহ—আনিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঐলো—স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধনের ভাষা; অদূরবর্ত্তী কোন বস্তু কোন স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ; ভীতিসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

ঐশ, ঐশিক—ঐশ্বরিক। ঈশ + অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—ঐশী, ঐশিকী।

ঐশশক্তি—জগদীশ্বরের ক্ষমতা। ঐশী শক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ঐশানী—১। ঈশান-কোণ; শক্তিবিশেষ। ঈশান + অণ্ অধিপতি অর্থে, সম্বন্ধার্থে + ঈপ্। ২। ঈশানপত্নী, পার্ব্বতী। বি; স্ত্রী। ৩। ঈশানসম্বন্ধীয়া, শিবসংক্রান্তা। ঈশান + অণ্ সম্বন্ধার্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঐশিক—'ঐশ' দ্রঃ।

ঐশী—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী, ভাগবতী। ঈশ + অণ্ সম্বন্ধার্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঐশ্বর, ঐশ্বরিক—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়, ভাগবত, ভগবানের। ঈশ্বর + অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী, —রিকী।

ঐশ্বর্য্য(র্য)—প্রভুত্ব, সম্পত্তি; ঈশ্বরধর্ম্ম, বিভূতি [ইহা শাস্ত্রমতে অষ্টপ্রকার; যথা—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা]। ঈশ্বর (ভগবান্, ধনী) + ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ,—বান্।

ঐশ্বর্য্য(র্য)গর্ব্ব(র্ব)—সম্পদ্ অথবা প্রভুত্ব-জন্য অহঙ্কার। ঐশ্বর্য্যজনিত গর্ব্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঐশ্বর্য্য(র্য)গর্ব্বি(র্বি)ত—ঐশ্বর্য্য হেতু অহঙ্কৃত, প্রভুত্ব অথবা সম্পদের জন্য দর্পিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

ঐশ্বর্য্য(র্য)বান্ (-বৎ)—সম্পন্ন, ঋদ্ধিযুক্ত, ধনবান্; প্রভুত্বসম্পন্ন। ঐশ্বর্য্য + মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

ঐশ্বর্য্য(র্য)মত্ত—অত্যধিক ঐশ্বর্য্য হেতু মোহপ্রাপ্ত, ঐশ্বর্য্যে জ্ঞানশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

ঐশ্বর্য্য(র্য)শালী (-শালিন্)—বিভবশালী, ধনশালী। উপতৎ; ঐশ্বর্য্য—শাল্ (শোভা পাওয়া) + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী।

ঐষীক—১। ইষীকাসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, –কী। ২। মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্ব-বিশেষ। ইষীকা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।
ঐষ্টিক—যজ্ঞসম্বন্ধীয়, যজ্ঞসংক্রান্ত, যজ্ঞীয়। ইষ্ট বা ইষ্টি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, –কী।
ঐসে—ঐভাবে, ঐপ্রকারে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।
ঐহলৌকিক—ইহলোকসম্বন্ধীয়, এই ভুবনের, পার্থিব; এ জগতে জাত। ইহলোক+ইক সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, –কী।
ঐহিক—এই কালের; এই জন্ম-সম্বন্ধীয়! ইহ+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, –কী। বি, –কতা।
ঐহিকদর্শী (-দর্শিন্)—সাংসারিক-ভোগান্বেষী, সংসারাসক্ত। উপতৎ; ঐহিক—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী। বি, –দর্শিতা, –দর্শিত্ব।

[ও]

ও—১। দ্বাদশ স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ ও কণ্ঠ। ইহা হ্রস্ব হয় না, দীর্ঘ ও প্লুত হয়]। ২। ব্রহ্মা। বি; পুং। ৩। অভিপ্রায়; সম্বোধন, আহ্বান; স্মরণ; দয়া। অব্য। ৪। এবং, আর; মাত্র; সম্ভাবনা; পর্য্যন্ত; নির্দ্দেশ; এমন-কি; মোটেও; অতঃপর; তবুও; তাহা ছাড়া। বাং। অব্য। ৫। পুরোবর্ত্তী; উনি; তাহা; ঐ প্রাণী বিষয় বা বস্তু; উক্ত; বিপরীত, পর, অন্য (ওকূল); নির্দ্দেশ, অবজ্ঞার্থে ব্যক্তিবিশেষকে নির্দ্দেশকারী শব্দ (ও ভালো ছেলে নয়); গতপূর্ব্ব (ও রবিবার); পাশের (ও পাড়া)। 'অদস্'-শব্দজ। সর্ব্ব। ৬। বাঙ্গালা 'উয়া'-প্রত্যয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ (ব্যবসায় অর্থে—মেছো; আছে অর্থে—টেকো; সম্বন্ধার্থে—কেজো; যুক্ত অর্থে—জ'লো; অবজ্ঞার্থে—ভুলো; বসবাস অর্থে—বুনো; তন্নির্ম্মিত অর্থে—ঘেসো)। ৭। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'য়'-স্থানে 'ও' (যাও=যায়)।
ওআড়—ওয়াড় (তাহা দ্রঃ)।
ওই—পুরোদৃশ্যমান, সম্মুখবর্ত্তী, ঐ, অভিন্ন, পূর্ব্বোক্ত। 'অদস্'-শব্দজ। বিণ।
ওও—উহাও, সেও, তাহাও; উভয়, দুইজনেই। বাং। সর্ব্ব।
ওঃ—দুঃখ-বিস্ময়াদিসূচক শব্দ। বাং অব্য।
ওঁ—১। 'উনি' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ('ওঁকে বল', 'ওঁর কাছে যাও' ইত্যাদি। 'উনি'-শব্দজ। সর্ব্ব। ২। প্রণব, ওঙ্কার, আদ্যবীজ ('ওম্' দ্রঃ)। অব্য।
ওঁকান—চুল্লিতে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক ফুৎকার দেওয়া। বাং। বি। [বি; পুং।
ওঁকার—ওঁ এই শব্দ। ওঁ+কার স্বার্থে।
ওঁচলা—জঞ্জাল। 'উঞ্ছন'-শব্দজ। বি।
ওঁচা, ওঁছা—উচ্ছিষ্ট; উপেক্ষিত; ত্যক্ত; জঘন্য, হেয়। 'উঞ্ছ'-শব্দজ। বিণ।
ওঁচান—উচ্চ হইয়া উঠা; অন্যকে অতিক্রম করা; (অস্ত্রাদি) তুলিয়া ধরা, উদ্যত করা। 'উঁচু'-শব্দজাত-নামধাতুজ। ক্রি।
ওঁৎ, ওঁত—ওৎ (তাহা দ্রঃ)।
ওক—১। গৃহ; আশ্রয়; স্থান। উচ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং। ২। উদ্‌গার, হিক্কা; বমনোদ্বেগ। বাং প্র। বি। ৩। ঢেকুর তুলিবার শব্দ। বাং অনুকার অব্যয়।
ওকঃ (ওকস্), **ওক**—গৃহ; আশ্রয়, স্থান। উচ্+অসুন্ অধিবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব। [আর্বী। বি।
ওকক—ধর্ম্মার্থে বা পরহিতের জন্য দান।
ওকড়া—পাচনবিশেষ; মুড়কি; ক্ষুদ্রজাতীয় বৃক্ষবিশেষ (ইহার ফলের গায়ে কাঁটা থাকে)। বাং। বি। [আর্বীমূলক। বি।
ওকৎ, ওকত—কাল, সময়, বেলা।
ওকার—'ও' এই বর্ণ, 'ো' এই চিহ্নদ্বয়। ও+কার স্বার্থে। বি; পুং।
ওকালৎ, -লতী—উকীলের ব্যবসায় বা কর্ম্ম, ব্যবহারজীবীর কার্য্য, আইনব্যবসায়। আর্বী 'বকালৎ'-শব্দজ। বি।
ওকালৎনামা—উকীলকে ক্ষমতাপ্রদানের পত্র। আর্বী বকালৎ+ফার্সী নামা। বি।
ওকি—বিস্ময় বা প্রশ্নসূচক কথা। ও (উহা) +কি। অব্য।
ওকু—ঘটনা। আর্বী 'বকু'-শব্দজ। বি।
ওক্ত—সময়, বেলা; সুযোগ। আর্বী 'বখৎ'-শব্দজ। বি।
ওখদ—ভেষজ, ঔষধ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ওখান—ঐ স্থান, ঐ জায়গা। ও+থান (<স্থান)। বি।
ওখানকার—ঐ স্থানের। ওখান (ঐ স্থান) +কার সম্বন্ধার্থে। বিণ।
ওগরা—খাদ্যবিশেষ, ঘৃতবর্জ্জিত খেচরান্ন, চাউল এবং ডাল একত্র সিদ্ধ করা। হিন্দী-মূলক। বি। ['উদ্গিরণ'-শব্দজ। বাং ক্রি।
ওগরান—উদ্গিরণ করা, উগরান।
ওগো—সম্বোধনার্থক শব্দ। ও+গো। বাং অব্যয়-শব্দদ্বয়।
ওঘ—১। সমূহ; স্রোত; তরঙ্গ; পরম্পরা। উচ্ (একত্র করা)+ঘঞ্ কর্ম্মবা (চ-স্থানে ঘ। ২। দ্রুতনৃত্য, নৃত্যবিষয়ে দ্রুতগমন। উচ্+ঘঞ্ অধিবা। ৩। উপদেশ। উচ্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
ওঙ্কা(ংকা)র—১। প্রণব, ওঁ, আদ্যবীজ। ওম্+কার স্বরূপার্থে। ২। কাশীর শিবলিঙ্গবিশেষ; ওঙ্কারনাথ। বি; পুং।
ওচান—নূতন করিয়া ছাওয়ার জন্য চালের খড় ফেলিয়া দেওয়া। বাং ক্রি।
ওছাওল—বিছানা। প্রাঃ কবিপ্র। হিন্দী 'ওসার'-শব্দজ। বি।
ওছি—অছি (তাহা দ্রঃ)।
ওছিয়তনামা—অছির নিয়োগপত্র; চরমপত্র (will). আর্বী বসীহৎ+ফার্সী নামা। বি।
ওজ—১। ওজঃ (তাহা দ্রঃ)। ওজ্ (বাঁচা) +ক ঘঞর্থে, করণবা। বি; ক্লীব। ২। পদ্ম, কমল। 'অব্জ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ওজঃ (ওজস্), **ওজ**—১। তেজঃ; বল; স্বর্ণ; কাব্যের প্রৌঢ়তাদি গুণ (incitement); সমাসবহুল দীর্ঘপদযুক্ত বাক্য; গৌড়ীরীতি-কাব্যগুণ (ইহাতে বহুসমাসযুক্ত দীর্ঘপদযুক্ত বাক্য থাকে); প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম নবম একাদশ রাশি; রসাদি সপ্তধাতু-সারভাগজ ধাতুবিশেষ, শরীরস্থ ধাতুরস-পোষক বস্তুবিশেষ। ওজ্+অস্ করণবা। ২। দীপ্তি, প্রকাশ; শোভা; অবষ্টম্ভ। ওজ্ +অস্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ওজস্বী।
ওজন—পরিমাণ, তৌল, মাপ; গুরুত্ব; ক্ষমতা; আত্মসম্ভ্রম; তুলনা; পদমর্য্যাদা। আর্বী 'বজন'-শব্দজ। বি।
ওজন-করা—যাহা ওজন করা হইয়াছে এমন; ভাবিয়া চিন্তিয়া বলা ('—কথা')। ওজন—কর্+আ কর্ম্মবা। বিণ।
ওজনদর—তুলাদণ্ডে পরিমাণ হিসাবে মূল্যনির্দ্ধারণ। ওজন-নির্দ্দিষ্ট দর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।
ওজর—হেতু; ছল; আপত্তি। আর্বী 'উজর্'-শব্দজ। বি।

ওজরদার—আপত্তিকারী। ওজর+দার যুক্তার্থে। বি।

ওজস্বল—বীর্য্যবান্; তেজস্বী। ওজস্+বল বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ওজস্বিতা—বলশালিতা; তেজস্বিতা। ওজস্বিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—ওজস্বী (-স্বিন্)।

ওজস্বী (-স্বিন্)—তেজস্বী; বলবান্; দীপ্ত; ওজোগুণ-বিশিষ্ট; ওজোধাতুসম্পন্ন। ওজস্+বিন্। বিণ। স্ত্রী, –স্বিনী। বি, –স্বিতা।

ওজা—ওঝা, রোজা, সর্পবিষ এবং ভূতাবেশের চিকিৎসক; যাদুকর। বাং প্র। বি।

ওজিষ্ঠ—অত্যন্ত তেজীয়ান্, ওজোগুণবিশিষ্ট; বলিষ্ঠ; অতি দীপ্ত। ওজস্বিন্+ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ।

ওজীয়ান্ (-য়স্)—ওজস্বী, তেজীয়ান্; বলশালী। ওজস্বিন্+ঈয়স্ অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, –য়সী।

ওজু—মুসলমানদিগের প্রার্থনার পূর্ব্বে হস্ত-মুখাদি-প্রক্ষালন। আর্বী 'বুজু'-শব্দজ। বি।

ওজুক—ক্ষমতা, শক্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ওজুহাৎ—কারণ, হেতু; ওজর, আপত্তি। আর্বী 'বজুহাৎ'-শব্দজ। বি।

ওজোগুণ—কাব্যগুণবিশেষ ['ওজঃ' (১) দ্রঃ]। ওজঃই গুণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ওজোন—ঘনীভূত অম্লজান বাষ্পবিশেষ। ইং ozone. বি।

ওঝা—১। মন্ত্রাদি দ্বারা বিষচিকিৎসাকারী; বৈদ্যনাথ-মন্দিরের পুরোহিতপ্রধান; কুহকী, মায়াবী; বাজীকর; যাহারা ভূত নামায় এরূপ ব্যক্তি। বাং প্র। ২। ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ (যেমন,—কৃত্তিবাস ওঝা)। 'উপাধ্যায়'-শব্দজ। বি।

ওট—ওষ্ঠ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ওটকান—তুলিয়া খোঁজা, অন্বেষণ করা। 'উদ্‌ঘাটন'-শব্দজ। ক্রি।

ওটকিস্তি, -সাকিস্তি—দাবা খেলায় অপর পক্ষের বল উঠায় যে কিস্তি পড়ে তাহা। বাং প্র। বি।

ওঠ—১। ওষ্ঠ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। উত্থিত হও। বাং ক্রি।

ওঠবন্দী—উঠবন্দী (তাহা দ্রঃ)।

ওঠা, ওঠান—উঠা, উঠান (তাহা দ্রঃ)।

ওড়—ওড্র (তাহা দ্রঃ)।

ওড়-আড়—আঁক-বাঁক, কোনরূপ ত্রুটী; গলি-ঘুঁজি, অন্ধি-সন্ধি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ওড়ন-পাড়ন—পাতিবার ও ঢাকা দিবার বস্ত্র; তোলা ও পাতা; উঠান ও নামান; উপাদান; উপায়। দ্বন্দ্ব। বি।

ওড়ন-ষষ্ঠী—অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী (এই ষষ্ঠী হইতে জগন্নাথদেব শীতের উপযোগী বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন)। বি; স্ত্রী।

ওড়না—স্ত্রীলোকদিগের গাত্রাবরণ। 'অবগুণ্ঠন'-শব্দজ। বি।

ওড়নী—উড়ানী, গাত্রাবরণ, উত্তরীয়, চাদর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ওড়ম্বা—অপব্যয়কারী, উড়নচণ্ডী; লম্পট, দুশ্চরিত্র। প্রাদে। বিণ।

ওড়া—১। ঝুড়ি, ধামা, ঝাঁকা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। উড়া (তাহা দ্রঃ)। বাং ক্রি।

ওড়িয়া—উড়িষ্যার লোক, উড়িয়া; উড়িষ্যার ভাষা। বাং প্র। বি।

ওড্র—১। উৎকলদেশ, উড়িষ্যা; জবাপুষ্পবৃক্ষ। বি; পুং। ২। জবাফুল। আ—উন্দ্+রক্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

ওড্রপুষ্প—১। জবাপুষ্প, জবাফুল। ওড্রই পুষ্প, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। জবাপুষ্পবৃক্ষ, জবাফুলের গাছ। ওড্র (জবা) পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [বি।

ওড়ন—গা ঢাকা, অঙ্গাবৃতকরণ। হিন্দীমূলক।

ওড়না, ওড়নি, ওড়নী—উড়নী, পাতলা চাদর। প্রাঃ কবিপ্র। ('ওড়না' দ্রঃ) বি।

ওৎ—উদ্যোগ; ঘাঁটি; প্রতীক্ষা। 'ওতু' (বিড়াল)-শব্দজ। বি। **ওৎ পাতা**—সুযোগের প্রতীক্ষা করা, আক্রমণ করিবার জন্য অপেক্ষা করা।

ওত—১। অন্তর্ব্যাপ্ত; বোনা, যাহা বয়ন করা হইয়াছে এরূপ। বিণ। বি—ওতি। ২। বস্ত্রের দীর্ঘতন্তু, টানা। আ—বে (বয়ন করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। [অব্য।

ওতএ—উহাতে, ঐখানে। প্রাঃ কবিপ্র।

ওতপ্রোত—সকল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত; পরস্পরমিশ্রিত। ওত অথচ প্রোত, কর্ম্মধা। বিণ।

ওতমা—অন্ধি-সন্ধি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ওতু—বিড়াল, মার্জ্জার। অব্+তুন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ওথা—১। ওখানে, কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী স্থানে; ওদিকে, পক্ষান্তরে। 'ওথায়'-শব্দজ। অব্য। ২। ওখান; ওদিক্। 'অমুত্র'-শব্দজ। সর্ব্ব। ৩। সংগৃহীত, পূর্ব্বসঞ্চিত। প্রাদে। বিণ।

ওদন—১। সিদ্ধতণ্ডুল, অন্ন, ভাত। ("শিশু কাঁদে ওদনের তরে"—চণ্ডীমঙ্গল)। উন্দ্ (আর্দ্র হওয়া)+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। উদয়, সূর্য্যোদয়। প্রাদে। বি।

ওদনপ্রাশন—অন্নপ্রাশন (তাহা দ্রঃ) ("করাইল সবাকার ওদন-প্রাশন"—কৃত্তিবাস)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ওদা, ওদী—সিক্ত, আর্দ্র, ভিজা। হিন্দীমূলক। বিণ।

ওপড়ান—মূলোচ্ছেদ করা; তুলিয়া ফেলা। 'উৎপাটন'-শব্দজ। ক্রি।

ওপার—অন্য পার; অন্য দিক্; দেশান্তর; সমুদ্রের পরবর্ত্তী দেশ। ও (অপর) পার, কর্ম্মধা। বি।

ওম্—প্রণব; স্বীকার; প্রশ্ন; রোষ; অনুমতি; আরম্ভ; অপাকরণ; মঙ্গল; ব্রহ্ম; ব্রহ্মার নামবিশেষ; অ উ ম্ অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিবর্ণাত্মক বীজ [যথা—"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেণ ত্রয়ো মতাঃ॥"]; সামবেদের শব্দ অবয়বের প্রথম অবয়ব; কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। অব্ (রক্ষা করা)+মন্ কর্ত্তৃবা; অথবা, অ (বিষ্ণু)+উ (শিব)+ম্ (ব্রহ্মা)=(সন্ধি দ্বারা) ওম্। অব্য।

ওম—তাপ, উষ্ণতা। 'উষ্মা'-শব্দজ। বি।

ওমরা, ওমরাহ্—উচ্চবংশজাত, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত; রাজসভার সদস্য। আর্বী 'আমির'-শব্দের বহুবচন। বি।

ওমা—ঘৃণা লজ্জা ভয় বিস্ময় ইত্যাদি-সূচক শব্দ। ও+মা। অব্য।

ওয়াক—বমি করার শব্দ। বাং। অব্য।

ওয়াক-থু—ঘৃণাসূচক শব্দ। বাং। অব্য।

ওয়াকফ—ইস্‌লামধর্ম্মমূলক দান, ইস্‌লাম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বৃত্তি। আর্বী। বি।

ওয়াকফনামা—ধর্ম্মার্থে উৎসর্গ করণের দানপত্র। আর্বী ওয়াকফ+ফার্সী নামা। বি।

ওয়াকিফ—অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞানসম্পন্ন; বিদিত, জ্ঞাত। আর্বী 'বাকিফ্'-শব্দজ। বিণ।

ওয়াকিফ(ব)হাল—অবস্থাভিজ্ঞ, অবস্থাসম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন। আর্বী ওয়াকিফ্ (অভিজ্ঞ)+হাল (অবস্থা)। বিণ। [বি।

ওয়াকুফ—বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা। আর্বী।

ওয়াক্ত, ওয়াক্তি—কাল, সময়, বেলা, ওক্ত। আর্বীমূলক। বি। [মূলক। বিণ।

ওয়াজিব—সঙ্গত, যথার্থ, ঠিক। আর্বী-

ওয়াড়—লেপ বালিশ প্রভৃতির আবরণ। 'আবেষ্ট'-শব্দজ। বি।

ওয়াদা—সময়ের সীমা, মিয়াদ; প্রতিশ্রুতি। আর্বী 'বাদাহ্'-শব্দজ। বি।

ওয়ানি, -নী, ওয়ান্কী—একপ্রকার অতিক্ষুদ্র মশক। বাং প্র। বি।

ওয়াপস—ফেরত। ফার্সী 'বাপস্'-শব্দজ। বি। **ওয়াপস করা**—ফেরত দেওয়া।

ওয়ার—নষ্ট, খোয়ান। প্রাদে। বিণ।

ওয়ারিন্—হুকুমনামা; গ্রেপ্তারিপরওয়ানা। ইং 'warrant'-শব্দজ। বি।

ওয়ারিশ—উত্তরাধিকারী, সম্পত্তির পরবর্ত্তী অধিকারী। আর্বী 'বারিস্'-শব্দজ। বি।

ওয়ারিশান—উত্তরাধিকারিসমূহ। আর্বীমূলক। বি।

ওয়ালা—ব্যবসায় স্বামিত্ব নিবাস ইত্যাদি-সূচক বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় (যথা—শাল-ওয়ালা, বাড়ীওয়ালা, দিল্লীওয়ালা ইত্যাদি)। হিন্দী 'বালা'-শব্দজ।

ওয়ালেদ—পিতা। আর্বী। বি; পুং। স্ত্রী,—দা। ['বাসিল্'-শব্দজ। বি।
ওয়াশীল—উশুল, বাকী আদায়। আর্বী
ওয়াশীলাত—প্রাপ্য সম্পত্তি অন্যের অধিকারে থাকার সময়ে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ (mesne profits). আর্বী 'বাসীলাৎ'-শব্দজ। বি।
ওয়াস্তা—কারণ, নিমিত্ত, হেতু; খাতির; অপেক্ষা; নির্ভর। আর্বী 'বাসতাহ্'-শব্দজ। বি। **ওয়াস্তে**—কারণে হেতুতে; খাতিরে।
ওর—১। উহার, ঐ ব্যক্তির। 'উহার'-শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। সর্ব্ব। ২। সীমা; অবধি; পরিমাণ, ইয়ত্তা; কূল, কিনারা। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। বট গাছের ঝুরি। বাং প্র। বি।
ওরফে—অন্য নামে, নামান্তরে। আর্বী 'উর্ফ'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।
ওরম্পা—লম্পট; কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিয়া এখানে সেখানে বিচরণকারী। বাং প্র। বিণ।
ওরসা—আর্দ্র, ভিজা। বাং প্র। বিণ।
ওরে—১। (অবজ্ঞাসূচক) সম্বোধন শব্দ। 'অরে'-শব্দজ। অব্য। ২। উহাকে, ঐ ব্যক্তিকে। 'অদস্'-শব্দজ। সর্ব্ব।
ওল—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ মূল, শূরণ। বি; ক্লীব। ২। আর্দ্র, ভিজা। আ—উন্দ্+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।
ওলট—উলট (তাহা দ্রঃ)।
ওলটকম্বল—উলটকম্বল (তাহা দ্রঃ)।
ওলট-পালট—উলটপালট (তাহা দ্রঃ)।
ওলটান, ওল্টান—উল্টান (তাহা দ্রঃ)।
ওলতলা—ছাঁইচতলা, ছাঁইচের নীচু। বাং প্র। বি।
ওলদে—তনয়, পুত্র। আর্বী। বি।
ওলন—অবরোহণ, নামা; রাজমিস্ত্রীর পরিমাণযন্ত্রবিশেষ, ওলনদড়ি। 'অবলম্ব'-শব্দজ। বি।
ওলনদড়ি—রাজমিস্ত্রীদের ব্যবহার্য্য প্রান্তভাগে ভারযুক্ত দড়ি বা সূতা। কর্ম্মধা। বি।
ওলন্দা—একপ্রকার বড় মটর কলাই। পোর্ত্তুগীজমূলক। বি।
ওলন্দাজ—১। ইউরোপের অন্তর্গত হল্যাণ্ড দেশের অধিবাসী। বি। ২। হল্যাণ্ডদেশজাত; হল্যাণ্ডসম্বন্ধীয় (Dutch). ফরাসী 'Hollandaise'-শব্দজ। বিণ।
ওলা—১। ভেদ, দাস্ত। ২। একপ্রকার চিনির লাড়ু (ইহা তারকেশ্বর বা বর্দ্ধমানে সর্ব্বদা পাওয়া যায়); বিসূচিকারোগের দেবী, ওলাদেবী। বাং প্র। বি। ৩। নামা। প্রাদে। ক্রি।
ওলাই-চণ্ডী—বিসূচিকারোগের দেবী, ওলাউঠার দেবী। বাং প্র। বি।
ওলাউঠা—বিসূচিকারোগ, ভেদ-বমন (cholera). [কেহ কেহ বলেন, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দেই ইহা সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষস্থ নদীয়া প্রভৃতি জেলায় প্রাদুর্ভূত হয়, আবার কাহারও কাহারও মতে ইহাই আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচিকারোগ]। ওলা (নামা=ভেদ)+উঠা (বমন), দ্বন্দ্ব। বি।
ওলান—১। গো-স্তন, পালান। বি। ২। অবতারণ, নামান। বাং ক্রি।
ওলাহন—তিরস্কার, গঞ্জনা; দোষারোপ। 'উপালম্ভন'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ওলো—নারীগণের পরস্পরের প্রণয়সূচক সম্বোধন। সংস্কৃত 'হলা'-শব্দজ, অথবা, ও (আহ্বানসূচক শব্দ)+লো (এইরূপ ও+হে=ওহে; ও+গো=ওগো ইত্যাদি)। অব্য।
ওল্ল—ওল, কন্দ। বি; পুং।
ওশ, ওস—শিশির, হিম। প্রাদে। বি।
ওশোরা, ওসোরা—বারান্দা; রান্নাঘর, রান্নামেলা। 'উপশালা'-শব্দজ। প্রাদে। বি।
ওষ—দাহ, দহন। উষ্ (দাহ করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
ওষণ—১। কটু রস, ঝাল। বি; পুং। ২। দাহক, দাহকারক। উষ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।
ওষধি, -ধী—জ্যোতির্লতা, যে সকল লতা রাত্রিকালে জ্বলে তাহারা; ফলপাকান্ত বৃক্ষাদি, ফল পক্ক হইলে যে সকল তরু লতা তৃণ প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া যায় তাহারা (যেমন—ধান্য, কদলী ইত্যাদি)। ওষ (উষ্ণ)—ধা (ধারণ করা)+কি অধিবা। বি; স্ত্রী।
ওষধিগর্ভ(ভূ´)—চন্দ্র; সূর্য্য। ওষধি গর্ভে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
ওষধি(ধী)নাথ—চন্দ্র, নিশাকর। ওষধির, ওষধীর নাথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ওষধিপতি, ওষধীশ—চন্দ্র, চাঁদ; কর্পূর (চন্দ্রনামহেতু)। ওষধির পতি, ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ওষধিপ্রস্থ—হিমালয়পুর; হিমালয়ের নগরবিশেষ; হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ। ওষধিপ্রধান প্রস্থ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।
ওষুদ, ওষুধ—রোগনাশক দ্রব্য। 'ঔষধ'-শব্দজ। বি।
ওষ্ঠ—উপরের ঠোঁট (কোন কোন সময়ে 'ওষ্ঠ' শব্দ দ্বারা ওষ্ঠ এবং অধর দুই-ই বুঝায়)। উষ্+ঠন্ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।
ওষ্ঠপল্লব—নবপত্রসদৃশ কোমল এবং আরক্ত ওষ্ঠ। ওষ্ঠ পল্লবপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।
ওষ্ঠপুট—পুটাকার ওষ্ঠাধর, ঠোঙার মত ঠোঁট দুইটী। ওষ্ঠের পুট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।
ওষ্ঠপুষ্প—বন্ধুক পুষ্পের বৃক্ষ, বাঁধুলি ফুলের গাছ। ওষ্ঠসদৃশ পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
ওষ্ঠব্রণ—ওষ্ঠের স্ফোটক, ঠোঁটের ফোঁড়া। ওষ্ঠজাত ব্রণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।
ওষ্ঠাকার—ঠোঁটের মত আকৃতিবিশিষ্ট (labiate). ওষ্ঠের ন্যায় আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।
ওষ্ঠাগত—ওষ্ঠ পর্য্যন্ত উপস্থিত; বহির্গমনোন্মুখ। ওষ্ঠকে আগত, ২য়াতৎ; অথবা, ওষ্ঠে আগত, ৭মীতৎ (বাংলা মতে)। বিণ।
ওষ্ঠাগতপ্রাণ—যাহার প্রাণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়াছে এরূপ, যাহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ। ওষ্ঠাগত প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।
ওষ্ঠাগতপ্রায়—প্রায় ওষ্ঠ পর্য্যন্ত উপস্থিত, ওষ্ঠের নিকটবর্ত্তী; বহির্গমনোদ্যত। প্রায় ওষ্ঠাগত, সুপ্‌সুপা। বিণ।
ওষ্ঠাধর—ওষ্ঠ এবং অধর, উপরের এবং নীচের ঠোঁট। ওষ্ঠ এবং অধর, সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব। [বি; পুং বা বিণ।
ওষ্ঠ্য—ওষ্ঠোচ্চার্য্য বর্ণ। ওষ্ঠ+যৎ ভবার্থে।
ওসার—প্রস্থ, চৌড়া, পরিসর। 'প্রসার'-শব্দজ। বি।
ওস্তাগর—সুনিপুণ শিল্পকর; উৎকৃষ্ট দরজী; আচার্য্য, শিক্ষক। ফার্সী 'উস্তাগর'-শব্দজ। বি।
ওস্তাদ—শিক্ষক; নিপুণ ব্যক্তি; সঙ্গীতাদিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি; সঙ্গীতাচার্য্য। আর্বী 'উস্তাদ'-শব্দজ। বি।
ওস্তাদি, -দী—১। নৈপুণ্য, দক্ষতা; শিক্ষকতা; বাহাদুরি। ওস্তাদ+ই, ঈ ভাবে। বি। ২। নিপুণ, প্রকৃত গায়কের যোগ্য উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের সুরতালসমন্বিত। ওস্তাদ+ই, ঈ যোগ্যার্থে। বিণ।
ওহাড়ন—আচ্ছাদন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ওহী—প্রেরণা; বাণী। আর্বী। বি।
ওহে—সম্বোধনসূচক শব্দ। 'অহে'-শব্দজ। অব্য। [অব্য।
ওহো—বিস্ময়াদিসূচক শব্দ। 'অহো'-শব্দজ।

ঔ—১। ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ; ইহা একটি যুগ্মস্বর। [ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ; ইহা দীর্ঘ ও প্লুত হয়, হ্রস্ব হয় না। 'অ' এবং 'ও' যোগে উচ্চারিত হয় বলিয়া অনেকের মতে ইহা স্বতন্ত্র বর্ণ নহে। ইহাকে সেই কারণে সন্ধ্যক্ষর বলে, অ+উ]। ২। পৃথিবী। বি; স্ত্রী। ৩। আহ্বান, সম্বোধন; বিরোধ; নির্ণয়; নিষেধ। অব্য। ৪। অনন্ত শব্দ। বি; পুং। [অব্য।

ঔঁ—শূদ্রের প্রণব, শূদ্রের জপ্য মন্ত্রবিশেষ।

ঔকার—'ঔ' এই বর্ণ; 'ৌ' এই চিহ্ন। ঔ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ঔক্ষ, ঔক্ষক—১। বৃষসমূহ, এঁড়ে গরুর পাল। উক্ষন্ (বৃষ)+অণ্ সমূহার্থে; ঔক্ষ+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। বৃক্ষসম্বন্ধীয়। উক্ষন্+অণ্ সম্বন্ধার্থে+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—ঔক্ষী, ঔক্ষিকা। [কবিপ্র। বি।

ঔখদ—ঔষধ; সান্ত্বনা; প্রতিকার। প্রাঃ

ঔখ্য—স্থালীপক্ব, হাঁড়িতে রাঁধা ('—অন্নাদি')। উখা (কড়া)+ষ্যঞ্ নিষ্পন্নার্থে। বিণ।

ঔঘ—১। জলসংঘাত, জলরাশি। ওঘ+অণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লীব। ২। জলরাশি-সম্বন্ধীয়; নৃত্যে দ্রুতগতি-সম্বন্ধীয়। বিণ।

ঔঘটঘাটে—অঘাটে; আঘাটায়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঔচিত্য—উপযুক্ততা; কর্ত্তব্যতা; ন্যায্যতা। উচিত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

ঔচ্চ, ঔচ্চ্য—উন্নতি, উচ্চতা, উচ্চ্ায়। উচ্চ+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

ঔজসিক—তেজস্বী, শূর, বলশালী। ওজস্+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔজস্য—তেজস্বিতা, প্রখর ভাব, উগ্রতা। ওজস্+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ঔজ্জ্বল্য—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি। উজ্জ্বল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—উজ্জ্বল।

ঔট—'আউট' দ্রঃ।

ঔড়ব—পঞ্চস্বরযুক্ত রাগরাগিণী। ওড়ব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

ঔড়ুপিক—উড়ুপসম্বন্ধীয়; ভেলা দ্বারা পার হইবার যোগ্য (নদী প্রভৃতি)। উড়ুপ (ভেলা)+ইক তরণ যোগ্য অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔড়ুম্বর—১। উড়ুম্বরসম্বন্ধীয়; উড়ুম্বর-কাষ্ঠনির্ম্মিত; তাম্র বা রজত দ্বারা নির্ম্মিত। উড়ুম্বর+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। তাম্র; মহাকুষ্ঠরোগবিশেষ। বি; ক্লীব। ৩। পিতৃপতি, চতুর্দ্দশ-যমান্তর্গত যম; বৃক্ষবিশেষ; কায়স্থের গোত্রকর্তা; তাপসবিশেষ; দেশবিশেষ (কচ্ছদেশের প্রাচীন নাম 'ঔড়ম্বর' ছিল)। উড়ুম্বর+অণ্। বি; পুং।

ঔড্র—১। ওড্রদেশের রাজা। ওড্র+অণ্ অধিপতি অর্থে। ২। জনপদবিশেষ, উড়িষ্যা-দেশ, উৎকল। ওড্র+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ৩। ওড্রসম্বন্ধীয়, উড়িষ্যাদেশীয়। ওড্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—ঔড্রী।

ঔৎকট্য—প্রখরতা, প্রাবল্য, আতিশয্য; কাঠিন্য; দুঃসাধ্যতা। উৎকট+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

ঔৎকর্ষ্য—উন্নতি; বৃদ্ধি; উৎকৃষ্টতা। উৎকর্ষ (উৎকর্ষ+অচ্ = উৎকৃষ্ট)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

ঔৎকোচিক—উৎকোচসম্বন্ধীয়, ঘুষসম্পর্কিত; উৎকোচব্যবহারকারী, ঘুষদাতা; উৎকোচগ্রহীতা, ঘুষখোর। উৎকোচ+ইক ব্যবহার করে অর্থে। বিণ।

ঔত্তমি—১। উত্তমের পুত্র; মনুবিশেষ। উত্তম+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। উত্তমসম্বন্ধীয়। উত্তম+ইঞ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ঔত্তরপথিক—১। উত্তরপথে গমনকারী ব্যক্তি; উপাসকবিশেষ। বি; পুং। ২। উত্তরপথগামী। উত্তরপথ+ইক গতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔত্তরপদিক—উত্তরপদগ্রাহক; উত্তরপদ-সংক্রান্ত। উত্তরপদ+ইক গ্রহণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔত্তরেয়—অভিমন্যু হইতে উত্তরার গর্ভজাত রাজা পরীক্ষিৎ। উত্তরা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঔত্তানপাদি—উত্তানপাদ-পুত্র, উত্তম; ধ্রুব; গ্রহদিগের উপরিস্থ নিশ্চল তারা; স্বায়ম্ভুব-মনুর পৌত্র। উত্তানপাদ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঔৎপাতিক—উৎপাতবিশিষ্ট, উপদ্রবান্বিত; অশুভসূচক। উৎপাত+ইক যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔৎসঙ্গি(ঙ্গি)ক—উৎসঙ্গসম্বন্ধীয়; ক্রোড়স্থ, কোলে অবস্থিত। উৎসঙ্গ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔৎসর্গিক—সামান্য বিধিসম্বন্ধীয়; সামান্য-বিধিযোগ্য। উৎসর্গ (সামান্যবিধি)+ইক সম্বন্ধার্থে, যোগ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔৎসুক্য—উৎসুকতা; উৎকণ্ঠা; ব্যগ্রতা। উৎসুক+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

ঔদক—জলসম্বন্ধীয়, জলীয়; জলময়; জলের গতি বা চাপ দ্বারা চালিত (hydraulic). উদক+অণ্ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔদনিক—সূপকার, পাচক। ওদন+ইক শিল্পার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔদরিক—উদরপরায়ণ, পেটুক। উদর+ইক আসক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔদার্য্য(র্য)—উদারতা, মহানুভবতা; বদান্যতা, দাতৃত্ব। উদার+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—উদার।

ঔদাসীন্য—উদাসীনতা; উপেক্ষা; নিঃসম্পর্কতা; নির্লিপ্ততা; নিরপেক্ষতা। উদাসীন+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—উদাসীন।

ঔদাস্য—উদাসভাব; অনুরাগাদিশূন্যতা; অমনোযোগ; উপেক্ষা। উদাস+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—উদাস।

ঔদুম্বর—উদুম্বরসম্বন্ধীয়। উদুম্বর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী।

ঔদ্দালক—বল্মীককীটজ মধুবিশেষ; তীর্থবিশেষ। উৎ (উচ্চ, বৃহৎ)—দল্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ঔদ্ধত্য—অহঙ্কার; ধৃষ্টতা, প্রগল্‌ভতা; অবিনয়; অশিষ্টতা। উদ্ধত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—উদ্ধত।

ঔদ্ধারিক—উদ্ধারসংক্রান্ত; বিভাগকালে উদ্ধারার্থ দেয় (বস্তু)। উদ্ধার+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔদ্বাহিক—১। বিবাহকালে লব্ধ যৌতুক। বি; ক্লীব। ২। বিবাহবিষয়ক; বিবাহকালে কৃত বা কর্ত্তব্য। উদ্বাহ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔদ্ভিজ্জ—১। উদ্ভিদ্-সংক্রান্ত, বৃক্ষলতাদি-বিষয়ক; উদ্ভিজ্জ-পদার্থ হইতে জাত। উদ্ভিজ্জ+অণ্ সম্বন্ধার্থে, উৎপন্নার্থে। বিণ। ২। পাংশু বা পাংশব লবণ, ভূমি হইতে স্বতঃ উৎপন্ন লবণ; নিম্ন ভূমি ভেদ করিয়া প্রবল ধারায় যে জল উত্থিত হয় তাহা। উদ্ভিজ্জ+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ঔদ্ভিদ—ঔদ্ভিজ্জ (১) (তাহা দ্রঃ)। উদ্ভিদ্+অণ্ সম্বন্ধার্থে, উৎপন্নার্থে। বি; ক্লীব।

ঔধস্য—১। পশুর স্তনদুগ্ধ। বি; ক্লীব। ২। স্তনজাত, স্তন্য। উধস্+যৎ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ঔন্নত্য—উচ্চতা, উন্নতি। উন্নত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—উন্নত।

ঔপকূলিক—উপকূল-সম্বন্ধীয়, উপকূল-সংক্রান্ত; উপকূলজাত। উপকূল+ইক সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔপচারিক—১। উপচার; লক্ষণা; এক-বস্তুর ধর্ম্মাদির অন্যে আরোপ। উপচার+ইক স্বার্থে। বি; পুং। ২। লাক্ষণিক; আরোপ

দ্বারা প্রাপ্ত; আরোপ সম্বন্ধীয়। উপচার+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔপজানুক—আজানুলম্বিত, হাঁটু পর্য্যন্ত ব্যাপক। উপজানু+অক (বুঞ্) সমীপাদ্যর্থে। বিণ।

ঔপদেশিক—উপদেশসংক্রান্ত; উপদেশোপজীবী, উপদেশ দেওয়া যাঁহার কাজ এমন; উপদেশ দ্বারা প্রাপ্ত। উপদেশ+ইক সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔপনায়নিক—উপনয়নপ্রয়োজক; উপনয়ন-সম্বন্ধীয়; উপনয়নস্থানীয়। উপনয়ন+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔপনিধিক—উপনিধি, ভোগার্থ প্রীতিপূর্ব্বক অর্পিতদ্রব্য। উপনিধি+ইক স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ঔপনিবেশিক—উপনিবেশসম্বন্ধীয় (colonial); উপনিবেশের অধিবাসী (colonist). উপনিবেশ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন—ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশসমূহে যেরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহা (Dominion Status).

ঔপনিষদ—উপনিষৎ-সংক্রান্ত; উপনিষৎ-শাস্ত্রনির্ণীত। উপনিষদ্+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দী।

ঔপন্যাসিক—উপন্যাস-সম্বন্ধীয়, উপন্যাস-সংক্রান্ত; উপন্যাসকার, গল্পলেখক (novelist). উপন্যাস+ইক সম্বন্ধার্থে, নিপুণার্থে। বি; পুং বা বিণ।

ঔপপত্তিক—নিয়ম সিদ্ধান্ত বা গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপাদিত, যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত; প্রতিপাদক; ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধীয়। উপপত্তি+ইক প্রতিপাদিতাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔপমিক—তুলনাদ্বারা বর্ণিত, তুলনা-সংক্রান্ত। উপমা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔপম্য—সাদৃশ্য, তুল্যতা। উপমা+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ঔপয়িক—১। ন্যায্য, উপযুক্ত; উপযোগী; উপায়লব্ধ। উপায়+ইক সম্বন্ধার্থে, লব্ধার্থে (নিপাতনে হ্রস্ব)। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। উপায়; যুক্তি। উপায়+ইক স্বার্থে। বি; ক্লীব। [+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔপরোধিক—উপরোধ-সম্বন্ধীয়। উপরোধ

ঔপল—১। উপলময়, পাথরে ভরা; উপলনির্ম্মিত, পাথরে তৈয়ারী; প্রস্তরসম্বন্ধীয়, পাথুরে। বিণ। স্ত্রী,—লী। ২। বিন্ধ্যসন্নিহিত দেশবিশেষ। উপল+অণ্ ব্যাপ্ত্যাদ্যর্থে। বি; পুং।

ঔপসর্গিক—১। সন্নিপাত রোগবিশেষ। উপসর্গ (উপদ্রব)+ইক নিষ্পন্ন অর্থে। বি; পুং। ২। উপসর্গ-সম্বন্ধীয়। উপসর্গ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔপাধিক—উপাধিসম্বন্ধীয়; অপ্রকৃত, অবান্তর; নামতঃ। উপাধি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔপাধ্যায়ক—উপাধ্যায়-সম্বন্ধীয়; উপাধ্যায় হইতে লব্ধ। উপাধ্যায়+অক (বুঞ্) সম্বন্ধার্থে, আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িকা।

ঔরগ—১। উরগসম্বন্ধীয়, সর্পসংক্রান্ত। বিণ। স্ত্রী,—গী। ২। অশ্লেষা নক্ষত্র। উরগ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

ঔরৎ—জেনানা, মহিলা। আর্বী। বি।

ঔরভ্র—১। কম্বল, ছুলিচা, গালিচা, ঊর্ণায়ু, আবিক। বি; ক্লীব। ২। মেষমাংস। বি; পুং। ৩। মেষ সংক্রান্ত; মেষলোমজাত। উরভ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ভ্রী।

ঔরস, ঔরস্য—১। স্বজাত ('—পুত্র'), ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে স্বয়মুৎপাদিত ('—সন্তান')। বিণ। স্ত্রী,—সী। ২। ধর্ম্মপত্নীতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্র; বীর্য্য। উরস্+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং।

ঔরস-জাত—স্বয়ম্-উৎপাদিত, আপনা কর্তৃক জনিত। উরস্+অণ্ স্বার্থে; ঔরস দ্বারা জাত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ঔর্ণ—ঊর্ণানির্ম্মিত, পশমী। ঊর্ণা+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—ঔর্ণী।

ঔর্দ্ধ(র্ধ্ব)দেহিক, ঔর্দ্ধ(র্ধ্ব)দৈহিক—১। মরণদিন হইতে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রেততৃপ্তিহেতুক পিণ্ডাদিদান; অন্ত্যেষ্টি, প্রেতকৃত্য। ঊর্দ্ধদেহ (প্রেতদেহ)+ইক হিতার্থে বা দেয়ার্থে। বি; ক্লীব। ২। প্রেতদেহ-সংক্রান্ত; অন্ত্যেষ্টিসম্বন্ধীয়। ঊর্দ্ধদেহ+ইক সম্বন্ধার্থে (বিকল্পে উভয়পদবৃদ্ধি)। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔর্ব্ব(র্ব)—১। বাড়বানল, সমুদ্রীয় বহ্নি [মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়হস্তে ভৃগুমুনির অপমান-সঙ্ঘটনের পরে ঋষি ঊর্ব্ব যে সময়ে মাতৃগর্ভে ছিলেন, সেই সময়ে ক্ষত্রিয়গণ ঐ গর্ভ বিনাশে সচেষ্ট হইলে তিনি মাতার ঊরু বিদারণপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হন ও ক্রোধে সর্ব্বপ্রাণিক্ষয়কর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার এই ভয়ঙ্কর তপস্যায় সর্ব্বপ্রাণিধ্বংস হইলে, পিতৃগণ আসিয়া তাঁহাকে স্বীয় ক্রোধানল সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দেন। তিনিও তদনুসারে কার্য্য করিলে, তন্নিক্ষিপ্ত সেই বহ্নি অশ্বিনীরূপ ধারণ করতঃ সমুদ্রজল পান করিতে আরম্ভ করে]। ঊর্ব্ব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ২। পঞ্চপ্রবরান্তর্গত মুনিবিশেষ; রাজা সগরের গুরু। ঊর্ব্ব+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ৩। পাংশব বা পাংশু লবণ, পার্থিব লবণ। বি; ক্লীব। ৪। ভূমিজ, পার্থিব। উর্ব্বী+অণ্ জাতার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—ঔর্ব্বী।

ঔর্ব্ব(র্ব)শেয়—উর্ব্বশী-পুত্র; অগস্ত্য। উর্ব্বশী+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঔর্ব্ব্য(র্ব্য)—মুনিবিশেষ। ঊর্ব্ব+ষ্যঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঔলূক—পেচকসমূহ, পেঁচার ঝাঁক। উলূক+অণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লীব।

ঔলূক্য—১। উলূক-প্রণীত বৈশেষিক-দর্শন। বি; ক্লীব। ২। বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতা, কণাদমুনি। উলূক+ষ্যঞ্ সাদৃশ্যার্থে। বি; পুং।

ঔশনস—১। শুক্রাচার্য্যপ্রণীত উপপুরাণ, শুক্রনীতিশাস্ত্র। উশনস্+অণ্ প্রোক্ত-অর্থে। বি; ক্লীব। ২। শুক্রাচার্য্য-সম্বন্ধীয়। উশনস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—সী।

ঔশনসী—১। শুক্রাচার্য্য-সম্বন্ধীয়া, শুক্রাচার্য্যসংক্রান্তা। উশনস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্রাচার্য্য-কন্যা, দেবযানী। উশনস্+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঔশীর, ঔষীর—১। চামরদণ্ড। উশীর, উষীর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং। ২। উশীরময় শয়নাসন; চামর। উশীর, উষীর+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব। ৩। উশীর-সম্বন্ধীয়; উশীরজ। উশীর, উষীর+অণ্ সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী।

ঔষধ—রোগনাশক বস্তু, ভেষজ। ওষধি (ফলপাকান্ত উদ্ভিদ্)+অণ্ উৎপন্নার্থে। বি; ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঔষধসেবন—ভেষজগ্রহণ, ওষুধ খাওয়া।

ঔষধাজীব—ঔষধবিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, ঔষধব্যবসায়ী। ঔষধ আজীব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঔষধালয়—যেখানে ঔষধ থাকে সেই গৃহ, ডাক্তারখানা। ঔষধের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঔষধি—ঔষধ। কবিপ্র। বি।

ঔষর—১। পাংশু লবণ, খারী লবণ; একপ্রকার অয়স্কান্ত-মণি। বি; ক্লীব। ২। উষরভূমিজাত। উষর+অণ্ জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী। [বিণ। স্ত্রী,—সী।

ঔষস—ঊষাসংক্রান্ত। উষস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে।

ঔষীর—'ঔশীর' দ্রঃ।

ঔষ্ট্র—১। উষ্ট্র-সম্বন্ধীয়। উষ্ট্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—ঔষ্ট্রী। ২। উষ্ট্রদুগ্ধ। উষ্ট্র+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব।

ঔষ্ঠ্য—১। ওষ্ঠোচ্চার্য্য বর্ণ, উ ঊ এবং পবর্গ। বি; পুং। ২। ওষ্ঠদ্বারা উচ্চার্য্য। ওষ্ঠ+ষ্যঞ্ উৎপন্নার্থে। বিণ।

ঔষ্ণ, ঔষ্ণ্য—উষ্ণতা, উত্তাপ। উষ্ণ+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

ঔষ্ণীষক—উষ্ণীষধারী, যাহার মাথায় পাগড়ী থাকে এমন। উষ্ণীষ+অক (বুঞ্) শোভার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ঔষ্ম, ঔষ্ম্য—উষ্মা, উষ্ণতা। উষ্মন্+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

ক—১। প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ, এইজন্য ইহাকে কণ্ঠ্যবর্ণ বলে। সহজেই উচ্চারিত হয় বলিয়া ও ধ্বনির গাম্ভীর্য্য নাই বলিয়া ইহাকে অল্পপ্রাণ ও অঘোষবর্ণও বলা হয়]। **২**। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; কামদেব; অগ্নি; রুদ্র; বায়ু; যম; সূর্য্য; আত্মা; দক্ষ; প্রজাপতি; রাজা; গ্রন্থি; ময়ূর; পক্ষী; দীপ্তি; কাল; শরীর; মন; ধন; প্রকাশ; শব্দ। বি; পুং। **৩**। মস্তক; জল; রোগ; সুখ; কেশ। কৈ (শব্দ করা) বা কচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। **৪**। বল্, উল্লেখ কর্। বাং ক্রি। **৫**। কত, কয়টা (ক'জন, ক'বার)। বাং প্র। বিণ। **৬**। বাঙ্গালা প্রত্যয়বিশেষ (অনুকার-বোধক—চক্-চক্, বক্-বক্; পর্য্যন্ত বা সীমা-বোধক—সেরেক, ঘরতক; স্বার্থে—বালক, মড়ক; অল্পার্থে—টুক, টাক; ক্ষুদ্রার্থে—মাণিক; প্রশ্নে নিশ্চয়তা বুঝাইতে—তুমি খাবেনাক? সতর্কতা বুঝাইতে—ওখানে যাস্‌নেক যেন!); প্রাচীন বাঙ্গালায় ৬ষ্ঠী-বিভক্তি (নয়নক নিদ—নয়নের নিদ্রা)।

ক-অক্ষর গোমাংস—বিদ্যাশিক্ষায় প্রবল অনিচ্ছা [গোমাংস যেমন হিন্দুর নিকট অতি অপবিত্র ও সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য, সেইরূপ বিদ্যাশিক্ষাকেও যে এড়াইয়া চলে তাহার ভাব সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য]।

কআ—কহা, বলা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কই—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ মৎস্য। 'কবয়ী'-শব্দজ। বি। **২**। বিস্ময়সূচক শব্দ; প্রশ্নবোধক শব্দ; বৈপরীত্যবোধক শব্দ; আদরবোধক শব্দ। বাং প্র। **৩**। কোথায়। প্রাদে। অব্য। **৪**। কহি; বলি। কবিপ্র। ক্রি।

কইয়ে—বক্তা, বচন-বাগীশ (বলিয়ে-কইয়ে)। ক (<কহ্ ধাতু)+ইয়ে কর্ত্তৃবা। বিণ।

কইল—কহিল; বলিল। কবিপ্র। ক্রি।

কইলা, -লে—১। নবজাত বকনা বাছুর। 'কপিলা'-শব্দজ। বি। **২**। কহিলে, বলিলে; কহিল, বলিল। কবিপ্র। ক্রি।

কইসর—বাদশা; ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাটের উপাধি। 'Cæsar'-শব্দজ। বি।

কইসে—কিরূপে, কেমনে ("কইসে গোঙায়ব হরি বিনু দিন রাতিয়া"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

কউতর—কবুতর, পায়রা। 'কবুতর'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

কএ—করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রিয়া।

কএক, কয়েক—কতিপয়; কিঞ্চিৎ। বাং প্র। 'কয় এক' এই পদদ্বয়ের দ্রুতো-চ্চারিত রূপ। বিণ। [আর্বী। বি।

কএদ, কয়েদ—অবরোধ, বন্ধ, আটক।

কএদী, কয়েদী—অবরুদ্ধ, আটকান। কএদ, কয়েদ+ঈ প্রাপ্ত অর্থে। বিণ।

কওন—কোন। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কওনে—কে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কওয়া—১। বলা, বর্ণনা করা। বাং ক্রি। **২**। বর্ণন, কথন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কওরে—গ্রামে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কংগ্রেস—রাজনৈতিক সমিতিবিশেষ; ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক মহাসভা; আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদ্ (Congress). [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি।

কংগ্রেসওয়ালা—কংগ্রেসের লোক, যে কংগ্রেসের কাজ করে। কংগ্রেস+ওয়ালা। বি।

কংগ্রেসী—কংগ্রেস-সম্বন্ধীয়; কংগ্রেসের; কংগ্রেস-অধিকৃত। কংগ্রেস+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

কংস, কংশ—১। কাংস্য, কাঁসা; স্বর্ণ-রজতাদিনির্ম্মিত পানপাত্র। কম্ (কামনা করা)+স কর্ম্মবা (নিপাতনে স-স্থানে শ)। বি; পুং। **২**। পরিমাণবিশেষ, আঢ়ক, আঢ়া। বি; পুং বা ক্লীব। **৩**। কংসাসুর, মথুরার স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

কংসক—হীরাকষ, চক্ষুর ঔষধ ধাতুবিশেষ। কংস+কন্ তুল্যার্থে। বি; ক্লীব।

কংসকার—বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, কাংস্য-বণিক্, কাঁসারি। উপতৎ; কংস—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কংসজিৎ—বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। উপতৎ; কংস—জি+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কংসবনিক্ (-জ্)—কাঁসারি। কংসের বণিক্, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কংসহা (-হন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপতৎ; কংস—হন্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কংসারি, -রাতি—কংসের শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ। কংসের অরি, অরাতি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ককান—কাতরান, কাতরতা প্রকাশ করা; অতিশয় রোদন করা। বাং ক্রি।

ককানি—কাতরধ্বনি, কাতরতাপ্রকাশ; রোদনশব্দবিশেষ। ককা+আনি ভাববা। বি।

ককার—'ক' এই বর্ণ। ক+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ককুৎ (ককুদ্)—বৃষের স্কন্ধের ঝুঁটি; ধ্বজ; প্রাধান্য; ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন; পর্ব্বতশৃঙ্গ। ক (সুখ)—কু (শব্দ করা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

ককুৎস্থ—সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। উপতৎ; ককুদ্—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ককুদ—১। ককুৎ, ষাঁড়ের ঝুঁটি; ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্ন; পর্ব্বতশৃঙ্গ। বি; পুং বা ক্লীব। **২**। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। উপতৎ; ককু (সুখভূমি, সুখস্থান)—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ককুদ্মতী—১। কটিদেশ, পাছা। বি; স্ত্রী। **২**। ককুদ্‌বিশিষ্টা। ককুদ্+মতুপ্ আছে অর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ককুদ্মান্ (ককুদ্মৎ)—মত্তবৃষ, ষাঁড়; গিরি, অচল, পর্ব্বত। ককুদ্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –দ্মতী।

ককুদ্মী (-দ্মিন্)—১। বৃষ; পর্ব্বত; নৃপবিশেষ। বি; পুং। **২**। ঝুঁটিবিশিষ্ট, শিখরযুক্ত। ককুদ্+মিন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –দ্মিনী।

ককুন্দর—পৃষ্ঠদেশের অধঃস্থিত আবর্ত্তবৎ গর্ত্তদ্বয়, নিতম্বস্থ আবর্ত্তবৎ গর্ত্তদ্বয়। ককু—দৃ+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব। বিণ,—রীয়, কাকুন্দরিক।

ককুপ্ (ককুভ্)—দিক্; শোভা; চম্পকমালা; চম্পকশাখা; রাগিণীবিশেষ [ইহার অপর নাম কোকভ, কুকভ বা কুকুভা; সংস্কৃত মতে ইহার নামান্তর কুহু]; বৈদিকচ্ছন্দোবিশেষ। ক—স্কুন্ভ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

ককুভ—১। বীণার প্রান্তস্থ বক্রকাষ্ঠ; বীণাস্থ অলাবু। ক—স্কুন্ভ্+ক কর্ত্তৃবা। **২**। অর্জ্জুনগাছ; কুটজবৃক্ষ; পক্ষিবিশেষ। ক (বায়ু)—কু—ভা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কক্কোল—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, কাঁকলা। কক্ এরূপ কোল, কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

কক্কোলক—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বনকর্পূর। কক্কোল+কন্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

কক্‌খট—কঠিন, দৃঢ়, শক্ত। কক্‌খ+অটন্ কর্ম্মবা। বিণ।

কক্‌খটী—১। কঠিনী, খড়ী। কক্‌খ+অটন্ কর্ম্মবা+ঈপ্। **২**। বানরী বিশেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী। [প্রাদে। অব্য।

কক্‌খন, কক্ষন—কখনই, কোন কালেই।

কক্ষ—১। প্রকোষ্ঠ; বাহুমূল, কাঁখ; বগল; পৃষ্ঠদেশস্থ বস্ত্রের একদেশ, কচ্ছ, কাছা; আঁচল; (জ্যোতিষ) গ্রহগণের পরিভ্রমণের গোলাকার পথ (orbit). কষ্+স করণবা। **২**। তৃণ; শুষ্কতৃণ; শুষ্কবন;

লতা। কষ্‌+স কর্ম্মবা। ৩। পার্শ্বভাগ; রাজান্তঃপুর। কষ্‌+স অধিবা। ৪। পাপ; স্পর্দ্ধাস্পদ; প্রতিযোগী, বিরোধী। কষ্‌+স কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কক্ষচ্যুত—কক্ষভ্রষ্ট, পরিভ্রমণপথ হইতে বিচ্যুত ('—গ্রহ')। কক্ষ হইতে চ্যুত, ৫মীতৎ। বিণ।

কক্ষণ—'কক্‌থন' দ্রঃ।

কক্ষতল—কাঁথ, বগল; ঘরের মেজে; (জ্যোতিষ) গ্রহের ভ্রমণপথ দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র (plane of orbit). কক্ষের তল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কক্ষধর—বক্ষঃস্থলের উভয়কক্ষস্থ মর্ম্মস্থানবিশেষ। কক্ষের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কক্ষপ—কূর্ম্ম, কচ্ছপ। উপতৎ; কক্ষ—পা +ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কক্ষপুট—বগল, কাঁথ। কক্ষের পুট, ৬ষ্ঠীতৎ; বা, কক্ষই পুট, কর্ম্মধা। বি।

কক্ষভ্রষ্ট—কক্ষচ্যুত। কক্ষ হইতে ভ্রষ্ট, ৫মীতৎ। বিণ।

কক্ষশয়—কুক্কুর। উপতৎ; কক্ষ—শী+ অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কক্ষস্থ—প্রকোষ্ঠস্থিত, কুঠরীর মধ্যে অবস্থিত; পার্শ্বস্থ; ক্রোড়স্থ। উপতৎ; কক্ষ— স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

কক্ষা, কক্ষ্যা—হস্তীর গলার বা কক্ষের বন্ধনরজ্জু; স্ত্রীলোকের কটিবন্ধন, চন্দ্রহার; গৃহপ্রকোষ্ঠ, কুঠরী, মহল; রথভাগ; রথের অন্তঃস্থানবিশেষ; গ্রহগণের ভ্রমণের উপবৃত্তাকার পথ; সাম্য; পরিধানবস্ত্রের পৃষ্ঠে নিহিত অঞ্চল; উদ্‌গ্রাহিণী; কক্ষরজ্জু, কাছদড়ী; চর্ম্মরজ্জু; রাজগৃহাদির বেষ্টনাবচ্ছিন্ন দেশ; অন্তর্গৃহ; চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিভাগ (ward); রাজান্তঃপুর; বৃহতিকা; গুঞ্জা; প্রতিযোগিতা; উত্তরীয়বস্ত্র; কচ্ছ; প্রতিযোগিতা; গৃহভিত্তি; দেওয়াল; কক্ষরোগবিশেষ, কাঁক্‌বেরালী; বিচারে পূর্ব্বপক্ষ। কক্ষ+আপ্‌; কক্ষ+যৎ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কক্ষাধিপাল—কক্ষার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী বা তত্ত্বাবধায়ক (ward master). কক্ষার অধিপাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কক্ষান্তর—অন্য প্রকোষ্ঠ, অপর কুঠ্‌রী। অন্য কক্ষ, নিত্য। বি; ক্লীব।

কক্ষাপট—কৌপীন, কপ্নি। কক্ষার (কটিবন্ধের) পট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কক্ষাপাল—কক্ষার রক্ষী (warder). উপতৎ; কক্ষা—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কক্ষাবৃত্ত—কক্ষা, গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতির গোলাকার ভ্রমণপথ। কক্ষই আবৃত্ত (ellipse), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কক্ষাবেক্ষক—দ্বারপাল; শুদ্ধান্তঃপাল, অন্তঃপুররক্ষী; উদ্যানপাল; রঙ্গাজীব, 'চিত্রকর; কবি; উপপতি। কক্ষের বা কক্ষার অবেক্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কক্ষীকৃত—আয়ত্তীকৃত। কক্ষ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=কক্ষী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

কক্ষ্য—১। কক্ষজাত, কক্ষোদ্ভব; কক্ষপূরক। কক্ষ+যৎ ভবার্থে। বিণ। **২**। রুদ্রবিশেষ; উত্তরীয়বস্ত্র; হর্ম্ম্যাদির প্রকোষ্ঠ; রাজান্তঃপুর; প্রারম্ভকোষ্ঠ; সাদৃশ্য; কক্ষবন্ধনরজ্জু, মেখলাদি-বন্ধনের রজ্জু; পার্শ্বভাগ। কক্ষ+যৎ স্বার্থে। বি; পুং। **৩**। নিক্তির বাটী। বি; ক্লীব।

কক্ষ্যা—১। কক্ষোৎপন্না, কক্ষজাতা। কক্ষ +যৎ ভবার্থে+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। **২**। 'কক্ষা' দ্রঃ।

ক-খ—লেখাপড়া আরম্ভ; বর্ণমালা; প্রথম পড়া; কোন বিষয়ে সামান্যমাত্র জ্ঞান। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

কখন্‌—কোন্‌ সময়ে, কোন্‌ কালে। কোন্‌ (<কিম্‌) খন (ক্ষণ), কর্ম্মধা। অব্য।

কখন—কোন সময়ে, কোন কালে। ('কখন্‌' দ্রঃ)। অব্য। [অব্য।

কখনও—কদাপি, কোন কালেও। বাং প্র।

কখন-কখন—কোন কোন সময়ে, মধ্যে মধ্যে। বাং প্র। অব্য। [অব্য।

কখন-সখন—দৈবাৎ কোন সময়ে। বাং

কঙ্ক(ংক)—কাঁকপক্ষী; যম; ক্ষত্রিয়; ছদ্মদ্বিজ, ছলব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবেশী ব্যক্তি; যুধিষ্ঠিরের নামান্তর [যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা অজ্ঞাতবাসকাল বিরাটরাজ্যে যাপন করিবার বাসনায় বিরাটসভায় উপনীত হইয়া জাতি ও স্ব স্ব নাম গোপনপূর্ব্বক সেই নৃপসমীপে ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নামে পরিচয় প্রদান করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহাতে সেই বিরাটরাজ্যে রাজা যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীম বল্লভ, অর্জ্জুন বৃহন্নলা, নকুল গ্রন্থিক ও সহদেব তন্ত্রিপাল নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। "কঙ্ক" অর্থে "ক্ষত্রিয়" এবং "দ্বিজবেশী" বুঝায়; এইজন্যই সত্যবাদী মহারাজ যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাস সময়ে "কঙ্কোঽহং" অর্থাৎ "আমি কঙ্ক" বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন]; উগ্রসেনের পুত্র, কংসের ভ্রাতা। কন্‌ক্‌+ অচ্‌ কর্ত্তৃবা সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কঙ্ক(ংক)ট, কঙ্ক(ংক)টক—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। কন্‌ক্‌+অটন্‌ কর্ত্তৃবা, পক্ষে+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

কঙ্ক(ংক)ণ—বলয়, কাঁকন; বিবাহকালীন হস্তসূত্র; শেখর; ভূষণমাত্র, যে কোন অলঙ্কার। কম্‌+কণ্‌ অথবা কণ্‌ (যঙ্‌লুগন্ত ধাতু—শব্দ করা)+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কঙ্ক(ংক)ণী—কিঙ্কিণী, ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, ঘুঙুর। কঙ্কণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কঙ্ক(ংক)ণীকা—ক্ষুদ্রঘণ্টিকা। কঙ্কণী+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কঙ্ক(ংক)ত—১। চিরুণী, কাঁকুই। বি; ক্লীব। **২**। বৃক্ষ; মাছের ফুলকা (gill). কন্‌ক্‌ (গমন করা)+অতচ্‌ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কঙ্ক(ংক)তিকা, কঙ্ক(ংক)তী—কাঁকুই, চিরুণী, প্রসাধনী; নাগবলা। কঙ্কত+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌ (অক-স্থানে ইক); কঙ্কত+ ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কঙ্ক(ংক)পত্র—১। বাণ। কঙ্কের পত্র (পক্ষ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। **২**। কাঁকপাখীর পালক। কঙ্কের পত্র (পক্ষ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। **৩**। কঙ্কপক্ষযুক্ত। কঙ্কের পত্র আছে যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

কঙ্ক(ংক)পুরী—বারাণসী, কাশীপুরী। কঙ্কা (সুখপ্রদা) পুরী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কঙ্ক(ংক)মালা—করতালবাদন; করতালীবাদ্য। কঙ্ক—মল্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+ আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কঙ্ক(ংক)মুখ—সাঁড়াশী, চিম্‌টা; সুশ্রুতোক্ত শল্যোদ্ধারক যন্ত্রবিশেষ। কঙ্কের মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কঙ্ক(ংক)র—১। কাঁকর; তক্র, ঘোল। বি; ক্লীব। **২**। কুৎসিত; কঠিন, কর্কশ। ক—কৃ+ থ কর্ত্তৃবা। বিণ।

কঙ্ক(ংক)রোল—১। কাঁকরোল গাছ। বি; পুং। **২**। কাঁকরোল ফল। বি; ক্লীব।

কঙ্ক(ংক)শয়—কুক্কুর। উপতৎ; কঙ্ক—শী+ অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কঙ্কা(ংকা)ল—অস্থিসার দেহ; অস্থিপঞ্জর (skeleton); অস্থি; কটি, কাঁকাল। কন্‌ক্‌ (গমন করা)+কালন্‌ কর্ত্তৃবা অথবা ক (মস্তক)—কল্‌+ণিচ্‌ (নিক্ষেপ করা)+ অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কঙ্কা(ংকা)লমালিনী—রুদ্রাণী। কঙ্কালমালিন্‌+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কঙ্কা(ংকা)লমালী (-মালিন্‌)—অস্থিমালাধারী রুদ্র, শিব। কঙ্কালমালা+ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

কঙ্কা(ংকা)লসার—অস্থিসার, যাহার শরীরে কেবল হাড় কয়খানি আছে এরূপ, হাড়সার, অতিকৃশ। কঙ্কাল সার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কঙ্কা(ংকা)লাবশিষ্ট, -বশেষ—'কঙ্কালসার' (সকল অর্থে—তাহা দ্রঃ)। কঙ্কাল অবশিষ্ট, অবশেষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কঙ্কু(ংকু)—কঙ্গু তৃণ, কাঙ্‌নি; মহারাজ উগ্রসেনের পুত্র ও কংসাসুরের ভ্রাতা। কন্‌ক্‌+ উ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কঙ্গুৎ(গু), **কঙ্গু(ংগু)কা**—পীততণ্ডুলা, কাঙ্গনি ধান্য। কনক+উ কর্তৃবা (নিপাতনে), +কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কঙ্গু(ংগু)য়া—দুর্গপ্রাচীরের উপরিস্থিত বুরুজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কচ্—তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বা দন্ত দ্বারা কর্তনের শব্দ। অনুকার-অব্য।

কচ—১। কেশ, চুল। কচ্+অচ্ কর্ম্মবা। ২। বন্ধন; শোভা। কচ্+ঘ ভাববা। ৩। মেঘ; শুষ্কব্রণ; বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। কচ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কচে বার—পাশাখেলার দান।

কচগ্রহ—১। কেশধারণ। কচের গ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ধর্ষণ। কচের গ্রহ (গ্রহণ, ধারণ) আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

কচটানো—মাথা; চটকান। বাং ক্রি।

কচড়া—স্থূলদীর্ঘরজ্জু, কাছী, দড়া; হিসাব; মহুয়া ফল। কচ (চুল=সূতা)+ড়া নির্ম্মিতার্থে। বি।

কচপক্ষ, -পাশ—কেশসমূহ। কচের পক্ষ, পাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কচমা—অল্পবয়স্ক, একরত্তি, ক্ষুদ্র; নমনীয়। প্রাদে। বিণ।

কচর-কচর, কচর-মচর—পাখীর ধ্বনি; অব্যক্ত শব্দ; বচসার সহিত ঝগড়া; অনর্থক গোলমাল। বাং প্র। অনুকার-অব্য।

কচলন—মর্দ্দন; ধৌতকরণ। প্রাদে। বি।

কচলা, কচলান—রগড়াইয়া ধোওয়া; রগড়ান; চটকান। বাং ক্রি।

কচলা-কচলি—চটকা-চটকি; দর কষাকষি; কোন বিষয় লইয়া কিচকিচি বা বকাবকি। ব্যতিহার বহুব্রী। বাং প্র। বি।

কচা—১। গাছের সরু ডাল; লাঠি; ভেরেণ্ডা; তণ্ডুলের ক্ষুদ্রকণা, ক্ষুদ। বাং প্র। বি; স্ত্রী। ২। পরীক্ষা করিয়া দেখা। বাং ক্রি।

কচাকু—দুরাধর্ষ; দুঃশীল। তুর্কীমূলক। বিণ।

কচাৎ—কচু কলা ইত্যাদির গাছ এক আঘাতে কাটিয়া ফেলার শব্দ। অনুকার-অব্য।

কচান—মঞ্জুরিত হওন, গজান। বাং প্র। বি।

কচাল—বিবাদ, ঝগড়া; কুৎসা; মাছ ধরিবার একপ্রকার বড় জাল; কাদা; মর্দ্দন; চটকান; রগড়ান। বাং প্র। বি।

কচালিতে—রগড়াইতে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কচালে—১। বিবাদপ্রিয়, ঝগড়াটে, ঝগড়া করিতে মজবুত। কচাল+এ (ইয়া) শীলার্থে। ২। বিমর্দ্দিত, রগড়ান। বিণ। ৩। মর্দ্দন করে; রগড়ায়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কচি—কোমল, নরম; নবীন, নূতন; অপক, কাঁচা। হিন্দীমূলক। বিণ।

কচু—কচুগাছ; কচুর মূল। কচ্+উ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

কচুকাটা—কচুর ন্যায় স্বচ্ছন্দে কর্ত্তিত। কচুর ন্যায় কাটা, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

কচুয়া—সেতারযন্ত্রবিশেষ (কচ্ছপী দ্রঃ); স্তন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কচুরি—পিষ্টকবিশেষ, মধ্যে ডালবাটার পুর দিয়া ময়দার সাহায্যে প্রস্তুত ঘৃতপক্ব খাদ্যবিশেষ। হিন্দীমূলক। বি।

কচুরিপানা—বিলাতীপানা, একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ্। কচুরি (কচু+রি সদৃশার্থে =কচুর মত) যে পানা, কর্ম্মধা। বি।

কচ্‌কচানি, -কচি—কচ্‌কচ্ শব্দ; কোনপ্রকার শব্দের অনুকরণশব্দ; কলহ, ঝগড়া, বিবাদ; গণ্ডগোল; শ্রুতিকটুতা; নীরস আলোচনা। কচ্‌কচা (বাং ক্রি)+আনি, ই ভাববা। বি।

কচ্‌কচে—কচ্‌কচ্ শব্দকারী; অর্দ্ধপক্ব, আধসিদ্ধ ('—অন্নব্যঞ্জন'); অপক্ব, কাঁচা ('—ফল')। (যাহা চিবাইতে গেলে কচ্‌কচ্ শব্দ হয়, এই অর্থে) কচ্‌কচ্+এ (<ইয়া)। বিণ।

কচ্চর—১। মলিন, কুৎসিত; দুর্ব্বৃত্ত। বিণ। ২। তক্র। কু—চর্+অচ্ কর্তৃবা (কু-স্থানে কৎ)। বি; ক্লীব।

কচ্ছ—১। তুঁদ্‌গাছ; নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগ; সমুদ্র নদী হ্রদ পুষ্করিণী প্রভৃতির তীর; জলময় দেশ বা স্থান; পরিধানাঞ্চল, কাছা, কোঁচা, কঁড়্‌সী। কচ্+ছ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। জলপ্রান্তস্থিত। ক—ছো+ড কর্তৃবা। বিণ। ৩। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত স্থানবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি; পুং।

কচ্ছটিকা, কচ্ছাটিকা—কচ্ছ, কাছা। বি; স্ত্রী।

কচ্ছপ—কূর্ম্ম, কাছিম; বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। কচ্ছ—পা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কচ্ছপিকা—ক্ষুদ্ররোগবিশেষ; প্রমেহ উপেক্ষিত হইলে যে দশপ্রকার পিড়কা জন্মে তাহার অন্তর্গত পিড়কাবিশেষ। কচ্ছপী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কচ্ছপী—কূর্ম্মী, স্ত্রীকচ্ছপ বা ক্ষুদ্র কচ্ছপ; সরস্বতীর বীণা [এই যন্ত্র কচুয়া সেতার নামে প্রসিদ্ধ]; ক্ষুদ্র ব্রণ রোগবিশেষ, কচ্ছপিকা রোগ। কচ্ছপ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কচ্ছভূ, -ভূমি—জলসন্নিহিত স্থান, নদ্যাদির নিকটবর্ত্তী স্থান। কচ্ছ (জলসমীপস্থ) ভূ বা ভূমি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কচ্ছরুহা—দূর্ব্বা। কচ্ছ (জলময় স্থান) —রুহ্+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কচ্ছা—পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ পশ্চাদ্ভাগে গুঁজিয়া দেওয়া যায় তাহা, কাছা; ঝিঁ ঝিঁপোকা; বারাহী। কচ্ছ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কচ্ছান্ত—জলময় স্থানের প্রান্তভাগ; কাছার প্রান্ত। কচ্ছের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কচ্ছু, কচ্ছূ—খোসরোগ, চুল্‌কানি, পাঁচড়া। কচ্ (দীপ্তি)—ছো (নাশ করা) +কু, কূ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। বিণ—কচ্ছুর।

কচ্ছুমতী—শূকশিম্বী। কচ্ছু+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কচ্ছুর—১। খোসরোগী, কণ্ডুরোগবিশিষ্ট। কচ্ছু+র আছে অর্থে। ২। পরস্ত্রীগামী; পামর। কু (পাপ)—ছুর্ (রঞ্জিত করা)+ক কর্তৃবা (কু-স্থানে কৎ)। বিণ।

কচ্ছোটিকা—কচ্ছাবেষ্টন, কাছা দিয়া জড়ান; কচ্ছ। কচ্ছা দ্বারা উটিকা (বেষ্টন), ৩য়াতৎ+অচ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

কছম—রকম, ভেদ, প্রকার। ফার্সী 'কিস্‌ম্'-শব্দজ। বি। [কবিপ্র। বিণ।

কছু—কিছু, সামান্য। হিন্দীমূলক। প্রাঃ

কজ—কমল। উপতৎ; ক (জল)—জন্+ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব। [ফার্সী। বি।

কজাই—মুখোস; অশ্বের মুখের সাজ।

কজ্জল—১। অঞ্জন, কাজল; লোচক; মসী, কালী। কু (কুৎসিত) জল যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। (কাজলের ন্যায় বর্ণ বলিয়া) মেঘ, বারিবাহ। বাং প্র। বি; পুং।

কজ্জলধ্বজ—দীপ। কজ্জল হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কজ্জলা—মৎস্যবিশেষ। কজ্জল (কজ্জল-বর্ণ) +অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কজ্জলী—পারদ ও গন্ধকঘটিত ঔষধ; মৎস্যবিশেষ। কজ্জল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কজ্জ্বল—কজ্জল, কাজল, অঞ্জন। কু—জ্বল্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

কঞ্চি—বাঁশের ডাল। 'কঞ্চিকা'-শব্দজ। বি।

কঞ্চিকা—বাঁশের কঞ্চি; ক্ষুদ্রস্ফোট। কন্‌চ্ +ণক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কঞ্চু—অহিনির্ম্মোক, সাপের খোলস। কন্‌চ্ +উ কর্তৃবা। বি; পুং।

কঞ্চুক—নির্ম্মোক, সাপের খোলস; কবচ; সাঁজোয়া, কাঁচুলি; জামা, আঙ্‌রাখা; পুত্রাদির জন্মোৎসবে ভৃত্যেরা প্রভুর নিকট হইতে যে বস্ত্র প্রাপ্ত হয় তাহা; বস্ত্র। কন্‌চ্ (বন্ধন করা)+উক করণবা। বি; পুং।

কঞ্চুকী (-কিন্)—১। অন্তঃপুরের রক্ষক, রাজান্তঃপুরের অধিকারী পুরুষ; লম্পট; সর্প; যব; চণক; জোঙ্গকদ্রুম। বি; পুং। ২। কঞ্চুকধারী, বর্ম্মপরিহিত। কঞ্চুক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কিনী।

কঞ্চুকী—ওষধিবিশেষ; ক্ষীরীশবৃক্ষ। কঞ্চুক +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কঞ্চুলিকা, কঞ্চুলী—স্ত্রীদিগের স্তনাবরণীবিশেষ, কাঁচুলি। কন্‌চ্ (বন্ধন করা)+উল করণবা+ঈপ্ (=কঞ্চুলী); ১ম পক্ষে কঞ্চুলী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কঞ্চূল—নারীগণের আভরণবিশেষ। কচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+উলচ্ করণবা। বি; ক্লীব।

কঞ্জ—১। ব্রহ্মা। বি; পুং। ২। কেশ; পদ্ম; অমৃত। বি; ক্লীব। ৩। জলজাত। উপতৎ; কম্—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

কঞ্জক—মদনপক্ষী, ময়নাপাখী। উপতৎ; কঞ্জ (কেশ)—কৈ+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কঞ্জজ—ব্রহ্মা। উপতৎ; কঞ্জ (পদ্ম)—জন্+ড কর্তৃবা [ব্রহ্মাণ্ড একার্ণব হইলে বিষ্ণু সহস্রচতুর্যুগ জলশায়ী থাকেন, তৎপরে নিয়মিত কর্ম্মসূত্রানুসারে তৎকর্তৃক তদীয় দেহ-মধ্যে ভূর্লোকাদি-সমস্ত লক্ষিত হয়, তখন তদীয় ইচ্ছানুসারে তাঁহার নাভিকমল হইতে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন]। বি; পুং।

কঞ্জন—পক্ষিবিশেষ, ময়নাপাখী; কন্দর্প। কম্—জন্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কঞ্জনাভ—বিষ্ণু, পদ্মনাভ। কঞ্জ (পদ্ম) নাভিতে যাঁহার, বহুব্রী+অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

কঞ্জর—১। ব্রহ্মা; সূর্য্য; ময়ূর; হস্তী। বি; পুং। ২। উদর। ক—জৄ+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

কঞ্জার—১। মুনি; ব্রহ্মা; বিরিঞ্চি; সূর্য্য; বারণ; হস্তী; অর্কবৃক্ষ। বি; পুং। ২। উদর, জঠর। উপতৎ; ক—জৄ+অণ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। [হিন্দী। বিণ।

কঞ্জুষ, কঞ্জুস—অতিশয় বদ্ধহস্ত, অতিকৃপণ।

কঞ্জুসি—কার্পণ্য, কৃপণতা। কঞ্জুস+ই ভাবে। বি।

কট্—(কাঠিন্য তীব্রতা শীঘ্রতা প্রভৃতি-ব্যঞ্জক) অনুকরণ-শব্দ; পিপীলিকাদির দংশনের অনুকরণ-শব্দ। অব্য।

কট—১। হস্তীর গণ্ডস্থল; ওষধি। কট্ (বর্ষণ করা)+অচ্ কর্তৃবা। ২। তৃণ; তৃণাসন, মাদুর; তৃণরজ্জু, কাছি, ধানের মরাই বেড়িবার জন্য বড়্; তক্তিতকাষ্ঠ, তক্তা। কট্ (আচ্ছাদন করা)+ঘ করণবা। ৩। শব; শবরথ; কটি; কটিপার্শ্ব। কট্+ঘ কর্ম্মবা। ৪। শবদাহ স্থান, শ্মশান। কট্+ঘ অধিবা। ৫। অতিশয়; সময়; সময়-বন্ধ; শর। কট্+ঘ ভাববা। বি; পুং। ৬। ক্রিয়াকারক। কট্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

কটক—১। পর্ব্বতমধ্যভাগ; সানু; বলয়; চক্র; নগরী; রাজধানী; সৈন্য; শিবির, সেনাসন্নিবেশস্থান; গজদন্তমণ্ডন; সামুদ্রিক লবণ। কট্ (আচ্ছাদন করা)+অক কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। উড়িষ্যা প্রদেশের একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি।

কটকট—১। অত্যন্ত; সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কট শব্দের দ্বিত্ব প্রকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—টা। ২। মহাদেব। বি; পুং। ৩। শব্দবিশেষ। বাং অব্য।

কটকটে—১। কর্কশ, রূঢ় ('—কথা'); কঠিন, দৃঢ়; প্রখর; কটুভাষী; স্পষ্টবাদী। বিণ। ২। একপ্রকার পতঙ্গভোজী পক্ষী; কর্কশ-শব্দকারী একপ্রকার ভেক; জগন্নাথ-দেবের একপ্রকার ভোগ। কটকট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বি।

কট-কবালা—কোবালা, ঋণগ্রহণের একপ্রকার খত [মহাজনের নিকট কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিলে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে আবদ্ধ সম্পত্তি মহাজনের হইবে এইরূপ সর্ত্তে এই খত লিখিয়া দেওয়া হয়]। আর্বী। বি।

কটকার—বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, যে জাতি মাদুর প্রস্তুত করে সেই জাতি। উপতৎ; কট (মাদুর)—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—রী।

কটকিনা, -কেনা—নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা, মেয়াদী ইজারা; দৃঢ়তা, কাঠিন্য, কঠোরতা; অত্যন্ত আগ্রহ, জেদ। বাং। বি।

কটকিনাদার—মেয়াদী ইজারাদার। কটকিনা+দার গ্রহীতা অর্থে। বি।

কটকী—১। ফলবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। হিমালয়জাত শাকবিশেষের কন্দ বা মূল। 'কটুকা'-শব্দজ। বি। ৩। কটক-নামক স্থানে জাত; কটকের অধিবাসী। কটক+ঈ উৎপন্নার্থে, নিবাসার্থে। ৪। পিঙ্গলবর্ণ, ফিকে লাল। বাং প্র। বিণ।

কটকী (-কিন্)—পর্ব্বত। কটক+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কট-কোবালা—কট-কবালা (তাহা দ্রঃ)।

কটকোল—নিষ্ঠীবনপাত্র, পিকদানী। কটের (নিষ্ঠীবনজলের) কোল (সংস্থানাধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কটখাদক—১। কাক; শৃগাল; কাচ-কলস; কাচপাত্র। বি; পুং। ২। অতি-ভোজী, পেটুক। কটের খাদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—খাদিকা।

কটদান—হরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন। কটের (দেহাবর্ত্তনের) দান আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কটফল—১। কয়ানামক ফল। কট (কটু) ফল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। কটফলের গাছ। কট (কটু) ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কটফলা—বৃহতী; বার্ত্তাকী; গাম্ভারী গাছ। কট (কটু) ফল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

কটভঙ্গ(ংগ)—১। হাত দিয়া শস্য ছেদন করা; সৈন্যভঙ্গ দ্বারা রাজাদির বিনাশ। কটের ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। যাহা হইতে সৈন্যের ভঙ্গ হয় তাহা, রাজভৃত্যবিশেষ। কটের ভঙ্গ হয় যদ্দারা বা যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

কটভী—জ্যোতিষ্মতী লতা, নয়া ফটকী লতা; অপরাজিতা; বৃক্ষভেদ, কাঁটাশিরীষ। কট—ভা+ক কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কটমট—১। কঠোরতা-প্রকাশ; ক্রোধ-প্রকাশ। অব্য। ২। ভীষণ; শক্ত। বিণ। ২। তীব্রভাবে; কঠোরভাবে; ক্রুদ্ধভাবে। কবিপ্র। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

কটমটে—১। দুর্ব্বোধ্য বিষয়। বি। ২। কঠোর; দুর্ব্বোধ্য; ভয়ানক। কটমট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

কটমালিনী—মদিরা। বি; স্ত্রী।

কটর—শক্ত জিনিস দাঁত দিয়া কাটার শব্দ। অনুকার-অব্য। **কটর কটর**—শক্ত জিনিস ক্রমাগত দাঁত দিয়া কাটার শব্দ।

কটর মটর—শুক্না ছোলা, মটর ইত্যাদি চিবানর শব্দ; যাহার উচ্চারণ করিতে ও অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় এরূপ শব্দ।

কটরা, কটোরা—মৃত্তিকাপাত্র, মাটির বাটি, খুরী; কাঁসার বাটি; ধাতুনির্ম্মিত পাত্র; কড়া। হিন্দী। বি।

কটরি, -রী—কটোরা, বাটি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কটা—১। রুক্ষ গৌরবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ; কটাসিয়া রং। বাং প্র। বি বা বিণ। ২। কট্কী। কট+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। 'কয়টা'র সংক্ষেপ। বাং প্র। বিণ।

কটাক্ষ—অপাঙ্গদর্শন, আড়দৃষ্টি, আড় চোখে চাওয়া; (লাক্ষণিক অর্থে) বক্র ইঙ্গিত; প্রতিকূল সমালোচনা। কট (গণ্ড)—অক্ষ (ব্যাপ্ত করা)+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কটাক্ষজাল—১। কটাক্ষপাশ, বক্রদৃষ্টিপাত-রূপ ফাঁদ, বাঁকা চাহনির ফাঁদ। কটাক্ষরূপ জাল, রূপক কর্ম্মধা। ২। অনেকের অপাঙ্গ-দৃষ্টি। কটাক্ষের জাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কটাক্ষদৃষ্টি—বক্রদৃষ্টিপাত, আড়চাহনি, আড়চোখে চাওয়া। কটাক্ষ দৃষ্টি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [এখানে 'দৃষ্টি'-শব্দটি নিরর্থক, কারণ 'কটাক্ষ'-শব্দ দ্বারাই বক্রদৃষ্টি বুঝায়। 'অশ্রুজল' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ইহারও প্রয়োগ দেখা যায়]।

কটাক্ষপাত—বক্রদৃষ্টিপাত, আড়চোখের চাওয়া; ঈষৎ বিরুদ্ধ সমালোচনা; লেখা বক্তৃতা ইত্যাদির মধ্যে অস্পষ্ট বা বক্রভাবে কাহারও প্রতি আক্রমণ। কটাক্ষের পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কটাক্ষপাশ—বক্রদৃষ্টিরূপ রজ্জু, আকর্ষণ-কারী কুটিলদৃষ্টি। কটাক্ষরূপ পাশ, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

কটাখ—কটাক্ষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কটাখ্য—কটাক্ষ। কবিপ্র। বি।

কটাগ্নি—বীরণাদি বেষ্টন দ্বারা জাত অগ্নি; শ্মশানাগ্নি। কটজাত অগ্নি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কটাচুলে, -চুলো—যাহার চুলের রং কটা এমন। কটাচুল+এ (<ইয়া), ও (<উয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

কটাচোখো—যাহার চোখ কটা এমন। কটাচোখ+ও (<উয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

কটাৎ—কোন কঠিন বস্তু কাটিবার শব্দ; পিপীলিকাদির দংশনের শব্দ। বাং। অব্য।

কটান—কটা রং ধরান; কটা হওয়া। বাং ক্রি।

কটায়ন—বীরণমূল, বেণার মূল, খস্‌খস। কটের (তৃণাসনের) অয়ন (উৎপত্তিমূল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কটাল—১। পূর্ণিমা অমাবস্যাদি তিথিতে নদী বা সমুদ্রের পূর্ণ জলোচ্ছ্বাস বা জোয়ার। বি। **কটাল ডাকা**—বান ডাকা, পুরা জোয়ারের সময় জলের শব্দ হওয়া। **ভরা কটাল**—অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় নদী জলের পূর্ণ স্ফীতি, পুরা জোয়ার। **মরা কটাল**—ভাটার অবস্থা। ২। স্ফীত; উচ্চ; বৃহৎ। 'করাল'-শব্দজ। বিণ।

কটাস্—১। বন্য বিড়াল (ইহারা গৃহপালিত বিড়ালের পরম শত্রু)। 'খট্টাশ'-শব্দজ। বি। ২। দংশনাদির অনুকরণশব্দ। বাং। অব্য।

কটাসে—ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, পিঙ্গলাভ, কটাভাবের। কটা+সে (<সিয়া) ঈষদর্থে। বিণ।

কটাহ—তৈলাদি-পাকপাত্র, কড়া, ভাজনা খোলা; কচ্ছপের খোলা; নরকবিশেষ; কূপ। উপতৎ; কট—আ—হন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কটি, কটী—কোমর, কাঁকালি; শ্রোণী। কট্ (গমন করা)+ই কর্ত্তৃবা; কটি+ঈপ্ (বিকল্পে)। বি; স্ত্রী।

কটিতট, কটীতট—কটিদেশ, কোমর। কটিই, কটীই তট, কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

কটিত্র—কটিবস্ত্র; কোমরবন্ধ; চন্দ্রহার, গোট; ঘুন্‌সী। উপতৎ; কটি (কোমর)—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কটিদেশ—কটিতট, কোমর। কটিই দেশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কটিবন্ধ—কটিসূত্র, পরিকর, কোমরবন্ধ (belt); (ভূগোল) পৃথিবীর মধ্যস্থান-বেষ্টনকারী কল্পিত রেখা (Zone). কটির বন্ধ (বন্ধনসূত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কটিবন্ধনী—মেখলা, কটিসূত্র, কোমরবন্ধ। কটির বন্ধনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কটিভূষণ—কটির ভূষণ, কাঞ্চী, চন্দ্রহার। কটির ভূষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কটিমণ্ডল—গোলাকার কটিদেশ। কটি মণ্ডলপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কটিশূল—কটিদেশের বেদনা, কোমরের ব্যথা (lumbago). কটির শূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কটিশৃঙ্খ(ঙ্খ)লা—কটির অলঙ্কারবিশেষ; কোমরের ঘুঙুর। কটির শৃঙ্খলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কটিসূত্র—কটিবন্ধ; কাঞ্চীদাম, চন্দ্রহার; গোট; ঘুন্‌সী। কটির সূত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [অর্থে। বি; পুং।

কটী (কটিন্)—হস্তী। কট+ইন্ আছে

কটী—পিপ্পলী; শ্রোণিদেশ। ('কটি' দ্রঃ)।

কটীতল—কটিদেশধার্য্য ন্যুব্জখড়্গ, বাঁকা খাঁড়া, ভোজালি। কটীতে তল (স্থান) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কটীর—১। কটি। বি; ক্লীব। ২। জঘন, নিতম্ব; কন্দর, পর্ব্বতগুহা। কট্+ঈরন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কটীরক—১। নিতম্ব। কটীর+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। নিতম্ববিশিষ্ট; তীক্ষ্ণ; মৎসরী। বিণ। স্ত্রী, —রিকা।

কটু—১। ঝাল; তিক্ত; কষায়; বিস্বাদ; পরশ্রীকাতর; কর্কশ; তীক্ষ্ণ; উগ্র; সুগন্ধি; দুর্গন্ধ; কুৎসিত। কট্ (গমন করা)+উ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা, —ত্ব। ২। দূষণ; অকার্য্য। কট্+উ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৩। কটুতা; রসবিশেষ, ঝালরস; চীনকর্পূর; পটোল। বি; পুং। ৪। কটুকী; প্রিয়ঙ্গু-বৃক্ষ; রাজিকা, রাইসরিষা। বি; স্ত্রী।

কটুক—১। সুগন্ধি তৃণ; লাউ; কটুরস; পটোল; অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ; কুটজ বৃক্ষ, কুড়চি গাছ; রাজসর্ষপ। বি; পুং। ২। ত্রিকটু, শুঁঠ পিপুল মরিচ এই তিন। কটু+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

কটুকন্দ—সজিনা গাছ; আদা; লশুন। কটু কন্দ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কটুকা—ক্ষুদ্রচঞ্চুবৃক্ষ; কটুরোহিণী, কট্‌কী; তাম্বূল; রাইসরিষা; তিত লাউ; কুলিক-বৃক্ষ। কটু+কন্ সম্বন্ধার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কটুকাটব্য—গালিগালাজ, দুর্ব্বাক্য, দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

কটুকীট, -কীটক—মশক, মশা। কটু (ভয়ানক) কীট, কর্ম্মধা; কটুকীট+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কটুতা, -ত্ব—উগ্রতা; অপ্রিয়তা; কার্কশ্য, পরুষতা। কটু+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—কটু।

কটুতিক্তক—শণবৃক্ষ; চিরতা; ভূনিম্ব। কটু অথচ তিক্ত, কর্ম্মধা+কন্ অল্পার্থে। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

কটুতুম্বী—তিতলাউ। কটু তুম্বী, কর্ম্মধা।

কটুতৈল—সর্ষপতৈল। কটু তৈল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কটুত্রয়—ত্রিকটু, শুঁঠ পিপুল ও মরিচ। কটুর ত্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কটুদলা—কর্কটী, কাঁকুড়। কটু দল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

কটুপাক—উগ্রপাকবিশিষ্ট, রন্ধনে যাহা বিস্বাদ হইয়া উঠে এরূপ; লবণাক্ত। কটু পাক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কটুফল—১। পটোল; তিক্ত বা বিস্বাদ ফল। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। পটোললতা, পলুতা। কটু ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কটুবাক্য—কুবাক্য, খারাপ কথা; কর্কশ বাক্য, অপ্রীতিকর বাক্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কটুবীজা—পিপ্পলী, পিপুল। কটু বীজ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

কটুভঙ্গ(ঙ্গ)—শুণ্ঠী; আদা। কটু ভঙ্গ (অংশসমূহ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কটুভাষ, -ভাষণ—কুবাক্য, দুর্ব্বাক্য; রূঢ়-বাক্য, কর্কশ কথা। কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব।

কটুভাষী (-ভাষিন্)—কটুবাক্য-প্রয়োগ-কারী; কর্কশভাষী। উপতৎ; কটু—ভাষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ভাষিণী।

কটুয়া, কটো—কৌটা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কটুর—তক্র, ঘোল। উপতৎ; কটু (কটুরস)—রা+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কটুরব—১। ভেক, বেঙ্। কটু রব যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। কর্কশ ধ্বনি, বিকট শব্দ। কটু রব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কটুস্নেহ—১। সর্ষপ। কটু স্নেহ (তৈল) যাহার, বহুব্রী। ২। সর্ষপ তৈল। কটু স্নেহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কটূক্তি—কুবাক্য; কঠোর কথা, রূঢ়বচন। কটু উক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কটোর—পাত্রবিশেষ, কটোরা। কট্+ওরন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কটোরা—মৃন্ময়পানপাত্র, মাটির বাটী, বড় খুরি। কট্+ওরন্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কটোরি, -রী—খুরী, কট্‌রা, ছোট বাটী। 'কটোর'-শব্দজ। বি।

কটোল—চণ্ডাল; কটুরস। কট্+ওল কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কট্‌কট্—তীব্র বেদনার অনুভবসূচক অনুকার শব্দ। বাং। অব্য।

কট্‌কটে—'কটকটে' দ্রঃ।

কট্‌কিনা—কঠিনতা, বাঁধা-ধরা শক্ত নিয়ম; এক-বৎসরের জন্য জমি ইজারা দেওয়া। বাং। বি।

কট্ট—মধ্যস্থল; দেহমধ্যভাগ, কটিদেশ, কাঁকাল। কবিপ্র। বি।

কট্টার—দাত্র, দা, কাটারি। উপতৎ; কট্ট—ঋ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কট্‌ফল—১। বৃক্ষবিশেষ ; গান্ধারী। কটু ফল যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। কায়ফল। কটু ফল, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। [স্ত্রী।

কটী—কটুকা, লতাবিশেষ। কটু+ঈপ্‌। বি ;

কট্‌মটান—'কট্‌মট' করিয়া চাওয়া, ভীতিজনক চাহনি, ভ্রূকুটি করা। বাং ক্রি।

কট্‌মটি—কটমটি (তাহা দ্রঃ)।

কঠ—১। মুনিবিশেষ ; কঠশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। কঠ্‌+অচ্‌ অধ্যেতা অর্থে। ২। ঋগ্বেদ ; ঋগ্‌ভেদ ; স্বর ; উপনিষদ্‌বিশেষ। কঠ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। [বি ; পুং।

কঠমর্দ্দ(র্দ্দ)—শিব। কঠ—মৃদ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা।

কঠর—কঠিন। কঠ—রা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

কঠশাখা—যজুর্ব্বেদের শাখা। কঠের শাখা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কঠিকা—তুলসী ; খড়িমাটি। কঠ্‌+ণক কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কঠিন—দৃঢ় ; বিষম ; নিষ্ঠুর ; যাহাকে সহজে তুষ্ট বা বশ করিতে পারা যায় না এরূপ ; দুরূহ, দুর্ব্বোধ ; তীক্ষ্ণ ; দুঃসহ ; স্তব্ধ ; নিরেট (solid). কঠ্‌+ইনচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ বি—কঠিনতা, কঠিনত্ব, কাঠিন্য।

কঠিনতম—অতিশয় কঠিন, সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত, দৃঢ়তম। কঠিন+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

কঠিনতর—দুইটির মধ্যে অধিকতর দৃঢ়, অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। কঠিন+তর অতিশয়ার্থে। বিণ।

কঠিনতা, -ত্ব—কাঠিন্য, দৃঢ়তা ; দুর্ব্বোধতা ; নির্দ্দয়তা ; তীক্ষ্ণতা ; খরত্ব ; ভয়ানকতা। কঠিন+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ —কঠিন।

কঠিনপৃষ্ঠ, -পৃষ্ঠক—কচ্ছপ। কঠিন পৃষ্ঠ যাহার, বহুব্রী, পক্ষে+(ক সমাসান্ত)। বি ; পুং।

কঠিনহৃদয়—১। কঠোরচিত্ত বিশিষ্ট, পাষাণহৃদয়, নির্দ্দয়মনাঃ। কঠিন হৃদয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কঠোর চিত্ত, নির্ম্মম মন। কঠিন হৃদয়, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কঠিনা—১। গুড়, শর্করা, খাঁড় গুড় ; পাত্র বিশেষ। বি ; স্ত্রী। ২। দৃঢ়া ; নিষ্ঠুরা ; ভয়ানকা। কঠিন+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

কঠিনিকা, কঠিনী—খড়িকা, খড়ি ; কাঠখড়ি ; রামখড়ি। কঠিনী+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌ ; কঠ্‌+ইনচ্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কঠিনী—নিষ্ঠুরা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

কঠিনীকরণ—শক্ত বা মজবুত করা ; কঠিন পদার্থে পরিণত করণ (solidification) কঠিন+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=কঠিনী)—কৃ+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

কঠিনীকৃত—যাহা শক্ত করা হইয়াছে এমন। কঠিন+চ্বি (=কঠিনী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

কঠিনীভূত—যাহা শক্ত হইয়া গিয়াছে এমন। কঠিন+চ্বি (=কঠিনী)—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি,—ভবন।

কঠোপনিষৎ (-ষদ্‌)—ব্রহ্মপ্রতিপাদকশাস্ত্রবিশেষ ['সাহিত্য-পরিচয়'-এ 'উপনিষৎ' দ্রঃ]। কঠ-নামক উপনিষৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কঠোর—কঠিন, দৃঢ়, শক্ত ; পূর্ণ। কঠ্‌+ওরন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা,—ত্ব।

কঠোরতা, -ত্ব—কঠিনতা (তাহা দ্রঃ)। কঠোর+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—কঠোর।

কড়—১। ভক্ষ্য। কড়্‌+ক যঞর্থে কর্ম্মবা। ২। মূর্খ ; উন্মত্ত। কড়্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। গালার বালা, করভূষণ ; বিবাহকালীন হস্তসূত্রের অনুকরণে নির্ম্মিত বলয় ; কটক, হস্তীর পদ ; অঙ্কুর ; কলি। বাং প্র। ৪। মৎস্যাদি ধরিবার সূত্রবিশেষ। ইং 'cord'-শব্দজ। বি।

কড়ই—১। কড়াই, কটাহ। 'কটাহ'-শব্দজ। ২। যে মুরগীর ডিম পাড়িবার সময় হইয়াছে তাহা। প্রাদে। বি।

কড়ক—করকচ লবণ। কড়্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা +কন্‌ সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লীব।

কড়কচ—করকচ লবণ, সামুদ্রিক লবণ। অনুকার শব্দজাত। বি।

কড়কড়—১। কর্কশতা প্রকাশ ; কঠিন বস্তু চর্ব্বণের শব্দ ; বাদ্যাদির ধ্বনি ; বজ্রপাতের অনুকরণশব্দ। অব্য। ২। শুষ্ক, বাসি। প্রাদে। বিণ।

কড়কড়া, -কড়ে—১। অত্যন্ত শুষ্ক ; শুকাইয়া কঠিন ('—ভাত') ; প্রবল, খর তীব্র ; যাহা দাঁত দিয়া চিবাইলে কড়কড় শব্দ হয় এমন ('—ভাজা')। বিণ। **কড়কড়ে পানী**—খরস্রোত, প্রচণ্ড জলস্রোত। ২। একপ্রকার ভেক, কট্‌কটে বেঙ। কড়কড়+আ, এ (<ইয়া) করে অর্থে। বি।

কড়কন—ক্ষত শুষ্ক হওন, মুসড়ান ; গজান ; তিরস্কার করা। বাং ক্রি।

কড়কড়ি—শুষ্ক, বাসি। প্রাদে। বিণ।

কড়কা—যুদ্ধগাথা, উৎসাহবর্দ্ধক গাথা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কড়কান—শাসন করা, শাসান, ধমক দেওয়া ; কটুকথা শোনান। বাং ক্রি।

কড়ঙ্গ(ংগ)—১। সুরাবিশেষ। কড়্‌+অঙ্গচ্‌ করণবা। বি ; পুং। ২। ভিক্ষাপাত্র। 'করঙ্ক'-শব্দজ। বি।

কড়চা—কবিতায় রচিত ইতিহাস ; স্থূল কথা ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; শ্রেণীবদ্ধাকারে লিখিত বিবরণ ; জমীদারী হিসাবের কাগজ ; জমা ওয়াশীল বাকির হিসাব। 'কারিকা'-শব্দজ। বি।

কড়ছ—কোঁচড়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কড়তা, করতা—জিনিস ক্রয়বিক্রয়কালে দ্রব্যাধারের ওজন। বাং প্র। বি।

কড়মড়—কঠিন বস্তু ঘর্ষণের শব্দ ; দন্তে দন্তে ঘর্ষণের শব্দ। অনুকার জাত শব্দ। অব্য।

কড়মড়ান—কড়মড় শব্দ করা ; বিরক্তি-ক্রোধাদি প্রকাশ করা। বাং ক্রি। বি, —মড়ানি।

কড়মড়ে—অতিশয় শুষ্ক, যাহা চিবাইলে কড়মড় শব্দ হয় এরূপ। কড়মড়+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

কড়মা—নবোদ্গত অঙ্কুর ; ধান্যাদি হাজিয়া পচিয়া যাইবার পর যে নূতন চারা বাহির হয় তাহা। 'কড়ম্ব'-শব্দজ। বি।

কড়ম্ব—১। শাকাদির ডাঁটা। কড়্‌+অম্বচ্‌ কর্ম্মবা। ২। অগ্রভাগ ; অঙ্কুর ; কুঁড়ি ; কোঁড়া ; কোণ ; প্রান্তভাগ ; অব্যক্ত শব্দ ; মেঘগর্জ্জন ; কদম্ব ; বাণ। কড়্‌+অম্বচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ৩। বংশের অবলম্বন-স্বরূপ শিশু, যে শিশুর মৃত্যু হইলে বংশরক্ষার আর উপায় নাই সে। বাং প্র। বি। স্ত্রী,—ম্বী (কলমী শাক)।

কড়রমড়র—কড়মড় (তাহা দ্রঃ)।

কড়রা—শক্ত, কর্কশ, দৃঢ়। হিন্দীমূলক। বিণ।

কড়সী—ঘুনসী, কোমরের সুতা। প্রাদে। বি।

কড়া—১। কপর্দ্দক, কড়ি ; সামান্য পরিমাণ, অতি ক্ষুদ্রাংশ। 'কপর্দ্দক'-শব্দজ। ২। ধাতুনির্ম্মিত বলয় ; লোহার বালা ; আংটা ; অপরাধীর হাত বাঁধিবার লৌহবন্ধনী ('হাত—')। 'কটক'-শব্দজ। ৩। কটাহ, কড়াই। 'কটাহ'-শব্দজ। ৪। ঘর্ষণজন্য চর্ম্মের কঠিনতা। বি। ৫। কটু ; শক্ত ; উগ্র ; সামান্য ; নির্ম্মম ; উচ্চ ; অলঙ্ঘনীয় ; অধিক ; তেজস্কর ; দৃঢ় ; কষ্টসহনশীল ; মহার্ঘ ; সতর্ক। 'কঠোর'-শব্দজ। বিণ।

কড়াই—কটাহ, লৌহপাত্র, কড়া ; লৌহাদির বলয়, আংটা ; কলাই। 'কটাহ'-শব্দজ। বি।

কড়াকড়, -ক্কড়, -ক্কড়ি—১। কঠোর নিয়ম ; দৃঢ় বন্ধন ; কঠিন পরীক্ষা ; অব্যক্ত শব্দ ; মেঘগর্জ্জন। বি। ২। অব্যক্ত ; ভীষণ ; শক্ত। বাং প্র। বিণ।

কড়াকড়ি—দৃঢ়বন্ধন ; কঠোর নিয়ম ; কঠিন পরীক্ষা। বাং প্র। বি।

কড়াকিয়া, কড়াকে, কড়ানিয়া—ধারাপাতে কড়ার আর্য্যা। কড়া+কিয়া, কে, নিয়া ('কড়াকিয়া'র অনুকরণে)। বাং প্র। বি। [অর্থ। দ্বন্দ্ব। বি।

কড়াক্রান্তি—সূক্ষ্মহিসাব, অতি সামান্য

কড়াৎ—কোন শক্ত জিনিস কাটিবার শব্দ ; বজ্রধ্বনির অনুকরণশব্দ। বাং। অব্য।

কড়ানিয়া—'কড়াকিয়া' দ্রঃ।

কড়ার—১। পিঙ্গলবর্ণ। বি ; পুং। ২।

পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। গড়্ (সেবন করা)+ আরন্ কর্তৃবা (গ-স্থানে ক)। বিণ। ৩। কাল-নিরূপণ; প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, স্বীকার, চুক্তি (যেমন—এই মাসে তোমার টাকা দিবার 'কড়ার' ছিল)। আর্বী 'করার্'-শব্দজ। বি।

কড়ারি, -রী—প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত; চুক্তি-মতে নির্দ্ধারিত। কড়ার+ই, ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কড়াল—বড় বড় দন্ত বা দাড়াবিশিষ্ট ('—চিংড়ীমাছ')। 'করাল'-শব্দজ। বিণ।

কড়ি—১। শামুকজাতীয় জীববিশেষের দেহ; কপর্দ্দক, কড়া; অর্থ, টাকা পয়সা প্রভৃতি। 'কপর্দ্দক'-শব্দজ। ২। আড়কাঠ, আড়া ('ঘরের—')। 'কাণ্ড'-শব্দজ। ৩। ছোট কড়া, অপরাধীর হাত বাঁধিবার লৌহবন্ধনী ('হাত—')। 'কটক'-শব্দজ। ৪। গৃহাদির ছাদ ধারণ করিবার যোগ্য মোটা ও লম্বা কাঠ বা লোহা (beam); (সঙ্গীত) নির্দ্দিষ্ট স্বরের উচ্চতর স্বর—অথচ যাহা পরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট স্বর অপেক্ষা নিম্নতর (যেমন—কড়িমধ্যম)। বাং প্র। বি।

কড়িকষা—কড়ির মূল্যসম্বন্ধীয় গণিত; শুভঙ্করের আর্য্যানুসারে কড়ির মূল্য স্থিরীকরণ। কড়ির কষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কড়ি-কপালিয়া, -কপালে—অর্থ-ভাগ্যবান্, যে বরাতগুণে বিস্তর টাকাপয়সা পাইয়াছে এমন। কড়ি (অর্থ)-জনক কপাল (ভাগ্য), মধ্যপ কর্ম্মধা+ইয়া, এ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কড়িখেলা—দুই-চারিজনে মিলিয়া কড়ি লইয়া খেলা। কড়ি দ্বারা খেলা, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী। [৭মীতৎ। বিণ।

কড়িচণ্ডাল—অর্থপিশাচ। কড়িতে চণ্ডাল,

কড়িপাতি—অর্থাদি; খরচপত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কড়ি-প্রত্যাশী (-শিন্)—অর্থলোভী। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বিণ। স্ত্রী, -শিনী।

কড়িমধ্যম—সুরবিশেষ, 'মা' ও 'পা'-এর মধ্যবর্ত্তী সুর; যন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

কড়িয়া, কড়ে—১। অর্থশালী, ধনবান্। কড়ি+ইয়া, এ আছে অর্থে। ২। চঞ্চল; কনিষ্ঠ, ক্ষুদ্রতম ('—আঙ্গুল'); বালিকা, অল্পবয়স্কা। 'কনীয়স্'-শব্দজ। বিণ। ৩। কনিষ্ঠ আঙ্গুলের স্পর্শ বা স্পর্শের জন্য রোমাঞ্চ; ছোট লাঠি দ্বারা স্পর্শ। বাং প্র। বি।

কড়িয়া-রাঁড়ী, কড়ে-রাঁড়ী—অল্পবয়সেই বিধবা, বালবিধবা। কড়িয়া, কড়ে (২) রাঁড়ী, কর্ম্মধা। বি বা বিণ।

কড়িয়াল—ধনী, অর্থবান্। কড়ি+আল আছে অর্থে। বিণ।

কড়িয়ালি, -লী—ঘোড়ার মুখের কশা-বন্ধনের কড়াদার অংশ, মুখোস। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কড়ী—১। কড়া, আংটা; কপর্দ্দক, কড়ি; আড়া। বি। ২। উচ্চ, তীব্র। বাং প্র। বিণ।

কড়ুখা—স্তুতিপাঠক বন্দিগণ যে সকল গান দ্বারা রাজাদির গুণকীর্ত্তন বা স্তুতিবাদ করে তাহা ("ধাড়ী গায় কড়ুখা ভাঁড়াই করে ভাঁড়")। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কড়ুয়া—১। কড়া, তীব্র। হিন্দী। বিণ। ২। আঁকশী। প্রাদে। বি।

কড়ে—'কড়িয়া' দ্রঃ। [বিণ।

কড়েল—ধনী, অর্থশালী। 'কড়িয়াল'-শব্দজ।

কণ—বস্তুর অত্যল্প অংশ, সূক্ষ্ম অংশ; রেণু, গুঁড়া; অতি সূক্ষ্ম ধান্যাংশ; বনজীরক; শস্যের ক্ষুদ্রাংশবিশেষ; কুম্ভীরমক্ষিকা। কণ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। বিণ—কাণ, কনীয়।

কণজীর—শ্বেতজীরক, সাদা জীরা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

কণজীরক—ক্ষুদ্রজীরক, ছোট জীরা। কণজীর+কন্ অল্পার্থে। বি; ক্লীব।

কণপ—বন্দুক। কণ (লৌহগুটিকা)—পা (পান করা)+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কণভক্ষ—মহর্ষি কণাদ (ইঁহার অপর একটি নাম কণভুজ); কশ্যপমুনি; চটক; স্বর্ণকার, সেক্‌রা। উপতৎ; কণ—ভক্ষ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কণভুক্ (-ভুজ্)—মহর্ষি কণাদ; কশ্যপমুনি; চটক; স্বর্ণকার, সেক্‌রা। উপতৎ; কণ—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কণা—সূক্ষ্মাংশ, বস্তুর অত্যল্প অংশ; ধান্যাংশ; স্ফুলিঙ্গ; কুম্ভীরমক্ষিকা; পিপ্পলী; জীরক। কণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কণাকার—দানাদার; বিন্দুর আকৃতি-বিশিষ্ট। কণা সদৃশ আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কণাটীন, -টীর—খঞ্জন পক্ষী। কণ—অট্ (গমন করা)+ঈটন্, ঈরন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কণাদ—বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা মুনি [চরিতাবলী দ্রঃ]; চটক পক্ষী; স্বর্ণকার। উপতৎ; কণ (অল্প)—অদ্ (ভোজন করা)+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কণি—নখের কোণ; কোণা; বাক্স প্রভৃতির কোণে বসাইবার ধাতুনির্ম্মিত পাত। 'কোণ'-শব্দজ। বি।

কণিক—১। শত্রু; নীরাজন, আরতি; গোধূমচূর্ণ, ময়দা। কণ+ইক আছে অর্থে। ২। ধৃতরাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী। [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

কণিকা—এককণামাত্র; তণ্ডুলকণা, ক্ষুদ; অতি সূক্ষ্মবস্তু; অগ্নিমন্থবৃক্ষ। কণা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; ক্লীব।

কণিত—রোদন, আর্ত্তনাদ। কণ্ (কাতর শব্দ করা)+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

কণিশ—শস্যের মঞ্জরী, ধান্যাদির শীষ। উপতৎ; কণিন্—শো+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

কণী—কণিকা। কণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কণীনিকা—(শারীরবিদ্যা) চক্ষুর তারা (iris). 'কনীনিকা' দ্রঃ। বি; স্ত্রী।

কণীয়ান্ (-য়স্)—অতিক্ষুদ্র, অতিশয় ছোট; কনিষ্ঠ। কণ (অল্প)+ঈয়সু অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়সী। [বি; পুং বা ক্লীব।

কণ্ট—কণ্টক, কাঁটা। কন্ট্+অচ্ কর্তৃবা।

কণ্টক—১। কাঁটা; ক্ষুদ্রশত্রু; (প্রাণিবিদ্যা) মৎস্যাদির অস্থিশলা (spine); (ন্যায়শাস্ত্র) দোষোক্তি; রোমাঞ্চ; (জ্যোতিষ) কেন্দ্র, লগ্ন; লগ্ন হইতে চতুর্থ সপ্তম বা দশম স্থান। বি; পুং বা ক্লীব। ২। কর্ম্মস্থান; দোষ; রেণু; বিঘ্ন; সূচ্যগ্র; মকর; ক্ষতিকর বা বিরক্তিজনক পদার্থ। বি; পুং। ৩। ক্লেশকর। কন্ট্+ণক কর্তৃবা। বিণ।

কণ্টকত্বক্ (-ত্বচ্)—(জীববিদ্যা) যাহার পৃষ্ঠদেশ কণ্টকাবৃত এরূপ প্রাণী (echinodermata). কণ্টকাবৃত ত্বক্ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কণ্টকদ্রুম—কণ্টকপ্রধান বৃক্ষ, শাল্মলী-বৃক্ষ, শিমুল গাছ। কণ্টকপূর্ণ দ্রুম, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কণ্টকপক্ষক—(জীববিদ্যা) যাহার পৃষ্ঠে ডানার পুরোভাগে এক বা ততোধিক অস্থি-শলাকা থাকে এরূপ প্রাণী (যথা—কৈ মৎস্য, খরশুলা মৎস্য ইত্যাদি)। কণ্টক পক্ষে যাহার, বহুব্রী+ক (সমাসান্ত)। বি; পুং।

কণ্টকপ্রাবৃতা—গৃহকন্যা, ঘৃতকুমারী। কণ্টক দ্বারা প্রাবৃতা, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

কণ্টকফল—১। কাঁটাল গাছ; ধুতুরা-গাছ; গোক্ষুর গাছ; গাবভেরেণ্ডা গাছ; বেগুন গাছ। কণ্টক ফলে যাহার, বহুব্রী। ২। কাঁটাল। কণ্টকাবৃত ফল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কণ্টকভুক্ (-ভুজ্)—১। কাঁটা ভোজনকারী। বিণ। ২। উষ্ট্র, উট। উপতৎ; কণ্টক—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কণ্টকময়—কণ্টকব্যাপ্ত, কাঁটায় ভরা; বিঘ্নবহুল। কণ্টক+ময়ট্ ব্যাপ্তার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

কণ্টকশয়ন, -শয্যা—অত্যন্ত কষ্ট-জনক শয্যা, যে বিছানায় শুইয়া কোনরূপ আরাম পাওয়া যায় না তাহা; (আলঙ্কারিক অর্থে) অত্যন্ত উদ্বেগজনক অবস্থা। কণ্টক-পূর্ণ শয়ন, শয্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

কণ্টকস্বরূপ—কাঁটার ন্যায় ক্লেশদায়ক। কণ্টক হইয়াছে স্বরূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কণ্টকাকীর্ণ—কণ্টকব্যাপ্ত, কাঁটাভরা;

কষ্টজনক; বিঘ্নবহুল। কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ, ৩য়াতৎ। বিণ।

কণ্টকাচিত—কণ্টকাকীর্ণ, কাঁটায় ভরা। কণ্টক দ্বারা আচিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কণ্টকারিকা—কণ্টকারী। উপতৎ; কণ্টক—ঋ (গমন করা) + অণ্‌ কর্তৃবা + কন্‌ স্বার্থে + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কণ্টকারী—কণ্টকারিকা বৃক্ষ, কণ্টিকারী; বৃহতী; শাল্মলীবৃক্ষ; বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচি গাছ; কণ্টিকারীর ফল। কণ্টক—ঋ + অণ্‌ কর্তৃবা + ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কণ্টকাশন—উষ্ট্র, উট। কণ্টক অশন (খাদ্য) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কণ্টকি-কীট—শূককীট, শুঁয়াপোকা। কণ্টকী (কণ্টকিন্‌ = কণ্টকের ন্যায় কেশ-বিশিষ্ট) কীট, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কণ্টকিত—কণ্টকবিশিষ্ট; রোমাঞ্চিত। কণ্টক + ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

কণ্টকিনী—১। বার্তাকী; শোণঝিণ্টী; মধুখর্জ্জুরী। বি; স্ত্রী। ২। কণ্টকবিশিষ্টা, কাঁটাযুক্তা। কণ্টক + ইন্‌ আছে অর্থে + ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

কণ্টকিফল—১। বৃক্ষবিশেষ, কাঁটাল গাছ; সমষ্ঠিলবৃক্ষ। কণ্টকী (কণ্টকিন্‌) ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। কাঁটাল ফল। কণ্টকী ফল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কণ্টকিলতা—শসা গাছ। কণ্টকিনী লতা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কণ্টকী (-কিন্‌)—১। মৎস্যবিশেষ; খদিরবৃক্ষ; মদনবৃক্ষ; গোক্ষুরবৃক্ষ; বদর-বৃক্ষ; খর্জ্জুরাদি বৃক্ষ; বেউড়বাঁশ; বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচি গাছ। বি; পুং। ২। কণ্টকযুক্ত। কণ্টক + ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কিনী।

কণ্টকী—কাঁটাবেগুণ। কণ্টক + অচ্‌ আছে অর্থে + ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কণ্টকোত্তোলন, কণ্টকোদ্ধার—কণ্টকনিষ্কাশন, কাঁটা তুলিয়া ফেলা; বিঘ্ন-পসারণ, বিঘ্ন-দূরীকরণ; শত্রুনাশ। কণ্টকের উত্তোলন, উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

কণ্টতনু—বৃহতী। কণ্ট (কণ্টক) তনুতে যাহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

কণ্টদলা—কেতকী, কেয়াফুলের গাছ। কণ্ট দলে (পত্রে) যাহার, বহুব্রী + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কণ্টপত্র—বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচি গাছ। কণ্ট পত্রে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কণ্টফল—ক্ষুদ্রগোক্ষুর; পনস, কাঁটাল; ধুস্তূর; লতাকরঞ্জ; একপ্রকার এরণ্ড। কণ্ট ফলে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কণ্টাফল—কাঁটাল গাছ। কণ্টা (কণ্টক) ফলে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কণ্টালু—বংশ; বৃহতী; বার্তাকী; বর্ব্বূর। কনট্‌ + আলু কর্তৃবা। বি; পুং।

কণ্টী (কণ্টিন্‌)—কলায়; অপামার্গ; খদির; গোক্ষুর। কণ্ট + ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

কণ্ট্রাক্ট, কন্‌ট্রাক্ট—চুক্তি, কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ব্যয়ে করিয়া দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার। ইং contract. বি।

কণ্ট্রাক্টর, কন্‌ট্রাক্টর—চুক্তিকারী, কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ব্যয়ে করিয়া দিবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি। ইং contractor. বি।

কণ্ট্রোল—সরকার-কর্তৃক মূল্য-নিয়ন্ত্রণ; সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রেয় চাউল, আটা, চিনি প্রভৃতির দোকান। ইং control. বি।

কণ্ঠ—গলদেশ, গলা; কণ্ঠধ্বনি; মদন-বৃক্ষ; হোমকুণ্ডের বাহিরে অঙ্গুলিপরিমিত স্থান; নিকট। কণ্‌ + ঠ কর্তৃবা। বি; পুং।

কণ্ঠ-কণ্ডূয়ন—গলা-চুলকানি; কোন কিছু বলিবার জন্য অস্বস্তিবোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কণ্ঠকুনিকা—বীণা। কণ্ঠ—কুণ্‌ (শব্দ করা) + অক কর্তৃবা + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কণ্ঠগ—কণ্ঠগামী, যাহা গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এরূপ। উপতৎ; কণ্ঠ—গম্‌ + ড কর্তৃবা। বিণ।

কণ্ঠগত, কণ্ঠাগত—কণ্ঠ পর্য্যন্ত আগত, কণ্ঠ পর্য্যন্ত উপস্থিত। কণ্ঠকে গত, আগত, ২য়াতৎ। বিণ।

কণ্ঠগতপ্রাণ, কণ্ঠাগতপ্রাণ—যাহার প্রাণ কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়াছে এরূপ, যাহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম করিয়াছে এরূপ, মৃতপ্রায়। কণ্ঠগত, কণ্ঠাগত প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কণ্ঠনলী, -নালী—গলার নলী। কণ্ঠের নলী, নালী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কণ্ঠপাশক—হস্তীর গলবেষ্টন-রজ্জু। কণ্ঠের পাশক (কণ্ঠবন্ধনার্থ শৃঙ্খল বা রজ্জু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কণ্ঠবদ্ধ, -লীন—গললগ্ন, গলদেশে আবদ্ধ; গলদেশে আলিঙ্গিত ("কণ্ঠলীন প্রিয় জনেরে ছেড়ে দূরে থাকে যে, তার দশা কিবা তা' বল্‌"—প্যারীমোহন সেন)। কণ্ঠে বদ্ধ, লীন, ৭মীতৎ। বিণ।

কণ্ঠবন্ধন—রজ্জু দ্বারা গলদেশ-বেষ্টন; কণ্ঠদেশে আলিঙ্গন। কণ্ঠে বন্ধন, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

কণ্ঠবেষ্টন—গলা জড়াইয়া ধরা। কণ্ঠের বেষ্টন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কণ্ঠভূষণ, -ভূষা—গলদেশের অলঙ্কার; মালা; হার। কণ্ঠের ভূষণ, ভূষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

কণ্ঠমণি—কণ্ঠে ধারণীয় রত্ন; (শারীরবিদ্যা) কণ্ঠের বহিঃস্থ উন্নতাস্থি (Adam's apple). কণ্ঠের মণি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কণ্ঠমালা—কণ্ঠহার, গলদেশের হার। কণ্ঠের মালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কণ্ঠরব—কণ্ঠস্বর, গলার আওয়াজ। কণ্ঠের রব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কণ্ঠরোধ—বাক্য বন্ধ হওয়া; কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হওয়া; গলা চাপা, শ্বাস বন্ধ হওয়া। কণ্ঠের রোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কণ্ঠরোল—অস্ফুট চীৎকার; কোলাহল, কলরব। কণ্ঠের রোল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কণ্ঠলগ্ন—গলদেশে সংলগ্ন; গলে পরিহিত; যাহা গলায় লাগিয়া আছে এরূপ। কণ্ঠে লগ্ন, ৭মীতৎ। বিণ।

কণ্ঠলম্বিত—গলদেশে লম্বমান, গলায় ঝুলান। কণ্ঠে লম্বিত, ৭মীতৎ। বিণ।

কণ্ঠলম্বী (-লম্বিন্‌)—গলদেশে লম্বমান, কণ্ঠলম্বিত। উপতৎ; কণ্ঠ—লম্ব্‌ + ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ম্বিনী।

কণ্ঠলীন—'কণ্ঠবদ্ধ' দ্রঃ।

কণ্ঠশ্বাস—কণ্ঠাগতনিঃশ্বাস; মৃতপ্রায় অবস্থা। কণ্ঠগত শ্বাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কণ্ঠসূত্র—মাল্য; আলিঙ্গনবিশেষ। কণ্ঠের সূত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কণ্ঠস্থ—মুখস্থ, যাহা বিলক্ষণ অভ্যাস করা হইয়াছে এরূপ; কণ্ঠে অবস্থানকারী। উপতৎ; কণ্ঠ—স্থা + ক কর্তৃবা। বিণ।

কণ্ঠস্বর—কণ্ঠধ্বনি, গলার আওয়াজ। কণ্ঠের স্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কণ্ঠহার—গলদেশের অলঙ্কার, হার। কণ্ঠের হার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কণ্ঠা—গলার নীচে দুই পাশের হাড় (collar bone); কণ্ঠ; কণ্ঠস্বর। 'কণ্ঠ'-শব্দজ। বি।

কণ্ঠা বাহির হওয়া—শরীর শুকাইয়া যাওয়ায় কণ্ঠার হাড় দেখা দেওয়া; দুর্ব্বল ও কৃশকায় হওয়া।

কণ্ঠাগত—'কণ্ঠগত' দ্রঃ।

কণ্ঠাগতপ্রাণ—'কণ্ঠগতপ্রাণ' দ্রঃ।

কণ্ঠাগতপ্রায়—যাহা প্রায় কণ্ঠদেশে আসিয়াছে এরূপ, বহির্গমনোন্মুখ ('—প্রাণ')। প্রায় কণ্ঠাগত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

কণ্ঠাগ্নি—পক্ষী। কণ্ঠে অগ্নি (জঠরানল) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কণ্ঠাভরণ—কণ্ঠের অলঙ্কার, হার প্রভৃতি। কণ্ঠের আভরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কণ্ঠাল—ওল; নৌকা; খনিত্র; যুদ্ধ; উষ্ট্র; একপ্রকার গুণ বা থলি। কণ্ঠ—অল্‌ + অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

কণ্ঠাস্থি—কণ্ঠের নিকটবর্ত্তী অস্থি, গলার নীচে দুই পাশের হাড় (collar bone). কণ্ঠের অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কণ্ঠিকা—একহালি মালা, কণ্ঠাভরণ; অশ্বের কণ্ঠবেষ্টন-রজ্জু; বৈষ্ণবেরা কণ্ঠে যে তুলসীমালা বা কাষ্ঠমালা ধারণ করে তাহা। কণ্ঠী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কণ্ঠী—অশ্বকণ্ঠবেষ্টন রজ্জুচর্ম্মাদি, অশ্বের কণ্ঠবেষ্টন-রজ্জু; বৈষ্ণবাদির কণ্ঠে ধৃত কাষ্ঠ বা তুলসীর মালা; গল। কণ্ঠ+অচ্+ঈপ্ ক্ষুদ্রার্থে। বি; স্ত্রী। **কণ্ঠী ছেঁড়া**—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ত্যাগ করা বা বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হওয়া।

কণ্ঠীধারী (-ধারিন্)—বৈষ্ণববিশেষ, গলে কাষ্ঠ বা তুলসীর মালা-পরিহিত বৈষ্ণব বা বৈরাগী। উপতৎ; কণ্ঠী—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কণ্ঠী-বদল—বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠমালার বিনিময়ে বিবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কণ্ঠেকাল—শিব, নীলকণ্ঠ। কণ্ঠে কাল (কৃষ্ণবর্ণ), অলুক্ ৭মীতৎ। বি; পুং।

কণ্ঠ্য—কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত; কণ্ঠসংক্রান্ত। কণ্ঠ+যৎ ভবার্থে। বিণ।

কণ্ঠ্যবর্ণ—অ আ কবর্গ হ ও বিসর্গ—এই নয়টি বর্ণ। কণ্ঠ্য বর্ণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কণ্ডন—উদূখলাদি দ্বারা তণ্ডুলাদি নির্ম্মলী-করণ, তুঁষনিষ্কাশন, কাঁড়ান। কন্ড্ (নিস্তুষ করা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—কণ্ডিত, কণ্ড্য, কণ্ডনীয়, কণ্ডিতব্য।

কণ্ডনী—উদূখল, উখলি; মুষল। কন্ড্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কণ্ডরা—(শারীরবিদ্যা) শিরা (tendon). কন্ড্+ণিচ্+অর চ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কণ্ডু—১। গাত্রঘর্ষণ; চুলকানি। কন্ড্+উ ভাববা। বি; স্ত্রী। ২। মুনিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। কন্ড্+উ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কণ্ডুরা, কণ্ডূরা—শূকশিম্বী, আলকুশী; কপিকচ্ছু; অত্যম্লপর্ণী। কণ্ডু, কণ্ডূ—রা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কণ্ডূ—চুলকানি, খোস, পাঁচড়া। কণ্ডূ+ক্বিপ্ ভাববা। বি; স্ত্রী।

কণ্ডূকরী—শূকশিম্বী বৃক্ষ, আলকুশী গাছ। উপতৎ; কণ্ডূ—কৃ+ট কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কণ্ডূতি—কণ্ডূ, চুলকানি। কণ্ডূ+ক্তি [ভাববা। বি; স্ত্রী।

কণ্ডূয়ন—চুলকান, সুড়সুড় করা। কণ্ডূ+যক্ স্বার্থে+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

কণ্ডূয়মান—কণ্ডূয়নকারী, যে চুলকাইতেছে এরূপ। কণ্ডূ+যক্ স্বার্থে+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

কণ্ডূয়া—চুলকান। কণ্ডূ+যক্ স্বার্থে+অ [ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কণ্ডূরা—'কণ্ডুরা' দ্রঃ।

কণ্ডূল—১। শূরণ, ওল। বি; পুং। ২। যে গাত্র কণ্ডূয়ন করে এরূপ, যাহার বা যাহাতে চুলকনা হইয়াছে এরূপ। উপতৎ; কণ্ডূ—লা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

কণ্ডোল, -লক—১। বংশাদি দ্বারা রচিত ধান্যাদিপাত্র, ডোল। কন্ড্ (রক্ষা করা)+ওল অধিবা; পক্ষে কন্ সংজ্ঞার্থে। ২। উষ্ট্র। কন্ড্+ওল কর্ত্তৃবা; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কণ্ডোলবীণা—কটোলবীণা, কেন্দ্ড়া, কেঁদ্‌ড়া বা কেন্দুড়া। কণ্ডোলাকারা বীণা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কণ্হার—কহ্লার, সুঁদি ফুল। প্রাঃ কবিপ্র। [বি।

কণ্ব—১। মুনিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং। ২। পাপ। কণ্+ব কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কণ্বসুতা—কণ্বদুহিতা, শকুন্তলা। কণ্বের সুতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কণ্বাশ্রম—কণ্বমুনির আশ্রম [ইহা মালিনী নদীতীরে অবস্থিত ছিল]। কণ্বের আশ্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কণ্যার—কনিষ্ঠ; অত্যল্প। 'কণীয়ান্'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কৎ—কলসের মুখ। আর্বীমূলক। বি।

কত—১। কিয়ৎ, কি-পরিমাণ; বহু; প্রচুর। 'কতি'-শব্দজ। বিণ। **কত করিয়া, করে**—অনেক করিয়া; বহু সাধ্য-সাধনা করিয়া। **কত-কি**—অনেক রকমের অনেক জিনিস বা বিষয়, অনেক প্রকার। **কত শত**—অসংখ্য, বহু-সংখ্যক। ২। মুনিবিশেষ [বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের একতম]। বি; পুং।

কতক—১। কতিপয়, কিছু। 'কতি'-শব্দজ। বিণ। ২। নির্ম্মলী বৃক্ষ (ইহার বীজ অম্বু-প্রসাদক)। বি; পুং। ৩। নির্ম্মলী গাছের ফল, জলপরিষ্কারক ফল। ক-র (জলের) তক (নির্ম্মলতা) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কতকটা—১। কিয়দংশ, কিছু-পরিমাণ। বিণ। ২। কিয়ৎপরিমাণে, কিছুমাত্রায়। কতক+টা পরিমাণার্থে। ক্রি-বিণ।

কতক্ষণ—কিছুকাল; অনেকক্ষণ। কর্ম্মধা। বি।

কতখান—১। কতকটা। বিণ। ২। বিশেষ অনর্থপাত; বর্ণনায় অতিরঞ্জন। কবিপ্র। বি।

কতটা—কি-পরিমাণ; কতখানি; কিঞ্চিৎ। কত+টা পরিমাণার্থে। বিণ।

কত-না—কতই, খুব। বাং প্র। বিণ।

কতফল—কতকবৃক্ষ। কত (জলশোধক) ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কতবেল—কৎবেল (তাহা দ্রঃ)।

কতমত—১। কতরকম; অনেক রকমের। বিণ। ২। কতরকমে, অনেক প্রকারে। কত+মত প্রকারার্থে। ক্রি-বিণ।

কতয়—কোথায়। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

কতয়ে—কত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কতল, কোতল—হত্যা, বিনাশ, খুন। আর্বী 'কৎল'-শব্দজ। বি।

কতলান—বেশ করিয়া চটকান। বাং ক্রি।

কতলুঁ—কতপ্রকারে, কতই। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

কতহুঁ—কতই। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কতি—১। কত, কিয়ৎপরিমাণ, কতসংখ্যক। কিম্+ডতি পরিমাণার্থে। বিণ। ২। কিজন্য, কিসের জন্য। অব্য। ৩। কোথায়। সর্ব্ব। ৪। কয়জন, কতিপয়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কতিক্ষণে, -খনে—কতক্ষণে, কখন্, কোন্ সময়ে, কত বিলম্বে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

কতিপয়—কিয়ৎসংখ্যক, কতকগুলি। কতি+অয়চ্ স্বার্থে (প-আগম)। বিণ।

কতিবিধ—কত প্রকারের। কতি বিধা (প্রকার) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কতিসঞে—কোন্ স্থান হইতে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কতিহু—কোথাও। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কতিহুঁ—কেন, কি-নিমিত্ত। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কতেক—কত; বত অধিক, কত বেশী; [বিস্তর, অনেক। বাং প্র। বিণ।

কত্তা—মালিক; প্রধান ব্যক্তি; সাধারণ জিনিস-বিক্রেতাকে সম্বোধন করিবার শব্দ। 'কর্ত্তা'-শব্দজ। বি বা বিণ। স্ত্রী—গিন্নি। ভাববাচক বি—কত্তাত্তি, কত্তামি কত্তামো।

কত্তাত্তি—কতৃত্ব, মোড়লি। 'কর্ত্তৃত্ব'-শব্দের গ্রাম্যরূপ। বি।

কত্রপ—রাজন্যক; সামন্ত নৃপতি; প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা। 'ক্ষত্রপ'-শব্দজ। বি; পুং।

কৎবেল—কয়েৎবেল, কপিত্থ। 'কপিত্থবিল্ব'-শব্দজ। বি।

কথং (কথম্)—কিরূপে; কেন; প্রশ্ন; সম্ভ্রম; নিন্দা; সম্ভাবনা; ঘৃণা; আহ্লাদ, হর্ষ; যত্ন। কিম্+থমু প্রকারার্থে। সংস্কৃত অব্য।

কথক—বক্তা; কথোপজীবী; নাটকবর্ণন-কর্ত্তা; পুরাণ-পাঠক, পুরাণ-ব্যাখ্যাকারী। কথ+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কথিকা। বি,—কতা।

কথকঠাকুর—পুরাণ-পাঠকারী ব্রাহ্মণ, যিনি পুরাণের কথা শোনান এমন ব্রাহ্মণ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

কথকতা—কথকের কার্য্য, বক্তৃতা; সর্ব্বজন-সমক্ষে অভিনয়ভঙ্গীতে পৌরাণিক উপাখ্যান কথন। কথক+তা কর্ম্মার্থে। বি; স্ত্রী।

কথঞ্চন—কোন প্রকারে, কোন সুযোগে; অতিযত্নে, প্রভূত আয়াসে। কথম্+চন। সংস্কৃত অব্য।

কথঞ্চিৎ—১ কথঞ্চন (তাহা দ্রঃ)। কথম্+চিৎ অনিশ্চয়ার্থে। অব্য। ২। কিছু, সামান্য। 'কিঞ্চিৎ'-শব্দজ। বিণ।

কথন—কথা, উক্তি, কহা, বলা। কথ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

কথনীয়, কথ্য—বক্তব্য, বলিবার যোগ্য। কথ+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

কথম্—'কথং' দ্রঃ।

কথা—১। উক্তি; উচ্চারণ; পক্ষপ্রতিপক্ষ উপস্থাপনপূর্ব্বক বিচার; বাদসূচক কথন; কথকতা; নামকীর্ত্তন; উল্লেখ; আলাপ। কথ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। **কথা কও**—অভিমান ও মৌনভাব ত্যাগ কর। **কথা কাটা**—প্রতিবাদ করা, আপত্তি করা; প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। **কথা কাটাকাটি**—বচসা; তর্ক। **কথা চালা**—গল্প বলা; মুখে মুখে কথা বাড়ান। **কথা চালাচালি**—পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয় বা ঘটনার পরিচালন করা। **কথা দিয়া কথা লওয়া**—মনের মত কথা বলিয়া অপরের মনের কথা জানা। **কথা দেওয়া**—প্রতিশ্রুতি দেওয়া। **কথা পাড়া**—প্রস্তাব করা, কোন বিষয়ের উত্থাপন করা। **কথা ফেলা**—প্রস্তাব করা, কথার আরম্ভ করা। **কথা বাড়ান**—তর্ক করিয়া চলা; অনর্থক বকা। **কথা বার করা**—গোপন কথা জানিয়া লওয়া। **কথা বেচে খাওয়া**—কথার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করা (উকীল, দালাল প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রযোজ্য); নানা যুক্তি দেখাইয়া রোজগার করা। **কথা মাত্র সার**—কেবল কথায় বড়, কাজের দিক্ দিয়া অপদার্থ। **কথা শোনা**—কথার বাধ্য হওয়া; আদেশ পালন করা। **কথা শোনান**—কঠোর কথা বলা, কড়া কথা বলা। **কথা সরা**—কথা বাহির হওয়া, বাক্য বলা। **কথায় কথা বাড়া**—কথার প্রতিবাদে নূতন কথার উল্লেখ করিয়া বচসার সৃষ্টি করা। **কথায় কথায়**—কথাপ্রসঙ্গে কথা বলিতে বলিতে। **কথায় কান দেওয়া**—কাহারও নির্দ্দেশ বা অনুরোধ অনুসারে কাজ করা। **কথায় চিঁড়ে ভেজান**—কতকগুলি বাজে কথা বলিয়া ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করা। **কথায় জল হওয়া**—কথার প্রভাবে মনের সমস্ত বিদ্বেষভাব দূর করা। **কথায় থাকা**—সংসর্গে থাকা; কিছু করা। **কথার কথা**—কথার মারপেঁচ; শূন্যগর্ভ বচন, বাজে কথা। **কথার চালাকি, কথার ফের, কথার মারপেঁচ**—ঘুরানো কথা। **কথার ধার না ধারা**—সম্বন্ধ না রাখা; কোন বিষয়ে সংসৃষ্ট না থাকা। **কথার ধোকড়**—কথা বলিতে ওস্তাদ কিন্তু কাজে কিছুই নয়। **কথার নড়চড় করা বা হওয়া**—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বা হওয়া। **কথার পিঠে কথা**—একটি কথার প্রতিবাদে অন্য কথার অবতারণা। **কথার মাথাও নাই মুণ্ডও নাই**—শৃঙ্খলাশূন্য কথা, এলোমেলো কথা। **কথার মানুষ**—যে কথা দিয়া সেই অনুসারে কাজ করে এমন লোক। **কথার শ্রাদ্ধ**—অকেজো কথার বাড়াবাড়ি। **দশকথা, পাঁচকথা, সাতকথা**—নানা কথা। ২। সত্যমিশ্রিত কল্পিত গল্পগ্রন্থ, উপাখ্যান [কথা ও আখ্যায়িকা উভয়ই উপাখ্যানাত্মক হইলেও উভয়ের মধ্যে কিছু ভেদ আছে। কিঞ্চিৎ সত্যমিশ্রিত কল্পিত প্রবন্ধ কথা, এবং লোকপরম্পরাগত উপাখ্যান আখ্যায়িকা]; প্রসঙ্গ; অঙ্গীকার; অভিপ্রায়। কথ্+অ কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কথাকলি—পৌরাণিক যুদ্ধ কাহিনী। কলি (যুদ্ধ)+কথা (পৌরাণিক কাহিনী); 'কলি-কথা'-স্থলে 'কথাকলি'। বাং প্র। বি। **কথাকলি নৃত্য**—নৃত্য দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর রূপায়ণ, দক্ষিণ-ভারতের নৃত্যবিশেষ।

কথান্তর—১। অন্য কথা; কথার ব্যতিক্রম। অন্যা কথা, নিত্য। ২। কথার অবসর, কথার ফাঁক। কথার অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ৩। বিবাদ, কথা কাটাকাটি। বাং প্র। বি।

কথাপ্রবন্ধ—১। আলাপ, কথোপকথন; কল্পিত প্রবন্ধ, উপন্যাস; উপাখ্যান, গল্প। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। কথার ছল। বাং প্র। বি।

কথাপ্রসঙ্গ(২গ)—কথার প্রস্তাব বা আরম্ভ; কথোপকথন। কথার প্রসঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কথাপ্রসঙ্গে(২গে)—কথায় কথায়, কথা হইতে হইতে। কথার প্রসঙ্গ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

কথাপ্রাণ—কথক; নাটকবক্তা। কথা প্রাণ (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কথাবার্ত্তা(র্তা)—আলাপ, কথোপকথন। কথা ও বার্ত্তা, দ্বন্দ্ব। বি।

কথামাত্র—যাহা কেবল কথায়ই শেষ হয় কাজে কিছুই নয় এমন। কথাই মাত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কথামুখ—গ্রন্থপ্রারম্ভবিশেষ, গ্রন্থসূচনা, উপক্রমণিকা। কথার মুখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কথারম্ভ—কথার আরম্ভ। কথার আরম্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, –স্তীয়।

কথাশিল্প—গল্পরচনারূপ কলাবিদ্যা। কথার শিল্প, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কথাশিল্পী (-শিল্পিন্)—গল্পকার, ঔপন্যাসিক। কথার শিল্পী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ।

কথাসাহিত্য—উপন্যাস; কল্পিত কাহিনীমূলক গদ্যকাব্য; উচ্চশ্রেণীর গুণযুক্ত গল্প। কথাই সাহিত্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কথাসাহিত্যিক—কথাশিল্পী, ঔপন্যাসিক। কথাসাহিত্য+ইক করে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী,–কী।

কথি—কোথা, কোন্ স্থানে ("নটবর বেশ পাইল কথি"—গোবিন্দদাস); কিসের। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

কথিকা—ক্ষুদ্র কাহিনী, ছোটখাট বর্ণনা। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

কথিত—উক্ত, বর্ণিত; ব্যাখ্যাত; উচ্চারিত। কথ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—কথন, কথা।

কথিলাগি—কিসের জন্য। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

কথিহু, কথিহুঁ—কোথাও ("কহসি শ্যামদাস হেরব না কথিহুঁ"—শ্যামদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। [কবিপ্র। বিণ।

কথো—কত; বহু; কয়েকটী। প্রাঃ

কথোদ্ঘাত—কথার প্রস্তাব; প্রস্তাবনা-বিশেষ। কথার উদ্ঘাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কথোপকথন—উক্তি-প্রত্যুক্তি; বাদানুবাদ; আন্দোলন। কথাতে উপকথন, ৭মীতৎ; বা, কথা এবং উপকথন, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

কথ্য—'কথনীয়' দ্রঃ।

কদ—১। জলদ, মেঘ। বি; পুং। ২। জলদায়ক; সুখদায়ক। উপতৎ; ক (জল, সুখ)—দা (দান করা)+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

কদক্ষর—১। কুৎসিত অক্ষর; বিশ্রী লেখা। কু (কুৎসিত) অক্ষর, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; ক্লীব। ২। যাহার অক্ষর বা হস্তলিপি কুৎসিত এরূপ। কু অক্ষর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কদগ্নি—১। মন্দাগ্নি, অগ্নিমান্দ্য। কুৎসিত অগ্নি, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; পুং। ২। অজীর্ণরোগী, মন্দাগ্নিযুক্ত। কু (মন্দ) অগ্নি (জঠরাগ্নি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কদন—১। মারণ, যুদ্ধ; মর্দ্দন, পীড়ন; অবসাদ। কদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। পাপ। কদ্+ণিচ্+অনট্ করণবা। ৩। কষ্ট। বি; ক্লীব। ৪। কষ্টদায়ক; পরাভবকারী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কদন্ন—কুৎসিত অন্ন; জঘন্য আহারের দ্রব্য। কুৎসিত অন্ন, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; ক্লীব।

কদন্নভোজী (-জিন্)—কুখাদ্য-ভক্ষণকারী, যে যা-তা খায় এমন। উপতৎ; কদন্ন—ভুজ্, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,–ভোজিনী।

কদভ্যাস—অসৎ অভ্যাস, মন্দ অভ্যাস। কু (কুৎসিত) অভ্যাস, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; পুং।

কদম—১। কদমগাছ; কদমফুল। 'কদম্ব'-শব্দজ। বি। ২। মহিমা; চলন, গতিভঙ্গী;

অশ্বের গমনভঙ্গী; দূরে পদক্ষেপ; পদ। আর্বী। বি। **জোর কদম**—দ্রুত পদবিক্ষেপ।

কদমা—একপ্রকার মিষ্টান্ন, লাড্ডুবিশেষ। কদম (১)+আ সদৃশার্থে। বি।

কদমী—অনুচর, সঙ্গী; সেবক, ভৃত্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কদম্ব, কদম্বক—১। কদম গাছ; সর্ষপ; দেবতাড়কতৃণ। কদ্ (ব্যাকুল হওয়া)+অম্বচ্ কর্তৃবা, (২য় পক্ষে)+স্বার্থে কন্। বি; পুং। ২। কদম্ব-পুষ্প; নিকুরম্ব, সমূহ। কদি (বিস্তীর্ণ হওয়া)+অম্বচ্ কর্তৃবা; কদম্ব+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

কদম্বগোলকন্যায়—ন্যায়-বিশেষ [কদম-ফুল গোল। ইহার উপরের কেশরগুলি যখন ছোট থাকে তখন গোলই থাকে। পরে উহা বাড়িবার সময়ও গোল অবস্থাতেই বাড়িয়া থাকে। এই কেশরগুলি উৎপত্তির প্রথমাবস্থা হইতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে সমান থাকায় কদম্বগোলক সকল সময়ে গোলাকার থাকে। সেইরূপ কোন বস্তু বা বিষয় যদি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই অবস্থায় থাকে তাহা হইলে সেই সম্বন্ধে কদম্বগোলকন্যায় বলা হইয়া থাকে অথবা কোন বিষয়ে যৌগপদ্য (এককালীনতা) প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত কদমফুলের কেশরসমূহের একই সময়ে একইভাবে উৎপত্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়]। কদম্বই গোলক, কর্ম্মধা; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কদর—যত্ন; খাতির, সম্মান; মূল্য। আর্বী। বি।

কদর্থ—১। মন্দ অর্থ, অসৎ ব্যাখ্যা; বিকৃত তাৎপর্য্য; অসৎ প্রয়োজন। কু (কুৎসিত) অর্থ, নিত্য (কু স্থানে কৎ)। বি; পুং। ২। ব্যর্থ, নিরর্থক। কু (কুৎসিত) অর্থ (বিধেয়, প্রয়োজন) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

কদর্থন, -র্থনা—কুৎসিত অর্থকরণ; বিড়ম্বন; দূষণ; অপভাষণ; অবমাননা; পীড়ন। কদর্থ+ণিচ্ (=কদর্থি নামধাতু)+অনট্; (২য় পক্ষে)+অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ, -র্থিত।

কদর্থিত—বিড়ম্বিত; দূষিত; ঘৃণিত; বিফলীকৃত; নির্য্যাতিত, পীড়িত। কদর্থ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—কদর্থ, কদর্থন।

কদর্থীকৃত—বিফলীকৃত; মন্দীকৃত; যাহার অসদ্ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এরূপ। কদর্থ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=কদর্থী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,-করণ।

কদর্য্য—লোভী; কৃপণ, অদাতা; অনুদার-চিত্ত; ক্ষুদ্র, নীচ। কু (কুৎসিত) অর্য্য (স্বামী, অধিপতি), নিত্য। বিণ।

কদর্য্য(র্য)—কুৎসিত, খারাপ। কু (কুৎসিত)—ঋ+যৎ কর্তৃবা। বিণ। বি,-তা, -ত্ব।

কদর্য্য(র্য)তা, -ত্ব—জঘন্যতা, অপকৃষ্টতা, মন্দতা। কদর্য্য+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—কদর্য্য।

কদল—১। কলাগাছ। বি; পুং। ২। কদলী-ফল, কলা। ক (বায়ু)—দল্ (ভেদ করা)+ক যঞর্থে কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

কদলক—কদলীবৃক্ষ। কদল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। [আপ্। বি; স্ত্রী।

কদলা—চাকুলিয়া; শিমুলগাছ। কদল+

কদলিকা—রম্ভাতরু, কলাগাছ। কদলী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কদলী—কলাগাছ; কলা; মৃগীবিশেষ; পতাকা; করিবৈজয়ন্তী, হস্তীর উপরের নিশান। কদল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কদলীকন্দ—রম্ভামূল, কলার এঁটে। কদলীর কন্দ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

কদলীকুসুম—কদলীপুষ্প, মোচা। কদলীর কুসুম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কদলীদণ্ড—থোড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কদলী-প্রদর্শন—কলা দেখান; ফাঁকি দেওয়া, ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কদশ্ব—অপকৃষ্ট ঘোটক, খারাপ ঘোড়া। কুৎসিত অশ্ব, নিত্য। বি; পুং।

কদা—কখন্, কোন্ সময়, কবে। কিম্+দাচ্ কালার্থে। সংস্কৃত অব্য।

কদাকার—১। কদর্য্যাকার; বিশ্রী, অ-শোভন। কু (কুৎসিত) আকার যাহার, বহুব্রী (কু-স্থানে কৎ)। বিণ। ২। কুৎসিত আকৃতি, জঘন্য চেহারা। কুৎসিত আকার, নিত্য। বি; পুং।

কদাচ—কদাচিৎ, কখন। 'কদাচন'-শব্দজ। অব্য। [চন অনির্দ্দিষ্ট অর্থে। অব্য।

কদাচন—কোন সময়, কখন। কদা+

কদাচরণ, -চার—কুৎসিত আচার, অভদ্র আচরণ, অসদ্ ব্যবহার। কু (কুৎসিত) আচরণ, আচার, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; ক্লীব, পুং। বিণ, -চারী।

কদাচারী (-চারিন্)—যাহার আচার মন্দ এরূপ, অসদাচারী। কদাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -চারিণী। বি—কদা-চারিতা, কদাচার।

কদাচিৎ—কোন কালে। কদা+চিৎ অনির্দ্দিষ্ট অর্থে। অব্য। [অপি। অব্য।

কদাপি—কখনও, কোন সময়ে। কদা+

কদাহার—কুৎসিত ভোজন; মন্দ আহার্য্য, কুখাদ্য। কু (কুৎসিত) আহার, নিত্য। বি; পুং। বিণ,—রী।

কদাহারী (-হারিন্)—কুৎসিত-ভোজন-কারী; কুখাদ্য-গ্রহণকারী। কদাহার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -রিণী। বি, -হারিতা, -হার।

কদু—অলাবু, লাউ; তৃণবিশেষ। প্রাদে। হিন্দীমূলক। বি।

কদুক্তি—মন্দ কথা, কটু বাক্য, কড়া কথা, অশ্লীল উক্তি। কু (কুৎসিত) উক্তি, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; স্ত্রী।

কদুত্তর—১। অসৎ উত্তর; প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর, খারাপ জবাব। কু (কুৎসিত) উত্তর, নিত্য। ২। অসৎ উক্তি, কটু বাক্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি; ক্লীব। [সুপ্সুপা। বিণ।

কদুষ্ণ—ঈষদুষ্ণ, অল্পতপ্ত। কু (ঈষৎ) উষ্ণ,

কদ্রু—১। পিঙ্গলবর্ণ। কদ্+রু কর্তৃবা। বি; পুং। ২। পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। বিণ। ৩। নাগমাতা, কশ্যপপত্নী [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

কনক—১। সুবর্ণ। বি; ক্লীব। ২। রক্তবর্ণ পুষ্পের বৃক্ষ, কিংশুকবৃক্ষ; ধুস্তুরবৃক্ষ; নাগ-কেশরবৃক্ষ; কাঞ্চনালবৃক্ষ; চম্পকবৃক্ষ; কাসমর্দ্দ বৃক্ষ; কণগুগ্গুলুবৃক্ষ; লাক্ষাতরু। কন্ (দীপ্তি পাওয়া)+অক কর্তৃবা। বি; পুং।

কনককড়ি—সোনার কর্ণাভরণবিশেষ; সোনার কড়া বা আংটা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কনককিরীট—স্বর্ণময় শিরোভূষণ, সোনার মুকুট। কনকনির্ম্মিত কিরীট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কনকক্ষার—সোহাগা। কনকদ্রাবক ক্ষার,

কনকচম্পক—স্বর্ণবর্ণ চম্পকপুষ্প, কনক-চাঁপা ফুল। কনকবর্ণ চম্পক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কনকচাঁপা—কনকচম্পক। কনকবর্ণ চাঁপা,

কনকচূড়, -চূর—সুদৃশ্য ধান্যবিশেষ [এই ধান্য হইতে উৎকৃষ্ট খৈ প্রস্তুত হয়]। কনকের চূড়, চূর <চূড়া (তৎসদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কনকচ্ছত্র—রাজচ্ছত্র, নৃপতিচিহ্নস্বরূপ ছত্র। কনকদণ্ড ছত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কনকদণ্ড—১। রাজচ্ছত্র। কনকনির্ম্মিত দণ্ড আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। স্বর্ণময় দণ্ড। কনকনির্ম্মিত দণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কনকদ্রব—তরলীকৃত সুবর্ণ, অগ্নিতাপে গলান সোনা। কনকের দ্রব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কনকধুস্তূর—স্বর্ণবর্ণ ধুতুরা ফুল, কনক ধুতুরা। কনকবর্ণ ধুস্তূর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কনকধ্বজ—১। যাহার পতাকা বা নিশান স্বর্ণময় এরূপ, সুবর্ণধ্বজ। কনকময় ধ্বজ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। স্বর্ণময় পতাকা বা পতাকাদণ্ড। কনকমণ্ডিত ধ্বজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কনকন—বেদনা; অত্যন্ত শীতলতা; শীত বা ব্যথার লক্ষণ-প্রকাশ-সূচক অনুকার-শব্দ। বাং প্র। অব্য।

কনকনানি—বেদনা; অত্যন্ত শীতলতা। কনকন+আনি ভাবার্থে। বি।

কনক-নির্ম্মি(র্মি)ত—স্বর্ণময়, স্বর্ণরচিত। কনক দ্বারা নির্ম্মিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কনকনে—অতিশয় ঠাণ্ডা; তীব্রস্বরবিশিষ্ট। কনকন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

কনকপত্র—১। স্বর্ণনির্ম্মিত কর্ণের অলঙ্কার, কানপাত। কনকনির্ম্মিত পত্র (পত্রাকার ভূষণ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। স্বর্ণপাতযুক্ত, সোনার পাতবিশিষ্ট। কনকের পত্র (পাত) আছে যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

কনকপল—মৎস্যবিশেষ; কর্ষচতুষ্টয়রূপ পল-পরিমাণ। কনকতুল্য পল (মাংস) যাহার, বহুব্রী; অথবা, কনক (অর্থাৎ উত্তল, অর্থাৎ কর্ষচতুষ্টয়) পত্র যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

কনকপুরী—স্বর্ণময়ী নগরী। কনকময়ী পুরী মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কনকপ্রভ—স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন। কনকের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কনকপ্রভা—১। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা; নারীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। স্বর্ণবৎ দীপ্তিমতী। কনকপ্রভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। স্বর্ণের দীপ্তি। কনকের প্রভা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কনকমুকুট—স্বর্ণময় শিরোভূষণ, স্বর্ণ কিরীট, সোনার মুকুট। কনকনির্ম্মিত মুকুট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কনকমেখলা—স্বর্ণময় কাঞ্চীদাম, স্বর্ণকটিভূষণ। কনকরচিতা মেখলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কনকরঞ্জিত—স্বর্ণমণ্ডিত, সোণা দ্বারা রং-করা, সোনার গিল্টী-করা। কনক দ্বারা রঞ্জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কনকরম্ভা—স্বর্ণবর্ণ রম্ভাবিশেষ, চাঁপা কলা। কনকবর্ণা রম্ভা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কনকরস—হরিতাল। কনকবর্ণ রস (দ্রব) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কনকলতা—স্বর্ণলতিকা, সোণা লতা। কনকবর্ণা লতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কনকলোদ্ভব—ধুনা। কনকলা–উৎ—ভূ +অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কনকসূত্র—কনকনির্ম্মিত সূত্র, সোণার তার, স্বর্ণসূত্র। কনকনির্ম্মিত সূত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কনকস্থলী—সোনার খনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কনকহার—স্বর্ণহার, স্বর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠমালা। কনকনির্ম্মিত হার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কনকাঙ্গ(ঙ্গ)দ স্বর্ণময় কেয়ূর, সোণার বাজু। কনকনির্ম্মিত অঙ্গদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কনকাচল—হেমাদ্রি, সুমেরুপর্ব্বত; অস্তাচল; যথানিয়মে যজ্ঞ-অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্তূপাকারে সজ্জিত স্বর্ণ এবং অন্যান্য ধাতু। কনকব্যাপ্ত অচল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কনকাঞ্জলি—বিবাহযাত্রাকালে বর বা কন্যা কর্তৃক জননীকে অর্ঘ্যদান; প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে অর্ঘ্যদান; মাঙ্গলিক দানবিশেষ [বাঙ্গালা দেশে এইরূপ মাঙ্গলিক প্রথা আছে যে, দেবপ্রতিমা-বিসর্জ্জনকালে সধবা গৃহস্বামিনী বেশভূষান্বিতা রমণীগণের সহিত প্রতিমা বরণ করিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল প্রসারিত করেন; ঐ সময়ে গৃহস্বামীকে প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ হইতে অলক্ষিতভাবে মুদ্রাযুক্ত তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র উৎক্ষেপণপূর্ব্বক সেই বস্ত্রাঞ্চলে নিক্ষেপ করিতে হয়। ইহাকেই কনকাঞ্জলি বলে। গৃহস্বামিনী এই কনকাঞ্জলি অঞ্চলে জড়িত করিয়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক জলধারা দিয়া গৃহে প্রবেশ করেন। বিবাহযাত্রাকালেও এইরূপ নিয়মে কনকাঞ্জলিদানের প্রথা প্রচলিত আছে]। কনকপূর্ণ অঞ্জলি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কনকাধ্যক্ষ—স্বর্ণাদির রক্ষক, ধনরক্ষণকারী। কনকের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কনভয়—যুদ্ধজাহাজের রক্ষণায় পরিচালিত বাণিজ্য-জাহাজসমূহ। ইং convoy. বি।

কনয়া—স্বর্ণ। 'কনক'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কনস্টবল, কনেস্টবল—শান্তিরক্ষক প্রহরী, পুলিশ প্রহরী। ইং constable. বি।

কনিষ্ঠ—সর্ব্বানুজ; অত্যল্প; ক্ষুদ্র, বয়সে ছোট। যুবন্ বা অল্প+ইষ্ঠ অতিশয় অর্থে, যুবন্ বা অল্প স্থানে কন্ আদেশ। বিণ।

কনিষ্ঠা—১। কনিষ্ঠ অঙ্গুলি, কড়ে আঙ্গুল; কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। সর্ব্বাপেক্ষা অল্পা বা ক্ষুদ্রা। কনিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কনী—কন্যা, দুহিতা। কন্ (দীপ্তি পাওয়া) +অচ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কনীনিকা—চক্ষুর তারা; কনিষ্ঠাঙ্গুলি; কনিষ্ঠভগিনী। কন্ (দীপ্তি পাওয়া)+ঈন কর্তৃবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কনীয়স—তাম্র, তামা। কনী (দীপ্তি)—যস্+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

কনীয়ান্ (কনীয়স্)—বয়সে ছোট, অনুজ ('—ভ্রাতা'); অল্পতর; ক্ষুদ্রতর। যুবন্ বা অল্প+ঈয়স্ অপেক্ষার্থে। বিণ। স্ত্রী, –য়সী। ['কফোণি'-শব্দজ। বি।

কনুই—বাহুর অধোভাগ, কফোণি।

কনে—অচিরবিবাহিতা বালিকা, বিবাহের পাত্রী; নববধূ। 'কন্যা'-শব্দজ। বি।

কনেঠ—অল্প; ছোট। 'কনিষ্ঠ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কনে-বউ—বালিকা বধূ, নববধূ; কনিষ্ঠা বধূ। 'কন্যা-বধূ'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

কনেস্টবল—'কনস্টবল' দ্রঃ।

কনোজ—কন্যাকুব্জ (তাহা দ্রঃ)। বি।

কন্তু—১। কন্দর্প। কম্ (ইচ্ছা করা)+তু কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। ২। হৃদয়; চিত্ত। বি; ক্লীব। ৩। সুখী। ক (সুখ) +তু আছে অর্থে (ন-আগম)। বিণ।

কন্থা—কাঁথা; মৃন্ময়ভিত্তি, মাটির দেওয়াল, কাঁথ। কন্থ্ (ক্লিষ্ট হওয়া)+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কন্দ—১। মূল, আলু প্রভৃতি; ওল; গাজর। কন্দ্ (আর্দ্র হওয়া)+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। যোনিরোগবিশেষ; কর্পূর। উপতৎ; কম্ (জলকে)—দা (দান করা)+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কন্দমূল—মূলক, মূলা। কন্দই মূল যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কন্দর—১। দরী, গুহা। কম্—দৄ+অ কর্ম্মবা। ২। অঙ্কুশ। কম্—দৄ+অপ করণবা। বি; পুং। ৩। আদা। কম্—দৄ+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

কন্দরা, -রী—কন্দর। কন্দর+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কন্দরাকর—পর্ব্বত, পাহাড়। কন্দরের আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কন্দর্প—কামদেব, মদন [চরিতাবলী দ্রঃ]; সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত তালবিশেষ। কম্—দৃপ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। [পুং।

কন্দর্পকূপ—যোনি, স্ত্রীচিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

কন্দর্পকেলি—১। কামহেতুক ক্রীড়া। মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। প্রহসনবিশেষ। কন্দর্পের কেলি যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

কন্দর্পজয়ী (-য়িন্)—১। স্মরজিৎ, কামজয়ী; জিতেন্দ্রিয়। বিণ। স্ত্রী, –য়িনী। ২। মহাদেব, শিব। উপতৎ; কন্দর্প—জি+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কন্দর্পজ্বর—মদনজ্বালা, কামজন্য তীব্র যাতনা, উৎকট রমণেচ্ছা। কন্দর্পজনিত জ্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কন্দর্পমথন—মহাদেব, শিব। উপতৎ; কন্দর্প—মথ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

কন্দল—১। কলধ্বনি। কম্ (সুখ)—দল্ (ভেদ করা)+অচ্ কর্তৃবা। ২। গণ্ডদেশ। কন্দ্+কলচ্ কর্ম্মবা। ৩। উপরাগ। কন্দ্ +কলচ্ ভাববা। বি; পুং। ৪। নূতন অঙ্কুর; মাথার খুলি; হাততালি; অপযশঃ; কন্দলীলতার নীলবর্ণের ফুল। বি; ক্লীব। ৫। কলহ; যুদ্ধ; স্বর্ণ; সমূহ; বর্দ্ধন। কন্দ—লা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কন্দলিয়া—যে কন্দল করে এরূপ ব্যক্তি; কুঁদুলে। কন্দল+ইয়া করে অর্থে। বিণ।

কন্দলী—১। কপাল; উপরাগ; নবাঙ্কুর; কলধ্বনি; অপবাদ; মৃগীবিশেষ; গুল্ম-প্রভেদ, কদলী; পতাকা; পদ্মবীজ। কন্দ্+কলচ্+ঈপ্। ২। ঔর্বমুনির জানু-সম্ভূতা কন্যা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

কন্দলীকুসুম—ভূমিকদলীপুষ্প; ছত্রাক, বেঙের ছাতা। কন্দলীর কুসুম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কন্দসার—নন্দনবন। কন্দই সার যেখানে,

কন্দালু—ধরণীকন্দ; কন্দবহুলা। কন্দ-প্রধান আলু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কন্দী (-ন্দিন্)—১। কন্দবিশিষ্ট, কন্দ-যুক্ত। বিণ। স্ত্রী,—ন্দিনী। ২। ওল। কন্দ +ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কন্দু—লৌহময় পাকপাত্র; কড়া। স্কন্দ্ (গমন করা)+উ অথিবা (স-এর লোপ)। বি; পুং বা স্ত্রী।

কন্দুক, -ন্দূক—খেলিবার গোলা, ভাঁটা; (সংস্কৃত কাব্য) ত্রয়োদশাক্ষরযুক্ত অতিজগতী-জাতীয় ছন্দঃ (ইহার দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ণ গুরু)। কন্দ্ (রোদন করা)+উ কর্ত্তৃবা+কন্ স্বার্থে; কন্দ্+উক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কন্দুকক্রীড়া—ভাঁটা খেলা; বল খেলা। কন্দুকসাধ্যা ক্রীড়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কন্দুপক্ক—জলসেক ব্যতিরেকে রন্ধিত; শুক্‌না খোলায় ভাজা ('—চাউল')। কন্দুতে পক্ক, ৭মীতৎ। বিণ।

কন্দূক—'কন্দুক' দ্রঃ।

কন্ধ—১। মেঘ। উপতৎ; কম্ (জল)—ধা (ধারণ করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। গ্রীবা, কাঁধ। 'স্কন্ধ'-শব্দজ। বি।

কন্ধ-কাটা—কবন্ধ; ভূতবিশেষ। কন্ধ (<স্কন্ধ) কাটা যাহার, বহুব্রী। বি।

কন্ধর—গ্রীবা, কাঁধ; মেঘ; মুস্ত, মুথা; নটিয়াশাক। কম্ (মস্তক, জল)—ধৃ (ধরা) +অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কন্ধরা—গ্রীবা, কাঁধ। কম্ (মস্তক)-এর ধরা (ধারণকারিণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কন্ধি—সমুদ্র; গ্রীবা। কম্ (জল, মস্তক)—ধা (ধারণ করা)+কি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কন্ন—পাতক, পাপ; অজ্ঞানতা। কদ্+ক্ত করণবা। বি; ক্লীব।

কন্না—সংসারের কাজ। 'করনা'-শব্দজ। বি।

কন্‌ভোকেশন—বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক উপাধি-বিতরণ-সভা; সমাবর্ত্তন উৎসব। ইং convocation. বি।

কন্যকা—তনয়া; অবিবাহিতা স্ত্রী; দশ-বর্ষবয়স্কা কুমারী; নায়িকা-বিশেষ; ঘৃত-কুমারী। কন্যা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কন্যকাজাত—কানীন, কন্যাগর্ভে জাত (যথা,—ব্যাস, কর্ণ প্রভৃতি)। কন্যকাতে জাত, ৭মীতৎ। বিণ।

কন্যকাপতি—কন্যার পতি, জামাতা। কন্যকার পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কন্যা—তনয়া; দশমবর্ষবয়স্কা অবিবাহিতা কুমারী; ঘৃতকুমারী; বড় এলাচ; বারাহী-কন্দ; বন্ধ্যাকর্কোটকী; মেষাদি দ্বাদশরাশির অন্তর্গত ষষ্ঠরাশি; চতুরক্ষরযুক্ত প্রতিষ্ঠা জাতীয় ছন্দঃ (ইহার চারি বর্ণই গুরু)। কন্ (প্রীত হওয়া ইত্যাদি)+য কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ,—কানীন।

কন্যাকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), **-কর্তা**—কন্যার নিয়ামক বা অভিভাবক; বিবাহে কন্যার দানাদি কার্য্যে অধিকারী ব্যক্তি। কন্যাপক্ষীয় কর্ত্তা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। স্ত্রী,—কর্ত্রী, —কর্ত্রী।

কন্যাকাল—অবিবাহিতা বালিকার দশম বৎসর পর্য্যন্ত বয়স; কুমারী অবস্থা; যে বয়সের মধ্যে বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত তাহা। কন্যার কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কন্যাকুব্জ—কনোজ, কান্যকুব্জদেশ। কন্যা কুব্জা (কুঁজো) যেখানে, বহুব্রী [রামায়ণে লিখিত আছে,—কুশনাভ রাজার একশত পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। পবনদেব ঐ রাজ-কন্যাগণের রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তাহারা তদীয় কামনা পূর্ণ করে নাই, তাহাতে সমীরণ ক্রোধে তাহাদিগের মধ্যদেশ ভগ্ন করাতে তাহারা কুব্জা হয়। তদবধি ঐ স্থান কন্যাকুব্জ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে]। বি; পুং।

কন্যাকুমারী—কুমারিকা অন্তরীপ (Cape Comorin). বাং প্র। বি; স্ত্রী।

কন্যাজন—রমণী বা নারীজন; স্ত্রীলোক। কর্ম্মধা। বি; পুং।

কন্যাট—নারীগণের বাসভবন, অন্তঃপুর। কন্যা (কুমারী)—অট্ (গমন করা)+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

কন্যাদান—বিধিপূর্ব্বক বরহস্তে কন্যা-সম্প্রদান, কন্যার বিবাহ দেওয়া। কন্যার দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কন্যাদায়—সুপাত্রে কন্যাসম্প্রদানরূপ কঠিন কার্য্য, কন্যার বিবাহ দেওয়া রূপ গুরু দায়িত্ব। কন্যানিমিত্তক দায়, মধ্যপ কর্ম্মধা (সংস্কৃতের অনুকরণে সমাস হইয়াছে; সঙ্কট বা দুষ্কর কার্য্য অর্থে সংস্কৃতে দায়শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না)। বি।

কন্যাদায়গ্রস্ত—কন্যার বিবাহদানরূপ কঠিন কার্য্যের জন্য ব্যাকুল, কন্যাদায়ে পীড়িত। কন্যাদায় দ্বারা গ্রস্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কন্যাদূষক—কুমারীহরণকারী, কন্যাধর্ষণ-কারী। কন্যার দূষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কন্যাদূষণ—কুমারী-ধর্ষণ, অবিবাহিতা মেয়ের সতীত্বনাশ। কন্যার দূষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কন্যাধন—১। কুমারী অবস্থায় প্রাপ্ত ধন (ইহা একপ্রকার স্ত্রী-ধন। এই ধনে ভ্রাতা অধিকারী হয়)। কন্যার ধন, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কন্যারত্ন, অতি আদরের কন্যা। কন্যাই ধন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কন্যান্তঃপুর—অন্তঃপুরের যে অংশে রাজ-কুমারী বাস করেন সেই অংশ। কন্যার অন্তঃপুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কন্যাপক্ষ—(বিবাহে) কন্যার অভিভাবক এবং তাহার আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবসমূহ। কন্যার পক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ,—পক্ষীয়।

কন্যাপণ—বিবাহার্থ কন্যাগ্রহণের নিমিত্ত কন্যার অভিভাবককে দেয় অর্থ, কন্যাশুল্ক। কন্যার পণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কন্যাপ্রণিধি—মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা বা পথ-প্রদর্শিকা। ইং girl guide. বাং প্র। বি; স্ত্রী।

কন্যাবেদী (-দিন্)—জামাতা, জামাই। উপতৎ; কন্যা—বিদ্ (লাভ করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কন্যাযাত্র—বিবাহে কন্যাপক্ষীয় লোকসমূহ। কন্যা সহ যাত্রা যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

কন্যাযাত্রী (-ত্রিন্)—কন্যাযাত্র, কন্যা-পক্ষীয় লোক সকল। কন্যাপক্ষীয় যাত্রী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা বিণ।

কন্যারত্ন—কন্যারূপ বহুমূল্য ধন, অতি আদরের কন্যা; অতিশয় রূপবতী ও গুণবতী কন্যা। কন্যারূপ রত্ন, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কন্যালাভ—কন্যাপ্রাপ্তি। কন্যার লাভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কন্যাশুল্ক—কন্যাপণ, কন্যালাভার্থ দেয় অর্থ। কন্যার শুল্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

কন্‌সার্ট—ঐকতান বাদ্য; নানা যন্ত্রের এক সুরে বাদন। ইং concert. বি।

কপকপ—কপ্ কপ্ (তাহা দ্রঃ)।

কপচান—কপ্‌চান (তাহা দ্রঃ)।

কপট—১। শঠতা, ধূর্ত্ততা, প্রতারণা; মায়া। কপ্+অনট্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। কপটযুক্ত; শঠ, ধূর্ত্ত। কপট(১)+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। বি,—কপটতা, কাপট্য।

কপটচারী (-চারিন্)—কপটব্যবহার-কারী, প্রবঞ্চক। উপতৎ; কপট—চর্ (চলা) +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী। বি,—চারিতা, —চারণ।

কপটতা—ছলনা, প্রতারণা; অসারল্য। কপট(২)+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—কপট।

কপটপটু—কপটতায় দক্ষ ; ঐন্দ্রজালিক। কপটে পটু, ৭মীতৎ। বিণ।

কপটপ্রণয়—ছলনাময় অনুরাগ, অযথার্থ ভালবাসা ; মৌখিক ভালবাসা। কপট(২) যে প্রণয়, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কপটপ্রবন্ধ—ছলনাময় কৌশল, ফন্দী। কপটপূর্ণ প্রবন্ধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কপটবেশ—১। ছদ্মবেশ। কপট(২) যে বেশ, কর্ম্মধা। বি ; পুং। বিণ,—বেশী (-শিন্)। ২। ছদ্মবেশধারী, ছদ্মবেশী। কপট বেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কপটবেশী (-বেশিন্)—ছদ্মবেশী, কপটাচারী। কপটবেশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বেশিনী।

কপটমতি—১। অসরলচিত্ত, যাহার মনে সরলতা নাই এরূপ ('—ব্যক্তি')। কপটা মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কপট চিত্ত, অসরল মন। কপটা মতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কপটলেখ্য—কৃত্রিম লিপি, প্রতারণাপূর্ণ পত্র ; নকল দলিল। কপট লেখ্য, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কপটাচরণ—কপট ব্যবহার, অসরল ব্যবহার। কপট আচরণ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কপটাচার—১। কপট ব্যবহার, অসরল ব্যবহার, কপটাচরণ। কপট আচার, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। কপট ব্যবহারকারী, কুটিল। কপট আচার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কপটাচারী (-চারিন্)—কপটব্যবহারকারী, কুটিল ; প্রতারক। কপটাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী।

কপটী (-টিন্)—প্রতারক। কপট+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—টিনী।

কপর্দ্দ(র্দ), কপর্দ্দ(র্দ)ক—১। বরাটক, কড়ি (কড়ি স্বর্ণবর্ণা হইলে তাহাকে সিংহী, ধূম্রবর্ণা হইলে ব্যাঘ্রী, পীতপৃষ্ঠা সিতোদরা হইলে মৃগী, শ্বেতবর্ণা হইলে হংসী এবং নাতিদীর্ঘিকা হইলে তাহাকে বিদন্তা বলা যায়)। ক (সুখ)—পর্ (পূর্ত্তি)—দা+ক কর্ত্তৃবা ; পক্ষে কন্। ২। শিবজটা। ক (জল)—পর্ (পূর্ত্তি)—দৈপ্+ক কর্ত্তৃবা ; পক্ষে কন্। বি ; পুং।

কপর্দ্দ(র্দ)কবিহীন, -শূন্য, -হীন—সম্পূর্ণ নির্ধন, অত্যন্ত দরিদ্র ; নিঃসম্বল। কপর্দ্দক দ্বারা বিহীন, শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

কপর্দ্দি(র্দি)নী—পার্ব্বতী, রুদ্রাণী। কপর্দ্দিন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কপর্দ্দী (-র্দ্দিন্), **কপর্দী**—১। শিব ; একাদশরুদ্রের একজন। বি ; পুং। ২। কপর্দ্দকবিশিষ্ট। কপর্দ্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—র্দ্দিনী।

কপাট, কবাট—দ্বারের আবরণ। ক (বায়ু)—পট্+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা (প-স্থানে বিকল্পে ব)। বি ; পুং।

কপাট-সন্ধি—কপাটের সংযোগস্থল, কপাটের যোড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কপাটিকা—(শরীরতত্ত্ব) হৃদয়ের দক্ষিণ অলিন্দ (auricle) হইতে দক্ষিণ নিলয়ে (ventricle) এবং বাম অলিন্দ হইতে বাম নিলয়ে রক্ত আসিবার দ্বারপথে স্থাপিত যন্ত্রবিশেষ (valve). বি ; স্ত্রী।

কপাটী, কবাটী—১। কপাট, কবাট। কপাট, কবাট+ঈপ। বি ; স্ত্রী। ২। ক্রীড়াবিশেষ, হাডু-ডু খেলা ; দাঁতে দাঁতে লাগিয়া খিল ধরিয়া যাওয়া। বাং প্র। বি।

কপাল—১। করোটি, মাথার খুলি ; কলসের অর্দ্ধাংশ ; খাপরা, খোলা ; যতীদিগের ভিক্ষাপাত্র। ক—পা+ণিচ্ (পালি=পালন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। সমূহ ; কুষ্ঠরোগবিশেষ। কপ্+আলন্ কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব। ৩। ললাট ; অদৃষ্ট। বাং প্র। বি। **কপাল চাপড়ান, পেটা**—দুর্ভাগ্যের জন্য কপালে করাঘাত করা। **কপাল ঠোকা**—ভাগ্য পরীক্ষা করা ; কপাল দ্বারা মৃত্তিকাদি স্পর্শ করা। **কপাল ধরা**—ভাগ্যবান্ হওয়া। **কপাল পোড়া, কপাল ভাঙ্গা**—দুরদৃষ্ট হওয়া, দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হওয়া। **কপাল ফেরা**—সৌভাগ্যের সূত্রপাত হওয়া। **কপালের গেরো**—দুর্ঘটনা, দুর্দৈব। **কপালের ফের**—দুর্ভাগ্য, মন্দ অদৃষ্ট। **কপালের লেখা**—ভাগ্যলিপি। **টনটনে কপাল**—দুরদৃষ্ট, মন্দ বরাত। **পাথর-চাপা কপাল**—যে অদৃষ্ট সহজে ভাল হইতে চায় না।

কপাল-ক্রমে—অদৃষ্টবশতঃ, ভাগ্যবশতঃ। কপালের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; [বি। ক্রি-বিণ্ অর্থে ৭মী।

কপালগুণ, -জোর—সৌভাগ্য। ৬ষ্ঠীতৎ।

কপাল-ঠুকি—অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ; ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে এইরূপ দুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। বাং প্র। বি।

কপালমালা—করোটিসমূহ, শিরোস্থিসমূহ। কপালের মালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কপালমালিনী—কালী। কপালমালিন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কপালমালী (-মালিন্)—শিব। কপালমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

কপালমোচন—কাশীস্থ তীর্থবিশেষ, পুষ্করতীর্থ [এইখানে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকের কপাল মোচিত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয় ; এইজন্য ইহা কপালমোচন নামে প্রসিদ্ধ। এই তীর্থে ব্রহ্মা ও রুদ্র বিরাজ করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে,—রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যমধ্যে ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া দূরে ক্ষেপণ করেন। ঘটনাক্রমে ঐ কপাল মহোদরনামক এক ঋষির উরুদেশে বিদ্ধ হয়। তাহাতে উৎপন্ন ক্ষতে বহুদিন তিনি ক্লেশভোগ করেন। পরে তিনি মুনিগণের পরামর্শে সরস্বতীর নিকটস্থ ঔশনসনামক তীর্থে গমন এবং তথায় স্নান করাতে পাপমুক্ত হন এবং তাঁহার উরুদেশস্থ সেই কপাল তথায় পতিত হয়। তদবধি এই স্থান কপালমোচনতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। মহর্ষি এই তীর্থের জল পান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন]। কপালের মোচন যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

কপালি—১। চৌকাঠের উপরিস্থিত কাঠ ; সঙ্করজাতিবিশেষ ('কপালী' দ্রঃ)। বাং প্র। ২। তাল খেজুর প্রভৃতি গাছের মাথায় রসের কলসী বাঁধিবার স্থান। প্রাদে। ৩। অদৃষ্টগণনাকারী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কপালিকা—ক্ষুদ্রকপাল ; খাপ্‌রা, খুলি। দন্তরোগবিশেষ, দাঁতের পাথরী। কপাল+কন্ অল্পার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কপালিনী—১। কালী। বি ; স্ত্রী। ২। কপালপাত্রধারিণী ; ভিক্ষুণী। কপালিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কপালিয়া—ভাগ্যবান্ ; কপালবিশিষ্ট। কপাল+ইয়া বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কপালী (-লিন্)—১। মহাদেব ; একাদশ রুদ্রের একজন। কপাল+ইন্ আছে অর্থে। ২। ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে ও ধীবরঔরসে উৎপন্ন জাতিবিশেষ। বি ; পুং। ৩। যাহার কপাল ভাল এরূপ, ভাগ্যবান্। বাং প্র। বিণ।

কপালে—১। 'কপালিয়া' (সকল অর্থে)। কপাল+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ। ২। অদৃষ্টে ; ললাটে। বাং প্র। বি ; অধিকরণ।

কপি—১। বানর ; বিষ্ণু ; গন্ধর্ব্ববিশেষ ; বরাহ ; আমলকী ; কপিল বর্ণ। বি ; পুং। ২। কপিলবর্ণবিশিষ্ট। কপ্ (গমন করা)+ই কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। উদ্ভিজ্জবিশেষ, বাঁধাকপি ফুলকপি ইত্যাদি। পোর্ত্তুগীজ 'couve'-শব্দজ। ৪। প্রতিলিপি, নকল ; পাণ্ডুলিপি, খসড়া ; পুস্তকাদির খণ্ড। ইং copy. ৫। ভারোত্তোলক যন্ত্রবিশেষ (pulley). বৈদে। বি।

কপিকন্দুক—মাথার খুলি। কপির কন্দুক (অর্থাৎ তৎসদৃশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কপিকল—ভারোত্তোলক যন্ত্রবিশেষ, ভারী বস্তু উপরে তুলিবার কল (pulley). বাং প্র। বি।

কপিকেতন, -ধ্বজ—বানর যাহার পতাকার কাজ করে ; (মহাভারত) অর্জ্জুন। কপি কেতন, ধ্বজ যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

কপিজ—১। বানর হইতে উৎপন্ন। উপপদ; কপি—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। সিহ্লক, শিলারস। ক—পিন্‌জ্‌+ক কর্ম্মবা (ম-লোপ)। বি; পুং।

কপিঞ্জল—চাতকপক্ষী; গৌরবর্ণ তিত্তির-পক্ষী; মুনিবিশেষ, কাদম্বরী-বর্ণিত পুণ্ডরীকের সুহৃৎ। ক—পিন্‌জ্‌+কলচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কপিত্থ, কবিত্থ—১। কয়েতবেলের গাছ। কপি—স্থা+ক অধিবা (নিপাতনে)। বি; পুং। ২। কয়েতবেল। বি; ক্লীব।

কপিধ্বজ—'কপিকেতন' দ্রঃ।

কপিনাম—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। প্রাঃ কবিলা। বি।

কপিপ্রিয়—১। কপিত্থবৃক্ষ; আমড়াগাছ। বি; পুং। ২। বানরগণের প্রীতিদায়ক (কদলী প্রভৃতি ফল)। কপির প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কপিবক্ত্র—নারদ ঋষি (পুরাণে কথিত আছে, নারদ ঋষি শাপগ্রস্ত হইয়া বানরের মুখের ন্যায় মুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)। কপির বক্ত্র (মুখের) ন্যায় বক্ত্র যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কপিরথ—১। (রামায়ণ) শ্রীরামচন্দ্র। কপিই (হনুমানই) রথ (বাহন) যাঁহার, বহুব্রী। ২। (মহাভারত) পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন। কপি রথে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কপিল, কবিল—১। পিঙ্গলবর্ণযুক্ত, পীতের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ। বিণ। ২। পিঙ্গল বর্ণ; বাসুদেব; বানরবিশেষ; কুকুর। বি; পুং। ৩। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা মুনি [চরিতাবলী দ্রঃ]; বঙ্গ-পশ্চিমস্থিত একটি পর্ব্বত; নাগবিশেষ; পৌরাণিক নগরীবিশেষ। কপ্‌, কব্‌+ইলচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কপিলদ্যুতি—১। সূর্য্য। বি; পুং। ২। কপিলবর্ণ-কান্তিবিশিষ্ট। কপিলা দ্যুতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কপিলধারা—স্বর্ণনদী, গঙ্গা। কপিলা (কপিলার ন্যায় শুভ্রা) ধারা যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কপিলা—১। কামধেনু; হীরাকুর; পুণ্ডরীক-নামক দিগ্‌গজের পত্নী; শিংশপাবৃক্ষ; সুগন্ধি-দ্রব্য; কপিলবর্ণা ধেনু; জলৌকা; পৌরাণিক নদীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। পিঙ্গলবর্ণা, কপিলবর্ণা। কপিল (১)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

কপিলাক্ষ—১। কীটবিশেষ। বি; ক্লীব। ২। পিঙ্গলনেত্র, কটাচোখো। কপিল অক্ষি যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

কপিলাশ্ব—১। ইন্দ্র; সূর্য্যবংশীয় রাজা কুবলয়াশ্বের পুত্র। কপিল (পিঙ্গলবর্ণ) অশ্ব যাঁহার, বহুব্রী। ২। পিঙ্গলবর্ণ ঘোটক। কপিল অশ্ব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কপিলাশ্রম—সাগরসঙ্গমে অবস্থিত মহর্ষি কপিলের আশ্রম। কপিলের আশ্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [প্র। বি।

কপিলাসন্ন—পারসীয় বাদ্যবিশেষ। বাং

কপিলৌহ—পিত্তল, পিতল। কপি (কপিল-বর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ) লৌহ (ধাতু), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কপিশ—১। পিলারস; নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ। বি; পুং। ২। পাংশুবর্ণযুক্ত, মেটিয়া-রঙের। কপি+শ আছে অর্থে। বিণ।

কপিশা—১। নদীবিশেষ; মাধবীলতা; পিশাচমাতা। বি; স্ত্রী। ২। কৃষ্ণপীতমিশ্রবর্ণা। কপিশ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

কপিশাঞ্জন—মহাদেব। কপিশ অঞ্জন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। [শব্দজ। বি।

কপীন—কপ্‌নী, অন্তর্ব্বাস। 'কৌপীন'-

কপীন্দ্র—১। হনুমান্‌। কপি ইন্দ্রপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। ২। সুগ্রীব। কপিমধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ। বি; পুং।

কপুচ্ছিকা—মস্তকের উভয়পার্শ্বস্থ কেশগুচ্ছ। ক-র (মস্তকের) পুচ্ছ হয় যদ্দারা, বহুব্রী+ক সমাসান্ত+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কপূর—কর্পূর। প্রাঃ কবিশ। বি। বিণ—কপূরিত (কর্পূরমিশ্রিত)।

কপোত—১। পারাবত, পায়রা; পক্ষী; ঘুঘু। ক-র (বায়ুর) পোত (নৌকা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী—কপোতী। ২। জনৈক মুনি (ইনি জীবহিংসাভয়ে সর্ব্বদা কপোতরূপ ধারণ করিয়া থাকিতেন); গরুড়ের পুত্র। বি; পুং।

কপোতপালিকা, -পালী—পায়রার খোপ; ঘরের উপরিভাগে প্রসারিত কাষ্ঠ-বিশেষ। উপপদ; কপোত—পা+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্‌ (অক-স্থানে ইক); অচ্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কপোতবৃত্তি—১। কপোতের ন্যায় আচ-রণ; কপোতবৎ সঞ্চয়রহিত জীবিকা। কপোতের বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। কপোতাচরণযুক্ত, সঞ্চয়হীনবৃত্তিসম্পন্ন। কপোতবৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কপোতাক্ষ—১। পারাবতের ন্যায় নেত্র-বিশিষ্ট। কপোতের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্‌ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী। ২। বাঙ্গালার যশোহর জেলার অন্তর্গত নদবিশেষ। বি; পুং।

কপোতারি—শ্যেন পক্ষী; শিকারী পক্ষী। কপোতের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কপোতী—কপোত-স্ত্রী। কপোত+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কপোতেশ্বর—মহাদেব [পূর্ব্বে ইনি কুশ-স্থলীতে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া কপোত-সদৃশ কৃশ হন, তাহাতেই তাঁহার ঐ নাম হয়। মতান্তরে একদা হর-পার্ব্বতী এই স্থানে কপোত-কপোতীরূপে বিহার করাতে শঙ্কর কপোতেশ্বর ও শঙ্করী কপোতেশ্বরী নাম ধারণ করিয়াছিলেন]। কপোতরূপী ঈশ্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কপোতেশ্বরী—পার্ব্বতী। কপোতেশ্বর+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কপোল—গণ্ডদেশ; গাল। ক (মুখ)—পোলি (বৃহৎ হওয়ান)+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কপোলকল্পনা—যাহা বাস্তবিক নহে—কেবল রচনা করিয়া বলা, গালগল্প। কপোল-কৃত কল্পনা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কপোলকল্পিত—যাহার বাস্তবিক সত্তা নাই—কেবল কল্পনা করিয়া বর্ণিত বা উক্ত এরূপ, অবাস্তব; মনগড়া। কপোলদ্বারা কল্পিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কপোলকুন্তলা—যে স্ত্রীলোকের চূর্ণ-কুন্তল কপোলদেশ স্পর্শ করিয়াছে এমন, আকপোললম্বিত-কেশযুক্তা। কপোলে কুন্তল যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

কপোলতল, -দেশ—গণ্ডদেশ, গাল। কপোলের তল, দেশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কপোলী—জানুরক্ষিণী। কপোল+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। [করণ-শব্দ। বাং অব্য।

কপ্‌কপ্‌—তপ্ত বস্তু ত্রস্ত গিলিবার অনু-

কপ্‌চান—(পক্ষীদিগের) বুলি ধরা; অস্পষ্ট বা জড়তাবিশিষ্ট উচ্চারণ করা; প্রথম শিক্ষা করা; কোন বস্তুর কতকটা কাটিয়া দেওয়া; শিখান কথা বলা। বাং ক্রি।

কপ্‌নি—ল্যাঙ্গট। 'কৌপীন'-শব্দজ। বি।

কফ—১। শ্লেষ্মা, শরীরস্থ ধাতুবিশেষ। ক (জল)—ফল্‌ (নিষ্পন্ন হওয়া)+ড কর্ম্মবা। বি; পুং। **কফ বসা**—ভিতরে কফ জমিয়া গিয়া বাহির না হওয়া। **কফ সরা**—কফ উঠিয়া যাওয়া। ২। জামার হাতার অগ্রভাগ। ইং 'cuff'-শব্দজ। বি।

কফকূর্চ্চি(র্চি)কা—লালা, থুথু; সিকনি। কফ—কূর্চ্চ্‌ (বিকৃত করা)+ণক+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কফঘ্ন—কফনাশক, শ্লেষ্মানাশকারী। উপপদ; কফ—হন্‌+টক্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী।

কফজ—কফ হইতে উৎপন্ন, কফ হইতে জাত। উপপদ; কফ—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

কফণি, কফোণি—কনুই, বাহুর নিম্ন গ্রন্থি। ক (সুখ)—ফণ্‌ (গমন করা)+ই কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে ফণ্‌-এর অ-স্থানে ও)। বি; পুং বা স্ত্রী।

কফণী, কফোণী—কনুই। কফণি, কফোণি+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কফবর্দ্ধ(র্ধ)ন—১। শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক। কফের বর্দ্ধন হয় যদ্দারা, বহুব্রী; অথবা, কফ—বৃধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,

-না, -নী। ২। পিণ্ডীতকবৃক্ষ, তগর গাছ। বি; পুং।

কফান্তক—১। শ্লেষ্মানাশক। কফের অন্তক (নাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -ন্তিকা। ২। বাব্‌লা গাছ। বি; পুং।

কফি, কাফি—চায়ের ন্যায় একপ্রকার উত্তেজক পানীয়। ইং coffee. বি।

কফিন—শবাধার; যে বাক্সে করিয়া মৃতদেহ সমাহিত করা হয় তাহা। ইং coffin. বি।

কফী (-ফিন্)—১। কফযুক্ত, শ্লেষ্মা-বিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, -ফিনী। ২। গজ। কফ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কব—১। কহিব, বলিব। প্রাদে। ক্রি। ২। কবে, কোন্ সময়। হিন্দীমূলক। অব্য।

কবক—গ্রাস, কবল; ছত্রাক, বেঙের ছাতা। কু+অপ্+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কবচ—১। সাঁজোয়া; মন্ত্রবিশেষ, বিঘ্ন-নিবারক তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ (লোকের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ঐ মন্ত্র ভূর্জপত্রে লিখিয়া শরীরে ধারণ করিলে কোন বিঘ্ন ঘটে না); তাবিজ, মাদুলি। বি; পুং বা ক্লীব। ২। নাগরা, বাদ্যযন্ত্র; গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষ। কু (শব্দ করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। খাজনার রসিদ, দাখিলা। ফার্সী 'কব্‌জ্'-শব্দজ। বি।

কবচপত্র—১। কবচ লিখিবার পত্র, ভূর্জ্জ-পত্র। কবচলেখনযোগ্য পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। খাজনার রসিদ, দাখিলা। কবচই পত্র, কর্ম্মধা। বি।

কবচী (-চিন্)—কবচধারী, বর্ম্মধারী, কবচপরিহিত; (প্রাণিবিদ্যা) কাঁকড়ার মত দৃঢ় আবরণযুক্ত ('—প্রাণী')। কবচ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -চিনী।

কবজ—১। কবচ, দাখিলা। ফার্সী 'কব্‌জ্'-শব্দজ। বি। **গলায় কবজ করা**—অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করিয়া গলায় ধারণ করা; বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করা। ২। অধিকারকাল, আমল; কোঠকাঠির; বিক্রয়পত্রের আনুষঙ্গিক দখলের রসিদ। আরবী 'কব্‌জ্' বা 'কব্‌জা'-শব্দজ। বি।

কবন্ধ—১। কন্ধকাটা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। জল। বি; ক্লীব। ৩। ধূমকেতু; উদর; রাহু। ক—বন্ধ্+অণ্ কর্ম্মবা। ৪। রুদ্র; (রামায়ণ) জনস্থানবাসী রাক্ষসবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। ক—বন্ধ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [অচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কবয়ী—মৎস্যবিশেষ, কইমাছ। ক—বয়্+

কবর—সমাধি, গোর। আরবী 'কবর্'-শব্দজ। বি। **কবর দেওয়া**—মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করা; সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা।

কবরগা, কবরডাঙ্গা, কবরিস্তান—সমাধিক্ষেত্র, গোরস্থান। আরবীমূলক। বিণ

কবরী—কেশবিন্যাস, চুলের খোঁপা; কাকোলী; বাবুই; হিঙ্গের পাতা। কবর+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

কবরীভূষণ—কেশপাশের অলঙ্কার, খোঁপার গহনা, স্বর্ণাদিনির্ম্মিত ফুল। কবরীর ভূষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কবর্গ—ক খ গ ঘ ঙ এই পঞ্চবর্ণ (ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ বলিয়া কবর্গ নামে প্রসিদ্ধ)। ক-আদক বর্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কবর্গীয়, কবর্গ্য—কবর্গান্তর্গত ('—বর্ণ')। কবর্গ+ঈয়, যৎ ভবার্থে। বিণ।

কবল—গ্রাস; দ্রব্যবিশেষ; মৎস্যবিশেষ, বেলেমাছ। ক—বল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। বিণ—কবলিত।

কবলই—গ্রাস করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কবলান—মানিয়া লওয়া, সম্মত হওয়া; প্রতিশ্রুতি দেওয়া; বলিয়া ফেলা। আরবী-মূলক। বাং ক্রি।

কবলিকা—ব্রণাদির উপরিস্থিত প্রলেপ, পুলটিস্। কবল+কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

কবলিত—গ্রস্ত; ভক্ষিত; ব্যাপ্ত; ছলে বলে অধিকৃত। কবলি (নামধাতু=গ্রাস করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

কবলীকৃত—'কবলিত' (সকল অর্থে)। কবল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=কবলী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী, -কৃতা। বি, -করণ।

কবহি—কভি, কখনও। হিন্দীমূলক। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। [কবিপ্র। অব্য।

কবহু, কবহুঁ—কখনও, কদাপি। প্রাঃ

কবাট—'কপাট' দ্রঃ।

কবাটী—'কপাটী' দ্রঃ।

কবালা—কোবালা, খরিদবিক্রয়ের রসিদ। **কট কবালা**—শর্তযুক্ত বিক্রয়পত্র। **খোশ কবালা**—স্বেচ্ছাকৃত বিক্রয়পত্র। আরবী। বি।

কবি—১। কবিতালেখক; বাল্মীকি; সূর্য্য; শুক্রাচার্য্য, ভৃগুর পুত্র; কপিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; ব্রহ্মা; বৈবস্বত মনুর কনিষ্ঠ পুত্র। বি; পুং। ২। ত্রিকালজ্ঞ; সর্ব্বজ্ঞ; সূক্ষ্মার্থদর্শী, পণ্ডিত। কব+ইন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। কবিগান। বাং প্র। বি। ৪। কহিবি। প্রাদে। ক্রি।

কবি, কবী—খলীন, লাগাম। কু+ই কর্ত্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কবিওয়ালা—কবিগানব্যবসায়ী। কবি+ওয়ালা কর্ত্রর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, -ওয়ালী।

কবিক—লাগাম। কু+ই+ক সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

কবিকঙ্কণ—কবিভূষণ, কবিদিগের মধ্যে অলঙ্কার-স্বরূপ; প্রাচীন কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি। কবিদের কঙ্কণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কবিকল্পনা—কাব্যরচয়িতাদিগের অনুমান-বিশেষ। কবির কল্পনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কবিকল্পিত—কাব্যলেখকদিগের দ্বারা উদ্ভাবিত; অবাস্তব। কবি কর্ত্তৃক কল্পিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কবিকা—লাগাম; পুষ্পবিশেষ; কবরী, কইমৎস্য। কু+ই+কন্ সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কবিগাথা—কবিরচিত সঙ্গীত। কবিরচিতা গাথা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কবিগান—কবিদিগের রচিত গীতি; প্রচলিত তর্জ্জাগান, জনসাধারণের সমক্ষে দুই কবির কবিতাকারে রচিত প্রশ্নোত্তর। কবির গান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কবিগুরু—কবিদিগের উপদেষ্টা; শ্রেষ্ঠ কবি ('—রবীন্দ্রনাথ'); আদি কবি, রামায়ণকার বাল্মীকি। কবিদের গুরু, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কবিগৌরব—কবিযশঃ, কবিদিগের মর্য্যাদা। কবির গৌরব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কবিজ্যেষ্ঠ—কবিগুরু, বাল্মীকি মুনি। কবিগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

কবিতা—কাব্য; শ্লোক; পদ্য। কবি+তা কৃতার্থে। বি; স্ত্রী।

কবিতাকুঞ্জ, -নিকুঞ্জ—কাব্যরূপ কুঞ্জবন, কুঞ্জবনের ন্যায় পরমপ্রীতিদায়ক কাব্যসমূহ ("কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুলপতি"—মাইকেল)। কবিতারূপ কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। [বি; ক্লীব।

কবিত্ব—কবির গুণ বা ধর্ম্ম। কবি+ত্ব ভাবে।

কবিত্বপূর্ণ, -ময়—কবিজনোচিত কল্পনায় পূর্ণ। কবিত্ব দ্বারা পূর্ণ, ৩য়াতৎ; কবিত্ব+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -পূর্ণা, -ময়ী।

কবিত্বশক্তি—কাব্যরচনার ক্ষমতা। কবিত্বই শক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কবিথ—'কপিথ' দ্রঃ।

কবিপনা—কবিত্বের গর্ব্ব; কবিতা রচনায় পটুতা। কবি+পনা নিপুণার্থে। বি; স্ত্রী।

কবিপ্রতিভা—কাব্যকারের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রচনাশক্তি; কবিতারচনায় উপযোগী অসাধারণ বুদ্ধি ও অনুভূতি। কবির প্রতিভা, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, কবিযোগ্যা প্রতিভা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কবিপ্রসিদ্ধি—কবিসময়প্রসিদ্ধি (তাহা দ্রঃ)। কবিদের প্রসিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কবিবর, -শ্রেষ্ঠ—কবিদিগের মধ্যে প্রধান। কবিগণমধ্যে বর, শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বিণ।

কবিভূষণ, -রত্ন—সংস্কৃত কাব্যের অনুশীলন দ্বারা লব্ধ উপাধিবিশেষ। কবিদের ভূষণ, ৬ষ্ঠীতৎ; কবিমধ্যে রত্ন (রত্ন-সদৃশ), ৭মী-তৎ। বি; পুং।

কবিরাজ—১। শ্রেষ্ঠ কবি। কবিমধ্যে রাজা, ৭মীতৎ (সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয়)।

২। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। বাং প্র। বি; পুং। বিণ ও ভাববাচক বি—কবিরাজী।

কবিল—কপিল (তাহা দ্রঃ)।

কবিলাস—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কবিসময়প্রসিদ্ধি—প্রাচীনকাল হইতে কবিগণ যে কতকগুলি কাল্পনিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারকে সত্যবৎ বর্ণনা করিয়া সাহিত্যের শোভাসম্পাদন করিয়া আসিতেছেন তাহা। [প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি অবাস্তব হইলেও উক্তরূপ উক্তি দোষাশ্রিত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যেমন, আকাশ ও পাপে মলিনতা; যশঃ, হাস্য এবং কীর্ত্তিতে শুভ্রতা; ক্রোধ এবং অনুরাগে লৌহিত্য; নদী এবং সমুদ্রে পদ্মের বিকাশ; চকোরের চন্দ্রিকাপান; বর্ষাকালে হংসসমূহের মানসসরোবরে গমন; চাতকের বৃষ্টিজলধারা-পান; রমণীর পদাঘাতে অশোকের এবং মুখসুধা-নিক্ষেপে বকুলের পুষ্পবিকাশ; মদনের পুষ্পময় ধনুঃ এবং শর ও ভ্রমরমালা ধনুর গুণ; মদনের শরে এবং স্ত্রীলোকের কটাক্ষে যুবকদিগের হৃদয়ভেদ; সূর্য্যোদয়ে পদ্মের এবং চন্দ্রোদয়ে কুমুদের বিকাশ; মেঘোদয়ে ময়ূরের নৃত্য; অশোকবৃক্ষের ফলোৎপত্তির অভাব; বসন্তে জাতিপুষ্পের অবিকাশ; গন্ধসার বৃক্ষসমূহের পুষ্প এবং ফলের অনুৎপত্তি; নিশাকালে চক্রবাকদম্পতীর বিচ্ছেদ ইত্যাদি]। কবিদিগের সময় (আচার), ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার প্রসিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কবীর—১। মহান্; সুপ্রসিদ্ধ। আবী। বিণ। ২। সুবিখ্যাত সাধুপুরুষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

কবীরপন্থী—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষ, মহাপুরুষ কবীরের ধর্ম্মমতের অনুসরণকারী সম্প্রদায়। কবীরের পন্থা, ৬ষ্ঠীতৎ; কবীরপন্থা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং [সংস্কৃতের অনুকরণে গঠিত]।

কবুতর—পারাবত, পায়রা। হিন্দী 'কবুতর্' (<কপোত)-শব্দজ। বি।

কবুল—অঙ্গীকার, স্বীকৃতি। আবী। বি। **কবুল জবাব**—স্পষ্ট উত্তর। **কবুল জমা**—স্বীকৃত রাজস্ব।

কবুলতি, কবুলিয়ৎ—প্রজা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে জমি লইয়া জমিদারের নিকট যে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেয় তাহা। আবী। বি।

কবে—১। কখন্, কোন্দিন। হিন্দীমূলক। অব্য। ২। কহিবে, বলিবে। প্রাদে। ক্রি।

কবোষ্ণ—ঈষদুষ্ণ, সামান্য গরম। কু (ঈষৎ) উষ্ণ, সুপ্ সুপা (কু-স্থানে কব)। বিণ।

কব্জা—কপাটাদির লৌহনির্ম্মিত অথবা পিত্তলনির্ম্মিত বন্ধনী; মণিবন্ধ, হাতের কব্জী। আবী। বি।

কব্জি, কব্জী—মণিবন্ধ (wrist). কব্জা+ই, ঈ সদৃশার্থে। বি।

কব্জি-ঘড়ি—হাতঘড়ি (wrist-watch) ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কব্য—মৃত পিতৃলোককে দেয় খাদ্যদ্রব্য। কু+যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

কব্যবাহ, -বাহন—অগ্নি। উপতৎ; কব্য—বহ্+অণ্ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে কব্যের বাহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কভু—কখন, কোন সময়ে। কবিপ্র। অব্য।

কম—১। কমনীয় গুণ। বি; পুং। ২। কমনীয়, কান্ত; বাঞ্ছনীয়; রমণীয়, সুন্দর। কম্ (বাঞ্ছা করা)+ক যথার্থে কর্ম্মবা। বিণ। ৩। সম, সমান; তুল্য, সদৃশ ("কেবা কবে কামশরে কটাক্ষের সম। কটুতায় কোটী কোটী কালকূট-কম"—ভারতচন্দ্র)। প্রাদে। ৪। ন্যূন, অল্প; পশ্চাৎপদ (তুমি কম কিসে?)। ফার্সী। বিণ। **কম করা**—কমান। **কম করিয়া**—অল্প অনুপাতে।

কম-জম—অল্পস্বল্প; পরিমিত। **কম পোক্ত, কম পোক্তা**—যাহা বিশেষ নিপুণ নয় এমন; কম শক্তিমান্; কম পাকা।

কম-সম—যথাসম্ভব কম। **কম-সে-কম**—খুব কম করিয়া ধরিলেও, অন্ততঃপক্ষে।

কমজাত্ত—১। ইতর, হীনবংশীয়; নীচমনা। বিণ। ২। ইতর লোক; নীচ ব্যক্তি। ফার্সীমূলক। বি।

কমজোর—১। ক্ষীণ; দুর্ব্বল। কম জোর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অল্প ক্ষমতা। কম জোর, কর্ম্মধা। বি।

কমঠ—১। কচ্ছপ; বাঁশ; শল্লকী। কম্ (বাঞ্ছা করা)+অঠন্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। সন্ন্যাসীদের জলপাত্রবিশেষ। বি; ক্লীব।

কমঠী—কচ্ছপী, কচ্ছপভার্য্যা। কমঠ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কমণ্ডলু—সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীদের জলপাত্রবিশেষ; পাকুড় গাছ। ক (ব্রহ্মা, জল)—মণ্ড (ভূষণ)—লা (দান করা)+ডু কর্ত্তৃবা সংজ্ঞার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

কমতি, কম্‌তি—১। অল্পতা; হ্রস্বতা। কম+তি ভাবে। বি। ২। অল্প, কম। কম+তি স্বার্থে। বিণ।

কমন—১। কামুক, লম্পট। কম্ (বাঞ্ছা করা)+অন কর্ত্তৃবা। ২। রম্য, কমনীয়। বিণ। ৩। ব্রহ্মা; অশোকবৃক্ষ; কামদেব। কম্+অন কর্ম্মবা। বি; পুং।

কমনীয়—রম্য, মনোহর; স্পৃহণীয়। কম্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি, —য়তা, —য়ত্ব।

কমনীয়তা, -ত্ব—স্পৃহণীয়তা; মনোহরতা, সৌন্দর্য্য। কমনীয়+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—কমনীয়।

কমনে, কম্‌নে—কোথায়, কোন্দিকে। [প্রাদে। অব্য।

কমবখত—দুরদৃষ্ট, হতভাগ্য। ফার্সী 'কম্-বখ্ত্'-শব্দজ। বিণ।

কমবেশ, -বেশী—ন্যূনাতিরিক্ত, অল্পাধিক। দ্বন্দ্ব। ফার্সী। বিণ।

কমল—১। পদ্ম। কম্ (জলকে)—অল্ (ভূষিত করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। আশ্রয়; জল ("কমলে শোভিত কিবা সরসী-'কমল'!"—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার); তাম্র; ক্লোম; ঔষধ। বি; ক্লীব। ৩। মৃগবিশেষ; সারসপক্ষী; তালবিশেষ। কম্ (ইচ্ছা করা)+কল কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কমল-কলি, -কলিকা—পদ্মকোরক, পদ্মের কুঁড়ি। কমলের কলি, কলিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কমলকোমল—পদ্মের মত নরম। কমলবৎ কোমল, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

কমলজ—১। (বিষ্ণুর নাভিকমলজাত বলিয়া) ব্রহ্মা। বি; পুং। ২। রোহিণীনক্ষত্র। বি; ক্লীব। ৩। কমল হইতে উৎপন্ন, পদ্মজাত। উপতৎ; কমল—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

কমলদল, -পত্র—পদ্মপত্র, পদ্মের পাপ্ড়ি। কমলের দল, পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কমলনয়ন, -নেত্র—১। পদ্মপলাশাক্ষ, পদ্মের পাপড়ির মত দীর্ঘ চক্ষুসম্পন্ন। কমল-তুল্য নয়ন, নেত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পদ্মতুল্য দীর্ঘ চক্ষু। কমলসদৃশ নয়ন, নেত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কমলযোনি—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। কমল যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কমল-লোচন—১। পদ্মপলাশাক্ষ, কমলনয়ন। কমলবৎ লোচন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পদ্মপত্রবৎ দীর্ঘ চক্ষু। কমলসদৃশ লোচন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কমলা—লক্ষ্মী; উত্তমাঙ্গনা; হিরণ্যকশিপুর পত্নী; কমলালেবু; নবাক্ষরযুক্ত বৃহতী-জাতীয় ছন্দ। কমল+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কমলাকর—পদ্মাকর, যাহাতে অনেক পদ্ম জন্মে এরূপ জলাশয়। কমলের আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কমলাকান্ত, -পতি—লক্ষ্মীপতি, নারায়ণ। কমলার কান্ত, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কমলাক্ষ—পদ্মপত্রের ন্যায় দীর্ঘচক্ষুসম্পন্ন। কমলের অর্থাৎ কমলদলের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, —ক্ষী।

কমলানেবু, -লেবু—একজাতীয় মিষ্ট লেবু। বাং প্র। বি।

কমলাপতি—'কমলাকান্ত' দ্রঃ।

কমলাবিলাস—নারায়ণ, বিষ্ণু। কমলাতে বিলাস যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কমলালয়—লক্ষ্মীর মন্দির। কমলার আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কমলালয়া—পদ্মালয়া, লক্ষ্মী। কমল আলয় যাঁহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কমলাসন—১। ব্রহ্মা। কমল আসন যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। পদ্মাসন। কমলই আসন, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কমলাসনা—কমলা, লক্ষ্মী। কমল আসন যাঁহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কমলিনী—পদ্মের ঝাড়, পদ্মযুক্ত লতা ; পদ্মসমূহ। কমল + ইন্ সমূহার্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কমা—১। শোভা, সৌন্দর্য্য। কম্ + ক ঘঞর্থে ভাববা + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। প্রাথমিকী, প্রথম যতিচিহ্ন। ইং comma. বি। ৩। হ্রাস পাওয়া। বাং ক্রি। ৪। হ্রাসপ্রাপ্তি। ফার্সীমূলক। বি।

কমান—কম করা, কমাইয়া দেওয়া ; ছোট করা ; খর্ব্ব করা। ফার্সীমূলক। বাং ক্রি।

কমি—অল্পতা, নূনতা, কম হওয়া। কম + ই ভাবে। বি।

কমিটী—সভা, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি। ইং committee. বি।

কমিশন—কোন দ্রব্য ক্রয়কালে যে অর্থ বাদ দেওয়া হয় তাহা ; আদায়ী অর্থের উপর আনুপাতিক মজুরি ; ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিমণ্ডলী ; কোন বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত সভা। ইং commission. বি।

কমিশনার—রাজকর্ম্মচারিবিশেষ, সাধারণতঃ বিভাগীয় শাসক ; পৌরসভা প্রভৃতির সভ্য। ইং Commissioner. বি।

কমিশনি—কমিশনের কাজ ; দস্তুরি। কমিশন + ই কর্ম্মাদ্যর্থে। বি।

কমুণ্ডল—সন্ন্যাসীর জলপাত্র। 'কমণ্ডলু'-শব্দজ। বি।

কমুন—কেমন, কিরূপ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কমোড—মলত্যাগের পাত্রবিশেষ। ইং commode. বি।

কম্প—সঞ্চালন, কাঁপুনি। কম্প্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—কম্পিত, কম্পমান। [প্রাঃ কবিপ্র—**কম্পই**—কাঁপে। **কম্পিয়া**—কম্পিত]।

কম্পজ্বর—শীত করিয়া শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইয়া যে জ্বর আসে তাহা। কম্প-যুক্ত জ্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কম্পন—১। চলন, কাঁপুনি, স্পন্দন (vibration). কম্প্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—কম্পিত, কম্পমান। ২। কম্পকারক। বিণ। ৩। শিশির ঋতু, শীতকাল। কম্প্ + ণিচ্ + অনট্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কম্পমান—যে কাঁপিতেছে এরূপ, কম্পান্বিত। কম্প্ + শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —মানতা।

কম্পাউণ্ডার—ঔষধালয়ের ঔষধমিশ্রণকারক কর্ম্মচারী, যে রোগীর সেবার জন্য ঔষধ সরবরাহ করে এরূপ ব্যক্তি। ইং compounder. বি। ভাববাচক বি—কম্পাউণ্ডারি।

কম্পাউণ্ডারি—কম্পাউণ্ডারের কাজ বা পেশা। কম্পাউণ্ডার + ই কর্ম্মার্থে। বাং প্র। বি।

কম্পান্বিত—কম্পযুক্ত ; সকম্প, কম্পিত। কম্প দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কম্পাস—দিগ্‌দর্শন যন্ত্র [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ] ; (জ্যামিতি) বৃত্তাদি অঙ্কনের যন্ত্র। ইং compass. বি।

কম্পিত—১। কম্পযুক্ত ; ভীত। কম্প্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। চালিত। কম্প্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, কম্প, কম্পন।

কম্পিতাঙ্গ(ঙ্গী)—১। কম্পমান অঙ্গ, শরীরের যে অংশ কাঁপিতেছে তাহা। কম্পিত এমন অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। কম্পান্বিত দেহযুক্ত, যাহার শরীর কাঁপিতেছে এমন। কম্পিত অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কম্পোজ—কোন কিছু ছাপিবার জন্য অক্ষর-সংস্থাপন। ইং compose. বি।

কম্পোজিটার—ছাপিবার জন্য অক্ষর-সংস্থাপক, মুদ্রাকর। ইং compositor. বি।

কম্পোজিটরি—কম্পোজিটরের কাজ, ছাপিবার জন্য অক্ষর-সংস্থাপন। কম্পোজিটর + ই কর্ম্মার্থে। বি।

কম্প্র—কম্পিত ; চলিত ; ভীত। কম্প্ + র কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

কম্ফট—পশমী গলবেষ্টনী। ইং 'comforter'-শব্দজ। বি।

কম্ফর্ট, -র্টার—পশমী গলবন্ধনী। ইং comforter. বি।

কম্বল—১। মেষাদিলোমরচিত আসন ; জল। বি ; ক্লীব। ২। উত্তরীয় বস্ত্র, উত্তরাসঙ্গ ; কৃমি ; গলকম্বল। কম্ব্ + কলচ্। বি ; পুং।

কম্বলী (-লিন্)—১। গলকম্বলবিশিষ্ট গবাদি পশু। বি ; পুং। ২। যাহার কম্বল আছে এরূপ ('—ব্যক্তি')। কম্বল + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —লিনী।

কম্বু—১। শঙ্খ, শাঁখ ; হস্তী। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। শম্বুক, শামুক ; বলয়, অঙ্গুরীয়। বি ; ক্লীব। ৩। গ্রীবা, ঘাড়। বি ; স্ত্রী। ৪। নানাবর্ণ ; চিত্রবিচিত্র। কম্ + বুক্ কর্ম্মবা। বিণ।

কম্বুকণ্ঠ—১। শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবা, শঙ্খের ন্যায় বলিযুক্ত গলদেশ ; শঙ্খের ন্যায় মধুর অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। কম্বুসদৃশ কণ্ঠ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। শঙ্খবৎ-গ্রীবাবিশিষ্ট ; শঙ্খবৎ মধুরগম্ভীর-কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। কম্বুসদৃশ কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী বিণ। স্ত্রী, —ণ্ঠা, —ণ্ঠী।

কম্বুকণ্ঠী—যাহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় রেখা-ত্রয়যুক্ত এরূপ (স্ত্রী). কম্বুগ্রীবা। কম্বুসদৃশ কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী + ঈপ্ (কবিপ্র, —কণ্ঠিনী)। বিণ ; স্ত্রী।

কম্বুগ্রীব—যাহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় রেখা-ত্রয়যুক্ত (কবিগণ সচরাচর শঙ্খের সহিত গ্রীবার তুলনা দিয়া থাকেন)। কম্বুর ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কম্বুরেখ—শঙ্খের মত কুণ্ডলিত, ঘুরান, পেঁচান (spiral). কম্বুর রেখার ন্যায় রেখা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

কম্বোজ—১। শঙ্খবিশেষ ; হস্তিবিশেষ। কম্ব্ (গমন করা) + ওজ কর্ত্তৃবা। ২। দেশবিশেষ। কম্ব্ + ওজ অধিবা। বি ; পুং।

কম্যুনিষ্ট—সাম্যবাদী, সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য দূর করিয়া জনসাধারণের হস্তেই রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করা উচিত—এই মতাবলম্বী। ইং Communist. বি।

কম্র—১। অভিলাষী ; কামুক। কম্ (ইচ্ছা করা) + র কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। ২। কমনীয়, মনোহর। কম্ + র কর্ম্মবা। বিণ।

কয়—১। কতগুলি। 'কত' (<কিয়ৎ)-শব্দজ। সংখ্যাবাচক বিণ। ২। কহে, বলে। বাং ক্রি।

কয়রা—ঈষৎ পাংশু বর্ণ বা ঈষৎপাংশুবর্ণ-বিশিষ্ট। প্রাদে। বি বা বিণ।

কয়রা-কাণা—বর্ণ চিনিতে অসমর্থ। প্রাদে। বিণ। স্ত্রী, —ণী।

কয়ল—করিল ; কহিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কয়লহু, কয়লহুঁ, কয়লু—করিলাম ; কহিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কয়লা—১। খনিজ কৃষ্ণবর্ণ দাহ্য বস্তুবিশেষ ; অঙ্গার, দগ্ধকাষ্ঠ। প্রাকৃত 'কোইলা'-শব্দজ। বি। ২। করিল ; কহিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কয়লা-নিয়ামক—কয়লার আগম-নির্গমের হিসাব-পরীক্ষক (Controller of Coal). কয়লার নিয়ামক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কয়লি—করিলি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কয়া—১। সহা ; বলা ; করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ২। জলক্রীড়া ; কড়িংবিশেষ। প্রাদে। বি।

কয়াল—ধান্যাদি পরিমাপকারী ; মালপত্র মাপিয়া বা ওজন করিয়া দেওয়া যাহার কাজ এরূপ ব্যক্তি, মাপনদার। বাং প্র। বি।

কয়ালি, -লী—কয়ালের পারিশ্রমিক। কয়াল + ই, ঈ বেতনার্থে। বি।

কয়েক, কতক—কতিপয়। বাং প্র। বিণ।

কয়েত-বেল—কপিত্থ, বেলের আকারযুক্ত অম্ল ফল। 'কপিত্থবিল্ব'-শব্দজ। বি।

কয়েদ—'কএদ' দ্রঃ।

কয়েদী—'কএদী' দ্রঃ।

কর—১। করণ; করকা, শিলা; শুল্ক, ট্যাক্স; খাজনা। কৃ+অপ্ কর্ম্মবা। ২। হস্ত, হাত; হস্তিশুণ্ড; প্রত্যয়; হস্তানক্ষত্র। কৃ+অপ্ করণবা। ৩। কিরণ। কৃ+অচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৪। (উপপদ পূর্ব্বে থাকিলে) কারক, জনক। কৃ+ট বা অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী, —রা। ৫। করি, করে; করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। 'কর্'-ধাতুজ। ক্রি। ৬। প্রাচীন বাংলায় ৬ষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ("তা' কর বচনে ভেল সমাধান")। ৭। অনুষ্ঠান কর; পরিণত কর। বাং ক্রি।

করই—করে; করিতেছে; করিতে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করক—১। দাড়িম্ববৃক্ষ; করঞ্জবৃক্ষ; পলাশ-বৃক্ষ; কোবিদারবৃক্ষ; বকুলবৃক্ষ; বাঁশের কোঁড়া; নারিকেলের খোল; পক্ষিবিশেষ। কৃ (বধ করা)+অক (বুঞ্) কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। কমণ্ডলু; নারিকেলের মালা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। বর্ষোপল, শিলা। কর+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ৪। দাড়িম্ব-ফল; বকুলফল। করক+অচ্ উৎপন্নার্থে। বি; ক্লীব।

করকঙ্ক(ংক)ণন্যায়—একপ্রকার ন্যায় ['কঙ্কণ' শব্দে করের অলঙ্কার বুঝাইয়া থাকে, তবুও 'কঙ্কণ' শব্দের পূর্ব্বে 'কর' শব্দ বসাইয়া 'করকঙ্কণ' বলিলে হস্তাভরণ কঙ্কণকেই বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ কোন শব্দের অভিধা দ্বারা অর্থ বুঝা গেলেও পুনরায় কোন বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইতে তাহাকে তাহার অনুরূপ শব্দের সহিত যোগ করিলে করকঙ্কণ-ন্যায়ের বিষয় হইয়া থাকে]। করস্থিত কঙ্কণ, মধ্যপ কর্ম্মধা; তৎসদৃশ ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

করকচ—লবণ-বিশেষ, সামুদ্রিক লবণ। 'কর্কর' বা 'কড়ক'-শব্দজ। বি। [স্ত্রী।

করকচা—যাত্রায় অশুভ যোগবিশেষ। বি;

করকচা, -চে—কাঁচা, শক্ত; অপুষ্ট। প্রাদে। বিণ।

করকচি—কোমল এবং অপূর্ণ নারিকেল; নেয়াপাতি নারিকেলের শাঁস। বাং প্র। বি।

করকচ্ছপমুদ্রা—দেবতার ধ্যানকালে কর্ত্তব্য হস্তাঙ্গুলি-সংস্থানবিশেষ, কচ্ছপের আকারে বিন্যস্ত হস্তাঙ্গুলি। করকৃত কচ্ছপ, মধ্যপ কর্ম্মধা; তদাখ্যা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

করকচ্ছপিকা—কূর্ম্মমুদ্রা (shell). কর-কৃতা কচ্ছপিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

করকঞ্জ—করপদ্ম, পদ্মের মত কোমল ও সুন্দর হাত ("চুড়ি কনক করকঞ্জে"—বিদ্যাপতি)। কর কঞ্জ (পদ্ম) সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

করকটি—কাঁকুড়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

করকটে—১। বামন, খর্ব্বকায়; কুঁজো; শক্ত। বিণ। ২। কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষ। বাং প্র। বি।

করকণা—কটিদেশ; সন্ধিস্থান; আসন্ন-প্রসবা গাভীর প্রসবদ্বারের অবস্থাবিশেষ। প্রাদে। বি। [বি; পুং।

করকণ্টক—নখ। করের কণ্টক, ৬ষ্ঠীতৎ।

করকণ্ডূতি, -কণ্ডূয়ন—হাত চুলকান, হাত সুড়সুড় করা; কোন কাজ করিবার জন্য প্রবল ঝোঁক; (ব্যঙ্গার্থে) কিছু লিখি-বার ইচ্ছা। করের কণ্ডূতি, কণ্ডূয়ন, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

করকবলিত—হস্তগত; অধিকৃত; বশীকৃত। করদ্বারা কবলিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

করকমল—হস্তপদ্ম, পদ্মের মত সুন্দর এবং কোমল হস্ত। কর কমলপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

করকম্পন—করমর্দ্দন, শিষ্টাচার-প্রদর্শনের নিমিত্ত পরস্পরের হস্তধারণপূর্ব্বক সঞ্চালন (hand-shake). করের কম্পন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [অব্য।

করকর—চক্ষুর যন্ত্রণাসূচক শব্দ। অনুকার

করকরে—পীড়াদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক; অ-মসৃণ, কর্কশ। করকর+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

করকবলিত—হস্তধৃত। ৩য়াতৎ। বিণ।

করকা—মেঘজাত শিলা, শিল। করক+আপ্। বি; স্ত্রী।

করকাক্ষ—মেঘজাত শিলার ন্যায় চক্ষু-বিশিষ্ট, শ্বেতনেত্র। করকার ন্যায় অক্ষি যাহার+ষচ্ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

করকাপাত—শিলাবৃষ্টি, বৃষ্টিসময়ে আকাশ হইতে শিলা পড়া। করকার পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করকিশলয়, -কিসলয়—পাণিপল্লব, হস্ত-পল্লব, নূতন পত্রের ন্যায় সুন্দর এবং কোমল হস্ত। কর কিশ(স)লয়প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

করকূর্চাস্থি—কব্জির হাড় (carpal). করের কূর্চ, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

করকোষ—করপুট, অঞ্জলি। করকৃত কোষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

করকোষ্ঠী—করস্থিত রেখা (ঐ সকল রেখা পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ জীবনের শুভাশুভ ঘটনা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এইরূপে ঐ রেখা দ্বারা কোষ্ঠির কার্য্য হয় বলিয়া উহা-দিগকে করকোষ্ঠী বলে)। করস্থিত বা কর-নির্দ্দিষ্ট কোষ্ঠী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

করকৌশল—(যাদুকর প্রভৃতির) হস্ত-কৌশল, হস্তপ্রয়োগে নৈপুণ্য। করের কৌশল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

করগবীজ—নারিকেলের খোল; দাড়িম্ব-বীজ, ডালিমের দানা। করগের (করক বা করঙ্ক-শব্দের অপভ্রংশ) বীজ, ৬ষ্ঠীতৎ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

করগ্রহ—পাণিগ্রহণ, বিবাহ; হস্তধারণ; প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়। করের (হস্তের, খাজানার) গ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করগ্রাহ—পাণিগ্রহণকর্ত্তা, পতি, ভর্ত্তা; রাজস্ব-আদায়কারী। উপতৎ; কর—গ্রহ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

করগ্রাহক—রাজস্বগ্রহণকারী, খাজনা-আদায়কারী, তহ্‌শিলদার। করের গ্রাহক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিকা।

করগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—রাজস্বগ্রহণকারী, তহ্‌শিলদার। উপতৎ; কর—গ্রহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী। বি,—গ্রাহিতা।

করঘর্ষণ—১। দধিমন্থন-দণ্ড। করের ঘর্ষণ হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং। ২। হস্তঘর্ষণ, হাত রগড়ান। করের ঘর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

করঙ্ক(ংক)—কমণ্ডলু; শরীরাস্থি; নারিকেলের খোল; মস্তক; মাথার খুলি; ভিক্ষাপাত্র; খুঙ্গি; ডিবে, কৌটা; ইক্ষু-বিশেষ। কর (নিক্ষেপযোগ্য) অঙ্ক (গর্ভ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

করঙ্গ(ংগ)—জলপাত্রবিশেষ ("কমণ্ডলু তুম্বী-ফল, করঙ্গ পিবারে জল, হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ"—ভারতচন্দ্র)। 'করঙ্ক'-শব্দজ। বি।

করঙ্গ(ংগ)রু—হস্তাঙ্গুলি, হাতের আঙ্গুল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

করচা—স্মারকলিপি; পদ্যে লিখিত ইতিবৃত্ত-বিশেষ; প্রাপ্য খাজনার হিসাব। 'কারিকা'-শব্দজ। বি।

করচালি, -লু—হাতা, খুন্তি। প্রাদে। বি।

করচ্ছদ—শাখোটবৃক্ষ, শেওড়াগাছ। করবৎ ছদ (দল) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

করজ—১। নখ। বি; পুং। ২। হস্ত-জাত। উপতৎ; কর—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। ব্যাঘ্রনখনামক গন্ধদ্রব্য, নখী; করঞ্জবৃক্ষ, করমচা গাছ। ক (মস্তক বা জল) —রন্‌জ্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং। ৪। ধার, দেনা। 'কর্জ্জ'-শব্দজ। বি।

করজোড়—১। দুই হস্তের একত্রীকরণ, অঞ্জলি। করের জোড়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। কৃতাঞ্জলি। কর জোড় (আবদ্ধ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

করজোড়ে—কৃতাঞ্জলিপুটে, হাত জোড় করিয়া। কর জোড় (আবদ্ধ) আছে যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

করঞ্জ, -ঞ্জক—করম্‌চা গাছ। ক (মস্তক বা জল)—রন্‌জ্+ণিচ্ (রঙ্ করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা; করঞ্জ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

করট—১। যে নিজের কথা ঘোষণা করিয়া বেড়ায়; কাক; হস্তিগণ্ড; কুসুমগাছ; বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ; একাদশাহশ্রাদ্ধ। বি; পুং। ২। নাস্তিক, নিন্দাজীবী। ক (আত্মা)—রট্ (ঘোষণা করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বিণ। [পুং।

করটক—কাক। করট+কন্ স্বার্থে। বি;

করটা—হস্তিগণ্ড, যে গাই কষ্টে দুহিতে হয় তাহা। কৃ+অটন্ কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

করটিনী—হস্তিনী। করটিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, –টিনী।

করটী (-টিন্)—হস্তী। করট+ইন্ আছে

করণ—১। কারকবিশেষ, সাধকতম, যাহা দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহা; কার্য্যের প্রধানসাধন; কার্য্যের উপাদান; কারণ; রতিবন্ধ; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়। কৃ+অনট্ করণবা। ২। শরীর, কার্য্য। কৃ+অনট্ কর্ম্মবা। ৩। ক্ষেত্র, স্থান; লিপিকর-সংহতি, কর্ম্মস্থল, আপিস (office). কৃ+অনট্ অধিবা। ৪। অনুষ্ঠান; হস্ত দ্বারা লেপন; নৃত্যগীতে করাভিনয়। কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৫। (জ্যোতিষ) এক-একটি তিথির অর্দ্ধ-পরিমাণ (ববকরণ, ধ্রুবকরণ ইত্যাদি)। বি।

করণ-কারণ—১। স্বয়ং অনুষ্ঠান করা এবং অন্যের দ্বারা করান। করণ ও কারণ, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব। ২। আদান-প্রদান, আচার-ব্যবহার; বিবাহাদি সম্বন্ধ। বাং প্র.। বি।

করণতা—উপায়; সহায়তা; কর্তৃত্ব; সাধকত্ব (instrumentality). করণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

করণত্রাণ—মস্তক। করণের (ইন্দ্রিয়ের) ত্রাণ হয় যদ্দারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

করণা—রতিবন্ধ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

করণাধিপ—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেববিশেষ; জীব; আত্মা। করণের (ইন্দ্রিয়ের) অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করণাধ্যক্ষ—কোন অফিসের রেজিষ্ট্রার, দলিলাদির মুখ্যনিবন্ধক। করণের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করণি—কার্য্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

করণিক—কেরাণী; যে মুসাবিদা করে (clerk). করণ+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি; পুং।

করণী—(বীজগণিত) যে রাশির বর্গমূলাদি নির্ণীত হয় না তাহা (surd). করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

করণীয়—কর্ত্তব্য, যাহা করা উচিত এরূপ। কৃ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। **করণীয় ঘর**—বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনের উপযুক্ত বংশ।

করণ্ড—খড়্গ; পেটারি; টুকরি; খুঙ্গী; ঝাঁপি; সাজী; ঝুড়ি; কৌটা প্রভৃতি; মধুচক্র, মৌচাক; কারণ্ডব পক্ষী; শৈবালবিশেষ। কৃ+অণ্ডচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

করণ্ডিক—যাহাদের উদরে চর্ম্মময় করণ্ডবৎ থলি আছে এরূপ ('—শ্রেণী'), উপজঠরী (ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি)। করণ্ড+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –ণ্ডিকী।

করণ্ডিকা—ক্ষুদ্র করণ্ড, ক্ষুদ্র পাত্র; ফুলের সাজি। করণ্ড+কন্ ক্ষুদ্রার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। [আছে অর্থে। বি; পুং।

করণ্ডী (-ণ্ডিন্)—মৎস্য। করণ্ড+ইন্

করত—করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করতঃ, করত—করিয়া, আচরণ করিয়া। বাং প্র। অব্য।

করতপ—কৌশল, কায়দা; সঙ্গীতে রাগিণী ইত্যাদিতে নৈপুণ্য দেখান; গুণ; বিদ্যা। হিন্দীমূলক। বি।

করতল—হস্ততল, হাতের তেলো; হস্ত। করের তল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করতলগত—হস্তগত; যাহা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে এরূপ। করতলকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ। **করতলগত করা**—বশীভূত করা; মুঠোর মধ্যে আনা।

করতল-শিরা—(উদ্ভিদ্বিদ্যা) যে-সকল পত্রশিরা পত্রমধ্যে করতলের আকারে বিস্তৃত থাকে তাহা (palmate venation). বি; স্ত্রী।

করতলামলক—হস্ততলস্থিত আমলকীফল, সেইরূপ সহজলভ্য বস্তু। করের তল, ৬ষ্ঠীতৎ; তৎস্থিত আমলক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

করতহি—করিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করতা—১। ওজনের সময় দাঁড়িপাল্লার দুই দিক্ সমান করিয়া লওয়া; পাষাণ ভাঙ্গা। 'কড়তা'-শব্দজ। **করতা ভাঙ্গা, করতা বাদ দেওয়া**—জিনিস-বোঝাই পাল্লা হইতে পাত্রের ওজন বাদ দেওয়া। ২। কর্ত্তা, প্রভু, স্বামী। 'কর্ত্তা'-শব্দজ। বি।

করতার—অধিপতি, কর্ত্তা, প্রভু; ভগবান্; দেবতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

করতাল—১। দুই করের পরস্পর অভিঘাত, দুই হাতে তালী। করের তাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। করে তাল (প্রতিষ্ঠা, স্থান) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

করতালি—হাততালি। করের তালি (তাল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [বি; স্ত্রী।

করতালী—হাততালী। করতাল+ঈপ্।

করথ—করুক। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করদ—যে অন্যকে কর দেয় এরূপ, করদানকারী, শুল্কদায়ক। উপতৎ; কর—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

করদনদী—উপনদী, যে নদী পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত হইয়া অন্য নদীতে আসিয়া মিলিত হয় তাহা (tributary). করদা নদী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

করদরাজ—সম্রাট্‌কে করদানকারী নরপতি, সামন্ত রাজা (tributary prince). করদ রাজা, কর্ম্মধা (সমাসান্ত টচ্)। বি; পুং।

করদরাজ্য—সামন্ত রাজার অধিকৃত স্থান, যাহার শাসনকর্ত্তা সম্রাট্‌কে কর দান করিয়া স্বয়ং রাজ্য শাসন করেন এরূপ রাজ্য (tributary state). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

করদাতা (-দাতৃ)—করদানকারী, যাহারা ট্যাক্স দেয় এরূপ (rate-payer). করের দাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –ত্রী।

করদায়ী (-য়িন্)—করদানকারী, যে খাজনা বা ট্যাক্স দেয় এরূপ। উপতৎ; কর—দা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

করধৃত—হস্তে গৃহীত, হাতে ধরা; যাহাকে হাত দিয়া ধরা হইয়াছে এরূপ। করদ্বারা ধৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কর-নির্দ্ধা(র্ধা)র, -নির্দ্ধা(র্ধা)রণ—খাজনার হার নির্ণয়; ট্যাক্স ধার্য্য করা (assessment). করের নির্দ্ধার, নির্দ্ধারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

করনু—করিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করন্তি—করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করন্যাস—তন্ত্রোক্ত ন্যাসবিশেষ; মন্ত্রসহকারে হস্তের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ। করে ন্যাস, ৭মীতৎ। বি; পুং।

করপক্ষ—কর অর্থাৎ হস্তই যাহাদের পক্ষস্বরূপ এরূপ প্রাণী (বাদুড় প্রভৃতি)। কর পক্ষ যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং, বা বিণ।

করপত্র—১। ক্রকচ, করাত। করসদৃশ পত্র যাহার, বহুব্রী। ২। জলক্রীড়া। কর পত্র (বাহন) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

করপত্রবান্ (-বৎ)—তালগাছ। করপত্র+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

করপত্রিকা—জলক্রীড়া, জলকেলি। করপত্র+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

করপদ্ম—হস্তকমল, পদ্মতুল্য সুন্দর এবং কোমল হস্ত। কর পদ্মপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

করপল্লব—১। নবপল্লবের ন্যায় শোভাযুক্ত কর, অতিশয় কোমল ও লোহিত-আভাযুক্ত কর। কর পল্লবপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। ২। অঙ্গুলি, করশাখা। করের পল্লব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা ক্লীব।

করপাত্র—করপুট, অঞ্জলি। করকৃত পাত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

করপাল—খড়্গ; তরবারি। কর—পা+ণিচ্+অপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

করপালিকা, -পালী—ক্ষুদ্র গদাকার

হস্তদণ্ড, সোঁটা ; ছোরা ; মুদ্গর। কর—পালি +ণক কর্তৃবা+আপ্ ; (২য় পক্ষে) করপাল +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

করপীড়ন—পাণিগ্রহণ, বিবাহ। করের পীড়ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

করপুট—জোড়হাত, বিনয় সৌজন্য সম্মান প্রভৃতি দেখাইবার নিমিত্ত সংযুক্ত হস্তদ্বয় ; অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল। করকৃত পুট, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

করপুটে—হাত জোড় করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া। করকৃত পুট যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

করপৃষ্ঠ—করতলের পশ্চাদ্ভাগ, হাতের পিঠ। করের পৃষ্ঠ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

করব—করিব ; করিবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করবাল—১। নখ। করের বাল (শিশু), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। খড়্গ ; তরবারি, অসি। উপতৎ ; কর—বল্+ণ কর্তৃবা। বি ; পুং।

করবি—করিবি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করবী—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্প। 'করবীর'-শব্দজ। বি। ২। হিঙ্গুপত্র, হিঙ্গুপাতা। বি ; স্ত্রী।

করবীর—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ ; খড়্গ ; নাগবিশেষ ; দৈত্যবিশেষ। কর—বীর্+অচ্ কর্তৃবা। ২। শ্মশান ; দেশবিশেষ ; নগরীবিশেষ। কর—বীর্+ক ঘঞর্থে অধিবা। বি ; পুং। ৩। পুষ্পবিশেষ ; পৌরাণিক তীর্থবিশেষ। করবীর+অচ্ ভবার্থে। বি ; ক্লীব।

করবীরক—১। অর্জ্জুনবৃক্ষ। করবীর—কৈ +ক কর্তৃবা। ২। খড়্গ ; করবীর মূল। করবীর+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

করবীরী—অদিতি ; উত্তম গবী ; একপুত্রা স্ত্রী ; পুত্রবতী স্ত্রী। করবীর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

করবে—১। করিবে ; করিব। ক্রি। ২। কটিদেশ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

করভ—১। মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত করবহির্ভাগ। কর—ভা+ক কর্তৃবা। ২। হস্তিশাবক ; উষ্ট্রশাবক ; উষ্ট্র ; অশ্বতর ; নখী নামক গন্ধদ্রব্য। কৃ+অভচ্ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

করভাস্থি—মণিবন্ধ হইতে করাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত অস্থি (metacarpals). করভের (১) অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

করভী—স্ত্রীজাতীয় হস্তিশাবক। করভ+ঈপ্।

করভীয়—করভপালক ; করভসম্বন্ধীয়। করভ+ঈয় সংপালনার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

করভূ—নখ। উপতৎ ; কর—ভূ+কিপ্ কর্তৃবা। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

করভূষণ—হস্তাভরণ ; কঙ্কণ। করের ভূষণ,

করভোরু—করিশুণ্ড-সদৃশ উরুযুক্তা (স্ত্রী)। করভসদৃশ উরু যাহার, বহুব্রী। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

করম—(পদ্যে প্রযুক্ত) ভাগ্য, অদৃষ্ট ("করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন"—বিদ্যাপতি) ; কার্য্য ; কর্ম্মফল ("করম সঙ্গে চলি যায়"—বিদ্যাপতি)। 'কর্ম্ম'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

করমর্দ্দ(র্দ)—১। করঞ্জ বৃক্ষ, পানিআমলা, করমচা। কর—মৃদ্+অণ্ কর্তৃবা। ২। হস্ত দ্বারা মর্দ্দন। কর—মৃদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

করমর্দ্দ(র্দ)ন—১। করঞ্জবৃক্ষ। কর—মৃদ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি ; পুং। ২। করকম্পন (hand-shake). করের মর্দ্দন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

করমাল—ধূম, ধোঁয়া। করের (কিরণের) মালা যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

করমালা—১। জপ করিবার জন্য যে শ্রেণীক্রমে করপর্ব্ব ব্যবহৃত হয় তাহা (শক্তি-উপাসকদের পক্ষে অনামিকার মধ্যম পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মূল পর্ব্ব, পরে কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র, পরে অনামিকার অগ্র, পরে মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল, এবং তর্জ্জনীর মূল এই দশপর্ব্বে জপ করিতে হয়। অষ্টবার জপ-সময়ে অনামিকার মূল পর্ব্ব হইতে পূর্ব্ব প্রণালীতে মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত জপ করিতে হয়। তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্য পর্ব্ব জপে নিষিদ্ধ এবং অষ্টবার জপ-সময়ে অনামিকার মধ্য ও তর্জ্জনীর মূল নিষিদ্ধ। শক্তিভিন্ন বিষয়ে দশবার জপক্রম,—অনামিকার মধ্য, মূল ; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য, অগ্র ; অনামিকার এবং মধ্যমার অগ্র এবং তর্জ্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল। মধ্যমার মধ্য ও মূল জপে নিষিদ্ধ। অষ্টবার জপক্রমে—অনামিকার মূল, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র, অনামিকার ও মধ্যমার অগ্র এবং তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্য)। করে মালা (অর্থাৎ তৎসদৃশ), ৭মীতৎ। ২। রশ্মিসমূহ, কিরণরাজি। করের মালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

করমালী (-লিন্)—সূর্য্য ; অগ্নি ; করজাপক। করমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

করমুক্ত—১। হস্তচ্যুত। কর হইতে মুক্ত, ৫মীতৎ। বিণ। ২। বড়শী নামক অস্ত্র। কর দ্বারা মুক্ত, ৩য়াতৎ। বি ; ক্লীব।

করমুষ্টি—হাতের মুঠো। করের মুষ্টি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [বাং প্র। বি।

করমচা—করমচা গাছ ও তাহার ফল।

করম্বিত—মিশ্রিত ; সম্মিলিত ; খচিত। করম্ব+ইত জাতার্থে। বিণ।

করম্ভ, -ম্ভক—দধিমিশ্রিত শক্তু বা ছাতু। ক—রম্ভ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা ; পক্ষে+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

করযষ্টি—হস্তধৃত দণ্ড, হাতের লাঠি। করের যষ্টি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

করয়ে—করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করযোগ্য—যাহার উপর খাজনা আদায় করিতে হয় এমন (taxable). করের যোগ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। **করযোগ্য আয়**—যে পরিমাণ আয়ের আয়কর দিতে হয় (taxable income).

কররুহ—নখ ; আঙ্গুল ; করবাল, তরবারি। কর—রুহ্+ক কর্তৃবা। বি ; পুং।

করল—করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করলা, করোলা—বড় উচ্ছে। 'কারবেল্লক'-শব্দজ। বি। [ক্রি।

করলু, -লুঁ—করিলাম। প্রাঃ কবিপ্র।

করশাখা—অঙ্গুলি, আঙ্গুল। করের শাখা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

করশীকর—হস্তিশুণ্ডনিঃসৃত জলকণা। কর (হস্তিশুণ্ড)-নিঃসৃত শীকর (মদজলবিন্দু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

করশুদ্ধি—'ফট্' এই মন্ত্র দ্বারা হস্তশোধন। করের শুদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

করষব—আকর্ষণ করিব। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করষয়ে—আকর্ষণ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করসি—করিতেছ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করসূত্র—হস্তের সূত্র, বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যোপলক্ষে হস্তে ধারণীয় সূত্র। করের সূত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

করহ, করোহ—কর। কবিপ্র। ক্রি।

করা—১। অনুষ্ঠান করা, সাধন করা ; যত্ন লওয়া, তৎপর হওয়া ; জন্মান ; লাগান ; খাটান ; স্থাপন করা ; উল্লেখ করা ; ছোঁড়া ; চালান ; প্রকাশ করা ; সঙ্কলন করা ; অর্জ্জন করা ; হওয়া, ঘটা ; সঞ্চারিত হওয়া ; অনুভব করা ; বিশেষ উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা ; বিভক্ত করা ; প্রতিবিধান করা ; ভাড়া করা ; নির্ম্মাণ করা ; ভোগা ; আশ্রয় লওয়া ; নিয়মিতভাবে যাওয়া আসা ; রন্ধন করা ; জমান ; রচনা করা ; আনা ; ব্যবসায় করা। ক্রি। **আমতা-আমতা করা**—সঙ্কুচিতভাবে কথা বলা। **গড় করা**—নমস্কার করা। **গা করা**—মনোযোগ দেওয়া। **ঘর করা**—সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা। **টিম্ টিম্ করা**—অনুজ্জ্বলভাবে জ্বলা ; অল্প জোরে কাজ করা। **টো টো করা**—ঘুরিয়া বেড়ান। **তিলকে তাল করা**—ক্ষুদ্র বিষয়কে বাড়াইয়া তোলা। **তীর্থ করা**—তীর্থে গমন করা। **নমো নমো করা**—কোনমতে সারা। **নাং করা**—উপপতি সম্ভোগ করা। **নাম করা**—খ্যাতি অর্জ্জন করা ; কৃতজ্ঞতাস্বরূপে নামোল্লেখ করা ; নামোল্লেখ করা। **নাম-করা**—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। **পাড়া মাথায় করা**—চীৎকার করিয়া গোলমাল বাধান। **হয়কে নয় করা**—সত্যকে মিথ্যায়

পরিণত করা। **হাত করা**—হস্তগত করা; বশীভূত করা। ২। কৃত। কর্‌+আ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। প্রতি (মণ-করা, শত-করা)। বাং অব্য। [ব্রজবুলি—**করল**—করিল। **করব**—করিবে, করিব। **করবি**—করিবে। **করলুঁ**—করিলাম। **করয়ে, করত**—করে। **করতহি**—করে। **করসি**—করিতেছ। **করহ**—কর। **করাও(য়)ল**—করাইল। **করাও(য়)ত**—করায়।]

করাগ্র—অঙ্গুলির অগ্রভাগ; হস্তিশুণ্ডের অগ্রভাগ। করের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

করাঘাত—চপেটাঘাত, চাপড় মারা। কর দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

করাঙ্গন—রাজস্বগ্রহণের স্থান। করের অঙ্গন (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

করাঙ্গুলি-মূলশলাকা—(শারীরবিদ্যা) হাতের আঙুল ও মণিবন্ধের মধ্যস্থিত অস্থি (metacarpal bone). করের অঙ্গুলি, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার মূলশলাকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [মূলক। বি।

করাড়—সর্ত্ত; অঙ্গীকার; জবাব। আর্বী-

করাত—কাঠ চিরিবার যন্ত্র, করপত্র। 'করপত্র'-শব্দজ। বি। **করাতের গুঁড়া**—করাত দিয়া কাঠ চিরিবার সময় যে কাঠের গুঁড়া বাহির হয় তাহা। **শাঁখের করাত**—যে অস্ত্র আসিতেও কাটে, যাইতেও কাটে; যাহা সকলদিকেই বিপদ্ ঘটায় এমন বিষয় বা বস্তু।

করাতি, -তী—১। করাত-ব্যবহারকারী, যে করাত দিয়া কাঠ কাটে এরূপ ব্যক্তি। করাত+ই, ঈ তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে অর্থে। বি। ২। নাশকারী, ধ্বংসকারী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

করাধান—করারোপণ (তাহা দ্রঃ)। করের আধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [ক্রি।

করান—অন্যের দ্বারা সম্পাদন করা। বাং

করামত—কেরামত, বাহাদুরি; কৌশল, নৈপুণ্য; অলৌকিক শক্তি। আর্বীমূলক। বি।

করামতি—বাহাদুরি দেখান; কৌশল-প্রদর্শন, ফন্দিবাজি। আর্বীমূলক। বি।

করায়ত্ত—করতলগত, হস্তগত, অধীন। করের আয়ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

করার—সর্ত্ত, চুক্তি; অঙ্গীকার। আর্বী। বি।

করার-দাদ—করারনামা, চুক্তিনামা; অঙ্গীকারপত্র। আর্বী। বি।

করারী—অঙ্গীকৃত, প্রতিশ্রুত; চুক্তি-অনুযায়ী। করার+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

করারোট—অঙ্গুরীয়। কর—আ—রুট্+অচ্, কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

করারোপণ—কর-নির্দ্ধারণ, খাজনা স্থির করিয়া দেওয়া (taxations). করের আরোপণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করার্থপরিমাণ—করনির্দ্ধারণ জন্য সীমা-নির্ণয় (cadastral survey). করের জন্য ইহা, নিত্য ৪র্থীতৎ; করার্থ যে পরিমাণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

করাল—১। অনন্তমূল-বৃক্ষ। বি; পুং। ২। সর্জ্জরসযুক্ত তৈল, তেলধুনা; গর্জ্জন তৈল; কৃষ্ণ তুলসী। বি; ক্লীব। ৩। বৃহৎ; মহৎ; দন্তুর; উচ্চ; ভয়ানক। কর (বিক্ষেপ)—অল্‌+অচ্, কর্ত্তৃবা। বিণ।

করালবদন—১। ভীষণ আনন, ভয়ঙ্কর-মুখ। করাল বদন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। ভীষণানন, ভীষণমুখবিশিষ্ট। করাল বদন যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—বদনা, —বদনী (কবিপ্র)।

করালবদনা—১। কালীমূর্ত্তি। বি; স্ত্রী। ২। ভীষণাননা, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি। করালবদন (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

করালা—অনন্তমূল। করাল+আপ্। বি; স্ত্রী।

করালিক--বৃক্ষ। করের (করসদৃশ শাখার) আলি (শ্রেণী) যাহাতে, বহুব্রী+স্বার্থে কন্। বি; পুং।

করালী—অগ্নির সপ্তজিহ্বান্তর্গত জিহ্বা-বিশেষ; চণ্ডিকা; জ্বালা। করাল+ঈপ্, সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

করাস্ফোট—তাল ঠোকা, বক্ষঃস্থলে একহস্ত সঙ্কুচিত ভাবে রাখিয়া বাহুর উপর অন্য হস্তের আঘাতের দ্বারা শব্দকরণ; বাহ্বাস্ফোট। কর দ্বারা অস্ফোট, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

করি-অরি—হস্তীর শত্রু; সিংহ। করীর অরি, ৬ষ্ঠীতৎ (সন্ধি হয় নাই)। কবিপ্র। বি।

করিকর—হস্তিশুণ্ড, হাতীর শুঁড়; (কাম-শাস্ত্রে) যুক্ত অনামিকা ও তর্জ্জনীর উপরে স্থাপিত মধ্যমাঙ্গুলি। করীর ('করিন্'-শব্দ) কর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করিকরভ—হস্তিশাবক। করীর ('করিন্'-শব্দ) করভ, ৬ষ্ঠীতৎ (করভ-শব্দের অর্থই করিশাবক, সুতরাং 'করী' পদটি অনাবশ্যক; প্রয়োগটি 'নয়নাশ্রু'-শব্দের মত)। বি; পুং।

করিকা—নখাঘাত, নখ দিয়া আঁচড়ান। কৃ+ইক ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

করিকুম্ভ—গজকুম্ভ, হস্তিমস্তকস্থ কুম্ভ। করীর ('করিন্'-শব্দ) কুম্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করিজ—১। হস্তিশাবক। বি; পুং। ২। হস্তিজাত। উপতৎ; করিন্—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

করিঞা—করিয়া ("জীবন যাপসি করম করিঞা"—শ্যামদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করিণী—হস্তিনী; পদ্মিনী। করিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

করিতকর্ম্মা(র্ম্মা), -কম্মা—বহুকার্য্যের অনুষ্ঠাতা; বহুদর্শী, অভিজ্ঞ। 'কৃতকর্ম্মা'-শব্দজ। বিণ।

করিতুঁ—করিতাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করিদারক—সিংহ। উপতৎ; করিন্—দৃ (বিদীর্ণ করা)+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

করিন্—'করী' দ্রঃ।

করিপোত—করিশাবক। করীর ('করিন্'-শব্দ) পোত (শিশু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করিবন্ধ—হস্তিবন্ধন স্তম্ভ, আলান। করীর ('করিন্'-শব্দ) বন্ধ (বন্ধনস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করিবর—হস্তিশ্রেষ্ঠ। করিমধ্যে ('করিন্'-শব্দ) বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

করিম, করীম—১। করুণাময়, দয়াময়। বিণ। ২। খোদা, ঈশ্বর। আর্বী। বি।

করিমুখ—১। গণেশ। করীর ('করিন্'-শব্দ) মুখের ন্যায় মুখ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। হস্তীর বদন। করীর মুখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

করিয়—করিও। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করিয়া—১। লইয়া; দ্বারা; প্রকারে; ক্রমে; কারণে। অব্য। ২। করিবার পর। বাং অস-ক্রি।

করিয়ে—করিতে সমর্থ, কার্য্যনিপুণ। কর্‌+ইয়ে (<ইয়া) কর্ত্তৃবা। বিণ।

করিষ্ণু—করণশীল, কার্য্য করাই যাহার স্বভাব এরূপ। কৃ+ইষ্ণু কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

করিষ্যমাণ—১। যে সম্পাদন করিবে এমন। কৃ+স্যমান কর্ত্তৃবা। ২। যাহা সম্পাদিত হইবে এমন। কৃ+স্যমান কর্ম্মবা। বিণ।

করিহ—করিও। কবিপ্র। ক্রি।

করী (করিন্)—হস্তী। কর (শুণ্ড)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী—করিণী।

করীন্দ্র—হস্তিশ্রেষ্ঠ; ঐরাবত। করিমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

করীম—'করিম' দ্রঃ।

করীর—১। বংশাঙ্কুর, বাঁশের কোঁড়া। কৃ+ঈরন্ কর্ত্তৃবা। ২। ঘট। কৃ+ঈরন্ অধিবা। ৩। উষ্ণভূমিজ উষ্ট্রপ্রিয় কণ্টকিবৃক্ষ, তীক্ষ্ণ-কণ্টক। কৃ+ঈরন্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

করীরা, করীরী—ঝিঁঝি পোকা; হস্তি-দন্তমূল। করীর+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

করীষ—শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে। কৃ+ঈষন্ কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব। [ক্রি।

করু—করুক; করে; করিও। প্রাঃ কবিপ্র।

করুই—শস্যভাণ্ডার, ধান্যাদির গোলা। প্রাদে। বি।

করুকা—করুন। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

করুগেট—ঢেউখেলান টিন, ঢেউ টিন, ঢেউ-খেলান লোহার চাদর। ইং 'corrugated'-শব্দজ। বি।

করুণ—১। তৃতীয় কাব্যরস। কৃ+উনন্

কর্তৃবা। বি; পুং। ২। দুঃখিত; শোকার্ত; শোকজনক; শোকসংক্রান্ত; দয়ালু। কৃ+উনন্ কর্ম্মবা। বিণ। বি—কারুণ্য।

করুণা—১। দয়া, অনুকম্পা; কাতর উক্তি, কাকুতি; গঙ্গানামবিশেষ। কৃ+উনন্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। দরিদ্রা; অনাথা; দুঃখিতা; করুণাসম্পন্না। করুণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

করুণাকর—কৃপানিধি, অতিশয় দয়াবান্। করুণার আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করুণানিদান—দয়াময়। করুণার নিদান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

করুণা-নিধান, -নিধি—দয়ার সমুদ্র, দয়ার সাগর; অনন্তদয়াময়। করুণার নিধান, নিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

করুণা-পারাবার—দয়ার সাগর, অতি দয়াবান্। করুণার পারাবার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করুণাময়—অতিশয় করুণাসম্পন্ন, দয়াময়। করুণা+ময়ট্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,-ময়ী।

করেটু—করকটিয়া পাখী। ক—রেট্+কু কর্তৃবা। বি; পুং।

করেণু—১। হস্তী; কর্ণিকার বৃক্ষ। বি; পুং। ২। হস্তিনী। কৃ+এনু কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। [স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

করেণুকা—হস্তিনী। কৃ+এনু কর্তৃবা+কন্

করেলা—করলা, বড় উচ্ছে। 'কারবেল্লক'-শব্দজ। বি।

করোচ—টেঁক, ট্যাঁক। বাং প্র। বি।

করোট—মাথার খুলি। ক (মস্তক)—রুট্ (দীপ্তি পাওয়া)+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। বিণ,-টীয়,-টিক।

করোটি, করোটী—মাথার খুলি; মাথার খুলি এবং মুখমণ্ডলের অস্থি দ্বারা গঠিত অংশ (skull). ক (মস্তক)—রুট্ (দীপ্তি পাওয়া)+ইন্ কর্তৃবা; ২য় পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

করোটিকা—(শারীরবিদ্যা) মাথার খুলি (cranium). করোটী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

করোয়া—কমণ্ডলু। বি। প্রাদে।

কর্ক—১। কুলীর; দর্পণ; ঘট। কৃ+ক কর্ম্মবা। ২। কর্কটরাশি; অগ্নি; কর্কট বৃক্ষ, কাঁকুড় গাছ; কণ্টক। কৃ+ক কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। শ্বেতবর্ণ; শ্রেষ্ঠ। বিণ। ৪। শিশি বা বোতলের ছিপি। ইং cork. বি।

কর্কট, কর্কটক—কাঁকড়া; করকটিয়া বা কর্কটিয়া পক্ষী; লাউগাছ; কাঁকুড় গাছ; শিমুল গাছ; ক্ষুদ্র আমলকী; কটফল; ইক্ষু-বিশেষ; পদ্মকন্দ; (জ্যোতিষ) মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে চতুর্থ রাশি [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]; (আয়ুর্ব্বেদ) স্ফোটক ব্যাধিবিশেষ (cancer); নাগবিশেষ। কর্ক্+অটন্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কর্কটক্রান্তি—(জ্যোতিষ) উত্তরায়ণান্ত (Summer Solstice). কর্কটের ক্রান্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্কটক্রান্তিবৃত্ত—নিরক্ষরেখা হইতে ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে কল্পিত অক্ষরেখা, উত্তরায়ণ-বৃত্ত (Tropic of Cancer). কর্কটের (ঐ রাশির) ক্রান্তি যাহাতে, বহুব্রী; সেই বৃত্ত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কর্কটশৃঙ্গিকা, -শৃঙ্গী—কাঁকড়া-শিঙ্গী গাছ। কর্কটের শৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ (অর্থাৎ অগ্র-ভাগ) যাহার, বহুব্রী+ঈপ্=কর্কটশৃঙ্গী; ১ম পক্ষে তদুত্তরে+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কর্কটাখ্যা—কর্কটশৃঙ্গীবৃক্ষ। কর্কট আখ্যা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

কর্কটি, কর্কটিকা—কর্কটী, কাঁকুড়; সর্পবিশেষ; কলসী; কাঁকড়াশিঙ্গী; শিমুল গাছ। কর্ক (কণ্টক)—অট্+ইন্ কর্তৃবা; কর্কটি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কর্কটিনী—দারুহরিদ্রা। কর্কট (কর্কটা-কার)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কর্কটী—শাল্মলীফল; সর্প; দেবদালী লতা, কর্কটশৃঙ্গী বৃক্ষ; বড় কাঁকুড়; ঘোটিকাবৃক্ষ; ফললতাবিশেষ। কর্ক (কাঁটা)—অট্+ইন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কর্কটীমাটি—কাঁকড়ামাটি, কাঁকড়া তাহার গর্ত্ত হইতে যে মাটি উপরে তুলিয়া থাকে তাহা। বাং প্র। বি।

কর্কটু—করেটু পক্ষী, করকটিয়া। কর্ক্+অটু কর্তৃবা। বি; পুং।

কর্কটে—১। করকটিয়া পাখী। 'কর্কটু'-শব্দজ। বি। ২। কুঁজো; কর্কশশব্দকারী; খর্ব্ব। বাং প্র। বিণ।

কর্কন্ধু, কর্কন্ধূ—কুলগাছ, বদরীবৃক্ষ; বদরী-ফল, কুল ফল। কর্ক—ধা+কু, কূ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে ম-আগম)। বি; স্ত্রী।

কর্কর—১। আর্শি; একজাতীয় সর্প; কাঁকর; মুদ্গর। বি; পুং। ২। কর্কশ; কঠিন। উপতৎ; কর্ক—রা+ক কর্তৃবা। বিণ।

কর্করী—ঝারী, নালযুক্ত জলপাত্র; ঘটী; গাড়ু; বদ্না। উপতৎ; কর্ক—রা+ক কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কর্করীকা—কর্করী (তাহা দ্রঃ)। কর্ক—রা+ঈক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কর্কশ—১। কঠিন; নির্দ্দয়; অতিশয় শ্রুতিকটু; ক্রূর; সাহসী; অকোমল; অ-মসৃণ; খস্‌খসে; কৃপণ। বিণ। বি—কর্কশতা, কার্কশ্য। ২। কম্পিল্লবৃক্ষ; কাম্পিল্য বৃক্ষ, গুঁড়ারোচনী; কাসমর্দ; ইক্ষু; খড়্গ। কর্ক (কাঠিন্য)+শ আছে অর্থে। বি; পুং।

কর্কশচ্ছদ—পটোল; শাখোট বৃক্ষ, শেওড়া গাছ। কর্কশ ছদ (পত্র) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কর্কশচ্ছদা—কোশাতকী, ঝিঙ্গা; দগ্ধা বৃক্ষ। কর্কশচ্ছদ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কর্কশা—১। ব্যভিচারিণী বলিয়া যাহাকে সন্দেহ হয় এরূপ রমণী; বৃশ্চিকালীবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। নির্দ্দয়া, নিষ্ঠুরা ইত্যাদি। কর্কশ(১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কর্কসার—দধি-মিশ্রিত শক্তু, করম্ভক। কর্ক সার যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কর্কারু—কুষ্মাণ্ড, পাকা কুমড়া ('কর্কারু'-শব্দও হয়)। কর্ক—ঋ+উ কর্তৃবা। বি; পুং।

কর্কোট, কর্কোটক—কশ্যপের ঔরসে কদ্রুগর্ভে জাত নাগবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]; বিল্ববৃক্ষ; ইক্ষু; কাঁকরোল; কাঁকুড়-গাছ। কর্ক+ওট কর্তৃবা; +কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কর্কোটিকা, কর্কোটি—কর্কোটক, কাঁকরোল। কর্কোট+কন্ স্বার্থে+আপ্; কর্কোট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কর্চ্চ(র্চ)রিকা, কর্চ্চ(র্চ)রী—পিষ্টকবিশেষ, পুরিকাবিশেষ, কচুরী। ক (জল)—চুর্ (শূন্য করা)+অচ্ কর্তৃবা+ঈপ্=কর্চ্চরী; (১ম পক্ষে) তদুত্তরে কন্ স্বার্থে+আপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

কর্চ্চু(র্চূ)র—১। স্বর্ণ; কর্ব্বুরবর্ণ; কচুর-নামক গন্ধদ্রব্য; শঠী। কর্জ্জ্+উর কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব। ২। কর্ব্বুরবর্ণ-বিশিষ্ট। বিণ।

কর্চ্চু(র্চূ)রক—কর্ব্বুরক, কাঁচা হলুদ। কর্চ্চুর+কন্ অল্পার্থে। বি; পুং। [বি।

কর্জ—ঋণ, ধার, দেনা। আর্বী 'কর্জ্'-শব্দজ।

কর্জী—ঋণস্বরূপ গৃহীত। আর্বীমূলক। বিণ।

কর্ণ—১। কাণ। কর্ণি (শ্রবণ করা)+অচ্ করণবা। ২। ক্ষেপণী, দাঁড়; হাইল; (জ্যামিতি) যে সরলরেখা দ্বারা চতুর্ভুজের দুই বিপরীত কোণ সংযুক্ত হয় তাহা (diagonal); সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহু (hypotenuse). কৄ (বিক্ষেপ করা)+নন্ কর্ম্মবা। ৩। (মহাভারত) পাণ্ডব-জননী কুন্তীর কুমারী-অবস্থায় জাত পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

কর্ণক—নিয়ন্তা; কর্ণধার। উপতৎ; কর্ণ—কৈ+ক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কর্ণিকা।

কর্ণকণ্ডু—কর্ণরোগবিশেষ। কর্ণের কণ্ডু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ণকীটী—কীটবিশেষ, কাণকোটারি। কর্ণা (ক্ষুদ্রা) কীটী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কর্ণকুণ্ডল—কর্ণাঙ্গুরীয়, কর্ণভূষণ, কানবালা, মাকড়ী। কর্ণের কুণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ণকুহর, -কূপ—কর্ণের ছিদ্র, শ্রবণেন্দ্রিয়-বিবর। কর্ণের কুহর, কূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ণকূপ—কানকুয়া, কান্‌কো, জলজ জীব-গণের শ্বাসযন্ত্রবিশেষ। কর্ণ কূপপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং। [বহুব্রী। বি; পুং।

কর্ণক্রিমি—রোগবিশেষ। কর্ণের কৃমি যাহাতে,

কর্ণগত—শ্রবণগোচর, শ্রুত। কর্ণকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

কর্ণগোচর—শ্রুতিগোচর, শ্রবণযোগ্য। কর্ণের গোচর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কর্ণগ্রাহ—নাবিক, কর্ণধার। উপতৎ; কর্ণ (হাইল)—গ্রহ্‌+অণ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

কর্ণচ্ছিদ্র—কর্ণরন্ধ্র, কর্ণবিবর, কাণের মধ্য-ভাগ; অলঙ্কার-ধারণার্থ কর্ণে কৃত ছিদ্র। কর্ণের ছিদ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ণজিৎ—অর্জ্জুন। উপতৎ; কর্ণ—জি (জয় করা)+ক্বিপ্‌, কর্তৃবা। বি; পুং।

কর্ণধার—নাবিক, কাণ্ডারী। উপতৎ; কর্ণ—ধৃ+অণ্‌, কর্তৃবা। বি; পুং।

কর্ণনাদ—কর্ণমধ্যে শব্দবিশেষ, অঙ্গুলিদ্বারা আচ্ছাদিত কর্ণে সঞ্জাত ভোঁ ভোঁ শব্দ। কর্ণে নাদ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

কর্ণপট—কর্ণের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম চর্ম্মের আস্তরণ বা পরদা, কর্ণমধ্যস্থিত শব্দগ্রাহক চর্ম্ম। কর্ণের পট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ণপটহ—কর্ণপট, কর্ণমধ্যস্থিত শব্দগ্রাহক সূক্ষ্ম পরদা। কর্ণমধ্যস্থ পটহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কর্ণপথ—কর্ণমধ্যে শব্দপ্রবেশযোগ্য পথ, কর্ণকুহর। কর্ণের পন্থা ('পথিন্‌'-শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ +অচ্‌ সমাসান্ত। বি; পুং।

কর্ণপরম্পরা—শ্রবণ-পরম্পরা; এক কাণ হইতে আর এক কাণ, এক জনের নিকট হইতে শুনিয়া অন্য এক জনকে বলা, পরস্পর কাণাকাণি। কর্ণের পরম্পরা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ণপাত—কর্ণসংযোগ, কাণ দেওয়া; শোনা। কর্ণের পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ণপালী—কর্ণভূষণ, কাণবালা, কাণফুল প্রভৃতি। উপতৎ; কর্ণ—পালি+অণ্‌ কর্তৃবা +ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কর্ণপূর—কর্ণভূষণ; নীলোৎপল; শিরীষবৃক্ষ; অশোকবৃক্ষ। উপতৎ; কর্ণ—পূরি+অণ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

কর্ণপূরক—কর্ণপূর (সকল অর্থে)। কর্ণ—পূরি+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

কর্ণবংশ—মঞ্চ, মাচা। কর্ণ (কর্ণাকার) বংশ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

কর্ণবিলম্বী (-লম্বিন্‌)—কর্ণে লম্বমান, কাণে ঝুলান। কর্ণে বিলম্বী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—লম্বিনী।

কর্ণবেধ—সংস্কারবিশেষ, কাণ বিঁধান। [গর্গমুনি বলেন—ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম মাসে ও বৎসরে অর্থাৎ দ্বাদশ মাসে কর্ণবেধ প্রশস্ত; ইহাতে পুষ্টি, আয়ুঃ ও শ্রী বর্দ্ধিত হয়। শুক্লপক্ষে এবং শুভদিনে কর্ণবেধ করিতে হয়। সাধারণতঃ আমাদের দেশে চূড়াকরণ-কালে এই সংস্কারকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়]। কর্ণের বেধ (বিদ্ধকরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ণবেধনিকা, -বেধনী—কর্ণবেধনাস্ত্র, কাণ ফুঁড়িবার ছুঁচ বা ফলা। কর্ণ—বিধ্‌+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌; (১ম পক্ষে) কর্ণবেধনী +কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কর্ণবেষ্ট—কর্ণভূষণ, কুণ্ডল। কর্ণ—বেষ্ট্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

কর্ণবেষ্টক—কর্ণভূষণ, কুণ্ডল। কর্ণ—বেষ্ট্‌ +ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

কর্ণবেষ্টন—১। কর্ণাভরণ, কুণ্ডল। কর্ণ—বেষ্ট্‌+অনট্‌ করণবা। ২। কাণ ঢাকা দেওয়া। কর্ণের বেষ্টন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ণভূষণ—কর্ণাভরণ। কর্ণের ভূষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ণমদ্‌গুর—মৎস্যবিশেষ, কানমাগুর। কর্ণাখ্য মদ্‌গুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কর্ণমল—কাণের মলা, খৈল। কর্ণের মল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ণমুকুর—তাড়ঙ্কনামক কর্ণভূষণ। কর্ণে মুকুরসদৃশ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

কর্ণমূল—কর্ণের নিম্নভাগ, কাণের গোড়া। কর্ণের মূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ণরন্ধ্র—কর্ণকুহর, কাণের গর্ত্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ণরোগ—কাণের পীড়া। কর্ণের রোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ণলতিকা—কাণপালি, কাণের পাতা। কর্ণের লতিকা (অর্থাৎ লতিকাসদৃশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ণশূল—কর্ণের বেদনা, কর্ণের যাতনা। কর্ণের শূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ণস্ফোটা—লতাবিশেষ, কাণফাটা। কর্ণে স্ফোট (বিদারণ) যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কর্ণাকর্ণি—কাণাকাণি, পরস্পর ফুসফুসনী। কর্ণে কর্ণে এই মন্ত্রণা হয় এই বাক্যে, ব্যতিহার বহুব্রী (সমাসান্ত ইচ্‌)। ক্রি-বিণ।

কর্ণাট—দ্রাবিড়ের উত্তর-পশ্চিমস্থিত দেশ; রাগিণী-বিশেষ। বি; পুং। [স্ত্রী।

কর্ণাটিকা—কর্ণাট-দেশের নামান্তর। বি;

কর্ণাটী—রাগিণীবিশেষ; কর্ণাটরাজমহিষী; কর্ণাটদেশীয়া স্ত্রী; কাব্যের রীতিবিশেষ। কর্ণাট+অণ্‌ ভবাদ্যর্থে (প্রত্যয়ের লোপ)+ ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কর্ণান্তর—১। কর্ণমধ্য, কর্ণকুহর, কর্ণরন্ধ্র। কর্ণের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অন্য কর্ণ; দ্বিতীয় ব্যক্তির শ্রবণ। অন্য কর্ণ, নিত্য। বি; ক্লীব।

কর্ণাভরণ—কর্ণালঙ্কার, কাণের গহনা। কর্ণের আভরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ণারা—কর্ণবেধনী। কর্ণ—ঋ+ঘঞ্‌ করণবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কর্ণারি—অর্জ্জুন; নদীসর্জ্জবৃক্ষ, অর্জ্জুন-বৃক্ষ, আজন গাছ। কর্ণের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ণাস্ফালন—(বৃষগজাদির) কর্ণতাড়না। কর্ণের আস্ফালন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ণিক—১। কর্ণযুক্ত; দীর্ঘকর্ণ; হাইলযুক্ত। কর্ণ+ইক (ঠন্‌) আছে অর্থে। বিণ। ২। কর্ণধার, মাঝি। কর্ণ+ইকন্‌ ব্যবহার করে অর্থে। বি; পুং। ৩। রাজমিস্ত্রীগণের ব্যবহার্য্য যন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

কর্ণিকা—১। কর্ণভূষণ, কাণতড়্‌কা। কর্ণ +ইকন্‌ ভূষণার্থে+আপ্‌। ২। পদ্মের মধ্যস্থ বীজকোষ; বোঁটা; লেখনী, কলম; কুট্টনী; হস্তের মধ্যাঙ্গুলি; অগ্নিমন্থন বৃক্ষ; অজশৃঙ্গীবৃক্ষ; অক্ষরোবিশেষ; গোলাপ ফুল; যোনিরোগবিশেষ। কর্ণ+ণক কর্তৃবা+ আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কর্ণিকাচল—সুমেরুপর্ব্বত। কর্ণিকা (পদ্মের বীজকোষ)-সদৃশ অচল (পর্ব্বত), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কর্ণিকার—১। গণিয়ারী গাছ; ছোট সোঁদাল গাছ; পদ্মের পাপড়ির অগ্রভাগ। উপতৎ; কর্ণিকা—ঋ+অণ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। স্বর্ণবর্ণ পুষ্পবিশেষ। কর্ণিকার+ অণ্‌ তৎপুষ্পার্থে। বি; ক্লীব।

কর্ণিকী (-কিন্‌)—হস্তী। কর্ণিকা+ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

কর্ণিল—দীর্ঘকর্ণ, কর্ণযুক্ত। কর্ণ+ইল যুক্তার্থে। বিণ।

কর্ণিশর—বিঁধিয়া ছিদ্র করিবার তীক্ষ্ণমুখ যন্ত্রবিশেষ; তীক্ষ্ণশর। বি।

কর্ণী (কর্ণিন্‌)—১। কর্ণযুক্ত; কর্ণসম্বন্ধীয়; দীর্ঘকর্ণ। বিণ। স্ত্রী—কর্ণিনী। ২। বর্ষ-পর্ব্বতবিশেষ [বর্ষপর্ব্বত সাতটি—হিমালয়, হেমকূট, নিষেধ, মেরু, চৈত্র, কর্ণী ও শৃঙ্গী]; কুটিলাবয়বযুক্ত বাণবিশেষ; কর্ণধার, মাঝি। কর্ণ+ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

কর্ণীরথ—স্কন্ধবাহ্য যান, ক্রীড়ারথ, ছোট পাল্‌কি বা ডুলি। কর্ণিন্‌ (স্কন্ধ) ঈ (শোভা) যাহার, বহুব্রী=কর্ণী; কর্ণী যে রথ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কর্ণেজপ—সূচক; খল; গোয়েন্দা; যে কুমন্ত্রণা দিয়া মনোভঙ্গ করিয়া দেয় এরূপ ব্যক্তি; কুপরামর্শদায়ক। অলুক্‌ উপতৎ; কর্ণে—জপ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

কর্ণেন্দু—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কর্ণভূষণবিশেষ। কর্ণের ইন্দুসদৃশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ণোপকর্ণিকা—পরম্পর শ্রুত প্রবাদ, কাণাকাণি। কর্ণ ও উপকর্ণ লইয়া সংঘটিত যাহা তাহা, ব্যতিহার বহুব্রী + ইচ্ সমাসান্ত + স্বার্থে কন্ + আপ্। বি; স্ত্রী।

কর্ণ্য—কর্ণ হইতে জাত (মলাদি)। কর্ণ + যৎ ভবার্থে। বিণ।

কর্ত্ত(র্ত)—১। ভেদ। কর্ত্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। ভেদক। কর্ত্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। ছেদন। কৃত্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

কর্ত্ত(র্ত)ন—ছেদন; কাটনাকাটা। কৃৎ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—কর্ত্তিত, কৃত্ত, কর্ত্তনীয়।

কর্ত্ত(র্ত)নী—যাহা দ্বারা কর্ত্তন করা যায় সেই অস্ত্র, কাঁচি। কৃত্ + অনট্ করণবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কর্ত্ত(র্ত)ব, করতব—গীতাদিতে স্বরের নানাপ্রকার কৌশল-প্রদর্শন। হিন্দীমূলক। বি।

কর্ত্ত(র্ত)ব্য—১। করণীয়, করিবার যোগ্য উচিত, বিধেয়। বিণ। ২। করণীয় কাজ। কৃ + তব্য কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—করণীয়কার্য্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যজ্ঞান—কর্ত্তব্যবোধ, কি করিতে হইবে বা করা উচিত তাহার সম্বন্ধে ধারণা, দায়িত্ববোধ। কর্ত্তব্যবিষয়ক জ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যতা, -ত্ব—বিধেয়তা, ঔচিত্য। কর্ত্তব্য + তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যনিষ্ঠ—করণীয় কার্য্যে একান্ত আসক্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ। কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যনিষ্ঠা—১। করণীয় কার্য্যে আসক্তি, কর্ত্তব্যের প্রতি আগ্রহ। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। কর্ত্তব্যপরায়ণা, কর্ত্তব্যকার্য্যে আস্থাসম্পন্না। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যপরাঙ্মুখ—কর্ত্তব্যকার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, কর্ত্তব্যে যত্নহীন। কর্ত্তব্য হইতে বা কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ, ৫মীতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পরাঙ্মুখী,—খা।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যপরায়ণ—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, করণীয় কার্য্য সম্পাদনে একান্ত যত্নশীল। কর্ত্তব্যই পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যপালন—যথাযথভাবে করণীয় কার্য্যের সম্পাদন। কর্ত্তব্যের পালন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যবিমুখ—করণীয় কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, কর্ত্তব্যে যত্নশূন্য। কর্ত্তব্যে বিমুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বিমুখী,—বিমুখা।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যবিমূঢ়—কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য, কি করিতে হইবে তাহা বুঝিতে অক্ষম। কর্ত্তব্যে বিমূঢ়, ৭মীতৎ। বিণ।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যভার—করণীয় কার্য্যের দায়িত্ব; কর্ত্তব্যসম্পাদনরূপ কঠোর কার্য্য। কর্ত্তব্যই ভার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কর্ত্ত(র্ত)ব্যাকর্ত্ত(র্ত)ব্য—করণীয় ও অকরণীয় কার্য্য, কার্য্যাকার্য্য, যাহা করা উচিত এবং করা উচিত নয় এই উভয়বিধ কার্য্য। কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

কর্ত্ত(র্ত)রিকা—কাঁচি; ছুরি; কাটারি, দা। কর্ত্তরী + কন্ ক্ষুদ্রার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

কর্ত্ত(র্ত)রী—১। কাঁচি; ছুরি; দা, কাটারি। কৃত্ + অরন্ করণবা + ঈপ্। ২। বাণপুচ্ছ। কৃত্ + অরন্ কর্ম্মবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কর্ত্তা (কর্ত্তৃ), **কর্তা**—১। (ব্যাকরণ) কারক-বিশেষ; ক্রিয়া-সম্পাদক বা প্রযোজক পদ। বি; পুং। ২। কার্য্যকারক; প্রণেতা; ক্রিয়ানুকূল; কৃতিমান্; বিধাতা; প্রভু; অধ্যক্ষ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী—কর্ত্রী। ৩। ব্রহ্মা, বিধাতা; মহাদেব; বিষ্ণু। কৃ + তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কর্ত্তা(র্তা)ভজা—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভক্তসম্প্রদায়ের অনুরূপ বা তাহার শাখাস্বরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ [খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আউলে চাঁদ নামে এক মহাপুরুষ এই ধর্ম্মমত প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে 'জয়কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন করিত। তাহা হইতেই এই সম্প্রদায়ের নাম 'কর্ত্তাভজা' হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ নাই]; (ব্যঙ্গার্থে) প্রভুর বা উপরওয়ালার তোষামোদকারী। কর্ত্তাকে ভজে যে, বাং উপতৎ। বি বা বিণ।

কর্ত্তি(র্তি)ত—ছেদিত, ছিন্ন, কাটা। কৃত্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—কর্ত্তন।

কর্ত্তৃ(র্তৃ)ক—কর্ত্তৃত্বে, দ্বারা। সংস্কৃত বহুব্রীহি সমাসের অন্তস্থিত 'কর্ত্তৃ'-শব্দ হইতে আগত। বাং অব্য।

কর্ত্তৃ(র্তৃ)কা—ক্ষুদ্র খড়্গ বা অসি, ছোরা। কৃত্ + তৃচ্ কর্ত্তৃবা + ক সংজ্ঞার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

কর্ত্তৃ(র্তৃ)কারক—(ব্যাকরণ) ক্রিয়াসম্পাদক; প্রযোজক। কর্ত্তাই কারক, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কর্ত্তৃ(র্তৃ)ত্ব—প্রভুত্ব, আধিপত্য; অধিকার; কারকত্ব; সাধকত্ব। কর্ত্তৃ + ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

কর্ত্তৃ(র্তৃ)পক্ষ—কর্ত্তাদিগের দল, কর্ত্তা এবং তৎসহকারী ব্যক্তিবর্গ; কোন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত বা মাতব্বর লোকেরা। কর্ত্তাদের পক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ত্তৃ(র্তৃ)বাচ্য—(ব্যাকরণ) যে বাচ্যে কর্ত্তা উক্ত বা কথিত হয় অর্থাৎ কর্ত্তা প্রথমা বিভক্তিযুক্ত হয় সেই বাচ্য। কর্ত্তা বাচ্য যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কর্ত্রী, কর্ত্রী—১। প্রধানা স্ত্রী; গৃহিণী, গৃহস্বামিনী; কারিকা। কর্ত্তৃ + ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী। পুং—কর্ত্তা। ২। কর্ত্তরী, কাটারি। কৃত্ + তৃচ্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কর্দ্দ(র্দ)—কর্দ্দম, কাদা। কর্দ্দ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। বিণ—কর্দ্দিত।

কর্দ্দ(র্দ)ন—১। পেটের ডাক; কুৎসিত রব; শিশুর শব্দ। কর্দ্দ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। কাক। কর্দ্দ্ + অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কর্দ্দ(র্দ)ম—১। পঙ্ক, কাদা; পাপ; প্রজাপতিবিশেষ, কপিলের পিতা। বি; পুং। ২। মাংস। কর্দ্দ্ (কুৎসিত শব্দ করা) + অম কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

কর্দ্দ(র্দ)মশিলা—(ভূতত্ত্ব) পালল শিলা দ্বারা গঠিত পর্ব্বতের মধ্যে স্থানে স্থানে বিদ্যমান কর্দ্দমাকার শিলা (clay-rock). কর্দ্দমাকার শিলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কর্দ্দ(র্দ)মাক্ত—পঙ্কলিপ্ত, কাদায় ভরা, কাদামাখান। কর্দ্দম দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্দ্দ(র্দ)মিত—কর্দ্দমযুক্ত, পঙ্কিল। কর্দ্দম + [ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

কর্প—কার্পাসতূলা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কর্পট—১। জীর্ণ অথবা ছিন্ন বসন, পুরাতন বস্ত্র; নেকড়া; মলিন কাপড়; ন্যাতা। কর্ (কৃ + বিচ্ = ক্ষেপণ-যোগ্য) পট (বস্ত্র), কর্ম্মধা (>কাপড়)। ২। তোয়ালে বা গামছা; কষায়রক্ত বস্ত্র। করের পট (বস্ত্র), ৬ষ্ঠীতৎ (শকন্ধ্বাদি)। বি; পুং বা ক্লীব।

কর্পটধারী (-ধারিন্)—জীর্ণ অথবা ছিন্নবস্ত্রধারণকারী, ছিন্নবসনপরিহিত; ভিক্ষুক। উপতৎ; কর্পট—ধৃ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধারিণী।

কর্পটিক—কর্পটধারী, ভিক্ষুক। কর্পট + ইক (ঠন্) ব্যবহারার্থে। বিণ।

কর্পটী (কর্পটিন্)—ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, ভিক্ষুক। কর্পট + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—টিনী।

কর্পর—কপাল, মাথার খুলি; কটাহ; অস্ত্রবিশেষ; খাপ্‌রা; কূর্ম্মের পৃষ্ঠাস্থি; উড়ুম্বর। কৃপ্ + অরন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কর্পরাংশ—খাপ্‌রা; খোলাকুচি; কাঁকর। কর্পরের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্পাস—কাপাস তুলার গাছ। কৃ + পাস কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব।

কর্পাসী—কাপাস গাছ। কর্পাস + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কর্পূর—শুভ্রবর্ণ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বৃক্ষবিশেষের

অতিশুভ্র নির্য্যাস। কৃপ্‌+উর কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

কর্পূরতিলকা—উমার সখীবিশেষ, জয়া। কর্পূরসদৃশ (শুভ্র) তিলক যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কর্পূরতৈল—কর্পূরস্নেহ, কর্পূরের তেল (camphor-oil). কর্পূরজাত তৈল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কর্পূরনালিকা—কর্পূরযুক্ত মিষ্টান্নবিশেষ, নেওয়ালা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কর্পূরমণি—মূল্যবান্‌ প্রস্তরবিশেষ, একপ্রকার শুভ্র রত্ন। কর্পূরবর্ণ মণি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কর্পূররস—পারদ, রসকর্পূর। কর্পূরই রস, কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি; পুং।

কর্পূরস্তব—শ্যামাস্তববিশেষ। মধ্যপ কর্ম্মধা।

কর্ফর—দর্পণ। কর্‌ (বিক্ষেপযোগ্য) ফল (প্রতিবিম্ব) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

কর্ব্ব(র্ব)র—ব্যাঘ্র। কর্ব্ব্‌+অরন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—রী।

কর্ব্বু(র্বু)র, কর্ব্বূ(র্বূ)র—১। স্বর্ণ; জল; হরিতাল; ধুস্তুর, ধুতরা। কর্ব্ব্‌+উর, উর কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। বিচিত্রবর্ণ ('—বস্ত্র')। বিণ। ৩। দৈত্যবিশেষ; রাক্ষস ("কর্ব্বূর-গৌরব-রবি চিররাহুগ্রাসে" —মাইকেল); পাপ; শটী; কাঁচা হরিদ্রা। কর্ব্ব্‌+উর, উর কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কর্ব্বূ(র্বু)রা—১। কৃষ্ণবৃন্তাবৃক্ষ, পারুল বর্ব্বরা, বাবুই তুলসী; জলৌকার জাতিবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। নানাবর্ণা, বিচিত্রা। কর্ব্বুর+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

কর্ব্বূ(র্বূ)র—'কর্ব্বুর' দ্রঃ।

কর্ম্ম (কর্ম্মন্‌), **কর্ম**—কার্য্য [শাস্ত্রমতে ইহা ত্রিবিধ; যথা—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। ফলাভিলাষশূন্য যে কর্ম্ম, তাহাই সাত্ত্বিক। কামনাপূর্ণ যে কর্ম্ম, তন্মধ্যে হিংসাদিসংযুক্তগুলি তামস। তদ্ব্যতীত কামনাপূর্ণ কার্য্য রাজস]; অদৃষ্ট; পাপ; পুণ্য; (ব্যাকরণ) কারকবিশেষ, ক্রিয়া দ্বারা কর্ত্তার সর্ব্বাপেক্ষা ঈপ্সিত কারক। কৃ+মন্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। বিণ—কর্ম্মী।

কর্ম্ম—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) উদ্ভিদ্‌বিশেষের ভূমধ্যস্থ গোলাকার বৃন্ত। ইং corm. বি।

কর্ম্ম(র্ম)কর—১। কর্ম্মনির্ব্বাহক; পরিচারক, ভৃত্য; কারিকর। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। যম। উপতৎ; কর্ম্মন্‌—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)করী—কার্য্যকারিকা; পরিচারিকা, দাসী। কর্ম্মকর+ঈপ্‌। বি বা বিণ; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)কর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), -কর্তা—১। যাহার মাতাপিতৃশ্রাদ্ধ অথবা পুত্রকন্যাদির বিবাহ প্রভৃতি কর্ম্ম উপস্থিত এরূপ ব্যক্তি; কার্য্যকারী; কৃতী। কর্ম্মের কর্ত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী। ২। (ব্যাকরণ) যে কর্ম্ম স্বয়ং কর্ত্তা হয় তাহা [যেমন—"অন্ন যেতেছে লুটিয়া" (রবীন্দ্রনাথ)—এই বাক্যে 'অন্ন' কর্ম্ম হইলেও কর্ত্তার কাজ করিতেছে]। যে কর্ম্ম সেই কর্ত্তা, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)কর্ত্তৃ(র্তৃ)বাচ্য—যে স্থলে কর্ম্ম কর্ত্তার তুল্য ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহা ('কর্ম্মকর্ত্তা' দ্রঃ)। কর্ম্মকর্ত্তা বাচ্য যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)কাণ্ড—১। কর্ম্মসমূহ। কর্ম্মন্‌+কাণ্ডচ্‌ সমূহার্থে। ২। বেদাংশবিশেষ (ইহাতে কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় নিরূপিত আছে)। কর্ম্মকাণ্ড+অচ্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)কার—১। কামার, লৌহকর্ম্মশিল্পী; বৃষ। বি; পুং। ২। কর্ম্মকারক, ভৃত্য; বেগার। উপতৎ; কর্ম্ম—কৃ+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

কর্ম্ম(র্ম)কারক—১। (ব্যাকরণ) কর্ত্তা ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইচ্ছা করে তাহা। কর্ম্মই কারক, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, কার্য্যনির্ব্বাহক। কর্ম্মের কারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —কারিকা।

কর্ম্ম(র্ম)কারী (-কারিন্‌)—যে কার্য্য করে সে, কার্য্যকারক। উপতৎ; কর্ম্মন্‌—কৃ+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী। বি,—কারিতা।

কর্ম্ম(র্ম)কুণ্ঠ—কার্য্য করিতে কাতর, কর্ম্মবিমুখ, অলস। কর্ম্মে কুণ্ঠা (সঙ্কোচ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)কুশল—কার্য্যদক্ষ, কর্ম্মনিপুণ। কর্ম্মে কুশল, ৭মীতৎ। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)কেন্দ্র—কাজের জায়গা (centre of activity). কর্ম্মের কেন্দ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)ক্রম—কার্য্যপদ্ধতি, কার্য্যের ধারা। কর্ম্মের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)ক্লান্ত—কাজ করিতে করিতে অবসন্ন, কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা শ্রান্ত। কর্ম্ম দ্বারা ক্লান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)ক্ষম—কর্ম্মপটু, কার্য্যদক্ষ। কর্ম্মে ক্ষম, ৭মীতৎ। বিণ। বি,—ক্ষমতা।

কর্ম্ম(র্ম)ক্ষমতা—কার্য্য করিবার শক্তি (efficiency). কর্ম্মের বা কর্ম্মে ক্ষমতা, ৬ষ্ঠীতৎ বা ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)ক্ষেত্র—কর্ম্মানুষ্ঠানের স্থান; সংসার; পৃথিবী, ভোগভূমি; ভারতবর্ষ (এই স্থানে মনুষ্য যে কামনায় কর্ম্ম করে তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়)। কর্ম্মের ক্ষেত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)খালি—শূন্য পদ (vacant post). খালি যে কর্ম্ম, কর্ম্মধা (বাং)। বি।

কর্ম্ম(র্ম)গত—১। কার্য্যবিষয়ক, কার্য্যসংক্রান্ত। কর্ম্মকে গত, ২য়াতৎ। ২। কার্য্যক্রমে উপস্থিত, কার্য্যানুসারে সংঘটিত। কর্ম্মদ্বারা গত (প্রাপ্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)গতি—কর্ম্মের পদ্ধতি; অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মস্রোত। কর্ম্মের গতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)চারী (-চারিন্‌)—বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অন্যের কর্ম্মকারী, বেতনভুক্‌ ভৃত্য, আমলা। উপতৎ; কর্ম্ম—চর্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী। বি,—চারিতা।

কর্ম্ম(র্ম)জ—১। কলিযুগ; বটবৃক্ষ। বি; পুং। ২। কর্ম্মজাত। উপতৎ; কর্ম্মন্‌—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)জ্ঞ—যে কর্ম্ম বুঝে এরূপ, কার্য্যসম্পাদনের কল-কৌশলাদি যাহার উত্তমরূপে জানা আছে সে। উপতৎ; কর্ম্মন্‌—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। [কুশলার্থে। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)ঠ—কার্য্যদক্ষ, পারগ। কর্ম্মন্‌+ঠ

কর্ম্ম(র্ম)ণ্য—১। যাহা কোন কর্ম্মে লাগে এরূপ; কর্ম্মঠ, কর্ম্মদক্ষ। কর্ম্মন্‌+যৎ সাধু অর্থে। বিণ। ২। বেতন। কর্ম্মন্‌+যৎ প্রয়োজনার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)ণ্যতা—কর্ম্মনির্ব্বাহে নৈপুণ্য; কোন কাজে লাগা, কর্ম্মোপযোগিতা। কর্ম্মণ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)ত্যাগ—বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ; চাকরী বা কোন পদ ছাড়িয়া দেওয়া। কর্ম্মের (=কর্ম্মকে) ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)ত্যাগী (-ত্যাগিন্‌)—যিনি পদত্যাগ করিয়াছেন এরূপ; বিষয়কর্ম্মবিরত; সংসারবিরাগী; নিষ্কর্ম্মা। উপতৎ; কর্ম্মন্‌—ত্যজ্‌+ঘিনুণ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ; পুং। স্ত্রী,—ত্যাগিনী। বি,—ত্যাগিতা,—ত্যাগ।

কর্ম্ম(র্ম)দক্ষ—কর্ম্মনিপুণ, কার্য্যপটু। কর্ম্মে দক্ষ, ৭মীতৎ। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)দুষ্ট—কর্ম্ম দ্বারা দূষিত; দুশ্চরিত্র; দুষ্কর্ম্মা। কর্ম্ম দ্বারা দুষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)দোষ—স্বকৃত কার্য্যজনিত অপরাধ, অসৎ কার্য্য করার জন্য দোষ; অদৃষ্টের দোষ; পাপ, অপরাধ। কর্ম্মের দোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)ধারয়—সমাস-বিশেষ, (সাধারণতঃ) সমান-বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে ঘটিত সমাস। কর্ম্মন্‌—ধৃ+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)নায়ক—কর্ম্মিসংঘের অগ্রণী (foreman); পৌরবিচারকগণের প্রধান ব্যক্তি। কর্ম্মের নায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)নাশা—১। নদীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। যে কাজ পণ্ড করে এরূপ। উপতৎ; কর্ম্ম—নাশ্‌+আ কর্ত্তৃবা। বাং প্রঃ। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)নিকাশ, -নিকেশ—কার্য্যসমাপ্তি,

কার্য্যের অবসান, কার্য্য শেষ করা ; সর্ব্বনাশ ; দফা রফা। কর্ম্মের নিকাশ, নিকেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কর্ম্ম(র্ম)নিরত—কার্য্যাসক্ত, সতত কর্ম্মে ব্যস্ত। কর্ম্মে নিরত, ৭মীতৎ। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)নিষ্ঠ—কার্য্যপরায়ণ ; কার্য্যাসক্ত ; কার্য্যে আস্থাসম্পন্ন ; অধিক পরিশ্রমী। কর্ম্মে নিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)নিষ্ঠা—১। কার্য্যে আসক্তি, কর্ম্মে একান্ত আস্থা। কর্ম্মে নিষ্ঠা, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। কার্য্যপরায়ণা। কর্ম্মনিষ্ঠ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)নীতি—কার্য্যের নিয়ম। কর্ম্মের নীতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)পঞ্জী—মামলা মোকর্দ্দমা ইত্যাদির নির্ঘণ্টপুস্তক, ডায়েরী (case book). কর্ম্মনির্দ্দেশক পঞ্জী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)পত্রী—বিষয়-বিশেষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-পত্রিকা (table slip). কর্ম্মের পত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)পথ—কর্ম্মের পদ্ধতি। কর্ম্মের পথ,

কর্ম্ম(র্ম)পদ্ধতি—কার্য্যধারা, কার্য্যক্রম ; কাজের নিয়ম। কর্ম্মের পদ্ধতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)প্রীতি—কার্য্যকরণে আনন্দ ; কর্ম্মের উপর প্রবল আসক্তি। কর্ম্মে প্রীতি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)ফল—১। সুখ বা দুঃখ ; কর্ম্মবিপাক। কর্ম্মের ফল, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কর্ম্মরঙ্গফল, কামরাঙ্গা। কর্ম্মনামক ফল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)বন্ধ, -বন্ধন—কার্য্যপাশ, কাজের বাঁধন ; কার্য্যকরণে বাধ্যতা ; কার্য্যকরণের জন্য পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ। কর্ম্মই বন্ধ, বন্ধন, কর্ম্মধা ; বা, কর্ম্মজনিত বন্ধ, বন্ধন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং, ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)বাচ্য—(ব্যাকরণ) যাহাতে কর্ম্ম উক্ত অর্থাৎ প্রথমাবিভক্তিযুক্ত হয় বাক্যের তাদৃশ অবস্থা। কর্ম্ম বাচ্য যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)বাড়ী—যে গৃহে শ্রাদ্ধ বিবাহাদি কোন ক্রিয়া বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহা। কর্ম্মের বাড়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কর্ম্ম(র্ম)বাদ—মোক্ষলাভের বা ভগবৎপ্রাপ্তির কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ পন্থা এইরূপ উক্তি। কর্ম্মসমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)বাদী (-বাদিন্)—কর্ম্মই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় এইরূপ মতপ্রকাশক। উপতৎ ; কর্ম্মন্—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

কর্ম্ম(র্ম)বিপাক—কর্ম্মজন্য ফলভোগ, অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের পরিণামস্বরূপ সুখদুঃখভোগ ; জন্মান্তরীয় অশুভকর্ম্মের রোগাদিরূপ ফলভোগ (এক এক প্রকার কর্ম্মের এক এক রূপ কর্ম্মবিপাক ঘটিয়া থাকে, ইহাই পুরাণোক্তি)। কর্ম্মের বিপাক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)বীর—অক্লান্ত-কর্ম্মী, যে প্রভূত কর্ম্ম করিয়াও অবসাদগ্রস্ত হয় না এরূপ ব্যক্তি। কর্ম্মে বীর, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)ব্যতি(তী)হার—পরস্পরের কার্য্যের বিনিময় ; পরস্পরের একজাতীয় ক্রিয়াকরণ (লাঠালাঠি, হাতাহাতি)। কর্ম্মের ব্যতি(তী)হার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)ভূ—কৃষ্টভূমি, চাষ-দেওয়া জমি ; আর্য্যাবর্ত্ত। কর্ম্মের ভূ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)ভূমি—কার্য্যক্ষেত্র ; আর্য্যাবর্ত্ত ; কৃষ্টভূমি। কর্ম্মের ভূমি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)ভোগ—কর্ম্মের ফলভোগ ; অনর্থক কষ্ট পাওয়া। কর্ম্মজন্য ভোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)মূল—১। দর্ভ, কুশ। কর্ম্মপ্রয়োজনীয় মূল, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। কার্য্যের প্রারম্ভ। কর্ম্মের মূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)যুগ—কলিযুগ। কর্ম্ম (অর্থাৎ হিংসা)-প্রধান যুগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)যোগ—১। বেদবিহিত কর্ম্মে কৌশল ; চিত্তশুদ্ধিজনক বৈদিক কর্ম্ম। কর্ম্মে যোগ, ৭মীতৎ। ২। ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ যোগসাধন [ইহা দ্বিবিধ ; নিষ্কাম ও সকাম। নিষ্কাম কর্ম্ম আত্মজ্ঞানের কারণ এবং সকাম কর্ম্মভোগের কারণ। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যকেই অগ্রে কামনাবিশিষ্ট হইয়া দেবদেবীর অর্চ্চনা প্রভৃতি করিতে হয়। এইরূপ কর্ম্মযোগ দ্বারা মনের পবিত্রতা জন্মিলে, তখন আর কামনা থাকে না, তখন মানব আত্মজ্ঞানের সাধক নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হয়, এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-ফলে জ্ঞানলাভের অধিকারী হইয়া থাকে। এই জ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। এইজন্য আর্য্যশাস্ত্রে কর্ম্মযোগ প্রধানরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; কারণ অকর্ম্মকৃৎ কেহই ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। এই নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বারংবার কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন]। কর্ম্মরূপ যোগ, রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)যোগী (-যোগিন্)—কর্ম্মযোগে রত, বৈদিক-কর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য ধ্যানধারণাদি তপস্যায় নিযুক্ত। কর্ম্মযোগ++ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—যোগিনী।

কর্ম্ম(র্ম)রঙ্গ—কামরাঙ্গা ; একপ্রকার জামীর। কর্ম্মে (ভোজনাদিতে) রঙ্গ (প্রীতি) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; পুং বা ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)শালা—কর্ম্মস্থান ; শিল্পাদি কার্য্যের আলয়, কারখানা (workshop). কর্ম্মের শালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।.

কর্ম্ম(র্ম)শালা-কৃত্যক—কারখানার চাকরি (factory service). কর্ম্মের শালা, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার কৃত্যক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)শালা-পরিদর্শক—কারখানা পরিদর্শনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (Inspector of Factories). কর্ম্মের শালা, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার পরিদর্শক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)শালা-প্রমাণক-চিকিৎসক—কারখানার কাহারও আকস্মিক অসুখ বা দুর্ঘটনা ইত্যাদির প্রমাণ-পত্র-দানকারী ডাক্তার (Certifying Surgeon of Factories). কর্ম্মের শালা, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার প্রমাণক, ৬ষ্ঠীতৎ ; কর্ম্মশালা-প্রমাণক যে চিকিৎসক, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)শীল—যত্নপূর্ব্বক কার্য্যসম্পাদনকারী ; পরিশ্রমী। কর্ম্ম শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)শুচি—১। যাহার কর্ম্মসকল নির্দ্দোষ এরূপ, পূতকর্ম্মা। কর্ম্মে (কর্ম্মবিষয়ে) শুচি, ৭মীতৎ। ২। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র, পবিত্র কর্ম্মের দ্বারা যাহার পাপক্ষয় হইয়াছে এরূপ ('—ব্যক্তি')। কর্ম্মদ্বারা শুচি, ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)শূর—কর্ম্মঠ, কর্ম্মদক্ষ। কর্ম্মে শূর, ৭মীতৎ। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)শৌচ—কর্ম্মবিষয়ে নির্দ্দোষিতা, কখন কোন গর্হিত কর্ম্ম না করা। কর্ম্মে শৌচ, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)শ্রান্ত—কর্ম্মক্লান্ত (তাহা দ্রঃ)। কর্ম্মদ্বারা শ্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)সন্ন্যাস—সর্ব্ববিধ কর্ম্মবর্জ্জন ; কর্ম্মফলত্যাগ ; বিষয়সুখে বিরতি। কর্ম্মের সন্ন্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)সচিব—কর্ম্মনির্ব্বাহবিষয়ে সহায়তাকারী, যৌথসংঘের বা সরকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তি, সম্পাদক (secretary) ; সহকারী। কর্ম্মের সচিব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)সম্ভব—কর্ম্মোৎপন্ন, ক্রিয়াজাত। কর্ম্ম হইতে সম্ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)সাক্ষী (-সাক্ষিন্)—সূর্য্যাদি নয়টি কর্ম্মদ্রষ্টা [সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল ও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত মানুষের শুভাশুভ কর্ম্মের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা]। কর্ম্মের সাক্ষী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্ম(র্ম)সাপেক্ষ—কার্য্যের উপর নির্ভরকারী, যাহা কার্য্যের অপেক্ষা করে এরূপ। কর্ম্মের সাপেক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কর্ম্ম(র্ম)সাহায্য—দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে সামান্য কাজ করাইয়া সরকারী সাহায্যদান (test

relief). কর্ম্মদ্বারা সাহায্য, সুপ্ সুপা। বি ; ক্লীব।

কর্ম্ম (র্ম) সিদ্ধি—কার্য্যসিদ্ধি, কার্য্যের সফলতা ; ইষ্টানিষ্টফলপ্রাপ্তি। কর্ম্মের সিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ম্ম(র্ম)সূত্র—ভবিষ্য-ফলভোগের নিমিত্তভূত পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম। কর্ম্মই সূত্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কর্ম্ম(র্ম)স্থল, -স্থান—কার্য্যস্থান ; চাকরীর জায়গা। কর্ম্মের স্থল, স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কর্ম্মা(র্মা)কর্ম্ম(র্ম)—কার্য্যাকার্য্য, শুভ এবং অশুভ কার্য্য, সৎ এবং অসৎ কার্য্য। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

কর্ম্মা(র্মা)ঙ্গ—বিহিত যাগাদি কর্ম্মের অঙ্গ, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অংশ। কর্ম্মের অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কর্ম্মা(র্মা)চরণ—কার্য্যের অনুষ্ঠান, কাজ করা। কর্ম্মের আচরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কর্ম্মা(র্মা)ধীন—কার্য্যবশ, কার্য্যানুরোধী ; অদৃষ্টের বশীভূত। কর্ম্মের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কর্ম্মা(র্মা)ধ্যক্ষ—কার্য্যের অধ্যক্ষ, কৃতাকৃত বিষয়ের পর্য্যবেক্ষক। কর্ম্মের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কর্ম্মা(র্মা)নুবন্ধ—অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মরাশি ; কর্ম্মবন্ধন ; কার্য্যের অপেক্ষা। কর্ম্মের অনুবন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্মা(র্মা)নুবন্ধী (-বন্ধিন্)—যাহার মধ্যে বহুকর্ম্মের সমাবেশ আছে এরূপ ('—বিষয়') ; কর্ম্মসম্বন্ধ ; কর্ম্মসাপেক্ষ ; যাহা কর্ম্মে জড়িত করে। উপতৎ ; কর্ম্মন্—অনু—বন্ধ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বন্ধিনী। বি, —বন্ধিতা।

কর্ম্মা(র্মা)নুরূপ—কর্ম্মসদৃশ ; কার্য্যোপযোগী। কর্ম্মের অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কর্ম্মা(র্মা)নুষ্ঠাতা (-তৃ)—কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, কার্য্যের আরম্ভকর্ত্তা ; কর্ম্মকর্ত্তা, কার্য্যসম্পাদনকর্ত্তা, ক্রিয়াসাধক। কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —ষ্ঠাত্রী।

কর্ম্মা(র্মা)নুষ্ঠান—কর্ম্মের অনুষ্ঠান ; কার্য্যারম্ভ ; কর্ম্মসম্পাদন। কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কর্ম্মা(র্মা)ন্ত—১। কর্ম্মভূ ; বৃষ্টভূমি। কর্ম্মের অন্ত যেথানে, বহুব্রী। ২। কার্য্যাবসান, কার্য্যশেষ। কর্ম্মের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্মা(র্মা)ন্তর—১। অন্য কার্য্য। অন্য কর্ম্ম, নিত্য। ২। কর্ম্মের অবকাশ, কাজের ফাঁক। কর্ম্মের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কর্ম্মা(র্মা)ন্তিক—কর্ম্মকর, চাকর। কর্ম্মান্ত + ইক (ঠন্) করে অর্থে। বি ; পুং।

কর্ম্মা(র্মা)ন্বিত—সক্রিয়, ক্রিয়াশীল (active). কর্ম্ম দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্ম্মা(র্মা)র—১। লৌহজীবী, কামার। উপতৎ ; কর্ম্মন্—ঋ + অণ্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। ২। বেউড় বাঁশ ; কামরাঙ্গা গাছ। কর্ম্মন্—ঋ + ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং।

কর্ম্মা(র্মা)রম্ভ—কার্য্যারম্ভ ; কর্ম্মানুষ্ঠান। কর্ম্মের আরম্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্মা(র্মা)র্হ—কর্ম্মযোগ্য, যাহা কোন কাজে লাগে এরূপ ; কার্য্যক্ষম। উপতৎ ; কর্ম্ম—অর্হ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

কর্ম্মি(র্মি)ষ্ঠ—কার্য্যনির্ব্বাহে বিলক্ষণ তৎপর, সম্পূর্ণ যত্ন মনোযোগ ও পরিশ্রম-সহকারে কার্য্য-সম্পাদনকারী। কর্ম্মিন্ + ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ।

কর্ম্মি(র্মি)সংঘ—কর্ম্মশালা করণ ইত্যাদির কর্ম্মিগণের সংসদ্ (Union). কর্ম্মীদের সংঘ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্মী (কর্ম্মিন্), **কর্মী**—১। কর্ম্মক্ষম ; কার্য্যদক্ষ ; কর্ম্মকারী। কর্ম্মন্ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—কর্ম্মিণী। ২। (প্রাণিবিদ্যা) যে সকল জীব কাজ করে, কর্ম্মপরায়ণ জীব (worker). কর্ম্মন্ + ইন্ মত্বর্থে। বি ; পুং।

কর্ম্মে(র্মে)ন্দ্রিয়—কার্য্যনির্ব্বাহের ইন্দ্রিয়, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় ('ইন্দ্রিয়' দ্রঃ)। কর্ম্মসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কর্ষ—১। কর্ষণ। কৃষ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। তোলক পরিমাণ ; (বৈদ্যকমতে) দুই তোলা ; ষোড়শ মাষক, ষোল মাষা ; তৎপরিমিত সুবর্ণ। বি ; পুং বা ক্লীব। ৩। বিভীতক বৃক্ষ, বহেড়া গাছ। কৃষ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

কর্ষক—১। কৃষক, কৃষাণ, চাষী ; যে সকল পক্ষী নখ দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া আহার অন্বেষণ করে তাহারা (মুরগী, তিতির, ময়ূর, পেরু প্রভৃতি)। বি ; পুং। ২। আকর্ষক ; কর্ষণকারী। কৃষ্ + ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কর্ষিকা।

কর্ষণ—কৃষিকর্ম্ম, চাষ ; আকর্ষণ। কৃষ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—কৃষ্ট।

কর্ষণীয়—যাহা চষিতে হইবে এরূপ ; কর্ষণযোগ্য। কৃষ্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—কর্ষণ, কৃষ্টি।

কর্ষহ—আকর্ষণ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কর্ষাপণ—ষোড়শপণ পরিমাণ, কাহন। কর্ষসদৃশ আপণ (ক্রয়সাধন দ্রব্য), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কর্ষিণী—১। ক্ষীরিণী বৃক্ষ ; ঘোড়ার লাগামের লোহা। বি ; স্ত্রী। ২। আকর্ষণকারিণী ; মনোহারিণী। কৃষ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কর্ষিত—যে ভূমিতে চাষ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, কৃষ্ট, চষা, যাহাকে আকর্ষণ করা হইয়াছে এরূপ। কৃষ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—কর্ষণ।

কর্ষী (কর্ষিন্)—আকর্ষণকারক ; মনোহর। কৃষ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কর্ষিণী।

কল—১। মধুর অস্ফুট ধ্বনি ; স্রোতের অব্যক্তধ্বনি ; সালবৃক্ষ। কল্ (শব্দ করা) + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। শুক্র ; কোলিবৃক্ষ। কড্ (দর্প করা) + ক্ত করণবা, কর্ত্তৃবা (ড-স্থানে ল)। বি ; ক্লীব। ৩। অজীর্ণ। কল + ণিচ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৪। ভোজ্যপদার্থের গ্রাস ; গবাদির ঘাসের গ্রাস। 'কবল'-শব্দজ। বি। ৫। আহ্বান ; নির্দ্ধারিত অর্থাদি দেওয়ার আহ্বান বা তাগাদা ; চিকিৎসার্থ ডাক্তারকে আহ্বান। ইং call. বি। **কল দেওয়া**—চিকিৎসার্থ আহ্বান করা। **কলে যাওয়া**—(ডাক্তারের) আহ্বান পাইয়া চিকিৎসা করিতে যাওয়া। ৬। যন্ত্র ; অঙ্কুর ; ফন্দি, কৌশল। বাং প্র। বি। **কল টিপিয়া দেওয়া**—সাবধান করিয়া দেওয়া ; গোপনে শিক্ষা প্ররোচনা বা পরামর্শ দেওয়া। **কল পাতা**—যন্ত্র স্থাপন করা ; ফাঁদ পাতা ; কৌশল অবলম্বন করা। **কলের গাড়ী**—বাষ্পীয় শকট, রেলগাড়ী। **কলের গান**—গ্রামোফোন। **কলের জাহাজ**—বাষ্পীয় পোত। **কলের পুতুল**—যন্ত্রচালিত পুতুল, যন্ত্রসংযুক্ত পুতুল ; সম্পূর্ণরূপে অন্যের দ্বারা চালিত ব্যক্তি। [ক্রি।

কলই—মধুর অস্ফুট শব্দ করে। প্রাঃ কবিপ্র।

কলকণ্ঠ—১। কোকিল ; কপোত ; হংস। বি ; পুং। ২। মধুরকণ্ঠধ্বনিযুক্ত, সুস্বর। কল কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —কণ্ঠা, —কণ্ঠী।

কলকণ্ঠী—১। যাহার কণ্ঠ হইতে কলধ্বনি নির্গত হয় এমন, সুস্বরবতী ('—রমণী')। বিণ ; স্ত্রী। ২। কোকিলা ; কপোতী ; হংসী। কলকণ্ঠ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কলকল—কোলাহল, গোলমাল ; মধুরাস্ফুটধ্বনি ; জলনির্গমনের শব্দ। 'কল'-শব্দের প্রকারার্থে দ্বিত্ব। বি ; পুং।

কলকলান—কলকল শব্দ করা, মধুরাস্ফুট শব্দ করা ; কাকলিধ্বনি করা ; কোলাহল করা, গোলমাল করা ; বাজে কথা বকিয়া যাওয়া। বাং ক্রি।

কলকলানি—কলকল শব্দ ; গোলমাল ; জলনির্গমনশব্দ ; মধুরাস্ফুটধ্বনি। বাং প্র। বি।

কলগা, কলগী—শিরোভূষণ, কিরীট। ("মাণিক কলগী তোরা চক্মকে হীরা"—ভারতচন্দ্র)। বি।

কলঘোষ—কোকিল। কল ঘোষ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

কলঙ্ক—চিহ্ন ; তাম্রাদি পাত্রের দাগ ;

অম্লসংযোগে তাম্রাদি পাত্রের বিকৃতি; অখ্যাতি, অপযশঃ; লৌহাদি ধাতুর মল, মরিচা। কল্‌ এমন অঙ্ক, কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ—কলঙ্কী, কলঙ্কিত।

কলঙ্ককালিমা (-কালিমন্‌)—কলঙ্করূপ কাল দাগ; ঘোরতর অখ্যাতি। কলঙ্করূপ কালিমা, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

কলঙ্কভঞ্জন—অখ্যাতি-খণ্ডন, অপবাদ-দূরীকরণ। কলঙ্কের ভঞ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কলঙ্কলেপন—অপবাদ-প্রদান, দুর্নাম-যুক্ত করা। কলঙ্কের লেপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কলঙ্কষ—সিংহ। উপতৎ; কল—কষ্‌+খচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কলঙ্কিত—কলঙ্কযুক্ত, অপবাদগ্রস্ত; অপবিত্র, কলুষিত; চিহ্নযুক্ত; লৌহমলবিশিষ্ট। কলঙ্ক+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

কলঙ্কিনী—অপবাদগ্রস্তা; ব্যভিচারহেতু নিন্দিতা। কলঙ্কিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

কলঙ্কী (কলঙ্কিন্‌)—কলঙ্কিত; অপযশো-ভাগী। কলঙ্ক+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্কিনী।

কলঞ্জ—তাম্রকূট; দোক্তা তামাক; বিষাস্ত্র-বিদ্ধ পশুপক্ষ্যাদি; পক্ষী; দশরূপকমিত পরিমাণ। ক—লন্‌জ্‌+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কলট—গৃহাচ্ছাদন, চাল। ক (জল)—লট্‌ (নিবারণ করা)+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কলতানি—ক্লেদ; পুঁয; মৎস্যমাংসাদির রস; শ্লেষ্মা। প্রাদে। বি।

কলত্র—ভার্য্যা; নিতম্ব, শ্রোণি; দুর্গ। কল—ত্রৈ+ক কর্ত্তৃবা অথবা গড্‌+অত্রন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কলধুত, কলধৌত—স্বর্ণ; রৌপ্য; কল-ধ্বনি, মধুরধ্বনি। কলদ্বারা ধুত, ধৌত (মল) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কলধ্বনি—অব্যক্ত মধুরধ্বনি। কল ধ্বনি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কলন—১। পরিধান; গ্রহণ; দর্শন; গণন; জ্ঞান; গ্রাস; লঙ্ঘন। কল্‌+অনট্‌ ভাববা। বিণ—কলিত। ২। চিহ্ন; দোষ; শব্দকরণ; ভ্রূণ। কল্‌+অনট্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৩। বেতসবৃক্ষ। কল্‌+অন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কলন, কলনা—কলধ্বনি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কলনা—১। কলন (সকল অর্থে)। ২। বশীভূতত্ব, বশতা; আমোচন বা অবমোচন; কল্পনা। কল+অন ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—কলিত। ৩। পরস্পর আদান-প্রদান, বিনিময়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কলনাদ—কলধ্বনি, মধুরাস্ফুটশব্দ। কল নাদ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কলনাদী (-নাদিন্‌)—মধুরাস্ফুটধ্বনি-কারী। উপতৎ; কল—নদ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—নাদিনী।

কলন্তর—সুদ, কুসীদ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কলন্দর—১। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। কল—দৄ+খ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। যবনিকা, পর্দ্দা; শামিয়ানা; মুসলমান সন্ন্যাসিবিশেষ। আর্বীমূলক। বি।

কলপ—১। চুলে মাখাইবার কাল দ্রব্য-বিশেষ; কাপড়ে মাখাইবার মাড়। আর্বী ‘কলফ’-শব্দজ। বি। ২। কল্প; অনুষ্ঠান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কলবল—১। শব্দকারী (“পরদল কলবল ভূতল টলমল”—ভারতচন্দ্র)। কল—বল্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। কলবলশব্দ। বাং অব্য। ৩। যন্ত্র এবং দৈহিক শক্তি। কল ও বল, দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

কলবলান—কলবল শব্দ করা। বাং ক্রি।

কলবলানি—কলবল শব্দ। কলবল+আনি ভাববা। বি।

কলভ—করিশাবক; উষ্ট্রশাবক; ধুস্তূরবৃক্ষ। কল্‌+অভচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কলম—১। হেমন্তধান্য, শালিধান; লেখনী; চোর; ধূর্ত্ত। কল্‌+অম কর্ত্তৃবা; (মতান্তরে লেখনী অর্থে) আর্বী ‘কলম্‌’-শব্দজ। বি; পুং। **কলম পেষা**—অবিশ্রান্তভাবে লেখা। **কলমের খোঁচা**—লেখা। **কলম চালান**—লেখা; সংশোধন করা। ২। কাটা ডাল হইতে উৎপাদিত গাছ (যেমন—আমের কলম); কাচকাটা যন্ত্রবিশেষ; পালওয়ালা লম্বা কাচখণ্ড। বাং প্র। বি।

কলম-তরাস—কলম কাটিবার অস্ত্র, ছুরী। ফার্সী। বি।

কলম-তরাসে—কলমের মত কাটা। কলম-তরাস+এ (<ইয়া)। বিণ।

কলমদান, -দানী—লেখন্যাধার, কলম রাখিবার পাত্র। কলম+দান, দানী, ফার্সী প্রত্যয়। বি।

কলম-পেশা—লেখকবৃত্তি; কেরাণীগিরি। কলমনিষ্পাদ্য পেশা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কলম-বাজ—লিখনদক্ষ, লিখিতে মজবুত; সুলেখক; লেখনজীবী, মহুরী। কলম+বাজ পটু অর্থে। বি বা বিণ।

কলম-বাজি, -বাজী—লিপিপটুতা, সুলেখকত্ব; লেখালেখি। কলমবাজ+ই, ঈ ভাবে। বি।

কলময়—পাপ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কলমা—১। ধান্যবিশেষ, কলমা ধান। ‘কলম’-শব্দজ। বি। ২। মুসলমানদিগের অঙ্গ-শুদ্ধিকর কোরানোক্ত ভজনবিশেষ। আর্বী। বি। **কলমা পড়া**—কলমায়ে শহাদৎ পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করা।

কলমায়ে শহাদৎ—সাক্ষ্যদানের বাক্য, ইসলামে দীক্ষিত হইবার সময়ে উচ্চারিত ‘আল্লাই একমাত্র উপাস্য’ এই কথার প্রতিপাদক বাক্য।

কলমি, কলমী—১। জলজ শাকবিশেষ, কলমীশাক। ‘কলম্বী’-শব্দজ। বি। ২। কলম হইতে উৎপন্ন (‘—চারা’); কলমের মত লম্বা। কলম+ই, ঈ উৎপন্নার্থে, সদৃশার্থে। বিণ।

কলম্ব—বাণ; কদম্ব বৃক্ষ; শাকের ডাঁটা; কলমী শাক। কড্‌+অম্বচ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

কলম্বিকা—কলমীশাক, কলমী। কলম্ব+ইক (ঠন্‌)+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কলম্বী—জলজ শাকবিশেষ, কলমীশাক। কলম্ব+ঈপ্‌ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

কলরব—কলকলধ্বনি; গোলমাল। কল রব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কলল—জরায়ু; ভ্রূণ। কল্‌+অলচ্‌ করণবা। বি; পুং বা ক্লীব।

কলশ—বৃহৎ জলপাত্র, ঘট। কল—শু+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

কলশি, কলশী—ঘট, ঘটী। কল—শো+ই কর্ত্তৃবা; পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কলস, কলসী—কুম্ভ, ঘট। ক—লস্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা; পক্ষে ঈপ্‌। বি; পুং, স্ত্রী।

কলসীসুত—কুম্ভযোনি, অগস্ত্যমুনি। কলসীজাত সুত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কলস্বন, -স্বর—১। কলনাদী। কল স্বন, স্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মধুরাস্ফুট শব্দ, কলধ্বনি। কল স্বন, স্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কলহ—১। বিবাদ, ঝগড়া; যুদ্ধ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। খড়্গাকোষ; পথ; ভণ্ডতা। উপতৎ; কল—হন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কলহংস—১। রাজহংস; বালিহাঁস। কল-নাদী হংস, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। ব্রাহ্মণ; রাজশ্রেষ্ঠ; ব্রহ্ম; পরমাত্মা; রাগিণীবিশেষ; ছন্দোবিশেষ। বি; পুং।

কলহকার—বাগ্‌যুদ্ধকারী। উপতৎ; কলহ—কৃ+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি। স্ত্রী,—কারী। বি,—কারতা।

কলহকারী (-কারিন্‌)—বাগ্‌যুদ্ধকারী। উপতৎ; কলহ—কৃ+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী। বি,—কারিতা।

কলহপ্রিয়—১। যে সর্ব্বদা ঝগড়া-বিবাদ ভালবাসে এরূপ। কলহ প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নারদমুনি। বি; পুং।

কলহপ্রিয়া—১। বিবাদানুরাগিণী, ঝগড়াটে। কলহপ্রিয় (১)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। সারিকাপক্ষী। বি; স্ত্রী।

কলহান্তরিতা—নায়কের সহিত কলহ করার পর অনুতাপিনী নায়িকা (“নিরস্তো মন্যুনা কান্তো নমন্নপি যয়া পুরঃ। সানুতাপ-

যুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ॥")। কলহ দ্বারা অন্তরিতা (ব্যবহিতা), ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

কলা—১। চন্দ্রের ষোড়শভাগ, চন্দ্রের ষোলভাগের একভাগ; শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলা; শিল্পাদি (Art); অল্পসময়; লেশ, অংশ; কালের অংশবিশেষ (অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা); কপট; বিভূতি; সামর্থ্য; স্ত্রী-রজঃ; সংখ্যা (রাশির ত্রিংশদ্ভাগ অংশ); অংশের ষষ্টিভাগ; শৌর্য্যাদিগুণ; কলন; টাকার সুদ; (সঙ্গীত) মাত্রা; তালের প্রতি আবর্ত্তন বা ওয়ার্দ্দা; (রামায়ণ) বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা; মরীচিপত্নী। কল্+অচ্ কর্ত্তৃবা +আপ্। ২। নৌকা। কল্+ক ঘঞর্থে করণবা+আপ্। ৩। (উদ্ভিদ্বিদ্যা) তন্তু (tissue); (গণিত) বৃত্তপরিধির অংশ-বিশেষ, ডিগ্রির ১/৬০ অংশ (minute); (জ্যোতিষ) নির্দ্দিষ্ট কালে প্রকাশিত গ্রহাদির উজ্জ্বল অংশবিশেষ (phase). কল্+অচ্ কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ৪। মধুর অথচ অব্যক্ত। কল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৫। অঙ্কুর; কদলী; (ব্যঙ্গার্থে) হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ; কিছুই নয়, ঘোড়ার ডিম; ছল, ন্যাকামি। বাং প্র। বি। **কলা করা**—কিছু করিতে না পারা, কোন ক্ষতি করিতে না পারা। **কলা খাওয়া**—বিফলকাম হওয়া, হতাশ হওয়া। **কলা দেখান**—অবজ্ঞাসূচক বৃদ্ধাঙ্গুলি-প্রদর্শন; প্রলুব্ধ করা; প্রতারিত করা।

কলাই—১। ডাল; বিউলিডাল। 'কলায়'-শব্দজ। বি। ২। লৌহাদিনির্ম্মিত পাত্রের উপরিস্থিত প্রলেপ (enamel); মিনা। আর্বী। বি।

কলাকুশল—নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় নিপুণ। কলাতে কুশল, ৭মীতৎ। বিণ।

কলাকেলি—কামদেব। কলায় কেলি যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কলাঙ্কুর—সারসপক্ষী; চৌর্য্যশাস্ত্র প্রণয়ন-কারী, মূলদেব; কংস। কলার (ছলের) অঙ্কুর যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

কলাঝাড়—কদলীবৃক্ষের গুচ্ছ। কলার ঝাড়, ৬ষ্ঠীতৎ। বাং বি।

কলাতলা—কদলীবৃক্ষের নিম্নস্থিত বা সন্নিহিত স্থান; (বিবাহকালে) ছাঁদনাতলা, স্ত্রী-আচারের নিমিত্ত কদলীবৃক্ষ-বেষ্টিত স্থান। কলার তলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কলাদ—স্বর্ণকার। কলা—আ—দা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কলাধর—চন্দ্র। কলার ধর (ধারণকারী),

কলাধার—চন্দ্র। কলার আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বাং ক্রি।

কলান—পরান; গজান; যোজনা।

কলানাথ—সঙ্গীতজ্ঞ গন্ধর্ব্ববিশেষ; চন্দ্র। কলার নাথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কলানিধি—চন্দ্র। কলার নিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কলানুনাদী (-নাদিন্)—ভ্রমর; চটক; কপিঞ্জল; চাতক। কল—অনু—নদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কলান্তর—সুদ, বৃদ্ধি; চন্দ্রের অন্য কলা। অন্য কলা, নিত্য। বি; ক্লীব।

কলাপ—ময়ূরপুচ্ছ; ভূষণ; তূণসমূহ; রাশি; চন্দ্র; বিদগ্ধব্যক্তি; চন্দ্রহার; অর্দ্ধচন্দ্রাকার অস্ত্রবিশেষ; শর; সর্ব্ববর্ম্মার প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণবিশেষ। কলা—আপ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কলাপক—১। কলাপ; হস্তিকণ্ঠবন্ধনরজ্জু। বি; পুং। ২। ঋণবিশেষ; যাহাতে একটি পূর্ণ বাক্য হয় এমন শ্লোক চতুষ্টয়। কলাপ+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

কলাপিনী—রাত্রি; নাগরমুতা; ময়ূরী; কোকিলা। কলাপ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কলাপী (-পিন্)—১। ময়ূর; কোকিল; বটবৃক্ষ। বি; পুং। ২। তূণবান্; কলাপ-ব্যাকরণাধ্যায়ী। কলাপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —পিনী।

কলাপোড়া—(গালিবিশেষে) মৃত্যু; (আদ্য ও চতুর্দ্দশ মাসিক শ্রাদ্ধে মৎস্যের পরিবর্ত্তে দগ্ধ কদলী দিবার রীতি হইতে) শ্রাদ্ধের ইঙ্গিত। পোড়া যে কলা, কর্ম্মধা। বি।

কলাবউ—নবপত্রিকা [কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান এবং ধান্য —এই নয়টি বৃক্ষের সমবায়ে নবপত্রিকা গঠিত হয়। এই নয়টি বৃক্ষের মধ্যে কদলীবৃক্ষই প্রধান এবং তাহাকে বধূর আকারে সজ্জিত করা হয় বলিয়া নবপত্রিকার নাম কলাবউ। দুর্গাপূজার সময়ে নবপত্রিকারূপিণী দুর্গা-দেবীতে তাঁহার আবাহন এবং অধিবাস করা হয়। সাধারণ লোকে কলাবউকে গণেশের পত্নী বলিয়া মনে করে; কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত]; অতিলজ্জাশীলা বধূ, দীর্ঘাবগুণ্ঠনবতী বধূ। কলা নির্ম্মিতা বউ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কলাবৎ—কালোয়াত, গানে অভিজ্ঞ। কলা+মতুপ্ অস্ত্যর্থে>কালোয়াত। বি।

কলাবতী—১। রাজা বৃষভানুর পত্নী; তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের বীণা; কান্যকুব্জ দেশের দ্রুমিল নামে রাজার পতিব্রতা পত্নী; অপ্সরো-বিশেষ; নায়িকাবিশেষ; গঙ্গা; দীক্ষাবিশেষ; নৃত্যগীতাদিনিপুণা রমণী; রসিকা রমণী। বি; স্ত্রী। ২। কলাবিশিষ্টা, কামকলায় নিপুণা। কলা+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কলাবধূ—কলাবউ (তাহা দ্রঃ)।

কলাবান্ (-বৎ)—১। চন্দ্র। বি; পুং। ২। যাহার সঙ্গীতবিদ্যায় নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্য আছে এরূপ, কালোয়াত; কলাবিশিষ্ট। কলা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী। বি, —বত্তা।

কলা-বাসনা—কলাগাছের শুকনা খোল। কলার বাসনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কলাবিৎ (-বিদ্)—শিল্পজ্ঞ। উপতৎ; কলা—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

কলাবিদ্যা—শিল্পবিজ্ঞান, শিল্প-সংক্রান্ত জ্ঞান; নৃত্যগীত, চিত্রাঙ্কন, সূচীকর্ম্ম ইত্যাদি ৬৪ বিদ্যা। কলা-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কলা-ভবন—শিল্পাগার, যে গৃহে নৃত্যগীত নাটক বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি হয়। কলার ভবন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কলাভৃৎ—১। চন্দ্র; শিল্পী; শিব। বি; পুং। ২। গীতকলাভিজ্ঞ। উপতৎ; কলা—ভৃ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

কলায়—কলাই, কড়াই। কল—অয় +অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কলায়ন—নর্ত্তক। কলার অয়ন (গমন) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

কলালাপ—১। মধুর অব্যক্ত ধ্বনি; মধুরালাপ। কল আলাপ, কর্ম্মধা। ২। ভ্রমর; কোকিল। কল আলাপ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কলাস্থান—(জীববিদ্যা) শরীরের সূক্ষ্মাংশ-সমূহের গঠনবিষয়ক বিজ্ঞান (Histology). কলার আস্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কলি—১। চতুর্থযুগ; যুদ্ধ; বিবাদ; শূর; বৈষ্ণবদিগের তিলকের প্রকারভেদ। বি; পুং। ২। কলিকা, কোরক ("মরা গাছে জাগাও কলি"—কালিদাস রায়); কারু; রচনা-বিশেষ; কলিযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কল +ইন্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী। ৩। কবিতার চরণ; গানের পদ; সিঁথি কাটার ধরণ; জুলপী। বাং প্র। বি। ৪। চুন; চুনকাম। আর্বীমূলক। বি। **কলি ধরান, কলি ফেরান**—চুনকাম করা।

কলিকা—১। কলি (তাহা দ্রঃ)। কলি +কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। তামাকু সেবন করিবার কল্কে। বাং প্র। বি।

কলিকাতা-পৌরনিগম—কলিকাতা নগরীর পৌরসভা, কলিকাতা কর্পোরেশন (Calcutta Corporation). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কলিকাল—চতুর্থযুগ, কলিযুগ, ত্রিপাদ অধর্ম্মের কাল। কলির কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কলিঙ্গ—১। দেশবিশেষ; বলির পুত্র; পূতিকরঞ্জবৃক্ষ; ভূম্যাটপক্ষী; কুটজবৃক্ষ;

শিরীষ বৃক্ষ; প্লক্ষবৃক্ষ। কলি—গম্ + (ড) খচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। কলিঙ্গদেশজাত। বিণ।

কলিঙ্গা—নিতম্বিনী, সুন্দরী স্ত্রী; তেউড়ী। কলিঙ্গ + আপ্। বি; স্ত্রী।

কলিচুন—ঝিনুক বা শামুক পোড়ানো চুন। কলিনামক চুন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কলিজা—বক্ষঃস্থলের গ্রন্থিবিশেষ; বুক; সাহস; হৃদয়; হৃৎপিণ্ড। হিন্দী। বি। **কলিজা ভাঙ্গিয়া যাওয়া**—দারুণ মনঃকষ্টে মনের উৎসাহ আশা এবং সুখ নষ্ট হওয়া। **কলিজা ফাটিয়া যাওয়া**—মনে অসহ্য যাতনা হওয়া।

কলিঞ্জ—তৃণ-নির্ম্মিত আসন, চাঁচ, দরমা, মাদুর প্রভৃতি। বি; পুং।

কলিত—জ্ঞাত; ধৃত; প্রাপ্ত; উপার্জ্জিত; গণিত; অনুগত; আশ্রিত; পৃথক্‌কৃত; বিচারিত; বদ্ধ; উক্ত; গৃহীত; দৃষ্ট। কল (গণনা করা) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—কলন।

কলিদ্রুম—বিভীতকবৃক্ষ, বহেড়া গাছ। কলি কর্তৃক আশ্রিত দ্রুম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কলিন্দ—সূর্য্য; পর্ব্বতবিশেষ (এই পর্ব্বত হইতে যমুনা নদী নির্গত হওয়াতে তাহা কালিন্দী নামে প্রসিদ্ধা); বিভীতকবৃক্ষ। কলি—দা + খচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কলিন্দ-কন্যা, -নন্দিনী—যমুনা, কালিন্দী। কলিন্দের কন্যা, নন্দিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কলিপ্রিয়—১। নারদ; বানর। বি; পুং। ২। কলহপ্রিয়, যে বিবাদ করিতে ভালবাসে এরূপ। কলি প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। বহেড়া গাছ। কলির প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কলিমেশন—(জ্যোতিষ) অক্ষীকরণ; দুরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদির একরেখীকরণ পদ্ধতি। ইং collimation. বি।

কলিযুগ—চতুর্থযুগ। কলিনামক যুগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কলিযুগাদ্যা—মাঘী পৌর্ণমাসী, মাঘী পূর্ণিমা। কলিযুগের আদ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কলী—কোরক; রচনাবিশেষ। কলি + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কলু—তৈলকারজাতি। 'কল' (ঘানিগাছ)-শব্দজ। বি। স্ত্রী—কলুনী। **কলুর বলদ**—নির্ব্বিচারে পরিশ্রমকারী লোক।

কলুকে, কুলুকে—আবদ্ধ হয়; আকৃষ্ট হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কলুঙ্গি(ৎগি), কুলুঙ্গি(ৎগি)—দেওয়ালের মধ্যে নির্ম্মিত গর্ত্ত। বাং প্র। বি।

কলুনী—কলুর ভার্য্যা, কলুপত্নী। কলু + নী। বি; স্ত্রী।

কলুষ—১। পাপ; আবিলতা; মলিনতা। কল + উষচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। বিণ—কলুষিত। ২। ঘোলা, মলিন; কষায়িত; অসমর্থ; দুঃখিত; গর্হিত; বদ্ধ; পাপী; শুষ্ক। কলুষ (১) + অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কলুষহরা—১। পাপনাশিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। গঙ্গা। উপতৎ; কলুষ—হৃ + অচ্ কর্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

কলুষিত—মলিনীকৃত; পাপযুক্ত; দূষিত; আবিল, ঘোলা। কলুষ + ইত জাতার্থে। বিণ। বি—কলুষ।

কলেকটার—আদায়কারী; জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্ম্মচারী। ইং Collector. বি।

কলেজ—প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হয় তাহা। ইং college. বি।

কলেজা—কলিজা (তাহা দ্রঃ)।

কলেবর—শরীর, গাত্র। কলে (বীর্য্যে, শুক্রে) বর (পবিত্র, শ্রেষ্ঠ), অলুক ৭মীতৎ। বি; ক্লীব। [বি।

কলেরা—ওলাউঠা, ভেদবমি। ইং cholera.

কল্ক—খইল; কাই, মণ্ড; কানের খইল; মল; কাইট; শিটে; ঘৃত-তৈলাদির পাকে দেয় ওষধি দ্রব্য; রুক্ষতাসাধন চূর্ণদ্রব্য; বিভীতক-বৃক্ষ, বহেড়া গাছ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ; পাপ; (রসায়ন) গাদ, তলানি (sediment). কল + ক কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব।

কল্কন—১। কলহ; দম্ভ; শঠতা। কল্ক + ণিচ্ (= কল্কি নামধাতু) + অনট্ ভাববা। ২। কাথ; শিটে। কল্ক + ণিচ্ + অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

কল্কা—বস্ত্রাদির প্রান্তস্থিত নক্সা বা নানারূপ চিত্র। তুর্কী 'কলগা'-শব্দজ। বি।

কল্কাদার—কল্কাতোলা, নক্সাদার। কল্কা + দার আছে অর্থে। বিণ।

কল্কি—১। বিষ্ণুর দশম অবতার [চরিতাবলী দ্রঃ]। কল্ + কি কর্তৃবা। বি; পুং। ২। তামাকু সেবন করিবার কলিকা [পুষ্প-কলিকার ন্যায় আকার বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে]। 'কলিকা'-শব্দজ। বি।

কল্কিপুরাণ—পুরাণগ্রন্থবিশেষ। কল্কি-বিষয়ক পুরাণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কল্কী (কল্কিন্)—১। কল্কি। বি; পুং। ২। মলিন; পাপী; দুরাশয়; কল্কবিশিষ্ট। কল্ক + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—কল্কিনী।

কল্কে—তামাকের ছিলিম; একরকম ফুল। 'কলিকা'-শব্দজ। বি। **কল্কে পাওয়া**—সভায় বা সমাজে আদর পাওয়া; বিশ্বাসভাজন হওয়া।

কল্তানি—কলতানি (তাহা দ্রঃ)।

কল্প—১। বেদাঙ্গ গ্রন্থ-বিশেষ; ব্রহ্মার এক অহোরাত্র (পুরাণমতে ৪৩২,০০,০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক এক দিন ও এই পরিমাণে ব্রহ্মার এক এক রাত্রি হয়; দিবাভাগে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় ও বিদ্যমান থাকে, রাত্রিতে লয়প্রাপ্ত হয়); সংকল্প; বিকল্প; পক্ষ; ন্যায়; নিয়ম; বেদ-বিধিবিশেষ; অভিপ্রায়। কৃপ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা (ঋ-স্থানে অল্)। ২। কল্পবৃক্ষ। কৃপ্ + অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। (কোন শব্দের পরে প্রয়োগ করিলে) ঈষদূন; তৎ-সদৃশ, তাহার তুল্য (যথা—মৃতকল্প)। বিশেষণ-বাচক প্রত্যয়।

কল্পক—১। নাপিত। বি; পুং। ২। ছেদনকারী; কল্পনাকারক; রচয়িতা; আরোপক। কৃপ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কল্পিকা।

কল্পক্ষয়—প্রলয়, সৃষ্টিধ্বংস। কল্পের ক্ষয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কল্পতরু, -দ্রুম, -পাদপ, -বৃক্ষ—অভীষ্ট-ফলপ্রদ স্বর্গীয় বৃক্ষ। কল্প (মানস, অভিপ্রায়)-দায়ক তরু, দ্রুম, পাদপ, বৃক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কল্পন, কল্পনা—রচনা; আরোপ; উদ্ভাবন; যাহা নাই তাহা আছে বলিয়া মনে করা; মনগড়া বিষয়; সঙ্কল্প; মনন; সামর্থ্য; পর্য্যাপ্তি; ছেদন; নায়কের আরোহণার্থ হস্তিসজ্জীকরণ; ন্যায়োক্ত অনুমানবিশেষ। কৃপ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা + আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—কল্পিত, কল্পনীয়, কাল্পনিক।

কল্পনা—(গণিত) মূলসূত্র (hypothesis). কৃপ্ + অন কর্ম্মবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

কল্পনাকৌতুক—কল্পনাবিলাস, মনে মনে কোন বিষয় ভাবিয়া লইয়া তাহাতে আমোদ অনুভব। কল্পনাজনিত কৌতুক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কল্পনাপ্রবণ—কল্পনায় উন্মুখ, অবাস্তব-বিষয়ের চিন্তায় তৎপর। কল্পনাতে প্রবণ, ৭মীতৎ। বিণ। বি,—প্রবণতা।

কল্পনাপ্রিয়—কল্পনানুরক্ত, যে অবাস্তব বিষয় চিন্তা করিতে ভালবাসে এরূপ। কল্পনা প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কল্পনাশক্তি—উদ্ভাবনী শক্তি, যে শক্তি দ্বারা নূতন নূতন বিষয় সকল উদ্ভাবিত করিতে পারা যায় তাহা। কল্পনার শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কল্পনীয়—কল্পনাযোগ্য, মনে মনে ভাবিবার মত। কৃপ্ + ণিচ্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—কল্পন, কল্পনা।

কল্পপাদপ—'কল্পতরু' দ্রঃ।

কল্পবায়ু—প্রলয়কালীন বাতাস; ভয়ানক

ঝড়। কল্পকালীন বায়ু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কল্পবৃক্ষ—'কল্পতরু' দ্রঃ।

কল্পলতা—মহাদানান্তর্গত স্বর্ণ-কল্পিত লতাকার দানীয়দ্রব্যবিশেষ; অভীষ্টপূরণ-কারিণী স্বর্গীয় লতা ("ফোটে মুকুলিতা কল্প-লতায় অমৃত যোজনগন্ধা।"—করুণানিধান)। কল্পপূরণী লতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কল্পসূত্র—বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিপাদক সূত্ররাজি [ইহাতে মনুষ্যজীবনের দৈনিক ক্রিয়ার বিধি এবং বৈদিকক্রিয়াপদ্ধতি, শ্রুতির মর্ম্মানুসারে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে]। কল্পবিষয়ক সূত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কল্পান্ত—ব্রহ্মার দিবাবসান ; যুগান্ত, প্রলয়-কাল। কল্পের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কল্পিত—মনগড়া ; উদ্ভাবিত ; রচিত ; সজ্জিত ; কৃত্রিম ; দত্ত ; আরোপিত ; নিশ্চিত। কৃপ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—কল্পন, কল্পনা।

কল্পিত-ধর্ম্ম(র্ম)—অনীশ্বরে ঈশ্বরজ্ঞান ; যে ধর্ম্ম কোন সিদ্ধপুরুষ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই তাহা, অবাস্তব ধর্ম্ম। কল্পিত ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কল্পী (কল্পিন্)—কল্পনাকারী ; আরোপক ; বেশকারক। বিণ। স্ত্রী—কল্পিনী।

কল্প্য—১। রচনীয় বিষয়। বি ; ক্লীব। ২। রচনীয় ; অনুষ্ঠেয়। কৃপ্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

কল্মষ—১। পাপ। কর্ম্মন্—সো (বিনষ্ট করা)+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। ২। নরকবিশেষ ; যে মাসে শনি বা মঙ্গলবারে জন্মনক্ষত্র হয় সেই মাস। বি ; পুং। ৩। মলিন ; পাপিষ্ঠ। কল্মষ(১) +অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কল্‌মা—কলমা (তাহা দ্রঃ)।

কল্মাষ—১। বিচিত্রবর্ণ ; শ্বেতকৃষ্ণমিশ্রিত বর্ণ ; কৃষ্ণবর্ণ ; দৈত্যবিশেষ ; রাক্ষস ; অগ্নি-বিশেষ ; নাগবিশেষ। বি ; পুং। ২। কৃষ্ণ-বর্ণযুক্ত ; নানাবর্ণমিশ্রিত। উপতৎ ; কল্—মষ্‌+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কল্মাষী।

কল্মাষকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব। কল্মাষ (কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট) কণ্ঠ যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

কল্মাষপাদ—সৌদাস রাজা [চরিতাবলী দ্রঃ]। কল্মাষ পাদ যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

কল্য—১। প্রত্যূষ ; জ্যোতিষোক্ত লগ্ন-বিশেষ। কল+যৎ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। ২। সজ্জিত ; সমর্থ ; সুস্থ ; দক্ষ ; অত্যুত্তম ; কল্যাণকর ; বোবা ; কালা। কলা+যৎ সাধু প্রভৃতি অর্থে। বিণ। ৩। বর্ত্তমান দিনের অর্থাৎ অদ্যকার পূর্ব্ব বা পরদিন। বাং প্র। বি।

কল্যকার—গত দিনের ; আগামী দিনের। কল্য+কার ৬ষ্ঠী-স্থানে। বি।

কল্যত্ব—আরোগ্য, স্বাস্থ্য। কল্য (সুস্থ)+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব।

কল্যপাল—শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। উপতৎ ; কল্য—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কল্যা—শুভবাক্য ; মদ্য ; হরীতকী। কল +যৎ কর্ম্মবা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কল্যাণ—১। মঙ্গল ; হিত ; সুখ ; সমৃদ্ধি ; স্বর্ণ ; রাগিণীবিশেষ (মতান্তরে রাগবিশেষ)। কল্য (প্রভাতে)—অণ্‌ (জিজ্ঞাসা করা) +ঘঞ্‌ কর্ম্মবা বি ; ক্লীব। বিণ—কল্যাণী, কল্যাণীয়। ২। সুখী ; সাধু ; শুভদ ; শুভযুক্ত। কল্যাণ(১)+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ণী।

কল্যাণকর, -জনক—শুভকর, মঙ্গল-জনক। উপতৎ ; কল্যাণ—কৃ+ট কর্ত্তৃবা ; (২য় পক্ষে) কল্যাণের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—করী,—জনিকা।

কল্যাণভাজন—শুভাস্পদ, মঙ্গলাস্পদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ ; ক্লীব (অজহল্লিঙ্গ)।

কল্যাণময়—মঙ্গলময়, শুভপূর্ণ। কল্যাণ+ময়ট্‌ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

কল্যাণযোগ—(জ্যোতিষ) যাত্রাঙ্গ গ্রহ-যোগবিশেষ। কল্যাণনামা যোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কল্যাণালয়—কল্যাণের স্থান ; কল্যাণীয়। কল্যাণের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব বা বিণ।

কল্যাণাস্পদ—কল্যাণালয়, মঙ্গলাধার। কল্যাণের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ ; ক্লীব (অজহল্লিঙ্গ)।

কল্যাণী (-ণিন্)—মঙ্গলবিশিষ্ট, শুভযুক্ত। কল্যাণ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ণিনী। বি—কল্যাণ।

কল্যাণী—শুভা ; শুভযুক্তা। কল্যাণ (২) +ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

কল্যাণীয়—কল্যাণযুক্ত, সুভগ ; কল্যাণ-যোগ্য, মঙ্গলপ্রদ। কল্যাণ+ঈয় যোগ্যার্থে। বিণ। **কল্যাণীয়াসু**—স্নেহভাজন স্ত্রীলোক-দিগকে লিখিত পত্রের আদিতে ব্যবহৃত পাঠ। **কল্যাণীয়েষু**—ঐ পুরুষদিগের পক্ষে।

কল্যাণীয়বর—কল্যাণভাজন, শুভাস্পদ (বাংলা প্রয়োগে 'কল্যাণবর')। কল্যাণীয়-মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

কল্যাণীয়বরাসু—স্নেহাস্পদ স্ত্রীলোক-দিগকে লিখিত পত্রের আদিতে ব্যবহৃত পাঠ। **কল্যাণীয়বরেষু**—ঐ পুরুষদিগের পক্ষে।

কল্ল—বধির, কালা। কল্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

কল্লা—১। দুষ্ট ; অবাধ্য। বিণ। ২। ভাণ, ছল। বি। ৩। ছলনাকারিণী নারী ; দুষ্টা নারী ; মুখরা বা কলহপ্রিয়া রমণী। বাং প্র। বি ; স্ত্রী। ৪। শ্রবণশক্তিহীনা, বধিরা। কল্ল+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ৫। গলা, টুঁটি। ফার্সী। বি।

কল্লোল—কলরব, জলস্রোতের শব্দ। কল্ল্‌ +ওল কর্ত্তৃবা। বি। বিণ,—লিত।

কল্লোলিনী—নদী। কল্লোল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কশ, কস—১। মুখগহ্বরের দুই প্রান্ত। 'সৃক্ক'-শব্দজ (বর্ণ-বিপর্য্যয়ে)। ২। রস, নিঃসৃত তরল-পদার্থ। 'কষ'-শব্দজ। বি।

কশা, কসা—চাবুক, কোড়া। কশ্‌, কস্‌+অচ্‌ করণবা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কশা—১। চাবুক মারা ; শাসন করা ; তিরস্কার করা ; তৈলসংযোগে মৎস্যমাংসাদি সাঁতলান ; টানিয়া বা আঁটিয়া বাঁধা। বাং ক্রি। ২। টানটান, দৃঢ়সংলগ্ন। বাং প্র। বিণ।

কশাকশি—টানাটানি ; মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির জন্য তর্কবিতর্ক। পরস্পর কশা, ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

কশাঘাত—চাবুক মারা ; দোষাদি-সং-শোধনের জন্য তিরস্কার দ্বারা সতর্কীকরণ। কশাদ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

কশাড়, কশার—একপ্রকার তৃণ, মোটা এবং লম্বা উলুখড়। বাং প্র। বি।

কশি, কসি—দীর্ঘ সরল রেখা, লম্বা দাঁড়ি। ফার্সী 'কশীশ'-শব্দজ। বি।

কশিদা, কশীদা—কাপড়ের উপর রেশম বা সূতার ফুল তোলা। ফার্সী। বি।

কশুর, কসুর—দোষ, অন্যায়, ত্রুটি। আর্বী। বি।

কশেরু, কসেরু—পৃষ্ঠের অস্থি, মেরুদণ্ড ; জলজ মূলবিশেষ, কেশুর। ক (দেহ)—শৄ (শীর্ণ হওয়া)+উ কর্ত্তৃবা, কস্‌+উ কর্ত্তৃবা (এরন্-আগম)। বি ; পুং বা ক্লীব।

কশেরুক—১। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট। কশেরু+কন্ আছে অর্থে। বিণ। ২। কেশুর ; মেরুদণ্ড। কশেরু+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং বা ক্লীব।

কশেরুকা, কসেরুকা—মেরুদণ্ড। কশেরু, কসেরু+কন্ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কশ্মীর—দেশবিশেষ, কাশ্মীর দেশ। কশ্‌ (গমন করা)+ঈরন্ অথবা (ম-আগম)। বি ; পুং।

কশ্য—১। অশ্ব-কটি-দেশ। কশ্‌ (আঘাত করা, শাসন করা)+যৎ কর্ম্মবা। ২। মদ্য-বিশেষ। কশ্‌ (শব্দ করা)+যৎ অপাবা। বি ; ক্লীব। ৩। কশাঘাতযোগ্য। কশা+যৎ অর্হার্থে। বিণ।

কশ্যপ—মুনিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ] ;

মৃগবিশেষ ; মৎস্যবিশেষ। উপতৎ ; কশ্য—পা+ক কর্তৃবা। বি ; পুং।

কশ্যপতনয়, -নন্দন—কশ্যপের পুত্র ; গরুড়। কশ্যপের তনয়, নন্দন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কষ—১। কষ্টিপাথর, যে প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া স্বর্ণের পরীক্ষা করা যায় তাহা। কষ্‌+ঘ অধিবা। বি ; পুং। ২। ওষ্ঠপ্রান্ত ; কষায় দ্রব্য ; কষায় রসের দাগ। 'কষায়'-শব্দজ। বি।

কষণ—১। ঘর্ষণ ; কণ্ডুয়ন ; প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া পরীক্ষা করা। কষ্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। নিকষপ্রস্তর, কষ্টিপাথর। কষ্‌+অনট্‌ অধিবা। বি ; ক্লীব। ৩। অপক্ক। কষ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ।

কষণকশিকা—চুম্বকপাথর ; কষ্টিপাথর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কষনি, কষনী—ধম্‌কানি ; আঁটনি ; গাঁট। বাং প্র। বি।

কষা—১। চাবুক, কোড়া ; লাগাম। কষ্‌+অচ্‌ করণবা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। কষায়রসযুক্ত, বিস্বাদ। 'কষায়'-শব্দজ। বিণ। ৩। কৃপণ ; আঁট-আঁট, শক্ত। বাং প্র। বিণ। ৪। (স্বর্ণাদি) পরীক্ষা করিয়া দেখা ; গণিতের অঙ্ক কষা ; শক্ত করা ; শাসন করা ; কম আঁচে ভাজা বা সাঁতলান। বাং ক্রি।

কষাকষি—পরস্পর আকর্ষণ, টানাটানি ; কলহ ; দর কমাইবার চেষ্টা। পরস্পর কষা, ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

কষাটিয়া, কষাটে—ঈষৎ কষায়রসবিশিষ্ট, সামান্য কষা ; কৃপণ। কষা+টিয়া, টে অল্পার্থে। বিণ।

কষানি—ক্লেদ ; পুঁয ; কষায় রঙের রস ; মাংসাদি হইতে নির্গত রস। বাং প্র। বি।

কষায়—১। রস-বিশেষ, কষারস ; ক্বাথ ; সুগন্ধ লেপনদ্রব্য ; নির্য্যাস ; সৌরভ ; অঙ্গরাগ। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। শ্যোনাকবৃক্ষ ; ধববৃক্ষ ; (বেদান্ত) অন্তকরণ-দোষবিশেষ ; কলিযুগ ; রক্তপীতমিশ্রিত বর্ণ, অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ। বি ; পুং। ৩। রঞ্জিত ; সুশ্রাব্য ; সুরভি ; যাহার আস্বাদ কষা এরূপ ; অপটু ; রক্তপীতমিশ্রবর্ণবিশিষ্ট ; (রসায়ন) কষাস্বাদবিশিষ্ট (astringent). কষ্‌+আয় কর্তৃবা (গলাকে কষিত বা বিনষ্ট করে বলিয়া)। বিণ।

কষায়িত—অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত, ছোবান ; রক্তপীতমিশ্রিতবর্ণ ; বিলেপিত ; কৃতলোহিত ('রোষ—')। কষায়+ণিচ্‌ (=কষায়ি নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

কষি—১। হিংসক। কষ্‌+ই কর্তৃবা। বিণ। ২। দীর্ঘ সরল রেখা, "—" এইরূপ চিহ্ন ; কাপড়ের যে অংশ কোমরে জড়ান থাকে তাহা। ফার্সীমূলক। বি।

কষিত—কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত, যাহার পরীক্ষা হইয়াছে এরূপ ('—ধাতু')। কষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

কষিতকাঞ্চন—কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সোনা, খাঁটি সোনা। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কষিয়া, কষে—১। (স্বর্ণাদি) পরীক্ষা করিয়া ; (অঙ্ক) সমাধান করিয়া ; (তরকারী) সাঁতলাইয়া ; (বাঁধন) টানিয়া, আঁটিয়া। অস-ক্রি। ২। সজোরে ('—' দু'ঘা বসাইয়া দাও)। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

কষিল—কষিত। ব্রজবুলি। বিণ। [বিণ।

কষী—কাঁচা, অপক্ক ; কষায়স্বাদযুক্ত। বাং প্র।

কষুটী—কাঁচা ফল, অপক্কফল। বাং প্র। বি।

কষেরুকা—কশেরুকা (তাহা দ্রঃ)।

কষ্ট—১। ক্লেশ, ব্যথা। কষ্‌+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। ক্লিষ্ট ; দুঃখজনক ; ক্লেশসাধ্য ; কুৎসিত ; গহন। কষ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

কষ্ট পাওয়া, কষ্ট ভোগ করা—কষ্টে জীবন অতিবাহিত করা। **কষ্টে সৃষ্টে**—বিশেষ কষ্টের সহিত, খুব অসুবিধায়।

কষ্টকর—ব্যথাদায়ক, দুঃখজনক। উপতৎ ; কষ্ট—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -করী।

কষ্টকল্পনা—যে-কল্পনা সহজে করিতে পারা যায় না তাহা, দুর্ব্বোধ্য কল্পনা ; আয়াসসাধ্য অনুমান। কষ্ট (২) কল্পনা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কষ্টকল্পিত—কষ্টে কল্পিত ; বহু আয়াসে অনুমিত। কষ্টে কল্পিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

কষ্টজনক—ক্লেশপ্রদ, দুঃখকর। কষ্টের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -জনিকা।

কষ্টজীবী (-জীবিন্‌)—কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহকারী, অনেক কষ্টভোগ করিয়া জীবনধারণকারী। উপতৎ ; কষ্ট—জীব্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -জীবিনী।

কষ্টদায়ক—দুঃখপ্রদ, ক্লেশজনক। কষ্টের দায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -দায়িকা।

কষ্টরিপু—যে কষ্টে আয়ত্ত হয় এরূপ শত্রু, যাহাকে জয় করিতে কষ্ট করিতে হয় এরূপ শত্রু। কষ্টসাধ্য রিপু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কষ্টশ্রিত—ক্লেশভোগী ; কঠোরব্রতাচারী। কষ্টকে শ্রিত (আশ্রিত), ২য়াতৎ। বিণ।

কষ্টসহ—ক্লেশসহিষ্ণু, ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ। উপতৎ ; কষ্ট—সহ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

কষ্টসহিষ্ণু—দুঃখসহনক্ষম, ক্লেশসহনশীল। কষ্টকে সহিষ্ণু, ২য়াতৎ। বিণ। বি,-তা।

কষ্টসাধ্য—যাহা অনেক কষ্টে সম্পন্ন হয় এরূপ, যাহা করিতে খুব কষ্ট হয় এমন, ক্লেশসম্পাদ্য। কষ্টে সাধ্য, সুপ্‌সুপা। বিণ।

কষ্টস্থল, -স্থান—দুঃখের স্থান ; দুঃখজনক বিষয়। কষ্টের স্থল, স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। [সংক্ষেপ। বিণ।

কষ্টা—কষাটে, কষা। 'কষাটিয়া'-শব্দের

কষ্টার্জ্জিত(র্জিত)—কষ্টলব্ধ, বহু আয়াসে প্রাপ্ত। কষ্ট দ্বারা অর্জ্জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কষ্টি—১। কষা, পরীক্ষা করা। কষ্‌+ক্তি ভাববা। ২। নিকষ, কষণপ্রস্তর, কষ্টিপাথর। কষ্‌+ক্তি অধিবা। বি ; স্ত্রী।

কষ্টিপাথর—স্বর্ণাদি পরীক্ষা করিবার পাথর। কষ্টির পাথর (< প্রস্তর'), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কস—১। কষ্টিপাথর। কস্‌+ক ঘঞর্থে অধিবা। বি ; পুং। ২। 'কশ' দ্রঃ।

কসটি, কসুটি—কষ্টিপাথর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কসনি, কসুনি—কষনি (তাহা দ্রঃ)।

কসবা—ক্ষুদ্র গ্রাম ; ছোট পরগণা। আর্বী। বি। [বি।

কসবী—বেশ্যা ; শহরের বেশ্যা। আর্বী।

কসম—দিব্য, শপথ। আর্বীমূলক। বি।

কসম খাওয়া—দিব্য করা, শপথ করা।

কসরৎ—অঙ্গচালনার কৌশল ; কৌশল ; কায়দা ; অভ্যাস। আর্বী। বি।

কসা—'কশা' দ্রঃ।

কসাই—পশুহন্তা ; মাংসবিক্রেতা। আর্বী 'কস্‌সাব'-শব্দজ। বি। [বি।

কসানি—কস, রস। কস+আনি স্বার্থে।

কসুনি—কষনি (তাহা দ্রঃ)।

কসুর—'কশুর' দ্রঃ।

কসেরু—'কশেরু' দ্রঃ।

কসেরুকা—'কশেরুকা' দ্রঃ।

কস্ত—হস্তচালনাকৌশল ; কৌশল, কসরৎ, অভ্যাস ; চেষ্টা। আর্বী 'কসরৎ'-শব্দজ। বি।

কস্তা—আরক্ত, রক্তাভ, লালচে। 'কষায়িত'-শব্দজ। বিণ।

কস্তাকস্তি—পাল্লাপাল্লি, দুই মল্লের পরস্পর ঝাপ্টাঝাপ্টি। হিন্দীমূলক। বি।

কস্তাপেড়ে—লাল চওড়া পাড়যুক্ত। কস্তা যে পাড়, কর্ম্মধা+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কস্তর—কস্তুরী মৃগ ; মৃগনাভি ; কচুজাতীয় বৃক্ষবিশেষ। 'কস্তুরী'-শব্দজ। বি।

কস্তরা—১। কস্তুরী মৃগ ; শুক্তি, যে ঝিনুকে মুক্তা থাকে তাহা। 'কস্তুরী'-শব্দজ। ২। ওষধিবিশেষ ; সমুদ্রের ফেনাবৎ পাহাড়জাত দ্রব্য ; নৌকা বা জাহাজের তক্তার জোড়। বাং প্র। বি।

কস্তরিকা, কস্তূরিকা, কস্তরী, কস্তূরী—মৃগনাভি। কস্‌+উর, উর কর্তৃবা (ত-আগম)+ঈপ্‌ ; ১ম ও ২য় পক্ষে কস্তরী, কস্তূরী+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কস্তরীবৃষ, কস্তূরীবৃষ—পৃথিবীর উত্তরমেরুপ্রদেশের সন্নিহিত তুন্দ্রা-অঞ্চলের অধিবাসী বৃষবিশেষ (musk ox). কস্তরীযুক্ত, কস্তূরীযুক্ত বৃষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কস্তরীমৃগ, কস্তূরীমৃগ—মৃগনাভিযুক্ত

হরিণবিশেষ [এই শ্রেণীর পুংজাতীয় হরিণের নাভিদেশে কস্তুরী জন্মে]। কস্তুরীপ্রদ, কস্তুরীপ্রদ মৃগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কস্মিন্ কালেও—কদাপি, কখনও। কস্মিন্ (সপ্তম্যন্ত কিম্ শব্দ)+কালে (দুইটি পৃথক্ সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। বি; অধি-৭মী।

কস্য—কাহার, কোন্ জনের; অমুকের; যাহার। সংস্কৃত 'কিম্'-শব্দের ৬ষ্ঠীর ১বচন। সর্ব্ব।

কহত—১। কথা, বাক্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। উক্ত, কথিত। বাং প্র। বিণ। ৩। বলে। প্রাঃ কবিপ্র। ৪। বল। বাং ক্রি।

কহতব্য—বলিবার যোগ্য, বক্তব্য। (বাং) কহ্ ধাতু+(সং) তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

কহন—১। কথা, বাক্যপ্রয়োগ। 'কথন'-শব্দজ। বি। ২। বলিবার যোগ্য, কথয়িতব্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কহর—বিপদ্, দায়; পীড়ন, অত্যাচার। আর্বী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কহা—বলা। বাং ক্রি। [প্রাচীন কবিদিগের প্রয়োগে 'কহ্' ধাতুর বিভিন্ন রূপ:—**কহ**—বল; বলে। **কহই**—বলে; বলিতে। **কহইত**—বলে; বলিতেছে। কহত—বল; বলে। **কহতই**—বলিতেছে। **কহতহি**—বলিতেছে; বলিবামাত্র। কহনে—বলিতে। **কহন্তি**—বলে, বলেন। **কহব**—বলিব; বলিবে। **কহবি**—বলিবি। **কহয়ে**—বলে। **কহল**—বলিল। **কহলহি**—বলিলাম; বলিল। কহলি—বলিলি; বলিল। **কহলু**, কহলুঁ—বলিলাম। **কহহি**—বলিতে। কহায়সি—বলাও; বলিতে দাও। কহুসি—বলিতেছ। **কহেঁ**—বলিতাম।]

কহাকহি—১। বলাবলি; তর্কাতর্কি; পরস্পর কহা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি। ২। প্রতিশ্রুত; বাগ্দত্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [করান। বাং ক্রি।

কহান—বলান; অন্যের মুখ দিয়া উচ্চারণ

কহি—কোথাও। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

কহিনী—কাহিনী, বৃত্তান্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [কহ্+ইয়ে কর্তৃবা। বিণ।

কহিয়ে—কথনপটু, কথনসমর্থ, বাগ্মী।

কহির—কোথাকার, কোন্ স্থানের। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কহু—কহে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কহোঁ—বলি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কহ্লার—শ্বেতোৎপল, শ্বেতপদ্ম, শুঁদি। ক (জল)—হ্লাদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+অচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে দ-স্থানে র)। বি; ক্লীব।

কা—কাকের ডাক। অনুকরণ-শব্দ। অব্য।

কাই—লেই; কলপ; মণ্ড; একপ্রকার পীতবর্ণ মৃত্তিকা, কাইমাটি। 'ক্বাথ'-শব্দজ। বি। ['কিট্ট'-শব্দজ। বি।

কাইট—কল্ক, শিটা; মলা; খাদ, তলানি।

কাইত, কাত—একপার্শ্বে অবস্থিত, হেলান, অর্দ্ধশয়ান। বাং প্র। বিণ।

কাইয়াঁ, কেঁয়ে—মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী; কৃপণ; একগুঁয়ে; ধূর্ত্ত। বাং প্র। বি।

কাউ, কাউয়া—কাক। হিন্দীমূলক। বি।

কাউঠা—কাছিম, কচ্ছপ। 'কমঠ'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

কাউর—১। চর্ম্মরোগবিশেষ; ব্রণবিশেষ, নালীঘা। আর্বীমূলক। বি। ২। বাঁক; ভার। প্রাদে। বি।

কাওয়া—একপ্রকার শুষ্ক ফল। আর্বী। বি।

কাওয়াজ—সেনাদিগের শিক্ষা। আর্বী 'কবায়দ্'-শব্দজ। বি।

কাওয়ালী—আটমাত্রার তালবিশেষ। আর্বী 'কৌবালী'-শব্দজ। বি। [বি।

কাওরা—জাতি-বিশেষ। 'কিরাত'-শব্দজ।

কাংস, কাংস্য—১। পানপাত্র; বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, কাঁসী। কংসীয় বা কংস+অণ্ ষ্যঞ্ বিকারার্থে (ঈয় প্রত্যয়ের লোপ)। ২। তাম্ররঙ্গমিশ্রিত ধাতুবিশেষ, কাঁসা। কংস+অণ্, ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

কাংসীয়—কাংস্য, কাঁসা। কংসীয়+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

কাংস্য—'কাংস' দ্রঃ।

কাংস্যকার—কাংস্যবণিক্, কাঁসারী। উপতৎ; কাংস্য—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, -কারী।

কাঁই—কাই (তাহা দ্রঃ)।

কাঁইবীচি—তেঁতুলবীচি। কাঁই-উৎপাদক বীচি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কাঁইমাই—অস্পষ্ট ভাষা, দুর্ব্বোধ্য ভাষা; অনেকগুলি শিশুর মিশ্রিত ক্রন্দনধ্বনি। বাং প্র। অব্য।

কাঁওল, কাঁওলা—পাণ্ডুরোগ, নেবা (jaundice). [এই রোগ হইলে রোগী সমস্ত বস্তু হরিদ্রাবর্ণ দেখে।] 'কামলা'-শব্দজ। বি।

কাঁক—১। কঙ্কপক্ষী। 'কঙ্ক'-শব্দজ। ২। কক্ষদেশ, বগল। 'কক্ষ'-শব্দজ। বি।

কাঁকই—চিরুণী। 'কঙ্কতিকা'-শব্দজ। বি।

কাঁকড়া—কুলীর, কর্কট। 'কর্কট'-শব্দজ। বি।

কাঁকড়া-বিছা—কিয়ৎপরিমাণে কাঁকড়ার ন্যায় আকারবিশিষ্ট বিছা। কাঁকড়া-সদৃশ বিছা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি। [শব্দজ। বি।

কাঁকন, কাঁকনি—বলয়, করভূষণ। 'কঙ্কণ'-

কাঁকবিড়াল, -বিড়ালী—কুক্ষিব্রণ, বগলের ফোঁড়া। 'কক্ষবিড়ালিকা'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

কাঁকর—পাথরের দানা, কুরুই। 'কঙ্কর'-

কাঁকরোল—ফলবিশেষ (এই ফলের উপরিভাগে পনস ফলের ন্যায় কাঁটা আছে)। 'কর্কোটকী'-শব্দজ। বি।

কাঁকলাস—বহুরূপী; গিরগিটি। 'কৃকলাস'-শব্দজ। বি। [বি।

কাঁকাল—কটি, কোমর। 'কঙ্কাল'-শব্দজ।

কাঁকুড়—অপক্ব ফুটি। 'কর্কোটিকা'-শব্দজ। বি। ['কক্ষ'-শব্দজ। বি।

কাঁখ—কক্ষ; কটি, কোমর, মধ্যভাগ, মাজা।

কাঁচ—বালি ও একপ্রকার ক্ষারের সমবায়ে উৎপাদিত স্বচ্ছ বস্তুবিশেষ; পরকলা; নিকৃষ্ট-মণি। 'কাচ'-শব্দজ। বি।

কাঁচকড়া—তিমির দন্তস্থানের একপ্রকার কোমল অস্থিবৎ দ্রব্য (প্রকৃতপক্ষে ইহা হাড় নহে)। হিন্দীমূলক। বি।

কাঁচকলা, কাঁচাকলা—অপক্ব কদলী [ইহা অপক্ব বা কাঁচা অবস্থায় তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে]। কর্ম্মধা। বি। **আদায় কাঁচকলায়**—'আদা' শব্দ দ্রঃ। [কবিপ্র। বি।

কাঁচড়া—জলজ ঘাসবিশেষ, দাম। প্রাঃ

কাঁচপোকা—একপ্রকার উজ্জ্বল সবুজরংয়ের পোকা (ইহা দ্বারা টিপ পরা যায়)। বাং প্র। বি। [বি।

কাঁচর—কঞ্চুক, কাঁচুলি। প্রাঃ কবিপ্র।

কাঁচল, কাঁচলক, কাঁচলা, কাঁচলি, কাঁচুলি—স্ত্রীলোকের স্তনাচ্ছাদক বস্ত্র-বিশেষ। 'কঞ্চুলী' ও 'কঞ্চুলিকা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাঁচা—অপক্ব; অপরিণত; আপোড়া; মাটির তৈয়ারী; অশুষ্ক; প্রাথমিক; অস্থায়ী; পরিবর্তনশীল; বিবেচনা না করিয়া কৃত; অসাবধানে কৃত; ত্রুটিযুক্ত; বুদ্ধিহীন; তরল; গলিত; শিল্পদ্রব্যের উপাদানীভূত; অসম্পূর্ণ; অনভ্যস্ত; অরন্ধিত, যাহা রাঁধা হয় নাই এরূপ; অপটু; অনভিজ্ঞ; (রসায়ন) কোমল, নরম (soft). হিন্দীমূলক। বিণ। **কাঁচা কথা**—যে কথা ঠিক থাকে না তাহা, খেলো কথা; অসার বাক্য। **কাঁচা টাকা**—নগদ টাকা। **কাঁচা পাড়**—কাপড়ের যে পাড় সাবানে বা ধোপে উঠিয়া যায় তাহা; যে জলাশয়ের ধার বা পাড় বাঁধানো নয় তাহা। **কাঁচা বাড়ী**—মেটে বাড়ী, মাটির ও বাঁশের দেওয়াল এবং খড়ের বা খোলার চাল দেওয়া বাড়ী। **কাঁচা মাল**—যে সকল কৃষিজাত বা অন্য দ্রব্য কলের সাহায্যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় নাই তাহা (raw material). **কাঁচা রাস্তা**—মেটে রাস্তা, অ-বাঁধানো রাস্তা। **কাঁচা লেখা**—অনভ্যস্ত হাতের লেখা; লিখনরীতিবিহীন রচনা। **কাঁচা সর্দ্দি**—তরল অবস্থাপ্রাপ্ত সর্দ্দি। **কাঁচা হাত**—অনিপুণ হস্ত; শিক্ষানবীশের

হাত। **কাঁচা আলে পা না দেওয়া**—১। ইচ্ছা করিয়া কাহারও বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করা। ২। সিদ্ধপ্রায় কার্য্য পুনরায় অসিদ্ধ করা। **পাকা ঘুঁটি কাঁচান**—(ঘুঁটি-খেলায়) যে ঘুঁটি পাকিয়া ঘরে উঠিবার মত হইয়াছে তাহা মারিয়া পুনরায় কাঁচা করিয়া দেওয়া; কাহারও কোন মতলব সিদ্ধির মুখে নষ্ট করিয়া দেওয়া। [বি।

কাঁচা-গোল্লা—মিষ্টান্নবিশেষ। বাং প্র।

কাঁচাটে—কাঁচা ভাবের, যাহা সম্পূর্ণ পাকে নাই এরূপ। কাঁচা+টে (<টিয়া) সদৃশার্থে বা ঈষদর্থে। বিণ।

কাঁচা-মিঠা—না পাকিলেও যাহা খাইতে মিষ্ট এরূপ (আম প্রভৃতি)। কাঁচা অথচ মিঠা, কর্ম্মধা। বিণ।

কাঁচি, কাঁচী—১। কর্ত্তরিকা, ছেদনী, কাগজ ও কাপড়াদি কাটিবার দুফলা অস্ত্র। তুর্কী 'কয়ঞ্চী'-শব্দজ। বি। ২। অপক; অসম্পূর্ণ; কমওজনের (যেমন—কাঁচী সের অর্থাৎ প্রচলিত আশি সিক্কার ওজন অপেক্ষা কম ওজনের সের); মোটা সূতায় বোনা ('—কাপড়')। হিন্দীমূলক। বিণ। ৩। গুঞ্জা, কুঁচফল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাঁচুমাচু—১। সঙ্কোচপ্রকাশ। বি। ২। সঙ্কুচিত। বাং প্র। বিণ।

কাঁচুয়া—১। কাঁচুলি। প্রাঃ কবিপ্র। ২। কেঁচো। হিন্দীমূলক। বি।

কাঁচে—১। ক্রন্দন করে, কাঁদে। প্রাঃ কবিপ্র। ২। কাঁচা হইয়া যায়। বাং ক্রি।

কাঁচ্চা—ওজনের পরিমাণবিশেষ, সিকি ছটাক। বাং প্র। বি।

কাঁজি—পর্য্যুষিতান্নের অম্লজল, আমানি। 'কাঞ্জিক'-শব্দজ। বি।

কাঁটা—বৃক্ষের কণ্টক; মৎস্যের অস্থি-বিশেষ, মাছের হাড়; লৌহাদিনির্ম্মিত কণ্টক, ছোট পেরেক; খোঁপার কাঁটা; সাহেবদের ভোজনকালে ব্যবহৃত চিমটা-বিশেষ (fork); ঘড়ির কাঁটা; তুলাদণ্ড; শিহরণ; পীড়াকর দ্রব্য। 'কণ্টক'-শব্দজ। বি। **কাঁটা করা**—(দ্রব্যাদি) ওজন করা। **কাঁটা-চামচে ধরা**—সাহেবী খানা বা অভ্যাস আরম্ভ করা। **কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা বা বাহির করা**—শত্রুকে দিয়া শত্রু নাশ করা। **কাঁটায় কাঁটায়**—ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে; ঠিক মাত্রায়; ঠিক ওজনে। **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—গায়ের লোম খাড়া হওয়া। **পথের কাঁটা**—বিঘ্নস্বরূপ ব্যক্তি বা বস্তু। **পথে কাঁটা দেওয়া**—বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

কাঁটা কম্পাস—(জ্যামিতি) রেখা প্রভৃতি বিভক্ত করিবার কার্য্যে ব্যবহৃত কম্পাসের ন্যায় দুইটি কাঁটাযুক্ত যন্ত্র-বিশেষ (dividers)। কাঁটাযুক্ত কম্পাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কাঁটাকুড়—কণ্টকরাশি; কাঁটাবন; কাঁটায় ভরা স্থান। 'কণ্টককুণ্ড'-শব্দজ। বি।

কাঁটা-খোঁচা—কাঁটা এবং খোঁচা (ইহা কাঁটা অপেক্ষা ছোট); বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

কাঁটাচুয়া—শজারু। বাং প্র। বি।

কাঁটাতার—সূক্ষ্মাগ্র কণ্টকবিশিষ্ট লৌহাদি-নির্ম্মিত তার। কাঁটাযুক্ত তার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কাঁটা-নটিয়া, -নটে—কাঁটায় ভরা নটিয়া শাক। কাঁটাযুক্ত নটিয়া, নটে, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কাঁটাপ্রেক—কাঁটার ন্যায় সরু ছোট পেরেক। কাঁটা-সদৃশ প্রেক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কাঁটাবন—কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য, কাঁটাগাছে ভরা বন। কাঁটাপূর্ণ বন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কাঁটাল, কাঁঠাল—১। ফলবিশেষ, পনস। বি। ২। কণ্টকময়, কাঁটাওয়ালা। কাঁটা+আল আছে অর্থে; (২য় পক্ষে) বিকল্পে ট-স্থানে ঠ। বিণ। **কাঁটালের আমসত্ত**—অসম্ভব বিষয়; অপনাম।

কাঁঠী—জালস্থ লৌহবর্ত্তুল; শুকপক্ষীর গল-রেখা; সর্পের গলরেখা; কণ্ঠমালা, কণ্ঠী; কণ্ঠমালার এক একটি নর বা দানা। 'কণ্ঠী'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

কাঁড়—তীরবিশেষ; রাশি, স্তূপ। 'কাণ্ড'-

কাঁড়ন—নিস্তুষকরণ, পরিষ্কারকরণ, চাউল ছাঁটিয়া পরিষ্কার করা; তিরস্কারকরণ, ধমকান, শাসান। 'কণ্ডন'-শব্দজ। বি।

কাঁড়বাঁশ—তীরধনুক। প্রাদে। বি।

কাঁড়া—১। পরিষ্কৃত, নির্ম্মলীকৃত। কাঁড়্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। তুষশূন্য করা, পরিষ্কার করা। বাং ক্রি। ৩। পটহবিশেষ, এক-প্রকার ঢাক। বাং প্র। বি।

কাঁড়াদার—ঢকাবাদক, পটহবাদক। কাঁড়া+দার বাদকার্থে। বি।

কাঁড়াদাস—(বিদ্রূপার্থে) অতি স্থূলদেহ অলস ও উদ্বেগশূন্য ('—ব্যক্তি'); মূর্খ ও গোঁয়ার ('—বাবাজী')। বাং প্র। বিণ।

কাঁড়ান—তুষশূন্য করান, চাউল ছাঁটান। বাং ক্রি। [স্বার্থে। বি।

কাঁড়ি—রাশি; তালকাঠ। কাঁড়+ই

কাঁত, কাঁথ—ভিত্তি, প্রাচীর; দেওয়াল। 'কন্থা'-শব্দজ। বি।

কাঁতড়া, কাঁথড়া—ভগ্ন প্রাচীর, জীর্ণ দেওয়াল। বাং প্র। বি।

কাঁতি—১। কাঁথি, মাটির প্রাচীর বা দেওয়াল। প্রাদে। বি। ২। শোভা, সৌন্দর্য্য। 'কান্তি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাঁতিয়া—কান্তি, শোভা ("তড়িত-জড়িত কাঁতিয়া"—উদ্ধবদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাঁথড়াপুরী—পরিত্যক্ত ভগ্ন গৃহ, ভাঙ্গা দেওয়ালমাত্রে পর্য্যবসিত গৃহ। বাং প্র। বি।

কাঁথা—জীর্ণবস্ত্ররচিত আস্তরণ। 'কন্থা'-শব্দজ। বি।

কাঁথি—কাঁতি, মাটির প্রাচীর বা দেওয়াল; নদ্যাদির উচ্চতট। বাং প্র। বি।

কাঁদ-কাঁদ—ক্রন্দনোন্মুখ; বাষ্পভারাক্রান্ত। বাং প্র। বিণ। [বি।

কাঁদন—রোদন, বিলপন। 'ক্রন্দন'-শব্দজ।

কাঁদনি, কাঁদুনি—বিলাপবাক্য, শোক-গাথা। কাঁদ্+অনি, উনি ভাববা। বি।

কাঁদা—ক্রন্দন করা, রোদন করা। 'ক্রন্দ'-ধাতুজ। বাং ক্রি। **কাঁদা-ককান**—চোখের জল ফেলা ও কাকুতি-মিনতি করা।

কাঁদা, কাঁধা—কূল, তীর ('পুকুরের—')। 'স্কন্ধ'-শব্দজ। বি।

কাঁদাকাটি, -কাটী—ক্রন্দনের সহিত অনুরোধ উপরোধ। বাং প্র। বি।

কাঁদাকাঁদি—সকলে মিলিয়া ক্রন্দন। বাং প্র। বি।

কাঁদান—রোদন করান, ভয় প্রদর্শন বা পীড়নাদি দ্বারা ক্রন্দন করিতে বাধ্য করা। বাং ক্রি। [স্তবক। বাং প্র। বি।

কাঁদি, কাঁদী—(কদলী প্রভৃতির) গুচ্ছ বা

কাঁদুনি—'কাঁদনি' দ্রঃ।

কাঁদুনিয়া, কাঁদুনে—রোদনশীল, যে নিয়ত বা সহজেই কাঁদে এরূপ। কাঁদুন (<কাঁদন)+ইয়া, এ শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—কাঁদুনী।

কাঁধ—স্কন্ধ, ভারবহনের স্থান। 'স্কন্ধ'-শব্দজ। বি। **কাঁধ দেওয়া**—ভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া বা যোগ দেওয়া; কাঁধে তুলিয়া দেওয়া।

কাঁধাকাঁধি—পরস্পরের স্কন্ধ ধারণ করিয়া; পাশাপাশি হইয়া। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

কাঁধাড়ি—ঘরের পিছনভাগ; পাহাড়ের ধার। বাং প্র। বি। [বি।

কাঁধেলী—ঘোড়ার কাঁধের সাজ। বাং প্র।

কাঁপ—১। কাঁপন। 'কম্প'-শব্দজ। বি। ২। কাঁপে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [ক্রি।

কাঁপই—কাঁপে; কাঁপিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র।

কাঁপন, কাঁপনি, কাঁপুনি—কম্পন, থরথর করা, নড়ন। কাঁপ্+অন, অনি, উনি ভাববা। বি।

কাঁপয়ে—কাঁপে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কাঁপা—কম্পিত হওয়া, নড়া। 'কম্প্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

কাঁপান—কম্পিত করা। বাং ক্রি।

কাঁসর—কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাঁজ; রোগবিশেষ। হিন্দী (<কাংস্য)। বি।

কাঁসা—রাং-তামা-মিশ্রিত ধাতু। 'কাংস্য'-শব্দজ। বি।

কাঁসারি, -রী—কাংস্যবণিক, যাহারা কাঁসার জিনিস প্রস্তুত করে ও তাহার ব্যবসায় করে। কাঁসা+রি, রী বণিক্ বা শিল্পী অর্থে। বি।

কাঁসি, কাঁসী—উচ্চপ্রান্তবিশিষ্ট কাঁসার থালা; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঢাক প্রভৃতির সহিত বাজাইবার নিমিত্ত ছোট কাঁসার বাদ্যযন্ত্র। কাঁসা+ই, ঈ নির্ম্মিত অর্থে। বি।

কাঁসিদার, কাঁসীদার—কাঁসীবাদক। কাঁসি, কাঁসী+দার বাদকার্থে। বি।

কাঁহা—কোন্ স্থানে, কোথায়। হিন্দী। অব্য।

কাঁহাতক—কোন্ পর্য্যন্ত; কতদিন অবধি; কোন্ স্থান পর্য্যন্ত; কতদূর। হিন্দীমূলক। অব্য।

কাক—১। বায়স। কৈ (শব্দ করা)+ক কর্ত্তৃবা। **কাক কাঁকুড় জ্ঞান**—উচ্চারণ-সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে ভেদজ্ঞান: বস্তু সম্বন্ধে বিশেষরূপ জ্ঞান। **কাক-কোকিলে ভেদ**—ভালমন্দ ভেদজ্ঞান। **কাকের ছাঁ, বকের ছাঁ**—যেখানে কালি ফুটিয়াছে সেখানটা কাকের মত কাল, কিন্তু যেখানে কালি ফুটে নাই সেখানটা বকের মত সাদা রহিয়াছে—এইরূপ বুঝাইতে ব্যবহৃত উক্তি। (ছাঁ=ছাঁদ, অক্ষর)। ২। এক কড়ার চারি ভাগের এক ভাগ; দ্বীপবিশেষ; তিলকবিশেষ; বৃক্ষবিশেষ। ক (জল)—অক্ (গমন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। খঞ্জ। কু (কুৎসিত ভাবে)—অক্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৪। শিশি-বোতলের ছিপি। ইং 'cork'-শব্দজ। বি।

কাকচক্ষু—১। কাকের স্বচ্ছ কালো চোখ। কাকের চক্ষু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি। ২। কাকের চোখের ন্যায় স্বচ্ছ কালো ('—জল')। বাং প্র। বিণ।

কাকচ্ছদ, -চ্ছদি—খঞ্জনপক্ষী। কাকের ছদের, ছদির (পাখনার) ন্যায় ছদ, ছদি যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কাকজম্বু, -জম্বূ—ক্ষুদ্রজাম। কাকবর্ণ জম্বু, জম্বূ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কাকজ্যোৎস্না—রাত্রিশেষের ম্লান জ্যোৎস্না; যে জ্যোৎস্নায় কাক দিনের আলো ভাবিয়া জাগিয়া উঠে তাহা। বাং প্র। বি।

কাকতন্দ্রা, -নিদ্রা—কাকের মত নিদ্রা, অতি সতর্ক নিদ্রা। কাকের তন্দ্রা, নিদ্রা, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি; স্ত্রী।

কাকতালীয়—১। হঠাৎকৃত, অকস্মাৎকৃত; কাকের আগমন ও সঙ্গে সঙ্গে তালের পতনের ন্যায় সংঘটিত অথচ কার্য্যকারণ সম্বন্ধহীন। বিণ। ২। ন্যায়বিশেষ [একটি কাক আসিয়া তালগাছের উপরিস্থ একটি তালের উপর বসিবামাত্র তালটি পড়িয়া গেল। এরূপক্ষেত্রে কাকের আগমন ও তালের পতন—এ উভয়ের যেরূপ কার্য্যকারণভাব কল্পনা করা যায়, সেইরূপ বাস্তবিক কার্য্যকারণভাব না থাকিলেও সমকালীন বলিয়া অথবা তাদৃশ অন্য কোন কারণবশতঃ কার্য্যকারণভাব কল্পনা করা কাকতালীয় ন্যায়ের বিষয় হয়]। কাক ও তাল, দ্বন্দ্ব; কাকতাল+ঈয় তুল্যার্থে। বি; পুং।

কাকতিন্দুক—মাকড়াকেন্দু, মাকড় গাব, কাকতেঁদু, কুঁচিলিয়া। কাকবর্ণ বা কাকপ্রিয় তিন্দুক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাকতিমিনতি—অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুরোধ, অতি কাতরভাবে প্রার্থনা। কাকতি (<কাকুক্তি) ও মিনতি (<বিনতি), দ্বন্দ্ব। বি।

কাকধ্বজ—বাড়বানল, সমুদ্রস্থ অগ্নি। কাক (ঈষৎ জলবাষ্প) ধ্বজ (ধ্বজস্বরূপ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কাকনিদ্রা—'কাকতন্দ্রা' দ্রঃ।

কাকপক্ষ—মস্তকের দুই পার্শ্বে কেশরচনাবিশেষ, কাকের পক্ষের ন্যায় উভয় গণ্ডে লম্বমান সামান্য কেশগুচ্ছ ("কাঁপা'ব চামরবাতে 'কাকপক্ষ'-কেশে"—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়); কাণপাট্টা, জুলপি। কাকের পক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি; পুং।

কাকপদ—পতিত অক্ষর উপরিভাগে লিখিবার সময় যে স্থান হইতে তাহা পাঠ করিতে হয় তৎসূচনার্থ অর্পিত কাকপদাকার চিহ্ন ("^"); শিরঃস্থিত কাকপদাকার কেশ, টিকি; কাকের পা। কাকের পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কাকপুচ্ছ—১। কোকিল। কাকের পুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। কাকের পশ্চাদ্‌ভাগ বা লেজ। কাকের পুচ্ছ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

কাকপুষ্ট—কোকিল। কাক কর্ত্তৃক পুষ্ট, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

কাকফল—নিমগাছ। কাকপ্রিয় ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কাকবন্ধ্যা—একমাত্র সন্তান-প্রসবিনী, একগর্ভা। কাকসদৃশী বন্ধ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা (প্রবাদ আছে, কাকী জীবনে মাত্র একবার ডিম পাড়ে)। বি বা বিণ; স্ত্রী।

কাকবলি—কাকের ভোজনোদ্দেশে উৎসৃষ্ট অন্নাদি। কাকনিমিত্ত বলি, ৪র্থীতৎ। বি; পুং।

কাকভীরু—১। পেচক। বি; পুং। ২। কাক হইতে ভয়প্রাপ্ত। ৫মীতৎ। বিণ।

কাকভূষণ্ডী, -ভুশুণ্ডী—১। ভূষণ্ডী-নামক পুরাণ-প্রসিদ্ধ কাক (পূর্ব্বজন্মে এক ঋষি কাকরূপ গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া অমর হন)। বি; পুং। ২। ভূষণ্ডী কাকের মত দীর্ঘজীবী। বাং প্র। বিণ।

কাকমর্দ্দ(র্দ), -মর্দ্দ(র্দ)ক—মহাকাললতা, মাকাললতা। কাক—মৃদ্+ণিচ্+অচ্, ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কাকমাচিকা—কট্‌ফললতা, গুড়কামাই। কাকমাচী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাকমাচী—শাকবিশেষ, কট্‌ফললতা, গুড়কামাই। উপতৎ; কাক—মচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাকমাতা (-মাতৃ)—কাকমাচী; কাকজননী। কাকের মাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কাকযব—তণ্ডুলশূন্য ধান্য, আগড়া। কাকবৎ (নির্গুণ) যব অর্থাৎ ধান্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাকর—কাহার। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কাকরুহা—পরগাছা। কাক—রুহ্+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাকরোল—কাঁকরোল (তাহা দ্রঃ)।

কাকল—১। কণ্ঠমণি; টুঁটি। কু (কুৎসিত) কল যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। কা এই কল (রব) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কাকলক—কণ্ঠমণি; গ্রীবার উচ্চ দেশ। কাকল (১)+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কাকলাস—বড়জেঠী। 'কৃকলাস'-শব্দজ। বি।

কাকলি, কাকলী—১। মধুর অস্ফুট ধ্বনি, পক্ষী প্রভৃতির কলধ্বনি। কু (ঈষৎ) কলি, নিত্য; পক্ষে কাকলি+ঈপ্। ২। রত্নবিশেষ; যন্ত্রবিশেষ। কু কলি যাহার, বহুব্রী; পক্ষে কাকলি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাকলীদ্রাক্ষা—দ্রাক্ষাবিশেষ, কিস্‌মিস্। কাকলী-সদৃশী দ্রাক্ষা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কাকলীরব—১। কোকিল। কাকলী রব যাহার, বহুব্রী। ২। অস্ফুট মধুরধ্বনি। কাকলীই রব, কর্ম্মধা। বি; পুং। [পুং।

কাকশীর্ষ—বকফুলের গাছ। বহুব্রী। বি;

কাকা—১। খুল্লতাত, খুড়া, পিতার ছোট ভাই। ফার্সী (কিন্তু ফার্সীতে অর্থ বড় ভাই)। বি; পুং। স্ত্রী—কাকী। ২। কাকোলীবৃক্ষ; কাকজঙ্ঘাবৃক্ষ; কাকমাচীবৃক্ষ। কাক (কাল রং)+অচ্ বিশিষ্টার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাকাক্ষিগোলক-ন্যায়—ন্যায়বিশেষ [কাকের একমাত্র চক্ষু যেরূপ উভয় গোলকেই চক্ষুর কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ এক বিষয়ের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ থাকিলে কাকাক্ষিগোলক-ন্যায় হয়]। কাকের অক্ষিগোলক, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাকাণ্ড—১। কাকীর ডিম্ব। কাকীর অণ্ড,

ষষ্ঠীতৎ (পুংবদ্ভাব)। বি; ক্লীব। ২। মহানিম্ব; কাকতিন্দু। কাকাণ্ড (তৎসদৃশ ফল)+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কাকাতুয়া—একপ্রকার বড় ঝুঁটিযুক্ত পাখী। মালয়ী শব্দ। বি।

কাকারি—পেচক। কাক অরি যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কাকিণী, কাকিনী—পাঁচ গণ্ডা কড়ি, একবুড়ি; মানদণ্ড, কাঠা নল ইত্যাদি; কুঁচ, এককড়া। কক্+ঘঞ্ ভাববা= (চাঞ্চল্য); কাক—অণ্+ণিন্ কর্তৃবা+ ঈপ্ (নিপাতনে); কক্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

কাকী—১। বায়সী; লতাবিশেষ। কাক +ঈপ্। ২। খুল্লতাতপত্নী, খুড়ী; যে গায়িকার স্বর কাকবৎ কর্কশ। কাকা+ঈ (বাং)। বি; স্ত্রী।

কাকীমা—মাতৃসদৃশী খুল্লতাতপত্নী, মায়ের মত পূজনীয়া খুড়ী (সাধারণতঃ সম্বোধনেই ব্যবহৃত)। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

কাকু—১। ভয়শোকাদি দ্বারা বিকৃত কণ্ঠ-ধ্বনি; বক্রোক্তি; দৈন্যোক্তি; (সঙ্গীত) বিকৃত স্বর। কক্ (চঞ্চল হওয়া)+উণ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। ২। কাকা, খুড়া (কেবলমাত্র সম্বোধনে ব্যবহৃত)। বাং প্র। বি। ['কাকুক্তি'-শব্দজ। বি।

কাকুতি—কাতরোক্তি; কাতর অনুনয়।

কাকুতি-মিনতি— কাকতিমিনতি (তাহা দ্রঃ)।

কাকুৎস্থ, কাকুৎস্থ্য—শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ককুৎস্থবংশীয় রাজা। ককুৎস্থ+অণ্, ষ্যঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

কাকুদ—তালু। উপতৎ; কাকু—দা+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

কাকুবাদ—কাতরোক্তি, কাকুতি-মিনতি। কর্ম্মধা বা ৩য়াতৎ। বি।

কাকূক্তি—কাতরবাক্য; বক্রোক্তি। কাকু দ্বারা উক্তি, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

কাকূতি—কাতরোক্তি, খেদোক্তি। 'কাকূক্তি'-শব্দজ। বি।

কাকেক্ষু—শর, খাগড়া, কাশবিশেষ। কাক (কুৎসিত) ইক্ষু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাকোদর—সর্প ("পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে"—মাইকেল)। কাক (বক্র-গামী) উদর যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কাকোল—১। গরল; নরকবিশেষ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। দাঁড়কাক; শূকরবিশেষ; সর্পবিশেষ; কুলাল। কক্ (চঞ্চল হওয়া)+ ণিচ্+ওল কর্তৃবা। বি; পুং।

কাকোলী—বায়সী; অশ্বগন্ধা। কাকোল+ ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাকোলূকিকা—কাক ও পেচকের স্বাভাবিক শত্রুতা। কাক ও উলূক, দ্বন্দ্ব; কাকোলূক+কন্ সম্বন্ধার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ['কাক'-শব্দজ। বি।

কাগ—কাক, বায়স; কড়ার চতুর্থাংশ।

কাগজ—লিপিসাধন দ্রব্য, লিখিবার পত্র; সংবাদপত্র [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। আর্বী। (<চীনা কায়গদ্)। বি। বিণ—কাগজী।

কাগজ-পত্র—কাগজ প্রভৃতি, কাগজ ও অন্যান্য লিখনসাধ্য পদার্থ। বাং প্র। বি।

কাগজ-ভাণ্ডারী—কাগজ-গুদামের তত্ত্বাবধায়ক বা সরকার (paper store-keeper). ষষ্ঠীতৎ। বি।

কাগজাত—কাগজপত্র। বাং প্র। বি।

কাগজী—১। একপ্রকার সুগন্ধি লেবু; কাগজ-বিক্রেতা, কাগজ-ব্যবসায়ী। বাং প্র। বি। ২। কাগজতুল্য; কাগজে লিখিত। কাগজ+ঈ সদৃশার্থে, লিখিত অর্থে। বিণ।

কাগজী মুদ্রা—যে সরকারী মুদ্রা কাগজে প্রচলিত তাহা (paper money).

কাগতি—কাগজ-ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাগমালা, কাগমলা—রান্নাঘরের বাসন তুলিয়া রাখিবার বাঁশের আধার। প্রাদে। বি।

কাগাবগা—কাক ও বকসকল; যা'-তা'; হিজিবিজি লেখা; বিশৃঙ্খলভাবে কার্য্য-সম্পাদন। বাং প্র। বি।

কাগার—অতিদরিদ্র, কাঙ্গাল। হিন্দীমূলক। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

কাঙর, কাঙরী, কাঙল—১। কামলা-রোগ, পাণ্ডুরোগ। 'কামল'-শব্দজ। ২। কামরূপ-প্রদেশ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাঙলা, কাঙ্গা(ঙগা)লা—অতিদরিদ্র, ভিখারী। বাং প্র। বিণ।

কাঙাল, কাঙালী—যাচক, ভিক্ষুক; দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত; অনশনক্লিষ্ট। বাং প্র। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, –লিনী।

কাঙালিনী—ভিখারিণী, নিঃস্বা, দরিদ্রা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

কাঙ্ক্ষ(ঙক্ষ)ণীয়—অভিলষণীয়, আকাঙ্ক্ষণীয়। কাঙ্ক্ষ্ (অভিলাষ করা)+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

কাঙ্ক্ষা(ঙক্ষা)—অভিলাষ, স্পৃহা। কাঙ্ক্ষ্ (বাঞ্ছা করা)+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—কাঙ্ক্ষিত, কাঙ্ক্ষ্য, কাঙ্ক্ষণীয়, কাঙ্ক্ষিতব্য।

কাঙ্ক্ষি(ঙক্ষি)ত—১। অভিলাষ। কাঙ্ক্ষ্ +ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অভিলষিত। কাঙ্ক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—কাঙ্ক্ষা।

কাঙ্গা(ঙগা)—বচা। কু (কুৎসিত) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাঙ্গা(ঙগা)ল, কাঙ্গা(ঙগা)লী— কাঙাল (তাহা দ্রঃ)।

কাঙ্গা(ঙগা)লখানা, কাঙালখানা— অনাথালয়; গরীবখানা। কাঙ্গালের থানা (স্থান), ষষ্ঠীতৎ। বি।

কাঙ্গা(ঙগা)লীপনা, কাঙালীপনা— দীনভাব, দীনতা। বাং প্র। বি।

কাচ—১। (রসায়ন) সংঘাতক কঠিন দ্রব্য-বিশেষ (glass), কাঁচ বালি ও ক্ষারের সংযোগে উৎপন্ন বস্তুবিশেষ; কাচমণি; শিকে; নেত্ররোগবিশেষ; মোম; কৃষ্ণবর্ণ লবণ। কচ্ (বন্ধন করা বা দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ করণবা; অথবা, কচ্ +ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। কাল্পনিক বেশ; ছল; লাঙ্গোট; পরিচ্ছদ; হাস্য-পরিহাস; ঢং; বাতিক; বাঁধন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাচকড়া—কাছিমের খোলা; তিমির এক-প্রকার হাড়; শিঙের মত জিনিসবিশেষ। হিন্দীমূলক। বি। [ষষ্ঠীতৎ। বি।

কাচকুপী—বোতল, শিশি। কাচের কুপী,

কাচন—১। যাহা দ্বারা পত্রাদি আঁটা যায় তাহা, পত্রবন্ধনদ্রব্য, গালা প্রভৃতি। কচ্ (বন্ধন করা)+ণিচ্ স্বার্থে+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ২। ধৌতকরণ, ক্ষালন; কপট-বেশধারণ। বাং প্র। বি।

কাচনক—পত্রবন্ধন-দ্রব্য। কাচন+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

কাচনকী (-কিন্)—লিপি, পত্র। কাচ-নক+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কাচনি—পুস্তিকাবন্ধনরজ্জু, পুঁথি-বাঁধা দড়ি; সজ্জা, সাজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাচন্তি—শোভা পায়, শোভিত হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কাচমণি—স্ফটিক, কাঁচ। কাচনামক মণি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাচমল—ক্ষারমৃত্তিকাযুক্ত লবণ। কাচের মল, ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কাচলবণ—লবণবিশেষ, কালালুণ, সৈন্ধব-লবণ। কাচ (ক্ষারমৃত্তিকা)-জাত লবণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কাচসম্ভব—কাচলবণ। কাচ হইতে সম্ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কাচস্থালী—১। পারুলগাছ। কাচের (অর্থাৎ তৎসদৃশ) স্থালী, ষষ্ঠীতৎ। ২। কাচপাত্র। কাচনির্ম্মিতা স্থালী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কাচা—১। মাতাপিতার মৃত্যুতে উত্তরীয়রূপে ধৃত নূতন বস্ত্রখণ্ডবিশেষ; ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড; থান; ছেঁড়া কাপড়। বাং প্র। বি। ২। ধৌত, পরিষ্কৃত; বিশুদ্ধ। কাচ্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। প্রক্ষালিত করা; পরিষ্কার করা; ছলনা করা। বাং ক্রি। ৪। দীপ্ত হওয়া, শোভা পাওয়া; পরিধান করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কাচাক্ষ—১। কাচের ন্যায় চক্ষুর্বিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী। ২। বক। কাচের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত ষচ্)। বি; পুং।

কাচিত—শিকায় তোলা। কাচে (শিকায়) চিত (ধৃত), ৭মীতৎ (নিপা)। বিণ।

কাচীয়—(রসায়ন) কাচময় বা কাচসদৃশ (vitreous). কাচ+ঈয়। বিণ।

কাচ্চা—ক্ষুদ্র শিশু, ছোট ছেলে। হিন্দীমূলক। বি।

কাচ্চাবাচ্চা—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, শিশুসন্তানসমূহ। কাচ্চা ও বাচ্চা, দ্বন্দ্ব। বি।

কাছ—১। নিকট, সমীপ। বিণ। ২। কুল; নিকটবর্ত্তী স্থান। 'কক্ষ'-শব্দজ। বি।

কাছ-ছাড়া—দূরবর্ত্তী, সমীপ হইতে গত। কাছ ছাড়িয়াছে যে, উপতৎ। বিণ।

কাছট, কাছটি, কাছুটী—কাছা, মল্ল-কচ্ছ বা মালকোছা। বাং প্র। বি।

কাছটিয়া—কাছার দিকে বাঁধিয়া; মাল-কোঁচা মারিয়া ("ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছটিয়া"—কৃত্তিবাস)। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

কাছা—১। পুরুষের পরিহিত বস্ত্রের শেষ-ভাগ। 'কচ্ছ'-শব্দজ। বি। ২। যোগ করা, জুড়িয়া দেওয়া, বাঁধা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কাছাকাছি—পরস্পর-সংলগ্ন, পাশাপাশি, লাগোয়া; নিকটবর্ত্তী; প্রায় সমান; আনুমানিক, প্রায় (approximate). বাং প্র। বিণ।

কাছা-ছাড়া, -ঢিলা—(গ্রাম্য) শিথিল; অসাবধান। কাছা ছাড়া (ঢিলা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কাছাড়—নদ্যাদির উচ্চ তীরভূমি; পড়িয়া যাওয়া, আছাড় খাওয়া। 'কচ্ছ'-শব্দজ। বি।

কাছাধরা—(গ্রাম্য) নির্ভরশীল; চাটুকার। কাছা ধরে যে, উপপদতৎ। বিণ।

কাছান—কাছে যাওয়া, ঘনান; প্রায় সমান হওয়া। বাং ক্রি।

কাছারি, কাছারী—১। বিচারালয়, আদালত। হিন্দীমূলক। ২। কার্য্যালয়, আফিস; জমিদারের বা তাঁহার প্রতিনিধির কার্য্যালয়। 'কৃত্যগৃহ'-শব্দজ। বি। **কাছারি করা**—নির্দ্দিষ্ট কাজকর্ম্ম করিবার জন্য নিয়মিতভাবে আদালতে উপস্থিত হওয়া। **কাছারি বসা**—বিচারের কাজকর্ম্ম সুরু হওয়া; অনেক লোক একত্র হইয়া জটলা করা।

কাছি, কাছী—অতি স্থূল রজ্জু, মোটা দড়ি। 'কক্ষা'-শব্দজ। বি।

কাছিম, কাছীম—কমঠ, কূর্ম্ম। 'কচ্ছপ'-শব্দজ। বি।

কাছুটী—'কাছট' দ্রঃ।

কাছে—১। নিকটে, সমীপে। 'কক্ষ'-শব্দজ। বি। ২। বন্ধন করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কাজ—ক্রিয়া; কর্ম্ম; প্রয়োজন; কলা-কৌশল; জীবিকা; ঔচিত্য; নির্ম্মাণপদ্ধতি। সংস্কৃত 'কার্য্য' (প্রাকৃত 'কজ্জ') হইতে জাত। বি। **কাজ আছে**—প্রয়োজন আছে; মতলব আছে। **কাজ আদায় করা**—অন্যের নিকট হইতে কার্য্য সংগ্রহ করা; নিযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করিয়া তাহাকে বেশী করিয়া খাটাইয়া লওয়া। **কাজ করান**—লোক খাটান; কাজে লাগান। **কাজ কি**—প্রয়োজন নাই, বৃথা। **কাজ চলা**—অবাধে কার্য্য চলিতে থাকা; প্রয়োজন মিটা। **কাজ-চলা**—মোটামুটি প্রয়োজন সাধনের উপযোগী। **কাজ দেওয়া**—উপকার হওয়া, প্রয়োজনসিদ্ধি হওয়া। **কাজ দেখা**—কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা; ফল দেওয়া। **কাজ দেখান**—কাজ করিয়া নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করা। **কাজও নাই, কামাইও নাই**—নির্দ্দিষ্ট কোন কাজ নাই—অথচ এলোমেলো অনেক কাজই আছে। **কাজ বাড়ান**—করা কাজ পণ্ড বা নষ্ট করিয়া রাখা। **কাজ সাবাড় করা**—কার্য্য সমাপ্ত করা; হত্যা করা। **কাজ বাগানো, হাসিল করা**—উদ্দেশ্যসাধনে সফলকাম হওয়া। **কাজ লওয়া**—কাজ আদায় করা। **কাজে আসা, দেখা, লাগা**—প্রয়োজনে আসা। **কাজের কাজী, লোক**—কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ; কার্য্যে সুনিপুণ। **কাজের বাহির**—অকর্ম্মণ্য, অকেজো। **কাজের মত**—প্রয়োজনীয়; উপযুক্ত।

কাজকর্ম্ম -কর্ম—সাংসারিক অনুষ্ঠান; বিষয়কর্ম্ম; চাকরী ব্যবসায়াদি কাজ। কাজ ও কর্ম্ম, দ্বন্দ্ব (দুইটিই সমার্থক শব্দ)। বি। [কবিপ্র। বি।

কাজর—অঞ্জন। 'কজ্জল'-শব্দজ। প্রাঃ

কাজরী—বর্ষাকালে গাহিবার গানবিশেষ। বাং প্র। বি।

কাজল—অঞ্জন, চক্ষুর লেপন-দ্রব্য। 'কজ্জল'-শব্দজ। বি। **কাজল কাটা**—চোখে কাজল পরা। **কাজল পাড়ান**—প্রদীপের শিখায় কাজল তৈয়ার করা।

কাজলকাল—কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। কাজলের মত কাল, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

কাজলা—তণ্ডুলবিশেষ; একপ্রকার ইক্ষু; কীলক, গোঁজ; গুরুভার উপরদিকে তুলিবার নিমিত্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

কাজি, কাজী—মুসলমান বিচারক বা ব্যবস্থাপক। আর্বী। বি। **কাজির বিচার**—গোঁজামিল দিয়া বিচার।

কাজিয়া—বিবাদ, ঝগড়া। আর্বী 'কজিয়া'-শব্দজ। বি।

কাজিয়াৎ—কাজির কার্য্য। আর্বী। বি।

কাজেই, কাজেকাজেই—অতএব, সুতরাং, এইজন্য। বাং প্র। অব্য।

কাঞ্চন—১। স্বর্ণ; কাঞ্চনপুষ্প; চম্পকপুষ্প; ধন; হরিতাল; ধান্যবিশেষ; পদ্মকেশর। কান্চ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন কর্ত্তৃবা। ২। দীপ্তি। কান্চ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। কাঞ্চনপুষ্পের বৃক্ষ; চম্পক বৃক্ষ; নাগকেশর বৃক্ষ। বি; পুং। ৪। স্বর্ণময়। কাঞ্চন+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নী।

কাঞ্চনক—১। কোবিদার বৃক্ষ; পক্ষি-বিশেষ। বি; পুং। ২। হরিতাল। উপতৎ; কাঞ্চন—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কাঞ্চনকদলী—চাঁপাকলা। কাঞ্চনবর্ণা কদলী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কাঞ্চনগিরি—সুমেরু-পর্ব্বত; দানের জন্য নির্ম্মিত স্বর্ণাচল বা সোনার ঢিপি। কাঞ্চন-জনক বা কাঞ্চন-নির্ম্মিত গিরি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাঞ্চনদ্যুতি—১। স্বর্ণের দীপ্তি। কাঞ্চনের দ্যুতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। স্বর্ণকান্তি-সম্পন্ন। কাঞ্চনের দ্যুতির ন্যায় দ্যুতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কাঞ্চনদ্রব—উত্তাপসহযোগে গলিত স্বর্ণ। কাঞ্চনের দ্রব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কাঞ্চনপ্রভ—স্বর্ণপ্রভার ন্যায় প্রভাযুক্ত, সোনার মত উজ্জ্বল। কাঞ্চনের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কাঞ্চনমূল্য—মোহরের দাম, অত্যধিক মূল্য। কাঞ্চনের বা কাঞ্চনোচিত মূল্য, ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাঞ্চনাক্ষ—১। দৈত্যবিশেষ। বি; পুং। ২। স্বর্ণবর্ণ-নেত্রবিশিষ্ট। কাঞ্চনবর্ণ অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

কাঞ্চনার—কোবিদার বৃক্ষ; কাঞ্চনবৃক্ষ। উপতৎ; কাঞ্চন—ঋ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কাঞ্চনাল—কোবিদার বৃক্ষ। উপতৎ; কাঞ্চন—অল্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কাঞ্চনী—১। হরিদ্রা; স্বর্ণক্ষীরী বৃক্ষ; গোরোচনা। কাঞ্চন+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। স্বর্ণনির্ম্মিতা। কাঞ্চন+অণ্ বিকারার্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কাঞ্চনীয়া—গোরোচনা, হরিতাল। কাঞ্চন +ঈয় হিতার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাঞ্চি, কাঞ্চী—১। একনর চন্দ্রহার, গোট (একনর হইলে তাহার নাম কাঞ্চী, আটনর হইলে মেখলা এবং ষোলনর হইলে রশনা নামে অভিহিত হয়)। কান্চ্+ই করণবা, পক্ষে ঈপ্। ২। গুঞ্জা, কুঁচ।

কান্চ্+ই কর্তৃবা, পক্ষে ঈপ্। ৩। পুরী-বিশেষ [ইহার আধুনিক নাম কঞ্জিভেরাম্ বা কাঞ্চীপুরম্]। বি; স্ত্রী।

কাঞ্চীপদ—নিতম্ব, পাছা। কাঞ্চীর (চন্দ্রহারের) পদ (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কাঞ্জি—কাঁজি, আমানি। 'কাঞ্জিক'-শব্দজ। বি।

কাঞ্জিক—কাঁজি, আমানি। কু (কুৎসিত) অঞ্জিকা (প্রকাশ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কাঞ্জিকা—১। জীবন্তী লতা; পলাশী লতা। বি; স্ত্রী। ২। কাঁজি, আমানি। কু (কুৎসিতা বা ঈষৎ) অঞ্জিকা (প্রকাশ) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাঞ্জী—মহাদ্রোণী বৃক্ষ; কাঞ্জিক। কু—অন্জ্+ই কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাট—১। ছেদন; মুখাদির গঠনভঙ্গী; ছাঁটিবার ধরণ; গঠনপ্রকার; খাতস্থানের আয়তন বা গভীরতা। ইং 'cut'-শব্দজ। ২। তেলের গাদ, কাইট। 'কিট্ট'-শব্দজ। ৩। কাঠ। 'কাষ্ঠ'-শব্দজ। ৪। কাটে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কাটকবুল—কাটিয়া ফেলিলেও যে নিজের কথা বা কাজের জন্য অপরাধ স্বীকার করে না। বাং প্র। বিণ।

কাট্‌কাট্—১। লাবণ্যশূন্য ('—গড়ন')। বিণ। ২। কর্কশ ব্যবহার। বাং প্র। বি।

কাটকুট—টুকরা টুকরা করিয়া কাটা, কুচান; একটু একটু কাটা। বাং প্র। বি।

কাটকুয়া—কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, কাটুয়া বা কেটো। 'কাষ্ঠকূপ'-শব্দজ। বি।

কাটখোট্টা—রুক্ষ; নীরস; কোমলতা-শূন্য; লালিত্য-রহিত; বদমেজাজী, গোঁয়ার। বাং প্র। বিণ।

কাটখোলা—বালিশূন্য কড়া, বালিহীন ভাজনাখোলা। বাং প্র। বি।

কাট-গোঁয়ার—অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাব; বর্ব্বর। বাং প্র। বিণ।

কাটছাঁট—কোন বস্তু প্রস্তুত করিবার পর পরিত্যক্ত অংশ; গঠনভঙ্গী, আকারপ্রকার। দ্বন্দ্ব। বি।

কাটতি—বিক্রয়ের পরিমাণ বা আধিক্য; চাহিদা। কাট্+তি ভাববা। বি। **কাটতির মুখে লাভ**—যত বিক্রয় তত লাভ।

কাটন—ছেদন, হনন; বিদারণ; খনন। কাট্+অন ভাববা। বি।

কাটনা—সূতা প্রভৃতি কাটিবার জিনিস। কাট্+না কর্ম্মবা। বি। **কাটনার কড়ি**—সূতা কাটিয়া বিক্রয় করিয়া যে অর্থ লাভ করা যায় তাহা। **কাটনা কাটা**—চরকায় সূতা কাটা।

কাটনী—সূত্রনির্ম্মাণকারিণী। কাটন+ইয়া কর্ত্তা অর্থে+ঈ। বি; স্ত্রী।

কাটব—১। কটুতা; কার্কশ্য। কটু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। কাটিবে; দংশন করিবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কাটব্য—কটুতা, কার্কশ্য। কটু+ষ্যঞ্ ভাবে। 'কটু'-শব্দের সহচর শব্দ। বি; ক্লীব।

কাটরা, কাঠরা—কাষ্ঠপরিবৃত স্থান; কাঠের বেড়া দেওয়া জায়গা; কাঠের ঘর। বাং প্র। বি।

কাটলেট—বিশিষ্ট প্রণালীতে তৈরী ও ভর্জ্জিত মাছ বা মাংসখণ্ডবিশেষ। ইং cutlet. বি।

কাটা—১। কর্ত্তিত; দষ্ট; খাত; খনিত। কাট্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। কাটিয়া ফেলা; ছেদন করা; দংশন করা; খনন করা; যাপিত হওয়া; অঙ্কন করা; বিন্যস্ত করা; বিক্রীত হওয়া; খণ্ডন করা; দূরীভূত হওয়া। 'কৃৎ'-ধাতুজ। ক্রি। **আঁক কাটা**—রেখা টানা, দাগ করা। **আঁচড় কাটা**—দাগ দেওয়া, অনুভূতি জাগাইয়া দেওয়া। **কথা কাটা**—বিপরীত যুক্তিদ্বারা কথা খণ্ডন করা। **কথা কাটাকাটি**—তর্কবিতর্ক। **কাটা পড়া**—তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রে নিহত হওয়া। **খাপ্‌চি কাটা**—সঙ্কোচ করা, আসল কথা খুলিয়া না বলা। **খাল কাটা**—খাল তৈয়ার করা, শত্রুতার সুযোগ দেওয়া। **গলা কাটা**—বধ করা; অল্পমূল্যের দ্রব্য অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করা। **ঘর বা ছক কাটা**—চৌকা নক্সা তৈয়ারী করা। **ঘাস কাটা**—ঘেসেড়ার কাজ করা; লাভশূন্য কার্য্যে সময় নষ্ট করা। **ঘোর কাটা**—আবেশ দূর হওয়া। **চরকা কাটা**—চরকা ঘুরাইয়া তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করা। **চিম্‌টি কাটা**—দুই আঙুলে গায়ের চামড়া জোরে চাপিয়া ধরিয়া টানা। **চেক কাটা**—ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার জন্য চেকে স্বাক্ষর করা। **ছড়া কাটা**—ছড়া আবৃত্তি করা। **ছানা কাটা**—দুধ টকিয়া ছানা বাহির হওয়া। **জল কাটা**—জল বাহির হওয়া। **জাবর কাটা**—রোমন্থন করা। **টিকিট কাটা**—টিকিট কেনা; কোথাও যাত্রা করা। **টেরি কাটা**—বাঁকা সিঁথি করা। **তাল কাটা**—সঙ্গীতে তালভঙ্গ করা। **দরে কাটা**—অধিক মূল্যে বা অন্ততঃ প্রকৃত মূল্যে বিক্রয় হওয়া। **দিন কাটা**—দিন অতিবাহিত হওয়া। **দুধ কাটা**—জল বাহির হওয়ায় দুধ জমিয়া যাওয়া। **নক্‌সা কাটা**—ফুল পাতা প্রভৃতির রেখাপাত করা। **নাক (বা কান) কাটা**—গুরুতর দোষ, ত্রুটী বা কলঙ্ক উল্লেখপূর্ব্বক লজ্জিত করা। **ফাঁড়া কাটা**—সঙ্কট দূর হওয়া। **বই কাটা**—বাজারে বই বিক্রী হওয়া। **বনেদ কাটা**—গৃহের ভিত্তি স্থাপনের জন্য মাটি কাটা। **ভেংচি কাটা**—জিভ্ বা দাঁতের সাহায্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা। **মাথা কাটা যাওয়া**—লজ্জা ও অপমানে মস্তক অবনত হওয়া। **হাতে মাথা কাটা**—স্বয়ং গুরুতর দণ্ড দেওয়া। **পকেট (বা গাঁট) কাটা**—মালিকের অজ্ঞাতসারে তাহার পকেট (বা গাঁট) কাটিয়া অর্থাদি বাহির করিয়া লওয়া। **সাঁতার কাটা**—সাঁতরান।

কাটাই—১। কর্ত্তনসম্বন্ধীয়, কাটাইবার; খাত। বিণ। ২। কাটাইবার দাম। কাটা+আই সম্বন্ধার্থে। বি।

কাটাকাটা—স্পষ্ট; নির্ভীক ('—জবাব')। বাং প্র। বিণ।

কাটাকাটি—খুনোখুনি, অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে আঘাত। পরস্পরকে কাটা, ব্যতীহার বহুব্রী। বি। [বি।

কাটাকাপ—সঙ্; ঐন্দ্রজালিক। প্রাদে।

কাটাকুটা, -কুটি—বহুপ্রকার বস্তু বহুভাবে ছেদন; ব্রণাদিতে অস্ত্রপ্রয়োগ। বাং প্র। বি।

কাটা-ঘা—অস্ত্রাদি দ্বারা উন্মুক্তমুখ ক্ষত; শরীরের কোন বিদীর্ণ অংশ। কাটা ঘা, কর্ম্মধা। বি। **কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটা**—যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা; অপমানের উপর অপমান।

কাটাছেঁড়া—কর্ত্তিত এবং ছিন্ন; খণ্ডিত; যাহা সম্পূর্ণ নহে এরূপ। যাহা কাটা তাহাই ছেঁড়া, কর্ম্মধা। বিণ।

কাটান—১। অন্যের দ্বারা খনন করান; ছেদন করান; অতিবাহিত করা। বাং ক্রি। ২। যাপন, ক্ষেপণ; জলের পথ করিয়া দেওয়া, কর্ত্তন করান। কাটা+আন ভাববা। ৩। বশীকরণাদি মন্ত্রের প্রতিপ্রসব মন্ত্র; কীর্ত্তনে মূলপদের কোন অংশ হইতে অতিরিক্ত পদ ও সুরের অলঙ্কারপ্রয়োগ। কাটা+আন করণবা। বি। ৪। কর্ত্তিত; খনিত; যাপিত। কাটা+আন কর্ম্মবা। বিণ।

কাটানী—কর্ত্তনের মূল্য, কাটানের বেতন ('—খরচা')। কাটা+আনী করণবা। বি।

কাটা-পোশাক, -পোষাক—ইউরোপীয় বেশ, কোট প্যান্ট প্রভৃতি পরিচ্ছদ। কর্ম্মধা। বি। ['কর্ত্তরী'-শব্দজ। বি।

কাটারি, -রী—দাত্র, দা, কাতান।

কাটি, কাটী—১। ক্ষুদ্র কাষ্ঠশলাকা, ছোট এবং সরু কাঠ বা বাঁশের ফালি; পাঁচনবাড়ি। 'কাষ্ঠিকা'-শব্দজ। ২। দংশন। কাট্+ই, ঈ ভাববা। বি।

কাটি-ঘা—সর্পাঘাত, সর্পদংশনের ক্ষত। বাং প্র। বি।

কাটিম—'কাঠিম' দ্রঃ। [বাং প্র। বিণ।

কাট্য—উল্লঙ্ঘ্য, খণ্ডনীয়। কাট্+য কর্ম্মবা।

কাঠ—১। দারু, ইন্ধন। 'কাষ্ঠ'-শব্দজ। বি। **কাঠে কাঠে**—সমানে সমানে। ২। কাঠের মত নীরস বা গন্ধহীন, কাঠের মত অচল; তীব্র; বিস্ময়-বিমূঢ় ("নারায়ণী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন"—শরৎ চন্দ্র)। বিণ। ৩। তৈলাদির কাইট। 'কিট্ট'-শব্দজ। বি।

কাঠ-খড়—মাল-মশলা; উপাদান। কাঠ ও খড়, দ্বন্দ্ব। বি। **কাঠ-খড় পোড়ান**—অনেক উদ্যোগ আয়োজন করা।

কাঠখোলা—কাটখোলা (তাহা দ্রঃ)।

কাঠগড়া—বেড়া; ঘেরা জায়গা; বিচারালয়ে আসামী বা সাক্ষীর দাঁড়াইবার স্থান। হিন্দীমূলক। বি। [গোলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কাঠগোলা—কাঠের আড়ত। কাঠের

কাঠগোলাপ—গন্ধহীন গোলাপ ফুল। কাঠ (২) গোলাপ, কর্ম্মধা। বি।

কাঠঠোকরা—পক্ষিবিশেষ [এই পক্ষী চঞ্চু দ্বারা গাছে ঠোকর মারে] (woodpecker). কাঠে ঠোকরায় যে, উপতৎ। বি।

কাঠনেকার—শুষ্ক বমন, উকি। কাঠ (২) নেকার, কর্ম্মধা। বি।

কাঠপিঁপড়া—কাঠবিহারী রক্তাভ পিপীলিকাবিশেষ। কাঠের পিঁপড়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কাঠফাটা—অত্যন্ত কড়া ('—রোদ')। কাঠ ফাটায় যে, উপতৎ। বিণ। [বি।

কাঠবমি—শুষ্কবমন। কাঠ (২) বমি, কর্ম্মধা।

কাঠবিড়াল—কাষ্ঠমার্জ্জার [ইহার পৃষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ ডোরা আছে]। কাঠ (কাষ্ঠ)-বিহারী বিড়াল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কাঠবিষ—তীব্র বিষ। কাঠ (৩) যে বিষ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কাঠমল্লিকা—বনমল্লিকা। বাং প্র। বি।

কাঠমুরতি—রুক্ষমূর্ত্তি; বিকট আকৃতি। 'কাষ্ঠমূর্ত্তি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাঠমোল্লা—অশিক্ষিত গোঁড়া মুসলমান মৌলবী বা ধর্ম্মযাজক। বাং প্র। বি।

কাঠরা—কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ; বেষ্টিত স্থান। 'কাষ্ঠাগার'-শব্দজ। বি।

কাঠরিয়া, কাঠুরিয়া—কাষ্ঠচ্ছেদক, কাঠকাটা, যে কাষ্ঠচ্ছেদনপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। কাঠ+ইয়া, উহার কর্ম্মার্থে (উচ্চারণে র-আগম)। বি।

কাঠা—৩২০ বর্গহস্তপরিমাণ ভূমি; ধান্যাদির পরিমাণপাত্র, রেক। 'কাষ্ঠা'-শব্দজ। বি।

কাঠাকালি—কাঠায় নির্ণীত ক্ষেত্রফল, দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কতিপয় কাঠাপরিমিত ভূমির ক্ষেত্রফল; ঐ ক্ষেত্রফল বাহির করিবার আর্য্যা বা নিয়ম। কাঠা-নির্ণীত কালি, মধ্যপ কর্ম্মধা; অথবা, কাঠার কালি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কাঠাকিয়া, কাঠাকে—শতাবধি কাঠা গণনা। কাঠা+কিয়া ('শতকিয়া'র অনুকরণে)। বি।

কাঠাম—বংশাদিরচিত আকৃতি, ঠাট; শরীরের গঠনভঙ্গী; আদর্শ। কাঠের কাম (<কর্ম্ম), ৬ষ্ঠীতৎ। বি। **এ কাঠামে**—এ শরীরে; এ জন্মে।

কাঠি—বংশাদিনির্ম্মিত শলাকা, কাঠ প্রভৃতির শাখা এবং সরু টুকরা। 'কাষ্ঠিকা'-শব্দজ। বি।

কাঠিন্য—কঠিনতা; নির্দ্দয়তা; যে গুণ থাকাতে এক বস্তু অন্য বস্তু দ্বারা সহসা অঙ্কিত হয় না সেই গুণ। কঠিন+ষ্যঞ্, ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—কঠিন।

কাঠিম, কাটিম—সূতা জড়াইয়া রাখিবার গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড। বাং প্র। বি।

কাঠুরিয়া—'কাঠরিয়া' দ্রঃ।

কাঠোয়াল—কাঁঠাল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাড়া—১। একপ্রকার বহির্ব্বারিক একমুখচর্ম্মাবৃত বাদ্যযন্ত্র। 'কটাহ'-শব্দজ। বি। ২। বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা, ছিনাইয়া লওয়া; আকর্ষণ করা; শব্দ করা; ব্যক্ত করা; বাহির করা; ব্যবহারে আনা। 'কাড়্'-ধাতুজ। ক্রি। ৩। লুণ্ঠিত; বলপূর্ব্বক গৃহীত; আকৃষ্ট। কাড়্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

কাড়াকাড়ি—পরস্পর ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টা; টানাটানি; ধ্বস্তাধ্বস্তি। পরস্পরের নিকট হইতে কাড়া, ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

কাড়ান—ধান্য বপনের উপযোগী প্রচুর বারিপাত; প্রথম বারিপাতকালীন চাষ। বাং প্র। বি।

কান—শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রুতি। 'কর্ণ'-শব্দজ ('কান' শব্দ দ্রঃ)। বি।

কানকাটা—১। যে কাণ কাটে। কাণ কাটে যে, উপতৎ। ২। যাহার কাণ কাটা হইয়াছে সে; (আলঙ্কারিক অর্থে) নির্লজ্জ, বেহায়া। কাণ কাটা হইয়াছে যাহার, বহুব্রী। বি বা বিণ।

কানকুয়া, কানকো—মাছের ফুক্কার উপরে যে হাড়খানি চাপা দেওয়া থাকে তাহা। কাণ +কুয়া, কো, সদৃশার্থে। বি। [বি।

কানকোটারি—কীটবিশেষ। বাং প্র।

কানখড়কিয়া, -খড়কে—শ্রবণে সতর্ক; কুমন্ত্রণাদাতা। বাং প্র। বি বা বিণ।

কানখুস্কী, কানখুস্কী—কর্ণমল বাহির করিবার যন্ত্র, কর্ণশোধনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কানপাটা—জুল্পী, কর্ণের নিকট লম্বিত কেশগুচ্ছ; কর্ণের পার্শ্বস্থ স্থান; কাণের নিম্নস্থ অংশ। 'কর্ণপট্ট'-শব্দজ। বি।

কানপাতলা—যে একের কথা অন্যের নিকট বলে; যে বিবেচনা না করিয়া সহজেই অন্যের কথা বিশ্বাস করে এমন। কাণ পাতলা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কাণপাতা—১। কর্ণালঙ্কারবিশেষ, একপ্রকার কাণের গহনা। 'কর্ণপত্র'-শব্দজ। বি। ২। কিছু শুনিবার জন্য সেই দিকে কাণ রাখা। বাং ক্রি।

কাণমলা—১। কাণের মলা, খৈল। 'কর্ণমল'-শব্দজ। ২। কর্ণমর্দ্দন, 'কাণ মলিয়া দেওয়া। কাণের মলা (মলিয়া দেওয়া), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কাণমাগুর—মাগুর মাছের ন্যায় একপ্রকার মাছ। কাণ (=বড় কাণকো)-যুক্ত মাগুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কাণমুতা—কর্ণমূল। 'কর্ণমূলা'-শব্দজ। বি।

কাণা—১। যাহার একটী চোখ নষ্ট এরূপ। 'কাণ'-শব্দজ। বিণ। স্ত্রী—কাণী। ২। অন্ধ। প্রাদে প্রয়োগ। ৩। পাত্রাদির ধার, কিনারা; প্রান্ত; উপরিভাগ। 'কাঁধা' (<কান্ধ <স্কন্ধ)-শব্দজ। বি।

কাণাকাণি—১। গোপনে পরামর্শকরণ, কর্ণে গুপ্ত কথা বলা। 'কর্ণাকর্ণি'-শব্দজ। বি। ২। প্রায় পরিপূর্ণ এরূপভাবে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

কাণাঘুষা—গোপনে আলোচনা, কাণে কাণে বলাবলি। কাণা (যাহা কাণে কাণে বলা হয়)+ঘুষা (যাহা ঘুষ্ ঘুষ্ করিয়া গোপনে বলা হয়)। বি।

কাণাচ, কাণাচি—গৃহের পশ্চাদ্ভাগ, ঘরের পিছনদিক্; ছাঁচতলা। তুর্কী 'কণাৎ'-শব্দজ। বি। ['কণাৎ'-শব্দজ। বি।

কাণাৎ—তাম্বু, তাঁবু, কাপড়ের ঘর। তুর্কী

কাণি—১। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া; পরদা। বাং প্র। ২। প্রান্ত; ধার; কাত। 'কর্ণ'-শব্দজ। বি।

কাণী—১। দৃষ্টিশূন্যা, একচক্ষুহীনা; অন্ধা। কাণা+ঈ। বিণ; স্ত্রী। ২। কাণি (তাহা দ্রঃ)। বি।

কাণ্ড—১। বৃন্ত; নাল; গাছের গুঁড়ি; গুচ্ছ; ঝাড়; বাণ; অবসর; থাকড়াবিশেষ; সমূহ; জল; অধ্যায়, গ্রন্থ-পরিচ্ছেদ; প্রশংসা; প্রস্তাব; প্রকরণ; নির্জ্জন স্থান; ব্যাপার, ঘটনা; অশ্ব; প্রস্তর; নাড়ীবৃন্দ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। নির্জ্জন; নীচ। কণ্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

কাণ্ডকার—১। সুপারিগাছ। বি; পুং। ২। শর-নির্ম্মাণকারী। উপতৎ; কাণ্ড—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারী। ৩। গুবাক, সুপারি। কাণ্ডকার+অণ্ উৎপন্নার্থে। বি; ক্লীব।

কাণ্ড-কারখানা—ভীষণ কাণ্ড, ভয়ানক ব্যাপার; বহু ঘটনা, ব্যাপার সমূহ। বাং প্র। বি।

কাণ্ডকীলক—লোধ্রবৃক্ষ, লোধ গাছ। কাণ্ডে কীলক (কীটসম্পর্কহেতু) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

কাণ্ডগ্রহ—কোন্ বিষয়ে কিরূপ করা বা বলা উচিত তাহার জ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান। কাণ্ডের গ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কাণ্ডচারী (-চারিন্)—বৃক্ষকাণ্ডে বিচরণকারী প্রাণী (যথা—কাঠ্‌ঠোক্‌রা, কাকাতুয়া, টিয়া ইত্যাদি)। উপতৎ ; কাণ্ড—চর্ +ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

কাণ্ডজ্ঞান—বিবেচনা ; স্থূলজ্ঞান, মোটামুটি জ্ঞান ; সাধারণ বুদ্ধি। কাণ্ডের জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কাণ্ডজ্ঞানরহিত, -শূন্য, -হীন—প্রকরণবোধরহিত ; সাধারণবিবেচনাহীন ; একেবারে নির্বোধ। কাণ্ডজ্ঞান দ্বারা রহিত, শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

কাণ্ডপট, -পটি—১। যবনিকা, পর্দা। কাণ্ডপ্রদর্শক পট, পটি, মধ্যপ কর্মধা। ২। তাম্বু, তাঁবু। কাণ্ডসদৃশ পট, পটি, মধ্যপ কর্মধা। বিণ।

কাণ্ডপৃষ্ঠ—১। শস্ত্রাজীব ; ব্যাধ। কাণ্ড পৃষ্ঠে যাহার, বহুব্রী। ২। বৈশ্যাপতি। বি ; পুং। ৩। কর্ণধনুঃ। কাণ্ডসদৃশ পৃষ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

কাণ্ডবান্ (-বৎ)—কাণ্ডীর, তীরন্দাজ। কাণ্ড (বাণ)+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

কাণ্ডবারিণী—দুর্গা। উপতৎ ; কাণ্ড—বৃ+ ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কাণ্ডর্ষি—বেদভাগের বিচারক ও বেদভাগবিশেষের মীমাংসক ঋষি (যথা—কর্মকাণ্ডের জৈমিনি, ব্রহ্মকাণ্ডের বেদব্যাস, ভক্তিকাণ্ডের শাণ্ডিল্য)। কাণ্ডবেত্তা ঋষি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কাণ্ডসন্ধি—পর্ব্ব, গ্রন্থি, গাঁইট। কাণ্ডের সন্ধি,

কাণ্ডাই—কাণকোটারি। প্রাদে। বি।

কাণ্ডাকাণ্ড—কার্য্যাকার্য্য ; হিতাহিত, ভালমন্দ। কাণ্ড ও অকাণ্ড, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান—হিতাহিতবোধ, কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান। কাণ্ডাকাণ্ডের জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কাণ্ডার—১। তাঁবু ; পর্দা। কবিপ্র। ২। মাঝি ; নৌকার হাল। 'কর্ণধার'-শব্দজ। বি।

কাণ্ডারি, কাণ্ডারী—কর্ণধার, নাবিক। 'কর্ণধারী'-শব্দজ। বি।

কাণ্ডীর—১। তীরন্দাজ ; নিন্দাজীবী। কাণ্ড+ঈর আছে অর্থে। বিণ। ২। আপাংগাছ ; কাণ্ডবেল লতা। বি ; ক্লীব।

কাণ্ব—১। কণ্বসম্বন্ধীয়। কণ্ব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—কাণ্বী। ২। কণ্ব-সন্তান। কণ্ব +অণ্ অপত্যার্থে। ৩। যজুর্ব্বেদীয় শাখাবিশেষ। কণ্ব+অণ্ অধীতার্থে। বি ; পুং। ৪। ভারতের প্রাচীন রাজবংশবিশেষ। বি।

কাত, কাৎ—১। একপেশে, হেলান। বিণ। ২। একপাশ ; মুস্কিল ; একপক্ষ ; হিসাব ; হার। 'কাষ্টা'-শব্দজ। বি। ৩। জন্য, দরুণ ; হারে। আর্বী। ৪। কোথায়, কোন্ স্থানে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

কাতর—ব্যাকুল, অভিভূত ; অধীর ; দুঃখিত ; ভীরু ; চঞ্চল ; বিবশ। কু—তৃ+অচ্ কর্তৃবা (কু-স্থানে কা)। বিণ। বি—কাতরতা।

কাতরকণ্ঠ—১। আর্ত্ত কণ্ঠস্বর। কাতর কণ্ঠ, কর্মধা। বি ; পুং। ২। ব্যাকুলস্বরসম্পন্ন। কাতর কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কণ্ঠা, —কণ্ঠী। ক্রি-বিণ—কাতরকণ্ঠে।

কাতরতা—কাতরভাব ; দুঃখাভিভূততা। কাতর+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—কাতর।

কাতরা, কাৎরা—বিন্দু, ফোঁটা ("ধুঁকে ম'ল আহা, তবু পানি এক কাতরা দেয়নি রে বাছাদের মুখে কম জাতরা"—কাজী নজরুল)। আর্বী। বি।

কাতরান—কাতরশব্দ প্রকাশ করা, গোঙান। 'কাতরা' (<কাতর)-নামধাতুজ। ক্রি।

কাতরানি—কাতরতাপ্রকাশক শব্দ, গোঙানি, গোঁ গোঁ শব্দ। কাতরা+নি, ভাববা। বি।

কাতরা—কাতারি (১) (তাহা দ্রঃ)। বি।

কাতরী—কর্মকার বা স্বর্ণকারের ছেদনাস্ত্র। 'কর্ত্তরী'-শব্দজ। বি।

কাতরোক্তি—ব্যাকুলতাসূচক বাক্য, করুণ বচন। কাতরা উক্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কাতর্য্য, কাতর্য—কাতরতা ; ভীরুতা। কাতর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লীব।

কাতল—কাতলা মাছ। বাং প্র। বি।

কাতলা—কাতলা মাছ। কাতল+আ তুচ্ছার্থে। বি।

কাতা—১। নারিকেল-ছোবড়ার দড়ী ; সূক্ষ্ম রজ্জু বা সূত্র ; নাপিতের ক্ষুর ইত্যাদি রাখিবার আধার। হিন্দীমূলক। বি। ২। কর্ত্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

কাতান—১। খাঁড়া, কাটারী। 'কর্ত্তন'-শব্দজ। বি। ২। কাত হওয়া, একপেশে হওয়া, হেলিয়া যাওয়া। বাং ক্রি।

কাতার—শ্রেণী, পংক্তি, সারি। আর্বী। বি।

কাতারি, কাতারী—১। ঘট, হাঁড়ি। প্রাদে। ২। জাঁতি ; স্বর্ণরৌপ্যাদির ছেদনাস্ত্র। 'কর্ত্তরী'-শব্দজ। বি।

কাতি—১। শঙ্খচ্ছেদনাস্ত্র, শাঁখের করাত। 'কর্ত্তরিকা'-শব্দজ। ২। কাতান, খাঁড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাতু-কুতু, কাতুর-কুতুর—কুতুকুতু, বগল শুড়শুড়ি। প্রাদে। বি।

কাত্যায়নিকা—কাত্যায়নী। কাত্যায়নী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কাত্যায়নী—দুর্গা ; অর্দ্ধবৃদ্ধা কাষায়বস্ত্রা বিধবা স্ত্রী ; ভৈরবী। কাত্যায়ন+অণ্ পূজিতার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কাত্যায়নীব্রত—কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ [হেমন্ত কালের প্রথম মাসে ব্রজের কামিনীগণ নন্দনন্দন কৃষ্ণকে স্বামী কামনা করিয়া, অরুণোদয়ে কালিন্দীর জলে স্নানপূর্ব্বক জলের সন্নিকটে বালুকাময়ী প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া, গন্ধমাল্যাদি ষোড়শোপচারে ভগবতী কাত্যায়নীর পূজারূপ ব্রত করিত। তাহার ফলে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। এইরূপে এই ব্রতের ফলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে]। কাত্যায়নী-তোষক ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লীব।

কাথিক—কথা-রচনাবিষয়ে পটু, বাগ্মী। কথা+ইক নিপুণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

কাদম্ব—১। কদম্ব-বৃক্ষ। কদম্ব+অণ্ স্বার্থে। ২। ইক্ষু ; কলহংস, বালিহাঁস ; বাণ। কদ্ +ণিচ্+অম্বচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং। ৩। কদম্বপুষ্প ; কদম্বসমূহ। কদম্ব+অণ্ ভবার্থে, সমূহার্থে। বি ; ক্লীব। ৪। কদম্বসম্বন্ধীয়। কদম্ব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ম্বী।

কাদম্বর—১। দধির সর। বি ; পুং। ২। ইক্ষুগুড় ; সুরা। কাদম্ব—রা+ক কর্তৃবা। ৩। গুড় হইতে উৎপন্ন মদ্য। কাদম্বর+অণ্ বিকারার্থে। বি ; ক্লীব। বিণ,—রীয়।

কাদম্বরী—১। সরস্বতী ; শারিকা ; কোকিলা। কাদম্বর+ঈপ্। ২। গুড় হইতে উৎপন্ন সুরাবিশেষ, মদিরা। কদম্বর (বলরাম)+অণ্ প্রিয়ার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কাদম্বা—কলহংসী ("কাদম্বা যেমতি মধুস্বরা" —মাইকেল) ; কদম্বপুষ্পী বৃক্ষ। কাদম্ব +আপ্। বি ; স্ত্রী।

কাদম্বিনী—মেঘমালা, মেঘশ্রেণী ("গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী"—মাইকেল)। কাদম্ব (বালিহাঁস)+ইন্ আছে অর্থে +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কাদা—পঙ্ক, পাঁক। 'কর্দ্দম'-শব্দজ। বি।

কাদা-খেঁউড়—নববধূর পুনর্ব্বিবাহের সময় স্ত্রীলোকদের জলকাদা লইয়া প্রমোদ। বাং প্র। বি।

কাদাখোঁচা—পক্ষিবিশেষ, খাদ্যান্বেষণের নিমিত্ত চঞ্চুদ্বারা কর্দ্দম-খননকারী পক্ষী। কাদা খোঁচায় যে, উপতৎ। বি।

কাদাচিৎক—অসার্বত্রিক, যাহা কখনও কখনও ঘটে এমন (occasional). কদাচিৎ +ক (ঠঞ্)। বিণ।

কাদাটিয়া, কাদাটে—কর্দ্দমমিশ্রিত ; ঘোলাটে। কাদা+টিয়া, টে ঈষৎ যুক্তার্থে। বিণ।

কান—১। শ্রবণেন্দ্রিয়; কানের গহনাবিশেষ। 'কর্ণ'-শব্দজ। বি। **কান খাড়া করা**—শুনিবার জন্য উন্মুখ হওয়া। (কথায়) **কান দেওয়া**—শুনা; মনোযোগ দিয়া শুনা; পরামর্শ প্রভৃতি গ্রহণ করা। **কান ধরা**—অপমান করা। **কান পাতা**—শোনা। **কান ভাঙ্গান, কান ভারী করা**—কাহারও বিরুদ্ধে খারাপ পরামর্শ দেওয়া; গোপনে কাহারও বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া। **কানে আসা, উঠা**—শ্রবণগোচর হওয়া। **কানে কানে**—গোপনে, চুপিচুপি। **কানে খাট**—যে কম শুনিতে পায় এরূপ। **কানে তালা লাগা**—তীক্ষ্ণ শব্দে কিছু সময়ের জন্য শ্রবণশক্তি লোপ পাওয়া। **কানে তুলা দেওয়া**—ইচ্ছা করিয়া না শুনা। **কানে তোলা**—শ্রবণ করান; অনভিপ্রেত ব্যক্তিকে শুনান। **কানে লাগা**—শুনিতে মধুর বা কঠোর বোধ হওয়া। ('কাণ' দ্রষ্টব্য)। ২। সঙ্গীত-ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ; গায়ক। 'কিন্নর'-শব্দজ। ৩। শ্রীকৃষ্ণ, কানাই। 'কৃষ্ণ' (প্রাকৃত কণ্হ)-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কানক—১। কনকনির্ম্মিত; সুবর্ণসম্বন্ধীয়। কনক+অণ্ বিকারার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। জয়পালের বিচি। বি; ক্লীব।

কানকুয়া, কানকো—কাণকুয়া (তাহা দ্রঃ)।

কানকোটারি—কাণ্ডাই, কেন্নো। বাং প্র। বি।

কানটী, কানুটী—কর্ণমর্দ্দন, কানমলা। হিন্দীমূলক। বি।

কানড়—১। চুলের একপ্রকার খোঁপা। প্রাদে। ২। বন। 'কানন'-শব্দজ। ৩। নীলোৎপল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কানড়া—সর্পকুণ্ডলাকৃতি খোঁপা; রাগিণী-বিশেষ। 'কর্ণাট'-শব্দজ। বি।

কানন—বন; উদ্যান। কন্ (দীপ্তি পাওয়া)+ণিচ্ স্বার্থে+অন কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

কাননকুন্তলা—অরণ্যকবরীকা, বনরাজিই যাহার কেশপাশস্বরূপ এরূপ ('—ভূমি')। কানন কুন্তল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কাননকুসুম—আরণ্যপুষ্প, বনজাত ফুল; (আলঙ্কারিক অর্থে) লোক-লোচনের অগোচর পরমাসুন্দরী রমণী। কাননের কুসুম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কাননারি—শমীবৃক্ষ। কাননের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কানফাটা—যাহাতে কানে তালা লাগে এমন, উচ্চরবযুক্ত ('—চীৎকার')। কান ফাটায় যাহা, উপতৎ। বিণ।

কানবালা—কানের গহনাবিশেষ। কানের বালা (বলয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কানা—১। কাণ, একচক্ষুহীন; অন্ধ; ছিদ্র-যুক্ত, ফুটো ('—বেগুন')। 'কাণ'-শব্দজ। বিণ। ২। কাণা (৩) (তাহা দ্রঃ)। বি। **কানাকড়ি**—সচ্ছিদ্র কপর্দ্দক; মূল্যহীন কড়ি। **কানামাছি**—শিশুদের একপ্রকার ক্রীড়া।

কানাই—শ্রীকৃষ্ণ। সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' (প্রাকৃত কণ্হ)-শব্দজ। বি।

কানাই-বলাই—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ('কানাই'য়ের অনুকরণে বলরাম হইতে 'বলাই' উৎপন্ন); অভিন্নহৃদয় ব্যক্তিদ্বয়। কানাই ও বলাই, দ্বন্দ্ব। বি।

কানাইয়া, কানায়ে—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি। ২। সুবৃহৎ রন্ধনপাত্র; বড় হাতা। প্রাদে। বি।

কানাকানি—কাণাকাণি (তাহা দ্রঃ)।

কানাঘুষা—কাণাঘুষা (তাহা দ্রঃ)।

কানাচ, কানাচি—কাণাচ (তাহা দ্রঃ)।

কানাট—একপাশ, কাত। প্রাদে। বি।

কানাড়া—রাগিণীবিশেষ; কর্ণাটদেশীয় কবরীবন্ধ, কানড় খোঁপা। 'কর্ণাট'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কানাৎ—কাণাৎ (তাহা দ্রঃ)।

কানায়ে—'কানাইয়া' দ্রঃ।

কানাসি—মাছের মাথার ফুল্কার আচ্ছাদন-স্বরূপ দুই পাশের দুইখানি বড় হাড়। বাং প্র। বি।

কানি—কাণি (তাহা দ্রঃ)।

কানী—কাণী (তাহা দ্রঃ)।

কানীন—১। অবিবাহিতা কন্যার গর্ভজাত। বিণ। স্ত্রী,—নী। ২। মৎস্যগন্ধাপুত্র ব্যাস; কুন্তীপুত্র কর্ণ। কন্যা+অণ্ অপত্যার্থে (কন্যা-স্থানে কনীন আদেশ)। বি; পুং।

কানু—কানাই, শ্রীকৃষ্ণ। কানাই+উ আদরার্থে। বি।

কানুটি, -টী—কর্ণমর্দ্দন, কাণমলা। হিন্দী-মূলক। বি।

কানুন—১। আইন; ব্যবস্থা; শৃঙ্খলা। আর্বী। ২। তন্ত্রী, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কাত্যায়নী বীণা'-শব্দের অপভ্রংশ। বি।

কানুনগো—যে সরকারী কর্ম্মচারী গ্রামের জমি ইত্যাদির হিসাব রাখে, রাজস্ব-কর্ম্মচারী। (আর্বী) কানুন+(ফার্সী) গোয়। বি।

কানেস্তারা, কানেস্ত্রা—টিননির্ম্মিত তৈলাদিপাত্র। ইং 'canister'-শব্দজ। বি।

কান্ত—১। প্রিয়; কমনীয়; মনোরম; শোভন (aesthetic). বিণ। স্ত্রী—কান্তা। ২। স্বামী; চন্দ্র; বসন্তকাল; হিজ্জলবৃক্ষ। কম্+ক্ত কর্ম্মবা। ৩। বাসুদেব। ক'র (ব্রহ্মার) অন্ত যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং। ৪। কুঙ্কুম; লৌহবিশেষ। কন্ত+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

কান্তকড়া—পেটা লোহার কড়া। কান্ত (৪) নির্ম্মিত কড়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কান্তপক্ষী (-পক্ষিন্)—ময়ূর। কান্ত (সুন্দর) পক্ষ, কর্ম্মধা=কান্তপক্ষ; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কান্তপাষাণ—অয়স্কান্ত, চুম্বক। কান্ত পাষাণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কান্তবিদ্যা—(দর্শন) সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যচারুকলা (aesthetics). কান্ত-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কান্তলৌহ—১। অয়স্কান্ত মণি, চুম্বক। কান্ত (প্রিয়) লৌহ যাহার, বহুব্রী। ২। উৎকৃষ্ট লৌহবিশেষ, ঢালাই বা পেটা লোহা; ইস্পাত। কান্ত লৌহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কান্তা—১। ভার্য্যা; সুন্দরী স্ত্রী; প্রিয়ঙ্গুলতা; নাগরমুথা। বি; স্ত্রী। ২। মনোহরা; শোভনা; কমনীয়া। কান্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কান্তায়স—১। চুম্বক, অয়স্কান্তমণি। কান্ত অয়ঃ (লৌহ) যাহার, বহুব্রী (অচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং। ২। লৌহসার, কান্তিলৌহ। কান্ত অয়ঃ, কর্ম্মধা (অচ্ সমাসান্ত)। বি; ক্লীব।

কান্তার—দুর্গমপথ; মহারণ্য, কানন; কোবিদারবৃক্ষ; উপদ্রব; পদ্মবিশেষ; ইক্ষু-বিশেষ, কাজলী আখ; গহ্বর। উপতৎ; কান্ত—ঋ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কান্তি—১। শোভা; লাবণ্য; ঔজ্জ্বল্য; সৌন্দর্য্য; কামনা, ইচ্ছা। কম্+ক্তি ভাববা। ২। কমনীয়া স্ত্রী; দুর্গা; চন্দ্রকলা; কাম-শক্তিবিশেষ। কম্+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী। বিণ—(১ম পক্ষে) কান্ত।

কান্তিক—কান্তিলৌহ, ইস্পাত। উপতৎ; কান্তি—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কান্তিদ—১। পিত্ত; ঘৃত। বি; ক্লীব। ২। শোভাদায়ক। উপতৎ; কান্তি—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

কান্তিবিদ্যা—সৌন্দর্য্যবোধজনক বিদ্যা (aesthetics). কান্তি-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কান্তিমতী—১। চন্দ্রকলা; অপ্সরা-বিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। লাবণ্যযুক্তা। কান্তি+মতুপ্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—কান্তিমান্।

কান্দ—১। কন্দজাত; কন্দসম্বন্ধীয়। কন্দ+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—কান্দী। ২। কাঁদ। কবিপ্র। ক্রি।

কান্দড়—সর্পবিশেষ, কানড়সাপ। বাং প্র। বি।

কান্দন—রোদন, ক্রন্দন। কবিপ্র। বি।

কান্দর্প—১। কন্দর্পপুত্র। কন্দর্প+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। কন্দর্পসম্বন্ধীয়। কন্দর্প+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—র্পী।

কান্দা—ক্রন্দন করা, কাঁদা। বাং ক্রি (প্রাদে)।

কান্দায়সি—কাঁদাইতেছে; কাঁদাইতেছ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কান্না—রোদন, ক্রন্দন। বাং প্র। বি।
কান্নাকাটি—অত্যধিক ক্রন্দন; অনুনয়-বিনয়। বাং প্র। বি। **কান্নাহাটি**—ক্রন্দনের রোল, হাহাকার।
কান্যকুব্জ—দেশবিশেষ, কনৌজ। কন্যা-কুব্জ+অণ্ স্বার্থে [বিবাহার্থী পবনদেবের অভিশাপে কন্যাগণ কুব্জ হইয়াছিল বলিয়া]। বি; পুং। [বি।
কাপ, কপ—বাটি, পেয়ালা। ইং cup.
কাপ—১। কৌতুককারী ("কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ"—ভারতচন্দ্র); ছদ্মবেশী। 'কপট'-শব্দজ। বি, বা বিণ। ২। ছদ্মবেশ, ভাণ; কৌতুকজনক বা বিস্ময়কর দ্রব্য; কোন পদার্থের কর্ত্তিত বা ভগ্ন অংশ; ভঙ্গকুলীন; বংশজ; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের শ্রেণী-বিশেষ। বাং প্র। ৩। বাটি, পেয়ালা। ইং cup. বি।
কাপটিক—১। ছাত্র; চাটুকার। বি; পুং। ২। শঠ। কপট+ইক ব্যবহারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।
কাপটিয়া, কাপটে—১। কপট। 'কপট'-শব্দজ। ২। কৃপণ। 'কৃপণ'-শব্দজ। বিণ।
কাপট্য—কপটতা, শঠতা। কপট+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
কাপড়—বস্ত্র, বসন। 'কর্পট'-শব্দজ। বি।
কাপড়-চোপড়—পোষাক-পরিচ্ছদ; বস্ত্রাদি। বাং প্র। বি।
কাপড়ি, কাপড়ী—তান্ত্রিক সাধকবিশেষ, কাপালিক; বৌদ্ধভিক্ষু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
কাপড়িয়া, কাপড়ে—বস্ত্রব্যবসায়ী, কাপড়-ব্যবসায়ী। কাপড়+ইয়া, এ জীবি-কার্থে, যুক্তার্থে। **কাপড়ে বাবু**—পরিচ্ছদে আড়ম্বর-প্রদর্শনকারী অথচ অল্পধন ব্যক্তি।
কাপথ—১। কুপথ, কুৎসিত রাস্তা। কু (কুৎসিত) পন্থা (পথিন্), নিত্য (সমাসান্ত অ)। ২। দানববিশেষ। কু (কুৎসিত) পন্থা যাহার, বহুব্রী (অ সমাসান্ত)। বি; পুং।
কাপালি, কাপালী—হিন্দুজাতিবিশেষ, কপালীজাতি। 'কাপালিক'-শব্দজ। বি।
কাপালিক—১। বামাচারী তান্ত্রিক [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। কপাল (মস্তকাস্থি) +ইক ব্যবহার করে অর্থে। ২। জাতি-বিশেষ, কপালি। বি; পুং। ৩। কপাল-সংক্রান্ত। কপাল+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।
কাপালিনী—১। বেশ্যা; নাপিতপত্নী। বি; স্ত্রী। ২। ব্রতার্থ ব্রহ্মকপালধারিণী। কাপালিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
কাপালী (-লিন্)—১। শিব। বি; পুং। ২। ব্রতার্থ ব্রহ্মকপালধারী। কপাল (কপাল +অণ্ স্বার্থে)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—লিনী।

কাপাস—তুলা। 'কার্পাস'-শব্দজ। বি।
কাপিল—১। কপিলপ্রণীত সাংখ্যশাস্ত্র। কপিল+অণ্ কৃতার্থে। ২। সাংখ্যমতাবলম্বী। কাপিল+অণ্ জানে অর্থে। ৩। পিঙ্গলবর্ণ। কপিল+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ৪। পিঙ্গল-বর্ণবিশিষ্ট। কাপিল+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।
কাপিশ—মাধবীলতাজাত মদ্য। কপিশা (মাধবীলতা)+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব।
কাপুড়িয়া, কাপুড়ে—কাপড়িয়া (তাহা দ্রঃ)।
কাপুরুষ—যাহার মান-অপমান-বোধ নাই এরূপ ব্যক্তি, যে অনায়াসে তিরস্কার বা অবমাননা সহ্য করিয়া থাকে এরূপ ব্যক্তি, ভীরুস্বভাব ব্যক্তি। কু (কুৎসিত) পুরুষ, নিত্য (কু-স্থানে কা)। বি; পুং। বিণ,—ষীয়। স্ত্রী,—ষিকা।
কাপুরুষতা, -ত্ব—সাহসহীনতা; ভীরুতা; অনায়াসে তিরস্কার বা অবমাননা সহ্য করিয়া থাকা। কাপুরুষ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।
কাপোত—১। কপোতসমূহ, পায়রার ঝাঁক। কপোত+অণ্ সমূহার্থে। ২। কপোতবৃত্তি, উঞ্ছবৃত্তি। কপোত+অণ্ যোগ্যার্থে। ৩। সৌবীরাঞ্জন; ক্ষারবিশেষ, সাজিমাটি। বি; ক্লীব। ৪। কর্ব্বুরবর্ণ; পারাবতসংক্রান্ত। কপোত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী।
কাপ্তেন—জাহাজের অধ্যক্ষ, পোতাধ্যক্ষ; সৈন্যাধ্যক্ষ; খেলার দলের সর্দ্দার; যাহার টাকায় ইয়ারবন্ধুগণ আমোদ-প্রমোদ করে। ইং 'captain'-শব্দজ। বি।
কাফন—শবাধার, শবদেহবহনপাত্র; শবাচ্ছাদন-বস্ত্র। আর্বী। বি।
কাফর, কাফির, কাফের—নাস্তিক, ধর্ম্মে অবিশ্বাসী; পৌত্তলিক; ইসলাম ধর্ম্মে অবিশ্বাসী [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। আর্বী। বি। **কাট্টা কাফের**—ঘোর ইসলাম বিদ্বেষী; অত্যন্ত নিষ্ঠুর।
কাফরি, কাফ্রি, কাফ্রী—আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী ও তাহাদের ভাষা। পোর্ত্তুগীজ 'cafre'-শব্দজ। বি।
কাফি—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। ইং 'coffee'-শব্দজ। ২। রাগিণীবিশেষ। আর্বী। বি।
কাফিলা—তীর্থযাত্রীর দল; উষ্ট্রারোহী পথিকের দল (caravan). আর্বী। বি।
কাফির, কাফের—'কাফর' দ্রঃ।
কাফেলা—কাফিলা (তাহা দ্রঃ)।
কাফ্রি, কাফ্রী—'কাফরি' দ্রঃ।
কাবচিক—কবচধারী বা বর্ম্মপরিহিত যোদ্ধা। কবচ+ইক ধারণার্থে। বি; পুং।

কাবলীওয়ালা—আফগানিস্তানের অধি-বাসী, কাবুলের লোক। কাবল (<কাবুল) +ওয়ালা নিবাসার্থে। বি।
কাবা—মুসলমানদের মক্কাস্থ তীর্থবিশেষ; উক্ত তীর্থের কৃষ্ণপ্রস্তরবিশেষ; চোগার মত জামাবিশেষ; কপটতা, ভাণ। আর্বী। বি।
কাবাব—আগুনের উপর ঝলসান শূলবিদ্ধ মাংস। আর্বী। বি।
কাবাবচিনি—গোলমরিচের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট একপ্রকার সুগন্ধ মসলা। (আর্বী) কাবাব+(হিন্দী) চিনি। বি।
কাবার—১। শৈবাল, শেওলা। উপতৎ; ক—আ—বৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। শেষ, সমাপ্তি; সমাপ্ত। পোর্ত্তুগীজ 'acabar'-শব্দজ। বি, বা বিণ।
কাবারী—১। ছত্র; টোকা। ক—আ—বৃ +অণ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। বাখারি; মৎস্য-বিক্রেতা জাতিবিশেষ। বাং প্র। বি। ৩। শেষে দেয়; শেষের। কাবার (২)+ঈ দেয়ার্থে। বিণ।
কাবিন—মুসলমানদের বিবাহের চুক্তিপত্র। আর্বী। বি।
কাবিল—১। উপযুক্ত, লায়েক; দাখিল। বিণ। ২। বিবাহের যৌতুক। আর্বী। বি।
কাবিলনামা—বিবাহে যৌতুকাদি দিবার চুক্তিপত্র। (আর্বী) কাবিল+(ফার্সী) নামা। বি।
কাবিলা—স্ত্রী, পত্নী। আর্বী। বি; স্ত্রী।
কাবু—বশীভূত, আয়ত্ত; রুগ্ণ; জব্দ; দুর্ব্বল। তুর্কী। বিণ।
কাবুলীওয়ালা—কাবলীওয়ালা (তাহা দ্রঃ)। [বিণ।
কাবেজ—বশীকৃত, আয়ত্ত। আর্বীমূলক।
কাবের—কুঙ্কুম, জাফরান। কব্ (রং করা)+এরক্ করণবা (অ-স্থানে আ)। বি; ক্লীব।
কাবেরী—১। দ্রাবিড়দেশপ্রবাহিতা নদী [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। কবের+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। ২। বেশ্যা। কু (কুৎসিত অর্থাৎ অপবিত্র) বের (শরীর) যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। ৩। হরিদ্রা। কু (কুৎসিত) বের যাহা হইতে, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
কাব্য—পদ্যে বা গদ্যে রচিত কবিপ্রণীত গ্রন্থ-বিশেষ; রসযুক্ত বাক্য; কবিতা [কাব্য দ্বিবিধ;—দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। যে কাব্যের রঙ্গভূমিতে অভিনয় হয়, তাহার নাম দৃশ্যকাব্য; আর যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, তাহার নাম শ্রব্যকাব্য। শ্রব্যকাব্য আবার ত্রিবিধ;—পদ্যময়, গদ্যময়, গদ্যপদ্যময়। এই কাব্যসকল আবার প্রকারভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য।

যে কাব্যে দেবতা, অসামান্যগুণ মহাপুরুষ বা একবংশজ বহু নৃপের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত থাকে, তাহাকে মহাকাব্য বলে; যথা—রঘুবংশ, বৃত্রসংহার ইত্যাদি। মহাকাব্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কাব্যকে খণ্ডকাব্য বলে; যথা—মেঘদূত, পদাঙ্কদূত প্রভৃতি। আর পরস্পর-সম্বন্ধশূন্য কবিতাসমষ্টিকে কোষকাব্য বলে; যথা—অমরুশতক, সম্ভাবশতক প্রভৃতি]। কবি+ষ্যঞ্ কর্ম্মার্থে। বি; ক্লীব।

কাব্যকলিকা—কাব্যরূপ কোরক, কলিকার ন্যায় বিকাশোন্মুখ কাব্য। কাব্যরূপা কলিকা, রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কাব্যকার—কাব্যলেখক, কবি। উপতৎ; কাব্য—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –কারী (সং)।

কাব্যকুঞ্জ—কুঞ্জবনের ন্যায় অতিমনোরম কাব্যাবলী। কাব্যরূপ কুঞ্জ, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

কাব্যকুসুম—কবিতাপ্রসূন, কবিতা-রূপ পুষ্প। কাব্যরূপ কুসুম, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কাব্যগোষ্ঠী—পদ্যাদি আলোচনা; কাব্য আলোচনার মজলিস। কাব্যের গোষ্ঠী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কাব্যগ্রন্থ—কবিতাপুস্তক। কাব্যবিষয়ক গ্রন্থ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাব্যজগৎ—কাব্যভুবন, কাব্যক্ষেত্র। কাব্যরূপ জগৎ, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কাব্যরস—কাব্যবর্ণিত বিষয়ের দর্শন বা শ্রবণে মনোমধ্যে সঞ্জাত স্থায়ী ভাববিশেষ। [কাব্যরস নয় প্রকার; যথা—আদি, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। 'রস' দ্রঃ]। কাব্যের রস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কাব্যরসিক—কাব্যরসজ্ঞ, যিনি কাব্যরস বুঝিতে সমর্থ এরূপ। কাব্যরস+ইক নিপুণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রসিকা।

কাব্যলিঙ্গ—অর্থালঙ্কারবিশেষ [যে স্থলে বাক্যার্থ অথবা পদার্থ অপরার্থের হেতুস্বরূপে প্রতিপাদিত হয় তথায় কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়। যথা—

"সহজে প্রতাপী এই দানব-নিকর।
পাইল ব্রহ্মার স্থানে পুনঃ ইষ্টবর॥
থাকুক অন্যের কথা ইন্দ্রেও না ডরে।
তৃণজ্ঞানে গণ্য করে ক্ষুদ্রজীব নরে॥"
—নিবাত-কবচ-বধ।

এই স্থানে প্রথম দুইটি পদের অর্থ তৃতীয় ও চতুর্থের হেতুরূপে কথিত হইয়াছে; অতএব, এখানে 'কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার' হইল]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কাব্যবিশারদ—কাব্যশাস্ত্রে সুনিপুণ, কাব্যে সুপণ্ডিত। কাব্যে বিশারদ, ৭মীতৎ। বিণ।

কাব্যানুশীলন—কাব্যচর্চ্চা, সাহিত্যের আলোচনা। কাব্যের অনুশীলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [সম্বন্ধার্থে। বিণ।

কাব্যিক—কাব্য-সম্বন্ধীয়। কাব্য+ইক

কাম—১। কন্দর্প। বি; পুং। ২। রেতঃ, শুক্র; আতিশয্য। কম্+ণিচ্+অচ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। ৩। কামনা, অভিলাষ, অনুরাগ; সম্ভোগলালসা। কম্+ঘঞ্ কর্ম্মবা, ভাববা। বি; পুং। ৪। কার্য্য, কাজ। 'কর্ম্ম' (প্রাকৃত 'কম্ম')-শব্দজ। বি।

কামকলা—১। রতি। কামের কলা, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রতিকৌশল। কামবিষয়িণী কলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কামকাম—ইষ্ট বস্তু লাভে ইচ্ছুক। উপতৎ; কাম—কম্+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –কামী।

কামকার—১। স্বেচ্ছাচারী। উপতৎ; কাম—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –কারী। ২। স্বেচ্ছাচার। কাম—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

কামকূট—১। বেশ্যাপ্রিয়, বেশ্যার উপপতি। কাম কূট যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। বারবনিতার হাবভাবাদি; স্ত্রীবিদ্যার মন্ত্রবিশেষ। কামবিষয়ক কূট (গুপ্ত বস্তু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি; পুং।

কামকূপ—যোনি। কামের কূপ, ৬ষ্ঠীতৎ।

কামকেলি—১। লম্পট; উপপতি। কামে কেলি যাহার, বহুব্রী। ২। সুরত, রতিক্রীড়া। কামজনিত কেলি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কামগ—ইচ্ছানুসারে শীঘ্র ও সর্ব্বত্র গমনক্ষম; যথেচ্ছাচারী। উপতৎ; কাম—গম্+ড কর্তৃবা। বিণ।

কামগন্ধ—কামের লেশ, অতি সামান্যমাত্রও কাম ("রজকিনী-প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়"—চণ্ডীদাস)। কামের গন্ধ (লেশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কামগামী (-গামিন্)—কামগ (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; কাম—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –গামিনী।

কামগিরি—ভারতবর্ষান্তর্গত কামরূপস্থ পর্ব্বতবিশেষ। কামপ্রধান গিরি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কামচর—সর্ব্বত্রগামী; স্বেচ্ছাচারী। কাম—চর্+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চরী।

কামচার—১। যথেচ্ছাচার, স্বেচ্ছাচার। কাম—চর্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। স্বেচ্ছাচারী। কামচার (১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কামচারী (-চারিন্)—স্বেচ্ছাচারী; লম্পটস্বভাব। উপতৎ; কাম—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চারিণী।

কামজ—কামজাত, জৈব প্রবৃত্তি হইতে জাত (sexual). উপতৎ; কাম—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

কামজান—১। কামোদ্দীপক (স্রক্ চন্দন বনিতা কোকিলরব প্রভৃতি)। বিণ। ২। কোকিল। কাম—জন্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কামজিৎ—১। (রূপে কামদেবকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়া) কার্ত্তিকেয়; (কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া) মহাদেব; (স্ত্রীসংসর্গ-বর্জ্জনহেতু) জৈনদেববিশেষ; বুদ্ধদেব। বি; পুং। ২। কামজয়কারী, জিতেন্দ্রিয়। উপতৎ; কাম—জি+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

কামজ্বর—মদনসন্তাপ, প্রবল ইন্দ্রিয়ভোগেচ্ছা। কামজনিত জ্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [হাঙ্গর। বাং প্র। বি।

কামট—সুন্দরবনের অন্তর্গত নদীসমূহের

কামঠ—কচ্ছপের মাংস। কমঠ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

কামড়—দংশন; ব্যথা, কন্‌কনানি। 'কড়মড়'-শব্দজ। বি। **মরণ কামড়**—প্রাণপণ চেষ্টা।

কামড়া-কামড়ি—পরস্পর-দংশন; কাড়াকাড়ি। পরস্পর কামড়, ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

কামড়ান—দংশন করা; ব্যথা করা, বেদনাযুক্ত হওয়া। বাং ক্রি।

কামড়ানি—দংশন; ব্যথা, কট্‌কটানি। কামড়া+আনি। ভাববা। বি।

কামড়ি—১। কামড়; বেদনা; ধাতুপাত্রের কিনার মুড়িয়া জোড়। বাং প্র। বি। ২। কামড়াইয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।

কামতন্ত্র—১। কামশাস্ত্র, রতিশাস্ত্র। কামবিষয়ক তন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। অজিতেন্দ্রিয়। কাম তন্ত্র (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কামতাল—কামোদ্দীপক সঙ্গীতবিশেষ; কোকিল। কাম—তল্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কামতিথি—কামপূজার প্রসিদ্ধা তিথি, মদনত্রয়োদশী। কামপূজাযোগ্যা তিথি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কামদ—যাহা কামনা পূর্ণ করে এরূপ, অভীষ্টপ্রদ। উপতৎ; কাম—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

কামদা—১। অভীষ্টদাত্রী। বিণ; স্ত্রী। ২। কামধেনু। কামদ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কামদানি—কারুকার্য্য, বস্ত্রাদিতে নক্সা তোলার কাজ, জরির কাজ।

কামদার—১। কারুকার্য্যখচিত, সুচিক্কণশিল্পকর্ম্মযুক্ত। বিণ। ২। ভৃত্য, চাকর। হিন্দী। বি।

কামদুঘা—কামধেনু। কাম—দুহ্ + কপ্, কর্তৃবা (হ-স্থানে ঘ) + আপ্। বি; স্ত্রী।

কামদেব—মদন, অনঙ্গ। কামই দেব, কর্ম্মধা। বি; পুং। [ক্লীব।

কামধনু—মদনের ধনুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

কামধর্ম্ম(র্ম)—'কামিতা' দ্রঃ।

কামধেনু—অভীষ্টদায়িনী গাভী, দেবগবী; বশিষ্ঠের 'নন্দিনী' নামে গাভী। কামদায়িকা ধেনু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কামধ্বংসী (-ধ্বংসিন্)—মহাদেব। উপতৎ; কাম—ধ্বনস্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং। [কামি + অন কর্তৃবা। বিণ।

কামন—কামুক, লম্পট; অভিলাষুক।

কামনা—ইচ্ছা, বাসনা। কামি + অন ভাববা + আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—কাম্য, কামনীয়।

কামপত্নী—রতি। কামের পত্নী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কামপাল—বলরাম। উপতৎ; কাম—পা + ণিচ্ + অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কামপীঠ—কূপাদির উপরিভাগে বদ্ধস্থান, পাড়। কামানুরূপ পীঠ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

কামপুর—১। অভীষ্টপূরক। বিণ। ২। পরমেশ্বর। কাম—পুর্ + ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কামপ্রদ—১। অভিলাষপূরক। বিণ। ২। রতিবন্ধ-বিশেষ; পরমেশ্বর। উপতৎ; কাম—প্র—দা + ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কামবাই—অত্যধিক কামুকতা, কামোন্মত্ততা। 'কামবাতিক'-শব্দজ। বি। বিণ—কামবাইয়া।

কামবাইয়া—কামবেয়ে (তাহা দ্রঃ)। কামবাই + ইয়া বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কামবাণ—মদনশর, তীব্র কামেচ্ছা। কামের বাণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কামবৃত্ত—যথেচ্ছাচারী। কামানুসারী বৃত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কামবেয়ে—অত্যন্ত কামুক, কামোন্মত্ত। 'কামবাইয়া'-শব্দের সংক্ষেপ। বিণ।

কামমোহিত—কামান্ধ, অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তিহেতু বিহ্বল। কাম দ্বারা মোহিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কাময়িতা (-য়িতৃ)—কামুক; কামনাকারী। কম্ + ণিচ্ + তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —য়িত্রী।

কামরঙ্গ—কামরাঙ্গা ফল। কাম—রন্জ্ + ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

কামরা—প্রকোষ্ঠ, কুঠরী। পোর্তুগীজ 'camara'-শব্দজ। বি।

কামরাঙ্গা, -রাঙা—অম্লরসযুক্ত ফলবিশেষ, কামরঙ্গ। 'কামরঙ্গ'-শব্দজ। বি।

কামরূপ—১। আসামের স্থানবিশেষ। বি; পুং। ২। সুন্দর; ইচ্ছামূর্ত্তি। কাম রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কামরূপী (-রূপিন্)—১। বিদ্যাধর। বি; পুং। ২। যখন যেরূপ ইচ্ছা তদনুরূপ বেশভূষাকারী। কামানুগত রূপ, মধ্যপ কর্ম্মধা; কামরূপ (স্বেচ্ছাধৃত রূপ) + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —রূপিণী। বি, —রূপিতা।

কামরেখা—বেশ্যা। কামের রেখা (পঙ্‌ক্তি) যাহাতে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

কামল—১। বসন্তকাল। উপতৎ; কাম—লা + ক কর্তৃবা। বি; পুং। ২। কামুক। কাম + লচ্ আছে অর্থে। বিণ। ৩। কামলা রোগ। উপতৎ; কাম—লূ + ড কর্তৃবা। বি; পুং।

কামলতা—১। কামুকতা। কামল (২) + তা ভাবে। ২। পুরুষাঙ্গ। কামের লতা, ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। কল্পলতা। কামপূরিকা (অভীষ্টদায়িনী) লতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কামলা—রোগবিশেষ, কাঁওল (এই রোগে চক্ষু ও অন্যান্য অবয়ব হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়)। উপতৎ; কাম—লূ + ড কর্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

কামশক্তি—রতি। কামের শক্তি (পত্নী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কামশর—কন্দর্পের বাণ; আম্রমুকুল। কামের শর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কামশাস্ত্র—রতিশাস্ত্র; কামপ্রতিপাদক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কামাই—১। দৈনিক কার্য্য হইতে বিরতি, নিয়মিত কার্য্যে অনুপস্থিতি; বিশ্রাম, ছুটি। ফার্সী 'কমাই'-শব্দজ। বি। ২। উপার্জ্জন। হিন্দী। বি।

কামাগ্নি—কামানল, অত্যধিক মৈথুনেচ্ছা। কামরূপ অগ্নি, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

কামাচার—১। স্বেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা। কামানুরূপ আচার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল। কামানুরূপ আচার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কামাতুর—কামার্ত্ত, কামপীড়িত। কাম দ্বারা আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

কামাত্মা (-ত্মন্)—কামের নিতান্ত বশীভূত; ফলকামী। কামপ্রধান আত্মা (অন্তঃকরণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, —ত্মতা।

কামান—১। প্রকাণ্ড আগ্নেয়াস্ত্র, তোপ। ইং 'cannon'-শব্দজ। ২। উপার্জ্জন; ক্ষৌরকর্ম্মকরণ। কামা + আন ভাববা। বি। ৩। কৃতক্ষৌরকার্য্য; উপার্জ্জিত। কামা + আন কর্ম্মবা। বিণ। ৪। ক্ষৌরকর্ম্ম করা; উপার্জ্জন করা। বাং ক্রি। ৫। ধনু; আড়ধনু ("জোড়া ভুরু যেন কামের কামান"—দ্বিজ ভীম)। ফার্সীমূলক। বি।

কামানল—কামরূপ অগ্নি, অতিপ্রবল কাম। কামরূপ অনল, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

কামানি—১। কামানী (তাহা দ্রঃ)। ২। ধনুর ন্যায় বাঁকা ইস্পাত, স্থিতিস্থাপক লৌহাদি, স্প্রিং। ফার্সী 'কমানি'-শব্দজ। বি।

কামানিদার—কামানিযুক্ত, স্প্রিং-বসানো। কামানি (২) + দার যুক্তার্থে। বিণ।

কামানিয়া—কামান দাগিবার কর্ম্মচারী, গোলন্দাজ। কামান + ইয়া নিযুক্তার্থে। বি।

কামানী—বেতন; ক্ষৌরী করার দাম। কামা + আনী চেতনার্থে। বি।

কামান্ধ—কামমুগ্ধ, কামবশতঃ কর্তব্যবিবেচনাশূন্য। কাম হেতু অন্ধ, ৩য়া বা ৫মীতৎ। বিণ।

কামাবশায়িতা, -সায়িতা—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যবিশেষ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহশক্তি। কামাবশায়িন্, -সায়িন্ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কামায়ল—নির্ম্মাণ করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কামায়ুঃ (-য়ুস্), **-য়ু**—গরুড়। কামানুরূপ আয়ুঃ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কামায়ুধ—১। কন্দর্পের শর [অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল—এই পাঁচটী কন্দর্পের বাণ]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। আম্রবৃক্ষ। কামায়ুধ (১) + অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কামার—কর্ম্মকার, লৌহকার। প্রাকৃত 'কর্ম্মার'-শব্দজ। বি; পুং।

কামারণ্য—রমণীয় কানন। কাম অরণ্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কামারি—মদনশত্রু, মহাদেব। কামের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কামার্ত্ত, কামার্ত—কামপীড়িত, কামাতুর। কাম দ্বারা ঋত বা আর্ত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কামাল—১। পূর্ণতা, সবিশেষ কৃতিত্ব। বি। ২। পূর্ণাঙ্গ, সার্থক, কৃতী। আরবীমূলক। বিণ।

কামাল করা—অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করা, চরম কৃতিত্ব অর্জ্জন করা ("কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই"—নজরুল)।

কামাসক্ত—বিষয়ানুরাগী; মৈথুনাভিলাষী। কামে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

কামিজ—একপ্রকার ঢিলে জামা। আরবী 'কমীজ'-শব্দজ। বি। [কর্ম্মবা। বিণ।

কামিত—প্রার্থিত, ঈপ্সিত। কামি + ক্ত

কামিতা, কামধর্ম্ম, -ধর্ম—কামপ্রবণতা, জৈব ধর্ম্ম (sexuality). কামিন্ + তা ভাবে; কামের ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

কামিনা—কার্য্যকারী; শিল্পী; কর্ম্মকার; কারিকর। হিন্দী। বি।

কামিনী—১। অতিশয় কামযুক্তা নারী; ভীরু স্ত্রী; রমণী; মদিরা; দারুহরিদ্রা; প্রসিদ্ধ পুষ্প অথবা পুষ্পবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২।

কামবতী; বিষয়াভিলাষিণী। কামিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কামিনীজন—নারীজন, স্ত্রীলোক। কামিনীই জন, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কামিনীশ—শোভাঞ্জন বৃক্ষ। কামিনীদের (অর্থাৎ উহাদের অঞ্জনের) ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কামিনীসুলভ—স্ত্রীলোকোচিত, যাহা স্ত্রীলোকেই দেখা যায় এরূপ। কামিনীতে সুলভ, ৭মীতৎ। বিণ।

কামিল—সুদক্ষ, সুপটু, কর্ম্মনিপুণ; কলহপ্রিয়; স্বর্ণকার। পালিমূলক। বি বা বিণ।

কামিলা—কর্ম্মকার; শিল্পী, কারুকর। পালিমূলক। বি।

কামী (কামিন্)—কামুক। কাম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। [বিণ।

কামীন—কামুক। কাম+ঈন অনুগতার্থে।

কামুক—১। অভিলাষী; রমণাভিলাষী; বিলাসী। বিণ। স্ত্রী,—কা, —কী। ২। অশোকবৃক্ষ; অতিমুক্তলতা; মাধবীলতা; চটক। কম্+ণিচ্+উক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কামুকা—ভোগাভিলাষিণী, ইচ্ছাবতী। কামুক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কামুকী—মৈথুনেচ্ছাবতী। কামুক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কামেজ—কামিজ (তাহা দ্রঃ)।

কামেশ্বর—পরমেশ্বর। কামের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কামেশ্বরী—ভৈরবীবিশেষ; কামাখ্যাস্থিতা দেবীবিশেষ। কামসকলের (ভোগ্য বিষয়সমূহের) ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কামোদ—সঙ্গীতের রাগবিশেষ। বি; পুং।

কামোদক—মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে স্বেচ্ছাক্রমে প্রদত্ত জল। কাম (ইচ্ছা)-প্রদত্ত উদক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কামোপহত—কামার্ত্ত, কামহেতু কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন। কাম দ্বারা উপহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কাম্পিল, কাম্পিল্য, কাম্পিল্ল, কাম্পীল—১। পঞ্চাল দেশের রাজধানী। কম্প্+ইল, ইল্য, ইল্ল, ঈল, অধিবা। ২। সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ; লতাবিশেষ, গুণ্ডারোচনালতা। কাম্পিল ইত্যাদি+অণ্, যৎ ভবার্থে। বি; পুং।

কাম্বল—১। কম্বলাবৃত রথ। কম্বল+অণ্ আচ্ছাদনার্থে। বি; পুং। ২। কম্বলসম্বন্ধীয়। কম্বল+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

কাম্বোজ—কম্বোজদেশীয় অশ্ব; পুন্নাগবৃক্ষ; দেশবিশেষ; জাতিবিশেষ। কম্বোজ+অণ্ জাতার্থে, স্বার্থে। বি; পুং।

কাম্য—১। ভোগ্য; অভিলষণীয়; যাহা ইচ্ছা হইলে করা যায় এরূপ; ফল-কামনায় কর্ত্তব্য; কমনীয়। বিণ। ২। অভীষ্টকর্ম্ম কম্+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

কাম্যকবন—পৌরাণিক কাননবিশেষ। কাম্যকনামক বন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কাম্যকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—ফললাভের আশায় কৃত কার্য্য। বি; ক্লীব।

কাম্যদান—কমনীয় বস্তুর দান; কামনাহেতুক দান। কাম্য দান, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কাম্যফল—অভীষ্টফল। কাম্য ফল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

কাম্ল—অল্প অম্লরস। কু (ঈষৎ) অম্ল, নিত্য।

কায়—১। শরীর; সমূহ; লক্ষ্য; স্বভাব; গৃহ; স্বাভাবিক অবস্থা; মূলধন। চি+ঘঞ্ কর্ম্মবা (নিপাতনে)। ২। প্রজাপতিদেবতাক চরু; প্রাজাপত্য বিবাহ। ক (প্রজাপতি)+অণ্ দেবতার্থে। বি; পুং। ৩। করতলস্থ কনিষ্ঠাঙ্গুলির ও অনামিকাঙ্গুলির মূলদেশ, মনুষ্যতীর্থ। বি; ক্লীব। ৪। কাহাকে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কায়কল্প—(বৈদ্যক) দীর্ঘায়ু হইবার ও যৌবন ফিরিয়া পাইবার আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসাপ্রণালী বিশেষ। বি।

কায়ক্লেশ—শরীরের পরিশ্রম; দৈহিক কষ্টস্বীকার। কায়ের ক্লেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কায়দা—কৌশল, দক্ষতা; আয়ত্তি। আর্বী 'কাইদাহ্'-শব্দজ। বি। **কায়দা করা**—বশীভূত করা, কৌশল অবলম্বন করা। **কায়দায় পাওয়া**—সুবিধামত অবস্থায় পাওয়া, দোষ-ত্রুটির সুযোগ লওয়া। **কায়দা হওয়া**—আয়ত্তাধীন হওয়া, বশে আনা।

কায়দা-কানুন—বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি। [কবিপ্র। বি।

কায়বার—প্রশংসাকীর্ত্তন, গুণগান। প্রাঃ

কায়মন—দেহ এবং অন্তঃকরণ। কায় ও মন (মনস্‌শব্দ, বাঙ্গালায় মন), দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

কায়মনোবাক্যে—দেহ মন এবং কথাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে; অকপটভাবে। কায় ও মন ও বাক্য, দ্বন্দ্ব, তাহাতে। বি; করণে অথবা ক্রিয়াবিশেষণার্থে ৭মী।

কায়স্থ—১। পরমাত্মা; সর্ব্বোৎকৃষ্ট শূদ্রজাতি, কায়েতসম্প্রদায় [ব্রহ্মপাদাংশ হইতে শূদ্রজাতি উৎপন্ন হয়। কোনমতে কায়স্থ জাতি শূদ্রপদবাচ্য নহে, ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন চিত্রগুপ্তের বংশজ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত]। বি; পুং। ২। দেহস্থ, শরীরে বর্ত্তমান। উপতৎ; কায়—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

কায়স্থা—১। কায়স্থজাতীয়া স্ত্রী; হরীতকী; কাকোলী; এলাদ্বয়; তুলসী; আমলকী। বি; স্ত্রী। ২। দেহাবস্থিতা। কায়স্থ (২)+আপ্। বি; স্ত্রী।

কায়া—শরীর, দেহ। 'কায়'-শব্দজ। বি।

কায়িক—দৈহিক; শরীরদ্বারা সম্পন্ন। কায়+ইক সম্বন্ধার্থে, নির্ব্বৃত্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। ['কায়স্থ'-শব্দজ। বি।

কায়েত—লিপিকর জাতিবিশেষ, কায়স্থ।

কায়েম—১। স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা; দৃঢ়তা। বি। ২। স্থায়ী; দৃঢ়। আর্বী 'কয়ম্'-শব্দজ। বিণ।

কায়েমী—চিরস্থায়ী; সুদৃঢ়। কায়েম+ঈ। বিণ। **কায়েমী জমা**—চিরস্থায়ী জমা, যাহা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করা যায় এরূপ জমা। [বাং প্র। বিণ।

কায়েমীদার—চিরস্থায়ী স্বত্বের অধিকারী।

কার—১। কার্য্য। কৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। নিশ্চয়; যত্ন। কৃ+ঘঞ্ করণবা। ৩। করণ; হত্যা। কৃ, কৄ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৪। (কর্ম্মবাচক পদের পরে থাকিলে) তৎকর্ম্মকর্ত্তা (যথা—মালাকার, কাব্যকার)। কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—কারী। ৫। স্থূল কৃষ্ণসূত্র, মোটা কাল সূতা। ইং 'cord'-শব্দজ। বি। ৬। কাহার, কোন্ ব্যক্তির। 'কাহার'-শব্দজ। সর্ব্ব। ৭। সম্বন্ধ-বিভক্তির চিহ্নবিশেষ (আজি'কার', তখন'কার')। হিন্দীমূলক। ৮। বর্ণ (অ-কার, ব-কার ইত্যাদি)। বাং প্র। বি।

কারক—১। কর্ম্মনিষ্পাদক। বিণ। স্ত্রী—কারিকা। ২। (ব্যাকরণ) ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়বিশিষ্ট পদ [কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ—এই ছয় প্রকার কারক]। কৃ+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কারকিত—কর্ম্মনৈপুণ্য, কর্ম্মসম্পাদনে দক্ষতা; জমিকে শস্যোৎপাদনের উপযোগী করা। প্রাদে। বি।

কারকুন—জমাজমি উশুল তহশীলাদির কাগজ প্রস্তুতকারী কর্ম্মচারী, বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী। ফার্সী। বি।

কারখানা—পণ্যনির্ম্মাণশালা, কর্ম্মশালা (factory, workshop); বৃহৎ ব্যাপার, কাণ্ড। ফার্সী। বি।

কারচুপি, -চুপী, -চুবি—কৌশল; চালাকি; বস্ত্রাদির উপর সূচিশিল্প। ফার্সী 'কারচোব'-শব্দজ। বি।

কারণ—১। হেতু, নিমিত্ত (cause); বীজ; যাহা হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহা; সাধন; যাহার যত্নে কার্য্যনির্ব্বাহ হয় সে; যাহার সহযোগ ভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহ হয় না সে; যাহা হইতে কোন বিষয়ের সংঘটন বা উদ্ভব হয় তাহা; উদ্দেশ্য, প্রয়োজন। কৃ+ণিচ্+অনট্ করণবা। ২। ইন্দ্রিয়; দেহ। করণ+অণ্ স্বার্থে। ৩। বধ। কৄ+ণিচ্ স্বার্থে+

অনট্ ভাববা। ৪। গীতবিশেষ; বাদ্যবিশেষ। কৃ+ণিচ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৫। তান্ত্রিকগণকর্তৃক ব্যবহৃত মদ্য। প্রাদে। বি।

কারণজল, -বারি—ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির হেতুভূত জল, যে জল হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় তাহা [সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু বিদ্যমান ছিলেন। যে সময়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, সেই সময়েই ভগবান্ গর্ভোদকনামক জলেরও সৃষ্টি করেন। ভগবান্ প্রথমে এই যে জলের সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির বীজ নিহিত করিয়াছিলেন, তাহাকেই কারণজল বা কারণামৃত কহে]। কারণীভূত জল, বারি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [কারণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কারণতা—(দর্শন) হেতুত্ব (causality).

কারণমালা—অর্থালঙ্কারবিশেষ [পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ যদি পর পর পদার্থের কারণরূপে বর্ণিত হয়, তাহা হইলে তথায় কারণমালা অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা,—
"শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া পিরিতি কৈনু"—চণ্ডীদাস]। কারণের মালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কারণশরীর—(দর্শন) যে সূক্ষ্ম শরীর সুষুপ্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি বিষয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অহঙ্কারাদি সংস্কারের আশ্রয়স্থল হয়, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে শরীর তিন প্রকার—তাহার মধ্যে তৃতীয় প্রকার শরীর। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কারণা—তীব্র যাতনা, গাঢ়বেদনা; নরকভোগ। কৃ+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কারণাভাব—হেতুশূন্যতা, হেতু না থাকা। কারণের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কারণিক—পরীক্ষক, বিচারক; কারণসম্বন্ধীয়; (দর্শন) হেতু-মূলক, কারণাবলম্বী (causal). কারণ+ইক (ঠন্) মীমাংসক অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

কারণীভূত—কারণস্বরূপ, যে বা যাহা কারণরূপে উপস্থিত হইয়াছে এরূপ। কারণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=কারণী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

কারণোত্তর—(আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে) অভিযোগ প্রথমে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া পরে তাহার প্রতিকূল কারণ দেখাইয়া উক্ত অভিযোগের খণ্ডন [যথা—(১) বাদী অভিযোগ করিল, আমার পুস্তকটি এই ব্যক্তি লইয়াছে; প্রতিবাদী বলিল, হাঁ, আমি লইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পুনরায় এইখানেই রাখিয়া গিয়াছি। (২) বাদীর অভিযোগ, এই ব্যক্তি আমার ভূমি ভোগ করিতেছে; প্রতিবাদীর উত্তর—হাঁ, এ ভূমি উহার ছিল সত্য, কিন্তু আমি ক্রয় করায় এখন আমার হইয়াছে]। কারণসমন্বিত উত্তর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কারণ্ডব—বালিহাঁস, খড়হাঁস। উপতৎ; কারণ্ড—বা+ক কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—বী।

কারতুজ—কার্তুজ্ (তাহা দ্রঃ)।

কারদানি—কৌশল, কর্ম্মনৈপুণ্য; বীরত্ব, বাহাদুরি, পৌরুষ; কায়দা। ফার্সী। বি।

কারপরদাজ—কর্ম্মচারী; পক্ষীয় লোক; অনুচর। ফার্সী। বি।

কারবরাই—কারদানি, বাহাদুরি; কর্ম্মকৌশল। ফার্সী। বি।

কারবল্লী—কারবেল্ল, করলাগাছ; কাণ্ডীর। কারা বল্লী যাহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

কারবাইড—চুন-অঙ্গার-ঘটিত একপ্রকার দ্রব্য। ইং calcium carbide-এর সংক্ষেপ। বি।

কারবার—কর্ম্ম, কার্য্য, ব্যবসায় (business). ফার্সী 'কারওয়ার'-শব্দজ। বি। বিণ,—বারী।

কারবারী—বিষয়কর্ম্মকারী; ব্যবসায়ী। কারবার+ঈ আছে অর্থে। বিণ। বি,—বার।

কারবেল্ল, কারবেল্লক—১। করলাগাছ। বি; পুং। ২। করলাফল; উচ্ছে। কার—বেল্ল্+অণ্ কর্তৃবা; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

কারয়িতা (-তৃ)—যে অন্যকে কোন কর্ম্ম করায় সে। কৃ+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

কারসাজ—ধূর্ত, চতুর; কপট; অসত্যের স্রষ্টা; ফন্দিবাজ। ফার্সী। বিণ। বি,—জি, —জী।

কারসাজি, -জী—কপটতা, চালাকী, ফন্দিবাজী। কারসাজ+ই, ঈ ভাবে। বি।

কারা—১। জেল, কয়েদখানা; বন্ধন; বীণার নীচে অবস্থিত কাঠের কাণ্ড। কৃ+অঙ্ অধিবা+আপ্ (নিপাতনে দীর্ঘ)। ২। পীড়া। কৃ+ঘঞ্ করণবা+আপ্। ৩। দূতী; সুবর্ণকারিকা। কু—শৃ+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ৪। কৃষ্ণবর্ণ, কাল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কারাক্লেশ—কারাবাসের যন্ত্রণা, জেলভোগের কষ্ট। কারার ক্লেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কারাগার, -গৃহ—গারদ, জেলখানা। কারাই আগার, গৃহ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কারাদণ্ড—জেলভোগরূপ শাস্তি। কারাদ্বারা দণ্ড, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

কারাধীক্ষক—জেলখানার পরিদর্শক (Superintendent of Jail). কারার অধীক্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কারাধ্যক্ষ, কারাপাল—জেলের তত্ত্বাবধায়ক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী (Jailor). কারার অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ; (২য় পক্ষে) উপতৎ; কারা—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কারাবরণ—স্বেচ্ছায় জেলে যাওয়া। কারার বরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কারাবা—রৌপ্যপাত্র, রূপার ফুলদানী প্রভৃতি। ফার্সী। বি।

কারাবাস—১। কারাগারে বদ্ধ হইয়া থাকা, বন্ধনাগারে অবস্থান। কারাতে বাস, ৭মীতৎ। ২। কারাগার। কারাই আবাস, কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ,—বাসী।

কারাভাণ্ডার—যেস্থানে জেলের কয়েদীদের তৈয়ারী জিনিসপত্র মজুত থাকে, জেলের গুদাম (Jail depot). কারার ভাণ্ডার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কারামুক্ত—জেল হইতে খালাসপ্রাপ্ত। কারা হইতে মুক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

কারি—১। কার্য্য; শিল্পকর্ম্ম। কৃ+ইঞ্ কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী। ২। শিল্পকারী; কার্য্যকারী। কৃ+ইঞ্ কর্তৃবা। বিণ। ৩। অত্যধিক মসলা-যোগে রন্ধিত মাংসাদি, কালিয়া। তামিল। বি। ৪। মলিন। বিণ। ৫। কালি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কারিকর—শিল্পকর্ম্মকারী, শিল্পী। ফার্সী। 'কারিগর'-শব্দজ। বি বা বিণ। স্ত্রী,—রী।

কারিকরি, -রী—কারিকুরি (তাহা দ্রঃ)। বি।

কারিকা—১। বিবরণশ্লোক; অল্পাক্ষরযুক্ত অথচ বিভিন্ন অর্থসূচক কবিতা; নটী; কর্ত্রী। কৃ+ণক কর্তৃবা+আপ্। ২। শিল্পকর্ম্ম; সুদ; যাতনা; কার্য্য; মর্য্যাদা; নাপিতাদির কার্য্য। কৃ বা কৄ+ণক (ণ্বুচ্) ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। কার্য্যকারিণী। কারক+আপ্। বিণ।

কারিকুরি, -রী—কারুকার্য্য, শিল্পচাতুর্য্য, শিল্পনৈপুণ্যপ্রদর্শন। কারিকর+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি। [বি বা বিণ।

কারিগর—শিল্পী, শিল্পকারী। ফার্সী।

কারিগরি, -গরী, -গুরি—শিল্পকার্য্য, কারিকুরি (তাহা দ্রঃ)। বি। **কারিগরী শিক্ষা**—শিল্প-সম্বন্ধীয় শিক্ষা (technical education).

কারিত—যাহা করান গিয়াছে এরূপ, সম্পাদিত। কৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—কারণ।

কারিন্দা—কর্ম্মচারী, গোমস্তা, কেরাণী, কারপরদাজ। ফার্সী। বি।

কারী (কারিন্)—(অন্য শব্দের শেষে বসিলে) কর্তা, কারক, কার্য্যকারী। কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কারিণী।

কারী—১। কোরান-পাঠক। ("কাজী ছাড়ে কলমা, কোরান ছাড়ে কারী"—ভারত-

চন্দ্র)। আর্বী। বি। ২। কারি (৩) (তাহা দ্রঃ)।
কারীষ—ঘুঁটের রাশি। করীষ+অণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লীব।
কারু—১। শিল্পী; বিশ্বকর্ম্মা। বি; পুং। ২। কারক; নির্ম্মাতা; কর্ত্তা। কৃ+উণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। [স্বার্থে। বি।
কারুক—শিল্পী, কারিগর। কারু+কন্
কারুকর্ম্ম(র্ম), -কার্য্য(র্য), -ক্রিয়া—শিল্পকার্য্য। কারুর কর্ম্ম, কার্য্য, ক্রিয়া, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।
কারুজ—শিল্পজাতবস্তু; গাত্রস্থ তিলাদি চিহ্ন; গিরিমাটি; বল্মীক; করিশাবক; নাগ-কেশর বৃক্ষ। উপতৎ; কারু—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
কারুণিক—করুণাশীল, দয়ালু। করুণা+ইক শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।
কারুণ্য—করুণা, দয়া। করুণা+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।
কারুশিক্ষালয়—শিল্প-শিক্ষালয়, শিল্প-কার্য্যে শিক্ষাদানের স্থান (industrial school). কারুর শিক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
কারুশিল্প—কারুকার্য্য, নক্সাদার কার্য্য; শিল্পকাজ। কারুর শিল্প, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ,—শিল্পী (-শিল্পিন্)।
কারেন্সি—সরকার-প্রচলিত মুদ্রা বা তাহা রদ-বদল ইত্যাদি করিবার আফিস। ইং Currency. বি। **কারেন্সি নোট**—মুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত সরকারী কাগজ। ইং Currency Note.
কারো—কোন লোকেরও, কাহারও। 'কাহারও'-শব্দের সংক্ষেপ। সর্ব্ব।
কারোয়া—একপ্রকার শাকের ফল; কারোয়াফলজাত জল (ইহা সাধারণতঃ কাওরা বা কেওড়া নামে প্রসিদ্ধ, পানীয় জলের সহিত ব্যবহৃত হয়)। আর্বী। বি।
কার্কশ্য—কাঠিন্য, কঠোরতা; নির্দ্দয়তা। কর্কশ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—কর্কশ।
কার্ড—পত্রাদি লিখিবার জন্য মোটা কাগজের খণ্ড; পোস্টকার্ড। ইং card. বি।
কার্ত্তি(র্তি)ক—১। ষড়ানন (চরিতাবলী দ্রঃ)। কৃত্তিকা+অণ্ প্রতিপালিতার্থে। ২। স্বনাম-প্রসিদ্ধ মাস; দ্বাদশ মাসের মধ্যে সপ্তম মাস। কার্ত্তিকী+অণ্ তদ্‌যুক্তমাসার্থে। বি; পুং। ৩। কার্ত্তিকমাস-সম্বন্ধীয়। কার্ত্তিক+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ৪। পরমসুন্দর। বাং প্র। বিণ। **নব কা র্ত্তি (র্তি) ক**—(ব্যঙ্গার্থে) কুরূপ, কদাকার।
কার্ত্তি(র্তি)কিক—১। কার্ত্তিক মাস। কার্ত্তিকী+ইক আছে অর্থে। বি; পুং। ২। কার্ত্তিকমাস-সম্বন্ধীয়। কার্ত্তিক+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কিকী।
কার্ত্তি(র্তি)কী—কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, চান্দ্র-কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমা। কৃত্তিকা+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
কার্ত্তি(র্তি)কে—কার্ত্তিক মাসে ঘটিত, কার্ত্তিকমাস-সম্বন্ধীয় ('—ঝড়')। কার্ত্তিক+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।
কার্ত্তি(র্তি)কেয়—কার্ত্তিক (তাহা দ্রঃ)। কৃত্তিকা+এয় প্রতিপালিতার্থে। বি; পুং।
কার্ত্তি(র্তি)কোৎসব—কার্ত্তিকমাসের শুক্ল-পক্ষের প্রতিপদে কর্ত্তব্য দীপোৎসববিশেষ। কার্ত্তিকের উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
কার্তুজ—বন্দুকের গুলি, টোটা [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। ফরাসী 'cartouche'-শব্দজ। বি।
কার্ৎস্ন্য—সাকল্য, সমুদায়, সম্পূর্ণতা। কৃৎস্ন (সকল)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
কার্নিশ, কার্নিস—ছাদ, দেওয়াল, স্তম্ভ প্রভৃতির মাথার যে অংশ একটু বাহির হইয়া থাকে তাহা। ইং 'cornice'-শব্দজ। বি।
কার্পট—১। বস্ত্রখণ্ড। কর্পট+অণ্ স্বার্থে। ২। কার্য্যার্থী, উমেদার। কর্পট+অণ্ ব্যবহার করে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী,—টী।
কার্পটিক—১। তীর্থসেবী। কর্পট+ইক বিচরণার্থে। ২। ছিন্নবস্ত্রপরিহিত; কর্ম্ম-প্রার্থী, উমেদার। কর্পট+ইক পরিধান বা ব্যবহার করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।
কার্পণ্য—কৃপণতা; দারিদ্র্য; কাতরতা। কৃপণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—কৃপণ।
কার্পাস—১। কাপাসগাছ। কৃ+পাস কর্ত্তৃবা (ঋ-স্থানে আর্)। বি; পুং। ২। কাপাস তুলা। কার্পাস+অণ্ ফলার্থে। বি; ক্লীব। বিণ,—সীয়। ৩। কার্পাস-নির্ম্মিত। কার্পাস+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—সী।
কার্পাসধেনু—কার্পাসসূত্রের বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিতা গাভী [ইহা দান করিলে ইন্দ্র-লোক লাভ হয়]। কার্পাসনির্ম্মিতা ধেনু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
কার্পাসী—১। কার্পাসগাছ। কার্পাস (১)+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। কার্পাসনির্ম্মিতা। কার্পাস (৩)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
কার্পেট—গালিচা, সতরঞ্চবিশেষ। ইং carpet. বি।
কার্বন—অঙ্গার, কয়লা; একটি মৌলিক পদার্থ (বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ); একপিঠে কালি-মাখান কাগজ। ইং carbon. বি।
কার্বা—রৌপ্যপাত্র, রূপার ফুলদানী প্রভৃতি। ফার্সী। বি।
কার্ম্ম(র্ম)ণ—১। মূলকর্ম্ম; মন্ত্র-তন্ত্রাদি দ্বারা বশীকরণাদি, যাদুকরণ। কর্ম্মন্+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। কর্ম্মনির্ব্বাহে নিপুণ, কার্য্যদক্ষ। কর্ম্মন্+অণ্ সাধু অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ণী। [স্বার্থে। বি; পুং।
কার্ম্মা(র্মা)র—কামার। কর্ম্মার+অণ্
কার্ম্মি(র্মি)ক—যাহার উপর কারুকার্য্য করা হইয়াছে এরূপ, বিচিত্র ('—বস্ত্র'); নির্ম্মিত। কর্ম্মন্+ইক সম্পন্নার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।
কার্ম্মু(র্মু)ক—১। ধনুক। বি; ক্লীব। ২। বাঁশ; মহানিম্ব; হিজ্জল; শ্বেত খদির; ধনুরাশি। কর্ম্মন্+উকঞ্ সমর্থার্থে। বি; পুং। ৩। কর্ম্মসম্পাদক; কর্ম্মদক্ষ। কর্ম্মন্+উকঞ্ নিপুণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।
কার্য্য(র্য)—১। কর্ম্ম, কাজ; প্রয়োজন; হেতু; ফল; উপকার; বিবাদ; পুণ্যাপুণ্য; বিনাশশীল এবং অবয়ববিশিষ্ট দেহাদি; (ব্যাকরণ) আদেশ প্রত্যয় এবং আগম; (বলবিদ্যা) যে বিন্দুতে কোন বল প্রয়োগ করা হয় ঐ বিন্দুর অপসারণের পরিমাণ এবং ঐ বল পরিমাণের গুণফল (work). কৃ+ণ্যৎ কর্ম্মকরণাদিবাচ্যে। বি; ক্লীব। ২। করণীয়, কর্ত্তব্য। কৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—কৃতি, করণ।
কার্য্য(র্য)কর—কর্ম্মসম্পাদক; প্রয়োজন-সাধক; কর্ম্মণ্য; ফলজনক। উপতৎ; কার্য্য—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী। বি,—করতা, —করত্ব।
কার্য্য(র্য)কলাপ—ক্রিয়াসমূহ, নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান। কার্য্যের কলাপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
কার্য্য(র্য)কারণ—হেতু এবং ফল, উপায় এবং কার্য্য। কার্য্য ও কারণ, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।
কার্য্য(র্য)কারণভাব—সম্বন্ধবিশেষ, কার্য্যের (ফলের) সহিত কারণের (হেতুর) ও কারণের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ। কার্য্য-কারণের ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
কার্য্য(র্য)কাল—কার্য্যের উপযুক্ত বা নির্দ্দিষ্ট সময়; প্রয়োজনের সময়; চাকুরীর বা যে কোন কর্ম্মের মেয়াদ। কার্য্যের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
কার্য্য(র্য)কুশল—কার্য্যদক্ষ, কর্ম্মে পটু। কার্য্যে কুশল, ৭মীতৎ। বিণ। বি,—লতা, —লত্ব।
কার্য্য(র্য)ক্রম-আধিকারিক—যে অফি-সার বা কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্মচারীদের কার্য্যের পদ্ধতি নির্ণয় করেন (working plan officer). কার্য্যের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার আধিকারিক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
কার্য্য(র্য)ক্ষম—কাজ করিতে সমর্থ, কর্ম্ম-ক্ষম। কার্য্যে ক্ষম, ৭মীতৎ। বিণ।

কার্য্য(র্য)গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—জেলে কয়েদীদের নিকট হইতে যে কাজ বুঝিয়া লয় (task taker). উপতৎ ; কার্য্য—গ্রহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী, —গ্রাহিণী।

কার্য্য(র্য)চলন—কাজ চলা বা চালান (conduct of business). কার্য্যের চলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কার্য্য(র্য)চ্যুত—কর্ম্ম বা চাকুরী হইতে বরখাস্ত। কার্য্য হইতে চ্যুত, ৫মীতৎ। বিণ।

কার্য্য(র্য)শ্চাগে—প্রথমে কর্তব্য [বাঙ্গালায় দলিলপত্রাদি লিখিবার সময় প্রথমে এই কথাটি লিখিবার রীতি আছে। সম্ভবতঃ সংস্কৃত কার্য্যঞ্চাগ্রে (কার্য্যম্+চ+অগ্রে) এই পদত্রয় হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। অব্য।

কার্য্যতঃ (-তস্), **কার্যত**—প্রকৃত কার্য্যে, ফলে, আসলে, প্রকৃতপক্ষে (de facto). কার্য্য+তস্ (৭মী-স্থানে)। অব্য।

কার্য্য(র্য)তৎপর—কর্ম্মব্যস্ত, চট্পটে ; কর্ম্মদক্ষ, ক্রিয়ানিপুণ। কার্য্যে তৎপর, ৭মীতৎ। বিণ।

কার্য্য(র্য)দক্ষ—কর্ম্মকুশল, কর্ম্মনিপুণ। কার্য্যে দক্ষ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দক্ষা। বি, —দক্ষতা।

কার্য্য(র্য)নির্ব্বা(র্বা)হ—কর্ম্মসাধন, কার্য্যনিষ্পত্তি। কার্য্যের নির্ব্বাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য্য(র্য)নির্ব্বা(র্বা)হক — কার্য্যসমাধাকারী, কর্ম্মসম্পাদক। কার্য্যের নির্ব্বাহক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —হিকা।

কার্য্য(র্য)নিষ্পত্তি—কার্য্যের মীমাংসা ; কর্ম্মনির্ব্বাহ। কার্য্যের নিষ্পত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [৭মীতৎ। বিণ।

কার্য্য(র্য)পটু—কর্ম্মনিপুণ। কার্য্যে পটু,

কার্য্য(র্য)পদ্ধতি, -প্রণালী—কর্ম্মসম্পাদনের রীতি, কাজের নিয়ম। কার্য্যের পদ্ধতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কার্য্য(র্য)বশ—১। কর্ম্মানুরোধ, কাজের খাতির। বি ; পুং। ২। কর্ম্মের বশীভূত। কার্য্যের বশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কার্য্যবশতঃ (-তস্), **কার্যবশত**—কার্য্যের অনুরোধে, কর্ম্মবশতঃ। কার্য্যবশ+তস্ পঞ্চম্যর্থে। অব্য।

কার্য্য(র্য)ভার—কাজের দায়িত্ব। কার্য্যের ভার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য্য(র্য)শেষ—কর্ম্মসমাপন ; কার্য্যের অবশিষ্ট অংশ। কার্য্যের শেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য্য(র্য)সম্পাদন—কার্য্যনিষ্পত্তি, কর্ম্মসমাধান। কার্য্যের সম্পাদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কার্য্য(র্য)সাধন—কার্য্য সিদ্ধ করণ, কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লওয়া বা দেওয়া ; আপনার কাজ হাঁসিল করণ। কার্য্যের সাধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কার্য্য(র্য)সিদ্ধি—অভীষ্ট-সিদ্ধি, কর্ত্তব্যকর্ম্মনিষ্পত্তি ; কর্ম্মের সাফল্য, কৃতকার্য্যতা। কার্য্যের সিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কার্য্য(র্য)হন্তা (-হন্তৃ)—কর্ম্মপণ্ডকারী ; অনিষ্টকারী। কার্য্যের হন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —হন্ত্রী।

কার্য্যা(র্যা)কার্য্য(র্য)—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ভালমন্দ কাজ। কার্য্য ও অকার্য্য, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

কার্য্যা(র্যা)গার—কার্য্যালয় ; আফিস ; কারখানা, শিল্পশালা। কার্য্যের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কার্য্যা(র্যা)ত্মক—কর্ম্মবিশিষ্ট ; কর্ম্মময়। কার্য্য আত্মা (আত্মন্=স্বভাব) যাহার, বহুব্রী (ক সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, —ত্মিকা।

কার্য্যা(র্যা)ধিপ—১। কর্ম্মাধ্যক্ষ। বিণ। ২। (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে দশম স্থানের অধিপতি-গ্রহ। কার্য্যের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য্যা(র্যা)ধ্যক্ষ—প্রধান কর্ম্মকর্তা, কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক। কার্য্যের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

কার্য্যা(র্যা)নুরোধ—কার্য্যের বশবর্ত্তিতা, কাজের খাতির। কার্য্যের অনুরোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। **কার্য্যানুরোধে**—কাজের খাতিরে, কাজের জন্য।

কার্য্যা(র্যা)ন্তর—অন্য কার্য্য, কর্ম্মান্তর। অন্য কার্য্য, নিত্য। বি ; ক্লীব।

কার্য্যা(র্যা)রম্ভ—কর্ম্মারম্ভ, কর্ম্মের সূত্রপাত। কার্য্যের আরম্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য্যার্থী (-র্থিন্), **কার্যার্থী**—কর্ম্মপ্রার্থী, উমেদার। উপতৎ ; কার্য্য—অর্থ+ণিচ্ স্বার্থে +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —র্থিনী।

কার্য্যা(র্যা)লয়—আফিস, কাজের ঘর। কার্য্যের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য্যো(র্যো)ৎসুক—কার্য্যনির্ব্বাহে ব্যগ্র তৎপর বা যত্নশীল। কার্য্যে উৎসুক, ৭মীতৎ। বিণ। বি—কার্য্যোৎসুক্য।

কার্য্যো(র্যো)দ্ধার—কার্য্যসাধন, কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লওয়া ; কাজ হাঁসিল। কার্য্যের উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য্যৌ(র্যৌ)ৎসুক্য—কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত আগ্রহ, কাজের জন্য ব্যাকুলতা। কার্য্যে ঔৎসুক্য, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

কার্শ্য—১। কৃশতা। কৃশ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লীব। ২। সালবৃক্ষ ; লকুচ বৃক্ষ, ডেঁও-গাছ। কার্শ্য (১)+অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

কার্ষাপণ—স্বর্ণ ; ষোলপণ কড়ির রৌপ্যমূল্য। কার্ষ—আ—পণ+ঘ অধিবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

কার্ষিক—এক বুড়ি, পাঁচ গণ্ডা ; এক তোলা ; কৃষক। কর্ষ+ইক সম্বন্ধার্থে, জীবিকার্থে। বি ; পুং। [ভাবে। বি ; ক্লীব।

কার্ষ্ণ্য—কৃষ্ণতা, কালবর্ণ। কৃষ্ণ+ষ্যঞ্

কাল—১। কৃষ্ণবর্ণ, কালরঙ্। কু—অল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ২। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, কাল রঙের ; মৃত্যুসদৃশ বা মৃত্যুসূচক। কাল+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। ৩। যম ; অবসর ; মৃত্যু ; কোকিল ; পরমেশ্বর ; শনি ; শিব ; বিষ্ণুর অনন্তমূর্ত্তি ; রক্তচিত্রক ; কাসমর্দ্দ ; সময় ; (পদার্থবিদ্যা) সীমাবদ্ধ সময় (period) ; (ব্যাকরণ) ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় (tense). কল্+ণিচ্ স্বার্থে+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। **কাল ঘনান, কাল ফুরান**—মৃত্যুকাল আসন্ন হওয়া। **কালে**—উপযুক্ত সময়ে ; ভবিষ্যতে। **কাল হওয়া**—মৃত্যু হওয়া ; ধ্বংসের কারণ হওয়া। **কালে কালে**—সময়ক্রমে, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। **কালে ধরা**—মৃত্যু হওয়া ; ভীষণ রোগে আক্রান্ত হওয়া। **কালে ভদ্রে**—কদাচিৎ, কখনও কখনও ; বহুকাল অন্তর। ৪। বর্ত্তমান দিবসের পূর্ব্ব বা পরদিবস। 'কল্য'-শব্দজ। বি।

কালক—১। জতুক, জড়ুর ; জলঢোঁড়া-সাপ। কল্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ২। কালকাসুন্দার শাক। কু—অল্+ণক কর্ত্তৃবা। ৩। যকৃৎ রোগ ; বীজগণিতোক্ত অব্যক্ত রাশিসংজ্ঞাবিশেষ। কল্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। ৪। কৃষ্ণবর্ণযুক্ত। কাল+কন্ স্বার্থে বা সংযুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী—কালকা, কালিকা।

কালকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব ; ময়ূর ; খঞ্জন ; চড়ুই ; ডাকপাখী। কাল কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

কালকবল, -গ্রাস—যমের মুখ, মৃত্যুমুখ। কালের কবল, গ্রাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। **কালকবলে পতিত হওয়া**—মরা, মারা যাওয়া।

কালকবলিত—মৃত, মৃত্যুমুখে পতিত। কালকর্ত্তৃক কবলিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কালকাসুন্দা—একপ্রকার গাছ, কাসমর্দ্দ। কাল যে কাসুন্দা (<কাসমর্দ্দ), কর্ম্মধা। বি।

কালকিষ্টি—খুব কাল। প্রাদে। বিণ।

কালকুণ্ঠ—যম। কাল—কুণ্ঠ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং। [কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

কালকূট—গরল। উপতৎ ; কাল—কূট্+অণ্

কালকৃৎ—সূর্য্য ; পরমেশ্বর। উপতৎ ; কাল —কৃ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কালকৃত—১। কালে সম্পাদিত বা সংঘটিত ; কালনিয়মে সম্পাদিত ; যথাকালে কৃত ; কালিক নিয়মে সম্পাদিত। কালে কৃত, ৭মীতৎ। বিণ। ২। সূর্য্য। কাল কৃত

যৎকর্তৃক, বহুব্রী। ৩। রোগবিশেষ। কাল (মৃত্যু) কৃত হয় যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বি; পুং।

কালকে—কাল, কল্য। বাং প্র। বি বা ক্রি-বিণ। [বিশেষণার্থে ৬ষ্ঠী।

কালকের—কল্যকার। বাং প্র। বি;

কালক্রমে—সময়স্রোতে, সময়ের গতিতে, সময় অতিবাহিত হইলে, কিছুকাল গত হইলে। কালের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রিয়াবিশেষণার্থে ৭মী।

কালক্ষেপ, -ক্ষেপণ—কোন কাজে বিলম্ব করা; সময় কাটান। কালের ক্ষেপ, ক্ষেপণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

কালখণ্ড—যকৃৎ; রোগবিশেষ। কাল খণ্ড, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কালগঙ্গা(ৎগা)—কালিন্দী নদী, যমুনা। কাল যে গঙ্গা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কালগ্রাস—'কালকবল' দ্রঃ।

কালঘাম—মৃত্যুকালীন ঘর্ম্ম; সর্ব্বাঙ্গে প্রবল স্বেদনিঃসরণ। কালসূচক ঘাম (<ঘর্ম), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কালঘুম—অতিদীর্ঘ নিদ্রা; মৃত্যু। কালসূচক ঘুম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কালচক্র—চক্রবৎ আবর্ত্তনশীল সময় [দিবাভাগের পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন, এই তিনটি কালচক্রের নাভি, সংবৎসর পরিবৎসরাদি পঞ্চ উহার অর অর্থাৎ শলাকা, এবং বসন্তাদি ষট্‌ ঋতু উহার নেমি অর্থাৎ প্রান্তভাগের বলয়রূপে বর্ণিত আছে। এই কালচক্র অক্ষয়, অবিশ্রান্তভাবে ইহা ঘূর্ণিত হইতেছে]। কাল চক্রপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা; বা, কালরূপ চক্র, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কালচিটা, -চিটে—ময়লা, কালদাগ। কাল+চিটা (<চিহ্ন)। বি।

কালচিন্তক—কালচিন্তাকারী, জ্যোতির্ব্বিৎ। কালের চিন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —চিন্তিকা।

কালচিয়া, কালচে—১। ঈষৎ কৃষ্ণ, সামান্য মলিন। বিণ। ২। কাল-দাগ। বাং প্র। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কালচিহ্ন—মরণের লক্ষণ। কালের চিহ্ন,

কালজাম—একজাতীয় জাম। কাল জাম, কর্ম্মধা। বি।

কালজ্ঞ—১। সময় বুঝিয়া কর্ম্মকারী, যে বৃথা সময় নষ্ট করে না এরূপ; দৈবজ্ঞ। বিণ। ২। কুক্কুট। উপতৎ; কাল—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কালজ্ঞান—১। জ্যোতিঃশাস্ত্র। কাল—জ্ঞা +অনট্‌ করণবা। ২। কোন্ সময়ে কি করা কর্ত্তব্য তাহার বোধ। কালের জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কালঞ্জর—মৃত্যুঞ্জয়, শিব; পর্ব্বতবিশেষ; দেশবিশেষ, কালিঞ্জর; যোগিচক্র। কাল—জৄ +খচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কালত্রয়—ত্রিকাল—বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ —এই তিন কাল। কালের ত্রয়, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।

কালত্রয়জ্ঞ—ত্রিকালজ্ঞ—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যাপার যে জানে এমন। উপতৎ; কালত্রয়—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

কালদণ্ড—(জ্যোতিষ) বারাদি যোগবিশেষ; যমের দণ্ড। কালের দণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালধর্ম্ম(র্ম)—কালের ধর্ম্ম; সময়বিশেষের রীতিনীতি; মৃত্যু। কালের ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালনাগ—কালসাপ, কেউটে সাপ। কাল নাগ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কালনাগিনী—তীব্রবিষধরী একপ্রকার সর্পী। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

কালনিরূপণ—সময় নির্দ্ধারণ। কালের নিরূপণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কালন্দর—মুসলমান সন্ন্যাসী; ধার্ম্মিক মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। আর্বী। বি।

কালপর্য্যা(র্যা)য়—কালের বৈপরীত্য, শুভকালের অশুভদায়কত্ব—অশুভকালের শুভদায়কত্ব; সময়ের আবর্ত্তন, সময়ের ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসা। কালের পর্য্যায়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালপাশ—মৃত্যুবন্ধন; যমের পাশ নামক অস্ত্র বা জাল। কালের পাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালপুচ্ছ—মৃগবিশেষ, একপ্রকার হরিণ। কাল (কৃষ্ণবর্ণ) পুচ্ছ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কালপুরুষ—১। যমের ভৃত্য; ব্রহ্মার পৌত্র ও সূর্য্যের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। কালের পুরুষ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। (জ্যোতিষ-শাস্ত্র) ধনুর্দ্ধর পুরুষাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ (Orion). কালনির্ণায়ক পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কালপূর্ণ—আসন্নমৃত্যু, যাহার মরণ ঘনাইয়া আসিয়াছে এরূপ। কাল অর্থাৎ জীবিত কাল পূর্ণ যাহার, বহুব্রী (শব্দ দুইটি উদ্দেশ্য বিধেয় ভাবে থাকাতে—এরূপ সমাস ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ, সুতরাং পৃথক্‌ লেখা সঙ্গত)। বিণ।

কালপূর্ণ হওয়া—মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হওয়া; যথাকালে পরিণতি লাভ করা।

কালপৃষ্ঠ—কঙ্কপক্ষী; মৃগবিশেষ; ধনুক; কর্ণের ধনু। কাল পৃষ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কালপেচক, -পেঁচা—কৃষ্ণমুণ্ড পেচকবিশেষ [ইহার শব্দকে সাধারণে অত্যন্ত অশুভসূচক মনে করে]। কাল যে পেচক, পেঁচা, কর্ম্মধা। বি।

কালপ্রবাহ—সময়স্রোত, অবিরত বহমান কাল। কালের প্রবাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালপ্রভাব—সময়ের শক্তি, সময়ের মাহাত্ম্য। কালের প্রভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালপ্রেরিত—মৃত্যুপ্রেরিত; মরণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট; মরণাক্রান্ত। কালকর্ত্তৃক প্রেরিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কালফণী (-ফণিন্)—কেউটে সাপ; যাহার দংশনে মৃত্যু অবধারিত এরূপ সর্প। কর্ম্মধা; অথবা, কালপ্রেরিত ফণী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কালব'স, কালবোস—রোহিত মৎস্যের তুল্য একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, একপ্রকার পোনা মাছ। বাং প্র। বি।

কালবিজ্ঞান—ঋতুসম্বন্ধীয় বিশেষ তথ্য-বোধ। কালের বিজ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কালবিলম্ব—অল্প দেরী। কালের বিলম্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালবীক্ষক—যে আগমনকারীদের সময়ের খতিয়ান রাখে (time-keeper). কালের বীক্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালবুদ—খিলান-করা সাঁকো; খিলান গাঁথিবার নিমিত্ত বাঁশের বা কাঠের ভারা; জুতা তৈয়ারীর ফর্ম্মা। ফার্সী। বি।

কালবেলা—(জ্যোতিষ) দিনের অশুভ সময়বিশেষ, দিনের যে সময়ে কোন কর্ম্ম করা বা কোন কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে যাওয়া বিধেয় নহে সেই সময় [দিনমানকে অষ্টভাগ করিলে, তাহাদের এক এক ভাগকে যামার্দ্ধ বলে। এক এক দিনের এই এক এক যামার্দ্ধ শাস্ত্রে বারবেলা ও কালবেলা নামে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইহাতে যাত্রাদি কোন কার্য্য বা শুভকর্ম্ম করিতে নাই]। কালের (শনির) বেলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালবৈশাখী—চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকাল-বেলার প্রচণ্ড ঝড়সহ বৃষ্টি। বাং প্র। বি।

কালবোস—'কালব'স' দ্রঃ।

কালব্যাল—মৃত্যু-সংঘটক হিংস্র প্রাণী; কেউটে সাপ। ("বিচিত্র-বরণ অস্ত্র যেন কালব্যাল"—কাশীরাম)। কাল (মৃত্যু)-সংঘটক ব্যাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কালভুজঙ্গ(ৎগ)—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ; তীব্রবিষধর মারাত্মক সর্প। কাল ভুজঙ্গ, কর্ম্মধা। বি; পুং। স্ত্রী,—ঙ্গী, —ঙ্গিনী (বাং)।

কালভুজঙ্গি(ৎগি,নী—কালনাগিনী; মারাত্মক স্ত্রীজাতীয় সর্প। কালভুজঙ্গ+ইনী (বাংলা স্ত্রীপ্রত্যয়)। বি; স্ত্রী।

কালভৈরব—শিবাংশজাত ভৈরববিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। কাল (ভয়ানক) ভৈরব (ভয় যাহা হইতে), কর্ম্মধা। বি; পুং।

কালমান—১। কালের পরিমাণ। কালের মান, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কৃষ্ণতুলসী; কৃষ্ণজীরক। কাল মান যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কালমাহাত্ম্য—কালের মহিমা; সময়ের

প্রভাব। কালের মাহাত্ম্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কালমেঘ—১। কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। কর্ম্মধা। ২। উদ্ভিদ্‌বিশেষ। বি; পুং।

কালযবন—যবনরাজবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

কালযাপন—কালক্ষেপণ, সময় কাটান; দিনপাত করা, লোকযাত্রানির্ব্বাহ। কালের যাপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কালরাত্রি—যে রাত্রিতে মৃত্যু বা বিপদ্ ঘটে সেই রাত্রি, ভয়ানক রাত্রি; বিবাহরজনীর পরবর্ত্তী রজনী (ঐ রজনীতে বাসরশয্যায় বেহুলার পতি লক্ষীন্দ্রের সর্পদংশনে মৃত্যু হওয়াতে উহাতে নববরবধূর মিলন নিষিদ্ধ); কল্পান্তরাত্রি; রাত্রিকালের অশুভকর অংশ-বিশেষ; ভগবতীর শক্তিবিশেষ। কালের রাত্রি, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, কাল (মৃত্যুজনক, নাশক) যে রাত্রি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কালরুদ্র—কালাগ্নিস্বরূপ রুদ্রদেব। কাল-রূপ রুদ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাললবণ—বিট্‌লবণ। কাল লবণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কালশশী (-শশিন্)—কৃষ্ণবর্ণ অথচ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর প্রিয় ব্যক্তি; শ্রীকৃষ্ণ (আদরার্থে এবং কোন কোন স্থলে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়)। কাল শশী, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কালশিরা—আঘাতাদির ফলে জাত দেহস্থ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন, কালসিটে। কাল শিরা, কর্ম্মধা। বি।

কালশুদ্ধি—শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের উপযোগী সময়ের পবিত্রতা। কালের শুদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালশোধন—(জ্যোতিষ) আপাতকাল ও মধ্যবর্ত্তী কালের পার্থক্য (equation of time). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কালসমুদ্র, -সাগর—সময়সাগর, সাগরের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন বা অনন্ত কাল। কালরূপ সমুদ্র, সাগর, রূপক কর্ম্মধা; অথবা, কাল সমুদ্রপ্রায়, সাগরপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

কালসর্প—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ। নিত্য-কর্ম্মধা। বি; পুং।

কালসহ—বিলম্ব হইলেও যে বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে না এরূপ; যে বিষয়ে বিলম্ব করা চলে, সময়ের অপেক্ষাকারী। কাল—সহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

কালসার—১। কৃষ্ণবর্ণ হরিণবিশেষ, কৃষ্ণ-সার। কাল অথচ সার (বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত), কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। পীতচন্দন। কাল সার (স্থিরাংশ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কালসিটা, -সিটে—কালশিরা, আঘা-তের কাল দাগ। বাং প্র। বি।

কালস্বরূপ—যমসদৃশ, মৃত্যুতুল্য। কালের স্বরূপের ন্যায় স্বরূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কালস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—সময়প্রবাহ, স্রোতের ন্যায় নিরন্তর গমনশীল সময়। কালের স্রোত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কালা—১। বধির, শ্রবণেন্দ্রিয়হীন, যে কানে শোনে না এমন। 'কল্ল'-শব্দজ। বিণ। ২। কৃষ্ণবর্ণা। কাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। শ্রীকৃষ্ণ। বি। ৪। কলঙ্কিত; কৃষ্ণবর্ণ; অতিশীতল, ঠাণ্ডা। 'কাল'+আ যুক্তার্থে। বিণ।

কালাকাল—ভাল ও মন্দ সময়, উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সময়। কাল ও অকাল, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

কালাগুরু—কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ, কৃষ্ণবর্ণ অগুরুচন্দন। কাল অগুরু, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কালাগ্নি—১। সর্ব্বসংহারক অনল, প্রলয়াগ্নি ("কালাগ্নির মত তপ্ত তপন-তাপন" —মাইকেল)। কালজনক অগ্নি, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ। বি; পুং।

কালাচাঁদ—কালশশী (তাহা দ্রঃ)।

কালাজ্বর—একপ্রকার সাংঘাতিক জ্বর। অসমীয়া-মূলক। 'কালা—আ—জার' (kala-a-jar)-শব্দজ। বি।

কালাতিক্রম, -ক্রমণ—সময়লঙ্ঘন। কালের অতিক্রম, অতিক্রমণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

কালাতিপাত—সময়যাপন, কালক্ষেপণ। কালের অতিপাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালাত্যয়—সময় নষ্ট হওয়া, সময় বহিয়া যাওয়া। কালের অত্যয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালান—খুব ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া। বাং ক্রি।

কালানল—কালাগ্নি, প্রলয়কালের অগ্নি। কালজনক অনল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কালানুনাদী (-নাদিন্)—ভ্রমর; চটক; কোকিল; ময়ূর; চাতকপক্ষী। উপতৎ; কাল—অনু—নদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কালানুবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্তী**—সময়ের অনুসারী, সময় বুঝিয়া কার্য্যকারী। উপতৎ; কাল—অনু—বৃৎ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বর্ত্তিনী।

কালানুসারী (-রিন্)—কালানুবর্ত্তী, সময়ের অনুগামী। উপতৎ; কাল—অনু—সৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —সারিণী।

কালান্তক—১। ভীষণ যম, ভয়ানক মৃত্যু। বি; পুং। ২। বিশ্বসংহারকারী, সর্ব্ব-নাশক। কাল এমন অন্তক, কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী, —ন্তিকা।

কালান্তর—১। সময়ান্তর, অন্য সময়। অন্য কাল, নিত্য। ২। মধ্যবর্ত্তী সময়। কালের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব

কালান্তরবিষ—যে সকল জন্তুর বিষের প্রভাব দংশনকালের বহুকাল পরেও প্রকা-শিত হয় তাহারা (মূষিক প্রভৃতি)। কালা-ন্তরে বিষ যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

কালাপ—১। সাপের ফণা। কলাপ+অণ্ ভবার্থে। ২। ময়ূরপুচ্ছসমূহ। কলাপ+অণ্ সমূহার্থে। বি; পুং। ৩। কলাপব্যাকরণ-বেত্তা। কলাপ+অণ্ জানে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —পী।

কালাপাতি—নৌকার তক্তার ফাঁক বন্ধ করিবার পাট প্রভৃতি। কালা (ছিদ্রহীন) পাতি (পাটাতন) যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি।

কালাপানি—সমুদ্র; সমুদ্রের নীল জল-রাশি; (লাক্ষণিক অর্থে) দ্বীপান্তরদণ্ড। কালা (কৃষ্ণবর্ণ) পানি (জল) যাহাতে, বহুব্রী। বি।

কালাপাহাড়—মুসলমান সেনাপতিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]; প্রচলিত-সংস্কারবিরোধী ব্যক্তি। বাং প্র। বি।

কালাপাহাড়ী—কালাপাহাড়ের ন্যায় আচরণকারী; ধর্ম্মদ্বেষী। কালাপাহাড়+ঈ সদৃশার্থে। বিণ। **কালাপাহাড়ী কাণ্ড** —কালাপাহাড়ের ন্যায় ধর্ম্মের হিংসা বা ধর্ম্মের উপর অত্যাচার।

কালাবৎ—কালোয়াৎ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলাপকারী। হিন্দীমূলক। বি।

কালামুখ—১। নির্লজ্জ, বেহায়া। কালা মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —মুখী। ২। কলঙ্কিত ব্যক্তির মুখ। কালা যে মুখ, কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

কালায়স—লৌহবিশেষ। কাল অয়ঃ+অচ্ সমাসান্ত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কালাশুদ্ধি—ব্রতনিয়মাদি কর্ম্মযোগ্য কালের শুদ্ধি না থাকা, কাল শুদ্ধ না থাকা। কালের অশুদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালাশৌচ—মহাগুরুনিপাতজন্য সংবৎসর-ব্যাপী অশৌচ বা দৈহিক অপবিত্রতা [পুত্র এবং অবিবাহিতা কন্যার মাতাপিতা ও বিবাহিত স্ত্রীলোকের স্বামী মহাগুরু। এই মহাগুরুর মৃত্যু হইলে যতদিন না তাঁহার সপিণ্ডীকরণ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পুত্র কন্যা বা পত্নীর সর্ব্ববিধ যজ্ঞকার্য্যে দেহাশুদ্ধি বা অশৌচ বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু এই অবস্থায় সন্ধ্যাবন্দনা পূজাদি নিত্যকর্ম্ম করিতে পারা যায়]। কালব্যাপী অশৌচ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কালি—১। মসী, লিখিবার কালি। কাল+ই স্বার্থে। বি। **কালি দেওয়া**—কলঙ্ক লেপন করা। ২। ক্ষেত্রফল (area); মাছ গাঁথিয়া তুলিবার কোঁচ। বাং প্র। বি। ৩। কাল, গত বা আগামী দিন। 'কল্য'-শব্দজ। অব্য।

কালিক—সাময়িক; কালকৃত; কাল-

সংক্রান্ত; সময়োচিত। কাল+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

কালিকা—১। চণ্ডিকার রূপভেদ, কালী; মেঘমালা; কুজ্ঝটিকা; কৃষ্ণবর্ণ; রোমাবলী; বায়সী, কাকী; শ্যামাপক্ষী; শৃগালী; মসী; বিছুটি; পটোলশাখা; সুরা; কিণ্বিবন্দী; কলঙ্ক; ত্রিশিরা; হরীতকী; মাংসী। বি; স্ত্রী। ২। কৃষ্ণবর্ণা। কাল+ইক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কালিকাপুরাণ—কালিকা দেবীর মাহাত্ম্যাদিপ্রতিপাদক পুরাণবিশেষ। কালিকা-বিষয়ক পুরাণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কালিকাব্রত—অমাবস্যায় স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। কালিকাতোষক ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কালিঙ্গ(ংগ)—১। কলিঙ্গ দেশের রাজা বা অধিবাসী। বি; পুং। ২। কলিঙ্গদেশজাত। কলিঙ্গ+অণ্ অধিপতি অর্থে, ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গী। ৩। হস্তী; সর্প; লৌহ-বিশেষ; কাঁকুড়; তরমুজ। কু (কুৎসিত) লিঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কালিঝুলি—কালি ঝুল প্রভৃতি ময়লা, নানারকম ময়লা। দ্বন্দ্ব। বি।

কালিনী—দুঃখিতা, শোকার্ত্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

কালিন্দী—১। যমুনা-নদী। কলিন্দ (পর্ব্বত-বিশেষ)+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্। ২। কৃষ্ণের পত্নী; সূর্য্যের কন্যা; অসিত রাজার পত্নী; অসুরকন্যাবিশেষ। ৩। কলিন্দ+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কালিন্দীকর্ষণ—বলদেব, বলরাম। কালিন্দী—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালিন্দীসোদর—যম। কালিন্দীর সোদর,

কালিমময়—কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, কলঙ্কিত। কালিমন্+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

কালিমা (-মন্)—কৃষ্ণতা, মলিনতা; কলঙ্ক। কাল+ইমন্ ভাবে। বি; পুং। বিণ—কালিমময়।

কালিয়—১। নাগবিশেষ। কাল+ইয় আছে অর্থে। বি; পুং। ২। কাল-সম্বন্ধীয়। কাল+ইয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

কালিয়দমন—১। বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ। কালিয়ের দমন (দমনকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। কালিয়ের দমন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালিয়নাগের শাসন [কালিয় নামক সর্প গরুড়ের ভয়ে বৃন্দাবনের কালিদহ নামক একটি হ্রদ আশ্রয় করে, এবং তাহার ফলে উহার জল বিষাক্ত হয়। বৃন্দাবনবাসিগণ উহার জল পানে হতচেতন হইলে শ্রীকৃষ্ণ গিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করেন, এবং কালিয়নাগের মস্তকে আরোহণ করিয়া পদাঘাতে তাহার ফণাগুলি ভাঙ্গিয়া দেন। অতঃপর ঐ নাগ শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হয় এবং নিজের বিষ সংহরণ করে]। কালিয়ের দমন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কালিয়া—১। শ্রীকৃষ্ণ। কবিপ্র। ২। ঘৃত-মসলাদিযোগে প্রস্তুত মৎস্য-মাংসের ব্যঞ্জনবিশেষ। আর্বী। বি। ৩। কাল-সংক্রান্তা, সময়সম্বন্ধীয়া। কালিয় (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কালী—১। কালিকা দেবী [চরিতাবলী দ্রঃ]; কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী; নবমেঘশ্রেণী; কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; অগ্নিজিহ্বাবিশেষ; মসী; অযশঃ; কৃষ্ণবর্ণ। বি; স্ত্রী। ২। কৃষ্ণবর্ণা। কাল+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালীতলা—দেবী কালীমাতার পূজাস্থান।

কালীন—কালে যাহা ঘটে বা উৎপন্ন হয় এরূপ (এই শব্দ অন্য শব্দের পরে প্রযুক্ত হয়; যথা—তৎকালীন)। কাল+ঈন ভবার্থে। বিণ।

কালীময়—মসীপূর্ণ, মসীলিপ্ত, কালী-মাখান; কৃষ্ণবর্ণ, মলিন। কালী+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

কালীয়—১। কৃষ্ণচন্দন। কাল+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব। ২। নাগবিশেষ ('কালিয়' দ্রঃ)। বি; পুং। ৩। সময়সংক্রান্ত, সাময়িক। কাল+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

কালীয়ক—১। কুঙ্কুম; কৃষ্ণচন্দন। বি; ক্লীব। ২। দারুহরিদ্রা; শৈলজ। কালীয়+কন্ স্বার্থে, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কালীয়দমন—কালিয়দমন (তাহা দ্রঃ)।

কালেক্টর—জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্ম্মচারী; খাজনা আদায়কারী কর্ম্মচারী। ইং Collector. বি।

কালেক্টরি—সরকারের রাজস্ব-আদায়ের বিভাগ। কালেক্টর+ই। বি।

কালেয়—১। যকৃৎ; কৃষ্ণচন্দন। কাল (কৃষ্ণবর্ণ)+এয় জন্মায় অর্থে। বি; ক্লীব। ২। দৈত্যবিশেষ। কলি+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

কালেশ—(কালপ্রবর্ত্তক বলিয়া) সূর্য্য; শিব; ম-কার। কালের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালো—কৃষ্ণবর্ণ। 'কাল'-শব্দজ। বিণ।

কালো বাজার—চোরা বাজার; সরকারী আইন-কানুনকে ফাঁকি দিয়া গোপনে অতিরিক্ত লাভে বিক্রয় (black market).

কালোচিত—সময়ের উপযুক্ত, কালোপযোগী; মৃতাশৌচ বা শ্রাদ্ধকালের উপযুক্ত। কালে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

কালোদিত—যথাকালে উপস্থিত, উপযুক্ত সময়ে সমাগত। কালে উদিত, ৭মীতৎ। বিণ।

কালোপ্ত—উপযুক্ত সময়ে যাহার বপন হইয়াছে এরূপ। কালে উপ্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

কালোয়াৎ—গীতবাদ্যাদি বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি। 'কলাবৎ'-শব্দজ। বি।

কালোয়াতি, -তী—১। কালোয়াতের কলাকৌশল, কালোয়াতের পেশা। কালোয়াৎ+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি। ২। কালোয়াৎ-সম্বন্ধীয়। কালোয়াৎ+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

কাল্পনিক—অবাস্তব, অমূলক; যাহা ছলনা করিবার নিমিত্ত করা যায় এরূপ; যাহা যে উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায়ে করা উচিত তদনুযায়ী নহে এরূপ; যাহা আন্তরিক নয় এরূপ। কল্পনা+ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—কাল্পনিকতা, কল্পনা।

কাল্য—১। কালিক, কালোৎপন্ন। কাল+যৎ ভবার্থে। বিণ। ২। প্রত্যূষ। কাল+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

কাশ, কাস—১। কাসরোগ। উপতৎ; ক—অশ্, অস্+অণ্ কর্ত্তৃবা। ২। মূষিক; তৃণবিশেষ। কাশ্, কাস্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ৩। প্রকাশ; গতি। কাশ্, কাস্, কস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৪। প্রকাশমান, শোভমান। কাশ্, কাস্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৫। কাশফুল। কাশ্, কাস্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। [শব্দজ। বি।

কাশন্দি—আমের আচারবিশেষ। 'কাশমর্দ্দ'-

কাশ(স)মর্দ্দ(র্দ)—কাসুন্দি; কালকাসুন্দা গাছ। উপতৎ; কাশ, কাস—মৃদ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কাশি—কাসরোগ। 'কাশ'-শব্দজ। বি। **কাঠ কাশি**—শুক্‌না কাশি, যে কাশিতে গয়ার উঠে না। **ঘুড়িং কাশি**—একপ্রকার তীব্রযন্ত্রণাদায়ক কাশি। **হুপো কাশি**—যে কাশিতে হুপ্ হুপ্ শব্দ হয়।

কাশিকা—১। কাশী। কাশী+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। পাণিনি-ব্যাকরণের সূত্র-ব্যাখ্যান গ্রন্থবিশেষ। কাশ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাশী—বারাণসী [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। কাশ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাশী (কাশিন্), **কাসী** (কাসিন্)—কাসরোগগ্রস্ত, কেসো রোগী। কাশ, কাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—কাশিনী, কাসিনী।

কাশীধাম (-ধামন্)—পবিত্র বারাণসী, কাশীক্ষেত্র। কাশীই ধাম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

কাশীনাথ—শিব। কাশীর নাথ, ৬ষ্ঠীতৎ।

কাশীরাজ—কাশীর অধিপতি। কাশীর রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

কাশীশ—১। শিব; কাশীর রাজা। কাশীর ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। উপধাতু-বিশেষ, হীরাকস। কাশী (কাশিন্=জল-ব্যাপী)-মধ্যে ঈশ, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

কাশীশ্বর—কাশীপতি, মহাদেব; কাশীর রাজা। কাশীর ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কাশ্মীর—১। ভারতবর্ষের উত্তরস্থিত দেশবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। কাশ্মীর + অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। পদ্মের মূল; কুঙ্কুম; টঙ্ক, সোহাগা; কাশ্মীরদেশজাত বস্তু। কাশ্মীর + অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব।

কাশ্মীরজ—কুঙ্কুম, জাফরান; কুষ্ঠ; পদ্মমূল। উপতৎ; কাশ্মীর—জন্ + ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

কাশ্মীরজন্মা (-জন্মন্)—'কাশ্মীরজ' (সকল অর্থে)। কাশ্মীরে জন্ম যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কাশ্মীরা—কাশ্মীরদেশজাত শীতবস্ত্র, শাল প্রভৃতি। কাশ্মীর + আ উৎপন্নার্থে। বি।

কাশ্মীরী—১। গাম্ভারী; অতিবিষা। কাশ্মীর + অণ্ ভবার্থে + ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী। ২। কাশ্মীরদেশজাত। কাশ্মীর + ঈ উৎপন্নার্থে। বিণ। [বি; ক্লীব।

কাশ্য—মদ্য, সুরা। কশ্য + অণ্ স্বার্থে।

কাশ্যপ—১। কশ্যপমুনির বংশীয় জনৈক বিষবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ [চরিতাবলী দ্রঃ]; কণাদমুনি; মৃগবিশেষ; অরুণ; কশ্যপের পুত্র। কশ্যপ + অঞ্ গোত্রাপত্যার্থে, অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। মাংস; কাশ্যপগোত্র। বি; ক্লীব। ৩। কশ্যপ-সম্বন্ধীয়, কশ্যপসংক্রান্ত। কশ্যপ + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—পী।

কাশ্যপি—সূর্য্যসারথি, অরুণ; গরুড়। কশ্যপ + ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

কাশ্যপী—পৃথিবী [পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া কশ্যপকে তাহা দান করেন; তাঁহার নামানুসারে পৃথিবীর নাম কাশ্যপী হইয়াছে]। কশ্যপ + অণ্ সম্বন্ধার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাশ্যপেয়—কশ্যপমুনির পুত্র; সূর্য্য; গরুড়। কশ্যপ + এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

কাষ—কষ্টিপাথর; ঋষিবিশেষ। কষ্ + ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

কাষায়—১। কষায়রক্ত, অনুজ্জ্বল, রক্তবর্ণ-রঞ্জিত। কষায় + অণ্ রঞ্জিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। ২। কষায়। কষায় + অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

কাষ্ঠ—কাঠ, জ্বালানী কাঠ। কাশ্ + ক্থন্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

কাষ্ঠক—১। অগুরু, সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ। কাষ্ঠ + কন্ উৎকর্ষার্থে। বি; ক্লীব। ২। কাষ্ঠযুক্ত। কাষ্ঠ + কন্ যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী—কাষ্ঠিকা। [বি; পুং।

কাষ্ঠকীট—ঘুণ। কাষ্ঠের কীট, ৬ষ্ঠীতৎ।

কাষ্ঠকুট্ট—কাঠঠোকরা পাখী। উপতৎ; কাষ্ঠ—কুট্ + অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কাষ্ঠকুদ্দাল—নৌকাদির জলসেচনার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র, কেঠো, কেঠ্‌কো। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কুদ্দাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাষ্ঠতক্ষ, -তক্ষক—সূত্রধর, ছুতার; বর্দ্ধকি, বাড়ই। কাষ্ঠ—তক্ষ্ + অণ্, ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

কাষ্ঠতন্তু—১। কাষ্ঠকৃমি, ঘুণ। কাষ্ঠ—তন্ + তু কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। ২। কাঠের আঁশ। কাষ্ঠের তন্তু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কাষ্ঠদারু—দেবদারু বৃক্ষ। কাষ্ঠপ্রদ দারু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাষ্ঠপাদুকা—খড়ম। কাষ্ঠনির্ম্মিতা পাদুকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠপিপীলিকা—কাঠপিঁপড়া। কাষ্ঠ-চারিণী পিপীলিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠপুত্তলিকা—কাঠের পুতুল; (তদ্বৎ) নীরব এবং নিশ্চল ব্যক্তি। কাষ্ঠনির্ম্মিতা পুত্তলিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠপুষ্প—১। কেতকীপুষ্প, কেয়াফুল। কাষ্ঠতুল্য পুষ্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। কেতকীবৃক্ষ, কেয়াফুলের গাছ। কাষ্ঠবৎ (কঠিন) পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কাষ্ঠফলক—কাষ্ঠনির্ম্মিত ফলক, বোর্ড প্রভৃতি। কাষ্ঠনির্ম্মিত ফলক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কাষ্ঠবৎ—কাঠের মত নীরস। কাষ্ঠ + বতিচ্ তুল্যার্থে। অব্য।

কাষ্ঠভার—কাঠের বোঝা। কাষ্ঠের ভার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কাষ্ঠমঞ্চ—কাঠের মাচান; চৌকী চেয়ার কেদারা খাট গ্যালারি প্রভৃতি। কাষ্ঠনির্ম্মিত মঞ্চ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাষ্ঠময়—কাষ্ঠনির্ম্মিত; (লাক্ষণিক অর্থে) অতি নির্দ্দয়। কাষ্ঠ + ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

কাষ্ঠমল্ল—শবযান, যে গাড়ী বা খাটে করিয়া মড়া লইয়া যায় তাহা। কাষ্ঠনির্ম্মিত মল্ল (পাত্রবিশেষ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাষ্ঠমার্জ্জা(র্জা)র—কাঠবিড়াল। কাষ্ঠ-বিহারী মার্জ্জার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কাষ্ঠলেখক—ঘুণ; যে ব্যক্তি কাঠ খোদাই করিয়া লিখিয়া থাকে সে। কাষ্ঠে লেখক, ৭মীতৎ। বি; পুং।

কাষ্ঠলৌকিকতা—শুষ্ক আত্মীয়তা, বাহ্য ভদ্রতা, কপট বন্ধুতা। কাষ্ঠনীরস লৌকিকতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠহাসি—শুষ্কহাস্য, কপট হাস্য। কাষ্ঠ-নীরস হাসি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কাষ্ঠা—দিক্; প্রদেশ; সূক্ষ্ম সময়; সীমা; স্থিতি; উৎকর্ষ; পর্য্যবসানভূমি; দারুহরিদ্রা। কাশ্ + ক্থন্ কর্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠাম্বুবাহিনী—জলসেচনী, সেওনী, সেঁউতী। কাষ্ঠনির্ম্মিতা অম্বুবাহিনী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠাসন—কাষ্ঠনির্ম্মিত আসন, চৌকী কেদারা পীড়ি প্রভৃতি। কাষ্ঠনির্ম্মিত আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কাষ্ঠিকা—ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড, কাঠি। কাষ্ঠ + কন্ ক্ষুদ্রার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠীল—শ্বেত অর্ক, সাদা আকন্দ। উপতৎ; কু—অস্থি—লা + ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কাষ্ঠীলা—কদলীগাছ। উপতৎ; কু—অস্থি—লা + ক + আপ্। বি; স্ত্রী।

কাস—'কাশ' দ্রঃ।

কাসঘ্ন—যাহা কাসি রোগ ভাল করে এমন। উপতৎ; কাস্—হন্ + টক্ কর্তৃবা। বিণ।

কাসজিৎ—১। কাসনাশক। বিণ। ২। বামনহাটী। উপতৎ; কাস—জি + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। [বি।

কাসন—সরিষার ঝোলবিশেষ। বাং প্র।

কাসন্দি, কাসুন্দি—সরিষা-সহযোগে প্রস্তুত আচারবিশেষ। 'কাসমর্দ্দ'-শব্দজ। বি।

কাসমর্দ্দ(র্দ)—'কাশমর্দ্দ' দ্রঃ।

কাসমর্দ্দ(র্দ)ন—কালকাসুন্দি গাছ; পটোল। কাসের মর্দ্দন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কাসর—১। মহিষ। ক (জল)—আ—সৃ (চলা) + অচ্ কর্তৃবা। ২। কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যবিশেষ; বড় কাঁসী। 'কাংস্য'-শব্দজ। বি; পুং।

কাসাভা—কেশুয়া গাছ (ইহার মূল হইতে সাগুদানার মত বস্তু পাওয়া যায়)। ইং cassava. বি।

কাসার—সরোবর; মহাজলাশয়; দণ্ডক-চ্ছন্দোবিশেষ; পক্বান্নবিশেষ। ক (জল)—আ—সৃ (চলা) + ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

কাসারি—কাসমর্দ্দ, কালকাসুন্দি; আলুক। কাসের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কাসি—কাশিরোগ, কাশ। বাং প্র। বি।

কাসিদ—সংবাদবাহক, বার্ত্তাবহ, হরকরা; পাইক। আর্বী। বি।

কাসীশ, কাসীস—উপধাতুবিশেষ, হীরা-কস। উপতৎ; কাসী—শো + ক কর্তৃবা; পক্ষে কাস্ + ঈসন্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

কাসুন্দি—'কাসন্দি' দ্রঃ। [বি।

কাস্ত—ধান কাটার অস্ত্র, কাস্তে। প্রাঃ কবিপ্র।

কাস্তকার, -গার—কৃষক, চাষী। ফার্সী 'কাশ্‌ৎকার'-শব্দজ। বি। **কাস্তগার দেহী**—যে প্রজা চাষের জন্য গৃহীত জমিতে বসবাসও করে। **কাস্তগার পাহী**—যে প্রজা চাষের জন্য লওয়া জমিতে বাস করে না। **কাস্তগার মৌরুসী**—যে চাষীর জমিতে মৌরসী স্বত্ব রহিয়াছে।

কাস্তিয়া, কাস্তে—ধান্যচ্ছেদনার্থ অস্ত্র-বিশেষ, শস্যকর্ত্তনী। বাং প্র। বি।

কাহণ, কাহন—ষোল পণ। 'কার্ষাপণ'-শব্দজ। বি।

কাহল—১। কুক্কুট, মোরগ; বিড়াল। বি; পুং। ২। কোলাহল; বৃহৎ ঢক্কা; যন্ত্রবিশেষ; মহাধ্বনি; অব্যক্ত বাক্য। বি; ক্লীব। ৩। অতিশয়; শুষ্ক; খল। ক—আ—হল্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কাহলা।

কাহলা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। কাহল+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাহলী—একটি অপ্সরার নাম; তরুণী, যুবতী। কাহল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাহা—১। কে, কোন্, কি। 'কিম্'-শব্দমূলক। সর্ব্ব। ২। শ্রীকৃষ্ণ, কানাই। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কাহাঁ—কোন্ স্থানে, কোথায়। হিন্দীমূলক। অব্য।

কাহাঁতক—কোন্ পর্য্যন্ত, কি পর্য্যন্ত; কেমন করিয়া। হিন্দী। অব্য।

কাহার—১। শিবিকাবাহক জাতিবিশেষ, বেহারা। 'স্কন্ধাবার'-শব্দজ। বি। ২। কোন্ ব্যক্তির, কোন্ লোকের। বাং প্র। সর্ব্ব।

কাহারক—পাল্কীবাহক জাতি, বেহারা। 'কাহার'-শব্দজ। বি; পুং।

কাহারবা—তালবিশেষ (ইহাতে দুইটি তাল ও চারিটি মাত্রা আছে; বোল,—ধিধি কৎ নাক্ দিন্)। হিন্দী। বি।

কাহিনী—বিবরণ, গল্প; প্রস্তাব। প্রাকৃত 'কহণী' (<কথন)-শব্দজ। বি।

কাহিল—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কৃশ। আর্বী। বিণ।

কাহু—কাহাকেও ("কেহ কাহু লখিতে না পার"—বল্লভীদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কাহুক—কাহাকেও; কাহারও ("কেহ কাহুক পথ না হেরি"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কাহে—১। কারে, কাহাকে; কোন্ ব্যক্তির। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। ২। কেন, কিজন্য। হিন্দী। অব্য।

কি—১। প্রশ্ন বিস্ময় বিরক্তি ইত্যাদি সূচক শব্দ [প্রশ্নে—সে কি আসিবে? কষ্টে, যন্ত্রণায়—কি জ্বালা! বিস্ময়ে—ওমা, কি হ'লো! সংশয়ে—সে থাবে কি না থাবে জানি না; বিরক্তিতে—কি নোংরা! নিষেধে—সে একথা জানাবে কি অর্থাৎ জানালেই তার বিপদ্; 'না' বুঝাইতে—কি জানি; কিংবা, বিকল্পে—কি মানুষ, কি পশুপাখী সকলেই মরিবে; 'কিছু না' বুঝাইতে—বেল পাকিলে কাকের কি]; ব্রজবুলিতে ৬ষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন (চাঁদকি চলনা)। অব্য। ২। কোন্ জিনিস, কোন্ বিষয়। 'কিম্'-শব্দজ। সর্ব্ব ('কী' শব্দ দ্রঃ)।

কিংকর্ত্ত(র্ত)ব্য—কি করা উচিত বা আবশ্যক তাহা, কর্ত্তব্য বিষয়। কিং (কি) কর্ত্তব্য, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

কিংকর্ত্ত(র্ত)ব্যবিমূঢ়—কর্ত্তব্যনির্ণয়ে অক্ষম, কি করা উচিত বা আবশ্যক তাহা বুঝিতে অক্ষম, ভ্যাবাচ্যাকা, হতবুদ্ধি। কিংকর্ত্তব্যে বিমূঢ়, ৭মীতৎ। বিণ।

কিংখা(খ্যা)প, কিংখা(খ্যা)ব—শিল্পখচিত বস্ত্রবিশেষ, সোণালী জরির কাজ করা রেশমী কাপড়। ফার্সী 'কম্‌খোয়াব'-শব্দজ। বি।

কিংবদন্তি, -ন্তী—জনশ্রুতি, মুখে মুখে যে কথা চলিয়া আসিয়াছে তাহা; লোকাপবাদ। কিম্—বদ্+অন্তি (ঝিচ্) ভাববা, বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী। (অশুদ্ধ-প্রয়োগে—কিম্বদন্তি, -ন্তী)।

কিংবা—বা, অথবা, পক্ষান্তরবোধক শব্দ। কিম্+বা। অব্য। (কিম্বা—অশুদ্ধ প্রঃ)।

কিংশুক—১। পলাশবৃক্ষ। বি; পুং। ২। পলাশফুল। কিং শুক, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

কিঙ্ক(ংক)র—যে বেতন লইয়া অন্যের কর্ম্ম করে এরূপ ব্যক্তি, দাস, ভৃত্য, চাকর; কর্ম্মকর। কিম্—কৃ+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—রা (ভৃত্যা), —রী (ভৃত্যপত্নী)।

কিঙ্ক(ংক)রী—দাসী, ভৃত্যা, চাকরানী। কিঙ্কর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কিঙ্কি(ংকি)ণী—ক্ষুদ্র ঘন্টিকা; ঘুঙুর; কটিভূষণ; দ্রাক্ষাফল; জলজম্বুবৃক্ষ; দেবীস্তুতিবিশেষ। কিম্—কিণ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কিঙ্কি(ংকি)র—১। গজকুম্ভ। বি; ক্লীব। ২। কোকিল; ভ্রমর; অশ্ব; কন্দর্প। কিম্—কৄ+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কিচ্‌কিচ্, কিচ্‌কিচানি—অস্পষ্ট তীব্র শব্দ; কলহ, ঝগড়া; ইন্দুর ছুঁচা প্রভৃতির শব্দ। বাং প্র। অব্য।

কিচ্‌মিচ্, কিচিরমিচির—পক্ষীর অব্যক্ত শব্দ। বাং প্র। অব্য।

কিছু—১। কিঞ্চিৎ, অল্প। বিণ। ২। কোন বস্তু বা কার্য্য। হিন্দী 'কুছ্' (<কিঞ্চিৎ)-শব্দজ। সর্ব্ব।

কিঞ্চ—আরও কিছু; সমুচ্চয়; আরম্ভ; সম্ভাবনা; সাকল্য। কিম্+চ। অব্য।

কিঞ্চন—১। ধনী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। কিছু, সামান্য কিছুও। কিম্+চন অনিশ্চয়ার্থে। সর্ব্ব।

কিঞ্চিৎ—অল্প, কিছু; কোন বস্তু। কিম্+চিৎ অল্পার্থে, অসাকল্যার্থে। অব্য।

কিঞ্চিৎকর—কিঞ্চিৎকার্য্যকর, সামান্যপ্রয়োজনসাধক। উপতৎ; কিঞ্চিৎ—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

কিঞ্চিদধিক—কিছু বেশী। কিঞ্চিৎ অধিক, সুপ্‌সুপা। বিণ।

কিঞ্চিদূন—কিঞ্চিৎ ন্যূন, কিছু কম। কিঞ্চিৎ উন, সুপ্‌সুপা। বিণ।

কিঞ্চিন্মাত্র—কিছুমাত্র, অল্পমাত্র। কিঞ্চিৎ মাত্রা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কিঞ্চিলিক, কিঞ্চুলক, কিঞ্চুলুক—কেঁচুয়া, কেঁচো। কিম্—চুল্ বা চল্+উ কর্তৃবা+কন্। বি; পুং।

কিঞ্জল্ক—ফুলের পরাগ। কিম্ (সামান্য)—জল্ (আচ্ছাদন করা)+ক (উণাদি) কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

কিট্‌কিটা, কিট্‌কিটে—মলিন, তৈলাদিযোগে অতিশয় ময়লা। 'কিট্ট'-শব্দজ। বিণ।

কিটি—শূকর। কিট্+ইন্ কর্তৃবা। বি; পুং। [—ভা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কিটিভ—উকুণ; ছারপোকা। উপতৎ; কিটি

কিট্ট—ধাতুমল; তৈলাদির কাইট, তৈলাদির নিম্নস্থিত কাট। কিট্+ক্ত কর্তৃবা। বি; ক্লীব। [অল্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কিট্টাল—তাম্রকলস; লৌহমল। কিট্ট—

কিড়মিড়, কিড়মিড়ি, কিড়িরমিড়ির—দন্তের ঘর্ষণশব্দ, অব্যক্ত ধ্বনিবিশেষ। বাং প্র। অব্য।

কিড়া—পোকা। 'কীট'-শব্দজ। বি।

কিণ—ঘর্ষণচিহ্ন; কড়া, কালশিটে, শুষ্কব্রণ; কীটবিশেষ, ঘুণ। কণ্+অচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

কিণাঙ্ক(ংক)—কড়া; রক্ত জমিয়া যাওয়ার চিহ্ন। কিণ-জনিত অঙ্ক (দাগ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কিণ্ব—(রসায়ন) খমির, সুরাবীজ (ferment). কণ্+বন্ (উণাদি) ভাবে (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

কিণ্বসত্ত্ব—(শারীরবিদ্যা) যকৃতে বর্ত্তমান জারক রস-বিশেষ (enzyme). বি; ক্লীব।

কিতব—১। প্রতারক; জুয়াড়ি; বিদগ্ধ; মত্ত। বিণ। ২। ধুস্তুর; রোচননামক গন্ধদ্রব্য। উপতৎ; কিত—বা+ক কর্তৃবা। বি; পুং। [আর্বী। বি।

কিতা—জমির খণ্ড; শ্রেণী, সারি; ধারা।

কিতাওয়ারি—প্রত্যেক রকমের, প্রতি খণ্ডের। আর্বীমূলক। বিণ।

কিতাদুরস্ত—সুব্যবস্থিত; প্রণালীসম্মত। (আর্বী) কিতা+(ফার্সী) দুরস্ত্। বিণ।

কিতাব, কেতাব—গ্রন্থ, পুস্তক, বই। আর্বী। বি। [আর্বী। বি।

কিতাবৎ—পুস্তকস্থ জ্ঞান, পুঁথিগত বিদ্যা।

কিতাবতী—পুস্তকস্থবিদ্যাবিষয়ক; পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী। কিতাবৎ+ঈ। বিণ।

কিনা—হেতু সংশয় ও বিতর্কবাচক শব্দ। বাং অব্য। কেমন কিনা—সত্য কিনা।

কিনা, কেনা—১। ক্রয় করা। 'ক্রী'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। ক্রীত। কিন্‌+আ কর্ম্মবা। বিণ।

কিনার, কিনারা—কূল; পার্শ্ব; প্রান্ত; প্রতিকার; উপায়; উদ্ধার। ফার্সী। বি।

কিনারা করা—নিষ্পত্তি করা; ব্যবস্থা করা; সন্ধান করা; প্রতিকার করা।

কিন্তু—পরন্তু, অথচ, পূর্ব্ব বিষয়ে অসুবিধা আপত্তি অসম্মতি বৈপরীত্য প্রভৃতি বোধক শব্দ। কিম্‌+তু (ভেদক)। অব্য। **কিন্তু কিন্তু করা**—দ্বিধা করা, বলিতে সঙ্কুচিত হওয়া। **কিন্তু হয়ে থাকা**—সঙ্কুচিত হইয়া থাকা।

কিন্নর—কিম্পুরুষ, অশ্ব ও মানুষের আকৃতি-বিশিষ্ট দেবযোনিবিশেষ, দেবলোকের গায়ক। কিম্‌ (কুৎসিত) নর, কর্ম্মধা। বি; পুং। স্ত্রী,-রী।

কিন্নরী—কিন্নর জাতীয় স্ত্রী, দেবলোকের গায়িকা। কিন্নর+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কিন্নরেশ, কিন্নরেশ্বর—কুবের, যক্ষ-রাজ। কিন্নরদিগের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [শব্দজ। বিণ।

কিপ্‌টে—কৃপণস্বভাব, ব্যয়কাতর। 'কৃপণ'-

কিফাইত, কিফাত, কিফায়ৎ—(অর্থাদি) বাঁচান; লাভ, আয়। আর্বী। বি।

কিবা—১। কিংবা, অথবা। 'কিংবা'-শব্দজ। ২। পক্ষান্তরে; কি সুন্দর, কেমন ("কিবা শোভা মনোলোভা।")। কবিপ্র। ৩। কি; কিযে; না জানি কি। কি (<কিম্‌)+বা (অনিশ্চয়ে)। ৪। বিশেষ কি, অধিক কি (তাকে আর কিবা জানাব)। কি (<কিম্‌) +বা (বিশেষ অর্থে)। অব্য।

কিম্‌, কিং—১। প্রশ্ন; কুৎসা; নিষেধ; বিতর্ক; সংশয়; প্রয়োজনাভাব। অব্য। ২। কে, কি। কৈ+ডিম্‌ কর্তৃবা। সর্ব্ব। [ক্রি-বিণ।

কিমতে—কিপ্রকারে, কিরকমে। বাং প্র।

কিমধিকমিতি—পত্রসমাপ্তির প্রাচীন পাঠ-বিশেষ (ইহার অর্থ—বেশী আর কি লিখিব। এই অর্থে বর্ত্তমানে লেখা হয়—'ইতি', 'নিবেদন ইতি')।

কিমাকার—কি আকারের, কিরূপ; কুৎ-সিত-আকৃতিযুক্ত। কিম্‌ আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কিমিতি—রসায়নশাস্ত্র, রসায়নী বিদ্যা (Chemistry). বি। বিণ—কৈমিতিক।

কিমিয়া—প্রাচীন রসায়নবিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যার আদিম অবস্থা (Alchemy). আর্বী। বি।

কিম্পুরুষ, কিম্পূরুষ—দেবযোনিবিশেষ, কিন্নর (ইহারা কুবেরের অনুচর এবং সঙ্গীত-বিশারদ); জম্বুদ্বীপের নবখণ্ডের এক খণ্ড (ইহা হিমালয় ও হেমকূটের অন্তর্বর্তী বর্ষবিশেষ); অগ্নীধ্রের এক পুত্র এবং কিম্পুরুষবর্ষাধীশ্বর। কিং (কুৎসিত) পুরুষ, পুরুষ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কিম্বদন্তি, কিম্বদন্তী—'কিংবদন্তি' দ্রঃ।

কিম্বা—'কিংবা'-স্থানে অশুদ্ধ প্রয়োগ।

কিম্ভূত—কীদৃশ, কি প্রকার। কিম্‌—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

কিম্ভূত-কিমাকার—অদ্ভুত; অস্বাভা-বিক; কুৎসিত; বিকট, ভীষণ। বাং প্র। বিণ।

কিম্মৎ—সার; উৎকর্ষ; মূল্য, দাম; তেজ, সামর্থ্য, বল। আর্বী 'কীমৎ'-শব্দজ। বি।

কিম্মতী—সারবান্‌, উৎকৃষ্ট; মূল্যবান্‌, দামী; বলবান্‌। কিম্মৎ+ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কিয়—কি; কেন। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

কিয়ৎ—কি পরিমাণ, কত; অল্পপরিমাণ, কিছু। কিম্‌+বতুপ্‌ পরিমাণার্থে (নিপা তনে)। বিণ; ক্লীব। পুং—কিয়ান্‌; স্ত্রী—কিয়তী।

কিয়দ্দিন, কিয়দ্দিবস—কতদিন; কিছু-দিন, কিছুকাল। কিয়ৎ দিন, দিবস, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং বা ক্লীব।

কিয়দ্দূর—কিছুদূর, অল্পদূর। কিয়ৎ দূর, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কিয়া—প্রতিফল; উপযুক্ত শাস্তি ("আমারে যেমন মারিলি তেমন পাইবি তাহার কিয়া।" —ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। 'ক্রিয়া'-শব্দজ। বি।

কিয়ামত—সমাধি হইতে পুনরুত্থান; শেষ বিচারের দিন; মহাপ্রলয়ের দিন ("মোর জীবনের রোজ কিয়ামত ভাবিতেছি কত-দূর।"—জসীম উদ্দীন)। আর্বী। বি।

কিয়ারি, কেয়ারি—১। বাগানের ছোট ছোট গাছের ডালপাতা কাটিয়া সাজান; ঐরূপ সাজান গাছের বেড়া। 'কেদারিকা'-শব্দজ। ২। গরুবাছুরের ক্ষতে পোকা হইলে তাহা নষ্ট করিবার জন্য টোট্‌কা। প্রাদে। বি।

কিয়ে—কিজন্য, কেন; অথবা; কি; কেমন; বিতর্কবাচক শব্দ ("নৌতুন তমাল কিয়ে" —শশিশেখর)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

কির—১। শূকর। বি; পুং। ২। ক্ষেপণ-কারী। কৄ+ক কর্তৃবা। বিণ। ৩। প্রান্ত-ভাগ। কৄ+ক ঘঞর্থে অধিবা। বি; পুং। ৪। কর, কিরণ; জ্যোতিঃ; টীয়াপাখী; পাখী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কিরক—১। বালশূকর। কির+কন্‌ ক্ষুদ্রার্থে। বি; পুং। ২। লেথক। কৄ+ণক কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

কিরকির—বালির মত অনুভব হওয়া। বাং প্র। অব্য।

কিরকিরে—বালির মত; থরথরে; দানা-দার। কিরকির+এ (<ইয়া)। বিণ।

কিরঘিজ—মধ্য-এসিয়ার তৃণময় অঞ্চলের অধিবাসী যাযাবর জাতি-বিশেষ। তুর্কী। বি।

কিরণ—১। অংশু, চন্দ্র ও সূর্য্যের রশ্মি। কৄ+অন (ক্যু) কর্ম্মবা। ২। সূর্য্য। কৄ+অন (ক্যু) কর্তৃবা। বি; পুং।

কিরণজাল—রশ্মিসমূহ, কিরণরাশি। কিরণের জাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কিরণপাত—রশ্মিসম্পাত, আলোকপতন; রশ্মিবিকিরণ। কিরণের পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কিরণময়—আলোকময়, আলোকপূর্ণ; আলোকাত্মক। কিরণ+ময়ট্‌ ব্যাপ্ত্যর্থে, স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

কিরণমালা—রশ্মিরাজি, রশ্মিসমূহ। কিরণের মালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কিরণমালী (-মালিন্‌)—সূর্য্য। কিরণ-মালা+ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

কিরণসম্পাত—আলোকপাত, কিরণ ফেলা বা পড়া। কিরণের সম্পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কিরণ্ময়—জ্যোতির্ম্ময়। 'হিরণ্ময়ে'র অনু-করণে গঠিত (অসাধু প্রচলিত প্রয়োগ)। বিণ। স্ত্রী—কিরণ্ময়ী। [বি।

কিরা, কিরে—দিব্য, শপথ। হিন্দীমূলক।

কিরাট, কীরাট—১। ব্যবসায়ী, বণিক্‌। বি। ২। কৃপণ; লোভী। 'কিরাত'-শব্দজ। বিণ।

কিরাটিকা—শারিকা, স্ত্রীজাতীয়া টিয়া-পাখী। উপতৎ; কির (পর্ব্বত)—অট্‌+ণক কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কিরাত—১। চণ্ডালজাতিবিশেষ; ব্যাধ। উপতৎ; কির—অত্‌+অণ্‌ কর্তৃবা। ২। কিরাত-রাজ্য। বি; পুং।

কিরাততিক্ত—অশ্বগন্ধাবৃক্ষ; অশ্বগন্ধা; চিরতা। কিরাতজাত তিক্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কিরাতাশী (-শিন্‌)—গরুড়। উপতৎ; কিরাত—অশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

কিরাতী—ব্যাধী; কিরাতবেশধারিণী দুর্গা; চামরধারিণী; কুট্টিনী, কুটনী। কিরাত+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কিরিচ, কীরিচ—বক্রাগ্র প্রকাণ্ড ছুরি, বক্রমুখ ছোরা, ঢেউ-খেলানো ছোট তরবারি। বি।

কিরীট—মুকুট, শিরোভূষণ। কৄ+কীটন্‌ কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

কিরীটী (-টিন্‌)—১। (মহাভারত) অর্জ্জুন [অর্জ্জুন নিবাতকবচনামা দানবদলকে সং-গ্রামে পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে সমুজ্জ্বল কিরীট লাভ করেন। এই নিমিত্ত তাঁহার নাম কিরীটী হইয়াছিল];

বিষ্ণু ; নৃপতি। বি ; পুং। ২। কিরীটধারী। বিণ। কিরীট+ইন্ আছে অর্থে। স্ত্রী. –টিনী।

কিরূপ—কেমন। বহুব্রী। বিণ।

কিরূপে—কি করিয়া, কি উপায়ে। বহুব্রী। অব্য।

কিরে—১। শপথ, দিব্য। হিন্দীমূলক। বি। ২। প্রশ্নসূচক বা বিস্ময়জ্ঞাপক শব্দদ্বয়। কি+রে। বাং প্র। অব্য।

কির্মী(র্মী)র—১। রাক্ষসবিশেষ, বক-রাক্ষসভ্রাতা এবং হিড়িম্বের বন্ধু ; বিচিত্র বর্ণ। কৃ+ঈরন্ কর্তৃবা (ম-আগম)। বি ; পুং। ২। নানাবর্ণবিশিষ্ট, বিচিত্র। কির্মীর (১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কিল—মুষ্টি ; মুষ্টিপ্রহার, ঘুষি। 'কিল'-ধাতুজ। বি। **কিল চুরি করা**—অপমান হজম করা, অপমান গোপন করা (প্রতীকার না-করা)।

কিলকিঞ্চিত—নায়িকার ভাববিশেষ, গর্ব্ব অভিলাষ রোদন ভয় ক্রোধ ও ঈর্ষ্যা ইত্যাদি ভাবের এককালে আবির্ভাব। বি ; ক্লীব।

কিলকিল—অব্যক্ত শব্দ ; হর্ষধ্বনি ; কতক-গুলি মানুষ বা পশুপাখী একস্থানে সমবেত হইলে যে চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ পায় তাহা। বাং প্র। অব্য।

কিলকুট্‌রা, কিলদগড়া—কিল খাইতে মজবুত ; নির্লজ্জ, বেহায়া। বাং প্র। বিণ।

কিলগুঁতা—প্রহার, মারধর। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

কিলবিল—সাপ প্রভৃতির দেহ-সঞ্চালন সূচক আঁকা-বাঁকা গতি বা ভিড়। বাং প্র। অব্য।

কিলাকিলি—পরস্পর কিল-মারামারি, ঘুষাঘুষি। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

কিলান—কিল মারা, মুষ্টিপ্রহার করা, ঘুসি মারা। বাং ক্রি।

কিলাস—রোগবিশেষ, ছুলি। উপতৎ ; কিল—অস্+অণ্ কর্তৃবা। বি ; ক্লীব।

কিল্লা, কেল্লা—দুর্গ, গড়, সেনানিবাস। আর্বী। বি।

কিল্লাদার—দুর্গরক্ষক। কিল্লা+দার রক্ষ-কার্থে। বি।

কিল্বিষ—পাপ ; রোগ ; দোষ, অপরাধ ; সংসার। কিল্+বিষ কর্তৃবা। বি ; ক্লীব।

কিশলয়, কিসলয়—নবপল্লব, নূতন পাতা ; নবপল্লবযুক্ত ক্ষুদ্র শাখা। কিম্—শল্, সল্+কয়ন্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং বা ক্লীব।

কিশোর—১। শিশু, বালক ; অপ্রাপ্তবয়স্ক, এগার বৎসর হইতে পনর বৎসর বয়স্ক। বিণ। ২। নবযুবা ; শ্রীকৃষ্ণ ; অশ্বশিশু। কিম্—শৃ+ওরন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

কিশোরী—১। অপ্রাপ্তযৌবনা, একাদশ হইতে পঞ্চদশবর্ষীয়া ; নবযুবতী। বিণ ; স্ত্রী। পুং—কিশোর। ২। বালিকা ; রাধিকা। কিশোর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কিশ্‌মিশ্, কিস্‌মিস্—শুষ্ক দ্রাক্ষা, শুকনা আঙ্গুর বা মনাক্কা। ফার্সী। বি।

কিষাণ, -ষান—কৃষক, চাষী। 'কৃষাণ'-শব্দজ। বি ; পুং। স্ত্রী,—ণী, —নী।

কিষ্কিন্ধা, -ন্ধ্যা—রামায়ণোক্ত দক্ষিণ-ভারতীয় পর্ব্বতগুহাবিশেষ ; বালীর রাজধানী। কিখি—ইন্ধ+ঘঞ্ অথবা, নিপা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কিষ্কিন্ধ্যাধিপ, -ধিপতি—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ; বালী ; সুগ্রীব। কিষ্কিন্ধ্যার অধিপ, অধিপতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কিসলয়—'কিশলয়' দ্রঃ।

কিসে—১। কেন, কিজন্য ; কোন্ বস্তু দ্বারা ; কিরূপে। বাং প্র। অব্য। ২। কাহাতে, কোন্ বিষয়ে বা বস্তুতে। 'কস্মাৎ'-শব্দজ। অব্য। [র (৬ষ্ঠী)]। সর্ব্ব।

কিসের—কোন্ বস্তুর। কি (কোন্ বস্তুর)+

কিস্তি, কিস্তী—১। আংশিকভাবে খাজনা দিবার বা ঋণপরিশোধের নিরূপিত সময় ; অঙ্গীকার মত ভাগে ভাগে দেয় টাকার এক ভাগ। আর্বী 'কিস্ত্'-শব্দজ। ২। বাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণ নৌকা। ৩। (দাবাখেলায়) কোন বল দ্বারা বিপক্ষের রাজাকে আক্রমণ। ফার্সী 'কিশ্‌ত্'-শব্দজ। বি।

কিস্তিখেলাপ—কিস্তির টাকা না দেওয়া ; কিস্তিমত টাকা পরিশোধ না দেওয়া। কিস্তির খেলাপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কিস্তিবন্দী—বিভিন্ন কিস্তিতে বা নিরূ-পিত সময়ে দেয় অর্থ পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার ; এইরূপ অঙ্গীকারসূচক খত বা ঋণপত্র। আর্বীমূলক। বি।

কিস্তিমাত—(দাবাখেলায়) বিপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত রাজার অন্য চাল না থাকার অবস্থা ; বিপক্ষের ক্ষতি করিয়া স্বার্থসিদ্ধি। আর্বী। বি।

কিস্তোয়ার-জরিপ—খাজনার পরিমাণ নির্ণয় জন্য জমির পরিমাপ করণ ; খাকবস্তি (cadastral survey). বৈদে। বি।

কিস্‌ম্, কিসিম—প্রকার, রকম (হরকিসিম জিনিস)। আর্বী। বি। **কিসিম কিসিম**—নানারকম। [আর্বী। বি।

কিস্‌মৎ, কিস্‌মিৎ—অদৃষ্ট, ভাগ্য।

কিস্‌মিস্—'কিশ্‌মিশ্' দ্রঃ।

কী—কোন্ বিষয় বা জিনিস ; কোন্। সর্ব্ব ; সর্ব্ব-বিণ। ['কি' ও 'কী'র পার্থক্য :—কি= অব্যয়। যেমন,—তুমি কি খাইবে (Will you eat)? কী=সর্ব্বনাম। যেমন,—তুমি কী খাইবে (What will you eat)? তুমি কী জিনিস খাইবে (What thing will you eat)? এখানে 'কী' সর্ব্বনাম-বিশেষণ। তাহা ছাড়া বিস্ময় বিরক্তি ভয় ইত্যাদিতে জোর দিতে হইলে 'কী' লেখা হয়। যেমন—কী ভয়ানক, কী চমৎকার, ইত্যাদি। তবে সাধারণতঃ সকল স্থানেই 'কি' ব্যব-হার করা হয়। কেহ কেহ শুধু জোর দিতে হইলে 'কী' লেখেন। রবীন্দ্রনাথ 'কি' ও 'কী'র পার্থক্য বজায় রাখিয়া চলিতেন—'গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব?' 'কী তোমারে দিব আনি?' 'সে কি আজ দিল ধরা?' প্রাচীন কবিদিগের ভাষায় 'কী'র যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়—'কী ফল অম্বরে হিমঋতু-রাতি।'—গোবিন্দদাস। 'কী কহ কইনে উপজিল নেহ॥'—বিদ্যাপতি]।

কীকট—অশ্ব ; মগধরাজ্য (বর্ত্তমান দক্ষিণ বিহার) ; ঐ দেশের লোক। কিম্—কট্+অচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং।

কীকস—১। অস্থি। বি ; ক্লীব। ২। কীট-বিশেষ, কৃমি। বি ; পুং। ৩। কর্কশ, কঠিন। কী—কস্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

কীকি—নীলকণ্ঠ পাখী। কী—কৈ+ডি কর্তৃবা। বি ; পুং।

কীচক—বাতাস লাগিলে যে বাঁশ হইতে শব্দ নির্গত হয় তাহা, সর্ব্বাঙ্গে ছিদ্রযুক্ত বাঁশ ; তলতাবাঁশ ; নলখাগড়া ; (মহাভারত) বিরাট-রাজের শ্যালক [চরিতাবলী দ্রঃ]। কী—চক্+অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

কীট—১। কৃমি, পোকা ; মাগধজাতি। বি ; পুং। ২। অতি নগণ্য, অতি অধম (বিনয়ে)। কীট্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

কীটঘ্ন—১। গন্ধক। বি ; পুং। ২। কীট-নাশক। উপতৎ ; কীট—হন্+টক্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী. –ঘ্নী।

কীটজ—১। রেশম। বি ; ক্লীব। ২। কীট হইতে উদ্ভূত। উপতৎ ; কীট—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ। [কর্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কীটজা—লাক্ষা, লা। উপতৎ ; কীট—জন্+ড

কীটদষ্ট—পোকায় খাওয়া। কীটদ্বারা দষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

কীট-পোষ—রেশমপোকা বা গুটিপোকার চাষ (পালন)। কীটের পোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীট-পোষ-অধ্যক্ষ—গুটিপোকার রক্ষা-কার্য্যের প্রধান পরিদর্শক (Superintendent of Sericulture) কীটের পোষ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীট-পোষ-পরিদর্শক—গুটিপোকার রক্ষাকার্য্যের পরিদর্শন-কর্ম্মচারী (Sericulture Inspector). কীটের পোষ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার পরিদর্শক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীট-পোষ-সহায়ক—যিনি গুটিপোকা চাষকার্য্যে সহায়তা করেন (Sericulture Assistant). কীটের পোষ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার সহায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীটবিদ্যা, -বিজ্ঞান—পতঙ্গাদিবিষয়ক বিজ্ঞান (Entomology). কীটবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কীটভুক্ (-ভুজ্), **-ভোজী** (-ভোজিন্)—পোকাখেকো, কীট-ভক্ষণকারী। উপতৎ ; কীট—ভুজ্+ক্বিপ্, ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

কীটমণি—খদ্যোত, জোনাকি পোকা। কীটমধ্যে মণি, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

কীটাণু—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র কীট, যাহাদিগকে যন্ত্রসাহায্যে দেখিতে হয় এরূপ অতিসূক্ষ্ম কীট। কীটমধ্যে অণু, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

কীটাণুকীট—ক্ষুদ্রতম কীট ; (তাহা হইতে) অতি নগণ্য ব্যক্তি। কীটের অণুকীট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীটাণ্ড—কীটের ডিম্ব, যাহা হইতে কীট-সমূহ জন্মে। কীটের অণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কীটাদ—কীট-ভক্ষণকারী। উপতৎ ; কীট—অদ্+অণ্ কর্তৃবা। বিণ।

কীটাশী (-শিন্)—কীটভোজী, কৃমিভুক্। উপতৎ ; কীট—অশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শিনী। [কবিপ্র। বি।

কীড়া—কীট, পোকা। হিন্দীমূলক। প্রাঃ

কীদৃক্ (-শ্), **কীদৃশ**—কিপ্রকার, কেমন, কিরূপ (কীদৃক্ প্রায়শঃ অপ্র)। কিম্—দৃশ্+ক্বিন্, কঞ্ কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,—শী।

কীনাশ—১। যম ; বানরবিশেষ ; কৃষক। বি ; পুং। ২। ক্ষুদ্র, নীচ ; লোভী ; পশুঘাতক ; গুপ্তহত্যাকারী। কিম্—নশ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।

কীর—শুকপক্ষী। কী—ঈর্+অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং। [কৄ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

কীর্ণ—বিক্ষিপ্ত, ছড়ান ; ব্যাপ্ত ; আচ্ছন্ন।

কীর্ত্ত(র্ত)ক—কীর্ত্তনকারী, বর্ণনাকারী ; উল্লেখক, নির্দ্দেশক। কৃত্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কীর্ত্তিকা। বি—কীর্ত্তন।

কীর্ত্ত(র্ত)ন—১। বর্ণন, কথন ; গুণকথন ; যশঃখ্যাপন। কৃত্+অনট্ ভাববা। ২। দেবদেবীর (বিশেষতঃ কৃষ্ণের) লীলাবিষয়ক সঙ্গীতবিশেষ ; সঙ্গীতের ঢংবিশেষ। কৃত্+অনট্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। বিণ—কীর্ত্তিত, কীর্ত্তনীয়। **কীর্ত্তনগান**—দেবতার (বিশেষতঃ কৃষ্ণের) লীলাবিষয়ক সঙ্গীতবিশেষ।

কীর্ত্ত(র্ত)নিয়া, কীর্ত্ত(র্ত)নে—কীর্ত্তন-গায়ক। কীর্ত্তন+ইয়া, এ নিপুণ অর্থে। বি বা বিণ।

কীর্ত্ত(র্ত)নীয়—বর্ণনীয়, কথনীয় ; শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ বা কীর্ত্তনের যোগ্য। কৃত্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—কীর্ত্তন।

কীর্ত্তি(র্তি)—১। যশ, সুখ্যাতি ; মৃত ব্যক্তির খ্যাতি ; প্রবাদ। কৃত্+ক্তি ভাববা। ২। সুখ্যাতিজনক কার্য্য বা বস্তু। কৃত্+ক্তি করণবা। ৩। দক্ষের কন্যা, ধর্ম্মের পত্নী। বি ; স্ত্রী।

কীর্ত্তি(র্তি)কলাপ—খ্যাতিকর কার্য্য-সমূহ ; নানারূপ সুখ্যাতি। কীর্ত্তির কলাপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীর্ত্তি(র্তি)চন্দ্র—চন্দ্রের ন্যায় ক্রমবর্দ্ধমান যশোরাশি। কীর্ত্তি চন্দ্রপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা ; অথবা, কীর্ত্তিরূপ চন্দ্র, রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কীর্ত্তি(র্তি)ত—কথিত, উক্ত ; বর্ণিত ; খ্যাত। কৃত্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—কীর্ত্তন।

কীর্ত্তি(র্তি)ধ্বজা—যশোরূপ পতাকা, গৌরবের নিশান। যাহা দ্বারা যশস্বী ব্যক্তির যশ প্রচারিত হয় তাহা। কীর্ত্তিরূপা ধ্বজা, রূপক কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কীর্ত্তি(র্তি)নাশ—কীর্ত্তির ধ্বংস, কীর্ত্তির বিলোপসাধন। কীর্ত্তির নাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীর্ত্তি(র্তি)নাশা—রাজবল্লভের কীর্ত্তিলোপ-কারিণী পদ্মানদী [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। কীর্ত্তি নাশ করিয়াছে যে, উপপদ তৎ (বাং)। বি ; স্ত্রী।

কীর্ত্তি(র্তি)বাস—পরমযশস্বী, অতিশয় খ্যাতিসম্পন্ন। কীর্ত্তির বাস (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কীর্ত্তি(র্তি)ভাক্ (-ভাজ্)—কীর্ত্তিমান্ (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ ; কীর্ত্তি—ভজ্+ণ্বি কর্তৃবা। বিণ।

কীর্ত্তি(র্তি)মান্ (-মৎ)—কীর্ত্তিবিশিষ্ট, যশস্বী, স্বীয় কর্ম্মদ্বারা যিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন এমন। কীর্ত্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

কীর্ত্তি(র্তি)মেখলা—কীর্ত্তিরূপ কটিভূষণ, যশোরূপ কাঞ্চীদাম। কীর্ত্তিরূপা মেখলা, রূপক কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কীর্ত্তি(র্তি)শেষ—১। মরণ। কীর্ত্তিই শেষ যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। মৃত। কীর্ত্তিই শেষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কীর্ত্তি(র্তি)স্তম্ভ—ঘটনাবিশেষের অথবা ব্যক্তিবিশেষের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত স্তম্ভাদি (monument). কীর্ত্তিসূচক স্তম্ভ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কীর্য্যমাণ—যাহা বিক্ষিপ্ত হইতেছে এমন। কৄ+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

কীল—১। হুড়কো, খিল ; গোঁজ, খোঁটা ; পেরেক ; স্তম্ভ ; কনুই ; কনুই-এর আঘাত। কীল্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং। ২। মুষ্টি, ঘুসি। 'কিল' দ্রঃ। বাং প্র। বি।

কীলক—খোঁটা, গোঁজ ; খিল ; দোহনার্থ বন্ধনস্তম্ভ ; তন্ত্রোক্ত দেবতাবিশেষ ; মন্ত্র-বিশেষ ; (যুদ্ধে) কীলকাকারে গঠিত ব্যূহবিশেষ ; দেবী-মাহাত্ম্য পাঠের পূর্ব্বে পাঠ্য স্তববিশেষ। কীল+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

কীলাকীলি—কিলাকিলি (তাহা দ্রঃ)।

কীলাল—জল ; রক্ত। উপতৎ ; কীল—অল্+অণ্ কর্তৃবা। বি ; ক্লীব।

কীলালপ—১। রক্তপানকারী। বিণ। ২। জোঁক। উপতৎ ; কীলাল—পা+ক কর্তৃবা। বি ; পুং।

কীলিত—রুদ্ধ, বাঁধা। কীল্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

কীশপর্ণ, -পর্ণী—অপামার্গ বৃক্ষ, আপাং-গাছ। কীশতুল্য পর্ণ যাহার, বহুব্রী ; পক্ষে ঈপ্। বি ; পুং, স্ত্রী।

কু—১। পৃথিবী ; ভূমি ; (কোন মতে) আগম, নিগম প্রভৃতি বিষয়ক কথা। কু+ডু। বি ; স্ত্রী। ২। পাপ ; দোষ ; অমঙ্গল ; নিন্দা ইত্যাদি সূচক অব্যয়। অব্য। ৩। কুৎসিত, মন্দ। কু+ডু কর্তৃবা। বিণ।

কুইনাইন, কুইনীন—সিঙ্কোনাগাছের ছাল হইতে প্রস্তুত একপ্রকার জ্বরনাশক ঔষধ। ইং quinine. বি।

কুইনীন-অধীক্ষক, -অবেক্ষক—কুইনীন-তত্ত্বাবধায়ক (Quinine Supervisor). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুইনীনবিৎ—কুইনীন-বিশেষজ্ঞ (Quincologist). উপতৎ ; কুইনীন—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

কু-উ—কুহুধ্বনি, কোকিলের ডাক। অনুকৃত শব্দ। অব্য।

কুঁই, কুঁইকুঁই—কুকুরের ছানার ডাক। অনুকৃত শব্দ। বি। [বি ; পুং।

কুঁকড়া—কুক্কুট, মোরগ। 'কুক্কুট'-শব্দজ।

কুঁকড়ান—সঙ্কুচিত হওয়া, জড়সড় হওয়া ; কুণ্ঠিত হওয়া। 'কুন্চ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

কুঁকড়ি—সঙ্কুচিত ; কুণ্ঠিত। বাং প্র। বিণ।

কুঁকড়ি-মুকড়ি—যে হাত পা গুটাইয়া কুণ্ডলিত অবস্থায় রহিয়াছে এমন, জড়সড়। বাং প্র। বিণ।

কুঁখ্—উদরের নিম্নভাগ, তলপেট। 'কুক্ষি'-শব্দজ। বি। [বি।

কুঁচ—গুঞ্জা ; গুঞ্জাপরিমাণ। 'গুঞ্জা'-শব্দজ।

কুঁচকন, কোঁচকান—কুঞ্চিত হওয়া, কোঁকড়ান। 'কুন্চ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

কুঁচকি—উরু ও বস্তিভাগের সন্ধিস্থান। 'কুঞ্চ্'-ধাতুজ। বি।

কুঁচা, কুঁচি, কুঁচী—১। মার্জ্জনী, ঝাঁটা-বিশেষ ; মুড়ি প্রভৃতি ভাজিবার জন্য সম্মিলিত কাষ্ঠিকাসমূহ ; শূকর ইত্যাদির শক্ত লোম ; বুরুশ। 'কূর্চ্চিকা'-শব্দজ। ২। খণ্ড, টুক্রা ; গুঁড়া। 'কূর্চ্চ'-শব্দজ। বি।

গহনা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্কার। **কুঁচা চিংড়ি**—ছোট চিংড়ি মাছ। **কুঁচা মাছ**—চুনা মাছ; ছোট ছোট মাছ। **পাথরের কুঁচি**—পাথরের ছোট টুক্‌রা।

কুঁচা, কুঁচো—ছোট, অতি ছোট। 'কূর্চ্চ'-শব্দজ। বিণ।

কুঁচান—কুঞ্চিত করা, কোঁকড়ান; ছোট ছোট করিয়া কাটা। 'কুঞ্চি' (কুন্‌চ্‌ + ণিচ্‌)-ধাতুজ। বাং ক্রি।

কুঁচিয়া, কুঁচে—সর্পের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট একপ্রকার মাছ। 'কুচিকা'-শব্দজ। বি।

কুঁচিলা, কুচিলা—একপ্রকার বিষাক্ত গাছ। বাং প্র। বি।

কুঁজ—পৃষ্ঠের বক্রতা। 'কুব্জ'-শব্দজ। বি।

কুঁজড়া, কুজড়ো—১। ফলমূলবিক্রয়কারী। বি। ২। কুটিল, খল, অসরলচিত্ত; বিবাদপ্রিয়। বাং প্র। বিণ।

কুঁজড়ানী—ফলমূলবিক্রয়কারিণী রমণী। বাং প্র। বি।

কুঁজা—মুখসরু জলপাত্রবিশেষ। ফার্সী। বি।

কুঁজা, কুঁজো—কুব্জদেহ। 'কুব্জ'-শব্দজ। বিণ।

কুঁজী—১। যাহার পৃষ্ঠদেশ কুব্জ এরূপ (রমণী), কুব্জা। বিণ। ২। কুব্জা রমণী। কুঁজা + ঈ। বি; স্ত্রী। ৩। চাবি। 'কুঞ্চী'-শব্দজ। বি।

কুঁড়, কুঁড়া, কুঁড়ি, কুঁড়ী, কুঁড়ো—তুষকণা, তুষের ক্ষুদ্রাংশ; পেষণপাত্র, যাহার উপর পেষণ করা যায় তাহা। 'কণ্ডন'-শব্দজ। বি।

কুঁড়ি—১। কোরক, কলিকা। 'কুট্মল'-শব্দজ। ২। কুণ্ড, পাত্রবিশেষ। 'কুণ্ড'-শব্দজ। বি।

কুঁড়িয়া, কুঁড়ে—পাতার ঘর, কুটির। 'কুটির'-শব্দজ। বি।

কুঁতান, কুঁথান—কোঁত দেওয়া, কোঁত পাড়া। 'কুন্থন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

কুঁদ—সূত্রধরের যন্ত্রবিশেষ; পুষ্পবিশেষ। 'কুন্দ'-শব্দজ। বি।

কুঁদন—১। লম্ফন, লাফান। 'কূর্দ্দন'-শব্দজ। ২। কুঁদযন্ত্রে কাষ্ঠচ্ছেদন, কোঁদা। 'কুন্দন'-শব্দজ। বি।

কুঁদল, কোঁদল—কলহ, বিবাদ, ঝগড়া। 'কুন্দল'-শব্দজ। বি।

কুঁদলিয়া, কুঁদলে, কুঁদুলে—ঝগড়াটে, বিবাদপ্রিয়। কুঁদল, কোঁদল + ইয়া, এ। বিণ; পুং। স্ত্রী—কুঁদলী, কুঁদুলী।

কুঁদলী, কুঁদুলী—অত্যন্ত বিবাদকারিণী, বিবাদপ্রিয়া, ঝগড়াটে ('—নারী')। কুঁদল + এ (<ইয়া) = কুঁদলে, কুঁদুলে; তদুত্তরে ঈ। বিণ; স্ত্রী। পুং—কুঁদলে, কুঁদুলে।

কুঁদা—১। কূর্দ্দন করা, লাফান। 'কূর্দ্দন'-শব্দজ। ২। কুঁদযন্ত্রে কাঠ পালিশ করা। 'কুন্দন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

কুঁদুলী—'কুঁদলী' দ্রঃ।

কুঁদো—গুঁড়ি, কাঠের স্থূল বৃহৎ খণ্ড; বন্দুক প্রভৃতির কাষ্ঠময় অংশ বা বাঁট; কলসাকারে জমান একপ্রকার মিছরী। 'স্কন্ধ'-শব্দজ। বি।

কুকথা—১। কুবাক্য, কুৎসিত বচন, মন্দ-কথা। কু (কুৎসিত) কথা, নিত্য। ২। ভুবনের কথা; আগম-নিগমাদিবাক্য ("কু-কথায় পঞ্চ-মুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ"—ভারতচন্দ্র)। কু-র কথা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুকর—১। বিকৃতহস্ত, নুলো। কু (কুৎসিত) কর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কুৎসিত-কার্য্যকারক, মন্দকর্ম্মকারী। উপতৎ; কু—কৃ + ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

কুকরী—ক্ষুদ্র অস্ত্রবিশেষ, ভোজালি। বি।

কুকর্ম্ম (কুকর্ম্মন্), **-কর্ম**—অসৎকার্য্য, পাপকার্য্য, মন্দ কাজ। কু (কুৎসিত) কর্ম্ম, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুকর্ম্মা (কুকর্ম্মন্), **-কর্মা**—সতত মন্দ-কর্ম্মকারী। কু কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুকর্ম্মা(র্মা)ন্বিত—কুকর্ম্মযুক্ত, কুক্রিয়াসক্ত। কুকর্ম্ম দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কুকশিমা, -সিমা—তীব্র-গন্ধবিশিষ্ট এক-প্রকার ছোট গাছ, কুকুরশোঁকা গাছ। 'কুকুরশোঁকা'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।

কুকার্য্য(র্য)—অসৎ কার্য্য, মন্দ কাজ। কু (কুৎসিত) কার্য্য, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুকুড়া—মুরগী। 'কুক্কুট'-শব্দজ। বি।

কুকুন্দর—নিতম্বের উপরিস্থ আবর্ত্তাকার গর্ত্তদ্বয়। কু (কুৎসিত) কুন্দর যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

কুকুর—গৃহপালিত প্রসিদ্ধ পশু বিশেষ, কুত্তা। কুক্ + উরচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—কুকুরী।

কুকুরকুণ্ডলী—১। কুকুরের শয়নের মত; কুণ্ডলিত; কুকড়িমুকড়ি। বিণ। ২। পিঠের শিরদাঁড়া ধনুকের মত বাঁকাইয়া পায়ে-মুখে হইয়া শয়ন। কুকুরের কুণ্ডলী যাহাতে, বহুব্রী। বি।

কুকুরনেজা, -লেজা—কুকুরের লেজের ন্যায় ফুলবিশিষ্ট একপ্রকার ছোট গাছ। বাং প্র। বি।

কুকুরমণ্ডল—(জ্যোতিষ) নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ। কুকুরাকার মণ্ডল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি। [ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—বৃহৎ কুকুরমণ্ডল (Canis Major) এবং ক্ষুদ্র কুকুরমণ্ডল (Canis Minor)]।

কুকুরমাছি—তীব্রদংশনবিশিষ্ট একপ্রকার বড় মাছি (এই মাছি সাধারণতঃ কুকুরের গায়ে বসে)। কুকুরপ্রিয় মাছি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

কুকুরশোঁকা—কুকুরদ্রুম, কুকশিমা গাছ। কুকুরদ্বারা শোঁকা, ৩য়াতৎ। বি।

কুকুরে—কুকুরের মত অল্প সচেতন ('—ঘুম'); ভীষণ ('—গোঁ')। কুকুর + এ (<ইয়া) সদৃশার্থে। বিণ।

কুক্কুট, কুক্কুটক—কুকুড়া, মোরগ; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কু—কুট্ + ক কর্তৃবা (ক-আগম); পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং। স্ত্রী—কুক্কুটী, কুক্কুটিকা।

কুক্কুটব্রত—ভাদ্রশুক্ল-সপ্তমীতে সন্তান-প্রার্থিনী স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ব্রত, ললিতা-সপ্তমী ব্রত (এই ব্রতে শিবদুর্গার পূজা করিতে হয়)। কুক্কুটীর ব্রত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুক্কুটশিখ—কুসুম্ভবৃক্ষ। কুক্কুটের শিখার ন্যায় শিখা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কুক্কুটাণ্ড—কুক্কুটীর ডিম্ব, মুরগীর ডিম। কুক্কুটীর অণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুক্কুটী—মুরগী; টিক্‌টিকী; অবন্ধ্যা স্ত্রী; শিমুলগাছ; মিথ্যাচরণ, কপট ব্যবহার। কুক্কুট + ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কুক্কুটীব্রত—কুক্কুটব্রত (তাহা দ্রঃ)। বি; ক্লীব।

কুক্কুর—কুকুর, কুত্তা। কুক্ + উরচ্‌ কর্তৃবা (ক-আগম)। বি; পুং। স্ত্রী,—রী।

কুক্রিয়—দুষ্কর্ম্মান্বিত, মন্দকর্ম্মকারক। কু ক্রিয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুক্রিয়া—মন্দ কার্য্য। কুৎসিত ক্রিয়া, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুক্রিয়াসক্ত, -ন্বিত—মন্দ কার্য্যে ব্যাপৃত বা রত। কুক্রিয়াতে আসক্ত, ৭মীতৎ; কুক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কুক্ষ—কুক্ষি, উদর, কোঁক। কুষ্ + স কর্তৃবা। বি; পুং।

কুক্ষণ—অশুভ মুহূর্ত্ত, মন্দ সময়। কু (কুৎসিত) ক্ষণ, নিত্য। বি; পুং।

কুক্ষি—গর্ভ; কোঁক; উদরের বাম এবং দক্ষিণপার্শ্ব; অভ্যন্তর-স্থান; গুহা। কুষ্ + ক্সি কর্তৃবা। বি; পুং।

কুক্ষিগত—উ দ র প্র বি ষ্ট, উদরমধ্যগত। কুক্ষিকে গত, ২য়াতৎ। বিণ।

কুক্ষিজ—গর্ভজাত ('—সন্তান')। উপতৎ; কুক্ষি—জন্ + ড কর্তৃবা। বিণ।

কুক্ষিম্ভরি—পেটুক, উদরপূরণকারী; স্বার্থ-পর। উপতৎ; কুক্ষি—ভৃ + ই কর্তৃবা (ম-আগম)। বিণ।

কুক্ষিরন্ধ্র—যাহার মধ্যভাগে ছিদ্র আছে এরূপ বস্ত্ত, নল। কুক্ষিতে রন্ধ্র যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কুক্ষিশূল—সুশ্রুতোক্ত শূলরোগবিশেষ, পেট-বেদনা। কুক্ষির শূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুখ্যাত—যাহার সম্বন্ধে দুর্নাম আছে এরূপ; যাহাকে সকলে মন্দ বলিয়া জানে এরূপ। কু—খ্যা + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—কুখ্যাতি।

কুখ্যাতি—অখ্যাতি, নিন্দা। কু (কুৎসিত) খ্যাতি, নিত্য। বি; স্ত্রী। বিণ—কুখ্যাত।

কুগ্রহ—প্রতিকূল গ্রহ, সৌভাগ্যনাশক গ্রহ। কু (কুৎসিত) গ্রহ, নিত্য। বি; পুং।

কুগ্রাম—অসৎপল্লী, অসৎ জনপদ। কু (কুৎসিত) গ্রাম, নিত্য। বি; পুং।

কুঙরী—কুমারী, অবিবাহিতা কন্যা। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

কুঙ্কু(ংকু)ম—কাশ্মীর-দেশস্থ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, জাফরান; কাশ্মীরাদি-দেশজাত পুষ্পবিশেষ, কুসুম ফুল। কুক্+উমক্ কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কুঙ্গী(ংগী)—পেটিকাবিশেষ, ঝাঁপি।

কুচ—১। স্তন, পয়োধর। কুচ্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। শৃঙ্খলার সহিত সৈন্যদিগের যুদ্ধার্থ যাত্রা। ফার্সী। বি।

কুচ-কলস, -কুম্ভ—বিপুল পয়োধর; কলসের ন্যায় স্থূল এবং উন্নত স্তন। কুচরূপ কলস, কুম্ভ, রূপক কর্ম্মধা; অথবা, কুচ কলস-প্রায়, কুম্ভ-প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব, পুং।

কুচকলিকা, -কোরক—বালিকার প্রথমোদ্গত স্তন। কুচ কলিকাপ্রায়, কোরক (কুঁড়ি)-প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

কুচকাওয়াজ—সৈন্যদিগের অভ্যাসার্থ কৃত্রিম যুদ্ধ (parade). (ফার্সী) কুচ্+ (আর্বী) কাবাইদ। বি।

কুচকাচা—টুকরাটাকরা; ছোট ছেলে-মেয়েদের ছোট ছোট জিনিস; ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। বাং প্র। বি।

কুচকুম্ভ—'কুচকলস' দ্রঃ।

কুচক্র—চক্রান্ত, ষড়্‌যন্ত্র; কুমন্ত্রণা। কু (কুৎসিত) চক্র, নিত্য। বি; ক্লীব। বিণ—কুচক্রী।

কুচক্রী (-ক্রিন্)—চক্রান্তকারী, ষড়্‌যন্ত্রকারী; যে কুমন্ত্রণা দেয়। কুচক্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ক্রিণী।

কুচন—১। খণ্ড খণ্ড করণ, ছেদন। 'কুট্টন'-শব্দজ। ২। কুঁকড়ান। 'কুঞ্চন'-শব্দজ। বি।

কুচনী—১। কোচজাতীয়া স্ত্রী। কুচ (<কোচ) +নী (বাং)। ২। বেশ্যা। কুচ (স্তন) শোভা যাহার এই অর্থে, কুচ+নী (বাং)। বি; স্ত্রী।

কুচন্দন—রক্তচন্দন; কুঙ্কুম; বকম্‌গাছ। কু (কুৎসিত) চন্দন, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুচফল—দাড়িম্বফল, ডালিম। কুচসদৃশ ফল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কুচরিত্র—১। মন্দ আচরণ, দুঃশীলতা, খারাপ স্বভাব। নিত্য। বি; ক্লীব। ২। দুশ্চরিত্র; মন্দ-আচরণকারী। কু (কুৎসিত) চরিত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুচর্য্যা(র্যা)—গর্হিত আচরণ; কুরীতি। কু (কুৎসিত) চর্য্যা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুচা—কুঁচা (তাহা দ্রঃ)।

কুচাগ্র—স্তনাগ্রভাগ, স্তনের বোঁটা। কুচের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুচান—ছোট ছোট করিয়া কাটা, টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা। 'কুট্ট'-শব্দজ। বাং ক্রি।

কুচাল—মন্দ ব্যবহার, অসৎ আচরণ। কু (কুৎসিত) চাল, নিত্য। বি।

কুচি—ক্ষুদ্র খণ্ড, ছোট টুকরা। বাং প্র। বি।

কুচিকিৎসক—মন্দচিকিৎসক। কু (মন্দ) চিকিৎসক, নিত্য। বি; পুং।

কুচিকিৎসা—মন্দচিকিৎসা। কু (মন্দ) চিকিৎসা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুচিন্তা—দুর্ভাবনা; অসৎ বিষয়ের চিন্তা। কু (মন্দ) চিন্তা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুচুটিয়া, কুচুটে, কুচুণ্ডে—কুটিল; হিংসুটে; ঝগড়াটে। বাং প্র। বিণ।

কুচুৎ—ছোট জিনিস কাটিবার শব্দ (শব্দ জোর হইলে 'কচাৎ')। বাং অব্য।

কুচুরমুচুর—কচমচে জিনিস চিবাইবার শব্দ। বাং অব্য।

কুচেল—১। কুৎসিত বস্ত্র। কু (কুৎসিত) চেল, নিত্য। বি; ক্লীব। ২। জঘন্য বস্ত্র পরিধানকারী, যে নোংরা কাপড় পরিয়া রহিয়াছে এমন। কু (কুৎসিত) চেল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুচেষ্টা—মন্দ চেষ্টা; অসদভিপ্রায়। কু (নিন্দিত) চেষ্টা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুচ্ছ—কুমুদ; সুঁদি। বি; ক্লীব।

কুচ্ছ, কুচ্ছা—নিন্দা, অপবাদ। 'কুৎসা'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বিণ।

কুচ্ছিত—কুরূপ, বিশ্রী; খারাপ। 'কুৎসিত'-

কুজ—মঙ্গলগ্রহ। উপতৎ; কু—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং। **কুজবার**—মঙ্গলবার।

কুজন—দুর্জ্জন, দুষ্ট লোক। কু (অসৎ, মন্দ) জন, নিত্য। বি; পুং।

কুজড়—ঝগড়া। প্রাদে। বি।

কুজড়া, কুজুড়িয়া, কুজুড়ে—ঝগড়াটে; ফড়িয়া। কুজড়, কুজুড়+আ, ইয়া শীলার্থে। প্রাদে। বিণ।

কুজপ—কুৎসিত-জপকারক, নিয়ম অতিক্রম-পূর্ব্বক জপকারী; নিয়ত মন্দ বিষয়ের চিন্তাকারী। কু—জপ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

কুজা—ভবানী, দুর্গাদেবী। কু—জন্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুজ্‌ঝটি, -টিকা, -টী—কুহেলিকা, কুয়াশা। ক (জল)—উদ্ (ঊর্দ্ধ)—ঝট্ (মিলিত হওয়া)+ইন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্; ৩য় পক্ষে কুজ্‌ঝটি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুঞ্চন—সঙ্কোচকরণ; বক্রকরণ; কোঁকড়ান, নেত্ররোগবিশেষ। কুন্‌চ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—কুঞ্চিত।

কুঞ্চি, কুঞ্চী—অষ্টমুষ্টিপরিমাণ, আটমুঠা, খুঁচি; পরিমাণপাত্র, তণ্ডুলাদি মাপিবার পাত্র; চাবি। কুন্‌চ্+ই কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুঞ্চিকা—গুঞ্জা, কুঁচ; কঞ্চী; কুঁচি; কুঁচে-মাছ; চাবি। কুন্‌চ্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুঞ্চিত—বক্রীকৃত, নম্রীকৃত; কোঁকড়ান; সঙ্কুচিত। কুন্‌চ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—কুঞ্চন।

কুঞ্জ—১। লতাগৃহ, লতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত গৃহাকার স্থান; হস্তিদন্ত। উপতৎ; কু—জন্ +ড কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং বা ক্লীব। ২। বস্ত্রাদির কল্কা। প্রাদে। বি।

কুঞ্জকানন, -বন—লতাপত্রাচ্ছাদিত গৃহাকার স্থান [কুঞ্জবন স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম দুইপ্রকার হইতে পারে]। কুঞ্জই কানন, বন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কুঞ্জকুটীর—১। কুঞ্জবনস্থিত গৃহ। কুঞ্জ-স্থিত কুটীর, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। কুঞ্জরূপ গৃহ, লতাগৃহ। কুঞ্জরূপ কুটীর, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কুঞ্জদার—কল্কাযুক্ত, নক্সা-করা। কুঞ্জ (২)+ দার যুক্তার্থে। প্রাদে। বিণ। **কুঞ্জদার শাড়ী**—আঁচলায় ফুলতোলা বা ফুলের কাজ করা সাড়ী; কল্কাদার কাপড়।

কুঞ্জদ্বার—লতাগৃহের প্রবেশ-পথ। কুঞ্জের (১) দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুঞ্জবাটিকা, -বাটী—কুঞ্জকুটীর (তাহা দ্রঃ)। মধ্যপ কর্ম্মধা, বা রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কুঞ্জর—১। হস্তী। কুঞ্জ+র আছে অর্থে। ২। কেশ; দেশবিশেষ; পৃথিবীর দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতবিশেষ। বি; পুং।

কুঞ্জরা, -রী—হস্তিনী; ধাতকীবৃক্ষ। কুঞ্জর +আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুঞ্জরাশন—অশ্বত্থবৃক্ষ। কুঞ্জরের অশন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুঞ্জরী—'কুঞ্জরা' দ্রঃ।

কুঞ্জলতা—কুঞ্জবনের লতা। কুঞ্জস্থিতা লতা, মধ্যপ কর্ম্মধা; বা, কুঞ্জের লতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুঞ্জি—কুঞ্চি, চাবি। 'কুঞ্চি'-শব্দজ। বি।

কুট—১। কুটিল; অসরল। কুট্+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। কুটিলতা; বিষ, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি কুটিল পন্থা (কুটপ্রয়োগ)। কুট্+ ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং। ৩। দুর্গ, গড়; পাথরভাঙ্গা হাতুড়ী; পর্ব্বত; বৃক্ষ। কুট্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৪। ঘট, কলসী। কুট্+ক ঘঞর্থে অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব। ৫। পিপীলিকাদি কীটের দংশনের (কাল্পনিক) শব্দ। বাং অব্য। ৬। কুষ্ঠরোগ। 'কুষ্ঠ'-শব্দজ। বি

কুটক—কুটিল, অসরল। কুট+কন্ স্বার্থে। বিণ।

কুটকচালিয়া, -কচালে—এলোমেলো, দুর্বোধ্য ('—বিষয়'); ঝগড়াপ্রিয়; বেয়াড়া। বাং প্র। বিণ।

কুটকুট—পিপীলিকাদির দংশনের পুনঃ পুনঃ শব্দ; চুলকানি। বাং প্র। অব্য। **কুটকুট করে লাগান**—কাহারও নিকট অতি গোপনে অপরের নিন্দা করা।

কুটকুটান—কুটকুট করা, সামান্য চুলকান। বাং ক্রি।

কুটকুটানি—সামান্য চুলকানি; কোন কাজ করিবার অশোভন আগ্রহ। কুটকুটা +আনি ভাববা। বি।

কুটঙ্ক(ংক)—গৃহাচ্ছাদন, চাল; পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থান। উপতৎ; কুট—কম্+খচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

কুটজ—১। গিরিমল্লিকা পুষ্পবৃক্ষ, কুড়চীগাছ। উপতৎ; কুট (পর্ব্বত)—জন্+ড কর্ত্তৃবা। ২। দ্রোণাচার্য্য; অগস্ত্য। উপতৎ; কুট (ঘট)—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুটজবীজ—ইন্দ্রযব, কুড়চীগাছের ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুটন—খণ্ড খণ্ড করণ, চূর্ণন, গুঁড়ান। 'কুট্টন'-শব্দজ। বি।

কুটনা—১। পাকার্থ খণ্ড খণ্ড কৃত তরকারী। 'কুট্টন'-শব্দজ। ২। নায়কনায়িকার গুপ্ত সংবাদবাহক, স্মরদূত; যে পরোক্ষে নিন্দা বা অভিযোগ করে। কুট+না আচরণার্থে। বি।

কুটনী—যে নায়কনায়িকার মিলন সঙ্ঘটন করিয়া দেয়, দূতী; পরোক্ষ নিন্দাকারিণী বা অভিযোগকারিণী নারী; হাতী ধরিবার জন্য নিযুক্ত মেয়ে-হাতী। 'কুট্টনী'-শব্দজ। বি।

কুটপ—গৃহের নিকটবর্ত্তী উপবন; মুনি-বিশেষ। কুট্+কপন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুটপাট, -পাটি—আহ্লাদে আটখানা; হাসির আধার। বাং প্র। বিণ।

কুটর—মন্থনদণ্ডস্থ রজ্জু; বন্ধনস্তম্ভ। উপতৎ; কুট—রা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুটরু—বস্ত্রগৃহ, তাবু। কুট—রা+কু কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কুটল—গৃহের চাল, ছাদ। উপতৎ; কুট—লা

কুটা—১। তৃণখণ্ড; খড়। বাং প্র। বি। **দাঁতে কুটা করা** বা **লওয়া**—অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করা, একান্ত হীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করা। ২। টুকরা টুকরা করিয়া কাটা; ধান ডাল প্রভৃতি তুষবিহীন করা; চূর্ণ করা; খণ্ড খণ্ড করা, খোঁড়া, মাটি ইত্যাদিতে আঘাত করা (মাথা কুটা)। 'কুট্ট'-ধাতুজ। বাং ক্রি। **কাটা-কুটা**—ছেদন করা ও খণ্ড খণ্ড করা। **মাথা কুটা**—মাথা খোঁড়া। **মাথা কুটাকুটি করা**—বিশেষ অনুরোধ-উপরোধ করা। **ধান কুটা**—ধান ভানা, ধান তুষবিহীন করিয়া চাউল বাহির করা। **চাউল কুটা**—চাল গুঁড়ান। **মাছ কুটা**—রাঁধিবার জন্য মাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা ও আঁশ ইত্যাদি বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া।

কুটাঘাত—হাতুড়ির আঘাত। কুটদ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

কুটান—ছোট ছোট করিয়া কাটান; তুষ-বিহীন করান; চূর্ণ করান; শিল প্রভৃতি কাটান। বাং ক্রি।

কুটি—১। বৃক্ষ; দেহ; জল। কুট্+ইন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। ২। ক্ষুদ্র গৃহ, কুঁড়ে। কুট্+ইন্ অধিবা। বি; স্ত্রী। ৩। তৃণখণ্ড, কুটা; টুকরা। বাং প্র। বি।

কুটিকুটি—১। (হাসিতে) বিহ্বল, গদগদ। বিণ। ২। টুকরা টুকরা। বাং প্র। বি।

কুটিচর, কুটীচর—জলজন্তুবিশেষ; শুশুক; সন্ন্যাসিবিশেষ। উপতৎ; কুটি, কুটী—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [বিণ।

কুটিত—কুটিল, খল। কুট+ইত যুক্তার্থে।

কুটিয়া, কুটে—কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, মহাব্যাধিগ্রস্ত। কুট (<কুষ্ঠ)+ইয়া, এ আছে অর্থে। বিণ।

কুটিয়াল, কুটেল—কুঠিয়াল (তাহা দ্রঃ)।

কুটির, কুটীর—পর্ণশালা, কুঁড়ে। কুটি+র ক্ষুদ্রার্থে। বি; পুং।

কুটিরশিল্প—গৃহজাত হস্ত-নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্য (cottage industry). কুটির-জাত শিল্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কুটিল—বক্র, অসরল; ক্রূর; শঠ। কুটি+ল আছে অর্থে। বিণ। বি—কুটিলতা, কৌটিল্য।

কুটিলগ—১। বক্রগামী। বিণ। ২। সর্প। উপতৎ; কুটিল—গম্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুটিলগা—১। সর্পী; নদী। উপতৎ; কুটিল—গম্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বক্রগামিনী। কুটিলগ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুটিলগামী (-গামিন্)—বক্রগামী, যাহা আঁকিয়া-বাঁকিয়া যায় এমন। উপতৎ; কুটিল—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গামিনী।

কুটিলচিত্ত—যাহার মন সরল নহে এরূপ, অসরল। কুটিল চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—চিত্তা।

কুটিলতা—অসরলতা; কপটতা। কুটিল+তা ভাবে। বি। [কবিপ্র। বিণ।

কুটিলহি—কুঞ্চিত, কোঁকড়ান। প্রাঃ

কুটিলা—১। বক্রা, অসরলা, ক্রূরা; ধূর্ত্তা। কুটিল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সরস্বতী নদী; রাধিকার ননদ ও আয়ানের ভগিনী [চরিতাবলী দ্রঃ]; ছন্দোবিশেষ; গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। বি; স্ত্রী।

কুটী—১। কুঁড়ে ঘর; বাটী। কুট্+ইন্ অধিবা+ঈপ্। ২। টুকরা, খণ্ড। বাং প্র। বি।

কুটীচর—'কুটিচর' দ্রঃ।

কুটীর—পর্ণশালা, কুঁড়ে ঘর; দীনের বাসস্থান। কুটী+ঈরন্ ক্ষুদ্রার্থে। বি; পুং।

কুটুম—আত্মীয়, স্বজন। 'কুটুম্ব'-শব্দজ। বি। **বড় কুটুম**—(ব্যঙ্গার্থে) শ্যালক, সম্বন্ধী।

কুটুমসাক্ষাৎ—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, নিমন্ত্রিত ও অনাহূত ব্যক্তিগণ। দ্বন্দ্ব। বি।

কুটুম্ব—জ্ঞাতি, যাহার সহিত বংশসম্বন্ধ আছে এরূপ ব্যক্তি; পরিবার, পোষ্যবর্গ; যাহার সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ ঘটিয়াছে এরূপ ব্যক্তি; দ্বিতীয়গৃহ; বান্ধব। কুটুম্ব্+অচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব।

কুটুম্বিতা—পারিবারিক সম্বন্ধ; কুটুম্ব-সম্বন্ধ-নিবন্ধন ব্যবহার। কুটুম্বিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কুটুম্বিনী—১। কুটুম্ববিশিষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। পতিপুত্রাদিবিশিষ্টা স্ত্রী, গৃহিণী; পত্নী। কুটুম্বিন্+ঈপ্। ৩। আত্মীয়া, মেয়ে কুটুম্ব। 'কুটুম্ব'-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ (বাং)। বি; স্ত্রী।

কুটুম্বী (-ম্বিন্)—১। গৃহস্থ; কৃষিজীবী, কৃষক। কুটুম্ব+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। কুটুম্ববিশিষ্ট। কুটুম্ব+ইন্ বিশিষ্টার্থে। বিণ; পুং।

কুটুরকাটুর, -কুটুর—ইঁদুর প্রভৃতির সূক্ষ্ম দন্তদ্বারা কাঠাদি ছেদনের শব্দ। অনুকৃত শব্দ। বাং প্র। অব্য।

কুটে—'কুটিয়া' দ্রঃ।

কুটেল—'কুটিয়াল' দ্রঃ।

কুট্‌কুট, কুট্‌কুটানি—চুলকানি; কোন কার্য্য করিবার অশোভন আগ্রহ। বাং প্র। অব্য, বি।

কুট্টক—১। ছেদক। বিণ। স্ত্রী—কুট্টিকা। ২। লীলাবতী প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অঙ্কবিশেষ। কুট্ট্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুট্টন—কাটা, ছেদন; খোঁড়া; কুটিয়া ফেলা; দূষণ। কুট্ট্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—কুট্টিত, কুট্টনীয়।

কুট্টনী—দূতী, যে স্ত্রীলোক স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ মিলনের জন্য দূতীর কাজ করে, কুটনী; হাতী ভুলাইয়া ধরিবার জন্য নিয়োজিত মেয়ে-হাতী। কুট্ট্+অনট্ কর্ত্তৃবা +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুট্টমিত—স্ত্রীলোকের বিলাসবিশেষ, নায়ক-কর্ত্তৃক কেশাধরাদিধারণে অন্তরে আনন্দিত হইলেও নিষেধার্থ হস্তাদি-সঞ্চালন। কুট্ট—অম্+ইত ভাববা। বি; ক্লীব।

কুট্টাক—১। ছেদক, কর্ত্তনকারী। বিণ।

২। মাছরাঙ্গা। কুট্ট+আক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুট্টার—১। পর্ব্বত। কুট্ট+আর কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। কম্বল; রতি। কুট্ট+আর ভাববা। বি; ক্লীব। [বিণ।

কুট্টিত—ছেদিত, খণ্ডীকৃত। কুট্ট্+ক্ত কর্ম্মবা।

কুট্টিম—চাতাল; মসৃণভূমি; রত্নের খনি; পাকা মেঝে। কুট্ট্+ইম কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব।

কুট্মল, কুড্মল—১। মুকুল, ফুলের কুঁড়ি। কুট্, কুড্+ম্বলচ্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ২। নরকবিশেষ। [ইহাতে নারকীরা রজ্জুবন্ধনজন্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে]। কুট্, কুড্+ম্বলচ্ অধিবা। বি; ক্লীব। [ইত জাতার্থে। বিণ।

কুট্মলিত—মুকুলিত, আধ ফোটা। কুট্মল+

কুঠ—১। রোগবিশেষ। 'কুষ্ঠ'-শব্দজ। বি। ২। বৃক্ষ। কুঠ্+ক ঘঞর্থে কর্ম্মবা। বি; পুং। [বি।

কুঠরী—ছোট কামরা। 'কুটীর'-শব্দজ।

কুঠার—১। কুড়ালি; বাইস; টাঙ্গী। উপতৎ; কুঠ—ঋ+অণ্ কর্ত্তৃবা। ২। বৃক্ষ। কুঠ্+আরন্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

কুঠারি—কুঠরী (তাহা দ্রঃ)।

কুঠারিকা, কুঠারী—কুড়ালি; বাইস; টাঙ্গী; ছোট কুড়াল (শস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহৃত)। কুঠার+কন্ স্বার্থে+আপ্ (অকস্থানে ইক); কুঠার+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুঠি—অট্টালিকা; বাণিজ্যালয়; কার্য্যালয়, আফিস; শিল্পশালা, কারখানা। 'কোষ্ঠিকা'-শব্দজ। বি।

কুঠিয়াল, কুঠেল—কুঠির অধিকারী বা অধ্যক্ষ; মুৎসুদ্দী; বণিক্, মহাজন, সওদাগর। কুঠি+আল অধিকার অর্থে। বি।

কুঠী—কুঠি (তাহা দ্রঃ)।

কুঠে—কুটিয়া (তাহা দ্রঃ)।

কুড়—১। কুষ্ঠবৃক্ষ, ওষধিবিশেষ। 'কুষ্ঠ'-শব্দজ। ২। বিঘা (এক কুড় জমি); রাশি, স্তূপ (আস্তাকুড়)। বাং প্র। বি।

কুড়ন, কুড়ান—১। আহরণ, চয়ন; বিক্ষিপ্ত বস্তু তুলিয়া লওয়া। বাং প্র। ২। খনন করা; বিদারণ করা; কঠিন বস্তু আঁচড়াইয়া তোলা (নারিকেল কুড়ন)। 'খণ্ডন'-শব্দজ (খণ্ডন > খুঁড়ন>কুড়ন)। বাং ক্রি। [বি।

কুড়বা—কুড়, কুড়া, বিঘা। 'কুড়ব'-শব্দজ।

কুড়মুড়—কড়াইমুড়ি প্রভৃতি চিবাইবার শব্দ। বাং প্র। অব্য।

কুড়ল—১। মৎস্যভোজী পক্ষিবিশেষ। 'কুরর'-শব্দজ। ২। কুঠার, কুড়াল। 'কুঠার'-শব্দজ। বি।

কুড়া—১। বিঘা। বি। ২। কোদাল প্রভৃতি দ্বারা মৃত্তিকা খনন করা। বাং ক্রি।

কুড়ান—১। বিক্ষিপ্ত বস্তু তুলিয়া লওয়া; সংগ্রহ করা; শক্ত জিনিস (নারিকেল ইত্যাদি) আঁচড়াইয়া তোলা। বাং ক্রি। ২। একত্রীকৃত, সংগৃহীত। কুড়া+আল কর্ম্মবা। বিণ।

কুড়ানী, কুড়ুনী—১। যে কুড়ায় এরূপ (ঘুঁটেকুড়ানী)। কুড়া+নিয়া কর্ত্তৃবা+ঈ। বিণ; স্ত্রী। ২। নারিকেল প্রভৃতির শাঁস আঁচড়াইয়া তুলিবার যন্ত্র। কুড়া+আনি, উনী করণবা। বি। [শব্দজ। বি।

কুড়াল, কুড়ুল—পরশু, কুড়ালি। 'কুঠার'-

কুড়ি—১। ২০-সংখ্যা, বিশ। বাং প্র। বি বা বিণ। ২। কুষ্ঠ, কুষ্ঠব্যাধি। 'কুষ্ঠ'-শব্দজ। বি।

কুড়ে—অলস। কুড়ি (কুষ্ঠ)+এ (<ইয়া) আছে অর্থে। বাং প্র। বিণ।

কুড়েমি—আলস্য। কুড়ে+মি ভাবে। বি।

কুড়ো—বিঘা। 'কুড়ব'-শব্দজ। বি।

কুড্মল—'কুট্মল' দ্রঃ।

কুড্য—১। ভিত্তি, ভিত; দেয়াল; ছিটেবেড়া। কুড+ণ্যৎ কর্ম্মবা। ২। বিলেপন। কুড+ণ্যৎ ভাববা। বি; ক্লীব।

কুড্যচ্ছেদী (-চ্ছেদিন্)—সিঁদেল চোর। উপতৎ; কুড্য—ছিদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুণ—বীণাদির শব্দ। বাং প্র। বি।

কুণকুণ—বীণা প্রভৃতি তারের বাদ্যযন্ত্রের অবিরাম শব্দ; ছুঁচ ফুটাইবার মত অবিরাম বেদনা। বাং প্র। অব্য।

কুণপ—১। মৃতশরীর, শব। বি; পুং বা ক্লীব। ২। দুর্গন্ধযুক্ত। বিণ। ৩। অস্ত্রবিশেষ। কুণ্+কপন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুণি, কুনি—১। কুকার্য্যকারক; রোগাদি দ্বারা বিকৃতহস্ত। বিণ। ২। তুঁতগাছ। কুণ্, কুণ্+ইন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। কফোণি, কনুই। প্রাঃ কবিপ্র। ৪। নখকোণের বেদনা, নখশূলা। 'কোণ'-শব্দজ। বি।

কুনিয়া—কফোণি, কনুই; কফোণির আঘাত, কনুইয়ের গুঁতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কুণী—কুনখ, নখপ্রান্তভাগের রোগবিশেষ। বাং প্র। বি।

কুনো—১। কোণপ্রিয়, যে কোণে অর্থাৎ গৃহাভ্যন্তরে থাকিতে ভালবাসে এমন; অন্যের সহিত কথা কহিতে অনিচ্ছুক। কোণ+ও (<উয়া) স্থিতার্থে। বিণ। ২। মন্দা, হুলো ('—বিড়াল')। প্রাদে। বি।

কুণ্ঠ—জড়, অলস; সঙ্কুচিত; ব্যাহত; ভোঁতা, অকর্ম্মণ্য; কাতর। সমাসে উত্তরপদে (ব্যস্তকুণ্ঠ—স্বতন্ত্র ব্যবহার নাই)। কুন্ঠ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

কুণ্ঠক—কুৎসিত-কর্ম্মকারী; মূর্খ; সঙ্কোচবিশিষ্ট। কুন্ঠ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কুণ্ঠিকা। বি—কুণ্ঠা।

কুণ্ঠা—অপ্রস্তুত ভাব, সঙ্কোচ; বিমুখতা। কুন্ঠ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—কুণ্ঠিত।

কুণ্ঠিত—সঙ্কুচিত, অপ্রস্তুত; কাতর; অক্ষম; বিমুখ। কুন্ঠ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কুণ্ঠিতা।

কুণ্ড—১। কূপ; জলপাত্র; দেবজলাশয়; চৌবাচ্চা; বৃত্তাকার পরিমাণপাত্র; ঘট; কলস; কমণ্ডলু। বি; পুং। ২। কোন বস্তু রাখিবার জন্য ভূমিতে যে গর্ত্ত করা যায় তাহা, অগ্নিরক্ষার্থ ভূমিতে খাত গর্ত্ত; স্থালী, পাকপাত্র; যজ্ঞের পাত্রবিশেষ। কুন্ড্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব।

কুণ্ডকীট—চার্ব্বাকমতাবলম্বী ব্যক্তি; পতিত ব্রাহ্মণীপুত্র; দাসীতে রমণাভিলাষী ব্যক্তি। কুণ্ডের কীট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুণ্ডল—কর্ণভূষণ; বলয়; পায়ের বেড়ী; বলয়াকৃতি বন্ধনী; গলার গলাসী; সমূহ। কুন্ড+কলচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কুণ্ডলিত—বলয়াকৃতি, গোলাকার। কুণ্ডল+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

কুণ্ডলিনী—১। অভ্যন্তরে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত জীবের অন্তর্নিহিত শক্তিবিশেষ, জন্মজন্মান্তরের ভাব অবলম্বনে জাত মহাতেজস্বিনী প্রেরণাশক্তি (এই শক্তি উদ্বুদ্ধ হইলে সাধনাদির প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানলাভ ও ঈশ্বরোপলব্ধি হয়); গুড়ূচী; কাঞ্চনবৃক্ষ; কপিকচ্ছু; সর্পী। বি। ২। কুণ্ডলধারিণী। কুণ্ডলিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুণ্ডলী (-লিন্)—১। সর্প; ময়ূর। ২। (পাশাস্ত্র আছে বলিয়া) বরুণ; চিত্রমৃগ; গরুড়ের পুত্র। বি; পুং। ৩। কুণ্ডলধারী, কুণ্ডলবিশিষ্ট। কুণ্ডল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—লিনী।

কুণ্ডলী—কুণ্ডলের ন্যায় আকার (coil); সর্পের কুণ্ডলাকার বেষ্টনী বা বেড়। বাং প্র। বি।

কুণ্ডলীকৃত—বলয়ীকৃত, কুণ্ডলাকারে জড়িত, বৃত্তীকৃত, যাহাকে গোল করা হইয়াছে এমন। কুণ্ডল+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=কুণ্ডলী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

কুণ্ডশায়ী (-শায়িন্)—কুণ্ডে শয়নকারী। উপতৎ; কুণ্ড—শী+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শায়িনী।

কুণ্ডহাঁড়ি—প্রতিমার সম্মুখে স্থাপিত স্নানীয় জলের পাত্র। বাং প্র। বি।

কুণ্ডিকা—কমণ্ডলু; তাম্রকুণ্ড; স্থালী, কুঁড়ি। কুণ্ড+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুণ্ডিন—দেশবিশেষ; বিদর্ভদেশ; বিদর্ভনগর। কুন্ড্+ইন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুণ্ডী (কুণ্ডিন্)—কুণ্ডযুক্ত। কুণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—কুণ্ডিনী।

কুণ্ডী—কলসী; ঘটী; স্থালী, পাকপাত্র। কুণ্ড+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুণ্ডীন—১। রত্নভাণ্ডার। বি; ক্লীব। ২। কুণ্ডবিশিষ্ট। কুণ্ড+ঈন। বিণ।

কুৎ, কুত—আনুমানিক পরিমাণ, আন্দাজী মাপ। হিন্দী। বি। [হিন্দীমূলক। বি।

কুতকাত—মাপযোগের দ্বারা ঠিকঠাক।

কুতঘর, -ঘাট, -ঘাটা—নদীতীরস্থিত কুত করিবার স্থান, নদীর যে স্থানে নৌকাস্থিত দ্রব্যের পরিমাণ স্থির করিয়া শুল্ক আদায় করা হয় সেই স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কুতনু—১। কদাকার, কুৎসিত-আকারবিশিষ্ট। বিণ। ২। কুবের। কু (কুৎসিত) তনু যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কুতন্ত্র—অসৎ রাজ্যশাসন, স্বৈরশাসন; অসৎ পরামর্শ, কুমন্ত্রণা। কু (কুৎসিত) তন্ত্র, নিত্য। বি; পুং।

কুতন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—কুমন্ত্রণাদাতা; চক্রান্তকারী; কুৎসিত বীণা। কু (কুৎসিত) তন্ত্রী, নিত্য। বি; পুং।

কুতপ—১। দিবসের পঞ্চদশ ভাগের অষ্টম ভাগ, দিনের পঞ্চদশ ও ষোড়শ দণ্ড; বাদ্য; কুশ। কু (ঈষৎ) তপ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং বা ক্লীব। ২। সূর্য্য। কু—তপ্+থচ্ কর্তৃবা নিপাতনে। বি; পুং।

কুতর্ক—যুক্তিহীন তর্ক, যে তর্কের সঙ্গত যুক্তি নাই, তাহা। কু (কুৎসিত) তর্ক, নিত্য। বি; পুং।

কুতুক—কৌতুহল, ঔৎসুক্য; আনন্দ; কৌতুক। উপতৎ; কুত—কৈ+ক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব। বিণ, —কী।

কুতুকী (-কিন্)—আনন্দিত; কৌতুহলযুক্ত। কুতুক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কিনী।

কুতুকুতু—কাতু-কুতু (তাহা দ্রঃ)।

কুতুপ—চর্ম্মনির্ম্মিত ক্ষুদ্র তৈলাদিপাত্র, ছোট কুপা। কু—তন্+ডুপচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। বিণ, —পীয়।

কুতুর-কুতুর—কাতুর-কুতুর (তাহা দ্রঃ)।

কুতূ—চর্ম্মনির্ম্মিত তৈলাদিপাত্র, মসক, কুপা। কু—তন্+কূ কর্তৃবা (নকারের লোপ)। বি; স্ত্রী।

কুতূহল—ব্যগ্রতা, আগ্রহ, ঔৎসুক্য; নায়ক-নায়িকার ভাববিশেষ। কুতূ—হল্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —লী।

কুতূহলী (-হলিন্)—কুতূহলবিশিষ্ট; আনন্দিত। কুতূহল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —হলিনী। বি, —হলিতা, —হল।

কুতৃণ—কুম্ভী, জলের পানা। কু (কুৎসিত) তৃণ, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুত্তা—কুকুর। হিন্দীমূলক। বি।

কুত্র—কোথায়, কোন্ স্থানে; কোন্ বিষয়ে। কিম্+ত্রল্ (সপ্তমী-স্থানে)। অব্য (স্বতন্ত্র প্রয়োগ দুর্ল্ভ)।

কুত্রাপি—কোন কোন স্থানে; কোথাও; কোন স্থানেই। কুত্র+অপি (ও)। অব্য।

কুৎসন—আড়ালে নিন্দা, দোষকীর্তন। কুৎস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —সনীয়, —সিত।

কুৎসা—আড়ালে নিন্দা, দোষকীর্তন। কুৎস্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুৎসাকারী (-কারিন্)—আড়ালে নিন্দাকারী, নিন্দক; দোষকীর্তনকারী। উপতৎ; কুৎসা—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

কুৎসিত—নিন্দিত, ঘৃণিত; মন্দ; বিশ্রী, কুরূপ। কুৎসা+ইতচ্ সঞ্জাতার্থে; কুৎস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —সন, —সা। স্ত্রী, —তা।

কুথ—হস্তী প্রভৃতির পৃষ্ঠে আস্তরণার্থ চিত্রিত বস্ত্র বা কম্বল, ঝুল; কুশতৃণ। কুথ্+ক কর্তৃবা। বি; পুং, ক্লীব।

কুথলী—ভিক্ষার ঝুলি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কুথা—কোথা, কোন্ স্থান। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

কুদরৎ—মহিমা, গৌরব; বাহাদুরি, সামর্থ্য, শক্তি। আর্বী। বি। বিণ—কুদরতী। [ক্রি।

কুদা, কুঁদা—লাফান, ডিঙ্গান। হিন্দীমূলক।

কুদাল—খনন-যন্ত্রবিশেষ, কোদালি। উপতৎ; কু (ভূমি)—দল্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কুদালি—কোদালি। 'কুদাল'-শব্দজ। বি।

কুদিন—বাদলার দিন; তিথিনক্ষত্রাদির দোষযুক্ত দিন; দুর্ভাগ্যের দিন। কু (কুৎসিত) দিন, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুদৃষ্টি—কুনজর, অপ্রসন্ন চাহনি; অসৎ অভিপ্রায়পূর্ণ দৃষ্টি। কু (কুৎসিত) দৃষ্টি, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুদ্দার—প্রসিদ্ধ ভূমিখননযন্ত্র, কোদাল। উপতৎ; কু (ভূমি)—উদ্—দৄ+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

কুদ্দাল—১। মাটিকাটা যন্ত্রবিশেষ, কোদাল। বি; পুং। ২। কোবিদারবৃক্ষ, কাঞ্চন গাছ। কু (ভূমি)—উদ্—দল্+অণ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

কুনকী, কুনকে—যে পোষা হস্তিনীর সাহায্যে বন্য হস্তী ধরা হয়। 'কুট্টনী'-শব্দজ। বাং প্র। বি।

কুনখ—১। কুৎসিত নখরোগবিশেষ, নখ-কুনি। কু (কুৎসিত) নখ, নিত্য। বি; পুং। ২। কুৎসিত নখরোগবিশিষ্ট (রোগী); কুৎসিতনখযুক্ত। কু (কুৎসিত) নখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —খা, —খী।

কুনখী (-খিন্)—নখরোগযুক্ত, কুৎসিতনখবিশিষ্ট। কুনখ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —খিনী।

কুনজর—কুদৃষ্টি, বিরাগভাব; দুরভিসন্ধিপূর্ণ দৃষ্টি। কু (কুৎসিত) দৃষ্টি, নিত্য। বি।

কুনান—কন্কন্ করা, বেদনা করা। বাং ক্রি।

কুনানি—কামড়ানি, বেদনা অনুভব। কুনা+নি ভাববা। বি।

কুনাম (কুনামন্)—দুর্নাম, নিন্দা; খারাপ নাম। কুৎসিত নাম, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুনামা (কুনামন্)—মন্দ-নামযুক্ত, যাহার নাম প্রাতঃকালে স্মরণ করিলে অমঙ্গল ঘটে এরূপ; অতি কৃপণ। কু (কুৎসিত) নাম যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কুনি—নখের ভিতরে প্রবিষ্ট বাঁকা নখ, নখর কোণে প্রদাহ। 'কোণ'-শব্দজ। বি।

কুনিকা, কুন্‌কে—মাপবিশেষ, রেকের এক-চতুর্থাংশ; ছোট কাঠা। 'কুঞ্চী'-শব্দজ। বি।

কুনীতি—খারাপ নিয়ম; অসদাচরণ; ভুল চাল, ভ্রান্ত নীতি। কু (মন্দ) নীতি, নিত্য। বি; স্ত্রী। [বি।

কুনুই—কফোণি, কনুই। 'কফোণি'-শব্দজ।

কুনুয়া, কুনো—কোণপ্রিয়, যে গৃহকোণে থাকিতে ভালবাসে এরূপ, নিঃসঙ্গতাপ্রিয়; সদা সঙ্কুচিত; অন্যের সহিত আলাপে অনিচ্ছুক। কোণ+উয়া স্থিতার্থে। বিণ।

কুনোব্যাঙ—যে ব্যাঙ ঘরের মধ্যে বাসা করিয়া থাকে বা থাকিতে ভালবাসে; ঘর-কুনো লোক। কর্ম্মধা (বাং)। বি।

কুন্ত—পক্ষবিশিষ্ট বাণ; প্রাস অস্ত্র; ভল্ল; গবেধুকা, গড়গড়ে ধান। কু—উন্দ্+অচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

কুন্তল—কেশ, চুল; দেশবিশেষ; ধ্রুবক তালবিশেষ। উপতৎ; কুন্ত—লা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কুন্তলপেড়ী—চুল বাঁধিবার জিনিসপত্র রাখিবার ছোট বাক্স। 'কুন্তলপেটিকা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কুন্তলবর্দ্ধ(র্ধ)ন—ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ, ভীমরাজ। কুন্তল—বৃধ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

কুন্তি—১। দেশবিশেষ। বি; পুং। ২। কুন্তী, পাণ্ডবমাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। কম+অন্তি (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

কুন্তী—পাণ্ডবমাতা। কুন্তি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুন্থন—কোঁথান; কাতরান; যন্ত্রণাপ্রকাশ। কুন্থ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

কুন্দ—১। কুঁদফুল বা কুঁদফুলের গাছ। কু—উন্দ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব, পুং। ২। ভ্রমিযন্ত্র, কুঁদের যন্ত্র; কুবেরের নিধি-বিশেষ; বর্ষপর্ব্বতবিশেষ। উপতৎ; কু—দৈ বা দো+ক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

কুন্দকার—যে কুঁদযন্ত্রে কাজ করে বা তাহা ঘুরায় (turner). উপতৎ; কুন্দ—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কুন্দদন্ত—১। কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র দন্ত। কুন্দসদৃশ দন্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র দন্তবিশিষ্ট। কুন্দসদৃশ দন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—দন্তী, —দন্তা।

কুন্দরকী, কুন্দরুকী—কুন্দুরুনামক গন্ধ-দ্রব্য। বাং প্র। বি।

কুন্দল—উজ্জ্বল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কুন্দায়ল—কুঁদযন্ত্রে নির্ম্মিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কুন্দার—কুন্দকার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কুন্দিনী—কুন্দসমূহ। কুন্দ+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [কবিপ্র। ক্রি।

কুন্দিল—কুঁদযন্ত্রে নির্ম্মাণ করিল। প্রাঃ

কুন্দুরু—স্বনামখ্যাত সুগন্ধিদ্রব্য। কু—উন্দ্+রু কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

কুপতি—১। অসৎ প্রভু, খারাপ মনিব। কু (কুৎসিত) পতি, নিত্য। ২। ভূপতি, রাজা। কু-র (ভূমির) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুপথ—মন্দ পথ; নিন্দিত পথ; ভুল পথ। কু (কুৎসিত) পন্থা (পথিন্), কর্ম্মধা। বি; পুং।

কুপথগামী (-গামিন্)—যে কুপথে চলে এমন; অসচ্চরিত্র। উপতৎ; কুপথ—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গামিনী। বি, —গামিতা, —গমন।

কুপথ্য—অহিতকর খাদ্য ইত্যাদি, যাহা ভক্ষণ করিলে রোগ জন্মিতে বা বাড়িতে পারে এরূপ দ্রব্য। কু (কুৎসিত) পথ্য, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুপন—মণিঅর্ডার ফরমে সংযুক্ত পত্রাংশ; টিকেট ইত্যাদির ছিন্ন প্রতিরূপ। ইং coupon. বি। **কুপন খেলা**—তাসের একপ্রকার খেলা।

কুপরামর্শ—মন্দ কার্য্য করিবার সলা বা যুক্তি; ক্ষতিকর উপদেশ। কু (মন্দ) পরামর্শ, নিত্য। বি; পুং।

কুপরিবাহী (-হিন্)—(পদার্থবিদ্যা) মন্দ পরিচালক, যাহা দ্বারা বিদ্যুৎ ইত্যাদির পরিচালনা ভাল হয় না (bad conductor). কু পরিবাহী, নিত্য। বিণ।

কুপা, কুপো—১। মসক, তৈলঘৃতাদির পাত্রবিশেষ; স্থূলকায়, মোটা শরীর। 'কুপক'-শব্দজ। বি। ২। বক্রহস্ত, নুলো। 'কুপাণি'-শব্দজ। বিণ।

কুপা—কুপিত হওয়া, রাগিয়া যাওয়া। সং √কুপ। কবিপ্র। ক্রি।

কুপাণি—যাহার হস্ত কুণ্ঠিত এরূপ, বক্রহস্ত, কুপো। কু (কুৎসিত) পাণি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুপাত্র—মন্দ বর; অযোগ্য পাত্র। কু (কুৎসিত) পাত্র, নিত্য। বি; পুং (বাংলায়)। স্ত্রী—কুপাত্রী।

কুপান—কাটিবার জন্য আঘাত করা (কুপিয়ে কাটা)। বাং ক্রি।

কুপি—১। ছোট কুপা; কেরোসিনের ল্যাম্প বা ডিবে; বাঁশের চোঙ্গা। 'কুপিকা'-শব্দজ। ২। মুষ্টি বা মুঠ, বাঁট, হাতল। 'কূর্পর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ৩। কুপিত হইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।

কুপিত—ক্রোধপ্রাপ্ত, ক্রুদ্ধ। কুপ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—কোপ।

কুপিতা (কুপিতৃ)—মন্দ বা অযোগ্য পিতা, যে পিতা কর্ত্তব্যপরায়ণ নহেন। কু (কুৎসিত) পিতা, নিত্য। বি; পুং।

কুপুত্র, কুপুত্র—অবাধ্য পুত্র; অযোগ্য পুত্র; মন্দ ছেলে। কু (মন্দ) পুত্র, নিত্য। বি; পুং।

কুপুরুষ—কুশ্রী লোক। কু (কুৎসিত) পুরুষ, নিত্য। বি; পুং। [বিণ।

কুপেকে—কুচক্রী; কুটিল, অসরল। প্রাদে।

কুপো—'কুপা' (১, ২) দ্রঃ।

কুপোকাত—১। কুপো উল্টাইয়া পড়া; মোটা দেহের পতন; পড়িয়া যাওয়া; পরাজয়; মৃত্যু; গুরুতর ক্ষতি,সর্ব্বনাশ। বি। ২। পর্য্যুদস্ত; পরাজিত; বিপর্য্যস্ত, উল্টান; মৃত। কুপো+কাত। বাং প্র। বিণ।

কুপোষ্য—গলগ্রহ; অতি নিকট জ্ঞাতি ও কুটুম্বের অনাথা বিধবা প্রভৃতি নির্ভরশীল লোক। কু (কুৎসিত) পোষ্য, নিত্য। বি বা বিণ। [বাং প্র। বি।

কুপ্ কাপ্—তাড়াতাড়ি খাওয়ার শব্দ।

কুপ্ না—মাছের খালুই। প্রাদে। বি।

কুপ্য—স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্ন আর সকল প্রকার ধাতু। গুপ্+ক্যপ্ কর্ম্মবা (গ-স্থানে নিপাতনে ক)। বি; ক্লীব।

কুপ্যশালা—তামা কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর পাত্র নির্ম্মাণ করার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কুফল—মন্দ ফল, অশুভ পরিণাম। কু (কুৎসিত) ফল, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুবক্তা (-বক্তৃ)—কুৎসিত বক্তৃতাকারী, অসদ্ভাষী, মন্দভাষী; ভাল বক্তৃতা করিতে পারে না এমন। কু (কুৎসিত) বক্তা, নিত্য। বিণ। স্ত্রী—কুবক্ত্রী।

কুবচন—কুবাক্য, কটুকথা; মন্দ বাক্য; তিরস্কার। কু (কুৎসিত) বচন, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুবল—উৎপল; মুক্তাফল; বদরীফল, কুল; দাড়িম্ব। কু—বল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কুবলয়—পদ্ম; নীলপদ্ম; শ্বেতপদ্ম। কু—বল্+অয় কর্ত্তৃবা সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

কুবলয়াপীড়—কংসের হস্তিরূপী দৈত্য অনুচর। কুবলয় আপীড় (শিরোভূষণ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কুবলয়িনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। কুবলয়+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুবাক্য—অসৎ কথা, মন্দ কথা; কটু কথা। কু (কুৎসিত) বাক্য, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুবাদ—১। কটুকথা; পরনিন্দাকথন। কু (কুৎসিত) বাদ, নিত্য। ২। অসদ্ভাব, মনোমালিন্য (সুবাদের বিপরীত)। বাং প্র। বি; পুং।

কুবার—মন্দ দিন; শনি রবি এবং মঙ্গল বার। কু (কুৎসিত) বার, নিত্য। বি; পুং।

কুবাস—দুর্গন্ধ, খারাপ গন্ধ; মন্দ বাসস্থান, মন্দ গৃহ। কু (কুৎসিত) বাস, নিত্য। বি; পুং।

কুবাসনা—মন্দ ইচ্ছা; কু-মতলব। কু (কুৎসিতা) বাসনা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুবিচার—অন্যায় বিচার; পক্ষপাতিত্ব। কু (কুৎসিত) বিচার, নিত্য। বি; পুং।

কুবিধা—অসুবিধা; মন্দগতিক, অন্তরায়, বিঘ্ন। কু (কুৎসিত) বিধা (প্রকার, যোগ্য), নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুবিন্দ—তন্তুবায়, তাঁতি। উপতৎ; কু—বিদ্+শ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুবিন্দু—(ভূগোল) পাদনিম্নস্থ নভোবিন্দু (Nadir). কুস্থিত বিন্দু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কুবুদ্ধি—১। অসৎ বুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি; অসৎ অভিপ্রায়। কু (কুৎসিতা) বুদ্ধি, নিত্য। বি; স্ত্রী। ২। অসৎ-বুদ্ধিসম্পন্ন, দুর্ব্বুদ্ধি, দুর্ম্মতি। কু (কুৎসিতা) বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুবৃত্তি—১। মন্দবৃত্তি, নিন্দিত আচরণ; নিন্দিত জীবিকা। কু (কুৎসিতা) বৃত্তি, নিত্য। বি; স্ত্রী। ২। অসদ্‌বৃত্তিপরায়ণ। কুৎসিতা বৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুবেনি, কুবেণী—মৎস্যধানী, খালুই, মাছের ছোট চুব্‌ড়ি। কু—বেণ্+ই অধিবা; বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুবেণী—১। কুৎসিত-বেণীবিশিষ্টা স্ত্রী। কু (কুৎসিত) বেণী যে স্ত্রীর, বহুব্রী। ২। কুৎসিত বেণী। কু (কুৎসিত) বেণী, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুবের—যক্ষরাজ, ধনাধিপ [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

কুবেরাচল, কুবেরাদ্রি—কৈলাসপর্ব্বত। কুবেরের অচল, অদ্রি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুব্জ—১। উচ্চপৃষ্ঠ, কুঁজো। কু—উব্জ্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে); অথবা, কু (ঈষৎ) উব্জ (ঋজুত্ব) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অপামার্গ বৃক্ষ, আপাঙ্ গাছ। বি; পুং।

কুব্জা—১। কংসের পরিচারিকা; কৈকেয়ীর পরিচারিকা, মন্থরা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী। ২। কুব্জযুক্তা রমণী, কুঁজী। কুব্জ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুব্জিকা—১। অষ্টবর্ষা কন্যা; দেবীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। কুব্জা ('—রমণী')। কুব্জ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুভোজন—মন্দ বস্তু ভক্ষণ, খারাপ জিনিষ খাওয়া; খারাপ খাওয়া। কু (কুৎসিত) ভোজন, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুভোজ্য—কুখাদ্য, অপবিত্র বা অনিষ্টকর আহার্য্য। কু (কুৎসিত) ভোজ্য, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুমকুম—আবীরের গোলা (হোলি খেলায়)। আর্বী 'কুমকুম'-শব্দজ। বি।

কুমড়া—ফলবিশেষ, কুষ্মাণ্ড। 'কুষ্মাণ্ড'-শব্দজ। বি। **কুমড়া গড়াগড়ি**—অনেক লোকের এক সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি।

কুমতি—১। দুষ্টবুদ্ধি, অসৎ বুদ্ধি; যে বুদ্ধি কুপথে চালিত করে তাহা। কু (কুৎসিতা) মতি, নিত্য। বি; স্ত্রী। ২। দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন, দুর্ব্বুদ্ধি। কু (কুৎসিতা) মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুমন্ত্রণা—অসৎ পরামর্শ, দুষ্ট মন্ত্রণা, কু-যুক্তি। কু (কুৎসিতা) মন্ত্রণা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুমন্ত্রী (-মন্ত্রিন্)—কুপরামর্শদাতা; মন্দ বা অনুপযুক্ত মন্ত্রী। কু (মন্দ) মন্ত্রী, নিত্য। বি; পুং।

কুমাতা (-মাতৃ)—১। স্নেহহীনা জননী; অযোগ্য মাতা। কু (মন্দ) মাতা, নিত্য। ২। জননীরূপা পৃথিবী। কু-ই মাতা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কুমার—১। কার্ত্তিকেয়; রাজপুত্র; যুবরাজ; পঞ্চম হইতে দশম বর্ষ বয়স্ক বালক; পুত্র। কু (কুৎসিত) মার (কন্দর্প) যাহা হইতে, বহুব্রী; অথবা, কুমার (ক্রীড়া করা)+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। কুম্ভকার। 'কুম্ভকার'-শব্দজ। বি।

কুমারক—ক্ষুদ্র বালক; বরুণবৃক্ষ। কুমার+কন্ ক্ষুদ্রার্থে। বি; পুং।

কুমারঘাতী (-ঘাতিন্)—শিশুহত্যাকারী, বালঘাতক। উপতৎ; কুমার—হন্+ণিন্ কর্তৃবা (হন্-স্থানে ঘাত)। বিণ। স্ত্রী, —ঘাতিনী।

কুমারচার—বালকদের চরিত্রগঠন এবং শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভ্য, 'বয়স্কাউট' [বিবিধ জ্ঞাতব্যে 'বয়স্কাউট' দ্রঃ]। নবগঠিত শব্দ (boyscout). বি; পুং।

কুমারতন্ত্র—ধাত্রী-বিদ্যা ও শিশুচিকিৎসা। কুমারের তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুমারব্রত—চিরকৌমার্য্য, সারাজীবন অ-বিবাহিত থাকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুমারভৃত্যা—১। বালচিকিৎসা। ২। প্রসব-সময়ে গর্ভিণীর পরিচর্য্যা; ধাত্রী-বিদ্যা (midwifery). কুমারের ভৃত্যা (চিকিৎসা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুমারসম্ভব—মহাকবি কালিদাসকৃত কাব্য-বিশেষ। কুমারের (কার্ত্তিকেয়ের) সম্ভব যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কুমারিকা—১। কুমারী, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা; ঘৃতকুমারীবৃক্ষ; নবমল্লিকা; বড় এলাচ; নবমল্লিকাবৃক্ষ। কুমারী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ অন্তরীপবিশেষ (Cape Comorin).

কুমারী—অবিবাহিতা কন্যা; বালিকা; কন্যা; অজাতরজস্কা বালিকা; রাজকন্যা; দ্বাদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা; ঘৃতকুমারী-বৃক্ষ; নবমল্লিকা; অপরাজিতা; নদীবিশেষ। কুমার+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুমারীব্রত—কুমারীরা যে ব্রত করিয়া থাকে তাহা, অবিবাহিতা বালিকাদের ব্রত [এই ব্রত নানাপ্রকার; যথা—শিবব্রত, পুণ্যিপুকুর, দশ-পুত্তল, অশ্বত্থ-পাতা, পৃথিবী-ব্রত, জয়মঙ্গলবারের ব্রত, যম-পুকুর, সেঁজুতীর ব্রত, তুষ-তুষলী প্রভৃতি]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। (উচ্চারণ-বিকারে 'অকুমারীব্রত')।

কুমির, কুমীর—হিংস্র জলজন্তুবিশেষ, কুম্ভীর। 'কুম্ভীর'-শব্দজ। বি।

কুমুড়া—কুমড়া, কুষ্মাণ্ড। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কুমুদ—১। শ্বেতোৎপল, শুঁদি; রক্তপদ্ম; গাম্ভারী-নামক ঔষধি। বি; ক্লীব। ২। নৈর্ঋত কোণের দিগ্‌হস্তী; কার্ত্তিকমাস। কু—মুদ্+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কুমুদনাথ, -পতি, -বন্ধু, -বান্ধব—চন্দ্র। কুমুদের নাথ, পতি, বন্ধু, বান্ধব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুমুদাকর—হ্রদ প্রভৃতি বড় জলাশয়। কুমুদের আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুমুদানন্দ—নিশাকর, চন্দ্র। কুমুদের আনন্দ যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

কুমুদিনী—কুমুদসমূহ; কুমুদলতাসমূহ, শুঁদি গাছের ঝাড়; কুমুদপূর্ণ পুষ্করিণী। কুমুদ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুমুদিনীকান্ত, -নাথ, -নায়ক, -পতি, -বল্লভ, -বান্ধব—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুমুদী—শুঁদি; কুমুদিনী। কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

কুমুদ্বতী—১। কুমুদলতা; কুমুদের ঝাড়; কুমুদ পূর্ণ পুকুর বা নদী। বি; স্ত্রী। ২। কুমুদ-পূর্ণা, প্রচুরকুমুদসম্পন্না। কুমুদ+ড্মতুপ্, প্রাশস্ত্যার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—কুমুদ্বান্।

কুমেরু, -কেন্দ্র—পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্ত (Antarctic pole) [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। কু মেরু, নিত্য ('সুমেরু'র অনুকরণে); (২য় পক্ষে) কুমেরুই কেন্দ্র, কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব।

কুমেরুবৃত্ত—দক্ষিণমেরুর ২৩½° অক্ষাংশ উত্তরে যে অক্ষরেখা কল্পিত হয় তাহা (Antarctic circle) [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। কুমেরু-সন্নিহিত বৃত্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কুমেরুসমুদ্র—দক্ষিণমেরুর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত সমুদ্র (Antarctic Ocean). কুমেরু-বেষ্টক সমুদ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কুমোর—কুম্ভকার। 'কুম্ভকার'-শব্দজ। বি।

কুম্‌কুম্—কুমকুম (তাহা দ্রঃ)।

কুম্ভ—কলস; ঘট; হস্তীর মস্তকের অংশ-বিশেষ (করিকুম্ভ); বেশ্যাপতি; (প্রাণায়াম) নিঃশ্বাসরোধক চেষ্টাবিশেষ, কুম্ভক; প্রাচীন পরিমাণবিশেষ; (জ্যোতিষ) মেষাদি দ্বাদশ রাশির একাদশ। কু—উন্দ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কুম্ভক—(যোগশাস্ত্র) নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরোধক চেষ্টাবিশেষ, প্রাণবায়ুর নিঃসারণ বা আকর্ষণ না করিয়া কেবল অন্তরে ধারণ, মুখ ও নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া নিঃশ্বাসরোধ, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাসাপুটদ্বয় ধারণ করিয়া প্রাণায়ামাঙ্গ বায়ুস্তম্ভন কার্য্য (ইহা দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়-সমূহের প্রশান্ত হয়)। উপতৎ; কুম্ভ—কৈ+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কুম্ভকর্ণ—(রামায়ণ) রাবণানুজ রাক্ষসবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]; (তাহা হইতে) নিদ্রাপ্রিয় ব্যক্তি (ব্যঙ্গে)। কুম্ভের ন্যায় কর্ণ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কুম্ভকার—জাতিবিশেষ, কুমার। উপতৎ; কুম্ভ—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, —কারী।

কুম্ভজ, কুম্ভজন্মা (-জন্মন্)—অগস্ত্য; বশিষ্ঠ; দ্রোণাচার্য্য। উপতৎ; কুম্ভ—জন্+ড কর্তৃবা; কুম্ভে জন্ম যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কুম্ভদাসী—সুরতদূতী, কুট্টনী। কুম্ভের (বেশ্যাপতির) দাসী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুম্ভমেলা—প্রসিদ্ধ পুণ্যযোগ উপলক্ষে সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্মেলন [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বাং প্র। বি। [যোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কুম্ভযোগ—পুণ্যযোগবিশেষ। কুম্ভসংঘটিত

কুম্ভযোনি—অগস্ত্যমুনি; বশিষ্ঠ ঋষি; দ্রোণাচার্য্য। কুম্ভ যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কুম্ভশালা—কুম্ভাদি-নির্ম্মাণগৃহ, কুমারের পোয়ান ঘর। কুম্ভের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুম্ভসন্ধি—গজকুম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান। কুম্ভের সন্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুম্ভা—বেশ্যা। কু—উন্দ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুম্ভাধিপ—(জ্যোতিষ) শনিগ্রহ। কুম্ভের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুম্ভিকা—ক্ষুদ্র কলসী; ঘট; শেঁওলা, জলের

পানা ; নেত্ররোগবিশেষ ; পাটলাবৃক্ষ ; দ্রোণ-পুষ্প। কুম্ভ+কন্ ক্ষুদ্রার্থে, অথবা ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কুম্ভিল, কুম্ভিলক—চৌর ; যে ব্যক্তি পরের গ্রন্থের ভাব ও অভিপ্রায় অথবা পরকীয় রচনার কোন কোন অংশ লইয়া আপন রচিত গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করে এরূপ ব্যক্তি (plagiarist). কুম্ভ+ইলচ্ আছে অর্থে ; কুম্ভিল+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

কুম্ভী (কুম্ভিন্)—১। হস্তী ; কুম্ভীর ; কুম্ভকার। বি ; পুং। ২। কুম্ভযুক্ত। কুম্ভ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—কুম্ভিনী।

কুম্ভী—ক্ষুদ্র কলসী ; ঘটী ; পাটলাবৃক্ষ ; কটফল। কুম্ভ+ঈপ্ ক্ষুদ্রার্থে। বি ; স্ত্রী।

কুম্ভীপাক—নরকবিশেষ [এই নরকে অতীব উত্তপ্ত তৈলরাশি অনবরত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। যাহারা নিজদেহ বলিষ্ঠ হইবে বলিয়া অপর প্রাণী বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করে, যমদূতগণ সেই পাপীদিগকে ইহাতে ডুবায়]। কুম্ভীতে (তৈলঘটে) পাক যেখানে, বহুব্রী। বি ; পুং।

কুম্ভীর—হিংস্র জলজন্তুবিশেষ, কুমীর। উপতৎ ; কুম্ভিন্ (হস্তী)—ঈর্+অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

কুম্ভীরমক্ষিকা—কুমরে পোকা (এই পোকা মাটি দিয়া বাসা তৈয়ারী করে)। 'কুমরে মাছি' শব্দের মার্জ্জিত রূপ (কুমরে <কুমার<কুম্ভকার, পোকা)। কুম্ভীরাকার মক্ষিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কুম্ভীরাসন—আসনবিশেষ [এক পায়ের উপরে অন্য পা এবং মাথার উপর দুই হাত রাখিয়া দণ্ডাকৃতিভাবে অবস্থানকে কুম্ভীরাসন বলে]। কুম্ভীরাকার আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কুয়ৎ—শক্তি, সামর্থ্য, বল। ফার্সী 'কুবৎ'-শব্দজ। বি।

কুয়া, কুয়ো—ক্ষুদ্র গভীর জলাশয়বিশেষ, ছোট ইন্দারা। 'কূপ'-শব্দজ। বি।

কুযাত্রা—অশুভযাত্রা ; অশুভক্ষণে যাত্রা। কু যাত্রা, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

কুয়াশা, কুয়াসা—কুজ্ঝটিকা, কুহেলিকা। হিন্দীমূলক (√কুহেলিকা)। বি।

কুয়িলী—কোকিল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কুযুক্তি—কুমন্ত্রণা, মন্দকার্য্য করিতে পরামর্শ ; ক্ষতিকর পরামর্শ। কু যুক্তি, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

কুযোগ—দুর্য্যোগ ; অশুভমুহূর্ত্ত। কু যোগ, নিত্য। বি ; পুং।

কুরঙ্ক(ংক)র, কুরঙ্কু(ংকু)র—সারসপক্ষী। কুর—কৃ+অচ্, কুর কর্তৃবা (নিপাতনে ম-আগম)। বি ; পুং।

কুরঙ্গ, কুরঙ্গক, কুরঙ্গম—হরিণ, মৃগ। কু—রন্‌গ্+অচ্ কর্তৃবা ; কুরঙ্গ+কন্ স্বার্থে ; কুরঙ্গ (পৃথিবীতে রঙ্গ)—মা+ক কর্তৃবা। বি ; পুং।

কুরঙ্গনয়না—মৃগনয়না, সুন্দরনেত্রবিশিষ্টা। কুরঙ্গের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কুরঙ্গিণী—হরিণী ("কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে"—মাইকেল)। কবিপ্র। বি ; স্ত্রী।

কুরঙ্গী—মৃগী, হরিণী। কুরঙ্গ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কুরচিনামা—বংশতালিকা, কুলজীনামা। (আর্বী) কুরচি (<কর্সি)+(ফার্সী) নামা। বি।

কুরট—চামার, মুচী। কু—রট্+ক ঘঞর্থে কর্ম্মবা। বি ; পুং।

কুরণ্ড—বৃদ্ধিশীল অণ্ডকোষ, কোরণ্ড (hydrocele). কু—রম্+ড (উনাদি) কর্তৃবা। বি ; পুং।

কুরনি, কুরুনি—নারিকেলাদি কুরিবার যন্ত্র। কুর্+অনি, উনি (বাংলা প্রত্যয়) করণবা। বি।

কুরব—১। কুৎসিত শব্দ ; দুর্নাম, কলঙ্ক। কু (কুৎসিত) রব, নিত্য। ২। কুরুবক বৃক্ষ ; রক্তঝিণ্টী, সিতমন্দার ; কুরুরাজ্যের একটি জনপদ। বি ; পুং। ৩। মন্দরবযুক্ত, কুৎসিত শব্দবিশিষ্ট। কু (কুৎসিত) রব যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

কুরবক—ঝিণ্টীপুষ্প-বৃক্ষ, ঝিঁটিফুলের গাছ ; কুরচিফুলের গাছ। কু—রু+অচ্ কর্তৃবা+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

কুরর—ঈগলপক্ষী ; চিলজাতীয় পক্ষিবিশেষ ; মেষ। কু (শব্দ করা)+ক্ররন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

কুররী—মেষী, ভেড়ী ; স্ত্রী কুররপক্ষী। কুরর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কুরল—কুরর পক্ষী ; অলক, চূর্ণ-কুন্তল। কুর্+কলচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

কুরা—ভিতর হইতে ধীরে ধীরে কাটিয়া তোলা ; ভিতরের সংবাদ বাহির করা। বাং ক্রি।

কুরীতি—মন্দ প্রথা বা আচার-ব্যবহার ; মন্দ বা অন্যায় পদ্ধতি। কু (কুৎসিত) রীতি, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

কুরু—১। চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ] ; অগ্নীধ্র রাজার পুত্র। কৃ+কু কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। ২। জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ ; দেশবিশেষ। কৃ+কু অধিবা। ৩। ওদন ; কণ্টকারিকা। কুর্+কু কর্ম্মবা। বি ; পুং।

কুরুকন্দক—মূলক, মূলা। বি ; ক্লীব।

কুরুকুল—কুরুবংশ ; কুরুগণ। কুরুর কুল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কুরুক্ষেত্র—১। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। (গৌণার্থে) তুমুল কাণ্ড, ভীষণ ঝগড়া। বাং প্র। বি।

কুরুক্ষেত্রকাণ্ড, -ব্যাপার—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যায় হুলুস্থুল কাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার। কুরুক্ষেত্রের কাণ্ড, ব্যাপার, ৬ষ্ঠীতৎ বি ; পুং।

কুরুক্ষেত্রযোগ, কুরুক্ষেত্রী-যোগ—সূর্য্যোদয় হইতে পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যদি তিন তিথি তিন নক্ষত্র ও তিন যোগ স্পর্শ হয় তবে তাহা (কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকালে এইরূপ যোগ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে)। কুরুক্ষেত্রের যোগ, ৬ষ্ঠীতৎ ; কুরুক্ষেত্রী যোগ (দুইটি আলাদা পদ)। বি ; পুং।

কুরুচি—১। কুৎসিত বিষয়ে স্পৃহা বা আগ্রহ, নীচ বা অনুপযুক্ত মনোভাব বা প্রবৃত্তি। কু (কুৎসিত) রুচি, নিত্য। বি ; স্ত্রী। ২। কুৎসিত প্রবৃত্তিসম্পন্ন ; নীচ, অশিষ্ট। কু (কুৎসিতা) রুচি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুরুচিপূর্ণ, -সম্পন্ন—মন্দ বা অশ্লীল প্রবৃত্তিযুক্ত ; অমার্জ্জিত রুচিপূর্ণ। কুরুচিদ্বারা পূর্ণ, সম্পন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

কুরুচিসম্ভূত—অমার্জ্জিত বা নীচ বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে জাত। কুরুচি হইতে সম্ভূত, ৫মীতৎ। বিণ।

কুরুণ্ট, কুরুণ্টক—পীতঝিণ্টীবৃক্ষ। উপতৎ ; কু—রুণ্ট্+অণ্ কর্তৃবা ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

কুরুণ্ড—কুরণ্ড (তাহা দ্রঃ)।

কুরুনি—'কুরনি' দ্রঃ।

কুরুবংশ—চন্দ্রবংশের শাখাবিশেষ। কুরুর বংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ,—বংশীয়।

কুরুবক—পীতঝিণ্টীবৃক্ষ ; রক্তঝিণ্টীবৃক্ষ। কু—রু+অক (ক্‌ন্) কর্তৃবা (উবঙ্-আগম)। বি ; পুং।

কুরুবর্ষ—জম্বুদ্বীপস্থ উত্তরকুরুনামক বর্ষবিশেষ। কুরুনামক বর্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। বিণ,—বর্ষীয়।

কুরুবিন্দ—১। পদ্মরাগ-মণি। বি ; ক্লীব। ২। মুস্তা, মুথা ; রত্নাদি পালিশ করিবার প্রস্তরবিশেষ (corundum). কুরু—বিদ্+শ কর্তৃবা। বি ; পুং।

কুরুবৃদ্ধ—কুরুবংশীয়দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ব্যক্তি ; ভীষ্ম। কুরুমধ্যে বৃদ্ধ, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

কুরুরএ—শব্দ করে ; কলকল শব্দ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কুরুরাজ—দুর্য্যোধন। কুরুদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

কুরূপ—১। কুৎসিত রূপ, খারাপ চেহারা। কু (কুৎসিত) রূপ, নিত্য। বি ; ক্লীব। ২। কদাকারবিশিষ্ট। কু (কুৎসিত) রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুরূপ্য—রঙ্গ, রাং। কু (কুৎসিত) রূপ্য, নিত্য। বি ; ক্লীব।

কুর্তা—লম্বা জামা বা পিরান ; পুলিশ

প্রভৃতি বিভাগের কর্ম্মচারীদের একপ্রকার পোষাক। তুর্কী। বি। [তুর্কী। বি।

কুর্তি(র্তী)—ছোট জামা বা পিরান।

কুর্দ্দ(র্দ)ন, কূর্দ্দ(র্দ)ন—ক্রীড়া; আস্ফালন, কুঁদুনি। কুর্দ্দ্, কূর্দ্দ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

কুর্নিস্—সেলাম, অভিবাদন; রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সম্মান দেখাইবার জন্য পশ্চাৎ দিকে সরিতে সরিতে অভিবাদন। 'কোর্নিশ'-শব্দজ। বি।

কুর্পর, কূর্পর—১। জানু; কফোণি, কনুই। বি; পুং। ২। অধীন, অপরের উপরে নির্ভরশীল। কুর্, কূর্—পৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

কুর্বানি, কোর্বানি—আল্লাহ্‌র উদ্দেশে মুসলমানদিগের পশুবলিদান। আর্বী। বি।

কুর্মি, কুর্মী—জাতিবিশেষ, পশ্চিমের হিন্দু-জাতিবিশেষ। বাং প্র। বি।

কুর্সি—কেদারা, চেয়ার; বসিবার নিমিত্ত উচ্চ আসন। আর্বী। বি। **কুর্সি কাঁটা**—সূতা দিয়া ফুল তুলিবার কাঁটা।

কুর্সিনামা—কুরচিনামা (তাহা দ্রঃ)।

কুল—১। বংশ; গোষ্ঠী; জাতি; ভবন, গৃহ ('গুরু—', 'পতি—'); স্বজাতীয় বৃন্দ, যূথ, সমূহ; বংশমর্য্যাদা ('—রক্ষা')। উপতৎ; কু—লা+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। বিণ—কুলীয়, কুলীন, কৌলিক। ২। বদরীফল, বরই। 'কোলি'-শব্দজ। বাং প্র। বি। **কুল করা**—কুলীনের ঘরে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করা। **কুল রাখা কি শ্যাম রাখা**—কুলধর্ম্ম রাখিলে রাধাকে শ্যাম বা শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িতে হয়, আর শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করিতে হইলে কুলধর্ম্ম ছাড়িতে হয়; রাধিকার মত এইরূপ উভয়-সঙ্কটে পড়া। **কুলে কালি দেওয়া**—খারাপ কাজ করিয়া বংশ কলঙ্কিত করা। **কুলের বাহির হওয়া**—সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বাপ মা বা স্বামীর অভিভাবকত্ব অস্বীকার করিয়া অসৎপথে যাওয়া। **একুল ওকুল দুকুল যাওয়া**—রাধিকার কুলধর্ম্ম ত্যাগ করা ও শ্রীকৃষ্ণ-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় দুই কুলই গিয়াছিল; (তাহা হইতে) সব দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

কুলকণ্টক—বংশের কণ্টকস্বরূপ, যাহা হইতে বংশের গ্লানি জন্মে এরূপ ব্যক্তি। কুলের কণ্টক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

কুলকন্যা, -কামিনী, -নারী, -স্ত্রী—সদ্বংশজাতা স্ত্রী, কুলধর্ম্মে স্থিতা সতী স্ত্রী। কুলের কন্যা, কামিনী, নারী, স্ত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), -কর্ম—কুলের উপযুক্ত কর্ম্ম; কুলীনের ঘরে পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া। কুলের কর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুলকলঙ্ক—১। বংশের গ্লানি, বংশের নিন্দা। কুলের কলঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। বংশের গ্লানিকারক, যাহার দ্বারা বংশের নিন্দা হয় এমন। কুলের কলঙ্ক যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কলঙ্কিনী।

কুলকলঙ্কিনী—যে স্ত্রীর চরিত্রদোষে বংশের মান নষ্ট হয় এরূপ, কুলের মর্য্যাদা নষ্ট করে এমন (নারী)। কুলকলঙ্ক+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুলকামিনী—'কুলকন্যা' দ্রঃ।

কুলকুচা—কুলি, পরিষ্কার করিবার জন্য মুখমধ্যে জল লইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালন। বাং প্র। বি।

কুলকুণ্ডলিনী—তন্ত্রশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মূলাধারস্থ সর্পাতুল্য শক্তিবিশেষ [যে শক্তি মূলাধার পদ্মগহ্বরে শোভা পায়, এবং যাহা শ্বাস ও প্রশ্বাসের দ্বারা জগতের জীবনদায়িনী, সেই শক্তিকে 'কুলকুণ্ডলিনী' বলে]। কুলের (অর্থাৎ কুলাচারীদের) উপাস্যা কুণ্ডলিনী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কুলকুল—স্রোতের জল প্রভৃতি বহিয়া যাইবার শব্দ; তরল পদার্থের প্রবাহের শব্দ; মৃদু কলকল শব্দ। অনুকৃত শব্দ। বাং অব্য।

কুলক্রম—বংশের রীতি, বংশের ধারা। কুলের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলক্রমাগত—কুলনিয়মানুসারে উপস্থিত, বংশপরম্পরায় আগত। কুলের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ; কুলক্রম দ্বারা আগত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কুলক্রিয়া—কুলকর্ম্ম, কুলীনের ঘরে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন। কুলের ক্রিয়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলক্ষণ—১। মন্দচিহ্ন, অশুভ চিহ্ন। কু (কুৎসিত) লক্ষণ, নিত্য। বি; ক্লীব। ২। যাহার লক্ষণ মন্দ এরূপ, মন্দলক্ষণবিশিষ্ট। কু (কুৎসিত) লক্ষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুলক্ষণা—যে স্ত্রীর লক্ষণসকল শুভসূচক নয় এরূপ, দুর্লক্ষণযুক্তা, দুর্ভাগা। কু (মন্দ) লক্ষণ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

কুলক্ষয়—বংশনাশ, স্ববংশীয়দের ধ্বংস। কুলের ক্ষয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলখাকী—কুলকলঙ্কিনী, যে স্ত্রীর অসচ্চরিত্রতার জন্য পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল নিন্দিত হয় এমন। বাং উপতৎ; কুল—খা+উকা কর্ত্তৃবা +ঈ। বিণ; স্ত্রী।

কুলগর্ব্ব(র্ব)—সদ্বংশে জন্মজন্য অহঙ্কার, আভিজাত্য-গর্ব্ব। কুলজন্য গর্ব্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কুলগর্ব্বী (-গর্ব্বিন্), -গর্বী—নিজের বংশগৌরবে গর্ব্বিত, আভিজাত্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত। কুলগর্ব্ব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—গর্ব্বিণী।

কুলগারি—বংশের গৌরব। প্রঃ কবিপ্র। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলগুরু—বংশের গুরু। কুলের গুরু,

কুলগৌরব—বংশের মর্য্যাদা, বংশের সম্মান। কুলের গৌরব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুলগ্ন—অশুভক্ষণ; (জ্যোতিষ) অশুভ গ্রহনক্ষত্রাদিযুক্ত সময়। কু (মন্দ) লগ্ন (যোগ), নিত্য। বি; পুং।

কুলঘ্ন—বংশনাশক, কুলক্ষয়কারী। উপতৎ; কুল—হন্+ক, টক্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্না, —ঘ্নী (মনুষ্য ভিন্ন কর্ত্তা হইলে)।

কুলঙ্গা, কুলঙ্গি, কুলুঙ্গ, কুলুঙ্গী—জিনিসপত্র রাখিবার জন্য দেওয়ালের মধ্যস্থিত একপ্রকার গর্ত্ত। বাং প্র। বি।

কুলচণ্ডী—কুলইচণ্ডী। কুলে (বিপত্তিসমূহে) চণ্ডী, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলচুর—কুলচূর্ণ, কুলের আচার। বাং প্র। বি।

কুলচ্যুত—নিজবংশ হইতে ভ্রষ্ট, কুলভ্রষ্ট। কুল হইতে চ্যুত, ৫মীতৎ। বিণ।

কুলজ—সদ্বংশোৎপন্ন, কুলীন। উপতৎ; কুল—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

কুলজা—১। কুলনারী, ভদ্রস্ত্রীলোক। বি; স্ত্রী। ২। উচ্চবংশে জাতা। কুলজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুলজি, কুলজী—বংশের ইতিহাস, বংশ-পরিচয়। 'কুলপঞ্জী'-শব্দজ। বাং প্র। বি।

কুলজিনামা, কুলজীনামা—বংশের পুরুষপরম্পরার নাম, বংশতালিকা। 'কুরচিনামা'র অনুকরণে গঠিত শব্দ। বাং প্র। বি।

কুলজী—'কুলজি' দ্রঃ।

কুলজ্ঞ—বংশাভিজ্ঞ, বংশের পরিচয়াদি যিনি জানেন এরূপ; ঘটক। উপতৎ; কুল—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

কুলটা—অসতী স্ত্রী, ভ্রষ্টা নারী। কুল—অট্+অচ্ কর্ত্তৃবা+স্ত্রী (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

কুলতত্ত্ব—কুলজ্ঞান (heraldry); বংশের পরিচয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুলতন্তু—বংশধর, সন্তান, অপত্য। উপতৎ; কুল—তন্+তু কর্ত্তৃবা; অথবা, কুলের তন্তু (সদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলতিথি—(জ্যোতিষ) চতুর্থী অষ্টমী দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশী। বি; স্ত্রী।

কুলতিলক—বংশের চূড়ামণি, যাঁহার গুণে ও ক্ষমতায় বংশের গৌরব-বৃদ্ধি হয় এরূপ ব্যক্তি। কুলের তিলক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

কুলত্থ—কলাইবিশেষ। উপতৎ; কুল—স্থা+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

কুলত্থা—বনকুলত্থ। কুলত্থ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুলত্যাগ—দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গৃহ হইতে চিরতরে বহির্গমন, ব্যভিচারার্থ নারীর গৃহত্যাগ। কুলের ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলত্যাগিনী—যে নারী ব্যভিচারার্থ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে এমন ('—রমণী')। উপতৎ ; কুল—ত্যজ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুং, —ত্যাগী।

কুলত্যাগী (-ত্যাগিন্)—বংশপরিত্যাগকারী, গৃহনির্গত দুষ্কর্ম্মা। উপতৎ ; কুল—ত্যজ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ত্যাগিনী।

কুলদূষক, -দূষণ—কুলাঙ্গার। কুলের দূষক, দূষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —দূষিকা, —দূষণা।

কুলদেবতা—বংশানুক্রমে পূজিত দেবতা ; ষোড়শ মাতৃকার মধ্যে মাতৃকাবিশেষ। কুলের দেবতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলদোষ—বংশের দোষ, বংশের গ্লানি বা কলঙ্ক (সাধারণতঃ অসচ্চরিত্রতা)। কুলের দোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলধর্ম্ম(র্ম)—কুলাচার, স্বজাতীয় ধর্ম্ম। কুলের ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলধারক—বংশধর, পুত্র। কুলের ধারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলন, কুলান—পর্য্যাপ্ত হওয়া ; স্থান পাওয়া ; উপায় করা ; নির্ব্বাহ হওয়া, প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া ; অভাব মেটা। বাং ক্রি।

কুলনক্ষত্র—(জ্যোতিষ) ভরণী রোহিণী পুষ্যা মঘা উত্তরফল্গুনী চিত্রা বিশাখা জ্যেষ্ঠা পূর্ব্বাষাঢ়া শ্রবণা ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। বি ; ক্লীব।

কুলনায়িকা—(তন্ত্র) পঞ্চ-ম-কার-যজনে পূজ্যা স্ত্রী [কুলনায়িকা নয়-প্রকার ; যথা—নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপালকন্যা, মালাকার-কন্যা]। কুলের (তন্ত্রোক্ত আচারের) নায়িকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলনারী—'কুলকন্যা' দ্রঃ।

কুলনাশ—বংশলোপ, স্ববংশীয় লোকের ধ্বংস। কুলের নাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলনাশক—বংশনাশকারী। কুলের নাশক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —নাশিকা।

কুলনাশন—কুলধ্বংসকর। কুলের নাশন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কুলনাশী (-শিন্)—বংশনাশক। উপতৎ ; কুল—নশ্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —নাশিনী।

কুলপঞ্জী—বংশতালিকা, কুলজিনামা। কুলের পঞ্জী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলপতি—বংশের প্রধান ব্যক্তি ; আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মুনি ; যিনি অন্নদানাদি দ্বারা পোষণ করিয়া দশ হাজার শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন এরূপ শ্রেষ্ঠ ঋষি। কুলের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলপর্ব্বত(র্ব)ত—হিমালয় মহেন্দ্র মলয় সহ্য শুক্তিমান্ ঋক্ষ বিন্ধ্য পারিযাত্র—এই অষ্ট কুলাচল। কুল (পৃথিবীস্থ) পর্ব্বত, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কুলপাংশুল—কুলদূষক, কুলমর্য্যাদানাশকারী, কুলাঙ্গার। কুলে (কুলমধ্যে) পাংশুল, ৭মীতৎ। বি বা বিণ।

কুলপাংশুলা—কুলদূষিকা, অসতী নারী ("কুলপাংশুলার গর্ভে জনম যাহার"—যদুগোপাল)। কুলপাংশুল + আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

কুলপাংসন—কুলদূষক, কুলমর্য্যাদানাশক।

কুলপাবন—বংশপবিত্রতাকারক, বংশগৌরব। কুলের পাবন (পবিত্রতাকারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

কুলপালক—১। বংশের পালক, বংশরক্ষক। বিণ। স্ত্রী, —পালিকা। ২। কমলা লেবু। কুলের পালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কুলপালী, -পালিকা—পতিব্রতা, কুলবধূ, সাধ্বী স্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

কুলপি, কুলফি—নলের আকারে জমান দুগ্ধাদিমিশ্রিত বরফ ; বরফ জমাইবার নল। আর্বী। বি। **কুলপি বরফ**—কুলপিতে জমানো দুগ্ধ-চিনি ইত্যাদি মিশ্রিত বরফ।

কুলপুত্র, -পুত্র—বংশমর্য্যাদারক্ষক পুত্র ; সদ্বংশজাত ব্যক্তি। কুলজাত বা কুলরক্ষক পুত্র, পুত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কুলপুরুষ—বংশের আদিপুরুষ, পূর্ব্বপুরুষ ; বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। কুল-প্রবর্ত্তক পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কুলপুরোহিত—পুরুষানুক্রমে পৌরোহিত্যকারী, যিনি পূর্ব্বপুরুষগণের সময় হইতে পুরোহিতের কার্য্য করিতেছেন তিনি। কুলের পুরোহিত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলপ্রথা—বংশের নিয়ম, বংশপরম্পরাক্রমে চলিত নিয়ম। কুলের প্রথা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলপ্রদীপ—কুলের প্রদীপস্বরূপ, যে সৎকার্য্য দ্বারা কুলকে উজ্জ্বল করে এরূপ, বংশমর্য্যাদারক্ষক। কুলের প্রদীপ, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি ; পুং, বা বিণ।

কুলফি—'কুলপি' দ্রঃ।

কুলবতী—যে স্ত্রী কুলের নিয়মানুসারে চলেন তিনি ; সচ্চরিত্রা স্ত্রী। কুল + মতুপ্, আছে অর্থে + ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

কুলবধূ, -বালা—গৃহস্থঘরের স্ত্রীলোক, কুলস্ত্রী। কুলের বধূ, বালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলবার—মঙ্গলবার ও শুক্রবার। কুলাখ্য বার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কুলবালা—'কুলবধূ' দ্রঃ।

কুলবিদ্যা—বংশপরম্পরায় শিক্ষণীয়া বা অভ্যস্তা বিদ্যা। কুলের বিদ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলব্রত—বংশপরম্পরায় আচরিত ধর্ম্মানুষ্ঠান। কুলের ব্রত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কুলভঙ্গ—কৌলীন্যনাশ। কুলের ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। **কুলভঙ্গ করা**—নিজ কুল হইতে নিম্ন কুলে পুত্রকন্যাদির বিবাহ দিয়া কুলমর্য্যাদায় হীন হওয়া।

কুলভূষণ—বংশের অলঙ্কারস্বরূপ, বংশের গৌরব। কুলের ভূষণ, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি ; ক্লীব, বা বিণ।

কুলভৃত্যা—গর্ভবতী রমণীর প্রীতিসাধন। কুল—ভৃ + ক্যপ্ ভাববা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কুলভ্রষ্ট—বংশচ্যুত, যাহার কুলমর্য্যাদা লোপ পাইয়াছে এরূপ, বংশমর্য্যাদাশূন্য। কুল হইতে ভ্রষ্ট, ৫মীতৎ। বিণ ; পুং। বি, —ভ্রংশ।

কুলমর্য্যা(র্যা)দা, -মান—কুলের গৌরব, বংশের সম্মান। কুলের মর্য্যাদা, মান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [+ ঘচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কুলন্তর—সিঁদেল চোর। উপতৎ ; কুল—ভৃ

কুললক্ষণ—কুলের নয়প্রকার চিহ্ন [আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান—এই কয়টি]। কুলের লক্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কুললক্ষ্মী—বংশের সৌভাগ্যবিধায়িনী বধূ ; কুলস্ত্রী, ভদ্রমহিলা। কুলের লক্ষ্মী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলশীল—বংশ এবং চরিত্র ; উচ্চবংশে জন্ম এবং সাধুস্বভাব। কুল ও শীল, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

কুলশীলান্বিত—সদ্বংশজাত এবং সচ্চরিত্র। কুল ও শীল, দ্বন্দ্ব ; তদ্দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কুলসম্ভব—সদ্বংশজাত। কুল হইতে সম্ভব যাহার, বহুব্রী। বিণ। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলস্ত্রী—কুলবধূ, সতী নারী। কুলের স্ত্রী,

কুলা, কুলো—ধান্যাদি শস্য ঝাড়িবার পাত্রবিশেষ, শূর্প ; কুলকুচা। 'কুল্য'-শব্দজ। বি।

কুলাকুল—১। সৎ এবং অসৎ বংশ। কুল ও অকুল, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব। ২। (জ্যোতিষ) কুলাকুল-তিথি (দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী ও দশমী) ; কুলাকুল-নক্ষত্র (আর্দ্রা, মূলা, অভিজিৎ ও শতভিষা) ; কুলাকুলবার (বুধবার)। বি ; ক্লীব। [প্রাঃ কবিপ্র। বি ; পুং।

কুলাঙ্কুর—বংশধর। কুলের অঙ্কুর, ৬ষ্ঠীতৎ।

কুলাঙ্গার—যাহার চরিত্রদোষে কুলের কলঙ্ক হয় এরূপ ব্যক্তি, কুলকলঙ্ক। কুলের অঙ্গার (অর্থাৎ তৎসদৃশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব, বা বিণ।

কুলাচল—কুলপর্ব্বত (তাহা দ্রঃ)। কুল এমন অচল, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কুলাচার—১। কুলধর্ম্ম, কুলের নিয়মানুযায়ী কর্ম্ম ; কুলের প্রচলিত আচরণ।

কুলের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। (তন্ত্র) তান্ত্রিক আচারবিশেষ (অভিষেকাদি দ্বারা এই আচার পালন করিতে হয়)। বাং প্র। বি; পুং।

কুলাচার্য্য(র্য)—১। কুলগুরু, কুল-পুরোহিত। কুলের আচার্য্য, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। যে ব্যক্তি কুলের পরিচয় প্রদান করেন তিনি, ঘটক। কুলজ্ঞ আচার্য্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কুলাদর্শ—বংশাবলী ও বংশপরিচায়ক চিহ্ন-বিষয়ক শাস্ত্র (heraldry). কুলের আদর্শ (দর্পণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলাদ্রি—কুলপর্ব্বত (তাহা দ্রঃ)। কুল (পৃথিবীস্থ) অদ্রি (পর্ব্বত), কর্ম্মধা। বি; পুং।

কুলাধম—কুলাঙ্গার, বংশের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। কুলে অধম, ৭মীতৎ। বিণ।

কুলান—'কুলন' দ্রঃ।

কুলাভিমান—উচ্চবংশে জন্মহেতুক গর্ব্ব, আভিজাত্যের অহঙ্কার। কুলের অভিমান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলায়—নীড়, পক্ষীর বাসা; বাসস্থান; স্থানমাত্র। কুল—অয়্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

কুলায়স্থ—নীড়স্থিত। উপতৎ; কুলায়—স্থা +ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

কুলায়িকা—চিড়িয়াখানা; পক্ষিশালা। কুলায়+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুলাল—১। কুম্ভকার, কুমার। কু—লাল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। পক্ষিবিশেষ, কুক্কুভপক্ষী। কুল্+কালন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুলাল-চক্র—কুম্ভকারচক্র, কুমারের চাক। কুলালের চক্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুলালী—কুম্ভকার-পত্নী; নীলোৎপলবিশেষ, অঞ্জনবিশেষ; বনকুলত্থকলায়। কুলাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুলাহক—কৃকলাস; রাঙ্গা কুলেখাড়া, শাক-বিশেষ। উপতৎ; কুল—আ—হন্+ড কর্ত্তৃবা +কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কুলি—১। মুটে, ভারবাহী; শ্রমিক, মজুর। তুর্কী শব্দ বা মতান্তরে তামিল-মূলক। ২। কুলকুচা। বাং প্র। ৩। সরু রাস্তা, গলি। 'কুল্যা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কুলিক—১। কুলশ্রেষ্ঠ; শিল্পিকুলশ্রেষ্ঠ। কুল +ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ। ২। শাক-বিশেষ, কুলেখাড়া; নাগবিশেষ, অষ্ট-মহানাগের একটি; (জ্যোতিষ) অশুভ বেলা বা মুহূর্ত্ত ('—বেলা', '—মুহূর্ত্ত')। বি।

কুলিঙ্গ, কুলিঙ্গক—ফিঙ্গা পাখী; চটক; ধান্যাদিচারী পক্ষী। কু—লিন্গ্+অচ্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কুলিন্দ—১। দেশবিশেষ। বি; পুং। ২। কুলিন্দদেশবাসী, কুলিন্দদেশে বাসকারী। কুলিন্দ+অচ্ নিবাস অর্থে। বিণ।

কুলিয়াখাড়া, কুলেখাড়া—ওষধিবিশেষ। 'কোকিলাক্ষ'-শব্দজ। বি।

কুলির, কুলীর—কর্কট, কাঁকড়া; (জ্যোতিষ) চতুর্থরাশি। কুল্+ইরক্, ঈরক্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুলিশ—১। ইন্দ্রের বজ্র। উপতৎ; কুলি (হস্ত)—শী+ড কর্ত্তৃবা অথবা কুলিস্ (পর্ব্বত) —শো+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। মৎস্য-বিশেষ; অগ্রভাগ; অস্থিসংহার-বৃক্ষ। কু—লিশ্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুলিশধর—১। ইন্দ্র। বি; পুং। ২। বজ্রধারী। কুলিশের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কুলিশপতন, -পাত—বজ্রপতন, বাজ পড়া। কুলিশের পতন, পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলী—শ্রমজীবী, শ্রমিক; মুটে, ভারবাহী; ছোট কুলা; কুলকুচা। 'কুলি' দ্রঃ। বি।

কুলীন—১। সৎকুলোৎপন্ন; কুলমর্য্যাদা-সম্পন্ন; নয়টি কুললক্ষণযুক্ত; তন্ত্রোক্ত কুলা-চারসম্পন্ন। কুল+ঈন ভবার্থে। ২। ভূমিলগ্ন। কু-তে (পৃথিবীতে) লীন, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী—কুলীনা। বি—কুলীনতা, কৌলীন্য।

কুলীর—'কুলির' দ্রঃ।

কুলীরক—কর্কট; কর্কটরাশি। কুলীর+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কুলীশ—বজ্র, ইন্দ্রায়ুধ। কুলী (কুলিন)—ঈশ্ +ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

কুলীশপাত—'কুলিশপতন' দ্রঃ।

কুলুক—জিহ্বামল, জিভের ময়লা। কুল্+উক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কুলুঙ্গ, কুলুঙ্গী—'কুলঙ্গী' দ্রঃ।

কুলুজি, -জী—কুলজী (তাহা দ্রঃ)।

কুলুপ—১। তালা। ফার্সী 'কুলুফ্'-শব্দজ। ২। খামের উপরকার মোহর; বন্ধন, আটক। বাং প্র। বি।

কুলুপকাটী, -কাঠী—তালা খুলিবার কাঠী, চাবি; তালা ও চাবি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কুলুপা—কুলুপদ্বারা আবদ্ধ করা, তালাবদ্ধ করা ("কুলুপিল কুলুপ কপাটে"—ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কুলুপে—কুলুপবদ্ধ হয়, আটক পড়ে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কুলেশ্বর—শিব; কুলপতি, কুলাধীশ। কুলের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলো—'কুলা' দ্রঃ।

কুলোজ্জ্বল—কুল-উজ্জ্বলকারী, বংশগৌরব। কুল উজ্জ্বল হয় যদ্দারা, বহুব্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। স্ত্রী—কুলোজ্জ্বলা।

কুলোৎপন্ন, -ভব—সদ্বংশজাত; সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে উদ্ভূত। কুল হইতে উৎপন্ন, ৫মীতৎ; কুল হইতে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুলোদ্বহ—কুলশ্রেষ্ঠ; বংশের ধুরন্ধর। কুলের উদ্বহ (উদ্—বহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কুলোপাধি—বংশের উপাধি, বংশের পদবী। কুলের উপাধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুল্য—১। অস্থি; মাংস; পরিমাণবিশেষ, অষ্টদ্রোণ পরিমাণ; শূর্প। কুল্+ক্যপ্ কর্ম্মবা, করণবা। বি; ক্লীব। ২। সৎকুলোৎপন্ন; বংশের হিতকর। কুল+যৎ ভবার্থে বা হিতার্থে। বিণ।

কুল্যা—১। কাটান ক্ষুদ্র জলাশয়, গড়খাই, ক্ষুদ্র খাত; বৃহৎ গর্ত্ত; নর্দ্দমা; ছোট নদী; কুলস্ত্রী; স্থলবর্ত্তাকু। বি; স্ত্রী। ২। সৎকুলজাতা, কুলীনা। কুল্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুল্যে—১। সর্ব্বশুদ্ধ, একুনে। ক্রি-বিণ। ২। কেবলমাত্র ('—পাঁচ-টাকা')। বাং প্র। বিণ। [বি।

কুল্লা, কুল্লি, কুল্লী—কুলকুচা। বাং প্র।

কুল্লুই—কর্কর, কাঁকর। বাং প্র। বি।

কুল্লে—১। মাত্র, কেবল। বিণ। ২। মোট-মাট, সর্ব্বশুদ্ধ; মোটে, শুধু। প্রাদে। ক্রি-বিণ।

কুশ—১। প্রসিদ্ধ তৃণবিশেষ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একটী দ্বীপ, কুশদ্বীপ। বি; পুং। ৩। জল (কুশেশয়)। বি; ক্লীব। ৪। (রামায়ণ) রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। কু—শী+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুশই, কুশুই—ইক্ষুবিশেষ, একপ্রকার শক্ত আখ। প্রাদে। বি।

কুশণ্ডিকা—বিবাহকালের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান-বিশেষ, বিবাহদিনে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ; যজ্ঞ-কার্য্যের অঙ্গীভূত অগ্নিসংস্কারকার্য্য। কুশ্ +অণ্ডচ্ কর্ত্তৃবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুশধ্বজ—(রামায়ণ) জনক রাজার কনিষ্ঠভ্রাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। কুশ ধ্বজ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কুশনাভ—রাজর্ষি কুশের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। কুশ নাভিতে যাহার, বহুব্রী+অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

কুশপুত্তল, -পুত্তলিকা, -পুত্তলী—কুশ-নির্ম্মিত মানবদেহ [মৃতব্যক্তির শবদেহ দাহ না করিলে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হইতে পারে না। মৃতব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ায় যখন শবদেহ পাওয়া না যায়, তখন কুশের দ্বারা মানবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাই দগ্ধ করিতে হয়; এই মূর্ত্তিকেই কুশপুত্তলিকা বা কুশপুত্তলী বলে। এই শ্রাদ্ধ দ্বাদশবর্ষ পরে করিতে হয়]।

কুশনির্ম্মিত পুত্তল, কুশনির্ম্মিতা পুত্তলিকা, পুত্তলী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।

কুশবটু—কুশময় ব্রাহ্মণ, দর্ভনির্ম্মিত ব্রাহ্মণ। কুশনির্ম্মিত বটু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কুশমুদ্রা—কুশ দ্বারা নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক (দৈবকর্ম্মে ব্যবহার্য্য)। কুশনির্ম্মিতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কুশর—শরসদৃশ তৃণবিশেষ, একপ্রকার ইক্ষু; কুৎসিত বাণ। কু (কুৎসিত) শর, নিত্য। বি; পুং।

কুশল—১। কল্যাণ, মঙ্গল; নিরাপদ্ ভাব। কুশ্ + কলন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। দক্ষ, নিপুণ। উপতৎ; কুশ—লা + ক কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—লতা, —লত্ব।

কুশলতা—নিপুণতা; পারদর্শিতা। কুশল + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—কুশল।

কুশলপ্রশ্ন—মঙ্গল-জিজ্ঞাসা, 'ভাল-আছ-ত' এই জিজ্ঞাসা। কুশলের প্রশ্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

কুশলব—রাম-পুত্রদ্বয়। কুশ ও লব, দ্বন্দ্ব।

কুশল-সংবাদ, -সমাচার—মঙ্গলবার্ত্তা, ভাল থাকার খবর। কুশলের সংবাদ, সমাচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুশলী (-লিন্)—কুশলযুক্ত, কল্যাণ-বিশিষ্ট। কুশল + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—লিনী। বি—কুশলিতা, কুশল।

কুশস্তম্ব—কুশগুচ্ছ। কুশের স্তম্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুশস্থল, -স্থলী—কান্যকুব্জদেশ, কনোজ-দেশ। কুশাবৃত স্থল, কুশাবৃতা স্থলী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

কুশহস্ত—হস্তে কুশধারণকারী; পরিহিত-কুশাঙ্গুরীয়। কুশ হস্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কুশা—রজ্জু; লাগাম; মধুকর্কোটী; সাম-বেদীয়গণের স্তোত্রগানের নিমিত্ত উড়ুম্বরশঙ্কু। কুশ্ + ক কর্ত্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

কুশাকর—যজ্ঞাগ্নি। কুশ আকর যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কুশাক্ষ—বানর। কুশের ন্যায় (অতিসূক্ষ্ম) অক্ষি যাহার, বহুব্রী + ষচ্ সমাসান্ত। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কুশাগ্র—কুশের অগ্রভাগ। কুশের অগ্র,

কুশাগ্রধী, -বুদ্ধি—১। যাহার বুদ্ধি কুশের অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ এরূপ, অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি। কুশাগ্রের ন্যায় ধী, বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কুশাগ্রতুল্য সূক্ষ্ম বুদ্ধি। কুশাগ্রতুল্যা ধী, বুদ্ধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কুশাগ্রিয়, কুশাগ্রীয়—কুশাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, অতিতীক্ষ্ণ ('—বুদ্ধি')। কুশাগ্র + ইয়, ঈয় সাদৃশ্যার্থে। বিণ।

কুশাঙ্কুর—কুশের তীক্ষ্ণাগ্র পত্র, কুশের কণ্টকবৎ অগ্রভাগ। কুশের অঙ্কুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুশাঙ্গুরীয়—কুশের আংটী (পূজা, তর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত)। কুশনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কুশাবতী—কুশ রাজার রাজধানী। কুশ + মতুপ্ আছে অর্থে + ঈপ্ (নিপাতনে অ-কার দীর্ঘ)। বি; স্ত্রী।

কুশাবর্ত্ত(র্ত)—তীর্থবিশেষ, গঙ্গাবতার-তীর্থ। কুশের আবর্ত্ত যেখানে, বহুব্রী। বি; পুং। [বহুব্রী। বি; পুং।

কুশারণি—দুর্ব্বাসা মুনি। কুশ অরণি যাঁহার,

কুশারি—ইক্ষু, আক। প্রাদে। বি।

কুশাসন—১। কুশনির্ম্মিত বসিবার আসন। কুশের আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মন্দশাসন, অব্যবস্থা বা অত্যাচারমূলক শাসন। কু (কুৎসিত) শাসন, নিত্য। বি; ক্লীব।

কুশাস্তরণ—১। কুশের আচ্ছাদন। কুশের আস্তরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কুশাচ্ছাদিত স্থান। কুশ আস্তরণ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কুশি—কোষা হইতে জল তুলিবার পাত্র; চামচের মত ছোট কোষা। 'কোষী'-শব্দজ। বি।

কুশিক—১। মুনিবর বিশ্বামিত্রের পিতা। কুশ + ইক (ঠন্) আছে অর্থে। ২। কাশতৃণ; বিভীতক বৃক্ষ; বহেড়া গাছ। বি; পুং। ৩। কেকর, টেরা। কুশ + ইকন্তুল্যার্থে। বিণ।

কুশী—১। রজ্জু, লাগাম; লৌহনির্ম্মিত লাঙ্গলের ফাল। কুশ + ঈপ্ বিকারার্থে। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্র কোষা; কচিফল। বাং প্র। বি।

কুশীল—১। দুঃশীল, দুরাচার। কু (মন্দ) শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দুষ্ট ব্যবহার, মন্দ আচরণ; অসৎ প্রকৃতি। কু (কুৎসিত) শীল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কুশীলব—১। নট, অভিনেতা; নাটকের পাত্রপাত্রী; ভরতমুনি। উপতৎ; কুশীল—বা + ক কর্ত্তৃবা। ২। রামের দুই পুত্র। কুশ ও লব, দ্বন্দ্ব (নিপাতনে ঈ-আগম)। বি; পুং।

কুশূল, কুসুল—ধান্যাদি রাখিবার ঘর, গোলা; তুষের আগুন। কুশ্, কুস্ + কুলচ্ অধিবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কুশেশয়—১। পদ্ম। বি; ক্লীব। ২। সারস-পক্ষী; কর্ণিকার-বৃক্ষ; কুশদ্বীপস্থ পর্ব্বত-বিশেষ। অলুক্ উপতৎ; কুশে (জলে, কুশদ্বীপে)—শী + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুশোদক—দানার্থ জল। কুশস্পৃষ্ট উদক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কুশ্রী—কুরূপ, কুৎসিত; কদর্য্য, বিশ্রী। কু (কুৎসিত) শ্রী যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, —তা।

কুষুম—ঈষৎ তপ্ত, সামান্য গরম। 'কদুষ্ণ'-শব্দজ। বিণ।

কুষ্টি—জন্মপত্র, জাতকের জন্মলগ্নাদি যাহাতে লিখিত থাকে তাহা। 'কোষ্ঠী'-শব্দজ। বি।

কুষ্ঠ—চর্ম্মরোগবিশেষ, মহারোগ [এই রোগ শ্বেতকুষ্ঠ, গলৎকুষ্ঠ প্রভৃতিভেদে অষ্টাদশবিধ। তন্মধ্যে সপ্তবিধ মহাকুষ্ঠ এবং একাদশবিধ ক্ষুদ্রকুষ্ঠ]; একপ্রকার বিষ; বৃক্ষবিশেষ, কুড়। কুষ্ + কৃথন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কুষ্ঠঘ্ন—কুষ্ঠনাশক ('—ঔষধ')। উপতৎ; কুষ্ঠ —হন্ + ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

কুষ্ঠারি—বিট্‌খদির; পটোল; গন্ধক। কুষ্ঠের অরি (নাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুষ্ঠী (কুষ্ঠিন্)—যাহার কুষ্ঠরোগ জন্মিয়াছে এরূপ, কুঠে ("কুষ্ঠীর চরণে পড়ি হইলাম ধন্য"—রজনী সেন)। কুষ্ঠ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—কুষ্ঠিনী।

কুষ্মাণ্ড—কুমড়া; কাঁকুড়; শিবের অনুচর-বিশেষ, গণদেবতাবিশেষ। কু (ঈষৎ) উষ্ম (উষ্ণতা) অণ্ডে (বীজে) যাহার, বহুব্রী (শকন্ধ্বাদি)। বি; পুং।

কুসংসর্গ—অসৎসঙ্গ, দুষ্টের সংস্রব। কু (কুৎসিত) সংসর্গ, নিত্য। বি; পুং।

কুসংস্কার—সমুচিত বিবেচনা ব্যতীত কৃত সিদ্ধান্ত; চিরাচরিত ভ্রান্ত ধারণা; যুক্তিহীন-ভাবে উৎপন্ন ধর্ম্মাদিবিষয়ে বিশ্বাস। কু (মন্দ) সংস্কার, নিত্য। বি; পুং।

কুসংস্কারমূলক—ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত। কুসংস্কার মূলে যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—মূলিকা।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কুসংস্কারাবিষ্ট—কুসংস্কারে আচ্ছন্নবুদ্ধি, কুসংস্কার-বশীভূত, চিরাচরিত-ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা যাহার বিচার-বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে এরূপ। কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন, আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

কুসঙ্গ—অসৎ সংসর্গ, দুষ্টের সংসর্গ। কু (কুৎসিত) সঙ্গ, নিত্য। বি; পুং।

কুসম—ঈষৎ ('—গরম')। বাং প্র। বিণ-বিণ। [নিত্য। বিণ।

কুসিত—ঈষৎ শুভ্রবর্ণ। কু (ঈষৎ) সিত,

কুসিদ, কুসীদ—সুদ। কুস্ + ইদ কর্ম্মবা সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

কুসীদজীবী (-জীবিন্)—সুদে টাকা খাটাইয়া যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সুদখোর। উপতৎ; কুসীদ—জীব্—ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—জীবিনী।

কুসীদব্যবহার—টাকা সুদে খাটানো, তেজারতি। কুসীদের ব্যবহার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুসীদিক—যে সুদে টাকা খাটাইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। কুসীদ + ইক (ঠন্) জীবিকার্থে। বি; পুং।

কুসুম—১। পুষ্প, ফুল ; স্ত্রীলোকের ঋতু ; চক্ষুর রোগবিশেষ। কুস্+উম কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। বিণ,—মিত। ২। ডিমের ভিতরের হরিদ্রাংশ (দেখিতে কুসুমের মত বলিয়া)। বাং প্র। বি।

কুসুমকলি, -কলিকা—পুষ্পকোরক, ফুলের কুঁড়ি। কুসুমের কলি, কলিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুসুম-কানন—ফুলবাগান। কুসুমের কানন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুসুমকার্ম্মু(র্ম্ম)ক—১। কন্দর্প। কুসুম কার্ম্মুক (ধনু) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। ফুলধনু। কুসুম-নির্ম্মিত কার্ম্মুক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কুসুমকুন্তলা—পুষ্পকেশী, ফুলই কেশ যাহার (স্ত্রী) ; পুষ্পে শোভিতা ("মধুকালে বনস্থলী কুসুমকুন্তলা"—মাইকেল)। কুসুম কুন্তল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কুসুম-কোমল—পুষ্পবৎ কোমল, ফুলের মত নরম। কুসুমবৎ কোমল, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

কুসুমকোরক—পুষ্পকলিকা, ফুলের কুঁড়ি। কুসুমের কোরক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুসুমচাপ—কুসুমকার্ম্মুক (তাহা দ্রঃ)।

কুসুমদাম (-দামন্)—১। পুষ্পমালা, ফুলের মালা। কুসুমনির্ম্মিত দাম, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। পুষ্পরাশি, পুষ্পসমূহ। কুসুমের দাম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কুসুমধনুঃ (-ধনুস্), **-ধনু**—১। পুষ্পময় কার্ম্মুক, মদনের ফুলধনু। কুসুমরচিত ধনুঃ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। মদন, যাহার ধনু ফুলের। কুসুম, কুসুমময় ধনু যাহার, বহুব্রী। (বিকল্পে কুসুমধন্বা)। বি ; পুং।

কুসুমধন্বা (-ধন্বন্)—কন্দর্প, মদন। কুসুম ধনুঃ যাঁহার, বহুব্রী (সমাসান্ত অনঙ্ প্রত্যয়)। বি ; পুং।

কুসুমপেলব—পুষ্পকোমল, ফুলের মত নরম। কুসুমবৎ পেলব (কোমল), উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

কুসুমমধ্য—চালিতা গাছ। কুসুম মধ্যে (ফলমধ্যে) যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

কুসুমময়—পুষ্পময়, পুষ্পাকীর্ণ ; পুষ্পরচিত, ফুলের তৈরি। কুসুম+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

কুসুম-শয়ন—পুষ্পকোমলা শয্যা ; ফুলের বিছানা। কুসুমনির্ম্মিত শয়ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কুসুমশয্যা—ফুলের বিছানা ; বিবাহের তৃতীয় দিবসে নবদম্পতির শয্যা ; (তাহা হইতে) বিবাহের তৃতীয় দিন, বৌভাতের দিন। কুসুমের শয্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুসুম-সায়ক—১। মদন, ফুলের বাণ, কামদেব। কুসুম সায়ক যাঁহার, বহুব্রী। ২। পুষ্পবাণ। কুসুমরূপ সায়ক (বাণ), রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কুসুমস্তবক—পুষ্পগুচ্ছ ; ফুলের তোড়া। কুসুমের স্তবক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুসুমাকর—বসন্তকাল, যে ঋতুতে যথেষ্ট কুসুম জন্মে তাহা। কুসুমের আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

কুসুমাগম—বসন্ত ঋতু। কুসুমের আগম

কুসুমাঞ্জন—পিত্তল-মল-জাত পুষ্পাকার অঞ্জনবিশেষ। কুসুমাকার অঞ্জন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কুসুমাঞ্জলি—কুসুমের অঞ্জলি, অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্পরাশি। কুসুমের অঞ্জলি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুসুমাত্মক—১। কুঙ্কুম। বি ; ক্লীব। ২। পুষ্পময়। কুসুম আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী, —ত্মিকা।

কুসুমাধিপ—চম্পকবৃক্ষ, চাঁপাগাছ। কুসুম-মধ্যে অধিপ (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

কুসুমায়ুধ, কুসুমাস্ত্র, কুসুমেষু—১। মদন, কন্দর্প। কুসুমময় আয়ুধ, অস্ত্র, ইষু যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। পুষ্পরূপ অস্ত্র, পুষ্পবাণ। কুসুম রূপ আয়ুধ, অস্ত্র, ইষু (বাণ), রূপক কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব, ক্লীব, পুং (স্ত্রী)।

কুসুমায়ুধপত্নী—মদনের পত্নী, রতিদেবী। কুসুমায়ুধের পত্নী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুসুমাসব—পুষ্পমধু, মকরন্দ ; পুষ্পমধুজাত মদ্য। কুসুমের আসব (মধু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কুসুমাস্তরণ—কুসুম-শয়ন (তাহা দ্রঃ)।

কুসুমাস্ত্র—'কুসুমায়ুধ' দ্রঃ।

কুসুমিত—পুষ্পিত, যাহাতে ফুল ধরিয়াছে এমন। কুসুম+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

কুসুমিতা—পুষ্পিতা ; রজস্বলা। কুসুমিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কুসুমেষু—'কুসুমায়ুধ' দ্রঃ।

কুসুম্ভ—১। কুসুমফুল ; কুসুমফুলের গাছ ; কুসুম ফুলের রঙ ; স্বর্ণ। বি ; ক্লীব। ২। কমণ্ডলু। কুস্+উম্ভক্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। [বি ; পুং।

কুসুম্ভক—কমণ্ডলু। কুসুম্ভ+কন্ স্বার্থে।

কুসুম্ভা—কুসুম ফুলের রঙ ; সিদ্ধিমিশ্রিত খাদ্যবিশেষ ("দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা।"—ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কুসৃতি—শঠতা, প্রতারণা ; ভাণ ; ইন্দ্রজাল ; কুপথ। কু (কুৎসিতা) সৃতি, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

কুসৃষ্টি—অসদভিলাষ, খারাপ মতলব ; অদ্ভুত কাণ্ড ; অনাসৃষ্টি। কু (কুৎসিত) সৃষ্টি, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

কুস্তি, কুস্তী—মল্লযুদ্ধ ; হাতপায়ের কসরৎ-সহ লড়াই। ফার্সী। বি।

কুস্তিগীর, -বাজ—মল্লযোদ্ধা, পালোয়ান। ফার্সীমূলক। বি।

কুস্তুভ—বিষ্ণু ; সমুদ্র। কু (ভূমি বা ঈষৎ)—স্তুন্ভ্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং।

কুস্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন, অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন ; দুরাশা। কু (কুৎসিত) স্বপ্ন, নিত্য। বি ; পুং।

কুস্বভাব—১। যাহার স্বভাব মন্দ এরূপ, দুশ্চরিত্র। কু (মন্দ) স্বভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অসৎ প্রকৃতি। কু স্বভাব, নিত্য। বি ; পুং।

কুহক—১। ইন্দ্রজাল, ভেল্কী ; ছল, প্রতারণা ; আচ্ছাদন। বি ; ক্লীব। ২। সর্পবিশেষ। কুহ্+অক (ক্বুন্) কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কুহকজীবী (-জীবিন্)—যাদুকর, ঐন্দ্রজালিক। উপতৎ ; কুহক—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী।

কুহকিনী—যাদুকরী ; মায়াবিনী ; মোহিনী। কুহক+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

কুহকী (কুহকিন্)—ঐন্দ্রজালিক, যাদুকর ; প্রতারক ; মায়াবী ; মুগ্ধকারী। কুহক+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—কিনী।

কুহন—১। কাচপাত্র ; মাটির পাত্র। কু—হন্+অচ্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। ২। সর্প ; চৌর ; মূষিক। কু—হন্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ৩। ঈর্ষ্যালু, ঈর্ষ্যাবিশিষ্ট। কুহ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

কুহনা—১। লোভবশতঃ কপট ধার্ম্মিকতা প্রদর্শন, বকধার্ম্মিকতা ; প্রতারণা। কুহ্+অন ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। ঈর্ষ্যালু ('—নারী')। কুহন (৩)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কুহনিকা—কুহনা (তাহা দ্রঃ)। কুহনা+কন্ স্বার্থে। বিণ ; স্ত্রী।

কুহর—১। গহ্বর ; ছিদ্র ; কণ্ঠ ; কণ্ঠধ্বনি ; কর্ণ ; সমীপ। উপতৎ ; কুহ (বিস্মিতকরণ)—রা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। ২। নাগ-বিশেষ। কু—হৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কুহরণ—কোকিলের ডাক। বাং প্র। বি।

কুহরা—১। কুহুরব করা। কবিপ্র। ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র—**কুহরই**—কুহুরব করে। **কুহরত**—কুহুরব করে। **কুহরয়**—কুহু শব্দ করে।] ২। কুহেলিকা ; কুয়াসা। হিন্দী। বি।

কুহরিত—১। কোকিলধ্বনি ; রতিকালীন অব্যক্ত ধ্বনি। কুহর (কণ্ঠধ্বনি)+ণিচ্ (=কুহরি নামধাতু)+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। কোকিল ধ্বনিযুক্ত ; ধ্বনিযুক্ত, মুখরিত। কুহরি (কুহর+ণিচ্)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। কুহুরব করিত। কবিপ্র। ক্রি।

কুহু, কুহূ—কোকিলের কূজন ; অমাবস্যা ; নদীবিশেষ। কুহ্‌+কু কর্ত্তৃবা (উ বিকল্পে)। বি ; স্ত্রী।

কুহুকণ্ঠ, কুহূকণ্ঠ—কোকিল। কুহু, কুহূ কণ্ঠে যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

কুহুতান, কুহূতান—কুহুধ্বনি, কোকিলের কুহু-রব। কুহুই, কুহূই তান, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কুহুরব, কুহূরব—১। কোকিলের ধ্বনি। কুহু-ই, কুহূ-ই রব, কর্ম্মধা। ২। কোকিল। কুহু, কুহূ রব যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

কুহেলি(লী), কুহেলিকা—কুজ্‌ঝটিকা, কুয়াসা ; (গৌণার্থে) দুর্ব্বোধ বা অস্পষ্ট বস্তু। কু—হেড্‌+ইন্‌ কর্ত্তৃবা, পক্ষে ঈপ্‌ ; কু—হেড্‌+ণক কর্ত্তৃবা (ড়-স্থানে ল)+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কুহেলিকাচ্ছন্ন, -ময়—কুজ্ঝটিকাবৃত ; রহস্যময় ; দুর্ব্বোধ্য। কুহেলিকা দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩য়াতৎ ; কুহেলিকা+ময়ট্‌ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—চ্ছন্না, —ময়ী।

কুহোর—অন্ধকার ; কুয়াসা। 'কুহূ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কূচিকা—তুলিকা, তুলি। কুচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা নিপাতনে (উ-স্থানে ঊ)+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

কূচী—তুলিকা, তূলী। কুচ্‌+ঈ কর্ত্তৃবা।

কূজন—পাখীর শব্দ ; অব্যক্ত ধ্বনি। কূজ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—কূজিত।

কূজিত—১। পক্ষীর ধ্বনি, পাখীর ডাক ; অব্যক্ত শব্দ। কূজ্‌+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। ধ্বনিত ; কোকিলের শব্দে মুখরিত। কূজিত+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কূট—১। পর্ব্বতের শৃঙ্গ ; মৃগাদিবন্ধনযন্ত্র ; ফাঁদ, জাল। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। কুটিল ; কপট ; দুর্ব্বোধ, জটিল ; নিশ্চল ; মিথ্যা, অসত্য ; তুচ্ছ। বিণ। ৩। শস্যাদির স্তূপ ; মায়া, ছলনা ('—কপট') ; লাঙ্গলের ফলা ; কলস ; লৌহমুদ্গর ; ভগ্নশৃঙ্গখণ্ড ; পুরদ্বার। কূট্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কূটক—১। লাঙ্গলের ফাল। কূট+কন্‌ স্বার্থে। বি ; ক্লীব। ২। কবরী, খোঁপা ; মুরানামক গন্ধদ্রব্য ; মিথ্যা ; ছলনা। কূট+কন্‌ সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

কূটকচাল—কূটতর্ক, ঘোর তর্কবিতর্ক ; বহু অন্তরায়, নানাবিঘ্ন ; জটিলতা। কূট ও কচাল, দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

কূটকচালিয়া, -কচালে—কঠিন তর্ক-বিতর্কযুক্ত ; কূটতর্ককারী, বাগ্‌বিতণ্ডাকারী ; বহুবাধাময় ; অত্যন্ত জটিল। কূটকচাল+ইয়া, এ লিপ্তার্থে, করে অর্থে। বিণ।

কূটকপট—কুটিলতা ও ছলনা (তার মনে কোন কূটকপট নাই)। কূট ও কপট, দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

কূটকর্ম্ম (-কর্ম্মন্‌), -কর্ম—জাল, জালিয়াতি (forgery) ; প্রতারণা। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কূটকর্ম্মা (-কর্ম্মন্‌), -কর্মা—জালিয়াত ; প্রতারক। কূট কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কূটকৃত—যাহা জাল করা হইয়াছে এমন (forged). কূটদ্বারা কৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কূটঘাত—অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপ (sabotage). কূট যে ঘাত, কর্ম্মধা। বি ; পুং। বিণ,—ঘাতী (-তিন্‌)।

কূটজ—বৃক্ষবিশেষ, কুড়চী। উপতৎ ; কূট—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কূটতর্ক—দুর্ব্বোধতর্ক, জটিলতর্ক ; যুক্তিহীন তর্ক। কূট তর্ক, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কূটতুলা—প্রতারণার উদ্দেশে নির্ম্মিত তুলাদণ্ড (false balance) ; ওজনবিষয়ে শঠতা। কূটা তুলা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কূটনীতি—দুর্ব্বোধনীতি ; রাষ্ট্রচালনার উপযোগী কৌশলপূর্ণ নীতি, জটিল রাজনীতি ; রাজনীতিক চালবাজি (diplomacy). কূটা নীতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কূটনীতিক—রাজনীতিজ্ঞ ; রাজনীতি-সম্বন্ধীয়। কূটনীতি+ইক। বিণ।

কূটপালক—কুম্ভকারের পোয়ান ; কুম্ভকার। কূটের পালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কূটপ্রশ্ন—দুর্ব্বোধ্য প্রশ্ন, যাহার উত্তর দেওয়া কঠিন এরূপ প্রশ্ন ; ঠকানে-প্রশ্ন। কূট প্রশ্ন, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কূটবন্ধ, -বন্ধন—কঠিন বন্ধন, যাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই এরূপ বন্ধন ; ফাঁস ; ফাঁদ। কূট বন্ধ, বন্ধন, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কূটবুদ্ধি—১। দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন, কপটবুদ্ধি-সম্পন্ন। কূটা বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দুষ্টবুদ্ধি ; কপটবুদ্ধি ; প্রতারণাপূর্ণ বুদ্ধি। কূটা বুদ্ধি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কূটভাষী (-ভাষিন্‌)—যে ছলপূর্ব্বক কথা কয় এমন, কূটবাদী। উপতৎ ; কূট—ভাষ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী। বি,—ভাষিতা, —ভাষণ। [বি ; স্ত্রী।

কূটমুদ্রা—মেকি টাকা, জাল টাকা। কর্ম্মধা।

কূটযন্ত্র—পক্ষী প্রভৃতি ধরিবার ফাঁদ। কূটকৃত যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কূটযুদ্ধ—ছলনাপূর্ণ সংগ্রাম, অন্যায় সমর। কূট যুদ্ধ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কূটযোদ্ধা (-যোদ্ধৃ)—কপটতা করিয়া যুদ্ধকারী, ছলনার আশ্রয়ে যুদ্ধকারী। কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী,—যোদ্ধ্রী।

কূটলেখ, -লেখ্য—জালকরা দলিল ইত্যাদি। কর্ম্মধা। বি ; পুং, ক্লীব।

কূটসংক্রান্তি—যে সংক্রান্তিতে অর্দ্ধরাত্রের পর অন্য মাসের সঞ্চার হয় তাহা। কূটাখ্যা সংক্রান্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কূটসাক্ষী (-সাক্ষিন্‌)—মিথ্যাসাক্ষী, জাল-সাক্ষী। কর্ম্মধা। বি ; পুং। স্ত্রী, —সাক্ষিণী।

কূটস্থ—১। সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় একরূপ, অপরিবর্ত্তনীয় (যেমন—আকাশ, আত্মা, পরমেশ্বর) ; গূঢ় ; উদাসীন ; নির্ব্বিকার ; শৈলশিখরস্থ ; (সাংখ্য) পরিণামরহিত। বিণ। ২। পরমাত্মা, পরমেশ্বর ; জীব। কূটভাবে (অয়োঘনবৎ) স্থিতি করেন যিনি, উপতৎ ; কূট—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বি।

কূটাগার—প্রাসাদের উপরিস্থিত গৃহ, চিলে-ঘর ; মায়াগৃহ ; নারীদিগের ক্রীড়াগৃহ ; দুর্গপ্রাকারে স্থিত প্রহরাগৃহ (watch-tower). কূট যে আগার, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কূটাভাস—অসম্ভব বা বিরুদ্ধ মনে হইলেও সত্য বিষয়ের উপস্থাপন (paradox). কূটের আভাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কূটায়ুধ—কূট অস্ত্র ; কাষ্ঠাদির আবরণ-মধ্যে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণ অস্ত্র, গুপ্তি। কূট আয়ুধ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কূটার্থ—জটিলার্থ, যে অর্থ সহজে নির্ণীত হয় না তাহা ; বিপরীত অর্থ ; গুপ্ত অর্থ। কূট অর্থ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কূটী—গৃহ, কুঠী। কূট+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কূড়—গুচ্ছীকৃত সূত্রাদির প্রান্ত বা সীমা ; রাশি, সমূহ ('আস্তা—')। 'কূল' বা 'কূট'-শব্দজ। বি।

কূণি—নখরোগী, রোগবশতঃ যাহার নখ ও হস্ত সঙ্কুচিত হইয়াছে এমন। কূণ্‌+ইন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

কূণিকা—পরিমাণবিশেষ, কুনকে। কূণ্‌+ইন্‌ কর্ত্তৃবা+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কূণিত—সঙ্কুচিত ; খর্ব্বীভূত। কূণ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

কূতঘর—নৌকাদির মাশুল আদায় করিবার স্থান। কূতের (আনুমানিক পরিমাপ ইত্যাদির) ঘর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কূপ—কূয়া ; ছিদ্র, গর্ত্ত ; রোমকূপ। কু (ঈষৎ) অপ্‌ (জল) যাহাতে, বহুব্রী (নিপাতনে)+অচ্‌ সমাসান্ত। বি ; পুং।

কূপক—নৌকা প্রভৃতির মাস্তুল, গুণবৃক্ষ ; কূপো ; কুকুন্দর ; কূয়া ; চৌবাচ্চা ; চিতা। কূপ+কন্‌ সংজ্ঞার্থে, স্বার্থে। বি ; পুং।

কূপজ—রোমকূপ ; ভেক, ব্যাঙ্‌। উপতৎ ; কূপ—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কূপদণ্ড—মাস্তুল, গুণবৃক্ষ। কূপই যে দণ্ড, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কূপদর্দ্দু(র্দ্দূ)র, -মণ্ডূক—কূয়ার ব্যাঙ্‌ ; সঙ্কীর্ণচিত্ত বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, কুনো [কূপের ভেক যেরূপ কূপে রুদ্ধ থাকিয়া অন্য জলাশয়ের বৃত্তান্ত কিছুই জানে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি কখনও গৃহ হইতে বহির্গত হয় না এবং

অন্য কোন স্থানের কোন বৃত্তান্ত জানে না, তাহাকে 'কূপমণ্ডূক' বলে]। বি ; পুং। স্ত্রী, —দর্দ্দুরী, —মণ্ডূকী।

কূপাঙ্ক, কূপাঙ্গ—রোমাঞ্চ। কূপাকার অঙ্ক, অঙ্গ যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

কূপার—সমুদ্র। উপতৎ ; কু (পৃথিবী)—পৃ (পূর্ণ করা) + অণ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং।

কূপিকা, কূপী—নদীমধ্যস্থ পর্ব্বত বা বৃক্ষ ; চর্ম্মময় তৈলপাত্র, কুপো ; বোতল, শিশি ; গর্ত্ত। কূপ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্ = কূপী, তদুত্তরে কন্ স্বার্থে + আপ্ = কূপিকা। বি ; স্ত্রী।

কূপীধাবক—যে বোতল ধোয় (bottle-washer). কূপীর ধাবক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কূপোকাৎ—ভূমিসাৎ ; সম্পূর্ণরূপে পরাভূত। বাং প্র। বিণ।

কূপোদক—কুয়ার জল। কূপের উদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কূবর—১। কুব্জ, কুঁজো ; রমণীয়, মনোহর। বিণ। ২। যুগন্ধর, শকটের যে স্থানে যুগকাষ্ঠ বা জোয়াল সংলগ্ন থাকে সেই স্থান ; কবচ, বর্ম্ম। কূ (শব্দ করা) + বরচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

কূয়া—কূপ, ইন্দারা। 'কূপ'-শব্দজ। বি।

কূর্চ্চ(র্চ)—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল ; ভ্রূমধ্যস্থ রোমরাজি ; শক্ত দাড়ি ; অঙ্ঘ্রি ; হস্তমূল, কব্জি (করকূর্চ্চাস্থি) ; তন্ত্রোক্ত বীজবিশেষ ; ছল ; দম্ভ ; তুলি ; তৃণগুচ্ছ, কুশমুষ্টি ; আসনবিশেষ ; ময়ূরপুচ্ছ। কুর্ + চট্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

কূর্চ্চি(র্চি)কা—তুলি ; পেন্সিল ; কুঞ্চিকা, কুঁচি ; সূচ ; শলাকা ; কুট্‌মল, কুঁড়ি ; ঘোল বা দধির সহিত দুধ পাক করিলে যে মালাই হয় তাহা ; তৃণগুচ্ছ। কূর্চ্চ (রোমসমূহ) + ইক (ঠন্) আছে অর্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কূর্দ্দ(র্দ)ন—কোঁদা ('কুর্দন' দ্রঃ)। বি ; ক্লীব।

কূর্প, কূর্ব্ব(র্ব)—নাসিকার ঊর্দ্ধভাগ, ভ্রূমধ্য ; শ্মশ্রু, দাড়ি-গোঁপ। কৃ + প, ব কর্ম্মবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

কূর্পর—কণুই। কুপ + আরন্ করণে (নিপাতনে)। বি ; পুং।

কূর্ব্ব(র্ব)—'কূর্প' দ্রঃ।

কূর্ম্ম(র্ম)—কচ্ছপ ; ভগবান্ বিষ্ণুর অবতারবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ] ; পুরাণবিশেষ। কু (কুৎসিত) বা কুতে (পৃথিবীতে) ঊর্ম্মি (বেগ) যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত অচ্)। বি ; পুং।

কূর্ম্ম(র্ম)কায়—১। কচ্ছপের ন্যায় দেহবিশিষ্ট। বিণ। ২। বিষ্ণু। কূর্ম্ম-সদৃশ কায় যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

কূর্ম্ম(র্ম)চক্র—তন্ত্রোক্তজপাদি কর্ম্মের উপযোগী কূর্ম্মাকার-চক্রবিশেষ ; কৃষিকর্ম্মোক্ত কচ্ছপাকার চক্রবিশেষ। কূর্ম্মাকার চক্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কূর্ম্ম(র্ম)পুরাণ—অষ্টাদশপুরাণের অন্যতম। কূর্ম্মবিষয়ক পুরাণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কূর্ম্ম(র্ম)পৃষ্ঠ—১। কচ্ছপের পৃষ্ঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। কচ্ছপের ন্যায় পৃষ্ঠবিশিষ্ট, কাছিমপিঠা। কূর্ম্মসদৃশ পৃষ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কূর্ম্ম(র্ম)পৃষ্ঠক—১। শরাব, শরা। বি ; ক্লীব। ২। কচ্ছপপৃষ্ঠ, তত্তুল্য পৃষ্ঠবিশিষ্ট। কূর্ম্মপৃষ্ঠ + কন্ সদৃশার্থে, স্বার্থে। বিণ।

কূর্ম্ম(র্ম)মুদ্রা—কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকারসম্পন্ন অঙ্গুলিবিন্যাসবিশেষ। কূর্ম্মাকৃতি মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কূর্ম্মা(র্মা)কার, কূর্ম্মা(র্মা)কৃতি—১। কচ্ছপের দেহ। কূর্ম্মের আকার, আকৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, স্ত্রী। ২। কূর্ম্মের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। কূর্ম্মের আকারের ন্যায় আকার যাহার, আকৃতির ন্যায় আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কূর্ম্মা(র্মা)ঙ্গন্যায়—ন্যায়বিশেষ [কচ্ছপ যেরূপ আপন ইচ্ছামত আপন অঙ্গসকল প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ কোন যুক্তির অবতারণা ও তাহার প্রত্যাহার করিলে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে]। কূর্ম্মের অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কূর্ম্মী(র্মী)—১। কচ্ছপী। কূর্ম্ম + ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। জাতিবিশেষ। বাং প্র। বি।

কূল—তট, তীর ; তড়াগ, পুকুর ; স্তূপ, রাশি ; সেনাদলের পৃষ্ঠভাগ ; সমীপস্থান। কূল্ + ক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। **কূল করা**—গতি করা।

কূলকিনারা—সমাধান, নিষ্পত্তি, প্রতিকার। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

কূলঙ্ক(ংক)ষ—১। যাহা তীর প্লাবিত করে বা ভাঙ্গে। বিণ। ২। কূল ভাঙ্গে বা প্লাবিত করে এমন নদনদী। কূল—কষ্ + খ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী—কূলঙ্কষা।

কূলপ্লাবন—তীরভূমি ডুবাইয়া দেওয়া। কূলের প্লাবন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কূলপ্লাবী (-প্লাবিন্)—তীরপ্লাবনকারী, যাহা তীরভূমি ডুবাইয়া দেয় এরূপ। উপতৎ ; কূল—প্লু + ণিচ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —প্লাবিনী।

কূলবতী—নদী। কূল + মতুপ্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কূলভূ—তীরভূমি, নদী ইত্যাদির তটপ্রদেশ। কূলস্থ ভূ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কূলেচর—কূলে ভ্রমণকারী (চমরী হস্তী প্রভৃতি)। অলুক্ উপতৎ ; কূল—চর্ + ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —চরী।

কৃক—গলদেশ। কৃ + কক্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কৃকবাকু—কুক্কুট ; ময়ূর ; কাঁকলাস। কৃক—বচ্ + ঞুণ্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (চ-স্থানে ক)। বি ; পুং।

কৃকর—শরীরস্থ পঞ্চপ্রকার বায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ ; শিব ; পক্ষিবিশেষ ; চব্যক ; করবীর-বৃক্ষ। উপতৎ ; কৃ (কৃ এইশব্দ)—কৃ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কৃকলা—পিপ্পলী, পিপুল। উপতৎ ; কৃক—লা + ক কর্ত্তৃবা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কৃকলাশ, -লাস—যে সকল সরীসৃপ গ্রীবা কাঁপায়, কাঁকলাস, গিরগিটি ; পক্ষিবিশেষ। উপতৎ ; কৃক (গলদেশ)—লশ, লস্ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কৃচ্ছ্র—১। কষ্ট, শারীরিক ক্লেশ ; আপদ্ ; দুঃখ ; পাপ ; ব্রতবিশেষ ; মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। কৃত্ + রক্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; ক্লীব। ২। কষ্টদায়ক ; কষ্টসাধ্য ; দুষ্ট ; পাপিষ্ঠ। কৃচ্ছ্র + অচ্ আছে অর্থে। বিণ। বি—কৃচ্ছ্রতা।

কৃচ্ছ্রব্রত—যে ব্রত বহু কষ্টে সাধিত হয়, কষ্টসাধ্য ব্রত বা কর্ম্ম। কৃচ্ছ্র যে ব্রত, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কৃচ্ছ্রসাধ্য—ক্লেশসম্পাদ্য, কষ্টসাধ্য। কৃচ্ছ্রদ্বারা সাধ্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র—অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্রতবিশেষ। কৃচ্ছ্র হইতে অতিকৃচ্ছ্র, ৫মীতৎ। বি ; ক্লীব।

কৃৎ—(ব্যাকরণ) ধাতুর পরে বিহিত প্রত্যয়, ক্ত, ক্তি, ঘঞ্ তব্যাদি প্রত্যয়। কৃ + ক্বিপ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

কৃত—১। সাধিত, সম্পাদিত ; অভ্যস্ত, শিক্ষিত ; বিহিত ; পূর্ণ, সফল (কৃতকার্য্য) ; গৃহীত (কৃতদার) ; উপযুক্ত। বিণ। ২। পূর্ব্বে কৃত উপকার (কৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন)। কৃ + ক্ত কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

কৃতক—১। কৃত্রিম ('—কোপ', '—কলহ') ; কল্পিত ; দত্তক ('—পুত্র')। বিণ। স্ত্রী—কৃতিকা। ২। কৃত্রিমলবণ ; বিট্‌লবণ। কৃত + কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

কৃতকপুত্র, -পুত্র—দত্তক, পোষ্যপুত্র ; ধর্ম্মছেলে। কৃতক পুত্র, পুত্র, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কৃতকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—বিহিত কার্য্য, অনুষ্ঠিত কার্য্য। কৃত কর্ম্ম, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কৃতকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্মা**—কৃতকার্য্য, সফলকাম ; কার্য্যদক্ষ, করিতকর্ম্মা ; যে নিজ হাতে কাজ করিয়াছে এরূপ ('—ব্যক্তি')। কৃত হইয়াছে কর্ম্ম যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতকাম—পূর্ণমনোরথ, চরিতার্থ। কৃত কাম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃতকার্য্য(র্য)—সফলকাম, চরিতার্থ; কৃত-কর্ম্মা। কৃত কার্য্য যাহার বা যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। বি, —কার্য্যতা।

কৃতকার্য্য(র্য)তা—সাফল্য, চরিতার্থতা। কৃতকার্য্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কৃতকৃত্য, কৃতক্রিয়—কৃতকার্য্য; চরি-তার্থ, সফলকাম; বিদ্বান্। কৃত কৃত্য, ক্রিয়া যাহার বা যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতঘ্ন—নিমকহারাম, কেহ উপকার করিলে যে তাহার ক্ষতি করে এরূপ; উপকারীর ক্ষতিকারক। উপতৎ; কৃত (উপকার)—হন্ +ক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—কৃতঘ্না। বি, —ঘ্নতা।

কৃতঘ্নতা—অকৃতজ্ঞতা, উপকারকের ক্ষতি করা, নিমকহারামি। কৃতঘ্ন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—কৃতঘ্ন।

কৃতজ্ঞ—কেহ উপকার করিলে যে তাহা মনে রাখে বা স্বীকার করে এবং উপকারীর প্রত্যুপকারের চেষ্টা করে এরূপ ('—ব্যক্তি')। উপতৎ; কৃত—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ। বি, —জ্ঞতা।

কৃতজ্ঞচিত্ত, -হৃদয়—১। কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ মন। কৃতজ্ঞ চিত্ত, হৃদয়, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরা এরূপ। কৃতজ্ঞ চিত্ত, হৃদয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃতজ্ঞতা—উপকার স্মরণ বা স্বীকার করা, উপকারীর হিতচিন্তা বা অনিষ্টনিবারণের চেষ্টা করা। কৃতজ্ঞ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতাভাজন—কৃতজ্ঞতার পাত্র, যাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় এরূপ ('—ব্যক্তি')। কৃতজ্ঞতার ভাজন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; ক্লীব (অজহল্লিঙ্গ)।

কৃতঞ্জয়—শিব ("জয় শিব মনোহর, সতী সদীশ্বর, গিরিশশঙ্কর কৃতঞ্জয়।"—ভারতচন্দ্র)। কৃত জয় যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বি; পুং।

কৃততীর্থ—যিনি তীর্থদর্শন করিয়াছেন এরূপ; যে পুষ্করিণী প্রভৃতির ঘাট প্রস্তুত করিয়াছে এরূপ; যে গুরু বরণ করিয়াছে এরূপ। কৃত তীর্থ যৎকর্তৃক বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃতদার—বিবাহিত। কৃত দার যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতদাস—বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ ভৃত্য, নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত দাসত্বকারী ব্যক্তি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃতধী—স্থিরচিত্ত; বিজ্ঞ; বুদ্ধিমান্; শাস্ত্রা-ভ্যাসে মার্জ্জিতরুচি। কৃতা ধী যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃতনিশ্চয়—স্থিরসঙ্কল্প; যে কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়াছে এরূপ। কৃত নিশ্চয় যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতপূর্ব্ব(র্ব)—যাহা পূর্ব্বে করা হইয়াছে এরূপ, পূর্ব্বানুষ্ঠিত। পূর্ব্বে কৃত, সুপ্ সুপা। বিণ।

কৃতপৌরুষ—যে সাহসিকতা প্রকাশ করি-য়াছে এরূপ। কৃত পৌরুষ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতবর্ম্মা (-বর্ম্মন্), **-বর্মা**—১। যাদব-বিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। কৃত বর্ম্ম (কবচ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। বর্ম্ম-পরিহিত। কৃত (ধৃত, পরিহিত) বর্ম্ম (বর্ম্মন্ শব্দ) যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতবিদ্য—বিদ্বান্, পণ্ডিত, সুশিক্ষিত। কৃতা (অধিগতা) বিদ্যা যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতবীর্য্য(র্য)—১। কার্ত্তবীর্য্যের পিতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং। ২। বীরত্ব-প্রদর্শনকারী; বীর্য্যান্বিত। কৃত বীর্য্য যৎ-কর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতবেদী (-বেদিন্)—উপকারকের প্রত্যুপ-কারক, কৃতজ্ঞ। উপতৎ; কৃত—বিদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বেদিনী।

কৃতবেশ—যে পোষাক পরিধান করিয়াছে এরূপ। কৃত বেশ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতব্রত—যে ব্রতের সার্থক উদ্‌যাপন করিয়াছে এরূপ। কৃত হইয়াছে ব্রত যৎ-কর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতমুখ—কৃতকর্ম্মা; বিজ্ঞ। কৃত মুখ (প্রধান কর্ম্ম) যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতলক্ষণ—গুণবান্; লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কৃত লক্ষণ (নাম) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃতশিল্প—শিল্পী, কারিগর। কৃত শিল্প যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতশ্রম—পরিশ্রমী; অতিশয় উৎসাহী বা উদ্যমশীল; যে পরিশ্রম করিয়াছে এমন। বিণ।

কৃতসঙ্ক(ৎক)ল্প—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; স্থিরনিশ্চয়, যে কোন বিষয়ে মন স্থির করিয়াছে এরূপ। কৃত হইয়াছে সঙ্কল্প যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতসাপত্নিকা—যে স্ত্রীর স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছে এমন। কৃত সাপত্ন যাহার, বহুব্রী (সমাসে ক-আগম)+ক সমাসান্ত+ আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

কৃতহস্ত—শরনিক্ষেপণে সুনিপুণ; ক্ষিপ্রহস্ত; কার্য্যদক্ষ। কৃত হস্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃতাকৃত—১। কিয়দংশে কৃত অবশিষ্ট অংশে অকৃত; আরব্ধ কিন্তু অপরিসমাপ্ত; আধাআধি করা। আদিতে কৃত পশ্চাৎ অকৃত, কর্ম্মধা। বিণ। ২। কার্য্য-কারণ। কৃত (কার্য্য) এবং অকৃত (কারণ), এই উভয়ের সমাহার, সমা দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

কৃতাঙ্ক—চিত্রিত, চিহ্নিত; যাহা দোষযুক্ত করা হইয়াছে এমন, কলঙ্কিত। কৃত অঙ্ক যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

কৃতাঞ্জলি—১। বদ্ধাঞ্জলি, যে হাত যোড় করিয়াছে এমন। কৃত অঞ্জলি যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ২। যুক্তহস্ত, যোড়-হাত। কৃত অঞ্জলি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃতাঞ্জলিপুট—১। কৃতাঞ্জলি, যে হাত যোড় করিয়াছে। কৃত অঞ্জলিপুট যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ২। যুক্ত করপুট, বদ্ধ অঞ্জলি। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কৃতাঞ্জলিপুটে—হাতজোড় করিয়া। কৃত অঞ্জলিপুট যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

কৃতাত্মা (-অন্)—মার্জ্জিতবুদ্ধি; শুদ্ধচিত্ত; জিতেন্দ্রিয়। কৃত আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃতাধিষ্ঠান—যাহার আবির্ভাব হইয়াছে এরূপ; অধিষ্ঠিত, আরূঢ়। কৃত অধিষ্ঠান যৎ-কর্তৃক বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —ষ্ঠানা।

কৃতান্ত—যম; দৈব; পাপ; শনি। কৃত অন্ত যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বি; পুং।

কৃতান্তক—যম। কৃতের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৃতান্ন—পক্ব অন্ন, লুচি লাড়ু প্রভৃতি খাদ্য। কৃত অন্ন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কৃতাপকার—১। অপকারী। কৃত অপকার যৎকর্তৃক, বহুব্রী। ২। অপকৃত। কৃত অপ-কার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃতাপরাধ—অপরাধী, দোষী। কৃত অপ-রাধ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতাভিষেক—(রাজ্যাদিতে) অভিষিক্ত, যাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে এরূপ। কৃত অভিষেক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃতাভ্যাস—শিক্ষিত (trained), পরিপক্ব। কৃত হইয়াছে অভ্যাস যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতার্থ—চরিতার্থ, সফলমনোরথ; কৃতকার্য্য। কৃত অর্থ যৎকর্তৃক বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃতার্থম্মন্য—যে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে এরূপ। উপতৎ; কৃতার্থ—মন্+খশ্ কর্তৃবা। বিণ।

কৃতাস্ত্র—যে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে এরূপ, অস্ত্রবিদ্যাদক্ষ, অস্ত্রব্যবহারে নিপুণ। কৃত অস্ত্র যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। বি, —স্ত্রতা।

কৃতাহ্নিক—যে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে এরূপ। কৃত আহ্নিক যৎ-কর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতাহ্বান—যাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা হইয়াছে এরূপ (challenged)। কৃত আহ্বান যাহাকে, বহুব্রী। বিণ।

কৃতি—১। করণ; নির্ম্মাণ। কৃ+ক্তি ভাববা। ২। বিংশত্যক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ; কার্য্য। কৃ+ক্তি কর্ম্মবা। ৩। যত্ন, চেষ্টা। কৃ+ ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

কৃতিত্ব—দক্ষতা, নিপুণতা; সামর্থ্য;

উপযুক্ততা ; পাণ্ডিত্য। কৃতিন্+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—কৃতী।

কৃতিসাধ্য—চেষ্টাযত্ন দ্বারা করা যায় এমন। কৃতিদ্বারা সাধ্য, ৩য়াতৎ। বিণ। বি, —সাধ্যতা।

কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান—এই কাজ আমি করিতে পারিব এইরূপ বোধ। কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কৃতী (কৃতিন্)—সমর্থ ; শক্তিশালী ; নিপুণ ; ভাগ্যবান্ ; কৃতার্থ ; কর্ম্মক্ষম ; পণ্ডিত। কৃত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—কৃতিনী। বি—কৃতিত্ব।

কৃতোদক—যে স্নান তর্পণাদি করিয়াছে এরূপ। কৃত উদক যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

কৃতোদ্বাহ—বিবাহিত, পরিণীত। কৃত উদ্বাহ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —দ্বাহা।

কৃতোপকার—১। উপকারী। কৃত হইয়াছে উপকার যৎকর্তৃক, বহুব্রী। ২। উপকৃত। কৃত উপকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃত্ত—ছিন্ন, কর্তিত ; বিভক্ত ; বেষ্টিত। কৃত্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

কৃত্তি—মৃগাদিচর্ম্ম ; ত্বক্ ; ভূর্জ্জপত্র ; কৃত্তিকা-নক্ষত্র। কৃত্+ক্তি কর্ম্মবা। বি ; স্ত্রী।

কৃত্তিক—(শারীরবিদ্যা) উপরিস্থ চর্ম্ম, বহিশ্চর্ম্ম (cuticle). 'কৃত্তি'-শব্দজ। বি।

কৃত্তিকা—অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের তৃতীয়টি ; কার্ত্তিকেয়ের ছয়জন ধাত্রীর একজন, কার্ত্তিকপালিকা। কৃত্+ক্তি কর্ম্মবা +কন্ সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কৃত্তিকানন্দন, -সুত—কার্ত্তিকেয়। কৃত্তিকার নন্দন, সুত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কৃত্তিবাস—মহাদেব, শিব ; কবিবিশেষ, বাংলা রামায়ণকার [চরিতাবলী দ্রঃ]। কৃত্তি—বস্+অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

কৃত্তিবাসাঃ (-বাসস্), **-বাসা**—মহাদেব, শিব। কৃত্তি (মৃগাদি-চর্ম্ম) বাসঃ (পরিধেয়) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

কৃত্তিবাসী—কৃত্তিবাসসম্বন্ধীয় ; কৃত্তিবাস-বিরচিত ('—রামায়ণ')। কৃত্তিবাস+ঈ রচিতার্থে (বাংলা প্রত্যয়)। বিণ।

কৃত্য—১। কার্য্য। বি ; ক্লীব। ২। কর্তব্য, করণীয়। কৃ+ক্যপ্ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। (ব্যাকরণ) তব্য অনীয় ণ্যৎ যৎ ক্যপ্ কেলিম এই কয়টি প্রত্যয়। বি ; পুং।

কৃত্যক—(সরকারী) কার্য্য, চাকুরী (service). কৃত্য+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

কৃত্যক-বহি—কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চাকরির বিবরণ-সম্বলিত পুস্তক (service book). ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কৃত্যক-সূচী—চাকুরীর ক্রমিক সংখ্যা (service roll). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কৃত্যা—তুকতাক মন্ত্র ইত্যাদি। কৃ+ক্যপ্ করণবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কৃত্যাকৃত্য—কর্তব্যাকর্তব্য, করণীয় ও অকরণীয় কাজ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

কৃত্রিম—১। ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন ; অস্বাভাবিক ; কল্পিত ; মিথ্যা, কপট ; অযথার্থ, জাল ('—লেখ্য') ; অবিশুদ্ধ ; ভেজাল ; নকল। বিণ। বি, —মতা। ২। দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে পুত্রবিশেষ ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ। বি ; পুং। ৩। বিট্‌লবণ, কাচ-লবণ ; তুরুস্কনামক গন্ধদ্রব্য ; রসাঞ্জন। কৃ+ক্ত্রি কর্ম্মবা (মপ্-আগম)। বি ; ক্লীব। **কৃত্রিম খাদন**—(স্বাস্থ্যবিদ্যা) অস্বাভাবিকভাবে খাওয়ান, যে স্বাভাবিক ভাবে খাইতে পারে না তাহাকে অন্য কোন উপায়ে খাদ্য গ্রহণ করান (artificial feeding). **কৃত্রিম রাশি**—(গণিত) যে রাশি মৌলিক নহে, যাহা অন্য দুই রাশির গুণনদ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা। **কৃত্রিম শ্বাসন**—(স্বাস্থ্যবিদ্যা) যাহার স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়াছে তাহাকে অন্য কোন ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস করান (artificial respiration).

কৃত্রিমতা—অস্বাভাবিকতা ; কপটতা ; ভেজাল, অবিশুদ্ধতা। কৃত্রিম+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—কৃত্রিম।

কৃৎস্ন—সমস্ত ; অশেষ, সকল ; সম্পূর্ণ। কৃত্+কৃস্ন কর্তৃবা। বিণ। বি—কার্ৎস্ন্য।

কৃদন্ত—(ব্যাকরণ) কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত। কৃৎ অন্তে যাহার, বহুব্রী। বি বা বিণ।

কৃন্তক—কর্তনকারী, ছেদনকারী। কৃত্+ণক কর্তৃবা। বিণ। **কৃন্তক দন্ত**—যে দাঁত দিয়া খাদ্যদ্রব্য কাটিয়া নেওয়া হয়।

কৃন্তন—ছেদন ; (সঙ্গীত) বীণাবাদনকালে তার টানিয়া বাজান ; মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা সেতারের তার টানা। কৃত্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

কৃন্তনকারী (-কারিন্)—ছেদনকারী, ছেদক। উপতৎ ; কৃন্তন—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

কৃন্তনী, কৃন্তনিকা—ছেদনাস্ত্র, ছুরী কাঁচি প্রভৃতি ('—কৃন্তনী')। কৃত্+অনট্ করণবা+ ঈপ্, পক্ষে ক স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কৃপণ—অর্থাদি ব্যয়ে কাতর, ব্যয়কুণ্ঠ ; অনুদার ; দীন, কাতর ; ক্ষুদ্র, নীচ। কৃপ্ +অন (ক্যুন্) কর্তৃবা। বিণ। বি—কৃপণতা, কার্পণ্য। **কৃপণের কড়ি**—অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত অর্থাদি।

কৃপা—দয়া, করুণা। কৃপ্+অঙ্ ভাববা+ আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ—কৃপাবান্, কৃপাময়, কৃপালু।

কৃপা-অধিদেয়—দয়াপূর্ব্বক দেয় বৃত্তি (compassionate allowance). কৃপাপূর্ব্বক অধিদেয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কৃপাকটাক্ষ—সামান্য দয়াপূর্ণদৃষ্টি, অত্যল্পমাত্রায় করুণাপ্রকাশ। কৃপাপূর্ণ কটাক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কৃপাকণা—করুণাবিন্দু, সামান্যমাত্র দয়া। কৃপার কণা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কৃপাণ—অসি, খাঁড়া ; অস্ত্র ; শিখদের নিত্য-সহচর অস্ত্র। উপতৎ ; কৃপা—নুদ্+ড কর্তৃবা। বি ; পুং।

কৃপাণপাণি—খড়্গহস্ত, অসিধারী ; অস্ত্রধারী। কৃপাণ পাণিতে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃপাণী, কৃপাণিকা—ছোরা, ছুরি ; কর্তরী। কৃপাণ+ঈপ্ ; পক্ষে কন্ অল্পার্থে +আপ্। বি ; স্ত্রী।

কৃপাদৃষ্টি—করুণাপূর্ণ দৃষ্টি, দয়ার চোখে দেখা। কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কৃপানিধি—করুণাসাগর, অসীমদয়াবান্। কৃপার নিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ।

কৃপানেত্র—দয়াপূর্ণ দৃষ্টি, করুণাদৃষ্টি। কৃপা-পূর্ণ নেত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কৃপাপাত্র—করুণাভাজন, যাহার প্রতি দয়া করা উচিত এরূপ। কৃপার পাত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ ; ক্লীব (অজহল্লিঙ্গ)।

কৃপাবর্ষণ—প্রচুর করুণাপ্রদর্শন। কৃপার বর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কৃপাবান্ (-বৎ)—অত্যন্ত দয়াশীল, করুণাময়। কৃপা+মতুপ্ প্রাশস্ত্য অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

কৃপাবিন্দু—'কৃপালেশ' দ্রঃ।

কৃপাময়—করুণাময়, দয়াবান্, অতিশয় দয়ালু। কৃপা+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

কৃপালু—দয়ালু, কৃপাবান্। উপতৎ ; কৃপা —লা+ডু কর্তৃবা। বিণ।

কৃপালেশ, -বিন্দু—করুণার কণা, সামান্য-মাত্র করুণা। কৃপার লেশ, বিন্দু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কৃপাসিন্ধু—দয়ার সাগর, অসীম দয়াবান্। কৃপার সিন্ধু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কৃমি, ক্রিমি—কীট, পোকা ; পাকস্থলীস্থ কীটবিশেষ ; উদরজাত রোগবিশেষ ; কৃমি-রোগ। ক্রম্+ইন্ কর্তৃবা (বিকল্পে সম্প্রসারণ)। বি ; পুং।

কৃমিকণ্টক—কৃমিনাশক ঔষধ ; বিড়ঙ্গ ; চিত্রা, চিতা ; উড়ুম্বর, যজ্ঞডুমুর। কৃমির কণ্টক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কৃমিকোশ, -কোষ—রেশমের গুটি। কৃমির (পোকার) কোশ, কোষ (আশ্রয়স্থল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কৃমিকোশোত্থ, -কোষোত্থ—কৌষেয়,

রেশমী ('—কাপড়')। উপতৎ; কৃমি-কোশ, কৃমিকোষ—উদ্—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

কৃমিঘ্ন—১। বিড়ঙ্গ; পলাণ্ডু, পেঁয়াজ; কোলকন্দ, পালিতামাদার; ভল্লাতক, ভেলা। বি; পুং। ২। কৃমিনাশক ('—ঔষধ')। উপতৎ; কৃমি—হন্+টক্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ঘ্নী।

কৃমিজ—১। অগুরুচন্দন। বি; ক্লীব। ২। কৃমি হইতে উৎপন্ন; কীটজ। উপতৎ; কৃমি—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

কৃমিজা—১। কৃমি হইতে জাতা। বিণ; স্ত্রী। ২। লাক্ষা। কৃমিজ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৃমিদানা—লোহিত রঙের উৎপাদক শুষ্ক লাক্ষাকীট। বাং প্র। বি।

কৃমিনাশক—কৃমিঘ্ন; কৃমি কীটনাশকারী; কৃমিরোগনাশকারী। কৃমির নাশক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –নাশিকা।

কৃমিল—কৃমিপূর্ণ। উপতৎ; কৃমি—লা+ক কর্তৃবা। বিণ।

কৃমিলা—১। বহুসন্তানপ্রসবিনী স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। কৃমিপূর্ণা। কৃমিল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৃমিশৈল, ক্রিমিশৈল—বল্মীক, উইয়ের ঢিপি। কৃমিরচিত, ক্রিমিরচিত শৈল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কৃশ—রোগা, ছিপছিপে ('—তনু'); ক্ষীণ, দুর্বল; অল্প; লঘু, পাত্‌লা; অসম্পূর্ণ; বিরল; দরিদ্র (অর্থকার্শ্য); ক্ষুদ্র। কৃশ্+ক্ত কর্তৃবা, নিপাতনে। বিণ। বি—কৃশতা, কার্শ্য।

কৃশর, কৃসর, কৃশরান্ন, কৃসরান্ন—তিলমিশ্রিত অন্ন; খিচুড়ী। কৃ+শর, সর কর্মবা; (৩য় ও ৪র্থ পক্ষে) কৃশরই, কৃসরই যে অন্ন, কর্মধা। বি; ক্লীব।

কৃশলা—কেশ। উপতৎ; কৃশ—লা+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৃশাঙ্গ—ক্ষীণকায়, রোগা। কৃশ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –ঙ্গা, –ঙ্গী।

কৃশাঙ্গী—১। প্রিয়ঙ্গুলতা। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষীণদেহা, কোমলদেহা। কৃশাঙ্গ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৃশানু—অগ্নি ("জানু ভানু কৃশানু শীতের নিবারণ"—কবিকঙ্কণ); চিত্রকবৃক্ষ। কৃশ্+আনুক্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কৃশানুরেতাঃ (-রেতস্), **-রেতা**—শিব। কৃশানুতে রেতঃ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কৃশাশ্ব—নৃত্যগীতাদি শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষি-বিশেষ। বি; পুং। [জাতার্থে। বিণ।

কৃশিত—শীর্ণদেহ; সংকোচিত। কৃশ+ইতচ্

কৃশোদর—১। ক্ষীণ উদর; ক্ষীণ কটি। কৃশ এমন উদর, কর্মধা। বি; ক্লীব। ২। ক্ষীণোদরবিশিষ্ট; ক্ষীণকটিশালী। কৃশ উদর যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –দরা, –দরী।

কৃশ্চান—খ্রীষ্টান জাতি বা ধর্ম। ইং 'Christian'-শব্দজ। বি।

কৃষক—কর্ষক, চাষী। কৃষ্+অক (ক্বুন্) কর্তৃবা। বি; পুং।

কৃষর—তিলমিশ্রিত অন্ন, কৃশর। কৃ+ষরক্ কর্মবা। বি; পুং।

কৃষাণ—কৃষক; কৃষিশ্রমিক, চাষের মজুর; মজুর, শ্রমজীবী। কৃষ্+আন কর্তৃবা। বাং প্র। বি; পুং। স্ত্রী—কৃষাণী।

কৃষাণি—কৃষিশ্রমিকের কার্য্য, চাষের মজুরী। কৃষাণ+ই কর্মার্থে, বেতনার্থে। বি।

কৃষাণী—কৃষকের পত্নী; শ্রমিকের পত্নী; মজুরের স্ত্রী। কৃষাণ+ঈ। বি; স্ত্রী।

কৃষি—১। কর্ষণকার্য্য, চাষবাস। কৃষ্+ইক্ ভাববা। ২। ভূমি। কৃষ্+ইক্ কর্মবা। বি; স্ত্রী। ৩। কৃষক। কৃষ্+ইক্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কৃষি-আয়কর—কৃষিজাত দ্রব্যের আয়ের উপর ধার্য্য কর (agricultural income-tax). কৃষির আয়, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার কর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৃষিকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম, -কার্য্য(র্য)**—ভূমিকর্ষণাদিকার্য্য, চাষের কাজ। কর্মধা। বি; ক্লীব।

কৃষিক, কৃষিকা—লাঙ্গলের ফাল। কৃষ্+কিকন্ করণবা, পক্ষে+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

কৃষিকৃত্যক—কৃষিবিভাগের চাকুরী (agricultural service). কৃষি-বিষয়ক কৃত্যক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।

কৃষিজ—কৃষিকার্য্য হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; কৃষি—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

কৃষিজ-বিপণন—কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় (agricultural marketing). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কৃষিজাত—কৃষি হইতে উৎপন্ন, যাহা চাষের কাজ হইতে লব্ধ। ৫মীতৎ। বিণ।

কৃষিজীবী (-জীবিন্)—চাষী; চাষবাসই যাহার জীবিকা। উপতৎ; কৃষি—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –জীবিনী।

কৃষি-বর্দ্ধ(র্ধ)ন-মহাধ্যক্ষ—কৃষিকর্মের উন্নতিবিধায়ক বিভাগের সর্বাধিকারিক (Agricultural Development Commissioner). কৃষির বর্দ্ধন, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার মহাধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৃষি-বাস্তুকার—কৃষিবিষয়ক স্থপতি (Agricultural Engineer). কৃষিবিষয়ক বাস্তুকার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কৃষি-মন্ত্রক—কৃষি-মন্ত্রীর বিভাগ (Ministry of Agriculture). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কৃষি-সার-নিয়ামক—কৃষিকর্মের সার ইত্যাদির আধিকারিক (Fertiliser Controller). কৃষির সার, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার নিয়ামক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৃষীবল—কর্ষক, চাষী। কৃষি+বলচ্ আছে অর্থে (নিপাতনে)। বি; পুং।

কৃষ্ট—যাহাতে হাল দেওয়া হইয়াছে এরূপ, চষা (ক্ষেত্রাদি); আকৃষ্ট, যাহাকে টানিয়া আনা হইয়াছে এরূপ। কৃষ্+ক্ত কর্মবা। বিণ।

কৃষ্টপচ্য—যাহা চাষের ফলে জন্মে এমন। কৃষ্টে (চাষ করা ক্ষেতে)—পচ্+ক্যপ্ কর্তৃবা। বিণ।

কৃষ্টি—গবেষণামূলক চর্চা; শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ, সংস্কৃতি (culture) [রবীন্দ্রনাথ culture অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দটির প্রয়োগ সমীচীন মনে করেন নাই, 'কৃষ্টি'র পরিবর্তে তিনি 'culture'-এর বাংলা প্রতি-শব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন 'প্রকর্ষ' বা 'চিত্তোৎকর্ষ']; কর্ষণ; কৃষি। কৃষ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—কৃষ্ট।

কৃষ্ণ—১। বিষ্ণুর অবতারবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]; ব্যাসদেব; অর্জ্জুন; কোকিল; করমর্দ্দবৃক্ষ, করমচা গাছ; নীলাঞ্জন; লৌহ; নীলবর্ণ। কৃষ্+নক্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। কালাগুরু; অশুভকর্ম, পাপ। বি; ক্লীব। ৩। কালো; নীলবর্ণ-যুক্ত; মন্দ, অন্যায়। কৃষ্ণ+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। **কৃষ্ণের জীব**—অসহায় প্রাণী; দুর্বল জীব। [বি; পুং।

কৃষ্ণক—কৃষ্ণসর্ষপ। কৃষ্ণ+কন্ সংজ্ঞার্থে।

কৃষ্ণকথা—কৃষ্ণের লীলা; কৃষ্ণের গুণবর্ণনা। কৃষ্ণবিষয়িকা কথা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণকন্দ—রক্তকমল। কৃষ্ণ কন্দ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম**—দুষ্কর্ম, পাপ-কার্য্য। কৃষ্ণ কর্ম, কর্মধা। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণকর্মা (-কর্মন্), **-কর্মা**—অসৎকর্মা, পাপী। কৃষ্ণ কর্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃষ্ণকলি—পুষ্পবিশেষ, কৃষ্ণচূড়া ফুল। কৃষ্ণবৎ (চূড়াযুক্ত) কলি যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [বি; পুং।

কৃষ্ণকাক—দাঁড়কাক। কৃষ্ণ কাক, কর্মধা।

কৃষ্ণকান্ত—১। কৃষ্ণের ন্যায় কমনীয়। কৃষ্ণবৎ কান্ত, উপমান কর্মধা। ২। কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ কান্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃষ্ণকান্তা—কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা। কৃষ্ণের কান্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণকায়—১। কৃষ্ণবর্ণ দেহ, কালো চেহারা। কৃষ্ণ কায়, কর্মধা। বি; পুং। ২। কৃষ্ণবর্ণ-দেহবিশিষ্ট, কালো চেহারার। বিণ। ৩। মহিষ। কৃষ্ণ কায় যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কৃষ্ণকীর্ত্ত(র্ত্তে)ন—শ্রীকৃষ্ণে রনামকীর্ত্তন। কৃষ্ণে কীর্ত্তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণকেলি—কৃষ্ণকলি ফুল। কৃষ্ণের কেলি যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণগতি—অগ্নি। কৃষ্ণা গতি যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণগিরি—নীলাচল, নীলগিরি। কৃষ্ণ গিরি,

কৃষ্ণচতুর্দ্দ(র্দ)শী—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণচন্দন—কালাগুরু; হরিচন্দন। কৃষ্ণ চন্দন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণচন্দ্র—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর কৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ চন্দ্র-সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা; অথবা, কৃষ্ণরূপ চন্দ্র, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণচূড়া—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ বা তাহার পুষ্প। কৃষ্ণের চূড়ার ন্যায় চূড়া যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণচূর্ণ—লৌহমল, লোহার মরিচা। কৃষ্ণের (লৌহের) চূর্ণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণজীরক, -জীরা—কৃষ্ণবর্ণ জীরা, কালজীরা। কৃষ্ণ জীরক, জীরা, কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী। [বহুব্রী। বি; পুং।

কৃষ্ণতার—হরিণ। কৃষ্ণা তারা যাহার,

কৃষ্ণদেহ—১। ভ্রমর। বি; পুং। ২। যাহার কৃষ্ণবর্ণ শরীর এমন। কৃষ্ণ দেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। কাল শরীর। কৃষ্ণ শরীর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণদ্বাদশী—কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথি। কৃষ্ণা দ্বাদশী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণদ্বেষ—শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুতা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ। কৃষ্ণে দ্বেষ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

কৃষ্ণদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাব প্রদর্শনকারী, শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচারী। কৃষ্ণদ্বেষ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —দ্বেষিণী।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—বেদব্যাস (কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বীপে জাত বলিয়া এই নাম)। কৃষ্ণই দ্বৈপায়ন কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণধন—১। কৃষ্ণরূপ পরম আদরের বস্তু। কৃষ্ণরূপ ধন, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। কৃষ্ণগতপ্রাণ। কৃষ্ণই ধন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃষ্ণনবমী—কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি। কৃষ্ণা নবমী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণনাম (-নামন্)—'কৃষ্ণ' এই শব্দ; কৃষ্ণের নাম। কৃষ্ণের নাম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণপক্ষ—যে পক্ষে চন্দ্রের কলা ক্ষয় হয় তাহা, প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পনেরটি তিথি। কৃষ্ণ পক্ষ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণপক্ষীয়—কৃষ্ণপক্ষ সম্বন্ধীয়; কৃষ্ণপক্ষজাত ('—শশিকলা')। কৃষ্ণপক্ষ + ঈয় সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ।

কৃষ্ণপদচ্ছায়া, -পদছায়া—কৃষ্ণচরণের শান্তিপূর্ণ আশ্রয়। কৃষ্ণের পদ, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার ছায়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। (পদছায়া—বাং প্র)।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার; বৈকুণ্ঠলাভ, মৃত্যু। কৃষ্ণের (শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাপ্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণবর্ণ—১। নীলবর্ণ, কাল রঙ্। কৃষ্ণ বর্ণ কর্ম্মধা। ২। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। কৃষ্ণ বর্ণ যাহার বহুব্রী। বিণ। ৩। রাহুগ্রহ। বি; পুং।

কৃষ্ণবর্ত্মা (-বর্ত্মন্)—১। অগ্নি; রাহু; চিত্রক বৃক্ষ। বি; পুং। ২। কুকর্ম্মকারী, দুরাচার। কৃষ্ণ বর্ত্ম (বর্ত্মন্) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃষ্ণভক্ত—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিসম্পন্ন, কৃষ্ণের উপাসক। কৃষ্ণের ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কৃষ্ণভক্তি—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা। কৃষ্ণে ভক্তি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণভজা—শ্রীকৃষ্ণের ভজনাকারী, বৈষ্ণব। কৃষ্ণকে ভজনা করে যে, উপতৎ (বাং)। বি বা বিণ।

কৃষ্ণমণ্ডল—(শারীরবিদ্যা) চক্ষুতারকার পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণবর্ণ অংশ, অক্ষিগোলকের বাহ্য ঝিল্লী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী ঝিল্লীর মধ্যবর্ত্তী শিরার পরদা (choroid coat). কৃষ্ণ মণ্ডল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণমুদ্গ—কাল মুগ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণলোহ, -লৌহ—অয়স্কান্ত মণি। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণলোহিত—১। কৃষ্ণরক্তমিশ্রিত বর্ণ। বি; পুং। ২। কাল ও লালবর্ণবিশিষ্ট। কৃষ্ণ অথচ লোহিত, কর্ম্মধা। বিণ।

কৃষ্ণশার—'কৃষ্ণসার' দ্রঃ।

কৃষ্ণশৃঙ্গ—১। মহিষ। কৃষ্ণ শৃঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। কাল শিঙ্। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণসখ—কৃষ্ণের সখা, অর্জ্জুন। কৃষ্ণের সখা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্-সমাসান্ত)। বি; পুং।

কৃষ্ণসর্প—কেউটে সাপ; গোখুরা সাপ। নিত্য-কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণসর্ষপ—রাজসর্ষপ, রাইসরিষা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণসার, -শার—একজাতীয় হরিণ। কৃষ্ণ অথচ সার, শার (চিত্র-বিচিত্র), কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণসারথি—১। অর্জ্জুন। কৃষ্ণ সারথি যাঁহার, বহুব্রী। ২। কৃষ্ণের রথচালক, দারুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৃষ্ণসীস—(রসায়ন) কৃষ্ণবর্ণ ধাতুবিশেষ (graphite). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণসুন্দর—১। সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। সুন্দর যে কৃষ্ণ, কর্ম্মধা (পূর্ব্বনিপাত)। ২। যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও সুন্দর, শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ অথচ সুন্দর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণা—১। দ্রৌপদী; নীলীবৃক্ষ; দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিতা নদীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। কৃষ্ণবর্ণা। কৃষ্ণ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৃষ্ণাগুরু—কাল অগুরু, কৃষ্ণচন্দন। কৃষ্ণ অগুরু, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম। কৃষ্ণের অজিন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কৃষ্ণানন্দ—কৃষ্ণে প্রীতিযুক্ত, কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ হইতে আনন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃষ্ণাভ—ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কৃষ্ণার্চিঃ (-র্চ্চিস্), **কৃষ্ণার্চি**—অগ্নি। কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) অর্চিঃ যাহা হইতে বা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কৃষ্ণাশ্রিত—শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত; কৃষ্ণপরায়ণ; কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণকে আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

কৃষ্ণাষ্টমী—কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী; শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। কৃষ্ণা অষ্টমী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণেক্ষু—কাল আখ, কাজ্‌লি আখ। কৃষ্ণ ইক্ষু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৃষ্য—কর্ষণযোগ্য, কৃষির উপযুক্ত। কৃষ্ + ক্যপ্, কর্ম্মবা। বিণ।

কৃসর—'কৃশর' দ্রঃ।

কে—১। কোন্ ব্যক্তি, কোন্ মনুষ্য। 'কিম্'-শব্দজ। সর্ব্ব। ২। প্রতি, দিকে, উদ্দেশে ("বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্।"—রবীন্দ্রনাথ); প্রত্যেক (সেরকে এক ছটাক বাদ); (ব্যাকরণ) কর্ম্ম ও সম্প্রদান একবচনের বিভক্তি। বাং প্র। অব্য। **কে জানে**—কেহ জানে না; অর্থাৎ আমি জানি না।

কেউ—কেহ, কোন লোক। বাঙ্গালা 'কেহ'-শব্দজ। সর্ব্ব। **কেউ-কেটা**—তুচ্ছ, যে-সে, যেমন-তেমন।

কেউটিয়া, কেউটে—তীব্রবিষধর সর্প, কৃষ্ণসর্প। 'কৃষ্ণ'-শব্দমূলক (কৃষ্ণ > কেষ্ট > কেউট >)। বি।

কেওট, কেঅট—কৈবর্ত্ত, ধীবর; কৃষিকারক জাতি। 'কেবট'-শব্দজ। বি।

কেওড়া—কেয়াফুল হইতে জাত সুগন্ধিদ্রব্য। 'কেবিকা'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

কেওরা—জাতিবিশেষ, কাওরা। 'কিরাত'-

কেঁইয়া—কেঁয়ে (তাহা দ্রঃ)। [অব্য।

কেঁউ-কেঁউ—কুকুরের কাতরশব্দ। বাং

কেঁক, ক্যাঁক—পদাঘাতের অনুকরণ-শব্দ, লাথি মারার শব্দ। বাং অব্য।

কেঁচকা—রজ্জু প্রভৃতিতে সহসা উৎপন্ন গ্রন্থি। প্রাদে। বি।

কেঁচুয়া, কেঁচো—ভূমিজাত কীটবিশেষ,

মহীলতা ; (গৌণার্থে) ভীতু, ভয়ে জড়সড় ব্যক্তি। 'কিঞ্চুলুক'-শব্দজ। বি।

কেঁচে—কাঁচিয়া, নূতন করিয়া; পুনরায় আরম্ভ করিয়া। প্রাদে। অস-ক্রি। **কেঁচে গণ্ডূষ**—অর্দ্ধসমাপ্ত কাজের পুনরায় গোড়া হইতে আরম্ভ।

কেঁড়ে—১। মাঝে কাঠি রাখিয়া জড়ান দড়ি; দুগ্ধাদির পাত্র; তৈলাদি রাখিবার জন্য বাঁশের চোঙা। 'কুণ্ড'-শব্দজ। প্রাদে। বি। ২। ঢেঁকিতে ভানিয়া, ছাঁটিয়া। বাং অস-ক্রি।

কেঁড়েলি—চতুরতা, চালাকি; জ্যাঠামি; বাহাদুরি, বালকের মুখে বৃদ্ধের কথা। বাং প্র। বি।

কেঁদো—১। অত্যন্ত স্থূল, খুব মোটা (কেঁদো কেঁদো চেহারা); প্রকাণ্ড, বৃহৎ। বিণ। ২। একপ্রকার বাঘ। বাং প্র। বি।

কেঁয়ে—১। ঝগড়াটে; জেদী; স্বার্থপর; কৃপণ। বিণ। ২। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। বাং প্র। বি।

কেক—ময়দা ডিম প্রভৃতির মিশ্রণে প্রস্তুত পিষ্টকবিশেষ। ইং cake. বি।

কেকয়ী, কৈকয়ী, কৈকেয়ী—(রামায়ণ) দশরথ রাজার মধ্যমা পত্নী, ভরতের মাতা। কেকয়+অণ্ অপত্যার্থে (নিপাতনে পদত্রয়)+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কেকর—১। বক্রাক্ষ, টেরা। অলুক্ উপতৎ; কে—কৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। বক্রদৃষ্টি, টেরা চাহনি। কে—কৃ+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

কেকরাক্ষ—যাহার চক্ষুঃ টেরা এরূপ। কেকর অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

কেকা—ময়ূরধ্বনি, ময়ূরের ডাক। কে—কৈ+ক কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী। **কেকা-ধ্বনি, কেকারব**—কেকা শব্দ।

কেকাবল—ময়ূর। কেকা+বলচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কেকী (কেকিন্)—শিখী, ময়ূর। কেকা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী—কেকিনী।

কেচ্ছা—১। দুর্নাম, অপযশঃ, নিন্দা। 'কুৎসা'-শব্দজ। বি। ২। উপন্যাস, গল্প, কাহিনী; ব্যঙ্গচিত্র। আর্বী 'কিস্‌সা'-শব্দজ। বি।

কেজো—কার্য্যোপযোগী। কাজ+ও (<উয়া) যোগ্যার্থে। বিণ।

কেটে—১। মোটা তসরে নির্ম্মিত বস্ত্রাদি। প্রাদে। বি। ২। কর্ত্তন করিয়া, কাটিয়া। বাং অস-ক্রি।

কেট্‌লি—জল গরম করিবার নলবিশিষ্ট পাত্রবিশেষ। ইং 'kettle'-শব্দজ। বি।

কেঠুয়া, কেঠো—১। কাষ্ঠনির্ম্মিত জল-সেচনী; কাষ্ঠময় পাত্রবিশেষ। বি। ২। কাঠের তৈয়ারী; (তাহা হইতে) রুক্ষ, শ্রীহীন (কেঠো চেহারা)। কাঠ+উয়া, ও নির্ম্মিতার্থে। বিণ।

কেড়ি—একজাতীয় কীট (ইহা সঞ্চিত ধান্যাদি নষ্ট করে)। বাং প্র। বি।

কেণিকা—তাম্বু, কাণাৎ। কিণ্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। [বি।

কেণ্ডাই—কর্ণকীট, কানকোটারি। প্রাদে।

কেতক—১। কেয়াফুলের গাছ। বি; পুং। ২। কেয়াফুল। কিৎ+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। [কেতক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কেতকী—কেয়াফুলের গাছ বা কেয়াফুল।

কেতন—১। ধ্বজ, পতাকা; চিহ্ন। কিৎ+অনট্ করণবা। ২। স্থান; গৃহ। কিৎ+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

কেতা—কিতা, খণ্ড; থাক (এক কেতা নোট); ধারা, রীতি; শৃঙ্খলা, পারিপাট্য। আর্বী 'কিতহ্'-শব্দজ। বি।

কেতাদুরস্ত—শৃঙ্খলাযুক্ত, পরিপাটী। (আর্বী) কেতা (<কিতা)+(ফার্সী) দুরুস্ত্। বিণ। [শব্দজ। বি।

কেতাব—পুস্তক, গ্রন্থ, বই। আর্বী 'কিতাব'-

কেতাবকীট—পুস্তকনষ্টকারী কীটবিশেষ (ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ কীট। ইহা পুস্তক বা কাগজপত্রের মধ্যে থাকিয়া কাগজ কাটিয়া নষ্ট করে); (তাহা হইতে, নিন্দা-অর্থে) যে সর্ব্বদা পুস্তক লইয়া থাকে ও পুস্তকপাঠে আনন্দ পায় (book-worm). কেতাবের কীট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেতাবৎ—কিতাবৎ (তাহা দ্রঃ)। আর্বী-মূলক। বি। [+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

কেতাবতী—কিতাবী; পুঁথিগত। কেতাবৎ

কেতাবী—পুস্তকসম্বন্ধীয়; পুস্তকগত ('—বিদ্যা')। কেতাব+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

কেতু—গ্রহবিশেষ, নবম গ্রহ; ধ্বজ, পতাকা; চিহ্ন; উৎপাত-চিহ্ন; ধূমকেতু। কিত্+উ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কেতুমান্ (-মৎ)—ধ্বজবিশিষ্ট; চিহ্নাদি-যুক্ত; প্রভাসম্পন্ন। কেতু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী। [বি; স্ত্রী।

কেতুযষ্টি—ধ্বজার দণ্ড। কেতুর যষ্টি, ৬ষ্ঠীতৎ।

কেতুরত্ন—বৈদূর্য্যমণি। কেতুপ্রিয় রত্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কেদার—১। ক্ষেত্র। কে (জলে)—দৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। পর্ব্বতবিশেষ; কেদার-পর্ব্বতস্থ শিব; হিমালয়স্থিত তীর্থবিশেষ; আলবাল; ক্ষেতের আলি। কে (মস্তকে) দার (বিদীর্ণতা) যাহার, অলুক্ বহুব্রী। বি; পুং।

কেদারখণ্ড—ভূমিখণ্ড, ক্ষেত্রের একদেশ; ক্ষুদ্র আলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

কেদারনাথ—শিববিশেষ, কেদার-পর্ব্বতস্থ শিব; তীর্থবিশেষ (হিমালয়ে অবস্থিত)। কেদারের নাথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেদারবাহিনী, -বাহিণী—সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিতা, ক্ষেত্রমধ্য দিয়া প্রবাহিতা ('—নদী')। উপতৎ; কেদার—বহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কেদারা—১। রাগিণীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। কাষ্ঠাসনবিশেষ, চেয়ার (আরাম কেদারা)। পোর্তুগীজ 'caderia'-শব্দজ। বি।

কেদারিকা—ছোট ক্ষেত্র; ক্ষেতের আলি। কেদার+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কেদারেশ্বর—কাশীস্থ শিববিশেষ। কেদারের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেন—১। কিহেতু, কিজন্য। বাং প্রশ্নার্থক অব্য। ২। কারণ-জিজ্ঞাসা, 'কেন' বলিয়া প্রশ্ন ("ক'টা কেনর জবাব দিবে"—রজনীকান্ত)। সংস্কৃত 'কিম্'-শব্দের ৩য়ার একবচন। বি।

কেননা—কারণ, যেহেতু। বাং অব্য।

কেনা—১। ক্রীত, যাহা মূল্য দিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ। বিণ। ২। ক্রয় করা, মূল্য দিয়া গ্রহণ করা। বাং প্র। ক্রি।

কেনি—১। কিজন্য, কেন। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। ২। পার্শ্ব। প্রাদে। বি।

কেনিপাত—নৌকার হাইল; দাঁড়। কে (জলে) নিপাত (নিক্ষেপ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [ইন্দু, নিত্য। বি; পুং।

কেন্দু—তিন্দুকবৃক্ষ, গাবগাছ। কু (কুৎসিত)

কেন্দুক—১। গালকবৃক্ষ, গাবগাছ। বি; পুং। ২। গাব ফল। কেন্দু+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

কেন্দ্র—(জ্যোতিষ) লগ্ন; লগ্ন লইতে চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থান; সূর্য্য হইতে গ্রহাদির দূরত্ব; (ভূগোল) মেরু, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত; (গণিত) বৃত্তাদির মধ্যবিন্দু (centre); গোল বস্তুর ঠিক মধ্যস্থান; যে স্থানে ব্যাপকতর স্থানবিশেষের কোন কার্য্যের ব্যবস্থা করা হয় তাহা ('শাসন—', 'নির্ব্বাচন—'); যে স্থানে কোন বিশেষ ব্যাপারের জন্য বা বস্তুর জন্য নানা দিগ্দেশ হইতে লোক আসে তাহা ('শিক্ষা—', 'বাণিজ্য—')। ক-মধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ। সিদ্ধান্ত শিরোমণির পারিভাষিক শব্দ, মতান্তরে গ্রীক্ 'kentron' হইতে গঠিত সংস্কৃত। বি; ক্লীব

কেন্দ্রগত—কেন্দ্রস্থ, কেন্দ্রে অবস্থিত। কেন্দ্রকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

কেন্দ্রবিমুখ—কেন্দ্র হইতে দূরে গমনশীল (centrifugal). কেন্দ্র হইতে বিমুখ, ৫মীতৎ। বিণ।

কেন্দ্রবিমুখবল—যে বলদ্বারা বস্তুসকল

প্রয়োগ করিলে বস্তুসকল কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া যায় তাহা, অপকেন্দ্রবল (centrifugal force). কেন্দ্র হইতে বিমুখ, ৫মী-তৎ ; সেরূপ বল, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কেন্দ্রমণ্ডল—(ভূতত্ব) পৃথিবীর গুরুমণ্ডলের নিম্নবর্ত্তী প্রায় ২২০০ মাইল পরিমিত অংশ (centrosphere). কেন্দ্রের মণ্ডল, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; ক্লীব।

কেন্দ্রস্থল—মধ্যবিন্দু ; কেন্দ্র। কেন্দ্রই স্থল, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কেন্দ্রস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—মেরুর নিকট হইতে আগত স্রোত (Polar current). কেন্দ্রাগত স্রোতঃ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কেন্দ্রাতিগ—কেন্দ্র হইতে বহির্মুখী, যাহা কেন্দ্র হইতে দূরে যায় বা সরাইয়া নেয় এমন, অপকেন্দ্র, উৎকেন্দ্র (centrifugal). কেন্দ্র হইতে অতিগ, ৫মীতৎ। বিণ।

কেন্দ্রাপসারী (-সারিন্)—কেন্দ্র হইতে অপসরণশীল, কেন্দ্র হইতে দূরে গমনশীল (centrifugal). কেন্দ্র হইতে অপসারী, ৫মীতৎ।। বিণ। স্ত্রী,—সারিণী।

কেন্দ্রাভিকর্ষী—কেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণ-শীল, অভিকেন্দ্র (centripetal). কেন্দ্রের (প্রতি) অভিকর্ষী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কর্ষিণী।

কেন্দ্রাভিগ, কেন্দ্রাভিগামী (-গামিন্), **কেন্দ্রাভিমুখ**—কেন্দ্রের অভিমুখে গমনশীল, যাহা কেন্দ্রের দিকে আসে বা আকর্ষণ করে এমন, অভিকেন্দ্র (centripetal). উপতৎ ; কেন্দ্র—অভি—গম্ + ড, ণিন্ কর্ত্তৃবা ; কেন্দ্রের অভিমুখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ভিগা, —গামিনী,—মুখী।

কেন্দ্রাভিমুখবল—যে বলে বস্তুসকল কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয় তাহা, অভিকেন্দ্র বল (centripetal force). কেন্দ্রাভিমুখ বল, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কেন্দ্রী (কেন্দ্রিন্)—১। কেন্দ্রবিশিষ্ট, কেন্দ্র-যুক্ত। বিণ। ২। নেতা, মাতব্বর, চাঁই ; (জ্যোতিষ) কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গ্রহ। কেন্দ্র + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

কেন্দ্রীভূত—কেন্দ্রে পরিণত ; একস্থানে সমবেত ; চতুর্দ্দিক্ হইতে মধ্যস্থলে আগত। কেন্দ্র + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=কেন্দ্রী)—ভূ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

কেন্দ্রীয়—কেন্দ্রসম্বন্ধীয় ; কেন্দ্রে নির্ব্বাহিত ; কেন্দ্রে অবস্থিত (central). কেন্দ্র + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। **কেন্দ্রীয় তারিক**—কেন্দ্রের (ভারত সরকারের) তারবিভাগের কর্ম্মচারী (Central Telegraph Officer). **কেন্দ্রীয় রাজস্ব**—ভারত সরকারের রাজস্ব (Central Revenue). **কেন্দ্রীয় সরকার**—ভারতবর্ষের দিল্লীতে অবস্থিত শাসনকর্ত্তৃপক্ষ (Central Government).

কেন্নু, কেন্নুই, কেন্নো—কীটবিশেষ; কর্ণকীট, কাণকোটারি, কেন্ডাই। 'কর্ণকীট'-শব্দজ। বি।

কেবট—১। জলাধার, কূপ ; চৌবাচ্চা। কে (জলে)—বট্ (বেষ্টন করা) + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ২। ধীবরজাতি। 'কৈবর্ত্ত'-শব্দজ। বি।

কেবর্ত্ত(র্ত)—জেলিয়া, দাশজাতি। কে (জলে)—বৃত্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কেবল—১। একমাত্র, অসহায়, অদ্বিতীয় ; নিরবচ্ছিন্ন ; সম্পূর্ণ ; শুদ্ধ ; অবধারিত। কেব্ + কলচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—কেবলতা, কৈবল্য। ২। নিশ্চয়, নির্ণয় ; তত্ত্বজ্ঞান। বি ; ক্লীব।

কেবলজ্ঞানী (-জ্ঞানিন্)—১। শুদ্ধ-জ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। বিণ ; পুং। ২। একজাতীয় বৌদ্ধসন্ন্যাসী। কেবলজ্ঞান + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

কেবলরাম—(ব্যঙ্গে) নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মণ্য। বাং প্র। বিণ।

কেবলা—স্থূলবুদ্ধি, মূর্খ, অকর্ম্মণ্য (>ক্যাবলা)। বাং প্র। বিণ।

কেবা—কে, কোন্ ব্যক্তি। কে + বা (বাক্যালঙ্কারে)। বাং প্র। সর্ব্ব।

কেবার—কাহার। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কেমত—কিপ্রকার। কি + মত সদৃশার্থে (বাং)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কেমন—কি-প্রকার, কিরূপ ; ব্যাকুল ; সন্দেহ-জনক। কি + মন সদৃশার্থে (বাং)। বিণ। **কেমন করা**—ভাল না লাগা। **কেমন কেমন**—সন্দেহজনক ; যাহা ঠিক মনের মত নয় এরূপ। **কেমন কেমন করা**—ভাল না লাগা ; মরণোন্মুখ হওয়া।

কেমনতর—কি রকমের ; অপরূপ, অদ্ভুত। কেমন + তর প্রকারার্থে। প্রাদে। বিণ।

কেমনে—কিরূপে, কিপ্রকারে। কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

কেমিকেল, কেমিক্যাল—১। রাসায়-নিক ; নকল, কৃত্রিম। বিণ। ২। নকল সোনা ('কেমিকেলের' গয়না) ; রাসায়নিক দ্রব্য-বিশেষ। ইং 'chemical'-শব্দজ। বি।

কেম্বিশ, ক্যাম্বিশ—একরকম মোটা কাপড় ; চট। ইং 'canvas'-শব্দজ। বি।

কেয়া—কেতকী-পুষ্প। 'কেতকা'-শব্দজ। বি।

কেয়াকাঁদি—কেতকী-পুষ্পের গোছা, কেয়া-ফুলের ছড়া। কেয়ার কাঁদি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কেয়া-পাত, -পাতা—কেতকীর পাতা ; (সদৃশার্থে) কেতকী-পত্রের ন্যায় একপ্রকার প্রাচীন অলঙ্কার। কেয়ার পাত, পাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কেয়াফুল—কেতকী-পুষ্প। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কেয়াবাৎ—বাহবা, বলিহারি, সাবাস। হিন্দী। কেয়া (কি) + বাৎ (কথা)। অব্য।

কেয়ার—যত্ন, তত্ত্বাবধান ; সতর্কতা ; সম্মান, খাতির ; সমীহ, ভয় ; গ্রাহ্যকরণ। ইং care. বি।

কেয়ারি, কেয়ারী—আল দিয়া রোপিত ক্ষেত্র ; কিয়ারি (তাহা দ্রঃ)। 'কেদারিকা'-শব্দজ। বি। [বহুব্রী। বিণ।

কেয়ারি(রী)-করা—সুবিন্যস্ত, গোছান।

কেয়াল—সুবিন্যস্ত, শৃঙ্খলাপূর্ব্বক স্থাপিত ; সফল, হাঁসিল। বাং প্র। বিণ। **কেয়াল করা**—বন্দোবস্ত করা।

কেয়ূর—বাহুর অলঙ্কারবিশেষ, বাজু। অলুক্ উপতৎ ; কে (বাহুর ঊর্দ্ধভাগে) —যা + উরক্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কেয়ূরবন্ধ—অঙ্গদ পরিধানের স্থান। কেয়ূর —বন্ধ্ + ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং।

কেরদানি, কের্দানি—নৈপুণ্য ; বাহাদুরি ; সাহস। ফার্সী 'কারদানি'-শব্দজ। বি।

কেরয়াল, কেরোয়াল—নৌকার হাল বা দাঁড়। 'করবাল'-শব্দজ সদৃশার্থে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কেরল—১। মালাবারদেশ। বি ; পুং। ২। কেরলদেশীয়। বিণ। স্ত্রী—কেরলী।

কেরাঞ্চি—দুই চক্র অথবা চারিচক্রবিশিষ্ট গরুর গাড়ীবিশেষ ; ভাড়াটে গাড়ী। আর্বী 'কেরোচ'-শব্দজ। বি।

কেরাণী—মুন্সী, মুহুরি, লেখক-কর্ম্মচারী (clerk). 'করণিক'-শব্দজ। বি। **মাছি মারা কেরাণী**—আসল কাগজে মাছি মারা থাকিলে যে কেরাণী নকলেও তাহা মারিয়া রাখিয়াছিল ; (সেই হইতে) যে কেরাণী আসল কাগজপত্রে যেমনটি আছে, নকলেও ঠিক তেমনটি লিখিয়া রাখে, অর্থাৎ যে অর্থ না বুঝিয়া হুবহু নকল করিয়া রাখে।

কেরাণীখানা, -দপ্তর—লেখক-কর্ম্মচারী-দের গৃহ, আফিস-ঘর (office). কেরাণীর খানা (স্থান), দপ্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কেরাণীগিরি—কেরাণীর কার্য্য বা চাকুরি, মুহুরিগিরি। কেরাণী + গিরি কর্ম্মার্থে। বি।

কেরামত, কেরামতি, কেরামতী—দৈবশক্তি, অসাধারণ শক্তি ; শক্তি, ক্ষমতা ; অতীব মহত্ব ; বাহাদুরি, নৈপুণ্য। আর্বী 'করামৎ'-শব্দজ। বি।

কেরায়া—ভাড়া, যানাদি বাহকের পারি-শ্রমিক। আর্বী 'কিরায়া'-শব্দজ। বি।

কেরাসিন, কেরোসিন—আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত খনিজ তৈলবিশেষ। ইং 'kerosene'-শব্দজ। বি।

কেরিয়াল—কর্ণধার, নৌচালক, মাঝি। (কেরয়াল দ্রঃ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কেরোয়াল—'কেরয়াল' দ্রঃ।

কের্দানি—'কেরদানি' দ্রঃ।

কেল—১। কৈল, করিল। ক্রি। ২। কেলি, খেলা। 'কেলি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কেলা—১। বিলাস; ক্রীড়া। 'কেলি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ২। কদলী, কলা। 'কদলী'-শব্দজ। হিন্দী। বি।

কেলান—(অশিষ্ট) বিকাশ করা; খোলা; খোসা বা ছাল ছাড়ান। বাং ক্রি।

কেলাস—১। স্ফটিক; দানা (crystal). কে (জলে) লাস যাহার, অলুক্ বহুব্রী। বি; পুং। ২। শ্রেণী। ইং 'class'-শব্দজ। বি।

কেলাসন—(রসায়ন) দানায় পরিণত করণ (crystallisation). কেলাসি (নামধাতু) + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –সিত।

কেলাসিত—(রসায়ন) দানা-বাঁধা; দানায় পরিণত ('—রাসায়নিক পদার্থ') (crystalline). কেলাসি (নামধাতু) + ক্ত কর্ম্ম-কর্তৃবা। বিণ। বি, –সন। **কেলাসিত শিলা**—(ভূতত্ত্ব) দানা-বাঁধা পাথর বা পর্ব্বতাংশ (crystalline rock).

কেলি—১। ক্রীড়া; কৌতুক; পরিহাস; রমণ। কিল্ + ইন্ ভাববা। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। করিলি; করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কেলিক—অশোকবৃক্ষ। কেলি—কৃ + ড অধিবা। বি; পুং।

কেলিকদম্ব—কদম্ববৃক্ষবিশেষ। কেলিসাধক কদম্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কেলিকমল—লীলাপদ্ম, বিলাসের জন্য যে পদ্ম হাতে থাকে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কেলিকলা—১। সরস্বতীর বীণা। কেলি—কল্ + অচ্ কর্তৃবা + আপ্। ২। রতি-ক্রীড়া; প্রণয়িযুগলের কৌতুকাদি। কেলির কলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কেলিকুঞ্চিকা—শ্যালিকা, স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী। কেলি—কুন্চ্ + ণক কর্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

কেলিকুঞ্জ—প্রণয়িযুগলের বিহারের নিমিত্ত বৃক্ষলতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত স্থান। কেলির কুঞ্জ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেলিকোষ—নট। কেলির কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেলিগৃহ—ক্রীড়াগার; রতিমন্দির। কেলির গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কেলিবন, -বনী—বিহারের নিমিত্ত উদ্যান, ক্রীড়োদ্যান। কেলির বন, বনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

কেলিভূমি—১। ক্রীড়ার স্থান, বিহারস্থল। বি; স্ত্রী। ২। কৌতুকস্থানীয়, পরিহাসের পাত্র (পুরুষ বা নারী)। কেলির ভূমি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

কেলিমুখ—কৌতুক, পরিহাস। কেলি মুখ (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কেলিসচিব—প্রণয়ব্যাপারে সাহায্যকারী, নর্ম্মসহচর, বিদূষকাদি। কেলিতে সচিব (মন্ত্রী, সহায়), ৭মীতৎ। বি; পুং।

কেলে—কাল। 'কাল' (কালিয়া)-শব্দের অভিশ্রুতি বা প্রাদেশিক বিকৃতি। বিণ। **কেলে ভূত**—খুব কাল ও কদাকার। **কেলে মাণিক, কেলে সোনা**—(আদরার্থে) কৃষ্ণ; কালো হইলেও সুন্দর; (ব্যঙ্গার্থে) কাল ব্যক্তি। **কেলে হাঁড়ি**—যে হাঁড়িতে রান্না করার ফলে কালি লাগিয়া রহিয়াছে। [শব্দজ। বিণ।

কেলেকিষ্টি—অত্যন্ত কাল। 'কালিয়া-কৃষ্ণ'-

কেলেগোপালী—তোষামোদ; কপট আত্মীয়তাপ্রদর্শন; মোড়লী, মাতব্বরী [কোন জমিদারের কালী ও গোপাল নামে দুইজন কর্ম্মচারী ছিল। তাহাদের সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে জমিদারের দেখা পাওয়া যাইত না। ইহা হইতে তোষামোদ অর্থে 'কেলেগোপালী' শব্দের প্রচলন হইয়াছে, অথবা বালক শ্রীকৃষ্ণকে (কাল গোপাল) শান্ত করিবার চেষ্টায় মিষ্ট কথা ইত্যাদির প্রয়োগ হইতে]। বাং প্র। বি।

কেলেঙ্কার—কলঙ্ককর, নিন্দাজনক, কুৎসিত। 'কলঙ্ককর'-শব্দজ। বিণ।

কেলেঙ্কারি, -রী—কলঙ্কজনক ব্যাপার, নিন্দাজনক ঘটনা, কুৎসার বিষয়। কেলেঙ্কার + ই, ঈ ভাবে। বি।

কেল্লা—সৈন্যাবাস, গড়, কিল্লা। আর্বী 'কিলাহ্'-শব্দজ। বি। **কেল্লা ফতে করা, মাৎ করা**—দুর্গ জয় করা; কার্য্যে সফলকাম হওয়া। **কেল্লা মারা**—দুর্গ জয় করা; কার্য্য সফল করা।

কেশ—চুল। অলুক্ উপতৎ; কে (মস্তকে)—শী + ড কর্তৃবা; অথবা, ক্লিশ + অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কেশকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), -কর্ম্ম—কেশরচনাদি; কেশবন্ধন, চুল বাঁধা। কেশের কর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কেশকলাপ—কেশসমূহ, চুলের রাশি। কেশের কলাপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশকার—কেশসংস্কারক, কেশবিন্যাস-কারী। উপতৎ; কেশ—কৃ + অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারী।

কেশকীট—উকুন। কেশের কীট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশগর্ভক—কবরী, বিউনী; চুলের খোঁপা। কেশ গর্ভে (মধ্যে) যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বি; পুং।

কেশগুচ্ছ—চুলের গোছা; বদ্ধ কেশরাশি। কেশের গুচ্ছ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশগ্রহ—কেশগ্রহণ, চুলে ধরা। কেশের গ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশঘ্ন—কেশনাশক রোগ, টাক পড়া। উপতৎ; কেশ—হন্ + টক্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

কেশট—উকুণ; কামদেবের শোষণ বাণ; শ্যোনাকবৃক্ষ। কেশ—অট্ (বিচরণ করা) + অচ্ কর্তৃবা নিপাতনে (শকন্ধ্বাদি)। বি; পুং।

কেশতৈল—কেশবর্দ্ধক সুগন্ধ তৈল, ভৃঙ্গ-রাজাদি তৈল। কেশবর্দ্ধক বা কেশব্যবহার্য্য তৈল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কেশদাম (-দামন্)—১। কেশরাশি; কেশবন্ধনসূত্রাদি, চুল বাঁধিবার ফিতা প্রভৃতি। কেশের দাম, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কবরীতে ধারণযোগ্য মাল্য। কেশধার্য্য দাম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কেশধর—১। কেশগ্রাহক, যে চুলে ধরিয়াছে। ৬ষ্ঠীতৎ (কেশ—ধৃ + অচ্ কর্তৃবা)। বিণ। ২। দেশবিশেষ। কেশ—ধৃ + অচ্ অধিবা। বি; পুং।

কেশপক্ষ, -পাশ, -হস্ত—উৎকৃষ্ট কেশ-রাশি। কেশের পক্ষ, পাশ, হস্ত (প্রাশস্ত্যার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশপাশী—কেশের শিখা, ঢ়া। কেশপাশ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কেশপ্রসাধন—চুল বাঁধা; কেশকে নানা-ভাবে সজ্জিত ও সুগন্ধি করণ। কেশের প্রসাধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কেশব—কৃষ্ণ, বিষ্ণু। ক (ব্রহ্মা) + ঈশ (শিব) = কেশ; কেশ—বা (পাওয়া) + ক কর্তৃবা; অথবা কে (জলে) শব (অর্থাৎ তদ্বৎ ভাসমান), অলুক্ ৭মীতৎ; অথবা, কেশ (কেশী দৈত্য)—বা (বধ করা) + ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কেশবপন—কেশ মুণ্ডন করা, চুল কাটিয়া ফেলা। কেশের বপন (মুণ্ডন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কেশবপ্রিয়া—লক্ষ্মী। কেশবের প্রিয়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কেশবায়ুধ—বিষ্ণুর অস্ত্র; সুদর্শন চক্র। কেশবের আয়ুধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কেশবিন্যাস—কবরীবন্ধন, খোঁপা বাঁধা; কেশরচনা। কেশের বিন্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশবেশ—কবরীবন্ধন, কেশবিন্যাস; চুলের খোঁপা। কেশের বেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশমার্জ্জ(র্জ)ক—কঙ্কতিকা, চিরুণী। কেশের মার্জ্জক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কেশমার্জ্জ(র্জ)ন—চুল আঁচড়ান; চিরুণী।

কেশের মার্জ্জন (মার্জ্জনা বা মার্জ্জনাকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কেশমার্জ্জ(র্জ)নী—চিরুণী। কেশের মার্জ্জনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কেশ-মুণ্ডন—ক্ষুর দ্বারা মাথার চুল চাঁচিয়া দেওয়া, মাথা নেড়া করা। কেশের মুণ্ডন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কেশর, কেসর—১। পুষ্পের পাপ্‌ড়ির মধ্যস্থলে কেশের মত যে সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে তাহা, পুষ্পরেণু ; বকুল ফুল। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। সিংহ অশ্ব ইত্যাদির ঘাড়ের চুল ; বকুল গাছ ; নাগকেশর বৃক্ষ ; মুরানামক গন্ধদ্রব্য ; পুন্নাগ বৃক্ষ। কে (জলে)—শৃ (শীর্ণ করা) + অপ্‌ কর্ম্মবা ; কে—সৃ (গমন করা) + অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কেশরকুলি(নি)—বাঙ্গালার একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বাং প্র। বি।

কেশরচনা—কবরীবন্ধন, চুল বাঁধা। কেশের রচনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কেশরঞ্জন—ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ, ভীমরাজ গাছ। কেশ—রন্‌জ্‌ + ণিচ্‌ + অন কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কেশরাজ—ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ। কেশ—রাজ্‌ + ঘঞ্‌ করণবা। বি ; পুং।

কেশরি -কিশোর, -কিশোরক, -শাবক—সিংহশাবক। কেশরীর কিশোর, কিশোরক, শাবক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কেশরিসুত—সিংহশাবক ; (রামায়ণ) হনুমান্‌। কেশরীর সুত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কেশরী (-রিন্‌), **কেসরী** (-রিন্‌)—সিংহ ; হনুমানের পিতা, বানরবিশেষ ; পুন্নাগবৃক্ষ ; নাগকেশরবৃক্ষ ; বীজপূরকবৃক্ষ ; (শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। কেশর, কেসর + ইন্‌ আছে অর্থে। বি ; পুং।

কেশসংস্কার—চুল আঁচড়ান, চুল বাঁধা ; কেশের বিবিধ প্রসাধন। কেশের সংস্কার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কেশস্পর্শ—চুল ছোঁওয়া ; সামান্যমাত্রও ক্ষতি। কেশের স্পর্শ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কেশহস্ত—'কেশপক্ষ' দ্রঃ।

কেশাকর্ষণ—চুল ধরিয়া টানা। কেশের আকর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কেশাকেশি—পরস্পর কেশগ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ, চুলাচুলি। কেশে কেশে গ্রহণ করিয়া যে যুদ্ধ এই অর্থে, বহুব্রী (ক্রিয়াব্যতীহার অর্থে ইচ্‌-প্রত্যয়)। ক্রি-বিণ।

কেশাগ্রস্পর্শ—চুলের ডগা ছোঁওয়া ; সামান্যমাত্র ক্ষতি, একটুও অনিষ্ট। কেশাগ্রের স্পর্শ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কেশান্ত—১। কেশচ্ছেদনরূপ সংস্কার-বিশেষ [এই সংস্কার ব্রাহ্মণের ষোড়শ বৎসরে, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বৎসরে এবং বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশ বৎসরে করিতে হয়]। কেশের অন্ত যাহাতে, বহুব্রী। ২। কেশপ্রান্ত, চুলের ডগা। কেশের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কেশাবমর্ষণ—কেশাকর্ষণ, চুল ধরিয়া টানা ; কেশস্পর্শ, চুল ধরা (অপমানার্থে)। কেশের অব (অনুপযুক্তরূপে)-মর্ষণ (স্পর্শ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কেশিক—প্রশস্ত-কেশযুক্ত। কেশ + ইক (ঠন্‌) আছে অর্থে। বিণ।

কেশিনী—১। (রামায়ণ) সগরের একটি পত্নী ; (মহাভারত) দময়ন্তীর সঙ্গিনী ; জটামাংসী ; চোরপুষ্পী। বি ; স্ত্রী। ২। প্রশস্ত-কেশযুক্তা। কেশ + ইন্‌ প্রাশস্ত্যার্থে + ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। পুং—কেশী (কেশিন্‌)।

কেশিমথন—কৃষ্ণ, বিষ্ণু। কেশীর মথন (বধকর্ত্তা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কেশিয়ার—খাজাঞ্চী, কোষাধ্যক্ষ। ইং cashier. বি।

কেশি-সূদন, -নিসূদন—কেশব, বিষ্ণু। উপতৎ ; কেশিন্‌—সূদ্‌ + ণিচ্‌ + অন কর্ত্তৃবা ; কেশিন্‌—নি—সূদ্‌—ণিচ্‌ + অন কর্ত্তৃবা ; অথবা, কেশরীর সূদন, নিসূদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কেশিহা (-হন্‌)—কৃষ্ণ, বিষ্ণু। উপতৎ ; কেশিন্‌ (অসুরবিশেষ)—হন্‌ + ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কেশী (কেশিন্‌)—১। প্রশস্ত-কেশবিশিষ্ট, উত্তমকেশযুক্ত। বিণ। স্ত্রী—কেশিনী। ২। দৈত্যবিশেষ, কংসরাজের মল্ল [চরিতাবলী দ্রঃ] ; সিংহ। কেশ + ইন্‌ প্রাশস্ত্য অর্থে। বি ; পুং।

কেশুর, কেসুর—তৃণবিশেষ ; উক্ত তৃণের মূল। 'কশেরু'-শব্দজ। বি। [বি।

কেশে—তৃণবিশেষ, কাশতৃণ। 'কাশ'-শব্দজ।

কেশেদানা—সাগুর ন্যায় একপ্রকার দানা, নকল সাগু। বাং প্র। বি।

কেশেল—১। কাশীবাসী দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ; কাশীর শবদাহকারী দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ। বি। ২। দুশ্চরিত্র ; হীনজন্মা। 'কাশীয়াল' (কাশী + আল < ওয়ালা নিবাসার্থে)-শব্দের দ্রুতোচ্চারিত রূপ বা অভিশ্রুতি। বিণ।

কেষ্ট—কৃষ্ণ। 'কৃষ্ণ'-শব্দজ। বাং প্র। বি।

কেষ্ট পাওয়া—মারা যাওয়া।

কেষ্টঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

কেষ্টবিষ্টু—গণ্যমান্য, হোমরাচোমরা ব্যক্তি। 'কৃষ্ণবিষ্ণু'-শব্দজ। বাং প্র। বি।

কেষ্টলীলা—গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ ; কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কীর্ত্তন ; (ব্যঙ্গার্থে) প্রেমঘটিত ব্যাপার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কেস—ঘটনা, ব্যাপার ; মোকদ্দমা ; আবরণ ; ঢাকনি ; আলমারি ('বুক—', 'শো—')। ইং case. বি।

কেসর—'কেশর' দ্রঃ।

কেসরী (-রিন্‌)—'কেশরী' দ্রঃ।

কেসুর—'কেশুর' দ্রঃ।

কেস্‌সা—১। কেচ্ছা, নিন্দা। 'কুৎসা'-শব্দজ। ২। বিবরণ ; গল্প। আর্বীমূলক। বি।

কেহ—কোন ব্যক্তি, কোন লোক। বাং প্র। সর্ব্ব।

কেহরি—কেশরী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কেহু—কোন জন, কেহ। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কৈ—১। কোন্‌ স্থানে, কোথায়। 'ক'-শব্দজ। অব্য। ২। কৈ মাছ। 'কবয়ী'-শব্দজ। বি।

কৈকয়ী—(রামায়ণ) কেকয়রাজের কন্যা, ভরতের মাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। কেকয় + অণ্‌ অপত্যার্থে + ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কৈকেয়—কেকয় দেশের রাজা। কেকয় + অণ্‌ অধিপতি অর্থে (নিপাতনে)। বি ; পুং।

কৈকেয়ী—(রামায়ণ) কেকয়রাজের কন্যা, ভরতের মাতা। কৈকেয় + অণ্‌ অপত্যার্থে + ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কৈঙ্ক(ৎক)র্য্য(র্য)—কিঙ্করত্ব, দাসত্ব, চাকরী। কিঙ্কর + ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব।

কৈছন, কৈসন—কিরূপ, কিপ্রকার। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কৈছনে, কৈসনে—কিরূপে, কেমন করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

কৈছে—কহিতেছে। প্রাদে। ক্রি।

কৈছে, কৈসে—কিরূপে, কিপ্রকারে ("বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়ব")। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

কৈটভ—(বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে জাত) দানব-বিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। কীটভ + অণ্‌ স্বার্থে। বি ; পুং।

কৈটভজিৎ—নারায়ণ, বিষ্ণু। উপতৎ ; কৈটভ—জি + ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

কৈটভারি—কৈটভশত্রু, নারায়ণ। কৈটভের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কৈতব—ছল, প্রতারণা ; দ্যূতক্রীড়া। কিতব + অণ্‌ তৎকর্ম্মার্থে। বি ; ক্লীব।

কৈতববাদী (-বাদিন্‌)—কপটভাষী, মিথ্যাভাষী। উপতৎ ; কৈতব—বদ্‌ + ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী।

কৈতবরহিত—ছলনাবিহীন, অকপট ('—প্রেম')। কৈতবের দ্বারা রহিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কৈতবিনী—কপটযুক্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ ; স্ত্রী। [ক্রি।

কৈনু—কহিলাম ; করিলাম। প্রাঃ কবিপ্র।

কৈন্দ্রিক—কেন্দ্রসম্বন্ধীয়, কেন্দ্রবিষয়ক, কেন্দ্রগত। কেন্দ্র + ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। বি—কেন্দ্র।

কৈফিয়ৎ, কৈফিয়ত—নিজ দোষাদির কারণপ্রদর্শন ; নিজসম্বন্ধে অভিযোগের উত্তর ; হিসাবে জমা হইতে খরচ বাদ দিয়া

যাহা বাকী থাকে তাহা। আর্বী। বি।

কৈফিয়ৎ কাটা—জমা খরচের পরে উদ্বৃত্ত দেখান; কোন বিষয়ে দোষারোপ করিলে তাহা কাটাইবার জন্য উত্তর দেওয়া।

কৈফিয়ৎ তলব করা—কারণ দেখাইতে বলা; জবাব চাওয়া।

কৈফিয়তি, -তী—জবাবী, কারণপ্রদর্শক; হিসাবনিকাশী। কৈফিয়ৎ+ই, ঈ সম্বন্ধ-অর্থে। বিণ।

কৈবর্ত্ত(র্ত)—ধীবর, দাশজাতি, জেলে; নিষাদের ঔরসে অয়োগবীজাত জাতিবিশেষ। কেবর্ত্ত+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

কৈবল্য—সংসার-মুক্তি, পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর বন্ধনরূপ দুঃখের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ, শুদ্ধ পরমাত্মভাব, আত্মার পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি। কেবল+ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

কৈবল্যদ—মুক্তিদাতা। উপতৎ; কৈবল্য—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

কৈবল্যদাতা (-দাতৃ)—মোক্ষদ, মুক্তি-প্রদানকারী। কৈবল্যের দাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —দাত্রী।

কৈবল্যদায়ী (-দায়িন্)—মুক্তিপ্রদান-কারী, মোক্ষদাতা। উপতৎ; কৈবল্য—দা+ +ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দায়িনী।

কৈমিতিক—রাসায়নিক; রসায়নশাস্ত্রবিৎ। কিমিতি (রসায়নশাস্ত্রের মূল)+ইক সম্বন্ধার্থে, বিদিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ত্তিকী।

কৈমুতিক—ন্যায়বিশেষ। কিমুত+ইক সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

কৈমুতিক-ন্যায়—ন্যায়বিশেষ [ক্ষুদ্রের কার্য্য দেখিয়া মহতের কার্য্যসম্ভাবনাকে কৈমুতিক-ন্যায় বলে। যথা—যে ভার দুর্ব্বলে বহন করিতে পারে, তাহা যে বলবান্ ব্যক্তি বহন করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আর বলি-বার কি আছে? অর্থাৎ—নিশ্চয়ই পারিবে]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৈরব—১। কুমুদ, শ্বেতোৎপল। কে (জলে) —রৈ (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃবা=কেরব (হংস); কেরব+অণ্ প্রিয়ার্থে। বি; ক্লীব। ২। ধূর্ত্ত; শত্রু। বি; পুং।

কৈরবিণী—১। কুমুদিনী, কুমুদের ঝাড়। কৈরব+ইন্ আছে অর্থে, সমূহার্থে+ঈপ্। ২। চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। কৈরবিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৈরবী (-বিন্)—কুমুদপতি, চন্দ্র। কৈরব+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কৈরবী—১। চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; মেথিকা, মেথি। কৈরব+অণ্ হিতার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। একপ্রকার ফুল ও তাহার গাছ। প্রাদে। বি।

কৈরাত—১। ব্যাধতুল্য বলবান্; কিরাত-দেশজাত; কিরাত-সম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, —তী। ২। সম্বরচন্দন; ভূনিম্ব। কিরাত+অণ্ ভবাদি অর্থে। বি; ক্লীব।

কৈল, কৈলা—কহিল, বলিল; করিল। বাং 'কহ্' অথবা 'কর্' ধাতুজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

কৈলা—১। গোবৎস, বাছুর। বি। ২। অতি শিশু ('—বাছুর')। 'কপিলা'-শব্দজ। বিণ।

কৈলাস—শিব ও কুবেরের বাসস্থান পর্ব্বত-বিশেষ; হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। কৈল (কেলিসমূহ)—আস্ +ঘঞ্ অধিবা; অথবা, কেলাস (স্ফটিক)+ অণ্ সদৃশার্থে। বি; পুং।

কৈলাস-নাথ, -পতি—শিব; কুবের। কৈলাসের নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৈলাসশিখরী (-শিখরিন্)—শিব; কুবের; কৈলাস-পর্ব্বত। কৈলাসশিখর+ইন্; ৩য় অর্থে কর্ম্মধা। বি; পুং।

কৈলাসেশ্বর—শিব; কুবের। কৈলাসের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৈশিক—১। কেশসম্বন্ধীয়; কেশতুল্য; (পদার্থবিদ্যা) কেশবৎ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত (capillary). কেশ+ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। ২। শৃঙ্গাররস; কাম। বি; পুং।

কৈশিকতা—(পদার্থবিদ্যা) কেশসদৃশ সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট (কৈশিক) নল তরলদ্রব্যে ডুবাইলে যে অন্তঃ ও বহিঃ প্রবাহের ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা (capillarity). কৈশিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কৈশিকাকর্ষণ—(পদার্থবিদ্যা) জড়পদার্থের যে শক্তি দ্বারা সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট নলে তরলবস্তু আকৃষ্ট হইয়া উঠে তাহা (capillary attraction). কৈশিক আকর্ষণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কৈশিকাবনতি—(পদার্থবিদ্যা) কৈশিক নলের অভ্যন্তরে কোন তরল পদার্থ অবনত হইয়া পড়িলে তাহার ভাব (capillary depression). কৈশিকী অবনতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কৈশিকী—১। নাটক-প্রসিদ্ধ রচনাবিশেষ; কৌশিকী, শৃঙ্গাররসানুকূল বৃত্তি। বি; স্ত্রী। ২। কেশসম্বন্ধীয়; কেশবৎ সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্টা। কৈশিক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৈশিকোন্নতি—(পদার্থবিদ্যা) কৈশিক নলের অভ্যন্তরে কোন তরল পদার্থ উন্নত হইয়া উঠিলে তাহার ভাব (capillary elevation). কৈশিকী উন্নতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কৈশোর—যৌবনের পূর্ব্বাবস্থা, দশম বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কাল। কিশোর +অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

কৈসন, কৈসনে, কৈসে—যথাক্রমে 'কৈছন', 'কৈছনে' ও 'কৈছে' দ্রঃ।

কো—১। কে, কোন্ ব্যক্তি। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। ২। ব্রজবুলিতে দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন।

কোই—কেহ, কোন ব্যক্তি; কাহাকেও। সংস্কৃত 'কো(কঃ)হি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কোইল—কোকিল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কোং—দল, সম্প্রদায়; ব্যবসায়িবৃন্দ, সওদাগরসম্প্রদায়। 'কোম্পানী' (ইং company)-শব্দের সংক্ষেপ। বি।

কোঁক, কোঁখ—উদর, জঠর। 'কুক্ষি'-শব্দজ। বি। [জড়সড়। 'কুঞ্চিত'-শব্দজ। বিণ।

কোঁকড়, কোঁকড়া—কুঞ্চিত; বক্র; কুটিল;

কোঁকড়ান—১। কুঞ্চিত; বক্র; কুণ্ঠিত। কোঁকড়া+আন কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বিণ। ২। কুঞ্চিত হইয়া আসা। 'কুন্চ্'-ধাতুজ। ক্রি।

কোঁকান—যন্ত্রণাদিতে কোঁ কোঁ শব্দ করা, অনুচ্চস্বরে গোঙান। বাং ক্রি।

কোঁকানা—কোঁ কোঁ শব্দকারী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

কোঁচ—১। সঙ্কোচন, গুটানভাব। 'কুঞ্চন'-শব্দজ। ২। মাছ মারিবার অস্ত্রবিশেষ; কুচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলের জাতিবিশেষ। প্রাদে। বি।

কোঁচকা—সঙ্কোচন; সন্দেহ, সংশয়, ধোঁকা। বাং প্র। বি।

কোঁচকান—১। কোঁকড়ান; গুটান। 'কুন্চ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। সঙ্কুচিত, গুটান। কোঁচ্কা+আন কর্ম্মবা। বিণ।

কোঁচড়—ক্রোড়দেশস্থ বস্ত্রাংশ। 'ক্রোড়াঞ্চল'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

কোঁচা—বস্ত্রের কুঞ্চিত অগ্রভাগ। 'কুঞ্চন'-

কোঁচান—১। কুঞ্চিত করা; কোঁচা রচনা করা। 'কুন্চ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। কুঞ্চিত। কোঁচা+আন কর্ম্মবা। বিণ।

কোঁড়, কোঁড়া—বংশাঙ্কুর; উদ্ভিদের নূতন অঙ্কুর (কলাগাছের কোঁড়); কুঁড়ি। 'অঙ্কুর'-শব্দজ। বি।

কোঁত, কোঁথ—কুন্থন। 'কুন্থন'-শব্দজ। বি।

কোঁতকা, কোঁৎকা—লগুড়, মোটা লাঠি। তুর্কী 'কুৎকা'-শব্দজ। বি।

কোঁতান, কোঁথান—কোঁত দেওয়া, কোঁত পাড়া; কাতর শব্দ করা। 'কুন্থ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

কোঁদল—কোন্দল, ঝগড়া, বিবাদ। 'কন্দল'-শব্দজ। বি। বিণ—কুঁদুলে (কোঁদলিয়া)।

কোঁদা—১। কুঁদযন্ত্রে প্রস্তুত। বাং প্র। বিণ। ২। কুঁদযন্ত্রে প্রস্তুত করা; কুর্দ্দন করা, লাফান। প্রাঃ কবিপ্র। 'কুন্দ' বা 'কুর্দ্দ'-ধাতুজ। ক্রি।

কোঁস্তা—সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা। প্রাদে। বি।

কোক—১। চক্রবাক; ভেক; জ্যেষ্ঠী, টিকটিকী। কুক্ (আচ্ছাদন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। পোড়া পাথুরিয়া কয়লা, কোক কয়লা। ইং coke. বি।

কোকদেব—কপোত, পায়রা। কোক—দিব্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কোকনদ—রক্তপদ্ম; রাঙ্গা শুঁদী। কোক (চক্রবাক)—নদ্ (পিচের অর্থযুক্ত)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কোকনদচ্ছবি—রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট। কোকনদের ছবির (কান্তির) ন্যায় ছবি যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি; পুং।

কোকবন্ধু—সূর্য্য। কোকের বন্ধু, ৬ষ্ঠীতৎ।

কোকিল—বসন্তসখা, পিক। কুক্ (গ্রহণ করা)+ইলচ্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কোকিলকণ্ঠ—১। কোকিলের কণ্ঠ; কোকিলের কণ্ঠস্বর। কোকিলের কণ্ঠ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। কোকিলের ন্যায় সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। কোকিলের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কণ্ঠা, -কণ্ঠী।

কোকিলপ্রিয়া, -বধূ—কোকিল-স্ত্রী, কোকিলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কোকিলাক্ষ—১। কোকিলের ন্যায় (রক্ত) নেত্রবিশিষ্ট, লোহিতচক্ষুঃ। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী। ২। বৃক্ষবিশেষ, তালমাখনা; করবীরবৃক্ষ। কোকিলের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত ষচ্)। বি; পুং।

কোকিলেক্ষু—ইক্ষুবিশেষ, কাজ্‌লা আক। কোকিলকৃষ্ণ ইক্ষু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কোঙর, কোঙার—তনয়, সন্তান। 'কুমার'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি; পুং। স্ত্রী,—রী।

কোঙা(ঙ্গা)—বক্রদেহ, কুজদেহ, কুঁজা। 'কুজা'-শব্দজ। প্রাদে। বিণ।

কোঙার—'কোঙর' দ্রঃ।

কোঙ্গা—'কোঙা' দ্রঃ।

কোচ—১। জাতিবিশেষ, কুচবিহারের আদিম অধিবাসী, তিওর; দেশবিশেষ। কুচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। অশ্বযান, ঘোড়ার গাড়ী। ইং coach. ৩। পর্য্যঙ্ক, পালঙ্ক। ইং 'couch'-শব্দজ। বি।

কোচওয়ান, কোচোয়ান—অশ্ব-শকট-চালক, ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান। ইং 'coachman'-শব্দজ। বি।

কোচবাক্স—ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের বসিবার আসন। ইং 'coach-box'. বি।

কোচম্যান—কোচওয়ান (তাহা দ্রঃ)।

কোজাগর—আশ্বিনী পূর্ণিমা [কঃ (কে)+জাগর (যে জাগে)। লক্ষ্মী বলেন—আজি নারিকেলের জল পান করিয়া কে জাগিয়া আছে এবং পাশা খেলিতেছে? তাহাকে আমি সম্পত্তি প্রদান করিব;—"নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্ত্তীতিভাষিণী। তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ।" "নারিকেলোদকং পীত্বা কো জাগর্ত্তি মহীতলে।"]। কঃ জাগর্ত্তি ইহাতে, বহুব্রী (পৃষোদরাদি)। বি; পুং। স্ত্রী,—রী।

কোট—১। দুর্গ, কেল্লা; নিরাপদ্ স্থান; ঘর, আবাস ("যে যার কোটে ফিরে এসেছি"—শরৎচন্দ্র)। কুট্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, জিদ্; আপনার স্থান বা গণ্ডী। 'কোট্ট'-শব্দজ। ৩। দেহাবরণ, জামা। ইং 'coat'-শব্দজ। ৪। বিচারালয়, আদালত; খেলার ঘর বা ছক। ইং 'court'-শব্দজ। বি।

কোটক—গৃহনির্ম্মাণকারক জাতি, ঘরামি। কুট্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [বি।

কোটন—চূর্ণন; খণ্ড খণ্ড করণ। 'কুট্ট'-ধাতুজ।

কোটনা—১। রমণদূত, স্ত্রীপুরুষের অবৈধ মিলনসাধক; যে একের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া অপরের মন ভাঙ্গায় (প্রাদে)। 'কুট্টনী'-শব্দজ (কুটনী+আ পুংলিঙ্গে)। বি; পুং। স্ত্রী—কুটনী। ২। তরকারি কাটা বা কুচান। 'কুট্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ৩। কুটনা, কাটা তরকারি। 'কুট্'-ধাতুর সমানার্থক কর্ম্মরূপে প্রযুক্ত। বি।

কোটনাগিরি, -পনা, কোটনাম, কোটনামি—সুরতদৌত্য, স্ত্রীপুরুষের অবৈধমিলনসাধন; একের বিরুদ্ধে অন্যকে উত্তেজিত করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলা (প্রাদে)। কোটনা+গিরি, পনা, ম, মি ভাবার্থে, কর্ম্মার্থে। বি।

কোর্টফি—মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য বিচারালয়ে দেয় শুল্ক। ইং court fee. বি।

কোটবী—বিবস্ত্রা নারী; কালী। উপতৎ; কোট (কৌটিল্য)—বা+ক কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কোটর—বৃক্ষস্থ গহ্বর, খোঁড়ল বা খোঁদল; (শারীরবিদ্যা) চক্ষু ইত্যাদির গর্ত্ত বা খোল ('অক্ষি—') (socket). উপতৎ; কোট (কৌটিল্য)—রা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

কোটরগত—কোটরস্থ, কোটরমধ্যে প্রবিষ্ট; নীচু, বসা ('—চক্ষু')। কোটরকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

কোটরপ্রবিষ্ট—কোটরপ্রাপ্ত, যাহা গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছে এরূপ। কোটরে প্রবিষ্ট, ৭মীতৎ। বিণ। [বাং প্র। বি।

কোটশাল—লোহা প্রস্তুতের কারখানা।

কোটা—১। অট্টালিকা, ইষ্টকময় গৃহ; পাকা বাড়ী, দালান; কক্ষ, কুঠরী; গৃহ; স্থান। 'কোষ্ঠ'-শব্দজ। বি। ২। কুটা, ছোট ছোট করিয়া কাটা বা কুচান; চূর্ণ করা, গুঁড়ান; ঠোকা ('কপাল—')। 'কুট্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

কোটাল—১। নগরপাল; প্রহরী, চৌকীদার; কোতোয়াল। সংস্কৃত 'কোষ্ঠপাল' বা ফার্সী 'কোতোয়াল'-শব্দজ। ২। নদী প্রভৃতির জলোচ্ছ্বাস বা জোয়ার। 'কটাল'-শব্দজ। বি।

কোটালিয়া—নগরপাল; প্রহরী, পাহারাওয়ালা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কোটালী—থানা, ফাঁড়ি; কোটালের কাজ। কোটাল+ঈ স্থানার্থে, কর্ম্মার্থে। বি।

কোটি, কোটী—১। খড়্গাদির প্রান্ত; ধার; ধনুকের অগ্রভাগ; বস্তুমাত্রের অগ্রভাগ; শতলক্ষ সংখ্যা, ক্রোর; উৎকর্ষ; বিবাদনির্ণয়ার্থ পূর্ব্বপক্ষ বা প্রশ্ন; (জ্যামিতি) সমকোণী ত্রিভুজক্ষেত্রের ভূমি ও কর্ণরেখা ভিন্ন রেখা, ভূমি হইতে উত্থিত লম্ব-রেখা (ordinate); কোন কোণের সহিত যে কোণ যোগ করিলে সমকোণ হয় তাহা (complement). কুট্+ইঞ্ ভাববা, কর্ত্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। কোটিসংখ্যা-পরিমিত। বিণ; স্ত্রী। ৩। জেদ, কোট। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কোটি(টী)কল্প—শতলক্ষকল্প, ব্রহ্মার কোটি দিন; অনন্তকাল, চিরদিন। কোটি(টী)-সংখ্যক কল্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কোটি(টী)কল্পব্যাপী (-ব্যাপিন্), -স্থায়ী (-স্থায়িন্)—অনন্তকালস্থায়ী, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া বর্ত্তমান আছে এরূপ; অবিনশ্বর। উপতৎ; কোটি(টী)কল্প—বি—আপ্, স্থা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ব্যাপিনী, —স্থায়িনী।

কোটি(টী)পতি—কোটিমুদ্রার অধিপতি, যাহার কোটি টাকা আছে এরূপ ব্যক্তি; অতিশয় ধনবান্ লোক। কোটি(টী)র পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কোটিশ—লোষ্ট্রভেদক অস্ত্র; চাষের মই। উপতৎ; কোটি (অগ্রভাগ)—শো+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কোটী—'কোটি' দ্রঃ।

কোটীপতি—'কোটিপতি' দ্রঃ।

কোটীশ—১। কোটিশ (সকল অর্থে)। কোটী—শো+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। কোটিমুদ্রার অধীশ্বর, ক্রোরপতি। কোটির বা কোটীর ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কোটীশ্বর—কোটিমুদ্রার অধিপতি, ক্রোরপতি। কোটির বা কোটীর ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —রী।

কোটেশন—উদ্ধারচিহ্ন, শব্দ বা বাক্য অন্য-কথিত—ইহা দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন (" "); মূল্যতালিকায় নির্দ্দিষ্ট মূল্য, ব্যবসায়ী যে দরে মাল সরবরাহ করিতে পারে তাহা। ইং quotation. বি।

কোট্ট—দুর্গ, গড়; গৃহ, ঘর। কুট্ট্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

কোট্টপাল—দুর্গরক্ষক; কোতোয়াল, কোটাল। উপতৎ; কোট্ট (গৃহ)—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

কোট্টবী—বিবস্ত্রা স্ত্রী; মুক্তকেশী নারী; কালী; বাণ-মাতা। উপতৎ; কোট্ট—বা+ক কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কোঠা—ইমারত, পাকাবাড়ী; কুঠরী, কামরা; পর্য্যায়, শ্রেণী ('বড়লোকের—', 'পঞ্চাশের—')। 'কোষ্ঠ'-শব্দজ। বি।

কোঠি, কোঠী—পাকাবাড়ী; কামরা; মোকাম, বাসস্থান। 'কোষ্ঠিকা'-শব্দজ। বি।

কোড়া—১। কশা, চাবুক। হিন্দীমূলক। ২। মূল; অঙ্কুর। বি। ৩। খনন করা, খুঁড়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ৪। কুড়ানো শস্য ('নারিকেল—')। কুড়্+আ কর্ম্মবা। বি।

কোণ—১। গৃহাদির একপার্শ্ব; কোটি; (জ্যামিতি) যেখানে সরল-রেখা-দ্বয় পরস্পর মিলিত হয় তাহা (angle); সূক্ষ্ম প্রান্ত; ধার, প্রান্ত (এক কোণে পড়ে আছি); গৃহাভ্যন্তর; দুই দিকের মধ্যস্থ দিক ('বায়ু—')। কুণ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং। বিণ—কোণীয়, কৌণিক। **কোণের বউ**—অন্তঃপুরচারিণী বধূ, নব-বধূ, নতুন বৌ।

কোণকানাচ—অন্ধিসন্ধি, গলি ঘুঁজি, আঁদাড়-পাঁদাড়। বাং প্র। দ্বন্দ্ব। বি।

কোণকুণ—কেশকীট, উকুণ। উপতৎ; কোণ (মস্তকের একদেশ)—কুণ্ (চলা)+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

কোণ-গাদা, -ঠাসা—যাহাকে এককোণে চাপিয়া ধরা বা ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এরূপ; অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত; বে-কায়দায় পড়িয়াছে এমন; একঘরে। কোণে গাদা, ঠাসা, ৭মীতৎ। বিণ।

কোণ-ঘেঁষা—কুণো, লাজুক, যে সর্ব্বদা নিরিবিলি থাকিতে চায় এমন। কোণে ঘেঁষে যে, উপতৎ। বিণ।

কোণবীক্ষণ—কোণ-নিরূপণ যন্ত্র, কোণ-পরিমাপক যন্ত্র (conoscope)। কোণের বীক্ষণ হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

কোণা—১। কোণ। কোণ+আ (বাং) স্বার্থে। ২। প্রান্ত, ধার; ধান্যাদির কণা। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। পাণের সংখ্যা, ৩০ সংখ্যা; চতুর্থাংশ, সিকিভাগ; কোণাচ; কুণিকা। প্রাদে। বি। ৪। কোণবিশিষ্ট (তিন-কোণা ঘর)। কোণ+আ (বাং) আসক্তার্থে। বিণ।

কোণাকুণি, -কোণি—১। কোণে কোণে, কোণে কোণে মিলাইয়া, এক কোণ হইতে সোজা বিপরীত কোণাভিমুখে। ক্রি-বিণ। ২। এক কোণ হইতে তাহার সম্মুখবর্ত্তী কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, টেরচা। বাং প্র। বিণ।

কোণাচ—মেটে ঘরের চালের কাঠামোর কোণস্থিত কাঠ বা বাঁশ। প্রাদে। বি।

কোণানুপাত—(গণিত) সমকোণী ত্রিভুজের বাহুসমূহের বা কোণসমূহের আনুপাতিক পরিমাপ (trigonometrical ratios). কোণ-সম্বন্ধীয় অনুপাত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কোণি—নুলো, হাত-খোঁড়া। কুণ্+ইন্ কর্তৃবা। বিণ।

কোতওয়াল, কোতোয়াল—শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারী, চৌকিদার; নগররক্ষক, নগরপাল। ফার্সী 'কোৎবাল'-শব্দজ। বি।

কোতরা—মাতগুড়, ঝোলা গুড়। প্রাদে। বি।

কোতোয়ালি, -লী—কোতোয়ালের কাজ; থানা। ফার্সীমূলক। বি।

কোথলী—বৈষ্ণবের ভিক্ষাঝুলি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কোথা—১। কোন্ স্থান (কোথাকার, কোথা থেকে)। কো (<কোন্)+থা (<স্থান)। সর্ব্ব। ২। কোন্ স্থানে। 'কুত্র'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

কোথাকার—কোন্ স্থানের। কোথা+কার সম্বন্ধার্থে। সর্ব্ব (৬ষ্ঠী বিভক্তি)।

কোথায়—কোন্ স্থানে, কোন্‌খানে। 'কুত্র'-শব্দজ। সর্ব্ব (সপ্তমী বিভক্তি)।

কোদণ্ড—১। ধনুক; ভ্রূ, ভুরু। কু (শব্দকারী) দণ্ড যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। দেশবিশেষ; ধনুরাশি। কুণ্+অণ্ডচ্ কর্তৃবা, নিপাতনে। বি; পুং।

কোদণ্ডটঙ্কার—ধনুর্গুণ টানিবার টং টং শব্দ। কোদণ্ডের টঙ্কার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বাং ক্রি (নামধাতু)।

কোদলান—কোদাল দিয়া মাটি কাটা।

কোদাল, কোদালি—মৃত্তিকাখননের একপ্রকার অস্ত্র। 'কুদ্দাল'-শব্দজ। বি।

কোদাল পাড়া, -মারা—কোদাল দিয়া মাটি কাটা।

কোদালিয়া, কোদালে—কোদাল দ্বারা ভূমিখননকারী; কোদাল দিয়া কোপান মাটির মত ('—মেঘ')। কোদাল+ইয়া, এ। বি বা বিণ।

কোদো—একপ্রকার শস্য, কোদোধান, কোদো ঘাস হইতে জাত শস্য। 'কোদ্রব'-শব্দজ। বি।

কোদ্রব—কোদো (তাহা দ্রঃ)। কো—দ্রু+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। [কবিপ্র। বি।

কোধ—রোষ, কোপ। 'ক্রোধ'-শব্দজ। প্রাঃ

কোন্—নির্দ্ধারণ বা প্রশ্নবাচক শব্দ; কিরূপ, কিপ্রকার। 'কো-নু' শব্দদ্বয়-জাত। সর্ব্ব-বিণ।

কোন—কেহ, কেউ; অনির্দ্দিষ্ট এক। 'কিম্'-শব্দজ। বিণ।

কোনও, কোনো—অনির্দ্দিষ্ট, অবশিষ্ট। হিন্দীমূলক, অথবা 'কো-নু' শব্দদ্বয় হইতে জাত। বিণ।

কোনা—কুনিকা; চালের কোণের কাঠ বা বাঁশ। প্রাদে। বি।

কোনাচ—কোণাচ (তাহা দ্রঃ)।

কোন্দল—বিবাদ, ঝগড়া। 'কন্দল'-শব্দজ। বি। [কোন্দল+ইয়া, এ শীলার্থে। বিণ।

কোন্দলিয়া, কোন্দলে—ঝগড়াপ্রিয়।

কোন্‌সুলি, কৌন্‌সুলি—ব্যবহারাজীব, বড় উকিল। ইং 'counsel'-শব্দজ। বি।

কোপ—১। ক্রোধ, রাগ; অসন্তোষ, বিরক্তি। কুপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—কুপিত, কোপন, কোপিত। ২। ধারাল অস্ত্রের আঘাত। বাং প্র। বি।

কোপ-কটাক্ষ—ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত, ক্রোধের সহিত একদৃষ্টিতে চাওয়া। কোপসূচক কটাক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

কোপ-জ্বলিত, -দীপ্ত—ক্রোধে অনল-তুল্য, অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ। কোপ দ্বারা জ্বলিত, দীপ্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কোপন—ক্রুদ্ধস্বভাব, সহজেই যাহার কোপ জন্মে এরূপ। কুপ্+অন কর্তৃবা। বিণ।

কোপন-প্রকৃতি, -স্বভাব—ক্রোধশীল, যে সহজেই ক্রুদ্ধ হয় এরূপ। কোপন প্রকৃতি, স্বভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কোপনা—সহজেই যে স্ত্রীর ক্রোধ জন্মে এরূপ; ক্রুদ্ধস্বভাবা। কোপন+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কোপনীয়—যাহার প্রতি ক্রোধ করা উচিত এরূপ, ক্রোধের যোগ্য। কুপ্+অনীয় সম্প্রবা। বিণ। বি—কোপ।

কোপ-পরবশ, -বশ—ক্রোধে অভিভূত, কোপনপ্রকৃতি। কোপের পরবশ, বশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কোপবান্ (-বৎ)—ক্রোধবিশিষ্ট, ক্রুদ্ধ। কোপ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

কোপা—কুণি, নুলো। বাং প্র। বিণ।

কোপান—কোদাল প্রভৃতি দ্বারা বার বার কোপ দেওয়া; কোপ মারিয়া কাটা; খড়্গাদির দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করা। বাং ক্রি।

কোপানল—ক্রোধাগ্নি, অগ্নির ন্যায় সর্ব্বনাশক ক্রোধ। কোপরূপ অনল, রূপক কর্ম্মধা; অথবা, কোপ অনলের ন্যায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

কোপাবিষ্ট—ক্রোধে অভিভূত, অতিশয় ক্রুদ্ধ। কোপ দ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

কোপিত—১। যাহার রাগ হইয়াছে এরূপ, রোষযুক্ত। কোপ+ইতচ্ জাতার্থে। ২। যাহাকে চটান হইয়াছে এরূপ। কুপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

কোপী (কোপিন্)—১। ক্রুদ্ধ, রোষান্বিত। বিণ। স্ত্রী—কোপিনী। বি—কোপ। ২। জলপারাবত। কোপ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

কোপ্তা—মশলা সহযোগে ভাজা ইত্যাদি মাংস। ফার্সী 'কোফ্‌তাহ্'-শব্দজ। বি।

কোব—কোপ, ক্রোধ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কোবালা—ভূম্যাদির হস্তান্তরসূচক পত্র, বিক্রয়পত্র। আর্বী। বি।

কোবিদ—জ্ঞানী, পণ্ডিত 'শাস্ত্র—'); নিপুণ ('রত—')। কো (বেদ)—বিদ্(জানা) +ক কর্তৃবা। বিণ।

কোবিদার—রক্তকাঞ্চন ; মন্দার, পারিজাত। উপতৎ ; কু (ভূমি) —বি—দ্‌ + অণ্ কর্তৃবা নিপাতনে। বি ; পুং।

কোমর—কটিদেশ, মধ্যভাগ, মাজা। ফার্সী 'কমর্'-শব্দজ। বি। **কোমর বাঁধা**—কার্য্যসাধনের জন্য উদ্যমী হওয়া। **কোমর ভাঙ্গা**—মাজা ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; (লক্ষ্যার্থে) নিরুদ্যম হওয়া, উৎসাহশূন্য হইয়া পড়া।

কোমরপাটা—শিশুদের কটিভূষণবিশেষ। কোমরের পাটা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কোমরবন্ধ—কটিবন্ধ, কোমর বাঁধিবার পেটী বা রজ্জু। ফার্সী 'কমরবন্দ্'-শব্দজ। বি।

কোমল—১। নরম, মৃদু ; উগ্র নহে, শান্ত ('—স্বভাব') ; মনোহর ; মধুর, ললিত। বিণ। ২। জল। কু+কলচ্ (নিপাতনে)। বি ; ক্লীব। বি,—লতা,—লত্ব।

কোমলচিত্ত—যাহার মন নরম ও দয়াপ্রবণ এমন। কোমল চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কোমলতা, কোমলত্ব—মৃদুতা ; মনোহরতা ; মাধুর্য্য, লালিত্য। কোমল+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—কোমল।

কোমলপ্রাণ, -হৃদয়—১। করুণার্দ্র হৃদয়। কোমল প্রাণ, হৃদয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দয়ার্দ্র অন্তঃকরণ। কোমল প্রাণ, হৃদয়, কর্ম্মধা। বি ; পুং, ক্লীব।

কোমলমতি—১। দয়ালু ; সরলান্তঃকরণবিশিষ্ট। কোমলা মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দয়ালু মন। কোমলা মতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

কোমলস্বভাব—১। কোমল প্রকৃতি, ঠাণ্ডা মেজাজ। কোমল স্বভাব, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। মৃদুপ্রকৃতিসম্পন্ন, নম্রস্বভাবযুক্ত। কোমল স্বভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

কোমলহৃদয়—'কোমলপ্রাণ' দ্রঃ।

কোমলা—অকঠিনা ; মনোহরা। কোমল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কোমলাঙ্গ—১। অকঠিনদেহ, যাহার শরীর অতিশয় কোমল এরূপ। কোমল অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গী, —ঙ্গা। ২। অকঠিন দেহ, মৃদু শরীর। কোমল অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কোমলায়ন—(রসায়ন) ক্রমশঃ তাপহ্রাসদ্বারা কর্দ্দমবৎ কোমলাবস্থায় আনয়ন ; তাপ এবং শৈত্যদ্বারা কাচ বা ধাতু মিশ্রণ করা (annealing). নবগঠিত সংস্কৃতানুকৃত শব্দ। বি ; ক্লীব।

কোমলাসন—মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত আসন। কোমল আসন, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

কোমলাস্থি—(শারীরবিদ্যা) নরম হাড়, নরম মাংসবৎ হাড় (cartilage). কোমল যে অস্থি, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। [বিণ ; স্ত্রী।

কোমলিনী—কোমলা। প্রাঃ কবিপ্র।

কোম্পানি, কোম্পানী—বণিক্‌সম্প্রদায়, যৌথ কারবার করিবার জন্য সমবেত সঙ্ঘ ; গভর্নমেণ্ট, রাজসরকার (প্রথমে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ; সেইজন্য পূর্ব্বতন ইংরাজ গভর্নমেণ্টকে কোম্পানি বলা হইত) ; (যুদ্ধে) পদাতিকসৈন্যদল-বিশেষ (কয়েকটি প্লাটুনে এক কোম্পানী হয়)। ইং company. বি। **কোম্পানির কাগজ**—গভর্ণমেণ্টকর্তৃক গৃহীত ঋণের স্বীকারপত্র (Government paper). **কোম্পানির মুলুক**—ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত স্থান ; (প্রাচীন) ইংরাজরাজত্ব।

কোয়—কাহাকেও। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

কোয়লা, কোয়েল, কোয়েলা—কোকিল। 'কোকিলা'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

কোয়া—কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের কোষ। 'কোষ'-শব্দজ। বি।

কোয়িল—কোকিল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কোর—১। বক্রতা, বাঁক ; কুটিলতা। 'কোণ' বা 'ক্রূর'-শব্দজ। ২। কলপ, মাড়। 'কৃষ্'-ধাতুমূলক। বাং প্র। ৩। ক্রোড়, কোল ("কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরি সঞ্চার" —নরোত্তমদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কোরক—মুকুল, কুঁড়ি ; পুষ্পের মুকুলের ন্যায় প্রথমাবস্থা ; মৃণাল ; কক্কোল। কুর্+ অক (বুন্) কর্ম্মবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

কোর-কাপ, কোর-কার—অসরলতা, বক্রতা, বাঁকচুর। প্রাদে। বি।

কোরকোদ্গম—কলি ধরা, কুঁড়ি হওয়া ; (গৌণার্থে) প্রথম উন্মেষ। কোরকের উদ্গম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কোরঙ্গী—ছোট এলাচ ; পিপ্পলী। কুর্+ অঙ্গচ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কোরণ্ড, কোরন্দ—কোষস্ফীতিরোগ, কুরণ্ড (hydrocele). 'কুরণ্ড'-শব্দজ। বি।

কোরফা, কোর্ফা—প্রজার অধীন ; যাহাদিগের জমির উপর স্বত্ব থাকে না এরূপ ('—প্রজা')। ফার্সী। বিণ। **কোরফা জোত**—জোতদারের নিকট হইতে যে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয় তাহা।

কোরফাস্বত্ব—জমীদারের নিকট গৃহীত সাক্ষাৎ স্বত্ব নহে, যে স্বত্ব জোতদারের নিকট হইতে লওয়া হয় (জোতদারের স্বত্ব নষ্ট হইলে কোরফাস্বত্ব নষ্ট হয়)।

কোরবান, কোর্ব্বান—বলি, উৎসর্গ ('জান—')। আর্বী। বি।

কোরবানি, কোর্ব্বা(র্বা)নি—ধর্ম্মোদ্দেশে মুসলমানদিগের পশুবলিদান। আর্বী। বি।

কোরমা, কোর্ম্মা(র্মা)—মাংসের কালিয়াবিশেষ, জল ছাড়া রান্না করা মাংস। তুর্কী। বি।

কোরস, কোরাস—গানের ধুয়া ; একসঙ্গে বহুলোকের গান। ইং chorus. বি।

কোরা—১। অব্যবহৃত, নূতন, আধোয়া ('—কাপড়')। হিন্দী (<কুষ্)। বিণ। ২। রজ্জু, দড়ি। প্রাদে। বি। ৩। কুরুনি দিয়া চাঁচা। বাং ক্রি। ৪। কুরুনি দিয়া কোরান শস্য ('নারিকেল—')। বাং প্র। বি।

কোরান, কোর-আন—আর্বী ভাষায় লিখিত মুসলমানদিগের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। আর্বী। বি।

কোরাস—'কোরস' দ্রঃ।

কোরি—কোরক, কলিকা, কুঁড়ি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কোরোক, ক্রোক—আটক ; আদালতের নির্দ্দেশবলে অভিযুক্তের মালপত্রের সাময়িক দখল। তুর্কী 'কুর্ক'-শব্দজ। বি।

কোর্ত্তা, কোর্তা—একপ্রকার লম্বা জামা। তুর্কী 'কুর্ত্তা'-শব্দজ। বি।

কোর্ফা—'কোরফা' দ্রঃ।

কোর্ব্বা(র্বা)ন—'কোরবান' দ্রঃ।

কোর্ব্বা(র্বা)নি—'কোরবানি' দ্রঃ।

কোর্ম্মা(র্মা)—'কোরমা' দ্রঃ।

কোল—১। ক্রোড়, অঙ্ক ; আলিঙ্গন ("আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল"—বৃন্দাবন দাস।) মাছের পেটি ; সম্মুখ ; নিকটবর্ত্তী স্থান। 'ক্রোড়'-শব্দজ। বি। **কোল দেওয়া**—আলিঙ্গন করা। **কোল পাওয়া**—আদর পাওয়া। **কোল-জোড়া হয়ে থাকা**—মায়ের কোল ভ'রে থাকা, না মরা। **কোলে কাঁখে করা**—বসিয়া থাকিলে কোলে ধারণ করা ও দাঁড়াইলে কাঁকালে লওয়া, অর্থাৎ বিশেষ যত্নের সহিত লালন-পালন করা। **কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করা**—শিশু অবস্থা হইতেই সযত্নে লালন-পালন করা। **নিজের কোলে ঝোল টানা**—স্বার্থপর আচরণ করা। **কাহারও কোলে মরা**—যাহার দীর্ঘজীবন কামনা করা হয় (স্বামী বা পুত্র) তাহাকে

রাখিয়া মরা। **কোলের ছেলে**—যে ছেলে মাই খায়। ২। শূকর; অনার্য্য জাতিবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্যে 'কোলজাতি' দ্রঃ]; উড়ুপ, ভেলা; ডোঙ্গা; দুইটঙ্ক পরিমাণ; কলিঙ্গদেশ; চিত্রক, চিতা; অস্ত্রবিশেষ। বি; পুং। ৩। চই; মরিচ; একতোলা পরিমাণ। কুল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কোল-আঁকড়া—যে ছেলে বা মেয়ে কোল ছাড়িতে চায় না এরূপ; যে সন্তান আদর চায় এরূপ। কোল আঁকড়ায় যে, উপতৎ। বিণ।

কোল-আঁচল—কোলের দিককার শাড়ীর আঁচল। কোলের আঁচল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কোল-আঁধার—নিজের ছায়ার জন্য সম্মুখভাগে অন্ধকার। কোলের আঁধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কোলক—১। আখরোট গাছ; কাঁকলা গাছ। বি; পুং। ২। মরিচ; গন্ধদ্রব্য-বিশেষ; আখরোট ফল; কাঁকলা ফল। কুল্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

কোলকর্ষা, -জমা—কোর্ফা প্রজা বা তাহার স্বত্ব। ফার্সী। বি।

কোল-কাঙাল—যে কোলে থাকিতে পায় না বলিয়া ক্যাংলাম করে এমন, যে কোলে থাকিতেই ভালবাসে এমন ('—ছেলে')। কোলের জন্য কাঙাল, ৪র্থীতৎ। বিণ।

কোল-কুঁজা, -কুঁজো—যাহার দেহ কোলের দিকে বা সম্মুখভাগে ঈষৎ অবনত এরূপ। কোলে কুঁজা, কুঁজো, ৭মীতৎ। বিণ।

কোলচাপ—আলির নীচে মাটি দিয়া ক্ষেত্রের জলনিরোধ। কোলে চাপ, ৭মীতৎ। বি।

কোলজমা—গরকায়েমী জমা; ('কোলকর্ষা' দ্রঃ); কোর্ফা জমা। ফার্সী। বি।

কোলজুড়ান—যে অতি আদরের ধন বলিয়া জননীর কোল স্নিগ্ধ করে এমন। কোল জুড়ায় যে, উপতৎ। বিণ।

কোলঝাড়া—কোলপোঁছা (তাহা দ্রঃ)।

কোলন—যতিচিহ্নবিশেষ (:)। ইং colon. বি।

কোলপাতলা—খানিক দূরে দূরে অবস্থিত, যাহা ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে নয় এরূপ। বাং প্র। বিণ।

কোলপোঁছা—মাতার সর্ব্বশেষ গর্ভজাত ('—সন্তান')। ৫মীতৎ। বিণ।

কোলম্বক—তন্ত্রী ভিন্ন বীণার সমুদায় অবয়ব। কুল্+অম্বচ্ কর্ম্মবা+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কোলশরা, -সরা—স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলাচারে ব্যবহৃত লাল সূতা দিয়া পরস্পর মুখামুখি করিয়া বাঁধা দুইখানি সরা। প্রাদে। বি।

কোলা—১। পিপ্পলী; চই; কলিঙ্গদেশ। কুল্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বড় জালা; একপ্রকার বড় ব্যাং। প্রাদে। বি। ৩। মোটা। বাং প্র। বিণ।

কোলাকুলি,—পরস্পর আলিঙ্গন। পরস্পরকে কোলে গ্রহণ, ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

কোলানী—অভ্যর্থনা; প্রশ্রয়। বাং প্র। বি।

কোলাব্যাঙ—বড় ভেক। বাং প্র। বি।

কোলাহল—কলকলধ্বনি, গোলমাল; রাগ-বিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ। কোল—আ—হল্+অচ্ কর্ত্তৃবা; মতান্তরে কোলাকুলি (হৈচৈ—প্রাঃ বাং) হইতে গঠিত সংস্কৃত। বি; পুং।

কোলি—কুলগাছ; লফল। কুল্+ইন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা স্ত্রী। [স্ত্রী।

কোলী—কুলগাছ। কোলি+ঈপ্। বি;

কোশ, কোষ—১। কুঁড়ি। কুশ্, কুষ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। ধনরাশি; ধনাগার (কোষাধ্যক্ষ); আবরণ; ত্বগাদির আবরণ; (জীববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) উদ্ভিদ্ বা জীবের মৌলিক সূক্ষ্ম অংশ (জীবকোষ, প্রাণিকোষ); খড়্গাদির খাপ; কোষা; পানপাত্র; মধ্যভাগ; পোকার গুটি; মঞ্জুষা, পেটিকা; যোনি; মুষ্ক, অণ্ডকোষ; ডিম্বের আবরণ। কুশ্ বা কুষ্+ঘঞ্ অপাবা। ৩। কাঁটালের কোয়া; শব্দাদিসংগ্রহ, অভিধান ('অমর—'); মাংসপেশী; ধনরাশি; ধনভাণ্ডার (treasury). কুশ্, কুষ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—কৌশিক, কৌষিক। ৪। ক্রোশ, দুই মাইল। 'ক্রোশ'-শব্দজ। বি। ৫। এক জাতীয় লম্বা নৌকা। 'কোষা'-শব্দজ (সাদৃশ্যে)। প্রাদে। বি।

কোশকার, কোষকার—অভিধানকর্তা; গুটিপোকা; ইক্ষু। উপতৎ; কোশ, কোষ—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কোশচঞ্চু—সারসপক্ষী। কোশ চঞ্চুতে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

কোশ(ষ)পাল—ধনাধ্যক্ষ, ভাণ্ডাররক্ষক, ভাঁড়ারি। উপতৎ; কোশ—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কোশ(ষ)বতী—১। কোশাতকীলতা, ঝিঙ্গাগাছ। বি; স্ত্রী। ২। কোশবিশিষ্টা। কোশবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কোশ(ষ)বান্ (-বৎ)—কোশযুক্ত, ধনবলে বলীয়ান্; জীবকোষাদিবিশিষ্ট, প্রাণী বা উদ্ভিদ্; খাপ-যুক্ত ('—খড়্গ')। কোশ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী,—বতী।

কোশল—১। কাশীর উত্তরে অযোধ্যা প্রদেশ সহিত সমস্ত ভূভাগ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। কুশ্+কলচ্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। ২। কোশল-দেশের অধিপতি, কোশলরাজ। কোশল+অণ্ অধিপতি অর্থে (প্রত্যয়লোপে)। বি; পুং।

কোশলা—অযোধ্যানগরী, অযোধ্যাপুরী। কোশল+আপ্। বি; স্ত্রী।

কোশলাত্মজা—কৌশল্যা, রামের মাতা। কোশলের (২) আত্মজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কোশলিক, কোষলিক—উৎকোচ, ঘুষ। কোশল, কোষল+ইক ভাবার্থে। বি; ক্লীব।

কোশা, কোষা—১। পূজাদি কার্য্যে ব্যবহার্য্য তাম্রনির্ম্মিত জলপাত্র; করপাত্র, অঞ্জলি। 'কোষক'-শব্দজ। বি। ২। ক্ষুদ্র নৌকা, ডিঙ্গী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কোশা-কুশি, -শী—কোশা এবং তাহা হইতে জল তুলিবার জন্য তাম্রাদি-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাত্র। কোশা ও কুশি (শী), দ্বন্দ্ব। বি।

কোশাতকী, কোষাতকী—ঝিঙ্গা; ঝিঙ্গাগাছ। কোশ, কোষ—অত্+ণক কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কোশী, কোষী—ক্ষুদ্র কোষা; পাদুকা, জুতা; শস্যের শুঁয়া; শিম্বিকা। কুশ্, কুষ্+ঘঞ্ অপাবা, করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কোষ—'কোশ' দ্রঃ।

কোষক—অণ্ড, ডিম; অণ্ডকোষ। কোষ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কোষকাব্য—বিভিন্ন-কবিতাযুক্ত কাব্য-গ্রন্থ; পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহ। কোষবৎ কাব্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

কোষকার—'কোশকার' দ্রঃ।

কোষপাল—সরকারী ধনাগারের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, ধনাগারিক; কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চি (treasurer). উপতৎ; কোষ—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

কোষপ্রাচীর—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বা জীববিদ্যা) উদ্ভিদ্‌কোষে প্রোটোপ্লাজমের বহিঃস্থ অংশ। কোষের প্রাচীর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কোষ-বিপত্র—সরকারী ধনাগারের মূল্যপত্র (treasury bill). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

কোষবৃদ্ধি—১। অণ্ডকোষের স্ফীততা; ধনভাণ্ডারের (ধনের) বৃদ্ধি। কোষের বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। কুরুণ্ডকবৃক্ষ। কোষের বৃদ্ধি যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

কোষমুক্ত—যাহা খাপ হইতে বাহির করা হইয়াছে এমন, নিষ্কোষিত ('—অসি')। কোষ হইতে মুক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

কোষলিক—'কোশলিক' দ্রঃ।

কোষস্থিতি—ব্যয়নির্ব্বাহের পর অর্থভাণ্ডারে অবশিষ্ট অর্থ (treasury balance). কোষের স্থিতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কোষা—তাম্রময় পূজাপাত্র; ডোঙ্গা, নৌকা; কাঁটাল প্রভৃতি ফলের কোয়া। 'কোষক'-শব্দজ। বি।

কোষাগার—ধনাগার, ধনভাণ্ডার (treasury). কোষই (ধনাগারই, ভাণ্ডারই) আগার, কর্ম্মধা । বি ; ক্লীব ।

কোষাগার-আধিকারিক—সরকারী ধনাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (Treasury Officer). ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

কোষাতকী—'কোশাতকী' দ্রঃ ।

কোষাধ্যক্ষ—ধনরক্ষক, ধনভাণ্ডারের অধ্যক্ষ । কোষের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

কোষিক—নিকষোপল, কষ্টিপাথর । প্রাঃ কবিপ্র । বি ।

কোষী (কোষিন্)—আম্রবৃক্ষ ; কর্ণবন্ধনজ রোগবিশেষ । কোষ+ইন্ আছে অর্থে । বি ; পুং ।

কোষী—কোশী' দ্রঃ ।

কোষ্টা—একপ্রকার পাট । প্রাদে । বি ।

কোষ্ঠ—১ । শস্যাগার, গোলা ; গৃহমধ্য ; উদরমধ্য ; উদরমধ্যস্থিত মলভাণ্ড । বি ; পুং ।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া—উত্তমরূপে মল নির্গত হওয়ায় উদরমধ্যস্থিত মলভাণ্ড পরিষ্কার হওয়া । ২ । আত্মীয়, আপন । কুষ্+থন্ অপাবা । বিণ ।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলাশয়ের দৃঢ়তা, সহজে মল নির্গম না হওয়া । কোষ্ঠের কাঠিন্য, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লীব ।

কোষ্ঠবদ্ধ—বদ্ধকোষ্ঠ, কোষ্ঠকাঠিন্য রোগবিশিষ্ট । কোষ্ঠ বদ্ধ যাহার, বহুব্রী ('বদ্ধ' পদের পরনিপাত) । বিণ । বাং প্র । বি, —বদ্ধতা ।

কোষ্ঠবন্ধ—কোষ্ঠকাঠিন্য । কোষ্ঠের বন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

কোষ্ঠশুদ্ধি—উত্তমরূপ মলনির্গম, মলশুদ্ধি । কোষ্ঠের শুদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

কোষ্ঠাগার—ধনধান্যাদি রাখিবার গৃহ । কোষ্ঠই আগার, কর্ম্মধা । বি ; ক্লীব ।

কোষ্ঠাগ্নি—জাঠর, জঠরাগ্নি । কোষ্ঠস্থ অগ্নি, মধ্যপ কর্ম্মধা । বি ; পুং ।

কোষ্ঠিকা, কোষ্ঠী—জন্মপত্রিকা ; যাহাতে জীবনের শুভাশুভ নিরূপিত থাকে সেই পত্র ; দাবা, পাশা ইত্যাদি খেলিবার ঘর । কোষ্ঠ+কন্ স্বার্থে+আপ্ ; কোষ্ঠ+ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

কোষ্ণ—ঈষদুষ্ণ, অল্প গরম । কু (ঈষৎ) উষ্ণ, নিত্য (কু-স্থানে কা) । বিণ ।

কোসল—কোশল (তাহা দ্রঃ) । কু—সল্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে) । বি ; পুং ।

কোসলা—অযোধ্যানগরী । কোসল+আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

কোহল—মদ্যবিশেষ (alcohol) ; বাদ্যবিশেষ ; নাটকাদির প্রণেতা একজন সঙ্গীতজ্ঞ গন্ধর্ব্ব । কু—হল্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে) । বি ; পুং ।

কোহিনুর—বিখ্যাত হীরকবিশেষ । (ফার্সী) কোহ্ (পর্ব্বত)+ই+(আর্বী) নূর (আলোক) । বি ।

কৌঁস্থলি—উচ্চ আদালতের ব্যবহারাজীব, ব্যারিষ্টার । ইং 'counsel'-শব্দজ । বি ।

কৌক্ষ—কুক্ষিতে স্থিত । কুক্ষি (উদর)+অণ্ সম্বন্ধার্থে । বিণ । স্ত্রী—কৌক্ষী ।

কৌচ—কোচ (তাহা দ্রঃ) ।

কৌট—১ । কুটজবৃক্ষ ; কুরচী । কুট (কপট) বা কুটী (গৃহ)+অণ্ ভবার্থে । বি ; পুং । ২ । স্বাধীন, স্বতন্ত্র । কুট বা কোটি+অণ্ আছে অর্থে । ৩ । কৃত্রিম, মিথ্যা, জাল । কূট+অণ্ সম্বন্ধার্থে বা স্বার্থে । বিণ । স্ত্রী—কৌটী ।

কৌটা—কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাত্র । 'কুটী'-শব্দজ । বি ।

কৌটিক—১ । ব্যাধ ; মাংসবিক্রেতা ; কসাই । কূট (মৃগবন্ধন যন্ত্র)+ইক ব্যবহার করে অর্থে । বি ; পুং । ২ । কূট-সম্বন্ধীয় ; জালকারী, জালিয়াৎ । কূট+ইক সম্বন্ধার্থে নিপুণার্থে । বিণ । স্ত্রী—কৌটিকী ।

কৌটিলিক—কর্ম্মকার ; ব্যাধ । কুটিল (বক্রগমন)+ইক ব্যবহার করে অর্থে । বি ; পুং ।

কৌটিল্য—১ । কুটিলতা, ক্রূরতা । কুটিল+ষ্যঞ্ ভাবে । বি ; ক্লীব । বিণ—কুটিল । ২ । চাণক্য পণ্ডিত [চরিতাবলী দ্রঃ] । কৌটিল্য (১)+অচ্ আছে অর্থে । বি; পুং ।

কৌটুম্বিক—কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত ; কুটুম্বসম্বন্ধীয় । কুটুম্ব+ইক সম্বন্ধার্থে । বিণ । স্ত্রী,—ম্বিকী ।

কৌড়ি—কপর্দ্দক, কড়ি । বাং প্র । বি ।

কৌণিক—কোণ-সম্বন্ধীয় ('—বিন্দু'), কোণে অবস্থিত (angular). কোণ+ইক সম্বন্ধার্থে । বিণ ।

কৌণী—জমির পরিমাণবিশেষ (১ হাত দীর্ঘ ও ১ হাত প্রস্থ অর্থাৎ ১ বর্গ হাতকে ১ কৌণী বলে) । বাং প্র । বি ।

কৌতুক—কুতূহল, কোন বিষয় দেখিবার বা জানিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য ; হস্তসূত্র ; উৎসব (বিবাহ-কৌতুক) ; পরিহাস ; আনন্দ, আমোদ ; নৃত্যগীতাদি তামাসা । কুতুক+অণ্ স্বার্থে । বি ; ক্লীব । বিণ—কৌতুকী (-কিন্) ।

কৌতুকপ্রিয়—যে হাস্যপরিহাস ভালবাসে এরূপ, আমোদপ্রিয় । কৌতুক প্রিয় যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

কৌতুকমঙ্গল—বিবাহাদি শুভকর্ম্মে হস্তে ধারণীয় মঙ্গলসূত্র ; রাখী । কৌতুকে মঙ্গল (শুভকর), ৭মীতৎ । বি ; ক্লীব ।

কৌতুকাবহ—কৌতুকজনক ; মজার । কৌতুকের আবহ (আ—বহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা), ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ ।

কৌতুকাবিষ্ট—অত্যন্ত কৌতুকান্বিত, কৌতূহলযুক্ত । কৌতুকদ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ । বিণ ।

কৌতুকিনী—১ । কৌতুকবিশিষ্টা ; আনন্দিতা ; কৌতুককারিণী । বিণ ; স্ত্রী । ২ । নায়িকাবিশেষ । কৌতুকিন্+ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

কৌতুকী (-কিন্)—কৌতুকবিশিষ্ট, যাহার কৌতুক জন্মিয়াছে এরূপ ; কৌতুককারী, পরিহাসপ্রিয় । কৌতুক+ইন্ আছে অর্থে । বিণ । স্ত্রী,—কিনী ।

কৌতূহল—কুতূহল ; ঔৎসুক্য, নূতন বিষয় জানিবার আগ্রহ । কুতূহল+অণ্ স্বার্থে । বি ; ক্লীব । বিণ,—হলী (-হলিন্) ।

কৌতূহলজনক—কৌতুককর, ঔৎসুক্যজনক । কৌতূহলের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ । স্ত্রী,—জনিকা ।

কৌতূহলপরবশ—অত্যন্ত ঔৎসুক্যসম্পন্ন, জানিতে অতিশয় আগ্রহযুক্ত । কৌতূহলের পরবশ, ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ ।

কৌতূহলাক্রান্ত, -বিষ্ট—অত্যন্ত ঔৎসুক্যসম্পন্ন, অতিশয় কৌতূহলযুক্ত । কৌতূহল দ্বারা আক্রান্ত, আবিষ্ট, ৩য়াতৎ । বিণ ।

কৌতূহলী (-লিন্)—কৌতূহলসম্পন্ন, নূতন বিষয় জানিতে ইচ্ছুক । কৌতূহল+ইন্ আছে অর্থে । বিণ । স্ত্রী,—লিনী ।

কৌতূহলোদ্দীপক—ঔৎসুক্যবর্দ্ধক, অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক, যাহাতে কোন অজানা বিষয় জানিবার আগ্রহ বাড়ে । কৌতূহলের উদ্দীপক, ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ । স্ত্রী,—দ্দীপিকা ।

কৌন্তিক—কুন্তধারী, প্রাস-অস্ত্রধারী যোদ্ধা । কুন্ত+ইক আছে অর্থে । বি ; পুং, বা বিণ ।

কৌন্তেয়—কুন্তীপুত্র ; যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন ; (বিশেষতঃ) অর্জ্জুন । কুন্তী+এয় অপত্যার্থে । বি ; পুং ।

কৌন্সিলী, কৌঁসিলী—কৌঁস্থলি (তাহা দ্রঃ) ।

কৌপ—১ । কূপোদক ; কুয়ার জল । বি ; ক্লীব । ২ । কূপসম্বন্ধীয় ; কূপোৎপন্ন । কূপ+অণ্ ভবাদ্যর্থে । বিণ । স্ত্রী—কৌপী ।

কৌপীন—ল্যাঙ্গট, চীরবসন, কপ্নী ; গুহ্যদেশ ; অকার্য্য, অন্যায় । কূপ+ঈন (খঞ্) তৎপতনযোগ্যার্থে । বি ; ক্লীব ।

কৌবের—১ । কুবেরসম্বন্ধীয় । কুবের+অণ্ সম্বন্ধার্থে । বিণ । স্ত্রী,—রী । ২ । কুষ্ঠনামক ঔষধ, কুড় । কুবের (কুৎসিত-দেহযুক্ত)+অণ্ স্বার্থে । বি ; ক্লীব ।

কৌবেরী—১ । কুবেরসম্বন্ধীয়া । বিণ ; স্ত্রী । ২ । উত্তরদিক্ ; কুবেরশক্তি, মাতৃকাবিশেষ । কুবের+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

কৌমার—১ । কুমারাবস্থা, জন্মাবধি পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স (তন্ত্রমতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত) ।

কুমার+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। কুমারসম্বন্ধীয়। কুমার+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,–রী। ৩। অবিবাহিত পুত্র। কুমার+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

কৌমারিকা—অবিবাহিতা নারী। কৌমারী+কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

কৌমারিকেয়—কানীন পুত্র; অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের পুত্র। কুমারিকা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

কৌমারী—১। অবিবাহিতা কন্যা। কৌমার (৩)+ঈপ্। ২। পূর্ব্বে অকৃতদার পতির ভার্য্যা, প্রথমা পত্নী। কৌমার(৩)+অণ্ পরিণীতার্থে+ঈপ্। ৩। মাতৃকা-বিশেষ, কার্ত্তিকেয়-শক্তি। বি; স্ত্রী। ৪। কুমারসম্বন্ধীয়া। কৌমার+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৌমার্য্য(র্য)—কুমারাবস্থা, কুমারকাল বা কুমারীকাল। কুমার বা কুমারী+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লীব।

কৌমুদ—কার্ত্তিকমাস। অলুক্ উপতৎ; কৌ (পৃথিবীতে)—মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক ঘঞর্থে অধিবা। বি; পুং।

কৌমুদী—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; কার্ত্তিকী পূর্ণিমা; কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে করণীয় উৎসব। কুমুদ+অণ্ বিকাশার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌমুদীপতি—চন্দ্র। কৌমুদীর পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৌমুদীবসনা—জ্যোৎস্নারূপ বস্ত্রপরিহিতা, জ্যোৎস্নাময়ী, চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিতা ('—নিশা')। কৌমুদী বসন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৌমুদীবিধৌত—জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, প্রচুর জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত। কৌমুদী দ্বারা বিধৌত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কৌমোদকী—বিষ্ণুর গদা। কুমোদক (বিষ্ণু)+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌম্ভীর—কুম্ভীর ও তৎসদৃশ জীব। কুম্ভীর+অণ্ স্বার্থে বা সদৃশার্থে। বি; পুং।

কৌরব—কুরুবংশীয় যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধনাদি; (সাধারণতঃ) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, দুর্য্যোধনাদি। কুরু+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

কৌরবেয়—কুরুবংশীয়, কুরুকুলজাত। কুরু+এয় অপত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,–য়ী।

কৌরব্য—কুরুবংশোদ্ভব, কুরুকুলে জাত। কুরু+ণ্য অপত্যার্থে। বিণ।

কৌর্ম্ম(র্ম)—১। কূর্ম্মপুরাণ। বি; ক্লীব। ২। কূর্ম্মসম্বন্ধীয়। কূর্ম্ম+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—কৌর্ম্মী।

কৌল—১। সৎকুলজাত; কৌলিক, কুলক্রমাগত। কুল+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—কৌলী। ২। শক্তির উপাসক, তন্ত্রোক্ত দিব্যভাবাক্রান্ত ব্যক্তি। বি; পুং। ৩। তন্ত্রোক্ত আচার। কুল+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব। ৪। কোল, আলিঙ্গন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

কৌলটিনেয়—ভিখারিণীর পুত্র। কুলটা+এয় অপত্যার্থে, (ইন্-আগম বিকল্পে)। বি; পুং।

কৌলটেয়—কুলটার পুত্র; ভিখারিণীর পুত্র। কুলটা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

কৌলটের—ব্যভিচারিণীর পুত্র। কুলটা+এর অপত্যার্থে। বি; পুং।

কৌলব—(জ্যোতিষ) ববাদি একাদশান্তর্গত তৃতীয় করণ। বি; পুং।

কৌলিক—১। কুলক্রমাগত, বংশপরম্পরায় আগত; কুলধর্ম্মানুষ্ঠায়ী; কুলধর্ম্মপ্রবর্ত্তক; বামাচার-মতানুসারে শক্তির উপাসক। কুল+ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী,–কী। ২। শিব; মনু। কৌল (কুলধর্ম্ম)+ইক প্রবর্ত্তন করেন এই অর্থে। ৩। তন্তুবায়, তাঁতি। কুল (বংশ)+ইক সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

কৌলীন—১। প্রধান ও প্রসিদ্ধ বংশে জন্ম। কুলীন+অণ্ ভাবে। ২। গোপনীয় দুষ্টকার্য্য, নিন্দনীয় কার্য্য; লোকনিন্দা। কৌ (পৃথিবীতে) লীন, অলুক্ ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

কৌলীন্য—কুলীনত্ব, বংশমর্য্যাদা; কুল-মর্য্যাদা। কুলীন+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—কুলীন।

কৌলেয়—সৎকুলজাত। কুল+এয় সংজাতার্থে। বিণ। স্ত্রী,–য়ী।

কৌলেয়ক—১। কুলীন, উচ্চকুলে জাত। কুল (বংশ)+এয় সংজাতার্থে+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী,–কী। ২। কুকুর। কুল (গৃহ)+এয় পালিতার্থে+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কৌশল—১। নৈপুণ্য, দক্ষতা (সৃষ্টিকৌশল); যুক্তি, উপায়; ছলচাতুরী; ফন্দী (technique). কুশল+ষ্ণ্য ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি; ক্লীব। বিণ—কৌশলী (-লিন্)।

কৌশলী (-লিন্)—কৌশলযুক্ত, চতুর; ধূর্ত্ত। কৌশল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,–লিনী। বি—কৌশল।

কৌশ(স)লেয়—কৌশল্যার পুত্র, রামচন্দ্র। কৌশল্যা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

কৌশল্যা, কৌসল্যা—(রামায়ণ) রামচন্দ্রের মাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। কোশল, কোসল+ষ্ণ্য ভবার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৌশল্যায়ন, কৌশল্যায়নি—রামচন্দ্র। কৌশল্যা+আয়ন, আয়নি অপত্যার্থে। বি; পুং।

কৌশাম্বী—বৎসরাজনগরী, মগধের অন্তর্বর্ত্তী নগরীবিশেষ। কুশাম্ব (বৎসরাজ)+অণ্ নির্বৃত্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌশিক—১। মুনিবিশেষ, বিশ্বামিত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। কুশিক+অঞ্ অপত্যার্থে। ২। পেচক; ইন্দ্র; ছয় রাগের একটি; সাপুড়ে; নকুল; শৃঙ্গাররস; কোষাধ্যক্ষ। বি; পুং। ৩। রেশমী, রেশম দ্বারা প্রস্তুত। বিণ। স্ত্রী,–কী। ৪। কৌষিকবস্ত্র। কোশ+ইক ভবাদ্যর্থে। বি; ক্লীব।

কৌশিকী—১। দুর্গা; জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি; (নাট্য) রচনাপদ্ধতিবিশেষ; রাগিণীবিশেষ; (শৃঙ্গাররসে প্রযোজ্য) রচনারীতি (style)-বিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। রেশমজাত; রেশমী। কৌশিক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৌশেয়, কৌষেয়—রেশমী (বস্ত্রাদি)। কোশ, কোষ+এয় ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,–য়ী।

কৌষিক—১। পেচক; ইন্দ্র; সাপুড়ে; নকুল; কোষকার, অভিধানকর্ত্তা; কোষাধ্যক্ষ; শৃঙ্গাররস; বি; পুং। ২। রেশমী, কোষসূত্রজাত। কোষ+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,–কী।

কৌষিকী—দেবী ভগবতীর কায়কোষোদ্ভবা দেবী। কোষ+ইক ভবার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌষেয়—'কৌশেয়' দ্রঃ।

কৌসল্যা—'কৌশল্যা' দ্রঃ।

কৌসুম্ভ—১। কুসুম্ভ; শাকবিশেষ। কুসুম্ভ+অণ্ স্বার্থে। ২। কুসুম্ভ বর্ণ, কুসুম রঙ্। কুসুম্ভ+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং। ৩। কুসুম্ভবর্ণে রঞ্জিত। কুসুম্ভ+অণ্ রঞ্জিত অর্থে। বিণ। স্ত্রী,–ম্ভী।

কৌস্তুভ—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত মণি; মুদ্রা-বিশেষ। কুস্তুভ (সমুদ্র)+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং।

কৌস্তুভবক্ষাঃ (-বক্ষস্), **-বক্ষা**—বিষ্ণু। কৌস্তুভ বক্ষে (বক্ষস্ শব্দ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ক্বচিৎ—১। কোনস্থানে, কোথাও; দুএকটি স্থানে; কখনও কখনও, দুএকটি সময়ে, কালে-ভদ্রে। ক+চিৎ অসাকল্যার্থে। ২। প্রায় না, খুব কম। বাং প্র। অব্য।

ক্বণ, ক্বণন—১। বীণাধ্বনি; শব্দ, রব। ক্বণ্+অপ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

ক্বণিত—১। ধ্বনি। ক্বণ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। শব্দায়মান, ধ্বনিত। ক্বণ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

ক্বথন—জলে সিদ্ধ করিয়া নির্য্যাস বাহির করা (decoction). ক্বথ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ক্বথিত।

ক্বথিত—১। কাথ, নিষ্পচন, অতিশয় পাক। ক্বথ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অগ্নিসিদ্ধ, অতিশয় পক্ক। ক্বথ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ক্বথন।

ক্বাণ—বীণাধ্বনি; শব্দ। ক্বণ্+ঘঞ্ ভাববা। [বি; পুং।

ক্বাথ—জলে সিদ্ধ করিয়া বস্তুর যে সার

নির্গত করা যায় তাহা, নির্য্যাস। ক্বথ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

ক্যাঁক—পৃষ্ঠে চাপজনিত কণ্ঠনির্গত শব্দবিশেষ, অনুকার-শব্দ, খ্যাঁক। বাং অব্য। **ক্যাঁক ক্যাঁক করা**—রাগিয়া যাওয়া; রাগিয়া দুর্ব্বাক্য বলা।

ক্যাঁচ—তীরাদি বিদ্ধ হওয়ার অনুকার-শব্দ; গরুর গাড়ীর চাকার শব্দ। বাং অব্য।

ক্যাঁচক্যাঁচানি—গরুর গাড়ীর চাকার শব্দের ন্যায় শব্দ। বাং প্র। বি।

ক্যাঁচকেঁচে—যে সর্ব্বদাই অনর্থক বিরক্তিকর চেঁচামেচি করে এমন ('—ছুঁচো')। ক্যাঁচক্যাঁচ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

ক্যাঁচর-ক্যাঁচর—গরুর গাড়ীর চাকার শব্দ; বিরক্তিকর বকুনি। বাং প্র। অব্য।

ক্যাঁচাকেচি, ক্যাঁচামেচি—অনবরত বকাবকি; বিরক্তিকর বকুনি। বাং প্র। বি।

ক্যাঁটক্যাঁট—বিঁধিবার শব্দ; কটু ও বিরক্তিকর কথা। বাং প্র। অব্য। **ক্যাঁটক্যাঁট করিয়া শুনাইয়া দেওয়া**—কড়া কড়া কথায় মুখের উপর জবাব দেওয়া বা তিরস্কার করা।

ক্যাঁটকেঁটে—কর্কশ ও স্পষ্ট ('—কথা'); কর্কশভাষী। ক্যাঁটক্যাঁট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

ক্যাঙ্গারু, ক্যাঙারু—জন্তুবিশেষ (ইহাদের উদরে শাবকবাহী থলি আছে, সামনের পা দুইটি অতি ছোট)। ইং kangaroo. বি।

ক্যাটালগ—বিবরণপত্রিকা। ইং catalogue. বি।

ক্যাদড়ানি—কাদাধোয়া জল; শরীরের বা কোন ব্যক্তির ময়লা ধোয়া জল; বিদ্রূপ, উপহাস। 'কাদাপানি'-শব্দজ। বি। [বি।

ক্যানসার—কর্কট রোগ। ইং cancer.

ক্যানাস্তারা—টিনের পাত্র। ইং 'canister'-শব্দজ। বি। [canal. বি।

ক্যানেল—জল চলিবার কাটাখাল। ইং

ক্যানেস্তারা—ক্যানাস্তারা (তাহা দ্রঃ)।

ক্যাবলা, ক্যাবলাকান্ত—হাবাগোবা, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি। বাং প্র। বি।

ক্যাবাৎ—সাবাস, কেয়াবাৎ। 'কেয়াবাৎ'-এর সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ। অব্য।

ক্যাবিন—রেলগাড়ী, স্টীমার, হাসপাতাল ইত্যাদির পৃথক্ কামরা। ইং cabin. বি।

ক্যাবিনেট—রাষ্ট্রের চালক মন্ত্রিবর্গের পরামর্শসভা, মন্ত্রিমণ্ডলী; গূঢ়সমিতি; দেরাজযুক্ত কাঠের বা লোহার সিন্দুক। ইং cabinet. বি। [camera. বি।

ক্যামেরা—আলোকচিত্র-গ্রহণের যন্ত্র। ইং

ক্যাম্বিশ—'কেম্বিশ' দ্রঃ।

ক্যাষ্টর-অয়েল—ঔষধরূপে ব্যবহার্য্য, রেড়ির তেল (ইহা জোলাপ লওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়; সুবাসিত করিয়া ইহা মাথার তেলরূপেও ব্যবহৃত হয়)। ইং castor-oil. বি।

ক্রকচ—১। করপত্র, করাত। বি; পুং বা ক্লীব। ২। (জ্যোতিষ) যোগবিশেষ; গ্রন্থিলবৃক্ষ। বি; পুং। ৩। (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) কিনারায় করাতের মত দাঁতওয়ালা (serrate). ক্র—কচ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ক্রকচচ্ছদ, -পত্র—কেয়াফুলের গাছ। ক্রকচের ন্যায় ছদ, পত্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ক্রতু—যজ্ঞ; যূপসহিত বা যূপরহিত যজ্ঞ; (সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ বলিয়া) বিষ্ণুপূজা; সপ্তর্ষির একজন; ইন্দ্রিয়। কৃ + কতু কর্ম্মবা সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ক্রতুধ্বংসী (-ধ্বংসিন্)—(দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী বলিয়া) শিব। উপতৎ; ক্রতু—ধ্বনস্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ক্রতুপুরুষ—বিষ্ণু। ক্রতুপূজিত পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্রতুভুক্ (-ভুজ্)—দেবতা। উপতৎ; ক্রতু—ভুজ্ + ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ক্রতুরাজ—রাজসূয় যজ্ঞ; অশ্বমেধ যজ্ঞ। ক্রতুর রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং। [উত্তম, ৭মীতৎ। বি; পুং।

ক্রতূত্তম—শ্রেষ্ঠযজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞ। ক্রতুমধ্যে

ক্রথন—মারণ, হিংসন; ছেদন। ক্রথ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

ক্রথনক—১। শ্বেত অগুরু। বি; ক্লীব। ২। উষ্ট্র। ক্রথন+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ক্রন্দ—রোদন, কান্না; আহ্বান। ক্রন্দ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। [বি; ক্লীব।

ক্রন্দন—কান্না, রোদন। ক্রন্দ্+অনট্ ভাববা।

ক্রন্দনধ্বনি—রোদনরব, কান্নার শব্দ। ক্রন্দনের ধ্বনি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রন্দনপর, -রত—যে খুব কাঁদিতেছে এমন, রোরুদ্যমান। ক্রন্দন পর যাহার, বহুব্রী; ক্রন্দনে রত, ৭মীতৎ। বিণ।

ক্রন্দসী—১। আকাশ ও পৃথিবী ("ওই শুন, দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে 'ক্রন্দসী'।"—রবীন্দ্রনাথ)। ক্রন্দ্ + অসু (অসুন্) > ক্রন্দস্+১মা দ্বিবচন। বি; ক্লীব। ২। যে কাঁদিতেছে এরূপ, রোরুদ্যমানা ("কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে"—নজরুল)। কবিপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী। [ভাববা। বি; ক্লীব।

ক্রন্দিত—ক্রন্দন; আহ্বান। ক্রন্দ্ + ক্ত

ক্রব্য—কাঁচা মাংস। ক্লব্ + ণ্যৎ কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

ক্রব্যাৎ(দ্), ক্রব্যাদ—১। রাক্ষস; অপক্ক মাংসাশী প্রাণী; শবভক্ষক বহ্নিবিশেষ; চিতার আগুন। বি; পুং। ২। অপক্ক মাংসখাদক; মাংসাশী। উপতৎ; ক্রব্য—অদ্+বিট্, অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দী। [সিদ্ধান্ত কৌমুদী মতে, ক্রব্যাদ=পক্বমাংস—অদ্+অণ্, পক্ব মাংস স্থলে নিপাতনে ক্রব্য আদেশ।]

ক্রম—অনুক্রম, পর্য্যায় (order); অবিচ্ছেদ; প্রণালী, পদ্ধতি অনুসার, অনুসরণ (পরামর্শ-ক্রমে, ভাগ্যক্রমে); (সৃষ্টিক্রম) যার পর যা এই নিয়ম; পাদক্ষেপ, চলন; সঙ্কল্প; বিক্রম, বল ("ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি"—ঈশ্বর গুপ্ত); ব্যবহার; অতিক্রম (কালক্রমে); বৈদিক বিধান; হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তি বা তরলীকরণ (dilution). ক্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। **ক্রমে ক্রমে**—পর পর, ক্রমশঃ; আস্তে আস্তে, অল্প অল্প করিয়া।

ক্রমণ—১। চলন; অতিক্রম করা। ক্রম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। পাদ। ক্রম্+অনট্ করণবা। বি; পুং।

ক্রমনিম্ন—ক্রমশঃ নীচু, ঢালু। ক্রমদ্বারা নিম্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রমপত্র—করণীয় কর্ম্মের পূর্ব্বপ্রস্তুত সময়-তালিকা (programme). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ক্রমবর্দ্ধ(র্ধ)মান—ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল, যাহা একটু একটু করিয়া বাড়িতেছে এরূপ। ক্রমদ্বারা বর্দ্ধমান, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রমবিকাশ—ক্রমশঃ প্রকাশ, একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হওয়া। ক্রমদ্বারা বিকাশ, ৩য়াতৎ। বি; পুং। বিণ, –বিকাশী (-শিন্)।

ক্রমবিকাশনিয়ম, -পদ্ধতি—অল্পে অল্পে প্রকাশিত হইবার রীতি [ডারুইন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, প্রথমে পৃথিবী বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জীবজন্তু-উদ্ভিদ্ ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল না। প্রথমে জল, পরে স্থল, তৎপরে অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ হইতে সুবৃহৎ বৃক্ষলতাদি, তাহার পরে কীটপতঙ্গ এবং ক্রমশঃ অন্যান্য জন্তু এবং সর্ব্বশেষে মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নিয়মের নাম 'ক্রমবিকাশনিয়ম' বা 'ক্রমবিকাশপদ্ধতি' এবং এই মতবাদের নাম **'ক্রমবিকাশবাদ'**]। ক্রমবিকাশের নিয়ম, পদ্ধতি, ৬ষ্ঠীতৎ; মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

ক্রমভঙ্গ—পর্য্যায়ের ব্যতিক্রম; প্রচলিত পদ্ধতির বৈপরীত্য। ক্রমের ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রমমাণ—ইতস্ততঃ গমনশীল; যাহা আস্তে আস্তে চলিতেছে এমন। ক্রম্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ক্রমশঃ, ক্রমশ—ক্রমে ক্রমে, যার পর যা এই নিয়মে; আস্তে আস্তে, অল্প অল্প করিয়া। ক্রম+চশস্ প্রকারার্থে। অব্য; ক্রি-বিণ।

ক্রমসঙ্কো(ংকো)চ—ক্রমশ কমিয়া আসা বা কমান ('ধনভাণ্ডারের, ব্যয়ের—'); (শারীরবৃত্ত) পৌষ্টিকনালীর ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া মলদ্বারের দিকে মল-চালনা (peristalsis). ক্রমদ্বারা সঙ্কোচ, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

ক্রমসূক্ষ্ম—ক্রমশঃ সরু। ক্রমদ্বারা সূক্ষ্ম, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রমাগত—১। ক্রমানুসারে উপস্থিত; পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে আগত; অবাধ, ধারা-বাহিক, অবিশ্রান্ত ('—পরিশ্রম')। ক্রমদ্বারা আগত, ৩য়াতৎ; অথবা, ক্রমে আগত, সুপ্‌সুপা। বিণ। ২। নিরবচ্ছিন্নভাবে, অনবরত ('—খাটিতেছেন')। ক্রি-বিণ।

ক্রমাঙ্কন—(পদার্থবিদ্যা) নলচ্ছিদ্রের ব্যাস-নির্ণয়, কোন গর্ত্ত-মুখের পরিধি-নির্ণয় (calibration). ক্রমের অঙ্কন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ক্রমানুভাবকতা—যে শক্তি দ্বারা পর্য্যায়-জ্ঞান হয় তাহা, পর্য্যায়বোধ-সামর্থ্য। ক্রমের অনুভাবক, ৬ষ্ঠীতৎ; ক্রমানুভাবক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ক্রমানুযায়ী (-যায়িন্), **ক্রমানুসারী** (-সারিন্)—পর্য্যায়ের অনুগামী, পর-ম্পরাগত, ধারাবাহিক, যাহার পর যেটি ঠিক তাহার পর সেইটি এইরূপ পদ্ধতিতে আগত। ক্রমের অনুযায়ী, অনুসারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—যায়িনী, —সারিণী।

ক্রমানুসারে—পর্য্যায়ক্রমে, ঠিক পর পর। ক্রমের অনুসার (অনুসরণ), ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ক্রমান্বয়—ক্রমে সংঘটন; ক্রমের অনুসরণ। ক্রমের অন্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রমান্বয়ে—ক্রমানুসারে, পর পর। ক্রমের অন্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ক্রমায়াত—ক্রমাগত; পরম্পরাক্রমে উপ-স্থিত। ক্রমদ্বারা আয়াত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রমিক—ধারাবাহিক, ক্রমাগত; পর পর অবস্থিত। ক্রম+ইক (ঠন্) আগতার্থে। বিণ। **ক্রমিক সংখ্যা**—পর্য্যায়ক্রমে আগত সংখ্যা (roll number).

ক্রমেল, ক্রমেলক—উষ্ট্র, উট। ক্রম—ইল্ (গমন করা)+ক কর্ত্তৃবা, পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

ক্রমোচ্চ, ক্রমোন্নত—ক্রমশঃ উচ্চ। ক্রমদ্বারা উচ্চ, উন্নত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রমোন্নতি—ক্রমশ উঁচু হওয়া; একটু একটু করিয়া উন্নতি। ক্রম দ্বারা উন্নতি, ৩য়াতৎ বা সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

ক্রয়—মূল্য দিয়া বস্তু গ্রহণ, কেনা। ক্রী+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—ক্রীত, ক্রেয়, ক্রেতব্য।

ক্রয়-উপদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—যে ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয় (Purchasing Adviser). ক্রয়ে উপদেষ্টা, ৭মীতৎ। বি; পুং।

ক্রয়পত্র—ক্রয়লেখ্য (তাহা দ্রঃ)।

ক্রয়বিক্রয়—কেনা-বেচা; বাণিজ্য-ব্যবসায়। ক্রয় ও বিক্রয়, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ক্রয়বিক্রয়িক—বণিক্, বাণিজ্যকারক, ব্যবসায়ী। ক্রয়বিক্রয়+ইক (ঠন্) করে এই অর্থে। বি; পুং।

ক্রয়বিক্রয়ী (-য়িন্)—ক্রয়বিক্রয়কারী, বণিক্, ব্যবসায়ী। ক্রয়বিক্রয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বিক্রয়িণী।

ক্রয়লেখ্য—ভূম্যাদি ক্রয়ের লেখাপড়া, কবালা, কোবালা; জমি কেনার দলিল। ক্রয়সূচক লেখ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্রয়িক—ক্রয়কারী, বণিক্। ক্রয়+ইক (ঠন্) করে এই অর্থে। বি; পুং।

ক্রয়ী (ক্রয়িন্)—ক্রয়কারী, ক্রেতা। ক্রী+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ক্রয়িণী।

ক্রশিষ্ঠ—অতি কৃশ। কৃশ+ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ।

ক্রশীয়ান্ (ক্রশীয়স্)—অতিশয় কৃশ। কৃশ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়সী।

ক্রাকচিক—করাতী; যে করাত দিয়া তক্তা ইত্যাদি করে। ক্রকচ+ইক জীবিকার্থে। বি; পুং। স্ত্রী,—চিকী।

ক্রান্ত—আক্রান্ত; অতিক্রান্ত; সংক্রান্ত; ব্যাপ্ত। ক্রম্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ক্রান্তি—১। গতি, পাদবিক্ষেপ। ক্রম্+ক্তি ভাববা। ২। (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের মধ্যরেখা; বিষুবরেখা হইতে উত্তরে কর্কট-ক্রান্তি পর্য্যন্ত অথবা দক্ষিণে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত সূর্য্যের দূরত্ব। ক্রম্+ক্তি অধিবা। ৩। অয়ন হইতে অয়ন পর্য্যন্ত আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী ঈষদ্বক্র কল্পিত রেখা, সূর্য্যের গমন-পথ। ক্রম্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী। ৪। (গণিত) কড়ার তিন ভাগের এক ভাগ। বাং প্র। বি।

ক্রান্তিপাত—(জ্যোতির্বিদ্যা) বিষুবরেখা ও অয়নপথের সংযোগস্থল (Equinox) [সূর্য্য এই সংযোগস্থলে আসিলে দিবা রাত্রি সমান হয়]। ক্রান্তির পাত যেখানে, বহুব্রী। বি; পুং।

ক্রান্তিবলয়—(জ্যোতির্বিদ্যা) ক্রান্তিবৃত্ত; বিষুবরেখার ন্যায় অয়নমণ্ডলের ২৩½° দক্ষিণে ও উত্তরে যে বলয়াকৃতি কল্পিত পরিধি বিদ্যমান আছে তাহা। ক্রান্তিসূচক বলয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্রান্তিবিন্দু—(জ্যোতির্বিদ্যা) ক্রান্তি হইতে উৎপন্ন বিন্দুদ্বয়। ক্রান্তিজাত বিন্দু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্রান্তিবৃত্ত, -মণ্ডল—সূর্য্যের অয়নপথ (Ecliptic) [আকাশস্থ যে কল্পিত রেখা-বৃত্ত বিষুবরেখার মধ্য দিয়া বক্রভাবে কর্কট ও মকরক্রান্তির ঠিক উপর পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহার নাম ক্রান্তিবৃত্ত]। ক্রান্তি (সূর্য্যের গতি)-সূচক বৃত্ত, মণ্ডল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্রিকেট—সুপ্রসিদ্ধ ক্রীড়াবিশেষ, ব্যাটবল খেলা। ইং cricket [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি।

ক্রিমি—'কৃমি' দ্রঃ।

ক্রিয়মাণ—যাহা করা হইতেছে এরূপ, যাহার অনুষ্ঠান হইতেছে এরূপ, সম্পাদ্যমান। কৃ+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

ক্রিয়া—কর্ম্ম, কার্য্য; প্রয়োগ; অনুষ্ঠান; শিক্ষা; গর্ভাধানাদি সংস্কার; পূজা; ফল ('ঔষধের—') শ্রাদ্ধ; চেষ্টা; অভ্যাস; অধ্যয়ন দান যজন প্রভৃতি (ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ); (রাজনীতি) সামাদি উপায়প্রয়োগ; (ব্যাকরণ) ধাত্বর্থবোধক পদ, হওয়া করা প্রভৃতি। কৃ+শ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্রিয়াকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—পূজাপার্ব্বণ, শাস্ত্রীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান। ক্রিয়াই কর্ম্ম, কর্ম্মধা, অথবা সমানার্থক শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

ক্রিয়াকলাপ—কার্য্যসমূহ, কাজগুলি। ক্রিয়ার কলাপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রিয়াকাণ্ড—১। কার্য্যকলাপ; বিবাহাদি উৎসবজনক ব্যাপার। ক্রিয়ার কাণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ধর্ম্মকার্য্যবিধায়ক শাস্ত্রাংশ। ক্রিয়াবিধায়ক কাণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্রিয়াকুশল—কার্য্যপটু, কার্য্যদক্ষ। ক্রিয়াতে কুশল, ৭মীতৎ। বিণ।

ক্রিয়াঙ্গ—১। প্রধানকর্ম্মের অঙ্গীভূত অনুষ্ঠান, আনুষঙ্গিক কার্য্য। ক্রিয়ার অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। যে বাদ্যযন্ত্র হস্তক্রিয়া দ্বারা বাদিত হয় তাহা, তবলা সেতার ইত্যাদি। ক্রিয়া (হস্ত দ্বারা তাড়নাদি) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ক্রিয়াদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—কার্য্যব্যাঘাতকারী; কর্ম্মকাণ্ডের বিদ্বেষকারী; যে বিবাদস্থলে দলিলাদি মানিতে চাহে না এমন। উপতৎ; ক্রিয়া—দ্বিষ্+ণিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দ্বেষিণী। বি,—দ্বেষিতা, —দ্বেষ।

ক্রিয়ান্বিত—কার্য্যযুক্ত; যিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠান করেন; সৎকর্ম্মকারী, ধার্ম্মিক। ক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রিয়াপদ—(ব্যাকরণ) ক্রিয়া বা ধাতু-বাচক পদ। ক্রিয়াই পদ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্রিয়াফল—কর্ম্মফল, ক্রিয়াজন্য পাপপুণ্যাদি-রূপ ফল; (দর্শন) উৎপত্তি আপ্তি বিকৃতি এবং সংস্কৃতি—এই চারিপ্রকার কর্ম্মফল। ক্রিয়ার ফল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ক্রিয়াবসন্ন—সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা পরাভূত। ক্রিয়া দ্বারা অবসন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রিয়া-বাচক—(ব্যাকরণ) ক্রিয়ার অর্থ-প্রকাশক, যাহাতে কোন কাজ করা বুঝায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —বাচিকা।

ক্রিয়াবান্ (-বৎ)—বর্ম্মপরায়ণ, কর্ম্মে উদ্যোগী; যিনি যাগ-যজ্ঞ সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদির অনুষ্ঠান করেন; সৎকর্ম্মনিরত। ক্রিয়া+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী। বি, —বত্তা।

ক্রিয়া-বিশেষণ—ক্রিয়ার বিশেষণ, যে বিশেষণ পদ দ্বারা ক্রিয়ার প্রকার প্রকাশিত হয় তাহা। ক্রিয়ার বিশেষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ক্রিয়াযোগ—১। ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ক্রিয়মাণ দেবপূজাদি। কর্ম্মধা। ২। ক্রিয়ার সহিত অন্বয়; শত্রুদমনার্থ সাম দান প্রভৃতির প্রয়োগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রিয়ারত—কার্য্যাসক্ত; শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে নিরত। ক্রিয়াতে রত, ৭মীতৎ। বিণ।

ক্রিয়ালোপ—কার্য্যধ্বংস, কর্ম্মনাশ; শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি উঠাইয়া দেওয়া, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদির লোপ; (ব্যাকরণ) ক্রিয়া-পদের অভাব। ক্রিয়ার লোপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রিয়াশক্তি—জগদুৎপত্তিবিষয়ে ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ; কাজ করিবার সামর্থ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্রিয়াশীল—কর্ম্মনিরত; সৎকর্ম্মপরায়ণ। ক্রিয়া শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্রিয়াসক্ত—কার্য্যপ্রবৃত্ত, কর্ম্মনিরত; সৎ-কর্ম্মশীল; ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত। ক্রিয়াতে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

ক্রিয়াসিদ্ধ—কার্য্য দ্বারা সফলতাপ্রাপ্ত; হাতে কলমে কাজ করিতে পটু; যে কার্য্য করিতে করিতে নিপুণতা লাভ করিয়াছে এরূপ; প্রয়োগনিপুণ। ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধ, ৩য়া-তৎ। বিণ।

ক্রিয়াসিদ্ধি—১। কর্ম্মের সাফল্য, কার্য্য সিদ্ধ হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সফলতা। ক্রিয়াজন্যা সিদ্ধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্রিয়েন্দ্রিয়—বাক্ ইত্যাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, হস্ত, পদ, মলদ্বার এবং মূত্রদ্বার)। ক্রিয়াসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্রীড়ক—যে খেলা করে; পরিহাসকারী। ক্রীড়্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী—ক্রীড়িকা।

ক্রীড়ন—১। ক্রীড়া, খেলা; পরিহাস; আমোদপ্রমোদ। ক্রীড়্+অনট্ ভাববা। ২। ক্রীড়নক, খেলনা। ক্রীড়্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। [+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ক্রীড়নক—ক্রীড়াদ্রব্য, খেলনা। ক্রীড়ন (২)

ক্রীড়া—খেলা; পরিহাস। ক্রীড়্+অ ভাববা +আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্রীড়াকন্দুক—খেলিবার ভাঁটা বা গোলা; খেলিবার বল। ক্রীড়ানিমিত্তক কন্দুক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্রীড়াকৌতুক—খেলা ও পরিহাসাদি; আমোদপ্রমোদ। ক্রীড়া ও কৌতুক, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

ক্রীড়াকৌশল—খেলায় নৈপুণ্য, খেলার কসরৎ। ক্রীড়ার কৌশল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ, —কৌশলী (-লিন্)।

ক্রীড়াচ্ছল—খেলার উপলক্ষ, খেলার ভাণ। ক্রীড়ার ছল, ৬ষ্ঠীতৎ; বা ক্রীড়াই ছল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্রীড়াজয়ী (-জয়িন্)—ক্রীড়াবিজেতা, খেলায় জয়লাভকারী। ক্রীড়ায় জয়ী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —জয়িনী।

ক্রীড়াজিত—খেলায় পরাজিত, যে খেলায় হারিয়া গিয়াছে এরূপ। ক্রীড়া দ্বারা জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রীড়াভূমি—ক্রীড়াঙ্গন, খেলিবার স্থান। ক্রীড়ার ভূমি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্রীড়ারণ—ছদ্মযুদ্ধ, কৃত্রিম লড়াই (mock fight). ক্রীড়ার্থক রণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্রীড়ারথ—প্রমোদযান,; ছোটদের খেলার রথ। ক্রীড়ার রথ, নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রীড়াশীল—ক্রীড়াপরায়ণ, সর্ব্বদা খেলা করাই যাহার স্বভাব এরূপ। ক্রীড়াই শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্রীড়াসক্ত—ক্রীড়ায় রত; যে কেবল খেলায় মাতিয়া থাকে এরূপ। ক্রীড়াতে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, —সক্তি।

ক্রীত—মূল্য দ্বারা গৃহীত, কেনা। ক্রী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ক্রীতক—ক্রীতপুত্র, মূল্য দিয়া মাতাপিতার নিকট হইতে গৃহীত সন্তান। ক্রীত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

ক্রীতদাস—কেনা গোলাম (slave). [বিবিধ জ্ঞাতব্যে 'ক্রীতদাসত্ব-প্রথা' দ্রঃ] ক্রীত যে দাস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্রীশ্চান—যীশু খ্রীষ্টের প্রবর্তিত ধর্ম্ম অব-লম্বনকারী। ইং Christian. বি বা বিণ।

ক্রুইজার, ক্রুজার—পাহারাদার যুদ্ধ-জাহাজ। ইং cruiser. বি।

ক্রুঞ্চ—ক্রৌঞ্চপর্ব্বত; কোঁচ বক। ক্রুন্চ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ক্রুদ্ধ—ক্রোধবিশিষ্ট, কুপিত। ক্রুধ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—ক্রোধ।

ক্রুশ—যোগচিহ্নের (+) আকারে আবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়; যে কাষ্ঠযন্ত্রে বিদ্ধ করিয়া যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করা হইয়াছিল। ইং 'cross'-শব্দজ। বি।

ক্রুশবিদ্ধ—ক্রুশ-কাষ্ঠে লৌহ-কীলক দ্বারা বিদ্ধ (crucified). ক্রুশে বিদ্ধ, ৭মীতৎ। বিণ। **ক্রুশবিদ্ধ মহাপুরুষ**—যীশু খ্রীষ্ট।

ক্রুশাকার—ক্রুশ-কাষ্ঠের ন্যায় আকারযুক্ত (cruciform). ক্রুশের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্রুষ্ট—১। ক্রন্দন; রব, নাদ। ক্রুশ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। আহূত; শব্দিত; অভিশপ্ত। ক্রুশ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ক্রোশ।

ক্রূর—নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়; ঘোর; কঠিন; পর-দ্রোহী; নৃশংস; অশুভকর ('—গ্রহ'); কটু, উৎকট ('ক্রূরগন্ধি'); কর্কশ ('—স্বর')। কৃৎ (ছেদন করা)+রক্ কর্ত্তৃবা (কৃৎ-স্থানে ক্রূ)। বিণ। স্ত্রী—ক্রূরা। বি—ক্রূরতা।

ক্রূরকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—নৃশংস; নিষ্ঠুর; ঘাতক। ক্রূর কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্রূরগন্ধি—উগ্রগন্ধযুক্ত; গন্ধক। ক্রূর গন্ধ যাহার, বহুব্রী+ইচ্ সমাসান্ত। বি; পুং বা বিণ।

ক্রূরদৃক্ (-দৃশ্)—১। যে শত্রুতা করে, খল; হিংস্র। বিণ। ২। শনৈশ্চর; মঙ্গলগ্রহ। ক্রূরা দৃক্ (দৃষ্টি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ক্রূরমতি—১। নির্দ্দয়চিত্ত; দুষ্টবুদ্ধি। ক্রূরা মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দুষ্ট বুদ্ধি; নিষ্ঠুর হৃদয়। ক্রূরা মতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্রূররব, -রাবী (-রাবিন্)—দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। ক্রূর রব যাহার, বহুব্রী; ২য় পক্ষে উপতৎ; ক্রূর—রু+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ক্রূরলোচন—১। শনিগ্রহ; মঙ্গলগ্রহ। বি; পুং। ২। অশুভদৃষ্টিযুক্ত; খল; দ্রোহকারক। ক্রূর লোচন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্রূরস্বর—১। যাহার কণ্ঠস্বর কর্কশ এরূপ। ক্রূর স্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কর্কশ কণ্ঠস্বর। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্রূরাকৃতি—১। ভীষণাকার, ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি-ধারী। ক্রূরা আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ভীষণ আকার, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। ক্রূরা আকৃতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্রেডিট—বাজারে ব্যবসায়ীর সম্ভ্রম বা সুনাম; কৃতিত্ব; বাকী পাওনা; ধার (ক্রেডিটে বিক্রয়)। ইং credit. বি।

ক্রেতব্য, ক্রেয়—কিনিবার যোগ্য ; যাহা কিনিতে হইবে এরূপ। ক্রী+তব্য, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

ক্রেতা (ক্রেতৃ)—ক্রয়কর্ত্তা, খরিদ্দার (customer)। ক্রী+তৃন্ কর্তৃবা। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী—ক্রেত্রী।

ক্রেয়—'ক্রেতব্য' দ্রঃ।

ক্রোক—আদালতের পরোয়ানা বলে দেনাদারের সম্পত্তি প্রভৃতি আটক। তুর্কীমূলক বা আর্বী 'কুর্ক'-শব্দজ।। বি।

ক্রোটন—বিলাতী পাতাবাহারের গাছ ; জয়মাল। ইং croton. বি।

ক্রোড়—কোল ; বক্ষ। ক্রুড়্+ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

ক্রোড়চ্যুত—কোল হইতে পতিত ; হাতছাড়া। ক্রোড় হইতে চ্যুত, ৫মীতৎ। বিণ।

ক্রোড়পতি—ক্রোরপতি (তাহা দ্রঃ)।

ক্রোড়-পত্র—অতিরিক্ত পত্র, পুস্তকের কোন অংশ পতিত বা পরিত্যক্ত হইলে (অথবা অতিরিক্ত দিতে হইলে) যে পাতায় লিখিয়া পুস্তকে যোজনা করিয়া দেওয়া যায় তাহা (appendix). ক্রোড়বদ্ধ পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ক্রোধ—কোপ, রাগ ; দ্বেষ। ক্রুধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—ক্রোধী, ক্রুদ্ধ।

ক্রোধগৃহ, -মন্দির—প্রাচীন কালে অভিমানভরে (প্রায়শ মানিনী রমণীরা) যে নির্জ্জন গৃহে গিয়া কেহ বাস করিত তাহা, গোঁসাঘর। ক্রোধের গৃহ, মন্দির, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ক্রোধজ—১। ক্রোধোৎপন্ন, ক্রোধজাত। বিণ। ২। মোহ ; অষ্টবিধ ব্যসন। উপতৎ ; ক্রোধ—জন্+ড কর্তৃবা। বি ; পুং।

ক্রোধন—১। ক্রোধী, ক্রুদ্ধস্বভাব। বিণ। ২। ভৈরব-বিশেষ। ক্রুধ্+অন কর্তৃবা। বি ; পুং।

ক্রোধপরায়ণ—অত্যন্ত ক্রোধী, ক্রোধশীল। ক্রোধ পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্রোধবহ্নি, ক্রোধাগ্নি, ক্রোধানল—রোষরূপ অগ্নি অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় সর্ব্বনাশক ক্রোধ, দারুণ রাগ। ক্রোধরূপ বহ্নি, অগ্নি, অনল, রূপক কর্ম্মধা ; অথবা, ক্রোধ বহ্নি, অগ্নি, অনলসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ক্রোধাগার—ক্রোধমন্দির, গোঁসা-ঘর। ক্রোধের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ক্রোধাগ্নি—'ক্রোধবহ্নি' দ্রঃ।

ক্রোধানল—'ক্রোধবহ্নি' দ্রঃ।

ক্রোধান্ধ—ক্রোধে জ্ঞানশূন্য, অতিশয় ক্রুদ্ধ। ক্রোধ দ্বারা অন্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রোধান্বিত—ক্রুদ্ধ, কুপিত। ক্রোধ দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রোধী (ক্রোধিন্)—অল্পেই যাহার ক্রোধ জন্মে এরূপ, যে সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এরূপ। ক্রোধ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ক্রোধিনী। বি—ক্রোধ।

ক্রোধোদ্দীপক—রোষবর্দ্ধক ; কোপজনক ; যাহাতে মনে অত্যন্ত রাগ হয় এমন। ক্রোধের উদ্দীপক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —পিকা।

ক্রোধোদ্দীপন—১। কোপবর্দ্ধন, রোষের উত্তেজনা, রাগ বাড়ান। বি ; ক্লীব। ২। ক্রোধোদ্দীপক। ক্রোধের উদ্দীপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ক্রোধোদ্রেক—ক্রোধসঞ্চার, ক্রোধের প্রকাশ। ক্রোধের উদ্রেক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্রোধোন্মত্ত—ক্রোধে ক্ষিপ্ত, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য, ক্রোধান্ধ। ক্রোধ দ্বারা উন্মত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রোধোপশম—ক্রোধশান্তি, রাগ থামান, রাগ কমিয়া যাওয়া। ক্রোধের উপশম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্রোর—একশত লক্ষ, এক কোটি। 'কোটি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ক্রোরপতি—কোটীশ্বর, কোটিমুদ্রার অধিপতি ; অতিশয় ধনবান্। ক্রোরের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

ক্রোশ—১। ৮০০০-হাত পরিমাণ দূরত্ব (বর্তমানে দুই মাইলের কিছু বেশী, কোন স্থানে দুই মাইল)। ক্রুশ্+ঘঞ্ অপাবা। ২। রোদন ; আহ্বান। ক্রুশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—ক্রুষ্ট, ক্রোশিত।

ক্রোশন—ক্রন্দন, কাতরধ্বনি ; আহ্বান। ক্রুশ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—ক্রুষ্ট।

ক্রৌঞ্চ—বক ; কোঁচবক ; সপ্ত দ্বীপের মধ্যে এক দ্বীপ ; হিমালয়ের অংশ পর্ব্বতবিশেষ। ক্রুঞ্চ+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

ক্রৌঞ্চদারক, -দারণ—কার্ত্তিকেয়, কুমার ; পরশুরাম। ক্রৌঞ্চ—দৃ+ণিচ্+ণক, অন কর্তৃবা। বি ; পুং।

ক্রৌঞ্চপদা—(সংস্কৃত কাব্যে) পঞ্চবিংশতি-অক্ষরযুক্ত ছন্দঃ। ক্রৌঞ্চের পদের ন্যায় পদ (গতি) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্রৌঞ্চবধূ—বকের স্ত্রী ; স্ত্রীজাতীয় বক। ক্রৌঞ্চের বধূ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্রৌঞ্চমিথুন—ক্রৌঞ্চদম্পতি, ক্রৌঞ্চ এবং ক্রৌঞ্চী। ক্রৌঞ্চের মিথুন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ক্রৌঞ্চারণ্য—(রামায়ণ) দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত জনস্থানের ক্রোশত্রয় দূরস্থ অরণ্যবিশেষ। ক্রৌঞ্চ-অধ্যুষিত অরণ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ক্রৌঞ্চারাতি—কার্ত্তিকেয়। ক্রৌঞ্চের অরাতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্রোশশতিক—শত ক্রোশ গমনকারী। ক্রোশশত+ইক গমনকারী অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—শতিকী।

ক্লম—আয়াস, শ্রম, ক্লান্তি, অবসাদ। ক্লম্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—ক্লান্ত।

ক্লান্ত—অবসন্ন, ক্লান্তিযুক্ত, অতিশয় শ্রান্ত ; ম্লান। ক্লম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ক্লান্তি।

ক্লান্তি—শ্রান্তি, অবসাদ। ক্লম্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—ক্লান্ত।

ক্লান্তিকর, -জনক—অবসাদজনক, কষ্টকর। উপতৎ ; ক্লান্তি—কৃ+ট কর্তৃবা ; ক্লান্তির জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —করী, —জনিকা।

ক্লান্তিনাশ—শ্রমদূর, শ্রান্তিহরণ। ক্লান্তির নাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্লান্তিনাশক, -হর—শ্রমাপনোদক, শ্রান্তিহারক, অবসাদনাশক। ক্লান্তির নাশক, ৬ষ্ঠীতৎ ; উপতৎ ; ক্লান্তি—হৃ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—নাশিকা, —হরা।

ক্লাব—সমিতি, সঙ্ঘ। ইং club. বি।

ক্লাস—বিদ্যালয়ের শ্রেণী ; ট্রাম রেল প্রভৃতি গাড়ীর শ্রেণী ; স্তর বা জাতি বা পর্য্যায় (এক ক্লাসের লোক)। ইং class. বি।

ক্লাসিক—১। উঁচুদরের সাহিত্য ; সর্ব্বদেশ ও যুগের উপযোগী সাহিত্য। বি। ২। প্রাচীন ও বহু প্রশংসিত ; উঁচুদরের ('—সাহিত্য', '—সঙ্গীত')। ইং classic. বিণ।

ক্লিন্ন—আর্দ্র, ভিজা ; ক্লেদযুক্ত। ক্লিদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ক্লেদ।

ক্লিশিত, ক্লিষ্ট—ক্লেশপ্রাপ্ত, কষ্টপ্রাপ্ত ; ক্লান্ত। ক্লিশ্+ক্ত কর্তৃবা (বিকল্পে ইট্)। বিণ। বি—ক্লিষ্টতা, ক্লেশ।

ক্লিশ্যমান—১। যে ক্লেশ পাই'তেছে এরূপ। ক্লিশ্+শানচ্ কর্তৃবা। ২। যাহাকে ক্লেশ দেওয়া হইতেছে এরূপ। ক্লিশ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

ক্লিষ্ট—'ক্লিশিত' দ্রঃ।

ক্লীব—১। নপুংসক, হিজড়ে। বি ; পুং। ২। অক্ষম ; বিক্রমহীন ; পৌরুষহীন ; কাপুরুষ ; ব্যর্থ ; নিষ্ফল ; কাতর। ক্লীব্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। বি—ক্লীবতা, ক্লীবত্ব, ক্লৈব্য।

ক্লীবতা, ক্লীবত্ব—ক্লীবের ভাব, নপুংসকত্ব ; পৌরুষহীনতা ; অক্ষমতা ; ব্যর্থতা। ক্লীব+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—ক্লীব।

ক্লীবলিঙ্গ—(ব্যাকরণ) স্ত্রীপুরুষ-ভিন্ন-বাচক [সংস্কৃতমূলক শব্দগুলির কেবল আকার বা কেবল অর্থানুসারে লিঙ্গভেদ হয় না। অভিধাননির্দ্দেশ বা প্রয়োগ অনুসারেই লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে। যেমন—গাত্র অর্থে প্রযুক্ত 'শরীর' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, 'কায়' শব্দ পুংলিঙ্গ এবং 'তনু' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ]। ক্লীবনামক লিঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং বা বিণ।

ক্লেদ—১। ক্লিন্নতা, আর্দ্রীভাব; সমলতা। ক্লিদ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। মলযুক্ত জল; পূযাদি। ক্লিদ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ক্লেদার্দ্র—ক্লিন্ন; পিচ্ছিল; ক্লেদপূর্ণ। ক্লেদ দ্বারা আর্দ্র, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্লেদিত—আর্দ্রীকৃত, যাহা ভিজাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ; মল পূয ইত্যাদি মিশ্রিত। ক্লিদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ক্লেশ—কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা; শ্রম; (যোগশাস্ত্র) অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ যন্ত্রণা। ক্লিশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—ক্লিশিত, ক্লিষ্ট।

ক্লেশকর, -জনক, -দায়ক—কষ্টকর, পীড়াদায়ক। উপতৎ; ক্লেশ—কৃ+ট কর্তৃবা; (২য় ও ৩য় পক্ষে) ক্লেশের জনক, দায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —করী, —জ'নকা, —দায়িকা।

ক্লেশিত—ক্লেশপ্রাপ্ত, যাহাকে ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ক্লিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ক্লৈব্য—পুরুষত্বহীনতা, ক্লীবত্ব; কাপুরুষতা; নিষ্ফলত্ব; কাতরতা; দীন ভাব। ক্লীব+ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—ক্লীব।

ক্লোম (ক্লোমন্)—(শারীরবিদ্যা) ফুসফুস্; পিত্তকোষ; মূত্রাধার; দেহমধ্যস্থ পিপাসাস্থান। ক্লুঙ্+মনিন্ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

ক্লোমনালিকা—(শারীরবিদ্যা) শ্বাসনালী (trachea). ক্লোমের নালিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্লোম-শাখা—(শারীরবিদ্যা) শ্বাসযন্ত্র (bronchus). ক্লোমের শাখা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্লোরোফিল—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) উদ্ভিদ্-পত্রের হরিদ্বর্ণ-কারক পদার্থ (chlorophyl). বি।

ক্ষ—১। ক্ষত্রিয়; নৃসিংহ; রাক্ষস; বিদ্যুৎ। ক্ষি বা ক্ষৈ+ড করণবা। ২। প্রলয়। ক্ষি+ড অধিবা। বি; পুং।

ক্ষণ—কালের অংশ-বিশেষ, অতি সূক্ষ্ম কাল; দশপলপরিমিত সময়; অবসর, অবকাশ, সুযোগ; উৎসব; শুভমুহূর্ত্ত। ক্ষণ্ (বিনষ্ট করা)+অচ্ কর্তৃবা (যাহা দুঃখকে বিনষ্ট করে)। বি; পুং। বিণ—ক্ষণিক। **ক্ষণে ক্ষণে**—প্রতিমুহূর্ত্তে।

ক্ষণকাল—অত্যল্প সময়, অতি কম সময়। ক্ষণই কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্ষণজন্মা (-জন্মন্)—যাহার অতি শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে এরূপ; অসাধারণ-ক্ষমতাপন্ন, অতিশয় সৌভাগ্যশালী, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত। ক্ষণে জন্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষণদ—১। দৈবজ্ঞ, গণক। বি; পুং। ২। জল। উপতৎ; ক্ষণ—দা+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

ক্ষণদা—রাত্রি; হরিদ্রা। উপতৎ; ক্ষণ—দা+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষণদাকর—নিশাকর, চন্দ্র। উপতৎ; ক্ষণদা—কৃ+ট কর্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষণদাচর—নিশাচর, রাক্ষস। উপতৎ; ক্ষণদা—চর্+ট কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, —চরী।

ক্ষণদ্যুতি—বিদ্যুৎ। ক্ষণ ব্যাপিয়া দ্যুতি যাহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

ক্ষণধ্বংসী (-ধ্বংসিন্), **-বিধ্বংসী** (-বিধ্বংসিন্)—অল্প সময়েই নাশশীল, উৎপত্তির পরক্ষণেই যাহার ধ্বংস হয় এমন, ক্ষণিক, ক্ষণভঙ্গুর; ক্ষণ—ধ্বন্‌স্+ণিন্ কর্তৃবা, ক্ষণ—বি—ধ্বন্‌স্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ধ্বংসিনী, —বিধ্বংসিনী।

ক্ষণপ্রকাশ—বিদ্যুৎ। ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ ("ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে।"—মাইকেল)। ক্ষণস্থায়িনী প্রভা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষণবিধ্বংসী (-সিন্)—'ক্ষণধ্বংসী' দ্রঃ।

ক্ষণবিলম্ব—অল্পকালমাত্র দেরী। ক্ষণ ব্যাপিয়া বিলম্ব, ২য়াতৎ। বি; পুং।

ক্ষণভঙ্গুর—যাহা অল্পকাল পরে নষ্ট হয় এরূপ, ক্ষণমাত্রস্থায়ী। ক্ষণমধ্যে ভঙ্গুর, ৭মীতৎ। বিণ।

ক্ষণভোগ্য—যাহা অল্পকাল ভোগ করা যায় এমন, অচিরস্থায়ী, নশ্বর। ক্ষণ ব্যাপিয়া ভোগ্য, ২য়াতৎ। বিণ।

ক্ষণমাত্র—অত্যল্পকালমাত্র, অতি সামান্য ক্ষণ। কেবল ক্ষণ, এই বাক্যে নিত্য সমাস। বি; ক্লীব।

ক্ষণস্থায়ী (-স্থায়িন্)—অচিরস্থায়ী, অল্পকালমাত্র স্থিতিশীল; (প্রাণিবিদ্যা) যাহারা এক দিন কিংবা দুই দিন মাত্র বাঁচে এমন (ephemeral). উপতৎ; ক্ষণ—স্থা+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —স্থায়িনী। বি, —স্থায়িত্ব।

ক্ষণিক—১। ক্ষণমাত্র স্থায়ী, অচিরস্থায়ী; (দর্শনে) যাহা এক ক্ষণ মাত্র থাকে এমন। ক্ষণ+ইক (ঠন্) ব্যাপ্ত হয় এই অর্থে। বিণ। ২। অতি অল্প সময় ("হে ক্ষণিকের অতিথি"—রবীন্দ্রনাথ)। কবিপ্র। বি।

ক্ষণিনী—রাত্রি। ক্ষণ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষণেক—মুহূর্ত্তমাত্র। এক ক্ষণ, কর্ম্মধা ('এক' শব্দের পরনিপাত ও বাংলা নিয়মে সন্ধি)। বাং প্র। বি।

ক্ষত—১। ব্রণ, ঘা; কর্ত্তিত বা ছিন্ন স্থান। বি; ক্লীব। ২। কর্ত্তিত, কাটা; বিদারিত; আঘাত দ্বারা বিদীর্ণ; দষ্ট; বিদ্ধ; নিষ্পিষ্ট। ক্ষণ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ক্ষতচিহ্ন—কাটা ইত্যাদির দাগ। ক্ষতের চিহ্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ক্ষতজ—রক্ত; পূঁয; কাসরোগবিশেষ, ক্ষয়কাস। উপতৎ; ক্ষত—জন্+ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

ক্ষতবিক্ষত—দেহের বহুস্থানে ক্ষতযুক্ত; যাহার প্রায় সর্ব্বাংশে আঘাত লাগিয়াছে এরূপ ('—দেহ')। যাহা ক্ষত তাহাই বিক্ষত, কর্ম্মধা। বিণ।

ক্ষতব্রত—নষ্টব্রত, যে নিয়মভঙ্গ করিয়াছে। ক্ষত (ভগ্ন) ব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষতস্থান—কর্ত্তিত বা ছিন্ন অংশ। ক্ষতের স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ক্ষতাশৌচ—ক্ষতনিমিত্তক অশৌচ। ক্ষতজনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্ষতি—১। অপচয়, নাশ, লোকসান; ক্ষয়। ক্ষণ্+ক্তি ভাববা। ২। অস্ত্রাদি-চিহ্ন; আঘাতের দাগ; ক্ষত। ক্ষণ্+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী।

ক্ষতিকর—হানিকারক, যাহাতে লোকসান হয় এমন; অনিষ্টকর। উপতৎ; ক্ষতি—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —করী।

ক্ষতিকারক—অপকারক, অনিষ্টকর। ক্ষতির কারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —কারিকা।

ক্ষতিগ্রস্ত—অপচয়ভাগী, যাহার লোকসান হইয়াছে এরূপ। ক্ষতিদ্বারা গ্রস্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্ষতিজনক—ক্ষতিকর, অনিষ্টকর। ক্ষতির জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —জনিকা।

ক্ষতিপূরণ—অপচিত অংশের পুনঃ প্রদান, লোকসান পোষাইয়া দেওয়া; ক্ষতির পরিবর্ত্তে অর্থাদি দান। ক্ষতির পূরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ক্ষতিবৃদ্ধি—লাভ ও লোকসান; লাভ বা লোকসান। ক্ষতি ও বৃদ্ধি, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ক্ষত্তা (ক্ষত্তৃ)—সারথি, সূত; ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসজাত সন্তান; দাসীপুত্র; (মহাভারত) বিদুর; কোষাধ্যক্ষ; কর্ম্মচারী; বিধাতা; প্রতীহার, দ্বারপাল। ক্ষদ্+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী —ক্ষত্রী।

ক্ষত্র(ত্রে)—ক্ষত্রিয় জাতি। ক্ষদ্+ত্র কর্তৃবা, অথবা উপতৎ; ক্ষৎ—ত্রৈ+ক কর্তৃবা (বিকল্পে ত-কারের লোপ)। বি; পুং।

ক্ষত্রকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **ক্ষত্রকর্ম্ম**—ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম; ক্ষত্রোচিত কার্য্য [শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, ঈশ্বরভাব—এইগুলি ক্ষত্রকর্ম্ম]। ক্ষত্রের কর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ক্ষত্র(ত্রে)ধর্ম্ম(র্ম)—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, সাহস বীরত্ব, পুরুষকার প্রভৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষত্র(ত্রে)বন্ধু—নীচ ক্ষত্রিয়, নিন্দিত ক্ষত্রিয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [তৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষত্র(ত্রে)বিদ্যা—ধনুর্ব্বেদ ; যুদ্ধবিদ্যা। ৬ষ্ঠী-

ক্ষত্রা(ত্রো)ন্তক—পরশুরাম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্ষত্রি(ত্রি)য়—ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ ; রাজন্য ; যুদ্ধব্যবসায়ী জাতি। ক্ষত্র, ক্ষত্র+ইয় অপত্য বা জাতি অর্থে। বি ; পুং।

ক্ষত্রি(ত্রি)য়া, ক্ষত্রি(ত্রি)য়াণী—ক্ষত্রিয়-জাতীয়া নারী। ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়+আপ্, ঈপ্ (আন্ আগম)। বি ; স্ত্রী।

ক্ষত্রি(ত্রি)য়ী—ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী। ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষত্রী—ক্ষত্রিয় জাতি। 'ক্ষত্রিয়'-শব্দজ। বি।

ক্ষন্তব্য—ক্ষমার যোগ্য, যাহা ক্ষমা করা যায় এমন ; সহনীয়। ক্ষম্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

ক্ষন্তা (ক্ষন্তৃ)—সহিষ্ণু ; ক্ষমাশীল। ক্ষম্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ক্ষন্ত্রী।

ক্ষপণ—১। নির্লজ্জ, লজ্জাহীন। ক্ষপ্ (দূর করা)+অন কর্তৃবা (যে লজ্জা দূর করিয়াছে)। বিণ। ২। ত্যাগ। ক্ষপ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

ক্ষপণক—বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী ; নাস্তিক-মত-প্রচারক ; নির্লজ্জ ; মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার পণ্ডিতবিশেষ। ক্ষপ্ (ত্যাগ করা) +অন কর্তৃবা+কন্ স্বার্থে (যে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়াছে)। বি ; পুং।

ক্ষপণী—নৌকার ক্ষেপণী, দাঁড়। ক্ষপ্+অনট্ কর্ম্মবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষপা—রাত্রি ; হরিদ্রা। ক্ষৈ—ণিচ্ (=ক্ষপি, শারীরিক চেষ্টা দূর করা)+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষপাকর—চন্দ্র, চাঁদ ; কর্পূর। উপতৎ ; ক্ষপা—কৃ+ট কর্তৃবা ; অথবা, ক্ষপাতে (রাত্রিতে) কর যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ক্ষপাচর—নিশাচর ; রাক্ষস। উপতৎ ; ক্ষপা —চর্+ট কর্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী,—চরী।

ক্ষপাট—রাক্ষস, নিশাচর। ক্ষপা—অট্ (ভ্রমণ করা)+অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ক্ষপানাথ, -পতি—চন্দ্র ; কর্পূর। ক্ষপার নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্ষপিত—বিনাশিত ; অতিবাহিত ; দগ্ধ। ক্ষপ্, বা ক্ষৈ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ক্ষপণ।

ক্ষম—নিপুণ ; সমর্থ ; যোগ্য ; হিতকর ; সহিষ্ণু। ক্ষম্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ক্ষমতা—যোগ্যতা ; প্রভাব ; শক্তি। ক্ষম +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ক্ষমতাপন্ন—প্রভাবশালী, শক্তিমান্। ক্ষমতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

ক্ষমতাবান্ (-বৎ)—শক্তিশালী, সামর্থ্য-সম্পন্ন ; প্রভাবশালী। ক্ষমতা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

ক্ষমতাশালী (-শালিন্)—শক্তিমান্, সামর্থ্যযুক্ত ; প্রভাবসম্পন্ন। ক্ষমতা দ্বারা শালিত (শোভিত) হয় যে, উপতৎ ; ক্ষমতা—শাল্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী। বি,—শালিতা।

ক্ষমা—১। শান্তি, নিবৃত্তি ; অপকার-সহন, মার্জ্জনা ; তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা। ক্ষম্+অ ভাববা+আপ্। **ক্ষমা দেওয়া**—নিবৃত্ত হওয়া। ২। পৃথিবী ; দুর্গা। ক্ষম্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। সামর্থ্য-শালিনী ; যোগ্যা ; হিতা ; সহনশীলা। ক্ষম +আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ক্ষমাগুণ—মার্জ্জনাগুণ, অন্যের অপরাধ সহনরূপ সদ্‌বৃত্তি। ক্ষমাই গুণ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ক্ষমাপর—সহনশীল ; যিনি সহজেই দোষ-মার্জ্জনা করেন এরূপ। ক্ষমা পর (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষমাপরায়ণ—ক্ষমাশীল ; সহিষ্ণু। ক্ষমা পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষমাপ্রার্থনা, -ভিক্ষা—মার্জ্জনাভিক্ষা, মাফ চাওয়া। ক্ষমার প্রার্থনা, ভিক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষমাপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—মার্জ্জনাভিক্ষা-কারী, যে মাফ চায় এরূপ। ক্ষমার প্রার্থী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—প্রার্থিনী।

ক্ষমাবান্ (-বৎ)—ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। ক্ষমা+মতুপ্ শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

ক্ষমাভিক্ষা—'ক্ষমাপ্রার্থনা' দ্রঃ।

ক্ষমাশীল—সহিষ্ণু ; যিনি সহজেই অন্যের অপরাধ মার্জ্জনা করেন এরূপ। ক্ষমা শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষমিতা (ক্ষমিতৃ)—মার্জ্জনাকারী ; সহন-শীল। ক্ষম্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

ক্ষমী (ক্ষমিন্)—ক্ষমাশীল। ক্ষম্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ক্ষমিণী।

ক্ষম্য—ক্ষমার যোগ্য ; উপেক্ষ্য। ক্ষম্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—ক্ষমা।

ক্ষয়—১। অপচয় ; হ্রাস ; ধ্বংস, নাশ ; ক্রমে লোপ পাওয়া ; অন্ত ; (ভূবিদ্যা) উত্তাপ শৈত্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে ভূপৃষ্ঠস্থ শিলার ক্রমধ্বংস (erosion). ক্ষি+অচ্ ভাববা। বিণ—ক্ষয়িত, ক্ষীণ, ক্ষীয়মাণ। **ক্ষয় করা**—নষ্ট করা ; বধ করা ; হারাইয়া ফেলা। **ক্ষয় পাওয়া**—ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া লোপ পাওয়া। **ক্ষয়ে যাওয়া**—ক্ষয় হওয়া। **শরীর ক্ষয় করা**—দেহ-পাত করা ; অত্যাচারে বা অতিরিক্ত শ্রমে বা দুর্ভাবনায় দেহপাত করা। ২। রোগ-বিশেষ, ক্ষয়কাস। ক্ষি+অচ্ করণবা। ৩। গৃহ, নিবাসস্থান ('যম—') ; কল্পান্ত, প্রলয় ; বৎসরবিশেষ, যে বৎসরে দুর্ভিক্ষ রাজানাশ এবং প্রজাগণের মৃত্যু হয় তাহা ; (জ্যোতিষ) মাসবিশেষ, দুইটি রবিসংক্রান্তিযুক্ত এবং শুক্লপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যায় যাহার অন্ত হয় এরূপ মাস। ক্ষি+অচ্ অধিবা। বি ; পুং।

ক্ষয়কর—ক্ষতিকারক, অপকারক ; ধ্বংস-সাধক, নাশক। উপতৎ ; ক্ষয়—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

ক্ষয়কাশ, -কাস—যক্ষ্মা রোগ। ক্ষয়কারক কাশ, কাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ক্ষয়জনক—ক্ষয়কর, অপকারক ; নাশক। ক্ষয়ের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

ক্ষয়পক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ, যে পক্ষে চন্দ্রের কলা হ্রাস পায় তাহা। ক্ষয়ের পক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্ষয়মাস—(জ্যোতিষ) দ্বিসংক্রমণযুক্ত চান্দ্র-মাস ; মলমাস। ক্ষয়ের মাস, ৬ষ্ঠীতৎ ; বা, ক্ষয়যুক্ত মাস, মধ্যপ কর্ম্মধা ; বা, ক্ষয়নামক মাস, মধ্যপ কর্ম্মধা (ক্ষয় [৩] দ্রঃ)। বি ; পুং। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ক্ষয়রোগ—যক্ষ্মা রোগ। ক্ষয়কারক রোগ,

ক্ষয়রোগী (-গিন্)—ক্ষয়কাসের রোগী। ক্ষয়রোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রোগিণী।

ক্ষয়শীল—ক্ষয়িষ্ণু, ক্রমে ক্ষয় পাওয়া যাহার স্বভাব এরূপ। ক্ষয় শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষয়া, ক্ষয়ান—১। ক্ষয়িত। বিণ। ২। নাশ করা, ক্ষীণ করা। 'ক্ষয়'-শব্দজ। বাং ক্রি।

ক্ষয়িত—১। নাশিত ; অপচয়িত, যাহার ক্ষয় করা হইয়াছে এরূপ। ক্ষি+ণিচ্ +ক্ত কর্ম্মবা। ২। ক্ষয়প্রাপ্ত। ক্ষয়+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—ক্ষয়।

ক্ষয়িষ্ণু—ক্ষয়শীল, যাহা ক্রমাগত ক্ষয় পাই-তেছে এরূপ। ক্ষয়+ইষ্ণু (অসংস্কৃত) শীলার্থে। বিণ।

ক্ষয়ী (ক্ষয়িন্)—ক্ষয়শীল, নশ্বর ; ক্ষয়-রোগগ্রস্ত। ক্ষয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ক্ষয়িণী। বি—ক্ষয়িতা।

ক্ষর—১। ক্ষরণ ; নাশ। ক্ষর্+ক ঘঞর্থে ভাববা। ২। মেঘ। ক্ষর্+ক ঘঞর্থে অপাবা। বি ; পুং। ৩। জল। বি ; ক্লীব। ৪। নশ্বর ; স্রবণশীল। ক্ষর্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ক্ষরণ—চুয়াইয়া পড়া, স্রবণ ; তরল দ্রব্যের পতন ; নাশ ; নিঃসরণ ; (শারীরবিদ্যা) শরীরস্থ রক্ত ইত্যাদি ধাতুর নিঃসরণ (secretion) ; (পদার্থবিদ্যা) বিদ্যুৎ ইত্যাদির চ্যুতি বা বাহির হওয়া

(discharge). ক্ষর্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ক্ষরিত।

ক্ষরিত—স্রুত, যাহা ক্ষরিয়া পড়িয়াছে এমন; নিঃসৃত; চোয়ান। ক্ষর্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ক্ষরণ।

ক্ষরী (ক্ষরিন্)—১। বর্ষাকাল। বি; পুং। ২। ক্ষরণবিশিষ্ট। ক্ষর + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ক্ষরিণী।

ক্ষাত্র(ত্র)—১। ক্ষত্রিয়সম্বন্ধীয়। ক্ষত্র, ক্ষত্র + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—ক্ষাত্রী, ক্ষাত্রী। ২। ক্ষত্রিয়ত্ব; ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম। ক্ষত্র, ক্ষত্র + অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

ক্ষান্ত—১। ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু; বিরত, নিবৃত্ত; যে থামিয়াছে এমন। ক্ষম্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। ক্ষমা; ক্ষান্তি। ক্ষম্ + ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। **ক্ষান্ত দেওয়া**—নিবৃত্ত হওয়া, চুপ করিয়া যাওয়া।

ক্ষান্তি—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা; নিবৃত্তি; থামা। ক্ষম্ + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—ক্ষান্ত, ক্ষান্তিমান্।

ক্ষাম—কৃশ; দুর্ব্বল; রুক্ষ; শুষ্ক। ক্ষৈ + ক্ত কর্তৃবা (ক্ত-স্থানে ম)। বিণ।

ক্ষার—১। লবণরস (alkali); খাঁড় গুড়; কাচ; ভস্ম, ছাই। বি; পুং। ২। সোহাগা; যবক্ষার; বিট্ লবণ; লোণামাটি; সাজিমাটি সোডা চূণ ইত্যাদি পদার্থ। ক্ষর্ + ণ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

ক্ষারক—১। জালি, কুঁড়ি। ক্ষর্ + ণক কর্তৃবা। ২। রজক, ধোপা; পক্ষী প্রভৃতির খাঁচা; মৎস্যাদির খালুই। ক্ষর্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। (রসায়ন) অম্লজান-সংযুক্ত ধাতব পদার্থ (base). ক্ষার + কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ক্ষারকীয়—(রসায়ন) ক্ষারকের (৩) গুণবিশিষ্ট, ক্ষারকঘটিত (basic). ক্ষারক + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ক্ষারধর্ম্মী (-ধর্ম্মিন্), **-ধর্মী**—ক্ষারপদার্থের গুণবিশিষ্ট (alkaline). ক্ষারের ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

ক্ষারভূমি—লবণমৃত্তিকাযুক্ত দেশ, লোণা জায়গা। ক্ষারযুক্তা ভূমি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষারমৃত্তিকা—লোণামাটি, সাজিমাটি। ক্ষারযুক্তা মৃত্তিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষারমেহ—পিত্তজ মেহরোগবিশেষ। ক্ষারযুক্ত মেহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্ষারলবণ—(রসায়ন) ক্ষার ঘটিত বা ক্ষার জাতীয় লবণ (basic salt). ক্ষারময় বা ক্ষার জাতীয় লবণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্ষারসমুদ্র—লবণসমুদ্র। ক্ষারযুক্ত বা ক্ষারজনক সমুদ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্ষারিত—অপবাদগ্রস্ত, দূষিত; স্রাবিত, গলান। ক্ষর্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ক্ষারী (-রিন্)—ক্ষারযুক্ত; ক্ষার মাটি হইতে জাত। ক্ষার + ইন্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ক্ষারী নুন—ক্ষারমাটি হইতে তৈয়ারী অপরিষ্কৃত লবণ।

ক্ষারীয়—(রসায়ন) ক্ষারজাতীয়, ক্ষারধর্ম্মী (alkaline). ক্ষার + ঈয় জাতার্থে। বিণ।

ক্ষারোদ—(রসায়ন) উপক্ষার (alkaloid). বি।

ক্ষারোদক—১। লবণসমুদ্র। ক্ষারযুক্ত উদক যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। লবণাক্ত জল। ক্ষারযুক্ত উদক (জল), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্ষালন, ক্ষালনা—ধৌতকরণ, জলদ্বারা পরিষ্কারকরণ; শোধন; মার্জ্জন; অপসারণ; কাটান, কোন বিষয় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া ('অপরাধ—')। ক্ষল্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা + আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

ক্ষালিত—ধৌত, পরিষ্কৃত; শোধিত; নিরাকৃত। ক্ষল্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ক্ষালন।

ক্ষিতি—পৃথিবী; বাসস্থান; মৃত্তিকা, মাটি। ক্ষি + ক্তি অধিবা। বি; স্ত্রী।

ক্ষিতিজ—১। কেঁচো; বৃক্ষ; মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর; উপরসবিশেষ; (ভূগোল) দিক্‌চক্রবাল, দিগন্ত (horizon). বি; পুং। **ক্ষিতিজ রেখা**—দিগন্ত রেখা (horizontal line). ২। ভূমি হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; ক্ষিতি—জন্ + ড কর্তৃবা। বিণ।

ক্ষিতিজা—১। সীতা। বি; স্ত্রী। ২। ভূমি হইতে উৎপন্না। ক্ষিতিজ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ক্ষিতিতল—ভূতল, ধরাপৃষ্ঠ; পৃথিবীর উপরিভাগ। ক্ষিতির তল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ক্ষিতিধর—পর্ব্বত; রাজা; কূর্ম্ম; বাসুকি। ক্ষিতির ধর (ধৃ + অচ্ = ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষিতিনাথ, -পতি—ভূপতি, রাজা। ক্ষিতির নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষিতিপ—নরপতি, রাজা। উপতৎ; ক্ষিতি—পা + ক কর্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষিতিপতি—'ক্ষিতিনাথ' দ্রঃ।

ক্ষিতিপাল—মহীপাল, নরপতি। উপতৎ; ক্ষিতি—পা + ণিচ্ + অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষিতিরুহ—বৃক্ষ, গাছ। উপতৎ; ক্ষিতি—রুহ্ (জন্মা) + ক কর্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষিতীশ, ক্ষিতীশ্বর—পৃথিবীপতি, রাজা। ক্ষিতির ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষিপ্ত—১। নিক্ষিপ্ত; ত্যক্ত; অবজ্ঞাত; বিকীর্ণ, ছড়ান। ক্ষিপ্ + ক্ত কর্ম্মবা। ২। অত্যন্ত বিষয়াসক্ত; বিকৃতমস্তিষ্ক; উন্মত্ত, পাগল, ক্ষেপা, বাতুল। ক্ষিপ্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ক্ষিপ্ততা।

ক্ষিপ্তনিবাস, ক্ষিপ্তাবাস—ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের থাকিবার স্থান, পাগলা-গারদ (lunatic asylum). ক্ষিপ্তদের নিবাস, আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষিপ্যমাণ—যাহা ক্ষেপণ করা হইতেছে এমন। ক্ষিপ্ + শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

ক্ষিপ্র—১। দ্রুত; সত্বর। বিণ বা ক্রি-বিণ। ২। খেচরান্ন, খিচুড়ী; (জ্যোতিষ) নক্ষত্রবিশেষ। ক্ষিপ্ + রক্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

ক্ষিপ্রকারিতা—শীঘ্র কার্য্য করা, শীঘ্রকরণ। ক্ষিপ্রকারিন্ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, —কারী।

ক্ষিপ্রকারী (-কারিন্)—শীঘ্রকারী, লঘুহস্ত, যে শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্ম সমাধা করে এরূপ। উপতৎ; ক্ষিপ্র—কৃ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী। বি, —কারিতা।

ক্ষিপ্রগতি—১। দ্রুত গমন, তাড়াতাড়ি যাওয়া। ক্ষিপ্রা গতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। দ্রুতগতিসম্পন্ন, যে সত্বর গমন করে এরূপ। ক্ষিপ্রা গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষিপ্রগামী (-গামিন্)—দ্রুতগামী, বেগবান্। উপতৎ; ক্ষিপ্র—গম্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গামিনী। বি, —গামিতা।

ক্ষিপ্রহস্ত—যাহার হাত শীঘ্র চলে এরূপ, চট্‌পটে, লঘুহস্ত। ক্ষিপ্র হস্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, —হস্ততা। ক্রি-বিণ—ক্ষিপ্রহস্তে।

ক্ষিপ্রহস্ততা—কার্য্যতৎপরতা; দ্রুতকার্য্যকারিতা, চট্‌পট্ কাজ করার ক্ষমতা। ক্ষিপ্রহস্ত + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ক্ষীণ—সূক্ষ্ম; দুর্ব্বল; জীর্ণ; শুষ্ক; কৃশ, শীর্ণ; অতি অল্প ('—আশা')। ক্ষি + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ক্ষীণতা, ক্ষীণত্ব।

ক্ষীণকণ্ঠ—১। সরু গলা; মৃদু কণ্ঠস্বর। ক্ষীণ কণ্ঠ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। কৃশগলদেশবিশিষ্ট; মৃদুকণ্ঠস্বরসম্পন্ন। ক্ষীণ কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কণ্ঠা, —কণ্ঠী।

ক্ষীণকায়—১। কৃশ দেহ, দুর্ব্বল শরীর। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। দুর্ব্বল-শরীরবিশিষ্ট; রোগা। ক্ষীণ কায় যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —কায়া।

ক্ষীণচন্দ্র—(জ্যোতিষ) কৃষ্ণপক্ষের শেষভাগের অথবা শুক্লপক্ষের প্রথমভাগের চন্দ্র। ক্ষীণ চন্দ্র, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্ষীণচিত্ত—দুর্ব্বলহৃদয়; যাহার মনোবল নাই এমন; সঙ্কীর্ণচিত্ত। ক্ষীণ চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষীণজীবী (-জীবিন্)—অতি দুর্ব্বল, যাহার প্রাণ অল্পেই বিনষ্ট হইতে পারে এরূপ। উপতৎ; ক্ষীণ—জীব্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —জীবিনী। বি, —জীবিতা।

ক্ষীণতম—বহুর মধ্যে ক্ষীণ, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ; অতিশয় ক্ষীণ। ক্ষীণ + তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

ক্ষীণতর—দুয়ের মধ্যে ক্ষীণ, অন্যাপেক্ষা ক্ষীণ, অপেক্ষাকৃত মৃদু। ক্ষীণ+তর অপেক্ষার্থে। বিণ।

ক্ষীণতা, -ত্ব—কৃশতা; দৌর্ব্বল্য; সূক্ষ্মতা। ক্ষীণ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—ক্ষীণ।

ক্ষীণদৃষ্টি—১। অল্প দৃষ্টি, ভাল করিয়া দেখিতে না পাওয়া, দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা। ক্ষীণা দৃষ্টি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যে ভাল দেখিতে পায় না এরূপ। ক্ষীণা দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষীণদেহ—ক্ষীণকায় (তাহা দ্রঃ)।

ক্ষীণপ্রকৃতি—১। মৃদু স্বভাব, দুর্ব্বল স্বভাব। ক্ষীণা প্রকৃতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। মৃদুস্বভাবসম্পন্ন। ক্ষীণা প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষীণপ্রাণ—অল্পপ্রাণ, ক্ষীণজীবী; সঙ্কীর্ণ-হৃদয়। ক্ষীণ প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষীণবল, -শক্তি—দুর্ব্বল, বীর্য্যহীন। ক্ষীণ বল, শক্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—বলা,—শক্তি।

ক্ষীণবুদ্ধি, -মতি—অল্পবুদ্ধি; নির্ব্বোধ। ক্ষীণা বুদ্ধি, মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষীণমধ্য—যাহার মধ্যভাগ বা কটিদেশ সরু এরূপ। ক্ষীণ মধ্য (কটিদেশ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মধ্যা।

ক্ষীণমস্তিষ্ক—১। ক্ষীণবুদ্ধি; নির্ব্বোধ। ক্ষীণ মস্তিষ্ক যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বা মগজ, বুদ্ধিহীন মাথা। ক্ষীণ মস্তিষ্ক, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্ষীণশ্বাস—১। মুমূর্ষু, যাহার শ্বাস সামান্য বহিতেছে এরূপ। ক্ষীণ শ্বাস যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অতি সামান্য শ্বাস। ক্ষীণ শ্বাস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্ষীণস্বর—১। মৃদু কণ্ঠস্বর। ক্ষীণ স্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। অনুচ্চকণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। ক্ষীণ স্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষীণস্মৃতি—১। যাহার মনে রাখিবার শক্তি কমিয়া গিয়াছে এরূপ। ক্ষীণা স্মৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ; ত্রি। ২। পূর্ব্ববিষয়ের অস্পষ্ট ধারণা। ক্ষীণা স্মৃতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষীণাঙ্গ—১। শীর্ণদেহ, কৃশ। ক্ষীণ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গী,—ঙ্গা। ২। শীর্ণ দেহ। ক্ষীণ অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্ষীণালোক—অস্পষ্ট আলোক। ক্ষীণ আলোক, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্ষীয়মাণ—যাহার ক্ষয় হইতেছে এরূপ, অপচীয়মান; যাহা নষ্ট করা হইতেছে এরূপ। ক্ষি+শানচ্ কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

ক্ষীর—জ্বাল-দেওয়া ঘন দুধ; জল; দুগ্ধ; নির্য্যাস, আটা (আমের ক্ষীর)। উপতৎ; ক্ষী—ঈর্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ক্ষীরকণ্ঠ—যাহার গলা টিপিলে দুধ বাহির হয় এমন, অল্পবয়স্ক বালক; (ব্যঙ্গার্থে) অল্পবয়স্ক, চেংড়া। ক্ষীর কণ্ঠে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং, বা বিণ।

ক্ষীরজ—১। দধি। বি; ক্লীব। ২। দুধের তৈরি ('—মিষ্টান্ন')। উপতৎ; ক্ষীর—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

ক্ষীরধেনু—১। দানের নিমিত্ত ক্ষীরের তৈরি গাভী। ক্ষীরনির্ম্মিতা ধেনু, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। যে গাভীর অনেক দুধ হয়। ক্ষীরপ্রধানা ধেনু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষীরনীর—দুগ্ধ এবং জল। ক্ষীর ও নীর, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

ক্ষীরপ—১। দুগ্ধপায়ী, যে দুধ পান করে এরূপ। বিণ। ২। দুগ্ধপায়ী বালক। উপতৎ; ক্ষীর—পা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষীরপলাণ্ডু—শ্বেত পলাণ্ডু, সাদা পেঁয়াজ। ক্ষীরবর্ণ পলাণ্ডু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্ষীরপান—দুগ্ধপান। ক্ষীরের পান, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।

ক্ষীরপায়ী (-পায়িন্)—দুগ্ধপানকারী। উপতৎ; ক্ষীর—পা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ক্ষীরপুলি—ক্ষীরের পুর দেওয়া একপ্রকার পুলিপিঠা; একপ্রকার সন্দেশ। ক্ষীর-মিশ্রিত পুলি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

ক্ষীরপুরিয়া, -পুরী—ক্ষীর ও চিনির সংমিশ্রণে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ। বাং প্র। বি।

ক্ষীরমোহন—মিষ্টান্নবিশেষ, ক্ষীরের পুর-দেওয়া একপ্রকার বড় রসগোল্লা। বাং প্র। বি।

[কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষীরশর—ছানা। উপতৎ; ক্ষীর—শৄ+অচ্

ক্ষীরশর্করা—দুগ্ধজাত চিনি, বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধে ব্যবহৃত (sugar of milk). ক্ষীরজাত শর্করা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [বিশেষ। বাং প্র। বি।

ক্ষীরশা, ক্ষীরসা—ক্ষীরের তৈয়ারী মিষ্টান্ন-

ক্ষীরসমুদ্র—পৌরাণিক দুগ্ধময় সাগর-বিশেষ [বিষ্ণু ইহাতে অনন্তশয্যায় শয়িত থাকেন। ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মী, চন্দ্র, অমৃত, পারিজাত প্রভৃতির উদ্ভব হয়]। ক্ষীরপূর্ণ সমুদ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্ষীরসর—১। দুধের সর। ক্ষীরের সর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দুধ ও সর। ক্ষীর ও সর, দ্বন্দ্ব। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষীরসার—নবনীত; ছানা। ক্ষীরের সার,

ক্ষীরা, ক্ষীরাই—শশা। 'ক্ষীরিকা'-শব্দজ। বি। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্ষীরাব্ধি—ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীরপূর্ণ অব্ধি,

ক্ষীরাব্ধিজ—১। দুগ্ধ-সমুদ্র হইতে উত্থিত। বিণ। ২। চন্দ্র। বি; পুং। ৩। সামুদ্র-লবণ; মুক্তা। উপতৎ; ক্ষীরাব্ধি—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ক্ষীরাব্ধিজা—লক্ষ্মী। ক্ষীরাব্ধিজ+আপ্। বি; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষীরাব্ধিতনয়া—লক্ষ্মী। ক্ষীরাব্ধির তনয়া,

ক্ষীরিকা—ফলবিশেষ, শশা; ক্ষীরা (শশাজাতীয় ফল)। ক্ষীর+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষীরিণী—১। ক্ষীরলতা। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষীরবিশিষ্টা, দুগ্ধবতী। ক্ষীর+ইন্ প্রাশ-স্ত্যার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ক্ষীরী (ক্ষীরিন্)—বৃক্ষবিশেষ, যে বৃক্ষের আটা আছে তাহা [যেমন বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, আকন্দ, শশা প্রভৃতি]। ক্ষীর+ইন আছে অর্থে। বি; পুং।

ক্ষীরোদ, ক্ষীরোদক—ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীর উদক যাহার, বহুব্রী (বিকল্পে ক-লোপ)। বি; পুং।

ক্ষীরোদজা—লক্ষ্মী। উপতৎ; ক্ষীরোদ—জন্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষীরোদতনয়া—লক্ষ্মী। ক্ষীরোদের তনয়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষুঁয়া—পট্টসূত্র বা পট্টসূত্রজাত বস্ত্র, মসিনার তন্তুজাত সূত্র বা তন্নির্ম্মিত বস্ত্র। 'ক্ষুমা'-শব্দজ। বি।

ক্ষুঁয়া-তাঁতি, -তাঁতী—যে তাঁতি পাট মসিনা প্রভৃতির মোটা কাপড় বুনে সে। ক্ষুঁয়া-নির্ম্মাতা তাঁতি, তাঁতী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ক্ষুণ্ণ—ক্ষুব্ধ; ব্যথিত; দুঃখিত; চূর্ণীকৃত, গুঁড়া-করা; মাড়ান; আহত; আচরিত, অভ্যস্ত; অবগাঢ়; আলোড়িত; নিপুণ; অপূর্ণ; ত্রুটিযুক্ত। ক্ষুদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ক্ষুণ্ণমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—মনে মনে দুঃখিত। ক্ষুণ্ণ মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষুৎ—হাঁচি। ক্ষু+কিপ্ ভাববা। বি; স্ত্রী।

ক্ষুৎ (ক্ষুধ্)—ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা। ক্ষুধ্+কিপ্ ভাববা। বি; স্ত্রী।

ক্ষুত—হাঁচি। ক্ষু+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ক্ষুৎক্ষাম—ক্ষুধায় ক্ষীণ। ক্ষুৎ দ্বারা ক্ষাম (ক্ষীণ), ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্ষুৎপিপাসা—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। ক্ষুৎ ও পিপাসা, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ক্ষুৎপীড়িত—ক্ষুধার্ত্ত। ক্ষুৎ (ক্ষুধা)-দ্বারা পীড়িত, ৩য়াতৎ। বিণ। [শব্দজ। বি।

ক্ষুদ—তণ্ডুলাদির চূর্ণ, তণ্ডুলকণা। 'ক্ষোদ'-

ক্ষুদ-কুঁড়া—দীনহীন খাদ্য, অনাড়ম্বর খাদ্য। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

ক্ষুদে—ক্ষুদ্র, ছোট। 'ক্ষুদ্র'-শব্দজ। বিণ।

ক্ষুদ্র—ছোট; অল্প; যাহার ধন ক্ষমতা বা আধিপত্য নাই এরূপ; অপ্রশস্ত, অবিস্তৃত; নীচ, অধম; অদীর্ঘ; অনুচ্চ; অনুদার; কৃপণ। ক্ষুদ্+রক্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—ক্ষুদ্রতা, ক্ষুদ্রত্ব। **ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র**—ছোট হইতেও ছোট, অর্থাৎ অতি ছোট।

ক্ষুদ্রক—১। অস্ত্রবিশেষ। ক্ষুদ্‌+রক্‌ কর্তৃবা+কন্‌ স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। সামান্য, ছোট। ক্ষুদ্র+কন্‌ স্বার্থে। বিণ।

ক্ষুদ্রকম্বু—শম্বুক, শামুক। ক্ষুদ্র কম্বু (শঙ্খ), কর্মধা। বি; পুং।

ক্ষুদ্রকায়—১। বেঁটে শরীর; কৃশ শরীর; ছোট শরীর। ক্ষুদ্র কায়, কর্মধা। বি; পুং। ২। স্বল্পদেহবিশিষ্ট, ক্ষীণ শরীর; বেঁটে। ক্ষুদ্র কায় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষুদ্রঘণ্টিকা—কিঙ্কিণী, ঘুঙুর। ক্ষুদ্রা ঘণ্টিকা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষুদ্রচেতাঃ (-চেতস্‌)—নীচমনা, সঙ্কীর্ণচিত্ত। ক্ষুদ্র চেতঃ (চিত্ত) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষুদ্রতম—সর্ব্বাপেক্ষা ছোট; অত্যন্ত ছোট। ক্ষুদ্র+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

ক্ষুদ্রতর—দুইয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট। ক্ষুদ্র+তর অতিশয়ার্থে। বিণ।

ক্ষুদ্রতা, -ত্ব—অপ্রশস্ততা, ছোট হওয়ার ভাব; নীচতা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা। ক্ষুদ্র+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—ক্ষুদ্র।

ক্ষুদ্রদৃষ্টি—১। সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি; নীচতা। ক্ষুদ্রা দৃষ্টি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। নীচদৃষ্টিসম্পন্ন, যাহার নজর ছোট এমন। ক্ষুদ্রা দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষুদ্রনাসিক—যাহার নাক ছোট এমন, খাঁদা। ক্ষুদ্রা নাসিকা যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কা, —কী।

ক্ষুদ্রপ্রাণ—যাহার প্রাণ অল্প এরূপ; যে অল্পেই মারা পড়ে এরূপ; ক্ষীণশক্তি; সঙ্কীর্ণচিত্ত। ক্ষুদ্র প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি—নির্ব্বোধ, বোকা। ক্ষুদ্রা বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষুদ্রবৃহৎ—প্রকাণ্ড এবং অপ্রকাণ্ড, ছোট-বড়। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, দ্বন্দ্ব। বিণ।

ক্ষুদ্রশঙ্খ—শম্বুক, শামুক। ক্ষুদ্র শঙ্খ, কর্মধা। বি; পুং।

ক্ষুদ্রা—মক্ষিকা; মধুমক্ষিকা; বেশ্যা; নটী; কণ্টকারী; টকপালঙ্‌; গবেধুকা, গড়গড়ে ধান। ক্ষুদ্র+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ক্ষুদ্রাক্ষ—১। যাহার চক্ষু ছোট এমন। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী। ২। হস্তী। ক্ষুদ্র অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্‌ সমাসান্ত)। বি; পুং।

ক্ষুদ্রান্ত্র—(শারীরবিদ্যা) অন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে যেটি স্থূল এবং হ্রস্ব সেইটি (small intestine). ক্ষুদ্র অন্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লীব।

ক্ষুদ্রায়তন—স্বল্পপরিসর; ছোট ('—গৃহ')। ক্ষুদ্র আয়তন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষুদ্রাশয়—নীচাশয়, নীচমনা; অনুদার। ক্ষুদ্র আশয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষুধা—বুভুক্ষা, ভোজনেচ্ছা; লালসা, ইচ্ছা। ক্ষুধ্‌+ক্বিপ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—ক্ষুধিত।

ক্ষুধাকর—ক্ষুধাবর্দ্ধক, ভোজনেচ্ছার উদ্দীপক ('—ঔষধ')। উপতৎ; ক্ষুধা—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

ক্ষুধাজনক—ক্ষুধাকর, অগ্নিবর্দ্ধক। ক্ষুধার জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

ক্ষুধাতুর—ক্ষুধায় কাতর, ক্ষুধার্ত্ত। ক্ষুধা দ্বারা আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্ষুধাতৃষ্ণা—ক্ষুধা এবং পিপাসা। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ক্ষুধানিবৃত্তি—ক্ষুধার শান্তি, ক্ষুধার উপশম। ক্ষুধার নিবৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষুধামান্দ্য—ক্ষুধার অল্পতা, ক্ষুধা না হওয়া। ক্ষুধার মান্দ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ক্ষুধার্ত্ত(র্ত)—ক্ষুধায় কাতর, বুভুক্ষু। ক্ষুধা দ্বারা ঋত বা আর্ত্ত (যুক্ত, কাতর), ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্ষুধাশান্তি—ক্ষুধার নিবৃত্তি, ক্ষুধার উপশম। ক্ষুধার শান্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষুধাসঞ্চার—ক্ষুধার উদ্রেক, ক্ষুধা হওয়া। ক্ষুধার সঞ্চার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষুধিত—বুভুক্ষিত, ভোজনেচ্ছু। ক্ষুধা+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ। বি—ক্ষুধা।

ক্ষুন্নিবৃত্তি—ক্ষুধার নিবারণ, ক্ষুধাশান্তি। ক্ষুধের (ক্ষুধ্‌-শব্দ) নিবৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষুপ—ছোট ছোট শাখাযুক্ত বৃক্ষ, ঝোপঝাড়। বাং প্র। বি; পুং।

ক্ষুব্ধ—১। ক্ষোভপ্রাপ্ত; বিচলিত; কাতর, দুঃখিত; ভীত। বাং প্র। বিণ। বি—ক্ষোভ। ২। মন্থনদণ্ড। ক্ষুভ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষুভিত—ক্ষোভপ্রাপ্ত; দুঃখিত; মথিত; আলোড়িত, বিচলিত; ত্রস্ত; ব্যাকুল। ক্ষুভ্‌+ক্ত কর্তৃবা, কর্মবা। বিণ। বি—ক্ষোভ।

ক্ষুমা—মসিনা, তিসি; অতসীবৃক্ষ; নীল-গাছ; রেশম; শণ; পাট। ক্ষু+মক্‌ অপাবা +আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—ক্ষৌম।

ক্ষুর—তীক্ষ্ণধার অস্ত্রবিশেষ; পায়ের খুর; খাটের খুরা; একজাতীয় বাণ; গোক্ষুর। ক্ষুর্‌+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষুরকর্ম্ম (-কর্ম্মন্‌), **-কর্ম**—ক্ষৌর, কামান। ক্ষুরসাধ্য কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্ষুরধান—ক্ষুর রাখিবার পাত্র। ক্ষুর—ধা +অনট্‌ অধিবা। বি; ক্লীব।

ক্ষুরধানী—ক্ষুর রাখিবার পাত্র, নাপিতের যন্ত্র রাখিবার থলি বা ভাঁড়। ক্ষুরের ধানী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষুরধার—১। ক্ষুরের ধার। ক্ষুরের ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। ক্ষুরের মত ধারাল; অতি তীক্ষ্ণ ('—বুদ্ধি')। ক্ষুরের ধারের মত ধার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষুরপত্র—১। শর, বাণ। বি; পুং। ২। যাহার পাতা ক্ষুরের মত ধারাল এমন (শরবণাদি)। ক্ষুরের ন্যায় পত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ক্ষুরপা, ক্ষুরপো—ঘাস ছেদন করিবার অস্ত্র, ঘাস তুলিবার যন্ত্র। 'ক্ষুরপ্র'-শব্দজ। বি।

ক্ষুরপ্র—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণবিশেষ; ঘাস-ছেদনাস্ত্র, খুরপো। ক্ষুর—প্র+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষুরিণী—১। নাপিতভার্য্যা, নাপিতানী; বরাহক্রান্তা লতা। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষুরবিশিষ্টা (গাভী প্রভৃতি)। ক্ষুর+ইন্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ক্ষুরী (ক্ষুরিন্‌)—নাপিত; ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তু। ক্ষুর+ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

ক্ষুল্ল, ক্ষুল্লক—ক্ষুদ্র; অল্প; লঘু; কনিষ্ঠ; ছোট, নীচ, পামর। উপতৎ; ক্ষুৎ—লা+ক কর্তৃবা, পক্ষে কন্‌ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—ক্ষুল্লা, ক্ষুল্লিকা।

ক্ষুল্লতাত—পিতার কনিষ্ঠভ্রাতা, খুড়া। ক্ষুল্ল তাত, কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি।

ক্ষেউরি—ক্ষৌরকর্ম্ম। 'ক্ষৌর'-শব্দজ। প্রাদে।

ক্ষেত—শস্যাদির জমি। 'ক্ষেত্র'-শব্দজ। বি।

ক্ষেত-খামার, -খোলা—জমিজায়গা, কৃষিকার্য্যের স্থান। ক্ষেত ও খামার, খোলা, দ্বন্দ্ব। বি। [পর্পট'-শব্দজ। বি।

ক্ষেতপাপড়া—ওষধিবিশেষ। 'ক্ষেত্র-

ক্ষেতি—লোকসান, অপকার। 'ক্ষতি'-শব্দজ। গ্রাম্য। বি।

ক্ষেত্র—ভূমি, ক্ষেত; মাঠ; যুদ্ধস্থল; স্থান; ইন্দ্রিয়; মন; শরীর; পত্নী; তল (surface); স্থল, অবস্থা (case); তীর্থস্থান; সিদ্ধভূমি; বিষ্ণুক্ষেত্রসমূহ; (জ্যোতিষ) মেষাদিরাশি; গ্রহের নির্দ্দিষ্ট কক্ষ ('শনির—'); (জ্যামিতি) রেখাবেষ্টিত স্থান, ত্রিভুজ চতুর্ভুজ প্রভৃতি। ক্ষি+ষ্ট্রন্‌ অধিবা। বি; ক্লীব। বিণ—ক্ষেত্রীয়।

ক্ষেত্রকর্ম্ম (-কর্ম্মন্‌), **-কর্ম**—ক্ষেত্রের কার্য্য, কৃষিকার্য্য; বিশেষ বিশেষ স্থানের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য। ক্ষেত্রের কর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ক্ষেত্রজ—ক্ষেত্রজাত, যাহা ক্ষেতে জন্মে এরূপ; নিজের স্ত্রীর গর্ভে অন্য পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত। উপতৎ; ক্ষেত্র—জন্‌+ড কর্তৃবা। বিণ।

ক্ষেত্রজ্ঞ—১। পরমাত্মা, অন্তর্য্যামী পুরুষ, জীবাত্মা। বি; পুং। ২। বিদগ্ধ, পণ্ডিত; অবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ। উপতৎ; ক্ষেত্র—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

ক্ষেত্রতত্ত্ব—ক্ষেত্রসমূহের প্রকৃতি ও পরিমাণ-নিরূপক শাস্ত্র, জ্যামিতি (geometry). ক্ষেত্রবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা (উপচারে)। বি; ক্লীব।

ক্ষেত্রপতি—ক্ষেত্রপাল; কৃষক; রুদ্র; জমির মালিক। ক্ষেত্রের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষেত্রপর্পট, -পর্পটী—ক্ষেতপাপড়া। ক্ষেত্রজাত পর্পট, পর্পটী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং, স্ত্রী।

ক্ষেত্রপাল—ক্ষেত্রের রক্ষক ; দেবতাবিশেষ (ইঁহারা ঊনপঞ্চাশ-প্রকার)। উপতৎ ; ক্ষেত্র—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ক্ষেত্রফল—ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যাদি ; ভূমির কালি, ভূমির পরিমাণফল (area). ক্ষেত্রের ফল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ক্ষেত্রবিৎ (-বিদ্)—জীবাত্মা ; তত্ত্বজ্ঞ, পণ্ডিত। উপতৎ ; ক্ষেত্র—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ক্ষেত্রভূমি—১। কৃষিকার্য্যের স্থান, চাষ আবাদের জমি। ক্ষেত্রই ভূমি, কর্ম্মধা। ২। (জ্যামিতি) ত্রিভুজ-ক্ষেত্রাদির ভূমি। ক্ষেত্রের ভূমি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষেত্রভেদ—বিভিন্ন ক্ষেত্র ; ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ; ভূমিবিদারণ, ভূমিখনন। ক্ষেত্রের ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্ষেত্রমিতি—ক্ষেত্রতত্ত্ব, জ্যামিতি। ক্ষেত্রের মিতি যাহাতে, বহুব্রী। বি ; স্ত্রী।

ক্ষেত্রযমানিকা—ক্ষেত্রজাত যমানী, বিলযোয়ান। ক্ষেত্রজাতা যমানিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ক্ষেত্রসম্ভব, -সম্ভূত—ভূমি হইতে উৎপন্ন ; পত্নী হইতে জাত। ক্ষেত্র হইতে সম্ভব যাহার, বহুব্রী ; ক্ষেত্র হইতে সম্ভূত, ৫মীতৎ। বিণ।

ক্ষেত্রসীমা—জমির সীমানা, যাহা দ্বারা এক ক্ষেত্রকে অপর ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ করা হয়। ক্ষেত্রের সীমা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষেত্রাজীব—কৃষিজীবী, কৃষক। ক্ষেত্র আজীব (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং, বা বিণ।

ক্ষেত্রাধিকারী (-কারিন্)—ক্ষেত্রস্বামী, ভূস্বামী, জমির মালিক। ক্ষেত্রের অধিকারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

ক্ষেত্রাধিদেবতা—ভূমির দেবতা, বাস্তুদেবতা ; তীর্থবিশেষের অধিষ্ঠাতা দেব। ক্ষেত্রের অধিদেবতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষেত্রাধিপ—মেষাদি দ্বাদশ রাশির অধিপতি গ্রহগণ ; ক্ষেত্রপতি, ভূস্বামী। ক্ষেত্রের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্ষেত্রামলকী—ভুঁই-আমলা। ক্ষেত্রজাতা আমলকী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ক্ষেত্রিক—ক্ষেত্রস্বামী। ক্ষেত্র+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি ; পুং।

ক্ষেত্রিয়—১। পরদাররত ব্যক্তি ; ক্ষেত্রজ পুত্র ; অসাধ্য রোগ। বি ; পুং। ২। ক্ষেত্রজাত তৃণ ; পরদার। বি ; ক্লীব। ৩। ক্ষেত্রসম্বন্ধীয়। ক্ষেত্র+ইয় সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ।

ক্ষেত্রী (ক্ষেত্রিন্)—১। ক্ষেত্রস্বামী। বিণ। স্ত্রী—ক্ষেত্রিণী। ২। স্বামী, পতি। ক্ষেত্র+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ক্ষেপ—১। বিন্যাস ; নিক্ষেপ (বাণক্ষেপ) ; পাত ; ত্যাগ ; নিন্দা ; বিলম্ব ; যাপন ; চালন। ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—ক্ষিপ্ত। ২। বার, দফা। বাং প্র। বি।

ক্ষেপক—১। ক্ষেপণকারী। ক্ষিপ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ক্ষেপিকা। ২। গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষিপ্ত পাঠ ; গুচ্ছ ; অঙ্কবিশেষ। ক্ষিপ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা+স্বার্থে কন্। বি ; পুং।

ক্ষেপণ—নিক্ষেপ ; যাপন ; অপসারণ ; পরিত্যাগ ; প্রেরণ ; নিন্দা। ক্ষিপ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—ক্ষিপ্ত, ক্ষেপণীয়।

ক্ষেপণি, ক্ষেপণিকা—নৌকাদণ্ড, দাঁড় ; ক্ষেপলা জাল ; ফাঁদবিশেষ ; ক্ষেপণযোগ্য অস্ত্রবিশেষ। ক্ষিপ্+অনি কর্ম্মবা, পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষেপণিক—যে ব্যক্তি ক্ষেপণি দাঁড় চালনা করে, দাঁড়ি। ক্ষেপণি+ইক (ঠন্) ব্যবহার করে অর্থে। বি ; পুং।

ক্ষেপণী—১। বন্দুকের গুলি বাঁটুল ঢিল ইত্যাদি বস্তু ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত হইলে যে বক্রপথে গমন করে তাহার সদৃশ রেখা (parabola). ক্ষিপ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। ২। ক্ষেপলা জাল ; নৌকার দাঁড় ; ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ। ক্ষিপ্+অনট্ কর্ম্মবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষেপণীয়—১। ক্ষেপণযোগ্য। বিণ। ২। খড়্গ ; বাণ। ক্ষিপ্+অনীয় কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

ক্ষেপলা—মাছ ধরিবার জন্য যাহা ছড়াইয়া ফেলিতে হয় এরূপ ('—জাল')। 'ক্ষেপ'-শব্দজ। বিণ।

ক্ষেপহি—ক্ষেপণ করে, যাপন করে। প্রাঃ [কবিপ্র। ক্রি।

ক্ষেপা—১। ক্ষিপ্ত, পাগল ; জ্ঞানশূন্য। ক্ষেপ্+আ কর্তৃবা (বাং)। বিণ। ২। ক্ষিপ্ত হওয়া ; ক্রুদ্ধ হওয়া ; উত্তেজিত হওয়া ; যাপন করা, কাটান। 'ক্ষিপ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

ক্ষেপান—উন্মত্ত করা, পাগল করা ; অত্যন্ত বিরক্ত করা ; রাগান ; উত্তেজিত করা ('জনতা—')। 'ক্ষেপা'-নামধাতুজ। বাং ক্রি।

ক্ষেপাম, -মি—উন্মাদের ন্যায় আচরণ, পাগলের মত ব্যবহার। ক্ষেপা (১)+ম, মি ভাবে। বি।

ক্ষেপিষ্ঠ—ক্ষিপ্রতম, অতিশয় শীঘ্র ; অতি ক্ষিপ্রগামী। ক্ষিপ্র+ইষ্ঠ অত্যর্থে (ক্ষিপ্র-স্থানে ক্ষেপ-আদেশ)। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ঠা।

ক্ষেপীয়ান্ (ক্ষেপীয়স্)—ক্ষিপ্রতর ; অতি দ্রুতগামী। ক্ষিপ্র+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়সী।

ক্ষেপ্তা (ক্ষেপ্তৃ)—ক্ষেপণকর্তা, নিক্ষেপক ; পরাজয়কর্তা। ক্ষিপ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ক্ষেপ্ত্রী।

ক্ষেম—১। কল্যাণ, কুশল ; শুভ। ক্ষি+মন্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। ২। লব্ধবস্তুর রক্ষা। ক্ষি+মন্ ভাববা। বি ; পুং বা ক্লীব। ৩। মোক্ষ, মুক্তি। ক্ষি+ম কর্তৃবা। বি ; ক্লীব। ৪। মঙ্গলদায়ক, শুভকর। ক্ষেম(১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ক্ষেমকর, -কার—মঙ্গলকারক ; সুখদায়ক। উপতৎ ; ক্ষেম—কৃ+ট, অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী, —কারী।

ক্ষেমকৃৎ—শুভকর, মঙ্গলজনক ; সুখদায়ক। উপতৎ ; ক্ষেম—কৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

ক্ষেমঙ্ক(ংক)র—শুভদায়ক, মঙ্গলকারক। উপতৎ ; ক্ষেম—কৃ+খচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

ক্ষেমঙ্ক(ংক)রী—মঙ্গলদায়িকা দেবীবিশেষ। ক্ষেমঙ্কর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষেমদর্শী (-দর্শিন্)—মঙ্গলদর্শী, যে সব জিনিসের মধ্যে শুভই দেখে এমন। উপতৎ ; ক্ষেম—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ ; পুং। স্ত্রী,—দর্শিনী।

ক্ষেমবান্ (-বৎ)—মঙ্গলবিশিষ্ট, কুশলী ; সৌভাগ্যবান্। ক্ষেম+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী,—বতী।

ক্ষেমা—১। কাত্যায়নী। ক্ষেম (১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। সহনশীলতা ; ক্ষান্তি, ক্ষমা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। **ক্ষেমা দেওয়া**—(গ্রাম্য) সংযত হওয়া, নিবৃত্ত হওয়া।

ক্ষেমাস্পদ—কুশলাস্পদ, কল্যাণভাজন। ক্ষেমের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, বা বিণ।

ক্ষৈরেয়—ক্ষীর দ্বারা সংস্কৃত ; ক্ষীরসংক্রান্ত। ক্ষীর+এয় সংস্কৃতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ ; পুং বা ক্লীব। স্ত্রী,—য়ী।

ক্ষোক্কোস, ক্ষোক্কস—রাক্ষস অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কাল্পনিক জীব ; অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'রাক্ষস'-এর সহচর শব্দ। বি।

ক্ষোড—আলান, গজবন্ধনী, হস্তী বাঁধিবার শৃঙ্খলাদি। ক্ষুড্+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং।

ক্ষোণি, ক্ষোণী—পৃথিবী। ক্ষু+নি অধিবা ; পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষোদ—১। চূর্ণ, গুঁড়া ; ক্ষুদ, চাল ইত্যাদির গুঁড়া। ক্ষুদ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। চূর্ণন, পেষণ। ক্ষুদ্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। চূর্ণ করিবার পাত্র, প্রস্তরবিশেষ। ক্ষুদ্+ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং। বিণ—ক্ষুণ্ণ, ক্ষোদিত (২য় পক্ষে)।

ক্ষোদক্ষম—বিচারসহ ; পেষণযোগ্য। ক্ষোদ (২)—ক্ষম্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ক্ষোদন—১। চূর্ণকরণ। ক্ষুদ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—ক্ষোদিত, ক্ষুণ্ণ। ২।

অক্ষর বা অন্য কিছু উৎকীর্ণ করণ। ফার্সীমূলক। বি। বিণ—ক্ষোদিত।

ক্ষোদিত—১। পিষ্ট, চূর্ণিত। ক্ষুদ্+ণিচ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ক্ষোদন। ২। উৎকীর্ণ; যাহা ক্ষোদা হইয়াছে এরূপ। ফার্সীমূলক। বিণ।

ক্ষোদিষ্ঠ—অতি ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র+ইষ্ঠ অত্যর্থে। (ক্ষুদ্র-স্থানে ক্ষোদ)। বিণ।

ক্ষোদীয়ান্ (-য়স্)—অতি ক্ষুদ্র, অত্যন্ত ছোট। ক্ষুদ্র+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়সী।

ক্ষোভ—বিলোড়ন; দুঃখ, মনস্তাপ; চাঞ্চল্য; চলন; আঘাত; স্খলন। ক্ষুভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—ক্ষোভিত, ক্ষুব্ধ।

ক্ষোভণ—১। ক্ষোভকারক, যাহা চাঞ্চল্য বা বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এমন। বিণ। ২। কন্দর্পের বাণ-বিশেষ। ক্ষুভ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষোভিত—চালিত; আলোড়িত; ত্রাসিত; মনস্তাপ-প্রাপিত, যাহাকে দুঃখ দেওয়া হইয়াছে এমন। ক্ষুভ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ক্ষোভ।

ক্ষোণি, ক্ষোণী—পৃথিবী। ক্ষু+নি অধিবা নিপাতনে; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষোণীপ্রাচীর—১। সমুদ্র। ক্ষোণী প্রাচীর যাহার, বহুব্রী। ২। প্রান্তস্থ আবরণ। ক্ষোণীর প্রাচীর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষোণীবিদ্যা—ভূতত্ত্ব (Geology). ক্ষোণীসম্বন্ধীয়া বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষোণীশ—পৃথিবীপতি, রাজা। ক্ষোণীর ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষৌদ্র—১। মধু। ক্ষুদ্রা+অণ্ কৃতার্থে। ২। জল। বি; ক্লীব। ৩। চম্পক-বৃক্ষ। বি; পুং। ৪। ক্ষুদ্রা বা ক্ষুদ্র-সম্বন্ধীয়; মধুমক্ষিকা-জাত, মৌমাছি হইতে প্রাপ্ত বা জাত ('—মধু')। ক্ষুদ্রা, ক্ষুদ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—ক্ষৌদ্রী।

ক্ষৌদ্রজ—১। মোম। বি; ক্লীব। ২। মধুজাত। উপতৎ; ক্ষৌদ্র—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

ক্ষৌদ্রপটল—মধুচক্র, মৌচাক। ক্ষৌদ্রা-ধার পটল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্ষৌদ্রমেহ—প্রমেহরোগবিশেষ, মধুমেহ। ক্ষৌদ্র (অর্থাৎ মধুবৎ পদার্থযুক্ত) মেহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ক্ষৌদ্রেয়—১। মোম। ক্ষুদ্রা+এয় কৃতার্থে। বি; ক্লীব। ২। মধুসম্বন্ধীয়। ক্ষুদ্রা+এয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

ক্ষৌম—১। দুকুল, পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়; শণজ-সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র। ক্ষমা+অণ্ ভবার্থে। ২। প্রাসাদের উপরিভাগস্থ গৃহ, চিলেকোঠা; অট্টালিকা। ক্ষু+মন্ কর্তৃবা= ক্ষুম; ক্ষুম+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। ক্ষুমাসূত্রনির্ম্মিত। ক্ষুমা+অণ্ নির্ম্মিত অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ক্ষৌমী।

ক্ষৌর—১। ক্ষুরকর্ম্ম, কামান। ক্ষুর+অণ্ নিষ্পন্নার্থে। বি; ক্লীব। ২। ক্ষুরসংক্রান্ত। ক্ষুর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ক্ষৌরকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—ক্ষুরকর্ম্ম, কামান। ক্ষৌর কর্ম্ম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ক্ষৌরি, ক্ষৌরী—ক্ষুরকর্ম্ম, কামান। ক্ষৌর+ই, ঈ (বাং) নিষ্পন্নার্থে। বি।

ক্ষৌরিক—ক্ষুরকর্ম্মকারী, নাপিত। ক্ষুর+ইক আছে অর্থে। বি; পুং।

ক্ষৌরী—১। 'ক্ষৌরি' দ্রঃ।

ক্ষ্বেড়—১। বিষ, গরল; ঘোষাতকী পুষ্প। বি; ক্লীব। ২। কুটিল; নিষ্ঠুর; কুৎসিত; দুরাসদ, দুর্দ্ধর্ষ। বিণ। ৩। পীতঘোষাবৃক্ষ; বর্ণাত্মক শব্দ। ক্ষ্বিড্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষ্বেড়া—বংশশলাকা; ধ্বনি শব্দ; সিংহনাদ; অশ্লীল গান, খেউড়। ক্ষ্বিড্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষ্বেড়িত—যুদ্ধকালীন বীরদিগের চীৎকার-ধ্বনি, সিংহনাদ। ক্ষ্বিড্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ক্ষ্বেলন—ক্রীড়ন; সঞ্চালন। ক্ষ্বেল্+অনট্ [ভাববা। বি; ক্লীব।

ক্ষ্বেলা—ক্রীড়া, খেলা; সঞ্চালন। ক্ষ্বেল্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষ্বেলিত—১। ক্রীড়িত; চালিত। ক্ষ্বেল্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। ২। ক্ষ্বেলন, সঞ্চালন; ক্রীড়া। ক্ষ্বেল্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ক্ষ্মা—সর্ব্বংসহা, পৃথিবী। ক্ষম্+অচ্ কর্তৃবা +আপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

ক্ষ্মাধর—রাজা; পর্ব্বত; বাসুকি বা অনন্তনাগ। ক্ষ্মার ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষ্মাপতি—রাজা, ভূস্বামী। ক্ষ্মার পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষ্মাভৃৎ—পর্ব্বত; রাজা; বাসুকি বা অনন্তনাগ। উপতৎ; ক্ষ্মা—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ক্ষ্মায়িত—কম্পিত। ক্ষ্মায়্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

[খ]

খ—১। দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল বা কণ্ঠ, ইহা অঘোষবর্ণ]। ২। আকাশ, শূন্য; স্বর্গ। খক্থ (হাস্য করা) +ড অধিবা। বি; ক্লীব।

খই—লাজ, ভাজা ধান। 'খদিকা'-শব্দজ। বি। **(মুখে) খই ফুটা**—দ্রুত ও সহজে বেশী কথা বলা।

খইচুর—খইয়ের মোয়া, মুড়কীর তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। খইয়ের চুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

খইঢেকুর—খইয়ের গন্ধযুক্ত চোঁয়া ঢেকুর, দুর্গন্ধ উদ্গার। বাং প্র। বি।

খইন—১। গভীর। বিণ। ২। গভীরতা। হিন্দীমূলক। বি।

খইনি—চূণ-মাখান তামাক। হিন্দী। বি।

খইয়া, খয়ে—খইয়ের মত; খইয়ের মত সাদা দাগযুক্ত ('—গোখুরা'); যাহাতে ভাল খই হয় এমন ('—ধান')। খই+আ, (<)এ। বিণ। **খইয়া, খয়ে বন্ধনে পড়া**—উভয়সঙ্কটে পড়া, অসুবিধায় পড়া [এক তাঁতী ঘরের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; এমন সময় তাহাকে খই খাইতে দেওয়া হইল। সে তখন খুঁটিটা মধ্যে রাখিয়া দুই হাত পাতিয়া খই লইল; কিন্তু ইহাতে সে বড় মুস্কিলে পড়িল—হাত সরাইলে খই পড়িয়া যায়, আবার খুঁটি কাটিয়া হাত বাহির করিলে ঘরের চাল পড়িয়া যায়। এই ঘটনা হইতেই উভয়সঙ্কটে পড়া অর্থে কথাটির প্রয়োগ করা হয়]।

খইয়া যাওয়া, খয়ে যাওয়া—ক্ষয় পাওয়া, নষ্ট হওয়া।

খইল, খৈল—খোল, তৈল-নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত তিলসর্ষপাদির কল্ক। 'খলি'-শব্দজ। বি।

খএর, খয়ের—বৃক্ষবিশেষের নির্য্যাস, পানের মশলাবিশেষ। 'খদির'-শব্দজ। বি।

খওয়া—কমিয়া যাওয়া, ক্ষয় পাওয়া। 'ক্ষয়'-শব্দজ। বাং ক্রি।

খক্—কাশির শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খক্-খক—কাসির শব্দ; উচ্চ কাসির শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [বি।

খক্‌খকানি—পুনঃ পুনঃ কাসা। বাং প্র।

খকার—'খ' এই বর্ণ। খ-ই কার, কর্ম্মধা। বি; পুং। [বহুব্রী। বি; পুং।

খকুন্তল—ব্যোমকেশ, শিব। খ কুন্তল যাঁহার,

খগ—১। পক্ষী; বাণ; সূর্য্য; দেবতা; গ্রহ; বায়ু। বি; পুং। ২। আকাশগামী, খেচর। উপতৎ; খ—গম্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

খগগতি—১। পাখীর উড়িয়া যাওয়া, পক্ষিগণের উড্ডীন প্রোড্ডীন সংডীন প্রভৃতি গতি। খগের গতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। দ্রুতগতিশীল। খগের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

খগপ—খগরাজ, গরুড়। উপতৎ; খগ—পা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খগপতি, খগেন্দ্র, খগেশ্বর—পক্ষিরাজ গরুড়, বিষ্ণুর বাহন। খগদিগের (পক্ষীদিগের) পতি, ইন্দ্র, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খগরাজ—পক্ষিগণের রাজা, গরুড় ("খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল"—কাশীরাম)। খগদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

খগান্তক—শ্যেনপক্ষী, বাজপক্ষী; ব্যাধ। খগদিগের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খগাবগা—১। পাখীদের আঁকাবাঁকা চলন; আহারে বিশৃঙ্খল ভাব। বি। ২। বিশৃঙ্খল, এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত; নোংরা; সুশিক্ষাহীন। বাং প্র। বিণ।

খগাসন—১। বিষ্ণু। খগ আসন (বাহন) যাঁহার, বহুব্রী। ২। উদয়-পর্ব্বত। খগের (সূর্য্যের) আসন (বাসস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খগেন্দ্র—'খগপতি' দ্রঃ।

খগেন্দ্রধ্বজ—বিষ্ণু। খগেন্দ্র ধ্বজে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

খগেশ্বর—'খগপতি' দ্রঃ।

খগোল—আকাশমণ্ডল; আকাশমণ্ডলপ্রতিরূপক কৃত্রিম গোলক, উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইলে চারিদিকে যে কাল্পনিক বৃত্তটি দেখা যায় তাহা (celestial sphere). খ-ই গোল (মণ্ডল), কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ, —লীয়।

খগোলবিদ্যা—যে বিদ্যা দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির প্রকৃতি অবস্থান ও গতি প্রভৃতি নিরূপিত হয় তাহা (Astronomy). খগোলসম্বন্ধীয়া বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

খগোলবিবরণ—যে গ্রন্থে বা শাস্ত্রে আকাশমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলস্থিত গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের প্রকৃতি অবস্থান গতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিবরণ থাকে তাহা (Astronomy). খগোলের বিবরণ যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

খচ্—কলাগাছ প্রভৃতি এককোপে কাটার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খচমচ—গোলমাল; ঝঞ্ঝাট; বিশৃঙ্খলা; করতালাদি বাজাইবার উচ্চ শব্দ। বাং প্র। বি।

খচর—১। আকাশগামী গগনবিহারী। বিণ। স্ত্রী, —রী (প্রাঃ কবিপ্র—খচরা)। ২। পক্ষী; রাক্ষস; সূর্য্য; গ্রহ; অশ্বতর। উপতৎ; খ—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খচরী—১। রাক্ষসী; পক্ষিণী; অশ্বতরী। বি; স্ত্রী। ২। আকাশচারিণী, নভোগামিনী। খচর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

খচাখচ্—দ্রুত লিখিয়া যাওয়ার অনুকরণ-শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খচারিণী—১। রাক্ষসী। বি; স্ত্রী। ২। আকাশচারিণী, নভোগামিনী। খচারিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

খচারী (-রিন্)—১। আকাশগামী। বিণ। স্ত্রী, —রিণী। ২। পক্ষী; সূর্য্য; গ্রহনক্ষত্রাদি। উপতৎ; খ—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খচিত—অন্তর্নিহিত; মধ্যে বসান (রত্ন-খচিত আংটি); ছুরিত; জড়িত; ব্যাপ্ত। খচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

খচ্ খচ্—তাড়াতাড়ি লিখিবার শব্দ; অর্থহীন কতকগুলি বাক্যের উচ্চারণ; কণ্টকাদি-বেধজনিত ব্যথার অনুভব। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খচ্চর—অশ্বতর, গর্দ্দভীর গর্ভে ঘোটকজাত অশ্ব; দো-আঁশলা; জারজপুত্র; (গালাগালিতে) দুর্ব্বৃত্ত। 'খেসর'-শব্দজ। বি বা বিণ।

তিলে খচ্চর—বিচিত্রবর্ণ বা তিলের ন্যায় দাগবিশিষ্ট অশ্বতর; অত্যন্ত ধূর্ত্ত লোক; দাগী বদ্‌মায়েস।

খজ—১। মন্থনদণ্ড; দর্ব্বী, হাতা। খজ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। আকাশোৎপন্ন, আকাশজাত। উপতৎ; খ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ। [জল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

খজল—নীহার, শিশির; বৃষ্টির জল। খ-র

খজ্যোতিঃ (-তিস্), **-তি**—খদ্যোত, জোনাকিপোকা। খ-তে জ্যোতিঃ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

খঞ্চা—বৃহৎ কাষ্ঠপাত্রবিশেষ, বারকোষ; বড় থালা। হিন্দী। বি। [বিণ।

খঞ্চিত—খচিত, জড়িত। প্রাঃ কবিপ্র।

খঞ্জ—খোঁড়া। খন্‌জ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—খঞ্জতা। [স্ত্রী—খঞ্জিকা।

খঞ্জক—খোঁড়া। খঞ্জ+কন্ স্বার্থে। বিণ।

খঞ্জকারি—খেঁসারি। খঞ্জকের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খঞ্জখেট, -খেল—খঞ্জনপক্ষী। উপতৎ; খঞ্জ—খেট্, খেল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খঞ্জন—১। প্রসিদ্ধ পক্ষিবিশেষ (wagtail). খন্‌জ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। খোঁড়াইয়া চলা। খন্‌জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

খঞ্জন-গঞ্জন—খঞ্জনের চেয়েও সুন্দর, যাহা খঞ্জনকেও লজ্জা দেয় এমন ("খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি")। খঞ্জনের গঞ্জন (নিন্দাকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

খঞ্জন-নয়ন—১। নর্ত্তনশীল নয়ন। খঞ্জন-সদৃশ নয়ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার নয়নভঙ্গী মধুর এমন, চটুলনয়ন। খঞ্জন-সদৃশ নয়ন যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—নয়না (প্রাঃ কবিপ্র, —নয়নী)।

খঞ্জনরত—যতিদের গোপনীয় মৈথুন। খঞ্জন-সদৃশ রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

খঞ্জনিকা—খঞ্জনের মত একপ্রকার পক্ষী। খঞ্জন+কন্ সদৃশার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

খঞ্জনী, খঞ্জরী—ক্ষুদ্র গোলাকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ('খন্ খন্' শব্দ করে বলিয়া এই নাম)। ধ্বনিমূলক। বাং প্র। বি।

খঞ্জর—১। ছোরা। আর্বী। ২। গোলা। হিন্দী। বি।

খঞ্জরী—'খঞ্জনী' দ্রঃ।

খঞ্জরীট—খঞ্জনপক্ষী। খঞ্জ—খ+কীটন্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

খট্—অনুকরণ-শব্দবিশেষ; শক্ত জিনিস ঠোকাঠুকির শব্দ; রাগবিশেষ। ধ্বন্যাত্মক অব্য বা বি।

খট—তৃণ, খড়; পর্ব্বত-টঙ্ক। খট্+ক ঘঞর্থে কর্ম্মবা। বি; পুং।

খটমট, খটমটে—কঠিন; দুরূহ; দুর্ব্বোধ্য। বাং প্র। বিণ। [বাং প্র। অব্য।

খটাখট্—বারবার উচ্চ খট্-খট্ শব্দ।

খটাৎ, খটাস্—শক্ত জিনিস ঠোকাঠুকি প্রভৃতির বড় রকমের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খটাশ, খটাস—প্রাণিবিশেষ, গন্ধ-গোকুলা। 'খট্টাশ'-শব্দজ। বি।

খটি—আড়ত, বন্দর; আড্ডা; শিশুদের বায়না। বাং প্র। বি।

খটিক—মুষ্টি, মুঠা; চুনের উপাদান ধাতু-বিশেষ, ক্যালসিয়াম (calcium). খট+ইক স্বার্থে। বি; পুং।

খটিকা—খড়ি; মুষ্টি। খটী বা খট+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

খটিনী—খড়ি। খট+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

খটিয়াল—খটেল (তাহা দ্রঃ)।

খটী—১। বন্দর, আড়ত, আড্ডা; রাশি,

সমূহ। 'খনি'-শব্দজ। ২। আবদার, বাহানা। 'অখট্টি'-শব্দজ। বি। ৩। খড়ি। খট্+অচ্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খটেল—আবদেরে, যে বায়না করে এমন। খটি (<অখট্টি)+এল (<আল) আছে অর্থে। বিণ।

খট্কা—সংশয়, সন্দেহ; আশঙ্কা। (যাহা মনে 'খট্' করিয়া লাগে, এই অর্থে) খট্+কা। বি।

খট্খট্—অনুকরণ শব্দবিশেষ; শুষ্ক বস্তুর আঘাতের শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খট্খটানি—খট্খট্ শব্দ। বাং প্র। বি।

খট্খটি—১। কষ্টকর কার্য্য, ঝঞ্ঝাট। বি। ২। কঠিন, শক্ত; কষ্টকর। বাং প্র। বিণ।

খট্খটে—একেবারে নীরস, সম্পূর্ণ শুষ্ক ('শুকিয়ে—', '— রোদ')। খট্খট্+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

খট্মট্—জুতা পায়ে চলার ন্যায় শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [আপ্। বি; স্ত্রী।

খট্টা—পর্য্যঙ্ক, খাট। খট্+ঘঞ্ কর্ম্মবা+

খট্টাশ, খট্টাস—বন্যজন্তুবিশেষ, খাটাশ, গন্ধগোকুলা। উপতৎ; খট্ট—অশ্, অস্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খট্টি, খট্টী—শববহনার্থ খাটিয়া, মড়ার খাট। খট্+ই কর্ম্মবা, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খট্টিক—ব্যাধ, পাখী-মারা। খট্ট+ইক। বি; পুং। [বিণ।

খট্টেরক—খর্ব্ব, বেঁটে। খট্ট্+এরক কর্ম্মবা।

খট্বকা, খট্বিকা—ক্ষুদ্র খট্টা, খাটিয়া। খট্বা+কন্ ক্ষুদ্রার্থে+আপ্ (বিকল্পে অ-কার-স্থানে ই-কার)। বি; স্ত্রী।

খট্বা—পর্য্যঙ্ক, খাট। খট্+ব কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

খট্বাঙ্গ—খাটের পায়া; খাটের পায়ার মত মুদ্গার; নরকপালাগ্র; লগুড়; নরপঞ্জর; শিবের অস্ত্রবিশেষ। খট্বার অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

খট্বাঙ্গধর—১। শিব। বি; পুং। ২। খট্বাঙ্গধারী। খট্বাঙ্গের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

খট্বাঙ্গধারিণী—১। কালিকা দেবী। বি; স্ত্রী। ২। যিনি নরকপালাগ্র ধারণ করেন এমন (স্ত্রী)। উপতৎ; খট্বাঙ্গ—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

খট্বারূঢ়—১। খাটের উপর অবস্থিত। খট্বাকে আরূঢ়, ২য়াতৎ। ২। উৎপথে গত, যে উৎসন্নে গিয়াছে এমন। নিত্যসমাস (নিন্দার্থে অবিগ্রহ)। বিণ।

খটিকা—'খট্বকা' দ্রঃ।

খড়—শুষ্ক ধান্যবৃক্ষ, বিচালি; ক্ষুদ্র তৃণ। খড়্+ক ঘঞর্থে কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। **খড়ের আগুন**—খড়ে আগুন লাগিলে যেরূপ উহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আবার শীঘ্রই নিবিয়া যায়, সেইরূপ অতি অল্পেই চটিয়া যায়, আবার অল্পেই থামিয়া যায় এমন ব্যক্তি; উগ্রপ্রকৃতি; কোপনস্বভাব।

খড়কি, খড়কী—খড়খড়ি; খিড়কির দরজা। 'খড়ক্কিকা'-শব্দজ। বি।

খড়কিয়া, খড়কে—কাষ্ঠ বা তৃণাদির সূক্ষ্ম শলাকা বা কাঠি (দাঁত পরিষ্কার করিতে ব্যবহৃত)। 'খড়'-শব্দজ। বি। **খড়কে খাওয়া, লওয়া**—খড়কে কাঠির দ্বারা আহারের পর দাঁতের ফাঁক হইতে ভুক্তদ্রব্যের অংশ বাহির করা। **কাণ খড়কে**—যাহার শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ এমন।

খড়কুটা, -কুটি—খড় ও শুষ্ক তৃণাদি; পোড়াইবার পাতালতা। খড় ও কুটা, কুটি, দ্বন্দ্ব। বি।

খড়ক্কিকা—খিড়কী, গুপ্তদ্বার; খড়খড়ি। খড়ক্কী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

খড়ক্কী—গুপ্তদ্বার, খিড়কীদ্বার; খড়খড়ি। খড়ক্ (অব্যক্ত শব্দ)—কৃ+ড কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খড়খড়—শুষ্ক পত্রাদির উপর সঞ্চরণের শব্দ।

খড়খড়ি—জানালা প্রভৃতির সঞ্চালনযোগ্য আবরণ, ঝিলমিলি। 'খড়ক্কী'-শব্দজ। বি।

খড়ম—কাষ্ঠপাদুকা। হিন্দীমূলক। বি। **খড়ম পা**—যে পায়ের পাতার মধ্যভাগ খড়মের মধ্যভাগের মত শূন্যে থাকে অর্থাৎ চলিতে গেলে মাটি স্পর্শ করে না ও শব্দ হয় তাহা (ইহা অশুভ চিহ্ন)।

খড়ি, খড়ী—১। একপ্রকার সাদা মাটি, খটিকা; তিলকমাটি; গায়ের সাদা মরা মাস, খুসকি; সাদা রঙ্; গণনা; অঙ্ক কষিয়া দেখা। 'খটী' (২) শব্দজ। **খড়ি উঠা**—খড়ির মত সাদা চামড়া উঠা, খুস্কি উঠা। **খড়ি পাতা**—জ্যোতিষের গণনা করা; খড়ি দিয়া গণনার জন্য অঙ্কপাত করা। **হাতে খড়ি**—শিশুর প্রথম বর্ণপরিচয়-শিক্ষা; কোনও কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ বা শিক্ষানবিশী। ২। কার্য্য; নৈপুণ্য; চিহ্ন। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। জ্বালানি কাষ্ঠ, ইন্ধন। প্রাদে। বি।

খড়িকা—১। উলুখড়ের মূলভাগ, খড়কে; দাঁত খুটিবার সরু কাঠি। বি। 'খড়'-শব্দজ। ২। খড়ীমাটি। খড়ী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

খড়িটি, -টী, খড়ুটি, -টী—মেটে দেওয়াল সমান করিবার জন্য তাহার উপরের খড়-কাদার লেপ। বাং প্র। বি।

খড়িমাটি—সাদারঙের মাটি, চা-খড়ি, ফুলখড়ি। খড়ি নামক মাটি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

খড়িয়া, খড়ে—খড়ির মত সাদা, ফ্যাকাসে। খড়ি+ইয়া, এ সদৃশার্থে। বিণ।

খড়ী—'খড়ি' দ্রঃ।

খডীন—পক্ষীদিগের গতিবিশেষ। খ—ডী+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

খড়ীমাটি—খড়িমাটি (তাহা দ্রঃ)।

খড়ুটি, -টী—'খড়িটি' দ্রঃ।

খড়ুয়া, খড়ো—১। তৃণনির্ম্মিত বা তৃণাচ্ছাদিত, খড়ে ছাওয়া ('—ঘর')। খড়+উয়া, ও নির্ম্মিতার্থে। বিণ। ২। রূপার হাতের অলঙ্কার, মাটির বালা। সাঁওতালী। বি।

খড়্গ—খাঁড়া, তরবারি; গণ্ডারের শৃঙ্গ। খড়্+গন্ করণবা। বি; পুং।

খড়্গকোষ—খড়্গের খাপ; খড়্গাঘাত-নিবারক ঢাল। খড়্গের কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খড়্গচর্ম্ম (-র্ম্মন্), -চর্ম্ম—ঢাল ও তরোয়াল। খড়্গ ও চর্ম্ম, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

খড়্গধেনুকা—১। ছুরিকা। খড়্গ (অসি) ধেনু (জননীস্বরূপা) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত+আপ্। ২। গণ্ডারী। খড়্গের (গণ্ডারের) ধেনু (জননী), ৬ষ্ঠীতৎ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

খড়্গপত্র—ঢাল; খড়্গকোষ; অসিফলক। খড়্গের পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

খড়্গধারী (-ধারিন্)—যে তরবারি ধারণ করিয়াছে এমন। উপতৎ; খড়্গ—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ; পুং। স্ত্রী,—ধারিণী।

খড়্গপাণি—প্রহারোদ্যত; খড়্গধারী। খড়্গ পাণিতে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

খড়্গপিধান—খড়্গকোষ, তরোয়ালের খাপ। খড়্গের পিধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

খড়্গপুচ্ছী (-চ্ছিন্)—যাহাদের ঢালের ন্যায় দেহাবরণের নিম্নভাগে দীর্ঘ খড়্গাকার শলাকা থাকে (যথা,—সমুদ্রকর্কটী)। খড়্গ-পুচ্ছ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

খড়্গপ্রহার—তলোয়ারের ঘা; তলোয়ার দ্বারা আঘাত করণ। খড়্গ দ্বারা প্রহার, ৩য়া-তৎ। বি; পুং।

খড়্গহস্ত—খড়্গধারী; যৎপরোনাস্তি কুপিত (খড়্গহস্ত হইয়া উঠা); অত্যন্ত বিদ্বেষী। খড়্গ হস্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

খড়্গী (খড়্গিন্)—১। গণ্ডার। বি; পুং। ২। খড়্গধারী। খড়্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—খড়্গিনী।

খণ্ড—১। ভেদ; নষ্ট করণ, নিরাকরণ (যুক্তি খণ্ড করা)। খন্ড্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। ছেদ, টুক্‌রা, অংশ; গ্রন্থের ভাগবিশেষ, পরিচ্ছেদ; মিষ্ট খাদ্যবিশেষ ('মোদক—', 'নারিকেল—')। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। ইক্ষুগুড়, খাঁড়; বিটলবণ।

খন্ড্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৪। আংশিক ('—প্রলয়'); ক্ষুদ্র ('—কাব্য'); বিনষ্ট ('—কপাল'); কর্ত্তিত, খণ্ডিত (মাছ খণ্ড করা)। খণ্ড+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

খণ্ডকপাল, -কপালিয়া—হতভাগ্য, দুর্ভাগা। খণ্ড (বিনষ্ট) কপাল যাহার, বহুব্রী; খণ্ড (বিনষ্ট) যে কপাল, কর্ম্মধা +ইয়া আছে অর্থে। বাং প্র। বিণ।

খণ্ডকাব্য—একবিষয়াত্মক ক্ষুদ্র কাব্য ('বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি খণ্ডকাব্য)। খণ্ড কাব্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

খণ্ডকাল—আংশিক সময়, কিছুকাল (part time). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। **খণ্ডকাল আধিকারিক**—যে কিছুক্ষণ কাজ করে এমন কর্ম্মচারী (part time officer).

খণ্ড-খণ্ড, -বিখণ্ড—বহুধা ছিন্ন, টুকরা-টুকরা। বহুবচনার্থে দ্বিরুক্তি; কর্ম্মধা। বিণ।

খণ্ডখর্জ্জূ(র্জু)র—স্বাদু খর্জ্জূর, পিণ্ডী-খেজুর। খণ্ড (খাঁড় গুড়) দ্বারা পক্ব খর্জ্জূর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

খণ্ডগ্রাস—(জ্যোতিষ) চন্দ্র বা সূর্য্যের আংশিক অদর্শন (partial eclipse). কর্ম্মধা। বি; পুং।

খণ্ডজ—গুড়বিশেষ। উপতৎ; খণ্ড—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খণ্ডধারা—কর্ত্তরী, কাঁচি। খণ্ডে ধারা যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

খণ্ডন, খণ্ডনা—ছেদন; ভেদন; অপনয়ন, নিরাকরণ; ভঙ্গ; পতির অঙ্গে পরনারী-সঙ্গ-চিহ্নদর্শনহেতুক নায়িকার অপমান-বোধ। খন্ড্‌+অনট্‌ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা +আপ্‌। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—খণ্ডনীয়, খণ্ডিত, খণ্ড্য।

খণ্ডনীয়, খণ্ড্য—যাহা খণ্ডন করা উচিত বা আবশ্যক এমন; যাহা খণ্ডন করিতে পারা যায় এমন, খণ্ডনযোগ্য। খণ্ড্‌+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—খণ্ডন।

খণ্ডপাল—মিষ্টান্ননির্ম্মাতা, ময়রা। উপতৎ; খণ্ড—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খণ্ডপ্রলয়—ক্ষুদ্র প্রলয়, ব্রহ্মা প্রাতে সৃষ্টি করিয়া সায়ংকালে যে লয় করেন তাহা, দৈনন্দিন প্রলয়; (গৌণার্থে) তুমুল যুদ্ধ; ভয়ানক ধ্বংসকার্য্য; অতিশয় কলহ। খণ্ডাকার প্রলয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

খণ্ডবাক্য—(ব্যাকরণ) যৌগিক বা জটিল বাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বাক্য (clause) খণ্ডাকার বাক্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

খণ্ডবিচনী—মিষ্টান্নবিক্রেত্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

খণ্ডযুদ্ধ—ছোটখাটো লড়াই। খণ্ডাকার যুদ্ধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

খণ্ডশঃ (-শস্‌), খণ্ডশ—খণ্ড খণ্ড করিয়া, টুকরা টুকরা করিয়া। খণ্ড+শস্‌ বীপ্সার্থে। অব্য; ক্রি-বিণ।

খণ্ডা—১। খড়্গ, খাঁড়া। খণ্ড্‌+ঘঞ্‌ করণবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। উত্তরিয়া যাওয়া; কাটিয়া যাওয়া; লঙ্ঘন হওয়া; খণ্ডন করা, ব্যতিক্রম করা; নিরাকরণ করা। 'খণ্ড'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

খণ্ডাখণ্ডি—পরস্পর-বিরোধ; পরস্পর-বৈরিতা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি। [বি।

খণ্ডাতি—খড়্গধারী, খড়্গী। প্রাঃ কবিপ্র।

খণ্ডান—পরিত্রাণ করা; কাটাইয়া দেওয়া; অন্যথা করা; লঙ্ঘন করা; খণ্ডন করা। বাং ক্রি।

খণ্ডাভ্র—খণ্ড খণ্ড মেঘ, ছেঁড়া মেঘ; দন্তরোগ-বিশেষ। খণ্ডাকার অভ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

খণ্ডিক—১। কলাই; কক্ষ, বগল। বি; পুং। ২। ক্রুদ্ধ। খণ্ড+ইক আছে অর্থে। বিণ।

খণ্ডিত—কর্ত্তিত; দ্বিধাকৃত; ছিন্ন; ভিন্ন; ভগ্ন; অপনীত,; নিরাকৃত ('—যুক্তি'); অসম্পূর্ণ, অঙ্গহীন; বিভক্ত। খন্ড্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—খণ্ডন, খণ্ডনা।

খণ্ডিতক্ষুর—১। অযুক্তশফ, যাহাদের খুর জোড়া নয় এমন প্রাণী (যেমন গোমহিষাদি)। খণ্ডিত ক্ষুর যাহাদের, বহুব্রী। বিণ। ২। কর্ত্তিত শফ, কাটা খুর। খণ্ডিত ক্ষুর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

খণ্ডিতা—১। অন্য স্ত্রীসম্ভোগ-চিহ্ন ধারণ করিয়া নায়ক যে নায়িকার কাছে আসে; স্বামীকে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত দেখিয়া অপ-মানিতা ও কুপিতা স্ত্রী—"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্‌। ভোগ-লক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা।"—উজ্জ্বলনীল-মণি। অথবা—"অন্যের সম্ভোগ-চিহ্ন করিয়া ধারণ, আসে প্রাতে প্রিয় যার খণ্ডিতা সে জন।"—রসমঞ্জরী]। বি; স্ত্রী। ২। কর্ত্তিতা ইত্যাদি ('খণ্ডিত' দ্রঃ)। খন্ড্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

খণ্ড্য—'খণ্ডনীয়' দ্রঃ।

খৎ, খত—ঋণপত্র, তমস্সুক, টাকা ধার লইয়া যে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা; অঙ্গীকারপত্র; দলিল। আর্বী। বি। **নাকে খৎ**—ভূমিতে নাক ঘষিয়া দোষ স্বীকার এবং ঐরূপ আর না করার প্রতিশ্রুতি। **বন্ধকী খৎ**—কোন কিছু বন্ধক রাখিবার দলিল।

খতবা—রাজার কুশলপ্রার্থনা, রাজার কল্যাণের নিমিত্ত সম্মিলিতভাবে নমাজপাঠ। আর্বী। বি।

খতম—শেষ, সমাপ্তি, অবসান; মৃত্যু; নিধন। আর্বী। বি।

খতমা—অন্তিম, শেষ; চরম। আর্বী। বিণ।

খ-তমাল—ধূম; মেঘ। খে তমাল (তমাল-বৃক্ষসদৃশ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

খতান—গণনা করা, হিসাব করা (কত টাকা হয় খতিয়ে দেখ); খতিয়ান হিসাবে তোলা। 'খতা' (<খত)-নামধাতুজ। বাং ক্রি।

খতি—১। কাপড়ের জমি। আর্বী। ২। ঘুষ; লোকসান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খতিয়ান, খতেন—জমির বিশেষ-বিবরণের দলিল; হিসাব পুস্তক। আর্বী-মূলক। বি। [সম্বন্ধার্থে। বিণ।

খতী—বন্ধকী; খতসংক্রান্ত। খত+ঈ

খতুয়া, খতো—জীর্ণ; ভগ্ন (কাষ্ঠাদি)। 'ক্ষত'-শব্দজ। বিণ।

খতেন—'খতিয়ান' দ্রঃ। [শব্দজ। বি।

খত্তাল—করতাল; বড় মন্দিরা। 'করতাল'-

খদি—খই, ধান-ভাজা। 'খদিকা'-শব্দজ। বি।

খদিকা—খই। বি; স্ত্রী।

খদির—১। খয়ের গাছ; ইন্দ্র; চন্দ্র। খদ্‌ +কিরণ্‌ (ইর)। বি; পুং। ২। খয়ের। খদির+অণ্‌ (লুক্‌) ভবার্থে। বি; ক্লীব। বিণ—খাদির। [বি; পুং।

খদিরসার—খয়ের। খদিরের সার, ৬ষ্ঠীতৎ।

খদিরিকা—লাক্ষা, লা; লজ্জাবতী লতা। খদির (খদিররস)+ইক আছে অর্থে+ আপ্‌। বি; স্ত্রী।

খদিরী—লজ্জাবতীলতা; শাকবিশেষ; হাড়-জোড়া লতা। খদির+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

খদ্দর—খাদি, হাতচরকায় কাটা সূতার কাপড়। গুজরাটি। বি।

খদ্দের—ক্রেতা, খরিদদার। 'খরিদ্দার'-শব্দজ (দ্রুতোচ্চারণে)। বি।

খদ্যোত—জোনাকিপোকা। খ—দ্যুত্‌+ অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। বিণ,—তীয়।

খদ্যোতমালা—খদ্যোতপঙ্‌ক্তি, জোনাকি-পোকা সকল। খদ্যোতের মালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

খদ্যোতিকা—জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকি-পোকা। খদ্যোত+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী। [কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খধুপ—হাউই বাজী। খ—ধূপ্‌+অণ্‌

খন—ক্ষণ। প্রাঃ কবিপ্র। 'ক্ষণ'-শব্দজ। বি।

খনক—১। খননকর্ত্তা। বিণ। ২। মূষিক; সিঁদেল চোর; যাহারা আকর হইতে ধাতু মণি প্রভৃতি নির্গত করে। খন্‌+অক (ণ্বুল্‌) কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—কী।

খনন—খাতকরণ, খোঁড়া; আকর হইতে ধাতু মণি প্রভৃতি বাহির করা। খন্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—খাত, খননীয়, খন্তব্য। [বিণ।

খননীয়—খননযোগ্য। খন্‌+অনীয় কর্ম্মবা।

খনয়িতা (-তৃ)—খনক, যে খোঁড়ে এমন। খন্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —য়িত্রী।

খনয়িত্রী—১। যে খনন করায় এমন (স্ত্রী)। বিণ; স্ত্রী। ২। যাহা দ্বারা খনন করা হয়, খন্তা; খুন্তী। খন্+ণিচ্+তৃন্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খনা—১। যে নাসিকাযোগে কথা বলে এরূপ, যে নাকে নাকে কথা বলে এরূপ। বাং প্র। বিণ। ২। প্রবাদোক্তা জ্যোতির্ব্বিদ্ বিদুষী রমণী [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

খনা-খনা—আংশিক নাসিকা হইতে উচ্চারিত; ঈষৎ অনুনাসিক। বাং প্র। বিণ।

খনি, খনী—খাদ, স্বর্ণাদির উৎপত্তিস্থান, আকর; গর্ত্ত। খন্+ইন্ কর্ম্মবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খনিজ—আকরোৎপন্ন, খনি হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; খনি—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ। **খনিজ লবণ**—একজাতীয় লবণ, যাহা খনিতে জন্মে (rock salt).

খনিত—খাত; যাহা খনন করান হইয়াছে এরূপ। অপপ্রয়োগ। বিণ। [বি; ক্লীব।

খনিত্র—খননাস্ত্র, খন্তা। খন+ইত্র করণবা।

খনি-শক্তি-কর্ম্মশালা—খনি বৈদ্যুতিক শক্তি ও কলকারখানা (Works, Mines and Powers). **খনিশক্তি কর্ম্মশালা মন্ত্রক**—খনি বৈদ্যুতিক শক্তি ও কলকারখানাসংক্রান্ত সরকারী বিভাগ (Department of Works, Mines and Powers). দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

খন্-খন্—ধাতুপাত্রাদির শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খন্খনিয়া, খন্খনে—খন্খন্ আওয়াজ-বিশিষ্ট; শুষ্ক। খন্খন্+ইয়া, এ করে অর্থে। ধ্বনিমূলক। বিণ।

খন্তা—খননাস্ত্রবিশেষ, খনিত্র, শাবল। 'খনিত্র'-শব্দজ। বি।

খন্তি—কড়াতে ভাজা প্রভৃতি উল্টাইবার যন্ত্র-বিশেষ। খন্তা+ই ক্ষুদ্রার্থে। বি।

খন্তিক—খনিত্র, খন্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খন্তিকা—একপ্রকার লৌহদণ্ড। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খন্দ—১। শস্যাদি, ফলমূলাদি। সংস্কৃত 'কন্দ'-শব্দজ। ২। শস্যাদি বপনের বা কাটার সময়; খানা, খাল, গর্ত্ত। আর্বী 'খন্দক'-শব্দজ। বি।

খন্দক—খানা, নালা, গর্ত্ত। আর্বী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খন্দকার—শস্যসঞ্চয়ী; কৃষক; মুসলমান-দিগের উপাধি-বিশেষ। খন্দ+কার উৎপাদকার্থে। বি। [অস-ক্রি।

খন্যে—খনন করিয়া; খুলিয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

খপ্—কোন কিছু হঠাৎ ধরিয়া ফেলার অনুকরণ-শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। **খপ্ করিয়া**—সহসা; শীঘ্র, দ্রুত। [বি।

খপর—সংবাদ, খবর। আর্বী 'খব্র্'-শব্দজ।

খপরা—১। খাপরা, খোলা, ভগ্ন মৃৎপাত্রখণ্ড। 'খর্প্পর'-শব্দজ। ২। কুটীর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খপরেল—খর্পর, খাপরা, খোলা; খোলার ঘর বা চাল। হিন্দীমূলক। বি।

খপুর—১। গুবাক বৃক্ষ; ভদ্রমুস্তক; ব্যাঘ্রনখ। খ—পৃ+ক কর্তৃবা। বি; পুং। ২। আকাশস্থ নগর, রাজা হরিশ্চন্দ্রের নগর; কলস; অলস-মস্তিষ্কের অসম্ভব কল্পনা (castle in the air). খস্থিত পুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ৩। খর্পর, খোলা; তাম্বূলাধার, পানের ডাবর। 'খর্পর'-শব্দজ। বি।

খপুষ্প—আকাশ-কুসুম; অবাস্তব বিষয়। খস্থিত পুষ্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

খপোত—ব্যোমযান, এরোপ্লেন। খ র পোত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বিণ।

খপ্খপ্—শীঘ্র শীঘ্র। 'ক্ষিপ্র'-শব্দজ। ক্রি-

খপ্পর—খর্পর, খাপরা; অধীনতা; ফাঁদ; কৌশল; কবল। 'খর্পর'-শব্দজ। বি।

খপ্সুরৎ, খাপ্সুরৎ, খুপ্সুরৎ—সুন্দর, সুশ্রী। ফার্সী 'খুব্সুরৎ'-শব্দজ। বিণ।

খবর—সংবাদ, তত্ত্ব; সন্ধান, খোঁজ। আর্বী। বি। **খবরের কাগজ**—সংবাদপত্র।

খবরগিরি—তত্ত্বাবধান। খবরগীর+ই ভাবে। বি।

খবরগীর—সংবাদদাতা, বার্ত্তাবহ; গোয়েন্দা। (আর্বী) খবর+(ফার্সী) গীর। বি।

খবরদার—সাবধান, সতর্ক, হুঁসিয়ার; তত্ত্বাবধায়ক। ফার্সী। বিণ।

খবরদারি, -দারী—সাবধানতা; তত্ত্বাবধান। খবরদার+ই, ঈ ভাবে। বি।

খবরাখবর—পরস্পর সংবাদ আদান-প্রদান; খবরের বিনিময়। আর্বীমূলক। বি।

খ-বারি—আকাশের জল, বৃষ্টিজল। খ-র বারি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

খ-বাষ্প—হিম, নীহার। খ-র বাষ্প, ৬ষ্ঠীতৎ।

খবিশ, খবিস—১। মামদো ভূত। বি। ২। অপরিচ্ছন্ন; খল। আর্বী। বিণ।

খ-বিষুববৃত্ত, -বিষুবরেখা—(জ্যোতিষ) বিষুববৃত্ত যে বৃত্তে খগোলকে ছেদ করে (Celestial Equator). খস্থিত বিষুববৃত্ত, বিষুবরেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

খমক—একপ্রকার গ্রাম্য আনদ্ধ যন্ত্র, পটহ-বিশেষ; খঞ্জনী। বাং প্র। বি।

খমণি—সূর্য্য। খ-র মণি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খমধ্য—আকাশের মধ্যভাগ; (জ্যোতিষ) আকাশের যে বিন্দু দর্শকের ঠিক মাথার উপরে থাকে তাহা (Zenith). খ'র মধ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খম্বা—থাম, খুঁটি। 'স্তম্ভ'-শব্দজ। বি।

খয়র-খাঁ, খয়ের-খাঁ—প্রভুর মন যোগাইবার জন্য যে তাঁহার সব কার্য্য বা কথারই অনুমোদন করে এমন, তোষামুদে, মোসাহেব। ফার্সী 'খয়ের-খোআহ্'-শব্দজ। বিণ।

খয়রা—১। মৎস্যবিশেষ; (সঙ্গীত) বার মাত্রার তালবিশেষ। বাং প্র। বি। ২। খয়েরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। খয়র+আ সদৃশার্থে। বিণ। [বি।

খয়রাৎ, খয়রাত—দান, বিতরণ। আর্বী।

খয়রাতী—বিনা মূল্যে প্রাপ্ত; বিনা মূল্যে দানযোগ্য ('—জমি')। খয়রাত+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

খয়া—১। ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষীণ। ক্ষয়্+আ কর্তৃবা। বিণ। ২। ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, ক্ষীণ হওয়া। 'ক্ষয়'-শব্দজ। বাং ক্রি।

খয়ের—খদির। 'খদির'-শব্দজ। বি।

খর—১। গর্দ্দভ; অশ্বতর; কণ্টকিবৃক্ষ-বিশেষ; রামায়ণোক্ত রাক্ষসবিশেষ। বি; পুং। ২। উষ্ণ; অতি উৎকট; কর্কশ ('—স্পর্শ'); কঠিন; কঠোর ('—বাক্য'); ধারাল ('খরখড়্গসম'); তীব্র ('—স্রোত'); শীঘ্র; উগ্র, তীক্ষ্ণ; অতি উৎকৃষ্ট; অতিরিক্ত লবণাক্ত। খ+র আছে অর্থে। বিণ। বি—খরতা।

খরকর, -কিরণ—১। সূর্য্য। খর (তীব্র) কর, কিরণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। তীক্ষ্ণ কিরণ। খর কর, কিরণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

খরখর—দ্রুত; ক্ষিপ্র; বেশী ভাজা; অতিরিক্ত লবণাক্ত; বেশী শুক্‌না। বাং প্র। বিণ।

খরখরে—অশান্ত; চালাক; অতি শুক্‌না; অতি কর্কশ; তীব্র; প্রগল্ভ। বাং প্র। বিণ।

খরগ—খড়্গ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খরগোশ, -গোস—স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তু-বিশেষ, শশক। ফার্সী। বি।

খরচ, খরচা—ব্যয়; অর্থব্যয়; (অর্থশাস্ত্র) ব্যয়ের দিক্ (debit). ফার্সী 'খরচ্'-শব্দজ। বি। **খরচের অঙ্ক**—(অর্থশাস্ত্র) ব্যয়ের খাত (debit).

খরচপত্র, -পাতি—নানারকম খরচ। আর্বীমূলক। বি।

খরচা—১। 'খরচ' দ্রঃ। ২। খুচরা ব্যয়ের জন্য রক্ষিত। খরচ+আ। বিণ।

খরচান্ত—১। অত্যধিক ব্যয়; অধিক ব্যয় দ্বারা অর্থ নিঃশেষ। খরচের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি। ২। খরচ করিয়া রিক্তহস্ত। খরচের অন্ত হইয়াছে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

খরচিয়া, খরচী, খরচে, খরুচে—অত্যন্ত ব্যয়কারী, মুক্তহস্ত; অমিতব্যয়ী। খরচ+ইয়া, ঈ, এ শীলার্থে। বিণ।
খরজল—(রসায়ন) যে জলে লবণ ক্ষার ইত্যাদি থাকে তাহা, যাহাতে সাবান গুলিলে ফেনা হয় না তাহা (hard water). খর যে জল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [বি।
খরড়া—ঘোড়ার গা ঘষিবার যন্ত্র। বাং প্র।
খরতম—সর্ব্বাপেক্ষা খর, অতিশয় প্রখর। খর+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।
খরতর—তীব্রতর; অতি প্রখর। খর+তর অতিশয়ার্থে। বিণ।
খরতা—তীব্রতা; প্রখরতা ('খর' দ্রঃ); (রসায়ন) জলের ধর্ম্মবিশেষ—লবণ ক্ষার ইত্যাদি মিশ্রিত থাকা (hardness). খর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—খর।
খরদশন—১। তীক্ষ্ণদন্ত, ধারাল দাঁত। খর দশন, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। তীক্ষ্ণদন্ত-বিশিষ্ট। খর দশন যাহার, বহুব্রী। বিণ।
খরদূষণ—১। ধুস্তুর, ধুতুরা। খর দূষণ যাহার, বহুব্রী। ২। (রামায়ণ) স্বনাম-প্রসিদ্ধ রাক্ষসদ্বয়। খর ও দূষণ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।
খরধার—১। তীব্রধার, ধারাল ('—অস্ত্র')। খর ধারা (ধার) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। তীক্ষ্ণ ধার। খর ধার, কর্ম্মধা। বি; পুং।
খরনাদী (-নাদিন্)—কর্কশশব্দকারক, যে গর্দ্দভতুল্য চীৎকার করে এমন। উপতৎ; খর—নদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—নাদিনী।
খরবল্লী—নাগবল্লী, পান। খরা বল্লী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
খরবাহী (-বাহিন্)—দ্রুতগামী, বেগবান্। উপতৎ; খর—বহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাহিনী। [বি।
খরবুজ, -বুজা—ফলবিশেষ, খরমুজ। ফার্সী।
খরমুজ—ফুটিজাতীয় সুস্বাদু ফলবিশেষ। ফার্সী 'খরবুজ'-শব্দজ। বি।
খরশর—১। তীক্ষ্ণ বাণ। খর শর, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। তীক্ষ্ণবাণবিশিষ্ট। খর হইয়াছে শর যাহার, বহুব্রী। বিণ
খরশাণ—১। অত্যন্ত শাণিত, খুব ধারাল ('অসি—')। খর শাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। তীক্ষ্ণ শাণযন্ত্র। খর শাণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।
খরশাল—১। গর্দ্দভের বাসস্থান। 'খরশালা'-শব্দজ। বি। ২। উগ্র, তীব্র; উচ্চ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
খরশুলা, খরসুলা—একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য, খলসে মাছ। বাং প্র। বি।
খরসানি—ঘর্ষণের শব্দ। কবিপ্র। বি।
খরস্পর্শ—১। কঠোর স্পর্শ, তীব্র স্পর্শ। খর স্পর্শ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। তীব্রস্পর্শ-বিশিষ্ট, অতি কঠিন। খর স্পর্শ যাহার, বহুব্রী। বিণ।
খরস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—অতি তীব্র স্রোত, অতি দ্রুত প্রবাহ। খর স্রোত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
খরস্রোতাঃ (-স্রোতস্), **-স্রোতা**—যাহার স্রোত তীব্র এমন ('—নদী'), তীব্র-প্রবাহ-সম্পন্ন। খর স্রোত যাহার, বহুব্রী। বিণ।
খরা—১। গর্গরী; দেবদারুবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। তীব্রা; ত্বরিতা। খর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। বৃষ্টি না হওয়া; গ্রীষ্ম, গরম; রৌদ্র, আতপ; অনাবৃষ্টি ("পাঁচ রবি মাসে পায়, ঝরায় কিংবা খরায় যায়"—খনার বচন)। (তাপের তীব্রতা-বোধক) খর+আ। ৪। সন্ধান, খোঁজ। প্রাদে। ৫। শশকী, খরগোসী; গর্দ্দভী। খর (শশক, গর্দ্দভ)+আ। বি; স্ত্রী।
খরাংশু—সূর্য্য। খর অংশু যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। [বি।
খরাদ—কুঁদ্ যন্ত্রে কাটিয়া গড়া। আর্বী।
খরান—১। অত্যধিক শুষ্ক করা বা হওয়া; পুড়িয়া যাওয়া বা পোড়ান। 'খর'-শব্দজ। বাং ক্রি। ২। অনাবৃষ্টি; রৌদ্রজনিত শোষ। প্রাদে। বি। [আনি। বি।
খরানি—শুষ্কতা; গ্রীষ্মাধিক্য। খরা+
খরিতা—পত্র। আর্বী। বি।
খরিদ—ক্রয়, কেনা। ফার্সী। বি। **খরিদ দর**—যে দরে মাল কেনা হইয়াছে; কেনা দাম।
খরিদখাতা—দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার হিসাবের খাতা। খরিদের খাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
খরিদদার, খরিদ্দার—ক্রেতা, ক্রয়কারী। (ফার্সী) খরিদ+দার করে অর্থে। বি।
খরিদা—ক্রীত, কেনা। খরিদ+আ প্রাপ্ত অর্থে। বিণ।
খরিদানি—খরিদমূল্য, কেনা দাম। খরিদ+আনি। বি।
খরিফ—হেমন্ত-শস্য, হৈমন্তিক ফসল। আর্বী। বি।
খরিয়া—হৈমন্তিক শস্য। আর্বীমূলক। বি।
খর্চা—খরচা (তাহা দ্রঃ)।
খর্জ্জ(র্জ)ন—কণ্ডূয়ন, চুলকান। খর্জ্জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
খর্জ্জু(র্জু)র, খর্জ্জূ(র্জূ)র—১। খেজুর-ফল; রূপ্য। বি; ক্লীব। ২। কীটবিশেষ, শুঁয়াপোকা; বৃশ্চিক; খেজুরগাছ। উপতৎ; খর্জ্জু, খর্জ্জূ (চুলকান)—রা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
খর্জ্জু(র্জু)রী, খর্জ্জূ(র্জূ)রী—খর্জ্জুরবৃক্ষ, খেজুর গাছ। খর্জ্জুর, খর্জ্জূর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
খর্পর—১। ভগ্ন মৃন্ময় পাত্রের অংশ, খাপ্‌রা; কপাল, মড়ার মাথার খুলি; ভিক্ষাভাণ্ড; চোর; ধূর্ত্ত ব্যক্তি। বি; পুং। ২। কজ্জল, কাজল; ধাতুবিশেষ, তুথাঞ্জন। কৃপ্+অরন্ কর্ত্তৃবা (ক-স্থানে খ)। বি; ক্লীব।
খর্ব্ব(র্ব)—১। সংখ্যাবিশেষ, একসহস্র-কোটি। বি; ক্লীব। ২। খাটো, বেঁটে; ছোট; অবনত, জব্দ ('—করা')। খর্ব্ব্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
খর্ব্ব(র্ব)কায়—বামন, বেঁটে। খর্ব্ব কায় (দেহ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
খর্ব্ব(র্ব)শাখ—১। খাটো, খর্ব্ব। বিণ। ২। ক্ষুদ্রশাখাযুক্ত বৃক্ষ। খর্ব্বা শাখা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
খর্ব্বা(র্বা)কার, খর্ব্বা(র্বা)কৃতি—১। বামন, বেঁটে। খর্ব্ব আকার, আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। হ্রস্ব আকার, বেঁটে চেহারা। খর্ব্ব আকার, আকৃতি, কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।
খর্ব্বূ(র্বু)জা, খর্ম্মূ(র্মু)জা—ফলবিশেষ, খরমুজ। ফার্সীমূলক। বি।
খল—১। দুর্জ্জন; নীচ; হিংসক; কুটিল, যাহার মন সরল নয় এরূপ। খল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—খলতা। ২। ঔষধ-মর্দ্দন পাত্র। 'খল্ল'-শব্দজ। বি। ৩। ধান্যাদির মর্দ্দনস্থান, খামার; উদূখল। খল্+ক ঘঞর্থে অধিবা। ৪। খলি, তৈলের কল্ক বা সিটা। খল্+ক ঘঞর্থে কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।
খলই—১। স্খলন। বি। ২। স্খলিত হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বি।
খলকপট—খলতা ও কপটতা। বাং প্র।
খলখল—উচ্চহাস্য বা জলপতনাদির অনু-করণ-শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।
খলখলা—খলখল করা, উচ্চশব্দে হাসা। বাং প্র। ক্রি।
খলতা—হিংসাপ্রবৃত্তি, অন্যের হিংসা করা; কৌটিল্য, কুটিলতা; নীচতা; দুর্জ্জনতা। খল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—খল।
খলতি—১। মাথার টাক। স্খল্+অতি ভাববা। বি; পুং। ২। টাকযুক্ত, টাকবিশিষ্ট, টেকো। স্খল্+অতি কর্ত্তৃবা। বিণ।
খলধান—খামার। খল—ধা+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।
খলন—স্খলন, পতন; খলতা, কুটিলতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
খলপা—দরমা; পায়ের গোড়ালি; শস্যা-ধারবিশেষ। প্রাদে। বি।
খলপূ—মার্জ্জনকারী, ফরাস। উপতৎ; খল (ভূমি)—পূ (পবিত্র করা)+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
খলবল—অল্প জলে মাছ লাফাইবার শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।
খলশে, খলশিয়া, খলিশা—ছোট মাছ-বিশেষ, খলসে মাছ। 'খলিশ'-শব্দজ। বি।

খলি—তৈলাদির সিটা, কাইট, খইল। খল্‌ +ইন্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

খলিত—টাকবিশিষ্ট, টেকো। স্খল্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ। বি—খালিত্য।

খলিতা—খাম; কৌটা। প্রাদে। বি।

খলিন, খলীন—অশ্বের মুখরজ্জু, বল্গা, লাগাম; অশ্বাদিমুখস্থিত কশাবন্ধনের লৌহবিশেষ, লাগামের কড়িয়ালির লোহা। খে (মুখরন্ধ্রে) লীন, ৭মীতৎ (নিপাতনে বিকল্পে ঈ-কার হ্রস্ব)। বি; পুং বা ক্লীব।

খলিনী—খামারসমূহ। খল+ইন্‌ সমূহার্থে +ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

খলিফা—ওয়ারিশ, উত্তরাধিকারী; হজরত মোহাম্মদের পর মুসলিম্‌ জগতের নেতা, মুসলমানদিগের ধর্ম্মগুরু [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]; ধর্ম্ম এবং ভূমির অধিপতি; সুদক্ষ শিল্পী; দরজী; ওস্তাদ ('—লোক')। আর্বী। বি।

খলিশ—খলিশা মাছ। খলিশ্‌+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খলীকার—অপকার, ক্ষতি; কল্কনিঃসারণ, কাইট বাহির করা। খল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=খলী)—কৃ+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

খলীন—'খলিন' দ্রঃ।

খলেকপোত-ন্যায়, খলেকপোতিকা-ন্যায়—ন্যায়বিশেষ [কপোত-সমুদায় খলে অর্থাৎ খামারে যেমন এককালে পতিত হয়, সেইরূপ সমুদায় পদার্থ এক বিষয়ের সহিত অন্বিত হইলে তাহাকে খলে-কপোত-ন্যায় কহে]। খলে কপোত, কপোতিকা, অলুক্‌ ৭মীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

খলে-ধানী, -বালী—ধান্যাদি মাড়িবার সময় যে কাঠে গরু প্রভৃতি বাঁধা থাকে তাহা, মেইকাট। খলে—ধা+অনট্‌+ঈপ্‌, খলে—বল্‌+ণিচ্‌+অচ্‌+ঈপ্‌। উভয়ত্র অপাবা। বি; স্ত্রী।

খলেশ—১। খলিশা মৎস্য। খ—লিশ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। ২। খলপ্রধান। খলদের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খলেশয়—খলিশামাছ। অলুক্‌ উপতৎ; খলে—শী+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খলোক্ত—১। কপটবাক্য; হিংসাপূর্ণ বাক্য। খলা উক্তি, কর্ম্মধা। ২। দুষ্টের কথা; কপটের বাক্য; হিংসকের কথা। খলের উক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

খল্ল—ঔষধ মাড়িবার পাত্র, খল; গর্ত্ত। উপতৎ; খল্‌—লা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খশখশ, খসখস—১। পোস্তগাছ। বি; পুং। ২। বেণার মূল; একপ্রকার তৃণের তৈয়ারী পর্দ্দা [শীতল ও সুগন্ধি, ইহা গ্রীষ্মকালে জলে ভিজাইয়া টাঙ্গানো হয়]। বাং প্র। বি। ৩। শুকনা কাপড়, খড় ইত্যাদি ঘষার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খস—চুলকনা, পাঁচড়া, খোস। উপতৎ; খ (ইন্দ্রিয়)—সো (অবসন্ন করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [আনি। বি।

খসখসানি—'খসখস' শব্দ হওয়া। খসখস+

খসখসে—যাহা খসখস করে এমন; অমসৃণ, বন্ধুর, আবড়ো-খাবড়ো। খসখস+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

খসড়া—পাণ্ডুলিপি; প্রথমলিপি, অসংশোধিত মূল রচনা (rough copy); মুসাবিদা (draft). আর্বী। বি।

খসত—১। স্খলিত; গলিত। বিণ। ২। স্খলিত হয়; গলিয়া পড়ে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

খসন—স্খলন, খুলিয়া পড়া। খস্‌+অন ভাববা। বাং প্র। বি।

খসম—পতি, স্বামী। আর্বী। বি। [ক্রি।

খসল—খসিল, স্খলিত হইল। প্রাঃ কবিপ্র।

খসা—স্খলিত হওয়া, খুলিয়া পড়া; শিথিল হওয়া; (অর্থ) খরচ হওয়া (বেশ কিছু খসান); বহির্গত হওয়া। 'স্খল্‌'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

খসান—স্খলিত করা, খসাইয়া দেওয়া; বাহির করিয়া দেওয়া; খরচ করান; আলগা করা। বাং ক্রি।

খসুয়া, খসো—খোস-পাঁচড়ায় পূর্ণ, চুলকনাময়। খস+উয়া, ও আছে অর্থে। বিণ।

খাই—১। খাত, গর্ত্ত; গভীরতা (পুকুরের, কুয়ার খাই)। 'খাত'- শব্দজ। ২। সূতার খেই, গুটান সূতার মুখ। 'ক্ষেপ'-শব্দজ। ৩। খাওয়া (খাই খরচ)। বি। ৪। ভোজন করি। বাং 'খা'-ধাতুজ। ক্রি। ৫। আকাঙ্ক্ষা। বাং প্র। বি। **খাইয়া যাওয়া**—ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাওয়া।

খাই-খরচ—খাইবার ব্যয়, খোরাকি। খাই-এর (খাওয়ার) খরচ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

খাই-খাই—খাওয়ার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ (ছেলেগুলো খাই-খাই করছে)। বাং প্র। বি।

খাই-খালাসী—যে জমির ফসল হইতে সুদ-সহ ঋণশোধের শর্ত্ত থাকে এমন ('—জমি')। খাই (খাওয়া) দ্বারা খালাসী, ৩য়াতৎ। বিণ।

খাইদ, খাদ—১। কাইট, মলা; স্বর্ণাদির সহিত মিশ্রিত অন্য ধাতু। প্রাদে। ২। পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতির খনি; গর্ত্ত, গহ্বর (খাদে পড়া)। 'খাত'-শব্দজ। বি।

খাইয়ে—ভোজনে পটু, যে খুব খাইতে পারে এমন। খা+ইয়ে (<উইয়া) নিপুণার্থে। বিণ। [মূলক। বি।

খাইস—খাঁই, খাঁকতি, অতিলোভ। আর্বী-

খাউকা, খেকো—যে খায় এমন (নিন্দা অর্থে প্রযুক্ত—খ্যাংরা খেকো)। খা+উকা, একো, কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—খাকী।

খাওন, খাওনা—খাওয়া (খাওনা দাওনা)। 'খা'-ধাতুজ। বি।

খাউজ—খোস, চুলকনা; অতিস্পৃহা (খাউজ মেটা)। বাং প্র। বি।

খাওয়া—১। ভক্ষণ করা, ভোজন করা; পান করা ('জল চা—'); সেবন করা; ভোগ করা ('বিষয়, জমি—'); সর্ব্বনাশ করা (লোকটি ছেলেটার দফা খেয়ে দিয়েছে); খরচ করিয়া ফেলা (সে কারবারের টাকাকড়ি সব খেয়ে ফেলেছে); প্রাণে মারা, মৃত্যু ঘটান (তাকে সাপে খেয়েছে); শোষণ করা, চোষণ করা (মাটিতে জল খায়); গ্রহণ করা, উচ্চারণ করা ('দিব্যি—'); সহ্য করা ('বকুনি—'); পাওয়া ('ভয়—')। 'খাদ্‌'-ধাতুজ। বাং ক্রি। **কিল খাওয়া, মার খাওয়া**—প্রহৃত হওয়া। **খাইয়া ফেলা**—তাগাদা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করা। **ঘুরপাক খাওয়া**—অনবরত ঘুরিতে থাকা। **চাকরি খাওয়া**—কর্ম্মচ্যুত করা। **টাকা খাওয়া**—অর্থ গ্রহণ করা, ঘুষ লওয়া; তহ্‌বিল ভাঙ্গা। **নুন, নিমক খাওয়া**—চাকরি ইত্যাদি দ্বারা অর্থ গ্রহণ করা, সাহায্য বা উপকার গ্রহণ করা। **পাক খাওয়া**—রোগা হইয়া যাওয়া। **মাথা খাওয়া**—ভবিষ্যৎ নষ্ট করা, চরিত্রহীন করা। **মিশ খাওয়া**—সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। **হাওয়া খাওয়া**—মুক্ত বায়ুতে অবস্থান করা, বায়ু সেবন করা, বায়ু পরিবর্ত্তন করা। ২। ভোজন, আহার। খা+ওয়া ভাববা। বি। ৩। ভুক্ত, ভক্ষিত; এঁটো ('—পাত্র, থালা')। খা+ওয়া কর্ম্মবা। বিণ।

খাওয়ান—ভোজন করান, ভক্ষণ করান ('খাওয়া' দ্রঃ) বাং ক্রি। **টাকা খাওয়ান**—ঘুষ দেওয়া।

খাংরা, খেংরা—ঝাঁটা। বাং প্র। বি।

খাংরান, খেংরান—ঝাঁটা মারা। খাংরা হইতে নামধাতু। বাং ক্রি।

খাঁ—জ্ঞানী, শিক্ষিত লোক; উপাধিবিশেষ (প্রায়শঃ মুসলমানদিগের)। ফার্সী 'খান'-শব্দজ। বি।

খাঁই—১। অতিলোভ; অর্থলিপ্সা। ফার্সী 'খাইনা'-শব্দজ। ২। গভীরতা। 'খাত'-শব্দজ। বি।

খাঁকতি—অনটন; অতিলোভ। বাংপ্র। বি।

খাঁকার, খাঁকারি—১। কাসির শব্দ; গলা হইতে কফ তুলিয়া ফেলার শব্দ। (কাসির শব্দ) খাঁক+আর, আরি। বি। ২। অপযশ; নিন্দা, কলঙ্ক; লজ্জাজনক কার্য্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খাঁ-খাঁ—শূন্যতা প্রকাশ; ভীতিপ্রকাশ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খাঁখার—কলঙ্ক, নিন্দা; লজ্জাজনক কার্য্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খাঁখারী—কলঙ্কিনী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী। [বি।

খাঁচা—পিঞ্জর, পিঁজরা। 'কক্ষিকা'-শব্দজ।

খাঁজ—মধ্যে কাটা দাগ; রেখা; গর্ত্ত; গহ্বর। 'খাত'-শব্দজ। বি।

খাঁট—ধূর্ত্ত, ধড়িবাজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

খাঁটি—বিশুদ্ধ, অমিশ্রিত, অকৃত্রিম; সৎ ('—লোক')। বাং প্র। বিণ।

খাঁড়—শক্ত গুড়। 'খণ্ড'-শব্দজ। বি।

খাঁড়া—অসি, খড়্গ; বলির পশু কাটিবার অস্ত্র। 'খড়্গ'-শব্দজ। বি।

খাঁড়াতি, -তী—যে খড়্গের আঘাতে বলির পশু বধ করে। খাঁড়া+তি, তী ধারণকারী অর্থে। বি।

খাঁড়ি—আস্ত, গোটা (কলায় প্রভৃতি); খাঁটি, আদত। হিন্দীমূলক। বিণ।

খাঁদা—নতনাসিক, যাহার নাসিকা বসা এরূপ। বাং প্র। বিণ। স্ত্রী—খাঁদী।

খাক—ছাই, ভস্ম। ফার্সী। বি।

খাকার—অপযশঃ, নিন্দা, দুর্নাম; ব্যাপার, কাণ্ড; ভস্ম, ছাই। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খাকি, খাকী—ছেয়ে রঙ্গ, ধূসরবর্ণ; ছেয়ে রঙের কাপড়। ফার্সী। বি।

খাকী—ভক্ষণকারিণী (নিন্দা অর্থে উপপদ সমাসে প্রযুক্ত—ভাতার'খাকী', ভালো'খাকী')। খা+উকা+স্ত্রী ঈ। বাং প্র। বিণ; স্ত্রী। পুং, খাউকা, খেকো।

খাক্‌সার—অধম, দীন; সেবক; ভারতের মুসলমান রাজনৈতিক দলবিশেষ। আর্বী। বি বা বিণ। [বি।

খাগ—শর, নল; শরের কলম। বাং প্র।

খাগড়া—শর, নল, খাগ। বাং প্র। বি।

খাগড়াই—১। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত খাগড়া নামক স্থানে নির্ম্মিত ('—কাঁসা', '—বাসন')। খাগড়া+ই উৎপন্নার্থে। বিণ। ২। মিষ্টান্নবিশেষ। প্রাদে। বি।

খাগী—খাকী (তাহা দ্রঃ)।

খাঙ্গরা, খেঙ্গরা—ঝাঁটা। বাং প্র। বি।

খাঙ্গা—দরিদ্র; ভিক্ষুক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

খাজনা, খাজানা—কর, রাজস্ব। আর্বী 'খাজানাহ্‌'-শব্দজ। বি। **নগদান খাজনা**—নগদ টাকায় প্রতি বৎসর যে খাজনা দেওয়া হয়।

খাজা—১। পক্ব মিষ্টান্নবিশেষ। 'খাদ্যক'-শব্দজ। বি। ২। মূর্খ; গোঁয়ার। 'খোজা'-শব্দজ। ৩। চর্ব্বণযোগ্য; নিরেট। বাং প্র। বিণ।

খাজাঞ্চি, খাজাঞ্চী, খাতাঞ্চী—ধনাধ্যক্ষ (cashier); জমিদারের হিসাব ও তহবিল রক্ষক। (আর্বী) খাজানাহ্‌+(তুর্কী) চী। বি।

খাজানা—'খাজনা' দ্রঃ।

খাজানাখানা—খাজনা জমা রাখিবার স্থান; কোষাগার। খাজানার খানা (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

খাজুর—খেজুর। 'খর্জ্জুর'-শব্দজ। বি।

খাঞা—খাইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

খাঞ্চা—কাষ্ঠময় বৃহৎ পাত্র। প্রাদে। বি।

খাঞ্চাপোষ—কাষ্ঠময় বৃহৎ পাত্রের আচ্ছাদন। প্রাদে। বি।

খাঞ্জা-খাঁ—যে অত্যন্ত নবাবী চাল দেখায়, খুব চালবাজ। ফার্সী 'খানজাহানখাঁ' হইতে উৎপন্ন। বি।

খাট—১। খাটিয়া; মড়ার খাট। 'খট্ব'-শব্দজ। বি। ২। খর্ব্ব, ক্ষুদ্র, ছোট। বাং প্র। বিণ। ৩। পরিশ্রম কর। বাং ক্রি।

খাটনি, খাটুনি—মেহনত, পরিশ্রম। খাট্‌+অনি, উনি ভাববা। বি।

খাটা—১। পরিশ্রম করা; চেষ্টা, যত্ন করা; কাজে লাগা; উপযুক্ত হওয়া; মাপসই হওয়া; শোভন হওয়া; ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকা। বাং ক্রি। ২। যাহাতে খাটে এমন, যাহার জন্য মেথরের খাটিতে হয় এমন ('—পায়খানা')। বাং প্র। বিণ।

খাটান—কাজ করান, পরিশ্রম করান; ব্যবসায়াদিতে নিযুক্ত করা টাকা; জুড়িয়া খাড়া করা, টাঙান ('মশারি, পাল—'); শুনানো, মান্য করানো (হুকুম খাটানো)। বাং ক্রি।

খাটাল—১। অন্তর, মধ্যস্থল; খিলান; অবকাশ; গহ্বর। বাং প্র। ২। পশুশালা, গোমহিষাদি রাখিবার স্থান। হিন্দী। বি।

খাটি, খাটী—মড়ার খাট। 'খট্বা'-শব্দজ। বি।

খাটিয়া—ছোট খাট; মড়ার খাট। 'খট্বিকা'-শব্দজ। বি।

খাটিয়ে—পরিশ্রমী। খাট্‌+ইয়ে কর্ত্তৃবা। বিণ।

খাটুনি—পরিশ্রম। খাট্‌+উনি ভাববা। বি।

খাটুলি—ছোট খাট, ডুলি; মড়ার খাট। খাট্‌+উলি ক্ষুদ্রার্থে। বি।

খাটো—খাট (২, ৩) (তাহা দ্রঃ)। **খাটো করা**—অপমানিত করা, মর্য্যাদাহীন করা। **খাটো হওয়া**—অপদস্থ হওয়া, ছোট বা হীন প্রতিপন্ন হওয়া।

খাট্টা—টক, অম্ল। হিন্দী। বিণ। [বি।

খাড়—বৃক্ষের শাখাপত্রহীন কাণ্ড। প্রাদে।

খাড়ব—ছয় স্বরবিশিষ্ট, যাহাদের (যে সকল রাগের) মূর্ত্তি ছয় সুরে সম্যক্‌ প্রকারে প্রকাশ পায় এমন ('—রাগ')। 'ষাড়ব' (<ষট্‌)-শব্দজ। বিণ।

খাড়া—১। দণ্ডায়মান; সোজা উত্থিত; উঁচু; পুরা ('—এক মণ'); দর্শনমাত্রেই পরিশোধযোগ্য, যাহা উপস্থিত করিলেই টাকা দিতে হইবে এমন ('—হুণ্ডী')। হিন্দীমূলক। বিণ। ২। ডাঁটা ('সজনের—')। বাং প্র। বি।

খাড়াই—উচ্চতা। খাড়া+ই পরিমাণার্থে। বি।

খাড়ি—উপকূলভাগে প্রবিষ্ট সাগরের সঙ্কীর্ণ অংশ। 'খাল'-শব্দজ। বি।

খাড়ু—স্ত্রীলোকদিগের মণিবন্ধে বা পায়ে পরিধানযোগ্য ভূষণ। প্রাদে। বি।

খাড়ুমুড়া—দস্তা; মুড়া খাঙ্গরা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খাড়্গিক—খড়্গধারী। খড়্গ+ইক ধারণকারী অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

খাণ্ডব—খাণ্ডবপ্রস্থ, যমুনাতীরবর্ত্তী প্রদেশবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। খণ্ড+অণ্‌ স্বার্থে+ব আছে অর্থে। বি; পুং।

খাণ্ডবদাহন—(মহাভারত) খাণ্ডববন দগ্ধ করান। খাণ্ডবের দাহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

খাণ্ডববন, খাণ্ডবারণ্য—খাণ্ডব নামক বন (অর্জ্জুন ইঁহাকে দগ্ধ করিয়া অগ্নিকে তৃপ্ত করেন)। খাণ্ডবনামক অরণ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

খাণ্ডা—খড়্গ, খাঁড়া। 'খড়্গ'-শব্দজ। বি।

খাণ্ডার—১। ঝগড়া। প্রাদে। বি। ২। উগ্রপ্রকৃতি; কলহপ্রিয়। প্রাদে। বিণ।

খাণ্ডারিণী—ধ্রুপদ গানের প্রকারবিশেষ। বাং প্র। বি।

খাণ্ডিক—মোদক, ময়রা। খণ্ড (মিশ্রি)+ইক করে অর্থে। বি; পুং।

খাত—১। পুষ্করিণী; গর্ত্ত, খাই। বি; ক্লীব। ২। যাহা খনন করা হইয়াছে এরূপ। খন্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। খনন। খন্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

খাতক—১। অধমর্ণ, ঋণী (debtor). 'খাদক'-শব্দজ। ২। পরিখা, খানা। খাত+কন্‌ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

খাতকী—ঋণদানসংক্রান্ত, তেজারতী, মহাজনী। খাতক+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

খাতা—বহি, হিসাব-পুস্তক; দৈনন্দিন হিসাব-পুস্তক; একখানা হালে চাষ করিবার যোগ্য ভূমিখণ্ড, কিতা (এক খাতা জমি)। ফার্সী। বি।

খাতাঞ্চী—'খাজাঞ্চী' দ্রঃ।

খাতাপত্তর, -পত্র—পাঁজিপুঁথি; হিসাবের বই প্রভৃতি। খাতা+পত্র, পত্তর (সহচর শব্দ)। বি।

খাতাবন্দী—১। খাতা দ্বারা কর নির্দ্ধারণ-প্রণালী। বি। ২। খাতায় লিখিত, খাতায় নির্দিষ্ট; যাহা হিসাবের খাতায় তোলা হইয়াছে এমন। ফার্সীমূলক। বিণ।

খাতির—সমাদর, সম্মান; অনুরোধ; নিমিত্ত। আর্বী। বি।

খাতিরজমা—১। নিশ্চিন্তভাব; নির্ভীকতা। বি। ২। নিশ্চিন্ত, যাহার উপর নির্ভর করা যায় এমন। আরবীমূলক। বিণ। [আরবীমূলক। বি।

খাতিরদারি—বিশেষ আপ্যায়ন, সমাদর।

খাতিরনাদারৎ, -নাদারদ্—১। অমর্যাদা; ঔদাসীন্য, অবহেলা। বি। ২। উপেক্ষিত; উদাসীন। আরবীমূলক। বিণ।

খাতুন, খানাম, খানুম—মুসলমান মহিলার পদবী। তুর্কী। বি।

খাত্তাই—অপ্রতিভ ভাব, অসুবিধা (খাত্তায়ে পড়া)। বাং প্র। বি।

খাদ—১। খাত, গর্ত, গহ্বর; খনি; মৃদুস্বর, নিম্নসুর। 'খাত'-শব্দজ। ২। পান, এক ধাতুর সহিত মিশ্রিত অন্য ধাতু। হিন্দী। বি।

খাদক—১। ভক্ষক; ভোক্তা; ব্যবহারক (consumer). বিণ। স্ত্রী—খাদিকা। ২। অধমর্ণ, ঋণী। খাদ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

খাদন—ভোজন; ব্যবহার (consumption). খাদ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—খাদনীয়, খাদিত, খাদ্য।

খাদা—প্রায় ১৬ পাখী জমি, এক লাঙ্গলে চষিবার উপযুক্ত ভূমি; বড় বাটি (পাথরের বাটীর খাদা)। প্রাদে। বি।

খাদি—টুকরা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ; বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া; হাতে কাটা সুতার কাপড়, খদ্দর। 'ক্ষুদ্র' বা 'খণ্ড'-শব্দজ। বি।

খাদি-খাদি—কাঠ প্রভৃতির ছোট ছোট টুকরার আকার বা আকারে। 'খণ্ড'-শব্দজ। বি বা ক্রি-বিণ। [বিণ। বি—খাদন।

খাদিত—ভক্ষিত, ভুক্ত। খাদ্+ক্ত কর্মবা।

খাদিম, খাদেম—সেবক, দাস; ঈশ্বর-সেবক। আরবী। বি বা বিণ।

খাদির—১। খদিরকাষ্ঠনির্মিত; খদির-সংক্রান্ত। খদির+অণ্ বিকারার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। খদিরনির্য্যাস, খয়ের। খদির+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং।

খাদী (খাদিন্)—(কর্মবাচক উপপদের পরবর্তী) ভক্ষক। খাদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—খাদিনী।

খাদেম—'খাদিম' দ্রঃ।

খাদ্য—১। খাইবার যোগ্য, সুস্বাদু; যাহা খাওয়া নিন্দনীয় বা অহিতকর নহে এমন; যাহা খাওয়া যাইতে পারে বা যাহা খাওয়া আবশ্যক এমন। বিণ। বি—খাদন। ২। ভক্ষ্যদ্রব্য, ভোজ্যদ্রব্য [খাদ্য ছয়প্রকার—ভক্ষ্য, ভোজ্য, চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়]। খাদ্+ণ্যৎ কর্মবা। বি; ক্লীব।

খাদ্যখাদক—১। খাদ্যভোজনকারী। খাদ্যের খাদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—খাদিকা। ২। ভক্ষ্য প্রাণী বা বস্তু এবং তাহার ভক্ষক। খাদ্য ও খাদক, দ্বন্দ্ব। বি; পুং। ৩। খাওয়ার জিনিষ (এখানে—ভাল খাওয়া যায় না)। গ্রাম্য। বি।

খাদ্যপ্রাণ—খাদ্যবস্তুতে বর্তমান জীবনীশক্তি-বিধায়ক পদার্থ (vitamin) [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। খাদ্যের প্রাণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খাদ্যভাণ্ডার—যে স্থানে আহারীয় পদার্থ সঞ্চিত থাকে তাহা। খাদ্যের ভাণ্ডার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খাদ্যমন্ত্রক—খাদ্য সরবরাহ উৎপাদন ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিবর্গ বা মন্ত্রীর বিভাগ (Food Ministry). খাদ্য-বিষয়ক মন্ত্রক, মধ্যপ কর্মধা। বি।

খাদ্যলবণ—(রসায়ন) সাধারণ নুন (common salt). খাদ্য যে লবণ, কর্মধা। বি; ক্লীব।

খাদ্যশস্য—কৃষিজাত আহার্য্য ফসল, যে ফসল খাওয়া হয় তাহা। খাদ্য শস্য, কর্মধা। বি; ক্লীব।

খাদ্যাখাদ্য—খাইবার যোগ্য এবং অযোগ্য প্রাণী ও বস্তু। খাদ্য ও অখাদ্য, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

খাদ্যাভাব—আহার্য্যের অভাব, ভোজ্য না থাকা। খাদ্যের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খান—১। স্থান; খণ্ড, টুকরা; সংখ্যা-পরিমাণ (একখান, তিনখান)। 'খণ্ড'-শব্দজ। ২। স্থান (কোনখানে)। ফার্সী। বি। ৩। উপাধিবিশেষ, খাঁ। তুর্কী। [বিণ।

খানকতক—কয়েকটি, কয়েক খণ্ড। বাং প্র।

খানকা, খানাকা—১। মুসলমানদিগের বৈঠকখানা। বি। ২। অনর্থক, শুধু শুধু; আচম্বিতে, সহসা। ফার্সী 'খান-খোয়া'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

খানকী—বারবিলাসিনী, বেশ্যা। ফার্সী। বি। [ভাব। খানকী+পনা ভাবে। বি।

খানকীপনা—বেশ্যাব্যবহার, বেশ্যার হাব-

খানদান—উচ্চবংশ; বংশ। ফার্সী। বি।

খানদানী—উচ্চবংশীয়। খানদান+ঈ জাতার্থে। বিণ।

খানসামা—পদস্থ ব্যক্তির ভৃত্য, সম্ভ্রান্ত ঘরের চাকর। ফার্সী 'খান-ই-সামন্'-শব্দজ। বি।

খানা—১। গর্ত; হ্রদ; খাত। 'খাত'-শব্দজ। ২। ভোজ; গৃহ; স্থান। ফার্সী। ৩। (সংখ্যাবাচক শব্দের বা বিশেষ্যের পরে বসিলে) টি, টা। 'খণ্ড'-শব্দজ। বি।

খানাখারাব—খানেখারাব (তাহা দ্রঃ)।

খানাতল্লাস—গৃহে কি কি আছে খুঁজিয়া দেখা; অনুসন্ধান, খোঁজ; চোরাই মাল, নিষিদ্ধবস্তু ইত্যাদির সন্ধানে পুলিশের তল্লাসী। থানার (গৃহের) তল্লাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

খানাতল্লাসী—খানাতল্লাসসংক্রান্ত, খানা-তল্লাসবিষয়ক; খানাতল্লাস। খানাতল্লাস+ঈ সম্বন্ধার্থে, স্বার্থে। বিণ বা বি।

খানাপিনা—পানভোজন, খাওয়া-দাওয়া। খানা (ভোজন) ও পিনা (পান), দ্বন্দ্ব। ফার্সী। বি।

খানাবাড়ী—বাসগৃহ, বসতবাটী, বসতবাটী-সংলগ্ন জমি। ফার্সীমূলক। বি।

খানি, খানী—খণ্ড, সংখ্যামাত্র। 'খণ্ড'-শব্দজ। বি।

খানিক—১। কিয়দংশ, কিছু। 'খানা'-শব্দজ। বিণ। ২। কিছুক্ষণ। 'ক্ষণেক'-শব্দজ। বি। ৩। খনিকর্মকারী। খন+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি,—কতা। ৪। দেওয়ালের গর্ত বা ফাটল। বি; ক্লীব।

খানিল—সিঁধেল চোর। খন্+ইলচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

খানুম—খাঁ-পত্নী, সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলার উপাধিবিশেষ। তুর্কী। বি।

খানেখারাব—বিধ্বস্ত, সর্ব্বনাশগ্রস্ত; উৎসন্ন; নিঃস্ব; নির্ব্বংশ। ফার্সী। বিণ।

খানসুমারি—যে হিসাবে গ্রাম বাড়ী দোকান জনসংখ্যা লাঙ্গল ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা; জনসংখ্যা। আরবীমূলক। বি।

খাপ—আধার, কোষ; অসিকোষ, অস্ত্রাধার; সামঞ্জস্য, মিল; ঠাস বুনন। বাং প্র। বি। **খাপ খাওয়া**—মানানসই বা অনুরূপ হওয়া। [দেশজ। বি।

খাপচি—খিমচি, চিমটী; কিয়দংশ, কতকটা।

খাপছাড়া—সামঞ্জস্যহীন, বিসদৃশ, বেমানান; অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক। খাপ (সামঞ্জস্য) ছাড়িয়াছে যে, উপতৎ। বিণ।

খাপরা—ঘরছাওয়া খোলা; দগ্ধ মৃত্তিকাখণ্ড; শড় খোলা। 'খর্পর'-শব্দজ। বি।

খাপা—খাপ খাওয়া; ঠাস হওয়া; কুঁচকাইয়া যাওয়া। বাং ক্রি। [ক্রি।

খাপান—খাপ খাওয়ান; ঠাস করা। বাং

খাপি, খাপী—মোটা; ঠাসবোনা; পুরু (বস্ত্রাদি)। হিন্দীমূলক। বিণ।

খাপ্পা—ক্রুদ্ধ, চটা। ফার্সীমূলক। বিণ।

খাবল—গ্রাস, মুষ্টি; দংশন, ছোবল। 'কবল'-শব্দজ। বি। [বি।

খাবলা—মুষ্টি, মুঠা। খাবল+আ স্বার্থে।

খাবলান—ছোবল মারা; হাত দিয়া কতকটা তুলিয়া লওয়া। 'খাবল' হইতে নামধাতু। বাং ক্রি।

খাবার—১। ভোজনযোগ্য, ভোজ্য। বিণ। ২। আহার্য্য বস্তু, খাইবার জিনিস; মিষ্টান্নাদি, জলখাবার। 'খাওয়ার'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।

খাবি—মৃত্যুকালীন মুখব্যাদান; মৃত্যুকালে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ; মৎস্যদিগের জলপান-কালীন মুখব্যাদান। 'খা'-ধাতুজ। বি।

খাবি খাওয়া—মুমূর্ষু অবস্থায় নিঃশ্বাস ফেলা।

খাম—১। স্তম্ভ, খুঁটী, থাম। হিন্দী 'খাম্বা'-শব্দজ। ২। চিঠিপত্রের আচ্ছাদন, লেফাফা। ফার্সী। বি। ৩। আলুবিশেষ, মেটে আলু। প্রাদে। বি।

খামকা, খামখা—অনর্থক; সহসা। ফার্সী 'খো-আম-খোয়া'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

খামখেয়াল—ইচ্ছামত কার্য্য করা, যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করা; চঞ্চলচিত্ততা। ফার্সী। বি।

খামখেয়ালী—১। চঞ্চলমতি, ইচ্ছামত কার্য্যকারী। বিণ। ২। খামখেয়াল, ইচ্ছামত কার্য্য করা। ফার্সীমূলক। বি।

খামচা-খামচি—পরস্পর চিমটান, পরস্পর নখাঘাত। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

খামচান—চিমটি কাটা; নখ দ্বারা আঁচড়ান, খাবলা মারা। বাং ক্রি।

খামটি, খামাটি, খামুটি—দন্তঘর্ষণ, দন্তে দন্তে সংযোগ; দন্ত দ্বারা অধরদংশন; মালসাট; মালকোঁচা। বাং প্র। বি।

খামার—শস্যমর্দ্দনস্থান, শস্যপ্রাঙ্গণ। হিন্দী। বি।

খামারজমি, -জমী—ভূস্বামীর নিজ আবাদী জমী। খামারের জমি, জমী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

খামি—গহনার পুঁটে; গহনার ভিতরের ভাগ; ময়দা গাঁজাইবার উপকরণ। বাং প্র। বি।

খামিরা—১। গুড় দিয়া পচানো তামাক, মসলাযুক্ত তামাকবিশেষ। আর্বী 'খমীর'-শব্দজ। ২। পচাইবার বীজ; খামি। প্রাদে। বি।

খাম্বা—থাম, খুঁটি। 'স্তম্ভ'-শব্দজ। হিন্দী। [বি।

খাম্বাজ—রাগবিশেষ। বি।

খাম্বাবতী—রাগিণীবিশেষ। বি; স্ত্রী।

খাম্বিরা—মসলাযুক্ত সুগন্ধ তামাক। আর্বী 'খমীর'-শব্দজ। বি। [ক্রি।

খায়ব—খাইবে; খাইব। প্রাঃ কবিপ্র।

খার—শস্যপরিমাণ-পাত্রবিশেষ, খারি। খ—আ—রা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খারাপ, খারাব—মন্দ, কুৎসিত; জঘন্য; দূষিত, পচা; দুষ্ট, নষ্ট; মেজাজ খারাপ; খারাপ লোক; চরিত্র খারাপ; রুক্ষ; শরীরের রক্ত, পুকুরের জল খারাপ হওয়া; বিষণ্ণ (মন খারাপ হওয়া); শ্রীহীন; (খারাপ চেহারা) অসুস্থ ('—দেহ', '—মন'); বিকৃত (মাথা খারাপ হওয়া); অশুভ ('—দিন'); কলুষিত। আর্বী 'খরাব্'-শব্দজ। বিণ। **কাপড় খারাপ করা**—বাহের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া কাপড় নষ্ট করা। **খারাপ করা**—অনিষ্ট করা, মন্দ করা; কুপথে লইয়া যাওয়া। **খারাপ কথা**—অশ্লীল বাক্য; অমঙ্গলের বা ভয়ের সম্ভাবনা। **পেট খারাপ করা**—অজীর্ণ হওয়া, উদরাময় হওয়া। **মন খারাপ করা**—মনে দুঃখ হওয়া; ক্ষুণ্ণ হওয়া; দমিয়া যাওয়া। **মাথা খারাপ করা**—বিরক্ত হওয়া; চটিয়া যাওয়া। **মাথা খারাপ হওয়া**—বিকৃতমস্তিষ্ক হওয়া। **মুখ খারাপ করা**—অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা; গালি দেওয়া।

খারি, খারী—ধান্যপরিমাণবিশেষ, চারি দ্রোণ পরিমাণ। খ—আ—রা+ক কর্ত্তৃবা+ঈপ্ (বিকল্পে ঈ-কার হ্রস্ব)। বি; স্ত্রী।

খারিজ—১। বিসর্জ্জন, ত্যাগ; বাদ কাটিয়া দেওয়া; এক প্রজার নাম হইতে অন্য প্রজার নামে জমিজমার পরিবর্ত্তন। বি। ২। বাতিল, বর্জ্জিত। আর্বী। বিণ।

খারিজ-দাখিল—এক প্রজার জমিজমা অপর নামে পরিবর্ত্তন। আর্বী। বি।

খারিজা—যাহা খারিজ করা হইয়াছে এরূপ ('—জমি, তালুক')। খারিজ+আ কৃতার্থে। বিণ।

খারিজী—খারিজসম্বন্ধীয়; খারিজ করিবার জন্য দেয়। খারিজ+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

খারী—'খারি' দ্রঃ।

খারুয়া—রঙ্গিন মোটা কাপড়, লেপ বালিশ প্রভৃতির ওয়াড়ের কাপড়। হিন্দী। বি।

খাল—১। সরু লম্বা জলাশয়; নালা; গর্ত্ত, গহ্বর; নিম্নস্থান; পরিখা, খাই স্থান, দাঁক ('পেটের রয়েছে এখনো 'খাল')। 'খল্ল'-শব্দজ। ২। খিল, অঙ্গের আড়ষ্টভাব; চামড়া। বাং প্র। বি। **খাল খেঁচা**—চামড়া ছাড়ান; উত্তমরূপে প্রহার দেওয়া।

খালই, খালুই—মৎস্যাদি ধুইবার বা রাখিবার ছিদ্রময় পাত্র। প্রাদে। বি।

খালসা—১। খাসমহাল; রাজস্ববিভাগের দপ্তর। আর্বী। বি। ২। পাঞ্জাবের জাতিবিশেষ; গুরু গোবিন্দের মতাবলম্বী শিখসম্প্রদায় (মূল-অর্থ—পবিত্র)। বি।

খালা—মাতার ভগিনী, মাসী। আর্বী। বি; স্ত্রী। পুং—খালু।

খালারী—লবণ-প্রস্তুতকরণ-স্থান। বৈদেশিক। বি।

খালাস—১। মুক্তি, পরিত্রাণ; সন্তান-প্রসব; স্বস্তি, আরাম; শান্তি। বি। ২। মুক্ত, পরিত্রাণপ্রাপ্ত। আর্বী 'আখ্‌লাস'-শব্দজ। বিণ।

খালাসপত্র—ছাড়পত্র। খালাসজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ-কর্ম্মধা। বি।

খালাসী—১। জাহাজ কিংবা সেনাবিভাগে নিযুক্ত মুসলমান কর্ম্মচারী; জাহাজের কুলি। বি। ২। যে খালাস করে এমন; যাহা দ্বারা খালাস হয়; খালাস-সংক্রান্ত (খাই খালাসী জমি)। আর্বীমূলক। বিণ।

খালি—রিক্ত, শূন্য; শুধু, কেবল। আর্বী। বিণ।

খালিত্য—টাক রোগ। খলতি+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

খালুই—'খালই' দ্রঃ।

খাস—নিজস্ব, স্বাধিকারস্থ; নিজ আবাদী; বিশেষ, অসাধারণ (খাস দরবার)। আর্বী। বিণ। **খাস করা**—অধিকৃত সম্পত্তি নিজ দখলে আনা, প্রজার দখল হইতে জমিদারের নিজ দখলে সম্পত্তি আনয়ন।

খাস-আপীল—আপীলের উপর আপীল। কর্ম্মধা। আর্বীমূলক। বি।

খাসকামরা—বিচারালয়ে বিচারক প্রভৃতির নিজস্ব বিশ্রামাগার। কর্ম্মধা। আর্বীমূলক। বি।

খাসখামার—ভূম্যধিকারীর নিজ আবাদী জমি। কর্ম্মধা। আর্বীমূলক। বি।

খাসগেলাস—শোভাযাত্রায় অভ্র ইত্যাদির বাতিদান। (আর্বী) খাস+(ইং) glass. বি।

খাস-তহশীল—জমিদার প্রভৃতির নিজ তত্ত্বাবধানে খাজনা আদায়। কর্ম্মধা। আর্বীমূলক। বি।

খাসদখল—মালিকের নিজস্ব অধিকার; জমিদারের নিজের অধিকারে আনা। কর্ম্মধা। আর্বীমূলক। বি।

খাসতালুক—খাসমহল (তাহা দ্রঃ)।

খাস-নবীশ—নিজস্ব কেরাণী। (আর্বী) খাস+(ফার্সী) নবীশ। বি।

খাসবরদার—আশাশোঁটাধারী পাহারাদার বা রক্ষক। আর্বী। বি।

খাসমহল, -মহাল—রাজার বা জমিদারের কর্ত্তৃত্বাধীনে যে সকল জমি থাকে তাহা; যাহা প্রজাবিলি করা হয় নাই এরূপ জমি। কর্ম্মধা। বি।

খাসা—১। উত্তম, উপাদেয়। আর্বী। বিণ। ২। চূর্ণবিশেষ; একজাতীয় উৎকৃষ্ট মলমল। বাং প্র। বি।

খাসি, খাসী—১। মুষ্কহীন, খোজা, বীচি-কাটা। বিণ। ২। কর্ত্তিতমুষ্ক জীব; ছিন্নমুষ্ক ছাগ। আর্বী 'খস্‌সী'-শব্দজ। বি।

খাস্ত—বিকৃত; নষ্ট; দূষিত, পচা; অশ্লীল। ফার্সী। বিণ।

খাস্তা—খাস্ত, বিকৃত, নষ্ট ('আসন—'); উৎকৃষ্ট, উত্তম; মচ্‌মচে ('—খাবার')। ফার্সীমূলক। বিণ।

খি—খেই (তাহা দ্রঃ)। বি।

খি-আতি—খ্যাতি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খিঁচ—কঙ্কর, কাঁকর; ত্রুটি, দোষ; গো-শালার মল; টান; মনোমালিন্য; অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশ ('—রয়ে যায়')। বাং প্র। বি।

খিঁচা—আকর্ষণ করা, টানা; আক্ষেপযুক্ত হওয়া ('হাত পা—')। বাং ক্রি।

খিঁচান—ভেংচান; অঙ্গভঙ্গি করা, আক্ষেপ হওয়া। বাং ক্রি।

খিঁচুনি, খিচনি—ভেংচানি; আক্ষেপ, হাত পা ছোঁড়া। খিঁচ, খিচ+উনি, অনি ভাববা। বি।

খিচ—খিঁচ, কঙ্কর, কাঁকর। বাং প্র। বি।

খিচখিচ—অনবরত তিরস্কার ভর্ৎসনা বিরক্তিপ্রকাশ ইত্যাদি-সূচক শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খিচড়, খিচড়া—১। নোংরা; অশ্লীল। বিণ। ২। ময়লা, আবর্জ্জনা। বাং প্র। বি।

খিচড়ান—বিগড়াইয়া যাওয়া; খিচুড়ী পাকান; নষ্ট করিয়া ফেলা বা নষ্ট হওয়া। বাং ক্রি।

খিচড়ী, খিচুড়ী—চাল ডাল ইত্যাদি একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত খাদ্য-বিশেষ, খেচরান্ন; বিভিন্ন বা বিসদৃশ বস্তুর সংমিশ্রণ। 'কৃশর'-শব্দজ। বি।

খিচুড়ী পাকান—বিশৃঙ্খল করিয়া তোলা। [খিচ্+অন ভাববা। বি।

খিচন—শরীর বিকৃত করণ; ঝাঁকনা।

খিচিখিচি—অনবরত তিরস্কার ভর্ৎসনা বিরক্তি ইত্যাদি-প্রকাশক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

খিচুড়ী—'খিচড়ী' দ্রঃ।

খিঞ্চিল—খচিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

খিট্‌কাল, খিটকেল—বিঘ্ন, ব্যাঘাত; ঝঞ্ঝাট, গোলযোগ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খট্‌খিট্—বিরক্তিপ্রকাশ তিরস্কারকরণ বকা ধমকান ইত্যাদি-সূচক শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খিট্‌খিটে—সর্ব্বদা বিরক্তিপ্রকাশকারী; কোপনস্বভাব, ক্রোধশীল; বদমেজাজী। খিট্‌খিট্+এ (<ইয়া) শীলার্থে। বিণ।

খিট্‌মিট্—নানা ছলে সর্ব্বদা কলহ বা ভর্ৎসনা ('—করা')। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য। বিণ,—মিটে।

খিড়কী--পশ্চাদ্দ্বার; জানালা, বাতায়ন; খড়খড়ি। 'খড়ক্কী'-শব্দজ। বি। [বিণ।

খিণ, খিনি—ক্ষীণ, সূক্ষ্ম, কৃশ। প্রাঃ কবিপ্র।

খিতাব, খেতাব—উপাধি, পদবী। আর্বী। বি। [আর্বী। বি।

খিদমৎ, খেদমৎ—সেবা, পরিচর্য্যা।

খিদমদ্‌গার, খেদমদ্‌গার—সেবক, পরিচারক, ভৃত্য, খানসামা। আর্বী। বি বা বিণ।

খিদমদ্‌গারী, খেদমদ্‌গারী—সেবকত্ব, ভৃত্যত্ব; পরিচর্য্যা; খানসামাগিরি। খিদমদ্‌-গার, খেদমদ্‌গার+ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

খিদা, খিদে—বুভুক্ষা, ক্ষুধা। 'ক্ষুধা'-শব্দজ। বি। **খিদা বা খিদে পাওয়া, লাগা**—ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া।

খিদ্যমান—যে খেদ করিতেছে এরূপ, যে দুঃখপ্রকাশ করিতেছে এরূপ ("সীতার লাগিয়া রাম সদা খিদ্যমান"—কৃত্তিবাস)। খিদ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

খিন—খিন্ (তাহা দ্রঃ)।

খিন্ন—শ্রান্ত; যাহার খেদ জন্মিয়াছে এরূপ, দুঃখিত। খিদ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—খেদ।

খিবন—জড়িত, খচিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

খিমচান—চিমটি কাটা, খামচান। বাং ক্রি।

খিমচি—নখের আঁচড়; চিমটি। বাং প্র। বি।

খির—ক্ষীর, দুগ্ধ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খিরকিচ—ব্যাঘাত, বিঘ্ন; ঝঞ্ঝাট, দায়; গোলযোগ। প্রাদে। বি।

খিরাজ, খেরাজ—রাজস্ব, কর, খাজনা। আর্বী। বি।

খিল—১। দুর্গম; পতিত, অকৃষ্ট ('—জমি'); পরিশিষ্ট (মহাভারতের খিল-পর্ব্ব)। বিণ। ২। অর্গল, হুড়্‌কা। 'কীলক'-শব্দজ। ৩। হাত পায়ের আড়ষ্ট ভাব। বাং প্র। বি।

খিলকা, খেলকা—ঢিলে পোষাক, আল খিল্লা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খিলখিল—হাসির শব্দ। বাং প্র। অব্য।

খিলজমি, -মী—পতিত জমি, অনাবাদী জমী। কর্ম্মধা। বি। [কবিপ্র। বি।

খিলনি, খিলনী—হুড়্‌কা, খিল। প্রাঃ

খিলা—খিল, হুড়্‌কা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খিলাত, খেলাৎ—রাজদত্ত-সম্মানসূচক পোষাক; পুরস্কার। আর্বী। বি।

খিলান—১। ইষ্টকাদির গাঁথনিবিশেষ। বি। ২। কব্জা-আঁটা; নিম্নে ফাঁকবিশিষ্ট অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গঠিত। বাং প্র। বিণ। ৩। কব্জা আঁটা; খিলান তৈয়ারী করা। বাং ক্রি।

খিলি, খিলী—পানের বিড়া; সাজা পান। বাং প্র। বি।

খিলিদানী—পানের ডিবা। খিলি+দানী পাত্র অর্থে। বি।

খিলোদ্ধার—পতিত বা নষ্ট জলা জমির পঙ্কোদ্ধার এবং তাহা বসবাস ও চাষের উপযোগীকরণ (waste land reclamation). খিলের উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খিস্তি—অশ্লীল বাক্যে গালি, অশ্লীল কথা। প্রাদে। বি।

খুঁচন—বেধন, বিদ্ধ করণ। বাং প্র। বি।

খুঁচা—খোঁচা মারার মত ব্যথা দেওয়া, বিদ্ধ করা। বাং ক্রি।

খুঁচান—খোঁচা মারা, বিদ্ধ করা; খোঁচা মারার মত ব্যথা দেওয়া; উত্যক্ত করা; উত্তেজিত করা। বাং ক্রি।

খুঁচি—কুণিকা; চাল মাপার পাত্রবিশেষ; খড়ের চালের যে স্থান দিয়া জল পড়ে সেখানে নূতন দেওয়া খড়। 'কুঞ্চি'-শব্দজ। বি। **খুঁচি দেওয়া**—খড়ের চালে খোঁচ দেওয়া বা মাঝে মাঝে নূতন খড় দিয়া মেরামত করা। [বাং ক্রি।

খুঁজা—অনুসন্ধান করা, খোঁজ করা।

খুঁট—বস্ত্রের প্রান্তভাগ; সূত্রের প্রান্ত; দোষ। বাং প্র। বি।

খুঁট-আখরিয়া, -আখরে, -আখুরে—যে অল্প লেখাপড়া জানে এরূপ; যে ব্যক্তি অতি সামান্য বিষয় লইয়া বিষম বাদানুবাদ করে এরূপ। বাং প্র। বিণ।

খুঁটন—কুড়াইয়া লওয়া; নখ দিয়া তুলিয়া লওয়া; শলাকা দিয়া খোঁচা দেওয়া। বাং ক্রি।

খুঁটরান—ঠোকরান, নখ প্রভৃতি দ্বারা খোঁটা বা আঘাত করা। বাং ক্রি।

খুঁটা—কুড়াইয়া লওয়া; নখ দিয়া তুলিয়া লওয়া; শলাকা দিয়া খোঁচা দেওয়া। বাং ক্রি।

খুঁটা, খোঁটা—কীলক, গোঁজ; কাঠের থাম। বাং প্র। বি।

খুঁটি, খুঁটী—স্তম্ভ, থাম; কাঠের বা বাঁশের ঠেকনা, অবলম্বন। বাং প্র। বি। **শ্যামের খুঁটি**—(ব্যঙ্গে) সবল ও হৃষ্টপুষ্ট।

খুঁটিগাড়ি, -গাড়ী—মাছ ধরিবার বা নৌকা বাঁধিবার জন্য নদী-কিনারায় খুঁটি গাড়িতে হইলে জমিদারকে যে কর বা শুল্ক দিতে হয় তাহা, ঘাটশুল্ক। বাং প্র। বি।

খুঁটিনাটি—সামান্য বিষয় বা ব্যাপারসমূহ; ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল বিষয়। বাং প্র। বি।

খুঁটুর-মুটুর—সামান্য ঝগড়া; সামান্য বচসা। বাং প্র। বি।

খুড়া—খনন করা; হিংসা করা, পরশ্রীতে কাতর হওয়া; মাটিতে ঠোকা ('মাথা—'); প্রশংসা দ্বারা স্বাস্থ্যবান্ বা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির অকল্যাণ করা। বাং ক্রি।

খুঁড়ান, খোঁড়ান—খোঁড়ার ন্যায় চলা, নেংচাইয়া চলা; খনন করান। বাং ক্রি।

খুঁত—১। ক্ষতচিহ্ন; দোষ, ত্রুটি। 'ক্ষত'-শব্দজ। বি। **খুঁত ধরা**—ত্রুটি ধরা; দোষ দেখান। ২। দোষযুক্ত; ত্রুটিবিশিষ্ট। 'ক্ষুণ্ণ'-শব্দজ। বিণ।

খুত-খুঁত—বিরক্তি, অসন্তোষ বা সন্দেহ প্রকাশ; কোন কাজে ত্রুটী রহিয়া গেল এরূপ ভাব প্রকাশ। বাং প্র। অব্য।

খুঁত-খুতিয়া, খুঁত-খুঁতে—বিরক্তি-প্রকাশক, অসন্তোষ-প্রকাশকারী। খুঁত-খুঁত+ইয়া, এ শীলার্থে। বিণ।

খুঁয়া—মোটা কাপড়; খাদি; রেশমী কাপড়। 'ক্ষুমা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খুক্, খুক্‌খুক্—কাশির শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খুকি, খুকী—ক্ষুদ্র বালিকা, ছোট মেয়ে; দুগ্ধপোষ্যা কন্যা। খোকা+ই, ঈ

(কুক্ষি>কোঁক্>কোঁকিয়া>খোকা)। বি ; স্ত্রী।

খুকু—খুকী বা খোকা (আদরে)। খুকী, খোকা+উ আদরার্থে। বি ; স্ত্রী।

খুঙ্গী—ক্ষুদ্র পেটিকা, ছোট পেঁড়া, ঝাঁপি। 'করঙ্গ'-শব্দজ। বি।

খুঙ্গী-পুঁথি—ক্ষুদ্র পেটিকা ও পুস্তক ; ছোট পেঁড়ার মধ্যস্থিত পুস্তক। বাং প্র। বি।

খুচরা, খুজরা—১। অল্প, সামান্য, কম ; ভাঙ্গানো ; অল্প অল্প করিয়া বিক্রয়ের হারে নির্দ্দিষ্ট (খুচরা দাম)। বিণ। ২। কম কম করিয়া বিক্রয় ; ভাঙ্গানো টাকা পয়সা ইত্যাদি। 'ক্ষুদ্র'-শব্দজ। বি। **খুচরা কাজ**—অল্প আয়াসে বা সময়ে যে কাজ করা যায় তাহা ; ছোটখাট কাজ। **খুচরা খরচ**—অল্প খরচ ; ছোটখাটো বিষয়ে খরচ। **খুচরা বিক্রয়**—একসঙ্গে অল্প পরিমাণে বিক্রয় (retail sale). বি।

খুচ্খুচ্—ধারাল ছুরি প্রভৃতি দিয়া কাটার শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

খুজলি—খোস, চুলকানি। হিন্দীমূলক। বি।

খুঞা—১। রেশম ; পাট ; পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। 'ক্ষমা'-শব্দজ। ২। মোটা ছোট কাপড়, খাদি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খুঞ্চি—কাঠের বা ধাতুদ্রব্যের বারকোশ। ফার্সী 'খঞ্চহ্'-শব্দজ। বি।

খুঞ্চিপোষ—খুঞ্চি ঢাকিবার কাপড়। ফার্সীমূলক। বি।

খুট্—খট্ (তাহা দ্রঃ)।

খুড়তত, খুড়তুত—খুল্লতাতসম্বন্ধীয় ; খুল্লতাত হইতে জাত। খুড়া+তত, তুত জাতার্থে। বিণ।

খুড়া, খুড়ো—কনিষ্ঠ পিতৃব্য, খুল্লতাত, কাকা। 'খুল্ল'-শব্দজ। বি ; পুং।

খুড়ী—খুল্লতাতপত্নী, কাকী। খুড়া+ঈ। বি ; স্ত্রী।

খুড়ো—'খুড়া' দ্রঃ।

খুদ—তণ্ডুলকণা, চাউলের ক্ষুদ্রাংশ। 'ক্ষোদ'-শব্দজ। বি। **খুদ মাগা**—ক্ষুদ ভিক্ষা করা ; গর্ভাধান সংস্কার ও বিবাহাদিকালে কর্ত্তব্য স্ত্রী-আচারবিশেষ। **খুদ-কুঁড়া**—চাউলের ক্ষুদ ও কুঁড়া ; অতি তুচ্ছ দ্রব্য। খুদ ও কুঁড়া, দ্বন্দ্ব। বি।

খুদা—১। অক্ষরাদি উৎকীর্ণ করা, কাটিয়া অক্ষরাদির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট করা। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি। ২। উৎকীর্ণ, যাহা খনন করা হইয়াছে এরূপ। বাং প্র। বিণ।

খুদিয়া, খুদে—ছোট ; সামান্য। 'ক্ষুদ্র'-শব্দজ। বিণ। **খুদে রাক্ষস**—ছোট আকারের রাক্ষস ; (লাক্ষণিক অর্থে) অতি পেটুক। [কবিপ্র। বিণ।

খুদ্দ—অল্প ; সামান্য। 'ক্ষুদ্র'-শব্দজ। প্রাঃ

খুন—১। রক্ত। আর্বী। ২। হত্যা। বাং প্র। বি। **খুন চড়া**—রাগে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হওয়া ; খুন করিবার প্রবৃত্তি জাগা।

খুন-খারাপি, -খারাবী—খুনাখুনি ; হত্যা বা সেইজাতীয় কাণ্ড ; গাঢ়রক্তবর্ণ রঙ্‌বিশেষ। আর্বীমূলক। বি।

খুনখুনি, খুনাখুনী—মারামারি, কাটাকাটি ; রক্তারক্তি কাণ্ড ; ঘোরতর বিবাদ, দাঙ্গা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

খুনশী—বিবাদ, কলহ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খুনসুড়ি—শিশুসুলভ কলহ ও পরস্পরকে খোঁচান। বাং প্র। বি।

খুনিয়া, খুনে—১। হত্যাকারী, নরঘাতক ; দাঙ্গাবাজ। খুন+ইয়া, এ করে অর্থে। বিণ। ২। খনন করিয়া, খুঁড়িয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

খুনী—নরঘাতক, হত্যাকারী। খুন+ঈ করে অর্থে। বি বা বিণ।

খুনে—'খুনিয়া' দ্রঃ।

খুন্তি, খুন্তী—রন্ধনপ্রয়োজনীয় লৌহময় দ্রব্যবিশেষ। 'খনয়িত্রী'-শব্দজ। বি। [বি।

খুপরি, খুবরী—কুটীর ; খোপ। প্রাদে।

খুপসুরৎ, খুবসুরৎ—অত্যন্ত সুশ্রী, খুব সুন্দর। ফার্সী। বিণ। [বি।

খুপি—খোপ, ছোট গর্ত্ত। খোপ+ই সদৃশার্থে।

খুব—অতিশয়, অত্যন্ত ; বেশ ; নিশ্চয়ই, অবশ্যই। ফার্সী। বিণ বা ক্রি-বিণ।

খুবানি—বিদেশাগত একপ্রকার ফল। ফার্সী। বি।

খুমারি—ভর্ৎসনা, তিরস্কার, নিন্দা, খোয়ার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খুম্খুমনি—আন্তরিক ক্রোধ বা বিরক্তি-প্রকাশ। বাং প্র। বি।

খুয়ল—খুলিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

খুয়া—হারান (খুয়া গিয়েছে)। 'ক্ষয়'-শব্দজ। বি।

খুয়ান—হারান, নষ্ট করা ; ক্ষয় করা, ক্ষতি করা। বাং ক্রি।

খুয়ার, খোয়ার—দুর্গতি ; নিন্দা, দুর্নাম ; নিগ্রহ, লাঞ্ছনা (শতেক খোয়ারী) ; অনিষ্টকারী গরু প্রভৃতি আবদ্ধ করিয়া রাখিবার স্থান। প্রাদে। বি।

খুর—ক্ষৌরকর্ম্মের অস্ত্র ; অশ্বাদির পায়ের খুর ; নখীনামক গন্ধদ্রব্য ; খাটের খুরা। খুর্ +ক করণবা। বি ; পুং।

খুরপা, -পী, -পো—অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণবিশেষ ; দুর্ব্বাদি তুলিবার যন্ত্রবিশেষ। 'খুরপ্র'-শব্দজ। বি।

খুরপ্র—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণবিশেষ ; অস্ত্রবিশেষ, খুরপা। খুর—প্রথ্+ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

খুরলি, খুরলী—ব্যায়াম ; অস্ত্রশিক্ষা, রণকৌশল শিক্ষা ; বিপক্ষের আক্রমণকালে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহার অভ্যাস ; বংশীর অভ্যাস, স্বরাভ্যাস ("ঈষৎ হসিত বয়ান চন্দ, তরুণী-নয়ন নয়ন-কন্দ, বিম্ব-অধরে মুরলী খুরলী, ত্রিভুবন-মন-মোহিনী"—গোবিন্দদাস) ; রঙ্গ-বিলাস ; দুষ্টামি ("চলয়িতে পন্থে কতই কর খুরলি"—গোবিন্দদাস)। খুর—লা+ক কর্ত্তৃবা+ঈপ্ (বিকল্পে ই-কার হ্রস্ব)। বি ; স্ত্রী।

খুরসি, খুরসী—১। বাছুর ইত্যাদির পা বাঁধিবার দড়ি। বাং প্র। বি। ২। কুর্সি, চেয়ার। ফার্সী 'কুরসী'-শব্দজ। বি।

খুরা—খাট প্রভৃতির পায়া। 'খুর'-শব্দজ। বি।

খুরালিক—নাপিতের ভাঁড় ; উপাধান, বালিশ। খুরালি—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

খুরী—কটোরা, মাটির ছোট পাত্র। দ্রাবিড়ী। বি।

খুর্পা—'খুরপা' (তাহা দ্রঃ)।

খুর্মা, খোর্মা—শুষ্ক সুপক্ক খর্জ্জুর। ফার্সী। বি।

খুলা—উন্মুক্ত করা বা হওয়া, অনাবৃত করা বা হওয়া ; বন্ধনমুক্ত করা, ছাড়িয়া দেওয়া ; খোঁড়া ; যাহা বন্ধ আছে তাহার কার্য্যারম্ভ হওয়া। বাং ক্রি। **খুলিয়া বলা**—মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলা, খোলাখুলিভাবে বলা।

খুলি, খুলী—১। মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ ; কটাহ ; মাথার উপরের অংশ, কপাল। বাং প্র। ২। খোলবাদক। খোল+ই, ঈ বাদকার্থে। বি।

খুল্ল—নীচ, অধম ; ক্ষুদ্র, ছোট ; অল্প ; লঘু ; কনিষ্ঠ (খুল্লতাত)। খুদ্—লা+ক কর্ত্তৃবা (দ-স্থানে ল)। বিণ।

খুল্লতাত—কনিষ্ঠ পিতৃব্য, কাকা, খুড়া। খুল্ল তাত, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

খুশ—১। প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ; আনন্দ। বি। বিণ—খুশী। ২। আনন্দদায়ক, আমোদজনক ; উৎকৃষ্ট, উত্তম। ফার্সী। বিণ।

খুশকি—খুস্কি (তাহা দ্রঃ)।

খুশখত—ইচ্ছাকৃত দলিল, ইচ্ছাকৃত অর্পণনামা প্রভৃতি ; উৎকৃষ্ট হস্তলিপি। ফার্সীমূলক। বি। [বি।

খুশখবর—সুখবর, আনন্দবার্ত্তা। কর্ম্মধা।

খুশনাম, খুশনামী—যশ, সুখ্যাতি, সুনাম, প্রশংসা। কর্ম্মধা। বি।

খুশমেজাজ—অনুকূল বা প্রসন্ন চিত্ত ; প্রফুল্ল মনোভাব। কর্ম্মধা। বি।

খুশামদ, খুশামোদ—তোষামোদ, চাটুকারিতা, খোসামোদ। ফার্সী। বি।

খুশী, খুসী—১। প্রীতি, আনন্দ ; প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, মর্জি। বি। ২। প্রীত ; আনন্দিত। ফার্সী। বিণ। বি—খুশ, খুস।

খুঙ্কি—১। মাথার শুক্‌না চামড়া, মরা মাস। বি। ২। শুষ্ক, শুক্‌না। ফার্সী। বিণ।

খৃষ্ট, খৃস্ট—খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যিশু (Christ). বি।

খৃষ্টধর্ম্ম(র্ম), খৃস্টধর্ম্ম(র্ম)—ধর্ম্মমতবিশেষ, যিশু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, খৃস্ট-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

খৃষ্টপূর্ব্বা(র্বা)ব্দ, খৃস্টপূর্ব্বা(র্বা)ব্দ—যিশুখৃষ্টের জন্ম হইতে গণিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর (Before Christ—B. C.). কর্ম্মধা। বি; পুং।

খৃষ্টান, খৃস্টান, খৃষ্টিয়ান, খৃস্টিয়ান—খৃষ্ট-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের উপাসক, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী; (নিন্দার্থে) আচারত্যাগকারী (হিন্দু)। ইং Christian. বিণ।

খৃষ্টানী, খৃস্টানী, খৃষ্টিয়ানী, খৃস্টিয়ানী—১। খৃষ্টধর্ম্ম; খৃষ্টানের মত ব্যবহার; অহিন্দু ব্যবহার। খৃষ্টান, খৃস্টান, খৃষ্টিয়ান, খৃস্টিয়ান+ঈ কর্ম্মাদি অর্থে। বি। ২। খৃষ্টানের তুল্য। খৃষ্টান, খৃস্টান, খৃষ্টিয়ান, খৃস্টিয়ান+ঈ তুল্যার্থে। বিণ।

খৃষ্টাব্দ, খৃস্টাব্দ—খ্রীষ্টীয় বৎসর, যিশুখৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিন বৎসর পর হইতে গণিত বৎসর (Anno Domini—A. D.). খৃষ্ট, খৃস্ট-প্রবর্ত্তিত অব্দ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

খৃষ্টিয়, খৃস্টীয়—যিশুখৃষ্টসম্বন্ধীয়, খৃষ্টসংক্রান্ত। খৃষ্ট, খৃস্ট+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

খেই—সূত্রের অগ্রভাগ; কোন বিষয়ের সূত্র, সন্ধান। 'ক্ষেপ'-শব্দজ। বি।

খেউড়—কবিতাবিশেষ, খেঁউড়; অশ্লীল গান। 'ক্ষেড়া'-শব্দজ। বি।

খেংরা, খেঙরা—সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা, ঝাড়ু। বাং প্র। বি।

খেঁকশিয়াল, -লী—শৃগালিকা, একপ্রকার ক্ষুদ্র শৃগাল, খেঁক-খেঁক শব্দকারী শৃগাল। বাং প্র। বি।

খেঁকান—মুখ বিকৃত করিয়া তীব্রস্বরে রাগ দেখান, মুখ ভেংচাইয়া রাগ প্রকাশ করা। বাং ক্রি।

খেঁকারি—কাসিয়া শব্দ করা, কাসিয়া গলা পরিষ্কার করা। বাং ক্রি।

খেঁকি, খেঁকী—খেঁক-খেঁক শব্দকারী; কোপন-স্বভাব; সহজে বিরক্তিপ্রকাশকারী। খেঁক+ই, ঈ শব্দ করে অর্থে। বিণ। **খেঁকী কুকুর**—একপ্রকার কুকুর, যাহারা সহজেই রাগিয়া খেঁক করিয়া উঠে এরূপ কুকুর; ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু ব্যক্তি।

খেঁচকা—টান; অভাব; কড়া তাগিদ। বাং প্র। বি।

খেঁচকান—টানা, টানিয়া লওয়া; কড়া তাগিদ দেওয়া। বাং ক্রি। বি, -কানি।

খেঁচুনি—আক্ষেপ, শরীরের কোন পেশীর অনিচ্ছাকৃত (রোগজনিত) সংকোচন (convulsion). খেঁচ্+উনি ভাববা। বি।

খেঁট—ভোজন। 'খেট' (৪)-শব্দজ। বি।

খেঁসারি—একপ্রকার কলায়, তেওড়া। বাং প্র। বি।

খেঁউড়—খেউড় (তাহা দ্রঃ)।

খেকো, খেগো—(অন্য শব্দের পরে বসিলে) ভক্ষক, খাদক। খা+কো, গো (<উকা, উগা) কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—খাকি, খাগী।

খেঙরা—'খেংরা' দ্রঃ।

খেঙরান, খেংরান—ঝাঁটান, ঝাঁটা মারা। বাং ক্রি। [বি।

খেচনি—জড়োয়া কারুকার্য্য। প্রাঃ কবিপ্র।

খেচর—১। আকাশগামী। বিণ। স্ত্রী, -রী। ২। পক্ষী; বিদ্যাধর; সূর্য্যাদি গ্রহ; পারদ; শিব। অলুক্ উপতৎ; খে—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খেচরান্ন—ডালের সহিত পক্ব অন্ন, খিচুড়ি। খেচর-নামক অন্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

খেচরী—১। পক্ষিণী; তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ; দ্বিদলান্ন, খিচুড়ী। বি; স্ত্রী। ২। আকাশচারিণী। খেচর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

খেচাখিচি, -খেঁচি—বকাবকি, তিরস্কার, ভৎর্সনা, কথা কাটাকাটি; গোলমাল; বিব্রত ভাব। বাং প্র। বি।

খেজাড়ি—মুড়ি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খেজালত—জ্বালাতন; মনঃকষ্ট। বাং প্র। বি।

খেজুর—ফলবিশেষ। 'খর্জ্জুর'-শব্দজ। বি।

খেজুরছড়ি—খেজুর ফলের থোকা; খেজুরের থোকার মত একপ্রকার ফুল; একপ্রকার শাড়ীর পাড়; একপ্রকার দাঁত-কাটা কাঠ। বাং প্র। বি। [শাঁস। বাং প্র। বি।

খেজুরমাথি, -মেথি—খেজুরগাছের মাথার

খেজুরে—খেজুরের রস হইতে তৈয়ারী ('—গুড়')। খেজুর+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

খেট—১। ভক্ষণ, ভোজন। খেট্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। মৃগয়া। খেট্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। নীচ, অধম। খিট্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

খেটক—১। ফলক, ঢাল (খেটক খর্পর ইত্যাদি)। খিট্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। ২। বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর। খেট্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

খেটী (খেটিন্)—কামুক, লম্পট। খেট (কামক্রীড়া)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —টিনী।

খেটে—১। ছোট মুগুর; ছোট মোটা লাঠি; শাকবিশেষ। বি। ২। খাটিয়া, পরিশ্রম করিয়া। 'খাটিয়া'-শব্দের অভিশ্রুতি। অস-ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খেটেল—শ্রমিক, মজুর; সামান্য ভৃত্য।

খেড়ি—খেলোয়াড়; খেলায় সহকারী। বাং প্র। বি।

খেড়ী—ক্রীড়া, খেলা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খেত—জমি, ক্ষেত। 'ক্ষেত্র'-শব্দজ। বি।

খেতাব—উপাধি; পদবী। আর্বী। বি।

খেতালী—ক্ষেত্রকর্ম্ম, ক্ষেতের কাজ, চাষের কাজ। খেত+আলী কর্ম্মার্থে। বি।

খেত্রী—ক্ষত্রিয়, ছত্রী। 'ক্ষত্রিয়'-শব্দজ। বি।

খেদ—আক্ষেপ, দুঃখ, শোক; শ্রম; অবসন্নতা, শ্রান্তি, ক্লান্তি। খিদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—খিন্ন।

খেদমৎ—'খিদমৎ' দ্রঃ।

খেদা—হস্তী ধরিবার জন্য সজ্জিত গর্ত্ত। 'খাত'-শব্দজ। বি।

খেদান—১। দূর করা, তাড়ান, পশ্চাদ্ধাবন করা। 'খেদি' (খিদ্+ণিচ্)-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। খোঁড়ান, কাটিয়া তোলা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

খেদিত—১। খেদযুক্ত, খিন্ন। খেদ+ইতচ্ জাতার্থে। ২। তাড়িত; যাহার পশ্চাদ্ধাবন করা হইয়াছে এরূপ। খিদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

খেদিব—মিশরের শাসনকর্ত্তার উপাধি। বি।

খেদোক্তি—আক্ষেপ, বিলাপ। খেদসূচিকা উক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

খেন—ক্ষণ, মুহূর্ত্ত; শুভ সময়, শুভলগ্ন। 'ক্ষণ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খেপ—বার, দফা; স্থানান্তরে গিয়া ব্যবসায় করা। বাং প্র। বি।

খেপলা—নিক্ষেপযোগ্য ('—জাল')। 'ক্ষিপ্'-ধাতুজ। বাং প্র। বিণ।

খেপা—১। ক্ষিপ্ত; অবোধ (প্রায়শ আদরে)। বিণ। স্ত্রী—খেপী। ২। খেপিয়া যাওয়া, উন্মত্ত হওয়া; রাগিয়া উঠা। 'ক্ষিপ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

খেপান—পাগল করা; বিরক্ত করা; টান; উত্তেজিত করা (লোক খেপান)। (ণিজন্ত) 'ক্ষিপ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

খেপামি—পাগলামি। খেপা+মি ভাবে। বি। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

খেম—ক্ষমা কর, মার্জ্জনা কর। 'ক্ষিম্'-ধাতুজ।

খেমটা—ছয়মাত্রার তালবিশেষ [কেহ কেহ চারিমাত্রার তাল বলেন]; নৃত্যবিশেষ। বাং প্র। বি।

খেমটাওয়ালী, খেমটী—নর্ত্তকী, যে স্ত্রীলোক খেমটা গান সহযোগে নৃত্য করে। খেমটা+ওয়ালী, ঈ প্রয়োগার্থে। বি।

খেমা—১। ক্ষমা, মার্জ্জনা, মাফ; ধৈর্য্য। 'ক্ষমা'-শব্দজ। বি। ২। ক্ষমা করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বি।

খেমী—রত্নাধারবিশেষ; একপ্রকার বাক্স।

খেয়া—নদী পার হওয়া। 'ক্ষেপ'-শব্দজ। বি। **খেয়া দেওয়া**—নৌকাযোগে পার হওয়া বা করা।

খেয়াকড়ি—পারানি, তরপণ্য, নদী পার হইবার জন্য দেয় অর্থাদি। খেয়ার কড়ি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

খেয়াঘাট—নৌকাযোগে নদী পার হইবার স্থান। খেয়ার ঘাট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

খেয়াতি—খ্যাতি। কবিপ্র। বি।

খেয়ান—১। নৌকাযোগে পার করা, খেয়া দেওয়া; নৌচালন। বাং ক্রি। ২। ভাসান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

খেয়া-নৌকা—নদীতে পারাপার করিবার নৌকা। খেয়ার নৌকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

খেয়াপার—নৌকাযোগে নদ্যাদির পর-পারে গমন। খেয়া দ্বারা পার, ৩য়াতৎ। বি।

খেয়ারি, খেয়ারী—খেয়ানৌকার মাঝি। খেয়া + রি, রী অধিকৃতার্থে। বি।

খেয়াল—একজাতীয় সঙ্গীত [সুলতান হোসেনী ইহার সৃষ্টি করেন]; কল্পনা; খুসি, মর্জি; জ্ঞান, হুঁস (কোন খেয়াল নেই); সখ; প্রবৃত্তি (বদখেয়াল); নিরর্থক শব্দ, প্রলাপ। আর্বী। বি। **খেয়াল নাই**—মনে নাই; হুঁস নাই।

খেয়ালী—খেয়ালগানে নিপুণ; কল্পনাপ্রিয়; স্বেচ্ছাচারী। খেয়াল + ঈ যুক্তার্থে। বিণ।

খেরাজ—'খিরাজ' দ্রঃ।

খেরি—ক্রীড়া, খেলা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খেরুয়া, খেরো—তোষক বালিশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য মোটা সূতার কাপড়। হিন্দী। বি। [ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

খেল—ক্রীড়া, খেলা; বাজি; রঙ্গ। খেল্ +

খেলকা—'খিলকা' দ্রঃ।

খেলত—খেলা করে বা করিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [ভাববা। বি; ক্লীব।

খেলন—ক্রীড়া; পরিহাস। খেল্ + অনট্

খেলনা, খেলানা—ক্রীড়নক, খেলিবার দ্রব্য। খেল্ + না, আনা করণবা। বি।

খেলনী—শারীফলক, পাশার ছক। খেল্ + অনট্ করণবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খেলা—১। ক্রীড়া, লীলা। খেল্ + অ ভাববা + আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ক্রীড়া করা। 'খেল'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

খেলাঘর—শিশুদের ক্রীড়াস্থান; কৃত্রিম সংসার; বিহারস্থল, খেলাগৃহ। খেলার ঘর (<গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

খেলাত—সম্মানসূচক পরিচ্ছদ; পারি-তোষিক, বকসিস্। আর্বী। বি।

খেলাধূলা—শিশুর খেলা; ক্রীড়াকৌতুক; নানারূপ খেলা। বাং প্র। বি।

খেলান—ক্রীড়া প্রদর্শন করা; কৌতুক দেখান, তামাসা দেখান, নাচান, ইচ্ছামত চালান ('সাপ—')। বাং ক্রি।

খেলানা—'খেলনা' দ্রঃ।

খেলাপ, খেলাফ—১। অন্যথাভাব; ব্যতিক্রম; প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ('কথার—')। বি। ২। বিপরীত। আর্বী। বিণ।

খেলাপি, খেলাপী—১। বৈপরীত্য; ব্যতিক্রম। বি। ২। ত্রুটি বা ব্যতিক্রম হইতে জাত ('—কিস্তী')। আর্বীমূলক। বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খেলু, খেলুয়া—খেলোয়াড়, ক্রীড়াকারী।

খেলুড়িয়া, খেলুড়ে—ক্রীড়াকারী; খেলার সাথী। বাং প্র। বি।

খেলুয়া—ক্রীড়ক, যে খেলায়। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বাং প্র। বিণ।

খেলো—মন্দ; নিকৃষ্ট; হীন; অপদস্থ।

খেলোয়াড়—ক্রীড়াপটু; ক্রীড়ানিপুণ; ক্রীড়াকারী; ফন্দিবাজ; চালাক; চতুর। খেলা + ওয়াড় নিপুণার্থে। বিণ।

খেশ—গরম কাপড়, শীতবস্ত্রবিশেষ। বৈদে-শিক। বি।

খেসর—পশুবিশেষ, অশ্বতর। উপতৎ; খে (আকাশে)—সৃ + ট কর্তৃবা (দ্রুতগামী বলিয়া মনে হয় যে আকাশে চলে)। বি; পুং।

খেসারৎ, খেসারত—ক্ষতি, হানি; ক্ষতি-পূরণ। আর্বী 'খসারা'-শব্দজ। বি।

খেসারতি—ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থাদি। খেসারৎ + ই দেয়ার্থে। বি।

খেসারি—একপ্রকার ডাল। বাং প্র। বি।

খৈ—খই, ভাজা ধান। 'খদিকা'-শব্দজ। বি।

খো—১। খোয়া, জমান শক্ত ক্ষীর; রসশূন্য আখের ছিবড়া। হিন্দী। ২। মেচেতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

খোই—ক্ষয় করে, নষ্ট করে; হারায়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

খোঁচ, খোঁচা—১। সূক্ষ্ম অগ্রভাগ; নিন্দা, কলঙ্ক; বিঘ্ন; ত্রুটী; সুরের কর্ত্তপ্। বি। ২। তীক্ষ্ণাগ্র (খোঁচা দাড়ি)। বাং প্র। বিণ।

খোঁচান—খোঁচা দিয়া আঘাত করা; কটু-কথা বা নিন্দাজনক বাক্য বলিয়া মনে আঘাত দেওয়া; খোঁচা দিয়া উত্তেজিত করা। বাং ক্রি।

খোঁজ—অন্বেষণ, অনুসন্ধান, তল্লাস; সং-বাদ, তত্ত্ব। হিন্দীমূলক। বি। [দ্বন্দ্ব। বি।

খোঁজখবর—সংবাদ, তত্ত্ব; উদ্দেশ, পাত্তা।

খোঁজা—অন্বেষণ করা, তল্লাস করা, সংবাদ লওয়া। বাং ক্রি।

খোঁট, খোট—কাপড়ের যে অংশ কোমরে আটকাইয়া রাখা হয় তাহা; বস্ত্রের কোণ; কসি। বাং প্র। বি।

খোঁটা—১। কীলক, গোঁজ; খুঁটী; ছোট থাম; অবলম্বন, ঠেক্না; নিন্দা; তিরস্কার; কৃত অন্যায়ের বিষয় স্মরণ করাইয়া তিরস্কার-করণ বা লজ্জাদান। বাং প্র। বি। ২। অঙ্গুলি দ্বারা তুলিয়া লওয়া; (মৃদু) নখের আঁচড় দেওয়া। বাং ক্রি।

খোঁড়—খাত, খনন। 'খনন'-শব্দজ। বি।

খোঁড়ল—কোটর, গর্ত্ত; গহ্বর। বাং প্র। বি।

খোঁড়া—১। খঞ্জ, যে নেংচাইয়া চলে এরূপ, পঙ্গু, চলচ্ছক্তি-হীন। 'খঞ্জ'-শব্দজ। বিণ। ২। খনন করা, খোলা; ঈর্ষ্যা করা, অন্যের ভাল দেখিতে না পারা। বাং ক্রি।

খোঁড়ান—খনন করান, গর্ত্ত করান; খোঁড়ার মত নেংচাইয়া চলা। বাং ক্রি।

খোঁদল—গর্ত্ত; কোটর; তৈলাদি বোতলে ঢালিবার জন্য তাহার মুখে যে আধার দেওয়া হয় তাহা, ফানেল। বাং প্র। বি।

খোঁপা—কবরী, স্ত্রীলোকের বদ্ধ কেশপাশ। 'ক্ষুপ'-শব্দজ। বি।

খোঁয়াড়—গরু ছাগল প্রভৃতি আটকাইয়া রাখিবার স্থান; শূকরচালা। বাং প্র। বি।

খোঁয়াড়ি, খোঁয়ারি—মাদক-সেবনজন্য নেশা কাটিবার পর শরীরের অবসন্ন অবস্থা; অবসাদ। বাং প্র। বি। **খোঁয়ারি ভাঙ্গা**—মদের নেশা ভাঙ্গাইবার জন্য পুনরায় মদ খাওয়া।

খোকন—(আদরার্থে) খোকা। খোকা + অন (বাং) আদরার্থে। বাং প্র। বি।

খোকা—শিশু, দুগ্ধপোষ্য বালক। ('খুকি' দ্রঃ)। বি।

খোক্কোস, খোক্কস—রাক্ষসের মত এক কাল্পনিক জীব। বাং প্র। বি।

খোজা—নপুংসক; ছিন্নমুষ্ক, খাসী; পুরুষত্ব-হীন অন্তঃপুররক্ষী। ফার্সী 'খোআজা'-শব্দজ। বি বা বিণ। [বি।

খোজুয়া—খোস, চুলকণা। প্রাঃ কবিপ্র।

খোট—আখুটি, শিশুর আবদার (খোট ধরা)। বাং প্র। বি।

খোটি, খোটী—ধূর্ত্তা স্ত্রী, চতুরা স্ত্রী, পালঙ্কীবৃক্ষ। খোট্ + ই কর্তৃবা (ঈপ্ বিকল্পে)। বি; স্ত্রী।

খোটিয়াল, খোটেল—আখট্টিকারী, আবদেরে, বাহানা-বাজ; দুষ্ট; দুরন্ত। খোট + ইয়াল, এল আসক্ত অর্থে। বিণ।

খোট্টা—(অবজ্ঞায়) হিন্দুস্থানী, বিহার প্রদেশের লোক। বাং প্র। বিণ। **কাট-খোট্টা**—গোঁয়ার, রুক্ষস্বভাব।

খোতবা—মঙ্গল-কামনা বা জয়-ঘোষণা। আর্বী। বি।
খোদ—১। স্বয়ং, নিজে। ফার্সী 'খুদ'-শব্দজ। সর্ব। ২। কাষ্ঠাদিতে তক্ষণ, খোদাই। 'ক্ষোদ'-শব্দজ। বি।
খোদকস্তা—ভূস্বামীর অধীনে যে প্রজা নিজ গ্রামে জমি করে। ফার্সী। বি।
খোদকার—তক্ষণকারী, যে খোদাই কাজ করে এরূপ। খোদ করে যে, উপতৎ; খোদ (<ক্ষোদ)—কৃ+অন্ কর্তৃবা। বিণ।
খোদকারি, -কারী—খোদাইয়ের কাজ, ভাস্কর্য্য, (গৌণার্থে) চালাকি, ওস্তাদি। খোদকার+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।
খোদার উপর খোদকারি—ঈশ্বরের কাজের উপর মানুষের সরদারি; বিশেষজ্ঞের কাজের উপর আনাড়ির অন্যায় হস্তক্ষেপ।
খোদা—১। মুদ্রাদিতে অঙ্কপাত করা; কাষ্ঠাদিতে যন্ত্র নির্ম্মাণ করা। 'ক্ষোদ'-শব্দজ। বাং ক্রি। ২। ঈশ্বর। 'খদা-তা-আল্লা'-শব্দের সংক্ষেপ। বি। [ভাববা। বি।
খোদাই—খোদন, খোদা। খোদা+ই
খোদাতালা—জগদীশ্বর, আল্লাহ্। আর্বী খদা—তা+আল্লা। বি।
খোদান—১। খোদাই করান, অঙ্কিত করান। বাং ক্রি। ২। খনন করান, খুঁড়ান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
খোদাবন্দ—প্রভু, হুজুর, নিগ্রহানুগ্রহের কর্তা। ফার্সী 'খুদাবন্দ্'-শব্দজ। বি।
খোনা—অনুনাসিক, নাকি ('—স্বর, কথা'); অনুনাসিক স্বরে বাক্যভাষী, যে নাকি-সুরে কথা কয় এরূপ। বাং প্র। বিণ। [বি।
খোন্তা—খনিত্র, শাবল। 'খনিত্র'-শব্দজ।
খোন্দকার—শিক্ষাদাতা, শিক্ষক; পদবী-বিশেষ। ফার্সীমূলক। বি।
খোপ, খোপর—ক্ষুদ্র কক্ষ, ছোট কামরা; পায়রার ঘর; ঘরের পাশ। 'কুপ্'-শব্দজ। বি।
খোপা—কবরী, বদ্ধ কেশপাশ। 'কুপ্'-শব্দজ। বি।
খোবানি—সুস্বাদ ফল বিশেষ। ফার্সী 'খুবানি'-শব্দজ। বি।
খোয়নু, খোয়ানু, খোয়লুঁ, খোয়ালুঁ—খোয়াইলাম, হারাইলাম; নষ্ট করিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
খোয়া—১। অপচিত, নষ্ট, হারান। বিণ। ২। ইষ্টকাদির খণ্ড; শক্ত ক্ষীর। বাং প্র। বি।
খোয়ান—নষ্ট করা; হারান; ক্ষয় করা। 'ক্ষয়'-শব্দজ। বাং ক্রি।
খোয়াব—স্বপ্ন (জেগে খোয়াব দেখা)। বি।
খোয়ার—কলঙ্ক, নিন্দা, দুর্নাম; দুরবস্থা; অপমান। ফার্সী। বি।
খোয়ারি—মদ্যপানজনিত অবসাদ। আর্বী 'খুমার'-শব্দজ। বি। খোয়ারি ভাঙা—মদ খাওয়ার অবসাদ ঘুচাইতে আবার (অল্প) মদ খাওয়া।
খোয়ারী—দুর্দ্দশাগ্রস্তা; কলঙ্কিনী। ফার্সী 'খোয়ার'-শব্দজ। বিণ; স্ত্রী। শতেক খোয়ারী—অত্যন্ত অপমানিতা ও দুর্দ্দশাগ্রস্তা; মহাকলঙ্কিনী।
খোর—(কোন শব্দের পরে সমাসে) যে খায়; অত্যন্ত আসক্ত (মদখোর, সুদখোর)। ফার্সী। বিণ।
খোরপোশ, -পোষ—গ্রাসাচ্ছাদন, অন্ন-বস্ত্র। 'খোরাক-পোষাক'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।
খোরা—বড়পাত্র ('দইয়ের—' 'পাথরের—')। বাং প্র। বি।
খোরাক—আহার, ভোজন; আহার্য্য, খাদ্য; খাদ্যের মাত্রা বা পরিমাণ। ফার্সী 'খুরাক্-শব্দজ। বি।
খোরাকি, খোরাকী—১। আহার-নিমিত্তক; আহার জন্য দত্ত বা দেয়; আহারের উপযুক্ত। বিণ। ২। আহারের ব্যয়; আহার্য্য বস্তু। খোরাক+ই, ঈ যোগ্যার্থে, মূল্যার্থে। বি।
খোল—১। মৃদঙ্গ। খু+ল কর্তৃবা। বি; পুং। ২। আবরণ, ঢাকনী। ('বালিশের, লেপের—'); বুনন, বস্ত্রের জমি; (উদ্ভিদ্-বিদ্যা) পাপড়ি-যুক্ত (পদ্ম ইত্যাদি) ফুলের মূল-দল (keel); গর্ত ('চোখের—'); তৈলাদির কল্ক, খইল। বাং প্র। বি।
খোলক—আবরণকারী বস্ত্রবিশেষ; পাত্র, হাঁড়ি; গুবাকের খোসা; শামুক; নারিকেল ইত্যাদির কঠিন আবরণ; (প্রাণিবিদ্যা) প্রাণীদের শক্ত বহিরাবরণ (shell); মৃদঙ্গ। খোল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।
খোলকী (-কিন্)—(প্রাণিতত্ত্ব) যাহাদের গায়ে কঠিন আবরণ থাকে এমন (crustacean). খোলক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।
খোলতা, খোলতাই—দীপ্তি, শোভা, বাহার; পরিষ্কার। বাং প্র। বি।
খোলস—বহিরাবরণ, বাহিরের আচ্ছাদন; সাপ ইত্যাদি প্রাণীর বাহিরের পাতলা চামড়ার আবরণ—যাহা তাহারা খুলিয়া ফেলিয়া দেয় (slough). 'স্খলিতকোশ'-শব্দজ। বি।
খোলসা, খোলাসা—১। স্পষ্ট, বিশদ; পরিষ্কৃত, সাফ; মেঘশূন্য; মুক্ত, খালাস; অকপট, অমায়িক। বিণ। ২। পরিষ্কৃতি, নির্ম্মলতা; স্পষ্টতা; মুক্তি। আর্বী বা ফার্সী। বি।
খোলা—১। কোন প্রাণীর কঠিন বহিরাবরণ; ফল ইত্যাদির বহিরাবরণ; ছাল; মৃৎপাত্র-বিশেষ; মুড়ি প্রভৃতি ভাজিবার জন্য মাটির পাত্র; ক্ষেত্র, স্থান ('ইট—')। 'খোলক'-শব্দজ। বি। ২। উন্মুক্ত, অনাবৃত; উদ্‌ঘাটিত; ফাঁকা; স্পষ্ট; অমায়িক, সরল ('—মন')। খুল্+আ কর্ম্মবা। ৩। উন্মুক্ত করা বা হওয়া; স্পষ্ট হওয়া (অর্থ খুলে যাওয়া); আরম্ভ করা (দোকান—'); ছুটির পর আরম্ভ হওয়া। বাং ক্রি। দোকান খোলা—দোকানে কেনা-বেচা আরম্ভ করা; দোকান পত্তন করা।
খোলাখুলি—স্পষ্ট (কথা, আলাপ); স্পষ্ট-ভাবে; সরলভাবে; সকল কথা ব্যক্ত করিয়া। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।
খোলামকুচি—মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুক্‌রা। বাং প্র। বিণ।
খোলাসা—'খোলসা' দ্রঃ।
খোলো—১। হিংসক, খল। খল+উয়া (ও)। ২। কোটরগত। খোল+উয়া। বাং প্র। বিণ।
খোশ, খোস—১। খুশ (তাহা দ্রঃ)। ফার্সী 'খুশ্'-শব্দজ। ২। পাঁচড়া, চুলকনা। 'কচ্ছু'-শব্দজ। বি।
খোশকওলা, -কবালা, -কোবালা—সম্পূর্ণ-স্বত্ববিক্রয়পত্র। ফার্সী খুশ্+আর্বী কবালা। । বি।
খোশখৎ—খুশখত (তাহা দ্রঃ)।
খোশখবর—খুশখবর (তাহা দ্রঃ)।
খোশখেয়াল—অভিরুচি; মর্জি। ফার্সী। কর্ম্মধা। বি।
খোশখোরাক—সৌখীন আহার। ফার্সী। কর্ম্মধা। বি। বিণ,—কী।
খোশগল্প—আমোদজনক কাহিনী, মজার গল্প। ফার্সী। বি।
খোশনবীশ—যাহার হাতের লেখা সুন্দর এমন। ফার্সী। কর্ম্মধা। বি বা বিণ।
খোশনাম—সুখ্যাতি, সুনাম। ফার্সী। কর্ম্মধা। বি।
খোশপোশাক, -পোষাক—সৌখীন পোষাক। ফার্সী। কর্ম্মধা। বি।
খোশবই, -বাই, -বয়, -বায়—সৌরভ, সুগন্ধ, সুবাস। ফার্সী 'খোশবু'-শব্দজ। বি।
খোশবুদার—সুগন্ধি, সৌরভিত। ফার্সী খোশবু+দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।
খোশমেজাজ—খুশমেজাজ, প্রফুল্ল মন; অনুকূল বা প্রসন্নচিত্ত। কর্ম্মধা। বি।
খোশামুদ, -মুদি, -মোদ—তোষামোদ, খুশি করার জন্য প্রশংসা। ফার্সী 'খুশ-আমদ'-শব্দজ। বি।
খোশামুদে—তোষামোদকারী, স্তাবক। খোশামোদ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।
খোস—একপ্রকার চর্ম্মরোগ, পাঁচড়া। 'কচ্ছু' বা 'খস'-শব্দজ। বি।
খোসা—১। ত্বক্, ছাল। 'কোষ'-শব্দজ। ২। শ্মশ্রুহীন ব্যক্তি, মাকুন্দ। ফার্সী। বি।

খ্যাঁক—শিয়ালাদির ডাক ; বিরক্তির ভাব প্রকাশ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [বি।
খ্যাঁট—উত্তম ভোজন, ভোজ। 'খেট'-শব্দজ।
খ্যাত—কথিত ; প্রসিদ্ধ, খ্যাতিযুক্ত ; বিদিত, বিখ্যাত। খ্যা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—খ্যাতি।
খ্যাতনামা (-নামন্)—বিখ্যাত, যাহার নাম অনেকে জানে এরূপ। খ্যাত নাম যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—নাম্নী, —নামা।
খ্যাতি—প্রসিদ্ধি; যশ, সুনাম ; কথন। খ্যা+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—খ্যাত, খ্যাতিমান্।
খ্যাতিকর, -জনক—যশস্কর, সুনাম-জনক। উপতৎ ; খ্যাতি—কৃ+ট কর্তৃবা ; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—করী, —জনিকা। [দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।
খ্যাতিপ্রতিপত্তি—সুনাম এবং মর্য্যাদা।
খ্যাতিমান্ (-মৎ)—যশস্বী, যাহার সুখ্যাতি আছে এমন। খ্যাতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।
খ্যাত্যাপন্ন—যে সুনাম লাভ করিয়াছে এমন, বিখ্যাত। খ্যাতিকে আপন্ন, ২য়াতৎ। বিণ। [ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—খ্যাপিকা।
খ্যাপক—ঘোষক, প্রচারক। খ্যা+ণিচ্+
খ্যাপন—কীর্ত্তন, ঘোষণা, প্রচার ; কথন। খ্যা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ —খ্যাপিত।
খ্রীষ্ট, খ্রীস্ট—খৃষ্ট (তাহা দ্রঃ)।
খ্রীষ্টপূর্ব্ব(র্ব), খ্রীস্টপূর্ব্ব(র্ব)—খৃষ্টপূর্ব্ব (তাহা দ্রঃ)।
খ্রীষ্টান, খ্রীস্টান—খৃষ্টান (তাহা দ্রঃ)।
খ্রীষ্টাব্দ, খ্রীস্টাব্দ—খৃষ্টাব্দ (তাহা দ্রঃ)।

[গ]

গ—১। ব্যঞ্জনবর্ণমালার তৃতীয় অক্ষর [ইহার উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল বা কণ্ঠ]। ২। (উপপদ সমাসে পরপদে) যে গান করে (সামগ)। গৈ+ক কর্তৃবা। বিণ। ৩। (উপপদ সমাসে পরপদে) গমনকারী, যে গমন করে (পারগ, বিহগ, ভুজগ)। গম্ +ড কর্তৃবা। বিণ।
গইবী—গৈবী (তাহা দ্রঃ)।
গইবী-চাল—আড়াল হইতে কল টেপা, পিছনে থাকিয়া চাল চালা। গইবী (গুপ্ত) চাল, কর্ম্মধা। বি।
গইরা—গভীর। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
গইল, গইলা—গোয়াল, গোশালা। 'গোশালা'-শব্দজ। প্রাদে। বি। [বি।
গঁদ—বাবলা গাছের আটা। হিন্দীমূলক।
গঁদান—গন্ধযুক্ত হওয়া ; গন্ধবিস্তার করা ; সম্বন্ধ পাতান। 'গন্ধ'-শব্দজ। প্রাদে। বাং ক্রি। [বি ; পুং।
গ-কার—'গ' এই বর্ণমাত্র। গ+কার স্বার্থে।
গগন—আকাশ। গম্+অন করণে বা অধিকরণে (ম-স্থানে গ)। বি ; ক্লীব।
গগনক—আকাশ-সম্বন্ধীয়, আকাশের। গগন+ক (৬ষ্ঠীস্থানে)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
গগনগতি—১। দেবতা ; সূর্য্য, গ্রহাদি। বি ; পুং। ২। আকাশগামী। গগনে গতি যাঁহাদের, বহুব্রী। বিণ। ৩। আকাশে গমন ; উড্ডয়ন। গগনে গতি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।
গগনচর—আকাশগামী (দেব, সূর্য্য, গ্রহ, পক্ষী ইত্যাদি)। উপতৎ ; গগন—চর্+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চরী।
গগনচারী (-চারিন্)—আকাশবিহারী, আকাশগামী। উপতৎ ; গগন—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী।
গগনচুম্বী (-চুম্বিন্)—আকাশস্পর্শী, অতি উচ্চ। উপতৎ ; গগন—চুম্ব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চুম্বিনী।
গগনজ—আকাশোৎপন্ন, যাহা আকাশে জন্মে। উপতৎ ; গগন—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।
গগনতল—আকাশ, নভোমণ্ডল ; গগনের অধঃস্থিত ভুবন, পৃথিবী, ভূলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।
গগনপট—আকাশপট, আকাশরূপ বস্ত্র; নভোমণ্ডল। গগনরূপ পট, রূপক কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
গগনপথ—আকাশপথ (গগনপথে সঞ্চরণ), নভোমণ্ডল। গগনই পথ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।
গগনপ্রান্ত—আকাশের শেষসীমা ; দিক্‌-চক্রবাল, দিগন্ত (horizon). গগনের প্রান্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
গগনবিহারী (-রিন্)—আকাশচারী, আকাশে থাকে বা সঞ্চরণ করে এমন। উপতৎ ; গগন—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।
গগনমণ্ডল—আকাশতল, নভোমণ্ডল। গগনই মণ্ডল, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
গগনযান—১। আকাশে গমন ; উড্ডয়ন। গগনে যান, ৭মীতৎ। ২। আকাশ-যান, ব্যোমযান (aeroplane). গগনগামী যান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
গগনস্পর্শী (-স্পর্শিন্)—আকাশস্পর্শী, অতি উচ্চ। উপতৎ ; গগন—স্পৃশ্ +ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—স্পর্শিনী।
গগনহি—আকাশে। গগন+হি (৭মী-স্থানে)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
গগনাঙ্গন—আকাশতট, আকাশ-মণ্ডল। গগনই অঙ্গন, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
গগনাঙ্গনা—দিব্যাঙ্গনা, অপ্সরা। গগন-বিহারিণী অঙ্গনা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।
গগনেচর—১। নক্ষত্র ; সূর্য্যাদি গ্রহ ; পাখী। বি ; পুং। ২। আকাশবিহারী। অলুক্ উপতৎ ; গগনে—চর্+ট কর্তৃবা। বিণ।
গগান—কাতরধ্বনি করা, কাতরান, গোঙান। বাং ক্রি।
গঙ্গকা—গঙ্গা, ভাগীরথী। গঙ্গা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।
গঙ্গা—১। প্রসিদ্ধ নদীবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]; গঙ্গাদেবী [চরিতাবলী দ্রঃ]। গম্+গন্ কর্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। গাং, নদীমাত্র। বাং প্র। বি।
গঙ্গাচিল্লী—পক্ষিবিশেষ, গাংচিল। 'গাংচিল'-শব্দের মার্জ্জিত রূপ। বি ; স্ত্রী।
গঙ্গাজ—১। ভীষ্ম ; কার্ত্তিকেয় [মহারাজ শান্তনুর ঔরসে গঙ্গাগর্ভে দেবব্রত বা ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন ; অগ্নিতে শিববীর্য্য নিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন, এইজন্য কার্ত্তিকেয় গঙ্গাজাত]। বি ; পুং। ২। গঙ্গা হইতে উৎপন্ন। উপতৎ ; গঙ্গা—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।
গঙ্গাজল—১। ভাগীরথীবারি, গঙ্গানদীর জল। গঙ্গার জল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

২। মেয়েদের সই পাতাইবার নাম। বাং প্র। বি।

গঙ্গাজলি—আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ ব্যক্তিকে গঙ্গাগর্ভে লইয়া গিয়া তাহার অর্দ্ধাঙ্গ গঙ্গাজলে স্থাপন, অন্তর্জলি; গঙ্গাজলস্পর্শ-পূর্ব্বক শপথ; মিথ্যা শপথ; একপ্রকার সাদা গম। গঙ্গাজল+ই (বাং) সম্বন্ধাদ্যর্থে। বি।

গঙ্গাজলিয়া—গঙ্গাজলস্পর্শপূর্ব্বক শপথ-কারী; মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী; গঙ্গা-জলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। গঙ্গাজল+ইয়া বিশিষ্টাদ্যর্থে। বিণ।

গঙ্গাতট—গঙ্গার সৈকতভূমি; গঙ্গার তীর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গঙ্গাতীর—গঙ্গার তটভূমি [ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে যে পর্য্যন্ত জল উঠে সেই পর্য্যন্ত স্থানকে গঙ্গার গর্ভ, এবং তাহার উপরের স্থানকে তীর বলে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

গঙ্গাদত্ত—ভীষ্ম। গঙ্গা কর্ত্তৃক দত্ত, ৩য়াতৎ।

গঙ্গাদ্বার—ভূমণ্ডলে গঙ্গার অবতরণদ্বার, হরিদ্বার [ইহা হরিদ্বার নামেই বিখ্যাত]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গঙ্গাধর—শিব (ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়ন করিবার সময় শিব উহা মস্তকে ধারণ করেন বলিয়া)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গঙ্গাপুত্র—ভীষ্ম; কার্ত্তিকেয়; জাতি-বিশেষ, মুদ্দফরাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [পুং।

গঙ্গাপ্রবাহ—গঙ্গার স্রোত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

গঙ্গাপ্রাপ্ত—সজ্ঞানে গঙ্গার তীরে যাহার মৃত্যু হইয়াছে এমন; যাহার মৃতদেহ গঙ্গাতীরে দাহ করা হইয়াছে এমন; মৃত্যুমুখে পতিত। গঙ্গাকে প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

গঙ্গাপ্রাপ্তি—গঙ্গা পাওয়া, গঙ্গায় অন্তর্জলি হইয়া প্রাণত্যাগ করা, গঙ্গায় মরা; মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, মরা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,—প্রাপ্ত।

গঙ্গাফড়িং—গাংফড়িং, সবুজ পতঙ্গ-বিশেষ (dragon-fly). বাং প্র। বি।

গঙ্গাবতার, -বতরণ—১। ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ। গঙ্গার অবতার, অবতরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। গঙ্গাদ্বাররূপ তীর্থবিশেষ। গঙ্গার অবতার, অবতরণ যেখানে, বহুব্রী। বি; পুং, ক্লীব।

গঙ্গাবাসী (-বাসিন্)—গঙ্গাতটে বাসকারী; গঙ্গাতীরে অবস্থিত। উপতৎ; গঙ্গা—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাসিনী।

গঙ্গামৃত্তিকা—গঙ্গাগর্ভের মাটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গঙ্গাযমুনা—১। গঙ্গা ও যমুনা-নাম্নী নদীদ্বয়। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। ২। দুই রঙের; সাদা ও কালো রঙের ('—পাড়'); সোনা ও রূপা মিশানো। বাং প্র। বিণ।

গঙ্গাযাত্রা—গঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা; মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য গঙ্গাতীরে গমন; গঙ্গাদেবীর উৎসব। গঙ্গার নিমিত্ত যাত্রা, ৪র্থীতৎ। বি; স্ত্রী।

গঙ্গাযাত্রিক—যে গঙ্গাযাত্রা করাইবার যোগ্য এমন, অতিবৃদ্ধ; যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গাস্নানার্থ গমনকারী। গঙ্গাতে যাত্রিক, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—যাত্রিকী।

গঙ্গাযাত্রী (-যাত্রিন্)—গঙ্গাস্নানে গমন-কারী; গঙ্গাগর্ভে নীয়মান মুমূর্ষু; আসন্ন-মৃত্যু ('—ব্যক্তি')। গঙ্গাযাত্রা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী,—যাত্রিণী।

গঙ্গারাম—বোকা, নির্ব্বোধ। বাং প্র। বিণ।

গঙ্গালহরী—গঙ্গার তরঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গঙ্গালাভ—গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গায় দেহ-বিসর্জ্জন; মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গঙ্গাসাগর—সাগরসঙ্গমে অবস্থিত তীর্থবিশেষ; ভাগীরথী ও বঙ্গোপসাগরের সম্মিলন-স্থান [গঙ্গাসাগর হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। পৌষসংক্রান্তির সময়ে এখানে প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে এবং বহু যাত্রী এই স্থানে সমবেত হয়]। গঙ্গাসঙ্গত সাগর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গঙ্গাসুত—ভীষ্ম; কার্ত্তিকেয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গঙ্গাস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—গঙ্গা-প্রবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গঙ্গাস্রোতোন্যায়—ন্যায়বিশেষ [গঙ্গার স্রোতঃ একাদিক্রমেই চলিতেছে। এই দৃষ্টান্তের অনুরূপ যুক্তির অবতারণা এই ন্যায়ের বিষয়]; (ব্যাকরণ) অধিকারবিশেষ (পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের একটি শব্দের বার বার অবিচ্ছেদে বহুসূত্রে অধিকার পাওয়া)। গঙ্গার স্রোতঃ, ৬ষ্ঠীতৎ; তৎসহ তুলিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গঙ্গোত্তরী, গঙ্গোত্রী—গঙ্গানদীর উৎ-পত্তিস্থল (হিন্দুদের তীর্থবিশেষ)। বি।

গঙ্গোদক—গঙ্গাজল। গঙ্গার উদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গঙ্গোপাধ্যায়—গাঙ্গুলী, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি; পুং।

গচাল—স্থূল, মোটা, পুরু। বাং প্র। বিণ।

গচ্চা, গচ্ছা—অকারণে বা বুদ্ধিহীনতার জন্য লোকসান, অনর্থক অধিক অর্থাদি দান; ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থদান, গুণাগার। হিন্দী-মূলক। বি।

গচ্ছ—বৃক্ষ, গাছ; 'লীলাবতী'তে উক্ত অঙ্ক-বিশেষ। গম্+শ কর্ত্তৃবা (গম্-স্থানে গচ্ছ)। প্রাকৃত শব্দ। বি; পুং।

গচ্ছিত—নিক্ষিপ্ত, ন্যস্ত, গছান, পুনরায় গ্রহণ করিবার সর্ত্তে কাহারও নিকট রক্ষিত ('—ধন')। বাং প্র। বিণ।

গছা—১। গোঁজা; গর্ত্তাদির সহিত মিশিয়া যাওয়া, থাপিয়া যাওয়া; গচ্ছিত রাখা। বাং ক্রি। ২। গুচ্ছ, গোছা, গাছা। 'গুচ্ছ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গছান—গর্ত্তাদির মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া; গুঁজিয়া দেওয়া; কোন জিনিস গতাইয়া দেওয়া; ঘাড়ে চাপান; গ্রহণ করান। বাং ক্রি।

গছাল—গোছাল, সুশৃঙ্খল; সঙ্গতিপন্ন, অর্থবান্। প্রাদে। বিণ।

গজ—১। হস্তী; সংখ্যাবিশেষ, অষ্টসংখ্যা; ঔষধপাকার্থ গর্ত্তবিশেষ, গজপুট; বানর-বিশেষ; ক্ষুদ্র কীটবিশেষ (গজভুক্ত কপিত্থ); পিল, দাবাখেলার একটি বল (bishop). গজ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। দুইহস্ত পরিমাণ। ফার্সী। বি।

গজকচ্ছপীয়—হস্তী ও কূর্ম্ম সম্বন্ধীয়; ভীষণ, গজকচ্ছপের ব্যাপারসদৃশ ('—কাণ্ড') [বিভাবসু ও সুপ্রতীক নামে দুই ব্রাহ্মণপুত্র পিতৃধনবিভাগ লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয় ও উভয়ে উভয় ভ্রাতাকে অভিশপ্ত করে। এই শাপফলে বিভাবসু কচ্ছপের ও সুপ্রতীক গজের দেহ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দেহান্তর ঘটিলেও তাহাদের বিবাদের অবসান হয় নাই। গজ-রূপী সুপ্রতীক জলপান করিতে আসিলে, কচ্ছপরূপী বিভাবসু তাহাকে আক্রমণ করে। তাহাদের এই যুদ্ধ বহুকাল চলিয়াছিল; অবশেষে গরুড় ঐ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া উভয়কে আহার করে]। গজ ও কচ্ছপ, দ্বন্দ্ব; গজকচ্ছপ+ঈয় সম্বন্ধার্থে, সদৃশার্থে। বিণ।

গজকর্ণিকার—হাতীশুঁড়ার গাছ। গজা-কার কর্ণিকার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গজকা—হস্তীর স্কন্ধস্থিত কেশগুচ্ছ; শোভার জন্য ধৃত পক্ষগুচ্ছ বা পক্ষচূড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গজকাটি, -কাঠি—বস্ত্রাদি মাপিবার নিমিত্ত দুই হাত পরিমাণের কাঠি। গজমাপক কাটি, কাঠি, মধ্যপ কর্ম্মধা (বাং)। বি।

গজকুম্ভ—হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভ, হাতীর মাথার উঁচু গোলাকার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গজকূর্ম্মাশী (-শিন্), **-কূর্ম্মাশী**—গরুড়। উপতৎ; গজকূর্ম্ম—অশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। (গজকচ্ছপীয় দ্রঃ)।

গজগজ—কিছু বলিবার বা করিবার জন্য অস্থিরতা; বিরক্তিসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।।

গজগতি—১। ছন্দোবিশেষ [ইহা অষ্টাক্ষরা বৃত্তি; ইহার চতুর্থ ও অষ্টম বর্ণ গুরু]। গজেন্দ্র

গতির ন্যায় গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। হস্তীর গমন। গজের গতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গজগামী (-গামিন্)—যে হস্তীতে আরোহণ করিয়া গমন করে এমন; যে হস্তীর ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া চলে এমন, যাহার চলন হাতীর গতির মত সুন্দর এমন। উপতৎ; গজ—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

গজগিরি—গজগীর (তাহা দ্রঃ)।

গজগীর, -গীরি—১। উচ্চ অবরোধ বা বেষ্টনী; কূপাদির চারিপার্শ্বের পাকা গাঁথনী। বাং প্র। বি। ২। শান-বাঁধান, পাকা। হিন্দীমূলক। বিণ।

গজচক্ষুঃ—হাতীর চোখ; হাতীর মত শরীরের তুলনায় অতি ছোট চোখ। গজের চক্ষু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গজচ্ছায়া—তিথিনক্ষত্রাদির যোগবিশেষ। গজসদৃশী ছায়া যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

গজদন্ত—১। গণেশ। গজের দন্তের ন্যায় দন্ত যাঁহার, বহুব্রী। ২। নাগদন্তক, কোন কিছু ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য দেয়ালে লাগান কাষ্ঠদণ্ড; হাতীর দাঁত; দাঁতের উপর দাঁত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ৩। যাহার দন্তের উপরে দন্ত হয় এমন। গজের দন্তের ন্যায় দন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গজদাঁত—হস্তিদন্ত; দন্তের উপরিস্থ দন্ত, পার্শ্বদন্ত। 'গজদন্ত'-শব্দজ। বি।

গজন্দর—গজের মত বিশালকায়; অতি স্থূল; স্ফীত; ভুঁড়েল। 'গজেন্দ্র'-শব্দজ। বিণ।

গজপতি—গজরাজ, শ্রেষ্ঠগজ; ঐরাবত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গজপিপ্পলী—গজপিপুল, স্থলপিপুল; চই। গজাখ্যা পিপ্পলী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গজপুট—ঔষধপাকার্থ হস্তপরিমিত গর্ত্ত। গজপরিমাণ পুট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গজব—সর্ব্বনাশ; অত্যাচার; অভিসম্পাত; ক্রোধ। আর্বী। বি।

গজবক্ত্র—১। হস্তিবদন, হস্তীর মুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। গণেশ। গজের বক্ত্রের ন্যায় বক্ত্র (মুখ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

গজ-বন্ধনী—হস্তিবন্ধন স্থান, হাতীশালা; হাতী বাঁধিয়া রাখার খুঁটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গজভুক্তকপিত্থবৎ—গজপোকায় খাওয়া কয়েতবেলের মত অর্থাৎ সেইরূপ অন্তঃসারশূন্য [গজনামে একপ্রকার পোকা কয়েতবেলের বোঁটার মধ্য বা তাহার কাছ দিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং উহার ভিতরকার শাঁস খাইয়া ফেলে। বেলটি উপর হইতে ঠিকই দেখা যায়; কিন্তু তাহার ভিতরে কিছুই থাকে না]। গজকর্তৃক ভুক্ত, ৩য়াতৎ; গজভুক্ত কপিত্থ, কর্ম্মধা; তদুত্তরে বতিচ্ তুল্যার্থে। অব্য। [বি।

গজমতি—মুক্তাবিশেষ, গজমুক্তা। ৬ষ্ঠীতৎ।

গজমুক্তা—হস্তিকুম্ভজাত মুক্তা, হাতীর মাথায় যে মুক্তা হয় তাহা (ইহা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই)। গজজাতা মুক্তা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গজমুখ—১। গণেশ। গজের মুখের ন্যায় মুখ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। হস্তীর মুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গজমোতি, -মোতিম—গজমুক্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি; ক্লীব।

গজযূথ—হস্তীর পাল। গজের যূথ, ৬ষ্ঠীতৎ।

গজর-গজর—গজগজ করিয়া বকা; অস্ফুটশব্দে বিরক্তিপ্রকাশ। বাং প্র। অব্য।

গজরাজ—শ্রেষ্ঠহস্তী, উৎকৃষ্ট হস্তী; ঐরাবত। গজদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং। [ক্রি।

গজরান—গর্জ্জন করা। 'গর্জ্জ'-ধাতুজ। বাং

গজল—একজাতীয় সঙ্গীত। আর্বী। বি।

গজল্লা—জটলা; গল্প। বাং প্র। বি।

গজশিক্ষা—হস্তিচালনের অভ্যাস, হাতী চালাইবার কৌশল শেখা। গজসম্বন্ধীয়া শিক্ষা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গজহুঁগামিনী—গজগামিনী ('গেলি কামিনী গজহুঁগামিনী'—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র ('হুঁ' ছন্দানুরোধে)। বিণ; স্ত্রী।

গজা—১। মিষ্টান্নবিশেষ, ময়দা ঘৃত এবং শর্করাসংযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন। হিন্দীমূলক। বি। ২। গজপরিমিত, দুই হস্তপরিমিত (পাঁচগজা ধুতি); বাঁকা, টেরচা; টেরা। গজ+আ। বিণ।

গজাগ্রণী—গজপতি, যূথনাথ; ঐরাবত হস্তী। গজমধ্যে অগ্রণী (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

গজাজিন—গজচর্ম্ম; গজাসুরের চর্ম্ম [মহাদেব গজরূপী অসুর বধ করিয়া তাহার চর্ম্ম পরেন]। গজের অজিন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গজাজীব—হস্তিপক, মাহুত; হস্তিব্যবসায়ী। গজ আজীব যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

গজান—অঙ্কুরিত হওয়া; উৎপন্ন হওয়া, জন্মা। বাং ক্রি।

গজানন, গজাস্য—১। গণেশ। গজের আননের ন্যায় আনন, আস্যের ন্যায় আস্য যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। হস্তীর মুখ। গজের আনন, আস্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গজানীক—১। চতুরঙ্গিণী সেনার মধ্যে হস্তীতে আরোহণকারী সৈন্য। গজারূঢ় অনীক (সৈন্য), মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। হস্তীর যুদ্ধ। গজের অনীক (যুদ্ধ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গজার, গজাল—একপ্রকার মৎস্য, শোলমাছের সজাতি মাছ। প্রাদে। বি।

গজারাতি, গজারি—সিংহ; বৃক্ষবিশেষ; গজাসুরহন্তা শিব। গজের অরাতি, অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গজারূঢ়—হস্তীর উপরে আসীন, হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। গজকে আরূঢ়, ২য়াতৎ; বা, গজে আরূঢ়, ৭মীতৎ। বিণ।

গজারোহ—১। হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ব্যক্তি; মাহুত। উপতৎ; গজ—আ—রুহ্+অণ্ কর্তৃবা। ২। হস্তিপৃষ্ঠে ওঠা। গজে আরোহ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

গজারোহী (-হিন্)—গজোপরি সমাসীন, হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। উপতৎ; গজ—আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হিণী।

গজাল—লৌহকীলক, বড় প্রেক; গোঁজ; গজার মাছ। ফার্সী গজ+আল। বি।

গজাসুর—গজাকার অসুর-বিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। গজাকার অসুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গজী—গজপরিমিত, হস্তদ্বয়পরিমিত (পাঁচগজী সাড়ি)। গজ+ঈ। বিণ।

গজেন্দ্র—করিরাজ, হস্তিশ্রেষ্ঠ; ঐরাবত। গজমধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ। বি; পুং।

গজেন্দ্রগমনে—করিরাজের ন্যায় ধীরমন্দ গতিতে। গজেন্দ্রের গমনের ন্যায় গমন যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

গজেন্দ্রগামী (-গামিন্)—করিরাজের ন্যায় মৃদুমন্দগমনশীল। উপতৎ; গজেন্দ্র—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিণী, —গামিনী।

গঞ্জ—১। অবজ্ঞা; গঞ্জনা; অবমাননা। গন্জ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। গোয়ালঘর; রত্নাগার; ভাণ্ডার গৃহ; ধনাগার; হাট, বিক্রয়স্থান; রত্নাদির খনি। গন্জ্+ঘঞ্ অধিবা। কাহারও মতে ফার্সী শব্দ। বি; পুং।

গঞ্জন—১। তুচ্ছকারক, তিরস্কারক; অতিক্রমকারী ('খঞ্জন গঞ্জন আঁখি')। গন্জ্+অন কর্তৃবা। বিণ। ২। তিরস্করণ। গন্জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—গঞ্জিত, গঞ্জনীয়।

গঞ্জনা—যাতনা, দুঃখ; লাঞ্ছনা; গ্লানিসূচক বাক্য, ভর্ৎসনা, তিরস্কার। গন্জ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—গঞ্জিত, গঞ্জনীয়।

গঞ্জা—১। মদিরাগৃহ; মদ্যপাত্র; কুঁড়েঘর; হট্টস্থান, হাট। গন্জ্+ঘঞ্ অধিবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। গঞ্জনা করা, তিরস্কার করা ("গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজনে তাহে না ডরাই"—যদুনাথ); স্বীয় উৎকর্ষে অন্যকে নিন্দা বা পরাজয় করা; বাধ্য করা; বাদিত হওয়া,

বাজা। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। দোষ দেওয়া ("বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখী।"—মাইকেল)। কবিপ্র। ক্রি।

গঞ্জি, গেঞ্জি—একপ্রকার ছোট আঁট জামা, বোনা জামাবিশেষ। ইং guernsey. বি।

গঞ্জিকা—১। মদিরাগৃহ। গঞ্জ+কন্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। গাঁজা। 'গাঁজা'-শব্দের মার্জ্জিত রূপ। বি।

গঞ্জিকাসেবী (-সেবিন্)—গাঁজাখোর। উপতৎ; গঞ্জিকা—সেব্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

গট—ধীর, স্থির, শান্ত; নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ। বাং প্র। বিণ। [কবিপ্র। বিণ।

গটা—গোটা, আস্ত, অভগ্ন, অটুট। প্রাঃ

গট্‌গট্—জুতা পরিয়া চলিবার শব্দবিশেষ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য। **গট্‌গট্ করিয়া চলা**—পায়ের শব্দ করিয়া চলা; দম্ভভরে চলা।

গঠন—নির্ম্মাণ, রচনা, গড়া। 'ঘটন' বা 'গ্রথন'-শব্দজ। বি। বিণ—গঠিত।

গঠনপ্রণালী, -ভঙ্গী—নির্ম্মাণপদ্ধতি, গড়নের কৌশল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গঠিত—নির্ম্মিত, রচিত। 'ঘটিত'-শব্দজ। বিণ। বি—গঠন।

গড়—১। পরিখা; পরিখায় ঘেরা দুর্গ, কেল্লা; মৎস্যবিশেষ, গড়ুই মাছ; ঠেকা, আটক (গড় দিয়ে ঠেকান)। গড়্+অচ্ কর্তৃবা। ২। দেশবিশেষ, শাম্বরদেশ। গড়্+ক ষঞর্থে অধিবা। বি; পুং। ৩। ঢেঁকি পড়িবার গহ্বরস্থান, ধান ভানিবার গর্ত্ত। 'গর্ত্ত'-শব্দজ। ৪। প্রণাম, নমস্কার; মাঝামাঝি অবস্থা, সাধারণভাব (average). (গণিত) বহু হইতে নির্ণীত একের আনুপাতিক মূল্য বা মান। 'গণ'-ধাতুজ। বি। ৫। গোরাসৈন্য (গড়ের বাদ্য)। 'গোরা'-শব্দজ। **গড় হওয়া, করা**—ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা। **গড়ের বাদ্যি**—ফৌজের বাজনা; গোরার বাজনা। **গড়ের মাঠ**—কলিকাতাস্থিত কেল্লার সংলগ্ন ময়দান; যুদ্ধ-ক্ষেত্র; (ব্যঙ্গার্থে) একেবারে খালি (পকেট গড়ের মাঠ)। [বি; পুং।

গড়ক—গড়ুই মাছ। গড়+কন্ স্বার্থে।

গড়খাই—পরিখা, দুর্গাদির চতুষ্পার্শ্বস্থিত জলপূর্ণ খাত। 'গড়খাত'-শব্দজ। বি।

গড়খাত—গড়খাই, পরিখা। গড়-বেষ্টক খাত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গড়খানা—রাজা বা ভূম্যধিকারীদিগের বাটীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পরিখা; গড়খাই। গড়ের খানা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গড়গড়—গাড়ি ইত্যাদি চলার অনুকরণশব্দ; ক্ষিপ্রতাবোধক শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

গড়গড়া—তামাকু সেবন করিবার আলবোলা। গড়গড়+আ করে অর্থে। বি।

গড়ন—গঠন, নির্ম্মাণ। 'গঠন'-শব্দজ। বি; ক্লীব। [গড়ন+দার কর্তা অর্থে। বি।

গড়নদার—গঠনকারী, নির্ম্মাতা, রচয়িতা।

গড়পড়তা—গড়, মোটামুটি হিসাব। গড়ে পড়ে যাহা, উপতৎ (বাং)। বি।

গড়া—১। তোষক বালিশ প্রভৃতির খোল তৈয়ারী করিবার জন্য রঙীন মোটা কাপড়; থাদি; গোঁজ, খুঁটা; খুঁটির বেড়া; গড়ন, নির্ম্মাণ। বি। ২। নির্ম্মাণ করা, প্রস্তুত করা; শিক্ষিত করা। বাং ক্রি। ৩। কল্পিত; কৃত্রিম; গঠিত, প্রস্তুত। গড়্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

গড়াগড়—একপঙ্‌ক্তিতে, শ্রেণীবদ্ধভাবে; ক্রমাগত, অনবরত। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

গড়াগড়ি—ভূলুণ্ঠিত হওয়া, মাটিতে লুটোপুটি খাওয়া (দেওয়া, খাওয়া, যাওয়া)। বাং প্র। বি।

গড়ান—ভূম্যাদিতে লুণ্ঠিত হওয়া; বিছানায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করা; (চক্রাদি) আবর্ত্তিত করা, ঘুরাইতে ঘুরাইতে চালান; ঢালা; নির্ম্মাণ করান; ঢালু জায়গায় হড়কাইয়া নামা; বহিয়া যাওয়া; নিন্দা বা হাস্যকর অবস্থায় আসা; শুইয়া বিশ্রাম করা। বাং ক্রি।

গড়ানিয়া, গড়ানে—ক্রমনিম্ন, ঢালু। গড়া+নিয়া, নে প্রবণার্থে। বিণ।

গড়ায়ব—গড়াইব, নির্ম্মাণ করিব। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গড়ি—১। অলসপশু, গড়ে গরু প্রভৃতি। গড়্+ইন্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। গড়াগড়ি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গড়িমসি, -মিসি—অযথা সময়ক্ষেপণ, দীর্ঘসূত্রতা। বাং প্র। বি।

গড়িয়া, গড়ে—১। অত্যন্ত অলস, কুড়ে, কার্য্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক (গড়ে-গোরু)। বিণ। ২। একপ্রকার পুষ্পমালা, ফুলের মোটা মালা। বাং প্র। বি।

গড়ু—১। পৃষ্ঠের যে অংশ স্ফীত হইয়া উঠে তাহা, কুঁজ; গলগণ্ড প্রভৃতি; গ্রন্থি। বি; পুং। ২। কুব্জ। গড়্+উ কর্তৃবা। বিণ।

গড়ুর, গড়ুল—যাহার পৃষ্ঠে গড়ু আছে বা হইয়াছে এমন, কুব্জ, কুঁজো। গড়ু+র, ল আছে অর্থে। বিণ।

গড়ে—'গড়িয়া' দ্রঃ।

গড্ডর, গড্ডল—মেষ, ভেড়া, গাড়ল; নির্ব্বোধ ব্যক্তি; মেষ। গড্+ডর, ডল কর্তৃবা। বি; পুং।

গড্ডরি(লি)কা—একটি মেষের অনুবর্ত্তিনী মেষপঙ্‌ক্তি, একটি ভেড়া আগে গেলে তাহার পিছনে পিছনে যে ভেড়ার পাল গমন করে তাহা; অবিচ্ছিন্নগতি; অজ্ঞাত-প্রবাহমূল ধারাবাহী নদীবিশেষ; প্রস্রবণ। গড্ডর, গড্ডল+কন্ অনুধাবন করে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গড্ডরি(লি)কাপ্রবাহ — মেষানুগামিনী মেষপঙ্‌ক্তির গতি; ভেড়ার পালের মত কোন বিবেচনা না করিয়া সকলের দেখাদেখি প্রচলিত মতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা। গড্ডরিকার, গড্ডলিকার প্রবাহ (গমন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গড্ডলিকাপ্রবাহ-ন্যায়—ন্যায়বিশেষ [দলের একটি ভেড়া যেরূপ কার্য্য করে, অন্য ভেড়াগুলিও সেইরূপ করে। এইরূপে একজন অগ্রণী হইয়া কোন কাজ করিলে অন্য সকলেরও প্রকৃত তথ্য না জানিয়া তাহার অনুবর্ত্তন করার রীতিকে গড্ডলিকাপ্রবাহ-ন্যায় বলে]। গড্ডলিকার প্রবাহ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং

গড্ডুক, গড্ডূক—গাড়ু, ঝারি। গড্+ডুক, ডূক সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

গণ—১। সমূহ, দল; সাধারণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত কতকগুলি জাতির সমষ্টি (genus); জনসাধারণ ('—শক্তি'); হস্তী ২৭ রথ ২৭ অশ্ব ৮১ পদাতি ১৩৫—এতৎসংখ্যক সৈন্য; স্বপক্ষ; শিবের অনুচরবৃন্দ, শিবের ভৃত্যসকল; (ব্যাকরণ) ধাতুসমূহের শ্রেণীবিভাগ ('ভ্বাদি—', 'অদাদি—', 'তুদাদি—' প্রভৃতি); ছন্দঃশাস্ত্রে বর্ণত্রয়াত্মক ভ য প্রভৃতি; (জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রে জন্মানুসারে জাতকের প্রকৃতিভেদ ('দেব—', 'নর—', 'রাক্ষস—')। গণ+ঘঞ্ কর্ম্মাদিবাচ্যে। ২। গণনা, সংখ্যা। গণ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—গণিত, গণ্য, গণনীয়।

গণ-আন্দোলন—জন-সাধারণ-কৃত আন্দোলন, যে আন্দোলনে সাধারণ লোক যোগ দেয় (mass movement). গণের আন্দোলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গণইতে—গণিতে, গণনা করিতে ("গণইতে মোতিমহারা"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গণক—১। জ্যোতির্ব্বিদ্, দৈবজ্ঞ, আচার্য্য। বি; পুং। ২। গণনাকারী। গণ+ণক কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

গণকার—গণক, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী। উপতৎ; গণ—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

গণকী—গণকপত্নী, দৈবজ্ঞের স্ত্রী। গণক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গণক্কার—'গণৎকার' দ্রঃ।

গণচক্রক—সাধুলোকদের একত্র বসিয়া ভোজন। গণচক্র+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

গণতন্ত্র—প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র; প্রজাগণের

মতানুসারে রাজ্যশাসন, প্রতিনিধির সাহায্যে দেশের জনসাধারণের রাষ্ট্র-পরিচালন-প্রণালী; সাধারণের প্রতিনিধিদ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র (Democracy). গণ (প্রজাবর্গ)-নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। [পদটি 'শাসন'-পদের বিশেষণ হইলেও শাসনার্থে বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়।] বি; ক্লীব। বিণ—গণতান্ত্রিক।

গণতা—১। সমূহত্ব। গণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। নিজের দলের লোকের প্রতি পক্ষপাত, আপন দলের বা পক্ষীয় লোকের পোষকতা করণ, অন্যের যথার্থ অধিকার বিবেচনা না করিয়া স্বপক্ষীয় লোকের মতের সহিত মত মিলান। বি।

গণতি—সংখ্যা; গণনা (গণতি করা)। বাং প্র। বি।

গণতোষিণী—যিনি ত্রিলোকের প্রমথগণের অথবা প্রাণিগণের তুষ্টিসাধন করেন এরূপ (সাধারণতঃ 'আদ্যাশক্তি'র বিশেষণ)। উপতৎ; গণ—তুষ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গণৎকার—গণক, দৈবজ্ঞ। 'গণকার'-শব্দজ। বি। [পুং।

গণদেব—গণপতি, গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

গণ-দেবতা—১। নানাশ্রেণীর দেবগণ (আদিত্য ১২ বিশ্ব ১০ বসু ৮ তুষিত ৩৬ আভাস্বর ৬৪ বাত ৪৯ মহারাজিক ২২০ সাধ্য ১২ রুদ্র ১১—এই সকল দেবগণ)। গণভূতা দেবতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। গণেশ। গণের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। জনসাধারণ। রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গণন, গণনা—সংখ্যাকরণ, সমষ্টিকরণ; গ্রাহ্য করণ; অবধারণ; জ্যোতিষ মতে শুভাশুভ নিরূপণ; উল্লেখ। গণ+অনট্ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—গণিত, গণ্য, গণনীয়।

গণ-নাথ, -নায়ক, -পতি, গণাধিপ—শিব; গণেশ; জনগণের নেতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

গণ-নায়িকা—দুর্গা; জননেত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ।

গণনীয়—সংখ্যেয়, গণনার যোগ্য; গ্রাহ্য; উল্লেখনীয়; সম্মাননীয়। গণ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—গণনা।

গণপতি—'গণনাথ' দ্রঃ।

গণপরিষদ্, -ষৎ—জন-সাধারণের নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কর্তৃক গঠিত সভা (Constituent Assembly). গণের পরিষদ্, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গণপর্ব্ব(র্ব)ত, গণাচল—কৈলাসপর্ব্বত। গণাধিষ্ঠিত পর্ব্বত, অচল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গণবি—গণিবে, গণনা করিবে, গণ্য করিবে।

গণভর্ত্তা (-ভর্তৃ), -ভর্তা—মহাদেব; গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গণ-ভোট—নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণ কর্তৃক ভোট দেওয়া বা মতপ্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গণরাজ্য, -রাষ্ট্র—জনসাধারণকে প্রভু বলিয়া মানে এমন রাষ্ট্র (Republic). গণের রাজ্য, রাষ্ট্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গণলা, গণলু, গণলুঁ—গণিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গণশক্তি—জনসাধারণের ক্ষমতা, জনমণ্ডলীর সামর্থ্য। গণের শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গণা—১। গণনা করা, সংখ্যা নির্ণয় করা; গ্রাহ্য করা, গণ্য করা; সম্মান করা; জ্যোতিষমতে ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান নির্ণয় করা; মনে করা, ভাবা; বিবেচনা করা। বাং ক্রি। ২। গণিত, যাহা গণনা করা হইয়াছে। গণ্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

গণাই—গণপতি, গণেশ ["বিষরী বলেরে কার্ত্তিক গণাই"—দ্বিজ বংশীদাস]। প্রাদে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গণাক্রান্ত—কোন দলে বা পক্ষে স্থিত, পক্ষযুক্ত। গণ দ্বারা আক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

গণাগোষ্ঠী—সমগ্র পরিবার, পরিবারের সকল লোক। প্রাদে। বি।

গণাচল—'গণপর্ব্বত' দ্রঃ।

গণাধিপ—'গণনাথ' দ্রঃ।

গণান—গণনা করান, সংখ্যা করান; জ্যোতিষী দ্বারা ভবিষ্যৎ আদি নির্দ্ধারণ করান। বাং ক্রি।

গণিকা—বেশ্যা; গণিকারিকা। গণ+ইক আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গণিকারিকা, গণিকারী—ওষধিবিশেষ, গণিয়ারি। গণিকারী+কন্+আপ্; (২য় পক্ষে) গণি—কৃ+অণ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গণিত—১। সংখ্যাত, যাহা গণা হইয়াছে এরূপ। গণ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গণনা। ২। পরিমাণ বা অঙ্কবিষয়ক শাস্ত্র [ইহা ব্যক্তাব্যক্ত ভেদে দ্বিবিধ—ব্যক্ত বা পাটিগণিত, অব্যক্ত বা বীজগণিত]। গণ+ক্ত করণবা। ৩। গণন; গণনাদ্বারা ক্ষেত্র-কালি-নিরূপণ। গণ+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

গণিতজ্ঞ—গণিতশাস্ত্রবেত্তা, অঙ্কে পণ্ডিত। উপতৎ; গণিত—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

গণীভূত—কোন গণ অর্থাৎ দল বা পক্ষে স্থিত, গণাক্রান্ত। গণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=গণী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

গণেশ—গজানন, পার্ব্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গণেশ-কুসুম—১। রক্তকরবীর গাছ। গণেশপ্রিয় কুসুম যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। রক্তকরবীর পুষ্প। গণেশপ্রিয় কুসুম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গণেশভূষণ—সিন্দুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গণেশশৈশব—শিব ("গণেশশৈশব বিভূতিবৈভব ভবেশ-ভৈরব দিগম্বর"—ভারতচন্দ্র)। গণেশ শৈশব (শিশু) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। [বহুব্রী। বি; পুং।

গণোৎসাহ—গণ্ডার। গণে উৎসাহ যাহার,

গণ্ড—১। কপোল, গাল; গজকুম্ভ, হস্তি-কপোল; গণ্ডার; চিহ্ন; বুদ্বুদ; গ্রন্থি; ফোড়া; গণ্ডমালা-রোগ; সপ্তবিংশতি যোগের মধ্যে দশম যোগ; বিবাহাদিতে পরিত্যাজ্য অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের অংশবিশেষ। গন্ড্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। প্রধান, বৃহৎ (গণ্ডশৈল, গণ্ডগ্রাম)। গম্+ড কর্তৃবা। বিণ।

গণ্ডক—গণ্ডার; সংখ্যাবিশেষ, গণ্ডা; অন্তরায়; (জ্যোতিষে) গণ্ডযোগ। গণ্ড+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। [স্ত্রী।

গণ্ডকী—নদীবিশেষ। গণ্ডক+ঈপ্। বি;

গণ্ডকী-শিলা—গণ্ডকীনদীতে উৎপন্ন শালগ্রামশিলা। গণ্ডকীজাতা শিলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গণ্ডগাত্র—আতা-ফল। গণ্ড (স্ফোটক) গাত্রে যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

গণ্ডগোল—বিবাদ; গোলমাল, অতিশয় কোলাহল; বিশৃঙ্খলা। বাং প্র। বি।

গণ্ডগ্রাম—বহুজনের বাসস্থান, বড় গ্রাম। গণ্ড (প্রধান) গ্রাম, কর্ম্মধা। বি; পুং।

গণ্ডদেশ—গণ্ডস্থল, কপোল। গণ্ডই দেশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

গণ্ডফলক—প্রশস্ত কপোল, ভাল গাল। গণ্ডরূপ ফলক, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গণ্ডভিত্তি—প্রশস্ত গণ্ডস্থল। গণ্ড ভিত্তি-প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা; অথবা, গণ্ডরূপ ভিত্তি, রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গণ্ডমালা—গলদেশে মণ্ডলাকার ছোট ছোট গ্রন্থি বা ফোঁড়াসমূহ; শিশুর মাল্যবিশেষ। গণ্ডের মালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গণ্ডমূর্খ—অতিশয় মূঢ়, ঘোর নির্ব্বোধ। গণ্ড (প্রধান) মূর্খ, কর্ম্মধা। বিণ।

গণ্ডলেখা—গণ্ডস্থল। গণ্ড লেখাপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গণ্ডশৈল—ভূকম্পাদিদ্বারা পর্ব্বত হইতে পতিত বৃহৎ প্রস্তর; বৃহৎ পর্ব্বত। গণ্ড (প্রধান) শৈল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

গণ্ডস্থল, -স্থলী—গণ্ডদেশ, গাল, কপোলদেশ। গণ্ড স্থল প্রায়, স্থলী প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

গণ্ডা—১। সংখ্যাবিশেষ, চারি সংখ্যা; চারি কড়ার সমষ্টি; পাওনা টাকা (নিজের গণ্ডা)। 'গণ্ডক'-শব্দজ। বি। **আপন গণ্ডা**

—স্বার্থ; নিজের প্রাপ্য। **গণ্ডা গণ্ডা**—বহুসংখ্যক; অনেক; যথেষ্টপরিমাণ। **গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া**—কাহারও কথা গোঁজামিল দিয়া সমর্থন করা [পাঠশালার ছেলেরা গণ্ডাকিয়া আবৃত্তি করে। সেই সময় যে ফাঁকি দেয় সে শেষের দিকে 'ণ্ডা' বা 'এণ্ডা' বলে; ইহা হইতে কাহারও কথা গোঁজামিল দিয়া সমর্থন করাকে 'গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া' বলে]। ২। গণ্ডার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গণ্ডাকিয়া, গণ্ডাকে—ধারাপাতে ১ হইতে ১০০ গণ্ডার সারণী। গণ্ডা+কিয়া, কে (শতকিয়ার অনুকরণে)। বি।

গণ্ডার—স্বনামপ্রসিদ্ধ বন্যজন্তুবিশেষ। গণ্ড—ঋ+অণ্ কর্তৃবা। বি, পুং। [বি; পুং।

গণ্ডাঙ্গ—গণ্ডার। গণ্ড অঙ্গে যাহার, বহুব্রী।

গণ্ডি, গণ্ডী—১। বৃক্ষকাণ্ড, গাছের গুঁড়ি। গন্ড্+ই অধিবা, সংজ্ঞার্থে, পক্ষে ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী। ২। সীমারেখা, সীমা; বেষ্টনরেখা, বেষ্টনী। 'গণ্ড'-শব্দজ। বি।

গণ্ডীবদ্ধ—সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আটক। ৩য়াতৎ। বিণ।

গণ্ডু, গণ্ডূ—উপাধান, বালিশ; গ্রন্থি। গন্ড্+উ, ঊ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

গণ্ডূষ—১। হস্ততল, এককোষ; মুখপূর্ণ জল, এক-কোষ জল; ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের ভোজনের অগ্রে ও শেষে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মুখে জলপ্রয়োগ। গন্ড্+উষন্ করণবা, সংজ্ঞার্থে। **গণ্ডূষ করা**—খাওয়া আরম্ভ করা। **কেঁচে গণ্ডূষ করা**—প্রায় সমাপ্ত কাজ আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করা। **গণ্ডূষ জল দেওয়া**—পিতৃপুরুষের তর্পণ করা। ২। করাঙ্গুলি; হস্তীর শুণ্ডাগ্র। গন্ড্+উষন্ অপাবা। বি; পুং।

গণ্ডেপিণ্ডে, গাণ্ডেপিণ্ডে—কণ্ঠ হইতে কুঁচকী পর্য্যন্ত ঠাসিয়া, আকণ্ঠ, খুব বেশী করিয়া ('—খাওয়া')। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

গণ্ডোপাধান—গালবালিশ, ছোট বালিশ। গণ্ডের নিমিত্ত উপাধান, ৪র্থীতৎ। বি; ক্লীব।

গণ্ডোপল—করকা, শিল; বড় শিলাখণ্ড। গণ্ডসদৃশ উপল, মধ্যপ কর্ম্মধা; অথবা, গণ্ড যে উপল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

গণ্য—গণনীয়; বিবেচনীয়; শ্রদ্ধেয়, মাননীয়। গণ+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—গণনা।

গণ্যমান্য—সম্ভ্রান্ত এবং মাননীয়, যাঁহার প্রতি অনেকে সম্ভ্রম এবং মর্য্যাদা প্রদর্শন করে এরূপ। যিনি গণ্য তিনিই মান্য, কর্ম্মধা। বিণ। [বোল। হিন্দী। বি।

গৎ—সঙ্গীতের নির্দ্দিষ্ট স্বর; বাদ্যের বিভিন্ন

গত—১। যাহা হইয়া গিয়াছে এরূপ, অতীত; যে প্রস্থান করিয়াছে এরূপ, প্রস্থিত; মৃত (তিনি গত হয়েছেন); পতিত (অধোগত); বিনষ্ট (গতজীব, গতচেতন)। গম্+ক্ত কর্তৃবা। ২। প্রাপ্ত (হস্তগত)। গম্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গতি, গমন। ৩। গমন (গতায়াত)। গম্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

গতকল্য—কাল, অদ্যকার পূর্ব্বদিন। কর্ম্মধা। বি।

গতক্লম—ক্লান্তিশূন্য, বিশ্রান্ত; অবসাদহীন, যে কিছুতেই শ্রান্তি বোধ করে না এমন। গত ক্লম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতচেতন—অচেতন, সংজ্ঞাহীন। গতা চেতনা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতজীব—গতপ্রাণ, মৃত। গত জীব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতজীবন—১। মৃত। গত জীবন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। জীবনের যে অংশ অতীত হইয়াছে তাহা। গত জীবন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গতত্রপ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন। গতা ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতনাসিক—খাঁদা; যাহার নাক কাটা গিয়াছে এমন। গতা নাসিকা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতনিদ্র—বিনিদ্র, নিদ্রারহিত; জাগরিত। গতা নিদ্রা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতপ্রাণ—যাহার প্রাণ গিয়াছে এরূপ, মৃত। গত প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতবুদ্ধি—যাহার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে এমন, বুদ্ধিহীন। গতা বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বহুব্রী। বিণ।

গতব্যথ—ব্যথাশূন্য। গতা ব্যথা যাহার,

গতযৌবন—১। অতীত যৌবন, যাহা চলিয়া গিয়াছে এরূপ যৌবন। গত যৌবন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার যৌবনকাল চলিয়া গিয়াছে এরূপ, প্রবীণ; বার্দ্ধক্যে উপস্থিত। গত যৌবন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতর—শরীর; মোটা শরীর; স্বাস্থ্য; শরীরের বল। 'গাত্র'-শব্দজ। বি। **গতর নাড়া, খাটান**—কায়িক পরিশ্রম করা। **গতর পোষা**—কুঁড়েমি করা, পরিশ্রম না করা। **গতরের মাথা খাওয়া**—কর্ম্মশক্তি নষ্ট হওয়া; স্বাস্থ্যহীন হওয়া।

গতরখেকো—কুঁড়ে, শরীরে শক্তি থাকিতেও যে খাটিতে চায় না এরূপ। উপতৎ; গতর (<গাত্র)—খা+উকা কর্তৃবা (বাং)। বিণ। স্ত্রী—গতরখাকী, –খাগী।

গতরজমা—আলস্য, কুড়েমি। বাং প্র। বি।

গতরিয়া, গতুরে—পরিশ্রমপরায়ণ, কার্য্যক্ষম। গতর+ইয়া, এ। বিণ।

গতলজ্জ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, বেহায়া; যাহার লজ্জা দূর হইয়াছে এমন। গতা লজ্জা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতশোক—যাহার শোক দূর হইয়াছে এমন, শোকরহিত, শোকশূন্য। গত শোক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতশোচন, -শোচনা—গতানুশোচনা, অতীত বিষয়ের জন্য দুঃখপ্রকাশ। গতের শোচন, শোচনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

গতসঙ্গ—যে সঙ্গ বা আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ, নিঃসঙ্গ; ফলকামনাশূন্য; বিষয়বিরাগী। গত (নষ্ট) সঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতস্পৃহ—যাহার বাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে এরূপ, বীতস্পৃহ। গত স্পৃহা যাহার, বহুব্রী। বিণ। [ও আগত, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

গতাগত—গমনাগমন, যাওয়া-আসা। গত

গতাগতি—যাওয়া-আসা, গমনাগমন। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

গতান—গছাইয়া দেওয়া, মন্দ জিনিস ক্রেতাকে চালাইয়া দেওয়া। বাং ক্রি।

গতানুগতিক—১। লোকদৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী, যে স্বয়ং বিবেচনা না করিয়া লোকের দৃষ্টান্ত অনুসারে চলে এরূপ। গতানুগতি+ইক আছে অর্থে। বিণ। ২। ন্যায়বিশেষ। গতের অনুগতিক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গতানুগতিক-ন্যায়—ন্যায়বিশেষ; চিরাচরিত পথের অনুসরণ করার ন্যায় [কতিপয় ব্রাহ্মণ তর্পণের নিমিত্ত কোশা তীরে রাখিয়া স্নানার্থ গঙ্গায় অবতরণ করিতেন। স্নানান্তে উঠিয়া কে কাহার কোশা লইতেন তাহার ঠিক থাকিত না; এইরূপে প্রত্যহ কোশা লইয়া গোলযোগ ঘটিত। একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঐরূপ গোলযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নিজ কোশাতে একটি মৃৎপিণ্ড রাখিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিলেন। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখেন, সকল কোশাতেই মৃৎপিণ্ড রহিয়াছে। ইহাতে তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, জনসাধারণ গতানুগতিক অর্থাৎ পরস্পরের কার্য্যপন্থার অনুবর্ত্তী, তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে না। এইরূপে সকলে এই সংসারে চালিত হইয়া থাকে]। গতের অনুগতিক, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহাই ন্যায়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

গতানুশোচন, -শোচনা—যাহা গত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত অনুতাপ, অতীত বিষয়ের জন্য শোকপ্রকাশ। গতের অনুশোচন, অনুশোচনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

গতায়াত—গমনাগমন, যাওয়া-আসা। গত এবং আয়াত, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

গতায়ুঃ (গতায়ুস্), গতায়ু—যাহার আয়ুঃ গত হইয়াছে এরূপ, যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত এরূপ, আসন্নমৃত্যু; মৃত। গত আয়ুঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতার্ত্ত(র্ত)বা—যে স্ত্রীর ঋতু বন্ধ হইয়াছে;

বৃদ্ধা স্ত্রী। গত আর্ত্তব (ঋতুসম্বন্ধীয় ফল) যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

গতার্থ—যাহার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে এরূপ; সিদ্ধ-প্রয়োজন। গত অর্থ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতাসু—মৃত। গত অসু (প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গতি—১। গমন, প্রস্থান; গমনবেগ, চলন; যাত্রা; জীবনযাত্রা; ভাব, অবস্থা; জ্ঞান; সঞ্চার; উপায়, ব্যবস্থা ; নির্ব্বাহ; সৎকার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। গম্ + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—গত। **গতি করা**—সৎকার করা; ব্যবস্থা করা; উদ্ধার করা। **অগতির গতি**—উপায়হীনের উপায়; নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। ২। পথ; গম্যস্থান; পরিণাম; আশ্রয়। গম্ + ক্তি অধিবা, কর্ম্মবা। ৩। উপায়, অবলম্বন; স্বরূপ; যে প্রকার গুণ থাকাতে পদার্থ একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে তাহা; ভাগ্য। গম্ + ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

গতিক—১। উপায়; প্রকার; অবস্থা। (গতিক ভাল নয়, বেগতিক, শরীর গতিকে ভাল আছি); প্রয়োজন (কার্য্যগতিকে)। গতি + কন্ স্বার্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ২। সদৃশ, তুল্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

গতিদায়িনী—১। আশ্রয়দাত্রী; মুক্তিপ্রদা। বিণ; স্ত্রী। ২। আদ্যা শক্তি, দুর্গা। গতিদায়িন্ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গতিদায়ী (-দায়িন্)—আশ্রয়দাতা; মুক্তিপ্রদ। উপতৎ; গতি—দা + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -দায়িনী।

গতিবিজ্ঞান—গণিতশাস্ত্রের অংশবিশেষ, যাহাতে গতিবিষয়ক সমস্ত তত্ত্ব আছে এরূপ শাস্ত্র (Dynamics). গতিবিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গতিবিদ্যা—গতিবিজ্ঞান (Dynamics, Kinetics). গতিবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

গতিবিধি—১। গমনবিষয়ক নিয়ম। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। ঘন ঘন যাতায়াত, যাওয়া-আসা; সম্বন্ধ বা সংস্রব রাখা; চালচলন; কার্য্যকলাপ। বাং প্র। বি।

গতিরোধ—গমনে ব্যাঘাত, যাওয়াতে বাধা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গতিশক্তি—গমনাগমনের ক্ষমতা, চলিতে পারা; (পদার্থবিদ্যা) গমনসাধিকা শক্তি (Kinetic energy). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গতিশূন্য—নিশ্চল; নিরাশ্রয়; নিরুপায়। ৩য়াতৎ। বিণ।

গতিসত্তম—পরমেশ্বর। গতি (আশ্রয়)-মধ্যে সত্তম (সর্ব্বোৎকৃষ্ট), ৭মীতৎ। বি; পুং।

গতিহীন—যাহার গতি নাই এরূপ, যাহার উপায় নাই এরূপ, নিরুপায়; নিরাশ্রয়; নিশ্চল। ৩য়াতৎ। বিণ।

গতীয়—গতিযুক্ত; (গণিত) গতিসম্পর্কিত (dynamic). গতি + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

গতুয়া, গতো—সকল কার্য্যে কালক্ষেপকারী, যে অনর্থক সময় নষ্ট করে এরূপ; অলস। গত + উয়া, ও বিশিষ্টার্থে। বাং প্র। বিণ।

গত্যন্তর—অন্য উপায়, আর কোনো পথ। অন্যা গতি, নিত্য। বি; ক্লীব।

গদ—১। রোগ, পীড়া; শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গদ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। কথন। গদ্ + ক ঘঞর্থে ভাববা। ৩। বিষ। গদ্ + ক ঘঞর্থে করণবা। বি; পুং। ৪। গৎ। 'গৎ'-শব্দজ। ৫। ময়লা, গোলমাল (পেটে অনেক গদ জমেছে)। বাং প্র। বি।

গদগদ—১। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, কোন ভাবের আতিশয্য বশতঃ অব্যক্ত ধ্বনি। বি। ২। অস্পষ্ট স্বরবিশিষ্ট, শোকহর্ষাদি দ্বারা বিহ্বল ("গদ-গদ ভাষে, কি কহ আভাষে")। 'গদ্গদ'-শব্দজ। বিণ।

গদড়া—ময়লা; আবর্জ্জনা; ময়লা জলের ধোয়াট। বাং প্র। বি।

গদা—মুগুর; মোটা লাঠি; পাটলাবৃক্ষ; শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রবিশেষ। গদ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী। ['গদাধর'-শব্দজ। বি।

গদাই—গদাধর শব্দের সংক্ষেপ; শ্রীকৃষ্ণ।

গদাই-নস্করী, -লস্করী—দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্বে কার্য্য করার অভ্যাস [কথিত আছে, গদাই নামক জনৈক লস্কর প্রতিকার্য্যেই মন্থরতা অবলম্বন করিত। তাহারই নাম হইতে এই শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে]। বাং প্র। বি। [বি; পুং।

গদাধর—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। গদার ধর, ৬ষ্ঠীতৎ।

গদাপাণি—বিষ্ণু। গদা পাণিতে (হাতে) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

গদাযুদ্ধ—গদা দ্বারা লড়াই। গদাদ্বারা যুদ্ধ, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

গদি, গদী—তুলাদিপূর্ণ স্থূল আস্তরণ, মোটা আসন; মোটা তোষক; দোকানে দোকানদারের বা মহাজনের বসিবার স্থান; বাণিজ্যগৃহ, আড়ত ('মহাজনের—')। হিন্দী 'গদ্দী'-শব্দজ। বি।

গদিত—১। কথিত, উক্ত। গদ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গদ, গদন। ২। বাক্য। গদ্ + ক্ত কর্ম্মবা। ৩। কথন। গদ্ + ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

গদিয়ান—১। গদির অধিকারী মহাজন; বড় দোকানদার। গদি + আন মালিক অর্থে। ২। সর্ব্বোপরি কর্ত্তা, সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গদী (গদিন্)—১। বিষ্ণু। বি; পুং। ২। গদাধারী; বিষ্ণু। গদা + ইন্ আছে অর্থে। ৩। রোগী, পীড়িত। গদ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—গদিনী।

গদ্গদ—১। হর্ষ শোক প্রভৃতির আতিশয্যবশতঃ কণ্ঠরোধ ঘটিয়া যে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারিত হয় তাহা, জড়াইয়া-যাওয়া কথা; নদী প্রভৃতির কলধ্বনি। গদ্ + ক্বিপ্, কর্ম্মবা = গৎ; গৎ—গদ্ + ক কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। গদ্গদস্বরবিশিষ্ট, অস্পষ্টবাক্। গদ্গদ + অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

গদ্গদকণ্ঠ—অস্পষ্টকণ্ঠস্বরবিশিষ্ট; জড়িতবাক্। গদ্গদ কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, -কণ্ঠা, -কণ্ঠী।

গদ্গদনাদী (-দিন্)—গদ্গদ-শব্দকারী। গদ্গদ—নদ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -নাদিনী (গদ্গদনাদিনী ভাগীরথী)।

গদ্য—সহজ ভাষা, যে ভাষা ছন্দোবন্ধে রচিত নয়। গদ্ + যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

গন্গন্—অগ্নির অত্যধিক উজ্জ্বলতা, প্রদীপ্ত প্রভা; অতিক্রুদ্ধ অবস্থা। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

গন্গনে—অতি প্রদীপ্ত, অতিশয় উজ্জ্বল; অতি ক্রুদ্ধ। গন্গন + এ (< ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

গন্তব্য—গম্য, গমনীয়, যেখানে যাইতে হইবে এমন। গম্ + তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

গন্তা (গন্তৃ)—গমনকারী; যে যায় বা যাইতেছে বা যাইবে এমন; গমনশীল। গম্ + তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গন্ত্রী।

গন্তু—ভ্রমণকারী; পথিক। গম্ + তুন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

গন্ত্রী—১। গরুর গাড়ী। গম্ + ষ্ট্রন্ করণবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। গমনশীলা। গম্ + তৃন্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—গন্তা (গন্তৃ)। [উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

গন্ত্রীরথ—শকট, গাড়ী। গন্ত্রী রথপ্রায়,

গন্ধ—বস্তুর যে গুণ নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করা যায় তাহা, ঘ্রাণ; বাস; সুগন্ধ (গন্ধদ্রব্য); সুগন্ধি দ্রব্য, ঘৃষ্টচন্দনাদি (গন্ধপুষ্প); গন্ধক; গর্ব্ব; সম্পর্ক, সম্বন্ধ; লেশ, অল্প পরিমাণ (ঘৃতগন্ধি ভোজন); কৃষ্ণ অগুরু। গন্ধ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। **গন্ধ কওয়া** (গ্রাম্য), **ছাড়া**—গন্ধ বিস্তার করা। **গন্ধে গন্ধে**—সূত্র ধরিয়া। **গন্ধে টের পাওয়া**—অনুমানে জানা। **নামগন্ধ**—নাম বা অল্প পরিমাণ বস্তু; লেশমাত্র; কোন নিদর্শন।

গন্ধক—উপধাতু-বিশেষ, উৎকট-গন্ধবিশিষ্ট স্বনামপ্রসিদ্ধ পীতবর্ণ খনিজ পদার্থ (sulphur) [ইহা শ্বেত, রক্ত, পীত ও নীল—এই চারিপ্রকার, প্রধানত পীতবর্ণ]। গন্ধ + কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

গন্ধকচূর্ণ—১। বারুদ। গন্ধকপ্রধান চূর্ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। গন্ধকের গুঁড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গন্ধকদ্রাবক, গন্ধকাম্ল—গন্ধকজাত অম্লবিশেষ, সাল্‌ফারিক অ্যাসিড (sulphuric acid)। গন্ধকের দ্রাবক, অম্ল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গন্ধকারিকা—সৈরিন্ধ্রী, পরগৃহস্থিতা শিল্পনিপুণা স্বাধীনা রমণী। গন্ধ—কৃ+ণক কর্ত্তৃবা +আপ্। বি; স্ত্রী।

গন্ধকাষ্ঠ—অগুরুকাষ্ঠ; চন্দনকাষ্ঠ; শম্বরকাষ্ঠ। গন্ধযুক্ত কাষ্ঠ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গন্ধগোকুল, -গোকুলা—নকুলের ন্যায় গাত্রে দুর্গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার জীব; একজাতীয় খাটাশ। 'গন্ধনকুল'-শব্দজ। বি।

গন্ধজল—সুবাসিত জল, গোলাপজল ইত্যাদি। গন্ধযুক্ত জল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গন্ধজাত—১। গন্ধ হইতে উৎপন্ন। গন্ধ হইতে জাত, ৫মীতৎ। বিণ। ২। গন্ধদ্রব্যসমূহ। গন্ধের জাত (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ৩। তেজপত্র; তেজপাত। গন্ধ সহ জাত (উৎপন্ন), সুপ্‌সুপা।

গন্ধতণ্ডুল—সুগন্ধি চাউলবিশেষ, বাসমতি ধানের চাউল। গন্ধযুক্ত তণ্ডুল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গন্ধতুলসী—১। বাবুই তুলসী। গন্ধপূর্ণা তুলসী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। সৌরভযুক্ত ধান্যবিশেষ। বাং প্র। বি।

গন্ধতৃণ—একপ্রকার উগ্রগন্ধ ঘাস, বেণাঘাস। গন্ধযুক্ত তৃণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গন্ধতৈল—সুগন্ধতৈল; চন্দনী আতর। গন্ধযুক্ত তৈল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গন্ধদারু—১। চন্দন বৃক্ষ। গন্ধদায়ক দারু (কাষ্ঠ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। গন্ধপ্রধান কাষ্ঠ; চন্দনাদির কাষ্ঠ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গন্ধদ্রব্য—সুগন্ধি বস্তু; নাগকেশর। গন্ধপ্রধান দ্রব্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গন্ধনকুল, -মূষিক—ছুছুন্দরী, ছুঁচা। গন্ধযুক্ত নকুল, মূষিক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গন্ধনাকুলী—একপ্রকার রাস্না। গন্ধযুক্তা নাকুলী (রাস্না), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গন্ধপত্র—তুলসী। গন্ধযুক্ত পত্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

গন্ধপিশাচিকা—গন্ধমূষিক, ছুঁচা। গন্ধপূর্ণা পিশাচিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গন্ধপুষ্প—১। বেতসবৃক্ষ; অঙ্কোটবৃক্ষ; অশোকবৃক্ষ; গন্ধযুক্ত বৃক্ষমাত্র। গন্ধযুক্ত পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। গন্ধযুক্ত পুষ্প, চন্দনমিশ্রিত ফুল। গন্ধ (চন্দন)-মিশ্রিত পুষ্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। ৩। সুরভি পুষ্প, সুগন্ধি ফুল। গন্ধপ্রধান পুষ্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। ৪। গন্ধ এবং পুষ্প। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

গন্ধপুষ্পা—নীলী; কেতকী; গণিকারী। গন্ধযুক্ত পুষ্প যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

গন্ধফল—বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ; কপিত্থবৃক্ষ, কয়েতবেলের গাছ। গন্ধযুক্ত ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

গন্ধবণিক্ (-বণিজ্)—হিন্দু জাতিবিশেষ, গন্ধবেণিয়া। গন্ধোপজীবী বণিক্, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গন্ধবতী—১। পৃথিবী; মৎস্যগন্ধা; সুরা; নবমল্লিকা। বি; স্ত্রী। ২। গন্ধবিশিষ্টা; গন্ধযুক্তা। গন্ধ+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং, -বান্।

গন্ধবল্কল—দারুচিনি। গন্ধযুক্ত বল্কল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গন্ধবহ—১। বায়ু। বি; পুং। ২। গন্ধযুক্ত, গন্ধবিশিষ্ট। গন্ধের বহ (বহনকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গন্ধবহা—১। নাসিকা। বি; স্ত্রী। ২। গন্ধবহনকারিণী। গন্ধবহ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

গন্ধবান্ (-বৎ)—গন্ধযুক্ত; সৌরভবিশিষ্ট। গন্ধ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

গন্ধবারি—গন্ধদ্রব্যমিশ্রিত জল। গন্ধযুক্ত বারি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গন্ধবাহ—১। বায়ু; কস্তূরীমৃগ; নদবিশেষ। বি; পুং। ২। গন্ধযুক্ত। উপতৎ; গন্ধ—বহ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -বাহী।

গন্ধবাহী—১। নাসিকা। বি; স্ত্রী। ২। গন্ধবহনকারিণী। উপতৎ; গন্ধ—বহ্+অণ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [বি।

গন্ধবিরজা—সরলবৃক্ষের আঠা। বাং প্র।

গন্ধবীজা—মেথিকা, মেথি। গন্ধময় বীজ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

গন্ধভদ্রা—গন্ধভাদালিয়া লতা, গাঁধাল। গন্ধ (লেশ) দ্বারা ভদ্র (মঙ্গল) যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

গন্ধভাদাল, -ভাদালিয়া—গাঁধাল লতা, অতি দুর্গন্ধবিশিষ্ট মহোপকারী লতাবিশেষ। 'গন্ধভদ্রা'-শব্দজ। বি।

গন্ধমাংসী—একপ্রকার জটামাংসী। গন্ধযুক্তা মাংসী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গন্ধমাদন—স্বনামপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক পর্ব্বত; গন্ধক; ভ্রমর; বানরবিশেষ। গন্ধ—মদ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

গন্ধমাদনী, -মাদিনী—সুরা, মদ্য; লাক্ষা; মুরানামক গন্ধদ্রব্য। গন্ধ দ্বারা মাদনী (যে মত্ত করে), ৩য়াতৎ; গন্ধ—মদ্+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গন্ধমার্জ্জা(র্জা)র—গন্ধগোকুল, খটাস। গন্ধযুক্ত মার্জ্জার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গন্ধমালতী—একপ্রকার সুগন্ধি ধান্য; সুগন্ধি মালতী ফুল। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গন্ধমূষিক—'গন্ধনকুল' দ্রঃ।

গন্ধমৃগ—কস্তূরী মৃগ। গন্ধদায়ী মৃগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গন্ধমোহিনী—১। চম্পককলিকা, চাঁপাফুলের কুঁড়ি। বি; স্ত্রী। ২। গন্ধে মুগ্ধকারিণী। উপতৎ; গন্ধ—মুহ্+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গন্ধরস—১। উপধাতুবিশেষ, পুষ্পসার; গন্ধযুক্ত তরলদ্রব্য। গন্ধযুক্ত রস, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। (আয়ুর্ব্বেদ) গন্ধক এবং পারদ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

গন্ধরাজ—১। পুষ্পবিশেষ। বি; ক্লীব। ২। চন্দন; কৃষ্ণ গুগ্‌গুলু; গন্ধরাজ বৃক্ষ। গন্ধ—রাজ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ৩। প্রধান গন্ধদ্রব্য। গন্ধের রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

গন্ধর্ব্ব(র্ব)—১। স্বর্গের গায়ক, দেবযোনিবিশেষ [ইঁহারা ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন]। ২। গায়ক; কোকিল; মৃগবিশেষ; যুদ্ধের ঘোটক। উপতৎ; গন্ধ—অর্ব্ব্ (প্রাপ্ত হওয়া)+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। বিণ—গান্ধর্ব্ব। **গন্ধর্ব্ব ছুটান**—ভীষণ ভাবে প্রহার করা।

গন্ধর্ব্ব(র্ব)বধূ—গন্ধর্ব্ব-স্ত্রী শচী। গন্ধর্ব্বের বধূ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গন্ধর্ব্ব(র্ব)বিদ্যা—সঙ্গীত-বিদ্যা। গন্ধর্ব্বের বিদ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গন্ধর্ব্ব(র্ব)-বিবাহ—কেবল স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সম্মতিপূর্ব্বক বিবাহ। গন্ধর্ব্বোচিত বিবাহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গন্ধর্ব্ব(র্ব)বেদ—সঙ্গীতশাস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গন্ধর্ব্ব(র্ব)ভূষণ—সিন্দূর। গন্ধর্ব্বের ভূষণ,

গন্ধর্ব্ব(র্ব)লোক—গন্ধর্ব্বদিগের বাসভুবন, গুহ্যকলোক এবং বিদ্যাধরলোকের মধ্যে অবস্থিত স্থানবিশেষ। গন্ধর্ব্বের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গন্ধলি—গাঁদা ফুল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গন্ধলোলুপ—গন্ধদ্বারা আকৃষ্ট। গন্ধে লোলুপ, ৭মীতৎ। বিণ।

গন্ধলোলুপা—১। গন্ধ দ্বারা আকৃষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। মক্ষিকা, মাছি। গন্ধলোলুপ+আপ্। বি; স্ত্রী।

গন্ধশালি—সুগন্ধি ধান্যবিশেষ। গন্ধযুক্ত শালি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গন্ধসার—চন্দনবৃক্ষ। গন্ধ সার যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

গন্ধহস্তী (-হস্তিন্)—১। গন্ধযুক্ত হস্তী,

মদগন্ধশালী হস্তী। গন্ধযুক্ত হস্তী, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। বৌদ্ধ স্তূপবিশেষ। বি ; পুং।

গন্ধহীন—নির্গন্ধ, গন্ধবর্জ্জিত। গন্ধ দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

গন্ধা—চম্পককলিকা, চাঁপাফুলের কুঁড়ি; প্রিয়ঙ্গু ; শটী ; বনতুলসী ; বংশলোচন। গন্ধ + ণিচ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

গন্ধাজীব—গন্ধবণিক্। গন্ধ (গন্ধদ্রব্য) আজীব (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

গন্ধাঢ্য—১। চন্দনবৃক্ষ ; নারঙ্গ বৃক্ষ। বি ; পুং। ২। সুগন্ধযুক্ত। গন্ধ দ্বারা আঢ্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

গন্ধাঢ্যা—১। গন্ধভাদাল ; স্বর্ণযূথী। বি ; স্ত্রী। ২। সুগন্ধযুক্তা তরুণী। গন্ধাঢ্য + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গন্ধাধিবাস—দুর্গোৎসব বা বিবাহাদি ব্যাপারে চন্দন ও পুষ্পমাল্যাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা অনুষ্ঠিত শুভ কর্ম্মবিশেষ। গন্ধ (গন্ধদ্রব্য) দ্বারা অধিবাস, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

গন্ধার—স্বরবিশেষ ; দেশবিশেষ, গান্ধার ; সিন্দুর। গন্ধ—ঋ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

গন্ধালী—লতাবিশেষ, গন্ধভাদালি, গাঁধাল। গন্ধ—অল্ + অণ্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গন্ধাষ্টক—পঞ্চদেবতার ভিন্ন ভিন্ন অষ্টপ্রকার গন্ধদ্রব্য। গন্ধের অষ্টক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গন্ধিক—১। গন্ধক। বি ; পুং। ২। গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী ; গন্ধযুক্ত। গন্ধ + ইক আছে অর্থে। বি ; পুং বা বিণ।

গন্ধী (গন্ধিন্)—১। উৎকৃষ্ট-গন্ধযুক্ত। গন্ধ + ইন্ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী—গন্ধিনী। ২। গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী, গন্ধবণিক্ ; কীটবিশেষ, গাঁধিপোকা। গন্ধ + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

গন্ধেন্দ্রিয়—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসিকা। গন্ধ-গ্রাহক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গন্ধেশ্বরী—গন্ধদ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গন্ধবণিক্‌দিগের আরাধ্যা দেবী। গন্ধের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গন্ধোপজীবী (-জীবিন্)—১। গন্ধবণিক্। বি ; পুং। ২। গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ে যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উপতৎ ; গন্ধ—উপ—জীব্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী।

গন্নাকাটা—নাসিকাহীন, নাককাটা ; যে নাকিসুরে কথা কয় এমন, খোনা ; কন্ধকাটা, কবন্ধ ; যাহার উপরের ঠোঁট কাটা এমন (hare-lipped). বহুব্রী। বি বা বিণ।

গপাগপ্—তাড়াতাড়ি খাওয়ার শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

গপ্ গপ্—বড় বড় গ্রাসের শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

গপ্প—কথা, গল্প। 'গল্প'-শব্দজ। বি।

গবচন্দ্র, গবুচন্দ্র—১। নির্ব্বোধ, জড়-বুদ্ধি। বিণ। ২। উপকথায় বর্ণিত জনৈক মূর্খ রাজার মূর্খ মন্ত্রী (হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী)। 'গো' (গব)-শব্দজাত। বাং প্র। বি।

গবয়—গরুজাতীয় পশুবিশেষ। গু (মলত্যাগ করা) + অয়চ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী—গবয়ী। [বি।

গবর—নৌকার মাঝি-মাল্লা। প্রাঃ কবিপ্র।

গবর্ণমেণ্ট—গভর্ণমেণ্ট (তাহা দ্রঃ)।

গবর্ণর—গভর্ণর (তাহা দ্রঃ)

গবর্ণর-জেনারেল—গভর্ণর-জেনারেল (তাহা দ্রঃ)।

গবশন—গবাশন (তাহা দ্রঃ)।

গবা, গবাকান্ত, গবারাম—নির্ব্বোধ, বোকা, হাঁদা। 'গো' (গব)-শব্দজ। বাং প্র। বিণ।

গবাক্ষ—বাতায়ন, জানালা। গো-র (গরুর) অক্ষি (চক্ষু) অর্থাৎ তৎসদৃশ, ৬ষ্ঠীতৎ (অচ্ সমাসান্ত) ; অথবা, গো-র (কিরণের) অক্ষ (পথ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গবাদন—ঘাস, তৃণ। গো-র অদন (ভোজনীয় বস্তু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গবাদনী—১। গরুর ঘাস খাইবার গামলা। গো-র অদনী (ভক্ষ্যপাত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ইন্দ্রবারুণী। গো—অদ্ (ভক্ষণ করা) + অনট্ কর্ম্মবা + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গবারাম—'গবা' দ্রঃ।

গবাশন—গোখাদক ; মুচী, চামার। গো অশন যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

গবাশ্ব—গরু এবং ঘোড়া। গো এবং অশ্ব, এই উভয়ের সমাহার, সমা দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

গবিনী—১। গোসমূহ। গো + ইন্ সমূহার্থে + ঈপ্। ২। (শারীরবিদ্যা) যে নালী মূত্রাশয় হইতে বস্তিতে মূত্র লইয়া যায় (ureter). বি ; স্ত্রী।

গবী—(সমাসে উত্তরপদে) গাভী, গাই ; বাণী। বি ; স্ত্রী।

গবুচন্দ্র—'গবচন্দ্র' দ্রঃ।

গবেষণ—কোন বিষয়ের তত্ত্ব-নিরূপণ-নিমিত্ত অন্বেষণ, অনুসন্ধান। গবেষ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—গবেষিত।

গবেষণা—গবেষণ, তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য গভীর অনুসন্ধান। গবেষ্ + অন ভাববা + আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ—গবেষিত। **গবেষণা বৃত্তি** —কোন বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত প্রদত্ত বৃত্তি (Research Scholarship).

গবেষিত—যে বিষয়ের গবেষণা করা হইয়াছে এরূপ, অন্বেষিত। গবেষ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গবেষণ, গবেষণা।

গব্‌দা—স্থূল, মোটা ; অপরিষ্কৃত ; স্থূলবুদ্ধি, নির্ব্বোধ। বাং প্র। বিণ।

গব্য—১। গোসম্বন্ধীয় ; গো হইতে উৎপন্ন (দুগ্ধঘৃতাদি)। বিণ। ২। রন্ধনদ্রব্য ; গাভীজাত বস্তু ('পঞ্চ—')। গো + যৎ ভবাদ্যর্থে। বি ; ক্লীব। **পঞ্চ গব্য**—গোদুগ্ধজাত ক্ষীর, দধি, ঘৃত এবং গোমূত্র ও গোময়।

গব্যঘৃত—গো হইতে উৎপন্ন ঘৃত, গাওয়া ঘি। গব্য ঘৃত, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গব্যা—১। গোসমূহ ; গোরোচনা। গো + যৎ সমূহাদ্যর্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। গোসম্বন্ধীয়া ইত্যাদি ('গব্য' দ্রঃ)। বিণ ; স্ত্রী।

গভর্ণমেণ্ট—রাজ্যশাসন ; রাজ্যশাসন-প্রণালী ; রাষ্ট্রের শাসকসম্প্রদায় ; সরকার। ইং Government. বি। **গভর্ণমেণ্ট কাগজ**—সরকারী ঋণপত্র (Government paper).

গভর্ণর—প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, প্রদেশপাল ; লাট। ইং Governor. বি।

গভর্ণর-জেনারেল—রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা, বড়লাট (যথা, ইংরেজ আমলে ভারতের)। ইং Governor-General. বি।

গভস্তি—সূর্য্য বা চন্দ্রের তেজঃ, কিরণ। গ (বিষয় বা বস্তু)—ভস্ (দীপ্ত করা) + ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

গভস্তিনেমি—বিষ্ণু। গভস্তি (তেজ) নেমিতে যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

গভস্তিপাণি, -হস্ত—সূর্য্য। গভস্তিই পাণি, হস্ত (কর) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

গভস্তিমান্ (-মৎ)—সূর্য্য। গভস্তি + মতুপ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

গভীর—অতিনিম্ন, অগাধ ; প্রগাঢ়, দুষ্প্রবেশ ; যাহা বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে এরূপ ; নিবিড়, গহন ('—অরণ্য') ; অত্যধিক ('—রাত্রি') ; অতি উচ্চ ও অধিকক্ষণ স্থায়ী ('—ধ্বনি') ; দুর্গম ('—তত্ত্ব', '—অর্থ') ; দুর্জ্জ্ঞেয়, যাহা বুঝা কঠিন এমন, গম্ভীর। গম্ + ঈরন্ অথবা (ম-স্থানে ভ)। বিণ। বি,—রতা, —রত্ব।

গভীরতম—অতিশয় গভীর, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গভীর। গভীর + তম আতিশয্যার্থে। বিণ।

গভীরতর—দুইয়ের মধ্যে অধিক গভীর। গভীর + তর আতিশয্যার্থে। বিণ।

গভীরতা, -ত্ব—দুরবগাহত্ব, অগাধতা ; নিবিড়তা, প্রগাঢ়তা ইত্যাদি (গভীর দ্রঃ)। গভীর + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

গভীরাত্মা (-ত্মন্)—পরমেশ্বর। গভীর (দুর্জ্জ্ঞেয়) আত্মা (স্বরূপ) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

গম—খাদ্যশস্যবিশেষ। 'গোধূম'-শব্দজ। বি।

গমক—১। জ্ঞাপক, বোধক ; প্রেরক। গম্ + ণিচ্ + ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—

গমিকা। ২। (সঙ্গীত) স্বরকম্পন, যে স্বর মূর্চ্ছনা প্রাপ্ত হয় তাহা। বি ; পুং।

গমগম—১। প্রহারাদির অনুকরণশব্দ ; গম্ভীরশব্দ হওয়ার ভাব প্রকাশ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। ২। কোলাহলমুখরিত, ভরপুর। বাং প্র। বিণ।

গমন—চলন, গতি ; প্রস্থান ; সহবাস ('পরদার—')। গম্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—গত, গন্তব্য, গমনীয়, গম্য।

গমনাগমন—গতায়াত, যাওয়া-আসা। গমন এবং আগমন, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

গমনাগমন-শক্তি—চলাফেরার ক্ষমতা (locomotion). গমনাগমনের শক্তি, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; স্ত্রী।

গমনার্হ—গমনের যোগ্য, যাইবার উপযুক্ত। উপতৎ ; গমন—অর্হ্ (যোগ্য হওয়া) + অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

গমনীয়—গমনযোগ্য, গম্য। গম্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—গমন।

গমনোদ্যত, গমনোন্মুখ—যাইতে উদ্যত, যাইবার জন্য প্রস্তুত। গমনে উদ্যত, উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –তা, –খা, –খী।

গমাগম—১। চরাচর, সংসার ; গমনাগমন। গম এবং আগম, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং। ২। প্রহারাদির অনুকরণ-শব্দ, গমগম। বাং প্র। অব্য।

গমার—গোঁয়ার, মূর্খ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

গমিত—প্রাপিত ; অতিবাহিত। গম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

গম্বুজ—গুম্বজ (তাহা দ্রঃ)।

গম্ভীর—স্থির, ধীর ('—প্রকৃতি') ; স্থির অথচ জোরালো ('—ধ্বনি') ; অল্পভাষী, রাশভারী ; যাহা হাল্কা নয়, নীচু বা খাদের ('—স্বর') ; গভীর ; অগাধ। গম্+ঈরন্ অধিবা। বিণ। বি—গম্ভীরতা, গাম্ভীর্য্য।

গম্ভীরতা—গভীরতা ; গাম্ভীর্য্য। গম্ভীর+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—গম্ভীর।

গম্ভীরনাদী (-নাদিন্)—গম্ভীরধ্বনিকারী। উপতৎ ; গম্ভীর—নদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –নাদিনী।

গম্ভীর-প্রকৃতি, -স্বভাব—১। দুর্জ্ঞেয় স্বভাব, যে প্রকৃতি সহজে বোঝা যায় না, ভারী মেজাজ। গম্ভীর যে প্রকৃতি, স্বভাব, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। দুর্জ্ঞেয়স্বভাবাপন্ন, যাহার মেজাজ বোঝা কঠিন এমন ; ভারী মেজাজের। গম্ভীর প্রকৃতি, স্বভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২য় পক্ষে স্ত্রী, –বা।

গম্ভীরবেদী (-বেদিন্)—মত্ত হস্তী ; যে হস্তী পরিচিত শিক্ষাসমুদয়ও ভুলিয়া যায়। উপতৎ ; গম্ভীর (মন্দ)—বিদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি। স্ত্রী, –বেদিনী।

গম্ভীরমুখ—১। ভারী মুখ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। ভারীমুখবিশিষ্ট, যাহার মুখ দেখিয়া কিছু বুঝা যায় না এরূপ। গম্ভীর মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –মুখা, –মুখী।

গম্ভীরা—১। নদীবিশেষ। বি ; স্ত্রী। ২। 'গম্ভীর' দ্রঃ। গম্ভীর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। দেবমন্দিরের অভ্যন্তর (গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ) ; গাজনের উৎসববিশেষ। বাং প্র। ৪। মশারী ; পর্দ্দা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গম্য—যেথানে যাওয়া যাইতে পারে এরূপ ; যেথানে যাওয়া উচিত এরূপ ; প্রাপ্য ; সাধ্য ; উহ্য ; অনুমেয় ; জ্ঞেয় ; ভোগ্য ; গম্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

গম্যমান—যাহা বুঝিয়া লইতে হয় এরূপ, জ্ঞায়মান ; উহ্য ; অনুমেয়। গম্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

গম্যা—গমনযোগ্যা ইত্যাদি (গম্য দ্রঃ) ; সঙ্গমযোগ্যা। গম্+যৎ কর্ম্মবা+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। [বাং প্র। বি।

গয়ংগচ্ছ—গড়িমসি, দীর্ঘসূত্রতা, কুড়েমি।

গয়না, গহনা—অলঙ্কার, ভূষণ। হিন্দীমূলক বা 'গ্রহণ'-শব্দজ। বি।

গয়না-নৌকা—যাত্রিবাহী দ্রুতগামী নৌকাবিশেষ। বাং প্র। বি।

গয়বি, গয়বী, গৈবী—গুপ্ত, লুক্কায়িত। আর্বী 'গায়িব'-শব্দজ। বিণ। **গয়বি খেলা**—ছক না দেখিয়া দাবা খেলা। **গয়বি চিঠি**—লেখকের নামশূন্য চিঠি।

গয়মান, গয়মাল—মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গয়রহ—অন্যান্য, আর আর, ইত্যাদি। ফার্সী 'বগইরহ্ন্'-শব্দজ। অব্য।

গয়লা—গোপ, গোয়ালা। 'গোয়ালা'-শব্দজ। বি ; পুং। স্ত্রী—গয়লানী।

গয়লানী—গোপ-স্ত্রী, গোয়ালনী। গয়লা+আনী (বাং)। বি ; স্ত্রী।

গয়াতীর্থ, -ধাম (-ধামন্)—ফল্গুনদীতীরস্থ গয়ানগরী (বিহারপ্রদেশে)। গয়াই তীর্থ, ধাম, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। [বি।

গয়ার, গয়ের—কণ্ঠগত শ্লেষ্মা। প্রাদে।

গয়ালি, -লী—গয়াতীর্থের পুরোহিত। গয়া+আলি, আলী (<ওয়ালা)। বি।

গয়াসুর—গয়নামক দানব। গয়নামক অসুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গয়েশ্বরী—১। গয়ার পীঠশক্তি। গয়ার ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। গয়ায় প্রস্তুত (থালা প্রভৃতি)। বাং প্র। বিণ।

গর—১। বিষ ; উপবিষ ; রোগ। গৄ+অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং। ২। (অন্য শব্দের পূর্ব্বস্থিত হইলে) নিষেধার্থক শব্দ (গর-রাজি)। আর্বী 'গয়র্'-শব্দজ। অব্য। [বাংলায় ইহাদ্বারা নঞ্‌তৎপুরুষ বা অভাবার্থে অব্যয়ীভাব সমাস করা হয়]।

গরকবুল—অস্বীকার, অসম্মতি। গর (নয়) কবুল (স্বীকার), নঞ্‌তৎ। আর্বী। বি।

গরকায়েম, গরকায়েমী—অচিরস্থায়ী, অপাকা ; কাঁচা ; অমজবুত। গর (নয়) কায়েম, কায়েমী (স্থায়ী), নঞ্‌তৎ। আর্বী। বিণ।

গরগর—১। ব্যাকুল, অস্থির ; উল্লাসিত ; পরিপূর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। গজগজ, অস্পষ্টস্বরে বিরক্তিপ্রকাশ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

গরজ—স্বার্থ, নিজ প্রয়োজন ; দায় ; যত্ন, প্রয়াস। আর্বী। বি। [ক্রি।

গরজন্তি—গর্জ্জন করিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র।

গরজা, গরজান—গর্জ্জন করা। 'গর্জ্জ্'-ধাতুজ। প্রাঃ কবিপ্র। বাং ক্রি।

গরজানি, গর্জ্জানি—গর্জ্জন। 'গর্জ্জন'-শব্দজ। বি। [অভাব, অব্যয়ী। বি।

গরজারি—জারি না হওয়া। জারির

গরজী, গরুজে—স্বার্থপর, নিজ প্রয়োজন সাধনে তৎপর ; আগ্রহযুক্ত। গরজ+ঈ, এ আছে অর্থে। বিণ।

গরদ—১। আততায়িবিশেষ, যে বিষ খাওয়ায় এমন ; ব্যাধিজনক। উপতৎ ; গর—দা+ক কর্তৃবা। বিণ। ২। একপ্রকার রেশমী কাপড়। বাং প্র। বি।

গরদা—ময়লা, ধুলা বালি ; খারাপ ('—মাল')। ফার্সী। বি বা বিণ।

গরব—অহঙ্কার, দেমাক ; গৌরব। 'গর্ব্ব'-শব্দজ। বি। [বি বা বিণ।

গরবিত—মান্যব্যক্তি, গর্ব্বিত। প্রাঃ কবিপ্র।

গরবিনী—গর্ব্বিতা, অহঙ্কৃতা ; গৌরবযুক্তা ; আদৃতা। 'গর্ব্বিণী'-শব্দজ। বিণ ; স্ত্রী।

গরবিলি—বিলি না হওয়া ; ঠিক লোকের কাছে বিলি না হওয়া। বিলির অভাব, অব্যয়ী। আর্বী। বি।

গরবী—গর্ব্বিত, দেমাকী ("হরি বড় গরবী গোপীমাঝে বসই"—বিদ্যাপতি)। 'গর্ব্বী'-শব্দের কবিপ্র। বিণ। স্ত্রী, –বিনী।

গরভ—গর্ভ শব্দের স্বরভক্তি। বাং প্র। বি।

গরম—১। উষ্ণ, তপ্ত ; ক্রুদ্ধ, কুপিত ; গর্ব্বিত, উদ্ধত ; উত্তেজক। বিণ। ২। উষ্ণতা, তাপ ; ক্রোধ ; গ্রীষ্ম ; বিকার ; মূল্যবৃদ্ধি। সংস্কৃত 'ঘর্ম্ম' বা ফার্সী 'গর্ম্'-শব্দজ। বি। **গরম কথা**—ক্রোধোক্তি, কড়া কথা। **গরম কাপড়**—শীতবস্ত্র। **গরম কাল**—গ্রীষ্মকাল। **গরমের ছুটি**—গ্রীষ্মের অবকাশ (বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের)। **গরম খবর**—টাটকা খবর। **গরম গরম**—গরম থাকিতে থাকিতে ; উদ্ধত ও ক্রোধপূর্ণ ; উত্তেজনাপূর্ণ ('—বক্তৃতা')। **গরম**

মেজাজ—উগ্র বা কোপন প্রকৃতি। **টাকার গরম**—ধনগর্ব্ব। **নরম গরম**—'নরম' দ্রঃ। **পচা গরম**—যে গ্রীষ্মে অতিশয় ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হয় তাহা; তীব্র গরম। **বাজার গরম**—দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি। জিনিসপত্রের চড়া দাম। **বাজার গরম করা**—অত্যন্ত কৌতূহল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা। **মাথা গরম করা**—ক্রুদ্ধ হওয়া।

গরম-পোষ—একপ্রকার গরম টুপি, কানঢাকা গরম কাপড়ের টুপি। ফার্সী। বি।

গরম-মশলা—এলাচ - লবঙ্গ - দারুচিনি। গরমকারী মশলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

গরমাই—১। গরম, উত্তাপ; গ্রীষ্ম। 'গরম'-শব্দজ। ২। উপদংশরোগ। ফার্সীমূলক। বি।

গরমান—গরম হওয়া; ক্রুদ্ধ হওয়া; অহঙ্কৃত হওয়া। বাং ক্রি।

গরমি—গ্রীষ্ম; গরম, উত্তাপ; উদ্ধত-ভাব; ক্রোধ; উপদংশরোগ (syphilis). ফার্সী। বি। **সর্দ্দি গরমি**—অত্যধিক উত্তাপ ভোগহেতু রোগবিশেষ (sun-stroke).

গরমিল—মিলের অভাব, অনৈক্য, অমিল। মিলের অভাব, অব্যয়ী। আর্বী। বি।

গররাজি, -রাজী—অস্বীকৃত, অসম্মত, অনিচ্ছুক। গর (নয়) রাজি, রাজী, নঞ্‌তৎ। আর্বী। বিণ।

গরল—বিষ; সর্পের বিষ; ঘাসের মূল; পরিমাণবিশেষ। গৃ+অলচ্‌ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

গরলায়েক—অনুপযুক্ত, অকর্ম্মণ্য। গর (নয়) লায়েক, নঞ্‌তৎ। আর্বী। বিণ।

গরলারি—বিষহর; মরকতমণি। গরলের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গরহাজির—অনুপস্থিত (বিশেষতঃ মামলায়)। গর (নয়) হাজির, নঞ্‌তৎ। আর্বী। বি।

গরহামরাই—কাহারও উপর তত্ত্বাবধানের ভার না দিয়া। বৈদেশিক। ক্রি-বিণ।

গরা—খুঁটির বেড়া। বাং প্র। বি।

গরাণ, গরান—একপ্রকার বন্য বৃক্ষ; বন্যবৃক্ষবিশেষের কাঠ। বাং প্র। বি।

গরাদে—খুঁটা; জানালার মধ্যস্থিত লৌহাদি দণ্ড। পোর্তুগীজ 'গ্রাডে' (grade)-শব্দজ। বি।

গরাস—কবল, যে-পরিমাণ খাদ্য একবারে মুখে দেওয়া যায় তাহা। কবিপ্র। 'গ্রাস'-শব্দজ। বি।

গরাসল—গ্রাস করিল, আবৃত করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গরাসা—গ্রাস করা, খাইয়া ফেলা; আয়ত্ত করা। কবিপ্র। ক্রি।

গরিব, গরীব—নির্ধন, দরিদ্র; নিরুপায়; নিরাশ্রয়। আর্বী। বিণ।

গরিবানা, গরীবানা—১। গরীবের মত ভাব, দৈন্য, দারিদ্র্য। গরিব, গরীব+আনা ভাবে। বি। ২। গরীবের মত, দীনদুঃখীর ন্যায়। গরিব, গরীব+আনা যোগ্যার্থে। বিণ।

গরিবী—গরীবের মত, দরিদ্রোচিত। গরিব +ঈ যোগ্যার্থে। বিণ।

গরিবখানা, গরীবখানা—গরীবের ঘর (বিনয় করিয়া বলা হয়)। ৬ষ্ঠীতৎ। (আর্বী) গরীব+(ফার্সী) খানা। বি।

গরিমা (গরিমন্)—১। গৌরব, মাহাত্ম্য; ভার, গুরুত্ব; গর্ব্ব, অহঙ্কার, আত্মশ্লাঘা। গুরু+ইমন্ ভাবে। বি; পুং। ২। অহঙ্কার, গর্ব্ব। বাং প্র। বি।

গরিলা—বৃহদাকার বানরবিশেষ (gorilla); গুপ্তযোদ্ধা (guerilla). বি।

গরিষ্ঠ—অতিশয় মর্য্যাদাপন্ন; গুরুতম, সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্বপ্রধান: অর্থবান্; অতি মহৎ; অতি গৌরবান্বিত; সবচেয়ে বেশি। গুরু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ। **গরিষ্ঠ উষ্ণতা**—সর্ব্বোচ্চ তাপ (maximum temperature). **গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক** (গণিত)—গ. সা. গু., যে গরিষ্ঠ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে কয়েকটি রাশি মিলিয়া যায়।

গরীব—'গরিব' দ্রঃ।

গরীবানা—'গরিবানা' দ্রঃ।

গরীয়সী—অপেক্ষাকৃত গুরু; অতি মাননীয়া, গৌরবান্বিতা; অতি মহতী। গুরু+ঈয়সু অতিশয়ার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—গরীয়ান্।

গরীয়ান্ (গরীয়স্)—গুরুতর, মহত্তর, বৃহত্তর; পূজ্যতর; অতি গৌরবান্বিত, অতি-মহান্। গুরু+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়সী।

গরু, গোরু—১। গো, গোজাতি, বলদ; গাভী। 'গোরূপ'-শব্দজ। বি। ২। (বিদ্রূপার্থে বা তিরস্কারার্থে) মূর্খ ("শোন রে বেটা গরু"—কৃত্তিবাস)। বাং প্র। বিণ।

গরুঅ—গুরু, ভারবিশিষ্ট। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

গরুজে—গরজী, অত্যন্ত স্বার্থপর। গরজ+এ (<ইয়া) আছে অর্থে। বিণ।

গরুড়—১। পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন [চরিতাবলী দ্রঃ]; সৈন্যের ব্যূহবিশেষ; গরুড়সদৃশ বলবান্ ব্যক্তি ("পড়েছিল যথা হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড় ঘটোৎকচ।"—মাইকেল)। গরুৎ (পাখা)—ডী (উড়া) +ড কর্তৃবা (ত-এর লোপ)। বি; পুং।

গরুড়ধ্বজ—বিষ্ণু, নারায়ণ। গরুড় ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

গরুড়বাহন—১। বিষ্ণু, নারায়ণ। গরুড় বাহন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। বিষ্ণু-বাহন গরুড়। গরুড়ই বাহন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গরুড়াগ্রজ—অরুণ, সূর্য্য-সারথি। গরুড়ের অগ্রজ (জ্যেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গরুৎ—পক্ষ, পাখা; পালক। গৃ বা গৄ+উৎ কর্তৃবা। বি; পুং।

গরুত্মতী—১। পক্ষবিশিষ্টা; পাল খাটানো (নৌকাদি)। বিণ; স্ত্রী। ২। পক্ষিণী। গরুত্মৎ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গরুত্মান্ (গরুত্মৎ)—১। গরুড়; পক্ষী। বি; পুং। ২। পক্ষযুক্ত। গরুৎ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ; পুং।

গর্গ—জ্যোতির্ব্বিদ্ মুনিবিশেষ; তালবিশেষ। গৃ+গন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

গর্গরি—কলস, গাগরী; মন্থনী, দধিমন্থন-পাত্র; টেংরাজাতীয় মৎস্যবিশেষ, গাগরমাছ; তরুণ পশু; ঘূর্ণিজল, জলাবর্ত্ত (whirlpool). উপতৎ; গর্গ (অব্যক্ত শব্দ)—রা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

গর্গরী—গাগরী, কলস; দধিমন্থনপাত্র। গর্গর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গর্জ্জ(র্জ), **গর্জ্জা(র্জা)**—গর্জ্জন; মেঘ হস্তী সিংহ প্রভৃতির শব্দ; উচ্চৈঃস্বরে অহমিকাপ্রকাশ; ভর্ৎসন, তিরস্কার। গর্জ্জ্ +ঘঞ্, (পক্ষে) অ ভাববা+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

গর্জ্জ(র্জ)ক—যে গর্জ্জন করে, গর্জ্জনকারী। গর্জ্জ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গর্জ্জিকা।

গর্জ্জ(র্জ)ন—নাদ, উচ্চ শব্দ; উদ্ধত শব্দ; মেঘের শব্দ; কোন জন্তু কুপিত হইয়া যে শব্দ করে তাহা, সিংহ হস্তী ও সর্পাদির শব্দ। গর্জ্জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—গর্জ্জমান।

গর্জ্জ(র্জ)নতৈল—ঘাসতেল (ইহাতে বার্ণিশ হয়); বৃক্ষবিশেষের তরল নির্য্যাস। বি।

গর্জ্জ(র্জ)মান—যে গর্জ্জন করিতেছে এরূপ। গর্জ্জ্+চানশ্ কর্তৃবা। বিণ।

গর্জ্জ(র্জ)র—মূলবিশেষ, গাজর। উপতৎ; গর (ভক্ষণকারী)—জৄ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

গর্জ্জা(র্জা)—গর্জ্জন করা। কবিপ্র। ক্রি।

গর্জ্জা(র্জা)ন, গরজান—গর্জ্জন করা। কবিপ্র। ক্রি। [বি; ক্লীব।

গর্জ্জি(র্জি)ত—গর্জ্জন। গর্জ্জ্+ক্ত ভাববা।

গর্ত্ত(র্ত)—রন্ধ্র, ছিদ্র, গহ্বর। গৄ+তন্ কর্তৃবা। বি; পুং। [+আপ্। বি; স্ত্রী।

গর্ত্তা(র্তা)—নদী অপেক্ষা ক্ষুদ্র খাত। গর্ত্ত

গর্ত্তি(র্তি)কা—তন্তশালা, তাঁতঘর। গর্ত্ত +ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গর্দা—'গরদা' দ্রঃ।

গর্দান—মস্তক, শির, মাথা; ঘাড়। ফার্সী। বি।

গর্দানি—গলাধাক্কা, ঘাড়ধাক্কা। ফার্সী। বি।

গর্দ্দ(র্দ)ভ—১। গাধা, রাসভ। গর্দ্দ্+অভচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। শ্বেতকুমুদ; বিড়ঙ্গ। বি; ক্লীব।

গর্দ্দ(র্দ)ভী—রাসভী, মাদী গাধা। গোময়-কীট, গোবরপোকা; শ্বেতকণ্টকারী; অপরাজিতা। গর্দ্দভ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গর্ব্ব(র্ব)—অহঙ্কার, দেমাক। গর্ব্ব্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—গর্ব্বিত, গর্ব্বী।

গর্ব্বি(র্বি)ত—১। অহঙ্কৃত; উদ্ধত। গর্ব্ব+ইতচ্ যুক্তার্থে। ২। সম্মানভাজন ("জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র সে হয় গর্ব্বিত"—কৃত্তিবাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

গর্ব্বী (গর্ব্বিন্), **গর্বী**—অহঙ্কারী, দেমাকী। গর্ব্ব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—গর্ব্বিণী।

গর্ব্বো(র্বো)দ্ধত—অহঙ্কারে উন্মত্ত, অত্যন্ত অহঙ্কারী। গর্ব্ব দ্বারা উদ্ধত, ৩য়াতৎ। বিণ।

গর্ভ(র্ত্ত)—১। জরায়ুগত শুক্র-শোণিতময় পিণ্ড, ভ্রূণ, জঠরস্থ শিশু; অগ্নি। গৃ+ভন্ কর্তৃবা বা কর্ম্মবা। ২। কুক্ষি, উদর, পেট; অভ্যন্তর; নদীর অভ্যন্তরভাগ; ভাদ্রকৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে নদীর যে পর্য্যন্ত জল উঠে সেই পর্য্যন্ত স্থান। গৃ+ভন্ অধিবা। বি; পুং। ৩। পনসকণ্টক; অন্ন; পুত্র; (নাট্যশাস্ত্র) সন্ধিবিশেষ। গৃ+ভন্ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—গর্ভিত।

গর্ভ(র্ত্ত)ক—১। খোঁপার ফুল, কেশভূষণ-পুষ্প। গর্ভ+কন্ তুল্যার্থে। বি; পুং; ২। দুই রাত্রি সমেত এক দিন। উপতৎ; গর্ভ—কৈ+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)কেশর—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পুষ্প-কেশরের মধ্যে যে সূত্রগাছি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল তাহা, ফলসঞ্চারক পুষ্পযোনি, পুংকেশর (pistil). [উহার শিরোভাগে আঠার ন্যায় একপ্রকার দ্রব পদার্থ এবং নীচে বীজকোষ থাকে]। গর্ভস্থ কেশর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)কোষ—(শারীরবিদ্যা) গর্ভাশয়; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পুষ্পের বীজবিশেষ (ovary). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)গৃহ—১। ভিতরের ঘর। গর্ভসদৃশ গৃহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। গর্ভাগার, সূতিকাঘর, ("সাগর-ভবন বিকিয়ে গেল মহত্ত্বেরই গর্ভগৃহ"—কুমুদ মল্লিক)। গর্ভের গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)ঘাতিনী—১। লাঙ্গলিকাবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। যে গর্ভ নষ্ট করে এমন। উপতৎ; গর্ভ—হন্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গর্ভ(র্ত্ত)চ্যুত—গর্ভ হইতে পতিত, গর্ভ হইতে নির্গত। গর্ভ হইতে চ্যুত, ৫মীতৎ। বিণ।

গর্ভ(র্ত্ত)জ—গর্ভে উৎপন্ন, গর্ভজাত। উপতৎ; গর্ভ—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

গর্ভ(র্ত্ত)গু—নাভির গোঁড়। গর্ভস্থ অণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা (নিপাতনে সন্ধি)। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)তন্তু—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) গর্ভকেশরের উপরিস্থিত সূত্রাকার সূক্ষ্ম অংশ। গর্ভা-চ্ছাদক তন্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)দ—পুত্রজীববৃক্ষ। উপতৎ; গর্ভ—দা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)দণ্ড—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) গর্ভকেশরের মধ্যস্থল, গর্ভকোষ ও গর্ভমুণ্ডের মধ্যবর্তী অংশ (style). গর্ভের দণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)দাত্রী—পুত্রজীববৃক্ষ। গর্ভের দাত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গর্ভ(র্ত্ত)দাস—আজন্ম দাস, চিরসেবক; ক্রীতদাসীর পুত্র। গর্ভাবধিক দাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)দোহদ—গর্ভাভিলাষ, গর্ভ হইলে যাহা খাইতে ইচ্ছা হয় তাহা; সাধ। গর্ভ-কালীন দোহদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)ধারণ—গর্ভে সন্তানধারণ, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)ধারিণী—যিনি গর্ভে ধরেন, মাতা। উপতৎ; গর্ভ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

গর্ভ(র্ত্ত)নাড়ী—সদ্যোজাত শিশুর নাভি-সংলগ্ন নাড়ী। গর্ভলগ্ন নাড়ী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [৫মীতৎ। বিণ।

গর্ভ(র্ত্ত)নিঃসৃত—গর্ভচ্যুত, গর্ভবহির্গত।

গর্ভ(র্ত্ত)পত্র—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) গর্ভকেশরের অংশবিশেষ (carpal). গর্ভের পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)পরিস্রব—(শারীরবিদ্যা) সন্তান প্রসূত হইলে তাহার সহিত যে ফুল নিঃসৃত হয় তাহা, অমরা (placenta). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)পাত—গর্ভনষ্ট হওয়া, কোন কারণে অকালে গর্ভ হইতে মৃতসন্তাননির্গম, গর্ভস্রাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)পাতক, -পাতী (-তিন্)—১। যে ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা গর্ভপাত ঘটায় এরূপ, ভ্রূণঘাতী। বিণ। স্ত্রী, –তিকা, –তিনী। ২। রক্তশোভাঞ্জন বৃক্ষ, লাল সজিনা গাছ গর্ভ—পত্+ণিচ্+ণক, ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)পাতন—ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা গর্ভপাত সম্পাদন, ভ্রূণহত্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)পোষণ—সযত্নে গর্ভ পালন করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)বতী—গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা, যাহার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে এমন (স্ত্রী)। গর্ভ+মতুপ্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গর্ভ(র্ত্ত)বাস—১। কুক্ষিরূপ স্থান। কর্ম্মধা। ২। গর্ভে অবস্থিতি। গর্ভে বাস, ৭মীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)ব্যূহ—গর্ভবৎ গূঢ় সৈন্যনিবেশ। গর্ভসদৃশ ব্যূহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)মাস—গর্ভারম্ভ মাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)মুণ্ড—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) গর্ভকেশরের চূড়া (stigma). গর্ভের মুণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)মোচন—প্রসব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

গর্ভ(র্ত্ত)যন্ত্রণা—গর্ভধারণজনিত বেদনা, গর্ভাবস্থার ক্লেশ; গর্ভে অবস্থানকালীন জীবের কষ্ট; তাহার ন্যায় কষ্টকর অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)লক্ষণ—গর্ভসূচক চিহ্ন। গর্ভের লক্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)শয্যা—গর্ভাশয়, জরায়ু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গর্ভ(র্ত্ত)সংক্রমণ—দেহান্তরপ্রাপ্তির জন্য জীবের গর্ভপ্রবেশ। গর্ভে সংক্রমণ, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

গর্ভ(র্ত্ত)সঞ্চার—গর্ভ হওয়া, গর্ভোৎপত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)সময়—গর্ভধারণের সময় (প্রায় দশ মাস)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ত্ত)স্থ—জঠরস্থিত, যে গর্ভে আছে এমন; অভ্যন্তরে স্থিত, মধ্যস্থিত (ভূগর্ভস্থ)। উপতৎ; গর্ভ—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

গর্ভ(র্ত্ত)স্রাব—১। গর্ভপাত; অকালে গর্ভস্থ ভ্রূণ বাহির হওয়া, গর্ভ নষ্ট হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। নিতান্ত অকর্ম্মণ্য (গালিবিশেষ)। বাং প্র। বিণ।

গর্ভ(র্ত্ত)স্রাবাশৌচ—গর্ভস্রাবজন্য প্রসূতি প্রভৃতির দেহের অপবিত্রতা [গর্ভস্রাবের সময় অষ্টম মাস পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে ছয় মাস পর্য্যন্ত মাস সমসংখ্যক দিন গর্ভিণীর অশৌচ হয়; কিন্তু দৈবকার্য্যে দ্বিতীয় মাস হইতে ঐ অশৌচ ব্রাহ্মণীর ১ দিন, বৈশ্যার ৩ দিন ও শূদ্রার ৬ দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। লৌকিক কর্ম্ম মাসের সমসংখ্যক দিনের পর করিতে পারা যায়। সপ্তম ও অষ্টম মাসে গর্ভস্রাব হইলে গর্ভিণীর পূর্ণাশৌচ হয় এবং সপিণ্ডগণের একদিন অশৌচ হয়]। গর্ভস্রাবজনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গর্ভা(র্ত্তা)গার—১। সূতিকাগৃহ; অন্তর্গৃহ। গর্ভের ন্যায় আগার, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। গর্ভস্থান, জঠর, কুক্ষি। গর্ভই আগার, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গর্ভা(র্ভা)ঙ্ক—(নাট্যশাস্ত্র) নাটকের অঙ্কের অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঙ্ক। গর্ভগত অঙ্ক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গর্ভা(র্ভা)ধান—সংস্কারবিশেষ, নিষেক ক্রিয়া, স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহ [পত্নীর প্রথম ঋতুকাল উপস্থিত হইলে ষোড়শদিনমধ্যে স্বামী নিয়মিত দিনে সায়ং সময়ে পবিত্র ভাবে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া যথাবিধানে বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক গর্ভাধানার্থ ভার্য্যাকে গ্রহণ করিবে] ; সন্তানোৎপাদন ; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) বীজাদির সফলতা আপাদন (fertilisation). গর্ভের, গর্ভের আধান (স্থাপন, উৎপাদন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গর্ভা(র্ভা)শয়—(শারীরবিদ্যা) গর্ভের আধার, যে স্থানে শুক্রশোণিত সমবেত হইয়া সন্তানরূপে পরিণত হয় তাহা, জরায়ু (ovary). গর্ভের (ভ্রূণের) আশয় (শয়নীয় স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গর্ভা(র্ভা)ষ্টম—গর্ভসঞ্চারকাল হইতে অষ্টম (মাস বা বৎসর)। গর্ভাবধিক অষ্টম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী,—মী।

গর্ভি(র্ভি)ণী—গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভ (ভ্রূণ)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গর্ভি(র্ভি)ত—অন্তর্গত। গর্ভ+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

গর্ভো(র্ভো)ৎস—(ভূ-তত্ত্ব) যে ফোয়ারার জলধারা ভূগর্ভের বহু নিম্ন হইতে নির্গত হয় তাহা (deep-seated spring). গর্ভ সদৃশ উৎস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গর্ভো(র্ভো)পঘাত—গর্ভ নষ্ট হওয়া ; মেঘের জলোৎপাদনশক্তির নাশ। গর্ভের উপঘাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গর্ভো(র্ভো)পঘাতিনী—অসময়ে বৃষের সহিত সঙ্গম ইত্যাদি কারণে যে গাভীর গর্ভপাত হয়। উপতৎ ; গর্ভ—উপ—হন্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

গর্‌রা—কোলাহল, গোলমাল ; সমবেত উচ্চশব্দ (হাসির গর্‌রা)। প্রাদে। বি।

গর্হণ, গর্হণা—নিন্দা, তিরস্কার। গর্হ্+অন ভাববা+আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—গর্হণীয়, গর্হিত।

গর্হা—নিন্দা ; তিরস্কার। গর্হ্+অ ভাববা +আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ—গর্হণীয়, গর্হিত।

গর্হিত—অতীব নিন্দিত, দুষ্ট ; নিষিদ্ধ, জঘন্য। গর্হ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

গর্হ্য—নিন্দনীয়, নিন্দার যোগ্য ; অধম। গর্হ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

গল—কণ্ঠ, গলা। গল্+অচ্ করণবা। বি ; পুং।

গলকম্বল—গরুর গললম্বিত মাংস, সাস্না। গলের কম্বল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গলগণ্ড—১। রোগবিশেষ, গলদেশস্থ মাংসপিণ্ড, গরগণ্ডা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। হাড়গিলা পাখী। গলে গণ্ড যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

গলগল—তরল-পদার্থ দ্রুত পাত্র হইতে ঢালিয়া পড়ার অর্থবোধক শব্দ (গল গল করে রক্ত পুঁয পড়া)। বাং প্র। অব্য।

গলগ্রন্থি—গলার বিচি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গলগ্রহ—আপদ্‌স্বরূপ অবাঞ্ছিত ব্যক্তি (বা বস্তু) ; অনিচ্ছায়ও যে লেঠা ও দায় ঘটে ; অনিচ্ছাপূর্ব্বক যাহার ভার লইতে হয় ; যাহার কোন গুণ ও ক্ষমতা নাই—কেবল বসিয়া বসিয়া অন্যের অন্ন ধ্বংস করে এমন, গলার বোঝাস্বরূপ ; মৎস্যকণ্টক ; (জ্যোতিষ) তিথি বিশেষ, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী সপ্তমী অষ্টমী নবমী এবং ত্রয়োদশী প্রভৃতি দিনচতুষ্টয়। গলের গ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গলঘণ্টা—পশুর গলায় বাঁধিবার ঘণ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গলৎ, গলদ্—যাহা গলিয়া পড়িতেছে এমন (গলদ্‌ঘর্ম্ম, গলদশ্রুধারে)। গল্+শতৃ কর্ত্তৃবা। বিণ (সমাসে পূর্ব্বপদে)।

গলত, গলন্তি—গলিত হয় বা হইতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গলতি—১। গলদ, দোষ, ত্রুটী। আর্বী-'গলৎ'-শব্দজ। বি। ২। কমতি ; গরমিল। বাং প্র। বিণ।

গলৎকুষ্ঠ—মহাকুষ্ঠরোগবিশেষ, যাহা হইতে রক্তস্রাব হয় এমন কুষ্ঠ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গলদ—দোষ, ত্রুটি ; অঙ্গহীনতা ; ন্যূনতা, অল্পতা। আর্বী 'গলৎ'-শব্দজ। বি।

গলদশ্রু—যাহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে এরূপ ; যাহা হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে এরূপ ('—লোচনে')। গলৎ অশ্রু যাহার বা যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

গলদশ্রুলোচন—১। যাহা হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে এরূপ চক্ষু। গলদশ্রু লোচন, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। যাহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে এরূপ ('—ব্যক্তি')। গলদশ্রু লোচন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ,—লোচনে।

গলদা—মৎস্যবিশেষ, একপ্রকার মোটা চিংড়ী। বাং প্র। বি।

গলদেশ—কণ্ঠদেশ, গলা। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গলদ্‌ঘর্ম্ম(র্ম)—১। শ্রমহেতু যাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে বা যে শরীর হইতে ঘাম ঝরিতেছে এমন। বিণ। ২। অত্যধিক শ্রম বা ক্লান্তি। গলৎ ঘর্ম্ম যাহার বা যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

গলদ্‌ঘর্ম্ম(র্ম)কলেবর—যাহার শরীর হইতে প্রচুর ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে এমন। গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গলন—গলিয়া যাওয়া ; তরল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ; (পদার্থবিদ্যা) গলিয়া পড়া, তাপপ্রভাবে তরল হওন (fusion). গল্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

গলনাঙ্ক(৲ক)—(পদার্থবিদ্যা) তাপমানযন্ত্রের যেস্থানে পারদ উঠিলে (অর্থাৎ যতটা তাপে) কোন কঠিন পদার্থ গলিতে আরম্ভ করে তাহা, যতটা গরম হইলে কোন দ্রব্য গলে সেই সীমা (melting-point). গলনের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গলনালী—(শারীরবিদ্যা) কণ্ঠনালী (gullet). গলের নালী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গলন্তিকা—গাড়ু, ঝারী ; গ্রীষ্মে দেবাদিকে প্রদেয় জলধারা। গল্+শতৃ কর্ত্তৃবা+ঈপ্+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গলবস্ত্র—অনুরোধ বা বিনয় প্রকাশ করিবার জন্য যে গলায় কাপড় জড়াইয়াছে এমন। গলে বস্ত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গলবিল—(শারীরবিদ্যা) শ্বাসনালী ও খাদ্যনালীর মিলনস্থান (pharynx). গলের বিল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গলয়ে—গলিয়া পড়িতেছে, ঝরিয়া পড়িতেছে ("চামরে গলয়ে জনু মোতিম ধারা"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গলরজ্জু—গলার দড়ি ; গলবন্ধনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গলরন্ধ্র—গলার ছিদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গলরসগ্রন্থি—(শারীরবিদ্যা) নাসিকার পশ্চাতে স্থিত গ্রন্থিবিশেষ (adenoids). গলরসের গ্রন্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গললগ্নীকৃত—কণ্ঠসংলগ্ন, যাহা গলায় দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।

গললগ্নীকৃতবাস, -বাসা(ঃ)—যে আপন গলায় কাপড় বেষ্টন করিয়া দিয়াছে এরূপ, (বিনয় প্রকাশের জন্য) গলবেষ্টিতবস্ত্র। গললগ্নীকৃত বাস (বাসঃ) যাহার, বহুব্রী (ব্যাকরণমতে,—বাসাঃ)। বিণ। ক্রি-বিণ, —বাসে।

গলশুণ্ডিকা—(শারীরবিদ্যা) আলজিভ, লম্বিকা (tonsil). গলের শুণ্ডিকা (শুণ্ডবৎ পদার্থ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গলস্তন—ছাগীর গলায় যে দুইটি নিরর্থক স্তন সদৃশ বোঁটা থাকে তাহা। গলস্থিত স্তন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গলস্তনী, গলেস্তনী—ছাগী, অজা। গলে স্তন যাহার, বহুব্রী (বিকল্পে ৭মীর অলুক্) +ঈপ্ (স্ত্রী)। বি ; স্ত্রী।

গলহস্ত—অবমাননাপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য গলায় হাত দেওয়া, অর্দ্ধচন্দ্র, গলাধাক্কা ; তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠবিস্তার। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

গলা—১। গলদেশ, কণ্ঠ ; কণ্ঠস্বর। 'গল'-শব্দজ। বি। **গলা কাটা**—মুণ্ড ছিন্ন করা ; (তাহা হইতে) গুরুতররূপে ঠকান। **গলা**

খুসখুস্ করা—অল্প অল্প কাশির ফলে গলার মধ্যে একপ্রকার অনুভূতি হওয়া। **গলা খেকারি দেওয়া**—(নিজের আগমন জানাইবার জন্য) গলার শব্দ করা। **গলা চাপা**—কণ্ঠস্বর নিম্ন করা; শ্বাসরোধ করা। **গলা ছাড়া**—কণ্ঠস্বর উচ্চ করা, উঁচু গলায় কথা বলা বা গান করা। **গলা টিপিলে দুধ বাহির হওয়া**—(তুচ্ছার্থে) কোন বিশেষ কাজের পক্ষে বা কিছুর তুলনায় অল্পবয়স্ক হওয়া। **গলা ধরা, গলা বসা, গলা ভাঙা**—কণ্ঠস্বর বিকৃত হওয়া, গলার আওয়াজ খারাপ হওয়া। **গলায় গলায়**—আকণ্ঠ; অত্যধিক ('খাতির'); অতি ঘনিষ্ঠ ('দুজনে একেবারে—')। **গলায় দড়ি**—ধিক্কারসূচক উক্তি; উদ্বন্ধন। **গলায় পড়া**—গলগ্রহ হওয়া। **ভাল গলা**—(সঙ্গীতে) মধুর কণ্ঠস্বর। ২। অতিসিদ্ধ; গলিত, দ্রবীভূত; পচা; গর্ত্তের মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট। গল্+আ (বাং) কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। দ্রবীভূত হওয়া, তরল হওয়া; ক্ষরিত হওয়া; চুয়াইয়া পড়া; ফাঁক দিয়া বাহিরে বা ভিতরে যাওয়া; নরম হইয়া যাওয়া; ফাটিয়া যাওয়া ('ফোঁড়া—'); অতিশয় সিদ্ধ হওয়া; প্রসন্ন বা অনুকূল হওয়া (মনটা গলে গেল)। 'গল্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

গলাকাটা—১। কবন্ধ। গলা কাটা যাহার, বহুব্রী। ২। যে গলা কাটে এরূপ; প্রবঞ্চক; অত্যধিক ('—দর')। গলা কাটে যে, উপতৎ (বাং)। বিণ।

গলা-গলা—১। গলা পর্য্যন্ত, কণ্ঠ পর্য্যন্ত, আকণ্ঠ; কানায় কানায়, প্রায় পরিপূর্ণ। 'গলা'-শব্দজ। ২। গলিতপ্রায়; যাহা অতিসিদ্ধ হইয়া প্রায় গলিয়া গিয়াছে এরূপ; অত্যন্ত নরম। 'গল'-ধাতুজ। বাং প্র। বিণ।

গলাগলি—১। পরস্পরের গলা ধরিয়া, পরস্পরের কণ্ঠধারণপূর্ব্বক। ব্যতীহার বহুব্রী। ক্রি-বিণ। ২। পরস্পরের গলা ধরা। বি। ৩। অতি ঘনিষ্ঠ, অতি প্রগাঢ়, পরস্পরের কণ্ঠধারণের উপযুক্ত ('—ভাব')। বাং প্র। বিণ।

গলাধঃকরণ—কণ্ঠনালীর নীচে নেওয়া, উদরস্থ করণ, খাওয়া; কোনোমতে গিলিয়া ফেলা। গলের অধঃ, ৬ষ্ঠীতৎ; গলাধঃ—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

গলাধাক্কা—ঘাড়ধাক্কা, অর্দ্ধচন্দ্র। গলায় ধাক্কা, ৭মীতৎ। বি।

গলান—ক্ষরিত করা, চোয়ান; দ্রবীভূত করা, তরল করা; গর্ত্তের মধ্য দিয়া প্রবেশ করান; পচান; নরম করা; ফাটান (ফোঁড়া গলান)। বাং ক্রি।

গলানী—গবাদি পশুর গলবন্ধন-রজ্জু। বাং প্র। বি।

গলাবন্দ, -বন্ধ—গলদেশে জড়াইবার নিমিত্ত পশমী কাপড় (necktie). ফার্সী 'গুলুবন্দ্'-শব্দজ। বি।

গলাবন্ধ—কণ্ঠস্বরের বদ্ধতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গলাবাজি—উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দেওয়া; চীৎকার। গলাবাজ+ই কর্ম্মার্থে। বি।

গলাসি, গলাসী—গবাদির গলবন্ধনরজ্জু। 'গলরসি'-শব্দজ। বি।

গলি, গলী—অল্পপরিসর পথ, ক্ষুদ্রপথ; অবকাশ; ত্রুটি। হিন্দী। বি।

গলিঘুঁজি—অন্ধিসন্ধি, ছোট রাস্তা এবং তাহার বাঁকচোর; ফাঁক; ত্রুটী। বাং প্র। বি।

গলিজ—১। অপরিষ্কার, অমার্জ্জিত, মলিন। বিণ। ২। ময়লা, আবর্জ্জনা। আর্বী। বি।

গলিত—স্রুত, ক্ষরিত; দ্রবীভূত; পতিত, স্খলিত; জীর্ণ, শীর্ণ; নষ্ট, লুপ্ত; শিথিল; যাহা হইতে রস ঝরিতেছে এমন ('—কুষ্ঠ')। গল্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—গলন।

গলিতকুষ্ঠ—যে কুষ্ঠ হইতে সর্ব্বদা পূয রক্ত ঝরে। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গলুই—নৌকার অগ্র বা পশ্চাৎ ভাগ; অঙ্গুলিদ্বয়ের অবকাশ, দুই আঙুলের ফাঁক। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।

গলদা—একপ্রকার দাঁড়াওয়ালা বড় চিংড়ি।

গল্প—উপন্যাস, উপকথা; কথোপকথন, আলাপ। ভাষণার্থ 'জল্প'-ধাতুজ। বি।

গল্পগুজব, -সল্প—অপ্রয়োজনীয় কথোপকথন, বাজে কথাবার্ত্তা। বাং প্র। বি।

গল্পপ্রিয়—যে গল্প করিতে বা শুনিতে ভালবাসে এরূপ। গল্প প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গল্পিয়া, গল্পে—গল্পপ্রিয়; গল্পরচনাপটু; যে বাজে কথা বলে। গল্প+ইয়া, (<) এ আসক্ত বা পটু অর্থে। বিণ।

গল্‌ভ—গর্ব্বকারী; উদ্ধত, ধৃষ্ট। গল্ভ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

গল্ল—গণ্ড, গাল (>গাল)। গল্+ল কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

গল্লা—আঁটি, গুচ্ছ; গলদা চিংড়ী, মোচা চিংড়ী। বাং প্র। বি। [ক্রি।

গল্লান—আঁটি বাঁধা, গুচ্ছ করা। বাং

গসগস্—কোপের লক্ষণ প্রকাশ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

গ-সা-গু—(গণিত) গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (তাহা দ্রঃ) (Highest Common Factor—H. C. F.).বি।

গস্ত—পর্য্যটন; ব্যবসায়ের জন্য মাল খরিদ করা। ফার্সী 'গশ্ৎ'-শব্দজ। বি।

গস্তদার, গস্তিদার—গস্তকারী, বাজারে ঘুরিয়া যে ব্যবসায়ের মাল খরিদ করে। ফার্সী 'গশ্ৎ-দার'-শব্দজ। বি।

গস্তানী—যে স্ত্রী স্বেচ্ছানুসারে পরপুরুষ-সঙ্গ করে, বেশ্যা। (ফার্সী) 'গস্তান'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

গহ—ঘর, বাটী। 'গৃহ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গহন—১। দুর্গম, দুষ্প্রবেশ; দুরূহ; দুর্ব্বোধ। গাহ্+অন (যুচ্) কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। অরণ্য, বন। গাহ্+অন কর্ম্মবা। ৩। যাতনা, দুঃখ; গহ্বর। গাহ্+অনট্ অধিবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

গহনা—গয়না (তাহা দ্রঃ)। **গহনার নৌকা**—'গয়না নৌকা' দ্রঃ।

গহীন—গভীর; দুষ্প্রবেশ ("তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুব্যা মরি"—মহুয়া)। 'গভীর' বা 'গহন'-শব্দজ। বিণ।

গহীর—গভীর; দুষ্প্রবেশ। 'গভীর'-শব্দজ। বিণ। [কবিপ্র। ক্রি।

গহু—গ্রহণ করুক; গ্রহণ করে। প্রাঃ

গহ্বর—১। গর্ত্ত; গিরিগুহা; বন; বিষমস্থান; বহুবিধ অনর্থ, অনেকরকম সঙ্কট। বি; ক্লীব। ২। নিকুঞ্জ, লতাগৃহ। গাহ্+বরচ্ অধিবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

গা—১। গাত্র, দেহ; বস্তুর পৃষ্ঠ; যত্ন; গরজ, ১০টি সুপারির সমষ্টি। বি। **গা এড়া দেওয়া**—উদ্যোগী না হওয়া, গরজ না করা। **গা করা**—মন দেওয়া; গরজ করা, উদ্যোগী হওয়া। **গা কেমন করা**—অসুস্থ বোধ করা; গা বমি বমি করা। **গা খসা**—মৃতপুত্র প্রসব হওয়া, গর্ভস্রাব হওয়া। **গা ঘামান**—উৎসাহী হওয়া; অতি পরিশ্রম করা। **গা জ্বালা করা**—রাগে অস্থির হওয়া; অস্বস্তি বোধ হওয়া। **গা ঝাড়া দেওয়া**—উঠিবার উপক্রম করা; উদ্যম প্রকাশ করা। **গা ঢাকা দেওয়া**—লুকাইয়া থাকা। **গা ঢালা**—হাত পা মেলিয়া শয়ন করা; চেষ্টা ছাড়িয়া দেওয়া। **গা তোলা**—উত্থিত হওয়া। **গা দেওয়া**—মন করা। **গা নাড়া**—পরিশ্রম করা। **গা পাতা**—সহ্য করা। **গা ফুলান**—গর্ব্বিত বোধ করা। **গা লাগান**—মন দেওয়া, উদ্যোগী হওয়া। **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—শরীর কণ্টকিত হওয়া; ভয়ে রোমাঞ্চ হওয়া। **গায়ে ফুঁ দিয়া**—বিনা দায়িত্বে, স্বচ্ছন্দে। **গায়ে মাখা**—গ্রাহ্য করা, মনোযোগ দেওয়া। **গায়ে হলুদ**—গাত্র-হরিদ্রা (তাহা দ্রঃ)। **গায়ে হাত তোলা**—প্রহার করা। **গায়ের চামড়া তোলা**—অতিশয় প্রহার করা; নির্দ্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করা। **গায়ের ঝাল ঝাড়া**—অন্তরের ক্রোধ তিরস্কার, প্রহার ইত্যাদির দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া; আকোচ মিটান। ২। গ্রাম্য সম্বোধন ('হ্যাঁগা')। অব্য। ৩। গান

কর্। বাং ক্রি। ৪। স্বরসপ্তকের তৃতীয় স্বর। 'গান্ধার'-শব্দজ। বি।
গাঅন—গীত, গান। 'গান'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
গাই—১। গরু, গবী। 'গবী'-শব্দজ। বি। ২। গান করি। বাং ক্রি।
গাইয়ে—গায়ক; সুগায়ক। গা+ইয়ে (<ইয়া)। কর্তৃবা। বি বা বিণ।
গাউন—উকীল প্রভৃতির চোগা; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের বিশিষ্ট বহির্বাস; মেয়েদের জামা। ইং gown. বি।
গাএন, গায়েন—গায়ক, গাথক। 'গায়ন'-শব্দজ। বি। [তেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
গাওই, গাওত—গান করে; গান করি-
গাওন, গাওনা—গানকরণ। গা+ওন, ওনা ভাববা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
গাওয়া—১। গান করা; কীর্ত্তন করা; প্রচার করা। বাং ক্রি। ২। গব্য, গোদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ('—ঘি')। গাই+ওয়া জাতার্থে। ৩। সাক্ষী। হিন্দী। বি।
গাওয়ান—গান করান। বাং ক্রি। [ক্রি।
গাওয়ে—গান করে, গায়। প্রাঃ কবিপ্র।
গাং, গাঙ—নদী; ভাগীরথী; জলস্রোত, সুদীর্ঘ খাল (মরা গাঙে বাণ ডাকা)। 'গঙ্গা'-শব্দজ। বি।
গাংচিল—পক্ষিবিশেষ, একপ্রকার চিল। গাং-বিহারী চিল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।
গাংদাড়া—মৎস্যবিশেষ, বকঠুঁটো মাছ। বাং প্র। বি।
গাংশালিক—জলের ধারে গর্ত্তে বাসকারী শালিকজাতীয় পাখীবিশেষ। গাং-বাসী শালিক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি। [শব্দজ। বি।
গাঁ—অল্পলোকের বসতি-স্থান, পল্লী। 'গ্রাম'-
গাঁই, গাঞী—রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্ব বাসগ্রাম অনুসারে কৃত শ্রেণীবিশেষ। 'গ্রামীণ'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।
গাঁইট, গাঁট—গিরা; মোট, বস্তা। 'গ্রন্থি'-
গাঁইয়া, গেঁয়ে, গেঁয়ো—গ্রামবাসী, গ্রাম্য; পাড়াগেঁয়ে; অসভ্য; অমার্জ্জিত; বোকা। গাঁ+ইয়া, এ, ও নিবাসার্থে, জাতার্থে। বিণ।
গাঁ-গাঁ, গাঁক্-গাঁক্—অনুকার-শব্দ, ষাঁড় প্রভৃতির ডাক। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।
গাঁজ—জলজ উদ্ভিদ্‌বিশেষ (গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়); গুড় প্রভৃতি পচিয়া যে ফেনা উঠে তাহা; খমির (ferment). বাং প্র। বি।
গাঁজন—মাতিয়া উঠা; দ্রবদ্রব্যের বিকৃতি-করণ; (রসায়নবিদ্যা) পচিয়া ফেনযুক্ত হওয়া (fermentation). 'গর্জ্জন'-শব্দজ। বি। [ময়লা। গাঁজ+লা যুক্তার্থে। বি।
গাঁজলা—ফেনা; উপরি ভাসমান গাদ;
গাঁজা—১। মাদকদ্রব্যবিশেষ, গাঞ্জা। 'গঞ্জা'-শব্দজ। বি। ২। পচিয়া ফেনাইয়া উঠা (ferment); গঞ্জনা দেওয়া, তিরস্কার করা। বাং ক্রি।
গাঁজাখুরি, -খুরী, -খোরী—গাঁজাখোরের যোগ্য; অবিশ্বাস্য; বাজে; অসম্ভব। গাঁজাখোর+ই, ঈ যোগ্যার্থে। বিণ।
গাঁজা-খোর—অত্যন্ত গঞ্জিকাসক্ত, গাঁজার নেশায় বশীভূত। গাঁজা+খোর আসক্তার্থে। বিণ।
গাঁজান—পচাইয়া ফেনযুক্ত করা, মাতানো (ferment). বাং ক্রি।
গাঁজি—১। গাঁজিয়া উঠিয়া, ফেনযুক্ত হইয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি। ২। গাজি, বীর। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
গাঁজিয়াল—গঞ্জিকাসেবী, গাঁজাখোর। গাঁজা+ইয়াল (<আল) আসক্তার্থে। বিণ।
গাঁট—গাঁইট; বস্তা; মোট; গ্রন্থি, গেরো; গেরো-বাঁধা জিনিস ('—কাটা')। 'গ্রন্থি'-শব্দজ। বি।
গাঁটকাটা—চৌরবিশেষ, জুয়াচোর, যে অলক্ষিতভাবে পথিকগণের অর্থ অপহরণ করে এমন। গাঁট কাটে যে, উপতৎ (<গ্রন্থিকর্ত্তন)। বি বা বিণ।
গাঁটছড়া—বিবাহে বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার অঞ্চলপ্রান্ত বন্ধন। বাং প্র। বি।
গাঁটরী, গাঁঠরী—পুঁটলী, বস্তা। 'গ্রন্থি'-শব্দজ। বি।
গাঁটান—গাঁট বাঁধা। বাং ক্রি।
গাঁটি—গাঁট; বস্তা। 'গ্রন্থি'-শব্দজ। বি।
গাঁট্টা—বদ্ধমুষ্টি, মুষ্টিবদ্ধ আঙুলের আঘাত ('—মারা', '—খাওয়া')। বাং প্র। বি।
গাঁড়—ফোড়া, বিস্ফোটক। 'গণ্ড'-শব্দজ। বি।
গাঁত—১। গাত্র, অঙ্গ, দেহ। 'গাত্র'-শব্দজ। ২। আত্মসাৎকরণ, অপহরণ, চুরি; সুবিধা, সুযোগ। 'গ্রন্থি'-শব্দজ। বি। **গাঁতের মাল**—চোরাই মাল।
গাঁতা, গাঁতো—কর্ম্মীদিগের সম্প্রদায়বিশেষ, দল; চোরের দল। গ্রাম্য। বি।
গাঁতি—১। খননাস্ত্রবিশেষ, রাস্তা প্রভৃতি খুঁড়িবার জন্য একপ্রকার সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্র; শক্ত মাটি। হিন্দী 'গাঁয়ৎ'-শব্দজ। ২। এক কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত বহুলোকের সম্মিলন; শ্রেণী; দস্যু বা চোরের দল; পর্য্যায় বা পালা; বড় জোত জমা; ছোট তালুক। 'গ্রন্থন'-শব্দজ। ৩। আণ্ডিল, ভাণ্ডার ("খাটে খাটায় লাভের গাঁতি")। 'গ্রন্থি'-শব্দজ। বি।
গাঁতিদার—ছোট তালুকদার; বড় জোত-দার। গাঁতি+দার অধিকারী অর্থে। বি।
গাঁথন—গঠন, রচন। 'গ্রন্থন'-শব্দজ। বি।
গাঁথনি, গাঁথনী, গাঁথুনি—গ্রন্থন, গাঁথা; গাঁথার রীতি, ইট পাথর প্রভৃতি বসাইবার পদ্ধতি ('ভাষার—')। গাঁথ্+অনি, অনী, উনি ভাববা, করণবা। বি।
গাঁথল—গ্রথিত করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
গাঁথা—১। গ্রন্থন করা, রচনা করা, নির্ম্মাণ করা। বাং ক্রি। ২। রচনা, নির্ম্মাণ। গাঁথ্+আ ভাববা। বি। ৩। গ্রথিত, রচিত, নির্ম্মিত। গাঁথ্+আ কর্ম্মবা। বিণ।
গাঁদা—হলুদে রঙের একরকম ফুল। পোর্তুগীজ। বি।
গাঁদাল, গাঁধাল—উৎকট গন্ধবিশিষ্ট এক-প্রকার লতা, গন্ধভাদুলিয়া লতা। 'গন্ধাল'-শব্দজ। বি।
গাঁদি—ঝাঁক, দল; দুর্গন্ধ কীটবিশেষ, গান্ধি-পোকা। 'গন্ধকীট'-শব্দজ। বি।
গাঁধি, গাঁধী—গন্ধী বা গান্ধী; গাঁদি, দল; গান্ধিপোকা। বাং প্র। বি।
গা-গতর—সর্ব্বাঙ্গ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। গা ও গতর, দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি। [শব্দজ। বি।
গাগরা, গাগরী—ক্ষুদ্র কলসী, ঘট। 'গর্গরী'-
গাঙ—'গাং' দ্রঃ। [বাং প্র। বি।
গাঙাড়ি, গাঙাড়ী—উচ্চশব্দ, চীৎকার।
গাঙ্গ—১। গঙ্গাসম্বন্ধীয়; গঙ্গাজাত। গঙ্গা+অণ্, সম্বন্ধীয়ার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—গাঙ্গী। ২। গঙ্গা, নদীমাত্র। 'গঙ্গা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
গাঙ্গাড়ি—গাঙাড়ি (তাহা দ্রঃ)।
গাঙ্গিনী—গঙ্গার শাখা নদীবিশেষ [মুর্শিদাবাদের কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে গঙ্গা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং এক শাখা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হইয়াছে; ইহারই নামান্তর গাঙ্গিনী। "পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী।"—ভারতচন্দ্র]। বি; স্ত্রী।
গাঙ্গুলি, -লী—গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণের উপনামবিশেষ। বাং প্র। বি।
গাঙ্গেয়—১। ভীষ্ম; কার্ত্তিকেয়। গঙ্গা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। গঙ্গাসম্বন্ধীয়। গঙ্গা+এয় সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।
গাছ—১। তরু, বৃক্ষ; তৈলকারের যন্ত্র, ঘানিগাছ; লম্বা জিনিসের বোধক শব্দ (এক'গাছ' দড়ি)। 'গচ্ছ'-শব্দজ। বি।
গাছে চড়ান—গাছের উপর উঠান; অযথা প্রশংসা করিয়া গর্ব্বিত করা; খুব প্রশংসা করা; খুব আশা বা উৎসাহ দেওয়া। ২। বৃহৎ, লম্বা ('—প্রদীপ')। বাং প্র। বিণ।
গাছ-গাছড়া—গাছপালা প্রভৃতি; ঔষধাদিতে ব্যবহার্য্য উদ্ভিদাদি। গাছ ও গাছড়া (ছোট গাছ), দ্বন্দ্ব। বি।
গাছপাকা—যাহা গাছে থাকিতেই পাকিয়াছে এমন ('—ফল')। গাছে পাকা, ৭মীতৎ। বিণ।

গাছপালা—নানা রকমের গাছ ও পাতা। গাছ ও পালা (<পল্লব=পাতা), দ্বন্দ্ব। বি।

গাছপ্রদীপ—গাছের আকারে সাজান দীপাবলী (এক একটি শাখায় পাঁচটি করিয়া প্রদীপ থাকে। ইহা আরতির সময় ব্যবহৃত হয়); বৃহৎ প্রদীপ। বাং প্র। বি।

গাছা—গাছ; (সংখ্যাবোধক) টা, টি প্রভৃতি (যেমন—লাঠিগাছা); দীপরক্ষক, পিলসুজ। গাছ+আ সদৃশার্থে। বি।

গাজন—শিবের উৎসব [এই উৎসব সাধারণতঃ চৈত্রমাসে হয়]। 'গর্জ্জন'-শব্দজ। বি।

গাজর—তরকারিবিশেষ, গাজোর। 'গর্জ্জর'-শব্দজ। বি। [কবিপ্র। ক্রি।

গাজা—গর্জ্জন করা; গুন্‌গুন্ করা। প্রাঃ

গাজি, গাজী—বীর, যোদ্ধা। আর্বী। বি।

গা-জুরি, গা-জোরি—জবরদস্তি; জবরদস্তিযুক্ত। গায়ের জোর, ৬ষ্ঠীতৎ জাতার্থে, যুক্তার্থে। বি বা বিণ।

গাত্রি, গাএী—'গাঁই' দ্রঃ।

গাটি, গাটী—গাঁইট, গ্রন্থি; দড়ি, রজ্জু। 'গ্রন্থি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গাট্টা—গাঁট্টা (তাহা দ্রঃ); অঁাটি। 'গ্রন্থি'-শব্দজ। বি।

গাড়ওয়ান, গাড়োয়ান—শকটচালক, যে গাড়ি চালায়। গাড়ী+ওয়ান চালকার্থে। বি।

গাড়র, গাড়ল—১। মেষ, মেড়া। 'গড্ডল'-শব্দজ। বি। ২। (ব্যঙ্গার্থে) নির্ব্বোধ; যে পরের বুদ্ধিতে চলে এমন। 'গাড়োয়াল'-শব্দজ। বিণ।

গাড়া—১। গর্ত্ত করা; ডুবিয়া যাওয়া; ডুবাইয়া দেওয়া; প্রোথিত করা ('শিকড়—', গেড়ে ফেলা); স্থাপন করা ('আড্ডা—'); মোড়া, ভাঙ্গা (হাটু গেড়ে বসা)। 'গাহ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। ডোবা, গর্ত্ত। 'গহ্বর'-শব্দজ। বি। ৩। প্রোথিত। বাং প্র। বিণ।

গাড়ি, গাড়ী—শকট, রথ। 'গন্ত্রী'-শব্দজ। বি। **গাড়ী করা**—গাড়ী ভাড়া করা; গাড়ী কেনা।

গাড়ী-বারাণ্ডা, -বারান্দা—যাহার নীচে গাড়ী দাঁড়ায় দোতলায় এমন বারান্দা, ঝুল বারান্দা। গাড়ী দাঁড়াইবার বারাণ্ডা, বারান্দা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

গাড়ু—ঝারী, চোঙ-যুক্ত জলপাত্রবিশেষ। 'গড্ডুক'-শব্দজ। বি।

গাড়োয়ান—'গাড়ওয়ান' দ্রঃ।

গাড়োল—গাড়র (তাহা দ্রঃ)।

গাঢ়—ঘন, যাহা তরল নয় এমন; দৃঢ়; অতিশয়, অতিরিক্ত। গাহ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—গাঢ়তা, গাঢ়ত্ব।

গাঢ়তা, গাঢ়ত্ব—কঠিনতা; ঘনত্ব, গাঢ় হওয়ার ভাব। গাঢ়+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। (রসায়নবিদ্যা) **গাঢ়তাপাদন**—গাঢ়ীকরণ (তাহা দ্রঃ)। **গাঢ়তাপত্তি**—গাঢ়ীভবন (তাহা দ্রঃ)।

গাঢ়মুষ্টি—১। খড়্গ। গাঢ় মুষ্টি যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। কৃপণ। গাঢ় মুষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গাঢ়া—গাঢ়, ঘন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

গাঢ়ি—গাঢ়, ঘন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

গাঢ়ীকরণ—(রসায়নবিদ্যা) কোন তরল পদার্থকে গাঢ় করা (concentration). গাঢ়+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

গাঢ়ীভবন—গাঢ় হওয়া, ঘন বা কঠিন হওয়া (concentration). গাঢ়+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি—ভূ+ অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। স্ত্রী,—ভূত।

গাণনিক—প্রধান হিসাব-রক্ষক (accountant). গণনা+ইক জ্ঞাতার্থে। বি; পুং।

গাণপত্য—১। গণেশ-সম্বন্ধীয়। গণপতি+যক্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। গণেশের উপাসক। গণপতি+ণ্য উপাস্য ইহার এই অর্থে। বি; পুং।

গাণিক্য—গণিকাসমূহ। গণিকা+যঞ্ সমূহার্থে। বি; ক্লীব।

গাণিতিক—গণিতশাস্ত্রজ্ঞ; গণিতসংক্রান্ত। গণিত+ইক জ্ঞাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

গাণ্ডি—গ্রন্থি। গন্ড্+ইন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে)। বি; পুং।

গাণ্ডিব, গাণ্ডীব—অর্জ্জুনের ধনুক [ব্রহ্মা এই ধনু নির্ম্মাণ করিয়া চন্দ্রকে ও চন্দ্র বরুণকে প্রদান করেন; পরে বরুণ অগ্নিদেবের প্রার্থনাক্রমে অর্জ্জুনকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন]; ধনুক। গাণ্ডি+ব আছে অর্থে (বিকল্পে পূর্ব্বপদ দীর্ঘ)। বি; পুং বা ক্লীব।

গাণ্ডিবধন্বা, গাণ্ডীবধন্বা (-ধন্বন্)—অর্জ্জুন। গাণ্ডিব, গাণ্ডীব ধনুঃ যাঁহার, বহুব্রী (সমাসান্ত অনঙ্ প্রত্যয়)। বি; পুং।

গাণ্ডিবী, গাণ্ডীবী (গাণ্ডীবিন্)—গাণ্ডীবধারী, অর্জ্জুন; ধানুক; অর্জ্জুনবৃক্ষ। গাণ্ডিব, গাণ্ডীব+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

গা তে-পি তে—আকণ্ঠ পূরিয়া ('—খাওয়া')। বাং প্র। ক্রি-বিণ। [বি।

গাত—গাত্র, গা। 'গাত্র'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র।

গাতব্য—১। গেয়, গান করিবার যোগ্য। গৈ+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

গাতা (গাতৃ)—গায়ক। গৈ+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গাত্রী।

গাত্র—শরীর, অঙ্গ; কোন কিছুর উপরিভাগ ('পর্ব্বত—')। গা+ত্রন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

গাত্র-কণ্ডূতি, -কণ্ডূয়ন—গা চুলকান। গাত্রের কণ্ডূতি, কণ্ডূয়ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

গাত্রদাহ—গা-জ্বালা, শরীর জ্বলিয়া যাওয়ার মত ভাব; অত্যন্ত বিরক্তি বা অস্বস্তি; ঈর্ষ্যা। গাত্রের দাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গাত্রমার্জ্জ(র্জ)নী—গামছা; যাহা দিয়া গা ঘষা-মাজা হয়, বুরুশ ('অশ্বের—')। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গাত্ররুহ—রোম। উপতৎ; গাত্র—রুহ্+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

গাত্রশূল—শরীরবেদনা। গাত্রের শূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গাত্রহরিদ্রা—বিবাহের পূর্ব্বে অনুষ্ঠেয় শরীরে হরিদ্রালেপনরূপ অনুষ্ঠানবিশেষ, গায়ে হলুদ। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

গাত্রানুলেপন—চন্দন ইত্যাদি অনুলেপন; শরীরে চন্দনাদি মাখান। গাত্রের অনুলেপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গাত্রানুলেপনী—অঙ্গরাগ মাখাইবার তুলি। গাত্রের অনুলেপনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গাত্রাবরণ—বর্ম্ম, কবচ, সাঁজোয়া; চাদর, গায়ের কাপড়। গাত্রের আবরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গাত্রাবরণী, -বরণিকা—গায়ের চাদর। গাত্রের আবরণী, আবরণিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গাত্রী—গানকারিণী, গায়িকা। গাতৃ+

গাত্রোত্থান—আসনাদি হইতে শরীর উত্তোলন, গা-তোলা। গাত্রের উত্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গাথক—গায়ক; যে গান গাহিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে এরূপ। গৈ+থকন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গাথিকা।

গাথা—১। শ্লোক, কবিতা; পদ্য; আর্য্যা-ছন্দঃ; গীতি, ছন্দোবদ্ধ রচনা; সংস্কৃতভিন্ন অন্য ভাষাতে রচিত পদ্য। গৈ+থন্ কর্ম্মবা +আপ্। ২। বর্ণন ('গুণ—')। গৈ+থন্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

গাদ—মল, কাইট। 'কর্দ্দ'-শব্দজ। বি।

গাদন—পোতা; পূর্ণ করণ; অতিরিক্ত ভোজন; প্রহার। গাদ্+অন (বাং) ভাববা। বি।

গাদা—১। বহুর সমষ্টি, রাশি, স্তূপ; মাছের পিঠ। বি। ২। যাহা ঠাসিয়া ভরিতে হয় এমন। বাং প্র। বিণ। ৩। ভরা, পূর্ণ করা, ঠাসা। বাং ক্রি।

গাদাগাদি—ঠাসাঠাসি, নিরবকাশ, ফাঁক-শূন্য। বাং প্র। বিণ।

গাদা-বন্দুক—একপ্রকারের বন্দুক (এই বন্দুকে বারুদ গাদিয়া বা ঠাসিয়া ভরিতে হয়)। গাদা (২) যে বন্দুক, কর্ম্মধা। বি।

গাদি, গাদী—রাশি, স্তূপ, অনেকগুলি একত্র। বাং প্র। বি।
গাধ—১। তলস্পর্শযোগ্য, অগভীর (অগাধ)। গাধ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ। ২। স্থান, আধার। গাধ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।
গাধা—১। ভারবাহী পশুবিশেষ, রাসভ। বি। ২। গাধার ন্যায় বোকা, নির্ব্বোধ। 'গর্দ্দভ'-শব্দজ। বিণ। স্ত্রী—গাধী। **গাধার খাটুনী**—গর্দ্দভের পরিশ্রমের মত পরিশ্রম; ভীষণ খাটুনী। **গাধা পিটে ঘোড়া করা**—গাধাকে মারিয়া ঘোড়ায় পরিণত করা; (লাক্ষণিক অর্থে) গাধার মত বোকা ছেলেকে মারিয়া বা বকিয়া চতুর ও বিদ্বান্ করা।
গাধাবোট—মন্দগতি ভারবাহী নৌকা। গাধা-সদৃশ (ধীরগামী) বোট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।
গাধামি—বোকামি, বুদ্ধিহীনতা। গাধা+মি ভাবে। বি।
গাধিজ, গাধিভূ, গাধিসুত—চন্দ্রবংশীয় রাজা গাধীর পুত্র, বিশ্বামিত্র ঋষি। উপতৎ; গাধি—জন্+ড কর্ত্তৃবা; গাধি—ভূ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা; গাধির সুত, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।
গাধেয়—বিশ্বামিত্র ঋষি। গাধি+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।
গান—যাহা গাওয়া যায়; গীতি; সামবেদের ধ্বনি। গৈ+অনট্ কর্ম্মবা, ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—গীত। **গানের কলি**—গানের পদ।
গান-বোট—এক বা তদধিক কামানবাহী ক্ষুদ্র হাল্কা যুদ্ধ-জাহাজ। ইং gun-boat. বি।
গান্ধর্ব্ব(র্ব)—১। গন্ধর্ব্বসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী,—র্ব্বী। ২। অশ্ব; গান্ধর্ব্ববেদ; বিবাহ-বিশেষ [ইহা অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে একটি; এই বিবাহে বরকন্যা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া গোপনে পরস্পরের পাণিগ্রহণ করে। ইহাতে মন্ত্রাদিপাঠ প্রভৃতি বিবাহের অন্যান্য অঙ্গ কিছুই লক্ষিত হয় না। তুঃ—আধুনিক civil marriage]। গন্ধর্ব্ব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং। ৩। গান ('—বিদ্যা') গন্ধর্ব্ব+অণ্ নিষ্পন্নার্থে। বি; ক্লীব।
গান্ধার—১। সিন্দূর; দেশবিশেষ; স্বরবিশেষ, স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। গন্ধ—ঋ+অণ্ কর্ত্তৃবা=গন্ধার, গন্ধার+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। গান্ধারদেশস্থ। গান্ধার+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী। ৩। গান্ধার-দেশের রাজা। গান্ধার+অণ্ অধিপতি অর্থে। বি; পুং।
গান্ধারী—ধৃতরাষ্ট্রমহিষী [চরিতাবলী দ্রঃ]। গান্ধার+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
গান্ধারেয়—গান্ধারীপুত্র, দুর্য্যোধন প্রভৃতি। গান্ধারী+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

গান্ধিক—গন্ধবণিক্, গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী; গাঁধি-পোকা। গন্ধ+ইক জীবিকার্থে। বি; পুং।
গাপ—আত্মসাৎ; লুক্কায়িত, অদৃশ্য। আর্বী 'গায়িব'-শব্দজ। বিণ।
গাফিল—অমনোযোগী, অসাবধান; অক্ষম; কুড়ে। আর্বী। বিণ।
গাফিলতি, গাফিলি, গাফিলী—অমনোযোগিতা, অসাবধানতা; হেলা; আলস্য, কুড়েমি। গাফিল+তি, ই, ঈ ভাবে। বি।
গাব—১। বৃক্ষবিশেষ, গাবগাছ; গাবফল; গাবফলের রস (নৌকায়, জালে গাব দেওয়া); কষায়রসসহযোগে প্রস্তুত রং; মৃদঙ্গাদিবাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি গম্ভীর করিবার নিমিত্ত উপরিপ্রদত্ত প্রলেপবিশেষ। 'গালব'-শব্দজ। ২। গান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
গাবগুবাগুব—'আনন্দলহরী'-নামক বাদ্য-যন্ত্র, একতারা। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।
গাবড়া—অকালে স্খলিত গর্ভ; গর্ভপাত-কারিণী গাভী; সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর দুধ। 'গর্ভ'-শব্দজ। বি।
গাবয়ে—গান করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
গাবর—১। নাবিক, পোতাদির পরিচালক; কর্ণধার, মাঝি। প্রাঃ কবিপ্র। ২। ধীবর, জেলে। বি। ৩। বোকা। প্রাদে। বিণ।
গাবা—গাভা (তাহা দ্রঃ)।
গাবান—অনর্থক আলোচনা করা; পাঁকে জলে আলোড়িত করা; রঙে চুবান; বস্ত্রাদি রঙ্ করা। বাং ক্রি।
গাবীন—গাভীন, গর্ভিণী, গর্ভবতী। 'গর্ভিণী'-শব্দজ। বিণ। [বি।
গাবুরাণী—যৌবন, তারুণ্য। প্রাঃ কবিপ্র।
গাভা—১। গাবিয়া যাওয়া, ব্যাপ্ত হওয়া; কলঙ্কযুক্ত হওয়া ('বাসন—'); পাঁকে জলে আলোড়িত হওয়া। বাং ক্রি। ২। গর্ভ; পুষ্পের গর্ভকেশর; পুষ্পমঞ্জরী; গুচ্ছ, গোছা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
গাভী—স্ত্রী-গো, ধেনু। 'গাই' (<গবী)-শব্দের মার্জ্জিত রূপ। বি; স্ত্রী। [বিণ।
গাভীন—গর্ভিণী, গর্ভবতী। 'গর্ভিণী'-শব্দজ।
গামছা, গামোছা—তোয়ালে, যে বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে স্নান ও গা মোছা হয়। গা—মোছ+আ করণবা। বি।
গাময়—সমস্ত দেহ ভরিয়া। গা+ময় (বাং) ব্যাপ্ত্যর্থে। ক্রি-বিণ।
গামলা—মাটি প্রভৃতির তৈরি পাত্রবিশেষ, মধ্যে গর্ত্তবিশিষ্ট পাত্র; ডাবা। পোর্তুগীজ 'gamella'-শব্দজ। বি।
গামার—গোঁয়ার; মূর্খ, নির্ব্বোধ; হঠকারী, অবিমৃষ্যকারী; অবিবেচক। হিন্দীমূলক। বিণ। [কবিপ্র। বি।
গামারি—বৃক্ষবিশেষ, গাম্ভারী বৃক্ষ। প্রাঃ

গামী (গামিন্)—যে গমন করিবে বা করে এমন; গমনশীল, পথগামী (সমাসে শেষপদে)। গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গামিনী।
গামোছা—'গামছা' দ্রঃ।
গাম্ভারী—বৃক্ষবিশেষ, গামার গাছ। 'গাম্ভারিকা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
গাম্ভীর্য্য(র্য)—গম্ভীরভাব, অল্প কারণে ব্যাকুল বা অস্থির না হওয়া; অবিচলিত ভাব; অচাপল্য। গম্ভীর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
গায়ক—যে গান করে এমন; সঙ্গীত-ব্যবসায়ী। গৈ+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গায়িকা।
গায়ত্রী(ত্রী)—ত্রিপাদ মন্ত্রবিশেষ, বেদমাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]; ষড়ক্ষর ছন্দ; বৈদিক ছন্দোবিশেষ। উপতৎ; গায়ৎ, গায়—ত্রৈ+ক কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
গায়ন—১। গায়ক; গানোপজীবী, সঙ্গীত-ব্যবসায়ী। গৈ+অন (ণুট্) কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—নী (<গায়ত্রী)। ২। গান। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [কবিপ্র। ক্রি।
গায়ব—গান করিব; গান করিবে। প্রাঃ
গায়বি—গান করিবে, গাহিবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বা বিণ; স্ত্রী।
গায়িকা—গানকারিণী। গায়ক+ঈপ্। বি
গায়েন—গায়ক ('মূল—'); গীতব্যবসায়ী। 'গায়ন'-শব্দজ। বি বা বিণ।
গায়ে-পড়া—অনাহূত ভাবে কৃত ('—ঝগড়া'); অযাচিত। অলুক ৭মীতৎ। বিণ।
গায়েব, গায়েবী—অদৃশ্য, অন্তর্হিত; লোপাট; গুপ্ত ("আবার গায়েবগুলো বাদ যাবে তো"—কেদার বন্দ্যোঃ); নামশূন্য। আর্বী 'গায়িব'-শব্দজ। বিণ।
গারদ—কারাগার, কয়েদখানা, আটক রাখিবার স্থান। ইং 'guard'-শব্দজ। বি।
গারস্ত—গৃহস্থ, গৃহী। 'গৃহস্থ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।
গারি—কটুবাক্য, গালি ('রসগারি মৃদুভাষ'—উদ্ধব দাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
গারিমা—গরিমা, গৌরব। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [কবিপ্র। বি।
গারী—গৃহ, সংসার, গৃহস্থালী। প্রাঃ
গারুড়—১। বিষশাস্ত্র ('—বিদ্যা'); বিষমন্ত্র; মরকতমণি, হরিদ্বর্ণ রত্নবিশেষ; ব্যূহবিশেষ; পুরাণবিশেষ; গরুড়পুরাণ; অস্ত্রবিশেষ। গরুড়+অণ্ দেবতা ইহার বা তৎকর্ত্তৃক প্রোক্ত ইত্যাদি অর্থে। ২। গরুড়সম্বন্ধীয়। গরুড়+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ড়ী।
গারুড়িক, গারুড়িয়া—বিষবৈদ্য। গারুড়+ইক (সং), ইয়া (বাং) জানে অর্থে। বি; পুং। [ত্যার্থে। বি; পুং।
গার্গি—গর্গমুনির পুত্র। গর্গ+ইঞ্ অপ-

গার্গী—গর্গমুনির কন্যা ; উপনিষদে বর্ণিতা বিদুষী রমণীবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। গর্গ+যঞ্, অপত্যার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গার্গ্য—ঋগ্বেদের অধ্যাপক গর্গমুনির পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। গর্গ+যঞ্, গোত্রাপত্যার্থে। বি ; পুং।

গার্ড্জে(জে´)ন—অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকা বা স্ত্রীলোকের অভিভাবক। ইং 'guardian'-শব্দজ। বি। [ইং garter. বি।

গার্টার—মোজা বাঁধিবার ফিতা প্রভৃতি।

গার্দ্দ(র্দ)ভ—১। গর্দ্দভসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী,—ভী। ২। গর্দ্দভের শব্দ ; গর্দ্দভের মূত্র। গর্দ্দভ+অণ্, সম্বন্ধার্থে। বি ; ক্লীব।

গার্ভ(র্ভ)—গর্ভসম্বন্ধীয়। গর্ভ+অণ্, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

গার্হপত্য—১। তিনটি অগ্নির একটি, সাগ্নিক গৃহীর যজ্ঞাগ্নি, গৃহস্থ ব্যক্তি চিরকাল যে অগ্নি গৃহে রাখে তাহা। বি ; পুং। ২। গৃহপতিসংক্রান্ত। গৃহপতি+ণ্য বা যক্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—পতী।

গার্হস্থ, গার্হস্থ্য—১। দ্বিতীয় আশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম ; গৃহস্থধর্ম্ম, সংসারধর্ম্ম [ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে নির্গত হইয়া এই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে হয়। গার্হস্থাশ্রমীর প্রধান কর্তব্য পত্নী পরিগ্রহ এবং সন্তানবর্গের ও পরিবারের অন্যান্য সকলের প্রতিপালন। গার্হস্থাশ্রমের পর বানপ্রস্থ আশ্রম]। বি ; ক্লীব। ২। গৃহস্থসম্বন্ধীয়, সংসারবিষয়ক ; গৃহীর কর্তব্য ('—ধর্ম্ম')। গৃহস্থ+অণ্, ষ্যঞ্, ভাবে, কর্ম্ম-অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—স্থী, —স্থ্যী।

গাল—১। কপোল, গণ্ড, গ্রাস, কবল, মুখপূর্ণ খাদ্য। 'গল্ল'-শব্দজ। ২। কটূক্তি ; অভিশাপ। 'গালি'-শব্দজ। বি। ৩। কল্পিত, মিথ্যা ('—গল্প')। বাং প্র। বিণ।

গালগল্প—বাজে গল্প, খোশ গল্প ; নিষ্ফল বাক্যালাপ। গাল (৩) গল্প, কর্ম্মধা। বি।

গালন—ক্ষারণ, ছাঁকা, গলান। গল্+ণিচ্+অনট্, ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—গালিত।

গালপাট্টা—যে দাড়ি কেবল দুই গালের উপর রাখা হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গালব—বিশ্বামিত্রশিষ্য মুনিবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ] ; লোধ্রবৃক্ষ ; শ্বেতলোধ্র ; কেন্দুকবৃক্ষ। উপতৎ ; গাল (গলন)—বা+ক কর্তৃবা। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গালবাদ্য—বম্ বম্ শব্দে মুখের বাদন।

গালভরা—যাহাতে মুখগহ্বর পূর্ণ হয় এমন ; বড় বড়, আড়ম্বরপূর্ণ। গাল ভরে যাহাতে, উপতৎ। বিণ।

গালমন্দ—কটুবাক্য, গালি। বাং প্র। বি।

গালা—লাক্ষা (lac). বাং প্র। বি।

গালাগালি—অশ্লীল বাক্যে তিরস্কার ; কটুবাক্য প্রয়োগ। বাং প্র। বি।

গালান—গলিত করা, দ্রব করা, তরল করা। বাং ক্রি।

গালি—অভিসম্পাত, শাপ ; কটুবাক্য। গল্+ণিচ্+ইন্ ভাববা। কাহারও মতে বাং প্র। বি।

গালিগালাজ, -মন্দ—গালাগালি, দুর্ব্বাক্য। গালি ও গালাজ, মন্দ (সহচর শব্দ), দ্বন্দ্ব। বি।

গালিচা—কম্বলবিশেষ, নানাবর্ণে রঞ্জিত মেষলোমের আসন। তুর্কী। বি।

গালিত—দ্রবীকৃত, যাহা গলান গিয়াছে এমন ; নিষ্কাশিত, নিংড়ান ; পরিস্রুত। গল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গালন।

গা-সহা—যাহা গায়ে সহ্য হয় বা হইয়া গিয়াছে এমন ; অভ্যস্ত। গায়ে সহা, ৭মীতৎ ; বা গাদ্বারা সহা, ৩য়াতৎ। বিণ।

গাস্সি—গ্রাস করিয়া। 'গ্রাস'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গাহ—১। ভবন, ঘর। 'গৃহ'-শব্দজ। বি। ২। গাও, গান কর। কবিপ্র। ক্রি।

গাহক—১। গানকারী, গায়ক। 'গায়ক'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ২। গ্রাহক ; ক্রেতা, খরিদদার। 'গ্রাহক'-শব্দজ। বি।

গাহন—বিলোড়ন ; মজ্জন ; স্নান। গাহ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—গাহিত, গাহনীয়।

গাহা—গান করা, গাওয়া ; (নৌকাদি) মেরামত করা। বাং ক্রি।

গাহিত—বিলোড়িত ; যাহাতে জলে নামান বা স্নান করা হইয়াছে এমন। গাহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গাহন।

গিআন, গিয়ান, গেয়ান—জ্ঞান, বোধ। 'জ্ঞান'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গিঁট, গিঁটা, গিঁঠ, গিঁঠা—গ্রন্থি, গেরো। 'গ্রন্থি'-শব্দজ। বি।

গিঁটান, গিঁঠান—১। গিঁট দিয়া বাঁধা, গ্রন্থি দ্বারা সংযুক্ত। বিণ। ২। গ্রন্থি দ্বারা সংযুক্ত করা, গিঁট দিয়া বন্ধন করা। 'গিঁটা' বা 'গিঁঠা'-নামধাতুজ। বাং ক্রি।

গিঁটে, গেঁটে—গ্রন্থিযুক্ত, গ্রন্থিবিশিষ্ট ; গ্রন্থিতে জন্মে এমন ('—বাত')। গিঁট+এ যুক্তার্থে। বিণ।

গিঁঠা—'গিঁট' দ্রঃ।

গিঁঠান—'গিঁটান' দ্রঃ।

গিজগিজ—স্থানাভাবে ঠেলাঠেলি ; পরিপূর্ণতার ভাব। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

গিঞ্জি—সঙ্কীর্ণ, অপ্রশস্ত। বাং প্র। বিণ।

গিটকিরি—সঙ্গীতে ভিন্ন ভিন্ন সুরের পর পর দ্রুত উচ্চারণ ; তান বা আশ। হিন্দী। বি।

গিধড়, গিধোড়—অর্থগৃধ্নু, অর্থলোভী ; অতি স্থূল, অত্যন্ত মোটা ; স্থূলবুদ্ধি, বোকা ; স্বেচ্ছাচারী ; দুর্দ্দম ; শকুন। 'গৃধ্র'-শব্দজ। বি বা বিণ। [বি।

গিধিনী—গৃধ্রপক্ষিণী, শকুনি। প্রাঃ কবিপ্র।

গিধোড়—'গিধড়' দ্রঃ।

গিনি—বিলাতী স্বর্ণমুদ্রা, ২১ শিলিং মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। ইং guinea. বি।

গিনিসোনা—গিনিতে যে প্রকার সোনা আছে তাহা (সোনা ২২ ভাগ, তামা ২ ভাগ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গিন্নম, গিন্নাম—গৃহিণীপনা, গৃহিণীর কার্য্য, কর্ত্রিত্ব ; ছোট মেয়ে ইত্যাদির পাকাম। প্রাদে। বি।

গিন্নি, গিন্নী—ভার্য্যা, স্ত্রী ; গৃহকর্ত্রী। 'গৃহিণী'-শব্দজ। বি।

গিন্নীপনা—গিন্নিগিরি, গৃহিণীর মত ব্যবহার ; গৃহিণীর কার্য্য, নৈপুণ্য। গিন্নী+পনা কার্য্যার্থে। বি।

গিন্নীবান্নী—বয়স্কা অভিজ্ঞা গৃহিণী। গিন্নী+(সহচর শব্দ) বান্নী। বি।

গিম, গীম—গ্রীবা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গিমটি—মোটা সূতার ডোরাকাটা একপ্রকার কাপড়। ইং 'dimity'-শব্দজ। বি।

গিমা—ঈষত্তিক্ত ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট শাকবিশেষ। 'গ্রীষ্ম'-শব্দজ। বি।

গিয়া, গিয়ে—১। যাইয়া। অস-ক্রি। ২। কথার মাত্রাবিশেষ (সে হল গিয়ে ছেলেমানুষ)। বাং প্র। অব্য।

গিরগিটী—জন্তুবিশেষ, আজনাই ; কাকলাশ। হিন্দী। বি। [কবিপ্র। ক্রি।

গিরব—পড়িয়া যাইবে বা যাইব। প্রাঃ

গিরা—১। গ্রন্থি, গেরো ; দরজিদিগের পরিমাণবিশেষ, ১ গজের ১৬ ভাগের ১ ভাগ। 'গ্রন্থি'-শব্দজ। বি। ২। পড়িয়া যাওয়া ; স্খলিত হওয়া। হিন্দী। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গিরি—১। পর্ব্বত ; সন্ন্যাসিবিশেষ ; পরিব্রাজকদের উপাধিবিশেষ (গিরি, পুরী ইত্যাদি) ; গেণ্ডুক, ভাঁটা। গৄ+কি কর্তৃবা। বি ; পুং। ২। ভাবকর্ম্মাদিবোধক প্রত্যয় (যেমন—কুলিগিরি, কেরাণীগিরি)। ফার্সীমূলক।

গিরিকণ্টক—বাজ, বজ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গিরিকদলী—বনরম্ভা, ডয়রে কলা। গিরিজাতা কদলী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

গিরিকন্দর—গিরিগুহা, পর্ব্বতগহ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

গিরিকন্যা—পার্ব্বতী, উমা ; নদী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

গিরিকুমারী—পার্ব্বতী, উমা। ৬ষ্ঠীতৎ ;

গিরিকূট—১। পর্ব্বতশিখর, গিরিশৃঙ্গ, পাহাড়ের চূড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। পর্ব্বতের

উপরিস্থিত গৃহ। গিরিস্থিত কূট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

গিরিক্রম—(ভূতত্ত্ব) পর্ব্বত-সন্নিবেশ-প্রণালী (mountain system). গিরির ক্রম, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

গিরিখাত—(ভূতত্ত্ব) সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ (gorge). গিরির খাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গিরিগুহা—পর্ব্বতকন্দর, পাহাড়ের গহ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিচর—১। পর্ব্বতভ্রমণকারী, পর্ব্বত-চারী। বিণ।। স্ত্রী,–চরী। ২। চৌর; রুদ্রবিশেষ। উপতৎ; গিরি—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

গিরিজ—১। যাহা পর্ব্বতে জন্মে এমন, শৈলজ। উপতৎ; গিরি—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। মধুকবিশেষ। বি; পুং। ৩। অভ্র; গৈরিক; শিলাজতু; লৌহ। বি; ক্লীব।

গিরিজা—১। দুর্গা; ক্ষুদ্র পাষাণভেদী লতা; গিরিমল্লিকা; গিরিকদলী। বি; স্ত্রী। ২। পর্ব্বতোৎপন্না, শৈলজাতা। উপতৎ; গিরি—জন্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

গিরিজাতনয় -নন্দন—পার্ব্বতীনন্দন, কার্ত্তিকেয়; গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গিরিজানাথ, -পতি—শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [তৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিজায়া—হিমালয়পত্নী মেনকা। ৬ষ্ঠী-

গিরিজ্বর—বাজ, বজ্র। গিরির জ্বর (যে দক্ষ করে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গিরিণ(ন)দী, -তরঙ্গিণী—পার্ব্বত্য নদী, পাহাড়ে নদী। গিরিনির্গতা নদী, তরঙ্গিণী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গিরিতল—পর্ব্বতের উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিদরী—গিরিগুহা, পর্ব্বতগহ্বর।

গিরিদুর্গ—১। পর্ব্বতবেষ্টিত স্থান। গিরিই দুর্গ, কর্ম্মধা। ২। পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত দুর্গ। গিরিস্থিত দুর্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গিরিদ্বার—গিরিসঙ্কট (তাহা দ্রঃ)। গিরির

গিরিধাতু—উপধাতুবিশেষ, গিরিমাটি। গিরিজাত ধাতু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গিরিধারী—শ্রীকৃষ্ণ (গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া)। উপতৎ; গিরি—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

গিরিনদী—'গিরিণদী' দ্রঃ।

গিরিনন্দিনী—পর্ব্বতকন্যা, পাহাড়ের মেয়ে; পার্ব্বতী, দুর্গা; গঙ্গা; নদী-মাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি।

গিরিনালা—পার্ব্বত্য জলস্রোত। ৬ষ্ঠীতৎ।

গিরিনিতম্ব, -নিতম্ব—পর্ব্বতমেখলা, পর্ব্বতের মধ্যভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গিরিপথ—পার্ব্বত্য পথ, গিরিবর্ত্ম। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গিরিপ্রিয়া—চমরী মৃগ। গিরি প্রিয় যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

গিরিবর—শ্রেষ্ঠপর্ব্বত; হিমালয়। গিরি-মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

গিরিবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—পার্ব্বত্য পথ, পাহাড়ে রাস্তা; দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ, গিরিসঙ্কট। গিরিমধ্যস্থ বর্ত্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গিরিবালা—গিরিনন্দিনী (তাহা দ্রঃ)।

গিরিবাসী (-বাসিন্)—পর্ব্বতবাসী। উপতৎ; গিরি—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,–বাসিনী।

গিরিভূ—পার্ব্বতী; গঙ্গা; পর্ব্বতে জাত। উপতৎ; গিরি—ভূ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

গিরিমল্লিকা—কুটজ বৃক্ষ। গিরিজাতা মল্লিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গিরিমাটি—গৈরিক, একপ্রকার রক্তবর্ণ পার্ব্বত্য মৃত্তিকা। গিরিজাত মাটি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

গিরিমালা—পর্ব্বতশ্রেণী, শৈলরাজি, পাহাড়ের সারি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিমৃত্তিকা—গৈরিক, গিরিমাটি। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিমেন্ট, -মেন্ট—চুক্তিনামা, অঙ্গী-কারপত্র। ইং 'agreement'-শব্দজ। বি।

গিরিয়াল—পর্ব্বতের ন্যায় প্রভুত্ব। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গিরিরাজ—পর্ব্বতরাজ, হিমালয়; শ্রেষ্ঠপর্ব্বত। গিরিদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

গিরিরাণী, -রানী—হিমালয়পত্নী, মেনকা। ৬ষ্ঠীতৎ (বাং)। বি; স্ত্রী।

গিরিশ—শিব, মহাদেব, ত্রিলোচন। উপতৎ; গিরি—শী+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

গিরিশৃঙ্গ—পর্ব্বতের শিখর, পাহাড়ের চূড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গিরিশ্রেণী—পর্ব্বতমালা, শৈলরাজি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিসঙ্ক(ঙ্ক)ট—পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে স্থিত দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথ, গিরিবর্ত্ম (pass). গিরিমধ্যস্থ সঙ্কট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গিরিসার—১। মলয়পর্ব্বত। গিরিমধ্যে সার (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। ২। লৌহ; রঙ্গ, রাঙ। গিরিজাত সার (শ্রেষ্ঠ বস্তু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গিরি-সুত—পর্ব্বতপুত্র; মৈনাকপর্ব্বত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গিরি-সুতা—পর্ব্বতকন্যা; পার্ব্বতী। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী।

গিরীন্দ্র—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়; শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত। গিরিমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

গিরীশ—১। হিমালয় পর্ব্বত; শিব, মহাদেব। গিরির ঈশ (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বৃহস্পতি। গির্ অর্থাৎ বাক্যের ঈশ (পতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গিরীষি—গ্রীষ্ম, গরম; গ্রীষ্মকাল। 'গ্রীষ্ম'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গির্জ্জা(র্জা), গীর্জ্জা(র্জা)—খৃষ্টানদিগের উপাসনা-মন্দির। পোর্ত্তুগীজ 'igreja'-শব্দজ। বি। [ফার্সী। বি।

গির্দা—বড় বালিশ, তাকিয়া বালিস।

গিল—গ্রাসক (সমাসে পরপদে)। গৃ+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

গিলটি, গিল্‌টি—সোনা রূপা ইত্যাদির সূক্ষ্ম প্রলেপ (গিলটির, গিলটিকরা গহনা)। ইং 'gild'-শব্দজ। বি।

গিলন—গ্রাসকরণ, গলাধঃকরণ, ভক্ষণ। গৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—গিলিত।

গিলা—১। কঠিন ফলবিশেষ, ভল্লাতক, ভেলা। বাং প্র। বি। ২। গ্রাস করা, গলাধঃকরণ করা; দ্রুত খাওয়া; (নিন্দার্থে) খাওয়া। 'গিল'-শব্দজ। বাং ক্রি।

গিলান—(নিন্দার্থে) খাওয়ান; কবলিত করান। বাং ক্রি।

গিলিত—ভক্ষিত, গ্রস্ত, যাহা গিলিয়া খাওয়া হইয়াছে এমন। গৃ+ক ভাববা=গিল; তদুত্তরে+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

গিলিতচর্ব্ব(র্ব)ণ—ভুক্তদ্রব্য উদ্গিরণ-পূর্ব্বক চর্ব্বণ, রোমন্থন, জাবর কাটা। গিলিতের চর্ব্বণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গিল্‌টি—'গিলটি' দ্রঃ।

গিস্‌গিস্—বহুর একত্র সমবায়, এক জায়গায় অনেকের গাদাগাদি। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

গীত—১। গান; কীর্ত্তন। গৈ+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। যাহা গাওয়া হইয়াছে এমন; বর্ণিত; উচ্চারিত। গৈ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

গীতক্রম—সঙ্গীতবিন্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গীতপ্রিয়—সঙ্গীতানুরক্ত, যে গান ভালবাসে এমন। গীত প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গীতবাদ্য—গানবাজনা। গীত ও বাদ্য, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

গীতশাস্ত্র—সঙ্গীত-বিজ্ঞান, গান গাওয়ার বিদ্যা। গীতের শাস্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, গীত-বিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গীতা—১। মহাভারতস্থিত আত্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, ভগবদ্গীতা, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলী [এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তী যুগের রামগীতা, শিবগীতা ও অন্যান্য গীতা

বর্ত্তমান আছে]। বি ; স্ত্রী। ২। যাহা গাওয়া হইয়াছে এরূপ ; কীর্ত্তিতা ; বর্ণিতা। গৈ+ক্ত কর্ম্মবা+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গীতায়ন—গীতসাধন বেণু-মৃদঙ্গাদি। গীর্তের অয়ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গীতি—গান ; ছন্দোবিশেষ। গৈ+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

গীতিকবিতা—'গীতিকাব্য' দ্রঃ।

গীতিকা—গীতিতুল্য গাথা, গানের মত কবিতা। গীতি−কৈ+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গীতিকাব্য, -কবিতা—গানের আকারে রচিত কাব্য (lyric), যাহা গানের মত গাহিতে পারা যায় এরূপ কাব্য (যেমন—গীতগোবিন্দ)। গীতিযোগ্য কাব্য, কবিতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

গীতিনাট্য—গানপ্রধান নাটক, যে নাটকের মধ্যে বহু গান সন্নিবেশিত আছে তাহা (melodrama). গীতিপ্রধান নাট্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গীতী (গীতিন্)—সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ, গীতজ্ঞ। গীত+ইন্ বিদিতার্থে। বিণ। স্ত্রী—গীতিনী। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গীম—গ্রীবা, ঘাড়, গলা। 'গ্রীবা'-শব্দজ।

গীরত—পতিত হয়, পড়ে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গীরা—দরজিদিগের পরিমাণবিশেষ, এক গজের ১৬ ভাগের ১ ভাগ। 'গ্রন্থি'-শব্দজ। বি।

গীর্ণ—প্রশংসিত ; কথিত ; গিলিত, ভক্ষিত। গৄ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গীর্ণি।

গীর্ণি—স্তুতি, প্রশংসা ; গিলন, ভক্ষণ। গৄ+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—গীর্ণ।

গীর্পতি, গীষ্পতি—বৃহস্পতি ; পণ্ডিত ব্যক্তি ; বিদ্বান্। গীর্-এর (বাক্যের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গু—মল, বিষ্ঠা। সংস্কৃত 'গূ'-ধাতুজ। বি।

গু করা, গু ক'রে দেওয়া—কাহারও দোষ অপমান ও লজ্জার কথা প্রকাশ করিয়া লোকচক্ষে তাহাকে হীন বা ঘৃণিত করা। **গুয়ে বসান**—অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও হীন করা।

গুআ, গুয়া—সুপারি। 'গুবাক'-শব্দজ। বি।

গুঁই—উপাধিবিশেষ। 'গুণিন্'-শব্দজ। বি।

গুঁজা, গোঁজা—১। মধ্যে প্রবেশ করান, ভিতরে ঠেলিয়া দেওয়া ; পোঁতা। বাং ক্রি। ২। যাহা মধ্যে প্রবেশ করান বা পুঁতিয়া দেওয়া হয় ; কীলক। গুঁজ্+আ কর্ম্মবা। বি।

গুঁজি—কীলক, গোঁজ ; যাহা পোঁতা বা প্রবেশ করান হয় তাহা। গুঁজ্+ই কর্ম্মবা। বি। [কাঁটার গোঁজ। কর্ম্মধা। বি।

গুঁজিকাটি, -কাঠি—মাথার কাঁটা ;

গুঁজিয়া—১। ছোট ছোট একপ্রকার ক্ষীরের মিষ্টি। বাং প্র। বি। ২। মধ্যে প্রবেশ করাইয়া। 'গুঁজা'-ধাতুজ। অসমা-ক্রি।

গুঁড়া, গুঁড়ি—১। চূর্ণ, পিষ্ট। বিণ। ২। চূর্ণদ্রব্য, কণা। 'গুণ্ডক'-শব্দজ। বি।

ইল্সা গুঁড়ি—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি (এইরূপ বৃষ্টিকালে ইলিসমাছ জালে পড়ে বলিয়া)।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি—বিন্দু বিন্দু বারিপতন।

গুঁড়ান—চূর্ণ করা, পিষ্ট করা ; (গৌণার্থে) একেবারে ধ্বংস করা। বাং ক্রি।

গুঁতা, গুঁতো—ধাক্কা, ঠেলা ; গবাদি পশুর শৃঙ্গের দ্বারা আঘাত। আর্বীমূলক। বি।

গুঁতাগুঁতি—পরস্পর শৃঙ্গের দ্বারা আঘাত ; ঠেলাঠেলি ; গাদাগাদি। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

গুঁতান—শৃঙ্গদ্বারা আঘাত করা ; ধাক্কা দেওয়া, ঠেলা দেওয়া। বাং ক্রি।

গুঁতো—'গুঁতা' দ্রঃ।

গু-খুরি, -খোরি—বিষ্ঠা ভোজনের ন্যায় জঘন্য কার্য্য ; (তাহা হইতে) ক্ষোভের কার্য্য, ঝকমারি। বাং প্র। বি।

গু-খেকো, গু-খোর—বিষ্ঠাভোজী ; গালিবিশেষ (গু-খেকোর বেটা)। গু—খা+কো (<উকা) কর্ত্তৃবা ; (২য় পক্ষে) গু+খোর আসক্তার্থে। বিণ।

গুগ্গুল, গুগ্গুলু—বৃক্ষনির্য্যাসবিশেষ, সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ। গুক্—গুড়্+ক, পক্ষে উ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

গুগ্লি—ক্ষুদ্র শম্বুক ; গেঁড়ি। বাং প্র। বি।

গুচি, গুচী, গুছি, গুছী—ক্ষুদ্র গুচ্ছ, ছোট গোছা। 'গুচ্ছ'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

গুচ্চের, গুচ্ছের—অনেক, পর্য্যাপ্ত, প্রচুর, ঢের, প্রয়োজনাতিরিক্ত (বিরক্তি-প্রকাশক)। প্রাদে। বিণ।

গুচ্ছ—স্তবক ; ফুলের থলো ; তৃণাদির গোছা ; মল্লিকা ধান প্রভৃতি গাছের ডাঁটা ; হারবিশেষ, বত্রিশ-নর হার ; ময়ূরপুচ্ছ মুক্তার মালা। গুৎ—ছো+ক কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

গুচ্ছপত্র—তাল গাছ। গুচ্ছাকৃতি পত্র যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

গুচ্ছপুষ্প—ছাতিম গাছ। গুচ্ছাকৃতি পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

গুচ্ছফল—যাহা গোছায় গোছায় ফলে এমন ফল (খেজুর, নারিকেল প্রভৃতি)। গুচ্ছাকার ফল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গুচ্ছফলা—দ্রাক্ষালতা ; কদলীবৃক্ষ ; অগ্নি-দমনী ; কাকমাচী। গুচ্ছাকৃতি ফল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গুচ্ছমূল—গোছা-শিকড় (fibrous root), শতমূলী প্রভৃতি। গুচ্ছাকার মূল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গুছান—সুবিন্যস্ত করা, সুশৃঙ্খল করা। বাং ক্রি। [ইত্যাদি। 'গুচ্ছ'-শব্দজ। বি।

গুছি—বিননি লম্বা করিবার জন্য ফিতা

গুজগুজ, -গুজানি—অন্যের অশ্রাব্য-ভাবে কথোপকথন, চুপি চুপি কথাবার্ত্তা ; গুপ্তমন্ত্রণা। ধ্বনিমূলক। বাং প্র। বি। বিণ—গুজগুজে।

গুজব—জনোক্তি, জনরব। হিন্দী বি।

গুজব উঠা, রটা—জনরব প্রচারিত হওয়া।

গুজর—ভাবনা, চিন্তা ; অতিক্রম, অতি-বাহন। ফার্সী 'গুজারা'-শব্দজ। বি।

গুজরৎ, গুজরাৎ—মারফত, দ্বারা। ফার্সী। অব্য। **গুজরাৎ খোদ**—কোন ব্যক্তির নিজ দ্বারা।

গুজরাটী—গুজরাটের লোক বা ভাষা ; গুজরাট-দেশীয়। গুজরাট+ঈ। বি বা বিণ।

গুজরান—যাপন, অতিবাহন, কাটান ; জীবিকানির্ব্বাহ। ফার্সী 'গুজারা'-শব্দজ। বি।

গুজরি, গুজরী—পায়ের অলঙ্কারবিশেষ, চরণাঙ্গুরী। 'গুঞ্জরণ'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

গুজরিপঞ্চম—পায়ের গহনাবিশেষ। বাং প্র। বি।

গুজস্তা—সাবেক, বকেয়া, বাকী ; অতীত, গত। ফার্সী। বিণ।

গুজারা, গুজারী—নির্ব্বাহ ; আদায় (মালগুজারী)। ফার্সী। বি।

গুজিয়া—ছোট গজা ; ক্ষীরের মিষ্টান্ন-বিশেষ। বাং প্র। বি।

গুঞ্জ—১। গুচ্ছ, স্তবক ; কুঁচ। গুন্জ্+ঘঞ্ অধিবা। ২। গুঞ্জন। গুন্জ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

গুঞ্জই—গুঞ্জন করে, গুন্গুন্ শব্দ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গুঞ্জন—গুন্গুন্ শব্দ। গুন্জ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—গুঞ্জিত।

গুঞ্জনধ্বনি—গুন্গুন্ শব্দ। গুঞ্জনই ধ্বনি, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গুঞ্জমালা, গুঞ্জামালা—গুঞ্জাহার, কুঁচ-ফলের মালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গুঞ্জরা, গুঞ্জরণ—গুন্গুন্ শব্দকরণ। বাং প্র। বি। [ক্রি।

গুঞ্জরা—গুন্গুন্ শব্দ করা। কবিপ্র।

গুঞ্জরিত—গুন্গুন্ শব্দে শব্দিত। গুঞ্জর+ইত যুক্তার্থে। কবিপ্র। বিণ।

গুঞ্জা—কুঁচ ফল, কুঁচ ফলের গাছ ; মদিরা-গৃহ ; পরিমাণবিশেষ (এক আনার ষষ্ঠাংশ)। গুন্জ্+অচ্ কর্ত্তৃবা, ঘঞ্ অধিবা +আপ্। বি ; স্ত্রী।

গুঞ্জামালা—'গুঞ্জমালা' দ্রঃ।

গুঞ্জার—গুন্গুন্ধ্বনি, ভ্রমরের শব্দ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গুঞ্জিকা—গুঞ্জা, কুঁচ ; ত্রিযব-পরিমাণ

(এক আনার এক-ষষ্ঠাংশ)। গুঞ্জা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গুঞ্জিত—গুঞ্জন, গুন্‌গুন্ ধ্বনি। গুন্জ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। [বি।

গুটলি, গুটলে—ঢেলা, গুটি। বাং প্র।

গুটান—গুড়ান, নাটাই প্রভৃতিতে জড়ান; সঙ্কুচিত করা; বন্ধ করা, তুলিয়া দেওয়া ('কারবার—'); টানিয়া লওয়া ('জাল—')। বাং ক্রি।

গুটি, গুটিকা, গুটী—বটিকা, গুলি; ঘুঁটি; পোকার গুটি (cocoon); বসন্তের গুটি। গু+টিক কর্ম্মবা=গুটি; গুটি+ঈপ্= গুটী; গুটি+কন্ স্বার্থে+আপ্=গুটিকা। বি ; স্ত্রী।

গুটিক—১। দুই-একটি ("কোটিতে গুটিক হয়"—চণ্ডীদাস); এক একটি। প্রাঃ কবিপ্র। ২। অনেক, প্রচুর, ঢের। বাং প্র। বিণ।

গুটিকাঞ্জন—বটিকাকার কজ্জলবিশেষ। গুটিকাসদৃশ অঞ্জন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গুটিকাপাত—কোন বিষয় নির্ণয়ার্থ গুলি নিক্ষেপ, গুলিবাঁট, সুরতি খেলা। গুটিকার পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গুটিগুটি—ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে; অন্যের অদৃশ্যভাবে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

গুটিপোকা—রেশমকীট, যে সকল কীট রেশমের কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। মধ্যপ কর্ম্মধা। গুটি-নির্ম্মাতা পোকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

গুটিলা, গুট্‌লি, গুট্‌লে—১। গোলাকার, বর্ত্তুলাকার; গোহাল। বিণ। ২। গুটি, ঢেলা। বাং প্র। বি।

গুটিশালা—যে গৃহে চাষের জন্য গুটিপোকা রাখা হয় (nursery). গুটির শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গুটী—'গুটি' দ্রঃ।

গুটীপোকা—কীটবিশেষ, তুঁতপোকা, রেশমকীট। গুটী-নির্ম্মাতা পোকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

গুড়—ইক্ষুরস প্রভৃতি হইতে জাত মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ, ইক্ষু প্রভৃতির রস অগ্নির উত্তাপে ঘন হইয়া যাহা প্রস্তুত হয় তাহা, খাঁড়। গুড্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। **গুড়ে বালি**—আশা ব্যর্থ হওয়া [আস্বাদনের জন্য মুখে গুড় দিয়া তাহাতে বালি লাগিলে আস্বাদন নষ্ট হয়, তাহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিতে হয়। (ইহা হইতে) কোন বিষয়ে আশা করিয়া নৈরাশ্য লাভ করিলে কথাটি প্রযুক্ত হয়]।

গুড়গুড়—অনুকার-শব্দ; গম্ভীর শব্দ; মেঘের ডাক; গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়ার শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

গুড়গুড়ি—১। তামাকুসেবন করিবার যন্ত্র, একপ্রকার গড়গড়া, আলবোলা। ধ্বনিমূলক। বি। ২। যাহা হইতে গুড়গুড় শব্দ হয় এমন, গুড়গুড়শব্দকারী; বামন, বেঁটে; বর্ত্তুলাকার। বাং প্র। বিণ।

গুড়গুড়ে—গুড়গুড়-শব্দকারী; বামন, বেঁটে; বর্ত্তুলাকৃতি। গুড়গুড়+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

গুড়চী, গুড়ুচী, গুড়ূচী—গুলঞ্চলতা। গুড্+অচট্, উচট্, উচট্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গুড়তৃণ, -দারু—ইক্ষু। গুড়যুক্ত তৃণ, দারু,

গুড়ত্বক্ (-ত্বচ্), **-ত্বচা**—জয়ত্রী; দারুচিনি। গুড়া (মধুরা) ত্বক্, ত্বচা যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

গুড়দারু—'গুড়তৃণ' দ্রঃ।

গুড়ধেনু—দানার্থ গুড়নির্ম্মিতা গাভী। গুড়-নির্ম্মিতা ধেনু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

গুড়ন, গুড়ান—গুটান (তাহা দ্রঃ)।

গুড়মুড়া—গুল্ফ, গোড়ালি। বাং প্র। 'গুল্‌ফ'-শব্দজ। বি।

গুড়শর্ক্ক(র্ক)রা—উত্তম চিনি, দোবরা চিনি। গুড়জাতা শর্করা, শর্করা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

গুড়া—১। স্নুহীবৃক্ষ; গুঁড়া। গুড্+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মধুরা। গুড্+অচ্ বিশিষ্টার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। নৌকার পার্শ্বস্থিত বসিবার পুরু তক্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গুড়াকা—তন্দ্রা, আলস্য; নিদ্রা (গুড়াকেশ)। গুড্ (ব্যাঘাত করা)+আকন্ কর্ত্তৃবা+ আপ্। বি ; স্ত্রী।

গুড়াকেশ—অর্জ্জুন; কৃষ্ণ, বিষ্ণু। গুড়াকার (নিদ্রার) ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গুড়ান—গুটান (তাহা দ্রঃ)।

গুড়াপূপ—গুড়-মিশ্রিত পিষ্টক, গুড়পিঠা। গুড়মিশ্রিত অপূপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গুড়ি—১। 'গুঁড়া' দ্রঃ। ২। বৃক্ষস্কন্ধ, গাছের কাণ্ড। 'গণ্ডি'-শব্দজ। বি।

গুড়িগুড়ি—ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে; লুকিয়ে-চুরিয়ে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

গুড়ুক—টানা তামাক, গুড়মিশ্রিত কাটা তামাক ('—খাওয়া', '—টানা')। হিন্দী 'গুড়াকু'-শব্দজ। বি।

গুড়ুকখোর—তামাকখোর, অত্যন্ত তামাকুসেবী। গুড়ুক+খোর আসক্তার্থে। বিণ।

গুড়ুচি, গুড়ূচী—'গুড়চী' দ্রঃ।

গুড়ুম—বন্দুক বা কামানের শব্দ; মেঘের ডাক। বাং প্র। অব্য।

গুড়োদক—গুড়ের সরবৎ, গুড়ের পানা। গুড়মিশ্রিত উদক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গুড়োদ্ভবা—শর্করা, চিনি। গুড় হইতে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গুণ—১। উৎকর্ষ (গুণবান্); (গণিত) এক অঙ্ক দ্বারা অন্য অঙ্কের পূরণক্রিয়া, গুণন। গুণ+ঘঞ্ ভাববা। ২। মনের যে ধর্ম্ম থাকাতে লোক প্রশংসনীয় হয় তাহা (যথা—দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, সাহস, পরাক্রম প্রভৃতি); যাহাতে আত্মার উৎকর্ষসম্পাদন হয় তাহা (যথা—জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি); যাহা থাকাতে শরীর সুন্দর বলিয়া গণনীয় হয় তাহা (যথা—রূপ, লাবণ্য, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি); (অলঙ্কারশাস্ত্র) রচনার উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক ধর্ম্ম (যথা—কাব্যোক্ত শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি এই দশটি); পদার্থের ধর্ম্ম, স্বভাব (যথা—শুক্লত্ব, কৃষ্ণত্ব, পীতত্ব; তিক্তত্ব, মধুরতা; কাঠিন্য, মৃদুতা প্রভৃতি); যে রজ্জু মাস্তলে বাঁধিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় তাহা; সূত্র, রজ্জু; ধনুকের ছিলা। গুণ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৩। (ব্যাকরণ) স্বরের পরিবৃত্তিবিশেষ (যথা—ই-ঈ-স্থানে এ; উ-ঊ-স্থানে ও; ঋ-ৠ স্থানে অর্; ঌ-স্থানে অল্); শক্তি; ফল, উপকার ('ঔষধের—'); (ন্যায়শাস্ত্র) চব্বিশটি দ্রব্যাশ্রিত পদার্থ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি); সৃষ্টির মূলীভূত বস্তুত্রয়; (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ); বার ('তিন—'); অংশ, ভাগ; মাল্য; (রাজনীতি বা দণ্ডনীতি) সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয়—এই ছয়টি বিষয় ('ষড়—')। গুণ +ঘঞ্ করণবা। বি, পুং। ৪। থলিয়া, চট কাপড়ের থলি, মোটা বোরা বা থলে; নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবার দড়ি। 'গোণী'-শব্দজ। বি। **গুণ টানা**—নৌকার মাস্তলে দড়ি বাঁধিয়া নদী প্রভৃতির ধার দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া। ৫। যাদু, তুক্। বাং প্র। বি। **গুণ করা**—বশীকরণ ঔষধ খাওয়াইয়া বশ করা।

গুণক—১। যে অঙ্ক দ্বারা অন্য অঙ্কের গুণ করা যায় (multiplier ; co-efficient). বি ; পুং। ২। যে গুণ করে। গুণ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গুণিকা।

গুণকথন—গুণকীর্ত্তন, সুখ্যাতি ঘোষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গুণকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্ম**—১। সদ্‌গুণের কার্য্য। গুণজনিত কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। (গণিত) গুণনক্রিয়া, পূরণ, গুণ করা। কর্ম্মধা। ৩। সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ এবং তাহার সৃষ্টি। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

গুণকারক—উপকারক, হিতকর। ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ। স্ত্রী,—কারিকা।

গুণকারী (-কারিন্)—হিতকর; আরোগ্য-কর। উপতৎ; গুণ—কৃ+ণিন কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

গুণকীর্ত্ত(র্ত)ন—গুণবর্ণন, গুণগান, প্রশংসা করণ। গুণের কীর্তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গুণক্রিয়া—গুণকর্ম্ম (তাহা দ্রঃ)। বি; স্ত্রী।

গুণগরিমা (-গরিমন্)—১। গুণের গৌরব, গুণমাহাত্ম্য। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। গুণ ও গৌরব। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

গুণগৃহ্য—গুণের পক্ষপাতী, গুণের সমাদরকর্ত্তা। গুণের গৃহ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুণগৌরব—গুণবত্তার জন্য মহিমা বা প্রশংসা। গুণ হেতু গৌরব, ৫মীতৎ। বি; ক্লীব।

গুণগ্রহণ—অন্যের গুণ স্বীকার করা; গুণবান্ ব্যক্তির গুণ বুঝিয়া তাহাকে যথাযোগ্য সমাদর করা; গুণ বুঝা। গুণের গ্রহণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লীব।

গুণগ্রাম—গুণরাশি, গুণসমূহ। গুণের গ্রাম (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুণগ্রাহক—যে অপরের গুণের মর্য্যাদা বোঝে; গুণগ্রাহী। গুণের গ্রাহক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিকা।

গুণগ্রাহিতা—অপরের গুণের সমাদরে প্রবৃত্তি বা অনুরাগ; গুণগ্রহণের অভ্যাস বা ক্ষমতা, গুণজ্ঞতা। গুণগ্রাহিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

গুণগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—গুণগ্রাহক, যে অন্যের গুণের আদর করে এমন। উপতৎ, গুণ—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গ্রাহিণী। বি,—গ্রাহিতা।

গুণচট—বস্তা বা থলি প্রস্তুত করিবার জন্য মোটা চট; অতিস্থূল বস্ত্র। গুণনির্ম্মিত চট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

গুণছুঁচ—চট ইত্যাদি সেলাই করিবার একপ্রকার বড় ছুঁচ। গুণচালক ছুঁচ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

গুণজ্ঞ—অন্যের গুণ বুঝিতে সমর্থ, গুণগ্রাহী। উপতৎ; গুণ—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

গুণতহি—সংখ্যা করে, গণনা করে; গণ্য করে; তুলনা করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গুণত্রয়—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ। গুণের ত্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গুণধর—গুণবান্, গুণী; (বিদ্রূপার্থে) বহুদোষসম্পন্ন। গুণের ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুণধর্ম্ম (-ধর্ম্মন্), **-ধর্ম**—প্রজাপালনাদিরূপ ধর্ম্ম। গুণানুসারী ধর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গুণধাম (-ধামন্)—সর্ব্বগুণাধার, সকল প্রকার-গুণসম্পন্ন। গুণের ধাম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, বা বিণ।

গুণন—(গণিত) পূরণ, এক অঙ্ক দ্বারা অন্য অঙ্কের গুণ করণ; আবৃত্তি; বর্ণন। গুণ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—গুণিত, গুণ্য, গুণনীয়।

গুণনিকা—১। গুনন; অভ্যাস, পুনঃপুনঃ অনুশীলন; নৃত্য। গুণ+অনট্ ভাববা+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। শূন্য অঙ্ক (০)। গুণ+অনট্ করণবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গুণনিধি—গুণাধার, সর্ব্বগুণসম্পন্ন; (বিদ্রূপার্থে) সর্ব্বদোষাধার। গুণের নিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুণনীয়—যাহার (যে অঙ্কের) গুণ করিতে হইবে এরূপ, গুণ্য। গুণ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

গুণনীয়ক—অপবর্ত্তক, যে রাশি দিয়া আর একটি রাশিকে ভাগ করিলে কিছুই ভাগশেষ থাকে না, যে রাশি দ্বারা গুণ করিলে কোন নির্দ্দিষ্ট গুণফল উৎপন্ন হয় (measure). গুণনীয়+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

গুণপক্ষপাতী (-পাতিন্)—গুণের বশীভূত, গুণীর ভক্ত। গুণের পক্ষপাতী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পাতিনী।

গুণপনা—গুণশালিতা, গুণবত্তা; নিপুণতা, পটুতা। গুণী+পনা ভাবে (ঈ-কার লোপ)। বি।

গুণপন্থ—ধর্ম্মের তাৎপর্য্যজ্ঞাপক শাস্ত্র, যাহাতে নানা মতের মর্ম্মভেদ করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিবৃত আছে তাহা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গুণফল—(গণিত) গুণনক্রিয়া দ্বারা যে রাশি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা, গুণনদ্বারা লব্ধ ফল (product). গুণের ফল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গুণবত্তা—গুণ থাকা, গুণশালিতা। গুণবৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—বান্।

গুণবাচক—যাহা বস্তুর বা ব্যক্তির গুণ ব্যক্ত করে এরূপ, বিশেষণ। গুণের বাচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বাচিকা।

গুণবাদ—১। প্রশংসোক্তি; সুখ্যাতিসূচক বাক্য। গুণসূচক বাদ (উক্তি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। গুণকীর্ত্তন, প্রশংসাকথন। গুণের বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। (দর্শন) প্রশংসার্থ অত্যুক্তি। বি; পুং।

গুণবান্ (-বৎ)—যাহার গুণ আছে এরূপ, গুণবিশিষ্ট, গুণী; সদ্গুণশালী; যাহাতে ছিলা আছে এমন। গুণ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী। বি,—বত্তা।

গুণবৃক্ষ—নৌকা বা জাহাজের মাস্তুল। গুণাধার বৃক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গুণবৈষম্য—বিভিন্ন বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ। গুণের বৈষম্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গুণমণি—অতিশয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তি; নানা গুণের আধার বলিয়া মণির ন্যায় আদরের পাত্র। গুণে মণি (তৎসদৃশ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

গুণময়—প্রভূতগুণসম্পন্ন, অতিশয় গুণী। গুণ+ময়ট্ প্রাচুর্য্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

গুণমুগ্ধ—গুণের বশীভূত, গুণের অত্যন্ত অনুরাগী। গুণ দ্বারা মুগ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

গুণলুব্ধ—গুণগ্রাহী, গুণপক্ষপাতী; গুণের লোভে আকৃষ্ট। গুণে লুব্ধ, ৭মীতৎ। বিণ।

গুণশালিতা—গুণ থাকা, গুণবত্তা। গুণশালিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

গুণশালী (-শালিন্)—যাহার গুণ আছে এমন, গুণী, গুণবান্। উপতৎ; গুণ—শাল্ (শোভা পাওয়া)+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী। বি,—শালিতা।

গুণশীল—গুণী, গুণবান্। গুণ শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গুণসম্পন্ন—গুণযুক্ত, গুণবিশিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।

গুণসাগর—১। বহুগুণযুক্ত, সকল গুণের আধার। গুণের সাগর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। ২। ব্রহ্মা; বুদ্ধবিশেষ। বি; পুং।

গুণসিন্ধু—গুণসাগর, বহুগুণের আধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুণস্তম্ভ—গুণবৃক্ষ, নৌকার মাস্তুল। গুণাধার স্তম্ভ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গুণহীন—নির্গুণ, গুণশূন্য; ছিলাশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

গুণা—গণনা করা, সংখ্যা করা; কল্পনা করা (মনে মনে গোণা)। বাং ক্রি।

গুণাকর—১। যাহার অনেক গুণ আছে এমন, গুণের আধার। বিণ। ২। বুদ্ধ। গুণের আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুণাগুণ—গুণ এবং দোষ। গুণ এবং অগুণ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

গুণাতীত—যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে লিপ্ত নহে এমন, ত্রিগুণাতীত। গুণকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ

গুণাধার—গুণের আশ্রয়, বহুগুণসম্পন্ন। গুণের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুণানুকরণ—অন্যের গুণ দেখিয়া তাহা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা। গুণের অনুকরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গুণানুকীর্ত্ত(র্ত)ন—গুণের প্রশংসা, পরগুণের বারবার উল্লেখ। গুণের অনুকীর্ত্তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গুণানুবাদ—প্রশংসা, সুখ্যাতিকরণ, গুণকীর্ত্তন। গুণের অনুবাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুণানুরাগ—গুণগ্রাহিতা, গুণের প্রতি ভালবাসা। গুণে অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি; পুং। বিণ,—রাগী (-রাগিন্)।

গুণানুরাগী (-রাগিন্)—গুণপক্ষপাতী, গুণগ্রাহী, যে গুণ ভালবাসে এরূপ। গুণে

অনুরাগী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রাগিণী। বি,—রাগিতা। [৩য়াতৎ। বিণ।
গুণান্বিত—গুণযুক্ত, গুণী। গুণ দ্বারা অন্বিত,
গুণাবলি, -লী—বহুগুণ, গুণসমূহ ; নামতা। গুণের আবলী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
গুণাভরণ—গুণরূপ অলঙ্কার। গুণই আভরণ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
গুণাভাস—গুণ বলিয়া যাহা মনে হয় ; অতি সামান্য সদ্‌গুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
গুণালঙ্ক(ংকৃ)ত—গুণের দ্বারা শোভিত, সদ্‌গুণশালী, বিবিধ-উৎকৃষ্টগুণযুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।
গুণিত—পূরিত, অন্য অঙ্ক দ্বারা যে অঙ্কের গুণ করা হইয়াছে এরূপ ; আহত ; তাড়িত। গুণ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
গুণিতক—যে রাশিকে আর একটি রাশি দিয়া ভাগ করিলে কিছুই ভাগশেষ থাকে না তাহা। গুণিত+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।
গুণিন—১। মন্ত্রবৈদ্য ; যাদুকর ; গণৎকার। বি। ২। ওস্তাদ, উত্তম শিল্পী ; তন্ত্রমন্ত্র বা সঙ্গীতাদিতে নিপুণ। 'গুণিন্'-শব্দজ। বিণ।
গুণী (গুণিন্)—১। গুণবান্, গুণবিশিষ্ট ; ধর্ম্মী, বিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী—গুণিনী। ২। ধনুক। গুণ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং। ৩। মন্ত্রজ্ঞ ওঝা। বাং প্র। বি।
গুণীভূত—অপ্রধানভূত, অপ্রধানভাবে অবস্থিত ; অপ্রধান, গৌণ। গুণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=গুণী)—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।
গুণোৎকর্ষ—সদ্‌বৃত্তির উৎকর্ষ, গুণের আধিক্য। গুণের উৎকর্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
গুণোত্তর—(গণিত) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণিত হইয়া বৃদ্ধিশীল—যেমন, ১, ৩, ৯, ২৭, ৮১ ইত্যাদি (geometric). বিণ।
গুণোত্তর শ্রেণী—(গণিত) যে শ্রেণীর রাশিসমূহ একটি নির্দ্দিষ্ট গুণে বৃদ্ধি পায় তাহা (geometric series).
গুণোপেত—গুণশালী, গুণবান্। গুণ দ্বারা উপেত, ৩য়াতৎ। বিণ।
গুণ্ঠন—বেষ্টন ; আবরণ। গুণ্ঠ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—গুণ্ঠনীয়, গুণ্ঠিত।
গুণ্ঠিত—আবৃত, আচ্ছাদিত। গুণ্ঠ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গুণ্ঠন।
গুণ্ড, গুণ্ডক—চূর্ণ, গুঁড়া। গুণ্ড্+অচ্ কর্ত্তৃবা ; গুণ্ড+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।
গুণ্ডা—১। দুর্ব্বৃত্ত ; দস্যু, ডাকাত ; পরপীড়ক, অত্যাচারী। বাং প্র। বি। ২। গুঁড়া চূর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
গুণ্ডাগিরি, গুণ্ডাম, গুণ্ডামি—দুর্ব্বৃত্ততা ; দস্যুতা ; ডাকাতি ; পরপীড়ন, অত্যাচার। গুণ্ডা+গিরি, ম, মি কর্ম্মার্থে। বি।
গুণ্ডি—দোক্তা, পানের সহিত খাইবার তামাক-মিশ্রিত মশলাবিশেষ। বাং প্র। বি।
গুণ্ডিক—তণ্ডুলাদির চূর্ণ, গুঁড়ি। গুণ্ড+ইক (বন্) আছে অর্থে। বি ; পুং।
গুণ্ডিচা—পুরীতে জগন্নাথদেব রথারোহণের পর এক সপ্তাহ যে বেদীতে থাকেন তাহা [রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুণ্ডিচা দেবীর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই নাম]। বি। **গুণ্ডিচাযাত্রা**—জগন্নাথদেবের রথে চড়িয়া শ্বশুরালয় অর্থাৎ গুণ্ডিচামন্দিরে যাত্রারূপ উৎসব।
গুণ্ডিত—১। চূর্ণিত, যাহা গুঁড়া করা হইয়াছে এমন, চূর্ণযুক্ত। গুণ্ড্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। ধূলিসমাকীর্ণ, ধূলিব্যাপ্ত। গুণ্ড+ইত জাতার্থে। বিণ।
গুণ্য—গুণনীয়, যাহাকে গুণ করিতে হইবে এরূপ। গুণ+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—গুণন।
গুদ—১। পায়ু ; মলদ্বার। গুদ্+ক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। ২। (অশ্লীল) যোনি। প্রাদে। বি।
গুদভ্রংশ—রোগবিশেষ ; মলদ্বারের সঙ্কোচন-ক্ষমতার লোপ (Prolapsus Ani). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
গুদম, গুদাম—পণ্যাগার, বিক্রেয় দ্রব্যসমূহ যেখানে সঞ্চিত রাখা হয়, মালখানা। মালয়ী 'গোডং' (<ইং godown ; পোর্ত্তু gudao)-শব্দজ। বি।
গুদাঙ্কুর—রোগবিশেষ, অর্শ। গুদজাত অঙ্কুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।
গুদারা—খেয়া। ফার্সী। প্রাদে। বি।
গুন—গুনচট, থলে। 'গোণী'-শব্দজ। বি।
গুনচট—থলে। কর্ম্মধা। বি।
গুনা—১। পাপ ; দোষ। ফার্সীমূলক। ২। সূতার খেই ; তার ; পেঁচ বা স্ক্রুর সর্পিল শিরা। বাং প্র। বি।
গুনাগার, গুনোগার—১। ক্ষতিপূরণ, গচ্চা। বি। ২। পাপী ; দায়ী। ফার্সীমূলক। বিণ।
গুনাগারি, গুনোগারি—ভুলের শাস্তি, লোকসান ; আক্কেল-সেলামি। ফার্সীমূলক। বি।
গুনাগীর—পাপী ; দোষী। ফার্সীমূলক। বি।
গুনোগার—'গুনাগার' দ্রঃ।
গুন্‌গুন্—ভ্রমরাদির ধ্বনি, গুঞ্জন শব্দ ; অনুচ্চস্বরে সঙ্গীতালাপ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।
গুন্তি—গণনা। গুন+তি ভাববা। বি।
গুপা, গুপো—১। গুপ্ত আঘাত। বি। ২। গুপ্ত ('—ঘাই')। প্রাদে। বিণ।
গুপত—গুপ্ত, লুক্কায়িত। প্রাঃ কবিপ্র। 'গুপ্ত'-শব্দজ। বিণ।
গুপ্ত—১। লুক্কায়িত ; অদৃশ্য, অলক্ষিত ; অপরিজ্ঞাত ; রক্ষিত, ত্রাত ; সংবৃত। গুপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গুপ্তি, গোপন। ২। বৈদ্যজাতির উপাধি (মুরারি গুপ্তের কড়চা)। বি ; পুং। [স্ত্রী।
গুপ্তকথা—গোপনীয় বিষয়। কর্ম্মধা। বি ;
গুপ্তগতি—১। গুপ্তচর, অপসর্প। গুপ্তা গতি যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। অন্যের অলক্ষিতভাবে গমন। গুপ্তা গতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। [চর, কর্ম্মধা। বি ; পুং।
গুপ্তচর—গূঢ়সংবাদবাহক, গোয়েন্দা। গুপ্ত
গুপ্তধন—১। লুক্কায়িত অর্থ, লুকান ধন। গুপ্ত ধন, কর্ম্মধা। ২। নারীকর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। বি ; ক্লীব।
গুপ্তপুলিশ—পুলিশের যে বিভাগ গোপনে অপরাধাদির তথ্য সংগ্রহ করে (Special Branch of Police). কর্ম্মধা। বি।
গুপ্তবেশ—১। ছদ্মবেশ, কপটবেশ। গুপ্ত বেশ, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। গোপনবেশী, ছদ্মবেশী। বহুব্রী। বিণ।
গুপ্তভোট—যে ভোটে ভোটদাতা বন্ধ কাগজে স্বমত প্রকাশ করেন তাহা (ballot). কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
গুপ্তমন্ত্র—গুপ্ত পরামর্শ, গোপন-মন্ত্রণা ; অন্যের অজ্ঞাত মন্ত্র। গুপ্ত মন্ত্র, কর্ম্মধা। বি ; পুং।
গুপ্তরহস্য—লুক্কায়িত গোপনীয় বিষয়, যে গোপনীয় বিষয়কে গোপনেই রাখা হইয়াছে তাহা। গুপ্ত রহস্য, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
গুপ্তহত্যা—গোপনে খুন। গুপ্ত হত্যা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।
গুপ্তা—১। লুক্কায়িতা ; গোপনে রক্ষিত বা স্থাপিত ; যাহার উপপতির সহিত মিলনের বিষয় কেহ জানিতে পারে না এমন ('—নায়িকা')। বিণ ; স্ত্রী। ২। গুপ্তবংশীয় মহিলা। গুপ্ত+আপ্। বি ; স্ত্রী।
গুপ্তাব্দ—খৃষ্টীয় ৩২০ অব্দে মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অব্দ। গুপ্তপ্রবর্ত্তিত অব্দ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।
গুপ্তি—১। রক্ষা, পাহারা ; গোপন, সংবরণ ; গর্ত্ত করিবার জন্য ভূমিখনন। গুপ্+ক্তি ভাববা। ২। ভূমির গহ্বর ; কারাগার ; রথগর্ভ ; নৌকার ছিদ্র, নৌকা বা জাহাজের মেজিয়া (মেজে)। গুপ্+ক্তি অধিবা। বি ; স্ত্রী। ৩। যম। গুপ্+ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ৪। যষ্টি প্রভৃতির মধ্যে গুপ্ত ছোরা। বাং প্র। বি।
গুবাক, গূবাক—১। সুপারিগাছ। বি ; পুং। ২। সুপারি। গু+আক করণবা। বি ; ক্লীব। [ক্রি।
গুবরান—পাকিয়া ওঠা ; ডাঁসান। প্রাদে।
গুবরে—একপ্রকার পোকা। গোবর+এ (<ইয়া) জাতার্থে। বি।
গুম—১। গোপন, লুকান, বিশেষতঃ খুন

করিয়া মৃতদেহ লুকান। বি। **২**। গুপ্ত। হিন্দীমূলক। বিণ। **৩**। ভারী বস্তু পতনের শব্দ ; ক্রোধাদি জন্য গম্ভীর অবস্থা। বি। **৪**। গম্ভীর। বাং প্র। বিণ।

গুমখুন—গুপ্তহত্যা—যাহাতে লাশ লুকাইয়া ফেলা হয়। কর্ম্মধা। বি।

গুমগুম—মুষ্ট্যাদি প্রহারের বা সবলে পদাঘাত করিবার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

গুমট—গ্রীষ্ম, উত্তাপ, গর্ম্মি ; নির্ব্বাত গ্রীষ্ম, বায়ুশূন্য অবস্থার গরম, পচা গরম ; (গৌণ অর্থে) স্তব্ধভাব ; পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান-রহিত সম্পর্কহীন ভাব। বাং প্র। বি।

গুমটি—প্রহরীর আবাস ; খোপের মত ছোট ঘর ; জাহাজের জল সেচিবার খালাসী। হিন্দী। বি।

গুমর, গুমার—অহঙ্কার, দম্ভ, দেমাগ। ফার্সী 'গুমান'-শব্দজ। বি। **গুমর করা**—দেমাগ দেখান, দেমাগ করিয়া কথা না বলা। **গুমর ভাঙ্গা**—অহঙ্কার চূর্ণ হওয়া বা করা। **গুমর ফাঁক হওয়া**—ভিতরকার কথা বাহির হইয়া পড়া।

গুমরা, গুমরান—মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখা, গোপনে দুঃখশোক ভোগ করা। 'গুম'-শব্দজ। বাং ক্রি।

গুমসা—গুমট। বাং প্র। বি।

গুমসান—অত্যধিক গরমে ভাপসাইয়া উঠা ; গুমট করা। বাং ক্রি।

গুমসানি, গুমসনি—গুমট, অত্যধিক গরমে ভাপসাইয়া উঠা। গুমসা+আনি, অনি ভাববা। বি।

গুমা—অল্পে অল্পে আগুনে দগ্ধ বা সিদ্ধ হওয়া ; সেঁৎসেঁতে স্থানে বা গরমে পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া (চাল গুমিয়ে ওঠা)। বাং ক্রি।

গুমান—**১**। গুপ্ত বিষয়, রহস্য। প্রাঃ কবিপ্র। **২**। গুমর, অহঙ্কার, দেমাগ। ফার্সী। বি।

গুম্ফ—**১**। শ্মশ্রু ; গোঁপ ; বাহুভূষণ ; সন্দর্ভ ; গুচ্ছ। গুম্ফ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। **২**। গ্রন্থন, গাঁথনি। গুম্ফ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

গুম্ফন—গ্রন্থন, গাঁথা ; গাঁথনি ; দলবন্ধন (grouping). গুম্ফ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—গুম্ফিত।

গুম্ফা—পর্ব্বতের গুহা। বাং প্র। বি।

গুম্ফমর্দ্দ(র্দ)ন—গোঁপে তা দেওয়া। গুম্ফের মর্দ্দন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গুম্ফিত—গ্রথিত, নিবদ্ধ, গাঁথা। গুম্ফ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গুম্ফন, গুম্ফ।

গুম্বজ—প্রাসাদের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র গৃহের গোলাকার ছাদ ; বুরুজ। ফার্সী 'গুম্বদ্'-শব্দজ। বি।

গুয়া—সুপারি (পানগুয়া)। 'গুবাক'-শব্দজ। প্রায়শঃ পদ্যে ব্যবহৃত। বি।

গুয়ে—বিষ্ঠাসংক্রান্ত ; (গৌণার্থে) তুচ্ছার্থক নাম বা সম্বোধন। গু+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

গুরু—**১**। আচার্য্য ; অধ্যাপক ; উপদেশক ; শিক্ষাদাতা ; মন্ত্রোপদেষ্টা, যিনি তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে মন্ত্র দান করেন তিনি ; ধর্ম্মোপদেষ্টা ; (জ্যোতিষ) বৃহস্পতি ('—বার') ; (মহাভারত) দ্রোণাচার্য্য ; পিতা বা মাতা ('—দশা') ; তালবিশেষ ; দুইমাত্রাবিশিষ্ট বা দীর্ঘ স্বরবর্ণ [যথা—আ ঈ ঊ ৠ এ ঐ ও ঔ, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বর এবং অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত স্বর]। বি পুং। **২**। ভারী ; শ্লাঘ্য ; পূজ্য, মাননীয় ('—জন') ; দুস্তর ; মহৎ ; বৃহৎ ; দুষ্পাচ্য ('—পথ্য') ; কঠিন, কঠোর ('লঘুপাপে —দণ্ড') ; অধিক, অতিশয় ; উৎকৃষ্ট ; প্রয়োজনীয়, জরুরি ('—কার্য্য')। গৄ+কু কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গুরু, গুর্ব্বী।

গুরুকন্যা—আচার্য্যতনয়া। গুরুর কন্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গুরুকরণ—গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ। গুরু—কৃ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

গুরুকুল—গুরুগৃহ, আচার্য্যগৃহ (গুরুকুলে বাস) ; আচার্য্যবংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গুরুগম্ভীর—অতিশয় গম্ভীর ('—স্বর', '—প্রকৃতি')। গুরু রূপে গম্ভীর, সুপ্সুপা। বিণ।

গুরুগিরি—অধ্যাপনা ; মন্ত্রদান-ব্যবসায়। গুরু+গিরি ব্যবসায় অর্থে। বি।

গুরুগৃহ—আচার্য্যের বাড়ী। গুরুর গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গুরুঘ্ন—গুরুহত্যাকারী। উপতৎ ; গুরু—হন্+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

গুরুচণ্ডালী—গুরুলঘু শব্দের যোগে শিষ্টপ্রয়োগবিরুদ্ধ, সাধু ও গ্রাম্য শব্দের একত্রপ্রয়োগে অশিষ্ট। গুরু ও চণ্ডাল, দ্বন্দ্ব+ঈ বিশিষ্টার্থে (বাং)। বিণ।

গুরুজন—মান্য ব্যক্তি, পিতা পিতামহ প্রভৃতি। গুরু জন, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গুরুজল—(রসায়নবিদ্যা) খরজল (তাহা দ্রঃ)। [কর্ম্মধা। বি।

গুরুঠাকুর—গুরুদেব, দীক্ষাদাতা গুরু।

গুরুতনয়—গুরুর পুত্র। গুরুর তনয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী,—তনয়া।

গুরুতম—সর্ব্বাপেক্ষা গুরু, অত্যন্ত গুরু। গুরু+তমপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

গুরুতর—দুইএর মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরু ; বিষম, ভীষণ। গুরু+তরপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

গুরুতল্প—গুরুর শয্যা ; (গৌণার্থে) গুরুপত্নী ; বিমাতা (গুরুতল্পগ, গুরুতল্পগামী)। গুরুর তল্প (শয্যা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

গুরুতা—গুরুগিরি ; মন্ত্রদান ব্যবসায়। গুরু+তা কর্ম্মার্থে। বাং প্র। বি ; স্ত্রী।

গুরুতা, গুরুত্ব—মহত্ত্ব, গৌরব ; আধিক্য, আতিশয্য ; ভারী হওয়ার ভাব ; মূল্য (কথায় কোনো—নেই) ; অধ্যাপকত্ব ; উপদেশকত্ব ; মন্ত্রদাতৃত্ব, ইষ্টদেবত্ব ; পূজ্যত্ব ; কাঠিন্য। গুরু+তা, ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব।

গুরুদক্ষিণা—পাঠান্তে আচার্য্যকে প্রদেয় দক্ষিণা বা প্রণামী। গুরুপ্রদেয় দক্ষিণা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

গুরুদত্ত—গুরুর দেওয়া, যাহা গুরু দিয়াছেন এমন। গুরু কর্ত্তৃক দত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

গুরুদশা—মাতাপিতৃবিয়োগরূপ অবস্থা ; (জ্যোতিষ) বৃহস্পতির দশা। গুরুঘটিতা দশা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। [বি ; পুং।

গুরুদার—গুরুপত্নী। গুরুর দার, ৬ষ্ঠীতৎ।

গুরুদেব—অভীষ্টদেব, পূজনীয় দীক্ষাদাতা অথবা আচার্য্য ; শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। গুরুই দেব, কর্ম্মধা। বি ; পুং। [বি ; ক্লীব।

গুরুদ্বার—শিখদিগের ধর্ম্মমন্দির। ৬ষ্ঠীতৎ।

গুরুনিতম্বা—বিপুলনিতম্বা, যাহার কটি-পশ্চাদ্ভাগ স্থূল এরূপ ('—নারী')। গুরু নিতম্ব যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গুরুপত্নী—দীক্ষাগুরুর ভার্য্যা ; অধ্যাপকের স্ত্রী। গুরুর পত্নী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গুরুপত্র—ধাতুবিশেষ, টিন। গুরু পত্র যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

গুরুপাক—যে বস্তু ভক্ষণ করিলে সহজে পরিপাক হয় না এরূপ, দুষ্পাচ্য। গুরু পাক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গুরুপুত্র, -পুত্র—দীক্ষাগুরুর পুত্র ; অধ্যাপকের পুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী,—পুত্রী, —পুত্রী। [দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

গুরুপুরুত—মন্ত্রদাতা গুরু ও পুরোহিত।

গুরুবন্ধনী—(গণিত) বন্ধনী-রেখাবিশেষ, [ ] এই চিহ্নদ্বয় (third bracket). গুরু বন্ধনী, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

গুরুবরণ—দীক্ষাগুরুকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজন ; গুরুপূজার্থ বস্ত্রাদিদান ; গুরু বলিয়া মানিয়া লওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গুরুবল—গুরুর দয়া বা শিক্ষার শক্তি। গুরু-দত্ত বল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গুরুবার—বৃহস্পতিবার। গুরুর (=দেবগুরু বৃহস্পতির) বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গুরুবিত—গুরুজন, মান্য ব্যক্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

গুরুভক্ত—গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ গুরুর প্রতি অনুরাগসম্পন্ন। গুরুর ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুরুভক্তি—গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুরাগ। গুরুতে ভক্তি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গুরুভাই—একই গুরুর মন্ত্রশিষ্য বা শিষ্য-

সম্পর্কে ভাই; সতীর্থ। গুরু-সম্পর্কিত ভাই, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গুরুভার—১। অত্যন্ত ভারবিশিষ্ট, অতিশয় ভারী ('—বস্তু', '—কর্ম্ম')। গুরু ভার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অত্যন্ত ভারবিশিষ্ট বস্তু ('—বহন'); অতিশয় দায়িত্ব। গুরু ভার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

গুরুমণ্ডল—(ভূতত্ত্ব) ভূ-স্তর-বিশেষ (জলমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে ইহা অবস্থিত; ইহার বিস্তৃতি প্রায় ১৭৬০ মাইল (Barysphere). গুরু মণ্ডল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গুরুমশায়, -মহাশয়—পাঠশালার শিক্ষক মহাশয়, যিনি শিক্ষা দেন তিনি। কর্ম্মধা। বি।

গুরুমস্তিষ্ক—(শারীরবৃত্ত) মস্তিষ্কের অংশবিশেষ (cerebrum). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গুরুমা—গুরুর স্ত্রী; দীক্ষাদাত্রী; বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। কর্ম্মধা। বি।

গুরুমারা—গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত অথচ গুরুর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত ('—বিদ্যা')। গুরু—মার্+আ করণবা। বি।

গুরুমুখী—১। পঞ্জাববাসী শিখদিগের ভাষা বা বর্ণমালা। বি। ২। যাহার জন্য সম্পূর্ণরূপে গুরুর উপর নির্ভর করিতে হয় এমন ('—বিদ্যা')। গুরুমুখ+ঈ প্রাপ্ত অর্থে। বিণ। [বিণ।

গুরুয়া—গুরু, ভারী; মোটা। প্রাঃ কবিপ্র।

গুরুরত্ন—পুষ্পরাগমণি। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গুরুলঘুজ্ঞান—কে শ্রদ্ধেয় এবং কে শ্রদ্ধার অযোগ্য—এই জ্ঞান। গুরু ও লঘু, দ্বন্দ্ব; তাহার জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গুরুশিষ্য—আচার্য্য ও ছাত্র; দীক্ষা বা শিক্ষার দাতা ও গ্রহীতা। গুরু ও শিষ্য, দ্বন্দ্ব। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গুরুসেবা—গুরুশুশ্রূষা, গুরুর পরিচর্য্যা।

গুরুস্থানীয়—গুরুতুল্য, গুরুবৎ পূজ্য। গুরুর স্থানীয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুরুহন্তা (-হন্তৃ)—গুরুঘাতক, গুরুহত্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হন্ত্রী।

গুরুহা (-হন্)—গুরুঘ্ন, গুরুহত্যাকারী। উপতৎ; গুরু—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গুরুঘ্নী।

গুরূত্তম—১। গুরুশ্রেষ্ঠ, পূজ্যতম। বিণ। ২। পরমেশ্বর। গুরুমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি; পুং।

গুরূপদেশ—গুরুর নির্দ্দেশ, গুরুপ্রদত্ত শিক্ষা। গুরুর উপদেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুরূপাসনা—গুরুপরিচর্য্যা, গুরুসেবা। গুরুর উপাসনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গুর্জ্জ(র্জ)র—গুজরাটদেশ; গুজরাটের লোক। বি; পুং।

গুর্জ্জ(র্জ)রী—গুর্জ্জরদেশীয়া স্ত্রী; রাগিণী-বিশেষ। বি; স্ত্রী।

গুর্ব্ব(র্ব)ঙ্গনা—গুরুপত্নী। গুরুর অঙ্গনা (পত্নী). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গুর্ব্বি(র্বি)ণী—গর্ভিণী, গর্ভবতী। গুরু (গর্ভস্থ সত্ত্ব)+ইন্ আছে অর্থে (নিপাতনে)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গুর্ব্বী(র্বী)—১। গুরুপত্নী; গর্ভিণী রমণী। বি; স্ত্রী। ২। গৌরবসম্পন্না, গুরুত্বযুক্তা। গুরু+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গুর্ব্বীক্রিয়া—মলত্যাগ (বিপরীত, লঘ্বী—প্রস্রাব)। (অসমস্ত পদদ্বয়)। বি; স্ত্রী।

গুল—১। গুড়বটিকা। গুড্+ক কর্তৃবা (ড়-স্থানে ল)। বি; পুং। ২। অঙ্গারবটিকা, অঙ্গারচূর্ণ এবং গোময়মিশ্রণে প্রস্তুত গোলক; হাত বা পায়ের মাংসপেশী; পোড়া তামাক। বাং প্র। ৩। ফুল; গোলাপ-ফুল ('—বাগ'); সূচিকর্ম্ম দ্বারা রচিত ফুল। ৪। বাজে গল্প, লম্বা কথা ('—মারা')। ফার্সীমূলক। বাং প্র। বি।

গুলগুলে—গুড়গুড়ে, ক্ষুদ্র ও গোলাকার; পাকিয়া খুব নরম, তলতলে। বাং প্র। বিণ।

গুলজার—সমারোহপূর্ণ, আড়ম্বরবিশিষ্ট, জমকাল; অতিশোভন, অত্যুজ্জ্বল; কোলাহলময়; ভরপুর। ফার্সী (ফার্সী অর্থে 'ফুলের কেয়ারি')। বিণ। **নরক গুলজার**—পাপী ও দুর্বৃত্তদের সমাগমে আসর গরম।

গুলঞ্চ—১। ভেষজ লতাবিশেষ। 'গুড়ূচী'-শব্দজ। ২। তগরজাতীয় পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। বাং প্র। বি।

গুলতন, -তান—অনেকের একত্র আলোচনা, জটলা; কর্ম্মনাশ করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র, কাজ পণ্ড করিবার জন্য কুচক্র। ফার্সী 'গলতান'-শব্দজ। বি।

গুলদার—ফুলতোলা, ফুলের মত নক্সাকাটা (বস্ত্রাদি)। ফার্সী। বিণ।

গুলবাগ—ফুলের বাগান; গোলাপের বাগিচা। গুলের বাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। ফার্সী। বি।

গুলবাহার—গুলদার শাড়ী, ফুলকাটা শাড়ী। ফার্সী। বি।

গুলা—১। সমূহবোধক প্রত্যয়বিশেষ। অব্য। ২। তরলদ্রব্যের সহিত কোন দ্রব্য মিশাইয়া তরল করা। বাং ক্রি।

গুলান—থেই হারাইয়া ফেলা; আলোড়িত করা; বিশৃঙ্খল করা, জড়ান; গোল পাকান, জটিল করা। বাং ক্রি। [বি।

গুলাব—গোলাপ ('—নির্য্যাস')। ফার্সী।

গুলাবী—গোলাপী, গোলাপের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট। গুলাব+ঈ সদৃশার্থে। বিণ।

গুলাল—আবীর, ফাগ। হিন্দী। বি।

গুলি—১। বর্ত্তুল, বাঁটুল; গুটিকা; বটিকা ('হজমী—'); হাতের বা পায়ের মাংসপেশী; বন্দুকের গুলি, ছর্‌রা; ডাণ্ডাগুলির গুলি বা ছোট কাঠি; পাথরের ছোট বল, খেলিবার গুলি; উৎকট মাদকদ্রব্য-বিশেষ। হিন্দীমূলক। বি। ২। বহুত্ববোধক প্রত্যয়। বাং প্র। অব্য।

গুলিকা—গুটিকা, গুলি; বন্দুক প্রভৃতির গুলি। গুলী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গুলিখুরি, -খুরী—গুলিখোরের উপযুক্ত বা কথিত; আজগুবী ('—গল্প')। গুলিখোর+ই, ঈ যোগ্যার্থে। বিণ।

গুলিখোর—গুলিসেবনকারী, যে গুলি-নামক মাদকদ্রব্যে অতিশয় আসক্ত এমন; মিথ্যাভাষী; অতি কল্পনাপ্রিয়। গুলি+খোর আসক্তার্থে। বি বা বিণ।

গুলিডাণ্ডা, -ডাং—ডাংগুলি, একটি ছোট ও একটি মাঝারি লাঠি নিয়া একপ্রকার ছোটদের খেলা। বাং প্র। বি।

গুলিবাঁট—হরতিখেলা; গুণদোষাদি বা অংশ নিরূপণের জন্য গুলি বাঁট করা। বাং প্র। বি। [+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গুলী—গুলি; বটিকা। গুড্+ক কর্তৃবা

গুলেল—গুলতি বা গুলি বাঁশ দ্বারা বাঁটুল বা গুলি নিক্ষেপকারী। গুলি+এল (<আল)। বি বা বিণ।

গুল্‌তি—ছোট গুলি, বাঁটুল; বাঁটুল ছুড়িবার যন্ত্রবিশেষ। হিন্দী। বি।

গুল্‌ফ—পায়ুমূল, গোড়ালি। গল্+ফক্ কর্তৃবা। বি; পুং।

গুল্ম—১ উদরমধ্যে সঞ্জাত রোগবিশেষ; প্লীহাবৃদ্ধি রোগ। গুড্+মক্ অপাবা। ২। ঝোপ, ছোট ছোট ঝোপাল গাছ, যে সকল গাছের শাখা-প্রশাখা হয় না তাহা; লতার ঝাড়; সৈন্যসংখ্যাবিশেষ (৯ গজ, ৯ রথ, ২৭ অশ্ব, ৪৫ পদাতি এই ৯০ সংখ্যা); থানা, ঘাঁটি; থানা বা ঘাঁটিতে স্থাপিত সৈন্য। গুড্+মক্ কর্তৃবা (ড়-স্থানে ল)। বি; পুং।

গুল্ম-স্থান—থানা; ঘাঁটি। গুল্মই স্থান, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গুল্মিনী—১। লতা; দ্রাক্ষালতা; পর্ণলতা, পাণগাছ। গুল্ম+ইন্ বিশিষ্টার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। গুল্মরোগগ্রস্তা। বিণ; স্ত্রী।

গুল্মী (গুল্মিন্)—গুল্মরোগগ্রস্ত। গুল্ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—গুল্মিনী।

গুল্মী—তাবু; আমলকী বৃক্ষ; এলাচবৃক্ষ; গুড়কাঁওলী; বনী। গুল্ম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গুষ্টি, গুষ্ঠি—বংশ, গোত্র (গুষ্টির মাথা); পরিবার। 'গোষ্ঠী'-শব্দজ। বি।

গুহ—১। কার্ত্তিকেয়; রামের বন্ধু, গুহক চণ্ডাল [চরিতাবলী দ্রঃ]; গর্ত্ত, গহ্বর। গুহ্+ক কর্তৃবা। ২। বেগবান্ অশ্ব; কায়স্থদের পদবীবিশেষ। গুহ্+ক কর্ম্মবা। বি; পুং।

গুহষষ্ঠী—কার্ত্তিকের প্রিয় ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠী। গুহপ্রিয়া ষষ্ঠী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

গুহা—পর্ব্বতাদির গহ্বর ; গর্ত্ত ; হৃদয় ; অভ্যন্তর ; সিংহপুচ্ছা লতা। গুহ্ + ক কর্ত্তৃবা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

গুহাচর—১। গুহানিবাসী ; গুহাচারী। বিণ। স্ত্রী, –চরী। ২। (গোপন স্থানে বা হৃদয়ে অবস্থান করেন বলিয়া) পরমেশ্বর। উপতৎ ; গুহা—চর্ + ট কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

গুহাবাসী (-সিন্)—গুহাতে বাসকারী লোক (caveman) ; যে গুহাতে বাস করে এমন। উপতৎ ; গুহা—বস্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –বাসিনী।

গুহাশয়—১। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু ; অজ্ঞান ; জীবাত্মা ; পরমাত্মা। বি ; পুং। ২। গুহাশায়ী, গুহাস্থিত। উপতৎ ; গুহা—শী + অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

গুহাহিত—১। গুহাতে নিবদ্ধ। বিণ। ২। হৃদয়স্থ পরমাত্মা। গুহাতে আহিত, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

গুহ্য—১। গোপনীয় অপ্রকাশ্য ; বিজন, নিভৃত ; দুর্ব্বোধ্য। বিণ। ২। নির্জ্জনস্থান ; গোপন কথা বা তথ্য, রহস্য ; মলদ্বার ; উপস্থ। গুহা + যৎ যোগ্যার্থে। বি ; ক্লীব। ৩। কচ্ছপ ; পরমেশ্বর ; দম্ভ, অহঙ্কার। গুহ্ + ক্যপ্ কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বি ; পুং।

গুহ্যক—যক্ষ। গুহ্য (কুৎসিতভাবে)—কৈ + ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

গুহ্যগুরু—শিব। গুহ্যের (গোপনীয় তন্ত্রশাস্ত্রের) গুরু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গুহ্যদীপক—খদ্যোত, জোনাকিপোকা। উপতৎ ; গুহ্য—দীপ্ + ণিচ্ + অক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

গুহ্যদেশ—পায়ুদেশ, মলদ্বার। গুহ্য দেশ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গুহ্যভাষিত—মন্ত্র ; গুপ্তবাক্য, গোপন পরামর্শ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গূ—বিষ্ঠা, পুরীষ। গূ (বিষ্ঠাত্যাগ করা) + ক্বিপ্ কর্ম্মবা। বি ; স্ত্রী।

গূঢ়—১। গুপ্ত, গোপন ; অজ্ঞাত ; অপ্রকাশিত ; অলক্ষিত, দুজ্ঞের্য়, জটিল ('—তত্ত্ব')। বিণ। ২। নির্জ্জন স্থান। গুহ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

গূঢ়চারী (-চারিন্)—যে গুপ্তভাবে বিচরণ করে এরূপ ; যে আপন উদ্দেশ্য অপ্রকাশ রাখিয়া অন্যের কর্ম্ম ও অভিপ্রায়ের অনুসন্ধান করে এরূপ। উপতৎ ; গূঢ়—চর্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চারিণী।

গূঢ়জ—উপপতিদ্বারা গুপ্তভাবে উৎপাদিত ('—পুত্র')। উপতৎ ; গূঢ়—জন্ + ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

গূঢ়পথ—১। গুপ্তপথ। কর্ম্মধা। ২। অন্তঃকরণ। গূঢ় পথ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

গূঢ়পাৎ (-পাদ্), **-পাদ**—১। গুপ্তপদবিশিষ্ট। গূঢ় পাদ যাহার, বহুব্রী (পাদস্থানে বিকল্পে পাৎ নিপাতনে)। বিণ। স্ত্রী, (১ম পক্ষে) –পদী, (২য় পক্ষে) –পাদা। ২। তিথি, সর্প ; কচ্ছপ। বি ; পুং।

গূঢ়পুরুষ—গুপ্তচর ; ছদ্মবেশী দূত। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গূঢ়মার্গ—গূঢ়পথ ; গুপ্তপথ ; সুড়ঙ্গ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গূঢ়মৈথুন—১। কাক, বায়স। গূঢ় মৈথুন যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। গুপ্ত সঙ্গম (নিন্দিত)। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গূঢ়সাক্ষী (সাক্ষিন্)—বাদী যাহাকে গোপনে রাখিয়া বিবাদীর কথা শুনাইয়াছে এমন সাক্ষী, কৃত্রিম সাক্ষী। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গূঢ়াঙ্গ—১। কচ্ছপ। বি ; পুং। ২। গুপ্তদেহবিশিষ্ট। গূঢ় অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –ঙ্গা, –ঙ্গী।

গূঢ়ামাত্য—মন্ত্রণাগৃহ ; মন্ত্রিসভা (cabinet). বি।

গূঢ়োৎপন্ন—অপর ব্যক্তিদ্বারা সাধারণের অজ্ঞাতে উৎপাদিত ('—পুত্র')। [উৎপদ্যতে গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়েত কস্য সঃ। স গৃহে গূঢ় উৎপন্নস্তস্য স্যাৎ যস্য তল্পজঃ॥] গূঢ় (গুপ্তরূপে) উৎপন্ন (জাত), সুপ্‌সুপা। বিণ।

গূবাক—'গুবাক' দ্রঃ।

গৃৎসমদ—বেদের ইন্দ্রসূক্তের ঋষি। বি ; পুং।

গৃধিনী—গৃধ্রজাতীয়া পক্ষিণী ; শকুনিজাতীয়া পক্ষিণী। গৃধ্র + ইনী (বাং)। বি ; স্ত্রী।

গৃধ্নু—লোলুপ, লোভী (অর্থগৃধ্নু) ; ইচ্ছুক, কামী। গৃধ্ + ক্নু কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

গৃধ্র—শকুনি পক্ষী। গৃধ্ + র কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

গৃধ্ররাজ—শ্রেষ্ঠ গৃধ্র ; জটায়ু ; গরুড়। গৃধ্রদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

গৃহ—ঘর ; বাটী ; গৃহস্থাশ্রম ; ভার্য্যা ; (জ্যোতিষ) মেষাদি রাশি ; গ্রহের অবস্থিতিস্থান। গ্রহ্ + ক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

গৃহকন্যা—ঘৃতকুমারী। গৃহের কন্যা (অর্থাৎ তৎসদৃশী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহকপোত—পক্ষিবিশেষ, পোষা পায়রা। গৃহবাসী কপোত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গৃহকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), **-কর্তা**—গৃহস্বামী, বাড়ীর মালিক। গৃহের কর্ত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –কর্ত্রী।

গৃহকর্ত্রী, -কর্ত্রী—গৃহস্বামিনী, গৃহিণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, বা বিণ।

গৃহকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—গৃহস্থালীর কার্য্য, ঘরের কাজ। গৃহের কর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গৃহকলহ—'গৃহবিবাদ' (তাহা দ্রঃ)।

গৃহকারক—গৃহনির্ম্মাণকারী, ঘরামি। গৃহের কারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহকার্য্য(র্য)—গৃহস্থালীর কাজ, ঘরের কাজ। গৃহের কার্য্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গৃহগোধা, -গোধিকা—জেঠী, টিক্‌টিকি। গৃহবাসিনী গোধা, গোধিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

গৃহচ্ছিদ্র—ঘরের দোষ, আপন সংসারের কলঙ্ক। গৃহের ছিদ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গৃহচ্যুত—গৃহভ্রষ্ট, স্বগৃহ হইতে বহিষ্কৃত। গৃহ হইতে চ্যুত, ৫মীতৎ। বিণ।

গৃহজ—১। গৃহপ্রস্তুত, ঘরে তৈরি। বিণ। ২। দাসবিশেষ। উপতৎ ; গৃহ—জন্ + ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

গৃহজন—পরিজন, সংসারের লোক। গৃহের জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহজাত—ঘরে উৎপন্ন, বাটীতে প্রস্তুত (যাহা যন্ত্রে তৈরি বা বাজারে কেনা নহে এমন)। গৃহে জাত, ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহতটী—গৃহের সম্মুখস্থান, রক, পিঁড়ে। গৃহের তটী (তীর), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহতল—ঘরের মেজে। গৃহের তল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব

গৃহত্যাগ—গৃহপরিহার, বাটী হইতে চলিয়া যাওয়া ; বৈরাগ্যবশতঃ ঘর ছাড়িয়া যাওয়া ; (নিন্দা অর্থে) কুলত্যাগ (প্রায়শঃ, নারীর পক্ষে)। গৃহের ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহত্যাগী (-ত্যাগিন্)—যে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায় এরূপ ; সংসারধর্ম্মত্যাগকারী ; সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থাশ্রমী। উপতৎ ; গৃহ—ত্যজ্ + ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –ত্যাগিনী।

গৃহত্যাগিনী—ব্যভিচারের জন্য যে নারী ঘর ছাড়িয়া যায় ; কুলত্যাগিনী, কুচরিত্রা। গৃহত্যাগী (-গিন্) + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গৃহদাহ—ঘরে আগুন লাগা বা লাগান, ঘর পুড়িয়া যাওয়া বা পুড়াইয়া দেওয়া। গৃহের দাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহদীপ্তি—ঘরের শোভা ; সাধ্বী স্ত্রী। গৃহের দীপ্তি (শোভাস্বরূপা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহদেবতা—বাস্তুদেবতা, পুরুষানুক্রমে গৃহে নিত্য পূজিত দেবতা ; (ব্যঙ্গে) পত্নী। গৃহের দেবতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহদেবী—ষষ্ঠীদেবী ; গৃহিণী। গৃহের দেবী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহদ্বার—ঘরের দরজা। গৃহের দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গৃহধর্ম্ম(র্ম)—গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ত্তব্য, গৃহীর বিহিত ধর্ম্ম ; বিবাহ। গৃহের ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহধূম—রান্নাঘরের ধোঁয়া ; ঝুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহনায়ক—গৃহস্বামী ; ধনাধ্যক্ষ। গৃহের নায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহনাশন—ঘুঘু ; বন্য কপোত [প্রসিদ্ধি এইরূপ, বন্য কপোত বা ঘুঘু যে বাটীতে উপবেশন করে, তাহা শীঘ্রই জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিণত হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহনীড়—শান্তিপূর্ণ গৃহ ; শান্তিপূর্ণ সংসার। গৃহরূপ নীড়, রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গৃহনীতি—সংসারনীতি, সংসারপরিচালনের নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহপতি—গৃহস্থ, গৃহস্থাশ্রমী ; গৃহস্বামী ; অগ্নি ; ধর্ম্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহপাল—গৃহকর্ত্তা, গৃহস্বামী ; কুকুর। উপতৎ ; গৃহ—পা + ণিচ্ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। [বিণ।

গৃহপালক—গৃহস্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা

গৃহপালিত—গৃহে পোষিত, ঘরে পোষা ('—পশু')। গৃহে পালিত, ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহপোতক—বাসস্থান, বাস্তুভিটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহপোষ্য—যাহাকে ঘরে রাখিয়া পালন করা হয় এরূপ। গৃহে পোষ্য, ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহপ্রতিষ্ঠা—ভবনপ্রতিষ্ঠা, বাড়ীর পত্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহপ্রতিষ্ঠিত—ভবনে সংস্থাপিত, যাহাকে ঘরে স্থাপনা করা হইয়াছে এরূপ ('—দেবদেবী')। ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহপ্রবেশ—ঘরে ঢোকা ; নূতন বাড়ীতে প্রথম প্রবেশরূপ অনুষ্ঠান। গৃহে প্রবেশ, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

গৃহপ্রাঙ্গণ—বাড়ীর চাতাল বা উঠান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহবলিভুক্ (-ভুজ্)—কাক ; কুকুর ; চটকপক্ষী। গৃহের বলিভুক্, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহবাটিকা—বাটীর উদ্যান, বাড়ীর বাগান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহবাস—নিজভবনে অবস্থিতি, আপন বাটীতে থাকা ; গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

গৃহবাসী (-বাসিন্)—গৃহে অবস্থানকারী, যে আপন গৃহে থাকে এরূপ ; গৃহস্থ। উপতৎ ; গৃহ—বস্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাসিনী।

গৃহবিচ্ছেদ—আত্মকলহ, আত্মীয়স্বজনের সহিত ঝগড়া। গৃহসংক্রান্ত বিচ্ছেদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গৃহ-বিবাদ, -বিরোধ—অন্তর্বিদ্রোহ ; গৃহকলহ, ঘরোয়া ঝগড়া। গৃহোৎপন্ন বিবাদ, বিরোধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গৃহব্যাপার—গৃহের কাণ্ড, গৃহকর্ম্ম, সাংসারিক বিষয় ; ঘরোয়া ব্যাপার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহব্রত—গৃহানুরক্ত ; গৃহধর্ম্মনিষ্ঠ। গৃহই ব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

গৃহভূমি—বাসস্থান, বাস্তুভিটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহভেদ—ঘরে সিঁধ কাটা ; গৃহবিচ্ছেদ, ঘরভাঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহভেদিনী—গৃহবিচ্ছেদকারিণী, ঘরভাঙ্গা মেয়েমানুষ। গৃহভেদিন্ + ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

গৃহভেদী (-ভেদিন্)—যে কুমন্ত্রণা দ্বারা আপনজনের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া দেয় এরূপ, গৃহবিচ্ছেদকারী। উপতৎ ; গৃহ—ভিদ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ভেদিনী।

গৃহমক্ষিকা—যে মাছি লোকের ঘরে-দুয়ারে উড়িয়া বেড়ায় তাহা (house-fly). গৃহবাসিনী মক্ষিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

গৃহমণি—প্রদীপ, দীপ। গৃহের মণি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহমাচিকা—চামচিকা। গৃহের মাচিকা (মক্ষিকা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহমার্জ্জা(র্জ্জা)র—গৃহপালিত বিড়াল। গৃহপালিত মার্জ্জার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গৃহমৃগ—কুকুর। গৃহস্থিত মৃগ (পশু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গৃহমেধী (-মেধিন্)—গৃহস্থাশ্রমী, গৃহস্থ। উপতৎ ; গৃহ—মেধ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —মেধিনী।

গৃহমেধীয়—গৃহস্থ-সম্বন্ধীয়। গৃহমেধিন্ + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

গৃহযুদ্ধ—ঘরোয়া যুদ্ধ, একদেশীয় লোকের বা এক পরিবারস্থ লোকের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ (ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, ভারতের, কোরিয়ার —')। গৃহোৎপন্ন যুদ্ধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গৃহলক্ষ্মী—ঘরের লক্ষ্মী, সুশীলা সচ্চরিত্রা স্ত্রী ; পত্নী ; গৃহিণী, ঘরের কর্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহশিক্ষক—যিনি গৃহে ছাত্রকে শিক্ষা দান করেন এমন শিক্ষক (private tutor). গৃহের শিক্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহশূন্য—১। গৃহহীন, গৃহহারা, যাহার গৃহ নাই এরূপ। ২। বিপত্নীক, পত্নীহারা। গৃহদ্বারা শূন্য, ৩য়াতৎ। বিণ। [পুং।

গৃহশোভা—গৃহের সৌন্দর্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

গৃহসজ্জা—ঘরের সাজসরঞ্জাম, ঘরের আসবাবপত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহস্থ—১। সংসারী, দ্বিতীয়াশ্রমী ; গৃহস্বামী। বি ; পুং। ২। যে গৃহে থাকে এরূপ, ঘরে অবস্থিত। উপতৎ ; গৃহ—স্থা + ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

গৃহস্থতা—গৃহস্থধর্ম্ম, গৃহীর করণীয় কার্য্য। গৃহস্থ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

গৃহস্থলী—ঘর ; সংসার। গৃহরূপ স্থলী, রূপক কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

গৃহস্থালি, -স্থালী—সংসার, ঘরকন্না ; গৃহস্থের ধর্ম্ম বা কার্য্য। গৃহস্থ + আলি, আলী কর্ম্মার্থে। বি।

গৃহস্থাশ্রম—দ্বিতীয় আশ্রম, স্ত্রীপুত্রাদিসহ সংসারধর্ম্মপালনরূপ অবস্থা। গৃহস্থের আশ্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহস্থিত—নিজভবনে অবস্থিত, যাহা ঘরে আছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ। [স্ত্রী।

গৃহস্বামিনী—গৃহের কর্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

গৃহস্বামী (-স্বামিন্)—বাটীর কর্ত্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী, —স্বামিনী।

গৃহহারা—গৃহশূন্য ; যে গৃহ হইতে বাহির বা বিতাড়িত হইয়া ঘুরিতেছে এমন। গৃহ হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বিণ।

গৃহহীন—গৃহশূন্য, ভবনরহিত ; বিপত্নীক। গৃহদ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

গৃহাগত—১। আগন্তুক, অতিথি। গৃহকে আগত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বি ; পুং। ২। যে বাটীতে আসিয়াছে এমন, গৃহে উপস্থিত। ২য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহাঙ্গনা—গৃহকর্ত্রী ; কুলকামিনী। গৃহের অঙ্গনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহান্তর—১। ভবনের মধ্যভাগ, বাটীর ভিতর। গৃহের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অন্য গৃহ, নিত্যসমাস। বি ; ক্লীব।

গৃহাম্ল—গৃহস্থিত অম্ল, কাঞ্জিক, আমানি। গৃহের অম্ল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গৃহারাম—বাটীর নিকটস্থ উদ্যান। গৃহসন্নিহিত আরাম (উদ্যান), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গৃহালঙ্কা(ৎকা)র—গৃহের ভূষণস্বরূপ ; গৃহের শোভাবর্দ্ধক ; পত্নী। গৃহের অলঙ্কার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

গৃহাশ্রম—দ্বিতীয় আশ্রম। গৃহই আশ্রম, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গৃহাসক্ত—সংসারে আসক্ত, যে স্ত্রীপুত্রাদিপোষণে সর্ব্বদা বিব্রত এরূপ। গৃহে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহিণী—ভার্য্যা, পত্নী ; ঘরের বা বাড়ীর কর্ত্রী। গৃহিন্ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গৃহিণীপনা—গৃহিণীর কার্য্য ; গৃহিণীর ন্যায় চালচলন। গৃহিণী + পনা কর্ম্মাদ্যর্থে। বি।

গৃহী (গৃহিন্)—গৃহস্থ ; যে বিবাহাদি করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করে। গৃহ + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—গৃহিণী।

গৃহীত—যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ ; ধৃত ; প্রাপ্ত ; লব্ধ ; স্বীকৃত (নিমন্ত্রণ গৃহীত হওয়া) ; কৃত ('পুত্ররূপে—') ; অধিকৃত ; বন্দীকৃত ; অবলম্বিত ('—সন্ন্যাস') ; শিক্ষিত, অভ্যস্ত ('—বিদ্যা') ; সাক্ষাৎকৃত। গ্রহ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

গৃহীতবেতন—১। যে বেতন লওয়া হইয়াছে তাহা। গৃহীত বেতন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যে বেতন লইয়াছে এরূপ। বিণ। ৩। বেতনগ্রাহী কর্ম্মচারী, দাস। গৃহীত বেতন যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বি; পুং।

গৃহীতা—যাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ ('—রমণী')। গৃহীত+আপ্। বিণ; স্ত্রী [গ্রহীতা (তৃ)-স্থানে 'গৃহীতা' শব্দ অশুদ্ধ]।

গৃহোৎপন্ন—গৃহে জাত। গৃহে উৎপন্ন, ৭মী-তৎ। বিণ।

গৃহ্য—১। অধীন, আয়ত্ত; একপক্ষীয়। গ্রহ্+ক্যপ্, কর্ম্মবা। ২। গৃহোৎপন্ন, গৃহোদ্ভূত। গৃহ+যৎ ভবার্থে। বিণ। ৩। ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থবিশেষ, গোভিলাদিকৃত কর্ম্মকাণ্ডবিশেষ ('—সূত্র')। বি; ক্লীব। ৪। গৃহপালিত পশুপক্ষী। গ্রহ্+ক্যপ্, কর্ম্মবা, অধীনার্থে। বি; পুং। [সংক্ষেপ। অব্য।

গে—কথার মাত্রাবিশেষ। 'গিয়া' ক্রিয়ার

গেআন, গেয়ান—জ্ঞান, বোধ, বুদ্ধি। 'জ্ঞান'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গেও—গমন করিল ("হরি গেও মধুপুর" —বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গেঁজ—অঙ্কুর, আঁকুর, কল; গোদের উপরিস্থিত বিস্ফোটক। বাং প্র। বি।

গেঁজলা—গাঁজলা, টাটকা দুধ ইত্যাদির উপরকার ফেন। বাং প্র। বি।

গেঁজা—গাঁজা; গেঁজলা। প্রাদে। বি।

গেঁজিয়া, গেঁজে—মোটা সূতায় বোনা লম্বা সরু থলি। প্রাদে। বি।

গেঁজেল—গাঁজিয়াল, গাঁজাখোর। গাঁজা+এল (<ইয়াল) আসক্তার্থে। প্রাদে। বিণ।

গেঁটে—গাঁইটযুক্ত ('—অক্ষর'); গাঁইটসম্বন্ধীয় ('—বাত')। গাঁট+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

গেঁড়—কন্দ; গ্রন্থিবিশিষ্ট মূল ('কচুর, শটির —')। 'গণ্ড'-শব্দজ। বি।

গেঁড়া—১। খর্ব্বাকার, বামন, বেঁটে। বিণ। ২। আত্মসাৎ করণ, অপহরণ ('—দেওয়া', '—মারা')। বাং প্র। বি।

গেঁড়াকল—ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করার কৌশল ('—পাতা')। গেঁড়ার কল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গেঁড়ি—গুগ্‌লি, ছোট শামুক। বাং প্র। বি।

গেঁতো—অলস, দীর্ঘসূত্রী। বাং প্র। বিণ।

গেঁদা—গাঁদা ফুল বা তাহার গাছ। বাং প্র। বি।

গেঁয়ে, গেঁয়ো—গ্রামসম্বন্ধীয়, গ্রাম্য ('—রাস্তা'); অশিক্ষিত, অমার্জিত ('—কথা', '—ভাষা', '—লোক')। গাঁ+এ (<ইয়া), ও (<উয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

গেঙান, গেঙ্গা(ংগা)ন—গোঁ গোঁ শব্দ করা। বাং ক্রি। বি—গেঙানি, গেঙ্গানি।

গেছে, গেছো—বৃক্ষবাসী, গাছে বাস করিতে পটু; যে গাছে উঠিয়া ডালপালা কাটে এবং অন্যান্য কার্য্য করে ('—মেয়ে'); অমার্জিত, রুচিহীন ('—বুদ্ধি')। গাছ+এ (<ইয়া), ও (<উয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

গেজেট—সংবাদপত্র, খবরের কাগজ; সরকারী ঘোষণাদিসংবলিত সংবাদপত্র। ইং gazette. বি।

গেঞ্জি—বোনা জামাবিশেষ। ইং 'guernsey'-শব্দজ। বি।

গেট—বহির্দ্বার, তোরণ, ফটক। ইং gate. বি। [বি।

গেড়ু—গেন্দুক, ভাঁটা। 'গেণ্ডু'-শব্দজ।

গেড়ুয়া—গুচ্ছ, গোছা, স্তবক; ভাঁটা, বল। কবিপ্র। বি।

গেণ্ডু, গেণ্ডুক, গেন্দুক—কন্দুক, ভাঁটা। গম্+ড কর্তৃবা=গ; গ এমন ইন্দু (অর্থাৎ ইন্দুতুল্য), কর্ম্মধা, স্বার্থে কন্ (নিপাতনে ন্দ-স্থানে ণ্ড)। বি; পুং।

গেণ্ডুয়া—গেণ্ডুক, কন্দুক; বল, ভাঁটা (গেণ্ডুয়া খেলা)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গেণ্ডুলীলা—কন্দুকক্রীড়া, ভাঁটা খেলা। গেণ্ডুসাধ্য লীলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গেয়—১। গান। গৈ+যৎ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। গাহিবার উপযুক্ত; যাহা গাহিতে হইবে এমন। গৈ+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

গেয়ান—'গেআন' দ্রঃ। [শব্দজ। বি।

গের, গেরো—দুর্দ্দৈব, কুগ্রহ। 'গ্রহ'-

গেরণ—সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ। 'গ্রহণ'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

গেরস্ত, গিরস্ত—সংসারী, গৃহী। 'গৃহস্থ'-

গেরি, গেরিমাটি—পার্ব্বত্য রক্তমৃত্তিকা, লাল মাটি। 'গৈরিক' ও 'গৈরিক মৃত্তিকা'-শব্দজ। বি।

গেরিলা—গুপ্তযোদ্ধা। ইং guerilla. বি।

গেরিলা-যুদ্ধ—গোপন-যুদ্ধ; লুক্কায়িত থাকিয়া নানাভাবে শত্রুর ক্ষতিসাধন। ইং guerilla warfare. ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গেরুয়া—১। গিরিমাটিতে রাঙান, গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত। বিণ। ২। গৈরিক, গিরিমৃত্তিকা; গৈরিকবসন। 'গৈরিক'-শব্দজ। বি।

গেরেফতার, গ্রেপ্তার—১। রাজাদেশে ধৃত। বিণ। ২। রাজাদেশে ধৃতকরণ। ফার্সী। বি।

গেরেফতারী—গ্রেপ্তারসংক্রান্ত, রাজাদেশে ধৃত করিবার ('—পরওয়ানা')। গেরেফতার+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

গেরো—১। গাঁইট, গ্রন্থি। 'গ্রন্থি'-শব্দজ। ২। অশুভ, দুর্দ্দৈব, কুগ্রহ। 'গ্রহ'-শব্দজ। বি। [অধীন; আয়ত্ত। ফার্সী। বিণ।

গের্দ—১। চতুঃসীমা, হদ্দ। বি। ২।

গেল—১। যাহা গিয়াছে এমন, গত, অতীত ('—দিন')। বাং প্র। বিণ। ২। গমন করিল। বাং ক্রি।

গেলা—গ্রাস করা, ভক্ষণ করা, খাওয়া। বাং ক্রি। ২। ভক্ষিত। 'গৃ'-ধাতুজ। বিণ। ৩। গমন করিল। 'গম্'-ধাতুজ'। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [ক্রি।

গেলাম—গেলাম, যাইলাম। প্রাঃ কবিপ্র।

গেলান—ভক্ষণ করান, খাওয়ান (বিরক্তিসূচক); প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, ঢুকাইয়া দেওয়া। বাং ক্রি।

গেলাস—জলপানপাত্রবিশেষ, জল খাইবার লম্বা পাত্র। ইং 'glass'-শব্দজ। বি।

গেলি—১। গমন করিলি। বাং ক্রি। ২। গমন করিল ("গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী" —বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। (ছাপাখানার) মুদ্রণার্থ সজ্জিত অক্ষরসমূহের আধার। ইং galley. বি। **গেলি-প্রুফ**—মুদ্রাযন্ত্রে প্রথম মুদ্রণের পর সংশোধনীয় কাগজ।

গেহ—গৃহ, বাসস্থান; সভা। গ (গণেশ, গন্ধর্ব্ব) ঈহ (ঈপ্সিত) যেখানে, বহুব্রী। প্রায়শ পদ্যে ব্যবহৃত। বি; ক্লীব।

গেহা—গৃহ, ভবন, ঘর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গেহী (গেহিন্)—গৃহী, গৃহস্থ। গেহ+ইন্ আছে অর্থে। প্রাঃ কবিপ্র। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—গেহিনী।

গৈবি, গৈবী—১। গুপ্ত; প্রেরকের নামবিহীন। বিণ। ২। গুপ্তি, গোপন; (দাবাখেলায়) আড়াল হইতে চাল বলিয়া অন্যের দ্বারা খেলা। আর্বী 'গয়েব'-শব্দজ। বি।

গৈরিক—১। গিরিমাটি; স্বর্ণ। বি; ক্লীব। ২। গিরিসম্ভূত; গিরিমৃত্তিকারঞ্জিত। গিরি+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

গৈরিকবসন—গিরিমৃত্তিকারঞ্জিত বস্ত্র, গিরিমাটিতে রাঙান কাপড়। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গৈরেয়—১। শিলাজতু। বি; ক্লীব। ২। গিরিজাত, পার্ব্বত্য। গিরি (পর্ব্বত)+এয় ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

গো—১। ধেনু, গাভী; দিক্; বাক্; ভূমি। বি; স্ত্রী। ২। বৃষ; কিরণ; সূর্য্য। গম্+ডো কর্তৃবা, করণবা। বি; পুং। ৩। বাঙ্গালা সম্বোধনসূচক শব্দ (ওগো, দাদা গো)। অব্য।

গোআরী—কাতর প্রার্থনা। প্রাঃ কবিপ্র। বাং প্র। বি।

গোআলা, গোয়ালা—গোপ, দুগ্ধবিক্রেতা। গো+আলা রক্ষকার্থে। বি।

গোই—গোপন করিয়া, ঢাকিয়া; সঙ্কুচিত করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গোঁ—১। অনুকরণশব্দ। অব্য। ২। জেদ, রোখ। বাং প্র। বি।

গোঁআন, গোঁয়ান, গোঙান—যাপন করা, কাটান। 'গম্' ধাতুর ণিজন্ত রূপ (গমান) হইতে। ক্রি।

গোঁ গোঁ—প্রায় অচেতন অবস্থায় যন্ত্রণা-সূচক শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

গোঁগানো—১। গোঁ গোঁ শব্দ করা। বাং ক্রি। ২। গোঁ গোঁ শব্দকারী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বি।

গোঁজ—কীলক, খোঁটা। গুঁজ্+অ কর্ম্মবা।

গোঁজা—নিয়মিত বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয়; যাহা অন্য বস্তুর ভিতর ঠেলিয়া বা গুঁজিয়া দেওয়া যায় তাহা; গুঁতা ('লাঠির—'); ঘরের চালের ফাঁকা জায়গায় যে খড় গুঁজিয়া দেওয়া যায় তাহা। গুঁজ্+আ কর্ম্মবা। বি।

গোঁজা-মিল—হিসাব ঠিকমত না মিলিলে ফাঁকি দিয়া মিলাইয়া দেওয়া; ফাঁকি দেওয়া। ৩য়াতৎ। বি।

গোঁড়—উচ্চনাভি, মাংসপিণ্ড। 'গোণ্ড'-শব্দজ। বি।

গোঁড়া—১। অত্যন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসী; ধর্ম্মাদিতে অন্ধবিশ্বাসসম্পন্ন; অত্যন্ত অনুরাগী, অতি-ভক্ত; উচ্চনাভিবিশিষ্ট, গোঁড়যুক্ত। বিণ। ২। অত্যম্লরসবিশিষ্ট একপ্রকার লেবু, গোঁড়ালেবু। বাং প্র। বি।

গোঁড়াম, গোঁড়ামি—গোঁড়ার ভাব বা কার্য্য। গোঁড়া+ম, মি ভাবে। বি।

গোঁৎ—১। জলে ডুব দেওয়ার শব্দ। অব্য। ২। অবনতমস্তকে নিমজ্জন। বাং প্র। বি।

গোঁপ, গোঁফ—মোচ, ওষ্ঠের উপরিস্থ কেশ। 'গুম্ফ'-শব্দজ। বি। **গোঁপে তা দেওয়া**—অঙ্গুলি দ্বারা গোঁফ বিন্যাস করা বা কুঞ্চিত করা; প্রফুল্লতা ও উদ্বেগশূন্যতা প্রকাশ করা।

গোঁপ-খেজুরে—গোঁপের উপর পতিত খেজুর ভক্ষণেও অনিচ্ছুক; (অর্থাৎ) অত্যন্ত অলস, অতিশয় কুড়ে। গোঁপে খেজুর, ৭মী-তৎ+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

গোঁয়া, গোঙা—বাক্‌শক্তিশূন্য, মূক, বোবা। বাং প্র। বিণ।

গোঁয়ান—'গোঁআন' দ্রঃ।

গোঁয়ার—১। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, অতিমূর্খ; হঠকারী; অতিদুর্দ্দান্ত; একগুঁয়ে, একরোখা। গোঁ+আর যুক্তার্থে। বিণ। ২। গ্রাম্য, অরসিক, প্রণয়ব্যাপারে অনভিজ্ঞ; লম্পট; দস্যু। হিন্দী 'গমার' (<গ্রাম)-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। স্ত্রী,—রী।

গোঁয়ারগোবিন্দ—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, হঠ-কারী; অতি দুঃসাহসিক। বাং প্র। বি বা বিণ।

গোঁয়ারতুমি—হঠকারিতা; কাণ্ডজ্ঞান-হীনতা; একগুঁয়েমি। গোঁয়ার+তুমি ভাবে। বি।

গোঁয়ারা—মহরম উৎসব। ফার্সী। বি।

গোঁয়ারী—গোঁয়ার (২) (তাহা দ্রঃ)।

গোঁসা—অভিমান, রাগ। আর্বীমূলক। বি।

গোঁসাঘর—ক্রোধাগার (তাহা দ্রঃ)।

গোঁসাই, গোসাঞি, গোসাঞী—প্রসিদ্ধ প্রভুবংশীয়গণের উপাধি; (শ্রদ্ধার্থে) ঠাকুর, প্রভু। 'গোস্বামিন্'-শব্দজ। বি।

গোকর্ণ—১। বিতস্তি-পরিমাণ, বিঘৎ; গণ্ডূষ; রুদ্রবিশেষ (গোকর্ণদেবের মন্দির)। গো-র কর্ণের ন্যায় কর্ণ যাহার, বহুব্রী। ২। গরুর কান। ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। সর্প, সাপ। গো (নেত্র) কর্ণ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

গোকল—গোগ্রাস, গরুকে দত্ত ঘাস; কুমারীকর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। 'গোকবল'-শব্দজ। বি।

গোকুল—১। গোসমূহ। গো-র কুল, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বৃন্দাবন। গো-র কুল যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

গোকুলনাথ, গোকুলেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। গোকুলের নাথ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোকুলবিহারী (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপ-তৎ; গোকুল—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—রিণী (রাধিকা)

গোক্ষীর—গোদুগ্ধ, গরুর দুধ। গো-র ক্ষীর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গোক্ষুর, গোখুর—১। গরুর খুর। গো-র ক্ষুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। স্বনামখ্যাত ওষধিবিশেষ; সর্পবিশেষ, গোখুরা সাপ। গো-র ক্ষুর, খুর (অর্থাৎ খুরবৎ চিহ্ন) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

গোখাদক—গোমাংসভোজী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—খাদিকা।

গোখুর—'গোক্ষুর' দ্রঃ।

গোখুরা—অতিবিষাক্ত সর্পবিশেষ, গোক্ষুর সাপ। গোখুর+আ স্বার্থে। বাং প্র। বি।

গোগা—বোবা। বাং প্র। বি বা বিণ।

গোগৃহ—গোশালা, গোয়াল। গো-র গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গোগ্রাস—প্রায়শ্চিত্তের পর মন্ত্রপূত করিয়া গরুকে ঘাস প্রদান; গরুর ন্যায় গ্রাস গ্রহণ অর্থাৎ উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়াই গলাধঃকরণ (গোগ্রাসে খাওয়া, গেলা)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোঘাতক—১। গোবধকারী, গোহন্তা। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিকা। ২। গোবধকারী জাতি, কসাই প্রভৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোঘৃত—গব্যঘৃত, গাওয়া ঘি। গোসম্ভূত ঘৃত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গোঘ্ন—১। গোহন্তা, গোহত্যাকারী। গো হনন করে যে, উপতৎ; গো—হন্+ক কর্তৃবা। বিণ। ২। (প্রাচীন যুগে) অতিথি (কারণ তাঁহার আগমনে মধুপর্কে মাংস-দানের নিমিত্ত গোবধ বিহিত ছিল; কিন্তু কলিতে উহা নিষিদ্ধ)। বাংলায় বিরল। যাহার জন্য গো হনন করা হয়, উপতৎ; গো—হন্+ক সম্প্রবা। বি; পুং।

গোঙান, গোঙ্গা(ঙগা)ন—১। গোঁ গোঁ শব্দ করা। বাং ক্রি। ২। যাপন করা, অতি-বাহন করা; কাটান; গমন করা; অনু-গমন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গোঙার—অবিমৃষ্যকারী, অবিবেচক, মূঢ়; গোঁয়ার। বাং প্র। বিণ।

গোঙ্গা(ঙগা)—১। বোবা, গোঁঙা। বি বা বিণ। ২। বড় কড়ি। বাং প্র। বি।

গোঙ্গান—'গোঙান' দ্রঃ।

গোচ, গোছ—পান ইত্যাদির আঁটি; সুযোগ; ('—বুঝে কাজ করা', বেগোছ); আয়োজন (বিয়ের গোছগাছ করা); সুশৃঙ্খলা, পারিপাট্য (গোছগাছ)। 'গুচ্ছ'-শব্দজ। বি।

গোচন্দন—গাশীর্ষাখ্য চন্দন, গোরোচনা। গোজাত চন্দন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গোচর—১। আশ্রয়; ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপরসগন্ধাদি; সাক্ষাৎকার; জ্ঞাতসার; গোচারণস্থান, গরুর আহারস্থান। বি; পুং। ২। আশ্রিত; ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ('জ্ঞান—')। গো—চর্+ঘ অধিবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

গোচর্ম্ম (-চর্ম্মন্), **-চর্ম্ম**—১। গরুর চামড়া। গো-র চর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভূমি-পরিমাণবিশেষ। বি; ক্লীব।

গোচা, গোছা—থোবা, আঁটি; বাণ্ডিল, তল্লা; আটগণ্ডা পান। 'গুচ্ছ'-শব্দজ। বি।

গোচারক—যে গরু চরায়, রাখাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [ক্লীব।

গোচারণ—গরু চরান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

গোচিকিৎসক—গোবৈদ্য, গরুর রোজা; (ব্যঙ্গে) কু-চিকিৎসক, হাতুড়ে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোছ—'গোচ' দ্রঃ। [বি।

গোছগাছ—গোছান; সুব্যবস্থা। বাং প্র।

গোছা—'গোচা' দ্রঃ।

গোছান—সাজান, সাজাইয়া রাখা; সু-ব্যবস্থা করা। 'গুচ্ছ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

গোছাল—সুবিন্যস্ত, সুসজ্জিত; সুশৃঙ্খল; পটু; চতুর; সঙ্গতিপন্ন, মিতব্যয়ী; হিসাবী। গোছ+আল যুক্তার্থে। বিণ।

গোজাত—গব্য ('—ঘৃতাদি'); স্বর্গজাত। গো হইতে জাত, ৫মীতৎ। বিণ।

গোট, গোঠ—১। গো-র অবস্থানস্থান; গরু চরিবার স্থান। 'গোষ্ঠ'-শব্দজ। ২। নারী-দিগের কটিভূষণ-বিশেষ। বাং প্র। বি।

গোটা—১। অখণ্ড, আস্ত ('—সুপারি')। বিণ। **গোটাকতক**—অল্প, অল্পসংখ্যক, কয়েকটি। **গোটাকয়েক**—কয়েকটা

মাত্র। **গোটা গোটা**—আস্ত আস্ত। ২। জরির পাত; ঝালর; বিবিধ মশলার চূর্ণবিশেষ। বি। ৩। বাঙ্গালা সংখ্যাবাচক শব্দ। বাং প্র। বি।

গোটাসিদ্ধ—আ-কাটা তরকারির সহিত সিদ্ধ আস্ত মাষকলাই; সিদ্ধ আস্ত তরকারি। সুপ্‌সুপা। বি।

গোটিক—গুটিক, দুই একটি। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

গোঠ—১। গো-র অবস্থানস্থান; গরু চরিবার স্থান। 'গোষ্ঠ'-শব্দজ। ২। স্ত্রীলোকের কটিদেশের ভূষণ-বিশেষ। বাং প্র। বি।

গোড়—চাল-চলন, ভাবভঙ্গী; অভিপ্রায়, মতলব। বাং প্র। বি। **গোড়ে গোড় দেওয়া**—খোসামুদি, মতে মত দেওয়া; অন্ধভাবে অনুকরণ করা। [বাং প্র। বি।

গোড়া—মূল, আদি; সূত্রপাত, আরম্ভ।

গোড়ান—পরিণত হওয়া, ফলে পরিণত হওয়া; নিকটবর্ত্তী হওয়া। বাং ক্রি।

গোড়ালি, -লী—গুল্ফ, পাদমূল। বাংপ্র। বি।

গোডিম—জন্মকালে পক্ষীর গুহ্যদেশস্থিত অণ্ডাকার মাংসপিণ্ড; (তাহা হইতে কাহারও) নিতান্ত শৈশব অবস্থা। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।

গোড়ে—মোটা করিয়া গাঁথা ফুলের মালা।

গোণা—১। গণিত; নির্দ্দিষ্ট। গুণ্‌+আ (বাং) কর্ম্মবা। বিণ। ২। গণনা করা। 'গণ্‌'-ধাতুজ। ক্রি।

গোণী—গুণ, থলিয়া, বস্তা; পরিমাণবিশেষ, দুইখারী পরিমাণ। গুণ্‌+ঘঞ্‌ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

গোণ্ড—১। নীচজাতিবিশেষ। গুণ্ড্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। ২। নাভিদেশে বর্দ্ধিত মাংস, গোঁড়। গো-র অণ্ডসদৃশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ৩। উদ্‌গত-নাভিবিশিষ্ট, গোঁড়যুক্ত। গোণ্ড+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

গোতীর্থ—গোষ্ঠ, গোচারণস্থান; তীর্থবিশেষ। গোহেতুক তীর্থ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গোত্তা—ঘুড়ির পাক খাইয়া বেগে পতন; আঘাত করণ। আর্বী 'গউতাহ্‌'-শব্দজ। বি।

গোত্র—১। সন্তানপরম্পরা, বংশ, কুল; গোত্রপ্রবর্ত্তক গৌতম ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষির সন্তান-পরম্পরা; অনুরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত বহু প্রাণী বা বৃক্ষাদির বিভাগ বা বর্গ (বিভিন্ন গোত্রীয় পশু, উদ্ভিদ্‌); গোগৃহ। গু+ত্র কর্ত্তৃবা সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব। ২। পর্ব্বত ("গোত্রের প্রধান পিতা"—ভারতচন্দ্র)। উপতৎ; গো—ত্রৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

গোত্রজ—সগোত্র, একবংশীয়। উপতৎ; গোত্র—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

গোত্রপ্রধান—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়; কুলশ্রেষ্ঠ, গোষ্ঠীপতি। গোত্রমধ্যে প্রধান, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

গোত্রভিৎ (-ভিদ্‌)—পর্ব্বতবিদীর্ণকারী ইন্দ্র। উপতৎ; গোত্র—ভিদ্‌+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

গোত্রা—পৃথিবী। গোত্র+অচ্‌ আছে অর্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

গোদ—১। পদস্ফীতি রোগ; শ্লীপদ রোগ। বাং প্র। বি। ২। গোদাতা, যে গরু দান করে এরূপ; জলদাতা। উপতৎ; গো—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

গোদন্ত—১। হরিতাল। গো-র দন্তের ন্যায় অবয়ব যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। গরুর দাঁত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোদা—১। নদীবিশেষ, গোদাবরী নদী; নদীমাত্র। গো—দা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। স্থূল, বৃহদাকার, মোটা; গোদবিশিষ্ট (গোদার ঘাট)। বিণ। ৩। নেতা, নায়ক; দলপতি, সর্দ্দার (প্রায় মন্দ অর্থে); বানরদলের নায়ক ('পালের—')। গোদ+আ আছে অর্থে। বি বা বিণ।

গোদান—১। কেশান্তসংস্কার, কেশচ্ছেদনরূপ সংস্কার। গো (কেশ)—দো+অনট্‌ অধিবা। বি; পুং। ২। গোপ্রদান, গরুদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গোদাবরী—দক্ষিণ-ভারতের নদীবিশেষ। গো (জল)—দা+বনিপ্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

গোদারণ—লাঙ্গল; কোদাল। গো (মাটি)—দৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব। [বি; ক্লীব।

গোদুগ্ধ—গাভীর দুগ্ধ, গরুর দুধ। ৬ষ্ঠীতৎ।

গোদুহ—গোদোহনকারী, গোদোহক, গোপ। গো—দুহ্‌+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

গাদোহ, গোদোহন—গাভীদোহন, গাই দোওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

গোদোহনী—গোদোহন-পাত্র, দুধের ভাঁড়। গো—দুহ্‌+অনট্‌ অধিবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

গোদ্রব—গোমূত্র। গোনিঃসৃত দ্রব, মধ্যপ

গোধন—গাভীরূপ ধন। গোরূপ ধন, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গোধর—মহীধর, পর্ব্বত। গো-র (পৃথিবীর) ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোধা, গোধিকা—গোসাপ। গুধ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌; গোধা+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

গোধি—১। গোধা। গুধ্‌+ইন্‌ কর্ত্তৃবা। ২। ললাটদেশ, কপাল। গো (নেত্র)—ধা+কি অধিবা। বি; পুং।

গোধিকা—'গোধা' দ্রঃ।

গোধুম, গোধূম—গমশস্য। গুধ্‌+উম, উম কর্ম্মবা। বি; পুং। [বি; ক্লীব।

গোধূমচূর্ণ—ময়দা। গোধূমের চূর্ণ, ৬ষ্ঠীতৎ।

গোধূমসার—গোধূমের সারাংশ, গমের পালো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোধূলি—সূর্য্যাস্তসময়, সূর্য্যের অস্তগমনকাল, সন্ধ্যার প্রাক্কাল [এই সময়ে গোসকল মাঠ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করে ও তাহাদের খুরাঘাতে ধূলি উত্থিত হয়, সুতরাং সূর্য্যের অস্তগমন-বেলা ধূলিসংযুক্ত হয়; এই নিমিত্ত সূর্য্যাস্তগমন-সময়ের নাম 'গোধূলি' হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে যে সময়ে সূর্য্য অর্দ্ধ-অস্তমিত হয়, হেমন্ত ও শিশিরে যে সময় সূর্য্যের তেজোহানি হইয়া পিণ্ডাকারপ্রাপ্তি ঘটে সেই সময়, এবং শরৎ, বর্ষা ও বসন্তে সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী কালই গোধূলি]। গো-র ধূলি যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

গোধূলিলগ্ন—গোধূলিতে বিবাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট শুভ সময়। গোধূলিই লগ্ন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [স্ত্রী।

গোধেনু—নবপ্রসূতা গাভী। কর্ম্মধা। বি;

গোনস, গোনাস—বৃহৎ সর্প, বোড়া প্রভৃতি সাপ। গো-র নাসিকার ন্যায় নাসিকা যাহার, বহুব্রী (নাসিকা-স্থানে নস্‌ ও সমাসান্ত অচ্‌); পক্ষে গো-র নাসার ন্যায় নাসা (নাসিকা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

গোনা—গোণা (তাহা দ্রঃ)।

গোনাগাঁথা—গণিত; নির্দ্দিষ্ট; পরিমিত। বাং প্র। বিণ।

গোনাথ—বৃষ; গোস্বামী; রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোনাহ্‌—পাপ। আর্বী। বি।

গোপ—১। গোয়ালা; গোপাল, গোরক্ষক; ভূপতি। উপতৎ; গো (গরু, পৃথিবী)—পা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। রক্ষক; উপকারক; বহু গ্রামের অধিপতি। গুপ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গোপা (গোপকন্যা), গোপী (গোপ-স্ত্রী)। [বিণ।

গোপত—গুপ্ত, লুক্কায়িত। প্রাঃ কবিপ্র।

গোপতি—শিব; সূর্য্য; ভূপ, রাজা; বৃষ; ইন্দ্র; শ্রীপতি, শ্রীকৃষ্ণ; ঋষভনামক ওষধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোপদ—(জ্যোতিষ) নক্ষত্র-বিশেষ (Algenib). বি।

গোপন—১। রক্ষণ; অদৃশ্যকরণ, লুকান। গুপ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—গুপ্ত, গোপনীয়। ২। গুপ্ত, অপ্রকাশিত; গোপনীয়। বাং প্র। বিণ। [বি; স্ত্রী।

গোপনারী—গোপরমণী, গোপী। ৬ষ্ঠীতৎ।

গোপনীয়—অপ্রকাশ্য, প্রকাশের অযোগ্য। গুপ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—গোপন,

গোপবধূ—গোপজাতীয়া স্ত্রী ; গোয়ালিনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গোপবল্লভ—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি ; পুং। ২। গোপগণের প্রিয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গোপবি—গোপন করিবে। 'গুপ্'-ধাতুজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

গোপসি—গোপন করিতেছ। 'গুপ্'-ধাতুজ।

গোপা—১। গোপকন্যা ; শ্যামালতা। গোপ+আপ্। ২। শাক্যসিংহের ভার্য্যা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি ; স্ত্রী। ৩। গোপন করা। কবিপ্র। ক্রি।

গোপাঙ্গনা—গোপরমণী, গোপবধূ। গোপের অঙ্গনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গোপায়ন—গোপন, রক্ষা। গুপ্+ণিচ্ স্বার্থে+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —য়িত।

গোপায়িত—রক্ষিত ; পুষ্ট। গুপ্+ণিচ্ স্বার্থে+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

গোপয়িতা (-য়িতৃ)—রক্ষক। গুপ্+ণিচ্ স্বার্থে+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

গোপাল—১। বালক শ্রীকৃষ্ণ [চরিতাবলী দ্রঃ] ; গোপ ; রাখাল ; ভূপতি। গো—পালি +অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ২। গরুর পাল (দল)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গোপালক—কৃষ্ণ ; শিব ; রাখাল, যে গোসকল রক্ষা করে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—লিকা।

গোপালন—গরুপোষা, গোসমূহকে যথা-নিয়মে আহার্য্যাদি প্রদান করিয়া গৃহে রাখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গোপালভোগ—একপ্রকার ভাল কলা ; ধান্যবিশেষ ; একপ্রকার আম। বাং প্র। বি।

গোপাষ্টমী—কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমী। গোপপালনীয়া অষ্টমী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

গোপিকা—গোয়ালিনী, গোপের স্ত্রী ; রক্ষিকা। গোপী, গোপা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গোপিকামোহন, -রমণ—১। গোপী-গণের চিত্তের মোহজনক, গোপীবল্লভ। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গোপিত—লুক্কায়িত, রক্ষিত। গুপ্+ণিচ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

গোপিনী—১। গোপা, শ্যামালতা। গুপ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। ২। গোপী, গোপিকা। গোপ+ইনী (বাংলা স্ত্রীপ্রত্যয়)। বি ; স্ত্রী।

গোপী—গোয়ালিনী ; শ্যামালতা। গোপ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গোপীচন্দন—বৈষ্ণবগণের ব্যবহার্য্য তিলক-মৃত্তিকা, তিলকমাটি। গোপীসম্ভূত চন্দন (অর্থাৎ চন্দনবৎ মৃত্তিকা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গোপীজনবল্লভ—গোপীগণের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ। গোপীই জন, কর্ম্মধা ; গোপীজনের বল্লভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বি ; পুং।

গোপীনাথ—শ্রীকৃষ্ণ। গোপীর নাথ, ৬ষ্ঠীতৎ।

গোপীমোহন—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি ; পুং। ২। গোপীদিগের মনোমোহকর। গোপীর মোহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গোপীযন্ত্র—একতারা, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। গোপীনামক যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গোপুচ্ছ—১। গরুর লেজ। গো-র পুচ্ছ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। হারবিশেষ। গোপুচ্ছ(১)+অচ্ আছে অর্থে (তদাকার-বিশিষ্ট, এই অর্থে)। বি ; পুং।

গোপুর—পুরদ্বার, নগরের ফটক ; তোরণ, দ্বার। গো—পৃ+ক অধিবা। বি ; ক্লীব।

গোপুরীষ—গোময়, গোবর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গোপেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ। গোপমধ্যে ইন্দ্র, ৭মী-তৎ। বি ; পুং।

গোপেশ—গোপরাজ নন্দ ; শ্রীকৃষ্ণ। গোপ-দিগের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গোপ্তব্য—গোপনীয় ; রক্ষণীয়। গুপ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

গোপ্তা—ঘুড়ি উলটাইয়া দূরে পতিত হওয়া। আর্বী 'গোতা' (ডুব)-শব্দজ। বি।

গোপ্তা (গোপ্তৃ)—রক্ষক, রক্ষাকর্ত্তা ; প্রতিপালক ; গোপনকারী ; গোপনে কৃত (চোরাগোপ্তা মার)। গুপ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গোপ্ত্রী।

গোপ্য—রক্ষণীয় ; গোপনীয়, গোপন করি-বার যোগ্য। গুপ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

গোফা—পর্ব্বতগহ্বর, গুহা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গোবৎস—গরুর বৎস, বাছুর। গো-র বৎস,

গোবধ—গোহত্যা, গোরু বধ করা। গো-র হত্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গোবর—গোময়, গোরুর বিষ্ঠা। 'গোবিট্'-শব্দজ। বি। **গোবর দেওয়া**—গোবর দিয়া নিকান। **গোবরে পদ্ম ফোটা**—সাধারণ লোকের ঘরে অতি গুণবান্ ব্যক্তির জন্ম হওয়া। **ষাঁড়ের গোবর**—অকেজো, অকর্ম্মণ্য (ষাঁড়ের গোবর হিন্দুর কোনও ক্রিয়াকর্ম্মে লাগে না বলিয়া অকর্ম্মণ্য লোকের প্রতি অবজ্ঞায় কথাটি প্রযুক্ত হয়)।

গোবরগণেশ—গোময়নির্ম্মিত গণেশের ন্যায় কদাকার এবং অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি ; অকেজো ও বোকা। গোবর-নির্ম্মিত গণেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

গোবরগাদা—গোবরের স্তূপ ; (তাহা হইতে) কুৎসিত মোটা লোক ; অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। **গোবরগাদায় পদ্মফুল**—কুৎসিত পরিবারের মধ্যে সুন্দর শিশু ; নীচকুলে মহৎ জন।

গোবরছড়া—গোবরগোলা জলের ছিটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গোবরভরা—গোময়পূর্ণ ; (তাহা হইতে) অসার ; বুদ্ধিহীন ('—মাথা')। গোবর দ্বারা ভরা, ৩য়াতৎ। বিণ।

গোবরা—নির্ব্বোধ, হাঁদা, বোকা। 'গোবর্দ্ধন' বা 'গোবর'-শব্দজ। বাং প্র। বিণ।

গোবরাট—জানালার বা কপাটের ঝনকাট। 'গর্ভাগার-কাষ্ঠ'-শব্দজ। বি।

গোবরান—গোবর মাখান ; বিশ্রী করা ; অপরিষ্কৃত করা, নোংরা করা ; নির্ব্বোধের মত কাজ করা। বাং ক্রি।

গোবরাপোকা—গোময়জাত পতঙ্গ-বিশেষ, গুবরে পোকা, একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড কীট। বাং প্র। বি।

গোবর্দ্ধ(র্ধ)নধর—শ্রীকৃষ্ণ [পুরাণে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের কোপ (শিলাবৃষ্টি) হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একটিমাত্র অঙ্গুলির সাহায্যে গোবর্দ্ধনপর্ব্বত উত্থাপনপূর্ব্বক গোপালগণকে আশ্রয় দান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন]। গোবর্দ্ধনের ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গোবর্দ্ধ(র্ধ)নধারী (-ধারিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপতৎ ; গোবর্দ্ধন—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

গোবলীবর্দ্দ(র্দ)ন্যায়—ন্যায়বিশেষ [শুধু 'বলীবর্দ্দ' শব্দে বৃষ বুঝাইলেও গো-শব্দ পূর্ব্বে থাকায় তদ্দ্বারা আরও সহজেই বৃষ বুঝায়। এইরূপ স্পষ্টার্থে পুনরাবৃত্তি করিলে তাহাকে গোবলীবর্দ্দন্যায় বলে]। গো-ই বলীবর্দ্দ, কর্ম্মধা ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গোবশা—বন্ধ্যা গরু। বশা (বন্ধ্যা) গো, কর্ম্মধা (পূর্ব্বপদের পরনিপাত)। বি ; স্ত্রী।

গোবাঘ, গোবাঘা—গরুমারা বাঘ ; নেকড়ে। গোখাদক বাঘ, বাঘা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

গোবাট—গোশালা ; গোষ্ঠ ; গরুর মাঠে যাইবার রাস্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গোবালী—গোষ্ঠী ; মুগ্ধাবালিকা। প্রাঃ বাং। বি ; স্ত্রী। পুং—গোবালা (<গোপাল)।

গোবাস—গোসমুদায়ের বাসস্থান, গোষ্ঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বিণ।

গোবিন—গভীর। 'গহন'-শব্দজ। প্রাদে।

গোবিন্দ—১। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। বি ; পুং। ২। গোপালক, গোপাল। উপতৎ ; গো—বিদ্+শ কর্ত্তৃবা। বিণ।

গোবিন্দদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসের পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্তা শুক্লদ্বাদশী। গোবিন্দপ্রিয়া দ্বাদশী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

গোবিষাণ—গরুর শৃঙ্গ। গো-র বিষাণ,

ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং। **গোবিষাণ ন্যায়**—দুরন্ত গরুর যেরূপ একটি শিং প্রথমে ধরিয়া কৌশলে অপর শিংটি ধরিতে হয়, তর্ককালে এই উপমা প্রয়োগ।

গোবী—গোপিকা, ব্রজবালা। 'গোপী'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি ; ক্লীব।

গোবৃন্দ—গোসমূহ। গো-র বৃন্দ, ষষ্ঠীতৎ।

গোবেচারা, -বেচারী—নেহাৎ ভালমানুষ; নিরীহ; ঠাণ্ডাপ্রকৃতির লোক। গো-সদৃশ বেচারা, বেচারী, উপমান কর্ম্মধা। বি বা বিণ; পুং বা স্ত্রী।

গোবেড়ান, গোবেড়েন—গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বা রাখাল গরুকে যেমন নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে সেইরূপ ভীষণ প্রহার। বাং প্র। বি।

গোবৈদ্য—১। গোচিকিৎসক, গরুর ডাক্তার। ষষ্ঠীতৎ। ২। অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, হাতুড়ে। গোসদৃশ (নির্ব্বোধ) বৈদ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গোব্‌দা—মোটা; অতি পুরু; খুব মাংসল। বাং প্র। বিণ। [বি ; পুং।

গোব্রজ—গোষ্ঠ। গো—ব্রজ্‌+ঘ অধিবা।

গো-ভাগাড়—মরা গরু প্রভৃতি ফেলিবার জায়গা। গো-র ভাগাড়, ষষ্ঠীতৎ। বি।

গোভৃৎ—মহীধর, পর্ব্বত। উপতৎ; গো (পৃথিবী)—ভৃ+কিপ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

গোমক্ষিকা—গরুর ক্লেশদায়িকা মক্ষিকা, দংশ, ডাঁস। গো-পীড়িকা মক্ষিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [ক্লীব।

গোমড়ক—গরুর মহামারী। ষষ্ঠীতৎ। বি;

গোমণ্ডল—১। গোসমূহ। গো-র (গরুর) মণ্ডল (সমূহ), ষষ্ঠীতৎ। ২। ভূমণ্ডল। গো-ই (পৃথিবীই) মণ্ডল (গোলাকার স্থান), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গোমতী—১। বৈদিকমন্ত্রবিশেষ; নদীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। বহুগোসম্পন্না। গো+মতুপ্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ৩। (ব্যঙ্গার্থে) গো-ভাগাড় ("মরণং গোমতী-তীরে")। বি।

গোময়—গোরুর বিষ্ঠা, গোবর। গো+ময়ট্‌ পুরীষার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

গোমসূরিকা, গোমসূরী—গোবসন্ত; গরুর বসন্ত রোগের বীজ। গোজাতা মসূরিকা, মসূরী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গোমসূর্য্যা(র্যা)ধান—গোবীজে টীকা দেওয়া (vaccination). গো-র মসূরী, ষষ্ঠীতৎ; তাহার আধান, ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গোমসূর্য্যা(র্যা)হিত—গোবীজে যাহার টীকা দেওয়া হইয়াছে এমন। গোমসূরী আহিত যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

গোমস্তা, গোমাস্তা—প্রতিনিধি, কর্ম্মচারী (agent); জমিদারের করসংগ্রাহক কর্ম্মচারী, তহশিলদার; মহাজনের গদির হিসাবরক্ষক। ফার্সী 'গুমাশ্‌তহ্‌'-শব্দজ। বি।

গোমাংস—গরুর মাংস। ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। **ক-অক্ষর গো-মাংস**—'ক' দ্রঃ।

গোমাতা (গোমাতৃ)—১। গোসমুদায়ের মাতা, সুরভি; কশ্যপপত্নীবিশেষ। ষষ্ঠীতৎ। ২। গোরূপা জননী, মাতৃস্বরূপা গাভী। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গোমাস্তা—'গোমস্তা' দ্রঃ।

গোমায়ু—শৃগাল। উপতৎ; গো (বিকৃত শব্দ)—মি+উণ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

গোমুখ—১। কুটিলাকার বাদ্যভাণ্ড, শৃঙ্গাদি; কুটিলাকার গৃহ; সিঁধ; বিলেপন। বি; ক্লীব। ২। কুম্ভীর; জপমালার থলি, কুঁড়াজালি। বি; পুং।

গোমুখী—হিমালয়ের গোমুখাকার গুহা [এইখানে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে]; রাঢ়-দেশের একটি নদী। গো-র মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

গোমূত্র—গরুর প্রস্রাব, চোনা। গো-র মূত্র, ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গোমূর্খ—নিতান্ত মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, অত্যন্ত বোকা। গোসদৃশ মূর্খ, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

গোমেদ—পীতবর্ণ মণিবিশেষ; দ্বীপবিশেষ। গো (চক্ষু)—মিদ্‌ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ঘঞ্‌ করণবা; অথবা, যজ্ঞবাটে নিহত ও কোপাগ্নিতে দগ্ধ গরুর মেদ হইতে জাত বলিয়া গোমেদ। বি; পুং।

গোমেধ—গোসবনামক যজ্ঞবিশেষ (এই যজ্ঞে গরু বধ করা হইত)। গো—মেধ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং।

গোয়—গোয়ায়, যাপন করে, অতিবাহন করে; কাটায়; গোপন করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গোযান—গরুর গাড়ী। গো-বাহিত যান,

গোয়ারী—গোপী, গোয়ালিনী। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

গোয়াল, গোহাল—গোগৃহ, গরুর থাকিবার ঘর। 'গোশালা'-শব্দজ। বি।

গোয়ালা—'গোআলা' দ্রঃ।

গোয়ালিয়া, গোয়ালে—পুষ্পবিহীন এক-প্রকার লতা। 'গোয়াল'-শব্দজ। বাং প্র। বি।

গোয়েন্দা—গুপ্তচর; পুলিসের গুপ্ত-সংবাদবাহক। ফার্সী। বি।

গোর—১। কবর, মৃত্তিকামধ্যে শবস্থাপন। ফার্সী। বি। ২। গৌরবর্ণ, পীতবর্ণ; শুভ্র। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। **গোর দেওয়া**—কবর দেওয়া, মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলা।

গোরক্ত—গরুর রক্ত; (লাক্ষণিক অর্থে) অত্যন্ত নিষিদ্ধ বস্তু। ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গোরক্ষ, গোরক্ষক—১। গোপালক, রাখাল। বি; পুং। ২। গোপালনকারী। গো—রক্ষ্‌+অচ্‌, ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রক্ষা, —রক্ষিকা।

গোরস—গো-শরীর হইতে নির্গত রস, দুগ্ধ। গোজাত রস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গোরসজ—১। তক্র, ঘোল; দধি; ঘৃত; নবনীত। বি; ক্লীব। ২। দুধের তৈরি। উপতৎ; গোরস—জন্‌+ড কর্তৃবা। বিণ।

গোরস্তান, -স্থান—সমাধিক্ষেত্র, কবর দিবার জায়গা। (১ম পক্ষে) ফার্সী; (২য় পক্ষে) গোরের(১) স্থান; ষষ্ঠীতৎ। বি।

গোরা—১। ইউরোপীয় সৈন্যবিশেষ; ইউরোপীয় লোক, সাহেব; গৌরাঙ্গ, শ্রীচৈতন্যদেব। বি। ২। শুভ্র। 'গৌরাঙ্গ'-শব্দজ। বিণ।

গোরাচাঁদ—শ্রীচৈতন্যদেব, গৌরাঙ্গ। গোরা চাঁদের ন্যায়, উপমিত কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

গোরি, গোরী—গৌরবর্ণা; সুন্দরী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

গোরু—বৃষ; গাভী। 'গোরূপ'-শব্দজ। বি।

গোরোচনা—গোমস্তকলব্ধ উজ্জ্বল পীত-দ্রব্যবিশেষ, গোমস্তক-স্থিত শুষ্কপিত্ত। গো-জাতা রোচনা (হরিদ্রা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গোল—১। বর্ত্তুলাকার বস্তু; মদনবৃক্ষ; (জ্যোতিষ) ভূগোল; খগোল; একরাশি; ষড়্‌গ্রহযোগ। গুড়্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা (ড-স্থানে ল)। বি; পুং। ২। মণ্ডল। বি; পুং বা ক্লীব।, ৩। গোলাকার, বর্ত্তুলাকার। উপতৎ; গো—লা+ক কর্তৃবা। বিণ। ৪। কোলাহল, গোলমাল; অসুবিধা (গোল বাধা)। ফার্সীমূলক। ৫। ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলায় বলপ্রেরণের নির্দ্দিষ্ট স্থান। ইং goal. বি। **গোল তোলা**—আপত্তি করা। **গোল দেওয়া**—ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে বল পাঠান। **গোল পাকান, গোল বাধান**—বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা, গোলমাল বাধান। **গোলে হরিবোল দেওয়া**—অনেক লোকের অনেক কাজের মধ্যে যেমন-তেমন করিয়া কাজ সারা, গোলমালের মধ্যে কাজে ফাঁকি দেওয়া।

গোলক—১। ভূমণ্ডলের প্রতিরূপক; মণ্ডল, গোলাকার বস্তু ('স্বর্গ—')। বি; ক্লীব। ২। জালা; কলায়। গোল+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

গোলকধাঁধা—ক্রীড়াবিশেষ, একপ্রকার খেলা; যে বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিলে বাহির হওয়ার পথ পাওয়া যায় না—কেবল ঘুরপাক খাইতে হয় তাহা; (গৌণার্থে) জটিলতা, মুস্কিল। হিন্দী 'গোরক্‌-ধন্ধা'-শব্দজ। বি। [নধর। বাং প্র। বিণ।

গোলগাল—গোলাকার ও সুন্দর; সুগোল;

গোলদার—আড়তদার, খুচরা ও পাইকারী

ব্যবসাদার, মহাজন। গোলা+দার মালিক অর্থে (আকার-লোপ)। বি।

গোলদারি, -দারী—১। গোলদার-সম্বন্ধীয়। গোলদার+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। গোলদারের কার্য্য, খুচরা এবং পাইকারী ব্যবসায়, মহাজনী, আড়তদারী। গোলদার+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

গোলন্দাজ—গোলানিক্ষেপকারী সৈন্য, যে সকল সৈন্য কামান দাগিয়া গোলা ছোড়ে। (হিন্দী) গোল (<গোলা)+(ফার্সী) অন্দাজ। বি।

গোলপাত, -পাতা—একপ্রকার দীর্ঘ পত্র (ইহার আকার অনেকটা নারিকেল পাতার মত; ঘরের চাল ছাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়)। বাং প্র। বি।

গোলমরিচ—কটুরস বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার মরিচ বা তাহার গাছ। কর্ম্মধা। বি।

গোলমাল—উচ্চ চীৎকার, কোলাহল; বিশৃঙ্খলা, এলোমেলো ভাব। ফার্সীমূলক। বি। **গোলমালে চণ্ডীপাঠ**—গোলে হরিবোল (তাহা দ্রঃ)। **আকাশের গোলমাল**—ঝড়বৃষ্টির ভয়। **পেটের গোলমাল**—অজীর্ণতা, বদহজম।

গোলমালিয়া, গোলমেলে—কোলাহলময়; কোলাহলপ্রিয়; বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, বিপর্য্যস্ত; নটখটে। গোলমাল+ইয়া, এ করে অর্থে। বিণ। [কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গোলযন্ত্র—ভূপৃষ্ঠের প্রতিরূপক গোলক।

গোলযোগ—বিশৃঙ্খলা; গণ্ডগোল; ফ্যাসাদ। ফার্সীমূলক। বি।

গোলা—১। ধান ইত্যাদি রাখিবার স্থান; পণ্য-দ্রব্যের বড় দোকান ('কাঠের—')। বাং প্র। বি। ২। কাঠাদিনির্ম্মিত গোলাকার ক্ষুদ্র পদার্থ, বালক-বালিকাদের ক্রীড়নকবিশেষ; বারুদ ও লৌহপিণ্ড (কামানে ব্যবহৃত); গোদাবরী নদী। গো—গ্লা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। গোলাকারা। গোল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৪। তরলীকৃত; সরল; নির্ব্বোধ। বিণ। ৫। তরলীকৃত দ্রব্য ('আবীর—')। গুল্+আ কর্ম্মবা। বি। ৬। তরল করা, জলাদির সহিত মিশান। বাং ক্রি।

গোলাগ্নিচূর্ণ—বারুদ, গোলাগুলি নিক্ষেপ করিবার জন্য অঙ্গারগন্ধকাদিমিশ্রিত চূর্ণ। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [কর্ম্মধা। বি।

গোলাঘর—গোলাবাড়ী। গোলাই ঘর,

গোলাঙ্গুল—১। কৃষ্ণমুখ বানরবিশেষ। গো-র লাঙ্গুলের ন্যায় লাঙ্গুল যাহার, বহুব্রী। ২। ন্যায়বিশেষ, অন্ধ-গোলাঙ্গুলন্যায় (তাহা দ্রঃ)। বি; পুং। ৩। গরুর লেজ। ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গোলাজাত—গোলাতে সঞ্চিত, গোলাতে জমান। গোলায় জাত [রক্ষিত (ফার্সী শব্দ)], ৭মীতৎ। বিণ। **গোলাজাত করা**—গোলায় বা ধান্যাগারে শস্য সঞ্চয় করা।

গোলান—গোলাকার করা; জলাদির সহিত মিশান। বাং ক্রি।

গোলাপ, গোলাব—প্রসিদ্ধ সুগন্ধি পুষ্প। ফার্সী 'গুলাব'-শব্দজ। বি।

গোলাপ-জল—গোলাপপুষ্প দ্বারা সুবাসিত জল। গোলাপবাসিত জল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

গোলাপদান, -দানী—গোলাপপুষ্প রাখিবার পাত্রবিশেষ। ফার্সী। বি।

গোলাপপাশ—গোলাপজল ছিটাইয়া দিবার জন্য সচ্ছিদ্র পাত্র। ফার্সী। বি।

গোলাপায়রা—আপোষা নামহীন কবুতর। গোলা (<ফার্সী গোল=দল) পায়রা, কর্ম্মধা। বি।

গোলাপী, গোলাবী—১। গোলাপতুল্য, গোলাপের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। গোলাপ, গোলাব+ঈ তুল্যার্থে। ২। ঈষৎ ('—নেশা')। বাং প্র। বিণ।

গোলাপেরণ—(পদার্থবিদ্যা) গোলাকার দর্পণ ইত্যাদি বস্তুর বিকৃত প্রতিবিম্ব (spherical aberration). গোল যে অপেরণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গোলাবাড়ী—যে গৃহে শস্যাধারসমূহ রক্ষিত হয় তাহা; খামার-বাড়ী। গোলাই বাড়ী, কর্ম্মধা। বি।

গোলাম—ভৃত্য, চাকর; ভৃত্যের ছবিযুক্ত তাস। আর্বী। বি।

গোলামখানা—গোলামদিগের থাকিবার স্থান; গোলাম তৈয়ারীর স্থান। ষষ্ঠীতৎ। বি।

গোলামি, -মী—দাসত্ব, চাকরী। গোলাম+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

গোলার্দ্ধ(র্ধ)—কোন গোলাকার বস্তুর বিশেষতঃ পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ (hemisphere) [যেমন,—পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ ও পশ্চিম গোলার্দ্ধ]। গোলের অর্দ্ধ, ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোলাল—গোলগাল, প্রায় গোলাকৃতি। বাং প্র। বিণ।

গোলালু—একপ্রকার তরকারি, গোলাকার আলু। বাং প্র। বি।

গোলীয়—ফুটবলের ন্যায় সকল অংশেই গোল (spherical). গোল+ঈয়। বিণ।

গোলোক—বৈকুণ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের ধাম, স্বর্গধাম। গো-ই (স্বর্গই) লোক (ভুবন), কর্ম্মধা। বি; পুং। [দ্রঃ)।

গোলোকধাঁধা—গোলকধাঁধা (তাহা

গোলোকধাম (-ধামন্)—১। বৈকুণ্ঠলোক, স্বর্গভুবন। গোলোকই ধাম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। একপ্রকার দেশীয় খেলা। বাং প্র। বি।

গোলোকনাথ, -পতি—নারায়ণ, বিষ্ণু। গোলোকের নাথ, পতি, ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোলোকবাসী (-বাসিন্)—বৈকুণ্ঠে বাসকারী, মুক্তাত্মা। উপতৎ; গোলোক—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাসিনী।

গোলোকবিহারী (-বিহারিন্)—১। বিষ্ণু। বি; পুং। ২। পুণ্যবলে বৈকুণ্ঠে বিহারকারী। উপতৎ; গোলোক—বি—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বিহারিণী।

গোল্লা—ক্ষুদ্র গোলাকার বস্তু; রসগোল্লা; শূন্য, "০"। 'গোল'-শব্দজ। বি। **গোল্লায় যাওয়া**—অধঃপাতে যাওয়া, চূড়ান্তভাবে খারাপ হওয়া।

গোশাল, গোশালা—গরু থাকিবার স্থান, যে স্থানে গরু থাকে, গোয়াল। গো-র শালা (গৃহ), ষষ্ঠীতৎ (১ম পক্ষে আ-স্থানে অ)। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

গোশীর্ষ—১। গোমস্তক; অস্ত্রবিশেষ (সদৃশার্থে)। গো-র শীর্ষ, ষষ্ঠীতৎ। ২। হরিচন্দন। গো-র শীর্ষ (তৎসদৃশ), ষষ্ঠীতৎ=গোশীর্ষ (পর্ব্বতশিখর); গোশীর্ষ+অচ্ জাতার্থে। বি; ক্লীব।

গোশৃঙ্গ—১। গরুর শৃঙ্গ। ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। পর্ব্বতবিশেষ; মুনিবিশেষ। গো-র শৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

গোষ্ঠ—গরুর অবস্থান বা বিচরণের স্থান; গোঠ; মিলনস্থল, সমিতি। গো—স্থা+ক ঘঞর্থে অধিবা। বি; ক্লীব।

গোষ্ঠলীলা—শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদি কার্য্য, গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের লীলা। গোষ্ঠের লীলা, ষষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গোষ্ঠাগার—গোশালা; সভাগৃহ; বহুজনের আগার; গঞ্জ। গোষ্ঠের আগার, ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গোষ্ঠাধ্যক্ষ—সভাপতি, গোষ্ঠীপতি; গোষ্ঠের তত্ত্বাবধায়ক। গোষ্ঠের অধ্যক্ষ, ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোষ্ঠাষ্টমী—গোপাষ্টমী, কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী। গোষ্ঠের অষ্টমী, ষষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গোষ্ঠী—যে স্থানে অনেকে সমবেত হয় তাহা, সভা; পরিবার, পোষ্যবর্গ; আড্ডা; বংশ; জ্ঞাতি; সংলাপ ('ইষ্ট—'); অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যে একবিধ দৃশ্যকাব্য। গো—স্থা+ক ঘঞর্থে অধিবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গোষ্ঠীপতি—পরিবারপালক, গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তি; সমাজপতি। গোষ্ঠীর পতি, ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোষ্ঠীবর্গ—বংশাবলী; পরিজন, জ্ঞাতি ও পরিবারবর্গ। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোষ্পদ—১। গোখুর দ্বারা চিহ্নিত স্থান; সেইরূপ স্থানে যে সামান্য জল ধরে তাহা

(সমুদ্রের সহিত কি গোষ্পদের তুলনা হয়!); অতি সামান্য বস্তু; গরুর পদচিহ্ন। গো-র পদ, ৬ষ্ঠীতৎ (স-আগম)। ২। যে স্থানে সর্ব্বদা গরুর গতায়াত আছে তাহা; গোসেবিত স্থান; গোপ্রধান দেশ। গো-র পদ যাহাতে, বহুব্রী (স-আগম)। বি; পুং।

গো-সর্প—গোসাপ, গোধা। গো—সৃপ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

গোসর্পিকা—বেজী; স্ত্রী-গোসাপ। গো—সৃপ্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

গোসল—অবগাহন, স্নান। আর্বী। বি।

গোসলখানা—স্নানাগার (bath-room). গোসলের (স্নানের) খানা (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। আর্বীমূলক। বি। ['গুস্‌ল্-সাহ্'-শব্দজ। বি।

গোসা—রাগ, ক্রোধ, অভিমান। আর্বী

গোসাঘর—ক্রোধাগার, প্রাচীনকালে ক্রুদ্ধা নারীর ক্রোধপ্রকাশের জন্য যে গৃহ নির্দ্দিষ্ট থাকিত তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গোসাঁই, গোসাঞী—প্রভু। 'গোস্বামী'-শব্দজ। বি; পুং। [শব্দজ। বি; পুং।

গোসাপ—গোধা. গোধিকা। 'গোসর্প'-

গোস্ত—মাংস। ফার্সী 'গোশৎ'-শব্দজ। বি। [তৎ। বি; পুং।

গোস্তন—চারি-নর হার; গরুর স্তন। ৬ষ্ঠী-

গোস্তনা, গোস্তনী—দ্রাক্ষা, আঙ্গুর। গোস্তন+অচ্ (আকারবিশিষ্ট অর্থে)+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গোস্তাকি, গোস্তাগী—বেয়াদবি, অবিনয়, ধৃষ্টতা, ঔদ্ধত্য; অহঙ্কার, দম্ভ। আর্বী। বি।

গোস্বামী (-মিন্)—গোসমূহের অধিকারী, গোরক্ষক; যে ব্যক্তি সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিয়া ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিবেশ করেন তিনি; ধর্ম্মোপদেষ্টা; অদ্বৈতাচার্য্যবংশীয় ও নিত্যানন্দবংশীয় ব্রাহ্মণ; হিন্দুর উপাধি-বিশেষ; রাজা। গো-র (গরুর, বাক্যের, পৃথিবীর, জলের) স্বামী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোহত্যা—গোবধ, গরুর প্রাণনাশ। গো-র হত্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গোহরি, গোহারি—কাতর প্রার্থনা, অনুনয়; নিবেদন; নমস্কার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

গোহাইল, গোহাল—গোগৃহ। 'গো-শালা'-শব্দজ। বি।

গোহালিয়া, গোহাল্যা—গোগৃহসম্বন্ধীয়, গোশালাসংক্রান্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

গোহিত—১। গরুর কল্যাণ, গরুর মঙ্গল। বি; ক্লীব। ২। গোহিতকারক, গোজাতির কল্যাণকারী। গো-র পক্ষে হিত, ৪র্থীতৎ। বিণ।

গৌড়—বঙ্গদেশ; পশ্চিমবঙ্গ; উত্তরবঙ্গ; প্রাচীন নগরবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। গুড়+অণ্ উৎপন্নার্থে। বি।

গৌড়জন—বঙ্গদেশীয় লোক ("গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"—মাইকেল)। গৌড়ের জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গৌড়ী—১। গুড় দ্বারা প্রস্তুত সুরা। গুড়্+অণ্ বিকারার্থে+ঈপ্। ২। রাগিণী-বিশেষ; কাব্যের রচনা-রীতি বিশেষ (style) (সমাসবহুল বাক্য-প্রয়োগ)। গৌড়+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গৌড়ীয়—গৌড়দেশসম্বন্ধীয়, গৌড়সংক্রান্ত; গৌড়দেশবাসী। গৌড়+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। **গৌড়ীয় ভাষা**—গৌড়দেশের ভাষা; বাঙ্গালা ভাষা।

গৌণ—১। অপ্রধান, যাহার উদ্দেশ্য প্রধান নহে এরূপ; গুণসম্বন্ধীয়। গুণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—গৌণী। **গৌণ চান্দ্রমাস**—(জ্যোতিষ) কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কাল। ২। বিলম্ব; অপেক্ষা। বাং প্র। বি।

গৌণিক—১। যে পরের গুণ বুঝিতে পারে বা গুণবিশিষ্ট গ্রন্থ পাঠ করে এরূপ, গুণজ্ঞ। গুণ+ইক জ্ঞাতার্থে। ২। (গণিত) গুণ-সম্বন্ধীয় (factorial). গুণ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

গৌতম—শতানন্দ ঋষি; বুদ্ধ [চরিতাবলী দ্রঃ]। গোতম+অণ্ গোত্রাপত্যার্থে। বি; পুং। স্ত্রী—গৌতমী।

গৌতমী—গোতমবংশীয়া স্ত্রী; গোদাবরী নদী; দুর্গা; গৌতমমুনিরচিত দর্শন, ন্যায়দর্শন; কণ্ব ঋষির ধর্ম্মভগিনী। গৌতম+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গৌর—১। শ্বেত; পীত; শ্বেতরক্ত; লোহিত; পরিষ্কৃত; বিশুদ্ধ। বিণ। স্ত্রী—গৌরী। ২। অরুণবর্ণ; শ্বেতবর্ণ; শ্রীচৈতন্যদেব। বি; পুং। ৩। পদ্মকিঞ্জল্ক, পদ্মকেশর; কুঙ্কুম। গু+রণ্ অধিবা। বি; ক্লীব।

গৌরচন্দ্র—চৈতন্যদেব, মহাপ্রভু। গৌর চন্দ্রপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

গৌরচন্দ্রিকা—শ্রীগৌরাঙ্গের গুণগান, শ্রীচৈতন্যদেবের গুণকীর্ত্তন; শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে সকল লীলা প্রকাশ করিয়াছেন কীর্ত্তনারম্ভে তদ্বিষয়ক গান; কীর্ত্তনের আরম্ভ বা ভূমিকারূপ কীর্ত্তন; (যে কোন বিষয়ের) ভূমিকা, সূচনা, প্রস্তাবনা। গৌরচন্দ্র+ইক সম্বন্ধার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গৌরব—ভার, গুরুত্ব; মহিমা; সম্মান, মর্য্যাদা; আদর; উৎকর্ষ। গুরু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—গৌরবিত।

গৌরবভূষিত, -মণ্ডিত—গৌরবান্বিত, সম্মানযুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

গৌরবরবি, -সূর্য্য(র্য)—সম্মানরূপ সূর্য্য। গৌরবরূপ রবি, সূর্য্য, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

গৌরবলাঘব—১। মর্য্যাদাহানি, সম্মান-হ্রাস। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। গুরুত্ব ও লঘুত্ব। গৌরব ও লাঘব, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

গৌরবশালী (-শালিন্)—সম্মানবিশিষ্ট, সম্মানিত। উপতৎ; গৌরব—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী।

গৌরবান্বিত—গৌরবযুক্ত, গৌরববিশিষ্ট। গৌরব দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

গৌরবিণী—গৌরববিশিষ্টা; গর্ব্বিতা, অহঙ্কৃতা। গৌরব+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গৌরবিত—গৌরবযুক্ত, মান্য। গৌরব+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

গৌরমুখ—১। সুন্দর মুখ। গৌর মুখ, কর্ম্মধা। ২। প্রভু গৌরাঙ্গের মুখ। গৌরের মুখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। । সুন্দর-বদনবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী। ৪। চন্দ্র; ঋষি। গৌর মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

গৌরসর্ষপ—সাদা সরিষা, রাইসরিষা।

গৌরাঙ্গ—১। শ্রীচৈতন্যদেব; (ব্যঙ্গে) সাহেব, ইউরোপীয়। বি; পুং। ২। গৌরবর্ণদেহবিশিষ্ট, ফর্সা। গৌর অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা,—ঙ্গী।

গৌরিকা—অষ্টবর্ষা কন্যা; গৌরী। গৌরী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গৌরী—১। গৌরবর্ণা স্ত্রী; পার্ব্বতী; অষ্টবর্ষা কন্যা; গোরোচনা; রাগিণী-বিশেষ; নদীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। গৌরবর্ণা, ফর্সা। গৌর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গৌরীকাজল—একপ্রকার ধান্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [পুং।

গৌরীকান্ত—মহাদেব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

গৌরীকাল—কন্যার অষ্টমবর্ষ (যে কালে অবিবাহিতা কন্যাকে গৌরী বলে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গৌরীগুরু—গৌরীর পিতা হিমালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গৌরীদান—আট বছর বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া। গৌরীর দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গৌরী-পট্ট—পেনেট্, শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ-পট্ট। গৌরীজ্ঞাপক পট্ট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গৌরী-পুত্র, -পুত্র, -সুত—কার্ত্তিকেয়;

গৌরীশঙ্ক(ৎক)র—১। উমা ও মহেশ্বর। দ্বন্দ্ব। ২। হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। গৌরীশঙ্কর+অচ্ বিশিষ্টার্থে (বিহারস্থান বলিয়া)। বি; পুং।

গৌরী-শিখর—হিমালয়ের শৃঙ্গবিশেষ [এই স্থানে গৌরী মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন]।

গৌরী কর্তৃক আশ্রিত শিখর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গ্যালি—গেলি (তাহা দ্রঃ)।

গ্যাস—বায়বীয় পদার্থবিশেষ, একজাতীয় বাষ্প [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। ইং gas. বি।

গ্যাসের বাতি—যাহার ভিতর গ্যাস দিয়া আলো জ্বালান হয় এরূপ বাতি।

গ্যাসীয়—গ্যাসজাত; গ্যাসে পরিণত (gaseous). গ্যাস+ঈয়। বিণ।

গ্রথন—গাঁথা ('মাল্য—'); রচনা; (দর্শন) যে প্রণালীতে ভাব বা জ্ঞানধারা একত্র গ্রথিত হয় (texture). গ্রন্থ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—গ্রথিত, গ্রন্থিত।

গ্রথিত, গ্রন্থিত—গুম্ফিত, যাহা গাঁথা হইয়াছে এরূপ; বসান; খচিত। গ্রন্থ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গ্রথন, গ্রন্থন।

গ্রন্থ—১। পুস্তক; সন্দর্ভ; একপ্রকার অনুষ্টুপ্ ছন্দ। গ্রন্থ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। গাঁথুনি; সম্পর্ক। গ্রন্থ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

গ্রন্থকর্ত্তা(র্তা) (-কর্তৃ), **-কার**—গ্রন্থপ্রণেতা, পুস্তক-রচয়িতা; লেখক। ৬ষ্ঠীতৎ; (২য় পক্ষে) উপতৎ; গ্রন্থ—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—কর্ত্রী, —কারী (অপ্রঃ)।

গ্রন্থকীট—বইয়ের পোকা; যে সর্ব্বদা পুস্তক লইয়া পাঠে নিবিষ্ট থাকে এরূপ ব্যক্তি (bookworm). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রন্থকুটী—গ্রন্থাগার (library). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রন্থন, গ্রন্থনা—গুম্ফন, গাঁথুনি; রচনা। গ্রন্থ্+অনট্ ভাববা; গ্রন্থ্+অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

গ্রন্থপাল—গ্রন্থাগার-পর্য্যবেক্ষক (librarian). উপতৎ; গ্রন্থ—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

গ্রন্থবদ্ধ—পুস্তকনিহিত, পুস্তকে লিখিত। গ্রন্থে বদ্ধ, ৭মীতৎ। বিণ।

গ্রন্থস্বত্ব—পুস্তকের স্বত্ব, কোন পুস্তক প্রকাশ করিবার একাধিকার (copyright). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গ্রন্থাগার—পুস্তকালয়, পুস্তকাগার, লাইব্রেরী (library). গ্রন্থের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গ্রন্থাগারিক—গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ (librarian). গ্রন্থাগার+ইক (ঠন্) নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

গ্রন্থানুরাগ—পুস্তকাসক্তি, পুস্তকপাঠে আগ্রহ। গ্রন্থে অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

গ্রন্থানুরাগী (-রাগিন্)—পুস্তকপ্রিয়, পুস্তকাসক্ত। গ্রন্থে অনুরাগী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রাগিণী। বি,—রাগিতা।

গ্রন্থাবলী—পুস্তকসমূহ; এক লেখকের গ্রন্থসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রন্থি—বংশাদির সন্ধি বা পর্ব্ব; (শারীরবিদ্যা) শরীরের রসনিঃসারক যন্ত্রবিশেষ (gland); গাঁইট, গিরা। গ্রন্থ্+ইন্ ভাববা। বি; পুং।

গ্রন্থিক—১। দৈবজ্ঞ, গণক; কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব (এই আখ্যায় তিনি বিরাটগৃহে বাস করেন); পিপ্পলীবৃক্ষ; গ্রন্থিপর্ণ। গ্রন্থি+কন্ অথবা গ্রন্থ+ইক জ্ঞাতার্থে। বি; পুং। ২। গুগ্গুল। বি; ক্লীব।

গ্রন্থিচ্ছেদক—গাঁটকাটা, চোর। গ্রন্থির ছেদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

গ্রন্থিচ্ছেদন—গাঁইট কাটিয়া চুরি করা; গাঁইট কাটা। গ্রন্থির ছেদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গ্রন্থিত—'গ্রথিত' দ্রঃ।

গ্রন্থিদূর্ব্বা(র্বা)—দূর্ব্বাবিশেষ, গাঁটদূর্ব্বা, মালাদূর্ব্বা। গ্রন্থিবিশিষ্টা দূর্ব্বা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গ্রন্থিপর্ণ—বৃক্ষবিশেষ, গাঁঠিয়াল। গ্রন্থিযুক্ত পর্ণ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

গ্রন্থিফল—কপিত্থবৃক্ষ; মদনবৃক্ষ; কুক্কুরবৃক্ষ, কুকুরশোঙা গাছ। গ্রন্থিযুক্ত ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

গ্রন্থিবদ্ধ—গাঁট-দেওয়া, গেরো-বাঁধা। গ্রন্থির দ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

গ্রন্থিবন্ধন—গেরো দেওয়া, গাঁইট দেওয়া; বিবাহকালে বরকন্যার বস্ত্রে বস্ত্রে বন্ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গ্রন্থিভেদ, -ভেদন—গ্রন্থিচ্ছেদন, গাঁইট কাটা। গ্রন্থির ভেদ, ভেদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

গ্রন্থিমৎ—'গ্রন্থিমান্' দ্রঃ। [স্ত্রী।

গ্রন্থিমতী—গ্রন্থিযুক্তা। গ্রন্থিমৎ+ঈপ্। বিণ;

গ্রন্থিমান্ (-মৎ)—১। গ্রন্থিযুক্ত। বিণ। স্ত্রী,—মতী। ২। অস্থিসংগ্রাহকবৃক্ষ, হাড়জোড়া গাছ। গ্রন্থি+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

গ্রন্থিল—১। সন্ধিযুক্ত, বহুগ্রন্থিবিশিষ্ট, যাহাতে অনেক গাঁট পড়িয়াছে এরূপ। বিণ। ২। (জীববিদ্যা) যাহাদের শরীর তিন বা ততোধিক গ্রন্থিবিশিষ্ট (articulated animal); আর্দ্রক; হিতবল্লী; পিণ্ডালু। গ্রন্থি+লচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং।

গ্রন্থিলা—বঁইচি গাছ; পোদিনা শাক; ভদ্রমুস্তা; মালাদূর্ব্বা। গ্রন্থিল+আপ্। বি; স্ত্রী।

গ্রন্থিহর—অমাত্য, মন্ত্রী, মন্ত্রণাদায়ক। উপতৎ; গ্রন্থি—হৃ+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

গ্রন্থী (গ্রন্থিন্)—যাহার অনেক গ্রন্থ আছে এরূপ, বহুপুস্তকবিশিষ্ট। গ্রন্থ্+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—গ্রন্থিনী।

গ্রসন—গ্রাস করা, গিলিয়া ফেলা। গ্রস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—গ্রস্ত।

গ্রসমান—যে গ্রাস করিতেছে এরূপ। গ্রস্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

গ্রস্ত—১। ভক্ষিত, গিলিত; আক্রান্ত, অভিভূত; আচ্ছাদিত। গ্রস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গ্রাস। **গ্রস্ত উপত্যকা**—(ভূতত্ত্ব) গভীর উপত্যকা (rift valley). ২। অসম্পূর্ণ বাক্য। বি; ক্লীব।

গ্রস্তাস্ত—(জ্যোতিষ) রাহুগ্রস্ত অবস্থায় চন্দ্রসূর্য্যের অস্তগমন। গ্রস্তের অস্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গ্রস্তোদয়—রাহুগ্রস্ত হইয়া চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ। গ্রস্তের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রহ—১। সূর্য্যাদি নয়টি জ্যোতিষ্ক (আধুনিক মতে সূর্য্য স্বয়ং গ্রহ নহে), যে সকল জ্যোতিঃপদার্থ সূর্য্যকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করে তাহাদের প্রত্যেকটি [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। গ্রহ্+অচ্ কর্তৃবা। ২। স্বীকার, গ্রহণ; আগ্রহ, অধ্যবসায়; জ্ঞান, বোধ ('শক্তি—'); ধারণ ('কর—'); গ্রাস; নির্ব্বন্ধ ('দৃঢ়—'); চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ; লেঠা, দায়, আপদ্; (সঙ্গীতের) আরম্ভ। গ্রহ্+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

গ্রহকণিকা, গ্রহাণুপুঞ্জ—(জ্যোতিষ) মঙ্গলগ্রহ ও বৃহস্পতিগ্রহের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহখণ্ড (asteroids). গ্রহের কণিকা, ৬ষ্ঠীতৎ; গ্রহের অণু, তাহার পুঞ্জ, ২বার ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

গ্রহকোপ—(জ্যোতিষ) গ্রহপীড়া, বিরুদ্ধ গ্রহকর্তৃক অশুভফলপ্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রহগোচর—(জ্যোতিষ) জন্মরাশি হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত গ্রহগণের শুভাশুভসূচক গতিবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গ্রহচক্র—গ্রহমণ্ডল, সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ।

গ্রহচিন্তক—দৈবজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রহজগৎ—গ্রহমণ্ডল, গ্রহ-উপগ্রহসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গ্রহণ—১। লওয়া; ধারণ, অবলম্বন; বোধ, অনুভব; বন্ধন; দখল, ক্রয় ('শত্রুরাজ্য—'); মানিয়া লওয়া; অঙ্গীকার। গ্রহ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—গৃহীত, গ্রহণীয়, গ্রহীতব্য, গ্রাহ্য। ২। ইন্দ্রিয়; হস্ত। গ্রহ্+অনট্ করণবা। ৩। গ্রহ বা উপগ্রহের ছায়াপতন দ্বারা সূর্য্যাদির কিয়দংশে বা সর্ব্বাংশে অদর্শন [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। গ্রহ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

গ্রহণক্ষম—যে লইতে পারে এরূপ; ধারণসমর্থ। গ্রহণে ক্ষম, ৭মীতৎ। বিণ।

গ্রহণি, গ্রহণী—নাড়ীবিশেষ, অগ্ন্যধিষ্ঠান নাড়ী; রোগবিশেষ, উদরাময় রোগ। গ্রহ্+নি কর্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গ্রহণীয়—গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য। গ্রহ্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—গ্রহণ।

গ্রহণীহর—১। লবঙ্গ। বি; ক্লীব। ২। গ্রহণীরোগনাশক। উপতৎ; গ্রহণী—হৃ + অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

গ্রহতত্ত্ব—গ্রহদিগের যথাযথ বিবরণ, গ্রহরহস্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গ্রহতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—গ্রহরহস্যজ্ঞ, গ্রহবিদ্যাবিষয়ে অভিজ্ঞ। উপতৎ; গ্রহতত্ত্ব—বিদ্ + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

গ্রহতত্ত্ববিদ্যা—গ্রহরহস্যবিষয়িণী বিদ্যা, গ্রহতত্ত্বশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy). গ্রহতত্ত্ববিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গ্রহদেবতা—সূর্য্যাদি গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রহদোষ—বিরুদ্ধগ্রহের অশুভফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

গ্রহনায়ক—শনি; সূর্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ।

গ্রহনীহারিকা—যে সকল নীহারিকা গ্রহের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয় (Planetary Nebula). গ্রহাকারা নীহারিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গ্রহনেমি—চন্দ্র (গ্রহকক্ষের অধঃস্থিত নেমিতুল্য বলিয়া চন্দ্র এই নামে খ্যাত)। গ্রহ নেমিসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

গ্রহপতি—সূর্য্য; চন্দ্র; আকন্দগাছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রহপীড়া—গ্রহবৈগুণ্যনিবন্ধন মনুষ্যের যে সমস্ত আধিব্যাধি উপস্থিত হয় তাহা। গ্রহকৃতা পীড়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গ্রহপূজা—আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রহবশতঃ (-তস্), **-বশত**—কুগ্রহের বিরুদ্ধতাহেতু, দুর্দ্দৈবের বশে। ৬ষ্ঠীতৎ। অব্য।

গ্রহ-বহ্নি—সূর্য্যাদি গ্রহ হইতে নির্গত অগ্নি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রহবিপাক—কুগ্রহের অপ্রসন্নতা, দুষ্টগ্রহের খারাপ ফল, বিরুদ্ধ গ্রহের দৃষ্টিজন্য বিপত্তিসংঘটন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রহবিপ্র—আচার্য্য, দৈবজ্ঞ। গ্রহপূজক বিপ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গ্রহবৈগুণ্য—গ্রহের প্রতিকূলতা, গ্রহের অশুভ-ফলদায়িতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গ্রহমণ্ডল—সৌর জগৎ, গ্রহজগৎ (Planetary system). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গ্রহযাগ—গ্রহদোষ শান্তির জন্য কৃত যজ্ঞ। গ্রহ-নিবারক যাগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গ্রহরাজ—সূর্য্য; শনি। গ্রহদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ + টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

গ্রহাচার্য্য(র্য)—দৈবজ্ঞ, গণক, গ্রহবিপ্র। গ্রহবিৎ আচার্য্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

গ্রহাধার—ধ্রুবতারা। গ্রহের আধার (আশ্রয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রহাধীশ—সূর্য্য; শনি। গ্রহের অধীশ (পতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রহাবিষ্ট—কুগ্রহাভিভূত; ভূতাদি কর্তৃক আক্রান্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

গ্রহীতব্য—গ্রহণযোগ্য। গ্রহ্ + তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি—গ্রহণ।

গ্রহীতা (গ্রহীতৃ)—গ্রহণকর্ত্তা, গ্রাহক। গ্রহ্ + তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গ্রহীত্রী।

গ্রাফাইট—(রসায়ন) খনিজ দ্রব্যবিশেষ (পেন্সিল প্রস্তুত করিতে বিশেষরূপে ব্যবহৃত)। ইং graphite. বি।

গ্রাবরেখা—(ভূতত্ত্ব) হিমবাহের তীর দিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত পাহাড়ের সারি (moraine). গ্রাবার (গ্রাবণ্ = প্রস্তর) রেখা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি।

গ্রাবু—একপ্রকার তাসখেলা, বিন্তি খেলা।

গ্রাম—লোকালয়, জনপদ, গাঁ; (অন্য শব্দের পর প্রযুক্ত হইলে) সমূহ ('গুণ—'); মূর্চ্ছনা ও তানাদির আশ্রয়স্বরূপ স্বরসমূহ; সঙ্গীতে উদারা মুদারা তারা এই তিন স্বরভেদ। গ্রস্ + মন্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং। বিণ—গ্রামীণ, গ্রাম্য, গ্রামিক।

গ্রামচর্য্যা(র্যা)—গ্রাম্যধর্ম্ম, স্ত্রীসম্ভোগ। গ্রামোপযোগিনী চর্য্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গ্রামজ—গ্রামজাত। উপতৎ; গ্রাম—জন্ + ড কর্তৃবা। বিণ।

গ্রামণী—১। গ্রামের প্রধান লোক, মোড়ল; বিষ্ণু; নাপিত। বি; পুং। ২। বেশ্যা। উপতৎ; গ্রাম—নী + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

গ্রামতক্ষ—গ্রাম্য সূত্রধর, গাঁয়ের ছুতার। গ্রামের তক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ + টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

গ্রামদেবতা—গ্রামস্থ লোকের প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি; গ্রাম্য লোকে যাহাকে মানে এমন দেবতা; গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রামধর্ম্ম(র্ম)—মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রামবাসী (-বাসিন্)—যে ব্যক্তি গ্রামে বাস করে এমন, গ্রামীণ। উপতৎ; গ্রাম—বস্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাসিনী।

গ্রামভাটি—গ্রামবৃত্তি, বারোয়ারি ইত্যাদির জন্য সংগৃহীত চাঁদা। বাং প্র। বি।

গ্রামমুখ—হাট, বাজার। গ্রামের মুখ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

গ্রামযাজক—যে ব্যক্তি গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের পৌরোহিত্য করে; যে গ্রামদেবতার পূজা করে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রামযাজী (-যাজিন্)—গ্রামযাজক। উপতৎ; গ্রাম—যজ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

গ্রামসম্পর্কে—একগ্রামে সদ্ভাবে বাস করিতে করিতে আত্মীয়তাসূত্রে (গ্রামসম্পর্কে দাদা, মাসী, মামা ইত্যাদি)। গ্রামজাত সম্পর্ক, মধ্যপ কর্ম্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

গ্রামস্থ—গ্রামে স্থিত; একগ্রামবাসী। উপতৎ; গ্রাম—স্থা + ক কর্তৃবা। বিণ।

গ্রামান্ত—গ্রামের প্রান্তভাগ, গাঁয়ের সীমা। গ্রামের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গ্রামান্তর—১। ভিন্ন গ্রাম, অন্য গ্রাম। অন্য গ্রাম, নিত্য। ২। গ্রামের অভ্যন্তর, গ্রামের ভিতর। গ্রামের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

গ্রামিক—গ্রামরক্ষণে নিযুক্ত; গ্রামাধ্যক্ষ। গ্রাম + ইক (ঠন্) রক্ষণার্থে। বিণ।

গ্রামী (গ্রামিন্)—গ্রামের কর্ত্তা, মোড়ল, গ্রামবাসী; গ্রামবিশিষ্ট, গাঁই। গ্রাম + ইন্ প্রভৃত্যর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—গ্রামিণী।

গ্রামীণ—১। গ্রামোৎপন্ন; যে গ্রামে জন্মিয়াছে ও গ্রামে বাস করিতেছে এরূপ। গ্রাম + ঈন ভবার্থে। বিণ। ২। গ্রাম্যশূকর; কুক্কুর; কাক। গ্রাম + ঈন নিবাসার্থে। বি; পুং।

গ্রামোফোন—কলের গান। ইং gramophone. বি।

গ্রাম্য—১। গ্রামজাত; ইতর, জঘন্য; অসভ্য; অশ্লীল; অমার্জ্জিত; অসাধু; মূঢ়। বিণ। ২। জ্যোতিষোক্ত মিথুনাদি রাশি; গোমহিষছাগাদি পশু। গ্রাম + যৎ ভবার্থে। বি; পুং। **গ্রাম্যজীবন**—পল্লীগ্রামের শান্ত ও আড়ম্বরহীন জীবন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

গ্রাম্যতা—অশিষ্টতা; কাব্যের শব্দগত ও অর্থগত দোষবিশেষ; অশ্লীলতা। গ্রাম্য + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

গ্রাম্যদেবতা—গ্রামের দেবতা, গ্রামস্থ সাধারণের ঠাকুর। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গ্রাস—১। আহারের সময় এককালে যতটা অন্ন মুখে দেওয়া যায় ও গিলিতে পারা যায় তাহা; কবল। গ্রস্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। ভক্ষণ, গিলন; গ্রহণকালে চন্দ্রসূর্য্যের আবরণ ('রাহু—')। গ্রস্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—গ্রস্ত, গ্রসনীয়।

গ্রাসনালী—(শারীরবিদ্যা) অন্ননালী, মুখ হইতে পাকস্থলীতে খাদ্য যাইবার পথ (oesophagus). গ্রাসের নালী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রাসাচ্ছাদন—অ শ ন-ব স ন, অন্ন-বস্ত্র; আহার ও পরিধান, খাওয়া ও পরা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

গ্রাহ—১। গ্রহণ; জ্ঞান; আগ্রহ; নির্বন্ধ ('অসদ্—')। গ্রহ্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। হাঙ্গর; জলহস্তী; শুশুক। গ্রহ্ + ণ কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। (কর্ম্মবাচক উপপদ পূর্ব্বে

থাকিলে) গ্রাহক, গ্রহীতা, গ্রহণকর্তা। গ্রহ্‌ +অণ্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—গ্রাহী।

গ্রাহক—১। গ্রহণকর্তা ; যে দ্রব্যাদি সাক্ষাৎ খরচ করে (consumer) ; যে ক্রয় করে, ক্রেতা ; সাময়িক পত্রিকাদির নির্দিষ্ট ক্রেতা (subscriber). বিণ। স্ত্রী—গ্রাহিকা। ২। শ্যেন, বাজপক্ষী ; ব্যাল-গ্রাহী, বিষবৈদ্য, সাপুড়ে ; রক্ষিপুরুষ। গ্রহ্‌+ণক কর্তৃবা। বি ; পুং।

গ্রাহিত—যাহা গ্রহণ করান হইয়াছে এরূপ, স্বীকারিত। গ্রহ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

গ্রাহী (গ্রাহিন্)—১। (কর্ম্মবাচক উপপদের পরে থাকিলে) গ্রহণকর্তা ('কর—', 'ভার—') ; আকর্ষক ; মলবন্ধ-কারক, ধারক ('—ঔষধ') ; (দর্শন) যাতে জ্ঞান ইত্যাদি গৃহীত হয় এমন (recept[illegible]). বিণ। স্ত্রী—গ্রাহিণী। ২। কপিত্থ, কয়ে[illegible]ল। গ্রহ্‌+ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

গ্রাহ্য—গ্রহণযোগ্য ; স্বীকার্য্য ; গণনীয় ; আদরণীয়, জ্ঞেয় ('ইন্দ্রিয়—')। গ্রহ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—গ্রহণ। **গ্রাহ্য করা**—গণনীয় বলিয়াবোধ করা ; মান্য করা ; ভয় করা।

গ্রীক—গ্রীসদেশীয় ; গ্রীসদেশবাসী। ইং Greek. বি বা বিণ।

গ্রীবা—গলা, ঘাড়। গৄ+ব করণবা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গ্রীবাদেশ—গলদেশ, ঘাড়। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গ্রীবাভঙ্গ—গ্রীবার বক্রতা, ঘাড় বাঁকান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গ্রীবাভঙ্গি, -ভঙ্গী—গ্রীবার বক্রতা, ঘাড় বাঁকান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গ্রীবী (গ্রীবিন্)—১। উষ্ট্র, উট ; জিরাফ। বি ; পুং। ২। দীর্ঘগ্রীবাযুক্ত। গ্রীবা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—গ্রীবিণী।

গ্রীষ্ম—১। উষ্ণ ঋতু, গরমকাল [বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল ; প্রাচীনমতে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়] ; উত্তাপ, উষ্মা। বি ; পুং। ২। উষ্ণ। গ্রস্‌+মক্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।

গ্রীষ্মকাল—উষ্ণকাল, গরম ঋতু, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গ্রীষ্মকালীন—গ্রীষ্মকালজাত, গরমকালে উৎপন্ন। গ্রীষ্মকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ।

গ্রীষ্মক্লিষ্ট—তাপক্লিষ্ট, গরমে অবসন্ন। গ্রীষ্মদ্বারা ক্লিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

গ্রীষ্মধান্য—গ্রীষ্মকালজাত ধান্য, বোরোধান। গ্রীষ্মজাত ধান্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গ্রীষ্মপীড়িত—গরমে তাপিত, প্রখর গ্রীষ্ম-হেতু ক্লেশপ্রাপ্ত। গ্রীষ্মদ্বারা পীড়িত, ৩য়াতৎ। বিণ।

গ্রীষ্মপ্রধান—গ্রীষ্মবহুল, যেখানে গরম বেশী এবং অধিক দিন স্থায়ী হয় এরূপ। গ্রীষ্ম প্রধান যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

গ্রীষ্মমণ্ডল—(ভূবিদ্যা) কর্কটক্রান্তি ও মকর-ক্রান্তির অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ, সূর্য্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হওয়ায় যে স্থান অত্যধিক উষ্ণ হয় তাহা (Torrid zone). কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

গ্রাষ্মাতিশয্য—অত্যধিক গ্রীষ্ম, প্রচণ্ড গরম। গ্রীষ্মের আতিশয্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

গ্রীষ্মাবকাশ—গরমের ছুটি (প্রায়শ, স্কুল কলেজের)। গ্রীষ্মজন্য অবকাশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

গ্রীসীয়—১। গ্রীসদেশীয়। বিণ। ২। গ্রীসনিবাসী, গ্রীক। গ্রীস+ঈয় সম্বন্ধার্থে, নিবাসার্থে। বি।

গ্রেন—ইংরাজী পরিমাণবিশেষ, এক ভরির একশত আশী ভাগের এক ভাগ। ইং grain. বি।

গ্রেপ্তার, গ্রেফ্‌তার—রাজাদেশে বা আইনানুসারে ধরা, আটক করা। ফার্সী 'গিরিফ্‌তার'-শব্দজ। বি।

গ্রেপ্তারি, গ্রেফ্‌তারি—গ্রেপ্তারসম্বন্ধীয়। গ্রেপ্তার, গ্রেফ্‌তার+ই সম্বন্ধার্থে। বিণ।

গ্রেপ্তারি পরওয়ানা—পুলিস কর্তৃক ধরিবার আদেশপত্র।

গ্রৈব, গ্রৈবেয়—গ্রীবাসম্বন্ধীয়। গ্রীবা+অণ্‌, এয়। বিণ।

গ্রৈষ্মিক—গ্রীষ্ম-সংক্রান্ত, গ্রীষ্মকালীন। গ্রীষ্ম+ইক। বিণ।

গ্লপন—১। গ্লানিকরণ, নিন্দা, কুৎসা ; ক্লেশ দেওয়া ; তপ্ত করা। গ্লৈ+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—গ্লপিত। ২। গ্লানিকারক। গ্লৈ+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ।

গ্লপিত—যাহা গ্লান হইয়াছে এমন ; নিন্দিত ; দগ্ধ। গ্লপি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—গ্লপন।

গ্লান—ক্লান্ত ; শীর্ণ। গ্লৈ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

গ্লানি—ক্লান্তি, শ্রান্তি ; অস্বাস্থ্য ; হানি, হ্রাস ; অবসন্নতা ; পরের মিথ্যা দোষ-কীর্তন ; কলঙ্ক, লজ্জার ব্যাপার। গ্লৈ+নি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

গ্লাস—গেলাস, পানপাত্রবিশেষ। ইং glass. বি।

গ্লিসারিন—তৈলবৎ বর্ণহীন সুস্বাদু পদার্থ-বিশেষ (glycerine). বি।

[ঘ]

ঘ—ব্যঞ্জনের এবং ক-বর্গের চতুর্থ বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ বা জিহ্বামূল ; ইহা ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ]।

ঘগরি—ঘাগরা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঘট—১। ধাতু অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত কুম্ভ, কলস ; গজকুম্ভ ; কুম্ভরাশি ; পরিমাণ-বিশেষ। ঘট্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং। ২। বুদ্ধির আধার, মস্তিষ্ক ; মূর্ত্তি ; দেহ। বাং প্র। বি।

ঘটক—যে মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া দেয় ; যাহা হইতে ঘটে, যে যোজনা করিয়া দেয় ; যে জাতি বল্লালসেন-প্রতিষ্ঠিত কুলমর্য্যাদার সমস্ত বিবরণ জানে। ঘট্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বি ; পুং।

ঘটকর্পর—ভগ্নঘটাদির খণ্ড ; খাবরা ; বিক্রমাদিত্যের নবরত্নান্তর্গত রত্ন বা কবি-বিশেষ। বি ; পুং।

ঘটকার—কুম্ভকার, কুমার। উপতৎ ; ঘট্‌+কৃ+অণ্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ঘটকালি—ঘটকের কাজ ; বিবাহের সম্বন্ধ ; বিবাহ-সংঘটনের পারিশ্রমিক। ঘটক+আলি কর্ম্মাদ্যর্থে। বি।

ঘটকী—পাত্রপাত্রীর বিবাহসম্বন্ধকারিণী ; সুরতদূতী, কুটনী। ঘটক+ঈ (বাং)। বি ; স্ত্রী।

ঘটঘট—দ্রুত, অবিবেচনাপূর্ব্বক কাজ করার [ভাব প্রকাশ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঘটজ—অগস্ত্য। উপতৎ ; ঘট—জন্‌+ড কর্তৃবা। বি ; পুং।

ঘটদাসী—দূতী, কুটনী। ঘট (মিলন)-কারিকা দাসী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঘটন, ঘটনা—১। যোজনা ; মেলন, সঙ্ঘটন ; দৈবগতি, বিধিনির্ব্বন্ধ। ঘট্+ণিচ্+অনট্ ভাববা, অন ভাববা+আপ্। ২। আকস্মিক ব্যাপার। ঘট্+অন কর্ত্তৃবা ; পক্ষে অন আপ্। বিণ—ঘটনীয়, ঘটিত।

ঘটনাক্রমে—দৈববশতঃ, দৈবাৎ, হঠাৎ ; কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া। ঘটনার ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ঘটনাচক্র—ঘটনাবলী, ঘটনাসমূহ। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; ক্লীব।

ঘটনাচক্রে—ঘটনাক্রমে (তাহা দ্রঃ)।

ঘটনাধীন—দৈবব্যাপারের আয়ত্ত। ঘটনার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ঘটনাবলি, -বলী—ব্যাপারসমূহ। ঘটনার আবলি, আবলী (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঘটনাস্থল—কোন ব্যাপার সংঘটনের স্থান, অকুস্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ঘটনাস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—ক্রমাগত সংঘটিত ঘটনাসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ঘটনীয়—যাহা ঘটিতে পারে এরূপ, সম্ভাব্য। ঘট্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—ঘটন, ঘটনা।

ঘটপট—কলস ও কাপড় ; নানা পদার্থ। ঘট ও পট, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ঘটমান—যাহা ঘটিতেছে বা চলিতেছে এমন। ঘট্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ঘটযোনি—কুম্ভে জাত, অগস্ত্য মুনি। ঘট যোনি (উৎপত্তিস্থল) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ঘটস্থাপন, -স্থাপনা—কোন দেবতার প্রতিমার সম্মুখে ঘটপ্রতিষ্ঠা ; কোন দেবতার প্রতিমা না করিয়া ঘটে সেই দেবতার আবাহন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

ঘটা—১। সমারোহ, আড়ম্বর ; সঙ্ঘটন ; গজসৈন্য ; যুদ্ধাদিতে হস্তিগণের একত্র সম্মিলন ; সমূহ ('মেঘ—', 'গজ—') ; মেঘাড়ম্বর। ঘট্+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। সংঘটিত হওয়া, ঘটিয়া উঠা ; হওয়া, পরিণত হওয়া। 'ঘট্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

ঘটাঘট—যোগাযোগ ; কোন কিছু নাড়া-চাড়ার শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঘটাটোপ—আড়ম্বর ; জিনিসপত্রের আবরণ, ঘেরাটোপ। ঘটের আটোপ, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং। [বাং ক্রি।

ঘটান—সঙ্ঘটিত করা, হওয়ান। ঘট+ণিচ্।

ঘটি, ঘটী—সময়নিরূপণ যন্ত্র, ঘড়ি [ভারত-বর্ষের বহু প্রদেশে প্রাচীন ঘটিযন্ত্রের বিলক্ষণ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহার সাধারণ প্রচলিত নাম ছিল তামী বা তাম্রী]। বি ; স্ত্রী।

ঘটিকা—মুহূর্ত্ত ; দণ্ডাত্মককাল ; একঘণ্টাকাল, দিবসের বা রাত্রির দ্বাদশ ভাগ, আড়াই দণ্ড (hour) ; ঘটি ; কলসী ; ক্ষুদ্র ঘট। ঘটী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘটিকাযন্ত্র—ঘড়ী। ঘটিকানিরূপক যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ঘটিত—সঙ্ঘটিত ; যোজিত ; সংক্রান্ত। ঘট্+ক্ত কর্ত্তৃবা, অথবা ঘট্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ঘটন, ঘটনা।

ঘটিরাম—আনাড়ী হাকিম ; অযোগ্য কর্ম্মচারী। বাং প্র। বি।

ঘটী—ছোট জলপাত্র-বিশেষ, ক্ষুদ্র ঘট ; বাজাইবার ঘণ্টা ; ঘড়ি, কালনির্ণয়াত্মক যন্ত্র ; দণ্ডাত্মক কাল ; মুহূর্ত্ত। ঘট+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘটীযন্ত্র—কূপাদি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র, জলতোলা কল ; কাল-নির্ণায়ক যন্ত্র, ঘড়ী। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ঘটোদ্ভব—অগস্ত্য। ঘট হইতে উদ্ভব যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ঘট্ট—১। যে স্থান দিয়া পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে নামা যায় তাহা, নদী প্রভৃতির ঘাট ; শুল্কগ্রহণস্থান, কুত্ঘাট। ঘট্ট্+ঘঞ্ অধিবা। ২। চালন। ঘট্ট্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

ঘট্টজীবী (-জীবিন্)—পাটনীজাতি, যাহারা নদী পারাপার করে। উপতৎ ; ঘট্ট—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ঘট্টন—আঘাত, ঘর্ষণ ; ঘোটন ; ঘোটা ; নাড়া ; ঘটা। ঘট্ট্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—ঘট্টিত, ঘট্টনীয়।

ঘট্টনা—চালনা, ইতস্ততঃ নাড়াচাড়া ; ঘাটা, ঘাটা। ঘট্ট্+অন ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘট্টা—ঘাট, তীর্থ। ঘট্ট+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘট্টি—পুষ্করিণী নদী প্রভৃতির অবতরণস্থান, ঘাট ; শুল্কগ্রহণস্থান, কুত্ঘাট। ঘট্ট্+ই অধিবা। বি ; স্ত্রী।

ঘট্টিত—নির্ম্মিত ; সঙ্ঘটিত ; চালিত ; যাহা ঘোটা গিয়াছে এরূপ। ঘট্ট্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ঘট্টন।

ঘড়ঘড়—শ্লেষ্মার জন্য গলার শব্দ ; গাড়ি চলার শব্দ। 'ঘর্ঘর'-শব্দজ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঘড়া—ধাতুর কলস, পিত্তল কলস। 'ঘট'-শব্দজ। বি। [বাং প্র। বি।

ঘড়াঞ্চি, ঘড়াঞ্চে—সিঁড়িযুক্ত উঁচু টুল।

ঘড়ি, ঘড়ী—কাংস্যাদি-ধাতুনির্ম্মিত চক্রা-কার যন্ত্রবিশেষ ; ছোট ঘড়া ; সময়নিরূপক যন্ত্র। 'ঘটী'-শব্দজ। বি।

ঘড়িয়াল, ঘড়ীয়াল, ঘড়েল—১। যাহারা ঘটীযন্ত্র বাজায়, ঘটীবাদক ; ঘড়ি-মেরামতকারক। ঘড়ি, ঘড়ী+আল কর্ম্মাদ্যর্থে ; তাহা হইতে অভিশ্রুতি ঘড়েল। ২। পক্ষি-বিশেষ ; মৎস্যবিশেষ ; একপ্রকার কুম্ভীর, মেছো কুমীর। বি। ৩। ধূর্ত্ত, ধড়িবাজ (ঘড়েল লোক)। বাং প্র। বিণ।

ঘণ্ট—বিবিধ তরকারি ইত্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ, ঘঁ্যাট ('মোচার—', 'থোড়ের—')। হন্+ট কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে (নিপা-তনে)। বি ; পুং।

ঘণ্টা—১। কাংস্যাদি-নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। হন্+ট কর্ম্মবা+আপ্ (নিপাতনে)। বি ; স্ত্রী। ২। আড়াই দণ্ড, এক ঘটিকা কাল। বাং প্র। বি। **ঘণ্টা করা**—কিছুই করিতে না পারা।

ঘণ্টাকর্ণ—শিবানুচরবিশেষ, ঘেঁটুঠাকুর (গ্রাম্যদেবতা)। ঘণ্টার ন্যায় কর্ণ যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। [বি ; পুং।

ঘণ্টানাদ—ঘণ্টার শব্দ। ঘণ্টার নাদ, ৬ষ্ঠীতৎ।

ঘণ্টাপথ—ঘণ্টাধারী হস্তী প্রভৃতি জন্তুর গমনযোগ্য পথ ; রাজপথ ; গ্রামের প্রধান পথ। ঘণ্টোপলক্ষিত পথ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ঘণ্টাবীজ—১। জয়পালবৃক্ষ। ঘণ্টার ন্যায় বীজ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। জয়-পালের বীচি। ঘণ্টাবৎ বীজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ঘণ্টিকা, ঘণ্টী—ক্ষুদ্র ঘণ্টা ; আলজিভ্। ঘণ্টা+কন্ ক্ষুদ্রার্থে, সদৃশার্থে+আপ্, পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘণ্টু—হস্তীর গললম্বিত ঘণ্টা ; প্রতাপ ; আত্মম্ভরিতা। ঘণ্ট+উ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ঘণ্টেশ্বর—ঘেঁটু ঠাকুর ; শিব ; তীর্থবিশেষ। ঘণ্টার ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঘন—১। নিবিড়, যাহা ফাঁক নয় এরূপ ; সান্দ্র ; গাঢ়, যাহা পাতলা নয় এরূপ ; জমাট ; দুর্ভেদ্য ; অধিক পুরু ; পুষ্ট ; স্থায়ী ; অবিরত, অবিচ্ছিন্নমুহূর্ত্ত (তুমি আনন্দ'ঘন' শ্যাম) ; দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধযুক্ত। হন্+অপ্ করণবা, কর্ম্মবা। বিণ। ২। করতাল মন্দিরা ঘণ্টা ঘুঙুর প্রভৃতি ধাতুময় বাদ্যযন্ত্র ; মধ্যম নৃত্য ; লৌহ ; ত্বক্, চর্ম্ম। বি ; ক্লীব। ৩। মেঘ ; লৌহমুদ্গর। হন্+অপ্ কর্ম্মবা। ৪। সঙ্ঘাত, জমাট ; দৃঢ়তা, কাঠিন্য ; মুস্তা ; ওঘ ; দেহ ; বিস্তার ; কফ ; অভ্রক। হন্+অপ্ ভাববা, কর্ম্মবা। ৫। (গণিত) সমান তিন অঙ্কের গুণ, কোন রাশিকে সেই রাশি দ্বারা দুইবার গুণন (cube). বি ; পুং। [বি ; ক্লীব।

ঘনক—(গণিত) ঘন (৫)। ঘন+কন্ স্বার্থে।

ঘন-কফ—১। গাঢ় শ্লেষ্মা। কর্ম্মধা। ২। শিলা, করকা। ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি ; পুং।

ঘনকাল—মেঘের সময়, বর্ষা ঋতু। ঘনের (মেঘের) কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঘনকৃষ্ণ—মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, গাঢ় কালো রঙের। ঘনবৎ কৃষ্ণ, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

ঘনক্ষেত্র—যে ক্ষেত্র দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতায় সমান। ঘন দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষেত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ঘনগর্জ্জি(র্জি)ত—মেঘগর্জ্জন, মেঘের ডাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। [স্ত্রী।

ঘনঘটা—মেঘের আড়ম্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

ঘনঘন—অল্প অল্প ব্যবধানে উপস্থিত ; শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত ; বার বার, পুনঃ পুনঃ, বহুবার ; অব্যবহিত, কাছাকাছি। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

ঘনঘর্ঘর—মেঘের ন্যায় গম্ভীরধ্বনিবিশিষ্ট। উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

ঘনঘোর—মেঘের ন্যায় ভীষণ ; মেঘাচ্ছন্ন। উপমান কর্ম্মধা বা ৩য়াতৎ। বিণ।

ঘনচতুষ্কোণ—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ বা উচ্চতা —এই তিনটি পরিমাপবিশিষ্ট চতুষ্কোণ। ঘন-পরিমাপক বা ঘনযুক্ত চতুষ্কোণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [বি ; স্ত্রী।

ঘনজ্বালা—বজ্রাগ্নি ; বিদ্যুৎ। ৬ষ্ঠীতৎ।

ঘনতা, ঘনত্ব—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার মিলিত ফল (solidity) ; গাঢ়তা ; কাঠিন্য ; নিবিড়তা (density). ঘন+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব। [নীল, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঘননীল—গাঢ়নীলবর্ণ (indigo). ঘন

ঘনপত্র—পুনর্নবা। ঘন পত্র যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। [বি ; পুং বা ক্লীব।

ঘনপল্লব—পরস্পরসংশ্লিষ্ট পত্রসমূহ। কর্ম্মধা।

ঘনফল, -মান—(গণিত) দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ —এই তিন হইতে প্রাপ্ত ঘনবস্তুর (volume) গুণফলজ পরিমাণফল ; কোন রাশিকে সেই রাশি দ্বারা উপর্য্যুপরি দুইবার গুণ করিলে যে ফল হয় তাহা (cube). ঘন দ্বারা লব্ধ ফল, মধ্যপ কর্ম্মধা ; ঘনের মান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং। [বাং প্র। বিণ। স্ত্রী, —নী।

ঘনবরণ—মেঘের মত কাল ('ঘনবর্ণ' দ্রঃ)।

ঘনবর্ণ—মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। ঘনের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঘনবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—আকাশ। ঘনের বর্ত্ম (পথ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ঘনবল্লিকা, -বল্লী—১। বিদ্যুৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অমৃতস্রবা লতা। ঘনা (নিবিড়া) বল্লিকা, বল্লী, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঘনবসতি—অনেক লোকের কম জায়গায় ঘন ঘন বসবাস। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঘনবস্তু—যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ তিনটিই আছে এমন পদার্থ (solid). ঘন বস্তু, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ঘনবাহন—মেঘবাহন, ইন্দ্র। ঘন বাহন যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ঘনবিন্যস্ত—অবিরল ভাবে স্থাপিত, মধ্যে অতি অল্প ফাঁক রাখিয়া স্থাপিত। ঘনভাবে বিন্যস্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঘনবীথি, -বীথী—মেঘমালা ; আকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; [illegible]।

ঘনমান—'ঘ[illegible]' দ্রঃ।

ঘনমূল—যে[illegible]শি আপনা দ্বারা দুইবার গুণিত হয় [illegible]প গুণফলের মূল অর্থাৎ সেই রাশি (cube-root) (যেমন—আট-এর ঘনমূল দুই)। ঘনের (ঘনফলের) মূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ঘনরস—১। জল। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কর্পূর ; ঘন আঠা। কর্ম্মধা। বি ; পুং। ৩। গাঢ়-রসবিশিষ্ট। ঘন রস যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

ঘনশ্যাম—সজল মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ। ঘনবৎ শ্যাম (শ্যামবর্ণ), উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

ঘনশ্রেণী—১। মেঘমালা, মেঘসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অবিরল পঙ্‌ক্তি। ঘনা শ্রেণী, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঘনশ্রেণীবদ্ধ—অবিরলভাবে অর্থাৎ ঘন ঘন করিয়া সারিবন্দী। ঘনভাবে শ্রেণীবদ্ধ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঘনসন্নিবিষ্ট—অবিরল ভাবে স্থাপিত বা সাজান, মধ্যে প্রায় ফাঁকশূন্য। ঘন-ভাবে সন্নিবিষ্ট, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঘনসার—কর্পূর ("ঘনসার চন্দন অঙ্গহি বিলেপন") ; পারদ ; চন্দন। ঘন সার যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ঘনস্বন—১। মেঘের শব্দ, মেঘগর্জ্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। গম্ভীরস্বরবিশিষ্ট। ঘনের স্বনের ন্যায় স্বন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঘনাগম—জলদাগম ; বর্ষাকাল। ঘনের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঘনাঘন—১। ইন্দ্র ; অপকারক হস্তী ; মত্তহস্তী ; বর্ষণকারী মেঘ ; পরস্পর সঙ্ঘর্ষণ ; চক্র। বি ; পুং। ২। সতত ঘাতুক ; নিষ্ঠুর ; নিরন্তর ; সান্দ্র। হন্+অচ্ কর্ত্তৃবা। (দ্বিত্ব, অ-স্থানে আ নিপাতনে)। বিণ।

ঘনাঙ্ক—কোন বস্তুর নির্দ্দিষ্ট আয়তনের ভিতর যতটা পদার্থ থাকে তাহার পরিমাণ (density). ঘনের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঘনাত্যয়, ঘনান্ত—শরৎকাল। ঘনের অত্যয়, অন্ত (নাশ) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

ঘনান—নিকটবর্ত্তী হওয়া ; ঘন হইয়া আসা ; গাঢ় করা। বাং ক্রি।

ঘনান্ধকার—গাঢ় তিমির, অত্যন্ত অন্ধকার। কর্ম্মধা। বি ; পুং। [৩য়াতৎ। বিণ।

ঘনাবৃত—মেঘে ঢাকা। ঘনদ্বারা আবৃত,

ঘনায়মান—যাহা ঘন হইতেছে এরূপ ; যাহা আসন্ন হইতেছে। ঘন+ক্যঙ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। [বি ; পুং।

ঘনাশ্রয়—আকাশ। ঘনের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ।

ঘনিষ্ঠ—১। অতিশয় ঘন ; নিকটস্থ, আসন্ন, অতি নিকট। ঘন+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। ২। যে সর্ব্বদা যাতায়াত করে এরূপ ; যে সর্ব্বদা আনুগত্য প্রকাশ করে এরূপ, যাহার সহিত সবিশেষ আত্মীয়তা আছে এরূপ, অন্তরঙ্গ। বাং প্র। বিণ। বি, —ষ্ঠতা।

ঘনিষ্ঠতা—সর্ব্বদা যাতায়াত ; সর্ব্বদা আনুগত্য ; সবিশেষ আত্মীয়তা ; নিকট-সম্বন্ধ। ঘনিষ্ঠ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—ঘনিষ্ঠ।

ঘনীকরণ—(রসায়ন) জলীয় বা গ্যাসীয় বস্তুকে কঠিন বস্তুতে রূপান্তরীকরণ (condensation). ঘন+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=ঘনী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —কৃত।

ঘনীকৃত—যাহাকে ঘন করা হইয়াছে। ঘন +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=ঘনী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ঘনীভবন—(রসায়ন) জলীয় বা গ্যাসীয় বস্তু ঘন হওয়ার কাজ (condensatior). ঘন+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=ঘনী) —ভূ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —ভূত।

ঘনীভূত—সান্দ্রীভূত, যাহা ঘন হইয়াছে এরূপ। ঘন+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=ঘনী)—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —ভবন।

ঘনোপল—করকা, শিল। ঘনের (মেঘের) উপল (প্রস্তরসদৃশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঘর—১। গৃহ, ভবন ; কোঠা, প্রকোষ্ঠ ; সংসার ; পরিবার (এ গ্রামে কয় ঘর ব্রাহ্মণ) ; বংশ, কুল ; স্থান ; বিষয় (টাকার 'ঘরে' শূন্য) ; খোপ, খুবরি। 'গৃহ'-শব্দজ। বি। **ঘর করা**—'করা' দ্রঃ। **ঘর কাটা**—খুপরি বা খোপ কাগজে আঁকা বা কাপড়ে বোনা। **ঘর খোঁজা**—বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের উপযোগী কুল অন্বেষণ করা। **ঘর ঘর**—প্রতি ঘরে, প্রত্যেক পরিবারে। **ঘর চলা**—সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহিত হওয়া ; গৃহের কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহিত হওয়া ; গৃহে গমন করা। **ঘর চালান**—সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা। **ঘর ছাড়া**—গৃহত্যাগ করা ; বৈরাগ্য অবলম্বন করা। **ঘর তোলা** —বাড়ী করা ; (সূচীকর্ম্মে) গ্রন্থি দেওয়া। **ঘর নষ্ট করা**—কুলে কালি দেওয়া। **ঘর নিকান**—গোবর দিয়া ঘর পরিষ্কার করা। **ঘর ফেলা**—বাড়ী ভাঙ্গা ; সূতা পশম ইত্যাদির ঘর খুলিয়া ফেলা। **ঘর বার**—অধীর প্রতীক্ষায় বার বার ঘরের ভিতরে যাওয়া ও আসা। **ঘর ভরা**—ধনধান্যে গৃহ পূর্ণ হওয়া। **ঘর ভাঙান**—কুপরামর্শ দ্বারা সংসারের লোকজনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা। **ঘর মজান**—বংশকে কলঙ্কিত করা, সংসারের কলঙ্কজনক কার্য্য করা। **ঘর মাড়ান**—গৃহে প্রবেশ বা পদার্পণ

কর। **ঘরে আগুন দেওয়া**—সংসারে বিবাদ বাধান। **ঘরে পরে**—গৃহে ও বাহিরে; শত্রুমিত্রে। **ভাঙ্গা ঘর জোড়া দেওয়া**—পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মনোমালিন্য দূর করা। ২। সম্প্রদায় বা স্থানবিশেষের শিক্ষা-রীতি (school). বি।

ঘরকন্না—গার্হস্থ্য, গৃহস্থালী, সংসারাশ্রম। 'ঘর-করণা'-শব্দজ (<ঘর-করণা<ঘরকরণ<গৃহকরণ)। বি।

ঘরকুনো—গৃহকোণপ্রিয়, যে ঘরের বাহিরে গিয়া লোকের সহিত মেলামেশা করিতে ভালবাসে না এরূপ। বাং প্র। বিণ।

ঘর-খরচ—সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয়। ঘর-চালানো খরচ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ঘরগড়া—ঘরে প্রস্তুত, বাড়ীতে তৈয়ারী। ঘরে গড়া, ৭মীতৎ। বিণ।

ঘরজামাই—যে জামাই শ্বশুরের আশ্রয়ে বাস করে; শ্বশুরের অন্নভোজী জামাতা। ঘরবাসী জামাই, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ঘরজোড়া—যাহা দ্বারা ঘর পরিপূর্ণ হয় এমন; যাহার দ্বারা ঘর সাজান হয় এমন। ঘর জুড়িয়া থাকে যাহা, উপতৎ। বিণ।

ঘরট্ট—পেষণযন্ত্র, যাঁতা। ঘর (প্রদীপ্ত অর্থাৎ অত্যধিক) অট্ট যাহা হইতে, বহুব্রী (নিপাতনে)। বি; পুং। [স্ত্রী।

ঘরণী(নী)—ভার্য্যা। 'গৃহিণী'-শব্দজ। বি;

ঘরপাতা—ঘরে তৈয়ারী ('—দৈ')। ঘরে পাতা, ৭মীতৎ। বিণ।

ঘরপোড়া—১। যাহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে এমন; গোশালায় আগুন লাগাতে তাহাতে পুড়িয়া অভিজ্ঞ ('—গরু')। ঘরে পোড়া, ৭মীতৎ। বিণ। ২। লঙ্কাদগ্ধকারী হনুমান্। ঘর পুড়াইয়াছে যে, উপতৎ। বি। [৭মীতৎ। বিণ।

ঘরপোষা—গৃহপালিত। ঘরে পোষা,

ঘর-ভাঙানে—যে পরিবারের লোকদের মধ্যে কুমন্ত্রণা দিয়া মনোমালিন্য ঘটায়। উপতৎ; ঘর—ভাঙা+নে (<নিয়া) কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাঙানী।

ঘরমায়িত—ঘর্ম্মাক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ঘরমু—গৃহাভিমুখে, ঘরের দিকে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

ঘরমুখো—গৃহগামী; গৃহগমনে উৎসুক। ঘরের দিকে মুখ, মধ্যপ কর্ম্মধা+ও (<উয়া) আছে অর্থে। বিণ।

ঘর-শত্রু—গৃহবৈরী, যে ঘরের লোক হইয়াও বর্তমানে শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে; (গৌণার্থে) বিভীষণ, বিভীষণপ্রকৃতির লোক। ঘরের শত্রু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঘরসংসার—গৃহস্থালী, ঘরকন্না; বিষয় প্রভৃতির কার্য্য। দ্বন্দ্ব। বি।

ঘরসন্ধান—গৃহচ্ছিদ্রজ্ঞান, গৃহের ভেদ জ্ঞাত হওয়া, ঘরের গুপ্ত বিষয় জানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঘরসন্ধানী—ঘরের দোষগুণ যাহার জানা আছে এরূপ; ঘরের কোথায় কি আছে তাহা যাহার জানা আছে এরূপ। ঘরসন্ধান+ঈ জানে অর্থে। বিণ। **ঘরসন্ধানী বিভীষণ**—(রামায়ণের বিভীষণের চরিত্র হইতে) স্বদেশদ্রোহী, স্বজনদ্রোহী।

ঘর-সর্ব্বস্ব—গৃহের সারবস্তু; গৃহের সমস্ত ধন। ঘরের সর্ব্বস্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঘরহি—ঘরে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঘরা—আধার; ছিদ্র; খোপ; অবকাশ। বাং প্র। বি।

ঘরাও—ঘরপোষা; পারিবারিক, ঘরোয়া। ঘর+আও (<উয়া) সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

ঘরাঘরি—ঘরোয়া, একই পরিবারের ব্যক্তিগণের মধ্যে সংঘটিত। বাং প্র। বিণ।

ঘরানা(ণা)—সদ্বংশজাত; পারিবারিক; ঘরোয়া; পুরুষপরম্পরাগত। ঘর+আনা সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ঘরামি, ঘরামী—গৃহ-নির্ম্মাতা, গৃহকারক। ঘর+আমি, আমী নির্ম্মাতা-অর্থে। বি।

ঘরোয়া—গৃহসংক্রান্ত, পারিবারিক; স্বকীয়; ঘনিষ্ঠ। ঘর+ওয়া সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ঘর্ঘর—১। পর্ব্বতের পথ; পর্ব্বতের দ্বার; পেচক, পেঁচা; পঞ্চাবস্থ নদ; ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যে আঘাত করিলে যে উৎকট শব্দ হয় তাহা, ঘর্ঘর-ধ্বনি; চলন্ত গাড়ীর চাকার বা চরকার শব্দ। যঙ্লুগন্ত ঘৃ+অচ্ কর্তৃবা, অধিবা, ভাববা। বি; পুং। ২। ঘর্ঘর-শব্দবিশিষ্ট। ঘর্ঘর+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ঘর্ঘরা—নদীবিশেষ, গোগ্‌রা; বীণাজাতীয় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র; ক্ষুদ্রঘন্টিকা, ঘুঙুর। ঘর্ঘর+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঘর্ঘরিকা, ঘর্ঘরী—ঘুঙুর; ভাজা ধান; নদীবিশেষ; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ঘর্ঘর+ঈপ্ =ঘর্ঘরী, (১ম পক্ষে) ঘর্ঘরী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঘর্ঘরিত—১। শূকরের ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি, ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। ঘর্ঘরি (নামধাতু)+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। ঘর্ঘরশব্দবিশিষ্ট। ঘর্ঘর+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ঘর্ম্ম(র্ম)—১। গ্রীষ্ম, রৌদ্র। ঘৃ+ম করণবা। ২। ঘাম। বি; পুং। ৩। উষ্ণ। ঘৃ+ম কর্তৃবা। বিণ।

ঘর্ম্ম(র্ম)কর, -জনক—স্বেদোৎপাদক, যাহাতে ঘাম হয় এরূপ। উপতৎ; ঘর্ম্ম—কৃ+ট কর্তৃবা; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—করী, —জনিকা।

ঘর্ম্ম(র্ম)কূপ—লোমকূপ (sweat duct). ঘর্ম্মের কূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঘর্ম্ম(র্ম)চর্চ্চি(র্চি)কা, -বিচর্চ্চি(র্চি)কা—ঘর্ম্মজাত ক্ষুদ্রব্রণ, ঘামাচি। ঘর্ম্মজাতা চর্চ্চিকা, বিচর্চ্চিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ঘর্ম্ম(র্ম)বারি—স্বেদজল, ঘাম। ঘর্ম্মই বারি, কর্ম্মধা; অথবা, ঘর্ম্মজনিত বারি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঘর্ম্ম(র্ম)বিচর্চ্চি(র্চি)কা—'ঘর্ম্মচর্চ্চিকা' দ্রঃ।

ঘর্ম্মা(র্মা)ক্ত—যাহা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এমন, স্বেদার্দ্র। ঘর্ম্ম দ্বারা অক্ত (মাখা, সিক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

ঘর্ম্মা(র্মা)ক্তকলেবর—স্বেদজলার্দ্রদেহ, যাহার শরীর ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এরূপ। ঘর্ম্মাক্ত কলেবর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ,—কলেবরে।

ঘর্ম্মা(র্মা)র্দ্র—যাহা ঘামের জলে ভিজিয়া গিয়াছে এমন, স্বেদসিক্ত। ঘর্ম্মদ্বারা আর্দ্র, ৩য়াতৎ। বিণ। [বি; পুং।

ঘর্ষ—ঘর্ষণ (তাহা দ্রঃ)। ঘৃষ্+ঘঞ্ ভাববা।

ঘর্ষক—ঘর্ষণকারী। ঘৃষ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ঘর্ষিকা।

ঘর্ষকপদী (-পদিন্)—যে পক্ষী খাদ্যের সন্ধানে নখ দ্বারা মাটি আঁচড়ায় (rasorial) (যথা,—কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির প্রভৃতি)। ঘর্ষক পদ, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ঘর্ষণ—বিমর্দ্দন, ঘষা, মার্জ্জন; (সঙ্গীত) আশ, তারযন্ত্রের তার ঘষিয়া সুর তুলিবার কায়দা; ঘষ্টানি। ঘৃষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ঘৃষ্ট।

ঘর্ষণী—হরিদ্রা। ঘৃষ্+অনট্ কর্ম্মবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঘর্ষতড়িৎ, -বিদ্যুৎ—দুই পদার্থের ঘর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ (frictional electricity). ঘর্ষণজাতা তড়িৎ, বিদ্যুৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ঘর্ষিত—যাহা ঘর্ষণ করা হইয়াছে এমন; যাহাতে ঘর্ষণ লাগিয়াছে এরূপ। ঘৃষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ঘষা—১। ঘর্ষণ করা, ক্ষয় করা, রগড়ান, মাজা। বাং ক্রি। ২। ক্ষয়প্রাপ্ত। ঘষ্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

ঘষাঘষি—পরস্পর ঘর্ষণ; (তাহা হইতে) ঘনিষ্ঠভাবে মেশা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

ঘষান—কাহারও দ্বারা ঘষা, কাজ করান। বাং ক্রি।

ঘষামাজা—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, চক্‌চকে। বাং প্র। বিণ।

ঘষি—শুষ্ক গোময়খণ্ড। বাং প্র। বি।

ঘষ্‌ড়ান, ঘষ্টান—রগড়ান; অযোগ্য লোকের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা। বাং ক্রি। বি—ঘষ্‌ড়ানি, ঘষ্টানি।

ঘসঘসা, ঘসঘসিয়া, ঘসঘসে—একপ্রকার ক্ষুদ্র শাক, দ্রোণপুষ্পী। বাং প্র। বি।

ঘসা—ঘষা (তাহা দ্রঃ)।
ঘসান—ঘষান (তাহা দ্রঃ)।
ঘসি—শুষ্ক গোময়খণ্ড, ঘুঁটে। প্রাদে। বি।
ঘা—আঘাত; ক্ষত, ক্ষতচিহ্ন; ধাক্কা; দুঃখ, শোক। 'ঘাত'-শব্দজ। বি। **ঘা করা**—ক্ষত উৎপাদন করা। **ঘা খাওয়া**—আঘাত পাওয়া, দুঃখ পাওয়া। **ঘা দেওয়া, ঘা মারা**—আঘাত করা, দুঃখ দেওয়া। **ঘা সহা**—আঘাত সহ করা। **ঘা হওয়া**—ক্ষত উৎপন্ন হওয়া। **ঘা কতক বসিয়ে দেওয়া**—প্রহার করা।
ঘাই—বাঁধের কাটা জায়গা; রোহিত প্রভৃতি মৎস্যের গভীর জলে প্রবেশের শব্দ; ধাপ্পা। 'ঘাত' বা 'ঘাতি'-শব্দজ। বি।
ঘাইট, ঘাটি—অপরাধ, দোষ, কসুর। 'ঘট্ট'-শব্দজ। বি।
ঘাইত—'ঘাঁইত' দ্রঃ।
ঘাইল, ঘায়েল—জখম; আহত, ক্ষত, জখম; বিনষ্ট। ঘা+ইল, এল যুক্তার্থে। বিণ।
ঘাউয়া, ঘেয়ো—ব্রণযুক্ত; ঘাযুক্ত; দষ্ট। ঘা+উয়া, ও যুক্তার্থে। বিণ।
ঘাঁইত, ঘাইত, ঘাত—কায়দা, বাগ, সুযোগ, সুবিধা; ফন্দি, কৌশল; আত্মসাৎকরণ; মৃদঙ্গের বড় বোল। বাং প্র। বি।
ঘাঁট—১। দেবতাবিশেষ; ঘেঁটুঠাকুর। প্রাদে। ২। নানাদ্রব্যের সমবায়ে প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ; বহুদ্রব্যের বিশৃঙ্খল সংযোগ, জগা-খিঁচুড়ি। 'ঘন্ট'-শব্দজ। বি।
ঘাঁটন—আলোড়ন, আবর্ত্তন; মিশ্রীকরণ; চটকান। 'ঘট্টন'-শব্দজ। বি।
ঘাঁটা—১। আলোড়িত করা, বিশেষরূপে বা বারবার নাড়িয়া দেওয়া, নাড়াচাড়া করা; আন্দোলন করা। বাং ক্রি। ২। বারবার আঘাত লাগার জন্য চামড়ায় যে কড়া পড়ে তাহা। বাং প্র। বি।
ঘাঁটাঘাঁটি—আন্দোলন; বারবার নাড়াচাড়া; বারবার আলোচনা। বাং প্র। বি।
ঘাঁটান—নাড়ান; উত্তেজিত বা উত্ত্যক্ত করা। বাং ক্রি।
ঘাঁটি, ঘাটি—চৌকিদারের নির্জ্জনে বসতির বা পাহারা দিবার স্থান; চোরাপথ; পথের মুখ; থানা; আড্ডা। 'ঘট্ট'-শব্দজ। বি। **ঘাঁটি করা, গাড়া**—সুরক্ষিত অবস্থান-স্থান তৈয়ারী করা।
ঘাঁত—ঘাইত (তাহা দ্রঃ)।
ঘাঁতঘোঁত—অন্ধিসন্ধি; মতলব; সকল বিষয়। প্রাদে। বি।
ঘাগরা, ঘাগরি, ঘাগরী—উত্তর ভারতের (বিশেষতঃ রাজপুতানার) স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ। হিন্দীমূলক। বি।
ঘাগি, ঘাগী—ভুক্তভোগী; পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত; দুষ্ট; চতুর, শঠ; অভিজ্ঞ। ঘা+ই, ঈ যুক্তার্থে (গ-আগম)। বিণ।
ঘাঘর—ঝাঁজবাদ্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ঘাট—১। গ্রীবা, ঘাড়। ঘট্+ণিচ্ স্বার্থে+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। জলাবতরণিকা, নদ্যাদিতে অবগাহনার্থ প্রবেশস্থান; পর্ব্বত-মধ্যস্থ পথ; পর্ব্বত; (সঙ্গীত) যে স্বরকে সা ধরিয়া গীতবাদ্য হয় তাহা, বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন-সুরোৎপাদক স্থান। 'ঘট্ট'-শব্দজ। ৩। দোষ, ত্রুটী, অপরাধ। বাং প্র। বি।
ঘাট মানা—দোষ স্বীকার করা। **ঘাটের কড়ি**—শবদাহের খরচ; পারানি, খেয়া পার হইবার পয়সা। **ঘাটের মড়া**—মরণাপন্ন, অতি বৃদ্ধ, শীর্ণ।
ঘাট-ওয়াল, ঘাটোয়াল—ঘাটরক্ষক, খেটেল; ঘাটিরক্ষক। ঘাট, ঘাটি+ওয়াল রক্ষকার্থে। বি।
ঘাট-ওয়ালি(লী), ঘাটোয়ালি(লী)—ঘাট বা ঘাটিরক্ষকের কার্য্য; খেয়াপারাপার। ঘাটওয়াল, ঘাটোয়াল+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।
ঘাটতি—ন্যূনতা, অল্পতা, কম্‌তি (deficit). হিন্দীমূলক। বি।
ঘাটন—হ্রাস হওয়া, কম হওয়া। বাং ক্রি।
ঘাটা—১। নদী প্রভৃতি জলপ্রবাহের তীরবর্ত্তী ঘাট; হাট; গঞ্জ। 'ঘট্ট'-শব্দজ। বি। ২। অল্প হওয়া, কম পড়া ("পণ্ডিত হইয়া তব বুদ্ধি কেন ঘাটে ?"—কৃত্তিবাস)। বাং ক্রি। ৩। ঘাট মানা, ত্রুটি স্বীকার করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
ঘাটাল—বন্ধুর, আব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো; নদী প্রভৃতির ঘাটের ন্যায় উচ্চ। ঘাট+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ।
ঘাটি—ঘাঁটি, আড্ডা; সীমা; পথ; প্রবেশপথ; পাহারার স্থান; দোষ, ত্রুটি; অভাব; অল্পতা, ন্যূনতা। ঘাট+ই স্বার্থে। বি। **ঘাটি মানা**—অপরাধ স্বীকার করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
ঘাটুকাল, ঘাটু—১। ঘেঁটু গাছ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। গানবিশেষ। প্রাঃ প্রঃ। বি।
ঘাটোয়াল—'ঘাট-ওয়াল' দ্রঃ।
ঘাটোয়ালি—'ঘাট-ওয়ালি' দ্রঃ।
ঘাড়—গ্রীবা, মস্তকের অধোভাগ। 'ঘাট'-শব্দজ। বি। **ঘাড় ধরিয়া করান**—করিতে বাধ্য করা। **ঘাড় নাড়া**—সম্মতি বা অসম্মতিসূচক ইঙ্গিত করা। **ঘাড় ভাঙ্গা**—কাহারও ক্ষতি করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করা। **ঘাড়ে করা**—কাঁধে লওয়া; দায়িত্ব লওয়া। **ঘাড়ে পড়া, ঘাড়ে চাপা**—ভরণপোষণাদির জন্য কাহারও ভারস্বরূপ হওয়া; দায়িত্বস্বরূপে আসা; (অন্যের দোষাদি) কাহারও উপর আরোপিত হওয়া।
ঘাড়কাতা—গলাধাক্কা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ঘাড়ধাক্কা—গলাধাক্কা; ঘাড়ে ধরিয়া অপমানপূর্ব্বক বাহির করিয়া দেওয়া। ঘাড়ে ধাক্কা, ৭মীতৎ। বি। [বাং ক্রি।
ঘাড়ান—ঘাড়ে লওয়া; দায়িত্ব গ্রহণ করা।
ঘাড়ে-গর্দ্দা(র্দ্দা)নে—যাহার কাঁধ হইতে মাথা আলাদা মনে হয় না এরূপ; মোটা। বাং প্র। বিণ।
ঘাত—১। আঘাত, প্রহার, কোপ; হনন, বধ; ক্ষত, ঘা; বেগবান্ বস্তুর অন্য বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা (impulse); অঙ্কগুণন; (গণিত) কোন রাশি সেই রাশি দ্বারা যতবার গুণিত হয় (power). হন্+ঘঞ্ ভাববা, কর্ম্মবা। ২। প্রহারসাধন অস্ত্র; বাণ। হন্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। বিণ—হত। ৩। ফন্দি, কৌশল; সুযোগ, সুবিধা; আত্মসাৎ-করণ; ঘাঁইত (তাহা দ্রঃ)। বাং প্র। বি।
ঘাতক—হননকর্ত্তা, বধকারক; জল্লাদ; প্রহারক। হন্+ণিচ্ স্বার্থে+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ঘাতিকা।
ঘাতঘোত—ঘাঁতঘোঁত (তাহা দ্রঃ)।
ঘাতচিহ্ন—(বীজগণিত) বর্গ ঘন ইত্যাদি-সূচক চিহ্ন (index ; power). ঘাত-সূচক চিহ্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
ঘাতন—১। বধ করান; বাদ্যযন্ত্রে আঘাত। হন্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। অস্ত্র। হন্+ণিচ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ৩। যে হত্যা করায়। হন্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।
ঘাতপ্রতি(তী)ঘাত—আঘাত ও প্রত্যাঘাত [কোন বস্তুতে বলপূর্ব্বক আঘাত করিলে আহত বস্তু হইতেও একটী প্রতিক্রিয়া উত্থিত হয়; এইরূপ আঘাত এবং তাহার প্রতি-ক্রিয়াকে ঘাতপ্রতিঘাত কহে]; ক্রিয়া ও তাহার প্রতিক্রিয়া। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।
ঘাতসহ—যাহা আঘাত পাইলে ভাঙ্গিয়া যায় না এরূপ, আঘাত পাইলে যাহা পার্শ্বের দিকে বাড়িয়া বিস্তৃত হয় এরূপ (malleable). ঘাত—সহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —সহতা, —সহত্ব।
ঘাতসহতা, -সহত্ব—আঘাত সহ্য করিবার শক্তি, যে গুণ থাকাতে কোন বস্তু আঘাত প্রাপ্ত হইলে না ভাঙ্গিয়া পার্শ্বের দিকে বিস্তৃত হয় তাহা (malleability). ঘাতসহ +তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—ঘাতসহ। [বি; ক্লীব।
ঘাতস্থান—বধস্থান; শ্মশান। ৬ষ্ঠীতৎ।
ঘাতাঙ্ক—কোন রাশির ঘাতচিহ্ন (exponent ; index). (যেমন, ৫৩—এখানে ৩ ঘাতচিহ্ন)। ঘাত-সূচক অঙ্ক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
ঘাতাবেশ—কোন রাশিকে তাহার কোন

নির্দ্দিষ্ট শক্তিতে প্রকাশ করিবার জন্য সেই রাশিকে সেই রাশি দ্বারাই ধারাবাহিকরূপে গুণনের প্রক্রিয়া (involution). ঘাতে (গাণিতিক শক্তিতে—power) আবেশ (প্রবেশ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

ঘাতী (ঘাতিন্)—বধকর্ত্তা ; (কর্ম্মবাচক উপপদের পর) হত্যাকারী ('আত্ম—')। হন্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ঘাতিনী।

ঘাতুক—হিংস্র, নাশক ; নিষ্ঠুর ; ক্রূর। হন্+উকঞ্ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

ঘাত্য—বধ্য, হননীয় ; গুণনীয়। হন্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

ঘানি—তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র ; কুচক্র, কপটতা। 'ঘ্রাণিকা'-শব্দজ। বি। **ঘানি টানা**—জেলখানায় কয়েদীদের ঘানি ঘুরান ; (তাহা হইতে) একটানা ভাবে কঠিন শাস্তিভোগ করা। **শক্ত ঘানি**—কঠিন কাজ বা ব্যক্তি।

ঘানিগাছ—তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্রের দীর্ঘ দণ্ড ; (গৌণ অর্থে) কুচক্রী। ঘানির গাছ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঘানিঘর—তৈলনিষ্কাশন-গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঘাপটি—ঘাতি, অলক্ষিতভাবে অবস্থান ('—মারা')। প্রাদে। বি।

ঘাবড়ান—বিহ্বল হওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া, ভেবাচেকা খাওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া। বাং ক্রি।

ঘাম—শ্রমজল, স্বেদ। 'ঘর্ম্ম'-শব্দজ। বি।

ঘামল—স্বেদযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ঘামা—ঘর্ম্মাক্ত হওয়া, স্বেদার্দ্র হওয়া। বাং ক্রি। [শব্দজ। বি।

ঘামাচি—ঘর্ম্মজনিত ব্রণ। 'ঘর্ম্মচর্চ্চিকা'-

ঘামান—স্বেদাক্ত করা, ঘাম দেওয়ান ; আলোড়ন করান ; খাটান ('মাথা—')। বাং ক্রি।

ঘায়েল—'ঘাইল' দ্রঃ।

ঘাল, ঘালি—ঘাইল (তাহা দ্রঃ)।

ঘাস—দূর্ব্বাদি তৃণ। অদ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা (অদ্-স্থানে ঘস্)। বি ; পুং। **ঘাস কাটা**—(ক্রোধে বা বিদ্রূপে) বৃথা বা বাজে কাজ করা।

ঘাসি—ঘাসভোজী পশুর পাকস্থলীর অন্ত্র। বাং প্র। বি।

ঘাসিয়াড়া—ঘেসেড়া (তাহা দ্রঃ)।

ঘাসী—ঘাসব্যবসায়ী ; যে ঘাস কাটে, ঘেসেড়া। ঘাস+ঈ। বাং প্র। বি।

ঘাসুড়িয়া, ঘাসুড়ে—যে ঘাস কাটে। ঘাস+উড়িয়া, উড়ে। বাং প্র। বিণ।

ঘি—হবিঃ, আজ্য। 'ঘৃত'-শব্দজ। বি।

ঘিওড়, ঘিয়োড়—ঘৃতপুর, ঘৃতপক্ব মিষ্টান্ন-বিশেষ। বাং প্র। বি।

ঘিঁচি, ঘিচি—গ্রন্থিল এবং ক্ষুদ্রাকার এক-প্রকার কড়ি। 'কুঞ্চিত'-শব্দজ। বি।

ঘিঞ্জি—ঘন, নিবিড় ; সঙ্কীর্ণ ; এঁদো। ফার্সী 'গুঞ্জান'-শব্দজ। বিণ।

ঘিন্‌ঘিন্—ঘৃণাপ্রকাশ ; ঘৃণা বা অরুচির জন্য অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ। বাং প্র। অব্য।

ঘিন্‌ঘিনে—ঘৃণাকারী ; যাহার কিছুতে রুচি হয় না এমন ; প্রসবের সামান্য চেষ্টা-বিশিষ্ট ('—ব্যথা')। ঘিন্‌ঘিন্+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

ঘিরা, ঘেরা—১। চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করা, বেড়া দেওয়া। বাং ক্রি। ২। বেষ্টিত। বিণ। ৩। বেষ্টিত স্থান। ঘির্, ঘের্+আ কর্ম্মবা। বি। [বুদ্ধি। বাং প্র। বি।

ঘিলু—মস্তিষ্ক, মাথার ঘি ; (গৌণ অর্থে)

ঘিস্কাপ—সূত্রধরের রেঁদাযন্ত্র। 'ঘর্ষণ'-শব্দ-মূলক। প্রাদে। বি।

ঘী—ঘৃত, ঘি। 'ঘৃত'-শব্দজ। বি।

ঘুংড়িকাসি—ঘুড়ঘুড়ে কাসি (whooping-cough). বাং প্র। বি।

ঘুংনিদানা; ঘুগ্‌নিদানা, ঘুঙ্‌নি-দানা—লবণমসলা-মিশানো সিদ্ধ ছোলা ও মটর। হিন্দী। বি।

ঘুঁজি—অতি সঙ্কীর্ণ পথ, সরু গলি ; ছিদ্র। 'গঞ্জ'-শব্দমূলক। বাং প্র। বি। **গলিঘুঁজি**—সঙ্কীর্ণ পথ ; এঁদো কোণ।

ঘুঁটা, ঘোঁটা—আলোড়ন করা, বিশেষ-রূপে নাড়িয়া দেওয়া ; অনুসন্ধান করা। বাং ক্রি। [গুটি। 'ঘুণ্টিকা'-শব্দজ। বি।

ঘুঁটি—ইষ্টকাদি খণ্ড ; পাশা প্রভৃতি খেলার

ঘুঁটিয়া, ঘুঁটে—শুষ্ক গোময় (ইহা জ্বালানী-রূপে ব্যবহৃত হয়)। 'ঘুণ্টি'-শব্দজ। বি। **ঘুঁটে দেওয়া**—গোময় দিয়া ঘুঁটে তৈয়ারী করা।

ঘুঁটেকুড়ানি(নী)—যে নারী ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে ; সহায়-সম্বলহীনা নারী। উপতৎ ; ঘুঁটে—কুড়া+নে (<নিয়া)+ই, ঈ। বি ; স্ত্রী।

ঘুঘু, ঘুঘু—পক্ষিবিশেষ, বনকপোত (ঘু ঘু শব্দ করে বলিয়া এই নাম) ; ফন্দিবাজ, ঘড়েল ('—লোক')। [একটি মহাপ্রাণ বর্ণ দুইবার উচ্চারণ করিতে গেলে দ্বিতীয়বারে উহা স্বভাবতঃ অল্পপ্রাণ হয় ; এই জন্য 'ঘুগু']। বাং প্র। বি।

ঘুঙুর, ঘুঙ্গুর—কটিদেশের অলঙ্কার-বিশেষ; নর্ত্তকীর একপ্রকার পদাভরণ, নূপুর ; ঘুন্টি, ঘুন্টিকা। 'ঘুজ্ঞুর'-শব্দজ। বি।

ঘুচ—সরিয়া যাও, অপসৃত হও। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঘুচন—১। মোচন ; নাশ ; ত্যাগ ; গোময়-লেপাদি দ্বারা উচ্ছিষ্টাদি মার্জ্জন ; ময়লা সাফ করা। ঘুচ্+অন ভাববা। বি। ২। ঘুচান (তাহা দ্রঃ)। [ক্রি।

ঘুচব—ঘুচিবে, দূর হইবে। প্রাঃ কবিপ্র।

ঘুচা—দূর হওয়া ; নষ্ট হওয়া। বাং ক্রি।

ঘুচান—দূর করা, অপনয়ন করা ; ময়লা সাফ করা ; নাশ করা। বাং ক্রি।

ঘুট, ঘুটি, ঘুটিকা, ঘুটী—গুল্ফ, গোড়ালি। ঘুট্+ক, ইন্ কর্ত্তৃবা, ৪র্থ পক্ষে ঘুট+ঈপ্, ৩য় পক্ষে ঘুটী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী, স্ত্রী।

ঘুটঘুট—মনে কোন বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উদয় ; সন্দেহ, সংশয়। প্রাদে। বি বা অব্যয়।

ঘুটঘুট করা—আঁধার পরিব্যাপ্ত হওয়া ; সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে হাল্কা পায়ে (শিশুর) ঘুরিয়া বেড়ান (আদরার্থে)।

ঘুটঘুটে—নিবিড় ; ঘন কাল ('—অন্ধকার')। বাং প্র। বিণ।

ঘুটিং, ঘুটিঙ—ক্ষুদ্র চূর্ণ প্রস্তরখণ্ড (ইহা হইতে চুণ তৈয়ার হইয়া থাকে। হিন্দী। বি।

ঘুড়ি—ঘুড়ী (২) (তাহা দ্রঃ)।

ঘুড়ী—১। ঘোটকী। ঘোড়া+ঈ। বি ; স্ত্রী। ২। আকাশে উড়াইবার কাগজের খেলনা-বিশেষ। বাং প্র। বি।

ঘুণ—১। কাষ্ঠ-কীটবিশেষ। ঘুণ্+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ২। অভিজ্ঞ। বাং প্র। বিণ।

ঘুণাক্ষর—১। ঘুণকৃত অক্ষর ; (তাহা হইতে) অতি সামান্য মাত্র ; ইঙ্গিত মাত্র। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। সুরতিখেলা ; আশ্চর্য্য ঘটনা ; সৌভাগ্য। বাং প্র। বি।

ঘুণাক্ষরন্যায়—ন্যায়বিশেষ [ঘুণ কাঠ বা বাঁশ কাটিতে থাকে, দৈবাৎ কোন কোন কর্ত্তিত অংশ অক্ষরের ন্যায় হইয়া যায় ; সেই অক্ষরাকৃতি কাটাকে ঘুণাক্ষর বলে ; অর্থাৎ, ঘুণ অক্ষর কাটিবে বলিয়া চেষ্টা করে না, কিন্তু কখন কখন হঠাৎ কোন কোন স্থানে অক্ষরের মত হইয়া উঠে ; সেইরূপ, যাহা করিব বলিয়া মনস্থ না করিলেও যদি হঠাৎ তাহা ঘটিয়া উঠে, তবে তাহা ঘুণাক্ষর-ন্যায়ের বিষয় হইয়া থাকে]। ঘুণাক্ষরাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ঘুণাক্ষরে—কোনও রকমে ; অতি সামান্য পরিমাণে, অত্যল্পমাত্রাতেও ; ইঙ্গিতে, ইসারাতে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

ঘুনি, ঘুনী, ঘুনি, ঘুনী—ছোট মাছ ধরিবার একপ্রকার খাঁচা। প্রাদে। বি।

ঘুন্টি, ঘুন্টিকা—ঘুঙ্গুর ; গোল বোতাম। 'ঘণ্টা' ও 'ঘণ্টিকা'-শব্দজ। বি। **ঘুন্টিঘর**—বোতামের ঘর।

ঘুন্‌সি, ঘুন্‌সী—কটিসূত্র, কোমরে পরিবার সূতা। বাং প্র। বি।

ঘুপটি—ঘাপটি (তাহা দ্রঃ)।

ঘুপসি, ঘুপসী—১। সঙ্কীর্ণ ও অন্ধ-কারাচ্ছন্ন। বিণ। ২। লুকাইয়া অবস্থান, গোপনে থাকা। বাং প্র। বি।

ঘুম—নিদ্রা, তন্দ্রা, শয়ন। বাং প্র। বি। **কাঁচা ঘুম**—অসম্পূর্ণ নিদ্রা। **ঘুম চটে যাওয়া**—পুরা ঘুম না হওয়ার আগেই

ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং আর ঘুম না আসা।
ঘুম পাড়ান—নিদ্রাবিষ্ট করা।
ঘুমকাতর, -কাতুরে—ঘুম না হইলে যাহার খুব কষ্ট হয় এরূপ; যে খুব ঘুমাইতে চাহে এরূপ। ঘুমের জন্য কাতর, কাতুরে, ৪র্থীতৎ। বিণ। [বি।
ঘুমঘোর—নিদ্রাবেশ, গাঢ় ঘুম। ৬ষ্ঠীতৎ।
ঘুমন, ঘুমান—নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রিত হওয়া। বাং ক্রি।
ঘুমন্ত—নিদ্রিত, যে ঘুমাইতেছে এরূপ। ঘুমা + অন্ত (বাং) কর্তৃবা (আ-লোপ)। বিণ।
ঘুমপাড়ানী—যে হাওয়া বা দোল দিয়া শিশুকে ঘুম পাড়ায়; যাহাতে ঘুম আসে ('—গান')। ঘুম পাড়ায় যে বা যাহা, উপপদতৎ। বাং প্র। বিণ।
ঘুমল—নিদ্রিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
ঘুম্মুর—ঘুঙ্গুর (তাহা দ্রঃ)। বি।
ঘুর, ঘুরণ, ঘুরণী—আবর্ত্তন, পাক। ঘুর+অ, অন, অনী (বাং) ভাববা। বি।
ঘুরে যাওয়া—পরিবর্ত্তিত হওয়া (দিন ঘুরে গেছে)।
ঘুরকি—কৌশল, ফন্দি, প্যাঁচ্। বাং প্র। বি।
ঘুরঘুট, ঘুরঘুটি—ঘোরঘটা, অতিশয় আড়ম্বর; ঘন অন্ধকার। বাং প্র। বি।
ঘুরঘুটিয়া, ঘুরঘুটে—ঘুটঘুটে, ঘন-অন্ধকারাবৃত; খুব আড়ম্বরপূর্ণ। ঘুরঘুট+ইয়া, এ যুক্তার্থে। বিণ।
ঘুরঘুর—১। অস্থিরভাবে ভ্রমণ, চঞ্চলভ্রমণ। বাং প্র। বি। **ঘুরঘুর করা**—চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। ২। কীটবিশেষ, ঘুরঘুরে পোকা। 'ঘুর্ঘুর'-শব্দজ। বি।
ঘুরঘুরিয়া, ঘুরঘুরে—কীটবিশেষ। 'ঘুর্ঘুর'-শব্দজ। বি। **ঘুরঘুরে ঘা**—পুরাতন ঘা, যে ঘা শীঘ্র আরোগ্য হয় না।
ঘুরণ, ঘুরণী—'ঘুর' দ্রঃ।
ঘুর-পথ—যে পথে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়, বাঁকা পথ। ঘুরবিশিষ্ট পথ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।
ঘুরপাক—আবর্ত্তিত হওয়া, চাকার মত পরিভ্রমণ। বাং প্র। বি। **ঘুরপাক খাওয়া**—চাকার মত ঘোরা; নানা দুঃখে ব্যতিব্যস্ত হওয়া।
ঘুরপেঁচ, -প্যাঁচ—পাকচক্র, ঘুরপাক; জটিলতা, গোলকধাঁধা। বাং প্র। বি।
ঘুরা, ঘোরা—পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করা; পরিভ্রমণ করা; প্রত্যাবৃত্ত হওয়া, ফিরিয়া আসা। বাং ক্রি।
ঘুরান, ঘোরান—আবর্ত্তিত করা, চক্রাকারে চালিত করা; ফিরাইয়া দেওয়া; বেড়াইয়া আসা; আশা দিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাঁড়ান। বাং ক্রি।
ঘুরুনি—১। ঘূর্ণী বাতাস; জলস্তম্ভ; জল-ভ্রম; ঘুরাইবার যন্ত্র; শিরোঘূর্ণন-রোগ। ঘুর্+উনি ভাববা। বি। ২। যাহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে এমন। ঘুর্+উনি কর্তৃবা। বিণ।
ঘুঘুর—১। ঘুরঘুরিয়া পোকা। ঘুর্—ঘুর্+ক কর্তৃবা। ২। শব্দবিশেষ, শূকরের শব্দ। ঘুর্—ঘুর্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং।
ঘুঘুরিকা—রোগবিশেষ, গলাঘড়্ঘড়ে। ঘুর্ঘুর+ইক আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
ঘুঘুরী—ভারী দ্রব্য তুলিবার একপ্রকার যন্ত্র, কপিকল (pulley). ঘুর্ঘুর (অনুকার শব্দ)+ঈ (বাং) করে অর্থে। বি।
ঘুলন—আলোড়ন, ঘনকরণ। 'ঘুড়্'-ধাতুজ। বি। [বাং ক্রি।
ঘুলা—মিশ্রিত হওয়া; গুলাইয়া যাওয়া।
ঘুলান—গুলাইয়া দেওয়া; মিশ্রিত করা, মিশান। বাং ক্রি।
ঘুষ—কার্য্যসিদ্ধির জন্য গোপনে দেয় পারিতোষিক, উৎকোচ। বাং প্র। বি।
ঘুষখোর—যে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করে এরূপ, যে ঘুষ লইয়া পক্ষপাতিত্ব করে এরূপ, উৎকোচগ্রাহী। ঘুষ্+খোর আসক্তার্থে। বিণ।
ঘুষঘাস—ঘুষ ও ঐ জাতীয় অন্যান্য উপহার। বাং প্র। বি।
ঘুষঘুষে—চাপা ('—জ্বর'); সামান্য; অস্পষ্ট। বাং প্র। বিণ।
ঘুষা, ঘুষি—১। কিল, মুষ্টি, মুটা; মুষ্টি-প্রহার। বাং প্র। বি। ২। ঘোষণা করা, রটনা করা; আবৃত্তি করা, অভ্যাস করা। বাং ক্রি।
ঘুষাঘুষি, ঘুষোঘুষি—পরস্পর মুষ্টিপ্রহার, কিলাকিলি। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।
ঘুষান—ঘোষণা করান; আবৃত্তি করান; মুষ্টিপ্রহার করা। বাং ক্রি।
ঘুষি—'ঘুষা' দ্রঃ।
ঘুষিত, ঘুষ্ট—১। শব্দিত, বাদিত, নাদিত। ঘুষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। ঘোষণা। ঘুষ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। [বাং প্র। বি।
ঘুষ্কি, ঘুষ্কী—গুপ্তবেশ্যা, গৃহস্থা কুলটা।
ঘুসি—ঘুষি, মুষ্টি, কিল। বাং প্র। বি।
ঘুৎকার—ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ, শূকরের শব্দ; পেচকের শব্দ। ঘুৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
ঘূর—ঘুরপাক, ঘোরা। 'ঘূর্ণ্'-ধাতুজ। বি।
ঘূরত—ঘুরিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
ঘূর্ণ—১। শাকবিশেষ, গীমা শাক। ঘূর্ণ্+অচ্ কর্তৃবা। ২। ঘূর্ণন, পাক। ঘূর্ণ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
ঘূর্ণন—ভ্রমণ, ঘোরা। ঘূর্ণ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ঘূর্ণিত।
ঘূর্ণবাত—ঝটিকাবিশেষ, যে ঝড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহিতে থাকে (cyclone). ঘূর্ণশীল বাত (বায়ু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
ঘূর্ণমান—যাহা ঘুরিতেছে এমন। ঘূর্ণ্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।
ঘূর্ণাবর্ত্ত(র্ত)—জলভ্রম, জলের পাক (whirlpool); ঘূর্ণিবায়ু, ভীষণ ঝটিকা। ঘূর্ণ এমন আবর্ত্ত, কর্ম্মধা। বি; পুং।
ঘূর্ণায়মান—যাহাকে ঘুরান হইতেছে এরূপ; যাহা সর্ব্বদা ঘুরিতেছে এরূপ (অশুদ্ধ প্রঃ)। ঘূর্ণ্+ক্যঙ্ (=ঘূর্ণায় নামধাতু)+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ। [পুং।
ঘূর্ণি—ঘূরণ, ঘোরা। ঘূর্ণ্+ইন্ ভাববা। বি;
ঘূর্ণিজল—জলাবর্ত্ত, জলের পাক। ঘূর্ণিযুক্ত জল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
ঘূর্ণিত—যাহা ঘুরিতেছে; আবর্ত্তিত, ভ্রামিত, ঘোরান। ঘূর্ণ্+ক্ত কর্তৃবা, বা ঘূর্ণ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
ঘূর্ণিত-নয়নে, -নেত্রে, -লোচনে—চোখ পাকাইয়া, কম্পিতচক্ষুতে। ঘূর্ণিত নয়ন, নেত্র, লোচন যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।
ঘূর্ণিপাক—পুনঃ পুনঃ ঘোরা। ঘূর্ণিযুক্ত পাক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।
ঘূর্ণিবায়ু—ঘূর্ণাবর্ত্ত, মহাঝটিকা। ঘূর্ণিযুক্ত বায়ু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
ঘূর্ণ্যমান—ভ্রাম্যমাণ, যাহা ঘোরান হইতেছে এরূপ। ঘূর্ণ্+ণিচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।
ঘৃণা—অবজ্ঞা; কুৎসিত বা দুর্গন্ধ বস্তুর উপর দ্বেষ বা বিরাগ; লজ্জাবোধ, অপমানবোধ; জুগুপ্সা; দয়া। ঘৃণ্+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—ঘৃণিত, ঘৃণ্য।
ঘৃণাকর, -জনক—ঘৃণাজনক, অশ্রদ্ধা-জনক, হেয়, জঘন্য। উপতৎ; ঘৃণা—কৃ+ট কর্তৃবা; ঘৃণার জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —করী, —জনিকা।
ঘৃণার্হ—ঘৃণাযোগ্য; মন্দ, অনুকম্পনীয়। উপতৎ; ঘৃণা—অর্হ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।
ঘৃণাস্পদ—ঘৃণাভাজন, ঘৃণার পাত্র। ঘৃণার আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ বা বি; ক্লীব (অজহল্লিঙ্গ)।
ঘৃণিত—যাহাকে সকলে ঘৃণা বা হেয়জ্ঞান করে এরূপ; যাহা দেখিলে বা শুনিলে ঘৃণা জন্মে এরূপ; ঘৃণাযুক্ত, অবজ্ঞাত; অনুগ্রহ-প্রাপ্ত; দয়িত। ঘৃণা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—ঘৃণা।
ঘৃণী (ঘৃণিন্)—নিন্দাকারী; দয়ালু। ঘৃণা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ঘৃণিনী।
ঘৃণ্য—ঘৃণার যোগ্য। ঘৃণা+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ। বি—ঘৃণা।
ঘৃত—ঘি, হবিঃ। ঘৃ+ক্ত কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

ঘৃতকুমারী—স্বনামপ্রসিদ্ধ ওষধিবিশেষ। ঘৃতপ্রধানা কুমারী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ঘৃতকেশ—অগ্নি। ঘৃত (দীপ্ত) কেশ (শিখা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ঘৃতপ—১। আজ্যপ-নামক পিতৃগণ। বি; পুং। ২। ঘৃতপানকারী। উপতৎ; ঘৃত—পা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ঘৃতপূর—পক্বান্নবিশেষ, ঘিওড়। ঘৃত—পূর্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

ঘৃতভোজী (-ভোজিন্)—ঘৃতভোজনকারী, ঘৃতসেবী। উপতৎ; ঘৃত—ভুজ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ভোজিনী।

ঘৃতাক্ত—ঘৃতসিক্ত, ঘি-মাখা; যাহা ঘৃতে লিপ্ত হইয়াছে এরূপ, যে সর্ব্বাঙ্গে ঘি মাখিয়াছে এরূপ। ঘৃত দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ঘৃতাচী—অপ্সরোবিশেষ; কুশনাভের পত্নী। ঘৃত—অন্চ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঘৃতান্ন—১। বহ্নি। ঘৃত অন্ন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। ঘৃতযুক্ত অন্ন, ঘি-ভাত। ঘৃতমিশ্র অন্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঘৃতার্চ্চিঃ (-র্চ্চিস্), **ঘৃতার্চি**—অগ্নি। ঘৃত (দীপ্ত) অর্চ্চিঃ (শিখা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ঘৃতাহুতি—মন্ত্র সহকারে অগ্নিতে ঘৃত প্রদান। ঘৃতের আহুতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঘৃতোদ—ঘৃতসমুদ্র। ঘৃত উদক যাহার, বহুব্রী (উদক-স্থানে উদ)। বি; পুং।

ঘৃষ্ট—১। মার্জ্জিত, যাহা ঘষা হইয়াছে এরূপ। বিণ। বি—ঘর্ষণ। ২। গন্ধদ্রব্যাদিবিশেষ, অগুরু প্রভৃতি। ঘৃষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

ঘৃষ্টতাড়িত—ঘর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত তাড়িতশক্তি (frictional electricity). ঘৃষ্ট তাড়িত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঘৃষ্টি—১। ঘর্ষণ; স্পর্দ্ধা। ঘৃষ্+ক্তি ভাববা। ২। চামর আলু; অপরাজিতা। বি; স্ত্রী। ৩। শূকর। ঘৃষ্+ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ঘেঁচড়া—১। নির্লজ্জ, বেহায়া; দামড়া; কঠিন; অবাধ্য, ঠেঁটা। বিণ। ২। আহত স্থান; ঘষ্টানির স্থান; কাঠিন্য। 'ঘৃষ্ট'-শব্দজ। বি।

ঘেঁচু—একপ্রকার বন্য কন্দ, ছোট কচু; কিছুই নয়। 'ঘেঞ্চুলিকা'-শব্দজ। বি।

ঘেঁট—একপ্রকার ঘুঁটে, গোলাকার শুষ্ক গোময়; শরীরের কড়া। বাং প্র। বি।

ঘেঁটু—খোস পাঁচড়া প্রভৃতি রোগের দেবতা; একপ্রকার ফুল। 'ঘণ্টাকর্ণ'-শব্দজ। বি।

ঘেঁষ, ঘেঁস—অল্প ঘর্ষণ, ধাক্কা, ঠোকর; পাথুরে কয়লার ছাই; ঘর্ষণধ্বনি; ঐক্য; সান্নিধ্য; স্পর্শ। 'ঘর্ষণ'-শব্দজ। বি।

ঘেঁষড়া, ঘেঁসড়া—ঘর্ষণ, ঘেঁস। 'ঘৃষ্'-ধাতুজ। বি।

ঘেঁষড়ান, ঘেঁসড়ান—ঘর্ষণ করিয়া লইয়া যাওয়া হেচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া। 'ঘর্ষণ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

ঘেঁষা, ঘেঁসা—সামান্য ঘৃষ্ট হওয়া; অল্প ঘর্ষণ করা; নিকটবর্ত্তী হওয়া, কাছে যাওয়া। বাং ক্রি।

ঘেঁষাঘেঁষি, ঘেঁসাঘেঁসি—পরস্পরের গা ছোঁওয়া, অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান; ঘন হইয়া, গাদাগাদি বা ঠেসাঠেসি হইয়া। বাং প্র। বি বা ক্রি-বিণ।

ঘেঙ্গা(ঙ্গা), ঘেঙা—বালাই, দায়, ঝঞ্চাট; কড়া তাগিদ। বাং প্র। বি। **ঘেঙ্গা পেটা**—তাগিদ দেওয়া; ঘ্যান-ঘ্যান করা।

ঘেঙ্গা(ঙ্গা)মি—ঘ্যানঘ্যানানি। ঘেঙ্গা+আমি ভাবে। বি।

ঘেটেল—ঘাট পারাপার করিবার মাঝি, ঘাটরক্ষক, খেয়াঘাটের মাঝি। ঘাট+এল (<ইয়াল) নিযুক্তার্থে। বি।

ঘেটেলি, -লী—ঘেটেলের কাজ। ঘেটেল+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

ঘেটো—ঘাটসম্বন্ধীয়, অশৌচান্ত-দিনে নদী বা পুকুরের ঘাটে স্নান করিবার সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে এরূপ ('—কুটুম')। ঘাট+ও (<উয়া) সম্বন্ধার্থে। প্রাদে। বিণ।

ঘেন্না—নিন্দা; অভক্তি। 'ঘৃণা'-শব্দজ। বি।

ঘেয়ো—ব্রণবিশিষ্ট, ক্ষতযুক্ত; আঘাতপ্রাপ্ত, আহত। ঘা+ও (<উয়া) যুক্তার্থে।

ঘের—পরিধি; বেষ্টনী, বেড়া; বেষ্টিত স্থান। বি।

ঘেরা—১। পরিবেষ্টন; আচ্ছাদন। ঘির্+আ ভাববা। বি। ২। পরিবেষ্টন করা, ঘিরিয়া দেওয়া, আচ্ছন্ন করা। বাং ক্রি।

ঘেরাটোপ—বাক্স প্রভৃতির আচ্ছাদন, ঢাকনী, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী আবরণ। বাং প্র। বি।

ঘেসেড়া—যে ঘোড়ার ঘাস কাটে। 'ঘাস্‌ড়িয়া'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

ঘেসো—১। ঘাসোৎপন্ন; ঘাসময়; ঘাসগন্ধি, ঘাসের গন্ধযুক্ত। বিণ। ২। পশুদিগের পাকস্থলীর ভিতরের ঘাসের থলি। ঘাস+ও (<উয়া) সম্বন্ধার্থে। প্রাদে। বি।

ঘোঁজ—ঘুঁজি (তাহা দ্রঃ)। **ঘোঁজে ঘাঁজে**—গুপ্ত বা অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ স্থানে।

ঘোঁট, ঘোঁটমণ্ডল—সামাজিক ব্যাপারে অনেকে মিলিয়া একের বিরুদ্ধে আলোচনা; হট্টগোল। বাং প্র। বি।

ঘোঁটনা—আবর্ত্তনদণ্ড, ঘুঁটিবার কাঠি। ঘোঁট+না করণবা। বি।

ঘোঁটা—১। আবর্ত্তন করা, আলোড়ন করা; মাড়া। বাং ক্রি। ২। আবর্ত্তিত, আলোড়িত। ঘুঁট্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। জামড়ো, কড়া। বাং প্র। বি।

ঘোঁৎঘোঁৎ—শূকরের শব্দ বা তাহার অনুরূপ শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঘোগ—১। ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র, বৃক, নেকড়ে। বি। ২। নদীর বাঁধ বা জমির আলি প্রভৃতিতে জল বাহির হইবার গর্ত্ত। বাং প্র। বি।

ঘোঙ্গট, ঘোম্মুট—ঘোমটা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঘোট—১। অশ্ব, ঘোড়া। ঘুট্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—ঘোটী। ২। সামাজিক ব্যাপারে বিরুদ্ধ আলোচনা, ঘোঁট। বাং প্র। বি। [পুং। স্ত্রী,—কী।

ঘোটক—অশ্ব। ঘুট্+ণক কর্ত্তৃবা। বি;

ঘোটকারূঢ়—অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট, ঘোড়সওয়ার। ঘোটকে আরূঢ়, ৭মীতৎ। বিণ।

ঘোটকারোহী (-রোহিন্)—অশ্বারোহী, অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ব্যক্তি। উপতৎ; ঘোটক—আ—রুহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –রোহিণী।

ঘোটন—অন্বেষণ; পেষণ। ঘুট্+অন (বাং) ভাববা। বি।

ঘোট্‌না—যাহা দ্বারা ঘোঁটা যায়, পেষণদণ্ড। ঘোট্+না করণবা। বি।

ঘোড়—অশ্ব, ঘোড়া। 'ঘোট'-শব্দজ। বি।

ঘোড়গাড়ি, -গাড়ী—ঘোড়ার গাড়ী। ঘোড়া বাহিত গাড়ি, গাড়ী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ঘোড়-তোলা—উচ্চ-গোড়ালিবিশিষ্ট ('—জুতা')। বাং প্র। বিণ।

ঘোড়দৌড়—ঘোড়ার দৌড়, জুয়াখেলার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। **ঘোড়দৌড় করান**—নাকাল করা।

ঘোড়সওয়ার—অশ্বারোহী, ঘোটকারূঢ়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

ঘোড়া—অশ্ব, তুরঙ্গ; দাবা খেলার একটি বল (knight). 'ঘোট'-শব্দজ। বি। **ঘোড়ার ডিম**—কিছুই না (গালি বা ক্রোধে প্রযুক্ত অশিষ্ট উক্তি)।

ঘোড়া-রোগ—১। অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ঘোড়া পুষিবার প্রবৃত্তি, মাত্রার অতিরিক্ত খরচ। ঘোড়া-সংক্রান্ত রোগ (বাতিক), মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। অর্শ ব্যাধি ('অর্শ' 'অশ্ব'-শব্দের সহিত সমোচ্চার্য্য বলিয়া ব্যঙ্গার্থে)। বাং প্র। বি।

ঘোড়াশাল—ঘোড়ার থাকিবার স্থান। ঘোড়ার শালা (ঘর), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঘোণা—নাসিকা; অশ্বাদির নাসিকা; মুখের সূচাল অগ্রভাগ। ঘুণ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঘোমটা—অবগুণ্ঠন, মুখাচ্ছাদন (অবগুণ্ঠন< গুণ্ঠন<)। 'ঘুমট'-শব্দজ। বি।

ঘোর—১। শিব; ঋষিবিশেষ। বি; পুং। ২। ভয়; বিষ। বি; ক্লীব। ৩। ভয়ঙ্কর, বিকট; গাঢ়, ঘন; অত্যন্ত, উৎকট; অসদৃশ, বিসদৃশ; মহৎ; বিষম; দুর্গম; দারুণ। ঘুর্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ৪। নেশা; অন্ধকার; জড়তা; আবেশ ('ঘুমের —'); ঘূর্ণন; উন্মাদাবস্থা; অজ্ঞানপ্রায় অবস্থা। 'ঘূর্ণ'-শব্দজ। বি।

ঘোর-ঘোর—অল্প অন্ধকারের ভাব। বাং প্র। বি বা অব্য।

ঘোরতর—অতি ভীষণ, অত্যন্ত ভয়ানক। ঘোর+তরপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

ঘোরদংষ্ট্রা—১। ভীষণ দন্ত, ভয়ানক দাঁত। ঘোরা দংষ্ট্রা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। ভীষণদন্তবিশিষ্টা। ঘোরা দংষ্ট্রা যাহার, বহুব্রী +আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঘোরদর্শন—১। পেচক। বি; পুং। ২। বিকটাকার, ভীষণ আকৃতিবিশিষ্ট। ঘোর দর্শন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঘোর-প্যাঁচ—জটিলতা। বাং প্র। বি।

ঘোররূপা—ভীষণাকারা, ভয়ানক-আকৃতিবিশিষ্টা। ঘোর রূপ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঘোরা—১। ভয়ানক রাত্রি; দেবতাড়ী-লতা; (সাংখ্য) রাজসী মনোবৃত্তি; (জ্যোতিষ) রবিসংক্রান্তিবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। ভীষণা, ভয়ঙ্করা। ঘোর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। ইতস্ততঃ ভ্রমণ, ঘুরিয়া বেড়ান। 'ঘূর্ণ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

ঘোরাকার, -কৃতি—১। ভীষণ আকার, ভয়ঙ্কর আকৃতি, ভীষণ রূপ। ঘোর আকার, আকৃতি, কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী। ২। ভয়ানকরূপবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ। ১ম পক্ষে স্ত্রী, -রা।

ঘোরাঘুরি—এদিক্-ওদিক্ বেড়ান, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ। 'ঘূর্ণ্'-ধাতুজ। বি।

ঘোরাল—ভীষণ, ভয়ানক, জমকাল; ঘন, গাঢ়; গাঢ়মেঘাচ্ছন্ন; অন্ধকারময়; জটিল, অসরল। ঘোর+আল যুক্তার্থে। বিণ।

ঘোরি—মিশাইয়া, গুলাইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঘোল—১। মথিত দধি, তক্র। ঘুড়্+ঘঞ্ কর্ম্মবা (ড়-স্থানে ল)। বি; পুং। **ঘোল খাওয়া**—নানা বিপদে পড়িয়া বিব্রত হওয়া। **ঘোল খাওয়ান**—নাজেহাল করা, অপদস্থ করা, হারাইয়া দেওয়া। ২। নদীর আওড়। বাং প্র। বি।

ঘোলমউনি, -মৌনী—ঘোল মইবার দণ্ড, ঘোলমন্থনের দণ্ড; একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। ঘোল+মউনী, মৌনী (<মন্থনী)। বি।

ঘোলা—কর্দ্দমযুক্ত, আবিল, অনির্ম্মল; ঝাপসা, অস্পষ্ট। ঘোল+আ সদৃশার্থে। বিণ।

ঘোলাটিয়া, ঘোলাটে—ঘোলাভাবের, ঈষৎ ঘোলা। ঘোলা+টিয়া, টে ঈষদর্থে। বিণ।

ঘোলান—ঘোলা করা; বিশৃঙ্খল করা। বাং ক্রি। [প্র। বিণ।

ঘোলামোলা—দুর্ব্বোধ্য; বিশৃঙ্খল। বাং

ঘোষ—১। আভীরপল্লী, গোয়ালা-পাড়া। ঘুষ্ (শব্দ করা)+ঘঞ্ অধিবা। ২। মেঘের ধ্বনি; ধ্বনি, শব্দ। ঘুষ্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। গোয়ালা; অপামার্গ; (ব্যাকরণ) বর্ণবিশেষের (গ, ঘ, জ, ঝ, দ, ধ, ব, ভ ইত্যাদির) উৎপত্তিতে বাহ্যযত্ন-বিশেষ। ঘুষ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ৪। কায়স্থ প্রভৃতির পদবীবিশেষ। বি।

ঘোষক—যে ঘোষণা করে এরূপ, প্রচারক। ঘুষ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ঘোষিকা।

ঘোষণ—উচ্চৈঃস্বরে শব্দকরণ, ইতস্ততঃ বিজ্ঞাপন, প্রচার। ঘুষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ঘোষিত।

ঘোষণা—উচ্চৈঃস্বরে প্রখ্যাপণ; প্রচার; উচ্চৈঃস্বরে শব্দকরণ। ঘুষ্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—ঘোষিত।

ঘোষণাপত্র—প্রচারপত্র, ইস্তাহার। ঘোষণাসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ঘোষপত্র—সরকারী সাময়িক বিশেষতঃ সংবাদপত্র (gazette). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঘোষবতী—১। বৎসরাজ উদয়নের বীণা। বি; স্ত্রী। ২। শব্দবিশিষ্টা, ধ্বনিসম্পন্না। ঘোষ+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঘোষবান্ (-বৎ)—ধ্বনিবিশিষ্ট, শব্দশালী; গম্ভীর-শব্দযুক্ত; (ব্যাকরণ) ঘোষ-যুক্ত (গ-ঘ-জ-ঝ ইত্যাদি)। ঘোষ+মতুপ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

ঘোষযাত্রা—ঘোষপল্লীতে যাত্রা [পূর্ব্বে রাজগণ স্বীয় অধীন ঘোষপল্লীতে গমন করিয়া গোসমুদায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহারই নাম ঘোষযাত্রা]। ঘোষে (ঘোষপল্লীতে) যাত্রা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঘোষা—ঘুষা (তাহা দ্রঃ)।

ঘোষান—আবৃত্তি করান; ঘোষিত করান। বাং ক্রি।

ঘোষাল—বাঙ্গালার একশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

ঘোষিত—প্রচারিত, যে বিষয়ের ঘোষণা হইয়াছে এরূপ। ঘুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ঘোষণ, ঘোষণা।

ঘ্যানর-ঘ্যানর—চরকা প্রভৃতির শব্দ; বিরক্তিজনক একঘেয়ে কথা। বাং প্র। বি বা অব্য।

ঘ্যান্-ঘ্যান্—নাকি সুরে কান্না, নাকি সুরে কাঁদিয়া আবদার জানান। বাং প্র। বি বা অব্য। বিণ—ঘ্যান্‌ঘেনে।

ঘ্রাণ—১। নাসিকা। ঘ্রা (গন্ধ গ্রহণ করা) +অনট্ করণবা। ২। গন্ধগ্রহণ; গন্ধ। ঘ্রা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ঘ্রাত, ঘ্রেয়, ঘ্রাতব্য। ৩। গন্ধ। বাং প্র। বি।

ঘ্রাণজ—গন্ধ হইতে জাত। উপতৎ; ঘ্রাণ—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

ঘ্রাণতর্পণ—১। সুরভি, অতি সুগন্ধি। ঘ্রাণ—তৃপ্, তর্পি+অন কর্তৃবা, করণবা। বিণ। ২। নাসিকার তৃপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঘ্রাণশক্তি—গন্ধগ্রহণের সামর্থ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর গন্ধ গ্রহণ করা যায়, নাসিকা। ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ঘ্রাত—যাহা ঘ্রাণ করা হইয়াছে এরূপ, যাহার গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, শোঁকা। ঘ্রা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ঘ্রাণ।

ঘ্রাতব্য, ঘ্রেয়—ঘ্রাণের যোগ্য, যাহার ঘ্রাণ লইতে হইবে এরূপ। ঘ্রা+তব্য, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

ঘ্রাতা (ঘ্রাতৃ)—আঘ্রাণকর্তা, যে গন্ধ লয় বা শোঁকে। ঘ্রা+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—ঘ্রাত্রী।

ঘ্রাতি—১। নাসিকা। ঘ্রা+ক্তি করণবা। ২। আঘ্রাণ। ঘ্রা+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

ঘ্রেয়—'ঘ্রাতব্য' দ্রঃ।

[ঙ]

ঙ—১। ব্যঞ্জনবর্ণমালার পঞ্চম বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান নাসিকা ও কণ্ঠ। ইহাকে অনুনাসিক বর্ণও বলে]। ২। বিষয়। ঙু+ড। কর্তৃবা। ৩। বিষয়স্পৃহা; বিষয়রক্ষা; বিষয়। ঙু+ড ভাববা। ৪। ভৈরব ("ঙকার ভৈরব আর বিষয় ঙকার। ঙকারস্বরূপা রাখ ঙপদ আমার॥"—ভারতচন্দ্র)। ঙ+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

[চ]

চ—১। ব্যঞ্জনবর্ণমালার ষষ্ঠ বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান তালু]। ২। সমুচ্চয়, আরও, এবং, ও, পক্ষান্তর-যোগ; সমাহার; আনুষঙ্গিকতা; অবধারণ; পাদপূরণ। চি+ড কর্ত্তৃবা। অব্য। ৩। চল্। প্রাদে। ক্রি। ৪। কূর্ম্ম। চর্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

চই, চৈ—১। ঝালরসবিশিষ্ট একপ্রকার মূল; গজপিপ্পলী। 'চবিকা'-শব্দজ। বি। ২। হংস প্রভৃতিকে ডাকিবার শব্দ। বাং প্র। অব্য।

চইড়—লগি, নৌকা চালাইবার বংশদণ্ড (জলের ছিটে দিয়ে চইড়ের গুঁতো খাওয়া)। প্রাদে। বি।

চউকস, চৌকস—সমচতুষ্কোণ, চৌরস; অত্যুৎকৃষ্ট; সতর্ক। 'চতুষ্ক'-শব্দজ। বিণ।

চউকি, চউকী—চৌকি (তাহা দ্রঃ)।

চউহাবী—সাবধান, সতর্ক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

চওড়া—১। বিস্তারসম্পন্ন, বিস্তৃত; প্রশস্ত, প্রসারবিশিষ্ট। বিণ। ২। বিস্তৃতি, প্রস্থ। 'চর্পট'-শব্দজ। বি।

চক—১। চতুঃশালার মধ্যস্থান; বাজার; ভূমির বিভাগ; গ্রামসমষ্টি; গ্রামের মধ্যস্থিত কিয়ৎপরিমাণ ভূমি। 'চতুষ্ক'-শব্দজ। ২। খল; সাধু। চক্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। খড়িমাটি। ইং chalk. বি।

চকচক—১। ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি। বি। **চকচক করা**—দীপ্তি পাওয়া। ২। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি জীবের চাটিয়া খাওয়ার শব্দ। বাং প্র। অব্য।

চকচকিয়া, চকচকে—উজ্জ্বল, দীপ্ত, ভাস্বর। চকচক+ইয়া, এ করে অর্থে। বিণ।

চকবন্দি, -বন্দী—১। কোন জমীর কিংবা সম্পত্তির সীমানিরূপণ; গ্রাম্যসীমানিরূপণ; যতদূর পর্য্যন্ত স্থান পুলিসের অধীন থাকে তাহা। বি। ২। চতুর্দ্দিকে শাখাবিশিষ্ট, চকমিলান ('—ঘর')। বাং প্র। বিণ। [বাং প্র। বি।

চকমক—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, ভাস্বরতা, প্রভা।

চকমকান—চকমক করা, দীপ্তি পাওয়া; চমকিত হওয়া, চকিত হওয়া। বাং ক্রি।

চকমকি—অগ্নি জ্বালিবার জন্য প্রস্তর ও ইস্পাতের খণ্ডদ্বয় (ইহাদের ঘর্ষণেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়); দীপ্তি, উজ্জ্বলতা। তুর্কী 'চক্মাক্'-শব্দজ। চকমক+ই আছে যাহাতে। বি।

চকমিলান—চতুর্দ্দিকে শাখাবিশিষ্ট, চকবন্দী। বাং প্র। বিণ। [শব্দজ। বি।

চকল—তুষ, খোসা; ত্বক্। 'শকল'-

চকলা—তুষ, খোসা; বৃক্ষত্বক্ প্রভৃতির কর্ত্তিত অংশ; আম প্রভৃতির কাটা অংশ, চাকলা। 'শকল'-শব্দজ। বি।

চকসা—কুয়াসা বা মেঘ কাটিয়া পরিষ্কার হওয়া, ফরসা হওয়া। বাং ক্রি।

চকা—চক্রবাক্-পক্ষী। 'চক্রবাক্'-শব্দজ। বি; পুং। স্ত্রী—চকী। [চক্রবাকী। দ্বন্দ্ব। বি।

চকাচকী—চক্রবাক্পক্ষিযুগল, চক্রবাক্-

চকিত—১। ভয় প্রভৃতি কারণে হঠাৎ যাহার চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মিয়াছে এরূপ, সহসা ভীত, চমকিত; কম্পিত, কম্পমান; তৃপ্ত। চক্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। ভয়, ভীতি। চক্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

চকিতা—ভীতা, চমকিতা। চকিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চকিতে—নিমেষে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, অতিক্ষিপ্রভাবে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

চকেবা—চক্রবাক্ পক্ষী ("যুগল চারু চকেবা। প্রিয়তম কর তহিঁ দেবা॥"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চকোর—পক্ষিবিশেষ [কবিপ্রসিদ্ধি এইরূপ যে, ইহারা চাঁদের সুধা বা কিরণ পান করে]। চক্+ওরন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, —রী।

চক্কর—চক্রাকারে পরিভ্রমণ; সর্পের ফণা। 'চক্র'-শব্দজ। **চক্কর দেওয়া**—বেড়াইয়া স্ব-স্থানে ফিরিয়া আসা।

চক্মকি—চকমকি (তাহা দ্রঃ)।

চক্র—১। চক্রবাক্ পক্ষী, চকাপাখী। বি; পুং। ২। রাজ্য; সমূহ; রথাদির চাকা; তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র, ঘানিগাছ; চক্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার প্রাচীন অস্ত্র; গ্রামসমূহ, মণ্ডল; দদ্রুরোগ, দাদ; ইন্দ্রজাল; কুম্ভকারের চাক; জলের আবর্ত্ত; তগরপুষ্প; সৈন্যরচনাবিশেষ, ব্যূহ; তন্ত্রোক্ত মূলাধারাদিস্থিত ষট্পদ্ম; বীরাদি চক্র; কাব্য-বন্ধবিশেষ; ছল; কুমন্ত্রণা; চক্রান্ত, ষড়্যন্ত্র; হস্তস্থ রেখাবিশেষ; দন্তবিশেষ; সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডল; দেবার্চ্চন-যন্ত্র; চিহ্নবিশেষ; দ্বাদশবিধ রাজ্য; দীক্ষাযোগ্য মন্ত্রোদ্ধারার্থ ষট্চক্র; সামগ ব্রাহ্মণ; জাতিবিশেষ। কৃ+ক করণবা সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে); অথবা, চক্+রক্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। বিণ—চক্রী।

চক্রগণ্ড—গোল বালিশ, গালবালিশ। চক্রাকার গণ্ড (বালিশ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চক্রগতি—চক্রাকারে পরিভ্রমণ, আবর্ত্তন, ঘূর্ণন, ঘুরপাক। চক্রাকারা গতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চক্রজীবক—কুম্ভকার, কুমার। চক্রদ্বারা জীবক, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

চক্রদংষ্ট্র—শূকর। চক্রবৎ দংষ্ট্রা (দন্ত) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চক্রধর—১। বিষ্ণু; সর্প; গ্রামের প্রধান ব্যক্তি; রাজা। বি; পুং। ২। ঐন্দ্রজালিক। চক্রের ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চক্রধারণ—১। রথের অবয়ববিশেষ, অক্ষনাভি। চক্র—ধৃ+ণিচ্+অনট্ করণবা। ২। চাকা হাতে লওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চক্রধারা—চক্রের প্রান্তভাগ, চাকার ধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চক্রনাভি—চক্রের মধ্যস্থল, চাকার নাই।

চক্রনেমি—চক্রের পরিধি, চাকার ঘের বা বেড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চক্রপথ—মণ্ডলাকার পথ। চক্রাকার পথ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চক্রপাণি—বিষ্ণু। চক্র পাণিতে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চক্রপাদ—১। রথ, গাড়ী। চক্র পাদ যাহার, বহুব্রী। ২। হস্তী। চক্রবৎ পাদ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চক্রপাল—দেশের অধিপতি বা রাজা; সেনাপতি। উপতৎ; চক্র—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

চক্রবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—বহুবিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি, সম্রাট্; ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ। উপতৎ; চক্র (নৃপতিমণ্ডলী বা পণ্ডিতমণ্ডলী)—বৃত্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

চক্রবাক্—পক্ষিবিশেষ, চকাপাখী। চক্র—বচ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। স্ত্রী, —কী।

চক্রবাড়, -বাল—মণ্ডলাকার দিক্সমূহ, দিগ্বলয়রেখা, কোন মুক্ত স্থানে অবস্থিত হইয়া দৃষ্টিসঞ্চারণ করিলে যে রেখাতে পৃথিবী ও আকাশ পরস্পর মিলিত বোধ হয় তাহা (horizon). চক্র—বাড়্+অচ্ কর্ত্তৃবা (বিকল্পে ড়-স্থানে ল)। বি; ক্লীব।

চক্রবাত, -বাত্যা, -বায়ু—ঘূর্ণিবায়ু। চক্রসদৃশ বাত, বাত্যা, বায়ু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চক্রবান্ (-বৎ)—১। চক্রবিশিষ্ট, চক্রযুক্ত; চক্রধারী; তৈলকার, ঘানিচালক। বিণ। স্ত্রী,—বতী। ২। বিষ্ণু; কুম্ভকার; তৈলকার, কলু; রাজচক্রবর্ত্তী, রাজাধিরাজ। চক্র + মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

চক্রবাল—'চক্রবাড়' দ্রঃ।

চক্রবৃদ্ধি—সুদের সুদ, বৃদ্ধির বৃদ্ধি (compound interest). চক্র দ্বারা বৃদ্ধি, ৩য়া-তৎ। বি; স্ত্রী।

চক্রব্যূহ—যুদ্ধার্থ মণ্ডলাকারে স্থাপিত সৈন্যশ্রেণী। চক্রাকার ব্যূহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চক্রভ্রম—শাণাদি যন্ত্র; কুন্দযন্ত্র, কুঁদিবার যন্ত্র। চক্রে ভ্রম যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চক্রমর্দ্দ(র্দ), -মর্দ্দ(র্দ)ক—গুল্মবিশেষ, দাদমারী গাছ। চক্র (দদ্রুরোগ)—মৃদ্ + অণ্ কর্ত্তৃবা; চক্রের মর্দ্দক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চক্রমুখ—শূকর। চক্রবৎ মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চক্রমুদ্রা—দেবপূজাতে করণীয় অঙ্গুলিমুদ্রাবিশেষ, দেবপূজায় ব্যবহার্য্য হস্তাঙ্গুলি-সংস্থানবিশেষ। চক্রাকারা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চক্রযান—রথ, গাড়ী প্রভৃতি। চক্রযুক্ত যান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চক্ররক্ষক—সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈন্যমণ্ডলীরক্ষক যোদ্ধৃবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রক্ষিকা।

চক্রশক্তি—(দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে) হিট্‌লার-শাসিত জার্ম্মানী এবং মুসোলিনী-শাসিত ইটালী; (বিস্তারে) তৎসহ তোজো-শাসিত জাপান (Axis powers). বি; স্ত্রী।

চক্রহস্ত—বিষ্ণু। চক্র হস্তে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চক্রাকার, চক্রাকৃতি—চক্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, গোল (round). চক্রের ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চক্রাঙ্গ—রথ, গাড়ী; বাগান; হংস। চক্র অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চক্রাট—বিষবৈদ্য, সাপুড়ে; স্বর্ণমুদ্রা। চক্র—অট্ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

চক্রান্ত—ষড়্‌যন্ত্র, অনেকের একত্র গুপ্ত পরামর্শ। চক্রে অন্ত (স্বরূপ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চক্রান্তকারী (-কারিন্)—যে চক্রান্ত করে এরূপ, যে চক্রান্তে লিপ্ত থাকে এমন। উপতৎ; চক্রান্ত—কৃ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

চক্রাবর্ত্ত(র্ত)—ঘুরপাক, চক্রবৎ ঘূর্ণন। চক্রের আবর্ত্ত (সদৃশ অর্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চক্রায়ুধ—১। বিষ্ণু। চক্র আয়ুধ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। চক্রনামক অস্ত্র, সুদর্শন চক্র। চক্রনামক আয়ুধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চক্রিকা—১। হাঁটুর মালাই-চাকি। চক্র + কন্ স্বার্থে আপ্। ২। গোল চ্যাপ্টা ঔষধের বড়ি (pill). চক্র + কন্ ক্ষুদ্রার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

চক্রী (চক্রিন্)—১। বিষ্ণু; কুম্ভকার; চক্রবাক্; সর্প; সম্রাট্; দেশাধিপ; কলু; বাজীকর; কুমন্ত্রণাদায়ক, খল; কাক; গর্দ্দভ; সূচক; শকটাদিতে আরূঢ় ব্যক্তি; গোয়েন্দা। বি; পুং। ২। যে সতত অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে এরূপ; যে অন্যকে কুমন্ত্রণা দেয় এরূপ; পরের নিন্দা বা দোষ কীর্ত্তন করা যাহার অভ্যাস এরূপ। চক্র + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—চক্রিণী।

চক্রেশ্বর—সম্রাট্; তান্ত্রিক-মতাবলম্বী মন্ত্রপায়ীদের দলপতি। চক্রের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [চক্রেশ্বর + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চক্রেশ্বরী—দেবীবিশেষ, বিদ্যাদেবী।

চক্ষণ—১। মদ্যপান-রোচক ভক্ষ্যদ্রব্য, মদের চাট। চক্ষ্ + অনট্ কর্ম্মবা। ২। কথন। চক্ষ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

চক্ষুঃ (চক্ষুস্), **চক্ষু**—নয়ন, লোচন, অক্ষি। চক্ষ্ + উস্ করণবা। বি; ক্লীব।

চক্ষুস্থির—বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্র, অত্যন্ত বিস্ময়।

চক্ষুঃশূল—চক্ষুর পীড়াদায়ক, যাহাকে চোখে দেখিলে মনে ক্রোধ হয় এরূপ। চক্ষুর (চক্ষুস্-শব্দ) শূল (শূলস্বরূপ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চক্ষুঃশ্রবাঃ (-শ্রবস্), **-শ্রবা**—সর্প। চক্ষুঃই শ্রবঃ (কর্ণ) যাহার, বহুব্রী। [কিংবদন্তি এইরূপ যে সাপ চোখ দিয়াই দেখে এবং শোনে]। বি; পুং।

চক্ষুকর্ণ—চোখ ও কান। সমা দ্বন্দ্ব। বাং প্র (ব্যাকরণমতে 'চক্ষুঃকর্ণ')। বি; পুং।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন—শোনা বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে চোখে দেখিয়া তাহা ঘুচান।

চক্ষুগোচর—চক্ষুর্গোচর (তাহা দ্রঃ)। 'চক্ষুর্গোচর'-শব্দজ। বিণ।

চক্ষুদান—চক্ষুর্দান (তাহা দ্রঃ)। 'চক্ষুর্দান'-শব্দজ। বি।

চক্ষুরুন্মীলন—চোখ খোলা, চোখ মেলা। চক্ষুর (চক্ষুস্-শব্দ) উন্মীলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চক্ষুর্গোচর—যাহা চোখে দেখা যায় এরূপ, নয়নগোচর, নেত্রপথে পতিত, দৃষ্ট। চক্ষুর (চক্ষুস্-শব্দ) গোচর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চক্ষুর্দান—মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দেব প্র তি মা য় দৃষ্টিশক্তি প্রদান; কাহারও জ্ঞানোন্মেষ করা, চোখ ফুটাইয়া দেওয়া; অসতর্ক লোকের অজ্ঞাতে তাহার কোন অনিষ্ট সংঘটন হইতে থাকিলে তাহাকে সতর্কীকরণ। চক্ষুর (চক্ষুস্-শব্দ) দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চক্ষুর্লজ্জা—কাহাকেও দেখিয়া তাহার সম্মান ইত্যাদির জন্য তাহার নিকট স্পষ্ট কথা বলিতে না পারা, অপ্রস্তুত ভাব। চক্ষুঃকৃতা লজ্জা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চক্ষুলজ্জা—চক্ষুর্লজ্জা (তাহা দ্রঃ)। 'চক্ষুর্লজ্জা'-শব্দজ। বি।

চক্ষুশূল—চক্ষুঃশূল (তাহা দ্রঃ)। 'চক্ষুঃশূল'-শব্দজ। বি; পুং।

চক্ষুষ্মতী—দূরদৃষ্টিসম্পন্না, খরদৃষ্টিযুক্তা। চক্ষুস্ + মতুপ্ (প্রাশস্ত্যার্থে) + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—চক্ষুষ্মান্।

চক্ষুষ্মত্তা—দর্শনশক্তির প্রবলতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা। চক্ষুষ্মৎ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

চক্ষুষ্মান্ (-ষ্মৎ)—যাহার দর্শনশক্তি বিলক্ষণ প্রবল এরূপ; দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, জ্ঞানী। চক্ষুস্ + মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী—চক্ষুষ্মতী।

চক্ষুষ্য—চক্ষুর হিতজনক; সুন্দর, প্রিয়দর্শন। চক্ষুস্ + যৎ হিতার্থে, প্রিয়ার্থে। বিণ।

চক্ষূরাগ—নেত্রের রক্তিমা, চোখের লাল আভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চক্ষূরোগ, চক্ষুরোগ—নেত্রপীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চঙ্ক্রমণ—পর্য্যটন, দ্রুতগমন, আঁকা-বাঁকা-ভাবে গমন। ক্রম্ + যঙ্ লুক্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

চঙ্গ—১। সুন্দর; নিপুণ, কর্ম্মণ্য; সুস্থ। চম্—গম্ + ড কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। বীর, যোদ্ধা। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। সিঁড়ি, মই। প্রাদে। বি। [বি।

চঙ্গিম—শোভা, সৌন্দর্য্য। প্রাঃ কবিপ্র।

চঞ্চরিকা, চঞ্চরী—ভ্রমরী; তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুলগাছ। চন্চ্ + যঙ্ = চঞ্চ (গতি); চঞ্চ + র আছে অর্থে + ঈপ্ = চঞ্চরী; চঞ্চরী + কন্ স্বার্থে + আপ্ = চঞ্চরিকা। বি; স্ত্রী।

চঞ্চল—অস্থির, চপল; অব্যবস্থিত; লোলুপ; কম্পিত, বিচলিত; লম্পট। চঞ্চ্ + অলচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—চঞ্চলতা, চঞ্চলত্ব, চাঞ্চল্য। বি; পুং।

চঞ্চলচিত্ত—১। উদ্বিগ্ন হৃদয়। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। অস্থিরচিত্ত, উদ্বিগ্নমনাঃ। চঞ্চল চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চঞ্চলনয়ন, -নেত্র—১। অস্থির দৃষ্টি; ঘন ঘন দৃষ্টি; চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যে ঘন ঘন চতুর্দ্দিকে তাকাইতেছে এরূপ। চঞ্চল নয়ন, নেত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চঞ্চলপ্রকৃতি, -স্বভাব—১। অস্থির চালচলন। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, পুং। ২।

যাহার হাবভাবে অস্থিরতা প্রকাশ পায় এমন; স্বভাবতঃ অস্থির। চঞ্চল প্রকৃতি, স্বভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চঞ্চলা—১। বিদ্যুৎ; লক্ষ্মী। বি; স্ত্রী। ২। অস্থিরা ইত্যাদি। চঞ্চল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বাং প্র। বিণ।

চঞ্চলিত—বিচলিত, অধীর, অশান্ত।

চঞ্চা—নলনির্ম্মিত আস্তরণ, চাঁচ; দর্ম্মা; চাটাই; তৃণরচিত মনুষ্যাকৃতি। চন্‌+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

চঞ্চু—১। পাখীর ঠোঁট। বি; পুং। ২। এরণ্ড বৃক্ষ; রক্ত এরণ্ড; মৃগ। চঞ্‌+উ করণবা। বি; পুং। [আপ্। বি; স্ত্রী।

চঞ্চুকা—পাখীর ঠোঁট। চঞ্চু+কন্ স্বার্থে+

চঞ্চুপুট—চঞ্চুরূপ পাত্র; পাখীর বন্ধ ঠোঁট দুইটি; আটমাত্রার বা চারিমাত্রার তাল-বিশেষ। চঞ্চুরূপ পুট, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। [বি; স্ত্রী।

চঞ্চূ—পাখীর ঠোঁট। চন্‌চ্+উ কর্ত্তৃবা।

চট—১। থলিয়া; গুণ; পাটের মোটা সূতার কাপড়। বি। ২। ঝটিতি, শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। বাং প্র। অব্য।

চটক—১। চড়ুই পক্ষী। চট্ (ভাঙ্গা)+ অক (ক্ন্) কর্ত্তৃবা (ধান্য প্রভৃতি ভাঙ্গে বলিয়া)। বি; পুং। ২। শোভা, সৌন্দর্য্য, বাহার; আড়ম্বর, জাঁকজমক; তন্দ্রার আবেশ, নিদ্রা; অন্যমনস্কতা। হিন্দী। বি। **চটক ভাঙ্গা**—তন্দ্রা কাটিয়া যাওয়া; সতর্ক হওয়া।

চটকদার—শোভাবিশিষ্ট, উজ্জ্বল, জমকাল। চটক+দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।

চটকল—চট নির্ম্মাণ করিবার যন্ত্রশালা, পাটকল (jute-mill). চটের কল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

চটকা—১। স্ত্রী চড়ুই পাখী। চটক+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। নিদ্রাবেশ, তন্দ্রা; অন্যমনস্কতা; চমক ('—ভাঙ্গা')। বাং প্র। বি।

চটকান—মর্দ্দন করা; হাত দিয়া পেষা। বাং ক্রি। **পিণ্ডি চটকান**—পিণ্ড তৈয়ার করা (গালি বা অভিসম্পাতে)।

চটকামুখ—অস্ত্রবিশেষ। চটকার মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

চটচট—১। সত্বর, শীঘ্র শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণ। ২। চাপড় মারার শব্দ; আঠা আঠা ভাবপ্রকাশ। বাং প্র। অব্য।

চটচটে—যাহা স্পর্শ করিলে হাতে লাগিয়া যায় এরূপ; আঠাল। চটচট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

চটপট—শীঘ্র, সত্বর, তাড়াতাড়ি। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

চটপটে—ক্ষিপ্রকর্ম্মা, শীঘ্রকারী; চতুর, চালাক। চটপট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

চটা—১। লৌহাদিপাত্রের উপরিভাগের ফাটা অংশ; পাতলা বাখারি বা শলা; চাক্‌লা। বি। ২। ক্রুদ্ধ, রাগী। চট্+আ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। রাগিয়া ওঠা; চাক্‌লা ওঠা; চীড় খাওয়া; ফাটা; নষ্ট বা দ্রব হওয়া ('রং—')। বাং ক্রি।

চটাচট, চটাপট—শীঘ্র, সত্বর, তাড়াতাড়ি; চটচট-শব্দের সহিত। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

চটাচটি—পরস্পরের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ, রাগারাগি। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

চটান—১। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। বি। ২। রাগান; কোদালাদি দ্বারা খনন করা; ফাড়া। বাং ক্রি।

চটাল—বিস্তৃত, চওড়া। বাং প্র। বিণ।

চটি, চটী—১। পত্রাদিনির্ম্মিত ছোট আসন; দরমা; পাতলা বহি, পুস্তিকা; পান্থনিবাস, সরাই। ফার্সী 'চৎরী'-শব্দজ। ২। একপ্রকার আল্‌গা জুতা। 'চর্ম্ম'-শব্দজ। [চর্ম্ম< চামড়া<চামট<চামাটি<চটি, চটী]। বি। ৩। পাতলা, যাহা মোটা নয় ('—বই')। বাং প্র। বিণ।

চটী-জুতা—একপ্রকার আল্‌গা জুতা। চটীই জুতা, কর্ম্মধা। বি।

চটু—চাটু, তোষামোদ; প্রিয়বাক্য; ব্রতী-দিগের আসনবিশেষ; উদর, পেট। চট্+কু করণবা। বি; পুং বা ক্লীব।

চটুকে—জমকাল, চটকদার। চটক+এ (<ইয়া) আছে অর্থে। বাং প্র। বিণ।

চটুল—চঞ্চল, অস্থির; শীঘ্র; সুন্দর, মনোহর ভঙ্গিবিশিষ্ট; প্রিয়বাদী। চট্+উলচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

চটুলা—১। বিদ্যুৎ। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দরী, মনোহরা; প্রিয়ংবদা; চঞ্চলা। চটুল+ আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বি।

চট্টরাজ—ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। বাং প্র।

চট্টল, চট্টলা—চট্টগ্রাম। বাং প্র। বি।

চট্টোপাধ্যায়—ব্রাহ্মণদিগের উপাধি-বিশেষ, চাটুজ্যে। চট্টাখ্য উপাধ্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চড়—১। করতলপ্রহার, চাপড়। 'চপেট'-শব্দজ। বি। ২। আরোহণ কর, উঠ। বাং ক্রি।

চড়ই, চড়ুই—ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ, চড়াই পাখী। 'চটক'-শব্দজ। বি।

চড়ইভাতি, চড়াইভাতি, চড়ুইভাতি—বনভোজন। 'চটকভৃতি'-শব্দজ। বি।

চড়ক—চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় উৎসববিশেষ, গাজন [এই দিনে পরম শিবভক্ত রাজা বাণ দেবাদিদেব মহাদেবের প্রীতিকামনায় বন্ধুদিগের সহিত শিবভক্তিসূচক নৃত্যগীতা-দিতে প্রমত্ত হইয়া আপন গাত্র-শোণিত প্রদান করতঃ তপস্যায় তাঁহাকে প্রীত করেন; তদনুসারে হিন্দুসম্প্রদায় ঐ দিনে শিব প্রীতিকামনায় এই উৎসব করিয়া থাকেন]। 'চক্র'-শব্দজ। বি।

চড়কগাছ—যে খুঁটির উপর চড়কের সময় গাজনের সন্ন্যাসীরা ঘুরপাক খায় তাহা। বাং প্র। বি।

চড়কডাঙ্গা(-গা)—যেখানে চড়ক উৎসব হয় সেই স্থান। চড়কের ডাঙ্গা (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

চড়ক-সংক্রান্তি—চৈত্রসংক্রান্তি। চড়ক-বিষয়িণী সংক্রান্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চড়চড়—উনানে কোন জিনিষ ভাজিবার বা বস্ত্রাদি ছিন্ন করিবার শব্দ; কোন কিছু বিদীর্ণ হওয়ার বা ফাটিয়া যাওয়ার শব্দ; যাতনার অনুভূতিসূচক শব্দ; শুষ্কতা-বোধক শব্দ (তেল না দেওয়ায় গা চড়চড় করছে)। বাং প্র। অব্য।

চড়চড়ি, চড়চড়ী—নানা আনাজের সম-বায়ে প্রস্তুত শুষ্ক ব্যঞ্জনবিশেষ। বাং প্র। বি।

চড়তি—১। উন্নতি, উঠ্‌তি, বৃদ্ধি; দাম চড়িয়া যাওয়া, মূল্যবৃদ্ধি। চড়্+তি ভাববা। বি। ২। যাহা বাড়িতেছে বা চড়িয়া উঠিতেছে। চড়্+তি কর্ত্তৃবা। বিণ।

চড়ন—আরোহণ, উঠা, চড়া। চড়্+অন ভাববা। বি।

চড়নদার—যে চড়িয়া যায়, আরোহণকারী। চড়ন+দার কর্ত্তা অর্থে। বি।

চড়পড়, চড়বড়—পত্রাদি আগুনে পুড়িবার শব্দ; কোন কিছু ফাটিয়া যাইবার শব্দ; খই ফোটা, কথা বলা, বৃষ্টি পড়া ইত্যাদির অনুকরণ শব্দ। বাং প্র। অব্য।

চড়বি—চড়িবে, আরোহণ করিবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চড়া—১। কঠিন; উচ্চ; অধিক ('—দাম'); তীব্র; উদ্ধত; উগ্র; কটু, কর্কশ; আরূঢ়। বিণ। ২। নদ্যাদির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র স্থলভাগ; চড়ুই পাখী; আরোহণ। বাং প্র। বি। ৩। আরোহণ করা, উপরে উঠা; বাড়িয়া যাওয়া; আক্রমণ করা। বাং ক্রি।

চড়াই—১। চড়ুই পাখী। 'চটক'-শব্দজ। ২। উচ্চতা, উন্নতি; (পর্ব্বতাদিতে) উচ্চ-গামী পথ; পর্ব্বতে আরোহণ। চড়া+আই পরিমাণার্থে, ভাবার্থে। বি।

চড়াইভাতি—'চড়ইভাতি' দ্রঃ।

চড়াউল—চড়াইল, উঠাইল, আরোহণ করাইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চড়াও—১। আক্রমণকারী; ক্রুদ্ধ; আক্রমণের জন্য আপতিত। বিণ। ২। আক্রমণ। বাং প্র। বি।

চড়াচড়ি—হাতে হাতে চট্‌চট্ শব্দ করা; চড় মারামারি; পরস্পরকে আরোহণ করান। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

চড়াৎ—সহসা ফাটিয়া যাওয়া বা মেঘ ডাকার শব্দ। বাং প্র। বি বা অব্য।

চড়ান—আরোহণ করান, উঠাইয়া দেওয়া; চপেটাঘাত করা, চড় মারা; বাদ্যযন্ত্রাদির সুর উচ্চগ্রামে তুলিয়া দেওয়া; বর্দ্ধিত করা, বাড়ান। বাং ক্রি। **গালে চড়ান**—আত্মগ্লানি হেতু নিজের গালে নিজে চড় মারা।

চড়ুই—'চড়াই' দ্রঃ।

চড়ুইভাতি—'চড়ইভাতি' দ্রঃ।

চড়ুকিয়া, চড়ুকে—১। চড়ক উৎসব-সংক্রান্ত; হুজুগপ্রিয়, হুজুকে; সতত কষ্ট-ভোগকারী। বিণ। ২। চড়কের সন্ন্যাসী, যে চড়কগাছে পাক খায়। চড়ক+ইয়া, এ সম্বন্ধাদি অর্থে। বি।

চণক—ছোলা, বুট। চণ্+অক (কন্) কর্ম্মবা। বি; পুং।

চণা—ছোলা। 'চণক'-শব্দজ। বি।

চণ্ড—১। তেঁতুলগাছ; যমদূত; দৈত্যবিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। চণ্ড্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। উষ্ণতা; ক্রোধ; তীক্ষ্ণতা; উগ্রতা। চণ্ড্+ঘঞ্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। উষ্ণ; তীক্ষ্ণ, উগ্র; অতি কোপন, অতিশয় ক্রুদ্ধ। চণ্ড্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—চণ্ডা, চণ্ডী।

চণ্ডনায়িকা, -বতী—দুর্গা; অষ্টনায়িকার অন্তর্গত নায়িকাবিশেষ। চণ্ডের নায়িকা, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, চণ্ডী (কোপনা) নায়িকা, কর্ম্মধা; চণ্ড (ক্রোধ)+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চণ্ডবিক্রম—যাহার পরাক্রম প্রচণ্ড এরূপ, অতি পরাক্রান্ত। চণ্ড বিক্রম যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি; পুং।

চণ্ডরশ্মি—সূর্য্য। চণ্ড রশ্মি যাঁহার, বহুব্রী।

চণ্ডা—১। অষ্টনায়িকার একজন; শঙ্খপুষ্পী; লিঙ্গিনীলতা; কপিকচ্ছু; আখুপর্ণী, মুষাকাণী; শ্বেতদূর্ব্বা; পদ্মাবতী নদী। বি; স্ত্রী। ২। তীক্ষ্ণা, অতিকোপনা। চণ্ড+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চণ্ডাতক—স্ত্রীলোকের অর্দ্ধোরু পর্য্যন্ত বস্ত্র; কাচ। চণ্ডা—অত্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। [আলচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—লী।

চণ্ডাল—নিষাদজাতি, চাঁড়াল। চণ্ড্+

চণ্ডিকা, চণ্ডী—পার্ব্বতীর মূর্ত্তিভেদ; মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি; মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী যোগিনীপ্রধানা দেবী; অতি কোপনা স্ত্রী; মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যকথা; ত্রয়োদশবর্ণযুক্ত ছন্দোবিশেষ। চণ্ড+ঈপ্=চণ্ডী, ১ম পক্ষে চণ্ডী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

চণ্ডিমা (চণ্ডিমন্)—চণ্ডত্ব, উগ্রতা; কোপনতা। চণ্ড+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

চণ্ডী—'চণ্ডিকা' দ্রঃ।

চণ্ডীপাঠ—মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চণ্ডীমণ্ডপ—ঠাকুরদালান, দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবীর পূজার গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চণ্ডু—মাদকদ্রব্যবিশেষ। হিন্দী। বি।

চণ্ডুখোর, -বাজ—চণ্ডুনামক মাদকদ্রব্য সেবনে অত্যন্ত আসক্ত। চণ্ডু+খোর, বাজ আসক্তার্থে। বিণ।

চণ্ডেশ্বর—শিবমূর্ত্তিবিশেষ। চণ্ড (কোপন) ঈশ্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

চতুঃপঞ্চাশ—৫৪-সংখ্যার পূরক। চতুঃ-পঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

চতুঃপঞ্চাশৎ—চুয়ান্ন, ৫৪। চতুরধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুঃপঞ্চাশত্তম—চতুঃপঞ্চাশ, ৫৪-সংখ্যার পূরক। চতুঃপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

চতুঃশাখ—১। ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র, বেদ। বি; পুং। ২। চারি-শাখাবিশিষ্ট। চতুর্ (চারি) শাখা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চতুঃশাখা—১। চারিশাখা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। চারিশাখাবিশিষ্টা। চতুঃশাখ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চতুঃশাল, -শালা—যে গৃহের মধ্যে চারিটি ঘর আছে এমন; পরস্পরাভিমুখ চারিগৃহ; চকমিলান বাড়ী। চতুর্ শালার (গৃহের) সমাহার, সমা দ্বিগু; চতুঃসংখ্যকা শালা (গৃহ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

চতুঃষষ্টি—চৌষট্টি, ৬৪; ৬৪-সংখ্যক। চতুরধিকা ষষ্টি (ষাট), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুঃষষ্টিতম—চৌষট্টি এই সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। চতুঃষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

চতুঃসপ্ততি—চুয়াত্তর সংখ্যা; চুয়াত্তর-সংখ্যক। চতুরধিকা সপ্ততি (সত্তর), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুঃসপ্ততিতম—চুয়াত্তর এই সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। চতুঃসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

চতুঃসম্প্রদায়—চারিজন প্রধান আচার্য্যের প্রবর্ত্তিত চারিপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় [(১) রামানুজ স্বামী শ্রী সম্প্রদায়ের, (২) মধ্বাচার্য্য বা মাধ্বি চতুর্ম্মুখ সম্প্রদায়ের, (৩) বিষ্ণুস্বামী রুদ্র সম্প্রদায়ের এবং (৪) নিম্বাদিত্যাচার্য্য সনক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক]। চতুঃ-সংখ্যক সম্প্রদায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চতুঃসীমা—চারিদিকের সীমা, চারিপ্রান্ত। চতুঃ-সংখ্যক সীমা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চতুর্—চারিসংখ্যা; চারিসংখ্যক। চত্+উরণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

চতুর—১। কার্য্যদক্ষ, নিপুণ; শঠ, ধূর্ত্ত; নেত্রগোচর; বুদ্ধিজীবী; চালাক। চত্+উরচ্ কর্ত্তৃবা অথবা কর্ম্মবা। বিণ। বি,—তা। ২। গালবালিশ, কানবালিশ; হস্তিশালা। চত্+উরচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

চতুরাংশ—১। চারি ভাগে বিভক্ত। চতুর্ অংশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। চারি ভাগ। চতুর্ অংশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

চতুরংশিত—যাহা চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে এমন; চারি পৃষ্ঠায় বিভক্ত, চার-পেজী। চতুর্ অংশিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

চতুরঙ্গ—১। হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি —এই চারি অঙ্গে পরিপূর্ণ সৈন্য; পাশক-ক্রীড়াবিশেষ, চৌপাড় খেলা; দাবা বা সতরঞ্চ খেলা। বি; পুং। ২। চারি অঙ্গযুক্ত। চতুঃ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গী।

চতুরচূড়ামণি—শঠশিরোমণি, অতিশয় চালাক। চতুরদিগের চূড়ামণি, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চতুরতা—শঠতা, ধূর্ত্তামি; কার্য্যদক্ষতা, নিপুণতা। চতুর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—চতুর।

চতুরপনা—চতুরতা, চাতুরী; শঠতা, ধূর্ত্ততা। চতুর+পনা ভাবে। বি।

চতুরশীতি—চুরাশী, ৮৪-সংখ্যা; ৮৪-সংখ্যক। চতুরধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুরশীতিতম—চতুরশীতি সংখ্যার পূরক। চতুরশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

চতুরশ্ব—যাহাতে চারিটি ঘোড়া নিযুক্ত থাকে এমন ('—রথ')। চতুর্ অশ্ব যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

চতুরশ্র, চতুরস্র—১। চারিকোণা (tetragon); চৌরস; নির্দ্দোষ, অব্যভিচরিত; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে চতুর্থ ও অষ্টম স্থান। চতুর্ অশ্র, অস্র (কোণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। প্রাচীন বাদ্যছন্দোবিশেষ, চৌতাল। বি; পুং।

চতুরা—নিপুণা ইত্যাদি ('চতুর' দ্রঃ)। চতুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বি।

চতুরাই—চতুরতা, চালাকি। প্রাঃ কবিপ্র।

চতুরানন—চতুর্ম্মুখ, ব্রহ্মা। চতুঃ আনন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চতুরালি, -লী—চতুরতা; ধূর্ত্ততা; ছলনা। চতুর+আলি, আলী ভাবে। বি।

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম। চতুর্ আশ্রমের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

চতুরিম—চতুরতাপূর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

চতুগুর্ণ—চারিগুণ। চতুঃ গুণ (আবৃত্তি) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

চতুগুর্ণিত—চারিগুণবিশিষ্ট, যাহার চারিগুণ করা হইয়াছে এরূপ। চতুঃ যথা তথা গুণিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

চতুর্থ—তুরীয়; চারি সংখ্যার পূরক। চতুর্+থট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—র্থী।

চতুর্থাংশ—চারিভাগের একভাগ। চতুর্থ এমন অংশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

চতুর্থী—১। চন্দ্রের কলাচতুষ্টয়ের হ্রাসবৃদ্ধিরূপ তিথিবিশেষ; (ব্যাকরণ) বিভক্তিবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। চারি সংখ্যার পূরিকা। চতুর্থ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ৩। মাতাপিতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিবসে বিবাহিতা কন্যা কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধবিশেষ। বাং প্র। বি।

চতুর্থীকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—বিবাহের পর চতুর্থ দিবসে করণীয় যজ্ঞাদি কর্ম্ম। চতুর্থীসাধ্য কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চতুর্থীক্রিয়া—মাতাপিতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিবসে বিবাহিতা কন্যা কর্তৃক করণীয় শ্রাদ্ধ। চতুর্থীসাধ্যা ক্রিয়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চতুর্থীতৎপুরুষ—সমাসবিশেষ। চতুর্থীসাধ্য তৎপুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চতুর্দ্দ(দ)শ (-শন্)—চৌদ্দ সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। চতুরধিক দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; পুং, ক্লীব।

চতুর্দ্দ(র্দ)শ—চৌদ্দসংখ্যার পূরক। চতুর্দ্দশন্+ডট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

চতুর্দ্দ(র্দ)শপুরুষ—বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী চৌদ্দপুরুষ বা (গৌণার্থে) বহুপুরুষ। চতুর্দ্দশসংখ্যক পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চতুর্দ্দ(র্দ)শবিদ্যা—বেদাদি চৌদ্দ প্রকার বিদ্যা (চারি বেদ, তাহার ছয় অঙ্গ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা ও তর্ক)। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চতুর্দ্দ(র্দ)শভুবন—সপ্তস্বর্গ ও সপ্ত পাতাল [যথা,—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য এবং অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল]। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চতুর্দ্দ(র্দ)শী—১। তিথিবিশেষ [ভিন্ন ভিন্ন চতুর্দ্দশীর নাম। (জ্যৈষ্ঠ, কৃষ্ণ) সাবিত্রী, (ভাদ্র, কৃষ্ণ) অঘোরা, (ভাদ্র, শুক্ল) অনন্ত, (কার্ত্তিক, কৃষ্ণ) ভূত, (অগ্রহায়ণ, শুক্ল) পাষাণ, (মাঘ, কৃষ্ণ) রটন্তী, (ফাল্গুন, কৃষ্ণ) শিবরাত্রি, (চৈত্র, শুক্ল) মদন, (চৈত্র, কৃষ্ণ) অঙ্গারক]। বি; স্ত্রী। ২। চৌদ্দ সংখ্যার পূরিকা; চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ('—বালিকা')। চতুর্দ্দশ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

চতুর্দ্দি(র্দি)ক্ (-দিশ্)—চারিদিক্, সকল দিক্। চতুঃ দিক্, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চতুর্দ্দো(র্দো)ল, -লা—চারিজনে বহনীয় শিবিকাবিশেষ, চৌদোল। চতুর্ব্বাহিত দোল, দোলা (ডুলি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

চতুর্দ্বার—যে গৃহের দ্বার চারিটি, চতুর্মুখ গৃহ। চতুঃ দ্বার যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

চতুর্ধা—চার ধারে; চার রকমে; চার খণ্ডে। চতুর্+ধা প্রকারার্থে। অব্য, ক্রি-বিণ।

চতুর্ধাম (-ধামন্)—মথুরামণ্ডলস্থ চারিটি বিখ্যাত তীর্থ [রামনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ ও দ্বারকানাথ]। চতুঃ ধাম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চতুর্নবতি—৯৪-সংখ্যা; ৯৪-সংখ্যক। চতুরধিকা নবতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুর্নবতিতম—৯৪-সংখ্যার পূরক। চতুর্নবতি+তমট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

চতুর্ব্ব(র্ব)ক্ত্র—'চতুর্মুখ' দ্রঃ।

চতুর্ব্ব(র্ব)র্গ—মানবজীবনের চারিটি শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ। চতুরের (চারিটির) বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চতুর্ব্ব(র্ব)র্ণ—১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই চারি জাতি। চতুঃ বর্ণ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। চারিবর্ণবিশিষ্ট, চারি রঙের। চতুঃ (চারি) বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চতুর্ব্বা(র্বা)হু—১। চারিবাহুবিশিষ্ট নারায়ণ বা বিষ্ণু। চতুঃ (চারি) বাহু যাঁহার, বহুব্রী। ২। চারি বাহু, চারি হস্ত। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চতুর্ব্বি(র্বি)ংশ—চব্বিশ এই সংখ্যার পূরক। চতুর্ব্বিংশতি+ডট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

চতুর্ব্বি(র্বি)ংশতি—চব্বিশ, ২৪-সংখ্যা; ২৪-সংখ্যক। চতুরধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুর্ব্বি(র্বি)ংশতিতম—চব্বিশ সংখ্যার পূরক, চতুর্ব্বিংশ। চতুর্ব্বিংশতি+তমট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

চতুর্ব্বি(র্বি)দ্য, চতুর্ব্বে(র্বে)দী (-দিন্)—যিনি চারি বেদ জানেন এমন। চতুঃ বিদ্যা যাঁহার, বহুব্রী; ২য় পক্ষে উপতৎ; চতুর্—বিদ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

চতুর্ব্বি(র্বি)ধ—চারিপ্রকার। চতুঃ বিধা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

চতুর্ব্যূহ—১। কৃষ্ণ বলরাম প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ—এই চতুরাত্মক বিষ্ণু। বি; পুং। ২। চারিপ্রকার ব্যূহবিশিষ্ট। চতুঃ ব্যূহ যাহাতে বা যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

চতুর্ব্বে(র্বে)দ—ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব—এই চারি বেদ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

চতুর্ব্বে(র্বে)দী (-দিন্)—'চতুর্ব্বিদ্য' দ্রঃ।

চতুর্ভদ্র—১। চতুর্ব্বর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ)। চতুঃ ভদ্রের (অর্থাৎ কল্যাণের) সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব। ২। চতুর্ব্বর্গযুক্ত। চতুঃ ভদ্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চতুর্ভাব—বিষ্ণু, পরমেশ্বর। চতুঃ-এর (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের) ভাব (উৎপত্তি) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

চতুর্ভুজ—১। বিষ্ণু, নারায়ণ; (জ্যামিতি) চারিটি সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র। বি; পুং। ২। চারিহস্তবিশিষ্ট; চারিশাখাযুক্ত। চতুঃ ভুজ যাহার, বহুব্রী। বিণ। **চতুর্ভুজ হওয়া**—হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাওয়া, অতিশয় আনন্দিত হওয়া।

চতুর্ম্মু(র্মু)খ, -র্ব্ব(র্ব)ক্ত্র—১। ব্রহ্মা; আয়ুর্ব্বেদপ্রসিদ্ধ ঔষধবিশেষ। চতুঃ মুখ, বক্ত্র যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। চারিমুখ। চতুঃ মুখ, বক্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চতুর্ম্মূর্ত্তি(র্তি)—পরমেশ্বর। চতুঃ মূর্ত্তি যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চতুর্যুগ—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারিযুগ। চতুঃ যুগের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

চতুশ্চত্বারিংশ, -রিংশত্তম—চুয়াল্লিশের পূরক। চতুশ্চত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্, পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী, —মী।

চতুশ্চত্বারিংশৎ—চুয়াল্লিশ, ৪৪; চুয়াল্লিশসংখ্যক। চতুরধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম—'চতুশ্চত্বারিংশ' দ্রঃ।

চতুষ্ক—১। চত্বর, চৌকা উঠান; চারিস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ; চৌমাথা; চারনর হার; চৌকোণা পুকুর। বি; ক্লীব। ২। চারিটি অবয়ববিশিষ্ট। চতুঃ+ক আছে অর্থে। বিণ। **চতুষ্ক ভবন**—চকমিলান বাড়ী।

চতুষ্কর—১। যে সকল জীবের পায়ের অগ্রভাগ হাতের ন্যায়। বি; পুং। **চতুষ্কর জন্তু**—যে সকল জন্তুর পা হাতের মত কাজ করে (যেমন, বানর)। ২। চারিহস্তবিশিষ্ট। চতুঃ কর যাহার, যাহাদের, বহুব্রী। বিণ।

চতুষ্কী—চারিকোণা পুষ্করিণী; মশারি; চৌকি; চারিনর হার। চতুর্+ক আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

চতুষ্কোণ—১। চারি কোণ। চতুঃসংখ্যক কোণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। চতুরস্র, চতুর্ভুজক্ষেত্র। বি; ক্লীব। ৩। চারিকোণবিশিষ্ট, চৌকোণা। চতুঃ (চারি) কোণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চতুষ্টয়—১। যাহার চারি অবয়ব এরূপ, চারি অংশে বিভক্ত বা গণিত, চারিপ্রকার। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। ২। একত্রে চারি। চতুঃ+তয়প্ অবয়বার্থে। বি; ক্লীব।

চতুষ্পথ—১। চারিটি পথের মিলনস্থান, চৌরাস্তা, চৌমাথা। চতুঃ পথের (পথিন্) সমাহার, সমা দ্বিগু (অ সমাসান্ত)। বি; ক্লীব। ২। ব্রাহ্মণ। চতুঃ পথ (পথিন্=

আশ্রম) যাঁহাদের, বহুব্রী (অ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

চতুষ্পদ—১। চারিপদবিশিষ্ট, যাহার চারিটি পা আছে এমন। বিণ। স্ত্রী,—দা, —দী। ২। চারিচরণবিশিষ্ট পদ্য। বি ; ক্লীব। ৩। পশু ; (জ্যোতিষ) করণবিশেষ (মেষ, বৃষ, সিংহ এবং মকরের পূর্ব্বার্দ্ধ ও ধনুর পরার্দ্ধ)। চতুঃ (চারি) পদ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চতুষ্পদী—চারিচরণ-বিশিষ্ট কবিতা ; বাঙ্গালা কবিতায় ছন্দোবিশেষ [ইহাতে প্রথম তিন চরণে ছয়টি করিয়া এবং শেষ চরণে পাঁচটি করিয়া বর্ণ থাকে। যথা—

"চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে।"

—কৃষ্ণচন্দ্র।] চতুঃ পাদ যাহার, বহুব্রী + ঈপ্। (পাদ স্থানে পাদ্ ও ঈপ্ যোগে পদ্)। বি ; স্ত্রী।

চতুষ্পাঠী—চারি শাস্ত্রের অধ্যয়ন-স্থান, যেখানে চারিটি বেদের অধ্যাপনা হয় ; টোল ; চৌ-বাড়ী। চতুর্ব্বেদের পাঠ হয় যাহাতে, বহুব্রী + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চতুষ্পাণি—চতুর্ভুজ, বিষ্ণু। চতুঃ পাণি যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চতুষ্পাৎ (-পাদ্)—১। যাহার চারি পা আছে, পশু। বি ; পুং। ২। চারি অংশে পূর্ণ ; সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ ; চারিপায়া, চারিচরণ-বিশিষ্ট। চতুঃ পাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চতুষ্পাদ—১। পশু। বি ; পুং। ২। চারি-পা-বিশিষ্ট। চতুঃ পাদ যাহার, বহুব্রী (নিপাতনে)। বিণ।

চতুষ্পার্শ্ব—চারিপাশ, চারিধার। চতুঃসংখ্যক পার্শ্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব।

চতুষ্পার্শ্বস্থ—চারিপাশে অবস্থিত, চারি ধারের। উপতৎ ; চতুষ্পার্শ্ব—স্থা + ক কর্তৃবা। বিণ। [যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চতুস্তল—চারিতলা, চৌতলা। চতুঃ তল

চতুস্তলক—(গণিত) চারিটি পৃষ্ঠযুক্ত ঘন-ক্ষেত্র (tetrahedron). চতুঃ তল যাহার, বহুব্রী + কন্ স্বার্থে। বি।

চতুস্ত্রিংশ—চৌত্রিশ এই সংখ্যার পূরক। চতুস্ত্রিংশৎ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

চতুস্ত্রিংশৎ—চৌত্রিশ, ৩৪-সংখ্যা ; চৌত্রিশ-সংখ্যক। চতুরধিকা ত্রিংশৎ (ত্রিশ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

চতুস্ত্রিংশত্তম—চৌত্রিশ সংখ্যার পূরক। চতুস্ত্রিংশৎ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

চত্বর—উঠান, চাতাল ; যজ্ঞস্থান ; হোমার্থ পরিষ্কৃত ভূমি। চত্ + ষ্বরচ্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

চত্বারিংশ—চল্লিশ এই সংখ্যার পূরক। চত্বারিংশৎ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

চত্বারিংশৎ—চল্লিশ, ৪০-সংখ্যা ; ৪০-সংখ্যক। চতুর্গুণিত দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা (নিপাতনে)। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

চত্বারিংশত্তম—চল্লিশ এই সংখ্যার পূরক। চত্বারিংশৎ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

চত্বাল—চাতাল ; হোমকুণ্ড ; দর্ভ, কুশ ; গর্ভ। চত্ + বালচ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

চন্‌চন্—প্রখরতাসূচক শব্দ ; বেগসূচক শব্দ ; তীব্র ব্যথার অনুভূতি প্রকাশক শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

চন্‌চনে—প্রখর ; বেগবান্। চন্‌চন্ + এ (< ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

চন্দ—চন্দ্র, চাঁদ ; কর্পূর। চন্দ্ + অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং। [বি ; পুং।

চন্দক—চাঁদামাছ। চন্দ্ + ণক কর্তৃবা।

চন্দন—স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ ; চন্দন কাঠ জল দিয়া ঘষিলে যে সুগন্ধি পদার্থ উৎপাদিত হয় তাহা। চন্দ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃবা। বি ; পুং। **রক্তচন্দন**—গন্ধহীন রক্তবর্ণ চন্দন। **শ্বেত-চন্দন**—শ্বেতবর্ণ সুগন্ধি চন্দন। **হরিচন্দন**—পীতবর্ণ সুগন্ধি চন্দন।

চন্দনচর্চ্চি(র্চি)ত—চন্দনলিপ্ত, চন্দনমাখান। ৩য়াতৎ। বিণ।

চন্দনতিলক—শরীরের উপর চন্দন দিয়া আঁকা লতাপত্র ইত্যাদি ; চন্দনের ফোঁটা। চন্দমাঙ্কিত তিলক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চন্দনদ্রব—চন্দনরস, জল দিয়া ঘষা তরল চন্দন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চন্দনধেনু—পতিপুত্রবতী নারীর শ্রাদ্ধে যে চন্দনাঙ্কিতা গাভী দান করা হয় তাহা। চন্দনাঙ্কিতা ধেনু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

চন্দনপঙ্ক—ঘষা-চন্দন, চন্দন বাঁটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

চন্দনপাটা, -পিঁড়ি—যে পাথরের চাক-তিতে চন্দন ঘষা হয় তাহা। চন্দনের পাটা, পিঁড়ি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

চন্দনপুষ্প—লবঙ্গ। চন্দনের পুষ্প (তৎ-সদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

চন্দনরেখা—চন্দনাঙ্কিত তিলক। চন্দনা-ঙ্কিতা রেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

চন্দনা—১। পক্ষিণীবিশেষ ; ভাগলপুর-সন্নিহিত নদীবিশেষ। চন্দন + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। একপ্রকার টিয়াপাখী। বাং প্র। বি।

চন্দনাচল, চন্দনাদ্রি—মলয়-পর্ব্বত। চন্দনযুক্ত অচল, অদ্রি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চন্দনী—১। নদীবিশেষ। চন্দন + ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। একপ্রকার চন্দনের নির্য্যাস, চন্দন-গন্ধ আতর ; মসলাবিশেষ। চন্দন + ঈ সদৃশার্থে। বি।

চন্দা—১। আনন্দদায়িকা। চন্দ্ + ণিচ্ + অচ্ কর্তৃবা + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চন্দ্র, চাঁদ ("পেখনু পিয়ামুখচন্দা" —বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চন্দিম—দীপ্তি, প্রভা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চন্দ্র—১। চাঁদ ; কর্পূর ; জল ; ময়ূরচন্দ্রক, ময়ূরের পাখায় চোখের মত যাহা থাকে ; স্বর্ণ ; মৃগশিরা নক্ষত্র ; হীরক ; শোণমুক্তাফল ; দ্বীপবিশেষ ; (শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। বি ; পুং। ২। আহ্লাদজনক ; সুন্দর ; কাম্য। চন্দ্ + রক্ বা চন্দ্ + ণিচ্ + রক্ কর্তৃবা। বিণ।

চন্দ্রক—১। ময়ূরপুচ্ছের নেত্রাকার চিহ্ন ; মণ্ডল। চন্দ্র + কন্ সদৃশার্থে। ২। চন্দ্র। চন্দ্র + কন্ স্বার্থে। ৩। চাঁদামাছ ; নখ। বি ; পুং। ৪। শ্বেতমরিচ। চন্দ্র—কৈ + ক কর্তৃবা। বি ; ক্লীব।

চন্দ্রকর, -কিরণ—চন্দ্রিকা, চন্দ্রের আলোক, জ্যোৎস্না। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চন্দ্রকলা—চন্দ্রের ষোল ভাগের এক ভাগ, ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে চাঁদের যে অংশ দেখা যায় [তন্ত্রমতে ইহাদের নাম—অমৃতা, মানদা, পূষা, পুষ্টি, তুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, রঙ্গদা, পূর্ণা ও অপূর্ণা। কামশাস্ত্রমতে ঐ ষোল কলার নাম—পূষা, যশা, সুমনসা, রতি, প্রাপ্তি, ধৃতি, ঋদ্ধি, সৌম্যা, মরীচি, অংশু-মালিনী, অঙ্গিরা, শশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি ও অমৃতা] ; বাদ্যবিশেষ, দ্রগড় বাদ্য ; মৎস্যবিশেষ, বাচা মাছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চন্দ্রকান্ত—১। কবিদিগের কল্পিত মণি-বিশেষ [এরূপ প্রবাদ আছে, চন্দ্রের উদয় হইলে, তাহার কিরণস্পর্শে এই মণি গলিতে থাকে]। বি ; পুং। ২। শ্রীখণ্ডচন্দন ; কুমুদ। চন্দ্র কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং বা ক্লীব। ৩। চন্দ্রবৎ সুন্দর। চন্দ্রসদৃশ কান্ত, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

চন্দ্রকান্তা—১। জ্যোৎস্না ; রাত্রি ; চন্দ্রপত্নী ; ওষধি ; তারকা ; প্রতি চরণে পঞ্চদশাক্ষর-যুক্ত ছন্দোবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রের ন্যায় মনোহরা, চন্দ্রবৎ সুন্দরী। চন্দ্রবৎ কান্তা, উপমান কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

চন্দ্রকান্তি—১। রজত, রৌপ্য। চন্দ্রের কান্তির ন্যায় কান্তি যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব। ২। চন্দ্রের দীপ্তি, চন্দ্রের শোভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চন্দ্রকিরণ—'চন্দ্রকর' দ্রঃ।

চন্দ্রকী (-কিন্)—ময়ূর। চন্দ্রক + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

চন্দ্রগ্রহণ—(পুরাণ) রাহুকর্তৃক চন্দ্রের গ্রাস,

(বিজ্ঞানমতে) চন্দ্রের উপরে পৃথিবীর ছায়া-পতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চন্দ্রচঞ্চলা—চাঁদা মাছ। চন্দ্রে (অর্থাৎ চন্দ্রদর্শন হেতু) চঞ্চলা, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রচূড়—মহাদেব, শিব। চন্দ্র চূড়াতে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চন্দ্রজ—চন্দ্রপুত্র বুধ। উপতৎ; চন্দ্র—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

চন্দ্রদারা—চন্দ্রপত্নী, অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

চন্দ্রদেব—নিশাকর, চাঁদ। চন্দ্রই দেব,

চন্দ্রপুত্, -পুত্র—বুধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্রপুলি, -পুলী—নারিকেল ক্ষীর ও শর্করাসংযোগে প্রস্তুত অর্দ্ধচন্দ্রাকার মিষ্টান্নবিশেষ। বাং প্র। বি।

চন্দ্রপ্রভ—সৌম্যমূর্ত্তি, চাঁদের মত সুন্দর। চন্দ্রের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চন্দ্রপ্রভা—১। চন্দ্রের দীপ্তি, চন্দ্রের শোভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্না। চন্দ্রপ্রভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চন্দ্রবংশ—চন্দ্র হইতে জাত পুরুষপরম্পরা; জনক কুরু যদু প্রভৃতির বংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্রবদন—১। চন্দ্রতুল্য সুন্দর মুখ। চন্দ্রতুল্য বদন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্ট। চন্দ্রের ন্যায় বদন যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —বদনা, —বদনী (প্রাঃ কবিপ্র)।

চন্দ্রবল্লরী—সোমলতা। চন্দ্রপ্রিয় বল্লরী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রবল্লী—মাধবীলতা। চন্দ্রতুল্যা বল্লী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রবিন্দু—অর্দ্ধচন্দ্রাকারযুক্ত বিন্দু, ঁ। চন্দ্রসহিত বিন্দু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চন্দ্রব্রত—চান্দ্রায়ণ, চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রতবিশেষ। চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত্যর্থক ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চন্দ্রমণি—চন্দ্রকান্ত মণি। চন্দ্রপ্রিয় মণি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চন্দ্রমণ্ডল—চন্দ্রের মণ্ডল, চন্দ্রের গোলাকার দেহ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চন্দ্রমল্লিকা—একপ্রকার চন্দ্রাকার পুষ্প। চন্দ্রবর্ণা মল্লিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রমস্), **চন্দ্রমা**—চন্দ্র, চাঁদ। চন্দ্র—মা বা মি+অসুন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

চন্দ্রমুখী—চন্দ্রবদনা, চাঁদবদনী। চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

চন্দ্রমৌলি—চন্দ্রচূড়, শিব (ললাটদেশে চন্দ্র আছে বলিয়া); পর্ব্বতবিশেষ। চন্দ্র মৌলিতে (চূড়ায়) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চন্দ্ররশ্মি—চন্দ্রকিরণ, চাঁদের আলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্রলোক—চন্দ্রমণ্ডল; স্বর্গবিশেষ। চন্দ্রাধিষ্ঠিত লোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চন্দ্রশালা, -শালিকা—১। জ্যোৎস্না। চন্দ্র হইয়াছে শালা (আধার) যাহার, বহুব্রী; চন্দ্রশালা+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। ছাদের উপরের ঘর, চিলেকোঠা। চন্দ্রা (আনন্দদায়িনী) শালা, শালিকা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রশেখর—শিব; তীর্থবিশেষ। চন্দ্র শেখর (মস্তকের ভূষণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চন্দ্রসম্ভব—চন্দ্রপুত্র, বুধ। চন্দ্র হইতে সম্ভব যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চন্দ্রসুধা—চন্দ্রের অমৃত; চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রহার—কোমরের গহনাবিশেষ, কাঞ্চীদাম, মেখলা। চন্দ্র (অর্থাৎ চন্দ্রাকারের ছাপ)-যুক্ত হার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চন্দ্রহাস—১। খড়্গ; রাবণের খড়্গ। উপতৎ; চন্দ্র—হস্+অণ্ কর্তৃবা। ২। রৌপ্য। চন্দ্রের হাসের ন্যায় হাস যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

চন্দ্রা—এলাচ; চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া; নাটমন্দির, আটচালা; গুড়ুচী; জ্যোৎস্না। চন্দ্+রক্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রাংশু—১। চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। চন্দ্রের অংশু, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। পরমেশ্বর। চন্দ্র (শুভ্র) অংশু যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া। চন্দ্রাত (চাঁদের গমন)—পা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

চন্দ্রাত্মজ—তারার গর্ভজাত চন্দ্রপুত্র, বুধ। চন্দ্রের আত্মজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্রানন—১। চন্দ্রসদৃশ সুন্দর মুখ। চন্দ্রসদৃশ আনন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। চন্দ্রতুল্যবদনবিশিষ্ট, যাহার মুখ চাঁদের মত সুন্দর এমন। বিণ। ৩। কার্ত্তিকেয়। চন্দ্রসদৃশ আনন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চন্দ্রাপীড়—শিব; কাদম্বরী কাব্যের নায়ক। চন্দ্র আপীড় (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চন্দ্রালোক—চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না। চন্দ্রের আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্রিকা—জ্যোৎস্না; নেত্রতারকা; চাঁদা-মাছ; চন্দ্রভাগা নদী; ত্রয়োদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ; তীর্থবিশেষ। চন্দ্র+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রিকাপায়ী (-পায়িন্)—চকোর পক্ষী। উপতৎ; চন্দ্রিকা—পা+ণিন্ কর্তৃবা [কবি-সময়প্রসিদ্ধি এইরূপ—চকোরপক্ষী জ্যোৎস্না পান করে]। বি; পুং। স্ত্রী, —য়িনী, —য়িণী।

চন্দ্রেশ্বর—চন্দ্রসেবিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গ-বিশেষ। চন্দ্রসেবিত ঈশ্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্রোদয়—চন্দ্রের বিকাশ। চন্দ্রের উদয়,

চন্দ্রোপল—চন্দ্রকান্তমণি। চন্দ্রপ্রিয় উপল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [অব্য।

চন্‌মন্—চঞ্চলতাপ্রকাশ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক

চন্‌মনে—অধীর; সজাগ; জড়তাহীন। চন্‌মন্+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

চপ—১। কোন কিছু কর্ত্তনের অনুকরণ-শব্দ, অস্ত্রাঘাতের অনুকরণশব্দ। বাং প্র। অব্য। ২। মাংসপূর্ণ পিষ্টকবিশেষ। ইং chop. বি।

চপট, চপেট—চাপড়, চড়। চপ—অট্+অচ্ কর্তৃবা, চপ—ইট্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

চপল—১। চঞ্চল, তরল; অনবস্থিত; ক্ষণিক; দুর্ব্বিনীত; বিকল; ধৃষ্ট, প্রগল্ভ। বিণ। বি—চপলতা, চাপল্য। ২। শীঘ্র, সত্বর, ক্ষিপ্র। ক্রি-বিণ। ৩। প্রস্তরবিশেষ; মৎস্য; গন্ধদ্রব্যবিশেষ; রাজমাষ। চপ্+কলচ কর্তৃবা। বি; পুং।

চপলতা—চাঞ্চল্য; ঔদ্ধত্য, প্রগল্ভতা; অবিমৃশ্যকারিতা; অনবস্থিতি। চপল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—চপল।

চপলা—১। বিদ্যুৎ; লক্ষ্মী; বেশ্যা; সুরা; বিজয়া, সিদ্ধি; মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবিশেষ; জিহ্বা; পিপুল। বি; স্ত্রী। ২। চঞ্চলা ইত্যাদি ('চপল' দ্রঃ)। চপল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চপলাঙ্গ—জলজন্তুবিশেষ, শুশুক। চপল অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চপেট—'চপট' দ্রঃ। [বি; পুং।

চপেটক—চাপড়, চড়। চপেট+কন্ স্বার্থে।

চপেটা, চপেটিকা—চাপড়, চড়। চপেট+আপ্; চপেটক+আপ্। বি; স্ত্রী।

চপেটাঘাত—চাপড় মারা, চড় মারা। চপেট, বা চপেটা দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

চপেটী—ভাদ্র-মাসের শুক্লা ষষ্ঠী, চাপড়া-ষষ্ঠী [নারীগণ পুত্রকামনায় এই তিথিতে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করে]। বি; স্ত্রী।

চপ্‌চপ্, চব্‌চব্—খাওয়ার শব্দবিশেষ, আর্দ্রতা ও লিপ্ততার লক্ষণপ্রকাশ; চুয়াইয়া পড়ার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

চবর্গ—স্পর্শবর্ণের ২য় বর্গ, চ ছ জ ঝ ঞ—এই পাঁচটি বর্ণ। চ-আদ্যিক বর্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চবাৎ—জলে পতিত হওয়ার শব্দ; জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়ার শব্দ। বাং প্র। অব্য। [বি; স্ত্রী।

চবি—চই। চর্ব্ব+ইন্ কর্ম্মবা (নিপাতনে)।

চবিক—চব্য, চই। চবি+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

চবিকা—চব্য, চই। চর্ব্+অক কর্ম্মবা (নিপাতনে)+আপ্। বি; স্ত্রী।

চবুতর, চবুতরা—চাতাল। 'চত্বর'-শব্দজ। বি।

চব্‌চব্‌—'চপ্‌চপ্‌' দ্রঃ।

চব্বিশ—২৪-সংখ্যা; ২৪-সংখ্যক। 'চতুর্ব্বিংশতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চব্বিশ-প্রহর—সঙ্কল্পপূর্ব্বক তিন দিন ও তিন রাত্রি ব্যাপিয়া হরিনাম-সংকীর্ত্তন। বহুব্রী। বি।

চব্বিশা, চব্বিশে—মাসের চতুর্ব্বিংশ দিবস। চব্বিশ+আ, এ তারিখ অর্থে। বি।

চব্য—চই; কার্পাসী বৃক্ষ। চর্ব্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

চমক—দীপ্তি, প্রভা, উজ্জ্বল আভা; বিস্ময়, আশ্চর্য্যভাব; ভয়, শঙ্কা; অন্যমনস্কতা; সংজ্ঞাহীনতা, মোহাবেশ; নিদ্রা; তন্দ্রা। 'চমৎ'-শব্দজ। বি। বিণ—চমকিত। **চমক খাওয়া**—ভয় বিস্ময় ইত্যাদি মানসিক অবস্থায় রক্তচলাচল বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হওয়া। **চমক ভাঙ্গা**—হঠাৎ চৈতন্য লাভ করা। **চমক লাগা**—বিস্ময় বোধ হওয়া।

চমকান—চমৎকৃত হওয়া, বিস্মিত হওয়া; শঙ্কিত হওয়া, ভীত হওয়া; মোহাবিষ্ট হওয়া; প্রভা বিকাশ করা, ক্ষণিক দীপ্তি প্রকাশ করা ('বিদ্যুৎ—'); চমৎকৃত করা, বিস্মিত করা। বাং ক্রি।

চমকিত—চমৎকৃত, বিস্মিত; আতঙ্কিত, শঙ্কিত; সহসা ভীত বা বিস্মিত। চমক+ইত জাতার্থে। বিণ।

চমকিনি—চমৎকৃতা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

চমচমে—উত্তেজিত; উত্তপ্ত, গরম; তেজাল, জোরাল। চম্‌চম্‌+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

চমৎকরণ—আশ্চর্য্যবোধ জন্মান, চমৎকৃত করা। চমৎ—কৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—চমৎকৃত, চমৎকারী (-রিন্‌)।

চমৎকার—১। আশ্চর্য্য, বিস্ময়; অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। চমৎ—কৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। **২**। আশ্চর্য্যকর, বিস্ময়কর; অতিসুন্দর। চমৎ—কৃ+ঘঞ্‌ করণবা। বিণ।

চমৎকারক—বিস্ময়কর, আশ্চর্য্যজনক। চমৎ—কৃ+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

চমৎকারিতা, -ত্ব—বিস্ময়জনকতা; যাহাতে মনে বিস্ময় জাগায় সেই গুণ; অপরূপতা, পরমসৌন্দর্য্য। চমৎকারিন্‌+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—কারী (-কারিন্‌)।

চমৎকারিণী—বিস্ময়োৎপাদিকা, বিস্ময়করী। চমৎকারিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। পুং—চমৎকারী।

চমৎকারী (-কারিন্‌)—বিস্ময়জনক, বিস্ময়কর; অপরূপ, বিচিত্র, সুন্দর। উপতৎ; চমৎ—কৃ+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী। বি,—রিতা।

চমৎকৃত—আশ্চর্য্যান্বিত, বিস্ময়াবিষ্ট। চমৎ—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা বা কর্ম্মকর্ত্তৃবা। বিণ।

চমর—১। মৃগবিশেষ; একপ্রকার গরু (ইহার লাঙ্গুলে চামর হয়); দৈত্যবিশেষ। চম্‌+অর কর্ত্তৃবা। বি। স্ত্রী,—রী। **২**। চামর, বালব্যজন। চমর+অচ্‌ উৎপাদকরূপে আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

চমরপুচ্ছ—১। সজারু; গর্ত্তবাসী পশুবিশেষ। চমরের পুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। **২**। চামর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

চমরী—মৃগীবিশেষ; গাভীবিশেষ। চমর+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

চমরু—চমরী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চমস—হাতা, চামচ। চম (পাক করা)+অসচ্‌ করণ বা অপাবা। বি; পুং।

চমূ—সেনাদল, গজ ৭২৯ রথ ৭২৯ অশ্ব ২১৮৭ পদাতি ৩৬৪৫—এতৎসংখ্যক সৈন্য। চম্‌+উ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

চমূচর—সৈনিকপুরুষ; সেনানায়ক। উপতৎ; চমূ—চর্‌+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

চমূনাথ, -পতি—সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনাপতি, সৈন্যের চালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চম্পক—১। চাঁপাগাছ; নগরবিশেষ। বি; পুং। **২**। চাঁপাকলা; চাঁপাফুল; (ন্যায়মতে) সিদ্ধিভেদ। চম্প্‌+অক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

চম্পকচতুর্দ্দ(দ)শী—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী [এই তিথিতে চম্পকপুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিতে হয়]। চম্পক-সাধ্যা চতুর্দ্দশী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চম্পকদাম (-দামন্‌)—চাঁপাফুলের মালা; হারবিশেষ। চম্পকনির্ম্মিত দাম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চম্পকমালা—চাঁপাফুলের মালা, হারবিশেষ; দশাক্ষর-পাদক পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দোবিশেষ। চম্পকগ্রথিতা মালা, মধ্যপ কর্ম্মধা; বি; স্ত্রী।

চম্পকরম্ভা—চাঁপাকলা। চম্পকবর্ণা রম্ভা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চম্পকারণ্য—চাঁপাবন; তীর্থ-বিশেষ। চম্পকবহুল অরণ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চম্পট—প্রস্থান, পলায়ন। হিন্দী। বি।

চম্পট দেওয়া—পলায়ন করা।

চম্পতি—চমূপতি, সেনানায়ক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চম্পা—১। চম্প-নৃপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত স্বনাম-প্রসিদ্ধা নগরী; নদীবিশেষ; কর্ণপত্নী; কাশ্মীরের প্রাচীন সীমান্তপ্রদেশ। চম্প্‌+ঘঞ্‌ অধিবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। **২**। চাঁপাফুল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চম্পাধিপ—কর্ণবীর। চম্পার অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চম্পাবতী—দেবীবিশেষ; কর্ণের রাজধানী, চম্পাপুরী। চম্পা+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

চম্পূ—গদ্যপদ্যময় কাব্যগ্রন্থ। চম্‌+উ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে (প-আগম)। বি; স্ত্রী।

চম্বেলী—চামেলীফুল। হিন্দী। বি।

চয়—১। সমূহ; পগার, ভেড়ী; প্রাকার। চি+অচ্‌ কর্ম্মবা। **২**। সঞ্চয়; আহরণ; অগ্ন্যাদির চয়নরূপ সংস্কারবিশেষ। চি+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং।

চয়ন—১। সংগ্রহ, সঙ্কলন; পুষ্পাদি তোলা; ইটের পাঁজা; অগ্নিসংস্কারকরণ। চি+অনট্‌ ভাববা, কর্ম্মবা। **২**। সংস্কারসাধন বস্তু। চি+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—চয়নীয়, চয়িত।

চয়নক—সংগ্রহকর্ত্তা। বাং প্র। বি; পুং।

চয়নিকা—ক্ষুদ্র সংগ্রহ বা চয়ন; বাছাই-করা কবিতাসমূহ (রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা')। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

চয়নীয়—যাহা সংগ্রহ করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। চি+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—চয়ন।

চয়নেষ্টকা—পুঞ্জীভূত ইষ্টক, ইটের পাঁজা। চয়নবদ্ধা ইষ্টকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চয়িত—সংগৃহীত; অর্জ্জিত; সঞ্চিত। চয়+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ। বি—চয়ন।

চয়েন—চেতনাসম্পন্ন, চেতনাযুক্ত; ধড়িবাজ। 'চেতন'-শব্দজ। বিণ।

চর—১। গোয়েন্দা, গুপ্তদূত; কপর্দ্দক; মেষ কর্কট তুলা ও মকর রাশি; স্বাতী পুনর্ব্বসু ও শ্রবণানামক নক্ষত্রত্রয়; মঙ্গলগ্রহ; অক্ষক্রীড়াবিশেষ; খঞ্জনপক্ষী; দ্বীপ, নদীগর্ভে স্রোত দ্বারা যে বালুকাময় স্তর উৎপন্ন হয় তাহা। বি; পুং। **২**। অস্থাবর, জঙ্গম, গমনশীল। চর্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। **৩**। যে চরে এই অর্থবোধক শব্দ (সমাসের পরপদে ব্যবহৃত; যথা—অনুচর, উভচর)। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—চরী।

চরই—চরে, বিচরণ করে, ভ্রমণ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চরক—চর, গুপ্তসংবাদবাহক; ভিক্ষু; বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদবিৎ ঋষি [চরিতাবলী দ্রঃ]; চরক ঋষি-রচিত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ। চর+কন্‌ স্বার্থে, অথবা, চর+অক কর্ত্তৃবা, তুল্যার্থে। বি; পুং।

চরকা—সূত্রকর্ত্তন-যন্ত্র, হাতে সূতা কাটিবার কল। ফার্সী 'চরখাহ্‌'-শব্দজ। বি।

চরকি, চরখি—সূতা গুটাইবার যন্ত্র বা নাটাই; গোলাকার ইক্ষুপেষণযন্ত্র; যাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে গোলাকারে ঘুরিতে

থাকে এরূপ আতসবাজী। ফার্সী 'চর্‌খা'-শব্দজ। বি।

চরণ—১। পদ; শ্লোকের চতুর্থাংশ; গোত্র; মূল। চর্+অনট্ করণবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। ভ্রমণ; চরা; আচরণ, অনুষ্ঠান; শীল। চর্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

চরণকমল—পাদপদ্ম, পদ্মের ন্যায় সুন্দর এবং কোমল পা। চরণ কমলপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা; অথবা, চরণরূপ কমল, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। **চরণকমলেষু, শ্রীচরণকমলেষু**—পূজ্য ব্যক্তিকে লেখনীয় পাঠবিশেষ। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চরণগ্রন্থি—গুল্ফ, পায়ের গোড়ালি।

চরণচাপ—১। পায়ের ঘুঙুর; নূপুর। কবিপ্র। ২। পায়ের চাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

চরণচারণ, -চালন—পদচালনা, পায়চারি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চরণচারী (-চারিন্)—পাদচারী, যে পায়ে হাঁটিয়া যায় এরূপ। চরণ দ্বারা চরে (বিচরণ করে) যে, উপতৎ; চরণ—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -রিণী। [রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চরণতরি, -তরী—পদরূপ নৌকা, পদাশ্রয়।

চরণতল—পদতল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চরণদাসী—পদসেবিকা রমণী, পত্নী। চরণ-সেবিকা দাসী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চরণধ্যান—পাদপদ্মের চিন্তা, গুরু প্রভৃতির পদ মনে মনে ভাবা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চরণপদ্ম—পদ্মের মত সুন্দর পা (দেবতা, গুরুজন বা মহাপুরুষের)। চরণ পদ্মপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চরণপূজা, -বন্দনা—পদবন্দনা, পদসেবা।

চরণপ্রান্ত—পদতল; পদপার্শ্ব, পদসমীপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চরণভূষণ—পদালঙ্কার, পায়ের গহনা, নূপুরাদি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চরণযুগল—পদদ্বয়, দুই পা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চরণরজঃ (-রজস্), **-রজ, -রেণু**—পদধূলি, পায়ের ধূলা। চরণ সংলগ্ন রজঃ, রেণু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং বা স্ত্রী।

চরণসন্ধ্যস্থি—পায়ের গাঁইটের হাড় (tœrsal). চরণের সন্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চরণসেবক—পদসেবাকারী, দাস; তোষামুদে, অযথা স্তুতিকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -সেবিকা। [বি; স্ত্রী।

চরণসেবা—পদসেবা, পা টেপা। ৬ষ্ঠীতৎ।

চরণস্পর্শ—পা ছোঁওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চরণাবরণ—মোজা, ষ্টকিং; জুতা। চরণের আবরণ হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

চরণামৃত—যে জলে কোন দেবমূর্ত্তিকে স্নান করান হইয়াছে বা যে জলে ব্রাহ্মণের পা ধোওয়ান হইয়াছে তাহা, পাদোদক। চরণের অমৃত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চরণাম্বুজ—চরণপদ্ম, পাদপদ্ম। উপমিত বা রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চরণায়ুধ—কুক্কুট, কুঁকুড়া, মোরগ। চরণ আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চরণারবিন্দ—চরণরূপ পদ্ম। উপমিত বা রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চরম—১। অন্তিম, শেষ, সর্ব্বোচ্চ, যতদূর বেশী হওয়া সম্ভব ততদূর (maximum); পশ্চাদ্‌বর্ত্তী; পশ্চিম। চর্+অমচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। পরাকাষ্ঠা; শেষ সীমা। বাং প্র। বি।

চরম জলবায়ু—যেখানে শীতকালে অতিশয় শীত এবং গ্রীষ্মকালে অতিশয় গ্রীষ্ম অনুভূত হয় সেই স্থানের আবহাওয়া (extreme climate).

চরমপত্র, -লেখ—মৃত্যুর প্রাক্কালে লিখিত বিষয়ের বন্দোবস্তসূচক পত্র, উইল; রাজাদিগের মধ্যে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে সর্ত্ত-সূচক শেষ-পত্র (ultimatum). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং।

চরমাচল, চরমাদ্রি—অস্তপর্ব্বত, যে পর্ব্বতে সূর্য্য অস্ত যায় তাহা। চরম (পশ্চিম) অচল, অদ্রি (পর্ব্বত), কর্ম্মধা। বি; পুং।

চরমোৎকর্ষ—চরম উন্নতি, যারপরনাই উন্নতি, উন্নতির পরাকাষ্ঠা। চরম উৎকর্ষ, কর্ম্মধা। বি; পুং। [হিন্দী। বি।

চরস—মাদকদ্রব্যবিশেষ, গাঁজার আঠা।

চরা—১। নদী প্রভৃতির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপ। বি। ২। বিচরণ করা, ভ্রমণ করা; গবাদি পশুর ঘাস খাইয়া বেড়ান। বাং ক্রি।

চরিয়া খাওয়া—নিজের ভরণপোষণের জন্য নিজে চেষ্টা করা।

চরাচর—১। জগতের যাবতীয় পদার্থ—সজীব ও নির্জ্জীব, জঙ্গম ও স্থাবর। চর (জঙ্গম) এবং অচর (স্থাবর), দ্বন্দ্ব। ২। জগৎ; বিশ্ব। চর্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

চরাচরগুরু—পরমেশ্বর; সজীব ও নির্জীব পদার্থ লইয়া যে জগৎ তাহার সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মা। চরাচরের গুরু (কর্তা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চরান—গোমহিষাদি পশুকে মাঠে ঘাস খাওয়ান; কাজ সুরু করান। বাং ক্রি।

চরানি—পশু চরাইবার স্থান, মাঠ, ময়দান; পশুচারণ; পশুচারণের বেতন। চরা+নি অধিবা, ভাববা, করণবা। বি।

চরিত—১। আচরণ; চরিত্র; নিদর্শন; জীবনী; বিচরণ; অনুষ্ঠান; রীতি; সঞ্চার; চেষ্টা; কার্য্য। চর্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অনুষ্ঠিত, কৃত; সফল, সিদ্ধ, সম্পন্ন; ফলিত; ভক্ষিত; আশ্রিত। চর্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

চরিতকার—জীবনীলেখক। উপতৎ; চরিত—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

চরিতব্রত—যে ব্রতপালন করিয়াছে এরূপ, কৃতব্রত। চরিত ব্রত যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

চরিতাখ্যান—চরিত্রকীর্ত্তন, জীবনী বর্ণনা। চরিতের আখ্যান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চরিতাখ্যায়ক—জীবনচরিতলেখক, যে কোন লোকের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে এরূপ। চরিতের আখ্যায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -য়িকা।

চরিতাবলী—জীবনকথাসংগ্রহ, যাহাতে বহুলোকের জীবনী বর্ণিত আছে তাহা; জীবনচরিতসমূহ। চরিতের আবলী (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চরিতার্থ—কৃতার্থ, কৃতকার্য্য, সফলকাম। চরিত (সফল) অর্থ (উদ্দেশ্য, প্রয়োজন) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, -তার্থতা।

চরিতার্থতা—কৃতার্থতা, কৃতকার্য্যতা, সফলতা। চরিতার্থ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ-চরিতার্থ।

চরিতার্থিত—সফলকাম, কৃতকার্য্য; সমাদৃত, যাহার আদর-আপ্যায়ন করা হইয়াছে এমন। চরিতার্থ+ণিচ্ তৎকরোতি অর্থে+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

চরিতি—চরিত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চরিত্তির—চরিত্র, স্বভাব। 'চরিত্র'-শব্দজ। বি।

চরিত্র—১। স্বভাব; নীতি, ধর্ম্ম; মন; লোভ ("চোরের চরিত্র হৈল চণ্ডিকার ধনে"—মুকুন্দরাম); চেষ্টা, উপায় ('চেষ্টাচরিত্র'); বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। চর্+ইত্র করণবা, সংজ্ঞার্থে। ২। আচরণ। চর্+ইত্র ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—চারিত্র, চরিত্রবান্। ৩। নাটক বা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। বাং প্র। বি।

চরিত্রগুণ—সচ্চরিত্রতা, স্বভাবের উন্নত অবস্থা, সুশীলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চরিত্রদোষ—অসচ্চরিত্রতা; স্বভাবদোষ; ব্যভিচারিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চরিত্রবান্ (-বৎ)-সচ্চরিত্র, সুশীল। চরিত্র+মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী। বি, -বত্তা।

চরিত্রহীন—দুশ্চরিত্র, দুর্ব্বৃত্ত; লম্পট। চরিত্রদ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, -হীনা।

চরিত্রাঙ্কন—নাট্যকার বা উপন্যাসকার কর্ত্তৃক পাত্র-পাত্রী ইত্যাদির চরিত্র ফুটাইয়া তোলা। চরিত্রের অঙ্কন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চরিষ্ণু—জঙ্গম; গমনশীল, চলনশীল, যাহা চলাফেরা করিতে পারে এমন (movable). চর্+ইষ্ণু কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

চরু—যাগ-যজ্ঞ বা পূজা-পার্ব্বণে দেবতার উদ্দেশ্যে যে পায়স রান্না করিয়া দেওয়া হয় তাহা। চর্ (ভক্ষণ করা)+উ কর্ম্মবা। বি; পুং।

চরুস্থালী—চরুপাকের পাত্র, চরু রান্না করিবার ভাণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চর্চ্চ(র্চ)রী—১। চাঁচর উৎসব। চর্চ্চ্+অরন্ কর্ম্মবা+ঈপ্। ২। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; গানবিশেষ; কুঞ্চিতকেশ; হর্ষক্রীড়া; আস্ফালনসূচক বাক্য; ছন্দোবিশেষ। চর্চ্চ্+অরন্ করণবা, কর্ম্মবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চর্চ্চা(র্চা)—আলোচনা, অনুশীলন; চিন্তা, অনুধ্যান; বিচার; চন্দনাদি দ্বারা দেহ লেপন। চর্চ্চ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—চর্চ্চিত।

চর্চ্চি(র্চি)ত—১। চন্দনাদি দ্বারা লেপিত, যাহাতে চন্দনাদি মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; আলোচিত, চিন্তিত, অন্বিত। চর্চ্চ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। চন্দন-লেপন। চর্চ্চ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

চর্পট—চপেট, চাপড়; বিস্তার। চর্প্+অটন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

চর্পটী—চাপ্‌ড়া ষষ্ঠী [ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীতিথিতে এই ষষ্ঠীদেবীর পূজা হয়। পুত্রবতী হিন্দুমহিলাগণ এই দিনে ক্ষীরের চাপ্‌ড়া ও পিটুলির চাপ্‌ড়া ষষ্ঠীদেবীকে নিবেদন করিয়া ভোজন করেন; এই কারণে ইহাকে চাপ্‌ড়া ষষ্ঠী কহে]। বি; স্ত্রী।

চর্ব্ব(র্ব)ক—চর্ব্বণকারী, যাহা দ্বারা চিবান যায় এমন (premolars). চর্ব্ব্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ।

চর্ব্ব(র্ব)ণ—চিবান, দন্ত দ্বারা চূর্ণ করা; স্বাদগ্রহণ। চর্ব্ব্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—চর্ব্বণীয়, চর্ব্বিত।

চর্ব্ব(র্ব)ণীয়—চিবাইবার মত, যাহা চিবাইয়া খাইতে হয়, চর্ব্বণযোগ্য, চর্ব্ব্য। চর্ব্ব্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—চর্ব্বণ।

চর্ব্বি(র্বি)—মেদ, বসা (fat). ফার্সী-মূলক। বি।

চর্ব্বি(র্বি)ত—চিবানো; ভক্ষিত, খাদিত। চর্ব্ব্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—চর্ব্বণ।

চর্ব্বি(র্বি)তচর্ব্ব(র্ব)ণ—খাওয়া জিনিষ আবার মুখের মধ্যে আনিয়া চিবান, রোমন্থন, জাবর কাটা; (ইহা হইতে) কথিত বিষয়ের পুনরুক্তি, যাহা একবার বলা হইয়াছে তাহাই পুনরায় বলা; পানের পিক্। চর্ব্বিতের চর্ব্বণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চর্ব্বী(র্বী)—প্রাণিদেহের ঘৃতবৎ অংশ, বসা, মেদ। ফার্সীমূলক। বি।

চর্ব্ব্য(র্ব্য)—চিবাইবার মত, চর্ব্বণীয়, চর্ব্বণযোগ্য। চর্ব্ব্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

চর্ব্ব্য(র্ব্য)-চূষ্য-লেহ্য-পেয়—চিবাইয়া চুষিয়া চাটিয়া ও পান করিয়া খাইবার মত বিভিন্ন খাদ্য বস্তু, নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

চর্ম্ম(র্ম)—ফলক, বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত নিবারণের জন্য আবরণবিশেষ, ঢাল। চর্+মক্ করণবা। বি; ক্লীব।

চর্ম্ম (চর্ম্মন্), **চর্ম**—চামড়া, ছাল; ত্বক্; ঢাল; বর্ম্ম। চর্+মন্ করণবা। বি; ক্লীব।

চর্ম্ম(র্ম)কার, চর্ম্মা(র্মা)র—চামার, মুচি। উপতৎ; চর্ম্মন্—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা; চর্ম্মন্—ঋ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [পুং।

চর্ম্ম(র্ম)গ্রন্থি—চামড়ার গাঁইট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

চর্ম্ম(র্ম)চক্ষুঃ (-চক্ষুস্)—দেহস্থিত চক্ষু, স্থূলচক্ষু (অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষু নহে)। চর্ম্মময় চক্ষুঃ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চর্ম্ম(র্ম)চটকা—বাদুড়। চর্ম্মপক্ষা চটকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চর্ম্ম(র্ম)চটিকা, -চটী—চামচিকা; বাদুড়। চর্ম্ম—চট্+অচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্; চর্ম্মচটী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

চর্ম্ম(র্ম)চিত্রক—শ্বেতকুষ্ঠ, ধবলরোগ। উপতৎ; চর্ম্ম—চিত্র্+অচ্ কর্ত্তৃবা+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

চর্ম্ম(র্ম)জ—১। রোম, লোম। বি; ক্লীব। ২। চামড়া হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; চর্ম্মন্—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

চর্ম্ম(র্ম)ণ্বতী—মধ্য ভারতের একটি নদী, আধুনিক চম্বল। চর্ম্মন্+মতুপ্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চর্ম্ম(র্ম)তরঙ্গ—চামড়ার কোঁচকানি; রেখাযুক্ত ঢিলা চামড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চর্ম্ম(র্ম)দণ্ড—চাবুক, কোড়া। চর্ম্মগঠিত দণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চর্ম্ম(র্ম)দল—একপ্রকার বসন্ত, চামদল; কুষ্ঠরোগবিশেষ; খুস্কি। চর্ম্ম—দল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। [বি; স্ত্রী।

চর্ম্ম(র্ম)দূষিকা—চর্ম্মরোগবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ।

চর্ম্ম(র্ম)ধারী (-ধারিন্)—ফলকধারী, ঢালী। উপতৎ; চর্ম্মন্—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —ধারিণী।

চর্ম্ম(র্ম)পত্রা—চামচিকা; বাদুড়। চর্ম্মময় পত্র (পাখা) যাহার, বহুব্রী+আপ্ অল্পার্থে। বি; স্ত্রী।

চর্ম্ম(র্ম)পাদুকা—জুতা, উপানৎ। চর্ম্ম-নির্ম্মিতা পাদুকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চর্ম্ম(র্ম)পুট, চর্ম্ম(র্ম)পুটক—চামড়ার তৈরী একপ্রকার পাত্র, কুঁপা। চর্ম্মরচিত পুট, পুটক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চর্ম্ম(র্ম)পেটিকা—চামড়ার বেল্ট; চামড়ার বাক্স বা থলি। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চর্ম্ম(র্ম)ব্যবসায়—চর্ম্মের ক্রয়বিক্রয় কার্য্য, চামড়ার কারবার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চর্ম্ম(র্ম)ব্যবসায়ী (-সায়িন্)—চামড়ার কারবারী। চর্ম্মব্যবসায়+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ।

চর্ম্ম(র্ম)ময়—চামড়ার তৈরি। চর্ম্মন্+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

চর্ম্ম(র্ম)যষ্টি—চামড়ার লাঠি, চাবুক। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চর্ম্ম(র্ম)রু—চর্ম্মকার, মুচি। চর্ম্মন্—রু+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

চর্ম্মা(র্মা)বরণ—১। চামড়ার ঢাকনী, চর্ম্মময় আচ্ছাদন। চর্ম্মনির্ম্মিত আবরণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। চামড়ার কাপড়, অর্থাৎ কাপড়ের মত ব্যবহৃত হরিণাদি পশুর চামড়া। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চর্ম্মা(র্মা)র—'চর্ম্মকার' দ্রঃ।

চর্ম্মা(র্মা)সন—১। হরিণাদি পশুর চামড়ায় তৈরি আসন, অজিনাসন। চর্ম্মনির্ম্মিত আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। শিব (ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবেশন করেন বলিয়া)। চর্ম্ম আসন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

চর্ম্মি(র্মি)ক—একপ্রকার সৈনিক, ঢালী। চর্ম্ম+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি; পুং।

চর্ম্মি(র্মি)কা—চামড়ার কাগজ; ভোজ-পাতা; পার্চমেন্ট (parchment). চর্ম্মন্+ইক (ঠন্) বিকারার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

চর্ম্মী (চর্ম্মিন্), **চর্মী**—ঢালী, চর্ম্মধারী; ভোজপাতার গাছ; কলাগাছ। চর্ম্ম বা চর্ম্মন্+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

চর্য্য(র্য)—আচরণীয়, অনুষ্ঠেয়, কর্ত্তব্য। চর্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

চর্য্যা(র্যা)—আচরণ, ব্যবহার; অনুষ্ঠান; চরিত্র; গতি; ভোজন; নিয়মের পালন; গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট ব্রতাদির অনুষ্ঠান। চর্+ক্যপ্ ভাববা (নিপাতনে)+আপ্। বি; স্ত্রী।

চর্য্যা(র্যা)শীল—আলোচনা-পরায়ণ, শিক্ষা-রত। চর্য্যা শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, —শীলতা।

চল—১। চঞ্চল; অস্থির; জঙ্গম; কম্পিত; চলিত, ব্যবহৃত; তরল; পরিবর্ত্তনশীল (variable). বিণ। ২। (গণিত) যে রাশি স্থির থাকে না, অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনশীল রাশি। চল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ৩। চাঞ্চল্য। বি; পুং। ৪। কম্প। চল্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; ক্লীব। ৫। প্রচলন, ফ্যাশান। বাং প্র। বি।

চলই, চলইতে—চলিতে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চলউ—চলুক। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চলকান—নাড়া পাইয়া উপচাইয়া পড়া। বাং ক্রি।

চলচিত্ত—চঞ্চলমতি, অব্যবস্থিতচিত্ত, যাহার মতের স্থিরতা নাই। চল চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চলচ্চিত্র—সিনেমার ছবি, বায়োস্কোপের ছবি [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। চলৎ (গতিশীল) যে চিত্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

চলচ্ছক্তি—গতিশক্তি, চলাফেরা করিবার সামর্থ্য। চলতের (চলৎ শব্দ) শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চলচ্ছক্তিহীন—গতিশক্তিরহিত, যাহার চলাফেরা করিবার সামর্থ্য নাই এমন। চলচ্ছক্তি দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

চলৎ—চঞ্চল ; গমনশীল ; কম্পমান ; চলিত। চল্ + শতৃ কর্ত্তৃবা। বিণ ; ক্লীব।

চলত, চলতহি—চলিল, চলে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চলতি—চল্‌তি (তাহা দ্রঃ)।

চলতি-বলতি—উন্নতি, অভ্যুদয়। বাং প্র। বি। [যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চলদল, -পত্র—অশ্বত্থ বৃক্ষ। চল দল, পত্র

চলন—১। গমন ; ভ্রমণ ; রীতি, আচার ; অনুষ্ঠান ; কম্পন। চল্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—চলিত। ২। চরণ, পা। চল্ + অনট্ করণবা। ৩। হরিণ। বি ; পুং। ৪। চলনশীল ; কম্পযুক্ত। চল্ + অন কর্ত্তৃবা। বিণ। ৫। চলতি থাকা, প্রচলন, ব্যবহার। বাং প্র। বি।

চলনঘর—চলিবার ঘর ; যে ঘর দিয়া যাতায়াত করা যায়, যে ঘরে বিবাহাদি কাজকর্ম্ম হয় তাহা। বাং প্র। বি।

চলনশীল—গতিশীল, চলিয়া যাওয়াই যাহার স্বভাব এরূপ, সচল। চলন শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, —শীলতা।

চলনসই—কাজ চালাইবার উপযুক্ত ; মাঝারি গোছের। চলন + সই যোগ্যার্থে। বিণ।

চলনা—চলন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চলনী—পরিবার কাপড়, ঘাগরা ; হস্তিবন্ধনী। বাং প্র। বি ; স্ত্রী।

চলনু—চলিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চলন্ত—গতিশীল, যাহা চলিতেছে এরূপ। চল্ + অন্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

চলপত্র—'চলদল' দ্রঃ।

চলব—চলিবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চলবিদ্যুৎ—যে বিদ্যুৎপ্রবাহ এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থে সহজেই সঞ্চালিত হয় তাহা (current electricity). কর্ম্মধা। বি।

চলমান—চলন্ত। চলৎ-স্থানে অশুদ্ধ প্রয়োগ। বিণ।

চলসি—চল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চলা—১। গতিশীলা। চল + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী ; বিদ্যুৎ। চল্ + অচ্ কর্ত্তৃবা + আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। হাঁটা, গমন করা ; প্রয়োজন নির্ব্বাহ হওয়া ; দরকার মিটা ; না থামা, সরিয়া যাওয়া ; প্রচলিত থাকা ; সক্রিয় থাকা। বাং ক্রি। **কথামত চলা**—কথা শোনা, আদেশ পালন করা। **দিন চলা, সংসার চলা**—সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া। **পেট চলা**—আহারের সংস্থান হওয়া। **মুখ চলা**—ঘন ঘন আহারের জন্য মুখ নাড়ান ; খাওয়া; জবাব করা ; গালি দেওয়া। **হাত-পা চলা**—প্রহারে হাত ও পায়ের ব্যবহার হওয়া ; কিল চড় লাথির ব্যবহার হওয়া।

চলাচল—১। যাতায়াত, যাওয়া-আসা ; ব্যবহার। বাং প্র। বি। ২। অত্যন্ত চঞ্চল। চল্ + অচ্ কর্ত্তৃবা (দ্বিত্ব ; চল-স্থানে চলা নিপাতনে)। বিণ। ৩। চরাচর, স্থাবর-জঙ্গম। চল এবং অচল, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

চলাতঙ্ক—বাতরোগ। চলে (চলনে) আতঙ্ক হয় যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

চলান—গমন করান, হাঁটান। বাং ক্রি।

চলা-ফেরা—যাতায়াত, যাওয়া-আসা। দ্বন্দ্ব। বি। [বাং প্র। বি।

চলা-বুলা—ইতস্ততঃ ভ্রমণ, ঘুরিয়া বেড়ান।

চলিত—১। যাহার চলন বা ব্যবহার আছে এরূপ, প্রচলিত, ব্যবহৃত। চল্ + ইত কর্ত্তৃবা। ২। গত ; চঞ্চল; কম্পিত। চল্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। চলন, গতি। চল্ + ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব। **চলিত (চল্‌তি) নিয়ম**—(গণিত) অঙ্ক-রীতিবিশেষ (practice). **চলিত (চল্‌তি) সম্পত্তি**—(অর্থশাস্ত্র) অস্থাবর সম্পত্তি, যাহা সহজেই নগদ টাকায় পরিণত করা যায় এরূপ সম্পত্তি (liquid assets).

চলিয়ে—১। চলে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ২। অতিশয় গমনশীল, হাঁটিতে বেশ মজবুত। চল্ + ইয়ে (< ইয়া) কর্ত্তৃবা। বিণ।

চলিষ্ণু—গমনশীল, যাহা স্থির নহে এরূপ ; গমনোদ্যত। চল্ + ইষ্ণু কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

চলু—চলে, চলিল, চল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চলুঁ—চলি, চলিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চলুক—১। চুমুক, গণ্ডূষ। চল্ + উক পরিমাণার্থে। বি ; পুং। ২। যাইতে থাকুক, যাউক ; না থামুক। বাং ক্রি।

চলেন্দ্রিয়—অতি সামান্য কারণে যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিচলিত হয় এরূপ, অস্থিরচিত্ত। চল (চঞ্চল) ইন্দ্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চলোর্ম্মি(র্মি)—ক্রীড়াশীল তরঙ্গ, চঞ্চল ঢেউ। চলা উর্ম্মি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

চল্‌কান—উথলিত হওয়া, উপচাইয়া পড়িয়া যাওয়া। বাং ক্রি।

চল্‌তি—গতিশীল, চলন্ত ; প্রচলিত ; যাহার সহিত ব্যবহার চলে এমন ; কার্য্যশীল। চল্ + তি কর্ত্তৃবা। বিণ।

চল্লিশ—সংখ্যাবিশেষ, ৪০-সংখ্যা ; ৪০-সংখ্যক। 'চত্বারিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চশম, চসম—চক্ষু, নেত্র (("বুড়া বিবি আসিয়াছে না দেখ চশমে"—বিজয় গুপ্ত) ; চক্ষুর্লজ্জা। ফার্সী। বি।

চশমখোর, চসমখোর—চক্ষুর্লজ্জাশূন্য ; উপকারীর উপকার অস্বীকার করিতেও যাহার সঙ্কোচ বোধ হয় না এমন। ফার্সী চশম, চসম (চক্ষু) + খোর (খাদক)। বিণ।

চশমা, চসমা—উপনেত্র ; নেত্রকাচ। ফার্সী। বি।

চষক—১। মদ্যপান-পাত্র। চষ্ + অক করণবা। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। মদ্যবিশেষ ; মধু। চষ্ + অক কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

চষা—১। কর্ষিত, যাহাতে চাষ দেওয়া হইয়াছে এরূপ। চষ্ + আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। কর্ষণ করা, চাষ দেওয়া। বাং ক্রি। **উঠান চষা**—কোন প্রজা বা প্রতিবাসীকে উঠাইয়া দিবার জন্য নির্য্যাতন করা। [বাং ক্রি।

চষান—চাষ করান, কর্ষণ করান।

চষাল—হাড়িকাঠের উপরে অবস্থিত কাঠ বা লোহার তৈরি খিল। চষ্ + আলচ্ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

চষিত—কর্ষিত, চষা, যাহাতে চাষ দেওয়া হইয়াছে এরূপ। চষ্ + ইত (বাং) কর্ম্মবা। বিণ। [বি।

চষীপোকা—একপ্রকার চর্ম্মকীট। বাং প্র।

চসম—'চশম' দ্রঃ।

চহট—চাক্‌চিক্য, চটক, জৌলুস। প্রাদে। বি। [বি।

চহল, চহলা—কাদা, নরম মাটি। প্রাদে।

চা—১। গুল্ম-বিশেষের পত্র ; ঐ পত্র হইতে প্রস্তুত পানীয়। চীনা শব্দ। ২। স্পৃহা, বাঞ্ছা। বাং প্র। বি।

চাই—১। দৃষ্টিপাত করি, দেখি ; প্রার্থনা করি, যাচ্ঞা করি। বাং ক্রি। ২। দরকার, আবশ্যক। বাং প্র। অব্য। ৩। চাহিয়া, দেখিয়া ; চাহিল ; চাহে ; চাহি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বি।

চাইট—চাট্, গবাদির পদাঘাত। বাং প্র।

চাইতে—১। চাহিতে, দেখিতে। অস-ক্রি। ২। চেয়ে, অপেক্ষা। বাং প্র। অব্য।

চাউনি—দৃষ্টি, অবলোকন। চাহ্ + উনি ভাববা। বি।

চাউর—বিখ্যাত ("তাই পিসিকে 'মতিলাল চাবী' নামে শুভাকাঙ্ক্ষীরা 'চাউর' করেছেন"—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়)। বাং প্র। বিণ।

চাউল—তণ্ডুল, পরিষ্কৃত ধান্য। 'তণ্ডুল'-শব্দজ। বি।

চাউল-পড়া—মন্ত্রপূত তণ্ডুল, যে তণ্ডুলে তন্ত্র-মন্ত্র পাঠ করা হইয়াছে। পড়া চাউল, কর্ম্মধা। বি।

চাউল-মুগরা—ওষধিবিশেষ (ইহার বীজ

হইতে চর্ম্মরোগের তৈল প্রস্তুত হয়)। বাং প্র। বি।

চাওয়া—১। দেখা, দৃষ্টিপাত করা; প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখা; অভয়দান করা; প্রার্থনা করা; তাগিদ করা; প্রয়োজন হওয়া; অভাব হওয়া, কম পড়া। বাং ক্রি। **চোখ চাওয়া**—চোখ খুলিয়া দেখা; সজাগ হওয়া। **মুখ তুলে চাওয়া**—ঘাড় তুলিয়া দেখা; প্রসন্ন হওয়া। **ফিরে চাওয়া**—পিছন ফিরিয়া দেখা; পুনরায় দেখা; প্রসন্ন হওয়া। ২। প্রার্থিত, যাচিত। বাং প্র। বিণ।

চাঁই—১। প্রধান নেতা, সর্দ্দার; বৃহৎ খণ্ড, চাঙড়া। হিন্দী। বি। ২। অনুকার শব্দ। অব্য। **চাঁই-চুঁই**—উনানের উপর পাত্রে করিয়া কোন কিছু সাঁতলানির শব্দ।

চাঁচ—নলনির্ম্মিত আস্তরণ, দড়মা; গালা। 'চক্র'-শব্দজ। বি।

চাঁচড়ি, চেঁচাড়ি—বাঁশের পাতলা ফালি। বাং প্র। বি।

চাঁচনী, চাঁচুনী—যাহা দ্বারা চাঁচা হয়, ঝিনুক প্রভৃতি; দুধ জ্বাল দিবার পাত্রে দুধের যে অংশটুকু লাগিয়া থাকে তাহা (ঝিনুক প্রভৃতি দ্বারা চাঁচিয়া তুলিতে হয় বলিয়া)। চাঁচ+অনী, উনী করণবা, কর্ম্মবা। বি।

চাঁচর—১। কোঁকড়া ('—চুল')। বিণ। ২। দোলযাত্রার পূর্ব্ব রাত্রিতে আগুন জ্বালাইয়া যে উৎসব করা হয় তাহা, নেড়া পোড়া। 'চর্চ্চরী'-শব্দজ। বি।

চাঁচা—১। মার্জ্জিত, ছোলা। চাঁচ্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। ছোলা, অস্ত্রাদি দ্বারা ঘষিয়া কিয়দংশ তুলিয়া দেওয়া। বাং ক্রি।

চাঁচি, চাঁচী—চাঁচুনী, দুগ্ধাদির পাত্রসংলগ্ন বস্তু (যাহা চাঁচিয়া তুলিতে হয়)। বাং প্র। বি।

চাঁচুনী—'চাঁচনী' দ্রঃ।

চাঁটি, চাঁটী—চপেটাঘাত, চাপড় মারা; তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে করাঘাত। 'চপেট'-শব্দজ। বি।

চাঁড়াল—চণ্ডাল, নীচ জাতিবিশেষ। 'চণ্ডাল'-শব্দজ। বি।

চাঁদ—চন্দ্র, নিশাকর, শশাঙ্ক; (ব্যঙ্গার্থে) কুৎসিত ব্যক্তি; বন্ধুর প্রতি সম্বোধন। 'চন্দ্র'-শব্দজ। বি।

চাঁদড়—ওষধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

চাঁদনি, চাঁদনী—চাঁদোয়া; বারান্দা; সিংহদ্বারের উপরিস্থিত গৃহ; চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না। বাং প্র। বি।

চাঁদবদন, -মুখ—১। চাঁদের মত সুন্দর মুখ, চন্দ্রানন। চাঁদ-সদৃশ বদন, মুখ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি। ২। চন্দ্রতুল্য সুন্দরমুখবিশিষ্ট, যাহার মুখখানি চাঁদের মত সুন্দর এমন। চাঁদ-সদৃশ বদন, মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চাঁদবদনী—চন্দ্রাননা, চন্দ্রতুল্য সুন্দরমুখবিশিষ্টা। চাঁদবদন (২)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

চাঁদমারি, -মারী—যুদ্ধাভিনয়, কৃত্রিম যুদ্ধ; গুলিনিক্ষেপ অভ্যাস করিবার লক্ষ্য-বস্তু (target); শরব্য। বাং প্র। বি।

চাঁদা—১। সাধারণের কার্য্যের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির দেয় অর্থ, বারোয়ারি কাজের জন্য যে টাকাপয়সা দেওয়া হয় তাহা। ফার্সী 'চন্দ'-শব্দজ। ২। ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। ৩। (জ্যোতিষ) কোণমান যন্ত্র; কোণচক্র। চাঁদ+আ সদৃশার্থে। বি।

চাঁদাড়—গৃহের পশ্চাৎ বা পার্শ্বভাগ। বাং প্র। বি।

চাঁদি, চাঁদী—রৌপ্য; বিশুদ্ধ রৌপ্য; মাথার উপরিভাগ। চাঁদ+ই, ঈ সদৃশার্থে। বি।

চাঁদিনী—চন্দ্রালোকিতা, জ্যোৎস্নাময়ী। চাঁদ+ইনী যুক্তার্থে। বিণ; স্ত্রী।

চাঁদোয়া—চন্দ্রাতপ, সামিয়ানা। 'চন্দ্রাতপ'-শব্দজ। বি।

চাঁপকলি—চাঁপাফুলের কুঁড়ি; স্ত্রীলোকের গলার হারবিশেষ। বাং প্র। বি।

চাঁপা—চম্পক পুষ্প। 'চম্পক'-শব্দজ। বি।

চাক—মধুক্রম, মৌচাক; বোল্‌তার বাসস্থান; কুম্ভকারের চক্র। 'চক্র'-শব্দজ। বি।

চাকচক্য—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি। চকচক+য্যঞ্ ভাবে। বি।

চাকচিক্য—চাকচক্য। অশুদ্ধ প্রঃ। বি।

চাকণচিকন—১। মসৃণ এবং উজ্জ্বল, চকচকে। বিণ। ২। পারিপাট্য; ঔজ্জ্বল্য। বাং প্র। বি।

চাকতি—চক্রাকার বস্তু; চাক; রুটি প্রভৃতি বেলিবার গোলাকার পাত্র। চাক্+তি স্বার্থে। বি।

চাকন—আস্বাদগ্রহণ। চাক্+অন ভাববা। বি।

চাকনদার—যে আস্বাদ গ্রহণ করে, স্বাদ-গ্রহণ পরীক্ষায় দক্ষ ব্যক্তি। চাকন+দার কর্ত্তা অর্থে। বি।

চাকনিয়া, চাকুনে—স্বাদপরীক্ষক, স্বাদ-গ্রাহী। চাকন+ইয়া, এ কর্ত্তা অর্থে। বিণ। স্ত্রী—চাকুনী।

চা-কর—চা-আবাদকারী, চা-উৎপাদক (tea-planter). চা করে যে, উপতৎ। বি।

চাকর—ভৃত্য, কর্ম্মচারী। ফার্সী। বি; পুং। স্ত্রী—চাকরাণী। বি।

চাকরবাকর—দাসদাসীগণ। ফার্সীমূলক।

চাকরাণী, -রানী—দাসী, ভৃত্যা, সেবিকা, পরিচারিকা। চাকর+আণী, আনী। বি; স্ত্রী। পুং—চাকর।

চাকরান—চাকর বা কর্ম্মচারীদের ভরণ-পোষণের জন্য যে জমি দেওয়া হয় তাহা। ফার্সী। বি।

চাকরি, চাকরী, চাকুরি, চাকুরী—পরাধীন কর্ম্ম, দাসত্ব। চাকর+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

চাকরিয়া, চাকরে, চাকুরিয়া, চাকুরে—দাসত্বকারী, পরকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি; উপার্জ্জনকারী; যে বেকার নহে এরূপ ব্যক্তি। চাকরি, চাকুরি+ইয়া, এ করে অর্থে। বি।

চাকলা—১। কয়েকটি পরগণার সমষ্টি। 'চক্র'-শব্দজ। ২। আম প্রভৃতি ফলের কাটা খণ্ড বা ফালি। বাং প্র। বি।

চাকলাদার—চাকলার অধিকারী, চাকলা-ভোগকারী; মুসলমান-আমলে প্রাপ্ত বাঙ্গালীর উপাধিবিশেষ। চাকলা+দার অধিকৃতার্থে। বি।

চাকা—১। রথাদির চক্র; চাক, চাকতি। 'চক্র'-শব্দজ। বি। ২। আস্বাদন করা, চাখা। বাং ক্রি।

চাকি, চাকী—১। চাক, গোলাকার বস্তু; ডাইল ভাঙ্গিবার যাঁতা। চাক+ই, ঈ সদৃশার্থে। 'চক্র'-শব্দজ। ২। কায়স্থদিগের উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

চাকু—ছুরি। তুর্কী। বি।

চাকুন্দা—শাকবিশেষ। বাং প্র। বি।

চাকুরি—'চাকরি' দ্রঃ।

চাকুরিয়া, চাকুরে—'চাকরিয়া' দ্রঃ।

চাকুলিয়া, চাকুলে—ওষধিবিশেষ। 'চক্রকুল'-শব্দজ। বি।

চাক্তি—চাকতি (তাহা দ্রঃ)।

চাক্রিক—যাহারা চক্রাকারে দলবদ্ধ হইয়া স্তুতি পাঠ করে; গাড়োয়ান। চক্র+ইক চরে ইত্যাদি অর্থে। বি; পুং।

চাক্ষুষ—১। যাহা চোখে দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ, প্রত্যক্ষ। বিণ। স্ত্রী,—ষী। ২। নিজের চোখে দেখিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান। চক্ষুস্+অণ্ সম্পন্ন অর্থে। বি; ক্লীব। ৩। ষষ্ঠ মনু। বি; পুং।

চা-খড়ি—সাদা খড়িমাটি। বাং প্র। বি।

চাখা—আস্বাদন করা, স্বাদগ্রহণ করা। বাং ক্রি।

চাগা—বর্দ্ধিত হওয়া, বাড়িয়া উঠা; দৃঢ়-সংলগ্ন বস্তুর আল্‌গা হওয়া। বাং ক্রি।

চাগান—অত্যন্ত ভারী জিনিসকে মাটি হইতে কিছুটা উপরে উঠান; কোন কিছুর সহিত শক্তভাবে লাগা জিনিসকে আল্‌গা করা; বাড়াইয়া তোলা। বাং ক্রি।

চাঙ, চাঙ্গ(ংগ)—উঁচু মাচা, বড় মাচা। প্রাদে। বি।

চাঙড়া, চাঙ্গ(ংগ)ড়া, চেঙ্গ(ংগ)ড়া—ঝুড়ি, বড় টুকরি; ছোকরা, বালক; অপরিণতবুদ্ধি ব্যক্তি; চপলমতি লোক। বাং প্র। বি।

চাঙর, চাঙ্গ(ংগ)র, চেঙ্গ(ংগ)ড়—মাটির চাপ, ঢেলা, বড় ঢিল। ফার্সী 'চাঙ্'-শব্দজ। বি।

চাঙা, চাঙ্গা(ংগা)—সুস্থ, নীরোগ; সবল; সজ্ঞান; দৃঢ়, মজবুত। 'চঙ্গ'-শব্দজ। বিণ।

চাঙারি, চাঙ্গা(ংগা)রী—বাঁশের তৈরি একপ্রকার ঝুড়ি, চেঙ্গারি, ডালা, টুকরি। 'চঙ্গোটক'-শব্দজ। বি।

চাঙ্গে(ংগে)রী—শাকবিশেষ, আমরুল শাক। চাঙ্গ+ঈর্+অণ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চাচা—পিতৃব্য, কাকা বা জ্যেঠা। হিন্দী-মূলক (<তাত)।। বি; পুং। স্ত্রী—চাচী।

চাঞা—মাগিয়া, চাহিয়া; তাকাইয়া, অপেক্ষা করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

চাঞ্চল্য—চঞ্চলতা, অস্থিরতা। চঞ্চল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—চঞ্চল।

চাট—চাটিয়া খাওয়ার মত জিনিস; মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য; মদ্যাদি পান করিবার পর ব্যবহার্য্য মুখরোচক খাদ্যবিশেষ; গরু ঘোড়া প্রভৃতির পদাঘাত। বাং প্র। বি।

চাটা—১। যাহা জিহ্বা দ্বারা লেহন করা হইয়াছে এরূপ, লীঢ়। বিণ। ২। খেজুর-পাতা প্রভৃতি দ্বারা তৈরি দরমা। বাং প্র। বি। ৩। জিহ্বা দ্বারা লেহন করা। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি। **পা চাটা**—স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীনভাবে তোষামোদ করা। **পাত চাটা**—উচ্ছিষ্ট ভোজন করা; পরের অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়া। [বি।

চাটাই—চাটা (২) (তাহা দ্রঃ)। বাং প্র।

চাটাচাটি—পরস্পরকে চাটা; বারবার চাটা; পরস্পরের মধ্যে অতিশয় প্রণয়; অত্যন্ত খাতির। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

চাটান—লেহন করান। বাং ক্রি।

চাটাল, চেটাল—চওড়া, বিস্তৃত, প্রশস্ত। বাং প্র। বিণ।

চাটি—১। ধ্বংস, লোপ, নাশ। প্রাদে। বি। ২। চাঁটি (তাহা দ্রঃ)।

চাটিম—মর্ত্তমানজাতীয় কলা। প্রাদে। বি।

চাটু—১। স্তুতিবাক্য; মিথ্যা প্রিয়বাক্য, খোশামোদ। চট্ ('ক্রোধ' ভেদ করা)+ঞুণ্ কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। লৌহ বা মৃত্তিকায় নির্ম্মিত রন্ধনপাত্রবিশেষ; তাওয়া। 'চটুক'-শব্দজ। বি।

চাটুক—স্তুতিবাক্য; মিথ্যা অথচ প্রিয়বাক্য; তোষামোদ। চাটু+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

চাটুকার—প্রিয়ভাষী, খোশামুদিয়া, স্তুতিবাদক। উপতৎ; চাটু—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

চাটুতি—ব্রাহ্মণদিগের গাঁইবিশেষ, চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ। বাং প্র। বি।

চাটুপটু, চাটুবটু—প্রতারক, ভণ্ড; ভাঁড়, বিদূষক; যে বিলক্ষণ খোশামোদ করিতে পারে এরূপ। চাটুতে পটু, ৭মীতৎ; চাটুকারক বটু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বিণ।

চাটুবাদ—খোশামোদের কথা, প্রিয়বচন; অন্যের প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্ত অতিরিক্ত প্রিয়বাক্যকথন। কর্ম্মধা। বি; পুং।

চাটুবাদী (-বাদিন্), চাটুভাষী (-ভাষিন্)—চাটুকার, খোশামুদিয়া। উপতৎ; চাটু—বদ্, ভাষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী, —ভাষিণী। বি,—বাদিতা, —ভাষিতা। [পাধ্যায়। বাং প্র। বি।

চাটুয্যে—ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের উপাধি, চট্টো-

চাটূক্তি—প্রিয়কথা, স্তুতিবাক্য; মিথ্যা স্তুতিবাক্য, খোশামোদ। চাটু (প্রিয়) উক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [হিন্দীমূলক। বি।

চাট্‌নি—মুখরোচক অম্লমধুর খাদ্যবস্তু।

চাড়—আগ্রহ, যত্নাতিশয়; অত্যন্ত জেদ; চালান, ঠেকনা। বাং প্র। বি।

চাড়া—উপরে তুলিয়া ধরিবার নিমিত্ত খোঁটা বা ঠেকনা; উপরদিকে ঠেলা বা তুলিয়া ধরা। বাং প্র। বি।

চাণক্য—প্রসিদ্ধ কূটনীতিজ্ঞ পণ্ডিত [চরিতাবলী দ্রঃ]। চণক+যঞ্ গোত্রা-পত্যার্থে। বি; পুং।

চাণক্যনীতি—চাণক্যের অর্থনীতি। চাণক্য-উপদিষ্টা নীতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চাণক্যশ্লোক—চাণক্য-সংকলিত নীতি-শ্লোক। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চাণ্ডাল—নিষাদ, চাঁড়াল। চণ্ডাল+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। স্ত্রী,—লী।

চাতক—একজাতীয় পক্ষী [কথিত আছে ইহারা মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না; সেইজন্য 'ফটিক জল' বলিয়া মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে]। চত্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—চাতকী, চাতকিনী (কবিপ্র)।

চাতর—১। কৌশল, চাতুরী। 'চাতুরী'-শব্দজ। ২। পরিসর, আয়তন; পুষ্করিণী প্রভৃতির আয়তন। 'চত্বর'-শব্দজ। ৩। হাট, বাজার; বহুলোকপূর্ণ স্থান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চাতাল—খোলা জায়গা, গৃহাদির সম্মুখস্থ অনাবৃত স্থল; দালান, বারান্দা, দরদালান; নদী পুষ্করিণী প্রভৃতির ঘাটের সিঁড়ির উপরিস্থিত পাকা শান। 'চত্বল' বা 'চত্বর'-শব্দজ। বি।

চাতুর—১। গোলবালিশ। বি; পুং। ২। চারিজন কর্তৃক বাহিত শকট। চতুর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ৩। চতুরতা। চতুর+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

চাতুরাশ্রম্য—ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য—এই চারি আশ্রমের ধর্ম্ম। চতুরাশ্রম+ষ্যঞ্ কর্ম্মার্থে। বি; ক্লীব।

চাতুরিক—সারথি, রথাদি-পরিচালক। চতুর্ (রথ)+ইক সঞ্চালনার্থে। বি; পুং।

চাতুরিকা, চাতুরী—১। চতুরতা, নৈপুণ্য। চতুর+অণ্ ভাবে+স্ত্রী আপ্=চাতুরী; চাতুরী+কন্ স্বার্থে+ঈপ্=চাতুরিকা। বি; স্ত্রী। ২। প্রবঞ্চনা; শঠতা। বাং প্র। বি।

চাতুর্দ্দ(র্দ)শ—চতুর্দ্দশীতে জাত। চতুর্দ্দশী+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

চাতুর্ব্ব(র্ব)র্ণ্য—১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই চারি জাতি। চতুর্ব্বর্ণ+ষ্যঞ্ স্বার্থে। ২। চারিবর্ণের ধর্ম্ম। চতুর্ব্বর্ণ+ষ্যঞ্ কর্ম্মার্থে। বি; ক্লীব। ৩। চতুর্ব্বর্ণসম্বন্ধীয়। চতুর্ব্বর্ণ+ষ্যঞ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—র্ণী।

চাতুর্ব্বি(র্বি)দ্য—যে ঋক্ সাম যজু অথর্ব্ব—এই চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে এরূপ; যে আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে এরূপ। চতু-র্ব্বিদ্যা+অণ্ অধ্যয়নার্থে। বিণ।

চাতুর্ভৌতিক—ক্ষিতি জল তেজ ও বায়ু হইতে উৎপন্ন (দেহাদি) [ন্যায়মতে—আকাশ উপাদানের অনাবশ্যকতা নির্দ্দিষ্ট আছে]। চতুর্ভূত+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

চাতুর্ম্মা(র্মা)স—চারি মাসে যাহা হয় এমন। চতুর্ম্মাস+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—সী।

চাতুর্ম্মা(র্মা)সিক—চারি মাসে করণীয়, যাহা চারি মাস ধরিয়া করিতে হয় এমন। চতুর্ম্মাস+ইক সম্পাদ্য অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

চাতুর্ম্মা(র্মা)স্য—চারি মাস ধরিয়া যে ব্রত করা হয় তাহা (এই ব্রত আষাঢ় মাসের শুক্লদ্বাদশী বা পূর্ণিমাতে বা কর্কট-সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লদ্বাদশীতে, পূর্ণিমাতে বা তুলা-সংক্রান্তিতে সমাপন করিতে হয়)। চতুর্ম্মাস+ণ্য বিহিতার্থে। বি; ক্লীব।

চাতুর্য্য(র্য)—১। চতুরতা, নৈপুণ্য। চতুর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—চতুর। ২। প্রবঞ্চনা, শঠতা। বাং প্র। বি।

চাদর—উত্তরীয় বস্ত্রবিশেষ, উড়ানী; বিছানার ঢাকনি; ধাতুময় পাত; কোন চওড়া বস্তু। ফার্সী। বি।

চান—১। নাওয়া, অবগাহন। 'স্নান' শব্দজ। বি। ২। চাহেন, প্রার্থনা করেন। বাং ক্রি। [বি।

চানক—চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ। 'চন্দ্রক'-শব্দজ।

চানকান—উত্তেজিত বা তৎপর করা; গরম করা; রং দিয়া উজ্জ্বল করা; ঈষৎ ভাজা; প্রতিমার চক্ষুদান করা। বাং ক্রি।

চানা—ছোলা, বুট। 'চণক'-শব্দজ। বি।

চানাচুর—থেঁতলা ছোলা ভাজা। চানার চুর (<চূর্ণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
চান্দ—চাঁদ, চন্দ্র। কবিপ্র। বি।
চান্দউজোর, -উজোরি—চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল, চন্দ্রালোকিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
চান্দড়—একপ্রকার সর্পবিষনাশক দ্রব্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
চান্দনিক—চন্দননির্ম্মিত; চন্দনচর্চ্চিত। চন্দন+ইক সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।
চান্দনিয়া—চাঁদের আলোয় ভরা, জ্যোৎস্নাময়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
চান্দনী—জ্যোৎস্নাময়ী, চাঁদিনী, চন্দ্রালোকিতা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
চান্দা—১। সাধারণকার্য্যে দেয় অর্থ, চাঁদা; চাঁদা মাছ। চান্দ+আ সদৃশার্থে। ২। চন্দ্র, চাঁদ। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। চাঁদোয়া। 'চন্দ্রক'-শব্দজ। বি। ৪। চন্দ্রাকারচিহ্নযুক্ত, (কপাল প্রভৃতিতে) চন্দ্রচিহ্নযুক্ত। চান্দ+আ যুক্তার্থে। বিণ।
চান্দ্র—১। চন্দ্রসম্বন্ধীয়; চন্দ্রকে ধরিয়া গণনা-ফলে লব্ধ; চন্দ্রনিয়মিত। বিণ। স্ত্রী—চান্দ্রী। ২। চন্দ্রকান্ত মণি; চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে গণিত মাস, ত্রিশটি তিথিযুক্ত মাস; চন্দ্রলোক। বি; পুং। ৩। চান্দ্রায়ণ ব্রত; ব্যাকরণবিশেষ। চন্দ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।
চান্দ্রবৎসর—দ্বাদশ-চান্দ্রমাসযুক্ত বর্ষ, তিথি অনুসারে গণিত বৎসর। চান্দ্র বৎসর, কর্ম্মধা। বি; পুং।
চান্দ্রমস—১। চন্দ্রসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী,—সী। ২। মৃগশিরা নক্ষত্র। চন্দ্রমস্ (চন্দ্র)+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।
চান্দ্রমান—চন্দ্র দ্বারা কালপরিমাণ। চান্দ্র মান, কর্ম্মধা। বি; পুং।
চান্দ্রমাস—চন্দ্রকে ধরিয়া গণনা-ফলে লব্ধ মাস, ত্রিশটি তিথিযুক্ত মাস [কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই মাসের গণনা করা হয়]। কর্ম্মধা। বি; পুং।
চান্দ্রায়ণ—চন্দ্রব্রত, শুক্লা প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত একমাস প্রত্যহ আহারের বিশেষ নিয়ম; প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। চান্দ্র+অয়্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।
চান্দ্রায়ণিক—চান্দ্রায়ণব্রতকারক, চান্দ্রায়ণব্রতে দীক্ষিত। চান্দ্রায়ণ+ইক করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। [স্বার্থে। বিণ।
চান্দ্রিক—চন্দ্রসম্বন্ধীয়। চন্দ্র+ইক সম্ব-
চান্দ্রী—১। চন্দ্রপত্নী; জ্যোৎস্না; শ্বেতকণ্টকারী। চন্দ্র+অণ্ জাতাদ্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। চন্দ্রসম্বন্ধীয়া। চান্দ্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
চাপ—১। ধনুক; (জ্যামিতি) বৃত্ত-পরিধির অংশ (arc); (জ্যোতিষ) মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া নবম রাশি; ধনুরাশি। চপ্+অণ্ বিকারার্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ২। ভার (pressure); পীড়াদান; খণ্ড, টুকরা; জমাট দ্রব্য। বি। ৩। জমাট; ঠাসা। হিন্দী। বিণ।
চাপকান—হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা একপ্রকার ঢিলা জামা। ফার্সী। বি।
চাপগার—ধনুর্দ্ধর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
চাপগারি, -গারী—ধনুর্ব্বিদ্যা। চাপগার+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
চাপ-চাপ—আঁট-সাঁট; ডেলা-ডেলা। বাং প্র। বিণ।
চাপট—আস্ফালন; তেজ; চপেটাঘাত, চাপড়, থাবড়া। বাং প্র। বি।
চাপটা, চেপটা—চওড়া, চেটাল; পিষ্ট, পেষিত। বাং প্র। বিণ।
চাপটান—চেপ্টা করা; পিষ্ট করা, পেষা। বাং ক্রি।
চাপটি—হাঁটু গুটাইয়া পাছায় ভর, থাবান। বাং প্র। বি। [শব্দজ। বি।
চাপড়—চড়, করতলপ্রহার, থাবড়া। 'চপেট'-
চাপড়া, চাবড়া—মাটি প্রভৃতির ঘাসযুক্ত মোটা চাকলা। বাং প্র। বি।
চাপড়ান—চাপড় মারা, চড়ান, ধীরে ধীরে করাঘাত করা। বাং ক্রি। **কপাল চাপড়ান**—(ভাগ্যের দোষ দিয়া)। **গালে মুখে চাপড়ান**—(ক্ষোভ বা আফ্‌শোষে)। **পিঠ চাপড়ান**—(উৎসাহ দিবার জন্য বা প্রশংসায়)। **বুক চাপড়ান**—(শোকে)। ভাববাচক বি—চাপড়ানি।
চাপদণ্ড—যাহা দ্বারা জলাদি উপরে উঠে ও নীচে নামে—যেমন পিচ্‌কারীর দণ্ড (piston). চাপদায়ক দণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি। [প্র। বি।
চাপদাড়ী—গালজোড়া ঘন দাড়ী। বাং
চাপন—ভার দেওয়া, টিপা; ঠেলা; পীড়ন; আরোহণ, চড়া; কাহারও উপর পড়া, আক্রমণ। চাপ্+অন ভাববা। বি।
চাপমান-যন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা বায়ুর চাপ পরিমিত করা যায় তাহা (barometer). চাপের মান, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার যন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
চাপরাশ, -স—পদপরিচায়ক চিহ্ন। ফার্সী। বি।
চাপরাশী(সী)—চাপরাশধারী, আর্দ্দালী, পদনির্দ্দেশক সঙ্গী ভৃত্য; পেয়াদা। চাপরাশ, চাপরাস+ঈ যুক্তার্থে। বি।
চাপল, চাপল্য—চাঞ্চল্য, অস্থিরতা; ঔদ্ধত্য; অনবস্থিতি; অবিমৃষ্যকারিতা। চপল+অণ্, ষ্যঞ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—চপল।
চাপা—১। গোপন করা, লুকান; আবৃত করা, ঢাকা; চাপ দেওয়া, পীড়া দেওয়া; আক্রমণ করিয়া অগ্রসর হওয়া; আরোহণ করা, চড়া; টেপা। বাং ক্রি। **ঘাড়ে চাপা**—গলগ্রহ হওয়া। **চাপা পড়া**—ঢাকা পড়া; অন্য প্রসঙ্গ বা কাজ ইত্যাদি দ্বারা কোন প্রসঙ্গ বা কাজ বন্ধ থাকা, গৌণ মনে হওয়া। **চাপিয়া ধরা**—পীড়াপীড়ি করা, অনুনয়-বিনয় করা। **চাপিয়া বসা**—শীঘ্র না-উঠা; অধিকারে আনা। ২। গুপ্ত, লুক্কায়িত; আবৃত, আচ্ছাদিত; পীড়িত; আক্রান্ত; রুদ্ধ; জড়িত; অস্পষ্ট; চাপযুক্ত; ঠাসা; টোল-খাওয়া; সব কথা খুলিয়া বলে না এমন। চাপ্+আ কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। ৩। আচ্ছাদন, চাপসী; চাপপ্রয়োগ; ঠেলা; ভারী দ্রব্য। চাপ্+আ ভাববা। বি।
চাপাচাপি—গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি; পরিমাণাতিরিক্ত; বেশিবেশি। বাং প্র। বি বা বিণ।
চাপাচুপি—গোপনের নানাপ্রকার চেষ্টা; ঢাকাঢাকি। বাং প্র। বি।
চাপাটি—হাতে চাপড়ান মোটা রুটি। 'চর্পটী'-শব্দজ। বি।
চাপাদার—ব্যবসায়ীর জিনিস যে পাল্লায় চড়াইয়া ওজন করিয়া দেয়। চাপা+দার। বাং প্র। বি।
চাপান—১। আরোহণ করান, চড়ান; চাপ দেওয়া; দায়িত্ব অর্পণ করা। বাং ক্রি। ২। আরোপ বা আরোপণ, এক বস্তুর ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে স্থাপন; (কবিগান প্রভৃতিতে) প্রতিপক্ষের নিকট কৃত প্রশ্ন। বাং প্র। বি।
চাপিল—সংকীর্ণ, স্বল্পপরিসর; আঁটসাট। বাং প্র। বিণ।
চাপী (চাপিন্)—১। চাপবিশিষ্ট, ধনুর্দ্ধারী। বিণ। স্ত্রী—চাপিনী। ২। শিব। চাপ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।
চাবকান—চাবুক মারা, কশাঘাত করা। 'চাবকা' (<চাবুক)-নামধাতুজ। বাং ক্রি।
চাবড়া—চাপড়া (তাহা দ্রঃ)।
চাবি, চাবী—তালার কাঠি, ছোড়ানি; কুঞ্চিকা; হার্ম্মনিয়মের স্টপার; ঘড়ির স্প্রিং মোচড়াইবার (দম দিবার) যন্ত্র। পোর্তুগীজ 'chave'-শব্দজ। বি। **চাবি দেওয়া**—চাবি দিয়া বন্ধ করা, তালা বন্ধ করা; ঘড়ি ইত্যাদির স্প্রিং চাবির সাহায্যে জড়ান, দম দেওয়া।
চাবিকাঠি—যে কাঠি চাবির কাজ করে তাহা। চাবি-সদৃশ কাঠি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।
চাবুক—কশা, বেত; (লাক্ষণিক অর্থে) দণ্ড, শাস্তি; কঠোর তিরস্কার। ফার্সী। বি।
চাম, চামড়া—চর্ম্ম, ত্বক্। 'চর্ম্মন্'-শব্দজ। বি।

চামচ, চামচা, চামচে—ছোট হাতা, দর্ব্বী। 'চমস্'-শব্দজ। বি।
চামচিকা—বাদুড়জাতীয় রাত্রিচর জীববিশেষ, চর্ম্মচটী। 'চর্ম্মচটিকা'-শব্দজ। বি।
চামচা—'চাম' দ্রঃ।
চামর—চমরী নামক গরুর লেজে তৈরি একপ্রকার পাখা, বালব্যজন। চমর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব, স্ত্রী।
চামরী (-রিন্)—১। অশ্ব। বি; পুং। ২। চামরযুক্ত, চামরবিশিষ্ট; চামর-সঞ্চালনকারী, যে চামর নাড়াইয়া হাওয়া করে এমন। চামর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –রিণী।
চামরী—'চামর' দ্রঃ।
চামলী—চামেলী ফুল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
চামসা, চামসে—কাঁচা চামড়ার গন্ধযুক্ত। বাং প্র। বিণ।
চামাটি, -তি—ক্ষুর প্রভৃতি শাণ দিবার নিমিত্ত চামড়ার খণ্ড; চামড়ার রজ্জু বা বন্ধনী, চর্ম্মনির্ম্মিত হস্তপদ-বন্ধনী। 'চর্ম্মপত্র'-শব্দজ। বি।
চামার—১। মুচী, জুতার কারিগর। 'চর্ম্মার'-শব্দজ। বি; পুং। ২। লজ্জাহীন ও নির্দ্দয়; অতিশয় কৃপণ। বাং প্র। বিণ। স্ত্রী, –রণী, –রনি, –রনী।
চামুণ্ডা—দুর্গা। চণ্ডমুণ্ড+অণ্ গৃহীতার্থে (নিপাতনে, চণ্ড স্থানে চা)+আপ্। বি; স্ত্রী। [হিন্দীমূলক। বি।
চামেলি, -লী—একজাতীয় সুগন্ধি ফুল।
চার—১। চারি সংখ্যা; চারি সংখ্যক। 'চতুর্'-শব্দজ। বি বা বিণ। **চার হাঁটু**—দুইজন লোক, স্ত্রী-পুরুষ। **চার হাত এক ক'রে দেওয়া**—বিবাহ দেওয়া। **চার হাতে খাওয়া**—খুব বেশী খাওয়া, পেটুকের মত খাওয়া। ২। মনোযোগ; আকর্ষণ। বাং প্র। বি। ৩। ছিপে মাছ ধরিবার জন্য জলে নিক্ষিপ্ত মাছের লোভনীয় বস্তু। 'চারা'-শব্দজ। বি। **চার ফেলা**—যেখানে ছিপ ফেলা হয় সেখানে মাছের লোভনীয় বস্তু নিক্ষেপ করা; (লাক্ষণিক অর্থে) প্রলোভন দেখান। ৪। গতি; সঞ্চার; বন্ধন। চর্+ঘঞ্ ভাববা। ৫। কারাগার। চর্+ঘঞ্ অধিবা। ৬। শৃঙ্খল। চর্+ঘঞ্ করণবা। ৭। গুপ্তচর, প্রণিধি। চর্+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।
চারক—১। যে পশু চরায়। চর্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—চারিকা। ২। পিয়ালগাছ; বন্ধ; গতি; কারাগার। চার+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।
চারকোণা—চারিকোণবিশিষ্ট, চতুষ্কোণ। চারকোণ+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ।
চারখানা—১। চৌখুপী, চেকদার কাপড়। বি। ২। চারিখানি। বাং প্র। বিণ।
চারচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), -চক্ষু—রাজা, নৃপতি। চার (গুপ্তচর) চক্ষু যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
চারচৌকস—সর্ব্ববিষয়ে নিপুণ। বাং প্র। বিণ।
চারচৌকা, -চৌকো—বর্গক্ষেত্র; সমচতুষ্কোণ। চার চোক, কর্ম্মধা; চারচৌক+আ, ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বি বা বিণ।
চারজমা—গদিবিশিষ্ট জিন, হাওদা। বাং প্র। বি।
চারটি—কিছু, সামান্য; ছোট; চারিসংখ্যক। বাং প্র। বি বা বিণ।
চারণ—১। স্তুতিপাঠক, যে গান গাহিয়া অপরের কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করে; যে বীরত্বব্যঞ্জক গান গাহিয়া যোদ্ধাদিগকে উৎসাহ দান করে; নট; ধূর্ত্ত; দেবযোনিবিশেষ; ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠক। চর্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং। ২। গো-মহিষাদি পশুর চরিবার মাঠ। চর্+ণিচ্+অনট্ অধিবা। ৩। চরান, মাঠে লইয়া খাওয়ান, চর্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
চারণা—চালন[1], সঞ্চারণ। চর্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।
চারপথ—রাজপথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
চারপাই, -পাইয়া, -পেয়ে—চারিপদবিশিষ্ট খট্বা, চারিপায়াযুক্ত খাট। চারপা+ই, ইয়া, এ বিশিষ্টার্থে। বি।
চারবায়ু—গ্রীষ্মকালীন বায়ু। কর্ম্মধা। বি; পুং।
চারশাখা—রাষ্ট্রের গোয়েন্দাবিভাগ (Intelligence Branch). চারের শাখা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
চারা—১। ক্ষুদ্রবৃক্ষ, ছোটগাছ; মৎস্যশিশু, ছোটমাছ; মাছের খাদ্য, মাছ ধরিবার পূর্ব্বে জলে নিক্ষিপ্ত খাদ্য। বি। ২। শিশু; ছোট। বাং প্র। বিণ। ৩। উপায়, গতি। ফার্সী। বি।
চারান—সঞ্চারণ করা; চালিত করা; স্থানান্তরিত করা; (বীজাদি) বপন করা; বণ্টন করা, ভাগ করিয়া দেওয়া; বিক্ষিপ্ত করা। বাং ক্রি।
চারি—১। ৪-সংখ্যা; ৪-সংখ্যক। 'চতুর্'-শব্দজ। বি বা বিণ। ২। সঞ্চালন, চারণা ('পায়—')। বাং প্র। বি।
চারিত—যাহাকে চরান হইয়াছে এরূপ; সঞ্চারিত। চর্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—চারণ।
চারিত্র, চারিত্র্য—১। চরিত্র, স্বভাব; দুষ্ট চরিত্র। চরিত্র+অণ্ স্বার্থে, গর্হিতার্থে। বি; ক্লীব। ২। চরিত্রসম্বন্ধীয়। চরিত্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে ষ্ণ্যঞ্। বিণ। স্ত্রী,–ত্রী, –ত্র্যী।
চারিত্রিক—চরিত্রসম্বন্ধীয়। চরিত্র+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,–কী।
চারিভিতক্—চারিধার, চতুর্দ্দিক্। কর্ম্মধা। কবিপ্র। বি।
চারিমা (-মন্)—চারুতা, সৌন্দর্য্য। চারু+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।
চারী (চারিন্)—(সমাসে অন্য শব্দের পরে) গমনশীল, ভ্রমণকারক (পথচারী, বিমানচারী)। চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—চারিণী।
চারু—সুন্দর, মনোহর; সম্যক্; অসাধারণ। চর্+ঞুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—চারু, চার্ব্বী। বি—চারুতা।
চারুতা—সৌন্দর্য্য, মনোহারিতা। চারু+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।
চারুতানিদান—সৌন্দর্য্যের মূল, সৌন্দর্য্যের আশ্রয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
চারুদর্শন—যাহা দেখিতে সুন্দর এমন। চারু দর্শন যাহার, বহুব্রী। বিণ।
চারুদেহা—সুদর্শনা, সুরূপা। চারু দেহ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
চারুনেত্র—১। সুন্দর চোখবিশিষ্ট, যাহার চোখ দুইটি সুন্দর এমন। বিণ। ২। মৃগ, হরিণ। চারু নেত্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। সুন্দর চক্ষু। চারু নেত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
চারুনেত্রা—১। সুন্দর চোখবিশিষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। অপ্সরোবিশেষ। চারুনেত্র+আপ্। বি; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
চারুশিলা—মণি, রত্ন; মনোহর প্রস্তরখণ্ড।
চারুশীল—সুশীল, সৎস্বভাব। চারু শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –শীলা।
চারুহাসী (-হাসিন্)—যে মনোহর হাস্য করে এরূপ, যাহার মুখের হাসি সুন্দর এরূপ। উপতৎ; চারু—হস্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –হাসিনী।
চার্জ—দাবী; অভিযোগ; দায়িত্ব; হিসাবনিকাশ। ইং charge. বি।
চার্ব্বা(র্বা)ক—বৃহস্পতির শিষ্যবিশেষ; নাস্তিকবিশেষ; একজন দার্শনিক; বেদের নিন্দাকারী; তার্কিকবিশেষ। চারু বাক্ যাহার, বহুব্রী (নিপাতনে)। বি; পুং।
চার্ব্বা(র্বা)কদর্শন—চার্ব্বাক-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। চার্ব্বাকরচিত দর্শন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
চার্ম্ম(র্ম), চার্ম্ম(র্ম)ণ—চর্ম্মাবৃত, চামড়ায় ঢাকা; চামড়ার তৈরি। চর্ম্মন্+অণ্ ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—চার্ম্মী, চার্ম্মণী।
চার্ম্মি(র্মি)ক—চর্ম্মনির্ম্মিত, চামড়ার তৈরি। চর্ম্মন্+ইক নির্ম্মিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, –কী।
চাল—১। গৃহের আচ্ছাদন; ছাদ। চল্+ণ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। তণ্ডুল, চাউল। 'চাউল'-শব্দের সংক্ষেপ। **চাল কাঁড়া**—ঢেঁকিতে চাল কোটা ও তুষশূন্য করা। **চাল**

সিদ্ধ করা—ভাত রাঁধা। ৩। ধারা, পদ্ধতি, রীতি ; পাশা প্রভৃতি খেলায় ঘুঁটির চালনা ; কৌশল, ফন্দি, চাতুরী, চালাকি ; মিথ্যা গরিমা প্রদর্শন। বাং প্র। বি। **চাল কমান**—খরচ কমান, জাঁকজমক কম করা। **চাল চালা**—কৌশল প্রয়োগ করা। **চাল বাড়ান**—জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের ধারাকে ব্যয়সাপেক্ষ করা, চাল-চলনে বিলাসিতার জাঁকজমক বাড়ান। **চাল বিগড়ান**—অধঃপাতে যাওয়া। **চাল দেওয়া, চাল মারা**—কৌশল প্রকাশ করা ; জাঁকজমক দেখান। **লম্বা চাল**—অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় বা জাঁকজমক।

চালক—যে ব্যক্তি চালায় এরূপ, যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায় এরূপ ; নায়ক, নেতা। চল্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—চালিকা।

চালচলন—ভাবভঙ্গী, ধরণধারণ, রীতি-নীতি। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

চালচিত্র—প্রতিমার পিছনের আঁকা পট। চালের চিত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

চালচুলো—কুঁড়ে ও উনান ; (লাক্ষণিক অর্থে) আশ্রয় ও আহারের সংস্থান। বাং প্র। বি।

চালতা, চালদা—অম্লরসবিশিষ্ট ফল-বিশেষ। বাং প্র। বি।

চালন—১। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নেওয়া, চালান। চল্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। ছাঁকনী। চল্+ণিচ্+অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।

চালনা—অনুশীলন, চর্চ্চা ; সূচনা, প্রস্তাব ; চালন, স্থানান্তরে নেওয়া। চল্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ—চালিত।

চালনী—ছাঁকনী, শস্যাদি ছাঁকিবার বহু-ছিদ্রযুক্ত পাত্রবিশেষ। চল্+ণিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চালনীন্যায়—ন্যায়বিশেষ [যেমন চালনীর সঞ্চালনে তুষ প্রভৃতি স্থানান্তরে গিয়া পড়ে, সেইরূপ এক প্রধান কার্য্যদ্বারা অঙ্গীভূত কার্য্য সিদ্ধ হইলে চালনীন্যায়ের বিষয় হয়]। চালনী-আশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং

চালবাজ—চালিয়াৎ, মিথ্যা গরিমার প্রদর্শক ; কৌশলী, ধূর্ত্ত। চাল+বাজ নিপুণার্থে। বিণ।

চালবাজি, -বাজী—চালবাজের কার্য্য, মিথ্যা গরিমা দেখান ; ধূর্ত্ততা। চালবাজ+ই, ঈ ভাবে। বি।

চালভাজা—ভাজা চাল, কম ফোটা মুড়ি। ভাজা চাল, কর্ম্মধা। বি।

চালশা, চালশে—চল্লিশ বৎসরের কাছা-কাছি বয়সে দৃষ্টিশক্তির হীনতা। 'চল্লিশা'-শব্দজ। বি।

চালা—১। স্থানান্তরিত করা, অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া ; প্রয়োগ করা ; খেলার ঘুঁটি সরান ; চালনী দ্বারা ঝাড়িয়া লওয়া। বাং ক্রি। **হাত চালা**—মন্ত্রের দ্বারা চুরির জিনিষ যেখানে আছে সেখানে হাত লইয়া যাওয়া। ২। ক্ষুদ্র কুটীর, ছোট কুঁড়ে ঘর ; প্রধানগৃহের সংলগ্ন ছোট ঘর। চাল+আ যুক্তার্থে। বি।

চালাক—চতুর ; নিপুণ ; বাচাল। ফার্সী। বিণ। বি—চালাকি, চালাকী।

চালাকি, -কী—চতুরতা ; বাচালতা। চালাক+ই, ঈ ভাবে। ফার্সীমূলক। বি। **চালাকী করা, মারা**—চাতুর্য্যের সহিত প্রগল্‌ভতা করা। **উপর চালাকী**—ফাজলামি।

চালাচালি—নাড়ানাড়ি ; বারবার সরান। বাং প্র। বি।

চালান—১। স্থানান্তরে প্রেরণ ; প্রচলিত করা ; সরাইয়া দেওয়া ; বাণিজ্যদ্রব্যাদি বিদেশে পাঠান ; অপরাধীকে বিচারালয়ে প্রেরণ ; কাটান ; গছান ; করিতে থাকা। বি বা ক্রি। **চালান দেওয়া**—রপ্তানী করা ; অপরাধীকে জেলে পাঠান। ২। প্রেরিত দ্রব্যের জায় বা তালিকা, মাল চালানের রসিদ (invoice). বাং প্র। বি।

চালানি, -নী—চালানসংক্রান্ত, রপ্তানী-সংক্রান্ত। চালান+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

চালি, চালী—নৌকার বাঁশের পাটাতন ; ছোট চাল ; ছোট মাচান ; প্রতিমার চাল চিত্র ; গরম নূতন গুড়ের সর। বাং প্র। বি।

চালিত—যাহাকে চালান হইয়াছে এরূপ, স্থানান্তরিত ; প্রস্তাবিত ; অনুশীলিত। চল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—চালন, চালনা।

চালিতা—১। একপ্রকার টক ফল, চাল্‌তা ; ঐ ফলের গাছ। বাং প্র। বি। ২। স্থানান্ত-রিতা ইত্যাদি ('চালিত' দ্রঃ)। চালিত +আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চালু—১। চলিত, প্রচলিত ; যাহার কাটতি বা চাহিদা আছে এরূপ। বাং প্র। বিণ। ২। তণ্ডুল, চাউল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চালুতি—চাউল-বিক্রেতা, চাউল-ব্যবসায়ী। বাং প্র। বি। ['চালনী'-শব্দজ। বি।

চালুন, চালুনী—চালনী (তাহা দ্রঃ)।

চাষ—১। কৃষিকর্ম্ম, ভূমিকর্ষণ ; খাদ্য বা ব্যবহারযোগ্য পদার্থের উৎপাদন ('মাছের —')। 'চষ্'-ধাতুজ। বাং প্র। বি। ২। সোণাচড়ুই, নীলকণ্ঠ পাখী। চষ্+ণিচ্ +অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

চাষবাস—চাষের কাজ, কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ। বাং প্র। বি।

চাষা—কৃষক, অশিক্ষিত বা অসভ্য লোক। চাষ+আ করে অর্থে। বি।

চাষাড়িয়া, চাষাড়ে—চাষার মত ; অসভ্য। চাষা+ড়িয়া, ড়ে সদৃশার্থে। বিণ।

চাষাভুষা, -ভুষো—নীচশ্রেণীর লোক। বাং প্র। বি।

চাষী—কৃষক, কৃষিজীবী। চাষ+ঈ করে অর্থে। বি।

চাহন—প্রার্থনা, ভিক্ষাকরণ, যাচ্ঞা ; দেখা। চাহ্+অন ভাববা। বি।

চাহনি, চাহনী—দেখা, দৃষ্টি। চাহ্+অনি, অনী ভাববা। বি।

চাহা—১। চাওয়া, দেখা ; প্রার্থনা করা ; দাবী করা, তাগিদ করা ; অন্বেষণ করা ; আশা করা। বাং ক্রি। **মুখ চাহাচাহি**—পরস্পরের মুখের দিকে দেখা ; একের জন্য অন্যের অপেক্ষা। ২। কাঁদাখোঁচা পাখী। হিন্দী। বি।

চাহারাম—১। চারভাগের এক ভাগ, চতুর্থাংশ। বি। ২। চতুর্থপ্রকারের, সর্ব্ব-নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ফার্সী 'চাহার্ রম'-শব্দজ। বিণ।

চাহি—১। চাই, (পদ্যে) চাহিয়া। বাং ক্রি। ২। অপেক্ষা, হইতে। বাং প্র। অব্য।

চাহিদা—জনসাধারণের অতিরিক্ত চাওয়া, সাধারণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ; কাটতি (demand). হিন্দী। বি। **চাহিদা মিটান**—প্রয়োজনমত জোগান দেওয়া।

চিআন, চিয়ান—জাগান ; সতর্ক করা ; চৈতন্যযুক্ত করা, সচেতন করা ; মনে করাইয়া দেওয়া। 'চিতান'-শব্দজ। বাং ক্রি।

চিংড়ি, চিঙড়ি—মৎস্যবিশেষ, চিঙ্গড়ীমাছ। 'চিঙ্গট'-শব্দজ। বি।

চিঁ, চিঁচি—অনুকরণশব্দ ; ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ; পাখীর ছানার ডাক। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

চিঁড়া, চিঁড়ে—খাদ্যবিশেষ, চিপিটক। 'চিপিটক'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

চিঁড়ে-চ্যাপ্টা—চিঁড়ের মত চ্যাপটা ; (লাক্ষণিক অর্থে) সম্পূর্ণ পিষ্ট, দলিত। চিঁড়েবৎ চ্যাপটা, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

চিঁহি, চিঁহিঁ—ঘোড়ার ডাক। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

চিক—১। গলার একপ্রকার অলঙ্কার। বাং প্র। ২। বাঁশের কাঠি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার পর্দ্দা (গানবাজনার আসরে ইহা দ্বারা স্ত্রীলোকদের স্থানকে ঘিরিয়া দেওয়া হয়)। তুর্কী। বি।

চিকণ—সূক্ষ্ম ; উজ্জ্বল, চকচকে ; সুশ্রী। 'চিক্কণ'-শব্দজ। বিণ। **চিকণের কাজ**—কাপড়ের উপর ছুঁচের নিপুণ কাজ ; সূক্ষ্ম সূচীশিল্প

চিকণ(ন)কালা—উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি; (সাধারণতঃ) শ্রীকৃষ্ণ। কবিপ্র। বি।
চিকণাই, -নাই—জৌলুস, চাকচিক্য। চিকণ, চিকন+আই ভাবে। বি।
চিকনিয়া, -নিয়া—সুন্দর; সূক্ষ্ম। চিকণ, চিকন+ইয়া। বিণ।
চিকা—গন্ধমূষিক, ছুঁচা। হিন্দী। বি।
চিকারি, -রী—সেতারে আবদ্ধ পাঁচটি তারের অতিরিক্ত আরও তিন-চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার; ক্ষুদ্রতন্ত্রিকা। বাং প্র। বি।
চিকি—সিদ্ধ সুপারি। বাং প্র। বি।
চিকিচ্ছা—রোগপ্রতিকার। 'চিকিৎসা'-শব্দজ। বি।
চিকিৎসক—যিনি রোগীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য ঔষধপত্র দেন, বৈদ্য, রোগপ্রতিকারক ডাক্তার কবিরাজ প্রভৃতি। কিত্‌+সন্‌+ণক কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —সিকা।
চিকিৎসনীয়—'চিকিৎস্য' দ্রঃ।
চিকিৎসা—রোগ সারানোর জন্য ঔষধ ইত্যাদি দেওয়া। কিত্‌+সন্‌+অ ভাববা +আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—চিকিৎস্যনীয়, চিকিৎসিত, চিকিৎস্য।
চিকিৎসাগার, -লয়—রোগের প্রতিকার করিবার স্থান, ডাক্তারখানা। চিকিৎসার আগার, আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।
চিকিৎসাধীন—যাহার চিকিৎসা চলিতেছে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
চিকিৎসাশাস্ত্র—যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে রোগ দূর করা যায় তাহা; অথর্ববেদের এক অঙ্গ। চিকিৎসাবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।
চিকিৎসিত—১। যাহার চিকিৎসা করা হইয়াছে এমন। কিত্‌+সন্‌+ক্ত কর্মবা। বিণ। ২। চিকিৎসা। কিত্‌+সন্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।
চিকিৎস্য, -সনীয়—রোগনিবারণের উপায়-যুক্ত, যাহাকে রোগমুক্ত করা যাইতে পারে এমন; প্রতীকার্য্য। কিত্‌+সন্‌+যৎ, অনীয় কর্মবা। বিণ।
চিকীর্ষা—করিবার ইচ্ছা। কৃ+সন্‌+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—চিকীর্ষিত, চিকীর্ষু।
চিকীর্ষিত—যাহা করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন। কৃ+সন্‌+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—চিকীর্ষা।
চিকীর্ষু—করিতে ইচ্ছুক। কৃ+সন্‌+উ কর্তৃবা। বিণ। বি—চিকীর্ষা।
চিকুর—১। চুল, কেশ; পর্বত; সরীসৃপ; সর্প; পক্ষিবিশেষ; বৃক্ষবিশেষ; নাগবিশেষ। বি; পুং। ২। চপল, চঞ্চল; অপরাধী। চি—কুর্‌+ক কর্তৃবা। বিণ। ৩। বিদ্যুৎ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
চিকুরজাল—কেশপাশ, চুলের রাশি। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।
চিক্কণ—১। স্নিগ্ধ, চক্‌চকে, চিকণ। বিণ। ২। সুপারিগাছ। বি; পুং। ৩। সুপারি। চিত্‌+কণ্‌, কর্মবা (ত-স্থানে ক)। বি; ক্লীব।
চিক্কণলেপ—চাকচিক্য-সম্পাদন, চক্‌চকে করণ (glaze). চিক্কণ লেপ, কর্মধা। বি; পুং।
চিক্কুর—বিদ্যুৎপ্রভা, বিদ্যুতের আলোক। প্রাদে। বি।
চিঙ্গট, চিঙ্গড়, চিঙ্গেট—চিঙ্গড়ীমাছ। চিঙ্গ—অট্‌, অড়্‌, ইট্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।
চিঙ্গটী—ছোট চিঙ্গড়ী, ঘুষাচিঙ্গড়ী। চিঙ্গট +ঈপ্‌ ক্ষুদ্রার্থে। বি; স্ত্রী।
চিঙ্গড়ী—একপ্রকার মাছ; গলদা বা ঘুষা-চিংড়ী। 'চিঙ্গড়'-শব্দজ। বি।
চিঙ্গ(ংগ)ড়ী-পোড়া—তাপদগ্ধ, অতিশয় ক্লিষ্ট ('রোদে—')। উপমান কর্মধা। বিণ।
চিৎকার, চীৎকার—চেঁচামেচি; উচ্চশব্দ, কোলাহল। 'চীৎকার'-শব্দজ। বি।
চিচিঙ্গা(ংগা), -ঙ্গা—তরকারীরূপে ব্যবহার্য্য দীর্ঘাকার ফলবিশেষ, হোঁপা (snake-gourd). 'চিচিণ্ড'-শব্দজ। বি।
চিচিংফাঁক—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক প্রণীত 'আলিবাবা' নামক নাটকে লিখিত গুহাপ্রবেশের সাঙ্কেতিক শব্দ; (উহা হইতে) যে দরজা সহজে খোলা যায়। বাং প্র। বি। [পুং।
চিচিণ্ড—ফলবিশেষ, চিচিঙ্গা। বাং প্র। বি;
চিচ্ছক্তি—চৈতন্য; জ্ঞানরূপা শক্তি। চিদ্রূপা শক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
চিজ, চীজ—১। দ্রব্য, বস্তু, সামগ্রী, জিনিস; ধূর্ত্তলোক। ফার্সী। বি। ২। শক্তছানা, পনীর। ইং cheese. বি।
চিট—১। আঠা; চিরকুট, ছেঁড়া কাগজ। হিন্দী। বি। ২। আঠাল, চট্‌চটে। বাং প্র। বিণ।
চিটনা, -নে—১। আগড়া, শস্যহীন ধান্য। বি। ২। ভিতরে শস্যহীন। প্রাদে। বিণ।
চিটা—১। আঠাল, চট্‌চটে। বিণ। ২। চট্‌চটে গুড়, তামাকমাখা গুড়; শস্যহীন ধান্য, আগড়া। বাং প্র। বি।
চিঠা—জরিপের পর জমির পরিমাণফলাদির বিবরণ যাহাতে লিখিত থাকে তাহা; ফর্দ। হিন্দীমূলক। বি।
চিঠি, চিঠী—লিপি, পত্র। হিন্দীমূলক। বি।
চিড়—সরু কাঠি; ছোট ফাটল। বাং প্র। বি।
চিড়কান—তক্তা প্রভৃতির সামান্য ফাটিয়া যাওয়া। বাং ক্রি।
চিড়বিড়—ব্রণাদি ফাটিয়া যাইবার পূর্ব্বে সামান্য জ্বালা। বাং প্র। অব্য।
চিমড়ান—সামান্যরূপে ফাটিয়া যাওয়া, ফাটান; বিদ্রূপ করা, ভেঙ্‌চান। বাং ক্রি।
চিড়িক—ছুঁচ ফুটার মত যন্ত্রণা। বাং প্র। বি।
চিড়িতন—তাসের রঙবিশেষ। হিন্দীমূলক। বি। [বি।
চিড়িমার—পাখীমারা, ব্যাধ। হিন্দীমূলক।
চিড়িয়া—পাখী। হিন্দী। বি।
চিড়িয়াখানা—পশুপক্ষীদিগকে রাখিবার স্থান; পশুশালা (zoological garden). ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
চিৎ—১। জ্ঞান, চৈতন্য, চেতনা। চিৎ+ক্বিপ্‌ ভাববা। বি; স্ত্রী। ২। অনির্দ্দিষ্টতাসূচক প্রত্যয়। অব্য। ৩। উপরের দিকে মুখ করিয়া শয়ান বা পতিত; উত্তান। বাং প্র। বিণ। **চিৎ করা**—দ্বন্দ্বযুদ্ধে চিৎ করিয়া ফেলিয়া বুকে চাপিয়া বসা, হারাইয়া দেওয়া; বিপদে ফেলিয়া কষ্ট দেওয়া।
চিত—১। যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন; সম্পাদিত; ব্যাপ্ত; রচিত; গুম্ফিত, সঞ্চিত। চি+ক্ত কর্মবা। বিণ। ২। মন। 'চিত্ত'-শব্দজ। ৩। ছবি, প্রতিকৃতি। 'চিত্র'-শব্দজ। কবিপ্র। বি। ৪। উত্তান, চিৎ। বাং প্র। বিণ।
চিতপুতলি—চিত্রপুত্তলিকা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [শব্দজ। বি।
চিতল—একজাতীয় বড় মাছ। 'চিত্রফল'-
চিতা—১। মড়া পোড়াইবার জন্য মাটিতে চুলা করিয়া তাহার উপর সাজানো কাঠের বোঝা, শ্মশান-চুল্লী, মরা পোড়াইবার চুলা। চি+ক্ত কর্মবা+আপ্‌। **চিতা সাজান**—মরা পোড়াইবার জন্য চুলা প্রস্তুত করা। **রাবণের চিতা**—লঙ্কেশ্বর রাবণের মৃত্যুর পরে তাঁহার পত্নী মন্দোদরী রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলে রামচন্দ্র 'তুমি চির-সধবা হও' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। রামচন্দ্রের এই আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হয় নাই। সংস্কার অনুযায়ী চিতা যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধরা হয় না। সেই কারণে রাবণের চিতা চিরকাল জ্বলিতেছে। (উহা হইতে) চিরস্থায়ী মানসিক কষ্ট ও যন্ত্রণা। ২। শবদাহ-স্থান, মরা পোড়াইবার জায়গা। চি+ক্ত অধিবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ৩। কৃতচয়না ইত্যাদি [চিত (১) দ্রঃ]। চিত+ আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ৪। গৃহবাসী ক্ষুদ্র সর্প, চিতি সাপ; ব্যাঘ্রবিশেষ, চিতাবাঘ। 'চিত্র'-শব্দজ। ৫। স্থূলপত্র ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (সাধারণতঃ বেড়া দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়)। 'চিত্রক'-শব্দজ। বি।
চিতাগ্নি, -নল—চিতার আগুন, চিতায় প্রজ্বলিত অগ্নি। চিতার অগ্নি, অনল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চিতান—১। চিৎ হওয়া ; সচেতন হওয়া, সজাগ হওয়া ; সতর্ক হওয়া। বাং ক্রি। ২। কবিগানে বিরুদ্ধ পক্ষকে কবিতায় প্রশ্ন ; গানের চড়া অংশ। বাং প্র। বি।

চিতানল—'চিতাগ্নি' দ্রঃ।

চিতাবাঘ—একজাতীয় বাঘ। চিতা (কাল ফোঁটা ফোঁটা দাগ)-যুক্ত বাঘ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

চিতাভস্ম (-ভস্মন্)—চিতার ছাই, শ্মশান-চুল্লীর ছাই। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

চিতারোহণ—পুড়িয়া মরিবার জন্য চিতার উপরে উঠা ; সতীদিগের মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণ। চিতায় আরোহণ, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

চিতাশয্যা—অন্তিম শয়ন, মৃত্যু ; অবসান, সমাপ্তি। চিতারূপ শয্যা, রূপক কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিতি—১। চিতা ; সমূহ, রাশি, চয় ; ইষ্টকাদির পরিমাণনিরূপক অঙ্কবিশেষ ; ইষ্টকাদির পুঞ্জ। চি+ক্তি কর্ম্মবা। ২। নির্ব্বিষয় জ্ঞান ; চয়ন, সংগ্রহ। চি+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। ৩। গৃহবাসী ক্ষুদ্র সর্প (ইহাদের লালা বিষময়, চাটিলে অনেক সময় বিষক্রিয়া হয়)। 'চিত্রসর্প'-শব্দজ। বি।

চিতী—গৃহবাসী ক্ষুদ্র সর্প, চিতিসাপ। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।

চিতেন—কবিগানে বিরুদ্ধ পক্ষকে প্রশ্ন।

চিৎকার—'চীৎকার' দ্রঃ।

চিত্ত—মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ। চিত্‌+ক্ত করণবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লীব।

চিত্তক্ষোভ—মনোদুঃখ, মনের কষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—মনোযোগ-আকর্ষণকারী ; মনোমোহকর, সুন্দর (charming). চিত্তকে গ্রহণ করে যে, উপতৎ ; চিত্ত—গ্রহ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহিণী। বি, -গ্রাহিতা।

চিত্তচমৎকারী (-কারিন্‌)—মনোহর, মনোমোহকর, সুন্দর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

চিত্তচাঞ্চল্য—হৃদয়ের চঞ্চলতা, মনের অস্থিরতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

চিত্তচালন—মানসিক বৃত্তির অনুশীলন, মনোবৃত্তির চালনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

চিত্তজন্মা (-জন্মন্‌)—মনোভব ; কন্দর্প, কাম। চিত্ত হইতে জন্ম যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্তজয়—মনকে বশে আনা, বাসনা হইতে মনকে মুক্ত করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তজ্ঞ—যে মনের ভাব বুঝিতে পারে এরূপ, ভাবজ্ঞ। উপতৎ ; চিত্ত—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

চিত্তদমন, -নিরোধ—মনঃসংযম, হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করা, বিষয়-বাসনা হইতে মনকে ফিরাইয়া আনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং।

চিত্তদাহ—মনের জ্বালা, মনঃপীড়া, মনোবেদনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তদোষ—বিষয়াদিজন্য মনের মলিনতা, বাসনাজনিত পাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তদ্রাবক, -দ্রাবী (-দ্রাবিন্)—যাহা মন গলাইয়া দেয় এরূপ, হৃদয়স্পর্শী। চিত্তের দ্রাবক, ৬ষ্ঠীতৎ ; উপতৎ ; চিত্ত—দ্রু+ণিচ্‌ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -দ্রাবিকা, -দ্রাবিণী।

চিত্তনিরোধ—'চিত্তদমন' দ্রঃ।

চিত্তপুত্তলিকা—মনের পুতুল, মনের আনন্দদায়ক ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তপ্রসাদ—হৃদয়ের সন্তোষ, মনের তৃপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তবিকার—মনের বিকৃতি, হৃদয়ের অস্বাভাবিক অবস্থা, ইন্দ্রিয়াদি দোষজন্য মনের চাঞ্চল্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তবিক্ষেপ—মনশ্চাঞ্চল্য ; উন্মত্ততা ; (যোগশাস্ত্রমতে) যোগের বিঘ্নজনক ব্যাধি প্রভৃতি নয় প্রকার অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তবিৎ (-বিদ্)—১। যে মনের কথা জানে এরূপ, ভাবজ্ঞ। বিণ। ২। বৌদ্ধ-বিশেষ। উপতৎ ; চিত্ত—বিদ্+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

চিত্তবিনোদন—১। মনের সন্তোষবিধান, হৃদয়ের আনন্দসম্পাদন। ২। মনোমুগ্ধকর, সুন্দর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চিত্তবিপ্লব, -বিভ্রম—বুদ্ধিভ্রংশ, মনের বিকার ; উন্মাদ, বাতুলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তবৃত্তি—চিত্তের অবস্থা, মনোগত ভাব, মানসিক ধর্ম্ম, মনোবৃত্তি, মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা—এই চতুর্ব্বিধ মনোভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তবৈকল্য—মনোবিকৃতি, মানসিক বিকার, মনের অস্থিরতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। [কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

চিত্তভূ—কন্দর্প, কামদেব। চিত্ত—ভূ+ক্বিপ্‌

চিত্তভূমি—ক্ষিপ্ততা প্রভৃতি ভাবের উৎপত্তি-স্থানস্বরূপ মন (যোগশাস্ত্রমতে চিত্তভূমি পাঁচ প্রকার, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ)। চিত্তরূপা ভূমি, রূপক কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিত্তভ্রংশ—মনের ব্যাকুল ভাব বা বিকার, মনোবিভ্রম, মনের অস্থিরতা (dementia). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তযোনি—কামদেব, কন্দর্প। চিত্ত হইয়াছে যোনি যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্তরঞ্জন—১। মনোরঞ্জন, মনের আনন্দ-বিধান। বি ; ক্লীব। ২। মনের তৃপ্তিদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চিত্তরঞ্জী (-রঞ্জিন্‌)—মনোহারী, চিত্তের আনন্দদায়ক। উপতৎ ; চিত্ত—রনজ্‌+ণিচ্‌ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রঞ্জিনী।

চিত্তশুদ্ধি—মনের পবিত্রতা, মনের নির্ম্মলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তসংযম—মনের স্থিরতা আনয়ন, অসৎ-ভাব হইতে মনকে ফিরাইয়া আনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তসমুন্নতি—চিত্তের উন্নত অবস্থা ; অভি-মান ; অহঙ্কার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তস্থৈর্য্য(র্য)—মনের স্থিরতা, অন্তরের দৃঢ়ভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

চিত্তহারী (-হারিন্)—যে মন ভুলাইয়া দেয় এরূপ, চিত্তাকর্ষক, মনোহারী। উপতৎ ; চিত্ত—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

চিত্তাকর্ষক—হৃদয়হারী, মনোহর। চিত্তের আকর্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কর্ষিকা।

চিত্তাভোগ—মনের একাগ্রতা, একই বিষয়ে মনঃসংযোগ। চিত্তের আভোগ (এক-বিষয়তা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তোৎকর্ষ—মনের বা মানসিক অবস্থার উন্নতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিৎপটাং—চিৎপাত, চিৎ হইয়া পতিত। 'চিৎ-পতন'-শব্দজ। বিণ।

চিৎপাত—চিৎ হইয়া পড়া বা পতিত। চিৎভাবে পাত, সুপ্‌সুপা। বি বা বিণ।

চিত্র—১। আশ্চর্য্য, অদ্ভুত ; নানাবর্ণবিশিষ্ট। চিৎ—ত্রৈ+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। ছবি ; আলেখ্য, লিখিত প্রতিমূর্ত্তি, যাহার উপর ছবি আঁকা যায়, চিত্রফলক ; তিলক ; শব্দালঙ্কার-বিশেষ ; (গণিত) ক্ষেত্রাদির রেখারূপ (figure) ; দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তনাদি প্রদর্শনের জন্য সমচতুষ্কোণ রেখাজাল (graph). চিত্র্‌ +ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। ৩। নানাবর্ণ, বিবিধবর্ণ ; যম ; একপ্রকার কুষ্ঠ ; এরণ্ড বৃক্ষ ; অশোক বৃক্ষ ; চিত্রক বৃক্ষ। চিত্র্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ৪। ষোড়শাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। বি ; পুং।

চিত্রক—১। চিত্র ; তিলক। চিত্র+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব। ২। ব্যাঘ্রবিশেষ, চিতা-বাঘ ; এরণ্ডবৃক্ষ ; চিরতা। চিত্র্‌—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ৩। চিত্রকারক। চিত্র্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—চিত্রিকা।

চিত্রকণ্ঠ—পায়রা ; ঘুঘু। চিত্র কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। [কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চিত্রকম্বল—দুলিচা, গালিচা প্রভৃতি আসন।

চিত্রকর, -কার—১। পটুয়া জাতি, যাহারা তুলী প্রভৃতি সহকারে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ

করে। বি ; পুং। ২। ছবিনির্ম্মাতা, প্রতিমূর্ত্তিকারক। উপতৎ ; চিত্র—কৃ+ট, অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী, —কারী।

চিত্রকলা—ছবি-আঁকা বিদ্যা, চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রকাব্য—পদ্মবন্ধ প্রভৃতি ঘটিত কাব্য। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

চিত্রকায়—চিতাবাঘ। চিত্র কায় যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্রকূট—রামগিরি পাহাড়। চিত্র (বিচিত্র) কূট (শিখর) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্রগত—চিত্রার্পিত, চিত্রলিখিত ; ছবিতে আঁকা। চিত্রকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

চিত্রগন্ধ—১। সুন্দর গন্ধ, বিচিত্র সৌরভ। কর্ম্মধা। ২। হরিতাল। চিত্র (সুন্দর) গন্ধ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্রগুপ্ত—যমবিশেষ, চতুর্দ্দশ যমের এক যম ; যমরাজের লেখক। চিত্র্—গুপ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

চিত্রগ্রীব—পায়রা ; ঘুঘু। চিত্র গ্রীবা যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্রণ—লিখন, চিত্রকরণ। চিত্র্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—চিত্রিত।

চিত্রতারকা—বায়স্কোপের বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রী (film-star). চিত্রের তারকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রদীপ—পঞ্চপ্রদীপমধ্যে দীপবিশেষ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চিত্রদেবী—শক্তিবিশেষ [কলিকাতার উত্তরে চিৎপুরে গঙ্গাতটে চিত্রদেবী নামে একটি শক্তিমূর্ত্তি আছেন। শুনা যায়, এই দেবী তথায় বহুকাল হইতে অবস্থিত আছেন এবং ইঁহারই নামানুসারে চিৎপুর (বর্ত্তমান চিৎপুর রোড) গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল]। চিত্রা দেবী, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিত্রনাট্য—চলচ্চিত্রের বই, বায়স্কোপের বিষয়বস্তু। চিত্র-বিষয়ক নাট্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

চিত্রনাট্যকার—চলচ্চিত্রের গ্রন্থরচনাকারী, বায়স্কোপের পুস্তকলেখক। উপতৎ ; চিত্রনাট্য—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

চিত্রনেত্রা—১। স্ত্রীজাতীয় টিয়াপাখী, শারিকা। বি ; স্ত্রী। ২। সুলোচনা, বিচিত্রনেত্রা, সুন্দর চক্ষুবিশিষ্টা। চিত্র নেত্র যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চিত্রনৈপুণ্য—চিত্রকার্য্যে পটুতা, ছবি আঁকায় দক্ষতা। ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

চিত্রপক্ষ—১। তিত্তিরপক্ষী। বি ; পুং। ২। নানাবর্ণ-পক্ষবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

চিত্রপট—১। যে বস্ত্রখণ্ডের উপর ছবি আঁকা যায় তাহা, আলেখ্য-পট। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রঙীন কাপড়, ছিটকাপড়। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চিত্রপদা—অষ্টাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। চিত্র (আশ্চর্য্য) পদ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চিত্রপাদা—স্ত্রীজাতীয় টিয়াপাখী, শারিকা পক্ষিণী। চিত্র পাদ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চিত্রপুঙ্খ—শর, বাণ। চিত্র (আশ্চর্য্যজনক) পুঙ্খ (বাণের পক্ষযুক্ত স্থান) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্রপুত্তলিকা—নানাবর্ণরঞ্জিত পুতুল। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিত্রফলক—১। যাহার উপরে ছবি আঁকা যায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। চিতলমাছ। চিত্রফল+কন্ স্বার্থে, সদৃশার্থে। বি ; পুং।

চিত্রবিচিত্র—রঙচঙে, নানারঙের, বিচিত্র-নক্সাবিশিষ্ট। কর্ম্মধা। বিণ।

চিত্রবিদ্যা—ছবি আঁকিবার কায়দা, চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য। চিত্রবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিত্রভানু—অগ্নি ; সূর্য্য ; অশ্বিনীকুমারদ্বয় ; ভৈরব ; আকন্দগাছ ; চিতাগাছ ; মণিপুরের রাজা। চিত্র (বিচিত্র) ভানু (কিরণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্রমেখল—ময়ূর। চিত্র (বিচিত্রচিহ্নযুক্ত) মেখলা যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্ররথ—সূর্য্য ; গন্ধর্ব্ববিশেষ [চরিতাবলী দ্রঃ]। চিত্র (চিত্রিত) রথ যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্রল—চিতলমাছ। কবিপ্র। বি।

চিত্রলেখনী—যাহা দ্বারা সুন্দর চিত্র করা বা লেখা যায়, তুলী, কুঁচী। চিত্র—লিখ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চিত্রশার্দ্দূ(র্দূ)ল—চিতাবাঘ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চিত্রশালা, -শালিকা—চিত্রবহুল গৃহ ; যাদুঘর (museum) ; চিত্রপ্রদর্শন-গৃহ ; ছবি আঁকার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রশিখণ্ডী—সুমেরু পর্ব্বতের মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাত জন মহর্ষি। চিত্রশিখণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

চিত্রশিল্পী (-ল্পিন্)—ছবি আঁকায় নিপুণ ব্যক্তি (artist). চিত্রের শিল্পী, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, চিত্রে শিল্পী, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

চিত্রসেন—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ ; ইন্দ্রসভা-সদ্ গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র ; কুরুক্ষেত্র-সমরের জনৈক বীর রাজা ; পাণ্ডবপক্ষীয় বীরবিশেষ ; কর্ণের পুত্রবিশেষ ; চিত্রগুপ্তের পুত্র। চিত্রা সেনা যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্রা—১। নক্ষত্রবিশেষ ; অপ্সরোবিশেষ ; নদীবিশেষ ; শ্রীরাধার সখীবিশেষ ; চিতিসাপ ; মায়া। বি ; স্ত্রী। ২। বিবিধবর্ণযুক্তা ; অদ্ভুতা। চিত্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চিত্রাক্ষ—বিচিত্র-নেত্রযুক্ত, যাহার চোখ দুইটি অদ্ভুত রকমের এমন। চিত্র অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

চিত্রাঙ্গ—১। হিঙ্গুল ; হরিতাল। বি ; ক্লীব। ২। সর্প ; ময়ূর ; চিতাবাঘ ; রাঙ্-চিতার গাছ। বি ; পুং। ৩। চিত্রিত অঙ্গবিশিষ্ট, যাহার দেহ চিত্র-বিচিত্র এমন। চিত্র (চিত্রিত বা চিহ্নযুক্ত) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গী।

চিত্রাঙ্গদ—১। (মহাভারত) শান্তনু রাজার পুত্র। চিত্র অঙ্গদ (বাহুভূষণ) যাঁহার, বহুব্রী। ২। কলিঙ্গদেশের রাজা ; গন্ধর্ব্ব বিশেষ। উপতৎ ; চিত্রাঙ্গ—দা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

চিত্রার্পিত—ছবিতে আঁকা, চিত্রফলকে লিখিত ; নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়। চিত্রে অর্পিত, ৭মীতৎ। বিণ।

চিত্রাশ্ব—১। আশ্চর্য্যজনক অশ্ব, বিচিত্র ঘোড়া। কর্ম্মধা। ২। (মহাভারত) সত্যবানের একটি নাম। চিত্র অশ্ব যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

চিত্রিণী—নায়িকাবিশেষ, চারপ্রকারের স্ত্রী বা নায়িকার মধ্যে একপ্রকার ; (তন্ত্রমতে) নাড়ীবিশেষ। চিত্রিন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চিত্রিত—যাহা ছবিতে আঁকা হইয়াছে এরূপ, চিত্রার্পিত ; নানাবর্ণবিশিষ্ট ; চিহ্নযুক্ত। চিত্র্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

চিত্রোক্তি—আকাশবাণী ; অদ্ভুতবাক্য। চিত্রা উক্তি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিদাকাশ—আকাশবৎ নির্লিপ্ত পরব্রহ্ম, শুদ্ধ ব্রহ্ম [আকাশ যেমন কোন পদার্থে লিপ্ত না হইয়া সর্ব্বাধাররূপে অবস্থিত আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরব্রহ্ম সর্ব্ববস্তুতে নির্লিপ্ত হইয়াও সর্ব্বাধাররূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন]। চিৎ আকাশপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

চিদাত্মা (-ত্মন্)—জ্ঞানময় আত্মা, জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা। চিৎ (জ্ঞান)-ই আত্মা, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চিদানন্দ—নিত্য চৈতন্যস্বরূপ নিত্যানন্দময় পরমপুরুষ, পরমজ্ঞানী সদানন্দ শিব ; জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। চিৎ অথচ আনন্দ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চিদাভাস—জ্ঞানের আভাস, জ্ঞানের প্রকাশ ; জীবাত্মা। চিতের আভাস (দীপ্তি, প্রতিবিম্ব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিদ্রূপ—১। জ্ঞানময় আত্মা ; জ্ঞানী। বি ; পুং। ২। প্রিয় ; স্ফূর্ত্তিমান্। চিৎ রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চিন—১। দাগ, নিদর্শন, অঙ্ক। 'চিহ্ন'-শব্দজ। বি। ২। অবগত হও, জান। বাং ক্রি।

চিনা—১। নিদর্শন, চিহ্ন। 'চিহ্ন'-শব্দজ। বি। ২। পরিচিত। চিন্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। অবগত হওয়া, জানা। বাং ক্রি।

চিনি—১। শর্করা। বি। চৈনিক শব্দ; মতান্তরে 'শর্করা' (<শিরনি<সিন্নি)-শব্দজ। **চিনির পুতুল**—চিনির তৈয়ারী পুতুল (ইহা অল্প জলেই গলিয়া যায়); (ইহা হইতে) যে অল্প শ্রমে বা কষ্টে ভাঙ্গিয়া পড়ে। **চিনির বলদ**—যে বলদ পিঠে চিনি বয় অথচ নিজে চিনি খাইতে পায় না; যে ব্যক্তি পরের সুখ-ভোগের জন্য খাটে অথচ নিজে সুখভোগ করিতে পারে না। ২। অবগত হই, জানি। বাং ক্রি। [কলা। বাং প্র। বি।

চিনি-চাঁপা—একপ্রকার অতিমিষ্ট চাঁপা

চিনিপাতা—চিনিসংযোগে প্রস্তুত ('—দই')। চিনিদ্বারা পাতা, ৩য়াতৎ। বিণ। [অব্য।

চিন্‌চিন্—অল্প অল্প ব্যথা বোধ। বাং প্র।

চিন্তক—চিন্তাকারী, চিন্তয়িতা। চিন্তি+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—চিন্তিকা।

চিন্তন—ধ্যান; ভাবনা; উদ্বেগ; স্মরণ; ভয়; আলোচনা, কোন বিষয় স্থির বা স্মরণ করিবার নিমিত্ত মনোমধ্যে আন্দোলন। চিন্তি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—চিন্তনীয়, চিন্তিত, চিন্ত্য।

চিন্তনীয়—চিন্তাযোগ্য, ভাবিবার উপযুক্ত, আলোচ্য। চিন্তি+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—চিন্তন, চিন্তা।

চিন্তয়ে—চিন্তা করে, ভাবে। কবিপ্র। ক্রি।

চিন্তা—১। ধ্যান; উদ্বেগ; ভাবনা; আন্দোলন, আলোচনা; স্মরণ। চিন্তি+অ ভাববা +আপ্। ২। (মহাভারত) শ্রীবৎস রাজার মহিষী। বি; স্ত্রী। বিণ—চিন্তনীয়, চিন্তিত, চিন্ত্য।

চিন্তাকুল, -কুলিত—ভাবনাব্যাকুল, অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। চিন্তা দ্বারা আকুল, আকুলিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

চিন্তাজ্বর—দুর্ভাবনারূপ জ্বর, অত্যন্ত দুর্ভাবনাহেতু মানসিক যন্ত্রণাবোধ। চিন্তা-রূপ জ্বর, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

চিন্তানল—দুর্ভাবনারূপ অগ্নি অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় অত্যন্ত জ্বালাময়ী দুর্ভাবনা। চিন্তারূপ অনল, রূপক কর্ম্মধা; অথবা, চিন্তা অনলপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

চিন্তান্বিত—চিন্তাযুক্ত, ভাবনাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন। চিন্তা দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

চিন্তামগ্ন—কোন বিষয়ের চিন্তায় যে ডুবিয়া রহিয়াছে এরূপ, অত্যন্ত চিন্তাকাতর, বিশেষ উদ্বিগ্ন। ৭মীতৎ। বিণ।

চিন্তামণি—বাঞ্ছিতবিষয়প্রদ মণিবিশেষ; স্পর্শমণি [কিংবদন্তি এই যে, এই মণির নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়]; জগদীশ্বর, ভগবান্। চিন্তা (অভীষ্ট বস্তু)-প্রদ মণি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চিন্তাশীল—ভাবুক, চিন্তাদ্বারা সমাধান করিতে পটু। চিন্তাই শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চিন্তাসখী—১। চিন্তারূপা সহচরী, ভাবনা-রূপা সঙ্গিনী। চিন্তারূপা সখী, রূপক কর্ম্মধা। ২। চিন্তাবিষয়ে সঙ্গিনী, পরামর্শদাত্রী। চিন্তায় সখী, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

চিন্তাহরণ—১। চিন্তাদূরীকরণ, ভাবনার নাশকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। চিন্তাহরণকারী, ভাবনানাশক। বিণ। ৩। পরমেশ্বর। উপতৎ; চিন্তা—হৃ+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

চিন্তিত—যে বিষয়ে চিন্তা করা হইয়াছে এরূপ, ভাবিত; স্মৃত; আলোচিত। চিন্তি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—চিন্তন, চিন্তা।

চিন্তে—চিনিতে, বুঝিতে, জানিতে; চিন্তা করে, ভাবে। কবিপ্র। ক্রি। **চেয়ে চিন্তে**—বিশেষভাবে চাহিয়া [আত্মীয়তার ভাববোধক সহচর শব্দ; শুধু চাহিবার স্থলে 'যাহাতে ভাল হয় এইরূপ ভাবিয়া' লওয়ার ইঙ্গিত রহিয়াছে]। **ভেবে চিন্তে**—ধীর-ভাবে সকল দিক্ বার বার ভাবিয়া।

চিন্ত্য—ভাবনীয়, চিন্তার যোগ্য, আলোচ্য, বিতর্কণীয়। চিন্তি+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—চিন্তন, চিন্তা।

চিন্ত্যমান—যাহার কথা ভাবা হইতেছে এরূপ, অনুধ্যায়মান। চিন্তি+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

চিন্ময়—জ্ঞানময়, জ্ঞানস্বরূপ ('—ব্রহ্ম')। চিৎ+ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

চিপ—১। আঁট, কসা। কবিপ্র। বিণ। ২। চাপ দাও, আঁট, কস। প্রাদে। ক্রি।

চিপটান—১। চেপ্টান, চওড়া, পার্শ্বে বিস্তৃত। চিপিটা+ন কর্ম্মবা। বিণ। ২। চেপ্টা করা, চেপ্টা হওয়া। বাং ক্রি।

চিপা—১। চাপা; সঙ্কীর্ণ, অপ্রশস্ত, সরু। বিণ। ২। চাপ দেওয়া, আঁটা, কসা। প্রাদে। ক্রি।

চিপিট, চিপিটক—১। চিঁড়া। বি; পুং। ২। চেপ্টা; বিস্তৃতনাসিক; বিস্তৃত। চি+পিটচ্ কর্ম্মবা (নিপাতনে); পক্ষে কন্ সংজ্ঞার্থে, তুল্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—টা,—টিকা।

চিবন—১। চর্ব্বণ, দন্তদ্বারা পেষণ। বি। ২। চর্ব্বণ করা। 'চর্ব্বণ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

চিবা, চিবে—চিবড়া, ডাঁটা প্রভৃতি শক্ত জিনিস চিবাইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা। প্রাদে। বি। [বাং ক্রি।

চিবান—চর্ব্বণ করা। 'চর্ব্বণ'-শব্দজ।

চিবি—১। দাড়ী; থুত্‌নী। চীব্+ই কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; পুং। ২। ফাঁক ('জান্‌লার—')। প্রাদে। বি।

চিবু, চিবুক—ওষ্ঠের নিম্নভাগ, দাড়ি, থুতনি। চীব্+কু (নিপাতনে), পক্ষে চিবু+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

চিমটা—আগুন বা উত্তপ্ত বস্তু তুলিবার জন্য লোহার তৈরি যন্ত্র, মোচনা, সন্না। 'চিমটি'-শব্দজ। বাং প্র। বি।

চিমটান—খামচান, নখ দ্বারা পীড়ন। বাং ক্রি।

চিমটি—নখ দ্বারা পীড়ন, দুই অঙ্গুলির অগ্র-ভাগ দ্বারা গাত্রচর্ম্ম টানিয়া ধরা। চিমটা+ই ভাববা। বি।

চিমড়া, -ড়ে—চামড়ার মত শক্ত; দুশ্ছেদ্য; রোগা; অস্থিচর্ম্মসার। 'চর্ম্মন্'-শব্দজ। বাং প্র। বিণ।

চিমনি—এঞ্জিন বা চুল্লীর ধুম বাহির হইবার নল; আলোকের দীর্ঘ কাচময় আবরণ। ইং chimney. বি।

চিমসা, চিমসে—চামড়ার মত শক্ত, চিমড়া; কাঁচা চামড়ার মত দুর্গন্ধবিশিষ্ট। বাং প্র। বিণ।

চিয়াড়ি, চেয়াড়ি—শুক্‌না বাঁশের ছাল, চেঁচাড়ি; বাঁশের পাতলা চটা। বাং প্র। বি।

চিয়ান—'চিআন' দ্রঃ।

চিয়ার—বিন্যাস, স্থাপন। বাং প্র। বি।

চির—১। অনাদিকাল, বহুকাল, দীর্ঘকাল। বি; ক্লীব। ২। বিলম্বিত; দীর্ঘকালস্থায়ী; (কাল-সম্বন্ধে) নিত্য; দীর্ঘ; বহু। চি+রক্ কর্তৃবা। বিণ।

চিরঋণী (-ণিন্)—চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ। চির ব্যাপিয়া ঋণী, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—কাজ করিতে যে দেরী করে, দীর্ঘসূত্রী, চিরক্রিয়। চির কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চিরকাঙ্ক্ষিত—অনেক দিনের অভিলষিত, অনেক দিন ধরিয়া যাহা চাওয়া হইয়াছে এমন। চির ব্যাপিয়া কাঙ্ক্ষিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরকারিতা—বিলম্বে কার্য্য করা, অল্প সময়ের কর্ম্ম অধিক সময়ে করা, কার্য্যনির্ব্বাহে আলস্য বা অমনোযোগ, দীর্ঘসূত্রতা। চির-কারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

চিরকারী (-কারিন্)—বিলম্বে কর্ম্ম-কারী, সত্বর কার্য্যনির্ব্বাহে অক্ষম, অল্প সময়ের কার্য্য অধিক সময়ে সম্পাদনকারী, কর্ম্মনির্ব্বাহে অলস বা অমনোযোগী; দীর্ঘ-সূত্রী। উপতৎ; চির—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ; পুং। স্ত্রী,—কারিণী।

চিরকাল—দীর্ঘকাল; অনন্তকাল; যাব-জ্জীবন। চিরই কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

চিরকালার্জ্জি(র্জি)ত—বহুকাল পরে যাহা

পাওয়া গিয়াছে এমন ; সুদীর্ঘকালে লব্ধ, জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে প্রাপ্ত। চিরকালে অর্জিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

চিরকালীন—দীর্ঘকালব্যাপী ; চিরন্তন। চিরকাল+ঈন ব্যাপ্ত্যর্থে, ভবার্থে। বিণ।

চিরকীর্ত্তি(র্তি)—১। চিরস্থায়ী যশ, দীর্ঘকালব্যাপী খ্যাতি। চিরব্যাপিনী কীর্ত্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। চিরযশস্বী, আবহমান কাল ধরিয়া খ্যাতিমান্। চিরব্যাপিনী কীর্ত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চিরকুট—টুক্‌রা কাগজে লিখিত বিষয়। বাং প্র। বি।

চিরকুমার—আজীবন অবিবাহিত, যে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিবাহ করে না এরূপ। চির ব্যাপিয়া কুমার, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রী। বি—চিরকৌমার্য্য।

চিরকেলে—অনেকদিনের ('—অভ্যাস')। চিরকাল+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

চিরক্রিয়—দীর্ঘসূত্রী, বিলম্বে কার্য্যকারক। চিরা ক্রিয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। বি,—ক্রিয়তা।

চিরক্রিয়তা—দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্বে কার্য্য করার স্বভাব। চিরক্রিয়+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

চিরক্রীত—অত্যন্ত উপকৃত ; যাবজ্জীবন উপকাররূপ ঋণে আবদ্ধ ; বহুকাল পূর্ব্বে যাহা কেনা হইয়াছে এরূপ। চির ব্যাপিয়া ক্রীত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরজীবক—১। বৃক্ষবিশেষ, জীবকবৃক্ষ। বি ; পুং। ২। দীর্ঘজীবী। উপতৎ ; চির—জীব্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জীবিকা।

চিরজীবন—সারা জীবনকাল। চিরব্যাপী জীবন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

চিরজীবী (-জীবিন্)—১। যে বহুদিন বাঁচিয়া থাকে এরূপ ; বহুকালস্থায়ী ; অমর। বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী। বি,—জীবিতা। ২। বিষ্ণু ; কাক ; মার্কণ্ডেয় ; শাল্মলীবৃক্ষ ; অশ্বত্থামা বলি ব্যাস হনুমান্ বিভীষণ কৃপ পরশুরাম—এই সাত জন চিরজীবী। উপতৎ ; চির—জীব্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

চিরজীবেষু—চিরজীবিষু [পত্রের শিরোনামায় আশীর্ব্বাদভাজন কনিষ্ঠের প্রতি এইরূপ পাঠ নামের নীচে লিখিত হয়]। চির—জীব্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা=চিরজীব, 'চিরজীব'-শব্দের সংস্কৃত ৭মীর বহুব (গৌরবে)। বিণ। স্ত্রী,—জীবাসু।

চিরঞ্জীব—চিরজীবী, যে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে এরূপ। চিরম্—জীব্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

চিরঞ্জীবী (-ঞ্জীবিন্)—'চিরজীবী' (সকল অর্থে)। চিরম্—জীব্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—ঞ্জীবিনী।

চিরণ, চেরণ—১। চেরা, বিদারণ, ফাড়ন। চির্‌+অন ভাববা। ২। চিরুণী। 'চিরুণী'-শব্দজ। বি।

চিরণদাঁতী, চিরুণদাঁতী—যাহার দাঁত চিরুণীর দাঁড়ার মত সূচাল ও সরু এরূপ। চিরণ, চিরুণ-সদৃশ দাঁত যাহার, বহুব্রী+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

চিরণী, চিরুণী—কাঁকই, চুল আঁচড়াইবার যন্ত্রবিশেষ, কঙ্কতিকা। চির্‌+অনী, উনী করণবা। বি।

চিরণ্টী—পিতৃগৃহস্থিতা যুবতী রমণী। চিরম্—অট্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌ (নিপাতনে)। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

চিরতা—ভূনিম্ব, শাকজাতীয় তিক্ত উদ্ভিদ্‌-বিশেষ। 'চিরতিক্ত'-শব্দজ। বি।

চিরতিক্ত—চিরতা। চির ব্যাপিয়া তিক্ত, ২য়াতৎ। বি ; পুং।

চিরতুষার—চিরনীহার (তাহা দ্রঃ)।

চিরতুষার-রেখা, -সীমা—অত্যুন্নত পর্ব্বতের যে সীমার উপর তুষার চিরকাল জমিয়াই থাকে তাহা (snowline) চিরতুষারের রেখা, সীমা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিরথাই—বহুদিন স্থিতিশীল। 'চিরস্থায়িন্‌'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

চিরদরিদ্র—সারাজীবন ধরিয়া গরীব, চিরনিঃস্ব। চির ব্যাপিয়া দরিদ্র, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরদারিদ্র্য—চিরনির্ধনতা, সারাজীবন ব্যাপিয়া নিঃস্বতা, আজীবন ধনাভাব। চিরব্যাপী দারিদ্র্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

চিরদাস—আজীবন ভৃত্য ; ক্রীতদাস ; চিরপরাধীন। চির ব্যাপিয়া দাস, ২য়াতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—দাসী।

চিরদিন—আবহমান কাল ; যাবজ্জীবন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। চিরই দিন (কাল), কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

চিরদীন—চিরদরিদ্র, আজীবন নিঃস্ব। চির ব্যাপিয়া দীন, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দীনা।

চিরদুঃখ—আজীবন ক্লেশ, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া কষ্ট। চিরব্যাপী দুঃখ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। বিণ,—দুঃখী।

চিরদুর্লভ—একান্ত দুষ্প্রাপ্য, যাহা কোনকালেই লাভ করা সহজ নহে এরূপ। চির ব্যাপিয়া দুর্লভ, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরনিদ্রা—মৃত্যু ; অনন্তকালব্যাপিনী নিদ্রা, যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না এরূপ নিদ্রা, মহানিদ্রা ; রোগবিশেষ, দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রারোগ। চিরব্যাপী নিদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিরনিদ্রাগত, -ভিভূত, -মগ্ন—মৃত, চিরদিনের জন্য নিদ্রায় আচ্ছন্ন। চিরনিদ্রাকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ ; চিরনিদ্রা দ্বারা অভিভূত, ৩য়াতৎ ; চিরনিদ্রায় মগ্ন, ৭মীতৎ। বিণ।

চিরনিদ্রিত—চিরদিনের জন্য নিদ্রাগত, মৃত। চির ব্যাপিয়া নিদ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরনিবৃত্তি—চিরদিনের মত প্রশমন, চিরকালের জন্য থামিয়া যাওয়া। চিরা নিবৃত্তি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিরনির্দ্দি(র্দি)ষ্ট—চিরনিরূপিত ; আবহমান কাল হইতে স্থিরীকৃত। চির ব্যাপিয়া নির্দ্দিষ্ট, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরনির্ব্বা(র্বা)সন—চিরদিনের জন্য দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া, সারাজীবনের জন্য নির্ব্বাসন। চিরব্যাপী নির্ব্বাসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

চিরনির্ব্বা(র্বা)সিত—চিরকালের জন্য দেশ হইতে বিতাড়িত, চিরকালের জন্য বিদেশে প্রেরিত। চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

চিরনির্ভর—সারা জীবনের আশ্রয়, চিরশরণ, চিরসহায়। চিরব্যাপী নির্ভর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চিরনির্ম্ম(র্ম)ল—১। যাহা কখনও মলিন হয় না এমন ; চিরপবিত্র, চিরনিষ্পাপ। বিণ। ২। চিরনিরঞ্জন, পরমেশ্বর। চির ব্যাপিয়া নির্ম্মল, ২য়াতৎ। বি ; পুং।

চিরনিষ্পাপ—আজীবন পাপশূন্য ; চিরপবিত্র। চির ব্যাপিয়া নিষ্পাপ, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরনীহার—চিরতুহিন, আবহমান কাল ধরিয়া স্থায়ী তুষার, পর্ব্বতের অত্যুচ্চস্থানে অবস্থিত যে বরফ কখনও গলে না তাহা। চিরব্যাপী নীহার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চিরনীহারবাহ—চিরনীহারসীমার নিম্নভাগে যে বরফরাশি জমাট হইয়া থাকে তাহা (glacier). চিরনীহারের বাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [দ্রঃ)।

চিরনীহারসীমা—চিরতুষার-রেখা (তাহা

চিরনূতন—নিত্য নবীন, যাহা সকল সময়েই নূতন এমন। চির ব্যাপিয়া নূতন, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরন্তন—চিরকালীন ; পুরাতন, যাহা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এরূপ, যাহা বহুকাল প্রচলিত আছে এরূপ। চিরম্ +তন (ট্যল্‌+তুট্‌) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নী।

চিরপরিচিত—চিরকালের জানাশুনা, চিরপরিজ্ঞাত। চির ব্যাপিয়া পরিচিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপূজ্য—সর্ব্বদা পূজনীয়, চিরারাধ্য। চির ব্যাপিয়া পূজ্য, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপোষিত—চিরকাল প্রতিপালিত, চিরদিন ধরিয়া যাহা পোষণ করা হইয়াছে এরূপ ; চিরকাঙ্ক্ষিত, চিরাভিলষিত। চির ব্যাপিয়া পোষিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপ্রচলিত—যাহা বহুদিন হইতে চলিয়া

আসিতেছে এরূপ। চির ব্যাপিয়া প্রচলিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপ্রবাসী (-প্রবাসিন্)—যে চিরকাল বিদেশে থাকে এরূপ. চিরবিদেশবাসী। চির ব্যাপিয়া প্রবাসী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—প্রবাসিনী।

চিরপ্রবাহিত—চিরকাল বহমান, যাহার প্রবাহ চিরকাল থাকে এরূপ। চির ব্যাপিয়া প্রবাহিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপ্রবাহী (-প্রবাহিন্)—চিরবহমান, যাহা সর্ব্বদাই বহিয়া যাইতেছে এমন। চির ব্যাপিয়া প্রবাহী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হিণী।

চিরপ্রসিদ্ধ—চিরবিখ্যাত, যে চিরস্থায়ী খ্যাতি লাভ করিয়াছে এমন, চিরবিশ্রুত। চির ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপ্রাপ্ত—বহুদিন পূর্ব্বে যাহা পাওয়া গিয়াছে এরূপ, চিরলব্ধ। চিরে (চিরকালে) প্রাপ্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

চিরপ্রার্থিত, -বাঞ্ছিত—বহুকালের অভিলষিত, অনেক দিন ধরিয়া যাহা চাওয়া হইয়াছে এমন। চির ব্যাপিয়া প্রার্থিত, বাঞ্ছিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপ্রোষিত—যে বহুকাল বিদেশে আছে এরূপ। চির ব্যাপিয়া প্রোষিত, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—প্রোষিতা।

চিরবন্ধু—'চিরমিত্র' দ্রঃ।

চিরবাঞ্ছিত—'চিরপ্রার্থিত' দ্রঃ।

চিরবাস—চিরদিনের বাসস্থান, চিরদিনের গৃহ; চিরদিনের জন্য অবস্থান, আবহমান কাল ধরিয়া থাকা। চিরব্যাপী বাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চিরবিচ্ছেদ—চিরদিনের মত পার্থক্য, সারাজীবনের মত অন্যত্র সরিয়া যাওয়া; জীবনব্যাপী মনোমালিন্য। চিরব্যাপী বিচ্ছেদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ,—বিচ্ছিন্ন।

চিরবিদায়—চিরদিনের মত প্রস্থান করিবার জন্য অনুমতি বা অনুরোধ; চিরদিনের জন্য প্রস্থান; মৃত্যু। চির যে বিদায়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

চিরবিদ্বেষ—চিরশত্রুতা; চিরকালের ঈর্ষ্যা। চিরব্যাপী বিদ্বেষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ,—বিদ্বেষী (-ষিন্)।

চিরবিবাদ, -বিরোধ—চিরদিনের কলহ, দীর্ঘকালের ঝগড়া। চিরব্যাপী বিবাদ, বিরোধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চিরবিস্মৃত—যাহার কথা আর কখনও মনে পড়িবার নয় এরূপ। চির ব্যাপিয়া বিস্মৃত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরবৈরী (-বৈরিন্)—চিরশত্রু, সারা জীবন ধরিয়া অনিষ্টকারী। চির ব্যাপিয়া বৈরী, ২য়াতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

চিরমলিন—চিরম্লান, সকল সময়ই কলঙ্কময়। চির ব্যাপিয়া মলিন, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরমিত্র, -বন্ধু—অনেক দিনের মিত্র, বহুকালের বন্ধু। চির ব্যাপিয়া মিত্র, বন্ধু, ২য়াতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

চিররহস্য—যে বিষয়ের জটিলতা উদ্ঘাটন সম্ভবপর নহে। চিরব্যাপী রহস্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চিররুগ্ণ, -রোগী (-রোগিন্)—চিরদিন পীড়াগ্রস্ত, যাহার শরীরে সর্ব্বদা রোগ বর্ত্তমান এরূপ। চির ব্যাপিয়া রুগ্ণ, রোগী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রুগ্ণা, —রোগিণী।

চিররুদ্ধ—সারা জীবনের মত আবদ্ধ। চির ব্যাপিয়া রুদ্ধ, ২য়াতৎ। বিণ।

চিররুদ্র—যাহাকে দেখিলে সকল সময়েই ভয় হয় এরূপ, চিরভীষণ, চিরদিনের জন্য ভয়াবহ। চির ব্যাপিয়া রুদ্র, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরশত্রু—চিরকালের বৈরী, চিরবিদ্বেষী, যাহার সহিত বহুকাল ধরিয়া শত্রুতা চলিতেছে এমন। চির ব্যাপিয়া শত্রু, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরশরণ—চিরকালের আশ্রয়, বহুদিনের সহায়। চির শরণ, কর্ম্মধা; বা, চির ব্যাপিয়া শরণ, ২য়াতৎ। বি; ক্লীব বা বিণ।

চিরশ্যামল—চিরহরিৎ, যাহার রং সর্ব্বদাই সবুজ থাকে এমন। চির ব্যাপিয়া শ্যামল, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরসঙ্গী (-সঙ্গিন্)—চিরসহচর, সারাজীবনের সঙ্গী। চির ব্যাপিয়া সঙ্গী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সঙ্গিনী।

চিরসহায়—বহুকালের আশ্রয়, দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহার নিকট সাহায্য পাওয়া যায় এমন। চির ব্যাপিয়া সহায়, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরসুখী (-খিন্)—যে কোন দিন দুঃখ ভোগ করে নাই এরূপ। চির ব্যাপিয়া সুখী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সুখিনী।

চিরসুহৃৎ (-হৃদ্)—বহুকালের মিত্র। চির ব্যাপিয়া সুহৃৎ, ২য়াতৎ। বি; পুং।

চিরসূতা—বহুকালপূর্ব্বে প্রসবিনী গাভী। চিরা সূতা, সুপ্‌সুপা। ('চিরসূতিকা' শব্দও হয়)। বি; স্ত্রী।

চিরসেবিত—যাহা যথার্থ বলিয়া বহুকাল অঙ্গীকৃত ও অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে এমন; চিরারাধিত। চির ব্যাপিয়া সেবিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরস্থায়িতা, -ত্ব—চিরকাল থাকা; অল্পকালে লোপ পরিবর্ত্তন বা অন্যথাভাব না হওয়া। চিরস্থায়িন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ,—স্থায়ী (-স্থায়িন্)।

চিরস্থায়ী (-স্থায়িন্)—যাহা বহুকাল থাকে এরূপ, অল্পকালে যাহার লোপ ধ্বংস পরিবর্ত্তন বা অন্যথাভাব না ঘটে এরূপ; অবিনশ্বর। চির ব্যাপিয়া স্থায়ী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—স্থায়িনী। বি,—স্থায়িতা, —স্থায়িত্ব।

চিরস্থির—চিরকাল ধরিয়া অচঞ্চল; প্রবাহশূন্য ("চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবননদে?" —মাইকেল)। চির ব্যাপিয়া স্থির, ২য়াতৎ। বিণ। বি,—স্থিরতা।

চিরস্মরণীয়—দীর্ঘকাল ধরিয়া মনে রাখার যোগ্য। চির ব্যাপিয়া স্মরণীয়, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরহরিৎ—চিরশ্যামল, যাহা বৎসরের সর্ব্বক্ষণ সবুজ থাকে এমন (evergreen). চির ব্যাপিয়া হরিৎ, ২য়াতৎ। বিণ; ত্রি।

চিরা—১। বিভক্ত, বিদারিত; ছিন্ন। চির্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। বিদীর্ণ করা, ফাটান; ছিন্ন করা বা হওয়া; ভাগ করা; কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা। বাং ক্রি। ৩। শিরোভূষণ। হিন্দী। বি। ৪। ছিন্নবস্ত্র, নেকড়া। 'চীর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চিরাই—দীর্ঘায়ুঃ, দীর্ঘজীবী। 'চিরায়ু'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

চিরাগ—বাতি, আলোক। ফার্সী। বি।

চিরাগত—যাহা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এরূপ, বহুদিন যাবৎ প্রচলিত। চির যাবৎ আগত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

চিরাচরিত—দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত; বহুদিন ধরিয়া যাহা চলিয়া আসিতেছে এরূপ। চির ব্যাপিয়া আচরিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরাতা—চিরতিক্ত, শাকজাতীয় তিক্ত ঔষধিবিশেষ। 'চিরতিক্ত'-শব্দজ। বি।

চিরানন্দ—১। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন আনন্দে কাল কাটায় এরূপ। চিরব্যাপী আনন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অক্ষয় আনন্দ, চিরহর্ষ। চিরব্যাপী আনন্দ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

চিরানুকূল—চিরহিতকারী; চিরসহায়, বহুকালের আশ্রয়। চির ব্যাপিয়া অনুকূল, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরান্ধ—জন্মান্ধ, জন্ম হইতে দৃষ্টিহীন; কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য দর্শন করিবার ক্ষমতা যাহার নাই এমন। চির ব্যাপিয়া অন্ধ, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরাভ্যস্ত—চিরদিনের অভ্যাসগত, বহুদিন হইতে যাহার অভ্যাস করা হইয়াছে এমন, যে বহুকাল যাবৎ অভ্যাস করিয়াছে এমন। চির ব্যাপিয়া অভ্যস্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরায়ুঃ (-য়ুস্), **চিরায়ু**—১। দীর্ঘজীবী। বিণ। ২। দেবতা। চির ব্যাপিয়া আয়ুঃ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। চিরজীবন, দীর্ঘজীবন। চির আয়ুঃ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চিরায়ুষ্মান্ (-ষ্মৎ)—চিরজীবী, দীর্ঘজীবী। চির ব্যাপিয়া আয়ুঃ, ২য়াতৎ+মতুপ্, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষ্মতী। বি,—ষ্মত্তা।

চিরাশ্রিত—বহুকাল অন্যের আশ্রয়ে পালিত ; চির অনুগত, চিরদিন শরণাগত। চির ব্যাপিয়া আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরুণদাঁতী—'চিরণদাঁতী' দ্রঃ।

চিরুনি—কঙ্কতিকা, কাঁকুই। চির্+উনি, উনী করণবা। বি।

চিল—পক্ষিবিশেষ, আততায়ী পাখী। 'চিল্ল'-শব্দজ। বি। **চিল চেঁচান**—চিলের ন্যায় জোরে চেঁচান, তীব্র চীৎকার করিয়া কাঁদা।

চিলতা, -তে—পাতলা বা ছেঁড়া অংশ। বাং প্র। বি। [ধ্বন্যাত্মক অব্য।

চিলবিল—ছটফট করা ; চঞ্চলতাপ্রকাশ।

চিলবিলা, -বিলে—চঞ্চল, অস্থির। চিলবিল+আ, এ করে অর্থে। বিণ। বি, —বিলানি, —বিলিনি।

চিলবিলান—অধীর হওয়া ; ছটফট করা। বাং ক্রি।

চিলবিলানি, -বিলিনি—চাঞ্চল্য, ছট্‌ফটে ভাব। চিলবিলা+নি ভাববা। বি।

চিলমীলিকা—জোনাকী পোকা ; বিদ্যুৎ ; কণ্ঠাভরণ, গলার হার। চির—মীল্+অক কর্তৃবা (র-স্থানে ল)+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চিলমচী—হাত মুখ ধুইবার পাত্রবিশেষ। তুর্কী। বি।

চিলা, চিলে—ছাদের উপরের ঘর, প্রাসাদের উপরিস্থিত গৃহ। 'চিল'-শব্দজ। বি।

চিলাচিলি—চেঁচাচেঁচি ; পরস্পরকে চীৎকার করিয়া ডাকা। হিন্দীমূলক। বি।

চিলিম—তামাক খাইবার কলিকা। ফার্সীমূলক। বি।

চিলেকোঠা, -ঘ—প্রাসাদের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত গৃহ। কর্ম্মধা। বি।

চিল্ল—চিলপাখী। চিল্ল্+অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী—চিল্লী।

চিল্লাচিল্লি—চেঁচামেচি, পরস্পর চীৎকার, পরস্পরকে চেঁচাইয়া ডাকা। হিন্দীমূলক। বি।

চিল্লান—চেঁচামেচি করা, চীৎকার করা। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।

চিল্লী—চিলপক্ষিণী, চিল্লিকা ; লোধ্র ; ভ্রূ ; চক্ষুঃ ; হাবভাবপ্রদর্শন। চিল্ল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চিহিঁ—ঘোড়ার ডাক। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

চিহ্ন—১। দাগ (sign). চহ্+নক্ কর্তৃবা (অ-স্থানে ই)। ২। লক্ষণ, যে কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান করা যায় ; যাহা দ্বারা চিনিতে পারা যায় ; পরবর্ত্তীকালের সন্দেহ দূর করিবার জন্য পূর্ব্বেই যাহা করিয়া রাখা হয় ; সঙ্কেত, ইসারা ; পতাকা, নিশান। চহ্+নক্ করণবা। বি ; ক্লীব। বিণ—চিহ্নিত।

চিহ্নকারী (-কারিন্)—চিহ্নকারক, যে দাগ দেয় এরূপ। উপতৎ ; চিহ্ন—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

চিহ্নত—১। চিহ্নিত। বিণ। ২। চিহ্ন। বাং প্র। বি।

চিহ্নতনামা—নির্দ্দেশপত্র, রাজদত্ত সীমানিরূপণ-পত্র। চিহ্নত+নামা পত্র অর্থে। বি।

চিহ্নধারী (-ধারিন্)—দাগযুক্ত, চিহ্নবিশিষ্ট। উপতৎ ; চিহ্ন—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ধারিণী।

চিহ্না—দাগ দেওয়া, চিহ্নযুক্ত করা ; চিনা, চিনিতে পারা ("না চিহ্নে মানুষ নিমিখ নাই"—চণ্ডীদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চিহ্নিত—১। দাগযুক্ত, দাগ-দেওয়া, অঙ্কিত ; লক্ষিত ; বিশেষ নিদর্শন-পত্রযুক্ত (covenanted). চিহ্ন+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ। ২। চিহ্ন, লক্ষণ। চিহ্ন্+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

চিহ্নিতনামা—জমিজমা সম্বন্ধে রাজপ্রদত্ত সীমানিরূপণ-পত্র। চিহ্নিত+নামা পত্র অর্থে। বি।

চীজ—'চিজ' দ্রঃ। [বি।

চীজবস্ত—জিনিসপত্র, আসবাবপত্র। ফার্সী।

চীত—চিত্র, ছবি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চীত-নলিনী—আঁকা পদ্ম। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।

চীত-পুতলি—আঁকা-পুতুল। প্রাঃ কবিপ্র।

চীতল—চিতল (তাহা দ্রঃ)।

চীৎকার, চিৎকার—চেঁচানি, উচ্চ শব্দ। চীৎ, চিৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

চীন—১। দেশবিশেষ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ] ; ধান্যবিশেষ ; সূত্র। বি ; পুং। ২। চীন-দেশীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র ; পতাকা, নিশান। চি+নক্ কর্ম্মবা (ই-স্থানে ঈ)। বি ; ক্লীব। বিণ—চীনীয়, চৈনিক। ৩। চিহ্ন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চীনক—চীনাধান, একপ্রকার ধান্য। চীন+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

চীনজ—১। ইস্পাত, তীক্ষ্ণ লৌহ। বি ; ক্লীব। ২। চীনদেশজাত। উপতৎ ; চীন—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

চীনপিষ্ট—সিন্দূরবিশেষ, চীনের সিঁদুর ; সীসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

চীনবঙ্গ—সীসক, সীসা। চীনভব বঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চীনবাস—চীনা কাপড়, সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ। চীনজাত বাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

চীনা—চীনদেশীয় ; চীন-দেশবাসী ; চীনা ধান ("মাস মহুরী তণ্ডুল মধুরী বরবটী বাটুলা চীনা।"—কবিকঙ্কণ)। চীন+আ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ বা বি। **চীনা কর্পূর**—একপ্রকার উৎকৃষ্ট কর্পূর। **চীনা কাঁকুড়**—চীনাক, একজাতীয় কাঁকুড়। **চীনা ঘাস**—চীনদেশীয় ঘাসবিশেষ (ইহাতে দড়ি, কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত হয়)। **চীনা বাদাম**—মাঠকড়াই, মাঠ বাদাম। **চীনা বাসন**—চীনা মাটি দ্বারা প্রস্তুত উৎপন্ন বাসনবিশেষ, চীনা মাটির পাত্র। **চীনা মাটি**—সাদা চকচকে পদার্থবিশেষ (porcelain). **চীনা সিঁদুর**—চীনপিষ্ট, ঘোর লাল সিন্দূরবিশেষ। **চীনার পাল্লা, পাত**—সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাঁটি নরম সোনার পাত।

চীনাংশুক—চীনদেশীয় রেশমের কাপড়, অতি সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র। চীন জাত অংশুক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

চীবর—যোগী বা সন্ন্যাসীরা যে জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র ধারণ করে, চীর, ভিক্ষুবস্ত্র, কৌপীন। চি+ষ্বরচ্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

চীবরী (-রিন্)—বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ; ছিন্নবস্ত্র পরিহিত। চীবর+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —রিণী।

চীর—ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, নেক্‌ড়া ; বস্ত্রবিশেষ ; সীসক, সীসা ; চূড়া ; গাছের ছাল ; চীরকুট। চি+রক্ কর্ম্মবা (ই-স্থানে ঈ)। বি ; ক্লীব।

চীরকুট—ছিন্নবস্ত্র, নেকড়া ; ছেঁড়া কাগজে লিখিত বিষয়। হিন্দী। বি।

চীরধারী (-ধারিন্)—জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধানকারী। উপতৎ ; চীর—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ধারিণী।

চীরবাস—১। পরিধানের ছিন্ন বস্ত্র। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত, যে ছেঁড়া কাপড় পরিয়াছে। বহুব্রী। বিণ।

চীরা—ফালি কাপড়ের পাগড়ি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চীরী (চীরিন্)—১। ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, যে ছেঁড়া কাপড় পরিয়া রহিয়াছে এমন ; বল্কলপরিধানকারী, যে গাছের ছাল পরিয়াছে এমন। বিণ। স্ত্রী—চীরিণী। ২। তাপস। চীর+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

চীর্ণ—সম্পাদিত ; অনুষ্ঠিত ; সঞ্চিত ; অনুশীলিত ; বিভক্ত ; খণ্ডিত ; বিদীর্ণ। চর্+নক্ কর্ম্মবা। বিণ।

চীর্ণপর্ণ—নিমগাছ ; খেজুর গাছ। চীর্ণ পর্ণ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। [বাং ক্রি।

চুআন, চুয়ান—ক্ষরিত হওয়া, গলা।

চুঁ—অনুকার-শব্দ, জলশোষণ-শব্দ ; মৃদুশব্দ। বাং প্র। অব্য। **চুঁ করা**—চুপিসাড়ে কথা বলা। **চুঁ শব্দ**—সামান্য প্রতিবাদ ; অস্পষ্ট আওয়াজ।

চুঁই-চুঁই—জলশোষণের শব্দ ; দগ্ধ হইবার শব্দ ; অত্যধিক ক্ষুধার ভাবব্যঞ্জক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

চুঁচা—চোঁচা (তাহা দ্রঃ)।

চুঁয়া—আঁকা, আধপোড়া, ধরিয়া-যাওয়া ; অম্ল। বাং প্র। বিণ। [ফেলা। বাং ক্রি।

চুঁয়ান—জলক্ষরণ ; আধপোড়া করা, ধরাইয়া

চুক—১। শক্ত থোড়। বাং প্র। বি। ২। অম্ল, টক। বিণ। ৩। ভুল। হিন্দী। বি।

চুকন—১। ভুল, ভ্রমে পড়া। হিন্দী। ২। পরিশোধ; বিনাশ; আয়ুঃশেষ; ফুরান। চুক্+অন ভাববা। বি। ৩। চুকান (তাহা দ্রঃ)।

চুকলি—১। পরনিন্দা, অপবাদ, কুৎসা; অসাক্ষাতে নিন্দা। আর্বী 'চুগল্'-শব্দজ। **চুকলি খাওয়া**—পশ্চাতে নিন্দা করা ("মুখে মুখে সম্মুখে চুকলি খায় বেটা।"—ঘনরাম)। ২। চক্রাকার পাত্‌লা পিষ্টক-বিশেষ। বাং প্র। বি।

চুকলিখোর—পরোক্ষে নিন্দাকারী। চুকলি+খোর আসক্তার্থে। বিণ।

চুকা—১। অম্ল, টক। 'চুক্র'-শব্দজ। বিণ। ২। ভুল করা; শেষ হওয়া, অবসান হওয়া। বাং ক্রি।

চুকান—মিটাইয়া দেওয়া, নিষ্পত্তি করা, রফা করা; বিনাশ করা; ফুরান। বাং ক্রি।

চুকাপালং—একপ্রকার পালং শাক, টক-পালং। বাং প্র। বি। [শব্দজ। বি।

চুকুলি—নিন্দা, অপবাদ। আর্বী 'চুগল্'-

চুক্‌চুক্—১। অল্পে অল্পে দুগ্ধাদি পান করিবার শব্দ, শিশুর স্তন্যপান-শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। ২। মসৃণ ও উজ্জ্বল। বাং প্র। বিণ।

চুকচুকান—চুক্‌চুক্ শব্দ করা; চুক্‌চুক্ করিয়া পান করা; কুটকুট করা; কোন কার্য্য করিবার জন্য অধীর হওয়া। বাং ক্রি।

চুক্‌চুকানি, চুক্‌চুকুনি—কোন কার্য্য করিবার জন্য অধীরতা; চুক্‌চুক্ শব্দ; চুক্‌চুক্ করিয়া পান করা। চুক্‌চুকা+নি ভাববা। বি।

চুক্‌চুকে—চিক্কণ, মসৃণ ও উজ্জ্বল; চুক্‌চুক্-কারী; কার্য্যকরণার্থ অধীর। চুক্‌চুক্+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

চুক্তি—নিয়ম; প্রতিশ্রুতি, কড়ার, সর্ত্ত; সমাধা, নিষ্পত্তি। হিন্দীমূলক। বি।

চুক্তিনামা, -পত্র—অঙ্গীকারপত্র, বিশেষ বিশেষ সর্ত্তসূচক দলিল। চুক্তি+নামা পত্র অর্থে; চুক্তি-সূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

চুক্র, -ক—চুকাপালং শাক; অম্ল-বেতস শাক; শুক্তবিশেষ; কাঞ্জিকবিশেষ; সন্ধানবিশেষ। চক্+রক্ সংজ্ঞার্থে, পক্ষে স্বার্থে কন্। বি; পুং।

চুঙ্গি(ংগি), চুঙ্গী(ংগী)—নলী, খোল, চোঙ্গ; পণ্যশুল্ক; মাদক দ্রব্যের উপর স্থাপিত কর। হিন্দীমূলক। বি।

চুচুক, চূচুক—কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা। চুচু, চূচু—কৈ+ক কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

চুচুকৃতি—১। কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা। চুচু—কৃ+ক্তি অধিবা। ২। চুম্বনের শব্দ; চুচু শব্দ ("চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ"—ভারত-চন্দ্র)। চুচু—কৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

চুঞ্চু—(কোন শব্দের পর প্রত্যয়রূপে যুক্ত হইলে) অভিজ্ঞ ('ন্যায়—', 'বিদ্যা—')। বিণ।

চুটকি, -কী—১। সামান্য, ছোট; নগণ্য; লঘু; চটুল। বিণ। ২। চুক্তিমত সুদ; পদাঙ্গুলির অঙ্গুরী; তুড়ি; চিমটী; যে ধান্যাদি মাপিয়া দেয় তাহার প্রাপ্য; সীমা; চোরাই মাল; চুঙ্গী; কয়ালের প্রাপ্য দস্তরী; সরল লঘু ও সরস সাহিত্য ("একটু চুটকী ভিন্ন যায় না সময়।"—রজনী সেন)। বাং প্র। বি। **চুটকী বাজান**—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা তুড়ি দেওয়া, খোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের বাঁয়াতে মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাতপূর্ব্বক বাদন; মৃদু ও হালকা ছন্দ বাজান। **চুটকী সাহিত্য**—সহজ ভাষায় খুব কম কথায় রচিত লঘু ও সরস সাহিত্য।

চুটান—চোট মারা, কোপ মারা; শক্তি নিয়োগ করা; চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা। বাং ক্রি। **চুটিয়ে কাজ করা**—সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া কাজ করা।

চুটী—শিখা; চূড়া। 'চূড়া'-শব্দজ। বি।

চুড়ি, চুড়ী—স্ত্রীলোকের হাতের গহনা-বিশেষ; কুঞ্চন, কোঁচকান। হিন্দী। বি।

চুড়ীদার—কুঞ্চনবিশিষ্ট, কোঁচকান ('—আস্তীন'); চুনটযুক্ত। চুড়ী+দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।

চুণ, চূণ, চুন, চূন—১। শ্বেতবর্ণবস্তুবিশেষ, চূর্ণ। বি। **চুণকালি দেওয়া**—এক গালে চুণ এবং অপর গালে কালি মাখাইয়া দিয়া সকলের সামনে অপমান করা; বংশের কলঙ্কজনক কার্য্য করা। ২। চূর্ণবৎ; শ্বেত; শুষ্ক; ফ্যাকাসে ("পণ্ডিতের মুখ হইল চুণ"—রবীন্দ্রনাথ)। 'চূর্ণ'-শব্দজ। বিণ।

চুণকাম—গৃহের ভিত্তিতে ও প্রাচীরে চূর্ণ-বিলেপন, চুণ মাখান। চুণের কাম (<কর্ম্ম), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

চুণা—ছোট মাছ। বাং প্র। বি।

চুণাভি—চুণের পাত্র। বাং প্র। বি।

চুণাপাথর—যে পাথর পোড়াইলে চুণে পরিণত হয় তাহা (lime stone). চুণা যে পাথর, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চুণারি, চুণরি—চুণ-ব্যবসায়ী। চুণ+আরি, রি ব্যবসায় অর্থে। বি।

চুণী—রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র রত্ন-বিশেষ, লাল মুক্তা, পদ্মরাগমণি। হিন্দীমূলক। বি।

চুতিয়া, চুথিয়া—মূর্খ (গালাগালিতে)। হিন্দীমূলক। বিণ।

চুনট, চুনাট—কোঁচকান; চূর্ণন; বস্ত্রাদির কুঞ্চিত অংশ। হিন্দীমূলক। বি।

চুনন—বাছা, নির্ব্বাচন। হিন্দীমূলক। বি।

চুনা—১। সামান্য, ছোট, অল্প। বিণ। ২। ছোট মাছ, ক্ষুদ্র মৎস্য; চুণ। বাং প্র। বি। ৩। নির্ব্বাচন করা, বাছা; কুড়ান। কবিপ্র। ক্রি।

চুনি, চুনী—চুণী (তাহা দ্রঃ)।

চুনিয়া—যাহারা চুন তৈয়ারী করে। বাং প্র। বি।

চুন্নরি—১। রঙীন কাপড়। বি। ২। রঙে চোবান, রঙীন ("তোমার যে চুন্নরি শাড়ীতে বড় সাধ মা"—দীনবন্ধু মিত্র)। হিন্দীমূলক। বিণ।

চুনোপুঁটি, -পুঁটী—একপ্রকার ছোট পুঁটী মাছ; ছোট ছোট মাছ; সামান্য দরের লোক; কম পুঁজিওয়ালা লোক। কর্ম্মধা। বি।

চুন্নী—দুষ্টা রমণী; কুট্টনী; চোর স্ত্রীলোক। 'চোরণী'-শব্দের দ্রুত উচ্চারিত রূপ। বি; স্ত্রী।

চুপ—১। নীরবতা, মৌন; গোপন। বি। ২। নীরব, নিঃশব্দ, মৌনী। বাং প্র।। বিণ। **চুপ করা**—কথা বলা থামান; গোল না করা। **চুপ মারা**—ইচ্ছা করিয়া কথা বন্ধ করা। [বিণ বা ক্রি-বিণ।

চুপচাপ—সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ; নিঃশব্দে। বাং প্র।

চুপটি—সম্পূর্ণ নীরব, যে কোন কথাই বলিতেছে না এমন। বাং প্র। বিণ।

চুপড়ি, -ড়ী, চুবড়ি, -ড়ী—ছোট সাজি, টুক্‌রী; পাত্র, আধার ("কুজ নহে তাহার সে বুদ্ধির চুপড়ী"—কৃত্তিবাস)। বাং প্র। বি।

চুপসা—বায়ু-রস প্রভৃতি কমিয়া বা সরিয়া যাওয়াতে তুবড়ান। বাং প্র। বিণ।

চুপসান—শুষ্ক হওয়া, তুবড়াইয়া যাওয়া। বাং ক্রি। বি—চুপসানি।

চুপান—চুপ করান। কবিপ্র। ক্রি।

চুপি—নীরবতা। হিন্দীমূলক। বি। **চুপি দেওয়া**—চুপ করা; গোল না করা; (প্রাদে) আড়ি পাতা।

চুপিচাপি, -চুপি, -সাড়ে, চুপে-চুপে—নীরবে, নিঃশব্দে; অন্যের অলক্ষিতভাবে, গোপনে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

চুবক—চুয়া নামক গন্ধদ্রব্য ("চন্দন চুবক লইবে কতেক"—চণ্ডীদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চুবন—১। নিমজ্জন, ডুব। বাং প্র। বি। ২। বার বার ডোবান। বাং ক্রি।

চুবনি, চুবানি, চোবন—নিমজ্জন, ডুব; বার বার ডোবান। চুবা+অনি, নি, অন ভাববা। বি।

চুবাচুবি—পরস্পর পরস্পরকে চুবাইয়া দেওয়া। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

চুবান, চোবান—ডুবাইয়া দেওয়া; বার বার ডোবান। বাং ক্রি।

চুম, চুমা, চুমো—চুম্বন, ওষ্ঠাধর দ্বারা অন্যের অঙ্গ (বিশেষতঃ গণ্ড বা ওষ্ঠ) স্পর্শ। 'চুম্ব'-শব্দজ। বি।

চুমকি—একপ্রকার ক্ষুদ্র জলপানপাত্র, ছোট ঘটী, ফেরো; বস্ত্রাদিসংলগ্ন উজ্জ্বল পদার্থ। হিন্দীমূলক। বি। **চুমকি বসান**—কাপড়-চোপড়ে চুমকি টাঁকিয়া দেওয়া বা সংলগ্ন করা।

চুমকুড়ি, -কুড়ী—চুম্বন; চুম্বনের শব্দ; চুম্বনের শব্দের ন্যায় শব্দ। হিন্দী 'চুমকারি'-শব্দজ। বি।

চুমড়ান, -রান—চুম্বন করিয়া শান্ত করা; সোহাগ করা, আদর করা; মিষ্ট কথায় ভুলান; হস্তাদির স্পর্শে দেহত্বকের স্পন্দন বা রোমাঞ্চ হওয়া। বাং ক্রি।

চুমা—'চুম' দ্রঃ। [বি।

চুমাচুমি—পরস্পর চুম্বন। ব্যতীহার বহুব্রী।

চুমারি, চুম্মুরি, -রী—বট প্রভৃতি গাছের নামনা বা ঝুরি; শূন্যস্থ মূল, শাখামূল; কচু প্রভৃতির উপরের মূল; নারিকেল ফুল ও মুচির নৌকাকৃতি আধার। বাং প্র। বি।

চুমুক—পান করিবার পাত্রে ঠোঁট লাগাইয়া তরল বস্তু মুখে টানিয়া তোলা; একবার মুখ লাগাইয়া যতটা গ্রহণ করা যায় তাহা। বাং প্র। বি।

চুম্মুরি, -রী—'চুমারি' দ্রঃ।

চুমো—'চুম' দ্রঃ। [বি; পুং।

চুম্ব—মুখে মুখস্পর্শ, চুমা। চুম্ব্ + ঘঞ্ ভাববা।

চুম্বই—চুম্বন করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চুম্বক—১। লৌহাকর্ষক মণি, চুম্বক পাথর; অয়স্কান্ত পাথর বা মণি (magnet); বহুবিস্তৃত বিষয়ের সারসংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বি; পুং। ২। ধূর্ত; লম্পট; সংগ্রহ-কর্তা, যে নানা গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় সংগ্রহ করে এরূপ, গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ; চুম্বনকারী। চুম্ব্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—চুম্বিকা।

চুম্বকত্ব—চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির কারণ, চুম্বকের ভাব বা ক্ষমতা (magnetic). চুম্বক + ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লীব।

চুম্বকন—চুম্বকে পরিণত করণ, অ-চুম্বকে চুম্বকের ধর্ম্ম সঞ্চার করণ (magnetisation). চুম্বক + ক্বিপ্ (নামধাতু) + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

চুম্বক-ক্ষেত্র—চুম্বকের চতুর্দ্দিকে যতদূর পর্য্যন্ত তাহার আকর্ষণ-শক্তি অনুভূত হয় তাহা (magnetic field). চুম্বকের ক্ষেত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চুম্বকশলাকা, -সূচি, -সূচী—চুম্বক-লৌহনির্ম্মিত শলাকা বা কাঠি (magnetic needle). (ইহার একপ্রান্ত সর্ব্বদা উত্তরমুখে থাকে বলিয়া ইহা দ্বারা দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র বা compass নির্ম্মিত হয়)। চুম্বকনির্ম্মিত শলাকা, সূচি, সূচী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চুম্বকাকর্ষণ—চুম্বকের অন্য লৌহকে নিজের অভিমুখে টানিয়া লওয়া (magnetic attraction). চুম্বকের আকর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চুম্বকীয়—চুম্বকের শক্তিবিশিষ্ট, চৌম্বক। চুম্বক + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

চুম্বন—প্রীতি বা ভালবাসা দেখাইবার জন্য মুখে মুখ লাগান, চুমা। চুম্ব্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—চুম্বিত।

চুম্বিত—যাহাকে চুমা দেওয়া হইয়াছে এরূপ; স্পৃষ্ট; সংযুক্ত, মিলিত। চুম্ব্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—চুম্বন।

চুয়ত—চুইয়া পড়ে, ক্ষরিত হয় ("শ্রমভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চুয়ত"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চুয়া—১। তরল গন্ধদ্রব্যবিশেষ। হিন্দীমূলক। বি। ২। ক্ষরিত হওয়া, গন্ধ ঝরা। বাং ক্রি।

চুয়াড়—১। অসভ্য; নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়; গোঁয়ার। হিন্দীমূলক। বিণ। ২। পাহাড়িয়া লোক; কিরাত; ধাঙ্গড়। বি।

চুয়াত্তর—৭৪-সংখ্যা; ৭৪-সংখ্যক। 'চতুঃসপ্ততি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চুয়ান, চুয়ন—১। গলা, ঝরা; গলান; ঝরান; পরিস্রুত করা বা হওয়া। চুয়া + ন, অন কর্ম্মবা। বাং ক্রি। ২। যাহা ঝরিয়া বা গলিয়া পড়িতেছে এমন; ঝরান। বিণ।

চুয়ানি—গলন, ঝরণ, পরিস্রবণ, ক্ষরণ। চুয়া + নি ভাববা। বি।

চুয়ান্ন—৫৪-সংখ্যা; ৫৪-সংখ্যক। 'চতুঃপঞ্চাশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ। [প্র। বি।

চুয়াল, চোয়াল—গালের দুই ধার। বাং

চুয়াল্লিশ—৪৪-সংখ্যা; ৪৪-সংখ্যক। 'চতুশ্চত্বারিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চুর, চূর—১। গুঁড়া-করা বস্তু, গুঁড়া ('লোহা—')। 'চূর্ণ'-শব্দজ। ২। সূক্ষ্মাগ্র, মন্দিরাকারে সজ্জিত রাশীকৃত বস্তু। 'চূড়া'-শব্দজ। বি। ৩। বিহ্বল, বিভ্রান্ত, অভিভূত, হতজ্ঞান ("ভাঙ্ খেয়ে হয়ে আছি চুর"—দ্বিজেন্দ্রলাল)। বাং প্র। বিণ।

চুরট, চুরুট—শুক্‌না তামাকপাতায় তৈরি নলের মত একজাতীয় ধূমপানদ্রব্য। তামিল 'সুরুট'-শব্দজ। বি।

চুরনী—অপহরণকারিণী রমণী; মেয়ে চোর; গোপনকারিণী নারী। 'চোরণী'-শব্দজ। বি।

চুরানব্বই—৯৪-সংখ্যা; ৯৪-সংখ্যক। 'চতুর্নবতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চুরাশি, -শী—চতুরশীতি, ৮৪-সংখ্যা; ৮৪-সংখ্যক। 'চতুরশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চুরি—চৌর্য্য, অপহরণ। হিন্দী 'চোরী'-শব্দজ। বি।

চুরি-চামারি, -রী—চুরি ও সেইরূপ খারাপ কাজ, চুরি-জুয়াচুরি। বাং প্র। বি।

চুরুটিকা—সিগারেট (cigarette). চুরুট্ + কন্ ক্ষুদ্রার্থে + আপ্। বাং প্র। বি।

চুরুট—'চুরট' দ্রঃ।

চুল—কেশ। 'চূল'-শব্দজ। বি। **চুল ঝাড়া**—(মেয়েদের) স্নানের পর গামছা বা ঐরূপ কিছু দ্বারা চুল ঝাড়িয়া জল বাহির করিয়া ফেলা। **চুল তোলা**—পাকা চুল উঠানো। **চুল বাঁধা**—খোঁপা বাঁধা।

চুলকনা, -কনি, -কানি, -কুনি—খোস-পাঁচড়া, গাত্রকণ্ডুতি। বাং প্র। বি।

চুলকান—গাত্রকণ্ডূয়ন করা; নখ দিয়া আঁচড়ান; কণ্ডূয়ন বোধ করা। বাং ক্রি।

চুলকানি, -কুনি—'চুলকনা' দ্রঃ।

চুল-চেরা—অতি সূক্ষ্ম; সমান, ঠিক ঠিক ('—বিচার'); অতি তীব্র। চুলকেও চেরে যাহা, উপতৎ। বিণ।

চুলবল—১। অস্থিরতা-প্রকাশ, চাঞ্চল্য-প্রদর্শন। ধ্বন্যাত্মক অব্য। ২। চঞ্চল। হিন্দীমূলক। বিণ।

চুলবুলান—চুলবুল করা, ছট্‌ফট্ করা। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।

চুলবুলানি, -বুলুনি—চঞ্চলতা, অধীরতা। চুলবুলা + নি, উনি ভাববা। বিণ, —বুলো, —বুলিয়া, —বুলে।

চুলবুলিয়া, -বুলে, -বুলো—চঞ্চল। চুলবুল + ইয়া, এ, ও করে অর্থে। বিণ।

চুলা—উনান, আখা; ধ্বংস; নরক; শ্মশান। 'চুল্লী'-শব্দজ। বি।

চুলাচুলি, চুলোচুলি—পরস্পর কেশাকর্ষণ; একে অন্যের চুল ধরিয়া টানা। ব্যতিহার বহুব্রী। বি।

চুলি, চুলী—১। উনান, আখা; শবদাহের চিতা। 'চুল্লী'-শব্দজ। ২। চুল, কেশ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চুলো—উনান; শ্মশান; নরক। 'চুল্লী'-শব্দজ। বি। **চুলোয় যাওয়া**—মরা (গালিতে)। **চুলোর দোরে যাওয়া**—মরা (গালিতে)।

চুলোমুখো—(গালিতে) পোড়ারমুখো; হতভাগ্য। বাং প্র। বি; পুং। স্ত্রী, —মুখী।

চুল্লি, চুল্লী—অগ্নিস্থান, উনান, চুলা; চিতা, দাহস্থান। চুল্ + ই অধিবা, পক্ষে ঈপ্ (বিকল্পে)। বি; স্ত্রী।

চুষা—মুখ দিয়া রস টানিয়া লওয়া, শোষণ করা। 'চুষ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

চুষি—শিশুদের চুষিবার ছোট কাঠি, চুষিকাঠি; পিষ্টকবিশেষ। চুষ্ + ই (বাং) কর্ম্মবা। বি।

চূড়—হস্তের আভরণ, চুড়িবিশেষ। 'চুড়া'-শব্দজ। বি।

চূড়া, চূলা—১। সংস্কারবিশেষ, চূড়াকরণ; শৃঙ্গ; ঝুঁটি; টিকি; মস্তকের মধ্যে রক্ষিত অল্পমাত্র দীর্ঘ শিখা; কেশ; অগ্রভাগ; মুকুট; ভূষণ; ময়ূরের মস্তকে যে উন্নত অংশ থাকে তাহা। চুড়ি+অঙ্‌ কর্ম্মবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।২। শ্রেষ্ঠ। বি, বিশেষণার্থে ব্যবহৃত।

চূড়াকরণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সংস্কারবিশেষ [এই সংস্কারে সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া মধ্যস্থলে অল্পমাত্র কেশ অর্থাৎ শিখা রাখা হয়]। চূড়া—কৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

চূড়াকর্ম্ম (-কর্ম্মন্‌), **-কর্ম**—চূড়াকরণরূপ কার্য্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

চূড়ান্ত—১। শেষ; সর্ব্বোৎকৃষ্ট; সবচেয়ে বেশী। চূড়ার অন্ত হয় যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। শেষ সীমা, পরাকাষ্ঠা; চূড়ার শেষ। চূড়ার অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চূড়ামণি—১। মস্তকের রত্ন বা অলঙ্কার; মুকুটের মধ্যমণি; শিরোভূষণ; পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ; কাকমাচিকা ফল। চূড়াস্থিত মণি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। শ্রেষ্ঠ, প্রধান ('চতুর—')। বিণ।

চূড়ামণিযোগ—যোগ-বিশেষ [রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ এবং সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে এই যোগ হয়। এই যোগ মহাফলদায়ক]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

চূড়াল—১। মস্তক। বি; ক্লীব। ২। চূড়া-বিশিষ্ট, শিখাযুক্ত। চূড়া+ল আছে অর্থে। বিণ।

চুড়ি, চুড়ী—হাতের একপ্রকার গহনা, কটক। বাং প্র। বি।

চূণ, চূন—'চুণ' দ্রঃ।

চূণকাম—চুণকাম (তাহা দ্রঃ)।

চূণা—চুণা (তাহা দ্রঃ)।

চূণারি—চুণকাম (তাহা দ্রঃ)।

চূত—১। আমগাছ। বি; পুং। ২। আম ফল। চুষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা (নিপাতনে)। ৩। গুহ্যদ্বার; প্রসবদ্বার, যোনি। চ্যুৎ+ক অপাবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

চূতলতা—একপ্রকার লতানে গাছ। চূতনাম্নী লতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চূয়া—চুয়াইয়া পড়া, চ্যুত হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [চুয়ত, চুয়ল ইত্যাদি]।

চূর—১। গুঁড়া-করা বস্তু, গুঁড়া জিনিস। 'চূর্ণ'-শব্দজ। বি। ২। নেশায় বিভোর। বাং প্র। বিণ। [বিণ।

চূরচূর—টুকরা টুকরা, খণ্ড খণ্ড। বাং প্র।

চূরমার—খণ্ডবিখণ্ড, সম্পূর্ণরূপে চূর্ণিত, ধূলার ন্যায় গুঁড়া। বাং প্র। বিণ।

চূরা—চূর্ণ করা। বাং ক্রি।

চূর্ণ—১। গুঁড়া; কঠিন দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশসমূহ; ধূলি; আবীর; সুগন্ধিধূলি। বি; পুং। ২। যাহা গুঁড়া হইয়াছে এরূপ; যাহা নষ্ট হইয়াছে এরূপ; যাহা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ। চূর্ণ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

চূর্ণক—১। গুঁড়া, ধূলি; ছাতু। বি; পুং। ২। ব্যাখ্যান-গ্রন্থবিশেষ, যাহাতে মূলের অর্থ বিশদরূপে ব্যাখ্যাত থাকে; আভাস, অভিপ্রায়প্রদর্শন; সমাসরহিত গদ্য। চূর্ণ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

চূর্ণময়—(ভূতত্ত্ব) চুন বা চকখড়ির দ্বারা পূর্ণ (calcareous) ('—জমি', '—জল', '—পাহাড়')। চূর্ণক+ময়ট্‌ পূর্ণার্থে। বিণ।

চূর্ণকার—যে চুণের ব্যবসায় করে, চুণারী জাতি। উপতৎ; চূর্ণ—কৃ+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

চূর্ণকুন্তল—কপালের উপরে ছড়াইয়া পড়া কোঁকড়ান চুল, অলকদাম, জুল্পি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

চূর্ণন—গুঁড়া করা, চূর্ণ করা। চূর্ণ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—চূর্ণিত।

চূর্ণপদ—নৃত্যবিশেষ। চূর্ণ (অগ্রপশ্চাৎকাতি-যুক্ত) পদ (চরণ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। [স্ত্রী।

চূর্ণিকা—ছাতু, শক্তু। চূর্ণক+আপ্‌। বি;

চূর্ণিত—যাহা গুঁড়া করা হইয়াছে এরূপ, চূর্ণীকৃত। চূর্ণ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—চূর্ণ, চূর্ণন।

চূর্ণীকৃত—যাহাকে গুঁড়া করা হইয়াছে এমন। চূর্ণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=চূর্ণী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

চূর্ণীভূত—যাহা গুঁড়া হইয়া গিয়াছে এরূপ। চূর্ণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=চূর্ণী)—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—ভবন, —ভাব।

চূল, চূলক—কেশ। চূল্‌+ক কর্ত্তৃবা, পক্ষে কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

চূলা—'চূড়া' (তাহা দ্রঃ)।

চূষণ—মুখ দিয়া রস টানিয়া লওয়া; চোষার কাজ। চূষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

চূষা—১। ওষ্ঠাধর দ্বারা রসশোষণ করা, মুখ দিয়া রস টানিয়া লওয়া। বাং ক্রি। ২। হাতীর কোমর বাঁধিবার দড়ি। চূষ্‌ (চুষা) +অচ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

চূষ্য—চোষণীয়, যাহা চুষিয়া খাইতে হয় বা খাওয়া যায় এরূপ। চূষ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—চূষণ।

চেং, চেঙ, চেঙ্গ—একপ্রকার মাছ; সরু মাচা; শববহনের খাটিয়া; হাত পা ধরিয়া শূন্যে ঝুলান; লাফাইয়া লাফাইয়া গমন। বাং প্র। বি।

চেংঝোলা, চেঙঝোলা, চেঙ্গ-ঝোলা—চেংদোলা (তাহা দ্রঃ)।

চেংড়া, চেঙড়া, চেঙ্গড়া—ছেবলা, ফাজিল, চঞ্চলমতি বালক, ডাং-পিটে ছেলে। বাং প্র। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—ড়ী। বি,—ম, —মি।

চেংড়াম, চেঙড়াম, চেঙ্গড়াম—ছেবলামি; ফাজলামি; অপরিণত বয়স্কের ভাব। চেংড়া, চেঙড়া, চেঙ্গড়া+ম ভাবে। বি।

চেংড়ামি, চেঙড়ামি, চেঙ্গড়ামি—চেংড়াম (তাহা দ্রঃ)।

চেংদোলা, চেঙদোলা, চেঙ্গদোলা—হাত পা ধরিয়া ঝুলাইয়া এবং প্রায় দুলাইতে দুলাইতে বহন। বাং প্র। বি।

চেংমুড়ি, চেঙমুড়ি, চেঙ্গমুড়ি—শব, মড়া; মৃতদেহ বস্ত্রাদিতে মুড়িয়া খাটিয়ায় বন্ধন। বাং প্র। বি।

চেঁচড়া—দামবিশেষ; জলজাত একপ্রকার ঘাস। বাং প্র। বি।

চেঁচাচেঁচি, -মেচি—একসঙ্গে অনেকের চীৎকার; কোলাহল, গোলমাল। বাং প্র। বি। [চাঁচা। বাং প্র। বি।

চেঁচাড়ি, -লি—পাতলা বাখারি, বাখারি

চেঁচান—চীৎকার করা। বাং ক্রি।

চেক—১। কাপড়ে বোনা চারিকোণের ছক, বস্ত্রাদিতে বোনা চতুষ্কোণ ডোরা। ইং 'check'-শব্দজ। ২। ব্যাঙ্ক প্রভৃতির নামে টাকা দিবার অনুমতিপত্র। ইং 'cheque'-শব্দজ। বি।

চেককাটা—ছককাটা, চৌখুপী। চেক কাটা হইয়াছে যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

চেক-কাপড়—চৌখুপী ঘরকাটা কাপড়। বাং প্র। বি।

চেকদাখিলা—প্রজার নিকট হইতে খাজনা লইয়া তাহাকে যে ছাপানো রসিদ দেওয়া হয় তাহা। বৈদেশিক। বি।

চেকমুড়ি—চেকদাখিলার যে অংশগুলি জমিদারের নিকট থাকে। বৈদেশিক। বি।

চেগরা, চেঙরা—বাচাল, প্রগল্ভ, ছেবলা। কবিপ্র। বিণ।

চেঙ—একপ্রকার ছোট মাছ। বাং প্র। বি।

চেঙদোলা—যাহাকে দুই হাত ও দুই পা ধরিয়া ঝুলান হইয়াছে এমন। বাং প্র। বিণ।

চেঙারি, চেঙ্গারি—বাঁশের তৈরি এক-প্রকার ঝুড়ি; পাত্রবিশেষ, ডালা। বাং প্র। বি।

চেঙ্গড়া—'চেংড়া' দ্রঃ।

চেঙ্গারি—'চেঙারি' দ্রঃ।

চেট, -টক, চেড়, -ড়ক—দাস; ভাঁড়; উপনায়ক; যে নায়ক রুষ্টা নায়িকাকে তুষ্টবাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করে। চিট্‌+অচ্‌, বুন্‌ (অক) কর্ত্তৃবা (বিকল্পে ট-স্থানে ড়)। বি; পুং। স্ত্রী—চেটী, চেটিকা, চেড়ী, চেড়িকা।

চেটা, চেটাই—খেজুর বা তালপাতায় তৈরি আসন, চাটাই। বাং প্র। বি। [বিণ।

চেটাল—প্রশস্ত, চওড়া। 'চপেট'-শব্দজ।

চেটিকা, চেটী, চেড়িকা, চেড়ী—উপনায়িকা; দাসী। চেট, চেড়+ঈপ্=চেটী, চেড়ী; চেটক, চেড়ক+আপ্=চেটিকা, চেড়িকা। বি; স্ত্রী।

চেটুয়া, চেটো—হাত পায়ের তেলো, হস্ত-পদের তল। 'চপেট'-শব্দজ। বি।

চেড়ী—'চেটিকা' দ্রঃ।

চেত—১। অন্তঃকরণ, মন, চিত্ত। 'চেতস্'-শব্দজ। বি। ২। উত্তেজিত হও; জাগরিত হও ("চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ" —ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চেতঃ (চেতস্), **চেত**—১। চিত্ত, মন, অন্তঃকরণ; চিত্তবৃত্তি। চিৎ+অসুন্ করণবা। বি; ক্লীব। ২। চৈতন্য, প্রজ্ঞা; জ্ঞাতা, আত্মা। চিৎ+অসুন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

চেতক—যে ভুলে যাওয়া বিষয়ের স্মরণ করাইয়া দেয় এরূপ, উদ্বোধক। চিৎ+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—চেতিকা।

চেতন—১। চৈতন্য, সংজ্ঞা; জ্ঞান; বুদ্ধি; জাগরণ; মন। চিৎ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। চৈতন্যবিশিষ্ট, যে পদার্থের জীবন অনুভূতি ও গতিশক্তি আছে এরূপ; জাগ্রৎ, যে জাগিয়া আছে এরূপ। চিৎ+অন কর্তৃবা। বিণ। ৩। চিত্ত। বি; ক্লীব। ৪। আত্মা, জীব। বি; পুং।

চেতনা—চৈতন্য, সংজ্ঞা, জ্ঞান। চিৎ+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

চেতনা-বিধান—চৈতন্যসম্পাদন; জ্ঞানোৎ-পাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চেতনারহিত, -হীন—অচেতন, সংজ্ঞা-শূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

চেতা—চৈতন্য লাভ করা; উদ্বুদ্ধ হওয়া; সতর্ক হওয়া; ঠেকিয়া শেখা। কবিপ্র। ক্রি।

চেতন—জাগান, সতর্ক করান; জ্ঞান দেওয়া; উত্তেজিত করা; চিৎ হইয়া পড়া। কবিপ্র। ক্রি।

চেতায়ল—সচেতন করিল; জ্ঞানসম্পন্ন করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চেতিত—যাহাকে জানান হইয়াছে এরূপ, জ্ঞাপিত; প্রবোধিত। চিৎ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

চেত্তা—চিৎ অবস্থা। বাং প্র। বি। **চেত্তা খাওয়া**—বুক ফুলাইয়া দাঁড়ান। **চেত্তা ভাঙ্গা**—চিৎ হইয়া শুইয়া মেরুদণ্ড ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের আড়ষ্টভাব দূর করা, আলস্য দূর করা।

চেন—শিকল, শৃঙ্খল; শৃঙ্খলাকার গলার হার; ৬৬ ফুট লম্বা এবং ১০০ কড়া বা বন্ধনীর মাপ-বিশেষ। ইং chain. বি।

চেনা—১। পরিচিত, জানা। চিন্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। দোষগুণ বুঝা; পরিচিত বলিয়া জানা। 'চিহ্ন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

চেনাচিনি, -পরিচয়—পরস্পরের মধ্যে জানাশুনা। বাং প্র। বি।

চেনান—জানান; শিখান; পরিচিত করান। 'চিহ্ন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

চেপ্টা—চৌড়া, প্রশস্ত, চেটাল; বসা; পিষ্ট; দমিত। 'চিপিট'-শব্দজ। বিণ।

চেপ্টান—চাপ দিয়া বাড়ান, মর্দ্দিত করা; দমিত করা। বাং ক্রি।

চেব—চিবানো জিনিসের রস; থুথু; পানের পিক্; ছেপ। 'চর্ব্বণ'-শব্দজ বা 'ষ্ঠীব্'-ধাতুজ। বাং প্র। বি।

চেয়—সংগ্রহ করিবার মত, চয়নযোগ্য। চি+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

চেয়াটি—'চেয়াড়ি' দ্রঃ।

চেয়াড়—চেঁচাড়ি, ধারাল চেঁচাড়ি ("মিথ্যা হইলে চেয়াড়ে কাটিব তোর নাসা"—কবিকঙ্কণ)। বাং প্র। বি।

চেয়াড়ি, -টি—বাঁশের ছাল, পাতলা বাখারি। বাং প্র। বি।

চেয়ার—কাষ্ঠাসনবিশেষ, কেদারা; সভাপতি বা প্রধান ব্যক্তির আসন। ইং chair. বি।

চেয়ারম্যান—সভাপতি, কোন সমিতির প্রধানতম সভ্য। ইং chairman. বি।

চেয়ে—১। চাইতে, অপেক্ষা। অব্য। ২। চাহিয়া, দেখিয়া; অপেক্ষা করিয়া, প্রতীক্ষা করিয়া; প্রার্থনা করিয়া। বাং প্র। অস-ক্রি। [বাং ক্রি।

চেরা—চিরিয়া ফেলা, বিদীর্ণ করা, কাটা।

চেরাই—১। চিরিবার সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। চিরিবার কাজ বা মজুরি। বাং প্র। বি।

চেরাগ—প্রদীপ, চিরাগ। ফার্সী 'চিরাগ'-শব্দজ। বি। [বাং ক্রি।

চেরান—বিদারণ করান, ফাড়ান, কাটান।

চেল—১। কাপড়, বস্ত্র; পরিচ্ছদ। চিল্, চেল্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। অধম, কুৎসিত। চেল্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—চেলী।

চেলা—১। সন্ন্যাসীদের শিষ্য; ছাত্র; সহচর; শাগরেদ। হিন্দী। ২। ফাড়া কাঠ; এক-প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। বি। ৩। বিদীর্ণ, চেরা। বাং প্র। বিণ।

চেলান—চেরাই করা, চিরিয়া ফেলা। বাং ক্রি।

চেলানি, চেলুনি—ফালি কাঠ, টুকরা কাঠ; চাল-ধোয়া জল। চেলা+নি, উনি কর্ম্মবা। বি।

চেলি—একপ্রকার পাটের কাপড়, বিবাহাদিতে পরিবার রেশমী কাপড়বিশেষ। 'চেলী'-শব্দজ। বি।

চেলিকা, চেলী—চেলির কাপড়। চেল+কন্ স্বার্থে+আপ্; চেল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চেলো—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; একপ্রকার বেহালা। বাং প্র। বি।

চেষ্টক—চেষ্টাযুক্ত, যে চেষ্টা করে এরূপ। চেষ্ট্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—চেষ্টিকা।

চেষ্টমান—যে চেষ্টা করিতেছে এমন, উদ্যোগী; চলৎ। চেষ্ট্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

চেষ্টা—প্রয়াস; যত্ন; উদ্যোগ; অভীষ্ট-সাধক ও অনিষ্ট-নাশক ক্রিয়া; ব্যাপার; কর্ম্ম, কার্য্য; গতি; সাহস। চেষ্ট্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—চেষ্টমান, চেষ্টিত।

চেষ্টা-চরিত্র—উদ্যোগ-আয়োজন, যোগাড়-যন্ত্র। চেষ্টা+(সহচর নিরর্থক শব্দ) চরিত্র। বি।

চেষ্টান্বিত, -যুক্ত—চেষ্টিত, সচেষ্ট; উদ্যোগী। চেষ্টা দ্বারা অন্বিত, যুক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

চেষ্টাবেদন—(দর্শনশাস্ত্র) কর্ম্মেন্দ্রিয়-কৃত কর্ম্মের অনুভূতি, হাত পা প্রভৃতি দ্বারা কাজ করিবার সময় কাজ সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে তাহা (kinaesthesis). চেষ্টার বেদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

চেষ্টিত—১। যে চেষ্টা করে এমন, সচেষ্ট। চেষ্ট্+ক্ত কর্তৃবা; অথবা, চেষ্টা+ইতচ্ জাতার্থে। ২। যে বিষয়ে চেষ্টা করা গিয়াছে বা যাইতেছে এমন। চেষ্ট্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। চেষ্টা; আচরণ, চরিত্র। চেষ্ট্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

চেষ্টীয়—চেষ্টা-সম্বন্ধীয়। চেষ্টা+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। **চেষ্টীয় নার্ভ**—(শারীরবিদ্যা) কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গতি-বিধায়ক স্নায়ু (motor nerve).

চেহারা—মূর্ত্তি, আকৃতি; মুখভাব। ফার্সী 'চিহ্‌রাহ'-শব্দজ। বি।

চৈত—বাঙ্গালা বৎসরের শেষ মাস, চৈত্র মাস। 'চৈত্র'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চৈতন—টিকি, মস্তকের শিখা। 'চৈতন্য'-শব্দজ। বি।

চৈতনচুট্‌কী—টিকি, শিখা। বাং প্র। বি।

চৈতন্য—১। জ্ঞান, চেতনা; ব্রহ্ম; প্রকৃতি; শিখা, টিকি। চেতন+ষ্যঞ্ ভবাদ্যর্থে। বি; ক্লীব। ২। চৈতন্যদেব। চৈতন্য+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং।

চৈতন্যময়—জ্ঞানময়, জ্ঞানস্বরূপ। চৈতন্য+ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

চৈতন্যরূপী (-রূপিন্)—জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানময়। চৈতন্যই রূপ, কর্ম্মধা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -রূপিণী।

চৈতন্যোদয়, -দ্রেক—জ্ঞানসঞ্চার, জ্ঞানের আবির্ভাব। চৈতন্যের উদয়, উদ্রেক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুণ যাহাতে, বহুব্রী ; (২য় পক্ষে) চৌগুণ + আ স্বার্থে। বিণ।

চৌগোঁপ্পা—যাহার লম্বা দাড়ি দুই ভাগ করিয়া উপরদিকে দুই পাশের গোঁপের সহিত মিলান হইয়াছে এরূপ। বাং প্র। বিণ।

চৌঘুড়ী—চারিঘোড়াবিশিষ্ট। চৌ (চারিটি) ঘোড়া, কর্ম্মধা + ঈ যুক্তার্থে। বিণ।

চৌঙকি—চমকিত হইয়া ("চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

চৌ-চাকলা, চৌচেল্লা—চারিখানা, চারিখণ্ডে বিভক্ত, বহুভাগে বিভক্ত। চৌ (চারি) চাকলা, চেল্লা (<চাকলা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চৌ-চাকা—চারিচাকাযুক্ত; চারিভাগে বিভক্ত। চৌ (চারিটি) চাকা যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বাং প্র। বি।

চৌচাপট—চারিদিকের স্থান; সমচতুর্ভুজ।

চৌচাপটে—পূর্ণমাত্রায়, সম্পূর্ণভাবে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

চৌচালা—চারিচালযুক্ত ঘর। চৌ (চারিটি) চাল, কর্ম্মধা + আ যুক্তার্থে। বি।

চৌচির, চৌচীর—চারিখণ্ডে বিভক্ত, বহুখণ্ড। চৌ (চারি, বহু) ভাগে চির, চীর, সুপ্‌সুপা। বিণ।

চৌচেল্লা—'চৌ-চাকলা' দ্রঃ।

চৌঠ—১। চতুর্থ। বিণ। ২। চৌথ, চতুর্থ অংশ; মাসের চতুর্থ দিবস। 'চতুর্থ'-শব্দজ। বি। ৩। চারিটি। 'চতুষ্টয়'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ। [বি।

চৌঠা—মাসের চতুর্থ দিন। 'চতুর্থ'-শব্দজ।

চৌড়, চৌল—১। চূড়াকরণ-সংস্কার। চূড়া + অণ্‌ প্রয়োজনার্থে (ড-স্থানে বিকল্পে ল)। বি; ক্লীব। ২। চূড়াসম্বন্ধীয়। চূড়া (শিখা) + অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

চৌড়া—১। প্রস্থপরিমাণ, পরিসর। বি। ২। বিস্তৃত, চওড়া। হিন্দীমূলক। বিণ।

চৌড়াই—প্রস্থের মাপ। হিন্দীমূলক। বি।

লম্বাই চৌড়াই—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ, ব্যাপ্তি; গর্ব্ব, জাঁক।

চৌতলা, চৌতালা—চারিতলা গৃহ, উপর্য্যুপরি চারিথাকবিশিষ্ট বাটী। 'চতুস্তল'-শব্দজ। চৌ (চারি) তলা, তালা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

চৌতারা—১। তানপুরাজাতীয় চারিতারের একটি যন্ত্র। চৌ (চারিটি) তার, কর্ম্মধা + আ যুক্তার্থে। বি। ২। প্রাঙ্গণ, উঠান। 'চত্বর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চৌতাল—ছয়টি পদের একটি তাল [তন্মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই চারিটি পদে আঘাত এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ফাঁক। চৌতালের পদ দুইমাত্রাবিশিষ্ট। ইহাতে চারিটি আঘাত হয় বলিয়াই ইহার নাম চৌতাল]। চৌ (চারিটি) তাল (আঘাত) যাহাতে, বহুব্রী। বি।

চৌতালা—১। 'চৌতলা' দ্রঃ। ২। চৌতাল (তাহা দ্রঃ)।

চৌত্রিশ—৩৪-সংখ্যা; ৩৪-সংখ্যক। 'চতুস্ত্রিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চৌথ—করবিশেষ; রাজস্বের চতুর্থাংশ। 'চতুর্থ'-শব্দজ। বি।

চৌদশী—চতুর্দ্দশী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চৌদানি, -নী—কানের একরকম গহনা, একপ্রকার কর্ণালঙ্কার। বাং প্র। বি। [বি।

চৌদিক—চারিদিক্‌। 'চতুর্দ্দিক্‌'-শব্দজ।

চৌদিগ—চারিদিক্‌। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চৌদিশ—চারিদিক্‌। 'চতুর্দ্দিশ্‌'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চৌদুলি—দুলে জাতি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চৌদোলা—যানবিশেষ। 'চতুর্দ্দোলা'-শব্দজ। বি।

চৌদ্দ—সংখ্যাবিশেষ, ১৪; ১৪-সংখ্যক। 'চতুর্দ্দশ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চৌধুরাণী, -রানি, -রানী—জমিদার স্ত্রীলোকের পদবীবিশেষ। চৌধুরী + আণী, আনি, আনী। বি; স্ত্রী।

চৌধুরী—সাধারণ-উপাধিবিশেষ; জমিদারীর পরিচায়ক উপাধিবিশেষ; গ্রামের প্রধান ব্যক্তি; নগরের মধ্যে প্রধান ব্যবসায়ী; বাজারের সর্দ্দার। 'চতুর্ধুরীণ'-শব্দজ। বি।

চৌপথ—চৌমাথা, চৌরাস্তা, চারি পথের সংযোগস্থল। 'চতুষ্পথ'-শব্দজ। বি।

চৌপদী—বাঙ্গালা কবিতার একপ্রকার ছন্দ ('চতুষ্পদী' দ্রঃ)। 'চতুষ্পদী'-শব্দজ। বি।

চৌপর—চারিপ্রহর। চৌ (চারিটি) পর (<প্রহর), কর্ম্মধা। বি।

চৌপল—চারি কোণা। চৌ (চারিটি) পল (কোণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চৌপাড়ী, চৌবাড়ী—চারিবেদ অধ্যয়নের স্থান, টোল; চারি চাল-যুক্ত ঘর। 'চতুষ্পাঠী'-শব্দজ। বি।

চৌপায়া—চারিপায়াবিশিষ্ট। চৌ (চারিটি) পায়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চৌপালা—একপ্রকার চতুর্দ্দোলা, একরকম চৌদোলা। বাং প্র। বি।

চৌপাশ—চারিপাশ। কর্ম্মধা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চৌফুট্টি—স্ফূর্ত্তি, উৎসাহ; বাহাদুরি; চতুরতা, চালাকি। প্রাদে। বি।

চৌবাচ্চা—বাড়ীতে জল ধরিবার চারকোণা স্থান। গৃহস্থিত জলাধার। ফার্সী। বি।

চৌবাড়ী—'চৌপাড়ী' দ্রঃ।

চৌমাথা—চারিপথের সংযোগ-স্থল, চতুষ্পথ। চৌ (চারি) মাথার সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি।

চৌম্বক—আকর্ষক; চুম্বকসংক্রান্ত (magnetic). চুম্বক + অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। **চৌম্বক শক্তি**—চুম্বকের আকর্ষণ করিবার গুণ (magnetic energy).

চৌয়ানপণা—চতুরতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চৌর—চোর, যে চুরি করে; গন্ধদ্রব্যবিশেষ; কবিবিশেষ। চোর + অণ্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

চৌরস—সমতল, সমান; চোস্ত; প্রশস্ত; চারকোণা; অবাধ, নির্ব্বিঘ্ন। 'চতুরস্র'-শব্দজ। বিণ।

চৌরানব্বই—সংখ্যাবিশেষ, ৯৪; ৯৪-সংখ্যক। 'চতুর্নবতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চৌরাশি, -শী—সংখ্যাবিশেষ, ৮৪; ৮৪-সংখ্যক। 'চতুরশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চৌরাস্তা—চৌমাথা, চতুষ্পথ। চৌ রাস্তা (মিলিত) যেখানে, বহুব্রী। বি।

চৌরি, চৌরী—১। চুরি, তস্করতা। চোরি + ই ভাববা, পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। চারিচালা। বিণ। ৩। চারিচালা ঘর। চৌর (<চতুর্‌) + ই, ঈ। বি। ৪। লুকান, গুপ্ত ("চৌরি পিরীতি হোয় লাখ গুণ রঙ্গ।" —বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

চৌরোদ্ধরণিক—নগরের শান্তিরক্ষা ও চোরডাকাতের উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারিবিশেষ। প্রাঃ বাং। বি।

চৌর্ণ—খড়ী দ্বারা প্রস্তুত। চূর্ণ + অণ্‌ ভবার্থে। বিণ।

চৌর্য্য(র্য)—চুরি, তস্করতা। চোর + ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

চৌর্য্য(র্য)বৃত্তি—চুরি ব্যবসায়, পরদ্রব্যহরণরূপ জীবিকা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চৌর্য্যো(র্যো)ন্মাদ—চুরি করার ভীষণ বাতিক (clyptomania). চৌর্য্য উন্মাদ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

চৌষট্টি—৬৪-সংখ্যা; ৬৪-সংখ্যক। 'চতুঃষষ্টি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চৌহদ্দি, চৌহদ্দী—চারিদিকের সীমানা, চতুঃসীমা। হিন্দীমূলক। বি।

চ্যবন—১। ঋষিবিশেষ। চ্যু + অন কর্তৃবা। বি; পুং। ২। ভ্রষ্ট হওয়া; ক্ষরণ, গলন। চ্যু + অনট্‌ ভাববা। ৩। ছত্র। চ্যু + অনট্‌ অধিবা। বি; ক্লীব।

চ্যবনপ্রাশ—কবিরাজী ঔষধবিশেষ [কথিত আছে, বৃদ্ধ চ্যবন ঋষি এই ঔষধ সেবন করিয়া নবযৌবন লাভ করিয়াছিলেন]। চ্যবন—প্র—অশ্‌ + ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

চ্যাংড়া—'চেংড়া' দ্রঃ।
চ্যাপ্টা—'চেপ্টা' দ্রঃ।
চ্যুত—ভ্রষ্ট, পতিত; ক্ষরিত, গলিত; কোন স্থান বা অধিকার হইতে বহিষ্কৃত; চঞ্চল; প্রমুষ্ট; নষ্ট। চ্যু+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।
চ্যুতি—ক্ষরণ, পতন; হানি, নাশ; ভ্রংশ; অপসরণ, স্বস্থান হইতে অন্যত্র গমন (deviation). চ্যু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—চ্যুত।

[ছ]

ছ—১। সপ্তম ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু, ইহা মহাপ্রাণ ও অঘোষ বর্ণ]। ২। নির্ম্মল; তরল; ছেদক; কম্পিত। ছো+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। ছেদ; খণ্ড। ছো+ক কর্ম্মবা। বি; পুং। ৪। গৃহ; মাহাত্ম্য। ছিদ্+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৫। ছয়, ৬-সংখ্যক ('ছ দিন', 'ছ বুড়ি')। 'ষট্'-শব্দজ। বি বা বিণ।
ছই, ছৈ—নৌকার ছাদ; গোশকটের আচ্ছাদন। 'ছদি'-শব্দজ। বি।
ছক—নক্সা; পাশা বা দাবা খেলার ঘর। বাং প্র। বি। **ছক কাটা**—দাবা প্রভৃতি খেলার জন্য রেখা দ্বারা চারকোণা ঘর চিহ্নিত করা।
ছক-কাগজ—যাহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত থাকে এরূপ কাগজ (graph paper). ছক-কাটা কাগজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।
ছক-কাটা—রেখা দ্বারা চারিকোণা ঘরে বিভক্ত। ছক কাটা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।
ছকড়া—ছেকড়া গাড়ী; গরুর গাড়ী। 'শকট'-শব্দজ। বি।
ছকড়া-নকড়া—অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ; অতিসুলভ। বাং প্র। বিণ।
ছকা—১। ছক-আঁকা, নক্সা-করা। ছক্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। ছক করা, নক্সা করা। 'ছক' হইতে গঠিত নামধাতুজ। বাং ক্রি।
ছকি—মেয়ে। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।
ছকুড়ি—পাশা খেলার দানবিশেষ। বাং প্র।
ছক্কড়—ছেকড়া গাড়ী, নিকৃষ্ট ঘোড়ার গাড়ী। 'শকট'-শব্দজ। বি।
ছক্কা—১। আলু কুমড়া প্রভৃতির সংযোগে প্রস্তুত তরকারীবিশেষ; ধ্বন্যাত্মক শব্দ। (সাঁতলাইবার 'ছঁক' 'ছঁক' শব্দ হইতে) ছক+আ (দ্রুতোচ্চারণে ক-আগম)। ২। ছয়বিন্দুবিশিষ্ট তাস; তাস খেলায় কোন পক্ষ একেবারে পিঠ না পাইলে তাহাদের বিরুদ্ধে যে ছয়বিন্দুবিশিষ্ট তাস রক্ষিত হয় তাহা; খোল বাজনায় একপ্রকার পরণ। 'ছয়'-শব্দজ। বি।
ছগ—ছাগল। ছো+গন্ কর্ম্মবা। বি; পুং।
ছগল—১। ছাগল। ছো+কল কর্ম্মবা (ক-স্থানে গ)। ২। অত্রিমুনি। ছো+কল কর্ত্তৃবা (ক-স্থানে গ)। বি; পুং।
ছগলী—ছাগী। ছগল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
ছগী—ছাগী, ছগলী। ছগ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
ছচল্লিশ—৪৬-সংখ্যা; ৪৬-সংখ্যক। ষট্-চত্বারিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।
ছটকান—ছিটকাইয়া পড়া; সরিয়া পড়া। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।
ছটপটে, -ফটে—চঞ্চল, চপল, অস্থির। ছটপট, ছটফট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।
ছটফট, -ফটি—অস্থিরতা প্রকাশ; অত্যন্ত কাতরতা প্রদর্শন। বাং প্র। বি।
ছটফটান—ছটফট করা, ব্যাকুলতা প্রকাশ করা; কাতরতা প্রকাশ করা। বাং ক্রি।
ছটফটানি—ব্যাকুলতা, অস্থিরতা। ছটফট+আনি ভাবে। বি।
ছটফটে—'ছটপটে' দ্রঃ।
ছটরা, ছড়রা, ছররা—ছোট গুলি, পাখী প্রভৃতি মারিবার ছিটাগুলি। বাং প্র। বি।
ছটা—১। দীপ্তি, আলোক; শোভা, সৌন্দর্য্য। ছো+অটন্ ভাববা+আপ্। ২। সমূহ; পরম্পরা; রেখা। ছো+অটন্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
ছটাক—এক সেরের ষোল ভাগের এক ভাগ, পাঁচ তোলা; এক কাঠার ষোল ভাগের এক ভাগ। 'ষট্-টঙ্ক'-শব্দজ। বি।
ছটাকিয়া, ছটাকে, ছটাকি, ছটাকী—১। ছোট, ক্ষুদ্রকায়। বিণ। ২। বালক-বালিকাদের ডাকনাম। হিন্দীমূলক। বি।
ছটাছট—বিদ্যুৎবিকাশের মত শোভাব্যঞ্জক; চকমকে ("খনে খনে দশন ছটাছট হাস"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।
ছটাছটি—শোভাযুক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
ছটাফল—সুপারি গাছ। ছটা (পরম্পর সংলগ্নতা) ফলে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
ছটামণ্ডল—সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যের বর্ণমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে যে তীব্র আলোকচ্ছটা দেখা যায় তাহা (corona). ছটার মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
ছটি—দীপ্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ছড়—১। আঁচড়; বেহালা বাজাইবার ছড়ি। 'ছড়া' (<ছট্টি <যষ্টি)-শব্দজ। বি। ২। ছাল, চামড়া; বল্কল। 'ছল্লি'-শব্দজ। বি।
ছড়া—১। গোছা, গুচ্ছ, স্তবক; কবিতা, শ্লোক; মালা, কণ্ঠমালা, হার, নর; বরকন্যার বস্ত্রের সংযোগগ্রন্থি; বিক্ষেপ, ছোড়া। বি। **ছড়া কাটা**—শ্লোক আবৃত্তি করা। **ছড়া ভাঙ্গা**—ছড়ার অর্থ করা; গুচ্ছ হইতে পৃথক্ করা। ২। যাহার ছাল বা খোসা ছাড়ান হইয়াছে এরূপ। বিণ। ৩। ছাল বা খোসা ছাড়ান। বাং ক্রি। ৪। ছড়াইয়া বা ছিটাইয়া দেওয়ার জিনিস; ছিটা। 'ছটা'-শব্দজ। বি। **ছড়া দেওয়া**—কোনও স্থানকে পবিত্র করিবার জন্য গোময়-জল গঙ্গাজল প্রভৃতি ছিটান।
ছড়াছড়ি—ইতস্ততঃ বিক্ষেপ; আধিক্য, আতিশয্য। হিন্দীমূলক। বি।
ছড়াদার—যে মুখে মুখে ছড়া বাঁধিতে পারে, কবিওয়ালা। ছড়া+দার প্রণেতা অর্থে। বি।
ছড়ান—বিস্তৃত করা; বীজাদি নিক্ষেপ করা; ছিটান। বাং ক্রি। বি—ছড়ানি। বিণ—ছড়ানিয়া, ছড়ানে।
ছড়াহাঁড়ি—গোবর-জল ছড়াইবার হাঁড়ি; ন্যাতা দিবার হাঁড়ি। ছড়া-নিমিত্তক হাঁড়ি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।
ছড়ি, ছড়ী—সরু লাঠি, ক্ষুদ্র যষ্টি; বেহালা বাজাইবার ছড়ি। 'যষ্টি'-শব্দজ। বি।
ছড়ীদার—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান নায়ক; ছড়ীবাহক, বেত্রধারী; পাণ্ডার ভৃত্য বা সহচর। ছড়ী+দার আছে অর্থে। বি বা বিণ। [প্র। বি বা বিণ।
ছড়ীবরদার—চোপদার (তাহা দ্রঃ)। বাং
ছতরী—গাড়ী অথবা নৌকার ছই; মশারি খাটাইবার কাঠের তৈয়ারী ফ্রেম; ছাদ, চাল; একপ্রকার আলো (ইহা কোন স্থানে টাঙাইয়া দিলে বহুবিস্তৃত স্থান আলোকিত হয়)। 'ছত্র'-শব্দজ। বি।
ছতিচ্ছন্ন—বিপর্য্যস্ত; বিশৃঙ্খল; বিনষ্ট। ছতি (আচ্ছাদন)+ছন্ন। বিণ।

ছত্তর—১। পঙ্‌ক্তি, লাইন। 'ছত্র'-শব্দজ। ২। সদাব্রত। 'সত্র'-শব্দজ। বি।

ছত্র, ছত্ত্র—১। ছাতা, আতপত্র। ছদ্+ণিচ্ +ষ্ট্রন্ কর্ত্তৃবা, র করণবা। বি ; ক্লীব। ২। কোঁড়ক ; পঙ্‌ক্তি ; লেখার লাইন বা সারি। ছন্+ষ্ট্রন, র কর্ত্তৃবা। ৩। আচ্ছাদন। ছদ্+ণিচ্+ষ্ট্রন্, র ভাববা। ৪। ছাতারিয়া নামক ছোট গাছ। ছদ্+ণিচ্+ষ্ট্রন্, র কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ছত্বর—গৃহ, কুঞ্জ। ছদ্+ষ্বরচ্ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে (দ্-স্থানে ত্)। বি ; পুং।

ছত্র—১। 'ছত্র' দ্রঃ। ২। অন্নদানশালা, সদাব্রত। 'সত্র'-শব্দজ। বি।

ছত্রক—১। ছাতা, ছত্র ; ভেকচ্ছত্র, বেঙের ছাতা (fungus). ছত্র+কন্ তুল্যার্থে। বি ; ক্লীব। ২। মাছরাঙ্গা পাখী ; ঈশ্বরগৃহবিশেষ ; রাঙ্গা কুলেখাড়া গাছ। ছত্র—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ছত্রদণ্ড—১। রাজচ্ছত্র এবং দণ্ড। ছত্র ও দণ্ড, দ্বন্দ্ব। ২। ছাতার বাঁট। ছত্রের দণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ছত্রধর—যে ছাতা ধরিয়া থাকে এরূপ, ছত্র-ধারণকারী। ছত্রের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ছত্রধারী (-ধারিন্)—১। ছত্রধারণকারী। উপতৎ ; ছত্র—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধারিণী। ২। রাজা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছত্রপতি—রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট্, মহারাজা-ধিরাজ ; মহারাজ শিবাজীর উপাধি। ছত্রের পতি (অর্থাৎ একমাত্র অধিকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ছত্রপত্র—১। স্থলপদ্ম। বি ; ক্লীব। ২। ভোজ পাতার গাছ। ছত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ছত্রভঙ্গ—১। বিশৃঙ্খল, বিপর্য্যস্ত ; দলভ্রষ্ট। ছত্রের ভঙ্গ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ; অরাজকতা ; বিশৃঙ্খলা। ছত্রের (রাজছত্রের, রাজশাসনের) ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। ছাতিভাঙ্গা। ছত্রের ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ছত্রা—অতিচ্ছত্র বৃক্ষ ; স্থলপা ; মঞ্জিষ্ঠা ; ধনিয়া ; মৌরী ; কোঁড়ক ; ছাতা। ছত্র+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ছত্রাক—ব্যাঙের ছাতা ; কোঁড়ক। ছত্রা—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ছত্রাকার—ছড়ান, বিক্ষিপ্ত ; ছাতার মত। ছত্রের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ছত্রিশ—সংখ্যাবিশেষ, ৩৬ ; ৩৬-সংখ্যক। 'ষট্‌ত্রিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ছত্রী (ছত্রিন্)—১। নাপিত। বি ; পুং। ২। ছত্রধারী, ছাতি-ধরা। ছত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ছত্রিণী।

ছত্রী(ত্রি)—গরুর গাড়ীর বা নৌকার আচ্ছাদন। 'ছত্র'-শব্দজ। বি।

ছদ—পত্র ; পক্ষ, পাখনা ; আচ্ছাদন ; তমাল-বৃক্ষ ; গ্রন্থিপর্ণ বৃক্ষ। ছদ্, ছদ্+ণিচ্+ঘ করণবা। বি ; পুং।

ছদন—১। আচ্ছাদন। ছদ্+অনট্ ভাববা। ২। পত্র, পক্ষ ; তেজপাতা। ছদ্+অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।

ছদম—ছদ্ম, কপট। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ছদি—১। ছাদ, চাল, গৃহাচ্ছাদন। ছদ্+ইন্ করণবা। ২। আচ্ছাদন। ছদ্+ইন্ ভাববা। বি ; পুং।

ছদ্ম (ছদ্মন্)—ছল, কপট। ছদ্+মন্ [করণবা। বি ; ক্লীব।

ছদ্মবেশ—আত্মপরিচয় গোপনের উপযোগী বেশ, প্রকৃত নিজরূপ গোপন করিয়া লোকের নিকট অন্যরূপে পরিচিত হইবার নিমিত্ত যে বেশ ধারণ করা যায় তাহা ; কপটবেশ। ছদ্মপূর্ণ বেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। বিণ,—বেশী।

ছদ্মবেশী (-বেশিন্)—যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে এরূপ, ছদ্মবেশধারণকারী, কাপটিক। ছদ্মবেশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বেশিনী।

ছদ্মী (ছদ্মিন্)—ছদ্মবেশধারী, কপটবেশ-যুক্ত ; ছলনাকারী, কপটাচারী। ছদ্মন্+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ছদ্মিনী।

ছন্‌ছন্—অস্থির হওয়া ; অল্প অল্প জ্বালা বা বেদনা অনুভব ; মূত্রাদির নিঃসরণ ও পতনের শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ছন্দ—১। ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অভিলাষ ; প্রবৃত্তি ; বশতা। ছন্দ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। প্রকার, ছাঁদ ; ছলনা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছন্দঃ (ছন্দস্), **ছন্দ**—১। লয়সমন্বিত গতি ; পদ্যবন্ধ ; পদ্যের ভেদ-বোধক সংজ্ঞা বা জাতি [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ] ; স্বেচ্ছাচার ; ইচ্ছা। ছন্দ্+অস্ ভাববা। ২। বেদ ; বেদাঙ্গবিশেষ। ছন্দ্+অস্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

ছন্দঃপতন, -পাত—ছন্দের অমিল, কবিতায় ছন্দের নিয়মলঙ্ঘন। ছন্দের পতন, পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং।

ছন্দবন্ধ—কথার বাঁধনি ; কলকৌশল ; চেষ্টা-চরিত্র। 'ছন্দোবন্ধ'-শব্দজ। বি।

ছন্দরূপী (-রূপিন্)—ইচ্ছামত রূপ ধারণে সমর্থ ; কামরূপী। ছন্দানুসারী রূপ, মধ্যপ কর্ম্মধা ; ছন্দরূপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রূপিণী।

ছন্দানুগমন, -নুসরণ—আপন ইচ্ছা অনুসারে চলা। ছন্দের (ইচ্ছার) অনুগমন, অনুসরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ছন্দানুগামী (-গামিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী, -সারী** (-সারিন্)—যে নিজের বা অন্যের ইচ্ছা প্রবৃত্তি বা অভিপ্রায় অনুসারে চলে এরূপ। ছন্দের অনুগামী, অনুবর্ত্তী, অনুসারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী, —বর্ত্তিনী, —সারিণী।

ছন্দানুবর্ত্ত(র্ত)ন, -বৃত্তি—পরের ইচ্ছা অনুসারে চলা ; পরের মন যোগান। ছন্দের অনুবর্ত্তন, অনুবৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

ছন্দোগ—সামবেদগায়ক ; সামবেদজ্ঞ। উপতৎ ; ছন্দস্ (সামবেদ)—গৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ছন্দোবদ্ধ—পদ্যে রচিত, পদ্যের আকারে গ্রথিত। ছন্দঃ দ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

ছন্দোবন্ধ—ছন্দে রচনা, পদ্যে লেখা। ছন্দঃ দ্বারা বন্ধ, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

ছন্দোভঙ্গ—ছন্দঃপতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ছন্ন—গুপ্ত, নির্জ্জন ; আচ্ছাদিত ; লুপ্ত, নষ্ট। ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ছন্নছাড়া—লক্ষ্মীছাড়া, দুর্দ্দশাপন্ন ; গৃহচ্যুত ; উৎসন্ন। ছন্ন (<ছন্দ=সংসারধর্ম্ম পালনের রীতিনীতি) ছাড়িয়াছে যে, উপতৎ। বিণ।

ছন্নমতি—যাহার বুদ্ধিনাশ হইয়াছে এরূপ, নষ্টবুদ্ধি। ছন্না (নষ্টা) মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ছপ্‌ছপ্—জলের উপরে কিছুর আঘাতের শব্দ ; ভিজা ঝাঁটা দ্বারা আঘাতের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ছপ্পর, ছাপ্পর—ছাদ বা চাল, গৃহের আচ্ছাদন। হিন্দীমূলক। বি।

ছবি—১। চিত্র ; চিত্রিত মূর্ত্তি, প্রতিমূর্ত্তি। আর্বী 'শবীহ্'-শব্দজ। বি। ২। দীপ্তি, শোভা ; উজ্জ্বলতা ; কান্তি, সৌন্দর্য্য। ছিদ্ বা ছো+ইন্ কর্ত্তৃবা (যাহা অন্ধকার নাশ করে)। বি ; স্ত্রী।

ছবীল—সুন্দর, কান্তিমান্। হিন্দী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ছব্বা, ছব্বি—বেশবিন্যাস ; মুখশ্রী ; গঠন-সৌন্দর্য্য ; চেহারা। 'শোভা'-শব্দজ। বি।

ছমছম—অত্যন্ত আতঙ্কে গাত্রাদির শিহরণ, অত্যন্ত ভয়ের ভাব। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ছয়—৬-সংখ্যা ; ৬-সংখ্যক। 'ষট্'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ছয়লপন—রসিকতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছয়লাপ—আপ্লুত, প্লাবিত ; পরিপূর্ণ। ফার্সী 'সইল-আব্'-শব্দজ। বিণ।

ছয়লাপি, -লাবি—১। পূর্ণতা, প্লাবন। ফার্সীমূলক। ২। তামাসা, ইয়ার্কি। প্রাদে। বি।

ছরকোট—বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ, গণ্ডগোল। ফার্সীমূলক। বি।

ছরছর—জলধারা-পতনের শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ছরাদ—মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শাস্ত্রানুসারে দান। 'শ্রাদ্ধ'-শব্দজ। বি।

ছরিকা—ছড়ি, যষ্টি ("বেত্র বংশী 'ছরিকা' জঠর পটে শোভে"—চৈতন্যচরিতামৃত)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছর্দ্দ(র্দ), ছর্দ্দ(র্দ)ন—বমি, বমনরোগ। ছর্দ্‌+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

ছর্দ্দি(র্দি), ছর্দ্দী(র্দী)—১। বমিরোগ; উদ্গার। ছর্দ্‌+ই ভাববা, ঈপ্ (বিকল্পে)। বি; স্ত্রী। ২। শ্লেষ্মা; কফ। 'সর্দ্দি'-শব্দজ। বি।

ছর্‌রা—'ছটরা' দ্রঃ।

ছল—কপটতা, প্রতারণা; চাতুরী; ছুতা, ভাণ; সূত্র; উপলক্ষ; প্রসঙ্গ, ব্যপদেশ; কৌশল; আপত্তি, ওজর; স্খলন; বক্তা যে শব্দ যে অর্থে প্রয়োগ করেন সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তাহার বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া প্রতিবাদী যে মিথ্যা দোষারোপ করে তাহা। ছো+কলচ্ ভাববা। বি; ক্লীব।

ছল ধরা—কথার দোষ বাহির করা। **ছল পাতা**—ছলনা করা।

ছলগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—যে কথার দোষ ধরে এরূপ; ছিদ্রান্বেষী। উপতৎ; ছল—গ্রহ্ +ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

ছলচাতুরী—শঠতা, ধূর্ত্তামি। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ছলচ্ছল—১। ঢেউয়ের মৃদু শব্দ। অব্য। ২। ছলছল, জল-ভরা। কবিপ্র। বিণ।

ছলছল, ছলছলে—১। জল-ভরা, জলে পরিপূর্ণ, উচ্ছলিতপ্রায়। বিণ। ২। বাধা পাইলে জলে যে শব্দ উত্থিত হয় তাহা, ঢেউয়ের মৃদুশব্দ। বাং প্র। অব্য।

ছলন, ছলনা—কপটতা; প্রতারণা, শঠতা। ছল+ণিচ্ (=ছলি নামধাতু)+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন - ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ছলা—১। ছলনা, প্রতারণা, বঞ্চনা; ওজর, আপত্তি। বাং প্র। বি। ২। ছল করা, কপটতা করা। বাং ক্রি।

ছলাৎ—জল ইত্যাদির চলকানর শব্দ; ঢেউয়ের শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ছলিত—১। যাহাকে ছলনা করা হইয়াছে এমন, প্রতারিত। ছলি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। প্রতারণা, ছলনা; নৃত্যবিশেষ। ছলি+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। [বিণ।

ছলিয়া—চতুর; প্রবঞ্চক। প্রাঃ কবিপ্র।

ছল্লী—ত্বক্, ছাল; লতা; পুষ্পবিশেষ; সন্তান, ছেলে। ছদ্—লা+ক কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ছা—১। গোপন, আচ্ছাদন। ছদ্+ড ভাববা +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। শিশু; শাবক, ছানা, বাচ্চা। 'শাবক'-শব্দজ। বি।

ছাআল—ছেলে; শিশু ("ধর্ম্মরাজ কৈল তুমি ছাআল বয়সে।"—কাশীরাম)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছাই—ভস্ম, পাঁশ; তুচ্ছ বস্তু, সামান্য জিনিস। 'ছার' (<ক্ষার)-শব্দজ। বি।

ছাই করা—কিছু করিতে না পারা; কার্য্য পণ্ড করা।

ছাউনি—১। খড়ের আচ্ছাদন; সামিয়ানা, চাঁদোয়া। 'ছাদনী'-শব্দজ। ২। সৈন্যদের বিশ্রামস্থান, শিবির। হিন্দীমূলক। বি।

ছাউনি-নাড়া—বিবাহকার্য্যে স্ত্রী-আচারবিশেষ। বাং প্র। বি। [বি।

ছাও—শাবক, শিশু, ছানা। 'শাব'-শব্দজ।

ছাওয়া—১। ঢাকা দেওয়া, খড় ইত্যাদি দ্বারা ঘরের চাল তৈয়ার করা। 'ছা' (<ছদ্)-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। ছায়া, অনাতপ স্থান। 'ছায়া'-শব্দজ। বি।

ছাওয়ান—তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করান; পূর্ণ করা; জুড়ান। বাং ক্রি।

ছাওয়াল, ছাবাল—শিশু; ছেলে। 'শাবক'-শব্দজ। বি।

ছাওয়া—ছায়া। প্রাদে। বি।

ছাঁই—পিষ্টকের মধ্যে দিবার জন্য নারিকেল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত পুর। হিন্দীমূলক। বি। [বি।

ছাঁইচ—খড়ের চালের নিম্নভাগ। বাং প্র।

ছাঁইচতলা—ছাঁচতলা, যে স্থানে ছাঁইচের জল পড়ে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ছাঁক—উষ্ণ স্পর্শ, গরম জিনিসের তাপ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ছাঁকন—ফিল্টার করিয়া লওয়া (filtration). ছাঁক্+অন ভাববা। বি।

ছাঁকনা, ছাঁকনী—যাহা দ্বারা ছাঁকা যায়, ছাঁকিবার উপায়স্বরূপ বস্তু। ছাঁক+অনা, অনী করণবা। বি।

ছাঁকা—১। গুঁড়া বা জলীয় বস্তুকে ছাঁকনি কাপড় ইত্যাদির দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া; ভাজা জিনিস গরম তেল বা ঘি হইতে হাতা দ্বারা তুলিয়া লওয়া; নিঙড়ান। বাং ক্রি। ২। যাহা ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে এমন; (তাহা হইতে) বিশেষভাবে সংগৃহীত, যাহা হইতে আর কিছু বাদ যাইবে না ('—নম্বর'); ভাজা, ভর্জ্জিত; পরিষ্কৃত; উৎকৃষ্ট, সরেশ; বিশুদ্ধ; পাকা; ছানিত; নির্ব্বাচিত। ছাঁক্ +আ কর্ম্মবা। বিণ। **ছাঁকা কথা**—ঠিক কথা, যে কথা বাজে নয়।

ছাঁচ—ছাঁইচ, চালের নিম্নভাগ; আদর্শ; ছক, যাহার মধ্যে ফেলিয়া কোন বস্তু গঠন করিয়া লওয়া যায় (mould); প্রতিমূর্ত্তি; ভাব, ধরণ। হিন্দীমূলক। বি।

ছাঁচতলা—ছাঁইচতলা (তাহা দ্রঃ)।

ছাঁচনী—সেচনী, মউনী; মন্থনদণ্ড। 'সেচনী'-শব্দজ। বি।

ছাঁচি—খাঁটি; দেশী। হিন্দীমূলক। বিণ। **ছাঁচি কুমড়া**—দেশী কুমড়া, চালকুমড়া। **ছাঁচি গুড়**—আখের গুড়। **ছাঁচি তেল**—সরিষার তৈল। **ছাঁচি পান**—দেশী পান, একপ্রকার সুগন্ধি পান। **ছাঁচি বেত**—একপ্রকার সরু বেত।

ছাঁট—কাটা অংশ; জামা প্রভৃতি কাটিবার ভঙ্গী; বৃষ্টির ঝাপ্টা। বাং প্র। বি।

ছাঁটা—কাটিয়া বাদ দেওয়া; চাউল প্রভৃতি ঢেঁকিতে পরিষ্কার করা। বাং ক্রি।

ছাঁটাই—ছাঁটিবার কাজ; ঐ কাজের পারিশ্রমিক বা বেতন; চাকুরি হইতে লোক কমান (retrenchment); মূল জিনিষ হইতে বাদ দিয়া তাহার সংশোধন। ছাঁট্+আই ভাববা, করণবা। বি।

ছাঁটান—কাটিয়া বাদ দেওয়ান, অন্যের দ্বারা ছাঁটাই-কার্য্য সম্পাদন করান। বাং ক্রি।

ছাঁদ—গঠন; ভঙ্গী; যে দড়ি দ্বারা গাভীর পা বাঁধিয়া দুধ দোহন করা হয় তাহা; ছন্দ; গঠন; শ্রী; ধরণ। 'ছন্দস্'-শব্দজ। বি।

ছাঁদন—১। দোহন করিবার সময় দড়ি দিয়া গাভীর পিছনের দুই পা বাঁধা; ঐরূপ পা-বাঁধা দড়ি; বাঁধন। 'বাঁধন'-এর সহচর শব্দ। ২। কথা বলিবার ভঙ্গী বা কায়দা; প্রকার। 'ছন্দস্'-শব্দজ। বি।

ছাঁদন-দড়ি—দোহনকালে গরুর পিছনের পা দুইটি বাঁধিবার দড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ছাঁদনা, ছাঁদলা—বিবাহের ছায়ামণ্ডপ। বাং প্র। বি।

ছাঁদনাতলা, ছাঁদলাতলা—বিবাহের ছায়ামণ্ডপ, যে চাঁদোয়ার নীচে বিবাহ হয়। বাং প্র। বি।

ছাঁদা—১। দোহনের সময় গাভীর পা বাঁধা; কথার বাঁধুনী করা; জড়ান; ফাঁদা। বাং ক্রি। ২। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ খাওয়ার অতিরিক্ত যে খাদ্য গৃহে লইয়া যায় তাহা। 'বাঁধা'র সহচর শব্দ। বি।

ছাঁদি—'ছেঁদো' দ্রঃ।

ছাগ, ছাগল—অজ; পাঁঠা। ছো+গন্, ছগল+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। স্ত্রী—ছাগী, ছাগলী। (অনেক স্থানে 'ছাগল' শব্দেই ছাগীকে বুঝায়)।

ছাগবাহন—অগ্নি। ছাগ বাহন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ছাগমুখ—১। ছাগের মুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। ছাগের মুখের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ছাগের মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখী, —মুখা। ৩। কুমারানুচরবিশেষ; (কার্ত্তিকের ষষ্ঠমুখ ছাগমুখের ন্যায় বলিয়া) কার্ত্তিক; প্রজাপতি দক্ষ। বি; পুং।

চৈতালি, -লী—১। চৈত্রমাসের; চৈত্রমাসে উৎপন্ন; চৈত্রমাসে সংগৃহীত; চৈত্রমাস-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। চৈত্রমাসে জাত শস্য। চৈত (<চৈত্র)+আলি, আলী সম্বন্ধাদি অর্থে। বি।

চৈতী—চৈত্রমাসের ("চৈতী রাতের উদাস হাওয়ায় পরাণ আমার কাঁদে গো"—নজরুল)। কবিপ্র। বিণ। [বিণ। স্ত্রী—চৈতী।

চৈত্ত—চিত্তসম্বন্ধীয়। চিত্ত+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে।

চৈত্য—১। পূজাস্থান, যজ্ঞস্থান; বৌদ্ধদিগের মন্দির বা উপাসনালয়; মৃতব্যক্তির স্মৃতিমন্দির, রথ্যা বা শ্মশানের পার্শ্বস্থ বৌদ্ধগণের পূজনীয় বৃক্ষ; শ্মশানতরু; রথ্যাবৃক্ষ; দেবতা কর্তৃক আশ্রিত বা দেবতাস্বরূপ বৃক্ষ; বুদ্ধবিশেষ; আয়তন, গৃহ; জনসভা; জনসমূহের বিশ্রামস্থান; দেবালয়। চিত্যা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব। ২। চিতা-সম্বন্ধীয়। চিত্যা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—চৈত্যী।

চৈত্র, চৈত্রিক—বাঙ্গালা বৎসরের শেষ মাস, মধুমাস [ইহাতে শিবব্রত কর্তব্য]। চৈত্রী+অণ্, ইক যুক্তার্থে। বি; পুং।

চৈত্রক—চৈত্রমাস; পর্ব্বতবিশেষ। চৈত্র+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

চৈত্রিক—'চৈত্র' দ্রঃ।

চৈত্রী—চৈত্র মাসের পূর্ণিমা, চিত্রানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। চিত্রা+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চৈন চৈনিক—চীনা লোক; চীনদেশীয় ভাষা; চীনদেশসম্বন্ধীয়; চীনদেশ-জাত; চীনদেশীয়। চীন+অণ্, ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—চৈনী, চৈনিকী।

চৈনেয়—১। চীনদেশ-জাত, চীনদেশোদ্ভব। চীন+এয় ভবার্থে। ২। চীনদেশসম্বন্ধীয়। চীন+এয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

চোঁ—জলশোষণের শব্দ। বাং প্র। অব্য।

চোঁচ—খোঁচ; আঁশ, ছালের অভ্যন্তর ভাগ; চোরকাঁটা। বাং প্র। বি।

চোঁচা—একটানা, একদম; একনিঃশ্বাসে; উর্দ্ধশ্বাসে। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

চোঁচাল—চোঁচযুক্ত। চোঁচ+আল যুক্তার্থে। বিণ। [শুষিয়া পান। বাং প্র। অব্য।

চোঁ-চোঁ—ক্রমাগত শোষণ; দ্রুত শোষণ;

চোঁয়া—অম্ল, চোনা; সামান্য পোড়া। বাং প্র। বিণ। ['চতুষ্ক'-শব্দজ। বি।

চোক, চৌক—গণিতের চিহ্নবিশেষ (।০)।

চোকলা—ফলাদির খোসা; ফালি; কাঠ ইত্যাদির লম্বা খণ্ড। বাং প্র। বি।

চোকান—১। মিটান; শেষ করা; তীক্ষ্ণ করা। বাং ক্রি। ২। তীক্ষ্ণীকরণ; নিষ্পত্তি। বাং প্র। বি।

চোখ—চক্ষু, নয়ন। 'চক্ষুস্'-শব্দজ। বি। **চোখ উঠা**—চোখের একপ্রকার রোগ হওয়া। **চোখ কাটান**—চোখের ছানি তোলা। **চোখ খোলা**—জ্ঞান হওয়া। **চোখ গালা**—চোখের তারা উপড়ান। **চোখ ঘুরান**—রাগিয়া চারিদিকে তাকান। **চোখ টাটান**—হিংসা বা ঈর্ষ্যা হওয়া। **চোখ টেপা**—চোখের পাতা ফেলিয়া ইশারা করা। **চোখ ঠারা**—বাঁকা চাহনীতে ইঙ্গিত করা। **চোখ দেওয়া**—লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা; ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাকান। **চোখ নাচা**—চোখের পাতা কাঁপিতে থাকা (ইহাতে মঙ্গল বা অমঙ্গল সূচিত হয়)। **চোখ পড়া**—দেখিতে ভাল লাগা। **চোখ পাকান**—রাগে চোখ ঘুরান। **চোখ ফোটা**—প্রকৃত বিষয়ের জ্ঞান হওয়া। **চোখ ফোটান**—প্রকৃত বিষয় জানাইয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া; জ্ঞান দেওয়া। **চোখ বুলান**—উপর উপর দেখা। **চোখ রাখা**—সাবধান হওয়া; মনোযোগী হওয়া; দেখাশুনা করা। **চোখ রাঙান**—রাগে চোখ লাল করা; ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ভয় দেখান বা শাসান। **চোখে আঙ্গুল দেওয়া**—কোন বিষয় ভালভাবে নির্দ্দেশ দিয়া বুঝান। **চোখে ধুলা দেওয়া**—ফাঁকি দেওয়া; প্রতারণা করা। **চোখের চামড়া বা পর্দ্দা**—চক্ষুলজ্জা। **চোখের দেখা**—ক্ষণকালের দেখা, কেবল দেখা। **চোখের নেশা**—দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। **চোখের বালি**—চক্ষুঃশূল, চক্ষুর পীড়াদায়ক। **চোখের মাথা খাওয়া**—(ক্রোধোক্তিতে) দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়া, অমনোযোগী হওয়া।

চোখ-খাকী, -খাগী—(ক্রোধোক্তিতে) অন্ধ-নারী; বিচারবুদ্ধিহীনা রমণী। চোখ—খা+উকা, উগা কর্তৃবা, অভিশ্রুতিতে, চোখ-খেকো,—খেগো, তদুত্তরে+ঈ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চোখ-গেল—পক্ষিবিশেষ (ইহারা 'চোখ গেল' শব্দের ন্যায় শব্দ করিয়া ডাকে বলিয়া এই নাম পাইয়াছে)। বাং প্র। বি।

চোখ-রাঙ্গানি, -রাঙানি—চোখ লাল করিয়া শাসান, ক্রুদ্ধদৃষ্টিপ্রদর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

চোখা, চোখো—ধারাল, তীক্ষ্ণ; শাণিত; মর্ম্মভেদী; খাঁটি; তীব্র-আস্বাদবিশিষ্ট। চোখ+আ, ও (<উয়া) আছে অর্থে। বিণ।

চোখান—ধার করা, শাণ দেওয়া। বাং ক্রি।

চোখাল—তীক্ষ্ণ; তীব্র-আস্বাদবিশিষ্ট; চালাক; প্রগল্‌ভ। চোখা+ল। বিণ।

চোখো—'চোখা' দ্রঃ।

চোগা—সমস্ত পরিচ্ছদের উপরিভাগে স্থিত সম্মুখভাগ খোলা একপ্রকার লম্বা ঢিলা জামা। ফার্সী। বি।

চোঙ, চোঙ্গ—দীর্ঘ নল, চোঙ্গের মত বস্তু। হিন্দী। বি।

চোঙা, চোঙ্গা—নল, নলী; ছিদ্রযুক্ত বংশখণ্ড। চোঙ, চোঙ্গ+আ স্বার্থে। বি।

চোট—আঘাত, ঘা; ফোস্কা; বেগ; ঝাঁজ, তেজ; আড়ম্বর; দফা, বার। হিন্দী। বি।

চোট, চোটপাট করা—রাগ করা, রাগ দেখান; আস্ফালন করা।

চোটা—১। চট্‌চটে গুড়, চিটে গুড়। প্রাঃ কবিপ্র। ২। প্রতিদিনের জন্য অত্যধিক সুদ। বাং প্র। বি। **চোটা খাটা**—দৈনিক বা সাপ্তাহিক অত্যধিক সুদে টাকা খাটা। **চোটা খাটান**—দৈনিক বা সাপ্তাহিক অত্যধিক সুদে টাকা খাটান।

চোটান—ঠোকরান; আঘাতকরণ; বিদারণ; কোপান। 'চোটা' (<চোট)-নামধাতুজ। বাং ক্রি। [ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চোটী—শাড়ী; কাঁচুলী। চুট্+অচ্ কর্তৃবা+

চোট্টা—চোর, তস্কর; দুশ্চরিত্র ব্যক্তি (চোরচোট্টা)। হিন্দী। বি।

চোণা—গোমূত্র; গবাদি পশুর প্রস্রাব। বাং প্র। বি। [ক্রি।

চোণান—(গবাদির) মূত্রত্যাগ করা। বাং

চোতা, চোথা—বাজে, অকেজো, অপ্রয়োজনীয়; অপরিচ্ছন্ন, মলিন। বাং প্র। বিণ।

চোদ্দ—চতুর্দ্দশ সংখ্যা, চৌদ্দ, ১৪; ১৪-সংখ্যক। 'চতুর্দ্দশ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

চোদ্দই, চৌদ্দই—মাসের চতুর্দ্দশ দিবস। চোদ্দ, চৌদ্দ+ই তারিখার্থে। বি।

চোনা—চোণা (তাহা দ্রঃ)।

চোনান—চোণান (তাহা দ্রঃ)।

চোনাট—কোঁচকাইয়া দেওয়া, আকুঞ্চিত করা; কেশ ও বস্ত্রাদির সৌন্দর্য্য সাধন করিয়া দেওয়া; কেশ। বাং প্র। বি।

চোপ—১। কোপ, দা প্রভৃতির আঘাত; আশাসোঁটা। বি। ২। চুপ থাক, নীরব থাক। বাং প্র। অব্য।

চোপদার, চোবদার—যে ভৃত্য আশাসোঁটা অর্থাৎ রাজদণ্ড বা অনুরূপ চিহ্ন বহন করে ("সারি সারি চোপদার হাতে হেম-ছড়ি"—হেমচন্দ্র)। ফার্সী। বি।

চোপদারী(রি)—চোপদারের কাজ। চোপদার+ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

চোপন—চুপে চুপে যাওয়া; মন্দ মন্দ গমন; চুপ করিয়া থাকা, মৌন। চুপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

চোপরা—বেশী কথা বলা, বাচালতা, মুখে মুখে কথার উত্তর দেওয়া; তর্কবিতর্ক। বাং প্র। বি। [বিণ।

চোপসা—শুক্‌না, নীরস; সঙ্কুচিত। বাং প্র।

চোপা—মুখ ("যদি দেখ মাকুন্দ চোপা"—খনার বচন); (তাহা হইতে) মুখরতা; তিরস্কার; কটু কথা; ফল প্রভৃতির খোসা। বাং প্র। বি।

চোপান—দা প্রভৃতি অস্ত্র দিয়া কোপান, অস্ত্রপ্রহারকরণ। বাং ক্রি।

চোবল—ছোবল, সর্পাদির দংশন, কামড়। বাং প্র। বি।

চোবে—মথুরার ব্রাহ্মণশ্রেণীবিশেষ; চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের উপাধি। 'চতুর্ব্বেদী'-শব্দজ। বি।

চোমর—পালকের গোছা; চাক প্রভৃতিতে সংলগ্ন পালকের গোছা। বাং প্র। বি।

চোয়া—ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়া, ক্ষরিত হওয়া। বাং প্র। ক্রি।

চোয়াড়, চোহাড়—১। অসভ্য, বর্ব্বর; ছোট লোক। হিন্দীমূলক। ২। কিরাত, ব্যাধ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চোয়াল—মুখগহ্বরের উভয় পার্শ্ব, চুয়াল। বাং প্র। বি।

চোর—যে চুরি করে, তস্কর; গন্ধদ্রব্যবিশেষ, কৃষ্ণশঠী। চুর্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। **চোর চোর খেলা**—একপ্রকারের খেলা (এই খেলায় একজন চোর হইয়া অপরকে ধরিতে চেষ্টা করে)। **চোরে চোরে কুটুম্বিতা**—একই রূপ অসৎ লোকের মধ্যে সদ্ভাব। **চোরে চোরে মাসতুতো ভাই**—একই রূপ অসৎ লোক পরস্পর আত্মীয়, পরস্পর সমতুল। **চোরের মায়ের কান্না**—স্নেহভালবাসা থাকিলেও দোষী আত্মীয়ের জন্য বাহিরে দুঃখপ্রকাশ না করিয়া মনে মনে কষ্ট পাওয়া।

চোরকাঁটা—ভাঁটুই, একপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ (পথ দিয়া যাইবার সময় ইহার ফল অজ্ঞাতসারে কাপড়ে বা গায়ে লাগিয়া যায়)। চোরা (গুপ্ত) কাঁটা, কর্ম্মধা (আ-লোপ)। বি।

চোরকুঠারি, -কুঠারী—ঘরের ভিতরের ঘর; গুপ্ত ঘর; সিঁড়ির নীচের খোপ। চোরা (গুপ্ত) কুঠারি, কুঠারী, কর্ম্মধা (আ-লোপ)। বি।

চোরখণ্ডা—চোরছেঁচড়, চোর ও অন্যান্য ধরণের দুষ্টলোক ("চোরখণ্ডা হইতে তুমি নাহি কর ভয়"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চোরছেঁচড়—চোর ও অপরাপর দুষ্ট লোক। দ্বন্দ্ব। বি।

চোরা—১। চুরি-করা, অপহৃত; গুপ্ত; অজানা; চোরের উপযুক্ত। চুরি+আ প্রাপ্তার্থে, যোগ্যার্থে। বিণ। ২। চোর, তস্কর। চোর+আ স্বার্থে। বি।

চোরাই—চুরি-করা, অপহৃত, যাহা চুরি করা হইয়াছে এরূপ। চুরি+আই প্রাপ্তার্থে। বিণ।

চোরাগলি—গলির ভিতরে সরু গলি, সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলি। চোরা গলি, কর্ম্মধা। বি।

চোরা-গাই—যে গরু দোহন করিলে সহজে দুধ পাওয়া যায় না। চোরা যে গাই, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

চোরান—চুরি করা। কবিপ্র। ক্রি।

চোরা-পাহাড়—সাগরের জলের ভিতরে অদৃশ্য পাহাড় (submarine rock). চোরা পাহাড়, কর্ম্মধা। বি।

চোরা-বালি—নদীতীরে যে বালির উপর কেহ হাঁটিলে তাহা ধ্বসিয়া যায় এবং গমনকারী বালির নীচে ক্রমশঃ বসিয়া যায় তাহা, মরুভূমির যে বালিতে উষ্ট্র প্রভৃতি বসিয়া যায় তাহা। চোরা বালি, কর্ম্মধা। বি।

চোরায়ল—চুরি করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চোরায়সি—চুরি করিয়াছ, হরণ করিয়া রাখিয়াছ ("চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

চোরি—চুরি, চৌর্য্য। বাং প্র। বি।

চোরিত—যাহা চুরি করা হইয়াছে এরূপ, অপহৃত। চুর্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

চোল—ঘাঘ্‌রা, কাঁচুলি। চুল্+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

চোলক—বর্ম্ম, সাঁজোয়া; কঞ্চুক, ঘাঘ্‌রা; বল্কল, ছাল। চোল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

চোলাই—১। দ্রাবণ অর্ক মারক প্রভৃতি বকযন্ত্রে চুয়ান। বি। ২। পরিস্রুত, চুয়ানো। বাং প্র। বিণ।

চোলিকা, চোলী—ঘাঘ্‌রা; কাঁচুলি। চোলক+আপ্; চোল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চোষ—শোষণ। 'চুষ্'-ধাতুজ। বি।

চোষক—শোষণকারী; (প্রাণিবিদ্যা) যে অঙ্গদ্বারা জোঁক প্রভৃতি প্রাণী অপরের দেহ হইতে রক্তাদি চুষিয়া লয় তাহা (sucker). চোষ্+অক (বাং)। কর্তৃবা। বি।

চোষ-কাগজ—কালি প্রভৃতি তরল পদার্থ শুষিয়া লইবার কাগজ (blotting-paper). চোষার কাগজ, ৬ষ্ঠীতৎ (আ-লোপ)। বি।

চোষণ—শোষণ; (পদার্থবিদ্যা) বায়ুশূন্য করিয়া জলীয় বস্তু ইত্যাদির নিষ্কাশন (suction). চুষ্+অন (বাং) ভাববা। বি।

চোষা—১। শোষণ করা; মুখ দিয়া রস টানিয়া লওয়া। বাং ক্রি। ২। শোষিত; যাহা চোষা হইয়াছে এমন; চোপসা। চোষ্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

চোষ্য—যাহা চুষিয়া খাইতে হয় এমন। 'চুষ্য'-শব্দজ (অশুদ্ধ প্রঃ)। মতান্তরে চুষ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা (পৃষোদরাদি)। বিণ।

চোস্ত—চৌরস, সমতল; চতুর, চালাক। ফার্সীমূলক। বিণ।

চোহাড়—'চোয়াড়' দ্রঃ।

চোহেল—কাদা; পাপ; মাতামাতি। হিন্দীমূলক। বি।

চৌ—(সমাসে পূর্ব্বপদে) চারি, ৪। 'চতুর্'-শব্দজ। বিণ।

চৌক—চোখ, নেত্র; চারি পণ; খাতের পরিমাণবিশেষ। 'চক্ষুঃ' বা 'চতুষ্ক'-শব্দজ। বি।

চৌকণ, চৌকন, চৌকোণ, চৌকোন—চতুষ্কোণ, চারিকোণবিশিষ্ট; চারিপল। 'চতুষ্কোণ'-শব্দজ। চৌ (চারি) কোণ, কোন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চৌকষ, -স—মনোযোগী, সতর্ক, সাবধান; সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, সর্ব্বতোভাবে উত্তম। 'চতুষ্ক'-শব্দজ। বিণ।

চৌকা—১। চারি-কোণা, চতুষ্কোণ, সমচতুর্ভুজ। 'চতুষ্কোণ'-শব্দজ। বিণ। ২। চারি ফোঁটা চিহ্নিত তাস। বাং প্র। বি।

চৌকাঠ—দরজা অথবা জানালার চারিদিকের কাঠ। চৌ (<চতুর্)+কাঠ (<কাষ্ঠ)। বি।

চৌকি, চৌকী—১। আসন, কুরসী, উচ্চ কাষ্ঠাসন, চেয়ার; তক্তাপোষ। 'চতুষ্কী'-শব্দজ। ২। পাহারা, রক্ষা, প্রহরীর কার্য্য; পুলিশের থানা, ফাঁড়ি; মুন্সেফের অধিকারস্থিত স্থান, মহকুমা। চৌক (<চতুষ্ক=চতুষ্কোণ)+ই, ঈ। ৩। প্রহরী, পাহারাওয়ালা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। **চৌকি হাঁকা**—রাত্রে গৃহস্থকে সজাগ করিবার জন্য চৌকিদারের উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা।

চৌকিদার, চৌকীদার—প্রহরী, পাহারাওয়ালা; কর আদায়ের পেয়াদা। চৌকি, চৌকী+দার নিযুক্তার্থে। বি।

চৌকিদারী, চৌকীদারী—১। চৌকিদারের কার্য্য, পাহারা দেওয়া। চৌকিদার, চৌকীদার+ঈ কর্ম্মার্থে। বি। ২। চৌকিদার-সম্বন্ধীয় ('—টেক্স')। চৌকিদার, চৌকীদার+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

চৌকোণা—চারিকোণযুক্ত। 'চতুষ্কোণ'-শব্দজ। বহুব্রী। বিণ।

চৌকোশ, চৌখোশ—১। চৌকস, সর্ব্ববিষয়ে নিপুণ। 'চতুষ্ক'-শব্দজ। বিণ। ২। চারিক্রোশ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

চৌখণ্ডি, -ণ্ডিয়া, -ণ্ডী—চারিভাগে ভাগ-করা, চারিখণ্ডে বিভক্ত; চারিপায়াযুক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

চৌখুপী, -বী—চারিখোপবিশিষ্ট; চৌকা, চারিকোণা ঘর-আঁকা। চৌ (চারি) খোপ, খোব, কর্ম্মধা+ঈ যুক্তার্থে। বিণ।

চৌখুরী—১। চারিপায়াবিশিষ্ট, চারিখুরাযুক্ত। বিণ। ২। চারিপায়াবিশিষ্ট কাষ্ঠাসন, চৌকি। চৌ (চারি) খুর (পায়া), কর্ম্মধা+ঈ যুক্তার্থে। বি।

চৌগুণ, -ণা—চার গুণ। চৌ (চারি)

ছাগরথ—অগ্নি। ছাগই রথ যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
ছাগল—'ছাগ' দ্রঃ।
ছাঙ—ছায়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ছাট—বৃষ্টির ঝাপ্টা ; ছড়ি। বাং প্র। বি।
ছাটন, ছাটনি—ছিটেবেড়া ; চালের সরু সরু বাখারি। প্রাদে। বি।
ছাড়—বর্জ্জন, ত্যাগকরণ ; পরিত্যক্ত অংশ ; মুক্তি, নিষ্কৃতি ; ক্ষমা, মার্জ্জনা। বাং প্র। বি।
ছাড়চিঠি, -পত্র—কোন কিছু ছাড়িয়া দিবার অনুমতিপত্র ; মাল বা যাত্রী ছাড়িয়া দিবার আদেশপত্র ; এক রাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে যাইবার অনুমতিপত্র (passport). ছাড়ের চিঠি, পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
ছাড়া—১। ত্যাগ করা, পরিহার করা, মুক্তি দেওয়া ; বদলান ; দূর হওয়া ; নিক্ষেপ করা ; গাত্রাদি হইতে খুলিয়া লওয়া ; জোড় খুলিয়া যাওয়া ; আড়ষ্টভাব দূর হওয়া ; ফাঁক ফাঁক হওয়া ; উপেক্ষা করা ; অতিক্রম করা ; ভুলক্রমে বাদ দেওয়া ; প্রস্থান করা ; চালান ('গাড়ী—')। বাং ক্রি। **নাড়ী ছাড়া**—নাড়ীর গতি বন্ধ হইয়া আসা, মরণ ঘনাইয়া আসা। **পেট ছাড়া**—খাদ্যদ্রব্য ঠিকভাবে হজম না হওয়ায় পাতলা পায়খানা হওয়া, দাস্ত হওয়া। **হাল ছাড়া**—নিরাশ হওয়া। ২। বিনা, ভিন্ন। অব্য। ৩। খালাস, মুক্ত, ত্যক্ত, অসংলগ্ন, সঙ্গহীন। ছাড়্ + আ কর্ম্মবা। বিণ।
ছাড়াছাড়া—অসংলগ্ন, আলাদা আলাদা। বাং প্র। বিণ। [ব্যতীহার বহুব্রী। বি।
ছাড়াছাড়ি—পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ।
ছাড়ান—১। খালাস করা ; ত্যাগ করান ; মুক্ত করা ; গাত্র হইতে অপসারিত করান ; শস্যাদির খোসা প্রভৃতি খুলিয়া লওয়া ; সংশোধন করা। বাং ক্রি। ২। মুক্তি ; রেহাই। বাং প্র। বি।
ছাড়নেওয়ালা, -ওলা—ছোড়নেওয়ালা (তাহা দ্রঃ)।
ছাত—১। ছাদ। 'ছাদ'-শব্দের প্রাদে প্রঃ। বি। ২। ছিন্ন ; দুর্ব্বল ; ক্ষীণ ; কৃশ। ছো + ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। [বি।
ছাতলা—ছাতা ; শেওলা। 'ছত্রাক'-শব্দজ।
ছাতা—১। ছাতি, আতপত্র। 'ছত্র'-শব্দজ। ২। গরম বা বিকৃত বস্তুর উপরে দৃশ্যমান শ্বেতবর্ণ পদার্থ ('ব্যাঙের—')। বি। ৩। ক্ষীণা। ছাত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
ছাতারিয়া, ছাতারে—একপ্রকার চঞ্চলপ্রকৃতির পাখী ; কলহ ও বঞ্চনাপ্রিয় ব্যক্তি। বাং প্র। বি।
ছাতি, ছাতী—১। ছাতা, আতপত্র। 'ছত্র'-শব্দজ। ২। বুক, বক্ষঃস্থল ; বুকের পাটা ; বিষম সাহস। বাং প্র। বি। **ছাতি ধরা**—সাহায্য করা। **ছাতি ফাটা**—বুক ফাটা ; হিংসায় ভীষণ মনঃকষ্ট হওয়া ; তৃষ্ণায় আকুল হওয়া। **বুকের ছাতি**—বুকের পাটা, সাহস। [প্র। বি।
ছাতিম—একপ্রকার গাছ ; সপ্তপর্ণ। বাং
ছাতিয়া—বুক, বক্ষঃস্থল ("ফাটি যাওত ছাতিয়া"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ছাতু—ভাজা যব ছোলা ইত্যাদির গুঁড়া ; যবাদিচূর্ণ। 'শক্তু'-শব্দজ। বি।
ছাতুখোর—যে ছাতু খাইতে খুব ভালবাসে এরূপ, শক্তুপ্রিয় ; পশ্চিমা লোক, খোট্টা (ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত)। ছাতু + খোর ভক্ষক অর্থে। বিণ বা বি। [বিণ।
ছাতুছাতু—চূর্ণবিচূর্ণ, গুঁড়াগুঁড়া। বাং প্র।
ছাত্র, ছাত্র—শিষ্য, পড়ুয়া। ছত্র, ছত্র (গুরুর দোষাবরণ) + ণ শীলার্থে। বি ; পুং। স্ত্রী—ছাত্রা, ছাত্রা (সং), ছাত্রী, ছাত্রী (বাং)।
ছাত্রজীবন—পঠদ্দশা, পাঠাবস্থা। ছাত্রের জীবন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
ছাত্রনিবাস—ছাত্রগণের থাকিবার জায়গা (hostel). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
ছাত্রবৃত্তি—ছাত্রকে দেয় ভাতা বা জলপানি ; ছাত্রের উৎসাহ বাড়াইবার জন্য পারিতোষিকরূপে মাসিক বা বাৎসরিক নিয়মে যে অর্থ দেওয়া যায় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
ছাত্রবোধ—যাহাতে ছাত্রগণ সহজে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এমন পুস্তকাদি। ছাত্রের বোধ হয় যদ্দারা, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।
ছাত্রা—শিষ্যা, শিক্ষার্থিনী। ছাত্র + আপ্। বি ; স্ত্রী।
ছাত্রাগার—ছাত্রনিবাস, ছাত্রদিগের আবাসস্থান। ছাত্রদিগের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। [অবস্থা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
ছাত্রাবস্থা—পঠদ্দশা, ছাত্রজীবন। ছাত্রের
ছাত্রাবাস—ছাত্রনিবাস। ছাত্রদিগের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
ছাত্রী—শিষ্যা, শিক্ষার্থিনী ; ছাত্রের পত্নী। ছাত্র + ঈপ্ (ছাত্র দ্রঃ)। বি ; স্ত্রী।
ছাদ—১। চাল, ছাত, ঘরের আচ্ছাদন। ছদ্ + ঘঞ্ করণবা। ২। আচ্ছাদিত করণ। ছদ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।
ছাদক—আচ্ছাদক, যে কোন কিছু ঢাকিয়া রাখে এমন ; ঘরামি, যে ঘর ছায়। ছদ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ছাদিকা।
ছাদন—১। আচ্ছাদন, আবরণ ; ঘর ছাওয়া, ঘরের ছাদ নির্ম্মাণ করা। ছদ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। ২। পত্র ; ছাল ; ছাদ। ছাদি + অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।
ছাদিত—আচ্ছাদিত, আবৃত ; যাহা ছাওয়া হইয়াছে এরূপ, যাহার ছাদ তৈরী হইয়াছে এরূপ। ছদ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ছাদন।
ছানতা—ছাঁকিয়া তুলিবার ঝাঁঝরী। হিন্দী। 'ছন্না'-শব্দজ। বি।
ছানলাতলা—ছান্দলাতলা (তাহা দ্রঃ)।
ছানা—১। শাবক, শিশু। 'শাবক'-শব্দজ। ২। আমিক্ষা, দুগ্ধবিকার। 'ছিন্ন'-শব্দজ (দুধ ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া যাহা হয়)। বি। ৩। বস্ত্রাদি দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া ; ঠাসা ; মাখা। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।
ছানাছানি—ঠাসাঠাসি ; কচলাকচলি। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।
ছানাপোনা—ছোট ছোট শিশুসন্তান, কাচ্চা বাচ্চা। বাং প্র। বি।
ছানি—১। চক্ষুর দৃষ্টিহীনতারূপ রোগ, চোখের উপর সূক্ষ্ম পর্দা পড়া। 'ছাদনী'-শব্দজ। **ছানি পড়া**—ছানি রোগ হওয়া। ২। সঙ্কেত, ইসারা ('হাত—') ; চিহ্ন ; গরুর খাইবার নিমিত্ত কুচান খড়। হিন্দীমূলক। ৩। পুনর্বিচারের প্রার্থনা। আরবী। বি।
ছান্দ—১। ছাঁদ, ভাব, ধরণ ; বন্ধন ; বেষ্টন। বি। ২। তুল্য, সমান, সদৃশ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
ছান্দন—বন্ধন, কৌশল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ছান্দলা—ছায়ামণ্ডপ ; বিবাহকালে স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলাচারবিশেষ। বাং প্র। বি।
ছান্দলাতলা—বিবাহকালে স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলাচারের স্থান, ছায়ামণ্ডপ, ছাঁদনাতলা। বাং প্র। বি।
ছান্দস—১। বেদাধ্যায়ী ; বেদাধ্যাপক ; শ্রোত্রিয় ; বেদব্যাখ্যাযুক্ত গ্রন্থ। বি ; পুং। ২। বেদজাত ; ছন্দঃসম্বন্ধীয়। ছন্দস্ + অণ্ অধ্যয়নার্থে, সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—ছান্দসী।
ছান্দুয়া—১। ছেঁদো। বিণ। ২। ছাঁদ, গঠন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ছান্দোগ্য—সামবেদের অংশবিশেষ, তন্নামক উপনিষদ্। ছন্দোগ + ঞ্য ব্যবহারার্থে বা অভ্যাসার্থে। বি ; ক্লীব।
ছাপ, ছাব—মুদ্রণ ; চিহ্ন ; ছাপা। বাং প্র। বি। **ছাপ দেওয়া**—মুদ্রার চাপ দিয়া চিহ্নিত করা, মোহর করা।
ছাপর—ঢাকনী ; চাল। 'খর্পর'-শব্দজ। বি।
ছাপর-খাট—মূল্যবান্ পালঙ্কবিশেষ ; মশারি টাঙাইবার চালবিশিষ্ট খাট। বাং প্র। বি।
ছাপরা—চালের খোলা ; উপরে আচ্ছাদনদেওয়া অসম্পূর্ণ ঘর। 'খর্পর'-শব্দজ। বি।
ছাপল—গোপন করিল, ঢাকিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
ছাপা—১। পুস্তকাদি মুদ্রিত করা ; বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা ; গোপন করা, ঢাকা ; পরিপূর্ণ হওয়া ; উচ্ছলিত হওয়া। বাং ক্রি। ২। মুদ্রণ, মুদ্রাঙ্কন ; গোপন ; পরিপূরণ ;

উচ্ছলন। ছাপ্‌+আ ভাববা। বি। ৩। মুদ্রাঙ্কিত, মুদ্রিত; চিহ্নিত; গুপ্ত, লুকান; উচ্ছলিত; পরিপূর্ণ। ছাপ্‌+আ কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বিণ।

ছাপাই—১। সাফাই, নির্দ্দোষতার প্রমাণকারী বা প্রমাণদায়ক। আরবীমূলক। ২। মুদ্রাঙ্কন-সম্বন্ধীয়। ছাপা+আই সম্বন্ধার্থে। বিণ। ৩। লুকাইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি। [খানা। বি।

ছাপাখানা—মুদ্রণশালা, প্রেস। ছাপা+

ছাপাছাপি—ঢাকাঢাকি; সকলের নিকটে গোপন করা; আতিশয্য, পাত্রের পূর্ণতা; সীমাতিক্রম। বাং প্র। বি।

ছাপান—মুদ্রিত করান; লুকান; পরিপূর্ণ হওয়া, উপচান। বাং ক্রি। [বিণ।

ছাপিত—লুক্কায়িত, গোপিত। প্রাঃ কবিপ্র।

ছা-পোষা—অল্প রোজগারে যাহার অনেক পোষ্য এমন। ছা (কাচ্চা-বাচ্চা) পোষে যে, উপতৎ। বিণ।

ছাপ্পর—খোলার চাল। বাং প্র। বি।

ছাপ্পান্ন—৫৬-সংখ্যা; ৫৬-সংখ্যক। 'ষট্‌পঞ্চাশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ছাব—'ছাপ' দ্রঃ।

ছাবলা—হ্যাবলা (তাহা দ্রঃ)।

ছাবলামি—হ্যাবলামি (তাহা দ্রঃ)।

ছাবা—১। আঁকা; ছাপ দেওয়া, মোহরাঙ্কিত করা। বাং ক্রি। ২। চিহ্নিত, অঙ্কিত। বিণ। ৩। ছাপ; একপ্রকার মিষ্টান্ন; ফুল-পাতার চিহ্ন। বাং প্র। বি।

ছাবাল—'ছাওয়াল' দ্রঃ।

ছাব্বিশ—সংখ্যাবিশেষ, ২৬; ২৬-সংখ্যক। 'ষড়্‌বিংশতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ছাব্বিশা, ছাব্বিশে—মাসের ছাব্বিশ তারিখ, মাসের ষড়্‌বিংশ দিবস। ছাব্বিশ+আ, এ তারিখ অর্থে। বি বা বিণ।

ছামনি, -নী—১। আচ্ছাদন; আচ্ছাদন-বস্ত্র; বিবাহে ব্যবহার্য্য ক্ষুদ্র বস্ত্র। 'আচ্ছাদনী'-শব্দজ। ২। বিবাহসময়ে বরকন্যার শুভদৃষ্টি; বরণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছায়নি, -নী, ছায়ানী—বিবাহকালে বরকন্যার শুভদৃষ্টি; বরণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।

ছায়রি—ছায়া, প্রতিবিম্ব। প্রাঃ কবিপ্র।

ছায়া—অনাতপ, রৌদ্রাভাব; অন্ধকার, প্রতিবিম্ব; কান্তি, দীপ্তি; পালন; আবর্ত্তন; আশ্রয়; দুর্গা; উৎকোচ, ঘুষ; পঙ্‌ক্তি, উনবিংশত্যক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ; সূর্য্যের পত্নী; রাগিণীবিশেষ। ছো+ণ কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। **ছায়া মাড়ান**—কাছে যাওয়া, অতি নিকটে যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা করা, সংস্রবে আসা।

ছায়াকর—ছত্রধারী; ছায়াদানকারী। উপতৎ; ছায়া—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —করী।

ছায়াঙ্ক—সূর্য্যের ছায়ায় অর্থাৎ প্রতিবিম্বে যে প্রকাশিত হয়, চন্দ্র। ছায়ার অঙ্ক যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

ছায়াচিত্র—ফটোগ্রাফ, আলোকচিত্র, ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবি; বায়োস্কোপের ছবি। ছায়াকৃত চিত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ছায়াচ্ছন্ন—ছায়ায় ঢাকা; অন্ধকারাবৃত; বিষণ্ণ। ছায়া দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

ছায়াতরু—যে গাছের বহুদূরব্যাপী ছায়া হয়, বৃহৎ বৃক্ষ; বটবৃক্ষ। ছায়াপ্রধান তরু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ছায়াদেহ—ছায়ার মত শরীর; অশরীরী মূর্ত্তি। ছায়াগঠিত দেহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ছায়াধর—ক্যামেরা, যাহা দ্বারা ফটোগ্রাফ উঠে, আলোকচিত্র তুলিবার যন্ত্র। ছায়ার ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ছায়ানট—রাগিণীবিশেষ। 'ছায়ানট্ট'-শব্দজ। বি।

ছায়ানী—'ছায়নি' দ্রঃ।

ছায়াপথ—আকাশগঙ্গা, যমের জাঙ্গাল, যে নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশের গায় ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে থাকিয়া উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত আলোকপথের সৃষ্টি করে তাহা (Milky-Way—বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ); জ্যোতিশ্চক্রমধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধমণ্ডলাকার নক্ষত্রশ্রেণী; হরিতালী। ছায়া (দীপ্তি)-ময় পথ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ছায়াপুরুষ—নিজচ্ছায়ার অনুরূপ প্রতিবিম্বাত্মক পুরুষ; আকাশস্থ ছায়াত্মক পুরুষ (চন্দ্রকিরণে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে ঐ ছায়ার মত বিরাট্ একটি ছায়া দেখা যায়)। ছায়াত্মক পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ছায়াবাজি, -জী—সাদা পর্দ্দার উপর ছায়াচিত্র প্রদর্শন, আলোছায়ার খেলা (magic lantern show). ছায়াকৃত বাজী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ছায়ামণ্ডপ—চাঁদোয়ার নিম্নস্থিত বিবাহের স্থান, ছাঁদলতলা। ছায়াস্থিত মণ্ডপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ছায়ামণ্ডপী—ছায়ামণ্ডপসম্বন্ধীয়। ছায়ামণ্ডপ+ঈ (বাং) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ছায়ামান—চন্দ্র। ছায়া—মা+অনট্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

ছায়ামূর্ত্তি(র্তি)—অস্পষ্ট শরীর, অদৃশ্য দেহ; সূক্ষ্মদেহ, প্রেতমূর্ত্তি। ছায়াকারা মূর্ত্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ছায়ালোক—১। ছায়াময় ভুবন, আকাশে ছায়াবৎ দৃশ্যমান নক্ষত্রশ্রেণী। ছায়াময় লোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। ছায়া এবং আলোক। দ্বন্দ্ব। ৩। ছায়াবলোকন, ছায়াদর্শন। ছায়ার আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ছায়াসুত—শনি (সূর্য্যের ঔরসে এবং ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম হয়)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ছার—১। অধম, হেয়, নিকৃষ্ট; দগ্ধ, পোড়া; দুঃখময়। বিণ। ২। ভস্ম; ছারপোকা। 'ক্ষার'-শব্দজ। বি।

ছারকপালে—হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। ছার (১) কপাল, কর্ম্মধা+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ছারখার—ভস্মসাৎ; একেবারে বিনষ্ট; সর্ব্বনাশ। বাং প্র। বিণ বা বি।

ছারপোকা—মৎকুণ, শয্যাকীট; রক্তপায়ী পোকাবিশেষ (প্রধানতঃ শয্যাদ্রব্যাদিই ইহাদের বাসস্থান)। বাং প্র। বি। **ছারপোকার বিয়ান**—ঘন ঘন সন্তান প্রসব।

ছাল—ত্বক্, বাকল; চর্ম্ম, চামড়া। 'ছল্লী'-শব্দজ। বি। [বি।

ছালট—বাকল, বৃক্ষের ত্বক্। 'ছাল'-শব্দজ।

ছালটি—ছাল, চর্ম্ম; ছালের সূতার কাপড়। বি। [বি।

ছালা—বড় থলিয়া; গুণ। 'স্থালী'-শব্দজ।

ছাহ—ছায়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছি—তিরস্কারসূচক শব্দ; ধিক্কার। বাং প্র। অব্য।

ছিঁচকা, ছিঁচকে—হুঁকা পরিষ্কার করিবার শিক। বাং প্র। বি।

ছিঁচকাচোর—সামান্য চোর, যে চোর সামান্য বস্তু চুরি করে। বাং প্র। বি।

ছিঁচকাঁদুনে—যে সহজেই কাঁদিয়া ফেলে এরূপ, যাহাকে ছুঁইলেই কাঁদিয়া উঠে এমন। বাং প্র। বিণ।

ছিঁচকে—'ছিচকা' দ্রঃ।

ছিঁড়া, ছেঁড়া—১। ছিন্ন করা, কাটা। 'ছিদ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। ছিন্ন, কর্ত্তিত। ছিঁড়্‌+আ কর্ম্মবা। বিণ।

ছিক্কা—হাঁচি, কাশি। ছিক্—কৃ+ড কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ছিট—একপ্রকার রঙীন বা নক্সাযুক্ত কাপড়; নানা রঙের বুটা বা চিহ্নবিশিষ্ট কাপড়; অবশিষ্টাংশ; সামান্য টুকরা; সামান্য পাগলামির ভাব; বাতিক। 'ছিটা' (<চিত্র)-শব্দজ। বি।

ছিটকান—ঠিকরাইয়া যাওয়া, কোন স্থানে বাধা পাইয়া পুনরায় অন্য স্থানে পড়া; বিক্ষিপ্ত হওয়া। হিন্দী। বাং ক্রি।

ছিটকানি, -কিনি—কপাট বন্ধ করিবার জন্য কাঠের অথবা লোহার ছোট খিল। হিন্দীমূলক। বি।

ছিটনি, ছিটুনি—চালের সরু সরু

বাখারি; বাখারি দিয়া চাল বাঁধা; ঝালর। বাং প্র। বি। [শব্দজ। বি।

ছিটা—ফোঁটা, বিন্দু, কণা, লেশ। 'চিত্র'-

ছিটান—ছড়াইয়া দেওয়া, বিশৃঙ্খলভাবে ফেলা; ঝাপ্টা মারা। বাং ক্রি।

ছিটাফোঁটা—অল্প পরিমাণ; বশীকরণের তিলকাদি। দ্বন্দ্ব। বি। [ক্রি।

ছিণ্ডা—ছিন্ন করা, ছেঁড়া। প্রাঃ কবিপ্র।

ছিদা—ছেদন; অপহরণ। ছিদ্+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ছিদাম—১। শ্রীকৃষ্ণের সহচরবিশেষ। 'শ্রীদাম'-শব্দের অপভ্রংশ। ২। ছাদাম, সিকি-পয়সা। হিন্দীমূলক। বি।

ছিদ্র—ক্ষুদ্র গর্ত্ত, বিবর; দোষ; অবকাশ; অপকর্ষ, ন্যূনতা; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। ছিদ্+রক্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

ছিদ্রদর্শী (-দর্শিন্)—দোষদর্শক, অপরের দোষ অনুসন্ধান করাই যাহার স্বভাব। উপতৎ; ছিদ্র—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী।

ছিদ্রানুসন্ধান, -নুসরণ, -ন্বেষণ—ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ান, দোষ অনুসন্ধান করা। ছিদ্রের অনুসন্ধান, অনুসরণ, অন্বেষণ, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।

ছিদ্রানুসারী (-রিন্)—দোষ-অনুসন্ধানকারী, যে ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায় এরূপ। উপতৎ; ছিদ্র—অনু—সৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সারিণী।

ছিদ্রান্বেষণ—'ছিদ্রানুসন্ধান' দ্রঃ।

ছিদ্রান্বেষী (-ষিন্)—যে ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায় এরূপ, দোষ-অনুসন্ধানকারী। উপতৎ; ছিদ্র—অনু—ইষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ষিণী।

ছিদ্রাল—ছিদ্রযুক্ত। ছিদ্র+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ। **ছিদ্রাল প্রাণী**—স্পঞ্জজাতীয় প্রাণী (ইহাদের দেহের ছিদ্রগুলি দিয়া জলের সহিত খাদ্যবস্তু ভিতরে যায় ও দূষিত পদার্থ বাহিরে আসে। Porifera).

ছিদ্রিত—যাহাতে গর্ত্ত করা হইয়াছে এরূপ, বেধিত। ছিদ্র্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ছিদ্র, ছিদ্রণ। ['ছিন্ন'-শব্দজ। বিণ।

ছিন, ছীন—ছিন্ন, ছেঁড়া। প্রাঃ কবিপ্র।

ছিনভিন—১। পৃথক্ পৃথক্। 'ছিন্নভিন্ন'-শব্দজ। বিণ। ২। (ছিন্নভিন্ন বস্তু যেরূপ অবজ্ঞার পাত্র, সেইরূপ বলিয়া) অবজ্ঞা, অনাদর। বাং প্র। বি।

ছিনা—সরু, কৃশ; নাছোড়বান্দা। 'ক্ষীণ' বা 'শীর্ণ'-শব্দজ। বিণ।

ছিনাজোঁক, ছিনেজোঁক—একপ্রকার সরু সরু জোঁক; নাছোড়বান্দা লোক। ছিনা (কৃশ) জোঁক, কর্ম্মধা। বি।

ছিনান—১। কাড়িয়া লওয়া, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা। বাং ক্রি। ২। স্নান। প্রাঃ কবিপ্র। 'স্নান'-শব্দজ। বি।

ছিনাল—ভ্রষ্টা স্ত্রী, কুলটা; যে নেকামি করে। প্রাকৃত 'ছিন্নাল'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

ছিনালী—ভ্রষ্টা স্ত্রীর চাতুরী। ছিনাল+ঈ ভাবে। বি।

ছিনিমিনি—বালকদের একপ্রকার খেলা [এই খেলায় একটী খোলামকুচিকে এমন ভাবে নিক্ষেপ করা হয়, যাহাতে ঐ খোলামকুচিটী একবার জলে ডুবিয়া এবং একবার ভাসিয়া খানিক দূর যায়]; অত্যধিক অপব্যয়। বাং প্র। বি।

ছিন্ন—যাহা কাটা গিয়াছে এরূপ, কর্ত্তিত; যাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে এরূপ; উৎপাটিত। ছিদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ছেদ, ছেদন।

ছিন্নপক্ষ—ডানাকাটা। ছিন্ন হইয়াছে পক্ষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন—কর্ত্তিত, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটা, খণ্ডিতবিখণ্ডিত, বহুস্থানে কাটা। যাহা ছিন্ন তাহাই বিচ্ছিন্ন, কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী,—বিচ্ছিন্না।

ছিন্নভিন্ন—ছেঁড়া ও চতুর্দ্দিকে ছড়ানো; যাহাতে গোলমাল ঘটিয়াছে এরূপ; যাহা লণ্ডভণ্ড হইয়াছে এরূপ; উচ্ছিন্ন, বিনষ্ট। যাহা ছিন্ন তাহাই ভিন্ন, কর্ম্মধা। বিণ।

ছিন্নমস্তক—১। যাহার মাথা কাটা গিয়াছে এরূপ, মস্তকহীন। ছিন্ন মস্তক যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কাটা মুণ্ড, কর্ত্তিত শীর্ষ। ছিন্ন মস্তক, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ছিন্নমস্তা—দশমহাবিদ্যার ষষ্ঠী মহাবিদ্যা। ছিন্ন মস্ত (মস্তক) যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

ছিপ—মৎস্য ধরিবার যন্ত্র, মাছ ধরিবার জন্য সূতা ও বঁড়শি সমেত সরু বাঁশের আগা; দ্রুতগামী সরু লম্বা নৌকা। 'ক্ষিপ্র'-শব্দজ। বি।

ছিপছিপা, -ছিপে—ছিপের মত সরু ও লম্বা, কৃশ এবং দীর্ঘদেহযুক্ত। বাং প্র। বিণ।

ছিপি, ছিপী—শিশি ইত্যাদির মুখ বন্ধ করিবার গুঁজি, ছিদ্ররোধক কাষ্ঠ, কাক (cork). হিন্দীমূলক। বি।

ছিবড়া, ছিবড়ে—চিবাইবার পর যে শক্ত অংশ পড়িয়া থাকে তাহা, চিবে। বাং প্র। বি। ['শিম্বী'-শব্দজ। বি।

ছিম—তরকারিরূপে ব্যবহৃত ফলবিশেষ।

ছিমছাম—সুগঠিত; পরিস্কৃত-পরিচ্ছন্ন। প্রাদে। বিণ। [সপ্ততি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ছিয়াত্তর—৭৬-সংখ্যা; ৭৬-সংখ্যক। 'ষট্-

ছিয়ানব্বই—৯৬-সংখ্যা; ৯৬-সংখ্যক। 'ষণ্ণবতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ছিয়াল—শোভাসম্পন্ন, সুন্দর; পুষ্ট; বৃহৎ। 'শ্রীল'-শব্দজ। বিণ।

ছিয়াশী—৮৬-সংখ্যা; ৮৬-সংখ্যক। 'ষড়শীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ছিয়ে—ছি, ধিক্। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

ছিরা—১। শ্রীযুক্ত, শ্রীমান্। বাং প্র। বিণ। ২। শ্রীমন্ত সদাগর। 'শ্রী'-শব্দজ। বি।

ছিরি—কান্তি, সৌন্দর্য্য; গঠনভঙ্গী; বরণডালায় প্রদত্ত পিষ্টকনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ; স্বস্তিক। 'শ্রী'-শব্দজ। বি। [হিন্দী। বি।

ছিলকা—খোসা, বাঁশ ইত্যাদির ছাল।

ছিলা—১। ধনুকের গুণ, জ্যা; কাপড়ের প্রান্তভাগের ঈষৎ মোটা সূতা। 'ছল্লি'-শব্দজ। বি। ২। ছোলা, চাঁচা; পরিস্কৃত; খোসা-ছাড়ান। বাং প্র। বিণ।

ছিলিম—হুঁকা, হুঁকা; তামাক খাইবার কলিকা। ফার্সী 'চিলিম'-শব্দজ। বি।

ছিল্কা—বল্কল, ছাল, খোসা। হিন্দী। বি।

ছিষ্টি—সৃষ্ট বস্তু; জগৎ। 'সৃষ্টি'-শব্দজ। বি।

ছিষ্টিছাড়া—আজগুবি; সৃষ্টিবহির্ভূত; অস্বাভাবিক, অদ্ভুত। ছিষ্টি হইতে ছাড়া, ৫মীতৎ। বিণ। [বাং ক্রি।

ছুঁআ, ছুঁয়া—স্পর্শ করা। 'ছুপ্'-ধাতুজ।

ছুঁচ—সূচি, সূঁই, যাহা দ্বারা কাপড় প্রভৃতি সেলাই করা হয় তাহা। 'সূচি'-শব্দজ। বি।

ছুঁচা, ছুঁছা—ইঁদুরের ন্যায় একপ্রকার জীব, গন্ধমূষিক। 'ছুছুন্দরী'-শব্দজ। বি।

ছুঁচান, ছোঁচান—মলত্যাগের পর শৌচ করা। 'শৌচ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

ছুঁচাল—তীক্ষ্ণ, সরুমুখযুক্ত। ছুঁচ+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ছুঁচিবাই—সর্ব্বদা শৌচ বা পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা। 'শুচিবায়ু'-শব্দজ। বি।

ছুঁচিবেয়ে—শুচিবায়ুগ্রস্ত, সর্ব্বদা অশুচি হইবার ভয়ে ভীত। ছুঁচিবাই+এ (<ইয়া)। বিণ।

ছুঁড়া—নিক্ষেপ করা, ত্যাগ করা, মোচন করা। বাং ক্রি।

ছুঁড়ি, ছুঁড়ী—কুমারী, কিশোরী। 'ছমণ্ডী'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

ছুঁত, ছুঁৎ—অশুচি অবস্থা, অশৌচ; অশৌচ-স্পর্শ জন্য দোষ। বাং প্র। বি।

ছুঁতমার্গ, ছুঁৎমার্গ—জাতিগত অস্পৃশ্যতা; জাতিগত অস্পৃশ্যতার প্রতি নিষ্ঠা। বাং প্র। বি।

ছুক্‌রী—বয়ঃস্থা কন্যা, কুমারী। বাং প্র। বি; স্ত্রী। পুং—ছোকরা।

ছুছুন্দরী—ছুঁচা, গন্ধমূষিক। ছুছু—দ্+অচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ছুট—১। পলায়ন; শীঘ্র গমন; দ্রুত নিঃসরণ। 'ছটা'-শব্দজ। বি। ২। বাদ; ছাড়; অতিরিক্ত অংশ। 'ছাঁট'-শব্দজ। ৩। দড়ি, চুল বাঁধিবার সরু দড়ি। 'সূত্র'-শব্দজ। ৪। পরিধেয়-প্রস্থ। ইং 'suit'-শব্দজ।

ছুটকা—যাহা ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে এমন; বিভিন্ন স্থানে অব্যাপকভাবে সংঘটিত। বাং প্র। বিণ।

ছুটল—১। ছুটিল। ক্রি। ২। নিক্ষিপ্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ছুটা—১। দৌড়ান, দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়া। বাং ক্রি। ২। শিথিল, আলুগা, অনাবদ্ধ; ঠিকে, যাহাতে নিয়মিত ভাবে বেতন দেওয়া হয় না এরূপ ('—কাজ')। বাং প্র। বিণ।

ছুটান—দৌড়ান, দৌড় করান; ছাড়াইয়া দেওয়া; তাড়ান, ভাগান। বাং ক্রি।

ছুটি, ছুটী—বিদায়, কাজ হইতে অবকাশ; পর্ব্বাদি উপলক্ষে কার্য্যালয় বন্ধ থাকা; ছাড়ানি, উদ্ধার। ছুট্+ই, ঈ অধিবা, ভাববা। বি।

ছুড়া, ছোড়া—নিক্ষেপ করা, ত্যাগ করা; চামড়া খোসা বা ছাল তুলিয়া ফেলা; নখাঘাতে ত্বক্ বিদীর্ণ করা, আঁচড়ান। বাং ক্রি। [দ্রঃ)।

ছুত, ছুতমার্গ—ছুঁত, ছুঁতমার্গ (তাহা

ছুতা, ছুতো—ওজর, ছল, অছিলা। 'সূত্র'-শব্দজ। বি। [(সহগ)। বি।

ছুতানাতা—সামান্য অছিলা। ছুতা+নাতা

ছুতার, ছুতোর—জাতিবিশেষ, কাঠদ্রব্য-প্রস্তুতকারক জাতি। 'সূত্রধর'-শব্দজ। বি; পুং।

ছুতুক—অশুচি; অশৌচ। 'সূতক'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

ছুপ—১। স্পর্শ; যুদ্ধ; চপলতা। ছুপ্+ক ভাববা, কর্তৃবা। বি; পুং। ২। ঝোপ। 'ক্ষুপ'-শব্দজ। বি। [বাং ক্রি।

ছুবান—রঙ্গে ডুবান, রঞ্জিত করা, রাঙ্গান।

ছুরত, ছুরৎ—রূপ; সৌন্দর্য্য। ফার্সীমূলক। বি। [বি; স্ত্রী।

ছুরা—চূর্ণ, চুন। ছুর্+ক কর্ম্মবা+আপ্।

ছুরি, ছুরিকা, ছুরী—চাকু; অস্ত্রবিশেষ, অসিপুত্রী। ছুর্+ই কর্তৃবা, বিকল্পে স্ত্রী ঈপ্; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। **ছুরি চালান**—ছুরি দিয়া কাটিতে আরম্ভ করা। **গলায় ছুরি দেওয়া**—হত্যা করা; (লক্ষণার্থে) প্রবঞ্চিত করা; অত্যধিক মূল্য লওয়া। **মিছরির ছুরি, হীরের ছুরি**—মুখে মধু অন্তরে বিষ।

ছুরিত—খচিত, বিক্ষিপ্ত; ব্যাপ্ত; শোভিত; ছিন্ন। ছুর্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [বাং ক্রি।

ছুলা, ছোলা—চাঁচা; পরিষ্কার করা।

ছুলি, ছুলী—চর্ম্মরোগবিশেষ। 'ছল্লি'-শব্দজ। বি। [বিণ।

ছেওট—মুক্ত, অবদ্ধ, আলুগা। প্রাদে।

ছেঁক—১। গাত্রে হঠাৎ অতি গরম বস্তুর স্পর্শ। 'সেক'-শব্দজ। ২। বিরাম, বিশ্রাম, অবসর, ফাঁক। প্রাদে। বি।

ছেঁকচি—অল্প তেলে ভাজা জিনিস। বাং প্র। বি।

ছেঁকা—আগুনে গরম করা; জিনিস দিয়া গায়ের চামড়া পোড়াইয়া দেওয়া; গরম করা। বাং ক্রি।

ছেঁচ—১। জলসেচন। 'সেচ'-শব্দজ। ২। চালের প্রান্তভাগ, ছাঁচ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছেঁচকি—অল্প তেলে ভাজা একপ্রকার তরকারি। বাং প্র। বি।

ছেঁচকিপোড়া—আধসিদ্ধ ও আধপোড়া। বাং প্র। বিণ। ['ছিত্বর'-শব্দজ। বিণ।

ছেঁচড়—দুষ্ট; প্রতারক, বঞ্চনাকারী; খল।

ছেঁচন—সেচন; বিদারণ। ছেঁচ্+অন (বাং) ভাববা। বি।

ছেঁচা—১। সেচন করা; থেঁতো করা। 'সিচ্' ও 'ছিদ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। যাহা সেচন করা হইয়াছে এরূপ ('—জল'); থেঁতলান। ছেঁচ্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

ছেঁচা-বেড়া—থেঁতলান বাঁশের বেড়া। কর্ম্মধা। বি।

ছেঁচড়া—১। শঠ, প্রতারক; দুষ্ট; কৃপণ; অসাধুপ্রকৃতির; হীনকার্য্যাসক্ত; বাজে; গোলমেলে। বিণ। ২। ব্যঞ্জনবিশেষ। বাং প্র। বি।

ছেঁচড়ান—মাটিতে ঘষিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া। বাং ক্রি।

ছেঁড়া—ছিন্ন; অসাধু প্রকৃতির; হীনকার্য্যাসক্ত। ছিঁড়্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

ছেড়াখোঁড়া—ছিন্নবিচ্ছিন্ন। বাং প্র। বিণ।

ছেঁড়ামামলা—তুচ্ছ বিষয়; ঝঞ্ঝাটে ও বিরক্তিকর বিষয়। বাং প্র। বি।

ছেঁদা—১। গর্ত, রন্ধ্র। বি। ২। গর্তযুক্ত। 'ছিদ্র'-শব্দজ। বিণ।

ছেঁদে—১। দৃঢ়-বন্ধনে। ক্রি-বিণ। ২। ছাঁদিয়া, দৃঢ়বন্ধন করিয়া। প্রাদে। অস-ক্রি।

ছেঁদো, ছাঁদি—চাতুরীপূর্ণ; বাক্‌চাতুর্য্যময়, বাঁধুনী-করা। ('ছাঁদি বিশেষণেরও'—স্বামী বিবেকানন্দ)। ছাঁদ+ও (<উয়া), ই। বিণ।

ছেক—বিরাম; উত্তাপপ্রয়োগ। বাং প্র। বি।

ছেকড়া—ভাড়াটিয়া ('—গাড়ী')। 'শকট'-শব্দজ। বিণ। [শব্দজ। বিণ।

ছেতো—ছাতাধরা; ছাতাবিশিষ্ট। 'ছাতা'-

ছেত্তা (ছেত্তৃ)—ছেদক, ছেদনকর্তা। ছিদ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ছেত্রী।

ছেদ—১। ছেদন; বিরাম। ছিদ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। খণ্ড, ভাগ (section); পরিচ্ছেদ, অধ্যায়। ছিদ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। ছেদক, ভাজক। ছিদ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা; বা, ছিদ্+ঘঞ্ করণবা। বিণ।

ছেদক—১। ছেদনকারী, কর্তক; ভাজক। বিণ। স্ত্রী—ছেদিকা। ২। (জ্যামিতি) বৃত্তের পরিধির যে-কোন দুইটি বিন্দুর সংযোজক সরলরেখা (secant). ছিদ্+ণক কর্তৃবা। বি; ক্লীব। **ছেদকদন্ত**—যে দন্ত দ্বারা কঠিন খাদ্য ছিঁড়িয়া লওয়া যায়, কুকুরে' দাঁত (canine tooth).

ছেদন—১। কর্তন, কাটা, খণ্ড করা। ছিদ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ছেদনীয়, ছেদিত, ছেদ্য। ২। ছেদক, ছেদনসাধন। ছিদ্+অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—নী।

ছেদনী—কাটিবার অস্ত্র, ছেদনযন্ত্র, ছেনী। ছিদ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ছেদনীয়, ছেদ্য—কাটিবার মত, ছেদনযোগ্য; নির্ণেয়। ছিদ্+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—ছেদন, ছেদ।

ছেদবিন্দু—(জ্যামিতি) দুইটি রেখা পরস্পরকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাহা (point of intersection). ছেদের বিন্দু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ছেদিত—যাহা কাটা হইয়াছে এরূপ, কর্তিত, দ্বিধাকৃত। ছিদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ছেদন, ছেদ।

ছেদ্য—'ছেদনীয়' দ্রঃ।

ছেনা—আমিক্ষা, ছানা। প্রাদে। বি।

ছেনাল—ছিনাল (তাহা দ্রঃ)।

ছেনালী—ছিনালী (তাহা দ্রঃ)।

ছেনি, ছেনী—ধাতু ইত্যাদি কাটার বাটালি; ছেদনাস্ত্র; কাজলা, গোঁজ। 'ছেদনী'-শব্দজ। বি।

ছেপ—নিষ্ঠীবন, থুথু। 'ষ্ঠীব্'-ধাতুজ। বি।

ছেপত্তনী—পত্তনীদারের অধীনে পত্তনীদার। ফার্সীমূলক। বি।

ছেপলা, ছেবলা—বালকের ন্যায় চপল। 'চপল'-শব্দজ। বিণ।

ছেপত, ছেবত—মোহরাদি দ্বারা চিহ্নিত, ছাপমোহর। বাং (অপ্র)। বিণ বা বি।

ছেমড়া—ছোঁড়া, ছোকরা; অনাথ শিশু; অসাধু ব্যক্তি। 'ছমণ্ড'-শব্দজ। বি; পুং। স্ত্রী—ছেমড়ী। [বাং প্র। বিণ।

ছেমোচাপা—খিট্‌খিটে; ভূতে-পাওয়া।

ছেয়া—ছেদ, খণ্ড, টুক্‌রা; উদূখল। 'ছেদ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছেয়ান—খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা, ছেয়া দেওয়া। 'ছেদ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

ছেয়ানি—১। ছেনী। প্রাঃ কবিপ্র। ২। ছেঁক, বিরাম। প্রাদে। বি।

ছেলি—ছাগল ("ছেলি চরাইতে রামা নাহি পায় স্থল।"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছেলিয়া, ছেলে—ছোট বালক, শিশু; পুত্র। 'ছাওয়াল'-শব্দজ। বি।

ছেলেখেলা—শিশুর ক্রীড় খেলা; বাজে

কাজ ; অকিঞ্চিৎকর অনুষ্ঠান। ছেলের খেলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ছেলেধরা—যে ছোট ছেলেকে ধরিয়া লইয়া যায় (এই শব্দের প্রয়োগ করিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখান হয়)। ছেলে ধরে যে, উপতৎ। বি।

ছেলেপিলে, ছেলেপুলে—সন্তান-সন্ততি। ছেলে+পিলে, পুলে (সহগ)। বি।

ছেলেবেলা—বাল্যকাল, শৈশব। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি।

ছেলেম, ছেলেমি, ছেলেমো—ছেলেমানুষি, বালচাপল্য। ছেলে+ম, মি, মো ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি।

ছেলেমানুষ—অল্পবয়স্ক বালক ; অপরিণত-বুদ্ধি লোক, লঘুচিত্ত মানুষ। কর্ম্মধা। বি।

ছেলেমানুষি—অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ, ছেলেম ; লঘুচিত্ততা। ছেলেমানুষ +ই কর্ম্মার্থে। বি।

ছেলেমেয়ে—পুত্রকন্যা। দ্বন্দ্ব। বি।

ছেষট্টি—৬৬-সংখ্যা, ৬৬-সংখ্যক। 'ষট্‌ষষ্টি'-শব্দজ। বি।

ছৈ—নৌকা প্রভৃতির উপরিভাগের আবরণ। 'ছদি'-শব্দজ। বি।

ছৈঘর—নৌকার ছই বা চাল ; ছইএর নিম্নস্থ স্থান। ছৈ-আবৃত ঘর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ছোঁ—উড়িয়া আসিয়া পড়া, হস্তস্থিত কোন খাদ্যদ্রব্য লইবার জন্য চিল প্রভৃতির হঠাৎ উপরে আসিয়া পড়া। বাং প্র। অব্য। **ছোঁ দেওয়া**—আমল দেওয়া। **ছোঁ মারা**—উপর হইতে ঝুপ্ করিয়া পড়িয়া কিছু কাড়িয়া লওয়া।

ছোঁকছোঁক—দ্রব্যের ঘ্রাণ লইবার শব্দ ; চারিদিকের বস্তুসমূহের ঘ্রাণ লওয়া ; অতিশয় লোভ করা। বাং প্র। বি।

ছোঁকা, ছোকা—সাঁতলান, তৈল বা ঘৃতে সম্বরা দেওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ছোঁচ—ন্যাতা, নিকাইবার ফালি ; ছোঁয়াচ ; অশুচি অবস্থা। 'শৌচ'-শব্দজ। বি।

ছোঁচা—ছুঁচার ন্যায় দুষ্টপ্রকৃতিসম্পন্ন, দুর্জ্জন ; অতিলোভী। 'ছুঁচা'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ছোঁচান—মলত্যাগের পরে শৌচক্রিয়া করা, ছুঁচান। 'শৌচ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

ছোঁড়া—ছোকরা, অর্ব্বাচীন বালক। 'ছমণ্ড'-শব্দজ। বি। স্ত্রী—ছুঁড়ী।

ছোঁয়া—১। স্পর্শ করা। 'ছুপ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। যাহা স্পর্শ করা হইয়াছে এমন। ছুঁ+আ কর্ম্মবা। বিণ।

ছোঁয়াচ—অশুচিদ্রব্যের স্পর্শজন্য অশুচি অবস্থা। 'অশৌচ'-শব্দজ। বি।

ছোঁয়াচে—ছোঁয়াছুয়ির দ্বারা যাহা সংক্রামিত হয় ('—রোগ') ; স্পর্শক্রামক। ছোঁয়াচ+এ (<ইয়া) বা ছোঁয়া+চে (<চিয়া)। বিণ।

ছোঁয়াছুয়ি—পরস্পর ছোঁয়া; বার বার ছোঁয়া। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

ছোকরা—কিশোর ; বালক। হিন্দী। বি ; পুং। স্ত্রী—ছোকরী।

ছোট্—ছোট (২) (তাহা দ্রঃ)।

ছোট—১। ক্ষুদ্র ; কনিষ্ঠ ; অধম ; তুচ্ছ ; নম্র ; বেঁটে ; নীচ; সঙ্কীর্ণ। 'ক্ষুদ্র'-শব্দজ বা হিন্দীমূলক। বিণ। **ছোট করা**—হীন প্রতিপন্ন করা ; আত্মসম্মান নাশ করা। **ছোট হাজরি**—ইউরোপীয় প্রথায় প্রাতরাশ। **হাত ছোট করা**—খরচ কমান। ২। দড়ি, রজ্জু। 'সূত্র'-শব্দজ। ৩। নদীপারের নৌকাবিশেষ। বাং প্র। বি।

ছোটখাট, -খাটো—আকারে ছোট ; সংক্ষিপ্ত। যাহা ছোট তাহাই খাট, খাটো, কর্ম্মধা। বিণ।

ছোটলোক—নিম্নশ্রেণীর লোক ; কুরুচি-সম্পন্ন লোক ; অভদ্রজন। কর্ম্মধা। বি।

ছোটা—১। দৌড়ান। বাং ক্রি। **আগুন ছোটা**—ভিতরে গরম বেশী হওয়ায় আগুনের মত উত্তাপ বাহির হওয়া। **ঘাম ছোটা**—ঘাম বাহির হওয়া ; হয়রাণ হওয়া। **ঘুম ছোটা**—জাগা। **নেশা ছোটা**—নেশা কাটিয়া যাওয়া। **মন ছোটা**—প্রবল বাসনা বা ঝোঁক হওয়া। **মুখ ছোটা**—অনর্গল ভাল-মন্দ (বিশেষ করিয়া মন্দ) কথা বাহির হওয়া। ২। কলার শুক্‌না খোলা বা তৃণ দিয়া প্রস্তুত দড়ি। 'সূত্র'-শব্দজ। বি।

ছোটাছুটি—দৌড়াদৌড়ি। বাং প্র। বি।

ছোটি—ছোট, ক্ষুদ্র। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ছোটিকা—আঙ্গুলের শব্দ, তুড়ি। ছুট্+ণক কর্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ছোট্ট—অপেক্ষাকৃত ছোট, ক্ষুদ্রতর। 'ক্ষুদ্র'-শব্দজ। বিণ।

ছোড়—১। দল, জোড়। বাং প্র। বি। ২। দলভ্রষ্ট, বিজোড়, ছাড়াছাড়ি ("দুটি ভেয়ে ছোড় হয়ে ঘরে যাব কি বলিয়ে"—ঘনরাম)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ছোড়ই—ছাড়ে, ত্যাগ করে। প্রাঃ কবিপ্র। [ক্রি।

ছোড়না—আবরণ-বস্ত্র ; চাঁদোয়া, সামিয়ানা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছোড়নেওয়ালা, -ওলা—যে ছাড়িয়া দেয়। হিন্দীমূলক। বিণ।

ছোড়ভঙ্গ(ৎগ)—দলভ্রষ্ট, দলছাড়া, ছত্র-ভঙ্গ। বাং প্র। বিণ।

ছোড়লা—ছাঁদনাতলা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ছোড়া—ছুড়া, নিক্ষেপ করা ; ছাড়া। বাং ক্রি।

ছোড়ান—১। তালার কাটি, কুঞ্চিকা। ছোড়া+ন করণবা। বি। ২। ছাড়ান, পরিত্যাগ করান। বাং ক্রি।

ছোড়ি—ছাড়িয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ছোপ—বস্ত্রাদিতে চিহ্ন, দাগ; ভিত্তিতে মৃত্তিকা লেপন। 'ছুপ্'-ধাতুজ। বি।

ছোপান—১। রঞ্জিত করা, রাঙ্গান। বাং ক্রি। ২। রাঙ্গান, রঞ্জিত। ছোপা+ন কর্ম্মবা। বিণ।

ছোবড়া—নারিকেলের বাহিরের আবরণ; কোন বস্তুর সারাংশ নিষ্কাশিত করিয়া লইলে যে অসার অংশ থাকে তাহা, ছিবড়া। বাং প্র। বি।

ছোবল—দংশন, সাপের থাবল। বাং প্র। [বি।

ছোবলান—কামড়ান। বাং ক্রি।

ছোবা—ছোবড়া ; চোপা। বাং ক্রি।

ছোবান—রঞ্জিত করা; তাড়া করিতে দেওয়া, লেলাইয়া দেওয়া। বাং ক্রি।

ছোয়ত—স্পর্শ করে, ছোঁয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ছোয়ারা—একপ্রকার শুক্‌না খেজুর। আর্বী 'খুর্‌মা'-শব্দজ। বি।

ছোরণ—পরিত্যাগ, ছাড়িয়া দেওয়া। ছুর্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

ছোরা—বড় ছুরি। বাং প্র। বি।

ছোলঙ্গ, ছোলঙ—বাতাবি লেবু। বাং প্র। বি।

ছোলা—১। কলাইবিশেষ। 'চণক'-শব্দজ। বি। ২। খোসা-ছাড়ান। ছুল্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। ছাল বা খোলা ছাড়ান ; পরিষ্কার করা, চাঁচা। বাং ক্রি।

ছোলে—সোলে (তাহা দ্রঃ)।

ছোলেনামা—সোলেনামা (তাহা দ্রঃ)।

ছোহারা—শুষ্ক খেজুরবিশেষ। আর্বী 'খুর্‌মা'-শব্দজ। বি।

ছ্যা—ছি। প্রাদে। অব্য।

ছ্যাঁক—অনুকার-শব্দ, কড়ায় উত্তপ্ত তৈলাদিতে মৎস্যাদি দিলে যে শব্দ হয় তাহা। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য। **ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করা**—উত্তপ্ত বোধ হওয়া ('গা—')।

ছ্যাঁচড়, ছ্যাঁচ্ড়া—'ছেঁচড়', 'ছেচড়া' দ্রঃ।

ছ্যাঁচড়ামি—ছ্যাঁচড়ের আচরণ। ছ্যাঁচড়া +মি ভাবে। বি।

ছ্যাৎলা—ছেৎলা, ছাতা, শেওলা। 'ছত্রক'-শব্দজ। বি।

ছ্যাবলা—প্রগল্‌ভ ; তরলমতি ; নির্ব্বোধ। 'চপল'-শব্দজ। বিণ।

ছ্যাবলামি—জ্যাঠামি, প্রগল্‌ভতা ; ছেলে-মানুষী ; বোকামি। ছ্যাবলা+মি ভাবে। বি।

ছ্যুত—ছুত, অপবিত্র। গ্রাম্য। বিণ।

[জ]

জ—১। অষ্টম ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ইহা ঘোষবৎ ও অল্পপ্রাণ বর্ণ]। ২। শিব; বিষ্ণু। বি; পুং। ৩। জয়যুক্ত। জি+ড কর্তৃবা। ৪। ভুক্ত; শীঘ্র; জাত, যে জন্মে (সমাসে অন্য শব্দের পরে ইহার প্রয়োগ হয়; যথা,—রোগজ, ক্রোধজ ইত্যাদি)। জন্+ড কর্তৃবা। বিণ। ৫। জন্ম, উৎপত্তি; বেগ; দীপ্তি। জন্+ড ভাববা। বি; ক্লীব। ৬। জনক, পিতা। জন্+ড অপাবা। ৭। (পদ্যের ছন্দোবিশ্লেষণে) মধ্যে গুরুস্বরযুক্ত অক্ষরত্রয়। বি; পুং। ৮। সিকিইঞ্চি, পরিমাণবিশেষ। 'যব'-শব্দজ। বি।

জঅ—জয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জঅন, জআনা—লোক, জন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জই—১। যবতুল্য শস্য। 'যবিকা'-শব্দজ। ২। যদি। 'যদি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

জউ—লাক্ষা, গালা। 'জতু'-শব্দজ। বি।

জওজ—স্বামী। আর্বী। বি; পুং। স্ত্রী,—জওজে।

জওয়াব—জবাব (তাহা দ্রঃ)।

জং, জঙ, জঙ্গ—ধাতুদ্রব্যের উপরিস্থিত ময়লা বা মরিচা। ফার্সী 'জংগ্'-শব্দজ। বি।

জংলা, জঙ্‌লা, -লী—বুনো; অশিক্ষিত; অসভ্য। জঙ্গল+আ, ঈ ভবার্থে। বিণ।

জক—১। জলপাত্রবিশেষ। ইং 'jug'-শব্দজ। ২। মৃত্তিকাপ্রোথিত ধনরাশি এবং তাহার সহিত রক্ষকরূপে জীবিত অবস্থায় প্রোথিত বালক; যক্ষ; (গৌণার্থে) অতি কৃপণ। 'যক্ষ'-শব্দজ। বি।

জকা—১। ধনরক্ষক। 'যক্ষ'-শব্দজ। বি। ২। যেন, তুল্য। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

জকার—'জ' এই বর্ণ। জ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

জকশক, -সক, -শকে, -সকে—দুর্ব্বল; বরং ভাল; অবসন্ন; জড়সড়; থতমত। বাং প্র। বিণ।

জক্ষ্মা (জক্ষ্মন্)—ক্ষয়রোগ। জক্ষ্+মন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

জখম—১। চোট, আঘাত। বি। ২। চোট-প্রাপ্ত। ফার্সী। বিণ।

জখমী—যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ; কঠিনভাবে আহত। জখম+ঈ প্রাপ্ত অর্থে। বিণ।

জখর—উদরমধ্যস্থ গুল্মাকার রোগবিশেষ। প্রাদে। বি।

জখিয়া—জুঁখিয়া, পরিমাণ করিয়া, মাপিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জগ—জগৎ। কবিপ্র। বি।

জগজগ—ঝকমক। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক [অব্য।

জগজগা—চক্‌চকে রাংতার পাত; পিত্তলের সূক্ষ্ম পাত। বাং প্র। বি।

জগজন—জগতের লোক। 'জগজ্জন'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

জগজ্জন—জগতের লোক। জগতের জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগজ্জননী—জগন্মাতা, বিশ্বমাতা, ভগবতী, আদ্যা শক্তি। জগতের জননী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জগজ্জয়ী (-য়িন্)—ভুবনজয়কারী, ভুবন-বিজয়ী। উপতৎ; জগৎ—জি+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। পুং। স্ত্রী,—য়িনী।

জগজ্জীবন—জগতের প্রাণ, বায়ু। জগতের জীবন (অর্থাৎ জীবনপ্রায়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগঝম্প—ঢাকজাতীয় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। [বাং প্র। বি।

জগৎ—১। ভুবন, লোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী; শরীর। বি; ক্লীব। ২। বায়ু। বি; পুং। ৩। জঙ্গম, অস্থায়ী। গম্+ক্বিপ্ বা অতি কর্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।

জগতি—সিংহাসন ("নানা রত্নে নির্ম্মাণ করিল জগতি"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জগতীতল—ভূতল, পৃথিবী। কবিপ্র। বি।

জগতী—পৃথিবী, ভুবন, লোক; জম্বুক্ষেত্র; বাস্তবিশেষ; (সংস্কৃত কাব্য) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। জগৎ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জগৎকর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা**—ঈশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগৎপতি—জগৎকর্তা, ঈশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। [বি; পুং।

জগৎপাতা (-পাতৃ), **-পিতা** (-পিতৃ)—সংসারের পালনকর্তা, জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগৎপালক—ভুবনপালনকর্তা, জগদীশ্বর। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—পালিকা।

জগৎপ্রাণ—বায়ু, বাতাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগৎসংসার—সমগ্র ভুবন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

জগৎসাক্ষী (-সাক্ষিন্)—সূর্য্য, যিনি জগতের যাবতীয় ব্যাপার অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। জগতের সাক্ষী (প্রত্যক্ষদর্শী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগৎসেতু—জগতের নিস্তারকর্তা, ঈশ্বর। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগৎস্রষ্টা (-স্রষ্টৃ)—বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগদম্বা, জগদম্বিকা—জগজ্জননী, জগন্মাতা, দুর্গা, ভগবতী, জগদীশ্বরী। জগতের অম্বা, অম্বিকা (মাতা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জগদল—জগদ্দল (তাহা দ্রঃ)।

জগদাত্মা (-ত্মন্)—জগৎপ্রাণ, বায়ু; জগদীশ্বর। জগতের আত্মা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগদীশ, -দীশ্বর—জগৎপতি, পরমেশ্বর। জগতের ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগদ্‌গুরু—পরমেশ্বর। জগতের গুরু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগদ্গৌরী—মনসাদেবী। জগৎপূজ্যা গৌরী (দেবীবিশেষ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জগদ্দল—জগতের দলনকারী গুরুভার; অত্যধিকভারসম্পন্ন প্রস্তর। জগৎ—দল্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

জগদ্ধাত্রী—জগন্মাতা, দুর্গা। জগতের ধাত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জগদ্বন্ধু—জগতের মিত্র; ঈশ্বর; সূর্য্য; জগতের হিতকারী। জগতের বন্ধু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

জগন্নাথ—জগতের প্রভু, ঈশ্বর; পুরীধামের প্রধান দেবমূর্ত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগন্ময়—বিশ্বব্যাপী, ভুবনব্যাপী, সংসার জুড়িয়া। জগৎ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ বা ক্রি-বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

জগন্ময়ী—১। জগদ্ব্যাপিনী শক্তি; দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। বিশ্বব্যাপিনী। জগন্ময়+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

জগন্মাতা (-মাতৃ)—বিশ্বজননী, জগতের সৃষ্টি-কারিণী। জগতের মাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জগন্মোহন—১। বিশ্ববিমোহন, জগতের মোহকারী; পরমসুন্দর। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। জগতের মোহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগপতি—বিশ্বপতি; ঈশ্বর। 'জগৎপতি'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

জগবন্ধু—জগতের হিতকারী; জগদীশ্বর। 'জগদ্বন্ধু'-শব্দজ। বি; পুং।

জগভরি—ভুবনভরা, সারা জগৎ জুড়িয়া। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

জগমগ—ডগমগ; উজ্জ্বল ও কম্পমান। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

জগমাহ, -মাহা—পৃথিবীর ভিতরে, পৃথিবীতে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

জগমোহন—১। ভুবনমোহন, জগতের মোহকারী। 'জগন্মোহন'-শব্দজ। বিণ। ২।

দরদালান, নাটমন্দির; পুরীমন্দিরের যে স্থানে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি দর্শন করা হয়। বাং প্র। বি।

জগর, জাগর—কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। জাগৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা (বিকল্পে—নিপাতনে হ্রস্ব)। বি; পুং।

জগা—জগৎ বা জগদীশ নামের তুচ্ছাত্মক রূপ। (আদরার্থে জগাই)। বাং প্র। বি।

জগাই-মাধাই—নবদ্বীপের বিখ্যাত পাষণ্ডদ্বয়। 'জগাই' ও 'মাধাই', দ্বন্দ্ব। বি।

জগাখিচুড়ী—নানা শাকসব্জী দিয়া রাঁধা খিচুড়ী; বিসদৃশ বস্তুসমূহের মিশ্রণ; নানা বিষয়ের হট্টগোল। বাং প্র। বি।

জগাতি—তহশিলদার; আদায়কারী কর্ম্মচারী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জগাহি—জাগাইবি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জঘন—স্ত্রীলোকের কটির সম্মুখভাগ; স্ত্রীকটির সম্মুখভাগের নিম্নদেশ, যোনিপ্রদেশ; (কচিৎ) নিতম্ব। হন্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

জঘন্য—নীচ, অধম; গর্হিত; হেয়, ঘৃণার্হ; চরম। জঘন+যৎ ভবার্থে। বিণ।

জঙ্গ(ংগ)—১। যুদ্ধ; কলহ; জাহাজ। প্রাঃ কবিপ্র। ২। মরিচা। ফার্সী। বি।

জঙ্গম—যে গমন করিতে পারে এরূপ, গমনশীল। গম্+যঙ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

জঙ্গল—১। বন, অরণ্য। বি; ক্লীব। ২। নির্জ্জন। জঙ্গম—লা+ক কর্ত্তৃবা (জঙ্গমস্থানে জঙ্গ)। বিণ।

জঙ্গ(ংগ)লবাড়ী, -বুড়ী—জঙ্গল পরিষ্কার করা। বি।

জঙ্গ(ংগ)লা—'জংলা' দ্রঃ।

জঙ্গ(ংগ)লিয়া, জঙ্গ(ংগ)লী, জঙ্গ(ংগ)লে—বুনো; অসভ্য; অশিক্ষিত। জঙ্গল+ইয়া, ঈ, এ ভবার্থে। বিণ।

জঙ্গাল—বাঁধ, জাঙ্গাল। জঙ্গম—আ—লা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জঙ্গী(ংগী)—যোদ্ধা; সামরিক। জঙ্গ+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ। **জঙ্গী(ংগী)বিমান**—সামরিক বিমান, যে বিমানে চড়িয়া যুদ্ধ করা হয় তাহা (fighter). **জঙ্গী(ংগী)লাট**—ব্রিটিশ আমলে ভারতের সামরিক বিভাগের প্রধান রাজকর্ম্মচারী (Commander-in-chief). জঙ্গী লাট, কর্ম্মধা। বি।

জঙ্গু(ংগু)লিয়া, জঙ্গু(ংগু)লে—বুনো; অশিক্ষিত। জঙ্গল+ইয়া, এ ভবার্থে। বিণ।

জঙ্ঘ—হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্য্যন্ত অবয়ব। 'জঙ্ঘা'-শব্দজ। বি।

জঙ্ঘা—গুল্ফ হইতে জানু পর্য্যন্ত অবয়ব। হন্+যঙ্ (লুক্)+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

জঙ্ঘাপেশী—জঙ্ঘার মাংসপেশী (calf muscle). জঙ্ঘার পেশী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জঙ্ঘাস্থি—হাঁটু ও গোড়ালির মাঝখানের বড় হাড়খানি (tibia). জঙ্ঘার অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জজ—বিচারপতি, বিচারক। ইং 'judge'-শব্দজ। বি।

জজগিরি—জজিয়তি। জজ+গিরি কর্ম্মার্থে। বি।

জজ-পণ্ডিত—জজের সাহায্যকারী দায়ভাগবিৎ পণ্ডিত [পূর্ব্বে বিলাত হইতে আগত ইংরাজ বিচারপতিগণ হিন্দুর উত্তরাধিকার-বিষয়ক আইন জানিতেন না। এই জন্য তাঁহারা হিন্দু-আইন বিষয়ে উপদেশ পাইবার নিমিত্ত এদেশের স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করিতেন। ইঁহারাই জজ-পণ্ডিত নামে অভিহিত হইতেন]। জজের পণ্ডিত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং

জজান—একাকার করা; চারিদিকের দ্রব্যাদি ছুঁইয়া অশুচি করা। বাং ক্রি।

জজিয়তি—জজের কার্য্য; জজের পদ। জজ+ইয়তি কর্ম্মার্থে। বি।

জঞ্জাল—ময়লা, আবর্জ্জনা, ওঁচলা; উৎপাত, ঝঞ্ঝাট। হিন্দী। বি।

জট—সংহত কেশ, জটা; গাঁট। জট্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জটলা, জটল্লা—বহুলোকের একত্র সম্মেলন এবং কথোপকথন, বন্ধুবান্ধবদিগের একত্র সমাগম। 'জটিল'-শব্দজ। বি।

জটা—জটপাকান চুল, সংহত কেশ, পরস্পর লগ্ন কেশ; কেশর, সিংহাদির ঘাড়ের ঝুঁটি; বৃক্ষের ঝুরি; ব্রতীদের শিখা; জটামাংসী; বেদপাঠবিশেষ; রুদ্রজটা; শতাবরী; কপিকচ্ছু। জট্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

জটাচীর—১। জটপাকান চুল ও ছেঁড়া কাপড়। জটা ও চীর, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব। ২। শিব। জটাচীর(১)+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

জটাজাল—জটার গোছা, সংহত কেশরাশি। জটার জাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জটাজুট—জটাসমূহ; জটাবন্ধ। জটার জূট (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জটাধর, -ধারী—১। শিব। বি; পুং। ২। জটাধারী, যাহার মাথায় জটা আছে এরূপ। জটার ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ; ২য় পক্ষে উপতৎ; জটা—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

জটামাংসী—সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। জটা—মন্+স কর্ত্তৃবা+ঈপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

জটাল—১। জটাধারী, জটাযুক্ত। বিণ। ২। জটাধারী ব্রহ্মচারী; বটবৃক্ষ; সিংহ; গুগ্গুলু; কর্পূর। জটা+ল আছে অর্থে। বি; পুং।

জটাসুর—রাক্ষসবিশেষ। জটাধারী অসুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জটি—বটবৃক্ষ; জটা; সমূহ। জট্+ইন্ কর্ত্তৃবা, ভাববা। বি; পুং।

জটিল—১। পাকান; পেঁচান; যাহাতে অনেক গোল আছে এরূপ, দুর্ব্বোধ্য; দুরূহ; মিশ্রিত; জটাবিশিষ্ট, জটাধারী; (গণিত) যাহার লব ও হরের অন্ততঃ একটি পূর্ণসংখ্যা নহে এমন ('—ভগ্নাংশ') (complex). জটা+ইলচ্ আছে অর্থে। বিণ। ২। সিংহ; বটবৃক্ষ; জটাধারী ব্রহ্মচারী, জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিবিশেষ। বি; পুং।

জটিলা—১। গোপীবিশেষ, রাধিকার শাশুড়ী; জটামাংসী; পিপ্পলী; বচ; দমনবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। জটাযুক্তা, জটাবিশিষ্টা। জটিল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জটী (জটিন্)—১। পাকুড়গাছ, প্লক্ষবৃক্ষ; সিংহ; জটাধারী ব্রহ্মচারী; বটবৃক্ষ। বি; পুং। ২। জটাধারী, জটাবিশিষ্ট। জটা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—জটিনী।

জটীবুড়ী, জটেবুড়ী—কল্পিত ছেলেধরা বুড়ীবিশেষ। বাং প্র। বি।

জটুল, জড়ুল—শরীরস্থ চিহ্নবিশেষ, জড়ুর। জট্+উল কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (পক্ষে নিপাতনে ট-স্থানে ড়)। বি; পুং।

জটে—যাহার জট আছে। জট+এ (<ইয়া) আছে অর্থে। বিণ।

জটেবুড়ী—'জুটীবুড়ী' দ্রঃ।

জঠর—উদর; জরায়ু, গর্ভ। জন্+অরন্ অধিবা (ন-স্থানে ঠ)। বি; পুং বা ক্লীব।

জঠরজ্বালা—পেটের জ্বালা, ক্ষুধার তাড়না, ক্ষুধাজন্য যন্ত্রণা; উদরের প্রদাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জঠরপীড়া—উদরাময়, পেটের পীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জঠরবাস—গর্ভবাস, গর্ভে অবস্থান। জঠরে বাস, ৭মীতৎ। বি; পুং।

জঠরযন্ত্রণা—গর্ভযন্ত্রণা; গর্ভবাস-জনিত কষ্ট; পেটের জ্বালা। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জঠরস্থ—যে জঠরে আছে এরূপ, গর্ভস্থ; যাহা জঠরে গিয়াছে, উদরস্থ। উপতৎ; জঠর—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

জঠরাগ্নি, জঠরানল—জঠরস্থিত অগ্নি, উদরের মধ্যে যে একপ্রকার দ্রব পদার্থের গুণে ভুক্ত বস্তুর পরিপাক হয় সেই পদার্থ; পরিপাকশক্তি। জঠরের অগ্নি, অনল (আগুন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জঠরাময়—জলোদরী রোগ, উদরী; পেটের অসুখ; জঠরের আময়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জড়—১। প্রাণহীন (inanimate); অচেতন, অনুভব-শক্তিহীন; নিস্পন্দ; নিরুদ্যোগ; অক্ষম, অকর্ম্মণ্য; বুদ্ধিহীন, অতি নির্ব্বোধ; অচেতন পদার্থের ন্যায় অবস্থানকারী; স্ফূর্ত্তিহীন; অস্বচ্ছন্দ; মোহিত; মূক; শীতল;

নিস্তেজ ; অজ্ঞ ; (মনোবিজ্ঞান) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; ভৌতিক (material). বিণ । বি—জড়তা, —ত্ব । ২ । জ্ঞানশক্তিরহিত নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি, পাগল ; (পদার্থবিদ্যা) প্রাণহীন পদার্থ (matter). বি ; পুং । ৩ । সীসক ; সীসা ; জল । জল্ + অচ্ কর্ত্তৃবা (ল-স্থানে ড়) । বি ; ক্লীব । ৪ । শিকড় । 'জটা'-শব্দজ । বি । ৫ । একত্র, মিলিত ; স্তূপীকৃত । বাং প্র । বিণ ।

জড়ক্রিয়—বিলম্বে কার্য্যকারক, দীর্ঘসূত্রী । জড়া ক্রিয়া যাহার, বহুব্রী । বিণ

জড়জগৎ—জগতের অচেতন পদার্থসমূহ । জড়দিগের জগৎ (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লীব ।

জড়তা—অচেতন অবস্থা, বিকলতা ; মূর্খতা, নির্ব্বুদ্ধিতা ; অস্পষ্টতা ; স্বচ্ছন্দ না থাকা ; স্ফূর্তিহীনতা ; অনিপুণতা, অপটুতা ; শৈথিল্য ; শৈত্য । জড় + তা ভাবে । বি ; স্ত্রী ।

জড়ত্ব—মূর্খতা ; শীতলত্ব ; অপটুতা ; অস্বাচ্ছন্দ্য ; অস্পষ্টতা ; যে গুণ থাকিলে বস্তুসকল চলিত কিংবা স্থিত হইতে অন্যের শক্তির অপেক্ষা করে সেই গুণ (inertia). জড় + ত্ব ভাবে । বি ; ক্লীব ।

জড়ধী—নির্ব্বোধ, অল্পবুদ্ধি (idiot). জড়া ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

জড়পদার্থ—অচেতন বস্তু । কর্ম্মধা । বি ; পুং ।

জড়পিণ্ড—স্থূল অচেতন পদার্থ ; জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি । কর্ম্মধা । বি ; পুং বা ক্লীব ।

জড়পুত্তলি—অচেতন পুতুল, নিশ্চেষ্ট পুতুল ; জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি । কর্ম্মধা । বি ; স্ত্রী ।

জড়প্রকৃতি—১ । জড়স্বভাব, স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চেষ্ট । জড়া প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী । বিণ । ২ । অচেতন পদার্থের প্রকৃতি বা স্বভাব, নিষ্ক্রিয়তা । জড়ের প্রকৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

জড়প্রায়—অচেতন পদার্থের মত, নিশ্চেষ্ট ; নিস্পন্দ । প্রায় জড়, সুপ্সুপা । বিণ ।

জড়বাদ—সমস্ত জগৎ অচেতন—এইরূপ বলা ; চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাস (materialism). জড়-সমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা । বি ; পুং ।

জড়বাদী (-বাদিন্)—জগতে প্রাকৃতিক বিষয়ের অতিরিক্ত কিছুই নাই—সকলই প্রকৃতিজাত এবং প্রকৃতি দ্বারা চালিত—এই মত প্রকাশকারী ; চৈতন্যময় ঈশ্বরে অবিশ্বাস-কারী (materialist). জড়বাদ + ইন্ আছে অর্থে । বিণ । স্ত্রী, —বাদিনী ।

জড়ভরত—১ । জড়প্রকৃতির জনৈক ব্রাহ্মণ । কর্ম্মধা । বি ; পুং । ২ । (তাঁহার প্রকৃতি হইতে).অতিশয় অলস, অকর্ম্মণ্য ; নির্ব্বাক্ ; নিস্পন্দ । বাং প্র । বিণ ।

জড়সড়—আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত । জড় + (সহচর শব্দ) সড় । বিণ ।

জড়াও—১ । জড়িত, খচিত, সংলগ্ন । বাং প্র । বিণ । ২ । রত্নখচিত অলঙ্কার । হিন্দীমূলক । বিণ বা বি ।

জড়াজড়ি—আঁকড়া-আঁকড়ি ; গলাগলি । ব্যতীহার বহুব্রী । বি ।

জড়াত্মক—নির্জীব ; নির্ব্বুদ্ধি । জড় আত্মা যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত । বিণ । স্ত্রী, —ত্মিকা ।

জড়াত্মা (-ত্মন্)—নির্ব্বোধ । জড় আত্মা যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

জড়ান—১ । ঘেরা, বেষ্টন করা ; আবৃত করা ; কাহাকেও কোন বিষয়ে লিপ্ত করা । বাং ক্রি । ২ । বেষ্টিত ; আবৃত ; পাকান ; ঘুরান ; খচিত ; জড়িত ; গুটান ; অস্পষ্ট । জড়া + ন কর্ম্মবা । বিণ । [কর্ম্মবা । বিণ ।

জড়িত—খচিত ; ঘেরা ; জড়ান । জড়া + ইত

জড়িবুটি—টোট্‌কা ঔষধ, শিকড় লতাপাতা প্রভৃতি । বাং প্র । বি ।

জড়িম—জড়তাযুক্ত কথা, মাতালদের আড়ান কথা । বাং প্র । বি ।

জড়িমা (-মন্)—প্রেম অনুরাগ ইত্যাদিজনিত সাত্ত্বিক ভাববিশেষ ; নিশ্চেষ্টতারূপ জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি । জড় + ইমন্ ভাবে । বি ; পুং ।

জড়ীভূত—হতবুদ্ধি, যাহার বুদ্ধির লোপ হইয়াছে এরূপ ; নিশ্চেষ্ট ; নিতান্ত স্ফূর্তিহীন ; ভয়বিস্ময়াদি কারণে স্পন্দনরহিত । জড় + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=জড়ী)—ভূ + ক্ত কর্ত্তৃবা । বিণ । বি, —ভাব ।

জড়ুর—শরীরের চর্ম্মের বিকার, জটুল । 'জড়ুল'-শব্দজ । বি ।

জড়ুল—'জটুল' দ্রঃ ।

জড়োপাসক—মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি অচেতন পদার্থের উপাসনাকারী । জড়ের উপাসক, ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ । স্ত্রী, —সিকা ।

জড়োয়া—মণিমুক্তাখচিত ('—গহনা') । হিন্দীমূলক । বিণ ।

জতু—গালা ; লাক্ষা ; আলতা । জন্ + উ কর্ত্তৃবা (ন-স্থানে ত) । বি ; ক্লীব ।

জতুক—হিঙ্গু, হিং ; লাক্ষা । জতু + কন্ সংজ্ঞার্থে । বি ; ক্লীব ।

জতুকা—চামচিকা ; লঘুদ্রব্যবিশেষ । জতু + কন্ সদৃশার্থে + আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

জতুগৃহ—লাক্ষায় প্রস্তুত ঘর, গালার তৈরি ঘর । জতুনির্ম্মিত গৃহ, মধ্যপ কর্ম্মধা । বি ; ক্লীব ।

জতুগৃহদাহ—লাক্ষানির্ম্মিত গৃহের ভস্মীকরণ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ] । জতুগৃহের দাহ, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং । [পুং ।

জতুরস—আলতা, অলক্তক । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ;

জন—১ । লোক, ব্যক্তি ; দৈনিক বেতনে অন্যের কর্ম্মকারী ব্যক্তি ; ইতরলোক ; অসুরবিশেষ । জন + অচ্ কর্ত্তৃবা । ২ । ভুবন ; সপ্ত ঊর্দ্ধলোকের পঞ্চম লোক । জন্ + অচ্ অধিবা । বি ; পুং ।

জনক—১ । পিতা, জন্মদাতা । বি ; পুং । ২ । উৎপাদনকারী, উৎপাদক । জন্ + ণিচ্ + ণক কর্ত্তৃবা । বিণ । স্ত্রী—জনিকা (সং) ; জননী (বাংলা মতে) ।

জনকঝিয়ারী—জনক রাজার মেয়ে, জানকী, সীতা । ৬ষ্ঠীতৎ । প্রাঃ কবিপ্র । বি ; স্ত্রী । [বি ; স্ত্রী ।

জনকতনয়া—জানকী, সীতা । ৬ষ্ঠীতৎ ।

জনকতা—কারণতা ; উৎপাদকতা ; উৎ-পাদনশক্তি । জনক + তা ভাবে । বি ; স্ত্রী । [৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জনক্ষয়—লোকহানি, মহামারী, মড়ক ।

জনগণনা—শহরের বা দেশের লোক গণনা (census). ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

জনতন্ত্র—গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র (re-public). ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লীব ।

জনতা—জনসমূহ, ভিড় ; মনুষ্যত্ব । জন + তা সমূহার্থে, ভাবে । বি ; স্ত্রী ।

জনন—১ । (শারীরবিদ্যা) জন্মদান, উৎপাদন, নূতন সৃষ্টিকরণ (reproduction). জন্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা । ২ । উৎপত্তি, আবির্ভাব, জন্ম ; সংস্কারবিশেষ, জাতকর্ম্ম । জন্ + অনট্ ভাববা । বি ; ক্লীব । ৩ । জন্ম-দাতা ; উৎপাদক ; পরমেশ্বর । জন্ + ণিচ্ + অন কর্ত্তৃবা । বি ; পুং ।

জ ন ন কো ষ—(জীববিদ্যা) বীজকোষ, জীবদেহের যে সকল কোষমধ্যে অতিসূক্ষ্ম প্রাণপদার্থের উৎপত্তি হয় তাহা (germ cell). জননের কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জননবিপর্য্য(র্য্য)য়—(জীববিদ্যা) পুরুষ-পরম্পরা, পুরুষ-পর্য্যায় (alternation of generation). ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জননরস—শুক্র ও বীর্য্য ; স্ত্রী-মাছ ডিম পাড়িলে পুরুষ-মাছ আসিয়া তাহার উপর যে জীবনীশক্তি-সঞ্চারক রস ছাড়িয়া দেয় তাহা । জননের রস, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লীব ।

জননাশৌচ—জন্মনিমিত্তক অশৌচ, পুত্রকন্যার জন্মজন্য অশুচি অবস্থা, সূতিকাশৌচ । জনননিমিত্তিক অশৌচ, মধ্যপ কর্ম্মধা । বি ; ক্লীব ।

জননি—১ । উৎপত্তি । জন্ + অনি ভাববা । ২ । বংশ ; জননী ; মাতা । জন্ + অনি অধিবা । ৩ । গন্ধদ্রব্যবিশেষ ; দয়া ; কটুকা ; অলক্তক ; জটামাংসী । জন্ + ণিচ্ + অনি কর্ত্তৃবা । বি ; স্ত্রী ।

জননী—১ । মাতা, মা । জন্ + অনি অধিবা + ঈপ্ । ২ । দয়া ; কটুকা ; অলক্তক ;

জটামাংসী; জননীনামক গন্ধদ্রব্য; চর্ম্মচটী; যূথিকা; মঞ্জিষ্ঠা। জন্+ণিচ্+অনি কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জননেন্দ্রিয়—স্ত্রীপুরুষের পরিচায়ক চিহ্ন; জন্মসাধক দেহাংশ; শিশ্ন; যোনি। জননসাধন ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জনপদ—দেশ, বসতিস্থান, লোকালয়। জনদিগের পদ (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, জন্—পদ (গমন করা)+ঘ অধিবা। বি; পুং।

জনপালন—জনগণকে প্রতিপালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। **জনপালন কৃত্যক**—জনগণের সেবার্থ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সংস্থা (Civil Service).

জনপ্রবাদ—লোকাপবাদ, লোকনিন্দা; কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, জনোক্তি, জনরব। জনদিগের প্রবাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জনপ্রাণী—লোকজন, কোনও লোক, কোনও জীবজন্তু। জনই প্রাণী, কর্ম্মধা। বি; পুং।

জনপ্রিয়—লোকপ্রিয়, যাহাকে লোকে ভালবাসে এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জনবহুল—বহুলোকপূর্ণ, জনসমাকীর্ণ (populous). জন দ্বারা বহুল, ৩য়াতৎ; (বাংলা মতে) জন বহুল যথায়, বহুব্রী। বিণ।

জনবাদ—কিংবদন্তী, লোকপ্রবাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জনবিরল—যেস্থানে অতি অল্প লোক আছে এরূপ। জন দ্বারা বিরল, ৩য়াতৎ; (বাংলা মতে) জন বিরল যথায়, বহুব্রী। বিণ।

জনম—জন্ম। কবিপ্র। বি।

জনমজুর—যে শ্রমসাধ্য কাজ করে এমন লোক, শ্রমিক। জনই মজুর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

জনমত—জনসাধারণের মনোগত অভিপ্রায়, মতামত (public opinion). জনদিগের মত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

জনমানব—লোকজন, একজনও লোক। একার্থক শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জনমানবশূন্য, -হীন—সম্পূর্ণ নির্জ্জন, যেখানে একজন লোকও নাই এরূপ। জনমানব দ্বারা শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

জনয়িতা (-য়িতৃ)—১। পিতা। বি; পুং। ২। উৎপাদক। জন্+ণিচ্+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -য়িত্রী।

জনয়িত্রী—১। মাতা। বি; স্ত্রী। ২। উৎপাদিকা, উৎপাদয়িত্রী। জন্+ণিচ্+তৃচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

জনযুদ্ধ—যে যুদ্ধ দেশের জনসাধারণ সমর্থন করে ও যাহাতে তাহারা অংশ গ্রহণ করে (people's war). জনদিগের যুদ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জনরঞ্জন—১। প্রজারঞ্জক; লোকদিগের সন্তোষসাধক। বিণ। ২। প্রজাদিগের সন্তোষবিধান; লোকদিগের তৃপ্তিসাধন। জনদিগের রঞ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জনরব—জনশ্রুতি, লোকপ্রবাদ, লোকে যে কথা রটায় তাহা; কোলাহল। জনদিগের রব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জনরাষ্ট্র—জনসাধারণ-শাসিত রাষ্ট্র বা দেশ (commonwealth). জনশাসিত রাষ্ট্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জনলোক—সপ্ত ঊর্দ্ধ লোকের পঞ্চম লোক। জন নামক লোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জনশূন্য—নির্জ্জন, যেখানে কোন লোক নাই এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

জনশ্রুত—বিখ্যাত, লোকপ্রসিদ্ধ। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

জনশ্রুতি—কিংবদন্তী, জনরব। জনমধ্যে শ্রুতি যাহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

জনসংভরণ—জনগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মিটাইবার সংস্থাবিশেষ (Civil Supply). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জনসংসদ—জনসমষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জনসঙ্ঘ(ংঘ)—জনসমূহ, লোকসকল, জনমণ্ডলী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জনসমাজ—মানবসমষ্টি, মনুষ্যসংহতি, পরস্পরসম্মিলিত মনুষ্যবৃন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জনসাধারণ—সাধারণ লোকসমূহ, সকল লোক (the public). সাধারণ জন, কর্ম্মধা (পূর্ব্বপদের পরনিপাত)। বি; পুং।

জনস্থান—(রামায়ণ) দণ্ডকারণ্যমধ্যস্থ স্থানবিশেষ; লোকবসতি, লোকালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জনস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—চলিতেছে এমন বিপুল-সংখ্যক জনসমূহ, নিয়তগমনশীল লোকসকল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জনহিত—সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জনহিতকর—জনসাধারণের উপকারক। জনের হিত, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহা করে যাহা, উপতৎ; জনহিত—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী। [বিণ।

জনহীন—জনশূন্য, নির্জ্জন। ৩য়াতৎ।

জনা—জন, লোক। কবিপ্র। বি।

জনাকীর্ণ—লোকে পরিপূর্ণ, লোকব্যাপ্ত। জন দ্বারা আকীর্ণ, ৩য়াতৎ। বিণ।

জনাজাত, -জুটি, -জুতি—প্রতিজন হিসাবে, প্রতি জনা; এক একজন করিয়া। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

জনাতিগ—লোকাতীত, অলৌকিক। জন—অতি—গম্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

জনাধিকার—নির্ব্বাচনাধিকার; ভোট দেওয়ার অধিকার, কোন জনমণ্ডলীর সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার; নাগরিকত্ব (franchise). জনের অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জনানা—স্ত্রীলোক; অন্তঃপুর। ফার্সী। বি।

জনান্ত—প্রদেশ, জিলা। জনের অন্ত যেখানে, বহুব্রী। বি; পুং।

জনান্তিক—১। লোকের নিকট, জনসমীপ। জনের অন্তিক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। অন্যলোকের সমক্ষেও পরস্পর কানে কানে কথা বলা, সংকেতে কথোপকথন, অনুচ্চ বা অস্পষ্ট স্বরে পরস্পরের অভিপ্রায় নিবেদন। জনান্তিক+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; ক্লীব।

জনাপবাদ—লোকনিন্দা, লোকাপবাদ। জনকৃত অপবাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জনাব, জোনাব—হুজুর, মহাশয়; সম্মানজনক সম্ভাষণ। আর্বী। বি।

জনাবালী—মহানুভব, মহামহিম। ফার্সীমূলক। বি। [বাং প্র। বি।

জনার—মকাই, ভুট্টাজাতীয় শস্যবিশেষ।

জনার্দ্দ(র্দ)ন—বিষ্ণু; শালগ্রামশিলাবিশেষ। জন—অর্দ্দি+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জনাশ্রয়—মণ্ডপ, বিশেষ কাজের জন্য সাময়িক ভাবে তৈয়ারী ঘর; লোকালয়। জনের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জনি—যদি; যেন; পাছে; না করিতে অনুরোধ-সূচক শব্দ ("দয়া জনি (বা) জনু ছোড়বি মোয়"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

জনি, জনী—১। উৎপত্তি, জন্ম; এক এক পুরুষ (generation). জন্+ইণ্ ভাববা, পক্ষে+ঈপ্। ২। মাতা; নারী; জায়া; স্নুষা, পুত্রবধূ। জন+ইন্ অধিবা, পক্ষে+ঈপ্। ৩। ওষধিবিশেষ, জতুকা। জন্+ইণ্ করণবা, পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জনিকা—১। মা, জনয়িত্রী (অপ্রঃ)। জন্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পুত্রবধূ। জনি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

জনিত—যাহা উৎপন্ন করা হইয়াছে এরূপ, উৎপাদিত। জন্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

জনিতা (জনিতৃ)—পিতা, জনক। জন্+তৃচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং। স্ত্রী, -ত্রী।

জনিত্র—শিল্পীর যন্ত্রসংঘাত বা কল (plant). জন্+ইত্র অপাদানে। বি; ক্লীব।

জনিত্রী—মাতা, জননী। জনিতৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জনিতৃযত্ন—মাতাপিতার যত্ন, সন্তানের প্রতি যত্ন (parental care). জনিতার যত্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জনী—'জনি' দ্রঃ।

জনীন—(অন্য পদের পরে থাকিলে)

লোকের হিতকারী ('বিশ্ব—', 'সার্ব্ব—')। জন+ঈন হিতার্থে। বিণ।

জনু—সদৃশ; যেন ('জনি' দ্রঃ)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। [উ। বি; স্ত্রী।

জনু, জনূ—জন্ম, উৎপত্তি। জন্+উ, বিকল্পে

জনুঃ (জনুস্), **জনু**—উৎপত্তি, জন্ম। জন্+উস্ ভাববা। বি; ক্লীব।

জনৈক—একজন। কর্ম্মধা। বিণ।

জন্তু—জীব, প্রাণী; জানোয়ার। জন্+তুন্ কর্তৃবা। বি; পুং। বিণ—জান্তব।

জন্ম (জন্মন্)—১। উৎপত্তি, উদ্ভব; মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হওয়া; (ন্যায়াদিতে) অপূর্ব্ব দেহাদির সহিত সম্বন্ধ। জন্+মন্ ভাববা। ২। সংসার, লোক; (জ্যোতিষ) জন্মনক্ষত্র, দশম এবং উনবিংশ নক্ষত্র; জন্মলগ্ন। জন্+মন্ অধিবা। বি; ক্লীব।

জন্ম-এয়তী, -এয়স্ত্রী—সধবা, চির-জীবন যাহার স্বামী জীবিত থাকে এমন ('—নারী')। জন্ম ব্যাপিয়া এয়তী, এয়স্ত্রী, সুপ্‌সুপা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

জন্মকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্ম**—শিশুর জন্মিবার পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানবিশেষ, জাতকর্ম্ম। জন্মসংক্রান্ত কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জন্মকুঁড়ে—চিরদিনই অলস। জন্ম ব্যাপিয়া কুঁড়ে, সুপ্‌সুপা। বিণ।

জন্মকোষ্ঠী—জন্মপত্রিকা, জন্মসময়ের গ্রহ নক্ষত্র রাশি প্রভৃতির বিবরণী। জন্মবিষয়িণী কোষ্ঠী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জন্মগত—জন্মদ্বারা লব্ধ বা প্রাপ্ত, জন্ম হইতে বা বংশানুক্রমে যাহা দেহ বা স্বভাবের মধ্যে থাকে এমন; স্বাভাবিক। জন্মদ্বারা গত (প্রাপ্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

জন্মগ্রহ, -গ্রহণ—ভূমিষ্ঠ হওয়া, উৎপন্ন হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

জন্মজন্ম—প্রতিজন্ম, সকল জন্মে, যতবার জন্ম হইবে ততবার। বাং প্র। অব্য।

জন্মজন্মান্তর—বর্ত্তমান জন্ম ও অন্য জন্ম। জন্ম ও জন্মান্তর, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

জন্মতারা—জন্মনক্ষত্র, দশম এবং উনবিংশ নক্ষত্র। জন্মকালীনা তারা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জন্মতিথি—জন্মসময়ের তিথি, যে তিথিতে জন্ম হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা স্ত্রী।

জন্মদ—জনক, পিতা। উপতৎ; জন্মন—দা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

জন্মদা—জননী, মাতা। জন্মদ+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

জন্মদাতা (-দাতৃ)—জনক, পিতা, উৎপাদক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,-দাত্রী। [ক্লীব।

জন্মদান—উৎপাদন, জনন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

জন্মদিন, জন্মদিবস—জন্মের তারিখ, ভূমিষ্ঠ হইবার দিন; জন্মতিথি; জন্মদিনের উৎসব (গৌণার্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জন্মনক্ষত্র—যে নক্ষত্রে জাতক জন্মগ্রহণ করে তাহা, জন্মসময়ের নক্ষত্র। জন্মকালীন নক্ষত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জন্মপত্র, -পত্রিকা—কোষ্ঠী, ঠিকুজী। জন্মের পত্র, পত্রিকা, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, জন্মবিষয়ক পত্র, পত্রিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী। [বি; পুং।

জন্মপরিগ্রহ—জন্মগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ।

জন্মবাদ—জীবের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ, জীবদিগের জন্মক্রমতত্ত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জন্মবার, -বাসর—জন্মদিন, যে দিন জন্ম হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জন্মবৃত্তান্ত—জন্মকাহিনী; উৎপত্তির বিবরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জন্মভূমি—স্বদেশ, যে দেশে জন্ম হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জন্মমাস—যে মাসে জন্ম হয় তাহা, জন্মদিন হইতে ত্রিশ দিন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জন্মমৃত্যু—উৎপত্তি ও মরণ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং। [তৎ। বি; ক্লীব।

জন্মরহস্য—উৎপত্তিবিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব। ৬ষ্ঠী-

জন্মরাশি—সূর্য্যের যে রাশিতে অবস্থিতি-সময়ে জন্ম হয় তাহা। জন্মকালীন রাশি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জন্মশোধ—জন্মের মত, শেষবার বা শেষ-বারের মত। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

জন্মসংস্কার—জন্মগত ধারণা, যে বিশ্বাস জন্ম হইতেই আসে তাহা। জন্মগত সংস্কার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জন্মস্থান—জন্মভূমি, যে স্থানে জন্ম হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জন্মা—১। জন্মগ্রহণ করা; গজাইয়া উঠা। নামধাতুজ। বাং ক্রি। ২। জাত, উৎপাদিত (সে তেমন বাপের জন্মা নয় যে হার স্বীকার করবে); উর্ব্বর, শস্যপূর্ণ (অজন্মা)। বাং প্র। বিণ।

জন্মান—উৎপাদন করা, জন্ম দেওয়া; জন্ম লওয়া, জাত হওয়া। বাং ক্রি।

জন্মান্তর—অন্যজন্ম; পূর্ব্বজন্ম; পরজন্ম। অন্য জন্ম, নিত্য। বি; ক্লীব।

জন্মান্তরবাদ—মৃত্যুর পরে আত্মার আবার জন্ম হইবে—এই মত, আত্মা বার বার নানারূপে জন্মগ্রহণ করে—এই মতবাদ। জন্মান্তর-সমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জন্মান্তরীণ—যাহা অন্য জন্মে ঘটিয়াছে বা ঘটিবে এরূপ। জন্মান্তর+ঈন ভবার্থে। বিণ।

জন্মান্ধ—জন্ম হইতে যে চোখে দেখে না, আজন্ম দৃষ্টিহীন। জন্মাবধিক অন্ধ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

জন্মাবচ্ছিন্ন—যাবজ্জীবন, আজীবন, সারা-জীবন ('—সময়'), কোন ব্যক্তি যত দিন বাঁচিয়া থাকে তাবৎ ('—কাল')। জন্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

জন্মাবধি—জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া। জন্ম হইয়াছে অবধি (সীমা) যাহাতে, বহুব্রী। ক্রি-বিণ।

জন্মাষ্টমী—শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, ভাদ্র-মাসের কৃষ্ণাষ্টমী। (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মের অষ্টমী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জন্মী (জন্মিন্)—প্রাণী, জীব, জন্তু। জন্মন্+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

জন্য—১। হেতু, কারণ। ("জন্যে" শব্দও হয়)। বাং প্র। অব্য। ২। উৎপাদ্য। জন্+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। ৩। জনহিতকর। জন্+যৎ হিতার্থে। বিণ। ৪। যুদ্ধ; জনন, জন্ম। জন+যৎ ভাববা। বি; ক্লীব। ৫। অট্ট; অপবাদ; জন্মকালীন কুলক্ষণ; প্রীতি। বি; পুং।

জন্যা—১। মাতৃসখী। বি; স্ত্রী। ২। উৎপাদ্যা ইত্যাদি ('জন্য' দ্রঃ)। জন্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। নববধূর সখী প্রভৃতি সহগামিনীগণ। জনী বা জনি (নববধূ)+যৎ+আপ্। বি; স্ত্রী।

জপ, জপন, জাপ—১। যথাবিধি মন্ত্রাদির বার বার উচ্চারণ। জপ্+অপ্, অনট্, ঘঞ্ ভাববা। ২। স্বাধ্যায়। জপ্+অপ্, অনট্, ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং, ক্লীব।

জপগুটিকা—জপের গুটী, জপের সংখ্যা রাখিবার জন্য মুক্তা রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জপতপ—অভীষ্টমন্ত্রের বার বার আবৃত্তি এবং তপস্যা; ধর্ম্মানুষ্ঠান। জপ ও তপ, দ্বন্দ্ব। বি। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জপতহি—জপ করে, জপ করিতেছে।

জপন—'জপ' দ্রঃ।

জপমালা—যে মালা অবলম্বন করিয়া জপ করা হয় (ইহা দ্বারা কতবার জপ করা হইল তাহার সংখ্যা রাখা হয়); (ইহা হইতে) যে বিষয় সর্ব্বদাই মনে করিয়া রাখা হয় বা ধ্যান করা হয় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী বা বিণ।

জপান—জপ করান; সম্মত করা; লওয়ান; প্রবর্ত্তিত করা। বাং ক্রি।

জপিত—যাহা জপ করা হইয়াছে এরূপ (পক্ষে জপ্ত)। জপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

জপ্য—১। জপ করিবার মত; জপযোগ্য। জপ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। ২। জপ। জপ্+যৎ ভাববা। বি; ক্লীব।

জব—১। বেগ। জু+অপ্ ভাববা। বি; পুং। ২। বেগবান্। জু+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

জবজব—অতিরিক্ত ভিজার ভাব প্রকাশ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য। বিণ—জবজবে।
জবড়জঙ্গ(ংগ)—এলোমেলো, বিশৃঙ্খল; অত্যধিক অনাবশ্যক পরিচ্ছদযুক্ত। বাং প্র। বিণ।
জবন—১। বেগ। জু+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। বেগবান্ অশ্ব; ম্লেচ্ছজাতি, যবন; মৃগবিশেষ। জু+অন কর্তৃবা। ৩। আরব-দেশ; ইউনান। হিব্রুমূলক। বি; পুং। ৪। দ্রুতগামী, বেগবান্। জু+অন কর্তৃবা। বিণ।
জবনাল—শস্যবিশেষ, জনার, মকাই। জবন—আ—লা+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।
জবনিকা, জবনী—পরদা, কানাৎ। জু+অনট্ অধিবা+ঈপ, ১ম পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।
জবনী—জবনজাতীয়া স্ত্রী। জবন+ঈপ্।
জবর—১। ক্ষমতা, বল ('জোর—')। বি। ২। বলবান্, প্রভাবশালী; প্রকাণ্ড; উৎকৃষ্ট, উত্তম। ফার্সী। বিণ।
জবরজুলুম—জবরদস্তী; জোর করিয়া কিছু করা। ফার্সী। বি।
জবরদখল—জোর করিয়া দখল বা অধিকার। জবরদ্বারা দখল, ৩য়াতৎ। বি।
জবরদস্ত—বলবান্, জোরাল। ফার্সী। বিণ।
জবরদস্তি, -দস্তী—অন্যায় বলপ্রয়োগ, অত্যাচার। জবরদস্ত+ই, ঈ ভাবে। বি।
জবরদার—বলবান্। ফার্সী। বিণ।
জবা—১। জবাফুলের গাছ; জবাফুল। জপ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বেগবতী; ক্ষিপ্রগামিনী। জব (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
জবাই—মুসলমানদিগের ধর্মকার্য্যে অর্দ্ধ গলা কাটিয়া পশুবধ। আর্বী 'জবহ্'-শব্দজ। বি।
জবান—ভাষা; বাক্য; প্রতিশ্রুতি; জিহ্বা। ফার্সী। বি।
জবানবন্দি, -বন্দী—যে কথা লিখিয়া রাখা হইয়াছে তাহা; আদালতে বিচারকের নিকট কথিত বাক্যাবলী; এজাহার। ফার্সী। বি।
জবানি, জবানী—যাহা জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত হয় এরূপ, মৌখিক; কাহারও প্রমুখাৎ; অপরের হইয়া (আমার জবানী লেখ)। ফার্সী। বিণ।
জবাব—উত্তর, প্রত্যুত্তর; সমকক্ষতা; কৈফিয়ৎ। আর্বী। বি।
জবাবদিহি—কৈফিয়ৎ; দায়িত্ব। আর্বী 'জবাবদিহ্'-শব্দজ। বি।
জবাবী—প্রত্যুত্তরদায়ক ('—কার্ড', '—তার')। জবাব+ঈ। বিণ।
জবী (-বিন্)—বেগযুক্ত, বেগবান্। জব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—জবিনী।
জবুথবু—জড়সড়; সঙ্কুচিত; চাপাচুপি। বাং প্র। বিণ।

জব্দ—পরাজিত; অপমানিত; নাকাল; শাসিত, দমিত; বাজেয়াপ্ত ('জামানত—'); যাহার প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে (proscribed). আর্বী 'জব্ত্'-শব্দজ। বিণ।
জমক—১। সহজাত, এক সময়ে উৎপন্ন। 'জমজ'-শব্দজ। বিণ। ২। আড়ম্বর, ঘটা; সোনায় রং করিবার একপ্রকার পদার্থ; উজ্জ্বলতা, দীপ্তি। হিন্দী। বি।
জমকান—১। আড়ম্বরপূর্ণ, জাঁকাল; শোভিত; সৌষ্ঠবযুক্ত। জমকা+ন কর্তৃবা। বিণ। ২। আড়ম্বরপূর্ণ করা; জাঁকান, জমজমে করা; চাপিয়া বসা; উৎকর্ষ লাভ করা। বাং ক্রি।
জমকাল—জাঁকাল, আড়ম্বরপূর্ণ; অত্যুজ্জ্বল, প্রভাসম্পন্ন। জমক+আল যুক্তার্থে। বিণ।
জমজ—যমজাত, এককালে জাত। জম—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।
জমজম—১। জমকাল। বাং প্র। বিণ। ২। মক্কাস্থিত প্রসিদ্ধ কূপ। আর্বী। বি।
জমজমা—১। জমকাল। বিণ। ২। সম্ভ্রম; মর্য্যাদা; ভিড়। বাং প্র। বি। [বি।
জমজমাট—ভিড়; জমাটভাব। বাং প্র।
জমদগ্নি—পরশুরামের পিতা। জমন্ (জমৎ=ভক্ষক) অগ্নি, সদৃশার্থে কর্ম্মধা। বি; পুং।
জমা—১। মোট সংখ্যা; আয়; বৃদ্ধি; রাজা বা জমিদারকে দেয় কর; সঞ্চিত অর্থ; যাহা তহবিলে আছে; নির্দ্দিষ্ট অর্থ; হিসাবের যে দিকে প্রাপ্ত টাকা লিখা হয়; দোকান ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে কাহারও নামে পাওনা অর্থ (credit). বি। ২। ঘন হওয়া; সঞ্চিত হওয়া; জমাট বাঁধা; একস্থানে সমবেত হওয়া; আসরের শ্রোতাদের উপভোগ্য হওয়া ও অভিনিবেশ আসা। আর্বী। বাং ক্রি।
জমা-ওয়াশীল—আয়-ব্যয়ের হিসাব। আর্বী। বি।
জমাই—করযোগ্য, যাহার কর দিতে হয় এরূপ। জমা+ই। বিণ।
জমা-ওয়াশীল-বাকী—কত টাকা দিতে হইবে, কত দেওয়া হইয়াছে আর বাকীই বা কত তাহার হিসাব, কত আদায় এবং কত বাকী তাহার হিসাব। আর্বী। বি।
জমাখরচ—আয়ব্যয়; আয়ব্যয়ের হিসাব। (আর্বী) জমা ও (ফার্সী) খরচ, দ্বন্দ্ব। বি।
জমাখারিজ—এজমালী সম্পত্তির অংশীদারগণ কর্তৃক পৃথগ্‌ভাবে রাজা বা জমিদারকে কর দিবার ব্যবস্থা। আর্বী। বি।
জমাগুজস্তা—অতীত কাল বা কোন গত সনের কাগজে প্রজার নামে যে জমা লেখা যায় তাহা, প্রজার গত বৎসরের খাজানা। (আর্বী) জমা+(ফার্সী) গুজস্তা। বি।

জমাট—ঘনীভূত, গাঢ়; একত্র সঞ্চিত; মনোরম। আর্বী 'জম-আয়ৎ'-শব্দজ। বিণ।
জমাট বাঁধা—ঘনীভূত হওয়া, কঠিন অবস্থায় পরিণত হওয়া।
জমাদার—কতিপয় নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য যাহার অধীনে থাকে; সৈন্যদলে সুবাদারের নিম্নস্থ কর্ম্মচারী; পুলিশ দারোগার নিম্নস্থ কর্ম্মচারী [ইহারা শুল্কাদি আদায় করিয়া থাকে]; যে নির্দ্দিষ্ট টাকা দেওয়া বা পাওয়ার চুক্তিতে কোন কাজের ভার গ্রহণ করে (যেমন,—খেয়াঘাটের জমাদার, ছাপাখানার প্রধান মুদ্রাযন্ত্র-পরিচালক, প্রধান মেথর ইত্যাদি)। জমা+দার গ্রহীতা অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী,—দারনী।
জমান—১। সঞ্চয় করা; সমাবেশিত করা; জমাট করা; লোকের মনস্তুষ্টি করা; আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ করা। বাং ক্রি। ২। সঞ্চিত; একত্রিত; জমাট। জমা+ন কর্ম্মবা। বিণ।
জমানৎ—জামিন স্বরূপ যে অর্থ গচ্ছিত রাখা হয় তাহা; প্রতিভূ, জামিন (bail). আর্বী। বি।
জমানৎনামা—যে কাগজে জামানতের সর্ত্ত লেখা থাকে তাহা, জামিননামা, মুচলেকা-পত্র। (আর্বী) জমানৎ+(ফার্সী) নামা। বি।
জমানবিস, -বীশ, জমারনবিশ, -বীশ—জমালেখক কর্ম্মচারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
জমাবন্দি, -বন্দী—১। প্রজার জমিজমার হিসাবের কাগজ, খাজনা আদায়ের কাগজ; খাজনার হিসাব। বি। ২। যাহার জমা বা কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; জমাধার্য্য। ফার্সী। বিণ।
জমাবাকি—জমার ঘরের অঙ্ক (credit balance). জমার বাকি, ৬ষ্ঠীতৎ। আর্বী। বি।
জমায়ৎ, জমায়েৎ—১। একত্র সমবেত, সম্মিলিত। বিণ। ২। সম্মেলন; সভা। আর্বী 'জমাআৎ'-শব্দজ। বি।
জমারনবিশ—'জমানবিস' দ্রঃ।
জমি, জমী—ভূমিখণ্ড, শস্যোৎপাদক ভূমি, ক্ষেত্র, ক্ষেত; কাপড়ের পিঠ বা বুননি। ফার্সী 'জমীন'-শব্দজ। বি।
জমি-জমা—ভূসম্পত্তি, স্থাবর সম্পত্তি; জমির খাজানা। ফার্সীমূলক। বি।
জমিজিরাৎ—চাষের জমি, কর্ষণযোগ্য ভূমি। ফার্সী 'জমিন্-জিরায়ৎ'-শব্দজ। বি।
জমিদার, জমীদার—ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী। জমি, জমী+দার স্বামী অর্থে। বি।
জমিদারী, জমীদারী—১। জমিদারের পদ বা কার্য্য; জমিদারের অধিকৃত স্থান, প্রজাগণকে প্রদত্ত ভূমিসমূহ। বি। ২। জমিদারসংক্রান্ত; জমিদারের মত, বড়লোকী। জমিদার, জমীদার+ঈ কর্ম্মাদ্যর্থে। বিণ।

জম্মিয়ৎ—সভা, সমিতি। আর্বীমূলক। বি।

জম্বির, জম্বীর—১। লেবুগাছ। বি; পুং। ২। জম্বীরফল, গোঁড়ালেবু, জামীর। জম্+ঈরণ্ কর্ম্মবা (ব-আগম)। বি; ক্লীব।

জম্বু, জম্বূ—১। জামগাছ। জম্+কু, কূ কর্ম্মবা (নিপাতনে ব-আগম)। ২। জাম। জম্বু, জম্বূ+অণ্ ফলার্থে (অণ্-এর লোপ)। বি; স্ত্রী।

জম্বু, জম্বূক—১। শৃগাল; বরুণ; নীচ ব্যক্তি; কুমারের অনুচরবিশেষ। জম্+উক, ঊক, কর্ত্তৃবা। ২। গোলাপজামের গাছ। জম্বু, জম্বূ—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। (শৃগাল অর্থে) স্ত্রী,—কী, —কা।

জম্বুখণ্ড—জম্বুদ্বীপ। জম্বুনামক খণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জম্বুদ্বীপ—পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের একটি দ্বীপ, ভারতবর্ষ। জম্বুনামক দ্বীপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জম্বুরা—১। সাঁড়াশী। আর্বী 'জম্বুর'-শব্দজ। ২। ভীমরুল; প্রতিমার ডাকসাজবিশেষ। ফার্সী। বি। [ভাববা। বি; ক্লীব।

জম্ভন—সঙ্গম, মৈথুন। জন্ভ্+অনট্

জৃম্ভা—হাই; জৃম্ভণ। জৃম্ভা+জৃন্ভ্+ঘঞ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

জম্ম—উৎপত্তি। 'জন্ম'-শব্দজ। বি।

জম্মিত—উৎপাদিত, যাহার জন্ম দেওয়া হইয়াছে এরূপ। 'জনিত'-শব্দজ। গ্রাম্য। বিণ।

জয়—১। জিৎ; শত্রুকে হারাইয়া দেওয়া, শত্রুপরাজয়; বশীকরণ; যুদ্ধাদিস্থলে শত্রুদমন; যুদ্ধ ইত্যাদি দ্বারা দখল বা লাভ। জি+অচ্ ভাববা। ২। বিষ্ণুর পার্শ্বচরবিশেষ; বিরাটভবনস্থ যুধিষ্ঠির [এই ছদ্মনাম শুধু পাণ্ডবগণই জানিতেন এবং প্রয়োজন হইলে এই নামে সঙ্কেত করিতেন]। জি+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জয়কোলাহল—জয়সূচক চেঁচামেচি, জয়ধ্বনি; পাশকক্রীড়া-বিশেষ। জয়-প্রকাশক কোলাহল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জয়ঘণ্টা—হিন্দুদিগের প্রাচীন সামরিক ও দেবমন্দিরস্থ ঘণ্টাযন্ত্র। জয়সূচিকা ঘণ্টা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়জয়কার—'জয় জয়'—এই শব্দ উচ্চারণ; প্রশংসাকীর্ত্তন; সর্ব্বত্র জয়লাভ। জয়জয়—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

জয়জয়ন্তী—রাগিণীবিশেষ। বি; স্ত্রী।

জয়ঢক্কা—জয়ঢাক, একপ্রকার বড় ঢাক। জয়সূচিকা ঢক্কা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়তি—জয়লাভ করিতেছেন ("জয়তি নীলাদ্রিনাথ নীলচক্রধারী"—কাশীরাম)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জয়তু—জয়লাভ করুন ("জয়তু শিবাজী"—রবীন্দ্রনাথ)। সংস্কৃত শব্দ। ক্রি।

জয়ত্রী—জায়ফলের ছাল। 'জাতিপত্রী'-শব্দজ। বি।

জয়দাতা (-দাতৃ)—যাহার প্রসাদে জয়লাভ হয় এরূপ, বিজয়দায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী।

জয়দুর্গা—দুর্গামূর্ত্তিবিশেষ। জয়দায়িনী দুর্গা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়ধ্বজা—বিজয়পতাকা, বিজয়ের নিশান। জয়সূচিকা ধ্বজা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়ধ্বনি—১। জয়শব্দ, বিজয়লাভজন্য আনন্দপ্রকাশক শব্দ। জয়সূচক ধ্বনি, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। জয় এই শব্দ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

জয়ন—১। জয়। জি+অনট্ ভাববা। ২। অশ্বাদির সজ্জা। জি+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

জয়নাদ—জয়ধ্বনি, জয়সূচক শব্দ। জয়সূচক নাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জয়ন্ত—শিব; ইন্দ্রপুত্র; (মহাভারত) বিরাটভবনে ভীমের ছদ্মনাম; রুদ্র; চন্দ্র; দশরথের মন্ত্রী; তালবিশেষ; জয়াপীড়ের শ্বশুর। জি+অন্ত কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জয়ন্তিকা—হরিদ্রা, হলুদ। জয়ন্তী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

জয়ন্তী—১। ইন্দ্রের কন্যা; বৃক্ষবিশেষ; দুর্গা; পতাকা; যোগবিশেষ। জি+শতৃ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। কাহারও মৃত্যু বা জন্মতিথি উপলক্ষে কৃত জয়োৎসব। বাং প্র। বি।

জয়পতাকা—জয়সূচক পতাকা, জয়লাভের পর যে পতাকা উড়ান হয় তাহা। জয়সূচিকা পতাকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়পত্র—জয়ের নিদর্শন-পত্র; বিচারক মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যে পত্রে লিখিয়া জয়ীকে প্রদান করেন তাহা, ডিক্রী। জয়জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জয়পরাজয়—হারজিৎ, জয়ী হওয়া বা হারিয়া যাওয়া। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জয়পাল—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; কোষ্ঠপরিষ্কারক-ফলযুক্ত বৃক্ষবিশেষ। উপতৎ; জয়—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জয়ভঙ্গ—জয়নাশ, জয়ধ্বংস, পরাজয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জয়মঙ্গল—রাজহস্তী; জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ; ধ্রুবকজাতীয় তালবিশেষ। জয় দ্বারা মঙ্গল যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

জয়মাল্য—বিজয়জ্ঞাপক মাল্য। জয়সূচক মাল্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জয়লক্ষ্মী, জয়শ্রী—জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, জয়শ্রী, যে দেবী অনুকূল হইলে জয়লাভ হয় তিনি; জয়লাভজনিত শোভা। জয়দায়িকা বা জয়জনিতা লক্ষ্মী, শ্রী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [শঙ্খ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জয়শঙ্খ—যুদ্ধস্থলে ব্যবহার্য্য বিজয়সূচক

জয়শব্দ—'জয় হউক'—এই আশীর্ব্বাদ বাক্য। জয়প্রকাশক শব্দ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জয়শীল—জয়ী, সর্ব্বত্র জয়লাভকারী। জয় শীল যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

জয়শ্রী—১। জয়লক্ষ্মী। জয়দায়িনী শ্রী, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। জয়লাভ হেতু শোভা। জয়ের শ্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। রাগিণীবিশেষ। বি; স্ত্রী।

জয়স্তম্ভ—জয়-চিহ্নস্বরূপ যে স্তম্ভ বা থাম নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জয়া—পার্ব্বতী; পার্ব্বতীর সহচরী; দক্ষ-প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা; জয়ন্তীবৃক্ষ; হরীতকী; ভঙ্গ, ভাঙ্; তৃতীয়া অষ্টমী ও ত্রয়োদশী তিথি; পতাকাবিশেষ; রাক্ষসনাশিনী বিদ্যা। জি+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

জয়ী (জয়িন্)—জয়শীল, সর্ব্বত্র জয়লাভকারী। জয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—জয়িনী।

জয়োৎসব—বিজয়লাভহেতু আনন্দজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান, শত্রু-পরাজয় করিয়া আনন্দ প্রকাশ। জয়হেতুক উৎসব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জয়োন্মত্ত—বিজয়লাভহেতু বিহ্বল, জয়লাভের আনন্দে মাতোয়ারা। জয়ে উন্মত্ত, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ন্মত্তা।

জয়োল্লাস—বিজয়লাভের আনন্দ, শত্রু-পরাজয় হেতু হর্ষপ্রকাশ। জয়জনিত উল্লাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জয়োহস্তু, জয়োস্তু—'জয় হউক'—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ। সংস্কৃত জয়ঃ+অস্তু (হউক)।

জরজর—জীর্ণ; শিথিল, আলগা; অ-কঠোর। 'জর্জ্জর'-শব্দজ। বিণ।

জরণ—১। জীর্ণ, বৃদ্ধ। জৄ+ণিচ্+অন কর্ম্মবা। বিণ। ২। হিঙ্। বি; ক্লীব। ৩। জীরক, জীরা; সৌবর্চ্চল লবণ; কৃষ্ণৌষধি; কাসমর্দ্দ। জৄ+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জরতী—জরাগ্রস্তা, বৃদ্ধা, প্রাচীনা। জৄ+শতৃ কর্ত্তৃবা (=জরৎ)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

জরদ, জরদা—পীতবর্ণ, হলুদে রঙ। ফার্সী। বি।

জরদা, জর্দা—পানের সহিত খাইবার সুগন্ধি তামাক-চূর্ণবিশেষ। ফার্সী 'জরদ্'-শব্দজ। বি।

জরদ্গব—বৃদ্ধ ষাঁড়; সর্ব্ববিষয়ে অক্ষম ও অলস ব্যক্তি। কর্ম্মধা। জরন্ (জরৎ) গো, কর্ম্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

জরদ্গবী—বৃদ্ধা গাভী। জরদ্গব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জরন্ত—১। বৃদ্ধ, জীর্ণ। বিণ; পুং বা ক্লীব। ২। মহিষ। জৄ+অন্ত (ঝচ্) কর্তৃবা। বি; পুং।

জরা—১। বার্দ্ধক্য, জীর্ণতা; শরীরের শিথিল অবস্থা। জৄ+অঙ্ ভাববা+আপ্। ২। জরিয়া যাওয়া, জীর্ণ হওয়া। 'জৄ'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

জরাগ্রস্ত—বার্দ্ধক্য যাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এমন, অত্যধিক বৃদ্ধ হওয়ার জন্য একান্ত দুর্ব্বল। ৩য়াতৎ। বিণ।

জরাজীর্ণ—বার্দ্ধক্যে নিতান্ত শক্তিহীন, বার্দ্ধক্যে অবসন্ন, বৃদ্ধ হওয়ায় একান্ত দুর্ব্বল। ৩য়াতৎ। বিণ। [ক্রি।

জরান—জীর্ণ করা, জরাইয়া ফেলা। বাং

জরাভীরু—বার্দ্ধক্য আসিবে বলিয়া যে ভয় পায় এমন, বার্দ্ধক্যভীত। জরা হইতে ভীরু, ৫মীতৎ। বিণ। [পুং।

জরামৃত্যু—বার্দ্ধক্য এবং মরণ। দ্বন্দ্ব। বি;

জরায়ু—গর্ভাশয়, যে থলির মধ্যে গর্ভের সঞ্চার হয় তাহা; জটায়ু পক্ষী; ভ্রূণ, গর্ভ; অগ্নিজার বৃক্ষ। জরা (শিথিলতা) ইত (প্রাপ্ত) হয় যাহা, উপতৎ; জরা—ই+ঞুণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

জরায়ুজ—গর্ভাশয় হইতে জাত (viviparous). জরায়ুতে জাত, জরায়ু ঘটিত। উপতৎ; জরায়ু—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

জরি, জরী—সোনালি বা রূপালি ফিতা বা সূতা। ফার্সী। বি। [ক্রি।

জরিজরি—জর্জ্জরিত হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

জরিদার, জরীদার—জরিযুক্ত, জরি-লাগান। জরি, জরী+দার যুক্তার্থে। বিণ।

জরিপ, জরীপ—জমীর পরিমাণ স্থির-করণ (survey). আর্বী। বি।

জরিপ-আমীন—যে ব্যক্তি জমীর পরিমাণ স্থির করে (surveyor). জরিপ-সাধক আমীন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

জরিমানা—অর্থদণ্ড। আর্বী 'জুরমানা'-শব্দজ। বি। [বিণ।

জরিষ্ণু—ক্ষয়শীল। জৄ+ইষ্ণু কর্তৃবা. শীলার্থে।

জরী (জরিন্)—জীর্ণ, বৃদ্ধ। জরা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—জরিণী।

জরু—স্ত্রী, পত্নী, ভার্য্যা। হিন্দী। বি।

জরুড়—দেহস্থ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নবিশেষ, জড়ুল। 'জটুল'-শব্দজ। বি।

জরুর—১। আবশ্যকতা, প্রয়োজন, দরকার। বি। ২। অবশ্য, নিশ্চিত। আর্বী। অব্য; ক্রি-বিণ। [মূলক। বি।

জরুরৎ—প্রয়োজন, তাগিদ। আর্বী-

জরুরী—অত্যাবশ্যক, অতি প্রয়োজনীয় (urgent). জরুর+ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

জর্জ্জ(র্জ)র—১। ব্যথিত, কাতর; নিপীড়িত, ক্ষতবিক্ষত ('অস্ত্রাঘাতে—'); জীর্ণ; বিশীর্ণ। জর্জ্+অরন্ কর্তৃবা। বিণ।

জর্জ্জ(র্জ)রিত—জর্জ্জর (সকল অর্থে)। জর্জ্জর+ণিচ্ (='জর্জ্জরি' নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

জর্জ্জ(র্জ)রীভূত—জর্জ্জরিত; জীর্ণ; জর্জ্জর অবস্থাপ্রাপ্ত। জর্জ্জর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=জর্জ্জরী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

জর্দা—'জরদা' দ্রঃ।

জল—১। সলিল, বারি; গন্ধদ্রব্যবিশেষ; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান; পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র। বি; ক্লীব। ২। জড়; শীতল; প্রাঞ্জল; তরল; শান্ত; ব্যর্থ। জল্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ৩। জলখাবার। বাং প্র। বি। **জল উঠা**—ভিতরে জল প্রবেশ করা (ভাঙ্গা নৌকায় জল উঠে)। **জল ভাঙ্গা**—জল বাহির হইয়া আসা; জলের ভিতর দিয়া হাঁটা। **জল খরচ করা**—শৌচ করা। **জল খাওয়া**—জলপান করা, টিফিন খাওয়া, সামান্য পরিমাণ আহার্য্য গ্রহণ করা। **জল না গলা**—অত্যন্ত কৃপণতা প্রকাশ করা। **জল মরা**—উত্তাপে জল শুকাইয়া যাওয়া। **জল সওয়া, জল সাধা**—বিবাহাদি কার্য্যে প্রতিবাসীর বাড়ী হইতে জলসংগ্রহরূপ মঙ্গলাচার করা। **জল সরা**—জল নির্গত হওয়া; নিত্য ব্যবহার করা। **জল হওয়া**—বৃষ্টি পড়া; সন্তুষ্ট হওয়া; সহজ হওয়া; বিগলিত হওয়া (গলিয়া জল হওয়া)। **জলে ফেলা**—অপাত্রে দান করা; বৃথা নষ্ট করা। **জলে যাওয়া**—বৃথা কার্য্যে ক্ষয় পাওয়া, বৃথা নষ্ট হওয়া। **জলের দামে**—অতি সস্তায়।

জলকণ্টক—পানিফল; কুম্ভীর। জলের কণ্টক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলকর—১। যে জমির উপর নদী পুষ্করিণী দীঘি ডোবা প্রভৃতি থাকে তাহা হইতে প্রাপ্য রাজকর। জলসংক্রান্ত কর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহা হইতে জল উৎপন্ন হয় এমন, জলোৎপাদক। উপতৎ; জল—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

জলকল্ক—কাদা, কর্দ্দম, পঙ্ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [তরঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলকল্লোল—জলের কলকলধ্বনি, জলের

জলকষ্ট—জলের অভাবে ক্লেশ। জলজনিত কষ্ট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জলকান্ত—সমুদ্র; জলাধিষ্ঠাতা বরুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলকুন্তল, -কেশ—শেওলা, শৈবাল।

জলকূর্ম্ম, -কূর্ম—শুশুক, শিশুমার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলকেলি, -ক্রীড়া—নদী প্রভৃতির জলে নামিয়া খেলা করা, জলবিহার। জলে কেলি, ক্রীড়া, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলকেশ—'জলকুন্তল' দ্রঃ।

জলক্রীড়া—'জলকেলি' দ্রঃ।

জলখাবার—অল্প আহার্য্য, জলযোগের দ্রব্য। বাং প্র। বি।

জলগ—জলগত, জলমগ্ন। উপতৎ; জল—গম্+ড কর্তৃবা। বিণ।

জলগণ্ড—জলময় ভূমি, বিল, জলা। বাং প্র। বি।

জলগণ্ডূষ—এক অঞ্জলি জল; পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে প্রদত্ত তর্পণ-জল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জলগর্ভ(র্ত্ত)—১। জলের তল, জলনিম্নভাগ, জলের অভ্যন্তর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। অভ্যন্তরে জলবিশিষ্ট, সজল। জল গর্ভে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জলগৃহ—পুষ্করিণী বা সরোবরের মধ্যস্থিত ঘর, জলমধ্যস্থ বিহারগৃহ, জলটুঙ্গি। জলস্থ গৃহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জলচর—১। জলজন্তু; মৎস্য; মীনরাশি। বি; পুং। ২। জলে বিচরণকারী। উপতৎ; জল—চর্+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

জলচল—যাহার হাতের জল উচ্চবর্ণের লোকদের ব্যবহারযোগ্য এরূপ। জল চলে (অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জলচারী (-চারিন্)—জলে বিচরণকারী। উপতৎ; জল—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী।

জলচৌকি, -চৌকী—ছোট নীচু চৌকিবিশেষ (ইহাতে সাধারণতঃ বাসনাদি ধুইয়া রাখা হয় কিংবা বসিয়া স্নান করা বা পা ধোওয়া হয়)। বাং প্র। বি।

জলচ্ছত্র, -ছত্র—জল দানের স্থান। 'জলসত্র'-শব্দজ। বি।

জলছবি—জল দিয়া যে ছবি অপর কাগজে উঠান যায় তাহা, জলসংযোগে উত্তোলনীয় ছবি। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

জলজ—১। পদ্ম; ক্ষারবিশেষ। বি; ক্লীব। ২। শঙ্খ। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। জলজাত। উপতৎ; জল—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

জলজন্তু—জলের জীব, যে জন্তু জলে জন্মে ও থাকে। জলবাসী জন্তু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

জলজন্ম (-জন্মন্)—পদ্ম। জলে জন্ম

জলজান—উদজান-নামক গ্যাস (hydrogen). বাং প্র। বি।

জলজীবী (-জীবিন্)—জেলে। উপতৎ; জল—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—জীবিনী।

জলজীয়ন্ত, -জ্যান্ত—পূর্ণ সজীব; স্পষ্ট;

প্রত্যক্ষ সত্য, যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে এরূপ [জলে মৎস্যকে যেরূপ জীয়ন্ত দেখা যায়, সেইরূপ যে সত্য চক্ষুর গোচর হয়, এই অর্থে কথাটি তৈয়ারী হইয়াছে]। বাং প্র। বিণ।

জলঝড়—বৃষ্টি এবং ঝটিকা। দ্বন্দ্ব। বি।

জলটুঙ্গি(ংগি)—জলগৃহ, জলমধ্যস্থ ঘর। ৭মীতৎ। বি। [পুং।

জলডিম্ব—শামুক, শম্বুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

জলঢোঁড়া—জলবিহারী নির্ব্বিষ সর্প-বিশেষ। জলে (খাদ্য) ঢোঁড়ে (খোঁজে) যে, উপতৎ। বি।

জলতরঙ্গ(ংগ)—১। জলের ঢেউ, জল-লহরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। একপ্রকার বাদ্য; জলপূর্ণ পাত্রে আঘাত দ্বারা একপ্রকার মধুর শব্দ উৎপাদন; চুড়ি শাড়ী প্রভৃতির উপর একপ্রকার নক্সা। বাং প্র। বি। [ক্রি।

জলতহি—জ্বলে; জ্বলিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র।

জলত্রা—ছাতা, ছত্র। উপতৎ; জল—ত্রৈ+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

জলত্রাস—জল হইতে ভয়, জল দেখিয়া ভয় পাওয়া, জলাতঙ্ক (ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুক্কুরে দংশন করিলে এই রোগ হয় (hydrophobia). জল হইতে ত্রাস, ৫মীতৎ। বি; পুং।

জলদ—১। মেঘ; মুস্তক বা মুথা; কর্পূর। বি; পুং। ২। জলদাতা। উপতৎ; জল—দা+ক কর্তৃবা। বিণ। ৩। শীঘ্র, সত্বর। আর্বী 'জল্দ্'-শব্দজ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

জলদকাল—বর্ষাকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ,—লীন। [যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

জলদক্ষয়—শরৎকাল। জলদের ক্ষয়

জলদস্যু—নৌকা বা জাহাজযোগে জলপথে যাহারা ডাকাতি করে; বোম্বেটে। জল-বিহারী দস্যু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জলদাগম—যে কালে মেঘের উদয় হয়, বর্ষাকাল। জলদের আগম যথন, বহুব্রী। বি; পুং। ['জল্দ্'-শব্দজ। ক্রি বিণ।

জলদি, জলদী—তাড়াতাড়ি। আর্বী

জলদুর্গ—জলবেষ্টিত দুর্গ, পরিখাবেষ্টিত সৈন্যাবাস, চারিদিকে খাল-কাটা দুর্গ। জলবেষ্টিত দুর্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জলদেবতা—বরুণ। জলের দেবতা, ৬ষ্ঠী-তৎ; অথবা, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [প্র। বি; পুং।

জলদোষ—কোষবৃদ্ধি রোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং

জলদোদয়—মেঘোদয়, মেঘের আবির্ভাব। জলদের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলদ্বীপ—জলপ্রধান দ্বীপ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জলদ্রোণী—জলসেচনের পাত্র, ডোঙা। জলসেচনী বা জলোত্তরণী দ্রোণী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জলধর—১। মেঘ; সমুদ্র; মুস্তাঘাস; তিনিশবৃক্ষ। বি; পুং। ২। জলধারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জলধরপটল—মেঘরূপ চাল, শূন্যস্থিত মেঘাবরণ; মেঘমালা, মেঘশ্রেণী। জলধররূপ পটল, রূপক কর্ম্মধা; অথবা, জলধরের পটল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জলধরমালা—মেঘশ্রেণী; প্রতিপাদে দ্বাদশ-অক্ষরযুক্ত ছন্দোবিশেষ। জলধরের মালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলধারা—বারিপ্রবাহ, অবিচ্ছিন্নভাবে বহমান জলরাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলধি—সমুদ্র; সংখ্যাবিশেষ, শতলক্ষ কোটী। উপতৎ; জল—ধা+কি অধিবা। বি; পুং।

জলধিকুমারী—সমুদ্রের কন্যা; (সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া) লক্ষ্মীদেবী ("একদিন শনিসহ জলধিকুমারী"—কাশীরাম)। জলধির কুমারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলধিগা—নদী। উপতৎ; জলধি—গম্+ড কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

জলধিজ—১। চন্দ্র। বি; পুং। ২। সমুদ্রোৎপন্ন, সাগরজাত। উপতৎ; জলধি—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

জলধিজা—১। লক্ষ্মী। জলধি—জন্+ড কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সাগর-জাতা। জলধিজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জলনালী, -প্রণালী—জল যাইবার পথ; নর্দ্দমা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলনিকাশ—জলের বহির্গমন, জল বাহির হইয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

জলনিধি—সমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলনির্গম—১। জলপথ; নর্দ্দমা। জলের নির্গম যাহা দ্বারা, বহুব্রী। ২। জলের নিঃসরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলনির্গমনী—জল বাহির হইয়া যাওয়ার নর্দ্দমা বা নালা, জলনালী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলনীলিকা, -নীলী—শেওলা, শৈবাল। উপতৎ; জল—নীলি+অণ্ কর্তৃবা+ঈপ্; ১ম পক্ষে, কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

জল-পড়া—দগ্ধস্থানের জ্বালা দূর করিবার অথবা অজীর্ণাদি রোগ উপশম করিবার নিমিত্ত মন্ত্রপূত জল। পড়া জল, কর্ম্মধা। বি।

জলপতি—বরুণ; সমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলপথ—১। জল যাইবার পথ, জলমার্গ। জলের পথ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। নদী বা সমুদ্রে জাহাজাদি চলিবার নির্দ্দিষ্ট রাস্তা। জলে পথ, ৭মীতৎ +অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

জলপাই—অম্লরসবিশিষ্ট একপ্রকার ফল। বাং প্র। বি।

জলপাত্র—১। জলের আধার, জল রাখিবার কলসী ঘটি প্রভৃতি; জলপান করিবার নিমিত্ত গেলাস প্রভৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। উপপত্নী, রক্ষিতা নারী। গ্রাম্য প্রঃ। বি।

জলপান—১। জল খাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। জল-খাবার, মুড়িমুড়কি প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য। বাং প্র। বি।

জলপানি, -পানী—জলখাবারের খরচ; ছাত্রবৃত্তি (scholarship). জলপান+ই, ঈ তাদর্থ্যে। বি।

জলপারাবত—পক্ষিবিশেষ, পানকৌড়ি। জলবিহারী পারাবত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জলপিঁপিঁ, -পিপি—জলাশয়তীরবাসী বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ [উহার 'পিঁ-পিঁ' রব হইতে ঐরূপ নাম হইয়াছে]। বাং প্র। বি।

জলপীঁড়ি—১। যে আসনে বসিয়া পা ধোওয়া হয় তাহা। মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। পাদ্য এবং আসন, পা ধুইবার জল এবং বসিবার আসন। দ্বন্দ্ব। বি।

জলপুষ্প—পদ্ম প্রভৃতি জলজাত পুষ্প। জল-জাত পুষ্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জলপ্রণালী—'জলনালী' দ্রঃ।

জলপ্রদান—জলদান; প্রেতোদ্দেশে জল-দান, প্রেত-তর্পণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জলপ্রপাত—পর্ব্বতাদির অত্যুচ্চ স্থান হইতে সহসা নিম্নে পতিত জলরাশি; পর্ব্বতাদির উচ্চস্থান হইতে জলস্রোতের সবেগে নিম্নে পতন (waterfall). ৬ষ্ঠিতৎ। বি; পুং।

জলপ্রবাহ—জলস্রোত, অবিচ্ছিন্ন ধারায় জলের বহিয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলপ্রান্ত—জলের কিনারা, জলসমীপস্থ স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলপ্রিয়—১। চাতকপক্ষী; মৎস্য। বি; পুং। ২। যে অধিক জল পান করিতে ভালবাসে এমন; তৃষ্ণার্ত্ত। জল প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জলপ্লাবন—বন্যা, জলে দেশ ভাসিয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [৩য়াতৎ। বিণ।

জলপ্লাবিত—জলে মগ্ন, জলে ঢাকা।

জলবন্ধ, -বন্ধক—বাঁধ, নদী প্রভৃতির জল-বেগ আটকাইবার জন্য ইট পাথর বা কাষ্ঠ দ্বারা তৈরি একপ্রকার পুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলবায়ু—দেশের জলবাতাসের অবস্থা, আবহাওয়া। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জলবাহ—১। মেঘ; কর্পূর। বি; পুং। ২। জলবহনকারী। উপতৎ; জল—বহ্+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাহী।

জলবাহক—১। জলবহনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—বাহিকা।

জলবাহিত—যাহা জলের সাহায্যে সংক্রমিত হয় এমন (water-borne) ('—ব্যাধি')। জলদ্বারা বাহিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

জল-বিছাটি, -বিছুটি—জলে ভিজান বিছুটিগাছ [জলবিছুটি দ্বারা প্রহার শাস্তিরূপে গণ্য করা হয়; কারণ, জলে ভিজান বিছুটি দ্বারা প্রহার করিলে তীব্র জ্বালা উপস্থিত হয়]। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

জলবিজ্ঞান—জলসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান, জলবিষয়ক তত্ত্ব। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জলবিড়াল—উদ্বিড়াল, ভোঁদড়। জল-বিহারী বিড়াল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জলবিভাজিকা—(ভূগোল) যে রেখা দুইটি নদীর অববাহিকাকে পৃথক্ করে তাহা; যে অঞ্চলে বিভিন্ন নদীর উৎপত্তি হয় তাহা (water-shed). জলের বিভাজিকা, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী। [বা ক্লীব।

জলবিম্ব—জলের বুদ্বুদ্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং

জলবিষুব—(জ্যোতিষ) হেমন্তকালে যখন দিবারাত্র সমান হয়, (প্রাচীন মতে) কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি, (আধুনিক মতে) ২৩-এ সেপ্টেম্বর (Autumnal Equinox). জলা-বসায়ক বিষুব (যাহাতে দিনরাত্রি সমান সেই কাল), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জলবিহার—জলকেলি, জলক্রীড়া, জলে নামিয়া খেলা। ৭মীতৎ। বি; পুং।

জলবুদ্বুদ—জলবিম্ব, জলের ভুড়ভুড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জলবোমা—শত্রুর ডুবো-জাহাজকে ঘায়েল করিবার জন্য জাহাজ হইতে সমুদ্রমধ্যে যে বিস্ফোরক পদার্থ ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা (depth charge). জলের বোমা, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি। [বিণ।

জলভস্কা—জলে ভরা, পান্‌সে। বাং প্র।

জলভীতি—জল হইতে ভয়; জলাতঙ্ক রোগ। ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলভূত—জলবাসী পিশাচ। জলবাসী ভূত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি; পুং।

জলভৃৎ—১। মেঘ; কর্পূরবিশেষ। বি; পুং। ২। জলধারক। উপতৎ; জল—ভৃ+ক্বিপ্, কর্ত্তৃবা। বিণ। [বি; স্ত্রী।

জলভ্রমি—জলের পাক, আবর্ত্ত। ৬ষ্ঠীতৎ।

জলমগ্ন—যাহা জলে ডুবিয়া গিয়াছে এমন; জলপ্লাবিত, জলময়। ৭মীতৎ। বিণ।

জলমজ্জন—জলে ডুবিয়া যাওয়া। ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

জলমণ্ডল—(ভূতত্ত্ব) ভূত্বকের যে অংশে জল আছে তাহা (hydrosphere)—ইহার গভীরতা প্রায় ৫½ মাইল। জলের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জলময়—জলপূর্ণ, জলবহুল; জলস্বরূপ। জল+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে, স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

জলমসি—মেঘ। জলমিশ্র মসি (কালি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জলমুক্ (-মুচ্)—মেঘ। উপতৎ; জল—মুচ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জলমুহরি, -মুহান—জল বাহির হইবার মুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [বহুব্রী। বি; পুং।

জলমূর্ত্তি(র্তি)—শিব। জল মূর্ত্তি যাঁহার,

জলযন্ত্র—জল তুলিবার কল; ধারাযন্ত্র; কৃত্রিম ফোয়ারা; জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত যন্ত্র-বিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জলযাত্রা—১। জলের নিমিত্ত গমন, জল আনয়নার্থ যাত্রা। জলনিমিত্তিকা যাত্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। জলোপরি গমন, জাহাজ নৌকা ইত্যাদিতে জলপথে গমন। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলযান—জলপথে যাতায়াত করিবার নৌকা জাহাজ ইত্যাদি। জলের যান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জলযুদ্ধ—জলমধ্যে জাহাজ প্রভৃতি আরোহণ করিয়া যে যুদ্ধ হয় তাহা। জলে যুদ্ধ, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

জলযোগ—১। সামান্য আহার্য্য গ্রহণ, জলখাবার খাওয়া। বাং প্র। বি। ২। বৃষ্টি হইবার সময়, অম্বুবাচী প্রভৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলরস—লবণ। জলের রস (আস্বাদ, সার-ভাগ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

জলরোধক—(রসায়ন) যাহা জল আটকাইয়া রাখিতে পারে এমন (watertight). জলের রোধক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —রোধিকা।

জলশয়, জলশয়ী (-শয়িন্)—১। বিষ্ণু। বি; পুং। ২। জলস্থিত। উপতৎ; জল—শী+অচ্, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শয়া, —শয়িনী।

জলশুক্তি—শম্বুক, শামুক। জলের শুক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [ক্লীব।

জলশূক—শৈবাল, শেওলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

জলশূকর—কুম্ভীর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলশৌচ—ছোঁচান। জলদ্বারা শৌচ, ৩য়া-তৎ। বি; ক্লীব।

জলসত্র—পথিকদিগকে জলদান করিবার স্থান, পানীয়শালা, জলছত্র; পথিকদিগকে জলপ্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জলসম—(পদার্থবিদ্যা) জলের উপরি-পৃষ্ঠের ন্যায় সমতল (level). জলের সম, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জল-সরা—যাহা হইতে জল বাহির হইয়াছে এমন ('—দই', '—কালি')। জল সরে যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

জলসর্পিণী—জোঁক। উপতৎ; জল—সৃপ্ (চলা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জলসা—নাচগান প্রভৃতির মজলিস; আনন্দ-সম্মিলন। আর্বী। বি।

জলসাৎ—জলে নিক্ষিপ্ত; জলে পরিণত। জল+সাৎ। অব্য।

জলসার—১। জলমাত্রাবশিষ্ট। জল সার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সর্পদষ্ট ব্যক্তির মস্তকে ও শরীরে প্রচুর জল ঢালিয়া চিকিৎসাবিশেষ, সর্পদষ্ট ব্যক্তির অন্তিম অবস্থার চিকিৎসা। বাং প্র। বি।

জলসিক্ত—ভিজা, আর্দ্র। জল দ্বারা সিক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

জলসেক, -সেচন—১। জল ছিটাইয়া দেওয়া; শস্যক্ষেত্রে জল-সরবরাহ (irrigation). জল দ্বারা সেক, সেচন (সিক্তকরণ), ৩য়াতৎ। ২। জল ছেঁচা। জলের সেক, সেচন (ক্ষরিত করণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

জলস্তম্ভ—স্তম্ভাকারে পতিত বা উৎক্ষিপ্ত জলরাশি (waterspout). জলের স্তম্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলস্তম্ভন—মন্ত্রাদি দ্বারা জলের গতি প্রভৃতির নিবারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জলস্থল—১। জলাশয়, জলাধার। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জলভাগ ও স্থলভাগ। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

জলস্ফীতি—জোয়ার, পূর্ণিমা-অমাবস্যায় সমুদ্রাদির জলবৃদ্ধি। জলের স্ফীতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জলস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—জলের প্রবাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জলহরি—জলাশয়, জলাধার, পুষ্করিণী প্রভৃতি। বাং প্র। বি।

জলহস্তী (-হস্তিন্)—বৃহৎ জলজন্তুবিশেষ, হিপ্পোপটেমাস (hippopotamus). ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং। স্ত্রী, —হস্তিনী।

জলহাওয়া—জলবায়ু (তাহা দ্রঃ)।

জলহারা—জলশূন্য ("জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত"—রবীন্দ্রনাথ); শুষ্ক। জল হারাইয়াছে যাহা, উপতৎ। বিণ।

জলহাস—ফেন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলা—জলপ্লাবিত স্থান, জলময় স্থান; জলময় ভূমি, বিল। জল+আ প্লাবিতার্থে, যুক্তার্থে। বিণ বা বি।

জলাকর্ষী (-কর্ষিন্)—(রসায়ন) বায়ুর আর্দ্রতামাপক (hydroscopic). জলের আকর্ষী (-কর্ষিন্), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জলাচরণীয়—জলচল, যাহার হাতের জল উচ্চবর্ণের ব্যবহারযোগ্য এরূপ। বাং প্র। বিণ।

জলাঞ্জলি—আঁজলাপূর্ণ জল; শবদাহের পর প্রেতের প্রীত্যর্থে জলদান; (তাহা হইতে)

সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন; চিরতরে বিদায়; অপব্যয়। জলের অঞ্জলি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলাতঙ্ক—ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুকুরের দংশনে জাত রোগবিশেষ; জল দেখিয়া ভয় পাওয়া (hydrophobia). জল হইতে আতঙ্ক, ৫মীতৎ। বি; পুং।

জলাত্যয়—১। বর্ষার অন্ত; শরৎকাল। জলের অত্যয় (নাশ) যাহাতে, বহুব্রী। ২। জলনিঃসরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলাধার—১। জলাশয়, যাহাতে জল থাকে; সমুদ্র; জলপাত্র। জলের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। জলস্থিত। জল আধার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জলাধিপ, -ধিপতি—বরুণ। জলের অধিপ, অধিপতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলাবর্ত্ত(র্ত)—ঘূর্ণিজল; জলের পাক। জলের আবর্ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলাভেদ্য—যাহার ভিতর দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না এমন (waterproof). জলের অভেদ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জলার্ক—জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য। জলবিম্বিত অর্ক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জলার্থী (-র্থিন্)—তৃষ্ণার্ত্ত, পিপাসাকুল; জলাভিলাষী। উপতৎ; জল—অর্থ+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্থিনী।

জলার্দ্র—জলে ভিজা। জল দ্বারা আর্দ্র (ভিজা), ৩য়াতৎ। বিণ।

জলাশয়—জলপূর্ণ স্থান, পুকুর খাল বিল নদী প্রভৃতি। জলের আশয় (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলীয়—(রসায়ন) জলের মত তরল; জল-পূর্ণ; জলজাত; জলসম্বন্ধীয় (aqueous). জল+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

জলুশ, জলুস—দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য। আর্বী। বি।

জলেচর—হংস বক প্রভৃতি জলচর পক্ষী। অলুক্ উপতৎ; জলে—চর্+ট কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—চরী।

জলেন্ধন—বাড়বাগ্নি, সমুদ্রজলে জাত অনল, সমুদ্রগর্ভের অগ্নি। জল ইন্ধন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

জলেবাহ—ডুবুরি, যে জলমগ্ন হইয়া জলস্থিত পদার্থ অবলোকন করে। জলে বাহ (গতি) যাহার, অলুক্ বহুব্রী। বি; পুং।

জলেশ—১। সমুদ্র; বরুণ। বি; পুং। ২। জলের অধিষ্ঠাতা। জলের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জলেশয়—১। সমুদ্র; বিষ্ণু। বি; পুং। ২। জলস্থিত। অলুক্ উপতৎ; জলে—শী+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

জলেশ্বর—১। জলাধিপতি, বরুণ; সমুদ্র; শিবমূর্ত্তিবিশেষ। জলের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। তীর্থবিশেষ। জলেশ্বর (১)+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

জলো—জল-মিশানো, জলের মত পাতলা; ভিজা। জল+ও (<উয়া)। বিণ।

জলোকা—জোঁক। জল ওক (বাসস্থান) যাহার, বহুব্রী (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

জলোচ্ছ্বাস—জলের বৃদ্ধি, জোয়ার, নদী প্রভৃতির কূল অতিক্রম করিয়া জল উঠা। জলের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলোদর—পেটে জলসঞ্চাররূপ রোগ, উদরী। জলপূর্ণ উদর যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

জলোদরী—পেটের রোগবিশেষ, পেটে জল জমার ফলে পেট বড় হইয়া উঠা, উদরীরোগ। জলপূর্ণ উদর যাহা হইতে, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জলোদ্ভব—জলজাত, যাহা জলে জন্মে এমন। জল হইতে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জলৌকা, জলৌকাঃ (-কস্)—জোঁক, রক্তপা। জল ওক, ওকঃ (বসতি) যাহার, বহুব্রী (প্রথম পক্ষে)+আপ্। বি; স্ত্রী, পুং।

জলৌষধি—জলজাত ওষধি; ব্রাহ্মী শাক প্রভৃতি। জলজাতা ওষধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জল্‌জল্—উজ্জ্বলতা-প্রকাশ, দীপ্তি-প্রকাশ; জলবৎ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

জল্‌দি, জলদী—শীঘ্র, ত্বরা। আর্বী 'জলদ্'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

জল্প—পরমত-খণ্ডন করিয়া স্বমতস্থাপন; জল্পনা, জল্পন। জল্প্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

জল্পক—যে বেশী কথা বলে; বাচাল; বহু-ভাষী। জল্প্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—জল্পিকা।

জল্পন, জল্পনা—কথন, উক্তি; অনেক বকা, অনর্থক অনেক কথা বলা, বাচালতা; প্রস্তাব, সূচনা। জল্প্+অনট্ ভাববা; জল্প্+অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—জল্পিত।

জল্পিত—১। কথিত, উক্ত; প্রস্তাবিত। জল্প্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—জল্পন, জল্পনা। ২। জল্পন, কথন। জল্প্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

জল্লাদ—ঘাতক, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর হত্যাকারী। ফার্সী। বি।

জশম, জসম—হাতে পরিবার একরূপ গহনা, স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার্য্য অলঙ্কার-বিশেষ। হিন্দী। বি।

জহর—বিষ, গরল; জ্যোতির্ময় প্রস্তরখণ্ড। ফার্সী। বি।

জহরৎ—রত্ন, মণি প্রভৃতি। আর্বী 'জওহর'-শব্দের বহুবচন। বি।

জহরী, জহুরী—জহরৎ-ব্যবসায়ী; রত্ন-বণিক্; মণিমুক্তাদির পরিচয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। জহর+ঈ ব্যবসায় অর্থে, নিপুণার্থে। বি।

জহ্নুকন্যা, -তনয়া, -বালা, -সুতা—গঙ্গা। জহ্নুর (তন্নামক মুনির) কন্যা, তনয়া, বালা, সুতা, ৬ষ্ঠীতৎ। (জাহ্নবী দ্রঃ)। বি; স্ত্রী।

জহ্নুসপ্তমী—বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী (এই দিনে জহ্নুমুনি গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন)। জহ্নু-সম্বন্ধীয়া সপ্তমী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জা—ভাশুর বা দেবরের স্ত্রী, যাতা। 'যাতৃ'-শব্দজ। বি।

জাই—জাতীপুষ্প, চামেলী ফুল। 'জাতী'-শব্দজ। বি।

জাইগীর—রাজদত্ত নিষ্কর বা স্বল্পকর ভূমি। ফার্সী। বি।

জাইগীরদার—জায়গীরের অধিকারী ব্যক্তি, জায়গীরভোগী ব্যক্তি। জায়গীর+দার আছে অর্থে। বি।

জাইদাদ—সম্পত্তি। ফার্সী। বি।

জাউ—গলা ভাত; মণ্ড, মাড়। 'যবাগূ'-শব্দজ। বি।

জাওয়ান—বাঁচাইয়া রাখা; বাঁচান। বাং ক্রি।

জাওর—উদ্গার করিয়া পুনর্ব্বার চিবান; রোমন্থন। বাং প্র। বি। **জাওর কাটা**—রোমন্থন করা; (তাহা হইতে) একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উত্থাপন বা আলোচনা করা।

জাওলা—মাছ ধরিবার একরকম যন্ত্র; যে সব মাছকে জীবন্ত অবস্থায় বঁড়শীতে গাঁথিয়া অন্য কোন বড় মাছ ধরা হয়; যে সব মাছকে তোলা-জলে বাঁচাইয়া রাখা যায়। হিন্দী 'জিউবালা'-শব্দজ। বি।

জাং—উরু। 'জঙ্ঘা'-শব্দজ। বি।

জাঁওয়াতি—জন্মপত্রিকা ("বালকের লেখে জাঁওয়াতি"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জাঁক—আড়ম্বর, সমারোহ; গর্ব্ব, দম্ভ; আস্ফালন। বাং প্র। বি। **জাঁক করা, দেখান**—গর্ব্ব প্রকাশ করা। **জাঁক দেওয়া**—পাকাইবার জন্য পাতা প্রভৃতি দিয়া ফল ঢাকিয়া রাখা; পচাইবার জন্য পাটগাছের অনেকগুলি আঁটি জলে ভিজাইয়া রাখা।

জাঁকজমক—আড়ম্বর, ঘটা। দ্বন্দ্ব। বি।

জাঁকড়—আবদ্ধ রাখা, গচ্ছিত রাখা; বাঁধা দেওয়া, ঋণ-পরিশোধের জন্য মহাজনের নিকট কোন বস্তু বা ভূসম্পত্তি গচ্ছিত রাখা। হিন্দী। বি। **জাঁকড়-বহি**—যে বহিতে জাঁকড়ে জিনিস দিবার হিসাব থাকে; পাকা হিসাবের খাতা।

জাঁকড়ী—গচ্ছিত; বাঁধা, আবদ্ধ। বাং প্র। বিণ।

জাঁকা—জমকাল হওয়া; চাপিয়া বসা; জমকিয়া বসা; আঁটিয়া ধরা। বাং ক্রি।

জাঁকান—১। জাঁকজমক করা; গুলজার

করা; জমকাল হওয়া; জাঁক দেওয়া। বাং ক্রি। ২। চাপ, ভার। কবিপ্র। বি।

জাঁকাল—জমকাল, আড়ম্বরযুক্ত, ঘটাপূর্ণ; বহিঃসম্ভ্রম-বিশিষ্ট। জাঁক+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ।

জাঁকুয়া, জেঁকো—অহঙ্কারী, গর্ব্বকারী, যে জাঁক জারি করে এমন। জাঁক+উয়া, ও বিশিষ্টার্থে। বিণ।

জাঁত—চাপ, উপরি ভারপ্রদান; জলসেচন করিবার নিমিত্ত দ্রোণীযন্ত্রে ব্যবহৃত দীর্ঘ বংশদণ্ড বা কাষ্ঠদণ্ড। 'যন্ত্র'-শব্দজ। বি।

জাঁতা—পেষণ-যন্ত্র, চাউল কলাই প্রভৃতি গুঁড়া করিবার যন্ত্র; আগুন জ্বালাইবার যন্ত্র-বিশেষ, ভস্ত্রা, হাপর। 'যন্ত্র'-শব্দজ। বি।

জাঁতাভাঙ্গা(ংগা), -ভাঙা—যাহা জাঁতায় ভাঙ্গা হইয়াছে এরূপ ('—আটা')। জাঁতায় ভাঙ্গা, ৩য়াতৎ। বিণ।

জাঁতী—সুপারী কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। 'যন্ত্রী'-শব্দজ। বি।

জাঁতীকল—ইন্দুর মারিবার জন্য জাঁতীর ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র। জাঁতী-সদৃশ বা জাঁতী-যুক্ত কল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

জাঁদরেল—সেনাপতি; মহাবীর পুরুষ; অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইং 'general'-শব্দজ। বি।

জাঁহাপনা—জগতের আশ্রয়স্থল (মুসলমান রাজা বা সম্রাটের প্রতি সম্বোধন)। জাঁহানের (জগতের) পনা (শরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। ফার্সী। বি।

জাঁহাবাজ—যে দমিবার পাত্র নয় এরূপ; দুঃসাহসিক, দুর্দ্দান্ত। ফার্সী। বিণ।

জাকাৎ—মুসলমান-ধর্ম্মমতে সঞ্চিত ধন-সম্পদের যে অংশ অবশ্যই দান করিতে হয় তাহা (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)। আর্বী 'যকাত'-শব্দজ। বি।

জাগ—১। পাট শণ প্রভৃতি জলে ডুবাইয়া রাখা; পাতা খড় প্রভৃতির মধ্যে রাখিয়া কলা আম প্রভৃতি ফল পাকাইবার জন্য চাপ দেওয়া। বাং প্র। বি। ২। জাগায়, জাগরিত করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ৩। জাগরিত থাক; নিদ্রা ত্যাগ কর। 'জাগৃ'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

জাগ-গান—পৌষের প্রথম হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত রাখাল-বালকদের রাত্রিকালে গীত গানবিশেষ। বাং প্র। বি।

জাগন—নিদ্রাভঙ্গ, জাগরণ, জাগা। জাগ্ +অন ভাববা। বি।

জাগন্ত—জাগরিত, যে জাগিয়া আছে এরূপ। জাগ্+অন্ত (বাং) কর্ত্তৃবা। বিণ।

জাগপ্রদীপ—পূজাদি কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার জন্য আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত দীপ। বাং প্র। বি।

জাগর—১। নিদ্রাভঙ্গ, নিদ্রা হইতে উত্থান; অনিদ্রা। জাগৃ+ঘঞ্ ভাববা। ২। বর্ম্ম। জাগৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। জাগরিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

জাগরণ—অনিদ্রা, সজাগ থাকা; অপ্রমাদ; কীর্ত্তন প্রভৃতি গানের অঙ্গবিশেষ; রাত্রিকালে গাহিবার গানবিশেষ। জাগৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

জাগর-স্বপ্ন—তন্ময়স্বভাবে কোন সুখকর বিষয়ের কল্পনা করণ (day-dream). জাগরের স্বপ্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জাগরা—জাগরণ, নিদ্রাভঙ্গ; অপ্রমত্ততা, সতর্কতা। জাগৃ+অপ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

জাগরিত—১। যে জাগিয়া আছে এরূপ; যাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে এরূপ। জাগৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। জাগরণ। জাগৃ+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

জাগরূক—জাগরণশীল; যে জাগিয়া আছে, হুঁশিয়ার সতর্ক, অপ্রমত্ত। জাগৃ+উক কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

জাগা—১। জাগরিত থাকা, না ঘুমান; সচেতন হওয়া; আত্মহিতে মনোযোগী হওয়া; মোহ দূর করা; স্মরণে রাখা। 'জাগৃ'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। জাগন্ত, সজাগ। জাগ্+আ কর্ত্তৃবা। বিণ।

জাগান—ঘুম ভাঙ্গান; সতর্ক করান; স্মরণ করান; জাগাইয়া রাখা। বাং ক্রি।

জাগীর—জাইগীর (তাহা দ্রঃ)।

জাগীরদার—জাইগীরদার (তাহা দ্রঃ)।

জাগ্রৎ—যে বা যাহা জাগিয়া আছে এমন, সজাগ, জাগরণশীল। জাগৃ+শতৃ কর্ত্তৃবা। বিণ।

জাগ্রত—সজাগ, বিনিদ্র। 'জাগ্রৎ'-শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ। বিণ। [শব্দজ। বি।

জাঙ, জাঙ্গ(ংগ)—ঊরু, জঙ্ঘা। 'জঙ্ঘা'-

জাঙ্গ(ংগ)ল—জঙ্গলসম্বন্ধীয়; বন্য, জঙ্গলী, অসভ্য, বনচর; বনবহুল বা তৃণবহুল, জঙ্গলময়। জঙ্গল+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—লী।

জাঙ্গ(ংগ)লি, জাঙ্গ(ংগ)লিক—১। জঙ্গলবাসী, বনবাসী। জঙ্গল+ইঞ্, ইক নিবাসার্থে। বিণ। স্ত্রী,—লী, —কী। ২। সাপুড়ে; বিষবৈদ্য। জঙ্গল+ইঞ্, ইক পরিশীলিত ইহার এই অর্থে। বি; পুং।

জাঙ্গ(ংগ)লী—১। জঙ্গলসম্বন্ধীয়া। বিণ; স্ত্রী। ২। বিষবিদ্যা; শূকশিম্বী; মনসাদেবী। জাঙ্গলি+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জাঙ্গা(ংগা)ল—আলি, সেতু, বাঁধ। 'জঙ্গাল'-শব্দজ। বি।

জাঙ্গি(ংগি)য়া, জাঙিয়া—যাহাতে ঊরু অবধি ঢাকা পড়ে এইরূপ ছোট পাইজামা-বিশেষ; ল্যাঙ্গোট, অন্তর্বাস। হিন্দী। বি।

জাঙ্ঘি—১। জঙ্ঘা, ঊরু। প্রাদে। বি। ২। পা, চরণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জাজিম—নক্সাদার বড় বিছানার চাদর; বিছানার নীচে পাতিবার বড় গদি। ফার্সী 'জাজ্‌ম্'-শব্দজ। বি।

জাজ্বল্যমান—অত্যুজ্জ্বল, দেদীপ্যমান, অতি স্পষ্ট। জ্বল্+যঙ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

জাট, জাঠ—রাজপুতানার হিন্দুজাতি-বিশেষ; ঘানিগাছের মধ্যস্থিত স্থূল কাষ্ঠখণ্ড; পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠার সময় তন্মধ্যে প্রোথিত দীর্ঘ এবং স্থূল কাষ্ঠখণ্ড; হুঁকার নলিচা। বাং প্র। বি।

জাঠর—১। পেটসম্বন্ধীয়। জঠর+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। জঠরগত অগ্নি; কার্ত্তিকের অনুচরবিশেষ। বি; পুং।

জাঠা—১। লৌহযষ্টি; অস্ত্রবিশেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। তীর্থযাত্রিদল; পশ্চিম-ভারতের হিন্দুজাতিবিশেষ। হিন্দীমূলক। বি। [কবিপ্র। বি।

জাঠি, জাঠী—অস্ত্র; লৌহযষ্টি। প্রাঃ

জাড়—হিম, শীত। 'জাড্য'-শব্দজ। বি।

জাড়ি, জাড়ী—১। জাড়, শীত। 'জাড্য'-শব্দজ। ২। একপ্রকার বড় ঘড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জাড্য—জড়তা, মূর্খতা, অজ্ঞানতা; (পদার্থ-বিদ্যা) পদার্থের অন্তর্নিহিত যে শক্তি উহাকে স্থির অবস্থায় স্থির এবং গতিশীল অবস্থায় গতিশীল রাখে তাহা (inertia); শীতলতা, শৈত্য; স্তব্ধীভাব, আলস্য; বস্তুধর্ম্ম-বিশেষ; বস্তুর আপনা হইতে চলিবার বা গতিনিরোধের অক্ষমতা (inertia). জড় (শীতল)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। **জাড্য গ্যাস**—(রসায়ন) যে গ্যাস গ্যাস-বিধি লঙ্ঘন করে না (perfect gas).

জাৎ—আসল; (সমাসে অন্য শব্দ পরে থাকিলে) রাশীকৃত, একস্থানে রক্ষিত ('গুদাম—')। 'জাত'(২)-শব্দজ। বিণ।

জাত—১। যে জন্মিয়াছে এমন, উৎপন্ন, সঞ্জাত, উদ্ভূত; প্রশস্ত; ব্যক্ত। জন্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। জাতি, বর্ণ; প্রকার; জাতিগত সামাজিক অধিকার। 'জাতি'-শব্দজ। **জাত খোয়ান, জাত-জন্ম খোয়ান**—নীচজাতীয় লোকের অন্নভোজনাদি দ্বারা নিজের জাতিধর্ম্ম নষ্ট করা। **জাত তোলা**—গালাগালিতে জাতির উল্লেখ করা। **জাত খাওয়া, মারা**—শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যাদি ভোজন করাইয়া জাতিনষ্ট করা; সতীত্ব নষ্ট করা; যাহাতে জাতি নষ্ট হইতে পারে এমন কলঙ্কসূচক কথা বলা বা নিন্দাজনক কার্য্য করা। **জাত যাওয়া**—শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যাদি আহার

করায় জাতিনাশ হওয়া। **জাতে তোলা**—জাতিচ্যুত ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্তাদি করাইয়া পুনরায় জাতির অন্তর্ভুক্ত করা। **জাতের বিচার**—ব্যক্তিবিশেষ কোন্ জাতির লোক তাহার অনুসন্ধান; মূল বিষয়ের আলোচনা। ৩। সমূহ; জন্ম, উৎপত্তি। জন্+ক্ত অধিবা, ভাববা। বি; ক্লীব। ৪। আসল, খাঁটি ('—সাপ'); অন্তর্গত; আবদ্ধ; ন্যস্ত। বাং প্র। বিণ। ৫। উৎসব, মেলা। 'যাত্রা'-শব্দজ। বি।

জাতক—১। জাত বালক; জাত বালকের শুভাশুভনির্ণায়ক গ্রন্থ; কোষ্ঠী; জাতকর্ম্ম, সংস্কারবিশেষ। জাত+কন্ স্বার্থে, হিতার্থে। বি; ক্লীব। ২। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থবিশেষ। বি; ক্লীব। ৩। উৎপন্ন। জাত+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—জাতিকা।

জাতকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), -কর্ম্ম—সংস্কারবিশেষ, নবজাত শিশুর নাভিচ্ছেদনের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষ। জাতবিষয়ক কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জাতক্রিয়া, -কৃত্য—জাতকর্ম্ম (তাহা দ্রঃ)। জাতসংক্রান্ত ক্রিয়া, কৃত্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

জাতক্রোধ—১। আজন্ম বিদ্বেষ; দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রুদ্ধভাব। বাং প্র। বি। ২। ক্রুদ্ধ, কুপিত। জাত ক্রোধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জাতজন্ম—জাতি ও কুল। দ্বন্দ্ব। বি।

জাতদন্ত—যাহার দাঁত বাহির হইয়াছে এরূপ। জাত দন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জাতপক্ষ—যাহার পাখা বা ডানা বাহির হইয়াছে এরূপ। জাত পক্ষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জাতপত্র—১। জন্মপত্রিকা, কোষ্ঠী। জাত (জন্ম)-বিষয়ক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার পাতা গজাইয়াছে এরূপ। জাত পত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জাতপুত্র—যাহার পুত্র জন্মিয়াছে এরূপ। জাত পুত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জাতবোষ্টম—বংশানুক্রমে বৈষ্ণব; গৃহী বৈরাগী। ৩য়াতৎ। বি।

জাতব্যবহার—বয়ঃপ্রাপ্ত, সাবালক, বিষয়কার্য্য করিবার অধিকারী। জাত হইয়াছে ব্যবহার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জাত-ভাই—স্বজাতি, এক জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। জাত (জাতি)-সম্পর্কে ভাই, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

জাতমাত্র—১। যে এইমাত্র জন্মিয়াছে এরূপ, সদ্যোজাত। জাতই এই বাক্যে, নিত্য। বিণ। ২। জন্মিবামাত্র, জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

জাতশত্রু—শত্রুবিশিষ্ট, যাহার অনেক শত্রু হইয়াছে এরূপ। জাত শত্রু যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জাতসাপ—অতিবিষধর সাপ, কেউটে বা গোখুরা সাপ। কর্ম্মধা। বি।

জাতাঙ্কুর—১। অঙ্কুরিত, যাহার কল বাহির হইয়াছে এরূপ। জাত অঙ্কুর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উৎপন্ন অঙ্কুর, নবাঙ্কুর। কর্ম্মধা। বি; পুং।

জাতাপত্যা—যে নারীর সন্তান জন্মিয়াছে এরূপ। জাত অপত্য যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জাতাশৌচ—১। পুত্রকন্যার জন্মজন্য অশৌচ, জননাশৌচ। জাত (জন্ম)-জনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। অশুচি-অবস্থাপ্রাপ্ত, অশৌচগ্রস্ত। জাত অশৌচ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জাতি—১। শ্রেণী, প্রকারভেদ; ব্রাহ্মণাদি বর্ণ; প্রাকৃতিক সীমারেখাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের একভাষাভাষী ও একসংস্কৃতিসম্পন্ন জনসমূহ (nation); জাতিগত সামাজিক অধিকার। জন্+ক্তি করণবা। **জাতি খাওয়া, মারা**—জাতি নষ্ট করা, জাতিভ্রষ্ট করা; সতীত্বনাশ করা। ('জাত' দ্রঃ)। ২। মালতীপুষ্প; আমলকী; কদলীপত্র; জাতিফল; রাগরাগিণীর সম্পূর্ণ ঔড়ব ও ষাড়ব এই তিনপ্রকার ভেদ; অলঙ্কারবিশেষ; ছন্দোবিশেষ, পদ্যের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ; ষড়্জাদি সপ্তস্বর; নিত্য এবং অনেকসমবেত ধর্ম্ম; একশ্রেণীস্থ যাবতীয় পদার্থের অসাধারণ ধর্ম্ম। জন্+ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা। ৩। জন্ম, উৎপত্তি। জন্+ক্তি ভাববা। ৪। চুল্লী, উনুন; গোত্র, বংশ। জন্+ক্তি অধিবা। বি; স্ত্রী।

জাতিকুল—জাতজন্ম। দ্বন্দ্ব। বি।

জাতিগত—কোন জাতির স্বভাবগত বা তাহার সম্বন্ধীয়; এক এক জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। জাতিকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

জাতিচ্যুত—জাতিভ্রষ্ট, সমাজবিরুদ্ধ কাজ করার জন্য যাহার জাতি গিয়াছে এরূপ। ৫মীতৎ। বিণ। বি,—চ্যুতি।

জাতিচ্যুতি—জাতিভ্রংশ, সমাজ বিরুদ্ধ কাজ করার জন্য জাতিনাশ। জাতি হইতে চ্যুতি, ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,—চ্যুত।

জাতিতত্ত্ব—বিভিন্নজাতিবিষয়ক সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, জাতিরহস্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জাতিধর্ম্ম(র্ম)—১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি জাতির নিজ নিজ আচারপদ্ধতি; ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্মবিশেষ; ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বস্তুর অসাধারণ গুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং তাহাদের পদ্ধতি ও পারলৌকিক বিশ্বাস। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জাতিধর্ম্ম(র্ম)নির্ব্বি(র্বি)শেষে—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে (তাহা দ্রঃ)।

জাতিধ্বংস, -নাশ—জাত যাওয়া, জাতিচ্যুতি, জাতি নষ্ট হওয়া; কোন জাতির সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জাতিপাত—জাত যাওয়া, জাতিনাশ, জাতিভ্রংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জাতিফল—জায়ফল। জাতিসংজ্ঞক ফল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জাতিবর্ণ—আর্য্য অনার্য্য প্রভৃতি জাতি এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি শাখা; ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং তাহাদের গায়ের রং। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জাতিবর্ণনির্ব্বি(র্বি)শেষে—বিভিন্ন জাতি এবং বর্ণের মধ্যে ভেদজ্ঞান না করিয়া, সকল জাতি এবং বর্ণের মধ্যে সমান ভাব দেখাইয়া। জাতিবর্ণের নির্ব্বিশেষ, ৬ষ্ঠীতৎ, এরূপে। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

জাতিবাচক—যাহা দ্বারা জাতি জানা যায় এমন, যাহা দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি অথবা মনুষ্য পশু ইত্যাদি একজাতীয় মানুষ জীব বা বস্তুকে বুঝায় এমন। জাতির বাচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জাতিবিদ্বেষ—কোন জাতির প্রতি হিংসা বা শত্রুতার ভাব। ৭মীতৎ। বি; পুং।

জাতিবিদ্যা—মানবজাতির ভিন্ন গোষ্ঠীর উৎপত্তি বিষয়ক বিজ্ঞান (Ethnology). জাতি-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জাতিবৈর—স্বাভাবিক শত্রুতা। জাতিগত বৈর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জাতিভেদ—ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের পার্থক্য, জাতির বিভিন্নতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [জাতিচ্যুতি। ৫মীতৎ। বি; পুং।

জাতিভ্রংশ—জাত যাওয়া, জাতিনাশ;

জাতিভ্রষ্ট—যাহার জাত গিয়াছে এমন, জাতিচ্যুত। ৫মীতৎ। বিণ।

জাতিরূপ—কোনও জাতি বা শ্রেণীর সকল বৈশিষ্ট্যযুক্ত যে কোন একটি ব্যক্তি বা বস্তু (type). জাতিগত রূপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জাতিসঙ্ক(ঙ্ক)র—বিভিন্নজাতীয় মাতাপিতা হইতে উৎপত্তি হেতু নানা জাতির মিশ্রণ, বর্ণসঙ্কর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জাতিসঙ্ঘ(ঙ্ঘ)—বিভিন্ন দেশের বহু জাতির সমবায়ে গঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (League of Nations). [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জাতিস্মর—যাহার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে এরূপ, পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্তস্মারক। জাতি (জন্ম অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম)—স্মৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

জাতী—মালতীফুল ; মালতীলতা ; যে লতার ফল জায়ফল। জাতি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

জাতীফল—জায়ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

জাতীয়—জাতিগত ; জাতি সম্পর্কিত ; সমান জাতিবিশিষ্ট, সজাতীয় ; (অন্য শব্দের পরে থাকিলে) প্রকারের। জাতি+ঈয় ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি,—য়তা। **জাতীয় সঙ্গীত**—জাতীয় ভাবে পূর্ণ লোকপ্রিয় সঙ্গীত (National Anthem).

জাতীয়তা—স্বজাতিপ্রীতি ; জাতির বৈশিষ্ট্য বা অধিকার (nationalism). জাতীয়+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

জাতীশ্বর—১। জাতির কর্তা। জাতির ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণ। জাতিমধ্যে ঈশ্বর, ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—রা, র—ী।

জাতেষ্টি—সন্তানের জন্ম হইলে যে যাগ করিতে হয়, জাতকর্ম্মসংস্কার। জাত (জন্ম)-সংস্কারার্থ ইষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

জাত্তির—যাত্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জাত্য—১। সদ্বংশীয়, শ্রেষ্ঠ ; কমনীয়, কান্ত। জাতি+যৎ সাধু অর্থে। বিণ। **জাত্য গ্যাস**—(রসায়ন) বিশুদ্ধতম গ্যাস (perfect gas). ২। সমকোণ চতুর্ভুজ ; আয়ত সমকোণ (rectangular). বিণ।

জাত্যন্ধ—জন্মান্ধ, আজন্ম দৃষ্টিহীন। জাতিতে (জন্ম) অন্ধ, ৭য়াতৎ। বিণ।

জাত্যভিমান—জাতির গর্ব্ব, উচ্চবংশে জন্মজনিত অহঙ্কার। জাতিজনিত অভিমান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

জাত্যভিমানী (-মানিন্)—উচ্চবংশে জন্মলাভ করায় অহঙ্কৃত ; জাত্যভিমানবিশিষ্ট। জাত্যভিমান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মানিনী।

জাত্যর্থ—জাতিগত বিশেষ গুণ (যথা, মানুষের জাত্যর্থ—'প্রাণিধর্ম্ম' ও 'বিবেক-বুদ্ধি') ; সামান্য অভিধান, যে অর্থে কোন কিছুর সাধারণ নাম ছাড়াও তাহার ধর্ম্ম বা লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয় তাহা (connotation). জাতিগত অর্থ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। [কবিপ্র। বি।

জাদ—বস্ত্র ; ফিতা, রেশমী-ফিতা। প্রাঃ

জাদা—১। পুত্র ('নবাব—')। বি ; পুং। স্ত্রী—জাদী। ২। জাত, জনিত। ফার্সী। বিণ।

জাদী—১। পুত্রী, কন্যা ('শাহা—')। বি ; স্ত্রী। ২। জাতা, জনিতা। ফার্সী। বিণ ; স্ত্রী।

জাদু—১। ভেল্কী, কুহক, মায়া। ফার্সী। বি। ২। শিশুর আদরের সম্বোধন। প্রাকৃত 'জাদ'-শব্দজ। বি।

জাদুকর—যাদুকর (তাহা দ্রঃ)।

জাদুঘর—যাদুঘর (তাহা দ্রঃ)।

জাদুমণি—যাদুমণি (তাহা দ্রঃ)।

জান—১। অবগত আছ ; জ্ঞাত হও। বাং ক্রি। ২। গমন করেন ; জানি ; জানে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ৩। সর্ব্বজ্ঞ ; দৈবজ্ঞ ; যে ভবিষ্যৎ গুণিতে পারে। 'জ্ঞা'-ধাতুজ। ৪। জীবন, প্রাণ ; সঙ্গীতে কোন রাগের বাদী সুর। ফার্সী। বি।

জানকী—সীতা, জনকনন্দিনী, রামপত্নী। জনক+অণ্, অপত্যার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

জানকীনাথ, -পতি—রামচন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জানত—১। জ্ঞানতঃ, জ্ঞাতসারে, জানিয়া। বাং প্র। অব্য। ২। জ্ঞাত, অবগত। 'জানৎ'-শব্দজ। বিণ। ৩। জানে। ("পাপ পরাণ মোর আন নাহি জানত"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জানন—অবগত, পরিজ্ঞাত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

জানপদ—১। গ্রাম্য ; জনপদসম্বন্ধীয়। জনপদ+অণ্, সম্বন্ধার্থে। ২। গ্রামে বা দেশে উৎপন্ন ; জনপদ হইতে আগত ; দেশান্তরাগত ; দেশস্থ ; জনপদবাসী। জনপদ+অণ্, ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দী। ৩। জনপদ, দেশ। জনপদ+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

জানবাচ্চা—পুত্রকলত্র, স্ত্রীপুত্র। (ফার্সী) জান ও (হিন্দী) বাচ্চা, দ্বন্দ্ব। বি।

জানবি, জানবিৎ—জ্ঞাত, অবগত। প্রাদে। বিণ।

জানলুঁ—জানিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জানসি—জান, অবগত আছ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জানা—১। অবগত, জ্ঞাত। জান+আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। বিদিত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া ; টের পাওয়া। বাং ক্রি।

জানাজানি—অনেকের মধ্যে প্রকাশ, পরস্পরের নিকট হইতে জানা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

জানান—১। জ্ঞাপন, অবগত করান। বাং ক্রি। ২। সংবাদজ্ঞাপন। জানা+ন ভাববা। বি।

জানানা, জেনানা—১। স্ত্রীজাতি ; অবরোধপ্রথা। বি। ২। স্ত্রীলোকদিগের উপযুক্ত। ফার্সী। বিণ।

জানালা, জান্‌লা—বাতায়ন, গবাক্ষ। পোর্তুগীজ 'janella'-শব্দজ। বি।

জানাশুনা—পরিচিত ; আলাপ-পরিচয়। বাং প্র। বিণ বা বি।

জানিত—পরিচিত। বাং প্র। বিণ।

জানু—হাঁটু, উরুসন্ধি। জন্+ঞুণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

জানুগতি—১। হামাগুড়ি, হাঁটুর উপর ভর দিয়া গমন। ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। হাঁটুর ভরে যাইয়া, হামাগুড়ি দিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

জানুফলক, -মণ্ডল—হাঁটুর মালুই। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; ক্লীব। [ক্লীব।

জানুচংক্রমণ—হামাগুড়ি। ৩য়াতৎ। বি ;

জানুয়ারী—ইংরাজী বৎসরের প্রথম মাস। ইং January. বি। [পুং।

জানুসন্ধি—হাঁটুর জোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

জানোয়ার—১। পশু, জন্তু। ফার্সী 'জানবর্'-শব্দজ। বি। ২। (লাক্ষণিক অর্থে) অজ্ঞ, পশুর মত মূর্খ। বাং প্র। বিণ।

জান্তব—প্রাণিজাত ; জন্তু-সম্বন্ধীয়। জন্তু+অণ্ জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী।

জান্তা—যে জানে, অভিজ্ঞ ('সব—')। হিন্দীমূলক। বিণ।

জান্নাৎ—স্বর্গ, বেহেশ্‌ত। আর্বী। বি।

জাপ—১। মন্ত্রোচ্চারণ, মন্ত্র জপ। জপ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। জপকর্ত্তা। জপ্+ণ কর্ত্তৃবা, বা জপ+অণ্ আছে অর্থে। বি ; পুং। ৩। জাপানবাসী ; জাপানদেশীয়। বৈদে। বিণ। [বিণ। স্ত্রী,—পিকা।

জাপক—জপকারী। জপ্+ণক কর্ত্তৃবা।

জাপটাজাপটি—পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া ধরা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

জাপটান—জড়াইয়া ধরা। বাং ক্রি।

জাপন—১। নিরসন, প্রত্যাখ্যান ; নিবর্ত্তন ; বশীকরণ ; জয় করান। জি+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। জপ করান। জপ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

জাফরান—কুঙ্কুম, কাশ্মীরজাত রংবিশেষ। আর্বী। বি।

জাফরি, জাফরী—ফাঁকবুননযুক্ত চাঁচ, মধ্যে ছিদ্রযুক্ত চাঁচ। আর্বী। বি।

জাব—১। গরুর খাবার জন্য কাটা খড়। বি। ২। সম্পূর্ণ সিক্ত। 'যবন'-শব্দজ। বিণ।

জাবড়া—সৌষ্ঠবহীন, অপরিষ্কৃত ; অত্যধিক ভিজা ("ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড়া।"—কৃত্তিবাস)। বাং প্র। বিণ।

জাবড়ান—জলে ডুবাইয়া ধরা, চুবান। বাং ক্রি।

জাবড়ীবুড়ী—সিঁদুর কড়ি ইত্যাদি দেওয়া গরুর মাথার হাড় (আঁতুড় ঘরের পিছনে বা নিকটে রাখা হয়)। বাং প্র। বি।

জাবনা—গরুর খাইবার জন্য কাটা খড়। বাং প্র। বি।

জাবর—রোমন্থন, চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। বাং প্র। বি। **জাবর কাটা**—চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা, রোমন্থন করা ; (লক্ষ্যার্থে) আলোচিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা।

জাবেদা, জাব্‌দা—বিচারপদ্ধতি ; বিচারপতির আদেশ ; বাঙ্গালা হিসাবের পাকা খাতা। আর্বী 'জাবিতাহ্'-শব্দজ। বি।

জাব্‌দাখাতা, -বহি—মহাজনের দৈনিক হিসাব-বহি। বাং প্র। বি।

জাম—১। ফলবিশেষ। 'জম্বু'-শব্দজ। বি। ২। বদ্ধ, রুদ্ধ। বাং প্র। বিণ। ৩। মরিচা, জং। ফার্সীমূলক। বি।

জামড়া—দরকচড়া; ঘেঁচড়া। বাং প্র। বি।

জামদগ্ন্য—পরশুরাম। জমদগ্নি+ষ্ণঞ্‌ অপত্যার্থে। বি; পুং।

জামদানি, -দানী—তাঁতে প্রস্তুত ফুল-তোলা শাড়ী। ফার্সী। বি।

জামবাটি—কাঁসার বড় বাটি। (ফার্সী) জাম+(হিন্দী) বাটি। বি।

জামরুল—রসবহুল একপ্রকার ফল ও তাহার গাছ। বাং প্র। বি।

জামা—কুর্ত্তা, কোট শার্ট পাঞ্জাবী প্রভৃতি। ফার্সী। বি। [বি।

জামাই—কন্যার পতি। 'জামাতৃ'-শব্দজ।

জামাই-ষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথি (আচারবশতঃ এই দিন জামাইকে নিমন্ত্রণাদি করা হয়)। বাং প্র। বি।

জামাতা (জামাতৃ)—কন্যার স্বামী, জামাই; স্বামী। জায়া—মা+তৃচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জামানত—জমানৎ, মুচলেকা, প্রতিভূ; জামিনস্বরূপ গচ্ছিত অর্থাদি। আর্বী। বি।

জামাল—রূপ। আর্বীমূলক। বি।

জামি, জামী—ভগিনী, বোন; কন্যা, দুহিতা; পুত্রবধূ; পতিব্রতা স্ত্রী। জন্‌+মি কর্ত্তৃবা; বিকল্পে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

জামিত্র—(জ্যোতিষ) বিবাহাদি কর্ম্মের সময় লগ্নের সপ্তম লগ্ন। জামি—ত্রৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

জামিন—অপরের জন্য দায়ী বা প্রতিভূ; জামিনস্বরূপ গচ্ছিত অর্থাদি। আর্বী। বিণ বা বি।

জামিনদার—যে অপরের জন্য জামিন হয় বা দেয়। জামিন+দার। বি।

জামিনদারি—জামিন দেওয়া, মুচলেকা দেওয়া। জামিনদার+ই কর্ম্মার্থে। বি।

জামিননামা—জামিন রাখিবার সর্ত্তসূচক পত্র। জামিন+নামা লিপি অর্থে। বি।

জামিয়ার—'জামেয়ার' দ্রঃ।

জামির—লেবু। 'জম্বীর'-শব্দজ। বি।

জামুড়া—হাত বা পায়ের তলার কড়া; কাঁচা অবস্থায় আঘাত পাওয়ায় ফলাদির কঠিনত্ব। বাং প্র। বি।

জামেয়ার, জামিয়ার—ফুলদার পশমী শীতবস্ত্র। ফার্সীমূলক। বি।

জাম্ববান্‌ (-বৎ), **জাম্বুবান্‌** (-বৎ)—ভল্লুকবিশেষ; ঋক্ষরাজ, শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর। জাম্ব, জাম্বু+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

জায়—বিবরণ, তালিকা, ফর্দ্দ; চালান, মূল্যসহ দ্রব্যাদির তালিকা (বিক্রেতার নিকট হইতে প্রাপ্ত) (invoice). ফার্সীমূলক। বি।

জায়গা—স্থান, ভূমি। ফার্সী। বি।

জায়গির, -গীর—রাজার দত্ত পুরস্কার-স্বরূপ নিষ্কর ভূসম্পত্তি, জাইগীর। ফার্সী। বি।

জায়গীরদার—জায়গীরের অধিকারী, জায়গীরের মালিক। জায়গীর+দার মালিক অর্থে। বি। [বিণ।

জায়দা—অধিক, অতিরিক্ত, বেশী। আর্বী।

জায়দাদ—সম্পত্তি, কোন কার্য্যের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ভূমিসম্পত্তির দান। ফার্সী। বি।

জায়ফল—পঞ্চকষায়ের অন্তর্গত ফলবিশেষ। 'জাতীফল'-শব্দজ। বি।

জায়মান—যে জন্মিতেছে এরূপ, উৎপদ্যমান। জন্‌+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

জায়া—স্ত্রী, ভার্য্যা, পত্নী। জন্‌+যক্‌ অধিবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

জায়াজীব—নট; বেশ্যাপতি। জায়া (পত্নী দ্বারা)—জীব্‌+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জায়ানুজীবী (-বিন্‌)—নট; বেশ্যাপতি; দরিদ্র; বকপক্ষী। জায়া—অনু—জীব্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জায়াপতি—স্ত্রীপুরুষ; দম্পতি। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জায়ু—ঔষধ, ভেষজ। জি+উণ্‌ কর্ত্তৃবা, যাহা রোগ জয় করে। বি; পুং।

জার—উপপতি। জৄ+ণিচ্‌ (লুক্‌)+ঘঞ্‌ কর্ত্তৃবা, যে পতিপ্রেম জারিত বা বিনষ্ট করে। বি; পুং।

জারক—হজমী, জীর্ণকারী, পরিপাচক; অম্লজানযুক্তকারী (oxidising); কিণ্বসত্ত্ব (তাহা দ্রঃ) (euzyme). জৄ+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—জারিকা। **জারক শিখা**—(পদার্থবিদ্যা) যে দীপশিখা কোন পদার্থকে দগ্ধ করিয়া অম্লজানযুক্ত (oxide) করিতে পারে তাহা (oxidising flame).

জারজ—বেজন্মা; উপপতিজাত পুত্র। উপতৎ; জার—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। [৫মীতৎ। বিণ।

জারজাত—উপপতি হইতে উৎপন্ন, জারজ।

জারজাতক—জারজাত, জারজ; বেজন্মা। জারজাত+কন্‌ স্বার্থে। বিণ।

জারণ—১। জীর্ণ করা, পরিপাক করা; লৌহাদি ধাতু পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিয়া ভস্ম করা। জৄ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। জীর্ণকারক। জৄ+ণিচ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জারল—১। দগ্ধ। বিণ। ২। দগ্ধ করিল।

জারা—১। জীর্ণ করা, পরিপাক করা; লৌহাদি ধাতু ভস্ম করা; দগ্ধ করা। বাং প্র। ২। প্রজ্বলিত করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জারি, জারী—১। ওষধিবিশেষ, জাড়ী। জৄ+ণিচ্‌+ইঙ্‌ করণবা, বিকল্পে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। জাঁক, বড়াই, গর্ব্ব, অহঙ্কার, দেমাক। বাং প্র। ৩। প্রচার, প্রকাশ; কার্য্যে পরিণতি, প্রবর্ত্তন। বি। ৪। প্রচারিত, প্রকাশিত; পরিণত; প্রবর্ত্তিত। আর্বী। বিণ। ৫। জর্জ্জরিত করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জারিজুরি, -জোরি—বাহাদুরি, প্রভাব; দম্ভ। আর্বীমূলক। বি।

জারিত—যাহা হজম করা হইয়াছে, জীর্ণীকৃত; ভস্মীকৃত ('—লৌহাদি')। জৄ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

জারী—'জারি' দ্রঃ।

জারুল—বৃক্ষবিশেষ। বাং প্র। বি।

জাল—১। জানালার ফাঁক, গবাক্ষের ছিদ্র। জল্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। মাছ বা পশুপাখী আটকাইবার জন্য সূতা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত ফাঁদ। জলে নিক্ষেপ করা হয় এই অর্থে জল+অণ্‌। **জাল গুটান**—জালে যাহা পড়িয়াছে তাহা টানিয়া সংগ্রহ করা; যাহা ছড়াইয়া আছে তাহা সংগ্রহ করা; কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা; কাজ হাসিল করিয়া পালান। ৩। রথাদির আবরণবিশেষ; গবাক্ষ, জানালা। বি; পুং বা ক্লীব। ৪। সমূহ; ইন্দ্রজাল; ছল, কপট; প্রতারণা; দম্ভ; পুষ্পকলিকা, কোরক; ক্ষুদ্রফল। জল্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; ক্লীব। ৫। কৃত্রিম, মিথ্যা; নকল। আর্বী। বিণ। **জাল করা**—প্রতারণার উদ্দেশ্যে নকল করা বা গড়া।

জালক—১। অস্ফুট পুষ্প, কলিকা; জাল; কৈশিক নাড়ি (capillary); ভূষণবিশেষ; দম্ভ; ছোট কুমড়া ইত্যাদি; কুলায়; মোচা। বি; ক্লীব। ২। জানালা, গবাক্ষ। জাল+কন তুল্যার্থে। বি; পুং।

জালকা—(জীববিদ্যা) জীবদেহের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার সংযোজক কোষ (capillaries). জাল+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; ক্লীব।

জালকারক—১। মাকড়সা; ধীবর, জেলে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। জালকারী, জালিয়াৎ। বাং প্র। বিণ। [বি; পুং।

জালকীট—মাকড়সা। মধ্যপ কর্ম্মধা।

জালজীবী (-জীবিন্‌)—ধীবর, জেলে। উপতৎ; জাল—জীব্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—জীবিনী।

জালতি—গরুর মুখের জাল; আম প্রভৃতি পাড়িবার জন্য জাল-ঘেরা পাত্র। বাং প্র। বি। [বি।

জালনা—বাতায়ন, জানালা (তাহা দ্রঃ)।

জালপাদ—যাহার পায়ের আঙ্গুল চামড়া দিয়া পরস্পরের সহিত জোড়া এমন, লিপ্তপাদ

(হাঁস প্রভৃতি প্রাণী)—(web-footed). জালবৎ পাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জালবাজ—নকল করিতে নিপুণ। জাল করিতে দক্ষ; প্রতারক। জাল+বাজ নিপুণার্থে। বিণ।

জালশিরা—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) আম কাঁটাল প্রভৃতির পাতার শিরা ও উপশিরাগুলি মিলিয়া যেরূপ জালের আকৃতি ধারণ করে তাহা (reticulate venation). জালাকৃতি শিরা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জালা—অলিঞ্জর, জল রাখিবার বড় পাত্রবিশেষ। ফার্সী 'জারূরা'-শব্দজ। বি।

জালি, জালী—১। নরম, অপরিপুষ্ট (ফল প্রভৃতি)। বাং প্র। বিণ। ২। ছোট জাল। জাল+ই, ঈ ক্ষুদ্রার্থে। বি।

জালিক—১। ব্যাধ; মাকড়সা; ধীবর, জেলে; মর্কট। বি; পুং। ২। কপটকারক, জালকারী, জালিয়াৎ, প্রতারক। জাল+ইক জীবনধারণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

জালিনী—ঝিঙ্গা; চিত্রশালা। জাল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জালিয়াৎ, জালিয়াত—যে কৃত্রিম টাকা নোট প্রভৃতি তৈয়ার করে এমন; কৃত্রিম খৎলেখক; যে জাল করে। আর্বীমূলক। বি বা বিণ।

জালিয়াতি, -তী—জালিয়াতের বৃত্তি, জাল করা। জালিয়াৎ+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

জালী—ছোট কুমড়া প্রভৃতি; ঝিঙ্গা; জাড়ী ওষধি। জল্+অচ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জাশু, জাসু—সর্দ্দার, শ্রেষ্ঠ; গুপ্তচর; প্রতারক। আর্বী 'জাহুস্'-শব্দজ। বি।

জাস্তি—অধিক, অতিরিক্ত, জেয়াদা। আর্বী 'জিয়াদ্‌তী'-শব্দজ। বিণ। [বি।

জাহাজ—অর্ণবযান, অর্ণবপোত। আর্বী।

জাহাজী—১। জাহাজের লোক; জাহাজের শ্রমিক কর্ম্মচারী প্রভৃতি; জাহাজের জিনিস। বি। ২। জাহাজের; জাহাজসম্বন্ধীয়। জাহাজ+ঈ। বিণ। [বি।

জাহান্নম—নরক, নিরয়; অধঃপাত। আর্বী।

জাহাঁপনা—জাঁহাপনা (তাহা দ্রঃ)।

জাহাঁবাজ—বহুদর্শী; (নিন্দায়) ঝানু; কূটবুদ্ধি। ফার্সী। বিণ।

জাহির—১। প্রকাশ; প্রচার। বি। ২। অবতীর্ণ; প্রকাশিত; আবির্ভূত; প্রসিদ্ধ। আর্বী। বিণ।

জাহ্নবী—জহ্নুকন্যা, গঙ্গা। জহ্নু+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জি—১। রসনা, জিভ ("প্রকার শুনিয়া ধনি দন্তে কাটে জি"—রামপ্রসাদ)। 'জিহ্বা'-শব্দজ। বি। ২। প্রাণধারণ করি, বাঁচি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ৩। মহাশয়, প্রভু। হিন্দী। অব্য।

জিউ, জীউ—প্রাণ, জীবন; ঠাকুর। 'জীব'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জিউজিৎসু—জাপানী ব্যায়াম বা কুস্তী। জাপানী শব্দ। বি।

জিওল—বৃক্ষবিশেষ; কচ্ছপাদি; মৎস্যবিশেষ। বাং প্র। বি।

জিগর, জিগির, জিগীর—সমবেতকণ্ঠে প্রচার বা আন্দোলন; পরমার্থবিষয়ক গান; সাহস; আগ্রহাতিশয্য। ফার্সী 'জিগ্‌র্'-শব্দজ। বি। **জিগীর তোলা**—বিশেষ আন্দোলন করিয়া রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করা।

জিগান—জিজ্ঞাসা করা। প্রাদে। বি।

জিগীষা—জয় করিবার ইচ্ছা, জয়েচ্ছা; উদ্যম; প্রকর্ষ। জি+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

জিগীষু—জয়লাভে ইচ্ছুক, জয়েচ্ছু; উৎকর্ষলাভেচ্ছু; উদ্যমশালী। জি+সন্ ইচ্ছার্থে +উ কর্তৃবা। বিণ।

জিঘাংসা—হত্যা করিবার ইচ্ছা, বধচেষ্টা। হন্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—জিঘাংসক, জিঘাংসু।

জিঘাংসু—হত্যা করিতে ইচ্ছুক। হন্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বিণ।

জিজিয়া—মুসলমান শাসক কর্তৃক অ-মুসলমানদের নিকট হইতে গৃহীত কর। আর্বী। বি।

জিজীবিষা—বাঁচিবার জন্য ইচ্ছা। জীব্ +সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জিজীবিষু—বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছুক। জীব্ +সন্+উ কর্তৃবা। বিণ।

জিজ্ঞাসা—জানিতে ইচ্ছা, প্রশ্ন; অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা। জ্ঞা+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ,—সিত, —সু, —স্য।

জিজ্ঞাসিত—যে বিষয়ে বা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে এরূপ, পৃষ্ট। জ্ঞা+সন্ ইচ্ছার্থে+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসু—জানিতে ইচ্ছুক। জ্ঞা+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বিণ। বি—জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাস্য—জিজ্ঞাসার যোগ্য, প্রষ্টব্য; জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত, অনুসন্ধেয়। জ্ঞা+সন্ ইচ্ছার্থে+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—জিজ্ঞাসা।

জিঞ্জির, জিঞ্জির—শিকল, শৃঙ্খল; দ্বীপান্তর। ফার্সী। বি।

জিৎ—১। যে জয় করিয়াছে এমন (অন্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়; যেমন, ইন্দ্রজিৎ)। জি+কিপ্ কর্তৃবা। বিণ। ২। জয়লাভ। বাং প্র। বি।

জিত—১। পরাজিত, আয়ত্তীকৃত; বশীকৃত; জয়লব্ধ। জি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। জয়। জি+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

জিতক্রোধ—যে ক্রোধকে জয় করিয়াছে এমন, ক্রোধজয়ী, কোপশূন্য; শান্ত। জিত হইয়াছে ক্রোধ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

জিতশত্রু—যে শত্রুকে পরাজিত করিয়াছে এরূপ, বিজয়ী। জিত (পরাজিত) শত্রু যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

জিতা—১। জয় করা, পরাভূত করা; শান্ত করা; লাভ করা। বাং প্র। ক্রি। ২। পরাভূতা, পরাজিতা, বশীকৃতা। জিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জিতাক্ষর—উত্তম লেখক; পাঠবিষয়ে পটু, যে অক্ষর দেখিয়া উত্তমরূপে পড়িতে পারে এরূপ। জিত অক্ষর যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

জিতাত্মা (-ত্মন্)—যিনি নিজ প্রবৃত্তিকে বশে আনিয়াছেন এমন, আত্মজয়ী, জিতেন্দ্রিয়। জিত (বশীকৃত) আত্মা যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

জিতান—জয় করান; লাভ করান। বাং ক্রি।

জিতারি—১। শত্রুজয়ী; যিনি কামক্রোধাদি রিপু জয় করিয়াছেন এমন। জিত (পরাজিত) অরি যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ২। বুদ্ধ। বি; পুং।

জিতাষ্টমী, জীতাষ্টমী—আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথি [ইহাতে স্ত্রীলোকগণ পুত্রের সৌভাগ্য-কামনায় প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া প্রদোষসময়ে রাজা শালিবাহনের পুত্র জীমূতবাহনের পূজা করিয়া থাকেন। যে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অষ্টমী, সেই দিনই এই ব্রত করিতে হয়। যদি দুই দিন ঐরূপ অষ্টমী থাকে, তাহা হইলে শেষ দিনে কর্ত্তব্য। যদি কোন দিনে প্রদোষ না পায়, যে দিন উদয় পাইবে, সেই দিনেই কর্ত্তব্য]। বি; স্ত্রী।

জিতেন্দ্রিয়—১। ইন্দ্রিয়জয়কারী, যে ইন্দ্রিয় বশ করিয়াছে এরূপ, বশী। বিণ। বি,—য়তা। ২। তপস্বী। জিত (পরাজিত, বশীকৃত) ইন্দ্রিয় যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বি; পুং।

জিতেন্দ্রিয়তা—ইন্দ্রিয় জয় করা, কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া রাখা। জিতেন্দ্রিয়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

জিত্য—বড় লাঙ্গল, বৃহৎ হল। জি+ক্যপ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

জিত্যা—বড় লাঙ্গলফলা; কৃষিভূমি সমতল করিবার নিমিত্ত যন্ত্রবিশেষ, মই। জি+ক্যপ্ কর্ম্মবা, করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

জিদ, জেদ—রোখ, গোঁ; (সাধারণতঃ অন্যায় বিষয়ে) দৃঢ়সঙ্কল্প; ঝোঁক। আর্বী 'জিদ্দ'-শব্দজ। বি।

জিদী, জেদী—একগুঁয়ে, একরোখা;

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জিদ, জেদ+ঈ আছে অর্থে। বিণ।

জিন—১। ঘোড়ার পিঠের চর্ম্মাসন। ফার্সী-মূলক। বি। ২। বিষ্ণু; বর্দ্ধমান মহাবীর। বি; পুং। ৩। জয়শীল, জয়ী। জি+নক্ কর্তৃবা। বিণ। ৪। দৈত্য; উপদেবতা। আর্বী। ৫। মোটা সূতার ঠাস-বুনানি কাপড়বিশেষ। ইং 'jean'-শব্দজ। বি।

জিনা—জয় করা, পরাভূত করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জিনিষ, জিনিস—দ্রব্য, বস্তু, পদার্থ। আর্বী 'জিন্‌স্'-শব্দজ। বি।

জিনিসপত্র, -পাতি—নানাপ্রকার বস্তু, দ্রব্যসামগ্রী। বাং প্র। বি।

জিন্দা—জীবিত; জীবন্ত। ফার্সী। বিণ।

জিন্দাবাদ—দীর্ঘজীবী হউক ('ইন্‌ক্লাব্ জিন্দাবাদ'—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক)। ফার্সীমূলক। অব্য।

জিন্দিগি, জীন্দিগি—প্রাণ, জীবন; জীবনকাল। ফার্সী। বি। [মূলক। বি।

জীন্দিগিভোর—সারাজীবন। ফার্সী-

জিব, জিভ—জিহ্বা, রসনা। 'জিহ্বা'-শব্দজ। বি। **জিভ কাটা**—লজ্জিত বা অপ্রতিভ হইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া দাঁতে চাপিয়া ধরা। **জিভ বাহির হইয়া পড়া**—গলা টিপিলে জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইতে (লক্ষ্যার্থে) কঠিন কার্য্য সম্পাদনে প্রাণান্তকর ক্লেশ পাওয়া।

জিবছোলা—জিব্ চাঁচিয়া পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত পাত্‌লা পাত। জিব—ছুল্+আ করণবা। বি।

জিবা, জিবে—জিবের মত, জিহ্বাবৎ ('—গজা')। বাং প্র। বিণ।

জিমু—জীবনধারণ করিব, বাঁচিব। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [আর্বী। বি।

জিম্মা—দায়িত্ব; ন্যাস; গচ্ছিত রাখা।

জিম্মাদার—যাহার নিকট কোন জিনিস গচ্ছিত রাখা যায়, ন্যাসরক্ষক। জিম্মা+দার। বি।

জিয়ন্ত, জীয়ন্ত—জীবন্ত, সজীব। জি, জী+অন্ত কর্তৃবা। বাং প্র। বিণ।

জিয়ল—যাহা জীয়াইয়া রাখা যায় এরূপ মৎস্য; কচ্ছপ; মৎস্যবিশেষ; বৃক্ষবিশেষ। বাং প্র। বি।

জিয়া, জীয়া—১। জীবনধারণ করা; বাঁচা। কবিপ্র। ক্রি। ২। অত্যন্ত জ্বালাকর বড় পিঁপড়া। বাং প্র। বি।

জিয়াদা—জেয়াদা, অধিক, অতিরিক্ত। আর্বী। বিণ।

জিয়ান, জীয়ান—বাঁচাইয়া তোলা; বাঁচাইয়া রাখা। 'জীব'-শব্দজ। বাং ক্রি।

জিয়াপুত, জিয়াপোতা—ঔষধবৃক্ষবিশেষ; জীবপুত্র। বাং প্র। বি।

জিয়াপুতী—যে নারী তাহার সব ছেলেকেই জীবিত রাখিয়া মারা যায়। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

জিয়ায়ব—বাঁচাইব। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জিয়ায়বি, জিয়াওবি—বাঁচাইবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জিয়ারৎ—তীর্থস্থানের মন্দির সমাধি প্রভৃতি দর্শন ও প্রদক্ষিণ করা। আর্বী। বি।

জিরা—রন্ধনের একপ্রকার মসলা। 'জীরক'-শব্দজ। বি।

জিরান—১। অবসর, বিশ্রাম। জিরা+ন ভাববা। বি। ২। পরিশ্রমের পর শ্রান্তি দূর করা, বিশ্রাম করা। আর্বী 'জিরিয়ান'-শব্দজ। বাং ক্রি।

জিরান-কাট—রস বাহির করিবার জন্য খেজুর গাছ একবার কাটিবার পর দুই-চারি দিন বন্ধ দিয়া পুনরায় কাটা। জিরানের পর কাট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

জিরাফ—দীর্ঘগ্রীব আফ্রিকাবাসী জন্তুবিশেষ। ইং 'giraffe'-শব্দজ। বি।

জিল—১। উজ্জ্বলতা, দীপ্তি; তানপুরা বেহালাদি যন্ত্রের তার, গুণ। আর্বী 'জল্লা'-শব্দজ। ২। তীক্ষ্ণস্বর, উচ্চস্বর। 'ঝিল্লী'-শব্দজ। বি।

জিলা, জেলা—কয়েকটি মহকুমার সমষ্টি, একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীন অঞ্চল। আর্বী। বি।

জিলাপি, জিলিপি—একপ্রকার মিঠাই। হিন্দী 'জলেবী'-শব্দজ। বি। **জিলাপির প্যাঁচ**—কুটিলতা, অসরলভাব।

জিষ্ণু—জয়ী, জয়শীল। জি+গস্নু কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

জিহাদ—'জেহাদ' দ্রঃ।

জিহি—জিহ্বা, রসনা ("লক্ লক্ লক্ জিহি"—ভারতচন্দ্র)। 'জিহ্বা'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

জিহ্বল—পেটুক, লোভী। বিণ।

জিহ্বা—জিভ্, রসনেন্দ্রিয়। লিহ্+ব করণবা (নিপাতনে)+আপ্। বি; স্ত্রী।

জিহ্বাকণ্ডূয়ন—ঝগড়ার জন্য জিভ্ সুড়্‌সুড়্ করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জিহ্বাগ্র—জিভের ডগা। জিহ্বার অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জিহ্বানির্লেখন—১। জিভ্ আঁচড়ান; জিভ্ চাঁচিয়া পরিষ্কার করা। জিহ্বার নির্লেখন (আঁচড়ান), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। যাহা দ্বারা জিভ্ আঁচড়ান যায়, জিভ্‌ছোলা, চেঁচাড়ি প্রভৃতি। জিহ্বার নির্লেখন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জিহ্বাপ—১। জিহ্বা দ্বারা পানকারী। বিণ। ২। কুকুর; বাঘ; বিড়াল; ভল্লুক; চিতাবাঘ। উপতৎ; জিহ্বা—পা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

জিহ্বাপরীক্ষা—জিহ্বার অবস্থানিরূপণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; ক্লীব।

জিহ্বামূল—জিভের গোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ।

জিহ্বামূলীয়—১। জিহ্বামূলসংক্রান্ত; জিহ্বামূল হইতে জাত। জিহ্বামূল+ঈয় ভবার্থে। বিণ। ২। জিহ্বামূল হইতে উচ্চার্য্য বর্ণ, ক খ গ ঘ ঙ। বি; পুং।

জিহ্বাস্তম্ভ—জিহ্বার জড়তা; স্পষ্টরূপে বাক্যোচ্চারণ করিতে না পারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জিহ্বাস্বাদ—লেহন, চাটা। জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

জিহ্মগ—১। সর্প। বি; পুং। ২। বক্রগামী, মন্দগতি। জিহ্ম (কুটিলভাবে)—গম্+ড কর্তৃবা। বিণ।

জী—১। জিউ, জীবন; ঠাকুর। 'জীব'-শব্দজ। ২। প্রভু; শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, মহাশয়, হুজুর। হিন্দী। অব্য।

জীউ—জিউ (তাহা দ্রঃ)।

জীব—১। জীবাত্মা, দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা, প্রাণী, জন্তু; বৃহস্পতি; কর্ণ। জীব্+অচ্ কর্তৃবা। ২। বৃত্তি। জীবিকা, জীবনোপায়। জীব্+ঘঞ্ করণবা। ৩। প্রাণধারণ, জীবনকাল, আয়ুঃ। জীব্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

জীবইতে—বাঁচিতে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জীবক—১। সাপুড়ে, আহিতুণ্ডিক; আশীর্ব্বাদকারী ব্যক্তি; অষ্টবর্গান্তর্গত ওষধিবিশেষ। জীব্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং। ২। সেবক, ভৃত্য; বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর; ভিক্ষুক। জীব্+ণক কর্তৃবা। বিণ। ৩। জীবের, জীবনের। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জীবগতি—জীবের অবস্থা, ঐহিক ও পারত্রিক অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জীবজগৎ—প্রাণি-পূর্ণ পৃথিবী, মর্ত্ত্যভুবন। জীবপূর্ণ জগৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জীবজনি—(জীববিদ্যা) জীব হইতে জীবের উৎপত্তির প্রণালী (biogenesis) জীব হইতে জনি, ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী।

জীবজন্তু—প্রাণিসমূহ, জন্তুসকল। একার্থক পদদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জীবৎ—যে বাঁচিয়া আছে এমন, জীবিত (বাঙ্গালায় কেবল সমাসে পূর্ব্বপদরূপে প্রযুক্ত—জীবদ্দশা)। জীব্+শতৃ কর্তৃবা। বিণ।

জীবৎকাল—জীবনকাল, আয়ুষ্কাল। জীবতের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবৎমান—জীবিত, প্রাণে প্রাণে বর্ত্তমান, জীবন্ত। বাং প্র। বিণ।

জীবৎমানে—প্রাণ থাকিতে, জীবদ্দশায়। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

জীবতত্ত্ব,-বিজ্ঞান, -বিদ্যা—প্রাণিবিদ্যা, যে শাস্ত্রে জীবের সৃষ্টি-রহস্য এবং জীব ও জীবনের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে তাহা। জীববিষয়ক তত্ত্ব, বিজ্ঞান, বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

জীবতত্ত্বজ্ঞ—প্রাণিবিদ্যাবিষয়ে অভিজ্ঞ, প্রাণিবিদ্যা যে ভালভাবে জানে এরূপ। উপতৎ; জীবতত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

জীবতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—জীবতত্ত্বজ্ঞ, প্রাণিবিদ্যায় অভিজ্ঞ। উপতৎ; জীবতত্ত্ব—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

জীবতত্ত্ববিদ্যা—প্রাণিবিজ্ঞানশাস্ত্র, যে শাস্ত্রপাঠে প্রাণীদের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়। জীবতত্ত্ববিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জীবতারা—জীবনরূপ তারকা, জীবন ("প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে" —মাইকেল)। জীবরূপ তারা, রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জীবদ—১। জীবনদাতা। বিণ। ২। বৈদ্য, চিকিৎসক। উপতৎ; জীব—দা+ক কর্ত্তৃবা। ৩। শত্রু। জীব—দো+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জীবদ্দশা—জীবনকাল, যাবৎ প্রাণধারণ করা যায়। জীবৎ (প্রাণযুক্ত) দশা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জীবদ্ভর্তৃ(র্ত্তৃ)কা—সধবা। জীবৎ ভর্ত্তা যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জীবধর্ম্মা (-ধর্ম্মন্)—প্রাণিধর্ম্মবিশিষ্ট, জীবের বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত ("তাহারাও এককালে আমাদের মত 'জীবধর্ম্মা' ছিল"—রামেন্দ্রসুন্দর)। জীবের ধর্ম্মই ধর্ম্ম যাহার, বহুব্রী (অনিচ্ সমাসান্ত)। বিণ।

জীবন—১। প্রাণ; বৃত্তি ও জীবিকা; জল; মজ্জা। জীব্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ২। প্রাণধারণ। জীব্+অনট্ ভাববা। ৩। পুত্র; বায়ু; (জীবস্রষ্টা বলিয়া) পরমেশ্বর; বৃক্ষবিশেষ, জীবকনামক ওষধি। জীব্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জীবনক—অন্ন। জীবন—কৃ+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

জীবনচক্র—বার বার জীবনগ্রহণ বা জন্মপরিগ্রহের ধারা (life cycle). জীবনের চক্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জীবনচরিত—জীবনী, কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলীবিষয়ক পুস্তক (biography). জীবনের চরিত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জীবনবল্লভ—প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্র, প্রাণপ্রিয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জীবনবিন্দু—জীবনীশক্তির ক্ষুদ্রতম অংশ ("বৃক্ষ, মৃত্যুর আগমনে 'জীবনবিন্দু' বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল"—জগদীশচন্দ্র বসু)। জীবনের বিন্দু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জীবনবিমা, -বীমা—কোন কোম্পানীর নিকট কিস্তিমত টাকা দেওয়ার ফলে নির্দ্দিষ্টকাল অন্তে অথবা মৃত্যুর পর এককালীন কিছু টাকা পাওয়ার চুক্তি (life insurance). ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

জীবনবৃত্তান্ত—জীবনী, জীবনচরিত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবনযাত্রা—প্রাণধারণ, জীবন কাটান। জীবনের যাত্রা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ—বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা, জীবিকাদ্বারা বাঁচিয়া থাকা। জীবনযাত্রার নির্ব্বাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

জীবনলাভ—পুনর্জীবনপ্রাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ।

জীবনসংগ্রাম—বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ ও প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক জীবনধারণ। জীবননিমিত্তক সংগ্রাম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জীবনসঙ্গিনী—সারা জীবনের সহচরী; সহধর্ম্মিণী, পত্নী। জীবনের সঙ্গিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

জীবনসঞ্চার—প্রাণদান; জীবনলাভ ('মৃতদেহে—')। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবনসহচর—চিরজীবনের সঙ্গী, সমগ্রজীবনকালের মধ্যে যে কখনও সঙ্গত্যাগ করে না। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, —রী।

জীবনসাধন—শস্য; জীবনধারণের উপায়। জীবনের সাধন (উপায়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জীবনহেতু—বিদ্যা শিল্প ভৃতি সেবা গোরক্ষ বিপণি কৃষি বৃত্তি ভিক্ষা ও কুসীদ—এই দশপ্রকার জীবনোপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবনাঘাত—বিষ। জীবনের আঘাত যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

জীবনান্ত—প্রাণান্ত, মৃত্যু। জীবনের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবনাশ—১। প্রাণসংহার; প্রাণিবধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। প্রাণসংহারক, প্রাণনাশক। জীবনের নাশ যাহা হইতে, বহুব্রী। ৩। জীবনে আস্থাসম্পন্ন, বাঁচিবার আশাযুক্ত। জীবনে আশা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জীবনী—১। জীবন-কথা, জীবন-চরিত। বাং প্র। বি। ২। যদ্দ্বারা জীবিত থাকা যায়; জীবনসঞ্চারিণী, জীবনদায়িকা ('—শক্তি')। জীব্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। জয়ন্তীবৃক্ষ; কাকোলী; স্বর্ণ-হরীতকীবিশেষ; শমী, শাঁইগাছ; গুড়ূচী, গুলঞ্চ; বন্দা; মেদা; মহামেদা; যূথী। বি; স্ত্রী।

জীবনীয়—১। মানুষের বাঁচিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র; জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সমূহ (necessaries); জল। জীবন+ঈয় প্রয়োজনার্থে। বি; ক্লীব। ২। জীবনধারণের উপায়। জীব্+অনীয় করণবা। বিণ।

জীবনীশক্তি—বাঁচিয়া থাকার শক্তি, যে শক্তি দ্বারা জীবগণ বাঁচিয়া থাকে তাহা (vitality). কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জীবনোচ্ছ্বাস—প্রাণশক্তির উদ্বেল অবস্থা ("কোথায় সেই বসন্তের 'জীবনোচ্ছ্বাস?' —জগদীশচন্দ্র বসু)। জীবনের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবনোপায়—বাঁচিয়া থাকিবার উপায়, জীবিকা, যাহা দ্বারা জীবনধারণ করা যায়। জীবনের উপায়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবন্ত—১। সজীব, প্রাণবিশিষ্ট; যাহা অগ্নিবর্ষণে সমর্থ এরূপ ('—আগ্নেয় গিরি') (active). জীব্+অন্ত (ঝচ্ অথবা বাং) কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। প্রাণ; ঔষধ। জীব্+অন্ত (ঝচ্) করণবা। বি; পুং।

জীবন্তী—মধুস্রবা; শমী, গুড়ূচী; বন্দা; হরীতকী। জীব্+অন্ত (ঝচ্) কর্ত্তৃবা, করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জীবন্মুক্ত—জীবিতাবস্থায়ই মায়ার বন্ধন হইতে যে মুক্তিলাভ করিয়াছে এমন, তত্ত্বজ্ঞানী ('—জীব')। জীবৎ অথচ মুক্ত (ত্যক্তসংসার), কর্ম্মধা। বিণ।

জীবন্মুক্তি—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জীবিতাবস্থায়ই সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ, জীবের কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান হইতে মুক্তি। জীবতের মুক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জীবন্মৃত—জীয়ন্তে মরা, জীবিতাবস্থায় মৃতকল্প; নির্জ্জীব; মনমরা; নিতান্ত অবসন্ন; নিরুপায়। জীবৎ অথচ মৃত, কর্ম্মধা। বিণ।

জীবপতি—যে নারীর স্বামী জীবিত আছে, জীবদ্ভর্তৃকা, সধবা। জীব (জীবিত) পতি যাহার, বহুব্রী। বি বা বিণ; স্ত্রী (পক্ষে 'জীবপত্নী'-শব্দও হয়)।

জীবপ্রাণ—জীবের জীবনস্বরূপ; বায়ু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীববলি—দেবমূর্ত্তির সম্মুখে ছাগাদি পশুর সংহার; পশুবলি, দেবতার উদ্দেশে উপহারস্বরূপে প্রদত্ত পশু। জীবই বলি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

জীববাদ—পৃথিবীতে প্রথমেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে—এই মত; দার্শনিক মতবাদবিশেষ (vitalism). জীববিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জীববিৎ (-বিদ্)—(জীববিদ্যা) জীববিদ্যায় পণ্ডিত (biologist). জীবকে

বিদিত হন যিনি, উপতৎ; জীব—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

জীব-বিজ্ঞান, -বিদ্যা—'জীবতত্ত্ব' দ্রঃ।

জীববিন্দু—ক্ষুদ্রতম জীব ("অমর 'জীববিন্দু' প্রতি-পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়"—জগদীশ বসু)। জীব বিন্দুপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জীববৃত্তি—১। পশুপালন-ব্যবসায়। জীবই (জীবপালনই) বৃত্তি, কর্ম্মধা। ২। প্রাণিগণের জীবনধারণের উপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [ক্লীব।

জীবমন্দির—শরীর, দেহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

জীবমাতৃকা—সপ্তমাতৃকাবিশেষ (যথা—কুমারী, ধনদা, নন্দা, বিমলা, মঙ্গলা, বলা ও পদ্মা)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জীবলীলা—জীবনকালের ক্রিয়াকলাপ। জীবের লীলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জীবলোক—১। সংসার, মর্ত্ত্যলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সমগ্র জীব। কর্ম্মধা। বি; পুং।

জীবশূন্য—প্রাণিহীন; নির্জীব। জীব দ্বারা শূন্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

জীব-সংক্রমণ—জীবের জন্মান্তরগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জীবস্থান—শরীরের যে স্থানে আঘাত লাগিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে তাহা, মর্ম্মস্থান; পৃথিবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জীবহত্যা—জীবের প্রাণনাশ, জীবহিংসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জীবহিংসা—প্রাণিবধ, প্রাণিবিনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জীবা—১। জীবিকা। জীব্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বাঁচা; জীবন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জীবাণু—অতিক্ষুদ্র সজীব পদার্থ (germ). জীব অণুপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

জীবাতু—জীবন ধারণের উপায়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জীবাত্মা (-ত্মন্)—শরীরের অধিষ্ঠাতা চেতন পদার্থ, জীবপুরুষ; দেহাভিমানী জীব [আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা; ঈশ্বর পরমাত্মা, আর শরীরের অভ্যন্তরস্থ স্বচ্ছ অংশে ঈশ্বরের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা জীবাত্মা। শরীর স্বভাবতঃ জড়পদার্থ; এই প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানবলে শরীরে গতিশক্তি, চেতনা প্রভৃতির সঞ্চার হয়। জীবাত্মার বলে জীব জীবিত থাকে]। জীবরূপী আত্মা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

জীবাধার—জগৎ; শরীর; হৃদয়। জীবের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবান—বাঁচান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জীবাশ্ম (-শ্মন্)—(ভূতত্ত্ব) পাললশিলার মধ্যে সঞ্চিত প্রস্তরীভূত মৃতজীবদেহ, যে প্রাণী বা উদ্ভিদ্ পাথরে পরিণত হইয়াছে তাহা (fossil). জীবজাত অশ্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জীবান্তক—১। প্রাণনাশক। জীবের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ন্তিকা। ২। ব্যাধি; ব্যাধ; বিষ; যম। বি; পুং।

জীবাবশেষ—বহুকাল পূর্ব্বে মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবিকা—১। জীবন ধারণের উপায়, যে উপায় দ্বারা প্রাণধারণ করা যায় তাহা, বৃত্তি। জীব্+ঘঞ্ করণবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। জীবন্তীবৃক্ষ। জীব্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। 'জীবক' (২) দ্রঃ। জীবক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জীবিকানির্ব্বা(র্বা)হ—নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ, জীবনযাত্রা-নিষ্পাদন, বৃত্তি চালান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবিকার্জ্জ(র্জ)ন—ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ উপার্জ্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জীবিত—১। যে বাঁচিয়া আছে এমন, জীবন্ত। জীব্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। আয়ুঃ, জীবনকাল। জীব্+ক্ত অধিবা। ৩। জীবন, প্রাণ। জীব্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

জীবিতকাল—আয়ুঃ, যে কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকা যায় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবিতনাথ—প্রাণনাথ, প্রিয়তম, স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবিতহারী (-হারিন্)—প্রাণঘাতক, প্রাণনাশক। উপতৎ; জীবিত (জীবন)—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

জীবিতাবস্থা—বাঁচিয়া থাকিবার সময়, জীবদ্দশা। জীবিতের অবস্থা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জীবিতেশ—প্রাণনাথ; যম; চন্দ্র; সূর্য্য। জীবিতের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবিতেশ্বর—প্রাণনাথ; প্রিয়তম; স্বামী। জীবিতের (জীবনের) ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীবী (জীবিন্)—যাহার জীবন আছে এমন। জীব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—জীবিনী।

জীমূত—মেঘ; পর্ব্বত; ইন্দ্র; বিরাটরাজের মল্লবিশেষ; মুস্তক, মুতা; দেবতাড়বৃক্ষ; কোষাতকী লতা। জী—মূ+ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং।

জীমূতবাহন—মেঘবাহন, ইন্দ্র; স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহকর্ত্তা; বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র। জীমূত বাহন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

জীমূতবাহী (-বাহিন্)—ধূম; ইন্দ্র। উপতৎ; জীমূত—বহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

জীমূতমন্দ্র—মেঘের ডাক, মেঘগর্জ্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীমূতরাবী (-রাবিন্)—মেঘবৎ গর্জ্জনকারী, মেঘের ন্যায় গম্ভীরশব্দকারী। উপতৎ; জীমূত—রু+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বিণী।

জীয়ন্ত—'জিয়ন্ত' দ্রঃ।

জীয়ল—১। বাঁচিল; বাঁচাইল। ক্রি। ২। জীয়ন্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

জীর—জীরা; খড়্গ; অণু ধান্য। জ্যা+রক্ কর্তৃবা। বি; পুং।

জীরক—মসলাবিশেষ, জীরা। জীর+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। [বি।

জীরা—একপ্রকার মসলা। 'জীরক'-শব্দজ।

জীর্ণ—যাহা অনেক দিন অবধি আছে এরূপ; প্রাচীন, পুরাতন; জর্জ্জরিত; পরিপাকপ্রাপ্ত, যাহা হজম হইয়াছে; সারশূন্য, অকেজো। জৄ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—জীর্ণতা, জীর্ণত্ব।

জীর্ণজ্বর—(বৈদ্যক) পুরাতন ঘুসঘুসে জ্বর, যে জ্বর বার দিনের অধিক হইয়াছে তাহা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

জীর্ণতা, জীর্ণত্ব—বার্দ্ধক্য, জরা; পুরাতনত্ব। জীর্ণ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—জীর্ণ।

জীর্ণদেহ—১। যাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এরূপ, জীর্ণকলেবর। জীর্ণ দেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। জরাগ্রস্ত শরীর; ক্ষীণ শরীর। কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

জীর্ণপত্র, -পর্ণ—১। পুরাতন পত্র। জীর্ণ পত্র, পর্ণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। জীর্ণপত্রযুক্ত। জীর্ণ পত্র, পর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জীর্ণসংস্কার—মেরামত, ভাঙ্গা সারা; পুরাতনের দোষাপসারণ। জীর্ণের সংস্কার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জীর্ণা—১। প্রাচীনা, পুরাতনী; কর্ম্মের অযোগ্যা। জৄ+ক্ত কর্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্থূলজীরক, মোটা জীরা। বি; স্ত্রী।

জীর্ণি—জীর্ণতা, বার্দ্ধক্য; ক্ষীণতা, কার্য্য; পরিপাক। জৄ+ক্তি কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

জীর্ণোদ্ধার—যে বস্তু পুরাতন হইয়া অকেজো হইয়াছে তাহাকে সংস্কার দ্বারা আবার কাজ চালাইবার মত করা, মেরামত। জীর্ণের উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জুআর, জুয়ার, জোয়ার—১। সমুদ্র হইতে আগত জলস্রোত, জলোচ্ছ্বাস। 'জলবার'-শব্দজ। ২। শস্য বিশেষ। হিন্দীমূলক। বি। [বি।

জুই, জুঁই—যূথিকা ফুল। 'যূথিকা'-শব্দজ।

জুখ—পরিমাণ; উচ্চতার পরীক্ষা; ওজন। বাং প্র। বি।

জুখা, জুঁখা—১। ওজন করা; মাপা;

উচ্চতার তুলনা করা। বাং ক্রি। ২। উভয়ের মধ্যে উচ্চতার তুলনা। বাং প্র। বি। [বি।
জুগ—যুগ ; জগৎ ; জগদীশ্বর। প্রাঃ কবিপ্র।
জুগুপ্সা—নিন্দা, কুৎসা ; ঘৃণা। গুপ্‌+সন্‌+অ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।
জুগুপ্সিত—১। নিন্দিত ; ঘৃণিত। গুপ্‌+সন্‌ নিন্দার্থে+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যাহার ঘৃণা জন্মিয়াছে এরূপ। জুগুপ্সা+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ। বি—জুগুপ্সা।
জুজ—পুস্তকের খণ্ড। আর্বীমূলক। বি।
জুজবন্দি—বই বাঁধার কাজ ; ফর্ম্মা ফর্ম্মা সেলাই করিয়া বাঁধান। আর্বীমূলক। বি।
জুজু, জুজুবুড়ী—শিশুকে ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত বৃদ্ধা স্ত্রী। বাং প্র। বি।
জুজুৎস্থ—জাপানী মল্লবিদ্যাবিশেষ। জাপানী 'জিউকুৎস্থ'-শব্দজ। বি।
জুঝারু—যোদ্ধা, যুদ্ধপটু ("উনলক্ষ রণদক্ষ জুঝারু মাতঙ্গ"—ঘনরাম)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [স্থানে উ)। বি ; পুং।
জুটক—জটা। জট্‌+ণক কর্তৃবা (অ-কার-
জুটা, জোটা—সংগৃহীত হওয়া ; সম্মিলিত হওয়া। বাং ক্রি।
জুটান, জোটান—জোগাড় করা, সংগ্রহ করা ; মিলান। বাং ক্রি।
জুটি—জুড়ী, যাহার সহিত জুটা যায়। বাং প্র। বি।
জুটিকা—চুলের ঝুঁটি, শিখা, টিকী, গুচ্ছ ; কর্পূরবিশেষ। জুটক+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।
জুড়ন—১। মিলান ; যুক্ত করণ, শীতল করণ, শীতল হওয়া। জুড়্‌+অন (বাং) ভাববা। 'জড়'-শব্দজ। বাং প্র। ২। তৃপ্তি, সন্তোষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
জুড়া—যোগ করা, যুক্ত করা, সংলগ্ন করা ; পূর্ণ করা ; আরম্ভ করা। 'যুক্ত'-শব্দজ। বাং ক্রি।
জুড়ান—ঠাণ্ডা করা বা হওয়া ; তৃপ্ত করা বা হওয়া। 'জড়'-শব্দজ। বাং ক্রি।
জুড়ি—যাত্রাগানে যে কয়জন গায়ক একযোগে গান করে ; সমান আকারের দুইটি ঘোড়া ; সমকক্ষ ব্যক্তি বা বস্তু। 'যুগ্ম'-শব্দজ। বাং প্র। বি।
জুড়িগাড়ী—দুই ঘোড়ার গাড়ী, সমান আকারের অশ্বদ্বয়যুক্ত শকট। জুড়ির গাড়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
জুড়িঘোড়া—সমান আকারের দুইটি ঘোড়া। জুড়িই ঘোড়া, কর্ম্মধা। বি।
জুড়িদার—সঙ্গী, সহচর, জোট ; সহযোগী। জুড়ি+দার স্বার্থে। বি।
জুৎ—সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য ; কায়দা ; সামর্থ্য ; স্বাস্থ্য। হিন্দীমূলক। বি।
জুতা—১। চামড়ার তৈয়ারী পাদুকা, পাদুকা, উপানৎ। হিন্দীমূলক। বি। **জুতা খাওয়া**—অপমানিত হওয়া। **জুতা মারা**—অপমানিত করা। ২। লাঙ্গল ও গাড়ী প্রভৃতিতে গরু ঘোড়া প্রভৃতি পশুকে সংযুক্ত করা। 'যুক্ত'-শব্দজ। বাং ক্রি।
জুতান—জুতা মারা, জুতা দ্বারা প্রহার করা। বাং ক্রি।
জুতি, জুতী—১। জুতা। হিন্দীমূলক। ২। লাঙ্গল বা গাড়ীতে গরু বা ঘোড়া জুড়িবার দড়ি। 'যুক্ত'-শব্দজ। বাং প্র। ৩। দীপ্তি, কান্তি। 'জ্যোতিঃ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।
জুৎজাৎ, জুৎবরাৎ—সুবিধা। বাং প্র।
জুৎমাফিক, জুৎসৈ—সুবিধামত ; পরিমাণমত। হিন্দীমূলক। বিণ।
জুদা—পৃথক্‌, আলাহিদা, স্বতন্ত্র ; শীঘ্র। ফার্সীমূলক। বিণ। [June. বি।
জুন—ইংরাজী বৎসরের ষষ্ঠ মাস। ইং
জুনিপোকা—জোনাকি পোকা, খদ্যোত। জুনি (<জোনাকী)+পোকা। বি।
জুবড়ান, জোবড়ান—চুবান ; খুব ভিজান ; ধেবড়ান। বাং ক্রি।
জুবিলি, জুবিলী—উৎসববিশেষ, কোন প্রতিষ্ঠান বা কাহারও বয়স্কাল অথবা কাহারও রাজত্বের নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে যে উৎসব করা হয় তাহা ; জয়ন্তী। ইং jubilee. বি।
জুব্বা, জোব্বা—একপ্রকার ঢিলা জামা। আর্বী। বি।
জুম্‌, জুম—১। অত্যাচার, জবরদস্তি ; স্পর্দ্ধা ("এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা"—ভারতচন্দ্র)। আর্বী 'জুলুম্‌'-শব্দের সংক্ষেপ। ২। একপ্রকার কৃষিকার্য্য। প্রাদে। বি।
জুমন, জুমলা, জুমর—মোট, সমষ্টি। আর্বীমূলক। বি।
জুমিয়া—একশ্রেণীর বন্যজাতি (সাধারণতঃ চট্টগ্রামের অধিবাসী)। প্রাদে। বি।
জুম্মা—শুক্রবার। আর্বী 'জুমাহ্‌'-শব্দজ। বি।
জুম্মামসজিদ—যে মসজিদে মুসলমান জনসাধারণ শুক্রবারে প্রার্থনা করে। আর্বীমূলক। বি।
জুয়া—টাকাপয়সা বাজি রাখিয়া তাস পাশা দাবা প্রভৃতি খেলা ; দ্যূতক্রীড়া। 'দ্যূত'-শব্দজ। বি।
জুয়াচুরি—জুয়াখেলায় কপটতা ; প্রবঞ্চনা, ঠকান। জুয়াচোর+ই কর্ম্মার্থে। বি।
জুয়াচোর—জুয়াখেলায় কপটতাকারী ; প্রবঞ্চক, ঠক, প্রতারক। ৩য়াতৎ। বি বা বিণ।
জুয়াড়ি—যে সর্ব্বদা জুয়া খেলে, জুয়াব্যবসায়ী। জুয়া+ড়ি আসক্তার্থে। বি বা বিণ।
জুয়ান, জোয়ান—১। বলবান্‌, শক্তিমান্‌ ; তরুণ। ফার্সী 'জবান্‌'-শব্দজ। বিণ। ২। কটুরসবিশিষ্ট বা ঝাল পানের মশলা। 'যবানী'-শব্দজ। বি। ৩। যোগান ; উপস্থিত হওয়া, জুটা ; যোগ্য হওয়া ; সঙ্গত হওয়া। বাং ক্রি।
জুয়ায়—যোগায় ; জুটে, উপস্থিত হয় ; যোগ্য হয় ; সঙ্গত হয়। বাং ক্রি।
জুয়াল, জোয়াল—লাঙ্গল বা গাড়ী প্রভৃতি টানিবার জন্য নিযুক্ত দুইটি পশুর স্কন্ধে স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ড বা বংশদণ্ড। 'যুগ'-শব্দজ। বি।
জুরি, জুরী—অপরাধীর বিচারকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত দায়রা-জজের সহকারী কতিপয় সাধারণ ভদ্রলোকের সমষ্টি। ইং jury. বি।
জুলম, জুলুম—অত্যাচার, জবরদস্তি। আর্বী 'জুল্‌ম্‌'-শব্দজ। বি।
জুলাই—ইংরাজী বৎসরের সপ্তম মাস। ইং July. বি।
জুলাপ, জোলাপ—যাহাতে দাস্ত হয় এরূপ ঔষধ, বিরেচক ঔষধ। ফার্সী 'জলাব্‌'-শব্দজ। বি।
জুলি, জুলী—নালা, প্রণালী, ক্ষুদ্রখাত। বাং প্র। বি।
জুলুমবাজ—অত্যাচারী, উৎপীড়নকারী। জুলুম+বাজ করে অর্থে। বিণ।
জুল্‌পি, জুল্‌ফি—কানের পাশের চুল ; ছোট ছেলের টিকি ; কানের মূল পর্য্যন্ত রাখা দাড়ি। ফার্সী 'জুল্‌ফ্‌'-শব্দজ। বি।
জূট—জটা ; শিবের জটা ; ঝুঁটি ; সমূহ ; বন্ধন। জুট্‌+ক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং।
জূটিকা, জূটী—জটা ; শিখা ; সমূহ। জূট+ঈপ্‌, ১ম পক্ষে কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।
জূদা—জুদা (তাহা দ্রঃ)।
জূষ—ঝোল, কাথ, নির্য্যাস। জূষ্‌+ক ঘঞর্থে করণবা। বি ; পুং বা ক্লীব।
জৃম্ভ—হাই তোলা। জৃম্ভ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।
জৃম্ভক—১। যে হাই তোলে এমন, মুখব্যাদানকারী। জৃম্ভ্‌+ণক কর্তৃবা। ২। মোহজনক, নিদ্রাকারক। জৃম্ভ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—জৃম্ভিকা।
জৃম্ভকাস্ত্র—শত্রুপক্ষের নিদ্রাকারক বা মোহজনক অস্ত্র [রামচন্দ্র রাক্ষসবধ এবং বেদরক্ষার জন্য দেবগণের প্রসাদে এই অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন ; রামচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্রগণও এই অস্ত্র লাভ করেন]। জৃম্ভক অস্ত্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
জৃম্ভণ—হাই তোলা, মুখব্যাদান ; প্রকাশ, প্রস্ফোটন। জৃম্ভ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—জৃম্ভিত।

জৃম্ভা, জৃম্ভিকা—হাই তোলা; আলস্য বা নিদ্রার আবেশে মুখবিকাশ; প্রকাশ, প্রস্ফোটন। জৃন্ভ্+অ ভাববা+আপ্. পক্ষে স্বার্থে কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

জৃম্ভিত—১। হাই তোলা, জৃম্ভা। জৃন্ভ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। প্রস্ফুটিত, প্রকাশিত, বিকসিত। জৃন্ভ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

জেঁকো—জাঁককারী, আস্ফালনকারী; দাম্ভিক। জাঁক+ও (<উয়া) আছে অর্থে। বিণ।

জেটি—যে ঘাটে জাহাজের যাত্রী বা মাল নামে বা উঠে। ইং jetty. বি।

জেঠ—১। প্রথমজাত; জ্যেষ্ঠ; উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেই উৎপন্ন। 'জ্যেষ্ঠ'-শব্দজ। বিণ। ২। একপ্রকার আশুধান্য, জ্যৈষ্ঠমাসে উৎপন্ন আশুধান্য; জ্যেষ্ঠ, অগ্রজ; জেঠী-মা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জেঠতুতো, জেঠাত—জেঠার পুত্র বা কন্যা হিসাবে যাহার সহিত সম্পর্ক হইয়াছে এমন ('—ভাই'); জেঠা হইতে আগত। বাং প্র। বিণ।

জেঠা, জ্যাঠা—১। পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বি। ২। অল্পবয়সে অধিক বাচাল, অকালপক্ব। 'জ্যেষ্ঠতাত'-শব্দজ। বিণ।

জেঠাই, জেঠাইমা—জেঠার স্ত্রী, জেঠী, জ্যেষ্ঠতাতপত্নী। প্রাদে। বি।

জেঠাম, জ্যাঠাম, জেঠামি, জ্যাঠামি—জেঠার মত অর্থাৎ অল্পবয়সে বৃদ্ধ লোকের মত ব্যবহার বা কথাবার্তা; বাচালতা, অকালপক্বতা। জেঠা, জ্যাঠা+ম, মি ভাবে। বি।

জেঠী—১। জেঠাই, জ্যেষ্ঠতাতপত্নী। জেঠা+ঈ। বি। ২। টিকটিকি। 'জ্যেষ্ঠী'-শব্দজ। বি।

জেতব্য, জেয়—যাহাকে জয় করা যায় বা জয় করা উচিত এমন, জয়যোগ্য। জি+তব্য, যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

জেতা (জেতৃ)—জয়কারী, যে জয় করিয়াছে এরূপ, যে জয় করিতে পারে এরূপ, জয়শীল। জি+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—জেত্রী।

জেদ—জিদ (তাহা দ্রঃ)।

জেদ্দি—জিদ্দী (তাহা দ্রঃ)।

জেনানা—জানানা (তাহা দ্রঃ)।

জেনারেল—প্রধান সেনানায়ক। ইং general. বি। [বি।

জেব—জামার পকেট, জামার থলি। আর্বী।

জেবঘড়ি—পকেটে রাখিবার ঘড়ি (pocket-watch). বাং প্র। বি।

জেয়—'জেতব্য' দ্রঃ।

জেয়াদা—অধিক, অতিরিক্ত। আর্বী 'জিয়াদই'-শব্দজ। বিণ।

জের—অবশিষ্ট, বাকী; হিসাবে পূর্ব্ব হইতে আনীত যোগফলাদি; অনুবৃত্তি। ফার্সী। বিণ বা বি। **জের টানা**—হিসাবে পূর্ব্বপৃষ্ঠার যোগফল পরপৃষ্ঠার উপরে লেখা, পূর্ব্বকৃত ঋণ প্রভৃতি ক্রমাগত শোধ করিয়াও শেষ করিতে না পারা। **জের মিটান**—ঋণ প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে শেষ করা, বাকি কাজ শেষ করা।

জেরবার—যে দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রমাদি দ্বারা কাতর হইয়াছে এরূপ; উৎপীড়িত; ক্লান্ত; নাকাল; বিপন্ন। ফার্সীমূলক। বিণ।

জেরা—সত্য কথা বাহির করিবার জন্য বিচারকের সম্মুখে আনীত ব্যক্তিকে নানাবিধ অতিরিক্ত প্রশ্ন করা (cross-examination). আর্বী 'জিরহ্'-শব্দজ। বি।

জেল—কারাগার, ফাটক। ইং jail. বি। **জেল খাটা**—বিচারে দণ্ডিত হইয়া কারাবাস ভোগ করা।

জেলখানা—কারাগার, বন্দীশালা। জেলই খানা (স্থান), কর্ম্মধা। বি।

জেলখালাসী—জেল হইতে ছাড়প্রাপ্ত; কারামুক্ত। ৫মীতৎ। বিণ।

জেলদারোগা—জেলের শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারী (jailor). ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

জেলা—জিলা (তাহা দ্রঃ)।

জেলে—জালজীবী, ধীবর; মাছ-ব্যবসায়ী। জাল+এ (<ইয়া) বা 'জালিক'-শব্দজ। বি।

জেলেডিঙ্গি—জেলেদের মাছ ধরিবার ছোট নৌকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

জেল্লা—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, প্রভা। আর্বী 'জিল্লা'-শব্দজ। বি।

জেহাদ, জিহাদ—ইসলাম-বিরোধীর সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ, ধর্ম্মযুদ্ধ। আর্বী। বি।

জৈত্র—১। যে জয় করিতে পারে এরূপ, জয়শীল, জেতা। জেতৃ+অণ্ স্বার্থে। ২। ঔষধ। বি; ক্লীব। ৩। পারদ। জি+ত্রন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

জৈত্রী—১। জয়ন্তীবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। জয়যুক্তা, জয়শীলা। জৈত্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

জৈন—মহাবীর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়, জিনমতাবলম্বী জাতি। জিন দেবতা ইহার এই অর্থে জিন+অণ্। বি; পুং।

জৈব—প্রাণী হইতে উৎপন্ন, প্রাণিজ (organic); জান্তব, জীব-সম্বন্ধীয়। জীব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—জৈবী। **জৈব রসায়ন**—রসায়নশাস্ত্রের ভাগবিশেষ (organic chemistry).

জৈমিনি—মীমাংসা দর্শন প্রণেতা ব্যাসশিষ্য; বজ্রভয়নিবারক মুনি। বি; পুং।

জৈমূত—জীমূতমুনিসম্বন্ধীয়। জীমূত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—জৈমূতী।

জো—সুবিধা, সুযোগ; যোগাড়; উপায়; বীজবপনাদির প্রকৃত সময়। 'যোগ'-শব্দজ। বি। ['জলৌকা'-শব্দজ। বি।

জোঁক—রক্তপায়ী ক্ষুদ্র প্রাণী, জলৌকা।

জোকা—একপ্রকার লম্বা জামা। বৈদেশিক। বি।

জোকার—হুলুধ্বনি, উলুলু। 'জয়কার'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

জোখা—১। পরিমাণ করা। বাং ক্রি। ২। যাহা পরিমাণ করা হইয়াছে এরূপ। হিন্দী। বিণ। [উদ্যোগ। বাং প্র। বি।

জোগাড়, জোগাড়যন্ত্র—আয়োজন, **জোগাড়িয়া, জোগাড়ে**—আয়োজনকারী, উদ্যোগী। জোগাড়+ইয়া, এ আছে অর্থে। বিণ।

জোগান—১। সরবরাহ; প্রয়োজন মিটান, অভাবদূরীকরণ। জোগা+ন ভাববা। বি। ২। সরবরাহ করা; অভাব মিটান। বাং ক্রি। **কথা জোগান**—ঠিক সময়ে ঠিক কথা মনে পড়া ও বলা। **ভাত-কাপড় জোগান**—নিত্যনিয়মিতভাবে খাওয়ান ও পরান অর্থাৎ ভরণ-পোষণ করা। **মন জোগান**—কাহারও মনের মত কাজ করা; তোষামোদ করা।

জোগ্য—যুগ্ম, জোড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

জোচ্চোর—ঠক, প্রতারক; ফাঁকিবাজ। 'জুয়াচোর'-শব্দজ। বিণ। বি—জোচ্চুরি।

জোছনা, জোচ্ছনা—চাঁদের আলো; চন্দ্রালোক, কৌমুদী। 'জ্যোৎস্না'-শব্দজ। বি।

জোছনামত্তা—চাঁদের আলোতে আলোময়, চন্দ্রালোকিতা ("যামিনী জোছনামত্তা"—রবীন্দ্রনাথ)। বাং প্র। বিণ; স্ত্রী।

জোট—দল, সঙ্ঘ; সমবায়, একত্র সম্মেলন; গাঁট ('সূতায়—পড়া')। 'জুট'-শব্দজ। বি। **জোট পড়ান**—খেই হারাইয়া ফেলা, জড়াইয়া ফেলা, কোন ব্যাপারকে জটিল করা। **জোট পাকান, জোট বাঁধা**—দল বাঁধা, ষড়্যন্ত্র করা।

জোটপাট—জটলা; একত্র মিলন; জোগাড়যন্ত্র। বাং প্র। বি।

জোটা—'জুটা' (দ্রঃ)।

জোটান—'জুটান' (দ্রঃ)।

জোটেবুড়ি—জুজুবুড়ি, ছোট ছেলেদের ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত বুড়িবিশেষ। বাং প্র। বি।

জোড়—১। যুগ্ম, জোড়া, দুইখানি, দুইটা; সংযোগ, মিলন, জুড়িয়া যাওয়া। 'যুগ্ম'-শব্দজ। বি। ২। লৌহবিশেষ। জুড়্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। **জোড় খাওয়া**—ঠিকভাবে সংযুক্ত হওয়া; মিল হওয়া। **জোড় ভাঙা**—দুইটির মধ্যে একটির পৃথক্ হওয়া। **জোড় লাগা**—

একত্রিত হওয়া। জোড়ে যাওয়া—বিবাহের পর বরের স্ত্রী সহ প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাওয়া। [যন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

জোড়খাই—প্রাচীনকালের সামরিক বাদ্য-

জোড়হাত—১। যুক্ত কর, একত্র বদ্ধ হস্তদ্বয়। কর্ম্মধা। বি। ২। যে হাত দুইখানি একত্র করিয়াছে এরূপ, কৃতাঞ্জলি। বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—জোড়হাতে (=হাতজোড় করিয়া)।

জোড়া—১। দুইটি, একত্র দুইখানি; জুড়ি, মিলন; সমকক্ষ ব্যক্তি বা বস্তু। 'যুগ্ম'-শব্দজ। বি। ২। যুগল, দুইসংখ্যক; পূর্ণ; সংযুক্ত; সংলগ্ন। বিণ। ৩। সংযুক্ত করা, সম্মিলিত করা। 'যুক্ত'-শব্দজ। বাং ক্রি।

জোড়াতাড়া, -তালি—তালি, কোন-রকমে জোড়া। বাং প্র। বি।

জোড়ি—একত্র করিয়া, জোড় করিয়া ("জোড়ি ভুজযুগ"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জোত—বড় বড় প্রজার নিকট হইতে কৃষকেরা দুই তিন বৎসরের নিমিত্ত যে জমি আবাদ করিতে লয় তাহা; এক এক প্রজার অধিকারস্থ জমি; লাঙ্গল ইত্যাদিতে গরু বাঁধিবার দড়ি। 'যোত্র'-শব্দজ। বি।

জোতদার—জোতের মালিক, গাঁতিদার, জমিদারের অধীনে জোত-স্বত্বভোগী প্রজা। জোত+দার মালিক অর্থে। বি।

জোতা—গরু ঘোড়া প্রভৃতি গাড়ীতে জুড়িয়া দেওয়া। 'যুক্ত'-শব্দজ। বাং ক্রি।

জোত্র—সম্বল, অর্থ; সুযোগ; সূত্র। 'যোত্র'-শব্দজ। বি।

জোনাকি(কী)—যে পোকা হইতে ক্ষীণ আলো বাহির হয় তাহা, খদ্যোত। 'জ্যোতি-রিঙ্গণ'-শব্দজ। বি। [বিণ।

জোবড়া—বেশী ভিজা; ধেবড়া। বাং প্র।

জোবড়ান—'জুবড়ান' দ্রঃ।

জোব্বা—চোগার মত জামা। আরবী 'জব্বাহ্'-শব্দজ। বি।

জোয়—আগ্রহের সহিত দেখে; খোঁজ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জোয়া—দেখা, দর্শন করা; প্রতীক্ষা করা; খোঁজ করা; ইচ্ছা করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জোয়ান—'জুয়ান' দ্রঃ।

জোয়ার—'জুআর' দ্রঃ।

জোয়ারদার—নগর ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তির উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

জোয়ার-ভাটা—চন্দ্রের আকর্ষণে জলের স্ফীতি ও তাহার বিপরীত স্রোত; আগম-নির্গম, উন্নতি-অবনতি। জোয়ার ও ভাটা, দ্বন্দ্ব। বি।

জোয়াল—'জুয়াল' দ্রঃ।

জোর—১। শক্তি, বল, সামর্থ্য। ফার্সী। বি। ২। যুগ্ম, জোড়। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। অধিক, অতিরিক্ত; চড়া। বিণ। ৪। বেশীপক্ষে। বাং প্র। অব্য।

জোরজবর, -জবরদস্তি, -জুলুম—উৎপীড়ন, অত্যাচার; বলপ্রয়োগ। ফার্সী। বি। [ক্রি-বিণ।

জোরসে—সবলে, খুব জোরে। হিন্দী।

জোরাল—শক্তিশালী, বলবান্, প্রবল; তীব্র। জোর+আল যুক্তার্থে। বিণ।

জোল—নালা, অল্পপরিসর দীর্ঘ খাত; শ্রেণীবদ্ধ চুলা বা উনুন। 'জল'-শব্দজ। বি।

জোলা—মুসলমান তাঁতী। ফার্সী 'জুলাহ্'-শব্দজ। বি; পুং। স্ত্রী—জোলানী।

জোলাপ—'জুলাপ' দ্রঃ।

জোলো—জলময়; জলমিশ্রিত ("জোলো দুধে পুষ্ট দেহ"—হেম বন্দ্যোঃ)। জল+ও। কবিপ্র। বিণ।

জোষণ—প্রীতি; সেবা। জুষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। [বি; স্ত্রী।

জোষা—নারী। জুষ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা+আপ্।

জোষিৎ, জোষিতা—নারী, স্ত্রীলোক। জুষ্ (সেবা করা)+ইৎ, ইত কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

জো-সো—যে সে উপায়, যে কোন উপায়; অসুবিধা। বাং প্র। বি।

জোহরী, জোহুরী—যে মণি মুক্তা জহরৎ ইত্যাদির ব্যবসা করে এবং তাহাদের ভালমন্দ চিনিতে পারে; মণিকার। ফার্সীমূলক। বি।

জোহা—জোয়া (তাহা দ্রঃ)।

জোহার—নমস্কার, অভিবাদন ("আসিয়া কোটাল নৃপে করিল জোহার"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

জো-হুকুম—প্রভু আদেশ করিলে যে ব্যক্তি "জো হুকুম" ("যে আজ্ঞা") বলিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হয় এরূপ; অনুগত; সেবক। বাং প্র। বি বা বিণ।

জোহুরী—'জোহরী' দ্রঃ।

জৌ—গালা। 'জতু'-শব্দজ। বি।

জ্ঞ—(উপসর্গ বা অন্য শব্দের পর) জ্ঞানী, যে জানে; দেশকালজ্ঞ; অভিজ্ঞ। জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

জ্ঞপিত, জ্ঞপ্ত—১। জানান, জ্ঞাপিত। জ্ঞা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। মারিত; তোষিত; শাণিত; আলোকিত। জ্ঞপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

জ্ঞপ্তি—১। বিজ্ঞাপন; বোধ, জ্ঞান, জানা। জ্ঞপ্+ক্তি ভাববা। ২। বুদ্ধি। জ্ঞপ্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

জ্ঞা—১। জ্ঞান, বুদ্ধি। জ্ঞা+কিপ্ ভাববা। বি; স্ত্রী। ২। (উপসর্গ বা কর্ম্মবাচক পদের পর যুক্ত) জ্ঞানবতী, অভিজ্ঞা। জ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জ্ঞাত—যে জানিয়াছে এরূপ; যাহা জানা হইয়াছে এরূপ, বিদিত, অবগত। জ্ঞা+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

জ্ঞাতব্য—জানিবার মত, জ্ঞেয়। জ্ঞা+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

জ্ঞাতসার—যে কোন বিষয়ের নিগূঢ় বা যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে এরূপ; সারজ্ঞ, যে সার জানিয়াছে এরূপ। জ্ঞাত সার যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

জ্ঞাতসারে—জানা-সত্ত্বে, জ্ঞানগোচরে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

জ্ঞাতা (জ্ঞাতৃ)—যে জানে এমন, অভিজ্ঞ। জ্ঞা+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—জ্ঞাত্রী।

জ্ঞাতি—এক গোত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সগোত্র; দায়াদ; সপিণ্ড। জ্ঞা+ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জ্ঞাতিকুটুম্ব—এক গোত্রের লোক এবং আত্মীয়গণ, সগোত্র এবং স্বজনগণ। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

জ্ঞাতিগোষ্ঠী—এক গোত্রের লোকসকল, জ্ঞাতিসমূহ। জ্ঞাতিদিগের গোষ্ঠী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জ্ঞাতিত্ব—জ্ঞাতির সম্বন্ধ; জ্ঞাতির ধর্ম্ম কর্ম্ম বা ব্যবহার; জ্ঞাতির অনিষ্ট-চেষ্টা, জ্ঞাতির উপর বিদ্বেষপ্রদর্শন। জ্ঞাতি+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

জ্ঞান—বোধ, বুদ্ধি, প্রতীতি; তত্ত্ববোধ। জ্ঞা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—জ্ঞানী, জ্ঞাত, জ্ঞেয়, জ্ঞাতব্য।

জ্ঞানকাণ্ড—১। বেদের দার্শনিক অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। কাণ্ডজ্ঞান, বুদ্ধিশুদ্ধি। বাং প্র। বি।

জ্ঞানকৃত—যাহা জানিয়া শুনিয়া করা হইয়াছে এরূপ, বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত। ৩য়াতৎ। বিণ।

জ্ঞানগম্য—১। যাহা বুঝিতে পারা যায় এরূপ, বোধগম্য। ৩য়াতৎ। বিণ। ২। বুদ্ধি। বাং প্র। বি।

জ্ঞানগর্ভ(র্ব্ভ)—জ্ঞানপরিপূর্ণ, জ্ঞানময়; উপদেশাত্মক। জ্ঞান গর্ভে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

জ্ঞানগোচর—যাহা জানা গিয়াছে এমন, জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জ্ঞানচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), **-চক্ষু**—১। বুদ্ধিরূপ চোখ; অন্তর্দৃষ্টি; বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানরূপ নেত্র; জ্ঞান দ্বারা বিচার। জ্ঞানরূপ চক্ষুঃ, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জ্ঞানজ্যোতিঃ (-জ্যোতিস্), **-জ্যোতি**—জ্ঞানালোক, জ্ঞানের প্রভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জ্ঞানতঃ (-তস্), **জ্ঞানত**—জ্ঞান অনুসারে, জানিয়া শুনিয়া। জ্ঞান+তস্ অনুসারার্থে। অব্য; ক্রি-বিণ।

জ্ঞান-তৃষা, -তৃষ্ণা—জ্ঞানপিপাসা, জ্ঞানলাভের প্রবল ইচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
জ্ঞানদ—যাহাতে জ্ঞান হয় এমন, জ্ঞানদায়ক। উপতৎ; জ্ঞান—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।
জ্ঞানদাতা (-দাতৃ)—১। যে জ্ঞান দান করে এমন, জ্ঞানদায়ক। বিণ। ২। উপদেষ্টা, গুরু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, —দাত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
জ্ঞানদান—উপদেশদান, শিক্ষাদান।
জ্ঞানদায়ক—যাহাতে জ্ঞান জন্মে এমন, উপদেশপ্রদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —দায়িকা।
জ্ঞানধন—জ্ঞানরূপ মহামূল্য বস্তু। জ্ঞানরূপ ধন, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
জ্ঞাননিষ্ঠ—সর্ব্বদা জ্ঞানের চর্চ্চাকারী; সর্ব্বদা পরমার্থচিন্তায় রত। জ্ঞানে নিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি; পুং।
জ্ঞানপতি—পরমেশ্বর, গুরু। ৬ষ্ঠীতৎ।
জ্ঞানপাপী (-পাপিন্)—যে জানিয়া শুনিয়া পাপ আচরণ করে এরূপ, জ্ঞানপূর্ব্বক অধর্ম্মাচারী। সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী, —পাপিনী।
জ্ঞানপিপাসা—জ্ঞানলাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তীব্র জ্ঞানলিপ্সা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
জ্ঞানপিপাসু—জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহযুক্ত, জ্ঞানলিপ্সু। জ্ঞানকে পিপাসু, ২য়াতৎ। বিণ।
জ্ঞানবাদ—জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এইরূপ মতবাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, —বাদী।
জ্ঞানবান্ (-বৎ)—যাহার জ্ঞান আছে এরূপ, জ্ঞানী। জ্ঞান+মতুপ্, আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী, —বতী।
জ্ঞান-বিজ্ঞান—বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়, দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।
জ্ঞানবৃদ্ধ—যিনি যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এমন, মহাজ্ঞানী। জ্ঞানদ্বারা বৃদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।
জ্ঞানময়—পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর; শিব; যাহাতে সমস্ত জ্ঞান বর্ত্তমান রহিয়াছে এমন। জ্ঞান+ময়ট্ স্বরূপার্থে। বি; পুং বা বিণ।
জ্ঞানমান—জ্ঞানী, জ্ঞানবিশিষ্ট। 'জ্ঞানবান্'-পদের অপপ্রয়োগ। বিণ।
জ্ঞানযোগ—জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ, জ্ঞান থাকা; ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়, ব্রহ্মলাভজনক নিষ্ঠাবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্ঞানরত্ন—জ্ঞানরূপ মহামূল্য বস্তু। জ্ঞানরূপ রত্ন, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
জ্ঞানলাভ—জ্ঞানপ্রাপ্তি, জ্ঞানার্জ্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্ঞানলিপ্সা—জ্ঞানলাভের ইচ্ছা, জ্ঞানার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
জ্ঞানলিপ্সু—জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক, জ্ঞানপিপাসু। জ্ঞানকে লিপ্সু, ২য়াতৎ। বিণ।

জ্ঞানশালী (-শালিন্)—জ্ঞানী। উপতৎ; জ্ঞান—শাল্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী।
জ্ঞানশূন্য, -হীন—অজ্ঞান, অচেতন, সংজ্ঞারহিত; নির্ব্বোধ, মূর্খ। ৩য়াতৎ। বিণ।
জ্ঞানসঞ্চার—জ্ঞানের উদ্রেক, জ্ঞানের উৎপত্তি; সংজ্ঞালাভ; চৈতন্যসঞ্চার, জ্ঞানোৎপাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্ঞানসাধন—ইন্দ্রিয়; তত্ত্বজ্ঞানলাভের চেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
জ্ঞানহারা—বিবেচনাহীন; যাহার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে এমন। জ্ঞান হারাইয়াছে যে, উপতৎ (বাং)। বিণ।
জ্ঞানহীন—'জ্ঞানশূন্য' দ্রঃ।
জ্ঞানাঙ্কুর—সামান্য জ্ঞানের প্রথম বিকাশ। জ্ঞানের অঙ্কুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্ঞানাঞ্জন—জ্ঞানরূপ কাজল; সত্যপ্রকাশক জ্ঞান। জ্ঞানরূপ অঞ্জন, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
জ্ঞানাভাব—জ্ঞান না থাকা, জ্ঞানের অবিদ্যমানতা, অজ্ঞানতা। জ্ঞানের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্ঞানাভ্যাস—জ্ঞানের চর্চ্চা; কোন বিষয় জানিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনাদি। জ্ঞানের অভ্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্ঞানার্জ্জ(র্জ)ন—জ্ঞানলাভ, জ্ঞানের অধিকার। জ্ঞানের অর্জ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
জ্ঞানী (-নিন্)—জ্ঞানবান্। জ্ঞান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—জ্ঞানিনী।
জ্ঞানীয়—জ্ঞান সম্বন্ধীয়। জ্ঞান+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।
জ্ঞানেন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান জন্মে তাহা (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্—এই পাঁচটি; মতান্তরে মন লইয়া ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয়)। জ্ঞানসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
জ্ঞানোদয়—জ্ঞান হওয়া, জ্ঞানের আবির্ভাব। জ্ঞানের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্ঞাপক—আবেদক, নিবেদক; সূচক, ব্যঞ্জক; প্রচারক। জ্ঞা+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। বি—জ্ঞাপন।
জ্ঞাপন—জানান, বিদিতকরণ। জ্ঞা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—জ্ঞাপিত।
জ্ঞাপনীয়—জানাইবার যোগ্য, নিবেদনীয়। জ্ঞা+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।
জ্ঞাপয়িতা (-য়িতৃ)—যে জানায় এমন, জ্ঞাপক, বোধক। জ্ঞা+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —য়িত্রী।
জ্ঞাপিত—যাহা জানান হইয়াছে এরূপ, নিবেদিত। জ্ঞা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

জ্ঞেয়—যাহা জানিতে হইবে এমন, জ্ঞাতব্য, বোধ্য। জ্ঞা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।
জ্বর—রোগবিশেষ; শরীরের তাপ; সন্তাপ; পীড়া; অস্বাস্থ্য, অস্বচ্ছন্দতা; যাতনা, অসুখ। জ্বর্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।
জ্বরঘ্ন—১। জ্বরনাশক; যাহা জ্বরের অবসান ঘটায়।, বিণ। স্ত্রী—জ্বরঘ্নী। ২। বাস্তুক; গুড়ূচী। উপতৎ; জ্বর—হন্+টক্ কর্তৃবা। বি; পুং। [রোগ। বাং প্র। বি।
জ্বরজাড়ি, -জ্বালা—জ্বর এবং অন্যবিধ
জ্বরজ্বর—সামান্য জ্বরের ভাব। বাং প্র। বি।
জ্বরঠুঁটা—জ্বরে টক জিনিস খাওয়ায় ঠোঁটের পাশের ঘা। বাং প্র। বি।
জ্বরা—জ্বরে আক্রান্ত হওয়া। ক্রি।
জ্বরাতি(তী)সার—পেটের পীড়া এবং তৎসঙ্গে জ্বর, জ্বরযুক্ত অতিসাররোগ। জ্বরযুক্ত অতিসার, অতীসার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
জ্বরান্তক—১। যাহাতে জ্বর সারায় এমন, জ্বরনাশক। জ্বরের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —ন্তিকা। ২। ঔষধ-বিশেষ; একজাতীয় নিমগাছ। বি; পুং।
জ্বরিত—যাহার জ্বর হইয়াছে এরূপ, জ্বরযুক্ত। জ্বর+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।
জ্বরী (জ্বরিন্)—জ্বরযুক্ত, জ্বরিত। জ্বর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—জ্বরিণী।
জ্বলজ্বল—অতিশয় উজ্জ্বলতাপ্রকাশ; স্পষ্টভাবে অবস্থান। বাং প্র। অব্য।
জ্বলজ্বলে—উজ্জ্বল। জ্বলজ্বল+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাং প্র। বিণ।
জ্বলত—জ্বলিতেছে ("অন্তর জ্বলত হামারি" —গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
জ্বলতঁহি—জ্বলিতেছে ("অতএ সে মঝু মন জ্বলতঁহি অনুখন"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
জ্বলদগ্নি, জ্বলদনল—জ্বলন্ত আগুন। জ্বলন্ (জ্বলৎ) অগ্নি, অনল, কর্ম্মধা। বি; পুং।
জ্বলন—১। জ্বালা, দীপন; অগ্নিশিখা; দীপ্তি; দাহ; দাহাদিজনিত অসুখকর অনুভব। জ্বল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অগ্নি। জ্বল্+অন কর্তৃবা। বি; পুং।
জ্বলনাঙ্ক—(পদার্থবিদ্যা) পেট্রল, কেরোসিন ইত্যাদি যে তাপমাত্রায় (temperature-এ) তপ্ত হইলে উহার বাষ্পের সহিত দীপশিখার সংস্পর্শ ঘটাইলে উহা জ্বলিয়া উঠে তাহা (flash-point). জ্বলনের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
জ্বলন্ত—যাহা জ্বলিতেছে এমন, প্রদীপ্ত, ভাস্বর; জ্বলনশীল; প্রখর; স্পষ্ট; প্রত্যক্ষ। জ্বল্+অন্ত (বাং) কর্তৃবা। বিণ।
জ্বলা—প্রজ্বলিত হওয়া; উত্তপ্ত হইয়া উঠা; জ্বালা করা, দাহবোধ হওয়া; দগ্ধ হওয়া। বাং ক্রি।

জ্বলিত—যাহা জ্বলিতেছে এমন, দীপ্ত; প্রকাশিত; দগ্ধ, ভস্মাবশেষ। জ্বল্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। [করা। বাং ক্রি।

জ্বলান—পোড়ান; উজ্জ্বল করা; জ্বালাতন

জ্বলুনি—জ্বলন, জ্বালা; জ্বালা করা। জ্বল্+উনি (বাং) ভাববা। বি।

জ্বালত—জ্বালে, প্রজ্বলিত করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

জ্বাল—১। আগুনের ঝলকা; অগ্নিশিখা; আগুনের আঁচ। জ্বল্+ণ কর্ত্তৃবা। ২। দাহ, জ্বলন; দুঃখ, ক্লেশ; যাতনা। জ্বল্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। **জ্বাল দেওয়া**—তাপ দেওয়া, গরম করা। ৩। দীপ্তিবিশিষ্ট। জ্বল্+ণ কর্ত্তৃবা। বিণ।

জ্বালন—প্রজ্বালিত করা; পোড়াইয়া আগুনের মত লাল করা। জ্বল্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—জ্বালিত।

জ্বালা—১। আগুনের শীষ, অগ্নিশিখা; দাহ; আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার ফলে যাতনা। বি; স্ত্রী। ২। দাহবিশিষ্টা। দীপ্তিসম্পন্না, দীপ্তা। জ্বল্+ণ কর্ত্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। প্রজ্বলিত করা; পোড়ান। বাং ক্রি।

জ্বালাতন—উৎপীড়িত, অত্যাচারিত; বিরক্ত। বাং প্র। বিণ।

জ্বালান—প্রজ্বালিত করা; দাহ করা, পোড়ান; বিরক্ত করা, জ্বালাতন করা। বাং ক্রি।

জ্বালানি, জ্বালানী—জ্বালাইবার জিনিস, ইন্ধন; ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত। জ্বালা+নি, নী কর্ম্মবা। বি বা বিণ।

জ্বালানিয়া, জ্বালানে—দগ্ধকারী; পীড়নকারী; জ্বালাতনকারী। জ্বালা+নিয়া, নে কর্ত্তৃবা। বিণ।

জ্বালানী—'জ্বালানি' দ্রঃ।

জ্বালানে—'জ্বালানিয়া' দ্রঃ।

জ্বালামুখ—আগ্নেয়গিরির মুখ (crater). জ্বালাপূর্ণ মুখ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জ্বালামুখী—তীর্থবিশেষ; শক্তির নামান্তর। জ্বালা (অগ্নিশিখা) মুখ (প্রধান) যেখানে, যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জ্বালিত—যাহা জ্বালা হইয়াছে এরূপ, দীপিত; ভস্মীকৃত; সন্তাপিত, ক্লেশিত। জ্বালা+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

জ্বালী (জ্বালিন্)—১। শিখাযুক্ত, দীপ্তিমান্। জ্বালা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—জ্বালিনী। ২। শিব। বি; পুং।

জ্যা—পৃথিবী; (প্রসবহেতু যাঁহার শরীর জীর্ণ হয় এই অর্থে) মাতা; (নিরন্তর আকর্ষণ দ্বারা জীর্ণ হয় বলিয়া) ধনুর ছিলা; (জ্যামিতি) যে সরলরেখা বৃত্তের কোন ভাগকে বিচ্ছিন্ন করে (chord). জ্যা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

জ্যাকেট—একপ্রকার আঁট জামা; পুস্তকের আবরণ। ইং jacket. বি।

জ্যাঘাত—ধনুকের ছিলার প্রহার; পুনঃ পুনঃ গুণাকর্ষণজনিত বেদনা। জ্যা দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

জ্যাঘাতবারণ—ধনুকধারী বীরদের হাতে লাগাইবার একপ্রকার চামড়া। জ্যাঘাতের বারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জ্যাঠা—'জেঠা' দ্রঃ।

জ্যাঠাম, জ্যাঠামি—'জেঠাম' দ্রঃ।

জ্যান্ত—জীবিত, জীয়ন্ত। বাং প্র। বিণ।

জ্যামিতি—ক্ষেত্রতত্ত্ব (Geometry). জ্যার (পৃথিবীর) মিতি (পরিমাণ) যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

জ্যামিতিক—জ্যামিতিসম্বন্ধীয়, জ্যামিতিশাস্ত্রসংক্রান্ত। জ্যামিতি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

জ্যায়ান্ (জ্যায়স্)—১। বয়সে বড়, অধিকবয়স্ক; অগ্রজ; প্রবৃদ্ধ; উৎকৃষ্ট; শ্রেষ্ঠ। বিণ। স্ত্রী—জ্যায়সী। ২। যে ভ্রাতা বয়সে বড়, অগ্রজ। প্রশস্ত বা বৃদ্ধ+ঈয়সুন্ অতিশয়ার্থে, অপেক্ষার্থে ('প্রশস্য' বা 'বৃদ্ধ'-স্থানে জ্য)। বি; পুং।

জ্যারোপ, জ্যারোপণ—ধনুকে ছিলা পরান, গুণস্থাপন। জ্যার আরোপ, আরোপণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

জ্যেষ্ঠ—অগ্রজ; শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রশস্য বা বৃদ্ধ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে ('প্রশস্য' বা 'বৃদ্ধ'-স্থানে জ্য)। বিণ।

জ্যেষ্ঠতাত—বাপের বড় ভাই; পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জেঠা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

জ্যেষ্ঠশ্বশুর—জেঠশ্বশুর, শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

জ্যেষ্ঠশ্বশ্রূ—জেঠশাশুড়ী, জ্যেষ্ঠশ্বশুরের পত্নী। জ্যেষ্ঠা শ্বশ্রূ, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জ্যেষ্ঠা—১। (জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্রের অন্তর্গত অষ্টাদশ নক্ষত্র; টিক্‌টিকি; মধ্যমাঙ্গুলি; গঙ্গা; অলক্ষ্মী; নায়িকাবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। অগ্রজা; শ্রেষ্ঠা। জ্যেষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জ্যেষ্ঠাধিকার—পৈতৃক সম্পত্তিতে প্রথম পুত্রের অধিকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্যেষ্ঠী—টিক্‌টিকী, জেঠি। জ্যেষ্ঠ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জ্যৈষ্ঠ—বাংলা বৎসরের দ্বিতীয় মাস। জ্যৈষ্ঠী (জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা)+অণ্ তদ্‌যুক্তমাসার্থে। বি; পুং।

জ্যৈষ্ঠী—জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। জ্যেষ্ঠা+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জ্যোতিঃ (জ্যোতিস্), **জ্যোতি**—১। গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থ; তেজ; চৈতন্য; আত্মা; চক্ষুর তারকার মধ্যস্থিত দর্শনসাধন পদার্থ; প্রকাশ; স্বতঃপ্রকাশ; জ্যোতিঃশাস্ত্র। বি; ক্লীব। ২। অগ্নি; সূর্য্য; কেবিকাবৃক্ষ। বি; পুং। ৩। পৃথিবী। দ্যুৎ+ইস্ কর্ত্তৃবা। ৪। প্রকাশ; শিখা; আলোক, প্রভা, দীপ্তি; জ্বালা। দ্যুত্+ইস্ ভাববা। বি; স্ত্রী।

জ্যোতিঃশাস্ত্র—জ্যোতির্ব্বিদ্যা। জ্যোতিঃসম্বন্ধীয় শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

জ্যোতিরাত্মা (-ত্মন্)—সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি তেজোময় পদার্থ। জ্যোতিঃ আত্মা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

জ্যোতিরিঙ্গ(ঙ্গ), **-রিঙ্গ(ঙ্গ)ণ**—জোনাকীপোকা, খদ্যোত। জ্যোতিস্—ইন্‌গ্+অচ্, অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

জ্যোতির্ব্বিৎ (-র্ব্বিদ্), **-র্বিৎ**—জ্যোতিষে অভিজ্ঞ, জ্যোতিষী। উপতৎ; জ্যোতিস্—বিদ্+ক্বিপ্। বিণ।

জ্যোতির্ব্বি(র্বি)দ্যা—জ্যোতিঃশাস্ত্র; গ্রহনক্ষত্রাদির উৎপত্তি গতি স্থিতি প্রভৃতি বিষয়ক শাস্ত্র (Astronomy). জ্যোতির্ব্বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

জ্যোতির্ব্বেত্তা (-ত্তৃ), **-র্বেত্তা**—জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—র্ব্বেত্রী।

জ্যোতির্ম্ম(র্ম)ণ্ডল—যাবতীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের সমষ্টি। জ্যোতির ('জ্যোতিস্'-শব্দ) মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জ্যোতির্ম্ম(র্ম)য়—আলোকময়, উজ্জ্বল, জ্যোতিরাত্মক, জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতিঃপূর্ণ। জ্যোতিস্+ময়ট্ স্বরূপার্থে, প্রাচুর্য্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

জ্যোতিশ্চক্র—চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্রসমূহ; (জ্যোতিষ) মেষাদি বারটি রাশিযুক্ত মণ্ডল, রাশিচক্র। জ্যোতির ('জ্যোতিস্'-শব্দ) চক্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জ্যোতিষ, জ্যৌতিষ—জ্যোতির্ব্বিদ্যা, গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি ও ফলাফল; গণনার শাস্ত্র। জ্যোতিস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

জ্যোতিষিক, জ্যৌতিষিক—১। জ্যোতির্ব্বেত্তা। জ্যোতিষ+ইক জ্ঞাতার্থে। বি; পুং। ২। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয়। জ্যোতিষ+ইক সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

জ্যোতিষী (-ষিন্), **জ্যৌতিষী** (-ষিন্)—জ্যোতির্ব্বিৎ, গণক। জ্যোতিষ, জ্যৌতিষ+ইন্ জানে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী,—ষিণী।

জ্যোতিষ্ক—গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ; চিত্রকবৃক্ষ; গণিকারিকাবৃক্ষ। জ্যোতিস্+কন্ স্বার্থে, সদৃশার্থে। বি; পুং।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল—গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপদার্থসমূহ; আকাশে মণ্ডলাকারে স্থিত রাশিচক্র। জ্যোতিষ্কের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

জ্যোতিষ্টোম—যজ্ঞবিশেষ [ষোল জন ঋত্বিক্ ইহার অধিষ্ঠাতা]। জ্যোতির স্তোম যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।
জ্যোতিষ্পথ—আকাশ। জ্যোতির (জ্যোতিঃপদার্থের) পথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্যোতিষ্মতী—১। রাত্রি; যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্তবৃত্তিবিশেষ; লতাবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। জ্যোতির্বিশিষ্টা। জ্যোতিষ্মৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
জ্যোতিষ্মান্ (-ষ্মৎ)—১। উজ্জ্বল; দীপ্তিময়, জ্যোতির্বিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী,—ষ্মতী। ২। সূর্য্য; কুশদ্বীপপতি (ইনি প্রিয়ব্রতের কনিষ্ঠ পুত্র); অত্যুজ্জ্বল মণি, স্ফটিক। জ্যোতিস্+মতুপ্, আছে অর্থে। বি; পুং।
জ্যোতিস্তত্ত্ব—জ্যোতিঃশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত স্মৃতি-গ্রন্থ। জ্যোতির (জ্যোতিঃপদার্থের) তত্ত্ব যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।
জ্যোতীরথ—ধ্রুব। জ্যোতিঃ রথ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
জ্যোৎস্না—চাঁদের কিরণ, চন্দ্রিকা; কান্তি, শোভা। জ্যোতিস্+ন আছে অর্থে (নিপাতনে)+আপ্। বি; স্ত্রী।
জ্যোৎস্নী, জ্যৌৎস্নী—জ্যোৎস্নারাত্রি, চন্দ্রিকাযুক্তা রাত্রি। জ্যোৎস্না+অণ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
জ্যৌতিষ—'জ্যোতিষ' দ্রঃ।
জ্যৌতিষিক—'জ্যোতিষিক' দ্রঃ।
জ্যৌতিষী (-ষিন্)—'জ্যোতিষী' দ্রঃ।
জ্যৌৎস্নী—'জ্যোৎস্নী' দ্রঃ।

[ঝ]

ঝ—১। নবম ব্যঞ্জনবর্ণ, চ-বর্গের চতুর্থ বর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু; ইহা ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ বর্ণ]। ২। ঝঞ্ঝাবাত; জলবর্ষণ; শব্দ; বৃহস্পতি; দৈত্যপতি; ইন্দ্র। বি; পুং। ৩। নিদ্রিত; নষ্ট। ঝট্+ড কর্তৃবা। বিণ। [হিন্দী। বি।
ঝক্—দীপ্তি, চমক, বৃথা কথা; পরাজয়।
ঝকড়া—ঝগড়া; বলম। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ঝকাঝকি—বকাবকি, ঝগড়াঝাঁটি। বাং প্র। বি। [বি; পুং।
ঝকার—'ঝ' এই বর্ণ। ঝ+কার স্বার্থে।
ঝক্কি—দায়িত্ব; জনতা, বহুলোকের একত্র অবস্থান; গোলমাল, ঝঞ্ঝাট। বাং প্র। বি।
ঝক্ঝক্, -মক—চকচক, উজ্জ্বলতা-প্রকাশ। বাং প্র। অব্য। বিণ—ঝক্‌ঝকে, -মকে।
ঝক্ঝকান—ঝক্‌ঝক্ করা, উজ্জ্বলতা প্রকাশ করা। বাং ক্রি।
ঝক্ঝকি—বকাবকি; ঝঞ্ঝাট। বাং প্র। বি।
ঝক্ঝকে—সমুজ্জ্বল, চক্‌চকে। ঝক্‌ঝক্+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।
ঝক্ঝকে-তকতকে—চক্‌চকে, পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন। কর্ম্মধা। বিণ। [ই ভাবে। বি।
ঝকমকি—চক্‌চকে ভাব, ঔজ্জ্বল্য। ঝক্‌মক্+
ঝক্মারি(রী)—ত্রুটী, অপরাধ; বোকামি; আহাম্মুকি; হয়রানি। বাং প্র। বি।
ঝগড়া—কলহ, কোন্দল, বিবাদ। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।
ঝগড়াঝাঁটি—বিবাদ, কলহ, কোন্দল।
ঝগড়াটিয়া, ঝগড়াটে—যে সকল সময়ে ঝগড়া করে বা করিতে ভালবাসে এরূপ, কলহপ্রিয়, বিবাদপ্রিয়। ঝগড়া+টিয়া, টে আসক্তার্থে। বিণ।
ঝঙ্কা(ৎকা)র, ঝঙ্ক(ৎকৃ)তি—বীণা ইত্যাদির শব্দ; ভ্রমরের গুন্‌গুন্ শব্দ; কাংস্যাদির ঝন্‌ঝন্ শব্দ; অব্যক্ত মধুর ধ্বনি। ঝম্ বা ঝন্—কৃ+ঘঞ্, ক্তি ভাববা। বি; পুং, স্ত্রী। বিণ—ঝঙ্কৃত।
ঝঙ্কা(ৎকা)রা—গুন্‌গুন্‌ধ্বনি করা, ঝঙ্কার করা, গুঞ্জন করা। কবিপ্র। ক্রি।
ঝঙ্কা(ৎকা)রিণী—গুন্‌গুন্ শব্দকারিণী; গঙ্গা। ঝঙ্কার+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ বা বি; স্ত্রী।
ঝঙ্কৃ(ৎকৃ)ত—১। গুঞ্জিত; শব্দিত; শিঞ্জিত। ঝন্ বা ঝম্—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ঝঙ্কার। ২। ঝঙ্কার। ঝন্ বা ঝম্—কৃ+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।
ঝঞ্ঝন, ঝঞ্ঝনা—অস্ত্র বা ধাতুপাত্রাদির ঝন্‌ঝন্ শব্দ, ঝনৎকার। ধ্বন্যাত্মক অব্য।
ঝঞ্ঝনায়মান—যাহা ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিতেছে এরূপ। ঝঞ্ঝন+ক্যঙ্ (=ঝঞ্ঝনায় নামধাতু)+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।
ঝঞ্ঝনিয়া, ঝঞ্ঝনে—১। ঝন্‌ঝন্ শব্দকারী; অত্যন্ত নীরস, অতি শুষ্ক। ঝঞ্ঝন+ইয়া, এ করে অর্থে। বিণ। ২। বজ্র। কবিপ্র। বি। ৩। শিশুদের ঝন্‌ঝন শব্দকারী একপ্রকার খেলিবার জিনিষ। প্রাদে। বি।
ঝঞ্ঝা—ঝড়বৃষ্টি; বাত্যা, ঝড়; ধ্বনিবিশেষ; ঝাঁঝ, ঝাঁঝর। ঝম্—ঝট্+ড কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
ঝঞ্ঝাট—ব্যস্ততা, দুঃখ, ক্লেশ; দায়, বিপদ্; যন্ত্রণা। হিন্দী। বি। **ঝঞ্ঝাট পোহান**—কষ্ট সহ্য করা, বিরক্তিজনক অবস্থায় সময় কাটান।
ঝঞ্ঝাটে—যাহার অনেক ঝঞ্ঝাট আছে এরূপ, ঝঞ্ঝাটবিশিষ্ট। ঝঞ্ঝাট+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।
ঝঞ্ঝানিল, -বাত, -মারুত—বৃষ্টির সহিত ঝড়; বেগবান্ বায়ু, বাত্যা, ঝটিকা। ঝঞ্ঝাযুক্ত অনিল, বাত, মারুত (বায়ু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
ঝঞ্ঝাবর্ত্ত(র্ত)—প্রবল ঘূর্ণিবায়ু, মহাবাত, ভীষণ ঝটিকা। ঝঞ্ঝার আবর্ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ঝট্—শীঘ্র, দ্রুত, আচম্বিতে। ঝট্+কিপ্ ভাববা। ক্রি-বিণ। [বি; পুং।
ঝট—ক্ষিপ্রতা, সত্বরতা। ঝট্+অচ্ কর্তৃবা।
ঝটকত—ঝলকাইতেছে, চমক দিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।
ঝটকা—আকস্মিক ভাবে জোরে টান; সহসা উত্থিত ঝড়, ঝাপটা; পক্ষপুচ্ছাদির সহসা আঘাত। বাং প্র। বি।
ঝটকানি—হঠাৎ জোর টান। বাং প্র। বি।
ঝটপট—১। তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণ। ২। ডানা নাড়ার শব্দ; অস্থিরতা-প্রকাশ। বাং প্র। অব্য।
ঝটা, ঝটিকা—১। ঝড়। বাং প্র। বি। ২। শীঘ্রতা, ক্ষিপ্রতা। ঝট+আপ্; পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
ঝটাপটি—পরস্পর জড়াজড়ি। বাং প্র। বি।
ঝটিকা—'ঝটা' দ্রঃ।
ঝটিকাবর্ত্ত(র্ত)—ঘূর্ণি-ঝড়। ঝটিকার আবর্ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ঝটিত—শীঘ্র, সত্বর। কবিপ্র। ক্রি-বিণ।
ঝটিতি—শীঘ্র, দ্রুত, ঝট্ করিয়া, তাড়াতাড়ি। ঝট্+কিতিচ্ কর্তৃবা। অব্য; ক্রি-বিণ।
ঝট্পট—ঝটপট (তাহা দ্রঃ)।
ঝড়—প্রবল হাওয়া; ঝটিকা, বাত্যা। 'ঝটক'-শব্দজ। বি।

ঝড়গতি—ঝড়ের স্থায় বেগবান্‌, অতিশয় বেগশালী। ঝড়ের ন্যায় গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঝড়-ঝাপ্টা—ঝড় ও তাহার আঘাত; (লাক্ষণিক অর্থে) আপদ্‌বিপদ্‌; বাধাবিঘ্ন। দ্বন্দ্ব। বি। [দ্বন্দ্ব। বি।

ঝড়-তুফান—ছোট ও বড় রকমের ঝড়।

ঝড়া, ঝাড়া—ধানের মত একপ্রকার শস্য (সাধারণতঃ ইহার গাছ ধানগাছের সহিতই হয় এবং ধান পাকিবার আগেই ইহা পাকিয়া ক্ষেতে পড়িয়া যায়)। বাং প্র। বি।

ঝড়াঝ ঝড়—খুব তাড়াতাড়ি; অতি দ্রুত। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

ঝড়ি—ঝটিকা, বাত্যা, কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমাগত আকাশের মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা অথবা বৃষ্টি। বাং প্র। বি।

ঝড়ুয়া, ঝড়ো—ঝড়ের মত; ঝড়ে উৎপন্ন; ঝড়ে আঘাতপ্রাপ্ত। ঝড়+উয়া, ও সাদৃশ্যাদি অর্থে। বিণ।

ঝড়্‌তি, ঝড়্‌তি-পড়্‌তি—নাড়াচাড়ায় কোন জিনিসের যে অংশ নষ্ট হয়; উদ্‌বৃত্ত অংশ; অপব্যয়। বাং প্র। বি।

ঝণঝণ, ঝনঝনা—ঝণ্‌ঝণ্‌ শব্দ ('অস্ত্রের —')। অনুকার শব্দ। বি বা অব্য।

ঝণঝণায়মান, ঝনঝনায়মান—যাহা ঝণঝণ শব্দে শব্দিত হইতেছে এরূপ। ঝণঝণ, ঝনঝন+ক্যঙ্‌ (ঝণঝণায়, ঝনঝনায় নামধাতু) +শানচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

ঝণঝণায়িত, ঝনঝনায়িত—ঝণঝণশব্দবিশিষ্ট। ঝণঝণায়, ঝনঝনায় (নামধাতু)+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

ঝনকাঠ—কপাট প্রভৃতির মাথার কাঠ; চৌকাঠের দুই দিকের লম্বা কাঠ। প্রাদে। বি।

ঝনঝন—ঝণ্ণন (তাহা দ্রঃ)।

ঝনঝনা—১। ঝণঝণশব্দ; বজ্র। বাং প্র। বি। ২। ঝণঝণ করা। বাং ক্রি। [—নি।

ঝনঝনান—ঝনঝন করা। বাং ক্রি। বি,

ঝনঝনায়মান—'ঝণঝণায়মান' দ্রঃ।

ঝনঝনায়িত—'ঝণঝণায়িত' দ্রঃ।

ঝনৎকার—ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ, কঙ্কণাদির ধ্বনি। ঝনৎ—কৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

ঝনন-রণন—ঝনঝন শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঝনাৎ—সহসা জোরে ক্ষণস্থায়ী ঝনঝন শব্দ।

ঝপ, ঝপ্‌ঝপ্‌—শীঘ্র শীঘ্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [ত্মক অব্য।

ঝপাঝপ—বারবার ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দ। ধ্বন্যা-

ঝপাৎ—জল প্রভৃতির জলে পড়িবার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [বিণ।

ঝমকিত—উজ্জ্বল, দীপ্তিযুক্ত। প্রাঃ কবিপ্র।

ঝমঝম—বৃষ্টি জল প্রভৃতি পতনের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [অব্য।

ঝমর-ঝমর—মল প্রভৃতির শব্দ। ধ্বন্যাত্মক

ঝমাঝম—ঝমঝম (তাহা দ্রঃ)।

ঝম্প—১। ঝাঁপ, কোন স্থান হইতে আস্ফালন করিয়া লাফাইয়া পড়া। ঝম্‌ (অনুকরণ-শব্দ)—পত্‌+ড ভাববা। বি; পুং। ২। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

ঝম্পই—আন্দোলিত হইতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঝম্পক—(সঙ্গীত) পাঁচ মাত্রার তালবিশেষ। ঝম্প+কন্‌ সদৃশার্থে। বি; পুং।

ঝম্পন—আন্দোলন। 'ঝম্প'-শব্দজ। বি।

ঝম্পা—১। ঝম্প। ঝম্প+আপ্‌। ২। ঝাঁপতাল। ঝম্প+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঝম্পিত—আচ্ছাদিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ঝম্পী (ঝম্পিন্‌)—বানর, কপি। ঝম্প+ইন্‌ যুক্তার্থে। বি; পুং।

ঝর—ঝর্ণা, নির্ঝর, পর্ব্বতাদি হইতে পতিত বারিপ্রবাহ; সমূহ; পাহাড় ইত্যাদি হইতে পতিত জলের স্রোত। ঝৄ+অপ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। [হিন্দী। বি।

ঝরকা, ঝরোকা—জানালা, গবাক্ষ।

ঝরণা, ঝরনা—পর্ব্বতনিঃসৃত জলধারা, নির্ঝর। ঝর্‌+না কর্তৃবা। বি।

ঝরণা-কলম—ফাউন্টেন পেন (fountain pen). ঝরণা সদৃশ কলম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ঝরা—১। নির্গত হওয়া; বিন্দু বিন্দু করিয়া পতিত হওয়া; বোঁটা প্রভৃতি হইতে খসিয়া পড়া। বাং ক্রি। ২। স্খলিত, চ্যুত, ভ্রষ্ট ('—ফুল')। বিণ। ৩। বৃক্ষাদির মূলে জলদান করিবার নিমিত্ত সচ্ছিদ্র জলপাত্র, ঝারা। ঝর্‌+আ করণবা বা অপাবা। ৪। ঝর, নির্ঝর, উৎসাদি হইতে নির্গত বারিপ্রবাহ। ঝৄ+অঙ্‌ কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঝরিত—গলিত, যাহা ঝরিয়াছে; নির্ঝরবিশিষ্ট। ঝর+ইতচ্‌ সংজাতার্থে। বিণ। বি—ঝরণ। [বি; স্ত্রী।

ঝরী—ঝরণা, নির্ঝর। ঝৄ+ই করণবা+ঈপ্‌।

ঝরু—ঝরে; ঝরিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঝর্ঝর—উচ্চ হইতে নিম্নে বেগে জল পড়িলে যে শব্দ হয় তাহা; সামরিক বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাড়া; ঝাঁঝ; বেত্র-নির্ম্মিত দণ্ডবিশেষ; পাক-সাধন দ্রব্যবিশেষ, ঝাঁঝরা, ভাজা জিনিস গরম ঘি বা তেল হইতে তুলিবার হাতা। ঝর্ঝ+অরন্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

ঝর্ঝরিয়া, ঝর্ঝরে—১। তক্‌তকে; পরিষ্কৃত, সাফ, উজ্জ্বল। ঝর্ঝর (অনুকার-শব্দ) +ইয়া, এ করে অর্থে। ২। বহুচ্ছিদ্রবিশিষ্ট, অত্যন্ত ভগ্ন। 'জর্জ্জর'-শব্দজ। বিণ।

ঝর্ঝরী—১। ঝাঁঝরী, সচ্ছিদ্র হাতা। 'জর্জ্জরীক'-শব্দজ। ২। মন্দিরাবাদ্য; কাংস্য-নির্ম্মিত বাদ্যবিশেষ। 'ঝর্ঝর'-শব্দজ। বি।

ঝলক—হলকা ('আগুনের—'); ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, প্রভা; বমি করিলে যাহা উঠিয়া আসে তাহার খানিকটা; ঢেউয়ে জলের হঠাৎ এক একবার উত্থান। বাং প্র। বি। -[ক্রি।

ঝলকত, ঝলকহি—ঝলকে। প্রাঃ কবিপ্র।

ঝলকা, ঝলকান—দীপ্তিপ্রকাশ, ঝলক দেওয়া। বাং ক্রি।

ঝলকিত—উজ্জ্বল, দীপ্তিবিশিষ্ট। ঝলক+ইত যুক্তার্থে। বাং প্র। বিণ।

ঝলজ্বল, -জ্বলা—ছলছল দৃষ্টি; হস্তীর কর্ণতাড়ন; ঝুলা, ঝুলিয়া থাকা। জ্বলৎ—জ্বল্‌+অচ্‌ কর্তৃবা (নিপাতনে), পক্ষে আপ্‌। বি; পুং, স্ত্রী।

ঝলঝল, ঝলমল—উজ্জ্বলতাবিকাশ, দীপ্তিপ্রকাশ। বাং প্র। অব্য।

ঝলমলে—উজ্জ্বল, চকচকে। ঝলমল+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

ঝলসা, ঝলসান—খানিকটা পুড়িয়া যাওয়া, অর্দ্ধদগ্ধ হওয়া বা করা; চোখের উপর হঠাৎ তীব্র আলোক পড়ায় ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়া বা করা; উজ্জ্বলতা নষ্ট হওয়া বা করা। বাং ক্রি।

ঝলসিত—১। যাহা ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে এমন, ঝলকিত, উজ্জ্বলীকৃত। ঝলস (<জৌলুস)+ইত যুক্তার্থে। ২। চোখের উপর হঠাৎ তীব্র আলোক পড়ায় দৃষ্টিহীন; যাহার উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়াছে এমন। ঝলসা +ইত কর্ম্মবা। বিণ।

ঝলা—১। জ্বলিত হওয়া, দীপ্তিবিকাশ করা; ('ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা'—মাইকেল); ঝুলিয়া থাকা, ঝুলিয়া পড়া। কবিপ্র। ক্রি। ২। কন্যা, দুহিতা; রৌদ্রের তেজঃ। ঝল্‌+অচ্‌ কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ('ঝালা' শব্দও হয়)।

ঝল্ক—ঢেউ উঠা, তরঙ্গপাত; অগ্নির তেজ। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।

ঝল্‌ঝল্‌—ঝুলিয়া পড়া, ঝুলিয়া থাকা।

ঝল্‌ঝলা, ঝল্‌ঝলে—যাহা ঝুলিয়া আছে এরূপ, লম্বমান; দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল। ঝল্‌ঝল্‌+আ, এ করে অর্থে। বিণ।

ঝল্লরী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঝল্লরী; করতাল। ঝল্ল—রা+ক কর্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঝাইল, ঝাল—পাইন বা পান, ধাতুদ্রব্য জুড়িবার জন্য মিশ্র ধাতু; পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় হইতে জল সেচন করিবার স্থান; যুগল, জোড়া (যেমন—এক ঝাল কপাট)। বাং প্র। বি। [বি।

ঝাউ—একজাতীয় গাছ। 'ঝাবুক'-শব্দজ।

ঝাঁ—ঝটিতি, শীঘ্র; ক্ষিপ্রতার ভাব। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঝাঁই—১। অতিশীঘ্র, নিমেষে। অব্য, ক্রি-বিণ। ২। আধপোড়া; থরভাজা; ঝাঁঝযুক্ত; ঝাল; তীব্র। বাং প্র। বিণ।
ঝাঁক—পাখী মাছ মাছি প্রভৃতির দল, সমূহ। বাং প্র। বি।
ঝাঁকড়—গুচ্ছ, স্তবক। বাং প্র। বি।
ঝাঁকড়া—গোছাযুক্ত, গুচ্ছবিশিষ্ট, উস্কো-খুস্কো। ঝাঁকড়+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ।
ঝাঁকনি, ঝাঁকানি, ঝাঁকি, ঝাঁকী, ঝাঁকুনি—সবেগে ধাক্কা। হিন্দী 'ঝকোরনা'-শব্দজ। বি।
ঝাঁকা—১। মোট লওয়ার জন্য বড় আকারের ঝুড়ি, চেঙ্গারি; ভারবহন করিবার আধার। বি। ২। ধাক্কা দেওয়া, সবেগে কাঁপান। বাং ক্রি।
ঝাঁকামুটে—যে মজুর ঝাঁকায় করিয়া মোট বহন করে। ঝাঁকাবহা মুটে, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।
ঝাঁকারা—ঝঙ্কার দেওয়া ("ধনুক তুলিয়া ঝাঁকারিল পুনঃ পুনঃ।"—কাশীরাম); বমনের বেগ আসা। কবিপ্র। ক্রি।
ঝাঁজ—তেজ; তীব্রতা; উগ্রতা; তাপ। বাং প্র। বি। [বি।
ঝাঁজরি—সচ্ছিদ্র হাতা। 'জর্জ্জরীক'-শব্দজ।
ঝাঁজাল—তীব্র, তেজযুক্ত; কড়া। ঝাঁজ+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ।
ঝাঁঝ, ঝাঁজ—১। কাঁসর; কাঁসরের বাদ্য। 'ঝর্ঝর'-শব্দজ। ২। কোপাদি বা বিরক্তির ভাব দ্বারা যে অস্পষ্ট শব্দ করা যায় তাহা; তেজস্কর পদার্থের তেজঃ। 'ঝঞ্ঝ'-শব্দজ। বি।
ঝাঁঝর—১। বহুচ্ছিদ্রযুক্ত। 'জর্জ্জর'-শব্দজ। বিণ। ২। ঝঞ্ঝা, কাঁসর। 'ঝর্ঝর'-শব্দজ। বি।
ঝাঁঝরা—ফোঁপরা; বহুচ্ছিদ্রযুক্ত, জর্জ্জরিত, অতিভগ্ন। 'জর্জ্জরীক'-শব্দজ। বিণ।
ঝাঁঝরী—ঝাঁঝরা, বহুচ্ছিদ্রযুক্ত ছাতা; জলসেচনপাত্র; ছোট ঝাঝর। 'ঝর্ঝরী'-শব্দজ। বি।
ঝাঁঝাঁ—সূর্য্যকিরণের তীব্রতা; রোদের তেজ। দ্রুততা-সূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।
ঝাঁট—১। ঝাঁটাদ্বারা পরিষ্কার করা। বাং ক্রি। ২। শীঘ্র, সত্বর। 'ঝটিতি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য; ক্রি-বিণ।
ঝাঁটা—খাঙ্গরা, সম্মার্জ্জনী। বাং প্র। বি। **ঝাঁটা খাওয়া**—ঝাঁটার দ্বারা প্রহৃত হওয়া; অপমানিত হওয়া। **ঝাঁটাপেটা করা, ঝাঁটা মারা**—ঝাঁটার দ্বারা আঘাত করা। **মুড়া ঝাঁটা**—বহুদিনের ব্যবহারে ক্ষয় পাওয়া খেংরা।
ঝাঁটাখেকো—যে সকলের কাছে অপমানিত হয় এমন। বাং প্র। বিণ।
ঝাঁটাতারা—ধূমকেতু (ইহার আকার অনেকটা ঝাঁটার মত বলিয়া ইহার নাম ঝাঁটাতারা হইয়াছে)। বাং প্র। বি।
ঝাঁটান—ঝাঁটা দ্বারা প্রহার করা; ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা। বাং ক্রি।
ঝাঁপ—১। লাফ। 'ঝম্প'-শব্দজ। ২। আগড়, দড়মার তৈয়ারী কপাট। হিন্দী। বি। ৩। গোপন কর, লুকাও, ঢাক; ঢাকি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
ঝাঁপতাল—চারিটি পদ এবং দশ মাত্রার তাল। 'ঝম্পাতাল'-শব্দজ। বি।
ঝাঁপন—লুকান, গোপন করা; ঢাকা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ঝাঁপসন্ন্যাস—শিবভক্তদের উৎসববিশেষ [উক্ত উৎসবের দিনে শিবব্রতে দীক্ষিত গাজনের সন্ন্যাসীরা শিবের প্রীতিকামনায় মঞ্চের উপরিভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে]। বাং প্র। বি।
ঝাঁপা—১। ঝাঁপ দেওয়া; আবৃত করা; লুকান; মনে পড়া; কাটান; জলে ঝাঁপ দিবার মত করিয়া শরীর দোলান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ২। একপ্রকার মুকুট, মাথার গহনাবিশেষ। বাং প্র। বি।
ঝাঁপাই—১। সাঁতারের সময় ঘন ঘন হাত-পা ছোঁড়া; লম্ফ। বাং প্র। বি। ২। ঢাকিয়া, লুকাইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
ঝাঁপান—১। লাফাইয়া পড়া, লম্ফপ্রদান করা। বাং ক্রি। ২। মনসার গানবিশেষ। বাং প্র। বি।
ঝাঁপি, ঝাঁপী—বেতের তৈরি পাত্র, পেটরা, পেটক। ঝাঁপ+ই, ঈ করণবা। বি।
ঝাঝর—জর্জ্জরিত, জীর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
ঝাট—১। নিকুঞ্জ, লতাগৃহ; কান্তার, দুর্গম বন। ঝট্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। ক্ষত ঘা প্রভৃতি পরিষ্কারকরণ। ঝট্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। শীঘ্র, দ্রুত। 'ঝটিতি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ। [বি।
ঝাটহি—নিকুঞ্জে, দুর্গমবনে। প্রাঃ কবিপ্র।
ঝাটা—যূথিকা; ভূমি-আমলকী। ঝট্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
ঝাটি, ঝাটী, ঝাঁটি, ঝাঁটী—ঝাঁটিফুল, ঝাঁটিফুলের গাছ। কবিপ্র। বি।
ঝাট্যাতি—ঝাড়ুদার, সম্মার্জ্জনীজীবী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ঝাড়—গুচ্ছ, স্তবক; শ্রেণী; স্ফটিকাদিনির্ম্মিত আলোকাধার। 'ঝাট'-শব্দজ। বি।
ঝাড়ঝোড়—ছোটবড় ঝোপ। বাং প্র। বি।
ঝাড়ন—মন্ত্রদ্বারা রোগাদি নিবারণ; সম্মার্জ্জন; নির্ধূলীকরণ, নির্ম্মলীকরণ; ঝাড়িবার জন্য ঝাঁটা বা স্থূল বস্ত্রাদি। ঝাড়+অন ভাববা, করণবা। বি।
ঝাড়ফুঁক—ভূতগ্রহ বা রোগ সারাইবার জন্য ফুৎকার সমেত মন্ত্র। ঝাড় ও ফুঁক, দ্বন্দ্ব। বি। [ঝাড় ও পোঁছ, দ্বন্দ্ব। বি।
ঝাড়পোঁছ—ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পরিষ্কারকরণ।
ঝাড়া—১। ধান্যাদির গাছ হইতে ধান্যাদি পৃথক্ করা; পরিস্রুত করা; তুষাদি দূর করিয়া দেওয়া; সর্পবিষ প্রভৃতি দূর করিবার জন্য মন্ত্রপাঠ করা; নিঃশেষে বিক্রয় করা ("সবটা ছ পয়সা সেরে ঝেড়ে দেয়"—কেদার বন্দ্যোঃ)। বাং ক্রি। **গা ঝাড়া দেওয়া**—শরীরের আলস্য ঝাড়িয়া ফেলা। **ঝাড়া দেওয়া**—ঝুলাইয়া বেগে নাড়া দেওয়া। **ঝাল ঝাড়া**—রাগ মিটাইয়া লওয়া, রাগ করিয়া কাহাকেও তিরস্কার বা প্রহার করা। **ঝুলি ঝাড়া**—ঝুলি নীচের দিকে করিয়া খালি করা; রিক্তহস্ত হওয়া। **ধান ঝাড়া**—আছাড় দিয়া ধানগাছ হইতে ধান ঝরাইয়া ফেলা। **নাক ঝাড়া**—জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া নাক হইতে শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলা। **বিষ ঝাড়া**—সাপের দাঁতের গোড়া হইতে বিষ বাহির করিয়া ফেলা; (লক্ষ্যার্থে) জব্দ করা। **ভূত ঝাড়া**—মন্ত্রাদি দ্বারা ভূতে-পাওয়া লোকের ভূতাবেশ দূর করা; (লক্ষ্যার্থে) রীতিমত মারধর বা তিরস্কার করিয়া শায়েস্তা করা। ২। পৃথক্কৃত; পরিষ্কৃত; নিস্তুষীকৃত। হিন্দীমূলক। ঝাড়্+আ কর্ম্মবা। বিণ।
ঝাড়ান—ঝাড়াই করা; গাছ হইতে পাড়া বা ঝরান; দূরীকরণ। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।
ঝাড়াল—ঝাড়বিশিষ্ট, গুচ্ছবিশিষ্ট। ঝাড়+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ।
ঝাড়ু—১। ঝাঁটা, সম্মার্জ্জনী। হিন্দী। ২। চামর। কবিপ্র। বি।
ঝাড়ুদার—ঝাঁট দেওয়া যাহার ব্যবসায়; সম্মার্জ্জনীজীবী। ঝাড়ু+দার জীবিকার্থে। বিণ বা বি।
ঝাণ্ডা—নিশান, পতাকা; পতাকার দণ্ড। হিন্দী। বি। **ঝাণ্ডা উঁচা রহে**—পতাকার গৌরব বজায় থাকুক।
ঝানু—পাকা, অভিজ্ঞ। 'ঝুনা'-শব্দজ। বিণ।
ঝাপটা, ঝাপ্টা—বৃষ্টির ছাঁট; দমকা বাতাস; একরূপ গহনা। হিন্দীমূলক। **ঝাপটা মারা**—কোন কিছুর দ্বারা বিশেষতঃ পাখার দ্বারা আঘাত করা, বেগে ধাক্কা দেওয়া।
ঝাপসা, ঝাপ্সা—অস্পষ্টভাবে দৃশ্য; ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাব; অস্পষ্ট দৃষ্টি। হিন্দীমূলক। বিণ বা বি।
ঝাবু, ঝাবক—ঝাউগাছ। ঝা—বী+ডু কর্ত্তৃবা, পক্ষে কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।
ঝামক—অত্যন্ত পোড়া ইট, ঝামা। ঝম+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।
ঝামটা—দমকা, ঝাপটা; ক্রোধ প্রকাশ;

তিরস্কার। বাং প্র। বি। **মুখঝামটা দেওয়া**—(সাধারণতঃ মেয়েদের) হঠাৎ মুখ নাড়িয়া ধমক দেওয়া। **মুখ-ঝামটা খাওয়া**—তিরস্কৃত হওয়া, ধমক খাওয়া।

ঝামর—১। টেকুয়া প্রভৃতি শাণ দিবার ছোট পাথর। ঝাম—রা+ক কর্তৃবা। বি; পুং। ২। অনুজ্জ্বল, দীপ্তিশূন্য ("শ্রীমুখমণ্ডল ঝামর কাহে ভেল"—শশিশেখর)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বি।

ঝামা—অত্যন্ত পোড়া ইট। 'ঝামক'-শব্দজ।

ঝামেলা—গোলমাল, ঝঞ্ঝাট। হিন্দী। বি।

ঝারা—উচ্চ স্থান হইতে গাত্রে অল্প অল্প জলসেচন বা জলপতন; ধারা; বিগ্রহকে স্নান করাইবার বহু ছিদ্রযুক্ত জলপাত্র; ঝালর। 'ধারা'-শব্দজ। বাং প্র। বি।

ঝারি, ঝারী—১। জলপাত্রবিশেষ, গাড়ু। 'ঝৄ'-ধাতুজ। ২। ঘটা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঝাল—১। কটু; তীক্ষ্ণ, তীব্র। বিণ। ২। কড়া মেজাজ; ক্রোধ; যাহা দ্বারা ধাতুদ্রব্য জোড়া বা তালি দেওয়া হয় তাহা, পান; ঝালাই করিবার জিনিস। 'জ্বাল'-শব্দজ। বি। **ঝাল ঝাড়া, ঝাল মিটান**—তিরস্কার প্রভৃতি দ্বারা রাগ মিটান; বকাবকি বা মারধর করিয়া রাগ দেখান। **ঝালে ঝোলে অম্বলে**—সর্ব্বব্যঞ্জনে; সকল বিষয়ে।

ঝালন—ধাতুনির্ম্মিত পাত্রের ভাঙ্গা মেরামত করা; গহনাপত্রের গড়ন ঠিক করা; পাইন দেওয়া। হিন্দী। বাং ক্রি।

ঝালর—নক্সাদার কোঁকড়ান কাপড়ের টুক্‌রা; চাঁদোয়া প্রভৃতির চারিদিকে ঘের-দেওয়া কাপড়; মেয়েদের পায়ের আঙ্গুলে পরিবার একপ্রকার গহনা। 'ঝল্লরী'-শব্দজ। বি।

ঝালরদার—ঝালরযুক্ত। ঝালর+দার যুক্তার্থে। বিণ।

ঝালা—ঝালন (সকল অর্থে); কৌশলে অন্যের অর্থাদি আত্মসাৎ করা। বাং ক্রি।

ঝালান—ধাতব দ্রব্যে পান লাগাইয়া জুড়িয়া দেওয়া; উদ্ধার করা; সংস্কার করা; পরিষ্কার করা। বাং ক্রি।

ঝালাপালা—অল্পকালস্থায়ী উচ্চ শব্দে যাহার কানে তালা লাগে এমন; অতিশয় বিরক্ত। বাং প্র। বিণ।

ঝালি, ঝালী—জলসেচনকালে জল জমিবার গর্ত্ত; সেচনীর দ্বারা উত্তোলিত জলপতনের স্থান; পেটিকা, পেড়া। বাং প্র। বি।

ঝি—কন্যা, মেয়ে, দুহিতা; দাসী, চাকরাণী। পালিমূলক অথবা 'দুহিতৃ'-শব্দজ। <ঝীঅ <ধিয়<ধীদা<দুহিতা। বি; স্ত্রী।

ঝিউড়ী, ঝিয়ারী—কন্যা, দুহিতা। প্রাঃ বাং। বি।

ঝিঁক—উনানের মধ্যে বাতাস লাগিবার জন্য উহার উপরকার উঁচু মাটির ডেলা। বাং প্র। বি।

ঝিঁকা—ধাক্কা, সবেগে টান। বাং প্র। বি।

ঝিঁঝিঁ—ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁপোকা। 'ঝিল্লী'-শব্দজ। বি। [প্র। বি।

ঝিঁঝিঁট—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বাং

ঝিক—বেগে বাহিরে যাওয়া। বাং প্র। বি।

ঝিকমিক, ঝিকিমিকি—চকচক করা, দীপ্তিবিকাশ। বাং প্র। অব্য।

ঝিকুর—মাথার ঘিলু, মস্তিষ্ক, মস্তকের মধ্যস্থিত সারাংশ। বাং প্র। বি।

ঝিঙ্গা, ঝিঙ্গা—তরকারিরূপে ব্যবহার্য্য ফলবিশেষ। 'ঝিঙ্গাক'-শব্দজ। বি।

ঝিঙ্গাক—ফলবিশেষ, ঝিঙ্গা। লিন্‌গ্‌+আক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

ঝিঙ্গিনী—ঝিঙ্গালতা, ঝিঙ্গাগাছ; উল্কা। লিন্‌গ্‌+গিন্‌ কর্তৃবা (নিপাতনে)+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঝিঙ্গী—ঝিঙ্গাগাছ। লিন্‌গ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা +ঈপ্‌ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী। [বি।

ঝিঝিট—সঙ্গীতের রাগবিশেষ। বাং প্র।

ঝিঞ্জী—ঝিঁঝিঁপোকা, ঝিল্লী। ঝিঞ্ঝা+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঝিন্টিকা, ঝিন্টকী—ঝাঁটিফুলের গাছ। ঝিম্‌—রট্‌ (ঘোষণা করা)+অচ্‌ কর্তৃবা (নিপাতনে)+ঈপ্‌=ঝিন্টী, ঝিন্টী+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঝিনঝিন, -ঝিনি—হাত পা প্রভৃতিতে খিল ধরা, অনেকক্ষণ একভাবে স্থাপনের ফলে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ায় অঙ্গের বিবশতা। বাং প্র। অব্য।

ঝিনুক—শুক্তি, জলচর কঠিনাবরণ প্রাণিবিশেষ; ঝিনুকের শক্ত খোলা; ঝিনুকের খোলার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ধাতুনির্ম্মিত চামচ। বাং প্র। বি। [বিণ।

ঝিম—নেশা ইত্যাদিতে অবশ। বাং প্র।

ঝিমঝিম—নেশা ইত্যাদির জন্য অবশতা বোধ। বাং প্র। অব্য।

ঝিমান—চক্ষু মুদিয়া ঢুলা, তন্দ্রাবিষ্ট হওয়া। বাং ক্রি। [দুহিতা। প্রাঃ বাং। বি।

ঝিয়ারি, ঝিয়ারী—কন্যা, নন্দিনী,

ঝিয়ে—কন্যে, তনয়ে ("শুন ঝিয়ে খুল্লনা সুখে থাক বিনোদ মন্দিরে"—কবিকঙ্কণ)। 'ঝি' শব্দের সম্বোধন। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

ঝিরঝির—মৃদুভাবে জল বায়ু ইত্যাদির বহিয়া যাওয়ার ভাব। বাং প্র। অব্য। বিণ—ঝিরঝিরে।

ঝিরিকা—ঝিল্লী; ঝিঁঝিঁ পোকা। ঝিরি—কৈ+ক কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঝিল—জলগর্ত; জলাশয়বিশেষ। বাং প্র। বি।

ঝিলমিল—ঝকমক, ঝলমল। বাং প্র। অব্য। বিণ,—মিলা,—মিলে। ক্রি,—মিলান।

ঝিলমিলি—জানালা প্রভৃতির খড়খড়ি; পাল্কীর কপাট; ঝলমল করার ভাব। বাং প্র। বি বা অব্য।

ঝিলিক—ঝলক, তীব্র ক্ষণস্থায়ী আলোক; বিদ্যুতের চমক; বিদ্যুৎ। বাং প্র। বি বা অব্য। **ঝিলিক মারা**—বিদ্যুতের চমক হওয়া।

ঝিলিমিলি—১। ঝিকমিকে ও লম্বমান; বিচিত্র। বিণ। ২। ঝিলমিলি। বাং প্র। বি বা অব্য।

ঝিল্লিকা, ঝিল্লী—ঝিঁঝিঁপোকা; রোদের তেজবিশেষ, ঝাঁঝাঁ, চিক্‌চিক্‌; জালের ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট পাতলা চামড়া (membrane); বাতি, বর্ত্তি। চিল্‌+অচ্‌ কর্তৃবা (নিপাতনে)+ঈপ্‌=ঝিল্লী; ঝিল্লী+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঝিল্লীকণ্ঠ—গৃহ-পালিত কবুতর, গৃহ-কপোত। ঝিল্লীর কণ্ঠসদৃশ কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [বি; পুং।

ঝিল্লীধ্বনি—ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ।

ঝী—ঝি (তাহা দ্রঃ)।

ঝুঁকা—পক্ষপাতী হওয়া; আকৃষ্ট হওয়া; হেলা করা। বাং ক্রি।

ঝুঁকি, ঝুঁকী—দায়িত্ব, ভার; ঝোঁক, প্রবণতা। বাং প্র। বি। **ঝুঁকি সামলান**—দায়িত্ব লইয়া যোগ্যতার সহিত কার্য্য সাধন করা।

ঝুঁজান—ছিদ্রপথে বেগে রক্ত পড়া; তরল পদার্থ ঝরা। বাং ক্রি।

ঝুঁটা—টিকী, শিখা; খোঁপা ("শিরে কুঞ্চিত কুন্তল-বন্ধ ঝুঁটা"—নৃসিংহ দাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঝুঁটি, ঝুঁটী—ষাঁড়ের ঘাড়ের উপরকার মাংসপিণ্ড; মাথার উপরে বাঁধা চুলের গোছা; কবরী, খোঁপা; টিকী, শিখা। বাং প্র। বি।

ঝুঁটি-বাঁধা—যাহার মাথার উপরে গোছা করিয়া চুল বাঁধা রহিয়াছে এমন ("ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি"—রবীন্দ্রনাথ)। ঝুঁটি বাঁধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ঝুট, ঝুটা—১। মিথ্যা, অলীক; অনর্থক; নিষ্প্রয়োজন। হিন্দী। **ঝুটমুট**—মিছামিছি, শুধু শুধু। ২। উচ্ছিষ্ট। 'জুষ্ট'-শব্দজ। বিণ। ৩। চূড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঝুটক—মিথ্যা, অনর্থক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ঝুটা—১। টিকী, শিখা। 'জূট'-শব্দজ। বি। ২। ঝুট (২) দ্রঃ। ৩। ঝুট (১) দ্রঃ।

ঝুড়ি, ঝুড়ী—বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা তৈরী একপ্রকার পাত্র, ছোট ঝোড়া। বাং প্র। বি।

ঝুড়িঝুড়ি—অনেক, প্রচুর। বাং প্র। বিণ।

ঝুণ্ট—ছোট গাছ, ঝোড় ; গুল্ম ; ঝোপ ; স্তম্ব। ঝট্ + অচ্ কর্তৃবা (ন-আগম, অ-স্থানে উ)। বি ; পুং।

ঝুনা—অত্যন্ত পাকা, অতিশয় নিপুণ ; নিতান্ত ধূর্ত ; অতি পাকা এবং শুক্‌না ('—নারিকেল')। 'জূর্ণ'-শব্দজ। বিণ। [ক্রি-বিণ।

ঝুপ—সত্বর, ক্ষিপ্র। বাং প্র। অব্য ;

ঝুপঝাপ, ঝুপঝুপ—জলে দাঁড় ফেলিবার শব্দ ; জলে পড়িবার বিশেষ শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঝুপড়ী, ঝুপরী—ঝোপের মত ছোট ; ক্ষুদ্র ('—গৃহ')। বাং প্র। বিণ।

ঝুপুর-ঝুপুর—দ্রুত দাঁড় ফেলিবার বা বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বাং প্র। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঝুম্—১। মৌনী, নিস্তব্ধ। বিণ। ২। আবদার, থোট। বাং প্র। বি।

ঝুমঝুম—অলঙ্কারাদির বিশেষতঃ ঘুঙুরের শব্দ। বাং প্র। অব্য।

ঝুমকা—একরকম গোল ফুল ; ঐ ফুলের আকারবিশিষ্ট কাণের দুল। বাং প্র। বি।

ঝুমরি—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ ; অশ্লীল বা আদিরসাত্মক গানবিশেষ। বাং প্র। বি ; স্ত্রী।

ঝুমুর—অশ্লীল কবিগানবিশেষ। 'ঝুমরি'-শব্দজ। বি। [অব্য।

ঝুম্‌ঝুম—অলঙ্কারাদির শব্দ। ধ্বন্যাত্মক

ঝুম্‌ঝুমি—শিশুদের খেলনাবিশেষ [ইহা নাড়িলে "ঝুম ঝুম" শব্দ হয়]। বাং প্র। বি।

ঝুর—১। গলন, ক্ষরণ। বাং প্র। বি। ২। কাঁদে, কাঁদিতেছে ("কানু কানু করি ঝুর" —বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বাং ক্রি।

ঝুরঝুর, ঝুরুঝুরু—ধীরে ধীরে বালি খসার শব্দ ; পাতা ও পল্লব প্রভৃতির ধীরে ধীরে নড়িবার শব্দ। বাং প্র। অব্য। বিণ—ঝুরঝুরে।

ঝুরত—কাঁদিতেছে ("ঝুরত তুয়া বিনু রাই" —গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঝুরা—১। গুঁড়া-করা, চূর্ণিত। বিণ। ২। গলিত হওয়া, ক্ষরিত হওয়া। বাং প্র। ৩। কাঁদা, অশ্রুমোচন করা ("রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"—জ্ঞানদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঝুরি—১। বট প্রভৃতি গাছের ডাল হইতে যে নকল শিকড় লম্বাভাবে শূন্যে ঝুলিয়া পড়ে তাহা, নাম্‌না ; বেশম দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য। বাং প্র। ২। ছোট টুক্‌রা, ক্ষুদ্র খণ্ড। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঝুরিভাজা—বেশম দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ; ভালরূপে ভাজা কোন বস্তুর গুঁড়া। ঝুরি সদৃশ ভাজা, মধ্যপ কর্মধা। বি।

ঝুরুঝুরু—'ঝুরঝুর' দ্রঃ।

ঝুল—জামার জন্য দেহের উপরদিক্ হইতে নিম্নদিকের মাপ; জমাট ধুঁয়া, ধুঁয়া প্রভৃতির জন্য ঘরের মধ্যে যে কালি জমিয়া থাকে তাহা; বিলম্বকরণ ; ঝুলন, দোলান। 'দুল্'-ধাতুজ। বি।

ঝুলকাল—ঝুলের মত কৃষ্ণবর্ণ। বাং প্র। বিণ।

ঝুলন—রাধাকৃষ্ণের মূর্তিকে দোলায় ঝুলাইয়া যে উৎসব করা হয় তাহা; হিন্দোল উৎসব (এই উৎসব শ্রাবণের শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ হয় এবং পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হয়) ; দোলন। ঝুল্ + অন (বাং) ভাববা। বি।

ঝুলনা—দোল্‌না ; দোলা। হিন্দী। বি।

ঝুল-সন্ন্যাস—গাজনের উৎসবের সময় শিবভক্ত সন্ন্যাসীদের উপরে পা আটকাইয়া মাথা নীচের দিকে রাখিয়া ঝুলা। প্রাদে। বি।

ঝুলা—দোলা, দোল খাওয়া ; লম্বমান হওয়া। বাং ক্রি।

ঝুলাঝুলি, ঝুলোঝুলি—অতিশয় অনুনয়-বিনয় ; সাধাসাধি, জেদাজেদি, পীড়াপীড়ি। বাং প্র। বি।

ঝুলান—দোলান ; টাঙ্গান, লম্বমান করা ; গুরুতর অপরাধে অপরাধীকে ফাঁসী দেওয়া। বাং ক্রি।

ঝুলি—কাপড়ের তৈরি থলি। বাং প্র। বি। **ঝুলিঝাড়া করা**—টাকা পয়সার একেবারে রিক্ত করা, নিঃসম্বল করা। **ঝুলি কাঁধে করা, ঝুলি লওয়া**—দীনদরিদ্র হইয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করা, নিঃসম্বল হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা।

ঝেঁটা—ঝাঁটা। বাং প্র। বি।

ঝেঁটান—ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা ; ঝাঁটা দিয়া প্রহার করা। (ঝাঁটা হইতে নামধাতু)। বাং ক্রি।

ঝেঁৎলা—মাদুরবিশেষ ; চওড়া চওড়া জলজ ঘাস। বাং প্র। বি।

ঝোঁক—অত্যন্ত আগ্রহ ; প্রবণতা, একান্ত প্রবৃত্তি, জেদ ; প্রভাব ; সখ ; পক্ষপাতিত্ব ; টান ; ঝুঁকিয়া পড়া, আনতভাব, অবনতি। বাং প্র। বি। **ঝোঁক চাপা**—অত্যন্ত আগ্রহ হওয়া।

ঝোঁকতা, ঝুঁকতি—দাঁড়ি-পাল্লার একদিকে ওজন বেশী হওয়া ও সেই দিকের পাল্লা নামিয়া যাওয়া। বাং প্র। বি।

ঝোঁকান—জেদী, কোন কিছু করিতে অত্যন্ত আগ্রহসম্পন্ন, প্রবণতাসম্পন্ন। বাং প্র। বিণ।

ঝোঁটন—১। ঝুঁটি। বি। ২। ঝুঁটিযুক্ত। বাং প্র। বিণ।

ঝোঁটা—(অনাদরে ও বড় বুঝাইতে) ঝুঁটি, লম্বিত কেশগুচ্ছ। বাং প্র। বি।

ঝোড়—লতা-গুল্মে পূর্ণ ঘন ঝোপ ; জঙ্গল। বাং প্র। বি।

ঝোড়া—১। বড় ঝুড়ি ; কঞ্চি দ্বারা প্রস্তুত পাত্রবিশেষ। বি। ২। পরিষ্কৃত, বাছা বা ছোলা (বাঁশ ইত্যাদি)। বাং প্র। বিণ।

ঝোড়ো—ঝড়-সম্বন্ধীয়, ঝড় হইতে জাত। ঝড় + ও (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ঝোপ—ছোট ছোট গাছের বন ; গুল্ম। 'ক্ষুপ'-শব্দজ। বি। **ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারা**—সুযোগ পাইয়া সেইমত কাজ করা, অবস্থা বুঝিয়া সুবিধা মত কাজ করা।

ঝোর—জল যাইবার পথ, জলপ্রণালী। বাং প্র। বি। [ঝরণা। বি।

ঝোরা—স্বাভাবিক ক্ষুদ্র জলস্রোত ; নির্ঝর,

ঝোল—যূষ, ব্যঞ্জনের রস ; মৎস্যাদি-সহযোগে প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ। বাং প্র। বি।

ঝোলন—দোলন, ঝুলিয়া থাকা। ঝুল্ + অন ভাববা। বি।

ঝোলা—১। বড় ঝুলি বা থলি। বি। ২। দোলা, দোল খাওয়া। বাং ক্রি। ৩। ঝুল-বিশিষ্ট ; পাতলা। বাং প্র। বিণ।

ঝোলান—ঝুলাইয়া দেওয়া ; ঝুলন, টাঙাইয়া দেওয়া ; লম্বমান করা ; ফাঁসি দেওয়া। বাং ক্রি।

ঝ্যাটাতি—ঝাঁটা দ্বারা পরিষ্কারকারী ব্যক্তি ("ঝ্যাঁটাতি বাইতি লয় তোলা"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

[ঞ]

ঞ—১। দশম ব্যঞ্জনবর্ণ এবং চ-বর্গের পঞ্চমবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান সনাসিক তালু; ইহাকে অনুনাসিক বর্ণও বলে]। ২। শুক্রাচার্য্য; বৃষ, ষণ্ড; স্বধর্ম্মভ্রষ্ট যোগী; ক্রূর; গায়ন। বি; পুং, বা বিণ। ৩। প্রাচীন বাঙ্গালায় চন্দ্রবিন্দু-স্থলে প্রযুক্ত বর্ণ; আধুনিক বাঙ্গালার 'আঁ' 'য়াঁ' বা 'ইয়'র স্থলে প্রযুক্ত প্রাচীন বাঙ্গালার বর্ণ। ৪। অনুনাসিক কণ্ঠধ্বনি বা বাদ্যধ্বনি; তানপুরা প্রভৃতি তারের যন্ত্রের ঝঙ্কার; ঘর্ষণশব্দ; ঘর্ঘরধ্বনি। অব্য। ৫। এই আমি ("ঞ চরণে তোমার"—বাসবদত্তা)। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

ঞকার—'ঞ' এই বর্ণ; রুদ্র; গায়ন; হুঙ্কার; ধর্ম্মে অনাসক্ত মন; ঘর্ঘর-ধ্বনি ("ঞকার ঘর্ঘর-ধ্বনি"—ভারতচন্দ্র)। ঞ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ঞকারিণী—১। চণ্ডী; কালিকা। বি; স্ত্রী। ২। হুঙ্কারকারিণী। ঞ—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঞি—(ব্যাকরণ) তদ্ধিত-প্রত্যয়বিশেষ; কোন কোন ব্যাকরণমতে পাণিনীয় ণিচ্। বি; পুং।

ঞিহ—ইনি। প্রাঃ বাং। সর্ব্ব।

ঞ্যন্ত—ণিজন্ত। ঞি অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

[ট]

ট—১। একাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ট-বর্গের প্রথম বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহা অঘোষ ও অল্পপ্রাণ]। ২। শব্দ; পাদ, চতুর্থাংশ; বামন; শিব; ত্রিভুবনবিখ্যাত ব্যক্তি। বি; পুং। ৩। করঙ্ক; টঙ্কারধ্বনি। টল্+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

টই—ঘরের চালের মটকা; টোকা। বাং প্র। বি।

টইটুম্বুর—পরিপূর্ণ, কানায় কানায় পূর্ণ। [বাং প্র। বিণ।

টউ—পিতলের বড় হাঁড়ী। প্রাদে। বি।

টং, টঙ—১। ঘন্টাদির শব্দ; অস্থায়ী চালা; উঁচু মাচান। বাং প্র। বি। ২। অতিশয় ক্রুদ্ধ, নেশায় বা ক্রোধে বিভোর বা স্ফীত। 'টঙ্ক'-শব্দজ। বিণ।

টংটং—ঘণ্টা ঘড়ি প্রভৃতির ধ্বনির অনুকরণ-শব্দ; টোটো করিয়া বেড়ান। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

টক্—শীঘ্র; বড় ঘড়ি দোলনের শব্দ। অনুকার-শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

টক—১। চুকা, অম্লরসবিশিষ্ট। বিণ। ২। অম্ল। 'তক্র'-শব্দজ। বি।

টক-টক—অল্প অল্প চুকা, ঈষৎ অম্লস্বাদযুক্ত। বাং প্র। বিণ।

টকপালঙ—চুকা পালঙ, অম্লাস্বাদযুক্ত এক-প্রকার শাক। কর্ম্মধা। বি।

টকা—টক হওয়া, অম্লরসযুক্ত হওয়া। [বাং ক্রি।

টকাটক—তাড়াতাড়ি। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

টকান—টক করিয়া ফেলা, অম্লরসযুক্ত করিয়া ফেলা। বাং ক্রি।

টকি—সবাক্ ছায়াচিত্র, বক্তৃতার সহিত বায়োস্কোপ। ইং talkie. বি।

টকো—চুকা, অম্লস্বাদযুক্ত। টক+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

টক্কর—মৃদু আঘাত; পরস্পর ধাক্কা; হোঁচট, গুঁতা ('—খাওয়া'); প্রতিকূলতা, বিরুদ্ধভাব। বাং প্র। বি।

টক্‌টক্—১। বড় ঘড়ির দোলনের শব্দ; উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। ২। তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণ। ৩। উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট ('লাল—')। বাং প্র। বিণ।

টকটকে—উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট ('লাল—')। টক্‌টক্+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

টক্রু—টাকু, সূতা পাক দেওয়ার যন্ত্রবিশেষ। টক্+রু কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

টগর—একজাতীয় ফুল বা সেই ফুলের গাছ। তগর'-শব্দজ। বি।

টগরা, টগরে—চালাক, সেয়ানা। বাং প্র। [বিণ।

টগেটগে—সাবধানতার সহিত; সন্ধান করিয়া; খোঁজ রাখিয়া। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

টগ্‌বগ্—আগুনের তাপে কোন বস্তু সিদ্ধ হইবার শব্দ; ঘোড়ার দৌড়ের ভাব-প্রকাশক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

টঙ্ক—১। টাকা, তঙ্কা; ক্রোধ; কোষ, খাপ; খড়্গ; পাথর ভাঙ্গিবার একপ্রকার যন্ত্র; পর্ব্বতাদির উচ্চ স্থান। ২। (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। বি; পুং। ৩। চারি মাষারূপ পরিমাণ; জঙ্ঘা, জাং; খন্তা; খনিত্র, খননাস্ত্র, দর্প, গর্ব্ব। টন্‌ক্+ণিচ্+অ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। ৪। টঙ্কন, টাঁকা। টন্‌ক্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

টঙ্কক—টাকা, রৌপ্যমুদ্রা। টঙ্ক+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

টঙ্কণ—পাহাড়িয়া ঘোড়া; সোহাগা। টন্‌ক্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

টঙ্কন—উল্লেখ; টাঁকা; বন্ধন। টন্‌ক্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

টঙ্কপতি—টাকশালের কর্ত্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

টঙ্কশালা—টাকশাল, যেখানে টাকা তৈরী হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

টঙ্কা—১। টাকা। 'টঙ্ক'-শব্দজ। বি। ২। জঙ্ঘা; তারা দেবী; (সঙ্গীত) রাগিণী-বিশেষ। টন্‌ক্+ঘঞ্ কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

টঙ্কার—১। ধনুকের ছিলার শব্দ; বিস্ময়; আশ্চর্য্য; খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রসিদ্ধি। টন্—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। টঙ্কারযুক্ত। টঙ্কার+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

টঙ্কিত—উল্লিখিত; বদ্ধ; শঙ্কিত। টন্‌ক্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

টঙ্গ—১। খননাস্ত্র, টাঙ্গী, কুঠার, পরশু; জঙ্ঘা। টন্‌ক্+ঘঞ্ করণবা, কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; পুং। ২। বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখা; সর্ব্বোচ্চ স্থান; মঞ্চ। 'তুঙ্গ'-শব্দজ। বি। ৩। স্ফীত; উচ্ছ্বসিত (যেমন—রাগিয়া টঙ্গ হওয়া)। প্রাদে। বিণ।

টঙ্গণ, টঙ্কন—সোহাগা। টন্‌ক্+অন কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

টঙ্গশ-টঙ্গশ—অনর্থক ভ্রমণসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

টট্টর—কথা বলা বা কথার জবাব দেওয়ার নিপুণতা। বাং প্র। বি। বিণ—টট্টরে ('—ছেলে')।

টন—১। ইংরাজী পরিমাণবিশেষ, ২০ হন্দর, প্রায় ২৭$\frac{১}{২}$ মণ। ইং ton. বি। ২। কঠিন জিনিসে আঘাতের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

টনক—১। বোধ, উপলব্ধি; স্মৃতিস্থান; খেয়াল; স্মরণ। বাং প্র। বি। **টনক নড়া**—চেতনা হওয়া ও কার্য্যসাধনে উদ্যোগ করা। ২। 'টন্‌ক' দ্রঃ। [অব্য।

টনাৎ—টন্ করিয়া পড়ার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক

টনিক—বলকারক ঔষধ; বলকারক। ইং tonic. বি বা বিণ।

টন্‌ক, টনক—সবল; দৃঢ়; উঠিতে বসিতে সমর্থ। প্রাদে। বিণ।

টন্‌টন্—বেদনার ভাব, যন্ত্রণার ভাব। বাং প্র। অব্য। বি—টন্‌টনানি।

টন্‌টনা, টন্‌টনে—মজবুত, দৃঢ়; পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ ('—জ্ঞান'); দূরবিসারী; পাকা। বাং প্র। বিণ। **টন্‌টনে বরাত**—সৌভাগ্য, জোর কপাল; (বিদ্রূপে) মন্দ বরাত, দুর্ভাগ্য।

টন্সিল—আলজিহ্বা, উপজিহ্বা। ইং tonsil. বি।

টপ্—একবিন্দু তরল বস্তু পতনের শব্দ; শীঘ্রতাসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

টপকা—অপ্রত্যাশিত ভাবে, হঠাৎ। বাং প্র। অব্য। [যাওয়া। বাং ক্রি।

টপকা, টপকান—লাফ দিয়া ডিঙ্গাইয়া

টপাটপ—একটার পর একটা, ক্রমাগত; অনবরত; অতিদ্রুত। বাং প্র। অব্য; ক্রি-বিণ। [বাং প্র। অব্য।

টপ্‌টপ্—বড় বড় ফোঁটা পড়িবার শব্দ।

টপ্পা—গীতবিশেষ; একরকম প্রণয়-সঙ্গীত। হিন্দী। বি। **টপ্পা মারা**—গল্প-গুজব ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া সময় কাটান।

টপ্পাবাজ—টপ্পাগানে নিপুণ। টপ্পা+বাজ নিপুণার্থে। বিণ।

টব—মাটি অথবা টিন বা লোহার পাত দিয়া তৈরি গামলা। ইং 'tub'-শব্দজ। বি।

টবর্গ—ট ঠ ড ঢ ণ—এই পাঁচটি বর্ণ। ট-আদিক বর্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

টম্‌টম্—এক ঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়ী। ইং 'tandem'-শব্দজ। বি। [বি।

টমেটো—বিলাতি বেগুণ। ইং tomato.

টর—মাদকদ্রব্য-সেবনে অস্থির, মদ্যাদি-সেবনে ব্যাকুল। বাং প্র। বিণ।

টর্চ্চ(র্চ), -লাইট—একরকম বিজলী বাতি (torch, torch-light). [ইহা হাতে করিয়া বেড়ান এবং ইচ্ছামত জ্বালান ও নিবান যায়]। বি।

টর্পেডো—জাহাজ ঘায়েল করিবার বিস্ফোরক অস্ত্রবিশেষ (torpedo). বি।

টল—টহল, পায়চারি করা এবং পাহারা দেওয়া। বাং ক্রি।

টলকান—টলা; ঝলক খাইয়া পড়া, উছলাইয়া পড়া। বাং ক্রি।

টলন, টল—বিচলিত হওয়া, টলা; স্খলন। টল্+অনট্, ক ভাববা। বি; ক্লীব, পুং। বিণ—টলিত।

টলটল—কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া ঈষৎ কম্পন; ময়লাশূন্যতার ভাব বুঝাইবার শব্দ। বাং প্র। বি। বিণ—টলটলে।

টলটলায়মান—সর্ব্বদা অস্থির, দোদুল্যমান, কম্পমান। টলটল+ক্যঙ্ (='টলটলায়' নামধাতু)+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

টলটলে—তরল; অনাবিল, যাহা ঘোলা নয় এমন ('—জল')। টলটল+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

টলবল, টলমল—অস্থির, কম্পমান; ঝলমল, চাকচিক্যময়। বাং প্র। বিণ।

টলা—বিচলিত হওয়া, ব্যাকুল হওয়া; অস্থির হওয়া, নড়া। বাং ক্রি। [বাং ক্রি।

টলান—নড়ান; গলান; বিচলিত করা।

টলিত—বিচলিত, যে টলিয়াছে এরূপ। টল্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—টলন।

টস্‌টস্—রসে পরিপূর্ণতা বুঝাইবার শব্দ ('আমটা পেকে — করছে'); ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ার ভাব বুঝাইবার শব্দ ('— করে চোখের জল পড়ছে')। বাং প্র। অব্য।

টসা—বিন্দু, ফোঁটা। বাং প্র। বি।

টসান—বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়া, ফোঁটার আকারে পড়া। বাং ক্রি।

টহরম—আদালত খোলা থাকার সময়। ইং 'term'-শব্দজ। বি।

টহল—ভ্রমণ; ঘোরাঘুরি করিয়া পাহারা দেওয়া; ভিক্ষার জন্য গান গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। হিন্দী। বি।

টহলদার—ভ্রমণকারী; চৌকীদার; যাহারা বাড়ী বাড়ী গিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করে। টহল+দার কর্ত্তা অর্থে। বিণ বা বি।

টহলন—গাহিতে গাহিতে ঘুরিয়া বেড়ান, ঘোড়া প্রভৃতি জানোয়ারের পরিশ্রম দূর করিবার জন্য পায়চারি করান। বাং প্র। বি।

টা—সংখ্যাবাচক বা অন্য বিশেষ্য শব্দের পরে প্রযুক্ত হইলে তুচ্ছতা-প্রকাশক (যেমন,—একটা, দুইটা, মানুষটা, জিনিসটা ইত্যাদি)। বাং প্র। অব্য বা প্রত্যয়।

টাই—১। উৎসাহ, প্ররোচনা; প্রলোভন। প্রাদে। বি। ২। বন্ধন বা বন্ধনী। ইং 'tie'-শব্দ। বি। [প্রয়োগ। বি।

টাইন—সময়। ইং 'time'-শব্দের অপ-

টাইপ—ছাপিবার নিমিত্ত সীসকনির্ম্মিত অক্ষর; প্রকার, পদ্ধতি, ধরণ। ইং type. বি। **টাইপ করা**—টাইপ-রাইটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে ছাপান।

টাইপ-ফাউণ্ডারি—সীসার অক্ষর ঢালাই করিবার কারখানা, অক্ষর-নির্ম্মাণশালা। ইং 'type-foundry'-শব্দজ। বি।

টাইপ-রাইটার—চিঠিপত্রাদি ছাপাইবার হস্তচালিত ক্ষুদ্র যন্ত্র। ইং type-writer. বি।

টাইপ-রাইটিং—হস্তচালিত-যন্ত্রসাহায্যে চিঠিপত্রাদি ছাপান। ইং type-writing. বি।

টাইফয়েড—সান্নিপাতিক ('—জ্বর'), ত্রিদোষজ ('—জ্বর')। ইং typhoid. বিণ।

টাইম—সময়। ইং time. বি।

টাইম-টেবল—রেলগাড়ী চলাচলের সময়, স্টেশনসমূহের দূরত্ব এবং মাশুলাদি প্রকাশক পত্র বা পুস্তক। ইং time-table. বি।

টাইমপিস—একপ্রকার ছোট ঘড়ি। ইং time-piece. বি।

টাউট—অপরের মামলা-মোকদ্দমার যে তদ্বির করে; দালাল; ভদ্ররূপী ঠক, যে ভদ্র-ব্যবহার দেখাইয়া লোককে ঠকায়। ইং tout. বি।

টাউন—নগর, শহর। ইং town. বি।

টাউনহল—নগরবাসিগণের একত্র সমবেত হইবার স্থান। ইং townhall. বি।

টাঁক—লক্ষ্য, তাক; লুব্ধ দৃষ্টি; প্রতীক্ষা। 'তর্ক'-শব্দজ। বি।

টাঁকশাল—টাকা তৈরি করিবার স্থান, যেখানে নানা ধরণের মুদ্রা প্রস্তুত হয় (mint). 'টঙ্কশালা'-শব্দজ। বি।

টাঁকা—সেলাই করা; পূর্ব্বসূচনা করা, আগ বাড়াইয়া বলা (যথা—মরণ টাঁকা)। বাং ক্রি।

টাক—১। মাথায় চুল না থাকা, মস্তকের কেশহীনতা। 'তালকীট'-শব্দজ। বি। বিণ—টেকো। ২। (অন্য শব্দের পরে বসিলে) পরিমিত, ওজনের ('সের—')। বাং প্র। বিণ।

টাকনা—প্রধান খাদ্য খাওয়ার সুবিধার জন্য সামান্য পরিমাণে টক মুখে দেওয়া। বাং প্র। বি।

টাক-পড়া—টাকযুক্ত, ন্যাড়া; কেশশূন্য। বহুব্রী। বিণ। [বাং প্র। বি।

টাকরা—তালু, মুখগহ্বরের উপরিভাগ।

টাকা—১। রৌপ্যমুদ্রা, টঙ্কা। 'টঙ্ক'-শব্দজ। বি। **টাকা উড়ান**—দুই হাতে অর্থের অপব্যয় করা। **টাকার মানুষ**—ধনী ব্যক্তি। **টাকার শ্রাদ্ধ**—যথেষ্ট টাকা-পয়সার খরচ, অর্থের প্রচুর অপব্যয়। ২। সেলাই করা। 'টঙ্ক'-ধাতুজ। ক্রি।

টাকু—সূতা কাটিবার যন্ত্র। 'তর্কু'-শব্দজ। বি।

টাকুয়া—১। টাকযুক্ত। টাক+উয়া বিশিষ্টার্থে। বিণ। ২। চরকার সূতা গুটাইবার যন্ত্র। টাক+উয়া স্বার্থে। বি।

টাগ—জঙ্ঘা, জাং ; পদ, পা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

টাঙ্গন—একপ্রকার পাহাড়িয়া ঘোড়া। 'তুরঙ্গম'-শব্দজ। বি। [বাং ক্রি।

টাঙ্গান, টাঙান—ঝুলান, লম্বিতকরণ।

টাঙ্গি, টাঙ্গী, টাঙি—কুঠার, পরশু। 'টঙ্গ'-শব্দজ। বি।

টাট—১। তামার ছোট থালা, পূজার তাম্রময় পাত্র। পালি 'তট্টক'-শব্দজ। ২। তালপাতায় তৈরি ঢাকনা ; চট, মহাজনের বসিবার জায়গা ; গদি ; কপটতা ; মোহ। বাং প্র। বি। [শব্দজ। বিণ।

টাটকা—তাজা, সদ্যোজাত। 'তৎকাল'-

টাটান—অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হওয়া, টন টন করা। বাং ক্রি। **চোখ টাটান**—ঈর্ষা হওয়া। [বাং প্র। বি।

টাটি, টাঠি—মাটির কটোরা বা থুরী।

টাটী—পত্রাদির আচ্ছাদন, আবরণ ; পায়খানা। হিন্দীমূলক। বি।

টাটু, টাট্টু—আরব অথবা ব্রহ্মদেশের বলবান্ ছোট ঘোড়া। হিন্দীমূলক। বি।

টাড়বালা—প্রাচীনকালের হাতের একরকম বালা। বাং প্র। বি।

টান—১। আকর্ষণ ; ভালবাসা, প্রণয়, স্নেহ, মমতা ; কমতি ; উচ্চারিত কথার রেশ ; প্রলোভন ; স্রোতের বেগ ; আঁট ; চাহিদা ; শ্বাসকষ্ট ; জোরে ধূমপান ; মনোযোগ ; লৌহময় যন্ত্রের ধারের নিমিত্ত ইস্পাত ; (পদার্থবিদ্যা) আকর্ষণমাত্রা ; দৈর্ঘ্য অভিমুখে আকর্ষণ (tension). বি। **টান ধরা**—শুকাইতে আরম্ভ করা। ২। উন্নত, উঁচু ; কসা, যাহা ঢিলে নয় এরূপ ; উন, কম। 'তন্'-ধাতুজ। বিণ।

টানটান—যাহাতে কষ্টে সৃষ্টে কাজ চলে এরূপ, পরিমাণ অপেক্ষাও ঈষৎ অল্প। বাং প্র। বিণ।

টানা—১। দড়ি প্রভৃতি দ্বারা দুইটি বস্তু সংযোগকরণ ; কাপড়ের লম্বা দিকের সূতা ; দেরাজ ; টানিয়া রাখিবার দড়ি প্রভৃতি। বি। ২। যাহা আকর্ষণ করা বা টানা হয় এমন, আকৃষ্ট ('—পাখা') ; দীর্ঘ, লম্বা ('—চোখ') ; যাহা মন্থন করিয়া মাখন তোলা হইয়াছে এরূপ ('—দুধ')। টান+আ কর্ম্মবা, করণবা। বিণ। ৩। আকর্ষণ করা, নিজের দিকে আনা। 'তন্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

টানাটানি—অভাব, অপ্রতুলতা ; পরস্পর আকর্ষণ। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

টানা-পাখা—যে পাখা টানিয়া বাতাস করিতে হয় তাহা। কর্ম্মধা। বি।

টানা-পোড়েন—তাঁতের লম্বা দিকের ও আড়দিকের সূতা ; (ইহা হইতে) যাতায়াত, গমনাগমন। দ্বন্দ্ব। বি।

টানাহেঁচ্ড়া—টানাটানি, ধ্বস্তাধ্বস্তি। বাং প্র। বি।

টানেল—পাহাড়ের তলা দিয়া তৈরি রাস্তা। ইং tunnel. বি।

টাপ—নাকের ও কানের একপ্রকার ক্ষুদ্র গহনা ; দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ। বাং প্র। বি।

টাপুর-টুপুর—ছোট বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বাং প্র। অব্য।

টাবা—একপ্রকার লেবু। বাং প্র। বি।

টাবু-টুবু—সম্পূর্ণরূপে ভরা, ডুবু-ডুবু। বাং প্র। বিণ।

টাবুয়া, টেবো—টাবালেবুর মত স্ফীত, উন্নত। বাং প্র। বিণ।

টায়-টায়, টায়-টোয়—কোনরূপে সঙ্কুলান করিয়া, কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত না হয় এরূপে। বাং প্র। অব্য ; ক্রি-বিণ।

টায়রা—মাথার একপ্রকার গহনা, মেয়েদের সামনের চুলগুলি ঠিকভাবে রাখিবার জন্য সোনার তৈরি একপ্রকার বন্ধনী। ইং 'tiara'-শব্দজ। বি।

টায়ল—যাপন করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

টার—আলকাতরা। ইং tar. বি।

টারপলিন—ত্রিপাল, যাহাতে জল ঢুকিতে পারে না এইরূপ মোটা রঙ-মাখানো কাপড়। ইং tarpaulin. বি।

টারল—টানিল, অতিবাহিত করিল, কাটাইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

টারা—টালা, যাপন করা, কাটান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

টাল—একদিকে হেলিয়া পড়া, কাত হওয়া ; কঠিন রোগের সময়ে সঙ্কটজনক অবস্থা। বাং প্র। বি। **টাল খাওয়া**—টলিতে টলিতে চলা। **টাল সামলান**—ধাক্কা কাটান ; পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যাওয়া ; কোন মতে বিপদ্ এড়ান।

টালন—হেলিয়া পড়া, কাত হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

টালবাহানা—মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া সময় কাটান, দেই দিচ্ছি করিয়া ঘুরান। বাং প্র। বি।

টালমাটাল—(কথার) নড়চড় ; প্রবঞ্চনা, ঠকান। বাং প্র। বি।

টালা—যাপন করা, কাটান ; চালা, সরান ; টাল খাওয়া, কাত হইয়া পড়া ; নানারূপ ওজর-আপত্তি দেখাইয়া সময় লওয়া। বাং ক্রি। [কবিপ্র। বি।

টালানি—বক্রতা, হেলান অবস্থা। প্রাঃ

টালি—ছাদ প্রস্তুতের জন্য পাতলা চওড়া ইট। ইং 'tile'-শব্দজ। বি।

টিউটর—শিক্ষক, শিক্ষাদাতা। ইং tutor. বি।

টিউসনি—শিক্ষকতা ; গৃহশিক্ষকের কার্য্য। ইং 'tuition'-শব্দজ। বি।

টিকটিকী—১। জেঠী, জ্যেঠী, বল্লী। টিক্‌টিক্+ঈ করে অর্থে। ২। গোয়েন্দা পুলিশ, যাহারা গুপ্তভাবে থাকিয়া অপরাধীর সন্ধান করে। ইং 'detective'-শব্দজ। বি।

টিকল—সূচাল, সূচাগ্র। বাং প্র। বি।

টিকলি—কপালে পরিবার টিপ, ফোঁটা ; ছোট চাক্‌তি, গোলাকার ক্ষুদ্র খণ্ড। 'তিলক'-শব্দজ। বি।

টিকসই, টেকসই—মজবুত, দীর্ঘকালস্থায়ী ; দৃঢ়। টিক, টেক (=স্থিতি)+সই যোগ্যার্থে। বিণ।

টিকা—১। তিলক ; অভিষেকাদিকালে রাজা তাঁহার কপালে যে তিলক ধারণ করেন তাহা, রাজতিলক ; বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি রোগ নিবারণের জন্য ঐসকল রোগের যে বীজ মানুষের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় তাহা। 'তিলক' বা 'বটিকা'-শব্দজ। ২। অঙ্গার প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার আগুন জ্বালাইবার জিনিস। হিন্দীমূলক। বি। ৩। স্থায়ী হওয়া, টিকিয়া থাকা ; বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও দাঁড়াইয়া থাকা। 'স্থা'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

টিকাদার—বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি রোগের টিকাদানকারী। টিকা+দার। বি।

টিকারা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, দুন্দুভি বা ড, ধামাল। বাং প্র। বি।

টিকি, টিকী—মস্তকের শিখা। 'শিখা' (<টিকা>)-শব্দজ। বি।

টিকিট—প্রদত্ত মাশুলাদির নিদর্শনপত্র ; যাহাতে গাড়ী ইত্যাদিতে চড়িবার বা কোন স্থানে ঢুকিবার অধিকার হয় এমন কাগজখণ্ড। ইং ticket. বি।

টিকিট-বাবু—টিকিট-বিক্রয়কারী কর্ম্মচারী। বাং প্র। বি।

টিকিন—লেপ বালিশ প্রভৃতির খোল প্রস্তুত করিবার জন্য মোটা ডোরাকাটা কাপড়। ইং ticking. বি।

টিক্‌টিক্—ঘড়ি চলার শব্দ, টিকটিকীর ডাক। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

টিটকারী—উপহাস, বিদ্রূপ ; নিন্দা, গ্লানি, তিরস্কার। 'ধিক্কার'-শব্দজ। বি।

টিট্টিভ, টিট্টিভক, টিটিভ—পক্ষিবিশেষ, টিটিরপক্ষী ; ত্রয়োদশ মন্বন্তরের ইন্দ্রশত্রু দানববিশেষ। টিট্টি, টিটি—ভাষ্+ড কর্তৃবা, ২য় পক্ষে টিট্টিভ+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

টিন—ক্যানেস্তারা ; করুগেট লোহা ; রাঙের কলাই-করা লোহার পাত ; রাং। ইং tin. বি। [ধ্বন্যাত্মক অব্য।

টিনটিন—মিট্‌মিট্, টিম্‌টিম্, কৃশতা-প্রকাশ।

টিনটিনে—মিটমিটে, টিমটিমে; কৃশ। টিনটিন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

টিপ—ফোঁটা, ললাটচিহ্ন; আঙ্গুলের অগ্রভাগের ছাপ; চিঠি; হুণ্ডী; লক্ষ্য, তাক। বাং প্র। বি।

টিপকল—যাহা টিপিয়া বন্ধ করা বা খোলা যায় এরূপ কল; সঙ্কেত। বাং প্র। বি।

টিপটাপ, -টিপ—ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ; গাছ হইতে ছোট ছোট ফল পড়ার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

টিপটিপিনি—ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া। বাং প্র। বি।

টিপয়—তিন পায়াওয়ালা ছোট টেবিল। ইং 'tripod'-শব্দজ। বি।

টিপসহি, -সই—যে লিখিতে জানে না তাহার দস্তখতস্বরূপ বুড়া আঙুলের ছাপ। তন্নাতৎ। বি।

টিপা, টেপা—আঙুল বা হাত দিয়া চাপ দেওয়া; সংবাহন করা; ইঙ্গিত করা, ঠারা ('চোখ—')। বাং ক্রি।

টিপাটিপি—ইসারায় উদ্দেশ্য জানান। বাং প্র। বি। [প্র। ক্রি-বিণ।

টিপিটিপি—নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে। বাং

টিপুনি—টেপার কাজ; গুপ্ত সঙ্কেত। টিপ্‌+উনি ভাববা। বি।

টিপ্পনী—পুস্তকের দুরূহ স্থলসমূহের অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা লিখিত হয়, তাৎপর্য্যব্যাখ্যা; পাদটীকা। টিপ্‌—পন্‌+অচ্‌ কর্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। [বি।

টিফিন—অপরাহ্ণের জলযোগ। ইং tiffin.

টিমটিম—মিটমিট; অল্প আলোকদান। বাং প্র। অব্য। [বাং প্র। বি।

টিয়া—শুকপক্ষী, একপ্রকার তোতাপাখী।

টিলা—ক্ষুদ্র উচ্চভূমি; পাহাড়। হিন্দী। বি।

টী, টি—চা। ইং tea. বি। **টি-পার্টি**—চা ও তাহার সহিত অন্যান্য জলখাবার খাওয়ার মজলিস।

টীকা—১। পুস্তকের কঠিন অংশসমূহের ব্যাখ্যা, গ্রন্থের অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত আদ্যন্ত ব্যাখ্যা, বিবৃতি। টীক্‌+ক করণবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। টিকা (তাহা দ্রঃ); কয়লার গুঁড়ার চাকতি। বাং প্র। বি। [কবিপ্র। বিণ।

টীট—নির্লজ্জ, বেহায়া; চতুর, ধূর্ত। প্রাঃ

টীকনি—সামান্য ভিক্ষাপাত্র। বাং প্র। বি।

টীক্‌রা—খণ্ড, কোন জিনিসের কাটা অংশ। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।

টীকরী—বাঁশ ইত্যাদির তৈয়ারি পাত্র, ঝুড়ি।

টু, টূ—কোন শব্দ দ্বারা উত্তর বা জবাব; প্রতিবাদ। বাং প্র। অব্য।

টুঁটি—গলা, গ্রীবা। বাং প্র। বি।

টুকটাক—অল্পস্বল্প; ছোট-খাটো। বাং প্র। বিণ।

টুকটুকে—সুন্দর, কান্তিবিশিষ্ট (লাল বর্ণ সম্বন্ধে বলা হয়)। টুকটুক+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

টুকনি—ভিক্ষার পাত্র। বাং প্র। বি।

টুকরা—কোন কিছুর কাটা ছোট অংশ। বাং প্র। বি। [অংশ। বাং প্র। বি।

টুকরা-টুকরা—ছিন্ন বা কর্ত্তিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

টুকরী—বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, ঝুড়ি বা পেখে। বাং প্র। বি।

টুকা—মনে রাখিবার জন্য কোন কিছু লিখিয়া রাখা; কোন কিছু দেখিয়া নকল করা। বাং ক্রি।

টুঙ্গী, টুঙি—উঁচু ঘর, উচ্চগৃহ; উচ্চস্থানস্থিত কপোতাবাস। 'তুঙ্গ'-শব্দজ। বি।

টুটা—১। ভাঙ্গা, ভগ্ন; ছিন্ন, কর্ত্তিত। টুট্‌+আ (বাং) কর্তৃবা। বিণ। ২। ভাঙ্গা, খণ্ডিত করা; ছেদন করা, কাটিয়া ফেলা; চূর্ণ হওয়া, নষ্ট হওয়া; কাটিয়া যাওয়া; দূর হওয়া। 'ত্রুট্‌'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

টুটি—১। ভেদ করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া; চূর্ণ করিয়া; ছিন্ন করিয়া বা হইয়া। অস-ক্রি। ২। চূর্ণ করি, নষ্ট করি। কবিপ্র। ক্রি।

টুণ্টুক—টুনটুনি পাখী। টুণ্ট্‌—কৈ+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

টুনটুনি, -নী—১। পক্ষিবিশেষ। 'টুণ্টুক'-শব্দজ। ২। একতন্ত্রীবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ; কাচনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

টুপ—ছোট বস্তু ডুবিবার বা পড়িবার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

টুপভুজঙ্গ—নেশায় চুর, নেশায় ভরপুর। প্রাঃ বাং। বিণ। [মূলক। বি।

টুপি, টুপী—মস্তকাবরণ, তাজ। হিন্দী-

টুপ্‌টাপ্‌—ফলাদি বা তরল পদার্থের পতনের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

টুমটাম—সামান্য, অত্যল্প, অতি কম। বাং প্র। বিণ।

টুয়ান—উস্কাইয়া দেওয়া, উত্তেজিত করা; লেলাইয়া দেওয়া; সন্ধান করিয়া ফেরা। বাং ক্রি।

টুল—উচ্চ কাষ্ঠাসন, চৌকী। ইং 'stool'-শব্দজ। বি। [বি।

টুলি, টুলী—পল্লী, পাড়া, অঞ্চল। বাং প্র।

টুলো—টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত; টোল-সংক্রান্ত; সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। টোল+ও (<উয়া)। বিণ বা বি।

টুসকি—ছোটকা, তুড়ি, দুই অঙ্গুলির ঘর্ষণধ্বনি। বাং প্র। বি।

টুস্‌টুস্‌—রসে পরিপূর্ণতাবোধক শব্দ, মুখমণ্ডলের চকচকে ভাববোধক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। বিণ—টুস্‌টুসে।

টেংরা, ট্যাংরা—মাছবিশেষ। বাং প্র। বি।

টেঁক, ট্যাঁক—কোমরের কাপড়ে টাকা-কড়ি গুঁজিয়া রাখিবার স্থান; নদীর বাঁক বা মোড়। বাং প্র। বি।

টেঁক-খরু—যে সহজেই রাগিয়া উঠে এরূপ, রুক্ষ-প্রকৃতি; অত্যন্ত স্বার্থপর। বাং প্র। বিণ।

টেঁকঘড়ি—টেঁকে রাখিবার যোগ্য ছোট ঘড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

টেঁটা—লৌহময় অস্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

টেঁটী, টেঁঠী—উদ্ধতপ্রকৃতি; কোপনশীল, ক্রোধন। বাং প্র। বিণ।

টেঁপারি—টোমাটোর ন্যায় একপ্রকার টক-মিষ্টি ছোট ফল। বাং প্র। বি।

টেঁস, ট্যাঁস—ফিরিঙ্গী; মিশ্র, দেশীয় খৃষ্টানজাতীয়। বাং প্র। বি বা বিণ।

টেঁসটেসে—খিটখিটে; তিক্ত; বিস্বাদ। বাং প্র। বিণ। [বাং প্র। বি।

টেঁসফিরিঙ্গী—দেশীয় খৃষ্টানবিশেষ।

টেকসই—'টিকসই' দ্রঃ।

টেকা—স্থায়ী হওয়া; থাকা। বাং ক্রি।

টেকো—১। চরকায় সূতা গুটাইবার জন্য লোহার শলা; সূতা কাটিবার যন্ত্র। 'তর্কু'-শব্দজ। বি। ২। মাথায় টাকবিশিষ্ট, টাক-যুক্ত। টাক+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

টেক্কা—সর্ব্বোৎকৃষ্টতা, সকলকে অতিক্রম; বিরোধিতা; একফোঁটাবিশিষ্ট তাস। হিন্দী 'টক্কর'-শব্দজ। বি। **টেক্কা দেওয়া, মারা**—হারাইয়া দেওয়া, সকলকে ছাড়াইয়া যাওয়া। [বি।

টেক্স, ট্যাক্স—কর, খাজানা। ইং tax.

টেক্সি—'ট্যাক্সি' দ্রঃ।

টেঙ্গরা—একপ্রকার মাছ। বাং প্র। বি।

টেটন—ধূর্ত, শঠ। বাং প্র। বিণ।

টেড়া—টেরা (তাহা দ্রঃ)।

টেড়ি—টেরি (তাহা দ্রঃ)।

টেণ্ডাই-মেণ্ডাই—বাগ্‌বিতণ্ডা, চেঁচামেচি। হিন্দীমূলক। বি।

টেণ্ডার—যে দামে ও নিয়মে কোন প্রতিষ্ঠান বা লোক যাহা সরবরাহ করিতে পারে তাহার যথাযথ বিবরণ। ইং tender. বি।

টেনা—ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা। 'ছিন্ন'-শব্দজ। বি।

টেপা—১। টিপিয়া দেওয়া, চাপ দেওয়া; চাপা; ইসারা করা; ডলা। বাং ক্রি। ২। টোল খাওয়া, চাপা। বাং প্র। বিণ।

টেপাই—টিপয় (তাহা দ্রঃ)।

টেপারি, ট্যাঁপারি—একপ্রকার টক-মিষ্টি ফল। বাং প্র। বি।

টেবিল—উপরিভাগে পুস্তকপত্রাদি রাখিয়া পড়া বা লেখার জন্য সম্মুখস্থিত উচ্চ কাষ্ঠাদির আসন। ইং 'table'-শব্দজ। বি।

টেবো—স্থূল ; উন্নত ; স্ফীত। বাং প্র। বিণ।

টের—কোণ, পাশ, ধার, সীমা ; অনুভূতি, অনুভব ; সন্ধান। বাং প্র। বি। **টের পাওয়া**—বুঝিতে পারা ; সন্ধান পাওয়া ; পরিণামে কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করা।

টের, টেরক—যাহার চক্ষু টেরা এরূপ, টেরা। 'তির্য্যক্'-শব্দজ। বিণ। স্ত্রী—টেরা, টেরিকা। [বিণ।

টেরা—বক্রচক্ষু, টেরক। 'তির্য্যক্'-শব্দজ।

টেরি—১। মাথার চুলের মধ্যকার সীঁথি ('—কাটা', '—বাগান')। বি। ২। বক্রভাবে ; কম্পিতভাবে। 'তির্য্যক্'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

টের্চা—বক্র, বাঁকা। 'তির্য্যক্'-শব্দজ। বিণ।

টেলিগ্রাফ—১। দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ পাঠাইবার একপ্রকার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ; তাড়িতবার্ত্তা। ইং telegraph. বি। ২। তার করা, তারযোগে সংবাদ দেওয়া। বাং ক্রি।

টেলিগ্রাম—সাঙ্কেতিক তাড়িতবার্ত্তা, তারের সাঙ্কেতিক খবর। ইং telegram. বি। [বৈদ্যুতিক কল। বি।

টেলিফোন—তারযোগে কথোপকথনের

টেলিভিসন—বহুদূরবর্ত্তী ব্যক্তি বা বস্তুকে যন্ত্রের সাহায্যে চোখের সামনে স্পষ্টভাবে দেখা বা ঐরূপ দেখাইবার যন্ত্র। ইং television. বি।

টেলিস্কোপ—দূরবীণ, দূরবীক্ষণ-যন্ত্র, যে যন্ত্রের সাহায্যে বহুদূরবর্ত্তী গ্রহ-নক্ষত্রাদি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা। ইং telescope. বি। [বি।

টোকর—ঠোকর ; মৃদু আঘাত। বাং প্র।

টোকা—১। কোন কিছু টুকিয়া রাখা ; নকল করা ; কাটা ; সূচী দ্বারা সেলাই করা ; অনুধাবনপূর্ব্বক লক্ষ্য করা ; সাবধান করা ; উল্লেখ করা। বাং ক্রি। ২। প্রতি-কথার উত্তর ; অল্প সঙ্কেত। বাং প্র। ৩। তালপাতায় তৈরি একপ্রকার ছাতা, মাথালি। পোর্ত্তুগীজ 'touca'-শব্দজ। বি।

টোকো—টকস্বাদযুক্ত। টক+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

টোটকা—রোগ-নিবারণের জন্য সামান্য ঔষধ বা গাছগাছড়া। 'ত্রোটক'-শব্দজ। বি।

টোটা—বন্দুকের কার্ত্তুজ। বাং প্র। বি।

টো-টো—এখানে সেখানে ; অকারণ ; ইতস্ততঃ। বাং প্র। অব্য। **টো-টো কোম্পানি**—ভবঘুরের দল। [বি।

টোড়ি—(সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। বাং প্র।

টোন—১। পাটের তৈরী একপ্রকার সরু দড়ি। বাং প্র। ২। (কথার) ভঙ্গী, ধরণ, ভাব। ইং tone. বি।

টোপ—মাছের আহার, মাছকে লোভ দেখাইবার জিনিস ; লোভ দেখাইবার বস্তু। বাং প্র। বি।

টোপর—মুকুট, মস্তকাবরণ। বাং প্র। বি।

টোপাকুল—খুব পাকা বড় দেশী কুল। বাং প্র। বি।

টোয়ান—টুয়ান (তাহা দ্রঃ)। [বি।

টোরা—শিশুদের কোমরের গহনা। প্রাদে।

টোল—চতুষ্পাঠী, চৌবাড়ী ; তাঁবু, আড্ডা ; ধাতুপাত্রাদিতে আঘাত লাগার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা নিম্নতা, ছোট গর্ত্ত ('—খোওয়া')। বাং প্র। বি। **টোল খাওয়া, টোল পড়া**—গর্ত্ত হওয়া।

টোলা—পল্লী, পাড়া (যথা—'আহিরীটোলা')। হিন্দী। বি।

টোসা—১। ফোঁটা। বাং প্র। বি। ২। টস্‌টস্ করিয়া পড়া। বাং ক্রি।

টোস্ট—আগুনের তাপে সেঁকা পাঁউরুটির চিনি মাখন মিশ্রিত কাটা খণ্ড। ইং toast. বি।

টৌড়ী—(সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। বাং প্র। বি।

ট্যাঁ, ট্যাঁ-ট্যাঁ—ছোট ছেলেমেয়েদের কান্নার শব্দ। বাং প্র। অব্য।

ট্যাঁ-ফোঁ—ট্যাঁ-শব্দ ; জারিজুরি, উচ্চবাক্য ; সামান্য প্রতিবাদ। বাং প্র। বি।

ট্যাঁস—'টেঁস' দ্রঃ।

ট্যাক্সি—'টেক্সি' দ্রঃ। [ইং taxi. বি।

ট্যাক্সি, টেক্সি—ভাড়াটে মোটর গাড়ী।

ট্যাঙ্ক—জলের চৌবাচ্চা ; লৌহাবৃত যুদ্ধযানবিশেষ। ইং tank. বি।

ট্যাঙস-ট্যাঙস—টঙ্গশ-টঙ্গশ (তাহা দ্রঃ)।

ট্যাণ্ডাই, ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই—টেণ্ডাই-মেণ্ডাই (তাহা দ্রঃ)।

ট্যামটেমি—ছোট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

ট্রাঙ্ক—লোহার বা ইস্পাতের পাত দিয়া তৈরি বাক্স। ইং trunk. বি।

ট্রান্‌স্‌ফার—বদলি। ইং transfer. বি। **ট্রান্‌স্‌ফার সার্টিফিকেট**—এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রকে যে পরিচয়-পত্র দেন তাহা। ইং transfer certificate.

ট্রাম—ট্রামগাড়ী, শহরের বিদ্যুৎচালিত গাড়ীবিশেষ। ইং tram. বি।

ট্রেজারি—সরকারী কোষাগার। ইং treasury. বি।

ট্রেড-ইউনিয়ন—সংহতি বজায় রাখা ও মালিকের নিকট হইতে ন্যায্য প্রাপ্য আদায় জন্য গঠিত কর্ম্মিসঙ্ঘ। ইং trade-union. বি।

ট্রেড-বায়ু—(ভূগোল) বিষুববৃত্তের অভিমুখে প্রবহণশীল বায়ুবিশেষ। ইং 'trade-wind'-শব্দজ। বি। [ইং train. বি।

ট্রেন—রেলগাড়ী, লৌহবর্ত্ম-গামী শকট-শ্রেণী।

[ঠ]

ঠ—১। দ্বাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ট-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ [উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা ; ইহা অঘোষ ও মহাপ্রাণ]। ২। শিব ; দেবতা, ঠাকুর ; মহাধ্বনি ; মণ্ডল ; চন্দ্রমণ্ডল ; শূন্য ; ইন্দ্রিয়গোচর। বি ; পুং।

ঠং—ঘণ্টা প্রভৃতির শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঠক—শুষ্ক কাষ্ঠ প্রভৃতিতে আঘাতের কর্কশ শব্দবিশেষ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঠক—পরগ্লানিকারক ; ধূর্ত্ত ; প্রতারক ; দস্যু, ডাকাত। 'স্থগ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ঠকা—১। বঞ্চিত হওয়া ; বিফলকাম হওয়া ; অপ্রতিভ হওয়া ; পরাজিত হওয়া ; ভুল করা। বাং ক্রি। ২। প্রতারণা, ছলনা ("বলে বীর ছাড় ঠকা"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বাং ক্রি।

ঠকান—প্রতারণা করা ; অপ্রতিভ করা।

ঠকানিয়া, ঠকানে—অপ্রস্তুত করার মত ; ছল করার মত, ভ্রমে পতিত করার মত। ঠকা+নিয়া, নে কর্ত্তৃবা। বিণ।

ঠকাম, ঠকামি—প্রতারণা ; ধূর্ত্ততা ; পরগ্লানি ; পশ্চাতে পরনিন্দা। ঠক+আম, আমি কর্ম্মার্থে। বি।

ঠক্কর—হোঁচট ; আঘাত। বাং প্র। বি।

ঠক্কুর—ঠাকুর; ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। বি; পুং।

ঠক্‌ঠক্—১। শুষ্ক কাষ্ঠাদির উপর আঘাতের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। ২। কঠিন বিষয়, দায়। কবিপ্র। বি। বিণ—ঠক্‌ঠকে।

ঠক্‌ঠকান—ঠক্‌ঠক্ শব্দ করা; শূন্যতা প্রকাশ করা। বাং ক্রি।

ঠক্‌ঠকানি, ঠক্‌ঠকি—ঠক্‌ঠক্ শব্দ; দুইটি শক্ত জিনিসে ঠোকাঠুকি করার শব্দ; নিষ্ফল প্রয়াস। বাং প্র। বি বা অব্য।

ঠক্‌ঠকি—কঠিন ব্যাপার; অব্যক্ত শব্দ; হস্তচালিত তাঁত। বাং প্র। বি বা অব্য।

ঠগ—প্রতারক, ধূর্ত্ত, শঠ; দস্যু। 'স্থগ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ঠগী—ঠগের কার্য্য, দস্যুতা, প্রাণনাশপূর্ব্বক লুণ্ঠন; ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দস্যুদল। 'ঠগ'-শব্দজ। বি। [শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঠন্, ঠন্‌ঠন্—অব্যক্ত শব্দ; রিক্ততাবোধক

ঠন্‌ঠনান—ঠন্‌ঠন্ শব্দ করা। বাং ক্রি। বি—ঠন্‌ঠনানি। বিণ—ঠন্‌ঠনে।

ঠন্‌ঠনে—শুক্‌না, জলকাদাশূন্য ('—পথ')। ঠন্‌ঠন্+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

ঠমক—হেলিয়া দুলিয়া যাওয়া, ভঙ্গীক্রমে গমন করা; ছেনালী প্রকাশ করিয়া চলা; সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য। হিন্দীমূলক। ক্রি।

ঠমকি—অঙ্গভঙ্গি করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঠসক—গুমর, দর্পিত ভাবভঙ্গি; হাবভাবপূর্ণ চলন; ছিনালী। হিন্দী। বি।

ঠা—ধীর, মন্থর; বাজনার ধীর গতি। বাং প্র। বিণ বা বি। [বি।

ঠাওর—দৃষ্টি; অনুভব, উপলব্ধি। বাং প্র।

ঠাওরান—মনোযোগপূর্ব্বক দর্শন করা; অনুমান করা, আন্দাজ করা; ভাবা; স্থির করা; বিবেচনা করা। 'স্থাবর'-শব্দজ। বাং ক্রি।

ঠাঁই—স্থান; ভোজনের জন্য আসন; নিকট; আশ্রয়; ফাঁক। 'স্থান'-শব্দজ। বি। **ঠাঁই করা**—আহারের জন্য স্থান পরিষ্কার করিয়া বসিবার আসন দেওয়া। **ঠাঁই ঠাঁই**—পৃথক্ পৃথক্।

ঠাঁই, ঠাঁঞি—স্থান; নিকটবর্ত্তী স্থানে, নিকটে। কবিপ্র। বি।

ঠাই-নাড়া—ভিন্নস্থানে নীত; বাসস্থান ভিন্ন অন্য স্থানে উপস্থিত। ৭মীতৎ। বিণ।

ঠাকরুণ, ঠাকরুন, -ন—পূজনীয়া নারী, ঠাকুরাণী। 'ঠাকুরাণী'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

ঠাকুর—দেবতা; গুরু; মান্যব্যক্তি; ব্রাহ্মণ; প্রভু; কর্ত্তা; পিতা; শ্বশুর; (আধুনিক প্রয়োগ) পাচক; ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। 'ঠক্কুর'-শব্দজ। বি।

ঠাকুরঘর—দেবগৃহ, দেবমন্দির। ঠাকুরের ঘর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঠাকুর-জামাই—স্বামীর ভগিনীপতি, ননান্দৃপতি, ননদীর স্বামী; প্রভুকন্যার স্বামী। ঠাকুরের জামাই, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঠাকুরঝি—ননদ, শ্বশুর-কন্যা; গুরুকন্যা। ঠাকুরের ঝি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঠাকুর-দাদা—দাদামহাশয়, পিতামহ বা মাতামহ। যিনি ঠাকুর (পূজনীয় ব্যক্তি) তিনিই দাদা, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ঠাকুর-দালান—যে দালানে পূজা হয় তাহা। ঠাকুরের দালান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঠাকুর-দিদি, ঠাকুরন-দিদি—দিদিমা, পিতামহী। বি; স্ত্রী।

ঠাকুর-পো—দেওর, দেবর, শ্বশুরপুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঠাকুর-বাড়ী—দেবগৃহ, যে বাড়ীতে দেববিগ্রহ আছে; জগন্নাথধাম; গুরুগৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঠাকুর-মণ্ডপ—দেবমন্দির। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঠাকুর-মা—পিতার মাতা, পিতামহী। ঠাকুরের (পিতার) মা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঠাকুর-সেবা—দেবারাধনা, দেবপূজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঠাকুরাণী, -রানি, -রানী—দেবী; গুরুপত্নী; ব্রাহ্মণী; শ্বশুর-স্ত্রী, শাশুড়ী; মান্যা স্ত্রী। ঠাকুর+আণী, আনি, আনী। বি; স্ত্রী।

ঠাকুরালি—কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্ব; দেবত্ব, দেবমহিমা; মান্যতা। ঠাকুর+আলি ভাবাদি অর্থে। বি। ['ঠাকুরাণী'-শব্দজ। বি।

ঠাকরুন—শাশুড়ী, শ্বশ্রূ; দেবীর প্রতিমা।

ঠাট—১। ভঙ্গী; ছাঁচ, ধরণ; প্রকার, রকম; বাহ্যিক চালচলন; কাঠাম; প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া অন্যভাব প্রকাশ, ছলনা; (সঙ্গীত) স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট প্রাথমিক রূপ। 'স্থা'-ধাতুজ। বি। **ঠাট বজায় রাখা**—ভিতরকার আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িলেও বাহিরে আগের মতই সচ্ছলতা দেখান। ২। সঙ্গী, সহচর; সমূহ; দল; সৈন্যশ্রেণী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঠাটা—বজ্র, বাজ। প্রাদে। বি।

ঠাটা, ঠাট্টা—পরিহাস, বিদ্রূপ, উপহাস, কৌতুক, তামাসা, মজা। বাং প্র। বি। [বিণ।

ঠাড়্—দৃঢ়, স্থির। 'স্থাতৃ'-শব্দজ। কবিপ্র।

ঠাড়ি—১। স্থির, দণ্ডায়মান। বিণ। ২। স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

ঠাণ্ডা—১। শীতল; শান্ত; সুবোধ। বিণ। ২। শীতলতা, শৈত্য। হিন্দী। বি। **ঠাণ্ডা লাগা**—শৈত্য অনুভব করা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় সর্দ্দি কাশি প্রভৃতি হওয়া।

ঠাণ্ডাই—শীতলতা; শীতলতাকারক পানীয়। হিন্দী। বি। [কবিপ্র। বি।

ঠান—স্থান; নিকট। 'স্থান'-শব্দজ। প্রাঃ

ঠানদিদি—ঠাকুর-মা বা তৎস্থানীয়া মহিলা। বাং প্র। বি; স্ত্রী। [অস-ক্রি।

ঠানি—অনুমান করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

ঠাম—১। গঠন, ভঙ্গী ('বঙ্কিম—')। 'ধামন্'-শব্দজ। বি। ২। মনোহর, চারু, সুদৃশ্য। বিণ। ৩। ঠাঁই, স্থান; নিকট। 'স্থান'-শব্দজ।

ঠায়—স্থানে; নিকটে; স্থিরভাবে, নড়াচড়া না করিয়া। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

ঠায়ঠিকানা—আশ্রয়স্থান; সন্ধান, খোঁজ। বাং প্র। বি।

ঠার—সঙ্কেত, ইসারা, ইঙ্গিত। বাং প্র। বি। **ঠারে ঠোরে**—ইসারায়, আকারে ইঙ্গিতে।

ঠারা—১। ইঙ্গিত করা, ইসারা করা; দাঁড়ান, স্থির হওয়া; অপেক্ষা করা; বাঁকিয়া যাওয়া। হিন্দী। বাং ক্রি। [বহুব্রী। বি।

ঠারাঠারি—পরস্পর ইসারা। ব্যতীহার

ঠাস—১। ঘেঁসাঘেঁসি ('—বুনানি'); পরস্পর-সংলগ্ন, ঘন। বিণ। ২। চড় মারিবার শব্দ, হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ার ভাব-প্রকাশক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

ঠাসা—১। গাদা, ভর্ত্তি করা, পরিপূর্ণ করা। বাং ক্রি। ২। ছাঁচ, নক্‌সা। বাং প্র। বি।

ঠাসাঠাসি—গাদাগাদি, পরস্পর অতিসংলগ্ন, পরিপূর্ণ। ব্যতীহার বহুব্রী। বিণ।

ঠাস্-ঠাস্—১। ঘেঁসাঘেঁসি ('—লেখা')। বিণ। ২। ক্রমাগত চড় মারার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঠাহর—ঠাওর (তাহা দ্রঃ)।

ঠিক—১। নিশ্চিত, স্থির; যথার্থ; বিশুদ্ধ; নির্ভুল; শাসিত; নির্দ্ধারিত; প্রস্তুত; উপযুক্ত। বিণ। ২। নিশ্চয়; বশীকরণাদি প্রকরণ; সমষ্টিকরণ, যোগ; স্থিরতা; সন্ধান, ঠিকানা; সত্যতা। 'স্থা'-ধাতুজ, 'স্থগ্'-ধাতুজ বা 'স্থিত'-শব্দজ। বি। **ঠিক দেওয়া**—যোগ করা। **ঠিকে ভুল**—যোগে ভুল।

ঠিকঠাক—নির্দ্দিষ্ট, নিরূপিত; প্রকৃতিস্থ; যথার্থ; অক্ষুণ্ণ। 'ঠিক' দ্রঃ। বিণ।

ঠিকঠিকানা—ইয়ত্তা, সীমা; কূলকিনারা; চিহ্ন। বাং প্র। বি।

ঠিকর—তীব্র, তীক্ষ্ণ। বাং প্র। বিণ।

ঠিকরা, ঠিকরী, ঠিকরে—কোন পাত্রের নিম্নে অবস্থিত ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য ক্ষুদ্র ইষ্টকাদির খণ্ড ('কলিকার, কলুকের—')। বাং প্র। বি।

ঠিকরান—ঠিকরাইয়া পড়া, বিচ্ছুরিত হওয়া; ধাঁধা লাগা; ঠক্কর খাইতে খাইতে দূরে পড়া। বাং ক্রি। বি—ঠিকরানি।

ঠিকা—১। নির্দ্দিষ্ট মজুরী; নির্দ্দিষ্ট সময়ের পারিশ্রমিক। বি। ২। অল্প সময়ের জন্য স্থিরীকৃত, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত; দৈনন্দিন-বেতনভোগী। হিন্দীমূলক। বিণ।

ডাক-টিকিট—ডাক-মাশুল দেওয়ার চিহ্ন-সূচক ছাপানো কাগজের টুক্‌রা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [বাং প্র। বি।

ডাকতুরুপ—একপ্রকার তাসখেলা।

ডাকনাম—যে নাম করিয়া ডাকা যায় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [বি।

ডাকপাখী—ডাহুক, দাত্যুহ। কর্ম্মধা।

ডাকপিয়ন—যে চিঠিপত্রাদি বিলি করে। ডাকবাহী পিয়ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ডাকপুরুষ—জনশ্রুতি, কিংবদন্তী। বাং প্র। বি।

ডাক-বাংলা, -বাংলো—সম্ভ্রান্ত ভ্রমণ-কারীদের জন্য নির্ম্মিত পথিমধ্যস্থ গৃহ। বাং প্র। বি।

ডাকবিভাগ—যে বিভাগ পত্রাদি প্রেরণ এবং বিতরণের কার্য্য সম্পন্ন করে (postal department). ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ডাকমাশুল—ডাক-খরচা, পত্রাদি বহন জন্য পোস্ট-আফিসে দেয় অর্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ডাকমুন্‌শী, -মুন্সী—ডাকঘরের প্রধান কর্ম্ম-চারী, পোস্টমাস্টার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ডাকর—ডাগর, বৃহৎ, বড়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ডাক-সাইটে, -সাইদা, -সিদে—সুবিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ ; কুখ্যাত। বাং প্র। বিণ।

ডাকসাজ—ডাকের গহনা, দেবতার প্রতিমা সাজাইবার নিমিত্ত শোলার গহনা। বাং প্র। বি।

ডাক-সিদ্ধ—পিশাচ-সিদ্ধ, ভূতপ্রেত যাহার আদেশ মানিয়া কাজ করে এমন। ৭মীতৎ। বিণ। [ক্রি বিণ।

ডাকমুরৎ—ডাক অনুসারে। বাং প্র।

ডাকহরকরা—পত্রাদিবাহক ; যে ডাকের ব্যাগ বা থলিয়া এক পোস্ট-আফিস হইতে অন্য পোস্ট-আফিসে লইয়া যায় (runner). ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [বি।

ডাকহাঁক—পরস্পরকে আহ্বান। বাং প্র।

ডাকা—১। আহ্বান করা। বাং ক্রি। ২। দস্যু, ডাকাত ("পরাণ হরিল বিষম ডাকা"—মোহনদাস); দস্যুতা, ডাকাতি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ডাকাইত, ডাকাত—দস্যু, ভীষণ প্রকৃতির সাহসী চোর। হিন্দীমূলক। বি।

ডাকাইতি, ডাকাতি—ডাকাতের কার্য্য, দস্যুতা, বলপূর্ব্বক পরস্বলুণ্ঠন। ডাকাইত, ডাকাত+ই কর্ম্মার্থে। বি।

ডাকিনী—পিশাচীবিশেষ ; কালিকার পার্শ্বচারিণীগণ ; কুহকিনী, ডাইনী। ডাক+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ডাকু—দস্যু, ডাকাত। হিন্দী। বি।

ডাক্তার—১। বিলাতী প্রথায় রোগ-চিকিৎসক। ইং 'doctor'-শব্দজ। বি। ২। অভিজ্ঞ, বিদ্বান্ ; দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ইত্যাদিতে বিশারদ। বিণ।

ডাক্তারখানা—ডাক্তারের বসিবার স্থান, রোগী দেখিবার স্থান ; বিলাতী ঔষধ পাই-বার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ডাক্তারি(রী)—১। ডাক্তারের কার্য্য, চিকিৎসা। ডাক্তার+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বিণ। ২। ডাক্তারসংক্রান্ত। ডাক্তার+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ। [বিণ।

ডাগর—বৃহৎ, বড়, প্রকাণ্ড। 'দীর্ঘ'-শব্দজ।

ডাঙ্গ—'ডাং' দ্রঃ।

ডাঙ্গপিটা, ডাংপিটা, ডাংপিটে—যে দণ্ড দ্বারা অন্যকে প্রহার করিয়া বেড়ায়, অতিদুর্দ্দান্ত, অত্যন্ত দুষ্ট ; দুঃসাহসিক। বাং প্র। বি।

ডাঙ্গশ, ডাঙশ—অঙ্কুশ, হস্তিতাড়নাস্ত্র। বাং প্র। বি।

ডাঙ্গা, ডাঙা—শুক্‌না জায়গা, নির্জ্জল স্থান ; জলশূন্য উচ্চস্থান। বাং প্র। বি।

ডাঙ্গুলি, ডাংগুলি—ডাণ্ডাগুলি খেলা, ক্রীড়াবিশেষ। বাং প্র। বি।

ডাণ্ডা—দাণ্ডা, বড় লাঠি। 'দণ্ড'-শব্দজ। বি।

ডাণ্ডী—সেতারের দীর্ঘ দণ্ডাকার কাঠ। বাং প্র। বি।

ডান—'ডাইন' দ্রঃ।

ডানকুনি—একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য ; শাক-বিশেষ। বাং প্র। বি।

ডানপিটে—ডাঙ্গপিটা (তাহা দ্রঃ)।

ডানা, ডেনা—পাখা, পক্ষীর পক্ষ। বাং প্র। **ডানা-কাটা পরী**—(ব্যঙ্গার্থে) যে নারী দেখিতে পরীর মত সুন্দরী—কেবল ডানা দুখানি নাই। ২। প্রেতযোনিবিশেষ ; দানা। 'দানব'-শব্দজ। বি।

ডানা-ভাঙ্গা— যাহার (যে পাখীর) পাখা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন ; (তাহা হইতে) দোসরশূন্য, সহায়হীন। ডানা ভাঙ্গা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ডানি, ডাইনা—দক্ষিণ। বাং প্র। বিণ।

ডাব—কাঁচা নারিকেল, অপক্ব নারিকেল। বাং প্র। বি।

ডাবর—পান রাখিবার পাত্র। বাং প্র। বি।

ডাবা—১। নারিকেল-খোলের হুঁকা ; গরু প্রভৃতি পশুর জাবনা খাইবার নিমিত্ত প্রকাণ্ড মাটির পাত্র। বাং প্র। বি। ২। বসিয়া যাওয়া, চাপা। বাং ক্রি।

ডামর—১। ধূনার ন্যায় একপ্রকার নির্য্যাস বা আঠা, বার্ণিশ। বাং প্র। বি। ২। উদ্ধত। বিণ। স্ত্রী,—রী। ৩। শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র-বিশেষ ; বিবাদ, কলহ ; বিস্ময়। ডম্—ধ্ব+অচ্, কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ৪। চোর। প্রাঃ কবিপ্র। বি। স্ত্রী,—রী।

ডামাডোল—বিশৃঙ্খলা, বিপর্য্যস্ত ভাব ; গোলমাল, হৈচৈ। বাং প্র। বি।

ডাম্বেল—ব্যায়ামের একপ্রকার সরঞ্জাম। ইং dumb-bell. বি।

ডায়মন—স্বর্ণাদিনির্ম্মিত অলঙ্কারের উপর নক্সা, হীরার মত পল। ইং 'diamond'-শব্দজ। বি।

ডায়মন-কাটা—নক্সা-করা, পল-তোলা। বাং প্র। বিণ। [হিন্দীমূলক। বি।

ডার—নিক্ষেপ, পাতন, ফেলিয়া দেওয়া।

ডারা—নিক্ষেপ করা, ফেলা ; ঢালা ; প্রদান করা। হিন্দীমূলক। কবিপ্র। ক্রি।

ডাল—১। শাখা, বৃক্ষাঙ্গ ; কলায়-চূর্ণ, ডাইল। 'দল'-শব্দজ। ২। নিক্ষেপ, পাতন। হিন্দীমূলক। বি।

ডালকুত্তা—অতি উগ্র প্রকৃতির দীর্ঘকায় বিদেশী কুকুরবিশেষ। বাং প্র। বি।

ডালচিনি—দারুচিনি। বাং প্র। বি।

ডালনা—ব্যঞ্জনবিশেষ, ঘণ্ট। প্রাদে। বি।

ডালপালা—শাখাপত্র। দ্বন্দ্ব। বি।

ডালা—১। চেঙ্গারি, বাঁশের তৈরি একপ্রকার পাত্র। 'ডল্লক'-শব্দজ। ২। বাক্স প্রভৃতির উপরিভাগ বা ঢাকনা ; দেবতার নিকট পূজা দিবার জন্য সজ্জিত চেঙ্গারী বা শরা ; শাখা, ডাল। বাং প্র। বি। ৩। পাতিত করা ; নিক্ষেপ করা ; প্রদান করা, দেওয়া। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।

ডালি—উপহার, ভেট ; ছোট ডালা ; ছোট ডাল। ডালা+ই ক্ষুদ্রার্থে। বি।

ডালিম—দাড়িম গাছ ; দাড়িম ফল। 'দাড়িম্ব'-শব্দজ। বি ; পুং।

ডাহা—সম্পূর্ণ, অবিকল, ঠিক ('—মিথ্যা')। বাং প্র। বিণ। [বিণ।

ডাহিন—ডান, বামেতর। 'দক্ষিণ'-শব্দজ।

ডাহুক—ডাক পাখী। 'দাত্যুহ'-শব্দজ। বি ; পুং। [প্র। বি।

ডিঁয়া—একপ্রকার বৃহৎ পিপীলিকা। বাং

ডিক্টেটর—রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়ক। ইং Dictator. বি। [বি।

ডিক্রী—আদালতের হুকুম। ইং decree.

ডিক্রীজারি—ডিগ্রিজারি (তাহা দ্রঃ)।

ডিক্রীদার—ডিগ্রিদার (তাহা দ্রঃ)।

ডিগডিগা, ডিগডিগে—দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম, লম্বা এবং পাতলা ('—চেহারা')। বাং প্র। বিণ।

ডিগবাজি—মাথা মাটির দিকে রাখিয়া দুই পা উঁচুতে তুলিয়া উল্টাইয়া পড়া, সমস্ত শরীরটা উল্টাভাবে ঘুরাইয়া যে খেলা দেখান হয় তাহা। বাং প্র। বি। [বা বিণ।

ডিগর—দুশ্চরিত্র, লম্পট। প্রাঃ কবিপ্র। বি

ডিগ্রি, ডিগ্রী—১। বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত উপাধি ; পরীক্ষায় প্রাপ্ত উপাধি ; (পদার্থ-

বিদ্যা) তাপমান-যন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট তাপের পরিমাণজ্ঞাপক সংজ্ঞা; (জ্যামিতি) কোণের পরিমাণ; বৃত্ত-পরিধির সমান ৩৬০ ভাগের এক ভাগ। ইং degree. ২। নালিশকারীর স্বপক্ষে বিচারকের আদেশ প্রদান, ডিক্রী। ইং decree. বি।

ডিগ্রি(গ্রী)জারি—পাওনা আদায়ের অথবা সম্পত্তি অধিকারের জন্য আদালতের নির্দ্দেশ প্রচার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ডিগ্রি(গ্রী)দার—যে নালিশকারী মোকদ্দমায় জিতিয়া আদালতের ডিগ্রী পাইয়াছে, ডিক্রিপ্রাপ্ত অভিযোক্তা। ডিগ্রি, ডিগ্রী+দার প্রাপ্ত অর্থে। বি।

ডিগ্রী—'ডিগ্রি' দ্রঃ।

ডিঙ্গন—ডিঙ্গান (তাহা দ্রঃ)।

ডিঙ্গর—১। ধূর্ত্ত, শঠ, ডেগরা; নীচ। বিণ। ২। সেবক, দাস। লিঙ্গ্+অর কর্ত্তৃবা (ল-স্থানে ড)। বি; পুং।

ডিঙ্গলী—বিলাতী কুমড়া, মিঠে কুমড়া। বাং প্র। বি।

ডিঙ্গা, ডিঙ্গী—ছোট নৌকা, দ্রোণী, বাণিজ্য-তরী ('সপ্ত—')। বাং প্র। বি।

ডিঙ্গান, ডিঙান—টপকাইয়া অতিক্রম করা; উল্লম্ফন করা, উল্লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা। বাং ক্রি।

ডিজাইন—পরিকল্পনা; পরিকল্পিত নক্সা। ইং design. বি।

ডিটেক্টিভ—গোয়েন্দা। ইং detective. [বি।

ডিণ্ডিম—হিন্দুদিগের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; ঢোল, ঢেড়া; পানী আমলা। ডিণ্ডি—মি+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ডিনামাইট—উগ্র বিস্ফোরক পদার্থবিশেষ। ইং dynamite. বি।

ডিনার—ইউরোপীয় কায়দায় ভোজ। ইং dinner. বি।

ডিনার-পার্টি—ইউরোপীয় কায়দায় গল্পগুজব করিয়া আহার করিবার জন্য বহুলোকের একত্র সমাগম। ইং dinner-party. বি।

ডিপজিট—গচ্ছিত রাখা, ন্যাস। ইং deposit. বি।

ডিপুটী, ডেপুটী—প্রতিনিধি; মহকুমার শাসনকর্ত্তা। ইং deputy. বি।

ডিপুটীগিরি, ডেপুটীগিরি—ডিপুটীর কার্য্য, ফৌজদারীর হাকিমী। ডিপুটী, ডেপুটী+গিরি কর্ম্মার্থে। বি।

ডিপে, ডিবা, ডিবে—পান রাখিবার পাত্র, তাম্বূলাধার; চিমনীশূন্য ছোট ল্যাম্প। বাং প্র। বি।

ডিপো—গুদাম, মালপত্র জমাইয়া রাখিবার স্থান। ইং depot. বি।

ডিবা, ডিবে—'ডিপে' দ্রঃ।

ডিবেঞ্চার—ঋণপত্র। ইং debenture. বি।

ডিভিডেণ্ড—ব্যবসায়ের লভ্যাংশ। ইং dividend. বি।

ডিভিশন—সেনাদলবিশেষ। ইং division. বি। [কয়েক ব্রিগেড পদাতিক বা গোলন্দাজ+১ স্কোয়াড্রন বা ১ রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী+ইঞ্জিনীয়র্স্+অ্যাম্বুল্যান্স ইত্যাদি=১ ডিভিশন=প্রায় ২০-২৫ হাজার।]

ডিম—অণ্ড, ডিম্ব; পদের পশ্চাদ্‌ভাগের মাংসল অংশ। 'ডিম্ব'-শব্দজ। বি। **ডিমে তা দেওয়া**—বাচ্চা বাহির করিবার জন্য ডিমের উপর বসিয়া তাপ দেওয়া। **ডিমে রোগা**—ছেলেবেলা হইতে রুগ্‌ণ। **ঘোড়ার ডিম**—কিছুই না। **বাওয়া ডিম**—যে ডিমে বাচ্চা হয় না। [বি।

ডিমডিমি—বাদ্যবিশেষ, ডমরু। বাং প্র।

ডিমখি—জলের ভুড়ভুড়ি, জলবুদ্বুদ। বাং প্র। বি।

ডিমাই—কাগজের আকারবিশেষ। ইং demy. বি।

ডিম্ব—ডিম, অণ্ড; শিশু; ফুস্‌ফুস্; প্লীহা; বিনা হাতিয়ারে কলহ; ভয়ধ্বনি, ভয়জনক শব্দ; ভয়; ভ্রমর; চণ্ডাল; বিপ্লব। ডিম্ব্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ডিম্বক—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) বীজের প্রথমাবস্থা (ovule); (প্রাণিতত্ত্ব) ক্ষুদ্র ডিম্ব; ভ্রূণের প্রথমাবস্থা (ovum). ডিম্ব+কন্ স্বার্থে বা ক্ষুদ্রার্থে। বি; ক্লীব।

ডিম্বকরন্ধ্র—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) ডিম্বকের গায়ের যে ছিদ্র দিয়া উহার মধ্যে পরাগ প্রবেশ করে তাহা (micropyle). ডিম্বকের রন্ধ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ডিম্বকোষ—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) পুষ্পযোনি, গর্ভকোষের নিম্নস্থ শূন্যগর্ভ অংশ (ovule). ডিম্বাকার কোষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ডিম্বজ—ডিম হইতে উৎপন্ন, অণ্ডজ (oviparous). উপতৎ; ডিম্ব—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

ডিম্বাকার, -কৃতি—ডিমের আকারবিশিষ্ট। ডিম্বের আকারের, আকৃতির ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ডিম্বাণু—(প্রাণিতত্ত্ব) ক্ষুদ্র ডিম্ব; ভ্রূণের প্রথমাবস্থা (ovum). ডিম্বের অণু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ডিম্বাধার—প্রাণীদিগের যে থলির মধ্যে ডিম থাকে তাহা (egg-cell). ডিম্বের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ডিম্বাশয়—(প্রাণিবিদ্যা) স্ত্রী-পশুর জরায়ু, স্ত্রী-জনন-গ্রন্থি; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) গর্ভকোষের বীজাধার (ovary). ডিম্বের আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ডিশ্—গোলাকার ক্ষুদ্র থালাবিশেষ ('চায়ের—')। ইং dish. বি।

ডিস্‌কাউণ্ট—বাজার-দর হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয় তাহা। ইং discouut. বি।

ডিস্‌চার্জ্জ(র্জ)—চাকরি হইতে বরখাস্ত করা, চাকরি ছাড়াইয়া দেওয়া; প্রমাণের অভাবে আসামীকে মুক্তি দেওয়া। ইং discharge. বি।

ডিস্ট্রিক্ট—জেলা। ইং district. বি।

ডিস্‌মিস্—বিচারালয়ে আনীত অভিযোগ অগ্রাহ্যকরণ; কর্ম্ম বা চাকুরী হইতে অপসারণ; পরিত্যাগ। ইং dismiss. বি।

ডিসেম্বর—ইংরাজী বৎসরের শেষ মাস। ইং December. বি।

ডিহি—কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি; প্রধান জমিদারী কাছারী, সদর। ফার্সী 'ডীহ'-শব্দজ। বি।

ডীন—১। উড়া, পক্ষীদিগের আকাশগতি, উৎপতন। ডী+ক্ত ভাববা। ২। আগমশাস্ত্রবিশেষ। ডী+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৩। উড্ডন্ত, উড্ডীয়মান। ডী+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

ডুকরা, ডুকরান—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা, ফুকারিয়া কাঁদা। বাং ক্রি।

ডুগডুগী—ডমরু। বাং প্র। বি।

ডুগী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বাঁয়া। বাং প্র। বি।

ডুঙ্গী—একপ্রকার ছোট নৌকা, ক্ষুদ্র নৌকাবিশেষ। বাং প্র। বি।

ডুব, ডুবন—১। নিমজ্জন, অবগাহন, বুড়ন। ডুব্+অ, অন ভাববা। বি। ২। ডুবিবার মত, ডুবিবার উপযুক্ত; গভীর। ডুব্+অ, অন অধিবা। বিণ।

ডুবন্ত—যাহা ডুবিয়া যাইতেছে বা গিয়াছে এমন। ডুব্+অন্ত (বাং প্রত্যয়)। বিণ।

ডুবরী, ডুবারী, ডুবুরি—যাহারা জলের তলা হইতে মুক্তাসমেত ঝিনুক ইত্যাদি কুড়াইয়া তোলে; অধিকক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে সক্ষম ব্যক্তি। ডুব্+অরী, আরী, উরি কর্ত্তৃবা। বি।

ডুবা—জলমগ্ন হওয়া। বাং ক্রি। **ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাওয়া**—সাধারণের অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে কোন কাজ করা।

ডুবান—১। জলমগ্ন করা। বাং ক্রি। ২। গভীর। বাং প্র। বিণ।

ডুবারু—ডুবুরি ("যেমন ডুবারু ডুবিছে তাহাতে"—চণ্ডীদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ডুবি—নিমগ্ন হওয়া, নিমজ্জন। ডুব্+ই ভাববা। বি।

ডুবুডুবু—প্রায় ডুবিবার মত, মগ্নপ্রায়; অস্তমিতপ্রায়; বন্যাপ্লাবিত; মাতোয়ারা। বাং প্র। বিণ।

ডুমুর—ডুমুর গাছ বা তাহার ফল। 'উডুম্বর'-শব্দজ। বি। **ডুমুরের ফুল**—দুর্লভ বস্তু। [বাং প্র। বি।

ডুমো—কোন জিনিসের ডেলার মত টুক্‌রা।

ডুমোডুমো—ডেলার মত খণ্ড-খণ্ড। বাং প্র। বিণ।

ডুরি—ডোর, হাতে বাঁধিবার সূতা; দড়ি; রজ্জু; নির্জ্জনতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ডুরে—ডোরাযুক্ত। ডোরা+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

ডুলি, ডুলি—যানবিশেষ, ছোট পাল্কী, ক্ষুদ্র শিবিকা। হিন্দী 'ডোলি'-শব্দজ। বি।

ডুলে—পাল্কীবাহক, ডুলে জাতি। বাং প্র। বি।

ডুশ, ডুস—মলাশয় ধৌত করিবার জন্য মলদ্বারের মধ্য দিয়া নলের সাহায্যে জলধারা প্রবেশ করাইবার পদ্ধতি বা যন্ত্র। ইং douche. বি।

ডেওঢাকনা—ঢাকনাসমেত মাটির পাত্র; গৃহস্থালীর তুচ্ছ দ্রব্যাদি। বাং প্র। বি।

ডেঁপো—অকালপক্ব, প্রগল্‌ভ। বাং প্র। বিণ। বি—ডেঁপোম, ডেঁপোমি।

ডেক—১। তামার বা পিত্তলের হাঁড়ি। ফার্সী। বি। ২। জাহাজের পাটাতন। ইং deck. বি।

ডেকচি—ছোট ডেক। ফার্সী। বি।

ডেকরা—প্রগল্‌ভ, ধূর্ত্ত। বাং প্র। বিণ।

ডেগরা—ধূর্ত্ত, শঠ; উচ্ছৃঙ্খল। বাং প্র। বিণ।

ডেঙ্গর—উকুণ, মৎকুণ। বাং প্র। বি।

ডেঙ্গো—গৃহহীন, বিপত্নীক। বাং প্র। বিণ।

ডেঙ্গো(ংগো)জ্বর—বেদনাযুক্ত জ্বরবিশেষ। ইং dengue+জ্বর। বি।

ডেনা, ডানা—পক্ষ, পাখা। 'ডানকুনি'-শব্দজ। বি।

ডেপুটি, ডেপুটী—'ডিপুটি' দ্রঃ।

ডে-ফল, ডেঁ-ফল—মাদার। বাং প্র। বি।

ডেবরা—যে বাঁ হাতে বেশি কাজ করিতে পারে এমন, ন্যাটা। প্রাদে। বিণ।

ডেমি—একপ্রকার মোটা কাগজ; আদালতে এবং দলিল প্রভৃতি লিখনে ব্যবহৃত কাগজ। ইং 'demy'-শব্দজ। বি।

ডেমেজ, ড্যামেজ—ক্ষতি, লোকসান। ইং damage. বি।

ডেয়ে, ডেয়ো—পিঁপড়াবিশেষ। বাং প্র। বি। [শহর। বাং প্র। বি।

ডেরা—অস্থায়ী বাসস্থান, বাসা; নিবাসস্থান;

ডেলা—দলা, পিণ্ড, তাল। বাং প্র। বি।

ডেশ, ড্যাশ—চিহ্নবিশেষ, '—' এইরূপ চিহ্ন (বাক্যের মধ্যে কোন বিষয় বলিয়া তাহার ব্যাখ্যাস্বরূপে বিষয়ান্তর বলিতে হইলে এই চিহ্ন দিতে হয়)। ইং dash. বি।

ডেস্ক—লিখিবার ছোট টেবিল। ইং desk. বি।

ডেস্ট্রয়ার—একপ্রকার যুদ্ধ-জাহাজ (পূর্ব্বে টর্পেডো-বোট ধ্বংস করিত বলিয়া ইহার এই নাম)। ইং destroyer. বি।

ডোক্‌রা—লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা; প্রগল্‌ভ, ধৃষ্ট। বাং প্র। বিণ।

ডোক্‌রান—ভয় পাইয়া অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করা; চেঁচাইয়া কাঁদা; দুগ্ধপোষ্য বালকের উচ্চহাস্য করা। বাং ক্রি। [বাং প্র। বিণ।

ডোক্‌লা—পেটুক, উদরম্ভরি; অপব্যয়ী।

ডোঙা—তাল গাছের ছোট নৌকা; শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহারের জন্য কলাপেটোর তৈরি ছোট পাত্র। বাং প্র। বি।

ডোঙাকল—জল-সেচনের নিমিত্ত ব্যবহৃত ডোঙা। বাং প্র। বি।

ডোজ—ঔষধের মাত্রা। ইং dose. বি।

ডোবা—১। জলে নিমগ্ন হওয়া। বাং ক্রি। ২। ক্ষুদ্র জলাশয়। বাং প্র। বি।

ডোম—জাতিবিশেষ [ইহারা মৃতদেহ সৎকার করিতে সাহায্য করে এবং ডালা কুলা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে]। বাং প্র। বি।

ডোমনী—১। ডোমজাতীয়া রমণী। ডোম+নী। বি; স্ত্রী। ২। কপাট ঝুলাইবার নিমিত্ত চৌকাঠে লাগান লোহার খিল, ডুমনা। বাং প্র। বি।

ডোর, ডোরক—বাহু কোমর প্রভৃতির বন্ধনসূত্র, তাগা প্রভৃতি। দোস্—রা+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে); ডোর+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

ডোরা—নানাবর্ণের চিহ্ন বা রেখা, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অঙ্কন। বাং প্র। বি।

ডোরা-কাটা—লম্বা লম্বা রেখাযুক্ত। ডোরা কাটা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

ডোরা-ডোরা—চিত্রিত, নানাবর্ণের দাগ-বিশিষ্ট। বাং প্র। বিণ।

ডোরি—১। রজ্জু, দড়ি। হিন্দীমূলক। বি। ২। দৃঢ়রূপে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

ডোল—১। ধান প্রভৃতি রাখিবার পাত্র, বংশনির্ম্মিত শস্যাধার। বাং প্র। বি। ২। শিথিল, আলুগা; কম্পিত, কম্পমান। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [কবিপ্র। ক্রি।

ডোলই, ডোলত—দুলিতেছে। প্রাঃ

ডোলী, ডুলী—ছোট পাল্কী, ক্ষুদ্র শিবিকা। দোলনার্থক 'দুল্'-ধাতুজ। বি।

ডৌল—প্রকার, রকম; রূপ, ঢপ; মূর্ত্তি; গড়ন, ছাঁচ। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বিণ।

ডৌলশুদ্ধ—সুডৌল, সুরূপ, সুশ্রী, সুগঠন।

ড্যাকরা—ডেক্‌রা (তাহা দ্রঃ)।

ড্যাবডেবে—বড় বড় ও ভাসা ভাসা ('—চোখ')। বাং প্র। বিণ।

ড্যামেজ—'ডেমেজ' দ্রঃ।

ড্যাস—বিরামচিহ্নবিশেষ, '—' এই চিহ্ন। ইং dash. বি।

ড্রয়ার—দেরাজ। ইং drawer. বি।

ড্রয়িং—রেখাঙ্কন, রেখাচিত্র। ইং drawing. বি। [room. বি।

ড্রয়িংরুম—বৈঠকখানা। ইং drawing-

ড্রাম—১। বিলাতি ওজনবিশেষ। ইং dram. ২। জয়ঢাক, রণভেরী। ইং drum. বি।

ড্রিল—নিয়মিত অঙ্গচালনা; ব্যায়াম; কুচ্-কাওয়াজ, কুচ্ করা। ইং drill. বি।

ড্রেন—নর্দ্দমা, জলনালা। ইং drain. বি।

ড্রেস—পোষাক; অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান বন্ধন। ইং dress. বি।

[ঢ]

ঢ—১। চতুর্দ্দশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ট-বর্গের চতুর্থ বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহা ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ। পদের মধ্যে ও শেষে 'ঢ' স্থলবিশেষে 'ঢ়' হয়। ধ্বন্যাত্মক পদে 'ঢ'-এর ব্যবহার দেখা যায়। ইহা লঘুত্ব, সারহীনতা ও স্ফীতি ইত্যাদির ভাব প্রকাশ করে (যথা—'ঢ্যাপ্, ঢ্যাপ্', 'ঢবঢপে')]। ২। ঢক্কা; কুকুর; কুকুরের লেজ; ধ্বনি। বি; পুং। ৩। নির্গুণ। বিণ।

ঢং, ঢঙ, ঢঙ্গ—১। গঠন, আকৃতি, চেহারা; পদ্ধতি, রীতি, প্রণালী; কপট, ছল; রঙ্গ; কৌতুক; ছেনালি; ভঙ্গী; ছদ্মবেশ। বাং প্র। ২। কথা কহিবার রীতি। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ৩। ঘণ্টা বা ঘড়ি বাজিবার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঢংঢং—বার বার ঘড়ি কাঁসর প্রভৃতি বাজার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঢক—১। বাটখারা, পরিমাপক দ্রব্য। বাং প্র। বি। ২। ঢেকুর তোলার অনুকরণশব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [অব্য।

ঢকাৎ—তরল দ্রব্য গিলিবার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক

ঢকার—'ঢ' এই অক্ষর। ঢ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ঢকাস—'ঢক' শব্দের আধিক্যব্যঞ্জক (বেশী মাত্রা বুঝাইবার) শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঢক্কা—বড় ঢোল, ঢাক, পটহ। ঢক্—কৈ+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঢক্‌ঢক্—আলুগাভাবে রাখা জিনিসে আঘাতের শব্দ; অম্লোদ্গারের শব্দ; দ্রুত পানের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য; বি। বিণ—ঢক্‌ঢকে।

ঢঙ্গ—'ঢং' দ্রঃ।

ঢঙ্গিয়া—ভঙ্গীযুক্ত। ঢঙ্গ+ইয়া বিশিষ্টার্থে। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ঢনঢন—ঘন্টাদির শব্দ; হাঁড়ি কলসী প্রভৃতির শূন্যতাসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

ঢনঢনে—শূন্য, খালি। ঢনঢন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ। [বিণ।

ঢনা—কৃশ, দুর্ব্বল; শুষ্ক; ম্লান। বাং প্র।

ঢপ—কীর্ত্তনাঙ্গ গানবিশেষ; মূর্ত্তি; ধারা, প্রকার; চালচলন। বাং প্র। বি।

ঢমালি, ঢামালি—অহঙ্কার; রং ঢং, রঙ্গ ("সখি সব মেলি করিয়া ঢমালি তোলয়ে বিবিধ ফুল।"—রায়শেখর)। হিন্দী 'ধমালি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঢরই—দোলায় ("জনু কনয়া গিরি চামর ঢরই"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঢরকত—গড়াইয়া পড়ে, প্রবাহিত হয়; ঝরিয়া পড়ে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঢরকি, ঢরি—উচ্ছলিত হইয়া, গড়াইয়া ("ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর"—বিদ্যাপতি। "ঢরি ঢরি পড়ু লোরা"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

ঢরঢর—ঢলঢল ("নব জলধর, রসে ঢরঢর" —দ্বিজভীম)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ঢল—১। পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত জলস্রোত, বন্যা; নিম্নস্থল। বাং প্র। বি। ২। বিহ্বল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ঢলকে—ঢলঢল করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঢলঢল, ঢলঢলে—টলটলায়মান, সদা-কম্পিত; তরল; উচ্ছলিত; কোমল ও উজ্জ্বল; লাবণ্যময়। বাং প্র। বিণ।

ঢলন—একদিকে হেলন, ঢলিয়া পড়া। ঢল্+অন ভাববা। বি।

ঢলা—হেলিয়া পড়া, ঝুঁকিয়া পড়া; পক্ষপাতী হওয়া; নিদ্রালস হওয়া, ঢুলুঢুলু করা; ম্লান হওয়া; আস্তে যাওয়া। বাং ক্রি।

ঢলাঢলি—পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়া; কেলেঙ্কারী; পরস্পরের গর্হিতাচরণ; লোক-হাসাহাসি। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

ঢলান—১। নিন্দাজনক আচরণ, কেলেঙ্কারী। ঢলা+ন ভাববা। বি। ২। লোক-নিন্দার কার্য্য করা; কুৎসিত ভাব প্রদর্শন করা; মাতলামি করা। বাং ক্রি।

ঢলানী—বেশ্যা; কুলটা। ঢলানে+ঈ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ঢলানে—যে কেলেঙ্কারী করে এরূপ। ঢলা+নে (<নিয়া) কর্তৃবা। বিণ।

ঢসা—ধ্বসা; ভাঙ্গিয়া পড়া; নিঃসরণ; গলন; পতন। বাং ক্রি।

ঢাক—বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র, পটহ। 'ঢক্কা'-শব্দজ। বি। **ঢাক গুড়গুড়**—ঢাকাঢাকি; গোপন রাখার চেষ্টা। **ঢাক পেটা, ঢাক বাজান**—চারিদিকে ঘোষণা করা, গুপ্ত কার্য্য প্রকাশ্যে সর্ব্বত্র প্রচার করা; বাহাদুরী করা। **ঢাকে কাঠি দেওয়া**—ঢাক বাজান; প্রচার করা। **ঢাকের বাঁয়া**—যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে কিন্তু কোন কাজেই লাগে না।

ঢাকই, ঢাকত—ঢাকে, ঢাকা দেয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঢাকন, ঢাকান—১। আচ্ছাদন, আবৃত-করণ। ঢাক্+অন, আন ভাববা। ২। আচ্ছাদক পদার্থ (valve). ঢাক+অন, আন কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

ঢাকনা, ঢাকনি, ঢাকনী—আচ্ছাদন, আবরণ। ঢাক্+অনা, অনি, অনী করণবা। বি।

ঢাকল—ঢাকিল ("সো সব অব গুণ, ঢাকল একল পিক, বোলত মধুরিম বাণী"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঢাকা—১। আচ্ছাদিত করা; আবৃত করা; চাপা দেওয়া; লুকান। ঢাক্+আ ভাববা। বাং ক্রি। ২। আচ্ছাদন, আবরণ, ঢাকনী। ঢাক্+আ করণবা। বি। ৩। আবৃত; লুক্কায়িত; গুপ্ত। ঢাক্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

ঢাকা ঢোকা—ভাল করিয়া ঢাকা। **ঢাকা দেওয়া**—গোপন করা। **ঢাকা পড়া**—আবৃত হওয়া; আচ্ছাদিত হওয়া; অদৃশ্য হওয়া, চাপা পড়া। **গা ঢাকা দেওয়া**—অদৃশ্য হওয়া।

ঢাকাই—ঢাকায় তৈয়ারী; ঢাকা-সম্বন্ধীয়। ঢাকা (বাংলার দ্বিতীয় শহর)+ই ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। **ঢাকাই পরটা**—এক-প্রকার কড়া ভাজা পরটা।

ঢাকী—যে ঢাক বাজায়, ঢক্কাবাদক। ঢাক +ঈ বাদকার্থে। বি।

ঢামরা—হংসী। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

ঢামালি—'ঢমালি' দ্রঃ।

ঢার, ঢারত—ঢালে, ঢালিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ঢাল—১। চর্ম্মনির্ম্মিত ফলক; ক্রম-নিম্নতা। বাং প্র। বি। ২। ঢালিয়া দাও। বাং ক্রি।

ঢালকী—ঢালধারী যোদ্ধা। বাং প্র। বি।

ঢালন—ঢালা; ছাঁচে ঢালার কাজ। ঢাল্+অন ভাববা। বি।

ঢালনদার—যে ধাতুসমূহ গলাইয়া ছাঁচে ঢালে, পিতলাদি দ্বারা ধাতুপাত্রগঠনকারী। ঢালন+দার নিপুণার্থে। বি।

ঢালা—১। বর্ষণ করা; একপাত্র হইতে অন্য পাত্রে নিক্ষেপ করা; দেওয়া। বাং ক্রি। **গা ঢালা, গা ঢালিয়া দেওয়া**—আশা-ভরসাহীন হওয়া; ভগ্নোদ্যম হওয়া। **ঢালিয়া সাজা**—তামাক খাওয়ার অসু-বিধা হইলে কলিকার তামাক ঢালিয়া ফেলিয়া পুনরায় আর একবার তামাক সাজা; (তাহা হইতে) অর্দ্ধসম্পন্ন কার্য্য নষ্ট করিয়া দিয়া পুনরায় গোড়া হইতে আরম্ভ করা। ২। বিস্তৃত; ছড়ান ('—বিছানা'); বিছান; প্রশস্ত; যথেষ্ট, প্রচুর; উত্তাপে তরল করিয়া ঢালাই করা ('—লোহা')। ঢাল্+আ কর্ম্মবা। বিণ। **ঢালা-উপরা**—এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে বারবার ঢালা।

ঢালাই—১। ছাঁচে ঢালার কাজ। ঢাল্+আই ভাববা। বি। ২। ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত। ঢাল্+আই কর্ম্মবা। বিণ।

ঢালাইকর—যে ঢালাইয়ের কাজ করে। ঢালাই+কর করে অর্থে। বি।

ঢালাই-করা—যাহা পেটা নয় এমন। বাং প্র। বিণ।

ঢালাইখানা—যেখানে ঢালাইএর কাজ হয়। ঢালাইয়ের খানা (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঢালাও—প্রশস্ত; ছড়ান; বিছান; দেদার। বাং প্র। বিণ।

ঢালাঢালি—বারবার ঢালা, কোন জিনিস বারবার এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে চালিত করা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

ঢালান—ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করান; দেওয়ান; এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে নিক্ষেপ করান। ঢাল্+আন ভাববা। বাং ক্রি।

ঢালিপাক—ঢালধারী পদাতিক সৈন্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঢালী—ঢালবিশিষ্ট, ঢালধারী। ঢাল+ঈ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং, বা বিণ।

ঢালু—গড়ানিয়া, ক্রমনিম্ন। ঢাল+উ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ঢিকন, ঢিকান, ঢিকুন—ধোঁকা; ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলা; ধীরে ধীরে চলা। বাং ক্রি।

ঢিট, ঢীট—১। দমিত, শাসিত, দুরন্ত, জব্দ। বাং প্র। ২। ধূর্ত্ত, শঠ; নির্লজ্জ ("হাসি মুখ নিরথয়ে ঢীট মাধাই"—বিদ্যাপতি)। 'ধৃষ্ট'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। **ঢিট করা**—বশে আনা; শায়েস্তা করা।

ঢিটপনা, ঢীটপনা—চাতুরী; শঠতা, ধূর্ত্ততা; ধৃষ্টতা। ঢিট, ঢীট+পনা ভাবে, কর্ম্মার্থে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঢিটানি, ঢিটামি—ধূর্ত্ততা; ধৃষ্টতা। ঢিট+আনি, আমি ভাবে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঢি-ঢি—যাহার খুব জানাজানি হইয়া গিয়াছে এমন; ব্যাপকভাবে প্রচারিত, ধিক্-ধিক্-শব্দ, অখ্যাতি, অপযশ। 'ধিক্-ধিক্'-শব্দজ। অব্য।

ঢি-ঢি-কার—ব্যাপক জানাজানি; ধিক্‌ধিক্ শব্দ, ধিক্কার-ধ্বনি, অত্যন্ত নিন্দাসূচক শব্দ। 'ধিক্কার'-শব্দজ। বি।

ঢিপ—কঠিন বস্তুতে কোন আঘাতের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। **ঢিপ করা**—হৃৎপিণ্ড-কম্পনের শব্দ হওয়া; ভয়ব্যাকুল হইয়া হৃৎপিণ্ড কম্পিত হওয়া। [ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ঢিপঢিপ—পুনঃ পুনঃ আঘাতের শব্দ।

ঢিপন—১। কিলচড় দ্বারা রীতিমত প্রহার করা। বাং ক্রি। ২। ঢিপনি (তাহা দ্রঃ)।

ঢিপনি, ঢিপুনি—কিল মারা; কিল চড় দ্বারা রীতিমত প্রহার। বাং প্র। বি।

ঢিপী, ঢিবী—উচ্চস্থান; স্তূপ, রাশি। বাং প্র। বি।

ঢিপে—ঢিপি ("ঘুঁটের ঢিপে ভাবে দিদি দেখিলে পর্ব্বত।"—হেমচন্দ্র)। কবিপ্র। বি।

ঢিমা, ঢিমে—মৃদু, মন্থর; নম্র; ধীর, মন্দ; ক্ষীণ, কৃশ। বাং প্র। বিণ।

ঢিমাতেতালা, ঢিমেতেতালা—সঙ্গীতের ষোলমাত্রার তালবিশেষ; (তাহা হইতে) কোন কাজে ঢিলামি, দীর্ঘসূত্রতা; দীর্ঘসূত্রী। কর্ম্মধা। বি।

ঢিল—ঢেলা, লোষ্ট্র। বাং প্র। বি।

ঢিলা, ঢিলে—১। আল্‌গা, শ্লথ, শিথিল। বিণ। ২। আলস্য; ঔদাসীন্য, অবহেলা। বাং প্র। বি।

ঢিলাঢিলি—পরস্পরের প্রতি ঢিল মারা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

ঢিলামি, ঢিলেমি—শৈথিল্য; অলসতা। ঢিলা, ঢিলে+মি ভাবে। বি।

ঢীট—'ঢিট' দ্রঃ।

ঢীটপনা—'ঢিটপনা' দ্রঃ।

ঢীটানি, ঢীটামি—ঢিটানি (তাহা দ্রঃ)।

ঢু—ভেড়া ছাগল প্রভৃতি ছোট ছোট পশুর মস্তকে মস্তকে আঘাত। বাং প্র। বি। **ঢু মারা, -দেওয়া**—শিঙের গুঁতা দেওয়া; কোন স্থানে যাইবার পথে পথিপার্শ্বস্থ কোন স্থান হইয়া বা কাহারও সহিত দেখা করিয়া যাওয়া।

ঢুঁড়া, ঢোঁড়া—ঢুড়া (তাহা দ্রঃ)।

ঢুকন—ভিতরে প্রবেশ করা, অন্তঃপ্রবেশন। বাং প্র। বি। [ক্রি।

ঢুকা—প্রবেশ করা, অন্তর্গত হওয়া। বাং

ঢুকান—প্রবেশ করান। বাং ক্রি।

ঢুড়া, ঢোড়া—খোঁজা, অন্বেষণ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বি।

ঢ-ঢু—ফাঁকি, কিছু-না—এই ভাব। বাং প্র।

ঢুণ্টন—খোঁজা, অন্বেষণ; ঢোঁড়ন। ঢুণ্ট্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

ঢুল, ঢুলুনি—তন্দ্রাবেশে ঢুলিয়া পড়া। ঢুল্+অ, উনি ভাবে। বি।

ঢুলা, ঢোলা—ঘুমে মধ্যে মধ্যে ঝুকিয়া পড়া, তন্দ্রাভরে ঝিমান। বাং ক্রি।

ঢুলান, ঢোলান—(চামরাদি) সঞ্চালন করা; কম্পিত করা, নাড়া। বাং ক্রি।

ঢুলি, ঢুলী—ঢোলবাদক। ঢোল+ই, ঈ বাদকার্থে। বি।

ঢলুঢুলু, ঢুলঢুলে—ঘুমের আবেশযুক্ত, নিদ্রালস, তন্দ্রালস; রসভারাক্রান্ত; ভাবে অবশ। বাং প্র। বিণ।

ঢুলুনি—'ঢুল' দ্রঃ। [বাং প্র। বি।

ঢুস—শিঙের আঘাত; মাথার গুঁতা।

ঢুসনা, ঢুসনো—অকর্ম্মণ্য, অলস; অপরিষ্কৃত। বাং প্র। বিণ।

ঢুসাঢুসি—গুঁতাগুঁতি, পরস্পর মস্তকাঘাত। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

ঢুসান—ঢুস দেওয়া, ঢুস মারা। বাং ক্রি।

ঢু-ঢু—শূন্য, রিক্ত; তৃণাদিরহিত। বাং প্র। বিণ।

ঢেআন—ঢেউ তোলা; ঢেউ তুলিয়া জলের উপরি ভাসমান আবর্জ্জনাদি সরাইয়া দেওয়া। বাং ক্রি।

ঢেউ—তরঙ্গ। বাং প্র। বি।

ঢেউ-খেলান—তরঙ্গাকারে সজ্জিত। বহুব্রী। বিণ।

ঢেঁকসী—কূপাদি হইতে জল তুলিবার যন্ত্রবিশেষ, ঢেঁকিকল। বাং প্র। বি।

ঢেঁকি, ঢেঁকী—১। ধান ভানা বা চিঁড়া তামাক প্রভৃতি কোটার যন্ত্র। বি। ২। অকর্ম্মণ্য; কলহকারী; স্থূলদেহ। বাং প্র। বিণ। **ঢেঁকি না কুলো**—সঙ্গতিহীন অবস্থা। **ঢেঁকির কচকচি**—কলহ; বচসা। **বুদ্ধির ঢেঁকী**—(ঢেঁকী কেবল উত্থান-পতন দ্বারা ধান ভানে, অন্য কর্ম্ম করিতে পারে না এবং সে কর্ম্মও আবার নারীর পদাঘাত ভিন্ন করিতে অসমর্থ—এই ভাব হইতে) অতিশয় নির্ব্বোধ ("হুকাটী বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি" —রবীন্দ্রনাথ)।

ঢেঁকিশাল, ঢেঁকীশাল—যে ঘরে ঢেঁকি বসান থাকে তাহা, ঢেঁকিঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ঢেঁটরা—ঢেঁড়া (তাহা দ্রঃ)।

ঢেঁটা—শঠ; দুষ্ট; খল। বাং প্র। বিণ।

ঢেঁড়রা—ঢাক বাজাইয়া ঘোষণা; ঢাক, ভেরী। বাং প্র। বি। [ভেণ্ডী। বাং প্র। বি।

ঢেঁড়স—তরকারিরূপে ব্যবহৃত ফলবিশেষ,

ঢেঁড়া—ঘোষণা, প্রচার; বাদ্যবিশেষ, ঢেঁড়রা। বাং প্র। বি।

ঢেঁড়ী—আফিম গাছের ফল; কাণের একপ্রকার গহনা; ঢেঁড়স; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি। [দৃষ্টান্ত। বাং প্র। বি।

ঢেঁশা—আঘাত; ধাক্কা; বিদ্রূপ, দোষসূচক

ঢেকা—ধাক্কা মারা; নির্গত করা, ঠেলা। বাং ক্রি। [বি।

ঢেকুর, ঢেঁকুর—উদ্গার; হিক্কা। বাং প্র।

ঢেঙ্গা, ঢেঙা, ঢ্যাঙা—দীর্ঘ, লম্বা, আয়ত। বাং প্র। বিণ।

ঢেড়ি, ঢেড়ী—১। ঢেঁড়া। বি। ২। ধাড়ী; পটু। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ঢেপসা—মোটা অথচ ফাঁপা, স্থূল অথচ অন্তঃসারশূন্য। বাং প্র। বিণ।

ঢেমন, ঢেমনা—লম্পট; নায়কনায়িকার প্রণয় সংঘটনকারক, কোট্‌না; জারজ। ঢেমনী+আ পুং-অর্থে। বি বা বিণ।

ঢেমনা—একজাতীয় বিষশূন্য লম্বা সাপ। বাং প্র। বি।

ঢেমনা-বেধো—উপপতিজাত, জারজ। বাং প্র। বি।

ঢেমনী—দুশ্চরিত্রা নারী; উপপত্নী; কুটনী। 'ধমনী' (বেশ্যা)-শব্দজ। বি। [বি।

ঢেমসা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, দামামা। বাং প্র।

ঢের—বহু, অনেক। বাং প্র। বিণ।

ঢেরা—পাট অথবা শণ হইতে দড়ি কাটিবার যন্ত্র; নিরক্ষর ব্যক্তির দস্তখতের ঢেরাকার "×" চিহ্ন। বাং প্র। বি।

ঢেরাসই, -সহি—নিরক্ষর ব্যক্তির স্বাক্ষরের পরিবর্ত্তে ঢেরাকার চিহ্ন দেওয়া। ৩য়াতৎ। বি। [বি।

ঢেলা—ঢিল, লোষ্ট্র, প্রস্তরাদিখণ্ড। বাং প্র।

ঢেলাভাঙ্গানি, -ভাঙানি—বিবাহের সময় ঢেলা-মারা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মিষ্টান্ন অথবা অর্থপ্রদান। প্রাদে। বি।

ঢোঁড়ন—খোঁজা, অন্বেষণ। 'ঢুণ্টন'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

ঢোঁড়া—একপ্রকার নির্বিষ সর্প। 'ডুণ্ডুভ'-

ঢোক—একবারে গিলিয়া ফেলা যায় এরূপ তরল বস্তু; সোনা প্রভৃতি ধাতুর পরিমাণ করিবার দ্রব্যবিশেষ। বাং প্র। বি।

ঢোল—১। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বড় ঢোলক। ঢুল্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব। ২। রঙ্গ; কৌতুক। প্রাদে। বি। ৩। ঢোলাকৃতি; স্ফীত। বাং প্র। বিণ। ৪। ছলনা; ঘোষণা; নষ্টামি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঢোলক—ছোট ঢোলাকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। হিন্দী। বি।

ঢোলতা—ছলনা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ঢোলন—ঝিমান, নিদ্রায় অবসন্ন হওয়া। ঢুল্+অন (বাং) ভাববা। বি।

ঢোল-সমুদ্র—পূর্ব্ববঙ্গের একটী অতি-বৃহৎ বিল; অতি দীর্ঘায়তন জলাশয়; একপ্রকার বনজ শাক। বাং প্র। বি।

ঢোলসহরৎ—ঢোল বাজাইয়া কোন বিষয় প্রচার করা। ৩য়াতৎ। বি।

ঢোলা—১। 'ঢুলা' দ্রঃ। ২। ঢিলা, আলগা। বাং প্র। বিণ।

ঢোলাই—বহন; দ্রব্যাদি বহিয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া। বাং প্র। বি।

ঢোলি, ঢোলী (ঢোলিন্)—যে ঢোল বাজায়, ঢোলবাদ্যকারক। ঢোল+ই, ঈ বাদকার্থে। বি।

ঢোষা, ঢোস্কা, ঢোসা, ঢোস্কা—দুর্ব্বল; ফাঁপা; অকেজো; অন্তঃসারশূন্য। বাং প্র। বিণ।

ঢোসর—ধূর্ত্ত; বঞ্চক। বাং প্র। বিণ।

ঢৌকন—১। গমন; ঢুকা, অন্তঃ-প্রবেশ। ঢৌক্+অনট্ ভাববা। ২। উৎকোচ। ঢৌক্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

ঢৌল—১। লাঞ্ছনা, অপমান। বি। ২। অপমানিত, লাঞ্ছিত ("ঢৌল নাহি করি কভু পরের যুবতী।"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ঢ্যাঙা—'ঢেঙ্গা' দ্রঃ।

[ণ]

ণ—১। পঞ্চদশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ট-বর্গের পঞ্চম বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান সনাসিক মূর্দ্ধা। ইহাকে অনুনাসিক বর্ণও বলে। বাঙ্গালায় ইহা বিশুদ্ধ 'ন'-র মত উচ্চারিত হয়]। ২। জ্ঞান; নির্ণয়, নিশ্চয়; শিব; ভূষণ; জলাশয়। বি; পুং। ৩। নির্গুণ। ণথ্+ড কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।

ণকার—'ণ' এই বর্ণ। বি।

ণত্ব—দন্ত্য'ন'-স্থানে মূর্দ্ধন্য 'ণ' হওয়া। ণ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

ণত্ববিধান, -বিধি—(ব্যাকরণ) 'ন'-স্থানে 'ণ' হইবার নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

ণফলা—অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত 'ণ'। বাং প্র। বি।

ণিচ্—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) প্রেরণার্থক প্রত্যয়-বিশেষ, ণ্ণি। বিণ।

ণিজন্ত—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) ণ্যন্ত, ণিচ্-প্রত্যয়ান্ত। ণিচ্ অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ণিজন্ত-প্রকরণ—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) ণিজন্ত ধাতুর রূপান্তরের নিয়মাবলী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

[ত]

ত—১। ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ত-বর্গের প্রথম বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত; ইহা অঘোষ ও অল্পপ্রাণ]। ২। চৌর; বৃষ; অনৃত; পুচ্ছ; ম্লেচ্ছ; ক্রোড়; রত্ন। তক্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। তরণ। তৃ+ড ভাববা। ৪। পুণ্য। তৃ+ড করণবা। বি; ক্লীব। ৫। অনুরোধ আশা অনুমান প্রশ্ন সন্দেহ নিশ্চয় (এসোত একবার পারত? ইত্যাদি—'তো' দ্রঃ) ইত্যাদি-বোধক শব্দ। অব্য।

তই—হাতলশূন্য কড়া। হিন্দী। বি।

তইঅও, তইও—তথাপি, তবুও; তেমনি। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য [সর্ব্ব।

তঁহি—তিনি, সে; সেথানে। প্রাঃ কবিপ্র।

তঁহু—তিনি, সে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তক্—অবধি, পর্য্যন্ত। হিন্দী। অব্য।

তকমা—মেডেল, চাপরাস। তুর্কী 'তমগা'-শব্দজ। বি।

তকর—তদীয়, তাহার। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তকরার—পুনরুক্তি; বাদানুবাদ, তর্ক। আর্বী। বি।

তকরারী—ঝগড়াটে; বিচারাধীন; বিবাদী। তকরার+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। **তকরারী জমাখরচ**—মহাজনী হিসাবের খাতা রাখার ধারাবিশেষ; বেচা-কেনার হিসাবের খাতায় মহাজনের গ্রাহকের নামে প্রত্যেক মাল এক দফা খরচ লেখা (double-entry in book-keeping).

তকলিফ, তকলিব—দুঃখ; বেগ; নাকাল। আর্বী। বি।

তকল্লবি—১। মিথ্যা কথা বলিয়া ভোলান, প্রতারণা। বি। ২। কৌশলময়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

তকাবি—গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত কৃষি-ঋণ। বাং প্র। বি।

তক্কা—তোয়াক্কা, সাপেক্ষতা; অধীনতা। আর্বী 'তবক্কা'-শব্দজ। বি।

তক্ত, তখ্ত—রাজাসন, সিংহাসন; উচ্চপদ। ফার্সী 'তখৎ'-শব্দজ। বি।

তকতক—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভাবপ্রকাশ। অনুকার অব্য।

তক্তকে—পরিষ্কৃত, দীপ্তিবিশিষ্ট, উজ্জ্বল। তক্তক্+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

তক্ততাউস—ময়ূরসিংহাসন। ফার্সী 'তখ্ত্-ই-তাউস'-শব্দজ। বি।

তক্তপোষ—'তক্তাপোষ' দ্রঃ।

তক্তা—গাছের গুঁড়ি চিরিয়া যে লম্বা

চওড়া কাঠ প্রস্তুত করা হয় তাহা, বিস্তৃত কাষ্ঠফলক। ফার্সী 'তখ্‌তা'-শব্দজ। বি।

তক্তানামা—পাল্কীবিশেষ, শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মানুষের টানা এক ধরণের গাড়ী। ফার্সী 'তখ্‌ৎ‌ণুমা'-শব্দজ। বি।

তক্তাপোষ, তক্তপোষ—কাঠের খাট, কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রশস্ত এবং উচ্চ শয্যাধার। ফার্সী 'তখৎ-পোষ'-শব্দজ। বি।

তক্তি, তক্তী—ছোট তক্তা; লিখিবার কাষ্ঠফলক; কলার মত গহনাবিশেষ; চার-কোণওয়ালা সন্দেশবিশেষ; নারিকেল দিয়া নির্ম্মিত খাদ্যদ্রব্য। ফার্সী 'তখ্‌তী'-শব্দজ। বি।

তক্‌মা, তখ্‌মা—তকমা (তাহা দ্রঃ)।

তক্র—ঘোল। তক্‌+রক্‌ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। [বি।

তক্‌লি—সূতা কাটার টেকো। গুজরাটী শব্দ।

তক্ষক—ছুতার; নাগরবিশেষ; নাট্যাধ্যক্ষ; সর্পবিশেষ, অষ্টনাগের অন্যতম। তক্ষ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তক্ষণ—চাঁচা, রেঁদা করা; অস্ত্র দ্বারা কাষ্ঠকে সমতল ও মসৃণ করা, পরিষ্কারকরণ; সূত্রধরের ব্যবসায়। তক্ষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

তক্ষণি—সেই সময়েই, তখনি। তক্ষণ (<তৎক্ষণ)+ই অবধারণার্থে। অব্য।

তক্ষণী—যাহা দ্বারা চাঁচা ছোলা যায়, রেঁদা, বাইশ। তক্ষ্‌+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

তক্ষা (তক্ষন্‌)—সূত্রধর, ছুতার; বিশ্বকর্ম্মা; চিত্রানক্ষত্র। তক্ষ্‌+কনিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [অব্য।

তখন—সেইকালে, তৎক্ষণে। 'তৎক্ষণ'-শব্দজ।

তখনকার—তদানীন্তন, সেই সময়ের। তখন+কার সম্বন্ধার্থে। বিণ। [প্র। বি।

ত-খরচ—বাজে খরচ; অতিরিক্ত খরচ। বাং

তখ্‌ত—'তক্ত' দ্রঃ।

তখ্‌তা—তক্তা (তাহা দ্রঃ)।

তখ্‌মা—'তক্‌মা' দ্রঃ।

তগর—১। টগরফুলের গাছ; মদনবৃক্ষ। ত—গৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। তগর-পুষ্প। তগর+অণ্‌ তৎপুষ্পার্থে। বি; ক্লীব।

তগল্লব—বঞ্চনা, প্রতারণা। আর্বী 'তগল্লুব'-শব্দজ। বি।

তগল্লবী—বঞ্চনাবিশিষ্ট, প্রতারণাপূর্ণ। তগল্লব+ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

তগাবি, তাগাবি—জমির উন্নতি করিবার উদ্দেশে জমিদার বা গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে যে কর্জ্জ দেন তাহা। আর্বী 'তকাবী'-শব্দজ। বি।

তগির, তগীর—পরিবর্ত্তন, বদল; কর্ম্মচ্যুতি; রোখশোধ। আর্বী 'তগৈয়্যর'-শব্দজ। বি।

তঙ্ক—পাথর-কাটা বাটালি। তন্‌ক্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

তঙ্কন—দুঃখে জীবনধারণ। তন্‌ক্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

তঙ্কা—রৌপ্যমুদ্রা, টাকা। 'টঙ্ক'-শব্দজ। বি।

তচ্ছীল—সেই স্বভাবের; স্বভাবতঃ ফলের অপেক্ষা না করিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত। তৎ (তাহা) শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি—তাচ্ছীল্য।

তচ্‌নচ্‌, তছনচ—নষ্ট, বিধ্বস্ত; নাস্তানাবুদ; ওলটপালট। ফার্সী। বিণ।

তছরূপ—ক্ষতি, নাশ। আর্বী 'তসরূরুফ'-শব্দজ। বি।

তছু—তাহার ("তছু মঝু মানস, মাতল মধুকর"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তজবিজ, তজবীজ—পরীক্ষা; অনুসন্ধান; বিচার; অনুমতি। আর্বী। বি।

তজ্জনিত—তাহা হইতে উৎপন্ন; সেই হেতু হইতে জাত। তাহা দ্বারা জনিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

তজ্জন্য—সেই হেতু, সেই কারণে। তৎ+জন্য। অব্য।

তঞ্চক—১। প্রবঞ্চক, প্রতারক। বাং প্র। বি বা বিণ। ২। প্রতারণা, সত্যের অপলাপ, সত্যগোপন ("সত্য জবাব দাও, কিছু তঞ্চক করিও না।"—বঙ্কিমচন্দ্র)। প্রাদে। বি।

তঞ্চকতা—প্রবঞ্চনা, শঠতা, চাতুরী। তঞ্চক+তা ভাবে। বি।

তঞ্চন—(রসায়ন) দুগ্ধাদি দধি, ঘোল ইত্যাদিতে পরিণত করণ (coagulation). তঞ্চ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—তঞ্চিত।

তট—১। কূল, তীর; উচ্চক্ষেত্র; সানু। বি; পুং বা ক্লীব। ২। শিব। বি; পুং। ৩। উচ্ছ্রিত, উন্নত। তট্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—তটী।

তটভূমি—তীরভূমি, বেলা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তটরেখা, -সীমা—(ভূগোল) উপকূলের সীমারেখা (coast-line). তটের রেখা, সীমা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তটস্থ—১। উদাসীন, নির্লিপ্ত; তীরস্থ; না শত্রু না মিত্র এরূপ, অপক্ষপাতী; সমীপস্থ; অগণাক্রান্ত; ব্যস্ত; চমৎকৃত। উপতৎ; তট—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। ২। অভিভূত, বিহ্বল; শঙ্কিত; সঙ্কুচিত। 'ত্রস্ত'-শব্দজ। বিণ।

তটাক, তটাগ—তড়াগ, বড় জলাশয়। তট—অক্‌, অগ্‌ (বক্র)+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

তটিনী—নদী। তট+ইন্‌ আছে অর্থে+

তটী—তীর, তট। তট+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

তড়কা—শিশুদিগের আক্ষেপরোগ, খিঁচুনি। বাং প্র। বি।

তড়তড়, তড়বড়—ব্যস্ততার ভাব; শীঘ্রতা-প্রকাশ; বৃষ্টি পড়ার শব্দ। অনুকার অব্য বা বি।

তড়তড়ে, তড়বড়ে—ব্যস্তবাগীশ; চঞ্চল; শীঘ্রকারী। তড়তড়, তড়বড়+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

তড়পা—খড়ের আঁটি; দশগণ্ডা আঁটি, এক-সঙ্গে বাঁধা খড়ের মোট। বাং প্র। বি।

তড়পান—জারিজুরি দেখান, আস্ফালন করা; লাফান। বাং ক্রি। বি—তড়পানি।

তড়বড়—'তড়তড়' দ্রঃ।

তড়বড়ান—তাড়াতাড়ি করা; খুব ব্যস্ত হইয়া কিছু করা; খুব তাড়াতাড়ি কিছু বলা। বাং ক্রি। বি—তড়বড়ানি।

তড়বড়ি—ব্যস্ততা, তড়বড়ানি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

তড়বড়ে—'তড়তড়ে' দ্রঃ।

তড়াক্‌—লাফাইবার জন্য অতিশীঘ্রতাপ্রকাশ, অতিদ্রুততাপ্রকাশ ('—করিয়া লাফাইয়া উঠা')। বাং প্র। অব্য।

তড়াক, তড়াগ—সরোবর, দীঘি, পঞ্চশত ধনু (২০০ হাত) পরিমিত বৃহৎ জলাশয়। তড়্‌+আক, আগ কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

তড়ি—১। আঘাত। তড়্‌+ই ভাববা। বি; পুং। ২। আঘাতকারক। তড়্‌+ই কর্ত্তৃবা। বিণ।

তড়িঘড়ি—অবিলম্বে, তৎক্ষণাৎ; অতি তাড়াতাড়ি। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

তড়িচ্চালক—১। (পদার্থবিদ্যা) যে যন্ত্র দ্বারা বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত করিয়া অপর কোন যন্ত্রকে গতিশক্তি দান করা যায় তাহা (electromotor). তড়িতপূর্ণ চালক, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। বিদ্যুতের গতিরীতি (electromotive). তড়িতের চালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তড়িচ্চুম্বক—(পদার্থবিদ্যা) তড়িতের সাহায্যে চুম্বকে পরিণত লৌহখণ্ড (electromagnet). তড়িৎকৃত চুম্বক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

তড়িৎ—বিদ্যুৎ, সৌদামিনী। তড়্‌+ইৎ

তড়িৎ-ঘণ্টা—বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (electric bell). তড়িচ্চালিতা ঘণ্টা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তড়িৎপ্রবাহ—বৈদ্যুতিক স্রোত (electric current). তড়িতের প্রবাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তড়িত—তড়িৎ, বিদ্যুৎ। কবিপ্র। বি।

তড়িদ্বিশ্লেষণ—(পদার্থবিদ্যা) বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে কোন যৌগিক পদার্থকে

বিশ্লিষ্ট করণ (electrolysis). তড়িদ্দ্বারা বিশ্লেষণ, ৩য়াতৎ। বি ; ক্লীব। [পুং।

তণ্ডুল—চাউল। তণ্ড্‌+উল কর্ম্মবা। বি ;

তণ্ডুলপরীক্ষা—চোর ধরার জন্য এক-প্রকার চাউলপড়া। তণ্ডুলসাধ্যা পরীক্ষা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

তত—১। তৎপরিমিত, সেইপরিমাণ। 'ততি'-শব্দজ। বিণ। ২। বিস্তৃত ; ব্যাপ্ত ; পৃথু, বিপুল। বিণ। ৩। বীণাদিবাদ্য, তার প্রভৃতি দ্বারা যে সকল যন্ত্র বাদিত হয় তাহাদের নাম [যেমন—বীণা, সেতার, রবাব, সারঙ্গী, রঞ্জনী, তম্বুরা বা তানপুরা, কানুন, সুরশৃঙ্গার, এসরাজ, একতারা, গোরীযন্ত্র ইত্যাদি]। তন্‌ +ক্ত কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। ৪। বায়ু। তন্‌ +ক্ত কর্তৃবা। বি ; পুং। ৫। বিস্তার। তন্‌ +ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব। ৬। পিতা। তন্‌ +ক্ত অপাবা। ৭। পুত্র। তন্‌+ক্ত করণবা। ৮। বংশ। তন্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বি ; পুং।

ততক্ষণ—তত সময় ; ততটা সময় পর্য্যন্ত। বাং প্র। বি।

ততহি, ততঁহি—তাহাতে ; অনন্তর, তারপর। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

ততি—১। শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, বিস্তার, সমূহ। তন্‌+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। ২। তাবৎ, তৎপরিমিত। তদ্‌+ডতি পরিমাণার্থে। বিণ।

ততেক—তৎপরিমিত, তত। কবিপ্র। বিণ।

ততোধিক—তাহার অতিরিক্ত, তাহার বেশী। ততঃ (তাহা হইতে) অধিক, সুপ্‌সুপা। বিণ।

তৎকাল—১। সেই সময়, সেই কাল ; বর্ত্তমান সময়। তৎ (সেই) কাল, কর্ম্মধা। বি ; পুং। বিণ—তৎকালীন, তাৎকালিক। ২। যাহার সময় নিরূপিত আছে এরূপ। তৎ (তাহা) কাল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তৎকালীন—সেই সময়কার, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে এরূপ, সেই সময়ে যে বা যাহা উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ, তদানীন্তন। তৎকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ। বি—তৎকাল।

তৎকালোচিত—তখনকার মত, সেই সময়ের উপযুক্ত। তৎকালে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

তৎক্ষণ—সেইসময়, তখন। তৎ (সেই) ক্ষণ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

তৎক্ষণাৎ—তখনই, অবিলম্বে। তৎক্ষণ+ আৎ, পঞ্চমীস্থানে। অব্য।

তত্তাবৎ—সেই সমস্ত। তৎ+তাবৎ (সাকল্যার্থে)। বিণ।

তত্তুল্য—তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম। তাহার (তদ্‌-শব্দ) তুল্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

তত্ত্ব—আসল বিষয়, তথ্য, প্রকৃত অবস্থা ; সংবাদ ; খোঁজ, অনুসন্ধান ; ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ; স্বরূপ ; চিত্ত ; বিলম্বিত নৃত্যবাদ্যাদি পদার্থ ; সাখ্যমতে—মূলপ্রকৃতি, মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, মনঃ, পঞ্চতন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (নেত্র, নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ ও ত্বক্‌), পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু ও উপস্থ বা লিঙ্গ), পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম)—এই চব্বিশটি। তদ্‌+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—তত্ত্বীয়, তাত্ত্বিক। **তত্ত্ব করা**—আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ীতে ভেট পাঠান। **তত্ত্ব লওয়া**—খোঁজখবর করা।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা—প্রকৃত জ্ঞানলাভের ইচ্ছা ; ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের বাসনা। তত্ত্বের জিজ্ঞাসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, —জিজ্ঞাসু।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু—প্রকৃত জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক ; ঈশ্বরসম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছাকারী ; ব্রহ্মজ্ঞান-লাভেচ্ছু। তত্ত্বকে জিজ্ঞাসু, ২য়াতৎ। বিণ। বি,—জিজ্ঞাসা।

তত্ত্বজ্ঞ—যাহার ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে এরূপ, তত্ত্বজ্ঞানী ; যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছে এরূপ, স্বরূপজ্ঞ ; দর্শনশাস্ত্রবিৎ। উপতৎ ; তত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

তত্ত্বজ্ঞান—আত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক্‌—ইত্যাকার জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মবোধ ; যাথার্থ্যজ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। বিণ,—জ্ঞানী।

তত্ত্বজ্ঞানী (-জ্ঞানিন্‌)—তত্ত্বজ্ঞ (সকল অর্থে)। তত্ত্বজ্ঞান+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—জ্ঞানিনী। বি,—জ্ঞান।

তত্ত্বতাবাস—উপহার পাঠান ও খোঁজখবর লওয়া, তত্ত্ব পাঠান ও সংবাদাদিগ্রহণ। 'তত্ত্বতালাস'-শব্দজ অথবা তত্ত্ব+আর্বী 'তফাহুস' (খোঁজ)। বি।

তত্ত্বতালাস—খোঁজখবর। দ্বন্দ্ব। বি।

তত্ত্বদর্শিতা—জ্ঞান, বিচক্ষণতা, তত্ত্বজ্ঞতা ; দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা। তত্ত্বদর্শিন্‌+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ,—দর্শী (-দর্শিন্‌)।

তত্ত্বদর্শী (-দর্শিন্‌)—তত্ত্বজ্ঞ ; বিচক্ষণ ; জ্ঞানী, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ। উপতৎ ; তত্ত্ব—দৃশ্‌+ ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী। বি, —দর্শিতা।

তত্ত্বনিরূপণ, তত্ত্বনির্ণয়—আসল ব্যাপার স্থির করণ, স্বরূপনির্দ্ধারণ, ঈশ্বর সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা, ব্রহ্মনির্ণয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং।

তত্ত্ববাদী (-বাদিন্‌)—কোন বিষয়ের আসল রূপটি যে বলিয়া দেয় এমন, স্বরূপবাদী ; স্পষ্টভাষী। উপতৎ ; তত্ত্ব—বিদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী। বি,—বাদিতা।

তত্ত্ববিচার—প্রকৃত বা মূল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা, তত্ত্বানুশীলন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তত্ত্ববিৎ (-বিদ্‌)—তত্ত্বজ্ঞ (সকল অর্থে)। উপতৎ ; তত্ত্ব—বিদ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

তত্ত্ববিদ্যা—তত্ত্বজ্ঞান ; দর্শনশাস্ত্রবিশেষ—যাহাতে পদার্থের মূল তত্ত্বের আলোচনা থাকে (ontology). তত্ত্ববিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

তত্ত্ববিবেক—তত্ত্ববিষয়ে বিশেষ জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তত্ত্বমসি—তুমিই সেই পরম তত্ত্ব, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন—এই মতবাদ। সং বাক্য।

তত্ত্বানুসন্ধান—আসল ব্যাপার জানিবার চেষ্টা, প্রকৃত অবস্থার অন্বেষণ, তথ্যানুসন্ধান। তত্ত্বের অনুসন্ধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। বিণ,—সন্ধায়ী (-সন্ধায়িন্‌)।

তত্ত্বানুসন্ধায়ী (-সন্ধায়িন্‌)—যে উত্তম ব্যাপার জানিতে চেষ্টা করে এরূপ, তথ্যান্বেষী। উপতৎ ; তত্ত্ব—অনু—সম্‌—ধা+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

তত্ত্বাবধান—দেখাশুনা, কোন বিষয় প্রকৃতরূপে সম্পন্ন হইতেছে কি না মনোযোগপূর্ব্বক সেই বিষয়ের অবলোকন, পরিদর্শন, অধ্যক্ষতা করা। তত্ত্বে অবধান, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব। বিণ,—ধায়ক।

তত্ত্বাবধায়ক—যে দেখাশুনা করে এমন, যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে এরূপ, তত্ত্বাবধানকারী, পরিদর্শক। তত্ত্ব—অব—ধা+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িকা।

তত্ত্বাবধারক—যে প্রকৃত বিষয় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে এমন, কোন বিষয়ে সত্য-নিরূপণকারী ; স্বরূপনির্ণেতা। তত্ত্ব—অব—ধৃ+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা। বি,—ধারণ।

তত্ত্বাবধারণ—প্রকৃত বিষয় স্থিরীকরণ, সত্য-নির্ণয় ; স্বরূপজ্ঞান, যাথার্থ্যবোধ। তত্ত্বের অবধারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

তত্ত্বীয়—তত্ত্ব-সংক্রান্ত, যাহা ব্যবহারিক নহে এমন (theoretical). তত্ত্ব+ঈয় সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। **তত্ত্বীয় রসায়ন**—রসায়নবিদ্যায় তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (theoretical chemistry).

তৎপর—১। যত্নবান্‌ ; প্রবৃত্ত, রত ; আসক্ত ; ব্যগ্র ; সচেষ্ট ; নিবিষ্ট ; নিপুণ ; সতর্ক ; তৎপ্রধান, তন্নিষ্ঠ। তৎ (তাহা) পর (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—রতা। ২। তাহার পর, তদনন্তর। তাহা হইতে পর, ৫মীতৎ। ক্রি-বিণ। ৩। শীঘ্র, সত্বর, তাড়াতাড়ি। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

তৎপরতা—সচেষ্টতা ; দক্ষতা ; যত্ন, আগ্রহ, অভিনিবেশ ; সতর্কতা। তৎপর+ তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—তৎপর।

তৎপুরুষ—১। (ব্যাকরণ) সমাসবিশেষ, উত্তরপদ প্রাধান্যসূচক সমাস। তৎ (সেই) পুরুষ যাহাতে, বহুব্রী। ২। পরমপুরুষ। তৎ (সেই) পুরুষ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

তত্র—তথায়, সেখানে; তদ্বিষয়ে। তদ্ (সেই) + ত্র সপ্তমী স্থানে। অব্য।

তত্রত্য—সেখানকার, সেখানে যাহা ঘটে এরূপ; সে স্থানে উৎপন্ন; তৎস্থানস্থ; সেই স্থানসংক্রান্ত। তত্র (তথায়) + ত্যপ্, ভবাদ্যর্থে। বিণ। [অব্য।

তত্রাচ—তবুও, তথাপি। 'তত্রচ'-শব্দজ।

তত্রাপি—তথাচ, তবুও, তথাপি। তত্র + অপি। অব্য; ক্রি-বিণ।

তৎসংক্রান্ত—তাহার বা সেই বিষয় সম্বন্ধীয়, তদীয়। তাহার সহিত সংক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

তৎসদৃশ—তাহার মত, তাহার তুল্য, তথাবিধ। তাহার সদৃশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —সদৃশী।

তৎসম—১। তাহার সমান। বিণ। ২। বাঙ্গালায় অপরিবর্ত্তিত আকারে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ। তাহার সম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তৎস্থলাভিষিক্ত—তাহার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত; তাহার প্রতিনিধি। তাহার স্থল, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহাতে অভিষিক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

তথা—সেখানে; তাহাতে, সেইবিষয়ে; সেইপ্রকার; তথ্য, সত্য; এবং, আরও; তন্নিমিত্ত; স্বীকার; সাদৃশ্য; নিশ্চয়, পৃষ্ঠ-প্রতিবাক্য। তদ্ (সেই) + থাল্ প্রকারাদ্যর্থে। অব্য।

তথাকথিত—যাহাকে অসঙ্গতভাবে লোকে কোন নামে বা উপাধিতে আখ্যাত করে এমন (so-called). সুপ্সুপা। বিণ।

তথাকার—সেখানকার। বাং প্র। অব্য।

তথাগত—১। বুদ্ধদেব। তথা (যেরূপে পুনরাবৃত্তি না হয় সেইরূপ) গত (জ্ঞাত), সুপ্সুপা। বি; পুং। ২। সেইরূপে গত; সেই প্রকারে আগত। তথা (সেইপ্রকারে) গত, আগত, সুপ্সুপা। বিণ।

তথাচ, তথাপি—তাহা হইলেও, তবু। তথা + চ, অপি। অব্য।

তথাবিধ—সেইপ্রকার, তাদৃশ। তথা (তাদৃশী) বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ

তথাভূত—সেই প্রকারে সম্পন্ন; তাদৃশ, তথাবিধ। সুপ্সুপা। বিণ।

তথায়—সেখানে। বাং প্র। অব্য।

তথাস্তু—তাহাই হউক, সেইরূপ হউক, তাহাই ঘটুক। তথা + অস্তু (হউক)। সংস্কৃত বাক্য।

তথি—১। তাহাতে ("তথি শোভে নখচন্দ্র।" —কবিকঙ্কণ); তথায় ("মল্লিকা মালতী বিকসিত তথি"—চণ্ডীদাস)। সর্ব্ব। ২। আরও, অপিচ ("ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি"—বিদ্যাপতি); তাহা হইতে ("তিনি তথি হরণই কেল"—জ্ঞানদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

তথৈবচ—সেইরূপই, সেইপ্রকারই; অসুবিধাজনক; কোনরকম; প্রকৃত প্রস্তাবে নয়; অযত্নসহকারে, মনোযোগ ব্যতিরেকে। তথা + এব + চ। অব্য।

তথ্য—প্রকৃত ব্যাপার; যাথার্থ্য। তথা + যৎ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

তথ্যবাদী (-বাদিন্), **-ভাষী** (-ভাষিন্)—সত্যবাদী, যাথার্থ্যবাদী, প্রকৃতবাদী। তথ্য—বদ্, ভাষ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী, —ভাষিণী। বি, —বাদিতা, —ভাষিতা।

তথ্যবাহী (-বাহিন্)—যে আসল খবর লইয়া আসে এমন। উপতৎ; তথ্য—বহ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাহিনী।

তথ্যানুসন্ধান—প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান, স্বরূপনিরূপণচেষ্টা, তত্ত্বান্বেষণ। তথ্যের অনুসন্ধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ, —সন্ধায়ী (—সন্ধায়িন্)।

তদ্—১। সেই; তিনি, সে; প্রসিদ্ধ। সর্ব্ব। ২। ব্রহ্ম। বি; ক্লীব। ৩। সেই হেতু, তবে। তন্ + অদ্ কর্ত্তৃবা। অব্য।

তদতিরিক্ত, তদ্ব্যতিরিক্ত—তাহার বেশী, তাহা অপেক্ষা অধিক, তদধিক; তাহা হইতে পৃথক্। তাহা হইতে অতিরিক্ত, ব্যতিরিক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

তদনন্তর—তাহার পর, তৎপরে। তাহা হইতে অনন্তর, ৫মীতৎ। ক্রি-বিণ।

তদনুগামী (-গামিন্)—সেই মত, তাহার মত, তদনুযায়ী। তাহার অনুগামী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —গামিনী।

তদনুবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্তী**—সেইমত, তদনুরূপ, তাহার অনুগামী। তাহার অনুবর্ত্তী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —বর্ত্তিনী। বি, —বর্ত্তি(র্তি)তা।

তদনুযায়ী (-যায়িন্)—১। সেই মত, তাহার মত, তদ্রূপ, তদনুগামী। তাহার অনুযায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —যায়িনী। ২। তদনুসারে, সেই অনুসারে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

তদনুরূপ—তাহার মত, সেইরূপ, তৎসদৃশ। তাহার অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

তদনুসারী (-সারিন্)—তাহার মত, সেই অনুসারে যে চলে। উপতৎ; তদ্—অনু —সৃ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —সারিণী।

তদনুসারে—সেই অনুসারে, তদনুযায়ী প্রণালীতে। তাহার অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

তদন্ত—১। প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান; তত্ত্বাবধারণ। তাহার অন্ত হয় যাহাতে, বহুব্রী। ২। তাহার অন্ত, তাহার শেষ। তাহার ('তদ্' শব্দ) অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [৫মীতৎ। ক্রি-বিণ।

তদন্তর—তারপর। তাহা হইতে অন্তর,

তদন্য—তাহা হইতে আলাদা। তাহা হইতে অন্য, ৭মীতৎ। বিণ।

তদপেক্ষা—সেই তুলনায়। তাহার অপেক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। ক্রি-বিণ।

তদবধি—সেই অবধি, সেই সময় বা ঘটনা হইতে। তৎ (তাহা) হইয়াছে অবধি যাহাতে, বহুব্রী। ক্রি-বিণ।

তদবস্থ—যে সেই অবস্থায় আছে এরূপ, তদ্ভাবাপন্ন। সেই ('তদ্' শব্দ) অবস্থা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তদবির—কার্য্যসাধনের জন্য নানারূপ চেষ্টা ও দেখাশুনা; পরিদর্শন; উপায়। আর্বী। বি।

তদর্থক—বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে গঠিত (ad hoc). তৎ (তাহা) অর্থ (উদ্দেশ্য) যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ।

তদর্থে—তাহার উদ্দেশ্যে, সেই কারণে; তাহার নিমিত্তে। তাহার (তদ্ শব্দ) জন্য, নিত্য। ক্রি-বিণ।

তদাকার—সেইরূপ আকারবিশিষ্ট, তদ্রূপ। তদ্ (সেই) আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তদানীং (-নীম্)—তখন, তৎকালে। তদ্ + দানীম্ কালার্থে। অব্য।

তদানীন্তন—তখনকার, সেই সময়ে যে বা যাহা উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ, তৎকালীন। তদানীম্ (সেই সময়ে) + তন (ট্যু, তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, —নী।

তদারক—দেখাশুনা, পর্য্যবেক্ষণ; তল্লাস, অনুসন্ধান। আর্বী। বি।

তদীয়—তাহার; তৎসম্বন্ধীয়; তাহার অধিকৃত। তদ্ + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

তদুৎপন্ন—তাহা হইতে জাত, তদুদ্ভূত। তাহা হইতে উৎপন্ন, ৫মীতৎ। বিণ।

তদুপযোগী (-গিন্)—তাহার যোগ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —যোগিনী।

তদুপরি—তাহার উপর; তাহার ঊর্দ্ধে। তাহার উপরি, ৬ষ্ঠীতৎ। অব্য।

তদুপলক্ষে—সেই সম্পর্কে, সেই সূত্রে। কর্ম্মধা। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

তদ্গত—তাহার প্রতি অনুরক্ত, তদাসক্ত; একাগ্র, তাহাতে অভিনিবিষ্ট; তন্নিষ্ঠ। তাহাকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

তদ্গতচিত্ত—মাত্র তাহাতেই আসক্ত; তন্ময়; অনন্যমনাঃ। তদ্গত চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তদ্গতচিত্তে—একাগ্রহৃদয়ে, অনন্যচিত্তে, তন্ময়ভাবে। তদ্গত চিত্ত যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

তদ্গুণ—১। তাহার গুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। তদীয় গুণের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট। সেই (তদ্) গুণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। কাব্যালঙ্কারবিশেষ, স্বীয় গুণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদীয় উৎকৃষ্ট গুণগ্রহণ। তাহার গুণ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

তদ্গুণসংবিজ্ঞান—(ব্যাকরণ) বহুব্রীহি সমাসবিশেষ—যাহাতে বিশেষণেরও উপস্থিতি হয় (যেমন—'দীর্ঘবাহু ব্যক্তিকে আনয়ন কর'—এখানে 'আনয়ন' ক্রিয়ার সহিত কেবল যে ব্যক্তির অন্বয় বুঝাইতেছে, তাহা নহে; পরন্তু ব্যক্তির সহিত 'দীর্ঘবাহু' এই বিশেষণপদের যোগ আছে বলিয়া 'আনয়ন' ক্রিয়ার সহিত 'দীর্ঘবাহু'রও অন্বয় বুঝাইতেছে। এই জন্য ইহা তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি)। তদ্গুণের সংবিজ্ঞান যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

তদ্দণ্ড—সেই সময়, সেইক্ষণ। সেই দণ্ড, কর্ম্মধা। বি; পুং।

তদ্দরুণ—সেইজন্য। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

তদ্দিন—ততদিন; সেই দিন। তদ্ (সেই) দিন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তদ্দ্বারা—তাহাকে দিয়া, তাহার দ্বারা। বাং প্র। তদ্+দ্বারা। অব্য।

তদ্ধিত—১। (ব্যাকরণ) শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় হইলে অপর শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা, শব্দ-পরিবর্ত্তক প্রত্যয়। তাহার (সেই শব্দের) নিমিত্ত হিত (উপযুক্ত), ৪র্থীতৎ। বি; পুং। ২। তাহার মঙ্গল। তাহার হিত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ৩। তদ্বিষয়ে উপযুক্ত, তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক। ৪র্থীতৎ। বিণ।

তদ্বৎ—তাহার মত, তত্তুল্য। তদ্+বতিচ্ তুল্যার্থে। অব্য।

তদ্বিধ—সেইরূপ, সেইপ্রকার। তদ্ (সেই) বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তদ্বিধায়—সেই জন্য। বাং প্র। অব্য।

তদ্বির, তদ্বীর—তদবির (তাহা দ্রঃ)।

তদ্বিষয়ক—সেই বিষয়-সম্বন্ধীয়। তদ্ (সেই) বিষয় যাহাতে, বহুব্রী। ক সমাসান্ত। বিণ।

তদ্ব্যতীত—তাহা ছাড়া, তদ্ভিন্ন। তাহাকে ব্যতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

তদ্ভব—১। তাহা হইতে জাত। বিণ। ২। বাঙ্গালায় প্রচলিত অপভ্রষ্ট সংস্কৃত শব্দ। তাহা হইতে ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

তদ্ভাব—তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম; তদ্বিষয়ক চিন্তা। তাহার ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তদ্ভাবাপন্ন—সেই ভাবপ্রাপ্ত; তাহার ভাবপ্রাপ্ত; তদবস্থ। তদ্ভাবকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

তদ্ভিন্ন—তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্। ৫মীতৎ। বিণ।

তদ্রূপ—সেই প্রকার, তদ্বিধ। তৎ (সেই) রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তনয়—ছেলে, পুত্র। তন্+কয়ন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—তনয়া।

তনয়া—কন্যা; চাকুলিয়া লতা; ঘৃতকুমারী। তনয়+আপ্। বি; স্ত্রী।

তনিমা (-মন্)—১। কৃশতা, সূক্ষ্মতা। তনু+ইমন্ ভাবে। ২। যকৃৎ। বি; পুং।

তন্ন—তোমাকে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তনু, তনূ—১। শরীর, মূর্ত্তি। বি; স্ত্রী। ২। কৃশ, সূক্ষ্ম; কোমল; অল্প। তন্+উ কর্ম্মবা, পক্ষে উঙ্। বিণ। স্ত্রী—তন্বী, তনু, তনূ। বি—তনুতা, তনুত্ব, তনিমা।

তনুচ্ছদ, তনূচ্ছদ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। তনু, তনূ—ছদ্+ণিচ্+ঘ করণবা। বি; পুং।

তনুজ, তনূজ—১। ছেলে, পুত্র। বি; পুং। ২। শরীর হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; তনু, তনূ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—তনুজা, তনূজা (কন্যা)।

তনুতা, তনূতা, -ত্ব—কৃশতা, তনিমা; সূক্ষ্মতা; অল্পত্ব। তনু, তনূ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—তনু, তনূ।

তনুত্যাগ, তনূত্যাগ—দেহত্যাগ, মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তনুত্র, তনূত্র—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। উপতৎ; তনু, তনূ—ত্রৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

তনুত্রাণ, তনূত্রাণ—কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। তনুর, তনূর ত্রাণ হয় যাহা দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

তনুবার, তনূবার—দেহ-আবরক, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। তনু, তনূ—বৃ+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

তনুমধ্যা—১। যাহার (যে নারীর) কোমর সরু এমন, ক্ষীণকটী ('—নারী')। বিণ; স্ত্রী। ২। গায়ত্রীজাতীয় ষড়ক্ষর ছন্দোবিশেষ। তনু (ক্ষীণ) মধ্য যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

তনুমান্, তনূমান্ (-মৎ)—শরীরধারী, শরীরী, দেহী। তনু, তনূ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—তনুমতী, তনূমতী। [বি; পুং।

তনুরস, তনূরস—ঘাম, ঘর্ম্ম, স্বেদ। ৬ষ্ঠীতৎ।

তনুরুচি, তনূরুচি—১। শরীরের শোভা, দেহের সৌন্দর্য্য, দেহকান্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। ঈষদুজ্জ্বল, অল্পদীপ্তিযুক্ত; অল্পাভিলাষবিশিষ্ট। তনু, তনূ (ক্ষীণ) রুচি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তনুরুহ, তনূরুহ—১। লোম; পালক। বি; পুং বা ক্লীব। ২। পুত্র। উপতৎ; তনু, তনূ—রুহ্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তনুসঞ্চারিণী, তনূসঞ্চারিণী—বালিকা-স্ত্রী। তনুর, তনূর (শরীরের) সঞ্চারিণী (বেশবিন্যাসকারিণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তনূ—'তনু' দ্রঃ।

তনূকরণ—(পদার্থবিদ্যা) ঘনীভূত বায়বীয় পদার্থকে অধিকতর হাল্কা করণ (rarefication). তনু+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=তনূ)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি। বিণ,—কৃত।

তনূকৃত—খুব সূক্ষ্ম করিয়া নির্ম্মিত; চূর্ণ। তনু+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=তনূ)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

তনূদ্ভব—১। পুত্র; অঙ্গজ। বি; পুং। ২। যাহা শরীর হইতে বা শরীরে জন্মিয়াছে এমন, দেহজাত। তনু হইতে বা তনুতে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তনূনপাৎ—আগুন, অগ্নি ("তৈল তুল্য তনূনপাৎ তাম্বূল তপন"—কবিকঙ্কণ)। তনূ—নঞ্—পত্+ণিচ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি।

তন্তু—১। সূতা, সূত্র; (শারীরবিদ্যা) শরীরের কোষসমূহ দ্বারা গঠিত বিভিন্নশ্রেণীর সূক্ষ্ম পদার্থ (tissue). তন্+তুন্ কর্ম্মবা। ২। সন্তান, অপত্য; হাঙ্গর। তন্+তুন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তন্তুকাষ্ঠ—বুরুশ, যাহা দ্বারা তাঁতীরা সূতা পরিষ্কার করে। তন্তুপরিষ্কারক কাষ্ঠ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তন্তুকী—শিরা, নাড়ী। বি; স্ত্রী।

তন্তুকীট—গুটিপোকা। তন্তুনিঃসারক কীট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

তন্তুনাভ—মাকড়সা, ঊর্ণনাভ। তন্তু নাভিতে যাহার, বহুব্রী (অচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

তন্তুবাপ, -বায়—তাঁতী; মাকড়সা। উপতৎ; তন্তু—বপ্, বে+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তন্তুশালা—তাঁতঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তন্ত্র—১। আগম, শাস্ত্রবিশেষ, বেদের শাখাবিশেষ; রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ('প্রজা—'); কোনও বিষয়ে বিশেষ মতামত, বাদ ('বস্তু—'); সিদ্ধান্ত; দৃঢ়প্রমাণ; সম্বন্ধযুক্ত বিষয় বা বস্তুর সমবায় (system); পুস্তকের পরিচ্ছেদ; ঔষধ, ঝাড়ানমন্ত্র; কার্য্য; কারণ; উপায়, কৌশল; রাজসমভিব্যাহারী লোক; সৈন্য; অধিকার, রাষ্ট্র, রাজ্য; ইতি-কর্ত্তব্যতা; সূতা, সূত্র; তন্তুবায়; তাঁত, কাপড় বুনিবার যন্ত্র; কাপড় বুনিবার জিনিস-পত্র; ব্যবসায়; সমূহ; পরিজন; প্রবন্ধ; শপথ; আহ্লাদ; রাজ্যের সমৃদ্ধিসম্পাদন; গৃহ; ধন; অধীনতা; নির্ভরতা; চর্ম্মনির্ম্মিত সূক্ষ্মরজ্জু; দল; সম্প্রদায়; অভিসন্ধি; হেতু; পরের মতে চলা; কুটুম্ব-ভরণ। তন্+ত্রন্ ভাববা, কর্ম্মবা, করণবা, অধিবা। বি; ক্লীব। ২। প্রধান। তন্+ত্রন্ করণবা। বিণ; ক্লীব।

তন্ত্রক—নূতন কাপড়। তন্ত্র+কন্ অচিরে প্রস্তুত এই অর্থে। বি; ক্লীব।

বহ্নি; জ্ঞান। তমের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তমোলিপ্তি, -লিপ্তী—তমলুক বা তমোলুক [ইহার অন্যান্য নাম—তাম্রলিপ্ত, তামলিপ্ত, বেলাকুল, তামালিকা, তাম্রলিপ্তা, তাম্রলিপ্তী, দামলিপ্ত, তমালিনী, স্তম্বপূ, বিষ্ণুগৃহ]। বাং প্র। বি।

তমোহর—১। চন্দ্র; সূর্য্য। বি; পুং। ২। তমোনাশক, অজ্ঞাননাশক। উপতৎ; তমস্—হৃ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

তমোহা (-হন্)—১। চন্দ্র; সূর্য্য। বি; পুং। ২। অন্ধকারনাশক, অজ্ঞাননাশক। তমস্—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী।

তম্বি, তম্বী—শাসন, তাড়না, ধমকান; জোর তাগাদা। আর্বী 'তন্বিহ্'-শব্দজ। বি।

তম্বুরা—তানপুরা, তুম্বুরুবীণা। আর্বী 'তনবুরহ'-শব্দজ। বি।

তয়, তহ—ভাঁজ, পাট। আর্বী। বি।

তয়নাতি—জমিদারের পদাতিক বা পেয়াদা; প্রহরী। আর্বী 'তায়ুনাতি'-শব্দজ। বি।

তয়ফা—নর্ত্তকীসম্প্রদায়; নৃত্য বিশেষ। আর্বী। বি।

তয়ের—তৈয়ার (তাহা দ্রঃ)।

তয়েরী—প্রস্তুত, নির্ম্মিত; উদ্যত; শিক্ষিত; পরিপক্ব, ভোজনের উপযুক্ত (ফলাদি)। 'তৈয়ারী'-শব্দজ। বিণ।

তর—১। পার হওয়া, তরণ; সন্তরণ; গতি। তৄ+অপ্ ভাববা। ২। পারাণি কড়ি, খেয়াপারের পয়সা; বৃক্ষ; উড়ুপ, ভেলা; রাস্তা। তৄ+অপ্ করণবা। বি; পুং। ৩। পারগামী। তৄ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ৪। (ব্যাকরণ) দুইয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষবোধক তদ্ধিত-প্রত্যয়। ৫। দেরী, বিলম্ব ('—সওয়া')। 'ত্বরা'-শব্দজ। ৬। রকম, ভাব। প্রাদে। বি।

তরওয়াল, তরোয়াল—তরবারি। 'তলবার'-শব্দজ। বি।

তরকচ, তরকোচ, তরকশ—বাণ রাখিবার স্থান, তূণীর। ফার্সী 'তরকশ্'-শব্দজ। বি।

তরকারি, তরকারী—আনাজ, ব্যঞ্জনের যোগ্য ফলমূলাদি; ব্যঞ্জন। হিন্দী। বি।

তরক্ষু—নেকড়ে বাঘ, বৃক; হায়েনা। তর—ক্ষি+ডু কর্তৃবা। বি; পুং।

তরঙ্গ—১। ঢেউ, উর্ম্মি, বীচি; ভঙ্গি, চুনাট; কম্প। তৄ+অঙ্গচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। হাবভাব; অঙ্গভঙ্গী ("গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি"—ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

তরঙ্গ-চঞ্চল—১। ঢেউয়ের মত অস্থির। তরঙ্গবৎ চঞ্চল, উপমান কর্ম্মধা। ২। ঢেউয়ের জন্য যাহা দুলিতেছে এমন, তরঙ্গহেতু কম্পমান। তরঙ্গহেতু চঞ্চল, ৩য়াতৎ। বিণ।

তরঙ্গ-তাড়ন—ঢেউয়ের দোলা, তরঙ্গাঘাত; ঢেউ দ্বারা আঘাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তরঙ্গ-তাড়িত—ঢেউ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত, উর্ম্মিবিচলিত, তরঙ্গাহত। তরঙ্গ দ্বারা তাড়িত, ৩য়াতৎ। বিণ।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য—ঢেউয়ের এক মাথা হইতে অপর মাথা পর্য্যন্ত স্থানের বিস্তার (wave length). তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তরঙ্গপাদ—ঢেউয়ের গভীর অংশ (hollow of waves). তরঙ্গের পাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তরঙ্গবিক্ষুব্ধ—ঢেউয়ের দ্বারা আন্দোলিত, তরঙ্গচঞ্চল। তরঙ্গ দ্বারা বিক্ষুব্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

তরঙ্গ-ভঙ্গ—পুনঃ পুনঃ ঢেউ উঠাপড়া, বীচিবিক্ষোভ, লহরীলীলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তরঙ্গমালা—ঢেউ সকল, লহরীসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তরঙ্গরেখা—বাঁকা লাইন, বক্র রেখা। তরঙ্গ-সদৃশী রেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তরঙ্গশীর্ষ—ঢেউয়ের উচ্চতম স্থান (crest of waves). তরঙ্গের শীর্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তরঙ্গ-সমাকুল—ঢেউয়ে ভরা, তরঙ্গাচ্ছন্ন, বহু তরঙ্গ দ্বারা অত্যন্ত আলোড়িত। তরঙ্গ দ্বারা সমাকুল, ৩য়াতৎ। বিণ।

তরঙ্গাকুল—অনেক ঢেউ উঠার জন্য অতিশয় চঞ্চল, বহু তরঙ্গ দ্বারা অস্থির। তরঙ্গ দ্বারা আকুল, ৩য়াতৎ। বিণ।

তরঙ্গাভিঘাত—ঢেউয়ের ধাক্কা, তরঙ্গ-তাড়ন। তরঙ্গের অভিঘাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তরঙ্গায়িত—ঢেউখেলান, তরঙ্গাকারে সজ্জিত। তরঙ্গায় (নামধাতু)+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

তরঙ্গিণী—নদী, তরঙ্গবতী। তরঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তরঙ্গিত—ঢেউযুক্ত; চঞ্চল; ভঙ্গিবিশিষ্ট। তরঙ্গ+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

তরঙ্গোচ্ছ্বাস—ঢেউ উছলিয়া উঠা, তরঙ্গ-প্রবৃদ্ধি, উর্ম্মিস্ফীতি। তরঙ্গের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তরজমা—অনুবাদ। আর্বী 'তর্‌জমা'-শব্দজ। বি।

তরজা—কবিগানবিশেষ, তর্জা। 'তর্জ্জা'-শব্দজ। বি।

তরণ—১। পার হওয়া; প্লবন; অন্য দেশে গমন। তৄ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। ডোঙ্গা; ভেলা, মাড়। তৄ+অনট্ করণবা। ৩। স্বর্গ। তৄ+অনট্ অধিবা। বি; পুং।

তরণি—১। নৌকা; ভেলা, ভেলক, মাড়। তৄ+অনি করণবা। বি; স্ত্রী। ২। সূর্য্য; কিরণ; আকন্দবৃক্ষ; তাম্র। বি; পুং। ৩। উদ্ধারকর্ত্তা। তৄ+অনি কর্তৃবা। বিণ।

তরণী—নৌকা; ভেলা; ঘৃতকুমারী। তরণি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তরণী-সরণি—নৌকাপথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তরতম—কমবেশী, ন্যূনাধিক। তর এবং তম, দ্বন্দ্ব। বিণ। বি—তারতম্য।

তরতর—স্রোতাদির বেগ-প্রকাশক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

তরতরে—১। তরতর করিয়া; তাড়াতাড়ি। 'ত্বরাত্বরি'-শব্দজ। বাং প্র। অব্য, ক্রি-বিণ।

তরতিব্—সজ্জিত; নিয়মানুযায়ী। আর্বী। বিণ।

তরন্তী—নৌকা। তৄ+অন্ত (ঝচ্) করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তরপণ্য—পারাণি কড়ি, নদ্যাদির পরপারে গমন করিবার জন্য দেয় শুল্ক। তরের (পারগমনের) পণ্য (শুল্ক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তরপদী (-পদিন্)—যাহারা পা দ্বারা সাঁতার কাটে, পানকৌড়ি হংস প্রভৃতি। তর (সন্তরণযোগ্য) পদ (পা), কর্ম্মধা; তরপদ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ।

তরফ—পক্ষ, দিক্; শেষসীমা, ধার; মহালের অন্তর্গত গোমস্তাদিগের অধীন স্থান। আর্বী। বি।

তরফদার—তরফের লোক; পক্ষপাতী; ভূম্যধিকারী, জমির মালিক; তালুকদার। তরফ+দার সম্বন্ধাদি অর্থে। বি।

তরফদারি—পক্ষপাত। তরফদার+ই কর্ম্মার্থে। বি।

তরবার, তরবারি—তরওয়াল, তলোয়ার, খড়্গবিশেষ, অসি। তর—বৃ+ণিচ্ (=বারি—বারণ করা)+অচ্, ইন্ করণবা। বি; পুং।

তরবুজ—তরমুজ। ফার্সী। বি।

তর-বেতর—অদ্ভুত, বিচিত্র; নানারূপ। বাং প্র। বিণ।

তরমুজ—ফলবিশেষ। 'তরবুজ'-শব্দজ। বি।

তরম্বুজ—তরমুজফল [জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার নিশার্দ্ধে মহাকালী তৃষ্ণাতুরা হন; সেই সময়ে এই ফল তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলে তিনি প্রীতা হইয়া বরদা হন (কামাখ্যাতন্ত্র)]। বি; ক্লীব।

তরল—১। পাতলা; কম্পমান; চঞ্চল; দ্রুত; দীপ্তিবিশিষ্ট; কামুক। বিণ। বি—তরলতা, তারল্য। ২। ধুকধুকি; হার; তল; বিস্তার। তৃ (গমন করা)+অলচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

তরলত্রিপদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দোবিশেষ। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তরলনয়ন—১। চঞ্চল নেত্র; চপল চক্ষু; দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ [ইহার সর্ব্ববর্ণ লঘু]। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। চঞ্চল-নেত্রবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—নয়না, —নয়নী।

তরলপয়ার—বাঙ্গালা কবিতার একটি ছন্দ। কর্ম্মধা। বি।

তরলপ্রকৃতি—১। চপল স্বভাব, চঞ্চল স্বভাব। তরলা প্রকৃতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। চঞ্চলস্বভাববিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

তরলমতি—১। চঞ্চল বুদ্ধি, অপরিণত বুদ্ধি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। অপরিণত-বুদ্ধিসম্পন্ন, অস্থিরবুদ্ধি। বহুব্রী। বিণ।

তরললোচনা—যে নারীর নয়ন চঞ্চল এরূপ, চঞ্চলাক্ষী। তরল (চঞ্চল) লোচন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

তরলা—১। মদ্য; মৌমাছি; যাউ, যবাগূ। বি; স্ত্রী। ২। চঞ্চলা; কম্পমানা। তরল +আপ্। বিণ; স্ত্রী।

তরলিত—১। যাহা গলিয়া গিয়াছে এমন, বিগলিত, তরলীভূত ("তরলিত চন্দ্রিকা"—সত্যেন্দ্র দত্ত); কম্পিত; দ্রবীভূত; বিস্তারিত। তরল+ক্বিপ্ (=তরল নামধাতু)+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। মধ্যমণি-বিশিষ্ট ('—হার')। তরল+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

তরলীকরণ—কঠিন বা বাষ্পীয় পদার্থকে তরল পদার্থে পরিণত করণ (liquefaction). তরল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=তরলী)—কৃ+ অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

তরলীকৃত—যাহা তরল করা হইয়াছে এমন; দ্রাবিত। তরল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=তরলী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

তরলীভবন—কঠিন বা বাষ্পীয় পদার্থের তরল পদার্থে পরিণত হওয়া (liquefaction). তরল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=তরলী)—ভূ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ভূত।

তরলীভূত—যাহা তরল হইয়া গিয়াছে এমন। তরল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (= তরলী)—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —ভবন।

তরশু—গত পরশুর আগের দিন বা আগামী পরশুর পর দিন; গত বা আগামী তৃতীয় দিবসে। বাং প্র। অব্য।

তরস্ত—ব্যস্ত; দ্রুতগামী; সত্বর। 'ত্রস্ত'-শব্দজ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

তরস্বান্ (-স্বৎ)—দ্রুতগতিবিশিষ্ট; বেগ-যুক্ত; প্রবল। তরস্+বৎ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—স্বতী।

তরস্বী (-স্বিন্)—১। দ্রুতগামী, বেগ-বান্; বলবান্; রোগগ্রস্ত। বিণ। স্ত্রী, —স্বিনী। ২। বায়ু, গরুড়; চতুর্থ মনুর পুত্র। তরস্+বিন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

তরা—১। শীঘ্রতা, ক্ষিপ্রতা। 'ত্বরা'-শব্দজ। বি। ২। পরিত্রাণ পাওয়া; উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া। 'তৃ'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

তরাই—১। পর্ব্বতের উপরিভাগস্থিত সম-তল স্থান। বি। ২। পার করি, পরিত্রাণ করি। বাং ক্রি।

তরাগতি—দ্রুতগতি, শীঘ্রগতি, ঝটিতি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

তরাজু—দাঁড়ি, পাল্লা, নিক্তি। ফার্সী। বি।

তরান—ত্রাণ করা; পার করা। বাং ক্রি।

তরাস—ত্রাস। কবিপ্র। বি। বিণ—তরাসে।

তরি, তরী—নৌকা, তরণী; কাপড়ের পেঁটরা;; বস্ত্রদশা। তৃ+ই করণবা, বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তরিতরকারি—রন্ধনের উপযোগী ফলমূল প্রভৃতি। ফার্সীমূলক। বি।

তরিবৎ—শিক্ষা, উপদেশ; আদব-কায়দা; শিষ্টাচার; প্রতিপালন। আর্বী। বি।

তরী (তরিন্)—পারগামী। তর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—তরিণী।

তরী—'তরি' দ্রঃ।

তরু—গাছ, বৃক্ষ। তৃ+উ করণবা (যাহা দ্বারা রোপক নরক হইতে উত্তীর্ণ হয়)। বি; পুং।

তরুক্ষীর—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) গাছের সাদা আটা (latex). তরুর ক্ষীর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তরুণ—১। নবযুবা, যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি, যাহার বয়স ষোল বৎসর পার হইয়াছে, যুবক; এরণ্ডবৃক্ষ; মোটা জীরা। বি; পুং। ২। অল্প; অনধিক; অপরিণত; নূতন, নবীন, অভিনব। তৃ+উনন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—তরুণী। বি—তরুণিমা, তারুণ্য।

তরুণদধি—সাঁজ দই, সদ্যোজাত দধি। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তরুণা—১। নবযুবতী, ষোল হইতে ত্রিশ বৎসরের নারী। বি; স্ত্রী। ২। আধুনিকা; নবীনা ("আবার কবে ধরণী হবে তরুণা"—রবীন্দ্রনাথ)। তরুণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

তরুণাস্থি—(শারীরবিদ্যা) কোমল ও স্থিতিস্থাপক অস্থি (cartilage). তরুণ অস্থি, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তরুণিম—তরুণত্ব, তারুণ্য। 'তরুণিমা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

তরুণিমা (-িমন্)—নূতনত্ব, নবীনত্ব, যৌবন, তারুণ্য। তরুণ+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

তরুণী—যুবতী; ঘৃতকুমারী; দন্তীবৃক্ষ; সেয়োতী ফুলের গাছ; বড় কালজিরা। তরুণ+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

তরুতল—গাছের তলা, বৃক্ষের মূলের চতু-ষ্পার্শ্ববর্তী স্থান, মধ্যাহ্নকালে মূলের চতুর্দ্দিকে যতদূর ছায়া পড়ে; বৃক্ষের মূল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তরুবর—বড়গাছ, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। তরুমধ্যে বর, ৭মীতৎ। বি; পুং। [বি; ক্লীব।

তরুমূল—গাছের গোড়া; বৃক্ষতল। ৬ষ্ঠীতৎ।

তরুমৃগ—শাখামৃগ, বানর। তরুবাসী মৃগ (পশু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

তরুরাগ—নবপল্লব, কিশলয়। তরুর রাগ (রক্তিমা) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

তরুরাজ—খুব বড় গাছ, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। তরুমধ্যে রাজা (প্রধান), ৭মীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

তরুরুহ—পরগাছা, বৃক্ষজাত বৃক্ষান্তর। তরু —রুহ্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তরুরাজি—বৃক্ষসমূহ; বৃক্ষশ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তরুলতা—১। গাছ ও লতা। দ্বন্দ্ব। ২। পরগাছা। তরুশ্রিতা লতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তরুসার—কর্পূর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তরে—জন্য, নিমিত্ত; উদ্দেশ্যে; উপলক্ষে। কবিপ্র। অব্য।

তরো—রকম। বাং প্র। অব্য।

তরোয়াল—'তরওয়াল' দ্রঃ।

তর্ক—১। বাদানুবাদ; বিতর্ক; যুক্তি; বিচার; আকাঙ্ক্ষা; উৎপ্রেক্ষা; শঙ্কা; উহ। তর্ক্+ঘঞ্ ভাববা। ২। ন্যায়শাস্ত্র; মীমাং-সাদি শাস্ত্র; হেতু। তর্ক্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। বিণ—তার্কিক।

তর্কক—তর্ককারক; যাচক। তর্ক্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—তর্কিকা।

তর্কজাল—১। তর্কসমূহ, নানারূপ তর্ক। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কূট তর্ক, দুর্ব্বোধ তর্ক। তর্ক জালপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তর্কবিতর্ক—বাগ্‌বিতণ্ডা, বাদানুবাদ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

তর্কবিদ্যা—ন্যায়শাস্ত্র। তর্কের বিদ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তর্করত্ন—কৃতবিদ্য নৈয়ায়িকের উপাধি-বিশেষ। তর্কে রত্ন (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

তর্কশাস্ত্র—ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন, গৌতমপ্রণীত এবং কণাদরচিত শাস্ত্র। তর্কের শাস্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তর্কাতর্কি—বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

তর্কাভাস—অসৎ তর্ক, অকিঞ্চিৎকর যুক্তি, যাহা বাহিরে ঠিক কিন্তু বাস্তবিক কুতর্ক। তর্কের আভাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তর্কিত—বিচারিত, আলোচিত; সম্ভাবিত;

অনুমিত; উৎপ্রেক্ষিত। তর্ক+ইতচ্ সং-জাতার্থে অথবা তর্ক্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

তর্কী (তর্কিন্)—১। তর্কশাস্ত্রবেত্তা, নৈয়ায়িক। বি; পুং। ২। তর্ককারক। তর্ক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—তর্কিণী।

তর্কু—টেকো, সূত্রনির্ম্মাণযন্ত্র। কৃত্+উ করণ-বা সংজ্ঞার্থে (কৃত্-স্থানে তর্ক)। বি; পুং।

তর্কুলাসক—চরকা, তর্কুচালকযন্ত্র। তর্কু—লস্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

তর্জ্জ(জ)ন—ক্রোধবশে গর্জ্জন; ভর্ৎসন, তিরস্কার; ভয়প্রদর্শন; আস্ফালন। তর্জ্জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—তর্জ্জিত।

তর্জ্জ(র্জ)নগর্জ্জ(র্জ)ন—তিরস্কারসূচক উচ্চশব্দ; রোষসহকৃত গম্ভীর ধ্বনি। তর্জ্জন-সূচক অথবা তর্জ্জনান্বিত গর্জ্জন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তর্জ্জ(র্জ)নী—হাতের বুড়া আঙুলের পরবর্ত্তী আঙুল, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পার্শ্বস্থ অঙ্গুলি; উক্ত অঙ্গুলিতে ধার্য্য অঙ্গুরীয়বিশেষ। তর্জ্জ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তর্জ্জ(র্জ)নীমুদ্রা—১। তন্ত্রোক্ত মুদ্রা-বিশেষ। তর্জ্জনীনামিকা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। তর্জ্জনী আঙুলে পরিবার আঙটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [আর্বী। বি।

তর্জ্জ(র্জ)মা—অনুবাদ, ভাষান্তরীকরণ।

তর্জ্জা(র্জা), তরজা—কবিগানবিশেষ, পরস্পর প্রশ্নোত্তরক্রমে দুই পক্ষের কবিগান। বাং প্র। বি।

তর্জ্জি(র্জি)ত—ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত; তাড়িত। তর্জ্জ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—তর্জ্জন।

তর্পণ—১। পিতৃলোকের বা দেবলোকের প্রীত্যর্থে জলদান; তোষণ, তৃপ্তিজনন। তৃপ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। তৃপ্তি, সন্তোষ। তৃপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—তর্পিত। ৩। তৃপ্তিজনক, সুখকর। তৃপ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বিণ।

তর্পিত—যাহার উদ্দেশে তর্পণ করা হইয়াছে এমন; সন্তোষিত। তৃপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—তর্পণ।

তর্পী (তর্পিন্)—তর্পণকারী, তৃপ্তিকারক। তৃপ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—তর্পিণী।

তর্ষ—তৃষ্ণা, পিপাসা; ইচ্ছা। তৃষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

তর্ষণ—তৃষ্ণা, পিপাসা; ইচ্ছা, অভিলাষ। তৃষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—তর্ষিত।

তর্ষিত—তৃষ্ণার্ত্ত, পিপাসিত; আকাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত; সাগ্রহ; বাসনাতুর। তৃষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—তর্ষণ।

তল—১। অধোভাগ, তলা; উপরিভাগ, পৃষ্ঠদেশ; সমতল ক্ষেত্রের উপরিভাগ বা বহির্ভাগ; পাতাল; নরকবিশেষ; মূলদেশ, মূলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান; টালি; চপেট, চাপড়; তালবৃক্ষ; তেলো; মধ্যদেশ। বি; পুং বা ক্লীব। **তল হওয়া**—ডুবিয়া যাওয়া। **তলে তলে**—আড়ালে থাকিয়া, ভিতরে ভিতরে। ২। কানন; গর্ত্ত; জ্যাঘাতবারণ; গৃহের পরিচ্ছেদ; কার্য্যবীজ। বি; ক্লীব। ৩। খড়্গাদির মুষ্টি; আধার; স্বভাব। তল্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

তলতল—গলিত বা নরম ভাব প্রকাশ; তপ্‌তপ্। বাং প্র। অব্য। বিণ—তলতলে। ক্রি—তলতলান। বি—তলতলানি।

তলতা—একপ্রকার বাঁশ। বাং প্র। বি।

তলধ্বনি—হাততালি, করতলের শব্দ; তাল ঠুকিবার শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তলপ—১। আহ্বান, ডাক; বেগ; কঠোরতা। 'তলব্'-শব্দজ। ২। শয্যা, বিছানা। 'তল্প'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

তলপান—আকুল করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

তলপানা—তলপ দিবার মাশুল। আর্বী 'তলবানা'-শব্দজ। বি।

তলপেট—পেটের নীচের অংশ, নাভির নিম্নভাগ। তল (নিম্নভাগ) পেটের, একদেশী। বি।

তলপ্রহার—চাপড় মারা, চপেটাঘাত। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

তলব—বেতন, মাহিয়ানা; আহ্বান; ডাক। আর্বী। বি।

তলবানা—প্রতিবাদী বা সাক্ষীদিগের প্রতি আদালতের সমন বা অন্য কোন আদেশ পাঠাইবার জন্য খরচ। আর্বী। বি।

তলবার, তলবারণ—তরোয়াল; খড়্গ; খাপ; চামাটী। উপতৎ; তল—বারি+অচ্, অন কর্তৃবা। বি; পুং, ক্লীব।

তলয়ার, তলোয়ার—তরবারি, খড়্গ। 'তলবার'-শব্দজ। বি।

তললোক—পাতাল, ভূমিতলস্থ জগৎ; পাতালবাসী লোক। তলস্থিত লোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

তলস্থিত—যাহা নীচে আছে এমন, নিম্নে অবস্থিত। ৭মীতৎ। বিণ।

তলস্পর্শ—১। অগভীর। বহুব্রী। বিণ। ২। তলদেশ ছোঁওয়া, তলা পাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তলা—নিম্নভাগ, অধোদেশ, গৃহতল, মেজে; অঞ্চল; স্থান ('কল—', 'কালী—')। 'তল'-শব্দজ। বি।

তলাও—পুকুর, জলাশয়বিশেষ। ফার্সী 'তালাব'-শব্দজ। বি।

তলা-খাঁকতি—দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত। তলা খাঁকতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তলাচী—মেঝেয় পাতিবার বেতের চেটাই, দরমা। তল—অনচ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তলা-চোঁওয়া—নীচে ছিদ্র থাকায় যাহা হইতে জল পড়িয়া যায় এমন; (লাক্ষণিক অর্থে) নিঃসম্বল, একেবারে দরিদ্র। বহুব্রী। বিণ। বিপরীত—তলারসা।

তলাট—ত্রিসীমানা, বহুদূরব্যাপী স্থান। 'তল্লাট'-শব্দজ। বি।

তলাড়ু—নষ্ট হওয়া। বাং প্র। বি।

তলান—তলাইয়া যাওয়া, ডুবিয়া যাওয়া; নীচে নামা; গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা বা বুঝা; অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হওয়া। বাং ক্রি।

তলানি—যাহা নীচে জমা হইয়া থাকে, গাদ; অধোভাগের জল; পাত্রস্থ কোন দ্রব্যমিশ্রিত জলের নিম্নাংশ। তলা+নি কর্তৃবা। বি।

তলাফাঁক—সম্বলহীন; ঋণগ্রস্ত; দেউলিয়া। তলা ফাঁক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তলাভিঘাত—হস্ততল দ্বারা প্রহার, চপেটাঘাত। তল (করতল) দ্বারা অভিঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

তলারসা—যাহার ভিতরে রস আছে এমন, অবস্থাপন্ন, ধনশালী। বহুব্রী। বিণ।

তলাস, তল্লাস—খোঁজ, অনুসন্ধান, অন্বেষণ। আর্বী 'তল্লাশ'-শব্দজ। বি।

তল্প—বিছানা, শয্যা; পাকাবাড়ী, অট্টালিকা; পত্নী (গুরুতল্প—গুরুপত্নী)। তল্+প অধিবা সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

তল্পক—প্রস্তুতকারক; ফরাস। তল্প—কৃ+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

তল্পকীট—ছারপোকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তল্পা—মোটা গোছা; তড়্‌পা, মোট; বোঝা। বাং প্র। বি।

তল্পি, তল্পী—বুচ্‌কি, গাঁটরি, একত্র সংবদ্ধ বস্ত্রাদি। বাং প্র। বি।

তল্পিদার—যে তল্পি বহন করে; ভৃত্য। তল্পি+দার বাহকার্থে। বি।

তল্পী-তল্পা—বোচ্‌কা-বুচ্‌কি, ছোট-বড় মোট, যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র। বাং প্র। বি।

তল্লাট—প্রদেশ, বহুদূরব্যাপক স্থান। বাং প্র। বি। [সন্ধান। আর্বী। বি।

তল্লাশ, তল্লাস—তালাস, খোঁজ, অনু-

তশলা—হড়কা; পিত্তলের রন্ধনপাত্র; ঢেঁকির আঁকশালা। হিন্দীমূলক। বি।

তশিল, তশীল—তসিল (তাহা দ্রঃ)।

তষ্ট—যাহা চাঁচা হইয়াছে এরূপ, কৃশীকৃত; দ্বিধাকৃত; গুণিত। তক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

তষ্টা (তষ্টৃ)—ছুতার, সূত্রধর; বিশ্বকর্ম্মা; আদিত্যবিশেষ। তক্ষ্+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং। [আর্বী। বি।

তসদিক—সত্য বলিয়া প্রমাণকরণ।

তসবি, তসবী—মুসলমানদিগের জপমালা। আর্বী। বি।

তসবীর—ছবি, প্রতিমূর্ত্তি। আর্বী। বি।

তসর—গুটিপোকার সূত্র; গুটিপোকার সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র। 'ত্রসর'-শব্দজ। বি।

তসরুপ, তছরুপ—ক্ষতি; চোরিত, অপহৃত। আর্বী 'তসর্‌রুফ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

তসলা—তশলা (তাহা দ্রঃ)।

তসলিম—সেলাম, নমস্কার, অভিবাদন। আর্বী। বি।

তসলিমাৎ—বহু বহু সেলাম, বহু অভিবাদন, অনেক নমস্কার। 'তসলিম'-শব্দের বহুবচন। আর্বী। বি।

তসিল, তসীল—খাজানা-আদায়, রাজস্ব-সংগ্রহ; তাগিদ, তলপ; উৎপীড়ন। আর্বী 'তহ্‌শীল'-শব্দজ। বি।

তস্কর—১। চোর, অপহারক। ২। পিড়িং শাক; দমনকবৃক্ষ। তৎ—কৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

তস্করতা—চোরের কার্য্য বা স্বভাব, চুরিবিদ্যা, চৌর্য্য, অপহরণ। তস্কর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

তস্করী—চোরের স্ত্রী, চৌরনারী; কোপনা স্ত্রী। তস্কর+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

তহ-খরচ—তথরচ (তাহা দ্রঃ)।

তহখানা—মাটির নীচের ঘর। ফার্সী। বি।

তহবিল—মজুত টাকা, মূলধন; নগদ টাকা (cash). আর্বী। বি।

তহমৎ—নালিশ; অপবাদ, মিথ্যা দোষারোপ। আর্বী। বি।

তহশিল, তহশীল—'তসিল' (সকল অর্থে)। আর্বী। বি।

তহশিলদার, তহশীলদার—খাজানা-আদায়কারী কর্ম্মচারী। তহশিল, তহশীল+দার করে অর্থে। বি।

তহি, তঁহি, তহি—তাই, সেইজন্য; সেখানে, তথায়; তবে; তখন; তাহার উপর। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

তহিক—তাহার। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তহু, তহুঁ—তাহাতে; তাহার। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তা—১। ডিমের উপরে বসিয়া তাপ দেওয়া। 'তাপ'-শব্দজ। **তা দেওয়া**—ডিম ফুটাইবার জন্য পাখীদের ডিমের উপর বসিয়া শরীরের চাপ দেওয়া; (লক্ষ্যার্থে) যত্ন লওয়া; সৌষ্ঠব সাধন করা। ২। কাগজের খণ্ড। ফার্সী 'তাহ্‌'-শব্দজ। ৩। মোচড়, পাক। 'তার'-শব্দজ। বি। **গোঁফে তা দেওয়া**—গোঁফের শেষভাগ পাকাইয়া সরু করা; গোঁফের যত্ন লওয়া; অগ্রাহ্য করা। ৪। তাহা, সেই। 'তাহা'-শব্দের সংক্ষেপ। সর্ব্ব।

তাই—১। তাহাই। তা+ই। সর্ব্ব। ২। করতালি, করতলধ্বনি। 'তালি'-শব্দজ। বি। ৩। সেইজন্য। বাং প্র। অব্য। ৪। তাহাকে ("তহুঁ পরবোধিবি তাই"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তাইম—পীড়ন; তিরস্কার, ভৎর্সন; অপমান। আর্বী। বি।

তাইস—নিয়োগ; নিশ্চয়; সীমা; ইয়ত্তা। আর্বী। বি।

তাউই, তালুই—ভ্রাতা অথবা ভগিনীর শ্বশুর। 'তাতশ্ব'-শব্দজ। বি।

তাওয়া—চাটু; পিত্তল প্রভৃতি ধাতুতে প্রস্তুত পাত্রবিশেষ, রুটি সেঁকিবার পাত্র; আগুন তুলিয়া রাখিবার মাটির পাত্র; কাগজের খণ্ড। 'তাপ'-শব্দজ। বি।

তাওয়ান—গরম করা; উত্তেজিত করা; তাক করা; কাজের উদ্যোগ করা। বাং ক্রি।

তাংড়ান—সঙ্কুলান হওয়া, কোন পাত্রে কোন বস্তু ধরিয়া যাওয়া। গ্রাম্য। ক্রি।

তাঁইস—তাইস; শাসন; পীড়ন। আর্বীমূলক। বি।

তাঁত—১। কাপড় বুনিবার যন্ত্র; বীণাদির তন্ত্রী। 'তন্ত্র'-শব্দজ। ২। সূত্র; অংশু, আঁশ। 'তন্তু'-শব্দজ। বি। [প্র। বি।

তাঁতগড়—তাঁতির পা রাখিবার গর্ত্ত। বাং

তাঁতশাল—তাঁতঘর, যেখানে তাঁতে কাপড় বোনা হয়। তাঁতের শাল (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তাঁতি, তাঁতী—জাতিবিশেষ, বস্ত্রনির্ম্মাতা। 'তন্ত্রী'-শব্দজ। বি। ['তম্বু'-শব্দজ। বি।

তাবু—বস্ত্রাবাস, পটবাস; শিবির। আর্বী

তাবে—অধীনতায়। আর্বী। বি।

তাঁবেদার—আজ্ঞাধীন; সেবক, ভৃত্য; অধীন। তাঁবে+দার। বি বা বিণ।

তাঁবেদারি, -রী—আজ্ঞাধীনতা; সেবকত্ব, ভৃত্যত্ব; অধীনতা। তাঁবেদার+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি। [কবিপ্র। অব্য।

তাঁহা, তাঁহি—সেখানে, তথায়। প্রাঃ

তাক—১। দেওয়ালে সংলগ্ন বা দেওয়ালের ভিতরে প্রস্তুত পুস্তকাদির আধার, কাষ্ঠফলকবিশেষ। আর্বী। ২। দৃষ্টি, লক্ষ্য; নিশানা; আন্দাজ, অনুমান; আশ্চর্য্য, বিস্ময়। 'তর্ক'-শব্দজ। বি। ৩। তাহার, তাহাকে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তাকৎ, তাগৎ—সামর্থ্য, শক্তি, বল, জোর। আর্বী। বি।

তাকতস্থি—শরীর রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন। বাং প্র। বি। [শব্দজ। বাং ক্রি।

তাকা—প্রস্তুত হওয়া; অনুমান করা। 'তর্ক'-

তাকাদা, তাগাদা—১। প্রাপ্য অর্থ চাওয়া; জরুরী প্রয়োজন, চাহিদা। আর্বী 'তাকাদাহ্‌' বা 'তাকাজা'-শব্দজ। বি। ২। সত্বর, শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। আর্বীমূলক। ক্রি-বিণ।

তাকান—দেখা, চাওয়া; লক্ষ্য স্থির করা। বাং ক্রি। বি—তাকানি।

তাকাবী, তাগাবী—চাষী প্রজাদিগকে রাজসরকার হইতে বিনা-সুদে ঋণ দেওয়া। আর্বীমূলক। বি।

তাকিদ, তাগিদ—তাগাদা, পাওনা টাকা প্রভৃতি চাওয়া; জরুরী প্রয়োজন, চাহিদা। আর্বী। বি।

তাকিদদার, তাগিদদার—তাগাদা-কারক, যে পাওনা টাকা প্রভৃতি চায় এমন। তাকিদ, তাগিদ+দার করে অর্থে। বি বা বিণ।

তাকিয়া—ঠেস দিয়া বসিবার জন্য মোটা বালিশ। ফার্সী 'তকীআ'-শব্দজ। বি।

তাকুড়—সূতা কাটিবার যন্ত্র, টেকো। 'তর্কু'-শব্দজ। বি।

তাকুৎ—সেবা, শুশ্রূষা; শরীর সুস্থ রাখিবার নিয়মপালন; তদারক। আর্বীমূলক। বি।

তাগড়া—মোটাসোটা ও লম্বা। হিন্দী। বিণ।

তাগা—ডোর, ডোরক; হাতে বাঁধিবার সূতা; উপহারের অলঙ্কারবিশেষ, অনন্ত। প্রাকৃত 'তগ্‌গ'-শব্দজ। বি।

তাগাড়—দালান-কোঠা তৈয়ারী করিবার সময়ে চুন সুরকি মিশাইবার আধার বা গর্ত্ত। তুর্কীমূলক। বি।

তাগাদা—'তাকাদা' দ্রঃ।

তাগাবী—'তাকাবী' দ্রঃ।

তাগিদ—'তাকিদ' দ্রঃ।

তাগিদদার—'তাকিদদার' দ্রঃ।

তাগী—মাছ ধরিবার সূতা; সরু বাটালী। প্রাদে। বি।

তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য—হেলা, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা। 'তাচ্ছীল্য'-শব্দের অশুদ্ধ প্রঃ। বি।

তাচ্ছীল্য—১। ফলের অপেক্ষা না করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, তচ্ছীলতা, তৎস্বভাবতা। তচ্ছীল+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। তাচ্ছল্য (তাহা দ্রঃ)।

তাজ—টুপি, মুকুট, শিরোভূষণ; তাজমহল। ফার্সী। বি।

তাজনি, -নী—ভৎর্সনা, তিরস্কার; সম্মান। 'তর্জ্জন'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

তাজা—১। টাট্‌কা, নূতন; রসাল; জীবন্ত। ফার্সী। বিণ। **তাজা কার্ত্তু(তু)জ**—বিস্ফোরণশক্তি-যুক্ত কার্ত্তুজ। ২। তর্জ্জন করা; আস্ফালন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

তাজিয়া—হাসান-হোসেনের সমাধি-মন্দিরের প্রতিকৃতি, গামারা [শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ মহরম পর্ব্বের সময় এই প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া শোভাযাত্রা

সহকারে রাজপথে গমন করেন]। ফার্সী। বি। [ফার্সী। বি।

তাজী, তাজি—আরবদেশীয় ঘোড়াবিশেষ।

তাজ্জব—আশ্চর্য্য, বিচিত্র, অদ্ভুত। আর্বী 'তা-আজ্জব্'-শব্দজ। বিণ।

তাঞ্জাম—সুসজ্জিত চতুর্দ্দোল (সাধারণতঃ বিবাহকালে বরের গমনের জন্য ব্যবহৃত হয়)। হিন্দী বা উর্দ্দু। বি।

তাড়—১। প্রহার; আঘাত; ধ্বনি। তড়্ +ঘঞ্ ভাববা। ২। তৃণের আঁটি; উপহারের অলঙ্কারবিশেষ; পর্ব্বত; তাল-বৃক্ষ। তড়্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

তাড়ক—যে তাড়া করে এমন, তাড়নকারী। তড়্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—তাড়িকা।

তাড়কা—রাক্ষসী-বিশেষ। তাড়—কৈ+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

তাড়ন—প্রহার, আঘাত; তর্জ্জন, ভৎসন; শাসন, দণ্ড; দীক্ষাঙ্গ মন্ত্রসংস্কারবিশেষ। তড়্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—তাড়িত, তাড়নীয়।

তাড়না—'তাড়ন' (সকল অর্থে)। তড়্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

তাড়নী—যাহা দ্বারা তাড়না করা হয়, লাঠি, কশা, চাবুক, কোড়া। তড়্+ণিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তাড়স—টাটানি, বেদনা। বাং প্র। বি।

তাড়া—১। পিছনে ছোটা, অনুসরণ, পশ্চাদ্-গমন; ধমক, ভর্ৎসনা, তিরস্কার; স্থূল বংশদণ্ড; খিল, অর্গল। 'তড়্'-ধাতুজ। **তাড়া খাওয়া**—তাড়িত হওয়া, অনুসৃত হওয়া। **তাড়া দেওয়া**—তাড়াতাড়ি করিবার জন্য পীড়ন করা, তাগিদ দেওয়া; ধমকান, তিরস্কার করা। ২। জরুরী দরকার; তাগিদ; ব্যস্ততা; কাজের জন্য পীড়াপীড়ি। 'ত্বরা'-শব্দজ। ৩। গুচ্ছ, বাণ্ডিল। 'তাড়্'-শব্দজ। বি।

তাড়াতাড়ি—১। শীঘ্র; অবিলম্বে, সত্বর, দ্রুত। 'ত্বরা'-শব্দজ। ক্রি-বিণ। ২। জরুরী দরকার; শীঘ্রতা। বি।

তাড়ান—দূর করা, তাড়াইয়া দেওয়া; তাড়না করা; পশু চরান, রাখালী করা। বাং ক্রি।

তাড়াহুড়া, -হুড়ো—১। ব্যস্ততাপ্রকাশ; তাড়াতাড়ি করার জন্য জুলুম; ক্ষিপ্রতা। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি। ২। তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণ।

তাড়ি, তাড়ী—১। তালের অথবা খেজুরের রস হইতে তৈরি একপ্রকার মদ, তাল খেজুর প্রভৃতি গাছ হইতে জাত মাদক রস; আভরণবিশেষ। তাড় (তাল)+ই, ঈ জাতার্থে। ২। তালগাছ। তড়্+ণিচ্ +ই কর্ম্মবা, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ৩। ছোট তাড়া, ছোট গোছা। তাড়া+ই, ঈ ক্ষুদ্রার্থে। বি।

তাড়িখানা—যেখানে তাড়ি বিক্রয় হয়, তাড়িখোরদের আড্ডা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

তাড়িত—১। যাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, দূরীকৃত; বেগে চালিত; আহত; বাদিত; তিরস্কৃত; উৎপীড়িত; দণ্ডিত; বিদ্ধ। তড়্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,—তা। ২। বিদ্যুদ্ভব, বৈদ্যুতিক। তড়িৎ+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী। ৩। তড়িৎ, বিদ্যুৎ পদার্থবিশেষের ঘর্ষণ দ্বারা যে আকর্ষণী বিয়োজনী শক্তি উদ্ভূত হয় সেই শক্তি; বিশ্বব্যাপ্ত তেজোময় পদার্থবিশেষ (electricity). তড়িৎ+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

তাড়িত-কণা—সূক্ষ্মতম বৈদ্যুতিক শক্তি (proton, electron). তাড়িতের কণা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তাড়িত-পরিচালক, -সঞ্চালক—যে সকল বস্তুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করে (electric-conductor). ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—চালিকা, —সঞ্চালিকা।

তাড়িতবার্ত্তা(র্তা)—তারের খবর, বৈদ্যুতিক সংবাদ, টেলিগ্রাম (telegram). তাড়িতী বার্ত্তা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তাড়িতবার্ত্তা(র্তা)বহ—যাহার সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়, সংবাদবাহক বৈদ্যুতিক তার, টেলিগ্রাফ (telegraph). তাড়িত (তড়িচ্চালিত) বার্ত্তাবহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

তাড়িত-শকট—ট্রামগাড়ী; বৈদ্যুতিক-ট্রেন। কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

তাড়িতাপরিচালক—যে সকল বস্তুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎশক্তি সহজে চলাচল করিতে পারে না এমন, যে সকল বস্তু দ্বারা বিদ্যুৎশক্তির সঙ্কলন নিবারণ করা যায়, বিদ্যুৎশক্তির অপরিচালক (electric non-conductor). তাড়িতের অপরিচালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—চালিকা।

তাড়ী—'তাড়ি' দ্রঃ।

তাড়ীখানা—তাড়িখানা (তাহা দ্রঃ)।

তাড়ু—ময়রার ব্যবহার্য্য একপ্রকার বড় হাতা, ভিয়ান করিবার বড় খুন্তি। বাং প্র। বি।

তাড্যমান—যাহাকে তাড়না করা হইতেছে এমন। তড়্+ণিচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

তাণ্ডব—১। নৃত্য; শিবের নৃত্য; পুরুষের নৃত্য; উদ্দণ্ডনৃত্য; (গৌণার্থে) ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক ব্যাপার। তণ্ডু+অণ্ প্রণয়নার্থে। ২। তৃণবিশেষ। তনড্+অব কর্ম্মবা; তণ্ডব+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

তাণ্ডবনৃত্য—উদ্দাম নাচ; বিশৃঙ্খল কাণ্ড। কর্ম্মধা। বি।

তাণ্ডবলীলা—নৃত্যক্রীড়া; (শিব বিশ্ব-সংহারের সময় এই নৃত্য করিয়াছিলেন বলিয়া) সাংঘাতিক কার্য্যাদি; ধ্বংসাত্মক ব্যাপার। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তাত—১। পিতা; মান্য বা পূজ্য ব্যক্তি; স্নেহপাত্র ("অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত"—রবীন্দ্রনাথ); পুত্র। তন্+ক্ত কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং। ২। উত্তাপ, উষ্ণতা; তীব্রতা। 'তাপ'-শব্দজ। বি।

তাতল—১। রোগ, পীড়া; লৌহনির্ম্মিত যষ্টি। বি; পুং। ২। উত্তপ্ত ("তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

তাতা—১। গরম হওয়া, উত্তপ্ত হওয়া; রাগিয়া উঠা। বাং ক্রি। ২। গরম, তপ্ত। তাত্+আ কর্ত্তৃবা। বিণ।

তাতান—১। গরম করা, তপ্ত করা। বাং ক্রি। ২। তপ্ত। তাতা+ন কর্ম্মবা। বিণ।

তাতাল—রাং ঝাল দিবার লৌহনির্ম্মিত যষ্টিবিশেষ। বাং প্র। বি।

তাৎকালিক—তখনকার, তৎকালভব, তৎকালীন। তৎকাল+ইক (ঠঞ্, ক্রিঠ) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী,—কা। বি—তৎকাল। [সম্বন্ধার্থে। বিণ।

তাত্ত্বিক—তত্ত্ববিদ্; তত্ত্ব-সম্বন্ধীয়। তত্ত্ব+ইক

তাৎপর্য্য(র্য)—অর্থ, অভিপ্রায়, মর্ম্ম, ভাব; উদ্দেশ্য; তৎপরতা। তৎপর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তাৎপর্য্য(র্য)গ্রহণ—অর্থ বুঝা, মর্ম্মবোধ।

তাথৈ, তাথৈয়া—খোল বাজনার অনুকরণ-শব্দ; নর্ত্তনাদির অনুকরণশব্দ। কবিপ্র। অব্য।

তাদর্থ্য—সেই অর্থের ভাব; সেই কারণের অবস্থা। তদর্থ (তন্নিমিত্ত)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

তাদারক—তদারক (তাহা দ্রঃ)।

তাদৃশ—সেইরূপ, সেইরকম। তদ্—দৃশ্ (জ্ঞানবিষয় হওয়া)+কঞ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শী।

তাধিন-তাধিন, তাধিয়া-তাধিয়া—নাচের একপ্রকার ভঙ্গি, নৃত্যভঙ্গিবিশেষ। বাং প্র। অব্য।

তান—১। কণ্ঠের বা যন্ত্রের সুর; স্বরাংশ, স্বরবিশেষ, গানের অঙ্গবিশেষ; সঙ্গীতে এক-সঙ্গে অতি দ্রুত কতকগুলি সুরের উচ্চারণ, তাল, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য। তন্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। **তান ছাড়া**—মুক্তকণ্ঠে গান করা। **তান তোলা**—গানের সুর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে তোলা। **তান ধরা**—কোন বিশেষ সুর ধরা, গান আরম্ভ করা। ২। বিস্তার।

তন্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। জ্ঞানের বিষয়। তন্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

তানপূরা—বীণাকৃতি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; তুম্বুরুবীণা। তান পূরা হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী; অথবা 'তম্বুরা'-শব্দজ। বি।

তানা—১। তান ধরা, তান দেওয়া। কবিপ্র। ক্রি। ২। তাঁতের টানা। প্রাদে। বি।

তানা-না-না—গান গাহিবার পূর্ব্বে রাগরাগিণীর প্রথম আলাপ; (তাহা হইতে) কোন কার্য্যের প্রথম সূচনা, কার্য্যের আয়োজন; বাজে কাজ। বাং প্র। বি।

তানাপড়েন—কাপড়ের লম্বাদিকের ও প্রস্থের সূতা; টানাপড়েন। বাং প্র। বি।

তান্তব—১। তারনির্ম্মিত; যে সকল দ্রব্যকে টানিয়া টানিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায় এরূপ, তন্তুতে পরিণমনযোগ্য (ductile). তন্তু+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী। বি—তান্তবতা। ২। বুনান, বয়ন। তন্তু+অণ্ নিষ্পাদিতার্থে। বি; ক্লীব।

তান্তবতা—বস্তুবিশেষের যে গুণ থাকাতে উহাকে টানিয়া তন্তু অর্থাৎ তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে সেই গুণ (ductility). তান্তব+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

তান্ত্রিক—তন্ত্রশাস্ত্র-মতাবলম্বী; তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা; তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয়; তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত; সিদ্ধান্তজ্ঞ। তন্ত্র+ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

তাপ—উষ্ণতা ('সূর্য্যের—'); আঁচ; সন্তাপ; জ্বর; যাতনা; মনঃপীড়া; আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ; উষ্ণস্পর্শ। তপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—তপ্ত।

তাপক—১। যাহা তাপ সৃষ্টি করে এমন, তাপজনক। বিণ। স্ত্রী—তাপিকা। ২। উষ্ণতাজ্বর। তপ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

তাপক্লিষ্ট—যন্ত্রণাগ্রস্ত; সন্তপ্ত; দুঃখার্ত্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ সন্তাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তাপন—১। সূর্য্য; কন্দর্পবাণ; সূর্য্যকান্তমণি; কিরণ। তপ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। ২। আনদ্ধ অর্থাৎ চামড়ার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ (ইহা হস্ত দ্বারা বাদিত হয়)। তপ্+ণিচ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। তাপদান। তপ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—তাপনীয়, তাপিত। ৪। উষ্ণতাদায়ক, তাপজনক। তপ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বিণ।

তাপনম্য—যাহা তাপ দিয়া নরম করিয়া ইচ্ছামত আকার দেওয়া যায় এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

তাপনীয়—যাহা গরম করা যায় এমন। তপ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—তাপন।

তাপমান—১। উষ্ণতা পরিমাণ; উষ্ণতা নিরূপণ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। উষ্ণতার পরিমাণনিরূপক। তাপের মান যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বিণ।

তাপমান-যন্ত্র—যে যন্ত্রে উত্তাপের পরিমাণ নিরূপিত হয়, তাপপরিমাপক যন্ত্র (thermometer). তাপের মান যদ্দ্বারা, বহুব্রী; তাপমান যন্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তাপর—তাহার উপর, তদধিক; অধিকন্তু। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

তাপশক্তি—(পদার্থবিদ্যা) উষ্ণতারূপ শক্তি (heat energy). তাপই শক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তাপস—১। মুনি। তপস্+অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—সী। ২। তমালপত্র, তেজপাত। তপস্+অণ্ সাধু অর্থে। বি; ক্লীব। ৩। দমনকবৃক্ষ; বকবৃক্ষ। বি; পুং। ৪। তপঃসম্বন্ধীয়। তপস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—সী।

তাপসতরু, -দ্রুম—ইঙ্গুদীবৃক্ষ (প্রাচীন মুনিঋষিরা ইহার ফলের তেল ব্যবহার করিতেন)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তাপসেক—তাপপ্রদান, বেদনাযুক্ত স্থানাদিতে তাপ লাগান। তাপের সেক (<স্বদ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

তাপহারক—তাপনাশক; দুঃখনাশকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হারিকা।

তাপহারী (-হারিন্)—তাপনাশক; দুঃখবিনাশী। উপতৎ; তাপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হারিণী।

তাপা—তাপিত হওয়া; তাপিত করা; তাপ গ্রহণ করা; রাগ করা। কবিপ্র। বাং ক্রি।

তাপাধিক্য—তাপের আতিশয্য, উত্তাপের বাহুল্য। তাপের আধিক্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বাং ক্রি।

তাপান—গরম করা; দুঃখ দেওয়া; রাগান।

তাপায়ল—গরম করিল; তাপিত করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [ক্রি।

তাপায়লু—উত্তপ্ত করিলাম। প্রাঃ কবিপ্র।

তাপিত—তাপযুক্ত, যে তাপ পাইয়াছে এরূপ; দুঃখিত; খেদান্বিত। তপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [বিণ; স্ত্রী।

তাপিনী—তাপযুক্তা। তাপিন্+ঈপ্।

তাপী (তাপিন্)—১। বুদ্ধ। বি; পুং। ২। উষ্ণতাজনক। তপ্+ণিন্ কর্তৃবা। ৩। উষ্ণতাবিশিষ্ট; দুঃখাহত, যাহার মনে শান্তি নাই এমন ('পাপী—')। তাপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—তাপিনী।

তাপীয়—উষ্ণতা সম্বন্ধীয়। তাপ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—তাপ।

তাফ্‌তা—একপ্রকার বস্ত্র; শীতবস্ত্রবিশেষ। ফার্সী। বি।

তাবকী—বন্দুকধারী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

তা'বড়—বেশ বড়, নামজাদা ("কিন্তু কলিকাতার তা'বড় গুণীরা তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন")। বাং প্র। বিণ।

তাবৎ—১। তৎসমুদয়; তদবধি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত; অবধি; পরিচ্ছেদ; অবধারণ; তৎকালে; তৎপরিমাণ; বাক্যালঙ্কার (অর্থাৎ অর্থহীন) শব্দবিশেষ। তদ্ (সেই)+ডাবৎ। অব্য। ২। তৎসংখ্যক; তৎপরিমিত। তদ্+মতুপ্ পরিমাণার্থে। বিণ; ক্লীব। পুং—তাবান্। স্ত্রী—তাবতী।

তাবত্ত—তাবৎ, সকল, সমুদয়। বাং প্র। বিণ।

তাবিজ—কবচ, অলঙ্কারবিশেষ। আরবী ['তবীজ্'-শব্দজ। বি।

তাম—পাপ; দোষ; দুঃখ; ইচ্ছা। তম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

তামরস—পদ্ম ("ফুটি যেন স্মৃতিজলে, মানসে মা যথা ফলে মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে"); তাম্র; স্বর্ণ; সারসপক্ষী; ধুস্তুর, ধুতুরা; (সংস্কৃত কাব্য) দ্বাদশাক্ষরযুক্ত ছন্দোবিশেষ। তামর—সস্+ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

তামলী—পানব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। 'তাম্বুলী'-শব্দজ। বি।

তামস—১। তমোগুণজাত; তমোগুণযুক্ত [কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি ও ভার্গব (শুক্রাচার্য্য) তামসমুনি; মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শৈব, স্কন্দ, অগ্নি এই কয়টি তামসপুরাণ; গৌতম, বার্হস্পত্য, সামুদ্র, যম, শাখ্য, ঔশনস ইহারা তামসস্মৃতি]; তমোগুণের আধিক্যে যাহা হইয়াছে এমন; গর্হিত, নিন্দিত; গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তমস্+অণ্ যুক্তার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—সী। ২। পেচক; সর্প; খল। তমস্+অণ্ নিবাসার্থে। ৩। চতুর্থ মনু; রাহুসুত, কেতু। তমস্+অণ্ অপত্যার্থে, যুক্তার্থে। বি; পুং।

তামসদান—দেশকাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান, অবিধিপূর্ব্বক অর্থাদিবিতরণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তামসপুরাণ—'তামস' (১) দ্রঃ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তামসপ্রকৃতি—১। নিকৃষ্ট স্বভাব; আলস্য, জড়তা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। নিকৃষ্টস্বভাবসম্পন্ন; অলস; জড়। তামসী প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তামস-যজ্ঞ—অবিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, অন্নবস্ত্রদক্ষিণারহিত শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

তামসশাস্ত্র—তামস মুনিগণ কর্তৃক রচিত

বৃথা বা ঈশ্বরবাদশূন্য শাস্ত্র। 'তামস' (১) দ্রঃ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তামসিক—তমোগুণজাত; তমোগুণান্বিত। তমস্+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

তামসী—১। তমোময়ী, অন্ধকারাচ্ছন্না; তমিস্রিকী। বিণ; স্ত্রী। ২। অন্ধকার রাত্রি; কালী; একপ্রকার মায়াবিদ্যা (নিকুম্ভিলা-যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব মেঘনাদকে এই বিদ্যা দান করেন; ইহার প্রভাবে সে অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিত); জটামাংসী; তমোগুণযুক্তা রমণী। তমস্+অণ্ ব্যাপ্ত্যর্থে +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তামা—ধাতুবিশেষ, তাম্র। 'তাম্র'-শব্দজ। [বি।

তামাক, তামাকু—মাদকরসযুক্ত বৃক্ষপত্রবিশেষ। স্পেনীয় tabaco<তমাকু<তামাক। বি।

তামাকখোর, তামুকখোর—যে তামাক খায়; তামাকে আসক্ত। তামাক, তামুক+খোর আসক্তার্থে। বি বা বিণ।

তামাটিয়া, তামাটে—তাম্রাভ, ঈষৎ রক্তবর্ণ; তাম্রাস্বাদবিশিষ্ট। তামা+টিয়া, টে সদৃশার্থে। বিণ।

তামাদি, -দী—নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষে জমিজমার স্বত্ব বা দলিলাদি অকার্য্যকর হওয়া। আর্বী 'তমাদি'-শব্দজ। বি।

তামাম—সমস্ত। আর্বী 'তমাম'-শব্দজ। বিণ।

তামাসা, তামাশা—রহস্য, কৌতুক। আর্বী ['তমাশাহ্'-শব্দজ। বি।

তামাসা(শা)দার—কৌতুক-প্রদর্শনকারী; মজাদার; রঙ্গপ্রিয়; কৌতুকজনক; পরিহাসের যোগ্য। তামাসা(শা)+দার করে অর্থে। বিণ।

তামিল—১। দক্ষিণ ভারতের ভাষাবিশেষ [প্রসিদ্ধি এইরূপ—অগস্ত্য মুনি প্রথমে এই ভাষার অনুশীলন করেন। দাক্ষিণাত্যে অগস্ত্য মুনি তামির নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার নামানুসারে ভাষার নাম তামিল হইয়াছে]; দাক্ষিণাত্যবাসী জনসম্প্রদায়বিশেষ। ২। আদেশাদি পালন, অনুসরণ। আর্বী 'তা-আমীল'-শব্দজ। বি।

তামিস্র—১। যে রাত্রির অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তমিস্রাচারী, নিশাচর, রাক্ষস। তমিস্রা+অণ্ চরে এই অর্থে। ২। অবিদ্যাবিশেষ; ভোগেচ্ছায় ব্যাঘাত ঘটিলে যে ক্রোধ জন্মে তাহা। তমিস্র+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ৩। অন্ধকারময় নরকবিশেষ। তমিস্র+অণ্ আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

তামী—১। তাম্রপাত্র। প্রাঃ কবিপ্র। ২। প্রাচীনকালের সময়নিরূপক যন্ত্রবিশেষ [একটি সচ্ছিদ্র তাম্রপাত্র দ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করা হইত। এই পাত্রটি অপর একটি জলপূর্ণ পাত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইত; ছিদ্র দ্বারা জলপ্রবেশে পাত্রটি পূর্ণ হইতে যে সময় লাগিত তাহাতে এক দণ্ড হইত]। বাং প্র। বি।

তামুক—তামাক (তাহা দ্রঃ)।

তাম্বলী, তাম্বুলী—পানব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। 'তাম্বুলী'-শব্দজ। বি।

তাম্বু, তাঁবু—বস্ত্রাবাস, শিবির। আর্বী 'তাম্বু'-শব্দজ। বি।

তাম্বুরা—তানপুরা (তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিয়া এই যন্ত্রের নাম তাম্বুরা)। বি।

তাম্বূল—পান, নাগবল্লী। তম্+বূলচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

তাম্বূলকরঙ্ক, -পেটিকা—পানের বাটা, ডিবে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী—যে পানের বাটায় করিয়া পান সাজিয়া আনিয়া দেয় এরূপ চাকরাণী, পর্ণপাত্রবহনকারিণী দাসী, অন্তঃপুরচারিণী দাসী। উপতৎ; তাম্বূলকরঙ্ক—বহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তাম্বূলপত্র—পানলতার পাতা, পর্ণপত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তাম্বূলবল্লী—পানের গাছ, পানবল্লী, পর্ণলতা। তাম্বূলনাম্নী বল্লী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তাম্বূলরস—পানের রস; পানের পিক। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তাম্বূলরাগ—চিবানো পানের লাল দাগ, তাম্বূলচর্ব্বণজনিত মুখাদির রক্তিমা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তাম্বূলাধার—পানের বাটা। তাম্বূলের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তাম্বূলিক—পানবিক্রেতা, তামলী জাতি। তাম্বূল+ইক তাহা দ্বারা জীবনধারণ করে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী,—কী।

তাম্বূলী (-লিন্)—পানব্যবসায়ী, তামলি জাতি। তাম্বূল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

তাম্র—১। তামা। তম্+র (নিপাতনে)। বি; ক্লীব। ২। কুষ্ঠরোগবিশেষ; অরুণবর্ণ। বি; পুং। ৩। অরুণবর্ণবিশিষ্ট, রক্তবর্ণযুক্ত। তাম্র (অরুণবর্ণ)+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

তাম্রক—তামা, তাম্র। তাম্র+কন্ স্বার্থে। [বি; ক্লীব।

তাম্রকার—যে তামার বাসনপত্র প্রস্তুত করে। উপতৎ; তাম্র—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তাম্রকুট্টক, -কূট—তামাক। স্পেনীয় tabacc-শব্দ হইতে গঠিত সংস্কৃত। বি; ক্লীব।

তাম্রকুণ্ড—পূজাদিতে ব্যবহার্য্য তামার পাত্রবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তাম্রপট্ট, -পট, -পত্র—তামার পাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তাম্রফলক—তামার পাটা বা পাত, তাম্রপট্ট। তাম্রনির্ম্মিত ফলক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

তাম্রবর্ণ—১। তামার বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। তাম্রের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। তামার রঙ্। তাম্রের বর্ণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তাম্রমুদ্রা—পয়সা আধপয়সা প্রভৃতি। তাম্রনির্ম্মিতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তাম্রলিপি, -শাসন—তাম্রফলকে লিখিত রাজার আদেশপত্র [প্রাচীনকালে নরপতিগণ কাহাকেও কোন ভূমি দান করিলে তাঁহাদের আদেশ তামার পাতে ক্ষোদিত করাইয়া প্রদান করিতেন। এইরূপ তাম্রফলককে তাম্রশাসন বা তাম্রলিপি বলা হইত]। তাম্রলিখিত লিপি, শাসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

তাম্রশাসন—তামার পাতে লেখা রাজনির্দ্দেশ বা দানপত্র। তাম্র-লিখিত শাসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তাম্রাভ—১। তামার মত রঙের, তাম্রবৎ বর্ণবিশিষ্ট। তাম্রের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। রক্তচন্দন। বি; ক্লীব।

তাম্রিক—১। কাঁসারি। তাম্র+ইক শিল্প ইহার এই অর্থে। বি; পুং। ২। তামার তৈরি, তাম্রনির্ম্মিত। তাম্র+ইক বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

তায়দাদ—সংখ্যা, পরিমাণ; সনদ, অধিকারপত্র। আর্বী। বি।

তায়ফা—নর্ত্তকীবৃন্দ; নর্ত্তকীর গীত। [আর্বী। বি।

তায়ব—তথাপি, তবু ("তায়ব কাম হৃদয়ে অনুমান"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

তায়ুশ, তায়ুস, তাউস—এস্রাজের মত যন্ত্রবিশেষ, ময়ূরী; ময়ূর। আর্বী। বি।

তার—১। স্বরের উচ্চগ্রাম, উচ্চস্বর; উত্তম স্থূলমুক্তা; হারমধ্যমণি। তৄ+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। সোণা রূপা তামা লোহা প্রভৃতি ধাতু হইতে প্রস্তুত সূত্র; যে ধাতুময় সূত্রের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত করা যায় তাহা। তৄ+ঘঞ্ করণবা। ৩। উত্তরণ। তৄ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৪। নক্ষত্র; চোখের তারা; রৌপ্য। বি; ক্লীব। ৫। অতি উচ্চ (শব্দ); স্থূল; দীপ্তিযুক্ত; পরিষ্কৃত; উত্তম; বিস্তৃত। তৄ+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৬। স্বাদ; পাক ("ঘন ঘন গোঁফে দেয় তার"—মুকুন্দরাম); তারযোগে প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাফ ('— করা')। বাং প্র। বি। ৭। 'তাহার' শব্দের সংক্ষেপ। সর্ব্ব। ৮। ত্রাণ কর। কবিপ্র। ক্রি।

তারক—১। চক্ষুর তারা; নক্ষত্র। তার

(৪)+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। ভেলক, ভেলা; রামচন্দ্রের সেনাপতি বানরবিশেষ; কর্ণধার; তারকাসুর। বি; পুং। ৩। ত্রাণকর্তা। তৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—তারিকা।

তারকনাথ—মহাদেব। কর্ম্মধা। বি; পুং।

তারকব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—"ওঁ শ্রীরাম রাম" —এই ষড়ক্ষর মন্ত্র;
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
এই বত্রিশ অক্ষরযুক্ত নামমালা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তারকা—১। তারা, নক্ষত্র; চোখের তারা, কনীনিকা, মুদ্রণে তারকা চিহ্ন (*)। তারক (১)+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রী। ইং (film) 'star'-শব্দার্থজাত। বি।

তারকান্বিত—১। নক্ষত্রখচিত, তারকাশোভিত। তারকা+ণিচ্ (=তারকায়ি নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। ২। তারকা (২) দ্বারা অভিনীত। ইং 'starred'-শব্দার্থজাত। বিণ।

তারকারি—কার্ত্তিকেয়। তারকের (অসুর-বিশেষের) অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারকিণী—১। তারকাখচিতা, নক্ষত্রশোভিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। রাত্রি, রজনী। তারকা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তারকিত—তারায় ভরা, নক্ষত্রখচিত, তারকাযুক্ত। তারক+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

তারকী (-কিন্)—নক্ষত্রযুক্ত। তারকা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কিণী।

তারকেশ্বর—১। হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। তারক (পরিত্রাণকারী) ঈশ্বর, কর্ম্মধা; তারকেশ্বর+অচ্ আছে অর্থে। ২। মহাদেব। কর্ম্মধা। ৩। চন্দ্র। তারকার ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারঙ্গবাদ—(পদার্থবিদ্যা) আলোকের গতি-সম্পর্কিত মতবাদ (undulatory theory). তারঙ্গ (=তরঙ্গ-সম্পর্কিত; তরঙ্গ+অণ্) বাদ, কর্ম্মধা। বি; পুং। [ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক হায়গেন্স্ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক আলোকদীপ্ত পদার্থের একটি আণবিক কম্প আছে; সেই কম্পের বেগ সর্ব্বব্যাপী ইথার-সমুদ্রে তরঙ্গ তুলে; সেই ইথার-তরঙ্গ আমাদের নেত্রপশ্চাদ্বর্ত্তী পর্দ্দাকে স্পর্শ করিলেই দীপ্ত পদার্থটি আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। ইহাই তারঙ্গবাদ]।

তারণ—১। যে ব্যক্তি পার করে এরূপ, ত্রাণকর্তা। বিণ। ২। ভেলা, মাড়। তৃ+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। পার করা, বিপদ্ হইতে উদ্ধার করা। তারি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। [বি; স্ত্রী।

তারণি—নৌকা। তৃ+ণিচ্+অনি করণবা।

তারতম্য—কমবেশি, ন্যূনাধিক্য; ইতরবিশেষ। তরতম (ন্যূনাধিক)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

তারপলিন—ত্রিপল বা তিরপল, আলকাতরা-মাখান মোটা সূতার পাল। ইং 'tarpaulin'-শব্দজ। বি।

তারপিন—বৃক্ষবিশেষের তরল নির্য্যাস, সরলবৃক্ষের রস; একপ্রকার তেল। ইং 'tarpentine'-শব্দজ। বি।

তারল্য—তরলতা; চঞ্চলতা; পাতলা ভাব। তরল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

তারা—নক্ষত্র; চক্ষুর মণি; রাগিণীবিশেষ; (সঙ্গীত) সপ্তকবিশেষ, চড়া সপ্তক; বিশুদ্ধমুক্তা; দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দ্বিতীয়া বিদ্যা; দুর্গা; বৌদ্ধগণের দেবীবিশেষ। তৃ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

তারাকুমার—পার্ব্বতীনন্দন, কার্ত্তিকেয় বা গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারাচক্র—দীক্ষণীয় মন্ত্রের শুভাশুভজ্ঞানার্থ চক্রবিশেষ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তারাজু—দাঁড়িপাল্লা, মানদণ্ড, নিক্তি, তরাজু। ফার্সী 'তরাজু'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

তারাধিপ—তারাপতি, চন্দ্র। তারার (নক্ষত্রের) অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারানাথ, -পতি—শিব; চন্দ্র; বৃহস্পতি; বালী; সুগ্রীব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারাপথ—আকাশ, নভোমণ্ডল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারাপীড়—চন্দ্র; নৃপবিশেষ। তারা আপীড় (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। [অঙ্গদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারাপুত্র, -পুত্র—তারার তনয়, বুধ;

তারাভূষা—রাত্রি। তারা ভূষা (আভরণ) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

তারামণ্ডল—তারাসমষ্টি, নক্ষত্রমণ্ডল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তারামৃগ—তারাচিহ্নে চিহ্নিত হরিণ; মায়ামৃগ; (জ্যোতিষ) মৃগশিরা নক্ষত্র। তারা-চিহ্নিত মৃগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

তারারন্ধ্র—(শারীরবিদ্যা) চোখের তারা, চক্ষুর মধ্যবর্তী যে স্থান দিয়া আলোক প্রবেশ করে তাহা (pupil). তারার রন্ধ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তারিকা—১। তালরস, তাড়ী। তাল+কন্ জাতার্থে (ল-স্থানে র)+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পরিত্রাণকারিণী, উদ্ধারিকা। তারক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

তারিখ—দিন। আর্বী। বি।

তারিণী—১। ত্রাণকর্ত্রী, উদ্ধারিণী। তৃ+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শক্তির রূপভেদ। বি; স্ত্রী।

তারিফ—ব্যাখ্যা; নির্ব্বাচন; প্রশংসা; স্তুতি; বাহাদুরি; পরিচয়। আর্বী। বি।

তারুণ্য—যৌবনাবস্থা। তরুণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

তার্কিক—তর্কপ্রিয়; তর্কশাস্ত্রাধ্যায়ী, ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্রবেত্তা। তর্ক+ইক জানে বা পড়ে এই অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

তার্ণ—১। তৃণসম্বন্ধীয়; তৃণজাত। বিণ। স্ত্রী—তার্ণী। ২। খড়কুটার আগুন, তৃণজন্ম অগ্নি। তৃণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং। ৩। তৃণাসন, কুশাসন। তৃণ+অণ্ অবয়বার্থে। বি; ক্লীব।

তার্পিন—তারপিন (তাহা দ্রঃ)।

তাল—১। গানে ও বাজনায় সময় ও ঝোঁক নির্দ্ধারণ করিবার পদ্ধতি; গীতে ও বাদ্যে প্রচলিত স্থান; সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ ছন্দ (যেমন, ঝাঁপ, দাদরা)। তল্+ঘঞ্ অধিবা। **তালকাটা**—তাল ভঙ্গ হওয়া, তালমত গান বাজনা না হওয়া। **তাল দেওয়া**—গানের তালে তালে কোন শব্দ করা বা হস্ত সঞ্চালন করা। **তালে তাল দেওয়া**—মতে মত মিলান। ২। বৃক্ষবিশেষ; তালগাছ; কালপরিমাণবিশেষ; বিস্তৃত অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলিমিত পরিমাণ; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, করতাল। তল্+ঘঞ্ করণবা। **তাল পড়া**—সশব্দে পিঠে কিলচাপড় পড়া। ৩। করতলে আঘাত; দক্ষিণ করতল দ্বারা বামবাহুতে প্রহার। তল্+ঘঞ্ ভাববা। **তাল ঠোকা**—হস্ততল দ্বারা বাহুতে আঘাত করিয়া আস্ফালন প্রকাশ ও বিপক্ষের মুখোমুখি হওয়া। ৪। করতল; খড়্গমুষ্টি। তল্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং। ৫। হরিতাল। তল্+ণিচ্+অপ্ করণবা। ৬। লেখ্যপত্র; দুর্গার সিংহাসন। তালি+ঘঞ্ অধিবা। ৭। তালফল। তাল+অচ্ তৎফলার্থে। বি; ক্লীব।

তালপাতার সেপাই—(ব্যঙ্গার্থে) দীর্ঘকায় অতিশয় কৃশ লোক; সাধারণতঃ মুখে আস্ফালনকারী ব্যক্তি। ৮। বিস্তৃত। বিণ। স্ত্রী—তালা। ৯। ধাক্কা, ঠেলা; হাঙ্গামা। বাং প্র। বি। **তাল পাকান, তাল লাগান**—জটিল করা, গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা; ফাঁকা কথা বলা।

তালক—তালা, হরিতাল; দ্বাররোধক যন্ত্র। তল্+ণক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

তালকানা—সঙ্গীতের তালজ্ঞানশূন্য; দৃষ্টিহীন, অন্ধ; সর্ব্বাংশে সমদৃষ্টির অভাব-

সম্পন্ন, যে কেবল একদিকে চোখ রাখে এমন; নির্ব্বোধ, মূর্খ। তালে কাণা, ৭মীতৎ। বিণ। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
তালক্ষীর—শর্করাবিশেষ, তালের চিনি।
তালচটক—একজাতীয় পাখী, বাবুই। তালবাসী চটক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
তালচোঁচ—একপ্রকার পাখী। 'তালচঞ্চু'-শব্দজ। বি।
তালজটা—তালের জটা; তালজটার ন্যায় পদার্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [প্র। বি; স্ত্রী।
তালনবমী—ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী। বাং
তালপত্র—১। তালের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কানের একপ্রকার গহনা। তালপত্র+অচ্ সাদৃশ্যার্থে। বি; ক্লীব।
তালবন—তাল গাছের বন; বৃন্দাবনের বারটি প্রধান বনের মধ্যে একটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
তালবাখড়া—তালপাতের লম্বা বোঁটা, শুষ্ক তালপত্রের দীর্ঘ বৃন্ত। বাং প্র। বি।
তালবৃন্ত—ব্যজন, পাখা। তালে (করতলে) বৃন্ত (বন্ধন) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।
তালবেতাল—দুইজন যক্ষ বা উপদেবতা। তাল ও বেতাল, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।
তালবোধ—তালজ্ঞান, সঙ্গীতের তাল বুঝা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
তালব্য—তালু হইতে উচ্চারিত ('—বর্ণ'); তালুসম্বন্ধীয়। তালু+যৎ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।
তালভঙ্গ—গানের তাল কাটিয়া যাওয়া; বেতালা হওয়া; শৃঙ্খলাহীনতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বাং প্র। বি।
তালমাখনা—(আয়ুর্ব্বেদ) কুলেখাড়া গাছ।
তালমূলী—(আয়ুর্ব্বেদ) শাকবিশেষ; মুষলী। তালের মূলের ন্যায় মূল যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
তালশাঁস—কচি তালের আঁটি। তালের শাঁস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
তালষাঁড়া—কোমল তালপত্রের বৃন্তমূল। বাং প্র। বি।
তালা—১। কুলুপ। 'তালক'-শব্দজ। ২। কর্ণের শব্দগ্রহণে অক্ষমতা, সাময়িক বধিরতা। বাং প্র। বি।
তালাই—সরু বোনা চেটাই। বাং প্র। বি।
তালাক, তাল্লাক—শপথ, প্রতিজ্ঞা; মুসলমানদিগের পতিপত্নীর পরস্পরসম্বন্ধ-বিচ্ছেদের জন্য শপথ বা প্রতিজ্ঞা। আর্বী। বি।
তালাক-নামা—মুসলমানদিগের বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিল। আর্বী তালাক+ফার্সী নামা লিপি অর্থে। বি।
তালি—১। হাতে তাল দেওয়া। 'তাল'-শব্দজ। ২। বস্ত্রাদির ছিন্নস্থান সংস্কার করিবার জন্য সংযোজিত অংশ। বাং প্র। বি।
তালিক—করতালি, হাতের তেলো; চপেট, চাপড়। তাল+ইক নির্ব্বৃত্ত অর্থে। বি; পুং।
তালিকা—১। ফর্দ্দ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পর পর নামোল্লেখ। আর্বী 'তালিক্'-শব্দজ। বি। ২। তালমূলী। তালী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
তালিম—শিক্ষা, উপদেশ। আর্বী। বি।
তালী (তালিন্)—১। সঙ্গীতে তাল-প্রদানকারী। বিণ। স্ত্রী—তালিনী। ২। শিব; মুনিবিশেষ। তাল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।
তালী—১। তালগাছ। তাল+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। ২। তাড়ী। তাল+অণ্ উৎপন্নার্থে+ঈপ্। ৩। তালা খুলিবার যন্ত্র, চাবিকাটী; ভুঁইআমলা; আঢ়কী, অহর; তালীশ বৃক্ষ; তালমূলী। তল্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
তালু—তেলো, টাক্‌রা, মুখবিবরের ছাদ। তৃ+ঞুণ্ করণবা। বি; ক্লীব। **নরম তালু**—কঠিন তালুর পিছনে বর্ত্তমান কোমল তালু (soft palate).
তালুই—ভাই বা বোনের শ্বশুর। 'তাতগু'-শব্দজ। বি।
তালুক—১। তালু, টাক্‌রা। তালু+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। জমিদারের অধীন ছোট জমিদারী। আর্বী। বি।
তালুকদার—জমিদারের অধীন জমিদার, তালুকের মালিক। তালুক+দার মালিক অর্থে। বি।
তালুকদারি, -দারী—তা লু ক দা রে র কার্য্য; জমিদারীর একাংশের অধিকারিত্ব। তালুকদার+ই, ঈ কর্ম্মার্থে, অধিকারার্থে। বি।
তালুজিহ্ব—কুম্ভীর। তালুই জিহ্বা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
তালুরন্ধ্র—তালুমধ্যস্থিত ছি দ্র বি শে ষ (যোগিগণ এই ছিদ্রে জিহ্বাগ্র প্রবেশ করা-ইয়া সমাধিস্থ হন)। তালুর রন্ধ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [আর্বী। বিণ।
তালেবর—ধনী, ধনাঢ্য; মান্য; বুদ্ধিমান্।
তাল্লাক—'তালাক' দ্রঃ।
তাস—ক্রীড়ার্থ চিত্রিত ক্ষুদ্র স্থূল কাগজ; কাগজে জড়ান সূতা। হিন্দী। বি।
তাসা—তাস ভাঁজ করা বা বাঁটিয়া দেওয়া। বাং ক্রি।
তাসান—তাসের গোছা ওলটপালট করা; তিরস্কার করা। বাং ক্রি।
তাহ—তাহা; সে; সেই বস্তু, সেই বিষয়। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
তাহা—তৎ, সেই। 'তদ্'-শব্দজ। সর্ব্ব।
তিঅর—তৃতীয়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
তিঁহ, তিঁহি, তিঁহো, তিহোঁ—তিনি, সে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
তিক্ত—১। তিক্তরস; বরুণবৃক্ষ; কুটজ; কুড়চি। বি; পুং। ২। তেতো, তিক্তস্বাদ-যুক্ত। তিজ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। **তিক্ত অভিজ্ঞতা**—মনঃকষ্ট, দুঃখ, লাঞ্ছনা, প্রবঞ্চিত হওয়া, অকৃতজ্ঞতা লাভ ইত্যাদির অভিজ্ঞতা।
তিক্তক—১। পটোল; চিরতা; কাল খয়ের; ইঙ্গুদীবৃক্ষ; নিম্ব। তিক্ত+কন্ সংজ্ঞার্থে। ২। তিক্ত। বি; পুং।
তিক্তভদ্রক—পটোল। তিক্ত অথচ ভদ্রক (হিতকর), কর্ম্মধা। বি; পুং।
তিক্তশাক—খয়ের গাছ, খদিরবৃক্ষ; বরুণ-গাছ। তিক্ত শাক (পত্র) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
তিক্তসার—খয়ের, খদির। তিক্ত সার (সারাংশ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
তিক্তা—১। তিক্তরসবিশিষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। কট্‌কী; আকনাদী। তিক্ত+আপ্। বি; স্ত্রী। [তীক্ষ্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
তিখনি, তিথিনি, তীখনি—তীব্র,
তিঙ্—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) তিপ্ তপ্ তে আতে ইত্যাদি প্রত্যয়বিশেষ (ইহারা মূল ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া সমাপিকা ক্রিয়ার উৎপাদন করে)।
তিঙন্ত—তিঙবিভক্ত্যন্ত। তিঙ্ অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ। **তিঙন্ত পদ**—ক্রিয়াবিভক্তি-যুক্ত শব্দ। **তিঙন্ত প্রত্যয়**—ধাতুর উত্তর বিহিত প্রত্যয় (তি, তস্ প্রভৃতি)।
তিজারৎ, তেজারৎ—কুসীদবৃত্তি, মহাজনী ব্যবসায়। আর্বী। বি।
তিজারতী, তেজারতী—মহাজনী-ব্যবসায়-সম্বন্ধীয়। তিজারৎ, তেজারৎ+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ। [বি।
তিজেল—প্রশস্তমুখ চেপ্টা হাঁড়ি। বাং প্র।
তিড়বিড়ানি—চঞ্চলতা। বাং প্র। বি।
তিড়বিড়ে—ছটফটে, চঞ্চল, অধীর। বাং প্র। বিণ। বি—তিড়বিড়ানি।
তিত—তিক্তরসবিশিষ্ট, তেতো। 'তিক্ত'-শব্দজ। বিণ।
তিতল—ভিজা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
তিতা—১। তেতো, তিক্ত। 'তিক্ত'-শব্দজ। বিণ। ২। ভিজিয়া যাওয়া, সিক্ত হওয়া। কবিপ্র। ক্রি।
তিতিক্ষা—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা। তিজ্+সন্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—তিতিক্ষিত, তিতিক্ষু।
তিতিক্ষিত—যাহা সহ্য করা হইয়াছে এমন। তিজ্+সন্+ক্ত কর্ম্মবা। বি—তিতিক্ষা।

তিতিক্ষু—সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল। তিজ্‌+সন্‌+উ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—তিতিক্ষা।

তিতিবিরক্ত—অত্যন্ত বিরক্ত, অত্যন্ত উদ্বেজিত। বাং প্র। বিণ।

তিতীর্ষু—যে পার হইতে চায় এমন, তরণেচ্ছু। তৄ+সন্‌ ইচ্ছার্থে+উ কর্ত্তৃবা। বিণ।

তিত্তির, তিত্তিরি—তিতির পাখী। তিত্তি—রা+ক, ডি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তিথি—চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ কাল, চান্দ্র মাসের ত্রিশভাগের একভাগ [ইহাদের সংখ্যা ষোড়শ; তন্মধ্যে প্রতিপদ্‌ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত তিথি কৃষ্ণা, এবং পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথি শুক্লা; অর্থাৎ প্রতিপদ্‌, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা—এইগুলি শুক্ল তিথি এবং তাহার পর প্রতিপদ্‌ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত তিথিগুলি কৃষ্ণা]; পঞ্চদশ সংখ্যা, ১৫-সংখ্যা। অত্‌+ইথিন্‌ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং বা স্ত্রী।

তিথিকৃত্য—বিশেষ বিশেষ তিথিতে কর্ত্তব্য বিশেষ বিশেষ কার্য্য। তিথিতে কৃত্য, ৭মী-তৎ। বি; ক্লীব।

তিথিক্ষয়—অমাবস্যা; ত্র্যহস্পর্শ। তিথির ক্ষয় যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। [বি; পুং।

তিথিসন্ধি—উভয় তিথির মিলন। ৬ষ্ঠীতৎ।

তিথ্যমৃতযোগ—যোগবিশেষ [রবি ও সোমবারে পূর্ণা (পঞ্চমী, দশমী এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি), মঙ্গলে ভদ্রা (দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী), বৃহস্পতিবারে জয়া (তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী) বুধ ও শনিবারে নন্দা (প্রতিপদ্‌, ষষ্ঠী ও একাদশী) এবং শুক্রবারে রিক্তা (চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী) যোগ হইলে তাহাকে তিথ্যমৃতযোগ কহে]। তিথিঘটিত অমৃতযোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি বা বিণ।

তিন—৩-সংখ্যা; ৩-সংখ্যক। 'ত্রি'-শব্দজ।

তিনকাল—বাল্যাবস্থা যৌবনাবস্থা ও প্রৌঢ়াবস্থা; সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর; ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান; খণ্ডপ্রলয়; দৈনন্দিন-প্রলয় ও মহাপ্রলয়; যমত্রয়। কর্ম্মধা। বি।

তিনি—(সম্ভ্রমে) সেই ব্যক্তি, পরোক্ষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। 'তদ্‌'-শব্দজ। সর্ব্ব।

তিন্তিড়—১। তেঁতুল গাছ। বি; পুং। ২। তেঁতুল ফল। তিম্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা (দ্বিত্ব ও ম-স্থানে ড়)। বি; ক্লীব।

তিন্তিড়ী—তেঁতুল গাছ; তেঁতুলফল। তিন্তিড়+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

তিন্তিড়ীক—১। তেঁতুল ফল। বি; ক্লীব। ২। তেঁতুল গাছ। তিন্তিড়ী+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং। [(ড়-স্থানে ল)। বি; স্ত্রী।

তিন্তিলী—তেঁতুল গাছ। তিন্তিড়+ঈপ্‌

তিন্দু, তিন্দুক—গাবগাছ। তিজ্‌+কু কর্ত্তৃবা; তিন্দু+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

তিপান্তর, তেপান্তর—জনশূন্য বৃক্ষাদি-হীন তিনমাঠের সংযোগস্থল, (রূপকথার) বহুদূর বিস্তৃত মাঠ। 'ত্রিপ্রান্তর'-শব্দজ। বি।

তিপ্পান্ন—৫৩-সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'ত্রি-পঞ্চাশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

তিমি—১। প্রকাণ্ড জলজন্তুবিশেষ; সমুদ্র। বি; পুং। ২। দক্ষকন্যা। তম্‌+ইন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

তিমিকোষ—সমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তিমিঙ্গি(ঙ্গি)ল—তিমিকেও গিলিয়া ফেলিতে পারিত এরূপ পৌরাণিক সুবৃহৎ জল-জন্তুবিশেষ। উপতৎ; তিমি—গৄ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তিমিত—১। নিশ্চল; আর্দ্র, ভিজা। তিম্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। স্তিমিত। কবি-প্র। বিণ।

তিমির—১। অন্ধকার। বি; ক্লীব। ২। নেত্ররোগবিশেষ। বি; পুং। ৩। অন্ধকার-ময়। তিম্‌+কিরচ্‌ করণবা। বিণ।

তিমিরপুঞ্জ—পুঞ্জীভূত অন্ধকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

তিমিররিপু—সূর্য্য; আলোক। ৬ষ্ঠীতৎ।

তিমিরান্তক, তিমিরারি—অন্ধকার-নাশক, সূর্য্য। তিমিরের অন্তক, অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তিয়র—মৎস্যব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। 'তীবর'-শব্দজ। বি; পুং। স্ত্রী,—রী, —রিণী।

তিয়াজল—ত্যাগ করিল, পরিহার করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

তিয়াত্তর—৭৩-সংখ্যা; ৭৩-সংখ্যক। 'ত্রিসপ্ততি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

তিয়াস, তিয়াসা—তৃষ্ণা, পিপাসা। 'তৃষা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [ক্রি।

তিয়াসল—তৃষ্ণার্ত্ত হইল। প্রাঃ কবিপ্র।

তিরপিত—সন্তুষ্ট, প্রীত। 'তৃপ্ত'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

তিরপুন—তুরপুন (তাহা দ্রঃ)।

তিরবিরে—তিড়বিড়ে (তাহা দ্রঃ)।

তিরশ্চীন—বক্র, নোয়ান; কুটিল; আড়-ভাবে স্থিত। তির্য্যচ্‌+ঈন স্বার্থে। বিণ।

তিরশ্চুম্বকতা—(পদার্থবিদ্যা) চুম্বক-দণ্ডের মেরুদ্বয়ের বিপরীতে আড়াআড়িভাবে অবস্থিতি—একখানি চুম্বকদণ্ডের উপরিভাগে একখানি কাচদণ্ড ঝুলাইয়া রাখিলে উহা চুম্বকদণ্ডের সমান্তরালভাবে না থাকিয়া উহার আড়াআড়িভাবে ঝুলিতে থাকে; ইহাই তিরশ্চুম্বকতা (diamagnetism)। তির্য্যক্‌ চুম্বক, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ভাবার্থে তা। বি; স্ত্রী।

তিরস্করণী, তিরস্করিণী—পর্দ্দা, কানাৎ; অদর্শনী বিদ্যা, যে বিদ্যার প্রভাবে অপরের অদৃশ্য থাকা যায়। তিরস্‌—কৃ+অনট্‌ করণবা, ণিন্‌ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

তিরস্কার, তিরস্ক্রিয়া—ভর্ৎসনা; অবজ্ঞা, অনাদর; নিন্দা; পর্দ্দা। তিরস্‌—কৃ+ঘঞ্‌, পক্ষে শ ভাববা+আপ্‌। বি; পুং, স্ত্রী। বিণ—তিরস্কৃত।

তিরস্কৃত—ভর্ৎসিত, নিন্দিত; অবজ্ঞাত; আচ্ছাদিত; দূষিত। তিরস্‌—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—তিরস্কার।

তিরানব্বই—৯৩-সংখ্যা; ৯৩-সংখ্যক। 'ত্রিনবতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

তিরাশি, তিরাশী—৮৩-সংখ্যা; ৮৩-সংখ্যক। 'ত্র্যশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

তিরি, তিরী—১। তিন; তিন-ফোঁটাযুক্ত তাস। 'ত্রি'-শব্দজ। ২। নারী, রমণী। 'স্ত্রী'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

তিরিক্ষি, তিরিক্ষি—উগ্র; কর্কশ। বাং প্র। বিণ।

তিরিশ—৩০ এই সংখ্যা। 'ত্রিশ'-শব্দের বিপ্রকর্ষ। বি। [বি।

তিরিষা—তৃষ্ণা, পিপাসা। প্রাঃ কবিপ্র।

তিরোধান—১। অন্তর্দ্ধান; অদর্শন; ব্যব-ধান; আচ্ছাদন। তিরস্‌—ধা+অনট্‌ ভাববা। ২। আচ্ছাদনবস্ত্রাদি। তিরস্‌—ধা+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ,—হিত।

তিরোভাব—অন্তর্দ্ধান, অদর্শন। তিরস্‌—ভূ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ভূত।

তিরোভূত—অন্তর্হিত, অদৃষ্ট। তিরস্‌—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—ভাব।

তিরোহিত—অন্তর্হিত; আচ্ছাদিত। তিরস্‌—ধা+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—ধান।

তিরপল—আলকাতরা মাখানো মোটা কাপড়ের তৈরি চাঁদোয়া, পাল। ইং 'tarpaulin'-শব্দজ। বি।

তির্য্য(র্য)ক্‌ (তির্য্যচ্‌)—১। বাঁকা, বক্র, কুটিল; পার্শ্বস্থ, নিরুদ্ধ। অব্য। ২। বক্রগামী; কুটিলগামী; (জ্যামিতি) বিপরীতমুখী (transverse)। তিরস্‌—অন্চ্‌+কিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ; ক্লীব। পুং—তির্য্যঙ্‌। স্ত্রী—তিরশ্চী। ৩। পশু; পক্ষী। তিরস্‌—অন্চ্‌+কিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তির্য্য(র্য)ক্‌পাতন—বকযন্ত্রদ্বারা চোয়ানো (distillation)। সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

তির্য্য(র্য)গ্‌গতি—বাঁকাভাবে যাওয়া, বক্র-গমন। তির্য্যক্‌ (বক্র) গতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তির্য্য(র্য)গ্‌জাতি—পশুপক্ষী প্রভৃতি জাতি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তির্য্য(র্য)গ্‌যোনি—মানুষ ভিন্ন পশু পক্ষী কীট ইত্যাদি প্রাণী। তির্য্যক্‌ যোনি (উৎ-পত্তিস্থান) যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

তিল—শস্যবিশেষ, তিলফল; তিল গাছ; দেহস্থ তিলাকার চিহ্ন; সূক্ষ্ম কাল; অত্যল্প পরিমাণ। তিল্+ক কর্তৃবা। বি; পুং।
তিলকে তাল করা—'করা' শব্দে দ্রঃ।
তিলে তিলে—অল্প অল্প করিয়া; ক্রমশঃ।
তিল আধ—মুহূর্ত্তমাত্র, অতি অল্প সময়। (প্রাঃ কবিপ্র)।
তিলক—১। কপাল প্রভৃতিতে ধারণীয় চন্দনাদিরচিত চিহ্নবিশেষ, ফোঁটা; গাত্রতিল। বি; পুং বা ক্লীব। **তিলক কাটা**—অঙ্গে তিলকচিহ্ন করা। **তিলক পরা**—অঙ্গে তিলক ধারণ করা। ২। তিলবৃক্ষ; মরুবক; অশ্ববিশেষ; রোগবিশেষ; তালবিশেষ। বি; পুং। ৩। তিলযুক্ত। তিল+কন্ যুক্তার্থে। বিণ। [পুং।
তিলকল্ক—তিলের খইল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;
তিলকা—১। হারবিশেষ; গাত্রে গন্ধাদি দ্বারা কৃত তিলপুষ্পাকার চিহ্ন, অলকা; দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। তিল—কৈ+ক কর্তৃবা+আপ্। ২। তিলক। তিলক+আ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।
তিলকী (-কিন্)—তিলকযুক্ত, তিলকধারী। তিলক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কিনী।
তিলকুটা—তিলের তৈয়ারী মিষ্টান্নবিশেষ। কুটা তিল, কর্ম্মধা। বি।
তিলতৈল—তিলস্নেহ। তিলনিঃসৃত তৈল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
তিলাঞ্জলি—মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য তিলযুক্ত জলাঞ্জলি; শেষ বিদায়; সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। তিলযুক্ত অঞ্জলি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
তিলার্দ্ধ(র্ধ)—তিলপরিমিত ক্ষণের অর্দ্ধ; অতি অল্প সময়। তিলের অর্দ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
তিলী (তিলিন্)—তিলব্যবহারী; জাতিবিশেষ। তিল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।
তিলেইক—একটু সময়ের জন্য, তিলমাত্র।
তিলেক—সামান্য সময়; সামান্য পরিমাণ। এক তিল, কর্ম্মধা (বাংলা নিয়মে সন্ধি)। বি বা বিণ। [প্র। বিণ।
তিলেখচ্চর—অতি দুর্ব্বৃত্ত বা পাপী। বাং
তিলেখাজা—তিলমিশানো মিষ্টদ্রব্যবিশেষ। বাং প্র। বি।
তিলেপাটালি—তিলমিশ্রিত পাটালি। বাং প্র। বি।
তিলোত্তমা—স্বর্গীয় অপ্সরাবিশেষ। তিলগঠিতা উত্তমা (সুন্দরী স্ত্রী), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
তিলোদক—তিলমিশ্রিত জল। তিলমিশ্রিত উদক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তিষ্ঠ—দাঁড়াও, থাম ("তিষ্ঠ ক্ষণকাল"—মাইকেল)। সংস্কৃত 'স্থা'-ধাতু+লোট্ হি। ক্রি।
তিষ্ঠান—টিকিয়া থাকা; অবস্থান করা; সহ্য করিয়া থাকা। 'তিষ্ঠ'-শব্দজ। বাং ক্রি।
তিষ্য—১। পুষ্যানক্ষত্র। তুষ্+ক্যপ্, অধিবা (নিপাতনে)। ২। কলিযুগ। ত্বিষ্+যক্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।
তিসি, তিসী—তৈলপূর্ণ বীজবিশেষ, অতসী, মসীনা। 'অতসী'-শব্দজ। বি।
তিহাই, তেহাই—তৃতীয় ব্যক্তি; এক-তৃতীয়াংশ; (সঙ্গীত) বারত্রয় আবর্ত্তিত হইয়া সমে আগত বোল। 'ত্রিঘাত'-শব্দজ। বি।
তিহোঁ—তিনি। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
তীক্ষ্ণ—১। চোখা, ধারাল, শাণিত; খর; উগ্র; তীব্র; উষ্ণ; ঝাঁজালো, ঝাল; অনলস; ক্ষিপ্রকারী; আত্মত্যাগী। তীক্ষ্ণ+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। বি—তীক্ষ্ণতা -ত্ব। ২। যবক্ষার; শ্বেতকুশ; কুন্দুরুক; তীক্ষ্ণগণ নক্ষত্র (যথা—অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, মূলা)। তিজ্+ক্স্ন কর্তৃবা। বি; পুং।
তীক্ষ্ণকান্তা—উগ্রতারা-দেবী; মঙ্গলচণ্ডিকার রূপভেদ। তীক্ষ্ণা অথচ কান্তা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
তীক্ষ্ণতা, -ত্ব—ঝাঁজ; তীব্রতা, উগ্রতা; ক্ষিপ্রকারিতা ইত্যাদি। তীক্ষ্ণ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—তীক্ষ্ণ।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্র—১। ধারাল-দন্তবিশিষ্ট। বিণ। ২। ব্যাঘ্র; যে প্রাণীর দাঁত ধারাল। তীক্ষ্ণা দংষ্ট্রা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
তীক্ষ্ণদন্ত—যাহার দাঁত ধারাল এমন (ইঁদুর প্রভৃতি)। তীক্ষ্ণ দন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।
তীক্ষ্ণদৃষ্টি—১। কড়া নজর। তীক্ষ্ণা দৃষ্টি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার নজরে কিছু এড়ায় না এমন। তীক্ষ্ণা দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ।
তীক্ষ্ণধার—১। অতিশয় ধারাল। বিণ। ২। খড়্গ। তীক্ষ্ণ ধার যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
তীক্ষ্ণায়স—ইস্পাত। তীক্ষ্ণ অয়স্ (লৌহ), কর্ম্মধা (সমাসান্ত অচ্-প্রত্যয়)। বি; ক্লীব।
তীখনি—'তিখনি' দ্রঃ।
তীখর—তীক্ষ্ণ; তীক্ষ্ণবুদ্ধি। বাং প্র। বিণ।
তীত—তিক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
তীবর—সমুদ্র; তিয়র জাতি; ব্যাধ। তৃ+ষ্বরচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, -রী।
তীব্র—কড়া, ঝাঁজালো; মহৎ; দুঃসহ; তীক্ষ্ণ; উষ্ণ; কটু। বিণ। বি—তীব্রতা।
তীব্রদৃষ্টি—১। কড়া নজর, নিপুণভাবে তত্ত্বাবধান। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যে বিশেষ নজর করিয়া সব কিছু দেখে এমন, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। তীব্রা দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তীয়র—জাতিবিশেষ। 'তীবর'-শব্দজ। বি।
তীর—১। কূল, তট। তীর্+ক কর্তৃবা। ২। বাণ, শর। ফার্সী। বি।
তীরচিহ্ন—বাণের ফলার সরু অগ্রভাগের চিহ্ন (arrowhead). তীরের চিহ্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।
তীরথ—পুণ্যস্থান, পুণ্যভূমি। 'তীর্থ'-শব্দজ।
তীরন্দাজ—বাণক্ষেপক, শরনিক্ষেপকারী। ফার্সী। বি।
তীরস্থ—তটবর্ত্তী; মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গার কূলে নীত। উপতৎ; তীর—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।
তীর্ণ—উত্তীর্ণ, পারগত; আপ্লুত; অভিভূত। তৃ+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।
তীর্থ—১। পুণ্যস্থান [তীর্থ ত্রিবিধ;—জঙ্গম, মানস ও স্থাবর। জঙ্গমতীর্থ—ব্রাহ্মণগণ; মানসতীর্থ—সত্য, ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ঋজুতা বা সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য, পুণ্য, মনঃশুদ্ধি; স্থাবরতীর্থ—গঙ্গাদি ঋষিসেবিত জল, পুণ্যক্ষেত্রাদি]; ঘাট; উৎপত্তিস্থান। তৃ+থক্ অধিবা। **তীর্থ করা**—পুণ্যস্থান দর্শন করা। ২। উপায়, সাধন। তৃ+থক্ করণবা। ৩। পাত্র; সৎপাত্র; মন্ত্রী; উপাধ্যায়, গুরু; শাস্ত্র; যজ্ঞ; অঙ্গুলিসমূহের অগ্র মধ্য ও মূলভাগ (অঙ্গুলির অগ্রভাগ দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলভাগ কায়তীর্থ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগ পৈত্রতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগ ব্রাহ্মতীর্থ); আগম; নিদান; দর্শনশাস্ত্র; বহ্নি। তৃ+থক্ কর্ম্মবা, করণবা, অধিবা। বি; ক্লীব।
তীর্থকর, -ঙ্কর, -কৃৎ—জৈন শাস্ত্রকার; জিন; বৌদ্ধমতপ্রবর্ত্তক মুনি; জৈন ধর্ম্মবীর (ইঁহাদের সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি; যথা—ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভু, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভু, পুষ্পধর, শীতল, শ্রেয়াংশ, বসুপূজ্য, সুবিমল, অনন্ত, ধর্ম্ম, শান্তি, কুন্থু, অর, মল্লী, মণিসুব্রত, নমী, নেমী, পার্শ্বনাথ, মহাবীর বা বর্দ্ধমান স্বামী); বিষ্ণু। উপতৎ; তীর্থ—কৃ+ট, খ, ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।
তীর্থকাক—১। তীর্থের কাকের মত যে কোন কিছুর প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে এমন। তীর্থে কাকবৎ, ৭মীতৎ (নিপাতনে)। বি; পুং, বা বিণ। ২। তীর্থস্থিত কাক; পাণ্ডা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
তীর্থক্ষেত্র—পুণ্যস্থান। তীর্থই ক্ষেত্র,
তীর্থবাস—পুণ্যস্থানে অবস্থান, পুণ্যভূমিতে স্থায়িভাবে থাকা। ৭মীতৎ। বি; পুং।
তীর্থবাসী (-বাসিন্)—পুণ্যভূমিতে বাস-

কারী। উপতৎ; তীর্থ—বস্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাসিনী।

তীর্থযাত্রা—পুণ্যস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা। তীর্থনিমিত্তক যাত্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তীর্থযাত্রী (-যাত্রিন্)—পুণ্যস্থানের উদ্দেশে গমনকারী। তীর্থযাত্রা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—যাত্রিণী।

তীর্থসেবী (-সেবিন্)—১। পুণ্যস্থানে বাসকারী। উপতৎ; তীর্থে—সেব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সেবিনী। ২। বকপক্ষী। বি; পুং।

তু—১। তুমি। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। ২। কুকুরকে ডাকিবার শব্দ। বাং প্র। অব্য।

তুঅ—তোমার। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তুই—অন্তরঙ্গ বা নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে সম্বোধনসূচক 'তুমি'-শব্দের অনুরূপ। সর্ব্ব।

তুইতোকারি—তুই-তোর ইত্যাদি কথা বলিয়া অসম্মান করা, তুচ্ছতাচ্ছীল্য। বাং প্র। বি।

তুঁ, তুঁহুঁ—তুমি, তুই। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তুঁত—গাছবিশেষ; ফলবিশেষ। ফার্সী। বি।

তুঁতপোকা—যে গুটিপোকা তুঁতগাছের পাতা খাইয়া থাকে। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

তুঁতিয়া, তুঁতে—তুথ, তাম্রঘটিত নীলবর্ণ উপরসবিশেষ (copper sulphate). 'তুথ'-শব্দজ। বি।

তুঁষ—ধানের খোসা। প্রাদে। বি।

তুক—১। বশীকরণাদির জন্য প্রকরণবিশেষ, যাদুমন্ত্র। বাং প্র। বি। ২। অপত্য, সন্তান। তুজ্+ক্বিপ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

তুক্-তাক্—বশীকরণ বা যাদুকর মন্ত্র ও ঔষধ; যত্ন, চেষ্টা। বাং প্র। বি।

তুক্-তুক্—কোমল আঘাত বা স্পন্দনের শব্দ। বাং প্র। অব্য।

তুখড়, তুখোড়—সুনিপুণ, পারদর্শী, সুচতুর; কর্ম্মঠ; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। 'তীক্ষ্ণকর'-শব্দজ। বিণ।

তুঙ্গ—১। উচ্চ, উন্নত; শ্রেষ্ঠ; উগ্র। বিণ। ২। পর্ব্বত; নারিকেল গাছ; গণ্ডক; পুন্নাগ বৃক্ষ; যোগবিশেষ; (জ্যোতিষ) মেষাদি রাশিবিশেষ। তুনজ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

তুঙ্গশেখর—১। পর্ব্বত। বি; পুং। ২। উচ্চশেখরযুক্ত। তুঙ্গ শেখর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তুঙ্গিমা—উচ্চতা, উন্নতত্ব। তুঙ্গ+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

তুঙ্গী (তুঙ্গিন্)—১। উচ্চস্থ গ্রহ [বিশেষ বিশেষ রাশিতে বিশেষ বিশেষ গ্রহ থাকিলে তাহাদিগকে তখন তুঙ্গী বলে। যেমন,—মেষরাশি সূর্য্যের, বৃষ চন্দ্রের, মকর মঙ্গলের, কন্যা বুধের, কর্কট বৃহস্পতির, মীন শুক্রের এবং তুলারাশি শনির তুঙ্গ বা উচ্চ স্থান। এই সমস্ত রাশিতে অবস্থিত সূর্য্যাদি গ্রহ তুঙ্গী]। বি; পুং। ২। উচ্চস্থানস্থিত। তুঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—তুঙ্গিনী।

তুচ্ছ—১। অসার, হেয়, হীন; শূন্য; অল্প; বর্জ্জিত। বিণ। ২। তুষ, ভুষি। তুদ্—ছো+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

তুচ্ছতাচ্ছল্য, -তাচ্ছিল্য, -তাচ্ছীল্য—অবজ্ঞা; হেয়জ্ঞান। দ্বন্দ্ব। বি। [বি।

তুজ্জিক—তর্জ্জন; আস্ফালন। প্রাঃ কবিপ্র।

তুজ্ঝ—তোর। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তুড়ি—দুইটি অঙ্গুলির ঘর্ষণের শব্দ, ছোটিকা। বাং প্র। বি। **এক তুড়িতে**—মুহূর্ত্তমধ্যে, অনায়াসে।

তুড়িলাফ—আনন্দের সহিত তড়াক করিয়া লাফ; তাড়াতাড়ি লাফ। বাং প্র। বি।

তুড়ী—(সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। বি; স্ত্রী।

তুড়ুং—সাজা দিবার জন্য দোষীর পায়ে বাঁধিবার কাঠবিশেষ; হাজতখানা। বাং প্র। বি। **তুড়ুং ঠোকা**—হাজতে দেওয়া; কয়েদীকে বিশেষরূপ শাস্তি দেওয়া; ভালরূপ সাজা দেওয়া।

তুড়ুক—তুর্কী সৈন্য। বাং প্র। বি।

তুড়ুকধারী (-ধারিন্)—তুর্কী সৈন্যের পোষাক-পরিহিত। উপতৎ; তুড়ুক—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। [বি; ক্লীব।

তুণ্ড—মুখ; ওষ্ঠাধর; চঞ্চু। তুণ্ড্+অচ্ কর্তৃবা।

তুৎ, তুঁৎ—বৃক্ষবিশেষ (এই বৃক্ষের পত্র গুটিপোকার খাদ্য)। ফার্সী। বি।

তুতান—মিষ্টকথায় ভুলান; খোসামোদ করা; কোন রকমে শান্ত করা; রাজী করান। বাং ক্রি। [কবিপ্র। বি।

তুতি—স্তব, প্রশংসা। 'স্তুতি'-শব্দজ। প্রাঃ

তুতিয়া, তুঁতিয়া—তুঁতে, তামার মল। 'তুত্থক'-শব্দজ। বি।

তুত্থ, তুত্থক—১। তুঁতিয়া। তুথ্+অচ্ কর্তৃবা; পক্ষে+কন্। বি; ক্লীব। ২। অগ্নি। তুদ্+থক্ কর্তৃবা সংজ্ঞার্থে; পক্ষে স্বার্থে কন্। বি; পুং।

তুত্থাঞ্জন—১। তুঁতিয়ার কাজল। তুত্থকৃত অঞ্জন (কাজল), মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। ময়ূর-কণ্ঠ। তুত্থাঞ্জন+অচ্ সাদৃশ্যার্থে। বি; ক্লীব।

তুন্দ—পেট, উদর। তুদ্+ক কর্তৃবা (ন-আগম)। বি; ক্লীব।

তুন্দি—১। পেট, ভুঁড়ি। বি; ক্লীব। ২। নাভি। বি; স্ত্রী। ৩। গন্ধর্ব্ববিশেষ। তুদ্+ইন্ কর্তৃবা (ন-আগম)। বি; পুং।

তুন্দ্রা—উত্তর-মেরু-অঞ্চলের সন্নিকটবর্ত্তী শীত-প্রধান অঞ্চল (Tundra). বি।

তুন্নবায়—দরজী, সূচীজীবী। উপতৎ; তুন্ন (ছিন্ন)—বে+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

তুফান—ঝড়, জোরবাতাস; জোর-বাতাসের জন্য প্রবল তরঙ্গের উত্থান; বন্যা। আর্বী। বি। **তুফান তোলা**—জোর বাতাস বহান; (লক্ষ্যার্থে) হুলুস্থুল কাণ্ড করা। **তুফান মেল**—তুফানের মত বেগে গমনশীল রেলগাড়ী।

তুবড়ান—১। কুঁচকাইয়া যাওয়া, সঙ্কুচিত হওয়া, টোল পড়িয়া যাওয়া। বাং ক্রি। ২। কোঁচকান, সঙ্কুচিত, টোল পড়া। তুবড়া+ন কর্তৃবা। বিণ।

তুবড়ি, -ড়ী—সাপুড়ের দুইটি নলযুক্ত বাঁশী; একপ্রকার আতস বাজী। 'তুম্ব'-শব্দজ। বি। **কথার তুবড়ী**—কথার জোর; অনর্গল কথা।

তুবর—১। কষায় রস। তু+বর কর্তৃবা। বি; পুং। ২। কষায়রসযুক্ত। তুবর+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। [বি।

তুমর—লম্বা হিসাব। আর্বী 'তুমার্'-শব্দজ।

তুমার—রাশি, স্তূপ; তালিকা; হিসাব-পরীক্ষা। ফার্সীমূলক। বি।

তুমি—যে ব্যক্তিকে বলা হইতেছে; সম্বোধিত ব্যক্তি। 'ত্বম্'-শব্দজ। সর্ব্ব, মধ্যমপুরুষ।

তুমুল, তুম্মুল—১। ঘোরতর; অতিশয়; উৎকট; ভয়ানক; ব্যাকুল; বিশৃঙ্খল। তু+মুলক্, মুলক্ কর্তৃবা, করণবা। বিণ। ২। কলহ, গণ্ডগোল, হুড়াহুড়ি, বিমিশ্র রণ। তু+মুলক্, মুলক্ অধিবা। বি; ক্লীব।

তুম্ব—লাউ, অলাবু। তুম্ব্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

তুম্বক—লাউ, অলাবু। তুম্ব+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

তুম্বি, তুম্বী—লাউ, অলাবু। তুম্ব্+ই কর্তৃবা; ঈপ্ বিকল্পে। বি; স্ত্রী।

তুম্বুরু—সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ গন্ধর্ব্ববিশেষ; ঋষিবিশেষ; বৃক্ষবিশেষ; তানপুরা। তুম্ব্+উরু কর্তৃবা সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

তুয়া—তোমার; তুমি; তোমাকে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তুর—১। সত্বর, শীঘ্র। ক্রি-বিণ। ২। ক্ষিপ্রতা; বেগ; ত্বরা। তুর্+ক ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। বেগবান্, দ্রুতগামী। তুর্+ক কর্তৃবা। বিণ।

তুরক, তুরুক—তুর্কীস্তানের বা তুরস্কের অধিবাসী; তুর্কী। 'তুরকী'-শব্দজ। বি।

তুরক-সওয়ার—তুর্কী অশ্বারোহী। কর্ম্মধা। বি।

তুরকী, তুর্কী—তুর্কীস্তানের বা তুরস্কের অধিবাসী। তুরক+ঈ অধিবাসী অর্থে। বি।

তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম—ঘোড়া, অশ্ব; চিত্ত, মন। তুর—গম্+ড, (ড)খচ্, কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—গী, —ঙ্গী, —মী।

তুরগী (-গিন্), **তুরঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—

ঘোড়সওয়ার, অশ্বারোহী। তুরগ, তুরঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

তুরগী, তুরঙ্গী—১। মাদী ঘোড়া, ঘোটকী, অশ্বা। তুরগ, তুরঙ্গ+ঈপ্। ২। অশ্বগন্ধা। তুরগ, তুরঙ্গ (অশ্বগন্ধ)+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তুরন্ত—শীঘ্র। হিন্দী। ক্রি-বিণ।

তুরপুন—কাঠাদিতে ছিদ্রকরণের অস্ত্র, ভ্রমর। ফার্সী 'তুরফান'-শব্দজ। বি।

তুরা—ত্বরা, বেগ। তুর্+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

তুরি, তুরী—তন্তুবায়ের যন্ত্রবিশেষ, মাকু; রণশৃঙ্গ বা রণশিঙ্গা। তুল্+ই কর্তৃবা (ল-স্থানে র); ঈপ্ বিকল্পে। বি; স্ত্রী।

তুরিত, তুরিতে—শীঘ্র। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

তুরীয়—১। বেদান্তোক্ত শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্ম। বি; ক্লীব। ২। চতুর্থ, চতুর্থাংশের পূরক; চারি অংশে নির্ম্মিত; প্রবল। বিণ। ৩। চতুর্থাংশ; ব্রহ্মের সহিত আত্মার একীভাব, সমাধি। চতুর্+তীয় নিপাতনে। বি; ক্লীব। ৪। চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত; (মনোবিজ্ঞান) মায়ার অতীত, সংসারের অতীত, লোকোত্তর (transcendental). বিণ।

তুরুক—'তুরক' দ্রঃ।

তুরুপ—তাসখেলায় চারি রঙের মধ্যে নির্ব্বাচিত রঙের তাস; রঙের তাস দিয়া খেলার পিট লওয়া। ফরাসী 'triomphe'-শব্দজ অথবা ওলন্দাজ 'troef'-শব্দজ। বি।

তুরুম—তুড়ুং (তাহা দ্রঃ)।

তুরুষ্ক—সিহ্লানামক গন্ধদ্রব্য, শিলারস; তুরকিস্তান। তুর্+উস্ অধিবা+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

তুর্কী—তুরস্কদেশবাসী; তুরস্কদেশজাত; তুর্কীস্তানের অধিবাসী; তুর্কীস্তানজাত; তুর্কীভাষা। তুর্কী। বি বা বিণ।

তুল—১। মাণদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা; তুলনা। 'তুলা'-শব্দজ। বি। ২। তুলনীয়; সমান। কবিপ্র। বিণ।

তুলকালাম—হুলুস্থুলকাণ্ড, হৈচৈ ব্যাপার; প্রতিকূল সমালোচনা। আর্বী 'তুল-ই-কলাম'-শব্দজ। বি।

তুলট—১। প্রাচীনকালে ব্যবহৃত তুলায় নির্ম্মিত কাগজ; হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত স্থূল কাগজবিশেষ। বাং প্র। ২। আপন দেহের ভারের পরিমাণ স্বর্ণাদিদান। 'তুলাধট'-শব্দজ। বি।

তুলতুল—তুলার মত কোমলতার ভাব, অতিশয় নরম অবস্থা। বাং প্র। অব্য।

তুলতুলে—তুলাবৎ কোমল, অত্যন্ত নরম। তুলতুল+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

তুলনা—উপমা, সাদৃশ্য, দৃষ্টান্ত; পরিমাণ। তুল্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—তুলিত, তুলনীয়, তুল্য।

তুলনাত্মক—উপমা-সংক্রান্ত; উপমাদ্বারা কৃত বা সম্পাদিত (comparative). তুলনা আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

তুলনীয়—উপমার যোগ্য। তুল্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—তুলনা।

তুলসী—একজাতীয় ছোট গাছ বা তাহার পাতা (ইহা হিন্দুর চোখে অতি পবিত্র)। তুলা—অস্+অণ্ কর্তৃবা+ঈপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

তুলা—১। দাঁড়ি-পাল্লা, মাণদণ্ড; নিক্তি (balance); ভারের পরিমাণ; স্বর্ণরৌপ্যের পরিমাণ; শতপল পরিমাণ; (জ্যোতিষ) মেষাদি দ্বাদশ রাশির সপ্তম রাশি। তুল্+ক কর্তৃবা+আপ্। ২। সাম্য, তুলনা, সাদৃশ্য ("কি দিব শারদশশী সে মুখের তুলা"—ভারতচন্দ্র)। তুল্+ক ভাববা+আপ্। ৩। গৃহের উপরের কাঠ। তুল্+ক অধিবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

তুলাদণ্ড—দাঁড়ি, মাণদণ্ড, নিক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তুলাদান—নিজ দেহের পরিমাণ অনুসারে স্বর্ণাদিদান, তুলাপুরুষসংজ্ঞক মহাদান। তুলা দ্বারা দান, ৩য়াতৎ; বা, তুলাখ্য দান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তুলাধর—সূর্য্য; বাণিজ্যকারী, ব্যবসায়ী; তুলাদণ্ডধারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তুলাধার—বাণিজ্যকারী; দাঁড়ি-পাল্লার দড়ি; (জ্যোতিষ) তুলারাশি। উপতৎ; তুলা—ধৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

তুলাধারী (-ধারিন্)—যে ব্যক্তি ওজন করে। উপতৎ; তুলা—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধারিণী।

তুলান, তোলান—উঠান, উত্তোলিত করান। বাং ক্রি।

তুলাপুরুষ—যাহাতে আপনার ভারের পরিমাণ স্বর্ণাদি দান করা হয়, মহাদান-বিশেষ। তুলামিত পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

তুলাব্রত—তুলাপুরুষ-মহাদান। তুলাখ্য ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তুলামান—১। দাঁড়ি-পাল্লায় মাপা, তুলাদণ্ডে পরিমাণকরণ। ৩য়াতৎ। ২। দাঁড়ি-পাল্লা, তুলাদণ্ড। তুলাই মান, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তুলাযন্ত্র—দাঁড়ি-পাল্লা, তুলাদণ্ড, মাণদণ্ড।

তুলাযষ্টি—দাঁড়ি-পাল্লা, তুলাদণ্ড, মাণদণ্ড। তুলাই যষ্টি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তুলি, তুলী—১। চিত্রকরের ছবি-আঁকা লেখনী। 'তুলী'-শব্দজ। বি। ২। তাঁতীর তুরী, মাকু। তুল্+ই করণবা সংজ্ঞার্থে; বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তুলিত—যাহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে এমন, উপমিত; বিশেষ প্রকারে রন্ধন করা (মাংসাদি)। তুলি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—তুলনা।

তুল্য—সমান, সদৃশ। তুলা+যৎ সম্মিতার্থে। বিণ। বি—তুলনা।

তুল্য-কোণিক—যে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কোণগুলি পরস্পর সমান এমন (equiangular). তুল্য কোণ, কর্ম্মধা; তুল্য-কোণ+ইক যুক্তার্থে। বিণ।

তুল্যমূল্য—একই দামের, সমানমূল্যবিশিষ্ট। তুল্য মূল্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তুল্যযোগিতা—কাব্যালঙ্কার-বিশেষ [এক ধর্ম্মের সহিত একাধিক পদার্থের সম্বন্ধ হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

"ভবতলে যত নর ত্রিদিবে যত অমর
আর যত চরাচর।
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।"
—মাইকেল]।

তুল্যযোগিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

তুল্যাঙ্ক—(গণিত) যাহাদের মান সমান এমন; (পদার্থবিদ্যা) সমশক্তি (equivalent). তুল্য অঙ্ক যাহাদের, বহুব্রী। বি।

তুষ, তুস, তুঁষ—ধান্যাদির খোসা। তুষ্+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

তুষ-তুষলি—বালিকাদিগের ব্রতবিশেষ [পৌষ মাসে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়। স্বামীর সম্পদ্-বৃদ্ধির কামনায় নূতন ধান্যের তুষ এবং গোময় ও দূর্ব্বা দ্বারা গোলক প্রস্তুত করিয়া সর্ষপ-পুষ্পের দ্বারা পূজা করা হয়]। বাং প্র। বি।

তুষা—১। সন্তুষ্ট করা, তৃপ্ত করা। কবিপ্র। ক্রি। ২। ধান্যাদির খোসা, তুষ। তুষ+আপ্। বি; স্ত্রী।

তুষানল—তুষের আগুন, তুষাগ্নি; (তাহা হইতে) দীর্ঘকালস্থায়ী মনঃকষ্ট বা শোক। তুষের অনল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তুষার—১। বরফ, নীহার, হিম; জলকণা, গুড়ুনি বৃষ্টি; শৈত্য। বি; পুং। ২। শীতল। তুষ্+আরক্ কর্তৃবা। বিণ।

তুষারকণা—বরফের অতি ক্ষুদ্র টুকরা, হিমকণা, হিমজলের অতি ক্ষুদ্র বিন্দু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তুষারকর—১। চন্দ্র। তুষার (শীতল) কর যাহার, বহুব্রী। ২। কর্পূর। তুষারবর্ণ কর যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

তুষারগিরি—বরফ-ঢাকা পাহাড়, হিমালয়। তুষারমণ্ডিত গিরি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

তুষারধবল—বরফের মত সাদা, হিমশুভ্র। তুষারসদৃশ ধবল, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

তুষারমূর্ত্তি(র্তি), তুষারাংশু—চন্দ্র, হিমাংশু। তুষার মূর্ত্তি, অংশু যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

তুষারযুগ—পৃথিবী-গঠনের যুগবিশেষ (Ice-age). তুষারের যুগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

তুষ্ট—আহ্লাদিত; তৃপ্ত। তুষ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—তুষ্টি, তোষ।

তুষ্টি—সন্তোষ, তৃপ্তি; আনন্দ, হর্ষ। তুষ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—তুষ্ট।

তুস—'তুষ' দ্রঃ। [বি।

তুসসি—ধানের খোসা, তুষ। প্রাঃ কবিপ্র।

তুস্কা, তুস্কো—নামশূন্য কোন বিষয় বা বস্তু, বাজে জিনিস। বাং প্র। বি।

তুহিন—১। বরফ, হিম; জ্যোৎস্না। বি; ক্লীব। ২। শীতল। তুহ্+ইন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

তুহিনকর, -দীধিতি, তুহিনাংশু—চন্দ্র; কর্পূর। তুহিনশীতল বা তুহিনবর্ণ কর, দীধিতি, অংশু যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

তুহিনাদ্রি—হিমালয় পর্ব্বত। তুহিন-মণ্ডিত অদ্রি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

তুহু, তুহুঁ—তুমি। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তূণ—বাণ রাখিবার চোঙ্গা, ইষুধি, বাণাধার। তূণ্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তূণক—১৫-অক্ষরযুক্ত ছন্দোবিশেষ ("ভারতের তূণকের ছন্দোবন্ধ বাড়িছে"—ভারতচন্দ্র)। বি; ক্লীব।

তুণকি—তুঁতের মত বর্ণবিশিষ্ট, নীলবর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

তূণি—সঙ্কোচ। তূণ্+কি ভাববা। বি; স্ত্রী।

তূণী—১। বাণাধার, ইষুধি। তূণ্+ঈপ্। ২। সঙ্কোচ। তূণ্+ই ভাববা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তূণীর—বাণ রাখিবার চোঙ্গা, শরধি। তূণী—রা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তুৎ, তুঁৎ—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (এই বৃক্ষের পত্র গুটিপোকার খাদ্য)। 'তূথ'-শব্দজ। বি।

তুতক—তুঁতিয়া। বি; ক্লীব।

তুতপোকা—রেশমকীট, গুটিপোকা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

তুবর—নেড়া গরু, শৃঙ্গহীন বৃষ; দাড়িশূন্য পুরুষ, মাকুন্দ; নপুংসক; কষায় রস। তু+বর কর্ত্তৃবা (নিপাতনে ঊ)। বি; পুং।

তূর—বাদ্যযন্ত্র। ত্বর্+ক কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

তূরী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ত্বর্+ক কর্ম্মবা+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

তূর্ণ—১। শীঘ্র, দ্রুত। ক্রি-বিণ। ২। সত্বর। ত্বর্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

তূর্ণি—ত্বরা, বেগ। ত্বর্+ক্তি ভাববা। বি; [স্ত্রী।

তূর্য্য(র্য)—বিবিধ বাদ্যযন্ত্র; তূরী। তুর্+ণ্যৎ কর্ম্মবা (নিপাতনে ঊ)। বি; ক্লীব।

তূর্য্য(র্য)ধ্বনি—নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ; তূরীর শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তূল—১। কার্পাস; শিমুল তুলা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। আকাশ। তূল্+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

তূলক—কার্পাস। তূল+কন্ স্বার্থে। বি; [ক্লীব।

তুলট—তুলট (তাহা দ্রঃ)।

তুলনালী, -নালিকা—তুলার পাঁইজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তূলা—কার্পাস বা শিমুল হইতে জাত সূতা প্রস্তুত করার উপযুক্ত একপ্রকার শাদা পদার্থ। তূল্+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

তূলি, তূলী, তূলিকা—ছবিতে রঙ্ লাগাইবার তূলী, চিত্রসাধনী; বিছানার তোষক। তূল্+কি করণবা; পক্ষে ঈপ্; বিকল্পে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

তূষ্ণীক—নীরব, মৌনী। তূষ্ণীম্+ক শীলার্থে (ম্-এর লোপ)। বিণ।

তূষ্ণীম্ভাব—চুপ করিয়া থাকা, মৌনাবলম্বন। তূষ্ণীম্ (নীরব)—ভূ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

তূষ্ণীম্ভূত—নীরব, মৌনী। তূষ্ণীম্—ভূ+ক্ত [কর্ত্তৃবা। বিণ।

তৃণ—ঘাস, খড় প্রভৃতি (নারিকেল, তাল, বাঁশ প্রভৃতিও শাখাহীন বলিয়া তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্)। তৃহ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

তৃণকাণ্ড—(উদ্ভিদ্বিদ্যা) ঘাস প্রভৃতির গ্রন্থিযুক্ত সচ্ছিদ্র কাণ্ড বা ডাঁটা (culm). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

তৃণকুটী, -কুটীর—খড়ের ঘর, তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। তৃণাচ্ছাদিত কুটী, কুটীর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

তৃণকেতু—বাঁশ, বংশ; তালগাছ। ৭মীতৎ। [বি; পুং।

তৃণ-জলৌকা(ঃ)—ছিনে জোঁক। তৃণবাসী জলৌকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

তৃণজাতি—উলুখড়। তৃণ হইতে জাতি (জন্ম) যাহাদের, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

তৃণজীবী (-জীবিন্)—১। ঘাস খাইয়া প্রাণধারণকারী পশু। বি; পুং। ২। ঘাসব্যবসায়ী, ঘেসেড়া। উপতৎ; তৃণ—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী।

তৃণজ্ঞান—ঘাসের মত তুচ্ছ বোধ, ঘাসের মত সামান্য মনে করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তৃণতা—ঘাসের মত হীন অবস্থা। তৃণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

তৃণদ্রুম—নারিকেল তাল খেজুর সুপারি বাঁশ প্রভৃতি গাছ। তৃণসদৃশ দ্রুম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

তৃণধান্য—নীবার উড়িধান শ্যামাক প্রভৃতি। তৃণজাত ধান্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তৃণপুষ্প—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। তৃণের পুষ্প (তৎসদৃশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তৃণপূলী—চাঁচ, দরমা। তৃণ—পূল্+ক অধিবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তৃণবৎ—ঘাসের মত, তৃণতুল্য। তৃণ+বতিচ্ তুল্যার্থে। অব্য।

তৃণভোজী (-ভোজিন্)—ঘাসভক্ষণকারী, উদ্ভিজ্জভোজী। উপতৎ; তৃণ—ভুজ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভোজিনী।

তৃণরাজ—তালগাছ; নারিকেলগাছ। তৃণমধ্যে রাজা, ৭মীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

তৃণাগ্নি—খড়ের আগুন; যাহা খড়ের আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণেই নিভিয়া যায়। তৃণকৃত অগ্নি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

তৃণাঞ্চিত—ঘাস দিয়া সাজানো, তৃণশোভিত। তৃণ দ্বারা অঞ্চিত (শোভিত), ৩য়াতৎ। বিণ।

তৃণাদ—ঘাসভোজী, তৃণভক্ষক। উপতৎ; তৃণ—অদ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দী।

তৃণাবর্ত্ত(র্ত)—ঘূর্ণিবায়ু। তৃণ—আ—বৃৎ+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

তৃণাসন—মাদুর কুশাসন পাটী প্রভৃতি, তৃণের তৈয়ারী আসন। তৃণনির্ম্মিত আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তৃণোদ্ভব—১। যাহা ঘাস হইতে জন্মিয়াছে এমন, তৃণ হইতে উৎপন্ন। তৃণ হইতে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নীবার, উড়িধান; তৃণজাত অগ্নি। বি; পুং।

তৃতীয়—তিনের পূরক। ত্রি (তিন)+তীয় পূরণার্থে (ত্রি-স্থানে তৃ-আদেশ)। বিণ।

তৃতীয় প্রকৃতি—নপুংসক। **তৃতীয় মূল**—ঘনমূল (cube root). [যথা ৮-এর তৃতীয় মূল = $\sqrt[3]{৮}$ = ২]।

তৃতীয়ক—যাহা তিন দিনের দিন আসে এমন ('—জ্বর')। তৃতীয়+কন্ ভবার্থে। বি; পুং।

তৃতীয়া—১। পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পরে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে গণিত তৃতীয় দিন, তিথিবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। তিনের পূরণী। তৃতীয়+আপ্। বি; স্ত্রী।

তৃতীয়াকৃত—১। যাহা তিনবার চাষ করা হইয়াছে এমন (ক্ষেত্রাদি)। তৃতীয়+ডাচ্ (=তৃতীয়া)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। ২। তৃতীয়া-তিথিতে সম্পাদিত। তৃতীয়ায় কৃত, ৭মীতৎ। বিণ।

তৃতীয়াশ্রম—বানপ্রস্থাশ্রম। তৃতীয় আশ্রম, [কর্ম্মধা। বি; পুং।

তৃপ্ত—সন্তুষ্ট; আহ্লাদিত, হৃষ্ট; পূর্ণকাম। তৃপ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—তৃপ্তি।

তৃপ্তি—সন্তোষ; আহ্লাদ; তৃষ্ণানিবৃত্তি; ক্ষুন্নিবৃত্তি। তৃপ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—তৃপ্ত।

তৃষা, তৃষ্ণা—১। পিপাসা; ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা; লোভ। তৃষ্+অ, নক্ ভাববা+আপ্। বিণ—তৃষিত। ২। কামপত্নী; লাঙ্গলিকীবৃক্ষ। তৃষ্+অ, নক্ করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

তৃষাতুর, তৃষ্ণাতুর—পিপাসাকাতর; প্রবল আকাঙ্ক্ষার বশীভূত। তৃষা, তৃষ্ণা দ্বারা আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

তৃষার্ত্ত(র্ত), তৃষ্ণার্ত্ত(র্ত)—পিপাসাকাতর, তৃষ্ণাতুর। তৃষা, তৃষ্ণা দ্বারা আর্ত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

তৃষালু, তৃষ্ণালু—তৃষ্ণাযুক্ত; বাসনাপ্রবণ। তৃষা, তৃষ্ণা—লা+কু আছে অর্থে। বিণ।

তৃষিত—পিপাসু, তৃষ্ণাযুক্ত; ইচ্ছুক; লুব্ধ। তৃষা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—তৃষা, তৃষ্ণা।

তৃষ্ণা—'তৃষা' দ্রঃ।

তৃষ্ণাক্ষয়—পিপাসা-নিবৃত্তি; বাসনার নাশ; শম, শান্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তৃষ্ণাতুর—'তৃষাতুর' দ্রঃ।

তৃষ্ণার্ত্ত(র্ত)—'তৃষার্ত্ত' দ্রঃ।

তৃষ্ণালু—'তৃষালু' দ্রঃ।

তৃষ্য—১। লোভনীয়, বাঞ্ছনীয়। তৃষ্+ক্যপ্ কর্ম্মবা। বিণ। ২। লোভ; ইচ্ছা। তৃষ্+ক্যপ্ ভাববা। বি; ক্লীব।

তে—১। তিন (সাধারণতঃ কোন শব্দের পূর্ব্বে বসে)। 'ত্রি'-শব্দজ। বিণ। ২। সে, সেই। 'তদ্'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। ৩। কারকের বিভক্তিবিশেষ, দ্বারা, দিয়া, মধ্যে। 'তেন'-শব্দজ। ৪। পাদপূরক শব্দ বা কথার মাত্রা। 'তু'-শব্দজ। অব্য।

তে-আঁঠিয়া, তে-এঁঠে—তিনটি আঁঠিযুক্ত; তিনটি আঁঠির মত; অতীব ধূর্ত্ত। তে (তিন)+আঁঠি+আ, এ বিশিষ্টার্থে, সদৃশার্থে। বিণ।

তেইশ—ত্রয়োবিংশতি, ২৩-সংখ্যা; ২৩-সংখ্যক। 'ত্রয়োবিংশতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

তেইশে—মাসের ত্রয়োবিংশ দিবস। তেইশ+এ তারিখ অর্থে। বি বা বিণ।

তেউড়, তেউড়িয়া—বাঁশ কলা প্রভৃতি গাছের চারা। বাং প্র। বি।

তেওট—(সঙ্গীত) ১৪ মাত্রার তালবিশেষ। 'ত্রিবট' বা 'ত্রিপুট'-শব্দজ। বি।

তেওড়া—১। (সঙ্গীত) ১৪ মাত্রার তালবিশেষ। 'ত্রিপুট'-শব্দজ। বি। ২। বক্র। 'তির্য্যচ্'-শব্দজ। বিণ।

তেওড়ান—বাঁকান; বাঁকিয়া যাওয়া, মোচড়ানো। 'তির্য্যচ্'-শব্দজ। বাং ক্রি।

তেওয়ারি—তিন-দুয়ারি ঘর। বাং প্র। বি।

তেওয়ারী—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। 'ত্রিবেদী'-শব্দজ। বি।

তেওরা—তেওরা বা তীব্র তাল। 'ত্রিপুট'-শব্দজ। বি। [অব্য।

তেঁই—সেই হেতু, সেইজন্য। প্রাঃ কবিপ্র।

তেঁতুল—প্রসিদ্ধ অম্লফল, বৃক্ষাম্ল। 'তিন্তিড়ী'-শব্দজ। বি।

তেঁতুলিয়া, তেঁতুলে—তেঁতুলের মত আকারের; তেঁতুল-সংক্রান্ত। তেঁতুল+ইয়া, এ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ বা বি।

তেঁতুলে বিছা—তেঁতুলের মত লাল গাঁঠযুক্ত বিছা।

তেঁদড়, তঁ্যাদড়—দুরন্ত, দুর্ব্বৃত্ত, দুষ্ট। 'ছিত্বর'-শব্দজ। বিণ।

তেঁহ—তিনি, সে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তেঁহো—স্নেহ, ভালবাসা; তিনি। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা সর্ব্ব।

তেকাঁটা—তেশিরা মনসা গাছ। তে (তিন) কাঁটা যাহার, বহুব্রী। বি।

তে-কাঠা—তিনটি কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত আধারবিশেষ (সাধারণতঃ ইহা দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়); তেপায়া। তে (তিন) কাঠা যাহাতে, বহুব্রী। বি।

তে-কোণা(না)—তিনকোণা, ত্রিকোণযুক্ত। তে (তিন) কোণ(ন), কর্ম্মধা+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

তেগু, তেগুক—ত্যাগ করুক, ছাড়ুক। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

তে-চোখো—১। তিনচোখবিশিষ্ট, ত্রিচক্ষুঃ-সম্পন্ন। বিণ। ২। ক্ষুদ্রমৎস্যবিশেষ (ইহার ললাটস্থিত চিহ্নবিশেষকে চক্ষু বলিয়া ভ্রম হয়)। তে (তিন) চোখ, কর্ম্মধা+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বি।

তেজ—তৃতীয়-বারজাত, তৃতীয় (তেজবর, তেজপক্ষ)। 'ত্রিজ'-শব্দজ। বিণ।

তেজঃ (তেজস্), **তেজ**—১। পরাক্রম, শক্তি; প্রাণ গেলেও অপমানাদি সহ্য করিতে না পারা; প্রভাব, প্রতাপ; তীক্ষ্ণতা; পৌরুষ; আলোক, দীপ্তি। তিজ্+অস্ ভাববা। ২। শুক্র, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ; স্বর্ণাদি ধাতু; ঘৃত; মজ্জা, সারাংশ; পঞ্চভূতের অন্যতম। তিজ্+অস্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

তেজকটাল—(ভূবিদ্যা) অমাবস্যা পূর্ণিমা ইত্যাদি তিথিতে নদী প্রভৃতির জোয়ার-ভাটার প্রবলতা (spring-tide) বাং প্র। বি।

তেজন—১। উজ্জ্বল করা; ধারাল করা, পালিশ করা। তিজ্+অনট্ ভাববা। ২। বাঁশ; মুঞ্জ। তিজ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

তেজপত্র—তেজপাত। তেজ (তীক্ষ্ণ) পত্র, কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

তেজপাত, -পাতা—তেজপত্র। 'তেজপত্র'-শব্দজ। বি। [বাং প্র। বিণ।

তেজবরে—তৃতীয় বার বিবাহকারী।

তেজস্কর—তেজোবৃদ্ধিকারক, তেজাল; শক্তিকারক। উপতৎ; তেজস্—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

তেজস্ক্রিয়—(রসায়ন) রেডিয়ম ধাতুর ন্যায় আলোক ও তেজ বিকিরণের ক্ষমতাযুক্ত, যাহা হইতে একপ্রকার আলোকরশ্মি আপনা হইতেই বাহির হয় এমন (radio-active)। তেজঃপূর্ণা ক্রিয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তেজস্বান্ (-স্বৎ)—প্রভাবশালী; বলবান্; তেজোবিশিষ্ট। তেজস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—স্বতী।

তেজস্বিতা—তেজোবিশিষ্টতা; প্রভাবশালিতা; বলবত্তা। তেজস্বিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—তেজস্বী (-স্বিন্)।

তেজস্বী (-স্বিন্)—যে অন্যায় সহিতে পারে না এরূপ; পরাক্রান্ত; প্রভাবশালী, বলবান্; দীপ্তিমান্; তেজোবিশিষ্ট। তেজস্+বিন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—স্বিনী।

তেজা—ত্যাগ করা। কবিপ্র। ক্রি। [প্রাচীন কবিতায় 'তেজা' ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ—**তেজই**—ত্যাগ করে। **তেজব**—ত্যাগ করিবে; ত্যাগ করিব। **তেজবি**—ত্যাগ করিবে। **তেজয়ে**—ত্যাগ করে। **তেজল, তেজলি**—ত্যাগ করিল। **তেজলু, তেজলুঁ**—ত্যাগ করিলাম। **তেজসি**—ত্যাগ করিতেছ। **তেজহ**—ত্যাগ কর]।

তেজারৎ, তেজারতি, তেজারতী—ব্যবসায়, কারবার; সুদী কারবার, মহাজনী। আর্বী। বি।

তেজাল—তেজোবিশিষ্ট, তেজী; ঝাঁজাল। তেজ+আল যুক্তার্থে। বিণ।

তেজিত—যাহা ধারাল হইয়াছে, শাণিত; মার্জ্জিত; উত্তেজিত। তিজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

তেজিমন্দি—(অর্থনীতি) বাজার দরের উঠা-নামা, দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি। তেজি ও মন্দি, দ্বন্দ্ব। বি।

তেজিষ্ঠ—অতিশয় তেজস্বী। তেজস্বিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

তেজী—তেজাল, তেজস্বী; উচ্চ, চড়া; তৃতীয়-বার প্রসূতা ('—গাভী')। বাং প্র। বিণ।

তেজীয়ান্ (-য়স্)—অত্যন্ত তেজস্বী। তেজস্বিন্+ঈয়সুন্ অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়সী।

তেজোগর্ভ(র্ভ)—তেজোবিশিষ্ট, তেজঃপূর্ণ। তেজঃ গর্ভে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

তেজোনিধি—১। তেজের আধার, অতি তেজস্বী। বিণ। ২। অগ্নি; সূর্য্য; দুর্ব্বাসা। তেজের নিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তেজোময়—জ্যোতির্ম্ময়, তেজঃপূর্ণ, দীপ্তিশীল। তেজস্+ময়ট্ প্রাচুর্য্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

তেজোমূর্ত্তি(র্তি)—১। সূর্য্য। বি; পুং। ২। তেজোযুক্ত। তেজঃ মূর্ত্তি যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

তেজোরূপ—১। ব্রহ্ম। বি; ক্লীব। ২।

জ্যোতিঃস্বরূপ। তেজঃ রূপ যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

তেজোহীন—তেজঃশূন্য, তেজোরহিত, নিস্তেজ। তেজ ('তেজস্'-শব্দ) দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

তেঞি—১। তিনি, সেই ব্যক্তি। সর্ব্ব। ২। তাহাতে; সেই জন্য। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

তেড়—তেউড়, কলাগাছের গোড়ার চারা গাছ। 'তেউড়'-শব্দজ। বি।

তেড়্ছ, তেড়্ছা, তেড়া, তেরছ, তেরছা—বাঁকা, বক্র। 'তির্য্যচ্'-শব্দজ। বিণ।

তেড়ী(ড়ি)—টেরি, বাঁকা সীঁথি। বাং প্র। বি। **তেড়ী(ড়ি)কাটা**—মাথায় সিঁথি করিয়া চুল আঁচড়ান।

তেতলা, তেতালা—তিন-তলাবিশিষ্ট। 'ত্রিতল'-শব্দজ। বিণ।

তেতালা—(সঙ্গীত) বোল মাত্রার তাল বিশেষ। 'ত্রিতাল'-শব্দজ। বি।

তেতাল্লিশ—সংখ্যাবিশেষ, ৪৩; ৪৩-সংখ্যক। 'ত্রিচত্বারিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

তেতো—তিক্ত। 'তিক্ত'-শব্দজ। প্রাদে। বিণ।

তেত্রিশ—সংখ্যাবিশেষ, ৩৩; ৩৩-সংখ্যক। 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

তেথরি(রী)—তিন সারি করিয়া সাজানো; তিনটি স্তবকবিশিষ্ট; তিনটি স্তরের। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

তেন—সেইরূপ, তাদৃশ; সেই জন্য। তদ্+তৃতীয়াস্থানে এন। প্রাচীন বাঙ্গালা। অব্য।

তেনা—নেক্‌ড়া, ছিন্নবস্ত্র। প্রাঃ কবিপ্র। প্রাদে। বি।

তেপলতে—গাছবিশেষ। বাং প্র। বি।

তেপান্তর—নির্জ্জন বিস্তীর্ণ মাঠ; রূপকথার সুবৃহৎ মাঠবিশেষ। 'ত্রিপ্রান্তর'-শব্দজ। বি।

তে-পায়া—ত্রিপদবিশিষ্ট আধার; কাঠ-নির্ম্মিত ত্রিপদ আধার। তে (তিন) পায়া যাহার, বহুব্রী। বি।

তেমন—সেইরূপ, তাদৃশ। সে+মন প্রকারার্থে। বিণ।

তেমনই, তেমনি—তাদৃশ, তদনুরূপ। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

তে-মাথা—তিন পথের মিলনস্থল, তেরাস্তা। তে (তিন) মাথা যাহার, বহুব্রী। বি।

তে-মোহানা, তে-মুহানি, তেমুয়ানি—তিন নদীর মিলনস্থান। তে (তিন) মোহানার, মুহানির, মুয়ানির সমাহার, সমা দ্বিগু। বি। [কবিপ্র। ক্রি।

তেয়াগা—ত্যাগ করা, বিসর্জ্জন করা।

তেয়্যা—তেয়ার করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

তের—ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৩; ১৩-সংখ্যক। 'ত্রয়োদশ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

তেরচা—বাঁকা, বক্র, আড়; বক্রভাবে, আড়ভাবে। 'তির্য্যচ্'-শব্দজ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

তেরছ—বক্র, কুটিল। 'তির্য্যচ্'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

তেরপল—তিরপল (তাহা দ্রঃ)।

তেরস্পর্শ—এক অহোরাত্রের মধ্যে তিন তিথির সংযোগ। 'ত্র্যহস্পর্শ'-শব্দজ। বি।

তেরাত্তির—অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দেব-মন্দিরাদিতে তিন অহোরাত্র উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকা। 'ত্রিরাত্র'-শব্দজ। বি।

তেরি—(তুচ্ছার্থক) তোমার। বাং প্র। সর্ব্ব।

তেরিজ—বৃদ্ধি করা; যোগ করা। আর্বী। বি।

তেরিমেরি—চোট্‌পাট্; কড়া কথা বলা; কটুবাক্য বলা। হিন্দীমূলক। বি।

তেরিয়া—মারমুখো; উদ্ধতস্বভাব, উগ্রপ্রকৃতি। বাং প্র। বিণ।

তেরিয়ান্—মারমুখো; উদ্ধত; মর্দ্দ। বাং প্র। বিণ।

তেল—১। সরিষা তিল প্রভৃতির স্নেহময় পদার্থ। 'তৈল'-শব্দজ। বি। **তেল দেওয়া**—তৈল প্রয়োগ করা; তোষামোদ করা। **তেল হওয়া**—শরীরের চর্ব্বি হওয়া; দর্প হওয়া। ২। অহঙ্কার। বাং প্র। বি।

তেলকল—তেল বাহির করিবার যন্ত্র, ঘানী। তেলের কল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

তেলকালি—চক্‌চকে ঘন কালো রং। বাং প্র। বি।

তেল-কুচকুচে, -চুকচুকে—তেল মাখা-ইলে যেমন চক্‌চক্ করে তেমনি। উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

তেলচিটা, -চিটে, -চট্‌চটে—যাহা তেল লাগিয়া ময়লা হইয়াছে এবং ধরিলে আটা আটা লাগে এমন। বাং প্র। বিণ।

তেলতেলে—তৈলচিক্কণ, চক্‌চকে। বাং প্র। বিণ। [বি।

তেল-ধুতি—স্নানের বস্ত্র। মধ্যপ কর্ম্মধা।

তেল-পড়া—মন্ত্রপূত তৈল। বাং প্র। বি।

তেলা—তৈলাক্ত; মসৃণ, অবন্ধুর। তেল+আ যুক্তার্থে। বিণ।

তেলাকুঁচা—ফলবিশেষ, বিম্বফল (এই ফল পাকিলে রক্তবর্ণ ধারণ করে)। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বিণ।

তেলানিয়া, তেলানে—অগভীর, চ্যাপটা।

তেলাপোকা—আরশুলা। নিত্য কর্ম্মধা। বি।

তেলাম—তৈলাক্ত, তৈলাক্তভাব; বাড়া-বাড়ি; অগ্রাহ্যভাব। বাং প্র। বি।

তেলামাথা, তেলোমাথা—তৈলাক্ত-মস্তক; অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। কর্ম্মধা। বি। **তেলামাথায় তেল দেওয়া**—যাহার যে জিনিস প্রচুর রহিয়াছে তাহাকে আবার সেই জিনিসই দেওয়া।

তেলি, তেলী—বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। 'তৈলিক'-শব্দজ। বি।

তেলিঙ্গা—দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী। বিণ।

তেলেগু—দক্ষিণ-ভারতের ভাষাবিশেষ। 'ত্রিকলিঙ্গ'-শব্দজ। বি।

তেলেঙ্গা—অতি মসৃণ একপ্রকার ক্ষুদ্র সর্প। বাং প্র। বি।

তেলেবেগুনে—(ফুটন্ত তেলে বেগুন ফেলিয়া দিলে চড়বড় করিয়া উঠে; তাহা হইতে) ভীষণ ক্রুদ্ধ, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা। বাং প্র। অব্য।

তেলো—১। তালু; হস্ততল। 'তালু' ও 'তল'-শব্দজ। বি। ২। তৈলাক্ত, তেলা। তেল+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

তেশিরা—তিনটি শির বা পলযুক্ত। তে (তিন) শির, কর্ম্মধা+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

তেষট্টি—৬৩-সংখ্যা; ৬৩-সংখ্যক। 'ত্রিষষ্টি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

তেষ্টা—পিপাসা। 'তৃষ্ণা'-শব্দজ। বি।

তেসনী—তিন বৎসরের জন্য; ত্রিবার্ষিক। বাং প্র। বিণ।

তেসরা—মাসের তৃতীয় দিন। বাং প্র। বি।

তেহাই—১। এক-তৃতীয়াংশ, তিন ভাগের একভাগ ("অর্দ্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে"—শুভঙ্কর)। কবিপ্র। ২। তবলা প্রভৃতি বাদনে বারত্রয় আবর্ত্তিত হইয়া সমে আগত বোল। 'ত্রিঘাত'-শব্দজ। বি।

তেহাতি—যাহা মাপে তিন হাত এমন। তে (তিন) হাত, কর্ম্মধা+ই বিশিষ্টার্থে। বিণ।

তেহারা—তিনগুণ; তিনটি ভাঁজযুক্ত। বাং প্র। বিণ।

তৈ—১। একপ্রকার ছোট কড়াই। বাং প্র। বি। ২। তাই, সেই জন্য। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

তৈঁ—তেই। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

তৈক্ষ্ণ্য—তীক্ষ্ণতা; উষ্ণতা, তেজঃ। তীক্ষ্ণ+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লীব।

তৈখন—সেই সময়ে; তৎকাল। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

তৈছন, তৈসন—১। সেইরূপ, তাদৃশ। বিণ। ২। সেই সময়। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

তৈছে, তৈসে—সেরূপ, তাদৃশ; সেরূপে। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

তৈজস—১। পিতল কাঁসা প্রভৃতি ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত ('—পদার্থ'); জ্যোতির্ম্ময়। তেজস্+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—সী। ২। ধাতুদ্রব্য; পিতল কাঁসা প্রভৃতির পাত্র; ঘৃত; তীর্থবিশেষ। তেজস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

তৈজসাবর্ত্তি(র্তি)নী—ধাতুদ্রব্য গলাইবার পাত্র বা মুচি। তৈজসের আবর্ত্তিনী (গলাইবার পাত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

তৈত্তিরীয়—তিত্তিরিসম্বন্ধীয় ; তিত্তিরি-প্রোক্ত যজুর্ব্বেদশাখা ও তদধ্যায়ী [এতৎসম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, বৈশম্পায়ন মুনি ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া শিষ্যগণকে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের আজ্ঞা করিলে তাঁহার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে অসম্মত হন। তখন বৈশম্পায়ন তাঁহাকে শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিতে বলেন ; তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকটে শিক্ষিত বচনগুলি বমন করিলে অন্যান্য শিষ্যগণ তিত্তির পক্ষীর রূপ ধরিয়া ঐগুলি গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁহারা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। আর, তিত্তিরিপ্রোক্ত যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষও তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিয়া কথিত হইল]। তিত্তিরী+ঈয় সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ।

তৈত্তিরীয়া—যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষ। তিত্তিরি (যজুর্ব্বেদ)+ঈয় সম্বন্ধীয়ার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

তৈনাত, তৈনাতি—বাহাল, নিয়োগ ; তৈনিতি (তাহা দ্রঃ)। আর্বীমূলক। বি।

তৈনিতি—যাহাকে বিশেষ কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় ; গোমস্তার প্রার্থনামত সদর কাছারী হইতে যে লোক মফঃস্বলে প্রেরিত হয় সেই ব্যক্তি। আর্বী। বি।

তৈয়ার, তৈয়ারি, তৈয়ারী, তৈরি, তৈরী—১। প্রস্তুত, নির্ম্মিত ; উদ্যত ; পক্ব। বিণ। ২। প্রস্তুতকরণ, নির্ম্মাণ। ফার্সী। বি।

তৈর্থিক—শাস্ত্রকার কপিল কণাদ প্রভৃতি। তীর্থ (দর্শনশাস্ত্র)+ইক কৃতার্থে। বি ; পুং।

তৈল—তেল, তিলাদির স্নেহময় পদার্থ। তিল+অণ্ বিকারার্থে। বি ; ক্লীব। বিণ—তৈলিক, তৈলিত, তৈলীয়।

তৈলকার—তেলি ; কলু। উপতৎ ; তৈল—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি। স্ত্রী,—কারী।

তৈলকিট্ট—খৈল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

তৈলঙ্গ—কর্ণাটের পূর্ব্ব ও দ্রাবিড়ের পূর্ব্বোত্তরস্থিত দেশবিশেষ ; তত্রত্য অধিবাসী ; স্বনামখ্যাত সাধু। 'ত্রিকলিঙ্গ'-শব্দজ। অর্ব্বাচীন সংস্কৃত। বি ; পুং।

তৈলনিষিক্ত—তেলে ভিজান, তৈলার্দ্র। ৩য়াতৎ। বিণ। [৩য়াতৎ। বিণ।

তৈলপক্ব—তেলে ভাজা (খাদ্যাদি)।

তৈলপা, তৈলপায়িকা—তেলাপোকা, আরশুলা। তৈল—পা+ক, ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

তৈলবীজ—হৈমধান্য ; তিলসর্ষপাদি। তৈলোৎপাদক বীজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

তৈলযন্ত্র—তেলের ঘানি, তৈলাদি-নিষ্কাশনার্থ যন্ত্রবিশেষ। তৈলনিষ্পেষক যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

তৈলশালা—ঘানিঘর ; তৈলনিষ্কাশন-গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

তৈলসেক—তেল দিয়া ভিজান, তৈলপ্রদান ; তোষামোদ করা। ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

তৈলস্ফটিক—একপ্রকার মসৃণ কঠিন উদ্ভিজ্জ পদার্থ—ইহা সমুদ্রতীরে জন্মে ; তৃণমণি (amber). মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

তৈলিক—১। তৈলকার, কলু। তৈল+ইক পণ্য ইহার এই অর্থে। বি ; পুং। ২। তৈলসম্বন্ধীয়। তৈল+ইক সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

তৈলী (তৈলিন্)—তেলী ; কলু। তৈল+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং। স্ত্রী—তৈলিনী।

তৈলীয়—তেলসম্বন্ধীয়। তৈল+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

তৈসন—'তৈছন' দ্রঃ।

তৈসে—'তৈছে' দ্রঃ।

তো—১। তবে, তাহা হইলে ; নিশ্চয়তা দৃঢ়তা ইত্যাদি জ্ঞাপক ; জোর প্রয়োগ অর্থে ; অবধারণ অর্থে ; প্রশ্নার্থে ; পাদপূরণে ; কিন্তু ; পক্ষে ; প্রতিজ্ঞাসূচক ; কোমলতা-জ্ঞাপক ; পরিমাণসূচক ; বটে। বাং প্র। অব্য। ২। স্তবক, ভাঁজ। বি। ৩। তুমি, তুই ; তোমার, তোর। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তোই—তুমি, তুই ; তোমাকে, তোকে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তোক—১। শিশু, ছোট ছেলে বা মেয়ে। তু+কন্ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। ২। দণ্ড দিবার জন্য শৃঙ্খলবিশেষ, হাতকড়ি। আর্বী 'তব্‌ক্'-শব্দজ। বি।

তোকমারি, -মারী—একপ্রকার ক্ষুদ্র বীজ (এই বীজগুলি জলে ফুলিয়া উঠে। এই বীজে সামান্য জল দিয়া ব্রণাদির উপর প্রলেপ দিলে উহা ফাটিয়া যায়)। ফার্সী 'তোখম্-ই-রৈহান'-শব্দজ। বি।

তোকানি-মোকানি—জনরব ; তুই-তোকারি। বাং প্র। বি।

তোখোড়—ধুরন্ধর, ধড়িবাজ। 'তীক্ষ্ণকর'-বা 'তীক্ষ্ণ-কর্ম্মা'-শব্দজ। বিণ।

তোজদান—বারুদের পাত্র ; বন্দুকের সাজ। বি। [বি।

তোজন—একপ্রকার ধান। প্রাঃ কবিপ্র।

তোটক—দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ ("দ্বিজ ভারত ভণে তোটক ছন্দে"—ভারতচন্দ্র)। তুট্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

তোড়—১। স্রোতের প্রবল বেগ বা গতি ; প্রবলতা, চোট। বাং প্র। বি। ২। ভেদ ; দ্বিধাকরণ, ছেদন, আঘাত। তুড়্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

তোড়ং, তোরং—পেটিকা, পেঁড়া, ট্রাঙ্ক। ইং 'trunk'-শব্দজ। বি।

তোড়ক—যে ভাঙ্গিয়া ফেলে এরূপ, ভঞ্জক। তুড়্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—তোড়িকা।

তোড়-জোড়—আয়োজন, অনুষ্ঠান ; জোগাড়যন্ত্র ; প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। বাং প্র। বি। [অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

তোড়ন—ভাঙ্গিয়া ফেলা ; হিংসন। তুড়্+

তোড়া—১। টাকা রাখিবার থলি ; মুদ্রাধার, পুষ্পের কৃত্রিম গুচ্ছ বা স্তবক ; পায়ের গহনাবিশেষ। আর্বী 'তুর্‌রাহ্'-শব্দজ। বি। ২। ভাঙ্গিয়া ফেলা ; ছিন্ন করা ; খুলিয়া ফেলা। ক্রি। [তোড়ই—ভাঙ্গে। তোড়ত—ভাঙ্গে ; পৃথক্ করে ; ছিঁড়িয়া ফেলে। তোড়ল—ভাঙ্গিল ; খসাইল, খুলিয়া ফেলিল]। ৩। তিরস্কার ; কটূক্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [ক্রি।

তোড়ান—টাকা প্রভৃতি ভাঙ্গান। হিন্দী।

তোড়ানি, তোড়ানী—১। ভাঙ্গানি ; পরিবর্ত্তিত মুদ্রাদি, ভাঙ্গানির মূল্য, বাটা। হিন্দী। ২। কাঁজি, আমানি। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি ; স্ত্রী।

তোড়ি, তোড়ী—(সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ।

তোতলা—উচ্চারণকালে যাহার কথা জড়াইয়া যায় এরূপ, অস্ফুটবাক্, অস্পষ্টভাষী। বাং প্র। বিণ। বি,—লাম, —লামি। ক্রি,—লান।

তোতা—টিয়া পাখী, শুকপক্ষী ; যে সকল পাখী কথা উচ্চারণ করিতে পারে তাহারা। ফার্সী। বি।

তোতোকার—তুইতোকারি (তাহা দ্রঃ)।

তোপ—কামান, আগ্নেয় অস্ত্র। তুর্কী। বি।

তোপখানা—কামানঘর, কামান রাখিবার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

তোপচিনি—মসলাবিশেষ, ওষধিবিশেষ, একপ্রকার বচ। ফার্সী 'তোবচীনী'-শব্দজ। বি।

তোপচী—যে কামান দাগে। বাং প্র। বি।

তোপধ্বনি—কামান দাগার শব্দ। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

তোফা—অত্যুৎকৃষ্ট, অপূর্ব্ব, অত্যুত্তম। আর্বী। বিণ। [বাং প্র। বিণ।

তোবড়া—টোল-খাওয়া ; শুকাইয়া-যাওয়া।

তোবড়ান—১। দুমড়ান ; বাঁকান ; টোল খাওয়ান। বাং ক্রি। ২। টোল খাওয়া ; বাঁকা ; দুমড়ান। তোবড়া+ন কর্ম্মবা। বিণ।

তোবা—অনুতাপ, খেদ ; ভবিষ্যতে পাপ না করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা ; ধিক্কারসূচক শব্দ। আর্বী। বি।

তোমর—অস্ত্রবিশেষ, লৌহশাবল ; হস্ত-ক্ষেপ্য দণ্ডবিশেষ ; রায়বাঁশ। তো—মৃ+অচ্ করণবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

তোমরা—মধ্যম পুরুষের প্রথমার বহুবচন। সর্ব্ব। [কবিপ্র। সর্ব্ব।

তোমা—তুমি; তোমাকে; তোমার।

তোয়—১। জল; (জ্যোতিষ) পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র। তু+কোয় কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। তোমাকে, তোকে; তোমাতে, তোতে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

তোয়কৃচ্ছ্র—১। জলমাত্র-পানরূপ ব্রত-বিশেষ। তোয়সাধ্য কৃচ্ছ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। জলাভাবজনিত কষ্ট। তোয়বিষয়ক কষ্ট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তোয়ডিম্ব—শিল, করকা। তোয়ের ডিম্ব (তৎসদৃশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তোয়দ—১। মেঘ, জলদ; মুস্তক। বি; পুং। ২। ঘৃত। বি; ক্লীব। ৩। জলদাতা। উপতৎ; তোয়—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

তোয়দাগম—বর্ষাকাল, মেঘাগম। তোয়-দের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তোয়ধর—জলধর, মেঘ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তোয়ধি, -নিধি—সমুদ্র, জলধি। তোয়—ধা, নি—ধা+কি অধিবা। বি; পুং।

তোয়বিম্ব—জলবিম্ব, জলবুদ্বুদ। তোয়ের বিম্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

তোয়াক্কা—সংস্রব, সম্পর্ক; খাতির; আশা, ভরসা। আর্বী 'তবাক্কা'-শব্দজ। বি।

তোয়াক্কা না করা—কাহারও কথা গ্রাহ্য না করা; কাহারও মুখ না চাওয়া।

তোয়াজ—যত্ন; খাতির, আদর। আর্বী 'তবাজজাহ্'-শব্দজ। বি।

তোয়াঞ্জলি—জলাঞ্জলি, অঞ্জলিপূর্ণ জল। তোয়ের অঞ্জলি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তোয়াধার—জলাশয়। তোয়ের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তোয়ালে—গামছা, গাত্রমার্জ্জনী; হাত মুখ মুছিবার জন্য স্থূল বস্ত্রখণ্ড। ইং 'towel' বা পোর্ত্তুগীজ 'toalha'-শব্দজ। বি।

তোরঙ্গ—পেটরা, টিনের বাক্সবিশেষ। ইং 'trunk'-শব্দজ। বি।

তোরণ—১। বহির্দ্বার, ফটক, গেট্; বারাণ্ডা; চাঁদনী। তুর্+অনট্ অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। কন্ধরা, কাঁধ। তুর্+অন কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

তোরা—১। পাগড়ীর উপরে লাগানো পাখীর পালক, উষ্ণীষের ভূষণবিশেষ ("মাণিক কলগী তোরা চক্‌মকে হীরা।"—ভারতচন্দ্র)। ২। তোড়, প্রাবল্য; তেজ, শক্তি। বি। ৩। তোমার; তোর। প্রাঃ কবিপ্র। ৪। তোমরা (অনাদরার্থে)। বাং প্র। সর্ব্ব।

তোল—১। ১ ভরি, ১ তোলা, ১৬ মাষা। তুল্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। ২। উঠান, উত্তোলন করা। বাং ক্রি।

তোলক—১ তোলা, ১ ভরি, ১৬ মাষা। তোল (১)+কন্ স্বার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

তোলন—ওজন, তৌল করা; উত্থাপন, উঠান। তুল্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

তোলপাড়, তোলাপাড়া—১। ওলট-পালট; তুমুল আন্দোলন; আলোড়ন। দ্বন্দ্ব। বি। ২। ওলটপালট; উপদ্রুত; বিরক্ত। বাং প্র। বিণ।

তোলা—১। এক ভরি বা আশী রতি। 'তোল'-শব্দজ। ২। ওজন। তুল্+ণিচ্+অচ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। হাটে বা বাজারে বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে কর-স্বরূপে দ্রব্য বা অর্থ গ্রহণ। তুল্+আ ভাববা। বি। ৪। যাহা একস্থান হইতে অপরস্থানে লইয়া যাওয়া যায় এমন ('—উনুন'); যাহা উঠান হইয়াছে এরূপ; লিখিত; সঞ্চিত; স্মৃতিগত; পোষাকি। তুল্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ৫। উত্তোলন করা; উত্থাপন করা; মনে আনা; নিম্ন অবস্থা হইতে উন্নত করা; জাগান; উপড়ান; উঠাইয়া দেওয়া; (চাকরীতে) জবাব দেওয়া; বাহির করিয়া ফেলা; চয়ন করা; চড়ান; প্রচার করা; কাপড়ের ছিদ্র মেরামত করা। বাং ক্রি। **কথা তোলা**—রটনা করা; প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। **গা তোলা**—উঠিয়া বসা। **গাছে তোলা**—মিথ্যা আশা-ভরসা দেওয়া; অতিরিক্ত প্রশংসা করা। **গায়ে হাত তোলা**—প্রহার করা। **গুজব তোলা**—রটনা করা। **ঘর তোলা**—ঘর তৈয়ারি করা। **চাঁদা তোলা**—চাঁদা সংগ্রহ করা। **জাতে তোলা**—স্ব-সমাজভুক্ত করিয়া লওয়া। **তান তোলা**—গান গাহিতে আরম্ভ করা। **দাদ তোলা**—পূর্ব্বশত্রুতার প্রতিশোধ লওয়া। **দুধ তোলা**—দুধ বমি করা (শিশুদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য)। **পটল তোলা**—(পটল হইলে গাছ মরিয়া যায়, তাহা হইতে) মারা যাওয়া। **পিঠের চামড়া বা ছাল তোলা**—অতিশয় প্রহার করা। **মাথা তোলা**—উন্নতি লাভ করা। **মুখ তোলা, মুখ তুলিয়া চাওয়া**—প্রসন্ন হওয়া; কৃপাদৃষ্টি করা; অনুগ্রহ দেখান। **হেঁসেল তোলা**—রন্ধন ও ভোজনের শেষে রান্নাঘর পরিষ্কার করিয়া রান্নাঘরের কাজ শেষ করা।

তোলাপাড়া—'তোলপাড়' দ্রঃ।

তোলো, তোলোহাঁড়ী—বড় হাঁড়ী। পোর্ত্তুগীজ 'talha'-শব্দজ। বি।

তোল্য—যাহা ওজন করিতে হইবে। তুল্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

তোশক—বিছানা, ক্ষুদ্র গদি। ফার্সী। বি।

তোশদান—বন্দুকের গুলি বা বারুদ রাখিবার পাত্র। ফার্সী। বি।

তোশা, তোষা—খাদ্যদ্রব্য। ফার্সী। বি।

তোশাখানা—ভাণ্ডার; যে ঘরে নানা আসবাবপত্র থাকে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

তোষ—সন্তোষ, তৃপ্তি, হর্ষ, আহ্লাদ। তুষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—তুষ্ট।

তোষক—১। সন্তোষজনক, তৃপ্তিসাধক। তুষ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—তোষিকা। ২। শয্যা, ক্ষুদ্র গদি। ফার্সী। বি।

তোষণ—১। সন্তুষ্টকরণ, তৃপ্তিসাধন। তুষ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। সন্তোষসাধন বস্তু। তোষি+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—তোষণীয়, তোষিত। ৩। সন্তোষযুক্ত। তুষ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ। ৪। তুষ্ট হওয়া, তৃপ্ত হওয়া, আনন্দিত হওয়া। তুষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

তোষণ-নীতি—বিপক্ষকে অথবা সমা-লোচকদিগকে কোনরূপ আক্রমণ না করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবার নীতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তোষণীয়—যাহাকে তুষ্ট করা যায় বা উচিত এমন। তুষ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—তোষণ।

তোষা—'তোশা' দ্রঃ।

তোষাখানা—তোশাখানা (তাহা দ্রঃ)।

তোষামুদে—তোষামোদকারী, যে অসত্য প্রিয়বাক্য বলিয়া মন যোগায় এরূপ। তোষামোদ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

তোষামোদ—খোসামোদ, মন যোগান; চাটুকারিতা। ফার্সী 'খুশামদ'-শব্দজ। বি।

তোষিত—যাহাকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে এমন, সন্তোষিত। তুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—তোষণ।

তোসদান—তোশদান (তাহা দ্রঃ)।

তোহার, তোঁহার, তোহারা, তোঁহারা, তোহারি, তোঁহারি—তোমার, তোর। হিন্দীমূলক। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। [কবিপ্র। সর্ব্ব।

তোহে—তোমাকে; তোমাতে। প্রাঃ

তৌজি, তৌজী—প্রজার নামে কত পরিমাণ জমী খাজনা ইত্যাদির হিসাব-পত্র। আর্বী। বি।

তৌর্য্য(র্য)—তুরী প্রভৃতির বাদ্যের শব্দ, তূর্য্যবাদ্য। তূর্য্য+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব।

তৌর্য্য(র্য)ত্রিক—সমবেত নৃত্যগীতবাদ্য। তৌর্য্যোপলক্ষিত ত্রিক (তিনটি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

তৌল—১। মাপন, পরিমাণক্রিয়া। তুলা+অণ্ স্বার্থে। ২। তুলাযন্ত্র, নিক্তি। তুলা+অণ্ পরিমাণার্থে; অথবা, তুলা (তুলাযন্ত্র)+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

তৌলনিক—তুলনা-কৃত; তুলনা-সংক্রান্ত (comparative). তুলনা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নিকী।

তৌলিক—১। যে ছবি আঁকে, চিত্রকর, পটুয়া। তুলিকা+অণ্ অথবা তুলা+ইক তদ্দ্বারা জীবনধারণ করে অর্থে। বি। ২। পরিমাণকারী, কয়াল। তুলা+ইক বা তুলিকা+অণ্ করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ত্বক্ (ত্বচ্)—চামড়া, চর্ম্ম, ছাল; স্পর্শেন্দ্রিয়; বল্কল; দারুচিনি [দেহত্বকের সাতটী স্তর আছে; এই স্তরগুলি পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয়; যথা,—অবভাসিনী, লোহিতা, শ্বেতা, তাম্রা, বেদিনী, রোহিণী এবং স্থূলা]। ত্বচ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

ত্বক্‌পঞ্চক—বট অশ্বত্থ যজ্ঞডুমুর শিরীষ ও পাকুড়—এই পাঁচটি গাছের বাকল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ত্বক্‌সার—তল্লা বাঁশ; দারুচিনি। ত্বক্ সার যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্বক্‌সারা—বংশলোচনা। ত্বকসার+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্বগিন্দ্রিয়—চামড়া, চর্ম্ম, স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বক্ই ইন্দ্রিয়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ত্বগ্‌দোষ—১। কুষ্ঠরোগ। ত্বকে দোষ যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। ত্বকে দোষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্বদীয়—তোমার, ত্বৎসম্বন্ধীয়। যুষ্মদ্+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ত্বদ্বিধ—তোমার মত, ত্বৎসদৃশ। তোমার ন্যায় বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্বরণ, ত্বরা, ত্বরি—বেগ, শীঘ্রতা; (পদার্থবিদ্যা) গতির ক্রম-বৃদ্ধি, ক্রমশঃ গতি বাড়িয়া যাওয়া (acceleration); অভীষ্ট লাভের জন্য বিলম্ব করিতে সহিষ্ণুতা; উৎকণ্ঠা। ত্বর্+অনট্, অঙ্, ই ভাববা; ২য় পক্ষে+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী, স্ত্রী। বিণ —ত্বরিত।

ত্বরমাণ—যে তাড়াতাড়ি কোন কাজ করিতেছে এমন, ত্বরান্বিত। ত্বর্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ত্বরান্বিত—সত্বর, ত্বরাবিশিষ্ট, ক্ষিপ্র। ত্বরা দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ত্বরাপর—অতি সত্বর, অত্যন্ত ক্ষিপ্র। ত্বরা পর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্বরিত—১। শীঘ্র, সত্বর, ক্ষিপ্র; জরুরি (urgent). ত্বর্+ক্ত কর্তৃবা; অথবা, ত্বরা+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ। ২। ত্বরা। ত্বর্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ত্বরিতগমন—১। তাড়াতাড়ি যাওয়া, দ্রুত-গমন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। দ্রুতগামী, ক্ষিপ্রগতি। ত্বরিত গমন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্বষ্ট—যাহা সরু করা হইয়াছে এমন, কৃশীকৃত; শাণিত; পরিষ্কৃত, চাঁচা-ছোলা। ত্বক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ত্বষ্টা (ত্বষ্টৃ)—ছুতার, সূত্রধর; দেবশিল্পী, বিশ্বকর্ম্মা; দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে আদিত্য-বিশেষ; চিত্রা নক্ষত্র; বর্ণসঙ্করবিশেষ। ত্বক্ষ্+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—ত্বষ্ট্রী।

ত্বাদৃশ—তোমার মত। যুষ্মদ্—দৃশ্+কঞ্ কর্ম্ম-কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শী।

ত্বিষা—দীপ্তি, কান্তি; বর্ণ; কিরণ। ত্বিষ্+ক্বিপ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য। অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্যক্ত—যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ, বর্জ্জিত; বিসৃষ্ট; দত্ত; নিক্ষিপ্ত। ত্যজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ত্যজন, ত্যাগ।

ত্যক্ত-জীবিত—যে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছে এমন। ত্যক্ত জীবিত (জীবন) যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

ত্যক্তবিরক্ত—অতিশয় জ্বালাতন, অত্যন্ত বিরক্ত। 'তিক্তবিরক্ত' (<তিতিবিরক্ত>)-শব্দজ। বিণ।

ত্যক্তলজ্জ—যে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছে এমন, সঙ্কোচবিহীন। ত্যক্ত লজ্জা যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

ত্যজন, ত্যাগ—পরিত্যাগ, বিসর্জ্জন, বর্জ্জন; দান; বৈরাগ্য। ত্যজ্+অনট্, ঘঞ্ ভাববা। বি; ক্লীব, পুং। বিণ—ত্যক্ত, ত্যজ্য-মান, ত্যাগী, ত্যাজ্য।

ত্যজা—ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

ত্যজ্যমান—যাহা ত্যাগ করা হইতেছে এরূপ। ত্যজ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। বি—ত্যজন, ত্যাগ। [শব্দজ। বিণ।

ত্যাঁদড়—পাজী, দুষ্ট; বেহায়া। 'ছিত্বর'-

ত্যাগ—'ত্যজন' দ্রঃ।

ত্যাগপত্র—যে পত্রে বা দলিলে কাহারও সহিত সম্পর্ক ছেদনের কথা লেখা থাকে তাহা। ত্যাগ-জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ত্যাগশীল—(বিষয়াদি) বর্জ্জনশীল; দান-শীল, বদান্য, দাতা; সহিষ্ণু। ত্যাগই শীল (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্যাগসহন—১। ত্যাগ সহকরণ, বিরহ সহকরণ। ত্যাগের সহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। ত্যাগ বা বিরহ সহ্য করিতে সমর্থ ("অ-ত্যাগসহনো বন্ধুঃ")। উপতৎ; ত্যাগ—সহ্+অন কর্তৃবা। বিণ।

ত্যাগস্বীকার—স্বার্থত্যাগ, কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা ছাড়িয়া দেওয়া। ত্যাগের স্বীকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্যাগী (-গিন্)—যে স্বার্থ ছাড়িয়া দেয় এমন, স্বার্থত্যাগী; দাতা; শূর, বীর; সাংসারিক বিষয়ে বিমুখ, বৈরাগী; বর্জ্জনশীল; কর্ম্মফলত্যাগী। ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—ত্যাগিনী। বি—ত্যজন, ত্যাগ।

ত্যাজ্য—যাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে বা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত এমন, ত্যাগের যোগ্য, বর্জ্জনীয়। ত্যজ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—ত্যজন, ত্যাগ।

ত্যাজ্যপুত্র, -পুত্র—(অসৎ কর্ম্মাদির জন্য) যাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিত এমন ছেলে, পিতার আশ্রয় ও সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত পুত্র। কর্ম্মধা। বি; পুং। [বিণ।

ত্যাড়া—বাঁকা; হেলান। 'তির্য্যচ্'-শব্দজ।

ত্যেয়া—প্রস্তুত করিয়া, নির্ম্মাণ করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বি; পুং।

ত্রপ—লজ্জা; বিনয়। ত্রপ্+অপ্ ভাববা।

ত্রপমাণ—যে লজ্জা পাইতেছে এরূপ, লজ্জ-মান। ত্রপ্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ত্রপা—১। লজ্জা। ত্রপ্+অঙ্ ভাববা+আপ্। ২। কুলটা, বেশ্যা। ত্রপ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। ৩। কীর্ত্তি, যশঃ। ত্রপ্+অঙ্ করণবা+আপ্। ৪। কুল, বংশ। ত্রপ্+অঙ্ অধিবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রপিত—লজ্জিত। ত্রপা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। [অত্যর্থে। বিণ।

ত্রপিষ্ঠ—অতিশয় লজ্জাশীল। ত্রপিন্+ইষ্ঠ

ত্রপী (ত্রপিন্)—লজ্জাবিশিষ্ট, লজ্জিত। ত্রপা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ত্রপিণী।

ত্রয়—১। তিন সংখ্যা; ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কাল; দক্ষিণ গার্হপত্য ও আহবনীয়—এই তিন অগ্নি; স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতাল—এই তিন ভুবন; মন্দাকিনী ভাগী-রথী ও ভোগবতী—এই তিন গঙ্গাধারা; চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি—এই তিন শিবচক্ষু; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ; পরশুরাম রামচন্দ্র ও বলরাম—এই তিন রাম; ত্রিপুর। বি; ক্লীব। ২। তিনসংখ্যাবিশিষ্ট। ত্রি+অয়চ্ অবয়বার্থে। বিণ।

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ—তিপ্পান্ন, ৫৩-সংখ্যা; ৫৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম—৫৩-সংখ্যার পূরক, ৫২-র পরবর্ত্তীটি। ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

ত্রয়ঃষষ্টি—তেষট্টি, ৬৩-সংখ্যা; ৬৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃষষ্টিতম—৬৩-সংখ্যার পূরক। ত্রয়ঃষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

ত্রয়ঃসপ্ততি—তিয়াত্তর, ৭৩-সংখ্যা; ৭৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃসপ্ততিতম—৭৩-সংখ্যার পুরক। ত্রয়ঃসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ, -শত্তম—৪৩-সংখ্যার পুরক। ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ—তেতাল্লিশ, ৪৩-সংখ্যা; ৪৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়স্ত্রিংশ, -শত্তম—৩৩-সংখ্যার পুরক। ত্রয়স্ত্রিংশৎ+ডট্, তমট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, —শী, —মী।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ—তেত্রিশ, ৩৩-সংখ্যা; ৩৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম—'ত্রয়স্ত্রিংশ' দ্রঃ।

ত্রয়ী—১। তিন সংখ্যা; ঋক্ যজুঃ সাম—এই তিন বেদ; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—এই ত্রিমূর্ত্তি; পুরন্ধ্রী, গৃহিণী; সোমরাজীবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। ত্রিত্বসংখ্যাবিশিষ্টা। ত্রি+অয়চ্ অবয়বার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ীধর্ম্ম(র্ম)—ঋক্ যজুঃ সাম—এই ত্রিবেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড, বৈদিক ধর্ম্ম। ত্রয়ীপ্রোক্ত ধর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ত্রয়ীবিদ্যা—ত্রিবেদাত্মিকা বিদ্যা, বেদবিদ্যা। ত্রয়ীপ্রোক্তা বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ত্রয়ীমুখ—ব্রাহ্মণ। ত্রয়ী (বেদ) মুখে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্রয়োদশ—তের সংখ্যার পুরক। ত্রয়োদশন্+ডট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

ত্রয়োদশ (-দশন্)—১৩-সংখ্যা; ১৩-সংখ্যক [ত্রয়োদশ সত্য—অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা। ত্রয়োদশ দোষ—কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা, শোক, নিন্দা, অকার্য্যপ্রবৃত্তি, অসূয়া, কৃপা, ভয় ও প্রতিবিধানেচ্ছা]। ত্র্যধিক দশ (দশন্), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়োদশী—১। তিথিবিশেষ; তের বছরের মেয়ে। বি; স্ত্রী। ২। ত্রয়োদশ সংখ্যার পূরণী। ত্রয়োদশ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়োবিংশ, -বিংশতিতম—২৩-সংখ্যার পুরক। ত্রয়োবিংশতি+ডট্, তমট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী, —মী।

ত্রয়োবিংশতি—তেইশ, ২৩-সংখ্যা; ২৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়োবিংশতিতম—'ত্রয়োবিংশ' দ্রঃ।

ত্রসন—১। ত্রাস, ভয়; উদ্বেগ। ত্রস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ত্রস্ত। ২। ভীত, ত্রাসযুক্ত; উদ্বিগ্ন। ত্রস্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

ত্রসর—তাঁতীর তুরী, মাকু; সূত্রের বেষ্টন। ত্রস্+অরন্ করণবা, ভাববা। বি; পুং।

ত্রসরেণু—সূক্ষ্মকণা; সূর্য্যকিরণে দৃষ্ট ধূলিকণা; ছয় পরমাণু বা তিন দ্ব্যণুক। ত্রস (চঞ্চল) রেণু, কর্ম্মধা। বি।

ত্রস্ত—১। ভীত, ত্রাসযুক্ত; চকিত; বিচলিত, কম্পিত। ত্রস্+ক্ত কর্ত্তৃবা, শীলাদ্যর্থে। বিণ। বি—ত্রসন, ত্রাস। ২। শীঘ্র। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

ত্রাণ—বিপদ্ হইতে উদ্ধার; রক্ষা। ত্রৈ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ত্রাত।

ত্রাণকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), **-কর্তা**—উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাতা, রক্ষক। ত্রাণের কর্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

ত্রাত—যাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে এমন, রক্ষিত। ত্রৈ বা ত্রা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ত্রাণ।

ত্রাতা—রক্ষিতা; যাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে এরূপ ('—নারী')। ত্রৈ+ক্ত কর্ম্মবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্রাতা (ত্রাতৃ)—যে উদ্ধার করে, রক্ষাকর্তা, রক্ষণশীল। ত্রৈ বা ত্রা+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ত্রা, ত্রী।

ত্রায়মাণ—১। যে রক্ষা করিতেছে, রক্ষাকারী। ত্রৈ+শানচ্ কর্ত্তৃবা। ২। যাহাকে উদ্ধার করা হইতেছে এরূপ, রক্ষ্যমাণ। ত্রৈ+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

ত্রাস—ভয়, ভীতি। ত্রস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—ত্রস্ত।

ত্রাসকর—ভয়ঙ্কর, ভীতিজনক। উপতৎ; ত্রাস—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

ত্রাসজনক—ভয়জনক, ভীতিপ্রদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

ত্রাসন—ভয় দেখান, ভীতি-প্রদর্শন। ত্রস্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বিণ—ত্রাসিত।

ত্রাসিত—যাহাকে ভয় দেখান হইয়াছে এরূপ, বিভীষিত। ত্রস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ত্রাসন।

ত্রাহি—রক্ষা কর, বাঁচাও। ত্রা+লোট্ হি (প্রার্থনার্থে), মধ্যম পুরুষ ১ব। সংস্কৃত ক্রি।

ত্রাহি ত্রাহি ডাক, ত্রাহি ত্রাহি রব, ত্রাহি ত্রাহি শব্দ—'রক্ষা কর রক্ষা কর' এইরূপ চীৎকার।

ত্রি—তিন এই সংখ্যা; ত্রিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট, তিনটি। তৄ+ড্রি কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ।

ত্রিংশ—ত্রিশ-সংখ্যার পুরক। ত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

ত্রিংশক—১। ত্রিশসংখ্যাসমূহ। ত্রিংশৎ+কন্ সমূহার্থে। বি; পুং। ২। ত্রিংশৎ-সংখ্যাবিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা ক্রীত। ত্রিংশৎ+অক (বুন্) ক্রীতার্থে। বিণ।

ত্রিংশৎ—ত্রিশ, ৩০-সংখ্যা; ৩০-সংখ্যক। ত্রিগুণিত দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা (নিপাতনে)। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রিংশত্তম—ত্রিংশৎ-সংখ্যার পুরক, ত্রিশের স্থানীয়। ত্রিংশৎ+তমট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

ত্রিক—মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রদেশ, মেরুদণ্ডের নিম্নবর্ত্তী ত্রিকোণাকার অস্থি (sacrum); কটি; তিনসংখ্যা, ৩; তেমাথা রাস্তা; ত্রিফলা, ত্রিকটু; ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ)। ত্রি+কন্ সংখ্যার্থে অথবা ত্রি—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ত্রিককুৎ (-কুদ্)—বিষ্ণু [একবার বিষ্ণু একদন্ত ও ত্রিককুৎ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন]; ত্রিকূট পর্ব্বত। ত্রি ককুৎ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্রিকচ্ছ—তিন কাছা দিয়া কাপড় পরিবার প্রাচীন রীতিবিশেষ। ত্রি (তিন) কচ্ছের (কাছার) সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিকটু—শুঁঠ পিপুল ও মরীচ। ত্রি কটুর (কটু রসের) সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিকণ্ট—গোক্ষুর; তেকাঠাসিজের গাছ, মনসাগাছ; টেঙ্গরামাছ; ছোট গাগর মাছ। ত্রি কণ্ট যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্রিকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্মা**—দান যজ্ঞ ও পাঠে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। ত্রি কর্ম্ম যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্রিকাল—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান; প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন। ত্রি (তিন) কালের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিকালজ্ঞ—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—এই তিন কালের ঘটনায় অভিজ্ঞ, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—এই তিন কালের বৃত্তান্ত জানেন এমন। উপতৎ; ত্রিকাল—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ত্রিকালদর্শী (-দর্শিন্)—১। মুনি, ঋষি। বি; পুং। ২। ত্রিকালজ্ঞ। উপতৎ; ত্রিকাল—দৃশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী।

ত্রিকালবিৎ (-বিদ্)—ত্রিকালজ্ঞ। উপতৎ; ত্রিকাল—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ত্রিকালবেত্তা (-বেত্তৃ)—ত্রিকালজ্ঞ। ত্রিকালের বেত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বেত্রী।

ত্রিকাস্থি—(শারীরবিদ্যা) মেরুদণ্ডের নিম্নবর্ত্তী ত্রিকোণাকার অস্থিবিশেষ (sacrum). ত্রিকই অস্থি, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ত্রিকুল—পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিকূট—১। তিনটি শিখরযুক্ত। বিণ। ২। ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতবিশেষ; দেওঘরের প্রসিদ্ধ পর্ব্বত; পৌরাণিক প্রসিদ্ধ তীর্থ; ক্ষীরোদ-সমুদ্রমধ্যস্থ পর্ব্বতবিশেষ। ত্রি (তিন) কূট (শৃঙ্গ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্রিকোণ—১। তিন কোণ ; (জ্যোতিষ) লগ্নের পঞ্চম ও নবম স্থান। সমা দ্বিগু। ২। স্ত্রীচিহ্ন, যোনি ; ত্রিভুজ ক্ষেত্র (triangle) ; কামরূপতীর্থ ; ত্রিকোণাকার বস্তু। বি ; ক্লীব। ৩। ত্রিকোণযুক্ত, ত্রিকোণবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) কোণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিকোণক্ষেত্র—ত্রিভুজ (triangle). ত্রিকোণযুক্ত ক্ষেত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ত্রিকোণমিতি—গণিতশাস্ত্রবিশেষ, ত্রিভুজাদিক্ষেত্র সংক্রান্ত গণিতবিজ্ঞান (Trigonometry). ত্রিকোণের মিতি (পরিমাণ) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; স্ত্রী।

ত্রিকোণী—(জ্যামিতি) ত্রিভুজাকৃতি যন্ত্রবিশেষ (set-square). ত্রিকোণ+ঈ আছে অর্থে। বি।

ত্রিগঙ্গ—তীর্থবিশেষ, প্রয়াগ ; ত্রিবেণী। ত্রি (তিন) গঙ্গা (নদী) যেথানে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

ত্রিগণ—ধর্ম্ম অর্থ কাম—এই তিনটি। ত্রির গণ (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ত্রিগুণ—১। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ ; সুখ দুঃখ ও মোহ—এই তিন গুণ ; সাংখ্যমতে—সাম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয়াত্মক প্রধান। ত্রি (তিন) গুণের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব। ২। তিনবার গুণিত ; ত্রিরাবৃত্ত ; সুখ দুঃখ ও মোহ—এই তিন গুণসম্পন্ন ; সত্ত্বাদি-গুণত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) গুণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিগুণা—১। দুর্গা। ত্রি (তিন) গুণ যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। 'ত্রিগুণ' (২) দ্রঃ।

ত্রিগুণাত্মক—যাহার তিন গুণ আছে এরূপ, গুণত্রয়বিশিষ্ট, সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ। বিশিষ্ট। ত্রিগুণ আত্মা যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত ক)। বিণ। স্ত্রী, –ত্মিকা।

ত্রিগুণিত—তিনবার গুণিত, ত্রিরাবৃত্ত। ত্রি (তিন বার) গুণিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

ত্রিঘাত—১। (গণিত) ঘন (cubic). ত্রি (তিন) ঘাত যাহার, বহুব্রী। ২। তিনবার ত্রিগুণন। ত্রি (তিন) ঘাতের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; পুং।

ত্রিচক্র—১। তিন চাকার সাইকেল (tricycle) ; অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথ। বি ; পুং। ২। তিনচাকাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) চক্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিচক্রযান—তিন চাকার গাড়ী, তিনচাকাবিশিষ্ট শকট, তিন চাকার সাইকেল (tricycle). ত্রিচক্র (২) যান, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ত্রিচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), **-চক্ষু**—যাহার তিনটি চোখ, ত্রিনেত্র, শিব। ত্রি (তিন) চক্ষুঃ আছে যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ত্রিজগৎ—ত্রিভুবন, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল। ত্রি (তিন) জগতের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব। [স্ত্রী।

ত্রিজটা—(রামায়ণ) রাক্ষসীবিশেষ। বি ;

ত্রিজাতক—জৈত্রী এলাচ ও তেজপত্র। ত্রি জাত, সুপ্‌সুপা+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

ত্রিতন্ত্রী—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ ; সেতার। ত্রি (তিন) তন্ত্র যাহাতে, বহুব্রী+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ত্রিতয়—তিনটির সমষ্টি। ত্রি+তয়ট্ অবয়বার্থে। বি ; ক্লীব।

ত্রিতল—তেতলা ('—গৃহ')। ত্রি (তিন) তল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিনপ্রকার মনঃকষ্ট। ত্রি (তিন) তাপের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

ত্রিতাপ-তাপিত, -দগ্ধ—তিনপ্রকার দুঃখে অভিভূত, ত্রিবিধদুঃখে ক্লিষ্ট। ত্রিতাপ দ্বারা তাপিত, দগ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

ত্রিদণ্ড—দণ্ডত্রয় ; বাগ্দণ্ড মনোদণ্ড কায়দণ্ড—এই ত্রিদণ্ড ; সন্ন্যাসাশ্রম। ত্রি (তিন) দণ্ডের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

ত্রিদণ্ডী (-দণ্ডিন্)—ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী ; বাঙ্‌মনঃকায়দণ্ডবিশিষ্ট ('—সন্ন্যাসী')। ত্রিদণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ।

ত্রিদশ—দেবতা, অমর। ত্রি (তৃতীয়া) দশা যাঁহাদের, বহুব্রী ; অথবা, ত্রি (তিন) দশা যাঁহাদের, বহুব্রী ; অথবা, ত্রি (তাপত্রয়)—দন্শ্ (দংশ করা)+ক কর্ত্তৃবা ; অথবা, ত্রি দশ (দশন্) যাহাদের, বহুব্রী (ডচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

ত্রিদশ (-শন্)—তেত্রিশ (আদিত্য ১২, রুদ্র ১১, বসু ৮, বিশ্বদেব ২)। ত্র্যধিক (ত্রিঅধিক) দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ত্রিদশপতি—ইন্দ্র। ত্রিদশের (দেবতাদের) পতি (প্রভু, রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ত্রিদশাবাস—স্বর্গ ; সুমেরু পর্ব্বত। ত্রিদশের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ত্রিদশালয়—স্বর্গ ; সুমেরু। ত্রিদশের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ত্রিদশেশ্বর—ইন্দ্র। ত্রিদশদিগের ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ত্রিদশেশ্বরী—দুর্গা ; ইন্দ্রপত্নী, শচী। ত্রিদশদিগের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ত্রিদিব—স্বর্গ ; আকাশ ; সুখ। ত্রি (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—এই তিন)—দিব্ (ক্রীড়া করা) +ক অধিবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

ত্রিদিবেশ—দেবতা। ত্রিদিবের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ত্রিদিবোদ্ভবা—বড় এলাচ। ত্রিদিবে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ত্রিদেব—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনজন দেবতা। ত্রিসংখ্যক দেব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ত্রিদোষ—১। বাত পিত্ত ও কফের দোষ। ত্রির (তিনটির) দোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বাত পিত্ত ও কফের অসাধ্য-জনিত রোগবিশেষ। ত্রির দোষ যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

ত্রিদোষঘ্ন—১। যাহা বায়ু পিত্ত কফ—এই তিনের বিকার নষ্ট করে এরূপ। বিণ। স্ত্রী, —ঘ্নী। ২। ভেষজ বা ঔষধবিশেষ ; পটোল। উপতৎ ; ত্রিদোষ—হন্+টক্ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

ত্রিদোষজ—বাতপিত্তকফজনিত, সন্নিপাতজ, সান্নিপাতিক। উপতৎ ; ত্রিদোষ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

ত্রিধা—তিনখণ্ড ; তিনপ্রকার, ত্রিবিধ ; তিনবার। ত্রি+ধাচ্ প্রকারাদ্যর্থে। অব্য।

ত্রিধামা (-মন্)—বিষ্ণু ; শিব ; অগ্নি ; মৃত্যু। ত্রি (তিন) ধাম যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ত্রিধামূর্ত্তি(র্তি)—ভগবান্ ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু। ত্রিধা মূর্ত্তি যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ত্রিধার—যাহাতে তিনটি স্রোত আছে এমন, ধারাত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) ধারা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিধারা—১। গঙ্গা (ইঁহার এক ধারা স্বর্গে মন্দাকিনী নামে, এক ধারা মর্ত্ত্যে ভাগীরথী নামে ও এক ধারা পাতালে ভোগবতী নামে প্রসিদ্ধা)। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার তিনটি ধারা আছে এরূপ, ধারাত্রয়সম্পন্না। ত্রি (তিন) ধারা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ত্রিনবতি—তিরানব্বই, ৯৩-সংখ্যা ; ৯৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা নবতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

ত্রিনবতিতম—৯৩-সংখ্যার পূরক। ত্রিনবতি +তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, –তমী।

ত্রিনয়ন, ত্রিনেত্র, ত্রিলোচন—১। শিব [পূর্ব্বে পার্ব্বতীদেবী হরের নেত্রদ্বয় সমাবৃত করাতে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় ; তৎকালে সৃষ্টিরক্ষার্থে দেবাদিদেবের ইচ্ছানুসারে তদীয় ললাটে সমধিক জ্যোতির্ম্ময় তৃতীয় নেত্র প্রাদুর্ভূত হইল। এই নেত্র হইতে তেজঃ নির্গত হইয়া কামকে ভস্ম করিয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে ইহাও প্রসিদ্ধি আছে—দুইটী নেত্র বাহ্যবস্তুর প্রকাশক ; আর তৃতীয় নেত্র জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশক, ইহা বাহ্য ইন্দ্রিয় নহে, অন্তরিন্দ্রিয়। শিবের তৃতীয় নেত্রই প্রত্যক্ষের অগোচর জ্ঞাননেত্র]। বি ; পুং। ২। তিননয়নবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) নয়ন, নেত্র, লোচন যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। লোচনত্রয়, তিনটি চক্ষু। ত্রি (তিন) নয়ন, নেত্র, লোচনের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

ত্রিনয়না, ত্রিনেত্রা, ত্রিলোচনা—১। দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। তিননয়নবিশিষ্টা। ত্রিনয়ন, ত্রিনেত্র, ত্রিলোচন+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্রিপঞ্চাশ, -শত্তম—৫৩-সংখ্যার পূরক। ত্রিপঞ্চাশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী, —মী।

ত্রিপঞ্চাশৎ—তিপ্পান্ন, ৫৩-সংখ্যা; ৫৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা পঞ্চাশৎ (পঞ্চাশ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রিপঞ্চাশত্তম—'ত্রিপঞ্চাশ' দ্রঃ।

ত্রিপণ্ড—১। তিন বেদে জ্ঞানসম্পন্ন। ত্রিতে (বেদত্রয়ে) পণ্ডা যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ২। যাহার ধর্ম্ম অর্থ ও মোক্ষ পণ্ড বা বিফল হইয়াছে এরূপ; অতিদুর্ব্বৃত্ত। ত্রি (তিনটি) পণ্ড যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিপতাক—১। তিনপতাকাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন বা তিনগুণ) পতাকা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। তিনটি রেখাদ্বারা চিহ্নিত ললাটদেশ। ত্রি (তিন) পতাকা (তৎসদৃশী রেখা) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ৩। (সংস্কৃত) নাটকে অপবারিত (aside) উক্তির সময়ে ব্যবহৃত মধ্যমা ও অনামিকা ব্যতীত উন্নতাঙ্গুলিত্রয় (হস্ত)। বিণ।

ত্রিপত্র—১। বেলগাছ; বেলপাতা; কুশপত্রত্রয়ে রচিত পদার্থবিশেষ [ইহা দৈব ও পৈত্র কার্য্যে ব্যবহৃত হয়]। বি; পুং। ২। তিন পাতাযুক্ত, পত্রত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) পত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। তিনটি পাতা। ত্রি (তিন) পত্রের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিপথ—তে-মাথা; স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং পাতাল এই তিন লোক। ত্রি (তিন) পথের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিপথগা—ত্রিপথগামিনী গঙ্গা। উপতৎ; ত্রিপথ—গম্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিপথগামিনী—গঙ্গা। উপতৎ; ত্রিপথ—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিপদ—১। কোন বস্তু রাখিবার জন্য কাঠের তৈরি তিন পা-ওয়ালা মেজ, তেপায়া (tripod). বি; ক্লীব। ২। তিন চরণ বা শব্দযুক্ত। ত্রি (তিন) পদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিপদিকা, ত্রিপদী—তেপায়া, টিপাই; ছন্দোবিশেষ; পা বাঁধিবার দড়ি শিকল প্রভৃতি; গোধাপদী। ত্রি (তিন) পাদ যাহার (পাদস্থানে পদ্), বহুব্রী+ঈপ্=ত্রিপদী; ত্রিপদী+কন্ স্বার্থে+আপ্=ত্রিপদিকা। বি; স্ত্রী।

ত্রিপর্ণ—১। যাহার তিনটি পাতা আছে এমন, ত্রিপত্রবিশিষ্ট। বিণ। ২। পলাশবৃক্ষ। ত্রি (তিন) পর্ণ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্রিপাৎ (-পাদ্), ত্রিপাদ—১। ত্রিবিক্রম বামনদেব, বিষ্ণু। ত্রি পাদ যাঁহার, বহুব্রী (পাদ-স্থানে বিকল্পে পাৎ)। ২। জ্বর। বি; পুং। ৩। ত্রিপাদবিশিষ্ট; চার ভাগের তিন ভাগ এমন। ত্রি (তিন) পাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী—ত্রিপদী, ত্রিপাদা।

ত্রিপাপ—(জ্যোতিষ) জাতকের রাশিচক্রে তিন পাপগ্রহের সমাবেশ; তিন পাপগ্রহের দৃষ্টিরূপ দোষবিশেষ; অতিপাতক মহাপাতক ও উপপাতকরূপ ত্রিবিধ পাপ। ত্রি (তিন) পাপের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিপিটক—সূত্র ধর্ম্ম বিনয় এই তিন অংশে বিভক্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক। বি; ক্লীব।

ত্রিপুট—তট, তীর; খেঁসারি, কলাই; শর; তালা; তেওড়াতাল। ত্রি (তিন) পুট যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্রক—ভস্মাদিকৃত ললাটস্থিত বক্র রেখা। ত্রি (তিন) পুণ্ড্রের, পুণ্ড্রকের সমাহার, সমা দ্বিগু; ত্রিপুণ্ড্র+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ত্রিপুর—১। ময়দানবনির্ম্মিত স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহে গঠিত তিনটি নগর। ত্রি (তিন) পুরের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব। ২। অসুরবিশেষ। ত্রি (তিন) পুর যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্রিপুরদহন, -মর্দ্দন, ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরারি—শিব। ত্রিপুরের দহন (দাহকারী), মর্দ্দন, অন্তক (নাশক), অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্রিপুরা—ধর্ম্মার্থকামপ্রদায়িনী দেবীবিশেষ, ত্রিপুরী; প্রাচীন চেদীরাজ্য; পূর্ব্ববঙ্গস্থ স্থানবিশেষ। বি; স্ত্রী।

ত্রিপুরান্তক—'ত্রিপুরদহন' দ্রঃ।

ত্রিপুরারি—'ত্রিপুরদহন' দ্রঃ।

ত্রিপুরী—ত্রিপুরাদেবী; নর্ম্মদানদীর তীরবর্ত্তী শহরবিশেষ। বি; স্ত্রী।

ত্রিপুরুষ—১। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই পুরুষত্রয়। ত্রিসংখ্যক পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। যাগবিশেষ। ত্রি পুরুষ (পিত্রাদি তিন পুরুষ) (ভোক্তা) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। তিন পুরুষের সম্মিলন। ত্রি (তিন) পুরুষের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব। ৪। যাহার পরিমাণ তিন পুরুষ। ত্রি (তিন) পুরুষ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিপুরেশ—তীর্থবিশেষ। ত্রিপুরা ঈশ যেথানে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ত্রিপুষ্কর—ব্রহ্মকৃত তীর্থবিশেষ; জ্যেষ্ঠা মধ্যমা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পুষ্করাখ্য হ্রদ; তিথি নক্ষত্র বারের যোগবিশেষ [যদি শনি, রবি অথবা মঙ্গলবারে দ্বিতীয়া সপ্তমী এবং দ্বাদশী এই তিথিত্রয়ের কোন তিথি হয় এবং পুনর্ব্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও বিশাখা এই নক্ষত্রসমূহের কোন নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ত্রিপুষ্কর যোগ হয়]। ত্রি (তিন) পুষ্করের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিপ্রান্তর—তিন মাঠবিশিষ্ট বিস্তৃত ময়দান, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর (শিশুসাহিত্যে 'তেপান্তর')। ত্রি (তিন) প্রান্তরের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিফলা—হরীতকী আমলকী ও বিভীতকী বা বয়েড়া—এই তিন ফল। ত্রি (তিন) ফলের সমাহার, সমা দ্বিগু+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম অর্থ কাম; উৎপত্তি স্থিতি ধ্বংস; সত্ত্ব রজঃ তমঃ; আয় ব্যয় বৃদ্ধি; ত্রিফলা; ত্রিকটু। ত্রির (তিনের) বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্রিবর্ণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন বর্ণ। ত্রিসংখ্যক বর্ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ত্রিবর্ণক—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন বর্ণ; ত্রিফলা; ত্রিকটু। ত্রিবর্ণ+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ত্রিবর্ষ—১। তিন বছর বয়সের। ত্রি (তিন) বর্ষ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বর্ষত্রয়, তিন বছর। ত্রি (তিন) বর্ষের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিবর্ষিকা—তিনবৎসরবয়স্কা গাভী। ত্রিবর্ষ+কন্ বয়ঃক্রম ইহার এই অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিবর্ষীয়—ত্রিবর্ষজাত; তিনবৎসরবয়স্ক। ত্রিবর্ষ+ঈয় 'বয়ঃ' অর্থে। বিণ।

ত্রিবলি, -লী—পেট ও গলা প্রভৃতি স্থানের মাংস কুঁচকাইয়া গেলে যে তিনটি রেখা পড়ে তাহা। ত্রিসংখ্যকা বলি, বলী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ত্রিবিক্রম—১। বামনরূপী বিষ্ণু, নারায়ণের বামন অবতার। ত্রিতে (ত্রিলোকে তিনটি) বিক্রম (পদক্ষেপ) যাঁহার, বহুব্রী। ২। ত্রিলোক আক্রমণ। ত্রিতে (তিন লোকে) বিক্রম, ৭মীতৎ। বি; পুং।

ত্রিবিদ্যা—তিন বেদ। ত্রিবিধা বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ত্রিবিধ—তিনপ্রকার, তিন রকমের। ত্রি (তিন) বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিবৃৎ—১। তেউড়ীলতা। ত্রি (তিন বীজকোষ)—বৃ (পোষণ করা)+ক্বিপ্, কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী। ২। ত্রিগুণিত, ত্রিরাবৃত্ত। ত্রি বৃৎ (বর্ত্তন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিবৃৎকরণ—পৃথিবী জল তেজ—এই তিন ভূতকে দুই ভাগে বিভক্ত করতঃ প্রত্যেকের এক এক অর্দ্ধকে পুনর্ব্বার দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় অর্দ্ধব্যতীত অন্য দুই অর্দ্ধ এক

এক খণ্ড যোজিত করা। ত্রিবৃৎ—বৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

ত্রিবৃত্ত—যাহা তিনবার গুণ করা হইয়াছে এরূপ, ত্রিগুণিত। ত্রি (তিনবার) বৃত্ত (আবৃত্ত), সুপ্সুপা। বিণ।

ত্রিবেণী—গঙ্গাদি তিনটি নদীর মিলনস্থান, উত্তর প্রয়াগ এবং দক্ষিণ প্রয়াগ [এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থান উত্তর প্রয়াগ বা যুক্তত্রিবেণী, এবং হুগলী জেলায় ত্রিবেণীগ্রাম-সন্নিহিত ত্রিধারা দক্ষিণ প্রয়াগ বা মুক্তত্রিবেণী নামে অভিহিত]। ত্রি (তিনটি) বেণী (স্রোত) যেখানে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

ত্রিবেদী (-দিন্)—যে ঋক্ যজুঃ সাম—এই তিনবেদ অধ্যয়ন করে; হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ, তেওয়ারী। ত্রিবেদ+ইন্ অধ্যয়নার্থে। বি; পুং, বা বিণ।

ত্রিভঙ্গ—তিন স্থানে বক্রভাববিশিষ্ট, তেভাঙ্গা। ত্রিতে (তিন স্থানে) ভঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিভঙ্গমুরারি—তেবাঁকা শ্রীকৃষ্ণ, মস্তক কটিদেশ ও পদ এই তিন স্থানে বক্রতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিভঙ্গ মুরারি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ত্রিভঙ্গিম—ত্রিভঙ্গ; ত্রিভঙ্গতুল্য। ত্রি (তিন) ভঙ্গিমা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিভাগ—তৃতীয়ভাগ; তিনভাগ। ত্রি (তিন) ভাগ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ত্রিভুজ—(জ্যামিতি) তিন সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রের তিনটি বাহু আছে, ত্রিকোণক্ষেত্র (triangle). ত্রি (তিন) ভুজ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। **বিষমবাহু ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পর অসমান। **সমকোণী ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ। **সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের দুই বাহু পরস্পর সমান। **সমবাহু ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের বাহু তিনটি পরস্পর সমান। **সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের তিনটি কোণই সূক্ষ্মকোণ। **স্থূলকোণী ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূলকোণ।

ত্রিভুবন—স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল। ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিমূর্ত্তি(র্তি)—১। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন স্বরূপ বা মূর্ত্তিবিশিষ্ট। ত্রিবিধা মূর্ত্তি যাঁহার, বহুব্রী। বি। ২। ব্রহ্মশক্তিবিশেষ; বৌদ্ধদেবীবিশেষ। ত্রি (তিন) মূর্ত্তি যাঁহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

ত্রিযামা—রজনী, রাত্রি; যমুনানদী; হরিদ্রা। ত্রি (তিন) যাম যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিযুগ—সত্য ত্রেতা দ্বাপর—এই তিন যুগ; অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কাল; বসন্ত বর্ষা ও শরৎ—এই তিন ঋতু। ত্রি (তিন) যুগের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিরত্ন—বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘ। সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিরাত্র—তিন অহোরাত্র, রাত্রিসহিত তিন দিবস, তে-রাত্তির; অভীষ্টলাভাদির জন্য দেব-মন্দিরে উপবাসী হইয়া তিন রাত্রি পড়িয়া থাকা। ত্রি (তিন) রাত্রির সমাহার, সমা দ্বিগু; ত্রিরাত্রি+সমাসান্ত অচ্। বি; ক্লীব।

ত্রিরেখ—১। তিনটি রেখাযুক্ত, রেখাত্রয়-বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) রেখা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। তিনটি রেখা, রেখাত্রয়। ত্রি (তিন) রেখার সমাহার, সমা দ্বিগু। ৩। ত্রিভুজ। ত্রি (তিনটি) রেখা যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ৪। শঙ্খ। বি; পুং।

ত্রিলিঙ্গ—পুংত্ব ক্লীবত্ব ও স্ত্রীত্ববিশিষ্ট ('—শব্দ'); অহঙ্কারাদি। ত্রি (তিন) লিঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিলোক—স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল। ত্রিসংখ্যক লোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ত্রিলোকনাথ—ত্রিলোকের কর্ত্তা, পরমেশ্বর; শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্রিলোকী—স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল। ত্রি লোকের সমাহার, সমা দ্বিগু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিলোকেশ—শিব; বিষ্ণু; সূর্য্য। ত্রিলোকের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্রিলোচন—'ত্রিনয়ন' দ্রঃ।

ত্রিশ—৩০-সংখ্যা; ৩০-সংখ্যক। 'ত্রিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ত্রিশক্তি—কালী তারা ও ত্রিপুরা—এই তিন দুর্গামূর্ত্তি, দেবীত্রয়; তিনটি রাজশক্তি (Three Powers). ত্রিসংখ্যকা শক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ত্রিশঙ্কু—একজন রাজা। বি; পুং।

ত্রিশঙ্কুর অবস্থা—দোটানা অবস্থা; এ-দিকও নয় ওদিকও নয় এই অবস্থা

ত্রিশতী—তিন শত, ৩০০। ত্রি (তিন) শতের সমাহার, সমা দ্বিগু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিশরণ—(বৌদ্ধমতে) বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। ত্রি (তিন) শরণের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিশাখ—তিনটি ডালযুক্ত, শাখাত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) শাখা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিশিখ—১। যাহার তিনটি টিকী আছে এমন, যাহার তিনটি শীষ আছে এমন, শিখাত্রয়যুক্ত। ত্রি (তিন) শিখা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ত্রিশূল; কিরীট; মণ্ডলবিশেষ। বি; ক্লীব।

ত্রিশীর্ষক—ত্রিশূল, তিন ফলকযুক্ত অস্ত্র। ত্রি (তিন) শীর্ষ যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বি; ক্লীব।

ত্রিশূল—ত্রিফলকযুক্ত অস্ত্র, শিবের অস্ত্র। ত্রি (তিন) শূল যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ত্রিশূলিনী—১। দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। ত্রিশূলধারিণী। ত্রিশূলিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্রিশূলী (-লিন্)—১। শিব। বি; পুং। ২। ত্রিশূলধারী। ত্রিশূল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—লিনী।

ত্রিশৃঙ্গ—ত্রিকূট পর্ব্বত। ত্রি (তিন) শৃঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্রিশৃঙ্গী (-ঙ্গিন্)—রুই মাছ। ত্রিশৃঙ্গ (তিনটি শৃঙ্গ)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ত্রিশোক—আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখযুক্ত ('—জীব')। ত্রি (তিন) শোক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ত্রিষষ্টি—তেষট্টি, ৬৩-সংখ্যা; ৬৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা (ত্রি-অধিকা) ষষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রিষষ্টিতম—৬৩-সংখ্যার পূরক। ত্রিষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

ত্রিষ্টুপ্ (ত্রিষ্টুভ্)—(সংস্কৃত কাব্য) একাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। ত্রি—স্তুভ্+ক্বিপ্, কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

ত্রিসংসার—ত্রিজগৎ, ত্রিভুবন, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল। ত্রি (তিন) সংসারের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিসত্য—দেবতাদি সাক্ষী করিয়া তিনবার শপথগ্রহণ। ত্রিসংখ্যক সত্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ত্রিসন্ধ্য—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল। ত্রি (তিন) সন্ধ্যার সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিসন্ধ্যা—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই তিন সময়। ত্রিসংখ্যিকা সন্ধ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ত্রিসপ্ত—একুশ, একবিংশতি সংখ্যা; ২১-সংখ্যক। ত্রিগুণিত সপ্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ।

ত্রিসপ্তত—৭৩-সংখ্যার পূরক। ত্রিসপ্ততি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী।

ত্রিসপ্ততি—তিয়াত্তর, ৭৩-সংখ্যা; ৭৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রিসপ্ততিতম—৭৩-সংখ্যার পূরক। ত্রি-সপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

ত্রিসর্গ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের এবং এই তিনগুণপ্রধান বস্তুর সৃষ্টি। ত্রিরচিত সর্গ (সৃষ্টি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ত্রিসীমা—১। তিন দিকের সীমানা, তিন প্রান্ত। ত্রিসংখ্যিকা সীমা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। **ত্রিসীমায় না যাওয়া**—কাছে না যাওয়া। ২। শেষ সীমা, শেষপ্রান্ত; অতি নিকট, অতিসন্নিধি। বাং প্র। বি। ৩। তিনটি সীমাযুক্ত। ত্রি (তিন) সীমা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্রিসীমানা—অতি নিকট, অতিসন্নিধি। 'ত্রিসীমা'-শব্দজ। বি।

ত্রিস্রোতাঃ (-তস্), **ত্রিস্রোতা**—গঙ্গা; উত্তরবঙ্গে প্রবাহিত নদীবিশেষ, তিস্তা। ত্রি (তিনলোকে, তিন) স্রোতঃ যাঁহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

ত্রুটি, ত্রুটী—অভাব, ন্যূনতা; অপরাধ; ক্ষতি, হানি; সংশয়; পঞ্চক্ষণপরিমিত কাল; ছোট এলাচ; টুকরা। ত্রুট্+ইন্ ভাববা, কর্ম্মবা; বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রুটিত—১। ছিন্ন, কর্ত্তিত, যাহা কাটা বা ছেঁড়া হইয়াছে। ত্রুট্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। স্খলিত; গলিত। ত্রুট্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

ত্রুটী—'ত্রুটি' দ্রঃ।

ত্রেতা—দ্বিতীয় যুগ; দক্ষিণ গার্হপত্য আহবনীয়—এই তিন অগ্নি; দ্যূতক্রীড়ায় পাশকের যে পার্শ্বে তিনটী চিহ্ন আছে সেই পার্শ্বের উত্তানভাবে পতন। ত্রাকে (দীপ্তিকে) বা ত্রিকে (ত্রিত্বকে) ইত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ+আপ্—(২য় পক্ষে নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

ত্রেধা, ত্রৈধা—তিনপ্রকার; তিনবার। ত্রি+ধাচ্ প্রকারার্থে (নিপাতনে)। অব্য।

ত্রৈকালিক—প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে যাহা ঘটে এরূপ, ত্রিকালসম্বন্ধীয়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানসংক্রান্ত। ত্রিকাল+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ত্রৈগুণিক—তিনগুণ সুদখোর। ত্রিগুণ+ইক গ্রহণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ত্রৈগুণ্য—১। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণের সমষ্টি। ত্রিগুণ+ষ্যঞ্ স্বার্থে। ২। তিনগুণ হওয়া। ত্রিগুণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

ত্রৈধাতুক—স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র—এই তিন ধাতুতে নির্ম্মিত। ত্রিধাতু+ক (ঠক্) নির্ম্মিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ত্রৈবর্গিক, ত্রৈবর্গ্য—ধর্ম্মার্থ-কাম-সাধক। ত্রিবর্গ+ইক, ষ্যঞ্ হিতার্থে। বিণ।

ত্রৈবর্ণিক—ত্রিবর্ণজাত। ত্রিবর্ণ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ত্রৈবার্ষিক—তিনবৎসরে জাত; তিনবৎসরব্যাপী; তিনবছরের। ত্রিবর্ষ+ইক ভূতাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। [সংস্কৃত ব্যাকরণমতে অতীত অর্থে ত্রৈবর্ষিক]।

ত্রৈমাতুর—(রামায়ণ) লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। ত্রিমাতৃ+অণ অপত্যার্থে (মাতৃশব্দে উৎ-আদেশ) [কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর প্রদত্ত পায়সাংশ ভোজন করিয়া সুমিত্রা ইঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করেন; এইজন্য ইঁহাদের এই নাম]। বি; পুং।

ত্রৈমাসিক—তিন মাসে যাহা উৎপন্ন হয় এরূপ, ত্রিমাসজাত; যাহা তিন মাসে দিতে হইবে এরূপ, মাসত্রয়ে দেয় (quarterly). ত্রিমাস+ইক জাতাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ত্রৈরাশিক—(গণিত) তিন রাশিঘটিত অঙ্কপ্রণালী [এই অঙ্কে তিনটি রাশি দেওয়া থাকে, চতুর্থ রাশিটী বাহির করিতে হয় (Rule of Three)]. ত্রিরাশি+ক (ঠক্) যুক্তার্থে। বি; ক্লীব।

ত্রৈলঙ্গ, ত্রৈলিঙ্গ—তেলিঙ্গানার অধিবাসী। ত্রিলিঙ্গ (<ত্রিকলিঙ্গ=অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গ)+অণ্। বি।

ত্রৈলোক্য—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল। ত্রিলোকী+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ত্রৈলোক্যবিজয়া—ভাঙ, সিদ্ধি। ত্রৈলোক্যে বিজয় যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রৈলোক্যমোহন—স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালের মোহকারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ত্রোটক—যাহা দ্বারা ছেদন করা যায় এমন, ছেদক; নাটকবিশেষ। ত্রুট্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -টিকা।

ত্র্যংশ—তৃতীয় অংশ। ত্রি (তৃতীয়) অংশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ত্র্যক্ষ—১। ত্রিনয়ন, মহাদেব। বি; পুং। ২। তিনচোখবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) অক্ষি যাঁহার, বহুব্রী (সমাসান্ত ষচ্-প্রত্যয়)। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী।

ত্র্যক্ষর—১। যাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর-বোধক অ-কার উ-কার ও ম-কার—এই তিন অক্ষর বিদ্যমান আছে, প্রণব, ওঙ্কার; ছন্দোবিশেষ; ত্রিবর্ণাত্মক মন্ত্র। বি; ক্লীব। ২। তিনবর্ণযুক্ত। ত্রি (তিন) অক্ষর যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

ত্র্যক্ষরা—১। বেদজননী প্রণবরূপা অর্থাৎ ওঁ-স্বরূপা পরমা বিদ্যা। বি; স্ত্রী। ২। বর্ণত্রয়াত্মিকা। ত্র্যক্ষর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্র্যঙ্গুল—তিন অঙ্গুলিপরিমিত। ত্রি (তিন) অঙ্গুলি পরিমিত এই বাক্যে, তদ্ধিতার্থে দ্বিগু+ষচ্ সমাসান্ত। বিণ।

ত্র্যম্বক—শিব, ত্রিলোচন। ত্রি (তিনবেদ)—অম্ব্+অক কর্তৃবা; অথবা, ত্রি (তিন) অম্বক (চক্ষু) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্র্যম্বকা—দুর্গা। ত্র্যম্বক+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্র্যশীতি—তিরাশী, ৮৩; ৮৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী। [যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

ত্র্যস্র—ত্রিকোণ। ত্রি (তিন) অস্র (কোণ)

ত্র্যহ—তিন বার; তিন তিথি; সৌর বা চান্দ্র দিনত্রয়। ত্রি (তিন) অহের (দিনের) সমাহার, সমা দ্বিগু (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

ত্র্যহস্পর্শ—যে দিন তিন তিথিকে স্পর্শ করে, এক দিনে তিন তিথির সংযোগ (ইহা অশুভ বলিয়া পরিগণিত)। ত্র্যহের স্পর্শ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

ত্র্যহস্পৃক্ (-স্পৃশ্)—যে তিথি তিনটি দিনকে স্পর্শ করে তাহা, দিনত্রয়স্পর্শী তিথি। ত্র্যহন্—স্পৃশ্+কিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ত্র্যাহিক—তৃতীয়-দিনে জাত, দুই দিন পর পর উৎপন্ন (জ্বরাদি)। ত্র্যহ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

[থ]

থ—১। সপ্তদশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ত-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত, ইহা অঘোষ ও মহাপ্রাণ]। ২। পর্ব্বত ("থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে, থির কর, থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে"—ভারতচন্দ্র); ভয়রক্ষক; রোগবিশেষ; চিহ্ন। থুড্+ড কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। ভক্ষণ; রক্ষণ; মঙ্গল; ভয়। থুড্+ড ভাববা। বি; ক্লীব। ৪। নিস্তব্ধ, নীরব; ভয়বিস্ময়াদিহেতু স্তম্ভিত, হতভম্ব, হতবুদ্ধি। 'স্থ'-শব্দজ। বিণ।

থ করা—ভয়ে বা বিস্ময়ে অভিভূত করা; লজ্জিত বা অপ্রতিভ করা।

থ মেরে যাওয়া—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া।

থ হওয়া—ভয়ে বা বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া; নির্ব্বাক্ হওয়া।

থই, থৈ—তলদেশ; আশ্রয়, স্থান, ঠাঁই; চরণ দ্বারা জলের নিম্নভাগ স্পর্শ; আপ্লবন, পরিব্যাপ্তি, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া। 'স্থল'-শব্দজ। বি।

থইথই, থৈথৈ—পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্ত, আচ্ছন্ন, চতুর্দিকে বিস্তৃত ('জলে—করা')। বাং প্র। বিণ।

থউকা—আন্দাজী, অনুমিত। 'স্তবক'-শব্দজ। বিণ।

থকথক—১। গাঢ়তার লক্ষণ প্রকাশ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। ২। গাঢ়, ঘন; আবিল, ঘোলা। বাং প্র। বিণ।

থকথকিয়া, থকথকে—গাঢ়, ঘন; কাদার মত ঘন; আবিল, ঘোলা। থকথক + ইয়া, এ করে অর্থে। বিণ।

থকা—১। গুচ্ছ, গোছা, স্তবক, থাক। বাং প্র। বি। ২। থমকান, থামা; অবসন্ন হওয়া। বাং ক্রি।

থকার—ত-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ, 'থ' এই বর্ণ। থ + কার স্বার্থে। বি; পুং।

থকিত, থগিত—বন্ধ, আরম্ভের পর কিছুদিনের জন্য নিবৃত্ত; নিশ্চল। 'স্থগিত'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

থতমত—অপ্রতিভ, হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়, কর্তব্যনির্ণয়ে অশক্ত। 'স্তম্ভিত'-শব্দজ। বিণ। **থতমত খাওয়া**—কিছু বলিতে গিয়া ইতস্ততঃ করা; অপ্রস্তুত হওয়া।

থপ—কোমল ভারী বস্তুর পতনশব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

থপ্‌থপে—কোমল অথচ ভারী ('—জিনিস'); শক্তিহীন অথচ স্থূলকায় ('—লোক')। থপ্‌থপ্ (অনুকার শব্দ) + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ। বি,—থপানি। ক্রি,—থপান।

থমক—হঠাৎ থামা, নিশ্চল অবস্থা, গতি-রাহিত্য। হিন্দীমূলক। বি।

থমকান—হঠাৎ থামিয়া যাওয়া; চলিতে চলিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়া; স্তম্ভিত হওয়া। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।

থমকি—চলিতে চলিতে হঠাৎ; স্তম্ভিত ভাবে ("যদি থমকি থেমে যাও পথমাঝে" —রবীন্দ্রনাথ)। কবিপ্র। অস-ক্রি।

থমথম, -থমা—নিশ্চেষ্টতা; স্তম্ভিত-ভাব; স্থিরভাব। বাং প্র। বি। ক্রি—থমথমান।

থমথমে—নিস্তব্ধ, স্তম্ভিত; স্থির। থমথম + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

থর—থাক, স্তবক। 'স্তর'-শব্দজ। বি। **থর গাঁথা**—থ'রে মালা গাঁথা। **থর নামা**—দেহে মাংস বৃদ্ধি হওয়ায় পেটে কোমরে থাক দেখা দেওয়া। **থরে থরে, থরে বিথরে**—সারি সারি, স্তবকে স্তবকে; শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে ("সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে"—রবীন্দ্রনাথ)।

থরকয়ে—কাঁপে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

থরথর—১। কম্পান্বিত, যে বা যাহা কাঁপিতেছে এমন। বিণ। ২। কম্পনসূচক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [ক্রি।

থরথরান—থরথর করিয়া কাঁপা। বাং

থরহরি—থর থর করিয়া। বাং প্র। ক্রি-বিণ। [বি।

থরি—পংক্তি, শ্রেণী, সারি। প্রাঃ কবিপ্র।

থল—স্থান। 'স্থল'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

থলকুঁড়ি, থুলকুঁড়ি—ওষধিবিশেষ, থানকুনি গাছ। প্রাদে। বি।

থলথল—মাংসলভাব; মাংসলতার চিহ্ন প্রকাশ। বাং প্র। অব্য। ক্রি,—থলান।

থলথলে—মাংসল, মাংসবিশিষ্ট; মোটা অথচ কোমল। থলথল + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ। [জাত। বি।

থলপদ্ম—ভূমিজাত পদ্ম। 'স্থলপদ্ম'-শব্দ-

থলি, থলিয়া, থলী, থলে—গোণী, গুন্; বগলি; পকেট। 'স্থলী'-শব্দজ। বি।

থলুয়া, থলো—কাঁদি, স্তবক; গোছা, গুচ্ছ। 'স্তর'-শব্দজ। বি।

থস্‌থস্—শিথিলতা প্রকাশ; আলুগাভাব প্রকাশ; দৃঢ়তার অভাব প্রকাশ; শক্তিহীনতা। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

থস্‌থসে—শিথিল, আলুগা; অদৃঢ়, অকঠোর; শক্তিহীন। থস্‌থস্ + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ। বি,—থসানি। ক্রি,—থসান।

থা—১। স্থান; গভীরতা; আন্দাজ। বি। ২। নিশ্চিত, স্থির। বাং প্র। বিণ। **থা পাতা**—স্থায়ী হওয়া; সংস্থান করা; ওঠা; গভীর জলে মাটিতে পা রাখা। (প্রেরণার্থে **থা পাতান**)।

থাই—থই (তাহাদ্রঃ)।

থাউকা, থাউকো—১। আন্দাজী; থোক। বিণ। ২। লোক হিসাবে, সংখ্যাগণনা বা ওজন না করিয়া। 'স্তবক'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

থাক—১। স্তবক; শ্রেণী; স্তর; বন্ধনী; ঠেকনা; তাক; স্ক্রু প্রভৃতির প্যাঁচের ধার (pitch, step). 'স্তবক'-শব্দজ। বি। **থাক করা, থাক কাটা**—শ্রেণীবিভাগ করা; থাকে থাকে সাজান; স্তর নির্মাণ করা। **থাক থাক**—স্তরে স্তরে সাজান। **থাকে থাকে**—স্তরে স্তরে; থরে থরে। ২। বাস কর; থাম; থাকুক। 'স্থা'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

থাকবস্ত—সীমানির্দেশক থাম বা স্থায়ী চিহ্ন; জমিদারীর সীমানা; বিভিন্ন লাট অনুসারে ভাগ; জমির সীমাসূচক কাগজ। (হিন্দীমূলক) থাক + (ফার্সী) বস্ত। বি।

থাকবাস্তি—জমির সীমানির্দেশকরণ; জরীপী চিঠা। ফার্সী হইতে হিন্দী 'থোকবস্ত'-শব্দজ। বি।

থাকা—অবস্থিতি করা; বাস করা; থামা; রক্ষা পাওয়া (মান থাকা)। বাং ক্রি। **অন্ধকারে থাকা**—অজ্ঞ থাকা, জানিতে না পারা। **আঁচে থাকা**—কম তাপযুক্ত উনানে বসাইয়া রাখা; কোন বিষয় গোপনে বুঝিতে চেষ্টা করা। **কথা থাকা**—কথামত কাজ হওয়া। **কথায় থাকা**—কাহারও ব্যাপারে নিজেকে জড়াইয়া ফেলা। **কুলে থাকা**—কুল ছাড়িয়া না যাওয়া, কুলত্যাগিনী না হওয়া। **ঘুমিয়ে থাকা**—নিশ্চেষ্ট হওয়া, খবরাখবর না রাখা। **জাত থাকা**—জাতিচ্যুত না হওয়া; মান-সম্ভ্রম বজায় থাকা। **পড়ে থাকা**—বিছানায় শয়ন করিয়া না ঘুমাইয়া বিশ্রাম করা; পিছনে পড়িয়া থাকা; অনাদর পাওয়া; খরিদ্দার না জুটা। **পেটে থাকা**—বমি না হওয়া; গর্ভপাত না হওয়া; মনে মনে থাকা। **মনে থাকা**—ভুলিয়া না যাওয়া। **মাথায় থাকা**—সম্মানের পাত্র বা বিষয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া। **মান থাকা**—সম্মান রক্ষা পাওয়া। **মুখ থাকা**—প্রতিশ্রুতিপালন বিষয়ে মান থাকা, সম্ভ্রম বজায় থাকা। **হাতে থাকা**—দখলে থাকা, আয়ত্তে থাকা; অবশিষ্ট থাকা। **থাকিয়া থাকিয়া**—মধ্যে মধ্যে, থামিয়া থামিয়া।

থাকাথাকি—থাকা-না-থাকার বিষয়। বাং প্র। বি। [থাকে সাজান। বাং ক্রি।

থাকান—স্থিতি করান; বাস করান;

থাড়ি—১। ঠারি, স্থির হইয়া; দাঁড়াইয়া। অস-ক্রি। ২। দণ্ডায়মানা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

থাতামুথা—অসার আশ্বাস; অকিঞ্চিৎকর প্রতিবিধান; ঘাসপাতা। বাং প্র। বি।

থান—১। পাড়বিহীন বা সাদা ধুতি; সম্পূর্ণ বস্ত্রখণ্ড, একটা কাপড়ের যতখানি একেবারে বোনা হয় তাহা। 'অখণ্ড'-শব্দজ। ২। স্থান, ভূমি, জায়গা। 'স্থান'-শব্দজ। বি। ৩। গোটা, আস্ত ('—ইট')। 'অখণ্ড'-শব্দজ। বিণ [বি।

থানকুনি—থানকুনি গাছ বা পাতা। বাংপ্র।

থানা—পুলিস কর্মচারীদের থাকিবার স্থান, ফাঁড়ি, কোতোয়ালি (police-station); স্থান; সৈন্যসংস্থাপন; সৈন্যদল। 'স্থান'-শব্দজ। বি। **থানা করা**—বীজ বুনিবার জন্য স্থান ঠিক করা; আড্ডা বসান। **থানা দেওয়া**—পাহারার জন্য সৈন্য সমাবেশ করা; প্রহরীর আড্ডা বসান। **থানা-পুলিশ করা**—থানায় কাহারও বিরুদ্ধে বা কোন ঘটনা সম্পর্কে নালিশ

জানাইয়া সেখানে বার বার যাওয়া; পুলিশকে নানারূপে বাধ্য করিয়া কার্য্য সাধনের চেষ্টা করা।

থানাদার—দারোগা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। থানা+দার অধিকৃতার্থে। বি।

থানাদারি, -দারী—দারোগার কাজ; দারোগার পদ। থানাদার+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

থাপক—প্রতিষ্ঠাতা, স্থাপনকারী। প্রাঃ বাং। বিণ। [হিন্দী। বি।

থাপড়, থাপ্পড়, থাবড়া—চড়, চপেট।

থাপড়ান, থাবড়ান—চাপড় মারা, চপেটাঘাত করা। বাং ক্রি।

থাপন—১। স্থাপন। কবিপ্র। বি। ২। পাছার উপর ভর দিয়া বসা; জ্যৈষ্ঠ-মাসের সংক্রান্তিতে মনসাদেবীর প্রতিষ্ঠা। প্রাদে। বি।

থাপি, থাপী—কাঁচা হাঁড়ী পিটিবার পিট্‌না; ছাদ পিটিবার পিট্‌না। হিন্দী। বি।

থাবড়া—'থাপড়' দ্রঃ।

থাবড়ান—'থাপড়ান' দ্রঃ।

থাবড়ি—মাটিতে পাছার ভর। বাং প্র। বি।

থাবর—স্থিতিশীল, অচল, অনড়। 'স্থাবর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

থাবা—চাপড়, চড়; করতল; হিংস্র পশু-গণের নখরযুক্ত পদতল; এক মুঠা। 'স্থাপ'-শব্দজ। বি।

থাবান—থাবড়া মারা; থাবার আঘাত করা। কবিপ্র। ক্রি।

থাম—খুঁটি। 'স্তম্ভ'-শব্দজ। বি।

থামা—স্থির হওয়া; দাঁড়ান; চুপ করা; শান্ত হওয়া; নিবৃত্ত বা নিরস্ত হওয়া; অপেক্ষা করা। 'স্তন্‌ভ্‌'-ধাতুজ। বাং ক্রি। **নোলা থামা**—আহারের অত্যধিক লোভ সংবরণ করা। **মুখ থামা**—নোলা অর্থাৎ খাই খাই প্রবৃত্তি থামা; বকুনি বন্ধ হওয়া।

থামান—নিবৃত্ত করা; দাঁড় করান; বন্ধ করান; শান্ত করা; চুপ করান। 'স্তন্‌ভ্‌'-ধাতুজ। বাং ক্রি। বি—থামানি। **মুখ থামান**—অপরের কথা বলিবার উপায় বন্ধ করা; আহার বন্ধ করা।

থামাল—উপরদিকের পরিমাণ; উর্দ্ধদিকে গাঁথনি। 'মাথাল'-শব্দজ। বি।

থারি—থালি, পাত্র, আধার। 'স্থালী'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

থার্ম্ম(র্ম)মিটার, থার্ম্মো(র্মো)মিটার—তাপপরিমাপক যন্ত্র। ইং thermometer. বি।

থার্ম্ম(র্ম)স্‌ফ্লাস্ক—তাপসংরক্ষক পাত্র-বিশেষ। ইং thermosflask. বি।

থাল, থালা—ধাতুময় ভোজনপাত্র। 'স্থালী'-শব্দজ। বি।

থালি, থালী—হাঁড়ী; তৈলাধার পাত্র-বিশেষ; ছোট থালা। 'স্থালী'-শব্দজ। বি।

থাসা—ঠাসা; গাদা; মর্দ্দন করা, দলা। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।

থিকান—হওয়ান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**থিকহুঁ**—হই। **থিকাহ**—হও। **থিকাহুঁ**—আছি]।

থিত—১। স্থির, স্থিতিশীল, স্থায়ী। বিণ। ২। স্থাবর সম্পত্তি; সঞ্চিত অর্থাদি; সঞ্চয়। 'স্থিত'-শব্দজ। বি।

থিতন, থিতান—(জলের) ময়লা প্রভৃতি নীচে পড়িয়া যাওয়া, নিম্নভাগে সঞ্চিত হওয়া। 'স্থিত'-শব্দজ। বাং ক্রি।

থিয়েটার—রঙ্গালয়, নাট্যশালা, অভিনয়-মন্দির; দর্শকদের জন্য ক্রমোন্নত আসনযুক্ত বক্তৃতামঞ্চ; অভিনয় ('—করা')। ইং theatre. বি।

থির—১। শান্ত; নিবৃত্ত; স্থির; অব্যাকুল। কবিপ্র। বিণ। ২। ধৈর্য্য ("পরাণপুতলী মোর থির নাহি বান্ধে"—জ্ঞানদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [ধ্বন্যাত্মক অব্য।

থু, থুঃ—থুতু ফেলার শব্দ; ঘৃণাপ্রকাশক শব্দ।

থুঅন, থোওন—রাখা, অর্পণ। 'স্থাপন'-শব্দজ। বি। [ক্রি।

থুআ, থুয়া—রাখা, স্থাপন করা। কবিপ্র।

থুইলা—রক্ষা বা স্থাপন করিল। 'স্থাপিলা'-শব্দজ। কবিপ্র। ক্রি।

থুঁতনি, থুতনী, থুৎনি—চিবুক, ওষ্ঠের অধোভাগ, দাড়ি। বাং প্র। বি।

থুকথুক—কোন বস্তুতে বহু কীট বা পিপী-লিকার একত্র সমাবেশসূচক শব্দ; কাঁপুনি। ধ্বন্যাত্মক অব্য। বি—থুকথুকুনি, থুকথুকানি।

থুকথুকে—নধর, পেলব, কমনীয়; থুকথুক-শব্দকারী। থুকথুক+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ। [প্র। অব্য।

থুড়-থুড়, থুর-থুর—বার্দ্ধক্যের ভাব। বাং

থুড়-থুড়ে—থুর-থুরে (তাহা দ্রঃ)।

থুড়ন, থুরন—কোপান, বারবার অস্ত্র প্রহার; অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটা। বাং প্র। বি।

থুড়া—চোটান, কোপান, বার বার অস্ত্রাঘাত করা; কুচি কুচি করিয়া কাটা, কুচান। বাং ক্রি।

থুড়ি—কথা বলিতে বলিতে ভুল বা অন্যায় বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবার পূর্ব্বে প্রযুক্ত শব্দ। বাং প্র। অব্য।

থুতনি, থুৎনি—'থুঁতনি' দ্রঃ।

থুতু, থুথু—১। মুখের লালা, নিষ্ঠীবন। বাং প্র। বি। ২। নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবার অনুকরণ-শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

থুৎকার—থুথু ফেল। নিষ্ঠীবন-ত্যাগ। থুৎ—কৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

থুৎকুড়ি—থুথু, নিষ্ঠীবন। 'থুৎকার'-শব্দজ। বি। [ক্লীব।

থুথক—থুথু। থুৎ—অক্‌+ক ভাববা। বি;

থুপ্‌—অল্প ভারী বস্তুর পতনশব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [বাং প্র। বি।

থুপি, থুপী—গুহি, ক্ষুদ্র গুচ্ছ, থোপনা।

থুব—থাক; ছোট গোছা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

থুবড়ন—'থুবড়ান' দ্রঃ।

থুবড়া, থুবড়ো—যে অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই এমন; জরাজীর্ণ; অতিবৃদ্ধ; নড়িতে চড়িতে অসমর্থ। 'স্থবির'-শব্দজ। বিণ। স্ত্রী—থুবড়ী।

থুবড়ান, থুবড়ন—মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া যাওয়া, অধোমুখ হইয়া পতিত হওয়া। বাং ক্রি। বি—থুবড়ানি, থুবড়নি। [বি।

থুবা—গোছা, গুচ্ছ; স্তবক। প্রাঃ কবিপ্র।

থুবী—থাবড়া, চাপড়; আঘাত। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বাং প্র। বিণ।

থুম, থুমা, থুমো—নীরব, নির্ব্বাক্‌, নিঝুম।

থুয়া—রাখা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

থুর-থুরে, থুথ্‌রে—অতি বুড়া, অতিজীর্ণ বৃদ্ধ, কম্পমান বৃদ্ধ। থুর-থুর (অনুকার শব্দ) +এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—থুর-থুরী, থুথ্‌রী। ক্রি—থুর-থুরান, থুথ্‌রান। বি—থুর-থুরানি, থুথ্‌রানি।

থুরা—কুচি কুচি করিয়া কাটা, থুড়া। বাং ক্রি। ণিজন্ত—থুরান। বি—থুরানি।

থুলকুড়ি—ওষধিবিশেষ, থানকুনি। প্রাদে। বি। [অব্য।

থেই—উদ্দাম নৃত্যের বোধক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক

থেঁত, থেঁতো—যাহা দলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, বিমর্দ্দিত, কুট্টিত, পিষ্ট। বাং প্র। বিণ।

থেঁতলান—দলিয়া ফেলা, পিষিয়া ফেলা, পদাদি দ্বারা বিমর্দ্দিত করা; পীড়ন করা। বাং ক্রি। বি—থেঁতলানি।

থেঁতান, থেঁতন—থেঁতো করা, ছেঁচিয়া দেওয়া; পীড়ন করা। বাং ক্রি। বি—থেঁতানি, থেঁতুনি।

থেকে—১। অপেক্ষা, হইতে। বিভক্তি-প্রতিরূপক অব্য। ২। থাকিয়া। প্রাদে। অস-ক্রি। **থেকে থেকে**—একটু পরে পরেই।

থেবড়া—চেপ্টা, ভোঁতা। বাং প্র। বিণ।

থেবড়ান—১। চেপ্টা, থেবড়া, ভোঁতা। বাং প্র। বিণ। ২। চেপ্টা করা, ভোঁতা করা; চাপড় মারা। বাং ক্রি। বি—থেবড়ানি।

থেলো—বড় খোলবিশিষ্ট ('—হুঁকা')। বাং প্র। বিণ।

থেহ, থেহা—১। স্থিরতা, স্থৈর্য্য; স্থিতি; স্থল; থিতান বস্তু। বি। ২। স্থির। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

থৈ—'থই' দ্রঃ।

থৈকর—১। রাজমিস্ত্রী; পাথর; মাটি। প্রাঃ কবিপ্র। ২। টক ফলবিশেষ। প্রাদে। বি।

থৈথৈ—১। 'থই থই' দ্রঃ। ২। মৃদঙ্গাদি-বাদ্যের অনুকরণধ্বনি, নৃত্যের অনুকরণশব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

থো—১। ছাতা, ছ্যাৎলা। বি। ২। (তুই) রাখ্। প্রাদে। ক্রি।

থোই—থুইয়া, স্থাপন করিয়া, রাখিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

থোওয়া, থোয়া—রাখা। বাং ক্রি।

থোঁতা—১। মোটা, স্থূল; ভোঁতা। বিণ। ২। স্থূল চিবুক, মোটা থুতনি। 'ত্রোটি'-শব্দজ। বি। **থোঁতা মুখ ভোঁতা করা বা হওয়া**—বড় মুখ ছোট করা বা হওয়া; মুখরার মুখ বন্ধ হওয়া।

থোক—মোট, সমস্ত; গোছা, গুচ্ছ; বিভাগ, খণ্ড; মোটমাট। 'স্তবক'-শব্দজ। বি বা বিণ। **থোক থাক**—মোট। **থোক থোক**—মোটা মোটা; রাশি রাশি। **থোকা থোকে**—কিস্তীতে কিস্তীতে। **থোকে বিক্রয়**—এককালীন মোট বিক্রয়।

থোকা—জমীদারীর প্রজাদের হিসাবী কাগজবিশেষ; গোছা, গুচ্ছ; স্তবক। 'স্তবক'-শব্দজ। বি। [বাং প্র। বি।

থোড়—ফলন্ত কলাগাছের মধ্যস্থ সারাংশ।

থোড়ন—১। আবরণ, আচ্ছাদন। থুড়্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। ক্ষুদ্রাংশে কর্তন। বাং প্র। বি।

থোড়া—১। অল্প, কিঞ্চিৎ। হিন্দী। বিণ। ২। কুচান, টুকরা টুকরা করিয়া কাটা। বাং ক্রি।

থোড়াই—অতিতুচ্ছ, সামান্য, নগণ্য; মোটেই না, একদম না। হিন্দীমূলক। বিণ।

থোতনা, থোথনা—থুঁৎনি (তাহা দ্রঃ)।

থোতা—থোঁতা (তাহা দ্রঃ)।

থোপ, থোবা—গোছা, গুচ্ছ, কাঁদি। 'স্তবক'-শব্দজ। বি।

থোপনা, থোবনা—১। থুঁৎনি (তাহা দ্রঃ)। ২। গোছা, গুচ্ছ, কাঁদি। প্রাঃ কবিপ্র। বি। **থোবনা নাড়া**—উত্তর-প্রত্যুত্তর করা, বচসা করা; কুকর্ম্ম করিয়া মুখ দেখান।

থোপনি—গোছা, গুচ্ছ, কাঁদি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

থোব—থাবড়; সাপের ছোবল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

থোবনা—'থোপনা' দ্রঃ।

থোবা—'থোপ' দ্রঃ।

থোর, থোরি—অল্প, সামান্য, অতিতুচ্ছ; ক্ষণস্থায়ী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

থোরথোর—অল্প অল্প, সামান্য সামান্য; আধ-আধ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

থোরে—অল্পে অল্পে, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

থোলো—গোছা, গুচ্ছ, স্তবক। বাং প্র। বি।

থ্যাৎলান—থেঁতলান (তাহা দ্রঃ)।

[দ]

দ—১। অষ্টাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ত-বর্গের তৃতীয় বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ইহা ঘোষবৎ ও অল্পপ্রাণ]। ২। পর্ব্বত। দা+ক কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। দান। দা+ক ভাববা। ৪। খণ্ডন; ভাগকরণ। দো+ড ভাববা। বি; ক্লীব। ৫। দাতা, যে দান করে (ইহা অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে; যথা—ধনদ, বারিদ ইত্যাদি)। দা+ক কর্তৃবা। ৬। শুদ্ধ; অবদাত। দৈ+ক কর্ম্মবা। বিণ। ৭। স্বাভাবিক সুগভীর জলাশয় বা খাত। 'দহ'-শব্দজ। বাং প্র। বি। **দয়ে মজান**—অতল জলে তলাইয়া দেওয়া; সর্ব্বনাশ সাধন করা।

দই, দহি, দৈ—দধি, টক দিয়া জমান দুধ। 'দধি'-শব্দজ। বি।

দঈ—দিয়া; দ্বারা। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি বা অব্য।

দউ, দ্বউ—দুই, উভয়। সংস্কৃত 'দ্বৌ'-পদজাত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দংশ—১। ডাঁশ, বনমক্ষিকা। দন্‌শ্+অচ্ কর্তৃবা। ২। দন্ত; বর্ম্ম, সাঁজোয়া। দন্‌শ্+ঘঞ্ করণবা। ৩। দোষ; কামড়, দংশন; সাপের কামড়, সর্পাঘাত; খণ্ডন। দন্‌শ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

দংশক—১। ডাঁশ, বড় মশা। বি; পুং। ২। যে কামড়ায়, দংশনকারী। দন্‌শ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দংশিকা।

দংশন—কামড়ান, দন্তাঘাত। দন্‌শ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—দষ্ট।

দংশভীরু—মহিষ। দংশ (বনমক্ষিকা) হইতে ভীরু, ৫মীতৎ। বি; পুং।

দংশল—কামড়াইল; দংশন করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

দংশা, দংশান—কামড়ান, দংশন করা। কবিপ্র। ক্রি।

দংশিত—১। যাহাকে কামড়ান হইয়াছে এমন, দন্ত দ্বারা আঘাতিত। দন্‌শ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। সাঁজোয়া-পরা, বর্ম্মিত, বর্ম্মবিশিষ্ট। দংশ +ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

দংশী—ছোট ডাঁশ; মশা। দংশ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দংষ্ট্রা—দাঁত, দন্ত; বড় দাঁত। দন্‌শ্+ষ্ট্রন্ করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

দংষ্ট্রা-করাল—বড় বড় দাঁত থাকাতে ভয়ঙ্কর, দীর্ঘ তীক্ষ্ণ দন্তহেতু ভীষণ। দ্রংষ্ট্রা দ্বারা করাল, ৩য়াতৎ। বিণ।

দংষ্ট্রাল—দাঁতাল, দন্তযুক্ত। দংষ্ট্রা+ল আছে অর্থে। বিণ।

দংষ্ট্রী (দংষ্ট্রিন্)—১। যাহার বড় বড় দাঁত আছে এমন, দাঁতাল। দংষ্ট্রা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—দংষ্ট্রিনী। ২। বরাহ; সর্প। বি; পুং।

দঁক, দক—জলকাদায় ভরা বিশ্রী জায়গা; জলযুক্ত গভীর পঙ্ক। 'উদক'-শব্দজ। বি। **দঁকে পড়া**—কাদায় পড়া; নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ করা।

দক—তামাক প্রভৃতির ঝাঁঝ। বাং প্র। বি।

দক্ষ—১। পটু, নিপুণ, সমর্থ; শিক্ষিত; অনলস। বিণ। বি—দক্ষতা। ২। প্রজাপতি-বিশেষ, ব্রহ্মার পুত্র; শিবের ষাঁড়; মোরগ, কুক্কুট। দক্ষ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

দক্ষকন্যা, দক্ষজা—দক্ষ-প্রজাপতির মেয়ে; দুর্গা, সতী; অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র। দক্ষের কন্যা, ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ, দক্ষ—জন্+ড কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

দক্ষতা—পটুতা, নৈপুণ্য, সামর্থ্য। দক্ষ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—দক্ষ।

দক্ষা—১। নিপুণা, সমর্থা, কার্য্যকুশলা। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। দক্ষ+আপ্। বি; স্ত্রী।

দক্ষিণ—১। দক্ষিণ দিক্; দাক্ষিণাত্য; (Deccan). নায়কবিশেষ, সকল নায়িকাতে

যে নায়কের সমান অনুরাগ থাকে। দক্ষ্ + ইনন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। বিণ—দক্ষিণী। ২। ডাইন, বামেতর ; দাক্ষিণ্যযুক্ত ; অনুকূল ; পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী, যে পরের মন যোগায় এমন ; উদার ; অকপট ; দক্ষিণ দিক্ বা দেশসম্বন্ধীয় ; সমর্থ, দক্ষ। বিণ।

দক্ষিণকালিকা—শিবের বুকে ডান পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন যে কালিকা দেবী, আদ্যা শক্তির রূপভেদ। দক্ষিণা (অনুকূলা) কালিকা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দক্ষিণকেন্দ্র, -মেরু—পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত, কুমেরু। দক্ষিণ কেন্দ্র, মেরু, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দক্ষিণ-নায়ক—বহু নায়িকাতে যে সমভাবে অনুরাগী। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দক্ষিণ-সন্ধানী—(পদার্থবিদ্যা) (দিক্‌দর্শন-যন্ত্রের মুখ সম্বন্ধে) যাহা দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া থাকে এমন (south-seeking). দক্ষিণের সন্ধানী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দক্ষিণস্থ—দক্ষিণ দিকে স্থিত। উপতৎ ; দক্ষিণ—স্থা + ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

দক্ষিণহস্ত—ডান হাত ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায় ; প্রধান অবলম্বন। কর্ম্মধা। বি ; পুং। **দক্ষিণহস্তের ক্রিয়া, ব্যাপার**—খাওয়া, ভোজন, ভক্ষণ।

দক্ষিণা—১। পুরোহিতের পারিশ্রমিক ; পুরস্কার ; যজ্ঞপত্নী ; দক্ষিণ দিক্ বা দেশ ; দেবীবিশেষ ; নায়িকাবিশেষ। দক্ষিণ + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। দক্ষিণ দেশের ; দক্ষিণ দিক্ হইতে আগত ('—বাতাস')। দক্ষিণ + আ আগতার্থে, ভবার্থে। বিণ। ৩। দাক্ষিণ্যযুক্তা ইত্যাদি ('দক্ষিণ' দ্রঃ)। দক্ষিণ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দক্ষিণাগ্নি—দক্ষিণদিকে স্থাপনীয় যজ্ঞের আগুন। দক্ষিণ অগ্নি, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দক্ষিণাচল—মলয়পর্ব্বত। দক্ষিণ অচল, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দক্ষিণাচার—১। তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ। দক্ষিণ আচার, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। দক্ষিণদিকে যাহার গতি আছে এরূপ। দক্ষিণা (দক্ষিণে) চার (গমন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দক্ষিণান্ত—১। পুরোহিতকে পারিশ্রমিক দান করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম শেষ করণ। দক্ষিণা-সম্পাদ্য অন্ত (শেষ, সমাপন), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। পুরোহিতকে পারিশ্রমিক দান করিয়া যাহা শেষ করা হইয়াছে এমন, দক্ষিণাপ্রদান দ্বারা সমাপিত ('— কর্ম্ম')। দক্ষিণা অন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দক্ষিণাপথ—বিন্ধ্যপর্ব্বত এবং কুমারিকা অন্তরীপ—এই উভয়ের মধ্যস্থিত ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ, দাক্ষিণাত্য (Deccan). দক্ষিণা (দক্ষিণদিকে) পথ, সুপ্‌সুপা। বি ; পুং।

দক্ষিণাবর্ত্ত(র্ত)—১। ভারতের দক্ষিণভাগ, বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণদেশ ; দাক্ষিণাত্য ; শঙ্খ-বিশেষ, যে শঙ্খের মুখ দক্ষিণদিকে খোলা। বি ; পুং। ২। যাহা ডানদিকে ঘুরিতে থাকে এমন, দক্ষিণদিকে আবর্ত্ত বা প্যাঁচ-যুক্ত (clockwise). দক্ষিণে আবর্ত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দক্ষিণাবহ—দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু, মলয়-বায়ু। দক্ষিণা—বহ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

দক্ষিণামুখ, দক্ষিণাস্য—দক্ষিণদিকে মুখবিশিষ্ট। দক্ষিণা (দক্ষিণদিকে) মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখা, —মুখী, —স্যা।

দক্ষিণায়ন—১। সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে হেলিয়া উঠা ও অস্ত যাওয়া, বিষুবরেখার ২৩½ ডিগ্রি উত্তরে স্থিত কর্কটক্রান্তি হইতে সূর্য্যের দক্ষিণদিকে গমন। দক্ষিণা (দক্ষিণদিকে) অয়ন (গমন), সুপ্‌সুপা। ২। (২৩এ সেপ্টেম্বর) শ্রাবণ হইতে (২২এ ডিসেম্বর) পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস কাল। দক্ষিণে অয়ন হয় যে সময়ে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত—সূর্য্যের দক্ষিণ-গতির সীমা-নিরূপক রেখা, বিষুবরেখার ২৩½ ডিগ্রি দক্ষিণে যে অক্ষরেখা আছে তাহা (Tropic of Capricorn). দক্ষিণায়নের অন্ত যাহাতে, বহুব্রী ; সেই বৃত্ত, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দক্ষিণারণ্য—দক্ষিণদেশস্থ বন ; দণ্ডকারণ্য। দক্ষিণা যে অরণ্য, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দক্ষিণাস্য—'দক্ষিণামুখ' দ্রঃ।

দক্ষিণী—দক্ষিণ-দেশীয় ; দক্ষিণদিকে অবস্থিত। দক্ষিণ + ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দক্ষিণেশ্বর—১। দক্ষিণ দিকের অধিপতি, যম। দক্ষিণের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কলিকাতার উত্তরস্থ ধর্ম্মস্থান-বিশেষ। বি।

দক্ষিণ্য—দক্ষিণা পাওয়ার যোগ্য। দক্ষিণা + যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

দক্ষেশ্বর—দক্ষপ্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। দক্ষের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

দখল—অধিকার, আয়ত্ততা ; অভিজ্ঞতা, ব্যুৎপত্তি ; হস্তক্ষেপ। আর্বী। বি।

দখলকার, দখলিকার, দখলীকার—মালিক, অধিকারী। উপতৎ ; দখল—কৃ + অণ্ (২য় ও ৩য় পক্ষে ই-কার ও ঈ-কার আগম)। বিণ।

দখলনামা—অধিকারসূচক দলিল। (আর্বী) দখল + (ফার্সী) নামা। বি।

দখলী—অধিকারভুক্ত ; অধিকারসম্বন্ধীয়। দখল + ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দখিন্—দক্ষিণ। কবিপ্র। বি বা বিণ।

দখিনা, দখিনে—১। দক্ষিণদিক্ হইতে আগত ; দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধীয়। 'দক্ষিণ'-শব্দজ। বিণ। ২। পুরোহিতের পারিশ্রমিক, দক্ষিণা। 'দক্ষিণা'-শব্দজ। বি। [বি।

দগড়—বড় নাগরা, দামামা। 'দ্রগড়'-শব্দজ।

দগড়া, দাগড়া—আঘাত ইত্যাদির স্পষ্ট চিহ্ন ; ঘর্ষণের দাগ। বাং প্র। বি।

দগদগ—ক্ষত বা জ্বলনের লক্ষণ প্রকাশ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দগদগানি, দগদগি—উৎকট যন্ত্রণা, অতিশয় বেদনা ; অত্যন্ত মনঃকষ্ট। দগদগ + আনি, ই ভাবে। বি। ক্রি—দগদগান।

দগদগে—বিস্তীর্ণ, বহুস্থানব্যাপী ; স্পষ্ট প্রকাশিত ('—ঘা')। দগদগ + এ (<ইয়া) কর্ত্তৃ অর্থে। বিণ।

দগধ—১। যাহা পুড়িয়া গিয়াছে এমন, দগ্ধ, ভস্মীভূত ; উৎপীড়িত। কবিপ্র। বিণ। ২। পোড়াও, দগ্ধ কর। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

দগধন—যন্ত্রণা দেওয়া, কষ্ট দেওয়া ; ক্লেশ, কষ্ট। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি বা বি।

দগধল—১। দগ্ধ। বিণ। ২। দগ্ধ করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [ক্রি।

দগধান—জ্বালান, কষ্ট দেওয়া। কবিপ্র।

দগ্ধ—১। যাহা পুড়িয়া গিয়াছে এরূপ, জ্বলিত, ভস্মীকৃত, ঝলসান। দহ্ + ক্ত কর্ম্মবা। ২। সন্তপ্ত। দহ্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

দগ্ধকাক—দাঁড়কাক। দগ্ধ (কাল) কাক, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দগ্ধকাষ্ঠ—পোড়াকাঠ, অঙ্গার। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দগ্ধপত্রন্যায়—ন্যায়বিশেষ [পাতাগুলি পুড়িয়া গেলে প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আর পাতা থাকে না, কিন্তু ছাইয়ের মধ্যে আগেকার আকৃতি থাকায় ইহা যে পাতা ছিল তাহা বুঝা যায়। এইরূপ কোন বিষয়ে এই উদাহরণের উল্লেখ করিলে দগ্ধপত্রন্যায় বলা হইয়া থাকে]। দগ্ধ পত্র, কর্ম্মধা ; দগ্ধপত্রাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দগ্ধশলাকা—লোহা প্রভৃতি ধাতুর আগুনে পোড়ানো সরু লাঠি। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দগ্ধা—১। (জ্যোতিষ) অমঙ্গলকর দিন [ইহা দুইপ্রকার—মাসদগ্ধা ও দিনদগ্ধা]। বি ; স্ত্রী। ২। ভস্মীকৃতা ; উত্তপ্তা, সন্তপ্তা, অতিদুঃখিতা। দগ্ধ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দগ্ধাদৃষ্ট—দুরদৃষ্ট, মন্দ কপাল। কর্ম্মধা। 'পোড়া কপাল'-শব্দের মার্জ্জিত রূপ। বি।

দগ্ধান—পোড়ান, দগ্ধ করা ; যন্ত্রণা দেওয়া, জ্বালাতন করা। 'দগ্ধ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

দগ্ধান্ন—পোড়া ভাত। দগ্ধ অন্ন, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দগ্ধাবশিষ্ট—পুড়িয়া যাইবার পর যাহা বাকী থাকে এরূপ, ভস্মীভূতাবশিষ্ট। দগ্ধ হইতে অবশিষ্ট, ৫মীতৎ। বিণ।

দগ্ধাবশেষ—আংশিকভাবে পুড়িয়া-যাওয়া জিনিসের যে অংশ আ-পোড়া থাকে তাহা। দগ্ধের অবশেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দগ্ধিকা—দগ্ধান্ন, পোড়া ভাত। দগ্ধ+কন্ কুৎসিতার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দগ্ধোদর—পোড়া পেট, সামান্যমাত্র আহার্য্যে পূরণীয় জঠর (ভোজনকার্য্যে অনাদর-প্রকাশার্থ পদটি ব্যবহৃত হয়)। দগ্ধ উদর, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দঙ্গল—দল, ভিড়, সমবায় ; অরণ্য, জঙ্গল। হিন্দীমূলক। বি।

দছিন—দক্ষিণ ("দছিন পবন বহু ধীর"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

দজ্জাল—বদমায়েস, দুষ্ট ; ঝগড়াটে ; ধূর্ত্ত ; শঠ ; অসত্যভাষী। (সাধারণতঃ মেয়েদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত)। আর্বী। বিণ।

দড়—১। শক্ত, কঠিন ; বিচক্ষণ, পটু ; মজবুত ; স্থির, নিশ্চিত। ২। ঈষৎ। 'দৃঢ়'-শব্দজ। বিণ।

দড়কচা, দড়কঁচা, দড়পাকা—অর্দ্ধ-পক্ব, ঈষৎ পক্ব ; আধসিদ্ধ ; আধকাঁচা। বাং প্র। বিণ। [বাং প্র। অব্য।

দড়বড়—দ্রুততাপ্রকাশ ; ব্যস্ততাপ্রকাশ।

দড়বড়ান—দড়বড়শব্দে গমন করা ; তাড়া-হুড়া করা। কবিপ্র। ক্রি।

দড়বড়ি—দড়বড় করিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া, দ্রুতভাবে। কবিপ্র। অস-ক্রি।

দড়বড়িয়া, দড়বড়ে—চটপটে, অতিদ্রুত, ক্ষিপ্রতাবিশিষ্ট ; অত্যন্ত ব্যস্ত। দড়বড়+ইয়া, এ করে অর্থে। বিণ।

দড়মা—চাঁচ, চেটাই। প্রাদে। বি।

দড়া—কাছি, লম্বা মোটা দড়ি। বাং প্র। বি।

দড়াই—শক্ত করিয়া, দৃঢ়ভাবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

দড়াদড়ি—নানাপ্রকারের দড়ি, শক্ত মোটা ও সরু দড়ি। বাং প্র। বি।

দড়ান—দড়ি দিয়া বাঁধা, দড়ি দিয়া জড়ান। কবিপ্র। ক্রি।

দড়াম—ভারী ও শক্ত জিনিস পড়িয়া যাওয়ার শব্দ। 'দ্রাম্'-শব্দজ। অব্য।

দড়ি, দড়ী—রজ্জু, গুণ। হিন্দীমূলক। বি।

দঢ়—শক্ত, মজবুত ; দক্ষ, পটু, নিপুণ। 'দৃঢ়'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

দঢ়ান—১। দৃঢ় করা, মজবুত করা। বাং ক্রি। ২। কাঠিন্য, দৃঢ়তা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ৩। জমাট। 'দৃঢ়'-শব্দজ। বিণ।

দণ্ড—১। লাঠি, যষ্টি। দণ্ড্+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। শাস্তি, শিক্ষা ; দমন, শাসন। দণ্ড্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। চব্বিশমিনিটকাল ; ষাটপলপরিমিত সময় ; যাম। দণ্ড্+অচ্ কর্তৃবা। ৪। যুদ্ধ ; ব্যূহবিশেষ। দণ্ড্+ঘঞ্ অধিবা। ৫। অশ্ববিশেষ, প্রকাণ্ড অশ্ব। দণ্ড্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৬। সৈন্য ; চারিহস্তপরিমাণ ; কাঠা ; কোণ ; মন্থনদণ্ড ; যুদ্ধযাত্রার আজ্ঞা। দণ্ড্+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং। **দণ্ডে দণ্ডে**—প্রতি মুহূর্ত্তে। ৭। খেসারত, খরচা ; জরিমানা। বাং প্র। বি।

দণ্ডক—১। ছন্দোবিশেষ ; কাম্যকর্ম্ম। দণ্ড—কৈ+ক (সংস্কৃত বাক্য) কর্তৃবা। বি। ২। (রামায়ণ) গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত বিশাল বন। দণ্ড+কন্ স্বার্থে, কুৎসিতার্থে। বি ; পুং।

দণ্ডকবন—দণ্ডক (২) (তাহা দ্রঃ)। দণ্ডকনামক বন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দণ্ডকা—দেশবিশেষ, জনস্থান ; দণ্ডকারণ্য নামক বন। দণ্ডক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডকাক—দাঁড়কাক। দণ্ডাকার কাক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দণ্ডকারণ্য—(রামায়ণ) দাক্ষিণাত্যের বিশাল বন। দণ্ডকাখ্য অরণ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দণ্ডগ্রহণ—১। সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন। দণ্ডের (সন্ন্যাসীদের যষ্টির) গ্রহণ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শাস্তি লওয়া। দণ্ডের (শাস্তির) গ্রহণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দণ্ডগ্রাহ—সন্ন্যাসী, দণ্ডগ্রহণকারী। উপতৎ ; দণ্ড—গ্রহ্+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গ্রাহী।

দণ্ডচক্রাদিন্যায়—ন্যায়বিশেষ [এক-ধর্ম্মবিশিষ্ট ঘটত্ব প্রভৃতির প্রতি যেমন দণ্ড-চক্র ইত্যাদির কারণত্ব আছে, সেইরূপ এক-ধর্ম্মবিশিষ্ট কার্য্যের বহু কারণ হইলে দণ্ড-চক্রাদি ন্যায়ের বিষয় হইয়া থাকে]। দণ্ড এবং চক্র, দ্বন্দ্ব ; দণ্ডচক্র আদি যাহাদের, বহুব্রী ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দণ্ডঢক্কা—দামামা, নাগরা। দণ্ডবাদক ঢক্কা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডদাতা (-দাতৃ)—শাস্তিদানকারী, দণ্ড-দানকর্ত্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —দাত্রী।

দণ্ডদান—সাজা দেওয়া, শাস্তিপ্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দণ্ডধর—১। যম ; রাজা ; কুম্ভকার। বি ; পুং। ২। যষ্টিধারী ; যাহার দোষীকে সাজা দিবার ক্ষমতা আছে এরূপ। দণ্ডের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দণ্ডধার—দণ্ডধর (তাহা দ্রঃ)। বি বা বিণ। উপতৎ ; দণ্ড—ধৃ+অণ্ কর্তৃবা। স্ত্রী, —ধারী।

দণ্ডধারী (-ধারিন্)—১। যে লাঠি হাতে লইয়া আছে এমন, যষ্টিহস্ত। বিণ। স্ত্রী, —ধারিণী। ২। যম ; নরপতি ; কুম্ভকার। উপতৎ ; দণ্ড—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

দণ্ডন—সাজা দেওয়া, শাস্তিদান, দণ্ড দেওয়া, শাসন। দণ্ড্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—দণ্ডনীয়, দণ্ড্য।

দণ্ডনায়ক—সেনাপতি ; রাজা ; দণ্ডবিধান-কর্ত্তা, যে ব্যক্তি বিচারকের হুকুম অন্যের উপর খাটায় (sheriff) ; পুলিশের 'কর্ম্ম-চারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দণ্ডনীতি—রাজনীতিশাস্ত্রবিশেষ, যাহাতে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম ও উপদেশ আছে ; শুক্রাচার্য্যাদিপ্রণীত নীতিশাস্ত্রবিশেষ ; দমননীতি। দণ্ডের নীতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডনীয়—শাস্তি দিবার যোগ্য, দণ্ডার্হ। দণ্ড+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—দণ্ডন।

দণ্ডপাণি—১। যম ; নরপতি। বি ; পুং। ২। লাঠিধারী। দণ্ড পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দণ্ডপাল, -পালক—দারোয়ান, দ্বাররক্ষক। উপতৎ ; দণ্ড—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা ; পক্ষে দণ্ডের পালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দণ্ডবৎ—১। মাটিতে লুটাইয়া নমস্কার, প্রণাম। বাং প্র। বি। **খুরে দণ্ডবৎ**—পরাজয় স্বীকারসূচক উক্তি ; পায়ে নমস্কার (ব্যঙ্গোক্তিতে—পায়ে পশুর খুর আছে অর্থাৎ যাহাকে নমস্কার করা হইতেছে সে পশু, এই ভাব)। **খুরে খুরে দণ্ডবৎ**—অপরকে পশু বলিয়া তাহার নিকট পরিহার প্রার্থনা। ২। যে লাঠির মত সোজা টান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এমন, দণ্ডের ন্যায় ঋজুভাবে পতিত। দণ্ড+বতিচ্ তুল্যার্থে। অব্য।

দণ্ডবান্ (-বৎ)—লাঠিধারী। দণ্ড+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

দণ্ডবিধাতা (-বিধাতৃ)—শাস্তিদানকর্ত্তা, শাসিতা ; রাজা ; বিচারপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং. বা বিণ। স্ত্রী, —বিধাত্রী।

দণ্ডবিধান—শাস্তিপ্রদান ; শাস্তিদানের ব্যবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দণ্ডবিধি—অপরাধ দমন করিবার জন্য নিয়মাবলী (penal code) ; দণ্ডবিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দণ্ডব্যূহ—লাঠির আকারে রচিত ব্যূহ অর্থাৎ সৈন্যশ্রেণীবিশেষ [ইহার অগ্র-ভাগে সৈন্যাধ্যক্ষ, মধ্যে রাজা, পশ্চাতে সেনাপতি, উভয় পার্শ্বে হস্তী, তৎসমীপে ঘোটক ও তাহার পর পদাতিকগণের অবস্থিতি-স্থান]। দণ্ডসদৃশ ব্যূহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দণ্ডমুণ্ড—শাসন করা এবং মাথা বাঁচাইয়া রাখা অর্থাৎ বিপদে রক্ষা করা ; তিরস্কার

এবং পুরস্কার। দণ্ড এবং মুণ্ড, দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি; ক্লীব। **দণ্ডমুণ্ডের কর্তা**—সর্ব্বময় অধিপতি; যিনি রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন তিনি।

দণ্ডমুদ্রা—তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাবিশেষ। দণ্ড-নাম্নী মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দণ্ডমূলক—যাহাতে শাস্তির ব্যবস্থা বা বিধান আছে এরূপ, শাস্তিমূলক (penal). দণ্ড মূল যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। (দণ্ডমূলক আইনবিশেষ—penal code).

দণ্ডযাত্রা—১। যুদ্ধযাত্রা, বিজয়যাত্রা। ৪র্থীতৎ। ২। বরের সঙ্গে মিছিল করিয়া যাওয়া। দণ্ড সহিত যাত্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দণ্ডা—শাস্তি দেওয়া, দণ্ডদান করা। কবিপ্র। ক্রি।

দণ্ডাঘাত—লাঠি দিয়া মারা, লগুড় দ্বারা প্রহার। দণ্ড দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

দণ্ডাদণ্ডি—লাঠালাঠি, পরস্পর যষ্টি দ্বারা যুদ্ধ। দণ্ড দ্বারা প্রহার করিয়া—এই বাক্যে, রণব্যতিহারার্থে, বহুব্রী (সমাসান্ত ই-প্রত্যয়, পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ)। ক্রি-বিণ।

দণ্ডাধিকরণ—ফৌজদারী আদালত, যেখানে ফৌজদারী মামলার বিচার হয় (criminal court). দণ্ডবিষয়ক অধিকরণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দণ্ডাধীন—যে শাসন মানিতে বাধ্য এমন, যে শাস্তি পাইতেছে এমন, শাসনায়ত্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দণ্ডাপূপন্যায়—ন্যায়বিশেষ [এক গৃহস্থ একটি দণ্ডে বা লাঠিতে একখানি পিঠা বিঁধিয়া ঘরে রাখিয়া কোন বিশেষ কাজের জন্য বাহিরে গিয়াছিল। সেই ঘরে এক গর্ত্তে একটি ইঁদুর থাকিত। গৃহস্থ বাহিরে গেলে ইঁদুরটি পিঠাখানি খাইয়া ফেলিল এবং সেই সঙ্গে লাঠিরও খানিকটা কুরিয়া কুরিয়া খাইল। গৃহস্থ ঘরে আসিয়া পিঠা দেখিতে পাইল না। কিন্তু সে লাঠিটির খানিকটায় ইঁদুরের দাঁতের দাগ দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিল, লাঠির মত শক্ত জিনিস যখন ইঁদুর খাইয়াছে, তখন পিঠার মত কোমল জিনিস সে আগেই খাইয়াছে। এইরূপ কোন কঠিন কার্য্যে সিদ্ধি দেখিয়া কোন সহজ কার্য্যে সিদ্ধি হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়াকে দণ্ডাপূপন্যায় বলে]। দণ্ডস্থিত অপূপ (পিষ্টক), মধ্যপ কর্ম্মধা; দণ্ডাপূপাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দণ্ডায়মান—যে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এরূপ, দণ্ডবৎ ঋজুভাবে অবস্থিত। দণ্ড+ক্যঙ্ (=দণ্ডায় নামধাতু)+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

দণ্ডার্হ—শাস্তিদানের উপযুক্ত, দণ্ডনীয়। উপতৎ; দণ্ড—অর্হ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

দণ্ডাহত—যাহাকে লাঠি দিয়া মারা হইয়াছে এমন, লগুড় দ্বারা প্রহৃত বা তাড়িত। দণ্ড (লাঠি) দ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দণ্ডিক—লাঠিধারী, ছড়িবরদার, আশাবরদার; ডানিকণামাছ। দণ্ড+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি; পুং।

দণ্ডিকা—হারবিশেষ; দড়ি, রজ্জু। দণ্ডিক+আপ্। বি; স্ত্রী।

দণ্ডিত—যাহাকে সাজা দেওয়া হইয়াছে এমন, শাসিত, দণ্ডপ্রাপ্ত। দণ্ড্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—দণ্ডন।

দণ্ডী (দণ্ডিন্)—১। নৃপবিশেষ; কাব্যাদর্শপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক পণ্ডিত, বৌদ্ধবিশেষ; সন্ন্যাসী; মহাদেব। বি; পুং। ২। লাঠিধারী। দণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—দণ্ডিনী।

দণ্ড্য—শাস্তি পাইবার যোগ্য, দণ্ডনীয়। দণ্ড+যৎ অর্হার্থে। বিণ। বি—দণ্ডন।

দত্ত—১। যাহা দেওয়া হইয়াছে এমন, অর্পিত; বিসৃষ্ট, ত্যক্ত। দা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—দান। ২। বৈশ্যের উপাধিবিশেষ; কায়স্থের উপাধিবিশেষ; নবশাখাদির উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

দত্তক—পোষ্যপুত্র, দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে একবিধ। দত্ত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

দত্তকপুত্র—পোষ্যপুত্র। দত্তক পুত্র, কর্ম্মধা। বি; পুং।

দত্তকপুত্রাশৌচ—পোষ্যপুত্র-সম্বন্ধীয় অশৌচ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দত্তহারী (-হারিন্)—যে কোন বস্তু দান করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করে এরূপ, প্রদত্ত বস্তুর পুনর্গ্রহণকারী। উপতৎ; দত্ত—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হারিণী।

দত্তা—১। বিবাহিতা স্ত্রী, পিতা কর্তৃক পাত্রসাৎকৃতা কন্যা। বি; স্ত্রী। ২। অর্পিতা; বিসৃষ্টা, পরিত্যক্তা। দত্ত+আপ্। বি; স্ত্রী।

দত্তাত্রেয়—জনৈক মুনি। দত্তই আত্রেয় (অত্রিপুত্র), কর্ম্মধা। বি; পুং।

দত্তাপহারী (-হারিন্)—যে দান করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করে এমন। উপতৎ; দত্ত—অপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হারিণী।

দত্তাবধান—মনোযোগী, অবহিত। দত্ত অবধান (মনোযোগ) যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

দত্তি—দান, বিতরণ। দা+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

দদন—দান, বিতরণ। দদ্ (দান করা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

দদ্রু, দদ্রূ—দাদ, চর্ম্মরোগবিশেষ। দদ্+রু কর্তৃবা; দদ্রু+ঊঙ্। বি; পুং, স্ত্রী।

দধি—১। দৈ; বস্ত্র। দধ্+ইন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। ধারণকর্তা। ধা+কি কর্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ। ৩। সপ্তসমুদ্রের অন্যতম, দধিসাগর। বি; পুং।

দধিপুপ—দৈ-বড়া, দধিপক্ব পিষ্টক। দধি-যুক্ত পুপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দধিমঙ্গল—বিবাহাদি উৎসবের মঙ্গলাচারবিশেষ। দধিসম্পাদ্য মঙ্গল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দধিমণ্ড—দধির জলীয়ভাগ, মাৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দধিমন্থন—দই মওয়া। দধির মন্থন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দধিমুখ—(রামায়ণ) বানরবিশেষ; নাগবিশেষ। দধিবৎ (শুভ্র) মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দধিসার—মাখন, নবনীত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দধীচ, দধীচি—ঋষিবিশেষ। দধ্+ইচ্, ঈচি কর্তৃবা। বি; পুং।

দধ্যন্ন—দইমাখা ভাত। দধিসিক্ত অন্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দধ্যম্ল—দই প্রস্তুত করিবার জন্য অম্লরস বা সাঁজা, দম্বল। দধিকারক অম্ল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দনা, দোনা—সুগন্ধি ফুলবিশেষ, দমনক-বৃক্ষ। 'দমনক'-শব্দজ। বি।

দনাই—জনার্দ্দন, জনাই। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দনু—১। দক্ষকন্যা, কশ্যপের স্ত্রী। দন+ডু অধিবা (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

দনুজ—দৈত্য, দানব, অসুর। উপতৎ; দনু—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

দনুজদলনী—অসুরবিনাশিনী দুর্গা। দনুজদিগের দলনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দন্ত—দাঁত; পর্ব্বতশৃঙ্গ; গিরিনিতম্ব, সানুদেশ; নিকুঞ্জ; দ্বাত্রিংশৎসংখ্যা, ৩২-সংখ্যা। দম্+তন্ করণবা। বি; পুং।

দন্তক—১। পর্ব্বত হইতে বহির্গত দাঁতের আকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তর; নাগদন্ত, কোন বস্তু তুলিয়া রাখিবার জন্য দেওয়ালের গায়ে পোতা ডাণ্ডা। দন্ত+কন্ সাদৃশ্যার্থে। ২। দন্ত, দাঁত। দন্ত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

দন্তকাষ্ঠ—দাঁতন, দন্তধাবন কাঠ। দন্তধাবন কাঠ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দন্তঘর্ষ, -ঘর্ষণ—দাঁতকড়মড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

দন্তচ্ছদ—ওষ্ঠ, ঠোঁট। দন্ত—ছদ্+ণিচ্+ঘ করণবা। বি; পুং।

দন্তদর্শন—দাঁতখামাটি; দাঁত দেখিয়া বয়স ঠিক করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দন্তধাবন—দাঁত মাজা, দন্তমার্জ্জন, দন্তশোধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দন্তপঙ্‌ক্তি, -পংক্তি—দাঁতের পাটী, দন্তশ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দন্তপত্রক—কুঁদফুল। দন্তবৎ পত্র যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বি; ক্লীব।

দন্তপাটি, -পাতি, -পাঁতি—দন্তশ্রেণী, দাঁতের পাটি, দশনসমূহ। 'দন্তপঙ্‌ক্তি'-শব্দজ। বি। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দন্তপুষ্প—কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। দন্ততুল্য পুষ্প,

দন্তবিকাশ—দাঁত বাহির করিয়া দেখান, দন্তপ্রদর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দন্তবেষ্ট, -মাংস—দাঁতের মাঢ়ী, দন্তলগ্ন মাংস। উপতৎ; দন্ত—বেষ্ট্‌+অণ্‌ কর্তৃবা; ২য় পক্ষে দন্তের মাংস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব। [ক্লীব।

দন্তমূল—দাঁতের গোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

দন্তমূলীয়—১। দাঁতের গোড়া হইতে উচ্চারিত বর্ণ, ত থ দ ধ ন ৯ ল ও স। বি; পুং। ২। দন্তমূলসংক্রান্ত; দাঁতের গোড়া হইতে উচ্চারিত। দন্তমূল+ঈয় ভবার্থে। বিণ।

দন্তরুচি—দাঁতগুলির সৌন্দর্য্য, দন্তপঙ্‌ক্তির শুভ্রতা। দন্তের রুচি (কান্তি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দন্তরুচিকৌমুদী—দশনপঙ্‌ক্তির শুভ্রতা-রূপ জ্যোৎস্না, হাস্যাদিকালে দশনকান্তির শুভ্রতাবিকাশ; হাসিবার সময় সুন্দর শাদা দাঁতের যে শোভা দেখা যায়। দন্তরুচিরূপ কৌমুদী, রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দন্তশর্করা—দাঁতের পাথুরি; দন্তমূলজাত বালুকাবৎ শুভ্র পদার্থ। দন্তের শর্করা (বালি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [ক্লীব।

দন্তশূল—দাঁতের বেদনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

দন্তস্ফুট—দাঁত দিয়া কামড়ান; কঠিন বিষয় বুঝিতে পারা। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

দন্তহীন—দাঁতশূন্য, অদন্ত, ফোক্‌লা। ৩য়াতৎ। বিণ।

দন্তাদন্তি—কামড়া-কামড়ি, দন্তে দন্তে প্রহার করিয়া যে যুদ্ধ হয় তাহা। দন্তে দন্তে প্রহার করিয়া কৃত এই বাক্যে, বহুব্রী (সমাসান্ত ই-প্রত্যয়)। ক্রি-বিণ।

দন্তাবল—হাতী, হস্তী। দন্ত+বলচ্‌ আছে অর্থে (দন্ত-স্থানে দন্তা)। বি; পুং।

দন্তায়ুধ—১। শূকর। বি; পুং। ২। দন্তরূপ-অস্ত্রসম্পন্ন। দন্ত আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। দাঁতরূপ অস্ত্র। দন্তই আয়ুধ (অস্ত্র), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দন্তাল—দাঁতাল, দন্তযুক্ত। দন্ত+আল যুক্তার্থে। বিণ।

দন্তী (দন্তিন্‌)—১। হস্তী; পর্ব্বত; গজানন, গণেশ; স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। বি; পুং। ২। দন্তযুক্ত। দন্ত+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—দন্তিনী।

দন্তুর—দাঁতওয়ালা, দন্তবিশিষ্ট; উন্নতাবনত; বিষম, এবড়ো-খেবড়ো। দন্ত+উরচ্‌ আছে অর্থে। বিণ।

দন্তোদগম, দন্তোদ্ভেদ—দাঁত উঠা, দাঁত বাহির হওয়া। দন্তের উদ্‌গম, উদ্ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দন্ত্য—১। যাহা দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হয় এমন, দন্ত দ্বারা উচ্চার্য্য (ত থ দ ধ ন ল স ৯—দন্ত্যবর্ণ)। দন্ত+যৎ ভবার্থে। ২। দাঁতের পক্ষে ভাল, দন্তহিতকর। দন্ত+যৎ হিতার্থে। বিণ।

দপ্‌—হঠাৎ জ্বলিয়া উঠার ভাব প্রকাশক শব্দ; শিরোবেদনাদিসূচক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দপট—দাপট (তাহা দ্রঃ)। 'দর্প'-শব্দজ। বি।

দপ্তর—কার্য্যালয়, আফিস; কাছারি; পুস্তক, খাতা, হিসাবের বহি; বস্ত্রে আবদ্ধ পুস্তকাদি; করসংক্রান্ত বর্ণনাপত্র। আর্বী 'দফ্‌তর'-শব্দজ। বি।

দপ্তরখানা—যে স্থানে হিসাববহি ও বর্ণনাপত্রাদি রাখা যায়; কার্য্যালয়, আফিস; কাছারি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

দপ্তরী—যে লেখার উপযোগী উপকরণ প্রস্তুত করিয়া দেয়, যে আফিসে পুস্তকাদি যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া রাখে; যে বহি বাঁধে; যাহার নিকট দপ্তর গচ্ছিত রাখা যায়। দপ্তর+ঈ রক্ষকাদি অর্থে। বি।

দপ্‌দপ্‌—উজ্জ্বলতা এবং আগুনের জ্বলন প্রকাশের বাচক শব্দ; জোরে পা ফেলার শব্দ; মাথা ধরা, ফোঁড়ার ব্যথা ইত্যাদির বাচক শব্দ। 'দৃপ্‌'-ধাতুজ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দপ্‌দপা, দব্‌দবা—দর্প, তেজ; প্রভুত্ব; আড়ম্বর, আস্ফোট। বাং প্র। বি।

দপ্‌দপানি—দপ্‌দপ করিয়া বেদনা হওয়া, টন্‌টনানি। দপ্‌দপ্‌ (অনুকার-শব্দ)+আনি ভাবে। বি। ক্রি—দপ্‌দপান।

দফা—শেষ অধ্যায়; পরিচ্ছেদ, প্রকরণ, অধ্যায়; সময়, বার; পালা; পৃষ্ঠা; রকম। আর্বী। বি। **দফা সারা**—নিকাশ করা, বিনাশ করা; রীতিমত সাজা দেওয়া।

দফাওয়ারী—যাহাতে প্রত্যেকটি দফা উল্লেখ করা হইতেছে এমন। বাং প্র। বিণ।

দফাদফা—পুনঃপুনঃ, বারবার। আর্বী। ক্রি-বিণ।

দফাদার—পেয়াদার মধ্যে প্রধান; চৌকীদারদের উপরিতন কর্ম্মচারী; অশ্বারোহী সৈন্যমধ্যে কর্ম্মচারীবিশেষ; শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রধান। দফা+দার। বি।

দফানিকাশ, -রফা, -শেষ—একেবারে শেষ; মরণ, মৃত্যু; সর্ব্বনাশ; প্রাণসংহার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [কবিপ্র। বি।

দফারা—তাড়া; ধমক; দাবড়ি। প্রাঃ

দফে—পুনশ্চ, আবার। দফা+এ (৭মী বিভক্তি)। অব্য। **দফে দফে**—কিস্তীতে কিস্তীতে।

দব—১। বন, অরণ্য; বনাগ্নি, দাবানল। দু+অচ্‌ কর্তৃবা। ২। সন্তাপ; গাত্রাদিদাহ। দু+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং।

দবদহন, দবাগ্নি—বনের মধ্যে গাছপালায় ঘষাঘষি হওয়ার ফলে যে আগুন জ্বলিয়া উঠে তাহা, দাবাগ্নি, বনানল। দবজাত দহন, অগ্নি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দম—১। দমন, শাসন, দণ্ডদান; বশীভূতকরণ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জিতেন্দ্রিয়তা; ক্লেশসহন; কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি; মানসিক স্থিরতা, মনঃস্থৈর্য্য। দম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। কাদা, কর্দ্দম, পাঁক। দম্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং। ৩। শ্বাসপ্রশ্বাস; প্রাণ, জীবন; বিশ্রাম; শ্রমজীবীরা একবারে যতক্ষণ পরিশ্রম করিতে পারে ততক্ষণ; ঘড়ি চালাইবার জন্য তাহার স্প্রিং গুটান বা জড়ান; প্রতারণা, ফাঁকি, ধাপ্পা; ব্যঞ্জনবিশেষ ('আলুর —')। ফার্সী। বি। **দম রাখা**—অনেকক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া থাকা। **দম দেওয়া**—ঘড়ি প্রভৃতিতে স্প্রিংএর পাক দেওয়া। **দম ফাটা**—শ্বাস লইতে কষ্ট হওয়া; হিংসায় জ্বলিয়া মরা।

দমক—১। দমনকারী, শাসনকর্তা। দম্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দমিকা। ২। ধমক; (বাতাসের) ধাক্কা। বাং প্র। বি।

দমকল—আগুন নিভাইবার গাড়ীবিশেষ; অগ্নি-নির্ব্বাপণ প্রভৃতির জন্য উর্দ্ধে জল তুলিবার যন্ত্র; ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী। (দম টানিবার অনুকরণে ইহাতে জল টানা হয় বলিয়া) দমের কল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

দমকা—সহসা প্রবলভাবে আগত, আকস্মিক; বেগবান্‌। দমক+আ যুক্তার্থে। বিণ।

দমকান—দমিত হওয়া; শান্ত হওয়া; ধমকান, শাসন করা; (বিদ্যুতের) চমকান। কবিপ্র। বাং ক্রি।

দমদম—প্রহারাদির অনুকরণ-শব্দ; কামান দাগার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দমদমা—উচ্চভূমি, মাটির উঁচু ঢিবি, লক্ষ্যবেধাদি যুদ্ধকৌশল অভ্যাস করিবার জন্য উঁচু মাটি। আর্বী। বি।

দমন—১। শাসন, দণ্ডদান; বশীকরণ; নিবারণ; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ; ক্লেশসহন। দম্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—দমনীয়, দমিত, দম্য, দান্ত। ২। বীর; শক্র; পুষ্পবিশেষ। বি; পুং। ৩। দমনকারী; শাসক; নিবারক; নাশক। দম্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা অথবা দম্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—না, —নী।

দমননীতি—দমনকার্য্যদ্বারা প্রতিবাদকারীদিগকে সংযত করিবার নীতি; বিদ্রোহী বা বিরোধীদের প্রতি কঠিন শাস্তি দেওয়ার নীতি। দমনের নীতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দমনীয়—শাসনীয়, দমনযোগ্য। দম্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—দমন।

দমবাজ—অন্যলোককে ফাঁকি দেওয়া যাহার অভ্যাস এমন, প্রতারক, ফাঁকিবাজ। দম+বাজ শীলার্থে। বিণ।

দমবাজি, -বাজী—ফাঁকিবাজি, প্রতারণা, ধূর্ত্ততা। দমবাজ+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

দময়ন্তী—(মহাভারত) নল রাজার মহিষী। দম্+ণিচ্+শতৃ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দময়িতা (-য়িতৃ)—১। শাসনকর্ত্তা; দণ্ডদাতা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী। ২। বিষ্ণু। দম্+ণিচ্+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

দমসম—শ্বাসরোধ; দমবন্ধ, অত্যধিক পরিশ্রম হেতু নিশ্বাস ফেলিতেও অসামর্থ্য; দমবন্ধ হওয়ায় বুকে পেটে এক হইয়া যাওয়া। বাং প্র। বি।

দমা—দমিয়া যাওয়া; পশ্চাৎপদ হওয়া; উৎসাহহীন হওয়া। বাং ক্রি।

দমান—দমিত করা; বসাইয়া দেওয়া; নিস্তেজ হওয়া; উৎসাহহীন হওয়া। বাং ক্রি।

দমিত—শাসিত, বশীভূত; ভারবহনাদি-ক্লেশসহিষ্ণু। দম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—দমন।

দমী (দমিন্)—দমনশীল, শাসনকারক; জিতেন্দ্রিয়। দম্+ইন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দমিনী। [শব্দের অপভ্রংশ। বি।

দম্প, দম্ফ—গর্ব্ব, অহঙ্কার; তেজঃ। 'দম্ভ'-

দম্পতি—পতি-পত্নী, স্বামি-স্ত্রী, স্ত্রী-পুরুষ। জায়া ও পতি, দ্বন্দ্ব (জায়া-স্থানে দম্)। বি; পুং।

দম্পতী—দম্পতি (তাহা দ্রঃ)। [ইহা দ্বিবচনান্ত শব্দ; সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ; কিন্তু বাংলায় দ্বিবচনের প্রয়োগ না থাকায় বাংলা ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ।]

দম্বল—১। দধি প্রস্তুত করিবার জন্য একপ্রকার টকো জিনিস, দধ্যম্ল। 'দধ্যম্ল'-শব্দজ। বি। ২। নকীব। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দম্ভ—গর্ব্ব; কপটতা, শঠতা; কল্ক; লোভ ও বঞ্চনাসহকারে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান; সম্মানপ্রাপ্তির জন্য ধার্ম্মিকতাপ্রকাশ। দন্ভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—দম্ভী (দম্ভিন্)। [কর্ত্তৃবা। বিণ।

দম্ভক—গর্ব্বকারী; প্রতারক। দম্ভ—কৃ+ড

দম্ভন—অহঙ্কার দেখান, গর্ব্বপ্রকাশ; মোহ জন্মান; প্রতারণা। দন্ভ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

দম্ভী (দম্ভিন্)—গর্ব্বকারী; প্রবঞ্চক, শঠ। দম্ভ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—দম্ভিনী।

দম্ভোক্তি—অহঙ্কারসূচক কথা, গর্ব্বিত বাক্য, উদ্ধত বাক্য, স্পর্দ্ধাসূচক কথা। দম্ভযুক্তা উক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দম্ভোল—গর্ব্বিত বাক্য, দম্ভোক্তি; হুঙ্কার; দাপট। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দম্ভোলি—বজ্র, কুলিশ। দন্ভ্+ওলি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

দম্য—১। দমনীয়, শাসনীয়। বিণ। বি—দমন। ২। ছোট ষাঁড়, বড় বাছুর। দম্+যৎ কর্ম্মবা। বি; পুং।

দয়—১। পোড়ায়, দগ্ধ করে; পুড়িয়া যায়, দগ্ধ হয়। বাং ক্রি। ২। গর্ত্ত, খাত। 'দহ'-শব্দজ। বি। **দয়ে মজান**—নদী প্রভৃতির গর্ভে ডুবান; সর্ব্বনাশ করা।

দয়া—পরদুঃখে দুঃখবোধ; কৃপা। দয়্+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—দয়াবান্, দয়াময়, দয়াল, দয়ালু। **দয়ার লেশ না থাকা**—একটুও দয়া না থাকা।

দয়াকর—অতি দয়ালু, দয়াসিন্ধু। দয়ার আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দয়াদাক্ষিণ্য—১। কৃপা ও দানশীলতা। দ্বন্দ্ব। ২। অনুগ্রহ, করুণা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

দয়াধর্ম্ম(র্ম)—১। দয়া ও অন্যান্য পুণ্য-কর্ম্ম। দ্বন্দ্ব। ২। অনুগ্রহ, করুণা। কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি; পুং।

দয়ানিধি—কৃপাসিন্ধু, করুণাসাগর। ৬ষ্ঠীতৎ।

দয়াবান্ (-বৎ), -ময়—দয়ালু, কৃপাময়। দয়া+মতুপ্ আছে অর্থে, ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী, —ময়ী।

দয়ার্দ্র—করুণাবিগলিত, কৃপাসিক্ত, অতিশয় দয়ালু। দয়া দ্বারা আর্দ্র, ৩য়াতৎ। বিণ।

দয়াল—১। করুণাময়। 'দয়ালু'-শব্দজ। বিণ। ২। করুণাময় জগদীশ্বর। বি।

দয়ালু—কারুণিক, দয়াবান্; স্নেহবান্; অনুগ্রহকারী। দয়্+আলুচ্ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

দয়াশীল—সর্ব্বদা সদয়, নিত্য কৃপাসম্পন্ন। দয়াই শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দয়াহীন—নির্দ্দয়, কৃপাশূন্য, করুণাবর্জ্জিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

দয়িত—১। প্রিয়, স্বামী, পতি। বি; পুং। ২। প্রিয়পাত্র, প্রীতিদায়ক, প্রণয়াস্পদ। দয়্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী—দয়িতা।

দয়িতা—১। প্রণয়িনী, স্ত্রী, ভার্য্যা। বি; স্ত্রী। ২। প্রিয়া, প্রীতিদায়িনী। দয়িত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বাং প্র। বি।

দয়েল, দোয়েল—মধুরস্বর পক্ষিবিশেষ।

দর—১। মূল্য, দাম, হার। বাং প্র। বি। ২। ভয়, ডর; কম্প; গহ্বর; গর্ত্ত। দৃ+অপ্ করণবা, কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। ঈষৎ, অল্প। অব্য। ৪। অধীন, অন্তর্ভুক্ত ('দরপত্তনী')। ফার্সীমূলক। বিণ।

দর-ইজারাদার—ইজারাদারের অধীন; কটকিনাদার। কর্ম্মধা। বি বা বিণ।

দরওয়াজা, দরোজা—দুয়ার, দ্বার। ফার্সী। বি। [বান্'-শব্দজ। বি।

দরওয়ান, দরোয়ান—দ্বাররক্ষক। 'দ্বার-

দরকচা—আধ-কাঁচা, অর্দ্ধপক্ক; শক্ত। বাং প্র। বিণ।

দর-কষাকষি—দাম লইয়া পরস্পর কথা-কাটাকাটি। ৭মীতৎ। বি।

দরকার—আবশ্যকতা, প্রয়োজন। ফার্সী। বি। বিণ—দরকারী।

দরকারী—আবশ্যক, প্রয়োজনীয়। দরকার+ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ। বি—দরকার।

দরখাস্ত—আবেদনপত্র, আর্জ্জি। ফার্সী 'দরখাস্ত্'-শব্দজ। বি। [অস-ক্রি।

দরখি—দেখিয়া, দর্শন করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

দরগা—পীরের আস্তানা; মুসলমানদিগের ধর্ম্মশালা। ফার্সী। বি। [ফার্সী। বি।

দরগুজর—চিন্তা, ভাবনা; গ্রাহ্যকরণ।

দরজা—দুয়ার, দ্বার; দ্বারের আবরণ, কপাট। ফার্সী 'দর্‌বাজা'-শব্দজ। বি।

দরজী—সূচীজীবী, সূচীকর্ম্মকার। ফার্সী। বি।

দরদ—ব্যথা, বেদনা; সমবেদনা, সহানুভূতি; মমতা। ফার্সী 'দর্দ'-শব্দজ। বি।

দরদর—১। অজস্র ধারায় নির্গত। বিণ। ২। ঝরঝর, ঘর্ম্মাদির ক্ষরণ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। বিণ—দরদরিত।

দরদস্তুর—আসল দাম ঠিক করার অথবা দাম কমাইবার চেষ্টা। বাং প্র। বি।

দরদালান—গৃহসংলগ্ন স্থান, বহির্গৃহ, বাহিরের মণ্ডপ। ফার্সী। বি।

দরদী—ব্যথার ব্যথী, সহানুভূতিসম্পন্ন, পরদুঃখকাতর। দরদ+ঈ আছে অর্থে। বিণ।

দরনি, দরানি—গলিয়া পড়া, ঝরিয়া পড়া, চুয়াইয়া পড়া, নিঃসৃত হওয়া; মাংসাদি হইতে রস বাহির হওয়া। বাং প্র। বি।

দরপণ—আয়না, মুকুর। 'দর্পণ'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

দরপত্তনি, -নী—পত্তনীদারের অধীন জমিজমা। কর্ম্মধা। বি।

দরপরদা—পরদার আড়ালে, গোপনে। ফার্সী। ক্রি-বিণ।

দরপেশা—বিচারাধীন, আদালতের নথি-ভুক্ত। ফার্সী। বিণ।

দরবস্ত—সমস্ত, সকল। ফার্সী। বিণ।

দরবা—গলিয়া যাওয়া, দ্রব হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**দরব**—গলিয়া যাইবে, দ্রব হইবে। **দরবে**—গলিয়া যায়, দ্রব হয়। **দরবয়ে**—গলিয়া যায়, দ্রব হয়]।

দরবার—সভা; রাজসভা; মোকদ্দমা। ফার্সী। বি।

দরবিগলিত—দরদর ধারায় যাহা গলিয়া পড়িতেছে এমন। বাং প্র। বিণ।

দরবেশ—মুসলমান ভিক্ষুক, ফকীর; এক-প্রকার মিঠাই, মিষ্টান্নবিশেষ। ফার্সী। বি।
দরমা—চাঁচ, নলনির্ম্মিত আসনবিশেষ। হিন্দী। বি। [ফার্সীমূলক। বি।
দরমাহা—মাসিক বেতন, মাহিয়ানা।
দরশ—দর্শন, দেখা, অবলোকন। 'দর্শ'-শব্দজ। কবিপ্র। বি। [কবিপ্র। বি।
দরশন—দেখা, অবলোকন। 'দর্শন'-শব্দজ।
দরশল—দেখাইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
দরশান—দেখান, প্রদর্শন। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**দরশাই**—দেখাইয়া। **দরশায়নু**—দেখাইলাম। **দরশায়বি**—দেখাইবি। **দরশি**—দেখাইয়া, দেখিয়া।] [ক্রি।
দরা—গলিত হওয়া, ক্ষরিত হওয়া। কবিপ্র।
দরাজ—প্রশস্ত, উদার; মুক্ত। ফার্সী। বিণ।
দরানি—'দরনি' দ্রঃ।
দরি, দরী—১। পাহাড়ের গুহা, গিরিকন্দর। দৃ+ই কর্ম্মবা, পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। সতরঞ্চ, আসন। হিন্দী। বি।
দরিদ্র—গরীব, নির্ধন; দীন; বিহীন, রহিত; ক্ষীণ; শক্তিহীন ("বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার"—রবীন্দ্রনাথ)। দরিদ্রা+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—দরিদ্রতা, দারিদ্র্য।
দরিদ্র-নারায়ণ—নির্ধনরূপী ভগবান্, দীন-হীনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত ঈশ্বর। দরিদ্ররূপী নারায়ণ, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।
দরিদ্রিত—নির্ধনীভূত, দুর্গত। দরিদ্রা+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। [ফার্সী। বি।
দরিয়া—নদী; সমুদ্র, সাগর; জলময় স্থান।
দরী—'দরি' দ্রঃ। [অব্য।
দরুণ, দরুন—নিমিত্ত, হেতু, জন্য। ফার্সী।
দরুদ, দরূদ—হজরত মোহাম্মদের নামের শেষে যুক্ত বাক্যবিশেষ (সংক্ষেপে 'দঃ'); সসম্ভ্রম প্রণতি। ফার্সী। বি।
দরোজা—'দরওয়াজা' দ্রঃ।
দরোয়ান—'দরওয়ান' দ্রঃ।
দর্দ্দু(র্দু), দর্দ্দূ(র্দূ)—দাদরোগ। দরিদ্রা+উ, ঊ করণবা (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।
দর্দ্দু(র্দু)র—১। ব্যাঙ, ভেক। দৄ+উর কর্ত্তৃবা। ২। মেঘ; বাদ্যভাণ্ড। দর্দ্দ (অনুকরণ-শব্দ)+র আছে অর্থে। বি; পুং।
দর্দ্দু(র্দু)রা—দুর্গা, চণ্ডিকা। দর্দ্দুর+আপ্। বি; স্ত্রী।
দর্দ্দু(র্দু)রী—স্ত্রীজাতীয় ব্যাং, ভেকী। দর্দ্দুর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
দর্প—১। গর্ব্ব, অহঙ্কার; তাপ। দৃপ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। কস্তূরীমৃগ। দৃপ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
দর্পক—১। কামদেব, মদন। বি; পুং। ২। উদ্দীপক, উত্তেজক। দৃপ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দর্পিকা।
দর্পণ—১। আয়না, আর্শি, মুকুর; আদর্শ; পর্ব্বতবিশেষ। দৃপ্ (দীপ্ত করা)+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। চক্ষুঃ। বি; ক্লীব।
দর্পহারী (-হারিন্)—অহঙ্কারনাশক, গর্ব্বনাশক। উপতৎ; দর্প—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হারিণী।
দর্পিত—১। গর্ব্বিত, অহঙ্কারযুক্ত। দর্প+ইতচ্ জাতার্থে। ২। যাহাকে গর্ব্বিত করা হইয়াছে এমন। দৃপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
দর্পী (দর্পিন্)—দাম্ভিক, অহঙ্কারী। দর্প+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—দর্পিণী।
দর্ব্ব(র্ব)ট—দারোয়ান, দ্বারপাল। দর্ব্ব—অট্+অচ্ কর্ত্তৃবা (অ-কারের লোপ)। বি; পুং।
দর্ব্বি(র্বি), দর্ব্বী(র্বী), দর্ব্বি(র্বি)কা—হাতা; সাপের ফণা। দৃ+বিন্ কর্ত্তৃবা, পক্ষে ঈপ্, পক্ষে কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।
দর্ব্বী(র্বী)কর—১। সর্প, ফণাধর। দর্ব্বীর (ফণার) কর (কারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। হাতানির্ম্মাণকারী, দর্ব্বীকারক। উপতৎ; দর্ব্বী (হাতা)—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।
দর্ভ—কুশ কাশ বল্বজ তীক্ষ্ণরোমশ মৌঞ্জ শাদ্বল—এই ছয়প্রকার তৃণ। দৃন্ভ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।
দর্ভপত্র—কাশ। দর্ভের পত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
দর্ভময়—কুশময়, কুশনির্ম্মিত। দর্ভ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।
দর্ভাসন—কুশাসন। দর্ভরচিত আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
দর্শ—১। দৃষ্টি, দর্শন। দৃশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। দ্রষ্টা। দৃশ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। অমাবস্যা; যাগবিশেষ। দৃশ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।
দর্শক—১। যে দেখে এমন, দর্শনকারী, দৃষ্টি-কর্তা। দৃশ্+ণক কর্ত্তৃবা। ২। যে দেখায়, দর্শয়িতা; দারোয়ান, দ্বারপাল। দৃশ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দর্শিকা।
দর্শন—১। দেখা, অবলোকন; জ্ঞান উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা। দৃশ্+অনট্ ভাববা। ২। চক্ষু; দর্পণ; সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা বেদান্ত—এই ছয় শাস্ত্র (এই ষড়্দর্শন যথাক্রমে কণাদ, গৌতম, জৈমিনি, কপিল, পতঞ্জলি ও ব্যাস প্রণয়ন করেন। ইহাদের শাখা-প্রশাখা হইতে বৌদ্ধ-দর্শন, চার্ব্বাকদর্শন প্রভৃতি আরও কতিপয় দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে); যে শাস্ত্রে লৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা আছে; জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র, তত্ত্ব-চিন্তাবিষয়ক শাস্ত্র, তত্ত্ববিদ্যা। দৃশ্+অনট্ করণবা। বিণ—দর্শনীয়, দৃশ্য। ৩। স্বপ্ন; নিয়ম; ধর্ম্ম; আকৃতি। দৃশ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।
দর্শনকারী (-কারিন্)—যে দেখে এমন, দ্রষ্টা; দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতা। উপতৎ; দর্শন—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।
দর্শনক্ষম—দেখিতে সমর্থ। ৭মীতৎ। বিণ। [স্বরূপ। বাং প্র। বি।
দর্শনডালি, -দারি—বাহ্য আকৃতি,
দর্শনপ্রতিভূ—যে ব্যক্তি কেবল হাজির করিয়া দিবার জন্য জামিন হয়, হাজির-জামিন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
দর্শনশাস্ত্র—তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক শাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র (Philosophy). দর্শন (জ্ঞান)-প্রদ অথবা দর্শনার্থ শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
দর্শনী—১। রোগী দেখিবার জন্য চিকিৎসকের পারিশ্রমিক, ডাক্তারের ফি, ভিজিট; প্রণামী; উপহার। বি। ২। দর্শনসম্বন্ধীয়, দর্শনসংক্রান্ত। দর্শন+ঈ (বাং) সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। **দর্শনী হুণ্ডী**—যে হুণ্ডী ব্যাঙ্কে বা মহাজনের নিকট উপস্থাপিত করিলেই টাকা পাওয়া যায় (bill of exchange on demand).
দর্শনীয়—সুদৃশ্য, দর্শনযোগ্য; সুন্দর, মনোজ্ঞ; যাহা দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ; যাহা দেখা আবশ্যক এরূপ। দৃশ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—দর্শন।
দর্শনেন্দ্রিয়—নেত্র, চক্ষুঃ। দর্শনসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
দর্শয়িতা (-য়িতৃ)—যে দেখাইয়া দেয় এরূপ, প্রদর্শক; প্রকাশক। দৃশ্+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।
দর্শা—দেখা, দর্শন করা; সংঘটিত হওয়া; আবির্ভূত হওয়া; উৎপন্ন হওয়া। 'দৃশ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।
দর্শান—দেখান, প্রদর্শন করা; উৎপন্ন করা, জন্মান; ঘটান। 'দর্শি'-ধাতুজ। বাং ক্রি।
দর্শিত—যাহা দেখান হইয়াছে এরূপ; প্রকাশিত। দৃশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
দর্শী (দর্শিন্)—(সমাসে অন্য পদের পরে) যে দেখে এরূপ, যাহার দেখিবার ক্ষমতা আছে এরূপ। দৃশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দর্শিনী।
দল—১। পাতা, পত্র; ফুলের পাপ্ড়ি; সমূহ, রাশি, ঝাঁক; তমালপত্র; উচ্চতা, উৎসেধ; অর্দ্ধ; খণ্ড। দল্+অচ্ কর্ম্মবা। ২। সম্প্রদায়, পার্টি; স্বজাতীয়-সমবায়, এক-জাতীয় অনেক পদার্থের একত্র সমাবেশ; জল-জাত তৃণবিশেষ, কাঁচড়া, দাম। বাং প্র। বি।
দল পাকান—কাহারও বিরুদ্ধে দল বাঁধা, কাহারও সহিত শত্রুতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি করিবার জন্য দলবদ্ধ হওয়া। **দল বাঁধা**—জোট পাকান। **দলে দলে**—বহু দলে;

পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া; পালে পালে। **দলে পুরু**—মোটা ও ভারী, সুপুষ্ট। **দলে ভারী**—এক একটি দলে বা শ্রেণীতে বহুজনবিশিষ্ট। ৩। অস্ত্রাদির ধার, অস্ত্রফলক। দল্+অচ্ করণবা। ৪। দলন, বিমর্দ্দন। দল্+অচ্ ভাববা। বি; ক্লীব।

দলক—১। অবিরত দৃষ্টিপাত; ডেলা; গোলা। বি। ২। কাদাযুক্ত, পঙ্কিল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [কবিপ্র। ক্রি।

দলকান—চমকান, ঝলকিত হওয়া। প্রাঃ

দলগত—দলীয় দলসম্বন্ধীয়। দলকে গত, ২য়াতৎ। বিণ।

দলছাড়া—দল হইতে আলাদা; স্বতন্ত্র, একক। দল ছাড়িয়াছে যে, উপতৎ। বিণ।

দলদলে—কাদার মত গাঢ় অথচ কোমল। দলদল (অনুকার-শব্দ)+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

দলন—১। মর্দ্দন, নিষ্পীড়ন; বিদারণ; বিকাশ; শাসন; স্ফুটন; চূর্ণন, পেষণ। দল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—দলিত। ২। বিমর্দ্দনকারক; শাসক। দল্+অন কর্ত্তৃবা বা অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—না, —নী।

দলনী—ঢিল, ডেলা, লোষ্ট্র; নিষ্পীড়নকারিণী। দলন+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দলপতি—দলের কর্ত্তা, দলের প্রধান ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দলবদ্ধ—একজোট, সঙ্ঘবদ্ধ, সমবেত। ৭মীতৎ।। বিণ।

দলবল—নিজপক্ষের লোকজন, অনুগামিবৃন্দ। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

দলভুক্ত—দলের অন্তর্গত। দলদ্বারা ভুক্ত ৩য়াতৎ। বিণ।

দলমণ্ডল—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পুষ্পের যে স্থান হইতে দলসমূহ বৃত্তাকারে নির্গত হয় তাহা (corolla). দলের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

দলমল—টলমল, দোলায়মান। কবিপ্র। বিণ।

দলম্মল—দোদুল্যমান ("দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা"—ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দলা—১। ডেলা, তাল; কতকটা। প্রাদে। বি। ২। দলিত করা; রগড়ান, ঠাসা। বাং ক্রি।

দলাই—দলন, বিমর্দ্দন; ঠাসা, রগড়ান। দল+আই ভাবে। বি। [বি।

দলাই-মলাই—রগড়া-রগড়ি। বাং প্র।

দলাদলি—পরস্পরের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হওয়া; দলে দলে ঝগড়া করা। বাং প্র। বি।

দলান—দলিত করান, মর্দ্দন করান; ঠাসান। বাং ক্রি।

দলিত—১। মর্দ্দিত; নিষ্পীড়িত; খণ্ডিত; উদ্‌ঘাটিত; পিষ্ট, চূর্ণিত; বিভক্ত। দল্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। প্রস্ফুটিত, বিকশিত। দল্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—দলন।

দলিল—প্রমাণপত্র; সম্পত্তি প্রভৃতিতে অধিকারসূচক পত্র। আর্বী। বি। **দলিল পেশ করা**—আদালতে বিচারকের সম্মুখে প্রমাণপত্র উপস্থাপিত করা; প্রমাণরূপে গণ্য কাগজপত্র উপস্থাপিত করা।

দলিল-দস্তাবেজ—প্রমাণপত্র প্রভৃতি; কোবালা প্রভৃতি কাগজপত্র। দ্বন্দ্ব। আর্বী। বি।

দলুয়া, দলো—বিনা পাকে গুড় হইতে প্রস্তুত চিনি, গুড়ের মাত বাহির করিয়া লইলে যে চিনি প্রস্তুত হয় তাহা। বাং প্র। বি।

দশ (দশন্)—দশসংখ্যা, ১০; দশ-সংখ্যক। দন্শ্+কনিন্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী, বা বিণ।

দশক—দশসংখ্যা; দশসমূহ; একের অধিক অঙ্ক পর পর রাখিলে দক্ষিণদিক্ হইতে দ্বিতীয় অঙ্ক; দশ বৎসরের সমষ্টি (decade). দশন্+কন্ পরিমাণার্থে। বি; ক্লীব।

দশকণ্ঠ, -গ্রীব, -মুখ—(রামায়ণ) রাবণ। দশ কণ্ঠ, গ্রীবা, মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দশকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্ম**—গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারকর্ম্ম (গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ)। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দশকর্ম্মা(র্ম্মা)ন্বিত—দশকর্ম্মে জ্ঞানবিশিষ্ট, দশকর্ম্মে অভিজ্ঞ। দশকর্ম্ম দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দশকিয়া—(গণিত) দশকের গণনাপত্র। বাং প্র। বি।

দশকুশী—দশক্রোশ পথ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দশকুষী—দশকোষী। 'দশকোষী'-শব্দজ। বি। [বিশেষ। বি; স্ত্রী।

দশকোষী, -কোষিকা—(সঙ্গীত) তাল-

দশচক্র—দশজনের মন্ত্রণা; অনেকের ষড়্‌যন্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দশদশা—দশ অবস্থা; কামজন্য লালসা উদ্বেগ জাগরণ কৃশতা জড়তা চিন্তা ব্যাধি উন্মাদ মোহ ও মৃত্যু এই দশ অবস্থা ("লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা তানবং জড়িমাত্রতু। প্রলাপোব্যাধিরুন্মাদো মোহ মৃত্যুর্দশাদশ॥"); গর্ভবাস জন্ম বাল্য কৌমার পৌগণ্ড যৌবন স্থবিরত্ব জরা প্রাণরোধ নাশ—মানুষের এই দশটি অবস্থা। দশসংখ্যক দশা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দশদিক্ (-দিশ্)—পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর—এই চারিটি দিক্ এবং অগ্নি নৈর্ঋত বায়ু ও ঈশান—এই চারিটি বিদিক্ বা কোণ এবং ঊর্দ্ধ ও অধঃ—সর্ব্বশুদ্ধ এই দশ দিক্; সর্ব্বত্র। দশ দিক্, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দশদিক্‌পাল—ইন্দ্র (পূর্ব্বদিকের) অগ্নি (দক্ষিণপূর্ব্বের) যম (দক্ষিণের) নৈর্ঋত (দক্ষিণ-পশ্চিমের) বরুণ (পশ্চিমের) মরুৎ বা বায়ু (উত্তর-পশ্চিমের) কুবের (উত্তরের) ঈশান (উত্তর-পূর্ব্বের) ব্রহ্ম (ঊর্দ্ধের) অনন্ত (অধোদিকের)—এই দশ দিকপতি। উপতৎ; দশদিক্—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

দশদিশ, -দিশি—দশদিক্। কবিপ্র। বি।

দশধা—দশপ্রকার; দশভাগ। দশন্+ধা প্রকারার্থে। অব্য।

দশন—১। দাঁত দন্ত; পর্ব্বতাগ্র, শিখর। বি; পুং। ২। দংশন। দন্শ্+অনট্ ভাববা। ৩। কবচ, বর্ম্ম। দন্শ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। [করণবা। বি; পুং।

দশনচ্ছদ—ওষ্ঠ। দশন—ছদ্+ণিচ্+য

দশনবাস—ঠোঁট, ওষ্ঠ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দশনাঙ্ক—কামড়ের দাগ, দন্তাঘাত চিহ্ন। দশনকৃত অঙ্ক (দাগ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [প্র। বি।

দশপঁচিশ—একপ্রকার কড়িখেলা। বাং

দশপ্রহরণ—দুর্গার দশ হাতের দশপ্রকার অস্ত্র, দশায়ুধ। দশবিধ প্রহরণ (অস্ত্র), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দশপ্রহরণধারিণী—দশবিধ-অস্ত্রধারিণী দুর্গা। উপতৎ; দশপ্রহরণ—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দশবর্ষিক—যাহা দশ বৎসরে শেষ হয় এমন। দশবর্ষ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দশবল—বুদ্ধদেব [দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, বল, উপায়, প্রণিধি এবং জ্ঞান—এই দশটি বুদ্ধের বল]। দশ বল যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দশবাইচণ্ডী—দশভুজা দুর্গা দেবী; অতি ব্যস্তা রমণী; অতি কোপনা নারী; পুষ্পবিশেষ। 'দশবাহুচণ্ডী'-শব্দের অপভ্রংশ। বি।

দশবিধ—দশপ্রকার, দশরকম। দশ বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দশভুজা—দুর্গাদেবী। দশ ভুজ যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। [বিণ।

দশম—দশের পূরক। দশন্+মট্ পূরণার্থে।

দশমন্যায়—ন্যায়বিশেষ [দশ জন লোক একটি নদী পার হইয়া নিজেদের মধ্যে কেহ হারাইয়া গেল কিনা তাহা দেখিবার জন্য গণনা করিতে বসিল। যেই গণনা করে, সে-ই নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করে। ফলে সংখ্যায় নয় জন হয়। শেষে একজন অভিজ্ঞ লোক গণনাকারীকে গণনার ভুল বুঝাইয়া দিলেন। সেইরূপ সাধারণ মানুষ ভুলিয়া যায়, পরমেশ্বর সর্ব্ব ঘটে বিরাজমান। আত্মদর্শী লোক বেদান্তবাক্যের উপদেশ দ্বারা তাহাকে পরমেশ্বর

সম্বন্ধে জ্ঞানদান করেন]। দশমাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দশমহাবিদ্যা—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ মহাদেবী। মহতী বিদ্যা, কর্ম্মধা; দশ মহাবিদ্যা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [তার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

দশমাবতার—কল্কী অবতার। দশম অব-

দশমিক—গণিতের অঙ্কবিশেষ [সাধারণতঃ ইহা দশমিক ভগ্নাংশ (decimal fraction) নামে খ্যাত। সামান্য ভগ্নাংশ হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, এই ভগ্নাংশের হর সকল সময়েই দশ অথবা দশের শক্তি হইবে। এই প্রণালীটি ভারতীয় আর্য্যগণের আবিষ্কৃত দশগুণোত্তর সংখ্যালিখন-প্রণালীরই অন্তর্ভুক্ত। এককের বামদিকের অঙ্কগুলির স্থানীয়মান যেমন ক্রমান্বয়ে দশগুণ করিয়া বাড়িয়া যায়, সেইরূপ উহার দক্ষিণদিকের অঙ্কগুলির স্থানীয়মান ক্রমান্বয়ে দশগুণ কমিয়া যায়। এককের দক্ষিণে কোন অঙ্ক বসাইতে হইলে একটী বিন্দু চিহ্ন (·) দিতে হয়। ইহাকে দশমিক বিন্দু (decimal point) বলে। যথা,—২১·২৩৫। এস্থলে একক ১-এর বাম দিকে যে ২ অঙ্কটী আছে, উহার স্থানীয়মান যেমন ২০ (২×১০), সেইরূপ একক ১-এর দক্ষিণদিকের ২-এর স্থানীয়মান দুই-দশাংশ; এইরূপ উহার পরবর্ত্তী, ৩-এর স্থানীয়মান তিন-শতাংশ, এবং ৫-এর স্থানীয়মান পাঁচ-সহস্রাংশ। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, এই অঙ্কে দশই মূল, দশম সংখ্যা নহে। অতএব, ইহার নাম দশমিক ভগ্নাংশ না হইয়া 'দশমূল ভগ্নাংশ' হওয়া উচিত]। দশম+ইক (ঠন্) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দশমী—১। দশস্থানীয়া, দশের পূরিকা। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ, দশমী তিথি (বিশেষতঃ) বিজয়াদশমী; মানুষের অন্তিম অবস্থা, ৯০ বৎসরের অধিক বয়স, অতিবৃদ্ধাবস্থা; বিরহীর শেষদশা, মরণরূপ অবস্থা। দশম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দশমুখ—'দশকণ্ঠ' দ্রঃ।

দশমূল—(বৈদ্যক) একপ্রকার পাঁচন। দশ মূলের সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি; পুং।

দশমেসে—দশ মাসের ('—পোয়াতী')। দশমাস+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দশযোগভঙ্গ—বিবাহাদিকার্য্যে বর্জ্জনীয় নক্ষত্রদোষবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দশরথ—(রামায়ণ) সূর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা; রামচন্দ্রের পিতা। দশ অর্থাৎ দশদিকে রথ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দশ-শত—সহস্র সংখ্যা; সহস্র-সংখ্যক। দশাবৃত্ত শত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, বা বিণ।

দশশীল—বৌদ্ধশাস্ত্রমতে চরিত্ররক্ষার দশটি উপায় [(১) প্রাণাতিপাত, (২) অদত্তাদান, (৩) অব্রহ্মচর্য্য, (৪) মিথ্যাভাষণ, (৫) সুরাপান, (৬) বিকাল-ভোজন, (৭) নৃত্যাদি-দর্শন, (৮) গন্ধানুলেপন, (৯) উচ্চাসনে শয়ন এবং (১০) অর্থসঞ্চয়—এইগুলির বর্জ্জন]। দশ শীলের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

দশসমা—দশবর্ষবয়স্কা ("না বুঝাল কেহ তোমা, সুতা হইল দশসমা"—কবিকঙ্কণ)। দশ সমা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দশস্কন্ধ—দশানন, রাবণ। দশ স্কন্ধ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দশসালা—দশ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট ('—বন্দোবস্ত')। দশ সাল (বৎসর), কর্ম্মধা; তদুত্তরে আ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দশহরা—দশবিধপাপনাশিনী জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দশমী, গঙ্গার জন্মদিন [এইদিনে গঙ্গা-পূজায় দশবিধ পাপ দূর হয়। দশবিধ পাপ—কায়িক পাপ—(১) অদত্ত বস্তুর গ্রহণ, (২) অবৈধভাবে জীবহিংসা, (৩) পরস্ত্রীহরণ; বাচিক পাপ—(৪) কঠোরতা, (৫) মিথ্যা, (৬) খলতা, (৭) অসংবদ্ধ বাক্যালাপ; মানসিক পাপ—(৮) অন্যের বস্তুতে লোভ, (৯) অন্যের অনিষ্ট চিন্তা এবং (১০) মিথ্যা অভিনিবেশ]। উপতৎ; দশন্—হৃ+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

দশা—১। ভাব, অবস্থা; অভিলাষ চিন্তা স্মৃতি গুণকথন উদ্বেগ প্রলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়তা ও মরণ—এই দশ কামজ দশা; গর্ভবাস জন্ম বাল্য কৌমার পৌগণ্ড যৌবন স্থাবির্য্য জরা প্রাণরোধ ও বিনাশ—এই শরীরজ দশ দশা; (জ্যোতিষ) জন্মকালীন গ্রহের অবস্থান; (পদার্থবিদ্যা) পরিবর্ত্তন-কালীন অবস্থা; সমাবস্থাবিশিষ্ট পদার্থসমূহের সমষ্টি (phase). দন্শ্+অঙ্ ভাববা+আপ্। ২। কাপড়ের ধার, বস্ত্রপ্রান্ত; সলিতা, দীপবর্ত্তিকা। দন্শ্ (দীপ্তি পাওয়া) +ণিচ্+অচ্ করণবা (নিপাতনে 'ন্'র লোপ)+আপ্। বি; স্ত্রী।

দশাংশিক—দশমিক। দশাংশ+ইক যুক্তার্থে। বিণ।

দশাক্ষয়—(জ্যোতিষ) জাতকের সূর্য্যাদি-গ্রহের ভোগ্যকালের সমাপ্তি; গর্ভবাসাদি অবস্থান্তরপ্রাপ্তির অবসান; মুক্তি; সলিতা নিঃশেষ হইয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দশাঙ্গ—যাহাতে দশটি উপাদান আছে এরূপ, দশোপাদানবিশিষ্ট; দশ-অবয়বযুক্ত। দশ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গী।

দশাঙ্গধূপ—পূজাদি কার্য্যে ব্যবহার্য্য, দশোপাদানবিশিষ্ট ধূপ [মধু, মুতা, ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ, গুগ্‌গুলু, অগুরু, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, সিহল এবং শ্বেতসর্ষপ—এই দশটি পদার্থ দশাঙ্গধূপে থাকে]। দশাঙ্গমূলক ধূপ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

দশানন, দশাস্য—রাবণ। দশ আনন, আস্য যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দশাবতার—১। পৃথিবীতে বিভিন্নরূপে জাত ভগবানের দশমূর্ত্তি ('অবতার' দ্রঃ)। দশ অবতার, কর্ম্মধা। ২। বিষ্ণু, নারায়ণ। দশ অবতার যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দশাবিপর্য্য(র্য্য)য়—অবস্থার বৈপরীত্য; দুর্দ্দশা, দুরবস্থা। দশার বিপর্য্যয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দশাশ্ব—চন্দ্র। দশ অশ্ব (দশ অশ্বের রথ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দশাশ্বমেধ, -মেধিক—কাশীর তীর্থবিশেষ [এই স্থানে ব্রহ্মা দশ অশ্বমেধ করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি ঐ স্থান দশাশ্বমেধের ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ]। দশ অশ্বমেধ যেখানে, বহুব্রী; পক্ষে দশাশ্বমেধ+ইক(ঠন্) নিষ্পন্নার্থে। বি; পুং।

দশাশ্বমেধঘাট—কাশীতে গঙ্গার ঘাটবিশেষ ('দশাশ্বমেধ' দ্রঃ)। বাং প্র। বি।

দশাসই—লম্বাচওড়া এবং বলবান্, লম্বায় চওড়ায় মানানসই। 'দশাস্য'-শব্দজ। বিণ।

দশাস্য—'দশানন' দ্রঃ।

দশাহ—দশদিন, দশদিনব্যাপক কাল। দশ অহের সমাহার, সমা দ্বিগু (টচ্ সমাসান্ত)। বি; ক্লীব।

দশি, দশী—কাপড়ের পাড়ের আলুগা সুতা; কাপড়ের ধার, বস্ত্রপ্রান্ত, বস্ত্রাঞ্চল, ছিলা। 'দশা'-শব্দজ। বি।

দষ্ট—যাহাকে দংশন করা বা কামড়ান হইয়াছে এরূপ। দন্শ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—দংশন। [ফার্সী। বি।

দস্তক—পরোয়ানা, সমন; ছাড়-হুকুম।

দস্তখৎ, -খত—স্বাক্ষর, সহি। ফার্সী 'দস্‌খত'-শব্দজ। বি।

দস্তবদস্ত—হাতেহাতে। ফার্সী। ক্রি-বিণ।

দস্তবস্ত—যোড়হাত, বদ্ধাঞ্জলি। ফার্সীমূলক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দস্তর—পাগড়ী। ফার্সী। বি।

দস্তরখান—টেবিলে পাতিবার কাপড়। ফার্সী। বি।

দস্তা—শুভ্রবর্ণ ধাতুবিশেষ (zinc). 'যশদ'-শব্দজ। বি। [বি।

দস্তানা—হাতমোজা, অঙ্গুলিত্রাণ। ফার্সী।

দস্তাবিজ, দস্তাবেজ—আদালতে প্রমাণার্থ কাগজপত্রাদি, দলিল প্রভৃতি। ফার্সী। বি।

দস্তিদার, দস্তীদার—রাজকীয় শীলমোহর এবং দলিলপত্রের তদারককারী কর্ম্মচারী; মশালচী; পদবীবিশেষ। ফার্সী। বি।

দস্তুর—প্রথা, নিয়ম, রীতি, ব্যবহার; (অর্থশাস্ত্র) বিদেশী হুণ্ডী ভাঙ্গাইবার জন্য যে সময় দেওয়া হয় তাহা (usance). ফার্সী। বি।

দস্তুরমত, -মাফিক—রীতিমত, যথারীতি। দস্তুরের মত, মাফিক, ৬ষ্ঠীতৎ। ক্রি-বিণ।

দস্তুরি, -রী—ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যমূল্যের যে অংশ ছাড় পায়, দালালি (commission). দস্তুর+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বি।

দস্যি—দুরন্ত, অশান্ত ("দস্যি ছেলে গল্প শুনে একেবারে চুপ"—রবীন্দ্রনাথ)। 'দস্যু'-শব্দজ। বিণ।

দস্যু—ডাকাত; তস্কর, চোর; উৎপীড়নকারী; শত্রু; অসমসাহসিক। দস্+যুচ্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

দস্যুতা—ডাকাতি; চৌর্য্য; শত্রুতা। দস্যু+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

দহ—গহ্বর; নদ্যাদির অতলস্পর্শ স্থান; সুগভীর জলাশয়; ঘূর্ণাবর্ত্ত, জলের পাক; মহাবিপদ্, অতি সঙ্কট। 'হ্রদ'-শব্দজ। বি।

দহন—১। দাহ, যে কোনো তাপের প্রভাবে দগ্ধ হওন ("বজ্র-দহনে জ্বালাও আমায় ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু"—রবীন্দ্রনাথ)। দহ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—দগ্ধ। ২। দাহকারক; নিবারক। দহ্+অন কর্তৃবা। বিণ। ৩। অগ্নি; দুষ্টলোক; চিতাগাছ। বি; পুং।

দহনকেতন—ধূঁয়া, ধূম। দহনের (অগ্নির) কেতন (পতাকা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দহনসারথি—বায়ু। দহনের (অগ্নির) সারথি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দহনা—দগ্ধ হইতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

দহনারাতি—জল। দহনের (অগ্নির) অরাতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দহনীয়—পুড়িবার মত, জ্বলনীয়, দাহ্য। দহ্ +অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। [বি।

দহরম—আত্মীয়তা। ফার্সী 'দর্হম'-শব্দজ।

দহরম-মহরম—পরস্পর আত্মীয়তা; অতি ঘনিষ্ঠতা। ফার্সী। বি।

দহলা—দশফোঁটা-চিহ্নিত তাস। 'দশ'-শব্দজ। বাং প্র। বি। **দহলা নহলা করা**—তাস খেলিতে বসিয়া একবার নহলায় একবার দহলায় হাত্ দেওয়া; (লক্ষ্যার্থে) ইতস্ততঃ করা।

দহা—পোড়ান, দগ্ধ করা; জ্বালান; পীড়া দেওয়া; দগ্ধ হওয়া, পুড়িয়া যাওয়া। কবিপ্র। ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র। **দহই**—দগ্ধ করে। **দহল**—দগ্ধ করিল। **দহসি**—দগ্ধ করিতেছ]।

দহিয়াল—দোয়েল পাখী। বাং প্র। বি।

দহ্যমান—যাহা পোড়ান হইয়াছে এমন, যাহা দগ্ধ করা হইতেছে এরূপ, ভস্মীক্রিয়মাণ। দহ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

দা—১। কাটারি; (প্রাচীন বাংলায়) কাস্তে। 'দাত্র'-শব্দজ। ২। নামের বা বিশেষণ-বাচক শব্দের পরে যুক্ত 'দাদা'-শব্দের সংক্ষেপ ('বড়দা', 'হরেনদা')। বি। ৩। (কর্ম্মবাচক উপপদের পরে থাকিলে) দানকারিণী ('বরদা')। দা+ক কর্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [কাটা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

দাআ—১। দয়া। বি। ২। কর্তন করা,

দাই ধাই—উপমাতা, শিশুপালিকা; প্রসবকারয়িত্রী। 'ধাত্রী'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

দাইল—ডাউল, ডাল। 'দ্বিদল'-শব্দজ। বি।

দাউ-দাউ—অতি বেগে অগ্নি জ্বলনের ভাব-প্রকাশক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দাওত, দাওদ—নিমন্ত্রণ। বি।

দাওয়া—১। বারান্দা, রক, গৃহের বহিঃস্থ উপবেশন-স্থান। 'দার্ব্বট'-শব্দজ। ২। দাবী, অধিকার। আর্বীমূলক। বি। ৩। দান করা, দেওয়া; ছেদন করা; ফসল কাটা। প্রাদে। ক্রি।

দাওয়াই—ঔষধ, ভেষজ। হিন্দী। বি।

দাওয়াইখানা—ডাক্তারখানা (dispensary), ভৈষজ্যালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

দাঁ—১। পদবীবিশেষ। বাং প্র। বি। ২। দাঁও (তাহা দ্রঃ)।

দাঁও—সুবিধা, সুযোগ; সহজে মোটা লাভ। 'দান'-শব্দজ। বি। **দাঁও মারা**—সুবিধা গ্রহণ করা; লাভ করা।

দাঁড়—নৌকাচালন-দণ্ড; পোষা পাখীর বসিবার লৌহাদিদণ্ড। 'দণ্ড'-শব্দজ। বি।

দাঁড়কাক—কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ কাক। 'দণ্ডকাক'-শব্দজ। বি।

দাঁড়া—১। দস্তুর, রীতি, ব্যবহার। বাং প্র। ২। দণ্ড। 'দণ্ড'-শব্দজ। ৩। দংষ্ট্রা, হুল। 'দাঢ়া'-শব্দজ। বি। ৪। দণ্ডায়মান। বিণ। ৫। দণ্ডায়মান হ; অপেক্ষা কর্। বাং ক্রি।

দাঁড়ান—১। দণ্ডায়মান হওয়া; থামা, অপেক্ষা করা; সঞ্চিত হওয়া, জমা; উন্নতি-লাভ করা; সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া; ঘটিয়া উঠা। বাং ক্রি। ২। দণ্ডায়মান। বাং প্র। বিণ।

দাঁড়ি, দাঁড়ী—পূর্ণচ্ছেদমূলক চিহ্ন বা সরল রেখা, ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত সরল রেখা; তুলাদণ্ড, নিক্তি; নৌকাবাহক, যে দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে নৌকা চালায়। 'দণ্ডী'-শব্দজ। বি।

দাঁড়ীপাল্লা—তুলাদণ্ড এবং তাহার উভয় পার্শ্বে লম্বমান পাত্রদ্বয়, তরাজু। দ্বন্দ্ব। বি।

দাঁত—দন্ত, দশন। 'দন্ত'-শব্দজ। বি। **দাঁত খিঁচান**—দাঁত বাহির করিয়া ভেংচান। **দাঁত ফোটান**—কোন দুরূহ বিষয় বোধগম্য করা। **দাঁত বাহির করা**—অপরের বিরক্তিজনক ভাবে হাসা; ভেংচান। **দাঁত ভাঙ্গা**—দর্পচূর্ণ করা। **দাঁতে কুটো করা, কুটো কাটা**—অতিশয় বিনীত হওয়া। **দাঁতে দাঁত দিয়া পড়িয়া থাকা**—অনাহারে শয়ন করিয়া থাকা।

দাঁতকড়া—দাঁতের গোড়ায় বেদনাদায়ক ফোঁড়া, দাঁত-কনকনানি, দন্তশূল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

দাঁতকপাটি—(দুই সারি দাঁতে মিলিয়া বদ্ধ কপাটের মত দেখায় বলিয়া) দাঁতে দাঁতে লাগা, নীচের পাটির সহিত উপরের পাটির দাঁত লাগিয়া বদ্ধ হওয়া (মৃগী ইত্যাদি রোগে এরূপ হয়)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

দাঁতন—দাঁত মাজিবার কাঠি, দন্তকাষ্ঠ; দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জন। দাঁত+অন। বি।

দাঁতশূল—দাঁত-কনকনানি, দন্তবেদনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

দাঁতাল—১। বড় বড় দাঁতযুক্ত দেঁতো। বিণ। ২। হস্তী শূকর প্রভৃতি। দাঁত+আল যুক্তার্থে। বি।

দাঁদুড়িয়া, -ড়ে—দুর্দ্দান্ত। বাং প্র। বিণ।

দা-কুমড়া—কাটারি ও কুমড়া; ছেদ্যচ্ছেদক। দ্বন্দ্ব। বি। **দা-কুমড়া সম্বন্ধ**—চরম শত্রুতা।

দাক্ষায়ণী—দক্ষকন্যা, সতী; দুর্গা; দন্তীবৃক্ষ; অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র। দক্ষ+আয়ন অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দাক্ষিণাত্য—১। ভারতবর্ষের দক্ষিণঃ বিস্তীর্ণ ভূভাগ, দক্ষিণাপথ (Deccan). দক্ষিণ +আ+ত্যক্ ভবার্থে। বি; পুং। ২। দক্ষিণদেশজাত; দক্ষিণদিক্স্থ; দক্ষিণদেশ-বাসী; দক্ষিণদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী। বিণ।

দাক্ষিণ্য—দানশীলতা; আনুকূল্য; পরের ইচ্ছার অনুবর্তন; সারল্য, সরলতা; সৌজন্য; দক্ষতা। দক্ষিণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

দাখিল—১। পেশ, অর্পণ, উপস্থাপন। বি। ২। তুল্য, সামিল; উপস্থিত। আর্বী। বিণ।

দাখিলখারিজ—কালেক্টরী রেজিষ্টারে পুরাতন অধিকারীর নাম বদলাইয়া নূতন অধিকারীর নাম লেখান। আর্বীমূলক। বি।

দাখিলা—খাজানার রসিদ, কবচ। দাখিল +আ। বি।

দাখিলি, দাখিলী—যাহা দাখিল করা হইয়াছে এমন। দাখিল+ই, ঈ কৃতার্থে। বিণ।

দাগ—১। চিহ্ন, অঙ্ক; কলঙ্ক; মার্কা। ফার্সী। **দাগ কাটা**—চিহ্ন করা; রেখাঙ্কন করা। ২। দাহ; লৌহশলাকা দ্বারা গবাদি পশুর গায়ে যে দাগ কাটা হয় তাহা। 'দাহ'-শব্দজ। বি। **দাগ দেওয়া**—ছেঁকা দিয়া চিহ্নিত করা। [বাং প্র। বি।

দাগড়া—আঁচড়; দেহস্থ আঘাতাদির চিহ্ন।

দাগড়া-দাগড়া—অনেক দাগড়া, আঘাতাদির বহু চিহ্ন। বাং প্র। বি।

দাগনী—গোমহিষাদি পশুর শরীরে দাগ দেওয়ার জন্য বাঁকা লোহার শলা। ফার্সী। বি। [বাং প্র। বি।

দাগবিলি—জমি ও প্রজার বর্ণনা।

দাগবিলি-খতিয়ান—প্রজা জমি ও জমার বিবরণযুক্ত বহি। বাং প্র। বি।

দাগরাজি—ভাঙ্গা ফাটা বা ছেঁড়া সারা, ভগ্ন বা ছিন্ন স্থানাদির সংস্কারকরণ। ফার্সী। বি।

দাগা—১। মনঃকষ্ট, মনে আঘাত; দাগ, চিহ্ন; পীড়ন, ক্লেশদান; বিবাদ, ঝগড়া; ঠকান, প্রতারণা; বিশ্বাসঘাতকতা; বিপত্তি; মৎস্যের কর্ত্তিত অংশ; শিশুদের লিখিবার আদর্শ। ফার্সী। বি। ২। দাগ দেওয়া, চিহ্নিত করা; কামানের সাহায্যে গোলাগুলি নিক্ষেপ করা। বাং ক্রি।

দাগাদার—বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক; দুষ্ট, অনিষ্টকারী; পীড়াদায়ক; কলঙ্কারোপকারী। দাগা+দার উৎপাদক অর্থে। বিণ।

দাগাবাজ—প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক; পীড়াদায়ক। দাগা+বাজ শীলার্থে। বিণ।

দাগাবাজি—বিশ্বাসঘাতকতা; প্রতারণা; ধূর্ত্ততা। দাগাবাজ+ই কর্ম্মার্থে। বি।

দাগী—দাগযুক্ত, চিহ্নিত; কলঙ্কিত; পূর্ব্বে দণ্ডিত; পুরাতন পাপী; একদিকে পচা। দাগ+ঈ আছে অর্থে। বিণ।

দাঙ্গা—বহু লোকের মধ্যে মারপিট; মারামারি, কলহ, বিরোধ; বিদ্রোহ। হিন্দী। বি।

দাঙ্গাকারী (-কারিন্)—যে মারামারি করে এরূপ; কলহকারী; বিদ্রোহী। উপতৎ; দাঙ্গা—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -রিণী।

দাঙ্গাফ্যাসাদ, -হাঙ্গামা—মারপিট ও নালিশ-মোকদ্দমা। দ্বন্দ্ব। বি।

দাঙ্গাবাজ—যে দাঙ্গা করিতে ভালবাসে বা দাঙ্গা করাই যাহার স্বভাব এরূপ, কলহপ্রিয়, বিবাদশীল। দাঙ্গা+বাজ আসক্তার্থে। বিণ।

দাঙ্গাহাঙ্গামা—'দাঙ্গাফ্যাসাদ' দ্রঃ।

দাড়, দাড়া—দীর্ঘদন্ত; বড় দাঁত; হুল; (ব্যঙ্গার্থে) তেজ কমাইবার শক্তি। 'দাড়ক' বা 'দাঢ়া'-শব্দজ। বি।

দাড়ক—দাড়া, বড় দাঁত। দাড়্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

দাড়া—'দাড়' দ্রঃ। [শব্দজ। বি।

দাড়ি, দাঢ়ি—শ্মশ্রু; চিবুক, থুৎনি। 'দাঢ়ী'-

দাড়িম, দালিম—১। দাড়িম্ব বৃক্ষ। দাল+ইমণ্ নির্দ্দেশার্থে (ল-স্থানে ড)। বি; পুং। ২। দাড়িম ফল। দাড়িম+অণ্ ফলার্থে। বি; ক্লীব।

দাড়িমপুষ্প—দালিমফুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দাড়িম্ব—১। দালিমগাছ। বি; পুং। ২। দালিম ফল। দা+ডিম্ব কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

দাড়ুকা—লোহার দাঁড়, লৌহনির্ম্মিত দণ্ড। কবিপ্র। বি।

দাঢ়া, দাঢ়ি—(বৃশ্চিকাদির) বড় দাঁত। দো+ঢ কর্ত্তৃবা+আপ্, ঢি কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী। [আপ্। বি; স্ত্রী।

দাঢ়িকা—দাড়ি, শ্মশ্রু। দাঢ়া+কন্ স্বার্থে+

দাঢ়ী—দাড়ি, চিবুক গাল ও থুতনি হইতে নির্গত চুলের রাশি। দাঢ়ি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দাণ্ডা—লোহার তৈরি একপ্রকার মোটা লাঠি; হাতল, বাঁট। 'দণ্ড'-শব্দজ। বি।

দাণ্ডান—দাঁড়ান, দণ্ডায়মান হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

দাতব্য—১। যাহা দেওয়া উচিত বা দিতে হইবে এমন, দানযোগ্য, দেয়। দা+তব্য কর্ম্মবা। বিণ। ২। দান। বাং প্র। বি।

দাতব্য-ঔষধালয়—যে স্থানে রোগী দেখিয়া বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয় সেই স্থান। দাতব্য (দা+তব্য অধিবা) ঔষধালয়, কর্ম্মধা (সমাস হইলেও এখানে সন্ধি হয় নাই)। বি; পুং।

দাতব্য-খানা—দানশালা; অন্নসত্র, যে গৃহে বা স্থানে অন্নবিতরণাদি দানকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা। বাং প্র। বি।

দা ত ব্য-চি কি ৎ সা ল য়—বিনামূল্যে চিকিৎসার স্থান, যে স্থানে বিনাব্যয়ে সমাগত রোগীদের রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করা হয় (charitable dispensary). দাতব্য চিকিৎসা, কর্ম্মধা; তাহার আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দাতা (দাতৃ)—দানকর্ত্তা, দানশীল। দা+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দাত্রী।

দাতাকর্ণ—দুর্য্যোধনের বন্ধু মহাবীর কর্ণ; কর্ণের ন্যায় অতিশয় দানশীল; (ব্যঙ্গার্থে) কৃপণ। কর্ম্মধা। বি; পুং, বা বিণ।

দাত্যূহ—ডাকপাখী; জলকাক; চাতক; মেঘ। দিতি—বহ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা=দিতিবাহ্, তদুত্তরে+অণ্ সম্বন্ধার্থে (নিপাতনে)। বি; পুং।

দাত্র—দা, কাটারী; কাস্তে। দো (ছেদন করা)+ট্রন্ করণবা। বি; ক্লীব।

দাদ—১। চর্ম্মরোগবিশেষ। 'দদ্রু'-শব্দজ। ২। প্রতিশোধ। ফার্সী। বি। **দাদ তোলা**—প্রতিশোধ লওয়া।

দাদখানি—একপ্রকার সরু চাল। দাউদ খাঁর নাম হইতে উৎপন্ন শব্দ। বি।

দাদন—ঠিকা কাজ প্রভৃতির অগ্রিম বেতন (advance); সুদ লইয়া টাকা ধার দেওয়া। ফার্সী। বি।

দাদনি, -নী—১। দাদন। বি। ২। যে কাজ বা জিনিসের জন্য দাদন দেওয়া হইয়াছে এরূপ; দাদন-সম্বন্ধীয়। দাদন+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ। [বাং প্র। বি।

দাদরা—(সঙ্গীত) ছয় মাত্রার তালবিশেষ।

দাদলান—হাঁকাইয়া দেওয়া, তাড়াইয়া দেওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

দাদা—বড় ভাই, জ্যেষ্ঠভ্রাতা; পিতামহ; মাতামহ; পৌত্রদৌহিত্রাদির স্নেহসূচক সম্বোধন। ফার্সী। বি।

দাদাঠাকুর—পিতামাতার ন্যায় শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরজাতীয় লোকের শ্রদ্ধাসূচক সম্বোধন। যিনি দাদা তিনিই ঠাকুর, কর্ম্মধা। বি।

দাদাবাবু—দাদা বা বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধেয় মনিব। যিনি দাদা তিনিই বাবু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

দাদাভাই—নাতি বা নাতির মত স্নেহভাজন ব্যক্তির প্রতি আদরের ডাক। বাং প্র। বি।

দাদামহাশয়, -মশাই, -মশায়—পিতার বা মাতার পিতা, পিতামহ মাতামহ এবং তাঁহার স্থানীয় ব্যক্তি। কর্ম্মধা। বি।

দাদাল—চড়চাপড়; তাড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [ব্যক্তি। বাং প্র। বি।

দাদা-শ্বশুর—শ্বশুরের পিতা বা পিতৃস্থানীয়

দাদী—ঠাকুরমা বা দিদিমা, পিতামহী বা মাতামহী। ফার্সী। বি।

দাদু—দাদামহাশয়ের প্রতি আদরের ডাক, আদরার্থে মাতামহ বা পিতামহ। 'দাদা'-শব্দজ। বি।

দাদুপন্থী—দাদু নামক জনৈক বৈষ্ণব-প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মমতাবলম্বী। বি।

দাদুর—ব্যাঙ, ভেক। 'দর্দুর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দাদুরি, -রী—স্ত্রী-জাতীয় ব্যাঙ, ভেকী। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

দান—১। দেওয়া, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কাহাকেও কোন বস্তু প্রদান; বিতরণ; ত্যাগ, বিসর্জ্জন। দা+অনট্ ভাববা। ২। যাহা দেওয়া হয় তাহা, প্রদানযোগ্য বস্তু। দা+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৩। হাটে বা বাজারে বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে শুল্কস্বরূপ দ্রব্যের কিয়দংশ গ্রহণ, তোলা; পাশাখেলায় পাশার পাটি নিক্ষেপ। বাং প্র। বি। ৪। (অন্যশব্দের পরবর্ত্তী হইলে তাহার) আধার, পাত্র (ফুল—')। ফার্সী প্রত্যয়।

দান-কাতর—দান করিতে কুণ্ঠিত, অদাতা। দানে কাতর, ৭মীতৎ। বিণ।

দানকাম—দান করিতে ইচ্ছুক। দান হইয়াছে কাম (কামনা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দানকুণ্ঠ—কৃপণ, দানকাতর, ব্যয়কুণ্ঠ। দানে কুণ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দানখণ্ড—শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তনে নৌকা-পারাপার-বিষয়ক পালা-গান। বাং প্র। বি।

দানদার—অত্যন্ত দানশীল। দান (সংস্কৃত) + দার (ফার্সী)। বিণ।

দানধর্ম্ম(র্ম)—দানরূপ পবিত্র কর্ম্ম। দান-রূপ ধর্ম্ম, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

দানধ্যান—দান ও অন্যান্য সৎকার্য্য। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দানপত্র—অমুক বস্তু অমুককে দিলাম বলিয়া যে পত্র লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা, দানসম্বন্ধীয় দলিল। দানসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দানব—অসুর। দনু + অণ্, অপত্যার্থে। বি; পুং। স্ত্রী—দানবী।

দানব-দলন, -সংহার—অসুরবিনাশ, অসুরধ্বংস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

দানবদলনী—দুর্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দানবারি—দৈত্যশত্রু, দেবতা; বিষ্ণু। দানবের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দানবীর—অতিশয় দাতা, দানবিষয়ে অত্যন্ত উদ্যমশীল। দানে বীর, ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

দানলীলা—দানী বেশে শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের নিকট করদারীরূপ লীলা। বাং প্র। বি।

দানশীল—দাতা, বদান্য। দান শীল (স্বভাব) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

দানশৌণ্ড—অতিদাতা। দানে শৌণ্ড (মত্ত, আসক্ত), ৭মীতৎ। বিণ।

দানসজ্জা—দানের সাজ, সজ্জিত দানবস্তু-সমূহ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দানসাগর—যে শ্রাদ্ধে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ষোল-প্রকার বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ষোলটি করিয়া বস্তু দান করা হয় তাহা (এইরূপ শ্রাদ্ধে হস্তী অশ্ব শিবিকা প্রভৃতি দানেরও ব্যবস্থা আছে); বল্লালসেনরচিত গ্রন্থবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দানসামগ্রী—দানের জিনিস; বিবাহে বরকে দেয় তৈজসাদি উপকরণসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দানা—১। শস্যাদির বীজ; স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারবিশেষ; আহার্য্য; খাদ্য; গুটিকা, কণা, কণিকা। ফার্সী। ২। দৈত্য; ভূত, দেবযোনি। ফার্সী 'দানাই'-শব্দজ। বি।

দানাদার—মিষ্টান্নবিশেষ; আহার্য্যদাতা, অন্নদাতা। দানা + দার বিশিষ্টার্থে। বি।

দানাপানি—অন্নজল, খাদ্যপানীয়। দ্বন্দ্ব। ফার্সীমূলক। বি।

দানি—আধার, পাত্র (সাধারণতঃ অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইয়া ব্যবহৃত হয়; যেমন—ফুলদানি, পিকদানি ইত্যাদি)। ফার্সী প্রত্যয়।

দানিশবন্দ—ধার্ম্মিক, ধর্ম্মপরায়ণ, পুণ্যাত্মা। ফার্সী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দানী—১। হাট অথবা নদীতীরে যাহারা দান সাধে অর্থাৎ কর সংগ্রহ করে। দান + ঈ (বাং)। বি। ২। দানি, আধার। ফার্সী প্রত্যয়।

দানী (দানিন্)—দানশীল, দাতা, বদান্য। দান + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—দানিনী।

দানীয়—১। দানের যোগ্য। দা + অনীয় কর্ম্মবা। ২। দানের পাত্র। দা + অনীয় সম্প্রবা। বিণ।

দানো—দানা, প্রেত, পিশাচ। ফার্সী 'দানাই'-শব্দজ। বি।

দানোৎসর্গ—দেয়বস্তু-বিতরণ; শ্রাদ্ধাদি-কালে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দানযোগ্য বস্তুর সমর্পণ। দানের উৎসর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দান্ত—১। যাহাকে দমন করা হইয়াছে এমন, দমিত; বশীকৃত; শাসিত। দম্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। ২। তপস্যায় ক্লেশসহিষ্ণু; যে বাহ্যেন্দ্রিয় বশ করিয়াছে এরূপ, জিতে-ন্দ্রিয়; শান্ত, সৌম্য। দম্ + ক্ত কর্তৃবা। ৩। দাঁতের তৈরি, দন্তনির্ম্মিত। দন্ত + অণ্ নির্ম্মিতার্থে। ৪। দ-কারান্ত, দ যাহার শেষে আছে এরূপ। দ অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী—দান্তা, দান্তী (৩য় অর্থে)।

দান্তি—দমন; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; তপঃক্লেশ-সহিষ্ণুতা। দম্ + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—দান্ত। [শব্দজ। বি।

দাপ—প্রভাব, প্রতাপ, তেজঃ। 'দর্প'-

দাপক, দাপয়িতা (-য়িতৃ)—যে দেওয়ায় এরূপ, দানপ্রবর্ত্তক, যাহার প্রবর্ত্তনা অনুসারে কেহ দান করে এরূপ। দা + ণিচ্ (দাপি = দান করান) + ণক, তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দাপিকা, দাপয়িত্রী।

দাপট—প্রভাব, প্রতাপ, তেজ, ঝাঁজ। হিন্দী-মূলক। বি।

দাপন—দেওয়ান, দানপ্রবর্ত্তন। দা + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

দাপনা, দাবনা—উরুর উপরিভাগের মধ্যস্থল, উরুদেশের মাংসল অংশ। প্রাদে। বি।

দাপনি, দাপুনি—আয়না, দর্পণ। 'দর্পণ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দাপয়িতা (-য়িতৃ)—'দাপক' দ্রঃ।

দাপাদাপি—পা ছোড়া; সদর্পে ইতস্ততঃ ভ্রমণ; স্পর্দ্ধাপ্রকাশ, আস্ফালন। বাং প্র। বি।

দাপিত—দণ্ডিত, শাসিত; যাহা দেওয়ান হইয়াছে এরূপ; শোধিত; ধনাদিদ্বারা বশীকৃত; সাধিত। দা + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

দাপুনি—১। 'দাপনি' দ্রঃ। ২। প্রতাপ, প্রভাব, দম্ভ, তেজঃ, চাপ। বাং প্র। বি।

দাপ্য—দণ্ডনীয়; দান করাইবার যোগ্য। দা + ণিচ্ + যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

দাব—১। বনের আগুন, দাবানল; অগ্নি; অরণ্য, বন। দু + ণ কর্তৃবা। ২। তাপ। দু + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। প্রতাপ, প্রভাব; শাসন; দমন। 'দর্প'-শব্দজ। বি।

দাবে রাখা—চাপে বা শাসনে রাখা।

দাবই—দাবিয়া, শাসন করিয়া, চাপিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

দাবড়, দাবড়া—চাপ; দাপট; দাপা-দাপি; ধমক, তর্জ্জন। প্রাদে। বি।

দাবড়ান—দাবড়ি দেওয়া; তাড়া করা। বাং ক্রি। বি—দাবড়ানি। [বি।

দাবড়ি—ধমক, তিরস্কার, তর্জ্জন। বাং প্র।

দাবদগ্ধ—যাহা বনের আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে এমন, দাবানলে ভস্মীভূত; বনাগ্নি-সন্তপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

দাবদহন—দাবানল, বনাগ্নি। দাবকৃত দহন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দাবদাহ—১। বনের আগুনে পুড়িয়া যাওয়া, বনাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হওয়া। ৩য়াতৎ। ২। বনের আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার জ্বালা, বনাগ্নির সন্তাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দাবন—চাপন; বিমর্দ্দন, মাড়ান; শাসন, তিরস্কার। বাং প্র। বি।

দাবনা—'দাপনা' দ্রঃ।

দাবা—১। সতরঞ্চ খেলা; সতরঞ্চ খেলার গুটিকাবিশেষ। বি। ২। চাপিয়া রাখা, দাবিয়া রাখা; শাসন করা, ধমক দেওয়া, ধমকান; গোপন করা। বাং ক্রি।

দাবাগ্নি, দাবানল—বনের আগুন, কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বন দাহ করে তাহা। দাবজাত অগ্নি, অনল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দাবান—চাপিয়া দেওয়া; ভৎর্সনা করা, তিরস্কার করা; শাসান; চাপা। বাং ক্রি।

দাবাব'ড়ে—সতরঞ্চ খেলার গুটিকা বা ঘুঁটি। বাং প্র। বি।

দাবি, দাবী—স্বত্ব, অধিকার; প্রাপ্য বিষয় চাওয়া; তাগিদ। আরবী। বি।

দাবীদাওয়া—স্বত্বপ্রার্থনা; প্রাপ্তিস্বত্ব; অভিযোগ; নালিশ ও প্রার্থনা। আরবীমূলক। বি। [দাবী + দার করে অর্থে। বি।

দাবীদার—পাওনাদার; যে দাবি করে।

দাবুড়ি—দাবড়ি, ধমক, তিরস্কার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দাম (দামন্)—দড়ি, সূতা; যে দড়িতে অনেক গরু বাঁধা যায়, দৌকা; মাল্য; গোছা, গুচ্ছ; জলজ তৃণবিশেষ। দো + মনিন্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

দাম—মূল্য। গ্রীক্ 'drachm' < আরবী 'দিরহম্'-শব্দজ, অথবা 'দ্রম্ম'-শব্দজ। বি।

দামড়া—অণ্ডকোষশূন্য ষাঁড়, ছিন্নকোষ বলদ; অতি মূর্খ ও অপদার্থ লোক; পুরুষত্ব-হীন জীব; খাসী। বাং প্র। বি।

দামড়ি—পয়সার আটভাগের একভাগ, আধ সিকি-পয়সা। বি।

দামনী—পশু বাঁধিবার দড়ি; মালা। দামন্ + অণ্ স্বার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দামামা—বড় ঢাক, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ফার্সী। বি।

দামাল, দাম্বাল—দুরন্ত; অশান্ত ("ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই"—নজরুল); হৃষ্টপুষ্ট, মোটা-সোটা। বাং প্র। বিণ।

দামিনী—বিদ্যুৎ। দামন্ + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দামিনীদাম (-দামন্)—বিদ্যুতের রেখা-সমূহ, বিদ্যুতের মালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দামী—মূল্যবান্, মহার্ঘ, যাহার মূল্য অধিক এরূপ। দাম + ঈ (বাং) আছে অর্থে। বিণ।

দামোদর—১। কৃষ্ণ, বিষ্ণু। দাম (রজ্জু) উদরে (পেটে) যাঁহার, বহুব্রী [যশোদা ইঁহাকে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিলে ইনি রজ্জু সকল হরণ করিয়াছিলেন]। ২। বর্দ্ধমানের নিকটে প্রবাহিত নদবিশেষ। বি; পুং।

দামোদর উপত্যকা—দামোদর নদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ (Damodar Valley).

দাম্পত্য—স্বামিস্ত্রী-সংক্রান্ত, দম্পতিসম্বন্ধীয়, পতি ও পত্নীর মধ্যে বর্ত্তমান বা ঘটিত। দম্পতি + য্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দাম্পত্য-কলহ—স্বামিস্ত্রীর ঝগড়া, পতি-পত্নীর বিবাদ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

দাম্পত্যনীতি—স্বামিস্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দাম্পত্যপ্রণয়, -প্রেম (-প্রেমন্)—স্বামী এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। দাম্পত্য প্রণয়, প্রেম, কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব।

দাম্পত্য-সম্বন্ধ—স্বামিস্ত্রীর পরস্পরের সহিত সম্পর্ক। কর্ম্মধা। বি; পুং।

দাম্বাল—'দামাল' দ্রঃ।

দাম্ভিক—অহঙ্কারী, গর্ব্বিত; ধূর্ত্ত, কপটাচারী, বিড়ালতপস্বী। দম্ভ + ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী (সং), —কা (বাং)। বি, —কতা।

দাম্ভিকতা—গর্ব্ব, অহঙ্কার, দেমাক। দাম্ভিক + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—দাম্ভিক।

দায়—১। দায়িত্ব, ঝুঁকি; ক্ষতি; বিপদ্; সঙ্কট; উৎপাত, উপদ্রব; অপরাধ; বিবাহাদি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য; (অর্থনীতি) খরচের (বা দেনার) দায়িত্ব বা ভার। বাং প্র। বি। **দায়ে ঠেকা, দায়ে পড়া**—বিপদে পড়া, বাধ্য হওয়া। **সসীম দায়**—যে দায়িত্ব সীমার মধ্যে আবদ্ধ। **নিঃসীম দায়**—যে দায়িত্ব সীমাহীন। ২। যৌতুকাদি দান; বিভাগযোগ্য পিতৃধন, উত্তরাধি-কারিতাসূত্রে যে ধনে অধিকার জন্মে; বিভাজ্যবস্তু। দা + ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৩। দান। দা + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

দায়ক—১। দাতা; ক্ষতিপূরক। দা + ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দায়িকা। ২। দায়াদ, জ্ঞাতি। উপতৎ; দায়—কৈ + ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

দায়গ্রস্ত—ঋণী; কর্ত্তব্যপালনের জন্য দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত; বিপন্ন, সঙ্কটে পতিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

দায়-দাবী—দায়িত্ব বা অধিকার। দায় ও দাবী, দ্বন্দ্ব। বি।

দায়বন্ধু—পিতৃধনের উত্তরাধিকারী ভ্রাতা, জ্ঞাতি-ভ্রাতা। দায়ে (পৈতৃক ধনে) বন্ধু, ৭মীতৎ। বি; পুং।

দায়ভাগ—১। পৈতৃক ধনের বিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জীমূতবাহনকৃত স্মৃতিগ্রন্থ-বিশেষ। দায়ের ভাগ যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

দায়মুল—চিরজীবনের জন্য কারাবাস বা নির্ব্বাসনদণ্ড। আর্বীমূলক। বি।

দায়মুলী—চিরজীবনের জন্য কারাবাস বা নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত। দায়মুল + ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

দায়রা—ফৌজদারী উচ্চ আদালত (Sessions). ফার্সী। বি।

দায়রা-আদালত—অপরাধীর বিচারের জন্য উচ্চতম আদালত, সেসন কোর্ট (Session Court). ফার্সী। বি।

দায়রা-সোপর্দ্দ(র্দ)—দায়রা-আদালতে বিচারের জন্য প্রেরিত (committed to Sessions); দায়রা-আদালতে বিচারের যোগ্য। ফার্সী। বিণ।

দায়াদ—১। পুত্র। দায়—আ—দা + ক কর্ত্তৃবা। ২। উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে ধনগ্রহণে যাহার অধিকার আছে, উত্তরাধিকারী; জ্ঞাতি, সপিণ্ড। বি; পুং। ৩। ধনভাগী। উপতৎ; দায়—অদ্ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দী।

দায়াদী—১। কন্যা, দুহিতা; উত্তরাধি-কারিণী। দায়াদ + ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। জ্ঞাতিত্ব; জ্ঞাতিহিংসা। বাং প্র। বি।

দায়িক—ঝুঁকিদার, দায়িত্ববিশিষ্ট; ঋণগ্রস্ত, খাতক। দায় + ইক আছে অর্থে। বিণ।

দায়িতা—ঋণ; বাধ্যতা (liability). দায়িন্ + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

দায়িত্ব—ঝুঁকি, সাফল্য-অসাফল্যের ভার; অবশ্য-পূরকত্ব; অবশ্য-দাতৃত্ব; ক্ষতিপূরণ। দায়িন্ + ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

দায়িত্ব-জ্ঞান, -বোধ—কোন কার্য্যের ভার লইয়া তাহা অবশ্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে এইরূপ বুদ্ধি বা ভাবনা। দায়িত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, বোধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং।

দায়ী (দায়িন্)—যাহার উপর ঝুঁকি বা ভার থাকে এরূপ; যাহাকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হয় এরূপ; দাতা; দায়গ্রস্ত; অধমর্ণ, ঋণী। দা + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দায়িনী। বি—দায়িত্ব।

দায়ের—১। আনীত, উপস্থাপিত, দাখিল; বিচারাধীন। বিণ। ২। আনয়ন, উপস্থাপন, দাখিল করা। ফার্সী। বি। **মোকদ্দমা দায়ের করা**—বিচারালয়ে কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করা।

দার—১। স্ত্রী, পত্নী, ভার্য্যা। দৃ + ণিচ্ + ঘঞ্ কর্ত্তৃবা (ণিচের লোপ)। বি; পুং। ২। বিশিষ্ট বা যুক্ত ইত্যাদি অর্থে শব্দের পরে ব্যবহার্য্য,—ওয়ালা। ফার্সী প্রত্যয় ('দোকান—', 'দেন—')।

দারক—১। পুত্র; শিশু, বালক; শ্রীকৃষ্ণের সারথি। বি; পুং। ২। ভেদকারক, বিদারণ-কর্ত্তা। দৃ + ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দারিকা।

দারকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্ম**—বিবাহ। দারসম্পাদক কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দারগ্রহণ—বিবাহ, পত্নীগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দারণ—১। বিদীর্ণ করণ, ভেদন, ফাটান। দৃ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। ২। ভেদসাধন অস্ত্র। দৃ + ণিচ্ + অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ৩। ভেদক, যাহা কোন কিছু ফাটাইয়া দেয় এমন। দৃ + ণিচ্ + অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

দারপরিগ্রহ—বিবাহ, স্ত্রীগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দারব—কাষ্ঠনির্ম্মিত, দারুময়। দারু + অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, —বী।

দারা—স্ত্রী, পত্নী, ভার্য্যা। সংস্কৃত নিত্য-বহুবচনান্ত 'দার'-শব্দজ। বি; স্ত্রী (সংস্কৃতে পুং)।

দারাসুত—স্ত্রীপুত্র, পুত্রকলত্র। দারা ও সুত, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দারিকা—১। ভেদিকা; বিদারণকারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা; বালিকা। দারক + আপ্। বি; স্ত্রী। [কর্ম্মবা। বিণ।

দারিত—দীর্ণ, ভেদিত। দৃ + ণিচ্ + ক্ত

দারিদ—১। গরীব, দরিদ্র, নির্ধন। বিণ। ২। দরিদ্রতা, নির্ধনতা ("ন পূরে অলপ ধনে দারিদ তিয়াসা"—বিদ্যাপতি)। 'দারিদ্র্য'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দারিদ্র, দারিদ্র্য—গরীব অবস্থা, দৈন্য, নির্ধনতা, অকিঞ্চনত্ব। দরিদ্র + অণ্, য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক, -সূচক—নির্ধনতা-

প্রকাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ব্যঞ্জিকা, —সূচিকা।

দারী—বেশ্যা। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

দারু—১। কাষ্ঠ; দেবদারু বৃক্ষ; পিত্তল। দৃ+ঞুণ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। বিদারক; শিল্পী। দৃ+ঞুণ্ কর্ত্তৃবা। ৩। দানশীল, দাতা। দা+রু কর্ত্তৃবা, শীলাদ্যর্থে। ৪। ছেদক। দো+রু কর্ত্তৃবা। বিণ। ৫। সুরা, মদ্য। ফার্সী। বি।

দারুক—১। শ্রীকৃষ্ণের সারথি। দৃ+উকঞ্ কর্ত্তৃবা। ২। দেবদারু বৃক্ষ। বি; পুং। ৩। কাষ্ঠ। দারু+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

দারুকা—কাঠের পুতুল, কাষ্ঠপুত্তলি। দারু+কন্ অবয়বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

দারুচিনি—গুড়ত্বক্; একপ্রকার সুমিষ্ট গাছের বাকল; ডালচিনি। দারু চিনি সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি।

দারুজ—১। কাষ্ঠনির্ম্মিত; কাষ্ঠোদ্ভূত। বিণ। ২। মাদল। উপতৎ; দারু—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

দারুণ—১। ঘোর, ভয়ঙ্কর; ক্রূর; কঠোর, কঠিন; দুঃসহ, অসহ্য; উৎকট; কর্কশ; উগ্র; মর্ম্মভেদী, মর্ম্মান্তিক; নিষ্ঠুর, নৃশংস। বিণ। ২। রৌদ্ররস; ভয়ানক রস। দৃ+ণিচ্+উনন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

দারুদহন—দাবাগ্নি, বনানল। দারুজাত দহন (অগ্নি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দারুপাত্র—কাঠের পাত্র। দারুনির্ম্মিত পাত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দারুপিপীলিকা—কাঠপিঁপড়া। দারু-বিহারিণী পিপীলিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দারুপুত্রিকা—কাঠের পুতুল, কাষ্ঠপুত্তলিকা। দারুনির্ম্মিতা পুত্রিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দারুব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—পুরীধামস্থিত জগন্নাথ-দেবের কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি। দারুরূপী ব্রহ্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দারুময়—কাষ্ঠনির্ম্মিত। দারু+ময়ট্ অবয়-বার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

দারুসার—চন্দন। দারুমধ্যে সার (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

দারুসিতা—দারুচিনি, গুড়ত্বক্। দারুময়ী সিতা (শর্করা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দারুস্ত্রী—কাঠের পুতুল, কাষ্ঠপুত্তলিকা। দারুময়ী স্ত্রী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দারুহরিদ্রা—কাঠহলুদ, কাষ্ঠহরিদ্রা। দারুরূপা হরিদ্রা, রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দারুহস্তক—কাঠের হাতা। দারুনির্ম্মিত হস্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা+কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি; পুং।

দারোগা—পুলিশ-কর্ম্মচারিবিশেষ; থানার প্রধান কর্ম্মচারী (police sub-inspector). আর্বী। বি। [বি।

দারোয়ান—দ্বাররক্ষক। 'দ্বারবান্'-শব্দজ।

দার্ঢ্য—দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য। দৃঢ়+ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—দৃঢ়।

দার্ব্ব(র্ব)ট—মন্ত্রণাভবন; চিন্তাগৃহ। দারু—অট্ (গমন করা)+ঘঞ্ অধিবা (যাহাতে দারু অর্থাৎ কাঠের মত নিশ্চল হইয়া কোন বিষয় চিন্তা করা হয়)। বি; ক্লীব।

দার্ব্বী(র্বী)—দারুহরিদ্রা; দেবদারুবৃক্ষ; গো-জিহ্বা নামক ওষধি; হরিদ্রা। দারু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দার্শনিক—দর্শনশাস্ত্রবেত্তা; যিনি দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ দেন এমন; দর্শনশাস্ত্রসংক্রান্ত ('বিচার—')। দর্শন+ইক জানেন ইনি ইত্যাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—দর্শন।

দাল—১। মৌমাছিরা গাছের কোটরে যে মধু সঞ্চিত করিয়া রাখে তাহা। দল্+অণ্ সঞ্চয়ার্থে। ২। দলন, মর্দ্দন, ছেদন। দল্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। কোদো ধান, কোদ্রব। দল্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৪। দালি (তাহা দ্রঃ)। [প্রাদে। বি।

দালনা—সরস ব্যঞ্জনবিশেষ, ডালনা।

দালপুরী, ডালপুরী—সিদ্ধডালের পুর দেওয়া মোটা লুচির ন্যায় একপ্রকার খাদ্য। বাং প্র। বি।

দালান—বারান্দা; পাকাবাড়ী, প্রাসাদ, অট্টালিকা; মণ্ডপের মত ঘর; বড় হল। ফার্সী। বি।

দালাল—ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যস্থ ব্যক্তি, খরিদ্দারের সংগ্রহকর্ত্তা; উভয় পক্ষের সংযোজক বা ঘটক। ফার্সী। বি।

দালালি, -লী—দালালের কাজ; দালালের প্রাপ্য অর্থ, দস্তুরী। দালাল+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

দালি—কলায় প্রভৃতি। 'দ্বিদল'-শব্দজ। বি।

দালিম—'দাড়িম' দ্রঃ।

দাশ—ধীবর, কৈবর্ত্ত; বৈদ্যের উপাধিবিশেষ। দন্শ্+টন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

দাশরথ—১। দশরথপুত্র, রাম। দশরথ+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। দশরথ-সম্বন্ধীয়। দশরথ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—থী।

দাশরথি—দশরথনন্দন, রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ। দশরথ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

দাস—১। ধীবর; আত্মজ্ঞ ব্যক্তি; শূদ্র-জাতি; উপাধিবিশেষ। দন্স্+টন্ কর্ত্তৃবা। ২। চাকর, ভৃত্য, সেবক; দানপাত্র। দাস্+ঘঞ্ সম্প্রবা। বি; পুং। স্ত্রী—দাসী।

অবস্থার দাস—অবস্থার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী।

দাসখত—চিরদিন সেবক হইয়া থাকিবার জন্য অঙ্গীকারপত্র। দাস হওয়ার খত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

দাসত্ব—চাকরের কাজ বা অবস্থা, বেতন লইয়া অন্যের সেবা করা; গোলামী; পরাধীনতা; (ব্যঙ্গার্থে) চাকরি। দাস+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

দাসত্বপ্রথা—ক্রীতদাস রাখিবার বিধি-সঙ্গত ব্যবস্থা, দাসদাসী রাখিবার পদ্ধতি বা নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দাসত্বশৃঙ্খল—পরাধীনতারূপ শিকল ("দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়"—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)। দাসত্বরূপ শৃঙ্খল, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দাসদাসী—চাকর-চাকরাণী, সেবক ও সেবিকা। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

দাসনন্দিনী—চাকরের মেয়ে, ভৃত্যকন্যা, সত্যবতী, ব্যাসের মাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দাসব্যবসায়—মানুষকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয়বিক্রয়ের কার্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দাসব্যবসায়ী (-য়িন্)—যে ব্যক্তি দাসদাসী-ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যবসায় করে; দাস-বণিক্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দাস-মনোবৃত্তি—বড়লোকের বা ভিন্ন-জাতীয় লোকের অনুগ্রহাশায় তাহার নিকট হীনতা-স্বীকারের প্রবৃত্তি; নিজেকে ছোট মনে করার মত মনোভাব (slave mentality). দাসোচিত মনোবৃত্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দাসানুদাস—ভৃত্যের অনুগত ভৃত্য, অতি দীন ভৃত্য (সাধারণতঃ বিনয় বা ভক্তি প্রদর্শনার্থ কথাটি ব্যবহৃত হয়)। দাসের অনুদাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দাসী—চাকরাণী, ভৃত্যা, পরিচারিকা; শূদ্রা; ধীবরী। দাস্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দাসীত্ব—দাসীর কাজ, দাসীর অবস্থা। দাসী+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

দাসীপনা—চাকরাণীর কাজ, দাসীবৃত্তি। দাসী+পনা কর্ম্মার্থে। বি। [বি; স্ত্রী।

দাসীবৃত্তি—চাকরাণীর কাজ। ৬ষ্ঠীতৎ।

দাসেয়—দাসীগর্ভজাত পুত্র; বিদুর; ধীবর। দাসী+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

দাসেয়ী—সত্যবতী; ধীবরী। দাসেয়+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি।

দাস্ত—মলত্যাগ; ভেদ। ফার্সী 'দস্ত'-শব্দজ।

দাস্য—দাসত্ব, চাকরী, সেবারূপ জীবিকা; (বৈষ্ণবশাস্ত্র) দাসভাবে উপাসনা, নয়প্রকার ভক্তির একপ্রকার ভক্তি। দাস+ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

দাস্যবৃত্তি—দাসত্বরূপ জীবিকা, চাকুরী-জীবিকা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দাস্যা—বিধবা শূদ্রার উপাধি। অশুদ্ধ প্রয়োগ। বি।

দাহ—জ্বলন, জ্বালা; দহন, ভস্মীকরণ; সন্তাপ; আন্তরিক যাতনা। দহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

দাহক—১। যে পোড়ায় এমন, দাহকারী। বিণ। স্ত্রী—দাহিকা। ২। রাঙ্‌চিতা। দহ্‌+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

দাহক্রিয়া—পোড়ান, দহনক্রিয়া, ভস্মীকরণ; মড়া পোড়ান, শবদৎকারকরণ। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দাহঘ্ন—১। দেহ-জ্বালা-নাশক ঔষধবিশেষ। বি; পুং। ২। তাপনাশক, জ্বালার শান্তি-কারক, দাহনিবারক। উপতৎ; দাহ—হন্‌+টক্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী।

দাহজ্বর—যে জ্বরে গায়ে অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয়। দাহপ্রধান জ্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দাহন—পোড়ান, ভস্মীকরণ; সন্তাপন। দহ্‌+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

দাহবান্ (-বৎ)—জ্বলন্ত; দাহযুক্ত। দাহ+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

দাহা—পোড়ান, দগ্ধ করা; দগ্ধ করান। কবিপ্র। ক্রি।

দাহিকা—যাহা পোড়াইয়া ফেলিতে পারে এরূপ, দহনকারিণী। দাহক+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

দাহিকাশক্তি—পোড়াইবার ক্ষমতা ('অগ্নির —')। অসমস্ত পদদ্বয়। বি; স্ত্রী।

দাহিত—যাহাকে পোড়ান হইয়াছে এরূপ, ভস্মীকারিত, জ্বালিত। দহ্‌+ণিচ্‌ (=দাহি) +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

দাহী (দাহিন্)—যে বা যাহা পোড়ায় এমন, দাহকারক। দহ্‌+ ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দাহিনী।

দাহ্য—যাহা পোড়াইতে হইবে বা দাহ করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ, দাহযোগ্য, যাহা সহজে পোড়ান যাইতে পারে এরূপ, যাহা সহজেই জ্বলিয়া উঠে এরূপ (combustible, inflammable). দহ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

দি—১। দান করিয়া থাকি; দান করিতেছি। ক্রি। ২। অন্য শব্দের পরে 'দিদি'-শব্দের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ (মেজদি, ঠানদি)। বি; স্ত্রী।

দিক্ (দিশ্‌)—পূর্ব্ব অগ্নি দক্ষিণ নৈঋ‌র্ত পশ্চিম বায়ু উত্তর ঈশান ঊর্দ্ধ ও অধঃ—এই দশ দিক্; অংশ, খণ্ড; সীমা; পক্ষ; রীতি; দন্ত-রোগবিশেষ; অভিমুখ; দেশ, অঞ্চল; কোন ব্যাপক বিষয়ের প্রধান প্রধান লক্ষণযুক্ত অংশের নির্দ্দেশ। দিশ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। [বিণ।

দিক্—বিরক্ত, বেজার, জালাতন। আর্বী।

দিক্‌দারি—বিরক্তি; দৌরাত্ম্য; উৎপীড়ন। আর্বীমূলক। বি।

দিকাদিক্—কাণ্ডাকাণ্ড, কর্তব্যাকর্তব্য; দিগ্বিদিক্। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দিক্‌চক্র—চাকার মত গোল বলিয়া প্রতীয়মান দিক্‌সকল, দিঙ্মণ্ডল, মণ্ডলাকারে অবস্থিত দিক্‌সমূহ। দিক্ চক্রপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দিক্‌চক্রবাল—দিকের শেষভাগ, কোন দিকের সীমা, যেখানে আকাশ ও ভূমি একত্র মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয় (horizon). দিকের চক্রবাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিক্‌পতি, -পাল—পূর্ব্বাদি দশ দিকের রক্ষক [ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋ‌র্ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, শিব, ব্রহ্মা, অনন্ত—এই দশ জন]; দিগধীশ্বর গ্রহ [সূর্য্য, শুক্র, মঙ্গল, রাহু, শনি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্ট দিকের অধীশ্বর]। ৬ষ্ঠীতৎ; ২য় পক্ষে উপতৎ; দিক্—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

দিক্‌শূল—(জ্যোতিষ) কোন বিশেষ দিকে যাওয়ার পক্ষে নিষিদ্ধ বার; গ্রহাদির অশুভজনক অবস্থান [যথা—পশ্চিমে শুক্র ও রবি; উত্তরে মঙ্গল ও বুধ; পূর্ব্বে শনি ও সোম; দক্ষিণে বৃহস্পতি]। দিকে শূল অর্থাৎ শূলবৎ অনিষ্টকর, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

দিগংশ—(জ্যোতিষ) খবিন্দু হইতে দিগন্ত-রেখা পর্য্যন্ত অঙ্কিত বৃত্তচাপ (azimuth). দিকের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিগক্ষরা—সংস্কৃত কবিতার ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী।

দিগঙ্গনা, দিগ্বধূ—দিগ্‌রূপা নারী ("দিগ্বধূ যেন ছলছল আঁখি"—রবীন্দ্রনাথ); দিগ্বাসিনী দিব্যাঙ্গনা। রূপক কর্ম্মধা; অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিগন্ত—দিক্-সমুদায়ের শেষসীমা। দিকের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিগন্তপ্রসারী (-রিন্)—বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, দিগন্তব্যাপী। উপতৎ; দিগন্ত—প্র+সৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

দিগন্তব্যাপী (-পিন্)—দিগন্তপ্রসারী। উপতৎ; দিগন্ত—বি—আপ্‌+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ; পুং। স্ত্রী,—পিনী।

দিগন্তর—১। অগ্নি বায়ু ইত্যাদি কোণ, দিকের মধ্যবর্ত্তী স্থান, দিগবকাশ। দিকের অন্তর (অবকাশ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অন্তদিক্। অন্যা দিক্, নিত্য। বি; ক্লীব।

দিগম্বর—১। শিব; জৈনদিগের সম্প্রদায় বিশেষ; ক্ষপণকবিশেষ। বি; পুং। ২। নগ্ন, বিবস্ত্র, উলঙ্গ। দিক্ (শূন্য) অম্বর (বস্ত্র) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—রা,—রী।

দিগম্বরী—কালী। দিগম্বর+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

দিগর, দীগর—অন্যান্য, অপরাপর; ইত্যাদি, প্রভৃতি; অঞ্চল, তল্লাট। ফার্সী। সর্ব্ব বা বি।

দিগীশ্বর—ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ; সূর্য্যাদি গ্রহ। দিকের ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিগ্‌গজ—১। দিগ্‌হস্তী (ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম, সুপ্রতীক—পূর্ব্বাদি দিকের রক্ষক এই আট হস্তী)। দিগ্‌রক্ষক গজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। মহাপণ্ডিত; (ব্যঙ্গার্থে) মহামূর্খ। বাং প্র। বি। **দিগ্‌গজ পণ্ডিত**—মহা-পণ্ডিত; সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।

দিগ্‌জ্ঞান—১। পূর্ব্বাদি দিক্‌সমুদায়ের বোধ, কোন্‌টা কোন্ দিক তাহা বুঝিতে পারা। দিগ্বিষয়ক জ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। অল্প-জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দিগ্‌দর্শন—১। অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা; সকল দিক্ অবলোকন। দিকের দর্শন, ৬ষ্ঠী-তৎ। ২। কোন ব্যাপক বিষয়ের সামান্য কিছু নির্দ্দেশ করিয়া অবশিষ্ট এইরূপ হইবে এরূপ ইঙ্গিত; বস্ত্রবিশেষ, কম্বল। বি; ক্লীব। ৩। দিঙ্‌নির্ণায়ক। দিকের দর্শন যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বিণ।

দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র—যাহা দ্বারা কোন্‌টি কোন্ দিক্ তাহা ঠিক করা যায় এরূপ যন্ত্র, দিঙ্‌-নির্ণায়ক যন্ত্র (compass). দিকের দর্শন যদ্দ্বারা, বহুব্রী; অথবা, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দিগ্‌দর্শী (-দর্শিন্)—যে বা যাহা দিক্ নির্ণয় করিয়া দেয় তাহা, দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র (compass). উপতৎ; দিক্—দৃশ্‌+ণিচ্‌+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

দিগ্‌দিগন্ত—দিক্‌সমূহ ও কোণসমূহ, দিগ্‌-বিদিক্,; সমস্ত দিঙ্মণ্ডল। দিক্ ও দিগন্ত, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দিগ্‌দিগন্তর—একদিক্ হইতে অন্যদিক্; দিগ্বিদিক্। অন্য দিক্, নিত্যসমাস; দিক্ ও দিগন্তর, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

দিগ্ধ—১। লিপ্ত, মিশ্রিত; বিষলিপ্ত। বিণ। ২। বিষাক্ত বাণ; অগ্নি। দিহ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। স্নেহ। দিহ্‌+ক্ত করণবা। ৪। লেপন; প্রবন্ধ। দিহ্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

দিগ্‌ধাউরি, দিগ্‌ধাবড়ে—যে চতু-র্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়ায় এমন; সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী। বাং প্র। বিণ।

দিগ্‌ধেড়েঙ্গা—অতি দীর্ঘ, অতিশয় ঢেঙ্গা, বেমানানরূপে লম্বা। বাং প্র। বিণ।

দিগ্বধূ—'দিগঙ্গনা' দ্রঃ।

দিগ্বলয়—দিঙ্‌মণ্ডল, দিক্‌চক্রবাল। দিগ্‌রূপ বলয়, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

দিগ্বসন—উলঙ্গ, দিগম্বর, নগ্ন। দিক্ হইয়াছে বসন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দিগ্বস্ত্র—১। শিব; জৈনবিশেষ। বি; পুং। ২। নগ্ন। দিক্ বস্ত্র যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

দিগ্বিজয়—বিদ্যা বা যুদ্ধ দ্বারা নানাদিকে আপন ক্ষমতাপ্রদর্শন ও আধিপত্য স্থাপন। দিকের বিজয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিগ্বিজয়ী (-জয়িন্)—যে দিগ্বিজয় করিয়াছে এরূপ, যে বিদ্যাদি দ্বারা সকল দিকের সকলের উপরে আধিপত্য বা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এরূপ। দিকের বিজয়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

দিগ্বিদিক্ (-দিশ্)—দিক্ ও দিকের মধ্যবর্ত্তী দিক্, চতুর্দ্দিক্ ও চতুষ্কোণ, সকল দিক্; (তাৎপর্য্যার্থে) গুরু-লঘু, হিতাহিত, ন্যায়-অন্যায়, কাণ্ডাকাণ্ড। দিক্ এবং বিদিক্, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান—কোন্‌টা কোন্ দিক্ সেই সম্বন্ধীয় বোধ; দিগ্‌জ্ঞান; হিতাহিত-বোধ, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান। দিগ্বিদিকের জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য, -হীন—কাণ্ডাকাণ্ডবোধরহিত, হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানদ্বারা শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

দিগ্‌ভ্রম, -ভ্রান্তি—একদিক্‌কে অন্যদিক্ বলিয়া স্থির করা, দিক্ ভুল করা; তাল ঠিক না থাকা। দিগ্‌বিষয়ক ভ্রম, ভ্রান্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

দিগ্‌ভ্রান্ত—দিক্ ঠিক করিতে অসমর্থ, দিঙ্‌মূঢ়। দিকে (দিগ্‌বিষয়ে) ভ্রান্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

দিঘল—'দীঘল' দ্রঃ।

দিঙ্‌নাগ—দিগ্‌গজ; প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত। দিকের নাগ (গজ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিঙ্‌নিরূপণ, -নির্ণয়—পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্ ঠিক করা, পূর্ব্বাদি দিকের স্থিরীকরণ। দিকের নিরূপণ, নির্ণয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

দিঙ্‌মণ্ডল—দিক্‌চক্র, দিক্‌চক্রবাল। দিকের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দিঠ, দিঠি—চোখ, চক্ষু, দৃষ্টি। 'দৃষ্টি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দিঢ়—কঠিন, শক্ত। 'দৃঢ়'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দিত—ছিন্ন; বিদীর্ণ। দো+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী—দিতা।

দিতি—১। কশ্যপমুনিপত্নী, দৈত্যমাতা। দো+তিক্ কর্তৃবা। ২। ছেদন, খণ্ডন। দো+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

দিতিজ—দৈত্য, অসুর। উপতৎ; দিতি—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং। [পুং।

দিতিসুত—দৈত্য, অসুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

দিৎসা—দান করিবার ইচ্ছা। দা+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—দিৎসু।

দিদি—বড় বোন, জ্যেষ্ঠা ভগিনী; পিতামহী; মাতামহী; পিতামহী বা মাতামহীর স্থানীয়া নারী। ফার্সীমূলক। বি; স্ত্রী।

দিদিমা—মাতামহী বা পিতামহী। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

দিদৃক্ষা—দেখিবার ইচ্ছা, দর্শনের অভিলাষ। দৃশ্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ,—ক্ষু।

দিদৃক্ষু—দেখিতে ইচ্ছুক; দর্শনোদ্যত। দৃশ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বিণ।

দিধিষূ—১। দুইবার বিবাহিতা স্ত্রী; জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী। দিধি (ধৈর্য্য)—সো+উ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। ২। দ্বিতীয়বার বিবাহিতা নারীর পতি। দিধিষূ+ক্যচ্ আত্ম ইচ্ছা অর্থে+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

দিন—সূর্য্যের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সময়, দিবা, দিবস; চান্দ্র তিথিরূপ কাল। দো (ছেদ করা)+কিনন্ কর্তৃবা (যাহা অন্ধকার দূর করে), অথবা দী (ক্ষীণ হওয়া)+নক্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। **দিন কেনা**—নিজের কাজ সুযোগমত গুছাইয়া লওয়া; সুযোগমত অবস্থার উন্নতি করা। **দিনগত পাপক্ষয়**—প্রতিদিনের পাপনাশের জন্য প্রতিদিনের করণীয় কর্ম্মের সম্পাদন; এক-ঘেয়ে ভাবে দৈনন্দিন কার্য্য কোন রকমে শেষ করিয়া যাওয়া; গতানুগতিক ভাবে কাল কাটান। **দিন গোনা**—দুঃখদুর্দ্দশার অবসানের জন্য প্রতীক্ষা করা। **দিন ঘনাইয়া আসা**—ঠিক সময় উপস্থিত হওয়া; মৃত্যুকাল আসন্ন হওয়া। **দিন চলা**—কোনরূপে সংসারের খাওয়া-পরা নির্ব্বাহ হওয়া। **দিন দেখা**—শুভ দিন নির্ণয় করা; নিজে অবস্থা বা বিষয়াদির সুব্যবস্থা করা। **দিন পাওয়া**—সুসময়ের নাগাল পাওয়া; সুসময় উপস্থিত হওয়া। **দিন ফিরা**—অবস্থার অত্যধিক উন্নতি হওয়া। **দিনে ডাকাতি**—অসমসাহস ও জুলুমের কাজ; ভীষণ প্রতারণা। **দিনে তারা দেখা**—অকারণ অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা, কোন অসম্ভব বিষয়কে সাধিত হইতে দেখিয়া বিশেষরূপ গর্ব্বিত হওয়া।

দিনকত, -কতক—কিছুদিন। বাং প্র। বি।

দিনকর—সূর্য্য, দিবাকর। উপতৎ; দিন—কৃ+ট কর্তৃবা। বি; পুং।

দিন-কাল—সময়ের গতি; সময়-জনিত অবস্থা। বাং প্র। দ্বন্দ্ব। বি।

দিনক্ষণ—শুভ কার্য্যের পক্ষে উপযোগী দিন ও মুহূর্ত্ত। দ্বন্দ্ব। বি।

দিনক্ষয়—দিনশেষ, সায়ংকাল; (জ্যোতিষ) এক দিনে তিন তিথির সংযোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিনদগ্ধা—(জ্যোতিষ) বার এবং তিথির যোগবিশেষ [রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে দ্বিতীয়া এবং শনিবারে সপ্তমী হইলে দিনদগ্ধা হয়]। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিননাথ—সূর্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [পুং।

দিনপতি—সূর্য্য; অর্কবৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

দিনপাত—দিন কাটান, দিনযাপন; সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ; চান্দ্র তিথির ক্ষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [পুং।

দিনবন্ধু—সূর্য্য; অর্কবৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

দিন-মজুর—যে মজুরের কাজ করিয়া রোজ টাকা রোজগার করে। দিনকর্ম্মী মজুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

দিনমণি—সূর্য্য; অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। দিনের মণি (অর্থাৎ তৎস্বরূপ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিনমান—দিবাভাগ, দিনের বেলা; দিবাভাগের পরিমাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দিনমুখ—১। প্রাতঃকাল। দিনের মুখ (আরম্ভ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। পূর্ব্বাদ্রি, উদয়াচল। দিনের মুখ (আরম্ভ) যথা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

দিনযামিনী—দিবা ও রাত্রি; সকল সময়। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। [বি; ক্লীব।

দিনযৌবন—দুপুরবেলা, মধ্যাহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ।

দিনলিপি—রোজনামচা (diary). দিনের লিপি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিনশেষ—সন্ধ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিনান্ত—দিনের শেষ, সন্ধ্যা, সায়ংকাল। দিনের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিনান্তক—অন্ধকার। দিনের অন্তক (শেষকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিনাবসান—দিনশেষ। দিনের অবসান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দিনেমার—ডেন্মার্কের অধিবাসী। ফরাসী 'Danemark'-শব্দজ। বি।

দিনেশ—সূর্য্য ("দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে"—ভারতচন্দ্র); অর্কবৃক্ষ। দিনের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

দিব্—স্বর্গ; আকাশ। দিব্+ডিবি অধিবা।

দিব—১। স্বর্গ, আকাশ; দিবস। দিব্+ক অধিবা। বি; ক্লীব। ২। শপথ, দিব্য ("তব ধনি দিব দেই নিজ মাথে"—জ্ঞানদাস)। 'দিব্য'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [পুং বা ক্লীব।

দিবস—দিন। দিব্+অসচ্ অধিবা। বি;

দিবস্পতি—ইন্দ্র; ত্রয়োদশ মন্বন্তরের ইন্দ্র। দিবঃ পতি, অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিবা—দিন। দিব্+কা অধিবা। অব্য।

দিবাকর—সূর্য্য। উপতৎ; দিবা—কৃ+ট কর্তৃবা। বি; পুং।

দিবাচর—১। পক্ষিবিশেষ; চণ্ডাল। বি; পুং। ২। যে দিবাভাগে জীবিকার জন্য ভ্রমণ

করে এরূপ। উপতৎ; দিবা—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

দিবাতন—দিনের বেলায় যাহা ঘটে এমন, দৈনিক, দিবসীয়। দিবা (দিনে)+তন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নী।

দিবানিদ্রা—দিনের বেলায় ঘুমান, দিবসে নিদ্রা যাওয়া। দিবা (দিনে) নিদ্রা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিবানিশ—১। অহোরাত্র, দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া। দিবা ও নিশা (রাত্রি), সমা দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব। ২। অনুক্ষণ, সর্ব্বদা। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

দিবানিশি—দিনে ও রাত্রিতে, সকল সময়ে, সর্ব্বদা। সংস্কৃত-সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত পদদ্বয় ('অহোরাত্র' অর্থে পদদ্বয়ের প্রয়োগ সাধু নহে)।

দিবান্ধ—১। পেচক (পেঁচা দিনে দেখিতে পায় না)। বি; পুং। ২। দিনকাণা। দিবা (দিনে) অন্ধ, ৭মীতৎ। বিণ।

দিবাবসু—সূর্য্য; অর্কবৃক্ষ। দিবা (দিনে) বসু (কিরণ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দিবাভীত—পেচক; চোর; চন্দ্র। দিবা (দিনে) ভীত, ৭মীতৎ। বি; পুং।

দিবামণি—সূর্য্য। ৭মীতৎ। বি; পুং।

দিবামধ্য—দুপুর বেলা, মধ্যাহ্ন। দিবার মধ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দিবারাত্র—দিনরাত, অহোরাত্র। দিবায় ও রাত্রিতে, দ্বন্দ্ব (অচ্ সমাসান্ত)। ক্রি-বিণ।

দিবাস্বপ্ন—দিবানিদ্রা, দিনে ঘুমান, মনে মনে আকাশ-কুসুম রচনা। দিবা স্বপ্ন, ৭মীতৎ। বি; পুং।

দিব্ব, দিব্বি—১। চমৎকার, সুন্দর, মনোহর। বিণ। ২। শপথ। 'দিব্য'-শব্দজ। ৩। দ্রব্য, সামগ্রী। 'দ্রব্য'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

দিব্য—১। স্বর্গীয়; আকাশীয়; সুন্দর, মনোহর; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। দিব্+যৎ ভবার্থে। বিণ। ২। চারিযুগপরিমিত কাল; শপথ, কোন ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষ তাহা পরীক্ষার ক্রম; তান্ত্রিক আচারবিশেষ; লবঙ্গ; হরিচন্দন; গুগ্‌গুলু বা গুগ্‌গুল। দিব্+যৎ করণবা। বি; ক্লীব।

দিব্যগন্ধ—১। সুঘ্রাণবিশিষ্ট, সুরভি। দিব্য গন্ধ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অপার্থিব গন্ধ, উৎকৃষ্ট ঘ্রাণ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

দিব্যচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), **-চক্ষু**—১। যে সকল বিষয় সাধারণ চোখের সাহায্যে দেখা যায় না তাহা যিনি অলৌকিক শক্তির সাহায্যে দেখিতে পান এমন; যাহার চোখ দুইটি খুব সুন্দর এমন, সুলোচন। দিব্য চক্ষুঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন যাহা সাধারণ চোখে দেখা যায় না তাহাও যে চোখে ধরা পড়ে এমন চোখ, নেত্র, অতীন্দ্রিয়-বিষয়-দর্শনশক্তি; সুন্দর চোখ। দিব্য চক্ষুঃ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। **দিব্য-চক্ষুতে দেখা**—ভবিষ্যৎ দর্শন করা। ৩। অন্ধ; শ্রীকৃষ্ণ। দিব্য (অন্তরীক্ষভূত) চক্ষুঃ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৪। (ব্যঙ্গার্থে) চশমা। দিব্য চক্ষুঃ যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। [কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দিব্যজ্ঞান—অলৌকিক জ্ঞান; তত্ত্ববোধ।

দিব্যদর্শী (-দর্শিন্)—দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্রষ্টা। উপতৎ; দিব্য—দৃশ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী।

দিব্যদৃষ্টি—দেবতাদের উপযোগী দৃষ্টি; অপার্থিব বোধশক্তি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দিব্যনদী—আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী। দিব্যা (স্বর্গীয়া) নদী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দিব্যনারী—অপ্সরা, স্বর্গবেশ্যা। দিব্যা (স্বর্গীয়া) নারী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দিব্যনেত্র—দিব্যচক্ষুঃ (তাহা দ্রঃ)।

দিব্যরত্ন—চিন্তামণি, বাঞ্ছিতফলপ্রদ রত্ন-বিশেষ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দিব্যরথ—বিমান, ব্যোমযান, আকাশ-যান। কর্ম্মধা। বি; পুং।

দিব্যা—১। স্বর্গীয়া; উৎকৃষ্টা, উত্তমা। বিণ; স্ত্রী। ২। বন্ধ্যাকর্কটী; শতাবরী; মহা-মেদা; ব্রাহ্মী; শ্বেতদূর্ব্বা; শ্বেতজীরক; হরীতকী। দিব্য+আপ্। বি; স্ত্রী।

দিব্যাঙ্গনা—দেবরমণী, সুরনারী; স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা; পরমাসুন্দরী নারী। দিব্যা অঙ্গনা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দিব্যাস্ত্র—স্বর্গীয় অস্ত্র, দেবতাদিগের অস্ত্র; স্বর্গীয় শক্তিসম্পন্ন অস্ত্র, অব্যর্থ অস্ত্র। দিব্য অস্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দিব্যি—দিব্ব (তাহা দ্রঃ)।

দিব্যোদক—বৃষ্টির জল; শিশির। দিব্য (আকাশস্থ) উদক (জল), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [কবিপ্র। বি।

দিয়ড়ি—দীপসমূহ, দেউটি; মশাল। প্রাঃ

দিয়া—১। দীপ, আলো। 'দীপ'-শব্দজ। বি। ২। দান করিয়া। অস-ক্রি। ৩। তদ্দ্বারা, সাহায্যে। বাং প্র। অব্য।

দিয়াকাঠি—আলোক জ্বালিবার জন্য গন্ধকাদিসংযুক্ত কাঠি। 'দীপকাষ্ঠিকা'-শব্দজ। বি।

দিয়াটী—১। দীপ। প্রাঃ কবিপ্র। ২। দেশলাই কাঠি। বাং প্র। বি।

দিয়ালা, দেয়ালা—শিশুর ঘুমের ঘোরে খেলা, নিদ্রিত শিশুর হাসি-কান্না। প্রাদে। বি।

দিয়াশলাই—আলোক জ্বালিবার জন্য গন্ধকাদিসংযুক্ত কাঠি, দিয়াকাঠি। 'দীপ-শলাকা'-শব্দজ। বি।

দিল—১। মন, অন্তঃকরণ। ফার্সী। বি। ২। দান করিল। বাং ক্রি।

দিলখোশ—১। চিত্তের তৃপ্তিদায়ক, মনের প্রফুল্লতাজনক। দিল (মন) খোস (প্রফুল্ল) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। সন্তুষ্ট চিত্ত, প্রফুল্ল মন। খোশ (প্রফুল্ল) দিল (মন), কর্ম্মধা। বি।

দিলগিরি—হতাশ, বিমর্ষ। ফার্সীমূলক। কবিপ্র। বিণ।

দিলদরিয়া—সমুদ্রের ন্যায় উদারহৃদয়, প্রশস্তচিত্ত, মহানুভব। দিল (মন) দরিয়া (নদী)-সদৃশ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দিলদার—মহানুভব, উদারাশয়। দিল+দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।

দিশ—দিন; দিক্। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দিশপাশ—ইয়ত্তা, পরিমাণ; কূলকিনারা। বাং প্র। বি।

দিশা—১। পূর্ব্বাদি দিক্; রীতি, প্রণালী; সন্ধান ('—পাওয়া'); খোঁজ; ধাঁধা, দিক্‌ভ্রম। দিশ্‌+কিপ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

দিশা লাগা—দিগ্‌ভ্রম হওয়া। ২। মল-ত্যাগ; মলত্যাগের বেগ। হিন্দী। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। কবিগান প্রভৃতিতে যে পদ প্রতিবারে আবৃত্ত হয় তাহা। প্রাদে। বি।

দিশাপাল—ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ। দিশা—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

দিশাহারা, দিশেহারা—যে দিক্ সম্বন্ধে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন, দিগ্‌ভ্রান্ত; কি করা উচিত এবং কি করা অনুচিত তাহা যে বুঝিতে পারিতেছে না এমন, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য; যাহার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে এমন; অমনোযোগী, অনবহিত। দিশা, দিশে হারাইয়াছে যে, উপতৎ (বাং)। বিণ।

দিশি—১। দিকে। সংস্কৃত 'দিশ্'-শব্দের ৭মীর একবচন। ২। দিক্; দিবস, দিন। কবিপ্র। বি। **দিশিদিশি**—সকল দিকে বা দেশে। **নিশিদিশি**—দিনরাত।

দিষ্ট—১। ভাগ্য। দিশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বি। ২। আদিষ্ট; উপদিষ্ট, কথিত; প্রদর্শিত; দত্ত। দিশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

দিষ্টান্ত—১। মরণ, মৃত্যু। দিষ্টের (ভাগ্যের) অন্ত (শেষ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। উদাহরণ। 'দৃষ্টান্ত'-শব্দজ। বি।

দিষ্টি—১। আনন্দ, হর্ষ; উৎসব; পরিমাণ-বিশেষ; কথন, উপদেশ। দিশ্‌+ক্তি ভাববা। ২। ভাগ্য; সুদ। দিশ্‌+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী। ৩। দর্শন, নজর। 'দৃষ্টি'-শব্দজ। বি।

দিস—১। প্রদান করিস্। বাং ক্রি (অনুজ্ঞা)। ২। প্রকার, রকম। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দিসপিস—কূলকিনারা, ইয়ত্তা, পরিমাণ; নির্ণয়, ঠিকানা। প্রাদে। বি।

দিসি—দিবস, দিন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দিস্তা, দিস্তে—কঠিন বস্তু কুটিবার জন্য মুষল, হামানদিস্তার দণ্ড বা ডাঁটি; ২৪-তা কাগজ; (তাহা হইতে) ২৪-খানা লুচি বা রুটি। ফার্সী 'দস্তা'-শব্দজ। বি।

দিহ—দিও ("আভরণে দিহ পিয়া ঠাম"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

দী, দীয়া, দীহি—গ্রাম; দ্বীপ। ফার্সী 'দীহ্'-শব্দজ। বি।

দীক্ষক—১। দীক্ষাদানকারী, উপদেষ্টা। বিণ। ২। যিনি তন্ত্রমতানুসারে মন্ত্রের উপদেশ দেন, দীক্ষাদাতা, দীক্ষাগুরু। দীক্ষ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—দীক্ষিকা।

দীক্ষণ—দীক্ষাদান; অভীষ্ট বিষয়াদিতে উপদেশদান। দীক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—দীক্ষণীয়, দীক্ষিত।

দীক্ষণীয়—দীক্ষাযোগ্য, যাহাকে দীক্ষা প্রদান করিতে হইবে এরূপ। দীক্ষ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—দীক্ষণ, দীক্ষা।

দীক্ষা—মন্ত্রগ্রহণ, গুরুর নিকটে ইষ্টপূজার মন্ত্রগ্রহণ; তন্ত্রমতানুসারে মন্ত্রের উপদেশ; শিক্ষা; উপদেশদান; অর্চ্চনা; যজ্ঞাদিকর্ম্মে সংস্কার; ব্রতাদিকর্ম্মে স্থিতি; অনুষ্ঠান; নিয়ম বা সঙ্কল্প করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া; প্রবৃত্ত করা, প্রবর্ত্তনা। দীক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—দীক্ষণীয়, দীক্ষিত।

দীক্ষাগুরু—ইষ্টদেব, ইষ্টমন্ত্রদাতা, মন্ত্রোপদেষ্টা। দীক্ষাদাতা গুরু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দীক্ষাগ্রহণ—গুরুর নিকট মন্ত্র লওয়া; ইষ্টমন্ত্রবিষয়ে উপদেশলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দীক্ষান্ত—যজ্ঞসমাপ্তি। দীক্ষার অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দীক্ষিত—১। কোন বিষয়ে যে গুরুর বিশেষ নির্দ্দেশ লাভ করিয়াছে এমন; ইষ্টলাভের জন্য যে গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে এমন; গৃহীতমন্ত্র, ব্রতাদি বা যজ্ঞাদি কর্ম্মে সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রবৃত্ত; যজমান; উপদিষ্ট; প্রবর্ত্তিত; সংস্কৃত; যাহার অনুষ্ঠান হইয়াছে এরূপ, অনুষ্ঠিত। দীক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—দীক্ষণ, দীক্ষা। ২। গুজরাট মদ্র অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের ব্রাহ্মণের প্রাচীন উপাধিবিশেষ। বি; পুং।

দীক্ষিতা (-তৃ)—দীক্ষক, দীক্ষাদাতা। দীক্ষ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

দীগর—'দিগর' দ্রঃ।

দীঘ—১। লম্বা দিকের মাপ, দৈর্ঘ্য। প্রাদে। বি। ২। দীর্ঘ, প্রশস্ত, লম্বা। 'দীর্ঘ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দীঘল, দিঘল—লম্বা, দীর্ঘ, প্রশস্ত, সুবৃহৎ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দীঘি, দীঘী—বড় পুকুর, দীর্ঘিকা, সরোবর। 'দীর্ঘিকা'-শব্দজ। বি। [বি।

দীঠ, দীঠি, দীঠিয়া—দৃষ্টি। প্রাঃ কবিপ্র।

দীধিতি—কিরণ, আলোক; তত্ত্বচিন্তামণিনামক ন্যায়গ্রন্থের ব্যাখ্যা। দীধী+ক্তিচ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

দীন—১। দরিদ্র, নিঃস্ব; কাতর; শোচ্য; দুঃখিত; হীন; ক্ষুদ্র; সন্তপ্ত; ভীত। দী+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—দীনতা, দৈন্য। ২। ধর্ম্ম; ধর্ম্মবিষয়ে বিশ্বাস। আর্বী। বি।

দীনতা—দৈন্য, দারিদ্র্য; কাতরতা; ক্ষোভ; সন্তাপ; অভাব। দীন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—দীন।

দীনদরিদ্র—১। অত্যন্ত গরীব। দীন হইতেও দরিদ্র, ৫মীতৎ। ২। দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও গরীব। যে দীন সেই দরিদ্র, কর্ম্মধা। বিণ।

দীনদুঃখী (-দুঃখিন্)—দুঃখভোগকারী দরিদ্র। যে দীন সেই দুঃখী, কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী,—দুঃখিনী।

দীনদুনিয়া—ধর্ম্ম ও জগৎ, ধর্ম্ম ও সংসার। দ্বন্দ্ব। আর্বী। বি। **দীনদুনিয়ার মালিক**—ধর্ম্ম ও জগতের প্রভু, ঈশ্বর।

দীননাথ—দরিদ্রের আশ্রয়; নারায়ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দীনবৎসল—দরিদ্রের প্রতি স্নেহসম্পন্ন; দীনজনের প্রতি স্নেহবান্। দীনে বৎসল, ৭মীতৎ। বিণ।

দীনবন্ধু—দরিদ্রের সহায়; ভগবান্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [পুং।

দীনভাব—দীনতা, দৈন্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

দীনসত্ত্ব—১। শক্তিহীন, অসার, তুচ্ছ। দীন সত্ত্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। হীন প্রাণী, ক্ষুদ্র জীব; অল্পবল। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দীনহীন—অত্যন্ত দরিদ্র, অতিশয় দুঃখী। দীন হইতে হীন, ৫মীতৎ; অথবা, যে দীন সেই হীন, কর্ম্মধা। বিণ।

দীনার—১। মোহর, স্বর্ণমুদ্রা; স্বর্ণালঙ্কার; কর্ষদ্বয়পরিমিত সুবর্ণ; বত্রিশ রতি সোনা। দীন—ঋ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। আরবদেশীয় স্বর্ণমুদ্রা (ওজন ৬৫ গ্রেন)। আর্বী। বি।

দীনেশ—দরিদ্রের প্রভু; ভগবান্, জগদীশ্বর। দীনের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

দীপ—বাতি, প্রদীপ। দীপ+ক কর্তৃবা।

দীপক—১। উত্তেজক; জ্বলনকারক; শোভাজনক; প্রকাশক; কুশল। দীপ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দীপিকা। ২। কুঙ্কুম; কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত বিষয়ের এক ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ, অথবা অনেক ক্রিয়াতে যদি একটিমাত্র কারক থাকে তাহা হইলে দীপকালঙ্কার হয়; যথা—"পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে। উৎসবে সম্পদ্ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে।" "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।"]। বি; ক্লীব। ৩। (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। দীপ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

দীপকিট্ট—প্রদীপের কালি, দীপশিখাজাত কাজল। দীপের কিট্ট (তৈলাদি কল্ক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [স্ত্রী।

দীপকূপী—সলিতা, দীপবর্ত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

দীপছায়া, দীপচ্ছায়া—প্রদীপের তলাকার অন্ধকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [পুং।

দীপধ্বজ—কাজল, কজ্জল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

দীপন—১। উত্তেজন, উদ্দীপন। দীপ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—দীপনীয়। ২। প্রকাশন। দীপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। উদ্দীপক, উত্তেজক; জ্বলনকারক; শোভাজনক। দীপ্+ণিচ্+অন বা অনট্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—না,—নী।

দীপনীয়—১। যাহাকে দীপ্ত করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এরূপ; দীপনযোগ্য। দীপ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। ২। যমানী; ঔষধবিশেষ। দীপ্+ণিচ্+অনীয় করণবা। বি; পুং।

দীপবৃক্ষ—পিলসুজ, দেলখো, দীপাধার। দীপাধার বৃক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দীপমালা—১। দীপের শ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রতি চরণে দশ অক্ষরযুক্ত ছন্দোবিশেষ। বি; ক্লীব।

দীপমালিকা—১। দীপান্বিতা অমাবস্যা। দীপের মালা (সমূহ) যাহাতে, বহুব্রী (সমাসে ক-আগম)+আপ্। ২। দীপমালা, দীপশ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দীপশলাকা—দিয়াশলাই। দীপজ্বালিকা শলাকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দীপশিখা—প্রদীপের শীষ; জ্বলন্ত প্রদীপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দীপাগার—আলোকগৃহ; সমুদ্রের বিপজ্জনক স্থানে রক্ষিত আলোকমন্দির (lighthouse). দীপযুক্ত আগার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দীপাধার—পিলসুজ, দেলখো, দীপবৃক্ষ। দীপের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দীপান্বিতা—১। কার্ত্তিকী অমাবস্যা, দীপালী, দেওয়ালী [এই দিনে কালীপূজা হইয়া থাকে]। বি; স্ত্রী। ২। প্রদীপযুক্তা। দীপ দ্বারা অন্বিতা, ৩য়াতৎ। বিণ; স্ত্রী।

দীপাবলী—দীপশ্রেণী, দীপসমূহ। দীপের আবলী (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দীপালী—১। সারি সারি প্রদীপ জ্বালা-

হয়া যে উৎসব করা হয়, দেওয়ালী ; দীপান্বিতা অমাবস্যা। দীপের আলী (শ্রেণী) যাহাতে, বহুব্রী। ২। দীপসমূহ, দীপাবলী। দীপের আলী (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দীপালোক—প্রদীপের আলো। দীপের আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দীপালোকিত—প্রদীপের আলোকে উজ্জ্বল। দীপদ্বারা আলোকিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দীপিকা—১। শ্রীনিবাস-কৃত জ্যোতির্গ্রন্থবিশেষ ; রাগিণীবিশেষ ; জ্যোৎস্না ; ক্ষুদ্র প্রদীপ ; টীকা বা ব্যাখ্যা। বি ; স্ত্রী। ২। প্রকাশিকা ইত্যাদি ('দীপক' দ্রঃ)। দীপক+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

দীপিত—জ্বালিত ; প্রকাশিত ; উদ্দীপিত। দীপ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

দীপ্ত—প্রজ্বলিত ; দীপ্তিযুক্ত, উজ্জ্বল, আলোকময়, প্রকাশিত ; দগ্ধ। দীপ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—দীপ্তি। [ক্লীব।

দীপ্তক—স্বর্ণ। দীপ্ত+কন্‌ স্বার্থে। বি ;

দীপ্তকীর্ত্তি (র্তি)—১। যাহার যশঃ প্রকাশিত হইয়াছে এরূপ, প্রথিতযশাঃ। বিণ। ২। কার্ত্তিকেয়। দীপ্তা কীর্ত্তি যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ৩। উজ্জ্বল যশঃ। দীপ্তা কীর্ত্তি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দীপ্তলোচন—১। উজ্জ্বল-নয়নবিশিষ্ট। দীপ্ত লোচন যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—না, —নী। ২। উজ্জ্বল নয়ন। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দীপ্তাগ্নি—১। তীব্রজঠরানলবিশিষ্ট, প্রবলক্ষুধাসম্পন্ন। বহুব্রী। বিণ। ২। প্রজ্বলিত অগ্নি। কর্ম্মধা। ৩। অগস্ত্য মুনি। দীপ্ত অগ্নি (জঠরানল) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দীপ্তাঙ্গ—১। উজ্জ্বলদেহযুক্ত। দীপ্ত অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গী, —ঙ্গা। ২। প্রভাবিশিষ্ট অঙ্গ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দীপ্তি—তেজঃ, প্রভা ; শোভা, কান্তি। দীপ্‌+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—দীপ্ত।

দীপ্তিমান্‌ (-মৎ)—উজ্জ্বল, প্রভাশালী ; শোভাবিশিষ্ট। দীপ্তি+মতুপ্‌, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

দীপ্তোজ্জ্বল—অত্যন্ত উজ্জ্বল। যাহা দীপ্ত তাহাই উজ্জ্বল, কর্ম্মধা। বিণ।

দীপ্তোপল—যে স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা জ্যোতিবিম্ব কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাবিষ্ট হয় ; সূর্য্যকান্তমণি। দীপ্ত উপল, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দীপ্য—১। যাহা জ্বালান উচিত বা জ্বালাইতে হইবে এমন, প্রজ্বলনযোগ্য, প্রকাশনীয়। দীপ্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। ২। যমানী, যোয়ান। বি ; পুং। ৩। জীরক ; ময়ূরশিখানামক ওষধি ; রুদ্রজটা। দীপ্‌+যৎ সাধু অর্থে। বি ; ক্লীব।

দীপ্যমান—দীপ্তিশীল, প্রকাশমান ; শোভমান। দীপ্‌+শানচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

দীয়মান—যাহা দেওয়া হইতেছে এরূপ। দা+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

দীয়া—প্রদীপ। 'দীপ'-শব্দজ। বি।

দীয়াকাঠি—দিয়াশলাইএর কাঠি। 'দীপকাষ্ঠিকা'-শব্দজ। বি। [বি।

দীয়াদান—দীপাধার, দেরখো। বাং প্র।

দীয়াধারী—১। দীপধারিণী। বি ; স্ত্রী। ২। বিবিধ বিদ্যায় বিদুষী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ['দীপশলাকা'-শব্দজ। বি

দীয়াশলাই—দীপশলাকা, দেকাটি।

দীর্ঘ—১। লম্বা ; অধিক ; গুরু। বিণ। বি—দীর্ঘতা, দৈর্ঘ্য। ২। গুরুস্বর, দ্বিমাত্র স্বরবর্ণ (যথা—আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ) ; সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক—এই চারিটী রাশি। দৄ+ঘক্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং।

দীর্ঘকণ্ঠ—১। বকপক্ষী ; জিরাফ। বি ; পুং। ২। লম্বকণ্ঠ। দীর্ঘ কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কণ্ঠা, —কণ্ঠী। ৩। দীর্ঘ গলদেশ, লম্বা গলা। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘকন্দ—মূলক, মূলা। দীর্ঘ কন্দ যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

দীর্ঘকাণ্ড—১। বিরাট্‌ ব্যাপার। কর্ম্মধা। ২। গুণ্ডতৃণ। দীর্ঘ কাণ্ড যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। [বি ; পুং।

দীর্ঘকাল—অধিক সময়, বহুদিন। কর্ম্মধা।

দীর্ঘকেশ—১। ভল্লুক। বি ; পুং। ২। যাহার চুল লম্বা এমন। দীর্ঘ কেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কেশা, —কেশী।

দীর্ঘগতি—১। উষ্ট্র। দীর্ঘা গতি যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। সত্বর গমন। দীর্ঘা গতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ৩। বহুদূর গমনে সমর্থ ; ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। দীর্ঘা গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দীর্ঘগ্রীব—১। উষ্ট্র ; বক ; জিরাফ ; অশ্ব ; কঙ্কাল। বি ; পুং। ২। লম্বাগলাযুক্ত। দীর্ঘ গ্রীবা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দীর্ঘচম্পকাবলি—সংস্কৃত কাব্যে ছন্দোবিশেষ। বি ; স্ত্রী।

দীর্ঘচ্ছেদ—(গণিত) ক্ষেত্র ইত্যাদির লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত অংশ ; (ভূগোল) দ্রাঘিমার অনুযায়ী ভাগ (longitudinal section). দীর্ঘ ছেদ, কর্ম্মধা। বি।

দীর্ঘজিহ্ব—সর্প ; দানববিশেষ। দীর্ঘা জিহ্বা যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দীর্ঘজীবী (-বিন্‌)—যে অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে এরূপ, দীর্ঘায়ুঃ, শতায়ুঃ। উপতৎ ; দীর্ঘ—জীব্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী।

দীর্ঘতপাঃ (-তপস্‌), **-তপা**—যিনি বহুদিন ধরিয়া সাধনা করেন এমন, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তপস্যাকারী। বহুব্রী। বিণ।

দীর্ঘতরু—তালগাছ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘদৃষ্টি—১। দূরদর্শী ; পণ্ডিত ; পরিণামদর্শী ; তত্ত্বদর্শী। দীর্ঘা দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দূরবীক্ষণ-যন্ত্র। দীর্ঘা দৃষ্টি যদ্দ্বারা, বহুব্রী। ৩। দূরদর্শন ; পরিণামচিন্তার শক্তি। দীর্ঘা দৃষ্টি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দীর্ঘদ্রু, -দ্রুম—তালবৃক্ষ ; শিমুলগাছ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘনাদ—১। দীর্ঘশব্দকারী, বহুদূরব্যাপক শব্দকারী। বিণ। ২। শঙ্খ। দীর্ঘ (বহুদূরবিসারী) নাদ যাহার, বহুব্রী। ৩। উচ্চ শব্দ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘনাস—যাহার নাক লম্বা এরূপ, দীর্ঘনাসিকাবিশিষ্ট। দীর্ঘা নাসা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস—দুঃখাদিহেতু পরিত্যক্ত গভীর শ্বাস, গুরুনিঃশ্বাস। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘনিদ্রা—মহানিদ্রা, মৃত্যু ; বহুক্ষণস্থায়িনী নিদ্রা। দীর্ঘা নিদ্রা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দীর্ঘপাদ—১। হাড়গিলে পাখী, কঙ্কপক্ষী ; বকপক্ষী। বি ; পুং। ২। যাহার পা খুব লম্বা এমন, দীর্ঘপদবিশিষ্ট। দীর্ঘ পাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দীর্ঘপুণ্ড্র—১। লম্বা ফোঁটা, দীর্ঘতিলক। দীর্ঘ এমন পুণ্ড্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। যে লম্বা ফোঁটা কাটিয়াছে এমন, দীর্ঘতিলকবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ। [বি।

দীর্ঘপৃষ্ঠ—সর্প। দীর্ঘ পৃষ্ঠ যাহার, বহুব্রী।

দীর্ঘবাহু—১। যাহার বাহু খুব লম্বা এরূপ, দীর্ঘভুজসম্পন্ন। বহুব্রী। বিণ। ২। লম্বা বাহু। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘবিলম্বিত—বহুদূর বা প্রশস্তভাবে লম্বমান। সুপ্‌সুপা। বিণ।

দীর্ঘমাত্রা—বন্ধনী, ব্র্যাকেট্‌-চিহ্ন ; (সঙ্গীত বা ছন্দ) দুইটি হ্রস্ব মাত্রার সমান মাত্রা। দীর্ঘা মাত্রা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দীর্ঘমারুত—হস্তী, হাতী। দীর্ঘ মারুত (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস) যাহার, বহুব্রী। বি। স্ত্রী, —মারুতী।

দীর্ঘরাত্র—১। বড় রাত্রি। দীর্ঘা রাত্রি, কর্ম্মধা (সমাসান্ত অচ্‌-প্রত্যয়)। ২। বহুকাল ; চিরকাল। দীর্ঘরাত্রি (বহুসংখ্যক রাত্রি)+অচ্‌ আছে অর্থে। বি ; পুং।

দীর্ঘরোমা (-রোমন্‌)—১। ভল্লুক। বি ; পুং। ২। লম্বালোমবিশিষ্ট। দীর্ঘ রোম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দীর্ঘশীর্ষ—লম্বা এবং ক্রমসূক্ষ্ম অগ্রভাগবিশিষ্ট (acuminate). দীর্ঘ শীর্ষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দীর্ঘসত্র—১। বহুকাল ধরিয়া করণীয় যজ্ঞ। কর্ম্মধা। ২। তীর্থবিশেষ। দীর্ঘ সত্র যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব। ৩। যিনি বহুকাল

ধরিয়া যজ্ঞ করেন এমন, দীর্ঘকালসাধ্য-যাগকারী। দীর্ঘ সত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দীর্ঘসূত্র, -সূত্রী (-ত্রিন্)—কাজ করিতে যাহার খুব দেরী হয় এমন, বিলম্বে কার্য্যকারী; যে কাজ ফেলিয়া রাখে এমন; দীর্ঘতন্তুবিশিষ্ট। দীর্ঘ সূত্র যাহার, বহুব্রী; ২য় পক্ষে দীর্ঘ সূত্র, কর্ম্মধা; দীর্ঘসূত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -সূত্রা, -সূত্রিণী। বি, -সূত্রতা, -সূত্রিতা।

দীর্ঘসূত্রতা, -সূত্রিতা—কাজ করায় ঢিলামি; অনেক বিলম্বে কর্ম্ম করা; তাড়াতাড়ি কাজ করিতে অনিচ্ছা বা অযত্ন। দীর্ঘসূত্র, দীর্ঘসূত্রিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

দীর্ঘস্কন্ধ—১। যাহার ঘাড় লম্বা এমন। বিণ। ২। তালগাছ। দীর্ঘ স্কন্ধ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দীর্ঘাকার—১। লম্বা, ঢেঙা, দীর্ঘদেহ-বিশিষ্ট। দীর্ঘ আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। লম্বা চেহারা, দীর্ঘ দেহ। দীর্ঘ আকার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

দীর্ঘাকৃতি—দীর্ঘাকার (সকল অর্থে)। বি; স্ত্রী, বা বিণ।

দীর্ঘায়ুঃ (-য়ুস্), **দীর্ঘায়ু**—১। চির-জীবী। বিণ। ২। মার্কণ্ডেয় মুনি; কাক; শাল্মলীবৃক্ষ। দীর্ঘ আয়ুঃ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। বহুকালব্যাপী জীবন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দীর্ঘায়ুরস্তু—"আয়ু দীর্ঘ হউক" অথবা "অমুক দীর্ঘায়ু হউক" এই আশীর্ব্বাদ। দীর্ঘায়ুঃ (দীর্ঘজীবী বা দীর্ঘজীবন)+অস্তু (হউক)। সংস্কৃত বাক্য।

দীর্ঘিকা—দীঘি, সরোবর; বড় পুকুর। দীর্ঘা+কন্ সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

দীর্ণ—১। যাহা ফাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, বিদারিত। দৃ+ক্ত কর্ম্মবা। ২। ভয়। দৃ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

দু, দুই—২-সংখ্যক। 'দ্বি'-শব্দজ। বিণ।

দুআ, দুয়া—দোহন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দু-আথারী—দুই পাশের, দুই ধারের।

দু-আনি, দু-আনী—দুই আনার মুদ্রা। দু-আনা+ই, ঐ মুদ্রার্থে। বি।

দুও, দুয়ো—অবজ্ঞা বা তিরস্কারসূচক উক্তি। বাং প্র। অব্য।

দুঃ, দুর্, দুস্—দোষ নিন্দা দুঃখ নিষেধ ইত্যাদিসূচক উপসর্গ। অব্য।

দুঃখ—১। ক্লেশ, কষ্ট; সন্তাপ, মনঃক্ষোভ; যন্ত্রণা; দুর্দ্দশা, দুরবস্থা; বিপদ, সঙ্কট; অসুখ; (ন্যায়মতে) আত্মগুণবিশেষ; অধর্ম্ম-জন্য আত্মার গ্লানি; মনের ধর্ম্মবিশেষ। দুঃখ(+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। বিণ—দুঃখিত, দুঃখী। **দুঃখের দুঃখী**—ব্যথার ব্যথী, যে অপরের দুঃখকষ্ট দেখিয়া দুঃখবোধ করে এমন।

দুঃখকর—ক্লেশকর, কষ্টদায়ক। উপতৎ; দুঃখ—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -রী।

দুঃখ-চাটা, -চাটিয়া, -চেটে—দুঃখভোগ করিতে অভ্যস্ত, ক্লেশসহিষ্ণু। দুঃখ চাটিয়াছে যে, উপতৎ (বাং)। বিণ।

দুঃখজনক—কষ্টকর, ক্লেশদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -জনিকা

দুঃখত্রয়—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিনপ্রকার দুঃখ। দুঃখের ত্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দুঃখদ—ক্লেশদায়ক, কষ্টদায়ক। উপতৎ; দুঃখ—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

দুঃখদগ্ধ—অতি দুঃখিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

দুঃখদায়ক—ক্লেশকর, কষ্টজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -দায়িকা। [প্র। বি।

দুঃখধান্ধা—কষ্টমেহনত; কায়ক্লেশ। বাং

দুঃখপ্রদ—দুঃখদায়ক, ক্লেশজনক। উপতৎ; দুঃখ—প্র—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

দুঃখবাদ—(দর্শনশাস্ত্র) এই জগৎ কেবল দুঃখময়—এইরূপ মতবাদ, বৈরাগ্যবাদ (pessimism), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ, -বাদী (-দিন্)।

দুঃখময়—দুঃখপরিপূর্ণ, দুঃখব্যাপ্ত। দুঃখ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

দুঃখসহিষ্ণু—যে সকল সময়েই ক্লেশ সহ্য করিতে পারে এমন, ক্লেশসহনশীল। দুঃখকে সহিষ্ণু, ২য়াতৎ। বিণ।

দুঃখহর—দুঃখনাশক, ক্লেশনিবারক। উপতৎ; দুঃখ—হৃ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

দুঃখহারী (-হারিন্)—দুঃখনাশক, দুঃখহর। উপতৎ; দুঃখ—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -হারিণী।

দুঃখার্ত্ত(র্ত)—দুঃখিত, দুঃখকাতর, দুঃখ-পীড়িত। দুঃখ দ্বারা গত বা আর্ত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দুঃখিত—দুঃখপ্রাপ্ত, বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ। দুঃখ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—দুঃখ।

দুঃখী (দুঃখিন্)—দুঃখিত, যে দুঃখ ভোগ করে এরূপ; দীন, দরিদ্র। দুঃখ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—দুঃখিনী। বি—দুঃখ।

দুঃশাস—যাহাকে শাসন করা কঠিন এমন, দুর্দ্দম্য, দুর্দ্দমনীয়। দুর্—শাস্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুঃশাসন—১। (মহাভারত) ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র। বি; পুং। ২। যাহাকে অতি কষ্টে শাসন করা যায় বা যাহাকে শাসন করা কঠিন এমন। দুর্—শাস্+অন কর্ম্মবা। ৩। কুশাসনকারী ('—নরপতি')। দুঃ (দুষ্ট) শাসন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৪। মন্দ শাসন। দুঃ (দুষ্ট) শাসন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুঃশীল—দুশ্চরিত্র, মন্দস্বভাববিশিষ্ট। দুঃ (দুষ্ট) শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুঃশ্রব—শ্রুতিকটু; যাহা শুনিলে দুঃখ উপস্থিত হয় এরূপ। দুর্—শ্রু+খল্ কর্ম্মবা। বিণ। বি, -শ্রবতা, -শ্রবত্ব।

দুঃশ্রবতা, -ত্ব—কাব্যের দোষবিশেষ, শ্রুতিকটুতা [যেমন—আপনার দর্শনে আমি কার্তার্থ্য লাভ করিয়াছি]। দুঃশ্রব+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

দুঃসংবাদ—খারাপ খবর, যাহা শুনিলে মনে দুঃখ উপস্থিত হয় এমন খবর। দুর্ (নিন্দিত) সংবাদ, প্রাদিতৎ। বি; পুং।

দুঃসম—যাহাতে কোন সমতা বা মিল নাই এমন, সামঞ্জস্যশূন্য। দুঃ (দুষ্ট) সম ইহার, বহুব্রী। বিণ।

দুঃসময়—মন্দ সময়, দুঃখের অবস্থা; দীনাবস্থা; আকাল, দুর্ভিক্ষ। দুর্ (দুষ্ট) সময়, প্রাদি। বি; পুং।

দুঃসহ—যাহা খুব কষ্টে সহিতে হয় এরূপ; অতি ক্লেশদায়ক। দুর্—সহ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুঃসাধ্য—যাহা সম্পন্ন করা কঠিন এরূপ; যাহার প্রতিবিধান করা কঠিন এরূপ; দুশ্চিকিৎস্য। দুর্—সাধ্ বা সিধ্+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

দুঃসাহস—অনুচিত সাহস; অসমসাহস; খুব বেশী সাহস। দুঃ (অত্যধিক) সাহস, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুঃসাহসিক—অসমসাহসিক, অনুচিত-সাহসকারী; যাহাতে সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইতে হয় এরূপ। দুঃসাহস+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ।

দুঃস্থ, দুস্থ—যে কষ্টে থাকে এরূপ, যে দুঃখে দিনপাত করে এরূপ, দরিদ্র, দুরবস্থাপন্ন; মূর্খ। উপতৎ; দুর্—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

দুঃস্থিত, দুস্থিত—দুঃস্থ; (পদার্থবিদ্যা) চঞ্চলভাবাপন্ন (unstable), দুর্—স্থা+ক্ত কর্তৃবা; অথবা, দু (দুঃখে) স্থিত, প্রাদি। বিণ।

দুঃস্থিতি, দুস্থিতি—দুরবস্থা, দুঃখে থাকা; অস্থিরতা। দুর্—স্থা+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

দুঃস্পর্শ, দুস্পর্শ—যাহাকে স্পর্শ করা যায় না বা কঠিন এমন। দুর্—স্পৃশ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুঃস্বপ্ন—অশুভ স্বপ্ন, যেরূপ স্বপ্ন দেখিলে অমঙ্গল ঘটে বলিয়া মনে হয়। দুঃ (দুষ্ট) স্বপ্ন, প্রাদি। বি; পুং।

দুঁদিয়া, দুঁদে—অতিতেজস্বী, যাহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারে না এরূপ; ঝগড়াপ্রিয়; ডাকসিটে; শক্ত,

কঠোরপ্রকৃতি; মামলাবাজ। 'দ্বন্দ্ব'-শব্দজ। বিণ। [কবিপ্র। বিণ।

দুঁহু, দোঁহা—দুই, উভয়। 'দ্বি'-শব্দজ।

দুকথা—দুটি কথা; কঠোর বাক্য, কর্কশ কথা; ঝগড়া ("বেশ দু'কথা হ'য়ে গেল"—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়)। বাং প্র। বি।

দুকাঠি—দোকাঠি (তাহা দ্রঃ)।

দুকান—১। দোকান, পণ্যশালা। ফার্সী। ২। দুইটি কর্ণ। বাং প্র। বি।

দুকুল—দুই বংশ, উভয়কুল; পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল; মাতৃকুল ও পিতৃকুল; উভয়দিক্, দুই দিক্। দু (দুই) কুল, কর্ম্মধা। বি।

দুকূল—১। রেশমী কাপড়; পট্টবস্ত্র; সূক্ষ্মবস্ত্র; উত্তরীয় বস্ত্র। দুর্—কূল্ + ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। দুই তীর, উভয়তীর। দু (দুই) কূল, কর্ম্মধা। বি।

দুকূলধারী (-ধারিন্)—যে রেশমী কাপড় বা পাটের শাড়ী পরিয়াছে এমন, পট্টবস্ত্র-পরিহিত; সূক্ষ্মবস্ত্রধারণকারী; উত্তরীয়-বিশিষ্ট। উপতৎ; দুকূল—ধৃ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধারিণী।

দুখ—কষ্ট, ক্লেশ। 'দুঃখ'-শব্দজ। বি।

দুখচাটা, -চেটে—দুঃখচাটা (তাহা দ্রঃ)।

দুখদ—পীড়াজনক, কষ্টদায়ক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [কবিপ্র। বি।

দুখপশরা—দুঃখের বোঝা, কষ্টের ভার।

দুখপাশরা, দুখহারা—দুঃখহর; যাহা দুঃখ ভুলাইয়া দেয় এরূপ। কবিপ্র। বিণ।

দুখলি—দুঃখিতা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

দুখান—১। দুঃখ দেওয়া। কবিপ্র। ক্রি। ২। 'দুখানি' দ্রঃ।

দুখানি, দুখান—১। দুই টুকরা। বি। ২। দুই খণ্ডে বিভক্ত; দুইটি। বাং প্র। বিণ।

দুখী—দুঃখভোগী; দরিদ্র। 'দুঃখী'-শব্দজ। বিণ।

দুগুলি—যুগ্ম, জোড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দুগ্ধ—দুধ। দুহ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

দুগ্ধপাচন—দুধ জ্বাল দিবার পাত্র। দুগ্ধ—পচ্ + অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

দুগ্ধপোষ্য—১। যাহারা কেবল দুধ পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে এরূপ। বিণ। ২। শিশু, দুধের ছেলে। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

দুগ্ধফেন—দুধের ফেনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দুগ্ধফেননিভ—দুধের ফেনার মত সাদা, অতিশুভ্র ('—শয্যা')। দুগ্ধফেনের তুল্য, এই বাক্যে নিত্য। বিণ।

দুগ্ধবতী—দুধাল, দুগ্ধবিশিষ্টা, পয়স্বিনী। দুগ্ধ + মতুপ্, আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুগ্ধসমুদ্র—দুধের সাগর, ক্ষীরসাগর। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

দুগ্ধা—যাহাকে দোহন করা হইয়াছে এরূপ। দুহ্ + ক্ত কর্ম্মবা + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুঘড়ি—দুই ঘণ্টা, ঘটিকাদ্বয়; দুপুর বেলা, দ্বিপ্রহর। কর্ম্মধা। বি।

দুচোখ—দুইচোখ, নেত্রদ্বয়। কর্ম্মধা। বি।

দুচোখের বিষ—অতিশয় অপ্রিয়, চক্ষুঃশূল। [কবিপ্র। বি।

দুজা—দ্বিধা, সন্দেহ, সংশয়, সঙ্কোচ। প্রাঃ

দুজে—দ্বিতীয়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দুটানা—দুই ধারায় প্রবাহিত; দুই দিকে বর্ত্তমান। দু (দুই) দিকে টানা, সুপ্সুপা। বিণ।

দুড়দুড়—কোন কিছু পতনের শব্দ; দ্রুত ধাবনের শব্দ; ভয় প্রভৃতির জন্য বুক কাঁপার শব্দ; মেঘের ডাক, মেঘগর্জ্জন। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দুড়ুম্—গুলি করার শব্দ; ভারী বস্তু পড়ার শব্দ। বাং প্র। অব্য। [শব্দজ। বিণ।

দুণ, দুন, দুনা—দুইগুণ, ডবল। 'দ্বিগুণ'-

দুণ্ডুভ—ঢোঁড়া সাপ। ডুণ্ডু (অব্যক্ত অনুকরণ শব্দ)—ভা + ক ('ড'-স্থানে দ)। বি; পুং।

দুৎ, ধুৎ—তিরস্কার-বিরক্তি-অবজ্ঞাদিসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

দুত—১। পীড়িত। দু + ক্ত কর্ম্মবা। ২। গত। দু + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দুতা।

দুত্তোর—অসন্তোষ বা বিরক্তিসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য। [ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দুদ্দাড়, দুড়দাড়—সবেগে পতনের শব্দ।

দুধ—দুগ্ধ, পয়ঃ, ক্ষীর। 'দুগ্ধ'-শব্দজ। বি।

দুধ তোলা—'তোলা' দ্রঃ। **দুধ নামা**—(স্তনে) দুগ্ধের সঞ্চার হওয়া। **দুধে জল মেশা**—সম্পূর্ণ মিশিয়া যাওয়া; অভিন্ন হওয়া। **দুধে ভাতে থাকা**—ভোগে থাকা, উৎকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া জীবন কাটান। **দুধের মাছি**—ভোগের অনধিকারী; সুখের পায়রা, সুসময়ে ভোগবিলাসের বন্ধু। **দুধ দাঁত, দুধে দাঁত**—শিশুদের প্রথম উঠা দাঁত।

দুধকুসুম্ভা—দুধে গোলা সিদ্ধিবাটা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [কর্ম্মধা। বি।

দুধার—দুই ধার, দুই পাশ, উভয়দিক্।

দুধারী, দোধারী—দুই দিকের, উভয়-পার্শ্বস্থিত; উভয়দিকে ধারযুক্ত (অস্ত্রাদি)। দুধার, দোধার + ঈ স্থিতার্থে, বিশিষ্টার্থে। বিণ।

দুধাল, দুধল—দুগ্ধবতী, দুগ্ধদানকারিণী। দুধ + আল, ল বিশিষ্টার্থে। বিণ।

দুন—(সঙ্গীত) বাদ্যের দ্বিগুণিত লয়, এক-মাত্রার সময়ে দুই মাত্রা দেওয়া। 'দ্বিগুণ'-শব্দজ। বি।

দুনা—'দুণ' দ্রঃ। [শব্দজ। বি।

দুনি—জলসেচনযন্ত্র, ডোঙাকল। 'দ্রোণী'-

দুনিয়া—পৃথিবী, জগৎ। ফার্সী। বি।

দুনিয়াদারি—বৈষয়িক বুদ্ধি; স্বার্থপরতা; সাংসারিক চাতুরী। ফার্সী। বি। বিণ, —দার। [শব্দজ। বিণ।

দুনু, দুনো—ডবল, দ্বিরাবৃত্ত। 'দ্বিগুণ'-

দুন্দুভি—১। বড় ঢাক, নাগরা; অসুর-বিশেষ; রাক্ষসবিশেষ; বরুণ; বিষ; বৎসরবিশেষ। বি; পুং। ২। পাশক; পাশাখেলায় দানবিশেষ, পাঞ্জি। দুন্দ—উভ্ + ইন্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

দুপ্—লম্ফনের শব্দ, পদশব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দুপর, দুপুর—দ্বিপ্রহর, মধ্যদিন বা মধ্য-রাত্র। 'দ্বিপ্রহর'-শব্দজ। বি।

দুপাটি—১। দুই পঙ্‌ক্তি, দুই সারি ('—দন্ত')। কর্ম্মধা। বিণ। ২। পুষ্পবিশেষ, দোপাটি ফুল। বাং প্র। বি।

দুপোড়া—দুইবার দগ্ধ (হাঁড়ী প্রভৃতি); (ব্যঙ্গার্থে) দুইবার বিবাহিতা, পুনঃ বিবাহিতা (বিধবা)। দু (দুইবার) পোড়া, সুপ্সুপা (বাং)। বিণ।

দুপ্দাপ্—বার বার লম্ফনের শব্দ; অনেকের লম্ফনের শব্দ, একত্র অনেকের পদশব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দুফাল—দুইভাগে বিভক্ত; ছিন্ন (বস্ত্রাদি)। বাং প্র। বিণ। [মূলক। বিণ।

দুবরা, দুবলা—দুর্ব্বল, কৃশ, ক্ষীণ। হিন্দী-

দুবরি—দুর্ব্বল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দুভাষী, দোভাষী—যে দুই ভাষায় কথা বলিতে পারে এমন, ভাষাদ্বয়বিৎ; ভাষান্তর-কারী (interpreter). দুভাষা, দোভাষা + ঈ জানে অর্থে। বি।

দুম্—ভারী বস্তু পতনের শব্দ, দুড়ুম্। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দুমড়ান—দুমড়ান (তাহা দ্রঃ)।

দুমনা, দোমনা—দ্বিধাযুক্ত, সন্দেহান্বিত, সংশয়যুক্ত। 'দ্বিমনাঃ'-শব্দজ। বিণ।

দুমালা, দোমালা—অপরিপক্ব, শস্য এবং জল উভয়পদার্থবিশিষ্ট (নারিকেল)। বাং প্র। বিণ।

দুমুখো—দুই মুখবিশিষ্ট, উভয়দিকে মুখ-যুক্ত। দুমুখ + ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

দুমুখো সাপ—যে বিবদমান দুই পক্ষেরই কপট বন্ধু সাজিয়া উভয়েরই ক্ষতি করে।

দুমেটে, দোমেটে—প্রতিমায় দ্বিতীয়-বার মৃত্তিকালেপন; দ্বিতীয়বার মৃত্তিকালিপ্ত। দুমাটি, দোমাটি + এ (<ইয়া) লিপ্তার্থে। বি বা বিণ।

দুমড়া, দোমড়া—বাঁকা, বক্র, মোচড়ান। দুমড়া + আ কর্ত্তৃবা। বিণ।

দুমড়ান, দোমড়ান—১। বাঁকিয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া যাওয়া। বাং ক্রি। ২। বক্র, মোচড়ান। দুমড়া + ন কর্ত্তৃবা। বিণ।

দুম্দাম্, দুম্দুম্—পুনঃ পুনঃ ভারী বস্তু পতনের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দুম্বা—মোটা লেজবিশিষ্ট একপ্রকার ভেড়া, গাড়ল। ফার্সী। বি।

দুয়া—১। অভাগিনী, হতভাগিনী, স্বামীর অনাদৃতা। 'দুর্ভগা'-শব্দজ। বিণ। ২। পাশাখেলায় দুই ফোঁটার দান; দুই ফোঁটার তাস, দুরি। 'দুই'-শব্দজ। বি। ৩। দোহন করা। 'দুহ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

দুয়ানি, দোয়ানি—দুই আনার মুদ্রা। দু, দো (দুই) আনা+ই মুদ্রার্থে। বি।

দুয়ার, দোর—দ্বার, দরজা। 'দ্বার'-শব্দজ। বি। **দুয়ারে কাঁটা দেওয়া**—বাধার সৃষ্টি করা। [শব্দজ। বি।

দুয়ারী—দারোয়ান, দ্বারী, দ্বারবান্। 'দ্বারী'-

দুয়ো—১। দুঃখিনী, হতভাগিনী, স্বামীর অপ্রিয়া। 'দুয়া'-শব্দের সংক্ষেপ। বিণ। ২। অবজ্ঞাসূচক বা তিরস্কারসূচক শব্দ। 'দূর হ'-শব্দজ। অব্য।

দুর্, দুস্—'দুঃ' দ্রঃ।

দুরক্ষ—১। কপট পাশক। দুঃ (দুষ্ট) অক্ষ, প্রাদি। বি; পুং। ২। প্রতারণাপূর্ণ পাশাখেলা। দুঃ (মন্দ) অক্ষ যাহাতে, বহুব্রী। ৩। যাহার চোখে দুষ্টামির লক্ষণ প্রকাশ পায় এমন, দুষ্ট-নেত্রযুক্ত। দুর্ (মন্দ) অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

দুরক্ষর—কঠোর, রূঢ়, পরুষাক্ষর। দুষ্ট অক্ষর যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

দুরজন—অসজ্জন, দুষ্ট ব্যক্তি। 'দুর্জ্জন'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

দুরতিক্রম, -ক্রমণীয়, -ক্রম্য—অলঙ্ঘনীয়, যাহা পার হওয়া খুব কষ্টকর এমন; অবশ্যম্ভাবী। দুর্—অতি—ক্রম্+খল্ কর্ম্মবা; দুঃ (দুঃখে) অতিক্রমণীয়, অতিক্রম্য, প্রাদি। বিণ।

দুরত্যয়—যাহার অন্যথা করা দুঃসাধ্য এমন, দুর্লঙ্ঘ্য। দুঃ (দুঃখজনক) অত্যয় (শেষ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুর্‌দুর্—বুক কাঁপার শব্দ, তাড়াতাড়ি চলিবার শব্দ, দ্রুত ধাবনশব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দুরদৃষ্ট—১। দুর্ভাগ্য, মন্দভাগ্য; পাপ। দুর্ (দুষ্ট) অদৃষ্ট, নিত্য। বি; ক্লীব। ২। যাহার বরাত খারাপ এমন, মন্দ অদৃষ্টযুক্ত, দুর্ভাগ্য। দুঃ (মন্দ) অদৃষ্ট যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরধিগম—যাহা সহজে লাভ করা যায় না এমন, দুষ্প্রাপ্য; যেখানে যাইতে খুব কষ্ট হয় এমন, দুর্গম; যাহার ভিতরে বা যেখানে প্রবেশ করা কষ্টকর এমন, দুষ্প্রবেশ; যাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না এমন, দুর্জ্ঞেয়। দুর্—অধি—গম্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুরধিগম্য—দুরধিগম (সকল অর্থে)। দুঃ (দুঃখে) অধিগম্য, প্রাদি। বিণ।

দুরধীত—যাহা ভাল করিয়া পড়া বা আয়ত্ত করা হয় নাই এমন ('—বিদ্যা')। দুর্ (দুঃখে) অধীত (পঠিত), প্রাদি। বিণ।

দুরধ্যয়, -ধ্যয়ন—যাহা সহজে পাঠ করিতে পারা যায় না এরূপ, দুষ্পাঠ্য। দুর্—অধি—ই+খল্ কর্ম্মবা; দুঃ (দুঃখকর) অধ্যয়ন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরন্ত—১। দুষ্ট, অশান্ত, অবাধ্য। 'দুর্দান্ত'-শব্দজ। ২। প্রবল, ভীষণ; দুর্জ্জেয়; গভীর; দুরতিক্রমণীয়। দুঃ (দুষ্ট) অন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরন্তপনা—দুষ্টামি, দৌরাত্ম্য। দুরন্ত+পনা কর্ম্মার্থে। বি।

দুরন্তর—অতিশয় দুরন্ত ("পাইয়া শিবের বর দৈত্য হইল দুরন্তর"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দুরন্বয়—১। বাক্যস্থিত পদের অসংলগ্ন বিন্যাস। দুঃ (মন্দ) অন্বয়, প্রাদি। বি; পুং। ২। দুর্বোধ্য; অসংলগ্ন-বিন্যাস-যুক্ত। দুঃ (মন্দ) অন্বয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরপনেয়—যাহা দূর করা বা মুছিয়া ফেলা দুঃসাধ্য এরূপ, দুর্নিবার, অনপসরণীয় ('—কলঙ্ক')। দুঃ (দুঃখে) অপনেয়, প্রাদি। বিণ।

দুরবগম, -গম্য—যাহা সহজে জানিতে পারা যায় না এমন, দুর্জ্জেয়। দুর্—অব—গম্+খল্ কর্ম্মবা; দুঃ (দুঃখে) অবগম্য, প্রাদি। বিণ।

দুরবগাহ—যাহার তলকূল পাওয়া কষ্ট এমন ('—সমুদ্র'); দুরধিগম, জটিল। দুর্—অব—গাহ্ (প্রবেশ করা)+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুরবগ্রহ—যাহার প্রভাব এড়ান কঠিন এমন, দুরপনেয়। দুর্—অব—গ্রহ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ। [কবিপ্র। বিণ।

দুরবল—ক্ষীণশক্তি, দুর্ব্বল। 'দুর্ব্বল'-শব্দজ।

দুরবস্থ—যাহার অবস্থা মন্দ এমন, দুর্দ্দশাপন্ন, দুর্গত। দুঃ (দুষ্টা) অবস্থা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরবস্থা—১। মন্দ অবস্থা, দুর্দ্দশা; দারিদ্র্য। দুঃ (দুষ্টা) অবস্থা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। দুর্দ্দশাপন্না, দুঃস্থা। দুরবস্থ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ['দূরবীক্ষণ'-শব্দজ। বি।

দুরবীন—দূরবীক্ষণযন্ত্র (telescope).

দুরভিগ্রহ—যাহা কষ্টে গ্রহণ করা যায় এরূপ, অতিকষ্টে গ্রহণযোগ্য। দুর্—অভি—গ্রহ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুরভিসন্ধি—১। খারাপ মতলব, অসৎ অভিপ্রায়। দুঃ (দুষ্ট) অভিসন্ধি, প্রাদি। বি; পুং। ২। যাহার মতলব খারাপ এমন, অসদভিপ্রায়বিশিষ্ট। দুঃ (দুষ্ট) অভিসন্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরমতি—মন্দবুদ্ধি, দুরাত্মা। 'দুর্ম্মতি'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

দুরমুশ—ভারী মুগুর; সুরকী খোয়া প্রভৃতি পিটিয়া মজবুত করিয়া বসাইয়া দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত দণ্ডযুক্ত ভারী লৌহখণ্ড। বাং প্র। বি। **দুরমুশ করা**—দুরমুশ দিয়া পিটান; (লক্ষ্যার্থে) উত্তম-মধ্যম প্রহার দেওয়া, খুব মারধর করা।

দুরস্ত, দোরস্ত—নির্ভুল, ঠিকঠাক; শৃঙ্খলাবিশিষ্ট, সুশৃঙ্খল, পরিপাটী, সুন্দর, উত্তম; বিশুদ্ধ, খাঁটি; চোস্ত, চৌরস, সমান; দমিত, শাসিত; সুন্দরভাবে গঠিত। ফার্সী 'দুরস্ত্'-শব্দজ। বিণ। **লেফাফা দুরস্ত**—বাহিরের আচরণে বা চালচলনে নিখুঁত।

দুরাকাঙ্ক্ষ—কিছুতেই যাহার আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হয় না এরূপ, যে অসম্ভাবিত বিষয়ের প্রত্যাশা করে এরূপ। দুঃ (দুষ্টা) আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরাকাঙ্ক্ষা—১। দুষ্ট ইচ্ছা, অসম্ভব আশা, দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের অভিলাষ। দুঃ (দুষ্টা) আকাঙ্ক্ষা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। কিছুতেই যাহার কামনার নিবৃত্তি হয় না এরূপ (স্ত্রী), অনিবৃত্ত-আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্টা। দুরাকাঙ্ক্ষ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুরাক্রম, দুরাক্রম্য—যাহা আক্রমণ করা দুঃসাধ্য এরূপ, অতিকষ্টে আক্রমণীয়। দুর্—আ—ক্রম্+খল্ কর্ম্মবা; দুঃ (দুঃখে) আক্রম্য, প্রাদি। বিণ।

দুরাগ্রহ—১। দুশ্চেষ্টা, মন্দ বিষয়ে অভিনিবেশ। দুঃ (দুষ্ট) আগ্রহ, প্রাদি। বি; পুং। ২। দুষ্ট-আগ্রহযুক্ত। দুঃ (দুষ্ট) আগ্রহ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরাচার—১। কুব্যবহার, কদাচার। দুঃ (নিন্দিত) আচার, প্রাদি। বি; পুং। ২। কুব্যবহারী; দুর্বৃত্ত। দুঃ (দুষ্ট) আচার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরাত্মা (-ত্মন্)—পাপাত্মা, নির্দ্দয়; দুষ্ট, অত্যাচারী, উৎপীড়ক; দুষ্টচিত্ত, দুষ্টস্বভাব। দুঃ (নিন্দিত) আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি—দৌরাত্ম্য।

দুরাধর্ষ—যাহাকে ধর্ষণ বা পীড়ন করা কঠিন এমন, দুর্দ্ধর্ষণীয়। দুর্—আ—ধৃষ্+ণিচ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুরাপ—দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। দুর্—আপ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুরারাধ্য—যাহাকে সন্তুষ্ট করা কঠিন এমন। দুর্ (দুঃখে) আরাধ্য, প্রাদি। বিণ।

দুরারোগ্য—যাহা সারান কঠিন এমন ('—ব্যাধি')। দুর্ (দুঃসাধ্য) আরোগ্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরারোহ—যাহাতে আরোহণ করা কষ্টকর এমন, দুর্গম; অত্যুন্নত ('—পর্ব্বতশৃঙ্গ')। দুর্—আ—রুহ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুরালভ—দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য; ক্লেশলভ্য। দুর্—আ—লভ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুরালভা—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ কণ্টকবৃক্ষ; আলকুশী লতা। বি; স্ত্রী। ২। দুষ্প্রাপ্যা ইত্যাদি। দুরালভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুরালাপ—১। কটুবাক্য, গালি। দুঃ (নিন্দিত, দুষ্ট) আলাপ, প্রাদি। বি; পুং। ২। কটুভাষী, দুষ্টবক্তা। দুঃ (দুষ্ট) আলাপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরাশ—দুরাকাঙ্ক্ষ, অসম্ভব-আশাবিশিষ্ট। দুঃ (মন্দ) আশা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরাশয়—১। যাহার উদ্দেশ্য মন্দ এরূপ; দুর্ম্মতি; পাপাত্মা। দুঃ (মন্দ) আশয় (মন বা অভিলাষ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মন্দ অভিপ্রায়, দুষ্ট অভিসন্ধি। দুঃ (মন্দ) আশয়, প্রাদি। বি; পুং।

দুরাশা—দুষ্ট আশা; দুরাকাঙ্ক্ষা; অপ্রাপ্য বিষয়ে আশা। দুঃ (দুষ্টা) আশা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুরাসদ—দুষ্প্রাপ্য; দুর্দ্ধর্ষ; দুঃসহ। দুর্—আ—সদ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুরি, দুরী—দুইফোঁটা-চিহ্নিত তাস। 'দুই'-শব্দজ। বি।

দুরিত—১। পাপ, দুষ্কৃত; অনিষ্ট। দুঃ (নিন্দিত) ইত (গতি) যাহা দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। পাপিষ্ঠ। দুঃ (দুষ্ট) ইত (কার্য্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুরিতদমনী—১। পাপক্ষয়কারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। শমীলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দুরিতহারিণী—পাপহরণকারিণী, পাপনাশিনী। উপতৎ; দুরিত—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুরুক্ত—মন্দরূপে কথিত। দুঃ (মন্দভাবে) উক্ত, প্রাদি। বিণ। বি—দুরুক্তি।

দুরুক্তি—গালি, দুর্ব্বাক্য; ভর্ৎসনা। দুঃ (দুষ্টা) উক্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুরুচ্চার্য্য(র্য)—যাহা উচ্চারণ করিতে খুব কষ্ট হয় এমন, অতিকষ্টে উচ্চারণযোগ্য; অশ্লীল; অকথ্য। দুঃ (দুঃখে) উচ্চার্য্য, প্রাদি। বিণ।

দুরুচ্ছেদ—দুর্নিবার, দুরপনেয়। দুর্—উৎ—ছিদ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী, –চ্ছেদা।

দুরুত্তর—১। যাহা পার হওয়া কঠিন এরূপ, দুস্তর। দুর্—উৎ—তৃ+খল্ কর্ম্মবা। বিণ। ২। অসৎ উত্তর। দুঃ (মন্দ) উত্তর, প্রাদি। বি; ক্লীব। [ধ্বন্যাত্মক অব্য।

দুরুদুরু—মৃদু স্পন্দন বা কম্পনের শব্দ।

দুরূহ—কঠিন, দুর্ব্বোধ, দুর্জ্ঞেয়; যাহার ধারণা বা নির্ণয় করা অতি কঠিন। দুর্—উহ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্গ—১। যুদ্ধবিগ্রহাদিকালে নিরাপদে থাকিবার জন্য আশ্রয়, কেল্লা, গড়। বি; ক্লীব। ২। দুর্গম, অগম্য। দুর্—গম্+ড অধিবা। বিণ। ৩। জনৈক অসুর (এই অসুর দুর্গার হস্তে নিহত হয়); মহাবিঘ্ন; ভববন্ধ; কুকর্ম্ম; শোক; দুঃখ; নরক; যমদণ্ড; জন্ম; মহাভয়; অতিরোগ। দুর্—গম্+ড কর্ম্মবা। বি; পুং।

দুর্গত—দরিদ্র; দুরবস্থাগ্রস্ত; দুঃখী; বিপদ্‌গ্রস্ত; মন্দ। দুর্—গম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

দুর্গতি—দুরবস্থা; দারিদ্র্য। দুঃ (দুষ্টা) গতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্গন্ধ—১। বিশ্রী ঘ্রাণ, মন্দগন্ধ। দুঃ (নিন্দিত) গন্ধ, প্রাদি। ২। বিশ্রী ঘ্রাণযুক্ত, পূতিগন্ধযুক্ত। দুঃ (মন্দ) গন্ধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুর্গন্ধী (-ন্ধিন্)—দুষ্ট বিশ্রী গন্ধযুক্ত। দুর্গন্ধ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –ন্ধিনী।

দুর্গপতি—দুর্গরক্ষক, দুর্গাধ্যক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দুর্গম—যেখানে গমন করা খুব কষ্টকর এরূপ; দুর্লভ; দুর্জ্ঞেয়। দুর্—গম্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্গসঞ্চর—সাঁকো, সংক্রম। দুর্গ (দুর্গম স্থান)—সম্—চর্+ঘ করণবা। বি; পুং।

দুর্গা—শিবপত্নী ভগবতী, পরমা প্রকৃতি। রাগিণীবিশেষ। দুর্—গৈ+খল্ কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

দুর্গাধ্যক্ষ—দুর্গপতি, দুর্গরক্ষক। দুর্গের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দুর্গানবমী—কার্ত্তিক মাসের শুক্লনবমী [এই তিথিতে জগদ্ধাত্রীপূজা হয়। ইহা ত্রেতাযুগের প্রথম দিন]। দুর্গাপ্রিয়া নবমী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দুর্গাপূজা—দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা; শারদীয় মহাপূজা; বাসন্তী পূজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দুর্গাভোগ—ধান্যবিশেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দুর্গেশ—১। দুর্গাধ্যক্ষ, দুর্গরক্ষক প্রধান কর্ম্মচারী। দুর্গের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মহাদেব, শিব। দুর্গার ঈশ (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দুর্গেশনন্দিনী—দুর্গাধ্যক্ষের কন্যা; বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণীত একটি উপন্যাস। দুর্গেশের নন্দিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দুর্গোৎসব—দুর্গাদেবীর পূজা-নিমিত্ত আনন্দজনক অনুষ্ঠান, অতীব আনন্দদায়ক শারদীয় মহাপূজা। দুর্গাবিষয়ক উৎসব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দুর্গ্রহ—১। যাহা পাইতে খুব কষ্ট হয় এমন, যাহা অতি কষ্টে গ্রহণ করা যায় এরূপ; দুর্জ্ঞেয়; দুরাসদ। দুর্—গ্রহ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ। ২। কুগ্রহ, মন্দগ্রহ। দুঃ (দুষ্ট) গ্রহ, প্রাদি। বি; পুং।

দুর্ঘট—যাহা সচরাচর ঘটে না এরূপ, কদাচিৎ সম্ভবনীয়, কঠিন। দুর্—ঘট্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

দুর্ঘটনা—অশুভ ঘটনা, বিপদ্। দুঃ (দুষ্টা) ঘটনা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্জ্জ(র্জ)ন—দুষ্টলোক, খল, ক্রূর, নিষ্ঠুর ব্যক্তি। দুঃ (নিন্দিত) জন, প্রাদি। বি; পুং।

দুর্জ্জ(র্জ)য়—যাহাকে জয় করা কষ্টকর এরূপ, অজেয়, অদমনীয়; অতিপ্রবল। দুর্—জি+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্জ্জা(র্জা)ত—১। দুর্ভাগ্য; বিপদ্, ব্যসন। দুঃ (দুষ্ট) জাত (ঘটনা), প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। যাহার জন্ম বৃথা এমন; অনুচিত; কুৎসিত। দুঃ (নিন্দিত) জাত (জন্ম) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুর্জ্ঞেয়—যাহা সহজে জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ, দুর্ব্বোধ্য; অতিসূক্ষ্ম। দুঃ (দুঃখে) জ্ঞেয়, প্রাদি। বিণ।

দুর্দ্দ(র্দ)ম—যাহাকে দমন করা কষ্টকর এরূপ, দুর্দ্দমনীয়। দুর্—দম্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্দ্দ(র্দ)মনীয়, দুর্দ্দ(র্দ)ম্য—যাহাকে সহজে দমন করা যায় না এরূপ; দুরন্ত, অশান্ত। দুঃ (দুঃখে) দমনীয়, দম্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্দ্দ(র্দ)র্শ—যাহা সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না এরূপ, দুর্নিরীক্ষ্য; অতি ভীষণ। দুর্—দৃশ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্দ্দ(র্দ)শা—দুরবস্থা, মন্দ দশা। দুঃ (দুষ্টা) দশা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্দ্দা(র্দা)ন্ত—যাহাকে দমন করা দুঃসাধ্য এমন, দুর্দ্দমনীয়; অশান্ত। দুঃ (দুঃখে) দান্ত, প্রাদি। বিণ।

দুর্দ্দি(র্দি)ন—দুঃসময়, খারাপ সময়, বিপৎকাল; মেঘাচ্ছন্ন দিন; বর্ষণকাল, ঝড়বাদল। দুঃ (নিন্দিত) দিন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুর্দ্দৈ(র্দৈ)ব—দুর্ভাগ্য, মন্দভাগ্য; দুর্ঘটনা। দুঃ (মন্দ) দৈব, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুর্দ্ধ(র্ধ)র—১। যাহা ধারণ করা কষ্টকর এমন, কষ্টে ধারণযোগ্য; দুঃসহ; দুর্গম্য; দুর্দ্ধর্ষ। বিণ। ২। পার্দ, পারা; ভল্লাতক, ভেলা নামক ওষধি। দুর্—ধৃ+খল্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

দুর্দ্ধ(র্ধ)র্ষ—যাহার কোনরূপ পরাজয় বা অনিষ্ট করা কঠিন এরূপ; যাহার তেজ বিক্রম প্রভৃতি এত বেশী যে তাহার নিকটে যাইতে ভয় হয় এমন; অসহনীয়; অক্ষোভ্য। দুর্+ধৃষ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্নয়—কুনীতি, খারাপরীতি। দুঃ (দুষ্ট) নয় (নীতি), প্রাদি। বি; পুং।

দুর্নাম (-মন্)—অখ্যাতি, কলঙ্ক, নিন্দা। দুঃ (দুষ্ট) নাম, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুর্নিবার—যাহা বা যাহাকে নিবারণ করা

কষ্টসাধ্য এরূপ। দুর্—নি—বৃ+ণিচ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্নিবার্য্য(র্য)—যাহা বা যাহাকে নিবারণ করিতে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয় এরূপ, অতিকষ্টে নিবারণীয়। দুঃ (দুঃখে) নিবার্য্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্নিমিত্ত—অশুভ লক্ষণ, অমঙ্গল-চিহ্ন। দুঃ (মন্দ) নিমিত্ত (চিহ্ন), প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুর্নিরীক্ষ্য—যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য এমন, দুর্দর্শ। দুঃ (দুঃখে) নিরীক্ষ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্নীত—১। যাহার রীতিনীতি ভাল নয় এরূপ, উচ্ছৃঙ্খল; অশিষ্ট; দুর্নীতিযুক্ত। দুঃ (মন্দ) নীত (নীতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মন্দ নীতি, খারাপ রীতি। দুঃ (মন্দ) নীত (নীতি), প্রাদি। বি।

দুর্নীতি—কুরীতি; অসদাচরণ। দুঃ (মন্দ) নীতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্নীতিপরায়ণ—অসদাচারে অভ্যস্ত, কদাচারপরায়ণ, দুরাত্মা, দুঃশীল। দুর্নীতি হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুর্ব্ব(র্ব)চঃ (-চস্)—কটুকথা, দুর্ব্বাক্য; নিন্দাবাক্য। দুঃ (দুষ্ট) বচঃ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুর্ব্ব(র্ব)ৎসর—খারাপ বছর, কষ্টদায়ক বৎসর; যে বৎসর শস্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় না এবং নানারূপে বহুকষ্ট পাইতে হয় তাহা। দুঃ (মন্দ) বৎসর, প্রাদি। বি; পুং।

দুর্ব্ব(র্ব)ল—শক্তিহীন, জীর্ণ, অশক্ত; ক্ষীণ, কৃশ; শিথিল। দুঃ (ন্যূন) বল যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি—দুর্ব্বলতা, দৌর্ব্বল্য।

দুর্ব্ব(র্ব)হ—যাহা বহন করা খুব কষ্টকর এমন, অতিকষ্টে বহনযোগ্য, অতি গুরুভার। দুর্—বহ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্ব্বা(র্বা)ক্য—কটুবাক্য, অপ্রিয় কথা; নিন্দাবাক্য, গালি; অশ্লীলবাক্য। দুঃ (মন্দ) বাক্য, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুর্ব্বা(র্বা)চ্য—১। যাহার উচ্চারণ করিতে বেশ কষ্ট হয় এমন, অতিকষ্টে উচ্চারণযোগ্য; অকথ্য। দুঃ (দুঃখে) বাচ্য, প্রাদি। বিণ। ২। কটুবাক্য; অশ্লীলবাক্য। দুঃ (মন্দ) বাচ্য, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুর্ব্বা(র্বা)র—যাহাকে সহজে বারণ করা বা বাধা দেওয়া যায় না এমন, দুর্নিবার, অনিবার্য্য। দুর্—বৃ+ণিচ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্ব্বা(র্বা)সাঃ (-সস্)—১। মুনিবিশেষ। বি; পুং। ২। কুৎসিত-বস্ত্রধারী। দুঃ (কুৎসিত) বাস (বাসস্ শব্দ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুর্ব্বা(র্বা)সিত—দুর্গন্ধযুক্ত। দুর্ব্বাস+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

দুর্ব্বি(র্বি)গাহ—সুগভীর, দুরবগাহ, দুষ্প্রবেশ। দুর্—বি—গাহ্+খল্ অধিবা। বিণ।

দুর্ব্বি(র্বি)নীত—উদ্ধত; কু-ব্যবহারী; দুষ্ট, অশিষ্ট। দুর্—বি—নী+ক্ত কর্ম্ম-কর্ত্তৃবা। বিণ।

দুর্ব্বি(র্বি)নেয়—যাহাকে সহজে বশীভূত করিতে পারা যায় না এমন, দুর্দ্দমনীয়; অশিক্ষণীয়। দুর্—বি—নী+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্ব্বি(র্বি)পাক—১। মন্দ পরিণাম, শোচনীয় পরিণাম; দুর্ঘটনা। দুঃ (মন্দ) বিপাক (পরিণাম), প্রাদি। বি; পুং। ২। পরিণামে ভীষণ, শোচনীয় পরিণামবিশিষ্ট, পরিণামে দারুণ। দুঃ (মন্দ) বিপাক (পরিণাম) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুর্ব্বি(র্বি)ষহ—অসহ্য, যাহা সহ্য করা খুব কষ্টকর এরূপ; দুর্ব্বহ। দুর্—বি—সহ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্ব্বু(র্বু)দ্ধি—১। দুর্ম্মতি, কুবুদ্ধিসম্পন্ন। দুঃ (নিন্দিতা) বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দুষ্ট মতি, মন্দ বুদ্ধি। দুঃ (দুষ্টা) বুদ্ধি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্ব্বৃ(র্বৃ)ত্ত—দুশ্চরিত্র; ধূর্ত্ত; দুরন্ত; উদ্ধত; দুরাত্মা। দুঃ (নিন্দিত) বৃত্ত (চরিত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুর্ব্বে(র্বে)দ—দুর্জ্ঞেয়; দুর্লভ। দুর্—বিদ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্ব্বো(র্বো)ধ—বুঝিতে কঠিন, যাহা সহজে বুঝা যায় না এমন, দুর্জ্ঞেয়, দুরূহ। দুর্—বুধ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্ব্বো(র্বো)ধ্য—যাহা বুঝিতে পারা সহজ নহে এমন। দুঃ (দুঃখে) বোধ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্ব্ব্য(র্ব্য)বহার—মন্দ বা অভদ্র আচরণ, অসদাচার, কদাচার। দুঃ (দুষ্ট) ব্যবহার, প্রাদি। বি; পুং।

দুর্ভক্ষ, দুর্ভক্ষ্য—১। যে সময়ে খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, দুর্ভিক্ষ। ভক্ষের, ভক্ষ্যের অভাব এই বাক্যে, অব্যয়ী। বি; ক্লীব। ২। যাহা খাইতে কষ্ট হয় এমন, কষ্টে ভক্ষণীয়। দুর্—ভক্ষি+খল্, কর্ম্মবা, পক্ষে দুঃ (দুঃখে) ভক্ষ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্ভগ—১। ভাগ্যহীন, দুরদৃষ্ট; অপ্রিয়। দুঃ (অল্প বা মন্দ) ভগ (ভাগ্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মন্দ ভাগ্য, পোড়া কপাল। দুঃ (মন্দ) ভগ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুর্ভগা—যাহাকে (যে স্ত্রীকে) স্বামী ভালবাসে না অথবা দেখিতে পারে না এরূপ, দুয়ো, অভাগিনী; বন্ধ্যা নারী। দুঃ ভগ (ভাগ্য) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দুর্ভর—দুঃসহ; ভারী, গুরু। দুর্—ভৃ+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্ভাগ্য—১। দুরদৃষ্ট, মন্দভাগ্য। দুঃ (মন্দ) ভাগ্য, প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। যাহার অদৃষ্ট ভাল নয় এরূপ, হতভাগ্য, পোড়াকপালে। দুঃ (মন্দ) ভাগ্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুর্ভাবনা—দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। দুঃ (দুষ্টা) ভাবনা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্ভিক্ষ—যে অবস্থায় দেশের মধ্যে ভিক্ষা পাওয়াও দায় হইয়া উঠে; (তাহা হইতে) দেশে ভীষণ অন্নকষ্ট, আকাল। ভিক্ষার অভাব, অব্যয়ী। বি; ক্লীব।

দুর্ভেদ্য—যাহা ভেদ করা কষ্টকর এরূপ, অতিদৃঢ়, অতি কঠিন। দুঃ (দুঃখে) ভেদ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্ম্ম(র্ম)তি—১। দুর্ব্বুদ্ধি, কুমতিসম্পন্ন। দুঃ (নিন্দিত) মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দুষ্ট বুদ্ধি। দুঃ (দুষ্টা) মতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্ম্ম(র্ম)দ—উন্মত্ত, দুর্দ্ধর্ষ। দুর্—মদ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

দুর্ম্ম(র্ম)নাঃ (-নস্)—উদ্বিগ্নচিত্ত, চিন্তিত। দুঃ (দুঃখিত) মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুর্ম্মা(র্মা)—দোমালা নারিকেল, নরম নারিকেল; ব্যঞ্জনবিশেষ, একপ্রকার তরকারি। বাং প্র। বি।

দুর্ম্মু(র্মু)খ—১। কটুভাষী, কর্কশবাদী। বিণ। স্ত্রী,—খা, —খী। ২। অশিক্ষিত ঘোড়া; রামচন্দ্রের গুপ্তচর। দুঃ (নিন্দিত) মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দুর্ম্মূ(র্মূ)ল্য—অতিদামী, মহার্ঘ, আক্রা। দুঃ (অধিক) মূল্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুর্ম্মে(র্মে)ধাঃ (-ধস্), **দুর্ম্মে(র্মে)ধা**—স্মৃতিশক্তি ও বোধশক্তিশূন্য; দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। দুঃ (মন্দ) মেধা যাহার বহুব্রী+কসিচ্ সমাসান্ত। বিণ।

দুর্ম্মো(র্মো)চ্য—যাহা মোচন করা বা দূর করা কষ্টকর এমন, দুরপনেয়। দুঃ (দুঃখে) মোচ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্য্যো(র্যো)গ—ঝড়-বাদলের দিন; দুর্দ্দিন, দুঃসময়। দুঃ (দুষ্ট) যোগ, প্রাদি। বি; পুং।

দুর্য্যো(র্যো)ধ—যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে খুব কষ্ট হয় এরূপ। দুর্—যুধ্+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

দুর্য্যো(র্যো)ধন—১। দুর্যোধঃ। বিণ। ২। (মহাভারত) ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। দুর্—যুধ্+অন কর্ম্মবা। বি; পুং।

দুর্লক্ষণ—১। অশুভ চিহ্ন। প্রাদি। বি। ২। অশুভচিহ্নযুক্ত। বহুব্রী। বিণ।

দুর্লক্ষ্য—যাহা অতি কষ্টে দেখা যায় এরূপ। দুঃ (দুঃখে) লক্ষ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্লঙ্ঘ, দুর্লঙ্ঘ্য—যাহা সহজে লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না এমন। দুর্—লঙ্ঘ্‌+খল্‌ কর্ম্মবা; দুঃ (দুঃখে) লঙ্ঘ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্লভ, দুর্লভ্য—দুষ্প্রাপ্য; বহুমূল্য; যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না এমন, বিরল। দুর্—লভ্‌+খল্‌ কর্ম্মবা; দুঃ (দুঃখে) লভ্য, প্রাদি। বিণ।

দুল—১। কানে পরিবার একপ্রকার গহনা, কর্ণের দোদুল্যমান অলঙ্কারবিশেষ। (যাহা কানে দোলে এই অর্থে) 'দুল্‌'-ধাতুজ। ২। বৃক্ষের তলদেশস্থ জলাধার, আলবাল, বাঁধ। 'দেউল'-শব্দজ। বি।

দুলকি—(ঘোড়া বা পাল্কীর) দোলনজনক ('—গতি'), যাহাতে আরোহীর সর্ব্বশরীর কম্পিত হয় এরূপ ('—চাল')। হিন্দী। বিণ।

দুলদুল—১। ধীরে ধীরে অনবরত দুলিবার ভাবপ্রকাশক শব্দ। বাং প্র। অব্য। ২। মহরমের মিছিলে ব্যবহৃত কাগজের ঘোড়া (মহাত্মা হোসেনের দুলদুল ঘোড়ার অনুকরণে এই ঘোড়া বাহির করা হয়)। বি।

দুলহ—১। দুর্লভ, যাহা সহজে পাওয়া যায় না এমন ("পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি"—বিদ্যাপতি)। বিণ। ২। দুলিতেছে, কাঁপিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

দুলা, দোলা—দোল খাওয়া, ঝুলা, আন্দোলিত হওয়া, কম্পিত হওয়া। বাং ক্রি।

দুলান, দোলান—দোল দেওয়া, আন্দোলিত করা, কম্পিত করা। বাং ক্রি।

দুলাভাই—ভগিনীপতি। বাং প্র। বি।

দুলারি, -রী—দুলালী, আদরিণী, সোহাগিনী, প্রিয়তমা; আদরিণী কন্যা। বাং প্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দুলাল—১। আদরের ছেলে; প্রেম, অনুরাগ। বি। ২। প্রিয়, মনোজ্ঞ, আদুরে। বাং প্র। বিণ। স্ত্রী—দুলালী।

দুলালি, -লিয়া, -লী—আদরিণী, সোহাগিনী; প্রিয়তমা; আদরিণী কন্যা। বাং প্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দুলালিয়া—১। 'দুলালি' দ্রঃ। ২। আদরের পাত্র; আদরের ছেলে ("গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া"—বাসু ঘোষ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ; পুং।

দুলালী—'দুলালি' দ্রঃ।

দুলিচা—আসনবিশেষ, ছোট গালিচা। হিন্দী। বি।

দুলিত—চঞ্চল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দুলিয়া, দুলে—পাল্কীবাহক জাতিবিশেষ; বাগদী। দুলি (<দোলা)+ইয়া, এ বাহকার্থে। বি।

দুলির, দুলীল—অতি স্নেহ, অত্যন্ত আদর, সোহাগ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দুশমন, দুষমন—অনিষ্টকারী লোক, শত্রু। ফার্সী। বি।

দুশ্চর—যাহা আচরণ করা কঠিন এরূপ, দুরনুষ্ঠেয়, দুষ্কর, ক্লেশসম্পাদ্য, দুর্গম, দুষ্প্রবেশ। দুর্—চর্‌+খল্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

দুশ্চরিত, দুশ্চরিত্র—১। যাহার স্বভাব মন্দ এরূপ। দুঃ (মন্দ) চরিত, চরিত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মন্দ প্রকৃতি, নিন্দিত স্বভাব; অসদাচরণ। দুঃ (মন্দ) চরিত, চরিত্র, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুশ্চিকিৎস্য—যাহার চিকিৎসা কষ্টকর এরূপ, দুরারোগ্য, দুর্নিবার। দুঃ (দুঃখে) চিকিৎস্য, প্রাদি। বিণ।

দুশ্চিন্তা—দুর্ভাবনা, উদ্বেগ; অশুভ চিন্তা। দুঃ (দুষ্টা) চিন্তা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুশ্চেষ্ট—মন্দচেষ্টাযুক্ত। দুঃ (দুষ্টা) চেষ্টা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুশ্চেষ্টা, দুশ্চেষ্টিত—মন্দ আচরণ, মন্দচেষ্টা। দুঃ (নিন্দিতা) চেষ্টা, চেষ্টিত, প্রাদি। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

দুশ্ছেদ্য—যাহা সহজে কাটা যায় না এরূপ, অতিকষ্টে ছেদনীয়; অতিকঠোর। দুঃ (দুঃখে) ছেদ্য (ছিদ্‌+ণ্যৎ), প্রাদি। বিণ।

দুষমন—'দুশমন' দ্রঃ।

দুষা, দূষা—দোষ দেওয়া, অপরাধী করা। 'দুষ্‌'-ধাতুজ। ক্রি।

দুষ্কর—যাহা করা কষ্টকর এরূপ, দুঃখসাধ্য, দুঃসাধ্য, অতিকঠিন। দুর্—কৃ+খল্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

দুষ্কর্ম্ম (-র্ম্মন্‌), **দুষ্কর্ম**—অসৎকার্য্য, মন্দ কাজ; পাপ। দুঃ (নিন্দিত) কর্ম্ম, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুষ্কর্ম্মা (-র্ম্মন্‌), **দুষ্কর্মা**—যে অসৎ কাজ করে এমন, কুক্রিয়ান্বিত; পাপাত্মা। দুঃ (নিন্দিত) কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুষ্কুল—নীচবংশ, নিন্দিত বংশ। দুঃ (মন্দ) কুল, প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুষ্কৃত—অসৎ কাজ, পাপ, দুষ্কর্ম্ম; অন্যায় কাজ, অপরাধ। দুঃ (নিন্দিত) কৃত (কর্ম্ম), প্রাদি। বি; ক্লীব।

দুষ্কৃতি—পাপ, অসৎ কাজ, দুষ্কর্ম্ম; দুর্ভাগ্য। দুঃ (নিন্দিতা) কৃতি (কার্য্য), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুষ্কৃতিবিমর্শ—প্রকৃত অপরাধী নির্ণয়ার্থবিশেষ অনুসন্ধান (criminal investigation). দুষ্কৃতির বিমর্শ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দুষ্কৃতী (-তিন্‌)—অসৎ কার্য্যকারী, পাপকারক। দুষ্কৃত+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—তিনী।

দুষ্ক্রিয়—যে মন্দ কাজ করে, নিন্দিতকর্ম্মা, অপরাধী (criminal). দুর্ (নিন্দিতা) ক্রিয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুষ্ক্রিয়া—অসৎ কার্য্য, মন্দ কাজ। দুঃ (দুষ্টা) ক্রিয়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুষ্ক্রিয়ান্বিত—মন্দকর্ম্মকারী, অসৎকার্য্যকারক। দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দুষ্ট—দোষযুক্ত; দুরাত্মা; অপবিত্র; অধার্ম্মিক; অধম; নিকৃষ্ট; অশুভ; অশান্ত, দুরন্ত। দুষ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

দুষ্টব্রণ—বিষাক্ত ফোঁড়া, সাধারণতঃ পিঠের উপরে জাত মারাত্মক ঘা (curbuncle). কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

দুষ্টা—ভ্রষ্টা, অসতী, ব্যভিচারিণী; অশান্ত, দুরন্ত। দুষ্ট+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

দুষ্টামি, দুষ্টুমি—দুরন্তপনা, দুষ্টতা, বজ্জাতি, দৌরাত্ম্য। দুষ্ট+আমি, উমি কর্ম্মার্থে। বি।

দুষ্টাশয়—১। মন্দ মতলব, অসৎ অভিপ্রায়, কু অভিসন্ধি। দুঃ (দুষ্ট) আশয়, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহার মতলব খারাপ এমন, দুরাশয়, দুর্ব্বৃত্ত। দুঃ (দুষ্ট) আশয় (অভিপ্রায়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দুষ্টি—দোষ, বিকার, বিকৃতি। দুষ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—দুষ্ট।

দুষ্টু—(আদরার্থে) দুরন্ত, অশান্ত; বদ্‌মায়েস। 'দুষ্ট'-শব্দজ। বিণ।

দুষ্টুপনা—দুষ্টামি, দৌরাত্ম্য। দুষ্ট+পনা কর্ম্মার্থে। বি।

দুষ্টুমি—'দুষ্টামি' দ্রঃ।

দুষ্পাচ্য—যাহা সহজে হজম হয় না এরূপ, কষ্টে পরিপাকযোগ্য, গুরুপাক। দুঃ (দুঃখে) পাচ্য, প্রাদি। বিণ।

দুষ্প্রবৃত্তি—অসৎ প্রবৃত্তি, অসদাগ্রহ, দুষ্টাভিলাষ। দুঃ (দুষ্টা) প্রবৃত্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুষ্প্রবেশ—যাহাতে প্রবেশ করা কঠিন এরূপ, দুর্গম; দুর্জ্জেয়। দুর্—প্র—বিশ্‌+খল্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

দুষ্প্রমেয়—যাহা পরিমাণ করা কঠিন এরূপ। দুর্—প্র—মা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

দুষ্প্রাপণীয়—যাহা পাওয়া কঠিন এমন, দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। দুঃ (দুঃখে) প্রাপণীয়, প্রাদি। বিণ।

দুষ্প্রাপ্য—যাহা পাওয়া কঠিন এরূপ, দুর্লভ। দুঃ (দুঃখে) প্রাপ্য, প্রাদি। বিণ।

দুষ্মন্ত—চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। দুষ্‌—মন্‌+ত কর্ত্তৃবা (শকুন্তলাকে ত্যাগ করিয়া যিনি নিজেকে দোষী মনে করিয়াছিলেন)। বি; পুং।

দুসরা—দ্বিতীয়, ভিন্ন, অন্য। হিন্দী। বিণ।

দুসুতি, দোসুতি—দুই সূতা দিয়া বোনা মোটা কাপড়, ডবল সূতায় বোনা মোটা কাপড়। দুসূত, দোসূত+ই কৃতার্থে। বি।

দুস্তর—যাহা পার হওয়া কঠিন এরূপ; দুরতিক্রম; দুষ্পরিহার। দুর্—তৃ+খল্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

দুস্থ—দুঃস্থ (তাহা দ্রঃ)।

দুস্পর্শ, দুঃস্পর্শ—যাহা ছোঁওয়া কঠিন বা কষ্টকর। দুর্—স্পৃশ্‌+খল্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

দুস্‌মন—শত্রু। ফার্সী। বি।

দুহা—১। দোহন করা। 'দুহ্‌'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। উভয়, দুই। 'দ্বি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। [সর্ব্ব।

দুহাঁ—দুই, উভয়। 'দ্বি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র।

দুহাকার—দুই জনের, উভয়ের। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

দুহাতিয়া—দুই হাতওয়ালা; দুই হাত দিয়া যাহা ধরা হইয়াছে এমন; দুই হাত দিয়া ধরিয়া। দু (দুই) হাত, কর্ম্মধা+ইয়া বিশিষ্টার্থে। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

দুহি—দুই জন, উভয়। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

দুহিতা (দুহিতৃ)—কন্যা, পুত্রী। দুহ্‌+তৃচ্‌ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

দুহিতৃপতি—জামাই, জামাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [সর্ব্ব।

দুহু, দুহুঁ—দুই জন, উভয়। প্রাঃ কবিপ্র।

দুহুঁক, দুহুঁকর—দুই জনের ("পুরল দুহুঁক কাম"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

দুহ্য—দোহনযোগ্য; যাহা দোহন করা যায়। দুহ্‌+ক্যপ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

দুহ্যমান—যাহাকে দোহন করা হইতেছে এমন। দুহ্‌+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

দূত—চর; বার্ত্তাবহ; রাষ্ট্রপ্রতিনিধি, একরাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য প্রেরিত ব্যক্তি (ambassador). দু+ক্ত কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

দূতাবাস—দূতের বাসস্থান; দূতের কার্য্যালয়। দূতের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দূতি, দূতিকা, দূতী—সংবাদবাহিনী, বার্ত্তাবাহিনী; নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে গোপনে মিলন ঘটায়; কুট্‌নী। দু+তিক্‌ কর্তৃবা, ৩য় পক্ষে স্ত্রী ঈপ্‌, ২য় পক্ষে কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

দূত্য—দূতের কার্য্য; দূতের ধর্ম্ম; দূতের স্বভাব। দূত+যৎ কর্ম্মার্থে, ভাবে। বি; ক্লীব।

দূর—১। যাহা কাছে নয় এমন, অসন্নিহিত; ব্যবহিত; অত্যন্ত; গাঢ়; অগোচর; দীর্ঘ। বিণ। বি—দূরতা, —দূরত্ব। **দূর দূর করা**—তাড়াইয়া দেওয়া, আমলে না আনা। ২। অন্তর, ব্যবধান। দুর্‌—ই+রক্‌ কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

দূরগ, -গামী (-মিন্‌)—যে দূরে যায় এরূপ। উপতৎ; দূর্‌—গম্‌+ড, ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গা, —মিনী, —মিণী।

দূরতম—অনেকের মধ্যে যাহা সবচেয়ে বেশী দূরে রহিয়াছে এমন, বহুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহিত। দূর+তম অতিশয়ার্থে, নির্দ্ধারে। বিণ।

দূরতর—দুইটির মধ্যে যাহা অপেক্ষাকৃত দূরে রহিয়াছে এমন, দুইটির মধ্যে অধিকতর ব্যবহিত। দূর+তরপ্‌ অতিশয়ার্থে। বিণ।

দূরতা, দূরত্ব—তফাৎ, পার্থক্য, প্রভেদ, ব্যবধান, অসন্নিকৃষ্টতা। দূর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

দূরদর্শন—১। দূরের বস্তু দেখা; ভবিষ্যদ্দৃষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দূরবীক্ষণ যন্ত্র। দূরে দর্শন যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

দূরদর্শিতা—পরবর্তী কালে কি হইবে তাহা বুঝিতে পারার ক্ষমতা, পরিণাম বুঝিবার শক্তি; পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য। দূরদর্শিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—দর্শী।

দূরদর্শী (-দর্শিন্‌)—১। যাহার অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে এরূপ; যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয় বুদ্ধিশক্তির দ্বারা নির্ণয় করিয়া তদনুসারে চলে এরূপ; পরিণামদর্শী; পণ্ডিত, বিচক্ষণ। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী। বি,—দর্শিতা। ২। গৃধ্র। দূর্‌—দৃশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

দূর-দূর—দূরে গমন কর, দূর হও; বিতাড়নসূচক উক্তি। বাং প্র। অব্য।

দূরদূরান্তর—দূরে দূরে অবস্থিত দেশসমূহ। অন্য দূর (দূরবর্ত্তী দেশ), নিত্য=দূরান্তর; দূর ও দূরান্তর, দ্বন্দ্ব। বি।

দূরদৃষ্টি—১। অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া, দূরদর্শন; পরিণামদর্শিতা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। দূরদর্শী (তাহা দ্রঃ)। দূরে বা দূরা দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দূরপ্রসারী (-রিন্‌)—যাহা বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে এমন, দূরবিসারী, দূরগামী। উপতৎ; দূর—প্র—সৃ+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—প্রসারিণী।

দূরবর্ত্তি(র্তি)তা—দূরে থাকা, দূরস্থিতি। দূরবর্ত্তিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—বর্ত্তী।

দূরবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্‌), **-বর্তী**—যে বা যাহা দূরে আছে এমন, ব্যবহিত। দূর—বৃত্‌ (অবস্থান করা)+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী। বি,—বর্ত্তিতা।

দূরবিসারী (-রিন্‌)—বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, দূরগামী। উপতৎ; দূর—বি—সৃ+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

দূরবীক্ষণ—১। (পদার্থবিদ্যা) যে যন্ত্র সাহায্যে দূরস্থিত বস্তুকে বৃহত্তর এবং স্পষ্টভাবে দেখা যায়; দূরবীণ (telescope). দূর—বি—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ করণবা। ২। দূরদর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দূরবীন—(পদার্থবিদ্যা) দূরদর্শনে সাহায্যকারী যন্ত্র। 'দূরবীক্ষণ'-শব্দজ। বি।

দূরবেধী (-বেধিন্‌)—দূরস্থ বস্তুকে যাহা বিদ্ধ করে, তীর প্রভৃতি। দূর—বিধ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—বেধিনী।

দূরব্যাপী (-ব্যাপিন্‌)—যাহা বহুদূর জুড়িয়া রহিয়াছে এমন, বহুদূরবিস্তৃত, বহুদূরবিসারী। উপতৎ; দূর—বি—আপ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ব্যাপিনী।

দূরযায়ী (-যায়িন্‌)—যে দূরে যাইতেছে এরূপ। দূর—যা+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যায়িনী।

দূরশ্রবণ—১। দূরে অবস্থান করিয়া শোনা; দূর হইতে শোনা। ৫মীতৎ। বি; ক্লীব। ২। যন্ত্রবিশেষ, যাহা দ্বারা দূর হইতে শোনা যায় এরূপ যন্ত্র (telephone). দূরের শ্রবণ যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

দূরশ্রবণযন্ত্র—দূর হইতে কথা বা শব্দ শুনিবার যন্ত্রবিশেষ; টেলিফোন টেলিগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্র। দূরশ্রবণসাধক যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দূরশ্রুত—অনেক দূর হইতে যাহা শোনা গিয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

দূরস্থ—যাহা দূরে আছে এমন, দূরবর্ত্তী, ব্যবহিত। উপতৎ; দূর—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

দূরস্থিত—দূরবর্ত্তী, দূরস্থ। ৭মীতৎ। বিণ।

দূরহি—দূরে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দূরাগত—দূরদেশ হইতে সমুপস্থিত, যাহা দূর হইতে আসিয়াছে এরূপ। দূর হইতে আগত, ৫মীতৎ। বিণ।

দূরীকরণ—তাড়াইয়া দেওয়া, বহিষ্কৃত করা। দূর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দূরী)—কৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

দূরীকৃত—যাহাকে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, তাড়িত। দূর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দূরী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ; পুং বা ক্লীব। স্ত্রী,—কৃতা। বি,—করণ।

দূরীভূত—যে দূর হইয়া গিয়াছে এরূপ, যে বহিষ্কৃত হইয়াছে এরূপ। দূর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দূরী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভূতা। বি,—ভবন।

দূরেক্ষণ—(পদার্থবিদ্যা) বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্ত্তী অদৃশ্য পদার্থকে দেখিতে পাওয়া (television); যে যন্ত্রের দ্বারা দূরে ও চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত বস্তু দেখা যায়। দূরের (দূরবর্ত্তী পদার্থের) ঈক্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দূর্ব্বা(র্বা)—প্রসিদ্ধ ঘাস। দূর্ব্ব্‌+অচ্‌ কর্ম্মবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। [বি; ক্লীব।

দূর্ব্বা(র্বা)দল—দূর্ব্বা পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ।

দূর্ব্বা(র্বা)ষ্টমী—ভাদ্র শুক্লাষ্টমী [এই দিনে স্ত্রীলোকে ব্রত করিয়া থাকে]। দূর্ব্বাপ্রধানা অষ্টমী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দূষক—যে দোষ বাহির করে বা দেখায় এমন, দোষপ্রদর্শক, অপবাদক, নিন্দক ; যাহা দোষ জন্মায় অর্থাৎ কোন কিছুকে অপবিত্র করে এমন, দোষোৎপাদক ; অপবিত্রতাজনক ; চরিত্রনাশক। দুষ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দূষিকা।

দূষণ—১। দোষ দেখান, দোষপ্রদর্শন ; দোষস্পৃষ্টিকরণ, চরিত্রনষ্টকরণ অপবিত্রতাসাধন, নিন্দন। দুষ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—দূষণীয়, দূষিত, দূষ্য। ২। (রামায়ণ) রাক্ষসবিশেষ। বি ; পুং। ৩। দূষক। দূষি+অন কর্তৃবা। বিণ।

দূষণীয়—নিন্দনীয়, নিন্দাযোগ্য, গর্হিত। দুষ্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

দূষয়িতা (-য়িতৃ)—দূষক (সকল অর্থে)। দুষ্‌+ণিচ্‌+তৃন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

দূষা—দোষ দেওয়া, নিন্দা করা। 'দুষ্‌'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

দূষিকা—১। পিচুটি, নেত্রমল। বি ; স্ত্রী। ২। দূষণকারিণী ; নিন্দাকারিণী, অপবাদিকা। দূষক+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

দূষিত—দোষপ্রাপ্ত ; দোষযুক্ত, মন্দ ; নিন্দিত ; যাহাকে দোষী করা হইয়াছে এমন, মৈথুনাপবাদযুক্ত ; ব্যভিচারী বলিয়া যাহার নিন্দা রটিয়াছে এমন। দুষ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—দূষণ।

দূষ্য—নিন্দনীয় ; ত্যাজ্য। দুষ্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

দৃক্‌ (দৃশ্‌)—১। দৃষ্টি, দর্শন ; জ্ঞান। দৃশ্‌+ক্বিপ্‌ ভাববা। ২। চক্ষুঃ, নেত্র। দৃশ্‌+ক্বিপ্‌ করণবা। বি ; স্ত্রী। ৩। (সমাসে অন্য পদের পর) দর্শক বা যাহা দেখা যায়। দৃশ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃবা বা কর্ম্মবা। বিণ।

দৃক্‌পাত—দেখা, দৃষ্টিনিক্ষেপ, দর্শন ; ভ্রূক্ষেপ, গ্রাহ্য করণ। দৃকের (দৃশ্‌ শব্দ) পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দৃক্‌শক্তি—১। দেখিবার ক্ষমতা, দর্শনশক্তি। দৃকের শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রকাশরূপ চৈতন্য। দৃগ্‌গোচরা শক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ৩। সর্ব্বপ্রকাশক চেতনপুরুষ। দৃগ্বিধায়িনী শক্তি যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

দৃঢ়—যাহা তরল বা কোমল নহে এরূপ, কঠিন ; সমর্থ ; স্থির, অচল ; গাঢ় ; সাতিশয়। দৃহ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—দৃঢ়তা, দার্ঢ্য।

দৃঢ়কায়—১। যাহার শরীর বেশ শক্ত এমন, সবলশরীর, কঠিনাঙ্গ। দৃঢ় কায় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কঠিন শরীর, আঘাতসহ দেহ। কর্ম্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব।

দৃঢ়তা, দৃঢ়ত্ব—শক্ত অবস্থা, কাঠিন্য ; স্থিরতা, অবিচল ভাব। দৃঢ়+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—দৃঢ়।

দৃঢ়নিশ্চয়—কোন বিষয় সম্বন্ধে যাহার স্থির ধারণা জন্মিয়াছে এমন, দৃঢ়সিদ্ধান্ত ; কুতর্কাদি দ্বারা যাহার বুদ্ধি ভেদ হয় না এরূপ। দৃঢ় নিশ্চয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সঙ্কল্প-রক্ষায় অবিচলিত, দৃঢ়সঙ্কল্প, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা—১। কঠোর পণ, স্থির সঙ্কল্প, অটল সঙ্কল্প। দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। স্থিরসঙ্কল্পযুক্তা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

দৃঢ়বন্ধনী—১। কঠিন বাঁধন, কঠোর শৃঙ্খলা ; দৃঢ়া বন্ধনী, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। শ্যামা লতা। দৃঢ় বন্ধন যাহার, বহুব্রী+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

দৃঢ়ব্রত—১। ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্যকারী, অধ্যবসায়বিশিষ্ট, আরব্ধ-কার্য্যসাধনে যাহার দৃঢ় যত্ন আছে এরূপ। দৃঢ় ব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কঠোর ব্রত, দুষ্কর ব্রত। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দৃঢ়মুষ্টি—১। শক্ত মুঠা। দৃঢ়, দৃঢ়া মুষ্টি, কর্ম্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ ; কঠিনমুষ্টিবিশিষ্ট। দৃঢ়া মুষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। খড়্গাদি অস্ত্র। দৃঢ় মুষ্টি যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

দৃঢ়মূল—১। যাহার শিকড় মাটিতে শক্তভাবে আটকাইয়া রহিয়াছে এমন, বদ্ধমূল ; অটল। বিণ। ২। মুঞ্জতৃণ ; নারিকেল গাছ। দৃঢ় মূল যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দৃঢ়সন্ধ—যাহার লক্ষ্য বা তাক স্থির থাকে এমন, স্থিরসন্ধান ; স্থিরপ্রতিজ্ঞ ; দৃঢ়রূপে মিলিত, অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। দৃঢ়া সন্ধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দৃঢ়সন্ধি—শক্তগ্রন্থিযুক্ত ; দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। দৃঢ়া সন্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দৃঢ়স্বর—কঠোর স্বর, অবিচলিত কণ্ঠ, স্থির কণ্ঠ। দৃঢ় স্বর, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ক্রি-বিণ,—স্বরে।

দৃঢ়াস্থিক—যে সকল মাছের হাড় শক্ত এমন (যেমন—কই)। দৃঢ় অস্থি যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বি ; পুং, বা বিণ।

দৃঢ়ীকরণ—শক্ত বা মজবুত করা। দৃঢ়+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দৃঢ়ী)—কৃ+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

দৃঢ়ীকৃত—যাহা শক্ত বা মজবুত করা হইয়াছে এমন। দৃঢ়+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দৃঢ়ী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

দৃঢ়ীভবন—তরল বা নরম অবস্থা হইতে শক্ত হওয়া। দৃঢ়+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দৃঢ়ী)—ভূ+অনট্‌ ভাববা। বি। বিণ,—ভূত।

দৃঢ়ীভূত—যাহা পূর্ব্বে কঠিন ছিল না এখন হইয়াছে এমন, কঠিনীভূত। দৃঢ়+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দৃঢ়ী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—ভবন।

দৃপ্ত—গর্ব্বিত, উদ্ধত ; উগ্র ; প্রজ্বলিত। দৃপ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

দৃশা—চক্ষুঃ, নয়ন। দৃশ্‌+ক্বিপ্‌ করণবা+আপ্‌। বি ; ক্লীব।

দৃশ্য—১। দেখিবার মত, দর্শনীয়, সুন্দর, সুরূপ ; প্রকাশ্য। বিণ। ২। দর্শনীয় বস্তু বা বিষয়, নগর বন নদী পর্ব্বত আকাশ প্রভৃতি নির্জ্জীব বস্তুর আকৃতি ; নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, অঙ্ক বা গর্ভাঙ্ক ; নাটকের বর্ণনানুসারে রঙ্গমঞ্চে স্থাপিত চিত্রপটাদি। দৃশ্‌+ক্যপ্‌ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

দৃশ্যকাব্য—নাটক, রঙ্গালয়ে নটগণকর্তৃক প্রযোক্তব্য কাব্যবিশেষ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দৃশ্যপট—রঙ্গমঞ্চে দর্শনীয় চিত্রপট, সিন্‌ (scene). কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দৃশ্যমান—যাহা দেখা যাইতেছে এরূপ। দৃশ্‌+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

দৃশ্যসঙ্গী(ঙ্গী)ত—নাচ (দর্শনগোচর ব্যতীত শ্রবণগোচর হয় না, সেই হেতু ইহাকে দৃশ্য-সঙ্গীত বলে)। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দৃশ্যাদৃশ্য—যাহার কিছুটা দেখা যায় এবং কিছুটা দেখা যায় না এমন, দর্শনযোগ্য এবং দর্শনের অযোগ্য। দৃশ্য অথচ অদৃশ্য, কর্ম্মধা। বিণ।

দৃষ্ট—১। যাহা দেখা গিয়াছে এরূপ ; অবলোকিত, জ্ঞাত ; লৌকিক। দৃশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। দেখা, দর্শন ("তোমার কার্য্য দৃষ্টে আমার চৈতন্যোদয় হইল")। দৃশ্‌+ক্ত ভাববা (মূলতঃ 'তোমার কার্য্য-দৃষ্টে')। বি ; ক্লীব।

দৃষ্টচর—যাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে এরূপ, দৃষ্টপূর্ব্ব। দৃষ্ট+চরট্‌ ভূতপূর্ব্বার্থে। বিণ। স্ত্রী,—চরী।

দৃষ্টপূর্ব্ব(র্ব)—যাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে এরূপ, দৃষ্টচর। পূর্ব্বে দৃষ্ট, সুপ্‌সুপা (নিপাতনে)। বিণ।

দৃষ্টবাদ—প্রত্যক্ষবাদ, প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ—এই মতবাদ (positivism). দৃষ্টের বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দৃষ্টরজাঃ (-রজস্‌), **-রজা**—যাহার মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়াছে ; যাহার রজোদর্শন হইয়াছে এরূপ ('—রমণী') ; নবযুবতী। দৃষ্ট রজঃ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ ; স্ত্রী।

দৃষ্টাদৃষ্ট—যাহার কিছুটা দেখা গিয়াছে এবং কিছুটা দেখা যায় নাই এমন ; যাহা প্রথমে দেখা গিয়াছে কিন্তু পরে আর দেখা যায় নাই এমন ; জানা ও অজানা। কর্ম্মধা। বিণ।

দৃষ্টান্ত—উদাহরণ, নিদর্শন ; উপমান ; শাস্ত্র ; কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট

প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বিষয়কে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবে স্থাপন করিলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—
"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥"
—ভারতচন্দ্র];
পরস্পর সমান-ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য-কথন; মৃত্যু। দৃষ্ট অন্ত যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। [বি; ক্লীব।

দৃষ্টান্তস্থল—উদাহরণের বিষয়। ৬ষ্ঠীতৎ।

দৃষ্টি—১। চক্ষু, নজর। দৃশ্ + ক্তি করণবা। ২। দর্শন; জ্ঞান; মনোবৃত্তিবিশেষ। দৃশ্ + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

দৃষ্টিকৃপণ—প্রত্যক্ষ পরিমিত ব্যয়ও যে দেখিতে পারে না কিন্তু পরোক্ষে অপরিমিত ব্যয় হইলেও খেয়াল করে না এমন (penny-wise pound-foolish). দৃষ্টিতে কৃপণ, ৭মীতৎ। বিণ।

দৃষ্টিকোণ—যে কোণ হইতে দেখা যায় তাহা (angle of vision). দৃষ্টির কোণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [বি; পুং।

দৃষ্টিক্ষেপ—দেখা, দৃক্‌পাত, দর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ।

দৃষ্টিগোচর—যাহা চোখে পড়ে এমন, নেত্রগোচর, চক্ষুর বিষয়ীভূত, দৃষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দৃষ্টিনিক্ষেপ—দৃষ্টিক্ষেপ (তাহা দ্রঃ)।

দৃষ্টিপথ—যতদূর দেখা যায়, দর্শনমার্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৃষ্টিপথারূঢ়—যাহা নজরে পড়িয়াছে এমন, যাহা দেখা যাইতেছে এরূপ, নয়নপথবর্ত্তী; চক্ষুর গোচর বা বিষয়ীভূত। দৃষ্টিপথে আরূঢ়, ৭মীতৎ। বিণ।

দৃষ্টিপাত—চাওয়া, দেখা, দর্শন, অবলোকন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৃষ্টিবিক্ষেপ—আড়চোখে চাওয়া, কটাক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৃষ্টিবিজ্ঞান—আলোক ও দর্শনবিষয়ক বিদ্যা (optics). দৃষ্টিবিষয়ক বিজ্ঞান (শাস্ত্র), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দে—১। (তুই) প্রদান কর্। বাং ক্রি (অনুজ্ঞা)। ২। দেহ, শরীর। 'দেহ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। কায়স্থ জাতির উপাধি-বিশেষ। বাং প্র। বি।

দেআ—দেবতা; আকাশ; মেঘ। 'দেব' বা 'দেবতা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দেই—দিয়া ("হৃদয়ে শেল দেই গেল"—বিদ্যাপতি); দ্বারা। প্রাঃ কবিপ্র। অন-ক্রি বা অব্য। [প্রাদে। বি।

দেইজী—দায়াদ, জ্ঞাতি। 'দায়াদ'-শব্দজ।

দেউটি, -টী—প্রদীপ। 'দীপবর্ত্তী'-শব্দজ। বি।

দেউড়ি, -ড়ী—সদর দরজা, বহির্দ্বার, ফটক। 'দেহলী'-শব্দজ। বি।

দেউল—মন্দির, মঠ। 'দেবকুল'-শব্দজ। বি।

দেউলিয়া, দেউলে—১। যাহার সমস্ত ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এমন, গতসর্ব্বস্ব, ঋণপরিশোধে অসমর্থ (insolvent). হিন্দী-মূলক। বিণ। ২। দেবকুলাধিকারী, দেবতার সেবাইত বা পূজারী। দেউল + ইয়া, এ অধিকৃতার্থে। বি।

দেউল্যা—দেবতার সেবাইত বা পূজারী, দেবকুলাধিকারী। 'দেউলিয়া'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দেও—১। উপদেবতা; দৈত্য; দেবতা; ব্রাহ্মণের উপাধি 'দেব'-শব্দের অপভ্রংশ। 'দেব'-শব্দজ। বি। ২। দাও, দান কর। বাং ক্রি।

দেওয়া—১। দান, সমর্পণ। বি। ২। দত্ত, সমর্পিত। বিণ। ৩। দান করা; ব্যবস্থা করা; প্রেরণ করা; ন্যস্ত করা; উৎপন্ন করা; বলা; লাগান; যোগান; স্পর্শ করা; বিসর্জ্জন করা; নিক্ষেপ করা; স্থাপন করা; সম্পাদন করা; সংযুক্ত করা; গাঁথিয়া তোলা; পরিধান করা; উপরে ধারণ করা; সম্প্রদান করা; উৎসর্গ করা; প্রবেশ করান; আঁকা; মিলান; জ্বালান; ঘটান; মারা। 'দা'-ধাতুজ। বাং ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্রঃ—**দেওবি**—দিবে। **দেয়ব**—দিব। **দেয়ল, দেয়লহি**—দিল। **দেয়লুঁ**—দিলাম। **দেয়সি**—দাও; দিতেছ। **দেল, দেলা**—দিল]। **আমল দেওয়া, পাত্তা দেওয়া**—গ্রাহ্য করা, কোন মূল্য আছে বলিয়া স্থান দেওয়া। **কথা দেওয়া**—প্রতিশ্রুত হওয়া। **কান দেওয়া**—মনোযোগ দেওয়া; শ্রবণ করা। **কোল দেওয়া**—আদর করিয়া জড়াইয়া ধরা; আলিঙ্গন করা। **ধাপ্পা দেওয়া**—মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া; প্রবঞ্চনা করা। **পাল্লা দেওয়া**—প্রতিযোগিতা করা। **মাথা দেওয়া**—দায়িত্ব গ্রহণ করা; প্রাণবিসর্জ্জন করা। ৪। মেঘ। 'দেব'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

দেওয়ান—১। রাজস্ব-আদায়ের প্রধান কর্ম্মচারী; রাজস্বসচিব; জমিদারের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। ফার্সী 'দিবানা'-শব্দজ। বি। ২। দান করান। বাং ক্রি।

দেওয়ানজী—দেওয়ান মহাশয়। দেওয়ান + জী সম্মানার্থে। বি। [শব্দজ। বিণ।

দেওয়ানা—পাগল, উন্মত্ত। ফার্সী 'দিবানা'-

দেওয়ানি, -নী—১। দেওয়ানের পদ কর্ম্ম বা ক্ষমতা। বি। ২। বিষয়সম্বন্ধীয়, বৈষয়িক ('—আদালত')। ফার্সী। বিণ।

দেওয়াল, দেয়াল—প্রাচীর; ভিত্তি, ভিত। ফার্সী 'দিবার'-শব্দজ। বি।

দেওয়ালগির, -গিরি—প্রাচীর-সংলগ্ন প্রদীপ (wall-lamp). ফার্সী 'দিবারগীর্'-শব্দজ। বি।

দেওয়ালী—পর্ব্ববিশেষ, দীপান্বিতা অমাবস্যায় দীপমালাসজ্জা। 'দীপালী'-শব্দজ। বি।

দেওর—স্বামীর ছোট ভাই, দেবর। 'দেবর'-শব্দজ। বি।

দেঁতো—উচ্চদন্তযুক্ত, দাঁতাল; কেবলমাত্র দাঁত দ্বারা প্রকাশিত, শুষ্ক, যাহা আন্তরিক নহে এমন ('—হাসি')। দাঁত + ও (<উয়া) জাতার্থে। বিণ।

দেক, দেকসেক, দেকদারি—বিরক্ত; অসন্তুষ্ট; বিরক্তি। ফার্সী 'দিক্'-শব্দজ। বিণ বা বি। [কাষ্ঠিকা'-শব্দজ। বি।

দেকাঠি—দিয়াশলাই, দীপশলাকা। 'দীপ-

দেখ—১। দর্শন কর। বাং ক্রি (অনুজ্ঞা)। ২। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আহ্বান বা সম্বোধন। অব্য।

দেখতা—যাহা দেখা হইয়াছে এমন, দৃষ্ট, অবলোকিত, সম্মুখে ঘটিত; সমসাময়িক। বাং প্র। বিণ। [বি।

দেখন—অবলোকন। দেখ্ + অন ভাববা।

দেখনহাসি—যাহাকে দেখিলে মনে আনন্দ বা হাস্যের উদ্রেক হয়, দর্শনে আনন্দদায়িনী; প্রিয়সঙ্গিনী। দেখনে হাসি যাহার, বহুব্রী। বি।

দেখা—১। দর্শন করা; অভিজ্ঞতা লাভ করা; তদারক করা; সেবা-শুশ্রূষা করা, পরিচর্য্যা করা; চিকিৎসা করা; ভালমন্দ স্থির করা; পরীক্ষা করা; বিবেচনা করা; সতর্ক হওয়া; (ক্রোধোক্তিতে, ভয় প্রদর্শনে) শাস্তি দান করা। 'দৃশ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র—**দেখই**—দেখ। **দেখত**—দেখে। **দেখলি**—দেখিলে। **দেখব**—দেখিবে; দেখিব। **দেখলু, দেখলুঁ**—দেখিলাম। **দেখায়লি**—দেখাইলে। **দেখায়সি**—দেখাও। **দেখিয়ে**—দেখি। **দেখিলুঁ**—দেখিলাম]। **দেখে নেওয়া**—(ক্রোধোক্তিতে, ভয়প্রদর্শনে) শাস্তি দান করা। **হাত দেখা**—নাড়ী পরীক্ষা করা; হস্তরেখা দেখিয়া ভাগ্য গণনা করা। **দেখিতে দেখিতে**—অতি অল্পকাল মধ্যে। ২। দৃষ্ট, অবলোকিত। দেখ্ + আ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। দর্শন; সাক্ষাৎ আবির্ভাব। দেখ্ + আ ভাববা। বি।

দেখাদেখি—১। পরস্পর দর্শন; অনুকরণ। ব্যতীহার বহুব্রী। বি। ২। অনুকরণে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

দেখান—১। প্রদর্শন করা, প্রকাশ করা; দর্শনে ভাল মন্দ হওয়া; প্রতিভাত হওয়া। বাং ক্রি। **মজা দেখান**—প্রতিশোধ লওয়া, শাস্তি দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া। ২। প্রদর্শিত। দেখা + আন কর্ম্মবা। বিণ।

দেখাশুনা—তত্ত্বাবধান, তদারক; অভিজ্ঞতা। দ্বন্দ্ব। বি।

দেখাসাক্ষাৎ—পরস্পরের দেখা এবং আলাপ। দ্বন্দ্ব। বি। ['স্বার্দ্ধ'-শব্দজ। বিণ।

দেড়—এক এবং আধ, সার্দ্ধ ; ১৷৹। বাং প্র।

দেড়া—সার্দ্ধ, এক এবং আধ ; দেড়গুণ ; উদ্বৃত্ত ; বাড়তি। দেড়+আ স্বার্থে। বি বা বিণ। [বিণ।

দেড়ি—দেড়া (তাহা দ্রঃ)। প্রাঃ কবিপ্র।

দেদার—১। পর্য্যাপ্ত, প্রচুর, অনেক, অফুরন্ত। ফার্সী 'দিলদরিয়া'-শব্দজ। বিণ। ২। বৃক্ষবিশেষ, দেবদারু বৃক্ষ। হিন্দী। বি।

দেদীপ্যমান—সর্ব্বদা যাহাতে দীপ্তি-প্রকাশ হইতেছে এরূপ, জাজ্বল্যমান ; অতি-দীপ্তিবিশিষ্ট। দীপ্‌+যঙ্‌ পৌনঃপুন্যার্থে, অতিশয়ার্থে (দ্বিত্ব)+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

দেদো—দাদরোগযুক্ত। দাদ+ও (<উয়া)। বাং প্র। বিণ। [ধান্য'-শব্দজ। বি।

দেধান—শস্যবিশেষ, জোয়ার, ভুট্টা। 'দেব-

দেন—ঋণ, ধার, কর্জ্জ। আর্বী। বি।

দেনদার—ঋণী, দেনাগ্রস্ত, অধমর্ণ। (আর্বী) দেন+(ফার্সী) দার। বি বা বিণ।

দেনমোহর—মুসলমানদের বিবাহকালে স্বামী কর্ত্তৃক পত্নীকে প্রদত্ত যৌতুকস্বরূপ অর্থ। ফার্সী। বি।

দেনা—ঋণ, ধার, কর্জ্জ। আর্বী। বি।

দেনাদার—দেনদার, ঋণী, অধমর্ণ। দেনা +দার আছে অর্থে। বি বা বিণ।

দেনা-পাওনা—যাহা দিতে হইবে অর্থাৎ ধার আছে এবং যাহা পাওয়া যাইবে (assets and liabilities). দেনা ও পাওনা, দ্বন্দ্ব। বি।

দেনো—দানে ব্যবহারযোগ্য ; স্বল্পমূল্য, কম দামী। দান+ও (<উয়া) যোগ্যার্থে। বিণ।

দেব—১। দেবতা, সুর ; ঈশ্বর ; পরমাত্মা ; (নাট্যোক্তিতে) রাজা ; ব্রাহ্মণ ; বিজিগীষু ; দেবর ; মেঘ ; পারদ ; সম্মানসূচক উপাধি ; ব্রাহ্মণের উপাধি ; পদবীবিশেষ। বি ; পুং। স্ত্রী—দেবী। ২। ইন্দ্রিয়। বি ; ক্লীব। ৩। পূজ্য। দিব্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

দেব-আত্মা (-ত্মন্)—দেবতাত্মা, পবিত্র। দেব আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহুব্রী (সন্ধিতে দেবাত্মা)। বিণ।

দেবঋণ—দেবতার প্রীতির জন্য করণীয় কর্ম্ম, যজ্ঞ ("মুক্ত হইব দেবঋণে মোরা মুক্ত-বেণীর তীরে"—সত্যেন্দ্রনাথ)। ৬ষ্ঠীতৎ (শ্রুতি-কটুতা ভয়ে সন্ধি হয় নাই)। বি ; পুং।

দেবক—খেলোয়াড়, ক্রীড়ক। দিব্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দেবিকা।

দেবকণ্ঠ—১। যাহার গলার স্বর খুব মিষ্টি এমন, সুকণ্ঠ। দেবের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —কণ্ঠা, —কণ্ঠী। ২। দেবতার গলা বা গলার স্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবকন্যা—দেবতার মেয়ে, দিব্যাঙ্গনা ; অতি সুন্দরী শোভনা নারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবকর্দ্দ(র্দ)ম—চন্দন, অগুরু কর্পূর ও কুঙ্কুম-মিশ্রিত পদার্থ। দেবভোগ্য কর্দ্দম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দেবকল্প—দেবতার মত, দেবতুল্য। দেব+কল্পপ্‌ ঈষদূনার্থে। বিণ।

দেবকার্য্য(র্য)—১। পূজা, উপাসনা ; যাগ, যজ্ঞ। দেবোদ্দিষ্ট কার্য্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। দেবতাদের কাজ, দেবতাকৃত কর্ম্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেবকাষ্ঠ—দেবদারু গাছ। দেবপ্রিয় কাষ্ঠ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দেবকিরী—(সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ, মেঘ-রাগের ভার্য্যা। বি ; স্ত্রী।

দেবকী—বসুদেবের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের মাতা। দেবক+অণ্‌ অপত্যার্থে (নিপাতনে)+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবকীনন্দন, -সুত, -সূনু—শ্রীকৃষ্ণ।

দেবকুণ্ড—দেবখাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেবকুল—মন্দির, দেবালয়, মঠ, পূজাস্থান, দেউল ; দেববংশ ; দেবসমূহ। দেবের কুল (আলয়, বংশ, সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেবকুল্যা—গঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবখাত—স্বাভাবিক খাত, হ্রদ, অকৃত্রিম জলাশয়। দেবকৃত খাত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দেবখাতবিল—পর্ব্বতের গুহা। দেব-কর্ত্তৃক খাত, ৩য়াতৎ ; দেবখাত বিল, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। [বি ; স্ত্রী।

দেবগণিকা—স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা। ৬ষ্ঠীতৎ।

দেবগান্ধারী—(সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ, শ্রীরাগের ভার্য্যা। বি ; স্ত্রী।

দেবগায়ন—গন্ধর্ব্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবগিরি—পর্ব্বতবিশেষ, রৈবতক পর্ব্বত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবগুরু—বৃহস্পতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবগৃহ—দেবতার স্থান, দেবালয় ; সূর্য্য-মণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেবচর্য্যা(র্যা)—দেবচরিত ; দেবপূজার্থ চেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবচিকিৎসক—স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবজন—দেবতুল্য ব্যক্তি ; রাজা ; গন্ধর্ব্ব। দেবতুল্য জন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দেবজনবিদ্যা—গন্ধর্ব্ববিদ্যা, নৃত্যগীতাদি। দেবজনের বিদ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবতরু—মন্দার পারিজাত সন্তান কল্পবৃক্ষ হরিচন্দন—এই পাঁচটি বৃক্ষ ; চৈত্যবৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবতা—অমর, সুর, দেব। দেব+তল্‌ স্বার্থে +আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

দেবতাড়—রাহু, অগ্নি ; মেঘ ; বৃক্ষবিশেষ। দেব—তড়্‌ (আঘাত করা)+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

দেবতাধিপ—দেবরাজ, ইন্দ্র। দেবতা-দিগের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবতাপ্রতিষ্ঠা—বিধিপূর্ব্বক দেববিগ্রহ-সংস্থাপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবতায়তন—দেবস্থান, দেবালয়। দেবতার আয়তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেবত্ব—দেবতার ধর্ম্ম গুণ বা অবস্থা, দেব-ভাব। দেব+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব।

দেবত্বারোপ—অতিশ্রদ্ধার ফলে দেবতা-রূপে কল্পনা (apotheosis). দেবত্বের আরোপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবত্র—দেবতার উদ্দেশে যাহা দান করা হইয়াছে এমন, দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট ('—সম্পত্তি'), দেবসেবার জন্য নিয়োজিত ('—ভূমি'), দেবোত্তর। দেব—ত্রৈ+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

দেবদত্ত—১। দেবতাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে এরূপ। দেবকে দত্ত, ৪র্থীতৎ। ২। দেবতা যাহা দিয়াছেন। দেবকর্ত্তৃক দত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ। ৩। বুদ্ধদেবের অনুজবিশেষ ; অর্জ্জুনের শঙ্খ ; শরীরস্থ জৃম্ভণকর বায়ুবিশেষ। বি ; পুং।

দেবদর্শন—দেবমূর্ত্তি দেখা ; দেবতাদিগকে দেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেবদারু—একজাতীয় বৃক্ষ। দেবপ্রিয় দারু যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দেবদাস—দেবতার সেবক, দেবপূজারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবদাসী—দেবগণের পরিচারিকা ; দেব-মন্দিরের নর্ত্তকী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবদুর্ল্লভ—১। যাহা দেবগণের মধ্যেও দেখা যায় না এরূপ, দেবতাতেও দুষ্প্রাপ্য। ৭মীতৎ। ২। যাহা দেবতাও পান না এরূপ, দেবগণের দুষ্প্রাপ্য ; অতীব রমণীয় ; অতি মনোহর। ৩য়াতৎ। বিণ।

দেবদূত—স্বর্গীয় দূত ; স্বর্গ হইতে প্রেরিত মহাপুরুষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবদেব—১। ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং। ২। দেবশ্রেষ্ঠ। দেবমধ্যে দেব (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —দেবী।

দেবদেবেশ—মহাদেব। দেবমধ্যে ঈশ, ৭মীতৎ ; দেবই দেবেশ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দেবদ্বিজ—দেবতা ও ব্রাহ্মণ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

দেবদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—১। দেবতার হিংসাকারক ; দেবতার প্রতি ভক্তিহীন। বিণ। স্ত্রী, —দ্বেষিণী। ২। অসুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবধান্য—একপ্রকার ধান, দেধান। দেবসৃষ্ট বা দেবপ্রিয় ধান্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দেবধূপ—গুগ্‌গুল। দেবপ্রিয় ধূপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দেবন—১। খেলা, ক্রীড়া ; স্তুতি ; দীপ্তি ; দুঃখ ; ব্যবহার ; জিগীষা, জয়েচ্ছা। দিব্‌+অনট্ ভাববা। ২। লীলোদ্যান ; পদ্ম। দিব্‌+অনট্ অধিবা। বি ; ক্লীব। ৩। পাশক, পাশা। দিব্‌+অনট্ করণবা। বি ; পুং।

দেবনদী—গঙ্গা, সুরধুনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবনা—খেলা, ক্রীড়া ; সেবা ; বিলাপ ; পশ্চাত্তাপ ; দুঃখ। দিব্‌+অন ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

দেবনাগর, -নাগরী—অক্ষরবিশেষ, হিন্দী সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা লিখিবার অক্ষর। বি। [পুং।

দেবপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

দেবপথ—স্বর্গপথ ; আকাশ-পথ ; ছায়াপথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবপশু—দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশু। দেবোদ্দিষ্ট পশু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দেবপাত্র—অগ্নি। দেব—পা+ষ্ট্রন্ অধিবা। বি ; ক্লীব। [বি ; স্ত্রী।

দেবপুরী—ইন্দ্রপুরী, অমরাবতী। ৬ষ্ঠীতৎ।

দেবপূজ্য—বৃহস্পতি। ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

দেবপ্রয়াগ—ভাগীরথী ও মন্দাকিনীর মিলনস্থান। দেবাধিষ্ঠিত বা দেবপ্রিয় প্রয়াগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দেবপ্রশ্ন—(জ্যোতিষ) গ্রহনক্ষত্রাদির গতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ জিজ্ঞাসা। দেব-বিষয়ক প্রশ্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দেবপ্রসাদ—দেবতার অনুগ্রহ ; দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবপ্রিয়—১। পীতভৃঙ্গরাজ। বি ; পুং। ২। বকফুল। বি ; ক্লীব। ৩। দেবতার স্নেহভাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দেববক্ত্র—অগ্নি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেববর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—আকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেববাক্য, -বাণী—দেবতার প্রত্যাদেশ ; দৈববাণী ; সংস্কৃত ভাষা, দেবভাষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

দেববাহন—অগ্নি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেববিদ্বেষ—দেবতার প্রতি বিরূপভাব, দেবতায় অশ্রদ্ধা। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

দেববিদ্বেষী (-বিদ্বেষিন্)—দেবদ্বেষী (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —বিদ্বেষিণী। [বিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেববিদ্যা—দেবজ্ঞানার্থ বিদ্যা ; নিরুক্ত-

দেববৃক্ষ—মন্দারাদিবৃক্ষ ; গুগ্‌গুল ; সপ্তপর্ণ-বৃক্ষ, ছাতিমগাছ। দেবপ্রিয় বৃক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দেবব্রত—১। ভীষ্ম, গাঙ্গেয়। দেবের ব্রতই ব্রত যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। দেবতা-দিগের ব্রত। ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। দেবপ্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় ব্রত। দেবপ্রিয় ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দেবব্রতী (-ব্রতিন্)—যিনি দেবতার প্রীতির জন্য ব্রতপালন করেন এমন, দেবব্রতযুক্ত। দেবব্রত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ব্রতিনী।

দেবভক্ত—দেবতার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন, দেবতার প্রতি অনুরাগী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দেবভবন—স্বর্গ ; দেবালয় ; অশ্বত্থ বৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেবভাব—১। দেবত্ব ; অলৌকিকত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। দিব্যভাব, শুদ্ধ-ভাব ; সাত্ত্বিকপ্রকৃতি। দেবোচিত ভাব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [স্ত্রী।

দেবভাষা—সংস্কৃত ভাষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

দেবভাষিত—১। দৈববাণী। দেবের ভাষিত (বাক্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। দেবোক্ত, দেবতা কর্ত্তৃক কথিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

দেবভূ—১। দেবতা। দেব—ভূ+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ২। স্বর্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবভূমি—স্বর্গ ; দেবপ্রিয় ভূমি, হিমালয় প্রদেশ ; দেবতাদের নিবাসভূমি, সুমেরুর সন্নিহিত প্রদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ ; বা, দেবপ্রিয় ভূমি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দেবভোগ্য—দেবতার ভোগযোগ্য ; দিব্য, স্বর্গীয় ; অত্যুৎকৃষ্ট। দেবকর্ত্তৃক ভোগ্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

দেবমণি—১। শ্রীকৃষ্ণের মণি, কৌস্তুভ। দেবের মণি, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শিব। দেবমধ্যে মণি (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

দেবমন্দির—দেবায়তন, দেবালয়। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবমাতা (-মাতৃ)—অদিতি, কশ্যপপত্নী।

দেবমাতৃক—বৃষ্টিজল দ্বারা উৎপন্ন শস্যে পালিত ('—দেশ')। দেব (ইন্দ্র, অর্থাৎ তৎসৃষ্ট মেঘ) মাতা (মাতৃ শব্দ) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

দেবমান—দেবলোকের কালের পরিমাণ। দেবের মান (পরিমাণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেবমায়া—অবিদ্যা, অজ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবমাস—গর্ভের অষ্টম মাস ; দেবতাদের মাস ; মনুষ্যদের ত্রিশ বৎসর। দেবের মাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবমুনি—নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি। যিনি দেব তিনিই মুনি, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দেবযজন—দেবপূজা, যজ্ঞস্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেবযজনভূমি—যজ্ঞভূমি, যজ্ঞস্থান ; দেব-মন্দির। দেবযজনের ভূমি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবযজি—দেবপূজক, মুনি প্রভৃতি। দেব—যজ্‌+ইন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

দেবযাত্রা—দেবতার নিকট গমন। দেবো-দ্দিষ্টা যাত্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দেবযান—১। দেবরথ, বিমান, ব্যোমযান। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। আত্মার পুণ্যলোকে যাইবার পথবিশেষ। দেবোপলক্ষিত যান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। [কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দেবযুগ—দেবপ্রিয় যুগ, সত্যযুগ। মধ্যপ

দেবযোনী—উপদেবতা, ভূতাদি। দেব যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহাদের, বহুব্রী। বি ; পুং।

দেবযোষা, -যোষিৎ—দেবাঙ্গনা ; অপ্সরা। দেবের যোষা, যোষিৎ (স্ত্রী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবর—স্বামীর ছোট ভাই, দেওর। দেব্‌+অর কর্ত্তৃবা সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

দেবরক্ষিত—দেবতা কর্ত্তৃক রক্ষিত, যাহা বা যাহাকে দেবতারা রক্ষা করেন। ৩য়া-তৎ। বিণ। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবরথ—দেবযান, ব্যোমযান ; সূর্য্যরথ।

দেবরহস্য—দেবগণেরও গোপনীয় বিষয়, অতি গোপনীয় বিষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেবরাজ—ইন্দ্র। দেবদিগের রাজা, ৬ষ্ঠী-তৎ (টচ্‌ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

দেবর্ষি—দেবতা অথচ ঋষি, নারদ মুনি। যিনি দেব তিনিই ঋষি, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দেবল—ধৌম্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; মহর্ষি অসি-তের পুত্র ; যে ব্রাহ্মণ গ্রাম্য অথবা অনেক সাধারণ দেবতার পূজা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, পূজারী ব্রাহ্মণ। উপতৎ ; দেব—লা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

দেবলোক—স্বর্গ ; ভূরাদি সপ্তলোক [ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাত লোক]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবশত্রু—অসুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেবশর্ম্মা (-শর্ম্মন্), **-শর্ম্মা**—ব্রাহ্মণ-জাতির উপাধি। দেব হইতে শর্ম্ম (শুভ) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দেবশিল্পী (-শিল্পিন্)—বিশ্বকর্ম্মা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবসভা—দেবলোকের সভা ; রাজসভা।

দেবসাৎ—দেবতাকে দেয় ; দেবাধীন, দেবায়ত্ত। দেব+সাৎ দেয়ার্থে। অব্য।

দেবসাযুজ্য—দেবত্ব, দেবভূয় ; দেবসাদৃশ্য ; দেবসহযোগ। দেব সহ সাযুজ্য, সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লীব।

দেবসৃষ্টা—মদ্য, সুরা। দেবকর্ত্তৃক সৃষ্ট, ৩য়াতৎ ; তদুত্তরে আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

দেবসেনা—১। দেবসৈন্য। ৬ষ্ঠীতৎ। ২।

ব্রহ্মার কন্যা (মতান্তরে ইন্দ্রের কন্যা)। বি; স্ত্রী।

দেবসেনাপতি—কার্ত্তিকেয়; দেবসেনার অধিপতি; ইন্দ্রপুত্র। দেবসেনার পতি (অধ্যক্ষ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবস্ব—দেবতার বস্তু, দেবসেবার নিমিত্ত নিয়োজিত ধন বা বিষয়, যাজ্ঞিক ধন। দেবোৎসৃষ্ট স্ব (ধন), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

দেবহেলন—দেবতার নিকট অপরাধ; দেবতার অবজ্ঞা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দেবা—১। ভূত প্রেত প্রভৃতি অপদেবতা। প্রাঃ কবিপ্র। ২। (ব্যঙ্গার্থে) দেবতা, পুরুষ ("যেমন দেবা তেমনি দেবী"—দীনবন্ধু মিত্র)। বাং প্র। ৩। দান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দেবাকার, -কৃতি—দেবতার ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, দিব্যমূর্ত্তি, দিব্যদেহ। দেবের আকারের, আকৃতির ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দেবাগার—দেবালয়, দেবমন্দির। দেবের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দেবাগারিক—দেবালয়ে নিযুক্ত। দেবাগার+ইক নিযুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

দেবাঙ্গনা—দেবরমণী; স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা। দেবের অঙ্গনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবাজীব, -জীবী (-বিন্)—পূজারী ব্রাহ্মণ, দেবল। দেব—আ—জীব্+অং করণবা, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

দেবাত্মা (-অন্)—১। দেবতাস্বরূপ, উচ্চ-অন্তঃকরণবিশিষ্ট। দেবের আত্মার সদৃশ আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অশ্বত্থবৃক্ষ। দেব আত্মা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দেবাদিদেব—মহাদেব, শিব; বিষ্ণু। দেবদিগের মধ্যে আদিদেব, ৭মীতৎ। বি; পুং।

দেবাদেশ—দেবতার আজ্ঞা; প্রত্যাদেশ। দেবের আদেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবানুচর—১। বিদ্যাধর প্রভৃতি উপদেব। বি; পুং। ২। দেবতার অনুগামী। দেবের অনুচর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -চরী।

দেবান্তক—দৈত্যবিশেষ; রাক্ষসবিশেষ। দেবের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবায়তন—'দেবালয়' দ্রঃ।

দেবায়ুধ—দেবতার অস্ত্র, বজ্রাদি। দেবের আয়ুধ (অস্ত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দেবারণ্য—তীর্থবিশেষ; দেবতার বিচরণ-ভূমি। দেবের অরণ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দেবারি—অসুর, রাক্ষস। দেবের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবালয়, দেবায়তন—মন্দির প্রভৃতি ঈশ্বরের উপাসনার স্থান, দেবগৃহ; স্বর্গ। দেবের আলয়, আয়তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

দেবাশ্ব—দেবরাজ ইন্দ্রের ঘোড়া, উচ্চৈঃশ্রবা। দেবের অশ্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবাহার—অমৃত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবিক—দেবসম্বন্ধীয়। দেব+ইক (ঠন্) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দেবিল—দেবপরায়ণ, ধার্ম্মিক। দেব+ইল আছে অর্থে। বিণ।

দেবী—স্ত্রীদেবতা; (নাটক) রাজমহিষী; ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের উপাধি; পূজনীয়া নারী। দেব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দেবেন্দ্র—দেবশ্রেষ্ঠ; দেবরাজ, ইন্দ্র। দেব-মধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ বা দেবদিগের ইন্দ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবেন্দ্রকামিনী—দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী, ইন্দ্রাণী, শচী দেবী। দেবেন্দ্রের কামিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবেন্দ্রবাহন—উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব; ঐরাবত হস্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দেবেশ—শিব। দেবের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [স্ত্রী।

দেবেশী—দুর্গা। দেবেশ+ঈপ্। বি;

দেবোচিত—দেবতার যোগ্য; দেবাভ্যস্ত। দেবে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

দেবোত্তর—দেবত্র (তাহা দ্রঃ)।

দেবোদ্যান—দেবতাদিগের বাগান, বৈভ্রাজ মিশ্রক সিত্রকাবণ এবং নন্দন—দেবতাদিগের এই চারিটি বাগান। দেবের উদ্যান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দেবোপম—দেবতার মত, দেবতুল্য, দেব-সদৃশ। দেব উপমা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দেমাক, দেমাগ—অহঙ্কার; অর্থাদি; ধৃষ্টতা। আর্বী 'দিমাগ্'-শব্দজ। বি।

দেয়—যাহা দেওয়া উচিত বা আবশ্যক এরূপ, দানযোগ্য, দিবার উপযুক্ত। দা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

দেয়া—১। দাতব্যা, দানযোগ্যা। দেয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবতা; আকাশ; মেঘ। 'দেব' বা 'দেবতা'-শব্দজ। প্রাঃ কবি-প্র। বি।

দেয়ান—দরবার; আদালত। ফার্সী 'দিবানা'-শব্দজ। বি। [দ্রঃ)। বি।

দেয়াল—প্রাচীর। 'দেওয়াল'-শব্দজ (তাহা

দেয়ালা—দিয়ালা (তাহা দ্রঃ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দেয়ালি, -লী—দেওয়ালী (তাহা দ্রঃ)।

দেয়াসিনী—দেবকন্যা, দেবাঙ্গনা; মন্ত্রসিদ্ধা রমণী; দেবসেবিকা। 'দেববাসিনী'-শব্দজ। বি।

দেয়াশী, দেয়াসী—মনসা শীতলা ইত্যাদি দেবতার পূজক বা পাণ্ডা। হিন্দী। বি।

দেরকো, দেলকো—কাঠের পিলসুজ, কাষ্ঠময় দীপাধার। 'দীপবৃক্ষ'-শব্দজ। বি।

দেরাজ—টেবিল প্রভৃতিতে সংলগ্ন টানিয়া খুলিবার আধারবিশেষ; টানা (drawer). ফার্সী 'দরাজ'-শব্দজ। বি।

দেরি, দেরী—বিলম্ব, গৌণ। ফার্সী 'দের্'-শব্দজ। বি।

দেল—১। মন, হৃদয়, চিত্ত। ফার্সী 'দিল্'-শব্দজ। বি। ২। প্রদান করিল, দিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ৩। চড়কপূজা। প্রাদে। বি।

দেলকো—'দেরকো' দ্রঃ।

দেল-খুস, -খোস—মনঃপ্রীতিকর, হৃদয়ের তৃপ্তিদায়ক, মনোরম। ফার্সী 'দিলখুশ্'-শব্দজ। বিণ।

দেশ—১। পৃথিবীর অংশবিশেষ, রাজ্য, পৃথিবীর যে অংশে একজাতীয় ও একভাষা-ভাষী লোকের বাস থাকে; স্থান, ভূমি; অংশ, ভাগ। দিশ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—দেশীয়। ২। (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। বাং প্র। বি।

দেশকর্ম্মী (-কর্ম্মিন্), **-কর্মী**—দেশের হিতের জন্য কার্য্যকারী ব্যক্তি, দেশসেবক। বি; পুং। [দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দেশকাল—স্থান এবং সময়। দেশ ও কাল,

দেশকালজ্ঞ, -বিৎ (-বিদ্)—যে দেশকাল বুঝিয়া চলে এরূপ, যে দেশ ও কাল জানে এরূপ, কোন্ স্থানে এবং কোন্ সময়ে কি কর্ত্তব্য ইহা যে বুঝে এমন। উপতৎ; দেশকাল—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা; দেশকাল—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

দেশকালপাত্র—স্থান সময় এবং ব্যক্তি। দেশ ও কাল ও পাত্র, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

দেশকাল-সন্ততি—(দর্শন) দেশ-কালের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হওয়া, অবিচ্ছিন্ন-ভাবে থাকা বা চলা (space-time-continuum). দেশ ও কাল, দ্বন্দ্ব; তাহাদের সন্ততি (অবিচ্ছেদ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেশকালাতীত—১। স্থান এবং সময়কে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন এরূপ, স্থান এবং সময়ের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, যাঁহাকে সকল স্থানে এবং সকল সময়েই পাওয়া যায় এরূপ। বিণ। ২। পরমাত্মা। দেশকালকে অতীত, ২য়াতৎ। বি; পুং।

দেশকালোচিত—স্থান এবং সময়ের উপযুক্ত, যে স্থানে এবং যে সময়ে যেরূপ প্রয়োজনীয় সেরূপ। দেশকালে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

দেশগৌরব—দেশ যাহাকে লইয়া গৌরব প্রকাশ করিতে পারে। দেশের গৌরব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি (বা তৎসদৃশ অর্থে বিণ)।

দেশজ—দেশোৎপন্ন, দেশীয়; দেশপ্রচলিত। উপতৎ; দেশ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

দেশত্যাগ—জন্মস্থান ছাড়িয়া যাওয়া। দেশের (দেশকে) ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশত্যাগী (-ত্যাগিন্)—যে জন্মস্থান ছাড়িয়া গিয়াছে এরূপ, জন্মভূমিপরিত্যাগকারী। উপতৎ; দেশ—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্যাগিনী।

দেশদেশান্তর—এক দেশ হইতে অন্য দেশ; নানাদেশ। অন্য দেশ, নিত্য=দেশান্তর; দেশ এবং দেশান্তর, দ্বন্দ্ব; অথবা, দেশ হইতে দেশান্তর, ৫মীতৎ। বি; ক্লীব।

দেশদ্রোহী (-হিন্)—জন্মভূমির ক্ষতিকারী, স্বদেশের শত্রু। উপতৎ; দেশ—দ্রুহ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দ্রোহিণী। বি,—দ্রোহিতা। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশধর্ম্ম(র্ম)—দেশের ব্যবহার, দেশাচার।

দেশপ্রাণ—১। দেশের পক্ষে কল্যাণজনক; দেশের প্রাণস্বরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। যিনি দেশকে ভালবাসেন (দেশকর্ম্মী স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পরিচায়ক শব্দ)। দেশ প্রাণ যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

দেশপ্রিয়—১। দেশের লোকের প্রীতিভাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। ২। যিনি দেশকে ভালবাসেন (দেশসেবক স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পরিচায়ক শব্দ)। বহুব্রী। বিণ বা বি; পুং।

দেশবন্ধু—দেশের মিত্র; প্রসিদ্ধ দেশনেতা স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশের পরিচায়ক শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশবিখ্যাত—দেশের লোকের নিকট সুপরিচিত, দেশপ্রসিদ্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

দেশবিদেশ—স্বদেশ ও অন্য দেশ, আপন দেশ ও ভিন্ন দেশ; নানাদেশ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দেশবিধান—দেশের নিয়ম, দেশের আইন; দেশের সামাজিক আচারপদ্ধতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দেশবিভাগ—শাসনাদিকার্য্যের সুবিধার জন্য কোন দেশকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে পৃথক্ করণ; দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, প্রদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশবিশ্রুত—দেশের মধ্যে নাম-করা, দেশবিখ্যাত। ৭মীতৎ। বিণ।

দেশব্যাপী (-ব্যাপিন্)—দেশবিসারী, যাহা দেশের সকল স্থানেই বর্ত্তমান এরূপ, সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত। উপতৎ; দেশ—বি—আপ্+ণিন্ কর্তৃবা বিণ। স্ত্রী,—ব্যাপিনী।

দেশভেদ—দেশবিশেষ; ভিন্নদেশ, ভিন্নস্থান, পৃথক্ স্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশময়—সারা দেশ জুড়িয়া। দেশ+ময় (বাং) ব্যাপ্ত্যর্থে। ক্রি-বিণ।

দেশমাতৃকা—জননীরূপে কল্পিত স্বদেশ। দেশরূপা মাতৃকা, রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দেশমুখ—দেশনায়ক, দেশাধিপতি, রাজা; দেশের প্রধান ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দেশলাই, দেশালাই—দীপ জ্বালিবার জন্য গন্ধকযুক্ত কাঠি, দেকাঠি। 'দীপশলাকা'-শব্দজ। বি।

দেশশাসন—দেশের রক্ষণাবেক্ষণাদি কার্য্য, রাজ্যমধ্যে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন (administration). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দেশসেবক—যিনি দেশের মঙ্গলজনক কার্য্য করেন, স্বদেশের হিতসাধক। দেশের সেবক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—সেবিকা।

দেশসেবা—স্বদেশের হিতসাধন, দেশের মঙ্গলজনক কার্য্যকরণ। দেশের সেবা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেশহিত—দেশের কল্যাণ, জন্মভূমির মঙ্গল। দেশের হিত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দেশহিতকর—দেশের কল্যাণজনক, জন্মভূমির উপকারক। উপতৎ; দেশহিত—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

দেশহিতব্রত—১। দেশের কল্যাণকরণরূপ নিয়মিত কার্য্য; দেশের মঙ্গলকরণরূপ পবিত্র কার্য্য। দেশহিতই ব্রত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যিনি সর্ব্বদা দেশের কল্যাণসাধন করেন এরূপ, দেশের মঙ্গলানুষ্ঠাতা। দেশহিত ব্রত যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

দেশহিতৈষণা—দেশের উপকার করিবার ইচ্ছা। দেশহিত—ইষ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

দেশহিতৈষী (-ষিন্)—দেশের কল্যাণকামী, দেশের শুভেচ্ছু, দেশের মঙ্গলকামনাকারী। উপতৎ; দেশহিত—ইষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ষিণী। বি,—ষিতা।

দেশাচার—দেশের বিশেষ রীতি, দেশব্যবহার। দেশের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশাত্মবোধ—সমস্ত দেশকে আপনার বলিয়া জ্ঞান, সমগ্র দেশবাসীকে আপনার বলিয়া ধারণা; সমগ্র দেশকে আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান; সমগ্র দেশবাসীর সুখদুঃখকে আপনার বলিয়া মনে করা (patriotism). আত্মার বোধ, ৬ষ্ঠীতৎ=আত্মবোধ; দেশে আত্মবোধ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

দেশান্তর—১। অন্যদেশ; দূরদেশ। অন্য দেশ, নিত্য। ২। (ভূগোল) বিষুববৃত্তের মধ্যরেখা হইতে পূর্ব্বে বা পশ্চিমে কোন স্থানের দূরত্ব (longitude). দেশের অন্তর (দূরত্ব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দেশান্তর, দেশান্তরি, -রী—যে স্বদেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে চলিয়া গিয়াছে এমন, দেশত্যাগী, চিরপ্রোষিত। 'দেশান্তরিত'-শব্দজ। বিণ।

দেশান্তরিত—দূর দেশে গত; দেশ হইতে যে চলিয়া গিয়াছে এমন। দেশান্তরে ইত (গত), ৭মীতৎ (বাং)। বিণ।

দেশান্তরীয়—যে বা যাহা অন্য দেশে জন্মে এরূপ; যাহার অন্য দেশে বাস এরূপ; অন্যদেশ-সংক্রান্ত। দেশান্তর+ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ।

দেশিক—১। পথিক, পান্থ। দেশ+ইক প্রস্থিতার্থে। ২। গুরু, উপদেষ্টা। দেশ (উপদেশ)+ইক সাধু অর্থে। বি; পুং, বা বিণ।

দেশিনী—১। তর্জ্জনী অঙ্গুলি। দিশ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। দেশজাতা। দেশিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দেশী (দেশিন্)—১। যে বা যাহা দেশে জন্মে এরূপ; যাহা দেশে প্রস্তুত হয় এরূপ, যাহা দেশে সহজে পাওয়া যায় এরূপ। দেশ+ইন্ (সং) বা ঈ (বাং)। বিণ। স্ত্রী—দেশিনী। ২। যাহা মার্গী নহে এরূপ সঙ্গীত, সচরাচর প্রচলিত সঙ্গীত; প্রাকৃত ভাষাবিশেষ। দেশ+ইন্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

দেশী—(সঙ্গীত) খাড়বজাতীয়া রাগিণীবিশেষ। বি; স্ত্রী।

দেশীয়—দেশজাত; দেশ-সম্বন্ধীয়। দেশ+ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ।

দেশীয়করণ, দেশ্যকরণ—ভিন্ন দেশ হইতে আগত কাহাকেও ভোটাধিকার ইত্যাদি দিয়া দেশের লোক বলিয়া গণ্যকরণ এবং তাহার সকল সুযোগ প্রদান (naturalization). দেশীয়, দেশ্য—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

দেশোয়ালী—দেশীয়, স্বদেশজাত ('—ভাই'); উত্তর ভারতীয়; পশ্চিমদেশীয় ('—গাই')। হিন্দীমূলক। বিণ।

দেশ্য—১। পূর্ব্বপক্ষ। দিশ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। দেশযোগ্য; দেশীয়। দেশ+যৎ যোগ্যার্থে, ভবার্থে। বিণ।

দেশ্যকরণ—'দেশীয়করণ' দ্রঃ।

দেশ্যভূত—তদ্দেশবাসীতে পরিণত (naturalised). দেশ্য ভূত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

দেহ—১। শরীর, অঙ্গ। দিহ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব। বিণ—দেহী, দৈহিক। ২। লেপন। দিহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। দাও, অর্পণ কর। কবিপ্র। ক্রি।

দেহকর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা**—পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত; ঈশ্বর; সূর্য্য; পিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেহকোষ—শরীরের আবরণ, চামড়া, চর্ম্ম।

দেহক্ষয়—১। শরীরনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রোগ, পীড়া। দেহের ক্ষয় যদ্দারা, বহুব্রী। বি; পুং।

দেহজ—১। যাহা শরীর হইতে জন্মে এমন, শরীরজাত। বিণ। ২। পুত্র, ছেলে। উপতৎ; দেহ—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

দেহজা—১। শরীর হইতে উৎপন্ন।

বিণ ; স্ত্রী। ২। কন্যা, মেয়ে। দেহজ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দেহতত্ত্ব—শরীরবিদ্যা, শরীরসম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান ; শরীরের কোন্ স্থানে কি যন্ত্র আছে তদ্বিষয়ক যথাযথ বিবরণ (Physiology) ; শরীরের রহস্য কথা, শরীরের অনিত্যতাদি-বিষয়ক জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেহত্যাগ—আত্মার দেহ ছাড়িয়া যাওয়া, শরীরবিসর্জ্জন, মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেহদ—১। শরীরদাতা ; পিতা। বি ; পুং, বা বিণ। ২। পারা, পারদ। উপতৎ ; দেহ—দা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

দেহদান—অপরের সুখের জন্য নিজের শরীর দেওয়া ; সম্ভোগার্থ নারীর আত্মদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেহধারক—১। শরীরধারী। বিণ। স্ত্রী, —ধারিকা। ২। অস্থি, হাড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

দেহধারণ—শরীর বাঁচাইয়া রাখা, বাঁচিয়া থাকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেহধারী (-ধারিন্)—শরীরধারণকারী। উপতৎ ; দেহ—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধারিণী।

দেহনাশ—শরীরক্ষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেহপঞ্জর—১। শরীরের পাঁজরা ; শরীরাস্থিসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। আত্মার শরীররূপ বন্ধনস্থান। দেহই পঞ্জর, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দেহপণে—শরীরকে পণ বা মূল্যস্বরূপ গণ্য করিয়া, শরীরের বদলে। দেহ পণ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

দেহপাত—শরীরক্ষয়, শরীরের নাশ, মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেহপিঞ্জর—শরীররূপ পিঁজরা বা খাঁচা, শরীররূপ বন্ধনস্থান। দেহরূপ পিঞ্জর, রূপক কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দেহবিজ্ঞান—শারীরবিজ্ঞান (Physiology). দেহের বিজ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেহভার—১। শরীররূপ বোঝা, শরীররূপ ক্লেশবাহ বস্তু। দেহরূপ ভার, রূপক কর্ম্মধা। ২। শরীরের অধিক ওজন, শরীরের গুরুত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেহভারধারণ, -বহন—কষ্টকর জীবন যাপন ; জীবনধারণরূপ ক্লেশসাধ্য ব্যাপার। দেহভারের ধারণ, বহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেহভৃৎ—শরীরধারী জীব। উপতৎ ; দেহ—ভৃ+ক্বিপ্, কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

দেহযষ্টি—ক্ষীণ শরীর, কৃশ দেহ ; কোমল দেহ। দেহ যষ্টিপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা ; অথবা, দেহরূপ যষ্টি, রূপক কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দেহযাত্রা—১। প্রাণধারণের উপযোগী ব্যাপার, আহার্য্য ইত্যাদি গ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মৃত্যু। দেহের যাত্রা (গমন, অর্থাৎ নাশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেহরক্ষা—মৃত্যু, দেহবিসর্জ্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; পুং।

দেহলাভ—জন্মগ্রহণ, দেহপ্রাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ।

দেহলি, দেহলী—দেয়াল ; বারান্দা, গৃহ-সম্মুখস্থ রক ; চৌকাঠের নিম্নস্থ বা উপরিস্থ কাষ্ঠফলক ; ফটক ; বহির্দ্বার ; দেউড়ী। দেহ—লা+ক কর্ত্তৃবা+ঈপ্ (নিপাতনে বিকল্পে হ্রস্ব)। বি ; স্ত্রী।

দেহসার—মজ্জা, অস্থি ও মাংসের মধ্যস্থ স্নেহবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেহা—দেহ, শরীর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দেহাতীত—দেহাভিমানশূন্য, পণ্ডিত ; শরীর ভিন্ন অন্য, শরীরাতিরিক্ত। দেহকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

দেহাত্মপ্রত্যয়, -বাদ—(চার্ব্বাকমতে) শরীর ও আত্মা এক পদার্থ বলিয়া জ্ঞান, শরীরকে আত্মরূপে বিশ্বাস, 'শরীরই আত্মা' —এই মত। দেহই আত্মা, কর্ম্মধা ; তাহাতে প্রত্যয় (জ্ঞান), ৭মীতৎ ; (২য় পক্ষে) তাহার বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেহাত্মবাদী (-দিন্)—দেহাত্মবাদে বিশ্বাস-কারী, যাহাদের মতে দেহই আত্মা এমন ; চার্ব্বাকপন্থী। উপতৎ ; দেহাত্মন্—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

দেহান্ত—দেহের নাশ, মৃত্যু। দেহের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দেহান্তর—১। অন্য দেহ, শরীরান্তর। অন্য দেহ, নিত্য। ২। দেহের মধ্যভাগ। দেহের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেহান্তরপ্রাপ্তি—ভিন্নদেহ লাভ, জন্মান্তরপরিগ্রহ, পুনর্জ্জন্মগ্রহণ। দেহান্তরের প্রাপ্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দেহাবন্দী—গ্রামসমূহের পর পর নামোল্লেখ। ফার্সী 'দিহ্' (গ্রাম)-শব্দজ। বি।

দেহাবসান—মৃত্যু, শরীরনাশ। দেহের অবসান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দেহারা, দেহেরা—দেবালয়, মঠ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দেহালা—দেয়ালা (তাহা দ্রঃ)।

দেহি—দাও। দা+হি (অনুজ্ঞা প্রভৃতি)। সংস্কৃত ক্রিয়া। **দেহি দেহি রব**—'দাও, দাও' এইরূপ শব্দ ; তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও লোভসূচক উক্তি। **দেহি পদপল্লব-মুদারম্**—অত্যন্ত বিনীত, মাত্রাতিরিক্ত একান্ত অনুগত (গীতগোবিন্দের শ্লোক-বিশেষ)।

দেহী (দেহিন্)—১। শরীরের অধিষ্ঠাতা জীব, আত্মা। বি ; পুং। ২। শরীরী, দেহবিশিষ্ট। দেহ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—দেহিনী।

দেহু—শরীর, কায়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দেহুড়ী—দেউড়ী, বহির্দ্বার, সদর দরজা। হিন্দী 'দেহলী'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দেহেরা—'দেহারা' দ্রঃ।

দৈ—'দই' দ্রঃ।

দৈতেয়—দিতিপুত্র, অসুর। দিতি+এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

দৈত্য—দিতির গর্ভে জাত কশ্যপপুত্র, অসুর। দিতি+ণ্য অপত্যার্থে। বি ; পুং।

দৈত্যকুল—অসুরবংশ, অসুরসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। **দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ**—বিষ্ণু-বিদ্বেষী বংশে জাত বিষ্ণু-উপাসক ; (তাহা হইতে) কুখ্যাত বংশের গুণবান্ সন্তান।

দৈত্যগুরু—শুক্রাচার্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দৈত্যদেব—বায়ু ; বরুণ। দৈত্যদিগের দেব (পূজ্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দৈত্যপতি—হিরণ্যকশিপু ; বলি। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

দৈত্যপূজ্য—১। শুক্রাচার্য্য। বি ; পুং। ২। দৈত্যগণের মাননীয়। ৩য়াতৎ। বিণ।

দৈত্যমাতা (-মাতৃ)—কশ্যপপত্নী, দিতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দৈন—১। দীনতা, দারিদ্র্য। দীন+অণ্ ভাবে। বি ; ক্লীব। ২। দিবসীয়, দিনভব, দৈনিক। দিন+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—দৈনী।

দৈনন্দিন—দিন দিন যাহা ঘটে জন্মে বা নিষ্পন্ন হয় এরূপ, প্রাত্যহিক, প্রতিদিবসীয়। দিন+দিন+অণ্ ভবার্থে (নিপাতনে)। বিণ। স্ত্রী,—নী।

দৈনন্দিন-প্রলয়—ব্রহ্মার প্রতিদিনা-বসানে সর্ব্ব বস্তুর ক্ষয়। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দৈনিক—১। রোজকার, প্রাত্যহিক ; দিবা-ভাগে যাহা ঘটে এরূপ ; একদিনে যাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে এরূপ ; দিনসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। যে খবরের কাগজ প্রতিদিন বাহির হয় তাহা, প্রাত্যহিক সংবাদপত্র। দিন+ইক ভবাদ্যর্থে। বি ; ক্লীব।

দৈন্য—দারিদ্র্য ; কার্পণ্য ; শোচনীয়তা ; ক্ষোভ, কাতরতা ; সন্তাপ। দীন+ষ্ণ্য ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—দীন।

দৈন্যদশা—গরীব অবস্থা, দরিদ্রাবস্থা, ধন-হীনতা। দৈন্যই দশা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দৈন্যদশাগ্রস্ত, -প্রাপ্ত—যে গরীব হইয়া পড়িয়াছে এমন ; দারিদ্র্যপীড়িত। দৈন্য-দশা দ্বারা গ্রস্ত, ৩য়াতৎ ; দৈন্যদশাকে প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

দৈব—১। ভাগ্য, অদৃষ্ট ; অঙ্গুলির অগ্র-ভাগরূপ দেবতীর্থ। বি ; ক্লীব। **দৈবে**—অদৃষ্টক্রমে, ভাগ্যবশতঃ। ২। বিবাহ-বিশেষ। বি ; পুং। ৩। ভাগ্যজাত ; দেবতা

হইতে আগত; দেবসম্বন্ধীয়; দেবকৃত; স্বর্গলোকসংক্রান্ত; অলৌকিক; দেবতার প্রীতিসাধক। দেব+অণ্‌ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—দৈবী। ৪। আকস্মিক বিপদ্‌, দুর্ঘটনা; অশুভ, অমঙ্গল। বাং প্র। বি।

দৈবকর্ম্ম (-কর্ম্মন্‌), **-কর্ম**—দেবতার উদ্দেশে যে কাজ করা হয় তাহা, যজ্ঞাদি কার্য্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দৈবকী—দেবকী, শ্রীকৃষ্ণের মাতা। দেবক+অণ্‌ অপত্যার্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

দৈবকীনন্দন—কৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৈবক্রম—আকস্মিকতা, দৈবগতি। দৈবের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৈবক্রমে—হঠাৎ, অকস্মাৎ, দৈবাৎ। দৈবের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দৈবগতি—দৈবঘটনা, অপ্রত্যাশিত কাণ্ড।

দৈবগতিকে—দৈবাৎ, অকস্মাৎ, সহসা, অপ্রত্যাশিত ভাবে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

দৈবঘটনা—আকস্মিক ঘটনা, অসম্ভাবিত ব্যাপার। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দৈবজ্ঞ—১। গণক, ভাগ্যে কি আছে তাহা যে বলিয়া দিতে পারে এমন, অদৃষ্টাভিজ্ঞ। বিণ। ২। ব্রাহ্মণজাতিবিশেষ, আচার্য্য। উপতৎ; দৈব—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

দৈবত—১। দেবতা। দেবতা+অণ্‌ স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। দেবসম্বন্ধীয়। দেবতা+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী।

দৈবতন্ত্র—ভাগ্যাধীন। দৈব তন্ত্র (প্রধান) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

দৈবতীর্থ—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগ—যদ্দ্বারা দেবতাদের তর্পণ করা হয়। দৈব (দেবসম্বন্ধীয়) তীর্থ (ক্ষেত্র), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দৈবদুর্ব্বি(র্বি)পাক—১। অদৃষ্টের শোচনীয় পরিণাম, দৈবের প্রতিকূলতা, ভাগ্যবিপর্য্যয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। আকস্মিক দুর্ঘটনা, দৈবদুর্য্যোগ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

দৈবদুর্য্যো(র্যো)গ—ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক উপদ্রব। কর্ম্মধা। বি; পুং।

দৈবদোষ—ভাগ্যদোষ, অদৃষ্টের দোষ। দৈবের দোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৈবধন—১। অদৃষ্টের গুণে যে অর্থ লাভ করা যায় তাহা, ভাগ্যলব্ধ ধন। দৈবদত্ত ধন, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। দেবতাকে প্রদত্ত ধন, দেবসম্বন্ধীয় ধন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দৈবপ্রশ্ন—ভাগ্যফল জিজ্ঞাসা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

দৈববশে—দৈবাৎ, আকস্মিক ভাবে। দৈবের বশ, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। ক্রি-বিণ।

দৈববাণী—দেবতা অলক্ষিতে থাকিয়া যে কথা বলেন তাহা, আকাশবাণী, অমানুষী কথা; সংস্কৃত ভাষা। দৈবী বাণী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দৈববিড়ম্বনা—অদৃষ্টের ফের, দৈবের প্রতিকূলতা। দৈবকৃতা বিড়ম্বনা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দৈবযুগ—দেবমানে বার হাজার বৎসর, মনুষ্যপরিমাণে চারিযুগ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দৈবযোগ—দৈবঘটনা; আকস্মিকতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৈবযোগে—দৈববশতঃ, দৈবাৎ, হঠাৎ। দৈবের যোগ, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

দৈবলব্ধ—ভাগ্যবশতঃ প্রাপ্ত, অদৃষ্টক্রমে প্রাপ্ত। দৈবদ্বারা লব্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

দৈবলেখক—গণক, দৈবজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৈবশক্তি—যাহা সচরাচর মানুষের মধ্যে দেখা যায় না এমন শক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা। দৈবী শক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দৈবাৎ—হঠাৎ, অকস্মাৎ; দৈববশতঃ। দৈব—অত্‌+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। অব্য।

দৈবাত্যয়—দৈবকৃত উৎপাত। দৈব অত্যয়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

দৈবাদেশ—দেবতার প্রদত্ত নির্দ্দেশ, দৈববাণী, প্রত্যাদেশ। দৈব আদেশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

দৈবাধীন, দৈবায়ত্ত—যাহা মনুষ্যের ইচ্ছার অধীন নয় এরূপ, বিধিনির্ব্বন্ধ অনুসারে যাহার সংঘটন হয় এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দৈবিক—১। দেব-সম্বন্ধীয়। দেব+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। দেবোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। দেব+ইক দেয়ার্থে। বি; ক্লীব।

দৈবী—১। দৈবঘটনা, দৈবযোগ; চিকিৎসাবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। দেবসম্বন্ধিনী। দেব+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

দৈবোপহত—হতভাগ্য, দৈব যাহার বিরুদ্ধ এরূপ। দৈব-কর্ত্তৃক উপহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দৈব্য—১। ভাগ্য; দৈব। দেব+ষ্যঞ্‌ কৃতার্থে। বি; ক্লীব। ২। দেবসম্বন্ধীয়। দেব+যঞ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দৈর্ঘ্য—যতটুকু লম্বা তাহার পরিমাণ, দীর্ঘতা। দীর্ঘ+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

দৈশিক—দেশসম্বন্ধীয়; অংশ বা একদেশ সংক্রান্ত। দেশ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

দৈহিক—দেহসম্বন্ধীয়, শারীরিক। দেহ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—দেহ।

দো—দুই, দ্বি। 'দ্বি'-শব্দজ। হিন্দী। বিণ।

দো-আব—(সাধারণতঃ গঙ্গা এবং যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটস্থ) দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম। দো (দুই) আব (জল) যে স্থানে, বহুব্রী। বি।

দো-আঁশ—দুইটি আঁশযুক্ত; সমান মৃত্তিকা ও বালুকাযুক্ত, বেলে ও এঁটেল মাটির মিশ্রণজাত ('—মাটি')। দো (দুই) আঁশ (<অংশ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দো-আঁশলা—দুই রকম বস্তুর মিলনে উৎপন্ন; বর্ণসঙ্কর; বেলেমাটি ও এঁটেল মাটি-সংযুক্ত। দো-আঁশ+লা আছে অর্থে। বিণ।

দোঁহা—১। হিন্দী ভাষায় ব্যবহৃত ছন্দোবিশেষ বা উক্ত ছন্দে রচিত কবিতাবিশেষ। হিন্দী। বি। ২। দুই ভাগ, উভয়। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

দোঁহার, দোঁহাকার—দুই জনের। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

দোঁহে—দুইজনে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

দোকর—দুইবার, ডবল; পুনর্ব্বার। দো (<দ্বি) কর (করণ) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ বা ক্রি-বিণ।

দোকলা—দুই জনে। 'একলা'র অনুকরণে গঠিত। বাং প্র। বিণ।

দোকা—১। যে লম্বা দড়ির একস্থান হইতে অনেকগুলি শাখা বাহির করিয়া প্রত্যেক শাখায় এক একটি গরু বাঁধা হয় সেইরূপ দড়ি। বি। ২। দুইজন। বাং প্র। বিণ।

দোকাঠি—দুইটি শলাকাযুক্ত, দুইটি কাঠি দ্বারা সম্পাদিত ('—বাদ্য')। দো (দুই) কাঠি যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

দোকান—পণ্যশালা, পণ্যালয়। ফার্সী 'দুকান্‌'-শব্দজ। বি। **দোকান করা**—দোকান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করা। **দোকান তোলা**—বেচাকেনার শেষে দোকানের জিনিসপত্র গুছাইয়া তুলিয়া রাখা, দোকান বন্ধ করা। **দোকান বিছান, মেলান**—জিনিসপত্র অগোছালভাবে রাখা।

দোকানদার—দোকানের মালিক। দোকান+দার মালিক অর্থে। বি।

দোকানদারি, -দারী—দোকানদারের কার্য্য; দোকানদারের ন্যায় স্বার্থপর ব্যবহার; ব্যবসাবিহুলক আচরণ। দোকানদার+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

দোকানপাট—দো কা ন, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত দ্রব্যাদি। ফার্সীমূলক। বি।

দোকানী—দোকানের মালিক। দোকান+ঈ মালিক অর্থে। বি।

দোক্তা—শুক্‌না তামাকপাতা; শুক্‌না তামাকপাতা মিশান পানের মশলা। বাং প্র। বি।

দোখ—দোষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দোগ্ধা (দোগ্ধৃ)—দোহনকর্ত্তা। দুহ্‌+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দোগ্ধ্রী।

দোচালা—দুইটি চালযুক্ত ('—ঘর')। দো

(দুই) চাল, কর্ম্মধা ; দোচাল+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দোছটি, দোছুটি—ধুতি এবং চাদর।

দোছুট, দোছোট—দ্বিতীয় বস্ত্র, চাদর, উত্তরীয়, একপাটা। 'দ্বি সূত্র'-শব্দজ। বি।

দোজ—(সঙ্গীত) খোলবাজনার দ্বাদশমাত্রিক তালবিশেষ। বি ; পুং।

দোজখ্—নরক। আর্বী। বি।

দোজবরে—দ্বিতীয় বার বিবাহিত ; যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবে এরূপ। দো(দুই)জ-বর+এ (<ইয়া)। বিণ।

দোজমি—দো-আঁশলা জমি, যে জমিতে একবৎসর দুই বার ফসল হয়। বাং প্র। বি।

দোজাহান—ইহলোক ও পরলোক ; স্বর্গ ও মর্ত্ত। দো (<দ্বি)+(ফার্সী) জাহান (জগৎ), কর্ম্মধা। বি।

দোটানা—১। দুইদিকে মনের টান। কর্ম্মধা। বি। ২। দুইদিকে আকর্ষণযুক্ত ; দুই-দিকে প্রবাহিত। দো (দুই) টান, কর্ম্মধা ; দোটান+আ যুক্তার্থে। বিণ।

দোতরফা—দুই পক্ষসম্বন্ধীয়, দুই পক্ষের কথা শুনিয়া বিচারিত। দো (দুই) তরফ, কর্ম্মধা ; দোতরফ+আ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দোতলা, দোতালা—১। দুইতলযুক্ত, দ্বি-তল। বিণ। ২। দুইতলবিশিষ্ট অট্টালিকা। 'দ্বিতল'-শব্দজ। বি।

দোতারা—১। দুইটি তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। বি। ২। দুইটি তার দ্বারা সংযুক্ত। দো (দুই) তার, কর্ম্মধা ; দোতার+আ বিশিষ্টার্থে। কবিপ্র। বিণ।

দোতী—দূতী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দোথরি—দুই থাকে সাজান। কবিপ্র। বিণ।

দোদুল—যাহা দুলিতেছে এরূপ। দোদুল্য-মানের 'দোদুল্য'-শব্দজ। বিণ।

দোদুল্যমান—যাহা ক্রমাগত দোল খাইতেছে এরূপ। দুল্+যঙ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

দোধারি, দোধারী—দুই পাশের, উভয়-দিকের ; দুইদিকে ধারযুক্ত ('—তরওয়াল')। দোধার+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দোন—১। দুই, উভয়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। জল ছেঁচিয়া ফেলিবার কাঠের পাত্র-বিশেষ। 'দ্রোণ'-শব্দজ। বি।

দোনা—১। পান রাখিবার কলাপাতার ঠোঙা। 'দ্রোণ'-শব্দজ। ২। ঔষধে ব্যবহৃত উদ্ভিদ্‌বিশেষ। বাং প্র। বি।

দোনি, দুনী—জল তুলিবার ডোঙ্গা-বিশেষ ; ছোট নৌকাবিশেষ। 'দ্রোণ'-শব্দজ। বি।

দোপড়া—যে কন্যার একস্থলে বিবাহ স্থির হইয়া গাত্রহরিদ্রা হইবার পর অন্য পাত্রে বিবাহ হয় এরূপ। বাং প্র। বিণ ; স্ত্রী।

দোপাটী—ফুলবিশেষ। দো (দুই) পাটী (স্তবক, দল) যাহার, বহুব্রী ; অথবা 'দ্বিপুট'-শব্দজ। বি।

দোপাট্টা—লম্বালম্বি সেলাই করিয়া একত্র করা ('—কাপড়')। দো (দুই) পাট্টা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

দোপিঁয়াজী—মাংসের সহিত তাহার দ্বিগুণ পেঁয়াজ দিয়া রন্ধন-করা ব্যঞ্জন। ফার্সী 'দোপিয়াজা'-শব্দজ। বি।

দোপেয়ে—১। দুইপদযুক্ত। বিণ। ২। মানুষ ; পাখী। দোপা (দুই পা)+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বি।

দোফলা—১। যাহাতে বৎসরে দুইবার ফল ধরে এরূপ ('—গাছ')। দো—ফল্+আ কর্ত্তৃবা। ২। যাহাতে দুইটি ফলক আছে এরূপ ('—ছুরি')। দো ফলা আছে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দোবজা—একপ্রকার মোটা চাদর। বাং প্র। বি।

দোবরা, দোবারা—যাহা দুইবার পরিষ্কৃত করা হইয়াছে এরূপ সাদা দানাদার ('—চিনি')। দো (দুই)+বর, বার+আ পরিষ্কৃতার্থে। বিণ। [বিশেষ। বি।

দোবাহার—(সঙ্গীত) দ্বাদশমাত্রার তাল-

দোবে—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। 'দ্বিবেদী'-শব্দজ। বি।

দোভাপা—দুইবার সিদ্ধ-করা। দো (দুই)+ভাপ (<বাষ্প)+আ কৃতার্থে (বাং)। বিণ।

দোভাষী—যে দুই ভাষা জানে, যে এক-জনের ভাষা আর একজনকে বুঝাইয়া দেয় (interpreter). দো (দুই) ভাষা, কর্ম্মধা ; দোভাষা+ঈ (বাং) জানে অর্থে। বি বা বিণ।

দোমড়ান—বাঁকা করা, ভাঁজ করা, মোচ-ড়ান। বাং ক্রি।

দোমতি—দুইটি মতিযুক্ত, যাহাতে দুইটি মুক্তা আছে এরূপ, দুইনরী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দোমলা—দুমলা (তাহা দ্রঃ)।

দোমালা—আধপাকা, অর্দ্ধপক্ক ('—নারি-কেল')। বাং প্র। বিণ।

দোমেটে—দুমেটে (তাহা দ্রঃ)।

দোয়জ—দ্বিতীয়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দোয়া—১। আশীর্ব্বাদ ; করুণা। আর্বী। ২। দোহন করা। বাং ক্রি।

দোয়াজ—দ্বিতীয়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দোয়াড়—দুই। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দোয়াত—কালির পাত্র, মস্যাধার। আর্বী 'দবাআৎ'-শব্দজ। বি।

দোয়ানি—দুয়ানি (তাহা দ্রঃ)।

দোয়াবর—কল্যাণীয়, মুসলমানদিগের চিঠির পাঠবিশেষ। (আর্বী) দোয়া+(সংস্কৃত) বর। বিণ।

দোয়ার—'দোহার' দ্রঃ।

দোয়ারকি, দোহারকি—দোহারের কার্য্য, দোহার কর্তৃক মূল গায়কের গীত পদাংশের পুনরাবৃত্তি। দোয়ার, দোহার+কি কর্ম্মার্থে। বি। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দোয়ারি—দারোয়ান, দৌবারিক, দ্বারী।

দোয়াস্তা—যে মদ্য দুই বার চোয়ান হই-য়াছে। দো (<দ্বি)+(ফার্সী) আৎসা। বি।

দোয়েম—দ্বিতীয়, যাহা উৎকৃষ্ট হইতে কিছু নীচে এরূপ ('—জমি')। ফার্সী 'দুয়ম্'-শব্দজ। বিণ।

দোয়েল—দয়েল (তাহা দ্রঃ)।

দোর—দরজা। 'দ্বার'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

দোরক, দোরকা—বীণার তার বাঁধিবার সূতা ; বীণাতন্ত্রীর বন্ধনরজ্জু। 'ডোর'-শব্দজ। বি।

দোরগোড়া—দরজার নিম্নস্থানের নিকট-বর্ত্তী স্থান। দোরের গোড়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

দো-রসা—যাহা খুব টাটকা নহে বা খুব পচাও নহে এমন, সামান্য পচা ('—মাছ') ; মিঠেকড়া ('—তামাক') ; এঁটেল ও বেলে-মাটিতে মিশানো ('—জমি')। দো (দুই) রস, কর্ম্মধা ; দো-রস+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

দোরন্ত—দুরন্ত (তাহা দ্রঃ)।

দোরোখা—যাহার দুই দিক্‌ই একরকম কারুকার্য্যবিশিষ্ট এমন (শাল, বস্ত্র প্রভৃতি)। দোরোখ+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

দোর্দ্দ(র্দ)ণ্ড—বাহুরূপ দণ্ড, ভুজদণ্ড। দোস্-রূপ দণ্ড (যষ্টি), রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দোর্দ্দ(র্দ)ণ্ডপ্রতাপ—১। ভুজবল, বাহু-বল ; প্রবল শাসন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। অত্যধিক প্রতাপশালী। দোর্দ্দণ্ডে প্রতাপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দোর্মা, দোলমা—মাছ প্রভৃতির পুর দিয়া তৈরি পটোলের তরকারি। বাংপ্র। বি।

দোল—১। শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোলযাত্রা, হোলি [এই উৎসব ফাল্গুনের শুক্লা একাদশী হইতে পরবর্ত্তী কৃষ্ণা পঞ্চমী পর্য্যন্ত হয়] ; দোলন। দুল্+ঘঞ্ ভাববা। ২। ডুলি, ঝুলি, ধান্যাদি রাখিবার পাত্র। দুল্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

দোলক—সরু সূতা দিয়া বাঁধা অবস্থায় দুলিতে থাকা ভারী বস্তু, ঘড়ি প্রভৃতি যন্ত্রের যে অংশটি সর্ব্বদা দোলে (pendulum). দুল্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

দোলক-ঘড়ি—যে ঘড়ির ভিতরে দোলক আছে তাহা (pendulum clock). দোলক-যুক্ত ঘড়ি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

দোলন—কম্পন, নড়াচড়া ; ঝুলন, ইত-স্ততঃ চলন ; (পদার্থবিদ্যা) দোলকের গতি (oscillation). দুল্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

দোলনকাল—(পদার্থবিদ্যা) দোলক এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দুলিতে যে সময় লয় তাহা (period of oscillation). দোলনের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দোলনা—শিশুদিগের দোলায়মান শয্যা, দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া আসন। দোল্+অনা করণবা। বি।

দোলমঞ্চ—মাটি বা ইটের তৈরি যে বেদীর উপরে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলানো দোলায় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া দোলযাত্রা সম্পন্ন হয় তাহা। দোলের মঞ্চ, ৬ষ্ঠীতৎ (নিমিত্তার্থে)। বি ; পুং।

দোলমান—আশঙ্কাযুক্ত ; দ্বিধাগ্রস্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দোলমাল—টলমল ; চঞ্চল। কবিপ্র। বিণ।

দোলযাত্রা—হোলি-উৎসব, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের দোলায় আরোহণরূপ উৎসব। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দোলা—১। পাল্কীর ন্যায় যানবিশেষ, চতুর্দ্দোল ; ডোল, মড়ার খাট, ধান্যাদিপাত্র। দুল্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। ২। দোলন। দুল্+ঘঞ্ ভাববা+আপ্। ৩। দোলনা, যাহার উপর বসিয়া বা যাহা অবলম্বন করিয়া দোলে। দুল্+ঘঞ্ অধিবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দোলাই—দুই ভাঁজ কাপড় দিয়া সেলাই-করা শীতের কাপড়বিশেষ। হিন্দী। বি।

দোলায়মান—যাহা দুলিতেছে এরূপ ; যে একপক্ষ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না এরূপ, সন্দিহান। দোল (দোলন)—অয়্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

দোলায়িত—১। যাহা ঝুলিয়া আছে এরূপ ; যাহাকে দোলান হইয়াছে এরূপ ; পক্ষাবলম্বনে দ্বিধাকারী, সন্দিহান। দোলা—অয়্+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। ২। দোলন। দোলা—অয়্+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

দোলিকা—দোলা, ঝুলন। দোলা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

দোলী—ডুলি, ঝুলি। দোল+ঈপ্। বি ;

দোশালা—দুইপ্রস্থ শাল, শালের জোড়া। বাং প্র। বি।

দোষ—অপরাধ ; পাপ ; অনিষ্ট ; কুকর্ম্ম ; নিন্দা, কলঙ্ক ; নিয়মের অন্যথাভাব ; ত্রুটি ; ন্যূনতা ; অত্যাচার ; হানি, ক্ষতি ; কাব্যের অপকর্ষসাধক ধর্ম্মবিশেষ [যথা—বিরুদ্ধমতিকারিতা, অনৌচিত্য, প্রক্রমভঙ্গ, কবিপ্রসিদ্ধিলঙ্ঘন, নিহতার্থতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি] ; (ন্যায়শাস্ত্র) রাগ দ্বেষ মোহ ; (আয়ুর্ব্বেদ) বাত পিত্ত কফ। দুষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। **দোষ করা**—অপরাধ করা। **দোষ দেওয়া**—কলঙ্ক আরোপ করা ; নিন্দা করা।

দোষ-ক্ষালন—নিরপরাধ বলিয়া প্রমাণ করা ; নির্দ্দোষতা-প্রতিপাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দোষগ্রাহিতা—পরের দোষ ধরার স্বভাব। দোষগ্রাহিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

দোষগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—যে পরের দোষ ধরিয়া বেড়ায় এমন ; পরচ্ছিদ্রান্বেষী, দুর্জ্জন। উপতৎ ; দোষ—গ্রহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী। বি,—গ্রাহিতা।

দোষজ্ঞ—১। যে দোষ জানে এরূপ। উপতৎ ; দোষ—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। পণ্ডিত ; চিকিৎসক। বি ; পুং।

দোষত্রয়—বাত পিত্ত কফ ; রাগ দ্বেষ মোহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দোষদর্শিতা—পরের দোষ দেখার স্বভাব। দোষদর্শিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ,—দর্শী (-দর্শিন্)।

দোষদর্শী (-দর্শিন্)—যে শুধু অন্যের দোষই দেখে এরূপ। উপতৎ ; দোষ—দৃশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী। বি,—দর্শিতা।

দোষা—দোষ দেওয়া। 'দুষ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

দোষাকর—দোষের খনি, বহুবিধ দোষের আধার। দোষের আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দোষাদোষ—দোষ এবং গুণ। দোষ এবং অদোষ, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

দোষাবহ—যাহাতে দোষ আছে এরূপ, দোষজনক। দোষের আবহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দোষারোপ—দোষ দেওয়া, কাহারও উপর দোষ চাপান। দোষের আরোপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দোষাশ্রিত—দোষযুক্ত। দোষকে আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ। [বি ; পুং।

দোষিক—রোগ, পীড়া। দোষ+ইক ভবার্থে।

দোষিত—দোষযুক্ত, অপরাধী ("কোন দোষে তব পায় নহি যে দোষিত"—কাশীরাম)। দোষ+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ। বি—দোষ।

দোষী (দোষিন্)—যাহার দোষ আছে এরূপ, অপরাধী। দোষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—দোষিণী। বি—দোষ। **দোষী করা, দুষী করা**—দোষ দেওয়া, অপরাধী প্রমাণ করা।

দোষৈকদর্শী (-দর্শিন্)—যে কেবল দোষ ধরিতে জানে এরূপ, যে গুণভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দোষভাগ দেখে এরূপ, দোষমাত্রদর্শী। দোষই এক, কর্ম্মধা ; তাহা দর্শন করে যে, উপতৎ ; দোষৈক—দৃশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী। বি,—দর্শিতা।

দোস্—বাহু, ভুজ। দম্+ডোস্ করণবা। বি ; পুং।

দোসর—সঙ্গী, দ্বিতীয়। হিন্দী 'দোসরা'-শব্দজ। বি বা বিণ।

দোসরা—১। অন্য, ভিন্ন, দ্বিতীয়। বিণ। ২। মাসের দ্বিতীয় দিন। হিন্দী। বি।

দোসরী—অপর ; দ্বিতীয়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

দোসীমানা—দুই জমির মধ্যস্থ সীমাসূচক রেখা। দো (দুই) সীমানা, কর্ম্মধা। বি।

দোসুতি—ডবল সূতার বোনা কাপড়। দো (দুই) সূতা, কর্ম্মধা ; দোসূতা+ই নির্ম্মিতার্থে। বি।

দোস্ত—১। বন্ধু। ফার্সী। বি। ভাববাচক বি—দোস্তি। ২। চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

দোস্তি—বন্ধুতা। দোস্ত+ই ভাবে। বি।

দোহ—১। দোহন ; তৃপ্তি, সন্তোষ। দুহ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। দোহনপাত্র। দুহ্+ঘঞ্ অধিবা। ৩। দুগ্ধ। দুহ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

দোহক—যে দুগ্ধ দোহন করে এরূপ। দুহ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দোহিকা।

দোহজ—১। দুধ, দুগ্ধ। বি ; ক্লীব। ২। দোহনজাত। উপতৎ ; দোহ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

দোহদ—১। ইচ্ছা ; স্পৃহা, গর্ভিণীর সাধ ; গর্ভ ; গর্ভ-চিহ্ন ; বৃক্ষাদির পোষক ঔষধাদি। উপতৎ ; দোহ—দা+ক কর্ত্তৃবা। ২। গর্ভলক্ষণ। দ্বি হৃদ্ যাহাতে, বহুব্রী (নিপাতনে)। বি ; পুং বা ক্লীব।

দোহদবতী—যে গর্ভবতী স্ত্রীর কোন দ্রব্য খাইতে সাধ হয়, দ্রব্যবিশেষে স্পৃহাবতী গর্ভিণী। দোহদ+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দোহদলক্ষণ—১। গর্ভস্থ শিশু ; ভ্রূণ ; বয়ঃসন্ধি। দোহদের লক্ষণ যাহা হইতে, বহুব্রী। ২। গর্ভচিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দোহদিনী—কামনাযুক্ত ; গর্ভবতী। দোহদ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দোহদী (-দিন্)—কামনাযুক্ত, কামী। দোহদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।

দোহন—দোয়া, দুগ্ধাকর্ষণ ; সংগ্রহকরণ। দুহ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

দোহনী—দোহনপাত্র। দুহ্+অনট্ অধিবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দোহনীয়—দোহনের যোগ্য। দুহ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

দোহা—দোহন করা। বাং ক্রি।

দোহাই—সুবিচার প্রার্থনাকরণ ; শপথ, দিব্য ; ছুতা ; অন্যের উপর দায়িত্ব চাপান। সংস্কৃত 'দ্বিরাহ্বায়' হইতে। বি। **দোহাই ডাক ছাড়া**—পরিত্রাহি ডাক ছাড়া ; চীৎকার করিয়া রক্ষা করিবার জন্য অনুনয় করা।

দোহাতিয়া, দোহাতী—দুইহাত লম্বা,

দ্বিহস্তপ্রমিত; মিলিত দুই হস্ত দ্বারা কৃত। দো (দুই) হাত+ইয়া, ঈ প্রমাণার্থে, নিষ্পন্নার্থে। বিণ।

দোহাত্তা—দুই হাত দিয়া যাহা করা হইয়াছে এমন, উভয় হস্তে সম্পাদিত। 'দোহাতিয়া'-শব্দের সংক্ষেপ। বিণ।

দোহান, দোয়ান—দোহন করা বা করান। বাং ক্রি।

দোহার, দোয়ার—যে ধুয়া ধরে, সহকারী গায়ক। 'ধ্রুবকার'-শব্দজ। বি। ভাববাচক বি,—রকি।

দোহারকি—'দোয়ারকি' দ্রঃ।

দোহারা—১। মূল গায়ক গান করিলে তাহার আবৃত্ত পদের পুনরাবৃত্তি করা। বাং ক্রি। ২। দ্বিগুণ; যাহা বেশী স্থূল বা কৃশ নহে এরূপ; দুই ভাঁজযুক্ত। বাং প্র। বিণ।

দোহাল—১। যে দুধ দেয় এরূপ ('—গাভী')। বিণ। ২। দোহনকারী। দোহ+আল কর্ত্তা অর্থে। বি বা বিণ।

দোহ্য—দোহনের উপযুক্ত, দোহনীয়। দুহ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

দৌড়—বেগে চলন, ধাবন; বিস্তৃতি, পরিসর; সীমা; ক্ষমতা। আর্বী। বি।

দৌড়-ঝাঁপ—ছুটাছুটি। বাং প্র। বি।

দৌড়া—বেগে চলা; ছুটা। বাং ক্রি।

দৌড়াদৌড়ি—ছুটাছুটি। বাং ক্রি।

দৌড়ান—বেগে চলা বা ছুটা; চালান, ছুটান। বাং ক্রি।

দৌত্য—দূতের কর্ম্ম বা ব্যবসায়; ঘটকতা; নায়ক-নায়িকার মিলন-সংঘটনের জন্য একের অনুরাগ ও অবস্থাদি অন্যের নিকট জ্ঞাপন। দূত+ষ্যঞ্‌ কর্ম্মাদ্যর্থে। বি; ক্লীব।

দৌবারিক—দারোয়ান, দ্বাররক্ষক; দ্বারপালক। দ্বার+ইক নিযুক্তার্থে (ব-স্থানে ঔব্‌)। বি; পুং। স্ত্রী,—কী।

দৌরাত্ম্য—দুরাত্মার কার্য্য, অত্যাচার, উপদ্রব; নিষ্ঠুরতা। দুরাত্মন্‌+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

দৌর্গ—দুর্গসম্বন্ধীয়; দুর্গাসম্বন্ধীয়। দুর্গ, দুর্গা+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—দৌর্গী।

দৌর্জ্জ(র্জ)ন্য—দুর্জ্জনতা, ক্রূরতা; দুর্ব্যবহার। দুর্জ্জন+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

দৌর্ব্ব(র্ব)ল্য—দুর্ব্বলতা, কাহিল অবস্থা, ক্ষীণতা। দুর্ব্বল+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

দৌলৎ—ধন, সম্পত্তি, অর্থ; সহায়তা; অনুগ্রহ। আর্বী। বি।

দৌলৎখানা—বড়লোকের বাড়ী, ধনীর প্রাসাদ। (আর্বী) দৌলৎ+(ফার্সী) খানা। বি।

দৌলৎদার, -মন্ত—বড়লোক, ধনী। দৌলৎ+দার, মন্ত আছে অর্থে। বি।

দৌহিত্র—নাতি, কন্যার পুত্র। দুহিতৃ+অণ্‌ অপত্যার্থে। বি; পুং। স্ত্রী,—ত্রী।

দ্বন্দ্ব—১। ঝগড়া, কলহ, বিবাদ; স্ত্রীপুরুষ; মিলন; জোড়া; দ্বয়, দ্বিতয়; শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখ রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি পরস্পর-বিরুদ্ধ যুগল, যুগ্ম; রহস্য; মল্লযুদ্ধ। বি; ক্লীব। ২। (ব্যাকরণ) সমাসবিশেষ, যে সমাসে উভয় পদের প্রাধান্য থাকে। দ্বি (দুই)+দ্বি (দুই) সহাভিব্যক্তি অর্থে=দ্বন্দ্ব (নিপাতনে)। বি; পুং।

দ্বন্দ্বচর, দ্বন্দ্বচারী (-চারিন্‌)—যে জাতীয় পাখী স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে চরিয়া বেড়ায়, চক্রবাক পক্ষী। দ্বন্দ্ব—চর্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে উপতৎ; দ্বন্দ্ব—চর্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—রী, —রিণী।

দ্বন্দ্বজ—১। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা—ইহাদের যে কোন দুইটীর দোষে যে রোগ হয় তাহা। বি; পুং। ২। ঝগড়ার ফলে যাহা ঘটিয়াছে এমন, বিবাদোৎপন্ন। উপতৎ; দ্বন্দ্ব—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ, দুই ব্যক্তির পরস্পর যুদ্ধ (duel). দ্বন্দ্বই যুদ্ধ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দ্বন্দ্বী (দ্বন্দ্বিন্‌)—ঝগড়াকারী, বিরোধী। দ্বন্দ্ব+ইন্‌ আছে অর্থে। স্ত্রী—দ্বন্দ্বিনী।

দ্বয়—১। জোড়া, যুগ্ম; দুইসংখ্যা। বি; ক্লীব। ২। দুই, উভয়, দ্বিসংখ্যাযুক্ত। দ্বি+অয়ট্‌ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী—দ্বয়ী।

দ্বয়বাদী (-বাদিন্‌)—যে দুই রকম কথা বলে এরূপ; প্রবঞ্চক; অসরল; কপট। উপতৎ; দ্বয়—বদ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

দ্বয়ীশিক্ষা—এক বিদ্যালয়ে বা এক সঙ্গে বালকবালিকার শিক্ষা (co-education). কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্বাচত্বারিংশ—যাহা ৪২-সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাচত্বারিংশৎ+ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

দ্বাচত্বারিংশৎ—বিয়াল্লিশ, ৪২; ৪২-সংখ্যক। দ্বি (দুই) অধিক চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দ্বাচত্বারিংশত্তম—যাহা ৪২-সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাচত্বারিংশৎ+তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

দ্বাত্রিংশ—বত্রিশ এই সংখ্যার পূরক। দ্বাত্রিংশৎ+ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

দ্বাত্রিংশৎ—১। বত্রিশ, ৩২; ৩২-সংখ্যক। দ্বি (দুই) অধিক ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ। বি; ক্লীব।

দ্বাত্রিংশত্তম—যাহা ৩২-সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাত্রিংশৎ+তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ।

দ্বাদশ—বার-র পূরক। দ্বাদশন্‌+ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

দ্বাদশ (-শন্‌)—বার, ১২; ১২-সংখ্যক। দ্বি (দুই) অধিক দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দ্বাদশপুত্র, -পুত্র—বার রকমের ছেলে [ঔরস, ক্ষেত্রজ, পৌনর্ভব, কৃত্রিম, দত্ত, গূঢ়োৎপন্ন, কানীন, অপবিদ্ধ, সহোঢ়, শৌদ্র, স্বয়ংদত্ত ও ক্রীত—এই দ্বাদশ প্রকার]। দ্বাদশ পুত্র, পুত্র, কর্ম্মধা। বি; পুং।

দ্বাদশবন—শ্রীকৃষ্ণের বারটি প্রধান লীলা-কানন [মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির, বৃন্দাবন, ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর এবং মহাবন]। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দ্বাদশমল—শরীরের বার রকমের ময়লা [বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অস্থি, দূষিকা ও ঘর্ম্ম—এই দ্বাদশ প্রকার]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

দ্বাদশমাসিক—বাৎসরিক শ্রাদ্ধ; মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর দ্বাদশমাসে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধবিশেষ। দ্বাদশমাস+ইক কর্ত্তব্যার্থে। বি; ক্লীব।

দ্বাদশমূর্ত্তি(র্তি)—দ্বাদশাত্মা (তাহা দ্রঃ)। দ্বাদশ মূর্ত্তি যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দ্বাদশযাত্রা—শ্রীকৃষ্ণের বার রকমের যাত্রা [বৈশাখাদি বার মাসে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন যাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—বৈশাখে চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, শ্রাবণে ঝুলনযাত্রা ইত্যাদি]। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্বাদশরাশি—জ্যোতিষ-চক্রের বারটি অংশ [মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন—এই বারটি]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

দ্বাদশলোচন—কার্ত্তিকেয়, ষড়ানন। দ্বাদশ লোচন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দ্বাদশাংশু—বৃহস্পতি। দ্বাদশ অংশু যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দ্বাদশাক্ষ—বুদ্ধদেব; কার্ত্তিকেয়। দ্বাদশ অক্ষি যাঁহার, বহুব্রী (ষচ্‌ সমাসান্ত)। বি; পুং।

দ্বাদশাক্ষর—বারটি অক্ষরযুক্ত বিষ্ণুবিষয়ক মন্ত্রবিশেষ [যথা—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"]। দ্বাদশ অক্ষর যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

দ্বাদশাঙ্গুল—বার অঙ্গুলি-পরিমিত, এক বিঘৎ, বিতস্তি। দ্বাদশ অঙ্গুলি প্রমাণ ইহার এই অর্থে তদ্ধিতার্থে দ্বিগু (অচ্‌ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—লা।

দ্বাদশাত্মা (-ত্মন্‌)—বারটি মূর্ত্তিবিশিষ্ট সূর্য্যদেব [বিবস্বান্‌, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র,

শক্র, উরুক্রম—সূর্য্যের এই বার মূর্ত্তি]। দ্বাদশ আত্মা (স্বরূপ) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বাদশার্চ্চিঃ (-চ্চিস্), **-র্চি**—বৃহস্পতি। দ্বাদশ অর্চ্চিঃ (কিরণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বাদশিক—(গণিত) দ্বাদশ (১২, ১/১২)-সংক্রান্ত (duo-decimal). দ্বাদশ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দ্বাদশী—১। চন্দ্রের দ্বাদশ কলার হ্রাস-বৃদ্ধিরূপ কার্য্যদ্বারা বিনির্দ্দিষ্ট কাল ; তিথি-বিশেষ [অগ্রহায়ণাদি দ্বাদশ মাসের শুক্লা দ্বাদশী যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, জামদগ্ন্য, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী, পদ্মনাভ ও নারায়ণ দ্বাদশী নামে খ্যাত। অন্যান্য বিশেষ দ্বাদশীঃ যথা,—শুক্লপক্ষীয়া বৈশাখী পিপীতকদ্বাদশী, জ্যৈষ্ঠী বিশোকদ্বাদশী, ভাদ্রী শ্রবণদ্বাদশী, কার্ত্তিকী মন্বন্তরা, আগ্রহায়ণী অখণ্ডদ্বাদশী ও ফাল্গুনী গোবিন্দ-দ্বাদশী]। বি ; স্ত্রী। ২। ১২-সংখ্যার স্থান পূর্ণকারিণী। দ্বাদশ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বাপর—১। তৃতীয়যুগ [জনৈক ঋষির ব্যবস্থায় এই যুগ দ্বিতীয় হইয়াও তৃতীয়। ইহার স্থিতিকাল ৮৬৪০০০ বৎসর। ভাদ্র কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে বৃহস্পতিবারে এই যুগের উৎপত্তি ; নারায়ণ এই যুগে কৃষ্ণ ও বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হন। এই যুগে পাপ ও পুণ্যের ভাগ সমান। এই যুগ হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ধ্বংস হইতে আরম্ভ হয়]। দ্বি (দুই প্রকার বিষয়) পর (প্রধান) যাহাতে, বহুব্রী। ২। সন্দেহ। দ্বি পর (প্রধান) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বাবিংশ—যাহা ২২-সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাবিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

দ্বাবিংশতি—বাইশ, ২২ ; ২২-সংখ্যক। দ্বি-অধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বাবিংশতিতম—যাহা ২২-সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাবিংশতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্বার—দুয়ার, কপাট ; উপায় ; সম্মুখ ; শেষ অঙ্গ। দ্বৃ+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। **দ্বারে দ্বারে**—দরজায় দরজায় ; প্রতি বাড়ীতে। [পুং।

দ্বারকপাট—দরজার পাল্লা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

দ্বারকা, দ্বারিকা—গুজরাটপ্রদেশস্থ হিন্দু-দিগের তীর্থস্থান। দ্বার—কৈ+ক কর্ত্তৃবা+আপ্ ; দ্বার+কন্ আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দ্বারকাপতি, দ্বারকেশ—দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বারদেশ—দরজা ; দ্বারের সন্নিহিত স্থান। দ্বারই দেশ, কর্ম্মধা ; অথবা, দ্বারসন্নিহিত দেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দ্বারপাল, -পালক—দারোয়ান্, দ্বারবান্, দ্বাররক্ষক। উপতৎ ; দ্বার—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা ; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বারবতী, দ্বারাবতী—দ্বারকাপুরী। দ্বার+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্ (নিপাতনে বিকল্পে পূর্ব্বপদ দীর্ঘ)। বি ; স্ত্রী।

দ্বারবান্ (-বৎ)—দারোয়ান্, দ্বাররক্ষক। দ্বার+মতুপ্ রক্ষকার্থে। বি ; পুং।

দ্বারযন্ত্র—তালা, কুলুপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বাররক্ষক, -রক্ষী (-রক্ষিন্)—দারোয়ান্, দ্বারবান্। ৬ষ্ঠীতৎ ; ২য় পক্ষে উপতৎ ; দ্বার—রক্ষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

দ্বাররোধ—দরজা বন্ধ করা ; (লক্ষ্যার্থে) প্রবেশ-পথ বন্ধ ; কোন বিষয়ে আলোচনা বা অনুষ্ঠানের ব্যাপার বন্ধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বারস্থ—১। অন্যের দুয়ারে কোন প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত। উপতৎ ; দ্বার—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। দারোয়ান্, দ্বারপাল। বি ; পুং।

দ্বারা—দিয়া, সাহায্যে, আনুকূল্যে ; মারফতে। সংস্কৃত 'দ্বার্'-শব্দের তৃতীয়ার একবচন। অব্য।

দ্বারাদেয়—যাহা দুয়ার হইতেই গ্রহণ করা হয় এমন। দ্বারে আদেয় (গ্রহণীয়), ৭মীতৎ। বিণ। **দ্বারাদেয় শুল্ক**—আমদানী শুল্ক, দ্রব্যাদি আনয়ন করিলে তাহার উপর ধার্য্য কর (octroi duty).

দ্বারাধ্যক্ষ—দারোয়ান্, প্রতিহারী। দ্বারের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বারাবতী—'দ্বারবতী' দ্রঃ।

দ্বারিক—দারোয়ান্, দ্বারপাল ; দ্বারযুক্ত। দ্বার্+ইক রক্ষকার্থে। বি ; পুং, বা বিণ।

দ্বারিকা—'দ্বারকা' দ্রঃ।

দ্বারী (দ্বারিন্)—দারোয়ান্, দ্বারপাল। দ্বার+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

দ্বাষষ্টি—বাষট্টি, ৬২ ; ৬২-সংখ্যক। দ্বি অধিক ষষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বাষষ্টিতম—যাহা ৬২-সংখ্যার স্থল পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্বাসপ্ততি—বাহাত্তর, ৭২ ; ৭২-সংখ্যক। দ্বি অধিক সপ্ততি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বাসপ্ততিতম—যাহা বাহাত্তর সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্বি—দুই সংখ্যা, ২ ; ২-সংখ্যক। দ্বৃ+ডি কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ।

দ্বিকর—১। যাহার দুইটি হাত আছে এরূপ, দুইকরযুক্ত, দ্বিভুজ। দ্বি কর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দুইটি হাত। দ্বিসংখ্যক কর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দ্বিকরী (-রিন্)—যাহাদের দুইটি মাত্র হাত আছে, মানুষ। দ্বিকর+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

দ্বিকর্ম্ম(র্ম)ক—(ব্যাকরণ) যাহার দুইটি কর্ম্ম এরূপ (ক্রিয়া)। দ্বি কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী, -র্ম্মিকা।

দ্বিকেশর—(উদ্ভিদতত্ত্ব) যে ফুলে দুইটি পুংকেশর আছে এমন (diandrous). দ্বি (দুইটি) কেশর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দ্বিখণ্ডক—(জ্যামিতি) যাহা কোন কিছুকে দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত করে এমন (bisector). দ্বি—খণ্ড্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ।

দ্বিখণ্ডন—(জ্যামিতি) দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত করণ (bisection). দ্বি—খণ্ড্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

দ্বিখণ্ডিত—দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিখণ্ড+ইতচ্ জাতার্থে ; অথবা সুপ্‌সুপা। বিণ।

দ্বিগর্ভ—যে প্রাণীর পেটের নীচে চর্ম্মময় দুইটি কোষ থাকে (কাঙ্গারু প্রভৃতি)। দ্বি (দুই) গর্ভ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিগু—১। (ব্যাকরণ) সমাসবিশেষ [সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে এবং পরে কোন পদ থাকিলে, অথবা সমাহার বুঝাইলে, অথবা তদ্ধিতার্থে এই সমাস হয়]। বি ; পুং। ২। যাহার দুইটি গরু আছে এরূপ। দ্বি গো (পদ ; গরু) যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দ্বিগুণ—দুইবার গুণিত, ডবল ; যাহাকে দুই দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে এমন, দুয়ের দ্বারা গুণিত। দ্বি গুণ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

দ্বিগুণিত—যাহাকে দ্বিগুণ করা হইয়াছে এরূপ, ডবল। দ্বি দ্বারা গুণিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দ্বিগুণীকৃত—যাহা দ্বিগুণ করা হইয়াছে এরূপ। দ্বিগুণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (= দ্বিগুণী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

দ্বিঘাতজ—(গণিত) যাহাতে অজ্ঞাত রাশির দ্বিতীয় মূল থাকে এমন ('—সমীকরণ')। উপতৎ ; দ্বিঘাত—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

দ্বিচত্বারিংশ—৪২-সংখ্যার পূরক। দ্বিচত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

দ্বিচত্বারিংশৎ—বিয়াল্লিশ, ৪২ ; ৪২-সংখ্যক। দ্বি (দুই) অধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিচারিণী—দুই জন পুরুষের প্রতি আসক্তা। উপতৎ ; দ্বি—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিজ—ব্রাহ্মণ ; ক্ষত্রিয় ; বৈশ্য ; দন্ত ; ডিম

হইতে জাত প্রাণী (পক্ষী, সর্প ইত্যাদি) ; তুম্বুরু বৃক্ষ। উপতৎ ; দ্বি-জন্+ড কর্তৃবা। বি ; পুং।

দ্বিজদাস—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যের ভৃত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বিজন্মা (-জন্মন্)—দ্বিজ। দ্বি জন্ম যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিজপতি—১। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণ। দ্বিজের (ব্রাহ্মণের বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজন্মাদের) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। পক্ষিশ্রেষ্ঠ ; গরুড়। দ্বিজ সকলের (পক্ষিগণের) পতি (রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বিজবন্ধু—পতিত ব্রাহ্মণ, অপকৃষ্ট দ্বিজ ; দৈবজ্ঞ ; ভাট প্রভৃতি। দ্বিজ বন্ধু যাহার (এক গোত্রে উৎপন্ন বলিয়া), বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিজবর—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণ। দ্বিজমধ্যে বর, ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

দ্বিজবাহন—বিষ্ণু। দ্বিজ (গরুড়) বাহন যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিজরাজ—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণ ; গরুড় ; অনন্ত ; চন্দ্র। ব্রাহ্মণের (অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির) রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণপ্রধান ; ব্রাহ্মণ। দ্বিজমধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

দ্বিজসত্তম—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণ। দ্বিজমধ্যে সত্তম (অত্যুত্তম), ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

দ্বিজসেবক—১। শূদ্র। বি ; পুং। ২। দ্বিজের সেবাকার্য্যে নিরত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —সেবিকা।

দ্বিজাগ্র্য—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ। দ্বিজমধ্যে অগ্র্য (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

দ্বিজাতি—১। দ্বিজ (সকল অর্থে)। দ্বি জাতি (জন্ম) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। দুই জাতি (যেমন ইংরাজ, জার্ম্মাণ ইত্যাদি)। দ্বি (দুই) জাতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দ্বিজাতিতত্ত্ব—দুই বিভিন্ন জাতি—এই মতবাদ (যেমন, হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি—এই মত)। দ্বিজাতির (২) তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দ্বিজিহ্ব—১। যাহার দুইটি জিহ্বা, সর্প [গরুড় জননীর দাসীত্ব মোচন-নিমিত্ত স্বর্গ হইতে অমৃত লইয়া আসিয়া বিমাতাকে দিলে, ইন্দ্র তাহা হরণ করিয়া লইয়া যান। এই সময়ে সর্পগণ মনে করে, গরুড় এই অমৃত কুশাসনে রাখিয়াছেন এবং ঐরূপ মনে করিয়া সেই আসন চাটিতে থাকে, তাহাতেই তাহাদের জিহ্বা দ্বিখণ্ড হয়]। বি ; পুং। ২। যাহার দুই জিহ্বা এরূপ ; খল ; সূচক ; চোর। দ্বি জিহ্বা যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং, বা বিণ।

দ্বিজেন্দ্র—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। দ্বিজমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ ; অথবা, দ্বিজ ইন্দ্রতুল্য, উপমিত কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দ্বিজেশ—গরুড় ; চন্দ্র। দ্বিজসমূহের ঈশ (অধিপতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বিজোত্তম—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণ ; গরুড়। দ্বিজমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

দ্বিজ্যা—বৃত্তাংশের উভয় কোটির সংযোজক রেখা (chord of an arc). দ্বি-যোজিকা জ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দ্বিতয়—১। দুইয়ের সমষ্টি ; দ্বয়, দুই সংখ্যা। সর্ব্ব ; ক্লীব। ২। দ্বিসংখ্যাযুক্ত। দ্বি+তয়প্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, —য়ী।

দ্বিতল—দোতলা, যে গৃহের দুই তল এরূপ। দ্বি (দুই) তল যাহার, বহুব্রী। বিণ। **দ্বিতল কোণ**—(জ্যামিতি) দুইটি তলের মধ্যবর্ত্তী কোণ (dihedral angle).

দ্বিতীয়—দুইয়ের পূরক। দ্বি+তীয় পূরণার্থে। বিণ। **দ্বিতীয় পক্ষ**—দ্বিতীয়বার বিবাহের স্ত্রী। **দ্বিতীয় মূল**—(গণিত) বর্গমূল (৯এর দ্বিতীয় মূল= $\sqrt{৯}$=৩) (square root).

দ্বিতীয়তঃ (-তস্), **দ্বিতীয়ত**—দ্বিতীয় বারে, দুই দফায়। দ্বিতীয়+তস্ সপ্তম্যর্থে। অব্য।

দ্বিতীয়া—১। পত্নী, ভার্য্যা ; (ব্যাকরণ) বিশেষ্যের উত্তর বিহিত কর্ম্মবাচক চিহ্নবিশেষ ('—বিভক্তি') ; (জ্যোতিষ) তিথিবিশেষ [বিশেষ বিশেষ দ্বিতীয়া। যথা,—শুক্লপক্ষীয়া আষাঢ়ী রথদ্বিতীয়া, শ্রাবণী মনোরথদ্বিতীয়া, কার্ত্তিকী ভ্রাতৃদ্বিতীয়া]। বি ; স্ত্রী। ২। দুইএর স্থান পূর্ণকারিণী। দ্বি+তীয় পূরণার্থে+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিতীয়াশ্রম—গার্হস্থ্যাশ্রম। দ্বিতীয় আশ্রম, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

দ্বিত্ব—উভয়ত্ব ; যুগল ; 'দুই' এই সংখ্যা ; একই বিষয়ের বা বস্তুর একত্র দুই বার সন্নিবেশ। দ্বি+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব।

দ্বিত্র—দুই অথবা তিন। দ্বি বা ত্রি যাহাতে (নিপাতনে)+ডচ্ সমাসান্ত। বিণ।

দ্বিদল—১। যাহার দুইটি দল এরূপ, যাহা দুইদলে বিভক্ত এরূপ। বিণ। ২। কলায় প্রভৃতি, ডাইল। দ্বি দল যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিদেহ—গণেশ, গজানন। দ্বি (দুইরকম) দেহ যাঁহার, বহুব্রী [যাঁহার মস্তক হস্তীর ন্যায় এবং অন্যান্য অবয়ব মনুষ্যাকৃতি]। বি ; পুং।

দ্বিদ্বাদশ—(জ্যোতিষ) বিবাহে বরকন্যার নিষিদ্ধ রাশিসংযোগবিশেষ। দ্বি (দ্বিতীয়) ও দ্বাদশ, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

দ্বিধা—১। দ্বিবিধ। অব্য, বিণ। ২। দুইভাগে ; দুইপ্রকারে। দ্বি+ধা প্রকারার্থে। অব্য, ক্রি-বিণ। ৩। সংশয়, সন্দেহ। বি। ৪। দুইভাগে বিভক্ত। বাং প্র। বিণ।

দ্বিধাকরণ—দুই ভাগে ভাগ করা। দ্বিধা—কৃ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —কৃত।

দ্বিধাকৃত—যাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এরূপ। দ্বিধা কৃত, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি, —করণ।

দ্বিধাগতি—যাহা জলে এবং স্থলে বিচরণ করে এরূপ। দ্বিধা (দ্বিবিধ) গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দ্বিধাতু—১। গণেশ। দ্বি ধাতু (প্রকৃতি) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। দুইটি ধাতু। দ্বি ধাতু, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দ্বিধাতুক—যাহাতে দুইটি ধাতু আছে এমন। দ্বি (দুইটি) ধাতু যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। **দ্বিধাতুক লবণ**—(রসায়ন) যে লবণ দুইটি ধাতুর সহিত অম্লরসের মিশ্রণদ্বারা উৎপাদিত হয় তাহা (double salt). **দ্বিধাতুক মান**—(অর্থনীতি) দুইটি ধাতুর মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত থাকা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক মূল্য ধরিয়া উভয় ধাতুর প্রচলন-রীতি (bimetallism).

দ্বিধাদ্বন্দ্ব—সন্দেহ বা বিরোধ ; সঙ্কোচ, দোটানায় পড়ার ভাব ; বাধাবিঘ্ন। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

দ্বিনবত—৯২-সংখ্যার পূরক। দ্বিনবতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, —তী।

দ্বিনবতি—বিরানব্বই সংখ্যা, ৯২ ; বিরানব্বই সংখ্যাবিশিষ্ট। দ্বি-অধিকা নবতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিনবতিতম—৯২-সংখ্যার পূরক। দ্বিনবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, —মী।

দ্বিপ—হাতী, হস্তী, গজ। উপতৎ ; দ্বি—পা+ক কর্তৃবা। বি ; পুং।

দ্বিপক্ষ—পক্ষী ; মাস। দ্বি পক্ষ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিপঞ্চাশ—যাহা ৫২-সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বিপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

দ্বিপঞ্চাশৎ—বায়ান্ন, ৫২ ; ৫২-সংখ্যক। দ্বি-অধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিপঞ্চাশত্তম—যাহা ৫২ সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বিপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, —মী।

দ্বিপত্রোৎপত্তিক—বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় যাহা হইতে কেবল দুইটিমাত্র পত্র

বিনির্গত হয় এরূপ (dicotyledonous) দ্বিপত্রের উৎপত্তি যাহার, বহুব্রী (ক সমাসান্ত)। বিণ।

দ্বিপথ—দুই রাস্তার মিলনস্থান। দ্বি পন্থা (পথিন্) যেস্থানে, বহুব্রী (অ সমাসান্ত)। বি ; ক্লীব।

দ্বিপদ—১। দুইপদযুক্ত, পদদ্বয়বিশিষ্ট (biped); (গণিত) দুই রাশি-বিশিষ্ট ; যাহাতে দুইটি সংখ্যা আছে এমন (binomial). বিণ। ২। মনুষ্য ; পক্ষী ; রাক্ষস ; দেবতা ; (জ্যোতিষ) মিথুন তুলা কুম্ভ কন্যা ও ধনু রাশির পূর্ব্বার্দ্ধ। দ্বি পদ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিপদরাশি—(জ্যোতিষ) মিথুন তুলা কুম্ভ কন্যা ও ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ ; (গণিত) দুইটি সংখ্যাবিশিষ্ট রাশি (binomial expression). কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

দ্বিপদসমীকরণ—(গণিত) কোন অজ্ঞাত সংখ্যার মূল্য নির্ণয়ার্থ দুইটি রাশির মধ্যে সমতা স্থাপন (equation). দ্বিপদের সমীকরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

দ্বিপদী—প্রাকৃত ছন্দোবিশেষ। দ্বি (দুই) পাদ যাহার, বহুব্রী=দ্বিপাৎ+ঈপ্ (ঈপ্-যোগে আ-কার লোপ)। বি ; স্ত্রী।

দ্বিপরমাণুক—দুইটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত (diatomic). দ্বি পরমাণু যাহাতে, বহুব্রী (ক-সমাসান্ত)। বিণ।

দ্বিপাৎ (-পাদ্)—১। বানরাদি পশু ; গ্রহবিশেষ। বি ; পুং। ২। দুই-চরণবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) পাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ। (বিকল্পে স্ত্রী—দ্বিপদী)।

দ্বিপায়ী (-য়িন্)—হাতী, হস্তী। উপতৎ ; দ্বি—পা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

দ্বিপাস্য—গণেশ। দ্বিপের (হস্তীর) আস্যের ন্যায় আস্য যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিপ্রহর—মধ্যাহ্ন, দুপুর বেলা। দ্বি (দুইটী) প্রহর যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিবক্ত্র—১। রাজসর্প ; দানববিশেষ। বি ; পুং। ২। দুই মুখবিশিষ্ট। দ্বি বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দ্বিবচন—(ব্যাকরণ) দ্বিত্ববোধক বিভক্তি। দ্বি—বচ্+অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।

দ্বিবর্ষা—দুইবৎসরবয়স্কা গাভী। দ্বি বর্ষ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দ্বিবার্ষিক—দুই বছরের, দুইবৎসরবয়স্ক। দ্বিবর্ষ+ইক বয়সার্থে [মনুষ্যাদিপক্ষে 'দ্বিবর্ষ' (ইকের লোপ)]। বিণ। স্ত্রী,—কী।

দ্বিবাহিকা—দোলা, ডুলি। দ্বি—বহ্+ণিচ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দ্বিবিধ—দুইপ্রকার, দুই রকমের। দ্বি বিধা (প্রকার) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দ্বিবিন্দু—বর্ণবিশেষ ; বিসর্গ। দ্বি (দুই) বিন্দু যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিবীজপত্রী (-পত্রিন্)—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) যাহাদের বীজের দুইটি করিয়া দল থাকে এমন ('—উদ্ভিদ্') (dicotyledon). দ্বি (দুইটি) বীজপত্র, কর্ম্মধা ; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

দ্বিবেদী (-বেদিন্)—দুই বেদে অভিজ্ঞ ; ঐরূপ ব্রাহ্মণকুলের উপাধি। দ্বি (দুই) বেদ, কর্ম্মধা ; দ্বিবেদ+ইন্ অধিকৃতার্থে। বি বা বিণ ; পুং।

দ্বিভাব—১। দুইভাবযুক্ত, যাহার অন্তরে এক ভাব এবং বাহিরে অন্য ভাব এমন। দ্বি ভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দুইটি ভাব। দ্বি (দুই) ভাব, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দ্বিভাষী (-ষিন্)—দোভাষী, যে দুই ভাষায় কথা বলিতে পারে, যে পরস্পরের ভাষা পরস্পরকে বুঝাইয়া দেয় (interpreter). দ্বিভাষা+ইন্ জানে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—ষিণী।

দ্বিভুজ—১। দুই হাত। দ্বিসংখ্যক ভুজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। যাহার দুইখানি হাত আছে এমন, ভুজদ্বয়বিশিষ্ট। বিণ। ৩। (জ্যামিতি) কোণ (angle). দ্বি ভুজ (রেখা) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিভোজন—দুইবার আহার (সাধারণতঃ উপনীত ব্রাহ্মণের)। দ্বি (দুই) ভোজন, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দ্বিমাতৃক—গণেশ ; জরাসন্ধ। দ্বি মাতা যাঁহার, বহুব্রী (ক-সমাসান্ত)। বি ; পুং।

দ্বিমাতৃজ—গণেশ ; জরাসন্ধ। উপতৎ ; দ্বিমাতৃ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

দ্বিমাত্র—দীর্ঘস্বর। দ্বি (দুই) মাত্রা যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিমুখ—১। যাহার দুইটি মুখ, রাজসর্প। বি ; পুং। ২। যাহার দুইদিকে মুখ আছে এরূপ, মুখদ্বয়বিশিষ্ট। দ্বি মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখা, —মুখী।

দ্বিমুখা—১। গাড়ু ; জোঁক। বি ; স্ত্রী। ২। দুইমুখবিশিষ্টা। দ্বি মুখ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিরদ—হাতী, হস্তী। দ্বি (দুই) রদ (দন্ত) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিরশন—দুইবার খাওয়া। দ্বিঃ (দুইবার) অশন, সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লীব।

দ্বিরসন—সর্প, দ্বিজিহ্ব। দ্বি রসনা যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিরাগমন—বিবাহের পর পতিগৃহে কন্যার দ্বিতীয়বার আগমন। দ্বিঃ (দ্বিতীয়বার) আগমন, সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লীব।

দ্বিরুক্ত—১। যাহা দুইবার বলা হইয়াছে এমন, দুইবার কথিত ; ব্যাকরণে যাহার দ্বিত্ব হয় এরূপ, অভ্যস্ত। দ্বিঃ (দুইবার) উক্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ। ২। দ্বিরুক্তি। দ্বিঃ উক্ত (কথন), সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লীব।

দ্বিরুক্তি—দুইবার বলা ; বিনা প্রয়োজনে দুইবার কথনহেতু নিরর্থকতা (Tautology) ; আপত্তি (বাং প্র)। দ্বিঃ (দুইবার) উক্তি, সুপ্‌সুপা। বি ; স্ত্রী।

দ্বিরূঢ়া—দুইবার বিবাহিতা স্ত্রী, পুনর্ভূ। দ্বিঃ (দুইবার) ঊঢ়া, সুপ্‌সুপা। বি ; স্ত্রী।

দ্বিরূপ—১। দুইরকম শব্দে লিখিত অভিধানবিশেষ ; দুইবার গ্রন্থাবৃত্তি ; দুইপ্রকার ব্যাখ্যা। বি ; পুং। ২। দুই রূপবিশিষ্ট। দ্বি রূপ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

দ্বিরেফ—ভ্রমর। দ্বি রেফ (রেফের মত হুল) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

দ্বিলিঙ্গ—(জীববিদ্যা) উভয়লিঙ্গ, পুং ও স্ত্রী এই দুই ধর্ম্মবিশিষ্ট (কেঁচো প্রভৃতি জীব) (bisexual). দ্বি (দুই) লিঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দ্বিশত—১। দুইশত, ২০০। দ্বিগুণিত শত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। দুইশত-সংখ্যাবিশিষ্ট। দ্বি শত যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ৩। ১০২, একশত দুই। দ্বি-অধিক শত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

দ্বিশফ—১। দুইটি খুরযুক্ত পশু, গো-মহিষাদি। বি ; পুং। ২। দুই খুরবিশিষ্ট। দ্বি শফ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দ্বিশীর্ষ, দ্বিশীর্ষক—১। অগ্নি। বি ; পুং। ২। দুইটি মস্তকবিশিষ্ট। দ্বি শীর্ষ যাহার, বহুব্রী ; ২য় পক্ষে দ্বিশীর্ষ+ক-সমাসান্ত। বিণ।

দ্বিশীর্ষ দন্ত—(জীববিদ্যা) দুইটি অগ্রভাগ (ends)-বিশিষ্ট দন্ত (bicuspid tooth).

দ্বিষ—শত্রু। দ্বিষ্+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

দ্বিষন্তপ—যে শত্রুকে পীড়া দেয় এরূপ, পরন্তপ ; শত্রুতাপন। উপতৎ ; দ্বিষ্—তপ্+ণিচ্+খচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

দ্বিষষ্ট—৬২-র পূরক। দ্বিষষ্টি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষ্টী।

দ্বিষষ্টি—বাষট্টি, ৬২ ; ৬২-সংখ্যক। দ্বি-অধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিষষ্টিতম—৬২-র পূরক। দ্বিষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

দ্বিষ্ট—১। যাহাকে দ্বেষ করা যায় এরূপ। বিণ। বি—দ্বেষ, দ্বেষণ। ২। তাম্র, তামা। দ্বিষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

দ্বিসপ্তত—৭২-এর পূরক। দ্বিসপ্ততি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী।

দ্বিসপ্ততি—বাহাত্তর, ৭২ ; ৭২-সংখ্যক। দ্বি-অধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিসপ্ততিতম—৭২-এর পূরক। দ্বিসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

দ্বিসমবাহুত্রিভুজ—যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু সমান (isosceles triangle). সম বাহু, কর্ম্মধা=সমবাহু; দ্বি (দুইটি) সমবাহু যাহাতে, বহুব্রী; দ্বিসমবাহু ত্রিভুজ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দ্বিহায়নী—দুইবৎসরবয়স্কা গাভী। দ্বি হায়ন যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দ্বিহৃদয়া—গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। দ্বি হৃদয় যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

দ্বীপ—১। চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত স্থল [পৌরাণিকমতে পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত; যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। কোন কোন গ্রন্থমতে পৃথিবী নব, ত্রয়োদশ অথবা অষ্টাদশ দ্বীপে গঠিত]। দ্বি (দুই পার্শ্বে) অপ্ যাহার, বহুব্রী (অপ্-স্থানে ঈপ্)। বি; পুং বা ক্লীব। ২। ব্যাঘ্রচর্ম্ম; দুইপ্রকার রঙ্গের চামড়া, দ্বিবর্ণ চর্ম্ম। দ্বি—ঈ+পক্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৩। (গণিত) কড়ার বিভাগবিশেষ, কড়ার সাত ভাগের এক ভাগ। বাং প্র। বি।

দ্বীপপুঞ্জ—(ভূগোল) বহু দ্বীপের একত্র সমাবেশ (archipelago). দ্বীপের পুঞ্জ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্বীপবতী—নদী; ভূমি। দ্বীপ+মতুপ্, আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দ্বীপবান্ (-বৎ)—সমুদ্র; নদ। দ্বীপ+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

দ্বীপান্তর—১। অন্য দ্বীপ। নিত্য। বি; ক্লীব। ২। বৃটিশ আমলে ভারতের বন্দীদিগের নির্ব্বাসনস্থান, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ; আন্দামানে নির্ব্বাসন (transportation). বাং প্র। বি।

দ্বীপান্তরিত—১। আন্দামানে বা অন্য দ্বীপে নীত, অপর দ্বীপে প্রেরিত। দ্বীপান্তর+ইতচ্ হইয়াছে অর্থে; অথবা, দ্বীপান্তরে ইত (গত), ৭মীতৎ (বাংলা মতে)। বিণ।

দ্বীপী (-পিন্)—ব্যাঘ্র; চিতাবাঘ; সমুদ্র। দ্বীপ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী—দ্বীপিনী।

দ্বেষ—শত্রুতা, বৈর; ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, বিরাগ। দ্বিষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—দ্বিষ্ট, দ্বেষী, দ্বেষ্য।

দ্বেষণ—১। শত্রু। দ্বিষ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। দ্বেষ। দ্বিষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—দ্বিষ্ট, দ্বেষী, দ্বেষ্য।

দ্বেষী (-ষিন্)—বিদ্বেষী, দ্বেষযুক্ত। দ্বিষ্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দ্বেষিণী। বি—দ্বেষ, দ্বেষণ।

দ্বেষ্টা (দ্বেষ্টৃ)—যে শত্রুতা করে, দ্বেষকর্ত্তা। দ্বিষ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দ্বেষ্ট্রী।

দ্বেষ্য—দ্বেষের পাত্র বা বিষয়; শত্রু। দ্বিষ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—দ্বেষ, দ্বেষণ।

দ্বৈগুণ্য—দুই গুণ, দ্বিগুণ করা। দ্বিগুণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

দ্বৈত—১। দ্বিতীয়ত্ব; দুই পদার্থের অস্তিত্ব; ভগবান্ এবং বিশ্বের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার; জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার; দ্বিবিধত্ব। দ্বি (দুইরকমে) ইত (গত), সুপ্সুপা=দ্বীত; দ্বীত+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। দ্বৈতবাদী। দ্বৈত+অচ্ বিশিষ্টার্থে। ৩। দ্বিতীয়ত্বশূন্য। দ্বি ইত যাহা হইতে, বহুব্রী=দ্বীত; দ্বীত+অণ্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—দ্বৈতী।

দ্বৈতবন—সরস্বতী-নদীতীরস্থ পৌরাণিক বনবিশেষ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দ্বৈতবাদ—(দর্শন) জীবাত্মা এবং পরমাত্মা পৃথক্—এই মত; ঈশ্বর হইতে জীব ও জগৎ পৃথক্ এবং উভয়ে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ—এই মতবাদ; পরস্পরনিরপেক্ষ জড় ও চেতন এই উভয় মিলিয়াই জগৎ—এই মতবাদ (dualism). দ্বৈতই বাদ, কর্ম্মধা; অথবা, দ্বৈতের বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্বৈতবাদী (-বাদিন্)—যে দুই পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে এরূপ; যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করে এরূপ। উপতৎ; দ্বৈত—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

দ্বৈতশাসন, -শাসনতন্ত্র—রাজ্যের কোন কোন কার্য্য রাজা এবং রাজপ্রতিনিধিগণ দ্বারা এবং কোন কোন কার্য্য প্রজার প্রতিনিধিগণ দ্বারা নির্ব্বাহিত করা রূপ রাজ্যশাসন-প্রণালী (diarchy). দ্বৈত যে শাসন, কর্ম্মধা; দ্বৈতশাসনই তন্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দ্বৈতাদ্বৈত—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ এবং অভেদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

দ্বৈতী (-তিন্)—দ্বৈতবাদী (নৈয়ায়িকাদি)। দ্বৈত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—দ্বৈতিনী।

দ্বৈধ—সন্দেহ; মতভেদ। দ্বিধা+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

দ্বৈধীভাব—দুই রকম হওয়া; দ্বিধামত, বাহিরে একপ্রকার অভ্যন্তরে আর এক প্রকার (diplomacy). দ্বৈধ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দ্বৈধী)—ভূ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ভূত।

দ্বৈধীভূত—সন্দেহগ্রস্ত, সংশয়াপন্ন। দ্বৈধ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দ্বৈধী)—ভূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ভাব।

দ্বৈপ—১। দ্বীপ-সম্বন্ধীয়; চিতাবাঘ-সম্বন্ধীয়। দ্বীপ অথবা দ্বীপিন্+অঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—দ্বৈপী। ২। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ। দ্বীপিন্+অঞ্ পরিবৃতার্থে। বি; পুং। ৩। ব্যাঘ্রচর্ম্ম। দ্বীপিন্+অণ্ আগতার্থে। বি; ক্লীব।

দ্বৈপায়ন—ব্যাসদেব; হ্রদবিশেষ। দ্বীপ অয়ন যাঁহার, বহুব্রী; দ্বীপায়ন+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

[বিণ। স্ত্রী—দ্বৈপী।

দ্বৈপ্য—দ্বীপসম্বন্ধীয়। দ্বীপ+ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে।

দ্বৈবার্ষিক—দুই বৎসর ব্যাপিয়া স্থায়ী; দুই বৎসর পরে যাহা হইবে বা হইতে পারে এমন। দ্বিবর্ষ+ইক। বিণ,—কী।

দ্বৈমাতুর—১। গণেশ; জরাসন্ধ। বি; পুং। ২। দুই মাতার সন্তান। দ্বিমাতৃ+অণ্ অপত্যার্থে (মাতৃ-স্থানে মাতুর্)। বিণ। স্ত্রী,—রী।

দ্বৈমাতৃক—বৃষ্টিজল ও নদীজলে উৎপন্ন শস্যে পালিত ('—দেশ')। দ্বিমাতৃ+ক (ঠক্) পালিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

দ্বৈরথ—১। যুদ্ধবিশেষ, যে যুদ্ধে দুই রথ বিদ্যমান থাকে; দুইজন রথারূঢ় ব্যক্তির পরস্পর যুদ্ধ। দ্বিরথ+অণ্ কৃত অর্থে। বি; ক্লীব। ২। প্রতিদ্বন্দ্বী। দ্বৈরথ (১)+অণ্ নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

দ্বৈরাত্রিক—দুই রাত্রিতে উৎপন্ন। দ্বিরাত্র+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

দ্ব্যক্ষ—যাহার দুইটি চোখ আছে এমন, নেত্রদ্বয়যুক্ত। দ্বি অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী—দ্ব্যক্ষী।

দ্ব্যক্ষর—১। দুই অক্ষর-বিশিষ্ট মন্ত্র। বি; ক্লীব। ২। যাহাতে দুইটি বর্ণ আছে এরূপ। দ্বি অক্ষর যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

দ্ব্যঙ্গুল—১। দুই অঙ্গুলির সমাহার। দ্বি অঙ্গুলির সমাহার, দ্বিগু (অচ্ সমাসান্ত)। বি; ক্লীব। ২। দুই অঙ্গুলিপরিমিত। দুই অঙ্গুলিপরিমাণ ইহার এই বাক্যে তদ্ধিতার্থ দ্বিগু (অচ্ সমাসান্ত)। ৩। দুইটি অঙ্গুলি-বিশিষ্ট (কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা)। দ্বি অঙ্গুলি যাহাতে, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—লী।

দ্ব্যণুক—দুইটি অণুর সমবায়ে ঘটিত। দ্বি (দুই) অণু যাহাতে, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

দ্ব্যর্থ, দ্ব্যর্থক—যাহাতে দুই অর্থ বুঝা যায় এরূপ, অর্থদ্বয়যুক্ত। দ্বি অর্থ যাহাতে, বহুব্রী (২য় পক্ষে ক সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী—দ্ব্যর্থা, দ্ব্যর্থিকা।

দ্ব্যশীত—৮২-সংখ্যার পূরক। দ্ব্যশীতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তি।

দ্ব্যশীতি—বিরাশী, ৮২; ৮২-সংখ্যক। দ্বি দ্বারা অধিক অশীতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দ্ব্যশীতিতম—৮২-সংখ্যার পূরক। দ্ব্যশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

দ্ব্যহ—দুই দিন। দ্বি অহের সমাহার, সমাদ্বিগু। বি; পুং।

দ্ব্যহীন—যাহা দুই দিনে করা যাইতে পারে এমন, দুই দিনে সম্পাদনীয়। দ্ব্যহ+ঈন নিষ্পদ্যার্থে। বিণ।

দ্ব্যাত্মবাদী (-বাদিন্)—যে জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ের বিদ্যমানতা স্বীকার করে এরূপ। উপতৎ; দ্ব্যাত্মন্ (দুই আত্মা)—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

দ্ব্যাহিক—যাহা দুই দিনে হয় এরূপ। দ্ব্যহ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

দ্যুতি—জ্যোতি, দীপ্তি; তেজ, কিরণ; শোভা, কান্তি; প্রকাশ। দ্যুত্+ইন্ কর্তৃবা, ভাববা। বি; স্ত্রী।

দ্যুতিকর—১। দীপ্তিকারক। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। ধ্রুব নক্ষত্র। উপতৎ; দ্যুতি—কৃ+ট কর্তৃবা। বি; পুং। [বিণ।

দ্যুতিত—দীপ্তিবিশিষ্ট। দ্যুত্+ক্ত কর্তৃবা।

দ্যুতিধর—বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্যুতিমান্ (-মৎ)—উজ্জ্বল; প্রশস্ত; কান্তিযুক্ত। দ্যুতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

দ্যুলোক—স্বর্গলোক। কর্ম্মধা। বি; পুং।

দ্যূত—পাশাদি দ্বারা জুয়াখেলা। দিব্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

দ্যূত-কর, -কার—পাশা প্রভৃতি খেলায় নিপুণ, পাশকাদিক্রীড়ক। উপতৎ; দ্যূত—কৃ+ট, অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—করী, —কারী।

দ্যূতপূর্ণিমা—কোজাগরী পূর্ণিমা। দ্যূতসম্পাদ্যা পূর্ণিমা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্যোত—আলোক, দীপ্তি, প্রকাশ, আতপ। দ্যুত্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

দ্যোতক—১। ব্যঞ্জক, সূচক; উদ্বোধক। দ্যুত্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। ২। যাহা দীপ্তি পায় এরূপ। দ্যুত্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—তিকা।

দ্যোতন—১। প্রকাশকরণ; প্রকাশ, দীপ্তি পাওয়া; উদ্বোধন; দর্শন। দ্যুত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। প্রকাশক। দ্যুত্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বিণ।

দ্যোতনি—প্রকাশক; দীপ্তিকারক। দ্যুত্+অনি কর্তৃবা। বিণ।

দ্যোতিত, দ্যুতিত—দীপ্ত, প্রকাশিত; উদ্বোধিত। দ্যুৎ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা, দ্যুত্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

দ্রঢ়িমা (-মন্)—দৃঢ়তা, কাঠিন্য; স্থিরতা, স্থৈর্য্য। দৃঢ়+ইমন্ ভাবে। বি; পুং। বিণ—দৃঢ়।

দ্রঢ়িষ্ঠ—সবচেয়ে দৃঢ় বা শক্ত, অতিদৃঢ়। দৃঢ়+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

দ্রঢ়ীয়ান্ (-য়স্)—দুইটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়; অতিশয় দৃঢ়। দৃঢ়+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়সী।

দ্রব—১। গলন; পলায়ন; গতি, বেগ। দ্রু+অপ্ ভাববা। ২। পরিহাস। দ্রু+অপ্ করণবা। ৩। জল ইত্যাদিতে বিগলিত বস্তু, রস; (রসায়ন) তরল দ্রব্যে রূপায়িত কঠিন বা গ্যাসীয় দ্রব্য (solution). বি; পুং। ৪। তরল, গলিত। দ্রু+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

দ্রবণ—১। গলন, ক্ষরণ; গতি; অনুতাপ; (রসায়ন) কঠিন বা গ্যাসীয় পদার্থের তরল পদার্থে পরিণত হওয়া (solution). দ্রু+অনট্ ভাববা। ২। (রসায়ন) 'দ্রব' (৩) দ্রঃ। দ্রু+অন কর্তৃবা। বি; ক্লীব। বিণ—দ্রবণীয়।

দ্রবণাঙ্ক—যে তাপে বরফ গলিয়া জল হয় তাহা, গলনাঙ্ক (melting point). দ্রবণের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্রবণীয়—(রসায়ন) যাহা কোন তরল পদার্থে গলিয়া যায় এমন (soluble). দ্রু+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—দ্রবণীয়তা, দ্রবণ।

দ্রবত্ব—তরলত্ব-গুণ, তারল্য। দ্রব+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব। [বাং ক্রি।

দ্রবা—গলা; তরল হওয়া বা করা। কবিপ্র।

দ্রবিড়—১। ভারতের অতি প্রাচীন উন্নত জাতিবিশেষ। দ্রু+ইড় কর্তৃবা। ২। প্রাচীন দেশবিশেষ (বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রদেশ)। দ্রু+ইড় অধিবা। বি; পুং। ৩। দ্রবিড় দেশজাত। দ্রবিড়+অণ্ (প্রত্যয়ের লোপ)। বিণ।

দ্রবিণ—অর্থ, সোণা। বৈদিক শব্দ। বি; পুং।

দ্রবীকরণ—গলান, দ্রব করা। দ্রব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দ্রবী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

দ্রবীকৃত—যাহাকে গলান হইয়াছে এরূপ। দ্রব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দ্রবী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

দ্রবীভবন, -ভাব—গলিয়া যাওয়া, দ্রব হওয়া। দ্রব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দ্রবী)—ভূ+অনট্, ঘঞ্ ভাববা। বি; ক্লীব, পুং। বিণ,—ভূত।

দ্রবীভূত—যাহা গলিয়া গিয়াছে এরূপ, গলিত। দ্রব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দ্রবী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—ভবন, —ভাব।

দ্রব্য—১। জিনিস, পদার্থ, সামগ্রী, বস্তু; ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু আকাশ কাল দিক্ আত্মা মনঃ—এই নয়টী; পিত্তল; মদ্য; বিনয়; ভেষজ, ঔষধ। দ্রু+যৎ কর্ম্মবা। ২। বিলেপন। দ্রু+যৎ ভাববা। বি; ক্লীব।

দ্রব্যগুণ—১। পদার্থের ধর্ম্ম, দেহের উপর পদার্থের ক্রিয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। মহর্ষি চরকপ্রণীত দ্রব্যগুণজ্ঞাপক গ্রন্থবিশেষ। দ্রব্যের গুণ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

দ্রব্যজাত—১। বস্তুসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। পদার্থ হইতে উৎপন্ন। ৫মীতৎ। বিণ।

দ্রব্যশুদ্ধি—জিনিষের ময়লা বা অপবিত্রতা দূর করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দ্রষ্টব্য—দেখার মত, দর্শনীয়; যাহা পড়িয়া দেখা কর্তব্য এরূপ; বিবেচনার যোগ্য, দেখিবার যোগ্য। দৃশ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

দ্রষ্টা (দ্রষ্টৃ)—যে দেখে, দর্শক; সাক্ষী; বিচারক। দৃশ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দ্রষ্ট্রী।

দ্রাক্ষা—কিস্‌মিস্; মনাক্কা, আঙ্গুর। দ্রাক্ষ+ঘঞ্ কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

দ্রাক্ষাকুঞ্জ—আঙ্গুর গাছের ঝোপ, যেখানে বহু আঙ্গুর গাছ আছে, দ্রাক্ষালতার কুঞ্জ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দ্রাক্ষাক্ষেত্র—যে ক্ষেত্রে আঙ্গুরের চাষ হয়, আঙ্গুরের বাগান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

দ্রাক্ষালতা—আঙ্গুরের গাছ। দ্রাক্ষানাম্নী লতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্রাক্ষাশর্করা—আঙ্গুরফল হইতে প্রাপ্ত চিনির মত মিষ্ট পদার্থ (grape sugar). দ্রাক্ষার শর্করা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দ্রাঘিমা (-মন্)—১। দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা। দীর্ঘ+ইমন্ ভাবার্থে। ২। (ভূগোল) যে সকল মণ্ডলাকার কল্পিত রেখা উভয় মেরু ভেদ করিয়া নিরক্ষবৃত্তের উপর দিয়া ভূগোলককে বেষ্টন করিয়া আছে তাহা (longitude). [ভূগোলবিদ্যা-বিশারদগণ নিরক্ষবৃত্তের উপর দিয়া পর পর সমানদূরবর্ত্তী ৩৬০টি দ্রাঘিমার কল্পনা করিয়া থাকেন। ইহাদের পরপর দুইটির কৌণিক দূরত্ব ১ ডিগ্রি এবং উভয়ের মধ্যে সূর্য্যোদয়ের সময়ের ব্যবধান ৪ মিনিট। সাধারণতঃ ইংলণ্ড দেশের গ্রীনউইচ্ শহর হইতে দ্রাঘিমার দূরত্ব গণনা করা হয়]। দীর্ঘ+ইমন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

দ্রাঘিমান্তর—প্রাথমিক দ্রাঘিমা হইতে যে কোন স্থানের দ্রাঘিমার কৌণিক দূরত্ব (longitudinal distance). [ঐ স্থান প্রাথমিক দ্রাঘিমার পূর্ব্বে হইলে পূর্ব্ব-দ্রাঘিমান্তর, আর পশ্চিমে হইলে পশ্চিম-দ্রাঘিমান্তর বলা হয়]। দ্রাঘিম-সম্বন্ধীয় অন্তর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

দ্রাঘিষ্ঠ—অনেকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লম্বা, বহুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ; অতিশয় দীর্ঘ। দীর্ঘ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

দ্রাঘীয়ান্ (-য়স্)—অতিশয় দীর্ঘ, দুইটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত লম্বা; অত্যন্ত লম্বা। দীর্ঘ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়সী।

দ্রাব—১। গলন, ক্ষরণ; গতি; পলায়ন। দ্রু+ঘঞ্ ভাববা। ২। (রসায়ন) গলিত পদার্থ (solution). দ্রু+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

দ্রাবক—১। (রসায়ন) দ্রবকারক, যাহা অতরল পদার্থকে তরল করে এমন (solvent); প্রবর্তক। দ্রু+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দ্রাবিকা। ২। রস-

বিশেষ; প্লীহাদির ঔষধবিশেষ; অম্ল (acid). দ্রু+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। রসিক; লম্পট; চন্দ্রকান্ত মণি; চোর। দ্রু+ণক কর্তৃবা। ৪। মোম। দ্রু+ণিচ্ +ঘঞ্ কর্ম্মবা+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

দ্রাবণ—১। তাড়াইয়া দেওয়া; তরল করা, দ্রবীকরণ; (রসায়ন) কোন কঠিন পদার্থকে কোন তরল পদার্থে নিমজ্জিত করিয়া উহার গলনীয় অংশ হইতে উহার অবশিষ্টাংশকে পৃথক্ করিবার প্রণালী (lixiviation). দ্রু+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—দ্রাবিত। ২। পলায়নকারক; পীড়ক। দ্রু+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বিণ।

দ্রাবিকা—১। লালা; লাল। বি; স্ত্রী। ২। দ্রবকারিকা। দ্রাবক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দ্রাবিড়—১। দেশবিশেষ, দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব ও কলিঙ্গের দক্ষিণ কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত দেশ। দ্রবিড়+অণ্ স্বার্থে। ২। দ্রাবিড় দেশের লোক। বি; পুং। ৩। দ্রাবিড় দেশবাসী। দ্রবিড়+অণ্ তদধিবাসী অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ড়ী। [অণ্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দ্রাবিড়ী—দ্রাবিড় জাতির ভাষা। দ্রবিড়+

দ্রাবিড়ীয়—দ্রাবিড় দেশজাত। দ্রাবিড়+ঈয় জাতার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দ্রাবিত—যাহা গলান হইয়াছে এমন, দ্রবীকৃত; দূরীকৃত। দ্রু+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

দ্রাব্য—যাহা জলে গলান যায় এরূপ, যে সকল বস্তু তাপসংযোগে গলিয়া তরল হয় এরূপ (soluble). দ্রু+ণিচ্ (=দ্রাবি)+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—দ্রাব্যতা।

দ্রাব্যতা—(রসায়ন) গলিত হইবার ক্ষমতা বা প্রবণতা, তরল পদার্থে পরিণত হইবার যোগ্যতা (solubility). দ্রাব্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

দ্রুণী—কাণকোটারি; কচ্ছপী; দ্রোণী, ডোঙ্গা। দ্রুণ্+কি কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দ্রুত—১। শীঘ্র; ধাবিত; গলিত, দ্রবীভূত; ক্লিন্ন, আর্দ্র। দ্রু+ক্ত কর্তৃবা। ২। তাড়িত। দ্রু+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—দ্রুতি।

দ্রুতগতি—১। শীঘ্র গমন। দ্রুতা গতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। শীঘ্রগমনকারী। দ্রুতা গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

দ্রুতগামী (-গামিন্)—যে বা যাহা অতি শীঘ্র গমন করিতে পারে এরূপ। উপতৎ; দ্রুত—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গামিনী। বি,—গামিতা।

দ্রুতচারী (-চারিন্)—১। যে সব প্রাণী দ্রুতবেগে বিচরণ করে। বি; পুং। ২। দ্রুতগমনকারী। উপতৎ; দ্রুত—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী।

দ্রুতপদ—১। শীঘ্র গমন। দ্রুত পদ (গমন), কর্ম্মধা। ২। (সংস্কৃত কাব্য) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। বি; ক্লীব। ৩। শীঘ্রগামী। দ্রুত পদ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ,—পদে।

দ্রুতবিলম্বিত—১। দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। বি; ক্লীব। ২। শীঘ্র অথচ বিলম্বিত। দ্রুত অথচ বিলম্বিত, কর্ম্মধা। বিণ।

দ্রুতবেগে—দ্রুতগতিতে, তাড়াতাড়ি। দ্রুত বেগ, কর্ম্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

দ্রুতি—শীঘ্রতা; বেগ; (বলবিদ্যা) গতিবেগ (speed); দ্রবীভাব, গলিয়া যাওয়া। দ্রু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—দ্রুত।

দ্রুপদ—দ্রৌপদীর পিতা। দ্রু (দ্রুত) পদ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

দ্রুম—গাছ, বৃক্ষ। দ্রু+ম কর্তৃবা। বি; পুং।

দ্রুমময়—১। কাষ্ঠনির্ম্মিত। দ্রুম+ময়ট্ অবয়বার্থে। বি; পুং। ২। কাষ্ঠনির্ম্মিত যূপাদি। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

দ্রুমশ্রেষ্ঠ—প্রধান বৃক্ষ; তালগাছ। দ্রুম-মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

দ্রুমারি—হাতী, হস্তী। দ্রুমের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ।

দ্রুহ্য—১। যাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে এমন, দ্রোহের বিষয়ীভূত। দ্রুহ্+ক্যপ্ কর্ম্মবা। বিণ। ২। অনিষ্টকারী, দ্রোহ-কারক। দ্রুহ্+ক্যপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

দ্রোণ—১। শস্য ওজন করিবার পাত্রবিশেষ, আঢ়ক; ৩২ সের পরিমাণ, আঢ়কচতুষ্টয়। দ্রু+ন করণবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। (মহাভারত) পাণ্ডব ও কৌরবদিগের অস্ত্র-শিক্ষাগুরু। দ্রোণী (কলসী)+অণ্ উৎপন্নার্থে। বি; পুং।

দ্রোণকলস—কাষ্ঠময় যজ্ঞপাত্রবিশেষ। দ্রোণ-পরিমিত কলস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দ্রোণকাক—দাঁড়কাক। দ্রোণনামক কাক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

দ্রোণাচার্য্য(র্য)—(মহাভারত) ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। দ্রোণই আচার্য্য, কর্ম্মধা। বি; পুং।

দ্রোণি, দ্রোণী—১। ডিঙ্গী, ডোঙ্গা, জল-সেচনী; জলের গামলা, গরুর গামলা। দ্রু+নি কর্তৃবা, পক্ষে ঈপ্। ২। দেশবিশেষ; দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান। দ্রু+নি অধিবা, পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দ্রোণী—পরিমাপবিশেষ; নীলবৃক্ষ; কদলী-বৃক্ষ; দ্রোণাচার্য্যের পত্নী। দ্রোণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দ্রোহ—অনিষ্টাচরণ, অপকার; অনিষ্টচিন্তা; পরাভব, অভিভব। দ্রুহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

দ্রোহিতা—অনিষ্টাচরণ। দ্রোহিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

দ্রোহী (দ্রোহিন্)—যে অনিষ্ট চিন্তা করে এরূপ; অনিষ্টাচারী, অপকারী; অভি-ভবকারী। দ্রুহ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—দ্রোহিণী।

দ্রৌপদী—(মহাভারত) পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী। দ্রুপদ+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

———

[ধ]

ধ—১। ঊনবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান দন্ত। ইহা ত-বর্গের চতুর্থ, মহাপ্রাণ ও ঘোষবান্ বর্ণ। অকঠিন, স্থূল ও গুরুভার বস্তুর প্রকাশক]। ২। ধন। ধা+ক কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৩। ব্রহ্মা; কুবের; ধর্ম্ম। ধা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

ধক—আগুন জ্বলিবার অব্যক্ত শব্দ; পেট খালি থাকার ভাব। 'দহ্'-ধাতুজ। অব্য।

ধকধক—আগুন জ্বলিবার অব্যক্ত শব্দ; হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন; শোকদুঃখানুভব হওয়া; ক্ষতাদির মধ্যে ব্যথাদায়ক কম্পন। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ধকধকি, ধকধকানি—আগুন জ্বালার শব্দ; শোকদুঃখানুভব; ক্ষতাদির ব্যথাদায়ক স্পন্দন; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। ধকধক্+ই, আনি ভাবে। বি। বিণ—ধকধকে। ক্রি—ধকধকান।

ধকধ্বক—আগুন জ্বলার শব্দ, অগ্নিশিখার

ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ার শব্দ ("ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে"—ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

ধকল—উপদ্রব; ধাক্কা, অতি ব্যবহার; বলপূর্ব্বক অধিকার। বাং প্র। বি।

ধট—তুলাদণ্ড, নিক্তি; তুলারাশি। ধন্+ঘ করণবা বা অধিবা (ন-স্থানে ট)। বি; পুং।

ধটক—৪২ রতি পরিমাণ, ধাড়া। ধট+কন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ধটপরীক্ষা—সাধু অসাধু নিরূপণার্থ পরীক্ষাবিশেষ [পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে দোষী নির্দ্দোষ পরীক্ষার জন্য নয়প্রকার দিব্যপ্রণালী প্রচলিত ছিল। ঐ সমস্ত দিব্য সাধারণতঃ পরীক্ষা শব্দে বুঝায়। ধটপরীক্ষার প্রণালী—তুলাদণ্ডকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে স্থাপিত এবং মন্ত্রশুদ্ধ করিয়া তাহার এক পার্শ্বে একখণ্ড শিলা স্থাপনপূর্ব্বক অন্য পার্শ্বে পরীক্ষণীয় ব্যক্তিকে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্থাপন করা হইত। যদি সে উর্দ্ধে উঠিত তবে নির্দ্দোষ, যদি নিম্নগামী হইত তবে দোষী এবং যদি সমানভাবে থাকিত, তবে স্বল্প দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। তৌলদণ্ড দৃষ্ট কারণ ব্যতীত ভগ্ন হইলেও তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইত]। ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

ধটি—কৌপীন, কটিবসন। কবিপ্র। বি।

ধটিকা, ধটী—পাঁচসের পরিমাণ, ধাড়া; কৌপীন, চিরবস্ত্র, ধড়া। ধট্+অচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্; ১ম পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধটী (ধটিন্)—১। যে পাল্লা বা নিক্তি ধরিয়া ওজন করে এমন, তুলাদণ্ডধারী, ব্যবসায়ী। বিণ। স্ত্রী—ধটিনী। ২। তুলারাশি; শিব। ধট+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ধড়—স্কন্ধ হইতে কোমর বা পা পর্য্যন্ত শরীর; মুণ্ডহীন দেহ; শরীর। বাং প্র। বি।

ধড়ধড়—বুকের কম্পন-শব্দ, হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ধড়ধড়ানি—বুকের কাঁপুনি, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। ধড়ধড়+আনি ভাবে। বি। বিণ—ধড়ধড়ে।

ধড়ফড়—আকুলতা বা অস্থিরতা প্রকাশ, ছট্‌ফট্; হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন। বাং প্র। অব্য।

ধড়ফড়ানি—ছট্‌ফটে ভাব; অস্থিরতা প্রকাশ। ধড়ফড়+আনি ভাবে। বি। বিণ—ধড়ফড়ে। ক্রি—ধড়ফড়ান।

ধড়ফড়িয়া, ধড়ফড়ে—অস্থির, চঞ্চল; ক্ষিপ্রকারী। ধড়ফড়+ইয়া, এ করে অর্থে। বিণ।

ধড়মড়—সহসা কিছু ঘটাতে ব্যস্ততা ও ত্রস্ততার ভাব। বাং প্র। অব্য।

ধড়া—১। কৌপীন, কটিবসন। 'ধটী'-শব্দজ। বি। ২। (সঙ্গীত) খোলবাজনার অষ্টমাত্রিক তালবিশেষ। বাং প্র। বি।

ধড়া-চূড়া—শ্রীকৃষ্ণের কটিবস্ত্র এবং মস্তকের চূড়া; (ব্যঙ্গার্থে) সাজপোষাক। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

[ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ধড়াস্—কোন ভারী জিনিস পড়ার শব্দ।

ধড়াস্-ধড়াস্—তাড়াতাড়ি বুক-কাঁপার শব্দ; দ্রুতবেগে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [কবিপ্র। বি।

ধড়ি, ধড়ী—ধুতি, বসন। 'ধটী'-শব্দজ। প্রাঃ

ধড়ি(ড়ী)বাজ—চতুর, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, যে অত্যধিক চতুরতা দ্বারা আপন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে এরূপ। ধড়ি, ধড়ী+বাজ নিপুণার্থে। বিণ। বি,—বাজি, —বাজী।

ধড়ি(ড়ী)বাজি(জী)—ধূর্ত্ততা, চালাকি। ধড়িবাজ, ধড়ীবাজ+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

ধন—টাকাকড়ি, অর্থ, বিত্ত, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি; স্বর্ণ প্রভৃতি; গো ধান্যাদি; প্রিয়বস্তু; স্নেহসূচক শব্দ; মূলধন; জিতবস্তু; যোগচিহ্ন (plus sign), "+" এইপ্রকার চিহ্ন। ধন্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ধনকষ্ট—টাকা পয়সার অভাব। ধনবিষয়ক কষ্ট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধনকাম, -গৃধ্র—অর্থলোভী, টাকা পয়সা যে অত্যন্ত ভালবাসে এমন। ধন কাম (কামনা) যাহার, বহুব্রী; ধনে গৃধ্র, ৭মীতৎ। বিণ।

ধনকুবের—যাহার অনেক টাকাকড়ি আছে এরূপ, ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় ধনী। ধনে (ধনবিষয়ে) কুবের (কুবেরসদৃশ), ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

ধনক্ষয়—টাকাকড়ি নষ্ট হওয়া, বিত্তনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধনগর্ব্ব(র্ব)—টাকার দেমাক, প্রভূত অর্থ আছে বলিয়া গর্ব্ব। ধনজনিত গর্ব্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি: পুং। বিণ,—গর্ব্বিত।

ধনগর্ব্বি(র্বি)ত, -গর্ব্বী, -গর্বী—অধিক অর্থ আছে বলিয়া দর্পিত। ধনগর্ব্ব+ইতচ্, ইন্ জাতার্থে। বিণ। [পুং।

ধনজন—অর্থবল ও লোকবল। দ্বন্দ্ব। বি;

ধনজাত—১। ধনসমূহ, অর্থবিত্তাদি। ধনের জাত (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। ধনোদ্ভব, অর্থ হইতে উৎপন্ন। ধন হইতে জাত, ৫মীতৎ। বিণ।

ধনঞ্জয়—(মহাভারত) অর্জ্জুন (সমস্ত জনপদ জয় করিয়া ধন আনয়ন করিতেন বলিয়া); অগ্নি; কদ্রুপুত্র সর্পবিশেষ; শরীরস্থ বায়ুবিশেষ; ককুভ বৃক্ষ; জলাশয়াধিপতি। উপতৎ; ধন—জি+খচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ধনতৃষা, -তৃষ্ণা—অর্থলাভ করিবার বলবতী আকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধনদ—১। কুবের। ধন—দে+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। ধনদাতা। উপতৎ; ধন—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধনদা—১। অর্থদায়িনী। বিণ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী। ধন—দা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধনদায়ী (-দায়িন্)—যে অর্থ দান করে এরূপ, ধনদাতা। উপতৎ; ধন—দা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। স্ত্রী,—য়িনী।

ধনদাস—১। অর্থলোভের একান্ত বশীভূত, অর্থের দাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—দাসী। ২। অর্থের জন্য যে পরের নিকট অধীনতা বা হীনতা স্বীকার করে। ধনের দাস, ৬ষ্ঠীতৎ (নিমিত্তার্থে বাংলামতে ৪র্থীতৎ)। বি; পুং। স্ত্রী,—দাসী।

ধনদেব, -দেবতা—কুবের। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী। [প্র। বি।

ধনদৌলত—অর্থসম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য। দ্বন্দ্ব। বাং

ধনধান্য—টাকাপয়সা ও ধান; জীবনধারণ ও সুখভোগের বস্তু ("ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"—দ্বিজেন্দ্রলাল)। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

ধনধ্রুব—বৈদ্যুতিক প্রবাহের ধনাত্মক অর্থাৎ যোগমূলক (positive) দণ্ড। ধনাত্মক (positive) ধ্রুব (pole), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধননিয়োগ—টাকা খাটান, লাভের জন্য কোন কাজে টাকা দেওয়া। ধনের নিয়োগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধনন্দা—শক্তিবিশেষ, যে শক্তির উপাসনা করিলে অর্থলাভ করা যায়। ধন—দা+খচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধনপতি, -স্বামী (-মিন্)—কুবের; ধনী। ধনের পতি, স্বামী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধনপত্র—১। টাকাকড়ি ও বিষয়সম্পত্তি; ধনাদি। বাং প্র। ২। ধনসম্পত্তির তালিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধনপিপাসা—অত্যধিক অর্থলালসা। ধনের পিপাসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধনপিশাচ—অত্যধিক কৃপণ; অত্যধিক অর্থলোভী। ধনে (অর্থবিষয়ে) পিশাচ (পিশাচতুল্য), ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—চী।

ধনপিশাচিকা, -পিশাচী—প্রবল ধনতৃষ্ণা, অত্যধিক ধনলোভ। ধনে (অর্থবিষয়ে) পিশাচিকা, পিশাচী (সদৃশ), ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধনপ্রয়োগ—টাকা খাটান, টাকা ধার দিয়া তাহার সুদ লওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধনপ্রাণ—সর্ব্বস্ব ('—হরণ')। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ধনবতী—অর্থশালিনী। ধনবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং,—বান্। [ভাবে। বি; স্ত্রী।

ধনবত্তা—ধনবানের অবস্থা। ধনবৎ+তা

ধনবান্ (-বৎ)—১। ঐশ্বর্য্যশালী, যাহার প্রচুর অর্থ আছে এরূপ। বিণ। স্ত্রী,—বতী। বি,—বত্তা। ২। কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি

বিষয়ে যে ধন প্রয়োগ করে, মহাজন। ধন+মতুপ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ধনবিজ্ঞান, -বিদ্যা—অর্থবিষয়ক শাস্ত্র, যে বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করিলে অর্থোপার্জ্জনের অর্থসংরক্ষণের এবং অর্থব্যয়ের প্রকৃত রীতিনীতি জানা যায় (Economics). ধন-বিষয়ক বিজ্ঞান, বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

ধনভাগ্য—টাকাপয়সা পাওয়ার কপাল, অর্থপ্রাপ্তির অদৃষ্ট। ধনবিষয়ক ভাগ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ধনভাণ্ডার—যে স্থানে টাকাকড়ি রাখা হয় তাহা, কোষাগার, ধন রাখিবার স্থান, তহবিল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধনমদ—টাকার দেমাক, অর্থের গর্ব্ব। ধন-জনিত মদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [পুং।

ধনমান—টাকাপয়সা ও সম্মান। দ্বন্দ্ব। বি ;

ধনরাশি—১। প্রচুর টাকা পয়সা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। (গণিত) যে রাশির পূর্ব্বে '+' চিহ্ন প্রকাশ্য বা উহ্য থাকে তাহা (positive quantity). ধনযুক্ত রাশি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি। [লক্ষ্মী, দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

ধনলক্ষ্মী—অর্থসম্পত্তি, ধনৈশ্বর্য্য। ধন ও

ধনলালসা, -লিপ্সা, -লোভ—অর্থ-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ধনে লালসা, লিপ্সা, লোভ, ৭মীতৎ ; অথবা, ধনের লালসা, লিপ্সা, লোভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, পুং।

ধনশালী (-শালিন্)—ধনী, যাহার প্রভূত অর্থ আছে এরূপ। উপতৎ ; ধন—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী।

ধনসম্পদ্, -সম্পত্তি—টাকাকড়ি এবং অন্যান্য বিষয়বৈভব। ধন ও সম্পদ্, সম্পত্তি, দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

ধনস্থান—(জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান (ইহা দ্বারা ধনলাভ সম্বন্ধে বিচার করা হয়)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধনহর—চোর ; উত্তরাধিকারী। উপতৎ ; ধন—হৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ধনহারি—যে টাকাকড়ি হারাইয়াছে। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

ধনহীন—যাহার টাকাকড়ি নাই এরূপ, নির্ধন, দরিদ্র। ৩য়াতৎ। বিণ।

ধনাগম—অর্থাগম, আয়, লাভ, অর্থপ্রাপ্তি। ধনের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধনাগার—অর্থভাণ্ডার, যে গৃহে টাকাকড়ি রাখা হয় তাহা, কোষাগার। ধনের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধনাঢ্য—ধনবান্, প্রভূত অর্থশালী। ধনদ্বারা আঢ্য (সম্পন্ন), ৩য়াতৎ। বিণ।

ধনাত্মক—(গণিত বা পদার্থবিজ্ঞান) যোগ-মূলক, যোগাত্মক (positive). ধন (যোগ, +) আত্মন্ (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী+ক সমা-সান্ত। বিণ। স্ত্রী, —ত্মিকা। বিপরীত শব্দ —ঋণাত্মক।

ধনাধিকার—উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ লাভের অধিকার বা স্বত্ব। ধনে অধিকার, ৭মীতৎ। বি ; পুং। বিণ, —কারী (-রিন্)।

ধনাধিকারী (-কারিন্)—১। ধনপতি। ধনের অধিকারী, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। উত্তরাধি-কারী। ধনে অধিকারী, ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

ধনাধিপ, -ধিপতি, -ধ্যক্ষ—১। কুবের ; যাহার উপর ধনরক্ষার ও আয়-ব্যয়বিষয়ক তত্ত্বাবধানের ভার থাকে, খাজাঞ্চি ; কোষ-রক্ষক। বি ; পুং। ২। ধনবান্। ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ।

ধনাপহরণ, -হার—অর্থদণ্ড ; লুঠ। ধনের অপহরণ, অপহার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং।

ধনাপহারী (-হারিন্)—চোর। উপতৎ ; ধন—অপ—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —হারিণী।

ধনার্চ্চি(র্চি)ত—ধনবান্, ধনাঢ্য, অর্থশালী। ধন দ্বারা অর্চ্চিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ধনার্জ্জ(র্জ)ন—টাকা রোজগার, অর্থো-পার্জ্জন। ধনের অর্জ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধনার্থী (-র্থিন্)—যে টাকাকড়ি চায়, অর্থ-প্রার্থী ; কৃপণ। উপতৎ ; ধন—অর্থ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —র্থিনী।

ধনি, ধনী—১। ধন্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। সুন্দরী, যুবতী (সাধারণতঃ নায়িকা-প্রসঙ্গে প্রযোজ্য)। 'ধনিকা'-শব্দজ। কবিপ্র। বি ; স্ত্রী।

ধনিক—১। ধন্যা বা ধনিয়া। ধনিন্—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। ২। ধনাঢ্য ; উত্তমর্ণ, মহাজন ; সাধু, ধার্ম্মিক ; স্বামী ; মূলধন-দাতা (capitalist). ধন+ইক (ঠন্) আছে অর্থে ; অথবা, ধনিন্+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং, বা বিণ।

ধনিকতন্ত্র—বড়লোকদের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা। ধনিকদিগের তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধনিকতা—মূলধন-নিয়োগকারিত্ব ; ধনবত্তা (capitalistic view). ধনিক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ধনিকতাবাদ—ধনিকদিগের প্রাধান্য-পরিপোষক মত (capitalism). ধনিকতার বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধনিকা—সুন্দরী ; সাধ্বী স্ত্রী ; ধনিকবধূ ; যুবতী। ধনিক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধনিচা—ধঞ্চে গাছ, একপ্রকার পাটগাছ। বাং প্র। বি।

ধনিনী—ধনশালিনী। ধনিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। [শব্দজ। বি।

ধনিয়া—ধনে, মসলাবিশেষ। 'ধন্যাক'-

ধনিষ্ঠ—অতিশয় ধনবান্। ধনিন্ অথবা ধনবৎ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

ধনিষ্ঠা—১। (জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র। ধনবতী+ইষ্ঠন্+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। প্রভূতধনশালিনী। ধনবৎ অথবা ধনিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ধনী (ধনিন্)—১। ধনবান্, অর্থশালী। ধন+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ধনিনী। ২। মহাজন, বণিক্। বি ; পুং।

ধনী—'ধনি' দ্রঃ।

ধনুঃ (ধনুস্), **ধনু, ধনূ**—১। যে যন্ত্র দ্বারা বাণক্ষেপণ করা হয়, ধনুক। ধন্+উস্, উ, ঊ কর্ত্তৃবা। ২। চারিহস্ত পরিমাণ ; এককাঠা বৃত্তাংশ (arc of a circle) ; মরুভূমি ; (জ্যোতিষ) মেষাদি দ্বাদশরাশির নবমটি। বি ; পুং বা ক্লীব, স্ত্রী।

ধনুঃশিরা—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) পাতার জাল-শিরার অন্তর্গত বক্র শিরাবিশেষ (curved venation). ধনুরাকৃতি শিরা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধনুক—ধনু। 'ধনু'-শব্দজ। বি। **ধনুক-ভাঙ্গা পণ**—দৃঢ় পণ, যে প্রতিজ্ঞা বা জেদ হইতে একজনকে সহজে বিচলিত করা যায় না [রাজর্ষি জনক এইরূপ পণ করিলেন যে মহাদেবপ্রদত্ত ধনুক যে ভঙ্গ করিতে পারিবে, তাহার হস্তেই স্বীয় দুহিতা সীতাকে প্রদান করিবেন। এই ধনুক ভঙ্গ করিতে বহু রাজা এবং রাজপুত্র অকৃতকার্য্য হইলেন। সর্ব্বশেষে রামচন্দ্র সেই ধনুক ভঙ্গ করিলেন। সেই ঘটনা হইতে 'ধনুকভাঙ্গা পণ' বলিতে দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞাকে বুঝায়]।

ধনুখা, ধনুখারা—তুলা ধুনিয়া পরিষ্কার করিবার ধনুকাকৃতি যন্ত্র। বাং প্র। বি।

ধনুর্গুণ—১। ধনুকের ছিলা, জ্যা। ধনুর ('ধনুস্'-শব্দ) গুণ (জ্যা), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ধনুক এবং তাহার জ্যা (ছিলা)। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ধনুর্গ্রহ, -গ্রাহ—তীরন্দাজ, ধনুকধারী। ধনুস্—গ্রহ্+অচ্, অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ধনুর্দ্রুম—বাঁশ, বংশ। ধনুঃপ্রদায়ক দ্রুম (বৃক্ষ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ধনুর্দ্ধ(র্ধ)র—যে ধনুঃ ও বাণ লইয়া যুদ্ধ করে ; তীরন্দাজ ; কোন বিষয়ে যাহার অসাধারণ ক্ষমতা ও নৈপুণ্য হইয়াছে (ব্যঙ্গে তাহার ঠিক বিপরীত)। ধনুর ('ধনুস্'-শব্দ) ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

ধনুর্দ্ধা(র্ধা)রী (-রিন্)—তীরন্দাজ, ধনুর্দ্ধর। উপতৎ ; ধনুস্—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —রিণী।

ধনুর্বন্ধনী—(পাটীগণিত) দ্বিতীয় ব্র্যাকেট

{ } এই চিহ্ন (braces). ধনুরাকৃতি বন্ধনী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধনুর্ব্বা(র্বা)ণ—ধনুক এবং তীর। সমাহার দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

ধনুর্ব্বি(র্বি)দ্যা—তীর এবং অন্যান্য অস্ত্রচালনবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা। ধনুঃসম্পর্কিতা বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধনুর্ব্বে(র্বে)দ—ধনুর্ব্বিদ্যাবোধক শাস্ত্র; শস্ত্রবিদ্যা। ধনুঃসম্বন্ধীয় বেদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ধনুর্ব্বে(র্বে)দী (-দিন্)—শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তি ; মহাদেব। ধনুর্ব্বেদ+ইন্ জ্ঞাতার্থে বা আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ।

ধনুর্ভৃৎ—তীরন্দাজ, ধনুকধারী। উপতৎ ; ধনুস্—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

ধনুষ্কর—১। ধনুর্দ্ধর। ধনুঃ করে যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। যে ধনু প্রস্তুত করে এরূপ। উপতৎ ; ধনুস্—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

ধনুষ্কোটি—ধনুর অগ্রভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; [স্ত্রী।

ধনুষ্টঙ্কা(ৎকা)র—১। ধনুকের শব্দ, ধনুকের ছিলার শব্দ। ধনুর ('ধনুস্'-শব্দ) টঙ্কার, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। হস্ত-পদাদির আক্ষেপজনক রোগবিশেষ (tetanus) [এই রোগের আক্রমণে শরীর ধনুর ন্যায় বক্র হইয়া যায়]। ধনুর টঙ্কার (অর্থাৎ তৎকালীন বক্রতা) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

ধনুষ্পাণি—ধনুর্দ্ধর, যে ধনু ধারণ করে এরূপ। ধনুঃ পাণিতে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ধনুষ্মান্ (-ষ্মৎ)—ধনুর্দ্ধর। ধনুস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষ্মতী।

ধনে—ধনিয়া, একপ্রকার মশলা। 'ধন্যাক'-শব্দজ। বি। **ধনের চাল**—খোসা ছাড়ান ভাঙ্গা ধনে [ধনে ভাঙ্গিলে দুই খণ্ড হইয়া যায়। সেই ধনের উপরের খোসা ছাড়াইলে ভিতরে যে শস্য বাহির হয় তাহাকে ধনের চাল বলে]।

ধনেশ, -শ্বর—১। কুবের। বি ; পুং। ২। ধনস্বামী। ধনের ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ধন্দ—১। বিস্ময়কর ব্যাপার। বি। ২। হতভম্ব ; বিস্মিত। কবিপ্র। বিণ। ৩। সাংসারিক ভাবনাচিন্তা ; সংশয় ; ধোঁকা ; ধাঁধা ; প্রমাদ। 'দ্বন্দ্ব'-শব্দজ। বি।

ধন্দা—১। ধাঁধা, সংশয়। প্রাঃ কবিপ্র। ২। প্রয়োজন, সন্ধান। হিন্দী। বি।

ধন্ধ—ধাঁধা লাগা, দৃষ্টিভ্রম জন্মান ; ভ্রম ; সংশয়। 'দ্বন্দ্ব'-শব্দজ। বি।

ধন্না—কাহারও অনুগ্রহলাভের জন্য তাহার দ্বারে অনাহারে পড়িয়া থাকা ; পিকেটিং ; ঘরের থামের উপর প্রস্থ দিকে চালের অবলম্বনরূপে যে কাঠ বা বাঁশ স্থাপন করা হয় তাহা (প্রাদে)। বাং প্র। বি। **ধন্না দেওয়া, ধন্না পাতা**—প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কাহারও বাটীর দ্বারে বা মন্দির-দুয়ারে অনাহারে পড়িয়া থাকা ; অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া বার বার প্রার্থনা করা ; পিকেটিং করা।

ধন্নী—ধাই, প্রসবকালে যে স্ত্রীলোক প্রসূতির সাহায্য এবং শুশ্রূষাদি করে। প্রাদে। বি ; স্ত্রী।

ধন্ব (ধন্বন্)—১। ধনুক ; স্থল। বি ; ক্লীব। ২। মরুভূমি। ধন্ব+কনিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ধন্বন্তরি—১। দেববৈদ্য ; উত্তম চিকিৎসক বা ঔষধ। ধন্বন্ (শিল্পশাস্ত্র)—অন্ত—ঋ+ইন্ কর্তৃবা। ২। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন। বি ; পুং।

ধন্বা (ধন্বন্)—মরুভূমি ; আকাশ ; সমুদ্র-সৈকত। ধন্+কনিপ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ধন্বী (ধন্বিন্)—১। ধনুষ্মান্, ধনুর্দ্ধারী ; বিদগ্ধ। বিণ। স্ত্রী—ধন্বিনী। ২। অর্জ্জুনবৃক্ষ ; দুরালভা ; বকুল ; শিব ; বিষ্ণু ; ধনু রাশি। ধন্ব+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ধন্য—১। প্রশংসনীয়, শ্লাঘ্য ; ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী ; কৃতার্থ ; সাধু ; ধার্ম্মিক। বিণ। ২। ধন ; ধনিয়া, মশলাবিশেষ। ধন+যৎ প্রয়োজনাদ্যর্থে। বি ; ক্লীব।

ধন্যবাদ—"তুমি ধন্য"—এই বলিয়া প্রশংসা করা, প্রশংসাবাদ ; কৃতজ্ঞতাসূচক উক্তি (thanks). ধন্য এই বাদ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ধন্যা—১। প্রশংসনীয়া। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধনিয়া, মশলাবিশেষ ; ধাত্রী, ধাই। ধন্য+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধন্যাক—ধনিয়া। ধন্য+আকন্ হিতার্থে। [বি ; ক্লীব।

ধপ্—হঠাৎ ভারী বস্তু পতনের বা অগ্নি জ্বলনের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ধপাৎ, ধপাস্, ধবাস্—ভারী বস্তু পতনের শব্দ ; হঠাৎ পতনের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ধপ্ ধপ্, ধব্ ধব্—১। শুভ্রতা প্রকাশ। অব্য। ২। অতি শুভ্র। বাং প্র। বিণ।

ধপ্ ধপে, ধব্ ধবে—অতি শুভ্র। ধপ্ ধপ্, ধব্ ধব্+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

ধব—১। স্বামী, পতি ; ধূর্ত্ত ব্যক্তি ; মনুষ্য ; বৃক্ষবিশেষ। ধু বা ধূ+অচ্ কর্তৃবা। ২। কম্প। ধু বা ধূ+অপ্ ভাববা। বি ; পুং।

ধবল—১। শুক্লবর্ণ ; কর্পূরবিশেষ ; শ্বেতকুষ্ঠ ; শ্বেতমরিচ। ধাব্+কলচ্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (আ-স্থানে অ)। বি ; পুং। ২। রোগবিশেষ, শ্বেতী। বি ; ক্লীব। ৩। শুক্লবর্ণযুক্ত ; সুন্দর। ধবল (১)+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ধবলগিরি—হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গবিশেষ ; শ্বেতপর্ব্বত। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ধবলগৃহ—চূণকাম-করা বাড়ী। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ধবলপক্ষ—১। হংস। ধবল পক্ষ যাহার, বহুব্রী। ২। শুক্লপক্ষ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ধবলমৃত্তিকা—খড়িমাটি। ধবলা মৃত্তিকা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধবলা, ধবলী—১। শুক্লবর্ণা। বিণ ; স্ত্রী। ২। শুক্লবর্ণা ধেনু ; বৃন্দাবনস্থ পর্ব্বতবিশেষ। ধবল+আপ্, ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধবলাকার—শুভ্র, শ্বেতবর্ণ। ধবল (শ্বেত) আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ধবলিত—যাহা শ্বেতবর্ণ করা হইয়াছে এরূপ ; শুক্লীকৃত। ধবল+ণিচ্ (=ধবলি নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ধবলিমা (-মন্)—শুভ্রতা। ধবল+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

ধবলী—'ধবলা' দ্রঃ।

ধবলীকৃত—যাহাকে শাদা করা হইয়াছে এরূপ, ধবলিত। ধবল+অভূততদ্ভাবার্থে চি্ (=ধবলী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

ধবলীভূত—যাহা শাদা হইয়াছে এরূপ, শুক্লীভূত। ধবল+অভূততদ্ভাবার্থে চি্ (=ধবলী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—ভবন, —ভাব।

ধবলোৎপল—শ্বেতপদ্ম, কুমুদ, সুঁদি। ধবল [উৎপল, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ধম—ধমনকারী (অর্থাৎ কর্ম্মকারের) ভস্ত্রাচালক ; অগ্নিসংযোগকর্তা ; শব্দকারক। ধ্মা+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ধমক—১। দাবড়ি, তাড়া, হঠাৎ উচ্চারিত উচ্চ বা কঠোর তিরস্কার ; ভয়প্রদর্শন ; ভর্ৎসনা ; বল ; ধাক্কা ; প্রভাব। বাং প্র। বি। **ধমক দেওয়া**—তিরস্কারপূর্ব্বক সাবধান করা। **ধমক খাওয়া**—তাড়া খাওয়া, তিরস্কৃত হওয়া। ২। কর্ম্মকার। ধ্মা+ণক কর্তৃবা। বিণ ; পুং।

ধমকান—ধমক দেওয়া, তিরস্কার করা। [বাং ক্রি।

ধমকানি—ধমক, তিরস্কার, ভয়প্রদর্শন। ধমকা+নি ভাববা। বি।

ধমন—১। নল, চোঙ্গা ; নলখাগড়াবিশেষ। ধম্+অনট্ করণবা। বি ; পুং। ২। যে কর্ম্মকারের ভস্ত্রা চালন করে ; ক্রুর। ধম্+অন কর্তৃবা। বিণ।

ধমনি, -নী—নাড়ী, শিরা ; গলা ; হরিদ্রা ; হট্টবিলাসিনী। ধম্+অনি করণবা, কর্তৃবা, পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধমনীঘাত—(শারীরবিদ্যা) নাড়ীর গতি (pulse beat). ধমনীর ঘাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধমনীজালিকা—(শারীরবিদ্যা) জালের ন্যায় বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরাসমূহ (capillaries). ধমনীর জালিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধমাধম—বারবার আঘাতের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ধম্মিল—চুল, কেশ, খোঁপা। 'ধম্মিল্ল'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ধম্বল—সঙ্গীত আরম্ভের পূর্ব্বে যে বাদ্য হইয়া থাকে তাহা; আখড়াই। বাং প্র। বি।

ধম্ম—ধর্ম্ম। প্রাকৃত। বি।

ধম্মিল্ল—চুলের খোঁপা। ধম্—মিল্+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

ধর—১। পর্ব্বত; কার্পাস তুলা; কূর্ম্মরাজ; বসুবিশেষ; অষ্ট বসুর অন্যতম। বি; পুং। ২। ধারণকর্ত্তা (সাধারণতঃ অন্য শব্দের পর—যেমন, জলধর, দণ্ডধর)। ধৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। কায়স্থের উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

ধরণ—১। ধারণ। ধৃ+অনট্ ভাববা। ২। পদ্ধতি, প্রণালী; রকম; পরিমাণবিশেষ। ধৃ+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ৩। হিমালয় পর্ব্বত; ভুবন, লোক; সূর্য্য; স্তন; ধান্য; সেতু। ধৃ+অন কর্ত্তৃবা। ৪। (সঙ্গীত) আট বা ষোল মাত্রার তালবিশেষ। বি; পুং।

ধরণ-ধারণ—রীতি-নীতি, চালচলন, চলাফেরার প্রকার। বাং প্র। বি।

ধরণি, -ণী—পৃথিবী; পিতৃগণের কন্যা, মেরুর পত্নী; ঘরের চালের অবলম্বন বংশ বা কাষ্ঠদণ্ড; শিরা। ধৃ+অনি কর্ত্তৃবা, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধরণি(ণী)তল—পৃথিবীর উপরিভাগ; পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধরণি(ণী)ধর—(গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া) কৃষ্ণ, বিষ্ণু; শিব; ভূধর, পর্ব্বত; মহাবরাহ; কূর্ম্মরাজ; বাসুকি নাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধরণী—'ধরণি' দ্রঃ।

ধরণীপতি, ধরাপতি—পৃথিবীর অধীশ্বর, রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধরণীয়ে—পৃথিবীতে ("অলখে ধরণীয়ে বিহরত মানবু"—শ্যামদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি; পুং।

ধরণীশ্বর—শিব; রাজা; বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ।

ধরণীসুত—(পুরাণমতে) মঙ্গল; নরকাসুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

ধরণীসুতা—(রামায়ণ) সীতা। ৬ষ্ঠীতৎ।

ধরত—ধরিতেছে, ধরে; বাজাইতে লাগিল ("কোই ধরত তাল"—জ্ঞানদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ধরতি—১। যাহা আন্দাজে ধরিয়া দেওয়া হয়; যাহা আনুমানিক হিসাবের পরে বা পূর্ব্বে ধরিয়া লওয়া হয়। ধর্+অতি কর্ম্মবা। ২। পৃথিবী। 'ধরিত্রী'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ধরন—'ধরণ' (২) স্থানে অশুদ্ধ প্রচলন।

ধরনা—ধন্না (তাহা দ্রঃ)।

ধরপাকড়—ব্যাপকভাবে গ্রেফ্তার; বহুলোককে ধরা এবং বন্দী করা; কোন কার্য্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে লোককে ধরাধরি করা। দ্বন্দ্ব। বি।

ধরবি—ধারণ করিবে; মানিয়া চলিবে ("সুন্দরী ধরবি বচন হামার"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ধরম—ধর্ম্ম ("ধরম ব'লে যা মরম জেনেছে সেই সে করম করিতে দাও"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। 'ধর্ম্ম'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

ধরমগণ্ডা—ন্যায়তঃ প্রাপ্য মূল্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ধরমশালা—ধর্ম্মশালা (তাহা দ্রঃ)।

ধরা—১। পৃথিবী; গর্ভাশয়; মেঘ; নাড়ী। ধৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। গণনা; দখল; স্পর্শ, সম্পর্ক; আত্মসমর্পণ; কর্ত্তৃত্ব; কীর্ত্তনগানের তালবিশেষ। বাং প্র। বি। ৩। হস্তদ্বারা ধারণ করা; পরিধান করা ('বেশ—'); গ্রহণ করা; বন্দী করা, আটকান; আক্রমণ করা; সময় মত পাওয়া ('গাড়ী—'); নাছোড়বান্দা হইয়া অনুরোধ করা; আশ্রয় করা; আরম্ভ করা; কোন কিছু হইতে নিরস্ত না হওয়া ('জেদ—,' 'আবদার—'); নির্দ্ধারণ করা; বুঝিতে পারা; প্রদর্শন করা ('দোষ—'); গণনা করা; গণ্য করা; কল্পনা করা; অতিরিক্ত গণনা করা; কাহারও উপর কার্য্যকর হওয়া বা ফল প্রকাশ করা ('ঔষধ—'); যন্ত্রণা বা বেদনাযুক্ত হওয়া; স্থান পাওয়া; উৎপন্ন হওয়া; প্রকাশ হওয়া; থামা ('বৃষ্টি—'); জ্বলা; সংযুক্ত হওয়া; সামান্য পুড়িয়া যাওয়া ('ভাত—'); হওয়া; সাজ করা; উচ্চারণ করা; উল্লেখ করা; বজায় রাখা; বদ্ধ হওয়া; বসিয়া যাওয়া ('গলা—'); মনে রাখা; স্পর্শ করা; প্রজ্বলিত হওয়া; মিলিত হওয়া; অভ্যাসের বশবর্ত্তী হওয়া; হাজিয়া যাওয়া; আটকাইয়া যাওয়া; অভ্যাস করা; আক্রান্ত হওয়া। বাং ক্রি। [প্রাচীন কবিতায় ধরা ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ:—**ধরই, ধরইতে**—ধরিতে। **ধরব**—ধরিবে; ধরিব। **ধরবে**—ধরিবে। **ধরল**—ধরিল। **ধরসি**—ধরিতেছ। **ধরু**—ধরে]। **কান ধরা**—অনুতাপ করিয়া পুনরায় অপরাধ না করিবার জন্য কর্ণস্পর্শ করা; অপরাধের জন্য দায়ী করা। **খোতো ধরা**—ছাতা পড়া; জীর্ণ হওয়া। **ছাতা ধরা**—সাহায্য করা। **দুয়ার, দোর ধরা**—ধন্না দেওয়া। **ধরা ছোঁওয়া না দেওয়া**—কোন ব্যাপারে জড়িত থাকিয়াও জড়িত নয় বলিয়া লোকের নিকট মনে হওয়া; আয়ত্তের বাহিরে থাকা। **থামা ধরা**—খোসামোদ করা। **হ্যাপা ধরা**—ঝঞ্চাট পোহান; দায়িত্ব লওয়া। ৪। ধৃত; নির্দ্ধারিত; বসা ('—গলা'); (কর্ম্মবাচক শব্দের পরে) যে ধরে বা যাহাদ্বারা ধরা যায়। ধর্+আ কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ। ৫। শান্ত রাখা, অধৈর্য্য হইতে না দেওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ধরাকাট—বাঁধাবাঁধি; কঠিন নিয়ম। বাং প্র। বি।

ধরাট, -টি—বাঁধাবাঁধি নিয়ম; নৌকার একপ্রকার মঞ্চ; বাটা বা ছাড়, দস্তুরি, যাহা বাদ দেওয়া হয় বা ধরিয়া দেওয়া হয়; ঋণের সুদ বৃদ্ধির হারবিশেষ। বাং প্র। বি।

ধরাতল—পৃথিবীর উপরিভাগ, ভূতল; পাতাল। ধরার তল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধরাধর—অনন্ত; বিষ্ণু; পর্ব্বত; কূর্ম্মরাজ; মহাবরাহ। ধরার ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধরাধরি—অনেকে মিলিয়া ধরা; অনুগ্রহলাভের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। বাং প্র। বি।

ধরাধাম (-ধামন্)—পৃথিবী। ধরারূপ ধাম (গৃহ), রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ধরান, -নো—ধৃত করান; অভ্যাস করান; জ্বালান; সংযুক্ত করা। বাং ক্রি।

ধরাপতি—'ধরণীপতি' দ্রঃ।

ধরাপৃষ্ঠ—পৃথিবীর উপরিভাগ, ভূতল। ধরার পৃষ্ঠ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধরাবাঁধা—নির্দ্দিষ্ট। আগে ধরা পরে বাঁধা, কর্ম্মধা ('সুপ্তোত্থিত'বৎ)। বিণ।

ধরামর—ব্রাহ্মণ। ধরায় অমর (দেবতা), ৭মীতৎ। বি; পুং।

ধরাশয্যা—যে অনাবৃত ভূমির উপর শয়ন করা হইয়াছে তাহা, ভূমিশয্যা। রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ধরাশায়ী (-শায়িন্)—যে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এরূপ, ভূলুণ্ঠিত; পরাজিত; মৃত। উপতৎ; ধরা—শী+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শায়িনী।

ধরি—অবধি, হইতে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

ধরিত্রী—পৃথিবী, ধরণী। ধৃ (ধরা)+ইত্র কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধর্ত্ত(র্ত)ব্য—ধরিবার মত, ধারণযোগ্য; বিবেচনার যোগ্য, বিবেচ্য; গ্রাহ্য। ধৃ+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

ধর্ত্তা (ধর্তৃ), **ধর্তা**—ধারণকর্ত্তা; বহনকর্ত্তা। ধৃ+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ধর্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)—১। সৎকর্ম্ম-অনুষ্ঠানজন্য গুণবিশেষ; সুকৃত, শুভাদৃষ্ট, পুণ্য; শাস্ত্রানুযায়ী আচার-ব্যবহার; বেদবিহিত অনুষ্ঠান; রীতি, আচার; কর্ত্তব্য; ভাব; স্বাভাবিক অবস্থা; গুণ, শক্তি (property, attribute); স্বভাব; সাদৃশ্য; লগ্নের নবম স্থান;

দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের ঈশ্বর পরকাল প্রভৃতি অলৌকিক পদার্থবিষয়ক বিশ্বাস ও উপাসনাপ্রণালী ; উচিত কর্ম্ম ; অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম ; ষড়্‌বিধ পুণ্যকর কার্য্য [যথা—যোগ্যপাত্রে দান, কৃষ্ণে মতি, মাতাপিতার সেবা, শ্রদ্ধা, বলি, গরুকে আহার্য্য দান। ধর্ম্মের অঙ্গ দশটী ; যথা—ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, তপঃ, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শুচিতা, অহিংসা, শান্তি, অস্তেয় (চুরি না করা)। ধর্ম্মের মূল এইগুলি ঃ—অদ্রোহ, অলোভ, দম, জীবে দয়া, তপঃ, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি] ; (অভিধানমতে) সৎসঙ্গ ; (দীপিকামতে) পুরুষের বিহিত ক্রিয়া-সাধ্য গুণ ; (মহাভারতমতে) অহিংসা ; (পুরাণ-মতে) যাহা দ্বারা লোকস্থিতি বিহিত হয় ; (যুক্তিবাদিমতে) মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহার সম্পাদন ; (জ্ঞানবাদমতে) মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ব-বিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। যম ; আত্মা, জীব ; ন্যায় অন্যায় ও পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা ; ঈশ্বর ; দেবতাবিশেষ [বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল হইতে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন]। ধৃ + মন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)কন্যা, -মেয়ে—কন্যারূপে গৃহীতা নারী। বাং প্র। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)কর্ম্ম(র্ম) (-কর্ম্মন্)—পুণ্যজনক কার্য্য, যে কাজ করিলে পুণ্য হয়। ধর্ম্ম + (সহচর শব্দ) কর্ম্ম ; অথবা, ধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)কাম—ফল পাওয়ার আশায় যে পুণ্যকার্য্য করে এরূপ, ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী। উপতৎ ; ধর্ম্ম—কম্ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)কার্য্য(র্য)—ধর্ম্মকর্ম্ম (তাহা দ্রঃ)।

ধর্ম্ম(র্ম)কাল—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-অর্জ্জনের সময়। ধর্ম্মপ্রদায়ক কাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)কুণ্ড—কাম্যবনস্থিত কুণ্ডবিশেষ [ইহা কাম্যবনের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত]। ধর্ম্মপ্রদায়ক কুণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)কৃৎ—১। যে ধর্ম্মকর্ম্ম করে এমন। বিণ। ২। বিষ্ণু। উপতৎ ; ধর্ম্ম—কৃ + ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)কৃত্য—ধর্ম্মকার্য্য, পুণ্যকর্ম্ম। ধর্ম্মসম্মত কৃত্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)কেতু—বুদ্ধদেব ; অলর্কবংশীয় সুকেতুর পুত্র ; জনৈক ব্যাধ। ধর্ম্ম কেতু (চিহ্ন) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)ক্ষেত্র—পুণ্যধাম, ধর্ম্মস্থান ; (বিশেষ অর্থে) কুরুক্ষেত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)গ্রন্থ—পবিত্র পুস্তক, ভগবদ্বিষয়ক পুস্তক, সদাচার এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণায়ক পুস্তক, ধর্ম্মমত-প্রতিষ্ঠাপক গ্রন্থ [হিন্দুর—বেদ, মুসলমানের—কোরাণ, বৌদ্ধের—ত্রিপিটক, জৈনের—কল্পসূত্র, খ্রীষ্টানের—বাইবেল, শিখের—গ্রন্থসাহেব প্রভৃতি প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ]। ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)ঘট—১। সকলে সমবেত হইয়া কোন কার্য্য করিতে বা না করিতে প্রতিজ্ঞা করা ; অভীষ্ট আদায়ের জন্য শ্রমিকগণের একযোগে কাজ বন্ধ করা (strike). বাং প্র। বি। ২। বৈশাখ মাসে প্রত্যহ ভোজ্য-সুগন্ধজলপূর্ণ কলসদানরূপ ব্রত-বিশেষ। ধর্ম্মার্থ ঘট অর্থাৎ ঘটদান যাহাতে, বহুব্রী। ৩। ধর্ম্মরক্ষার্থ ঘট। ধর্ম্মার্থক ঘট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)ঘটকারী (-কারিন্), **ধর্ম্ম(র্ম)ঘটী** (-ঘটিন্)—যে অনেকের সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করে। উপতৎ ; ধর্ম্মঘট—কৃ + ণিন্ কর্ত্তৃবা ; ধর্ম্মঘট + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —কারিণী, —ঘটিনী।

ধর্ম্ম(র্ম)ঘটব্রত—চারিবৎসর ব্যাপিয়া করণীয় ব্রতবিশেষ। ধর্ম্মঘটসম্বন্ধীয় ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)চক্র—বুদ্ধদেবের চারিটি উপদেশ [(১) বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ, (২) সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়, (৩) বিষয়তৃষ্ণা সম্পূর্ণ দূর করাতেই দুঃখের নিবৃত্তি এবং (৪) দুঃখের নিবৃত্তির জন্য দৃষ্টি, সঙ্কল্প, বাক্য, কর্ম্মান্ত, আজীব, ব্যায়াম, স্মৃতি, সমাধি—এই অষ্টাঙ্গিক পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে অভীষ্ট ফললাভ হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)চর্চ্চা(র্চা)—ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা, শীলন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)চর্য্যা(র্যা)—ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মপালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)চারিণী—১। সহধর্ম্মিণী, পত্নী, স্ত্রী। বি ; স্ত্রী। ২। সাধ্বী, ধর্ম্মপরায়ণা। উপতৎ ; ধর্ম্ম—চর্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)চারী (-চারিন্)—যে ধর্ম্মপথে চলে এমন, ধার্ম্মিক। উপতৎ ; ধর্ম্ম—চর্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —চারিণী।

ধর্ম্ম(র্ম)চিন্তন—পুণ্যলাভ করিবার জন্য ভগবদ্বিষয়ক ভাবনা, পবিত্র বিষয়ের চিন্তা। ধর্ম্মবিষয়িকা চিন্তন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)জ—ঔরস ('—পুত্র')। উপতৎ ; ধর্ম্ম—জন্ + ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)জন্মা (-জন্মন্)—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ধর্ম্ম হইতে জন্ম যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)জায়া—ধর্ম্মপত্নী, ধর্ম্মমতে বিবাহিতা স্ত্রী। ধর্ম্ম-সম্মতা জায়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)জীবন—১। সৎভাবে বাঁচিয়া থাকা, সৎ-জীবন, পুণ্যকর্ম্মে নিয়োজিত জীবন। ধর্ম্মসম্মত জীবন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। যাজক ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মই জীবন (জীবনোপায়) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)জ্ঞ—যিনি ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব জানেন এমন ; শাস্ত্রজ্ঞ। উপতৎ ; ধর্ম্ম—জ্ঞা + ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)জ্ঞান—ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানা, ধর্ম্মবিষয়ক বোধ বা উপলব্ধি ; কর্ত্তব্যবোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)ঠাকুর—অনাদি দেব, দেব নিরঞ্জন [ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান হইলে এই ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজার প্রচলন হয়। বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে নানা নামে এই ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে। যথা—পাণ্ডুগ্রামে—বুড়া ধর্ম্ম, মেমারিতে—অচল রায়, পশ্চিমপাড়ায়—যাত্রাসিদ্ধি, জাড়াগ্রামে—কালুরায়, ঘেঁটু-গাছিতে—ধর্ম্মরাজ, জামালপুরে (নদীয়ার নিকটে)—বুড়োরাজ, বেড়ালে—ক্ষুদিরায়, বড়্‌জাগ্রামে—মোহন রায়, গুড়ুড়াগ্রামে—শীতলনারায়ণ, কলিকাতার ধর্ম্মতলায়—ধর্ম্ম-ঠাকুর ইত্যাদি]। ধর্ম্মই ঠাকুর, কর্ম্মধা। বি।

ধর্ম্মতঃ (-তস্), **ধর্ম্মত**—ধর্ম্মানুসারে, ন্যায়ানুসারে, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া। ধর্ম্ম + তস্ (৩য়া-স্থানে)। অব্য।

ধর্ম্ম(র্ম)তত্ত্ব—ধর্ম্মরহস্য, ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম। ধর্ম্মের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)তাল—মৃদঙ্গের ধামার তাল। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)ত্যাগ—নিজের ধর্ম্ম আচার প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যজাতির ধর্ম্মগ্রহণ, স্বজাতীয় ধর্ম্মের অন্যথাচরণ ; নাস্তিকতা অবলম্বন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)ত্যাগী (-গিন্)—যে স্বজাতীয় ধর্ম্ম-মত পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে এমন ; নাস্তিক। উপতৎ ; ধর্ম্ম—ত্যজ্ + ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্যাগিনী।

ধর্ম্ম(র্ম)দ্বেষী (-দ্বেষিন্)—যে ধর্ম্মকার্য্যে বাধা প্রদান করে এরূপ, যে ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এরূপ। উপতৎ ; ধর্ম্ম—দ্বিষ্ + ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দ্বেষিণী।

ধর্ম্ম(র্ম)দ্রোহী (-দ্রোহিন্)—১। যে ধর্ম্ম-কার্য্যে বাধা দেয় এমন, ধর্ম্মদ্বেষকারী। বিণ। স্ত্রী, —দ্রোহিণী। ২। রাক্ষস। উপতৎ ; ধর্ম্ম—দ্রুহ্ + ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)ধ্বজ—১। মিথিলা নগরের জনক-বংশীয় এক রাজা। বি ; পুং। ২। যে ধর্ম্মের বাহ্যিক চিহ্নসমূহ ধারণ করে এরূপ। ধর্ম্ম ধ্বজা (চিহ্ন) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। ধর্ম্মের বাহ্যচিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)ধ্বজা—১। ধর্ম্মের বাহ্যচিহ্ন। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ধর্ম্মের বাহ্যচিহ্ন-ধারিণী।

ধর্ম ধ্বজা (চিহ্ন) যাহার, বহুব্রী + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)ধ্বজী (-জিন্), **ধর্মধ্বজী**—কপট ধার্ম্মিক, বকধার্ম্মিক, সাধুবেশী ভণ্ড। ধর্ম্মধ্বজ (৩) + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -ধ্বজিনী।

ধর্ম্ম(র্ম)নন্দন—যুধিষ্ঠির। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)নাশ—ধর্ম্মের হানি, ধর্ম্মের লোপ, স্বধর্ম্মের নাশ; স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)নিষ্ঠ—ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মে যাঁহার আন্তরিক আস্থা আছে এরূপ, যিনি যথাশক্তি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এরূপ। ধর্ম্মে নিষ্ঠা যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)নিষ্ঠা—১। ধর্ম্মবিষয়ে আন্তরিক আস্থা, সাধ্যানুসারে ধর্ম্মপথে চলা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। ধর্ম্মপরায়ণা। ধর্ম্মনিষ্ঠ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)নীতি—নীতি-জ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্র দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ ও তাহার ফলাফল নির্ণয় করা যায়। ধর্ম্মবিষয়িণী নীতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)পতি—ধর্ম্মসম্মত বিধানে গৃহীত স্বামী। ধর্ম্মসম্মত পতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)পত্নী—১। সহধর্ম্মিণী, শাস্ত্রোক্ত বিধানে বিবাহিতা স্ত্রী। ধর্ম্মসম্মতা পত্নী, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। প্রথমা পত্নী, যে পত্নীর সহিত ধর্ম্মাচরণ বিধেয়। ৬ষ্ঠীতৎ (নিমিত্তার্থে)। বি; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)পথ—ন্যায়পথ, পুণ্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা জীবনযাত্রাপ্রণালী। ধর্ম্মের পন্থা (পথিন্), ৬ষ্ঠীতৎ + অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)পর—ধর্ম্মাসক্ত, ধর্ম্মনিষ্ঠ। ধর্ম্ম পর (প্রধান) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)পরায়ণ—ধার্ম্মিক, ধর্ম্মশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ। ধর্ম্ম পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, -য়ণতা।

ধর্ম্ম(র্ম)পরায়ণতা—ধার্ম্মিকত্ব, ধর্ম্মনিষ্ঠা। ধর্ম্মপরায়ণ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)পিতা (-পিতৃ)—ধর্ম্মবাপ, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যাহাকে পিতা বলা হয়। ধর্ম্ম (সাক্ষী করিয়া) গৃহীত পিতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)পিপাসু—যাহার ধর্ম্মলাভেচ্ছা অতি প্রবল এমন, ধর্ম্মলাভেচ্ছু। ধর্ম্মকে পিপাসু, ২য়াতৎ। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)পুত্র—১। যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মের পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভিক্ষাপুত্র; ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া গৃহীত পুত্র। ধর্ম্মগৃহীত পুত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির—পরম ধার্ম্মিক; (ব্যঙ্গার্থে) ধার্ম্মিকের বেশে পরম অধার্ম্মিক।

ধর্ম্ম(র্ম)পুস্তক—ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)-প্রচার—লোকসমাজে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতবাদ ঘোষণাকরণ। ধর্ম্মের প্রচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)-প্রচারক—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদ ঘোষণাকারী। ধর্ম্মের প্রচারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, -রিকা।

ধর্ম্ম(র্ম)প্রণালী—ধর্ম্মানুষ্ঠান-রীতি; কোন দেশ বা জাতির মধ্যে প্রচলিত পাপ-পুণ্যের বিশ্বাস ও উপাসনাপদ্ধতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)প্রবক্তা (-বক্তৃ)—রাজা কর্তৃক নিযুক্ত ধর্ম্মনিরূপক পুরুষ; ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা। ধর্ম্ম—প্র—বচ্ + তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)প্রবণ—ধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত। ধর্ম্মে প্রবণ, ৭মীতৎ। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)প্রবৃত্তি—ধর্ম্মবিষয়ে মতি; ভক্তি; ন্যায়পরতা দয়া পরোপকার প্রভৃতি প্রবৃত্তি। ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)প্রমাণ—১। ধর্ম্ম যাহার সাক্ষী এমন, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া কথিত বা আচরিত। ধর্ম্ম প্রমাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ধর্ম্ম অনুসারে, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া, ধর্ম্মতঃ। ধর্ম্ম প্রমাণ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে (সাধারণতঃ এ-কারান্ত)। ক্রি-বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)প্রাণ—ধার্ম্মিক। ধর্ম্মই প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)বড়াই—ধার্ম্মিক বলিয়া যে প্রচার করিয়া বেড়ায় এমন; ধর্ম্মধ্বজী। ধর্ম্মের বড়াই (বাং) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)বন্ধন—১। এক ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে পরস্পর বাধ্যবাধকতা। ধর্ম্মজনিত বন্ধন, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। ধর্ম্মভয়, ধর্ম্মের যে যে শক্তি মানুষকে পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)বন্ধু—সমধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মিত্র; ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া গৃহীত বন্ধু। ধর্ম্মসম্পর্কিত বন্ধু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)বিৎ (-বিদ্)—ধার্ম্মিক, যে ধর্ম্মশাস্ত্র জানে এরূপ। উপতৎ; ধর্ম্ম—বিদ্ (জানা) + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)বিদ্যা—দর্শন-শাস্ত্রে জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান। ধর্ম্মনিরূপিকা বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)বিপ্লব—ধর্ম্মবিষয়ক গোলযোগ; ধর্ম্মবিষয়ে ব্যাপক অনাস্থা-প্রকাশ; ধর্ম্মলোপ; ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন। ধর্ম্মের বিপ্লব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)বীর—যিনি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন; ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গকারী। ধর্ম্মে বীর, ৭মীতৎ। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)বুদ্ধি—১। ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্ম কাহাকে বলে তদ্বিষয়ক বোধ। ধর্ম্মবিষয়িণী বুদ্ধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। ধার্ম্মিক। ধর্ম্মে বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)বৃদ্ধ—শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক। ধর্ম্মে বৃদ্ধ, ৭মীতৎ। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)ব্রত—পরমধার্ম্মিক, ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত। ধর্ম্ম হইয়াছে ব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)ভগিনী—ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যাহার সহিত ভগিনী-সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়; গুরুকন্যা। ধর্ম্মসম্বন্ধিনী ভগিনী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)ভয়—ধর্ম্মের ভয়, অধর্ম্ম করিলে ধর্ম্মের নিকট দণ্ড পাইতে ও পরলোকে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয় বলিয়া বোধ ও বিশ্বাস। ধর্ম্ম হইতে ভয়, ৫মীতৎ। বি; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)ভাই—ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যাহাকে ভ্রাতৃরূপে গ্রহণ করা হয়; সহপাঠী; সমধর্ম্মাবলম্বী; এক গুরুর শিষ্য। ধর্ম্মসম্পর্কিত ভাই (< ভ্রাতৃ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)ভাগিনী—সহধর্ম্মিণী, পত্নী, স্ত্রী। ধর্ম্মভাগ + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)ভীত, -ভীরু—যাহার ধর্ম্মের ভয় আছে এরূপ, যাহার মনে সর্ব্বদা ধর্ম্মের ভয় থাকে এরূপ। ৫মীতৎ। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)ভ্রষ্ট—অধর্ম্মাচরণহেতু ধর্ম্মবিষয়ে পতিত, ধর্ম্মচ্যুত। ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট, ৫মীতৎ। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)ভ্রাতা (-ভ্রাতৃ)—ধর্ম্মভাই; সহাধ্যায়ী। ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট ভ্রাতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)মন্দির—ভজনালয়, উপাসনাগৃহ। ধর্ম্মের মন্দির, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)-মা—ধর্ম্মমাতা। 'ধর্ম্মমাতা (-তৃ)'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)-মাতা (-মাতৃ)—ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যাহাকে মা বলা হইয়াছে। ধর্ম্মনির্দ্দিষ্টা মাতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)মূলক—ধর্ম্মই যাহার হেতু এমন; ধর্ম্মোদ্দিষ্ট। ধর্ম্ম মূল যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -মূলিকা।

ধর্ম্ম(র্ম)যাজক—যিনি ধর্ম্মোপদেশ দান করেন তিনি; যিনি ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করান তিনি। ধর্ম্মের যাজক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)যুগ—ধর্ম্মপ্রধান যুগ, সত্যযুগ। ধর্ম্মপ্রধান যুগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)যুদ্ধ—১। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কৃত যুদ্ধ। ধর্ম্মসম্মত যুদ্ধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। ধর্ম্মরক্ষার জন্য কৃত যুদ্ধ; আরবীয় মুসলমানদিগের অধিকার হইতে খৃষ্টানদের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেম উদ্ধার করিবার জন্য ইউরোপের খৃষ্টান নৃপতিগণ উহাদের সহিত যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা

(Crusade). ধর্ম্মের যুদ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ (নিমিত্তার্থে)। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)রক্ষা—ধর্ম্মপালন ; সতীত্ব রক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)রাজ—যম ; যুধিষ্ঠির ; বুদ্ধ ; জিন ; ধর্ম্ম। ধর্ম্মের (বিচারের) রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ + টচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)রোধী (-ধিন্)—অন্যায়, ন্যায়বিগর্হিত, ধর্ম্মবিরুদ্ধ। উপতৎ ; ধর্ম্ম—রুধ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রোধিনী।

ধর্ম্ম(র্ম)লক্ষণ—ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় (চুরি না করা) শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধী (নির্ম্মল বুদ্ধি) বিদ্যা সত্য ও অক্রোধ—ধর্ম্মের এই দশটি চিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)শালা—তীর্থস্থানের অতিথিশালা, তীর্থস্থানে যে গৃহে যাত্রীরা বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারে ; ধর্ম্মার্থ গৃহ ; যে স্থানে ধর্ম্মার্থ অন্নাদি প্রদান করা হয় ; বিচারালয়। ধর্ম্মের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)শাসন—ধর্ম্মের অনুশাসন বা ধর্ম্মশাস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)শাস্ত্র—ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকসমূহ ; স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্ম্মসংহিতা। ধর্ম্মের শাস্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)শাস্ত্রকার—যাঁহারা মানবের কর্ত্তব্যনির্ণায়ক ধর্ম্মগ্রন্থসকল প্রণয়ন করিয়াছেন, স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা ; [ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিংশতিজন ; যথা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ এবং বশিষ্ঠ]। উপতৎ ; ধর্ম্মশাস্ত্র—কৃ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —কারী।

ধর্ম্ম(র্ম)শাস্ত্রব্যবসায়ী (-ব্যবসায়িন্)—যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং লোককে ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা প্রদানপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ করেন ; স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —য়িনী।

ধর্ম্ম(র্ম)শীল—যে ধর্ম্মপথে চলে এরূপ। ধর্ম্ম শীল (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)সংস্কার—দেশবিদেশে প্রচলিত ধর্ম্মের দোষাদির সংশোধন ও ধর্ম্মপ্রণালীর উন্নতিসাধন। ধর্ম্মের সংস্কার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)সংস্কারক—দেশপ্রচলিত ধর্ম্মের দোষসংশোধক ও উন্নতিসাধক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ধর্ম্ম(র্ম)সংস্থাপন—ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, অধর্ম্মের বিনাশপূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)সংহিতা—ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র। ধর্ম্মের সংহিতা, ৬ষ্ঠীতৎ ; বা, ধর্ম্ম-প্রযোজিকা সংহিতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)সঙ্ক(ংক)র—পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমবায়। ধর্ম্মের সঙ্কর (মিশ্রণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)সঙ্গ(ংগ)ত—যাহার অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মলঙ্ঘন করা হয় না এরূপ, ধর্ম্মদ্বারা অনুমোদিত। ধর্ম্মের সহিত সঙ্গত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)সঙ্গী(ংগী)ত—ভগবদ্বিষয়ক গান। ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)সঙ্গী(ংগী)তি—১। ধর্ম্মালোচনা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বৌদ্ধসভা। ধর্ম্মের সঙ্গীতি (আলাপ) যে স্থানে, বহুব্রী। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)সভা—ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনার জন্য সম্মেলন ; প্রচলিত বেদবিহিত ধর্ম্মের বিপরীত মতপ্রবর্ত্তক অথবা তদনুবর্ত্তী লোকদিগের দণ্ডবিধানার্থ সমাজ। ধর্ম্মরক্ষিণী বা ধর্ম্মবিষয়িণী সভা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম(র্ম)সম্মত—ধর্ম্মসঙ্গত ; যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মহানি হয় না এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ধর্ম্ম(র্ম)সাক্ষী (-ক্ষিন্)—১। যাহার কার্য্যে বা যে কার্য্যে ধর্ম্ম সাক্ষী আছেন এরূপ। ধর্ম্ম সাক্ষী যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ধর্ম্মের নামে শপথ গ্রহণ, ধর্ম্মসম্মত অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিজ্ঞা করণ। বাং প্র। বি। [পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)সুত—ধর্ম্মপুত্র, যুধিষ্ঠির। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

ধর্ম্ম(র্ম)সূত্র—ধর্ম্মনির্ণয়ার্থ জৈমিনি-প্রণীত ধর্ম্মমীমাংসারূপ গ্রন্থবিশেষ। ধর্ম্মের সূত্র যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্ম(র্ম)স্থ—বিচারক। উপতৎ ; ধর্ম্ম—স্থা + ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ধর্ম্ম(র্ম)হানি—ধর্ম্মনাশ ; অধর্ম্ম, ধর্ম্ম পালনে ত্রুটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [তৎ। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্মা(র্মা)চরণ—ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান। ৬ষ্ঠী-

ধর্ম্মা(র্মা)চার্য্য(র্য)—ধর্ম্মশিক্ষক, ধর্ম্মোপদেষ্টা, ধর্ম্মবিষয়ে যিনি উপদেশ প্রদান করেন ; ঋগ্বেদীয়দিগের তর্পণীয় পুরুষবিশেষ। ধর্ম্মশিক্ষক বা ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট আচার্য্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ধর্ম্মা(র্মা)ত্মা (-ত্মন্)—ধার্ম্মিক, ধর্ম্মশীল। ধর্ম্ম আত্মা যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

ধর্ম্মা(র্মা)ধর্ম্ম(র্ম)—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পুণ্য ও পাপ ; সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ধর্ম্মা(র্মা)ধিকরণ—১। আদালত, বিচারালয়, যে স্থলে ন্যায় ও অন্যায়ের বিচার হয়, ধর্ম্মস্থান। ধর্ম্মের অধিকরণ (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। বিচারক, জজ। বি ; পুং। ৩। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ। ধর্ম্ম—অধি —কৃ + অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধর্ম্মা(র্মা)ধিকরনিক—বিচারক। ধর্ম্মাধিকরণ + ইক অধিকারী অর্থে। বি ; পুং।

ধর্ম্মা(র্মা)ধিকরণী (-ণিন্) —বিচারক। ধর্ম্মাধিকরণ + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ধর্ম্মা(র্মা)ধিকার—ন্যায় অন্যায় বিচারের অধিকার ; বিচারপতির পদ বা কর্ম্ম। ধর্ম্মের (ন্যায়বিচারের) অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম্মা(র্মা)ধিকারী (-কারিন্)—যাহার হস্তে ন্যায় অন্যায় বিচারের ভার থাকে, বিচারপতি। ধর্ম্মাধিকার + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং। স্ত্রী, —কারিণী।

ধর্ম্মা(র্মা)ধিষ্ঠান—বিচারালয়। ধর্ম্মের অধিষ্ঠান (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ ; বি ; ক্লীব।

ধর্ম্মা(র্মা)ধ্যক্ষ—ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত প্রধান রাজকর্ম্মচারী ; প্রধান বিচারক ; বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম্মা(র্মা)নুগত, ধর্ম্মা(র্মা)নুযায়ী(-য়িন্) —ধর্ম্মের নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত, ধর্ম্মযুক্ত ; ধর্ম্মপথাবলম্বী। ধর্ম্মকে অনুগত, ২য়াতৎ ; (২য় পক্ষে) উপতৎ ; ধর্ম্ম—অনু—যা + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গতা, —যায়িনী(ণী)।

ধর্ম্মা(র্মা)নুমোদিত—ধর্ম্মসঙ্গত। ধর্ম্মকর্ত্তৃক অনুমোদিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ধর্ম্মা(র্মা)নুযায়ী—'ধর্ম্মানুগত' দ্রঃ।

ধর্ম্মা(র্মা)নুষ্ঠান—পুণ্যকার্য্যকরণ। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্মা(র্মা)ন্তর—ভিন্ন ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম্ম এই বাক্যে, নিত্য। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্মা(র্মা)ন্তরগ্রহণ, -পরিগ্রহ—নিজ ধর্ম্মমত ত্যাগ করিয়া অপরের ধর্ম্মমত (আনুষ্ঠানিকভাবে) গ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং।

ধর্ম্মা(র্মা)ন্তরিত—অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত। ধর্ম্মান্তর + ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

ধর্ম্মা(র্মা)ন্ধ—নিজের ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত এবং পরধর্ম্মবিদ্বেষী ; নিজের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় অনুরাগবশতঃ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন ; গোঁড়া। ধর্ম্মদ্বারা অন্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ। বি—ধর্ম্মান্ধতা (fanaticism).

ধর্ম্মা(র্মা)বতার—সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম [রাজা, বিচারপতি প্রভৃতিকে সচরাচর এই শব্দে নির্দ্দেশ ও সম্বোধন করা হইয়া থাকে]। ধর্ম্মের অবতার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম্মা(র্মা)বলম্বী (-লম্বিন্)—যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছে এরূপ। উপতৎ ; ধর্ম্ম—অব —লম্ব্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —লম্বিনী।

ধর্ম্মা(র্মা)রণ্য—গয়াস্থ তীর্থবিশেষ ; কামরূপস্থ নগরবিশেষ ; পুণ্যবনবিশেষ। ধর্ম্মাশ্রিত অরণ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ধর্ম্মা(র্মা)র্থ—১। ধর্ম্ম এবং ধনসম্পদ্। দ্বন্দ্ব। বি। ২। ধর্ম্মের জন্য। ধর্ম্মের জন্য এই বাক্যে, নিত্য। ক্রি বিণ।

ধর্ম্মা(র্মা)র্থকামমোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ, মানবের প্রার্থনীয় চারিটি বিষয়—পুণ্য, ধন, বাসনা-পূরক

পদার্থ ও ভগবৎপ্রাপ্তি। ধর্ম্ম ও অর্থ ও কাম ও মোক্ষ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ধর্ম্মা(র্মা)র্থে—ধর্ম্মের নিমিত্ত। ধর্ম্মের নিমিত্ত ইহা, নিত্য। ক্রি-বিণ।

ধর্ম্মা(র্মা)সন—বিচারাসন, বিচারকের উপবেশন-পীঠ; রাজাসন। ধর্ম্মের (বিচারের) আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধর্ম্মি(র্মি)ষ্ঠ, ধর্ম্মী(র্মী)য়ান্ (-য়স্)—অতিশয় ধার্ম্মিক। ধর্ম্মিন্+ইষ্ঠ, ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ঠা, —য়সী।

ধর্ম্মী (ধর্ম্মিন্), **ধর্ম্মী**—কোন বিশেষ গুণ বা ধর্ম্মবিশিষ্ট। ধর্ম্ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ধর্ম্মিণী।

ধর্ম্মীয়ান্ (-য়স্)—'ধর্ম্মিষ্ঠ' দ্রঃ।

ধর্ম্মো(র্মো)ত্তর—ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম উত্তর (প্রধান) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

ধর্ম্মো(র্মো)ন্মাদ—১। ধর্ম্ম-সম্পর্কে উন্মত্ততা, ধর্ম্মের জন্য যাহা কিছু করিতে পারা (fanaticism). ধর্ম্মের উন্মাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। ধর্ম্মহেতু উন্মত্ত। ধর্ম্মোন্মাদ(১)+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ধর্ম্মো(র্মো)পদেশ—ধর্ম্ম-বিষয়ে শিক্ষা, ধর্ম্মনীতি। ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধর্ম্মো(র্মো)পদেশক—গুরু, যিনি ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দেন। ধর্ম্মের উপদেশক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—দেশিকা।

ধর্ম্মো(র্মো)পদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশদানকারী, গুরু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; পুং। স্ত্রী,—দেষ্ট্রী।

ধর্ম্মো(র্মো)পেত—ন্যায্য, ধর্ম্মযুক্ত। ধর্ম্ম দ্বারা উপেত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

ধর্ম্ম্য(র্ম্য)—ধর্ম্মের নিয়মানুযায়ী, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে উক্ত বা অনুষ্ঠিত, ন্যায্য; ধর্ম্মলব্ধ। ধর্ম্ম+যৎ অনপেতার্থে। বিণ।

ধর্ম্ম্য(র্ম্য)বিবাহ—অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত পঞ্চপ্রকার বিবাহ [ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, গান্ধর্ব্ব এবং প্রাজাপত্য]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধর্ষ, ধর্ষণ—বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ; রমণ; পরাভবকরণ; বলপূর্ব্বক বন্ধ করণ; অমর্ষ; প্রগল্ভতা; অবজ্ঞা। ধৃষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

ধর্ষক—ধর্ষণকারী, বলাৎকারকারী। ধৃষ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধর্ষন—'ধর্ষ' দ্রঃ।

ধর্ষণী—অসতী স্ত্রী; অভিসারিকা। ধৃষ্+অনট্ কর্ম্মবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধর্ষণীয়—ধর্ষণযোগ্য, দলনযোগ্য। ধৃষ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

ধর্ষিত—১। পরাজিত; অবমানিত; তিরস্কৃত। ধৃষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। ধর্ষণ; অসহন; মৈথুন; পরিভব। ধৃষ্+ণিচ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ধর্ষিতা—১। বলাৎকৃতা, বলপূর্ব্বক যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করা হইয়াছে এরূপ। বিণ; স্ত্রী। ২। অসতী স্ত্রী। ধৃষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধল, ধলা—ফর্সা, সাদা। 'ধবল'-শব্দজ। বাং প্র। বিণ।

ধলী—শুভ্রা, গৌরবর্ণা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ধস—মাটির চাপ; ধসিয়া পড়ার শব্দ, মাটির চাপ ইত্যাদি পড়ার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য বা বি। **ধস ভাঙ্গা**—মাটির চাপ খসিয়া পড়া; পুষ্করিণী ইত্যাদির পাড় খসিয়া জলে পড়া।

ধসকা, ধসকান—আল্‌গা হইয়া পড়া, ভাঙ্গিয়া পড়া। বাং ক্রি।

ধসধস, ধসধসে—ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত; দ্রুত স্পন্দিত। বাং প্র। বিণ।

ধসা—১। ভাঙ্গিয়া বা খসিয়া পড়া; ধ্বংস হওয়া। বাং ক্রি। ২। যাহা ধসিয়া বা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এরূপ। ধস্+আ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। চর্ম্মরোগবিশেষ। বাং প্র। বি।

ধসি—দ্রুত। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

ধস্কান—ভাঙ্গিয়া পড়া; ধসিবার মত হওয়া; নাশ হওয়া; দুরবস্থা ঘটা; পরাভূত করা; ভগ্নদশা করা। বাং ক্রি। বি—ধস্কানি। বিণ—ধস্কানে।

ধস্তাধস্তি—পরস্পর বলপ্রয়োগ; বারবার বলপ্রয়োগ; ঠেলাঠেলি। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

ধা—১। ধারণকর্ত্তা; ব্রহ্মা; বৃহস্পতি। বি; পুং। ২। ধারণকারী [অন্য শব্দের পরে প্রযুক্ত হয়; যেমন—রত্নধা, খড়্গধা]। ধা+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা।। বিণ। ৩। স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর বা ধৈবত। 'ধৈবত'-শব্দের সংক্ষেপ। বাং প্র। বি।

ধাই—যে স্ত্রী প্রসব করায়; উপমাতা। 'ধাত্রী'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

ধাউড়—সংবাদবাহক; দৌড়; যে দৌড়ায়। বাং প্র। বি। বিণ—ধাউড়া, ধাউড়ী।

ধাউস, ঢাউস—বড়। বাং প্র। বিণ।

ধাওড়া—খুব বড়। বাং প্র। বিণ।

ধাওন—দ্রুতগমন। 'ধাবন'-শব্দজ। বি।

ধাওল—ধাবিত হইল, প্রবাহিত হইল। কবিপ্র। বাং ক্রি।

ধাওয়া—১। দৌড়ান। বাং ক্রি। ২। ধাবন, দৌড়। ধা+ওয়া ভাববা। বি।

ধাঁ—শীঘ্র, দ্রুত। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ধাঁই—১। পুষ্পবিশেষ। 'ধাতকী'-শব্দজ। বি। ২। চড় মারা ইত্যাদির অব্যক্ত শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ধাঁচ, ধাঁচা—রকম, প্রকার, ভঙ্গী। বাং প্র। বি।

ধাঁধা—দৃষ্টিবিভ্রম; ধোঁকা; জটিল সমস্যা, প্রহেলিকা; সংশয়। 'ধন্ধ'-শব্দজ। বি।

ধাক্কা—ঠেলা; আঘাত; বেগ; সহসা আগত বিপদ্। আঘাতার্থ 'ধক্ক'-ধাতুজ। বি।

ধাঙ্গ(ংগ)ড়, ধাঙড়—অসভ্য; সাঁওতাল জাতীয় লোক; মেথর; ঝাড়ুদার। বাং প্র। বি।

ধাড়া—হিন্দুর উপাধিবিশেষ; তুলাদণ্ড; দরমা; ৫-সের পরিমাণ। বাং প্র। বি।

ধাড়ী—১। বহুপ্রসূতা স্ত্রী-জন্তু, যাহার অনেক বাচ্চা জন্মিয়াছে এরূপ। 'ধাত্রী'-শব্দজ। বি; স্ত্রী। ২। প্রধান; উচ্চপদের গায়ক। বাং প্র। বিণ।

ধাত—মেজাজ; প্রকৃতি; শুক্র। 'ধাতু'-শব্দজ। বি।

ধাতকী—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, ধাঁই ফুলের গাছ। ধাতু+ণিচ্ (=ধাতি, নামধাতু)+অক (ণ্বুল্) কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধাতব—ধাতুঘটিত, ধাতুসম্বন্ধীয়; ধাতুময়। ধাতু+অণ্ সম্বন্ধার্থে বা বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী।

ধাতসহ—মেজাজে স্বাস্থ্যে এবং শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় সহনশীল, প্রকৃতির অনুকূল। ধাতে সহে যাহা, উপতৎ (বাং)। বিণ।

ধাতস্থ—ভালরূপে আয়ত্ত বা অভ্যস্ত; সুস্থ; প্রকৃতিস্থ, স্বভাবগত। উপতৎ; ধাত (<ধাতু)—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধাতা (ধাতৃ)—বিধাতা, ব্রহ্মা; বিষ্ণু; ভৃগুর পুত্র; পিতা; আত্মা; উনপঞ্চাশৎ বায়ুর অন্যতম বায়ুবিশেষ; আদিত্যবিশেষ; উপপতি; রক্ষক, রক্ষাকর্ত্তা; ধারণকর্ত্তা; নির্ম্মাতা। ধা+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—ধাত্রী।

ধাতু—১। দেহস্থ বাত পিত্ত কফ শোণিত মাংস মেদঃ মজ্জা শুক্র অস্থি প্রভৃতি; রস রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা ও শুক্র—এই সাতটি; ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূত; গিরিমাটী; স্বর্ণ রৌপ্য কাংস্য পিত্তল তাম্র সীসক রঙ্গ ও লৌহ—এই অষ্ট তৈজস পদার্থ; প্রকৃতি, স্বভাব; স্বরূপ; অবস্থা; উপাদান, সমবায়িকারণ; জ্ঞানেন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান; হিঙ্গুল; হরিতাল; মনঃশিলা; পারদ; গন্ধক; (সঙ্গীত) স ঋ গ প্রভৃতি; (ব্যাকরণ) ভূ স্থা গম্ প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক প্রকৃতি। ধা+তুন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। ২। নাড়ীর গতি। বাং প্র। বি।

ধাতুকুশল—ধাতুক্রিয়াবিষয়ে দক্ষ, ধাতুজ্ঞ। ধাতুতে কুশল, ৭মীতৎ। বিণ।

ধাতুক্ষয়—১। কাশরোগবিশেষ। ধাতুর ক্ষয় যাহা দ্বারা, বহুব্রী। ২। শরীরস্থ ধাতুর ক্ষয়, শুক্রক্ষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধাতুগত—মজ্জাগত; অভ্যাস দ্বারা স্বভাবে

পরিণত ; প্রকৃতিগত ; শরীরসম্বন্ধীয়। ধাতুকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

ধাতুঘটিত—ধাতুসংযোগে প্রস্তুত, ধাতুসম্বন্ধীয়। ৩য়াতৎ। বিণ।

ধাতুঘ্ন, -নাশন—১। কাঁজি, আমানি। বি ; ক্লীব। ২। ধাতুনাশক। উপতৎ ; ধাতু—হন্+টক্ কর্তৃবা ; ধাতুর নাশন (নাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী, —না।

ধাতুদ্রাবক—১। যাহা ধাতু গলায় এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দ্রাবিকা। ২। সোহাগা। বি ; পুং।

ধাতুনাশন—'ধাতুঘ্ন' দ্রঃ।

ধাতুনিষ্কাশন—(রসায়ন) খনি হইতে প্রাপ্ত অবিশুদ্ধ ধাতুকে অগ্নি কিংবা কোন জারক রসের দ্বারা বিশোধিত করণ (smelting). ধাতুর নিষ্কাশন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধাতুপুষ্টি—শরীরস্থ রস রক্ত মাংস প্রভৃতির বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধাতুপোষক—শরীরের পুষ্টিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পোষিকা।

ধাতুবাদ, -বিদ্যা—যে বিদ্যা দ্বারা স্বর্ণ লৌহ প্রস্তর অঙ্গার প্রভৃতি ধাতুর স্বরূপ বা অবস্থার বিষয় জানা যায় তাহা (metallury). ধাতুসম্বন্ধীয় বাদ, বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং, স্ত্রী।

ধাতুবাদী (-বাদিন্)—কাংস্যকার, যে কাঁসার জিনিস প্রস্তুত করে। উপতৎ ; ধাতু—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ধাতুবেদী (-বেদিন্)—ধাতুবিষয়ে অভিজ্ঞ। উপতৎ ; ধাতু—বিদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বেদিনী। [বি ; পুং।

ধাতুবৈরী (-বৈরিন্)—গন্ধক। ৬ষ্ঠীতৎ।

ধাতুময়—ধাতুনির্ম্মিত। ধাতু+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

ধাতুমল—(আয়ুর্ব্বেদ) রসাদি ধাতুর পরিপাকে উৎপন্ন কেশ নখ রোমাদি ; মরিচা ; খনি হইতে প্রাপ্ত অবিশুদ্ধ ধাতুকে দগ্ধ করিলে উহার সহিত মিশ্রিত পদার্থ ভস্মে পরিণত হইয়া উহা হইতে পৃথক্ হয়—এই ভস্মীভূত পদার্থ (slag). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

ধাতুমারিণী—সোহাগা। ধাতু—মৃ+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধাতুরাজক—শুক্র, রেতঃ, বীর্য্য। ধাতুদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত+কন্ স্বার্থে। বি।

ধাতুলেপন—(রসায়ন) কোন পদার্থের উপর গলিত-ধাতুর প্রলেপ দেওয়া (plating). ধাতুর লেপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধাতুশোধন—সীসা, সীসক। ধাতুর শোধন (শোধক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধাতুসাম্য—ভাল স্বাস্থ্য, দেহস্থ বায়ু পিত্ত এবং কফের সমতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধাতূপল—খড়ী, চা-খড়ী। ধাতুরূপ উপল, রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ধাতৃপুত্র—সনৎকুমার ; ব্রহ্মার মানস পুত্র। ধাতার (ব্রহ্মার) পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধাতৃপুষ্পিকা—ধাঁই ফুল। ধাতৃপ্রিয় পুষ্প, মধ্যপ কর্ম্মধা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধাত্র—কিছু রাখিবার পাত্র। ধা+ষ্ট্রন্ অধিবা। বি ; ক্লীব।

ধাত্রিকা—আমলকী। ধাত্রী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধাত্রী—১। যে স্ত্রী মাতৃবৎ লালনপালন করে, মাতৃভিন্ন যে স্ত্রী শিশুকে স্তন্যপান করায়, ধাই-মা ; মাতা ; পৃথ্বী ; আমলকী। বি ; স্ত্রী। ২। ধারণকারিণী। ধাতৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ধাত্রীপুত্র, -পুত্র—ধাইয়ের ছেলে ; উপমাতার পুত্র ; নট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধাত্রীফল—আমলকী। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ধাত্রেয়ী, ধাত্রেয়িকা—ধাত্রী, ধাই। ধাত্রী (উপমাতা)+এয় স্বার্থে+ঈপ্, ধাত্রেয়ী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধাধন—ভয়, ধাঁধা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ধাধস—মনের উদ্বেগ, ভয়, ধাঁধা ; দ্রুত স্পন্দিত। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

ধান—১। বহুপরিচিত শস্যবিশেষ, ধান্য ; সতুষ তণ্ডুল ; ধান্যবৃক্ষ, ধানগাছ ; এক রতির ৪ ভাগের একভাগ পরিমাণ। 'ধান্য'-শব্দজ। বি। **ধান কাঁড়া**—ধানকে ঢেঁকিতে কুটিয়া তুষশূন্য করা। **ধান কোটা**—ধান কাঁড়া ; ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গা। **ধান দিয়া লেখাপড়া শেখা**—খরচপত্র না করিয়া অল্প ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা করা। ২। নিধান, স্থান, আধার। ধা+অনট্ অধিবা। বি ; ক্লীব।

ধানশী—'ধানসী' দ্রঃ।

ধানশ্রী—(সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'ধনাশ্রী'-শব্দজ। বি ; স্ত্রী।

ধানসী, ধানশী—(সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'ধনাশ্রী'-শব্দজ। বি।

ধানা—তুষশূন্য ভাজা যব ; অঙ্কুর ; চূর্ণ ; ছাতু ; ধনিয়া। ধা+ন কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধানাচূর্ণ—ছাতু, শক্তু। ধানার চূর্ণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধানিকা—স্থান, আধার, নিধান। ধা+অনট্ অধিবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধানী—১। আধার, স্থান, আস্পদ ; যাহাতে রাখা যায় ; ব্যবসায়ী। ধা+অনট্ অধিবা+ঈপ্। ২। পীলুবৃক্ষ। ধা+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। ধান্যমিশ্রিত ; ধান্যসদৃশ ; কাঁচাধানের বর্ণযুক্ত ; ক্ষুদ্র। ধান+ঈ সাদৃশ্যাদি অর্থে। বিণ।

ধানীলঙ্কা—একজাতীয় ছোট লঙ্কা। ধানী (ধানের মত ছোট) লঙ্কা, কর্ম্মধা। বি।

ধানুকী—ধনুর্দ্ধারী। 'ধানুষ্ক'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

ধানুষ্ক—১। ধনুর্দ্ধারী, ধন্বী ; ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধকারী সৈন্য। বি ; পুং। ২। ধনুর্ব্বিদ্যায় যাহার নৈপুণ্য জন্মিয়াছে এরূপ। ধনুস্+ঠক্ তাহার অস্ত্র অর্থে ('ঠক্'-এর স্থানে 'ক')। বিণ। স্ত্রী,—ষ্কী। [বি।

ধান্দা—ধাঁধা, ধোঁকা, সংশয়। প্রাঃ কবিপ্র।

ধান্ধা—১। ছোট এলাচ। বি ; স্ত্রী। ২। কাজকর্ম্মের চিন্তা ; কাজ ; উপায়, ফিকির। 'দ্বন্দ্ব'-শব্দজ। বি।

ধান্য—ধান ; শস্যবিশেষ ; সতুষ তণ্ডুল, ধানগাছ ; ধনিয়া। ধান (পোষণ)+যৎ সাধু অর্থে। বি ; ক্লীব।

ধান্যক—ধনিয়া, ধন্যা। ধান্য+কন্ সদৃশার্থে। বি ; ক্লীব।

ধান্যচ্ছেদন—ধান কাটা। ধান্যের ছেদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। [স্ত্রী।

ধান্যত্বক্ (-ত্বচ্)—তুষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

ধান্যপঞ্চক—শালি ব্রীহি শূক শিম্বি ও ক্ষুদ্র—এই পঞ্চবিধ ধান্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধান্যবর্দ্ধ(র্দ্ধ)ন—ধানের বৃদ্ধি (দাদন) দেওয়া, ধান্য ধার দিয়া সুদসমেত ধান্যগ্রহণ। ধান্যের বর্দ্ধন যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

ধান্যবিজ্ঞান—ধান্য-বিষয়ক বিদ্যা বা বিশেষ জ্ঞান। ধান্যবিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। [বি ; ক্লীব।

ধান্যবীজ—ধানের বীজ ; ধনিয়া। ৬ষ্ঠীতৎ।

ধান্যমায়—ধান্য বিক্রয়ী ; ধান্যপরিমাণকারক, কয়াল। উপতৎ ; ধান্য—মা+অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ধান্যরাজ—যব। ধান্যসমূহের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

ধান্যরোপণ—শুভদিনে ধান রোওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। [ক্লীব।

ধান্যশীর্ষক—ধানের শীষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

ধান্যস্থাপন—শুভক্ষণে মরাই বা ধানের গোলায় ধান তোলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধান্যাচল—দানার্থ পর্ব্বতসদৃশ ধান্যস্তূপ ; দশবিধ অচলদানমধ্যে প্রধান দান। ধান্যনির্ম্মিত অচল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ধান্যাম্ল—১। কাঁজি, আমানি। ধান্য (তণ্ডুল)-জাত অম্ল, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। রাসায়নিক অম্ল পদার্থবিশেষ (acetic acid). বি ; ক্লীব। [বি ; ক্লীব।

ধান্যাস্থি—তুষ। ধান্যের অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ।

ধান্যেশ্বরী—ধেনো মদ (বিদ্রূপার্থে)। বাং প্র। বি ; স্ত্রী।

ধান্যোত্তম—শালিধান্য। ধান্যমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

ধাপ—সিঁড়ি, সোপানের প্রত্যেক পদ-নিক্ষেপের স্থান। বাং প্র। বি।

ধাপড়া—জ্বরাদির প্রাবল্য। বাং প্র। বি।

ধাপড়ান—মাটিতে শুইয়া হাত পা ছোড়া। বাং ক্রি।

ধা প (ব) ধা ড়া-গো বি ন্দ পু র—১। কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী গোবিন্দপুর হইতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র গ্রাম ধাপ(ব)ধাড়া পর্য্যন্ত; (তাহা হইতে) দূরবর্ত্তী স্থানদ্বয়ের ব্যবধান। ২। অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগ্রাম (উৎকট নাম হেতু)। বাং প্র। বি।

ধাপা—শস্যশূন্য বৃহৎ প্রান্তর বা জলপূর্ণ স্থান; কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বৃহৎ জঙ্গালপূর্ণ স্থান। বাং প্র। বি। [বি।

ধাপাড়—খালি মাঠ; বিস্তার। বাং প্র।

ধাপুস—কোন বস্তু পড়িবার শব্দবিশেষ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ধাপ্পা—মিথ্যা আশ্বাস; ভয়প্রদর্শন; প্রতারণা; দমবাজি। হিন্দী। বি।

ধাপ্পাবাজ—প্রতারক, যে মিথ্যা আশ্বাস দান করিয়া বা ভয় দেখাইয়া প্রতারণা করে এরূপ। ধাপ্পা+বাজ শীলার্থে। বিণ। বি,—বাজি।

ধাপ্পাবাজি—ধাপ্পাবাজের কার্য্য, প্রতারণা। ধাপ্পাবাজ+ই কর্ম্মার্থে। বি।

ধাবই—ছুটিয়া যায় বা যাইতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ধাবক—১। যে বেগে দৌড়িয়া যায় এরূপ, দ্রুতগামী; বেতন-গ্রহণপূর্ব্বক এক স্থান হইতে পত্র বা সংবাদ লইয়া স্থানান্তরে যাওয়া যাহার জীবিকা এরূপ; ক্ষালক, পরিষ্কারক। বিণ। স্ত্রী,—বিকা। ২। রজক, ধোপা। ধাব্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ধাবকা—বেগ; সন্দেহ; ফাঁকি; রীতি, অভ্যাস। বাং প্র। বি।

ধাবড়া—অনেক স্থান জুড়িয়া কালি প্রভৃতির দাগ; কতকটা। বাং প্র। বি।

ধাবন—দৌড়ান, বেগে গমন; ক্ষালন, ধৌত করণ। ধাব্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ধাবমান, ধাবিত, ধৌত।

ধাবনকুর্দ্দ(র্দ)ন—দৌড়ান এবং খেলা করা; দৌড়ের মুখে ডিগ্‌বাজি খাওয়া। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

ধাবমান—যে দৌড়িয়া যাইতেছে এরূপ। ধাব্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধাবাড়িয়া, ধাবাড়ে—যে তাড়াতাড়ি চলিতেছে এরূপ; যে খুব দ্রুত কোন কাজ করে এরূপ। বাং প্র। বিণ।

ধাবাধাবি—ইতস্ততঃ দৌড়ান। বাং প্র। বি।

ধাবিত—১। যে বেগে চলিতেছে এরূপ, দ্রুতগত। ধাব্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। অনুসৃত। ধাব্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ধাম (ধামন্)—গৃহ; স্থান; তীর্থস্থান; আধার, আস্পদ; উচ্চপদ; শরীর; জন্ম; প্রতাপ; তেজঃ, প্রভাব; দীপ্তি। ধা+মনিন্ অধিবা, কর্ম্মবা, ভাববা। বি; ক্লীব। [বি।

ধামগুজারি—দৌরাত্ম্য, ধুমধাম। বাং প্র।

ধামনিক—ধমনীসম্বন্ধীয়। ধমনী+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ধামনিধি—১। সূর্য্য। বি; পুং। ২। তেজস্বী। ধামের (তেজের) নিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

ধামনী—নাড়ী, ধমনী। ধমনী+অণ্ স্বার্থে +ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি।

ধামসা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, টিকারা। বাং প্র।

ধামসান—হাত-পা দিয়া চটকান, দলিত করা। বাং ক্রি। বি—ধামসানি।

ধামা—১। শস্যাদি রাখিবার বা মাপিবার বেতের ঝুড়িবিশেষ। হিন্দী। ২। আধার, ধাম। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ধামা-চাপা—গোপন; অন্য বিষয় বা বস্তু দ্বারা আবৃত বা বিস্মৃত। ধামা দিয়া চাপা, ৩য়াতৎ। বি বা বিণ।

ধামা-ধরা—খোসামুদে, তোষামোদকারী। ধামা ধরে যে, উপতৎ। বিণ। [বি।

ধামানি—বিদ্রূপাত্মক বাক্য। প্রাঃ কবিপ্র।

ধামার-(সঙ্গীত) চতুর্দ্দশমাত্রার তাল-বিশেষ। বাং প্র। বি।

ধামালি—খোলের অষ্টমাত্রিক তালবিশেষ। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।

ধামি, ধামী—বেতের ছোট পাত্র।

ধায়—১। ছুটিয়া যায়। বাং ক্রি। ২। ধারণ-কর্তা; পোষণকর্ত্তা। ধা+ণ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধায়নি—মিশ্রণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ধায়লি, ধায়লী, ধায়ালী—তাড়াতাড়ি, দ্রুতগমনে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

ধার—১। কর্জ্জ, ঋণ। 'উদ্ধার' (>উধার>)-শব্দজ। ২। প্রান্তভাগ, শেষসীমা; অস্ত্রের তীক্ষ্ণাংশ; তীক্ষ্ণতা, প্রাখর্য্য; প্রস্তরবিশেষ; গভীরতা। ধারা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং। ৩। বৃষ্টির অথবা তরলবস্তুর অবিচ্ছেদে পতন, নিয়ত ক্ষরণ। ধারা+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ধারক—১। ধারণকর্তা; যে ঋণ করে এরূপ, অধমর্ণ; যাহা ভেদ নিবারণ করে এরূপ, যাহা দাস্ত বন্ধ করে এরূপ। বিণ। স্ত্রী—ধারিকা। বি,—কতা,—ত্ব। ২। পাত্র, কলস; যে ঔষধে ভেদ বন্ধ হয়, যাহা খাওয়াইলে উদরভঙ্গের নিবৃত্তি হয়; যিনি পুরাণপুস্তক ধারণ পূর্ব্বক পুরাণপাঠকের ভ্রম সংশোধন করেন, যিনি পুরোহিতকে মন্ত্র স্মরণ করাইয়া দেন। ধৃ+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ধারকতা, -ত্ব—ভেদ বা দাস্ত-নিবারণ-গুণ; পুস্তকদৃষ্টে পুরাণ-পাঠক বা পুরোহিতের সাহায্যকরণ; (পদার্থবিদ্যা) ধারণ করিবার সামর্থ্য (capacity). ধারক+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

ধারকর্জ্জ(র্জ)—ঋণ। দ্বন্দ্ব। বি।

ধারণ—১। গ্রহণ; অবলম্বন; পরিধান; সেবা; রক্ষণ; নিবারণ; সংবরণ; বহন; স্থাপন। ধৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ধারণীয়, ধার্য্য, ধৃত। ২। রক্ষক; গ্রাহক (সাধারণতঃ অন্য পদের পরে বসে)। ধৃ+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধারণা—স্থিরতা, নিশ্চয়; স্মরণে রাখা; স্থাপ্যপথে স্থিতি; বুদ্ধি; চিত্তের একাগ্রতা; অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অভি-নিবেশ, যোগাঙ্গবিশেষ; ব্রহ্মে মনোধারণের অর্থাৎ উপাসনার সময় মনঃস্থৈর্য্য; বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিয়া নাভিচক্র বা নাসিকা-প্রদেশে চিত্তের স্থিরীকরণ; বিশ্বাস ও সংস্কার; ক্রমাগত স্থিতি। ধৃ+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধারণাবান্ (-বৎ)—ধা র ণা বি শি ষ্ট, মেধাবী। ধারণা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

ধারণাশক্তি—স্মৃতিশক্তি; বীর্য্যধারণশক্তি। ধারণার শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধারণী—নাড়ী; মন্ত্রবিশেষ; শ্রেণী। ধৃ+ণিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধারণীয়—ধারণযোগ্য; রক্ষণীয়। ধৃ+ণিচ্ +অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—ধারণ।

ধারয়িতা (-য়িতৃ)—যে ধারণ করে এরূপ, ধারক। ধৃ+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

ধারয়িত্রী—১। পৃথিবী, ধরণী। বি; স্ত্রী। ২। ধারণকর্ত্রী। ধৃ+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ধারয়িষ্ণু—ধারণাশীল। ধৃ+ণিচ্+ইষ্ণু কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধারা—১। তরল পদার্থের অনবরত ঝরিয়া পড়া, দ্রব বস্তুর নিরন্তর ক্ষরণ; প্রবাহ, স্রোত; বৃষ্টি, অবিচ্ছিন্ন জলবর্ষণ। ধৃ+ণিচ্+অঙ্ ভাববা+আপ্। **শ্রাবণের ধারা**—অজস্র ধারা (শ্রাবণ মাসে সর্ব্বদা বৃষ্টি পড়ে বলিয়া)। ২। রীতি, প্রণালী; আইনের বিধি (section); ব্যবস্থা; সাদৃশ্য; উৎকর্ষ; যশঃ; সৈন্যের অগ্র-ভাগ; প্রাকার; অস্ত্রের তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ; লম্বমান জলবিন্দু; নির্ঝর; শৃঙ্খলা; শ্রেণী; ক্রমাগত স্থিতি; প্রবাহ; সমূহ; ঘটাদির ছিদ্র; অধ্যায়, পরিচ্ছেদ; প্রকরণ; বিনিয়োগ। ধৃ+ণিচ্+অঙ্ করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। ধার করা, ঋণ করা; ঋণী থাকা। বাং ক্রি।

ধারাকদম্ব—বর্ষাকালে জাত একপ্রকার

কদম্ব-বৃক্ষ, কেলিকদম্ব। ধারাকালিক কদম্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধারাক্রমে—রীতি-অনুসারে। ধারার ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ধারাগৃহ—ফোয়ারার ঘর; স্নানাগার। ধারার গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধারাঙ্গ—১। খড়্গ। ধারা (অস্ত্রাদির তীক্ষ্ণপ্রান্ত) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। ২। তীর্থ। ধারা (জল) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ধারাট—চাতকপাখী; মেঘ; অশ্ব; মত্ত-হস্তী। ধারা (বৃষ্টি, তাহার জন্য)—অট্ (গমন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ধারাধর—যে ধারা বর্ষণ করে, মেঘ; অস্ত্র; খড়্গ। ধারার ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধারানি—বৃষ্টির যে জল গড়াইয়া যায় তাহা। বাং প্র। বি।

ধারানিবদ্ধ—প্রণালীবদ্ধ; প্রথানুযায়ী সম্পাদিত; প্রান্তভাগে সংলগ্ন। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

ধারাপাত—১। জলধারার পতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। প্রাথমিক অঙ্কশিক্ষার সহজ প্রণালীযুক্ত বাঙ্গালা পুস্তকবিশেষ। ধারার (অঙ্ক শিক্ষাপ্রণালীর) পাত (সূত্রপাত) যাহাতে, বহুব্রী। বাং প্র। বি।

ধারাবর্ষ, -বর্ষণ—অবিচ্ছেদে ধারাক্রমে বর্ষণ। ধারাযুক্ত বর্ষ, বর্ষণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব।

ধারাবাহিক—যাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে এরূপ, যাহা কখন রহিত বা স্থগিত হয় নাই এরূপ, অবিচ্ছিন্ন, ক্রমাগত স্থিতিশীল, অবিরত স্থায়ী। ধারায় বাহ, ৩য়াতৎ; ধারাবাহ+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ধারাবাহী (-হিন্)—অবিরত স্থায়ী, অবিচ্ছিন্ন। উপতৎ; ধারা—বহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাহিনী(নী)।

ধারাযন্ত্র—ফোয়ারা, কৃত্রিম উৎস, বা বৃষ্টি-বিন্দুর মত স্নানজল ঢালিবার যন্ত্র; গোলাব-পাশ। ধারার যন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধারাল—তীক্ষ্ণ, সুশাণিত। ধার+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ধারাসম্পাত—বেগে জলধারার পতন, অতিশয় বর্ষণ। ধারার সম্পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধারাসার—মুষলধারায় পতিত বৃষ্টি। ধারাযুক্ত আসার (বর্ষণ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধারি—মেটে ঘরের দাওয়ার পাশ, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃহ-ভিত্তির পার্শ্ব। প্রাদে। বি।

ধারিণী—১। ধারণকারিণী। ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধরণী, পৃথিবী; শাল্মলীবৃক্ষ; চতুর্দ্দশ দেবনারীগণ। বি; স্ত্রী।

ধারিত—ধৃত; গ্রাহিত; বাহিত; স্থাপিত। ধৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ধারণ।

ধারী (ধারিন্)—১। (সমাসে) ধারণকর্ত্তা, যে ধারণ করে এরূপ। ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। ২। ধারাল। ধার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ধারিণী।

ধারী—ঋণযুক্ত; পার্শ্বযুক্ত। ধার+ঈ (বাং) আছে অর্থে। বিণ।

ধারুয়া—ধারকর্জ্জ-বিষয়ক। ধার+উয়া সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ধারোষ্ণ—দোহন করিবার সময় ধারাকারে পতিত এবং উষ্ণ ('—দুগ্ধ')। ধারাদ্বারা উষ্ণ, ৩য়াতৎ। বিণ।

ধার্ত্ত(র্ত)রাষ্ট্র—ধৃতরাষ্ট্র রাজার সন্তান। ধৃতরাষ্ট্র+অণ্ অপত্যাদি অর্থে। বি; পুং।

ধার্ম্মি(র্মি)ক—যে সতত ধর্ম্মপথে চলে এরূপ, যে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে এরূপ, ধর্ম্মশীল, পুণ্যাত্মা। ধর্ম্ম+ইক আচরণ করে এই অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কা (বাং), —কী (সং)।

ধার্য্য(র্য)—১। ধারণীয়; গ্রাহ্য; স্থির করিবার মত, স্থিরীকার্য্য, অবধারণীয়। ধৃ+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—ধারণ। ২। যাহা স্থির করা হইয়াছে এরূপ, যাহা বসান হইয়াছে এমন (imposed) ('কর—হইল')। বাং প্র। বিণ।

ধার্য্য(র্য)মাণ—যাহাকে ধারণ করা যাইতেছে এরূপ; গৃহ্যমাণ। ধৃ+ণিচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

ধাষ্ট´ম, ধাষ্ট´মি—ধৃষ্টতা; নির্´জ্জতা; দুষ্টামি। ধৃষ্ট+আম, আমি ভাবে। বি।

ধাষ্টামো, ধাষ্টামি—ধাষ্ট´ম (তাহা দ্রঃ)।

ধিক—নিন্দা ভর্´সনা অবজ্ঞা প্রভৃতি সূচক শব্দ। অব্য।

ধিকিধিকি—আস্তে আস্তে (তুষ প্রভৃতির জ্বলন)। বাং প্র। অব্য; ক্রি-বিণ।

ধিক্কার—ধিক্ করা, ধিক্ বলা, ধিক্ শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক ভর্´সনা করা; অপকর্ম্ম করিলে বা অবমানিত হইলে ঘৃণা বা বিরাগের উদয়; অবজ্ঞা; নিন্দা। ধিক্—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—ধিক্কৃত।

ধিক্কৃত—ধিক্ শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক যাহাকে কেহ ভর্´সনা করিয়াছে এরূপ, ভর্´সিত; নিন্দিত, অবজ্ঞাত। ধিক্—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ধিক্কার।

ধিঙ্গি(ঙ্গি), ধিঙ্গী(ঙ্গী)—সর্দ্দার; বলবান্; দুরন্ত; চঞ্চলস্বভাব; প্রগল্ভ ('—মেয়ে')। হিন্দীমূলক। বিণ। **ধিঙ্গি-পনা**—ধিঙ্গির ন্যায় আচরণ।

ধিৎকার—ঘৃণা। 'ধিক্কার'-শব্দজ। বি।

ধিনিকেষ্ট—(বিদ্রূপার্থে) নর্ত্তনশীল কৃষ্ণ, যে ধিন্‌ধিন্ করিয়া নাচিতেছে এরূপ ব্যক্তি। বাং প্র। বি।

ধিন্‌ধিন্—নাচের ভাব। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ধিমা—মৃদু; অলস; যাহা দ্রুত নহে এরূপ। বাং প্র। বিণ।

ধিমান—আস্তে আস্তে কোন কাজ করা বা চলা। বাং ক্রি।

ধিমিয়া—আস্তে আস্তে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

ধিয়া—(শিশুদের) নাচিবার ভঙ্গীবিশেষ, শিশুদিগকে নাচাইবার জন্য করতালির সহিত উচ্চারিত শব্দ। বাং প্র। অব্য।

ধিরকালি—একপ্রকার বাদ্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ধিষণ—১। বৃহস্পতি। ধৃষ্+অন (ক্যু) কর্ত্তৃবা। ২। বুদ্ধি, জ্ঞান। ধৃষ্+অন (ক্যু) করণবা। বি; পুং। ৩। বাসস্থান। ধৃষ্+অন (ক্যু) অধিবা। বি; ক্লীব।

ধিষণা—বুদ্ধি, জ্ঞান; পৃথিবী; পাত্র। ধিষণ (২-৩)+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধী—১। বুদ্ধি, জ্ঞান, মতি। ধ্যৈ+ক্বিপ্ করণবা। ২। মনুর পত্নী। ধ্যৈ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

ধীগুণ—শুশ্রূষা শ্রবণ গ্রহণ ধারণ তর্ক বিতর্ক অর্থবোধ তত্ত্বজ্ঞান—এই অষ্টপ্রকার বুদ্ধিগুণ। ধী-র গুণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধীত—যাহা পান করা হইয়াছে এরূপ, পীত। ধে+ক্ত কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বিণ।

ধীতি—পিপাসা, তৃষ্ণা; পান। ধে+ক্তি ভাববা।। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

ধীপতি—বৃহস্পতি। ধী-র পতি, ৬ষ্ঠীতৎ।

ধীবর—মৎস্য ধরা ও বিক্রয় করা যাহার ব্যবসায় সেই জাতি, কৈবর্ত্ত। ধা+ষ্বরচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং। স্ত্রী,—রী।

ধীবরী—১। জেলেনী, কৈবর্ত্তের স্ত্রী। ধীবর+ঈপ্। ২। মাছ ধরিবার শড়কি; মাছ রাখিবার ঝুড়ি। ধা+ষ্বরচ্ করণবা, অধিবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধীবা (ধীবন্)—ধীবর; চিত্রকর। ধা+ক্বনিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—ধীবরী।

ধীমতী—বুদ্ধিমতী। ধী+মতুপ্ আছে অর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ধীমান্ (-মৎ)—১। বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী। ধী+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ধীমতী।

ধীর—১। যে ব্যক্তি কষ্ট শোক প্রভৃতিতে অত্যন্ত অভিভূত হয় না এরূপ; ধৈর্য্যশালী; পণ্ডিত; বুদ্ধিমান্; যাহার স্বভাব চঞ্চল বা উদ্ধত নয় এরূপ, গম্ভীর; যাহার সহসা বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটে না এরূপ; জ্ঞানী; স্থির; যে সবিশেষ না বুঝিয়া সহসা কোন কর্ম্ম করে না এরূপ; শান্ত, বিনীত, নম্র; মনোহর; স্থিত; অদ্রুত; সমর্থ; সারবান্। ধী—রা+ক কর্ত্তৃবা; অথবা, ধী—ঈর্+অণ্ কর্ত্তৃবা;

অথবা, ধী+ক্রন্ কর্তৃবা। বিণ। বি—ধীরতা, ধীরত্ব, ধৈর্য্য।
ধীরচেতাঃ (-চেতস্), **-চেতা**—স্থিরচিত্ত, যাহার মন সহজে আকুল হয় না বা টলে না এরূপ। ধীর চেতস্ (মন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
ধীরতা, -ত্ব—ধীর ভাব, ধৈর্য্য; চিত্তের স্থিরতা; সহিষ্ণুতা; গাম্ভীর্য্য; পাণ্ডিত্য; অনৌদ্ধত্য। ধীর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—ধীর।
ধীরপ্রশান্ত—নায়কবিশেষ, যে ধীর এবং শান্তস্বভাব। যে ধীর সেই প্রশান্ত, কর্ম্মধা। বি; পুং, বা বিণ।
ধীরললিত—নায়কবিশেষ, যে নায়ক চিন্তাশূন্য নম্র এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত। যে ধীর সেই ললিত (ক্রীড়াসক্ত), কর্ম্মধা। বি; পুং, বা বিণ।
ধীরললিতা—ষোড়শাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। ধীরা অথচ ললিতা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
ধীরা—নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকার ক্রোধপ্রকাশ বুঝিতে পারা যায় না। ধী—রা+ক কর্তৃবা+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।
ধীরাধীরা—নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকার কোপপ্রকাশ কিয়ৎপরিমাণে জানা যায় আর কিয়ৎপরিমাণে অব্যক্ত থাকে। ধীরা অথচ অধীরা, কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।
ধীরিধীরি—আস্তে আস্তে, মৃদু মৃদু। কবিপ্র। ক্রি-বিণ। [বিণ।
ধীরে—মন্দ মন্দ, মৃদুভাবে। বাং প্র। ক্রি-
ধীরেসুস্থে—তাড়াতাড়ি না করিয়া, আস্তে আস্তে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।
ধীরোদাত্ত—নায়কবিশেষ, ধীর ও মহান্, যে হর্ষ বা শোকে অভিভূত হয় না এরূপ; যে বিনয়দ্বারা গর্ব্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে এবং অঙ্গীকার প্রতিপালন করে এরূপ। ধীর অথচ উদাত্ত (উন্নত), কর্ম্মধা। বি; পুং, বা বিণ।
ধীরোদ্ধত—নায়কবিশেষ, মায়াবী উদ্ধত চঞ্চল অহঙ্কৃত এবং আত্মশ্লাঘানিরত নায়ক। ধীর অথচ উদ্ধত (ধৃষ্ট), কর্ম্মধা। বি; পুং, বা বিণ।
ধীশক্তি—বুদ্ধিশক্তি, বুদ্ধিপ্রভাব। ধী-র শক্তি, ৬ষ্ঠিতৎ। বি; স্ত্রী।
ধীসচিব—অমাত্য, মন্ত্রী। ধী-র (বুদ্ধির) সচিব, ৬ষ্ঠিতৎ। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।
ধু—কম্পন, কাঁপা। ধু+ক্বিপ্ ভাববা।
ধুআ, ধুয়া—১। ধৌত করা। 'ধাব্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। পাঁচালী প্রভৃতি গানে যে অংশ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয় তাহা। 'ধ্রুবা'-শব্দজ। বি।
ধুকড়ি, ধুকুড়ি—১। ছেঁড়া কাঁথা; মোটা কাপড়; থলি। বাং প্র। বি। ২। শক্ত, পটু। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
ধুকধুক, -ধুকানি, -ধুকুনি—হৃদয়ের স্পন্দন। বাং প্র। বি। ক্রি,—ধুকান।
ধুকধুকি, -ধুকী—কণ্ঠহারের সহিত লাগান এবং বুকের উপর ঝুলান হরতন বা ইস্কাবনের আকারযুক্ত অলঙ্কার (locket). বাং প্র। বি। [হাঁপানি। বাং প্র। বি।
ধুকনি, ধুকুনি—ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ,
ধুকপুক—আশঙ্কা-হেতু বা কার্পণ্য-হেতু হৃৎস্পন্দন। বাং প্র। বি।
ধুচুনী, ধুচ্নী—চাউল ধুইবার বাঁশের পাত্র। বাং প্র। বি।
ধুৎ, ধেৎ—অসম্মতিসূচক বিরক্তিসূচক বা লজ্জাসূচক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। **ধুৎ ধুৎ**—দূর দূর; দূর হ। [কর্ম্মবা। বিণ।
ধুত, ধূত—কম্পিত; ত্যক্ত। ধু, ধূ+ক্ত
ধুতি—১। পুরুষের পরিধানবস্ত্র। 'ধৌত'-শব্দজ। বি। ২। কম্প; ত্যাগ, পরিহার। ধু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। [শব্দজ। বি।
ধুতুরা, ধুতূরা—ধুস্তূর। 'ধুস্তুর', 'ধুত্তুর'-
ধুধু—আগুন জ্বলিবার শব্দ; মরুভূমি প্রান্তর প্রভৃতির শূন্যতাপ্রকাশক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।
ধুন—চিন্তা করিয়া ভুলিয়া যাওয়া বিষয়কে স্মরণে আনা; কল্পনার মসগুল্ অবস্থা; গীতবাদ্য অভিনয় প্রভৃতির জমাট অবস্থা। বাং প্র। বি।
ধুনকর—যে তুলা ধুনিয়া লেপ তোষক প্রভৃতি প্রস্তুত করে। বাং প্র। বি।
ধুনচি, ধুনাচি—১। তুলা ধুনিবার ধনুরাকৃতি যন্ত্র; যে তুলা ধুনে। ধুন (<ধনুক)+চি যন্ত্র বা কর্তা অর্থে। ২। ধুনা পোড়াইবার পাত্র। ধুনা+চি আধার অর্থে। বাং প্র। বি।
ধুনন, ধূনন—চালান, নাড়াচাড়া; কম্পন, কাঁপান; বিচলিত হওয়া। ধু, ধূ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
ধুনা—১। বড় ধনুরাকৃতি যন্ত্র দিয়া (তুলা) পিঁজা। বাং ক্রি। ২। সর্জ্জরস, ধূপ। 'ধুনক'-শব্দজ। বি।
ধুনান—ধুনকর দ্বারা তুলা পিঁজান, তুলা পরিষ্কার করা; বিলক্ষণ প্রহার করা। বাং ক্রি।
ধুনি—নাড়িয়া-চাড়িয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।
ধুনি, ধুনী—১। নদী। ধু+নিক্ কর্তৃবা; ২য় পক্ষে ঙীপ্। বি; স্ত্রী। ২। (সন্ন্যাসীদের) অগ্নিকুণ্ড। হিন্দীমূলক। (সংস্কৃত 'ধূম'-শব্দ হইতে)। বি। [বি।
ধুনুরী—যে তুলা ধোনে। ধুন্+উরী কর্তৃবা।
ধুন্দল, ধুন্দুল, ধুঁদুল—ঝিঙার মত এক-প্রকার ফল। বাং প্র। বি। [বিণ।
ধুন্ধুকার—অন্ধকার, অস্পষ্ট। প্রাঃ কবিপ্র।
ধুন্ধুমার—১। কুবলয়াশ্ব রাজা। উপতৎ;
ধুন্ধু—মৃ+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। ২। ইন্দ্রগোপ কীট; গৃহস্থিত ধূম, ঝুল; পদাতিক। ধুম (দ্বিত্ব)—শ্ব+অণ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং। ৩। তুমুল। বিণ। ৪। মহাগোলযোগ। বাং প্র। বি।
ধুপ্—১। (কাপড় ইত্যাদি) সাবান প্রভৃতি দ্বারা ধৌত করণ। প্রাদে। বি। ২। পতনের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। [বি।
ধুপ—গন্ধদ্রব্যবিশেষ; রৌদ্র। হিন্দীমূলক।
ধুপছায়া, ধূপছায়া—রৌদ্র ও ছায়া; ময়ূরকণ্ঠী রং, যাহাতে দুইটি বর্ণের সমাবেশ আছে এরূপ রং; লাল কালো বা বেগুনি রংয়ের সূতা দিয়া বোনা কাপড়। দ্বন্দ্ব। বি।
ধুপি—স্তূপ, ঢিবি। 'স্তূপ'-শব্দজ। বি।
ধুপী—ধোপা, রজক। প্রাদে। বি।
ধুবন—১। পরিচালক। বিণ। ২। অগ্নি। ধু+অন কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। কম্পন। ধু+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
ধুম—১। আড়ম্বর, সমারোহ; ভিড়; সমারোহজ্ঞাপক ঢাক-ঢোলের বাদ্যের অনুকরণে জাত শব্দ। বি। ২। ভারী বস্তু পড়িবার শব্দ; কিলের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।
ধুমড়ী, ধুমুড়ী—মোটা স্ত্রীলোক; (তুচ্ছার্থে) অধিকবয়স্কা চরিত্রহীনা নারী। 'ঢেমনী'-শব্দজ। বি।
ধুমধড়াক্কা—আড়ম্বর, ঘটা, সমারোহ; মাতামাতি। বাং প্র। বি।
ধুমধাম—আড়ম্বর, জাঁকজমক, সমারোহ; মাতামাতি; সমারোহজ্ঞাপক ঢাক ও ঢোলের বাদ্যের অনুকরণে জাত শব্দ। বি।
ধুমধুম—বার বার কিল বা ঘুসি মারার শব্দ। বাং প্র। অব্য। ক্রি—ধুমধুমান।
ধুমসা, ধুমসো—মোটা; কালো ও মোটা। বাং প্র। বিণ। স্ত্রী,—সী।
ধুমসান—ভীষণ প্রহার করা, কিল ঘুসি মারা। বাং ক্রি।
ধুমুল, ধুম্বল, ধুম্বুল—সঙ্গীত বা অভিনয়াদির আরম্ভকালীন বাদ্য, মোহাড়া। বাং প্র। বি। [বিণ। স্ত্রী—ধুম্বী।
ধুম্ব—মোটা ও লম্বা (অবজ্ঞার্থে)। বাং প্র।
ধুম্বল, ধুম্বুল—'ধুমুল' দ্রঃ।
ধুয়া, ধুয়ো—১। গানের যে সব পদ দোহারগণ বার বার গায়; জনরব; দশজনের মুখে মুখে আবৃত্ত কথা। 'ধ্রুবা'-শব্দজ। ২। আব্দার, ছল। বাং প্র। বি। ৩। ধৌত করা। বাং ক্রি।
ধুর, ধুরা—ভার; চিন্তা; ভাবনা; প্রথম; সম্মুখ; অগ্রভাগ; শকটের অগ্র; অক্ষদণ্ড। ধুর্ব্ব+ক্বিপ্ করণবা (প্রকৃত রূপ ধূঃ); ২য় পক্ষে আপ্। বি; স্ত্রী।
ধুরন্ধর, ধুরীণ, ধুর্য্য(র্য)—কোন বিষয়ের ভার দিলে যে অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিতে

পারে এরূপ, কার্য্যদক্ষ; গাড়ী প্রভৃতির অগ্রভাগ যাহার কাঁধে রাখা হয় এমন; ভার-বাহক, বহনকারী, বাহন; প্রধান; দক্ষ, পটু। ধুর্—ধৃ+থচ্, কর্তৃবা, ধুর্+ঈন, যৎ বহনার্থে। বিণ।

ধুরমুশ—ভারী মুগুর। বাং প্র। বি।

ধুরমুশিয়া—যাহার গায়ে কাদা ধুলা ইত্যাদি মাথা এরূপ। প্রাদে। বিণ।

ধুরা—'ধুর্' দ্রঃ।

ধুরীণ—'ধুরন্ধর' দ্রঃ।

ধুর্য্য(র্য)—১। 'ধুরন্ধর' দ্রঃ। ২। ভার-বহনকারী বৃষাদি; বিষ্ণু। ধুর্+যৎ বহনার্থে। বি; পুং।

ধুলট, ধূলট—সঙ্কীর্ত্তনের পরে গায়ে ধূলা মাখা বা ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়া; নবদ্বীপে মাঘী পূর্ণিমার চারিদিন পূর্ব্ব হইতে ঐ দিন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত উৎসব। বাং প্র। বি।

ধুলা, ধূলা—১। মাটির গুঁড়া, মৃত্তিকাচূর্ণ, রজঃ, ধূলি। 'ধূলি'-শব্দজ। ২। বিবাহের পর আটদিনের মধ্যে পতির সহিত নববধূর দ্বিতীয় বার পতিগৃহে আগমন। বাং প্র। বি।

ধুসা—একপ্রকার লোমযুক্ত শীতের কাপড়। বাং প্র। বি।

ধুস্তর, ধুস্তূর, ধূস্তর, ধূস্তূর—ধুতুরা গাছ। ধুস্—তুর্+ক কর্তৃবা (নিপাতনে বিকল্পে হ্রস্ব)। বি; পুং।

ধূ—কম্পন। ধূ+ক্বিপ্ ভাববা। বি।

ধূত—কম্পিত; ভর্ৎসিত; নিরস্ত; ত্যক্ত। ধূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ধূনক—ধূনা। ধূ+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং। [বি; ক্লীব।

ধূনন—কাঁপন, কম্পন। ধূ+অনট্ ভাববা।

ধূনা—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 'ধূনক'-শব্দজ। বি।

ধূনাচি, ধূনুচি—ধূপ পোড়াইবার পাত্র। বাং প্র। বি। [স্ত্রী।

ধূনি—কাঁপন, কম্পন। ধূ+ক্তি ভাববা। বি;

ধূপ—১। গন্ধদ্রব্যবিশেষ; নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত একপ্রকার পদার্থ ও তাহা হইতে উদ্গত ধূম। ধূপ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। তরবারিবিশেষ। বাং প্র। বি।

ধূপক—১। ক্লেশজনক, সন্তাপদায়ক। বিণ। স্ত্রী—ধূপিকা। ২। গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা। ধূপ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

ধূপচি, ধূপদান—ধূনাচি (তাহা দ্রঃ)। ধূপ+চি, দান (পাত্র অর্থে)। বি।

ধূপছায়া—'ধুপছায়া' দ্রঃ।

ধূপদীপ—ধূপ ও প্রদীপ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ধূপন—১। ধূপদ্বারা সুগন্ধীকরণ; তাপন। ধূপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। ধূনা। ধূপ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

ধূপপাত্র—ধূনাচি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধূপবৃক্ষ—সরলবৃক্ষ, একপ্রকার দেবদারু-গাছ। ধূপপ্রদ বৃক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধূপমুদ্রা—ধূপদানের জন্য মধ্যমা অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কৃত মুদ্রা। ৪র্থীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধূপাঙ্গ—তার্পিন তৈল। ধূপের অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধূপায়িত, ধূপিত—পথশ্রান্ত; তাপিত; ধূপদ্বারা সুগন্ধীকৃত। ধূপ+ক্ত কর্ম্মবা, বিকল্পে 'আয়'-আগম। বিণ।

ধূপিকা—১। কুয়াসা, কুজ্ঝটিকা। ধূপ+কন্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সন্তাপ-দায়িনী, সন্তাপিকা। ধূপক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ধূপিত—'ধূপায়িত' দ্রঃ।

ধূম—১। ধোঁয়া। ধূ+মক্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। ২। মহা আড়ম্বর, সমারোহ। বাং প্র। বি।

ধূমকেতন, -কেতু—অগ্নি; (জ্যোতিষ) সৌরজগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী জ্যোতিঃপদার্থবিশেষ; আকাশচারী ধূমাকার একপ্রকার জ্যোতিঃ-পদার্থ (comet); কেতুগ্রহ; উৎপাতবিশেষ; কৃশাশ্বের পুত্র; তৃণবিন্দুর পুত্র। ধূম কেতন, কেতু (ধ্বজ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ধূমজ—মেঘ। উপতৎ; ধূম (বাষ্প)—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং। [বি।

ধূমড়ী—বোষ্টমী; লম্পটী, উপস্ত্রী। বাং প্র।

ধূমধড়াক্কা—ধূমধড়াকা (তাহা দ্রঃ)।

ধূমধাম—ধুমধাম (তাহা দ্রঃ)।

ধূমপ—তপস্যার্থ ধূমমাত্র পানকারী; তামাকখোর, ধূমপায়ী। উপতৎ; ধূম—পা+ক কর্তৃবা। বিণ। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধূমপান—তামাক চুরুট প্রভৃতি টানা।

ধূমপায়ী (-পায়িন্)—যে ধূম পান করে এরূপ, যে তামাক চুরুট ইত্যাদি টানে এরূপ। উপতৎ; ধূম—পা+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —পায়িনী।

ধূমযোনি—১। মেঘ। ধূম (বাষ্প) যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহুব্রী। ২। অগ্নি; মুস্তক; অস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধূমল, ধূম্র—১। বেগুণে রঙ্, কৃষ্ণ-লোহিতবর্ণ; ধূনা; শিহ্ন। বি; পুং। ২। ধোঁয়ার বর্ণবিশিষ্ট। উপতৎ; ধূম—লা, রা+ক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।

ধূমসা—মোটা ও কালো, স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ। বাং প্র। বিণ।

ধূমসী—১। মাষকলাই গুঁড়া করিয়া প্রস্তুত পিঠা। ধূম—সো+ক কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। মোটা ও কালো রংয়ের, স্থূলা এবং কৃষ্ণবর্ণা। বাং প্র। বিণ; স্ত্রী।

ধূমাকার—যাহার আকার ধোঁয়ার মত ঝাপসা; ধোঁয়ায় ভরা। ধূম আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ধূমাবতী—দশমহাবিদ্যার মধ্যে একটি, দুর্গা। ধূম+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্ (ধূম-স্থানে ধূমা)। বি; স্ত্রী।

ধূমাভ—ধোঁয়াটে। ধূমের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ধূমায়মান—যাহা ধোঁয়া ছাড়িতেছে এমন; যাহা ধোঁয়ার আকার ধারণ করিতেছে এমন। ধূম+ক্যঙ্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ধূমায়িত—ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ; যাহা হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে এরূপ। ধূম+ক্যঙ্ (=ধূমায় নামধাতু)+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

ধূমিকা—কুয়াসা, কুজ্ঝটিকা। ধূম+কন্ তুল্যার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধূমিত—ধোঁয়াময়, ধূমযুক্ত; অত্যন্ত ক্রোধ-বিশিষ্ট। ধূম+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ধূমী (ধূমিন্)—প্রচুর ধূমবিশিষ্ট, ধূমবহুল। ধূম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ধূমিনী।

ধূমোর্ণা—যমপত্নী। ধূমবৎ বর্ণ যাহার, বহুব্রী (ব-স্থানে উ)+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধূম্যা—ধূমরাশি, ধূমসমূহ। ধূম+য সমূহার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

ধূম্র—'ধূমল' দ্রঃ।

ধূম্রকেশ—১। ধোঁয়ার মত চুল। ধূম্র-সদৃশ কেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহার চুল ধোঁয়ার মত এরূপ। ধূম্র কেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কেশী, —কেশা।

ধূম্রবর্ণ—১। ধোঁয়ার মত রং। ধূম্রবৎ বর্ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহার রং ধোঁয়ার মত এরূপ। বিণ। ৩। ধূনা। ধূম্র বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ধূম্রবর্ণা—১। ধোঁয়ার বর্ণযুক্তা। বিণ; স্ত্রী। ২। অগ্নির সপ্তজিহ্বার একটি। ধূম্র বর্ণ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধূম্রলোচন—১। যাহার চক্ষু ধোঁয়ার মত বর্ণযুক্ত এরূপ। বিণ। ২। পায়রা, কপোত। ধূম্র লোচন (চক্ষুঃ) যাহার, বহুব্রী। ৩। (পুরাণ) দৈত্যপতি শুম্ভের অনুচরবিশেষ; (রামায়ণ) রাক্ষসবিশেষ। বি; পুং।

ধূম্রাক্ষ—১। যাহার চোখের রং ধোঁয়ার মত এমন, ধূম্রবর্ণ-নেত্রবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, —ক্ষী। ২। (রামায়ণ) রাবণের সেনাপতি রাক্ষসবিশেষ। ধূম্র অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

ধূয়া—ধ্রুবক, ধুয়া। 'ধ্রুবা'-শব্দজ। বি।

ধূরি—ধূলা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ধূর্জ্জ(র্জ)টি—শিব, মহাদেব। ধুর্—জট্+ইন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ধূর্ত্ত(র্ত)—১। শঠ, প্রবঞ্চক, কপটাচারী; লম্পটস্বভাব; অনিষ্টকারী। বিণ। ২। জুয়াড়ি, দ্যূতকারী। বি; পুং। ৩।

ধুস্তূরবৃক্ষ ; পিড়িঙ্ শাক ; প্রণয়ী ; কপট-প্রণয়ী ; লোহার মরিচা ; বিটলবণ। ধূর্ব্ব্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।
ধূর্ত্ত(র্ত)ক—শৃগাল ; খল ব্যক্তি। ধূর্ত্ত+কন্ তুল্যার্থে, স্বার্থে। বি ; পুং।
ধূর্ত্ত(র্ত)তা—শঠতা, প্রবঞ্চকতা। ধূর্ত্ত+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।
ধূর্দ্ধ(র্ধ)র, ধূর্ব্ব(র্ব)হ—ভারবাহী, ধুরন্ধর। ধুর্—ধৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা, ধুর্—বহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
ধুল—ধুলা (তাহা দ্রঃ) ; (গণিত) কড়ার অংশবিশেষ ; ক্ষেত্রের পরিমাণবিশেষ ; হিসাব। বাং প্র। বি।
ধুলট—'ধুলট' দ্রঃ।
ধুলদন্তী—হিসাবী, গণিতজ্ঞ ("বলে গেল ধুলদন্তী"—শুভঙ্করী)। ধুল (হিসাব) দন্তে যাহার, বহুব্রী। বাং প্র। বি।
ধুলধাপড়, -ধাপড়া, -ধাপড়ি, -ধাপাড়ি—ধুলাকাদা, ধুলাবালি। বাং প্র। বি। **ধুলধাপড়া উড়ান**—ভীষণ প্রহার করা।
ধুলা, ধুলো—ধূলা (তাহা দ্রঃ)। **গায়ে ধুলা দেওয়া**—ধিক্কার দেওয়া। **চোখে ধুলা দেওয়া**—ঠকান। **পায়ের ধুলা দেওয়া**—পদার্পণ করিয়া ধন্য করা। **পায়ের ধুলা লওয়া**—গুরুজনের পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া ভক্তি দেখান।
ধুলাকাদা—শুক্না ও ভিজা মাটি। ধুলা ও কাদা, দ্বন্দ্ব। বি। [৩য়াতৎ। বি।
ধুলাখেলা—ধুলা লইয়া খেলা ; ছেলেখেলা।
ধুলাগুঁড়া—রেণুমাত্র ; সামান্য পরিমাণ। দ্বন্দ্ব। বি।
ধুলাঘর—ছেলেমেয়েদের খেলার ঘর, খেলা-ঘর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
ধুলাপড়া—মন্ত্রপূত ধূলি। পড়া ধুলা, কর্ম্মধা (বাং)। বি।
ধুলা-পা, ধুলা-পা—বিবাহের পর আট দিনের মধ্যে পতিসহ নববধূর পিতৃগৃহে গমন ও তথা হইতে পতিগৃহে পুনরায় আগমন (দ্বিরাগমনের পরিবর্ত্তে)। প্রাদে। বি।
ধুলাবালি—ধুলা ও বালি ; অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। দ্বন্দ্ব। বি।
ধুলামুঠা—একমুঠি ধূলি ; অতি তুচ্ছ জিনিস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
ধুলি, ধুলী—ধুলা, পাংশু, রেণু। ধূ+লিক্ কর্ত্তৃবা, পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।
ধুলিকণা—এককণা ধুলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;
ধুলিকা—কুয়াসা, কুজ্ঝটিকা। ধূলি+কন্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।
ধুলিকেদার—ক্ষেত, ক্ষেত্র ; মাটির বাঁধ। ধূলিকৃত কেদার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।
ধুলিগুচ্ছক—আবীর, ফাগ। ধূলির গুচ্ছ, ৬ষ্ঠীতৎ (ক-আগম)। বি ; পুং।
ধুলিধূসর—যাহার বা যে বস্তুর সমস্ত শরীর ধূলায় ফ্যাকাশে হইয়াছে এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।
ধুলিধূসরিত—ধূলিধূসর (তাহা দ্রঃ)। ধূলি দ্বারা ধূসরিত, ৩য়াতৎ। বিণ।
ধুলিধূসরিতাঙ্গ—ধুলা মাথার জন্য যাহার শরীর ফ্যাকাশে হইয়াছে এমন। ধূলিধূসরিত অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ।
ধুলিধ্বজ—ঘূর্ণিবায়ু। ধূলি ধ্বজ (পতাকা) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
ধুলিপটল—ধূলিরাশি, উড্ডীয়মান মেঘের মত ধূলিজাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
ধুলিপুষ্পিকা—কেতকী ফুল। ধূলি পুষ্পে যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)+আপ্। বি ; স্ত্রী। [ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।
ধুলিময়—ধুলায় ভরা। ধূলি+ময়ট্
ধুলিলুণ্ঠিত—যে ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে এরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।
ধুলিশয্যা—মাটি, মৃত্তিকারূপ শয্যা। ধূলিরূপা শয্যা, রূপক কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।
ধুলিশয্যা-গ্রহণ—মাটিতে লুটান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
ধুলিশায়ী (-য়িন্)—যে ধুলায় পড়িয়া আছে এরূপ। উপতৎ ; ধূলি—শী+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -শায়িনী।
ধুলিসাৎ—ধুলায় পরিণত। ধূলি+সাৎ। অব্য, বিণ।
ধুলী—'ধূলি' দ্রঃ।
ধুলীকদম্ব—কদমগাছ, কদম্ববৃক্ষ। ধূলীর (শুভ্রকেশর রেণুময় পুষ্পের) কদম্ব (সমূহ) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।
ধুল্যবলুণ্ঠিত—যে ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে এরূপ। ধূলিতে অবলুণ্ঠিত, ৭মীতৎ। বিণ।
ধূসর—১। সামান্য ফ্যাকাশে রং, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, শাদা ও কাল—এই দুই বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণ। বি ; পুং। ২। পাঁশুটে, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট। ধূ+সরক্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
ধূসরিত—যাহা অন্য বস্তুর সংযোগে পাঁশুটে হইয়াছে এরূপ, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট। ধূসর+ইতচ্ জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।
ধূসরিমা (-মন্)—পাঁশুটে ভাব, ধূসরত্ব ; পাঁশুটে রং, ধূসরবর্ণ। ধূসর+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।
ধুস্তুর, ধুস্তূর—'ধুতুর' দ্রঃ।
ধৃত—যাহা ধরা হইয়াছে এরূপ, অবলম্বিত, গৃহীত ; ব্যবহৃত ; স্থিত ; স্থাপিত ; আলোচিত, বিবেচিত ; যে ধরা পড়িয়াছে এরূপ ; রুদ্ধ। ধৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ধারণ।
ধৃতবর্ম্মা (-বর্ম্মন্), **-বর্মা**—বর্ম্মধারী। ধৃত হইয়াছে বর্ম্ম যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।
ধৃতব্রত—১। যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে এরূপ, গৃহীতব্রত। ধৃত ব্রত যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী বিণ।
ধৃতরাষ্ট্র—(মহাভারত) পাণ্ডু রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ধৃত রাষ্ট্র যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বি ; পুং।
ধৃতাত্মা (-ত্মন্)—১। বিষ্ণু। বি ; পুং। ২। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ; ধৈর্য্যসমন্বিত। ধৃত হইয়াছে আত্মা যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।
ধৃতি—১। ধারণ ; উদ্ধার ; সার ; ধৈর্য্য ; স্থিতি ; ইচ্ছা ; সন্তোষ ; সুখ ; যাগ ; সর্ব্বত্র-প্রীতি ; উৎসাহ। ধৃ+ক্তি ভাববা। ২। ষোড়শ মাতৃকার মধ্যে ত্রয়োদশ মাতৃকা ; যোগ-বিশেষ ; অষ্টাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। ধৃ+ক্তি করণবা। বি ; স্ত্রী। [বিণ ; স্ত্রী।
ধৃতিমতী—ধৈর্য্যশালিনী। ধৃতিমৎ+ঈপ্।
ধৃতিমান্ (-মৎ)—ধৈর্য্যশালী ; সন্তুষ্ট ; ধীর। ধৃতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ।
ধৃতিহোম—বিবাহকালে করণীয় যজ্ঞ-বিশেষ। ধৃত্যুদ্দিষ্ট (ধৃতির উদ্দেশে কৃত) হোম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।
ধৃষ্ট—১। নির্লজ্জ ; প্রগল্‌ভ, উদ্ধতস্বভাব-বিশিষ্ট ; লম্পট। বিণ। বি, -তা, -ত্ব। ২। নায়কবিশেষ, ধৃষ্টনায়ক, যে অপরাধী হইয়াও শঙ্কারহিত, তিরস্কৃত হইলেও লজ্জাহীন এবং দোষদর্শন করাইলেও দোষ স্বীকার করে না এরূপ নায়ক। (শ্রীরাধা—"নখনির্ঘাত ক্ষত বক্ষসি দেয়ল কোন নারী।" শ্রীকৃষ্ণ—"কণ্টকে তনু ক্ষতবিক্ষত তোহে ঢুঁড়ইতে গোরী।"—শশিশেখর)। ধৃষ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।
ধৃষ্টতা, ধৃষ্টত্ব—নির্লজ্জতা ; প্রগল্‌ভতা, ঔদ্ধত্য। ধৃষ্ট+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।
ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদ-রাজপুত্র। ধৃষ্ট (প্রগল্‌ভ) দ্যুম্ন (বল) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
ধৃষ্টা—১। অসতী স্ত্রী। বি ; স্ত্রী। ২। প্রগল্‌ভা। ধৃষ্ট+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
ধৃষ্টামি, ধৃষ্টামো—ধৃষ্টতা। ধৃষ্ট+আমি, আমো (বাং) ভাবে। বি।
ধৃষ্ণি—আলোক, কিরণ। ধৃষ্+নি কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং।
ধৃষ্ণু—ধর্ষণশীল ; সহিষ্ণু ; প্রগল্‌ভ ; নির্লজ্জ। ধৃষ্+ক্নু কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।
ধেআন—ধ্যান। কবিপ্র। বি।
ধেই-ধেই—উদ্দাম ভাবে নৃত্য করিবার ভঙ্গি। বাং প্র। অব্য।
ধেঁড়স—ফলবিশেষ, ডিণ্ডিশ। বাং প্র। বি।
ধেঁড়ি—ধেঁড়স ; কানের গহনাবিশেষ। বাং প্র। বি।
ধেঞা—ধাইয়া, ধাবিত হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।
ধেড়ান—কোন কার্য্যে কৃতিত্বের অভাব-প্রদর্শন করা, অপটুতা প্রকাশ করা ; বেসামাল ভাবে তরল মল ত্যাগ করা। বাং ক্রি।

ধেড়ে—১। কাঠবিড়াল, উদ্বিড়াল। বি। ২। বয়স্ক, ধাড়ী। 'ধাড়ী'-শব্দজ। বিণ।

ধেৎ—'ধুৎ' দ্রঃ।

ধেনু—সবৎসা গাভী, নবপ্রসূতা গাভী; গাভী; (পশুবাচক শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) স্ত্রী-পশু; দানবিশেষ। ধে+নু কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

ধেনুক—১। গর্দ্দভাকৃতি অসুরবিশেষ। ধেনু+কন্ সদৃশার্থে। ২। রতিক্রিয়ার আসন বা প্রকারবিশেষ, পশুবৎ মৈথুন। ধেনু+কন্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

ধেনুকা—ধেনু; হস্তিনী; পশুনায়িকা। ধেনুক+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধেনুদুগ্ধ—গরুর দুধ, গাভীর দুগ্ধ; (গোদুগ্ধের ন্যায় স্বাদু বলিয়া) ফুটী, চির্ভটী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধেনুমূল্য—প্রায়শ্চিত্তরূপ ধেনুদানের মূল্য-বিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধেনো—১। যাহাতে ধান্য উৎপাদিত হয় এরূপ; ধান্য হইতে প্রস্তুত। বিণ। ২। ধেনোমদ। ধান+ও (<উয়া) উৎপন্নার্থে। বি।

ধেয়—গ্রহণীয়; জ্ঞেয়। ধা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

ধেয়ান—১। ধ্যান; স্মরণ। বি। ২। ধ্যান করা; স্মরণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

ধেয়ানী—ধ্যানমগ্ন। কবিপ্র। বিণ।

ধেয়ায়—ধ্যান করে ("যোগী যেন সদাই ধেয়ায়"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ধৈবত—(সঙ্গীত) স্বরবিশেষ, ধা। ধাবৎ (অশ্ব) +অণ্ স্বার্থে (নিপাতনে)। বি; পুং।

ধৈরজ, ধৈরয—ধৈর্য্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ধৈর্য্য(র্য)—ধীরতা, স্থিরতা, নির্ব্বিকার-চিত্ততা; সহিষ্ণুতা। ধীর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—ধীর। [বিণ।

ধৈর্য্য(র্য)চ্যুত—অসহিষ্ণু, চঞ্চল। ৫মীতৎ।

ধৈর্য্য(র্য)চ্যুতি—অসহিষ্ণু অবস্থা, অস্থির-ভাব। ধৈর্য্য হইতে চ্যুতি বা ধৈর্য্যের চ্যুতি, ৫মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধৈর্য্য(র্য)শালী (-লিন্)—ধীর। উপতৎ; ধৈর্য্য—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী। বি,—শালিতা।

ধৈর্য্য(র্য)শীল—স্বভাবতঃ স্থির এবং সহিষ্ণু, অবিচলিত। ধৈর্য্য শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ধৈর্য্য(র্য)হারা—অধৈর্য্য, ধৈর্য্যচ্যুত, অসহিষ্ণু। ধৈর্য্যকে হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বিণ।

ধোওয়া—১। ধৌত করা। 'ধাব্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। প্রক্ষালন। ধু+আ ভাববা। বি। ৩। ধৌত। ধু+আ কর্ম্মবা। বিণ।

ধোঁকন—ভ্রম, সংশয়। বাং প্র। বি।

ধোঁকা, ধোকা—১। সংশয়, সন্দেহ; প্রবঞ্চনা; ছোলা ইত্যাদি ডাল পিষিয়া তাহাদ্বারা পিঠা প্রস্তুত করিয়া যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হয় তাহা। বাং প্র। বি। ২। সন্দেহ প্রকাশ করা; শ্রান্তিপ্রকাশ করা, হাঁপান। বাং ক্রি।

ধোঁকাবাজ—ছলনাকারক, প্রবঞ্চনাকারী। ধোঁকা+বাজ শীলার্থে। বিণ। বি,—বাজী।

ধোঁকাবাজী (জি)—ছলনা, প্রবঞ্চনা। ধোঁকাবাজ+ঈ ভাবে। বি।

ধোঁয়া—ধূম। 'ধূম'-শব্দজ। বি।

ধোঁয়াটে—অনেকটা ধোঁয়ার মত রংয়ের, ধূমে আচ্ছন্ন। ধোঁয়া+টে (<টিয়া) সাদৃশ্যার্থে, আচ্ছন্নার্থে। বিণ।

ধোকড়—ছেঁড়া কাঁথা প্রভৃতি; থলি; মোটা কাপড়। বাং প্র। বি।

ধোকড়া, ধোকড়ি—মোটা কাপড়; থলি; চট। বাং প্র। বি।

ধোকা—'ধোঁকা' দ্রঃ।

ধোচনা—মাছ ধরিবার জন্য বাঁশের তৈয়ারী খাঁচা। প্রাদে। বি।

ধোনা—ধনুকের ন্যায় যন্ত্র দ্বারা তুলা পরিষ্কার করা। বাং ক্রি।

ধোপ, ধোব—১। পরিষ্কৃত। বিণ। ২। ধোলাই, ধোয়ান। বাং প্র। বি। **ধোপ পড়া**—ধোলাই হওয়া, ধুইবার সময় ফর্সা করিবার মশলা পড়া।

ধোপদস্ত, -দুরস্ত—ভাল করিয়া ধোলাই-করা; বাহিরে চক্‌চকে। বাং প্র। বিণ

ধোপা, ধোবা—রজক, বস্ত্রক্ষালক। বাং প্র। বি; পুং। স্ত্রী—ধোপানী, ধোবানী। **ধোপার পাট**—ধোপা যে পাটায় কাপড় কাচে তাহা। **ধোপা নাপিত বন্ধ করা**—একঘরে করা; সামাজিক দণ্ড দেওয়া।

ধোপান—ধৌত। বাং প্র। বিণ।

ধোপানী, ধোবানী—ধোপার বৌ, রজক-স্ত্রী। ধোপা, ধোবা+নী। বি; স্ত্রী।

ধোব—'ধোপ' দ্রঃ।

ধোবা—'ধোপা' দ্রঃ।

ধোবানী—'ধোপানী' দ্রঃ।

ধোয়া—১। ধৌত করা। বাং ক্রি। ২। ধৌত। ধু+আ কর্ম্মবা। বিণ।

ধোয়াট—নদীর স্রোতে যে মাটি একস্থান হইতে অন্য স্থানে ভাসিয়া আসে তাহা, নদী-প্রবাহে আনীত মৃত্তিকা; ধোয়া মাটি। বাং প্র। বি।

ধোয়ান—প্রক্ষালন করান। বাং ক্রি।

ধোয়ানি—ধোয়ার পর অবশিষ্ট জল; কোন কিছু ধৌত-করা জল; মলা, শিটা। বাং প্র। বি।

ধোলাই—১। বস্ত্র ধৌত করণ। বি। ২। ধৌত, পরিষ্কৃত। ধু+আই (ল-আগম) ভাববা, কর্ম্মবা। বিণ।

ধোসা—একপ্রকার পশমী মোটা শীতবস্ত্র। বাং প্র। বি।

ধৌত—১। ধোয়া, পরিষ্কৃত; শাণিত; মার্জ্জিত; শুভ্র; ক্ষালিত, শোধিত। বিণ। ২। রজত, রূপা। ধাব্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

ধৌতখণ্ডী—মিছরী। ধৌত যে খণ্ডী (গুড়), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ধৌতি, ধৌতী—১। ঝরণা, উৎস; নদী। ধাব্+ক্তি অধিবা। ২। যোগক্রিয়াবিশেষ, জলদ্বারা অন্ত্র প্রভৃতি ধৌত করা। ধাব্+ক্তি ভাববা, পক্ষে ঈপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

ধৌর্ত্তি(র্তি)ক—১। ধূর্ত্তসম্বন্ধীয়। ধূর্ত্ত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। ধূর্ত্ততা। ধূর্ত্ত+ইক ভাবে। বি; ক্লীব।

ধ্বংস, ধ্বংসন—নাশ; হানি; পতন; উচ্ছেদ, খণ্ডন; গমন। ধ্বন্‌স্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—ধ্বংসনীয়, ধ্বস্ত। **ধ্বংস করা**—নষ্ট করা, নাশ করা। **ধ্বংস হওয়া**—সর্ব্বনাশপ্রাপ্ত হওয়া। **অন্ন ধ্বংস করা**—অকর্ম্মা হইয়া থাকিয়া আহারাদি করা, বসিয়া বসিয়া খাওয়া।

ধ্বংসক—বিনাশকারী। ধ্বন্‌স্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ধ্বংসিকা।

ধ্বংসন—'ধ্বংস' দ্রঃ।

ধ্বংসনীয়—যাহা বিনষ্ট করা যাইবে এরূপ; যাহা বিনষ্ট করা উচিত এরূপ। ধ্বন্‌স্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

ধ্বংসপথ—উৎসন্ন যাইবার পথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধ্বংসমুখ—ধ্বংসের গ্রাস; বিনাশের আরম্ভ।

ধ্বংসলীলা—বিনাশ করা রূপ খেলা। ধ্বংসই লীলা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [ক্রি।

ধ্বংসান—বিনাশ করা, নিঃশেষ করা। বাং

ধ্বংসাবশেষ—বিনষ্ট হইয়া যাইবার পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহা। ধ্বংসাতিক্রান্ত অবশেষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ধ্বংসিত—বিনাশিত; পাতিত; খণ্ডিত। ধ্বন্‌স্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ধ্বংসী (ধ্বংসিন্)—১। যাহার বিনাশ ঘটে এরূপ, বিনাশশীল, নশ্বর। ধ্বংস+ইন্ আছে অর্থে। ২। যে ধ্বংস করে এরূপ, নাশক। ধ্বন্‌স্+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

ধ্বজ—১। নিশান, পতাকা; দণ্ড; পতাকার চিহ্ন, লক্ষণ; সেনাচিহ্নবিশেষ; পূর্ব্বদিকের গৃহ; মেঢ্র, পুং-চিহ্ন; খট্বাঙ্গ; সন্ন্যাসিহস্তস্থিত নরমুণ্ডের অস্থি; (পদ্যছন্দে) একটি লঘু এবং একটি গুরুস্বরযুক্ত গণ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। গর্ব্ব, অহঙ্কার; সর্প; শৌণ্ডিক। ধ্বজ্ (গমন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ধ্বজচিহ্ন—জাতি সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রের বিশেষ চিহ্ন (ensign). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ধ্বজদণ্ড—যে দণ্ডের সহিত নিশানের কাপড় আঁটিয়া উড়ান হয় তাহা, পতাকাদণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধ্বজপট—নিশানের কাপড়, পতাকাদণ্ডে যোজিত বস্ত্রখণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

ধ্বজপাত—ধ্বজভঙ্গ (তাহা দ্রঃ)।

ধ্বজপ্রহরণ—বায়ু। ধ্বজে (পতাকায়) প্রহরণ যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি ; পুং।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ—পতাকা বজ্র ও অঙ্কুশের মত চিহ্ন [এই চিহ্ন কেবল ভগবান্ বিষ্ণুর চরণকমলে বিদ্যমান আছে]। ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ধ্বজবান্ (-বৎ)—১। নিশানধারী, কেতনবিশিষ্ট ; চিহ্নযুক্ত ; অপরাধীর চিহ্নযুক্ত। বিণ। স্ত্রী, -বতী। ২। নিশানধারী ব্যক্তি ; মদ্যবিক্রেতা ; যে ব্রাহ্মণ নরহত্যা করিয়া পাপক্ষালনজন্য ঐ হত শবের মুণ্ডসহ তীর্থে গমন করে। ধ্বজ+মতুপ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ধ্বজভঙ্গ—পুরুষত্বহানি, পুং-জননেন্দ্রিয়ের উত্থান-শক্তিলোপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধ্বজা—নিশান, পতাকা ; ফুলের পাপড়িগুলির মধ্যে যেটি বড় এবং উঁচু হইয়া থাকে তাহা (standard). 'ধ্বজ'-শব্দজ। বি।

ধ্বজারোপণ—মন্দির প্রভৃতিতে মন্ত্র পড়িয়া নিশান পুঁতিয়া দেওয়া। ধ্বজের আরোপণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ধ্বজিনী—১। সৈন্য, সেনা, বাহিনী। বি ; স্ত্রী। ২। পতাকাবাহিনী ; ধ্বজধারিণী। ধ্বজ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ধ্বজী (ধ্বজিন্)—১। ব্রাহ্মণ ; পর্ব্বত ; রাজা ; রথ ; সর্প ; অশ্ব ; ময়ূর ; শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। বি ; পুং। ২। নিশানধারী। ধ্বজ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ধ্বজিনী।

ধ্বজী মারা—দাঁড় ফেলার অসুবিধা থাকিলে লগি মারিয়া নৌকা চালান।

ধ্বন—শব্দ, ধ্বনি ; গুঞ্জন, ঝঙ্কার। ধ্বন+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

ধ্বনন—১। অলঙ্কারোক্ত শব্দনিষ্ঠ ব্যাপারবিশেষ, ব্যঞ্জনা, শব্দের বা বাক্যের শ্রবণমাত্র যে অর্থবোধ হয় তাহা ভিন্ন অন্য অর্থপ্রকাশ [যথা—'বাবা বেলা যায়', এই কথা বলাতে পিতা বুঝিলেন আর ঘুমান উচিত নয়, পথিক বুঝিলেন—জীবনের সন্ধ্যা আগতপ্রায়, আর মোহনিদ্রায় মগ্ন হইয়া থাকা উচিত নহে ; সুতরাং পিতা এবং পথিক যে অর্থ বুঝিলেন, তাহার উভয়টিই ঐ বাক্যের ধ্বনন বা ধ্বনিগত অর্থ]। ধ্বন্+অনট্ করণবা। ২। অব্যক্ত শব্দকরণ। ধ্বন্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

ধ্বনি—১। শব্দ, নাদ ; মৃদঙ্গাদির অব্যক্ত শব্দ। ধ্বন্+ই ভাববা। ২। ব্যঙ্গার্থ ('ধ্বনন' দ্রঃ); উত্তমকাব্য ; যাহাতে ব্যঞ্জনা (suggestion) অধিক এমন কাব্য। ধ্বন্+ই কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ধ্বনিত—১। শব্দিত ; ধ্বনিদ্বারা প্রতিপাদিত। ধ্বন্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। শব্দ। ধ্বন্+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

ধ্বনিবিকার—শোক-ভয়াদিহেতু শব্দের বিকৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধ্বন্যাত্মক—শব্দাত্মক, শব্দের অনুকরণমূলক ; ব্যঞ্জনাপ্রধান। ধ্বনি আত্মা যাহার, বহুব্রী +ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -ত্মিকা।

ধ্বস্ত—যাহার ধ্বংস হইয়াছে এরূপ, নষ্ট ; পতিত। ধ্বন্‌স্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি —ধ্বংস।

ধ্বস্তাধ্বস্তি—ধস্তাধস্তি (তাহা দ্রঃ)।

ধ্বাঙ্ক্ষ—কাক, বক, গৃহ। ধাঙ্ক্ষ্ (বিকট শব্দ করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ধ্বান্ত—অন্ধকার। ধ্বন্+ক্ত কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি ; ক্লীব।

ধ্বান্তারাতি, ধ্বান্তারি-সূর্য্য ; চন্দ্র ; অগ্নি। ধ্বান্তের অরাতি, অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [ধ্মা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ধ্মাত—শব্দিত, বাদিত ; দগ্ধ ; সন্ধুক্ষিত।

ধ্যাত—চিন্তিত, ভাবিত, স্মৃত ; অনুশীলিত ; ধ্যানবিষয়ীকৃত। ধ্যৈ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ধ্যান।

ধ্যাতব্য—চিন্তনীয় ; স্মরণীয় ; আলোচনীয়। ধ্যৈ+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

ধ্যাতা (ধ্যাতৃ)—ধ্যানকারী। ধ্যৈ+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধ্যান—চিন্তা, একবিষয়ক জ্ঞানধারা ; অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ ; অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ত ধ্যেয় বস্তুর চিন্তন ; রূপচিন্তন ; অভিনিবেশসহকারে অভিমত বিষয়ের চিন্তা ; গভীরচিন্তা ; স্মরণ ; আলোচনা। ধ্যৈ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—ধ্যাত, ধ্যেয়।

ধ্যানগম্ভীর—গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকায় যাহার চেহারায় একটা প্রশান্তভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন ("ধ্যানগম্ভীর ঐ যে ভূধর" —রবীন্দ্রনাথ)। ৩য়াতৎ। বিণ।

ধ্যানগম্য—যাহা ধ্যান দ্বারা জানা যায় এরূপ। ধ্যান দ্বারা গম্য (প্রাপ্য), ৩য়াতৎ। বিণ। [বহুব্রী। বিণ।

ধ্যাননিষ্ঠ—ধ্যানমগ্ন। ধ্যানে নিষ্ঠা যাহার,

ধ্যানমগ্ন—ধ্যানস্থ, ধ্যান করিতে করিতে যে বাহ্য বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ। ধ্যানে মগ্ন, ৭মীতৎ। বিণ।

ধ্যানযোগ—ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় বস্তুর সহিত মিলন ; গভীর ধ্যান। ধ্যানই যোগ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ধ্যানরত—ধ্যানে নিযুক্ত। ধ্যানে রত, ৭মীতৎ। বিণ।

ধ্যানস্থ—ধ্যানমগ্ন, ধ্যানে নিযুক্ত। উপতৎ ; ধ্যান—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ধ্যানিক—ধ্যানসাধ্য। ধ্যান+ইক নির্ব্বৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ধ্যানী (ধ্যানিন্)—ধ্যানরত। ধ্যান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ধ্যানিনী।

ধ্যাবড়া, ধ্যেবড়া—জোবড়া ; নরম বা তরল দ্রব্যের পিণ্ড বা দাগ ; মোটা ও কুগঠিত। বাং প্র। বি বা বিণ।

ধ্যেয়—ধ্যানের যোগ্য ; স্মরণীয় ; চিন্তনীয়। ধ্যৈ+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—ধ্যান।

ধ্রিয়মাণ—যাহা ধারণ করা বা ধরা হইতেছে এরূপ। ধৃ+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

ধ্রুপদ—সঙ্গীতের প্রকারবিশেষ। 'ধ্রুবদ'-শব্দজ। বি।

ধ্রুব—১। নিশ্চল নক্ষত্রবিশেষ, ধ্রুবনক্ষত্র ; উত্তানপাদ রাজার পুত্র ; ধ্রুবের অবস্থানজন্য বিষ্ণুনির্ম্মিত স্বনামখ্যাত লোক, ধ্রুবলোক। বি ; পুং। ২। উৎপ্রেক্ষা বা অনুমান ; নিশ্চয়। বি ; ক্লীব। ৩। নিত্য, অক্ষয় ; দৃঢ় (constant) ; স্থির ; অবশ্য, নিশ্চিত। ধ্রু+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—ধ্রুবতা।

ধ্রুবক—গীতাঙ্গবিশেষ, গানের ধুয়া, গানের প্রথম পদ যাহা বার বার ঘুরাইয়া গাওয়া হয় ; বৃক্ষকাণ্ড, গাছের গুঁড়ি ; স্তম্ভ, থাম ; (গণিত) অপরিবর্ত্তনীয় রাশি (constant quantity). ধ্রুব+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

ধ্রুবকা—গানের ধুয়া। ধ্রুব+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবতা—নিশ্চলতা, স্থিরতা ; নিত্যতা। ধ্রুব+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবতারা—স্থির নক্ষত্র ; উত্তরাকাশস্থ স্থির নক্ষত্রবিশেষ ; স্থির লক্ষ্য। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবরেখা—বিষুবরেখা (Equator) ; নাড়ীমণ্ডল। ধ্রুবা (স্থিরা) রেখা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবলোক—ধ্রুবের অবস্থান জন্য বিষ্ণুনির্ম্মিত স্বনামখ্যাত লোক, সত্যলোকান্তর্গত ধ্রুবস্থানবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধ্রুবা—১। যাহা দ্বারা ধনুকের ছিলা তৈয়ার হয় সেই ঘাস, মূর্ব্বা ; নীতি ; স্রুক্-বিশেষ ; সাধ্বী-স্ত্রী ; বটপত্রাকৃতি যজ্ঞপাত্র ; গানের ধুয়া। বি ; স্ত্রী। ২। স্থিরা, নিশ্চলা, নিশ্চিতা। ধ্রুব+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

[ন]

ন—১। বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ত-বর্গের পঞ্চম বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত ও নাসিকা]; নেত্র; বামন; শিব; অনাদি ইত্যাদি। বি; পুং। ২। অভাব; বিরোধ; অপ্রশস্ততা; অল্পতা; ভেদ; সাদৃশ্য। নী+ড কর্ত্তৃবা। অব্য। ৩। বৌদ্ধ; গণেশ। নহ্+ড কর্ত্তৃবা। ৪। বন্ধন; দান। নহ্+ড ভাববা। ৫। রণ। নহ্+ড অধিবা। ৬। ছন্দঃশাস্ত্রে পদবিশ্লেষণের জন্য বিহিত লঘুস্বরবিশিষ্ট তিনটি অক্ষর (syllable). বি; পুং। ৭। বড় মেজো ও সেজোর পরবর্ত্তী। বাং প্র। বিণ। ৮। নয়, নব। 'নবন্'-শব্দজ। বি বা বিণ। ৯। নূতন। 'নব'-শব্দজ। বিণ।

ন-অই, নউই—মাসের নবম দিন। 'নবম'-শব্দজ। বি বা বিণ।

নই—১। নূতন; বকনা বা মাদী ('—বাছুর')। 'নবী'-শব্দজ। বি বা বিণ। ২। হই না, না হই। বাং ক্রি।

নইচা, নইচে, নলচে—১। হুঁকায় যে নলের উপর কলিকা বসান হয় তাহা। বি। ২। ছোট নলের আকারবিশিষ্ট। বাং প্র। বিণ। [শব্দের সংক্ষেপ। অব্য।

নইলে—নহিলে; অন্যথা। 'না হইলে'-

নউমী—নবমী। 'নবমী'-শব্দজ। বি বা বিণ।

নও—নয়; নূতন, নব। 'নবন্' বা 'নব'-শব্দজ অথবা ফার্সী। **নও আবাদ**—নূতন বসতি। **নও বাহার**—নব বসন্ত।

নওজোয়ান—নবযুবা, তরুণ ("চল্ রে নওজোয়ান"—নজরুল)। ফার্সী। বি; পুং।

নওবৎ, নহবৎ—ভারতবর্ষের একতান বাদনপদ্ধতি। আর্বী। বি।

নওবৎখানা—নহবৎবাদ্যের মঞ্চগৃহ। (আর্বী) নওবৎ+(ফার্সী) খানা। বি।

নওয়ালি—যাহা নূতন উৎপন্ন হইয়াছে বা আমদানী করা হইয়াছে এরূপ। 'নব'-শব্দজ। বিণ।

নওরতন—নবরত্ন, নয়জন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। নও (<নব) রতন (<রত্ন), কর্ম্মধা। বি।

নওরোজ—পারসীক নববর্ষের প্রথম দিন বা সেই দিনের উৎসব। ফার্সী। বি।

নওল, নহল—নূতন, নব। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ; পুং। স্ত্রী, —লি, —লী।

নওলা, নহলা—নয়টি ফোঁটাযুক্ত তাস। 'নবম'-শব্দজ। বি।

নওশা—বিবাহের বর ("রণে যায় কাসেম ঐ দুঘড়ির নওশা"—নজরুল)। ফার্সী। বি।

নং—নম্বর। 'নম্বর'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।

নকড়া—নয়টি কড়ি বা কড়া; তুচ্ছ। বাং প্র। বি বা বিণ।

নকড়া-ছকড়া—তুচ্ছ, হেয়। বাং প্র। বিণ। [বি।

নকর, নোকর—চাকর, ভৃত্য। ফার্সী।

নকরি, নোকরি—চাকুরি, ভৃত্যের কর্ম্ম। নকর, নোকর+ই কর্ম্মার্থে। বি।

নকল—১। প্রতিলিপি, আদর্শ, অনুরূপ; অনুকরণ; কৌতুক, ভাঁড়ামি। বি। ২। কৃত্রিম, যাহা আসল নহে এরূপ, যাহা খাঁটি নহে এরূপ। আর্বী 'নক্ল্'-শব্দজ। বিণ।

নকলনবিশ, -নবিস—যে লেখা নকল করে, প্রতিলিপিকারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। বি, —বিশি, —বিসি।

নকলনবিশী—নকলনবিশের কাজ, লেখা দেখিয়া লেখার কাজ। নকলনবিশ+ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

নকসা, নক্সা—নমুনা, প্রকার; ব্যঙ্গচিত্র; খসড়া; মানচিত্র; গৃহ উদ্যান সহর যন্ত্র প্রভৃতির অবস্থান এবং গঠনবোধক রেখা-চিত্র। আর্বী 'নক্স্'-শব্দজ। বি।

নকসা-বকসা—হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি এবং বাক্য প্রভৃতি। প্রাদে। বি।

নকার—'ন' এই বর্ণ মাত্র। ন+কার স্বার্থে। বি; পুং।

নকাশি, নকাসি—সোনা রূপা প্রভৃতির উপর খোদাইয়ের কাজ। ফার্সী। বি।

নকিব, নকীব—রাজার উপাধি বা যশের ঘোষক অনুচরবিশেষ; পেয়াদা; ঘোষণা-কারী; পেশকার। আর্বী। বি।

নকুল—১। মহাদেব; বেজি, নেউল; (মহাভারত) চতুর্থ পাণ্ডব। বি; পুং। ২। কুলহীন। ন (নাই) কুল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। মাদক দ্রব্য সেবনের পর যে মুখরোচক দ্রব্য ব্যবহার করা যায় তাহা, চাট্। প্রাঃ কবিপ্র। প্রাদে। বি।

নকুলী—মেয়ে-বেজি, স্ত্রী-নকুল; দুর্গা; কুক্কুটী; জটামাংসী; কুঙ্কুম। নকুল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নকুলীশ, -লেশ, -লেশ্বর—কাশীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গবিশেষ, ভৈরববিশেষ; কালীঘাটে অবস্থিত ভৈরববিশেষ। নকুলীর (গৌরীর) ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ; নকুলই ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), কর্ম্মধা। বি; পুং।

নকুলে—যে ভাঁড়ামি করিয়া ব্যঙ্গ করে এরূপ। নকল+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

নকুলেশ, নকুলেশ্বর—'নকুলীশ' দ্রঃ।

নক্ত—রাত্রি; (একাদশীমাহাত্ম্যে) দিবসের অষ্টম ভাগ; ব্রতবিশেষ, নক্তব্রত (দিবসে ভোজন না করিয়া রাত্রে ভোজন দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়)। নজ্ (লজ্জা করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

নক্তক—নেকড়া, ছিন্নবস্ত্র। নজ্+তকন্ অপাবা। বি; পুং।

নক্তচর, নক্তঞ্চর—১। রাক্ষস; বিড়াল; পেচক; চৌর। বি; পুং। ২। রাত্রিচর। নক্ত, নক্তম্—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রী।

নক্তচারী (-চারিন্), **নক্তঞ্চারী** (-চারিন্)—১। রাক্ষস; বিড়াল; পেচক; চৌর। বি; পুং। ২। রাত্রিচর। উপতৎ; নক্ত, নক্তম্—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রিণী।

নক্তন্দিব—রাত্রিদিন, দিবারাত্র। নক্তম্ এবং দিবা, দ্বন্দ্ব (নিপাতনে)। অব্য।

নক্তব্রত—দিনে উপবাস করিয়া রাত্রির প্রথম অর্দ্ধপ্রহর মধ্যে ভোজন রূপ নিয়মবিশেষ। নক্তনামক ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নক্তভোজী (-ভোজিন্)—ব্রতার্থ দিবা-ভোজন পরিত্যাগ করিয়া যে রাত্রিতে ভোজন করে এরূপ, নক্তব্রতধারী। উপতৎ; নক্ত—ভুজ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ভোজিনী।

নক্তান্ধ—রাতকাণা। নক্তে অন্ধ, ৭মীতৎ। বিণ। বি, —ন্ধতা।

নক্র—১। কুম্ভীর; জলজন্তু। বি; পুং। ২। নাসিকা; দ্বারের অগ্রকাষ্ঠ, ঝন্‌কাঠ। নঞ্—ক্রম্ (গমন করা)+ড কর্ত্তৃবা (যাহা দূরে গমন করে না)। বি; ক্লীব।

নক্ররাজ—হাঙ্গর। নক্রদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

নক্ষত্র—তারা, তারকা; (জ্যোতিষ) তারামণ্ডল (constellation)—(অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি 'নক্ষত্রের' প্রত্যেকটি তারামণ্ডল); সাতাশটি মুক্তাদ্বারা গ্রথিত হার। ন—ক্ষি বা ক্ষর্+ষ্ট্রন্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে), অথবা, নক্ষ্+অত্রন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

নক্ষত্রগতি—উল্কার ন্যায় গতি; অতি দ্রুত গমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নক্ষত্রচক্র—(জ্যোতিষ) রাশিচক্র, তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণোপযোগী ষট্‌চক্রান্তর্গত চক্রবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নক্ষত্রদান—নক্ষত্রভেদে দ্রব্যবিশেষের দান। নক্ষত্রোদ্দিষ্ট দান, মধ্যপ কর্ম্মধা; অথবা, নক্ষত্রে (নক্ষত্রবিশেষাধিষ্ঠিত সময়ে) দান, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

নক্ষত্রনাথ—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রনেমি—১। চন্দ্র; ধ্রুবনক্ষত্র; বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি; পুং। ২। রেবতী-নক্ষত্র। নক্ষত্র নেমি (পরিধি) যাহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

নক্ষত্রপতি—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রপথ—আকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রপাঠক—জ্যোতির্ব্বিৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রপাত—নক্ষত্রের কক্ষবিচ্যুতি; উল্কাপাত; [প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্র আকাশ হইতে পড়ে না, উল্কাপাতকেই নক্ষত্রপাত বলিয়া ভ্রম করা হয়]; (লাক্ষণিক অর্থে) খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু বা অবনতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রবিদ্যা—গ্রহনক্ষত্রাদির স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ-নির্ব্বাচন ও ভবিষ্যৎ-সূচক বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ। নক্ষত্রবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নক্ষত্রবৃষ্টি—তারকার পতন, তারকার কক্ষচ্যুতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নক্ষত্রবেগ—তারকার ন্যায় দ্রুতগতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ক্রি-বিণ, —বেগে।

নক্ষত্রমালা—তারকার ন্যায় উজ্জ্বল ২৭টি মুক্তায় গ্রথিত হার; তারকাশ্রেণী, তারাসমূহ; নৃত্যবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নক্ষত্রযাজক—নক্ষত্রদোষের শান্তিকারক ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ; গণক ব্রাহ্মণ। নক্ষত্র—যজ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নক্ষত্রযোগ—নক্ষত্রভেদে ক্রূরাদি গ্রহের সংযোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্ররাজ—চন্দ্র। নক্ষত্রদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

নক্ষত্রলোক—তারকাসমূহের কল্পিত অবস্থান-স্থান, নক্ষত্রাধিষ্ঠিত লোকবিশেষ। নক্ষত্রদিগের লোক (ভুবন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রশূল—(জ্যোতিষ) যাত্রাদি কার্য্যে নিষিদ্ধ নক্ষত্রবিশেষের পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিতিজনিত ব্যাঘাত [পূর্ব্বদিকে শ্রবণা ও জ্যেষ্ঠা, দক্ষিণে অশ্বিনী ও উত্তরভাদ্রপদা, পশ্চিমে রোহিণী ও পুষ্যা, উত্তরে উত্তরফল্গুনী ও হস্তা]। নক্ষত্রজনিত শূল (অনিষ্টপাত), কর্ম্মধা। বি; পুং।

নক্ষত্রসন্ধি—পূর্ব্বনক্ষত্র হইতে পরনক্ষত্রে চন্দ্রাদি গ্রহের সংক্রমণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রসূচক—যে জ্যোতিঃশাস্ত্র ভালরূপে আয়ত্ত না করিয়াই নিজেকে দৈবজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেয়, অজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিৎ। ৬ষ্ঠীতৎ (নিন্দার্থে)। বি; পুং।

নক্ষত্রাধিপ—চন্দ্র। নক্ষত্রদিগের অধিপ (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রামৃত—(জ্যোতিষ) বারবিশেষে নক্ষত্র-যোগকৃত অমৃতযোগ [রবিবারে উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, মূলা ও রেবতী নক্ষত্র; সোমবারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা ও অশ্বিনী; মঙ্গলবারে পুষ্যা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, স্বাতী, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী; বুধবারে কৃত্তিকা, রোহিণী, শতভিষা ও অনুরাধা; বৃহস্পতিবারে স্বাতী, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অনুরাধা; শুক্রবারে পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, অশ্বিনী, শ্রবণা ও অনুরাধা এবং শনিবারে স্বাতী ও রোহিণী নক্ষত্র মিলিত হইলে নক্ষত্রামৃত যোগ হয়]। নক্ষত্রকৃত অমৃত (অমৃতযোগ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নক্ষত্রালোক—তারার আলো, নক্ষত্র হইতে নির্গত আলোক। নক্ষত্রের আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রিয়—তারকাবিষয়ক; সপ্তবিংশতি-সংখ্যক, সাতাশ। নক্ষত্র+ইয় সম্বন্ধার্থে এবং নক্ষত্র-সংখ্যকার্থে। বিণ।

নক্ষত্রেশ, নক্ষত্রেশ্বর—চন্দ্র, নক্ষত্রপতি; কর্পূর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্সা—'নকসা' দ্রঃ।

নখ—১। অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে হাড়ের মত কঠিন বস্তু দিন দিন একটু একটু করিয়া বাড়িতে থাকে তাহা, অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ উপাস্থিবিশেষ; বিংশতি সংখ্যা। ন (নাই) খ (ছিদ্র) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং বা ক্লীব। ২। অংশ, খণ্ড। নঞ্—খন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

নখকুণি, -কুনি—নখের কোণে পুঁজসঞ্চয় এবং ব্যথা। ৬ষ্ঠীতৎ (বাং)। বি।

নখকৃন্তন, -কৃন্তনী—নরুণ, নখচ্ছেদক অস্ত্র। নখ—কৃৎ+অনট্ করণবা; পক্ষে ঈপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

নখত, নখতর, নখতা—তারা, নক্ষত্র। 'নক্ষত্র'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নখদর্পণ—মন্ত্রবলে নখের উপর কোন হারান বস্তুর ছায়া দেখিতে পাওয়ার বিদ্যা [তুলারাশিতে জাত ব্যক্তির করাঙ্গুষ্ঠের নখে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তৈল প্রদান করিলে উক্ত বিদ্যাবলে ঐ নখ দর্পণে পরিণত হয় এবং তাহাতে ঐ বস্তুর হারান ব্যাপার দৃষ্ট হয়]; কোন বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান। নখরূপ দর্পণ, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং। **নখদর্পণে থাকা**—নখদর্পণে যেমন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দেখা যায়, সেইরূপ স্মৃতিপথে থাকা।

নখর—পশুপাখীর ধারাল নখ। নখ—রা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

নখরঞ্জনী—নরুণ, নাপিতাস্ত্রবিশেষ; মেহেদী পাতা বা উহার গাছ (এই গাছের পাতার রসে নখ রং করা হয় বলিয়া)। নখ—রঞ্জ্+ণিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নখরায়ুধ, নখায়ুধ—যে সকল জন্তু নখর দ্বারা অস্ত্রকার্য্য নির্ব্বাহ করে; সিংহ ব্যাঘ্র কুক্কুরাদি; গৃধ্রকুক্কুটাদি। নখর, নখ আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নখশঙ্খ—ছোট শাঁখ, ক্ষুদ্র শঙ্খ। নখবৎ শঙ্খ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নখশূল—নখকুণি (তাহা দ্রঃ)। নখের শূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

নখাঙ্ক—নখের আঁচড়ের দাগ। নখকৃত অঙ্ক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নখাঘাত—আঁচড়ান, নখ দ্বারা আঘাত [কামশাস্ত্রে ইহা চুম্বনাদির ন্যায় রতিক্রিয়ার অঙ্গবিশেষ বা রাগবর্দ্ধক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে]। নখ দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

নখানখি—খামচা-খামচি, নখে নখে আঘাত-পূর্ব্বক যুদ্ধ। নখে নখে কৃত যাহা এই রণব্যতীহারার্থে, বহুব্রী (ই-আগম ও পূর্ব্বপদের দীর্ঘত্ব)। অব্য।

নখানি—নখধোয়া জল, নখডুবান জল। বাং প্র। বি।

নখায়ুধ—'নখরায়ুধ' দ্রঃ।

নখিন্দর—চাঁদ সদাগরের পুত্র। 'লক্ষীন্দ্র'-শব্দজ। বি; পুং।

নখী (নখিন্)—নখবিশিষ্ট, যাহার নখ আছে; ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু। নখ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—নখিনী।

নখী—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, একপ্রকার সামুদ্রিক শামুকের খোলা (ইহা ভাজিলে সুগন্ধ হয়)। নখ+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নগ—পর্ব্বত; বৃক্ষ। নঞ্—গম্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নগজ—১। পর্ব্বতজাত, পর্ব্বতীয়। বিণ। ২। হস্তী। উপতৎ; নগ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নগজা—১। পার্ব্বতী; ক্ষুদ্রপাষাণভেদী লতা। বি; স্ত্রী। ২। গিরিসম্ভবা, পর্ব্বত-জাতা। নগজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নগণ্য—তুচ্ছ, সামান্য, যাহা গণনার অযোগ্য। ন গণ্য, সুপ্সুপা। বিণ।

নগদ—১। জিনিস কিনিবার সময়েই দাম দেওয়া, প্রস্তুত মূল্য দিয়া ক্রয়; মজুত টাকা, উপস্থিত টাকা। বি। ২। উপস্থিত, যাহা আবদ্ধ নয় এরূপ ('—টাকা')। আর্বী 'নক্দ্'-শব্দজ। বিণ। **নগদ মূল্য**—জিনিস কিনিবার সময় দেওয়া পুরা দাম।

নগদ-বিদায়—কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় দেওয়া; নগদ টাকায় বিদায়। কর্ম্মধা। বি।

নগদা—যে কারবারে দেনা-পাওনা হাতে হাতে মিটান হয় এরূপ, যে কাজ করিয়া তৎক্ষণাৎ পারিশ্রমিক পাওয়া যায় এরূপ। আর্বী। বিণ। **নগদা খরিদদার**—যে নগদ দামে জিনিসপত্র কেনে। **নগদা মুটে**—নগদ পারিশ্রমিক লইয়া যে মোট বহন করে।

নগদান—নগদ খাজানা আদায়; নগদ হিসাব লিখিবার খাতা বা পৃষ্ঠা। আর্বী। বি।

নগদী—১। নগদ দামে কেনা বা কিনিবার মত। নগদ+ঈ। বিণ। ২। যে নগদ খাজানা আদায় করে, পাইক, বরকন্দাজ। আর্বী। বি।

নগন—লগ্ন, শুভসময়। 'লগ্ন'-শব্দজ। বি।

নগনদী—১। পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত নদী, গিরিনদী। নগজাতা নদী, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। পর্ব্বত এবং স্রোতস্বতী। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

নগনন্দিনী—দুর্গা; পর্ব্বতদুহিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।　[৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নগপতি—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়; চন্দ্র।

নগর, নগরী—শহর, যে ভূভাগে বহুসংখ্যক লোকের বাস তাহা, নানাজাতি ও নানা শিল্পবাণিজ্যাদির স্থান। নগ (পর্ব্বত বা পর্ব্বতপ্রমাণ গৃহ)+র আছে অর্থে; (২য়) পক্ষে ঈপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

নগরকীর্ত্ত(র্ত)ন—নগরের পথে পথে ঘুরিয়া হরিনামসংকীর্ত্তন। নগরে কীর্ত্তন, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

নগরঘণ্ট—ছেঁচড়া, তরকারীর খোসা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন। বাং প্র। বি।

নগরচত্বর—শহরের দোকান, হাট। নগরস্থ চত্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নগরচাতর—হাটবাজার। প্রাঃ কবিপ্র। 'নগরচত্বর'-শব্দজ। বি।

নগরদ্বার—শহরে প্রবেশ করিবার ফটক [প্রাচীনকালে নগর প্রাচীর-বেষ্টিত হইত বলিয়া ঐরূপ দ্বারের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইত। প্রাচীন ভারতে নগর-বিন্যাস অনুযায়ী চারিটি দ্বার থাকিত। উত্তর-দ্বারকে ব্রাহ্মদ্বার, পূর্ব্বদ্বারকে ঐন্দ্রদ্বার, দক্ষিণ-দ্বারকে যাম্যদ্বার ও পশ্চিমদ্বারকে সৈনাপত্য দ্বার বলা হইত]। নগরের দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

নগরপাল—নগররক্ষক, কোটাল; চৌকিদার; পুলিশ কমিশনার। উপতৎ; নগর—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নগরবাসী (-বাসিন্)—যে শহরে বাস করে এমন, শহরের লোক। উপতৎ; নগর—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —বাসিনী।

নগররক্ষক—নগরপাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নগররক্ষী (-রক্ষিন্)—নগরপাল। উপতৎ; নগর—রক্ষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —রক্ষিণী।

নগরস্থ—যাহা বা যে শহরে থাকে এমন; নাগরিক, শহরবাসী, শহুরে। উপতৎ; নগর—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

নগরাধ্যক্ষ—শহরের শান্তিরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারী, পুলিশ কমিশনার; নগররক্ষক। নগরের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।　[প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নগরিয়া—শহুরে, শহরবাসী। নগর+ইয়া।

নগরী—'নগর' দ্রঃ।

নগরীয়—নগর সম্বন্ধীয়, শহুরে, শহর-সংক্রান্ত; শহরস্থ; শহরে জাত। নগর+ঈয় সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ।

নগরোপান্ত—শহরের উপকণ্ঠ; নগরের সীমাস্থিত স্থান। নগরের উপান্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নগাধিপ, -ধিরাজ—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়। নগদিগের অধিপ, অধিরাজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নগি, নগী—নৌকাচালন দাঁড়, সরু বাঁশ; আঁকুশী। প্রাদে। বি।

নগিচ, নগিজ—নিকট। হিন্দী। বি।

নগুরে—নগরিয়া (তাহা দ্রঃ)।

নগেন্দ্র—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ; হিমালয়। নগদিগের মধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ; অথবা, নগ ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

নগ্ন—১। নেঙ্টা, বিবস্ত্র, উলঙ্গ; কাষায়-বস্ত্রধারী। বিণ। বি, —তা, —ত্ব। ২। ক্ষপণক; স্তুতিপাঠক; কপটাচারী। নজ্ (লজ্জিত হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নগ্নক—১। নেঙটা, উলঙ্গ, বিবস্ত্র। বিণ। ২। উলঙ্গ সন্ন্যাসী; বিবস্ত্র ক্ষপণক; চারণ। নগ্ন+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

নগ্নকান্তি—১। সহজ শোভা, অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহা স্বভাবতঃই সুন্দর এমন, সহজ শোভাযুক্তা। বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

নগ্নবীজ—১। (উদ্ভিদ্বিদ্যা) যে বীজের উপরে কোন আবরণ থাকে না তাহা, খোসা-ছাড়া বীজ (gymnosperm). নগ্ন বীজ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যে সকল বীজের উপর আবরণ থাকে না এমন, নগ্ন-বীজযুক্ত। বিণ। ৩। পাইন প্রভৃতি নগ্নবীজ (২) বৃক্ষ। নগ্ন বীজ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নগ্না—১। উলঙ্গা, বিবস্ত্রা। বিণ; স্ত্রী। ২। বিবস্ত্রা লজ্জাহীনা নারী; অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী। নগ্ন+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। ছোট বালক; নীচজাতীয় লোকের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নগ্নিকা—ছোট মেয়ে; অপ্রাপ্তবয়স্কা নারী; অজাতরজস্কা স্ত্রী; বিবস্ত্রা লজ্জাহীনা স্ত্রী। নগ্ন+কন্ সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

নগ্নীকরণ—নেঙ্টা করা, উলঙ্গ করণ, বিবস্ত্রীকরণ; অনাবৃতকরণ, আচ্ছাদন উন্মোচন; (ভূবিদ্যা) জল বায়ু প্রভৃতির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠস্থ শিলার ক্ষয়প্রাপ্তিদ্বারা নিম্নাংশকে প্রকাশিতকরণ (denudation); দীক্ষাদানপূর্ব্বক জৈন নগ্ন সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায়-ভুক্ত করণ। নগ্ন+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নগ্নী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —কৃত।

নগ্নীভবন—(ভূবিদ্যা) জল বায়ু প্রভৃতির প্রভাবে উপরিস্থ শিলা ক্ষয়িত হইলে নিম্নস্থ শিলার প্রকাশিত হওয়া (denudation); উলঙ্গ হওয়া; লোকচক্ষুর গোচর হওয়া। নগ্ন+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে(=নগ্নী)—ভূ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —ভূত।

নঙ্গ(ংগ)—১। জার, উপপতি; নাং। নম্—গম্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। উলঙ্গ; উন্মুক্ত, খোলা। 'নগ্ন'-শব্দজ। বিণ।

নঙ্গ(ংগ)র, নঙর—নৌকাকে স্থিরভাবে রাখিবার নিমিত্ত তিনটি বা চারিটি অঙ্কুশের ন্যায় বক্র শলাকাযুক্ত লৌহযন্ত্রবিশেষ; লোহার শিকল। ফার্সী 'লঙ্গর'-শব্দজ। বি। **নঙ্গর করা, নঙ্গর ফেলা**—নৌকা বা জাহাজ বাঁধা বা নৌকাদির গতিরোধ করা। **নঙ্গর তোলা**—জাহাজ প্রভৃতির বন্ধন খুলিয়া যাত্রা করা।

নচেৎ—এ যদি না হয়, এ না হইলে, নতুবা। ন+চেৎ (যদি)। অব্য।

নচ্ছার—নীচ, খারাপ, দুষ্ট, অপদার্থ। 'নঃ-সার'-শব্দজ। বিণ।

নচ্‌নচ্—যে বস্তু সহজে নত হয় বা নড়ে তাহার চলিবার বা নড়িবার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

নছিব—বরাত, অদৃষ্ট। ফার্সী। বি।

নজগজ—ঢিলাভাব, যাহা মজবুত নহে সর্ব্বদা নড়চড় করে এইরূপ ভাব। বাং প্র। অব্য।

নজর—দৃষ্টি; লক্ষ্য; উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে যাহা উপঢৌকনস্বরূপ দেওয়া যায়, ভেট; তত্ত্বাবধান; সুদৃষ্টি; উদারতা অথবা কৃপণতার মাত্রাভেদ ('লোকটির—ছোট'); কুদৃষ্টি; পছন্দ বা অপছন্দ; ক্ষতিকারক দৃষ্টি, কোন জিনিস ভাল বলিয়া তাহার উপর বিদ্বেষযুক্ত বা ক্ষতিকারক দৈবশক্তিযুক্ত দৃষ্টিপাত। আর্বী। বি। **নজর দেওয়া**—অমঙ্গল দৃষ্টি দেওয়া; কুদৃষ্টি দেওয়া; ভেট দেওয়া। **নজরে পড়া**—সুনজরে পতিত হওয়া; পছন্দমত হওয়া। **উঁচু নজর**—উচ্চাভিলাষ; অবস্থার অতিরিক্ত ইচ্ছা; উদারতা। **কুনজর**—অমঙ্গল দৃষ্টি। **ছোট নজর**—সংকীর্ণ দৃষ্টি; অনুদার দৃষ্টি। **সুনজর**—অনুকূল দৃষ্টি।

নজরবন্দী—১। চোখের বাহিরে যাইতে না দেওয়া, দৃষ্টিপথে রাখা। বি। ২। যাহাকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে দেওয়া না হয় এরূপ। (আরবী) নজর্ + (ফার্সী) বন্দী। বিণ।

নজরানা—রাজা বা জমিদারের সহিত দেখা করিবার সময় প্রজারা বা নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যাহা উপঢৌকন দেয় তাহা; উপহার; সেলামী; সেলামীস্বরূপ প্রদেয় অর্থ। নজর + আনা। বি।

নজির, নজীর—উদাহরণ, (বিচারালয়ে) পূর্বে যাহা নির্ধারিত হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত; প্রমাণ। আরবী। বি।

নঞর্থক—'না'-সূচক, নিষেধার্থক। নঞ্ (না) অর্থ যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী.—র্থিকা।

নট—১। নর্তক; যে নাটকের অভিনয় করে। নট্ + অ, কর্তৃবা। ২। রাগবিশেষ। 'নট্ট'-শব্দজ। বি; পুং। ৩। দুষ্ট, নষ্ট, খারাপ; দুষ্ট ("নট হৈল মুখ অভিমান"—বলরাম দাস)। 'নষ্ট'-শব্দজ। প্রাঃ কবিতা। বিণ। ৪। বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ; অশোক-বৃক্ষ, সোনাল-বৃক্ষ; একপ্রকার নলখাগড়া। নশ্ + অট্ কর্তৃবা। বি; পুং। ৫। লম্পট, নষ্ট নারীর সহিত প্রণয়কারী। বাং প্র। বিণ। ৬। জাহাজের গতিবেগের একক। ইং knot. বি। [ক্রি।

নটই—নাটিকেতে; নাচে। প্রাঃ কবিতা।

নটক—দোষ। প্রাঃ কবিতা। বি।

নটকী—নটী; নৃত্যকারিণী। প্রাঃ কবিতা। বিণ; স্ত্রী।

নটখট, -খটি—খটাটি; খুঁটিনাটি কথা; যাহা মজবুত বা শক্ত নহে তাহার অবস্থা। বাং প্র। বি।

নটখটে—খটখটে; যাহা মজবুত বা শক্ত নহে এরূপ। নটখট + এ (< ইয়া) করে অর্থে। বিণ। [প্র। বি।

নটঘট—চক্রান্ত, অবৈধ প্রণয়। বাং

নটচর্যা(চর্য্যা)—অভিনয়, নটের ব্যবসায়। ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নটচাঁদ—নট চন্দ্র ("কাহারে দেখিয়ু নট-চাঁদে"—চণ্ডীদাস)। প্রাঃ কবিতা। বি।

নটতি—নৃত্য করিতেছে ("নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিতা। সংস্কৃত ক্রি। [বি; ক্লীব।

নটন—নাচ, নৃত্য। নট্ + অনট্ ভাবেবা।

নটবর—১। নৃত্যকার্যে পটু, নৃত্যবিশারদে প্রবীণ; শ্রীকৃষ্ণ; (ব্যঙ্গার্থে) চরিত্রহীন লোক। নটদের বর (শ্রেষ্ঠ, অগ্রগণ্য), ষষ্ঠী-তৎ। বি; পুং. বা বিণ। ২। সুন্দর, মনোহরণ। বাং প্র। বিণ।

নটরাজ—'নটেশ্বর' দ্র। ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নটিনী—নৃত্যকারিণী, নর্তকী, নৃত্যকুশলা ("নাচে নটিনী নটিনপুর"—[illegible]); বেশ্যা। প্রাঃ কবিতা। বি; স্ত্রী।

নটিয়া, নটে—১। নর্তক; ভণ্ড; বেশ্যা-সক্ত। নটী + ইয়া. এ পুংলিঙ্গে বা অল্পার্থে। বিণ। ২। শাকবিশেষ। বাং প্র। বি।

নটী—নটের স্ত্রী; নর্তকী, অভিনয়কারিণী; বেশ্যা; নটী নামক গন্ধদ্রব্য। নট + ঈপ্। [বি; স্ত্রী।

নটিনারী—বেশ্যা; নর্তকী। প্রাঃ কবিতা।

নটুয়া—অভিনয়ে পটু। বাং প্র। বিণ।

নটেশ্বর, নটরাজ—শিব [দাক্ষিণাত্যে এই মূর্তিতে শিবের মূর্তি অনেক দৃষ্ট হয়। তিনপ্রকার নৃত্যরত শিবমূর্তি পাওয়া যায়; যথা—সন্ধ্যানৃত্যরত, সংহারনৃত্যরত ও তাণ্ডব-নৃত্যরত]। নটের (নর্তকের) ঈশ্বর (দেবতা), রাজা, ষ্ঠীতৎ; এই পক্ষে সমাসান্ত টচ্। বি; পুং। [বিণ।

নট্ঠ—নষ্ট, দুষ্ট। 'নষ্ট'-শব্দজ। প্রাঃ কবিতা।

নড়—১। নলখাগড়া; জাতিবিশেষ। নড্ + অচ্, কর্তৃবা। বি; পুং। ২। [illegible]; পলায়ন। বাং প্র। বি।

নড়চড়—অন্যথা, অন্তরণ; বিপর্যয়। বাং প্র। বি বা বিণ।

নড়নচড়ন—নড়াচড়া; গমন; স্পন্দন ও চলন, নড়িয়া যাওয়া; অন্যথা। বাং প্র। বি। [বিণ।

নড়নচড়নরহিত—অসাড়, স্থির। অনড়।

নড়নড়, নড়বড়—শক্ত থাকা অবস্থার জোড়লাগার অবস্থা, পতনোন্মুখ অবস্থা; দোলন। বাং প্র। বি।

নড়নড়ে, নড়বড়ে—শক্ত থাকা অবস্থার জোড়লাগার, পতনোন্মুখ, যাহা দুলিতে আরম্ভ করে এরূপ। নড়নড়, নড়বড় + এ (< ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

নড়া—১। কম্পিত হওয়া; আন্দোলিত হওয়া; অন্যথা হওয়া। বাং ক্রি। ২। বাহু। বাং প্র। বি।

নড়াচড়া—১। দেহ-সঞ্চালন; অবস্থান্তর; ব্যতিক্রম। বি। ২। বোঝাপড়া করা, ইতস্ততঃ যাওয়া। বাং ক্রি।

নড়ান—সরান, স্থানচ্যুত করা; কাঁপান; অন্যথা করান। বাং ক্রি।

নড়ানড়ি—না বাধিয়া নড়ান বা সরান। বাং প্র। বি।

নড়ি, নড়ী—১। লাঠি, যষ্টি ("আঁখের—")। 'লগুড়'-শব্দজ। ২। নড়ুর। প্রাঃ কবিতা। বি।

নত—১। প্রণত; আনত; কুটিল, বক্র, বাঁকা; একপাশে হেলান (inclined). বিণ। ২। তগরপাদিকাবিশেষ। নম্ (নত হওয়া) + ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। বাদ্যকার বয়সাদিবিশেষ, নক। বাং প্র। বি।

নতজানু—যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে এরূপ। নত হইয়াছে জানু যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নতমুখ—১। যে মুখ নত করিয়া নিম্নদিকে দৃষ্টি করিতেছে এরূপ। নত হইয়াছে বদন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নিম্ন দৃষ্টি, অবনত চক্ষু। কর্মধা। বি; ক্লীব।

নতনাসিক—যাহার নাক চাঁপা এরূপ। নত নাসিকা যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী.—কা, —কী।

নতমস্তক—১। বিনয় বা লজ্জা হেতু যে মাথা নীচু করিয়াছে এরূপ। নত হইয়াছে মস্তক যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নোয়ান মাথা। কর্মধা। বি; ক্লীব।

নতশির—নতমস্তক (সকল অর্থে)। বহুব্রী। 'নতশিরস্'-শব্দজ। বিণ।

নতশিরাঃ (-শিরস্), -শিরা—যে মাথা নোয়াইয়াছে এরূপ। নত হইয়াছে শিরঃ (শিরস্) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নতা—১। [illegible]; আপত্তি; লতা। বাং প্র। বি। ২। প্রণতা ইত্যাদি ('নত' দ্র)। নত + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নতাংশ—(জ্যোতিষ) দিগন্তরেখা হইতে দূরত্ব (vertical distance); খবিন্দু ও কোন জ্যোতিষ্কের মধ্যবর্তী বৃত্তাংশ (zenith-distance). নত অংশ, কর্মধা। বি; পুং।

নতি—১। নমস্কার, প্রণাম; নুইয়া থাকা, নমন; নম্রতা; [illegible]; সমতলেরা পরস্পরের প্রতি যত ঝুঁকিয়া থাকে তাহার পরিমাণ (inclination); আকর্ষণ। নম্ + ক্তি ভাবেবা। বি; স্ত্রী। ২। [illegible]। বাং প্র। বি।

নতিমান্ (-মৎ)—যে প্রণত হইয়াছে এরূপ; নম্রস্বভাব, বিনীত। নতি + মতুপ্, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী.—মতী।

নতুন—নূতন, নব। 'নূতন'-শব্দজ। বিণ।

নতুন খাতা—হালখাতা, নূতন বৎসরে নূতন করিয়া হিসাবের খাতা খুলিবার উৎসব।

নতুবা—নচেৎ, এ না হইলে, এ যদি না হয় তবে, অথবা। ন + তু + বা। অব্য।

নতোদর—যাহার উপরিভাগ গর্তের মত এরূপ (concave). নত উদর যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী.—রা, —রী।

নতোন্নত—উঁচুনীচু, অসমান। কোথাও নত কোথাও উন্নত, কর্মধা। বিণ। [বি।

নথ—নাকের একপ্রকার গহনা। বাং প্র।

নথি—মোকদ্দমা বা বিষয়সম্পত্তি-সম্বন্ধীয় কাগজপত্রের তাড়া; সূতায় গাঁথা কাগজপত্র। হিন্দী 'নথি'-শব্দজ। বি। [বাং প্র। বিণ।

নথিসামিল—নথিভুক্ত, নথির সঙ্গে গাঁথা।

নদ—পশ্চিম দূর প্রান্ত হইতে উৎপন্ন পুরুষ-

প্রবাহযুক্ত জলরাশি (ব্রহ্মপুত্র, শোণ প্রভৃতি); সমুদ্র; নদ; মেঘ; উন্মাদক। নদ্+অচ্, কর্তৃবা। বি; পুং।

নদনদ—দুন্দুভির বা ঢাকের শব্দের অনুকরণ। অনুকরণ শব্দ। বিণ, —ভাবে।

নদমাদ—পুংশ্চল। নামর্দ+অ (<ইং) করে আর্থে। বিণ।

নদারদ—অভাব; না থাকা। ফারসী। বি।

নদিকা—ছোট নদী। নদী+কন্ হ্রস্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

নদী—স্রোতস্বতী, তটিনী, প্রবাহশালী জলস্রোত [গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি]। নদ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নদীকান্ত—সমুদ্র, সরিৎপতি। ৬তৎ। বি; পুং।

নদীকূল—নদীর ধার, নদীতট। ৬তৎ। বি; ক্লীব।

নদীগর্ভ(র্ভ)—নদীর দুই তীরের মধ্যবর্তী স্থান। ৬তৎ। বি; পুং।

নদীজ—১। নদী হইতে উৎপন্ন। বিণ। ২। গাঙের ভীষ্ম; অর্জুনবৃক্ষ; বায়সনাশক; হিজলবৃক্ষ; অহিবহবৃক্ষ; একপ্রকার শাক। উৎপন্ন; নদী—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

নদীতরস্থান—১। নদী পার হইবার ঘাট, পারঘাট। নদীর তর (পার হওয়া, উত্তরণ), ৬তৎ; তাহার স্থান, ৬তৎ। ২। নদী দিয়া জল যাইবার। নদী হইতে উত্তর (পার), ৫মীতৎ; সেইরূপ স্থান, কর্মধা। বি; ক্লীব।

নদীন—সমুদ্র; বরুণ। নদীর ইন (প্রভু), ৬তৎ। বি; পুং।

নদীপতি—সমুদ্র; বরুণ। ৬তৎ। বি; পুং।

নদীপথ—জলপথ; নৌকাযোগে গমন করিবার পথ। নদীই পথ, কর্মধা; অথবা, নদীর পথ, ৬তৎ (অ সমাসান্ত)। বি; পুং।

নদীপর্যা(র্য)ঙ্ক—নদীর উভয়তীরে পর্বত শ্রেণী ঘেরা উঁচু ভূমিবেষ্টিত ভূভাগ (river basin), নদীর পালঙ্ক, ৬তৎ। বি; পুং।

নদীপ্রবেশ—যে স্থান দিয়া শাখানদী ও অন্যান্য নদী সকল প্রবাহিত হয়। নদীপূর্ণ প্রবেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নদীপ্রপাত—(জলপ্রপাত) নদীর যে স্থানে তাহার জলবেগ অত্যধিক হয় (rapids), নদীর প্রপাত, ৬তৎ। বি; পুং।

নদীবক্ষঃ (-বক্ষস্), **-বক্ষ**—নদীর জলের উপরিভাগ। ৬তৎ। বি; ক্লীব।

নদীবন্ধ—নদীর বাঁধ। ৬তৎ। বি; পুং।

নদীবহুল—যাহাতে নদী বেশী এমন (—দেশ)। নদী বহুল যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

নদীভব—যাহা নদীতে জাত এবং নদী-জাত। নদী হইতে ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নদীমাতৃক—নদীজলোৎপন্ন শস্যে পালিত ('—দেশ')। নদীই মাতা (পোষিকা) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

নদীমুখ—নদী যে স্থানে সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় তাহা, নদীর মোহানা। ৬তৎ। বি; ক্লীব।

নদীশ—সমুদ্র। নদীদিগের ঈশ (স্বামী), ৬তৎ। বি; পুং।

নদীসৈকত—নদীর চর; নদীর বালুকাপূর্ণ তট। ৬তৎ। বি; ক্লীব।

নদে—নদীয়া। 'নদীয়া'-শব্দজ। বি। **নদের চাঁদ**—নিমাই, শ্রীচৈতন্যদেব।

নদ্ধ—১। বাঁধা, বদ্ধ। নহ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্মবা। ২। ব্যাপ্ত। নহ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৩। বন্ধনী, যাহা দিয়া বাঁধা হয়। নহ্+ক্ত করণবা। বি; ক্লীব।

নধর—সুন্দর, চিক্কণ, কমনীয়; হৃষ্টপুষ্ট। 'মনোহর'-শব্দের অপভ্রংশ 'নওহর'-শব্দজ। বিণ।

নন্—অব্যয়। 'না হয়' পদদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ।

ননদ, ননদিনী, ননদী—স্বামীর বোন, পতির ভগিনী। 'ননান্দৃ'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

ননন্দা (ননন্দ্), **ননান্দা** (ননান্দ্)—স্বামীর বোন, ননদ। ন-ন—নন্দ্+ঋন্ কর্তৃবা (এই শব্দে আ-কার বিকল্পে) [সেবা ইত্যাদি করিলেও যে ভগিনী আনন্দিত হয় না]। বি; স্ত্রী।

ননি, ননী—মাখন। 'নবনীত'-শব্দজ। বি। **ননীর পুতুল**—যাহা সামান্য আঁচে গলিয়া যায়; (লক্ষণার্থে) আদুরে ও আলসে ব্যক্তি; শ্রমকাতর অকর্মিষ্ঠ।

ননীচোরা—শ্রীকৃষ্ণ (বাল্যে ননী চুরি করিয়া খাইয়াছিলেন বলিয়া)। ননী চুরি করে যে, উপপদ (বাং)। বি।

নন্দকা, নন্দওলা, নন্দথা—১। নদী, নদীতীর। বি। ২। নদীর মত কোমল ও সুন্দর। দেশী। বিণ।

নন্দ—১। আনন্দ। নন্দ্+অচ্, ভাবে। ২। বুদ্ধদেবের বিমাতৃপুত্রবিশেষ; মেঘ, খড়্গ; একপ্রকার মৃদঙ্গবিশিষ্ট বেণুবিশেষ; গন্ধর্ব; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা; মগধদেশীয় নৃপতিবিশেষ; বুদ্ধশিষ্যবিশেষ; ভূপতিবিশেষ; ঋষিতে পরিচিত বহুলোকের পিতৃবিশেষ; বাক্যবাদের আচার্যবিশেষ। নন্দ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

নন্দক—১। শ্রীকৃষ্ণের খড়্গ। বি; পুং। ২। আনন্দদায়ক; সুখদায়ক। নন্দ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—নন্দিকা। ৩। আনন্দ। নন্দ+কন্ স্বার্থে। ৪। শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা; মেঘ; বুদ্ধদেবের শিষ্যদিগের; দুর্জয়পুত্রবিশেষ। নন্দি+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

নন্দকী (-কিন্)—বিষ্ণু। নন্দক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পুং।

নন্দকুমার—শ্রীকৃষ্ণ। নন্দের কুমার, ৬তৎ। বি; পুং।

নন্দঘোষ—শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা। বি; পুং।

নন্দদুলাল—শ্রীকৃষ্ণ, আদুরে গোপাল। নন্দের দুলাল (পুত্র), ৬তৎ (বাং)। বি; পুং।

নন্দন—১। ছেলে, পুত্র; বিষ্ণু; মহাদেব; দুর্গাদেবীর পুত্রবিশেষ; ভেক; নামাখ্যাবিশিষ্ট পক্ষিবিশেষ। বি; পুং। ২। দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গস্থিত উদ্যান; চন্দনবিশেষ। বি; ক্লীব। ৩। আনন্দদায়ক। নন্দ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বিণ।

নন্দনকানন—স্বর্গস্থিত উদ্যান, দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্যান। নন্দনাখ্য কানন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।

নন্দননন্দন—নন্দের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পুং।

নন্দনদ্রুম—ইন্দ্রের নন্দন নামক উদ্যান। নন্দনাখ্য বন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।

নন্দপ্রয়াগ—পঞ্চপ্রয়াগের একটি [অলকনন্দা ও নন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত]। নন্দ (আনন্দ)-দায়ক প্রয়াগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নন্দলাল—শ্রীকৃষ্ণ। নন্দের লাল (কিশোর), ৬তৎ। বি; পুং।

নন্দা—১। জলাধার, ঝারি; দুর্গা; অলকনন্দার পূর্বদিকস্থ নদীবিশেষ; (জ্যোতিষ) প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী—এই তিন তিথি। নন্দ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। ২। স্বামীর বোন, ননদ। 'ননান্দৃ'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

নন্দাই—ননদের স্বামী। ননদ+আই স্বামী আর্থে। বি; পুং।

নন্দি—১। আনন্দ, হর্ষ। নন্দ্+ই ভাববা। বি; পুং। ২। শিবের প্রধান অনুচর; নান্দীকর; মহাদেব। বি; পুং। ৩। আনন্দদায়ক। নন্দ্+ণিচ্+ই কর্তৃবা। বিণ।

নন্দিকা—১। ইন্দ্রের উদ্যান। নন্দি+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। অতিশয় ছোট জালা; তিথিবিশেষ, নন্দা; প্রতিপদাদি তিথি। নন্দ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। আনন্দদায়িনী। নন্দক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নন্দিকেশ, -কেশ্বর—শিবের অনুচর নন্দী। নন্দিকার (ইন্দ্রোদ্যানের) ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। বি; পুং।

নন্দিগ্রাম—রামচন্দ্রের বনবাসকালে যেখানে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। নন্দিনামক গ্রাম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নন্দিঘোষ—১। অর্জুনের রথ। নন্দি (আনন্দজনক) ঘোষ যাহার, বহুব্রী। ২।

আনন্দজনক ঘোষণা। নন্দি ঘোষ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ৩। হর্ষজনক-শব্দযুক্ত। নন্দি ঘোষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নন্দিত—১। আনন্দিত, আহ্লাদিত, সন্তুষ্ট। নন্দ্+ক্ত কর্তৃবা। ২। যাহাকে আনন্দ দেওয়া হইয়াছে এমন, তোষিত। নন্দ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নন্দিনী—১। মেয়ে, কন্যা; দুর্গা; গঙ্গা; ননদ; বশিষ্ঠের হোমধেনু; অযোধ্যা; কোষকারক ব্যাড়ি-নামক মুনির মাতা; রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য। বি; স্ত্রী। ২। আনন্দদায়িনী। নন্দ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বিণ।

নন্দিপুরাণ—নন্দিকথিত উপপুরাণ-বিশেষ। নন্দিকথিত পুরাণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নন্দিবর্দ্ধ(র্ধ)ন—১। আনন্দবর্দ্ধক। নন্দির (আনন্দ ইত্যাদির) বর্দ্ধন (বৃদ্ধিকারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। ২। শিব; মগধরাজ উদয়াশ্বের পুত্র; জনকবংশীয় উদাবসুর পুত্র; পুত্র; বন্ধু; পক্ষান্ত, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা। বি; পুং।

নন্দী (নন্দিন্)—১। শিবের প্রধান অনুচর ও দ্বারপাল; শিবগণবিশেষ; শাকবিশেষ; গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষ; বটবৃক্ষ। বি; পুং। ২। আনন্দিত, আহ্লাদিত। নন্দ (আনন্দ)+ইন্ আছে অর্থে। ৩। আনন্দদায়ক। নন্দ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—নন্দিনী।

নন্দীশ, নন্দীশ্বর—১। নন্দিকেশ্বর, নন্দী। নন্দীই (শিবের প্রধান অনুচরই) ঈশ, ঈশ্বর, কর্ম্মধা। ২। শিব। নন্দীর ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নন্দ্য—আনন্দ করিবার মত, আহ্লাদের যোগ্য। নন্দ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

নন্নড়িয়া, নন্নড়ে—ঢিলা, শিথিল; কৃশ। নড়নড়+ইয়া, এ করে অর্থে। বিণ।

নপুংসক—হিজড়ে; যাহার স্ত্রী-চিহ্ন কিংবা পুং-চিহ্নের কোনটিই নাই, ক্লীব; ছিন্নমুষ্ক, খোজা; কাপুরুষ [নপুংসক পাঁচ প্রকার: যথা—ষণ্ড, ঈর্ষ্যক, সুগন্ধী, কুম্ভীক, আসেক্য]; (ব্যাকরণ) সংস্কৃত ভাষায় যে সকল শব্দের রূপ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের ন্যায় নহে (যথা—ফল, পয়স্ ইত্যাদি)। ন স্ত্রী ন পুমান্ (পুরুষ) এই বাক্যে (নিপাতনে), সুপ্সুপা। বি; পুং বা ক্লীব।

নপ্তা (নপ্তৃ)—নাতি, পৌত্র, দৌহিত্র। ন—পত্+তৃচ্ করণবা (যাহার জন্ম হওয়ায় পিতৃগণ নরকে পতিত হন না)। বি; পুং।

নপ্ত্রী—নাতিনী, পৌত্রী, দৌহিত্রী। নপ্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নফর—চাকর, ভৃত্য, দাস। আর্বী। বি।

নফল—যাহা করিলে পুণ্যলাভ হয় অথচ না করিলে দোষ নাই এরূপ কার্য্য। আর্বী। বি।

নব—১। নূতন, নবীন। নু (স্তুতি করা)+অপ্ কর্ম্মবা। বিণ। ২। স্তব। নু+অপ্ ভাববা। বি; পুং। **নবকার্ত্তিক**—দেখিতে নবজাত কার্ত্তিকসদৃশ অর্থাৎ সুন্দর পুরুষ।

নব (নবন্)—নয়, ৯-সংখ্যা; ৯-সংখ্যক [নববাচক শব্দ:—(১) নবগ্রহ; (২) নবদুর্গা; (৩) নবদ্বার; (৪) নবধাতু; (৫) নবপত্রিকা; (৬) নবরত্ন; (৭) নবরস; (৮) নবরাত্র; (৯) নবলক্ষণ; (১০) নববর্ষ; (১১) নবশায়ক]। নু+অনি কর্ম্মবা। বি বা বিণ।

নবক—১। নবসংখ্যা। বি; ক্লীব। ২। নবসংখ্যান্বিত। নব+কন্ সংজ্ঞার্থে। বিণ। স্ত্রী—নবিকা। [স্ত্রী।

নবকলিকা—নূতন কুঁড়ি। কর্ম্মধা। বি;

নবকারিকা—নূতন বিবাহিতা, নবোঢ়া; নূতনকারিকা বা সংক্ষিপ্ত-বিবরণ শ্লোক। নবা (নূতনী) কারিকা (কর্ত্রী, শ্লোক), কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নবকুমার—যে শিশু নূতন জন্মিয়াছে। নবজাত কুমার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নবগ্রহ—(প্রাচীন মতে) সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু (আধুনিক-মতে) পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো—এই নয় গ্রহ। নব (নয়) গ্রহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

নবচত্বারিংশ—উনপঞ্চাশ সংখ্যার পূরক। নবচত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

নবচত্বারিংশৎ—উনপঞ্চাশ, ৪৯-সংখ্যা; ৪৯-সংখ্যাযুক্ত। নবাধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নবচত্বারিংশত্তম—উনপঞ্চাশ সংখ্যার পূরক। নবচত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

নবচ্ছিদ্র—১। নবদ্বার (তাহা দ্রঃ)। ২। দেহ। নব ছিদ্র যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

নবজন্ম (জন্মন্)—নূতন জীবনলাভ; পীড়া-মুক্তির পর আবার নূতন ভাবে স্বাস্থ্য ভাল হইয়া উঠা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নবজলধর—নূতন মেঘ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

নবজলধরশ্যাম—নবীন মেঘের মত কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ। নবজলধরসদৃশ শ্যাম, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

নবজাত—সবেমাত্র বা কিছুদিন হইল যাহার জন্ম হইয়াছে এরূপ। নব জাত, সুপ্সুপা। বিণ।

নবজীবন—খারাপ অবস্থা দূর হইবার পর ভাল অবস্থা; নূতন প্রাণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নবজ্বর—তরুণজ্বর, জ্বরের প্রথম অবস্থা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

নবডঙ্কা(ঙ্কা)—অবজ্ঞাসূচক উক্তি, অঙ্গুষ্ঠ, কলা; ফাঁকি। বাং প্র। বি।

নবৎ—নহবৎ। আর্বী নওবৎ'-শব্দজ। বি।

নবত—১। হস্তী প্রভৃতির পৃষ্ঠে আস্তরণার্থ চিত্রিত কম্বল বা বস্ত্র। নব—তন্+ড কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। নবৎ (তাহা দ্রঃ)। বি।

নবতি—১। নব্বই, ৯০-সংখ্যা। বি; স্ত্রী। ২। ৯০-সংখ্যক। নব দশ পরিমাণ যাহার এই অর্থে নিপাতনে। বিণ; স্ত্রী।

নবতিতম—নব্বই সংখ্যার পূরক। নবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

নবত্ব—নূতনত্ব। নব+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

নবদম্পতি—নূতন-বিবাহিত স্বামি-স্ত্রী। জায়া এবং পতি, দ্বন্দ্ব (=দম্পতি); নব দম্পতি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

নবদল—নূতনপত্র; নূতন পদ্মপত্র; পদ্মের কেশরসমীপস্থ পত্র। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নবদশ (-দশন্)—উনিশ-সংখ্যাবিশিষ্ট; উনিশ সংখ্যা। নবাধিক দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ।

নবদশ—উনিশ সংখ্যার পূরক। নবদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

নবদীধিতি—মঙ্গলগ্রহ। নব (নয়) দীধিতি (কিরণ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নবদুর্গা—শৈলপুত্রী ব্রহ্মচারিণী চন্দ্রঘণ্টা কুষ্মাণ্ডা স্কন্দমাতা কাত্যায়নী কালরাত্রি মহাগৌরী সিদ্ধিদা—এই নয় দুর্গামূর্ত্তি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নবদ্বার—কর্ণদ্বয় চক্ষুর্দ্বয় নাসাদ্বয় মুখ পায়ু উপস্থ—দেহস্থ এই নয় দ্বার। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [প্রকারার্থে। অব্য।

নবধা—নয়-প্রকার; নয়বার। নবন্+ধাচ্

নবধাতু—স্বর্ণাদি নয়টি ধাতু [স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, সীসক, তাম্র, রঙ্গ লৌহ, কাংস্য ও কান্তলৌহ]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

নবনবত—নিরানব্বই সংখ্যার পূরক। নবনবতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী।

নবনবতি—নিরানব্বই, ৯৯ সংখ্যা; ৯৯-সংখ্যাযুক্ত। নবাধিকা নবতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নবনবতিতম—নিরানব্বই সংখ্যার পূরক। নবনবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

নবনী—ননী, মাখন। নব—নী+ক্বিপ্ কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী। [কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

নবনীত—ননী, মাখন। নব—নী+ক্ত

নবনীতক—ঘৃত। নবনীত+কন্ (জাত এই অর্থে)। বি; ক্লীব।

নবনীতধেনু—দানবিশেষ। নবনীতগঠিতা ধেনু, মধ্যপ কর্ম্মধা (উপচারার্থে দান)। বি; স্ত্রী।

নবপত্রিকা—দুর্গার মূর্ত্তিবিশেষ, কলাবৌ ; কদলী দাড়িমী ধান্য হরিদ্রা কচু মানকচু বিল্ব অশোক জয়ন্তী—এই নয়-পত্রযুক্তা স্ত্রী-মূর্ত্তি। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

নবপ্রস্থান—বৌদ্ধদের নয়টি মুখ্য সিদ্ধান্ত (যে সকল সিদ্ধান্তে ঈশ্বর ও বেদকে অগ্রাহ্য করিয়া সদাচারকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে)। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

নবপ্রাশন—নবান্ন উৎসব, অন্নপ্রাশন। নবের (অর্থাৎ নবান্নের) প্রাশন (ভোজন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

নবফলিকা—যাহার প্রথমবার ঋতু হইয়াছে সেই বালিকা ; নূতন বিবাহিতা, নবোঢ়া। নব ফল যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত+আপ্। বি ; স্ত্রী।

নববধূ—নূতন বৌ, নূতন-বিবাহিতা স্ত্রী, নবোঢ়া রমণী। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

নববরিকা—নূতন-বিবাহিতা স্ত্রী, নবোঢ়া। নব বর যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত+আপ্। বি ; স্ত্রী।

নববর্ষ—১। ভারত প্রভৃতি নয়টি বর্ষ বা দেশ। বি ; ক্লীব। ২। নূতন বৎসর ; নূতন বর্ষ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নববসন্ত—বসন্তকালের আরম্ভসময়। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নববিংশ—উনত্রিংশৎ সংখ্যার পূরক। নববিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

নববিংশতি—উনত্রিংশৎ, ২৯-সংখ্যা ; ২৯-সংখ্যক। নবাধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

নববিংশতিতম—নববিংশ। নববিংশতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

নববিধা—নয়প্রকার, নয় রকমের। নব (নয়) বিধা (প্রকার) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। **নববিধা ভক্তি**—বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

নববিধান—১। নূতন নিয়ম। নব বিধান, কর্ম্মধা। ২। ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা (কেশবচন্দ্র সেন ইহার প্রবর্ত্তন করেন)। নব বিধান যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

নবম—নয় সংখ্যার পূরক। নবন্+মট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

নবমল্লিকা—পুষ্পবিশেষ, নেয়ালিফুল ; সপ্তলা নামে লতা। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

নবমালিকা—১। নবমল্লিকা (তাহা দ্রঃ)। কর্ম্মধা। ২। দ্বাদশাক্ষরচরণবিশিষ্ট ছন্দোবিশেষ। বি ; স্ত্রী।

নবমী—১। নয় এই সংখ্যার পূরণকারিণী। বিণ ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রের নবমকলার হ্রাস বা বৃদ্ধিরূপ ক্রিয়া দ্বারা উদ্ভূত তিথি [বৈশাখী শুক্লা নবমী সীতানবমী, ভাদ্রী শুক্লা নবমী তালনবমী, আশ্বিনী কৃষ্ণা নবমী বোধন-নবমী, কার্ত্তিকী শুক্লা নবমী দুর্গানবমী, মাঘী শুক্লা নবমী মহানন্দা, এবং চৈত্রী শুক্লা নবমী শ্রীরামনবমী নামে খ্যাত]। নবন্+মট্ পূরণার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। **নবমী দশা**—মূর্চ্ছা ("নবমী দশা গেলি"—বিদ্যাপতি)। **নবমী পূজা**—মহানবমীতে দুর্গাপূজা। **নবমীর পাঁঠা**—নবমী পূজায় বলির জন্য উৎসর্গীকৃত পাঁঠা ; বলির ভয়ে ভীত ছাগ ; (লক্ষ্যার্থে) অতিশয় ভীত মানুষ।

নবযজ্ঞ—নবান্নরূপ যজ্ঞ। নব (নবধান্য-নিমিত্তক) যজ্ঞ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নবযুবতি, -যুবতী—যাহার (যে নারীর) সবেমাত্র যৌবন আরম্ভ হইয়াছে এমন, নবযৌবনসম্পন্না ('—রমণী')। নবা যুবতি, যুবতী, কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী। পুং—নবযুবা (-যুবন্)।

নবযৌবনা—তরুণী স্ত্রী। নব যৌবন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নবরঙ্গ—১। কায়স্থ প্রভৃতি কুলীনদের নয় প্রকারে কন্যা-আদান-প্রদানরূপ কুল-প্রথা। কর্ম্মধা। ২। নারাঙ্গালেবু। 'নারাঙ্গী'-শব্দের মার্জ্জিত রূপ। ৩। নূতন রঙ্গরস ; শতরঞ্চ (দাবা) খেলায় নয়টি বলের পর পর কিস্তিতে মাত করা। বাং প্র। বি।

নবরত্ন—মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য্য গোমেদ বজ্র বিদ্রুম পদ্মরাগ মরকত নীলকান্ত—এই নয়টি মণি ; একত্র নয় রত্নের সমবায় ; নবরত্নঘটিত অলঙ্কার ; বিক্রমাদিত্য রাজার নয় জন সভা-পণ্ডিত [ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ-মিহির ও বররুচি]। নব রত্নের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

নবরস—অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গারাদি নববিধ রস [শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই অষ্টবিধ রস নাট্যে প্রযুক্ত হয় ; এতদ্ব্যতিরিক্ত শান্তরস কাব্যে প্রযুক্ত হয় ; ইহা নবম রসরূপে উক্ত]। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নবরাত্র—১। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতি-পদ্ অবধি নবমী পর্য্যন্ত নয় দিন ব্যাপিয়া কর্ত্তব্য দুর্গাব্রতবিশেষ। নবসংখ্যক রাত্রি, মধ্যপ কর্ম্মধা (অচ্ সমাসান্ত) ; নবরাত্র+অচ্ আছে অর্থে। ২। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয় তিথি। নব রাত্রির সমাহার, সমা দ্বিগু (অচ্ সমাসান্ত)। বি ; ক্লীব।

নবলক্ষণ—১। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-সম্বন্ধীয় নয়প্রকার ঐশ্বরিক লক্ষণ ; আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শন নিষ্ঠা বেদ-পাঠ তপস্যা ও দান—এই নয়প্রকার কুল-লক্ষণ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। নবলক্ষণ-বিশিষ্ট। নব লক্ষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নবশক্তি—বিমলা উৎকর্ষণী জ্ঞানা যোগা ক্রিয়া প্রহ্বী সত্যা ঈশানা ও অনুগ্রা—এই নয় ঐশী শক্তি। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

নবশাক, -শাখ—নবশায়ক। 'নবশাখা' বা 'নবশায়ক'-শব্দজ (তাহা দ্রঃ)। বি।

নবশায়ক—পরাশরসংহিতায় বর্ণিত নয়-প্রকার সংকীর্ণ জাতি [সদ্গোপ, মালাকার, তেলি, তাঁতি, ময়রা, বারুই, কুম্ভকার, কর্ম্মকার ও নাপিত—এই নয় জাতি]। নব শায়ক (শ্রেণী), কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নবসূতিকা—ধেনু ; নবপ্রসূতা স্ত্রী। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

নবহুঁ—নূতন ("নবহুঁ রুচি মেহ সখি"—শশিশেখর)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নবাংশ—(জ্যোতিষ) মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের প্রত্যেকের নবম ভাগের এক এক ভাগ। নব অংশ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নবাগত—যে নূতন আগমন করিয়াছে এরূপ। নব আগত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নবাৎ—নৈবেদ্যে দিবার উপযুক্ত চিনির বা পাক-করা গুড়ের চাক্তি। ফার্সী। বি।

নবান্ন—নূতন চাউল মুখে দেওয়ার উৎসব-বিশেষ, শরৎকালীন বা হেমন্তকালীন নূতন ধান্যের তণ্ডুল দেবতা বা পিতৃপুরুষকে নিবেদন করিয়া প্রসাদগ্রহণরূপ অনুষ্ঠান-বিশেষ ; নূতন অন্ন। নব অন্ন, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

নবাব—মুসলমান রাজা ; মুসলমান রাজ-প্রতিনিধি, কোন নগরের বা প্রদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তা ; মুসলমান জমিদার বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ; (লক্ষ্যার্থে) বিলাসী বা আড়ম্বরপ্রিয় লোক। আর্বী। বি।

নবাবজাদা—নবাবের ছেলে। আর্বী। বি ; পুং। [বি ; স্ত্রী।

নবাবজাদী—নবাবের মেয়ে। আর্বী।

নবাব-নাজিম—একাধারে বিচারক এবং নবাব। নবাব অথচ নাজিম, কর্ম্মধা। বি।

নবাবপুত্তুর, -পুত্র—নবাবের ছেলে ; অলস ও বিলাসী ব্যক্তি (ভর্ৎসনার্থে)। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি।

নবাবসরকার—নবাবের শাসনতন্ত্র।

নবাবি, নবাবী—১। নবাব-সম্বন্ধীয়, নবাবের উপযুক্ত। নবাব+ই, ঈ যোগ্যার্থে। বিণ। ২। নবাবের ন্যায় উদ্ধত আচরণ ; নবাবের কার্য্য ; নবাবের পদ। নবাব+ই, ঈ ভাবকর্ম্মাদ্যর্থে। বি।

নবাম্বিকা—ব্রহ্মাণী মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী নারসিংহী মাহেন্দ্রী চণ্ডিকা ও মহালক্ষ্মী—এই নয় দুর্গামূর্ত্তি। নবা অম্বিকা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

নবারুণ—যে অরুণ (সূর্য্যালোক) সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে; নবোদিত সূর্য্য। নবোদিত অরুণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নবার্জ্জি(র্জি)ত—যাহা নূতন সংগ্রহ বা উপার্জ্জন করা হইয়াছে এরূপ। নব অর্জ্জিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নবাহ—১। নয়দিন, নয়দিন-ব্যাপক কাল। নব অহের সমাহার, সমা দ্বিগু (টচ্‌ সমাসান্ত)। ২। নয়দিনসাধ্য যাগাদি। নবাহ+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। ৩। নূতন দিন; পক্ষের প্রথম দিন। নব অহ, কর্ম্মধা (টচ্‌ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

নবি, নবী—ঈশ্বরের প্রেরিত দূত; পয়গম্বর; ভবিষ্যদ্বক্তা। আর্বী 'নবীহ্‌'-শব্দজ। বি।

নবিস, নবিসিন্দা—লিখনকুশল ব্যক্তি; লেখক; কেরাণী (সাধারণতঃ অন্য শব্দের পর, যেমন—নকলনবিস)। ফার্সী। বি।

নবীকরণ—পুনরায় নূতন করা; লুপ্ত বা উপেক্ষিত বিষয়ের পুনঃ-সংস্থাপন; যাহা হীন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে তাহার উন্নতি-সাধন। নব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী)—কৃ+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, –কৃত।

নবীকৃত—যাহা নূতন করা হইয়াছে এরূপ। নব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –করণ।

নবীন—নূতন, নব্য; তরুণ। নব+ঈন স্বার্থে। বিণ।

নবীভবন, -ভাব—পুনরায় নূতন হওয়া; বিস্মৃত বিষয়ের পুনরুদ্দীপন; যাহা হীন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে তাহার সেই হীন অবস্থার সংশোধন হওয়া। নব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী)—ভূ+অনট্‌, ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ,—ভূত।

নবীভূত—নূতনত্বপ্রাপ্ত, যাহা নূতন হইয়া উঠিয়াছে এরূপ। নব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, –ভবন, –ভাব।

নবে—না হইবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নবেম্বর—'নভেম্বর' দ্রঃ।

নবেল—'নভেল' দ্রঃ।

নবোঢ়া—নূতন-বিবাহিতা স্ত্রী; কাব্যের নায়িকাভেদ, প্রথম নায়কসমাগমপ্রাপ্তা নায়িকা। নব ঊঢ়া (বিবাহিতা), সুপ্‌সুপা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

নবোৎসাহ—নূতন উদ্যম, নৈরাশ্যের পর যে উৎসাহ আসে তাহা। নব যে উৎসাহ, কর্ম্মধা। বি ; পুং। [কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

নবোদক—নূতন বর্ষণজল। নব উদক,

নবোদিত—সবেমাত্র যাহার উদয় বা প্রকাশ হইয়াছে এরূপ। নব উদিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নবোদ্গত—যাহা সবেমাত্র জন্মিয়াছে এরূপ, যাহার সবেমাত্র উদ্গম হইয়াছে এরূপ। নব উদ্গত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নবোদ্ভাবিত—যাহা পরিকল্পনা করিয়া নূতন বাহির করা হইয়াছে এরূপ। নব উদ্ভাবিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নবোদ্ভাসিত—নূতন প্রকাশিত; নবশোভিত; নূতন দীপ্ত। নব উদ্ভাসিত, সুপ্‌-সুপা। বিণ।

নবোদ্যম—নূতন যত্ন; চেষ্টা পরিত্যাগের পর পুনরায় আরব্ধ চেষ্টা। নব যে উদ্যম, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নবোন্মেষ—নূতন বিকাশ বা স্ফুরণ; নূতন সঞ্চার বা উদ্রেক। নব যে উন্মেষ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নবোন্মেষিত—যাহার সবেমাত্র বিকাশ বা স্ফুরণ হইয়াছে এরূপ। নব উন্মেষিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নবোপলীয়—নূতন-প্রস্তরযুগ-সম্বন্ধীয় (neolithic). নব উপল, কর্ম্মধা=নবোপল; তদুত্তরে ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নব্বই, নব্বুই—নবতি, ৯০-সংখ্যা; ৯০-সংখ্যক। 'নবতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

নব্য—১। নূতন, নবীন; যুবা; অল্পবয়স্ক, অপ্রবীণ; ইদানীন্তন, অধুনাতন। নু+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। **নব্য সম্প্রদায়**—তরুণবয়স্ক ব্যক্তিগণের দল।

নভ—১। আকাশ। বি ; ক্লীব। ২। শ্রাবণ মাস; চাক্ষুষমন্বন্তরীয় সপ্তর্ষির মধ্যে ঋষিবিশেষ; স্বারোচিষ মনুর পুত্রবিশেষ; রামবংশীয় নৃপবিশেষ। বি ; পুং। ৩। হিংসক; বিনাশক। নভ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

নভঃ (নভস্‌), **নভ**—১। আকাশ; স্বর্গ; বয়ন। বি ; ক্লীব। ২। শ্রাবণ মাস; জনৈক দানব; কুশবংশীয় নলের পুত্র; বর্ষাকাল; মেঘ; পক্ষী; ঘ্রাণ। নভ্‌+অস্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং।

নভঃস্থ, নভস্থ—আকাশে অবস্থিত। উপতৎ ; নভস্‌, নভ—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

নভঃস্থল, নভস্থল—১। আকাশ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। মহাদেব। নভস্‌, নভ স্থল যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

নভঃস্থিত, নভস্থিত—১। আকাশস্থিত (তারা গ্রহাদি)। বিণ। ২। নরকবিশেষ। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

নভগ—১। আকাশগামী। উপতৎ ; নভ—গম্‌+ড কর্তৃবা। বিণ। ২। বৈবস্বত মনুর পুত্র। ন (নাই) ভগ (ঐশ্বর্য্য) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

নভশ্চক্ষুঃ (-শ্চক্ষুস্‌), **-শ্চক্ষু**—সূর্য্য। নভের (আকাশের) চক্ষুঃ(স্বরূপ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

নভশ্চর—১। পক্ষী; বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি; বায়ু; মেঘ; সূর্য্যাদি গ্রহ; রাক্ষস। বি ; পুং। ২। আকাশে বিচরণকারী। উপতৎ ; নভস্‌—চর্‌+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী। [সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লীব।

নভস—আকাশ; স্বর্গ। নভ্‌+অসচ্‌ কর্তৃবা,

নভস্তল—গগনতল, আকাশদেশ। নভের (আকাশের) তল (পৃষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

নভস্থল—'নভঃস্থল' দ্রঃ।

নভস্থিত—'নভঃস্থিত' দ্রঃ।

নভস্পৃক্‌ (-স্পৃশ্‌)—যাহা আকাশ ছুঁইয়াছে এমন, গগনস্পর্শী, অত্যুন্নত। উপতৎ ; নভ বা নভস্‌—স্পৃশ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

নভেম্বর, নবেম্বর—ইংরাজী বৎসরের একাদশ মাস। ইং November. বি।

নভেল, নবেল—উপন্যাস। ইং novel. বি।

নভোগ—১। যে আকাশে গমন করে এরূপ, আকাশগামী। বিণ। ২। দেবতা; মেঘ। উপতৎ ; নভস্‌—গম্‌+ড কর্তৃবা। বি ; পুং।

নভোদ্বীপ, -ধূম—মেঘ। নভের (আকাশের) দ্বীপ, ধূম (ধূঁয়া), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নভোনদী—স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। নভঃ (স্বর্গ)-স্থিতা নদী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

নভোনীল—১। আকাশের নীল বর্ণ। নভের (আকাশের) নীল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। আকাশের মত নীলবর্ণবিশিষ্ট। নভ-সদৃশ নীল, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

নভোমণি—সূর্য্য। নভের (আকাশের) মণি (রত্ন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নভোমণ্ডল—দিগ্‌দিগন্ত-বিস্তৃত গোলাকার আকাশ, গগনমণ্ডল। নভের (আকাশের) মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, নভঃ মণ্ডলসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

নভোরজঃ (-রজস্‌), **-রজ**—অন্ধকার। নভের (আকাশের) রজঃ (ধূলি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

নভোরেণু—কুয়াসা, কুজ্‌ঝটিকা; অন্ধকার। নভের (আকাশের) রেণু (সূক্ষ্ম ধূলি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা স্ত্রী।

নমঃ (নমস্‌), **নম**—নমস্কার; ত্যাগ; রোদন। অব্য। **নম-নম করে সারা**—তাড়াতাড়ি কোনরকমে কাজ শেষ করা, সংক্ষেপে কাজ শেষ করা।

নমঃশূদ্র, নমশূদ্র—নিম্নবর্ণ হিন্দুজাতিবিশেষ, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়বিশেষ। বাং প্র। বি।

নমত—১। প্রভু। নম্‌+অত কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। ২। নট, নর্ত্তক। নম্‌+অত কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

নমন—১। নত হওয়া, প্রণাম। নম্+অনট্ ভাববা। ২। নোয়ান। নম্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নত, নমনীয়, নম্য।

নমনীয়—যাহাকে নোয়াইতে পারা যায় এরূপ, নমনের যোগ্য; যাহাকে নম্র করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এরূপ। নম্+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—নমন।

নমসিত—পূজিত, অভিবাদিত। নমস্ (নমস্কার)+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

নমস্কর্ত্তা (-স্কর্ত্তৃ), **-র্ত্তা**—যে নমস্কার করে এরূপ, প্রণামকারক। নমস্—কৃ+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্ত্রী।

নমস্কার—প্রণাম; নতিকরণ [ইহা তিন-প্রকার। যথা—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। এই ত্রিবিধ নতি আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিনপ্রকার হয়; যথা, কায়িক;—হস্তপদাদি বিস্তৃত করিয়া দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া ললাট দ্বারা ভূমিস্পর্শনকেই উত্তম ও "দণ্ডবৎ নমস্কার" বলে। জানুদ্বয় দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া ভূতলে ললাট-স্পর্শ দ্বারা যে নমস্কার, তাহাই মধ্যম। কেবল করদ্বয় একত্র করিয়া ললাট-স্পর্শনপূর্ব্বক যে নমস্কার তাহাই অধম। ইহাকেই চলিত ভাষায় "কুড়ুলে নমস্কার" বলে। বাচিক;—ভক্তিভরে স্বরচিত গদ্য পদ্য বা সংগীতাদি দ্বারা স্তুতিপূর্ব্বক যে নমস্কার, তাহাই বাচিকের মধ্যে উত্তম। বৈদিক বা পৌরাণিক স্তোত্র পাঠ দ্বারা যে নমস্কার, তাহা মধ্যম। অভীষ্ট উল্লেখপূর্ব্বক চলিত ভাষায় যে নমস্কার তাহাই অধম। মানস;—ইষ্ট, মধ্য ও অনিষ্ট-গত মনোবেদন-জ্ঞাপনরূপ ত্রিবিধ মানস নমস্কার উত্তম মধ্যম ও অধম নামে প্রসিদ্ধ। দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া ক্রমে হৃদয়, চিবুক, মুখ, নাসা, ললাট, ব্রহ্মরন্ধ্র ও কর্ণদ্বয় দ্বারা ভূমিস্পর্শন, অথবা জানু, পদ, হস্ত, উরু, বুদ্ধি, শিরঃ, বাক্য ও দৃষ্টি এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণামকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে]। নমস্—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—নমস্কার্য্য, নমস্কৃত।

নমস্কারী—১। লজ্জাযুক্তা স্ত্রী। উপতৎ; নমস্—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। নমস্য ব্যক্তি বা নমস্যা নারীকে প্রদেয় বস্ত্র [বিবাহাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়ার পর দেশীয় প্রথানুসারে বরকন্যা নমস্কারী প্রদান করিয়া থাকে]। বাং প্র। বি।

নমস্কার্য্য(র্য)—নমস্কারের যোগ্য, নমস্য। নমস্—কৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—স্কার।

নমস্কৃত—যাহাকে নমস্কার করা হইয়াছে এরূপ। নমস্—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—স্কার।

নমস্য—নমস্কারের যোগ্য, পূজনীয়, প্রণম্য। নমস্+ক্যচ্ (=নমস্য নামধাতু)+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

নমস্যা—১। নমস্কারের যোগ্যা, পূজনীয়া। নমস্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পূজা, অর্চ্চনা; নতি। নমস্+ক্যচ্ (=নমস্য নামধাতু)+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

নমস্তে—নমস্কার করি, প্রণত হই। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নমাজ, নামাজ—মুসলমানদিগের উপাসনা (ইহা দিনের মধ্যে পাঁচবার করিতে হয়)। আর্বী। বি।

নমাস—নয় মাস। বাং প্র। বি। **নমাসে ছমাসে**—বহু দেরীতে; কথন কথন; বহুদিন অন্তর।

নমিত—১। নমস্কৃত, প্রণমিত; যাহাকে নোয়ান হইয়াছে এরূপ, যাহাকে নম্র করা হইয়াছে এমন, বক্রীকৃত। নম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। নত; প্রশান্ত। বাং প্র। বিণ।

নমিনেশন—মনোনয়ন। ইং nomination. বি।

নমুচি—কামদেব, কন্দর্প; কশ্যপের পুত্র, অসুরবিশেষ। ন—মুচ্+কি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নমুচিসূদন—ইন্দ্র; শিব। উপতৎ; নমুচি—সূদ+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নমুনা—নিদর্শন; পরিচায়ক বস্তু (sample); আদর্শ। ফার্সী। বি।

নম্বর—সংখ্যা, অঙ্ক; পরীক্ষায় লব্ধ সংখ্যা। ইং 'number'-শব্দজ। বি।

নম্বরী—১। নম্বরযুক্ত, চিহ্নিত; নম্বরের। বিণ। **নম্বরী নোট**—জাল নোট। ২। আদালতের পিয়ন বা পেয়াদা। নম্বর+ঈ আছে অর্থে। বি।

নম্য—১। যাহাকে নোয়াইতে পারা যায় এরূপ, নমনীয়; নত করিবার যোগ্য। নম্+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। ২। নমস্কারযোগ্য। নম্+যৎ কর্ম্মবা, যোগ্যার্থে। বিণ। বি—নমন।

নম্র—যাহার ধৃষ্টতা অহঙ্কার বা ঔদ্ধত্য নাই এরূপ, নত, প্রণত; বিনীত, শিষ্ট; নরম, কোমল; আনত। নম্+র কর্ত্তৃবা, শীলাদ্যর্থে। বিণ। বি—নম্রতা।

নম্রতা—নম্রভাব, বিনীতভাব; শিষ্টতা, সুশীলতা; কোমলতা; নিম্নতা, আনত অবস্থা। নম্র+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—নম্র। [বি; পুং।

নম্রভাব—বিনয়; কোমল প্রকৃতি। কর্ম্মধা।

নম্রভাবে—বিনয়সহকারে, নতভাবে। নম্র ভাব, কর্ম্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

নম্রমুখ—১। আনত মুখ; কোমল মুখ, কচি মুখ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার মুখ কোমল বা আনত এমন। নম্র মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—খা, —খী।

নয়—১। উপদেশ; নীতি। নী+অচ্ ভাববা। ২। নীতিশাস্ত্র; দ্যূতক্রীড়া। নী+অচ্ করণবা। বি; পুং। ৩। নব সংখ্যা। 'নবন্'-শব্দজ। বিণ। ৪। নহে। বাং ক্রি।

নয়ছয়—অপচয়, অপব্যয়। বাং প্র। বি।

নয়ছয় করা—পণ্ড করা, বিনষ্ট করা।

নয়ত, নয়তো—তাহা না হইলে। বাং প্র। অব্য।

নয়ন—১। চোখ, চক্ষুঃ। নী+অনট্ করণবা। ২। লইয়া যাওয়া, প্রাপণ; যাপন, কাটান। নী+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নীত।

নয়নগোচর—যাহা চোখে পড়িয়াছে এমন, দৃষ্টিপথে পতিত, দৃষ্ট। নয়নের গোচর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নয়নজল, -নীর—চোখের জল, অশ্রু। নয়নের জল, নীর, ৬ষ্ঠীতৎ; বা, নয়ননির্গত জল, নীর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নয়নজুলি, -জুলী—পথিপার্শ্বস্থ জল-প্রণালী। বাং প্র। বি।

নয়ন-নন্দন—চক্ষুর প্রীতিদায়ক। নয়নের নন্দন (আনন্দদানকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—নন্দনা।

নয়ননীর—'নয়নজল' দ্রঃ।

নয়নবাণ—তীরের মত তীব্র অর্থাৎ আকুলতাজনক দৃষ্টিশর, কামোদ্দীপক চাহনি, কটাক্ষ। নয়নরূপ বাণ, রূপক কর্ম্মধা; অথবা, নয়ন বাণতুল্য, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

নয়ন-মণি—চক্ষুর তারা; অত্যধিক স্নেহের পাত্র (যাহাকে ভিন্ন চোখে পথ দেখা যায় না)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নয়নসুক—একপ্রকার সূতী কাপড়, কেম্ব্রিক কাপড়। হিন্দীমূলক। বি।

নয়না—চক্ষু; বাঁকা চাহনি, অপাঙ্গদৃষ্টি। হিন্দী। বি।

নয়নানন্দ—১। যাহাকে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায় এরূপ। নয়নের আনন্দ যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ন্দা। ২। চক্ষুর প্রীতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নয়নাভিরাম—যাহাকে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায় এমন, চক্ষুর প্রীতিকর, প্রিয়-পাত্র। নয়ন—অভি—রম্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

নয়নাসার—চোখের জল, অশ্রু। নয়নের আসার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নয়নী—চোখের তারা। নী+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নয়নোৎসব—১। প্রদীপ, আলোক। নয়নের উৎসব যাহা হইতে, বহুব্রী। ২। চক্ষুর আনন্দ। নয়নের উৎসব (আনন্দ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নয়নোপান্ত—চোখের কোণ, অপাঙ্গ। নয়নের উপান্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

নয়প্রদর্শিত—শাস্ত্র বা নীতিবিহিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

নয়বিৎ (-বিদ্)—নীতিজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রবিৎ। উপতৎ; নয়—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

নয়বিশারদ—নয়বিৎ। নয়ে বিশারদ, ৭মীতৎ। বিণ। [স্ত্রী, –দি, –দী।

নয়ল—নূতন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; পুং।

নয়া—নূতন। হিন্দী। বিণ।

নয়ান—চোখ, চক্ষু। কবিপ্র। বি। [দ্রঃ)।

নয়ানজুলি, -জুলী—নয়নজুলি (তাহা

নয়ানস্বরূপ—চক্ষুর গোচর। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নয়ানী—১। যাহার (যে নারীর) চোখ আছে এমন, লোচনবিশিষ্টা (অন্য শব্দের পর, যেমন—তরলনয়ানী)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী। ২। কোন বস্তুর বা বিষয়ের ষোল ভাগের নয় ভাগ। বাং প্র। বি। [বিণ।

নয়ালি, নয়ালী—নূতন। হিন্দীমূলক।

নয়ো—হইও না ("নিদারুণ নয়ো নাথ, নিকেতনে চল"—ঘনরাম)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নর—১। মানুষ, মনুষ্য; পুরুষ; অর্জ্জুন; বিষ্ণু; ঋষিবিশেষ; বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। নৃ+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—নারী। ২। পঙ্‌ক্তি, সারি। 'লহরী'-শব্দজ। বি।

নরক—১। পাপীদের দুঃখভোগের স্থান, নিরয়। নৃ+অক (কুন্) অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব। **নরকে যাওয়া**—(অভিশাপে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া। ২। দৈত্যবিশেষ। নরের ক (মস্তক) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। কলির পৌত্র; অনৃতের পুত্র; বিপ্রচিত্তি দানবের জনৈক পুত্র। নর+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

নরককুণ্ড—যমপুরীস্থ যাতনাময় স্থানবিশেষ; অতি নিকৃষ্ট স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নরকগামী (-গামিন্)—যে নরকে যাইবে এরূপ, পাপী। উপতৎ; নরক—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –গামিনী।

নরককঙ্কাল—মানুষের হাড়সকল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরকজিৎ—বিষ্ণু। উপতৎ; নরক—জি+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

নরকপাল—১। মড়ার মাথার খুলি। নরের কপাল (মাথার খুলি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। নরকরক্ষী। নর-ক—পা+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

নরকমুক্ত—নরক হইতে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত, নরক হইতে উত্তীর্ণ। ৫মীতৎ। বিণ।

নরকস্থ—নরকবাসী, কর্ম্মদোষে যাহাকে নরকে থাকিতে হয় এরূপ। উপতৎ; নরক—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

নরকস্থা—১। বৈতরণী নদী। বি; স্ত্রী। ২। নরকে অবস্থিতা। উপতৎ; নরক—স্থা+ক কর্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নরকান্তক—বিষ্ণু, নারায়ণ। নরকের (নরক-নামক অসুরের) অন্তক (নাশকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরকাশয়—১। প্রেত। নরক আশয় (স্থান) যাহার, বহুব্রী। ২। নরকরূপ স্থান। নরকই আশয়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

নরকাসুর—একটি দৈত্যের নাম। নরক-নামক অসুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নরকেশরী (-কেশরিন্)—১। নৃসিংহদেব। নর অথচ কেশরী, কর্ম্মধা [হিরণ্যকশিপুবধকালে ভগবানের অর্দ্ধাঙ্গ সিংহাকার এবং অর্দ্ধাঙ্গ নরাকার হইয়াছিল বলিয়া]। ২। মানব-শ্রেষ্ঠ। নর কেশরিসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

নরগণ—১। (জ্যোতিষ) জাতকের গণবিশেষ [ভরণী প্রভৃতি কয়েকটি নক্ষত্রে জন্মিলে মনুষ্যের এই গণ হয়]। নর-নামক গণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। মনুষ্যসকল। নরদিগের গণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরত্ব—মানবের আকৃতি ও প্রকৃতি। নর+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লীব।

নরত্বারোপ—(দেবতা ইত্যাদিকে) মানবরূপে কল্পনা করণ (anthropomorphism). নরত্বের আরোপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরদমা—ময়লা জল যাইবার প্রণালী, ড্রেন। বাং প্র। বি।

নরদেব—রাজা, নৃপ; ব্রাহ্মণ। নরমধ্যে দেব, ৭মীতৎ। বি; পুং।

নরনারায়ণ—১। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ; বদরিকাশ্রমস্থ ঋষিদ্বয়। দ্বন্দ্ব। ২। শ্রীকৃষ্ণ। নররূপী নারায়ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ৩। ভিক্ষুক, কাঙালী, দীনদরিদ্র। নররূপ নারায়ণ (সেবার পাত্র বলিয়া), রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং। [পুং।

নরপতি—রাজা, নৃপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

নরপশু—পশুর তুল্য মনুষ্য, মনুষ্যাধম, নরাধম। নরমধ্যে পশু, ৭মীতৎ। বি; পুং।

নরপিশাচ—যে ব্যক্তির আচার-ব্যবহার পিশাচের ন্যায় ঘৃণিত। নর পিশাচতুল্য, উপমিত কর্ম্মধা; অথবা, নররূপ পিশাচ, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

নরপুঙ্গব—মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ। নর পুঙ্গব (ষাঁড়)-সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং, বা বিণ।

নরবর—১। মনুষ্যপ্রধান। নরমধ্যে বর (প্রধান), ৭মীতৎ। ২। প্রাচীন দেশবিশেষ। নর বর (অর্থাৎ সাধকশ্রেষ্ঠ) যেখানে, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। মানুষের বিষ্ঠা। 'গোবরের' অনুকরণে ব্যঙ্গার্থে। বি।

নরবলি—দেবতার উদ্দেশে পশুর ন্যায় উপহৃত মনুষ্য; মানুষকে বলি দেওয়া। নরই বলি (উপহৃত বস্তু), কর্ম্মধা। বি; পুং।

নরবাহন—১। কুবের (মহাদেব ইঁহাকে নরযুক্ত শিবিকা দান করেন বলিয়া ইঁহার নাম নরবাহন]। নর বাহন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। মানুষে টানা গাড়ী, মনুষ্য-বাহ্য যান। নর বাহন যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

নরম—কোমল, অকঠিন; সহজ; শান্ত; সদয়; পচা; মৃদু; কচি; শিথিল; ঠাণ্ডা; অবনত; কমজোর; কমমজবুত; কম; নিরেস। ফার্সী 'নম'-শব্দজ। বিণ।

নরম-গরম—শান্ত অথচ উগ্র, মৃদু অথচ কড়া। নরম অথচ গরম, কর্ম্মধা। বিণ।

নরমা—নরম হওয়া। প্রাদে। ক্রি। [ক্লীব।

নরমাংস—মানুষের মাংস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

নরমাংসাশী (-শিন্)—যে মানুষের মাংস খায় এরূপ। উপতৎ; নরমাংস—অশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –শিনী।

নরমান—নরম হওয়া বা করা। বাং ক্রি।

নরমেধ—যে যজ্ঞে মানুষ বলি দেওয়া হয়, নরবধাত্মক যজ্ঞবিশেষ [এই যজ্ঞ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ন্যায় কলিতে বর্জ্জনীয়]। নর—মেধ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

নরযন্ত্র—ছায়াঘড়ি, ছায়া দ্বারা কালনিরূপণের জন্য দ্বাদশাঙ্গুল কীলকযুক্ত শঙ্কুযন্ত্র। নরনির্ম্মিত যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নরযান—মনুষ্যবাহিত যানবিশেষ, পাল্কী। নরবাহ্য যান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নররাজ—নৃপতি, রাজা। নরদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

নররূপী (-রূপিন্)—মানুষের রূপধারী। নররূপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –পিণী।

নরলীলা—মানুষের ইহলোকের কার্য্য; মানুষের খেলা; মানুষরূপে বা মানুষের ন্যায় কার্য্যকলাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নরলোক—মনুষ্যলোক, মর্ত্যলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরশিঙ্গা—তামার তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'নরশৃঙ্গ'-শব্দজ। বি।

নরশৃঙ্গ—নেপালদেশীয় শৃঙ্গযন্ত্রবিশেষ, শিঙ্গা। নরনির্ম্মিত শৃঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নরসিংহ—১। নৃসিংহ অবতার। নর অথচ সিংহ, কর্ম্মধা [যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ মনুষ্যের ন্যায় এবং অর্দ্ধাঙ্গ সিংহের ন্যায়]। ২। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। নর সিংহসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

নরসুন্দর—নাপিত, পরামাণিক [নাপিতজাতীয় নরসুন্দর-নামক ব্যক্তির নাম হইতে নাপিতার্থে প্রচলিত]। বি; পুং।

নরহত্যা—মনুষ্যবধ, খুন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

নরহন্তা (-হন্তৃ)—মনুষ্যহত্যাকারী, ঘাতুক ; নৃশংস ; ব্যাঘ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—হন্ত্রী।

নরহরি—নৃসিংহ অবতার। নর অথচ হরি (সিংহ), কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নরাকার, -কৃতি—যাহার চেহারা মানুষের মত, মানবরূপী। নরের আকারের, আকৃতির ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—রা (১ম পক্ষে)।

নরাঙ্কিতন্যায়, নরেঙ্গিতন্যায়—ন্যায়-বিশেষ [কোন নগরে শক্তিমন্ত্রের উপাসক এক অর্থশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার পুরোহিতের নাম গঙ্গাধর। ঐ ব্যক্তি এক দিন পুরোহিতকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, আপনি এই টাকাটি দিয়া ভাল সন্দেশ কিনিয়া তদ্দারা মা কালীর পূজা দিয়া আসুন।" গঙ্গাধর আনন্দিতমনে টাকাটি লইয়া মা কালীর মন্দিরের দিকে খানিক গিয়া এক দোকানে সন্দেশ কিনিয়া ভাবিলেন, "যদি এই সন্দেশ লইয়া মায়ের মন্দিরে যাই, তাহা হইলে পাণ্ডারা সমস্তই লইবে, কেবল প্রসাদস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ আমাকে দিবে। সুতরাং তাহা না করিয়া এই দোকানে বসিয়াই মাকে নিবেদন করিয়া দেই, এবং সমুদায় প্রসাদই আত্মসাৎ করি।" গঙ্গাধর সন্দেশের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া এইরূপ করিতে যাইতেছেন, এবং মন্দিরে না গেলে পাছে তাঁহার উপরে মায়ের কোপ হয়, মনে এইরূপ শঙ্কা করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে কোন এক ব্যক্তি অন্য কোন এক ব্যক্তিকে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "ওরে গঙ্গাধর! কাকে দিতে যাইতেছিস্!" এই কথা পুরোহিত গঙ্গাধরের কানে আসিবা-মাত্র তিনি আর সন্দেশ নিবেদন করিতে পারিলেন না, ভয়ে তাঁহার হাতখানি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, গণ্ডুষের জলও হাত হইতে পড়িয়া গেল। এইরূপে সমস্ত সন্দেশ তাঁহার আত্মসাৎ করা ঘটিল না, তাঁহাকে মন্দিরে যাইতেই হইল। এইস্থলে নরাঙ্কিত-ন্যায় ঘটিয়াছে। নর অর্থে মনুষ্য ; অঙ্কিত অর্থে সঙ্কেত। একজন লোক দেনা-পাওনা সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ কথা বলিয়া-ছিল, কিন্তু পুরোহিত গঙ্গাধর তাহাতে মনে করিলেন, হয়ত বা মা কালী নর দ্বারা সঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিতেছেন]। নরের অঙ্কিত, ইঙ্গিত, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নরাজ—তাঁতে কাপড় বুনিবার সময় যে কাষ্ঠখণ্ডে সূতা জড়ান থাকে এবং কাপড় জড়ান হয় তাহা। বাং প্র। বি।

নরাধম—মনুষ্যের মধ্যে হেয় ; যাহার স্বভাব আচার ও চরিত্র অতি মন্দ এরূপ ব্যক্তি। নরমধ্যে অধম, ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

নরাধিপ—নৃপতি, রাজা। নরদিগের অধিপ (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নরান্তক—১। যম ; রাক্ষসবিশেষ, রাবণ-পুত্র। বি ; পুং। ২। নরঘাতী। নরের অন্তক (নাশকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ন্তিকা।

নরায়ণ—নারায়ণ। নরের অয়ন (আশ্রয়) যাঁহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

নরু—নরুন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নরুণ, নরুন—নখ কাটিবার যন্ত্র। 'নখ-রঞ্জনী' বা 'নখহরণিকা'-শব্দজ। বি।

নরেন্দ্র—মানবশ্রেষ্ঠ ; রাজা ; গ্রহদোষাদি-নিবারক বৈদ্যবিশেষ ; বিষবৈদ্য। নরমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

নরেন্দ্রমণ্ডল—রাজন্যগণ ; করদরাজাদের সঙ্ঘ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

নরেশ—রাজা, নৃপতি। নরদিগের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং

নরোত্তম—পুরুষপ্রধান ; নারায়ণ ; রাজা। নরমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

নর্ত্ত(র্ত)ক—১। যে নৃত্য করে, নৃত্য করা যাহার ব্যবসায়, নৃত্য ব্যবসায় দ্বারা যে জীবিকানির্ব্বাহ করে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। সঙ্করজাতিবিশেষ, নট ; হস্তী ; ময়ূর। নৃৎ+অক (ষুন্) কর্ত্তৃবা, শিল্পী অর্থে। বি ; পুং।

নর্ত্ত(র্ত)কত্রিপদী—কবিতার ছন্দোবিশেষ। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

নর্ত্ত(র্ত)কী—যে স্ত্রী নৃত্য করে ; নটী ; হস্তিনী ; ময়ূরী। নর্ত্তক+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নর্ত্ত(র্ত)ন—নাচ, নৃত্য। নৃৎ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

নর্ত্ত(র্ত)নপ্রিয়—১। যে নাচিতে ভালবাসে এমন, নৃত্যপ্রিয়। বিণ। ২। শিব। নর্ত্তন প্রিয় যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

নর্ত্ত(র্ত)নশালা—নাচঘর, নৃত্যগৃহ। নর্ত্তনের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

নর্ত্তি(র্তি)ত—যাহাকে নাচান হইয়াছে এরূপ, কম্পিত, আন্দোলিত। নৃৎ+ণিচ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নর্দ্দ(র্দ)টক—সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। নর্দ্দ্+অটন্ কর্ত্তৃবা+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

নর্দ্দ(র্দ)ন—শব্দ, বৃষ ইত্যাদির শব্দ। নর্দ্দ্ +অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

নর্দ্দ(র্দ)মা, নর্দ্দা(র্দা)মা—পয়োনালা, পয়ঃ-প্রণালী ; ময়লা জল যাইবার ড্রেন্। বাং প্র। বি।

নর্দ্দি(র্দি)ত—১। শব্দিত। নর্দ্দ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। শব্দকরণ। নর্দ্দ্+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

নর্দ্দী (নর্দ্দিন্), নর্দী—শব্দকারক ; শ্লাঘা-কারী। নর্দ্দ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—নর্দ্দিনী।

নর্ম্ম (নর্ম্মন্), নর্ম—খেলা, ক্রীড়া ; বিলাস ; বিহার ; কৌতুক ; পরিহাস। নৃ+মনিন্ করণবা। বি ; ক্লীব।

নর্ম্ম(র্ম)ট—সূর্য্য ; খোলা, খাপ্‌রা। নর্ম্মন্—অট্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

নর্ম্ম(র্ম)ঠ—১। খেলায় মত্ত, ক্রীড়ারত। বিণ। ২। স্তনের অগ্রভাগ ; লম্পট। উপতৎ ; নর্ম্মন্—স্থা+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং।

নর্ম্ম(র্ম)দ—১। খেলার সঙ্গী, ক্রীড়াসচিব। বি ; পুং। ২। পরিহাসকারক। উপতৎ ; নর্ম্মন্—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

নর্ম্ম(র্ম)দা—১। সুখদায়িকা ; পরিহাস-কারিণী। নর্ম্মদ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ। নর্ম্মন্—দা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

নর্ম্ম(র্ম)-সখী, -সহচরী—যে সখীর নিকট মনের সব কথা খুলিয়া বলা হয় ; খেলার সঙ্গিনী। নর্ম্মে সখী, সহচরী, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

নর্ম্ম(র্ম)সচিব, -সহচর—খেলার সঙ্গী, অন্তরঙ্গ বন্ধু ; বিদূষক ; মোসাহেব, পারিষদ ; ভাঁড়। নর্ম্মে (বিহারাদিতে) সচিব (মন্ত্রী), সহচর, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

নল—১। শর, খাগড়া ; অন্তঃশূন্য গোলাকার দ্রব্যবিশেষ, চোঙ্গা ; ডাঁটা ; নিষধরাজ, দময়ন্তীর পতি ; পিতৃলোকবিশেষ ; শ্রীরাম-চন্দ্রের সাহায্যকারী বানরবিশেষ। বি ; পুং। ২। পদ্ম ; সৌরভ। নল্+অচ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। **নল চালা**—চোর ধরিবার জন্য মন্ত্রপূত করিয়া নল বা কঞ্চি চালনা করা।

নলক—১। শাকাদির ডাঁটা ; অস্থিবিশেষ, ছিদ্রযুক্ত অস্থি বা হাড় ; নল ; পাব। নল+কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি ; ক্লীব। ২। নাসিকার একপ্রকার ভূষণ। বাং প্র। বি।

নলকিনী—ঊরু, জঙ্ঘা ; হাঁটু, জানু। নলক+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নলকীল—হাঁটু, জানু। নল (নলসদৃশ অস্থি) কীল (শঙ্কু) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

নলকূপ—মাটির তলা হইতে জল তুলিবার লৌহনির্ম্মিত যন্ত্র, যে নলের সাহায্যে ভূগর্ভের অতি নিম্ন স্তর হইতে পানীয় জল উত্তোলন করা হয় তাহা (tube well). নলাকার কূপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নলকূবর—কুবেরের পুত্র। নল কুবর (রথের যুগন্ধর) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

নলদ—১। বেণার মূল, খস্‌খসিয়া ; পুষ্পক-রথ ; মকরন্দ। নল—দা বা দো+ক কর্ত্তৃবা।

বি ; ক্লীব। ২। নলদাতা। উপতৎ ; নল—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।
নলপট্টিকা—নলের চেটাই, দরমা, নল-নির্ম্মিত মাদুর। নলনির্ম্মিতা পট্টিকা (বস্ত্র), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।
নলপত—মিষ্টকথায় ভুলান ; ফুসলান ; ফাঁকি দেওয়া ; দীর্ঘসূত্রতা। বাং প্র। বি।
নলপান—প্রকাশ পাওয়া ; বহুদূরে দীপ্তি পাওয়া ; চমকান। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।
নলমীন—নলবনে বাসকারী মৎস্য, চিঙ্গড়ী মাছ। নলাশ্রিত মীন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।
নলসেতু—সমুদ্রোপরি নলবানরকৃত সেতু বা পুল। নলকৃত সেতু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।
নলান—নল চালান [এরূপ সংস্কার আছে যে কোন ব্যক্তির হাতে মন্ত্রপূত নলকাঠি দিলে সেই ব্যক্তি নলের আকর্ষণে চোর বা চোরাই মালের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়] ; খেজুর গাছ হইতে রস আহরণের জন্য গাছে নল লাগান। বাং ক্রি।
নলি—পশুপক্ষীর লম্বা নখ ; কাপড় বুনিবার ছোট নল ; নলসদৃশ অস্থি। বাং প্র। বি।
নলিকা—সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ ; বৃক্ষবিশেষ ; নাড়ী ; নল ; ডাঁটা ; চোঙা ; তূণ। নলী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।
নলিচা, নলচে—হুঁকার দণ্ড (যাহার উপর কলিকা বসান হয়)। বাং প্র। বি।
নলিত, নলিতা—নালিতা শাক। নল্+ক্ত কর্ত্তৃবা ; পক্ষে+আপ্। বি ; পুং, স্ত্রী।
নলিন—১। পদ্ম ; জল ; নীলগাছ ; শৈবাল। বি ; ক্লীব। ২। সারস-পক্ষী। নল্+ইনন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।
নলিনী—পদ্মিনী, কুমুদিনী ; পদ্মসমূহ ; যে স্থানে যথেষ্ট পদ্ম জন্মে, কমলাকর ; স্বর্গগঙ্গা, গঙ্গার একটি ধারা ; পঞ্চদশবর্ণযুক্ত-চরণবিশিষ্ট ছন্দ। নল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
নলিনীরুহ—১। পদ্মের মৃণাল। নলিনী—রুহ্+ক অধিবা। বি ; ক্লীব। ২। পদ্ম-যোনি, ব্রহ্মা। উপতৎ ; নলিনী—রুহ্+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।
নলী—১। ডাঁটা ; নল ; নাড়ী ; সুগন্ধিদ্রব্য-বিশেষ। নল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বস্ত্র-বয়নের নিমিত্ত সূত্রপূর্ণ নল। বাং প্র। বি।
নলুয়া, নলো, নোলো—যে নল বিক্রয় করে বা নলের চেটাই নির্ম্মাণ করে সেই ব্যক্তি। নল+উয়া, ও নির্ম্মাতা অর্থে। বি।
নলেন—খেজুরের নূতন রসে প্রস্তুত ('—গুড়')। 'নূতন'-শব্দজ। বিণ।
নশিতা (নশিতৃ)—নাশশীল, নশ্বর। নশ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

নশ্বর—নাশশীল, অনিত্য, অস্থায়ী। নশ্+ক্বরপ্ কর্ত্তৃবা, শীলাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী।
নষ্ট—নাশপ্রাপ্ত, ধ্বস্ত ; পলায়িত ; যাহা হারাইয়াছে এরূপ, নিরুদ্দিষ্ট ; দুষ্ট, দুর্বৃত্ত ; প্রকৃতগুণহীন ; যাহার আচরণ কদর্য্য হইয়াছে এরূপ ; যাহার চরিত্রভ্রংশ ঘটিয়াছে এরূপ ; অকেজো, অকর্ম্মণ্য ; দোষযুক্ত ; অসৎ ; অভদ্র ; খল, কুটিল ; হিংস্র। নশ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—নাশ, নষ্টত্ব, নষ্টতা।
নষ্টচন্দ্র—(গুরুপত্নী তারাকে হরণ হেতু) দোষযুক্ত চন্দ্র, ভাদ্রমাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীতে উদিত চন্দ্র [সাধারণের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে যে ঐ রাত্রিতে চুরি করিয়া কাহারও গালি খাইলে নষ্টচন্দ্র দেখার পাপ দূর হয়]। কর্ম্মধা। বি ; পুং।
নষ্টচেতন—অচেতন, চৈতন্যশূন্য। নষ্টা চেতনা যাহার, বহুব্রী। বিণ।
নষ্টচেষ্ট—যাহার শরীরের নড়াচড়া বন্ধ হইয়াছে, স্পন্দহীন, জড়। নষ্টা চেষ্টা যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বহুব্রী। বিণ।
নষ্টবীজ—নিষ্ফল। নষ্ট হইয়াছে বীজ যাহার,
নষ্টমতি—১। যাহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে এরূপ, যাহার বুদ্ধি অসৎপথে ধাবিত হইয়াছে এরূপ, দুর্ব্বুদ্ধি, ভ্রষ্টমতি। নষ্টা মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দুর্ব্বুদ্ধি, মন্দবুদ্ধি। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।
নষ্টা—বিনাশপ্রাপ্তা ; ভ্রষ্টা, কুলটা, দুশ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী। নষ্ট+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
নষ্টামি, নষ্টামো—দুষ্টামি ; ব্যভিচার, ছেনালী ; দুর্ব্বৃত্ততা ; পরিহাস। নষ্ট+আমি, আমো ভাবে। বি।
নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায়—ন্যায়বিশেষ [দুই ব্যক্তি রথারোহণে এক অরণ্যে আসিলে, হঠাৎ সেই বনে আগুন লাগায় তাহাদের এক জনের রথ ও অন্যজনের অশ্ব দগ্ধ হইয়া গেল। এইরূপে একজন নষ্টাশ্ব ও অন্যজন দগ্ধরথ হইবার পরে অকস্মাৎ উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তখন দুইজনে যুক্তি করিয়া, একের রথে অন্যের অশ্ব যুড়িল, এবং তাহারা অনায়াসে আপনাদের গন্তব্য-স্থানে পৌছিল। (ইহা হইতে) পরস্পরের যাহা নাই তাহার সাহায্য লওয়া ; (বেদান্তমতে) এইপ্রকার ন্যায়ে নিষ্কাম শুদ্ধ ধর্ম্মরূপ রথে জ্ঞানরূপ অশ্ব যুড়িয়া আকাঙ্ক্ষিত পরমেশ্বরকে অনায়াসে পাওয়া যায়]। নষ্ট অশ্ব যাহার, বহুব্রী ; দগ্ধ রথ যাহার, বহুব্রী ; নষ্টাশ্ব ও দগ্ধরথ, দ্বন্দ্ব ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।
নষ্টি—নাশ, ধ্বংস। নশ্+ক্তি ভাববা। বি। বিণ—নষ্ট।
নষ্টোদ্ধার—জীর্ণবস্তুর উদ্ধার ; হারানো জিনিস ফিরিয়া পাওয়া, হৃত বস্তুর পুনঃ-প্রাপ্তি। নষ্টের (নষ্ট দ্রব্যের) উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
নসিব, নসীব—অদৃষ্ট। আর্বী। বি।
নসিহৎ—সদুপদেশ। বৈদেশিক। বি।
নস্কর—জাহাজের খালাসী ; পদাতিসৈন্য। ফার্সী 'লশ্‌কর'-শব্দজ। বি।
নস্য—১। নাসিকাতে দেয় চূর্ণাদি, নাস। বি ; ক্লীব। ২। নাসিকার হিতজনক, নাসা-সম্বন্ধীয়। নসা+যৎ হিতার্থে। বিণ।
নস্যধানী—নস্য রাখিবার পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
নস্যা—নাক, নাসিকা ; গরু ইত্যাদির নাকে গাঁথা দড়ি। নসা+যৎ স্বার্থে, সম্বন্ধার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।
নস্যাৎ—লোপ ; একবারে কিছুই না বলিয়া বাতিল, অপলাপ। 'ন স্যাৎ'-শব্দজ। অব্য।
নহ—১। নও, হও না। কবিপ্র। ২। নহে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
নহন—১। বন্ধন। নহ্+অনট্ ভাববা। ২। বাঁধিবার দড়ি, বন্ধনরজ্জু। নহ্+অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।
নহবৎ—নবৎ (তাহা দ্রঃ)।
নহবৎখানা—যে উঁচু মঞ্চের উপর নহবৎ বাজান হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
নহর—নদী, খাল। আর্বী। বি।
নহলা—নয় ফোঁটার তাস ; ছোট কর্ণিকা। 'নয়'-শব্দজ। বি।
নহলি—নূতন, নবীন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
নহি—১। না, নিষেধ, কখনই না। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। ২। নই, হই না। কবিপ্র। ক্রি।
নহিল—না হইল ("চেতন নহিল মোর"—জ্ঞানদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
নহিলে—অন্যথা, নতুবা। বাং প্র। অব্য।
নহু, নহুঁ—না হই, নহি ; নাই। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
নহুলী—নূতন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
নহুষ—চন্দ্রবংশীয় আয়ু রাজার পুত্র ; সূর্য্যবংশীয় অম্বরীষের পুত্র [ইহার পুত্রের নাম যযাতি] ; কদ্রু-গর্ভসম্ভূত সর্পবিশেষ। নহ্+উষন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।
নহে—নয়। বাং ক্রি।
না—১। নিষেধ বৈপরীত্য অভাব অসম্মতি সঙ্কল্পের দৃঢ়তা অনুরোধ অনুজ্ঞা সংশয় অভিমান বিরক্তি প্রশ্ন ইত্যাদি-সূচক শব্দ ; কিংবা ; কি (বিকল্পবাচক) ; অথবা ; ব্যতীত ; পাদপূরণার্থ শব্দ। নহ্+ডা কর্ত্তৃবা ; কোন কোন অর্থে 'ন', 'বা'-শব্দজ। অব্য। ২। নৌকা। 'নৌ'-শব্দজ। বি।
না (নৃ)—মানুষ, পুরুষ ("না কহিবে সর্ব্বদাই পতিতপাবনী"—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)। নী+ঋন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

নাই—১। অভাবাত্মক ক্রিয়া। 'নাস্তি'-শব্দজ। অব্য। ২। অতিরিক্ত আদর, প্রশ্রয়। 'স্নেহ'-শব্দজ। বি। ৩। নাভি; তালার মাঝের গোঁজ; কামারের নেহাই; চাকার হাঁড়ী। 'নাভি'-শব্দজ। বি। ৪। বাজে; অবিদ্যমান। প্রাদে। বিণ। ৫। স্নান করি। বাং ক্রি। ৬। নাপিত। 'নাপিত'-শব্দজ। বি।

নাই-আঁকড়া, নেই-আঁকড়া—না-ছোড়-বান্দা, একগুঁয়ে; যে খুব কূট তর্ক করে এরূপ। বাং প্র। বিণ। [gen. বি।

নাইট্রোজেন—যবক্ষারজান। ইং nitro-

নাইয়র—বিবাহাদি উৎসবে মেয়েদের কুটুম্ব-গৃহে গমন। 'জ্ঞাতিগৃহ'-শব্দজ। বি।

নাইয়া—নাবিক, মাঝি। না+ইয়া চালক অর্থে। বি।

নাউ—লাউ। প্রাদে। বি।

নাউ-কাঁকড়া—কাঁকড়া সহযোগে প্রস্তুত লাউ-এর তরকারীবিশেষ। প্রাদে। বি।

নাউ-ঘন্ট—লাউ-এর তরকারীবিশেষ। প্রাদে। বি।

নাউ-চিংড়ি—চিংড়ি মাছ সহযোগে প্রস্তুত লাউ-এর তরকারীবিশেষ। প্রাদে। বি।

নাউ-ছেঁচ্‌কি—সরু সরু করিয়া কাটা লাউ-এ সরিষা ফোড়ন দিয়া প্রস্তুত তরকারী-বিশেষ। প্রাদে। বি। [বি।

নাউড়ে—নৌকার মাঝি। প্রাঃ কবিপ্র।

নাউমাচা—লাউ গাছ লতাইয়া উঠিয়া যে মাচার উপরে থাকে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। প্রাদে। বি।

নাও—১। নৌকা। 'নৌ'-শব্দজ। বি। ২। গ্রহণ কর, লও। বাং ক্রি।

নাওয়া—স্নান করা। 'স্না'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

নাং—উপপতি। 'নগ্ন'-শব্দজ। বি।

নাঃ—স্থির অসম্মতিজ্ঞাপক শব্দ; সংশয় ও পূর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগসূচক এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-জ্ঞাপক শব্দ; বিরক্তিবোধক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

নাক—১। নাসিকা। 'নাসিকা'-শব্দজ। বি। **নাক খোঁটা**—নাকের ছিদ্রমধ্যে নথ প্রভৃতি দিয়া আঁচড়ান। **নাক ঝাড়া**—নাক হইতে কফ শ্লেষ্মা প্রভৃতি বাহির করিয়া দেওয়া। **নাক ঝাঁঝান**—তীব্র গন্ধ লইতে কষ্ট হওয়া, উৎকট গন্ধে নাকের যন্ত্রণা হওয়া। **নাক ডাকা**—ঘুমের সময় নাক হইতে শব্দ বাহির হওয়া। **নাক বাঁকান, নাক সিটকান, নাক সেটকান**—নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করা; অবজ্ঞা করা। **নাক বিঁধান**—নথ ইত্যাদি পরিবার জন্য নাকে ছিদ্র করা। **নাকে কান্না**—খোনা স্বরে কাঁদা; কান্নার ভাণ, অপ্রকৃত কান্না। **নাকে খৎ**—'নাকখৎ' দ্রঃ। **নাকে-মুখে গোঁজা**—কোনরকমে খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া। **নাকের জলে চোখের জলে এক হওয়া**—অতিশয় কষ্টে পড়া, খুব বিব্রত হওয়া। ২। স্বর্গ; আকাশ। ন (নাই) অক (অসুখ, দুঃখ) যেখানে, বহুব্রী। বি; পুং।

নাক-কড়াই—নাকে পরিবার জন্য কড়াই-য়ের মত ছোট গহনাবিশেষ। বাং প্র। বি।

নাক-কাটা—যাহার নাক কাটিয়া গিয়াছে এরূপ; বেহায়া, নির্লজ্জ। নাক কাটা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নাকখৎ, -খত্তা—নাক দিয়া মাটি ঘষিয়া দোষ-স্বীকার। বাং প্র। বি।

নাকচ—রদ, বাতিল; তুচ্ছ; ব্যবহারের অনুপযুক্ত। আর্বী 'নাকিস্'-শব্দজ। বিণ।

নাকচর—আকাশচারী দেব; গ্রহাদি; পিতৃদেববিশেষ। উপতৎ; নাক (স্বর্গ, আকাশ)—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নাকচাবি, -ছবি, -ছাবি—নাকের এক-দিকে পরিবার গহনাবিশেষ। বাং প্র। বি।

নাকচোনা—নাকের উপরে পরিবার গহনাবিশেষ। বাং প্র। বি।

নাক-ঝাম্‌টা—তিরস্কার; অবজ্ঞার সহিত কড়া কথা বলা। নাকের ঝাম্‌টা, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি।

নাকড়া—১। চড়ক-পূজার সময় যে ঝাঁপ কাটা হয় তাহা; নাসিকার রোগবিশেষ। বি। ২। নাককাটা। বাং প্র। বিণ।

নাকসাট—নাকের ডাক, নাসিকাগর্জ্জন ("লেজটা নাচায়ে লম্ফে নাকসাট দিয়া"—ঘনরাম)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নাকা—নাকী, খোনা। নাক+আ। বিণ।

নাকানি—নাকে জল যাওয়া; বিপদে পড়া। বাং প্র। বি।

নাকানি-চুবুনি, -চোবানি—নাকে মুখে জল খাওয়া; নাকাল; বহু কাজের মধ্যে বিব্রত হওয়া। বাং প্র। বি।

নাকারা, নাকাড়া—১। একপ্রকার ঢাকের মত বাদ্যযন্ত্র, নাগরা। আর্বী 'নক্কারা'-শব্দজ। বি। ২। অকর্ম্মণ্য। ফার্সী 'নকারা'-শব্দজ। বিণ। [বিণ।

নাকারি—নাগরা-বাদক। বাং প্র। বি বা

নাকাল—১। জব্দ; অপ্রস্তুত; খুব ক্লান্ত; যে খুব কষ্ট পাইয়াছে এরূপ। আর্বী 'নকাল্'-শব্দজ। ২। যাহার নাক খুব বড় এমন, বৃহৎ নাসিকাযুক্ত। নাক+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ।

নাকি, নাকী—১। সত্য কি; প্রশ্ন এবং অনিশ্চয়ার্থবোধক শব্দ; অসম্ভবার্থক শব্দ; যেন; ঠিক। না+কি, কী (সংস্কৃত 'কিংনু'-শব্দজ)। অব্য। ২। নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত, খোনা। নাক+ই, ঈ উচ্চা-রিতার্থে। বিণ।

নাকুয়া, নেকো—যাহার নাক খুব উঁচু এরূপ, তুঙ্গনাসিক। নাক+উয়া, ও। বিণ।

নাক্ষত্র, নাক্ষত্রিক—নক্ষত্রসম্বন্ধীয়; নক্ষত্র দ্বারা পরিমিত; তারার গতি ও স্থিতি অনু-সারে যাহা স্থির করা হয় এমন ('—বৎসর')। নক্ষত্র+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে, পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী, —কী। বি—নক্ষত্র। **নাক্ষত্র কাল**—নক্ষত্রদিগের আপাত-গতি দ্বারা পরিমিত সময় (sidereal time). **নাক্ষত্র জগৎ**—ছায়াপথ (galactic system).

নাক্ষত্রিকী—১। তারকা-বিষয়িণী, নক্ষত্র-সম্বন্ধিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। গ্রহগণের দশা-বিশেষ। নক্ষত্র+ইক সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নাখুস—নাখোশ (তাহা দ্রঃ)।

নাখেরাজ—নিষ্কর; নিষ্কর ভূমি। আর্বী 'লাখিরাজ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

নাখোদা, নাখুদা—জাহাজের অধ্যক্ষ; জাহাজের মাল সরবরাহকারী; মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। ফার্সী। বি।

নাখোশ, নাখুশ্—অসন্তুষ্ট, অপ্রীত। ফার্সী। বিণ।

নাগ—১। সাপ, সর্প; হাতী, হস্তী; মেঘ; নাগদন্ত; নাগকেশরবৃক্ষ; মুস্তক; দেহস্থ বায়ুবিশেষ; করণবিশেষ। ন অগ (নিশ্চল), সুপ্‌সুপা। বি; পুং। ২। সীসক; রাঙ্। বি; ক্লীব। ৩। পাহাড়িয়া, পর্ব্বতজাত, পর্ব্বতীয়। নগ+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—নাগী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাগকন্যা, -কন্যকা—সর্পকুলের মেয়ে।

নাগকেশর—একপ্রকার ফুলগাছ, নাগেশ্বর-বৃক্ষ। নাগনামক কেশর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নাগচূড়—মহাদেব। নাগ (সর্প) চূড়ায় যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নাগদন্ত—১। হাতীর দাঁত, হস্তিদন্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ঘরের ভিত্তিতে বা দেয়ালে যে গোঁজ পোতা থাকে তাহা; খুঁটি; দেওয়ালের পেরেক প্রভৃতি (bracket). ৬ষ্ঠীতৎ (সাদৃশ্যার্থে)। বি; পুং।

নাগদন্তী—বেশ্যা; হাতীশুঁড়ার গাছ। নাগদন্ত+অচ্ বিশিষ্টার্থে+ঈপ্ (নাগের মধ্যে আছে বলিয়া)। বি; স্ত্রী।

নাগনক্ষত্র—অশ্লেষানক্ষত্র। নাগদেবতার নক্ষত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নাগপঞ্চমী—নাগ বা সাপের পূজার পক্ষে প্রশস্ত আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী। নাগপ্রিয়া পঞ্চমী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নাগপতি—অনন্তাদি অষ্টনাগ; ঐরাবত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাগপাশ—১। বরুণের অস্ত্র। নাগ পাশ-

সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। ২। বন্ধন করিবার সর্পরূপ পাশ বা ফাঁস; গ্রন্থিবিশেষ, আড়াই পেঁচের গ্রন্থি। নাগাকার পাশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নাগপুষ্প—নাগেশ্বর গাছ, নাগকেশরবৃক্ষ; চাঁপাফুলের গাছ, চম্পকবৃক্ষ। নাগ (হস্তিমদ)-গন্ধযুক্ত পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নাগপুষ্পিকা—সোনালী যুঁইফুল, স্বর্ণযূথিকা। নাগাকার পুষ্প যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত+আপ্। বি; স্ত্রী।

নাগফল—১। ধুন্দুল; পটোল। নাগসদৃশ ফল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। ধুন্দুল বা পটোল গাছ। নাগসদৃশ ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নাগবল—১। হস্তীর মত বলবান্। বিণ। ২। ভীমসেন। নাগতুল্য বল যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নাগবল্লরী, -বল্লী—পান-গাছ, তাম্বূলীলতা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নাগভগিনী—বাসুকির বোন, মনসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাগভূষণ—মহাদেব। নাগ ভূষণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নাগমাতা (-মাতৃ)—মনসাদেবী; কশ্যপপত্নী কদ্রু; মনঃশিলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাগযষ্টি—পুষ্করিণীর মধ্যে প্রোথিত কাঠ, রইকাঠ। নাগ বা নাগের আশ্রয়ভূতা যষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নাগর—১। যাহার রসবোধ আছে এরূপ, রসিক; কামশাস্ত্রে ও রমণীর মনোরঞ্জনে পটু; প্রণয়পাত্র; শহুরে, নগরজাত; নগরসম্বন্ধীয়। নগর+অণ্ ভবাদ্যর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। দেবর, দেওর; নারাঙ্গা-নেবুর গাছ। বি; পুং। ৩। শুঁঠ; দেবনাগর অক্ষর; নাগরমুস্ত। অগ—রা+ক কর্তৃবা; ন অগর, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

নাগরক—চোর; নগররক্ষী; চিত্রকর। নাগর+অক (বুঞ্) কুৎসিতার্থে, প্রবীণার্থে। বি; পুং।

নাগরঙ্গ—নারাঙ্গা-নেবু। নাগের (সিন্দূরের) রঙ্গসদৃশ রঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

নাগর-দোলা—ঘুরপাক খাইবার দোলা বা চক্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

নাগরভূপ—নাগরপ্রধান, নাগরচূড়ামণি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নাগরা—মৃত্তিকা বা ধাতু-নির্ম্মিত বৃহৎ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বড় টিকারা, শালিধান্যবিশেষ; একপ্রকার জুতা। আর্বী 'নক্‌কারা'-শব্দজ। বি। [বাং প্র। বি।

নাগরাই—পশ্চিমাঞ্চলের একপ্রকার জুতা।

নাগরাজ—সর্পরাজ, অনন্ত; ঐরাবত; ছন্দোগ্রন্থকারক পিঙ্গল নাগ। নাগ (হস্তী, সর্প)-মধ্যে রাজা, ৭মীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

নাগরালি—নাগরের ভাব, চাতুরী; রসিকতা, লাম্পট্য। নাগর+আলি ভাবে। বি।

নাগরি—মাটির কলসী, একপ্রকার মাটির হাঁড়ী। বাং প্র। বি।

নাগরিক—শহুরে, নগরবাসী; নগরসম্বন্ধীয়; রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী (citizen). নগর+ইক নিবাসার্থে, সম্বন্ধার্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—কী (নগরবাসিনী অর্থে চলিত বাংলায় নাগরিকা)। বি—নাগরিকতা, নগর।

নাগরিকতা—রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে অধিকার, পৌরজনের অধিকার (citizenship). নাগরিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নাগরী—১। ছলাকলায় নিপুণা নারী, রসিকা স্ত্রী; হিন্দী অক্ষর; খেজুরগুড়। বি; স্ত্রী। ২। নগরসম্বন্ধীয়া; রসিকা; নগরবাসিনী। নাগর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নাগরীট—লম্পট; উপপতি। নাগরী—অট্+অচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

নাগলোক—পাতাল, রসাতল। নাগদিগের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাগসম্ভব—সিঁদুর, সিন্দুর। নাগ (সীসক) হইতে সম্ভব (জন্ম) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নাগা—১। সন্ন্যাসিসম্প্রদায়বিশেষ; পর্ব্বতীয় জাতিবিশেষ; পশ্চিমাঞ্চলের একশ্রেণীর ভাট। বি। ২। উলঙ্গ। 'নগ্ন'-শব্দজ। বিণ। ৩। ক্রোক, আটক; বাধা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নাগাইদ, নাগাত, নাগাদ—হইতে; পর্য্যন্ত। আর্বী 'লগায়ৎ'-শব্দজ। অব্য।

নাগাড়—কোন কিছুর অবিশ্রান্ত সঙ্ঘটন; একটানা চলন। লাগ (<লগ্ন)+আড় ভাবে। বি।

নাগাদ—'নাগাইদ' দ্রঃ।

নাগাধিপ, -ধিপতি—সর্পরাজ, অনন্ত; ঐরাবত। নাগের অধিপ, অধিপতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাগানন—গণেশ। নাগের (হস্তীর) আননের (মুখের) ন্যায় আনন (মুখ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নাগান্তক, -রাতি, -শন—গরুড়; ময়ূর; সিংহ; বন্ধ্যাকর্কোটী। নাগের অন্তক, অরাতি, অশন (ভক্ষণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাগাল—কাছ, নৈকট্য; পশ্চাৎ হইতে আসিয়া একত্র হওয়া; যতদূর পর্য্যন্ত পৌছান যায় তাহার সীমা। বাং প্র। বি। **নাগাল ধরা**—নিকটে উপস্থিত হওয়া; সমকক্ষ হওয়া। [কবিপ্র। বি।

নাগালি—সাক্ষাৎ; সন্ধান; কাছ, নৈকট্য।

নাগিনী—স্ত্রী-জাতীয় সাপ, সর্পী। নাগ+ইনী (বাং স্ত্রী-প্রত্যয়)। বি; স্ত্রী।

নাগী (নাগিন্)—ফণিভূষণ, শিব। নাগ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

নাগী—সাপিনী, সর্পী; হস্তিনী; মোটা মেয়েমানুষ, স্থূলা স্ত্রী। নাগ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নাগেন্দ্র—সর্পরাজ অনন্ত; ঐরাবত। নাগমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

নাগেশ—১। সর্পরাজ অনন্ত, শেষনাগ; পাণিনিব্যাকরণের ভাষ্যবিবরণাদিগ্রন্থকারক; শিবলিঙ্গবিশেষ। নাগের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। তীর্থবিশেষ। নাগেশ+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ['নৃত্য'-শব্দজ। বি।

নাচ, নাচন—নৃত্য, নর্ত্তন, অঙ্গভঙ্গি।

নাচ—'নাছ' দ্রঃ।

নাচ-আলী, -ওয়ালী—নর্ত্তকী। নাচ+আলী, ওয়ালী ব্যবসায় অর্থে। বি।

নাচত—নাচে ("নাচত ঘন নন্দলাল"—যদুনন্দন)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নাচদুয়ার—খিড়কীর দরজা, পশ্চাদ্দ্বার; সদরদরজা। বাং প্র। বি।

নাচনী, নাচানী, নাচুনী—নৃত্য; নর্ত্তকী; নাচের পারিশ্রমিক। নাচ্+অনী, আনী, উনী ভাববা, কর্তৃবা, করণবা। বি।

নাচা—১। নৃত্য করা; স্পন্দিত হওয়া; আনন্দিত হওয়া, আশায় উৎফুল্ল হওয়া। বাং ক্রি। ২। নৃত্য, অঙ্গভঙ্গী। নাচ্+আ ভাববা। বি। [বাং ক্রি।

নাচান—নৃত্য করান; উস্কান, মাতান।

নাচার—১। অসহায়, নিরুপায়। না (নাই) চারা (ফার্সী চারহ্) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উপায়ের অভাব। চারের অভাব (না), অব্যয়ী। বি।

নাচি, নাছি—ছিদ্র; গজালের অর্থাৎ বড় পেরেকের পিটা মুখ। বাং প্র। বি।

নাচিয়ে—নৃত্যকারী; নৃত্যকুশল। নাচ্+ইয়ে কর্তৃবা। বাং প্র। বি বা বিণ।

নাছ, নাচ—খিড়কীর দ্বার; রাজপথ; সদরদরজা, ফটক। হিন্দী 'নহ্‌জ' (রাজপথ)-শব্দজ। বি।

নাছদুয়ার—নাচদুয়ার (তাহা দ্রঃ)।

নাছবাট—সদর রাস্তা, প্রকাশ্য রাস্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নাছি—'নাচি' দ্রঃ।

নাছোড়—যে কোনরূপেই ছাড়ে না এরূপ। না ছোড়ে (ছাড়ে) যে, উপতৎ (হিন্দীমূলক)। বিণ।

নাছোড়বান্দা—যে কিছুতেই ছাড়ে না এরূপ, যাহার খুব অধ্যবসায় আছে এরূপ; একগুঁয়ে। না ছোড় যে বন্দাহ্ (ব্যক্তি), কর্ম্মধা। বিণ।

না জাই—কৈফিয়ৎশূন্য; অনাদায়; অভাব। বাং প্র। বি বা বিণ।

না জানি—জানি না; বুঝিতে বা ধারণা

করিতে পারি না; কে জানে। 'জানি না' হইতে অব্যয়।

নাজিম—মুসলমান সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রদেশপাল, প্রদেশের শাসনকর্ত্তা; রাজস্ব-সংগ্রহকারী। আর্বী। বি।

নাজির, নাজীর—আদালতের কর্ম্মচারি-বিশেষ; পেয়াদাদের অধ্যক্ষ। আর্বী। বি।

নাজিরী, নাজীরী—নাজীরের পদ। নাজির, নাজীর+ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

নাজেল—অবতীর্ণ; অবতরণ; আদেশ। আর্বী। বিণ বা বি।

নাজেহাল—জব্দ, নাকাল; সঙ্কটাপন্ন। (আর্বী) নাজুস্ (খারাপ)+হাল (অবস্থা)। বিণ।

নাট—১। নাচ, নৃত্য; অভিনয়। নট্+ঘঞ্ ভাববা। ২। দেশবিশেষ, কার্ণাটিক বা কর্ণাট; রাগবিশেষ। নট্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

নাটক—১। যাত্রা-থিয়েটারের বই, অভিনয়-গ্রন্থ, দৃশ্যকাব্য। নট+অণ্ সম্বন্ধার্থে +কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। বিণ—নাটকীয়। ২। নর্ত্তক; অভিনেতা। নট্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—নাটিকা।

নাটকী—১। ইন্দ্রসভা। নাটক+অণ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। নর্ত্তকী; অভিনেত্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নাটকীয়—নাটকসংক্রান্ত, নাটকে বর্ণনীয়। নাটক+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নাটমন্দির—নৃত্যগীতাদির জন্য দেব-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাসাদবিশেষ। নাটার্থক মন্দির, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নাটমহল—যেখানে যাত্রা-থিয়েটার হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নাটা—১। একপ্রকার ফল, করঞ্জা-ফল। 'লতাকরঞ্জ'-শব্দজ। ২। লাটাই। 'নর্ত্তক'-শব্দজ। বি। ৩। হ্রস্ব; বেঁটে। 'নত'-শব্দজ। বিণ।

নাটাই—সূতা জড়াইবার কাঠাম। 'নর্ত্তক'-শব্দজ। বি। [বি।

নাটাকরঞ্জ—অম্লফলবিশেষ। 'নাটা' দ্রঃ।

নাটান—নাটাইয়ে সূতা জড়ান; ক্লান্ত হওয়া; নাটাইয়ের মত ঘুরা। বাং ক্রি।

নাটাপাটা—গড়াগড়ি; হিমসিম; বিব্রত। বাং প্র। বিণ। [বি; পুং।

নাটার—নটপুত্র। নট+আরক অপত্যার্থে।

নাটিকা—১। ছোট থিয়েটারের বই, ক্ষুদ্রাকার নাটক। নট+অণ্ সম্বন্ধার্থে+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি। ২। নৃত্যকারিণী; নর্ত্তকী। নট্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নাটিত—১। যে নাটকের অভিনয় হইয়াছে এরূপ। নট্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। নর্ত্তন; নাচান; অভিনয়। নট্+ণিচ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

নাটুয়া—নৃত্যকারী; অভিনেতা। নাট (নৃত্য, অভিনয়)+উয়া করে অর্থে। বি বা বিণ।

নাটেয়, নাটের—নটীপুত্র। নটী+এয়, এর অপত্যার্থে। বি; পুং।

নাটোয়া—নর্ত্তক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নাট্য—নৃত্য গীত বাদ্য এই তিনের সমবায়, তৌর্য্যত্রিক; অভিনয়; নৃত্যক্রিয়া; নৃত্য-গীত-বাদ্য-বিষয়িণী বিদ্যা। নট+ষ্যঞ্ কর্ম্মার্থে। বি; ক্লীব।

নাট্যকার—যিনি যাত্রা-থিয়েটারের বই লিখেন, নাটকলেখক। উপতৎ; নাট্য—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নাট্যগৃহ—যেখানে নাচ-গান বা থিয়েটার হয়, রঙ্গালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নাট্যমন্দির—নাট্যশালা, নাচঘর; দেব-মন্দিরের সম্মুখস্থ নৃত্যগীতের গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নাট্যশালা—যেস্থানে নৃত্যগীতবাদ্য হইয়া থাকে; যেস্থানে নাটকের অভিনয় অর্থাৎ থিয়েটার হয়, রঙ্গালয়; নাটমন্দির। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাট্যসমিতি—যে সম্মেলন বা সভার থিয়েটার করাই উদ্দেশ্য তাহা, অভিনয়ার্থ সম্মেলন। নাট্যসম্পাদিকা সমিতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নাট্যাচার্য্য(র্য)—অভিনয় বা নৃত্যগীতাদি শিক্ষক; রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ। নাট্যে আচার্য্য (শিক্ষাগুরু), ৭মীতৎ। বি; পুং।

নাট্যাভিনয়—থিয়েটার, রঙ্গমঞ্চে নাটকের বিষয়প্রদর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাট্যালয়—নাট্যশালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাড়া—১। কাটা ধানগাছের অবশিষ্ট ডাঁটা; ছেদিত ধান্যের অবশিষ্ট মূল। 'নাল'-শব্দজ। ২। ঝাঁকুনি; অপবাদ; খোঁটা। বাং প্র। বি। **নাড়া দেওয়া**—দোষ দেওয়া; খোঁটা দেওয়া; কিছুর উল্লেখ করিয়া অপবাদ দেওয়া। ৩। কাঁপান; একস্থান হইতে অন্য স্থানে নেওয়া। বাং ক্রি।

নাড়াচাড়া, নাড়ানাড়ি—স্থান পরিবর্ত্তন; ঘাঁটাঘাঁটি। বাং প্র। বি। **নাড়াচাড়া করা**—ব্যবহার করা; বারবার স্থানান্তরিত করা; আলোচনা বা আন্দোলন করা; পরীক্ষা করা; উত্তেজিত করা। [ক্রি।

নাড়ান—কাঁপান; স্থানচ্যুত করা। বাং

নাড়াবুনে—নাড়াবনের লোক, চাষা; অশিক্ষিত। নাড়াবন+এ (<ইয়া)। বি।

নাড়ি, নাড়িকা, নাড়ী—হস্তস্থিত শিরা-বিশেষ; শরীরের শিরা-উপশিরা; চুঙ্গী; জলবাহিনী সূর্য্যরশ্মি; ডাঁটা; নাল; একদণ্ড সময়, ২৪ মিনিট; নালী ঘা। নড্+ই কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে—কন্ স্বার্থে+আপ্; ৩য় পক্ষে নাড়ি+ঈপ্। বি; স্ত্রী। **নাড়ী কাটা**—সদ্যোজাত শিশুর নাভিসংলগ্ন নাড়ী কাটিয়া দেওয়া। **নাড়ী টেপা**—রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করা। **নাড়ী বসা**—মৃত্যুকাল আসন্ন হওয়ায় অথবা শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ায় নাড়ীর গতিবেগ কমিয়া যাওয়া। **নাড়ীর টান**—সন্তানের প্রতি মাতার মমতাবোধ, জন্মসূত্রে যে অনুরাগ বা আসক্তি হয় তাহা।

নাড়ীচক্র—নাভিস্থ নাড়ীমূল [ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ, শঙ্খিনী, লোলজিহ্বা, ইভজিহ্বা, বিজয়া, কামদা, অমৃতা, বহুলা—এই ১৬টি নাড়ীর সমষ্টি]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নাড়ীজ্ঞান—নাড়ীবিষয়ের জ্ঞান, নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগ বুঝিবার সামর্থ্য। নাড়ী-বিষয়ক জ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নাড়ী-টেপা—বৈদ্য, কবিরাজ; ডাক্তার। নাড়ী টিপে যে, উপতৎ (বাং)। বি বা বিণ।

নাড়ীনক্ষত্র—১। (জ্যোতিষ) জন্মকালে জাতকের উপর যে নক্ষত্রের প্রভাব সঞ্চারিত হয় তাহা, জন্মনক্ষত্র। নাড়ীস্থ নক্ষত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। জন্মাবধি সকল খবর; কোন বিষয়ের সমস্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ব্যাপার। বাং প্র। বি।

নাড়ীবলয়—লগ্নকাল বুঝিবার জন্য ঘড়ির মত গোলাকার যন্ত্রবিশেষ, লগ্নাদি জানিবার নিমিত্ত নাড়ীসদৃশ কালজ্ঞানোপায় যন্ত্র-বিশেষ। নাড়ীরূপ বলয়, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। [কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

নাড়ীব্রণ—নালী ঘা। নাড়ীস্থিত ব্রণ, মধ্যপ

নাড়ী-ভুঁড়ি—পেটের ভিতরের অন্ত্র প্রভৃতি। দ্বন্দ্ব (বাং)। বি।

নাড়ীমণ্ডল—বিষুবরেখা (সূর্য্য এই রেখায় উপস্থিত হইলে দিবারাত্রি সমান হয়)। নাড়ীস্থ মণ্ডল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নাড়ু—লাড়ু, লাড্ডু, এক প্রকার মিঠাই। 'লড্ডুক'-শব্দজ। বি।

নাড়ুগোপাল—লাড়ুগোপাল (তাহা দ্রঃ)।

নাতক—গ্রেপ্তারের পরোয়ানা, গ্রেপ্তার করিবার আদেশ। আর্বী। বি।

নাত-জামাই—নাতিনীর স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাতনী—নাতিনী (তাহা দ্রঃ)।

নাত-বৌ—নাতির স্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাতান—'নাতোয়ান' দ্রঃ।

নাতি, নাতী—পুত্রের বা কন্যার পুত্র। 'নপ্তৃ'-শব্দজ। বি; পুং। স্ত্রী—নাতিনী।

নাতি—বেশী নয়, পরিমিত (সমাসে পূর্ব্বপদরূপে ব্যবহৃত)। ন অতি, সুপ্সুপা। অব্য, বিণ।

নাতিখর্ব্ব(র্ব)—যাহা অধিক বেঁটে বা খাট নহে এরূপ। ন অতিখর্ব্ব, সুপ্সুপা। বিণ।

নাতিদীর্ঘ—যাহা খুব বেশী লম্বা নহে এরূপ। ন অতিদীর্ঘ, সুপ্‌সুপা। বিণ।
নাতিনী—পৌত্রী বা দৌহিত্রী। নাতি+নী। বি; স্ত্রী। পুং—নাতি।
নাতিবিলম্ব—বেশী দেরী নয় এমন। ন অতিবিলম্ব, সুপ্‌সুপা। বিণ।
নাতিশীতোষ্ণ—যাহা বেশী ঠাণ্ডাও নয় এবং বেশী গরমও নয় এরূপ। শীত অথচ উষ্ণ, কর্ম্মধা; অতি শীতোষ্ণ, সুপ্‌সুপা; ন অতি-শীতোষ্ণ, সুপ্‌সুপা (এই "ন" নঞ্‌ নহে বলিয়া অন্ হয় নাই)। বিণ। স্ত্রী,–ষ্ণা।
নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল—পৃথিবীর দুইটি মণ্ডল—যেখানে শীত বা গ্রীষ্ম বিশেষ প্রবল নহে (temperate zone).
নাতিস্থূল—যাহা বা যে বেশী মোটা নহে এরূপ। ন অতিস্থূল, সুপ্‌সুপা। বিণ।
নাতিহ্রস্ব—যে বা যাহা বেশী ছোট বা খাটো নহে এরূপ। ন অতিহ্রস্ব, সুপ্‌সুপা। বিণ।
নাতোয়ান, নাতান—ক্ষমতাহীন, অপারক; নিঃস্ব; দেউলিয়া। ফার্সী 'নতুয়ান্'-শব্দজ। বিণ।
নাথ—প্রভু, কর্ত্তা; পতি। নাথ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
নাথন—১। প্রার্থনা। নাথ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। মাটির প্রতিমা গড়িবার সময় মাটির উপর নেকড়ার আস্তরণ দেওয়া। প্রাদে। বি।
নাথবতী—স্বামিবিশিষ্টা; সধবা; পরাধীনা। নাথ+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।
নাথবান্ (-বৎ)—যাহার প্রভু বা রক্ষক আছে এমন; পরাধীন, পরতন্ত্র। নাথ+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,–বতী।
নাথি, নাথী—লাথি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
নাদ—১। শব্দ, ধ্বনি; গর্জ্জন। নদ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—নাদিত। ২। গরু প্রভৃতি পশুর বিষ্ঠা। 'লদ'-শব্দজ। ৩। বড় জালা বা কলস। 'নন্দা'-শব্দজ। বি।
নাদনা—খিলানের কাঠ; মোটা খুঁটি, মোটা লাঠি; স্তূপ। বাং প্র বা 'নন্ধ'-শব্দজ। বি।
নাদনাবাড়ি—মোটা লাঠি। বাং প্র। বি।
নাদবিন্দু—১। উপনিষদ্বিশেষ। নাদ—বিদ্‌+কু কর্ত্তৃবা। ২। চন্দ্রবিন্দু, ঁ। নাদযুক্ত বিন্দু, মধ্যপ কর্ম্মধা। ৩। (উপাসক-সম্প্রদায়-বিশেষের মতে গুপ্তার্থে) শুক্রশোণিত। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।
নাদা—১। বৃহৎমুখযুক্ত জালা; গরু প্রভৃতি পশুর বিষ্ঠা; তাল, ঢেলা। 'নাদ' (২,৩) দ্রঃ। বি। ২। শব্দ করা; (গরু প্রভৃতি পশুর) বিষ্ঠা ত্যাগ করা। কবিপ্র। ক্রি।
নাদান—মূর্খ। ফার্সী। বিণ। বি—নাদানি।
নাদা-পেটা—যাহার পেট নাদার মত বড় এরূপ। বহুব্রী। বিণ।
নাদি—ছাগল ভেড়া প্রভৃতির বিষ্ঠা। নাদ+ই ক্ষুদ্রার্থে। বি। [জাতার্থে। বিণ।
নাদিত—শব্দিত; মুখরিত। নাদ+ইতচ্‌
নাদী (-নাদিন্)—যে শব্দ করে এরূপ, শব্দায়মান (সমাসে অন্ত শব্দের পর, যেমন—গম্ভীরনাদী)। নদ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—নাদিনী। [বাং প্র। বিণ।
নাদুসনুদুস—১। মোটা, স্থূল, গোলগাল।
নাদেয়—নদীসম্বন্ধীয় (জলাদি)। বিণ। স্ত্রী,–য়ী। ২। সৈন্ধবলবণ; সৌবীরাঞ্জন। বি; ক্লীব। ৩। কাশতৃণ; বেতসবৃক্ষ। নদ বা নদী+এয় ভবার্থে। বি; পুং।
নাদ্য—নদীজাত। নদী+ষ্ণ্য ভবার্থে। বিণ।
নানকপন্থী—নানকের প্রচারিত ধর্ম্ম-মতাবলম্বী। বাং প্র। বি বা বিণ।
নানকর, -কার—চাকরান, চাকরকে বেতন না দিয়া যে জমি দেওয়া হয় সেইরূপ চাকর। ফার্সী। বি।
নানা—১। অনেকপ্রকার; ভিন্ন। ন+নাঞ্‌। অব্য; বিণ। ২। মাতার পিতা, মাতামহ। হিন্দী। বি; পুং। স্ত্রী—নানী।
নানাজাতি—১। যাহাতে অনেক জাতি আছে এরূপ; বহুবিধ। নানা জাতি যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। বহুজাতি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
নানাজাতীয়—অনেকজাতিবিষয়ক; বহু-প্রকারের, নানাবিধ। নানাজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।
নানাপ্রকার—১। অনেক রকমের, বহুবিধ, বিবিধ। নানা প্রকার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অনেক রকম। কর্ম্মধা। বি; পুং।
নানাবিধ, -রূপ—অনেক রকমের, বহুবিধ, বিবিধ। নানা বিধা, রূপ (প্রকার) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
নানামত—১। অনেক রকমের। নানা মত, সুপ্‌সুপা (বাং)। বিণ। ২। বিভিন্ন মত বা অভিপ্রায়। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
নানামতে—অনেকপ্রকারে। নানা মত (প্রকার) যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে (বাং)। ক্রি-বিণ।
নানারূপ—'নানাবিধ' দ্রঃ।
নানারূপে—অনেক রকমে; বহুরূপ ধরিয়া। নানারূপ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।
নানার্থ—১। যাহার অনেক অর্থ হয় এমন, বিবিধার্থক, অনেকার্থযুক্ত। নানা অর্থ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বিভিন্ন অর্থ। নানা অর্থ, কর্ম্মধা। বি; পুং।
নানার্থক—অনেক-অর্থযুক্ত, বিভিন্নার্থ-বোধক। নানা অর্থ যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,–র্থিকা।
নান্দী—সূত্রধার (stage-manager), রঙ্গ-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া অভিনয়-কার্য্যের নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য যে মঙ্গলাচরণ করে তাহা; নাটকাদির মঙ্গলাচরণ; নাটকাদির প্রারম্ভে দেবাদির স্তুতি বা বন্দনা; আরব্ধ কার্য্যের সুসমাপ্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠানবিশেষ, মঙ্গলাচরণ; সমৃদ্ধি; অভ্যুদয়, শ্রাদ্ধবিশেষ। নন্দ্‌+ইন্ অধিবা +ঈপ্‌ (নিপাতনে) (যাহাতে দেবগণ বা পিতৃগণ আনন্দ লাভ করেন)। বি; স্ত্রী।
নান্দীক—তোরণস্তম্ভ। নান্দী (স্তুতি, সৌভাগ্য)—কৈ (প্রকাশ করা)+ক কর্ত্তৃবা; অথবা, নান্দী—কৃ+ড অধিবা। বি; পুং।
নান্দীকর, -বাদী (-বাদিন্)—যে ব্যক্তি নান্দী পাঠ করে, মঙ্গলযুক্ত-স্তুতিবাদক, সূত্রধার। নান্দী—কৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা; উপতৎ; নান্দী—বদ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
নান্দীপট—কূয়া প্রভৃতির মুখে যে ঢাকনা দেওয়া হয় তাহা, আচ্ছাদন। নান্দী (কল্যাণ)-জনক পট (আচ্ছাদন), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
নান্দীমুখ—১। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (বিবাহাদি সময়ে করণীয় শ্রাদ্ধ) ভোজী মাতাপিতৃ-গণ (ইঁহাদের সংখ্যা ছয়; যথা—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ); কূপাদির আচ্ছাদন। নান্দী (স্তুতি, সৌভাগ্য) মুখে বা মুখ (প্রধান) যাঁহাদের বা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। বিবাহাদি শুভকর্ম্মের পূর্ব্বের কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। নান্দীর (শুভের) মুখ (আরম্ভ) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। [নঞ্‌তৎ। ফার্সী। বিণ।
না-পছন্দ, না-পসন্দ—অমনোনীত।
নাপাক—অপবিত্র, অশুদ্ধ। না (নয়) পাক (পবিত্র), নঞ্‌তৎ। ফার্সী। বিণ।
নাপান—হাবভাব, ভঙ্গি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
নাপানি, নাপানী—১। লাফঝাঁপ, আস্ফালন; হাবভাব, বিলাস। কবিপ্র। বি। ২। লম্ফঝম্পকারিণী; বিলাসিনী। 'লাফানী'-শব্দজ। প্রাদে। বিণ; স্ত্রী।
নাপিত—ক্ষৌরকার জাতি, প্রামাণিক। ন—আপ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা (নিপাতনে অপ্রাচীন সংস্কৃত)। বি; পুং। স্ত্রী,–তানী, –তিনী।
নাফরমান—অবাধ্য। ফার্সী। বিণ। বি,–মানী।
নাফরা—লাবড়া, বিবিধ তরকারির মিশ্রণে প্রস্তুত ব্যঞ্জন; পুরীর জগন্নাথদেবের ভোগের জন্য প্রস্তুত একপ্রকার ব্যঞ্জন। বাং প্র। বি।
নাফা—লাভ। আর্বী 'নফা'। বি।
নাফানী—বিলাসিনী; প্রগল্‌ভা; অসতী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

নাব—নাও, নৌকা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নাবড়—লম্পট; খল; ধূর্ত্ত; দুর্বৃত্ত; অজ্ঞ। 'লম্পট'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নাবড়ি, নাবুড়ি—দুষ্টতা; লাম্পট্য; শঠতা; বোকামি। নাবড়+ই ভাবে। বি।

নাবতাক্ষেণী—জাহাজ-নির্ম্মাণ-স্থান (dockyard). (গঠিত পরিভাষা)। বি।

নাবা, নামা—১। অবতরণ করা। বাং ক্রি। **পেট নাবা, -নামা**—তরল দাস্ত হওয়া। ২। নীচু, নিম্নস্থ। প্রাদে। বিণ।

নাবান—নীচে নামান। প্রাদে। ক্রি।

নাবাল, নামাল—নীচু, ঢালু; নিম্নস্থান। বাং প্র। বিণ।

নাবালক, নাবালগ—অপ্রাপ্তবয়স্ক, (বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিধিমতে) আঠার বছরের কম বয়সের লোক। ফার্সী 'নাবালিগ্'-শব্দজ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—লিকা। বিপরীত—সাবালক।

নাবি—নাবী (৩) (তাহা দ্রঃ)।

নাবিক—১। মাঝি, কর্ণধার, নৌকাদি জলযানের চালক। নৌ+ইক—ইহা দ্বারা জীবনধারণ করে এই অর্থে। বি; পুং। ২। নৌকাসংক্রান্ত। নৌ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নাবিকবিদ্যা—নৌকাদি যানের পরিচালনবিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাবী—১। শ্রেণীবদ্ধ নৌকা জাহাজ প্রভৃতি। নৌ+অণ্. সমূহার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। নৌ-বিষয়িণী। নাব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। নীচু, নিম্নে অবস্থিত; উপযুক্ত সময়ের পরে উৎপন্ন। বাং প্র। বিণ।

নাব্য—১। যেস্থানের জলে জাহাজাদি চলাচল করিতে পারে এরূপ, নৌকাযোগে উত্তরণীয়, বাণিজ্যাদিহেতু জলযানাদির গমনাগমনযোগ্য। নৌ+যৎ তরণ-যোগ্যার্থে। বিণ। ২। তরুণাবস্থা; নূতনত্ব। নব+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

নাভি—১। উদরের মধ্যভাগে গর্ত্তাকার নিম্নাংশ, নাই। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। চাকার মধ্যভাগ, চক্রের মধ্যপিণ্ডিকা; কেন্দ্রস্থল; আলোকরশ্মিসমূহের মিলনকেন্দ্র (focus); জীবকোষের অন্তঃস্থিত সূক্ষ্ম বিন্দুবৎ পদার্থ (neucleus); সম্রাট্; প্রধান ক্ষত্রিয়; অগ্নীধ্রের পুত্র। বি; পুং। ৩। কস্তূরী, মৃগনাভি। নহ্+ইঞ্ অধিবা, করণবা (হ-স্থানে ভ)। বি; স্ত্রী।

নাভিকণ্টক—নাইয়ের গোঁড়, গোও। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

নাভি-কমল—পদ্মের ন্যায় সুন্দর নাভি। নাভিরূপ কমল, রূপক কর্ম্মধা; অথবা, নাভি কমলসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নাভিকূপ—নাইয়ের গর্ত্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাভিগুড়ক, -গোলক—নাইয়ের গোঁড়।

নাভিচ্ছেদ—সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী কাটা। নাভির ছেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাভিজ, -জন্মা (-জন্মন্)—১। নাভি হইতে উৎপন্ন। উপপদ; নাভি—জন্+ড কর্ত্তৃবা; নাভি হইতে জন্ম যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পদ্মযোনি, ব্রহ্মা [বিষ্ণুর নাভিজাত পদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন]। বি; পুং।

নাভিনাড়ী, -নালী—নাভিস্থিত নাড়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাভিপদ্ম—পদ্মের ন্যায় সুন্দর নাভি; ষট্চক্রের অন্তর্গত যোগশাস্ত্রে মণিপুরচক্র। নাভি পদ্মসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা; অথবা, নাভিরূপ পদ্ম, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নাভিবর্দ্ধ(র্দ্ধ)ন—নাড়ীচ্ছেদন। না'ভির বর্দ্ধন (বর্দ্ধ+অনট্=ছেদন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ক্লীব।

নাভিমূল—নাভির নিম্নভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বৃহদং বিণ।

নাভিল—দীর্ঘ নাভি যুক্ত। নাভি+লচ্.

নাভিশঙ্খ—একপ্রকার উপধাতু; নাভি সদৃশ শঙ্খ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি; পুং বা ক্লীব।

নাভিশ্বাস—মৃত্যুকালীন উর্দ্ধশ্বাস; শেষ দশা। নাভ্যাগত শ্বাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নাভিস্থল—নাভিপ্রদেশ; মধ্যস্থল; সন্ধিস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নাম (নামন্)—বিভক্তিহীন শব্দ (ইহাকে লিঙ্গ বা প্রাতিপদিকও কহে); যে শব্দ দ্বারা বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষকে নির্দ্দিষ্ট করা যায়; সংজ্ঞা বা আখ্যাবাচক শব্দ [এই নাম পাঁচ প্রকার; যথা—উণাদ্যন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত, সমাসজ এবং শব্দানুকরণ]। ম্না+মনি কর্ম্মবা; অথবা, নম্+অন্ করণবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

নাম—যে শব্দদ্বারা কোন বস্তু ব্যক্তি ইত্যাদিকে চিনা যায়; পরিচায়ক শব্দ, আখ্যা; খ্যাতি। 'নামন্'-শব্দ। বি। **নাম করা**—নাম লওয়া, নাম উল্লেখ করা; ভগবানের নাম কীর্ত্তন করা; স্মরণ করা; প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করা। **নাম কাটা**—তালিকা-বহির্ভূত করা; বরখাস্ত করা। **নাম ডাকা**—জোরে জোরে নাম ধরিয়া আহ্বান করা (সাধারণতঃ ক্লাসের ছাত্রদের)। **নাম ডুবান**—সুনাম নষ্ট করা। **নাম রাখা**—নামকরণ-সংস্কার করা; কীর্ত্তি রাখিয়া যাওয়া। **নাম লওয়া**—মনে করা; দয়ার উপর নির্ভর করা। **নাম লেখান**—দলভুক্ত হওয়া। **নাম হওয়া**—সুনাম হওয়া, যশ বৃদ্ধি পাওয়া; নাম-কীর্ত্তন হওয়া। **নামের ভুল**—ব্যর্থনাম, নামধারণের অযোগ্যতা।

নামক—নামধারী (সমাসে অমুক নামক)। নাম+ক (বহুব্রীহি সমাসে)। বিণ।

নামকরণ, -কর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—সংস্কারবিশেষ, বিধিপূর্ব্বক সন্তানের প্রথম নাম রাখা [ইহা হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের একটি]। নামন্—কৃ+অনট্, মন্ ভাবনা। বি; ক্লীব।

নামগন্ধ—সামান্যমাত্র; অতি সামান্য সংস্রব। নাম এবং গন্ধ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

নামগ্রহ, -গ্রহণ—নাম ধরা, নাম ধরিয়া ডাকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

নামগ্রাহ—১। যে নাম ধরিয়া ডাকে, নামগ্রাহক। উপপদ; নাম—গ্রহ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হী। ২। নামগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নামজাদা—যশস্বী; প্রখ্যাতনামা, যাহাকে বহুলোকে চিনে এমন। ফার্সী 'নামজদ্'-শব্দজ। বিণ।

নামঞ্জুর—অগ্রাহ্য, অননুমোদিত; পরিত্যক্ত। না (নয়) মঞ্জুর, নঞ্তৎ। বিণ। বি—নামঞ্জুরি।

নামজপ—ইষ্টদেবতার নাম বার বার মনে করা বা অনুচ্চস্বরে আবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নামডাক—প্রতিপত্তি। নাম ও ডাক, দ্বন্দ্ব। বি।

নামতঃ (-তস্), **নামত**—শুধু নামে—অর্থাৎ কাজে নয়। নাম+তস্। অব্য।

নামতা—সংখ্যা গণনা করিবার ধারাবদ্ধ তালিকা। 'নামপত্র'-শব্দজ। বি।

নামত্যাগ—নিজের নাম পরিত্যাগ [কোন প্রতিজ্ঞা করিবার সময় "যদি না পারি, নাম ত্যাগ করিব"—এরূপ বলা হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নামদ্বাদশী—ব্রতবিশেষ [অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়ায় আরম্ভ করিয়া ইহাতে গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, শিবা ও নারায়ণী—এই দ্বাদশ দেবীর উপাসনা করিবার বিধি আছে]। নামের দ্বাদশ যাহাতে, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নামধর—নামধারী, গুণ বা ক্রিয়াদি দ্বারা খ্যাতনামা, লব্ধনামা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নামধাতু—বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ হইতে সাধিত ক্রিয়াপদ, নামপ্রকৃতিক প্রত্যয়ান্ত ধাতুবিশেষ (যেমন, ঠেঙ্গান, ঘাঁটান)। নামজাত ধাতু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নামধাম (-মন্)—নাম-ঠিকানার পরিচয়। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি; ক্লীব।

নাম-ধারক, -ধারী (-ধারিন্)—নামযুক্ত; যাহার নাম দশজনে জানে বটে কিন্তু

নামের উপযুক্ত গুণ নাই এমন, যাহাতে নামের অনুরূপ গুণ বা ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না এরূপ, বিহিত-ক্রিয়াবর্জ্জিত নামমাত্রধারক (ব্রাহ্মণাদি)। নামন্—ধৃ+ণক্, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধারিকা, —ধারিণী।

নামধেয়—সংজ্ঞা, আখ্যা; বাচক শব্দ। নামন্+ধেয় স্বার্থে। বি; ক্লীব বা বিণ।

নামন, নাবন—অবরোহণ, নাবা। 'নম্'-ধাতুজ। বি। ['নম্'-ধাতুজ। বি।

নামনা, নাবনা—বটগাছের জটা বা ঝুরি।

নামনি, নাম্নুনি—বিসূচিকা, ভেদ-রোগ, তরলমলনিঃসরণ। বাং প্র। বি।

নামনির্দ্দে(র্দে)শ—নাম বলা, নামের উল্লেখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নামবাচক—১। যাহাতে নাম বুঝায় এরূপ। বিণ। স্ত্রী,—চিকা। ২। ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের সংজ্ঞাপ্রকাশক শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নামমাত্র—যাহার নামই সার কাজে কিছুই নয় এরূপ, স্ববীর্য্যহীন, সংজ্ঞাধারিমাত্র; সামান্যমাত্র। নাম (সংজ্ঞা) মাত্রা যাহার, বহুব্রী; অথবা, নামন্+মাত্রচ্ পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ত্রা, —ত্রী।

নামমুদ্রা—নাম-চিহ্নিত ছাপবিশেষ (seal); এক প্রকার নামলেখা আংটি, নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কবিশেষ বা শীলমোহর। নামাঙ্কিতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নামযজ্ঞ—অবিশ্রান্তভাবে হরিনাম-কীর্ত্তন; ক্রিয়াহীন নামমাত্র যজ্ঞ, দম্ভ-যজ্ঞ। নামমাত্র যজ্ঞ, মধ্যপ কর্ম্মধা; অথবা, নামই যজ্ঞ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

নামলিঙ্গ—১। শব্দ এবং লিঙ্গ। দ্বন্দ্ব। ২। শব্দভেদের লিঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নামশেষ—১। মৃত্যু। নামই শেষ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। যাহার নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে এমন, মৃত। নাম শেষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নামসঙ্কী(ংকী)র্ত্ত(র্ত)ন—নামগান, বহুলোককর্ত্তৃক একযোগে ভগবানের নাম এবং মহিমার কীর্ত্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নামা (নামন্)—নামধারী, নামক; বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে প্রযোজ্য (যথা—'দশরথনামা', অর্থাৎ, 'দশরথ'-নামধারী)। সংস্কৃত 'নামন্'-শব্দজ। বিণ। বিকল্পে স্ত্রী—নাম্নী।

নামা—১। লিখনপত্র, দলিল ('হুকুম—')। ফার্সী। বি। ২। নীচু, নিম্ন। প্রাদে। বিণ। ৩। অবনত হওয়া; অবতরণ করা; হ্রাস পাওয়া; হীন হওয়া। বাং ক্রি। **নামা উঠা**—কমা বাড়া। **পেট নামা**—তরল দাস্ত হওয়া।

নামাঙ্ক—১। নামাক্ষরে অঙ্কিত। নাম অঙ্ক (অঙ্কিত) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। নামের অঙ্ক বা সংখ্যা; নামের চিহ্ন। নামের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ,—ঙ্কিত।

নামাঙ্কিত—যাহাতে নাম স্বাক্ষর করা হইয়াছে এমন; স্বাক্ষরিত; যাহাতে নাম আছে এমন, নামযুক্ত। নাম দ্বারা অঙ্কিত, ৩য়াতৎ। বিণ। [বি।

নামাজ—মুসলমানদের উপাসনা। আর্বী।

নামান—নত করা; অবতরণ করান; কমান। বাং ক্রি। **পেট নামান**—তরল ভেদ হওয়া।

নামানুশাসন—শব্দের অর্থজ্ঞাপক গ্রন্থ, অভিধান। নামন্—অনু—শাস্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

নামাবলি, -বলী—১। দেবতার নামযুক্ত চাদরবিশেষ। নামের আবলি, আবলী যাহাতে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী। ২। নাম-শ্রেণী, নামমালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নামামৃত—নামসুধা, অর্থাৎ মধুর নাম। নামরূপ অমৃত, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নামিক, নামীয়—নামযুক্ত; নামমাত্রে বর্ত্তমান, অতি নগণ্য (nominal). নামন্+ইক, ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নামী—নামধারী; নামজাদা; যথাসময়ের পরে উৎপন্ন। বাং প্র। বিণ।

নামোচ্চারণ—নাম বলা, নাম লওয়া। নামের উচ্চারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নামোৎসব—উৎসব-অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবানের নাম কীর্ত্তন। নামগানরূপ উৎসব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নামোল্লেখ—নামোচ্চারণ, নাম লওয়া। নামের উল্লেখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি।

নাম্ব—তলদেশ, নিম্নদেশ। প্রাঃ কবিপ্র।

নাম্বা—নামা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নায়—১। নেতা। নী+ণ কর্ত্তৃবা। ২। নয়, নীতি। নয়+অণ্ স্বার্থে। ৩। নয়ন, প্রাপণ। নী+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৪। তরণী, নৌকা। 'নৌ'-শব্দজ। বি।

নায়ক—১। গ্রন্থের প্রধান পুরুষ-চরিত্র (নায়ক চতুর্ব্বিধ—ধীরোদাত্ত, ধীর-প্রশান্ত, ধীরললিত এবং ধীরোদ্ধত); উপদেষ্টা; সেনাপতি; প্রণয়ী; নৃত্য-গীত-বাদ্যাভিনয়াদিকুশল রসজ্ঞ পবিত্রাত্মা দয়া-দাক্ষিণ্যাদি-বিবিধগুণালঙ্কৃত ব্যক্তি; প্রধান ব্যক্তি; স্বামী; হারমধ্যমণি। বি; পুং। ২। নেতা; যে চালনা করে বা লইয়া যায় এমন, প্রাপক; শ্রেষ্ঠ; অধ্যক্ষ। নী+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—নায়িকা। [বি।

নায়কী—বীণাদির প্রধান তার। বাং প্র।

নায়কীয়—নায়কনায়িকাসংক্রান্ত। নায়ক+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নায়র—১। নাগর, প্রণয়ী। 'নাগর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি; পুং। স্ত্রী,—রী। ২। বিবাহিতা রমণীদের পিত্রালয় বা কুটুম্বগৃহ। 'জ্ঞাতিগৃহ'-শব্দজ। বি।

নায়রী—নাগরী; পিত্রালয়ে আগতা কন্যা। হিন্দী 'নৈহর'-শব্দজ; অথবা নায়র (২)+ঈ। বি; স্ত্রী।

নায়িকা—১। প্রণয়িনী স্ত্রী; কোন গ্রন্থে প্রধান স্ত্রী-চরিত্র [নায়িকা স্বকীয়া, পরকীয়া এবং সামান্যা বা সাধারণীভেদে তিনপ্রকার। স্বকীয়া আবার তিনপ্রকার; যথা—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। মধ্যা—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরাভেদে তিনপ্রকার। প্রগল্‌ভার স্মরান্ধা, গাঢ়তারুণ্যা, সমস্তরতকোবিদা, ভাবোন্নতা, দরব্রীড়া প্রভৃতি ভেদ আছে। পরকীয়া—পরোঢ়া এবং কন্যকা ভেদে দুইপ্রকার। ইহাদের আবার, গুপ্তা, বিদগ্ধা ও লক্ষিকা এই তিন প্রকার ভেদ আছে। বিদগ্ধা দুই প্রকার—বাগ্বিদগ্ধা ও ক্রিয়াবিদগ্ধা। সামান্যা তিনপ্রকার—বক্রোক্তিগর্ব্বিতা, অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিতা ও মানবতী। এই সব নায়িকার অভিসারিকা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা ও প্রোষিতভর্ত্তৃকা এই আট প্রকার ভেদ আছে]; ভগবতীর অষ্টশক্তি (উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ডবতী)। বি; স্ত্রী। ২। পরিচালিকা। নায়ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নায়েব—প্রতিনিধি; জমিদারের কর-সংগ্রাহক প্রধান কর্ম্মচারী। আর্বী। বি।

নায়েবি, নায়েবী—১। নায়েবের পদ বা কার্য্য। নায়েব+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি। ২। নায়েবসম্বন্ধীয়; নায়েবের যোগ্য; মাতব্বরী-সূচক। নায়েব+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নায়ের—স্ত্রীলোকের পিত্রালয়। 'জ্ঞাতিগৃহ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নারক—১। নরক, দুঃখভোগের স্থান। নরক+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। নরকভোগী; নরকস্থ; নরকঘটিত, নরক-সংক্রান্ত। নরক+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নারকী (-কিন্)—১। নরকস্থ, নরক-ভোগী। নারক+ইন্ আছে অর্থে। ২। নরকবাসের উপযুক্ত, যাহার নরকে বাস হওয়া উচিত; পাপিষ্ঠ। নারক+ইন্ যোগ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কিনী।

নারঙ্গ—১। বিট; নারাঙ্গালেবুর গাছ; পিপ্‌পলীরস। ন অরঙ্গ (রঞ্জনের অভাব) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। কমলা-রঙের। বিণ। [শব্দজ। বি।

নারঙ্গি, নারাঙ্গি—কমলালেবু। 'নারঙ্গ'-

নারদ—১। প্রসিদ্ধ দেবর্ষি, ব্রহ্মার মানস-পুত্র। নার—দা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

২। মহাপুরাণবিশেষ। নারদ+অণ্ কৃত অর্থে। বি; ক্লীব।

নারদপুরাণ—অষ্টাদশ মহাপুরাণের একখানি। নারদ-কৃত পুরাণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নারদীয়—১। উপপুরাণবিশেষ। বি; ক্লীব। ২। নারদসম্বন্ধীয়। নারদ+ঈয়, তদ্দারা কৃত অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নারসিংহ—নরসিংহ অবতার সম্বন্ধীয় উপপুরাণবিশেষ। নরসিংহ+অণ্ অধিকার করিয়া কৃত অর্থে। বি; ক্লীব।

নারা—না পারা। কবিপ্র। ক্রি।

নারাচ—লৌহময় বাণ; ১৮-অক্ষরের ছন্দোবিশেষ। নার (নরসমূহ)—আ—চম্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নারাচী—নিক্তি, নারাচাকৃতি স্বর্ণময় তুলা। নারাচ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নারাজ—অরাজী, অসম্মত; অসন্তুষ্ট। ফার্সী। বিণ।

নারায়ণ—১। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। নার (জল) অয়ন (স্থান) যাহার, বহুব্রী। ২। বিষ্ণুর অবতারবিশেষ; অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্র; কাণ্বংশীয় ভূমিমিত্রের পুত্র; তীর্থবিশেষ। বি; পুং।

নারায়ণতৈল—(বৈদ্যক) বাযুরোগে ব্যবহার্য্য ঔষধ, পক্ব তৈলবিশেষ। নারায়ণ-তোষক তৈল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নারায়ণী—১। নারায়ণের শক্তি; লক্ষ্মী; দুর্গা; গঙ্গা; মুদ্গলমুনি-পত্নী; শতমূলী। নারায়ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। নারায়ণ-সম্বন্ধিনী। নারায়ণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। **নারায়ণী সেনা**—শ্রীকৃষ্ণের সংশপ্তক সেনাবাহিনী [কুরুক্ষেত্রমহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেন এবং দুর্য্যোধনের প্রীত্যর্থে তাঁহাকে স্বীয় নারায়ণী সেনা প্রদান করেন। উহারা সংখ্যায় অষ্ট অক্ষৌহিণী এবং প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণসদৃশ বীর এবং যুদ্ধকুশল ছিল। কিন্তু সমরে ইহারা নিঃশেষে বিনষ্ট হয়]।

নারি—পারি না, সমর্থ হই না। 'না পারি' কথার সংক্ষেপ। কবিপ্র। ক্রি।

নারিকেল—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ ফলবৃক্ষ। নারি—ক—ইলৃ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। নারিকেল-ফল। নারিকেল+অণ্ তৎফলার্থে। বি; ক্লীব।

নারিকেলী, নারকুলে—নারিকেলের মত, নারিকেলাকৃতি; নারিকেলসম্বন্ধীয়। নারিকেল+ঈ, এ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নারী—১। স্ত্রীলোক, রমণী, বামা [লক্ষণ-ভেদে নারী চতুর্ব্বিধ, যথা;—পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী। এতদ্ভিন্ন সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা নামে নারীদিগের অপর তিনটি শ্রেণী-বিভাগও হইয়া থাকে]। নর+স্ত্রী ঙীপ্। অথবা নরের ধর্ম্ম্যা এই অর্থে, নর+অণ্+ঈপ্। বি; স্ত্রী। পুং—নর। ২। নরসম্বন্ধিনী। নার+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। ত্র্যক্ষরচরণযুক্ত ছন্দোবিশেষ (ইহার সকল বর্ণই গুরু)। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

নারীচরিত্র—স্ত্রীলোকের স্বভাব। ৬ষ্ঠীতৎ।

নারীজন্ম (-জন্মন্)—স্ত্রীরূপে জন্মলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নারীজীবন—স্ত্রীলোকের বাঁচিয়া থাকা; স্ত্রীলোকের জীবিতকাল; নারীজন্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নারীতরঙ্গক—কামুক, লম্পট; নারী-চিত্ত-চঞ্চলকারক উপপতি। নারীর তরঙ্গক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নারীদূষণ—স্ত্রীলোকদিগের ষড়্বিধ দোষ (মদ্যপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, স্বামিপরিত্যাগ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অন্যের গৃহে শয়ন ও বাস)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নারীদেশ—যেখানে কেবল স্ত্রীলোকদের বাস আছে (মতভেদে এইস্থান কামরূপ, অনন্তশয়ন, প্রমীলাপুরী এবং হিমালয়ান্তর্গত প্রদেশবিশেষ বলিয়া কথিত)। নারীপূর্ণ দেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নারীধর্ষণ—বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব-নাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নারীনিগ্রহ, -নির্য্যা(র্যা)তন—স্ত্রী-লোকের উপর উৎপীড়ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

নারীপ্রসঙ্গ—লাম্পট্য, কামচর্য্যা। নারীর সহিত প্রসঙ্গ, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

নারীরত্ন—অপূর্ব্ব সুন্দরী বা গুণবতী রমণী। নারীদিগের মধ্যে রত্ন (রত্নসদৃশ উৎকৃষ্ট), ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

নারীস্বভাব—১। স্ত্রী-প্রকৃতি, স্ত্রীলোকের স্বভাববিশিষ্ট। নারীর স্বভাবের ন্যায় স্বভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। স্ত্রীলোকের প্রকৃতি (কোমলতা, স্নেহশীলতা প্রভৃতি)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নারীস্বভাবসুলভ—স্ত্রী-প্রকৃতিতে সচরাচর যেরূপ দেখা যায় সেরূপ। নারীস্বভাবে সুলভ, ৭মীতৎ। বিণ।

নারীহরণ—স্ত্রীলোককে চুরিকরণ (abduction). নারীর (নারীকে) হরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নারেবর—নটবর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নার্ভ—স্নায়ু, দেহমধ্যস্থ অনুভূতি এবং কর্ম্ম-প্রেরণা-বাহী শ্বেত বা হরিদ্রাভ সূত্রবৎ পদার্থ। ইং nerve. বি। বিণ—নার্ভীয়।

নার্ভ-গ্রন্থি—(শারীরবিদ্যা) নার্ভ-কোষের সমষ্টি—যাহা হইতে নার্ভ-তন্তু নির্গত হয় (ganglion). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাল—১। নল; মৃণাল; ফাঁপা ডাঁটা প্রভৃতি; হরিতাল; শিরা। নল্+ণ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। গরু, ঘোড়া প্রভৃতির ক্ষুরে বদ্ধ লৌহবিশেষ। আর্বী। বি। ৩। লাল। বিণ। ৪। থুথু, লালা; পয়োনালা। বাং প্র। বি। [বি।

নাল-ফুল—সাপলা-ফুল, কুমুদ। বাং প্র।

নালা—পয়ঃপ্রণালী, ড্রেন্। 'নালক'-শব্দজ। বি।

নালায়েক—অক্ষম; অনুপযুক্ত। না (নয়) লায়েক, নঞ্তৎ। ফার্সী। বিণ।

নালি, নালী—১। নাড়ী, দেহস্থ শিরা; চুঙ্গী; জলনির্গমপথ; নাড়ীক্ষত, নালী ঘা; শোষ; একদণ্ড কাল। নল্+ইণ্ কর্ত্তৃবা, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ফেন; লালা। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। ঝুলি। বাং প্র। বি।

নালিক—১। একপ্রকার প্রাচীন নলযুক্ত যুদ্ধাস্ত্র; শর, বাণ; মহিষ। নালী+কন্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। পদ্ম; বাঁশী। নালী+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

নালিকা—নালি; ডাঁটা; নালিতা শাক; চর্ম্মকশা; হস্তীর কর্ণ বিদ্ধ করিবার অস্ত্রবিশেষ। নালিক+আপ্। বি; স্ত্রী।

নালিতা—পাটশাক, নালুতে শাক। নল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

নালিম—১। রক্তিমা, রক্তাভা। প্রাঃ কবিপ্র। ২। একপ্রকার ফুট। বাং প্র। বি।

নালিশ, নালিস—অভিযোগ, আবেদন। ফার্সী। বি।

নালিশবন্দ্—আবেদনকারী। ফার্সী। বি।

নালিশী—নালিশসংক্রান্ত, নালিশের বিষয়ীভূত। ফার্সী। নালিশ্+ঈ। বিণ।

নালিশী আইয়াম—যে সময় লইয়া বাদপ্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা।

নালিস—'নালিশ' দ্রঃ।

নালী—নালা, যাহা দ্বারা জল নির্গত হয়, জলনির্গম-পথ; দেহস্থ শিরাবিশেষ; অনেক দিনের ঘা, পুরাতন ক্ষত; একদণ্ড কাল। নল্ (বন্ধন করা)+ইণ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। **নালী-ঘা**—পুরাতন নালীযুক্ত ক্ষত।

নালীক—১। শল্যাস্ত্র; আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ; নারিকেল-কমণ্ডলু; শরীর; শর, বাণ। বি; পুং। ২। পদ্মসমূহ; পদ্মের বৃন্ত বা বোঁটা। নালী—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

নালীকিনী—নলিনী, পদ্মিনী। নালীক+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নালীব্রণ—নালী-ঘা। নালীগত ব্রণ (ক্ষত), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

নাশ—ধ্বংস, মৃত্যু; পলায়ন; অদর্শন। নশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—নষ্ট।

নাশক—ধ্বংসক, ক্ষয়কারী, যে নাশ করে।

নশ্‌ + ণিচ্‌ + ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—নাশিকা। বি, –তা, –ত্ব।

নাশকতা—ধ্বংসমূলক কার্য্য বা ধ্বংসমূলক কার্য্য করিবার প্রচেষ্টা, অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপ বা তাহার চেষ্টা (sabotage). নাশক + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

নাশন—১। উচ্ছেদন, বিলোপন। নশ্‌ + ণিচ্‌ + অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—নাশিত। ২। (সমাসে) নাশক (পাপনাশন)। নশ্‌ + ণিচ্‌ + অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

নাশপাতি, নাসপাতি—আপেল-জাতীয় কাবুলী ফলবিশেষ। ফার্সী। বি।

নাশা—১। নাশ করা। কবিপ্র। ক্রি। ২। নাশকারী (সাধারণতঃ শব্দটি সমাসে উত্তর-পদে প্রযুক্ত হয় ; যথা—সর্ব্বনাশা, কীর্ত্তি-নাশা)। বাং প্র। বিণ।

নাশিত—যাহা নষ্ট করা হইয়াছে এমন, ধ্বস্ত। নশ্‌ + ণিচ্‌ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নাশন।

নাশী (নাশিন্‌)—১। যাহা নষ্ট হইতেছে এমন, নশ্বর, ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। নাশ + ইন্‌ আছে অর্থে। ২। (সমাসে অন্য শব্দের পরে) নাশক, উচ্ছেদক। নশ্‌ + ণিচ্‌ + ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—নাশিনী।

নাস—নস্য, নাকে দেওয়ার নিমিত্ত তামাক পাতার গুঁড়া। 'নস্য'-শব্দজ। বি। **জলের নাস**—নাক দিয়া জলপান। **ধোঁয়ার নাস**—নাক দিয়া টানিয়া ধূমপান।

নাসত্য—স্বর্গবৈদ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। নাসা—ত্যজ্‌ + ড কর্ত্তৃবা (যাঁহারা নাসিকাকে ত্যাগ করেন—এই অর্থে নিপাতনে) ; অথবা ন (নাই) অসত্য যাঁহাদের, বহুব্রী। বি ; পুং।

নাসদান, -দানি—নস্যের ডিবা। 'নস্য-ধানী'-শব্দজ। বি। [বি।

নাসবেশ—নৃত্যের পোষাক। প্রাঃ কবিপ্র।

নাসা—১। নাক, নাসিকা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়। নাস্‌ (শব্দ করা) + অচ্‌ কর্ত্তৃবা + আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। নাকের রোগবিশেষ ; চৌকাঠের উপরকার কাঠ, ঝন্‌কাঠ। বাং প্র। বি।

নাসাজ্বর—নাসার তাড়সে যে জ্বর হয়। নাসা-ঘটিত জ্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা (বাং)। বি।

নাসাদারু—দরজার উপরের কাঠ, ঝন্‌-কাঠ, কপালি। নাসার (শব্দের) দারু, নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নাসাপথ—নাসিকার যে ছিদ্র দিয়া প্রাণ-বায়ু প্রবেশ করে তাহা (nasal passage). নাসার পথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

নাসাপুট—নাসিকার ছিদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

নাসাবিবর, নাসারন্ধ্র—নাকের গর্ত্ত, নাসিকার ছিদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

নাসারোগ—নাকের পীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [+ আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

নাসিকা—নাক, নাসা। নাসা + কন্‌ স্বার্থে

নাসীর—১। রণস্থলে অগ্রবর্ত্তী সৈন্য ; সেনামুখ। বি ; ক্লীব। ২। অগ্রগামী ব্যক্তি। বি ; পুং। ৩। সেনাগ্রবর্ত্তী। নাস্‌ + ঈরন্‌ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বিণ।

নাস্তা—জলপান, প্রাতরাশ। ফার্সী। বি।

নাস্তা-খাস্তা, নাস্তা-নাবুদ—লাঞ্ছিত ; বিধ্বস্ত ; হয়রাণ ; ছিন্ন-ভিন্ন। ফার্সী 'নীস্ত-ন-বূদ'-শব্দজ। বিণ।

নাস্তি—নাই, বিদ্যমান নহে ; অবিদ্যমানতা, সত্তাভাব। ন + অস্তি। সংস্কৃত শব্দদ্বয়। অব্য।

নাস্তিক—ঈশ্বর এবং পরকালে অ-বিশ্বাসকারী, নিরীশ্বরবাদী (atheist), বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসী (ইহারা ছয় প্রকার ;—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, চার্ব্বাক ও দিগম্বর)। নাস্তি (নাই) পরলোকে মতি ইহার এই অর্থে নাস্তি + ইক (ঠন্‌)। বিণ। বি, –কতা, –ক্য।

নাস্তিকতা, নাস্তিক্য—ঈশ্বর পরলোক এবং বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাস, নিরীশ্বরবাদ। নাস্তিক + তা, ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—নাস্তিক।

নাহ—১। বন্ধন। নহ্‌ + ঘঞ্‌ ভাববা। ২। ফাঁদ ; রজ্জু। নহ্‌ + ঘঞ্‌ করণবা। বি ; পুং। ৩। নাথ, প্রভু ("নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নাহই—স্নান করিয়া ; স্নান করিতে। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

নাহক—বৃথা, অনর্থক, শুধুশুধু। না (নয়) হক, নঞ্‌তৎ। ফার্সী। ক্রি-বিণ।

নাহয়—বরং ; অন্যথা হইলে ; কিংবা। না + হয়। বাং প্র। অব্য।

নাহল—১। ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। বি ; পুং। ২। স্নান করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নাহা—স্নান করা। কবিপ্র। বাং ক্রি।

নাহান—স্নান করান। কবিপ্র। বাং ক্রি।

নাহি—১। নাই, না। কবিপ্র। অব্য। ২। স্নান করিয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।

নি—১। নিষেধ অভাব নিকৃষ্টতা নিশ্চয় সংশয় সামীপ্য নিন্দা ভৃশ বিন্যাস নিত্য কৌশল উপরম আশ্রয় দান মুক্তি অন্তর্ভাব বন্ধন রাশি অধোভাগ ইত্যাদি সূচক উপসর্গ। নহ্‌ + ডি কর্ত্তৃবা। ২। 'না'-অর্থসূচক প্রত্যয়বিশেষ ('আসেনি') ; প্রশ্নসূচক শব্দবিশেষ ('যাবি নি' ?) ; ক্রিয়া-বিশেষ ('লই'-অর্থে)। প্রাদে। অব্য। ৩। (সঙ্গীত) সপ্তম স্বর। 'নিষাদ'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।

নিঅলী—নিরলী ফুল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিউমোনিয়া—সজ্বর ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ রোগ-বিশেষ। ইং pneumonia. বি।

নিংড়ন, নিংড়ান—পাকাইয়া কিংবা পেষণ করিয়া জলাদি তরলপদার্থ নিষ্কাশন করা। বাং ক্রি।

নিঃ (নির্‌)—নির্গমন বহিষ্করণ নিশ্চয় নিঃশেষ নিষেধ নিতান্ত ইত্যাদিসূচক উপসর্গ। নৄ + ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। অব্য।

নিঃ (নিস্‌)—সাকল্য নিশ্চয় নিষেধসূচক উপসর্গ। নিস্‌ + ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। অব্য।

নিঃক্ষত্র, নিঃক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়শূন্য, ক্ষত্রিয়-রহিত। নির্‌ (নাই) ক্ষত্র, ক্ষত্রিয় যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিঃশঙ্ক—ভয়শূন্য, নির্ভয় ; নিঃসন্দেহ, নিঃ-সঙ্কোচ। নির্‌ (নাই) শঙ্কা (ভয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃশঙ্কচিত্ত, -হৃদয়—নির্ভয় বা যাহার ভয় নাই। নিঃশঙ্ক চিত্ত, হৃদয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ, –চিত্তে, –হৃদয়ে।

নিঃশব্দ—শব্দহীন, নীরব। নির্‌ (নাই) শব্দ যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—নিঃশব্দে।

নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে—চুপি চুপি পা ফেলিয়া, চুপিসারে। নিঃশব্দ পদসঞ্চার (পা ফেলা), কর্ম্মধা, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

নিঃশস্ত্র—অস্ত্রহীন, নিরস্ত্র, নিরায়ুধ। নির্‌ (নাই) শস্ত্র যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃশস্ত্র-প্রতিরোধ—বিনা শস্ত্রে বাধা-প্রদান, যুদ্ধাদি না করিয়া শত্রুর কার্য্যে বাধা-দান (passive resistance). নিঃশস্ত্র প্রতিরোধ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

নিঃশেষ—১। সম্পূর্ণ, সকল। নির্‌ (নির্গত) শেষ যাহা হইতে, প্রাদি। ২। শেষহীন, অনন্ত ; অসীম ; একেবারে শূন্য ; সম্পূর্ণ রিক্ত ; সম্পূর্ণ নিহত। নির্‌ (নাই) শেষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃশেষিত—যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে এমন, নিঃশেষপ্রাপ্ত। নির্‌—শেষি (নামধাতু) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিঃশ্বসন—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ; শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ। নির্‌—শ্বস্‌ + অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, –সিত।

নিঃশ্বসিত—১। যাহা নিঃশ্বাসরূপে বাহির হইয়াছে এমন। বিণ। বি—নিঃশ্বসন, নিঃশ্বাস। ২। গৃহীত ও ত্যক্ত শ্বাস ; পরিত্যক্ত শ্বাস। নির্‌—শ্বস্‌ + ক্ত কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

নিঃশ্বাস—ফুস্‌ফুস্‌ হইতে নাসিকাপথে নির্গত বায়ু, শ্বাস ; প্রাণবায়ুর বহির্নিঃসরণ ; দম। নির্‌—শ্বস্‌ + ঘঞ্‌ ভাববা, কর্ম্মবা। বি ; পুং। বিণ—নিঃশ্বসিত।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস—পরিত্যক্ত এবং আকৃষ্ট শ্বাস; শ্বাস ত্যাগ এবং শ্বাস গ্রহণ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

নিঃশ্রয়ণী, নিঃশ্রয়িণী—সিঁড়ি, অধিরোহণী। নির্ (অত্যন্ত)—শ্রি (গমন করা)+অনট্ করণবা+ঈপ্; নিঃশ্রয়+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নিঃশ্রেয়স—১। মুক্তি, মোক্ষ, পুনর্জ্জন্ম না হওয়া; ভক্তি; সুখ; জ্ঞান; কুশল, মঙ্গল; প্রত্যয়। নির্ (নিশ্চিত, ভৃশ) শ্রেয়স্ (মঙ্গল), প্রাদি (অচ্ সমাসান্ত)। ২। বৈকুণ্ঠস্থিত বনবিশেষ (ইহা সর্ব্বফলপ্রদ এবং গন্ধর্ব্বগণের নিবাসস্থান)। বি; ক্লীব। ৩। শিব। নিঃশ্রেয়স্+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

নিঃসংজ্ঞ—বেহুঁস, অচেতন, সংজ্ঞাহীন। নির্ (নাই) সংজ্ঞা (জ্ঞান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃসংশয়—১। দ্বিধাহীন; নিশ্চিত। নির্ (নাই) সংশয় যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। সন্দেহহীনতা, নিশ্চয়তা। নির্ (নয়) সংশয়, প্রাদি। বি; পুং।

নিঃসঙ্কো(ংকো)চ—১। কুণ্ঠাহীন, দ্বিধাহীন। নির্ (নাই) সঙ্কোচ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—নিঃসঙ্কোচে (কুণ্ঠাহীন হইয়া, বিনা দ্বিধায়)। ২। কুণ্ঠাহীনতা, দ্বিধাহীনতা। নির্ (না) সঙ্কোচ, প্রাদি। বি; পুং।

নিঃসঙ্গ—একাকী, সঙ্গিহীন; নিস্পৃহ, উদাসীন, বিষয়ানুরাগরহিত। নির্ (নাই) সঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃসত্ত্ব—প্রাণিহীন, জীবশূন্য; প্রাণহীন; অসার; তেজোহীন; বলহীন; দুর্ব্বল; ধৈর্য্যহীন। নির্ (নাই) সত্ত্ব যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিঃসন্তান—যাহার ছেলেমেয়ে নাই এমন, পুত্রকন্যাহীন। নির্ (নাই) সন্তান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃসন্দেহ—১। সংশয়শূন্য, নিশ্চিত। নির্ (নাই) সন্দেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নিশ্চয়, সংশয়হীনতা। নির্ (নয়) সন্দেহ, নিত্য। বি; পুং।

নিঃসপত্ন—শত্রুহীন, নিঃশত্রু। নির্ (নাই) সপত্ন (শত্রু) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃসম্পর্ক—সম্বন্ধশূন্য; আত্মীয়শূন্য। নির্ (নাই) সম্পর্ক যাহার বা যাহার সহিত, বহুব্রী। বিণ।

নিঃসম্পাত—১। মধ্যরাত্র, নিশীথ। বি; পুং। ২। গমনাগমনশূন্য; চলাচলহীন। নির্ (নাই) সম্পাত (গমনাগমন) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিঃসম্বল—সঙ্গতিহীন, অর্থসামর্থ্যহীন, নির্ভরহীন। নির্ (নাই) সম্বল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃসরণ—১। বাহির হওয়া, বহির্গমন, মৃত্যু; মুক্তি। নির্ (বাহির)—সৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিঃসৃত।

নিঃসরা—বাহির হওয়া, নির্গত হওয়া; নিঃসৃত হওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

নিঃসর্ত্ত(র্ত)—কড়ারশূন্য; অহেতুক; যুক্তিহীন। নির্ (নাই) সর্ত্ত (< আরবী শর্ত্= কারণ, যুক্তি) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। **নিঃসর্ত্ত ক্ষমা**—কোন কড়ার না করিয়া ক্ষমা (unconditional pardon).

নিঃসহ—যে আর সহিতে পারে না এরূপ। নির্—সহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিঃসহায়—অনাথ, অসহায়। নির্ (নাই) সহায় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃসাড়—স্পন্দনশূন্য, নিস্তব্ধ। নিঃ (নাই) সাড়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃসার—১। সারহীন, সারাংশশূন্য; রসহীন; নিস্তেজ। নির্ (নাই) সার যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। বাহির হওয়া, নির্গমন। নির্ (বাহির)—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

নিঃসারক—যাহা বাহির করিয়া দেয় এমন, বহিষ্কারক, নিঃসারকারী। নির্—সৃ+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

নিঃসারণ—বাহির করা, বহিষ্করণ, নিষ্কাশন; নির্ব্বাসন। নির্—সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—রিত।

নিঃসারিত—যাহা বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, বহিষ্কৃত; নিষ্কাশিত, নির্ব্বাসিত। নির্—সৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রণ।

নিঃসীম—সীমাহীন, সীমারহিত, অনন্ত। নির্ (নির্গত) সীমা যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

নিঃসুপ্ত—গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। নির্ (গাঢ়ভাবে) সুপ্ত, প্রাদি। বিণ।

নিঃসৃত—নির্গত, বহির্গত। নির্—সৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—সরণ।

নিঃস্নেহ—স্নেহশূন্য; তৈলবর্জ্জিত। নির্ (নাই) স্নেহ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিঃস্পন্দ—যাহা নড়াচড়া করে না এমন, স্পন্দনরহিত, স্থির। নির্ (নাই) স্পন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃস্পৃহ—বাসনাশূন্য, নিষ্কাম; আসক্তিহীন। নির্ (নাই) স্পৃহা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিঃস্ব—নির্ধন, দরিদ্র; জ্ঞাতিহীন। নির্ (নাই) স্ব (ধন, জ্ঞাতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—তা, ত্ব।

নিঃস্বতা—দারিদ্র্য, দৈন্য। নিঃস্ব+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—নিঃস্ব।

নিঃস্বত্ব—১। স্বত্বহীন, দখলশূন্য। নির্ (নাই) স্বত্ব (অধিকার) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দারিদ্র্য, দৈন্য। নিঃস্ব+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—নিঃস্ব।

নিঃস্বন—শব্দ, ধ্বনি; গর্জ্জন। নির্—স্বন্+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

নিঃস্রব, -স্রাব—১। গলন, ক্ষরণ, তরল বস্তুর নির্গমন। নির্ (বাহির)—স্রু+অপ্, ঘঞ্, ভাববা। ২। ভাতের মাড়; নির্গলিত তরল দ্রব্য। নির্—স্রু+অচ্, ৭ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নিকট—১। কাছে, অদূর, অব্যবহিত সমীপ; ঘনিষ্ঠ। বিণ। বি,—তা, —ত্ব। **নিকট প্রাচ্য**—এসিয়া ও ইউরোপের মিলনস্থলের দেশগুলি (Near East). ২। সামীপ্য; সমীপস্থ স্থান। নি—কট্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

নিকটবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), -বর্ত্তী—কাছাকাছি, নিকটস্থ, সমীপস্থ। উপতৎ; নিকট—বৃত্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী। বি,—বর্ত্তিতা, —বর্ত্তিত্ব।

নিকটস্থ—কাছাকাছি, নিকটে অবস্থিত, সন্নিহিত, নিকটবর্ত্তী। উপতৎ; নিকট—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিকটানিকটি—কাছাকাছি, অতি নিকটে, খুব কাছে। বাং প্র। অব্য।

নিকড়িয়া, নিকড়ে, নিকড়্যে—দীনহীন, কপর্দ্দকহীন। নি (নয়) কড়িয়া, কড়ে, কড়্যে, সুপ্সুপা। বিণ।

নিকন, নিকান—গোবর এবং মাটি প্রভৃতি দিয়া লেপা। বাং ক্রি।

নিকন্ধিয়া, নিকান্ধিয়া—স্কন্ধহীন, কবন্ধ। 'নিস্কন্ধ'-শব্দজ। বিণ।

নিকর—সমূহ, রাশি; সার; ন্যায্য দেয় ধন; নিধি, রত্ন। নি (উপর)—কৃ+অপ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

নিকর-বাকি, -বাকী—বাকির সমষ্টি, মোট বাকি। বাং প্র। বি।

নিকরুণ—নির্দয়, দয়াশূন্য। নি (নাই) করুণা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিকর্ম্মা (নিকর্ম্মন্), নিকর্মা—কাজকর্ম্মশূন্য, বেকার; অকর্ম্মণ্য, অকেজো। বহুব্রী। বিণ।

নিকলা—১। বাহির হওয়া। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি। ২। তরকারী প্রভৃতিশূন্য (মাছের ঝোল প্রভৃতি)। প্রাদে। বিণ।

নিকশই, নিকসই, নিকশত, নিকসত, নিকশয়ে, নিকসয়ে—বাহির হইতেছে, নির্গত হইতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নিকষ, নিকস—১। কষ্টিপাথর; সোণা রূপা ইত্যাদির পরীক্ষা করিবার পাথর; শাণ। নি—কষ্, কস্ (ঘষ করা)+ঘ অধিবা। ২। কষ্টিপাথরের দাগ, নিকষোপলরেখা। নি—কষ্, কস্+ক কর্ম্মবা। বি; পুং।

নিকষণ—ঘর্ষণ; শাণে ঘষা; উল্লেখন, খনন;

কষ্টিপাথরে পরীক্ষা। নি—কষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —ষিত।

নিকষা—রাবণের মাতা। বি; স্ত্রী।

নিকষিত—শাণ-দেওয়া; পালিশ-করা; নিকষে পরীক্ষিত। নি—কষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিকষোপল—শাণ; কষ্টিপাথর। নিকষই উপল (প্রস্তরখণ্ড), কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিকসই, নিকসত, নিকসয়ে—'নিকশই' দ্রঃ।

নিকা—১। বিবাহিতা রমণীর পুনর্ব্বিবাহ (এই রীতি মুসলমানসমাজে প্রচলিত)। আর্বী। ২। গাড়ীর দুই চাকার যোগসাধক কাঠখণ্ড, অক্ষ। বাং প্র। বি।

নিকান—'নিকন' দ্রঃ।

নিকায়—১। সমূহ; সমানধর্ম্মী প্রাণিসমূহ; লক্ষ্য। নি—চি+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ২। বাসস্থান, গৃহ; পরমাত্মা। নি—চি+ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং।

নিকার—১। অপকার; তিরস্কার, পরিভব, লাঞ্ছনা; অপমান; অনাদর। নি—কৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। ধান্যাদির উৎক্ষেপণ, শস্য ঝাড়া। নি—ক+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

নিকারী, নিকিরী—মৎস্যজীবী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। বাং প্র। বি।

নিকাল—১। বিতাড়ন। বি। ২। দূর হও, বাহিরে যাও; বাহির করিয়া দাও। হিন্দী। ক্রি।

নিকাশ—১। নির্গমন, বহির্গমন; অবসান; রফা, চুক্তি; নির্দ্ধারণ; কৈফিয়ৎ; নাশ; হিসাবশেষকরণ, হিসাব বুঝাইয়া দেওয়া; হিসাব-স্থিরীকরণ; জলনির্গমপথ। 'নিষ্কাশ'-শব্দজ। বি। ২। প্রকাশ। নি—কাশ্‌ (শোভা পাওয়া)+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ৩। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তুল্য। নি—কাশ্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

নিকাস—নিকাশ (তাহা দ্রঃ)।

নিকাস-ঘর—(অর্থনীতি) যেস্থানে ব্যাঙ্কসমূহ চেক, ড্রাফট ইত্যাদি বদলাবদলি করিয়া থাকে (clearing-house). নিকাসের ঘর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

নিকাসী(শি)পোতা—নিকাসান্তে হিসাবদাতার নিকট যে পরিমাণ অর্থাদি প্রাপ্য হয় তাহা। বাং প্র। বি।

নিকিরী—'নিকারী' দ্রঃ।

নিকী, নিখী, লিখী—উকুণ, উৎকুণ, ডেঙ্গরের বীজ, উকুনের ডিম। 'লিক্ষা'-শব্দজ। বি।

নিকুচি—শেষ; দফারফা; মরণ। 'নিকুঞ্চিত'-শব্দজ। বাং প্র। **নিকুচি করা**—দফারফা করা; শেষ করা (ক্রোধ বা ভয় প্রদর্শনের জন্য বলা হয়)।

নিকুঞ্জ—বাগানে বা বনে লতা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত গৃহাকার স্থান; লতাগৃহ। নি—কু—জন্‌+ড কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি।

নিকুঞ্জ-কানন—লতাপাতা এবং লতাগৃহাদিশোভিত রম্য বন। নিকুঞ্জযুক্ত কানন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [বি; স্ত্রী।

নিকুম্ভিলা—(রামায়ণ) ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থান।

নিকৃত—১। যাহার ক্ষতি করা হইয়াছে এমন, অপকৃত; লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত; পরাভূত; প্রতারিত; হতমান, অবমানিত। নি—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। ২। নীচ; শঠ। নি—কৃৎ+ক কর্তৃবা। বিণ। বি, —তি।

নিকৃতি—১। অপকার; ভর্ৎসনা, তিরস্কার; লাঞ্ছনা; উৎপীড়ন, নিন্দা; দৈন্য; শঠতা। নি—কৃ (করা)+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—নিকৃত। ২। বসুবিশেষ। বি; পুং। ৩। অধর্ম্মের কন্যা। নি—কৃ+ক্তিচ্‌ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। [কর্ম্মবা। বিণ।

নিকৃত্ত—খণ্ডিত, ছিন্ন। নি—কৃৎ+ক্ত

নিকৃন্তন—১। ছেদন, কর্ত্তন। নি—কৃৎ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। ছেদনকারী। নি—কৃৎ+অন কর্তৃবা। বিণ।

নিকৃষ্ট—নীচ, জঘন্য, অপকৃষ্ট। নি—কৃষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ষ্টতা।

নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি—নীচ মনোভাব; লিপ্সা জিঘাংসা বুভুক্ষা কাম অপত্যস্নেহ ইত্যাদি আত্মরক্ষার ও আত্মীয়পোষণের বৃত্তিসমূহ। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নিকেত, নিকেতন—গৃহ, আলয়, আবাস। নি—কিৎ+ঘঞ্‌, অনট্‌ অধিবা। বি; পুং, ক্লীব।

নিকোচন—সঙ্কোচন; আকুঞ্চন। নি—কুচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

নিক্তি, নিক্তী—ক্ষুদ্র তুলাদণ্ড। হিন্দীমূলক। বি। **নিক্তির ওজন**—নির্ভুল পরিমাণ, ঠিক ওজন।

নিক্বণ, নিক্বাণ—ধ্বনি, শব্দ; বীণাপ্রভৃতির ধ্বনি। নি—ক্বণ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

নিক্বাণন, নিক্বাণনা—বীণাবাদন। নি—ক্বণ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা+আপ্‌। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

নিক্ষিপ্ত—যাহা ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে এমন; ত্যক্ত; ন্যস্ত, গচ্ছিত। নি—ক্ষিপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিক্ষেপ, নিক্ষেপন।

নিক্ষেপ—১। ক্ষেপণ; ন্যাস, গচ্ছিতকরণ; স্থাপন; ত্যাগ, ছুড়িয়া ফেলা, ফেলিয়া দেওয়া। নি—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। গচ্ছিত বস্তু। নি—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—নিক্ষিপ্ত, নিক্ষেপ্য।

নিক্ষেপক—নিক্ষেপকারী; মোচনকারী। নি—ক্ষিপ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —পিকা।

নিক্ষেপন—নিক্ষেপ (১) (সকল অর্থে)। নি—ক্ষিপ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিক্ষিপ্ত, নিক্ষেপ্য।

নিক্ষেপ্য—ছুঁড়িয়া ফেলিবার মত, যাহা বন্ধক রাখা হইবে এমন। নি—ক্ষিপ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিক্ষেপ, নিক্ষেপন।

নিখনন—মাটিতে পোঁতা, খননপূর্ব্বক স্থাপন, প্রোথন। নি—খন্‌ (খোঁড়া)+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিখাত।

নি-খরচা—খরচ ছাড়া, বিনা ব্যয়ে। নি (নাই) খরচ যাহাতে, বহুব্রী। ক্রি-বিণ।

নিখরচে—যে সহজে কিছু খরচ করিতে চায় না এমন, কৃপণ। নি (নয়) খরচ+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

নিখর্ব্ব(র্ব)—১। বেঁটে, বামন। নি (অতিশয়) খর্ব্ব (হ্রস্ব), প্রাদি। বিণ। ২। দশ সহস্র কোটি সংখ্যা; তৎসংখ্যক। নি—খর্ব্ব্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

নিখাত—১। যাহা মাটিতে পোঁতা হইয়াছে এমন, খননপূর্ব্বক স্থাপিত, প্রোথিত। বিণ। বি—নিখনন। ২। গর্ত্ত, খাত। নি—খন্‌ (খোঁড়া)+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

নিখাদ—১। স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর (ইহাকে সংক্ষেপে 'নি' বলা হয়)। 'নিষাদ'-শব্দজ। বি; পুং। ২। খাদছাড়া ('—সোনা')। নি (নাই) খাদ যাহাতে, বহুব্রী (বাং)। বিণ।

নিখিল—১। সমগ্র, সারা, সমুদয়; সম্পূর্ণ, অখণ্ড। নি (নিবৃত্ত) খিল (শেষ, অভাব) যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ। ২। জগৎ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। নি (নয়) খিল (সীমাবদ্ধ), সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

নিখিলনাথ—বিশ্বপতি, পরমেশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিখুঁত—নির্দ্দোষ; ত্রুটিশূন্য; সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; সম্পূর্ণ। নি (নাই) খুঁত যাহাতে, বহুব্রী (বাং)। বিণ।

নিগড়—লোহার শিকল; বেড়ী, লৌহময় পাদবন্ধনী। নি—গল্‌+অচ্‌ কর্তৃবা (ল-স্থানে ড)। বি; পুং বা ক্লীব।

নিগড়িত—শিকলে বাঁধা, শৃঙ্খলিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ; বদ্ধ। নিগড়+ইতচ্‌ যুক্তার্থে। বিণ।

নিগদ, নিগাদ—১। কথন, ভাষণ। নি (নিশ্চয়)—গদ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ ভাববা। ২। উচ্চৈঃস্বরে জপনীয় মন্ত্র। নি—গদ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ, —গদিত।

নিগদিত—১। কথিত, উক্ত; নির্দ্দিষ্ট, উল্লিখিত। নি—গদ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। কথন, ভাষণ। নি—গদ্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

নিগম—১। নগর; হাট, হট্ট। নি (নিয়ত) —গম্+অপ্ অধিবা। ২। বাণিজ্য; নিশ্চয়; প্রতিজ্ঞা। নি—গম্+অপ্ ভাববা। ৩। ন্যায়শাস্ত্র; পঞ্চাবয়ব-ন্যায়মধ্যে চরম অবয়ব; তন্ত্রবিশেষ; বেদবোধক শাস্ত্র; বেদ; পথ। নি—গম্+অপ্ করণবা। ৪। সংঘ, যুক্তপ্রতিষ্ঠান (corporation). নি—গম্+অন্ কর্ম্মবা। বি; পুং। **নিগম আগম**—বেদ ও তন্ত্র; প্রবেশ ও বহির্গমন।

নিগমগ্রাম—গণ্ডগ্রাম; যেথানে হাটবাজার আছে এমন গ্রাম। বাং প্র। বি।

নিগমদ্বার—পাকস্থলীর যে মুখ অন্ত্রের সহিত সংযুক্ত তাহা (pyloric end). নিগমের দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নিগমন—ন্যায়শাস্ত্রে তর্কের চরম অবয়ব, পঞ্চম ন্যায়াঙ্গ; উপসংহার। নি—গম্+অনট্ করণবা, ভাববা। বি; ক্লীব।

নিগমবদ্ধ, নিগমিত—সমবেত, মিলিত, যুক্ত (incorporated). নিগমদ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ; নিগম+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

নিগর, নিগার—ভক্ষণ, ভোজন। নি—গৃ+অপ্, ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

নিগরণ—১। গিলা, গিলন, গলাধঃকরণ। নি—গৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। গলদেশ। নি—গৃ+অনট্ করণবা। বি; পুং।

নিগা, নিগাহ্, নেগা—মনোযোগ; দৃষ্টি; তত্ত্বাবধান; অনুগ্রহ। ফার্সী 'নিগাহ্'-শব্দজ। বি।

নিগাবান, নিগামান—ত ত্ত্বা ব ধা য় ক, পাহারাদার। ফার্সীমূলক। বিণ। বি—নিগাবানি (তত্ত্বাবধান)।

নিগার—১। 'নিগর' দ্রঃ। ২। কাফ্রী [আফ্রিকার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী-দিগকে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গগণ 'nigar' বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করে]। বৈদে। বি। [করণবা। বি; পুং।

নিগাল—অশ্বের গলদেশ। নি—গল্+ঘঞ্

নিগীর্ণ—ভক্ষিত, গিলিত। নি—গৃ (ভক্ষণ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিগূঢ়—১। সংবৃত, লুক্কায়িত, গুপ্ত, অপ্রকাশিত; আচ্ছাদিত; আলিঙ্গিত; রহস্যময়; প্রকৃত; দুর্ব্বোধ, দুর্জ্ঞেয় (abstruse); তিরোহিত। বিণ। ২। সার, মর্ম্ম, তাৎপর্য্য। বি; ক্লীব। ৩। বনমুগ। নি—গুহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

নিগৃহীত—নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত; ধৃত, কয়েদ-কৃত; বশীকৃত; পরাভূত; শমিত, নিবর্ত্তিত। নি—গ্রহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিগ্রহ।

নিগ্রহ—১। তাড়না, প্রহার; শাসন, দণ্ড-দান; তিরস্কার, ভর্ৎসনা; সংযম; বন্ধন; যাতনা; বিড়ম্বনা; নিবারণ; নিরাকরণ; চিকিৎসা। নি—গ্রহ্+অপ্ ভাববা। ২। সীমা। নি—গ্রহ্+অপ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—নিগৃহীত।

নিগ্রহপুলিস—দুষ্ট প্রজাবর্গের শাসনের জন্য তাহাদের ব্যয়ে রক্ষিত পুলিস (punitive police). নিগ্রহ-কারক পুলিস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিগ্রাহ—অভিশাপ; নিগ্রহ (২) (তাহা দ্রঃ)। নি—গ্রহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

নিগ্রাহক—নিগ্রহকারক; উৎপীড়নকারী; যে শাস্তি দেয়। নি—গ্রহ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হিকা।

নিগ্রো—আফ্রিকার কৃষ্ণকায় আদিম অধি-বাসী, কৃষ্ণকায় কুঞ্চিতকেশ স্থূলোষ্ঠ মানব-জাতিবিশেষ। ইং Negro. বি।

নিঘণ্টু—সূচীপত্র, নির্ঘণ্ট; যাস্কমুনিপ্রণীত শব্দসংগ্রহ অর্থাৎ বৈদিক-অভিধানবিশেষ। নি—ঘন্ট্+উ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নিঘর্ষ—ঘষা, ঘর্ষণ। নি—ঘৃষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—নিঘৃষ্ট।

নিঘাত—১। সম্যক্ বধ। নি—হন্+ঘঞ্ ভাববা (হন্-স্থানে ঘাত্)। ২। অনুদাত্ত স্বর; তালাঘাত। নি—হন্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

নিঘাতি—লৌহদণ্ড। নি—হন্+ই করণবা, সংজ্ঞার্থে (হন্-স্থানে ঘাত্)। বি; স্ত্রী।

নিঘিন্নে—নির্লজ্জ, ঘৃণাশূন্য। 'নির্ঘৃণ'-শব্দজ। বিণ।

নিঘুষ্ট—১। শব্দিত। নি—ঘুষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। শব্দ, নাদ, ধ্বনি। নি—ঘুষ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

নিঘ্ন—১। আয়ত্ত, বশীভূত; আহত, পূরিত, গুণিত; পোষা; আশ্রিত। নি—হন্+ক ঘঞর্থে কর্ম্মবা। ২। ঘাতক। নি—হন্+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। নির্ভর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিঙারা, নিঙাড়া, নিঙ্গারা—ভিজা কাপড় ইত্যাদি গুড়াইয়া জল বাহির করা; নিষ্পীড়ন দ্বারা সিক্ত বস্তুর জল বা রস নিষ্কাশন করা। কবিপ্র। ক্রি।

নিচয়—১। সমূহ। নি—চি+অচ্ কর্ম্মবা। ২। উপচয়, বৃদ্ধি; নিশ্চয়। নি—চি+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

নিচল—১। স্থির, নিশ্চল। নি—চল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। নিম্নস্থান ("নিচল ছাড়িয়া অচলে উঠিতে"—জ্ঞানদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [কর্ম্মবা। বি; পুং।

নিচায়—ধান্যাদির রাশি। নি—চি+ঘঞ্

নিচিত—পরিপূর্ণ; আকীর্ণ, ব্যাপ্ত; রচিত; সঞ্চিত; উপার্জ্জিত। নি—চি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিচু—লিচু। চৈনিকমূলক। বি।

নিচুল, নিচূল—বেত বা বেতগাছ, বেতস; গলার চাদর, উত্তরীয়-বস্ত্র; কবিবিশেষ। নি—চুল্+ক কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে নিপাতনে দীর্ঘ। বি; পুং।

নিচুলক—বর্ম্ম-বিশেষ, সাঁজোয়া। নিচুল+কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি; ক্লীব।

নিচোল, নিচোলী—বস্ত্রাঞ্চল; গলার চাদর, উত্তরীয়বস্ত্র; ঘাগরা; বিছানার চাদর, প্রচ্ছদপট, আচ্ছাদনবস্ত্র; সাঁজোয়া। নি—চুল্+অচ্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে ঙীপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

নিচোলক—সাঁজোয়া, কঞ্চুক; কাঁচুলি। নি—চুল্+ণক কর্ত্তৃবা, স্বার্থে। বি; পুং।

নিচ্ছিদ্র—ছিদ্রহীন, নিশ্ছিদ্র; ত্রুটীহীন, দোষস্পর্শশূন্য। নি (নাই) ছিদ্র যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—দ্রা।

নিছক—খাঁটি, বিশুদ্ধ; নিরবচ্ছিন্ন, কেবল। বাং প্র। বিণ।

নিছনি, নিছুনি—বি বা হ কা লী ন স্ত্রী-আচারের অঙ্গবিশেষ; বরণ; বালাই, অশুভ; যাহা মুছিয়া ফেলা হয়; বেশবিন্যাস; লাবণ্য; প্রসাধন; উপহার; পূজা বা পূজার অর্ঘ্য, নৈবেদ্য; ডালি; তুলনা। 'নির্ম্মঞ্ছনিকা'-শব্দজ। বি। ২। নিবেদিতা। বিণ। ৩। নিছিয়া, মুছিয়া। অস-ক্রি।

নিছল—সরল, কপটতাশূন্য। নি (নাই) ছল যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিছা, নিছান—নিঙড়ান; ছাঁকা; মুছা; মুছিয়া অমঙ্গল বা বালাই দূর করা; বাছা; বুঝা; বুঝান; ভুলিয়া যাওয়া; দেওয়া; বরণ করা; উপহার দেওয়া; ছাঁকা, নিংড়ান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নিছি—১। উপহার, ডালি। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। লইয়াছি। প্রাদে। ক্রি। [ক্রি।

নিছিনু—উপহার দিলাম। প্রাঃ কবিপ্র।

নিছু—১। নিছক, শুদ্ধ, কেবল। প্রাদে। বিণ। ২। লেখা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিছুনি—'নিছনি' দ্রঃ।

নিজ—স্বকীয়, স্বীয়, আপন; স্বাভাবিক; নিত্য। নি—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিজজোত—যে জমি স্বত্বাধিকারী বা করদাতা স্বয়ং চাষ করে বা করায় তাহা। কর্ম্মধা। বি।

নিজলোক—ভক্তজন। কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিজস্ব—১। নিজের অধিকারগত, স্বকীয়, আপন। বাং প্র। বিণ। **নিজস্ব করা**—আপনার অধিকারভুক্ত করা, আপনার করিয়া লওয়া। ২। স্বকীয় ধন বা বিষয়। নিজ স্ব (ধন), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নিজাম—শা স ন ক র্ত্তা, রাজপ্রতিনিধি [পূর্ব্বে হায়দরাবাদের মুসলমান অধিপতির উপাধি ছিল 'নিজাম'; বর্ত্তমানে হায়দরাবাদ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়ায় এখানকার অধিপতি 'রাজপ্রমুখ' নামে পরিচিত]। আর্বী। বি।

নিজামৎ, নিজামতি—শাসনকর্তার পদ বা অধিকার, রাজ্যশাসন। আর্বী। বি। বিণ, –মতী। [আপনা আপনি।

নিজে—স্বয়ং। অব্য। **নিজে নিজে**—

নিজ্জশ—অবশ্যই, নিশ্চয়। প্রাদে। অব্য।

নিঝঞ্ঝাট, নির্ঝঞ্ঝাট—যাহাতে কোন গণ্ডগোল নাই এমন, নির্ব্বিঘ্ন। নির্ (নাই) ঝঞ্ঝাট যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—নিঝঞ্ঝাটে, নির্ঝঞ্ঝাটে (নির্ব্বিবাদে, অক্লেশে)।

নিঝর—ঝরণা, নির্ঝর; অশ্রুধারা। 'নির্ঝর'-শব্দজ। বি।

নিঝরে—১। ধারায় বহিয়া যায়। ক্রি। ২। ঝরণার মত অজস্রধারায়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ। [বাং প্র। বিণ।

নিঝুম, নিঝ্‌ঝুম—নীরব, নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ।

নিট—১। খাঁটি; খরচের পর অবশিষ্ট। ইং 'nett'-শব্দজ। ২। নিশ্চয়; ন্যায্য। 'নিষ্ঠা'-শব্দজ। বিণ।

নিটন—পাকা, স্থায়ী; নিরেট, ফাঁপা নয় এমন। বাংপ্র। বিণ। **নিটনকাত, নিটন জমা**—প্রজার অধিকৃত জমির পরিমাণ অনুসারে জমা নির্দ্ধারণ।

নিটপিট—দীর্ঘসূত্রতার ভাব। বাং প্র। বি বা অব্য। বিণ—নিটপিটে।

নিটুট—সম্পূর্ণ; নির্দ্দোষ; অক্ষুণ্ণ। নি (নাই) টুট (<ত্রুটি) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিটোল—গোলগাল, সুগোল, সুবর্ত্তুল; সুস্পষ্ট; পূর্ণাঙ্গ। নি (নাই) টোল যাহাতে, বহুব্রী (বাং)। বিণ।

নিঠুর—দয়ামায়াহীন, নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়। 'নিষ্ঠুর'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা, নির্দ্দয় ব্যবহার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিড়ন, নিড়ান—ফসলের ক্ষেত হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলা, শস্যক্ষেত্রের তৃণোৎপাটন। নিড়+অন, আন ভাববা। বি।

নিড়বিড়—ঢিমে ভাব, চিরকারিতা, কুড়েমি। বাং প্র। বি। বিণ, –বিড়ে।

নিড়বিড়ে—যে কাজ করিতে দেরী করে এমন, দীর্ঘসূত্র; কুড়ে; ঢিলে। নিড়বিড়+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

নিড়ান—'নিড়ন' দ্রঃ।

নিড়ানী—শস্যক্ষেত্রাদি তৃণশূন্য করিবার অস্ত্র, নিড়নাস্ত্র, কোঁড়। নিড়া+নী করণবা। বি।

নিত—১। নাচ, নৃত্য। 'নৃত্য'-শব্দজ। বি। ২। নিত্য, প্রত্যহ, রোজ, অনুক্ষণ। 'নিত্য'-শব্দজ। বিণ।

নিতম্ব—স্ত্রীলোকের কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগ, পাছা; কটি; পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ; তট; স্কন্ধ। নি (নিভৃত)—তম্ (কামনা করা)+ব কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে (কামুকগণ নিভৃতে ইহা কামনা করে বলিয়া)। বি; পুং।

নিতম্বিনী—১। যে নারীর পাছা প্রশস্ত ও সুন্দর এমন। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী। নিতম্ব+ইন্ প্রাশস্ত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নিতল—১। সপ্ত পাতালের অন্তর্গত পাতাল-বিশেষ। নি (নিঃশেষে) তল (অধোভাগ), সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব। ২। সুগভীর ("নিতল দীঘির শীতল কালো জল"—নজরুল ইসলাম)। কবিপ্র। বিণ।

নিতাই—নিত্যানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্য-সহচর। 'নিত্যানন্দ'-শব্দজ। বি; পুং।

নিতান্ত—১। অতিশয়, অত্যন্ত; অবশ্য; অধিক। নি—তম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। একান্ত পক্ষে; নেহাৎ। বাং প্র। অব্য।

নিতি—রোজ, প্রত্যহ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

নিতিনিতি—রোজ রোজ, প্রত্যহ, সর্ব্বদা। কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

নিত্য—১। রোজ, প্রত্যহ; সতত, সর্ব্বদা। ক্রি-বিণ। ২। যাহা রোজই হয় এমন, প্রাত্যহিক; যাহার আদি ও অন্ত নাই এরূপ; যাহা সর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকে এরূপ; যাহার বিরাম নাই এরূপ, যাহার বিচ্ছেদ নাই এরূপ, ধারাবাহিক; যাহার বৈপরীত্য বা অন্যথাভাব ঘটে না এরূপ; ধ্রুব; যাহা না করিলে পাপ হয়; যাহার ব্যতিক্রমে প্রত্যবায় এরূপ; (পদার্থবিদ্যা) অপরিবর্ত্তনীয় (constant). বিণ। ৩। সমুদ্র। নি (নিয়ত)+ত্যপ্ ভবার্থে। বি; পুং।

নিত্যকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), -কর্ম, -ক্রিয়া—প্রতিদিন সাধারণতঃ যে সকল কর্ম্ম করিতে হয় সেইগুলি, রোজকার কর্ত্তব্যকর্ম্ম; দৈনন্দিন ব্যাপার। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

নিত্যকাল—চিরকাল। কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিত্যক্রিয়া—'নিত্যকর্ম্ম' দ্রঃ।

নিত্যগতি—সদাগতি, বায়ু। নিত্য (অবিচ্ছিন্ন) গতি যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নিত্যতা—(পদার্থবিদ্যা) অপরিবর্ত্তনীয়তা (conservation). নিত্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী। [বি; ক্লীব।

নিত্যদান—প্রত্যহকর্ত্তব্য দান। কর্ম্মধা।

নিত্যধাম (-ধামন্)—ঈশ্বরের অবিনশ্বর বাসস্থান, গোলোক, স্বর্গ। নিত্য যে ধাম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নিত্যনৈমিত্তিক—প্রত্যহ করণীয় এবং উপলক্ষবিশেষে করণীয়; প্রতিদিনের, রোজকার। নিত্য এবং নৈমিত্তিক, দ্বন্দ্ব। বিণ। স্ত্রী, –কী।

নিত্যপূজা—গৃহদেবতার প্রতিদিনের পূজা। নিত্য যে পূজা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নিত্যপ্রলয়—চতুর্বিধ প্রলয়ের অন্তর্গত প্রলয়বিশেষ; সুষুপ্তি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিত্যবদ্ধ—সর্ব্বদা মায়ামোহে আচ্ছন্ন। সুপ্‌সুপা। বিণ

নিত্যবহ—যাহা চিরদিন বহিতে থাকে এমন, যাহার স্রোত কখনও বন্ধ হয় না এমন (perennial). নিত্য—বহ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

নিত্যমুক্ত—সংসারের মায়ামোহ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এমন। সুপ্‌সুপা। বিণ।

নিত্যযজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ। নিত্যসাধ্য যজ্ঞ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিত্যলীলা—ধারাবাহিক লীলা, যে লীলা সব সময় চলিতেছে তাহা; গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপগোপীগণের চিরকাল যে লীলা চলিতেছে তাহা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নিত্যশঃ (-শস্)—সর্ব্বদা। নিত্য+শস্। অব্য।

নিত্যসমাস—যে সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না এবং হইলেও অন্যপদ দ্বারা হয় তাহা [যথা—কৃষ্ণসর্প। ইহার ব্যাসবাক্য 'কৃষ্ণ যে সর্প' বলিলে কালরঙের সাপ বুঝায়, কিন্তু কৃষ্ণসর্প বলিতে তাহা না বুঝাইয়া একজাতীয় সর্পকে বুঝায়; সুতরাং এখানে নিত্যসমাস হইয়াছে। অন্য যে দেশ—এইরূপ ব্যাসবাক্যে দেশান্তর]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিত্যসহচর—সবসময় যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কর্ম্মধা। বি; পুং। স্ত্রী, –রী।

নিত্যসেবা—গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতার প্রত্যহ কর্তব্য পূজা; সর্ব্বদা পরিচর্য্যা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নিত্যা—১। ভগবতীর রূপভেদ; মনসাদেবী; শক্তিবিশেষ। নি+ত্যপ্ ভবার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। 'নিত্য' (২) দ্রঃ। নিত্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিত্যানন্দ—১। যে সর্ব্বক্ষণ আনন্দে থাকে এরূপ, সদানন্দ। নিত্য আনন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। শ্রীপাদ নিতাই, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রসিদ্ধ সহচর। বি; পুং।

নিত্যাভিযুক্ত—১। যোগবিশেষ। নিত্য অভিযুক্ত (যোগে সম্পূর্ণ ব্যাপৃতি) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। সর্ব্বদা যাহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ বা নালিশ করা হয় এরূপ। নিত্য অভিযুক্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নিথর—স্থির, অচল; নীরব; নিস্পন্দ। বাং প্র। বিণ। [বি।

নিদ—নিদ্রা। 'নিদ্রা'-শব্দজ। কবিপ্র।

নিদয়—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। নি (নাই) দয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিদর্শন—উদাহরণ, দৃষ্টান্ত; চিহ্ন; প্রমাণ। নি—দৃশ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

নিদর্শনস্তম্ভ—কোন বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ নির্ম্মিত স্তম্ভ বা থাম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিদর্শনা—কাব্যালঙ্কারবিশেষ [সাদৃশ্য-হেতুক যদি কাহারও উপরে কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম বা কার্য্য আরোপিত করা যায় তবে এই অলঙ্কার হয়; যথা—

"রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখরণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"
—মাইকেল]।

নি—দৃশ্‌+ণিচ্‌+অন কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

নিদর্শনী—সূচী; কুঞ্চিকা। নি—দৃশ্‌+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

নিদাঘ—১। গ্রীষ্মকাল। নি—দহ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। ২। ঘর্ম্মজল; উষ্মা, উত্তাপ। নি—দহ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং। ৩। উষ্ণ, তপ্ত। নি—দহ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

নিদাঘক্লিষ্ট, -তপ্ত, -দগ্ধ—গ্রীষ্মের উত্তাপে কাতর। ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদাঘপীড়িত—গ্রীষ্মতাপে উত্তপ্ত। ৩য়া-তৎ। বিণ।

নিদাঘ-সলিল—ঘাম, ঘর্ম্ম স্বেদ। নিদাঘ-জাত সলিল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নিদাঘার্ত্ত(র্ত)—গ্রীষ্মহেতু কাতর। নিদাঘ-দ্বারা ক্ষত বা আর্ত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদাটী, নিদালি, নিদিলি, নিদুটী, নিদুলি—নিদ্রাকারক মন্ত্র বা মন্ত্রশক্তিযুক্ত ধূলি। বাং প্র। বি।

নিদান—১। মূল কারণ, কারণ; (বৈদ্যক) রোগের সূক্ষ্ম লক্ষণ; রোগের মূলানুসন্ধান; চিকিৎসাগ্রন্থবিশেষ। নি—দা+অনট্‌ করণবা। ২। অন্ত, অবসান; বিরাম, নিবৃত্তি; অদর্শন; আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ। নি—দা+অনট্‌ ভাববা। ৩। পবিত্রতা। নি—দৈ+অনট্‌ ভাববা। ৪। বাছুর-বাঁধা দড়ি। নি—দো+অনট্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৫। নেহাৎ, অন্ততঃ, একান্ত। বাং প্র। অব্য বা ক্রি-বিণ।

নিদানকাল—শেষ সময়, অন্তিমকাল; মৃত্যু-সময়। নিদানের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নিদানবিদ্যা—রোগের মূল কারণ নির্ণয় সম্পর্কিত বিদ্যা (etiology). নিদানের বিদ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নিদানভূত—মূলীভূত; কারণস্বরূপ। নিদান ভূত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নিদারুণ—অতিদারুণ, ভয়ানক; কঠিন; নির্দ্দয়; দুঃসহ, অসহ্য। নি (নিরতিশয়) দারুণ, প্রাদি। বিণ।

নিদালি—'নিদাটী' দ্রঃ।

নিদিগ্ধ—যাহা মাথান হইয়াছে এমন, লেপিত; উপচিত। নি—দিহ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিদিধ্যাসন—গভীর ধ্যান, একমনে গভীর-ভাবে চিন্তা বা ধ্যান। নি—ধ্যৈ+সন্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

নিদিলি—'নিদাটী' দ্রঃ।

নিদিষ্ট—আদিষ্ট; উপদিষ্ট; কথিত। নি—দিশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিদেশ।

নিদুটী, নিদুলি—'নিদাটী' দ্রঃ।

নিদেন—নেহাৎ, অন্ততঃ, একান্ত। বাং প্র। অব্য।

নিদেশ—১। আজ্ঞা, অনুমতি; উক্তি, কথন। নি—দিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। সমীপ, নিকট। নি—দিশ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। ৩। পাত্র। নি—দিশ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৪। সঙ্কেত। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিদেশবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্‌), -বর্ত্তী—১। সমীপস্থ, নিকটবর্ত্তী। বিণ। স্ত্রী, -বর্ত্তিনী। বি; -বর্ত্তিতা। ২। আজ্ঞাবহ, ভৃত্য। উপতৎ; নিদেশ—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নিদেষ্টা (নিদেষ্টৃ)—আদেষ্টা, আজ্ঞা-কারক। নি—দিশ্‌+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -ষ্ট্রী।

নিদ্রা—ঘুম; যে অবস্থায় জীব অচেতন হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে তাহা, নিমীলন; আলস্য। নি—দ্রা+অঙ্‌ ভাববা +আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—নিদ্রিত।

নিদ্রাকর্ষণ—ঘুম আসা, নিদ্রাবেশ। নিদ্রার আকর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নিদ্রাগত—যে ঘুমাইয়াছে এরূপ, সুপ্ত। নিদ্রাকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

নিদ্রাজনক—যাহাতে ঘুম আসে এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -জনিকা।

নিদ্রাতুর—ঘুমে কাতর, যাহার খুব ঘুম পাইয়াছে এমন। নিদ্রাদ্বারা আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদ্রাবিষ্ট—ঘুমে বিভোর, নিদ্রায় মগ্ন; ঘুমে কাতর, যাহার ঘুম পাইয়াছে এমন। নিদ্রাদ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদ্রাবেশ—ঘুম পাওয়া, ঘুমের ঘোর। নিদ্রার আবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিদ্রাভঙ্গ—ঘুম ভাঙ্গা, জাগরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিদ্রাভিভূত—ঘুমে অচেতন, নিদ্রামগ্ন। নিদ্রাদ্বারা অভিভূত, ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদ্রামগ্ন—ঘুমে অচেতন, নিদ্রিত। নিদ্রায় মগ্ন, ৭মীতৎ। বিণ।

নিদ্রায়মাণ—যে ঘুমাইতেছে এরূপ। নি—দ্রা+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -মাণা (অসাধু প্রয়োগ)।

নিদ্রালস—ঘুমের ঘোরে অবশ, ঘুম আসাতে জড়ীভূত। নিদ্রাদ্বারা অলস, ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদ্রালু—যাহার ঘুম আসিতেছে এরূপ; নিদ্রাশীল; অলস। নি—দ্রা+আলু কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। বি, -লুতা।

নিদ্রিত—ঘুমন্ত; নিমীলিত, নিদ্রাগত। নিদ্রা+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ। বি—নিদ্রা।

নিদ্রোত্থিত—যে ঘুম হইতে উঠিয়াছে এরূপ। নিদ্রা হইতে উত্থিত, ৫মীতৎ। বিণ।

নিধন—১। মৃত্যু; বিনাশ। নি—ধা+অন (ক্যু) ভাববা। ২। (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান; বধতারা, জন্ম হইতে সপ্তম তারা। নি—ধা+অন (ক্যু) করণবা। বি। ৩। দরিদ্র, ধনহীন। নি (নাই) ধন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিধান—১। স্থান, আধার, ভাণ্ডার; (গণিত) লগারিদম্‌ (logarithm)-এর একটি শ্রেণীর (system) প্রথম রাশি (base). নি—ধা+অনট্‌ অধিবা। ২। নিধি; ভূগর্ভস্থ অস্বামিক রত্নাদি; কুবেরের সম্পত্তিবিশেষ। নি—ধা+অনট্‌ কর্ম্মবা। ৩। স্থাপন; অর্পণ; অপ্রকাশ হওয়া। নি—ধা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিহিত। ৪। ধানশূন্য। প্রাঃ কবিপ্র (পক্ষে নিধান্য)। বিণ।

নিধার্য্য(র্য)—সিদ্ধান্ত; নিরূপিত। 'নির্দ্ধার্য্য'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নিধি—১। কুবেরের সম্পত্তিবিশেষ [ইহা পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল, বর্চ্চ বা খর্ব্ব—এই নয়প্রকার]; অস্বামিক ধন; গচ্ছিত বস্তু। নি—ধা+কি কর্ম্মবা। ২। নিক্ষেপ। নি—ধা+কি ভাববা। ৩। আধার; সমুদ্র। নি—ধা+কি অধিবা। বি; পুং।

নিধিনাথ—কুবের; রত্ন-বণিক্‌; রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিধীশ, নিধীশ্বর—কুবের। নিধির ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিধুবন—১। রতিক্রিয়া; রমণ, মৈথুন, কামকেলি। নি (নিরতিশয়) ধুবন (কম্পন) যাহাতে, বহুব্রী। ২। কম্পন। নি—ধু+অনট্‌ ভাববা। ৩। বৃন্দা-বনের একটি বন। নিধু নামক বন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নিধেয়—যাহা স্থাপন করা বা গচ্ছিত রাখা আবশ্যক এরূপ, বধযোগ্য। নি—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

নিধ্বান—শব্দ, ধ্বনি। নি—ধ্বন্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। [ভাববা। বি; ক্লীব।

নিধ্যান—দেখা, দর্শন। নি—ধ্যৈ+অনট্‌

নিনদ, নিনাদ—শব্দ, ধ্বনি, গর্জ্জন। নি—নদ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—নিনাদিত।

নিনাদ—'নিনদ' দ্রঃ।

নিনাদিত—শব্দিত, ধ্বনিত; শব্দে পরিপূর্ণ,

নিনাদপূর্ণ; বাদিত, যাহাতে শব্দ জন্মান হইয়াছে এরূপ। নি—নদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিনাদ।

নিনীষা—কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার ইচ্ছা, নয়নেচ্ছা। নী+সন্ ইচ্ছার্থে (=নিনীষ্)+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ,—ষু।

নিনীষু—লইয়া যাইতে ইচ্ছুক, নয়নেচ্ছু। নী+সন্ ইচ্ছার্থে (=নিনীষ্)+উ কর্তৃবা। বিণ। বি,—ষা।

নিনু—১। নিচু, নিম্ন; বিনম্রাবনত; হীন। 'নিম্ন'-শব্দজ। বিণ। ২। লইলাম। বাং ক্রি।

নিন্দ—১। নিন্দিত, কুৎসিত। নিন্দ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ। ২। নিন্দা কর। কবিপ্র। ক্রি। ৩। নিদ্রা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিন্দক—নিন্দাকারী, অপবাদক। নিন্দ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—নিন্দিকা।

নিন্দন, নিন্দা—কুৎসা, জুগুপ্সা, অখ্যাতি, অপবাদ। নিন্দ্+অনট্, অ ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—নিন্দনীয়, নিন্দিত, নিন্দ্য।

নিন্দনীয়—অখ্যাতিকর, দূষণীয়। নিন্দ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিন্দা।

নিন্দা—১। 'নিন্দন' দ্রঃ। ২। নিন্দা করা। বাং প্র। ক্রি।

নিন্দাকারী (-কারিন্)—যে নিন্দা করে এরূপ। উপতৎ; নিন্দা—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

নিন্দান—ঘুমান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নিন্দাবাদ—নিন্দাসূচক বাক্য বা তাহার উচ্চারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিন্দার্হ—নিন্দার যোগ্য, নিন্দনীয়, অখ্যাতিকর। উপতৎ; নিন্দা—অর্হ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

নিন্দাসূচক—যাহাতে নিন্দা বুঝায় এরূপ, কুৎসা-প্রকাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সূচিকা।

নিন্দাস্তুতি—১। নিন্দা এবং প্রশংসা। দ্বন্দ্ব। ২। নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা, ব্যাজস্তুতি। নিন্দা দ্বারা স্তুতি, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

নিন্দিত—গর্হিত, জঘন্য; অপবাদিত; নীচ; দূষিত। নিন্দ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিন্দা।

নিন্দু—নিন্দুক। নিন্দ্+উ কর্তৃবা। বিণ।

নিন্দুক—নিন্দাকারী। নিন্দু (নিন্দ্+উ কর্তৃবা)+কন্ স্বার্থে। বিণ।

নিন্দুয়া—নিন্দা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিন্দ্য—নিন্দনীয়, দূষণীয়। নিন্দ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

নিপ—১। ঘট, কলস। বি; পুং বা ক্লীব। ২। কদমগাছ, কদম্ববৃক্ষ। নি—পা+ক করণবা। বি; পুং।

নিপট—১। অত্যন্ত, অত্যধিক; যথার্থ; খাঁটি। 'নিবিড়'-শব্দজ। ২। নিষ্ঠুর। 'নির্দ্দয়'-শব্দজ। ৩। লম্পট। 'লম্পট'-শব্দজ। বিণ।

নিপঠ, নিপাঠ—পাঠ, অধ্যয়ন। নি—পঠ্+অপ্, ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

নিপতন—পড়িয়া যাওয়া। নি—পত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—তিত।

নিপতিত—যে পড়িয়া গিয়াছে এরূপ; অধঃপতিত। নি—পত্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—তন।

নিপাত—১। মৃত্যু, নিধন, মরণ; পড়িয়া যাওয়া, পতন; অধঃপতন। নি—পত্+ঘঞ্ ভাববা। ২। নিপাতন, বিনাশ, উচ্ছেদ; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) চ এবং প্র প্রভৃতি অব্যয় শব্দ; নিপাতন। নি—পত্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা, কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ,—তিত।

নিপাতন—নীচে টানিয়া নামান, অধোনয়ন; আঘাত, প্রহার; বিনাশন, উচ্ছেদন; উন্মূলন; বধ; প্রক্ষেপণ, ফেলিয়া দেওয়া; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) নিয়মের বৈপরীত্য, লক্ষণ দ্বারা অসিদ্ধ পদে বর্ণাগমাদি কার্য্য; পদ সিদ্ধ করিবার সূত্রোক্ত যে সকল নিয়ম আছে তাহা ব্যতিক্রম করিয়া পদসাধন। নি—পত্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—তিত।

নিপাতিত—যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, অধোনীত; পাতিত; বিনাশিত; অনিয়মে সাধিত। নি—পত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—তন।

নিপান—জলাশয়ের নিকটস্থ খাত; চৌবাচ্চা; গোদোহনপাত্র, দুগ্ধভাণ্ড। নি—পা+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

নিপিত্তে—নির্লজ্জ; পিত্তশূন্য; ঘৃণাহীন। 'নিপিত্ত'-শব্দজ। বিণ।

নিপীড়ক—উৎপীড়ক, অত্যাচারী, যে অপকার বা অত্যাচার করে এরূপ; যে পাক দিয়া জল বা রস বাহির করে এরূপ, যে নিঙ্ড়ায় এরূপ। নি—পীড়্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ড়িকা।

নিপীড়ন—অত্যাচার; উৎপীড়ন; মর্দ্দন; ক্লেশপ্রদান; পীড়াপীড়ি; নিষ্পীড়ন, নিঙ্ড়ন; অভিবাদন; পদাদি-সেবা। নি—পীড়্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ড়িত।

নিপীড়িত—উৎপীড়িত; অত্যাচারিত; ক্লেশিত; আক্রান্ত, অভিবাদিত; পাক দিয়া যাহার জল বা রস নিঃসারিত করা হইয়াছে এরূপ; মর্দ্দিত। নি—পীড়্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ড়ন।

নিপীত—যাহা শেষ করিয়া পান করা হইয়াছে এরূপ, নিঃশেষে পীত। নি—পা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিপুণ—দক্ষ, পটু, কার্য্যক্ষম, সমর্থ। নি—পুণ্+ক কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিপুণতা, নৈপুণ্য।

নিষ্ফলা—যাহাতে ফল হয় না। নি (নাই) ফল যাহাতে, বহুব্রী (বাং)। বিণ।

নিব—কলমের ধাতুনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র মুখ। ইং nib. বি।

নিবড়া, নিবড়ান—শেষ করা; শেষ হওয়া; অতিবাহিত করা; অতীত হওয়া। 'নির্ব্বাহ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নিবদ্ধ—পরিহিত; নিয়মিত, বদ্ধ; গ্রথিত; রচিত; নিবেশিত; আশ্রিত; স্থিরীকৃত। নি—বন্ধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিব-নিব, নিবু-নিবু—যাহার নিবিবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ, নির্ব্বাপিতপ্রায়। বাং প্র। বিণ।

নিবন্ত—নিব-নিব, নির্ব্বাপিতপ্রায়; নির্ব্বাপিত। নিব্+অন্ত কর্তৃবা। বিণ।

নিবন্ধ—১। প্রবন্ধ, সন্দর্ভ; রচনা, প্রণয়ন, লিপিদ্বারা কোন বিষয়ের সঙ্কলন; গ্রন্থ; প্রস্তাব; বৃত্তি, বার্ষিক; কালবিশেষে দেয় বস্তু; নিয়ম, উপায়, কড়ার, ব্যবস্থা; গীত, গান। নি—বন্ধ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। বন্ধন; স্থিরীকরণ। নি—বন্ধ্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। নিম্ববৃক্ষ। নি—বন্ধ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

নিবন্ধন—১। কারণ, হেতু। নি—বন্ধ্+অনট্ করণবা। ২। গ্রন্থ; নিয়ম, ব্যবস্থা; রচনা; বীণাতন্ত্রী উপরিভাগে যাহাতে বদ্ধ থাকে; নিয়মিত কালে প্রদেয় বস্তু; পারিতোষিক দান। নি—বন্ধ্+অনট্ কর্ম্মবা। ৩। বন্ধন; স্থিরীকরণ। নি—বন্ধ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নিবন্ধা (নিবন্ধৃ)—রচয়িতা, গ্রন্থকর্তা; প্রস্তাবলেখক; টীকাকার। নি—বন্ধ্+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—ন্ধ্রী।

নিবন্ধিত—রচিত; বদ্ধ, গ্রথিত। নি—বন্ধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা; অথবা, নিবন্ধ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

নিবপন—পিতৃলোকের উদ্দেশে দান। নি—বপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নিবরা—কুমারী, অবিবাহিতা। নি (নাই) বর যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিবর্ত্ত(র্ত)—ক্ষান্ত, নিবৃত্ত। নি—বৃত্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

নিবর্ত্ত(র্ত)ক—যে নিবৃত্ত করে এরূপ, নিবারণকারী। নি—বৃত্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্ত্তিকা।

নিবর্ত্ত(র্ত)ন—১। ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্ত্তন; (নদীর) বাঁকিয়া যাওয়া বা বাঁক। নি—বৃত্+অনট্ ভাববা। ২। ফিরাইয়া আনা; নিবারণ। নি—বৃত্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিবর্ত্তিত।

নিবর্ত্তি(র্তি)ত—যাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এরূপ, প্রত্যাকৃষ্ট; নিবারিত। নি—বৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিবর্ত্তন।

নিবর্হণ—উচ্ছেদসাধন, বিনাশ, মারণ, বধ। নি—বর্হ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিবর্হিত।

নিবর্হিত—বিনাশিত, নিহত; অপহৃত। নি—বর্হ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিবর্হণ।

নিবসই—বাস করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নিবসতি—১। বাসস্থান, গৃহ। নি—বস্‌+অতিচ্‌ অধিবা। ২। নিবাস, বাসকরণ। নি—বস্‌+অতিচ্‌ ভাববা। বি; স্ত্রী।

নিবসথ—জনপদ, গ্রাম। নি—বস্‌+অথচ্‌ অধিবা। বি; পুং।

নিবসন—১। বাসকরণ, নিবাস। নি—বস্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। গৃহ। নি—বস্‌+অনট্‌ অধিবা। ৩। বস্ত্র। নি—বস্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

নিবসা—বাস করা; উপবেশন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নিবস্ত্র—বিবস্ত্র, বস্ত্রহীন, উলঙ্গ, নেংটা। নি (নাই) বস্ত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিবহ—১। সমূহ, সকল। নি—বহ্‌+ঘ কর্ম্মবা। ২। সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত বায়ু-বিশেষ। নি—বহ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নিবা—নিভিয়া যাওয়া, নির্ব্বাপিত হওয়া। বাং ক্রি।

নিবাত—১। বায়ুশূন্য, নির্ব্বাত ('—স্থান'); দৃঢ়; সন্নদ্ধ। নি (নাই) বাত যেখানে, বহুব্রী। বিণ। ২। দৃঢ় কবচ, শস্ত্রদ্বারা অভেদ্য বর্ম্ম; আশ্রয়। নি (নিবৃত্ত) বাত যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

নিবাতকবচ—অতি দুর্দ্দান্ত মহাপরাক্রান্ত তিন কোটি অসুর। নিবাত (সুদৃঢ়) কবচ যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

নিবাতনিষ্কম্প—বায়ুশূন্য বলিয়া স্থির ('—প্রদীপ')। নিবাত ও নিষ্কম্প, দ্বন্দ্ব। বিণ।

নিবান—নির্ব্বাপিত করণ। বাং ক্রি।

নিবাপ—মৃত পিতৃলোকের উদ্দেশে দান, শ্রাদ্ধতর্পণপিণ্ডদানাদি; পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তিলজল ("পতিকুলে দিতে বাপ নিবাপ অঞ্জলি"—যদুগোপাল); দান। নি—বপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

নিবার—নিবারণ, ক্ষান্তকরণ। নি—বৃ+ণিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

নিবারক—যে নিবারণ করে, নিষেধক। নি—বৃ+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

নিবারণ—নিষেধ, বারণ, মানা। নি—বৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিবারিত, নিবারণীয়, নিবার্য্য।

নিবারণীয়, নিবার্য্য(র্য)—যাহা বারণ করিতে হইবে বা করা উচিত, নিষেধ করিবার যোগ্য। নি—বৃ+ণিচ্‌+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিবারণ।

নিবারা—বারণ করা, নিষেধ করা; বাধা দেওয়া; বন্ধ করা; দূর করা। কবিপ্র। ক্রি।

নিবারিত—যাহাকে বারণ করা হইয়াছে এরূপ, নিষিদ্ধ। নি—বৃ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিবারণ।

নিবারিণী—বারণকারিণী, নাশিনী (সমাসে পরপদ রূপে—'কলুষ—')। নি—বৃ+ণিচ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

নিবার্য্য(র্য)—'নিবারণীয়' দ্রঃ।

নিবাস—১। বাসস্থান, গৃহ, আধার। নি—বস্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। ২। বাস। নি—বস্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ৩। বসনশূন্য, বিবস্ত্র। নি (নাই) বাস যাহার, বহুব্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নিবাসা—বাসকারী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নিবাসী (-সিন্‌)—বাসিন্দা, যে বাস করে এরূপ। নি—বস্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

নিবিড়—ঘন, পুরু; সান্দ্র, গভীর, গহন; স্থূল; দৃঢ়। নি—বিড়্‌+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিবিড়কৃষ্ণ—খুব কাল। সুপ্‌সুপা। বিণ; পুং বা ক্লীব।

নিবিষ্ট—যে প্রবেশ করিয়াছে এরূপ, প্রবিষ্ট; একাগ্র, মনোযোগী; প্রাপ্ত, লব্ধ। নি—বিশ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—নিবেশ।

নিবিষ্টচিত্ত—১। যাহার মন একাগ্র হইয়াছে এরূপ, একাগ্রচিত্ত। নিবিষ্ট হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মনোযোগ, অভিনিবেশযুক্ত মন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ক্রি-বিণ,—চিত্তে।

নিবীত—১। গলায় মালার মত করিয়া পরা পৈতা, কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞসূত্র। নি—অজ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। ২। উড়ানি; উত্তরীয়বস্ত্র; আচ্ছাদনবস্ত্র। নি—ব্যে+ক্ত করণবা। বি; ক্লীব। ৩। ঢাকা, আচ্ছাদিত। নি—ব্যে+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিবীতী (-তিন্‌)—যে গলায় মালার মত করিয়া পৈতা পরে এরূপ। নিবীত+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ।

নিবুনিবু, নিবোনিবো—নির্ব্বাপিত-প্রায়। বাং প্র। বিণ।

নিবৃত—১। আচ্ছাদনবস্ত্র; উড়ানি; উত্তরীয়বস্ত্র। নি—বৃ+ক্ত করণবা। বি; ক্লীব। ২। আচ্ছাদিত; পরিবেষ্টিত। নি—বৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিবৃত্ত—১। বিরত, ক্ষান্ত; নিবৃত্তিপ্রাপ্ত; প্রত্যাবৃত্ত। নি—বৃত্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। নিবৃত্তি। নি—বৃত্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

নিবৃত্ত-প্রসবা—যাহার (যে নারীর) সন্তান-প্রসব বন্ধ হইয়াছে এমন। নিবৃত্ত প্রসব যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

নিবৃত্তাত্মা (-ত্মন্‌)—বিষয়বিরক্ত, বিষয়ে অনাসক্ত। নিবৃত্ত আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিবৃত্তি—১। বিশ্রাম, বিরতি, থামা; প্রবৃত্তির বিপরীত; (ন্যায়মতে) যত্নবিশেষ। নি—বৃত্‌+ক্তি ভাববা। ২। মৎস্যদেশ। নি—বৃত্‌+ক্তি অধিবা। বি; স্ত্রী।

নিবৃন্ত—বোঁটা ছাড়ান। নি (নাই) বৃন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিবেদ, নিবেদন—জানান, আবেদন, বিজ্ঞাপন; সমর্পণ; বর্ণন। নি—বিদ্‌+ণিচ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—নিবেদনীয়, নিবেদ্য, নিবেদিত।

নিবেদনীয়—জানাইবার মত, নিবেদ্য। নি—বিদ্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিবেদন।

নিবেদা—জানান, নিবেদন করা। কবিপ্র। ক্রি।

নিবেদিত—বিনয়ের সহিত কথিত; যাহা জানান হইয়াছে এমন, জ্ঞাপিত; সমর্পিত; দত্ত; সূচিত। নি—বিদ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিবেদন।

নিবেদ্য—জানাইবার মত, জ্ঞাপনীয়, নিবেদনযোগ্য; সমর্পণীয়। নি—বিদ্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিবেদন।

নিবেশ—১। স্থান; শিবির; যুদ্ধ; বিবাহ। নি—বিশ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। ২। সৈন্যনিবেশ; প্রবেশ; বসা, উপবেশন। নি—বিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—নিবিষ্ট।

নিবেশন—১। স্থান; গৃহ; নগর। নি—বিশ্‌+অনট্‌ অধিবা। ২। বসা, উপবেশন; প্রবেশ। নি—বিশ্‌+অনট্‌ ভাববা। ৩। স্থাপন; নিধান; সংক্রমণ। নি—বিশ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিবেশিত।

নিবেশিত—স্থাপিত, বিন্যস্ত; প্রবেশিত; সংক্রামিত। নি—বিশ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিবেশন।

নিভ—১। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তুল্য, সদৃশ; প্রকাশ। নি—ভা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। ব্যাজ, কপট; প্রকাশ। নি—ভা+ক করণবা। বি; পুং।

নিভন্ত—নিবু-নিবু, নির্ব্বাপিতপ্রায়। নিভ+অন্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিভা—নিভিয়া যাওয়া। বাং ক্রি।

নিভাউ—লুপ্ত, বিলোপপ্রাপ্ত। বাং প্র। বিণ।

নিভাঁজ—যাহা ভাঁজ করা নয় এরূপ; খাঁটি, ভেজালশূন্য, যাহাতে মিশাল নাই এরূপ।

নি (নাই) ভাঁজ যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিভান—১। নির্ব্বাপণ। 'নির্ব্বাপণ'-শব্দজ। বি। ২। নির্ব্বাপিত। 'নির্ব্বাণ'-শব্দজ। বিণ।

নিভালন—দর্শন, দৃষ্টি। নি—ভল্+ণিচ্ (ভালি=দর্শন করা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নিভৃত—গুপ্ত, লুক্কায়িত; অস্তমিত; নিশ্চল; নির্জ্জন; ধৃত; বিনীত। নি—ভৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিম—১। বৃক্ষবিশেষ, নিমগাছ, নিম্ববৃক্ষ। 'নিম্ব'-শব্দজ। বি। ২। ঈষৎ, সামান্য; প্রায়; অর্দ্ধেক ('—রাজি')। ফার্সী। বিণ।

নিমক—লবণ। ফার্সী 'নমক'-শব্দজ। বি।

নিমকদানী—নুনের বাটী। ফার্সী। বি।

নিমকহারাম—কৃতঘ্ন; অকৃতজ্ঞ। বিণ। বি,—হারামি। [বি,—হালালি।

নিমকহালাল—কৃতজ্ঞ। ফার্সী। বিণ।

নিমকি, নিমকী—১। লবণযুক্ত। বিণ। ২। লবণযুক্ত ময়দা ঘৃতে ভাজিয়া প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ। নিমক+ই, ঈ যুক্তার্থে। বি।

নিমখুন—আধখুন, প্রায় খুনের মত। নিম যে খুন, সুপ্‌সুপা। বি বা বিণ।

নিমগন—নিমগ্ন। 'নিমগ্ন'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

নিমগ্ন—যে ডুবিয়া গিয়াছে এরূপ; আবিষ্ট; একাগ্রচিত্ত। নি—মস্জ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—নিমজ্জন।

নিমজ্জন—১। ডুবিয়া যাওয়া; নিমগ্ন হওয়া, স্নান, অবগাহন। নি—মস্জ্+অনট্ ভাববা। ২। ডুবাইয়া দেওয়া, জলে মগ্ন করা। নি—মস্জ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিমগ্ন, নিমজ্জিত।

নিমজ্জিত—যাহা জলে ডুবান হইয়াছে এরূপ। নি—মস্জ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—জ্জন।

নিমঝোল—নিমের শুক্ত, নিমপাতার ফোড়ন-দেওয়া তরকারি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

নিমতেল—নিমের ফলের তেল; নিমপাতার সহিত ফুটান তেল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

নিমন্ত্রণ—কোন স্থানে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আহ্বান, কর্ম্মবিশেষের অনুরোধে নির্দ্ধারিত সময়ে আসিবার নিমিত্ত সংবাদ-দান; ভোজনার্থ আহ্বান। নি—মন্ত্র্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিমন্ত্রিত।

নিমন্ত্রয়িতা (-য়িতৃ)—নিমন্ত্রণকারী। নি—মন্ত্র্+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

নিমন্ত্রা—নিমন্ত্রণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

নিমন্ত্রিত—যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে এরূপ, আহূত। নি—মন্ত্র্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—মন্ত্রণ।

নিমফল—নিমগাছের ফল; শিশুদিগের কোমরে পরিবার একপ্রকার অলঙ্কার। বাং প্র। বি।

নিমফুল—নিম্বপুষ্প; স্ত্রীলোকদিগের হস্তের অলঙ্কারবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

নিমবেগুন—নিমপাতার সহিত ভাজা টুক্‌রা টুক্‌রা বেগুন। বাং প্র। বি।

নিমভাজা—শিম বেগুন প্রভৃতির সহিত নিমপাতা-ভাজা তরকারি। বাং প্র। বি।

নিময়—বদল, বিনিময়। নি—মি+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

নিমরাজি, -রাজী—প্রায় রাজি, প্রায় সম্মত। সুপ্‌সুপা। বিণ।

নিমা—একপ্রকার ছোট জামা। বাং প্র। বি।

নিমাই—শ্রীচৈতন্যদেবের অপর নাম [নিম অর্থাৎ তিক্ত বলিয়া যমের যাহাতে রুচি না হয় সেইজন্য এই নাম রাখা হয়]। বি; পুং।

নিমাইৎ, নিম্বাইৎ—নিম্বার্ক-নামক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়বিশেষ। বাং প্র। বি।

নিমাখি—অন্যথা। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

নিমালিক—দেবতার প্রসাদী ফুলের, নির্ম্মাল্যের। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিমি—চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ; সূর্য্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র। নি—মা+ডি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নিমিখ—চোখের পলক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিমিত—প্রক্ষিপ্ত; উৎক্ষিপ্ত; তুল্য। নি—মা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।।

নিমিত্ত—কারণ, হেতু; প্রয়োজন, উদ্দেশ্য; চিহ্ন, শুভাশুভ চিহ্ন; শরব্য, লক্ষ্য। নি—মিদ্+তক্ করণবা। বি; ক্লীব।

নিমিত্তের ভাগী—অকারণ কোন কার্য্যের ফলের জন্য দায়ী, উদ্যোক্তা না হইয়াও কার্য্যের পরিণামের জন্য দায়ী।

নিমিত্তক—নিমিত্ত, কারণ। নিমিত্ত+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

নিমিত্তকারণ—সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ ভিন্ন কারণ, তৃতীয় কারণ [যেমন—কুম্ভকার দণ্ড চক্র সলিল প্রভৃতি ঘটের সম্বন্ধে নিমিত্তকারণ]। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নিমিষ, নিমেষ—১। চোখের পলক, চক্ষুর্নিমীলন; স্পন্দন। নি—মিষ্+ক ঘঞর্থে, ঘঞ্ ভাববা। ২। সূক্ষ্ম কালপরিমাণবিশেষ। নি—মিষ্+অচ্, ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

নিমীল, নিমীলন—১। বোজা, মুদ্রিত-করণ; অপ্রকাশ; সঙ্কোচকরণ; মরণ; মোহ। নি—মীল্+ক ঘঞর্থে, অনট্ ভাববা। ২। বন্ধ করা, মুদ্রিত করা। নি—মীল্+ণিচ্+ক, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—লিত।

নিমীলিকা—১। বন্ধ হওয়া, মুদ্রিত হওয়া; নিমীলন; ছল, ব্যাজ। নি—মীল্+ক ভাববা; নিমীল্+কন্ স্বার্থে+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। ২। বন্ধ করা, মুদিয়া ফেলা বা রাখা। নি—মীল্+ণিচ্+ক ভাববা; নিমীল+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

নিমীলিত—যাহা বুজান হইয়াছে এরূপ, মুদিত; সঙ্কুচিত; আবৃত; মৃত; নিস্পন্দ; মোহিত; অনবরত। নি—মীল্+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লন।

নিমেষ—'নিমিষ' দ্রঃ। [বিণ।

নিমেষহীন—অপলক, অনিমেষ। ৩য়াতৎ।

নিম্ন—নীচ, অধঃ, গভীর। নি—ম্না+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা।

নিম্নগ—যাহা নীচের দিকে যায় এরূপ, অধোগামী। উপতৎ; নিম্ন—গম্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিম্নগা—১। নীচের দিকে গমনকারিণী, অধোগামিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী। নিম্ন—গম্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

নিম্নচাপ—১। অল্প জোরের চাপ (low pressure). নিম্ন চাপ, কর্ম্মধা। বি। ২। যাহার চাপের জোর কম এমন। নিম্ন চাপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিম্নতাপ্রবণ—যাহা নীচের দিকে যায় এমন, নিম্নাভিমুখ। নিম্নতায় প্রবণ, ৭মীতৎ। বিণ।

নিম্নপাত—(জ্যোতিষ) অববিন্দু, ক্রান্তিবৃত্তকে কোন গ্রহের কক্ষ যে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে তাহার নিম্নতরটি (descending node). নিম্নে পাত, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

নিম্নপ্রাথমিক—পাঠ্যবিষয়ে নিম্নশ্রেণীর, প্রারম্ভিক (lower primary). কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নিম্নলিখিত—নীচে যাহা লেখা হইয়াছে এরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।

নিম্নসীমা—যাহার অপেক্ষা কম আর হইতে পারে না (minimum). কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নিম্নোক্ত—নীচে যাহা বলা হইয়াছে এরূপ। নিম্নে উক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

নিম্নোদ্ধৃত—যাহা অন্য স্থান হইতে আনিয়া নীচে লেখা হইয়াছে এরূপ। নিম্নে উদ্ধৃত, ৭মীতৎ। বিণ।

নিম্নোন্নত—উচ্চনীচ, বন্ধুর। কোথায়ও নিম্ন কোথায়ও উন্নত, কর্ম্মধা। বিণ।

নিম্ব, নিম্বক—নিমগাছ। নিম্ব্+অচ্ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

নিম্বু, নিম্বুক—১। কাগজী নেবুর গাছ। নিম্ব্+উ কর্ত্তৃবা, পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। কাগজী নেবু। নিম্বু, নিম্বুক+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব।

নিয়ড়—১। নিকট ("দেবগণের গতি নাই লঙ্কার নিয়ড়"—কৃত্তিবাস)। বি। ২। প্রত্যাবৃত্ত; আগুয়ান; সমীপাগত। 'নিকট'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নিয়ৎ—১। ইচ্ছা, মানস, অভিলাষ। বৈদেশিক। ২। নিয়তি, অদৃষ্ট। 'নিয়তি'-শব্দজ। বি।

নিয়ত—১। বশীকৃত; দমিত; সংযত; শাসিত; যাহা অতিক্রম করিতে পারা যায় না এরূপ; অপরিহার্য্য; স্থির, নিশ্চিত; অবশ্যম্ভাবী; অবিচ্ছিন্ন; নিয়মযুক্ত। নি—যম্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। অবিশ্রান্ত, নিত্য। নি—যম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৩। নিত্য, সর্ব্বদা। ক্রি-বিণ। ৪। নিত্যকর্ম্ম। নি—যম্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

নিয়তকালিক—যাহা পর্য্যায়ক্রমে ঘটে এরূপ; যাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যাপিয়া স্থিতি করে এরূপ (periodic). নিয়তকাল+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কালিকী।

নিয়তবায়ু—(ভূগোল) যে বায়ুপ্রবাহ সারাবৎসর একই দিকে চালিত হয় তাহা (constant wind). নিয়ত বায়ু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিয়তাত্মা (-ত্মন্)—সংযতাত্মা। নিয়ত (সংযত) আত্মা যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

নিয়তাশন—১। যে পরিমাণমত বা নিয়মমত আহার করে এরূপ, নিয়মিতভোজী। নিয়ত (নিয়মিত) অশন যাহা কর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ২। পরিমাণমত বা নিয়মমত খাওয়া, নিয়মিত ভোজন। নিয়ত অশন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নিয়তাহার—১। যে সর্ব্বদা সংযতভাবে আহার করে এরূপ, যে আহারবিষয়ে যথেচ্ছাচার করে না এরূপ। নিয়ত আহার যাহা কর্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ২। নিয়মিত ভোজন। কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিয়তি—১। দৈব, ভাগ্য, বিধিনির্ব্বন্ধ; ঐশিক-নিয়মানুসারে জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কর্ম্মের পরিণাম, পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরনির্দ্ধারিত তত্তৎ কর্ম্মের ফলভোগাবস্থা; অতর্কিত বা অনপেক্ষিত ঘটনা; অপরিহার্য্য ঘটনা; নিয়ম; মৃত্যু। নি—যম্+ক্তি করণবা। ২। বিধাতার পত্নী। নি—যম্+ক্তিচ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

নিয়তিনির্দ্দি(র্দি)ষ্ট—দৈব বা অদৃষ্ট দ্বারা নির্দ্ধারিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

নিয়তী—দুর্গা। নি—যম্+ক্তিচ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নিয়তেন্দ্রিয়—যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দমন করিয়াছে এরূপ, জিতেন্দ্রিয়। নিয়ত (সংযত) ইন্দ্রিয় যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

নিয়ন্তা (নিয়ন্তৃ)—১। পরিচালক, নিয়ামক, বিধিবিধায়ক; যে দমন করে এরূপ, শাসনকর্তা; পথাদিচালক। নি—যম্+তৃচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ন্ত্রী। ২। সারথি। বি; পুং।

নিয়ন্ত্রণ—পরিচালন, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আনয়ন; নিবারণ; সংযমন; পরিমিত মাত্রায় বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ ('খাদ্য—')। নি—যন্ত্র্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ন্ত্রিত।

নিয়ন্ত্রিত—পরিচালিত; দমিত; বিশেষ বিধানের দ্বারা সংযত; বদ্ধ; নিবারিত; সঙ্কোচিত। নি—যন্ত্র্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ন্ত্রণ।

নিয়ম—১। ধর্ম্মের পুত্র। নি—যম্+ঘঞ্ করণবা। ২। প্রণালী, ধারা, রীতি; বিধি, ব্যবস্থা; অবধারণ; দমন; নিরোধ; পাপ-প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিজন্য ইন্দ্রিয়বর্গের দমন; ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্মানুষ্ঠান; ব্রত-উপবাসাদি; শুচিতা সন্তোষ তপস্যা অধ্যয়ন এবং ঈশ্বরে প্রণিধান; প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার; সূত্র, লক্ষণ; বন্ধন। নি—যম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—মিত।

নিয়মতন্ত্র—আইন-কানুন। নিয়মের তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নিয়মতন্ত্রবাদ—কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া রাজ্যশাসন করা উচিত এই মত। নিয়মতন্ত্রের (নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রাজ্যশাসনের) বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিয়মতন্ত্রবাদী (-বাদিন্)—যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রাজ্য শাসন করিবার পক্ষপাতী এমন। উপতৎ; নিয়মতন্ত্র—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

নিয়মতান্ত্রিক—যে নির্দ্দিষ্ট-নিয়মানুযায়ী রাজ্যশাসনের পক্ষপাতী এরূপ; নিয়মতন্ত্র-সম্বন্ধীয় (constitutional). নিয়মতন্ত্র (নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রাজ্যশাসন)+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নিয়মন—সংযমন, দমন; বারণ; বন্ধন; ব্যবস্থাপন, বিধিবিধান, নিয়ম করিয়া দেওয়া, নিয়ম। নি—যম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—মিত।

নিয়মনিষ্ঠ—যে ঠিকভাবে নিয়ম পালন করে এরূপ, যে শ্রদ্ধার সহিত নিয়মের অনুবর্তন করে এরূপ, বিধিপরায়ণ। নিয়মে নিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিয়ম-পত্র—চুক্তিপত্র, যে পত্রে অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করা হয় তাহা। নিয়মযুক্ত পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নিয়ম-পালক—যে নিয়ম মানিয়া কার্য্য করে এরূপ, নিয়মরক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পালিকা।

নিয়ম-পালন—নিয়মরক্ষা, নিয়মের অনুবর্তন, বিধিমত কার্য্যকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নিয়ম-পূর্ব্ব(র্ব)ক—নিয়মিতভাবে, বাঁধাধরা নিয়মের অনুযায়ী হইয়া। নিয়ম পূর্ব্ব যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে (ক সমাসান্ত)। ক্রি-বিণ।

নিয়মবহির্ভূত—যাহা নিয়মের বাহিরে এরূপ, অবৈধ, যাহা বিধিসঙ্গত নহে এরূপ। ৫মীতৎ। বিণ।

নিয়মবিগর্হিত—যাহা নিয়মসঙ্গত নহে এরূপ; অবৈধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

নিয়মবিধান—১। নিয়মকরণ; আইন প্রস্তুত করা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। নিয়ম এবং আইন। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব। [বিণ।

নিয়মবিরুদ্ধ—নিয়মের বিপরীত। ৬ষ্ঠীতৎ।

নিয়মভঙ্গ—নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অন্যথাচরণ; নিয়মলঙ্ঘন; প্রতিশ্রুতি অরক্ষণ বা লঙ্ঘন (breach of contract); মাতাপিতৃবিয়োগে ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনের পর নির্দ্দিষ্ট দিনে পূর্ব্বাচার গ্রহণ; অশৌচান্তে হবিষ্যান্নাদি বর্জ্জন করিয়া পূর্ব্ববৎ আমিষ ভক্ষণাদি আরম্ভকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিয়মরক্ষা—নিয়মমাত্র পালন; আন্তরিকতা বা উদ্যমশূন্য কার্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নিয়মলঙ্ঘন—নিয়মের ব্যতিক্রম করণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নিয়মসেবা—১। নিয়মানুসারে বিষ্ণুর সেবা [ইহা আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী হইতে সমগ্র কার্ত্তিক মাসে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে]। ৩য়াতৎ। ২। নিয়মানুবর্তন, নিয়মপালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নিয়মস্থিতি—তপস্যা; নিয়মপূর্ব্বক থাকা। ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

নিয়মাধীন—যে নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য এরূপ, নিয়মানুবর্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নিয়মানুবর্ত্তি(র্তি)তা—নিয়মপালন, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্তন। নিয়মানুবর্তিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—বর্তী।

নিয়মানুবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্তী**—নিয়মানুযায়ী, নিয়মানুসারী, যে নিয়ম পালন করে এরূপ। উপতৎ; নিয়ম—অনু—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্তিনী। বি,—বর্তিতা।

নিয়মানুযায়ী (-যায়িন্)—১। নিয়ম-অনুসারে কৃত অনুষ্ঠিত বা সম্পাদিত, নিয়মানুগত; যে নিয়ম-অনুসারে চলে এরূপ, নিয়মানুবর্তী। উপতৎ; নিয়ম—অনু—যা+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যায়িনী। বি,—যায়িতা। ২। নিয়মমত; নিয়মানুসারে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

নিয়মানুসারী (-সারিন্)—'নিয়মানুযায়ী' (সকল অর্থে)। উপতৎ; নিয়ম—অনু—সৃ

+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –সারিণী। বি, –সারিতা।

নয়মিত—নিয়মবদ্ধ; ব্যবস্থাপিত; বদ্ধ; নিবারিত; নিষিদ্ধ; অবধারিত, নিশ্চিত; আকৃষ্ট। নি—যম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিয়ম, নিয়মন।

নিয়মিতরূপ—যেরূপ নিয়ম আছে সেইরূপ, নিয়মানুযায়ী, যথাবিহিত। নিয়মিত রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ, –রূপে।

নিয়মী (-মিন্)—নিয়মপালনকারী। নিয়ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –মিনী।

নিয়ম্য—শিক্ষণীয়; শাসনীয়; নিয়মযোগ্য; নিগ্রাহ্য। নিয়ম+ণিচ্ (=নিয়মি নামধাতু) +যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

নিয়র—নিকট; নিকটে। 'নিকট'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিয়াই, নিহাই—নেহাই, যে লৌহখণ্ডের উপর কর্ম্মকার উত্তপ্ত লৌহ রাখিয়া আঘাত করে তাহা। 'নিধাপিকা' বা 'নাভি'-শব্দজ। বি।

নিয়াচ—জলকাদায় ধানের বীজ ছড়াইয়া চারা জন্মান। বাং প্র। বি।

নিযাতন—১। বিনাশকরণ, নিপাতন। নি—যত্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। নাশকারী; জয়যুক্ত। নি—যত্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিয়ান—লৌহময় বাঁটযুক্ত বাটালী। বাং প্র। বি। [বি; পুং।

নিয়াম—নিয়ম। নি—যম্+ঘঞ্ ভাববা।

নিয়ামক—পরিচালক, নিয়মকর্ত্তা, নিয়ন্তা, ব্যবস্থাপক; নিরূপক; কর্ণধার; (জ্যামিতি) বক্ররেখা অথবা তল-অঙ্কনের অচল রেখা (directrix). নি—যম্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ। স্ত্রী, –মিকা।

নিয়ালি, নিয়ালী—১। নবমল্লিকা; মালতীফুল। 'নবমল্লিকা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ২। একপ্রকার আউশ ধান। বাং প্র। বি।

নিযুক্ত—যাহাকে কাজে লাগান হইয়াছে এরূপ; প্রবর্ত্তিত; বাহাল, ভর্ত্তি; ব্যাপৃত; অধিকৃত; আদিষ্ট; আজ্ঞপ্ত; প্রবৃত্ত। নি—যুজ্+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—নিয়োগ।

নিযুক্তি—নিয়মপালন। নি—যুজ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—নিযুক্ত।

নিযুত—দশলক্ষ সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। নি—যু+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব, বা বিণ।

নিযুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধাদি। নি—যুধ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

নিযোক্তা (নিযোক্তৃ)—নিয়োগকর্ত্তা, প্রভু; আদেষ্টা, আজ্ঞাপক; প্রবর্ত্তক; ভারদাতা। নি—যুজ্+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ। স্ত্রী—নিযোক্ত্রী।

নিয়োগ—কাজে লাগান, নিযুক্ত করা, কর্ম্মে বা পদে প্রতিষ্ঠিত করা; শাসন; আজ্ঞা; প্রেষণ; ভারার্পণ; মনোযোগদান; প্রবৃত্তি; নিশ্চয়; অধিকার। নি—যুজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—নিযুক্ত।

নিয়োগপত্র—যে পত্র দ্বারা কাহাকেও কোন কর্ম্মে বা পদে নিযুক্ত করা হয় তাহা (appointment letter). নিয়োগজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নিয়োগপ্রথা—অক্ষম স্বামিকর্ত্তৃক দেবরাদি দ্বারা স্বপত্নীতে সন্তান উৎপাদনের প্রাচীন রীতি। ৬ষ্ঠিতৎ। বি; স্ত্রী।

নিয়োগী (নিয়োগিন্)—যে নিযুক্ত হইয়াছে এরূপ, ব্যাপৃত; যে আদিষ্ট হইয়াছে এরূপ। নিয়োগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –গিনী। [বি।

নিয়োগী—জাতীয় উপাধিবিশেষ। বাং প্র।

নিয়োগ্য—নিয়োগকর্ত্তা, প্রভু। নি—যুজ্+ণ্যৎ কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ।

নিয়োজক—যে নিয়োগ করে এরূপ, নিযোক্তা। নি—যুজ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –জিকা।

নিয়োজন—কাজে লাগান, নিযুক্ত করা; আদেশ করা; প্রেরণ; প্রবর্ত্তন। নি—যুজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –জিত।

নিয়োজয়িতা (-তৃ)—নিয়োগকর্ত্তা, যে নিযুক্ত করে এরূপ। নি—যুজ্+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

নিয়োজিত—কাজে যাহাকে লাগান হইয়াছে এরূপ; বাহাল; প্রবর্ত্তিত; আজ্ঞপ্ত; প্রেরিত; অধিকারিত। নি—যুজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –জন।

নিযোজ্য—যাহাকে নিযুক্ত করা উচিত এরূপ; কিঙ্কর, দাস; প্রেষ্য। নি—যুজ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

নির্—নিঃ (নির্) তাহা দ্রঃ।

নিরংশ—১। অংশহীন; শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে যাহারা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হয় না এরূপ। বিণ। ২। রাশির ভোগকালের প্রথম ও শেষ দিন; সংক্রান্তি। নির্ (নাই) অংশ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

নিরংশু—যাহার কিরণ নাই এরূপ, জ্যোতির্হীন। নির্ (নাই) অংশু যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরক্ষ—বিষুবরেখা; নাড়ীমণ্ডল। নির্—অক্ষ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নিরক্ষদেশ—(জ্যোতিষ) বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে উক্তরেখা-সন্নিহিত স্থানসমূহ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিরক্ষবৃত্ত, -মণ্ডল—(জ্যোতিষ) বিষুবরেখা। নিরক্ষসূচক বৃত্ত, মণ্ডল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নিরক্ষর—যাহার বর্ণজ্ঞান অর্থাৎ লেখাপড়ার সামান্য জ্ঞানও নাই এমন, মূর্খ। নির্ (নাই) অক্ষর (অক্ষরজ্ঞান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরক্ষরেখা—(জ্যোতিষ) বিষুবরেখা। নিরক্ষসূচিকা রেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নিরক্ষান্তর—(জ্যোতিষ) নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে পৃথিবীর কোন এক স্থানের দূরত্ব (latitude). নিরক্ষ হইতে অন্তর, ৫মীতৎ। বি; ক্লীব। **উত্তর নিরক্ষান্তর**—বিষুবরেখা হইতে উত্তরদিকের দূরত্ব পরিমাণ। **দক্ষিণ নিরক্ষান্তর**—বিষুবরেখা হইতে দক্ষিণদিকের দূরত্ব পরিমাণ।

নিরক্ষীয়—(জ্যোতিষ) নিরক্ষবৃত্ত-সম্বন্ধীয় (equatorial). নিরক্ষ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নিরখা—দেখা; নিরীক্ষণ করা। 'নিরীক্ষণ'-শব্দজ। কবিপ্র। ক্রি।

নিরগ্নি—১। অগ্নিশূন্য; দীপ্তিহীন; অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত অনুষ্ঠান-বর্জ্জিত। নির্ (নাই) অগ্নি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। যজ্ঞ হোম ইত্যাদি অগ্নিক্রিয়ারহিত ব্রাহ্মণ। বি; পুং।

নিরঙ্কুশ—প্রতিবন্ধকশূন্য, বাধাহীন; অনিবার্য্য; স্বেচ্ছাচারী। নির্ (নাই) অঙ্কুশ (প্রতিবন্ধক) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরঙ্গ—১। অঙ্গহীন। বিণ। স্ত্রী, –ঙ্গা, –ঙ্গী। ২। কামদেব। নির্ (নাই) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নিরঙ্গরূপক—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ। [ইহা অর্থালঙ্কার। অঙ্গের আরোপ নাই, অথচ কেবল অঙ্গীর আরোপ আছে এরূপ স্থলে এই অলঙ্কার ঘটিয়া থাকে।] কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নিরঙ্গুল—যাহা অঙ্গুলি হইতে বাহির হইয়াছে এরূপ; অঙ্গুলিশূন্য। নির্গত অঙ্গুলি হইতে, প্রাদি; বা, নিঃ (নাই) অঙ্গুলি যাহার, বহুব্রী (অচ্ সমাসান্ত)। বিণ।

নিরজন—১। নির্জ্জন; নিভৃত স্থান। 'নির্জ্জন'-শব্দজ। কবিপ্র। বি বা বিণ। ২। দেবতার আরতি। 'নীরাজন'-শব্দজ। বি।

নিরঞ্জন—১। নির্ম্মল, অঞ্জনরহিত; অবিদ্যাদোষরহিত। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। বি; ক্লীব। ৩। শিব। নির্ (নাই) অঞ্জন (মলিনত্ব) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৪। দেবদেবীর প্রতিমা পূজান্তে জলে নিক্ষেপপূর্ব্বক বিসর্জ্জন। বাং প্র। বি।

নিরঞ্জনা—১। পূর্ণিমা তিথি। নির্ (নাই) অঞ্জন (অর্থাৎ অন্ধকার) যাহাতে, বহুব্রী +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। নির্ম্মলা। নিরঞ্জন (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিরত—ব্যাপৃত ; নিযুক্ত ; আসক্ত, অনুরক্ত। নি—রম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—নিরতি।

নিরতি—কার্য্যে ব্যাপৃতি ; অত্যন্ত আসক্তি। নি—রম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—নিরত।

নিরতিশয়—১। অতি, অতিরিক্ত, অত্যধিক ; অত্যুৎকৃষ্ট। বিণ। ২। পরমেশ্বর। নির্ (নাই) অতিশয় যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

নিরত্যয়—যাহার শেষ বা বিনাশ নাই এমন, অত্যয়রহিত, অবিনাশী; বাধারহিত ; নির্দ্দোষ। নির্ (নাই) অত্যয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরদন্দ্ব—শান্ত, বন্দ্বহীন, সাম্যভাব প্রাপ্ত। 'নির্দ্বন্দ্ব'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নিরদয়—দয়াহীন, কৃপাশূন্য। 'নির্দ্দয়'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

নিরধিকার—অধিকারশূন্য ; অধিকারচ্যুত। নির্ (নাই) অধিকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরধ্ব—পথ হইতে নিষ্ক্রান্ত, যে পথ হারাইয়াছে এরূপ। নির্গত অধ্ব অর্থাৎ পথ হইতে, প্রাদি (অচ্ সমাসান্ত)। বিণ।

নিরন্তর—১। ঘন, সান্দ্র ; নিবিড় ; ফাঁকশূন্য, নিরবকাশ, নিশ্ছিদ্র। বিণ। ২। সর্ব্বদা, অনবরত। নির্ (নাই) অন্তর যাহাতে, বহুব্রী। ক্রি-বিণ।

নিরন্তরাল—অপ্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ; আড়ালশূন্য। নির্ (নাই) অন্তরাল যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরন্ন—যাহার অন্নের সংস্থান নাই এরূপ, দরিদ্র। নির্ (নাই) অন্ন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরন্বয়—নিঃসন্তান ; নির্ব্বংশ; নিঃসম্পর্ক, সম্বন্ধরহিত। নির্ (নাই) অন্বয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরপত্য—যাহার ছেলেমেয়ে নাই এমন, নিঃসন্তান, পুত্রকন্যারহিত। নির্ (নাই) অপত্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরপত্রপ—নির্লজ্জ, লজ্জাশূন্য। নির্ (নাই) অপত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরপরাধ—যে অপরাধ করে নাই এমন, নির্দ্দোষ। নির্ (নাই) অপরাধ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—রাধা (সংস্কৃত), —রাধিনী (বাংলা মতে)।

নিরপরাধিনী—নিরপরাধা, দোষহীনা। বাং প্র। [ব্যাকরণ মতে 'নিরপরাধা']। বিণ ; স্ত্রী।

নিরপায়—অক্ষয়, অবিনশ্বর। নির্ (নাই) অপায় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরপেক্ষ—অপেক্ষারহিত, স্বতন্ত্র, স্বাধীন ; পক্ষপাতশূন্য ; উদাসীন ; (মনোবিজ্ঞান) যাহা কোন সর্ত্তের অধীন নহে এমন (categorical). নির্ (নাই) অপেক্ষা যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—ক্ষতা। ক্রি-বিণ—নিরপেক্ষে (প্রাঃ কবিপ্র)।

নিরপেক্ষতা—পক্ষপাতশূন্যতা ; স্বাধীনতা ; অনুরোধ প্রভৃতিতে উপেক্ষা; উদাসীনতা। নিরপেক্ষ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—নিরপেক্ষ।

নিরব—নিঃশব্দ, মৌনী। নি (নাই) রব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরবকাশ—যাহাতে ফাঁক নাই এমন, অবকাশশূন্য ; যাহা তখনই করিতে হইবে এরূপ ('—কর্ম্ম')। নির্ (নাই) অবকাশ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরবগ্রহ—স্বতন্ত্র ; নিষ্প্রতিবন্ধক ; ব্যাঘাতরহিত। নির্ (নাই) অবগ্রহ (প্রতিবন্ধ) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরবচ্ছিন্ন—ছেদশূন্য, ক্রমাগত, নিরন্তর ; শুদ্ধ, কেবল ; বিশুদ্ধ, নির্ম্মল। নির্ (নয়) অবচ্ছিন্ন (বিচ্ছিন্ন), প্রাদি। বিণ।

নিরবদ্য—যাহাতে কোন দোষত্রুটি নাই এমন, অনবদ্য, অনিন্দ্য, নিষ্কলঙ্ক ; উৎকৃষ্ট। নির্গত অবদ্য (মন্দ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরবধি—১। যাহার অবধি বা শেষ নাই এরূপ, অনন্ত, অসীম। বিণ। ২। সর্ব্বদা, নিরন্তর, সতত ; অবাধে। নির্ (নাই) অবধি যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নিরবয়ব—১। যাহার কোন আকার নাই এমন, নিরাকার। বিণ। ২। কামদেব ; পরমাণু। নির্ (নাই) অবয়ব যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

নিরবলম্ব—যাহার কোন অবলম্বন নাই এরূপ, যাহার কোন উপায় নাই এরূপ, নিরুপায়, নিরাশ্রয়, নিঃসহায়। নির্ (নাই) অবলম্বন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরবলম্বন—নিরাশ্রয়, অসহায়। নির্ (নাই) অবলম্বন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরবশেষ—শেষ, সমগ্র, সম্পূর্ণ। নির্ (নাই) অবশেষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরবশেষিত—যাহাতে কিছুই অবশিষ্ট নাই এরূপ, নিঃশেষিত। নিরবশেষ+ণিচ্ (=নিরবশেষি নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিরবসিত—যাহারা ভোজন করিলে ভোজনপাত্র সংস্কার দ্বারাও শুদ্ধ হয় না এরূপ, অত্যন্ত অপবিত্র বা নীচ ('—জাতি')। নির্—অব—সো+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিরভিমান—১। দেমাক না থাকা, অভিমানের অভাব, গর্ব্বশূন্যতা। নির্ (নয়) অভিমান, প্রাদি। বি ; পুং। ২। গর্ব্বশূন্য, যাহার অহঙ্কার নাই এরূপ। নির্ (নাই) অভিমান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরভিমানী (-মানিন্)—যাহার দেমাক নাই এরূপ, গর্ব্বশূন্য। নির্ (নয়) অভিমানী, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী,—মানিনী।

নিরভ্র—মেঘশূন্য। নির্ (নাই) অভ্র যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরমল—ময়লাশূন্য, বিমল ; পবিত্র। 'নির্ম্মল'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

নিরমা—নির্ম্মাণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

নিরমাওল—নির্ম্মাণ করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [কবিপ্র। বি।

নিরমায়—তৈয়ার। 'নির্ম্মাণ'-শব্দজ।

নিরমূল—মূলহীন। 'নির্ম্মূল'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

নিরম্বর—উলঙ্গ, নগ্ন। নির্ (নাই) অম্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরম্বু—যাহাতে জলগ্রহণ করা হয় না এরূপ ; নির্জ্জল। নির্ (নাই) অম্বু যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরয়—নরক। নির্ (নির্গত) অয় (সৌভাগ্য) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

নিরয়গামী (-গামিন্)—কর্ম্মদোষে যাহাকে নরকে যাইতে হয় এমন, নরকগামী, পাপভাগী। উপতৎ ; নিরয়—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী, —ণী।

নিরয়ন—১। নির্গমন। নির্—ই বা অয়্+অনট্ ভাববা। ২। বাহিরে যাইবার পথ বা উপায়। নির্—ই বা অয়্+অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।

নিরর্গল—১। অবাধ, প্রতিবন্ধকশূন্য ; অর্গলরহিত ; উদ্দাম। নির্ (নাই) অর্গল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অনর্গল, অবাধে। নির্ (নাই) অর্গল যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নিরর্থক—১। ব্যর্থ, নিষ্প্রয়োজন, বিফল ; অর্থশূন্য। বিণ। স্ত্রী,—র্থিকা। ২। বৃথা। নির্ (নাই) অর্থ যাহাতে, বহুব্রী (ক-আগম)। ক্রি-বিণ।

নিরল—নির্জ্জনস্থান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিরলঙ্কা(ংকা)র—অলঙ্কারবিহীন, আভরণশূন্য। নির্ (নাই) অলঙ্কার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরলস—আলস্যহীন। নির্ (নয়) অলস, প্রাদি। বিণ।

নিরশন—১। না খাওয়া, উপবাস, অনাহার। নির্ (নয়) অশন, প্রাদি। বি ; ক্লীব। ২। যাহার খাওয়া হয় নাই এমন, ভোজনরহিত। নির্ (নাই) অশন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরস—রসহীন, বিস্বাদ ; অরসিক, কঠোর।

নির্ (নাই) রস যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরসন—দূরীকরণ; প্রত্যাখ্যান, নিরাকরণ; নিক্ষেপ; হনন, বধ; নিষ্ঠীবনত্যাগ, থুথু ফেলা; নিষ্কাশন। নির্—অস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—সনীয়, —স্ত।

নিরসনীয়—যাহা খণ্ডন করিতে হইবে এমন; যাহা দূর করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ; বহিষ্করণীয়; নিবর্তনীয়। নির্—অস্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সন।

নিরস্ত—ক্ষান্ত, নিবর্ত্তিত, নিবারিত; দূরীকৃত, বহিষ্কৃত; নিক্ষিপ্ত; পরিত্যক্ত; নিরাকৃত, প্রত্যাখ্যাত; খণ্ডিত; হত; প্রতিহত; নিষ্ঠ্যূত; শীঘ্রোচ্চারিত; ভর্ৎসিত। নির্—অস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সন।

নিরস্ত্র—যাহার অস্ত্র নাই এরূপ, অস্ত্রশূন্য। নির্ (নাই) অস্ত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরস্ত্র করা—অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া; আক্রমণ বা আত্মরক্ষার উপায় হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা। **নিরস্ত্র প্রতিরোধ**—অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বাধা দেওয়া (passive resistance)

নিরহঙ্কা(ৎকা)র—অহঙ্কারশূন্য, নিরভিমান। নির্ (নাই) অহঙ্কার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরহঙ্কা(ৎকা)রী (-রিন্)—অহঙ্কারশূন্য, নিরভিমান। নির্ (নয়) অহঙ্কারী, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

নিরাই—১। বর্ষার সময়ে জলা জায়গাতে মাছ ধরা। বি। ২। জলময়; জলের। বাং প্র। ৩। অল্পায়ু। 'নিরায়ুঃ'-শব্দজ। ৪। বায়ুশূন্য। 'নির্বাত'-শব্দজ। বিণ।

নিরাকরণ—নিবারণ; খণ্ডন; প্রত্যাখ্যান, দূরীকরণ; নির্ণয়, অবধারণ; নিরসন; মীমাংসা, সিদ্ধান্ত। নির্—আ—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

নিরাকরিষ্ণু—নিবারণশীল; প্রত্যাখ্যানকারী; যে দূর করে বা নষ্ট করে এরূপ। নির্—আ—কৃ+ইষ্ণু কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিরাকাঙ্ক্ষ—কোন বিষয়ে যাহার কোনরূপ কামনা নাই এরূপ, নিস্পৃহ, আকাঙ্ক্ষারহিত। নির্ (নাই) আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরাকার—১। আকারশূন্য; যাহার শরীর নাই এরূপ। নির্ (নাই) আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। আকাশ; বিষ্ণু; শিব; পরমেশ্বর। বি; পুং।

নিরাকুল—যে আকুল নয় এরূপ, অব্যাকুল; অস্পষ্ট। নির্ (না) আকুল, প্রাদি। বিণ।

নিরাকৃত—খণ্ডিত, নিরস্ত; নির্ণীত, অবধারিত; মীমাংসিত, সিদ্ধান্তিত; দূরীকৃত; নিবারিত। নির্—আ—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

নিরাকৃতি—১। 'নিরাকরণ' (সকল অর্থে)। নির্—আ—কৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—কৃত। ২। আকৃতিহীন, নিরাকার; স্বাধ্যায়হীন; পঞ্চযজ্ঞত্যাগী। নির্ (নাই) আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরাড়ম্বর—যাহাতে জাঁকজমক নাই এরূপ, আড়ম্বরশূন্য। নির্ (নাই) আড়ম্বর যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরাতঙ্ক—আতঙ্কশূন্য, নির্ভয়। নির্ (নাই) আতঙ্ক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরাতপ—যাহাতে সূর্য্যকিরণ নাই এমন, আতপশূন্য। নির্ (নাই) আতপ যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

নিরাতপা—১। রাত্রি। বি; স্ত্রী। ২। সূর্য্যকিরণশূন্যা। নির্ (নাই) আতপ যখন বা যেখানে, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিরাদর—যাহার কোন আদর নাই এমন, আদরহীন, সম্ভ্রমশূন্য। নির্ (নাই) আদর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরাধার—আধারশূন্য, পাত্রবিহীন; নিরাশ্রয়। নির্ (নাই) আধার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরানই, নিরানব্বই—নবনবতি, এককম একশ; ৯৯-সংখ্যক। বাং প্র। বি বা বিণ।

নিরানন্দ—১। যাহার আনন্দ নাই এরূপ, বিষণ্ণ; শোকাকুল। নির্ (নাই) আনন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বিষাদ। নির্ (নয়) আনন্দ, প্রাদি। বি; পুং। [বিণ।

নিরানন্দী—আনন্দশূন্য। প্রাঃ কবিপ্র।

নিরানব্বই—'নিরানই' দ্রঃ।

নিরাপৎ (-পদ্)—যাহাতে কোন বিঘ্ন বা উপদ্রব নাই এরূপ, নিরুপদ্রব, অকণ্টক; বিপন্মুক্ত। নির্ (নাই) আপদ্ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। বি,—পত্তা। ক্রি-বিণ,—পদে।

নিরাপত্তা—বিঘ্নবিপদের অভাব, বিঘ্নহীনতা, বিপত্তিশূন্যতা। নিরাপদ্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—পৎ (-পদ্)।

নিরাভরণ—অলঙ্কারশূন্য, ভূষণবিহীন। নির্ (নাই) আভরণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরাময়—সুস্থ, নীরোগ। নির্ (নাই) আময় (রোগ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরামিষ—১। মাংসাদি আমিষরহিত। বিণ। ২। আমিষবিহীন খাদ্য। নির্ (নাই) আমিষ যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

নিরামিষাশী (-শিন্)—যে মাছ মাংস ডিম প্রভৃতি খায় না এমন। উপতৎ; নিরামিষ—অশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শিনী।

নিরামিষ্য—মাংসশূন্য; জীবশূন্য; পশুশূন্য ("সিংহ যেন দুঃখচিত্ত নিরামিষ্য বনে"—কাশীরাম)। কবিপ্র। বিণ।

নিরায়ত—১। সম্পূর্ণ বিস্তৃত, পূর্ণপ্রসারিত। নির্ (সম্যক্, সম্পূর্ণরূপে) আয়ত (প্রসারিত), প্রাদি। ২। অবিস্তৃত; সঙ্কুচিত। নির্ (নয়) আয়ত, প্রাদি। বিণ।

নিরায়াস—সহজ, আয়াসশূন্য। নির্ (নাই) আয়াস যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরায়ুধ—নিরস্ত্র, আয়ুধশূন্য। নির্ (নাই) আয়ুধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরালম্ব—নিরাশ্রয়, অবলম্বনহীন। নির্ (নাই) আলম্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরালয়—যাহার বাড়ীঘর নাই এরূপ, গৃহহীন; বনবাসী। নির্ (নাই) আলয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরালস্য—১। আলস্যশূন্যতা, শ্রমশীলতা। নির্ (না) আলস্য, প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। আলস্যশূন্য; উদ্যমযুক্ত। নির্ (নাই) আলস্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরালা—নিভৃত, নির্জ্জন; বিরল। 'নিরালয়'-শব্দজ। বি বা বিণ।

নিরালোক—আলোকশূন্য। নির্ (নাই) আলোক যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরাশ—আশাহীন, হতাশ। নির্ (নাই) আশা যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি—নৈরাশ্য।

নিরাশঙ্ক—ভয়শূন্য। নির্ (নাই) আশঙ্কা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরাশা—১। আশাশূন্যতা, নৈরাশ্য। নির্ (নয়) আশা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। আশাশূন্যা; নিরাহারা। নিরাশ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিরাশ্বাস—সান্ত্বনাশূন্য; ভরসাহীন; নিরাশ। নির্ (নাই) আশ্বাস যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরাশ্রয়—অসহায়; অশরণ, যাহার আশ্রয় নাই এরূপ। নির্ (নাই) আশ্রয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরাস—নিরসন (তাহা দ্রঃ)। নির্—অস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—নিরস্ত।

নিরাসক্ত—যাহার কোন বিষয়ে মন নাই এমন, অনাসক্ত, আসক্তিশূন্য, উদাসীন। নির্ (নয়) আসক্ত, প্রাদিতৎ। বিণ।

নিরাসন—যাহাতে আসন নাই এরূপ। নির্ (নাই) আসন যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরাহার—১। যাহার খাওয়া হয় নাই এমন, উপবাসী। নির্ (নাই) আহার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। খাওয়ার অভাব। নির্ (নয়) আহার, প্রাদি। বি; পুং।

নিরিখ, নিরীখ—জিনিসের দাম; খাজানার বা মূল্যের হার। ফার্সী 'নির্খ'-

শব্দজ। বি। **নিরিখ বন্দী**—বাজারদর নির্দ্ধারণ; দ্রব্যমূল্যের হারের ফর্দ্দ। **নিরিখের মোকদ্দমা**—খাজানার হার বাড়াইবার জন্য মোকদ্দমা।

নিরিন্দ্রিয়—যাহার চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নাই এমন, ইন্দ্রিয়শূন্য, যাহার পুং বা স্ত্রী-চিহ্ন নাই এমন, ক্লীব, নপুংসক; প্রমাণ-শূন্য; দুর্ব্বল; উৎপাদনশক্তিরহিত। নির্ (নাই) ইন্দ্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরিবিলি—১। নিরালায়, নিভৃতে, একান্তে। ক্রি-বিণ। ২। নির্জ্জন, নিরালা। 'নিরাবিল'-শব্দজ। বিণ।

নিরিবিলে—একান্তে ("আয় খাঁচায় থাকি নিরিবিলে"—রবীন্দ্রনাথ)। কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

নিরিমিষ—নিরামিষ (তাহা দ্রঃ)।

নিরীক্ষক—দর্শক, যে নিরীক্ষণ করে এরূপ; দলিল ইত্যাদি দেখিয়া যিনি হিসাব পরীক্ষা করেন (auditor). নির্—ঈক্ষ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ। স্ত্রী,—ক্ষিকা। বি,—ক্ষণ, —ক্ষা।

নিরীক্ষণ—দেখা, নয়ন দ্বারা অনুভব করণ, দর্শন। নির্—ঈক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —ক্ষক, —ক্ষণীয়, —ক্ষমাণ, —ক্ষিত।

নিরীক্ষমাণ—যে দেখিতেছে এরূপ, দর্শনকারী। নির্—ঈক্ষ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—ক্ষণ, —ক্ষা।

নিরীক্ষা—দৃষ্টি, দর্শন; প্রমাণ-প্রয়োগাদি দেখিয়া হিসাব-পরীক্ষা (audit). নির্—ঈক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ, —ক্ষক, —ক্ষণীয়, —ক্ষমাণ, —ক্ষিত।

নিরীক্ষিত—যাহা দেখা হইয়াছে এরূপ, দৃষ্ট, অবলোকিত। নির্—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ক্ষণ, —ক্ষা।

নিরীক্ষ্যমাণ—যাহাকে দেখা যাইতেছে এরূপ, দৃশ্যমান। নির্—ঈক্ষ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ক্ষণ, —ক্ষা।

নিরীখ—'নিরিখ' দ্রঃ।

নিরীশ—১। লাঙ্গলের ফাল। নির্ (নির্গত) ঈশা (লাঙ্গলদণ্ড) যাহা হইতে, প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। নাস্তিক; নিরীশ্বর। নির্ (নাই) ঈশ (ঈশ্বর) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরীশ্বর—যাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না এরূপ ('—বাদ'); যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এরূপ, নাস্তিক। নির্ (নাই) ঈশ্বর যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরীশ্বরবাদ—ঈশ্বর নাই—এই মত বা সিদ্ধান্ত, নাস্তিক্যবাদ (atheism). নিরীশ্বর-সমর্থক বাদ (কথন), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিরীশ্বরবাদী (-বাদিন্)—যে ব্যক্তি ঈশ্বর নাই—এই মত বা সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করে এরূপ, যে নিরীশ্বরবাদ সংস্থাপন বা অবলম্বন করে এরূপ। নিরীশ্বরবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

নিরীহ—নিশ্চেষ্ট; যে কাহারও বিষয়ে হস্তার্পণ করে না এরূপ, যে কখনও অনধিকারচর্চ্চা করে না এরূপ; যে কাহারও সহিত বিবাদ করে না এরূপ; শান্তপ্রকৃতি। নির্ (নাই) ঈহা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরুক্ত—১। বেদের কঠিন শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্র, যাস্কাচার্য্য প্রণীত বৈদিক অভিধান; ব্যাকরণের নিপাতন। নির্ (নিশ্চয়) উক্ত যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। নির্ণীত, মীমাংসিত; নিশ্চয়রূপে কথিত; যাহা নির্ব্বচন করা বা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ (defined). নির্ (নিশ্চয়রূপে) উক্ত, প্রাদি। বিণ।

নিরুক্তকার—নিরুক্ত-গ্রন্থকর্ত্তা; যাস্কাচার্য্য, ঊর্ণনাভ, স্কন্দস্বামী প্রভৃতি। উপতৎ; নিরুক্ত—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নিরুক্তি—১। নিরুক্ত। নির্ (নিশ্চয়) উক্তি যাহাতে, বহুব্রী। ২। নির্ব্বচন; নিঃশেষে কথন; প্রকৃতিপ্রত্যয় ব্যাসবাক্য ইত্যাদি দেখাইয়া শব্দের প্রকৃত অর্থজ্ঞাপন; প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি অবয়বার্থ কথন দ্বারা সমুদিতার্থের বোধন; নির্ণয়, মীমাংসা। নির্ (নিশ্চিতা) উক্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

নিরুত্তর—উত্তরশূন্য, নির্ব্বাক্; উত্তরদানে অসমর্থ। নির্ (নাই) উত্তর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরুৎসব—আমোদপ্রমোদশূন্য। নির্ (নাই) উৎসব যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরুৎসাহ—১। উদ্যমবিহীন, উৎসাহশূন্য, ভগ্নোৎসাহ। নির্ (নাই) উৎসাহ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উৎসাহের অভাব। নির্ (নয়) উৎসাহ, প্রাদি। বি; পুং।

নিরুৎসুক—১। অত্যন্ত উৎসুক। নির্ (অতিশয়) উৎসুক, প্রাদি। ২। ঔৎসুক্য-শূন্য। নির্ (নয়) উৎসুক, প্রাদি। বিণ।

নিরুদ—জলশূন্য (anhydride). নির্ (নাই) উদ (জল) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরুদক—জলশূন্য। নির্ (নাই) উদক যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরুদ্দিষ্ট—হারান, যাহার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাইতেছে না এরূপ। নির্ (নয়) উদ্দিষ্ট (উৎ—দিশ্+ক্ত কর্ম্মবা), প্রাদি। বিণ। বি,—দ্দেশ।

নিরুদ্দেশ—১। নিখোঁজ হওন। নির্ (নয়) উদ্দেশ, প্রাদি। বি। বিণ,—দ্দিষ্ট। ২। নিখোঁজ, যাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না এরূপ। নির্ (নাই) উদ্দেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরুদ্ধ—নিবারিত, প্রতিবদ্ধ, স্থগিত; অবরুদ্ধ। নি—রুধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিরোধ।

নিরুদ্বিগ্ন—নিশ্চিন্ত, উৎকণ্ঠাশূন্য। নির্ (নয়) উদ্বিগ্ন, প্রাদি। বিণ। বি, —দ্বিগ্নতা, —দ্বেগ।

নিরুদ্বেগ—১। নিশ্চিন্ত, উৎকণ্ঠাশূন্য। নির্ (নাই) উদ্বেগ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উদ্বেগশূন্যতা, শান্তি। প্রাদি। বি; পুং।

নিরুদ্বেগে—নিশ্চিন্তভাবে, বিনা উৎকণ্ঠায়। নির্ (নাই) উদ্বেগ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নিরুদ্যম—উদ্যমশূন্য; উৎসাহহীন। নির্ (নাই) উদ্যম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরুদ্যোগ—নিশ্চেষ্ট, উদ্যমশূন্য; অলস; অপ্রস্তুত। নির্ (নাই) উদ্যোগ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরুপদ্রব—উৎপাতশূন্য, উপদ্রববিহীন; নিষ্কণ্টক। নির্ (নাই) উপদ্রব যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরুপম—অতুলনীয়, তুলনাহীন, অনুপম। নির্ (নাই) উপমা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরুপাধি, নিরুপাধিক—উপাধি বা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণশূন্য; অনির্ব্বচনীয়। নির্ (নাই) উপাধি যাহার, বহুব্রী; ২য় পক্ষে+ক সমাসান্ত। বিণ।

নিরুপায়—১। উপায়হীন, অসহায়, অনন্যোপায়। নির্ (নাই) উপায় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উপায়ের অভাব। নির্ (নয়) উপায়, প্রাদি। বি; পুং।

নিরূঢ়—১। উৎপন্ন; প্রসিদ্ধ। নির্—বহ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। অবিবাহিত। নির্ (নয়) ঊঢ়, প্রাদি। বিণ। ৩। রূঢ়িলক্ষণা দ্বারা অর্থপ্রতিপাদক শব্দ; শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ; প্রসিদ্ধ অর্থে শব্দের প্রয়োগ; পশুযাগবিশেষ। নির্—বহ্+ক্ত করণবা। বি; পুং।

নিরূঢ়ি—প্রসিদ্ধি, খ্যাতি। নির্—বহ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

নিরূপ—রূপহীন, আকারশূন্য, নিরাকার। নি (নাই) রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিরূপক—যে নিরূপণ করে এরূপ, নির্ণায়ক। নি—রূপ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পিকা।

নিরূপণ—স্থিরীকরণ; নির্ণয়; দর্শন; বিতর্ক; নিয়োগ; বিবরণ। নি—রূপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পিত।

নিরূপিত—নির্ণীত, স্থিরীকৃত, নিশ্চিত; দৃষ্ট; বিচারিত; নিযুক্ত। নি—রূপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পণ।

নিরূপিতি—সংজ্ঞা; পরীক্ষা, বিচার। নি—রূপ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

নিঋ৺তি—১। অলক্ষ্মী; অভিশাপ; মৃত্যু; অসৌভাগ্য-দেবী; দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের

শাসনকর্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। নৈর্ঋত-কোণের অধিপতি; একাদশ রুদ্রের একজন। নির্ (নিয়ত) ঋতি (নিন্দা) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। নিরুপদ্রব। নির্ (নিতান্ত) ঋতি (মঙ্গল) যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

নিরেট—ছিদ্রশূন্য; দৃঢ়, শক্ত; অতিশয়; (লক্ষ্যার্থে) মস্তিষ্কহীন। বাং প্র। বিণ।

নিরেস—খারাপ, মন্দ, নিকৃষ্ট। 'নীরস'-শব্দজ। বিণ।

নিরোধ—আটক, বেষ্টন, অবরোধ, কারাবন্ধন; বিনাশ; প্রতিরোধ; বারণ; ক্ষতি, নিগ্রহ। নি—রুধ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—নিরুদ্ধ।

নিরোধক—নিরোধকারক। নি—রুধ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধিকা।

নিরোধন—নিরোধ; বাধাদান। নি—রুধ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিরুদ্ধ।

নির্গত—যাহা বাহির হইয়া গিয়াছে এমন, নিঃসৃত, বহির্গত; অপগত। নির্—গম্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—নির্গম, নির্গমন।

নির্গন্ধ—গন্ধশূন্য। নির্ (নাই) গন্ধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্গম—বাহির হওন, অপগম। নির্—গম্ + অপ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—নির্গত।

নির্গমন—১। বাহির হওয়া, নিঃসরণ। নির্—গম্ + অনট্ ভাববা। ২। দ্বার, প্রতিহার। নির্—গম্ + অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—নির্গত।

নির্গলন—গলিয়া যাওয়া, বিগলন; স্যন্দন; চোয়ান, ক্ষরণ; শোধক যন্ত্রের ভিতর দিয়া আগমন (filtration). নির্—গল্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—লিত।

নির্গলিত—যাহা গলিয়া গিয়াছে এমন, বিগলিত; শোধক যন্ত্রের ভিতর দিয়া যাহা চোয়াইয়া আসিয়াছে এরূপ (filtered). নির্—গল্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—লন।

নির্গলিতার্থ—মর্ম্মার্থ, সারকথা। নির্গলিত অর্থ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

নির্গামিক—যাহা বাহিরে যাইতেছে এমন, বহির্গামী (outgoing). বিণ।

নির্গুণ—১। যাহার কোন গুণ নাই এমন, গুণহীন; যিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের অতীত ('—ব্রহ্ম'); জ্যাহীন, ছিলাশূন্য ('—ধনু')। নির্ (নাই) গুণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পরমেশ্বর, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বর্জ্জিত পরমাত্মা। নির্ (নাই) গুণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নির্গূঢ়—১। অত্যন্ত গোপন, নিতান্ত গূঢ়, সংবৃত। বিণ। ২। বৃক্ষের কোটর। নির্—গুহ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

নির্গ্রন্থ—বিদ্যাহীন, মূর্খ; নিঃসহায়; নির্বেদগ্রস্ত; মমতাবর্জ্জিত; আসক্তিশূন্য; দরিদ্র; যাহাতে কোন গেরো নাই এমন, গ্রন্থিশূন্য। নির্ (নাই) গ্রন্থ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্গ্রন্থক, নির্গ্রন্থিক—১। উলঙ্গ, নগ্ন; নিপুণ, দক্ষ; হীন, নীচ। বিণ। ২। উলঙ্গ বৌদ্ধসন্ন্যাসীবিশেষ, ক্ষপণক। নির্ (নাই) গ্রন্থ, গ্রন্থি যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বি; পুং। স্ত্রী,—ন্থিকা।

নির্গ্রন্থন—মারণ, বধ। নির্—গ্রন্থ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নির্গ্রন্থিক—'নির্গ্রন্থক' দ্রঃ।

নির্ঘণ্ট—১। নির্ণয়, নিরূপণ। নির্—ঘণ্ট্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। মীমাংসা, সিদ্ধান্ত; অনুক্রমণিকা, সূচীপত্র ('শুভদিনের—')। নির্—ঘণ্ট্ + ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। ৩। তন্ন তন্ন করিয়া দেখা। বাং প্র। বি।

নির্ঘাত—১। বায়ুর শব্দ, বায়ুতে বায়ুতে অভিহত হইয়া যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা। নির্—হন্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। বজ্র। বি; পুং। ৩। বিষম; নিষ্ঠুর; ভয়ানক। নির্—হন্ + ঘঞ্ করণবা। বিণ। ৪। নিশ্চয়, অবশ্য; অব্যর্থ। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

নির্ঘৃণ—যাহার দয়া লজ্জা বা ঘৃণা নাই এমন। নির্ (নাই) ঘৃণা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ঘোষ—উৎকট শব্দ, গভীর ধ্বনি, যে শব্দ শুনিলে মনে ভয় জন্মে তাহা। নির্—ঘুষ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

নির্জ্জ(র্জ)ন—১। যেখানে কেহ নাই এরূপ, যেখানে লোকের যাতায়াত নাই এরূপ, জনহীন, বিরল। বিণ। বি,—নতা। ২। জনশূন্য স্থান, নিভৃত প্রদেশ। নির্ (নাই) জন যেখানে, বহুব্রী। বি; পুং।

নির্জ্জ(র্জ)নতা—জনশূন্য অবস্থা। নির্জ্জন + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—নির্জ্জন।

নির্জ্জ(র্জ)নতাপ্রিয়—যে জনশূন্য স্থানে থাকিতে ভালবাসে এরূপ; গুহাবাসী। নির্জ্জনতা প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্জ্জ(র্জ)র—১। দেবতা। নির্ (নাই) জরা যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। অমৃত, সুধা। নির্ (নাই) জরা যাহা হইতে বা যাহাদ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ৩। জরারহিত, বার্দ্ধক্যশূন্য। নির্ (নাই) জরা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্জ্জ(র্জ)ল—জলহীন, জলশূন্য, নিরম্বু; যাহাতে বেশী জল নাই এরূপ, অনার্দ্র; যেখানে অতিশয় জলকষ্ট এরূপ। নির্ (নাই) জল যাহাতে বা যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

নির্জ্জ(র্জ)লা—১। জলবিহীনা। নির্জ্জল + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। খাঁটি, বিশুদ্ধ। বাং প্র। বিণ।

নির্জ্জি(র্জি)ত—পরাজিত; বশীকৃত। নির্—জি + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নির্জ্জী(র্জী)ব—প্রাণহীন, জীবনশূন্য, জীবাত্মরহিত; দুর্ব্বল; অবসন্ন, ক্লান্ত; অচেতন। নির্ (নাই) জীব যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—বতা।

নির্জ্জী(র্জী)বতা—অসাড়তা, অবসন্নতা। নির্জ্জীব + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—নির্জ্জীব।

নির্জ্ঞাত—নির্জ্ঞান (তাহা দ্রঃ)। নির্ (নয়) জ্ঞাত, নঞ্ তৎ। বিণ।

নির্জ্ঞান—জ্ঞানশূন্য, চৈতন্যহীন (unconscious); অবচেতন (subconscious); যে জানে না এরূপ; অজানা, অজ্ঞাত। নির্ (নাই) জ্ঞান যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ঝঞ্ঝাট—'নিঝঞ্ঝাট' দ্রঃ।

নির্ঝর—ঝরণা; বারিপ্রবাহ। নির্—ঝৃ + অপ্ ভাববা বা অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

নির্ঝরিণী—নদী। নির্ঝর + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নির্ঝরী (-রিন্)—পর্ব্বত। নির্ঝর + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

নির্ণয়, নির্ণয়ন—১। নিশ্চয়, অবধারণ, নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত। নির্—নী + অচ্, অনট্ ভাববা। ২। ফয়সালা, ডিক্রী। নির্—নী + অচ্, অনট্ করণবা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—নির্ণীত, নির্ণেতা, নির্ণেয়, নির্ণায়ক।

নির্ণায়ক—১। যে নির্ণয় করে এরূপ, নিশ্চয়কারক, নিষ্পাদক; সিদ্ধান্তকারী, মীমাংসক। বিণ। স্ত্রী,—য়িকা। বি—নির্ণয়। ২। (অর্থনীতি) বস্তুর স্বরূপ বা গুণাগুণ যাহা দ্বারা নির্ণয় করা যায় এমন বস্তু (criterion). নির্—নী + ণক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

নির্ণায়ক-সভা—বিচারকার্য্যে নিযুক্ত বিশেষ সভা বা সঙ্ঘ (Jury). নির্ণায়িকা সভা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নির্ণায়ক-সভ্য—বিশেষ বিচার-সভার সদস্য (Juror). নির্ণায়কের (নির্ণায়ক-সভার) সভ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নির্ণায়ন—নির্ণয় করান। নির্—নী + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নির্ণিক্ত—পরিষ্কৃত, ক্ষালিত; পালিশ-করা; মুক্ত, শোধিত, বিগতপাপ। নির্—নিজ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ক্তি।

নির্ণিক্তি—মুক্তি, ক্ষালন। নির্—নিজ্ + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—ক্ত।

নির্ণীত—স্থিরীকৃত; অবধারিত, নিশ্চিত। নির্—নী + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নির্ণয়।

নির্ণেজক—১। ধোবা, রজক। বি; পুং। ২। পরিষ্কারক। নির্—নিজ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জিকা।

নির্ণেজন—১। পরিষ্কারকরণ, শুদ্ধি। নির্—নিজ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব

২। পরিষ্কারক। নির্—নিজ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

নির্ণেতা (নির্ণেতৃ)—নির্ণায়ক, নিশ্চয়কারক; বিচারক। নির্—নী+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী। বি—নির্ণয়।

নির্ণেয়—নির্ণয় করিবার যোগ্য; যাহা নির্ণয় করিতে হইবে এরূপ, নির্দ্ধার্য্য। নির্—নী+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—নির্ণয়।

নির্দ্দ(র্দ)য়—দয়াহীন, নিষ্ঠুর। নির্ (নাই) দয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্দ্দ(র্দ)হন—১। অগ্নিশূন্য। নির্ (নাই) দহন (অগ্নি) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। ভেলা গাছ, ভল্লাতক-বৃক্ষ। নির্—দহ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। সম্যক্ দহন। নির্—দহ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নির্দ্দি(র্দি)ষ্ট—নিরূপিত, স্থিরীকৃত, নির্দ্ধারিত; উল্লিখিত; কথিত; অঙ্গুল্যাদি দ্বারা প্রদর্শিত; উপদিষ্ট; আদিষ্ট। নির্—দিশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নির্দ্দেশ।

নির্দ্দে(র্দে)শ—১। আদেশ, আজ্ঞা; উপদেশ; নিরূপণ; কথন; প্রদর্শন; অবধারণ; উল্লেখ, বর্ণন। নির্—দিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। নাম। নির্—দিশ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং। বিণ—নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্দেশক, নির্দ্দেষ্টা।

নির্দ্দে(র্দে)শক—যে নির্দ্দেশ করে এরূপ; আজ্ঞাপক; উল্লেখকারী; প্রদর্শক। নির্—দিশ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শিকা। বি—নির্দ্দেশ।

নির্দ্দে(র্দে)শনী—যাহা দ্বারা কোন বিষয়ে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। নির্—দিশ্‌+অনট্ করণবা+ঈপ্‌। বি।

নির্দ্দে(র্দে)শ-পুস্তক—কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা বর্ণনা প্রভৃতি সম্বলিত পুস্তক (reference book). নির্দ্দেশজ্ঞাপক পুস্তক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নির্দ্দে(র্দে)ষ্টা (নির্দ্দেষ্টৃ)—নির্দ্দেশক। নির্—দিশ্‌+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ট্রী। বি—নির্দ্দেশ।

নির্দ্দো(র্দো)ষ—দোষরহিত, অপরাধশূন্য। নির্ (নাই) দোষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্দ্ধা(র্ধা)র, নির্দ্ধা(র্ধা)রণ—স্থিরকরণ; বাছাইকরণ, অনেকের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা একের পৃথক্‌করণ, নির্ণয়। নির্—ধৃ+ণিচ্‌+ঘঞ্‌, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—রক, —রিত, —রণীয়, —র্য্য।

নির্দ্ধা(র্ধা)রক—যে নির্দ্ধারণ করে এরূপ, নির্ণায়ক। নির্—ধৃ বা ধারি+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা। বি,—র, —রণ।

নির্দ্ধা(র্ধা)রণ—'নির্দ্ধার' দ্রঃ।

নির্দ্ধা(র্ধা)রণীয়—নির্দ্ধার্য্য (তাহা দ্রঃ)। নির্—ধৃ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—র, —রণ।

নির্দ্ধা(র্ধা)রিত—নির্ণীত, স্থিরীকৃত, নিশ্চিত; পৃথক্‌কৃত; সিদ্ধান্তিত, মীমাংসিত। নির্—ধৃ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—র, —রণ।

নির্দ্ধা(র্ধা)র্য্য(র্য)—নির্ণেয়, নিরূপণীয়। নির্—ধৃ+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—র, —রণ।

নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণাদি বা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বরহিত; যাহা দ্বিগুণ নয় এরূপ; নির্ব্বিরোধ। নির্ (নাই) দ্বন্দ্ব যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ধন—ধনশূন্য, অর্থহীন; দরিদ্র। নির্ (নাই) ধন যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—নতা।

নির্ধনতা—অর্থহীনতা, দারিদ্র্য। নির্ধন+তা ভাবে।। বি; স্ত্রী।

নির্ধনী (-ধনিন্)—ধনহীন, দরিদ্র। নির্ (নয়) ধনী, প্রাদি। বিণ।

নির্ধূম—যাহাতে ধোঁয়া নাই এরূপ, ধূমশূন্য। নির্ (নাই) ধূম যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্নিমিখ—যাহাতে পলক পড়ে না এমন, নিমেষশূন্য ('—নয়ন')। কবিপ্র। বিণ।

নির্নিমেষ—১। যাহাতে পলক পড়ে না এমন ('—নেত্র'); যাহার চক্ষুর পলক পড়ে না এরূপ, নিমেষশূন্য, স্থিরনেত্র। বিণ। ২। বিষ্ণু; মৎস্য। নির্ (নাই) নিমেষ যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

নির্বীরিবে—বীরশূন্য করিবে ("নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী"—মাইকেল)। কবিপ্র। ক্রি।

নির্ব্ব(র্ব)ংশ—যাহার বংশ লোপ পাইয়াছে এমন, যাহার সন্তান-সন্ততি সব মরিয়া গিয়াছে এরূপ, অপত্যশূন্য, নিঃসন্তান। নির্ (নাই) বংশ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্ব(র্ব)চন—১। বিশেষভাবে কথন; নিরুক্তি (definition); বর্ণন; ব্যাখ্যা; মীমাংসা, সিদ্ধান্ত; নিরূপণ; ব্যাসবাক্য প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি সাহায্যে অর্থ কথন; (জ্যামিতি) প্রতিজ্ঞাবাক্য, উপপাদ্যের বিষয় সূত্রাকারে প্রকাশ-করণ (enunciation). নির্—বচ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিরুক্ত। ২। বচনরহিত, বচনশূন্য, নিরুত্তর, মৌনী। নির্ (নাই) বচন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্ব(র্ব)ন্ধ—নিয়ম, ব্যবস্থা; ভবিতব্যতা, বিধান ('বিধির—'); আগ্রহ; উৎকট যত্ন, অভিনিবেশ; জেদ; সংযোগ, ঘটনা। নির্—বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

নির্ব্ব(র্ব)পণ—দান; পিতৃলোকের উদ্দেশে দান; অন্নাদি-পরিবেষণ। নির্—বপ্‌+অনট্ ভাববা।। বি; ক্লীব।

নির্ব্ব(র্ব)র্ত্ত(র্ত)ক—যে সম্পাদন করে এরূপ, নির্ব্বাহক। নির্—বৃত্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্ত্তিকা

নির্ব্ব(র্ব)র্ত্ত(র্ত)ন—সম্পাদন, নিষ্পাদন। নির্—বৃৎ+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—র্ত্তিত।

নির্ব্ব(র্ব)র্ত্তি(র্তি)ত—নিষ্পাদিত, সম্পাদিত। নির্—বৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—র্ত্তন।

নির্ব্ব(র্ব)র্ষ—বৃষ্টিশূন্য, যেস্থানে বৃষ্টি হয় না এরূপ। নির্ (নাই) বর্ষ যেথানে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্ব(র্ব)ল—শক্তিহীন, দুর্ব্বল। নির্ (নাই) বল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্ব(র্ব)হণ—নির্ব্বাহ; নিষ্ঠা; নাটকাদির সমাপ্তিসূচক সন্ধিবিশেষ। নির্—বহ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নির্ব্বা(র্বা)ক্ (নির্ব্বাচ্‌)—যাহার কথা বন্ধ হইয়াছে এমন, বাক্যহীন, মূক; মৌনী; হতভম্ব। নির্ (নাই) বাক্ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বা(র্বা)চক—যে বাছাই করে এরূপ, নির্ব্বাচনকারী। নির্—বচ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চিকা। বি,—চন।

নির্ব্বা(র্বা)চকমণ্ডলী—নির্ব্বাচনকারী জনসমূহ, ভোটদাতাদের দল, কোন বিশেষ কেন্দ্রের ভোটদাতার সমষ্টি (constituency). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নির্ব্বা(র্বা)চন—১। বাছিয়া বাহির করণ, নির্দ্ধারণ, স্থিরীকরণ; বহুলোক মিলিয়া একাধিক ব্যক্তির মনোনয়ন (election). নির্—বচ্‌+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—চক, —চিত। ২। নিরুত্তর, মৌনী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নির্ব্বা(র্বা)চনকেন্দ্র—ভোট লইবার স্থান (polling booth). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নির্ব্বা(র্বা)চনপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—যে নির্ব্বাচিত হইতে ইচ্ছা করে। নির্ব্বাচনের প্রার্থী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —প্রার্থিনী।

নির্ব্বা(র্বা)চা—বাছিয়া বাহির করা, নির্দ্ধারণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

নির্ব্বা(র্বা)চিত—বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক একাধিক ব্যক্তির মধ্য হইতে মনোনীত (elected). নির্—বচ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—চন।

নির্ব্বা(র্বা)ণ—১। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় দ্বারা সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ হইতে মুক্তি, ভবযন্ত্রণার অবসান, মোক্ষ; অস্তগমন; নিবিয়া যাওয়া; নাশ; শান্তি; নিবৃত্তি; বিরাম; মিলন; হস্তীর স্নান। নির্—বা+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। যাহা নিবিয়া গিয়াছে এরূপ; প্রস্থিত;

নিশ্চল, শূন্য ; মুক্ত ; নিমগ্ন ; নিবৃত্ত, শান্ত ; নষ্ট ; হস্তগত ; বিশ্রান্ত। নির্—বা+ক্ত কর্ত্তৃবা। ৩। বাণশূন্য। নির্ (নাই) বাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বা(র্বা)ণোন্মুখ—যাহা শীঘ্রই নিবিয়া যাইবে এরূপ। নির্ব্বাণে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ।

নির্ব্বা(র্বা)ত—বায়ুশূন্য ; স্থির, অচঞ্চল। নির্ (নাই) বাত যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বা(র্বা)দ—অপবাদ, নিন্দা ; জনশ্রুতি ; কলহ ; অবজ্ঞা ; বাদ বা কথনের অভাব। নির্—বদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

নির্ব্বা(র্বা)ধ—বাধাশূন্য ; অর্গলহীন। নির্ (নাই) বাধা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বা(র্বা)প—নিবাইয়া দেওয়া ; পিতৃলোকের উদ্দেশে দান ; বধ। নির্—বপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

নির্ব্বা(র্বা)পক—যে নিবাইয়া দেয় ; নাশক, হত্যাকারী ; দানকর্ত্তা। নির্—বপ্ বা বা+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—পণ।

নির্ব্বা(র্বা)পণ—নিবাইয়া দেওয়া ; বধ, নাশ ; সুখীকরণ ; শান্তিকরণ। নির্—বপ্ বা বা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—পক, —পিত।

নির্ব্বা(র্বা)পিত—যাহা নিবান হইয়াছে এরূপ ; বিনাশিত ; দত্ত। নির্—বপ্ বা বা +ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পণ।

নির্ব্বা(র্বা)সক—অপরাধীকে যে দেশান্তরে পাঠায়, নির্ব্বাসনকারী। নির্—বস্+ণিচ্ +ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিকা। বি,—সন।

নির্ব্বা(র্বা)সন—অপরাধের জন্য দেশ বা নগরাদি হইতে বহিষ্করণ, দেশান্তরিতকরণ, দূরীকরণ ; বধ। নির্—বস্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—সক, —সিত।

নির্ব্বা(র্বা)সিত—অপরাধের জন্য দেশ হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত, নগরাদি হইতে বহিষ্কৃত ; হত। নির্—বস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সন।

নির্ব্বা(র্বা)হ—সম্পাদন ; চালান ('সংসার —') ; নিষ্পত্তি ; সমাপ্তি। নির্—বহ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ, —হক, —হিত।

নির্ব্বা(র্বা)হক—১। নির্ব্বাহকারক, নিষ্পাদক। বিণ। স্ত্রী,—হিকা। বি—নির্ব্বাহ। ২। কোন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি (officer). নির্—বহ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

নির্ব্বা(র্বা)হিত—যাহা সম্পন্ন হইয়াছে এরূপ, সম্পাদিত। নির্—বহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নির্ব্বাহ।

নির্ব্বা(র্বা)হী (-হিন্)—কর্ম্ম সম্পন্ন করার অধিকারপ্রাপ্ত ('—সভা') executive). নির্—বহ্+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —হিণী। বি,—হিতা।

নির্ব্বি(র্বি)কল্প—১। বিকল্পরহিত ; বিশেষ্য-বিশেষণতা-সম্বন্ধশূন্য ; জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়তা-ভেদশূন্য ; সংশয়হীন, অভ্রান্ত। বিণ। ২। অখণ্ড জ্ঞান ; বস্তুর আলোচনাখ্য প্রাথমিক জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানবিশেষ। নির্ (নাই) বিকল্প যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব। **নির্ব্বি(র্বি)কল্প সমাধি**—জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্ব-ভেদশূন্য হইয়া অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে চিত্তনিয়োগ।

নির্ব্বি(র্বি)কার—১। বিকারশূন্য, অবিকৃত ; চিত্তচাঞ্চল্যহীন, উদাসীন ; অপক্ষপাতী ; অপরিবর্ত্তনীয়। বিণ। ২। জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারহীন পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। নির্ (নাই) বিকার যাঁহার বা যাঁহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

নির্ব্বি(র্বি)ঘ্ন—১। বিঘ্নহীন, নিরাপদ্। নির্ (নাই) বিঘ্ন যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। বিঘ্ন না থাকা, নিরাপত্তা। বিঘ্নের অভাব এই অর্থে, অব্যয়ী। বি ; ক্লীব।

নির্ব্বি(র্বি)ঘ্নে—নিরাপদে, অবাধে, অনায়াসে। নির্ (নাই) বিঘ্ন যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)চার—বিচারশূন্য ; বিবেচনাহীন। নির্ (নাই) বিচার যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)চারে—বিচার না করিয়াই ; ভাল-মন্দ না বুঝিয়াই। নির্ (নাই) বিচার যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)ণ্ণ—দুঃখিত, খিন্ন ; অনুতাপগ্রস্ত, নিজের প্রতি যাহার ধিক্কার আসিয়াছে এরূপ। নির্—বিদ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)ৎ—দুঃখিত, খিন্ন, ভয় বা শোকে নিতান্ত কাতর ; অনুতাপী, নির্ব্বেদযুক্ত। নির্ —বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)বাদ—যাহার কাহারও সহিত ঝগড়া নাই এমন, বিরোধহীন, বিবাদশূন্য। নির্ (নাই) বিবাদ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)বাদী (-দিন্)—যে কাহারও সহিত ঝগড়া করে না এমন, নির্ব্বিরোধ, নিরীহ। নির্ (নয়) বিবাদী, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।

নির্ব্বি(র্বি)বাদে—ঝগড়া না করিয়া, বিনা কলহে ; বিনা গণ্ডগোলে। নির্ (নাই) বিবাদ যাহাতে, বহুব্রী, এভাবে। ক্রি-বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)রোধ—যে কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে ভালবাসে না এমন, কলহবিমুখ, বিরোধশূন্য। নির্ (নাই) বিরোধ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)রোধে—কোনরূপ বাধা না পাইয়া, অবাধে। নির্ (নাই) বিরোধ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)শঙ্ক—ভয়শূন্য, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। নির্ (নাই) বিশঙ্কা (ভয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)শেষ—১। অভিন্ন, ভেদরহিত ; সাধারণ, প্রাথমিক ('—জ্ঞান')। নির্ (নাই) বিশেষ (ভেদ) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। ভেদের অভাব, অভিন্ন ভাব। নির্ (নয়) বিশেষ, প্রাদি। বি ; পুং।

নির্ব্বি(র্বি)শেষে—কোনরূপ ভেদাভেদ না করিয়া, সমভাবে। নির্ (নাই) বিশেষ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)ষ—যাহাতে বিষ নাই এমন, বিষশূন্য। নির্ (নাই) বিষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)ষয়—অগোচর ; যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় ; বিষয়বহির্ভূত। নির্গত বিষয় হইতে, প্রাদি। বিণ।

নির্ব্বি(র্বি)ষ্ট—প্রাপ্ত, লব্ধ ; অনুভূত ; ভুক্ত ; বিবাহিত ; কৃতাগ্নিহোত্র ; স্থিত ; পুষ্ট। নির্—বিশ্+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

নির্ব্বী(র্বী)জ—১। বীজশূন্য ; পচনপ্রবণতাশূন্য (aseptic) ; কারণরহিত ; পুরুষত্বহীন। বিণ। ২। সমাধিবিশেষ। নির্ (নাই) বীজ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

নির্ব্বী(র্বী)জন—(শারীরবিদ্যা) জীবাণুশূন্যকরণ, পচনপ্রবণতানিবারণ (sterilization). নির্—বীজ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—নির্ব্বীজিত।

নির্ব্বী(র্বী)র—বীরশূন্য। নির্ (নাই) বীর যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বী(র্বী)রা—১। পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রী, অবীরা। নির্ (নাই) বীর (অর্থাৎ পতিপুত্রাদি) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বীরশূন্যা। নির্ব্বীর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। বীরশূন্য করা। কবিপ্র। ক্রি।

নির্ব্বী(র্বী)র্য্য(র্য)—নিস্তেজ, দুর্ব্বল। নির্ (নাই) বীর্য্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বু(র্বু)দ্ধি—বোকা, জ্ঞানশূন্য। নির্ (নাই) বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, —দ্ধিতা।

নির্ব্বৃ(র্বৃ)ত—সুখপ্রাপ্ত ; সন্তুষ্ট। নির্—বৃ +ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তি।

নির্ব্বৃ(র্বৃ)তি—মুক্তি ; সন্তোষ, সুখ, শান্তি ; সিদ্ধি ; অভয় ; মৃত্যু ; অস্তগমন। নির্—বৃ+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ,—ত।

নির্ব্বৃ(র্বৃ)ত্ত—১। নিষ্পন্ন ; সুসিদ্ধ, সম্পন্ন ; জাত। নির্—বৃত্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। বৃত্তিরহিত। নির্ (নাই) বৃত্ত (বৃত্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—ত্তি।

নির্ব্বৃ(র্বৃ)ত্তি—১। নিষ্পত্তি ; সমাধা, সমাপ্তি। নির্—বৃত্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। ২। জীবিকাশূন্য। নির্ (নাই) বৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বে(র্বে)দ—১। আত্মগ্লানি, খেদ, আপনাকে ধিক্কার দেওয়া; বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য; অনুতাপ; (মনোবিজ্ঞান) নৈরাশ্য, হতাশা (despondency). নির্—বিদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। বেদবহির্ভূত। নির্ (নির্গত) বেদ হইতে, প্রাদি। বিণ।

নির্ব্বে(র্বে)দন—ব্যথাশূন্য, বেদনাহীন। নির্ (নাই) বেদনা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বৈ(র্বৈ)র—যাহার মনে কোন শত্রুতা নাই এমন, বিদ্বেষহীন। নির্ (নাই) বৈর (শত্রুতা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্বো(র্বো)ধ—বোকা, বোধহীন, জ্ঞানশূন্য। নির্ (নাই) বোধ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্যথন—১। দুঃখ; অত্যধিক পীড়ন। নির্ (নিশ্চিত) ব্যথন (ভয় বা চলন) যাহাতে, বহুব্রী। ২। ব্যথার অভাব। নির্—ব্যথ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নির্ব্যাজ—সরল, অকপট, ছলরহিত। নির্ (নাই) ব্যাজ (ছল) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ব্যূঢ়—নিশ্চিত প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত, নিশ্চিত (absolute); সম্যক্; পর্য্যাপ্ত; সমাপ্ত; ত্যক্ত। নির্—বি—বহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নির্ভয়—যাহার ভয় নাই এরূপ, নিঃশঙ্ক। নির্ (নাই) ভয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ভয়ে—ভয় না করিয়া, বিনা ভয়ে। নির্ (নাই) ভয় যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নির্ভর—১। ভরসা; বিশ্বাস; অপেক্ষা। বাং প্র। বি। **নির্ভর করা**—আস্থা স্থাপন করা; ভার রাখা। **নির্ভর রাখা**—আস্থা বা ভরসা করা। ২। অতিরিক্ত, অধিক, বহুল; পূর্ণ। নিঃশেষে ভর যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ৩। সারভাগ। নির—ভৃ+অচ্ কর্ম্মবা। ৪। অতিরেক। বি; ক্লীব। ৫। ভারদান; আশ্রয়। নির্—ভৃ+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

নির্ভর-পত্র—কোন আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার অধিকারপত্র (warrant). ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।

নির্ভাবনা—দুশ্চিন্তাশূন্যতা। নির্ (নয়) ভাবনা (চিন্তা), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

নির্ভিন্ন—খণ্ডিত; বিদলিত, অভিন্ন; বিকসিত। নির্—ভিদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নির্ভীক—ভয়হীন, নিঃশঙ্ক। নির্ (নাই) ভী (ভয়) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। বি,—কতা।

নির্ভীকচিত্ত—১। যাহার মনে ভয় নাই এরূপ। নির্ভীক চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ভয়শূন্য মন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ক্রি-বিণ,—চিত্তে।

নির্ভীকতা—ভয়শূন্যতা, সাহস। নির্ভীক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নির্ভুল—নিখুঁত, ত্রুটিবিহীন, ভুলশূন্য। নির্ (নাই) ভুল (বাং) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ম্ম(র্ম)ক্ষিক—১। মাছিশূন্য; উপদ্রবকারীদের দ্বারা পরিত্যক্ত; নিভৃত, নির্জ্জন, একেবারে নিরালা। নির্ (নাই) মক্ষিকা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। মাছির অভাব; উপদ্রবকারীদের অভাব। মক্ষিকার অভাব এই অর্থে, অব্যয়ী। অব্য। ৩। মাছিশূন্য স্থান; নির্জ্জনস্থান। বি; ক্লীব।

নির্ম্ম(র্ম)ঞ্চ(ঞ্ছ)ন—আরতি, নীরাজন; সেবা; মোছা; পূজা বা আরাধনার বস্তু। নির্—মন্চ্, মন্ছ্+অনট্ ভাববা, করণবা। বি; ক্লীব। [ক্রি।

নির্ম্ম(র্ম)ঞ্ছা—নির্ম্মঞ্ছন করা। প্রাঃ কবিপ্র।

নির্ম্ম(র্ম)ৎসর—মাৎসর্য্যবিহীন, পরশ্রীকাতরতাশূন্য; গর্ব্বশূন্য। নির্ (নাই) মৎসর (মাৎসর্য্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ম্ম(র্ম)ন্থ, নির্ম্ম(র্ম)ন্থন—বিশেষভাবে মন্থন; মর্দ্দন; ঘর্ষণ; নিঙড়ান। নির্—মন্থ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

নির্ম্ম(র্ম)ম—মমতাশূন্য, নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়; বাসনারহিত। নির্ (নাই) মম (মমতা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ম্ম(র্ম)ল—১। পরিষ্কৃত, অনাবিল; নির্দ্দোষ, অকলঙ্ক; সরল; পবিত্র। বিণ। ২। আব, অভ্রক। নির্ (নাই) মল যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

নির্ম্ম(র্ম)লী—জলপরিষ্কারক ফলবিশেষ; কতক ফল। নির্ম্মল করে যাহা, এই অর্থে বাং প্র। বি।

নির্ম্মা(র্মা)ংস—মাংসশূন্য; আহারাভাবে অতি কৃশ (তপস্বী, দরিদ্র প্রভৃতি)। নির্ (নাই) মাংস যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ম্মা(র্মা)ণ—তৈয়ার, গঠন, রচনা, গ্রন্থন, প্রস্তুতকরণ; সার; সামঞ্জস্য; (অর্থনীতি) উৎপাদন, তৈরি (manufacture). নির্—মা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নির্ম্মিত, নির্ম্মাতা (তৃ)।

নির্ম্মা(র্মা)তা (নির্ম্মাতৃ)—নির্ম্মাণকর্ত্তা, যে প্রস্তুত করে এরূপ। নির্—মা+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

নির্ম্মা(র্মা)ল্য—১। দেবতার প্রসাদী ফুল বা মালা, দেবনিবেদিত পুষ্পাদি; দেবোদ্দিষ্ট দ্রব্য, দেবতার প্রসাদ। নির্ (নির্গত) মাল্য হইতে, প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। নির্ম্মলতা, অনাবিলতা। মল্+ষ্যঞ্ স্বার্থে (=মাল্য); নির্ (নয়) মাল্য, প্রাদি। ৩। মাল্যহীন; নির্ম্মল, পরিষ্কৃত। নির্ (নির্গত) মাল্য (মালা, মল) যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্ম্মা(র্মা)ল্যা—জলপরিষ্কারক ফলবিশেষ, নির্ম্মলীফল। নির্গত হয় মাল্য (মল) যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

নির্ম্মি(র্মি)ত—তৈয়ারী, প্রস্তুত, গঠিত, কৃত। নির্—মা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নির্ম্মাণ, নির্ম্মিতি।

নির্ম্মি(র্মি)তি—নির্ম্মাণ। নির্—মা+ক্তি ভাববা। বি। বিণ—নির্ম্মাতা(তৃ), নির্ম্মিত।

নির্ম্মী(র্মী)য়মান—যাহা নির্ম্মাণ করা হইতেছে এরূপ। নির্—মা+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

নির্ম্মু(র্মু)ক্ত—১। খোলস-ছাড়া সাপ। নির্ (নিঃশেষে) মুক্ত, প্রাদি। বি; পুং। ২। যে মুক্তি পাইয়াছে এরূপ, বন্ধনমুক্ত; বিমুক্ত; নিঃশেষে মুক্ত; বহির্গত; পৃথগ্ভূত; সঙ্গরহিত। নির্—মুচ্+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ম্মকর্তৃবা। বিণ।

নির্ম্মূ(র্মূ)ল—যাহার গোড়া কাটিয়া বা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, ছিন্নমূল; অমূলক; বিলুপ্ত। নির্ (নাই) মূল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্ম্মূ(র্মূ)লন—উৎপাটন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসকরণ, উৎসাদন। নির্—মূল্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—লিত।

নির্ম্মূ(র্মূ)লিত—উৎপাটিত; সম্পূর্ণরূপে বিনাশিত, উৎসাদিত। নির্—মূল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লন।

নির্ম্মো(র্মো)ক—সাপের খোলস; কতিপয় সরীসৃপের গায়ের পাতলা আবরণ (slough); কঞ্চুক, সাঁজোয়া, বর্ম্ম; আকাশ। নির্—মুচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

নির্ম্মো(র্মো)চন—পালক খোলস ইত্যাদি ত্যাগকরণ (moulting). নির্—মুচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নির্য্যা(র্যা)ণ—নিঃসরণ; বাহির হওয়া; প্রাণবায়ু বাহির হওয়া; মোক্ষ, পশুর পিঠের আসন বা পা বাঁধিবার দড়ি। নির্—যা+অনট্ ভাববা, করণবা। বি; ক্লীব।

নির্য্যা(র্যা)ত—নির্গত, নিঃসৃত। নির্—যা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—নির্য্যাণ।

নির্য্যা(র্যা)তক—যে অনিষ্ট করে এরূপ; যে শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে এরূপ; যে পীড়া দেয় এরূপ। নির্—যত্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—তিকা। বি,—তন।

নির্য্যা(র্যা)তন—উৎপীড়ন, নিপীড়ন; প্রহার, নিগ্রহ; অনিষ্টকারীর অনিষ্ট করা, প্রতিহিংসা; দান; প্রত্যর্পণ, ধনাদির শোধন; মারণ, বধ। নির্—যত্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—তিত।

নির্য্যা(র্যা)তিত—উৎপীড়িত, প্রহৃত;

লাঞ্ছিত। নির্—যত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—তন।

নির্য্যা(র্যা)স—১। কাথ; গাছের রস, আঠা; নিশ্চয়, সিদ্ধান্ত। নির্—যস্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ২। ক্ষরণ, নিস্যন্দ। নির্—যস্ (চেষ্টা করা)+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

নির্লক্ষণ—শুভলক্ষণশূন্য। নির্ (নির্গত) লক্ষণ যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

নির্লজ্জ—লজ্জাহীন, বেহায়া। নির্ (নাই) লজ্জা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্লিপ্ত—১। যে কোন সংস্রবে থাকে না এরূপ, যে কোন বিষয়ে লিপ্ত নয় এরূপ, সম্বন্ধশূন্য; আসক্তিশূন্য; লেপশূন্য। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ; মুনি। নির্ (নয়) লিপ্ত, প্রাদি। বি; পুং।

নির্লেখন—১। মলাদির অপসারণ; আঁচড়ান, চাঁচিয়া পরিষ্কারকরণ। নির্—লিখ্‌+অনট্ ভাববা। ২। মলাদির অপসারক দ্রব্য; জিভ্‌-ছোলা। নির্—লিখ্‌+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

নির্লেপ—নির্লিপ্ত, আসক্তিশূন্য। নির্ (নাই) লেপ (আসক্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। [লোভ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নির্লোভ—লোভহীন। নির্ (নাই)

নির্লোম (-মন্)—লোমশূন্য। নিঃ (নাই) লোম যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। (সংস্কৃতমতে পুং—নির্লোমা)।

নির্হরণ—শবদাহ; শবাদি বহির্নয়ন, নিঃশেষে হরণ; নিষ্কাসন; মলমূত্রাদি পরিত্যাগ; যথেষ্ট প্রয়োগ। নির্—হৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নির্হার—বাহির করণ; অগ্নিদাহ; শল্যাদি উৎপাটন; মলমূত্রাদিত্যাগ; শবদাহ; শবাদি বহির্নয়ন; যথেষ্টনিয়োগ; সম্যক্ আকর্ষণ। নির্—হৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

নির্হারী (-রিন্)—যে নির্হরণ করে এরূপ; অতিবিস্তৃত। নির্—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

নিলজ—নিলাজ (তাহা দ্রঃ)।

নিলয়—১। গৃহ, বাসস্থান; আধার; (শারীরবিদ্যা) হৃৎপিণ্ডের নিম্নাংশের প্রকোষ্ঠদ্বয়ের একটি (ventricle). নি—লী+অচ্‌ অধিবা। ২। নিঃশেষে লয়, অদর্শন। নি—লী+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং।

নিলয়ন—১। বাসস্থান। নি—লী+অনট্ অধিবা। ২। লীন হওয়া। নি—লী+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নিলাজ—লজ্জাহীন। নি (নাই) লাজ যাহার, বহুব্রী। কবিপ্র। বিণ।

নিলাম, নীলাম—১। প্রকাশ্যে ডাকাডাকি করিয়া বিক্রয়। পোর্তুগীজ 'leliam' বা 'leilao'-শব্দজ। বি। বিণ—নিলামী।

নিলাম ডাকা—নিলামে যাহা উঠিয়াছে তাহা খরিদ করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে দর বাড়ান। ২। লইলাম, লইয়া গেলাম। বাং ক্রি।

নিলাম-খরিদ—নিলামে ক্রেতাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দান করিয়া ক্রয়। ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

নিলামদার—যে নিলাম করে। নিলাম+দার করে অর্থে। বি; পুং।

নিলামী—নিলামে ক্রীত বিক্রীত অথবা বিক্রয়ার্থে উপস্থাপিত। নিলাম+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

নিলীন—নিমগ্ন; অবস্থিত; বিলীন, সংলগ্ন, যে মিশিয়া গিয়াছে এরূপ। নি—লী+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

নিলীয়মান—যাহা লয় পাইতেছে এমন, যে আত্মগোপন করিতেছে এমন, যাহা প্রচ্ছন্ন হইতেছে এমন। নি—লী+শানচ্‌ কর্তৃবা। বিণ

নিশঙ্ক—নির্ভয়, শঙ্কাশূন্য। নি (নাই) শঙ্কা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিশপিস—চাঞ্চল্যপ্রকাশ; সুড়সুড়ির ভাব প্রকাশ। বাং প্র। বি।

নিশমন, নিশামন—শ্রবণ; দর্শন। নি—শম্‌+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নিশসি—নিঃশ্বাস ফেলিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

নিশা—১। রাত্রি, রজনী। নি—শো+ক কর্তৃবা+আপ্‌। ২। অবসান, শেষ। নি—শো+অচ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

নিশাকর—চন্দ্র। উপতৎ; নিশা—কৃ+ট কর্তৃবা। বি; পুং। [বি; পুং।

নিশাকাল—রাত্রি। নিশাই কাল, কর্ম্মধা।

নিশাগম—রাত হওয়া, রাত্রির আগমন; (লক্ষ্যার্থে) সন্ধ্যাকাল। নিশার আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিশাচর—১। রাক্ষস; পিশাচ; শৃগাল; পেচক; চোর; চক্রবাক। বি; পুং। ২। রাত্রিচর, রজনীতে বিচরণকারী। উপতৎ; নিশা—চর্‌+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

নিশাচরী—১। রাক্ষসী; পিশাচী; অভিসারিকা; কেশীনামক গন্ধদ্রব্য। বি; স্ত্রী। ২। রজনীতে ভ্রমণকারিণী। নিশাচর+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। [ক্লীব।

নিশাজল—হিম, শিশির। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

নিশাত—শাণিত, তীক্ষ্ণীকৃত। নি—শো+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিশাত্যয়—রাত্রির অবসান, প্রভাত। নিশার অত্যয় (অবসান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিশাদ—১। চণ্ডাল; ব্যাধ, জীবহিংসক। বি; পুং। ২। রাত্রিভোজী, রজনীতে ভোজনকারী। নিশা—অদ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

নিশাদল—একপ্রকার তীব্রগন্ধযুক্ত লবণ। ফার্সী 'নৌশাদর'-শব্দজ। বি।

নিশাদি—সন্ধ্যাকাল। নিশার আদি (আরম্ভ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [স্ত্রী।

নিশাদী—চণ্ডালী। নিশাদ+ঈপ্‌। বি;

নিশান—১। পতাকা। ধ্বজ, চিহ্ন; লক্ষ্য। ফার্সী। বি। ২। ধারালকরণ, তীক্ষ্ণীকরণ। নি—শো+অনট্ ভাববা। ৩। সঙ্কেত, ইঙ্গিত। প্রাঃ কবিপ্র। বি। **নিশান করা**—চিহ্ন দেওয়া; বন্দুকাদির টিপ্‌ করা।

নিশানদার—সনাক্তকারী। নিশান+দার করে অর্থে। বি বা বিণ।

নিশানদিহি—সনাক্তকরণ, অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক পরিচয়-দান। ফার্সী। বি।

নিশানবরদার—পতাকাবাহী। ফার্সী। বিণ। [ফার্সী। বি।

নিশানা—দাগ, চিহ্ন; লক্ষ্য, তাক।

নিশানাথ—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিশানি, নিশানী—পরিচয়; সঙ্কেত, পরিচায়ক বস্তু। ফার্সী। বি।

নিশান্ত—১। রাত্রিশেষ। নিশার অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। অতি শান্ত। নি—শম্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৩। সদন, ভবন। নিশা—অম্‌+ক্ত অধিবা। বি; ক্লীব।

নিশাপতি—চন্দ্র; কর্পূর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিশাপুষ্প—কুমুদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নিশামণি—চন্দ্র; চন্দ্রকান্তমণি; কর্পূর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিশামন—'নিশমন' দ্রঃ।

নিশামান—রাত্রিমান; রাত্রির পরিমাণ বা মাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নিশামুখ—প্রদোষ। নিশার মুখ (প্রথম ক্ষণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নিশারণ—রাত্রিতে যুদ্ধ। নিশাঘটিত রণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নিশার্দ্ধ(র্ধ)—দুপুর রাত, মধ্যরাত্র, নিশীথ; রাত্রির অংশ। নিশার অর্দ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব বা পুং। [কবিপ্র। বি।

নিশাস—নিঃশ্বাস। 'নিশ্বাস'-শব্দজ।

নিশি—১। রাত্রিতে ("আজি দেখিলাম নিশি ভীষণ স্বপন"—কবিকঙ্কণ)। নিশা শব্দের ৭মীর ১বচন। ২। রাত্রি, রজনী ("পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির"—মদনমোহন)। 'নিশা'-শব্দজ। কবিপ্র। ৩। নিশীথে যে নাম ধরিয়া ডাকে এমন ভূত ("নিশিতে ডাকিলে লোকে ধায় যথা"—শিবনাথ শাস্ত্রী)। বাং প্র। বি।

নিশিজল—রাত্রিকালে রক্ষিত পানার্থ জল; রাত্রিতে উন্মুক্ত স্থানে উন্মুক্ত পাত্রে

রক্ষিত প্রভাতে পেয় জল ; হিম, শিশির। নিশির (<নিশার) জল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
নিশিডাক—নিশীথকালে স্বপ্নাবস্থায় লোকে নিজের নাম ধরিয়া যে ডাক শুনিয়া ঘুমঘোরে বাহির হইয়া যায় সেই ডাক। [বস্তুনিরপেক্ষ শ্রুতিবিভ্রমের (auditory hallucination) ফলে এরূপ হয়।] বাং প্র। বি।
নিশিত—১। ধারাল, শাণিত, তীক্ষ্ণীকৃত। বিণ। ২। লৌহ। নি—শো+ক্ত কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।
নিশিদিন—দিনরাত, সর্ব্বদা। দ্বন্দ্ব। বি।
নিশিদিশি—রাতদিন, দিবারাত্র ("নিশি-দিশি অবিরত জাগিতে"—জ্ঞানদাস)। কবিপ্র। বি।
নিশিপালক—১। পঞ্চদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। বি ; ক্লীব। ২। প্রহরিবিশেষ ; রাত্রিকালের প্রহরী। নিশি. (রাত্রিতে) পালক (রক্ষক), অলুক্ ৭মীতৎ। বি ; পুং।
নিশিপালন—পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তির রাত্রিতে অন্নাহার-বর্জ্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি ; ক্লীব।
নিশিভোরে—রাত্রি প্রভাত হইলে ; ভোর বেলায়। বাং প্র। ক্রি-বিণ।
নিশিসমাগম—রাত্রির আগমন, সন্ধ্যা। নিশির (<নিশার) সমাগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
নিশী—নিশাচরী ভূতবিশেষ [ইহারা রাত্রিতে নিদ্রিত মানুষকে ডাকিয়া লইয়া যায় ও গায়ের রক্ত চুষিয়া খায়। ইহাদের হাত এড়াইবার জন্য তিনবার না ডাকিলে উত্তর দিতে নাই। 'নিশিডাক' দ্রঃ।] বাং প্র। বি।
নিশীথ—দুপুর রাত, অর্দ্ধরাত্র ; রাত্রি। নি—শী+থক্ অধিবা। বি ; পুং।
নিশীথ-সূর্য্য(র্য)—মধ্য রাত্রিতে উদিত সূর্য্য [মেরু-অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বহুদিন ধরিয়া সূর্য্যাস্ত ঘটে না ; অন্যান্য দেশে যখন নিশীথ রাত্রি, তখনও সেখানে সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য ঐ সময়ে দৃষ্ট সূর্য্যকে নিশীথ-সূর্য্য (midnight sun) বলে]। নিশীথের সূর্য্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। **নিশীথ-সূর্য্যের দেশ**—উত্তর মেরুর সন্নিহিত গ্রীনল্যাণ্ড, ল্যাপল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ।
নিশীথিনী—রাত্রি, রজনী। নিশীথ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
নিশীশ্বর—চৌকিদার ; রাত্রিকালের নগর-রক্ষক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
নিশুতি—১। নিদ্রাময় ; ঘুমে বিভোর। 'নিষুপ্ত'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ। ২। মধ্য-রাত্র। 'নিশীথ'-শব্দজ। বি।
নিশুম্ভ—১। শুম্ভদৈত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নি—শুন্ভ্+অচ্ কর্তৃবা। ২। বধ ; মর্দ্দন। নি—শুন্ভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।
নিশুম্ভমর্দ্দি(র্দি)নী—দুর্গা, ভগবতী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
নিশোয়াস—নিশ্বাস। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
নিশ্চয়—১। নিঃসংশয় জ্ঞান ; নির্ণয়, অসংশয় ; সিদ্ধান্ত ; বিষয়নিরূপণ ; যাহাতে ব্যতিক্রম নাই এমন অবস্থা (certainty). নির্—চি+অপ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। নিশ্চিত, অবধারিত, স্থির ('—বাক্য')। বিণ। বি,—য়তা। ৩। নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।
নিশ্চয়তা—স্থিরতা। নিশ্চয় (২)+তা ভাবে। বাং প্র। বি। [কবিপ্র। ক্রি।
নিশ্চয়া—নিশ্চয় করা ; স্থির করা।
নিশ্চল—অচল ; স্থির। নির্—চল্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।
নিশ্চলা—১। অচলা, স্থিরা। বিণ ; স্ত্রী। ২। শালপর্ণী ; পৃথিবী। নিশ্চল+আপ্। বি ; স্ত্রী।
নিশ্চলাঙ্গ—১। স্থির অবয়ব, স্পন্দনহীন অঙ্গ। নিশ্চল যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। স্পন্দরহিত ; স্থিরকায়। নিশ্চল অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা,—ঙ্গী। ৩। বক। বি ; পুং।
নিশ্চায়ক—নির্ণায়ক ; নিশ্চয়কারক। নির্—চি+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িকা।
নিশ্চিত—১। নির্ণীত ; নিঃসন্দিগ্ধ ; (মনোবিজ্ঞান) যাহার ব্যতিক্রম নাই এরূপ (certain). নির্—চি+ক্ত কর্ম্মবা। ২। স্থিরনিশ্চয়। নিশ্চিত+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। ৩। নিশ্চয়রূপে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।
নিশ্চিন্ত—যাহার কোন ভাবনা নাই এরূপ, চিন্তাহীন। নির্ (নাই) চিন্তা যাহার, বহুব্রী। বিণ।
নিশ্চিন্দি—নিশ্চিন্ত। 'নিশ্চিন্ত'-শব্দজ। বিণ। [বি।
নিশ্চিন্দিপুর—যমের বাড়ী। বাং প্র।
নিশ্চেষ্ট—চেষ্টারহিত ; গতিশক্তিহীন ; স্পন্দহীন। নির্ (নাই) চেষ্টা যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—ষ্টতা।
নিশ্চেষ্টতা—যে গুণ থাকাতে জড়বস্তু-সকল আপনা হইতে চলিতে পারে না এবং চালিত হইলেও স্বয়ং স্থির হইতে পারে না (inertia) ; চেষ্টাহীনতা। নিশ্চেষ্ট+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—নিশ্চেষ্ট।
নিশ্বসন—'নিশ্বাস' দ্রঃ।
নিশ্বসিত—১। যে নিশ্বাস ফেলিয়াছে এরূপ। নি—শ্বস্+ক্ত কর্তৃবা। ২। নিশ্বাস-রূপে পরিত্যক্ত। নি—শ্বস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিশ্বসন, নিশ্বাস। ৩। নিশ্বাস। নি—শ্বস্+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।
নিশ্বাস, নিশ্বসন—মুখ বা নাসাদ্বারা বায়ু-ত্যাগ। নি—শ্বস্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। বিণ—নিশ্বসিত।
নিশ্বাস-প্রশ্বাস—শ্বাসত্যাগ ও শ্বাসগ্রহণ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।
নিশ্বাস-রোধ—শ্বাস বাহির হইতে না দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
নিষক্ত—সংযুক্ত, সংলগ্ন, সংক্রান্ত। নি—সন্জ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।
নিষঙ্গ—১। বাণ রাখিবার পাত্র, তূণীর। নি—সন্জ্+ঘঞ্ অধিবা। ২। সঙ্গ, সংসর্গ। নি—সন্জ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।
নিষঙ্গী (-ঙ্গিন্)—১। বাণাধারধারী, তূণীর-ধারী ; ধনুর্দ্ধারী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গিণী। ২। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ। নিষঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।
নিষণ্ণ—যে বসিয়া আছে এমন, উপবিষ্ট ; শয়িত ; স্থিত ; অবলম্বনকারী। নি—সদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।
নিষাদ—১। ব্যাধজাতিবিশেষ, কিরাত ; চণ্ডাল ; ধীবর, জেলে ; পারশবনামক সঙ্কর জাতি। ২। সপ্তস্বরের শেষ স্বর। নি—সদ্+ঘঞ্ অধিবা (যাহাতে পাপ বা মন অবস্থান করে)। বি ; পুং।
নিষাদিত—যাহাকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, উপবেশিত। নি—সদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
নিষাদী (-দিন্)—১। মাহুত, হস্তিপক ; যে হাতীর পিঠে চড়িয়া আছে, হাতীর সওয়ার। বি ; পুং। ২। নিষণ্ণ (সকল অর্থে)। নি—সদ্, সাদি+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।
নিষাদী—ব্যাধজাতীয়া স্ত্রী, কিরাতী ; চণ্ডালী। নিষাদ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
নিষিক্ত—ভিজা, সিক্ত, ক্ষরিত। নি—সিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিষেক।
নিষিদ্ধ—যাহাকে বারণ করা হইয়াছে এমন, প্রতিষিদ্ধ, নিবারিত ; বাধিত ; তিরস্কৃত ; অতি অপবিত্র বলিয়া যাহার ভোজন ইত্যাদি করিতে নাই এমন (যথা, হিন্দুর পক্ষে গরুর মাংস)। নি—সিধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিষেধ।
নিষুতি—১। অঘোর ঘুম, গভীর নিদ্রা। বি। ২। গভীর নিদ্রায় মগ্ন ; শব্দহীন, নিস্তব্ধ। 'নিষুপ্ত'-শব্দজ। বিণ।
নিষুপ্ত—ঘুমে অচেতন, গভীর-নিদ্রা-মগ্ন। নি—স্বপ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—নিষুপ্তি।
নিষেক—ক্ষরণ ; বর্ষণ ; সেচন ; আধান, গর্ভাধান ; শস্যোৎপাদনের উপযোগীকরণ (fertilization). নি—সিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—নিষিক্ত।

নিষেধ—১। মানা, বারণ, নিবারণ; তিরস্কার। নি—সিধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার বিধি। নি—সিধ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং। বিণ—নিষিদ্ধ, নিষেধক, নিষেধ্য।

নিষেধক—নিবারক, নিবারণকারী; তিরস্কারকারী। নি—সিধ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধিকা। বি—নিষেধ।

নিষেধ্য—যাহা বারণ করা উচিত এমন, নিবারণযোগ্য। নি—সিধ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিষেধ।

নিষেবণ—সেবা, শুশ্রূষা; উপভোগ। নি—সেব্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—বিত,—ব্য।

নিষেবিত—সেবিত, আরাধিত; অনুসৃত, অনুযাত; উপযুক্ত। নি—সেব্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—বণ।

নিষেব্য—ব্যবহার্য্য, সেবনযোগ্য। নি—সেব্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—বণ।

নিষ্ক—মুদ্রা, মোহর, দীনার; বত্রিশ রতি স্বর্ণ; ১০৮ মাষা সুবর্ণ-পরিমাণ; সুবর্ণ; অলঙ্কার; কণ্ঠভূষণ; বক্ষোভূষণ; চারি মাষা; ষোল কাহন। নির্‌—কৈ+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং বা ক্লীব।

নিষ্কণ্টক—কাঁটাশূন্য, কণ্টকরহিত; শত্রুশূন্য; নিরাপদ্‌; নির্ব্বিঘ্ন। নির্‌ (নাই) কণ্টক যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—নিষ্কণ্টকে।

নিষ্কম্প—কম্পহীন, স্থির। নির্‌ (নাই) কম্প যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্কর—যাহার জন্য খাজানা দিতে হয় না এরূপ, লাখেরাজ। নির্‌ (নাই) কর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্করুণ—নির্দ্দয়, অকরুণ। নির্‌ (নাই) করুণা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্কর্ম্মা (-র্ম্মন্‌), **নিষ্কর্ম্মা**—যাহার কোন কাজ নাই এরূপ; অলস; বেকার; নিশ্চেষ্ট; নির্ব্যাপার। নির্‌ (নাই) কর্ম্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্কর্ষ—নিশ্চয়; তাৎপর্য্য, সার; নিঃসারণ; প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া খাজনা আদায়। নির্‌—কৃষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা, কর্ম্মবা। বি; পুং।

নিষ্কর্ষণ—দূরীকরণ, অপনয়ন; নিঙড়ান, নিষ্কাসন; উদ্ধরণ; নিশ্চয়করণ। নির্‌—কৃষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

নিষ্কল—১। তেজোহীন, নষ্টবীর্য্য; অংশহীন, কলাশূন্য, নিরংশ, সম্পূর্ণ; বৃদ্ধ। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। নির্‌ (নাই) কলা (অংশ, অবয়ব) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

নিষ্কলঙ্ক—কলঙ্কহীন, নির্দ্দোষ, নির্ম্মল। নির্‌ (নাই) কলঙ্ক যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্কলা—১। যে স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইয়াছে, নিবৃত্তরজস্কা স্ত্রী; বৃদ্ধা স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। কলাশূন্যা। নিষ্কল+আপ্‌ (প্রথম পক্ষে বিকল্পে ঈপ্‌)। বিণ; স্ত্রী।

নিষ্কলিত—ভাগশূন্য, কলাবিহীন। নিষ্কল+ণিচ্‌ (নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিষ্কলুষ—পাপশূন্য, নির্দ্দোষ। নির্‌ (নাই) কলুষ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্কাম—কামনাশূন্য, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত; নিস্পৃহ। নির্‌ (নাই) কাম যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্কামকর্ম্ম(র্ম)—ফললাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম করা হয় তাহা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিষ্কামধর্ম্ম(র্ম)—কামনাহীন ধর্ম্ম, ফললাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কৃত ধর্ম্মকর্ম্ম; শুধু ভগবৎপ্রীতির জন্য বাসনাশূন্য হইয়া যে ধর্ম্ম পালন করা হয় তাহা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

নিষ্কাশ—১। বাহির হওয়া, নিঃসরণ, বহির্গমন। নির্‌—কশ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। বারাণ্ডা। নির্‌—কশ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং।

নিষ্কাশন, নিষ্কাসন—বাহির করণ, বহিষ্করণ ('জল—'); নিঃসারণ; নির্ব্বাসন। নির্‌—কশ্‌, কস্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—শিত, —সিত।

নি ষ্কা শি ত, নি ষ্কা সি ত—দূরীকৃত, তাড়িত; নির্ব্বাসিত; নিঃসারিত; বহিষ্কৃত। নির্‌—কশ্‌, কস্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—শন,—সন।

নিষ্কাসন—'নিষ্কাশন' দ্রঃ।

নিষ্কাসিত—'নিষ্কাশিত' দ্রঃ।

নিষ্কুল—সমস্ত-অবয়বশূন্য; সপিণ্ডাদিকুলরহিত, নির্ব্বংশ। নির্‌ (নাই) কুল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্কুষিত—দূরীকৃত; আকৃষ্ট; নিঃসারিত; যাহার ছাল ছাড়ান হইয়াছে; নিস্তুষীকৃত; ক্ষতবিক্ষত; খণ্ডিত। নির্‌—কুষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিষ্কৃত—যে রেহাই পাইয়াছে এরূপ, মুক্ত, উদ্ধারপ্রাপ্ত। নির্‌—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিষ্কৃতি।

নিষ্কৃতি—পরিত্রাণ, মুক্তি, নিস্তার; প্রতিশোধ। নির্‌—কৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—নিষ্কৃত।

নিষ্কেশ—যাহার চুল নাই এরূপ, কেশশূন্য। নির্‌ (নাই) কেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—শা,—শী।

নিষ্কোষণ—কোষ হইতে বাহিরকরণ, বহির্নিঃসারণ। নির্‌—কুষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

নিষ্ক্বাথ—মাংসাদির কাথ, ঝোল। নির্‌—ক্বথ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

নিষ্ক্রম—১। বাহিরে যাওয়া, বহির্গমন; সংস্কারবিশেষ; শিশুর জন্মের পর চতুর্থ মাসে সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইবার সময় যে সংস্কার বা আচার পালন করা হয় তাহা। নির্‌—ক্রম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। বুদ্ধিশক্তি। নির্‌—ক্রম্‌+ঘঞ্‌ করণবা। ৩। দুষ্কুল। নির্‌ (নিকৃষ্ট ভাবে)—ক্রম্‌+ঘঞ্‌ অপাবা। বি; পুং।

নিষ্ক্রমণ—নিষ্ক্রম (১) (সকল অর্থে)। নির্‌—ক্রম্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—নিষ্ক্রান্ত।

নিষ্ক্রয়—১। বেতন; ভাড়া; মূল্য; বুদ্ধিযোগ; প্রত্যুপকার; সামর্থ্য। নির্‌—ক্রী+অচ্‌ করণবা। ২। নির্গমন; নিষ্কৃতি; বিনিময়, বদল; বিক্রয়। নির্‌—ক্রী+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং।

নিষ্ক্রান্ত—নির্গত, যে বাহিরে গিয়াছে এমন, বহির্গত। নির্‌—ক্রম্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—নিষ্ক্রমণ।

নিষ্ক্রিয়—ক্রিয়াশূন্য, জড়; নিষ্কর্ম্মা (inactive). নির্‌ (নাই) ক্রিয়া যাহার, বহুব্রী।

নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ—আ ক্র ম ণা ত্ম ক কোন কিছু না করিয়া অন্যের কার্য্যে বাধা দেওয়া (passive resistance).

নিষ্ঠ—১। স্থির, স্থিতিশীল। নি—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। ২। (আধারবাচক শব্দের পরে সমাসে) অবলম্বনকারী; নিষ্ঠার সহিত বর্ত্তমান; অনুরক্ত, আসক্ত ('স্বধর্ম্ম—')। 'নিষ্ঠা' শব্দের বহুব্রীহি সমাসে আ-কার লোপ। বিণ।

নিষ্ঠা—১। প্রগাঢ় অনুরাগ, ধর্ম্মাদিতে ভক্তি, শ্রদ্ধা; নির্ব্বাহ; শেষ, অন্ত; নাশ, ধ্বংস; দৃঢ়তা; নিষ্পত্তি; বাঞ্ছা; উৎকর্ষ; ব্যবস্থা; ব্রতাদিক্লেশ; নিশ্চয়স্থিতি; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) ক্ত ও ক্তবতু প্রত্যয়। নি—স্থা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। অনুরক্তা। নিষ্ঠ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

নিষ্ঠাবান্‌ (-বৎ)—ধর্ম্ম ও আচার প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন; দৃঢ়। নিষ্ঠা+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

নিষ্ঠীব, নিষ্ঠীবন, নিষ্ঠেব, নিষ্ঠেবন—১। থুতু, মুখজল। নি—ষ্ঠিব্‌+অনট্‌ কর্ম্মবা (বিকল্পে দীর্ঘ)। ২। থুতু ফেলা। নি—ষ্ঠিব্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা (বিকল্পে দীর্ঘ)। বি; পুং, ক্লীব, পুং, ক্লীব। বিণ—নিষ্ঠ্যূত।

নিষ্ঠুর—১। নির্দ্দয়, ক্রূর; কঠিন; নিশ্চল। নি—স্থা+উরচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—রতা। ২। পরুষবচন; অশ্লীলবাক্য। নি—স্থা+উরচ্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

নিষ্ঠ্যূত—উদ্গীর্ণ ; নিক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; থু থু করিয়া ফেলা। নি—ষ্ঠিব্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিষ্ঠীবন। [কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিষ্ণ—দক্ষ, কুশল, নিপুণ। নি—স্না+ক

নিষ্ণাত—প্রবীণ, বিজ্ঞ ; নিপুণ, কুশল ; পারগত ; প্রধান। নি—স্না+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিষ্পতন—নির্গমন, নিষ্ক্রমণ। নির্‌—পত্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

নিষ্পত্তি—মিটমাট, মীমাংসা ; সমাপ্তি, সিদ্ধি ; অবধারণ, নিশ্চয় ; পরিপাক ; চুক্তি ; নির্ব্বাহ ; অনুপাত। নির্‌—পদ্‌+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—নিষ্পন্ন।

নিষ্পদ—খোঁড়া, পঙ্গু, পাদবিহীন। নির্‌ (নাই) পদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্পন্দ—স্পন্দনরহিত। নিঃ (নাই) স্পন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্পন্ন—সিদ্ধ ; সম্পন্ন ; সমাপ্ত ; জাত ; নির্বৃত্ত। নির্‌—পদ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—নিষ্পত্তি।

নিষ্পরিগ্রহ—১। পরিব্রাজক ; পরমহংস। বি ; পুং। ২। পত্নীশূন্য ; পরিগ্রহশূন্য ; নির্লিপ্ত ; মুক্তসঙ্গ। নির্‌ (নাই) পরিগ্রহ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্পাদক—নির্ব্বাহকারক ; মীমাংসাকারী। নির্‌—পদ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দিকা। বি, —দন।

নিষ্পাদন—নির্ব্বাহকরণ, শেষকরণ, সম্পাদন, সমাপন ; মীমাংসাকরণ। নির্‌—পদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —দক, —দনীয়, —দিত, —দ্য।

নিষ্পাদনীয়—শেষ করিবার মত, নিষ্পাদ্য ; যাহা মীমাংসা করিতে হইবে বা করা উচিত এমন ; যাহা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। নির্‌—পদ্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি, —দন।

নিষ্পাদিত—সম্পাদিত, সাধিত, নির্ব্বাহিত ; মীমাংসিত। নির্‌—পদ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —দন।

নিষ্পাদ্য—নিষ্পাদনীয় (সকল অর্থে)। নির্‌—পদ্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, —দন।

নিষ্পাপ—যাহার পাপ নাই এরূপ, নির্দ্দোষ। নির্‌ (নাই) পাপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্পাব—১। ধান্যাদি তুষহীন করণ। নির্‌—পূ+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। আগড়া ; ভুষি, কুঁড়া। নির্‌—পূ+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ৩। কুলার বাতাস। নির্‌—পূ+ঘঞ্‌ করণবা। বি ; পুং।

নিষ্পি, নিষ্পী—অর্দ্ধেক ; খারাপ ; হীন। আর্বী 'নিস্‌ফ্‌'-শব্দজ। বিণ।

নিষ্পিত্ত—পিত্তশূন্য ; ঘৃণাবিহীন। নির্‌ (নাই) পিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্পিষ্ট—চূর্ণিত ; মর্দ্দিত ; ঘৃষ্ট। নির্‌—পিষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিষ্পেষণ।

নিষ্পীড়ন—নিংড়ান ; নিপীড়ন। নির্‌—পীড়্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —ড়িত।

নিষ্পেষ, নিষ্পেষণ—ঘর্ষণ ; পেষণ ; চূর্ণন ; মর্দ্দন। নির্‌—পিষ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। বিণ—নিষ্পিষ্ট, —ষিত।

নিষ্প্রতিভ—প্রতিভাশূন্য ; অজ্ঞ ; মূর্খ ; জড় ; দীপ্তিহীন। নির্‌ (নাই) প্রতিভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্প্রদীপ—১। প্রদীপহীন ; অন্ধকার ('—রজনী')। নির্‌ (নাই) প্রদীপ যাহার বা যেখানে, বহুব্রী। বিণ। ২। প্রদীপহীনতা (black out) [নিষ্প্রদীপের মহড়া]। প্রদীপের অভাব, অব্যয়ী। বি ; ক্লীব।

নিষ্প্রভ—১। প্রভাশূন্য, নিস্তেজ ; মলিন। বিণ। ২। দানববিশেষ। নির্‌ (নাই) প্রভা যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

নিষ্প্রয়োজন—যাহার কোন দরকার নাই এমন, প্রয়োজনশূন্য, নিরর্থক। নির্‌ (নাই) প্রয়োজন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্প্রাণ—প্রাণহীন ; গতপ্রাণ, জীবনশূন্য। নির্‌ (নাই) প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, —ণতা।

নিষ্প্রাণতা—প্রাণশূন্যতা ; মৃত্যু। নিষ্প্রাণ +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—নিষ্প্রাণ।

নিষ্ফল—বিফল, নিরর্থক ; ফলরহিত। নির্‌ (নাই) ফল যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্ফলা—বন্ধ্যা ; ফলশূন্যা। নির্‌ (নাই) ফল যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

নিষ্ফেন—ফেনশূন্য। নির্‌ (নাই) ফেন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিষ্যন্দ, নিস্যন্দ—১। গলন, ক্ষরণ ; বর্ষণ ; চুয়ান ; নির্ঝর ; পতন। নি—স্যন্দ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ, —ন্দিত, —ন্দী (-ন্দিন্‌)। ২। নিষ্যন্দযুক্ত। নি—স্যন্দ্‌ +অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিষ্যন্দিত, নিস্যন্দিত—যাহা গলিয়া যায় এমন, ক্ষরণশীল ; যাহা গলিয়া গিয়াছে এমন, ক্ষরিত। নি—স্যন্দ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—নিষ্যন্দ, নিস্যন্দ।

নিষ্যন্দী (-ন্দিন্‌), নিস্যন্দী (-ন্দিন্‌)—যে গলায় এমন, ক্ষরণকারী। নি—স্যন্দ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ন্দিনী। বি—নিষ্যন্দ, নিস্যন্দ।

নিসর—নিতান্ত গমনশীল। নি—সৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিসরা—বাহির হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নিসর্গ—১। স্বভাব, প্রাকৃত অবস্থা (Nature) ; সৃষ্টি, সর্গস্বরূপ। নি—সৃজ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ২। বৃষ্টি। নি—সৃজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

নিসর্গজ—স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। উপতৎ ; নিসর্গ—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

নিসর্গবেদী (-বেদিন্‌)—নিসর্গী (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ ; নিসর্গ—বিদ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী, —বেদিনী।

নিসর্গী (-র্গিন্‌)—প্রকৃতিবাদী, প্রকৃতি লইয়া যে গবেষণা করে (naturalist). নিসর্গ+ ইন্‌ জানে অর্থে। বি ; পুং।

নিসাড়, নিসাড়া—অচল, নিস্পন্দ ; শব্দহীন, স্তব্ধ। বহুব্রী। বিণ।

নিসাদল—মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন বিদেশী বণিগ্‌দ্রব্য (sal-ammoniac). ফার্সী 'নৌসাদর'-শব্দজ। বি।

নিসানা—চিহ্ন, লক্ষ্য। ফার্সী। বি।

নিসারা—ইয়ত্তা ; সংখ্যা ; নির্ণয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বাং প্র। বি।

নিসিন্দা—তিক্তাস্বাদ-পত্রবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

নিসিন্ধু—নিসিন্দাগাছ, সিন্ধুবারবৃক্ষ ; একপ্রকার শোথনাশক ঔষধ। নি—স্যন্দ্‌+কু কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

নিসুতি—১। গভীর নিদ্রা। 'নিষুপ্তি'-শব্দজ। ২। অর্দ্ধ বা গভীর রাত্রি। 'নিশীথ'-শব্দজ। বি।

নিসূদক—হিংসক ; হত্যাকারী, ঘাতক ; বিনাশক। নি—সূদ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দিকা। বি, —দন।

নিসূদন—১। হত্যা, বধ ; নিষেধ, নিবারণ। নি—সূদ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —দক, —দিত। ২। বিনাশক। নি—সূদ্‌+ অন কর্ত্তৃবা। বিণ। [বিণ।

নিসৃত—বহির্গত। নি—সৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা।

নিসৃষ্ট—প্রেরিত ; দত্ত ; অর্পিত, ন্যস্ত ; মধ্যস্থ। নি—সৃজ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নিসৃষ্টার্থ—দূতবিশেষ, যে ব্যক্তি প্রেরয়িতার আদেশ ব্যতিরেকেও উভয় পক্ষের ভাব বুঝিয়া স্বয়ং সমুদায় বলিতে পারে এরূপ দূত, যে ব্যক্তি উভয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়া স্বয়ং উত্তরাদি দানে সমর্থ এরূপ দূত ; কর্ম্মাধ্যক্ষ ; তত্ত্বাবধায়ক। নিসৃষ্ট (দত্ত) অর্থ (বিষয়) যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বি ; পুং।

নিস্তন্দ্র—তন্দ্রারহিত ; আলস্যহীন। নির্‌ (নাই) তন্দ্রা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিস্তব্ধ—নীরব ; স্পন্দরহিত। নি—স্তন্ভ্‌ +ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —ব্ধতা।

নিস্তব্ধতা—স্পন্দনশূন্যতা, নীরবতা। নিস্তব্ধ +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

নিস্তম্ভিত—নীরব, নিস্তব্ধ। কবিপ্র। বিণ।

নিস্তরঙ্গ—যাহাতে ঢেউ নাই এরূপ, তরঙ্গশূন্য ; স্থির, অচঞ্চল। নির্‌ (নাই) তরঙ্গ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিস্তরণ, নিস্তার—১। উপায়, কার্য্য-সিদ্ধির হেতু। নির্—তৃ + অনট্, ঘঞ্, করণবা। ২। পার হওয়া ; উদ্ধার ; মুক্তি ; নির্গমন ; সিদ্ধি। নির্—তৃ + অনট্, ঘঞ্, ভাববা। বি ; ক্লীব, পুং।

নিস্তল—তলশূন্য ; গোলাকার ; যাহার পার্শ্ব-গুলি সমতল নহে এরূপ। নির্ (নাই) তল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিস্তলী—বড়ি, বটিকা। নির্ (নিরস্ত) তল (প্রতিষ্ঠা) যাহার, বহুব্রী + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নিস্তার—'নিস্তরণ' দ্রঃ।

নিস্তারবীজ—যাহা দ্বারা মানব মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়, মুক্তিলাভের মূল উপায়। নিস্তারের বীজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

নিস্তুষ—তুষশূন্য, যাহাতে তুষ নাই এরূপ। নির্ (নাই) তুষ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নিস্তেজ—যাহার তেজ নাই এমন, তেজো-হীন, নিষ্প্রভ ; নির্জ্জীব। 'নিস্তেজস্'-শব্দজ। বিণ।

নিস্তেজাঃ (-তেজস্), **নিস্তেজা**—তেজোহীন, বলশূন্য ; নিষ্প্রভ ; নির্জ্জীব। নির্ (নাই) তেজঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিস্ত্রৈগুণ্য—গুণত্রয়রহিত, সত্ত্ব রজঃ তম—এই তিন গুণের প্রভাবমুক্ত ; কামাদিশূন্য ; সংসারাতীত। নির্ (নাই) ত্রৈগুণ্য (গুণ-ত্রয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিস্স্নেহ—তৈলবর্জ্জিত ; স্নেহশূন্য, মমতাহীন। নি (নাই) স্নেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিস্পন্দ—যাহা নড়িতে চড়িতে পারে না এরূপ, স্পন্দরহিত ; চেষ্টারহিত, অসাড়, নিশ্চল ; স্থির। নির্ (নাই) স্পন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিস্পৃহ—স্পৃহাশূন্য, আকাঙ্ক্ষাহীন, নিরাকাঙ্ক্ষ ; নির্লোভ। নির্ (নাই) স্পৃহা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নিস্বন, নিস্বান—শব্দ, ধ্বনি। নি—স্বন্ + অপ্, ঘঞ্, ভাববা। বি ; পুং।

নিস্যন্দ—'নিষ্যন্দ' দ্রঃ।

নিস্রব, নিস্রাব—১। ভাতের মাড়, ফেন। নি—স্রু + অপ্, ঘঞ্, কর্ম্মবা। ২। ক্ষরণ ; নির্গমন। নি—স্রু + অপ্, ঘঞ্, ভাববা। বি ; পুং। বিণ—নিস্রুত। [কবিপ্র। বি বা বিণ।

নিহড়—কিরণ ; সমীপ, নিকট। প্রাঃ

নিহড়া—কাছান, নিকটে যাওয়া ; ক্ষান্ত হওয়া, পরাঙ্মুখ হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নিহত—যাহাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, বিনাশিত। নি—হন্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিধন, নিহনন।

নিহনন—বধ, প্রাণনাশ। নি—হন্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—নিহত।

নিহন্তা (নিহন্তৃ)—বধকারী ; নিঃশেষে হননকর্ত্তা, সংহারক। নি—হন্ + তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

নিহাই—নেহাই (anvil), 'নিধাপিকা' বা 'নিঘাতিকা'-শব্দজ। বি।

নিহাইৎ, নেহাইৎ—নেহাৎ (তাহা দ্রঃ)।

নিহানী—লোহার বাঁটযুক্ত বাটালি ; নেহাই। বাং প্র। বি।

নিহার—'নীহার' দ্রঃ।

নিহারা, নেহারা—১। দেখা, তাকান। বাং ক্রি। ২। মল, বিষ্ঠা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নিহাল—ধনী, সুখী। হিন্দী। বিণ।

নিহালা, নেহালা—দেখা, নিরীক্ষণ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নিহালী, নেহালী—১। একপ্রকার মূল্য-বান্ বস্ত্র। প্রাঃ কবিপ্র। ২। তাড়াতাড়ি পাকে এমন একপ্রকার ধান্য। বাং প্র। বি।

নিহিংসন—হনন, হত্যা, বধ। নি—হিন্স্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

নিহিত—গোপনে স্থাপিত ; অর্পিত ; কৃত ; গুপ্ত ; নিক্ষিপ্ত, গচ্ছিত। নি—ধা + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—নিধান।

নিহিলিষ্ট—অনস্তিত্ববাদী ; সর্ব্বধর্ম্ম ও নীতি-বর্জ্জনকারী ; প্রাচীন রুশিয়ার বিপ্লবী সম্প্রদায়-বিশেষ। ইং 'Nihilist'-শব্দজ। বি।

নিহ্নব, নিহ্নুতি—অস্বীকার, ফাঁকি দেওয়া ; শঠতা ; গোপন ; শুদ্ধি। নি—হ্নু + অপ্, ক্তি ভাববা। বি ; পুং, স্ত্রী। বিণ—নিহ্নুত।

নীক—১। নিক (তাহা দ্রঃ)। ২। ক্ষুদ্র ; অতিশয়। 'নিক্ক'-শব্দজ। বিণ।

নীকার—ঘৃণা, ধিক্কার, অবজ্ঞা। নি—কৃ + ঘঞ্ ভাববা (ইকার দীর্ঘ)। বি ; পুং।

নীচ—ইতর, অধম, অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ; ক্ষুদ্র ; বামন। নি (নিকৃষ্ট)—ঈ (লক্ষ্মী)—চম্ + ড কর্তৃবা। বিণ। বি—নীচতা।

নীচকুল—হীন বংশ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

নীচকুলজাত, নীচকুলোদ্ভব—যে হীন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এরূপ। নীচকুলে জাত, ৭মীতৎ ; নীচকুল হইতে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীচগ—১। যাহার গতি নীচের দিকে এমন, নিম্নগামী ; অধম। বিণ। ২। জল। উপতৎ ; নীচ—গম্ + ড কর্তৃবা। বি ; ক্লীব।

নীচগা—১। নিম্নগা, নদী। বি ; স্ত্রী। ২। নিম্নগামিনী ; নিকৃষ্ট পুরুষে আসক্তা ('—নারী')। উপতৎ ; নীচ—গম্ + ড কর্তৃবা + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নীচগামিনী—নিম্নদিকে গমনশীলা ; নীচ পুরুষে অনুরক্তা। নীচগামিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নীচগামী (-গামিন্)—নিম্নদিকে গমনশীল ; হীনপথগামী ; নীচজাতীয়া স্ত্রীতে অনুরক্ত। উপতৎ ; নীচ—গম্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

নীচগ্রহ—(জ্যোতিষ) নিজ নিজ উচ্চস্থান হইতে ভিন্ন নিম্নস্থানে অবস্থিত রবি প্রভৃতি গ্রহ [যথা,—রবির তুলা, সোমের বৃষ, মঙ্গলের কর্কট ইত্যাদি]। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

নীচজাতি—ছোট জাত, হীন জাতি।

নীচজাতীয়—ছোট জাতের, হীনজাতীয়, ইতরজাতি-সম্বন্ধীয়। নীচজাতি + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নীচতা—নিকৃষ্টতা ; ক্ষুদ্রাশয়তা ; হীনতা ; ইতরামি। নীচ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

নীচপ্রকৃতি—১। অধম-স্বভাববিশিষ্ট। নীচা প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। হীন স্বভাব। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

নীচপ্রবৃত্তি—১। যাহার মনের গতি অধম এমন, হীন-ইচ্ছাযুক্ত। নীচা প্রবৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নিকৃষ্ট ইচ্ছা। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

নীচমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—যাহার মন ছোট এমন, হীনচেতা, নিকৃষ্টমনোবৃত্তিযুক্ত। নীচ মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীচযোনি—১। হীন জন্মস্থান, মানুষের পশু প্রভৃতির কুলে জন্ম ; নিম্নশ্রেণীর জীব। কর্ম্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। হীনকুলে জাত, পশু প্রভৃতির কুলে জাত। নীচ যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীচযোনিজ—পশু প্রভৃতির হীন কুলে জাত। উপতৎ ; নীচযোনি—জন্ + ড কর্তৃবা। বিণ। [কবিপ্র। বিণ।

নীচশির—নীচশিরাঃ (তাহা দ্রঃ)।

নীচশিরাঃ (-শিরস্), **-শিরা**—যে মাথা নোয়াইয়া রহিয়াছে এমন, অবনতমস্তক ; নিরুপায়। নীচ হইয়াছে শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীচান্তঃকরণ—১। ছোট মন, সঙ্কীর্ণ হৃদয়। নীচ অন্তঃকরণ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। যাহার মন নীচ এরূপ, সঙ্কীর্ণমনাঃ। নীচ অন্তঃকরণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীচাসক্ত—হীন কার্য্যে বা বিষয়ে অনুরক্ত। ৭মীতৎ। বিণ। [নিচে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

নীচু—১। নিম্ন, নীচ। বিণ। ২। নীচে,

নীচে—নিম্ন স্থান। 'নীচ'-শব্দজ। গ্রাম্য। বি।

নীর্ঝর—জলস্রোত। 'নির্ঝর'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

নীট—প্রকৃত, যথার্থ ; সাফ, নিকর। ইং 'nett'-শব্দজ। বিণ। **নীট মুনাফা**—বৎসরের খরচ ওয়াশীল দিয়া যাহা জমা থাকে।

নীড়—১। পাখীর বাসা, কুলায় ; আশ্রয়স্থান। নি—ঈড্ + ক অধিবা। ২। রথের অবয়ব-বিশেষ। নি—ঈড্ + অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

নীত—১। যাহা লইয়া যাওয়া হইয়াছে এরূপ, গৃহীত, প্রাপিত; বাহিত, অতিবাহিত। নী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। রীতি, নিয়ম; নীতি। নী+ক্ত করণবা। বি; ক্লীব। ৩। আচরণ; অভিপ্রায়। বাং প্র। বি।

নীতি—১। হিতাহিতবিবেচনা, হিতাহিত বিবেচনাপূর্ণ উপদেশ; শুক্রাচার্য্যাদিপ্রণীত শাস্ত্র; রীতি; নিয়ম। নী+ক্তি করণবা। ২। পাওয়া, প্রাপণ, প্রাপ্তি; যাপন। নী+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—নীত।

নীতিকথা—সদুপদেশপূর্ণ বাক্য, নীতিপূর্ণ বাক্য, নীতিপূর্ণ কথা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নীতিজ্ঞ—নীতিশাস্ত্রে নিপুণ, নীতিবিষয়ে অভিজ্ঞ। উপতৎ; নীতি—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

নীতিজ্ঞান—ন্যায়-অন্যায়ের বোধ; নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা; সফলতালাভের উপায়বিষয়ক জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নীতিপথ—যে পথে চলা সঙ্গত তাহা, যে পদ্ধতি অবলম্বন করা নীতিসঙ্গত তাহা। নীতিসম্মত পন্থা, মধ্যপ কর্ম্মধা (অ সমাসান্ত)। বি; পুং। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নীতিবাক্য—হিতোপদেশ, নীতিবাণী।

নীতিবিজ্ঞান, -বিদ্যা—ন্যায়-অন্যায়ের বিচারসম্বন্ধীয় শাস্ত্র (Ethics), নীতির বিজ্ঞান, বিদ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

নীতিবিরুদ্ধ -বিরোধী (-ধিন্)—সৎশিক্ষার বিপরীত, নীতিশাস্ত্রের বিরোধী; নিয়মের উল্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —বিরুদ্ধা, —বিরোধিনী।

নীতিভ্রংশ—নীতিসম্মত পথ হইতে বিচ্যুতি, ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুতি। ৫মীতৎ। বি; পুং। বিণ, —ভ্রষ্ট।

নীতিমান্ (-মৎ)—যে সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং তদনুযায়ী আচরণ করে এরূপ, নীতিসম্পন্ন। নীতি+মতুপ্, অস্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —মতী।

নীতিমার্গ—নীতিপথ (তাহা দ্রঃ)। নীতিসম্মত মার্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নীতিমূলক—যাহার মূলে সৎশিক্ষা আছে এরূপ, নীতিযুক্ত; নীতিবিষয়ক। নীতিই মূল বা মূলে যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, —মূলিকা।

নীতিশাস্ত্র—যে সকল পুস্তকাদিতে সৎশিক্ষার কথা লেখা আছে তাহা, যে শাস্ত্রে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা, মানবদেশের হিতাহিত-জ্ঞাপক শাস্ত্র। নীতিবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নীতিসঙ্গত—নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত; নিয়মানুযায়ী। নীতির সহিত সঙ্গত, ৩য়াতৎ। বিণ।

নীতিসম্মত—নীতিসঙ্গত। নীতির দ্বারা সম্মত, ৩য়াতৎ। বিণ। [কবিপ্র। বি।

নীধ্র—চূড়, ছদি, নিধ্রা। 'নিধ্র'-শব্দও। প্রাঃ

নীপ—১। কদম্বগাছ, কদম্ববৃক্ষ; নীলাশোকবৃক্ষ; বন্ধুকবৃক্ষ; দেশবিশেষ। বি; পুং। ২। কদম্বপুষ্প। নী+পক্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

নীবার—তৃণধান্য, উড়িধান্য। নি—বৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

নীবি, নীবী—মূলধন, পুঁজি; পণ, বাজি; কটিবস্ত্রগ্রন্থি, পেটের উপর কাপড়ের দুই খুঁট একত্র বন্ধন (যাহা সাধারণতঃ পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েরা করে)। নি—বে+ইন্ করণবা, বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নীবিবন্ধ, নীবীবন্ধ, -বন্ধন—পরিধেয় বস্ত্রের দুইকোণ একত্র করিয়া উদরের নিচে যে গ্রন্থি দেওয়া হয় তাহা, কটির বস্ত্রগ্রন্থি। ৬ষ্ঠীতৎ বা কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব।

নীবিহক—নীবির, নীবীর, কটিবস্ত্রগ্রন্থির। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নীয়মান—যাহা লইয়া যাওয়া হইতেছে এরূপ, প্রাপ্যমাণ; গৃহ্যমাণ; প্রেষ্যমাণ। নী+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

নীর—জল; রস। নী+রক্ কর্ত্তৃবা; অথবা, নির্ (নির্গত) র (অগ্নি, বাড়বাগ্নি) যাহা হইতে, বহুব্রী; অথবা, নির্গত র অর্থাৎ অগ্নি হইতে, প্রাদি। বি; ক্লীব।

নীরক্ত—রক্তশূন্য, শোণিতহীন। নির্ (নাই) রক্ত যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নীরজ—১। পদ্ম, জলজ পুষ্প। বি; ক্লীব। ২। উদ্বিড়াল। বি; পুং। ৩। জলজাত। উপতৎ; নীর—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

নীরজাঃ (-জস্), **নীরজা**—১। ধূলিরহিত; রজোগুণরহিত; পরাগশূন্য (পুষ্পাদি)। বিণ। ২। মহাদেব। বি; পুং। ৩। অরজস্বলা, যে ঋতুমতী নয় এরূপ ('—জা')। নির্ (নাই) রজঃ যাহার, বহুব্রী। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নীরত—ক্ষান্ত, বিরত। বাং প্র। বিণ।

নীরদ—১। মেঘ, জলদ; মুস্তক, মুথা। বি; পুং। ২। জলদাতা। উপতৎ; নীর—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। দন্তরহিত। নির্ (নাই) রদ (দন্ত) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীরদবর্ণ—মেঘের ন্যায় কাল, ঘনশ্যাম। নীরদের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীরধর—মেঘ, জলদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নীরধার—১। জলের ধারা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। [illegible] উপহার। বাং প্র। বি।

নীরধি, -নিধি—সমুদ্র, জলধি। উপতৎ; নীর—ধা+কি অধিকা; নীরের নিধি (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নীরন্ধ্র—ছিদ্রশূন্য; ঘন, নিবিড়। নির্ (নাই) রন্ধ্র যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

নীরব—নিঃশব্দ; বাক্যহীন, যে চুপ করিয়া আছে এরূপ। নির্ (নাই) রব যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীরবা—১। শব্দহীনা; বাক্শূন্যা। নীরব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নীরব হওয়া ("নীরবিলা তরঙ্গ"—মাইকেল)। কবিপ্র। ক্রি।

নীরস—রসহীন, শুষ্ক, শুক। নির্ (নাই) রস যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীরাজন, -না—১। দেবতার আরতি; আরাত্রিকদীপমালা সজল-শঙ্খ ধৌতবস্ত্র বিল্বপত্রাদি সাষ্টাঙ্গপ্রণাম—এই পাঁচটি দ্বারা আরাধনা। নীর—অজ্+অনট্ ভাববা; নীর—অজ্+অন ভাববা+আপ্। ২। শান্তিকর্ম্মবিশেষ। নীরের (শান্তিজলের) অজন (ক্ষেপণ) যাহাতে, বহুব্রী; পক্ষে আপ্। ৩। অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিষ্কারকরণ; অশ্বপূজনবিশেষ। নির্—রাজ্+অনট্ ভাববা; নির্—রাজ্+অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

নীরুজ—রোগহীন, সুস্থ। নির্ (নাই) রুজা (রোগ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীরূপ—রূপশূন্য। নির্ (নাই) রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীরোগ—সুস্থ, ব্যাধিশূন্য। নির্ (নাই) রোগ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নীল—১। বর্ণবিশেষ; নীলবর্ণকারক পদার্থবিশেষ (indigo); চিহ্ন; কুবেরের নবনিধির অন্যতম। নীল্+অ করণবা। ২। উড়িষ্যাসন্নিহিত পর্ব্বতমালা; নীলবর্ণ বৃষ; ময়না পাখী; শুভসূচক শব্দ বা ঘোষণা; বটবৃক্ষ; বানরবিশেষ; নিধিবিশেষ, মণিবিশেষ; নড়ের পুত্র; অগ্নীধ্রের পুত্র। নীল্+অ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। নীলবর্ণযুক্ত। নীলী+অণ্ রঞ্জিতার্থে। বিণ। স্ত্রী—নীলা, নীলী। ৪। তুঁতিয়া; সোরমা; তালীশপত্র; সুরাম; কাল লবণ; বিষ; তুরগ; তমালক্ষ। বি; ক্লীব। ৫। নীলকণ্ঠ, শিব, গাজনের শিব। বাং প্র। বি; পুং। **নীলের উদ্যোগ**—চড়ক সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে নীলকণ্ঠ শিবের অর্চ্চনার জন্য উপবাস।

নীলক—১। কালো লবণ; বর্ত্তলোহ; বীজগণিতোক্ত অব্যক্তরাশির সংজ্ঞাবিশেষ। নীল+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব। ২। অসনবৃক্ষ। উপতৎ; নীল—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

নীলকণ্ঠ—১। শিব; ময়ূর; খঞ্জনপক্ষী; চাতকপক্ষী; নীলচাসের পাখীবিশেষ; দাত্যূহবিশেষ। নীল কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। ২। কবিবিশেষ। নীলকণ্ঠ আছেন এখানে এই অর্থে নীলকণ্ঠ+অচ্। ৩। নীলবর্ণ গলদেশ। কর্ম্মধা। বি; পুং। ৪। যাহার গলদেশ নীল

এরূপ। নীল কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –কণ্ঠা, –কণ্ঠী। [বি; ক্লীব।
নীলকমল—নীলপদ্ম, নীলোৎপল। কর্ম্মধা।
নীলকর—যে নীলের চাষ করে। উপতৎ; নীল—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
নীলকান্ত—নীলশিলা, ইন্দ্রনীলমণি; নীলা; (তাহার সদৃশ বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণ। নীল কান্ত (আভা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
নীলকুঠি, -কুঠী—নীল উৎপাদন করিবার বাড়ী বা কারখানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
নীলগাই—গরু বা কৃষ্ণসার হরিণ জাতীয় একপ্রকার জন্তু। কর্ম্মধা। বি।
নীলগিরি—দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতবিশেষ। কর্ম্মধা। বি।
নীলগ্রীব—শিব। নীল (নীলবর্ণবিশিষ্ট) গ্রীবা যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
নীলডাউন—স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েদের হাঁটুতে ভর দিয়া বসা রূপ শাস্তি। ইং kneel-down. বি।
নীলধ্বজ—১। তালগাছ। কর্ম্মধা (সদৃশার্থে)। ২। নীলরঙের নিশান। কর্ম্মধা। ৩। মাহিষ্মতীপুরীর রাজা। নীল ধ্বজ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
নীলপটল—নীলবস্ত্র। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
নীলপতাকিনী—দুর্গাদেবী। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।
নীলপ্রভ—নীলবর্ণ-দ্যুতিবিশিষ্ট। নীলা প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।
নীলবড়ি—বড়ির আকারে প্রস্তুত নীল রঙ্। কর্ম্মধা (বাং)। বি।
নীলবর্ণ—১। নীল রঙের। নীল বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নীল রঙ্। কর্ম্মধা। বি; পুং।
নীলবসন—১। নীলরঙের কাপড়। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার বস্ত্র নীলবর্ণ। নীল বসন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। শনৈশ্চর, শনিগ্রহ। বি; পুং।
নীলবস্ত্র—১। বলরাম। নীল বস্ত্র যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। নীলরঙের কাপড়। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
নীলব্রত—নীলষষ্ঠীব্রত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
নীলমণি—মণিবিশেষ, ইন্দ্রনীলমণি; শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মধা। বি; পুং।
নীলমাধব—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ; জগন্নাথদেব। কর্ম্মধা। বি; পুং।
নীললোহিত—বেগুনে রঙ্। নীলমিশ্র লোহিত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
নীলষষ্ঠী—চড়ক-সংক্রান্তির বা চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন (ষষ্ঠী তিথি না হইলেও)। বাং প্র। বি; স্ত্রী।
নীলসরস্বতী—দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা, তারা। নীলা সরস্বতী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নীলা—১। নীলরঙের মাছি, নীলবর্ণ মক্ষিকা; নীলবৃক্ষ; দেহস্থ চিহ্নবিশেষ; কণ্ঠস্থ ধমনী; (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। নীলবর্ণযুক্তা (প্রাণী ও ওষধি না বুঝাইলে)। নীল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। নীলবর্ণ মূল্যবান্ প্রস্তরবিশেষ (ইহা সাধারণতঃ শনিগ্রহের অশুভ প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আঙ্‌টি ইত্যাদিতে ধারণ করা হয়)। 'নীলরা'-শব্দজ। বি।
নীলাকাশ—নীলবর্ণ গগন। কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।
নীলাক্ষ—১। নীলবর্ণ-চক্ষুবিশিষ্ট। নীল অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, –ক্ষী। ২। মরাল, রাজহাঁস। বি; পুং।
নীলাচল—জগন্নাথক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র [নীলগিরিনামক পার্ব্বত্য ভূমির প্রান্তপ্রদেশে পুরীতে জগন্নাথক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত; সেই জন্য ইহার নামান্তর নীলাচল]। নীল যে অচল (পর্ব্বত), কর্ম্মধা। বি; পুং।
নীলাঞ্জন—১। তুঁতে। নীল অঞ্জন যাহা হইতে, বহুব্রী। ২। রসাঞ্জন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
নীলাব্জ—নীলপদ্ম, নীলোৎপল। নীল যে অব্জ (পদ্ম), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
নীলাভ—ঈষৎ নীলবর্ণ। নীলা আভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।
নীলাম—'নিলাম' দ্রঃ।
নীলাম্বর—১। নীলবসন; নীল আকাশ। নীল অম্বর, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার পরিধানে নীল বসন এরূপ। নীল অম্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। বলরাম; শনৈশ্চর; রাক্ষস। বি; পুং। [বি।
নীলাম্বরী—নীলরঙের শাড়ী। বাং প্র।
নীলাম্বু—১। সমুদ্র। নীল অম্বু (অর্থাৎ জলরাশি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। নীল জল। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
নীলাম্বুজ, -জন্ম (-জন্মন্)—নীল পদ্ম, নীলোৎপল। নীল যে অম্বুজ, অম্বুজন্ম (পদ্ম), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
নীলাম্বুধি—নীল সাগর। নীলাম্বু—ধা+কি অধিবা। বি; পুং।
নীলারুণ—ভোর বেলা, প্রত্যূষ। নীল (শ্যামাভ, অস্পষ্ট) অরুণ যে সময়ে, বহুব্রী। বি; পুং।
নীলিকা—১। নীলের গাছ। নীলী+কন্ স্বার্থে+স্ত্রী আপ্। ২। চোখের একপ্রকার রোগ। নীলী+কন্ আছে অর্থে+আপ্। ৩। শেফালিকা। নীলী+কন্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। [বিণ।
নীলিম—নীলরঙের। 'নীলিমন্'-শব্দজ।
নীলিমময়—নীলবর্ণ; শ্যামবর্ণ। নীলিমন্+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, –ময়ী।

নীলিমা (নীলিমন্)—নীলত্ব; নীলবর্ণ। নীল+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।
নীলী (নীলিন্)—নীলবর্ণবিশিষ্ট। নীল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—নীলিনী।
নীলী—১। নীল গাছ; একজাতীয় নীলবর্ণ কাল ভ্রমর; চোখের একপ্রকার রোগ। নীল্+ক করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। নীলবর্ণবিশিষ্ট। নীল+ঈপ্ (প্রাণী ও ওষধি, অন্যত্র নীলা)। বিণ; স্ত্রী।
নীলীন—একপ্রকার মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ (iodine). নবগঠিত পারিভাষিক। বি।
নীলীরাগ—১। গভীর ভালবাসা, দৃঢ়প্রণয়; নায়কনায়িকার পূর্ব্বরাগবিশেষ। নীলীসদৃশ রাগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। নীলবর্ণ। নীলীর রাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
নীলোৎপল—নীলপদ্ম। নীল উৎপল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
নীশার—বায়ুনিবারক আবরণবস্ত্র, কানাৎ মশারি পর্দ্দা প্রভৃতি। নি—শৄ+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।
নীহার, নিহার—বরফ, তুষার, হিম; ঘন শিশির, কুজ্ঝটিকা। নি—হৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা (বিকল্পে 'ই' দীর্ঘ)। বি; পুং।
নীহারিকা—অতি দূরে অবস্থিত বলিয়া যে তারাগুলিকে কুয়াসার মত মনে হয় তাহা (nebula). নীহার+কন্ বা ইক (ঠন্) সাদৃশ্যার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
নুআ, নুয়া—অবনত হওয়া, বক্র হওয়া। 'নম্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। [বাং ক্রি।
নুআন, নুয়ান—অবনত করা, বক্র করা।
নুকি—১। লুক্কায়িত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। গোপন; আত্মগোপন। প্রাদে। বি।
নুট—শান্তভাব; অবাধভাব; নিরাপত্তি; দেবতার উদ্দেশ্যে বাতাসা মিষ্টান্ন প্রভৃতি ছড়ান। বাং প্র। বি।
নুটি, নুটী—আঁটি; পুঁটুলি; মোট; সূতা প্রভৃতির তাল। 'লোষ্ট্র'-শব্দজ। বি।
নুটিশ—'নোটিশ' দ্রঃ। [প্রাদে। বিণ।
নুড়কুৎ—১। পুত্র। বি। ২। কার্য্যাক্ষম।
নুড়া, নুড়ো—গোছা, গুচ্ছ; তৃণাদির গুচ্ছ; আগুন ধরাইবার নিমিত্ত খড়ের বা তৃণের গোছা। বাং প্র। বি।
নুড়ি, নুড়ী—ছোট গোল পাথর; কাঁকর। 'লোষ্ট্র'-শব্দজ। বি।
নুণ, নুন—লবণ। 'লবণ'-শব্দজ। বি।
নুত—প্রশংসিত; স্তুত; পূজিত। নু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।
নুতি—স্তুতি; প্রশংসা; পূজা; প্রণাম। নু+
নুদ, নুদি—মোটাপেট, স্থূলোদর; উদরে বলি, পেটের থাক মাংস বা চর্ব্বি। 'ভুন্দ'-শব্দজ। বি।

নুন—'নুন' দ্রঃ।
নুনিয়া—লবণ-বিক্রয়কারী জাতি; পুরীর সমুদ্রসন্তরণে পটু জাতি। নুন+ইয়া। বি।
নুনড়ী, নুনুড়ী—বুণ্টি; ঘণ্টার জিহ্বা; আলজিভ। প্রাদে। বি।
নুয়া—১। 'নুআ' দ্রঃ। ২। সধবার হাতের লোহার বালা, সধবার চিহ্নস্বরূপ হস্তধৃত লৌহবলয়। 'লৌহ'-শব্দজ। বি।
নুয়ান—'নুআন' দ্রঃ। [আর্বী। বি।
নুর, নূর—জ্যোতিঃ, আলোক; দাড়ি।
নুরনবী, নূরনবী—হজরত মোহাম্মদ। নু(নূ)রের (আলোকময় আল্লাহ্‌র) নবী (প্রেরিত পুরুষ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
নুরি, নুরী—মালয় উপদ্বীপের একপ্রকার পাখী; তোতাপাখী, শুকপাখী। মালয়ী শব্দ। বি।
নুলা, নুলো—১। বিকলহস্তবিশিষ্ট; টুঁঠা; যাহার হাত-পা ভাঙা এরূপ। বিণ। ২। হাত, হস্ত; বিড়ালাদির থাবা। বাং প্র। বি।
নূতন—নবীন, অভিনব। নব+তনপ্ (নব-স্থানে নূ)। বিণ। বি,—নতা, —নত্ব।
নূতনত্ব—অভিনবত্ব। নূতন+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—নূতন।
নূনখালাসী—পঞ্চাশ বিঘার কম বলিয়া যে সকল লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত হয় নাই তাহা। বাং প্র। বি।
নূনা—কৃশ, খর্ব। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
নূপুর—পায়ের গহনা-বিশেষ, নেপুর। নূ—পুর্+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।
নূপুর-নিক্কণ—নূপুরের শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
নূর—'নুর' দ্রঃ।
নৃ—মনুষ্য; নর (বাংলায় শুধু সমাসে ব্যবহৃত, যেমন—নৃপতি, নৃমুণ্ড ইত্যাদি)। নী+ঋন্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—নারী।
নৃকপাল—নরকপাল, মড়ার মাথার খুলি। না'র অর্থাৎ নরের (নৃ-শব্দ) কপাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।
নৃকুলবিদ্যা—মানবসমাজের বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কিত বিদ্যা (Ethnology). না'র (নৃ-শব্দ) কুল, ৬ষ্ঠীতৎ; তৎসম্বন্ধিনী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
নৃকেশরী (-রিন্)—১। নৃসিংহাবতার। না অথচ কেশরী, কর্মধা। ২। নরশ্রেষ্ঠ। না (নৃ-শব্দ) কেশরিসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।
নৃতত্ত্ব—নৃবিদ্যা (তাহা দ্রঃ)। [স্ত্রী।
নৃতি—নাচ, নৃত্য। নৃত্+ই ভাববা। বি;
নৃত্ত—১। নাচ, নৃত্য; অভিনয়; তাললয়াশ্রিত অঙ্গবিক্ষেপ; রস ভাব ইত্যাদি শূন্য শুধু তাল লয় যোগে নাচ। নৃত্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। নর্তনকারী। নৃত্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।
নৃত্য—নাচ, তাল মান রসাশ্রয় বিলাসযুক্ত হাবভাবপ্রকাশ সহকারে আঙ্গিক ক্রিয়া [মহাদেব কর্তৃক নৃত্যের প্রথম সৃষ্টি হয়। নৃত্য দুই প্রকার; তাণ্ডব ও লাস্য; পুং-নৃত্যের নাম তাণ্ডব এবং স্ত্রী-নৃত্যের নাম লাস্য]; অভিনয়। নৃত্+ক্যপ্ ভাববা। বি; ক্লীব।
নৃত্যপর—নর্তনশীল। নৃত্য পর (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
নৃত্যপরায়ণ—নৃত্যে আসক্ত; নাচিতে সুদক্ষ। নৃত্য পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
নৃত্যপ্রিয়—যে নাচ ভালবাসে এমন, নর্তনপ্রিয়। নৃত্য প্রিয় যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।
নৃত্যশালা—নাচঘর, নাট্যশালা, রঙ্গালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
নৃদেব—রাজা, নরদেব। নৃ অর্থাৎ নরমধ্যে দেব, ৭মীতৎ। বি; পুং।
নৃধর্মা (-র্মন্), **-ধর্মা**—১। কুবের। বি; পুং। ২। মনুষ্যের স্বভাববিশিষ্ট, নরধর্মাক্রান্ত। নৃর (নরের) ধর্ম যাঁহার, বহুব্রী (সমাসান্ত অন্ প্রত্যয়)। বিণ।
নৃপ, নৃপতি—রাজা, নরপতি। উপতৎ; নৃ (মনুষ্য)—পা (পালন করা)+ক কর্তৃবা; না'র (নরের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
নৃপত্ব—রাজত্ব, রাজার অবস্থা। নৃপ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।
নৃপবর—শ্রেষ্ঠ রাজা। নৃপমধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
নৃপবল্লভ—রাজার প্রিয়। নৃপের বল্লভ,
নৃপবল্লভা—১। রাজ্ঞী; পুষ্পবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। রাজার প্রিয়া। নৃপবল্লভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
নৃপমণি—শ্রেষ্ঠ রাজা। নৃপমধ্যে মণি, ৭মীতৎ। বি; পুং।
নৃপসভা—রাজার সভাগৃহ, রাজসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ+অ সমাসান্ত। বি; পুং।
নৃপসুতা—রাজকন্যা; ছুঁচা, ছুছুন্দরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
নৃপাংশ—১। নৃপকে দেয় নির্দিষ্ট ভাগ, রাজার প্রাপ্য কর। নৃপ প্রাপ্য অংশ, মধ্যপ কর্মধা। ২। রাজপুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
নৃপাত্মজ—রাজপুত্র। নৃপের আত্মজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—জা।
নৃপাল—মনুষ্যপালক, রাজা। উপতৎ; নৃ (মনুষ্য)—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।
নৃপাসন—সিংহাসন, মণিখচিত আসনবিশেষ। নৃপের আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
নৃপেন্দ্র—শ্রেষ্ঠ রাজা। নৃপমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ; অথবা, নৃপ ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।
নৃবিদ্যা—মানব-বিজ্ঞান, মানবের জাতি শ্রেণী ইত্যাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান (Anthropology). নৃ-সম্বন্ধিনী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
নৃমণি—নরশ্রেষ্ঠ; রাজা। নৃ অর্থাৎ মনুষ্যমধ্যে মণি (রত্নস্বরূপ), ৭মীতৎ। বি; পুং।
নৃমুণ্ড—মানুষের মাথা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব। [তৎ। বি; স্ত্রী।
নৃমুণ্ডমালা—মানুষের মাথার মালা। ৬ষ্ঠী-
নৃমুণ্ডমালিনী—১। কালী। বি; স্ত্রী। ২। মনুষ্যের মস্তক দ্বারা নির্মিত মালা-পরিধানকারিণী। নৃমুণ্ডমালা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
নৃযজ্ঞ—অতিথিসৎকার, গৃহস্থের প্রত্যহকর্তব্য পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত অতিথিপূজারূপ যজ্ঞ। নৃ (মনুষ্য)-সম্বন্ধীয় যজ্ঞ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
নৃলোক—মর্ত্যলোক, পৃথিবী। নাদিগের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
নৃশংস—নির্দয়, নিষ্ঠুর; ক্রূর; ক্ষতিকারক। উপতৎ; নৃ (মনুষ্য)—শন্স্ (হিংসা করা)+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সী। বি,—সতা।
নৃসিংহ—১। বিষ্ণু; বিষ্ণুর অবতারবিশেষ [ইহা ভগবানের দশাবতারের একটি; তিনি হিরণ্যকশিপুর বধার্থ এই মূর্তি পরিগ্রহ করেন]। না (মনুষ্য) অথচ সিংহ, কর্মধা। ২। মনুষ্যপ্রধান। না সিংহসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।
নৃসিংহচতুর্দ্দ(র্দ)শী—বৈশাখমাসীয় শুক্লচতুর্দশী [এই দিনে হিরণ্যকশিপুর বধার্থ নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন]। নৃসিংহপ্রীতিকরী চতুর্দশী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
নৃসিংহপুরাণ—উপপুরাণবিশেষ। নৃসিংহবিষয়ক পুরাণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।
নৃসোম—নরচন্দ্র, নরশ্রেষ্ঠ। নৃ (মনুষ্য)-মধ্যে সোম (চন্দ্র, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।
নৃহরি—নৃসিংহাবতার। না (মনুষ্য) অথচ হরি (সিংহ), কর্মধা। বি; পুং।
নে—১। নিষেধবাচক শব্দ, না (জানিনে)। প্রাদে। অব্য। ২। ধর্, গ্রহণ কর্; খাম্। বাং ক্রি।
নেই—নাই। প্রাদে। অব্য।
নেই-আঁকড়া—'নাই-আঁকড়া' দ্রঃ।
নেই-মামা—নির্দনতা; অভাব, কিছু না থাকা। নেই যে মামা, সুপ্ সুপা। বি।
নেউগী—নিয়োগী, উপাধিবিশেষ। 'নিয়োগী'-শব্দজ। বি।
নেউটা—ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা; উল্টান; নড়চড় হওয়া। 'নিবর্তন'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। বি,—টন,—টান।
নেউল—বেজী। 'নকুল'-শব্দজ। বি।
নেও—বুনিয়াদ; ভিত্তি। 'নেমি'-শব্দজ। বি।

নেওট, নেওটা, নেওটো—১। জাতিবিশেষ। বি। ২। একান্ত অনুগত; একান্ত ভক্ত। 'স্নেহবৃত্ত'-শব্দজ। বিণ।

নেওটা—নেউটা (তাহা দ্রঃ)।

নেওয়া, নেয়া—লওয়া, গ্রহণ করা। বাং ক্রি।

নেওয়ার—মশারি প্রভৃতির প্রান্তে লাগান মোটা ফিতা। বাং প্র। বি।

নেং, নেঙ্—পা, পদ, চরণ। প্রাদে। বি।

নেংচা, নেংচান, নেঙ্চান—খোঁড়ার মত চলা। বাং ক্রি।

নেংটা, নেঙ্টা, ন্যাংটা—উলঙ্গ, বিবস্ত্র। 'নগ্নবৃত্ত' বা 'নগ্নাট'-শব্দজ। বিণ। **নেংটা গোরা**—হাইল্যাণ্ডার সৈন্য।

নেংটাপনা—বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা। নেংটা+পনা ভাবে। বি।

নেংটি, নেংটী—১। ছোট, ক্ষুদ্র ('—ইঁদুর')। বিণ। ২। কৌপীন, কপ্নি। বাং প্র। বি।

নেংড়া—'নেঙ্গড়া' দ্রঃ।

নেকড়া, ন্যাকড়া—ছিন্নবস্ত্র, কানি। 'নক্তক'-শব্দজ। বি। **নেকড়ার আগুন**—যে আগুন ধুমাইয়া ধুমাইয়া জ্বলিতে থাকে তাহা; যাহা সহজে মিটে না এরূপ ব্যাপার।

নেকড়িয়া, নেকড়ে—ব্যাঘ্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

নেকনজর—কৃপাদৃষ্টি; (ব্যঙ্গার্থে) ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি। ফার্সী। বি।

নেকরা—ছিনালী, কৌতুক; রঙ্গ, ছল। ফার্সী 'নখ্‌ড়া'-শব্দজ। বি।

নেকা, ন্যাকা—যে জানিয়াও না জানার ভাণ করে এমন; অস্পষ্টবাক্; অজ্ঞ; বোকা। ফার্সী 'নেক'-শব্দজ। বিণ। বি—নেকাপনা, নেকাম, নেকামি। **নেকা সাজা**—বোকার ভাব দেখান, না জানার ভাণ করা।

নেকাপনা, নেকাম, নেকামি—নির্বুদ্ধিতা; বুদ্ধি না থাকার ভাণ; অস্পষ্ট-ভাষিতা; অস্পষ্টতা। নেকা+পনা, ম, মি ভাবে। বি।

নেকার—বমি, বমন। 'ন্যকার'-শব্দজ। বি। **নেকার নেকার**—ন্যাকারের উপক্রম, বমি বমি। **গা নেকার নেকার করা**—গা বমি বমি করা, বমি করিবার মত শরীরের অবস্থা হওয়া।

নেকী—বোকা; বোকার ভাণকারিণী; যে নারী নেকা সাজে এরূপ। নেকা+ঈ। বিণ; স্ত্রী। [(<উয়া)। বিণ।

নেকো—লম্বা নাকযুক্ত। নাক+ও

নেগে—লাগিয়া, জন্য। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

নেঙ্—'নেং' দ্রঃ।

নেঙ্চান—'নেংচা' দ্রঃ।

নেঙ্টা—'নেংটা' দ্রঃ।

নেঙা, নেঙ্গা—বামহস্তে অধিক বল-সম্পন্ন, বামহস্তে দক্ষিণহস্তের কার্য্যকারী। বাং প্র। বিণ।

নেঙ্গ(ংগ)ড়া, নেংড়া—১। খোঁড়া, খঞ্জ; পঙ্গু। বিণ। ২। একপ্রকার ভাল আম। হিন্দী। বি।

নেঙ্গু(ংগু)ড়—লেজ, লাঙ্গুল; অবিশ্রান্ত ধারা, সংলগ্নতা। 'লাঙ্গুল'-শব্দজ। বি।

নেজ—লেজ, পুচ্ছ। প্রাদে। বি।

নেজক—১। ধোবা, বস্ত্রপরিষ্কারক। বি; পুং। ২। শোধক, পরিষ্কারক। নিজ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—নেজিকা।

নেজন—১। শোধন, ধৌতকরণ। নিজ্+অনট্ ভাববা। ২। ধৌতকরণ-স্থান, রজকা-লয়। নিজ্+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

নেজমা—লাঙ্গলের ফাল। ফার্সী 'নেজা'-শব্দজ। বি।

নেজা—১। অস্ত্রবিশেষ, ভল্ল, বর্শা; বাণ। ফার্সী। ২। মৎস্যাদির লেজ। প্রাদে। বি। ['লাঙ্গুল'-শব্দজ। বি।

নেজুড়—কাপড়ের লেজ, কৃত্রিম পুচ্ছ।

নেটা—যে দক্ষিণহস্তের কাজ বামহস্তে করে এরূপ; নেঙা। বাং প্র। বিণ।

নেটান—এলাইয়া পড়া, লতাইয়া পড়া। 'লতান'-শব্দজ। বাং ক্রি।

নেঠা—দায়, মুস্কিল, ঝঞ্ঝাট; ছল, ওজর। প্রাদে। বি।

নেড়া—১। মুণ্ডিতকেশ। বিণ। ২। ভিক্ষুকবিশেষ; ধান গাছের ডাঁটা, বিচালী। বাং প্র। বি।

নেড়া-নেড়ী—বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষ। বাং প্র। বি। [বি।

নেড়াসিজ—তেকাঁটা; সিজবৃক্ষ। প্রাদে।

নেত—বস্ত্রবিশেষ, ছিন্নবস্ত্র; পট্টবস্ত্র, গরদ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নেতপাট—সূক্ষ্মবস্ত্র; বহুমূল্য পট্টবস্ত্র ("নেতপাট সিংহাসন-উপরেতে তুলি"—কৃত্তিবাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নেতা (নেতৃ)—পরিচালক; প্রধান ব্যক্তি; নায়ক; প্রভু, স্বামী; যে লইয়া যায় সে; প্রেরক; পথপ্রদর্শক; প্রাপক; নির্ব্বা-হক। নী+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—নেত্রী।

নেতা—ছেঁড়া কাপড়, তেনা; পদ্মার (বিষ-হরীর) সখী (পদ্মাপুরাণ—দ্বিজবংশী)। বাং প্র। বি।

নেতাড়, নেতুড়—সংলগ্নতা; জের; অবিরল ধারা। বাং প্র। বি।

নেতাড়ী—অর্দ্ধশ্লোক; অর্দ্ধসংস্রব। প্রাদে। বি। [বাং ক্রি।

নেতান—অবসন্ন হওয়া; কৃশ হওয়া।

নেতিবাচক—অস্বীকৃতিমূলক; নঞর্থক (negative). নেতির (ন+ইতি) বাচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নেতুড়—'নেতাড়' দ্রঃ।

নেতৃত্ব—নায়কতা; অধ্যক্ষতা; স্বামিত্ব, প্রভুত্ব। নেতৃ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

নেত্র—১। চোখ, চক্ষুঃ; তিনের বাচকশব্দ। নী+ষ্ট্রন্ করণবা। বি; ক্লীব। ২। প্রেরক; চালক; রক্ষক; প্রাপক; প্রবর্ত্তক; নায়ক। নী+ষ্ট্রন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—নেত্রী।

নেত্রকনীনিকা—চক্ষুর তারকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নেত্রকোষ—চোখের কোটর, নেত্রপটল, অক্ষিগোলক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

নেত্রগোচর—যাহা দেখা যাইতেছে এমন, চক্ষুর বিষয়ীভূত, দৃষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নেত্রগোলক—অক্ষিগোলক (তাহা দ্রঃ)।

নেত্রচ্ছদ—চোখের পাতা। নেত্র—ছদ্+ণিচ্+ঘ করণবা। বি; পুং।

নেত্রজন—রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ-বিশেষ (nitrogen). নবগঠিত পারি-ভাষিক শব্দ। বি। [পুং।

নেত্রপল্লব—চোখের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

নেত্রপাত—দেখা, দৃষ্টিপাত, দর্শন, অব-লোকন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নেত্রবর্ত্মকন—(শারীরবিদ্যা) অক্ষিপট ও অক্ষিগোলকের সংযোজক ঝিল্লী (conjunc-tiva). নেত্রের বর্ত্ম, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার কণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নেত্রবিমোহন—যাহা চক্ষুকে মুগ্ধ করে এরূপ; নয়নরঞ্জন, সুন্দর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নেত্রমল—পিঁচুটি, চক্ষুর মল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নেত্ররঞ্জন—১। কাজল, কজ্জল, অঞ্জন; সুর্ম্মা। নেত্রের রঞ্জন (রাগদ্রব্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। চোখের প্রীতিকর। নেত্রের রঞ্জন (আনন্দবর্দ্ধন) হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বিণ।

নেত্রাঞ্জন—কাজল, কজ্জল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নেত্রাম্বু—চোখের জল, অশ্রু। নেত্রের অম্বু,

নেত্রিকাম্ল—উগ্র দাহকারী এবং স্বর্ণ ও প্ল্যাটিনাম ভিন্ন অন্য ধাতু-বিদ্রাবক তরল রাসায়নিক অম্ল পদার্থবিশেষ (nitric acid). নবগঠিত পারিভাষিক শব্দ। বি।

নেত্রী—পরিচালিকা। নেতৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নেদা—পশুপক্ষীর মল। বাং প্র। বি।

নেদান—কোমলতাবশতঃ অক্ষমতা প্রকাশ করা; হাঁপাইয়া যাওয়া; প্রহার করা; (পশুপক্ষীর) মলত্যাগ করা। বাং প্র। ক্রি।

নেদি—ঘুঁটে; ছাগল ভেড়া প্রভৃতির বিষ্ঠা। প্রাদে। বি।

নেপ—লেপ। প্রাদে। 'লেপ'-শব্দজ। বি।

নেপটান, লেপটান—লিপ্ত হইয়া থাকা; অপরিকৃতভাবে জড়াইয়া থাকা। 'লিপ্ত'-শব্দজ। বাং ক্রি।

নেপথ্য—রঙ্গমঞ্চের অন্তরালবর্ত্তী স্থান; সাজঘর, সজ্জাগৃহ; অভিনেতাদের বেশ, সজ্জা; অলঙ্কার। নী (নায়ক)-এর পথ্য (উপযুক্ত উপকারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নেপথ্য-গৃহ—সাজঘর (green room). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নেপথ্যবিধান—অভিনেতাদের সাজ-সজ্জাকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নেপা—১। লেপন করা। ক্রি। ২। ছাল; বাকল; চর্ম্ম, ত্বক্। বাং প্র। বি।

নেপালী—নেপালের অধিবাসী; নেপালে উৎপন্ন। নেপাল+ঈ অধিবাসী অর্থে, উৎপন্ন অর্থে। বি বা বিণ।

নেপুর—নূপুর। 'নূপুর'-শব্দজ। বি।

নেপো—প্রবাদোক্ত চালাক লোক; ফাজিল। বাং প্র। বি বা বিণ।

নেবা, ন্যাবা—কামলা রোগ। বাং প্র। বি।

নেবাজ—পৃষ্ঠপোষক; প্রতিপালক। ফার্সী। বিণ। [বি।

নেবু—লেবু, জম্বীর; নিম্বুফল। 'নিম্বু'-শব্দজ।

নেম—১। কাল, সময়; অবধি; অংশ; প্রাকার, বেষ্টন; কৈতব, ছল; গর্ত্ত। নী+মন্ করণবা। বি; পুং। ২। অর্দ্ধ। নী+ম কর্তৃবা। সর্ব্ব। ৩। নিয়ম। প্রাদে। বি।

নেমক—নুণ, লবণ। ফার্সী 'নমক'-শব্দজ। বি।

নেমকহারাম—অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন। ফার্সী। 'নমক্-হারাম'-শব্দজ। বিণ। বি.—হারামি, —হারামী।

নেমি, নেমী—১। চাকার প্রান্ত, চক্রধারা; কূপোপরিস্থ রজ্জুধারণার্থ তেকাটা। নী+মি করণবা, সংজ্ঞার্থে; পক্ষে+ঈপ্। ২। কূপের নিকটবর্ত্তী সমান স্থান। নী+মি অধিবা; পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নেয়া—'নেওয়া' দ্রঃ।

নেয়াই—কামারের নেহাই। 'নিধাপিকা' বা 'নিঘাতি'-শব্দজ। বি।

নেয়ান—১। নেহাই, কূট। বি। ২। লওয়ান। প্রাদে। ক্রি।

নেয়াপাতি—কচি, কোমল-শাঁসযুক্ত। বাং প্র। বিণ।

নেয়ামত—সুখাদ্য দ্রব্য। আর্বী। বি।

নেয়াড়, নেয়ার, নেয়াল—মশারি প্রভৃতির পার্শ্বে লাগাইবার মোটা ফিতা, সাদা ফিতাবিশেষ। হিন্দী 'নেবার্'-শব্দজ। বি।

নেয়ালী—১। নবমল্লিকা। 'নবমল্লিকা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ২। একপ্রকার ধান, নিহালী ধান। প্রাদে। বি।

নেয়ে—১। নাহিয়া, স্নান করিয়া। বাং প্র। অস-ক্রি। ২। মাঝি, নাবিক। না+এ (<ইয়া) চালকার্থে। বি।

নেলনেলে, ন্যালনেলে—লালাবিশিষ্ট, হড়হড়ে। বাং প্র। বিণ।

নেলাখেপা—হাঁদা, হাবাগোবা; সরলবুদ্ধি, সাংসারিক বুদ্ধিরহিত; শিথিল-প্রকৃতি, যাহার কাজকর্ম্মের বা পোষাকের আঁট বা বাঁধুনী নাই এমন, যে অবোধ এবং যাহার মুখ দিয়া সর্ব্বদা লালা পড়ে। বাং প্র। বিণ।

নেশা—মাদক দ্রব্য; মত্ততা, মাতলামি; বাতিক; অপরিত্যাজ্য অভ্যাস। আর্বী 'নসা'-শব্দজ। বি।

নেশাখোর—যে নেশা করে এরূপ, মাদকদ্রব্য-সেবী। নেশা+খোর আসক্তার্থে। বিণ। বি—নেশাখুরি।

নেহ—১। স্নেহ। 'স্নেহ'-শব্দজ। ২। অবলেহন। 'লিহ্'-ধাতুজ। বি। ৩। লও, গ্রহণ কর। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নেহাই—নেয়াই, কামারেরা যে লৌহ-খণ্ডের উপর রাখিয়া উত্তপ্ত লৌহে আঘাত করে তাহা। 'নিঘাতি' বা 'নিধাপিকা'-শব্দজ। বি।

নেহাইৎ, নেহাৎ, নেহাত—একান্ত পক্ষে, কমপক্ষে, কিছুতেই; নিতান্ত। আর্বী 'নিহায়ৎ' শব্দজ। অব্য।

নেহারনি—দৃষ্টি; কটাক্ষ ("চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি অঞ্জন শোভন তাহ"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নেহারা—দেখা, নিরীক্ষণ করা। 'নিভালন'-শব্দজ। কবিপ্র। ক্রি [প্রাচীন বাংলা কাব্যে 'নেহারা' ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ:—**নেহারই**—চাহি; চাহিয়া; দেখিতেছে। **নেহারলু**—দেখিলাম। **নেহারত**—দেখে; দেখিতেছে। **নেহারব**—দেখিব। **নেহারবি**—দেখিবি]।

নেহাল, নেয়াল—ধনী, ধনশালী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নেহালা—দেখা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

নেহালি—একপ্রকার পুষ্প, নিয়লি ফুল। বাং প্র। বি।

নৈ—১। নদী। 'নদী'-শব্দজ। ২। নবজাত বাছুর। 'নব'-শব্দজ। বি। [ক্লীব।

নৈঃস্ব—নিঃস্বত্ব। নিঃস্ব+অণ্ ভাবে। বি;

নৈক—একভিন্ন, অনেক। ন এক, সুপ্সুপা [এই "ন" নঞ্ নহে, পৃথক্ অব্যয় শব্দ]। বিণ।

নৈকটিক—১। নিকটবর্ত্তী। বিণ। স্ত্রী, —টিকী। ২। গ্রামসন্নিহিত-আশ্রমবাসী ঋষি। নিকট+ইক স্থিতার্থে। বি; পুং।

নৈকট্য—নিকটত্ব, সামীপ্য। নিকট+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

নৈকষেয়—নিকষাপুত্র, রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। নিকষা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

নৈকষ্য—বিশুদ্ধ, কষিত ('—স্বর্ণ')। নিকষ (কষ্টিপাথর)+ষ্যঞ্ পরীক্ষিতার্থে। বিণ। **নৈকষ্য কুলীন**—যাহার কৌলীন্য মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে।

নৈগম—১। উপনিষৎ; বেদান্তশাস্ত্র; নীতি-শাস্ত্র; নায়ক; নিঘণ্টু; ঋষি; পথ। নিগম+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। বণিক্; নগরবাসী। নিগম+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—মী।

নৈতিক—নীতিঘটিত; নীতিসম্বন্ধীয়; মনের দৃঢ়তাসম্বন্ধীয়। নীতি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নৈত্যিক—যাহা রোজই করিতে হয় এমন, নিত্য অনুষ্ঠেয়। নিত্য+ইক অনুষ্ঠেয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নৈদাঘ—গ্রীষ্মকালীন, নিদাঘসম্বন্ধীয়। নিদাঘ+অণ্ সম্বন্ধার্থে বা ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ঘী।

নৈদেশিক—চাকর, কিঙ্কর, দাস। নির্দেশ +ইক করে অর্থে। বি; পুং।

নৈপুণ, নৈপুণ্য—নিপুণতা, দক্ষতা; ওস্তাদি। নিপুণ+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

নৈবচ—এরূপ নয়। ন+এব+চ। অব্য।

নৈবচ নৈবচ—কখনই তা নয়; কখনই হইবে না ("ভিক্ষা মাগা নৈবচ নৈবচ"—ভারতচন্দ্র)।

নৈবেদ্য—যে আহার্য্যাদি দ্বারা দেবতার পূজা করা হয় তাহা, দেবোদ্দেশে নিবেদনীয় দ্রব্য। নিবেদ+ষ্যঞ্ যোগ্যার্থে বা নিবেদ্য +অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

নৈমিত্তিক—যাহা কোন বিশেষ কারণে হইয়া থাকে এমন, নিমিত্তোৎপন্ন; প্রয়োজনার্থক; নিমিত্তাভিজ্ঞ; যাহা প্রত্যহ করিতে না হইলেও বিশেষ উপলক্ষে করিতে হয় এরূপ; পুত্রজন্মাদিনিমিত্তক (শ্রাদ্ধাদি)। নিমিত্ত+ইক আগতাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নৈমিশারণ্য—পুরাণে বর্ণিত নৈমিশ-নামক বন, নৈমিষারণ্য। নৈমিশনামক অরণ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নৈমিষ—১। নৈমিষারণ্য। নিমিষ+অণ্ নিষ্পন্নার্থে [ভগবান্ গৌরমুখ ঋষিকে কহিয়াছিলেন যে, আমি নিমেষমধ্যে ঐস্থানে অসুর বিনাশ করায় উহা নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধ হইবে]। বি; ক্লীব। ২। নিমেষসম্বন্ধীয়, ক্ষণিক। নিমেষ (সূক্ষ্ম সময়)+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষী।

নৈমিষারণ্য—পুরাণোক্ত নৈমিষ নামক বন। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নৈয়মিক—নিয়মাগত; নিয়মানুসারী। নিয়ম+ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নৈয়ায়িক—ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ, তর্কশাস্ত্রে পঠিত; তর্কশাস্ত্রের অনুশীলনে রত। ন্যায়+ইক জ্ঞাতার্থে, অধ্যয়নার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নৈরন্তর্য্য(র্য)—অবিচ্ছিন্নতা; পরস্পর দৃঢ়-সংলগ্ন ভাব। নিরন্তর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

নৈরপেক্ষ, -ক্ষ্য—নিরপেক্ষতা, পক্ষপাত-শূন্যতা। নিরপেক্ষ+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

নৈরয়িক—নরকবাসী; নরকসম্বন্ধীয়। নিরয়+ইক তথায় বাস করে অর্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নৈরাকার—শূন্যময়; নিরাকার। নিরাকার+অণ্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী।

নৈরাশ—নৈরাশ্য। নিরাশ+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—নিরাশ।

নৈরাশ্য—আশাশূন্যতা, হতাশ ভাব। নিরাশ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—নিরাশ।

নৈর্ঋত—১। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। নির্ঋতির ইহা এই অর্থে, নির্ঋতি+অণ্। ২। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অধিপতি। নির্ঋতি+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

নৈর্ঋতী—নৈর্ঋতকোণ, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ। নির্ঋতির ইহা এই অর্থে নির্ঋতি+অণ্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নৈগুণ্য—গুণহীনতা, নির্গুণতা; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের অভাব। নির্গুণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

নৈর্ব্যক্তিক—ব্যক্তি-সম্পর্কশূন্য (impersonal). নির্ব্যক্তি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নৈর্ম্ম(র্ম)ল্য—নির্ম্মলতা, স্বচ্ছতা; বিষয়-বৈরাগ্য। নির্ম্মল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

নৈশ—নিশাকালীন; রাত্রিসম্বন্ধীয়। নিশা+অণ্ ভবার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—নৈশী।

নৈশিক—নিশাজাত; রাত্রিব্যাপী। নিশা+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নৈষধ—১। নিষধ দেশ-সম্বন্ধীয়; নিষধদেশ-বাসী। নিষধ+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ধী। ২। নিষধ দেশের অধিপতি, নল রাজা। নিষধ (দেশবিশেষ)+অণ্ অধিপত্যর্থে। বি; পুং। ৩। কবিবিরচিত নলনৃপের চরিতরূপ গ্রন্থবিশেষ, 'নৈষধচরিত'-নামক কাব্য। নৈষধ+অণ্ অধিকৃতার্থে। বি; ক্লীব।

নৈষ্কর্ম্ম্য(র্ম্য)—আলস্য; সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা; মুক্তি। নিষ্কর্ম্মন্+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

নৈষ্কিক—১। টাকশালের অধ্যক্ষ বা ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী (mint master); কোষা-ধ্যক্ষ। নিষ্ক+ইক নিযুক্তার্থে। বি; পুং। ২। নিষ্কদ্বারা ক্রীত। নিষ্ক+ইক ক্রীতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নৈষ্ঠিক—১। চিরকাল গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যায়ী দ্বিজ। নিষ্ঠা+ইক প্রয়োজনার্থে। বি; পুং। ২। অন্তিম, চরমকালীন; স্থিতিশীল; নিষ্ঠাবান্, অবিচল-শ্রদ্ধাযুক্ত (orthodox); মরণকালে বিহিত; ব্রতবিশেষে আসক্ত। নিষ্ঠা+ইক আছে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—আজীবন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রয়ী এবং অহিংসা অস্তেয় (চুরি না করা) ব্রহ্মচর্য্য অমৃষাবাদ (মিথ্যা না বলা) ও মাদক-সেবন-ত্যাগ—এই পাঁচটি প্রধান ধর্ম্মের অনুশীলনকারী সন্ন্যাসী।

নৈষ্ঠুর্য্য(র্য)—নিষ্ঠুরতা, নির্ম্মমতা, দয়া-হীনতা। নিষ্ঠুর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—নিষ্ঠুর।

নৈসর্গিক—স্বাভাবিক, নিসর্গজাত। নিসর্গ+ইক জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

নৈসর্গিক বিধান—স্বাভাবিক ব্যবস্থা; মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক নিয়মানুযায়ী পরস্পর-ব্যবহার-নিয়ামক শাস্ত্র।

নো—১। নোয়া (তাহা দ্রঃ)। ২। অশ্রু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নোংরা—১। ময়লা; অশ্লীল; ঘৃণাযোগ্য; রজস্বলা। বিণ। ২। আবর্জ্জনা। বাং প্র। বি।

নোংরাম, -মি—অপরিচ্ছন্নতা; ঘৃণাযোগ্য আচরণ। নোংরা+ম, মি ভাবে। বি।

নোকর—চাকর। ফার্সী 'নওকর'-শব্দজ। বি।

নোকরি—চাকরি। ফার্সী নোকর+ই কর্ম্মার্থে। বি। [বি।

নোকসান—অনিষ্ট, ক্ষতি। আর্বীমূলক।

নোঙর, নোঙ্গর—নৌকা বাঁধিবার লৌহ-যন্ত্রবিশেষ। হিন্দীমূলক। বি।

নোট—১। টাকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত সরকারী কাগজখণ্ড; টীকা; টিপ্পনী; স্মারক-লিপি। ইং note. ২। চূড়া। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। ঢেঁকীর গড়ের গর্ত্ত। প্রাদে। বি।

নোটিশ, নুটিস—সাধারণের অবগতির জন্য যাহা লেখা হয় তাহা, বিজ্ঞাপন। ইং 'notice'-শব্দজ। বি।

নোড়—১। একপ্রকার সাদা টক ফল; একপ্রকার ধাতু। বি। ২। মূল্যহীন; কার্য্যের বা ব্যবহারের অনুপযুক্ত। বাং প্র। বিণ।

নোড়া—যে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বাঁটনা বাঁটা যায় তাহা, পেষণী, ক্ষুদ্র শিলা। বাং প্র। বি।

নোতক—চোখের জল, অশ্রু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

নোতুন—নূতন। প্রাদে। বিণ।

নোদন—প্রেরণ; নিবারণ; অপসারণ। নুদ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

নোদিত—প্রেরিত; নিবারিত; অপ-সারিত। নুদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

নোনা—১। লবণাক্ত। নুন+আ যুক্তার্থে। বিণ। ২। একপ্রকার আতাজাতীয় ফল; মাটির যে লবণাংশ দেওয়াল প্রভৃতিতে ফুটিয়া উঠে তাহা। বাং প্র। বি। [বিণ।

নোন্‌তা—লবণাক্ত। নুন্+তা যুক্তার্থে।

নোয়া—১। লৌহ; সধবার হাতের লোহার বালা। 'লৌহ'-শব্দজ। বি। ২। অবনত হওয়া। বাং ক্রি।

নোয়ান—অবনত বা বক্র করা। বাং ক্রি।

নোর—চোখের জল। প্রাঃ কবিপ্র। 'লোর'-শব্দজ। বি। [বিণ।

নোল—শিথিল, ঢিলা। 'লোল'-শব্দজ।

নোলক—নাকের একপ্রকার গহনা। 'লোলক'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

নোলা—জিহ্বা; লালসা, লোভ। 'লোলা'-

নৌ, নৌকা—তরণি, জলযান। নুদ্+ডৌ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে; পক্ষে নৌ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। **দুই নৌকায় পা দেওয়া**—দুইটি পরস্পরবিরোধী বিষয়ে মন দেওয়ার ফলে বিপন্ন হওয়া (যেমন দুইটি নৌকায় পা দিলে ও উহারা বহিতে থাকিলে বিপন্ন হইতে হয়)।

নৌকতা, নৌকুতা—সামাজিক ব্যবহার। 'লৌকিকতা'-শব্দজ। বি।

নৌকা—'নৌ' দ্রঃ।

নৌকাডুবি—নৌকা জলমধ্যে ডুবিয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

নৌকাজীবিক, -জীবী (-জীবিন্)—যাহারা নৌকাচালন করিয়া জীবিকাসংস্থান করে এরূপ, মাঝি দাঁড়ী প্রভৃতি। নৌকা জীবিকা যাহার, বহুব্রী; নৌকা—আ—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—জীবিকা, —জীবিনী। [বি; পুং।

নৌকাদণ্ড—দাঁড়, ক্ষেপণী। ৬ষ্ঠীতৎ।

নৌকাপথ—নদী প্রভৃতির মধ্য দিয়া নৌকা-যোগে চলাচল করিবার রাস্তা, জল-পথ। নৌকাগম্য পন্থা, মধ্যপ কর্ম্মধা (ড সমাসান্ত)। বি; পুং।

নৌকাবাহক—নাবিক, মাঝি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—বাহিকা।

নৌকাবিলাস—শ্রীকৃষ্ণের নাবিক হইয়া শ্রীরাধা এবং তাঁহার সখীগণকে যমুনাপার করণরূপ লীলা। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বি; পুং।

নৌকাবিহার, নৌ-বিহার—নৌকায় চড়িয়া আমোদ-প্রমোদকরণ। নৌকা দ্বারা, নৌ দ্বারা বিহার (ভ্রমণ), ৩য়াতৎ; বা,

নৌকাতে, নৌতে বিহার (ক্রীড়া, কেলি), ৭মীতৎ। বি; পুং।

নৌকাযাত্রা—নৌকায় চড়িয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানের উদ্দেশ্যে যাওয়া। নৌকা-দ্বারা যাত্রা, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

নৌকাযোগে—নৌকায় চড়িয়া। নৌকার যোগ আছে যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নৌকারূঢ়—যে নৌকায় চড়িয়াছে এরূপ। নৌকাকে বা নৌকাতে আরূঢ়, ২য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

নৌকারোহী (-হিন্)—যে নৌকায় চড়িয়াছে বা চড়ে এরূপ। উপতৎ; নৌকা—আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রোহিণী।

নৌ-ঘাঁটি—নৌসেনাদল ও যুদ্ধজাহাজ-সমূহের আড্ডা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

নৌচর—নৌকাতে ভ্রমণশীল। উপতৎ; নৌ—চর্+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

নৌ-চালক—দাঁড়ি; মাঝি, কর্ণধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নৌজীবিক—যে নৌকাচালনা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, নাবিক, মাঝি। নৌ জীবিকা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

নৌ-জোয়ান—নবীন যুবক, তরুণ যুবা। ফার্সী। বি।

নৌতার্য্য(র্য)—নৌকায় চড়িয়া যাহা পার হওয়া যায় এমন, যেথানে নৌকা চলে এমন, নাব্য, নৌকাগম্য। নৌ দ্বারা তার্য্য (পার হওয়ার যোগ্য), ৩য়াতৎ। বিণ।

নৌতুন—নূতন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

নৌদণ্ড—দাঁড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নৌবৎ, নৌবত—নহবৎ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।

নৌবৎখানা—নহবৎখানা। প্রাঃ কবিপ্র।

নৌবল—জলযুদ্ধের উপযোগী জাহাজ ও সৈন্যসমূহ। নৌ-সম্বন্ধীয় বল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নৌবলাধ্যক্ষ—নৌসেনার প্রধান পরিচালক। নৌবলের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি।

নৌবহর—যুদ্ধজাহাজসমূহ, সমরপোতশ্রেণী।

নৌবাহ—১। নৌকাবাহক, দাঁড়ি। উপতৎ; নৌ—বহ্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হী। ২। নৌ-চালনা, জাহাজ ইত্যাদি পরিচালন (navigation). নৌ—বহ্+ণিচ্+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

নৌবাহিনী—জলযুদ্ধার্থ সৈন্যশ্রেণী। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নৌবিদ্যা—মাঝিগিরি, নাবিকবিদ্যা, নৌকা-পরিচালন কৌশল। নৌ-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নৌবিভাগ—সরকারের যে কার্য্যবিভাগ নৌকা জাহাজ প্রভৃতির চালন এবং নৌযুদ্ধ-বিষয়ক ব্যবস্থা করে। নৌ-সম্বন্ধীয় বিভাগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নৌবিমান—১। যে সকল এরোপ্লেন আকাশেও উড়িতে পারে এবং জলেও ভাসিতে পারে (sea-plane). কর্ম্মধা। ২। নৌসেনাদলের কার্য্যে সাহায্যকারী উড়োজাহাজ। নৌ-রক্ষী বিমান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

নৌবিহার—'নৌকাবিহার' দ্রঃ।

নৌব্যসন—জাহাজ প্রভৃতির বিপদ, জাহাজডুবি; জাহাজভঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

নৌযাত্রী (-যাত্রিন্)—নৌকারোহী, নৌকাযোগে গমনকারী। নৌ দ্বারা যাত্রা, ৩য়াতৎ; নৌযাত্রা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ত্রিণী।

নৌযায়ী (-যায়িন্)—যে নৌকাযোগে জলপথে গমন করে এমন, নৌকাযাত্রী। উপতৎ; নৌ—যা+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

নৌযুদ্ধ—জাহাজের সহিত জাহাজের যুদ্ধ, জলপথে যুদ্ধ। নৌ-সাধ্য যুদ্ধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

নৌ-সচিব—নৌবিভাগ পরিচালনার ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী। নৌ-সংক্রান্ত সচিব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নৌসারণী—নাবিকদিগের ব্যবহার্য্য পঞ্জিকা (nautical almanac). নৌ-সম্পর্কিতা সারণী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

নৌসেতু—নৌকার উপর স্থাপিত পুল। নৌ-গঠিত সেতু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নৌসেনা, -সৈন্য—যে সব সৈন্য জাহাজে চড়িয়া যুদ্ধ করে তাহারা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

নৌসেনাপতি, -ধ্যক্ষ—যে সকল সৈন্য জাহাজ প্রভৃতিতে যুদ্ধ করে তাহাদের পরিচালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নৌসৈনিক—নৌসেনাসমূহ, নৌবল। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

নৌসৈন্য—'নৌসেনা' দ্রঃ।

ন্যক্কার—ঘৃণা; অবজ্ঞা; অসম্মান; ধিক্কার; বমন, বমি। ন্যক্ (নীচ)—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

ন্যক্কারজনক—ঘৃণাজনক; অবজ্ঞাজনক; বমনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

ন্যগ্রোধ—বটবৃক্ষ; বাহুপরিমাণ, বাঁও; শমীবৃক্ষ; বিষপর্ণীবৃক্ষ; বিষ্ণু। ন্যক্ (নিম্ন)—রুধ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল—যাহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত এমন, যাহার শরীরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিজের হাতে চার হাত। ন্যগ্রোধ সদৃশ পরিমণ্ডল (শরীরের বেড়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা—দৃঢ়স্তনী বিশাল-নিতম্বা ক্ষীণমধ্যা সুন্দরী নারী। ন্যগ্রোধ-সদৃশ পরিমণ্ডল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

ন্যস্ত—স্থাপিত; নিক্ষিপ্ত; ত্যক্ত; অর্পিত; প্রেরিত; রচিত; নিহিত; পাতিত; বিস্তারিত। নি—অস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ন্যাস।

ন্যাংটা—'নেংটা' দ্রঃ।

ন্যাকড়া—'নেকড়া' দ্রঃ।

ন্যাকরা—তুচ্ছ রসিকতা, ফাজলামি। বাং প্র। বি।

ন্যাকা—'নেকা' দ্রঃ।

ন্যাতা—ঘর নিকাইবার ছেঁড়া কাপড়; ন্যাক্‌ড়া। 'নক্তক'-শব্দজ। বি।

ন্যায়—১। ঔচিত্য; যাথার্থ্য; সত্যতা; বিচার। নি—ই+ঘঞ্ ভাববা। ২। নীতি; যুক্তিতর্ক; তর্কশাস্ত্র; যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত-বিশেষ; (সঙ্গীত) উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত—এই ত্রিধা স্বর; (দর্শন) প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ উপনয় নিগমন—এই পঞ্চাবয়ব-বিশিষ্ট ন্যায়বাক্য; ষড়্‌দর্শনান্তর্গত দর্শন-শাস্ত্র, মহামুনি গোতমপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র [এই দর্শনমতে চার্ব্বাক প্রভৃতির মত খণ্ডিত হইয়া জগৎকারণতারূপে বর্তমান নিত্য পরাৎপর পরমাত্মা ঈশ্বরের সত্তানিরূপণ ও সংশয়াদি ছেদনপূর্ব্বক বেদার্থনির্ণয় হইয়াছে। ন্যায় বহুপ্রকার:—অন্ধগোলাঙ্গুল, অন্ধপঙ্গু, অন্ধপরম্পরা, অন্ধহস্তী, অর্দ্ধজরতীয়, উষ্ট্রকণ্টকভোজন, কদম্বগোলক, করকঙ্কণ, কাকতালীয়, কাকাক্ষিগোলক, কূর্ম্মাঙ্গ, কৈমুতিক, খলেকপোত, গঙ্গাস্রোতঃ, গড্ডলিকাপ্রবাহ, গতানুগতিক, গুড়জিহ্বিকা, গোবলীবর্দ্দ, চালনী, তৃণারণিমণি, দগ্ধপত্র, দণ্ডচক্রাদি, দণ্ডাপূপ, দশম, নরাঙ্কিত, নষ্টাশ্বদগ্ধরথ, পঙ্কপ্রক্ষালন, বিশেষ্যবিশেষণ, বীচিতরঙ্গ, বীজাঙ্কুর, মণিমন্ত্রাদি, মণ্ডূকপ্লুত, রাজপুরপ্রবেশ, লাজাবন্ধ, লূতাতন্তু, শঙ্খবেলা, শতপত্রভেদ, শৃঙ্গগ্রাহিতা, সন্দংশপ্রাপিত, সর্ব্বাপেক্ষা, সিংহাবলোকন, সূচীকটাহ ও স্থবিরলগুড় প্রভৃতি। **গুড়জিহ্বিকা-ন্যায়**—গুড় ও জিহ্বার সম্বন্ধ রসাস্বাদন-মাত্র। এই যুক্তি বা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন এই ন্যায়ের বিষয়। **তৃণারণিমণি-ন্যায়**—তৃণ, অরণি এবং মণি এই তিন পদার্থ অগ্ন্যুৎপাদক হইলেও, তিনটি একধর্ম্মী নহে। অগ্নিবিষয়ে ইহাদের প্রকৃতি পৃথক্। এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকে তৃণারণিমণি-ন্যায় বলা হইয়া থাকে। **বিশেষ্যবিশেষণ-ন্যায়**—প্রথমে ভূতলে স্থাপিত জলশূন্য ঘট

বিশেষণ, পরে তাহা জলপূর্ণ করিলে ঐ জল বিশেষণ হয়, কিন্তু প্রথমেই জলবিশিষ্ট ঘট বিশেষণ হয় না। এইরূপ যুক্তিপ্রদর্শন এই ন্যায়ের বিষয়। অন্যান্য ন্যায়গুলি সেই সেই শব্দে যথাস্থানে দ্রঃ]। নি—ই+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং। ৩। উচিত, সঙ্গত। বাং প্র। বিণ। ৪। বাদানুবাদ, তর্ক। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ৫। তুল্য, সদৃশ, মত। বাং প্র। অব্য।

ন্যায়কর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্রা**—১। বিচারপতি; ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা। বি; পুং। ২। যে ন্যায্য কর্ম্ম করে এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

ন্যায়তঃ, ন্যায়ত—উচিতমত, ন্যায়ানুসারে; সুবিচার করিতে গেলে। ন্যায়+তস্। অব্য।

ন্যায়নিষ্ঠ—উচিত কার্য্যে বা ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, ন্যায়পরায়ণ। ন্যায়ে নিষ্ঠ, ৭মীতৎ; অথবা, ন্যায়ে নিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ন্যায়নিষ্ঠা—১। উচিত কার্য্য বা ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা; পক্ষপাতহীনতা। ন্যায়ে নিষ্ঠা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। ন্যায়পরায়ণা। ন্যায়নিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ন্যায়পথ—নীতিসম্মত পথ, মীমাংসাশাস্ত্র; ধর্ম্মপথ। ন্যায়সঙ্গত পন্থা ('পথিন্' শব্দ), মধ্যপ কর্ম্মধা (অ সমাসান্ত)। বি; পুং।

ন্যায়পথাবলম্বী (-লম্বিন্)—ধার্ম্মিক, ধর্ম্মপথানুসারী। উপতৎ; ন্যায়পথ—অব—লন্ব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—লম্বিনী।

ন্যায়পথাশ্রয়ী (-শ্রয়িন্)—যে ঠিক পথে চলে এরূপ, যে ঠিকমত কার্য্য করে এরূপ, ন্যায়পথাবলম্বী। উপতৎ; ন্যায়পথ—আ—শ্রি+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শ্রয়িণী।

ন্যায়পর—ন্যায়নিষ্ঠ। ন্যায় পর (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—পরতা।

ন্যায়পরতা—যাহা ন্যায্য ও সঙ্গত তাহা আশ্রয় করণের স্বভাব, ন্যায়নিষ্ঠতা। ন্যায়পর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—ন্যায়পর।

ন্যায়পরায়ণ—ন্যায়নিষ্ঠ। ন্যায় পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—য়ণতা।

ন্যায়বান্ (-বৎ)—ন্যায়পথাবলম্বী। ন্যায়+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

ন্যায়বিচার—ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনা করিয়া ঠিকভাবে বিচার। ন্যায়সঙ্গত বিচার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ন্যায়বিচারক—যিনি উচিত বিচার করেন। ন্যায়ানুবর্ত্তী বিচারক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ন্যায়বিরুদ্ধ—যুক্তিবিরুদ্ধ; অসম্ভব; অনুচিত; অন্যায্য। ন্যায়ের বিরুদ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ন্যায়বুদ্ধি—ন্যায়-অন্যায়বিচারের বুদ্ধি; অপক্ষপাতিতা। ন্যায়বিষয়িণী বুদ্ধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ন্যায়মার্গ—ন্যায়পথ, ধর্ম্মপথ। ন্যায়ানুগত মার্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ন্যায়রত্ন—ন্যায়শাস্ত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি; ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। ন্যায়ে রত্ন (রত্নসদৃশ), ৭মীতৎ। বি; পুং (উপচারহেতু)।

ন্যায়শাস্ত্র—তর্কশাস্ত্র। ন্যায়াখ্য শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ন্যায়সঙ্গত, -সম্মত—উচিত, ন্যায্য। ন্যায়কে সঙ্গত, ২য়াতৎ; ন্যায়ের দ্বারা সম্মত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ন্যায়াধীশ—বিচারপতি, বিচারক ("ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী"—রবীন্দ্রনাথ)। ন্যায়ের অধীশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ন্যায়ান্যায়—উচিত ও অনুচিত আচরণ, সঙ্গত ও অসঙ্গত ব্যবহার। ন্যায় ও অন্যায়, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ন্যায়ালঙ্কা(ংকা)র—ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি। ন্যায়ে অলঙ্কার (-স্বরূপ), ৭মীতৎ। বি; পুং। [উপেত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ন্যায়োপেত—ন্যায্য, উচিত। ন্যায় দ্বারা

ন্যায্য—উচিত; যথার্থ; যোগ্য, ন্যায়সঙ্গত। ন্যায়+যৎ অনপেতার্থে। বিণ।

ন্যালনেলে—লালার মত; লালাযুক্ত; যাহার জিহ্বা হইতে লালা পড়ে এমন, অতিলোভী। বাং প্র। বিণ।

ন্যাস—১। গচ্ছিতকরণ; নিক্ষেপ; বিন্যাস, রাখা; ত্যাগ; অর্পণ; নাসিকা ধরিয়া নিশ্বাসের পূরণ স্থিতিকরণ ও রেচনপূর্ব্বক মন্ত্রপ্রয়োগ; পূজা জপ প্রভৃতির প্রথমে তত্তদ্-বিষয়ে চিত্ত একাগ্র করার নিমিত্ত বিবিধ কর্ত্তব্য [ইহা অঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাস মাতৃকান্যাস প্রভৃতি ভেদে নানাবিধ]। নি—অস্+ঘঞ্ ভাববা। **ন্যাস করা**—(টাকা) খাটান (invest). ২। গচ্ছিত বস্তু। নি—অস্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৩। বৃত্তিব্যাখ্যান গ্রন্থবিশেষ। নি—অস্+ঘঞ্ অধিবা। ৪। (সঙ্গীত) কোন রাগের বিশ্রামস্বর। নি—অস্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

ন্যাসধারী (-ধারিন্)—যে অপরের গচ্ছিত বস্তু রক্ষা করে এরূপ। উপতৎ; ন্যাস—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধারিণী।

ন্যাসপাতি—আপেল-জাতীয় ফলবিশেষ। ফার্সীমূলক। বি।

ন্যাসিক—ন্যাসকারী, যে কোন বস্তু গচ্ছিত রাখে এমন। ন্যাস+ইক করে এই অর্থে (ই-আগম)। বিণ।

ন্যুব্জ—১। অধোমুখ, উপুড়; কুজো, কুব্জ; রোগ দ্বারা পৃষ্ঠদেশ বক্র হওয়ায় যে অধোমুখ হইয়াছে এরূপ; বক্র। নি (অতিশয়)—উব্জ্ (ঋজু হওয়া)+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ২। হাতা। বি; পুং। ৩। কামরাঙ্গা ফল। বি; ক্লীব।

ন্যুব্জদেহ—যাহার কোমর হইতে পৃষ্ঠদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে এমন, যাহার শরীর সামনের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে এমন; উপুড়। ন্যুব্জ দেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ন্যুব্জপৃষ্ঠ—গোল বস্তুর উপরিভাগের ন্যায় পৃষ্ঠযুক্ত; উন্নতোদর (convex). ন্যুব্জ পৃষ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ন্যূন—অল্প, কম; নীচ; ক্ষুদ্র। নি—উন্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। বি—ন্যূনতা।

ন্যূনকল্পে, -পক্ষে—অন্ততঃ, কম পক্ষে, কম করিয়া ধরিলেও। ন্যূন কল্প, পক্ষ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

ন্যূনতা—অল্পতা; ক্ষুদ্রত্ব। ন্যূন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—ন্যূন।

ন্যূনপক্ষে—'ন্যূনকল্পে' দ্রঃ।

ন্যূনাধিক—কম-বেশী; প্রায় কাছাকাছি, কিছু বেশী। ন্যূন অথবা অধিক, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি,—ধিক্য। **ন্যূনাধিক পরিমাণে**—কমবেশী করিয়া।

ন্যূনাধিক্য—অল্পতা বা আধিক্য, তারতম্য। ন্যূনাধিক+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ,—ধিক।

———

[প]

প—১। একবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। [ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। ইহা প-বর্গের প্রথম; অল্পপ্রাণ, ঘোষহীন বর্ণ।]। ২। রাজা, শাস্তা। বি; পুং। ৩। যে পালন করে; যে পান করে (ইহা কোন শব্দের পর প্রযুক্ত হয়; যথা—গোপ, মধুপ ইত্যাদি)। পা (পান করা, পালন করা)+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ৪। স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর। 'পঞ্চম'-শব্দজ। বি।

পই, পৈ—নর্দমা, জল যাইবার রাস্তা, ড্রেন; খুঁটি; মই। প্রাদে। বি।

পইঠা, পৈঠা—১। সিঁড়ি, ধাপ। 'প্রতিষ্ঠা'-শব্দজ। বি। ২। প্রবেশ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**পৈঠল**—প্রবেশ করিল। **পইঠি**—প্রবেশ করিয়া। **পইঠব**—প্রবেশ করিব। ইত্যাদি।]

পইতা, পৈতা—যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞসূত্র। 'পবিত্রা'-শব্দজ। বি। **পইতা কাটা**—পইতার সূতা কাটা, পইতার সূতা প্রস্তুত করা। **পইতা তোলা**—পইতার সূতা পাক দেওয়া।

পইতান, পৈতান—১। বিশ্বাস করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ২। পিছনের দিক্, পায়ের দিক্। প্রাদে। বি।

পইতারা, পৈতারা—যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যোদ্ধার অঙ্গভঙ্গী (পাঁয়তারা দ্রঃ)। 'পদান্তর'-শব্দজ। বি।

পই-পই, পৈ-পৈ, পয়-পয়—বার বার; প্রতিপদে। দ্বিরুক্ত 'পদ'-শব্দজ। অব্য।

পইথান, পৈথান—পাইতান (২) (তাহা দ্রঃ)।

পইস—গাড়ী-ঘোড়ার মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য সহিস বা গাড়োয়ান কর্ত্তৃক পথিকদের প্রতি উচ্চারিত সতর্কবাণী। হিন্দীমূলক। অব্য। [বি।

পউখ, পৌখ—পৌষমাস। প্রাঃ কবিপ্র।

পউটি, পৌটি—ধানের পরিমাণবিশেষ, ৫ মণ পরিমাণ। প্রাদে। বি।

পওল—লাভ করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পঁইছা, পঁইছি, পুঁইছা, পৈঁছা—স্ত্রীলোকদের হাতের গহনাবিশেষ। বাং প্র। বি।

পঁইত্রিশ, পঁয়ত্রিশ—সংখ্যাবিশেষ, ৩৫; ৩৫-সংখ্যক। 'পঞ্চত্রিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

পঁইষট্টি, পঁয়ষট্টি—সংখ্যাবিশেষ, ৬৫; ৬৫-সংখ্যক। 'পঞ্চষষ্টি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

পঁউছা, পৌঁছা—উপস্থিত হওয়া, হাজির হওয়া, উপনীত হওয়া। হিন্দী 'পঁহুছা'-শব্দজ। বাং ক্রি।

পঁউছি—পঁইছি, হস্তভূষণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পঁচাত্তর—সংখ্যাবিশেষ, ৭৫; ৭৫-সংখ্যক। 'পঞ্চসপ্ততি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

পঁচানব্বই—সংখ্যাবিশেষ, ৯৫; ৯৫-সংখ্যক। 'পঞ্চনবতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

পঁচাশী—সংখ্যাবিশেষ, ৮৫; ৮৫-সংখ্যক। 'পঞ্চাশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

পঁচি—কাঠের গোঁজ, কীলক। প্রাদে। বি।

পঁচিশ—সংখ্যাবিশেষ, ২৫; ২৫-সংখ্যক। 'পঞ্চবিংশতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

পঁচিশা, পঁচিশে—মাসের ২৫ তারিখ। পঁচিশ+আ, এ (<ইয়া) তারিখ অর্থে। বি।

পঁয়তাল্লিশ—সংখ্যাবিশেষ, ৪৫; ৪৫-সংখ্যক। 'পঞ্চচত্বারিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

পঁয়ত্রিশ—'পঁইত্রিশ' দ্রঃ।

পঁয়ষট্টি—'পঁইষট্টি' দ্রঃ।

পঁহু, পহু—প্রভু; বঁধু; বহু; পুনরায়; অথবা। 'প্রভু', 'বন্ধু' বা 'পুনঃ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা ক্রি-বিণ।

পঁহুছা, পঁহুছান—উপনীত হওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া। বাং ক্রি। [পুং।

পকার—প-বর্ণ। প+কার স্বার্থে। বি;.

পকাশ, পকাস—বিকাশ, প্রকাশ। 'প্রকাশ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পকাশা, পকাসা—দৃষ্ট হওয়া, আবির্ভূত হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পকেট—জেব, জামার থলি। ইং pocket. বি। **পকেটে হাত পড়া**—দায়ে পড়িয়া খরচ করিতে বাধ্য হওয়া।

পকেটকাটা, -মার—অতর্কিতে পকেট হইতে পয়সা প্রভৃতি অপহরণকারী চোর। পকেট কাটে, মারে যে, উপতৎ। বি।

পক্কণ—চণ্ডালগৃহ, শবরালয়, ব্যাধের বাসস্থান; অগ্নি। পচ্+ক্বিপ্ কর্ম্মবা (=পক্); পক্ (পচ্যমান) কণ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

পক্তা (পক্তৃ)—১। পাচক, পাককর্ত্তা। বিণ। স্ত্রী—পক্ত্রী। ২। অগ্নি। পচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পক্ক—পরিণত, পাকা; রান্না-করা, পাকনিষ্পন্ন; সিদ্ধ; দৃঢ়; নিষ্ঠাপ্রাপ্ত; বিনাশোন্মুখ। পচ্+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ম্মকর্ত্তৃবা। বিণ।

পক্ককেশ—১। পাকা চুল। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহার চুল পাকিয়াছে এমন; পলিতকেশ, বৃদ্ধ। পক্ক কেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—শী, —শা।

পক্কান্ন—১। পাক-করা খাদ্য; কৃতপাক অন্ন; ঘি প্রভৃতির দ্বারা ভাজা খাবার লুচি প্রভৃতি। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। এক রকমের মিঠাই। বাং প্র। বি।

পক্কাশয়—পাকস্থলী; নাভিদেশের নিম্ন ভাগস্থিত পরিপাকযন্ত্র। পক্কের (পচনের) আশয় (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পক্ষ—একমাসের অর্দ্ধেক; পাখীর ডানা; পাখা; বাণের পুচ্ছ; পার্শ্বগৃহ; পার্শ্ব; ভিত্তি; বর্গ; সহায়; সখা; সৈন্য; চুলার গর্ত্ত; পথ; প্রত্যুত্তর; তর্ক বা যুক্তিতে প্রশ্ন বা উত্তর; সাধ্য; রাজহস্তী; দেহার্দ্ধ; বিরোধ; বহুপত্নীর একটি; বিবাহের সংখ্যা; সম্বন্ধ; কপাট প্রভৃতির পাল্লা; তরফ (side); (কেশাদি শব্দের পরে বসিলে) গুচ্ছ, সমূহ; অনুমেয় বস্তুর আধার। পক্ষ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। বিণ—পাক্ষিক।

পক্ষক—খিড়কীদ্বার; পার্শ্ব; সহায়। পক্ষ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

পক্ষগ্রহণ—পক্ষপাতিত্বকরণ, পক্ষে যোগদান; দুই বিরুদ্ধ দলের একটি অবলম্বন; সাহায্যকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পক্ষচর—চন্দ্র; হস্তী; দ্বন্দ্বচর, চক্রবাক; অনুচর। পক্ষ—চর্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পক্ষচ্ছেদ—পাখা কাটা। পক্ষের ছেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পক্ষতা—পক্ষগ্রহণ; ন্যায়োক্ত সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াভাব; পক্ষধর্ম্ম। পক্ষ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

পক্ষদ্বার—পাশের দুয়ার,, খিড়কীর দরজা। পক্ষের (পার্শ্বের) দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পক্ষধর—১। চন্দ্র; পক্ষী; মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র ("পক্ষধরের পক্ষশাতন করি"—সত্যেন্দ্রনাথ)। বি; পুং। ২। পক্ষধারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পক্ষপাত—১। অন্যায় সাহায্য, একপক্ষে আসক্তি, একপক্ষে পতন, একদিকে টান, অনুগ্রহ; স্নেহ; আসক্তি। পক্ষে পাত (পতন), ৭মীতৎ। ২। পালক পড়িয়া যাওয়া। পক্ষের পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পক্ষপাতদুষ্ট—যাহাতে একপক্ষের প্রতি অন্যায় সমর্থন রহিয়াছে; একচোখো। পক্ষপাত দ্বারা দুষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

পক্ষপাতিতা, -পাতিত্ব—এক পক্ষকে অন্যায়ভাবে অনুগ্রহ দেখান; সাহায্যকরণ;

পাখার সাহায্যে উড়িয়া পড়া। পক্ষপাতিন্ +ত্বা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ, –পাতী (–পাতিন্)।

পক্ষপাতী (-পাতিন্)—যাহার পক্ষপাত আছে এরূপ; একপক্ষে পতনশীল; একপক্ষের অন্যায় সাহায্যকারী; অনুগ্রাহক; আসক্ত; যে পাখার সাহায্যে উড়িয়া পড়ে এমন, পক্ষদ্বারা পতনশীল। উপতৎ; পক্ষ–পত্ +ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –পাতিনী। বি, –পাতিতা, –পাতিত্ব।

পক্ষপালি, -পালী—খিড়কীদ্বার; পাখার ধার বা প্রান্ত। পক্ষের (পার্শ্বের) পালি, পালী (প্রান্তভাগ ইত্যাদি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পক্ষপুট—পক্ষরূপ আবরণ; পাখার মধ্য; কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

পক্ষবল—(পাখীর) পাখার জোর; দলভুক্ত লোকের জোর; সাহায্যকারী সৈন্যদল বা রাজশক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পক্ষল—(উদ্ভিদ্বিদ্যা) যাহার একটি বোঁটার দুই দিকেই সমানভাবে পাতা সাজান থাকে এমন (pinrate). পক্ষ—লা+ক কর্তৃবা। বিণ।

পক্ষসমর্থন—পক্ষবিশেষের সহায়তা; পক্ষবিশেষের মতের পোষকতা; কাহারও পক্ষে কিছু বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পক্ষাকার—(উদ্ভিদ্বিদ্যা) যাহা পাখীর দুইটি ডানার মত বোঁটার দুই দিকে থাকে এমন (pinnate). পক্ষের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পক্ষাঘাত—রোগবিশেষ, বাতব্যাধি [ইহাতে হস্তপদাদি অবশ হইয়া যায়]। পক্ষে আঘাত, ৭মীতৎ। বি; পুং।

পক্ষান্ত—পূর্ণিমা; অমাবস্যা। পক্ষের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পক্ষান্তর—অন্যপক্ষ; যুক্তিপ্রদর্শনে অন্য দিক্। অন্য পক্ষ, নিত্য। বি; ক্লীব।

পক্ষান্তরে—অন্যদিক্ দিয়া বিচার করিলে; যুক্তির অন্য দিক্ ধরিয়া, অপর দিকে। অন্য পক্ষ, নিত্য, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

পক্ষাপক্ষ—দলাদলি, নিজের দল ও বিপক্ষের দল। পক্ষ এবং অপক্ষ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

পক্ষিণী—১। স্ত্রী-পাখী। বি; স্ত্রী। ২। পক্ষযুক্তা। পক্ষিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পক্ষিনীড়—পাখীর বাসা, কুলায়। পক্ষীর নীড়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

পক্ষিরাজ—১। গরুড়। পক্ষীদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং। ২। (রূপকথার) পক্ষযুক্ত দ্রুতগতি কাল্পনিক ঘোড়া। বাং প্র। বি।

পক্ষিশালা—যেখানে নানারকমের পাখী রাখা হয়, চিড়িয়াখানা। পক্ষীদের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পক্ষী (পক্ষিন্)—১। পাখী; বাণ। বি; পুং। ২। পক্ষযুক্ত। পক্ষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—পক্ষিণী।

পক্ষীয়—দলের, পক্ষের; দলসম্বন্ধীয়। পক্ষ +ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পক্ষোদ্গম, -ভেদ—পাখা গজান; পক্ষের উৎপত্তি। পক্ষের উদ্গম, উদ্ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পক্ষ্ম (পক্ষ্মন্)—চোখের পাতার লোম; পুষ্পকেশর; পাখীর পাখা, পালক; সূত্রাদির অগ্রভাগ; সূক্ষ্মাংশ। পক্ষ্+মন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। [কবিপ্র। বি।

পখার্ণ, পখান—পাষাণ, প্রস্তর। প্রাঃ

পখাল—১। ধৌত কর। 'প্রক্ষালন'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ২। পান্তা (ভাত)। উড়িয়া। বিণ।

পখালা, পাখালা—ধৌত করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পগার—খাত, নালা, মাটি কাটিয়া লওয়াতে যে ডোবা হয় তাহা, খাত প্রভৃতির পার। 'প্রাকার'-শব্দজ। বি। **পগার পার হওয়া**—অদৃশ্য হওয়া; পলাইয়া সীমার বাহিরে যাওয়া। [কবিপ্র। বি।

পঙার—প্রবাল; পগার, প্রণালী। প্রাঃ

পঙ্ক—পাঁক, কর্দ্দম; জলের তলায় যে থিতলানি পড়ে তাহা (silt); পাপ। পন্‌চ্+ ঘঞ্ কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। বিণ —পঙ্কিল।

পঙ্কগড়ক—পাঁকাল মাছ। পঙ্কবাসী গড়ক (গড়ুই মাছ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পঙ্কজ—১। পদ্ম। বি; ক্লীব। ২। সারসপক্ষী। বি; পুং। ৩। কর্দ্দমজাত। উপতৎ; পঙ্ক—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

পঙ্কজন্মা (-জন্মন্)—১। কর্দ্দমজাত। বিণ। ২। সারসপক্ষী। পঙ্কে জন্ম ('জন্মন্' শব্দ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পঙ্কজিনী—পদ্মিনী; পদ্মাকর, পুষ্করিণী। পঙ্কজ+আছে অর্থে ইন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পঙ্কপ্রক্ষালন-ন্যায়—ন্যায়বিশেষ [পঙ্ক লেপিয়া ধুইয়া ফেলা অপেক্ষা পঙ্ক না লেপন করাই ভাল; এইরূপ যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনকে পঙ্কপ্রক্ষালন-ন্যায় বলা হইয়া থাকে; অর্থাৎ আগে অনিষ্ট হইতে দিয়া পরে তাহার প্রতিবিধান করা অপেক্ষা এমন কাজ করা উচিত যাহাতে অনিষ্ট না হয়]। পঙ্কের প্রক্ষালন, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পঙ্কপ্রভা—কর্দ্দমযুক্ত নরকবিশেষ। পঙ্কের প্রভা যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

পঙ্করুহ—১। পদ্ম। বি; ক্লীব। ২। সারসপক্ষী। উপতৎ; পঙ্ক—রুহ্+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

পঙ্কা—কর্দ্দমময়, পঙ্কযুক্ত ("গগন সঘন মহী পঙ্কা"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পঙ্কিল—কাদাময়, কর্দ্দমযুক্ত। পঙ্ক+ইল আছে অর্থে। বিণ। বি—পঙ্কিলতা, পঙ্ক।

পঙ্কেরুহ—পদ্ম। অলুক্ উপতৎ; পঙ্কে—রুহ্+ক কর্তৃবা (বিভক্তির অলুক্)। বি; ক্লীব।

পঙ্কোদ্ধার—পাঁক আবর্জ্জনা ইত্যাদি তুলিয়া পুকুর ইত্যাদির পরিষ্কারকরণ। পঙ্কের উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পঙ্‌ক্তি—১। শ্রেণী; সারি, পাঁতি। একজাতীয় পদার্থের সংস্থান; পঞ্চাক্ষর ও দশাক্ষরপরিমিতচরণবিশিষ্ট ছন্দোবিশেষ; দশ সংখ্যা; পৃথিবী। পন্‌চ্+ক্তি কর্ম্মবা। ২। পাক; গৌরব। পন্‌চ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

পঙ্‌ক্তিদূষক—যাহার সহিত এক সারিতে ভোজন বা উপবেশন দূষণীয়, অপাঙ্‌ক্তেয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ। স্ত্রী,—দূষিকা।

পঙ্‌ক্তিপাবন—১। পঙ্‌ক্তিশোভাপ্রদ ও পঙ্‌ক্তিপবিত্রকর সর্ব্ববেদজ্ঞ দ্বিজ। বি; পুং। ২। পঙ্‌ক্তির শোভাবর্দ্ধনকারী; পঙ্‌ক্তি-পবিত্রকারী। পঙ্‌ক্তি—পু+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বিণ।

পঙ্‌ক্তিভোজন—এক সারিতে বসিয়া বহুলোকের খাওয়া। পঙ্‌ক্তিতে ভোজন, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

পঙ্খী—পাখী ('ময়ূর—')। প্রাদে। বি।

পঙ্গপাল—একপ্রকার পতঙ্গ, শস্যভক্ষক পতঙ্গবিশেষ [ইহারা পার্ব্বত্য অঞ্চলে জন্ম-গ্রহণ করে এবং লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ মিলিয়া একসঙ্গে দল বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়ায়। এরূপ উড়িতে উড়িতে ইহারা যে স্থানে বসে, সেখানকার শস্যাদি খাইয়া ফেলে]; (লক্ষ্যার্থে) অসংখ্য লোক। 'পতঙ্গপাল'-শব্দজ। বি।

পঙ্গু—১। খোঁড়া, বিকলপদ। বিণ। ২। (অনেক দিন এক রাশি ভোগ করে বলিয়া) শনিগ্রহ। বি; পুং। পন্‌জ্+কু কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

পঙ্গু(২গু)ল—রৌপের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ঘোটক, সাদা ঘোড়া। উপতৎ; পঙ্গু—লা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

পচ—১। পাচক, পাককর্তা। পচ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ২। পচন; বিকৃতি। বাং প্র। বি।

পচন—১। পচিয়া যাওয়া। পচ্ (বাং ক্রি)+ অন ভাববা। বি। ২। পাক; রন্ধন। পচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। পাককারী। পচ্+অন কর্তৃবা। বিণ। ৪। অগ্নি। পচ্+অনট্ করণবা। বি; পুং।

পচননিবারক—যাহাতে ঘা ক্ষত ইত্যাদির পচন বন্ধ হয় এমন (antiseptic). ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পচপচ—জলকাদার উপর দিয়া চলিবার শব্দ; জোরে জল বাহির হইবার শব্দ। বাং প্র। অব্য। বিণ—পচপচে।

পচপচান—পচপচ শব্দ করা; জলকাদাময় পথের উপর দিয়া যাওয়া। বাং ক্রি। বি—পচপচানি।

পচপচে—যাহা পচপচ করিতেছে এমন, যাহা পচিয়া গিয়াছে এমন। পচপচ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

পচমান—যে পাক করিতেছে এরূপ। পচ্ +শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পচা—১। গলিত, বিকৃত; বাজে; কুৎসিত; নষ্ট; গুমট; ভাপ্‌সা। পচ্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। পচিয়া যাওয়া, গলিত হওয়া। বাং ক্রি। [বাং প্র। বি।

পচাই—পচা চাউল হইতে প্রস্তুত মদ্য।

পচাগলা—যাহা একেবারে পচিয়া গিয়াছে এরূপ, যাহা পচিয়া তরল হইয়া গিয়াছে এরূপ। কর্ম্মধা। বিণ। [বাং ক্রি।

পচান—পচাইয়া ফেলা, বিকৃত করা।

পচানি—পচাই; পচা জিনিসের রস, কোন কিছু পচাইলে তাহা হইতে নির্গত রস। বাং প্র। বি।

পচাপাচকো—একেবারে পচা এবং আধপচা, খুব পচা ও সামান্য পচা। বাং প্র। বিণ।

পচাভাদ্দর—সদাবর্ষণযুক্ত ভাদ্রমাস (এই সময়ে অবিরাম বৃষ্টির জলে গাছপালা পচিয়া উঠে। এইজন্য 'পচাভাদ্দর' বলা হয়)। কর্ম্মধা। বি।

পচাল—ক্রমাগত নিরর্থক বাক্য; অশ্লীল কথা। বাং প্র। বি। বিণ—পচালে।

পচ্য—যাহা পরিপাক হইতে পারে এমন; যাহা রাঁধা যাইতে পারে এরূপ, রাঁধিবার যোগ্য। পচ্+য কর্ম্মবা। বাং প্র। বিণ।

পছন্দ—১। নির্ব্বাচন; রুচি, ভাললাগা; ভাল-মন্দের বোধ। বি। ২। মনের মত; নির্ব্বাচিত। ফার্সী 'পসন্দ্'-শব্দজ। বিণ।

পছন্দসই—মনের মত; ভাল, উত্তম। পছন্দ+সই অনুরূপার্থে। বিণ।

পজিটিভ্—শূন্য হইতে অধিক, ধনাত্মক; অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিসম্পন্ন। ইং positive. বিণ। বিপরীত—নেগেটিভ্।

পঞ্চ (পঞ্চন্)—১। পাঁচ-সংখ্যা, ৫; ৫-সংখ্যক। পন্চ্+অন্ (কনিন্) কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ। ২। পাঁচজনের সভা। হিন্দী। বি।

পঞ্চক—১। পাঁচ; পাঁচটি। পঞ্চন্+কন্ অবয়বার্থে। বি; ক্লীব। ২। পঞ্চসম্বন্ধীয়; পঞ্চপরিমিত; পাঁচজনের কেনা। পঞ্চন্+কন্ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী—পঞ্চিকা। ৩। পাঁচজনের মিলিত চাঁদা; পঞ্চায়েত, পাঁচজনের সভা। বাং প্র। বি।

পঞ্চকজমা—নাম মাত্র খাজানা। বাং প্র। বি।

পঞ্চকপাল—যজ্ঞবিশেষ। পঞ্চ (পাঁচ) কপাল (ঘটাদির অর্দ্ধাংশ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

পঞ্চকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্ম**—বমন বিরেচন নস্য নিরূহ অনুবাসন উৎক্ষেপণ—এই পঞ্চ-প্রকার শারীরিক চিকিৎসা। পঞ্চ কর্ম্মের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

পঞ্চকর্ম্মে(র্মে)ন্দ্রিয়—কর্ম্মসাধক পাঁচটি ইন্দ্রিয় (যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ)। কর্ম্মসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পঞ্চকষায়—জাম শিমুল কুল বকুল ও বেলেড়া (বাট্যাল)—এই পাঁচটি কষায় দ্রব্য। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পঞ্চকোল—চৈ চিতা পিপুল পিপুলের মূল ও শুঁঠ—এই পাঁচটি। পঞ্চ (পঞ্চন্) কোলের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

পঞ্চকোষ—অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পাঁচ কোষ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পঞ্চক্রোশী—লম্বা-চওড়ায় পাঁচ ক্রোশ জুড়িয়া অবস্থিত কাশী নগরী। পঞ্চ ক্রোশ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্, সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

পঞ্চগঙ্গা—গঙ্গা গোমতী কৃষ্ণবেণী পিনাকিনী ও কাবেরী—এই পাঁচটি নদী। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পঞ্চগব্য—দধি দুগ্ধ ঘৃত গোমূত্র গোময়—গোজাত এই পাঁচ দ্রব্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পঞ্চগুণ—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পঞ্চগুপ্ত—কচ্ছপ; চার্ব্বাকদর্শন। পঞ্চে (পাঁচ অঙ্গে) গুপ্ত (লুক্কায়িত), ৭মীতৎ। বি; পুং।

পঞ্চগৌড়—কনৌজ উৎকল মিথিলা বঙ্গ ও সরস্বতী-নদীর তীরস্থ প্রদেশ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পঞ্চচত্বারিংশ, -রিংশত্তম—পঁয়তাল্লিশ সংখ্যার পূরক। পঞ্চচত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রিংশী, —রিংশতমী।

পঞ্চচত্বারিংশৎ—পঁয়তাল্লিশ, ৪৫। পঞ্চাধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পঞ্চচূড়—যাহার পাঁচটি চূড়া বা ঝুঁটি আছে এমন। পঞ্চ চূড়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পঞ্চচূড়া—অপ্সরোবিশেষ [মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে ইহার উল্লেখ আছে। নারদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া ঐ স্বর্বেশ্যা তৎ-সমীপে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা করিয়াছিল]। পঞ্চ চূড়া যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি অনুভূতিসহায়ক দেহাংশ। জ্ঞান-সাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা= জ্ঞানেন্দ্রিয়; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পঞ্চতত্ত্ব—(সাংখ্যমতে) ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম; (তন্ত্রমতে) মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন—এই পঞ্চ মকার; (বৈষ্ণবমতে) গুরুতত্ত্ব মন্ত্রতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব; নিত্যানন্দ (প্রেম) অদ্বৈত (জ্ঞান) গৌর (ভাব) গদাধর (রস) ও শ্রীবাস (ভক্তি)। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পঞ্চতন্ত্র—বিষ্ণুশর্ম্মার প্রণীত নীতিশাস্ত্র-বিশেষ। পঞ্চ তন্ত্র যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

পঞ্চতন্মাত্র—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ—এই পাঁচটির আধারস্বরূপ পৃথিবী প্রভৃতি সূক্ষ্মপঞ্চভূত। পঞ্চ তন্মাত্র (সূক্ষ্ম ভূতাদি), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পঞ্চতপাঃ (-তপস্), **-তপা**—পাঁচটি আগুন জ্বালাইয়া তাহার মধ্যে তপস্যাকারী। পঞ্চ (পাঁচ)-সাধ্য তপঃ (তপস্যা) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পঞ্চতা, পঞ্চত্ব—পাঁচে পাঁচ মিশা; মরণ, মৃত্যু; পাঁচের ভাব; পাঁচ অংশে বিভাগ। পঞ্চন্ (পাঁচ)+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

পঞ্চতিক্ত—নিম গুলঞ্চ বাসক পটোল-পত্র কন্টকারী—এই পাঁচটি তিক্ত পদার্থ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পঞ্চত্ব—'পঞ্চতা' দ্রঃ।

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত—মৃত। পঞ্চত্বকে (মরণকে) প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

পঞ্চত্বপ্রাপ্তি—মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পঞ্চত্রিংশ, -শত্তম—পঁয়ত্রিশ সংখ্যার পূরক। পঞ্চত্রিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ত্রিংশী, —শতমী।

পঞ্চত্রিংশৎ—পঁয়ত্রিশ সংখ্যা; ৩৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পঞ্চদশ—১৫-সংখ্যার পূরক। পঞ্চদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

পঞ্চদশ (-দশন্)—পনর সংখ্যা, ১৫; ১৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিক দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ।

পঞ্চদশভুজ—(জ্যামিতি) পনরটি সরলরেখা দ্বারা বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র (quindecagon). পঞ্চদশ ভুজ যাহার, বহুব্রী। বি।

পঞ্চদশী—১। পূর্ণিমা; অমাবস্যা; বিদ্যা-

রণ্য প্রণীত বেদান্ত-গ্রন্থবিশেষ ; ১৫ বছর বয়সের মেয়ে। বি ; স্ত্রী। ২। পনর-স্থানীয়া। পঞ্চদশন্+ডট্ পূরণার্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চদেবতা—আদিত্য গণেশ দেবী রুদ্র কেশব—এই পাঁচ দেবতা (কেহ কেহ গণেশাদি পঞ্চদেবের উল্লেখ করেন)। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চধা—পাঁচপ্রকারে ; পাঁচবার। পঞ্চন্+ধাচ্ প্রকারাদ্যর্থে। অব্য ; ক্রি-বিণ।

পঞ্চনখ—১। হস্তী ; ব্যাঘ্র। বি ; পুং। ২। পঞ্চনখযুক্ত। বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—খা,—খী।

পঞ্চনদ—১। শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা বিতস্তা—এই পাঁচনদীযুক্ত দেশ, পঞ্জাব। পঞ্চ নদী যেখানে, বহুব্রী (অচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং। ২। কিরণা ধূতপাপা সরস্বতী গঙ্গা যমুনা—এই পাঁচ নদী ; তীর্থ-বিশেষ। পঞ্চ নদীর সমাহার, সমাহারার্থে অব্যয়ী (অচ্ সমাসান্ত)। বি ; ক্লীব।

পঞ্চনবতি—পঁচানব্বই, ৯৫-সংখ্যা ; ৯৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা নবতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চনবতিতম—পঁচানব্বই সংখ্যার পূরক। পঞ্চনবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমী।

পঞ্চনী—পাশা ও দাবা খেলিবার ছক্। পঞ্চন্—নী+কিপ্ অথবা। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চনীরাজন—প্রদীপ পদ্ম শঙ্খ বসন আম্র অশ্বত্থ ও বিল্বপত্র একসঙ্গে (মতান্তরে প্রদীপ পদ্ম বসন তাম্রপত্র ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম)—এই পাঁচপ্রকার দ্রব্য দ্বারা প্রতিমার আরতি ও তদনন্তর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। পঞ্চ নীরাজন (আরতি), কর্ম্মধা ; অথবা, পঞ্চ দ্বারা নীরাজন, তৎপুরুষ। বি ; ক্লীব।

পঞ্চপঞ্চাশ, -শত্তম—পঞ্চান্ন সংখ্যার পূরক। পঞ্চপঞ্চাশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী,—মী।

পঞ্চপঞ্চাশৎ—পঞ্চান্ন, ৫৫-সংখ্যা ; ৫৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চপল্লব—আম্র অশ্বত্থ বট প্লক্ষ যজ্ঞ-ডুমুর—এই পাঁচ পল্লব ; (তন্ত্রমতে) পনস আম্র অশ্বত্থ বট বকুল—এই পঞ্চ পল্লব। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

পঞ্চপাত্র—১। দেবপক্ষদ্বয় এবং পিতৃপক্ষ-ত্রয়—এই পঞ্চপাত্রকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। পঞ্চ পাত্র যাহাতে, বহুব্রী। ২। পাঁচটি পাত্র। সমা দ্বিগু। ৩। পূজাপাত্রবিশেষ। পঞ্চ পাত্র যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

পঞ্চপিতা (-পিতৃ)—জনক গুরু (যিনি উপবীতের সময় পৈতা পরাইয়া দেন) শ্বশুর অন্নদাতা ও ভয়ত্রাতা—এই পাঁচ গুরুজন। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পঞ্চপ্রদীপ—পাঁচপ্রদীপবিশিষ্ট ধাতুময় আরাত্রিক-পাত্র। বহুব্রী। বি ; পুং।

পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পঞ্চবক্ত্র—১। পঞ্চানন, শিব। ২। রুদ্রাক্ষবিশেষ। পঞ্চ বক্ত্র (মুখ) যাঁহার, বহুব্রী। ৩। সিংহ। পঞ্চ (বিস্তৃত) বক্ত্র যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

পঞ্চবটী—অশ্বত্থ বিল্ব বট ধাত্রী (আমলকী) এবং অশোক—এই পাঁচ বৃক্ষ (অশ্বত্থ পূর্ব্বে, বিল্ব উত্তরে, বট পশ্চিমে, ধাত্রী দক্ষিণে, অশোক অগ্নিকোণে স্থাপন করিয়া মধ্যে চারিহাত পরিমিতা বেদী প্রতিষ্ঠা করিলে পঞ্চবটী হইয়া থাকে] ; দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দণ্ডকারণ্যস্থ প্রাচীন বনবিশেষ (বর্ত্তমান নাসিক শহর) ; তীর্থবিশেষ। পঞ্চ বটের সমাহার, সমা দ্বিগু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চবন্ধন—লোভ মোহ মান উদ্ধত্য ও ক্রোধ —এই পাঁচটি। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পঞ্চবল্কল—ন্যগ্রোধ উড়ুম্বর অশ্বত্থ প্লক্ষ ও বেতস—এই পাঁচটি গাছের বাকল। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

পঞ্চবাণ, -শর—১। কামদেব, কন্দর্প [ইঁহার পাঁচ বাণ ; যথা—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন ; অথবা, পদ্ম, অশোক, আম্র নবমল্লিকা ও নীলপদ্ম]। পঞ্চ বাণ, শর যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। পাঁচটি বাণ। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব। ৩। পঞ্চবাণবিশিষ্ট। পঞ্চ বাণ, শর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পঞ্চবায়ু—পঞ্চপ্রাণ (তাহা দ্রঃ)। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পঞ্চবিংশ, -বিংশতিতম—পঁচিশের পূরক। পঞ্চবিংশতি+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। স্ত্রী,—বিংশী,—তমী।

পঞ্চবিংশতি—পঁচিশ, ২৫-সংখ্যা ; ২৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চভুজ—১। (জ্যামিতি) যে ক্ষেত্রের পাঁচটি বাহু আছে, পাঁচটি সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র (pentagon). বি ; ক্লীব। ২। পঞ্চবাহুযুক্ত। বহুব্রী। বিণ।

পঞ্চভূত—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—এই পাঁচটি। পঞ্চ ভূত (মূল পদার্থ), কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। **পঞ্চভূতে মিশিয়া যাওয়া**—মরিয়া যাওয়া।

পঞ্চভূতময়, পঞ্চভূতাত্মক—ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত। পঞ্চভূত+ময়ট্ বিকারার্থে ; পঞ্চভূত আত্মা যাহার, বহুব্রী (ক সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—য়ী,—ত্মিকা।

পঞ্চম—১। পাঁচের পূরক ; সুন্দর, রুচির, মনোজ্ঞ ; দক্ষ, নিপুণ ; সঙ্গীতে 'পা' বা পঞ্চম ('—স্বর')। বিণ। স্ত্রী,—মী। ২। সপ্তস্বরের পঞ্চমস্বর, পা ; কোকিলের রব ; রাগবিশেষ। পঞ্চন্+মট্ পূরণার্থে। বি ; পুং।

পঞ্চ-মকার—(তন্ত্রমতে) মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন—এই পাঁচটি। পঞ্চ ম-কারের (ম-অক্ষর অর্থাৎ আদিতে 'ম'-বিশিষ্ট শব্দের) সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

পঞ্চমবেদ—মহাভারত [মূলবেদে শূদ্রের ও স্ত্রীলোকের অধিকার না থাকায় তাহা-দের জন্য বেদের ন্যায় সমান-ফলবিশিষ্ট এই মহাভারতই পঞ্চমবেদ বলিয়া উক্ত আছে]। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পঞ্চমরাগ—পঞ্চম স্বর, সঙ্গীতের স্বর-বিশেষ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পঞ্চমস্বর—স্বরসপ্তকের পঞ্চম অর্থাৎ 'পা'। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পঞ্চমহাপাতক—ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ব্রাহ্মণের অর্থাদি অপহরণ গুরুপত্নীগমন ও এই সমস্ত পাপকার্য্য অনুষ্ঠানকারীদিগের সংসর্গ—এই পাঁচ প্রকার পাপ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পঞ্চমহাযজ্ঞ—বেদপাঠ হোম পিতৃ-পুরুষের তর্পণ ভূতবলি ও অতিথি-পূজা—গৃহস্থের এই পাঁচ প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পঞ্চমাস্য—১। পঞ্চমস্বরভাষী, কোকিল। পঞ্চম (স্বরবিশেষ) আস্যে (মুখে) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। পঞ্চমাসজাত। পঞ্চ-মাস+যৎ ভবার্থে। বিণ।

পঞ্চমী—১। তিথিবিশেষ ; দ্রৌপদী ; পাশার ছক্ ; তন্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ ; রাগিণী-বিশেষ। বি ; স্ত্রী। ২। পঞ্চমস্থানীয়া। পঞ্চম+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চমুখ—১। শিব, পঞ্চানন। বি ; পুং। ২। যাহার পাঁচটি মুখ এরূপ ; বাচাল ("কুকথায় পঞ্চমুখ"—ভারতচন্দ্র) ; বাগ্মী। বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—খা,—খী। ৩। সিংহ। পঞ্চ (বিস্তৃত) মুখ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ৪। পাঁচটি বদন। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পঞ্চমুদ্রা—আবাহনী স্থাপনী সন্নিধাপনী সম্বোধনী সম্মুখীকরণী—পূজায় ব্যবহৃত এই পাঁচ-প্রকার অঙ্গুলিসন্নিবেশ। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চমূল, -মূলী—পাচনবিশেষ। পঞ্চ মূলের সমাহার এই বাক্যে, সমা দ্বিগু, বিকল্পে ঈপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

পঞ্চযজ্ঞ—পঞ্চমহাযজ্ঞ (তাহা দ্রঃ)। পঞ্চ (পাঁচ) যজ্ঞ (যাগ), কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পঞ্চরত্ন—হীরক মুক্তা নীলকান্ত পদ্মরাগ ও বিদ্রুম—এই পাঁচ [কেহ কেহ হীরকের

স্থানে সুবর্ণকে পঞ্চরত্নের মধ্যে নির্দ্দেশ করেন]। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পঞ্চরসা—আমলকী। পঞ্চ রস (আস্বাদন) যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চলক্ষণ—পুরাণশাস্ত্র। পঞ্চ (সৃষ্টি, প্রলয়, বংশবর্ণনা, মনুর রাজত্ব এবং তাঁহার পুত্রাদির চরিত্র—এই পাঁচ) লক্ষণ (চিহ্ন) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

পঞ্চলক্ষণী—নব্য ন্যায়ের গ্রন্থবিশেষ। পঞ্চ লক্ষণ যাহাতে, বহুব্রী + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চলবণ—কাচ সৈন্ধব সামুদ্র বিট সৌবর্চ্চল—এই পাঁচ-প্রকার লবণ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পঞ্চলোহক, -লৌহ, -লৌহক—সোনা রূপা তামা রাঙ্ ও সীসা—এই পাঁচ ধাতু। পঞ্চ (পাঁচ) লোহক, লৌহ, লৌহক অর্থাৎ ধাতুর সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

পঞ্চশস্য—ধান মুগ মাষকলাই যব এবং শ্বেতসরিষা—এই পাঁচ ফসল। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

পঞ্চশাখ—১। কর, হস্ত। বি ; পুং। ২। পাঁচশাখাযুক্ত। পঞ্চ (পাঁচ) শাখা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। পাঁচ শাখার সমষ্টি। পঞ্চ শাখার সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

পঞ্চশিখ—১। সিংহ ; মুনিবিশেষ ; দার্শনিক পণ্ডিতবিশেষ। বি ; পুং। ২। পাঁচশিখাযুক্ত। পঞ্চ (বিস্তৃত) শিখা (চূড়া বা কেশ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পঞ্চষষ্টি—পঁয়ষট্টি, ৬৫-সংখ্যা ; ৬৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চষষ্টিতম—পঁয়ষট্টি সংখ্যার পূরক। পঞ্চষষ্টি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, –তমী।

পঞ্চসপ্ততি—পঁচাত্তর, ৭৫-সংখ্যা ; ৭৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চসপ্ততিতম—পঁচাত্তর সংখ্যার পূরক। পঞ্চসপ্ততি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, –তমী।

পঞ্চসুগন্ধিক—কর্পূর কক্কোল লবঙ্গ সুপারি ও জাতীফল—এই পাঁচ সুগন্ধি দ্রব্য। পঞ্চ সুগন্ধি, কর্ম্মধা + স্বার্থে কন্। বি ; ক্লীব।

পঞ্চহ্রদ—তীর্থবিশেষ। পঞ্চ হ্রদ যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

পঞ্চাইৎ, -য়ৎ, -য়েৎ—গ্রামের সামাজিক কার্য্যের আলোচনাদির জন্য পাঁচজনের সভা ; গ্রাম্য সভা বা তাহার সভ্য ; সরকার-নিযুক্ত গ্রামের চৌর্য্যাদি ব্যাপারের তত্ত্বাবধায়ক। হিন্দী। বি।

পঞ্চাক্ষর—মন্ত্রবিশেষ ; প্রতিষ্ঠানামক ছন্দোবিশেষ। পঞ্চ অক্ষর যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

পঞ্চাগ্নি—১। অন্বাহার্য্য পচন গার্হপত্য আহবনীয় আবসথ্য—এই পাঁচ অগ্নি [গরুড়পুরাণে শরীরস্থ পঞ্চাগ্নি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে ;—উদরে গার্হপত্য, মধ্যদেশে দক্ষিণ, মুখে আহবনীয় এবং মস্তকে সভ্য ও পর্ব্বা নামে অগ্নি স্থিতি করে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্-মতে পঞ্চাগ্নি এই কয়টি ; যথা—দিব্, পর্জ্জন্য, ধরা, অমর ও যোষিৎ]। কর্ম্মধা। ২। তপস্বিবিশেষ [পঞ্চতপার সম্বন্ধে পঞ্চাগ্নি এইরূপ ; যথা—চতুর্দ্দিকে চারি এবং উপরিস্থ সূর্য্য পঞ্চম অগ্নি]। পঞ্চ অগ্নি যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

পঞ্চাঙ্ক, পঞ্চাঙ্কক—পাঁচটি অঙ্কযুক্ত ('–নাটক')। পঞ্চ অঙ্ক যাহাতে, বহুব্রী ; পক্ষে + ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, –ঙ্কা, –ঙ্কিকা।

পঞ্চাঙ্গ—১। পাঁচ অবয়ব ; সহায় সাধনোপায় দেশকাল-বিভাগ বিপত্তিপ্রতীকার ও সিদ্ধি ; জপ হোম তর্পণ ব্রাহ্মণভোজন ও অভিষেক ; বৃক্ষের মূল ত্বক্ পত্র পুষ্প ও ফল ; বাহু জানু মস্তক বক্ষঃস্থল ও চক্ষু যোগে প্রণতি ; তিথি বার নক্ষত্র যোগ করণ ; (শ্রাদ্ধে) বৃষোৎসর্গ কপিলাদান দ্বিজদম্পতিপূজন কাঞ্চনপুরুষ ও বিলক্ষণা শয্যা। কর্ম্মধা অথবা সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব। ২। কচ্ছপ ; অশ্ববিশেষ। পাঁচটি অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

পঞ্চাঙ্গুল—১। গাবভেরেণ্ডা গাছ। পঞ্চ (পাঁচ) অঙ্গুল (অঙ্গুলির ন্যায় চিহ্ন) যাহার, বহুব্রী [যাহার পত্রে পাঁচ অঙ্গুলির ন্যায় চিহ্ন আছে]। বি ; পুং। ২। পঞ্চাঙ্গুলি-পরিমিত। পঞ্চ অঙ্গুল যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

পঞ্চাঙ্গুলি—১। হস্তের কনিষ্ঠা অনামিকা মধ্যমা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ—এই পাঁচটি অঙ্গুলি। পঞ্চ অঙ্গুলি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। হস্ত। পঞ্চ অঙ্গুলি যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

পঞ্চানন, পঞ্চাস্য—১। শিব। পঞ্চ (পাঁচ) আনন, আস্য (মুখ) যাঁহার, বহুব্রী। ২। সিংহ ; সিংহরাশি (সিংহনামত্ব হেতু)। পঞ্চ (বিস্তৃত) আনন, আস্য যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

পঞ্চানন্দ—পঞ্চানন। গ্রাম্য। বি।

পঞ্চান্ন—পঞ্চপঞ্চাশৎ, ৫৫ ; ৫৫-সংখ্যক। 'পঞ্চপঞ্চাশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

পঞ্চাবয়ব—(ন্যায়শাস্ত্র) প্রতিজ্ঞা হেতু দৃষ্টান্ত উপনয় নিগমন—অনুমানের এই পাঁচটি অঙ্গ। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

পঞ্চামৃত—দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু চিনি—এই পাঁচ দ্রব্য ; গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় পঞ্চম মাসে অনুষ্ঠেয় সংস্কারবিশেষ। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

পঞ্চাম্র—অশ্বত্থ নিম চাঁপা বকুল নারিকেল—এই পাঁচ গাছ। পঞ্চ (পাঁচ প্রকার) আম্র (বৃক্ষ), কর্ম্মধা [১ অশ্বত্থ ১ পিচুমর্দ্দ ২ চম্পক ৩ কেশর ৭ তাল ৯ নারিকেল—এই তেইশটি বৃক্ষের নাম পঞ্চাম্র]। বি ; পুং।

পঞ্চাম্ল—কুল ডালিম তেঁতুল বা আমড়া অম্লবেতস ও নেবু—এই পাঁচটি টকজাতীয় জিনিস। পঞ্চ অম্লের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

পঞ্চায়ৎ, -য়েৎ—'পঞ্চাইৎ' দ্রঃ।

পঞ্চায়ুধ—তরবারি শক্তি ধনুক কুঠার ও বর্ম্ম—এই পাঁচ অস্ত্র। পঞ্চ আয়ুধের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; পুং।

পঞ্চাল—১। দেশবিশেষ। পঞ্চ্ (বিস্তার করা) + কালন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ২। পঞ্চালদেশীয়। পঞ্চাল + অণ্ সম্বন্ধার্থে (প্রত্যয় লুক্)। বিণ। স্ত্রী, –লী।

পঞ্চালিকা, পঞ্চালী—১। বস্ত্রদন্তাদি-নির্ম্মিত পুত্তলি ; গানবিশেষ, পাঁচালী গান। পন্চ্ (বিস্তার করা) + কালন্ কর্ম্মবা + কন্ স্বার্থে + আপ্ ; পঞ্চাল + ঈপ্। ২। পাশার ছক্। পন্চ্ + কালন্ অধিবা + কন্ স্বার্থে + আপ্ ; পঞ্চাল + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চাশ—১। পঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরক। পঞ্চাশৎ + ডট্ পূরণার্থে। স্ত্রী, –শী। ২। পঞ্চাশৎ ; পঞ্চাশৎ সংখ্যাবিশিষ্ট। 'পঞ্চাশৎ'-শব্দজ। বিণ।

পঞ্চাশৎ—১। পঞ্চাশ সংখ্যা, ৫০। বি ; স্ত্রী। ২। ৫০-সংখ্যক। পঞ্চগুণিত দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা (নিপাতনে)। বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চাশত্তম—পঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরক। পঞ্চাশৎ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, –মী।

পঞ্চাশীতি—পঁচাশী, ৮৫-সংখ্যা ; ৮৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চাশীতিতম—পঁচাশী সংখ্যার পূরক। পঞ্চাশীতি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, –মী।

পঞ্চাস্য—'পঞ্চানন' দ্রঃ।

পঞ্চিকা—পাঁচটি কড়ি লইয়া বাজি রাখিয়া খেলা। পঞ্চন্ + কন্ আছে অর্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

পঞ্চেষু—১। কামদেব, কন্দর্প। পঞ্চ (পাঁচ) ইষু (বাণ) যাঁহার, বহুব্রী। ২। মদনের পাঁচটি বাণ। পঞ্চ (পাঁচ) ইষু (বাণ), কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পঞ্চোপচার—গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য—এই পাঁচটি পূজোপকরণ। পঞ্চ উপচার, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পঞ্জর—১। পাঁজরা; কঙ্কাল, শরীরের হাড়গুলির খাঁচা। পিন্জ্+অরন্ কর্তৃবা। ২। খাঁচা, পিঞ্জর। পিন্জ্ (বাস করা) +অরচ্ অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব।

পঞ্জরাস্থি—পাঁজরার হাড় (ribs). পঞ্জরের অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পঞ্জা—অঙ্গুলিসমেত হাতের তালু, কব্জী, অঙ্গুলিসমেত করতল; অঙ্গুলিসমেত করতলের ছাপ; পাঁচ ফোঁটার তাস; তাসের বিন্তি বা গেরাবী খেলায় ক্রমান্বয়ে পাঁচবার জয়লাভ বা সেই জয়ের সূচক পাঁচ ফোঁটার তাস; পাঁজা, রাশি। ফার্সী। বি।

পঞ্জি, পঞ্জিকা, পঞ্জী—পাঁজি, তিথি-নক্ষত্রাদির পরিমাণজ্ঞাপক গ্রন্থ; সূতার পাঁইজ; প্রস্তাবনা; মীমাংসা; ব্যাকরণের টীকাগ্রন্থ-বিশেষ। পিন্জ্+ইন্ কর্তৃবা; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্; ৩য় পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পঞ্জিকাকার—পাঁজিলেখক, পঞ্জিকার প্রণেতা। উপতৎ; পঞ্জিকা—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি।

পঞ্জীকর—১। লেখক, কায়স্থ। বি; পুং। ২। পঞ্জিকাকারক, গণক। উপতৎ; পঞ্জী—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

পট—১। হঠাৎ কোন কিছু ফাটিয়া যাওয়ার অনুকার-শব্দ। অব্য। ২। তাড়াতাড়ি, সহসা। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

পট—১। কাপড়, বস্ত্র; পর্দা। পট্ (বেষ্টন করা)+অচ্ করণবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। ছবি আঁকিবার কাপড়, চিত্রপট, ছবি; পিয়ালগাছ। বি; পুং। ৩। চাল; ছাদ। পট্+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

পটক—শিবির, ছাউনি। পট্ (বেষ্টন করা) +ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

পটকা—১। অগ্নিখেলার টোটা, এক-প্রকার আতসবাজী; (জীববিদ্যা) মৎস্যের উদরস্থ বায়ুর আধার; মূত্রাশয়। বি। ২। দুর্ব্বল; ক্ষীণজীবী। বাং প্র। বিণ। ৩। পড়িয়া যাওয়া; দুর্ব্বল হওয়া। হিন্দী-মূলক। ক্রি।

পটকান—বশীভূত করা; দুর্ব্বল করা; রুগ্ণ হওয়া; পরাজিত হওয়া; পাতিত করা। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।

পটকার—তাঁতি; চিত্রকর, পটুয়া। উপ-তৎ; পট—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

পটকুটী—তাঁবু, বস্ত্রগৃহ। পট-নির্ম্মিতা কুটী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পটপটী—একপ্রকার বাজি; বালক-বালিকাদের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, ডুগডুগি; একপ্রকার জলজ গাছ। বাং প্র। বি।

পটবাস—তাঁবু, বস্ত্রগৃহ। পটনির্ম্মিত বাস (গৃহ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পটবেশ্ম (-বেশ্মন্)—তাঁবু, পটনির্ম্মিত গৃহ। পটনির্ম্মিত বেশ্ম (গৃহ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পটভূমি, -ভূমিকা—যে দৃশ্যপটের সম্মুখে অভিনয় হয় বা ফটো তোলা হয়; চিত্রের পিছনের অংশ (background). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পটমণ্ডপ—তাঁবু, বস্ত্রগৃহ। পট-নির্ম্মিত মণ্ডপ (গৃহ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

পটময়—১। বস্ত্রনির্ম্মিত। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। ২। তাঁবু; শাটী। পট (বস্ত্র)+ময়ট্ অবয়বার্থে বা বিকারার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

পটল—১। ছাদ, ছাল; তিলক; পিটক; বাক্স, পেটরা; পরিচ্ছেদ; পরিবার; নেত্র-রোগ, চোখে ছানি পড়া। পট্+কলন্ কর্তৃবা। ২। বেদাংশ; তন্ত্রের পরিচ্ছেদ; পট; সমূহ। পট্+কলন্ কর্ম্মবা। ৩। সঞ্চয়। পট্+কলন্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৪। গ্রন্থবিশেষ। পট্ +কলন্ কর্তৃবা। বি; পুং। ৫। পলতার ফল। 'পটোল'-শব্দজ। বি। **পটল তোলা**—মরিয়া যাওয়া।

পটল-চেরা—পটলের অর্দ্ধাংশের ন্যায় আকারের ('—চোখ'), অতি আয়ত; আকর্ণবিস্তৃত। চেরা পটল, কর্ম্মধা (সদৃশার্থে)। বিণ।

পটলপ্রান্ত—ছাঁইচ, চালের প্রান্তভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পটলী—১। বেদাংশ; তন্ত্রপরিচ্ছেদ; পট; সমূহ; সঞ্চয়; বাক্স, পেটরা; ছাদ, চাল। পটল+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। তেলেভাজা বেসনমাখান ফালি ফালি পটল। পটল+ঈ (বাং) নির্ম্মিতার্থে। বি।

পটহ—১। নাগরা; রণঢক্কা। পট—হা+ ক কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। সমারোহ, আড়ম্বর; বধ। পট—হা+ক অধিবা। বি; পুং।

পটা—মিলিত হওয়া; মিল খাওয়া; বশীভূত হওয়া। বাং ক্রি।

পটান—বশীভূত করা, বাধ্য করা; নিজ-মতে আনা; মত লওয়ান; ভোলান, ভুলাইয়া ফেলা। বাং ক্রি।

পটাপট—১। ক্রমাগত পটপট শব্দ; বার বার চড় মারার শব্দ; জুতা প্রভৃতির দ্বারা প্রহারের শব্দ। অব্য। ২। দ্রুতবেগে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

পটাবাস—তাঁবু। পট-নির্ম্মিত আবাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি।

পটাম্বর—পট্টবস্ত্র। পটের অম্বর, ৬ষ্ঠীতৎ।

পটি, পটী—১। বস্ত্রবিশেষ, পর্দা, যবনিকা। পট্+ই করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। পাড়া; একইপ্রকার ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীদের পল্লী; সারি, থাক; ক্ষত বন্ধন করিবার বস্ত্রখণ্ড। 'পট্ট'-শব্দজ। বি।

পটিকা—পটি (১ম অর্থে)। পটি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পটিমা (পটিমন্)—পটুতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য। পটু+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

পটিষ্ঠ—অতিপটু, সুচতুর। পটু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

পটী—'পটি' দ্রঃ।

পটীয়ান্ (পটীয়স্)—অতিশয় পটু, দুইয়ের মধ্যে অধিকতর পটু। পটু+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়সী।

পটু—১। দক্ষ; নিপুণ, সমর্থ; নীরোগ; চতুর; মধুর; উষ্ণ; উজ্জ্বল; তীক্ষ্ণ; নিষ্ঠুর; প্রস্ফুটিত; ধূর্ত্ত। বিণ। বি,—তা, —ত্ব। বিকল্পে স্ত্রী— পট্বী। ২। পলতা; পটোল; কারবেল্ল; চোরক। বি; পুং। ৩। ছত্রাক; লবণ; পাংশুল বর্ণ। পট্+উ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

পটুক—পটোল। পটু+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। [বি।

পটুকা—কোমরবন্ধ; পেটি। প্রাঃ কবিপ্র।

পটুতা, পটুত্ব—নৈপুণ্য; দক্ষতা। পটু+ তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—পটু।

পটুয়া, প'টো—চিত্রকর জাতিবিশেষ, যে পাটে সূতার জিনিস তৈয়ার করে। পট (২)+উয়া, ও নিপুণার্থে। বি।

পটোল—১। পলতার ফল। বি; ক্লীব। **পটোল তোলা**—মরিয়া যাওয়া। ২। পলতাগাছ। পট্+ওল কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। ৩। গুর্জ্জরদেশীয় পট্টবস্ত্রবিশেষ। বি; ক্লীব।

পটোলিকা, পটোলী—ছোট পটোল; ঝিঙ্গা। পটোল+কন্ ক্ষুদ্রার্থে+আপ্, পটোল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পট্ট—১। পাট, রেশমাদি; পিঁড়ি; ঢাল; রাজকীয় সনন্দ, পাট্টা; পাটি; পাগ্ড়ি; রাজাসন; উত্তরীয়বস্ত্র, একপাটা; চৌমাথা; নগর; গ্রাম। পট্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। পেষণার্থ প্রস্তর, চূর্ণ করিবার প্রস্তর, পাটা। বি; পুং।

পট্টজ—পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। উপতৎ; পট্ট—জন্+ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

পট্টজাত—রেশমের দ্বারা তৈয়ারী। ৫মী-তৎ। বিণ।

পট্টদেবী, -মহিষী—বড়রাণী, প্রধানা মহিষী, পাটরাণী, সিংহাসনযোগ্যা কৃতাভিষেকা রাজমহিষী। পট্ট (সিংহাসন)-অধিষ্ঠিতা দেবী, মহিষী (রাজ্ঞী), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [বি; ক্লীব।

পট্টন—পত্তন, নগর। পট্+তনন্ অধিবা।

পট্টনায়ক—প্রধান নেতা; সাধারণ সৈন্য বা গ্রামের মোড়লের উপাধিবিশেষ। পট্ট (প্রধান) নায়ক, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পট্টবস্ত্র—তসর গরদ চেলী প্রভৃতি কাপড়, পাটের কাপড়। পট্টনির্ম্মিত বস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পট্টমহিষী—'পট্টদেবী' দ্রঃ।

পট্টশাক—পাটশাক, নালিতা পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

পট্টাবাস—তাঁবু। পট্টনির্ম্মিত আবাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পট্টাম্বর—পাটের কাপড়, পট্টবস্ত্র। পট্ট (পাট)-নির্ম্মিত অম্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পট্টি—১। ধাপ্পা। বাং প্র। বি। **পট্টি দেওয়া**—ধাপ্পা দেওয়া, ধোকা দেওয়া। ২। পট্টবস্ত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পট্টিকা—পাট; লোধ্রফল; পটি কাপড়ের খণ্ড (bandage). পট্ট+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পট্টিশ, পট্টিস—একপ্রকার প্রাচীন অস্ত্র। পট্+টিশচ্, টিসচ্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

পট্টী—ললাটভূষা; ঘোড়ার তলপেটি; ঘোড়ার বুক পেঁচাইয়া যে পটি বাঁধা হয়। পট্+ক্তি করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পট্টু—একপ্রকার মোটা পশমী কাপড়। 'পট্ট'-শব্দজ। বি।

পটী—'পটু' দ্রঃ।

পঠদ্দশা—পাঠের অবস্থা, পড়িবার কাল, ছাত্রজীবন। পঠৎ (যে পড়িতেছে)-এর দশা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পঠন—পড়া, পাঠ, অধ্যয়ন। পঠ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—পঠনীয়, পঠিত, পঠিতব্য, পাঠ্য, পাঠ্যমান।

পঠনীয়—পড়িবার মত, পাঠ্য। পঠ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—পঠন, পাঠ।

পঠিত—যাহা পড়া হইয়াছে এরূপ, অধীত; উচ্চারিত; উপদিষ্ট। পঠ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—পঠন, পাঠ।

পঠিতব্য—যাহা পড়িতে হইবে; পড়িবার উপযুক্ত এরূপ; অধ্যেতব্য; পঠনীয়। পঠ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি—পঠন, পাঠ।

পঠ্যমান—যাহা পড়া হইতেছে এরূপ। পঠ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। বি—পঠন, পাঠ।

পড়তা—মোট ব্যয় ধরিয়া যে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় তাহা, গড়; জুয়াখেলা প্রভৃতি; দাগ পড়া; ভাগ্যোদয়। 'পত্'-ধাতুজ। বি। **পড়তা পড়া**—মোট ব্যয়ের মূল্য আদায় হওয়া; (লক্ষ্যার্থে) সৌভাগ্যের উদয় হওয়া, লাভের মুখ দেখা। **গড় পড়তা**—মোটামুটি হিসাবে যে দাম পড়ে বা লাগে, গড়ে প্রত্যেকটির দাম; মাথাপিছু।

পড়তি—১। ক্ষতি; অবনতি। পড়্+অতি ভাববা। বি। ২। যাহা পড়িয়া যাইতেছে বা স্বভাবতঃ পড়িয়া যায় এরূপ। পড়্+অতি কর্তৃবা। বিণ। **ঝরতি পড়তি**—যাহা ঝরিয়া পড়িয়া যায় বা নষ্ট হয়। **পড়তি বাজার**—মন্দা বাজার (বিপরীত—উঠ্‌তি বাজার)।

পড়ন—পাঠ, অধ্যয়ন; পতন; পড়তা, গড়মূল্য। পড়্+অন ভাববা। বিণ।

পড়ন্ত—যাহা পড়িতেছে এরূপ, পতনোন্মুখ; অবসানপ্রায় ('—বেলা')। পড়্+অন্ত (বাং) কর্তৃবা। বিণ।

পড়পড়—পতনোন্মুখ, যাহা পড়িবার মত হইয়াছে এমন। বাং প্র। বিণ।

পড়সি, পড়শী—প্রতিবাসী। বাং প্র। বি।

পড়া—১। পাঠ, পঠন; পতন। পড়্+আ ভাববা। বি। **পড়া করা**—নির্দ্ধারিত পাঠ তৈয়ার করা। **পড়া দেওয়া**—পড়া প্রস্তুত হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা দেওয়া। **পড়া মুখস্থ করা**—পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া পাঠ্যবিষয় কণ্ঠস্থ করা। **পড়া লওয়া**—পাঠ প্রস্তুত হইয়াছে কিনা প্রশ্ন করিয়া তাহা জানা। ২। পতিত; হীন; পঠিত; যাহা চাষ করা হয় নাই এরূপ ('—জমি'); যাহা হইতে লোক বাস উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছে এরূপ। পড়্+আ কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। ৩। পতিত হওয়া; আছাড় খাওয়া; ঝরা; পাঠ করা; দুরবস্থাপন্ন হওয়া, বিপন্ন হওয়া; হতাহত হওয়া; বিবাহিত হওয়া ('মেয়েটি ভাল ঘরে পড়িয়াছে'); আঘাত পাওয়া; আকর্ষণযোগ্য হওয়া; মিলিত হওয়া; রন্ধনদ্রব্যে মশলা প্রভৃতি মিশ্রিত করা; চাষ না-করা অবস্থায় থাকা; অনাদায় থাকা, আদায় না হওয়া; লোকসান হওয়া; আবদ্ধ হওয়া ('জালে মাছ—'); সমাজচ্যুত হওয়া; আক্রমণ করা; লুণ্ঠনার্থে উপস্থিত হওয়া ('ডাকাত—'); আরম্ভ হওয়া; উপস্থিত হওয়া; উদিত হওয়া; গত্যর্থক ক্রিয়ার সমাপ্তি বা সম্পাদন করা; খরচ হওয়া; টাকা লাগা; ধরা; সংলগ্ন হওয়া; জন্মান; হওয়া; পশ্চাতে থাকা; অনুন্নত থাকা; অবনতি হওয়া, নীচে নামা; স্রাব হওয়া; অব্যবহৃত থাকা; দশাগ্রস্ত হওয়া ('ধাঁধা—'); কমা; দাম কমা; লাগা ('মরিচা, পোকা—'), হওয়া ('টাক—'); শান্ত হওয়া; নষ্ট হওয়া; প্রযুক্ত হওয়া। বাং ক্রি। **আসন পড়া**—খাইতে বসিবার ঠাঁই হওয়া। **কালি পড়া**—কালো দাগ ধরা। **কিল পড়া**—মুষ্টির আঘাত হওয়া। **গরম পড়া**—গ্রীষ্ম উপস্থিত হওয়া। **গলায় পড়া**—গলগ্রহ হওয়া। **গায়ে পড়া**—অনাহূতভাবে আসা। **চর পড়া**—নদীর মধ্যে পলিমাটি জমিয়া চরের সৃষ্টি হওয়া। **চাল পড়া**—চাউল মন্ত্রপূত করিয়া দেওয়া। **চোখ পড়া**—নজরে আসা, দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া। **ছাই পড়া**—নষ্ট হওয়া। **জট পড়া**—জটের মত পাকাইয়া যাওয়া। **জল (প্রভৃতি) পড়া**—জল (প্রভৃতি) মন্ত্রপূত করা। **জলে পড়া**—নষ্ট হওয়া। **জুটিয়া পড়া**—মিলিত হওয়া। **জ্বরে পড়া**—জ্বরে আক্রান্ত হওয়া। **ঝাঁট পড়া**—ঝাঁটাদ্বারা আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা। **টান পড়া**—আকর্ষণ দৃঢ় হওয়া; কম হওয়া। **টোল পড়া**—আঘাতাদির জন্য পাত্রাদির স্থানবিশেষে গর্ত্তের মত হওয়া বা বসিয়া যাওয়া। **ডাক পড়া**—আহ্বান হওয়া; প্রয়োজন হওয়া। **দায় পড়া**—বাধ্য হওয়া, বিপন্ন হওয়া। **দায় পড়েছে**—দায় পড়ে নাই, করিতে বাধ্যতা নাই। **দেরী পড়া**—বিলম্বে আরম্ভ করা। **ধরিয়া পড়া**—বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা। **ধার পড়া**—ধার নষ্ট হওয়া, ভোঁতা হওয়া। **পড়ে থাকা**—অনাদৃত হওয়া। **পড়ে পাওয়া**—কুড়াইয়া পাওয়া। **পিঠে পড়া**—কিল, চড়, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা প্রহৃত হওয়া। **পেট পড়া**—না খাওয়ায় উদর শীর্ণ হওয়া। **পেটে পড়া**—উদরপূর্ণ হওয়া; উদরস্থ হওয়া; ঘুষ লওয়া। **ফুল পড়া**—গাছের ফুল ঝরিয়া পড়া; প্রসবের পর গর্ভপুষ্প পতিত হওয়া। **ফাঁপরে, ফাঁদে, বিপদে পড়া**—বিপন্ন হওয়া। **বুক দিয়া পড়া**—প্রাণপণে যত্ন করা। **বেলা পড়া**—অপরাহ্ণ হওয়া। **ভাঙ্গিয়া পড়া**—শোকে-দুঃখে ম্রিয়মাণ হওয়া। **মন পড়া**—আসক্তি হওয়া। **হাত পড়া**—কাজের প্রভাব সুরু হওয়া। **হাতে পড়া**—হস্তগত হওয়া, কর্তৃত্বাধীন হওয়া। **রাগ পড়া**—রাগ কমিয়া যাওয়া। **রৌদ্র পড়া**—রৌদ্রের তেজ হ্রাস পাওয়া।

পড়াৎ—চাবুক বেত প্রভৃতির দ্বারা হঠাৎ আঘাতের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। **পড়াৎ পড়াৎ**—উপর্য্যুপরি চাবুক বা বেত মারার শব্দ।

পড়ান—বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া; পাতিত করা; মন্ত্রণা দেওয়া; (পাখীকে) বুলি শিখান। বাং ক্রি। **পাখী পড়ান**—ক্রমাগত শিখাইতে শিখাইতে মুখস্থ করাইয়া দেওয়া।

পড়াশুনা—বিদ্যাশিক্ষা; লেখাপড়ার অভ্যাস, পাঠাভ্যাস। দ্বন্দ্ব। বি।

পড়িছা—১। সভাসদ, পাত্রমিত্র। উড়িয়া-মূলক। ২। তত্ত্বাবধায়ক; পুরীর মন্দিরের ছড়িদার। হিন্দীমূলক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পড়িনাতি—প্রপৌত্র, পুত্রের পুত্র। 'প্রনপ্তৃ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পড়িয়ান—পড়েন (তাহা দ্রঃ)।

পড়িহারী—অন্তঃপুররক্ষক। 'প্রতিহারী'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পড়ুয়া—ছাত্র, বিদ্যাশিক্ষার্থী। পড়্ + উয়া কর্ত্তৃবা। বি।

পড়েন—বাটখারা; কাপড়ের অথবা তাঁতের প্রস্থের সূতা। যথাক্রমে 'পরিমাণ' ও 'প্রতিবানি'-শব্দজ। বি।

পড়ো—১। নিরর্থক; পতিত, যাহার চাষ হয় নাই এরূপ; জনহীন; জনপরিত্যক্ত। পড়্ (<পত্) + ও (<উয়া) কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। ছাত্র। পড়্ (<পঠ্) + ও (<উয়া) কর্ত্তৃবা। বি।

পড়্‌পড়্—বস্ত্রাদি ছিন্ন করিবার অনুকার-শব্দ। বাং প্র। অব্য।

পড়্যান—পড়েন (তাহা দ্রঃ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [কবিপ্র। ক্রি।

পড়া—পাঠ করা; পতিত হওয়া। প্রাঃ

পণ—১। প্রতিজ্ঞা; বাজি; দ্যূত; বিক্রেয় দ্রব্য। পণ্ + অচ্ আছে অর্থে। ২। গৃহ। পণ্ + ঘ অধিবা। ৩। বেতন; কুড়ি গণ্ডা; কার্য্যাপণ; ধন; মূল্য। পণ্ + ঘ করণবা। ৪। ব্যবহার, নিয়ম; পরাজয়। পণ্ + ঘ ভাববা। বি; পুং।

পণকিয়া—পণ-সম্বন্ধীয় গণনা। পণ + কিয়া (বাং) সম্বন্ধার্থে। বি।

পণফাজিল, -ফাজিলি—ন্যায্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ। ফাজিল (অতিরিক্ত) যে পণ, কর্ম্মধা, (২য় পক্ষে) + ই স্বার্থে। বি।

পণন—কেনাবেচা, ক্রয়-বিক্রয়। পণ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

পণব—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। পণ—বা + ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [৩য়াতৎ। বিণ।

পণবদ্ধ—অঙ্গীকারে আবদ্ধ, প্রতিশ্রুত।

পণবন্ধ—সন্ধি; চুক্তি; প্রতিজ্ঞাবন্ধ; ফলসিদ্ধি। পণের বন্ধ (বন্ধন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পণাঙ্গনা—বেশ্যা। পণ (মূল্য)-লভ্যা অঙ্গনা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পণাদি—কড়ি, বরাটক। পণের (ক্রয়-বিক্রয়ের) আদি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পণায়—ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা যে লাভ হয় তাহা। পণলব্ধ আয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পণিত—বেচা, বিক্রীত; কেনা, ক্রীত; স্তুত, প্রশংসিত; ব্যবহৃত; বর্ণিত। পণ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পণিতব্য—বেচিবার মত, বিক্রেয়; ব্যবহার্য্য; প্রশংসনীয়। পণ্ + তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

পণিতা (পণিতৃ)—বিক্রেতা, বিক্রয়কারক; ক্রেতা। পণ্ + তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ত্রী।

পণ্ড—নিষ্ফল, ব্যর্থ। পণ্ড্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পণ্ডশ্রম—অনর্থক আয়াস, বিফল যত্ন, নিরর্থক শ্রম। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পণ্ডা—১। তীক্ষ্ণবুদ্ধি; শাস্ত্রজ্ঞান; বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। পণ্ড্ + অচ্ কর্ত্তৃবা + আপ্। বি। ২। নিষ্ফলা। পণ্ড + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পণ্ডিত—১। বিদ্বান্, শাস্ত্রজ্ঞ; দক্ষ, নিপুণ। পণ্ডা + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—পাণ্ডিত্য, পণ্ডিতি। ২। সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষক; উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

পণ্ডিতপ্রবর, -বর—শ্রেষ্ঠপণ্ডিত। পণ্ডিত-মধ্যে প্রবর, বর, ৭মীতৎ। বিণ।

পণ্ডিতমানী (-নিন্)—'পণ্ডিতম্মন্য' দ্রঃ।

পণ্ডিতমূর্খ—যে ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়াও মূর্খের ন্যায় আচরণ করে এরূপ, বিদ্বান্ অথচ ব্যবহারবিষয়ে অনভিজ্ঞ। পণ্ডিত অথচ মূর্খ, কর্ম্মধা। বিণ।

পণ্ডিতম্মন্য, -মানী (-মানিন্), **পণ্ডিতাভিমানী** (-মানিন্)—যে আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে এরূপ, পাণ্ডিত্যাভিমানী। উপতৎ; পণ্ডিত —মন্ (বোধ করা) + খশ্ কর্ত্তৃবা; পণ্ডিত —মন্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা; পণ্ডিত—অভি—মন্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ন্যা, –নিনী।

পণ্ডিতায়মান—যে পূর্ব্বে পণ্ডিত ছিল না এক্ষণে পণ্ডিত হইতেছে এরূপ। পণ্ডিত + ক্যঙ্ (= পণ্ডিতায় নামধাতু) + শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পণ্ডিতি, -তী—১। পণ্ডিতের পদ বা কাজ; (ব্যঙ্গার্থে) বোকামি। পণ্ডিত + ই, ঈ (বাং) কর্ম্মাদ্যর্থে। বি। ২। সংস্কৃতবহুল ('—ভাষা'); প্রাচীন পণ্ডিতের মত ('—চালচলন')। পণ্ডিত + ই, ঈ (বাং) যোগ্যার্থে। বিণ।

পণ্য—১। বিক্রেয়; ব্যবহার্য্য; স্তোতব্য। বিণ। ২। ক্রয়-বিক্রয় করিবার উপযোগী দ্রব্য, মাল (commodity); মূল্য; মাশুল। পণ্ + যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

পণ্যজীবী (-জীবিন্)—বণিক্, যে ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে এরূপ। উপতৎ; পণ্য—জীব্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বিনী।

পণ্যপত্তন—যে নগরে বাণিজ্যদ্রব্যের প্রচুর আমদানী ও রপ্তানী হয় (port town). পণ্য-প্রধান পত্তন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পণ্যবীথিকা, -বীথী—সারিবদ্ধ দোকান, বিপণিশ্রেণী; হাট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পণ্যশালা—হাট-বাজার দোকান প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের স্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পণ্যস্ত্রী, পণ্যযোষিৎ, পণ্যাঙ্গনা—বেশ্যা। পণ্যা স্ত্রী, যোষিৎ, অঙ্গনা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পণ্যাজীব—বণিক্, সওদাগর। পণ্য আজীব (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পতগ—পাখী, পক্ষী। উপতৎ; পত (পক্ষ)—গম্ (গমন করা) + ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পতঙ্গ, পতঙ্গম—১। ফড়িং মাছি মশা প্রভৃতি, শলভ; পক্ষী; সূর্য্য; অগ্নি; শর, বাণ; শালিবিশেষ। বি; পুং। ২। পারদ; চন্দনবিশেষ; চিহ্নবিশেষ ('ɪ')। উপতৎ; পত (পক্ষ)—গম্ (গমন করা) + খচ্ কর্ত্তৃবা; ১ম পক্ষে ডিৎ। বি; ক্লীব।

পতঙ্গবিদ্যা—পতঙ্গ-সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় (entomology). পতঙ্গ-সম্পর্কিতা বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পতঙ্গবৃত্ত—পতঙ্গের ন্যায় আচরণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ যে জানিয়া শুনিয়া লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বিপজ্জনক কার্য্যে লিপ্ত হয় এমন (পতঙ্গ অগ্নিতে পতিত হইয়া যেমন দগ্ধ হয়)। পতঙ্গের বৃত্তের ন্যায় বৃত্ত (আচরণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, –বৃত্তি।

পতঙ্গবৃত্তি—১। পতঙ্গ যেরূপ স্বেচ্ছায় অগ্নিতে পড়িয়া দগ্ধ হয় সেইরূপ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া জ্ঞাতসারে এবং স্বেচ্ছায় বিপজ্জনক কার্য্যে লিপ্ত হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। পতঙ্গের ন্যায় অবোধ, পতঙ্গের আচরণবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

পতঙ্গাশী (-শিন্)—যাহারা ফড়িং ইত্যাদি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে এমন (insectivorous). উপতৎ; পতঙ্গ—অশ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –শিনী।

পতঙ্গিকা—একপ্রকার মৌমাছি। পতঙ্গ + কন্ তুল্যার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

পতঞ্চিকা—ধনুকের ছিলা। পত্ (পত্ পত্ শব্দ)—অন্চ্ + ণক কর্ত্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

পতঞ্জলি—যোগশাস্ত্রপ্রযোক্তা মুনি, পাণিনি-ভাষ্যকর্ত্তা, দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা মুনিবিশেষ। পতৎ (পতিত) অঞ্জলিতে যিনি, বহুব্রী (নিপাতনে) [কথিত আছে ইনি সর্পাকারে স্বর্গ হইতে পাণিনি-মুনির হস্তে পড়িয়াছিলেন]। বি; পুং।

পতত—পতিত হইতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পতত্র, -ত্র—পাখীর ডানা, পাখা। পতৎ—ত্রৈ + ক কর্ত্তৃবা; অথবা, পত্ + অত্রন্ করণবা। বি; ক্লীব।

পতত্রী (-ত্রিন্), **পতত্রী** (-ত্রিন্)—পাখী, পক্ষী। পতত্র, পতত্র + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

পতন—পড়িয়া যাওয়া, স্খলন, ভ্রংশ; চলন; শত্রুর অধিকারে গমন; নাশ; অবনতি; পাতিত্য। পত্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—পতিত।

পতনীয়—১। পড়িবার মত, পতনযোগ্য। পত্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। ২। পাপ, পাতক। যাহা দ্বারা পতিত হয় এই অর্থে পত্ + অনীয় করণবা। বি; পুং।

পতনোন্মুখ—যাহা প্রায় পড়িবার মত হইয়াছে এরূপ, পতনোদ্যত। পতনে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –খী, –খা।

পতপত—নিশান উড়ার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

পতর—১। গমনশীল। পত্+অরন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। বিশ্বাস, প্রত্যয়। প্রাঃ কবিপ্র (বিকল্পে—পতরা)। ৩। লোহা অথবা অন্য ধাতুর পাতলা সরু পাত। বাং প্র। বি।

পতাকা—নিশান, ধ্বজ; ধ্বজপট; চিহ্ন; সৌভাগ্য; নাটকের অঙ্গবিশেষ, নাটকমধ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়। পত্+আক কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পতাকাদণ্ড—যাহার সাহায্যে নিশান উড়ান হয়। পতাকা-লগ্ন দণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [যুক্তার্থে। বিণ।

পতাকিক—নিশানযুক্ত। পতাকা+ইক

পতাকিনী—১। সেনা। বি; স্ত্রী। ২। নিশানধারিণী। পতাকা+ইন্ আছে অর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতাকী (-কিন্)—১। নিশানধারী। বিণ। স্ত্রী,—কিনী। ২। রথ; (জ্যোতিষ) অশুভবোধক চক্রবিশেষ। পতাকা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

পতি—স্বামী, ভর্ত্তা; রক্ষক; প্রভু; নায়ক। পা+ডতি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পতিংবরা—যে কন্যা স্বয়ং নিজ পতি নির্ব্বাচন করিয়া লয়, স্বয়ংবরা। উপতৎ; পতি—বৃ+খচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পতিকুল—স্বামীর ঘর বা বংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পতিঘাতিনী—স্বামীর হত্যাকারিণী, স্বামিহন্ত্রী। উপতৎ; পতি—হন্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিঘ্ন—স্বামিঘাতী প্রভুহত্যাকারী, প্রভুহন্তা। উপতৎ; পতি—হন্+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

পতিঘ্নী—১। স্বামীর মৃত্যুসূচক হস্তরেখাদিযুক্ত; পতিঘাতিনী (কর-রেখা ইত্যাদি অর্থে)। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বামীর মৃত্যুসূচক হস্তরেখাবিশেষ। পতি—হন্+টক্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পতিত—যে বা যাহা পড়িয়া গিয়াছে এরূপ, অধোগত; অকৃষ্ট; চলিত; গলিত; স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, পাপী; নীচ। পত্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

পতিতজমি—যে জমির আবাদ হয় নাই ও যাহাতে কোন কর ধার্য্য নাই তাহা। বাং প্র। বি।

পতিতপাবন—১। শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীচৈতন্যদেব। বি; পুং। ২। পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, যিনি পাপীকে পাপমুক্ত করেন এরূপ। পতিতের পাবন (পবিত্রতাকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—নী।

পতিতা—১। দুশ্চরিত্রা; চলিতা; অধোগতা। বিণ; স্ত্রী। ২। বেশ্যা, বারনারী। পতিত+আপ্। বি; স্ত্রী।

পতিদেবতা, -দেবা—যে নারীর কাছে স্বামী দেবতার ন্যায় পূজ্য, পতিব্রতা। পতি দেবতা, দেব যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিপ্রাণা—সতী, পতিব্রতা, সাধ্বী। পতি প্রাণ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিপ্রিয়া—স্বামীর প্রণয়ভাগিনী; স্বামিসোহাগিনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

পতিবত্নী—সধবা, সভর্ত্তৃকা ('—নারী')। পতি+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্ (ন-আগম)। বিণ; স্ত্রী।

পতিবিয়োগ—স্বামীর মৃত্যু; স্বামীর সহিত বিরহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পতিব্রতা—সতী, সাধ্বী, পতিপরায়ণা। পতিই ব্রত (অর্থাৎ ব্রতের ন্যায় সদা উপাস্য) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী। বি—পাতিব্রত্য।

পতিমতী—প্রভুযুক্তা ('পৃথিবী')। পতি+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিয়াই—প্রত্যয়, বিশ্বাস ("মঝু মনে নাহি পতিয়াই"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পতিয়ায়ব—প্রত্যয় করিবে, বিশ্বাস করিবে ("বিদ্যাপতি কহ কো পতিয়ায়ব"—বিদ্যাপতি। "কো পতিয়ায়ব স্বপন-স্বরূপ"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পতিরতা—পতিব্রতা, স্বামীতে অনুরক্তা। ৭মীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

পতীয়ন্তী—স্বামী পাইতে উৎসুকা, পতিকামা। পতি+ক্যচ্ (=পতীয় নামধাতু)+শতৃ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পত্তন—১। নগর, পুর, শহর। পত্+তনন্ অধিবা। বি; ক্লীব। ২। আরম্ভ; স্থাপন ('নগর—', 'ভিত্তি—'); ভিত্তিভূমি; লম্বাই বা ঝুল; সন্ধান; প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া করনির্দ্ধারণপূর্ব্বক প্রজাকে জমি-জমা দান। বাং প্র। বি। **নাম পত্তন করা**—জমিদারী বা কালেক্টরীর দলিলপত্রে নাম উঠান। ৩। অনুসন্ধান, সন্ধান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পত্তনদার, পত্তনিদার, পত্তনীদার—জমিদারের অধীন ভূসম্পত্তির করদাতা; যে পত্তনিস্বত্ব ভোগ করে। পত্তন, পত্তনি (নী)+দার। বি।

পত্তনপাল, পত্তনাধ্যক্ষ—'পোর্ট কমিশনার', বন্দরের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। পত্তন—পা+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা; পত্তনের পাল, অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পত্তনি, পত্তনী—নির্দ্দিষ্ট খাজানা দিবার নিয়মে লব্ধ; কায়েমী (স্থায়ী) বন্দোবস্তে জমিদারের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট খাজানায় লওয়া তালুক মৌজা প্রভৃতি। পত্তন+ই, ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বি বা বিণ। **দরপত্তনী**—পত্তনীদারের অধীন পত্তনী। **সেপত্তনী**—দরপত্তনীদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্তনী। [দ্রঃ।

পত্তনিদার, পত্তনীদার—'পত্তনদার'

পত্তর—প্রভৃতি, ইত্যাদি (অন্য শব্দের পরে যুক্ত হয়, যেমন—চিঠিপত্তর, জিনিসপত্তর)। 'পত্র'-শব্দজ। অব্য।

পত্তি—১। পদাতিক সৈন্য; বীর; সেনাবিশেষ [এক হস্তী, এক রথ, তিন অশ্ব, পঞ্চ পদাতিক]; ৫৫ জন সৈনিকগঠিত সৈন্যদল। পদ্+ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। গতি। পদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। ৩। রোগীর পথ্য। 'পথ্য'-শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি। বি।

পত্তিসংহতি—পদাতিক সৈন্যবৃন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পত্নী—বিবাহিতা স্ত্রী, ভার্য্যা। পতি+ঈপ্ জায়ার্থে (ন-আগম)। বি; স্ত্রী। পুং—পতি।

পত্নীপ্রিয়—১। স্ত্রীর ভালবাসার পাত্র, ভার্য্যার প্রণয়ভাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত। পত্নী প্রিয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পত্নীপ্রেম (-প্রেমন্)—১। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা। ৭মীতৎ। ২। স্ত্রীর ভালবাসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পত্নীবৎসল—স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

পত্র—১। পাতা; বাহন, অশ্বশকটাদি। পত্+ত্রক্ কর্ত্তৃবা। ২। পক্ষ, পালক; বাণের পক্ষ; পুস্তকাদির পাতা; স্বর্ণাদির পাত; পত্রলতা; শরপত্র, অস্ত্রাদির ফলক; চন্দনাদি দ্বারা পত্রাকার রচনা; চিঠি; লিখিত কাগজ; মুদ্রিত কাগজ; দলিল প্রভৃতি এবং অপরাপর জিনিস। পত্+ত্রক্ করণবা। বি; ক্লীব।

পত্রক—ছোট পাতা (leaflet); চন্দনাদিরচিত চিত্রসমূহ। পত্র+কন্ ক্ষুদ্রার্থে, স্বার্থে। বি; ক্লীব।

পত্রকণ্টক—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পত্রবিশেষের কঠিন ও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ (spine). পত্ররূপ কণ্টক, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পত্রকোরক—পাতার কুঁড়ি (bud). পত্রের কোরক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পত্রত্যাগী (-ত্যাগিন্) **-মোচী** (-মোচিন্)—শীতকালে যে সকল গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়া যায় এরূপ (অশ্বত্থাদি বৃক্ষ)। উপতৎ; পত্র—ত্যজ্+ঘিনুণ্, মুচ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

পত্রদারক—করাত। পত্রাকার দারক (ছেদক), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পত্রনবীশ—চিঠি লেখার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। পত্রে নবীশ (ফার্সী শব্দ), ৭মীতৎ। বি।

পত্রপাঠ—১। চিঠি পড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

পুং। ২। চিঠি পড়িবামাত্র; তৎক্ষণাৎ। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

পত্রপুট—১। পাতার ঠোঙা, পত্ররচিত পাত্র। মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। পত্ররূপ পাত্র। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

পত্রপুষ্প—১। রক্ততুলসী। পত্র (পাতা) পুষ্পসদৃশ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। পাতা এবং ফুল। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

পত্রপুষ্পা—তুলসী। পত্র পুষ্পসদৃশ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

পত্রবন্ধ—১। পত্র ও পুষ্পাদির আকারে রচিত পদার্থ। পত্রের (পাতার) ন্যায় বন্ধ (রচনা) যাহার, বহুব্রী। ২। পাতালতায় রচিত সাজসজ্জা। পত্রদ্বারা বন্ধ, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

পত্রবল্লী, -লতা—তিলক প্রভৃতি, পত্রাবলী-রচনা; পাণগাছ; রুদ্রজটা; পলাশী-লতা। পত্রযুক্তা বল্লী, লতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পত্রবাহ—১। চিঠি-বহনকারী, লিপিবাহক। বিণ। স্ত্রী,—হী। ২। বাণ। পত্র—বহ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পত্রবাহক—যে চিঠি বহন করিয়া লইয়া যায় এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হিকা।

পত্রব্যবহার—পরস্পরের মধ্যে চিঠি লেখা-লেখি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পত্রভঙ্গ, -ভঙ্গী—কপোলাদিতে কস্তুরিকাদি-রচিত পত্রলেখা, পত্রাবলী। পত্রতুল্য ভঙ্গ (খণ্ড) যাহার, বহুব্রী; পক্ষে +ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

পত্রমঞ্জরী—পাতার অগ্রভাগ; পত্রাকার-মঞ্জরীযুক্ত তিলকবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পত্রমুকুল—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যে কুঁড়িতে শুধু পাতা হয় (ফুল হয় না) [leaf-bud]. পত্রোৎপাদক মুকুল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পত্রমুদ্রা—কাগজে প্রচলিত সরকারী মুদ্রা (currency note). পত্রস্থিতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পত্রমূল—বোঁটার গোড়া (base). পত্রের মূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পত্রমোচী (-মোচিন্)—'পত্রত্যাগী' দ্রঃ।

পত্ররচনা—কপালে ও গালে তিলক ফোঁটা কাটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী;

পত্ররন্ধ্র—পাতার বর্ত্তমান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রসমূহ (stoma). পত্রের রন্ধ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পত্ররস—পাতার নির্য্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পত্ররেখা—তিলকাদি, পত্রাবলীরচনা। পত্রাকৃতি রেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পত্রলতা—'পত্রবল্লী' দ্রঃ।

পত্রলেখা—তিলক, কপোলাদিতে পত্রাবলী রচনা; চিঠি লেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পত্রশ্রেষ্ঠ—বেলগাছ, বিল্ববৃক্ষ। পত্র শ্রেষ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পত্রসূচি—কাঁটা, কণ্টক; পুস্তকের পাতার নির্ঘণ্ট। পত্রের (পাতার) সূচি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

পত্রহারিকা—পত্রবাহিকা দূতী। ৬ষ্ঠীতৎ।

পত্রাখ্য—তেজপাতা; তালীশপত্র। পত্র আখ্যা যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

পত্রাঞ্জন—কালী, মসী। পত্রের (পুস্তকের পাতার) অঞ্জন (কজ্জল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পত্রাবলি, -বলী—পত্ররচনা, অলকা-তিলকা; বৃক্ষপত্রসকল; পুস্তকের পাতা-সকল। পত্রের আবলি, আবলী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পত্রালী—পত্রসমূহ, পত্রাবলী; চিঠিপত্র। পত্রের আলী (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পত্রাসন—১। পাতার আসন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যে পাতা পাতিয়া বসিয়াছে এমন, পত্রোপবিষ্ট ("দুই পংক্তি বসিল হইয়া পত্রাসন"—কাশীরাম)। পত্র আসন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পত্রিকা—খবরের কাগজ, নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে প্রকাশিত সংবাদপত্র; পত্র, লিখনাধার, লিপি, চিঠি-পত্রসমূহ। পত্র+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। **মাসিক পত্রিকা**—প্রতিমাসে প্রকাশ্য নানাবিষয়ক রচনা-সম্বলিত পুস্তকবিশেষ। [বি; স্ত্রী।

পত্রী—পত্রিকা; চিঠি। পত্র+ঈপ্।

পত্রী (পত্রিন্)—১। পক্ষী; বাণ; পর্ব্বত; শ্যেন; বৃক্ষ; রথ; তালবৃক্ষ; পাটী। বি; পুং। ২। পত্রবিশিষ্ট। পত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—পত্রিণী।

পত্রোদ্গম—পাতা বাহির হওয়া; (পাখীর) পাখা বাহির হওয়া। পত্রের উদ্গম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পত্রোল্লাস—মুকুল, বউল; কলিকা, কুঁড়ি। পত্রের উল্লাস যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

পথ—রাস্তা; উপায়। পথ্+অচ্ করণবা। বি; পুং। **পথ আগলানো**—পথচলায় বাধা সৃষ্টি করা, যাইতে না দেওয়া। **পথ করা**—রাস্তা তৈয়ার করা, উপায় বাহির করা। **পথ চলা**—পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া। **পথ চাওয়া**—কাহারও আগমনের প্রতীক্ষা করা। **পথ ছাড়া**—পথ হইতে সরিয়া যাওয়া। **পথ জোড়া**—পথচলায় বাধা সৃষ্টি করা। **পথ দেওয়া**—অপরের যাওয়ার জন্য পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ান। **পথ দেখা**—অন্য উপায় অবলম্বন করা; সরিয়া পড়া। **পথ দেখান**—পথ প্রদর্শন করা, উপায় বলিয়া দেওয়া, দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। **পথ ধরা**—গন্তব্য পথ অবলম্বন করা; সুপথে আসা। **পথ পাওয়া**—কার্য্যসাধনের উপায় জ্ঞাত হওয়া। **পথ-পানে চাওয়া**—আগ্রহের সহিত কাহারও আগমনের প্রতীক্ষা করা। **পথ ভুলা**—পথ ঠিক করিতে না পারা; দিক্-ভ্রান্ত হওয়া। **পথ মাড়ান**—পথে পদার্পণ করা, পথে আসা-যাওয়া করা। **পথে আসা**—বিরোধিতা ত্যাগ করা, ঠিক পথ ধরা। **পথে কাঁটা পড়া**—উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাধা সৃষ্টি হওয়া। **পথে দাঁড়ান**—সম্পূর্ণ নিঃস্ব হওয়া। **পথে বসান**—গুরুতর বিপদে ফেলা, নিঃস্ব করা। **পথের কাঁটা**—উন্নতির বাধা। **পথের কুকুর**—যে কুকুর আশ্রয়হীন ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যাহাকে সকলে ঘৃণার চোখে দেখে; (ইহা হইতে) একান্ত অবহেলিত ও আশ্রয়হীন ব্যক্তি। **পথের ভিখারী**—নিতান্ত দীনহীন ব্যক্তি।

পথকর—রাস্তার নির্ম্মাণ সংস্কার প্রভৃতির জন্য প্রজাকে যে কর দিতে হয় তাহা। পথ-সম্বন্ধীয় কর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পথকার—যে রাস্তা তৈয়ার করে। উপতৎ; পথ—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—রী।

পথখরচ—রাহাখরচ, পথের ব্যয়, পাথেয়। পথ প্রয়োজনীয় খরচ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

পথ-চলতি—পথিক, যে পথে চলিতেছে এমন ('—লোক')। বাং প্র। বিণ।

পথচারী—পথে ভ্রমণকারী, পথিক। উপতৎ; পথ—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী। **পথচারী বিদ্যালয়**—ভ্রমণকালে পথের পাশে বৃক্ষাদির তলে বসিয়া বিদ্যাশিক্ষার স্থান। [পুং।

পথপার্শ্ব—রাস্তার ধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

পথপ্রদর্শক—যে রাস্তা দেখাইয়া দেয়; যে নিজের কার্য্য দ্বারা অন্যকে কিছু করিবার প্রবৃত্তি দেয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—র্শিকা।

পথপ্রাজ্ঞ—যে পথঘাটের খবর জানে এমন। পথে প্রাজ্ঞ, ৭মীতৎ। বিণ।

পথপ্রান্ত—রাস্তার ধার, রাস্তার শেষ সীমা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পথবিপথ—ভাল পথ ও মন্দ পথ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

পথভ্রষ্ট—প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভুল পথে চলিত; পথচ্যুত। ৫মীতৎ। বিণ।

পথভ্রান্ত—যে যথার্থ পথ ছাড়িয়া ভুল পথে চলিতেছে এরূপ। পথে (পথবিষয়ে) ভ্রান্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

পথভ্রান্তি—রাস্তা ভুল করা। পথে (পথ-বিষয়ে) ভ্রান্তি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

পথরোধ—পথ আগলান, রাস্তা বন্ধকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পথশ্রম, -শ্রান্তি— পথচলার কষ্ট, পথভ্রমণ-জনিত ক্লান্তি। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং, স্ত্রী।

পথহারা—যে রাস্তা হারাইয়াছে এরূপ। পথ হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বিণ।

পথিক—১। ভ্রমণকারী। বিণ। স্ত্রী, –কী (সং), –কা (বাং)। ২। পান্থ, বিদেশী ব্যক্তি। পথিন্+ষ্কন্ কুশলার্থে। বি ; পুং।

পথিকশালা—পথিকদিগের আবাসস্থান, পান্থগৃহ, সরাই। পথিকের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পথিকা—১। পথে ভ্রমণকারিণী। পথিক +আপ্ (বাংলা মতে)। বিণ ; স্ত্রী। ২। কপিল দ্রাক্ষা। বি ; স্ত্রী।

পথিকাবাস—সরাই, পান্থশালা। পথিকের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পথিকৃৎ—পথপ্রদর্শক ; প্রথম কার্য্যপন্থার প্রদর্শক। উপতৎ ; পথিন্—কৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

পথিদেয়—পথকর, রাস্তায় চলার জন্য সরকারকে যে খাজনা দেওয়া হয় তাহা। পথের ('পথিন্'-শব্দ) দেয়, ৬ষ্ঠীতৎ (নিমিত্তার্থে)। বি ; ক্লীব।

পথিন্—পথ ; উপায় ; স্বভাব ; রীতি। পথ্+ইন্। বি ; পুং (রূপ পন্থা)।

পথিপার্শ্ব—রাস্তার ধার। পন্থার পার্শ্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পথিপার্শ্বস্থ—রাস্তার ধারে অবস্থিত। উপতৎ ; পথিপার্শ্ব—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

পথে ঘাটে—যেখানে-সেখানে, সকল জায়গায়। বাং প্র। বি।

পথ্য—রোগীর যোগ্য আহারাদি। বি ; ক্লীব। **পথ্য করা**—চিকিৎসকের নির্দ্দেশ অনুসারে রোগীর আহার্য্য গ্রহণ। ২। হিত ; যোগ্য। পথিন্+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ। **পথ্যসেবন**—হিতকর আহার্য্য গ্রহণ। ৩। হরীতকীবৃক্ষ। পথ (বৈদ্যোক্ত-ব্যবস্থা) +যৎ অনপেতার্থে। বি ; পুং।

পথ্যাপথ্য—উপকারক এবং অপকারক খাদ্য, ভাল পথ্য এবং মন্দ পথ্য। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

পদ—১। পা, চরণ ; চিহ্ন ; পদচিহ্ন ; বাচক শব্দ ; আধিপত্য ; ঐশ্বর্য্য ; লক্ষ্যবস্তু ; বিভক্তি-যুক্ত ধাতু বা শব্দ ; ছন্দোবদ্ধ বাক্য বা বাক্যাংশ, সঙ্গীতের বাক্যাবলী ; বৈষ্ণব কবিদের রচিত কবিতা ; পাদ, চতুর্থাংশ ; ত্রাণ ; ব্যবসায় ; অবকাশ, স্থান ; ছল। পদ্+ঘ করণবা। বি ; ক্লীব। **পদে থাকা**—পায়ে লাগিয়া থাকা, কোন প্রকারে স্বস্থানে থাকা ; পদচ্যুত না হওয়া। **পদে পদে**—প্রতিবারে ; প্রতিবাক্যে ; প্রত্যেক পাদ-বিক্ষেপে। ২। কিরণ। পদ্+ঘ করণবা। বি ; পুং।

পদউধ—কুক্কুট, মোরগ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পদক—পুরস্কারার্থ প্রদত্ত ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য, মেডেল ; হারের মধ্যস্থানের দোলা লকেট। বাং প্র। বি।

পদকর্ত্তা (-কর্তৃ), -কর্তা—পদ বা শ্লোকরচয়িতা ; বৈষ্ণব কবিতা রচনাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –কর্ত্রী।

পদকার—১। বেদের মন্ত্রপদবিভাজক গ্রন্থ-কর্তা। বি ; পুং। ২। বাক্য বা শ্লোকাদি রচনাকারক, পদকারী। উপতৎ ; পদ—কৃ+ অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –কারী।

পদক্ষেপ—'পদন্যাস' দ্রঃ।

পদগ—১। পদাতি, পদচারী সৈন্য। বি ; পুং। ২। পদ দ্বারা গমনকারী, যে হাঁটিয়া চলে। উপতৎ ; পদ—গম্+ড কর্তৃবা। বিণ।

পদগৌরব—পদ অর্থাৎ চাকুরীর সম্মান, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকাতে যে সম্মান লাভ হয় তাহা। পদজনিত গৌরব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি, ক্লীব।

পদচারণ—পা চালান, পদবিক্ষেপ ; বেড়ান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পদচারী (-চারিন্)—যে হাঁটিয়া যায় এরূপ, পদগামী। উপতৎ ; পদ—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চারিণী।

পদচিহ্ন—পায়ের দাগ, পদাঙ্ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পদচ্ছায়া—পায়ের ছায়া ; চরণে আশ্রয় ; দয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পদচ্যুত—যাহাকে চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ ; অধিকৃত স্থান হইতে বিতাড়িত। ৫মীতৎ। বিণ। বি, –চ্যুতি।

পদচ্যুতি—চাকুরী যাওয়া বা চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া ; অধিকৃত স্থান হইতে বিতাড়ন। ৫মীতৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, –চ্যুত।

পদছায়া—পায়ের ছায়া, চরণতলে আশ্রয়। 'পদচ্ছায়া'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

পদত্যাগ—চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়া ; অধিকারবর্জ্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদদলিত—যাহা পা দিয়া মাড়ান হইয়াছে এমন, চরণদ্বারা মর্দ্দিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

পদধূলি—পায়ের ধূলা। পদসংলগ্না ধূলি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

পদধ্বনি—পায়ের শব্দ, চলিবার সময়ে পায়ের যে শব্দ হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদন্যাস, -ক্ষেপ, -বিক্ষেপ—পা-ফেলা, পদার্পণ ; গোক্ষুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদপঙ্কজ, -সরোজ, -সরোরুহ—পদ্মের ন্যায় সুন্দর পা, চরণকমল। পদ পঙ্কজ, সরোজ, সরোরুহ-তুল্য, উপমিত কর্ম্মধা ; অথবা, পদরূপ পঙ্কজ, সরোজ, সরোরুহ, রূপক কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পদপরিচয়—(ব্যাকরণ) বাক্যস্থিত এক পদের সহিত অন্য পদের সম্বন্ধ নির্ণয় (parsing). পদের পরিচয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদপল্লব—বৃক্ষের পল্লব (কচিপাতা) সদৃশ সুন্দর ও কোমল চরণ। পদরূপ পল্লব, রূপক কর্ম্মধা ; অথবা, পদ পল্লবসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি ; পুং। [পিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

পদপিষ্ট—চরণদ্বারা দলিত। পদ দ্বারা

পদপৃষ্ঠ—পায়ের পাতার উপরিভাগ (instep). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পদপ্রান্ত—পায়ের তল ; চরণসমীপবর্ত্তী স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—চাকুরী লাভ করিতে ইচ্ছুক ; যে আধিপত্য লাভ করিতে চায় এরূপ ; চরণ পাইতে অভিলাষী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –প্রার্থিনী।

পদবন্ধ—ছন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদবি, পদবী– পথ ; পদ্ধতি ; উপনাম ; উপাধি ; ব্যবসায়। পদ+অবি করণবা, পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পদবিক্ষেপ—'পদন্যাস' দ্রঃ।

পদবিন্যাস—পা-ফেলা, পদক্ষেপ ; শব্দ-স্থাপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদবী—'পদবি' দ্রঃ।

পদব্রজ—পায়ে হাঁটা। পদদ্বারা ব্রজ (গমন), ৩য়াতৎ। বি ; পুং। ক্রি-বিণ—পদব্রজে।

পদভঞ্জন—১। শব্দের সমাস ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি নির্ণায়ক গ্রন্থ, নিরুক্তগ্রন্থ। পদের ভঞ্জন (বিশ্লেষণ) যাহাতে, বহুব্রী। ২। দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পদভঞ্জিকা—টিপ্পনী ; পঞ্জিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পদভূষণ, পাদভূষণ—পায়ের গহনা।

পদমদ—উচ্চপদপ্রাপ্তি হেতু অহঙ্কার ; আধিপত্যলাভহেতু গর্ব্ব। পদজনিত মদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পদমর্য্যা(র্যা)দা—পদের সম্মান, আধিপত্য-জনিত সম্ভ্রম। পদগত মর্য্যাদা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

পদমূল—পায়ের গোড়ালি ; চরণ-সমীপস্থ স্থান, পদপ্রান্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পদযুগল—দুইটি পা। পদের যুগল (দ্বয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পদরজঃ (-রজস্), -রজ, -রেণু—পায়ের ধূলা, চরণধূলি। পদসংলগ্ন রজঃ, রেণু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব, পুং বা স্ত্রী।

পদলেহন—পা চাটা ; স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাহারও তোষামোদকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পদশব্দ—পায়ের শব্দ, হাঁটিবার সময় পায়ের যে আওয়াজ হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদসরোজ, -সরোরুহ—'পদপঙ্কজ' দ্রঃ।

পদসেবা—চরণসেবা; পায়ে হাত বুলাইয়া এবং পা টিপিয়া আরামবিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পদস্খলন—পা পিছলাইয়া যাওয়া; নৈতিক-চরিত্রবিষয়ে অধঃপতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পদস্খলিত—যাহার পা পিছলাইয়া গিয়াছে এরূপ; যাহার চরিত্রহানি হইয়াছে এমন। স্খলিত পদ যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—লন। [বিকল্পে 'স্খলিতপদ'ও হইতে পারে —আহিতাগ্নি, অগ্ন্যাহিত-বৎ]।

পদস্থ—সম্ভ্রান্ত; উচ্চপদে অধিষ্ঠিত; যে বড় চাকুরী করে এরূপ। উপতৎ; পদ—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

পদহেতু, পদাধিকারে—পদের আনুষঙ্গিক যে প্রভাব তাহার বলে (ব্যক্তিগত প্রভাবে নহে) [ex-officio]. পদের হেতু যাহাতে, বহুব্রী; পদের অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। ক্রি-বিণ; ২য় পক্ষে বি; পুং। হেতু অর্থে ৭মী।

পদাংশ—শব্দের অংশ, অক্ষর (syllable). পদের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পদাগ্র—পায়ের আগা, চরণাগ্র; পদপ্রান্ত। পদের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পদাঘাত—লাথি। পদদ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

পদাঙ্ক—পায়ের দাগ; পদচিহ্ন; (লক্ষ্যার্থে) কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্র বা কৃত কার্য্য ('—অনুসরণ')। পদের অঙ্ক (চিহ্ন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পদাতি, পদাতিক—পদচারী সৈন্য। পাদ—অত্+ইন্ কর্তৃবা (পাদ-স্থানে পদ); পদাতি+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

পদানত, পদাবনত—যে পায়ে পড়িয়াছে এমন, চরণে পতিত; বশীভূত। পদে আনত, অবনত, ৭মীতৎ। বিণ।

পদানুগমন, -বর্ত্ত(র্ত)ন, -সরণ—পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, (মহাজনের) প্রদর্শিত পথে গমন। পদের অনুগমন, অনুবর্ত্তন, অনুসরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ,—গামী, —বর্ত্তী (—র্ত্তিন্), —সারী (—রিন্)।

পদানুগামী, -বর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), -বর্তী, -সারী (-সারিন্)—পশ্চাৎ গমনকারী; সাধুজনের প্রদর্শিত পথে গমনকারী। পদের অনুগামী, অনুবর্ত্তী, অনুসারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী, —বর্ত্তিনী, —সারিণী।

পদান্বয়—বাক্যান্তর্গত শব্দের পদনির্ণয় এবং অন্যান্য পদের সহিত সম্বন্ধ-প্রদর্শন, অন্বয়পূর্ব্বক পদনির্ব্বাচন। পদের অন্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পদাবনত—'পদানত' দ্রঃ।

পদাবলী—কবিতার চয়ন, কবিতাসমূহ ('বৈষ্ণব—')। পদের আবলী (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। **পদাবলী সাহিত্য**—বৈষ্ণব কবিদের রচিত রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কাব্য-গ্রন্থসকল।

পদাম্বুজ—পদ্মের মত সুন্দর পা, পদপঙ্কজ। পদরূপ অম্বুজ, রূপক কর্ম্মধা; অথবা, পদ অম্বুজসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পদারবিন্দ—পদ্মের মত পা, পাদপদ্ম। পদরূপ অরবিন্দ (পদ্ম), রূপক কর্ম্মধা; অথবা, পদ অরবিন্দ-সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পদার্থ—জিনিস, সামগ্রী, বস্তু; শব্দের প্রতিপাদ্য [পদের বৃত্তি বা শক্তি দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হয় তাহাই পদার্থ। শব্দশক্তিতে দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বুঝা যায়; এইজন্য তাহারা সকলেই পদার্থ। ইহা হইতে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে, দ্রব্যমাত্রই পদার্থ, কারণ তাহা পদ দ্বারা প্রকাশযোগ্য; কিন্তু তাই বলিয়া পদার্থমাত্রই দ্রব্য নহে, কারণ দ্রব্যের গুণ-ক্রিয়াদি পদার্থ বটে, অথচ দ্রব্য নহে]; (পদের অর্থ দ্বারা বস্তু ও তৎসংক্রান্ত গুণ-ক্রিয়াদি বুঝায় বলিয়া) দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব—এই সপ্ত; যোগ্যতা; মূল্য; অভিধেয়, পদের অর্থ। পদের (শব্দের) অর্থ (অভিধেয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পদার্থদর্শন, -বিজ্ঞান, -বিদ্যা—যে শাস্ত্র দ্বারা জড়পদার্থ সকলের গুণ ও গতির বিষয় জানা যায় (physics). পদার্থ-সম্বন্ধীয় দর্শন, বিজ্ঞান, বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, ক্লীব, স্ত্রী।

পদার্থবিৎ—পদার্থবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ। উপতৎ; পদার্থ—বিদ্+কিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

পদার্পণ—পা-ফেলা, পা-দেওয়া, চরণস্থাপন; আগমন। পদের অর্পণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পদাশ্রয়—১। চরণকে অবলম্বন। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। চরণরূপ অবলম্বন। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

পদাশ্রিত—যে চরণে আশ্রয় লইয়াছে এরূপ; অনুগত। পদকে আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

পদাসন—পা রাখিবার পিঁড়ি, পাদপীঠ; টুল। পদের আসন (রাখিবার স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পদাহত—যাহাকে লাথি মারা হইয়াছে এমন, চরণদ্বারা প্রহৃত। পদ দ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

পদিক—পদাতিকসৈন্য। পদ+ইক চলে অর্থে। বি; পুং। [বি।

পদুমা—পদ্মাবতী; পদ্মা। প্রাঃ কবিপ্র।

পদুমিনি(নী)—পদ্মিনী ("একে ধনি পদুমিনী সহজহি ছোটি"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

পদোদক, পাদোদক—পা-ধোওয়া জল, চরণামৃত। পদস্পৃষ্ট, পাদস্পৃষ্ট উদক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পদোন্নতি—চাকুরীর উন্নতি, অধিকারের উৎকর্ষ। পদের উন্নতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পদ্ধতি—নিয়ম, রীতি; প্রণালী; পথ, শ্রেণী; রেখা; প্রবাহ; আচারগ্রন্থ; পদবী, উপাধি। পাদ—হন্+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী।

পদ্ম—১। কমল; নিধিবিশেষ; সংখ্যা-বিশেষ; হাতীর মাথা ও শুঁড়ের উপর আঁকা একপ্রকার চিহ্ন; ব্যূহবিশেষ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। একজাতীয় সাপ; রতিবন্ধ বা রতিক্রিয়ার প্রকারবিশেষ; তন্ত্রোক্ত দেহচক্রবিশেষ [দেহস্থিত ষট্‌পদ্ম; যথা,—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা]। পদ্+মন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

পদ্ম-আঁখি—পদ্মলোচন (তাহা দ্রঃ)।

পদ্মকর—(এক হস্তে পদ্ম ধরিয়া আছেন বলিয়া) সূর্য্য। পদ্ম করে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পদ্মকর্ণিকা—পদ্মের বীজকোষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

পদ্মকলি—পদ্মের কোরক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

পদ্মকাঁটা—পদ্মের নালের কাঁটা; এক-প্রকার গাত্ররোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পদ্মকাষ্ঠ—একপ্রকার সুগন্ধি কাঠ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পদ্মকেশর—পরাগবিশিষ্ট পদ্মফুলের সূক্ষ্ম তন্তু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [ক্লীব।

পদ্মকোষ—পদ্মের কলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

পদ্মগন্ধি—পদ্মগন্ধযুক্ত। পদ্মগন্ধতুল্য গন্ধ যাহার, বহুব্রী (ইৎ সমাসান্ত)। বিণ।

পদ্মগর্ভ—১। ব্রহ্মা, প্রজাপতি। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) গর্ভ (উৎপত্তিস্থান) যাঁহার, বহুব্রী। ২। পদ্মের মধ্যস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পদ্মজ—ব্রহ্মা। উপতৎ; পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিকমল)—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

পদ্মতন্তু—পদ্মের ডাঁটা ভাঙ্গিলে যে সূতা বাহির হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পদ্মদল—পদ্মফুলের পাপড়ি বা পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পদ্মনাথ—সূর্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পদ্মনাভ—বিষ্ণু; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ; সর্পবিশেষ; জিনবিশেষ। পদ্ম নাভিতে যাঁহার, বহুব্রী (অচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

পদ্মনাল—পদ্মের ডাঁটা, মৃণাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পদ্মনেত্র—যাহার চোখ পদ্মের মত সুন্দর এমন। পদ্মসদৃশ নেত্র যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

পদ্মপত্র—পদ্মের পাপ্‌ড়ি, কমলদল; পদ্ম-গাছের পাতা; (পদ্মপত্রসদৃশ বলিয়া) পুষ্করমূল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পদ্মপলাশ—পদ্মের পাপ্‌ড়ি; পদ্মের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পদ্মপলাশনয়ন, -নেত্র, -লোচন—১। পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত সুন্দর এবং বিস্তৃত চক্ষু যাহার এমন। পদ্মের পলাশ (দল), ৬ষ্ঠীতৎ; তৎসদৃশ নয়ন, নেত্র, লোচন (চক্ষু) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। (পদ্মপত্রসদৃশ-লোচনবিশিষ্ট বলিয়া) বিষ্ণু। বি; পুং।

পদ্মপাণি—যাঁহার হাতে পদ্মফুল থাকে এমন, কমলহস্ত। পদ্ম পাণিতে যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

পদ্মবৎ—পদ্মের মত, পদ্মসদৃশ। পদ্ম+বতিচ্‌ সদৃশার্থে। অব্য।

পদ্মবন—পদ্মের ঝাড়, যেখানে বহু পদ্মগাছ একসঙ্গে থাকে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পদ্মবাস—পদ্মফুলের আঘ্রাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পদ্মবাসা—লক্ষ্মী, কমলা; সরস্বতী। পদ্ম বাস (বাসস্থান) যাঁহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পদ্মব্যূহ—প্রাচীন ভারতে প্রচলিত পদ্মাকারে সৈন্যসমাবেশ। পদ্মাকার ব্যূহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পদ্মভূ—ব্রহ্মা। উপতৎ; পদ্ম—ভূ+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পদ্মমুখ—১। কমলতুল্য-মুখবিশিষ্ট। পদ্মতুল্য মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—খা, —খী। ২। পদ্মতুল্য সুন্দর মুখ। পদ্মসদৃশ মুখ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পদ্মমুখী—পদ্মের ন্যায় মুখশোভাযুক্তা। পদ্ম-সদৃশ মুখ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পদ্মমুদ্রা—তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাবিশেষ। পদ্মাখ্যা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পদ্মযোনি, পদ্মোদ্ভব—ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) যোনি, উদ্ভব (উৎপত্তি-স্থান) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পদ্মরাগ—একপ্রকার তাম্রবর্ণ মণি, পলা। পদ্মের রাগের (রংয়ের) ন্যায় রাগ (রং) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পদ্মরেখা—হাতের রেখাবিশেষ (ইহা দ্বারা প্রচুর ধনসঞ্চয় সূচিত হয়)। পদ্মাকারা রেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পদ্মলাঞ্ছন—ব্রহ্মা; সূর্য্য; কুবের; রাজা। পদ্ম লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পদ্মলাঞ্ছনা—লক্ষ্মী; সরস্বতী; দুর্গা। পদ্ম-লাঞ্ছন+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পদ্মলোচন—যাহার চোখ পদ্মের মত এমন। পদ্মসদৃশ লোচন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পদ্মহস্ত—পদ্মের মত সুন্দর হাত। পদ্মসদৃশ হস্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পদ্মা—লক্ষ্মী; মনসা; পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিতা নদীবিশেষ। পদ্ম+অচ্‌ আছে অর্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পদ্মাকর—পদ্মযুক্ত জলাশয়, সরোবর। পদ্মের আকর (উৎপত্তিস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পদ্মাক্ষ—১। পদ্মলোচন। পদ্মসদৃশ অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্‌ সমাসান্ত)। বিণ। ২। পদ্মবীজ। পদ্মের অক্ষি, ৬ষ্ঠীতৎ (অচ্‌ সমাসান্ত)। বি; ক্লীব। স্ত্রী,—ক্ষী।

পদ্মাবতী—মনসাদেবী; পদ্মানদী। পদ্মা+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বি; স্ত্রী।

পদ্মালয়া—লক্ষ্মী, পদ্মা; লবঙ্গ। পদ্ম আলয় (গৃহ) যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পদ্মাসন—১। বসিবার একপ্রকার কায়দা, উপবেশনবিশেষ; রতিবন্ধ অর্থাৎ রতিক্রিয়ার প্রকারবিশেষ। পদ্মাখ্য আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। ব্রহ্মা। পদ্ম আসন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পদ্মাসনা—লক্ষ্মী। পদ্ম আসন যাঁহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পদ্মিনী—পদ্মসমূহ, কমলিনী; চতুর্ব্বিধ স্ত্রীর মধ্যে সুলক্ষণা প্রথমা স্ত্রী; চিতোরের রাজ-মহিষীবিশেষ। পদ্ম+ইন্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পদ্মিনীকান্ত, -বল্লভ—সূর্য্য, রবি (সূর্য্যোদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া)। পদ্মিনীর কান্ত, বল্লভ (স্বামী, প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পদ্মেশয়—বিষ্ণু। অলুক্‌ উপতৎ; পদ্মে—শী

পদ্মোদ্ভব—'পদ্মযোনি' দ্রঃ।

পদ্য—কবিতা, শ্লোক, ছন্দোবদ্ধ বাক্য। পদ+যৎ যোগ্যার্থে। বি; ক্লীব।

পদ্যা—১। স্তুতি, স্তব। পদে নিবেশ্য এই অর্থে, পদ+যৎ+আপ্‌। ২। পদ্ধতি; রাস্তা। পদ+যৎ গমনার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পন পন—মশার ডাকের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

পনর, পনের—১। পঞ্চদশ সংখ্যা, ১৫। বি। ২। পঞ্চদশ-সংখ্যক। হিন্দীমূলক (<পঞ্চদশ)। বিণ।

পনরই—মাসের পঞ্চদশ দিবস। পনর+ই তারিখ অর্থে। বি বা বিণ।

পনস—১। কাঁটালগাছ; কণ্টক। বি; পুং। ২। কাঁটালফল। পন্‌+অসচ্‌ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

পনা—ভাববাচক বা বিশিষ্টতাপ্রকাশক প্রত্যয়বিশেষ ('গিন্নী—')।

পনাম—নমস্কার। 'প্রণাম'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পনায়িত, পনিত—স্তুত; বর্ণিত। পন্‌+আয় স্বার্থে ('পনায়' ধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা; পন্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [বি।

পনি—ছোট ঘোড়া, টাট্টু ঘোড়া। ইং pony.

পনির, পনীর—লবণ দ্বারা সংরক্ষিত জল-শূন্য ছানা (cheese). ফার্সী। বি।

পনী—এক পাউণ্ড ওজনের। বাং প্র। বিণ।

পন্থ—১। পথ। কবিপ্র। ২। ধর্ম্মসম্প্রদায়; ধর্ম্মমত; উপায়। বাং প্র। বি। [বি।

পন্থক, পন্থকি—পথের। প্রাঃ কবিপ্র।

পন্থা (পথিন্)—পথ; উপায়; স্বভাব; রীতি। 'পথিন্'-শব্দের ১মার একবচন (তাহা দ্রঃ)। বি; পুং।

পন্থিক—পথিক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পন্থী—(সমাসে) মতানুবর্ত্তী, পক্ষাবলম্বী; ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ('নানক—')। বাং প্র। বিণ।

পন্ন—১। পতিত; চ্যুত; গলিত; অধোমুখ। পদ্‌ (গমন করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। প্রাপ্ত। পদ্‌ (পাওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

পন্নগ—১। সর্প; পদ্মকাষ্ঠ। বি; পুং। ২। সীসক। পন্ন (পতিত)—গম্‌+ড কর্ত্তৃবা (যে পতিত হইয়া গমন করে); অথবা, পদ (পা)—নঞ্‌ (না)—গম্‌+ড কর্ত্তৃবা (যে পাদ দ্বারা গমন করে না)। বি; ক্লীব।

পন্নগকেশর—নাগকেশর পুষ্প। পন্নগের ন্যায় কেশর যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পন্নগারি, পন্নগাশন—গরুড়। পন্নগের অরি (শত্রু), অশন (ভক্ষক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পন্নগী—স্ত্রী-জাতীয় সাপ, সর্পী; মনসাদেবী। পন্নগ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পন্নাম—প্রণাম। প্রাদে। বি।

পপাত—পড়িয়া গেল ('—ধরণীতলে')। সং শব্দ। ক্রি।

পব—১। ধান্যাদির তুষ ঝাড়িয়া ফেলা; শোধন। পূ+অপ্‌ ভাববা। ২। বায়ু। পূ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। গোবর, গোময়। পূ+অপ্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

পবন—১। বায়ু, বাতাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পূ (শুদ্ধ করা)+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। ধান্যাদির তুষ ঝাড়িয়া ফেলা, সারণ; শোধন। পূ+অনট্‌ ভাববা। ৩। কুম্ভকারের পোয়ান। পূ+অনট্‌ অধিবা। বি; ক্লীব।

পবনগতি—১। বায়ুর ন্যায় দ্রুতগমনশীল। পবনের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বায়ুর প্রবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পবনগমন—১। বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতি-বিশিষ্ট। পবনের গমনের ন্যায় গমন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বায়ুর প্রবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পবনগামী (-মিন্)—বায়ুর মত দ্রুতগামী। উপতৎ; পবন—গম্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গামিনী।

পবনচক্র—বায়ুর গতি নির্দ্দেশক চক্রাকার

যন্ত্রবিশেষ (weather-cock). মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পবননন্দন, -পুত্র, -পুত্র—হনুমান্ ; ভীম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পবনবিজয়—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা শুভ এবং অশুভ জানিবার শাস্ত্রবিশেষ। পবনের বিজয় যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

পবনহিল্লোল—বাতাসের ঢেউ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পবনাঙ্গজ, -আত্মজ—হনুমান্ ; ভীম ; বহ্নি। পবনের অঙ্গজ, আত্মজ (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পবনাল—ধান্যবিশেষ, দেধান। উপতৎ ; পবন (ধান্যশোধন)—অল্ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

পবনাশ, পবনাশন—১। সর্প। বি ; পুং। ২। বায়ুভক্ষক। উপতৎ ; পবন—অশ্ + অণ্ কর্ত্তৃবা, ২য় পক্ষে পবনের অশন (ভক্ষণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পবনেশ্বর—পবনপ্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। পবনের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পবিতা (পবিতৃ)—পবিত্রতাকারক, যে পবিত্র করে এরূপ। পূ + তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

পবিত্র—পূত ; পরিশুদ্ধ ; প্রযত। পূ + ইত্র কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—ত্রতা। **পবিত্র ধান্য**—যব।

পবিত্রতা—বিশুদ্ধতা ; নিষ্পাপত্ব। পবিত্র + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—পবিত্র।

পবিত্রা—১। বিশুদ্ধা। পবিত্র + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। প্রাদেশ পরিমিত ও দুইটি দলযুক্ত অগ্রভাগের কুশ। পূ + ইত্র কর্ত্তৃবা + আপ্। ৩। তুলসী ; নদীবিশেষ ; হরিদ্রা। পূ + ইত্র করণবা + আপ্। বি ; স্ত্রী (২য় অর্থে ক্লীবও হয়, পবিত্র)। ৪। পবিত্র করা। কবিপ্র। ক্রি। [বহুব্রী। বিণ।

পবিত্রাত্মা (-ত্মন্)—পূতচরিত্র, শুদ্ধচিত্ত।

পবিত্রারোপণ, -রোহন—শ্রাবণ মাসের শুক্ল-দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে উপবীত (পৈতা)-দানরূপ উৎসববিশেষ। পবিত্রের (উপবীতের) আরোপণ, আরোহণ (দান), ৬ষ্ঠীতৎ (উপচার দ্বারা বহুব্রীহির অর্থ)। বি ; ক্লীব।

পবিত্রিত—সংশোধিত, পরিষ্কৃত ; বিশুদ্ধীকৃত। পবিত্র + ণিচ্ (=পবিত্রি নামধাতু) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পবিত্রীকৃত—যাহা পবিত্র করা হইয়াছে এরূপ। পবিত্র + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=পবিত্রী)—কৃ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ। [ইং pomatum. বি।

পমেটম—চুলে মাখিবার সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

পম্প—জল তুলিবার যন্ত্র ; দমকল ; জুতাবিশেষ ; পাত্র বায়ুপূর্ণ বা বায়ুশূন্য করিবার যন্ত্রবিশেষ। ইং pump. বি।

পম্প-শু—একপ্রকার সুদৃশ্য জুতা। ইং pomp-shoe. বি।

পম্পা—দক্ষিণ ভারতের ওড্রদেশীয় নদীবিশেষ, প্রাচীনকালের সরোবরবিশেষ। পা (পান করা) + প অধিবা + আপ্ (নিপাতনে)। বি ; স্ত্রী।

পয়—১। ভাল বরাত, শুভাদৃষ্ট। ২। মঙ্গল ; মঙ্গলজনক চিহ্ন। 'পদ'-শব্দজ। বি।

পয়ঃ (পয়স্), **পয়**—দুগ্ধ ; জল। পা (পান করা) + অসুন্ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লীব।

পয়ঃপ্রণালী—নর্দ্দমা, জলনির্গমপথ। পয়ো-নিঃসারিণী প্রণালী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। [প্রেরিত পুরুষ। ফার্সী। বি।

পয়গম্বর—ঐশ্বরিক-বার্ত্তাপ্রচারক ; ঈশ্বর-

পয়জার—চটী জুতা ("তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।"—বঙ্কিমচন্দ্র)। ফার্সী। বি।

পয়দল, পয়দাল—১। পদাতিকসৈন্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। পায়ে হাঁটিয়া। হিন্দীমূলক। ক্রি-বিণ।

পয়দা—উৎপাদন ; জন্ম। ফার্সী। বি।

পয়দাল—'পয়দল' দ্রঃ।

পয়নালা, -নালী—নর্দ্দমা, জলপ্রণালী। 'পয়োনালক'-শব্দজ। বি।

পয়-পয়—বার বার। বাং প্র। অব্য।

পয়মন্ত—ভাগ্যবান্ ; কল্যাণপ্রদ। পয় + মন্ত (বাং) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

পয়মাল—পদদলিত ; নষ্ট। ফার্সী। বিণ।

পয়মাশ—জমি প্রভৃতির মাপ, জরীপ। ফার্সী। বি। **পয়মাশী জমি**—জরীপ করা জমি। [বিণ।

পয়রা—পাতলা ('—গুড়')। বাং প্র।

পয়লা, পহেলা—প্রথম ; মাসের প্রথম দিন। হিন্দীমূলক। বি বা বিণ।

পয়সা—তাম্রমুদ্রা ; অর্থ, টাকাকড়ি। বাং প্র। বি। **পয়সা করা**—অর্থসঞ্চয় করা, ধনবান্ হওয়া। **পয়সার কাজ**—অনেক টাকার কাজ। **দু'পয়সা করা**—বেশ কিছু টাকাকড়ির মালিক হওয়া।

পয়সাওয়ালা—ধনবান্। পয়সা + ওয়ালা আছে অর্থে। বিণ।

পয়স্বিনী—১। যে গরু খুব দুধ দেয়, প্রশস্ত দুগ্ধবতী গাভী ; নদী ; রাত্রি ; ছাগী ; ক্ষীরবিদারী ; জীবন্তী। বি ; স্ত্রী। ২। দুগ্ধবতী ; জলশালিনী। পয়স্ (দুগ্ধ, জল) + বিন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পয়া—১। পদ ; সৌভাগ্য ; সুলক্ষণ। 'পদ'-শব্দজ। বি। ২। সৌভাগ্যবান্ ; সুলক্ষণযুক্ত। পয় + আ যুক্তার্থে। বিণ।

পয়াণ, পয়ানি—প্রস্থান, গমন। 'প্রয়াণ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পয়ান, পোয়ান—কুমারের চুলা। 'পবন'-শব্দজ। বি।

পয়ার—বাঙ্গালা পদ্যের চৌদ্দ-অক্ষরযুক্ত ছন্দ। 'পদকার'-শব্দজ। বি।

পয়ে—ভাগ্যে ; মঙ্গলে ; নিশ্চয় ; শুধু। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। **পয়ে আকার, পয়েকার**—পলায়ন করার ইঙ্গিত বা ভাষা। [কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

পয়োজ—পদ্ম। উপতৎ ; পয়স্—জন্ + ড

পয়োদ—মেঘ ; মুস্তক, মুথা। উপতৎ ; পয়স্—দা + ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

পয়োধর—স্ত্রীলোকের স্তন ; মেঘ ; নারিকেল। পয়ের ('পয়স্'-শব্দ) ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পয়োধি, -নিধি—সমুদ্র, জলধি। পয়স্—ধা + কি কর্ত্তৃবা ; পয়ের নিধি (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পয়োনালী—পয়নাল (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পয়োনিধি—'পয়োধি' দ্রঃ।

পয়োমুচ্ (-মুক্)—মেঘ। উপতৎ ; পয়স্—মুচ্ + ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

পয়োমুখ—যাহার উপরিভাগে দুগ্ধ রহিয়াছে এমন। পয়ঃ মুখে যাহার, বহুব্রী। বিণ। **পয়োমুখ বিষকুম্ভ**—যে কলসীর উপরে দুগ্ধ, কিন্তু ভিতরটা বিষে ভরা ; (ইহা হইতে) যে ব্যক্তির মুখে মধু, অন্তরে বিষ।

পর—১। অন্য ; ভিন্ন ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; (সমাসের উত্তরপদ হইলে) নিষ্ঠ, আসক্ত ; অনন্তর ; সম্যক্ ; দূর ; অধিক ; সীমা ; পরিচ্ছিন্ন। পৄ + অপ্ করণবা। বিণ। **পরের ঘর**—(মেয়েদের) শ্বশুরঘর। ২। পরমাত্মা ; ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ; শত্রু। বি ; পুং। ৩। ব্রহ্ম ; মুক্তি, মোক্ষ। পৄ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। ৪। কেবল ; অনন্তর, পশ্চাৎ। বাং প্র। ক্রি-বিণ। ৫। পাখীর পালক, ডানা। ফার্সী। ৬। প্রহর। 'প্রহর'-শব্দজ। বি। ৭। উপর। 'উপর'-শব্দজ। অব্য।

পরওয়া—ভয় ; ভাবনা। ফার্সী। বি।

পরওয়ানা—হুকুমনামা ; আজ্ঞাপত্র ; আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশপত্র। ফার্সী। বি।

পরওয়ার—রক্ষক, পালক। ফার্সী। বি বা বিণ।

পরওয়ারিস—প্রতিপালন। ফার্সী। বি।

পরক—১। ভিন্নদেশীয়, পরদেশী (alien). পর + ক নিবাসার্থে। বি ; পুং, বা বিণ। ২। পরের। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

পরকলা—কাচ ; আতশী (lens). ফার্সী 'পর্কালা'-শব্দজ। বি।

পরকাল—মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময় ; ভবিষ্যৎ জীবন। পরবর্ত্তী কাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। **পরকাল খাওয়া**—ভবিষ্যৎ নষ্ট করা। **পরকাল ঝরঝরে**—ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাহীন।

পরকাশ—১। প্রকাশ। বি। ২। পরিষ্কার, স্পষ্ট। কবিপ্র। বিণ।

পরকাশা—প্রকাশ করা। কবিপ্র। ক্রি।

পরকিত—প্রকৃত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পরকীয়—অন্য-সম্বন্ধীয় ; অপরের। পর + ঈয় সম্বন্ধার্থে (ক-আগম)। বিণ।

পরকীয়া—১। নায়িকাবিশেষ, যে পরস্ত্রীকে নিজ নায়িকারূপে কল্পনা করা হয়, যে নায়িকা গোপনে পরের সঙ্গে প্রেম করে [পরকীয়া দুইপ্রকার—পরোঢ়া ও কন্যকা]। বি; স্ত্রী। ২। অন্যসম্বন্ধীয়া। পরকীয় + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পরক্ষেত্র—পরস্ত্রী ; অন্যের ক্ষেত্র, পরের ভূমি ; অন্যের শরীর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পরখ—পরীক্ষা ; পর্য্যালোচনা, বিবেচনা। 'পরীক্ষা'-শব্দজ। বি।

পরখা—পরীক্ষা করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পরগণা, পরগনা—কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি, চাকলা। ফার্সী। বি।

পরগাছা—যে গাছ অপর গাছকে আশ্রয় করিয়া জন্মে, অন্য বৃক্ষের উপরে জাত বৃক্ষ (parasite); (ব্যঙ্গার্থে) অবাঞ্ছিত পরজন, পোষ্যপুত্র। পর (অপর) গাছ, কর্ম্মধা + আ স্বার্থে। বি।

পরগ্রন্থি—আঙুলের পাব, অঙ্গুলিপর্ব্ব। পর (পশ্চাৎ) গ্রন্থি (গাঁইট) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

পরগ্লানি—পরের নিন্দা, পরের দোষ বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরঘরি, -ঘরিয়া, -ঘরী—যে পরের বাড়ীতে থাকে এমন, পরাশ্রয়ী, পরগৃহবাসী। পরঘর + ই, ইয়া, ঈ আশ্রিতার্থে। বিণ।

পরঘরী পান্তামারী—যে অপরের ঘরে বাস করে ও অপরের দেওয়া পান্তাভাত খায় ; (ইহা হইতে) যাহার কোন চালচুলা নাই।

পরচক্র—শত্রুর চক্রান্ত। পরের (শত্রুর) চক্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পরচর্চ্চা(র্চা)—অন্যের বিষয় আলোচনা ; পরনিন্দা। পরের চর্চ্চা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরচা—জমির খাজনা পরিমাণ মালিকানা প্রভৃতির পরিচয়-জ্ঞাপক দলিল। 'পরিচয়'-শব্দজ। বি।

পরচার, -চারী—প্রচার, প্রকাশ, ঘোষণা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পরচাল, -চালা—ছোট চালা ; বড় ঘরের চালের সহিত যোগ করা ছোট চাল ; অন্তচালা ; চালের ছাঁইচ্। বাং প্র। বি।

পরচুল, -চুলা—মাথায় পরিবার নকল চুল ; নকল চুল দাড়ি কেশাবরণ। কর্ম্মধা। বি।

পরচ্ছন্দ—১। পরের ইচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। পরাধীন, পরবশ। পরের (অন্যের) ছন্দে ছন্দ (অভিলাষ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্তী**—যে পরের মন জোগাইয়া চলে এরূপ ; পরাধীন। উপতৎ ; পরচ্ছন্দ—অনু—বৃত্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বর্ত্তিনী। বি, —বর্ত্তিতা।

পরচ্ছিদ্র—পরের দোষ। পরের ছিদ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পরচ্ছিদ্রান্বেষী (-ষিন্)—যে অন্যের দোষ খোঁজে এমন। উপতৎ ; পরচ্ছিদ্র—অনু —ইষ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ষিণী।

পরজ, পরোজ—(সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। বাং প্র। বি।

পরজাত—অন্য ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন ; অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত। ৫মীতৎ। বিণ।

পরজাতি—জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণী (species). বাং প্র। বি।

পরজিত—অপরে যাহাকে হারাইয়া দিয়াছে এমন, অন্যাভিভূত ; শত্রু কর্ত্তৃক পরাস্ত। পর (অন্য, শত্রু) কর্ত্তৃক জিত (পরাভূত), ৩য়াতৎ। বিণ। বি—পরাজয়।

পরজীবী (-বিন্)—পরগাছা ; রোগজীবাণু (parasite). উপতৎ ; পর—জীব্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

পরঞ্জয়—১। শত্রুজয়কারী। পর—জি + খচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। বরুণ। বি; পুং।

পরটা, পরেটা, পরোটা—ঘিয়ে ভাজা স্তরে স্তরে পাট করা একপ্রকার রুটি। হিন্দী-মূলক। বি।

পরণ, পরন—১। বস্ত্রাদি পরিধানকরণ। 'পরিধান'-শব্দজ। ২। তবলা প্রভৃতি আনদ্ধ যন্ত্রে প্রাথমিক সরল ছন্দের পরে প্রযুক্ত বাদ্য। 'পরম্'-শব্দজ। বি।

পরণাম—প্রণাম ("এ সখি কাহে পরণাম" —বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পরত—ভাঁজ, স্তর। বাং প্র। বি।

পরতন্ত্র—পরাধীন, পরবশ। পর তন্ত্র (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পরতা, -ত্ব—পার্থক্য, ভিন্নত্ব ; শ্রেষ্ঠত্ব ; আসক্তি ; শত্রুতা ; দূরত্ব। পর + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

পরতাপ—১। প্রতাপ, প্রভাব। 'প্রতাপ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। পরের যন্ত্রণা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পরতাল—১। পুনরায় পরীক্ষা ; পুনরায় মাপা। বাং প্র। ২। পুনরায় অভ্যাস ; অভ্যাস করান, শিখান। প্রাদে। বি।

পরতেক—প্রত্যেক ; প্রত্যক্ষ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [ক্রি।

পরতেকি—প্রত্যক্ষ করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

পরতেখ—প্রত্যক্ষদর্শন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পরত্ব—'পরতা' দ্রঃ।

পরত্র—পরকালে ; পরলোকে। পর (অন্য) + ত্র (৭মী-স্থানে)। অব্য।

পরথা—প্রথা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পরথাই, -থাব—প্রসঙ্গ, উল্লেখ। 'প্রস্তাব'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পরদা, পর্দা—যবনিকা, আবরণ (screen) ; অন্তঃপুর ; স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথা ; সুরযন্ত্রে যে সুরকে সা ধরিয়া সঙ্গীত হয় তাহা (scale). ফার্সী। বি।

পরদাজ—নিষ্পাদনকারী, সমাধানকারী। ফার্সী। বিণ।

পরদানশিন, -সিন—অন্তঃপুরবাসিনী ('—নারী'), যে পরদার দ্বারা আব্রু রক্ষা করে এমন ('—স্ত্রীলোক')। ফার্সী 'পর্দা-নশিন'-শব্দজ। বিণ।

পর-দার—অন্যের স্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [সঙ্গম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পরদারগমন—অন্যের স্ত্রীর সহিত

পরদারগামী (-মিন্)—অন্য ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত সঙ্গমকারী। উপতৎ ; পরদার—গম্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পরদারী (-রিন্)—পরস্ত্রীসম্ভোগকারী, অন্যের স্ত্রীতে আসক্ত। পরদার + ইন্ আসক্ত অর্থে। বিণ।

পরদেশ—১। বিদেশ, নিজ অধিকৃত দেশ ভিন্ন অন্য দেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। পরলোক, স্বর্গ। পরবর্ত্তী দেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পরদেশিয়া, -দেশী—বিদেশী ; প্রবাসী ; পরদেশে জাত। পরদেশ + ইয়া, ঈ (বাং) নিবাসাদ্যর্থে। বি বা বিণ।

পরদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—যে পরকে হিংসা করে এরূপ। উপতৎ ; পর—দ্বিষ্ + ণিন্ বা ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দ্বেষিণী।

পরধন—পরের টাকাপয়সা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পরধন-লোভী (-লোভিন্)—যে পরের অর্থাদি আত্মসাৎ করিতে চায় এমন। উপতৎ ; পরধন—লুভ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —লোভিনী।

পরধর্ম্ম(র্ম)—অন্যের কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম ; স্বীয় ধর্ম্মের অতিরিক্ত ধর্ম্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পরধর্ম্ম(র্ম)দ্বেষী (-দ্বেষিন্)—যে পরের ধর্ম্মমতকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে এমন, ধর্ম্মোন্মত্ত (fanatic). উপতৎ ; পরধর্ম্ম—

দ্বিষ্‌+ণিন্‌ বা দ্বিষুণ্‌, কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –দ্বেষিণী।

পরন—'পরণ' দ্রঃ।

পরনারী—অন্যের স্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পরনিন্দা—অন্যের দোষ-কথন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী;

পরনিপাত—(ব্যাকরণ) সমাসে কোন শব্দের পূর্ব্বে অবস্থান স্বাভাবিক হইলেও বিশেষ নিয়মে পরে অবস্থান। ৭মীতৎ। বি; পুং।

পরন্তপ—শত্রুর পীড়াদায়ক; যে শত্রুকে পীড়া দেয় এরূপ। উপতৎ; পর—তপ্‌+ণিচ্‌ +খচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পরন্তু—কিন্তু, অধিকন্তু; অপরঞ্চ; পরেও। পরম্‌+তু। অব্য।

পরপক্ষ—১। শত্রুপক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। প্রথমা স্ত্রীর পরে বিবাহিতা স্ত্রী। পরবর্ত্তী পক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

পরপতি—উপপতি; অন্যের স্বামী। কর্ম্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পরপদ—উৎকৃষ্টস্থান; শ্রেষ্ঠপদ; মুক্তি; (ব্যাকরণ) সমাসে এক পদের পরবর্ত্তী অপর পদ। পর (শ্রেষ্ঠ, পরবর্ত্তী) পদ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পরপর—একটির পর আর একটি—এই ভাবে; উত্তরোত্তর। পর হইতে পর, ৫মীতৎ। ক্রি-বিণ।

পরপিণ্ড—অন্যের অন্ন, অন্যের প্রদত্ত অন্ন। ৬ষ্ঠীতৎ; বা, পরপ্রদত্ত পিণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরপিণ্ডভোজী (-জিন্‌), **পর-পিণ্ডোপজীবী** (-জীবিন্‌)—পরপিণ্ডাদ (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; পরপিণ্ড—ভুজ্‌, উপ—জীব্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –ভোজিনী, –জীবিনী।

পরপিণ্ডাদ—১। পরের অন্নে যাহার জীবিকানির্ব্বাহ হয় এরূপ, পরান্নজীবী। বিণ। স্ত্রী, –দী। ২। ভৃত্য, চাকর। উপতৎ; পরপিণ্ড—অদ্‌+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরপীড়ক—অন্যের উপর অত্যাচারকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –পীড়িকা।

পরপীড়ন, -পীড়া—অন্যের উপর অত্যাচার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

পরপুরুষ—শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিষ্ণু; স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি, উপনায়ক; অন্যপুরুষ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরপুষ্ট—১। কোকিল। বি; পুং। ২। অন্যকর্তৃক প্রতিপালিত। পর কর্তৃক পুষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

পরপুষ্টা—১। বেশ্যা, গণিকা; কোকিলা। বি; স্ত্রী। ২। অন্যকর্তৃক প্রতিপালিতা। পরপুষ্ট+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পরপূর্ব্বা (র্বা)—যে স্ত্রীর পূর্ব্বে অন্য স্বামী ছিল সে, যে স্ত্রী পূর্ব্ব স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অপর একজনকে স্বামিরূপে গ্রহণ করে সে। পর (অন্য স্বামী) পূর্ব্ব যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরপ্রপৌত্র—নাতির নাতি, প্রপৌত্রের পুত্র। পর (পশ্চাদ্গামী) প্রপৌত্র (পৌত্রের সন্তান), কর্ম্মধা। বি; পুং। স্ত্রী, –প্রপৌত্রী।

পরপ্রেম (-প্রেমন্‌)—পরের ভালবাসা; পরকে ভালবাসা। ৬ষ্ঠীতৎ বা ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

পরব—উৎসব, আনন্দজনক অনুষ্ঠান। 'পর্ব্ব'-শব্দজ। বি।

পরবর্ত্তী (-র্ত্তিন্‌), **-বর্ত্তী**—পরে অবস্থিত, পরের। উপতৎ; পর—বৃৎ+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বর্ত্তিনী। বি, –বর্ত্তিতা।

পরবশ—অন্য ব্যক্তির বশীভূত, পরায়ত্ত, পরাধীন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পরবাদ—পরনিন্দা, পরাপবাদ; প্রত্যুত্তর, উত্তরবাদ। পরনিন্দক বাদ (কথা), মধ্যপ কর্ম্মধা; বা, পর (উত্তর) বাদ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরবাদী (-বাদিন্‌)—প্রত্যুত্তরকারী, উত্তর-বাদী; প্রত্যর্থী। উপতৎ; পর—বদ্‌ (বলা) +ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বাদিনী।

পরবাস—১। প্রবাস। কবিপ্র। বি। ২। অন্যের গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পরবাসী—বিদেশবাসী। 'প্রবাসী'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ। স্ত্রী, –বাসিনী।

পরবী—পরব উপলক্ষে সংগৃহীত অর্থ। পরব+ঈ (বাং) সম্বন্ধার্থে। বি।

পরবেশ—প্রবেশ। কবিপ্র। বি।

পরবোধ—প্রবোধ। কবিপ্র। বি।

পরবোধা—সান্ত্বনা দেওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

পরব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্‌)—১। পরমেশ্বর, পরম-পুরুষ। কর্ম্মধা। ২। ঈশ্বরপ্রতিপাদক উপনিষদ্বিশেষ। পর ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মের বিষয়) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

পরভাগ—১। ভাল বরাত, উৎকৃষ্ট ভাগ্য; উৎকর্ষ; গুণোৎকর্ষ; শ্রেষ্ঠাংশ; শেষভাগ। পর (শ্রেষ্ঠ, অন্তিম) ভাগ, কর্ম্মধা। ২। পরের ভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পরভাগ্যোপজীবী (-জীবিন্‌)—যে অন্যের উপার্জ্জন বা অর্থের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এমন। উপতৎ; পরভাগ্য—উপ—জীব্‌ (বাঁচা)+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –জীবিনী।

পরভাত—১। প্রভাত ("পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি চমকি উঠিল রাই"—চণ্ডী-দাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ২। অন্যের অন্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

পরভাতা, -তি, -তী—অন্নের জন্য পরের উপর নির্ভরকারী; পরের অন্নে প্রতি-পালিত। পরভাত(২)+আ, ই, ঈ ভক্ষকার্থে। বিণ।

পরভৃৎ—কাক, বায়স। উপতৎ; পর (অন্য অর্থাৎ কোকিলকে)—ভৃ (পোষণ করা)+ ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরভৃত—১। কোকিল। বি; পুং। ২। অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

পরম—প্রথম, আদ্য; শেষ; প্রকৃত; উৎ-কৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ; প্রধান; অত্যন্ত; মহৎ; (গণিত) অন্যনিরপেক্ষ, স্বয়ংস্থিত (absolute). পর—মা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

পরমগতি—১। উৎকৃষ্ট গতি; মুক্তি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ। পরমা গতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। মোক্ষের হেতু। পরমা গতি যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

পরমত—১। অন্যের ইচ্ছা; অপরের ধর্ম্মমত। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অন্যপ্রকার অভি-প্রায়। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পরমতগ্রহণ—অন্যের মত মানিয়া লওয়া; স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্মগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পরমতসহিষ্ণুতা—অন্যের মত বা সিদ্ধান্ত শুনিবার মত মানসিক স্থিরতা। পরমতকে সহিষ্ণু, ২য়াতৎ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী। বিণ—পরমতসহিষ্ণু।

পরমতাবলম্বী (-ম্বিন্‌)—অন্যের মত-গ্রহণকারী; ধর্ম্মান্তর-গ্রহণকারী। উপতৎ; পরমত—অব—লম্ব্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ম্বিনী। বি, –লম্বন, –লম্বিতা।

পরমতাসহিষ্ণু—যে অন্যের মত সহ্য করে না এমন। পরমতকে অসহিষ্ণু, ২য়াতৎ। বিণ। বি, –ষ্ণুতা।

পরমপদ, -পদার্থ—মুক্তি, অপবর্গ; শ্রেষ্ঠস্থান; পরদেবতার চরণ। পরম পদ, পদার্থ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং।

পরমপিতা (-পিতৃ)—জগৎস্রষ্টা, জগদীশ্বর। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরমপুরুষ, -ব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্‌)—পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম [শাস্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতি সৃষ্টির আদিতত্ত্ব—ইঁহারাই নিত্য, আর সকলই অনিত্য। এই পুরুষের মধ্যে যিনি ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, বাসনা প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত বা মায়ায় বদ্ধ নহেন তিনি ঈশ্বর বা পরমপুরুষ বা পরমব্রহ্ম]। কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব।

পরমমায়া—মহামায়া; পরমেশ্বরী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পরমমুক্তি—ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বর্ত্তমান-শরীর-ধ্বংসের পর পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি, বিদেহ-কৈবল্য। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পরমর্ষি—১। বেদব্যাসাদি ঋষি। পরম (শ্রেষ্ঠ) ঋষি, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। ব্রহ্ম-

বেত্তা। পরম (ব্রহ্ম)—ঋষ্ (প্রাপ্ত হওয়া)+ইন্ কর্তৃবা। বিণ।

পরমহংস—সন্ন্যাসিবিশেষ, মহাযোগী [যে মহাত্মা নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাগ্রহ হইয়া কেবল তত্ত্বমার্গে ভ্রমণ করেন, যিনি সদা শুদ্ধচিত্ত থাকিয়া কেবল প্রাণধারণোপযোগী দানমাত্র পরিগ্রহ করেন, যাঁহার লাভালাভ উভয়েই তুল্যজ্ঞান, যাঁহার আশ্রয় নাই, দেবপ্রাঙ্গণ, বৃক্ষমূল, নদীপুলিন প্রভৃতি সাধারণভোগ্য ভূমিই যাঁহার আশ্রয়, যাঁহার কোন বিষয়ে যত্ন বা মমতা নাই, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বরে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক শুভাশুভ-কর্ম্মক্ষয়ার্থ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাকেই পরমহংস বলা হয়]। পরম (প্রধান) হংস (তপস্বী), কর্ম্মধা; অথবা, পরম হংস (আত্মা) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পরমা—শ্রেষ্ঠা, প্রধানা। পরম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। **পরমা গতি**—নির্ব্বাণ; মুক্তি; কৈবল্য। **পরমা প্রকৃতি**—আদ্যাশক্তি, মূল প্রকৃতি, সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টির আদিভূতা মহামায়া।

পরমাণ—প্রমাণ, সাক্ষী; নিদর্শন ("কাঠক পুতলি ঐছে মুকছায়ত গোবিন্দদাস পরমাণ"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পরমাণু—অ-দৃষ্টিগোচর সূক্ষ্মতম কণা, সূক্ষ্মতম জড়াংশ [যাহার নিজের অবয়ব নাই কিন্তু পরম্পরায় সকলেরই অবয়ব এবং যাবতীয় সূক্ষ্ম পদার্থের শেষ সীমাস্বরূপ, পদার্থনিচয় ভাগ করিতে করিতে যখন এমন ভাগে উপস্থিত হয় যে আর তাহা ভাগ করিতে পারা যায় না, তখন তাহাকে পরমাণু (atom) বলে]। পরম অণু (কণা), কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরমাণুবাদ—জগতের যাবতীয় পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি—এইরূপ মত; কোন বস্তুর পরমাণু একাকী অবস্থান করিতে পারে না, প্রত্যেক পরমাণুই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে চায় এইরূপ মত। পরমাণু-বিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরমাত্মা (-ত্মন্)—পরমেশ্বর; পরব্রহ্ম। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরমাত্মীয়—অতি ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি। কর্ম্মধা। বি; পুং, বা বিণ।

পরমাদ—প্রমাদ; বিপদ্। কবিপ্র। বি।

পরমাদর—অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ আপ্যায়ন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। বিণ, -মাদৃত।

পরমানন্দ—অত্যন্ত আনন্দ। পরম আনন্দ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরমান্ন—পায়সান্ন, দুধ ও চিনির সহযোগে পক্ক অন্ন। পরম (শ্রেষ্ঠ) অন্ন, কর্ম্মধা [ইহা দৈব ও পৈত্রকার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন এই নামে অভিহিত হয়]। বি; ক্লীব।

পরমায়ুঃ (-য়ুস্), **পরমায়ু**—বাঁচিয়া থাকিবার কাল, মৃত্যুপর্য্যন্ত সময়, শেষাবধিক জীবিতকাল। পরম আয়ুঃ (জীবনকাল), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পরমার্থ—প্রধান লক্ষ্য; প্রকৃত অবস্থা, যাথার্থ্য; শ্রেষ্ঠবস্তু; ধর্ম্ম; ভগবদ্বিষয়; পারলৌকিক বিষয়। পরম অর্থ (বস্তু), কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরমার্থবিৎ (-বিদ্)—যিনি প্রকৃত বিষয় বা শ্রেষ্ঠ বস্তু জানেন এরূপ, যাথার্থ্যবেত্তা; ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ। উপতৎ; পরমার্থ—বিদ্ (জানা) +কিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

পরমার্থবিন্দ—তত্ত্বজ্ঞানী; প্রচুর-ধনলাভকারী। উপতৎ; পরমার্থ—বিদ+শ কর্তৃবা। বিণ।

পরমুখাপেক্ষা, পরমুখাপেক্ষিতা—অন্যের উপর নির্ভর, কোন কাজের জন্য পরের মুখ চাহিয়া থাকা। পরের মুখ, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার অপেক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ; ২য় পক্ষে পরমুখাপেক্ষিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, -পেক্ষী (-ক্ষিন্)।

পরমুখাপেক্ষী (-ক্ষিন্)—অন্যের উপর নির্ভরকারী। উপতৎ; পরমুখ—অপ—ঈক্ষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -পেক্ষিণী। বি, -পেক্ষিতা। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরমেশ—পরমেশ্বর, ভগবান্। পরম+ঈশ,

পরমেশ্বর—জগদীশ্বর; শিব; বিষ্ণু; পরব্রহ্ম। পরম ঈশ্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরমেশ্বরী—দুর্গা, পার্ব্বতী। পরমেশ্বর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পরম্পর—পরপর, অনুক্রমাগত। পরম্পরা+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

পরম্পরা—অবিচ্ছিন্ন ধারা; সন্ততি; শ্রেণী, সমূহ; বধ; পরপর, অনুক্রম; অন্বয়, বংশ। পরম্—পৃ বা পৃ+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরম্পরাগত—একের পর এক করিয়া উপস্থিত, ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত। পরম্পরাধারা আগত, ৩য়াতৎ। বিণ।

পরম্পরীণ—একটির পর একটি করিয়া আগত, ধারাবাহিক, ক্রমাগত। পরম্পরা+ঈন উপস্থিতার্থে। বিণ।

পররাষ্ট্র—বিদেশস্থিত রাজ্য (foreign state)। পর (অপর) রাষ্ট্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পরল, পরোল—ধুঁধুল; ভাজ, পরত; চালের নিম্নস্থ অংশবিশেষ, চাল এবং দেওয়ালের মধ্যস্থিত ফাঁক। 'পটোলিকা' ও 'পটল'-শব্দজ। বি।

পরলোক—অন্য জগৎ, লোকান্তর; ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোক সত্যলোক তপোলোক মহর্লোক জনলোক—এই সাতটি ঊর্দ্ধলোক; মৃত্যুর পর জীবের পুণ্য অনুসারে ভোগ্য জগৎ; পরকাল, মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা; মৃত্যু। পর (অন্য) লোক (জগৎ), কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরলোকগত—মৃত। পরলোককে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ। বি, -গমন।

পরলোকগমন—মৃত্যু। পরলোকে গমন, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ, -গত।

পরলোকপ্রাপ্ত—পরলোকগত, মৃত। পরলোককে প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ। বি, -প্রাপ্তি।

পরলোকপ্রাপ্তি—মৃত্যু। পরলোকের প্রাপ্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, -প্রাপ্ত।

পরশ—ছোঁয়া। 'স্পর্শ'-শব্দজ। বি।

পরশন—স্পর্শ। 'স্পর্শন'-শব্দজ। বি।

পরশপাথর—স্পর্শমণি। পরশ (স্পর্শগুণ)-যুক্ত পাথর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

পরশা—ছোঁয়া, স্পর্শ করা। কবিপ্র। ক্রি।

পরশিত—যাহা ছোঁয়া হইয়াছে এমন, স্পৃষ্ট। কবিপ্র। বিণ।

পরশু—১। কুড়ুল, কুঠার, টাঙ্গি। পর—শৃ+কু (ড্) কর্তৃবা। বি; পুং। ২। গত কল্যের পূর্ব্বদিন বা আগামী কল্যের পর দিন। 'পরশ্বঃ'-শব্দজ। বি।

পরশুধর—১। পরশুরাম; গণেশ। বি; পুং। ২। কুঠারধারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পরশুরাম—জমদগ্নির পুত্র, দশাবতারের ষষ্ঠ অবতার। পরশুধারী রাম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরশ্বঃ (-শ্বস্), **পরশ্ব**—আগামী দিনের পরদিন। পর শ্বঃ, কর্ম্মধা। অব্য।

পরশ্রমজীবী (-জীবিন্), **পরশ্রমভোগী** (-ভোগিন্)—অপরের শ্রমের সুবিধা গ্রহণকারী, তাহার উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণকারী। উপতৎ; পরশ্রম—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা; পরশ্রম—ভুজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -জীবিনী, -ভোগিনী।

পরশ্রী—অন্যের সম্পদ্, অপরের উন্নতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পরশ্রীকাতর—অন্যের সৌভাগ্যদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত। পরশ্রী দ্বারা কাতর, ৩য়াতৎ। বিণ। বি, -কাতরতা।

পরসঙ্গ—১। অন্যের সহিত মেলামেশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। প্রসঙ্গ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পরসন্ন—প্রফুল্ল; অনুকূল; দয়ালু। 'প্রসন্ন'-

পরসাদ—প্রসাদ, অনুগ্রহ। কবিপ্র। বি।

পরস্ত্রী—অপরের পত্নী; স্বীয় পত্নী ভিন্ন অন্য নারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পরস্পর—একের প্রতি বা সম্বন্ধে অন্য, অন্যোন্য। কর্ম্ম-ব্যতিহারার্থে 'পর'-শব্দের দ্বিত্ব সুট্-আগম ও সমাসবদ্ভাব। সর্ব্ব।

পরস্পরবিরোধী (-ধিন্)—একটি অন্যটির বিপরীত; একে অন্যের প্রতি বিরুদ্ধভাবযুক্ত; পরস্পরের খণ্ডনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ধিনী।

পরস্ব—অন্যের ধন। পরের স্ব (ধন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পরস্বত্ব—অন্যের অধিকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; [ক্লীব।

পরস্বহরণ, পরস্বাপহরণ—পরের টাকাপয়সা কাড়িয়া লওয়া, অন্যায়-পূর্ব্বক অন্যের ধনগ্রহণ। পরস্বের হরণ, অপ-হরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পরস্বাপহারী (-হারিন্)—অন্যায়পূর্ব্বক পরের ধন গ্রহণকারী। উপতৎ; পরস্ব—অপ—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

পরস্মৈপদ—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) ধাতুর পরবর্ত্তী বিভক্তিবিশেষ। পরস্মৈ ('পর'-শব্দের চতুর্থীর একবচন,—পরোদ্দেশ্য) পদ (চিহ্ন ফল বোধন) যাহা হইতে, অলুক্ বহুব্রী। বি; ক্লীব।

পরস্মৈপদী (-দিন্)—পরস্মৈপদের বিভক্তিযুক্ত; যাহাতে পরস্মৈপদের বিভক্তি হইবে এমন; (ব্যঙ্গার্থে) পরের দেওয়া; পরের। পরস্মৈপদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দিনী। [ক্লীব।

পরহিত—অন্যের মঙ্গল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

পরহিতকামী (-মিন্), **পরহিতৈষী** (-ষিন্)—অন্যের মঙ্গল করিতে ইচ্ছুক। উপতৎ; পরহিত—কম্, ইষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—মিনী,—ষিণী। বি,—কামিতা,—হিতৈষিতা,—হিতৈষণা।

পরহিতব্রত—১। অন্যের মঙ্গলসাধনরূপ পুণ্যকার্য্য। পরহিতই ব্রত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। অন্যের উপকার করাই যাহার জীবনের লক্ষ্য এমন। পরহিত ব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পরহিতব্রতী (-তিন্)—অন্যের উপকারে যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে এমন। পরহিত-ব্রত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ব্রতিনী।

পরহিতৈষণা—অপরের কল্যাণ সাধনের বাসনা, অন্যের ইষ্ট সাধনের ইচ্ছা, পরোপকারপ্রবৃত্তি। পরহিতের এষণা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পরহিতৈষী—'পরহিতকামী' দ্রঃ।

পরা—১। অন্যা; শ্রেষ্ঠা। পর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পরিধান করা। বাং ক্রি। ৩। পরিহিত। পর্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ৪। প্রাধান্য; অহঙ্কার; বধ; অতি-ক্রম; গমন; ক্ষতি; আভিমুখ্য; প্রাতি-লোম্য; ধর্ষণ; বিক্রম; বিরোধিতা; তির-স্কার; বিমোক্ষ; অতিশয়; অনাদর; গতি; প্রত্যাবৃত্তি; ভঙ্গ। অব্য। ৫। নাভিমূল হইতে প্রথমোদিত নাদস্বরূপ বর্ণ, পরম-পুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু। পৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরাওল—পরাইল, পরিধান করাইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পরাক্ (পরাচ্)—কুটিল, বক্র; ঊর্দ্ধ-গামী; পশ্চাদ্গামী। পরা—অন্চ্+কিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পরাকাষ্ঠা—চরম অবস্থা, শেষ সীমা (climax). অসমস্ত পদদ্বয়।

পরাকৃত—বর্জ্জিত, ত্যক্ত; ঘৃণিত। পরা—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরাক্রম—শক্তি, পুরুষকার; প্রভাব। পরা—ক্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ক্রান্ত।

পরাক্রমশালী (-শালিন্)—পরাক্রান্ত, শক্তিমান্, বিক্রমযুক্ত; প্রভাবশালী। উপতৎ; পরাক্রম—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী। বি,—শালিতা।

পরাক্রান্ত—পরাক্রমশালী, শক্তিমান্। পরা—ক্রম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—ক্রম।

পরাক্ষ—(জ্যামিতি) ঈলিপ্স্ (ellipse) বা উপবৃত্তের দীর্ঘতম ব্যাস (mazor axis). পর (পরম) অক্ষ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পরাগ—ফুলের রেণু; ধূলি; স্নানীয় গন্ধচূর্ণ; রেণু; চন্দন; পর্ব্বতবিশেষ; খ্যাতি; উপরাগ। পরা—গম্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরাগকেশর—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) ফুলের মধ্যে অবস্থিত রেণুযুক্ত সূতার মত সরু সরু পদার্থ, কেশরের স্থূল সূত্রগাছি ব্যতীত অবশিষ্ট সূক্ষ্মসূত্র-সমুদয় (stamen) [পরাগ-কেশরের শিরোভাগে ধূলির ন্যায় একপ্রকার গুঁড়া-গুঁড়া পদার্থ থাকে]। পরাগযুক্ত কেশর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরাগকোষ, -ধানী—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) ফুলের মধ্যে পরাগ বা ফুলরেণুর থাকিবার জায়গা (anther). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

পরাগত—১। যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাগত। পরা—আ—গম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। ব্যাপ্ত, যুক্ত; চেষ্টিত। পরা—গম্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরাগধানী—'পরাগকোষ' দ্রঃ।

পরাগযোগ—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) ফুলের পরাগের পরাগকোষ হইতে বাহির হইয়া গর্ভকেশরের মাথায় লাগিয়া এবং উহার ছিদ্রপথ দিয়া গর্ভ-কোষে পৌঁছারূপ কাজ (pollina-tion). পরাগের যোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পরাঙ্ (পরাচ্)—প্রত্যাবৃত্ত; পশ্চাদ্গামী। পরা—অন্চ্+কিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চী।

পরাঙ্মুখ—মুখ-ফিরান, বিমুখ; প্রতিকূল; নিবৃত্ত। পরাক্ মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—খী, —খা।

পরাচিত—অন্য কর্ত্তৃক পালিত। পরকর্ত্তৃক আচিত (পালিত), ৩য়াতৎ। বিণ।

পরাজয়—হার, পরাভব। পরা—জি+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—জিত, —জেয়।

পরাজিত—যে হারিয়া গিয়াছে এমন, পরাভূত, বিজিত। পরা—জি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—জয়।

পরাজেয়—যাহাকে হারান যায় এমন। পরা—জি+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—জয়।

পরাণ, পরাণি—প্রাণ, জীবন। 'প্রাণ'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

পরাণপুতলি—প্রাণের মত প্রিয় ব্যক্তি, প্রাণসর্ব্বস্ব; হৃদয়, হৃৎপিণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। কবিপ্র। বি।

পরাণপুত্তলি, -পুত্তলী—পরাণপুতলি, অতি আদরের ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পরাণপ্রিয়—প্রাণের প্রিয়; প্রাণের মত প্রিয়। ৬ষ্ঠীতৎ বা উপমান কর্ম্মধা। কবিপ্র। বিণ। [প্রাণনাথ। কবিপ্র। বি।

পরাণবঁধু—অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রাণের বন্ধু;

পরাণি—'পরাণ' দ্রঃ। [বি।

পরাত—বড় থালা। পোর্ত্ত 'prato'-শব্দজ।

পরাৎপর—১। শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বিণ। ২। পরমেশ্বর। পরাৎ পর, ৫মীতৎ (অলুক্)। বি; পুং।

পরাত্মা (পরাত্মন্)—পরমাত্মা, পরমেশ্বর। পর আত্মা, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরাধি—অন্যের পীড়া। পরের আধি, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

পরাধিকার—অন্যের অধিকৃত বিষয় বা কার্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পরাধিকারচর্চ্চা(র্চা)—অন্যের বিষয়ের বা কার্য্যের আলোচনা বা তাহাতে হস্তক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পরাধীন—যাহাকে অপরের ইচ্ছামত চলিতে হয় এমন, পরবশ, পরতন্ত্র। পরের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। বি,—ধীনতা।

পরান—পরিধান করান। বাং ক্রি।

পরান্তঃপুষ্ট—যাহারা অন্যের দেহমধ্যে আপন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে (para-site); কৃমি। পরের অন্তঃ (মধ্য), ৬ষ্ঠীতৎ; পরান্তঃ (পরের দেহমধ্যে) পুষ্ট, সুপ্‌সুপা। বিণ।

পরান্তক—১। (সর্ব্বসংহারক বলিয়া) মহাদেব। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। শত্রু-নাশক। পরের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ন্তিকা।

পরান্ন—পরের দেওয়া খাদ্য; অন্যের দ্বারা রান্না করা খাদ্যদ্রব্য (গুরু মাতুল শ্বশুর পিতা ও পুত্রের পক্ব অন্ন পরান্ন নহে)। পরের (অন্যের) অন্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পরান্নজীবী (-বিন্), **পরান্নোপজীবী** (-বিন্), **পরান্নভোজী** (-জিন্)—অন্যের গলগ্রহস্বরূপ; অন্যের অন্নভোজন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহকারী। উপতৎ; পরান্ন—জীব্+ণিন্; পরান্ন—উপ—জীব্+ণিন; পরান্ন—ভুজ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বিনী, —জিনী।

পরাপরা—প্রধান অপ্রধান। (পরা+অপরা)। বিণ। **পরাপরা বিদ্যা**—ব্রহ্মবিদ্যা ও জাগতিক বিদ্যা।

পরাবর্ত্ত(র্ত)—পরিবর্ত্ত, বিনিময়; ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্ত্তন। পরা—বৃত্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—বৃত্ত।

পরাবর্ত্ত(র্ত)ক—যাহা আলোক প্রতিফলনে সহায়তা করে (reflector). পরা—বৃত্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরাবর্ত্ত(র্ত)চুল্লী—(রসায়ন) যে উনান বা অগ্নিপাত্র হইতে আগুনের আঁচ সাক্ষাৎভাবে কোন পদার্থে না লাগিয়া প্রতিহত হইয়া পদার্থে সংযুক্ত হয় তাহা (reverberatory furnace). কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পরাবর্ত্ত(র্ত)ন—ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্তন; (পদার্থবিদ্যা) প্রতিফলন (reflection); (তর্কবিজ্ঞান) নিরপেক্ষানুমানের প্রকারভেদ। পরা—বৃত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—বৃত্ত।

পরাবর্ত্ত(র্ত)ব্যবহার—পুনর্ব্বার বিচারণীয় মোকদ্দমা (appellate case). পরাবর্ত্তযুক্ত ব্যবহার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পরাবর্ত্ত(র্ত)মাপক—যে যন্ত্রের সাহায্যে আলোক প্রতিফলনের পরিমাপ করা হয় (reflectometer). ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পরাবর্ত্তি(র্তি)ত—যাহাকে ফেরান হইয়াছে এমন, প্রত্যাবর্ত্তিত। পরা—বৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরাবহ—উপরি বর্ত্তমান সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ। পরা—বহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরাবিদ্যা—যে বিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, উপনিষৎ। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পরাবৃত্ত—১। যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাবৃত্ত; পলায়িত। পরা—বৃত্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—বর্ত্তন,—বৃত্তি। ২। (জ্যামিতি) জ্যামিতীয় অসীম কৌণিক রেখাবিশেষ (hyperbola). প্রাদি। বি; ক্লীব।

পরাবৃত্তি—ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্ত্তন। পরা—বৃত্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—বৃত্ত।

পরাভব—হার, পরাজয়; তিরস্কার; অতিক্রম; বিনাশ। পরা—ভূ+অপ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ভূত।

পরাভূত—যে হারিয়া গিয়াছে এমন, পরাজিত, পরাস্ত; তিরস্কৃত। পরা—ভূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ভব।

পরামর্শ—যুক্তি, মন্ত্রণা; বিচার; স্পর্শ; বিবেচনা; ন্যায়োক্ত জ্ঞানবিশেষ। পরা—মৃশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —মৃষ্ট।

পরামর্শসভা—যে সভায় সভ্যগণ বিচার-বিবেচনা করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে কর্ম্ম-নির্দ্ধারণের মন্ত্রণা জ্ঞাপন করে তাহা (advisory board). পরামর্শ-বিষয়িণী সভা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পরামর্ষ—সহন, ক্ষমা। পরা—মৃষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। [বি।

পরামানিক—নাপিত। 'প্রামাণিক'-শব্দজ।

পরামৃষ্ট—বিবেচিত; বিচারিত; স্পৃষ্ট; সম্বন্ধযুক্ত। পরা—মৃশ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—মর্শ।

পরায়ণ—১। (সমাসে অন্য শব্দের পরে বসিলে) অত্যাসক্ত, তৎপর, অনুরক্ত; অভীষ্ট। পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বিষ্ণু; উত্তম অবলম্বন, শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। পর অয়ন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পরায়ত্ত—পরাধীন, পরবশ। পরের আয়ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পরার্থ—অন্যের প্রয়োজন, অপরের হিত। পরের অর্থ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। **পরার্থে**—অন্যের জন্য, অপরের কল্যাণের জন্য।

পরার্থপর—অপরের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট, পরোপকারপরায়ণ। পরার্থ পর (শ্রেষ্ঠ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—পরতা।

পরার্থশ্রমী (-শ্রমিন্)—পরের জন্য পরিশ্রমকারী। উপতৎ; পরার্থ—শ্রম+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শ্রমিনী।

পরার্থিতা, পরার্থবাদ—পরের কল্যাণের জন্য এই জীবন—এইরূপ মতবাদ (altruism). পরার্থিন্+তা ভাবে, পরার্থের বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং। বিণ—পরার্থী (-র্থিন্), পরার্থবাদী (-বাদিন্)।

পরার্দ্ধ(র্ধ)—১। শেষার্দ্ধ; ব্রহ্মার জীবনের দ্বিতীয় অর্দ্ধ। পর অর্দ্ধ, কর্ম্মধা। ২। সংখ্যাবিশেষ, গণিতে সংখ্যা-গণনায় চরম সংখ্যা, ১,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০। পর—ঋধ্ (বর্দ্ধিত হওয়া)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

পরাশর—কলির ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজক ঋষিবিশেষ, ব্যাসদেবের পিতা; ইন্দ্র; চন্দ্র। পরা—আ—শাস্+ডরন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরাশ্রয়—১। অন্যের আশ্রয়। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কর্ম্মধা। বি; পুং। ৩। অন্যের আশ্রিত। পর (অন্য) আশ্রয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পরাশ্রয়া—পরগাছা, বৃক্ষোপরি জাত লতা। পর (অন্য) আশ্রয় যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরাশ্রয়ী (-য়িন্)—অন্যের উপর নির্ভরকারী, অন্যের আশ্রিত। পরাশ্রয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িণী।

পরাশ্রিত—অন্যের নিকট সাহায্যপ্রাপ্ত। পরকে আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

পরাসু—মৃত, গতপ্রাণ। পরাগত অসু (প্রাণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পরাস্ত—পরাজিত। পরা—অস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরাহ—পরদিন। পর অহ ('অহন্'-শব্দ), কর্ম্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

পরাহত—পরাস্ত, পরাভূত; ব্যবহৃত; আহত; ব্যাহত; তিরস্কৃত; আক্রান্ত। পরা—হন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরাহ্ণ—বিকাল, অপরাহ্ণ। অহের (অর্থাৎ দিনের) পর, একদেশী। বি; পুং।

পরি—১। সর্ব্বতোভাবে; চারিদিকে; সম্পূর্ণরূপে; অতিশয়; বারংবার, ক্রমশঃ; চিহ্ন, লক্ষণ; ইত্থম্ভাব; ভাগ; বীপ্সা; শেষ; গাঢ়; অভিমুখ; বর্জ্জন, ত্যাগ; আলিঙ্গন; দোষাখ্যান, দোষকীর্ত্তন; আখ্যান; নিরাস; পূজা; শোক; ব্যাধি; ভূষণ; ব্যাপ্তি। পৃ (পূর্ণ করা)+ইন্ কর্ত্তৃবা। অব্য। ২। পরিধান করি। বাং ক্রি।

পরিকথা—আখ্যায়িকাগ্রন্থ, গল্পের পুস্তক। পরিকল্পিত কথা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

পরিকম্প—কম্পন, ভয়। পরি—কম্প্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

পরিকর-১। পর্য্যঙ্ক; শয্যা। পরি—কৃ+অপ্ অধিবা। ২। সহচর; সহকারী; পরিবার; হাতী ঘোড়া প্রভৃতি। পরি—কৃ+ঘ করণবা। ৩। আরম্ভ, নিষ্পত্তি। পরি—কৃ+অপ্ ভাববা। ৪। উপকরণ; সমূহ; কোমরবন্ধ; (নাট্য) মুখসন্ধির অঙ্গবিশেষ; (কাব্য) অলঙ্কার-বিশেষ [সাভিপ্রায় (significant) বিশেষণ সমূহের যোগে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে; যথা;—"হে শীতরশ্মি জগতের তাপবিমোচনকারী চন্দ্র, তুমি কিরণসম্পাতে আমাকে দগ্ধ করিতেছ কেন?"]। পরি—কৃ+অপ্ করণবা। বি; পুং।

পরিকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), **-কর্তা**—জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহসংস্কারক যাজক। পরি—কৃ+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরিকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—কুঙ্কুম এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজান, প্রসাধন, অঙ্গসংস্কার। পরি—কৃ+মন্ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্মা**—পরিচারক, ভৃত্য। পরি—কৃ+মন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পরিকর্ম্মি(র্মি)ণী—পরিচারিকা, ভৃত্যা, প্রসাধিকা। পরিকর্ম্মিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পরিকর্ম্মী (-কর্ম্মিন্), **-কর্মী**—পরিচারক,

ভৃত্য; প্রসাধক। পরিকর্ম্মন্+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, –ম্মিণী।

পরিকল্পন—চিন্তন, মনন; রচনা; উদ্ভাবন। পরি—কৢপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –কল্পিত।

পরিকল্পনা—চিন্তা, সঙ্কল্প; রূপায়ন; নক্সা (design); উদ্ভাবনা (scheme); রচনার প্রণালী। পরি—কৢপ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ, –কল্পিত।

পরিকল্পয়িতা (-কল্পয়িত্রী)—পরিকল্পনা-কারী (designer). পরি—কৢপ্+ণিচ্+তৃচ্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –য়িত্রী।

পরিকল্পিত—অনুষ্ঠিত; সজ্জিত; নির্দিষ্ট; স্থিরীকৃত; রচিত; উদ্ভাবিত। পরি—কৢপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –কল্পন।

পরিকীর্ণ—ব্যাপ্ত; বিস্তৃত; বিস্তৃত; সমর্পিত। পরি—কৄ+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

পরিকীর্ত্তি(র্তি)ত—প্রশংসিত; উচ্চারিত, কথিত; গীত। পরি—কৄত্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিকেন্দ্র—(জ্যামিতি) সীমারেখা স্পর্শ করিয়া অঙ্কিত বৃত্তের কেন্দ্র (circumcentre). পরিগত কেন্দ্র, প্রাদি। বি; ক্লীব।

পরিক্রম, -ক্রমণ, -ক্রমা—গমন; ইতস্ততঃ পাদবিহার, পদদ্বারা গমন; চারিপাশ দিয়া ঘোরা, প্রদক্ষিণী-করণ; কোন গতিপথে একবার ঘুরিয়া আসা (revolution). পরি—ক্রম্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা, পরিক্রম +আপ্। বি; পুং, ক্লীব, স্ত্রী। বিণ, –ক্রান্ত।

পরিক্রয়—বেচা জিনিস আবার কেনা। পরি—ক্রী+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

পরিক্রান্ত—যাহার চারিপাশ ঘুরিয়া আসা হইয়াছে এমন, প্রদক্ষিণীকৃত। পরি—ক্রম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, –ক্রম, –ক্রমণ, –ক্রমা।

পরিক্রিয়া—পরিখাদি দ্বারা বেষ্টন; সংস্করণ; একদিনসাধ্য যাগবিশেষ। পরি—কৃ +শ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিক্লান্ত—অতিশয় শ্রান্ত, পরিশ্রান্ত। পরি—ক্লম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

পরিক্লিষ্ট—অতিক্লিষ্ট; উত্যক্ত। পরি—ক্লিশ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

পরিক্ষত—ক্ষয়প্রাপ্ত; আহত; নাশিত। পরি—ক্ষণ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিক্ষয়—ধ্বংস, বিনাশ; পতন। পরি—ক্ষি+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিত—অর্জ্জুনের পৌত্র। পরি—ক্ষি+ক্বিপ্ কর্তৃবা; পরি—ক্ষি+ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

পরিক্ষিপ্ত—চতুর্দ্দিকে ঘেরা, বেষ্টিত; নিক্ষিপ্ত; পরিত্যক্ত। পরি—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –ক্ষেপ।

পরিক্ষীণ—অতিশয় ক্ষীণ; যাহা অতিশয় কমিয়া গিয়াছে এমন, অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত। পরি—ক্ষি+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

পরিক্ষেপ—চতুর্দ্দিকে বেষ্টন; নিক্ষেপ। পরি—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, –ক্ষিপ্ত।

পরিক্ষেপক—যে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকে এমন, পরিক্রমণশীল। পরি—ক্ষিপ্ +ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –পিকা।

পরিখই—পরীক্ষা করে ("কোই সখী পরিখই শ্বাস"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পরিখন, পরীখন—পরীক্ষা, পরীক্ষা করণ। 'পরীক্ষণ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পরিখনি—পরীক্ষা করিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পরিখা—রাজধানী প্রভৃতির বেষ্টনখাত, গড়খাই। পরি—খন্+ড কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিখ্যাত—বিখ্যাত, অতি প্রসিদ্ধ। পরি —খ্যা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিগণন, -গণনা—সর্ব্বতোভাবে গণনা করা; বিধি-নিষেধশাস্ত্রের বিশেষরূপে কীর্ত্তন। পরি—গণ+অনট্ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ, –গণিত।

পরিগণিত—বিশেষরূপে কথিত; সংখ্যাত, যাহা গণনা করা হইয়াছে এরূপ। পরি—গণ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –গণন, –গণনা।

পরিগত—১। জ্ঞাত; প্রাপ্ত; বেষ্টিত। পরি—গম্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। গত; চেষ্টিত। পরি—গম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

পরিগম—পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রতিবেশ (environment). পরি—গম্+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

পরিগমিত—কাটান, অতিবাহিত, যাপিত; চালিত। পরি—গম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিগৃহীত—যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, স্বীকৃত; লব্ধ। পরি—গ্রহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিগ্রহ—১। গ্রহণ; স্বীকার; অধিষ্ঠান; মিলন, সঙ্গম; আয়ত্তীকরণ। পরি—গ্রহ্+ অপ্ ভাববা। ২। স্ত্রী, পত্নী; পরিজন; অধীন ব্যক্তি; মূল; শাপ; শপথ; রাহুর মুখে স্থিত সূর্য্য; সৈন্যপশ্চাদ্ভাগ। পরি—গ্রহ্+অপ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

পরিগ্রাহ—১। 'পরিগ্রহ' (সকল অর্থে)। ২। যজ্ঞবেদিবিশেষ। পরি—গ্রহ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

পরিগ্রাহক—গ্রহণকারী; স্বীকারকর্তা। পরি—গ্রহ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –গ্রাহিকা।

পরিঘ—১। প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ [ইহা কাঠনির্ম্মিত ও ইহার মুখ লৌহময় ছিল; এই অস্ত্র ছেদনে প্রযুক্ত হইত না, ইহা মুদ্গারবৎ ব্যবহৃত হইত]; অর্গল, হুড়কা; বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত যোগবিশেষ; শূল। পরি—হন্ (বধ করা) +অপ্ করণবা (নিপা)। ২। প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত; আঘাত। পরি—হন্+অপ্ (নিপা) ভাববা। ৩। তোরণদ্বার; কাচপাত্র, শিশি। পরি—হন্+অপ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

পরিঘাত, -ঘাতন—১। পরিঘ, লৌহমুখ মুদ্গর; অর্গল। পরি—হন্+ণিচ্ (স্বার্থে)+ ঘঞ্, অনট্ করণবা। ২। ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ; হনন, হত্যা; আঘাত। পরি—হন্+ঘঞ্, ণিচ্ (স্বার্থে)+অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

পরিচয়—জানাশুনা, আলাপ; অভ্যাস; প্রণয়; নিদর্শন। পরি—চি+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, –চায়ক, –চিত, –চেয়।

পরিচয়-পত্র—যে পত্র দেখিয়া কাহারও নাম ধাম প্রভৃতি জানা যায় তাহা (letter of introduction). পরিচয়জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পরিচর—রক্ষিসৈন্য, 'বডিগার্ড'; পরিচারক; অনুচর; যুদ্ধকালে যে যোদ্ধা কোন রথীর রথ বিপক্ষদলের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত থাকেন ও সৈন্যদিগের দোষাদির বিচার করিয়া সামরিক নিয়মে দণ্ডাদি অবধারণ করেন এবং যে ব্যক্তি রাজ্যের রাজস্বাদির ব্যবস্থাপনকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তিনি; প্রজাসামন্তব্যবস্থাপক; রাজ্যের দণ্ডনায়ক। পরি—চর্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

পরিচর্য্যা(র্যা)—সেবা, শুশ্রূষা; উপাসনা; পূজা। পরি—চর্+শ ভাববা (য-আগম) +আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিচলন—(পদার্থবিদ্যা) সঞ্চালন, তপ্ত বা তড়িৎ-শক্তিযুক্ত পদার্থ সঞ্চালিত করিলে তাহার তাপ বা তড়িৎ-শক্তির অন্য পদার্থে সঞ্চরণ, তরল এবং বায়বীয় পদার্থের ভিতর দিয়া তাপ ও তড়িতের চলন (convection). পরি—চল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিচায়ক—যাহা দেখিয়া চেনা যায় এমন, পরিচয়প্রদানকারী; জ্ঞাপক। পরি—চি+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চায়িকা। বি, –চয়, –চিতি।

পরিচারক—চাকর, দাস, ভৃত্য। পরি—চর্ +ণক কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, –চারিকা।

পরিচারণ—সেবা। পরি—চর্+ণিচ্+ অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিচারিকা—চাকরাণী, ঝি, দাসী। পরিচারক+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিচালক—চালনকর্তা, যে চালাইয়া যায়

এরূপ (manager), নেতা ; যে-সকল পদার্থের ভিতর দিয়া সহজেই তাপ কিংবা বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলাচল করে এরূপ (conductor). পরি—চল্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —লিকা। বি, —কতা।

পরিচালকতা—যে গুণ থাকাতে জড়-পদার্থসকল এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুতে তাপ তড়িৎ প্রভৃতি সঞ্চালন করে সেই গুণ বা ধর্ম্ম (conductivity) ; পরিচালনক্ষমতা ; চালাইয়া লইয়া যাইবার শক্তি। পরিচালক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

পরিচালন, -চালনা—চালনা ; চালান (administration). পরি—চল্+ণিচ্+অনট্ ভাববা ; পক্ষে, অন ভাববা+আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ, —চালিত।

পরিচালিত—যাহা চালান হইয়াছে এমন ; নির্ব্বাহিত ; সঞ্চালিত ; উপদিষ্ট ; নীত। পরি—চল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —চালন, —চালনা।

পরিচিত—জানাশুনা, জ্ঞাত ; অভ্যস্ত ; পরিচয়বিশিষ্ট। পরি—চি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —চয়, —চিতি।

পরিচিতি—পরিচয়-জ্ঞাপন ; জানাশুনা ; যাহা দ্বারা পরিচয় জানা যায়। পরি—চি+ক্তি ভাববা বা করণবা। বি ; স্ত্রী। বিণ, —চিত।

পরিচিন্তন—বিশেষরূপে চিন্তাকরণ ; ভাল করিয়া বিবেচনা করা। পরি—চিন্তি+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

পরিচিন্তনীয়—ভালভাবে ভাবিয়া দেখিবার মত। পরি—চিন্তি+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি, —চিন্তন।

পরিচিন্তিত—যাহার বিষয় ভালভাবে ভাবা হইয়াছে এমন। পরি—চিন্তি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —চিন্তন।

পরিচেয়—পরিচয়যোগ্য ; অভ্যসনীয়। পরি—চি+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

পরিচ্ছদ—১। বেশ, পোষাক ; পরিজন ; অনুচর ; আসবাব। পরি—ছদ্+ণিচ্+ঘ করণবা। ২। আচ্ছাদন। পরি—ছদ্+ঘ ভাববা। বি ; পুং।

পরিচ্ছন্ন—গোছাল, সুবিন্যস্ত ; পোষাক-পরিহিত, পরিচ্ছদবিশিষ্ট ; পরিষ্কৃত ; আচ্ছাদিত ; সজ্জিত, ভূষিত। পরি—ছদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিচ্ছিত্তি—১। ব্যবধান, আড়াল। পরি—ছিদ্+ক্তি করণবা। ২। অবধারণ। পরি—ছিদ্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ, —ছিন্ন, —চ্ছেদ্য।

পরিচ্ছিন্ন—কত বড় ইহা নির্ণয় করিয়া পরিমিত ; নির্ণীত ; সীমাবদ্ধ ; অবধিযুক্ত ; পৃথক্‌কৃত, বিভক্ত। পরি—ছিদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —চ্ছিত্তি।

পরিচ্ছেদ—১। পুস্তকের ভাগ, গ্রন্থ-বিচ্ছেদ ; অংশ, ভাগ ; সীমা। পরি—ছিদ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। নিশ্চয় ; বিশেষরূপে ইয়ত্তাকরণ ; নির্ণয়। পরি—ছিদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

পরিচ্ছেদ্য—পরিমাণ কত ইত্যাদি বলিয়া নির্দ্দেশ্য ; বিভাজ্য। পরি—ছিদ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, —চ্ছিত্তি।

পরিচ্যুত—ভ্রষ্ট, স্খলিত, পতিত। পরি—চ্যু+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, —চ্যুতি।

পরিজন—পরিবার, পোষ্যবর্গ ; পরিচারক। পরিগত জন, প্রাদি। বি ; পুং।

পরিজনতা—অধীনতা, পরায়ত্ততা। পরি-জন+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

পরিজ্ঞাত—১। যাহার বিষয় বিশেষভাবে জানা গিয়াছে এমন। পরি—জ্ঞা+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যে বিশেষভাবে জানিয়াছে এমন। পরি—জ্ঞা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, —জ্ঞান।

পরিজ্ঞান—সকল দিক্ দিয়া জানা ; অন্তর্দৃষ্টি (insight). পরি—জ্ঞা+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —জ্ঞাত, —জ্ঞেয়।

পরিজ্ঞেয়—জানিবার বা বুঝিবার উপযুক্ত। পরি—জ্ঞা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, —জ্ঞান।

পরিণত—পাকা, পরিপক্ব ; অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ; সর্ব্বতোভাবে নত ; বৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ('—বয়স') ; সম্পূর্ণ, শেষ দশায় উপনীত ; বক্রভাবে দন্তাঘাতকারী ('—হস্তী')। পরি—নম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, —ণতি, —ণাম।

পরিণতবুদ্ধি—১। পাকা বুদ্ধি ; চতুর্দ্দিক্ বিবেচনা করিবার মত বুদ্ধি। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার বুদ্ধি পরিপক্ব হইয়াছে এমন, যাহার আগাগোড়া বিচার করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা হইয়াছে এমন। পরিণতা বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পরিণতি—পরিপাক ; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ; অবনতি ; অবসান ; শেষ ; বার্দ্ধক্য। পরি—নম্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ, —ণত।

পরিণদ্ধ—আটক, বদ্ধ ; পরিহিত ; প্রবর্দ্ধিত ; আলিঙ্গিত। পরি—নহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিণমন—১। রূপান্তরিতকরণ, পরিণত-করণ। পরি—নম্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। রূপান্তরিত হওয়া। পরি—নম্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —মিত (১ম পক্ষে)।

পরিণয়, -ণয়ন—বিবাহ, দারপরিগ্রহ। পরি—নী+অচ্, অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। বিণ, —ণীত, —ণেয়।

পরিণয়সূত্র—বিবাহরূপ বন্ধন। পরিণয়-রূপ সূত্র, রূপক কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পরিণাম—পরিপক্বতা ; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ; প্রকৃতির অন্যথাভাব, বিকার ; শেষ অবস্থা ; বার্দ্ধক্য ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [উপমেয়ের ধর্ম্ম উপমানে আরোপিত হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়]। পরি—নম্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

পরিণামদর্শিতা—শেষে কি হইবে না হইবে তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা ; বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা। পরিণামদর্শিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, —দর্শী (-দর্শিন্)।

পরিণামদর্শী (-দর্শিন্)—পরবর্ত্তী কাল বিবেচনা করিয়া যে কর্ম্ম করে এমন, দূরদর্শী ; কোন্ কর্ম্ম করিলে কিরূপ ফললাভ হইবে তাহা যে অনুভব করিতে পারে এরূপ ; বিচক্ষণ। উপতৎ ; পরিণাম—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দর্শিনী। বি, —দর্শিতা।

পরিণামবাদ—ঈশ্বর জগৎরূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু তাঁহার বিকার নাই, আবার জগৎও মিথ্যা নহে—এইরূপ দার্শনিক মত। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পরিণায়—চারিদিকে পাশার গুটি চালা। পরি—নী+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

পরিণায়ক—সেনাপতি ; স্বামী। পরি—নী+ণক কর্তৃবা। বি ; পুং।

পরিণাহ, পরীণাহ—বিশালতা, বিস্তার, প্রসার ; বিস্তৃতিরেখা, বহিরেখা (contour). পরি—নহ্+ঘঞ্ ভাববা অথবা করণবা (বিকল্পে 'ই' দীর্ঘ)। বি ; পুং।

পরিণাহবান্ (-বৎ)—বিস্তারযুক্ত। পরি-ণাহ+মতুপ্, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

পরিণাহী (-হিন্)—বিশাল ; বিপুল। পরি—নহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —হিনী।

পরিণীত—বিবাহিত। পরি—নী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ণয়।

পরিণেতা (-ণেতৃ)—বিবাহকর্ত্তা, পতি। পরি—নী+তৃচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

পরিণেয়—বিবাহযোগ্য। পরি—নী+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ণয়।

পরিতঃ (-তস্), **পরিত**—চারিদিকে ; সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে। পরি+তস্ (৭মী-স্থানে)। অব্য।

পরিতপ্ত—মনোবেদনাযুক্ত, পরিতাপী। পরি—তপ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, —তাপ।

পরিতাপ—১। দুঃখ, মনস্তাপ, সন্তাপ, শোক ; ভয় ; কম্প। পরি—তপ্+ঘঞ্ করণবা। ২। উত্তাপ। পরি—তপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ, —তপ্ত।

পরিতুষ্ট—সন্তুষ্ট, আনন্দিত ; পরিতৃপ্ত। পরি—তুষ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, —তুষ্টি, —তোষ।

পরিতুষ্টি—সন্তোষ, সবিশেষ প্রীতি, তৃপ্তি। পরি—তুষ্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ, —তুষ্ট।

পরিতৃপ্ত—পরিতুষ্ট, পরম প্রীত। পরি—তৃপ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তৃপ্তি।

পরিতৃপ্তি—পরিতুষ্টি; সন্তুষ্টি। পরি—তৃপ্‌+ক্তি ভাববা। বি। বিণ,—তৃপ্ত।

পরিতোষ—সন্তোষ; তৃপ্তি। পরি—তুষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—তুষ্ট।

পরিত্যক্ত—যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; বর্জ্জিত। পরি—ত্যজ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ত্যজন, —ত্যাগ।

পরিত্যজন—ছাড়া, বর্জ্জন, পরিত্যাগ। পরি—ত্যজ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ত্যক্ত, —ত্যাজ্য।

পরিত্যাগ—ছাড়া, বর্জ্জন, বিসর্জ্জন। পরি—ত্যজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —ত্যক্ত, —ত্যাজ্য, —ত্যাগী (-গিন্‌)।

পরিত্যাজ্য—ছাড়িয়া দেওয়ার মত, বর্জ্জনীয়। পরি—ত্যজ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ত্যজন, —ত্যাগ।

পরিত্রাণ—নিস্তার, রক্ষা; উদ্ধার। পরি—ত্রা বা ত্রৈ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —ত্রাত।

পরিত্রাতা (-ত্রাতৃ), **পরিত্রায়ক**—উদ্ধারকর্তা, রক্ষাকর্ত্তা। পরি—ত্রৈ+তৃন্‌, ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রাত্রী, —ত্রায়িকা।

পরিত্রাহি—বাঁচাও, রক্ষা কর। পরি—ত্রা+লোট্‌ হি (অনুজ্ঞা)। সংস্কৃত ক্রি। **পরিত্রাহি ডাক ছাড়া**—রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করা; ভীষণ বিপদে বা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া অত্যন্ত কাতর হওয়া।

পরিদর্শক—বিশেষভাবে দর্শনকারী, পর্য্যবেক্ষণকারী (inspector). পরি—দৃশ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিকা। বি,—দর্শন।

পরিদর্শন—বিশেষভাবে দেখা, পর্য্যবেক্ষণ। পরি—দৃশ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—দর্শনীয়, —দৃশ্যমান, —দৃষ্ট।

পরিদর্শনীয়—ভাল করিয়া দেখিবার মত, পর্য্যবেক্ষণীয়। পরি—দৃশ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দর্শন।

পরিদান—বিনিময়, বদল। পরি (পরিবর্ত্তে) —দা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিদৃশ্য—সুস্পষ্ট দৃশ্য (panorama). পরি—দৃশ্‌+ক্যপ্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

পরিদৃশ্যমান—যাহা ভালভাবে দেখা যাইতেছে এমন ('—জগৎ')। পরি—দৃশ্‌+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দর্শন।

পরিদৃষ্ট—যাহা ভাল করিয়া দেখা হইয়াছে এমন, বিশেষভাবে দৃষ্ট। পরি—দৃশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দর্শন।

পরিদেবন, -দেবনা, -দেবিত—শোকনিমিত্ত বিলাপ, খেদোক্তি; অনুতাপ। পরি—দিব্‌+অনট্‌ ভাববা, অন ভাববা+আপ্‌, ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব, স্ত্রী, ক্লীব।

পরিদোলক—দোলক, যাহার দোলনে বড় ঘড়ির কাঁটা চলে (pendulum). পরি—দোলি+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরিধান—১। পরিবার কাপড়। পরি—ধা+অনট্‌ কর্ম্মবা। ২। পরা; পিধান, আচ্ছাদন। পরি—ধা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ধেয়, —হিত।

পরিধাপন—১। পরিধেয় বস্ত্র। পরি—ধা+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা। ২। পরান। পরি—ধাপি+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিধায়—১। পরিচ্ছদ, পোষাক। পরি—ধা+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ২। নিতম্ব; জঘনস্থান। পরি—ধা+ঘঞ্‌ অধিবা। ৩। পরা, পরিধান। পরি—ধা+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

পরিধারণ—১। ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ। পরি—ধৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ কর্ত্তৃবা। ২। ভাল করিয়া ধরিয়া রাখা। পরি—ধৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিধি—(জ্যামিতি) বৃত্তের বেষ্টনরেখা, বেড় (circumference); চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল; পরিবেষ্টন; যজ্ঞীয়তরুশাখা। পরি—ধা+কি কর্ম্মবা। বি; পুং।

পরিধিস্থ—১। চতুপার্শ্বস্থ। বিণ। ২। যুদ্ধকালে শত্রুপ্রহার হইতে রথরক্ষক; রাজার দণ্ডনায়ক, পরিচারক; মোসাহেব। উপতৎ; পরিধি—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরিধেয়—১। পরিবার মত, পরিধানযোগ্য। বিণ। বি,—ধান। ২। পরিবার কাপড়, আচ্ছাদন। পরি—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

পরিনির্ব্বা(র্বা)ণ—সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি, মোক্ষ; ভগবান্‌ বুদ্ধের দেহত্যাগ; বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। পরি—নির্‌—বা+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিনিষ্ঠা—শেষ, সমাপ্তি। পরি—নি—স্থা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিন্যাস—বিন্যাস, স্থাপন; (নাট্য) মুখসন্ধির অঙ্গবিশেষ। পরি—নি—অস্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

পরিপক্ক—উত্তমরূপে পাকা; পরিণত; বহুদর্শী। পরি—পচ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—পক্কতা।

পরিপণ—মূলধন, পুঁজি; মূল্য। পরি—পণ্‌+অপ্‌ করণবা। বি; পুং বা ক্লীব।

পরিপত্র—বিজ্ঞাপন, সরকারী ঘোষণা (circular). পরি (পরিবোধক) পত্র, প্রাদি। বি; ক্লীব।

পরিপন্থী (-পন্থিন্‌)—শত্রুভাবযুক্ত; বিপক্ষীয়; প্রতিকূল; প্রতিরোধক। পরিপন্থ (বিরোধ)+ইন্‌+অস্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—পন্থিনী।

পরিপাক, পরীপাক—হজম, জীর্ণতা; পরিণাম; শেষাবস্থা; নৈপুণ্য; উত্তম পাক; পক্কতা; উৎকর্ষ। পরি—পচ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা; বিকল্পে 'ই' দীর্ঘ। বি; পুং।

পরিপাটি, -পাটী—১। পরিচ্ছন্ন; সুশৃঙ্খলাযুক্ত; সৌষ্ঠবযুক্ত। পরি (উত্তম) পাটি, পাটী (গতি) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অনুক্রম; সুশৃঙ্খলা, আনুপূর্ব্বী। পরি (ক্রমান্বয়ে)—পট্‌+ণিচ্‌+ইন্‌ ভাববা, পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিপার্শ্ব—চারিদিকের অবস্থা (environment). পরিগত পার্শ্বকে, প্রাদি। বি; পুং বা ক্লীব। বিণ—পারিপার্শ্বিক।

পরিপালন—রক্ষণাবেক্ষণ। পরি—পা+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —পালনীয়, —পালিত।

পরিপালিত—প্রতিপালিত, রক্ষিত। পরি—পা+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —পালন।

পরিপুষ্ট—বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; প্রতিপালিত। পরি—পুষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পুষ্টি।

পরিপূত—শুদ্ধ, পবিত্র; কুলার বাতাস দ্বারা যাহা হইতে তুষ পরিস্কৃত করা হইয়াছে এরূপ ('ধান্যাদি')। পরি—পু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [বিণ।

পরিপূর—পরিপূর্ণ, ভরপুর। প্রাঃ কবিপ্র।

পরিপূরক—যাহা পরিপূর্ণ করে এমন। পরি—পুর্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, —রিকা।

পরিপূরণ—অভাবদূরীকরণ; পূর্ণকরণ। পরি—পুর্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পূরক, —পূরিত।

পরিপূর্ণ—সম্পূর্ণ; পরিতৃপ্ত; ব্যাপ্ত। পরি (সম্যক্‌)—পুর্‌+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ।

পরিপূর্ণতা, -পূর্ণত্ব—সম্পূর্ণতা; পরিতৃপ্তি; ব্যাপ্তি; সমাপ্তি। পরিপূর্ণ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ,—পূর্ণ।

পরিপৃক্ত—বিশেষরূপে সিক্ত বা ভিজা (saturated). পরি—পৃচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পৃক্তি।

পরিপৃচ্ছা—বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা। পরি—প্রচ্ছ্‌+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ, —পৃষ্ট।

পরিপৃষ্ট—বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিত। পরি—প্রচ্ছ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পৃচ্ছা।

পরিপোষণ—বিশেষরূপে রক্ষণাবেক্ষণ; খাদ্যাদি দিয়া বাড়াইয়া তোলা; মনে ধারণ। পরি—পুষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পুষ্ট।

পরিপ্রেক্ষণ—১। পরিদর্শন (perspective). পরি—প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ ভাববা।

২। দর্শনসাধক যন্ত্র (telescope ; field-glass). পরি—প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ করণবা। ৩। দৃশ্য পদার্থ; চিত্র। পরি—প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

পরিপ্রেক্ষণিকা—দৃশ্যমান বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যেরূপ নিকটত্ব দূরত্ব ঘনত্ব প্রভৃতি বোধ হয় তাদৃশ রূপ-প্রকাশক চিত্র; প্রকৃতরূপ-প্রকাশক চিত্রপট ("দূর অতীতের পরিপ্রেক্ষণিকায় আমরা পুরাণ-খ্যাত সাধ্বী ও বীরাঙ্গনাদেরকে দেখতে পাই।"—রবীন্দ্রনাথ)। পরি—প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ অথবা+ঈপ্‌+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিপ্রেক্ষিত—বস্তু সকলকে স্বাভাবিক অবস্থানে যেরূপ মনে হয় ছবিতে তাহাদিগের অবিকল সেইরূপ অবস্থান আঁকিবার বিদ্যা; ছবিতে দূরত্ব ও নিকটত্ব প্রকাশ; পটভূমিকা (perspective). পরি—প্র—ঈক্ষ্‌+ক্ত করণবা। বি; ক্লীব। **পরিপ্রেক্ষিতে**—কোন ঘটনা বা বিষয়ের প্রভাবের সহিত সংগতি রাখিয়া।

পরিপ্লব—১। কম্পমান; চঞ্চল, অস্থির; আকুল। পরি (সর্ব্বতোভাবে)—প্লু (গমন করা)+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। আকুলতা; উপদ্রব। পরি—প্লু+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং।

পরিপ্লবন—পরিব্যাপ্তি; চাঞ্চল্য। পরি—প্লু+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —প্লুত।

পরিপ্লুত—ভিজা, সিক্ত; প্লাবিত; মগ্ন; চঞ্চল; কম্পমান। পরি—প্লু+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —প্লবন, —প্লুতি।

পরিপ্লুতা—১। জলে ভিজা, জলসিক্তা; কম্পমানা; চঞ্চলা। পরি—প্লু+ক্ত কর্ত্তৃবা +আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। মদ্য, মদিরা; মৈথুনবেদনাযুক্ত বা ক্লিন্ন যোনি। বি; স্ত্রী।

পরিপ্লুতি—চাঞ্চল্য; অত্যধিক সিক্ততা; ব্যাপ্তি। পরি—প্লু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, —প্লুত।

পরিবৎসর—সংবৎসর; বৎসরবিশেষ; বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশির ভোগ্য সময়। পরি—বস্‌+সরন্‌ অথবা। বি; পুং।

পরিবন্ধ, -বন্ধ—নানারকম ভাব; নানা ভঙ্গী, নানা ছন্দ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পরিবপন—বোনা, বপন; মুণ্ডন। পরি—বপ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিবর্জ্জ(র্জ)ন—পরিত্যাগ; হনন, বধ। পরি—বৃজ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিবর্ত্ত(র্ত), -বর্ত্ত(র্ত)ন—১। বদল, বিনিময়; নিবৃত্তি; অপবর্ত্তন; লুণ্ঠন; পাশফেরা। পরি—বৃত্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। ২। যুগান্ত; গ্রন্থপরিচ্ছেদ, অধ্যায়াদি। পরি—বৃত্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ অথবা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ, —বর্ত্তনীয়, —বর্ত্তিত।

পরিবর্ত্ত(র্ত)ক—বদলকারী; প্রত্যাবর্ত্তনকারী। পরি—বৃত্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বর্ত্তিকা।

পরিবর্ত্ত(র্ত)নশীল—যাহা এক অবস্থায় থাকে না এরূপ, নিয়তই যাহার রূপান্তর বা অবস্থান্তর হয় এরূপ। পরিবর্ত্তন শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পরিবর্ত্ত(র্ত)নীয়—যাহা বদলান উচিত বা বদলান হইবে এমন; পরিবর্ত্তনযোগ্য। পরি—বৃৎ+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বর্ত্তন।

পরিবর্ত্ত(র্ত)মান—যাহা বদলাইতেছে এমন। পরি—বৃত্‌+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —বর্ত্তন।

পরিবর্ত্তি(র্তি)ত—যাহা বদল করা হইয়াছে এরূপ; রূপান্তরিত; অবস্থান্তরপ্রাপিত। পরি—বৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বর্ত্তন।

পরিবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্‌), -বর্তী—পরিবর্ত্তনশীল; (পদার্থবিদ্যা) দ্বিমুখবাহী, যাহা পরস্পর বিপরীত দুই দিকের সমক্ষণ ধরিয়া চলে এমন ('—তড়িতপ্রবাহ') [alternating]. পরি—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বর্ত্তিনী।

পরিবর্দ্ধ(র্ধ)ক—যে বা যাহা বাড়াইয়া দেয় এমন, প্রবৃদ্ধিকারক; পালক। পরি—বৃধ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বর্দ্ধিকা। বি, —বর্দ্ধন।

পরিবর্দ্ধ(র্ধ)ন—বাড়ান; সম্যগ্‌ পুষ্টিবিধান। পরি—বৃধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —বর্দ্ধক, —বর্দ্ধিত।

পরিবর্দ্ধি(র্ধি)ত—যাহা বাড়ান হইয়াছে এরূপ। পরি—বৃধ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বর্দ্ধন।

পরিবসথ—গ্রাম। পরি—বস্‌+অথচ্‌ অথবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

পরিবহ—সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ। পরি—বহ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরিবহন—১। ধারণ, গ্রহণ, বহন; (পদার্থবিদ্যা) কোন সঞ্চালক পদার্থের ভিতর দিয়া তাপ বিদ্যুৎ ইত্যাদি সঙ্কলন, সঞ্চালন (conduction). পরি—বহ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। বহনকারী; যানবাহন ('রাষ্ট্রীয়—') [transport]. পরি—বহ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

পরি(রী)বাদ—১। নিন্দা, অপবাদ, কুৎসা। পরি (দোষকীর্ত্তন)—বদ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। বীণার অঙ্গবিশেষ। পরি (সম্পূর্ণরূপে)—বদ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

পরিবাদক—নিন্দক, অপবাদকারী। পরি—বদ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিকা।

পরিবাদিনী—১। নিন্দাকারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বীণা। পরি (সম্যগ্‌-রূপে)—বদ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিবাদী (-বাদিন্‌)—নিন্দাকারী, অপবাদী। পরি—বদ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী।

পরি(রী)বাপ—১। নেড়া করা, মুণ্ডন। পরি—বপ্‌+ণিচ্‌ (মুণ্ডন করা)+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। বপন। পরি—বপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ৩। কৃত্রিম ক্ষুদ্র জলাশয় বা জলাধার, পরিচ্ছেদ। পরি—বপ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

পরিবাপিত—যাহাকে নেড়া করা হইয়াছে এমন, মুণ্ডিত। পরি—বপ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বাপন।

পরি(রী)বার—১। পরিজন; পোষ্য; আকার; পরিচ্ছদ; খড়্গের খাপ। পরি—বৃ (আবরণ করা)+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং। ২। পত্নী। বাং প্র। বি; স্ত্রী। [মনুষ্য ভিন্ন বুঝাইলে 'পরীবার']।

পরি(রী)বাহ—১। জলপ্রবাহ, জলোচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন। পরি (সম্যগ্‌রূপে)—বহ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। মোহানা; জলনির্গমপ্রণালী। পরি—বহ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। ৩। রাজোপহারযোগ্য বস্তু। পরি—বহ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

পরিবাহক, পরিবাহী (-হিন্‌)—যাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ এবং তাপ সঞ্চালিত হইতে পারে এমন (conductor). পরি—বহ্‌+ণিচ্‌+ণক, ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাহিকা, —বাহিনী (ণী)। বি, —কতা, —হিতা।

পরিবাহ-ক্ষেত্র—(ভূগোল) নদীর অববাহিকা, নদী-পর্য্যঙ্ক (basin). পরিবাহের ক্ষেত্র, ৬তৎ। বি; ক্লীব।

পরিবাহন—তাপ বিদ্যুৎ প্রভৃতির এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে সঞ্চালন (conduction). পরি—বহ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —বাহিত, —বাহী (-হিন্‌)।

পরিবাহিতা—(পদার্থবিদ্যা) পরিবহনের ক্ষমতা; যে বস্তুর মধ্য দিয়া তাপ বিদ্যুৎ ইত্যাদি চলে তাহার ধর্ম্ম (conductivity). পরিবাহিন্‌+তা ভাবে। বি। বিণ, —বাহী।

পরিবিত্ত—অগ্রে বিবাহিত কনিষ্ঠের অবিবাহিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা। পরি—বিদ্‌+ক্তিচ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

পরিবিন্ন—যে কনিষ্ঠের প্রথমে বিবাহসংস্কার হইয়াছে তাহার অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পরি—বিদ্‌ (লাভ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

পরিবীক্ষণ—বিশেষ যত্নের সহিত দেখা, অভিনিবেশপূর্ব্বক অবলোকন। পরি—বি—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিবীত, পরিবৃত—ঘেরা, বেষ্টিত; আচ্ছাদিত। পরি—বী, বৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিবৃতি—বেরণ, বেষ্টন; আচ্ছাদন; পরিধি; পরিবেশ। পরি—বৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, –বৃত।

পরিবৃত্ত—(জ্যামিতি) ত্রিভুজাদি বেষ্টন করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয় তাহা (circum-circle). পরিগত বৃত্ত, প্রাদি। বি; ক্লীব।

পরিবৃত্তি—বদল, পরিবর্ত্তন; অলঙ্কারবিশেষ। পরি—বৃত্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

পরিবেত্তা (-বেতৃ)—জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে তৎপূর্ব্বে বিবাহকর্ত্তা কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরি—বিদ্‌+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরিবেদন—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ; ক্লেশ, যন্ত্রণা; বিচার; লাভ; বিদ্যমানতা; জ্ঞান। পরি—বিদ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিবেদনা—বুদ্ধি; বিবেচনা; নিদারুণ ব্যথা, দরদ। পরি—বিদ্‌+ণিচ্‌+অন ভাববা +আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিবেদিনী—পরিবেত্তার স্ত্রী। পরি—বিদ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিবেশ, -বেষ—১। চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল; বেষ্টন, পরিধি। পরি (সর্ব্বতোভাবে)—বিশ্‌, বিষ্‌ (ব্যাপা)+ঘঞ্‌ করণবা। ২। পরিবেষণ। পরি—বিশ্‌, বিষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

পরিবেষক—যে প্রতি লোকের পাতে পাতে ভাত তরকারী বা অন্য খাবার দিয়া যায়, আহারকালে প্রয়োজনমত খাদ্য-সরবরাহকারী; বিভাগকারী, বণ্টনকারী; পরিবেষণকারী। পরি—বিষ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,–বেষিকা।

পরিবেষণ—পাতে পাতে খাওয়ার জিনিস দেওয়া, ভক্ষ্য বস্তুর বিভাগপূর্ব্বক অর্পণ; বেষ্টন। পরি—বিষ্‌ (বর্ষণ করা, ব্যাপা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,–বেষিত।

পরিবেষ্ট—বিদ্যুৎ প্রভৃতির চক্রাকারে ভ্রমণ (circuit). পরি—বেষ্ট্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

পরিবেষ্টন—চারিদিকে ঘেরা, বেষ্টন করা; প্রদক্ষিণ করণ। পরি—বেষ্ট্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,–বেষ্টিত।

পরিবেষ্টা (-বেষ্টৃ)—পরিবেষণকারী; বিতরণকারী। পরি—বিষ্‌ (বর্ষণ বা ব্যাপ্ত করা)+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,–বেষ্ট্রী।

পরিবেষ্টিত—চারিদিকে বেষ্টিত, পরিবৃত, যাহাকে প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে এরূপ। পরি (চতুর্দ্দিকে)—বেষ্ট্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিব্যয়—মোট খরচ। পরি—ব্যয়্‌+ণিচ্‌ +অচ্‌ ভাববা। বি; পুং

পরিব্যাপ্ত—বিশেষরূপে বিক্ষিপ্ত। পরি—বি—আপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,–ব্যাপ্তি।

পরিব্যাসার্দ্ধ(র্ধ)—পরিবৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ (circum-radius). পরিগত ব্যাসার্দ্ধ, প্রাদি। বি; পুং।

পরিব্রজ্যা—সন্ন্যাসধর্ম্ম, তপস্যার্থ গৃহত্যাগ-পূর্ব্বক একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন। পরি—ব্রজ্‌+ক্যপ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিব্রাজক—পর্য্যটক, ভ্রমণকারী; ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী। পরি—ব্রজ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,–ব্রাজিকা।

পরিব্রাজিকা—দেশভ্রমণকারিণী; ভিক্ষুকী। পরি—ব্রজ্‌+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিব্রাট্‌ (-ব্রাজ্‌)—পরিব্রাজক। পরি—ব্রজ্‌+কিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরিভব—হার, পরাজয়, পরাভব; অবজ্ঞা; তিরস্কার। পরি—ভূ+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,–ভূত।

পরিভাব—হার, পরিভব, পরাজয়। পরিগত ভাব, প্রাদি। বি; পুং।

পরিভাবী (-ভাবিন্)—পরাজয়কারী; অতিক্রমকারী; তিরস্কারী; অবজ্ঞাকারী। পরি—ভূ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,–ভাবিনী, –নী।

পরিভাষণ—নিন্দাপূর্ব্বক তিরস্কার; নিন্দা-বাক্য; আলাপ, কথোপকথন; নিয়ম; লক্ষণ। পরি—ভাষ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,–ভাষিত।

পরিভাষা—বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত শব্দ; গ্রন্থের সংক্ষেপার্থ সঙ্কেতবিশেষ, সংজ্ঞাবিশেষ; পদার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের পরিষ্কৃত ভাষণ; যুক্তিযুক্ত বাক্য। পরি (সুব্যক্তরূপে)—ভাষ্‌+অ করণবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিভাষিত—পরিভাষাদ্বারা স্থিরীকৃত; কথিত (defined). পরি—ভাষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিভুক্ত—যাহা ভোগ করা গিয়াছে এরূপ, উপভুক্ত। পরি—ভুজ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,–ভোগ।

পরিভূত—তিরস্কৃত; অভিভূত; অনাদৃত, অবজ্ঞাত। পরি—ভূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,–ভব।

পরিভোগ—সম্ভোগ; ভোগদখল। পরি—ভুজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,–ভুক্ত।

পরিভ্রম, -ভ্রমণ—চারিদিকে ভ্রমণ, পর্য্যটন। পরি—ভ্রম্‌+ঘঞ্‌, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

পরিভ্রষ্ট—চ্যুত, পতিত; নষ্ট। পরি—ভ্রন্‌শ্‌ +ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

পরিমণ্ডল—গোল, বর্ত্তুলাকৃতি। পরি মণ্ডল (গোলাকার), প্রাদি। বিণ।

পরিমণ্ডিত—বিশেষরূপে ভূষিত। পরি—মন্‌ড্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিমল—কুঙ্কুম ও চন্দনাদির মর্দ্দনজনিত সুগন্ধ; সুরভিমালা; ফুলের গন্ধ; গন্ধাদি-ধারণে উৎপন্ন মনোহর গন্ধ; সর্ব্বতোভাবে সম্বন্ধ; পণ্ডিতসমূহ, সজ্জনসমবায়। পরি—মল্‌ +অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পরিমাণ—১। মাপ; ওজন; সংখ্যাকরণ। পরি—মা+অনট্ ভাববা। ২। বস্তুর দৈর্ঘ্যতা ইত্যাদি। পরি—মা+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

পরিমাণফল—সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থান বা দ্রব্যাদির কম-বেশী বুঝাইবার সংখ্যা; ক্ষেত্র-ফল, কালি (area); মাপের ফল। পরিমাণের ফল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পরিমাণাত্মক—পরিমাণ-বিষয়ক, পরিমাণ-যুক্ত। পরিমাণ আত্মা যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,–ত্মিকা।

প রি মা প—মাপা; পরিমাণনির্দ্ধারণ; জরিপ, জমির মাপজোক (survey). পরি—মা+ণিচ্‌+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং।

পরিমাপক—পরিমাণ-নির্দ্ধারক, আমিন, যে জরিপ করে (surveyor). পরি—মা+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –পিকা।

পরিমার্জ্জ(র্জ)ন—ভাল করিয়া মাজা; উত্তমরূপে ঘর্ষণ। পরি—মৃজ্‌+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,–মার্জ্জিত।

পরিমার্জ্জি(র্জি)ত—যাহা ভাল করিয়া মাজা হইয়াছে এরূপ; বিশুদ্ধ; শিক্ষা সংসর্গ প্রভৃতি দ্বারা উন্নীত। পরি—মৃজ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –মার্জ্জন।

পরিমিত—যাহা মাপা হইয়াছে এমন, যথাযোগ্য-পরিমাণযুক্ত, অল্প; পরিমাণমত। পরি—মা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,–মিতি।

পরিমিতি—১। পরিমাণ। পরি—মা+ক্তি ভাববা। ২। ভূম্যাদির পরিমাণসম্বন্ধীয় শাস্ত্র। পরি—মা+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী। বিণ,–মিত।

পরিমুক্ত—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত; সম্যগ্‌-রূপে মুক্তিপ্রাপ্ত। পরি—মুচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ম্ম-কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,–মুক্তি।

পরিমৃষ্ট—প রি মা র্জ্জি ত; আলিঙ্গিত; বিস্তারিত। পরি—মৃষ্‌ (ঘর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিমেয়—পরিমাণের যোগ্য; যাহা অসীম নহে এমন, সসীম (finite). পরি—মা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,–মাণ।

পরিমেল-নিয়মাবলী—স ভা স মি তি র আইন-কানুন (articles of association). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পরিমোক্ষ—পরিত্রাণ; মোচন; নির্ব্বাণ, মোক্ষ; ভঙ্গ; মলত্যাগ। পরি—মোক্ষ্‌ (মুক্ত হওয়া)+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

পরিম্লান—অতিশয় মলিন; শুষ্ক; বিশুষ্ক। পরি—ম্লৈ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

পরিযঙ্ক—খাট। 'পর্য্যঙ্ক'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পরিযন্ত—পর্য্যন্ত, সীমা; পরিণাম, অবসান।

পরিযান—দেশান্তরে গমন ও অবস্থিতি, প্রবাস-গমন (migration). পরি—যা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—যাত, —যায়ী (-য়িন্)।

পরিরক্ষণ—রক্ষা; উদ্ধার; অপেক্ষা। পরি—রক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —রক্ষিত।

পরিরক্ষিত—বিশেষরূপে রক্ষিত। পরি—রক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রক্ষণ।

পরিরব্ধ—যাহা জড়াইয়া ধরা হইয়াছে এমন, আলিঙ্গিত। পরি—রভ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রম্ভ, —রম্ভন।

পরি(রী)রম্ভ, -রম্ভণ—আলিঙ্গন; রমণ। পরি—রভ্ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

পরিরিপ্সু—কোলাকুলি করিতে ইচ্ছুক, আলিঙ্গনেচ্ছু, রমণেচ্ছু। পরি—রভ্ (আলিঙ্গন করা)+সন্ (ইচ্ছার্থে)+উ কর্তৃবা। বিণ।

পরিলিখন—নক্সা; খসড়া। পরি—লিখ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—লিখিত।

পরিলিখিত—(জ্যামিতি) চতুর্দ্দিকে অঙ্কিত (circumscribed). পরি—লিখ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিলেখ—খসড়া; নক্সা (outline). পরি—লিখ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

পরিলেখন—যজ্ঞস্থানে চতুর্দ্দিকে রেখাদি-করণ। পরি (চতুর্দ্দিকে)—লিখ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—লিখিত।

পরিশিষ্ট—১। অবশিষ্ট; শেষ অংশে সংযোজিত। বিণ। বি,—শেষ। ২। গ্রন্থ-সমাপ্তির পর যে অবশিষ্ট ভাগ তাহাতে সংযুক্ত করা যায় তাহা, গ্রন্থশেষের পর সংযুক্ত অংশ। পরি—শিষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

পরিশীলন—চর্চ্চা, অনুশীলন; অবগাহন; আলিঙ্গন। পরি—শীল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—লিত।

পরিশুদ্ধ—সংশোধিত; পরিষ্কৃত; নিশ্চিত। পরি—শুধ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—শুদ্ধি।

পরিশুদ্ধি—সংশোধন; পরিষ্কার; নিশ্চয়। পরি—শুধ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—শুদ্ধ।

পরিশুষ্ক—অত্যন্ত শুক্না, নীরস। পরি—শুষ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

পরিশেষ—১। অবশেষ, অবসান, উপসংহার। পরি—শিষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—শিষ্ট। ২। অবশিষ্ট। পরি—শিষ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ।

পরিশোধ—ধার শোধা, ঋণশোধ, ঋণাপনয়ন; সর্ব্বতোভাবে সংশোধন, শুদ্ধ করা। পরি—শুধ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

পরিশোধ্য—পরিশোধের যোগ্য, যাহা পরিশোধ করা উচিত এরূপ ('—ঋণ')। পরি—শুধ্+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—শোধ।

পরিশোষ—শুষ্কতা, নীরসতা। পরি—শুষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

পরিশ্রম—খাটুনি, মেহনত; কর্ম্ম করিতে করিতে শ্রান্তি; আয়াস, ক্লেশ। পরি—শ্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—শ্রমী (-মিন্), —শ্রান্ত।

পরিশ্রমী (-শ্রমিন্)—যে খুব খাটিতে পারে এরূপ, পরিশ্রমকারী। পরিশ্রম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—শ্রমিণী। বি,—শ্রম।

পরিশ্রান্ত—শ্রান্তিযুক্ত, ক্লান্ত। পরি—শ্রম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—শ্রান্তি,—শ্রম।

পরিশ্লেষ—কোলাকুলি, আলিঙ্গন। পরি—শ্লিষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—শ্লিষ্ট।

পরিষৎ (-ষদ্)—সভা, সমাজ, বহুজন-সমাগম-স্থান; ব্যবস্থাপক সভা (council). পরি—সদ্+ক্বিপ্ অধিবা। বি; স্ত্রী।

পরিষৎপাল—ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি (Chairman of Legislative Council). পরিষদ্—পা+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

পরিষদ—পার্শ্বচর, অনুচর। পরি—সদ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

পরিষেক—ভিজান, সিক্তকরণ; অবগাহন। পরি—সিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ষিক্ত।

পরিষেবক—রোগীর শুশ্রূষাকারী (nurse). পরি—সেব্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—ষেবিকা।

পরিষেবা—রোগীর শুশ্রূষাদি কার্য্য (nursing). পরি—সেব্+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ,—ষেবিত।

পরিষ্করণ—সাফ্ করা, বিশোধন, বিশুদ্ধকরণ। পরি—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিষ্কর্ত্তা (-র্তৃ), **-স্কর্ত্তা**—পরিষ্কারকারী; সংশোধনকারী; সংস্কর্তা। পরি—কৃ+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ।

পরিষ্কার—১। সাফ্কারী, নির্ম্মলীকরণ; স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা; শোধন; ভূষণ, সজ্জা, শোভা; সজ্জিতকরণ। পরি—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ষ্কৃত। ২। সাফ্, সাফাই, পরিষ্কৃত, নির্ম্মল; স্পষ্ট; সরল; বাধাহীন; সুস্থ; উদার; স্বচ্ছ; স্বাভাবিক; মধুর; সুন্দর; বিচারক্ষম। বাং প্র। বিণ।

পরিষ্কারক—পরিষ্কারকারী। পরি—কৃ+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

পরিষ্কৃত—নির্ম্মল, স্বচ্ছ; শোধিত; শোভিত, ভূষিত; সংস্কৃত, মার্জ্জিত; বেষ্টিত। পরি—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ষ্কার।

পরিষ্বঙ্গ—আলিঙ্গন। পরি—স্বন্জ্ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

পরিসঙ্খ্যা (ংখ্যা)—পরিগণনা; বাক্যালঙ্কারবিশেষ [প্রশ্নপূর্ব্বকই হউক বা অপ্রশ্নপূর্ব্বকই হউক, কথিত বস্তু যদি তাদৃশ নিষেধক বা ব্যবচ্ছেদক হয়, তবে তাহাকে পরিসঙ্খ্যা বলে]। পরি—সম্—খ্যা+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিসঙ্খ্যা(ংখ্যা)ন—গণনা, সংখ্যা-নির্ণয়করণ; কোন বিষয় সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যসমূহ (statistics). পরি—সম্—খ্যা+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

পরিসমাপ্তি—শেষ; সম্পূর্ণতা। পরি—সম্—আপ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, —সমাপ্ত।

পরিসম্পদ্—সঞ্চিত সম্পত্তি (assets). পরি (সম্পূর্ণ) সম্পৎ, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

পরিসর—১। বিস্তার; বিধি। পরি—সৃ+অপ্ ভাববা। ২। প্রদেশ; পর্য্যন্ত ভূমি; নদী নগর পর্ব্বতাদির নিকটবর্ত্তী ভূমি। পরি—সৃ+অপ্ অধিবা। বি; পুং।

পরিসরণ—হার, পরাভব; মৃত্যু। পরি—সৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

পরিসর্য্যা(র্যা)—চারিদিকে গমন, সর্ব্বত্র ভ্রমণ। পরি—সৃ+শ ভাববা+আপ্ (য-আগম)। বি; স্ত্রী।

পরিসারক—চতুর্দ্দিকে গমনশীল। পরি—সৃ+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সারিকা।

পরিসীমা (-সীমন্), **-সীমা**—ইয়ত্তা, সীমা; (জ্যামিতি) সমতলক্ষেত্রে বাহুগুলির সমষ্টি (perimeter); পর্য্যন্ত। পরি—সি+মনিন্ কর্ম্মবা, পক্ষে+ডাপ্। বি; স্ত্রী।

পরিস্থিতি—অবস্থা; অবস্থান। পরি—স্থা+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী [ব্যাকরণ-মতে 'পরিষ্ঠিতি' পদ হয়]।

পরিস্পন্দ, -স্পন্দন—১। কম্পন, নড়া-চড়া। পরি—স্পন্দ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। ২। পরিজন। পরি—স্পন্দ্+অচ্, অন কর্তৃবা। ৩। পত্রাবলী-রচনা, শরীরে তিলকাদি-রচনা। পরি—স্পন্দ্+ঘঞ্, অনট্ কর্ম্মবা। বি; পুং, ক্লীব।

পরিস্ফুট—বিকসিত; প্রকাশিত; স্পষ্ট। পরি—স্ফুট্+ক কর্তৃবা। বিণ।

পরিস্ফুরণ—বিকাশ; উচ্ছ্বাস। পরি—স্ফুর্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —স্ফুরিত।

পরিস্রব—সন্তানপ্রসবের পর জলের থলির

মত যাহা বাহির হয়, ফুল (placenta). পরি—স্রু + অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

পরিস্রাব—ক্ষারজলের সহিত আলোড়িত করিয়া বস্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া ; চোয়ান। পরি—স্রু + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

পরিস্রাবণ, -স্রুতি—(রসায়ন) চোয়ান, ক্ষরিত 'করান (filtration). পরি—স্রু + ণিচ্ + অনট্, পরি—স্রু (অন্তর্ভূতণ্যর্থ) + ক্তি ভাববা। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ, –স্রুত।

পরিস্রুত—যাহা কোন কিছু হইতে চুয়াইয়া পড়িয়াছে এমন, ক্ষরিত (filtered, distilled). পরি—স্রু + ক্ত কর্তৃবা (বা অন্তর্ভূতণ্যর্থ ধরিয়া কর্ম্মবা)। বিণ। বি, –স্রুতি।

পরিস্রুতা—১। মদ্য, মদিরা। বি ; স্ত্রী। ২। ক্ষরিতা। পরি—স্রু + ক্ত কর্তৃবা + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পরিস্রুতি—'পরিস্রাবণ' দ্রঃ।

পরিহরণ—ক্ষীণতা ; হানি ; বর্জ্জন, ত্যাগ। পরি—হৃ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

পরিহরণীয়, -হর্ত্ত(র্ত)ব্য—ত্যাগকরণের যোগ্য, পরিহার্য্য ; যাহা বাদ দিতে হইবে। পরি—হৃ + অনীয়, তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

পরিহরা—ত্যাগ করা ; ক্ষমা করা। কবিপ্র। ক্রি। [**পরিহর**—ক্ষমা কর। **পরিহরি**—ত্যাগ করিয়া ইত্যাদি।]

পরিহর্ত্ত(র্ত)ব্য—'পরিহরণীয়' দ্রঃ।

পরিহসনীয়—যাহা লইয়া তামাসা করা যায় এমন, পরিহাসযোগ্য। পরি—হস্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। [অস-ক্রি।

পরিহসি—পরিধান করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

পরিহানি—ক্ষীণতা ; হানি। পরি—হা + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

পরি(রী)হার—অসম্মান, অবজ্ঞা, অনাদর ; পরিত্যাগ, এড়ান ; মোচন, ছাড়িয়া দেওয়া ; দোষাপনয়ন ; উপেক্ষা। পরি—হৃ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ, –হার্য্য, –হৃত।

পরিহার্য্য(র্য)—ত্যাগ করিবার মত, পরিত্যাজ্য। পরি—হৃ + ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

পরি(রী)হাস—ঠাট্টা, তামাসা, কৌতুক। পরি—হস্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ, –হসনীয়, –হসিত।

পরিহিত—যাহা পরিধান করা হইয়াছে এরূপ ; আচ্ছাদিত, আমুক্ত। পরি—ধা + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –ধান।

পরিহীন—হ্রাসপ্রাপ্ত, ক্ষীণ ; পরিত্যক্ত ; বঞ্চিত। পরি—হা + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পরিহৃত—যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, পরিত্যক্ত ; বিমুক্ত। পরি—হৃ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –হার।

পরিহোয়ত—পরিত্যাগ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পরী—পক্ষযুক্ত অতি সুন্দর কল্পিত নারী-বিশেষ, দেবযোনিবিশেষ ; পরমা সুন্দরী নারী। ফার্সী। বি। **পরীর দেশ, রাজ্য**—যেখানে পরীরা বাস করে বলিয়া কল্পনা করা হয় এরূপ দেশ বা রাজ্য। **ডানাকাটা পরী**—পরমা সুন্দরী নারী (পরীর ডানা থাকে বলিয়া সুন্দরী নারীকে পরীর সহিত তুলনা করিতে গিয়া এইরূপ বলা হয় ; সাধারণতঃ বিদ্রূপ অর্থেই ইহা অধিক ব্যবহৃত)।

পরীক্ষক—পরীক্ষাকারক ; দোষগুণ-বিচারক। পরি (সম্যক্, সামীপ্য)—ঈক্ষ্ + ণক কর্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –ক্ষিকা।

পরীক্ষণ, পরীক্ষা—দোষগুণ-বিবেচনা ; তর্ক-প্রমাণাদির দ্বারা তত্ত্বাবধারণ ; দোষ-গুণানুসন্ধান। পরি—ঈক্ষ্ + অনট্ ভাববা ; পরি—ঈক্ষ্ + অ ভাববা + আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ, –ক্ষণীয়, –ক্ষিত।

পরীক্ষণীয়—পরীক্ষা করিবার মত, যাহা পরীক্ষা করা উচিত এরূপ। পরি—ঈক্ষ্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি, –ক্ষণ, –ক্ষা।

পরীক্ষা—'পরীক্ষণ' দ্রঃ।

পরীক্ষাগার—যে গৃহে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পরীক্ষাধীন—বিচার্য্য ; যাহার এখনও পরীক্ষা হইতেছে এমন। পরীক্ষার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পরীক্ষামন্দির—পরীক্ষার স্থান বা গৃহ (laboratory). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পরীক্ষামূলক—যাহার উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা করিয়া দেখা এমন। পরীক্ষা মূলে যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ।

পরীক্ষার্থী (-র্থিন্)—পরীক্ষাপ্রদানে ইচ্ছুক। উপতৎ ; পরীক্ষা—অর্থ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –র্থিনী।

পরীক্ষালয়—পরীক্ষার গৃহ, পরীক্ষা-মন্দির। পরীক্ষার আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পরীক্ষিৎ—অর্জ্জুনপৌত্র, অভিমন্যুর পুত্র। পরি—ক্ষি + কিপ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

পরীক্ষিত—যাহার পরীক্ষা হইয়াছে এরূপ, যাহার দোষগুণ বিবেচিত হইয়াছে এরূপ। পরি—ঈক্ষ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –ক্ষণ, –ক্ষা।

পরীক্ষোত্তীর্ণ—যে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে এরূপ, যে পরীক্ষা পাশ করিয়াছে এরূপ। পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, ৭মীতৎ। বিণ।

পরীখত—পরীক্ষিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পরীত—চারিদিকে ঘেরা, পরিবৃত, পরিবেষ্টিত ; যুক্ত ; পরিগণিত। পরি—ই + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [প্রাদে। বি।

পরুয়া, প'রো—মূত্রাশয় ; থলি।

পরুষ—১। কর্কশ ; কঠিন ; নিষ্ঠুর ; উদ্ধত ; নানাবর্ণ। পৄ + উষন্ কর্তৃবা। বিণ। ২। কার্কশ্য, কাঠিন্য ; নিষ্ঠুরবাক্য। বি ; ক্লীব।

পরুষকণ্ঠ—কর্কশভাষী, যাহার কণ্ঠস্বর রুক্ষ এরূপ। পরুষ কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –কণ্ঠা, –কণ্ঠী।

পরে—তারপর, অনন্তর ; পশ্চাতে। বাং প্র। অব্য। **পরে পরে**—একের পর এক ; ক্রমান্বয়ে ; একে একে ; লোকপরম্পরাক্রমে।

'পরে—উপরে। 'উপরে'-শব্দজ। অব্য।

পরেটা—পরটা (তাহা দ্রঃ)।

পরেশ—১। ভগবান্। পর (শ্রেষ্ঠ) ঈশ, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। স্পর্শমণি ; স্পর্শ। প্রাদে। বি।

পরেশনাথ—'পার্শ্বনাথ' দ্রঃ। [বিণ।

পরেশান—বিপদ্গ্রস্ত ; বিহ্বল। ফার্সী।

পরোক্ষ—১। অসাক্ষাৎ, অপ্রত্যক্ষ। অব্য। ২। অপ্রত্যক্ষ ('—বিষয়')। অক্ষির পর এই বাক্যে অব্যয়ী ; পরোক্ষ + অচ্ আছে অর্থে। বিণ। **পরোক্ষ জ্ঞান**—যে জ্ঞান চক্ষুকর্ণাদির সাহায্যে অর্জ্জিত হয় নাই তাহা, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান (indirect knowledge). **পরোক্ষ প্রমাণ**—যে প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া না গেলেও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী হইতে সংগৃহীত হয় তাহা (circumstancial evidence).

পরোখ—পরীক্ষা। 'পরীক্ষা'-শব্দজ। বি।

পরোটা—'পরটা' দ্রঃ।

পরোঢ়া—অন্য কর্তৃক বিবাহিতা রমণী। পর কর্তৃক ঊঢ়া, ৩য়াতৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পরোৎকর্ষ—শ্রেষ্ঠতা, চরম পরিণতি (perfection). পরা উৎকর্ষ, প্রাদিতৎ। বি ; পুং।

পরোপকার—পরের হিতসাধন, অন্যের মঙ্গল-সম্পাদন। পরের উপকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পরোপকারক—অন্যের হিতসাধক, পরের মঙ্গলবিধায়ক। পরের উপকারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –কারিকা।

পরোপকারী (-কারিন্)—অন্যের হিতকারী, পরের কল্যাণকারক। পরের উপকারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –কারিণী। বি, –রিতা।

পরোপজীবী (-জীবিন্)—যে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে এরূপ, পরের গলগ্রহ। উপতৎ ; পর—উপ—জীব্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –জীবিনী।

পরোপজীব্য—পরের গলগ্রহ, পরোপজীবী। পর উপজীব্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পরোয়া—চিন্তা ; ভয়। ফার্সী। বি। **কুছ পরোয়া নেই**—কোন ভয় নাই।

পরোয়ানা—আজ্ঞাপত্র, হুকুমনামা। ফার্সী

'পরবানা'-শব্দজ। বি। **পরোয়ানা জারি করা**—পরোয়ানায় লিখিত বিষয় জানাইয়া দেওয়া; পরোয়ানায় লিখিত নির্দ্দেশ অনুসারে ধরপাকড় করা।

পরোল—তরুই লতা এবং তাহার ফল। 'পটোলিকা'-শব্দজ। বি।

পরোশা—পরিবেষণ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পর্কটি, পর্কটী (-টিন্)—পাকুড় গাছ, প্লক্ষতরু। পৃচ্ (স্পর্শ করা) + অটি কর্ত্তৃবা; পৃচ্ + অটিন্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী, পুং।

পর্জ্জ(র্জ)ন্য—ইন্দ্র; শব্দকারী মেঘ। পৃষ্ (জলসেক করা) + অন্য কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

পর্টুগীজ, পর্ত্তু(র্তু)গীজ—ইউরোপের অন্তর্গত পর্টুগাল (পর্ত্তুগাল)-দেশীয় বা সেই দেশের অধিবাসী। ইং Portuguese. বি বা বিণ।

পর্ণ—১। পাতা, পত্র; পাণ, তাম্বূল; পক্ষ। বি; ক্লীব। ২। পলাশগাছ। পর্ণ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পর্ণকার—পাণবিক্রেতা, বারুই। উপতৎ; পর্ণ—কৃ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পর্ণকুটি, -টী—পাতার কুঁড়ে, পত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ। পর্ণনির্ম্মিতা কুটি, কুটী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পর্ণকুটীর—পর্ণকুটী। পর্ণনির্ম্মিত কুটীর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

পর্ণকুটীরবাসী (-বাসিন্)—যে পাতার কুঁড়েঘরে বাস করে এরূপ, অতিদরিদ্র। উপতৎ; পর্ণকুটীর—বস্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -বাসিনী।

পর্ণখণ্ড—পানের টুকরা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পর্ণনর—পাতার দ্বারা তৈরি পুতুল, কুশ-পুত্তলিকা [কোন মনুষ্যের মৃতদেহ না পাইলে তদীয় আত্মীয়স্বজন পত্রদ্বারা তাহার এক প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করে এবং তাহা দাহ করিয়া মৃতের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে; ইহাকে পর্ণনর বলে]। পর্ণনির্ম্মিত নর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পর্ণবীটিকা—পানের বীড়া; পানের খিলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পর্ণভোজন—১। পত্রভক্ষণকারী। পর্ণ ভোজন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পত্রভক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পর্ণময়—পাতায় তৈয়ারী, পত্রনির্ম্মিত। পর্ণ + ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

পর্ণমৃগ—বানর, বৃক্ষমর্কট। পর্ণবিহারী মৃগ (পশু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পর্ণমোচী (-মোচিন্)—পত্রত্যাগী; (উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) যাহার পাতা শীতকালে ঝরিয়া পড়ে এমন ('—বৃক্ষ') [deciduous]. উপতৎ; পর্ণ—মুচ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -মোচিনী।

পর্ণলতা—পানগাছ, তাম্বূলীলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। [বি; স্ত্রী।

পর্ণশয্যা—পাতার তৈরি বিছানা, পত্ররচিত শয্যা। পর্ণরচিতা শয্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পর্ণশালা—পাতার ঘর। পর্ণাচ্ছাদিতা বা পর্ণনির্ম্মিতা শালা (গৃহ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পর্ণাশন—১। পাতা খাওয়া, পত্রভক্ষণ। পর্ণের অশন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। পত্র-ভোজী। পর্ণ অশন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পর্ণী (পর্ণিন্)—১। বৃক্ষ। পর্ণ + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। পত্রযুক্ত। বিণ। স্ত্রী—পর্ণিনী।

পর্ণোটজ—পাতার ঘর, পর্ণশালা। পর্ণ-নির্ম্মিত উটজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

পর্দ্দ(র্দ)ন—বাতকর্ম্ম, অধোবায়ু-নিঃসরণ। পর্দ্দ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

পর্দ্দা(র্দা)—যবনিকা; বেড়া, ব্যবধান; চর্ম্মের নিম্নস্থ মাংস প্রভৃতির অথবা চক্ষুর আবরক ঝিল্লী; (লক্ষ্যার্থে) লজ্জা। ফার্সী। বি।

পর্দ্দা(র্দা)নশি(শী)ন—পরদানশিন (তাহা দ্রঃ)।

পর্পট—ক্ষেতপাপড়া গাছ; মিষ্টান্নবিশেষ, পাপর। পর্প্—অট্ + অচ্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

পর্পটী—আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধবিশেষ; এক-প্রকার পিঠা। পর্প + অটন্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পর্ব্ব(র্ব) (পর্ব্বন্)—গাঁইট, গ্রন্থি; (উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ব) কাণ্ডের গ্রন্থি বা জোড়ামুখ (node); দুই পর্ব্বসন্ধির মধ্যবর্ত্তী স্থান (inter-node); পাব; সন্ধি; দর্শ ও প্রতিপদের সন্ধি; ভঙ্গী; অষ্টমী চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা অমাবস্যা তিথি ও সংক্রান্তি—এই পাঁচ; বিষুবসংক্রান্তি প্রভৃতি কালবিশেষ; উৎসব, পরব; অধ্যায়; প্রস্তাব; সূক্ষ্মকাল, ক্ষণ; লক্ষণান্তর। পৄ + বনিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

পর্ব্ব(র্ব)ত—পাহাড়, গিরি। পর্ব্ব্ + অতচ্ কর্ত্তৃবা; অথবা, পর্ব্বন্ + তপ্ আছে অর্থে। বি; পুং। বিণ—পর্ব্বতীয়, পার্ব্বত, পার্ব্বত্য।

পর্ব্ব(র্ব)তকন্দর—পাহাড়ের গুহা, গিরি-গহ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

পর্ব্ব(র্ব)তচারী (-চারিন্)—পর্ব্বতে ভ্রমণ-কারী। উপতৎ; পর্ব্বত—চর্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -চারিণী।

পর্ব্ব(র্ব)তজা—১। নদী; পার্ব্বতী, দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। পর্ব্বত হইতে উৎপন্না, গিরি-সম্ভবা। উপতৎ; পর্ব্বত—জন্ + ড কর্ত্তৃবা + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পর্ব্ব(র্ব)তজাত—পাহাড়িয়া, পর্ব্বতে উৎপন্ন, পার্ব্বত্য। পর্ব্বতে জাত, ৭মীতৎ; বা, পর্ব্বত হইতে জাত, ৫মীতৎ। বিণ।

পর্ব্ব(র্ব)তপতি—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পর্ব্ব(র্ব)তপ্রমাণ—পাহাড়ের মত বিশাল আকৃতি, পর্ব্বতাকৃতি, রাশীকৃত। বহুব্রী। বিণ।

পর্ব্ব(র্ব)তবাসিনী—১। পর্ব্বতের অধি-বাসিনী। পর্ব্বতবাসিন্ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গায়ত্রী; আকাশমাংসী। বি; স্ত্রী।

পর্ব্ব(র্ব)তবাসী (-বাসিন্)—পাহাড়িয়া, যে পর্ব্বতে বাস করে এমন। উপতৎ; পর্ব্বত—বস্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -বাসিনী।

পর্ব্ব(র্ব)তবিদারী (-বিদারিন্)—যাহা পাহাড় ফাটাইয়া দেয় বা বিদীর্ণ করে এরূপ। উপতৎ; পর্ব্বত—বি—দৄ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -বিদারিণী।

পর্ব্ব(র্ব)তবিহারী (-বিহারিন্)—পর্ব্বতে ভ্রমণকারী; পর্ব্বতবাসী। উপতৎ; পর্ব্বত—বি—হৃ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -বিহারিণী।

পর্ব্ব(র্ব)তরাজ—পর্ব্বতাধিপতি হিমালয়। পর্ব্বতমধ্যে রাজা বা পর্ব্বতদিগের রাজা, ৭মী বা ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

পর্ব্ব(র্ব)তশিখর, -শৃঙ্গ—পাহাড়ের চূড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পর্ব্ব(র্ব)তশ্রেণী—পাহাড়ের সারি, গিরি-মালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পর্ব্ব(র্ব)তাকার—অতি বৃহৎ, পর্ব্বতের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। পর্ব্বতের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পর্ব্ব(র্ব)তীয়—পাহাড়িয়া, পর্ব্বতসম্বন্ধীয়; পর্ব্বতবাসী। পর্ব্বত + ঈয় সম্বন্ধার্থে, নিবা-সার্থে। বিণ।

পর্ব্ব(র্ব)সন্ধি—প্রতিপদ ও পঞ্চদশীর মধ্যবর্ত্তী কাল; (উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) তৃণাদির যে সকল স্থান হইতে পাতা বাহির হয় (node). পর্ব্বের সন্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পর্ব্বা(র্বা)স্ফোট—আঙুল মট্‌কান; অঙ্গুলিগ্রন্থির আস্ফোটন। পর্ব্বের আস্ফোট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পর্ব্বা(র্বা)হ—পর্ব্বদিন, উৎসবদিন। পর্ব্বের (উৎসবের) অহ (অহন্—দিবস) (টচ্ সমাসান্ত), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পর্য্য(র্য)ঙ্ক—১। খাট, খট্বা, পালঙ্ক। পরি (সম্যক্‌রূপে)—অন্‌ক্ (গমন করা) + ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। বসিবার একপ্রকার কায়দা, উপবেশনবিশেষ। পরি—অন্‌ক্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। (ভূগোল) নদীর অববাহিকা বা উভয়পার্শ্বস্থ ভূমি—যাহা হইতে

নদীতে জল আসিয়া গড়াইয়া পড়ে (basin). বি।

পর্য্য(র্য)ঙ্কবন্ধ—বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় বন্ধন, ফাঁড়বাঁধা; বীরাসন। পর্য্যঙ্কতুল্য বন্ধ অথবা পর্য্যঙ্কার্থক বন্ধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পর্য্য(র্য)টক—পরিব্রাজক; ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী। পরি—অট্+অচ্ কর্তৃবা+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

পর্য্য(র্য)টন—ইতস্ততঃ ভ্রমণ, পরিভ্রমণ। পরি—অট্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

পর্য্য(র্য)টনশীল—যে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে এরূপ, ভ্রমণকারী। পর্য্যটন শীল (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পর্য্য(র্য)ন্ত—১। অবধি; নাগাইদ্। বাং প্র। অব্য। ২। পার্শ্ব; প্রান্ত; সমীপ, নিকট; সীমা; অবসান। বি; পুং। ৩। শেষ-সীমাপ্রাপ্ত। পরিগত অন্তকে, প্রাদি। বিণ।

পর্য্য(র্য)বসান—শেষ, সমাপন; পরিণতি। পরি—অব—সো+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—সিত।

পর্য্য(র্য)বসিত—নিঃশেষিত; সমাপ্ত; পূর্ব্বাপর সমালোচন দ্বারা অবধারিত; পরিণত, রূপান্তরিত। পরি—অব—সো (ধ্বংস করা)+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সান।

পর্য্য(র্য)বস্থা, পর্য্য(র্য)বস্থান—আটক, অবরোধ; বিরোধ। পরি—অব—স্থা+অঙ্ ভাববা+আপ্; পক্ষে অনট্ ভাববা। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

পর্য্য(র্য)বস্থাতা (-স্থাতৃ)—১। ব্যাঘাতকারক; প্রতিকূল; অবরোধকারক। বিণ। স্ত্রী,—স্থাত্রী। ২। শত্রু। পরি—অব—স্থা+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

পর্য্য(র্য)বস্থান—'পর্য্যবস্থা' দ্রঃ।

পর্য্য(র্য)বস্থিত—যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন এরূপ; বিষ্ণু। পরি—অব—স্থা+ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

পর্য্য(র্য)বেক্ষক—যে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখে, পরীক্ষক; তত্ত্বাবধায়ক; অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণকারী। পরি—অব—ঈক্ষ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বেক্ষিকা।

পর্য্য(র্য)বেক্ষণ—বিশেষভাবে দেখা, নিরীক্ষণ, অভিনিবেশপূর্ব্বক অবলোকন; তত্ত্বাবধান। পরি—অব—ঈক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—বেক্ষিত।

পর্য্য(র্য)বেক্ষণিকা—গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার গৃহ (observatory). পর্য্যবেক্ষণ+কন্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পর্য্য(র্য)বেক্ষিত—যাহা বিশেষভাবে দেখা হইয়াছে এমন, নিরীক্ষিত, অভিনিবেশসহকারে দৃষ্ট। পরি—অব—ঈক্ষ্ (দর্শন করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—বেক্ষণ।

পর্য্য(র্য)য়—বিরোধ, ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য; শাস্ত্র ও লৌকিক-ব্যবহারাতিক্রান্ত আচার। পরি—ই+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

পর্য্য(র্য)সন—দূরীকরণ, অপসারণ; চতুর্দ্দিকে ক্ষেপণ। পরি—অস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—পর্য্যস্ত।

পর্য্য(র্য)স্ত—দূরীকৃত; পতিত; বিক্ষিপ্ত; প্রসারিত; আহত; হত; দূরে নিক্ষিপ্ত; উদ্বর্ত্তিত। পরি—অস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—পর্য্যসন, পর্য্যাস।

পর্য্য(র্য)স্তিকা—বিছানা, শয্যা; খাট, খট্বা; কেদারা। পরি—অস্+ক্তি অধিবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পর্য্যা(র্যা)কুল—ব্যাকুল, কাতর; স্খলিতগতি; ব্যতিব্যস্ত; বিক্ষিপ্ত। পরি—আ—কুল্+ক কর্তৃবা। বিণ।

পর্য্যা(র্যা)ণ—পশুর পৃষ্ঠের আসন, পালান জিন প্রভৃতি। পরি—যা+অনট্ করণবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

পর্য্যা(র্যা)প্ত—১। প্রচুর, যথেষ্ট, পরিমিত; সমর্থ; প্রাপ্ত; সম্পন্ন। পরি—আপ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—পর্য্যাপ্তি। ২। প্রাচুর্য্য; সামর্থ্য; তৃপ্তি; শক্তি। পরি—আপ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

পর্য্যা(র্যা)প্তি—প্রাচুর্য্য; সম্যক্ প্রাপ্তি; প্রাপ্তি; পরিমিতভাব; সামর্থ্য; পরিচ্ছেদ; নিবারণ; পরিত্রাণ; প্রকাশ; (ন্যায়মতে) স্বরূপসম্বন্ধভেদ। পরি—আপ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—পর্য্যাপ্ত।

পর্য্যা(র্যা)বৃত্ত—পর্য্যায়ানুসারে সংঘটিত, যাহার চলার বা দোলনের নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে এমন (যথা—ঘড়ির কাঁটা) [periodic]. পরি—আ—বৃৎ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—বৃত্তি।

পর্য্যা(র্যা)বৃত্তি—একই ভাবে বা একই গতিপথে নিয়মিত পুনঃ পুনঃ চলার ধর্ম্ম, নিয়মিতভাবে ঘুরিয়া আসা (periodicity). পরি—আ—বৃৎ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—বৃত্ত।

পর্য্যা(র্যা)য়—অনুক্রম, পালা; সময়ের পরিমাণবিশেষ—যাহাতে কোন বস্তু বা গ্রহাদি একই ভাবে চলে (period); প্রকার; সুযোগ; অবসর; প্রাচুর্য্য; নির্ম্মাণ; দ্রব্যধর্ম্ম; শ্রেণী (status); সম্পর্কবিশেষ, সমানার্থবোধক শব্দ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। পরি—ই বা অয়্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—পর্য্যায়িক।

পর্য্যা(র্যা)য়কাল—(পদার্থবিদ্যা) পদার্থের চলার বা দোলনের নির্দ্দিষ্ট সময় (period). পর্য্যায়ের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পর্য্যা(র্যা)য়ক্রম—পালাক্রম, আনুপূর্ব্বিকভাব। পর্য্যায়ের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পর্য্যা(র্যা)য়বচন—সমানার্থবোধক শব্দ (synonym). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং।

পর্য্যা(র্যা)য়সম—বাঙ্গালা কবিতার একপ্রকার ছন্দঃ (যাহাতে ১ম ও ৩য় এবং ২য় ও ৪র্থ পঙ্ক্তির শেষ বর্ণের মিল থাকে)। পর্য্যায়ে সম, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

পর্য্যা(র্যা)য়িক—যাহা পালাক্রমে ঘটে এমন (periodic). পর্য্যায়+ইক (ঠন্) জাতার্থে। বিণ। বি—পর্য্যায়।

পর্য্যা(র্যা)য়োক্ত—১। অলঙ্কারবিশেষ [গম্য অর্থাৎ সহজবোধ্য উহ্য বিষয়কে কার্য্যাদি দ্বারা অন্য ভঙ্গিতে প্রকাশ করিলে এই অলঙ্কার হয়; যথা—'তাঁহার রাজত্বসময়ে সৈন্যদের অস্ত্রসমূহ কলঙ্কে (rust) পরিপূর্ণ হইয়াছিল'—এই বাক্য দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তাঁহার প্রতাপে কেহ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইত না; অতএব অব্যবহারে অস্ত্রসমূহে মরিচা পড়িয়াছিল। সুতরাং এস্থানে উক্ত অলঙ্কার হইয়াছে]। বি; ক্লীব। ২। যথাক্রমে কথিত। পর্য্যায়ে উক্ত, সুপ্সুপা। বিণ।

পর্য্যা(র্যা)লোচন, -লোচনা—সর্ব্বতোভাবে আলোচনা; পুনঃ পুনঃ অনুশীলন; পর্য্যবেক্ষণ; তত্ত্বাবধান; বিতর্ক। পরি—আ—লোচি+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

পর্য্যা(র্যা)লোচিত—সর্ব্বতোভাবে আলোচিত, সম্যক্ প্রকারে অনুশীলিত। পরি—আ—লোচি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পর্য্যা(র্যা)স—পরিবর্ত্তন; বিস্তার; বিনাশ; পতন। পরি—অস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—পর্য্যস্ত।

পর্য্যা(র্যা)সিত—বিস্তারিত; পরিণমিত; পরিবর্ত্তিত। পরি—অস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—পর্য্যাসন।

পর্য্যা(র্যা)হার—১। একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া; খড়ের গাদি দেওয়া। পরি—আ—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। ২। ঝোপ; কলস। পরি—আ—হৃ+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

পর্য্যু(র্যু)ৎসুক—উৎকণ্ঠিত; অনুরক্ত। পরি—উৎ—সূ+ক্বিপ্ কর্তৃবা+কন্ স্বার্থে (উকার হ্রস্ব)। বিণ।

পর্য্যু(র্যু)দস্ত—নিষিদ্ধ, নিবারিত; পরাভূত; হীনবল; পণ্ড। পরি—উৎ—অস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দাস।

পর্য্যু(র্যু)দাস—নিষেধ, নিবারণ; পরাভব; (ব্যাকরণ) যে নঞ্-এ বিধির প্রাধান্য ও

নিষেধের অপ্রাধান্য। পরি—উৎ—অস্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ,—দন্ত।

পর্য্য(র্য্যু)ষিত—বাসি, আগের দিনের। পরি—বস্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। **পর্য্যুষিত বাক্য**—যে কথা বা প্রতিজ্ঞা ঠিকভাবে রক্ষিত হয় নাই।

পর্শ—স্পর্শ, ছোঁওয়া। 'স্পর্শ'-শব্দজ। বি।

পর্শু—১। পরশু, কুঠার, টাঙ্গি। পর (শত্রু) —শৃ (হিংসা করা) + উ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং। ২। গতকল্যের পূর্ব্বদিন বা আগামী কল্যের পরদিন। 'পরশ্ব'-শব্দজ। বি।

পর্শুকা—(জীববিদ্যা) পাঁজর (rib). পর্শু—কে + ক কর্তৃবা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

পর্শুরাম—পরশুরাম, জামদগ্ন্য। পর্শু (পরশু)-ধারী রাম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পর্ষদ্—সমাজ, সভা ; পরিচালকবর্গ, পরিচালক সমিতি (board). পৃষ্ + অদ্ অধিবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; স্ত্রী।

পর্ষদ্বল—পারিষদ ; সভাসদ্। পর্ষদ্ + বলচ্ অস্ত্যর্থে। বি ; পুং।

পল—১। পরিমাণবিশেষ, চারি তোলা পরিমাণ ; মাংস ; আমিষ। পল্ + ক ঘঞর্থে করণবা, সংজ্ঞার্থে। ২। প্রতারণ ; চলন। পল্ + ক ঘঞর্থে ভাববা। বি ; ক্লীব। ৩। সূক্ষ্মকাল ; শস্যশূন্য তৃণ ; বিশৃঙ্খল তৃণ, পোয়ালখড়। পল্ + অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং। ৪। ধার, পার্শ্ব। ফার্সী 'পহল'-শব্দজ। বি। **পল তোলা**—দ্রব্যাদির গাত্র কাটিয়া বা খুদিয়া শিরাল পার্শ্ব বাহির করা। [বি।

পলক—চোখের পাতা ; নিমেষ। ফার্সী।

পলকবিহীন, -রহিত, -শূন্য, -হীন—অপলক, নির্নিমেষ, নিমেষশূন্য। তয়াতৎ। বিণ।

পলকা, পল্কা—যাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় এমন, ভঙ্গপ্রবণ ; জীর্ণ ; অসার। পলক + আ স্থিতার্থে। বিণ।

পলট—পশ্চাৎ। বাং প্র। বি। **পলট ফেরা**—পশ্চাতে ফেরা।

পলটন—পল্টন (তাহা দ্রঃ)।

পলটি—পশ্চাৎ ফিরিয়া ("পলটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি। ['পটোললতা'-শব্দজ। বি।

পলতা—পটোলপাতা ; পটোললতা।

পলতে—শলিতা, প্রদীপের বর্তিকা। ফার্সী 'পলীতাহ্'-শব্দজ।। বি।

পল-তোলা—যাহার ধার তোলা হইয়াছে এরূপ। বহুব্রী। বিণ।

পলপ্রিয়—১। কাক। বি ; পুং। ২। মাংসপ্রিয়, যে মাংস খাইতে ভালবাসে এরূপ। পল প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পলব—মাছ-ধরা পলো, মৎস্যধারণযন্ত্র। পল —বা + ক করণবা। বি ; পুং।

পলল—১। নদী প্রভৃতির পলি, জলস্রোতের সঙ্গে আগত এবং তাহার পর থিতান মাটি (alluvium) ; পঙ্ক ; মাংস ; তিলচূর্ণ, তিলকুটা। পল্ (রক্ষা করা) + কলচ্ কর্তৃবা। বি ; ক্লীব। ২। রাক্ষস। উপতৎ ; পল (মাংস)—লা (গ্রহণ করা) + ক কর্তৃবা। বি ; পুং।

পললীয়—ফল প্রভৃতির সাদা অংশ, শ্বেতসার ; মাড় (starch). বি।

পলস্তারা—১। লেপনীয় দ্রব্য। ইং 'plaster'-শব্দজ। ২। শরীরের ফোস্কাজনক প্রলেপ। ইং 'blister'-শব্দজ। বি। **পলস্তারা করা**—লেপ দেওয়া।

পলা—১। রত্নবিশেষ। 'প্রবাল'-শব্দজ। ২। তৈলাদি-গ্রহণার্থ দর্ব্বীবিশেষ, একপ্রকার ছোট হাতা। পরিমাণার্থ 'পল'-শব্দজ। বি। ৩। পলায়ন কর্। প্রাদে। ক্রি।

পলাকড়া, -কড়ি—পটোল। প্রাদে। বি।

পলাকাঁঠি—সোনালি ; হাতের গহনাবিশেষ। বাং প্র। বিণ বা বি।

পলাণ্ডু—পেঁয়াজ। পল্—অণ্ড্ + উ কর্তৃবা। বি ; পুং।

পলাতক—যে পলায়ন করিয়াছে বা করিতেছে এরূপ ; নিরুদ্দেশ। বাং প্র। বিণ।

পলান, পালান—পলায়ন করা। 'পলায়ন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

পলানিয়া, পলানে—যে বার বার পলাইয়া যায় এমন ('—বৌ')। পলান + ইয়া, এ করে অর্থে। বিণ।

পলান্ন—পোলাও, মাছ মাংস বা ডিম দ্বারা রান্না করা অন্ন। পলমিশ্রিত অন্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পলায়ন—পলান, ভয়াদি হেতু প্রস্থান। পরা—অয়্ + অনট্ ভাববা (র-স্থানে ল)। বি ; ক্লীব। বিণ—পলায়মান, পলায়িত।

পলায়নপর—পলায়ন করিতে উদ্যত। পলায়ন পর (প্রধান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পলায়মান—যে পলায়ন করিতেছে এরূপ। পরা—অয়্ + শানচ্ কর্তৃবা। বিণ। বি—পলায়ন।

পলায়িত—যে পলাইয়া গিয়াছে এমন। পরা—অয়্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—পলায়ন।

পলাশ—১। কিংশুক-বৃক্ষ বা তাহার পুষ্প। পল—অশ্ + অণ্ কর্তৃবা। ২। হরিদ্বর্ণ। পলাশ + অচ্ সম্বন্ধার্থে (পত্রের ন্যায় বর্ণ এই অর্থে)। বি ; পুং, (পুষ্প অর্থে) ক্লীব। ৩। শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। পলাশ (শ্যামবর্ণ) + অচ্ আছে অর্থে। স্ত্রী,—শা, —শী। ৪। রাক্ষস ; প্রেত। উপতৎ ; পল (মাংস)— অশ্ (ভক্ষণ করা) + অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

পলাশী (-শিন্)—১। রাক্ষস। বি ; পুং। ২। মাংসভোজী। পল (মাংস)—অশ্ (ভোজন করা) + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শিনী। ৩। বৃক্ষ। পলাশ (পত্র, পাতা) + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং। ৪। ইতিহাসবিখ্যাত স্থানবিশেষ। বি।

পলি—১। নদীর উভয়তীরে পতিত মৃত্তিকা ; জলস্রোতে আনীত মৃত্তিকা, নদী-স্রোতের সঙ্গে যে মাটি আসিয়া ইহার মোহানায় বা অন্য স্থানে সঞ্চিত হয় তাহা। 'পলল'-শব্দজ। বি। বিণ—পাললিক। **পলি পড়া**—বন্যার জলে আনীত মৃত্তিকা নদীর উপকূলে পতিত হওয়া ; ঘোলাজলে মিশান কাদা তলায় পড়িয়া যাওয়া। ২। উত্তরবঙ্গের অসভ্য জাতিবিশেষ। বি।

পলিজ—(ভূ-বিদ্যা) পলি হইতে জাত, পাললিক (alluvial). পলি—জন্ + ড কর্তৃবা। বিণ।

পলিত—১। বার্দ্ধক্যহেতু শাদা, পাকা ('—কেশ') ; বৃদ্ধ। পল্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। বার্দ্ধক্যহেতু চুল পাকিয়া শাদা হওয়া ; তাপ ; কাদা, কর্দ্দম। পল্ + ক্ত ভাববা, করণবা। বি ; ক্লীব।

পলিতকেশ—১। বার্দ্ধক্যহেতু যাহার চুল শাদা হইয়াছে এরূপ। পলিত কেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—শা, —শী। ২। শাদা চুল। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পলিতা—প্রদীপের সলিতা, দীপবর্ত্তিকা। ফার্সী 'পলীতাহ্'-শব্দজ। বি।

পলিসি—নীতি ; কার্য্যসাধনের কৌশল, স্বার্থসাধক নীতি ; কূট মতলব ; বীমাপত্র। ইং policy. বি। **লাইফ পলিসি**—জীবনবীমাপত্র।

পলিসিবাজ—মতলববাজ, যে কার্য্যসাধনের জন্য কৌশল অবলম্বন করে এরূপ। (ইং) policy + (ফার্সী) বাজ। বি বা বিণ।

পলীয়—খাদ্যবস্তুর অত্যাবশ্যক উপাদানবিশেষ, অন্নসার (protein). বি।

পলু—রেশমকীট ; বাঁধা পুস্তকের ধার কাটিবার একপ্রকার ছুরি। বাং প্র। বি।

পলুই, পলো—মাছ ধরিবার বাঁশের যন্ত্রবিশেষ। 'পলব'-শব্দজ। বি।

পলো—'পলুই' দ্রঃ।

পল্কা—'পলকা' দ্রঃ। [বি।

পল্টন—সেনাদল। ইং 'battalion'-শব্দজ।

পল্বল—ডোবা, ছোট জলাশয়। পল্ + বল কর্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

পল্যঙ্ক—পালঙ্ক, খাট ; মঞ্চ ; বৃষী। পরি—অন্‌ক্ + ঘঞ্ অধিবা (র-স্থানে ল)। বি ; পুং।

পল্লব—১। নূতন পাতা, কিসলয়। পল্—লূ + অপ্ কর্ম্মবা। ২। ছোট ডাল, কেঁকড়ি। পল্লব + অচ্ আছে অর্থে। বি ; ক্লীব। ৩।

বিস্তার। পল্—পল্ + অব্ ভাবে। বি; পুং বা ক্লীং।

পল্লবগ্রাহিতা—নানা বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞান থাকা, [illegible] হওয়া। পল্লবগ্রাহিন্ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, —গ্রাহী (-গ্রাহিন্)।

পল্লবগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—যাহার অনেক বিষয়ে অল্প অল্প জ্ঞান আছে এরূপ; যে কোন বিষয়ই গভীরভাবে না শেখিয়া উপর-উপর জ্ঞান আহরণ করে এরূপ; [illegible]। উপপদ; পল্লব—গ্রহ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গ্রাহিণী। বি, —গ্রাহিতা।

পল্লবাধার—শাখা, ডাল, যাহাতে পল্লব থাকে। পল্লবের আধার, ৬তৎ। বি; পুং।

পল্লবিক—লম্পট, লম্পট। পল্লব (কাম) + ইক অস্ত্যর্থে। বিণ।

পল্লবিত—কচি কচি পাতায় ভরা, পল্লবযুক্ত; অতিরঞ্জিত, বিস্তারিত, বাগাড়ম্বিত। পল্লব + ইতচ্, জাতার্থে। বিণ।

পল্লবী (-বিন্)—গাছ, বৃক্ষ। পল্লব (কোটি ডাল) + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পুং।

পল্লি, পল্লী—ছোট গ্রাম, পাড়া, গ্রামাঞ্চল; কুটী, গৃহ। পল্ + ইন্ অধিকা; পল্লি + ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

পল্লী—'পল্লি' দ্র।

পল্লীগীতি—গ্রাম্য কবির রচিত গান; সহজ ও সরল ভাষায় রচিত জনপ্রিয় দেশজ ও আঞ্চলিক গান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পল্লীগ্রাম—পাড়াগাঁ। পল্লীর গ্রাম, কর্মধা। বি; পুং।

পল্লীবাস—পাড়াগাঁয়ের বাস। ৬তৎ। বি; পুং।

পল্লীবালা, -বালিকা—পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, পল্লীর যুবতী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পল্লীবাসী (-বাসিন্)—যে পাড়াগাঁয়ে বাস করে এরূপ। উপপদ; পল্লী—বস্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাসিনী।

পশম—ছাগ মেষ প্রভৃতির লোম, উর্ণা। ফার্সী। বি। বিণ—পশমী।

পশমিনা—একপ্রকার পশম। ফার্সী। বি।

পশমী—পশম বা পশমজাতের তৈরি। পশম + ঈ নির্মিতার্থে। বিণ। বি—পশম।

পশলা, পসলা—১। সামান্য জোলার। 'পশলাটা'-শব্দ। ২। বিষয় প্রসার [illegible]। 'পশলাটা'-শব্দ। ৩। [illegible] [illegible]। 'পশ-পশার'-শব্দ। বি।

পশলা, পসলা—একপশলার বাদ্‌, এক একবারের বরিষণ। হাং প্র। বি।

পশা—প্রবেশ করা। প্রবিশ। ক্রি।

পশারি, পশারী, পসারি, পসারী—স্ত্রী, গন্ধদ্রব্য [illegible]; দোকানী বিক্রি। হাং প্র। বি; পুং। স্ত্রী, —রিণী।

পশি—১। প্রবেশ করিয়া। অস-ক্রি। ২। প্রবেশ করি। করিয়া। ক্রি।

পশু—চতুষ্পদ, জন্তু; ছাগ; মূর্খ; দেবতাদি; শিবের অনুচর; শৃঙ্গপুচ্ছ-বিশিষ্ট জীব; যাহার অবশ্য জীব; তন্ত্রমতে বহুজ্ঞানসম্পন্নকারী সাধক, বিয়াবিবর্জিত শুদ্ধ এবং সাধনাচারী সাধক। পশ্ + উ কর্তৃবা, সাজ্ঞার্থে; অথবা, দৃশ্ (দেখা) + কু কর্তৃবা (নিপা)। বি; পুং। বিণ—পাশব, পাশবিক।

পশুকল্প—১। পশুবলির বিধান। পশুসম্বন্ধীয় কল্প, মধ্যপদ কর্মধা। বি; পুং। ২। পশুবৎ, পশুর ন্যায়। পশু + কল্পপ্, ঈষদূনার্থে। বিণ।

পশুচর্য্যা(র্যা)—পেশাচার, বেদান-বুদ্ধিহত আচরণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পশুচিকিৎসক—পশুর রোগনির্ণয়ে ও চিকিৎসায় অভিজ্ঞ, পশুর ডাক্তার (veterinary)। পশুদিগের চিকিৎসক, ৬তৎ। বি; পুং। [ভাবে। বি; ক্লীব।

পশুত্ব—পশুভাব; পশুর স্বভাব। পশু + ত্ব

পশুধর্ম(র্ম্ম)—পশুদের যথেচ্ছ মৈথুনরূপ ধর্ম। ৬তৎ। বি; পুং।

পশুধর্ম্মা (-র্ম্মন্), **-ধর্মা**—পশুর ন্যায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে মৈথুনপরায়ণ। পশুর ধর্মই ধর্ম যাহার, বহুব্রী (অমিত, সমাসান্ত)। বিণ।

পশুপতি—শিব। পশুদের (প্রাণীদের) পতি, ৬তৎ। বি; পুং।

পশুপাল, -পালক—রাখাল, পশুরক্ষক। উপপদ; পশু—পা + ণিচ্ + অন্ কর্তৃবা; পালক ৬তৎ। বি; পুং।

পশুপাশ—যে রজ্জু দিয়া বলির পশু প্রভৃতি বন্ধন করা হয়। পশুর পাশ (বন্ধনরজ্জু), ৬তৎ। বি; পুং।

পশুভাব—পশুর মত বিবেক-বুদ্ধিহীন অথবা মনোবৃত্তি। ৬তৎ। বি; পুং।

পশুরাজ—সিংহ, মৃগেন্দ্র। পশুগণের রাজা (প্রধান), ৬তৎ; অথবা, পশুদিগের রাজা ৬তৎ (টচ্, সমাসান্ত)। বি; পুং।

পশুরি, পশুরী, পশ্বরী—পাঁচ সের পরিমাণ; পাঁচসেরী বাটখারা বা ধুচি। হাং প্র। বি।

পশুশালা—যে স্থানে পশুগণকে রাখা হয় এবং, পশুগণের থাকিবার গৃহ, চিড়িয়াখানা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পশ্চা—তুলির অথবা পরিমাণ প্রভৃতি ও তুলিতে কোন্ দ্রব্যটির কত অংশ তুলির কত সের বাটখারার পরিমাণ কত ইত্যাদি নির্ণয়কারিকা সহকারী পুস্তক। ফার্সী। বি।

পশ্চাৎ—পরে; পশ্চিমে; পিছে; চরম। অপর + আৎ (নিপাতনে)। অব্য।

পশ্চাদ্‌ভাগ—অনুভাগ; নত্যাগ। পশ্চাৎ (পিছনের) ভাগ, কর্মধা। বি; পুং।

পশ্চাদ্‌গামী—পিছ-পা; যে পিছনে হটিয়াছে এমন। পশ্চাৎ পদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পশ্চাদনুসরণ—পিছনে পিছনে যাওয়া; পশ্চাদ্‌গমন। পশ্চাতে অনুসরণ, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব। বিণ, —সৃত।

পশ্চাদপসরণ—পিছন দিক্ হইতে বা পিছন দিক্ দিয়া পলায়ন। পশ্চাতে অপসরণ, সুপ্‌সুপা। বিণ, —সৃত।

পশ্চাদপসৃত—পিছন দিক্ হইতে বা পিছন দিক্ দিয়া পলায়িত; পরে যে চলিয়া গিয়াছে এরূপ। পশ্চাতে অপসৃত, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি, —সরণ।

পশ্চাদ্‌গতি, -গমন—পিছনে যাওয়া। পশ্চাতে গতি, গমন, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

পশ্চাদ্‌গামী (-মিন্)—যে পিছনে পিছনে যায় এরূপ; যে পরে যায় এরূপ। উপপদ; পশ্চাৎ—গম্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গামিনী। বি, —গমন।

পশ্চাদ্ধাবন—পিছনে দৌড়ান; পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন। পশ্চাতে ধাবন, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব। বিণ, —ধাবিত।

পশ্চাদ্ধাবিত—১। যে পিছনে পিছনে ছুটিতেছে এরূপ, পশ্চাতে ধাবমান। পশ্চাতে ধাবিত, সুপ্‌সুপা। ২। যাহার পিছনে কেহ ছুটিতেছে এমন। সুপ্‌সুপা (এই পক্ষে ধাবিত—ধাব্ + ক্ত কর্মবা)। বিণ। বি, —ধাবন।

পশ্চাদ্বর্ত্তী (-র্ত্তিন্), **-বর্তী**—পিছন দিকে অবস্থিত। উপপদ; পশ্চাৎ—বৃৎ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —র্ত্তিনী। বি, —র্ত্তিতা।

পশ্চাদ্ভাগ—পিছন দিক্, পৃষ্ঠদেশ। পশ্চাতের ভাগ, ৬তৎ। বি; পুং।

পশ্চাদ্ভাগস্থ—পিছনদিকে অবস্থিত। উপপদ; পশ্চাদ্ভাগ—স্থা + ক কর্তৃবা। বিণ।

পশ্চাদ্ভূমি—ছবি ইত্যাদির পটভূমি (background)। পশ্চাৎস্থিত ভূমি, মধ্যপদ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পশ্চার্দ্ধ(র্ধ)—অপরার্ধ, শেষ অর্ধ; পশ্চাতের অংশ। অপর অর্ধ, কর্মধা (অপর-স্থানে পশ্চ)। বি; পুং।

পশ্চিম—১। যে দিকে সূর্যাদি অস্তগমন করে। বাং প্র। বি। ২। চরম, শেষ; অন্তর; পশ্চিমদিকে অবস্থিত। পশ্চাৎ + ডিমচ্ ভবার্থে। বিণ।

পশ্চিমা—১। পশ্চিমাঞ্চলবাসী; পশ্চিমদেশবাসী। পশ্চিম + আ (বাং) নির্দেশার্থে। বি বা বিণ। ২। সূর্যাদির অস্তগমন-দিক্। পশ্চাৎ + ডিমচ্ ভবার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। পশ্চাদ্বর্তী। পশ্চিম + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৪। একপ্রকার শব্দ; শব্দ প্রভৃতির একপ্রকার রোগ। বাং প্র। বি।

পশ্চিমাঞ্চল—পশ্চিমদিকবর্তী প্রদেশ, বঙ্গদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বিহার ও উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থান। পশ্চিম যে অঞ্চল, কর্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

পশ্চিমী—পশ্চিমাঞ্চলবাসী। পশ্চিম + ঈ (বাং) বিবাসার্থে। বিণ।

পশ্বাচার—তান্ত্রিক আচারবিশেষ, পশুভাব। পশুর (অবিকারীদিগের; অজ্ঞের) আচার (আচরণ), ৬ষ্ঠী তৎ। বি; পুং।

পশ্বাধম—পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট; অত্যন্ত হীনপ্রকৃতি। পশু হইতে অধম, ৫মী তৎ। বিণ।

পষ্টাপষ্টি—পরিষ্কার ভাবে, খোলাখুলি। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

পসর—আলোক, উজ্জ্বলতা; উজ্জ্বল। প্রাদে। বি বা বিণ।

পসরা, পসরা—'পসরা', 'পসরা' দ্র।

পসার—১। প্রসার; প্রতিপত্তি; প্রতিষ্ঠা। 'প্রসার'-শব্দজ। বি। ২। দোকান। প্রাঃ কবিতা। বি।

পসারা, পসারা—বিস্তার, ছড়ান, ছড়াইয়া দেওয়া, বিস্তৃত করা। প্রাঃ কবিতা। ক্রি। [পসারই, পসারত—প্রসারিত করিতেছে। পসারল—প্রসারিত করিল। পসারলি—প্রসারিত করিলে। পসারি, পসারিয়া—প্রসারিত করিয়া।]

পসারি, পসারী—'পসারি' দ্র।

পসুরী—পসরী (কাহা দ্র)।

পহরান—আচ্ছাদন করা; স্থাপন করা; অনুষ্ঠান করা। 'পহরাবণ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

পহর—প্রহর। 'প্রহর'-শব্দজ। বি।

পহরি, পহরী, পহরী—প্রহরী, পাহারাদার। প্রাঃ কবিতা। বি।

পহরিয়া—১। প্রহরিয়া। প্রাঃ কবিতা। ক্রি-বিণ। ২। প্রহরযাপী। প্রাদে। বিণ।

পহিরণ—১। পরিধান। বি। ২। পরিধেয়, পরিচ্ছদ। প্রাঃ কবিতা। বিণ।

পহিরা—(প্রাকৃ) পরা, পরিধান করা। প্রাঃ কবিতা। ক্রি। [কবিতা। বিণ।

পহিল—প্রথম, নূতন। হিন্দী। প্রাঃ

পহিলা, পহিলে, পহেলা—১। প্রথমে। ক্রি-বিণ। ২। প্রথম প্রথম দিন। হিন্দী। বি।

পহু—'পঁহু' দ্র।

পহুঁচ, পহুঁছল—'পঁহুছ', 'পঁহুছল' দ্র।

পহুলব—প্রাচীন পারসীক জাতিবিশেষ; পারসী ভাষা। বি।

পহুলবী—পারস্যের প্রাচীন ভাষা; প্রাচীন পারসিক জাতিবিশেষ; পহলবী-লিপিসম্বন্ধীয়। বি।

পা—১। পদ, চরণ। 'পাদ'-শব্দজ। বি। পা উঠা—কম্প, অস্থায়ী হওয়া; প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা উদ্যত হওয়া। পা টলা—প্রতি ঝাঁকিবার জন্য পা উঠা; অক্ষম হওয়া। পা ছড়ান—প্রতি বাড়া; জোরে হাঁটিতে থাকা। পা টিপিয়া টিপিয়া চলা—পায়ের শব্দ না করিয়া অতি সতর্কভাবে গমন করা। পা তোলা—প্রতি বাড়িবার জন্য পা উঠান। পা ফেলা—পা রাখা; পদার্পণ করা। পা বাড়ান—অগ্রসর হওয়ার জন্য পা ফেলা; যাওয়া। পা ভারী হওয়া—পায়ে রস নামিয়া ভারী হওয়া; অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর বেহ ফোলার হওয়া। পা লাগা—চলন অভ্যাসে দাঁড়াইয়া থাকার ফলে পা কিছুটা অবশ হইবার দরুন বোধ করা। পায়ে ঠেলা—নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করা; আদরযত্ন না করা; ঘৃণার সহিত ত্যাগ করা। পায়ে তেল দেওয়া—অত্যন্ত হীনতা প্রকাশ করিয়া তোষামোদ করা। পায়ে ধরা—অতিশয় তোষামোদ করা; কাহারও শরণ লওয়া। পায়ে পড়া—শরণাগত হওয়া; শরণ লইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা; বিনীতভাবে প্রার্থনা করা। পায়ে পায়ে—প্রতিপদে; পিছনে পিছনে; সঙ্গে সঙ্গে। পায়ে রাখা—কৃপা করা; আশ্রয় দেওয়া; সাহায্য করা। পায়ের উপর পা দিয়া থাকা—নিজে কোনরূপ পরিশ্রমের কাজ না করিয়া চাকরবাকর রাখিয়া আরামের সহিত সংসারের কাজকর্ম চালাইয়া লওয়া। পায়ের ধুলা দেওয়া—পদার্পণ করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করা। পায়ের ধুলো ঝাড়া—দূর হওয়া বা হাঁটার জন্য অবসর পাওয়া। ২। (সম্মানে) পদধূলি, চরণধূলি। পা + বিণ, কর্তৃবা। বিণ। ৩। চতুষ্পদের পদের সুর (যা দে পা বা 'পা'); 'পঞ্চম'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।

পাই—১। প্রাপ্ত হই। বাং ক্রি। ২। পাইয়া। প্রাঃ কবিতা। অব-ক্রি। ৩। এক পয়সার তিন ভাগের এক ভাগ মুদ্রা; পয়সা; আধি, পাব; ফোঁটার একচতুর্থ। 'পাদিকা'-শব্দজ। বি।

পাইক—প্রহরী; পেয়াদা; লাঠিয়াল; ভেণোয়াড়, যাহারা লাঠি ঢাল ইত্যাদির সাহায্যে জমিদারের পক্ষে পদাতিক সৈন্যের ন্যায় কাজ করে। 'পদাতিক'-শব্দজ। বি।

পাইকড়া—যে প্রজা এক গ্রাম হইতে গিয়া অন্য গ্রামে জমি চাষ করে; যে প্রজা এক জমিদারের জমিতে বাস করিয়া অন্য জমিদারের জোতে জমি চাষ করে। ফার্সী। বি। [বি।

পাইকা—ছাপার অক্ষরবিশেষ। ইং pica.

পাইকার—যাহারা পাইকারি বিক্রিত দ্রব্যাদির মধ্য দিয়ে অল্প দরে বা কায়দায় কেনা বিক্রি পরিমাণ পাইকারি ক্রয় করে এরূপ ক্রেতা; একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনিয়া খুচরাবিক্রেতাদের নিকট বিক্রেতা; ব্যবসায়ী। ফার্সী। বি।

পাইকারি, পাইকারী, পাইকেরী—১। যাহা খুচরা নহে এমন (—দর)। পাইকার-সম্বন্ধীয়। বিণ। **পাইকারী দরে**—একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনিলে যে দরে দর পাওয়া যায় তাহা। ২। পাইকারের ব্যবসায়। বি। ৩। পাইকারের উপর ধার্য (—জরিমানা)। পাইকার + ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ। **পাইকারী জরিমানা**—বহুলোকের একই অপরাধের জন্য একসঙ্গে অনেকের উপর যে জরিমানা ধার্য করা হয় তাহা (collective fine).

পাইখানা—মলত্যাগের স্থান। ফার্সী 'পায়খানা'-শব্দজ। বি।

পাইট, পাট—জমিতে চাষ; চাষবাস, আবাদ; প্রস্তুত বিশেষ; কাজ। বাং প্র। বি। **পাট ভাঙা**—তোলা কাপড়ের ভাঁজ ভাঙা।

পাইড়, পাড়—কাপড়ের চারি ধারের বুটি আদি বোনা কাটা পাড় বা নকশা; কাপড়ের ধার। বাং প্র। বি।

পাইতু—পাইতাম। প্রাঃ কবিতা। ক্রি।

পাইন—১। দেবদারু জাতীয় গাছবিশেষ; ধাতু গলাইবার জন্য ব্যবহৃত অগ্নিকুণ্ডে বাতাস দেওয়ার ব্যবস্থা; লোহনির্মিত অস্ত্রের ধার সানায় দিবার বিশেষ প্রক্রিয়া করিয়া জলে নিমজ্জন; বঙ্গদেশীয় হিন্দুর উপাধিবিশেষ। বাং প্র। ২। পাইনকাঠ তৈয়ারি একপ্রকার বৃক্ষ। ইং pine. বি।

পাইপ—নল। ইং pipe. বি।

পাইল—১। প্রাপ্ত হইল; অধিকার করিল; ধরিল; উদ্যত হইল ('দুঃখ—'); ভোগ করিল। ক্রি। ২। লোহার ঠোঙা বা শাড়িখানা; নৌকার পাল। বাং প্র। বি। ৩। পাইল। প্রাঃ কবিতা। ক্রি।

পাইশাল—গোশালা; অশ্বশালা; হস্তিশালা। প্রাঃ কবিতা। বি। [ক্রি।

পাউ—পাই, প্রাপ্ত হই। প্রাঃ কবিতা।

পাউডা—পাউডার, গুঁড়া; পাউডারের মতো মাটি। আদে। বি। [powder. বি।

পাউডার—গুঁড়া, চূর্ণ; গুঁড়া লেপন। ইং

পাউড়ি, পাউড়ী—১। পাউড়ি (কাহা দ্র)। ২। জোড়; কাঠের পাদুকা। প্রাদে। বি।

পাউন্ড—বিলাতি ওজন প্রায় আধসের; ইংলণ্ডের মুদ্রাবিশেষ। ইং pound. বি।

পাউনি—পেয়ে থাকে; বহু পাউনি। প্রাদে। বি।

পাউশ—পাইশ; খাঁচুড় ঘরের পদাতি। প্রাদে। বি।

পাউস—১। খাবার, পাথেয়; খাঁচুড় ঘরের দিয়াশলাই প্রভৃতি; যাহা দূরস্থ স্থানে দ্রব্য ও পুরুষ যাত্রার নিমিত্ত এক দিন রাত্রি থাকিবার জন্য;

স্ত্রী মৎস্যের পিছনে পিছনে পুরুষ মৎস্যের দ্রুতবেগে গমন। প্রাদে। ২। বর্ষাকাল। 'প্রাবৃষ্'-শব্দজ। বি।

পাওনা—১। প্রাপ্য। পা+ওনা কর্ম্মবা। বিণ। ২। প্রাপ্তি, লাভ। পা+ওনা ভাববা। বি।

পাওনাগণ্ডা—প্রাপ্য অর্থ। কর্ম্মধা। বি।

পাওনাদার—যে পাইবে সে; উত্তমর্ণ। পাওনা+দার অধিকারী অর্থে। বি।

পাওয়া—প্রাপ্ত হওয়া; অর্জ্জন করা; বেগ হওয়া; উদ্রেক হওয়া; ভোগ করা; হস্তগত করা; বশে আনা; আক্রমণ করা; ধরা; বোধ হওয়া, অনুভব করা। বাং ক্রি। [প্রাচীন বাংলায় 'পাওয়া' ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপঃ—**পাওই**—পাইতে। **পাওত**—পায়। **পাওয়ে**—পায়। **পাওল**—পাইল]। **টের পাওয়া**—জানিতে পারা; সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া। **পড়ে পাওয়া**—বিনা চেষ্টায় বা হঠাৎ লাভ করা। **প্রকাশ পাওয়া**—গোচর হওয়া। **ভাবিয়া পাওয়া**—চিন্তা করা, স্মরণে আনা। **ভূতে পাওয়া**—ভূতগ্রস্ত হওয়া। **যো পাওয়া**—সুযোগ বা সুবিধা গ্রহণ করা।

পাওয়ান—অন্য দ্বারা লাভ করান; ভিজান ('মাটি—')। বাং ক্রি।

পাংশন—দূষক; নাশকারক; গ্লানিকারক। পাশ্+অন কর্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।

পাংশব—১। লবণবিশেষ, পাঙা নুণ। পাংশু (ধূলি)+অণ্ বিকারার্থে। বি; পুং। ২। ধূলিসম্বন্ধীয়। পাংশু+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, —বী।

পাংশু, পাংসু—ধূলি, রজঃ; পাপ; কর্পূরবিশেষ; সার, অনেক দিনের সঞ্চিত গোবর; স্থাবর সম্পত্তি। পশ্ (পীড়ন করা), পন্স্ (নাশ করা)+কু কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

পাংশুটে—ফ্যাকাসে; বিবর্ণ; পাংশুবর্ণ। পাংশু+টে (<টিয়া) ঈষদর্থে। বিণ।

পাংশুবর্ণ—১। পাংশুটে রং। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। যাহার বর্ণ পাংশুটে এরূপ। পাংশুর বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পাংশুমুখ—শুষ্কমুখ; বিষণ্ণবদন। পাংশুবর্ণ মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পাংশুল—ধূলিযুক্ত; পাপিষ্ঠ; দুশ্চরিত্র। পাংশু+লচ্ আছে অর্থে। বিণ।

পাংশুলা—১। পৃথিবী; কুলটা, অসতী স্ত্রী; রজস্বলা স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। ধূলি-যুক্তা; দুশ্চরিত্রা, পাপিষ্ঠা। পাংশুল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাংসু—'পাংশু' দ্রঃ।

পাঁইজ, পাঁজ—পিঁজা কার্পাস-তুলার মোটা পলিতা। 'পঞ্জি'-শব্দজ। বি।

পাঁইজোর—একপ্রকার শব্দকারী পায়ের গহনা। পাইয়ের (<পঁয়=পদ) জোর (<জেবর=ভূষণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পাঁইট, পাঁট—প্রায় পাঁচ ছটাক পরিমাণ; আধ-বোতল। ইং pint. বি। [বি।

পাঁইত—শ্রেণী, পঙ্ক্তি। 'পঙ্ক্তি'-শব্দজ।

পাঁইশ, পাঁশ—ভস্ম, ছাই। পাংশু'-শব্দজ। বি।

পাঁউরুটি, পাঁউরুটী—ময়দায় প্রস্তুত ফুলা রুটি। (পোর্তুগীজ) pao+(তামিল) রোটি। বি।

পাঁক—কর্দ্দম, কাদা। 'পঙ্ক'-শব্দজ। বি।

পাঁকই, পাঁকুই—পায়ের রোগবিশেষ, কাদায় চলাতে পায়ে যে ক্ষত হয় তাহা। পাঁক+অই, উই জাতার্থে। বি।

পাঁকাল—একপ্রকার মাছ [ইহার আকৃতি সর্পের ন্যায় এবং ইহা পাঁকের ভিতর বাস করে]। পাঁক+আল। বি।

পাঁকুই—'পাঁকই' দ্রঃ।

পাঁগাস—পাঙ্গাশ মাছ। প্রাদে। বি।

পাঁচ—সংখ্যাবিশেষ, পঞ্চ; ৫-সংখ্যক। 'পঞ্চন্'-শব্দজ। বি বা বিণ। **পাঁচ ফুলে সাজি**—ভালমন্দ নানা উপকরণের সমবায়ে কোন কিছুর সজ্জা বা সংগঠন।

পাঁচই, পাঁচুই—মাসের পঞ্চম দিবস। পাঁচ+অই, উই তারিখ অর্থে। বি বা বিণ।

পাঁচচুলা, -চুলো—মাথায় পাঁচটি চূড়া রাখিয়া চুল কাটা; এবড়োথেবড়ো করিয়া যা-তা ভাবে চুল কাটা। বাং প্র। বি।

পাঁচড়া—খোস। 'পিচ্চট'-শব্দজ। বি।

পাঁচন—১। বহু গাছগাছড়া একত্র মিশাইয়া জ্বাল দিলে যে ক্বাথ হয় তাহা; ঔষধ-বিশেষ। 'পাচন'-শব্দজ। ২। গো-তাড়নের লাঠি। 'প্রাজন'-শব্দজ। বি।

পাঁচনবাড়ি—গরু তাড়াইবার লাঠি। বাং প্র। বি। [প্রকার হার। বহুব্রী। বি।

পাঁচনর, পাঁচনল—সোনার তৈরি এক-

পাঁচনি—প্রেরণ ("অদ্ভুত রচিল পূর্ব্বদিকেতে পাঁচনি"—কৃত্তিবাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাঁচনী—গোতাড়ন-দণ্ড। 'প্রাজন'-শব্দজ। বি।

পাঁচফোড়ন—পাঁচমিশালী মশলা, জীরা কালজীরা মেথি মৌরী ও রাঁধুনির মিশ্রণ। পাঁচ ফোড়নের সমাহার, সমা দ্বন্দ্ব। বি।

পাঁচবান—কামদেব; পঞ্চশর। বহুব্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাঁচমিশালী—বহু দ্রব্যের মিশ্রণ; যাহাতে নানা দ্রব্য মিশ্রিত আছে এরূপ। পাঁচমিশাল+ঈ স্বার্থে বা আছে অর্থে। বি বা বিণ।

পাঁচা—পাঁচজনে মিলিয়া হট্টগোল করা; চিন্তা করা। প্রাদে। ক্রি।

পাঁচাপাঁচি—পেঁচ কাটাকাটি; কথা কাটা-কাটি; কথার মারপেঁচ। 'পেঁচ'-শব্দজ। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

পাঁচালী—গীতবিশেষ [এই গানে দুই দলে প্রতিযোগিতা হইত। যে দল অপেক্ষাকৃত ভাল ছড়া কাটিতে এবং গান গাহিতে পারিত তাহারই জয় হইত। প্রত্যেক দলে একজন করিয়া কাটানদার থাকিত। ঐ কাটানদার অঙ্গভঙ্গি করিয়া সুরসহযোগে কবিতা ছড়া প্রভৃতি আবৃত্তি করিত। প্রত্যেক দলে প্রথমে বাজনা বাজাইয়া অর্থাৎ ঐক্যতান-বাদন সমাপ্ত করিয়া শ্যামাবিষয়ক বা সখীসংবাদবিষয়ক গান গাহিত এবং ছড়া আবৃত্তি করিত। একদল গান গাহিয়া গেলে আর একদল আসরে আসিত। বর্ত্তমানে পাঁচালী গানের প্রচলন নাই। তৎকালে দাশরথি রায় বিখ্যাত পাঁচালী-রচয়িতা ছিলেন]; পরস্পর-মিলিত বাক্যপ্রবন্ধ; সত্যনারায়ণ শনি প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক পদ্যে রচিত গল্প। 'পঞ্চালিকা'-শব্দজ। বি।

পাঁচি—পাঁচ হাত পরিমিত; ছোট। পাঁচ+ই সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পাঁচিল—দেওয়াল। 'প্রাচীর'-শব্দজ। বি।

পাঁজ—'পাঁইজ' দ্রঃ।

পাঁজর, পাঁজরা—১। বুকের খাঁচা; পেটের পাশের অংশ পার্শ্বাস্থি। 'পঞ্জর'-শব্দজ। ২। শরীরের বাঁধন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাঁজা—১। আগুনে পোড়াইবার জন্য সাজানো ইটের স্তূপ। ফার্সী 'পজাবাহ্'-শব্দজ। বি। ২। পঞ্চ অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে যেরূপ হস্ততল হয় তাহা, বিস্তৃত করতল; পদতল; বিস্তারিত দুই বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরা; কক্ষতলে ধারণ করা; এক হাত ঘাড়ের নীচে এবং অপর হাত উরুর পিছনে দিয়া কাহাকেও শূন্যে ধারণ করা। ফার্সী 'পঞ্জহ্'-শব্দজ। বি বা ক্রি। ৩। গুচ্ছ; আঁটি; তৃণপুঞ্জ। 'পুঞ্জ'-শব্দজ। ৪। পদ-চিহ্ন। বি। ৫। পদচিহ্ন পরীক্ষা করা। 'পদাঙ্ক'-শব্দজ। বাং ক্রি।

পাঁজাকোলা—ঘাড় ও উরু ধরিয়া যাহাকে কোলে লওয়া হইয়াছে এমন। বাং প্র। বিণ।

পাঁজি, পাঁজী—১। বার তিথি ইত্যাদি-জ্ঞাপক পুস্তক। 'পঞ্জিকা'-শব্দজ। ২। ব্যাকরণের গ্রন্থবিশেষ; মূলগ্রন্থ। 'পঞ্জী'-শব্দজ। বি।

পাঁজিপুঁথি—পুঁথিপত্র, পঞ্জিকা ও শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ। দ্বন্দ্ব। বি।

পাঁজিয়া—পায়ের দাগ দেখিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাঁজুরি—পাশাখেলার দানবিশেষ, পাঞ্জুরি।

পাঁট—'পাইট' দ্রঃ।

পাঁটা, পাঁঠা—ছাগ। বাং প্র। বি।

পাঁটী, পাঁঠী—ছাগী। পাঁটা, পাঁঠা+ঈ। বি; স্ত্রী।

পাঁড়—নিপুণ, পাকা; স্থূল; প্রধান; বোকা। 'পাণ্ডা'-শব্দজ। বিণ।

পাঁড়ে—পশ্চিমা ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ; চতুর্ব্বেদ ও পঞ্চমবেদ নামে অভিহিত মহাভারতে পারদর্শী। 'পাণ্ডা'-শব্দজ। বি।

পাঁতার, পাঁথার—বন্যা; সমুদ্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাঁতি—সারি, শ্রেণী; পণ্ডিতের ব্যবস্থা-পত্র। 'পঙ্‌ক্তি'-শব্দজ। বি।

পাঁদাড়—বাড়ীর পিছনের জঙ্গলপূর্ণ জায়গা। বাং প্র। বি।

পাঁপর—১। মশলাযুক্ত ডালের পাতলা রুটি। 'পর্পট'-শব্দজ। বি। ২। নিঃস্ব, যাহার অর্থ এবং জায়গা-জমি কিছুই নাই। ইং 'pauper'-শব্দজ। বি বা বিণ।

পাঁশ—ছাই; অকিঞ্চিৎকর বস্তু। 'পাংশু'-শব্দজ। বি।

পাঁশকুড়—আঁস্তাকুড়; পাঁদাড়; ছাই প্রভৃতি ফেলিবার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ (<পাংশু-কুণ্ড)। বি।

পাঁশুটিয়া, পাঁশুটে—ছাই রঙের, পাংশুবর্ণ। পাঁশু (পাংশু)+টিয়া, টে সাদৃশ্যার্থে। বিণ।

পাক—১। রন্ধন; পরিপাক, বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত কেশের শুক্লতা; সিদ্ধি; ভয়; পরিণতি; নিষ্পত্তি। পচ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। **পাক ধরা**—পরিপক্কতা প্রাপ্ত হওয়া; রং ধরা; কেশ শ্বেতবর্ণ হওয়া। ২। ফল; ধান্য। পচ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্ম-কর্তৃবা। ৩। পেচক; রাক্ষসবিশেষ; অসুরবিশেষ। পচ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং। ৪। পবিত্র; নির্ম্মল। ফার্সী। বিণ। ৫। পাখা; আবর্ত্তন, ঘূর্ণন; জড়ান; ঘটনাক্রম; কৌশল। বাং প্র। বি। **পাকে চক্রে, পাকে প্রকারে**—কায়দায়, কলেকৌশলে; ঘটনাক্রমে। **পাকে পাকে**—ঘুরিয়া ফিরিয়া; এক একবার এক একটি ফিকির করিয়া; চক্রে চক্রে।

পাক-কার্য্য(র্য), -ক্রিয়া—রান্নার কাজ, রন্ধনকার্য্য; পরিপাকরূপ ক্রিয়া। পাকই কার্য্য, ক্রিয়া, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

পাকচক্র—ষড়্‌যন্ত্র; কৌশল। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

পাকজ—১। রান্না করিয়া প্রস্তুত, পাকোৎপন্ন। বিণ। ২। লবণবিশেষ, কাচলবণ। উপতৎ; পাক—জন্‌+ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

পাকড়—গ্রেপ্তার; ধরা। হিন্দী। বি।

পাকড়া, পাকড়ান—আক্রমণ করা; ধৃত করা। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।

পাকড়ি—১। পাগড়ি। বাং প্র। ২। পাকুড় গাছ। 'পর্কটী'-শব্দজ। বি। ৩। ধরিয়া, আক্রমণ করিয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।

পাকতেড়ে—অস্থিচর্ম্মসার, কৃশ। 'পাকতার'+এ (<ইয়া) সদৃশার্থে। বিণ।

পাকতৈল—কবিরাজী তৈলবিশেষ, নানাপ্রকার দ্রব্যসহ পাক-করা তৈল। বাং প্র। বি।

পাকন—পরিপাক হওয়া, পক্ব হওয়া। [বাং ক্রি।

পাকনাড়া—হাতে ধরিয়া ঘুরান। বাং প্র। বি।

পাকপড়া—১। কুটিল; খল। বিণ। ২। কলু। বাং প্র। বি।

পাকপাত্র—রাঁধিবার বাসন। ৬ষ্ঠীতৎ। [বি; ক্লীব।

পাকপুটী—কুম্ভকারের পোয়ান। পাক—পুট্‌+ক অধিবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পাকমণ্ড—ভুক্তদ্রব্য অর্দ্ধজীর্ণ অবস্থায় যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয় (chyme). পাকের মণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পাকমোড়া—জড়ান খোঁপা; পাকান দড়ির বেষ্টন; পিছমোড়া। প্রাদে। বি।

পাকযন্ত্র—পাকাশয়, দেহাভ্যন্তরস্থ পরিপাকের যন্ত্র; রন্ধন করিবার বৈজ্ঞানিক চুলা; যে যন্ত্রে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঔষধাদি পাক করা হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পাকল—১। হস্তীর জ্বর; বায়ু; অগ্নি। বি; পুং। ২। ওষধিবিশেষ, কুড়। বি; ক্লীব। ৩। ব্রণাদিপাককারী। উপতৎ; পাক—লা+ক কর্তৃবা। বিণ। ৪। রক্তবর্ণ; প্রায় পাকা। বাং প্র। বিণ।

পাকলান—ঘুরান, আবর্ত্তন করা; রক্তবর্ণ করা; ধৌত করা; দন্তশূন্য মাড়ীদ্বারা চর্ব্বণ করা। 'প্রক্ষালন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

পাকশালা—রান্নাঘর, রন্ধনালয়। পাকের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পাকসাঁড়াশী—সোণা রূপা প্রভৃতির তারে পাক দিবার যন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

পাকসাট—পাখার ঝাপ্‌টা, পক্ষের দ্রুত সঞ্চালন; কুন্দুনি; পক্ষসঞ্চালন দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাকস্থলী—পাকাশয়; দেহাভ্যন্তরস্থ পরিপাকযন্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পাকস্থালী—উদরের যে অংশে ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হয় তাহা; রান্না করিবার হাঁড়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পাকস্পর্শ—বিবাহের পর বর এবং তাহার আত্মীয়স্বজনের ভোজনপাত্রে নববধূ-কর্তৃক অন্নপরিবেষণরূপ অনুষ্ঠান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাকা—১। পক্ব; পরিণত; অবস্থাপন্ন; ফচ্‌কে, জেঠা; অভিজ্ঞ; খাঁটি ('—সোনা'); সুশৃঙ্খল; মজবুত; জোড়-খাওয়ান; অকপট; সারবান্‌; চূড়ান্ত; সুদক্ষ; কর্ম্মণ্য; ঠিক পরিমাণের; সাদা; আদালতগ্রাহ্য; শক্ত; উৎকৃষ্ট। 'পক্ব'-শব্দজ। ২। স্থির; স্থিরস্থায়ী, কায়েমী; ইট দিয়া তৈয়ারী। 'পক্ব'-শব্দজ। বিণ। **পাকা কথা**—নিশ্চয়-সূচক কথা; আলোচনাদির পর নিশ্চিত বাক্য। **পাকা করা**—দৃঢ় করা; সমর্থন দ্বারা নিশ্চয় করা; ইট-পাথর দিয়া নির্ম্মিত করা। **পাকা খাতা**—যে খাতায় হিসাব-পত্র লেখা হইলে আর বদল বা কাটাকুটি করিতে হয় না। **পাকা ঘুঁটি**—যে ঘুঁটির আর নামিবার সম্ভাবনা নাই। **পাকা দেখা**—বিবাহের পাত্র বা পাত্রীকে শেষবার দেখিয়া বিবাহের লগ্ন স্থির করা। **পাকা পাকা কথা**—প্রবীণের মত কথা, শিশুর মুখে বুড়োর মত কথা। **পাকা রাস্তা**—ইট-পাথর দিয়া বাঁধান রাস্তা। **পাকা লেখা**—এক ছাঁদের অভ্যস্ত হাতের লেখা। **পাকা লোক**—বহুদর্শী লোক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি। **পাকা হাত**—নিপুণ হাত, দক্ষ ব্যক্তির হাত। **পাকা হাড়**—দুঃখকষ্ট সহিয়া শক্ত বৃদ্ধের শরীর। ৩। পক্ব হওয়া; সাদা হওয়া; অভিজ্ঞ হওয়া। বাং ক্রি।

পাকাটি, পাকাটী—পাটগাছের কাটী। 'পাটকাটি'-শব্দজ। বি।

পাকাটে—অত্যাচার হেতু লাবণ্যহীন, অতিকৃশ; অকালপক্ব। পাকা+টে (<টিয়া) সদৃশার্থে। বিণ।

পাকান—১। রন্ধন করা; দল বাঁধার চেষ্টা করা; পরিপাক করা; পেঁচ দেওয়া, মোড়া; গোল করা; জড়ান; জটিল করা; হজম করা; পক্ব করা। বাং ক্রি। ২। এক-প্রকার মালপোয়া। বাং প্র। বি।

পাকাপনা, পাকাম, পাকামি—অল্প-বয়সে বৃদ্ধের ন্যায় ব্যবহার ও চালচলন। পাকা+পনা, ম, মি কর্ম্মার্থে, ভাবে। বি।

পাকাপাকি—১। নিশ্চিত, স্থিরীকৃত ('—বন্দোবস্ত')। বিণ। ২। উভয় পক্ষের কর্তব্য নির্দ্ধারণ; ঠিকঠাক। বাং প্র। বি। **পাকাপাকি করা, পাকাপাকি করিয়া তোলা**—চরম সীমায় আনা; কায়েমী করা।

পাকামি, পাকাম—'পাকাপনা' দ্রঃ।

পাকাল্যা—বিক্রম, তেজ ("বীরের পাকাল্যা দেখি চিন্তিত ঈশ্বরী"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাকাশয়—পাকস্থলী; পেটের মধ্যকার পরিপাকযন্ত্র। পাকের আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাকী—পাকা অর্থাৎ ৮০ তোলায় সের হিসাবে ওজন-করা। বাং প্র। বিণ।

পাকুড়—বৃক্ষবিশেষ। 'পর্কটী'-শব্দজ। বি।

পাক্কা—পাকা ; উত্তমরূপে কৃত। হিন্দীমূলক। বিণ।

পাক্ষিক—১। পক্ষ-সম্বন্ধীয়, যাহা প্রতি-পক্ষে হয় এরূপ ; পক্ষপাতী ; যাহা বিকল্পে হয় এমন, বৈকল্পিক। পক্ষ (অর্দ্ধমাস ইত্যাদি)+ইক প্রাপ্তার্থে। বিণ। **পাক্ষিক জ্বর**—যে জ্বর এক পক্ষ অন্তর হয়। **পাক্ষিক পত্র**—যে সাময়িক পত্রিকা পনর দিন বাদে বা প্রতি পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ২। পাখীমারা ব্যাধ, যে পাখী মারে, শাকুনিক। পক্ষিন্ (পাখী)+ইক তাহার দ্বারা জীবন ধারণ করে এই অর্থে। বি ; পুং।

পাখ—পক্ষ, পাখীর ডানা ; পাখী। 'পক্ষ' বা 'পক্ষী'-শব্দজ। বি।

পাখণ্ড—পাপী, পাষণ্ড। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পাখনা—ডানা। পক্ষ>পাখ+না ক্ষুদ্রার্থে। বি।

পাখরিয়া—পক্ষিরাজের ন্যায় দ্রুত-গমনশীল ; পক্ষিরাজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ বা বি।

পাখলা, পাখলান, পাখালা—ধৌত করা। 'প্র-ক্ষাল্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

পাখসাট—পাকসাট (তাহা দ্রঃ)।

পাখা—ডানা, পালক ; ব্যজনী। 'পক্ষ'-শব্দজ। বি। **পাখা ওঠা**—পাখা বাহির হওয়া ; বিপদগ্রস্ত হইবার উপক্রম হওয়া ; মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দেওয়া।

পাখালই, পাখালত—ধুইতেছে, প্রক্ষালন করে বা করিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পাখি, পাখী—বিহগ, বিহঙ্গম ; চক্রের অর ; ঝিলিমিলি ; খড়খড়ির কাঠ। 'পক্ষিন্'-শব্দজ। বি। **পাখী পড়ান**—বলিয়া বলিয়া মুখস্থ করান। **পাখীর প্রাণ**—ক্ষীণ-প্রাণ ; দুর্ব্বল অন্তঃকরণ।

পাখোয়াজ—কাঠের তৈয়ারী মৃদঙ্গবিশেষ ; ঢোলবিশেষ। ফার্সী 'পখবাজ'-শব্দজ। বি।

পাখোয়াজী—যে পাখোয়াজ বাজায়। পাখোয়াজ+ঈ বাদকার্থে। বি।

পাগ, পাগড়ী—উষ্ণীষ, শিরোবেষ্টনবস্ত্র, তাজ, টুপী। হিন্দী। বি।

পাগর—পাগল, ক্ষিপ্ত ("রতিমদ পাগর নাগরী নাগর"—ভারতচন্দ্র) ; মাতাল, মত্ত। 'পাগল'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পাগল—উন্মত্ত, বাতুল। পা—গল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পাগলা—১। উন্মাদিনী ; ক্ষিপ্তা। পাগল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ক্ষেপা ; উন্মত্ত ; চপলমতি। পাগল+আ অবজ্ঞার্থে, আদরার্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—পাগলী ; পাগলিনী (বাং)।

পাগলাই—পাগলাম। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাগলা-গারদ—বাতুলাশ্রম, পাগলদের চিকিৎসার ও থাকিবার স্থান (lunatic asylum). ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পাগলাটে—পাগলের ন্যায়, একেবারে উন্মাদ না হইলেও কতকটা বিকৃতমস্তিষ্ক। পাগলা+টে (<টিয়া) ঈষদর্থে। বিণ।

পাগলাম, পাগলামি—পাগলের মত আচরণ, ক্ষেপামি। পাগলা+ম, মি ভাবে। বি।

পাগলিনী, পাগলী—ক্ষিপ্ত স্ত্রীলোক, উন্মাদগ্রস্ত স্ত্রীলোক। পাগল+ইনী, ঈ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পাঙ্‌ক্তেয়, পাংক্তেয়—যাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া খাওয়া চলে এমন। পঙ্‌ক্তি+এয় সাধু-অর্থে। বিণ।

পাঙ্গা, পাঙা—মাটি হইতে উৎপন্ন লবণ ; সৈন্ধব। বাং প্র। বি।

পাঙ্গাশ, পাঙাশ—১। এক-প্রকার মৎস্য। 'পিঙ্গশ'-শব্দজ। বি। ২। ফ্যাকাসে, পাংশুবর্ণ। 'পাংশু'-শব্দজ। বিণ।

পাঙ্গুর—পায়ের আঙ্গুল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাচক—১। পরিপাচক, জারক ; পাক-কারক, রন্ধনকারী, যে রান্না করে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—পাচিকা। ২। অগ্নি। বি ; পুং। ৩। দেহস্থ পিত্তনাশক ধাতু। পচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

পাচকপিত্ত—যে পিত্ত আমাশয় ও পাকা-শয়ের মধ্যে থাকিয়া পরিপাক-কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং রস মূত্র প্রভৃতিকে যথাস্থানে বহন করে। পাচকাখ্য পিত্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পাচকরস—পাকস্থলীর অন্তর্গত রসবিশেষ (খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে গেলেই এই রস নির্গত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে পিণ্ডবৎ করিয়া ফেলে ও অর্দ্ধজীর্ণ করে) [gastric juice]. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বি।

পাচতি, পাচতী—ধাত্রী। প্রাঃ কবিপ্র।

পাচন—১। (বৈদ্যক) ঔষধবিশেষ, কাথ। পচ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। ২। প্রায়শ্চিত্ত। বি ; ক্লীব। ৩। অগ্নি। বি ; পুং। ৪। জীর্ণতাকারক। পচ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা অথবা অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—না, —নী। ৫। রাখালের যষ্টি। 'প্রাজন'-শব্দজ। বি।

পাচনক—সোহাগা, টঙ্কন। পচ্+ণিচ্+অনট্ করণবা+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

পাচনকার্য্য(র্য)—জীর্ণকরণ। পাচনই কার্য্য, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পাচনবাড়ি, পাচনি—রাখালের লাঠি। 'প্রাজন'-শব্দজ। বি।

পাচনী—হরীতকী। পচ্+ণিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পাচার—চুরি দ্বারা নিঃশেষকরণ ; সাবাড়, শেষ ; গোপনে চালান বা সরান ; একপিঠ হইতে অপর পিঠ পর্য্যন্ত। বাং প্র। বি।

পাচারি—পদচারণা, পাদচারণ। 'পাদচার'-শব্দজ। বি।

পাচিকা—যে পাক করে এরূপ স্ত্রীলোক, রন্ধনকারিণী। পচ্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পাচিল—পাঁচিল। 'প্রাচীর'-শব্দজ। বি।

পাচ্য—যাহা রান্না করিতে হইবে এমন, রন্ধনযোগ্য ; যাহা হজম করা যায় এমন। পচ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

পাছ—পিছন। 'পশ্চাৎ'-শব্দজ। বি।

পাছড়া—পাছুড়ী (তাহা দ্রঃ)।

পাছড়ান—পিছন হইতে জাপ্‌টাইয়া ধরা ; কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়া। বাং ক্রি।

পাছড়া-পাছড়ি—মারামারি, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, গুঁতাগুতি। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

পাছা—পশ্চাদ্ভাগ ; নিতম্ব। 'পশ্চাৎ'-শব্দজ। বি।

পাছাড়—পিছন হইতে ঝাপটিয়া ধরিয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম ; পশ্চাৎ ; আছাড়। 'পশ্চাৎ'-শব্দজ। বি।

পাছাড়ী—পশ্চাদ্বর্ত্তী, পেছলী। বাং প্র। বিণ।

পাছান—পশ্চাৎপদ হওয়া, পিছু হাঁটা ; পিছাইয়া পড়া। বাং ক্রি।

পাছাপেড়ে—যাহার দুইদিকে দুইটি ও মাঝখানে একটি পাড় আছে এরূপ ('—শাড়ী')। পাছায় পাড়, ৭মীতৎ+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

পাছু—পিছে, পরে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ। **পাছু নেওয়া**—অনুসরণ করা। **পাছু লাগা**—বিরক্ত করা, নাছোড়বান্দভাবে নিযুক্ত থাকা।

পাছুড়ী—দোপাট্টা, গায়ের একপ্রকার চাদর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাছে—১। পরে, পশ্চাতে। বি ; অধি-৭মী। ২। এই আশঙ্কায় যে। 'পশ্চাৎ'-শব্দজ। অব্য।

পাজান—লোহার অস্ত্র আগুনে পোড়াইয়া ধার বা শাণ দেওয়া। বাং ক্রি।

পা-জামা, পায়জামা—ইজের, পরিচ্ছদ-বিশেষ। ফার্সী। বি।

পাজি, পাজী—অধম, পামর, নীচ ; দুষ্ট। 'পজ্জ'-শব্দজ। বিণ।

পাঞ্চজন্য—বিষ্ণুর শঙ্খ। পঞ্চজননামক অসুরের অস্থিতে নির্ম্মিত এই অর্থে পঞ্চজন+ষ্যঞ্। বি ; পুং।

পাঞ্চবর্ষিক—পাঁচ বছরের, পঞ্চবর্ষস্থায়ী। পঞ্চবর্ষ+ইক (ঠক্) ভবিষ্যৎ অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। (অতীত অর্থে পঞ্চবার্ষিক)।

পাঞ্চভৌতিক—ক্ষিতি অপ্ তেজ প্রভৃতি

পঞ্চভূত হইতে জাত ('—দেহ') ; পঞ্চভূতময়। পঞ্চভূত + ইক বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

পাঞ্চাল—পঞ্চাল দেশে জাত, পঞ্চালদেশীয়। পঞ্চাল + অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, —লী।

পাঞ্চালনন্দিনী—পাঞ্চালরাজের কন্যা, দ্রৌপদী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পাঞ্চালিকা—কাপড়ের তৈরি পুতুল। পঞ্চ (প্রপঞ্চ, ছল)—অল্ + অণ্ = পঞ্চাল + স্বার্থে অণ্ = পাঞ্চাল + ঈপ্ + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

পাঞ্চালী—দ্রৌপদী ; কাঠ প্রভৃতি দ্বারা তৈরি পুতুল। পঞ্চাল + অণ্ অপত্যার্থে, উৎপন্নার্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পাঞ্জর—১। শরীর, দেহ। প্রাঃ কবিপ্র। ২। পঞ্জর, পাঁজরা। পঞ্জর + অণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

পাঞ্জা—করতলের ছাপ ; করতল ; পাঁচ ফোঁটাযুক্ত তাস ; (পাশাখেলায়) পাঁচ। ফার্সী। বি।

পাঞ্জাবী—১। পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী ; পাঞ্জাব প্রদেশজাত। পাঞ্জাব + ঈ নিবাসার্থে। বিণ। ২। একপ্রকার ঢিলা জামা। বাং প্র। বি।

পাট—১। কোষ্টা গাছ ; কোষ্টার আঁশ ; ছালা ; উর্ণা ; রেশম ; চাষ ; তক্তা ; রীতি ; স্থান ; দেবস্থান ; পীঠ ; চৌকী ; বিশ্রাম-স্থান ; অধিকার ; দাস্যবৃত্তি ; রাজার আসন ; গৃহকর্ম্ম ; পাড়া ; কূপের বেষ্টনী ; রাজধানী ; গোময়লেপন ; অভ্যাস ; বাঁটনা বাঁটিবার শিল ; বিস্তার ; স্তর ; জোড়ার একখানা ; ভাঁজ ; কোটা। বি। ২। প্রধান। 'পট্ট'-শব্দজ। বিণ।

পাটকরণী—দাসী, যে নারী বেতন লইয়া পরের কাজ করে। বাং প্র। বি।

পাটকাটি, -কাঠি—পাঁকাটি [পাটগাছের ছাল তুলিয়া শুকাইয়া লইলে পাঁকাটি হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পাটকিলে, -কেলে—ইটের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট। পাটকিল, পাটকেল + এ (<ইয়া) সদৃশার্থে। বিণ। [বাং প্র। বি।

পাটকেল—ইটের টুকরা, ইষ্টকখণ্ড।

পাটন—১। ছেদন, কর্ত্তন ; বিদারণ। পট্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। দেশ, নগর। 'পট্টন'-শব্দজ। ৩। বাণিজ্য ; পাট, পাতা ; কবচ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাটনাই—পাটনায় জাত ; পাটনা-সম্বন্ধীয়। পাটনা + ই জাতাদ্যর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পাটনী, পাটুনী—খেয়াঘাটের মাঝি ; নৌকাচালক জাতিবিশেষ। পাটন (<পত্তন অর্থাৎ নৌপত্তন) + ঈ অধিকারী অর্থে। বি।

পাটব—পটুতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য ; আরোগ্য। পটু + অণ্ ভাবে। বি ; ক্লীব।

পাটবিক—পটু, দক্ষ, নিপুণ ; ধূর্ত্ত, শঠ। পটু + ইক স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

পাটরাণী, -রানি, -রানী—প্রধানা রাজ্ঞী, রাজার প্রধানা মহিষী। পাটে অধিষ্ঠিতা রাণী, রানি, রানী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

পাটল—১। ফিকে লাল রঙ, পাটকিলা রঙ, শ্বেতরক্তবর্ণ। বি ; পুং। ২। আশুধান্য ; পুষ্পবিশেষ, পারুল-ফুল। পট্ + ণিচ্ + কলচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। ৩। পাটকিলা রঙের, ফিকে লাল। পাটল + অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

পাটলা—পাটকিলা রঙযুক্ত। পাটল + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পাটা—ভূমিসম্বন্ধীয় অধিকারপত্র, পাট্টা ; তক্তা ; বিস্তার। 'পট্টক'-শব্দজ। বি।

পাটাতন—তক্তা দ্বারা তৈরি মেঝে। 'পট্টপত্তন'-শব্দজ। বি।

পাটারি—গ্রামের খাজনা আদায়কারী। 'পট্টক'-শব্দজ। বি। [প্র। বি।

পাটালি—গুড়দ্বারা প্রস্তুত তক্তি। বাং

পাটাসেলামি—জমি পাট্টা লইবার সময়ে জমিদারকে খাজনার অতিরিক্ত যে অর্থ দেওয়া হয় তাহা, নজর। পাটার জন্য সেলামি, ৪র্থীতৎ। বি।

পাটি—একপ্রকার মাদুর ; সারি, শ্রেণী ; জোড়ার একটি। 'পট্টী'-শব্দজ। বি।

পাটিকেল—ইট, ইষ্টক। বাং প্র। বি।

পাটিত—ভগ্ন ; বিদারিত ; ক্ষত। পট্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পাটিসাপ্টা—ভিতরে ক্ষীর দেওয়া ময়দার পিঠাবিশেষ। পাটির ন্যায় সাপ্টা, উপমান কর্ম্মধা। বি।

পাটী—১। শৃঙ্খলা ; প্রণালী ; একজাতীয় শ্রেণী ; (গণিত) ব্যক্ত গণনা অর্থাৎ ক খ প্রভৃতি দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশ না করিয়া ১ ২ প্রভৃতি দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক গণনা ; ব্যক্ত সংখ্যা। পট্ + ণিচ্ + ইন্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। একপ্রকার মাদুর। বাং প্র। বি।

পাটীগণিত—অঙ্কবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র। পাটী-যুক্ত গণিত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পাটুনী—'পাটনী' দ্রঃ।

পাটুয়া—১। লোহার চওড়া ফলাযুক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। কলাগাছের পেটো। বাং প্র। বি।

পাটেশ্বরী—প্রধানা মহিষী। পাট (প্রধানা) ঈশ্বরী (রাণী), কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

পাটোয়ার, পাটোয়ারী—যে খাজনা আদায় করে এবং তাহার হিসাব রাখে ; অত্যধিক হিসাবী ; লাভ-লোকসান সম্বন্ধে যে বেশী বিচার করে ; যে হার প্রভৃতি গাঁথে এমন। বাং প্র। বি বা বিণ।

পাট্টা—জমি দখল এবং ভোগ করিবার অধিকার-পত্র। 'পট্ট'-শব্দজ। বি।

পাঠ—১। পড়া, আবৃত্তি, অধ্যয়ন। পঠ্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। পাঠ্য অংশ ; কবিতা ইত্যাদির শব্দবাক্য ইত্যাদি ('পাঠান্তর')। পঠ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

পাঠক—১। পাঠকর্ত্তা, পাঠকারী, অধ্যয়নকারী ; ছাত্র, পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থপাঠকারী। পঠ্ + ণক কর্ত্তৃবা। ২। অধ্যাপক, শিক্ষক ; পদবীবিশেষ। পঠ্ + ণিচ্ + ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—পাঠিকা।

পাঠগৃহ—পড়িবার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পাঠগ্রহণ—শিক্ষকের নিকট হইতে পড়া বুঝিয়া লওয়া। পাঠের গ্রহণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পাঠচ্ছেদ—পাঠ্য বিষয়ের অর্থবোধের সুবিধার জন্য যে স্থানে থামিতে হয় তাহা, যতি ; কবিতাচ্ছন্দে বিরামের স্থান। পাঠের ছেদ যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

পাঠন, পাঠনা—পড়ান, অধ্যাপনা। পঠ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা + আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—পাঠিত।

পাঠশালা—প্রাথমিক বিদ্যালয় ; বিদ্যালয় ; চতুষ্পাঠী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পাঠাগার—পড়িবার ঘর। পাঠের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, পাঠের নিমিত্ত আগার, ৪র্থীতৎ। বি ; ক্লীব।

পাঠান—১। প্রেরণ করা, চালান দেওয়া। বাং ক্রি। ২। সুবিখ্যাত মুসলমানজাতি-বিশেষ, আফগানিস্তানের অধিবাসী। 'পুশ্‌তু'-শব্দ। বি।

পাঠানুরাগ—পড়ায় টান, অধ্যয়নে আসক্তি। পাঠে অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

পাঠান্তর—একই পুস্তকের বা গল্প-কবিতাদির এক সংস্করণে যাহা আছে অন্য সংস্করণে তাহা যদি ভিন্ন ভাবে থাকে তাহা। অন্য পাঠ, নিত্য। বি ; ক্লীব।

পাঠাভ্যাস—কিছু কিছু করিয়া পড়া মুখস্থ করা। পাঠের অভ্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পাঠার্থী (-র্থিন্)—ছাত্র, পড়িতে ইচ্ছুক। উপতৎ ; পাঠ—অর্থ্ (চাওয়া) + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —র্থিনী।

পাঠিকা—পাঠকারিণী। পাঠক + আপ্। বি ; স্ত্রী। পুং—পাঠক।

পাঠিত—যাহা বা যাহাকে পড়ান হইয়াছে এমন, অধ্যাপিত। পঠ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—পাঠন।

পাঠী (পাঠিন্)—১। পাঠক। বিণ। স্ত্রী

—পাঠিনী। ২। চিত্রক-বৃক্ষ। পঠ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

পাঠ্য—পড়িবার মত, পঠনীয়, যাহা পড়িতে হইবে এমন (গ্রন্থাদি)। পঠ্ + ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—পাঠ।

পাঠ্যক্রম—ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট পড়িবার বিষয় (syllabus). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পাঠ্যাবস্থা—ছাত্রজীবন, পড়ার কাল, পঠদ্দশা। পাঠ্যা (পঠ্ + ণ্যৎ অধিবা + আপ্) অবস্থা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

পাড়—১। তট, তীর ; আল ; কিনারা ; কূয়ার মাটির তৈরি বেড়। 'পাটক'-শব্দজ। ২। কাপড়ের ধার। 'পট্টিকা'-শব্দজ। বি।

পাড়া—১। নির্দ্দিষ্ট বসতিস্থান, পল্লী, অঞ্চল। 'পল্লী'-শব্দজ। **পাড়া মাথায় করা**—চীৎকার করিয়া পাড়া মাতাইয়া তোলা। ২। ধান্য প্রভৃতির স্তূপীকৃত আঁটি। 'পাটক'-শব্দজ। বি। ৩। ফেলা, পাতিত করা ; বিছান ; (ডিম) প্রসব করা ; উচ্চস্থান হইতে ফল ইত্যাদি মাটিতে ফেলা। 'পাতন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

পাড়াকুঁদুলী—যে নারী পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ঝগড়া করিয়া বেড়ায় এমন। ৭মীতৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী। পুং,—কুঁদুলে।

পাড়াকুঁদুলে—পাড়ার লোকদের সহিত যে ঝগড়া করিয়া বেড়ায় এমন। ৭মীতৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রী,—কুঁদুলী।

পাড়া-গাঁ—পল্লীগ্রাম। কর্ম্মধা। বি।

পাড়া-গেঁয়ে—পল্লীবাসী বা পল্লীসম্বন্ধীয়। পাড়া-গাঁ + এ (<ইয়া) নিবাসার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পাড়া-ঢলানী—যে (স্ত্রী) নির্লজ্জভাবে ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়। পাড়া ঢলায় যে, উপতৎ। বিণ ; স্ত্রী। পুং, —ঢলানে।

পাড়ান—অন্যের দ্বারা ফেলান ; ঘনাইয়া আনা ('ঘুম—')। বাং ক্রি।

পাড়ানি, -নিয়া, -নী, -নে—যে পাড়ায় এমন ; যে ঘনাইয়া আনে এমন ('ঘুম—') ; যে প্রবৃত্ত করায় এমন। পাড়া + নি, নিয়া, নী, নে কর্ত্তৃবা। বিণ।

পাড়াপড়শী—এক পল্লীর অধিবাসী, প্রতিবেশী। পাড়ার পড়শী (<প্রতিবেশী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পাড়া-বেড়ানী—যে নারী ঘরে না থাকিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। পাড়ায় বেড়ায় যে, উপতৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পাড়ি, পাড়ী—পলায়ন ; বিপদুদ্ধার ; পার হওয়া ; মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহের চাল ধরিয়া রাখার নিমিত্ত খুঁটির উপরিস্থিত বাঁশ। বাং প্র। বি।

পাণ—তাম্বুল। 'পর্ণ'-শব্দজ। বি।

পাণা—জলের উপর ভাসমান একপ্রকার শেওলা। 'পর্ণিকা'-শব্দজ। বি।

পাণি—হাত, হস্ত, কব্জী হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অংশ ; কুলিকবৃক্ষ, কুলেখাড়া। পণ্ + ইণ্ করণবা। বি ; পুং।

পাণিগৃহীত—যাহাকে হাতে ধরা হইয়াছে এমন, হস্ত দ্বারা গৃহীত। পাণিদ্বারা গৃহীত, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—গৃহীতা।

পাণিগৃহীতী—স্ত্রী, পত্নী, ভার্য্যা, পাণিগ্রহণে কৃতসংস্কারা সবর্ণা স্ত্রী। পাণি গৃহীত যাহার, বহুব্রী + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পাণিগ্রহ—বিবাহ, পরিণয়। ৬ষ্ঠীতৎ ; (পাণি—গ্রহ্ + অপ্) ভাববা। বি ; পুং।

পাণিগ্রহণ, -পীড়ন—বিবাহ। পাণির গ্রহণ, পীড়ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পাণিনি—প্রসিদ্ধ ব্যাকরণসূত্রকার। পাণিন্ + ইঞ্ ছাত্রার্থে। বি ; পুং।

পাণিনীয়—পাণিনি মুনি-কর্তৃক কৃত ; পাণিনি-প্রোক্ত ; পাণিনি গ্রন্থপাঠক ; পাণিনি-ব্যাকরণে সম্মত। পাণিনি + ঈয় কৃতাদ্যর্থে। বিণ।

পাণিপীড়ন—'পাণিগ্রহণ' দ্রঃ।

পাণিশঙ্খ—১। জলশঙ্খ, যে ক্ষুদ্র শঙ্খের জলে দেবপূজা হয়। পাণি (<পানি=জল)-যুক্ত শঙ্খ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। ছোট শাঁখ। পাণিধৃত শঙ্খ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পাণ্ডব, পাণ্ডবেয়—পাণ্ডুরাজপুত্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচ ভাই। পাণ্ডু + অণ্, এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

পাণ্ডববর্জ্জি(র্জি)ত—যে স্থানে পাণ্ডবগণ গমন করেন নাই এমন ; নিকৃষ্ট বলিয়া পাণ্ডবগণ-কর্তৃক পরিত্যক্ত ; নিন্দিত ('—স্থান')। পাণ্ডব কর্তৃক বর্জ্জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

পাণ্ডবসখা (-সখি)—শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডব সখা যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

পাণ্ডবীয়—পাণ্ডবসম্বন্ধীয়। পাণ্ডব + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পাণ্ডবেয়—'পাণ্ডব' দ্রঃ।

পাণ্ডা—তীর্থযাত্রীদের পথপ্রদর্শন আশ্রয়দান প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্যক্তি ; তীর্থস্থানের দেবতাপূজক ; কর্ম্মকর্ত্তা ; উদ্যোক্তা ; নায়ক। বাং প্র। বি।

পাণ্ডিত্য—পণ্ডিতের ভাব বা ধর্ম্ম, বিচক্ষণতা। পণ্ডিত + ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লীব।

পাণ্ডু—১। গৌরবর্ণ, শুক্লপীতবর্ণ ; শ্বেতবর্ণ। বিণ। ২। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ, যুধিষ্ঠিরাদির পিতা। পন্ড্ + কু কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (নিপা)। ৩। কামলারোগ ; দেশবিশেষ। পন্ড্ + কু কর্ম্মবা (নিপা)। বি ; পুং।

পাণ্ডুবর্ণ—১। শাদা ও হলদে-মিশ্রিত বর্ণ। কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। শ্বেতবর্ণ ; ফ্যাকাসে, শ্বেতপীতমিশ্রিতবর্ণযুক্ত। পাণ্ডু বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পাণ্ডুর—১। শুক্লপীতবর্ণ ; শুভ্রবর্ণ ; মরুবক-বৃক্ষ। বি ; পুং। ২। কামলারোগ। বি ; ক্লীব। ৩। ফ্যাকাসে, শ্বেতপীতমিশ্রিতবর্ণযুক্ত। পাণ্ডু + র আছে অর্থে। বিণ।

পাণ্ডুরাজ—কুরুবংশীয় পাণ্ডু নামক রাজা। পাণ্ডুনামক রাজা, মধ্যপ কর্ম্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

পাণ্ডুলিপি, -লেখ্য—খসড়া লেখা, মুসাবিদা ; ছাপাইবার জন্য হস্তলিখিত পুস্তকাদি (manuscript). পাণ্ডু (চল্‌তি, বাং প্র) যে লিপি, লেখ্য, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

পাণ্ডে—উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ, পাঁড়ে। বাং প্র। বি।

পাত—১। পড়া, পতন ; গমন ; নাশ ; আপাত। পত্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। রাহুগ্রহ। পত্ + ণ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ৩। রক্ষিত। পা + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৪। যাহার উপর আহার্য্য দ্রব্য রাখা যায়, ভোজনপাত্র ; উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র। 'পাত্র'-শব্দজ। **পাত চাটা**—অতিশয় তোষামোদ করা। **পাত পাড়া**—অনিমন্ত্রিতভাবে গিয়া অপরের বাড়ীতে খাদ্য-গ্রহণ করা ; হীনভাবে পরের অন্ন গ্রহণ করা। ৫। গাছের পাতা ; পাতার মত পাতলা ফলক। 'পত্র'-শব্দজ। ৬। (জ্যোতিষ) গ্রহের কক্ষ যে দুইটি বিন্দুতে ক্রান্তিবৃত্তকে ছেদ করে তাহার একটি (node). পত্ + ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং।

পাতক—পাপ, পতনসাধন, দুষ্কৃতি। পত্ + ণিচ্ + ণক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

পাতকী (-কিন্)—পাপী, দুষ্কর্ম্মকারী। পাতক + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কিনী।

পাতকুয়া, -কূয়া, -কুয়ো—পোড়া মাটির ছোট ছোট চাব্‌ড়ি দিয়া তৈয়ারী কূয়া ; ক্ষুদ্র কূপ। বাং প্র। বি।

পাতখোলা—আধপোড়া মাটি [ইহা গর্ভিণী নারীরা ভক্ষণ করিতে ভালবাসে]। বাং প্র। বি।

পাতগালা—গালার পাতলা পাত। বাং প্র। বি।

পাতঞ্জল—মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত। পতঞ্জলি + অণ্ কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—লী। **পাতঞ্জল মহাভাষ্য**—পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্য।

পাতঞ্জল দর্শন—যোগদর্শন।

পাতড়া, পাৎড়া—এঁটোপাতা ; উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র ; বংশপরিচায়ক পত্র, ক্রোড়পত্র ; পাতার তাড়া। 'পাত্র'-শব্দজ। বি।

পাততাড়ি, -তাড়ী—পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীর লেখার তাল পাতার তাড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। **পাততাড়ি গুটান**—জিনিসপত্রাদি

গুছাইয়া বাঁধা ও তোলা; কাজের শেষে চলিয়া যাইবার জন্য দ্রব্যাদি গুছান; সরিয়া পড়া।

পাতন—নীচে নামান, অধঃক্ষেপণ; বিস্তারণ; বিন্যাস; উত্তাপ দ্বারা নিষ্কাশন; চুয়ান (distillation); বিনাশন। পত্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—পাতিত।

পাতনকাঁড়—পশুদিগকে বাণবিদ্ধ করিবার যন্ত্রবিশেষ; পাতিত রাখিবার ধনু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাতনযন্ত্র—(ব্যাকরণ) যে যন্ত্রে তরলদ্রব্য বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া পুনরায় তরল করিয়া পরিশুদ্ধ করা হয় তাহা (still) ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পাতনলী—তেলের ঘানির যে স্থান দিয়া তেল বাহির হয় তাহার নিম্নে সংলগ্ন নলাকার পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পাতনা—১। মুখপাত, আরম্ভ; চিটা, শস্যহীন ধান্য; খড়কুটা। প্রাঃ কবিপ্র। ২। নাদা; মাটির বড় গামলা। প্রাদে। বি।

পাতয়ে—পাতে, বিছায়; পাতিত করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পাতর—১। পাথার, সমুদ্র। 'পাথার'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ২। পাথর। 'প্রস্তর'-শব্দজ। বি।

পাতল, পাতলা—সরু, মিহি; অতি তরল; অগাঢ়, লঘু, হাল্‌কা; ভঙ্গুর। 'পত্র'-শব্দজ। বিণ।

পাতশা, পাতশাহ্‌, পাতসা, -সাহ্‌—বাদশাহ্‌, সম্রাট্‌। ফার্সী। বি।

পাতশাহী, -সাহী—১। রাজত্ব, নবাবী; বাদশাহের কার্য্য। বি। ২। বাদশাহ্‌-সম্বন্ধীয়; বাদশাহের উপযুক্ত। পাতশাহ্‌, পাতসাহ্‌+ঈ ভাবে, যোগ্যার্থে। বিণ।

পাতা—১। পত্র, গাছের পাতা; পুস্তকের পাতা; নেত্রপল্লব ('চোখের—'); পায়ের তলা। 'পত্র'-শব্দজ। ২। পতাকা; চিহ্ন; সন্ধান। হিন্দীমূলক। বি। ৩। লিপ্ত; বিস্তৃত, বিছান; পাতের মত পাতলা চামড়ায় জোড়া। বিণ। ৪। বিছান; ছড়ান; পাতিত করা; ঘটা; বাধিয়া যাওয়া। বাং ক্রি। **আড়ি পাতা**—লুকাইয়া অন্যের কথা শোনা। **ওঁত পাতা**—আক্রমণ করিবার জন্য গোপনে উন্মুখ হইয়া থাকা। **কান পাতা**—উৎকর্ণ হইয়া থাকা, শোনা। **খড়ি পাতা**—গণনা করিবার জন্য খড়ির দাগ দিয়া অঙ্ক কষা। **ঘাড় পাতা**—রাজী হওয়া; দায়িত্ব গ্রহণ করা। **মাথা পাতা**—নম্রভাবে কিছু স্বীকার করিয়া লওয়া, অবনতমস্তকে কিছু গ্রহণ করা; ভার লওয়া। **সংসার পাতা**—গৃহস্থালীর উপযোগী যাবতীয় আয়োজন করা। **হাত পাতা**—ভিক্ষা বা সাহায্য চাওয়া; গ্রহণের জন্য করতল বিস্তার করা।

পাতা (পাতৃ)—রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক; পানকর্ত্তা; বাবুই। পা+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—পাত্রী।

পাতান—১। কৃত্রিমসম্বন্ধযুক্ত। পাতা+ন কর্ম্মবা। বিণ। ২। সাজান, গুছান, পত্তন করা, সম্বন্ধ স্থাপন করা; পাতা-ক্রিয়া করান। বাং ক্রি।

পাতামল—পায়ের পাতায় পরিবার এক-প্রকার গহনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পাতার—জলপ্লাবিত বৃহৎ ভূভাগ; সমুদ্র। 'পাথার'-শব্দজ। বি।

পাতাল—মাটির নীচে যে জগৎ আছে বলিয়া কল্পনা করা হয় তাহা, অধোভুবন—তল অতল বিতল নিতল তলাতল মহীতল সুতল এই সপ্ত; নরক; বাড়বানল; ভূগর্ভ; গর্ত্তমাত্র; (জ্যোতিষ) লগ্নের চতুর্থস্থান। পত্‌+আলঞ্‌ অধিবা। বি; ক্লীব। **পাতাল কত দূরে দেখা**—গভীর জলের তলায় পৌঁছান; (লাক্ষণিক অর্থে) কোন বিষয়ের চরম দেখা।

পাতালগঙ্গা—পৌরাণিক নদী ভোগবতী। পাতাল-প্রবাহিণী গঙ্গা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পাতালপুরী—মাটির তলায় প্রস্তুত গুপ্তগৃহ; অধোভুবন, মাটির নীচের রাজ্য। পাতালস্থিতা পুরী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পাতালিক—পাতাল-সম্বন্ধীয়; ভূগর্ভ-সম্বন্ধীয়। পাতাল+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। **পাতালিক শিলা**—ভূগর্ভে তাপের সাহায্যে গঠিত শিলা (plutonic rock).

পাতাসী—পাতার মত একপ্রকার ছোট মাছ। বাং প্র। বি।

পাতি—১। ছোট, হীন; ইতর জাতিবোধক। বিণ। ২। সারি; পঙ্‌ক্তি; আলি; রেখা; মাদুর পাটির গাছ; বাঁশের সরু শলা; পাতা; ব্যবস্থাপত্র; সন্ধান, খোঁজ। বাং প্র। বি। ৩। চিঠি; চুবড়ি; ফুলের সাজি। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ৪। বিছাই; পাতিয়া, বিছাইয়া; সন্ধান করিয়া। কবিপ্র। সমাক্রি বা অস ক্রি।

পাতিকাক—একজাতীয় ছোট কাক। কর্ম্মধা। বি।

পাতিত—যাহা নীচে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, নিক্ষিপ্ত; বিন্যস্ত; (রসায়ন) যাহা চুয়ান হইয়াছে এমন (distilled). পত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—পাতন, পাতিত্য।

পাতিত্য—পতিতের ধর্ম্ম, পতিতত্ব; ধর্ম্ম-বিচ্যুতি। পতিত+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

পাতিপাতি—তন্ন তন্ন করিয়া; সারি সারি করিয়া। প্রাদে। ক্রি-বিং।

পাতিব্রত্য—সতীত্ব, পতিব্রতার ধর্ম্ম। পতিব্রতা+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

পাতিময়ূর, -মৌড়—বিয়ের ক'নের মাথায় যে মুকুট দেওয়া হয় তাহা; ছোট মুকুট। কর্ম্মধা। বি।

পাতিয়াই—প্রত্যয়, বিশ্বাস ("মঝু মনে নাহি পাতিয়াই"—বিদ্যাপতি)। 'প্রত্যয়'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাতিয়ায়—বিশ্বাস করে; প্রত্যয় হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পাতিয়ায়ব—প্রত্যয় করিবে; বিশ্বাস করিব। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পাতিল, পাতিলা—১। বিছাইল, স্থাপন করিল। বাং ক্রি। ২। হাঁড়ী, চওড়া মুখযুক্ত মাটির পাত্রবিশেষ। প্রাদে। বি।

পাতিলেবু—একপ্রকার ছোট গোল লেবু। বাং প্র। বি।

পাতিশিয়াল—একজাতীয় ছোট শিয়াল, খেঁকশিয়াল। কর্ম্মধা। বি।

পাতিহাঁস—একজাতীয় ছোট হাঁস। কর্ম্মধা। বি।

পাতী (পাতিন্‌)—(সমাসে পরপদে) পতনশীল ('সদ্যঃপাতী'); পাতকারী; ভুক্ত ('অহুঃপাতী'); (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহা শীতকালে ঝরিয়া পড়ে এমন (deciduous). পত্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—পাতিনী।

পাতুক—১। পতনশীল। বিণ। ২। পর্ব্বতাদির ক্রমনিম্ন প্রদেশ, ঢালুস্থান, প্রপাত; অত্যুচ্চস্থান; জলহস্তী। পত্‌+উকঞ্‌ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বি; পুং।

পাত্তা—ঠিকানা; সন্ধান। হিন্দী। বি।

পাত্তাড়ি—পাততাড়ি (তাহা দ্রঃ)।

পাত্তাড়ে—পাঠশালার; পাত্তাড়ি-সম্বন্ধীয়। পাত্তাড়ি+এ(<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পাত্তাড়ে প'ড়ো—পাঠশালার ছাত্র—যাহারা তালপাতায় লিখিয়া থাকে এবং তালপাতার লেখা পড়িয়া থাকে।

পাত্যাড়া—বিশ্বাস, প্রত্যয়। 'প্রত্যয়'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাত্র—১। আধার; ভাজন; বিষয়; বিবাহের বর; যোগ্য ব্যক্তি। পা(রক্ষা করা)+ষ্ট্রন্‌ কর্ত্তৃবা; কিংবা, পা (পালন করা)+ষ্ট্রন্‌ করণবা। ২। যজ্ঞের হাতা ইত্যাদি; তীরদ্বয়-মধ্যবর্ত্তী জলাধার; প্রণালী। পা+ষ্ট্রন্‌ অধিবা। ৩। মন্ত্রী; নাটকের অভিনেতা প্রভৃতি; দেহ। পা+ষ্ট্রন্‌ কর্ত্তৃবা। ৪। পাত্রসমূহ। পাত্র+অণ্‌ সমূহার্থে। বি; ক্লীব (বাংলা মতে বর বা উপযুক্ত ব্যক্তি বুঝাইতে পুং)। ৫। পাতার তৈরি, পত্র-নির্ম্মিত। পত্র+অণ্‌ বিকারার্থে। ৬। উপযুক্ত; বিদ্যাদিগুণসম্পন্ন; শ্রেষ্ঠ। পা+ষ্ট্রন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—পাত্রী।

পাত্রতা, -ত্ব—উপযুক্ততা; গৌরব। পাত্র+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

পাত্রপক্ষ—বরপক্ষ, বরের দলের লোকজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাত্রসংস্কার—পাত্রশুদ্ধি; ব্রায়ভাটী।

পাত্রসাৎ—যোগ্যপাত্রে সমর্পিত। পাত্র+সাৎ। অব্য।

পাত্রস্থ—বরকে সমর্পিত; উপযুক্ত ব্যক্তিকে অর্পিত। উপতৎ; পাত্র—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —স্থা।

পাত্রাপাত্র—যোগ্যব্যক্তি এবং অযোগ্য-ব্যক্তি। পাত্র ও অপাত্র, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

পাত্রী—১। বিবাহের কন্যা; যোগ্যা স্ত্রী; থালা। পাত্র+ঈ (বাং)। বি; স্ত্রী। ২। পত্র-নির্ম্মাত্রী। পত্র+অণ্ নির্ম্মাণ করে অর্থে+ঈপ্। ৩। পালনকারিণী। পাতৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [বিণ।

পাত্রীয়—পাত্রসম্বন্ধীয়। পাত্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে।

পাথর—শিলা, পাষাণ, প্রস্তরনির্ম্মিত থালা; পর্ব্বত। 'প্রস্তর'-শব্দজ। বি। বিণ—পাথুরিয়া, পাথুরে।

পাথরকুচি—১। পাথরের টুকরা। পাথরের কুচি, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। একপ্রকার গুল্ম। বাং প্র। বি। [কবিপ্র। বি।

পাথরা—পাথর; পাথরের থালা। প্রাঃ

পাথরি, পাথুরি—মূত্রাশয়জাত রোগ-বিশেষ, অশ্মরী। বাং প্র। বি।

পাথরিয়া, পাথুরিয়া—প্রস্তরসদৃশ; পাথরের মত কাল ও কঠিন ('—কয়লা')। পাথর+ইয়া সদৃশার্থে; ২য় পক্ষে উ-আগম। বিণ। বি—পাথর।

পাথার—সমুদ্র; তীরদ্বয়মধ্যবর্ত্তী স্থান। পাথ (জল)—ঋ+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

পাথালিকোলা—দুই বাহুতে ঘাড় ও পা দুইটি বেষ্টন করিয়া কোলে তোলা। বাং প্র। বি।

পাথি—চুপড়ি; পেতে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাথুরি—'পাথরি' দ্রঃ।

পাথুরিয়া—'পাথরিয়া' দ্রঃ।

পাথেয়—১। পথখরচ, পথের সম্বল; কন্যা-রাশি। বি; ক্লীব। ২। পথ চলার জন্য প্রয়োজনীয়। পথিন্+এয় প্রয়োজনার্থে। বিণ। স্ত্রী, —য়ী।

পাদ—১। পা, চরণ; রশ্মি; চতুর্থাংশ; শ্লোকের চতুর্থাংশ; পর্ব্বতের নিকটস্থ ক্ষুদ্র শৈল; বৃক্ষমূল। পদ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। ২। অপান বায়ু; বাতকর্ম্ম। 'পর্দ্দ'-শব্দজ। বি।

পাদক—পা-ধোওয়া জল, চরণামৃত। 'পাদোদক'-শব্দজ। বি। [বি; পুং।

পাদকটক—নূপুর; বাঁকমল। ৬ষ্ঠীতৎ।

পাদগ্রন্থি—গুড়মুড়া, গুল্ফ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পাদগ্রহণ—চরণবন্দন, পাদস্পর্শ, অভিবাদন।

পাদচার—পাইচারি, পরিক্রমণ; গ্রহাদির আহ্নিক ভোগ। পাদদ্বারা চার (গমন), ৩য়াতৎ। বি; পুং।

পাদচারণা—ধীরে ধীরে হাঁটা, পাইচারি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পাদচারী (-চারিন্)—১। পায়ে হাঁটিয়া গমনকারী, পদব্রজে গমনশীল। বিণ। স্ত্রী, —চারিণী। ২। পদাতিক। উপতৎ; পাদ—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

পাদজ—১। চরণ হইতে জাত। উপতৎ; পাদ—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ। ২। শূদ্র। বি; পুং।

পাদটীকা—পুস্তকের কোন পৃষ্ঠার নিম্নভাগে লিখিত মূলবিষয়ের ব্যাখ্যা (foot note) পাদস্থ টীকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পাদতল—পায়ের চেটো, চরণের নিম্নভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পাদত্রাণ—জুতা, পাদুকা; মোজা। পাদের ত্রাণ (রক্ষণ) যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

পাদদেশ—পর্ব্বত বৃক্ষ প্রভৃতির নিম্নদেশ; তলা। পাদই দেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পাদপ—গাছ, বৃক্ষ; পাদপীঠ। উপতৎ; পাদ—পা (পান করা, রক্ষা করা)+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

পাদপদ্ম—চরণকমল, পদ্মের ন্যায় সুন্দর পা বা পারূপ পদ্ম। উপমিত বা রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পাদপীঠ—পা রাখার আসন, টুল বা পিঁড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পাদপূরণ—শ্লোকের কোন চরণের অনম্পূর্ণ অংশের পূরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বি; ক্লীব।

পাদপ্রক্ষালন—পা ধোওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ।

পাদপ্রহার—লাথি, পদাঘাত। ৩য়াতৎ। বি; পুং। [বি; ক্লীব।

পাদবল্মীক—গোদ, শ্লীপদ। ৬ষ্ঠীতৎ।

পাদবিক্ষেপ—পা ফেলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাদবিপক্ষস্থান—পৃথিবীর একপৃষ্ঠস্থ কোন জীবের পায়ের ঠিক বিপরীত দিকে অপরপৃষ্ঠস্থ যে স্থান তাহা (antipodes). পাদের বিপক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ; সেরূপ স্থান, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পাদমূল—গোড়ালি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পাদরজ্জু—হস্তী প্রভৃতির পা বাঁধিবার দড়ি; পা বাঁধিবার দড়ি। পাদলগ্ন রজ্জু (দড়ি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পাদরথ—জুতা, পাদুকা। পাদের রথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাদরী—খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মযাজক, পোর্তু-গীজ padre. বি। [স্ত্রী।

পাদশাখা—পায়ের আঙ্গুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

পাদশৈল—বৃহৎ পর্ব্বতের নিম্নে অবস্থিত ক্ষুদ্র পর্ব্বত। পাদস্থিত শৈল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পাদস্ফোট—পায়ের তলার ফোঁড়া বা ঘা; একপ্রকার পদশব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাদাঙ্গদ—নূপুর। পাদের অঙ্গদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পাদান, পাদানী—যাহাতে পা দিয়া গাড়ী প্রভৃতিতে উঠিতে হয়। পা+দান, দানী আধার অর্থে। বি।

পাদিক—চতুর্থাংশজীবী; চতুর্থাংশ; পাদ-পরিমাণ; চতুর্থ। পাদ (চতুর্থাংশ)+ইক জীবন ধারণ করে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

পাদী (পাদিন্)—১। মকর কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু। বি; পুং। ২। চতুর্থাংশ-ভাগী। পাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—পাদিনী।

পাদুক—ভ্রমণকর্ম্মপটু, গমনশীল; প্রসব-কালে যে সন্তানের পদ অগ্রে নির্গত হইয়া থাকে এরূপ। পদ্+উকঞ্ শীলার্থে। বিণ।

পাদুকা—জুতা, উপানৎ। পদ+ণিচ্+উ কর্তৃবা+কন্ স্বার্থে+আপ্ (দীর্ঘ উ হ্রস্ব)। বি; স্ত্রী।

পাদুকাকার, -কৃৎ—চর্ম্মকার, পাদুকা-নির্ম্মাতা। উপতৎ; পাদুকা—কৃ+অণ্, ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

পাদোদক—পা-ধোওয়া জল। পাদস্পৃষ্ট উদক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পাদোন—তিন পোয়া; চারি ভাগের এক-ভাগ কম। পাদ দ্বারা উন, ৩য়াতৎ। বিণ।

পাদ্য—পা ধোওয়ার জল। পাদ+যৎ প্রয়োজনার্থে। বি; ক্লীব।

পান—১। তরল জিনিস গিলিয়া খাওয়া; মদ খাওয়া; রক্ষণ; শাণে ধার দেওয়া। পা+অনট্ ভাববা। ২। পানপাত্র। পা+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব। ৩। প্রাপ্ত হন। বাং ক্রি। ৪। তাম্বূল। 'পর্ণ'-শব্দজ। ৫। পাইন; ধার; দিক্। বাং প্র। বি।

পানই, পানাই—খড়ম; জুতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পানকাঁটা—স্ত্রীলোকের খোঁপার এক-প্রকার কাঁটা। পানাকৃতি কাঁটা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি। [বাং প্র। বি।

পানকৌড়ি—একপ্রকার জলচর পক্ষী।

পানগোষ্ঠিকা, -গোষ্ঠী—যে স্থানে অনেকে একত্র হইয়া পান করে তাহা, মদ্যপান-সভা। পানার্থ গোষ্ঠিকা, গোষ্ঠী (সভা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পানতুয়া—ঘিয়ে ভাজা ছানার মিষ্টান্ন-বিশেষ। বাং প্র। বি।

পানদর্শন—চোর-ধরা বিদ্যাবিশেষ; তৈলাক্ত পানবিশেষ [কোন কুমারী বালিকা ইহার দিকে তাকাইয়া চুরিসম্বন্ধীয় ঘটনা বলিয়া দিতে পারে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস]। বাং প্র। বি।

পানদোষ—মদ্যপানরূপ বদভ্যাস। পানই দোষ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পানপাত্র—১। জলীয় বস্তু খাইবার পাত্র; চষক, মদ্যপান করিবার পাত্র। পানসাধক পাত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। পাণ রাখিবার পাত্র, ডাবর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পানফল, পানিফল—একপ্রকার জলজ ফল, শৃঙ্গাটক। পানির ফল, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা 'পানীয়ফল'-শব্দজ। বি।

পানবণিক্ (-বণিজ্)—শুঁড়ী, শৌণ্ডিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পানবসন্ত—পানিবসন্ত (তাহা দ্রঃ)।

পানমরা—সোণা রূপা গলাইয়া যে খাদ বাদ দেওয়া হয় তাহা। বাং প্র। বি।

পানশৌণ্ড—প্রচুরমদ্যপানাসক্ত, পানমত্ত। পানে শৌণ্ড, ৭মীতৎ। বিণ।

পানসি, -সী—ছিপ্, একপ্রকার ছোট নৌকা। ইং 'pinnace'-শব্দজ। বি।

পানসে—জলের মত; স্বাদবিহীন। পানি (জল)+সে সদৃশার্থে। বিণ।

পানা—১। সরবৎ। 'পানক'-শব্দজ। ২। প্রাচীরের পরিসর; কাপড়ের চওড়ার দিকের পরিমাণ। ৩। পুষ্করিণী প্রভৃতির জলে ভাসমান উদ্ভিদ্‌বিশেষ বা শেওলা-বিশেষ। 'পর্ণ'-শব্দজ। বি। ৪। মত, সদৃশ ('চাঁদ—')। বাংলা প্রত্যয়।

পানাই—'পানই' দ্রঃ।

পানান—লোহার অস্ত্র প্রভৃতিতে পাইন ধরান; দোহনের পূর্ব্বে বাছুর কর্ত্তৃক চুষাইয়া বাঁটে দুধ আনান। বাং ক্রি।

পানাসক্ত—মদ্যপানে অত্যধিক অভ্যস্ত। পানে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

পানি—১। জল। 'পানীয়'-শব্দজ। ২। হাত; পান; পানকারী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পানিতরাস—একপ্রকার চওড়া তলদেশ-যুক্ত নৌকা; নৌকার নীচের বড় কাঠ। বাং প্র। বি।

পানিফল—'পানফল' দ্রঃ।

পানিবসন্ত—জলবসন্ত। পানি যুক্ত বসন্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

পানী—জল। 'পানীয়'-শব্দজ। বি।

পানীয়—১। পান করিবার মত, পানযোগ্য ('—জল')। পা+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। ২। জল; পান করিবার জিনিস; পানা, সরবৎ। বি; ক্লীব।

পানীয়ফল—পানিফল, শৃঙ্গাটক, শিঙড়া। পানীয়জাত ফল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পানে—দিকে, প্রতি। বাং প্র। অব্য।

পান্তা—জল-দেওয়া বাসি ভাত। পান (>পানি)+ত যুক্তার্থে। বি।

পান্থ—পথিক; সর্ব্বদা ভ্রমণকারী। পথিন্ +অণ্ নিত্যগমনার্থে। বি; পুং।

পান্থনিবাস—সরাই, পথিকদিগের থাকিবার স্থান, যে স্থানে নবাগত ব্যক্তিরা ভাড়া দিয়া আপাততঃ অবস্থিতি করে তাহা। পান্থদিগের নিবাস যাহাতে, বহুব্রী, অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পান্থপাদপ—মরুভূমিজাত একপ্রকার জল-নির্গমকারী গাছ (ইহাদের দেহে আঘাত করিলে নির্ম্মল জল নির্গত হয়। মরুভূমির দেশের পান্থগণ সেই জল পান করিয়া থাকে)। পান্থোপকারক পাদপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পান্থশালা—পথিকদিগের আহারাদি করিবার গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পান্না—একপ্রকার মণি, মরকত। বি।

পাপ—১। অধর্ম্ম, দুষ্কৃত; অনিষ্ট। পা (রক্ষা করা)+প অপাবা (আত্মাকে যাহা হইতে রক্ষা করা হয়)। বি; ক্লীব। ২। পাপিষ্ঠ; পাপজনক। পাপ+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

পাপগ্রহ—জ্যোতিষোক্ত কতিপয় গ্রহ, মঙ্গল রাহু শনি প্রভৃতি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পাপঘ্ন—১। পাপনাশক। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী, (মানুষ বুঝাইলে)—ঘ্না। ২। তিল। উপতৎ; পাপ—হন্+টক্ (মনুষ্য বুঝাইলে ক) কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পাপজনক—যাহাতে পাপ হয় এরূপ, অধর্ম্মজনক, দুষ্কৃতিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —জনিকা।

পাপড়ি—পুষ্পদল, ফুলের পাতা। 'পর্ব্ব'-শব্দজ। বি।

পাপতরা—পাপ হইতে উদ্ধারকারিণী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

পাপনাশক—পাপঘ্ন, কলুষহারী; পুণ্য-জনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পাপপতি—উপপতি, জার। পাপসংঘটক পতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পাপপুরুষ—মূর্ত্তিমান্ পাপ, পুরুষাকৃতি পাপ; অতিশয় পাপাচারী ব্যক্তি। পাপাত্মক পুরুষ, বা পাপযুক্ত পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পাপপ্রবণ—পাপাচরণ করিতে উন্মুখ; যাহাতে পাপাচারের প্রবৃত্তি খুব বেশী এমন। ৭মীতৎ। বিণ। বি,—প্রবণতা।

পাপবুদ্ধি—১। যাহার মনে পাপ করিবার অভিসন্ধি রহিয়াছে এমন; দুষ্টবুদ্ধি। পাপে বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পাপ-মতি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পাপভাক্ (-ভাজ্)—পাপের ভাগী, পাপী। উপতৎ; পাপ—ভজ্+খি কর্ত্তৃবা। বিণ।

পাপভাগী (-গিন্)—পাপী; অন্যের কৃত পাপের সহিত জড়িত। উপতৎ; পাপ—ভজ্+ণিন্ বা ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ; পুং। স্ত্রী,—ভাগিনী।

পাপমতি—১। পাপাত্মা। পাপে মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কুমতি, পাপ করিবার ইচ্ছা। পাপ (২) মতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পাপযোগ—তিথি বার প্রভৃতির পাপ-জনক সম্মেলন। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পাপহর—যাহাতে পাপ দূর করে এমন, পাপনাশক। উপতৎ; পাপ—হৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পাপাচার—১। পাপী। পাপ আচার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পাপকার্য্যকরণ। পাপের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাপাচারী (-চারিন্)—পাপকর্ম্মকারী, পাপী। উপতৎ; পাপ—আ—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী।

পাপাত্মা (-ত্মন্), **পাপাশয়**—অধার্ম্মিক, পাপকারী, পাপিষ্ঠ। পাপ আত্মা, আশয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ত্মা (২য় পক্ষে)।

পাপাসক্ত—পাপকর্ম্মে নিরত, পাপ করি-বার প্রবৃত্তিযুক্ত। পাপে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি,—সক্তি।

পাপিনী—পাপাচারিণী, অধর্ম্মচারিণী। পাপিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাপিয়া—১। একপ্রকার সুকণ্ঠ পাখী। বাং প্র। বি। ২। পাপী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পাপিষ্ঠ, পাপীয়ান্ (-য়স্)—অতিশয় পাপী। পাপিন্+ইষ্ঠ, ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ঠা,—য়সী।

পাপী (পাপিন্)—পাপযুক্ত; অধার্ম্মিক। পাপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —পাপিনী। [বিণ; স্ত্রী।

পাপীয়সী—পাপিষ্ঠা। পাপীয়স্+ঈপ্।

পাপীয়ান্ (-য়স্)—'পাপিষ্ঠ' দ্রঃ।

পাপোশ—পা মুছিবার জন্য আস্তরণ-বিশেষ। ফার্সী। বি।

পাব—গাঁইট, গ্রন্থি। 'পর্ব্বন্'-শব্দজ। বি।

পাবক—১। অগ্নি; বৈদ্যুতাগ্নি; সদাচারী ব্যক্তি; অগ্নিমন্থ, চিত্রক; ভল্লাতক; বিড়ঙ্গ; রক্তচিত্রক; কুসুম্ভ। বি; পুং। ২। পবিত্রতা-কারক। পূ (পবিত্র করা)+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—পাবিকা।

পাবদা—বোয়ালের আকারের একপ্রকার আঁইস-শূন্য ছোট মাছ। 'পর্ব্বত'-শব্দজ। বি।

পাবন—১। শোধক, পবিত্রতাজনক। পূ+ণিচ্ (=পাবি)+অন অথবা অনট্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—না, —নী। ২। পবিত্রী-

করণ। পূ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ৩। জল; রুদ্রাক্ষ; গোময়; প্রায়শ্চিত্ত। পূ+ণিচ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ৪। অগ্নি; বিষ্ণু। পূ+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

পাবনি—পবননন্দন হনুমান্। পবন+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

পাবনী—১। গঙ্গা; হরীতকী; তুলসী; গাভী। বি; স্ত্রী। ২। পবিত্রতাকারিণী। পাবন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পামর—অধম, নীচ, পাপিষ্ঠ; মূর্খ। পা+ক্বিপ্ কর্তৃবা (পা—ত্রয়ীধর্ম্ম); পা—মৃ+ঘ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

পায়—১। প্রাপ্ত হয়, লাভ করে। বাং ক্রি। ২। চরণে। বাং প্র। বি; ৭মী।

পায়ই—প্রাপ্ত হই। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পায়খানা—মলত্যাগের স্থান। ফার্সী। বি। ['পাদচারণ'-শব্দজ। বি।

পায়চারি, -চারী—ধীরে ধীরে বেড়ান।

পায়জামা—ইজার, একপ্রকার ঢিলা প্যান্ট। ফার্সী। বি। [ক্রি-বিণ।

পায়দল, -দাল—পায়ে হাঁটিয়া। হিন্দী।

পায়ব—পাইব ("পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পায়মাল—পদদলিত; লুণ্ঠিত; বিনষ্ট। ফার্সী। বিণ।

পায়রা—কপোত। 'পারাবত'-শব্দজ। বি।

পায়রাচাঁদা—গায়ে দাগযুক্ত একপ্রকার বড় চাঁদা মাছ। বাং প্র। বি।

পায়স—১। দুগ্ধদ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ, পরমান্ন; টার্পিন্ তৈল; চন্দন। পয়স্+অণ্ সংস্কৃতার্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ২। দুগ্ধ-সম্বন্ধীয়; দুধের তৈয়ারী। পয়স্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—সী।

পায়সান্ন—পরমান্ন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পায়া—পদ; চৌকির পা; পদবী। 'পাদ' বা 'পদ'-শব্দজ। বি।

পায়া-ভারি, -ভারী—বড় চাকুরী বা উচ্চপদ হেতু গর্ব্বিত। বহুব্রী। বিণ।

পায়ু—গুহ্যদেশ, মলদ্বার। পা+উণ্ করণবা। বি; পুং।

পায়ুকাম—পুংমৈথুন (sodomy). পায়ু-বিষয়ক কাম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পার—১। নদীর পরতীর; জলাশয়ের অপর কূল। পৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। উদ্ধার। পৃ+ণিচ্+অচ্ ভাববা। ৩। প্রান্ত। পার্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

পারক—পটু, নিপুণ; সমর্থ; পূর্ত্তিকারক। পৃ বা পৄ+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—পারিকা।

পারগ—পারগামী; সমর্থ; বিশেষরূপে নিপুণ ('শাস্ত্র—')। উপতৎ; পার—গম্+ড কর্তৃবা। বিণ।

পারগত—যে পারে গমন করিয়াছে এরূপ, পারপ্রাপ্ত; অভিজ্ঞ; পারদর্শী। পারকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

পারগামী—যে পারে গমন করিয়াছে এমন; পারদর্শী। উপতৎ; পার—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

পারঘাট—খেয়াপারাপারের ঘাট, নদীর যে ঘাটে পারে যাইবার নৌকা থাকে তাহা। পার হওয়ার ঘাট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

পারঙ্গম—পারদর্শী। উপতৎ; পার—গম্+খচ্ কর্তৃবা। বিণ।

পারণ, পারণা—১। উপবাসের পর প্রথম ভোজন। পার+ণিচ্+অনট্ ভাববা; পার+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। ২। তৃপ্তিবিধান। পৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

পারতন্ত্র্য—পরাধীনতা, পরতন্ত্রতা। পরতন্ত্র (পরাধীন)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

পারতপক্ষে—যতদূর পারা যায় তাহাতে, সামর্থ্যসত্বে, পার্য্যমাণে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

পারত্রিক—পারলৌকিক, পরলোকসম্বন্ধীয়; পরলোকে হিতকারক। পরত্র+ইক সম্বন্ধার্থে, হিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পারদ—১। পারা, ধাতুবিশেষ। পৃ+ণিচ্+তন্ কর্তৃবা (ত-স্থানে দ)। বি; পুং। ২। পারকর্ত্তা। উপতৎ; পার—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

পারদর্শিতা—দক্ষতা; বিজ্ঞতা; পাণ্ডিত্য; পরিণামদর্শিতা। পারদর্শিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—দর্শী (-দর্শিন্)।

পারদর্শী (-দর্শিন্)—দক্ষ, পটু; পরিণাম-দর্শী; পর্য্যন্তদর্শী; বিজ্ঞ; সমর্থ। উপতৎ; পার—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী। বি,—দর্শিতা।

পারদসঙ্ক(ংক)র—(রসায়ন) পারদের সহিত মিশ্রিত অন্য ধাতু (amalgam). পারদের সঙ্কর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পারদারিক—পরস্ত্রীতে আসক্ত, পরস্ত্রী-গামী; পরস্ত্রীসম্বন্ধীয়। পরদার+ইক আসক্তার্থে, সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পারদার্য্য(র্য)—পরস্ত্রীসঙ্গম, ব্যভিচার। পরের দারাই (স্ত্রীই) দারা (স্ত্রী) যাহার, বহুব্রী+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

পারদেশ্য—বিদেশী, প্রবাসী; ভিন্নদেশগত। পরদেশ+ষ্যঞ্ নিবাসার্থে, গতার্থে। বিণ।

পারমাণব—পরমাণুসম্বন্ধীয়, পরমাণুঘটিত। পরমাণু+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পারমাণবাকর্ষণ—(পদার্থবিদ্যা) পরমাণু-সকলের পরস্পর আকর্ষণ (molecular attraction). পরমাণু+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে= পারমাণব; পারমাণব আকর্ষণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পারমাণবিক—(পদার্থবিদ্যা) পরমাণু-সংক্রান্ত (atomic). পরমাণু+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পারমার্থিক—পরমার্থসম্বন্ধীয়, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়; মঙ্গলজনক। পরমার্থ+ইক সম্বন্ধার্থে, হিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পারমিট—ক্রয়-বিক্রয়সম্বন্ধে সরকারের অনুমতিপত্র। ইং permit. বি।

পারম্পর্য্য(র্য)—পরম্পরাগতি, অনুক্রম; ধারাবাহিকতা; কুলাদি-পরম্পরা, পুরুষানুক্রম। পরম্পরা (সাতত্য)+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

পারলৌকিক—পরকালসম্বন্ধীয়; পর-কালের হিতজনক। পরলোক+ইক সম্বন্ধার্থে, হিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পারশ—পরিবেষিত ভোজনপাত্র; পরি-বেষণ। হিন্দী 'পরস্' (<পরিবেষণ)-শব্দজ। বি।

পারসিক, -সীক—১। পারস্যদেশীয় লোক; পারস্যদেশীয় ঘোড়া। বি; পুং। ২। পারস্যদেশীয়। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পারসী—পারস্য ভাষা; পারস্যদেশজাত। পারস্য+ঈ ভবার্থে। বি বা বিণ।

পারসীক—'পারসিক' দ্রঃ।

পারা—১। তুল্য, মত ('পাগল—'); যেন। 'প্রায়'-শব্দজ। বিণ বা অব্য। ২। পারদ। 'পারদ'-শব্দজ। বি। ৩। সমর্থ হওয়া; পার হওয়া; পার করা। পার+আ (হওয়া, করা)। বাং ক্রি। ৪। চরণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পারানি(নী)—পারের কড়ি, খেয়া পার হইবার অর্থ। পারান (পার হওয়া)+ই, ঈ প্রয়োজনার্থে। বি।

পারাপার, -বার—১। সমুদ্র। পার এবং অপার, অবার, দ্বন্দ্ব+অচ্ অস্ত্যর্থে। বি; পুং। ২। নদী প্রভৃতির উভয় তীর। পার (এপার) এবং অপার, অবার (অন্য পার), দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

পারাবত—পায়রা, কবুতর। পর (জীব)—অব্ (রক্ষা করা)+শতৃ=পরাবৎ; পরাবৎ (দত্তাত্রেয়)+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

পারাবার—'পারাপার' দ্রঃ।

পারাবারীণ—উভয় তীরে গমনকারী; সমুদ্রপারগামী। পারাবার+ঈন (খঞ্) যায় অর্থে। বিণ।

পারায়ণ—সম্পূর্ণতা, সমাপ্তি; নিয়ম করিয়া নির্দ্দিষ্টসময়মধ্যে কোন গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ। পার—অয়্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

পারাশর—১। পরাশরপুত্র, বেদব্যাস। পরাশর+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। পরাশরপ্রণীত (ধর্ম্মশাস্ত্র)। পরাশর+অণ উক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী।

পারি—১। সমর্থ হই। বাং ক্রি। ২। পরপারে গমন, উত্তরণ। বাং প্র। বি।

পারিজাত, -জাতক—সমুদ্রমন্থনে জাত স্বর্গীয় বৃক্ষ, দেবতরু; সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ। পারী (পারিন্=সমুদ্র) হইতে জাত, ৫মী-তৎ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

পারিতোষিক—১। পুরস্কার। পরিতোষ+ইক দেয়ার্থে। বি; ক্লীব। ২। পরিতুষ্ট হইয়া যাহা দান করা যায় এমন, পরিতোষ-দত্ত। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পারিপাট্য—পরিপাটী, সুশৃঙ্খলা। পরিপাটী+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি, ক্লীব।

পারিপার্শ্বিক—১। পার্শ্ববর্ত্তী, চতুর্দ্দিকের, আশপাশের, আবেষ্টনসম্বন্ধীয়। পরিপার্শ্ব+ইক গ্রহণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। সূত্রধারের পার্শ্ববর্ত্তী নট; পারিষদ; উপগ্রহ, কোন বৃহৎ গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী ক্ষুদ্র গ্রহ। বি; পুং।

পারিভাষিক—পরিভাষাসম্বন্ধীয়; কোন শাস্ত্রবিশেষের বিশিষ্টার্থক শব্দসম্বন্ধীয়; বিজ্ঞান ইত্যাদিতে বিশেষার্থবাচক। পরিভাষা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পারিমাণ্ডল্য—ন্যায়োক্ত সমবায়িকারণশূন্য পরমাণুপরিমাণ; সূর্য্যকিরণস্থিত বিন্দু বা অণু। পরিমণ্ডল (পরমাণু)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

পারিয়া—অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। তামিলী শব্দ। বি।

পারিযাত্র—সপ্তকুলাদ্রির এক কুলপর্ব্বত-বিশেষ; নৃপবিশেষ। পরি—যা+ত্রন্ কর্ত্তৃবা, পরিযাত্র+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

পারিশ্রমিক—১। মজুরী; বেতন। বি; ক্লীব। ২। পরিশ্রম-সংক্রান্ত। পরিশ্রম+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পারিষদ—১। সভাসদ্, সভ্য। পরিষদ্+অণ্ সাধু অর্থে। বি; পুং। ২। সভাসম্বন্ধীয়। পরিষদ্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—দী।

পারী (-রিন্)—সমুদ্র। পার+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

পারীক্ষিত—পরীক্ষিতের পুত্র, জনমেজয়। পরীক্ষিৎ+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

পারীণ—পারগ, পারগত; পারগামী। পার+ঈন গমনার্থে। বিণ।

পারী(রি)ন্দ্র—সিংহ; অজগর। পারী (পৃ—হিংসা করা+ণিন্) ইন্দ্র সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

পারুল—পাটলা ফুল। 'পাটলী'-শব্দজ। বি।

পারুষ্য—কটুবাক্য; অপ্রিয় ভাষণ; কার্কশ্য। পরুষ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

পার্টি—দল; রাজনৈতিক দল বা বিলাতী কায়দায় ভোজ বা নিমন্ত্রণ। ইং party. বি।

পার্থ—পৃথা-পুত্র, অর্জ্জুন; নিজিতবর্ম্মার পুত্র; গন্ধর্ব্ববিশেষ; (অর্জ্জুননামত্ব হেতু) অর্জ্জুন-বৃক্ষ। পৃথা+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

পার্থক্য—পৃথকত্ব, বিভিন্নতা। পৃথক্+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

পার্থিব—১। পৃথিবীসম্বন্ধীয়। পৃথিবী+অঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। পৃথিবীশ্বর, রাজা। পৃথিবী+অঞ্ ঈশ্বরার্থে। বি; পুং। স্ত্রী,—বী।

পার্থিবী—১। পৃথিবীকন্যা, সীতা। পৃথিবী+অঞ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। পৃথিবীসম্বন্ধীয়া; পৃথিবীজাতা। পার্থিব (২)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পার্ব্ব(র্ব)ণ—১। অমাবস্যাদি পর্ব্বে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। পর্ব্বন্+অণ্ কৃত বা দত্তার্থে। বি; ক্লীব। ২। মৃগবিশেষ। পৃ+বনিপ্ কর্ত্তৃবা+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ৩। পর্ব্বসম্বন্ধীয়। পর্ব্বন্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ণী।

পার্ব্ব(র্ব)ণী—১। পর্ব্বসম্বন্ধীয়া। পার্ব্বণ (৩)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পর্ব্বকালে বা উৎসব-সময়ে প্রদত্ত পারিতোষিক। বাং প্র। বি।

পার্ব্ব(র্ব)ত—১। পাহাড়িয়া, পর্ব্বতসম্বন্ধীয়; পর্ব্বতে উৎপন্ন। পর্ব্বত+অণ্ সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী। বি—পর্ব্বত। ২। ঘোড়ানিমের গাছ। পর্ব্বত+অণ্ জাতার্থে। বি; পুং।

পার্ব্ব(র্ব)তী—১। পর্ব্বতকন্যা, গিরিজা, উমা, দুর্গা। পর্ব্বত (হিমালয়)+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। ২। নদীবিশেষ (ইহা চর্ম্মণ্বতী বা চম্বলে মিলিত হইয়াছে); শল্লকী; গোপালপুত্রিকা; জীবন্তী; সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা; পাষাণভেদা; ধাতকী; সৈংহলী। পর্ব্বত+অণ্ জাতার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ৩। পর্ব্বতসম্বন্ধীয়া; পর্ব্বতজাতা। পার্ব্বত(২)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পার্ব্ব(র্ব)তীনন্দন—কার্ত্তিকেয়; গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পার্ব্ব(র্ব)ত্য—পাহাড়িয়া, পর্ব্বতে উৎপন্ন; পর্ব্বতসম্বন্ধীয়। পর্ব্বত+ষ্যঞ্ ভবাদ্যর্থে। বিণ।

পার্য্য(র্য)ন্তিক—প্রান্তীয়, কোন পুস্তকের পৃষ্ঠার পার্শ্বে লিখিত বা তৎসম্বন্ধীয় (marginal). পর্য্যন্ত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পার্য্য(র্য)মাণে—পারতপক্ষে ("পার্য্যমাণে তাহা ভাঙ্গিয়া খরচ করিও না"—ভূদেব মুখোঃ)। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

পার্লামেণ্ট, পার্লেমেণ্ট—ব্যবস্থাপক মহাসভা, প্রজাবর্গের প্রতিনিধিসভা। ইং Parliament. বি।

পার্শেল—পুলিন্দা; ডাকযোগে প্রেরণীয় পুলিন্দা। ইং parcel. বি।

পার্শ্ব—১। পাশ, ধার; সমীপ, নিকট; কক্ষের অধোদেশ। স্পৃশ্+শ্বণ্ কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব।

পার্শ্বগ, পার্শ্বচর—অনুচর; পার্শ্ববর্ত্তী ভৃত্য। উপতৎ; পার্শ্ব—গম্+ড কর্ত্তৃবা; পার্শ্ব—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গা, —রী।

পার্শ্বপরিবর্ত্ত(র্ত)ন—পাশফেরা; ভাদ্র-মাসের শুক্লা একাদশীতে শ্রীহরির পাশ ফেরা হেতু উৎসববিশেষ [এই দিনে ভগবান্ বাম-পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করেন]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পার্শ্ববর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—পাশে অবস্থিত; নিকটস্থ। উপতৎ; পার্শ্ব—বৃত্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।

পার্শ্বশূল—শূলরোগবিশেষ। পার্শ্বের শূল (তীব্র যন্ত্রণা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পার্শ্বস্থ—পাশে অবস্থিত, পার্শ্ববর্ত্তী। উপতৎ; পার্শ্ব—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

পার্শ্বাস্থি—পাঁজর, পশু‍কা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [অণ্ স্থিতার্থে। বি; পুং।

পার্ষদ—পারিষদ, সভাসদ্। পর্ষদ্ (সভা)+

পার্ষ্ণি—১। গোড়ালি, গুল্ফের নিম্নবর্ত্তী অংশ। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ; পৃষ্ঠশত্রু; জিগীষা। বি; পুং। ৩। কুন্তী। পৃষ্+নি কর্ম্মবা (নিপা)। বি; স্ত্রী।

পার্ষ্ণিগ্রাহ—পশ্চাদ্বর্ত্তী শত্রু রাজা; সৈন্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনাপতি। উপতৎ; পার্ষ্ণি (সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ)—গ্রহ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পার্ষ্ণিত্র—অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগ-রক্ষাকারী সৈন্য। উপতৎ; পার্ষ্ণি (সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ)—ত্রৈ (রক্ষা করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

পাল—১। (সমাসে পরপদ হইলে) রক্ষক; প্রতিপালক ('রাজ্যপাল')। পালি+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—লী। ২। পিক্দান। বি; ক্লীব। ৩। সামিয়ানা; বায়ুভরে নৌকা চালাইবার উদ্দেশ্যে নৌকার উপরে প্রসারিত পুরু কাপড় বা ক্যাম্বিস। 'পাইল'-শব্দজ। ৪। দল, সমূহ; পশুদিগের মৈথুন; বাঙ্গালার হিন্দুদের উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি। **পাল ধরান**—স্ত্রী-পশুকে পুং-পশুদ্বারা গর্ভিণী করান। **পালের গোদা**—দলের সর্দ্দার, দলপতি।

পালই, পালুই—১। ধান্যের স্তূপ, সতৃণ ধান্যের রাশি। বাং প্র। ২। ঢেঁকিশাক। প্রাদে। বি।

পালক—১। রক্ষক, পালনকর্ত্তা। পা+ণিচ্ বা পালি+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—পালিকা। ২। পাখীর পাখ্নার অংশ (feather). বাং প্র। বি।

পালকপিতা (-পিতৃ)—পুত্রবৎ প্রতিপালন-কারী ব্যক্তি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পালকি, পালকী—শিবিকা। 'পল্যঙ্কিকা'-শব্দজ। বি।

পালখ—পালক(২) (তাহা দ্রঃ)। বি।

পালঙ, পালং—১। একপ্রকার শাক। 'পালঙ্ক'-শব্দজ। ২। খাট। 'পল্যঙ্ক'-শব্দজ। বি।

পালঙ্ক—১। খাট। 'পল্যঙ্ক'-শব্দজ। বি। ২। পালংশাক; শজারু; বাজপক্ষী। পাল—অনক্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

পালঙ্গ—পালঙ (তাহা দ্রঃ)।

পালট—১। পরিবর্তন; পরাবর্তন। বাং প্র। ২। নিমেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পালটব—ফিরাইব। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পালটা—১। বিপরীত; বিরুদ্ধ পক্ষদ্বারা কৃত; সমান বংশমর্য্যাদাসম্পন্ন ('—ঘর')। বাং প্র। বিণ। ২। ফিরা, ঘোরা। কবিপ্র। ক্রি।

পালটান—ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্তন করা; বদল করা; উলটান। বাং ক্রি।

পালটি, পালটিয়া—ঘুরিয়া, ফিরিয়া; উলটাইয়া। কবিপ্র। অস ক্রি।

পালন—১। রক্ষা, পোষণ; ভরণপোষণ; প্রতিপালন; মানিয়া চলা। পা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর ক্ষীর। পা+ণিচ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—পালনীয়, পালিত।

পালনকর্ত্তা (-কর্তৃ), -কর্তা—রক্ষাকারী, প্রতিপালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —কর্ত্রী।

পালপার্ব্ব(র্ব)ণ, পালিপার্ব্ব(র্ব)ণ—শ্রাদ্ধশান্তি ও বিবিধ উৎসব। বাং প্র। বি।

পালয়িতা (-য়িতৃ)—পালনকর্তা, পালক। পা+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ত্রী।

পাললিক—পলিমাটি-সংক্রান্ত, পলিদ্বারা গঠিত (alluvial). পলল+ইক সম্বন্ধার্থে, নির্ম্মিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। **পাললিক শিলা**—পলিদ্বারা গঠিত শিলামণ্ডল (sedimentary rock).

পালা—১। বার, পর্য্যায়; কালনিরূপণ; কীর্তন কিংবা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তের কিয়দংশ; অভিনয় বা সঙ্গীতের এক একটি আখ্যায়িকা। 'পর্য্যায়'-শব্দজ। বি। ২। রক্ষিত, পোষা। বিণ। ৩। পালন করা; মানিয়া চলা। 'পালি'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ৪। পল্লব। 'পল্লব'-শব্দজ। বি।

পালান—১। প্রস্থান করা। 'পলায়ন'-শব্দজ। বাং ক্রি। ২। গো স্তন। বাং প্র। ৩। ভারবাহী পশুদিগের পৃষ্ঠের গদি। 'পল্যয়ন'-শব্দজ। বি।

পালি, পালী—১। রাশি; শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি; প্রান্তভাগ; প্রদেশ; খড়্গের তীক্ষ্ণধার; ক্রোড়; কোণ; সেতু; প্রশংসাবচন; হাঁড়ি; পালা; ছাত্রদিগের বৃত্তি; খোঁয়াড়; কেশকীট, উকুণ; শ্মশ্রুযুক্তা স্ত্রী। পল্+ইণ্ কর্তৃবা ২য় পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ভারতের প্রাচীন ভাষাবিশেষ। বাং প্র। বি।

পালিকা—১। পালনকারিণী। পালক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার। পালী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পালিত—১। রক্ষিত; পোষিত; বর্দ্ধিত। পা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—পালন। ২। উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

পালি-পার্ব্বণ—'পালপার্ব্বণ' দ্রঃ।

পালিশ—চাকচক্য; মসৃণতা; মসৃণকরণ; মসৃণ করিবার প্রলেপ। ইং 'polish'-শব্দজ। বি।

পালী—'পালি' দ্রঃ।

পালুই—'পালই' দ্রঃ।

পালো—ঔষধবিশেষ; শটী প্রভৃতির মূলের গুঁড়া। বাং প্র। বি।

পালোয়ান—বীর; কুস্তিগীর; বলবান্। ফার্সী 'পহলবান্'-শব্দজ। বি বা বিণ।

পাল্টা—অপর পক্ষের; বিপরীত। বাং প্র। বিণ। [বাং ক্রি।

পাল্টান—পরিবর্তন করা; ফিরান।

পাল্লা—তৌলকরণের পাত্র, তরাজু; প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আড়াআড়ি; ব্যবধান; সঙ্গ। হিন্দী। বি।

পাশ—১। দড়ি, রজ্জু; অস্ত্রবিশেষ; সূত্র; ফাঁদ। পশ্+ঘঞ্ করণবা। ২। (কেশবাচক শব্দের পর প্রযুক্ত হইলে) গোছা, সমূহ; (কর্ণবাচক শব্দের পর বসিলে) সুন্দর; (ছাত্র ভিষক্ প্রভৃতি শব্দের পর বসিলে) কুৎসিত। সংস্কৃত প্রত্যয়। ৩। ধার, পার্শ্ব। 'পার্শ্ব'-শব্দজ। বি। **পাশ কাটান**—কোন ব্যক্তি-বিশেষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অলক্ষিতভাবে তাহার পাশ দিয়া সরিয়া পড়া। **পাশ মোড়া**—শয়ান অবস্থায় পার্শ্ব-পরিবর্তন করা। ৪। পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা; মঞ্জুর হওয়া; অনুমোদন লাভ, কোন স্থানে প্রবেশ লাভ করিবার পত্র। ইং pass. বি।

পাশক—পাশা, অক্ষ। পশ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

পাশব—১। পশুসম্বন্ধীয়; পশুর ন্যায় ('—অত্যাচার')। পশু+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী। ২। পশুপাল, পশুসমূহ। পশু+অণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লীব।

পাশববৃত্তি—পশুর ন্যায় হেয় মনোবৃত্তি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পাশবিক—পশুসম্বন্ধীয়; পশুর ন্যায়; ধর্ষণসম্বন্ধীয়। পশু+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি,—বিকতা।

পাশরা, পাসরা—ভুলিয়া যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

পাশা—১। অক্ষ, চৌপাড়; কর্ণভূষণবিশেষ। 'পাশক'-শব্দজ। ২। তুরস্কের অথবা মিশরের শাসনকর্তার উপাধি। ফার্সী। বি।

পাশাড়ী—পার্শ্ববর্তী। পাশা+আড়ী। বিণ।

পাশান—ফস্কাইয়া যাওয়া; পাশ কাটান। বাং ক্রি। [বা ক্রি-বিণ।

পাশাপাশি—কাছাকাছি। বাং প্র। বিণ

পাশি, পাশী—কোদাল লাঙ্গল প্রভৃতিতে ফলা জুড়িবার লোহার বেড়। বাং প্র। বি।

পাশী (পাশিন্)—১। বরুণ; ব্যাধ; যম; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। বি; পুং। ২। পাশনামক অস্ত্রধারী। পাশ (রজ্জু)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—পাশিনী।

পাশুনি—পাপ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাশুপত—১। পশুপতির উপাসক, শৈব। পশুপতি+অণ্ দেবতা ইহার এই অর্থে। ২। বকপুষ্পবৃক্ষ। পশুপতি+অণ্ প্রিয় অর্থে। বি, পুং। ৩। শিবসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, —তী। ৪। শিবের অস্ত্রবিশেষ। পশুপতি+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ৫। ব্রতবিশেষ, পশুপতি উপাস্য ইহাতে এই অর্থে, পশুপতি+অণ্। বি; ক্লীব।

পাশুলি, পাশুলী—পাইজোড়, পায়ের আঙ্গুলের অঙ্গুরীবিশেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাশ্চাত্ত্য—১। পশ্চিমদেশীয়; প্রতীচ্য; পশ্চিমদিকস্থ; পশ্চাৎস্থিত। বিণ। ২। যবন। পশ্চাৎ+ত্যক্ ভবার্থে। বি; পুং।

পাশ্চাত্য—পশ্চিমদেশীয়; পিছন দিকের, পশ্চাৎস্থিত। পশ্চাৎ+ত্যক্ ভবার্থে (নিপাতনে ত-লোপ); বিণ। [অনেকের মতে 'পাশ্চাত্য' বানান ভুল।]

পাষণ্ড, পাষণ্ডক, পাষণ্ডী (-ণ্ডিন্)—পাপিষ্ঠ, দুর্বৃত্ত; অধার্ম্মিক; সদাচারভ্রষ্ট; পামর; বেদবিরুদ্ধাচারী; বিধর্ম্মী; বৌদ্ধ-ক্ষপণকাদি নাস্তিক। পা (বেদধর্ম্ম)—ষণ্ড্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা; ২য় পক্ষে তদুত্তরে কন্ স্বার্থে; ৩য় পক্ষে পা—ষণ্ড্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

পাষণ্ডদলন—১। অধার্ম্মিক ব্যক্তির দমন বা বিনাশ। বি; ক্লীব। ২। অধার্ম্মিক ব্যক্তির দমনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —না, —নী।

পাষণ্ডী (পাষণ্ডিন্)—'পাষণ্ড' দ্রঃ।

পাষাণ—১। পাথর, প্রস্তর, শিলা। পিষ্ (চূর্ণ করা)+আনচ্ অধিবা। বি; পুং। ২। তুলাদণ্ডের ফের। বাং প্র। বি। **পাষাণ ভাঙ্গা**—তুলাদণ্ডের দুই দিক্ সমান করা। ৩। কঠিন; নির্দ্দয়, যাহার হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন এমন। বাং প্র। বিণ।

পাষাণদারক, -দারণ—পাথর-ভাঙ্গা অস্ত্র, টঙ্ক, টাঙি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাষাণভেদী (-দিন্)—যাহা পাথর

ভাঙ্গিয়া ফেলে এমন, প্রস্তর-বিদারণ-কারী। উপতৎ; পাষাণ—ভিদ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভেদিনী।

পাষাণহৃদয়—যাহার মন পাথরের মত শক্ত এমন, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম। পাষাণবৎ হৃদয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পাষাণী—১। পাথরের মত কঠিনহৃদয়যুক্তা, নির্দ্দয়া। পাষাণ (৩)+ঈ। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্র পাষাণ, বাট্‌খারা। পাষাণ+ঈপ্‌ ক্ষুদ্রার্থে। বি; স্ত্রী।

পাষ্টি—পাশার কাঠি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাস—পাশ (৪) (তাহা দ্রঃ)।

পাসরণ—ভুল, বিস্মরণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পাসরা—'পাশরা' দ্রঃ।

পাসলি, পাস্থলি—পাশুলি (তাহা দ্রঃ)।

পাসান—তাস খেলায় ডাক ছাড়িয়া দেওয়া; যে রঙের খেলা হইতেছে তাহা হাতে না থাকায় খেলার সুবিধার জন্য অন্য কোন বিশেষ তান দিয়া যাওয়া। ইং 'pass'-শব্দজ। বাং ক্রি। [বি।

পাস্থড়ি—পাঁচ সের ওজন, পাঁউরি। বাং প্র।

পাহন—পাহুন (তাহা দ্রঃ)।

পাহল—পাহুল (তাহা দ্রঃ)।

পাহাড়—পর্ব্বত, গিরি। বাং প্র। বি। বিণ—পাহাড়িয়া, পাহাড়ী, পাহাড়ে।

পাহাড়তলি, -তলী—উপত্যকা, তরাই। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পাহাড়িয়া, পাহাড়ে—পার্ব্বত্য। পাহাড় +ইয়া, এ ভবার্থে। বিণ।

পাহাড়ী—১। পার্ব্বত্য। বিণ। ২। পার্ব্বত্য জাতি; রাগিণীবিশেষ। বাং প্র। বি।

পাহাড়ে—'পাহাড়িয়া' দ্রঃ।

পাহারা—প্রহরীর কার্য্য, চৌকি। 'প্রহর'-শব্দজ। বি।

পাহারাওয়ালা, -দার, পাহারালা—প্রহরী, চৌকিদার; পুলিশ কনেষ্টবল। পাহারা+ওয়ালা, দার, আলা নিযুক্তার্থে। বি।

পাহুন—অতিথি, পথিক ("কান্ত পাহুন কাম দারুণ"—বিদ্যাপতি); প্রবাসী; পাষাণ, নির্দ্দয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

পাহুল—দয়াহীন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পিআ, পিয়া—১। পান করিয়া। অসক্রি। ২। প্রিয়, প্রণয়ী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পিউ—১। প্রিয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। পাপিয়ার স্বর। অব্য।

পিউড়ি—গোরোচনা। বাং প্র। বি।

পিউলী—একপ্রকার ফুল। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ['পিচ্চট'-শব্দজ। বি।

পিঁচুটি—চক্ষু হইতে নির্গত ক্লেদ।

পিঁজরা—খাঁচা। 'পিঞ্জর'-শব্দজ। বি।

পিঁজা—তুলা প্রভৃতির বীচি ফেলিয়া ও আঁশ টানিয়া সোজা করা। বাং ক্রি।

পিঁড়া, পিঁড়ে—পিঁড়ি; ঘরের দাওয়া। 'পিণ্ড' বা 'পীঠ'-শব্দজ। বি।

পিঁড়ি—কাঠের আসনবিশেষ। 'পিণ্ড' বা 'পীঠ'-শব্দজ। বি।

পিঁধন—পরিবার কাপড়, পরিধান। প্রাঃ কবিপ্র। 'পিধান'-শব্দজ। বি।

পিঁধা—পরিধান করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পিঁপড়া, পিঁপড়ে—পিপীলিকা। 'পিপীলিকা'-শব্দজ। বি।

পিঁপুল—ফলবিশেষ। 'পিপ্পলী'-শব্দজ। বি।

পিক—১। কোকিল। অপি—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—পিকী। ২। থুথু; মুখের লালা। বাং প্র। বি।

পিককণ্ঠ—১। কোকিলের ন্যায় মধুর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। পিকের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কণ্ঠা, —কণ্ঠী। ২। কোকিলের গলা; কোকিলের কণ্ঠস্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পিকদান, -দানি, -দানী—থুথু ফেলিবার পাত্র, নিষ্ঠীবনপাত্র। পিক+দান, দানি, দানী পাত্র অর্থে। বি।

পিকনিক—বনভোজন। ইং picnic. বি।

পিকবর, -রাজ—কোকিলশ্রেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ গায়ক-পক্ষী। পিকমধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ; পিকদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্‌ সমাসান্ত। বি; পুং। [ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পিকী—কোকিলা, স্ত্রী-কোকিল। পিক+

পিকেক্ষণ—কোকিলের চক্ষুর ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট। পিকের ঈক্ষণের (চক্ষুর) ন্যায় ঈক্ষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পিকেটার—কাহারও কোন অনভিপ্রেত কার্য্য অপর কেহ করিতে চাহিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টাকারী। ইং picketer. বি।

পিকেটিং—কাহারও কার্য্যে যোগদানে অথবা দোকান হইতে কোন অনভিপ্রেত দ্রব্য ক্রয়ে বাধা দান, পিকেটারের কাজ। ইং picketing. বি।

পিঙল—পিঙ্গল। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

পিঙ্গ—১। তামাটে রঙ, নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ। পিন্‌জ্‌ (বর্ণযুক্ত হওয়া)+ঘঞ্‌ করণবা। ২। মূষিক। বি; পুং। ৩। তামাটে রঙের, পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ। ৪। গন্ধদ্রব্যবিশেষ; হরিতাল। পিন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

পিঙ্গল—১। তামাটে রঙ, নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, কপিশবর্ণ; নাগবিশেষ; নিধিবিশেষ; মুনিবিশেষ; বানর; অগ্নি; নেউল; বিষবিশেষ; একাদশ রুদ্রের একজন; সূর্য্যের পারিপার্শ্বিক; মঙ্গলগ্রহ; বৎসরবিশেষ; ক্ষুদ্রপেচক; পিঙ্গলনাগ নামে ছন্দঃশাস্ত্রকার আচার্য্যবিশেষ; পিঙ্গলাচার্য্যকৃত ছন্দোগ্রন্থবিশেষ। বি; পুং। ২। তামাটে রঙের, কপিশবর্ণযুক্ত ('—জটা')। পিন্‌জ্‌+কলচ্‌ করণবা। বিণ।

পিঙ্গললৌহ—পিতল, পিত্তল। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পিঙ্গলা—১। নাড়ীবিশেষ; শিংশপাবৃক্ষ; রাজনীতি; বেশ্যাবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। পিঙ্গলবর্ণা। পিঙ্গল+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পিঙ্গলাভ—ঈষৎ তামাটে রঙের, ঈষৎ নীলপীতমিশ্রিতবর্ণ। পিঙ্গলা আভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পিঙ্গলিকা—বকশ্রেণী, বলাকা। পিঙ্গল+কন্‌ আছে অর্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পিঙ্গাক্ষ—১। শিব; ব্যাধবিশেষ। বি; পুং। ২। যাহার চোখ তামাটে এমন। পিঙ্গ (পিঙ্গলবর্ণ) অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্‌ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

পিঙ্গাশ—পল্লীর প্রধান ব্যক্তি; পাঙ্গাশ মাছ। উপতৎ; পিঙ্গ—অশ্‌+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পিঙ্গী—শমীবৃক্ষ। পিঙ্গ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পিচ—১। ফলবিশেষ; বৃক্ষবিশেষ। ইং peach. ২। ঘন আলকাতরা, আলকাতরা হইতে প্রস্তুত ঘন কঠিন দ্রব্যবিশেষ। ইং pitch. ৩। পিক, থুথু। প্রাদে। বি।

পিচকা—পিচকারী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পিচকারি, -কারী—জলধারা নিক্ষেপ করিবার একপ্রকার যন্ত্র। বাং প্র। বি।

পিচকি—পিক। প্রাদে। বি।

পিচপা, পিছপা—যে কোন কাজ করিতে অগ্রসর হইতে চাহে না এরূপ, সঙ্কুচিত, পশ্চাৎপদ। বহুব্রী। বিণ।

পিচবোর্ড—একপ্রকার মোটা কাগজ; জমান কাগজের বোর্ড বা পাটা। ইং 'paste board'-শব্দজ। বি।

পিচাশ, পিচেশ—পিশাচ, ঘৃণাহীন ব্যক্তি, অতিশয় অপরিষ্কৃত লোক। 'পিশাচ'-শব্দজ। বি।

পিচু—কার্পাস-তুলা; পরিমাণবিশেষ; অসুরবিশেষ; কুষ্ঠবিশেষ; ভৈরব; শস্যবিশেষ। পচ্‌+উ কর্ত্তৃবা (নিপা)। বি; পুং।

পিচুটি—পিঁচুটি (তাহা দ্রঃ)।

পিচ্ছল—হড়্‌হড়ে, পিচ্ছিল, মসৃণ। পিচ্ছ্‌+কলচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পিচ্ছা—ভাতের মাড়; সর্পের লাল; চামরবিশেষ; পূগবৃক্ষ; পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী; ঘোড়ার পায়ের ঘা; কোষ; মোচা; শিশুগাছ। পিচ্ছ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পিচ্ছিল—হড়্‌হড়ে, পিছলা; পিচ্ছলযুক্ত;

সরস (ব্যঞ্জনাদি); মণ্ডযুক্ত ('—ভাত'); জলযুক্ত ('—ব্যঞ্জন')। পিচ্ছা (ফেন) + ইলচ্ আছে অর্থে। বিণ।

পিছটান—পিছুটান (তাহা দ্রঃ)।

পিছন—১। পিছু হাঁটা; পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়া, পিছনে পড়া। বাং ক্রি। ২। পশ্চাদ্ভাগ; পশ্চাদ্বর্ত্তিতা। 'পশ্চাৎ'-শব্দজ। বি।

পিছপা—'পিচপা' দ্রঃ।

পিছমোড়া, পিছুমোড়া—পিছন দিকে হাত দুইটি টানিয়া বাঁধা; যাহার হাত দুইটি পিছন দিকে বাঁধা হইয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বি বা বিণ।

পিছল, পিছলা—হড়্‌হড়ে, হড়্‌কা, গড়ানিয়া। 'পিচ্ছিল'-শব্দজ। বিণ।

পিছলান—হড়হড় করিয়া সরিয়া যাওয়া। 'পিচ্ছিল'-শব্দজ। বাং ক্রি।

পিছাড়ী—পশ্চাৎ; অশ্বপদবন্ধন-রজ্জু। প্রাদে। বি।

পিছান—পিছু হাঁটা, পশ্চাৎপদ হওয়া; পিছনে পড়া। বাং ক্রি।

পিছার—পিছন, পশ্চাৎ ("হেন মুরতি জনি নাচল পিছারে"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পিছিয়া—পাশুলি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পিছিলা—পিষিয়া বা বাঁটিয়া হড়্‌কা-করা জিনিস। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পিছু—পশ্চাদ্দিক্; পরে। 'পশ্চাৎ'-শব্দজ। বি বা ক্রি-বিণ।

পিছুটান—পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ, পশ্চাতে আসক্তি। পিছু হইতে টান, ৫মীতৎ; বা, পিছুতে টান, ৭মীতৎ। বি।

পিছে—পৃষ্ঠে, পশ্চাদ্ভাগে, পরে, পিছনে। 'পশ্চাৎ'-শব্দজ। বি; অধি-৭মী।

পিঞ্জ—১। ব্যাকুল, কাতর। পিন্‌জ্ + অচ্ কর্ম্মবা। বিণ। ২। বল, শক্তি। পিন্‌জ্ + অচ্ করণবা। বি; ক্লীব। ৩। বধ, হত্যা। পিন্‌জ্ + অচ্ ভাববা। ৪। কর্পূরভেদ। পিন্‌জ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পিঞ্জন—১। তুলাফোঁড়া ধনুঃ, ধুনুখারা। পিন্‌জ্ + অনট্ করণবা। ২। তুলা ফোঁড়া। পিন্‌জ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

পিঞ্জর—১। খাঁচা, পিঁজরা। পিন্‌জ্ + অরচ্ অধিবা। ২। হরিতাল; দেহাস্থিপুঞ্জ; স্বর্ণ; নাগকেশর। বি; ক্লীব। ৩। পীতবর্ণ অশ্ববিশেষ। পিন্‌জ্ + অরচ্ কর্ত্তৃবা। ৪। পিঙ্গলবর্ণ; পীতরক্তবর্ণ। পিন্‌জ্ + অরচ্ করণবা। বি; পুং। ৫। পীত বা পিঙ্গলবর্ণ-যুক্ত। পিন্‌জ্ + অরচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পিঞ্জা—১। তুলার পাইজ; হরিদ্রা। পিন্‌জ্ + অচ্ কর্ম্মবা, করণবা + আপ্। ২। হিংসা। পিন্‌জ্ + অচ্ ভাববা + আপ্। ৩। ছড়ি। পিন্‌জ্ + অচ্ করণবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

পিঞ্জিকা—পাইজ, তুলনালিকা। পিন্‌জ্ + ণক কর্ত্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

পিট—তাসখেলায় একবারে নিক্ষিপ্ত তাস; জিতা তাস। বাং প্র। বি।

পিট, পিটক—পেটারি, চুপড়ী প্রভৃতি, ধান্যরক্ষার্থ ডোল; ফোড়া, বিস্ফোট। পিট্ + ক অধিবা + কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

পিটন—মার, আঘাতকরণ, প্রহারকরণ, প্রহার; তাড়ন। বাং প্র। বি।

পিটনা, পিটনে—গৃহাদির ছাদ মেঝে প্রভৃতি পিটিবার কাঠের মুগুর, মুগুর। পিট্ + অনা, অনে করণবা। বি।

পিটপিট—অনুকার-শব্দ; খিটখিট; দুই আঙুলের নখের পাতা দ্বারা টিপিবার শব্দ; চোখের পাতা বার বার ফেলার ভাব; শুচিবায়ু-জনিত স্পর্শভীতি। বাং প্র। অব্য।

পিটপিটে—শুচিবায়ুগ্রস্ত; খিটখিটে; মিটমিটে। পিটপিট + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

পিটলী, পিটালী, পিটুলী, পিঠালী—জল মিশ্রিত পেষা চাউল; বৃক্ষবিশেষ। বাং প্র। বি।

পিটিশন—দরখাস্ত। ইং petition. বি।

পিটুনি—মার, প্রহার। পিট্ + উনি ভাববা। বি। **পিটুনি পুলিশ**—কোন স্থানের অবাধ্য এবং দুর্দ্দান্ত লোকদিগের দমনকল্পে সেই স্থানেরই অধিবাসিগণের খরচে যে পুলিশ-বাহিনী সাময়িকভাবে নিযুক্ত হয় তাহা (punitive police).

পিঠ—পৃষ্ঠ; পাশ; বিপরীত দিক্; পশ্চাদ্ভাগ। 'পৃষ্ঠ'-শব্দজ। বি।

পিঠটান, পিটটান—প্রস্থান, পলায়ন। বাং প্র। বি।

পিঠদাঁড়া—মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠদণ্ড। পিঠের দাঁড়া (>দণ্ড), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পিঠর, পিঠরক, পিঠরী—পাত্র, হাঁড়ি; পেটারি; মন্থনদণ্ড; স্থালী; উখা; কুণ্ড; ভাণ্ড; মুস্তা, মুথা। পিঠ্ (ক্লেশ দেওয়া) + করন্ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে; ৩য় পক্ষে ঙীপ্। বি; পুং, পুং, স্ত্রী।

পিঠা—১। পিষ্টক। 'পিষ্টক'-শব্দজ। ২। পিঠ। 'পৃষ্ঠ'-শব্দজ। বি।

পিঠাপিঠি—একটির অব্যবহিত পরে আর একটি এইরূপ বা এইভাবে। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

পিঠারি—পিষ্টকব্যবসায়ী, পিষ্টকবিক্রেতা। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পিঠালী—'পিটলী' দ্রঃ।

পিঠি—পিঠে, পৃষ্ঠে। প্রাঃ কবিপ্র। পিঠা + ই অধি-৭মী। বি।

পিড়ক, পিড়কা—ব্রণ, ফোড়া, ফুস্কুড়ি। পিড় + অক কর্ম্মবা; পক্ষে আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

পিড়া, পিড়ী, পিঁড়া, পিঁড়ী—১। বেদী; কাঠাসন; মেটে ঘরের দাওয়া বা রোয়াক। 'পীঠ'-শব্দজ। ২। বংশপরম্পরা; পুরুষ। ফার্সী। বি

পিড়িং—১। একপ্রকার মধুর অথচ অস্ফুট ধ্বনি। অনুকার অব্য। ২। একপ্রকার শাক। প্রাদে। বি।

পিণ্ড—১। ডেলা, গোলাকৃতি ক্ষুদ্র রাশি, গোলবস্তু; ভাতের ডেলা; পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদেয় খাদ্যসামগ্রীর গোলাকার গ্রাস; শরীর; মাংস; ভোজনীয় বস্তু; গ্রাস। বি; ক্লীব। ২। বল; পুঞ্জ; সমূহ; গজকুম্ভ; খাদ্যদ্রব্য; জীবিকা; লৌহ। বি; পুং। ৩। সংহত; সান্দ্র। পিণ্ড্ (রাশি করা) + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ।

পিণ্ডখর্জ্জূ(র্জু)র—পিণ্ডিখেজুরের গাছ; পিণ্ডিখেজুর, চটকান খেজুর। পিণ্ডসদৃশ খর্জ্জূর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পিণ্ডজীবী (-জীবিন্)—শ্রাদ্ধভোজী; দেবকার্য্যাদিতে উৎসর্গীকৃত পিণ্ডাদি ভোজনকারী ("যজ্ঞ নিমন্ত্রণে পিণ্ডজীবী যেই জন" —কাশীরাম)। উপতৎ; পিণ্ড—জীব্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —জীবিনী।

পিণ্ডদ—পিণ্ডদানকর্ত্তা, পিণ্ডদানকারী; অন্নদাতা। উপতৎ; পিণ্ড—দা + ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

পিণ্ডদান—পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পিণ্ডাকার, -কৃতি—গোলাকার, পিণ্ডের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। পিণ্ডের আকারের, আকৃতির ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পিণ্ডায়স—ইস্পাত। পিণ্ড অয়স্ (লৌহ), কর্ম্মধা (অচ্ সমাসান্ত)। বি; ক্লীব।

পিণ্ডি—পিণ্ড। গ্রাম্য। বি।

পিণ্ডি, পিণ্ডিকা, পিণ্ডী—চাকার মধ্যভাগ; কক্ষ বা জানুর নিম্নভাগের মাংসল প্রদেশ; পায়ের গোছ; লাউ; খেজুর গাছ; খাদ্যের গ্রাস; পীঠ; পীঁড়ি। পিন্ড্ (সংহত হওয়া) + ইন্ অধিবা; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে + আপ্; ৩য় পক্ষে ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

পিণ্ডিত—গণিত; গুণিত; ঘন, সান্দ্র; সংহত; যাহা ডেলার মত করা হইয়াছে। পিন্ড্ (রাশি করা) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পিতঃ—হে পিতৃদেব, বাবা। 'পিতৃ'-শব্দ সম্বোধনে। বি; পুং।

পিতম—প্রিয়তম জন; পরম অনুরাগ বা ভালবাসার পাত্র। 'প্রিয়তম'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। **পরাণপিতম**—প্রাণপ্রিয়।

পিতল—মিশ্রিত ধাতুবিশেষ। 'পিত্তল'-শব্দজ। বি।

পিতা (পিতৃ)—বাপ, জনক; পিতৃতুল্য

পাঁচজন গুরু (অন্নদানকারী, ভয় হইতে পরিত্রাণকারী, শ্বশুর, জন্মদাতা এবং যিনি উপনয়নকালে কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দীক্ষা দেন তিনি); পিতৃতুল্য সাতজন গুরু (শ্বশুর, অন্নদাতা, শিক্ষক, অভয়প্রদ অর্থাৎ অভয়দানকারী, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা); অগ্নিষ্বাত্ত সৌম্য হবিষ্মান্ উষ্মপ সুকালী বর্হিষদ্ এবং আজ্যপ—এই সপ্ত পিতৃপুরুষ। পা (পালন করা)+তৃচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—মাতা। বিণ—পৈতৃক।

পিতামহ—ঠাকুরদাদা, পিতার পিতা; ব্রহ্মা; দক্ষরাজ। পিতৃ+ডামহ পিতা অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী.—মহী। বিণ—পৈতামহিক।

পিতামহী—ঠাকুরমা, পিতার মাতা। পিতামহ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পিতুঃষ্বসা, পিতুঃস্বসা (-স্বসৃ)—পিসি, পিতার ভগিনী। অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পিতৃ—'পিতা' দ্রঃ।

পিতৃ-আজ্ঞা—পিতার আদেশ। পিতার আজ্ঞা, ৬ষ্ঠীতৎ [শ্রুতিকটুতা ভয়ে সন্ধি হয় নাই]। বি; স্ত্রী।

পিতৃ-ঋণ—বাপের দেনা, পিতার কৃত ঋণ; পুত্রের প্রতি কৃত পিতার উপকার। পিতার ঋণ, ৬ষ্ঠীতৎ [শ্রুতিকটুতা ভয়ে সন্ধি হয় নাই]। বি; ক্লীব।

পিতৃকল্প—১। বাপের মত, পিতৃতুল্য। পিতৃ+কল্পপ্ ঈষদূন অর্থে। বিণ। ২। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি বিধান। পিত্রুদ্দিষ্ট কল্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। ৩। পিতৃপুরুষের জন্মাদি-সম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ। পিতৃগণের কল্প যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

পিতৃকার্য্য(র্য), -কৃত্য, -ক্রিয়া—শ্রাদ্ধতর্পণাদি। পিতৃসম্বন্ধীয় কার্য্য, কৃত্য, ক্রিয়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, ক্লীব, স্ত্রী।

পিতৃকুল—বাপের বংশ, পিতৃগোত্র; বাপের পরিবার বা বাড়ী। পিতার কুল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পিতৃকৃত্য, পিতৃক্রিয়া—'পিতৃকার্য্য' দ্রঃ।

পিতৃগণ—অগ্নিষ্বাত্তাদি সপ্ত পিতৃপুরুষ ('পিতা' দ্রঃ)। পিতাদের গণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পিতৃগৃহ—বাপের বাড়ী, পিত্রালয়; শ্মশান। পিতার বা পিতাদের গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পিতৃঘাতক—যে পিতাকে হত্যা করে এরূপ, পিতৃহন্তা, পিতৃহত্যাকারী। পিতার ঘাতক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিকা।

পিতৃঘাতী (-ঘাতিন্)—পিতার প্রাণনাশক। উপতৎ; পিতৃ—হন্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিনী।

পিতৃঘ্ন—পিতৃহত্যাকারী। উপতৎ; পিতৃ—হন্+ক কর্তৃবা। বিণ।

পিতৃতর্পণ—পিতৃপুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশে জলদান; পিতৃপুরুষের তৃপ্তি। পিতাদিগের তর্পণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পিতৃতিথি—পিতৃশ্রাদ্ধযোগ্য তিথি; অমাবস্যা। পিতাদের (পূর্ব্বপুরুষের) তিথি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পিতৃতীর্থ—গয়াধাম; দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থান। পিতাদের (পূর্ব্বপুরুষদের) তীর্থ (ক্ষেত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পিতৃত্ব—পিতা হওয়ার অবস্থা; পিতার ভাব। পিতৃ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

পিতৃদান—মৃত পিতৃলোকের উদ্দেশে অন্নবস্ত্রাদি দান, নিবাপ, শ্রাদ্ধতর্পণাদি। পিত্রুদ্দিষ্ট দান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পিতৃদায়—১। পিতৃশ্রাদ্ধরূপ অবশ্যকর্ত্তব্য গুরুতর কার্য্য। মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি। ২। পিতা হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি। পিত্রাগত দায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পিতৃদিন—অমাবস্যা। পিতাদের দিন (তিথি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পিতৃদেব—দেবতাসদৃশ আরাধ্য পিতা, পূজনীয় পিতা। পিতা দেবসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা; অথবা, পিতাই দেব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পিতৃদেবগণ—পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ; অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃপুরুষ ('পিতা' দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পিতৃদৈবত—১। মঘানক্ষত্র। পিতারাই (পিতাগণই) দৈবত যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে কৃত শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয়। পিতৃদেবতা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী।

পিতৃধার—পিতার নিকট প্রাপ্ত উপকার অর্থাৎ পিতৃকৃত জন্মদান-পরিপালনাদি; পিতৃঋণ। পিতৃলব্ধ ধার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পিতৃপক্ষ—১। যে শুক্লা সপ্তমীতে আশ্বিনে দুর্গাপূজা হয় তাহার ঠিক পূর্ব্বের কৃষ্ণপক্ষ, প্রেতপক্ষ। পিতৃপ্রিয় পক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। পিতার সম্বন্ধ, পৈতৃকসম্বন্ধ। পিতার পক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ৩। পিতার বংশে জাত। পিতাদের পক্ষ (অর্থাৎ কুলজাত), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। [বি; পুং।

পিতৃপতি—যম। পিতাদের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ।

পিতৃপিতা—পিতামহ। পিতার (পিতৃ-শব্দ) পিতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পিতৃপুরুষ—পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষ। পিত্রোর্দ্ধ্বক্রমিক (পিতা এবং তাঁহার ঊর্দ্ধ্বতন) পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পিতৃপ্রতিম—পিতার মত। পিতাই প্রতিমা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পিতৃপ্রসূ—১। ঠাকুরমা, পিতামহী। পিতার (পিতৃ-শব্দ) প্রসূ (মাতা), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সন্ধ্যাকাল, সায়ংকাল। পিতাদের প্রসূ (অন্নদানযোগ্য সময় বলিয়া মাতৃস্বরূপা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পিতৃবৎ—পিতার তুল্য। পিতৃ+বতি তুল্যার্থে। অব্য।

পিতৃবন্ধু, -বান্ধব—পিতার যে কোন ভ্রাতা; পিতার পিতৃস্বস্রীয় (পিসতুত ভাই) মাতৃস্বস্রীয় (মাসতুত ভাই) ও মাতুলপুত্র (মামাত ভাই); পিতার বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজন। পিতার (পিতৃ-শব্দ) বন্ধু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পিতৃবিয়োগ—পিতার মৃত্যু। পিতার (পিতৃ-শব্দ) বিয়োগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পিতৃব্য—পিতার ভাই, খুড়া, জ্যেঠা। পিতৃ+ব্যৎ পিতার ভ্রাতা অর্থে। বি; পুং।

পিতৃভক্ত—পিতার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত। পিতার (পিতৃ-শব্দ) ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পিতৃভক্তি—পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ। পিতাতে (পিতৃ-শব্দ) ভক্তি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

পিতৃমাতৃহীন—জনকজননীশূন্য, যাহার বাপ মা উভয়েই মারা গিয়াছেন এরূপ। পিতা ও মাতা, দ্বন্দ্ব; তদ্দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। (ব্যাকরণমতে মাতাপিতৃহীন।) বিণ।

পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ; তর্পণ। পিত্রুদ্দিষ্ট যজ্ঞ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পিতৃযান—পিতৃগণের চন্দ্রলোকগমনমার্গ। পিতৃ—যা+অনট্ করণবা। বি; পুং।

পিতৃরিষ্টি—নবজাত শিশুর পিতার মৃত্যু-সূচক গ্রহাদির অবস্থান এবং দশা [জাতকের জন্মলগ্নের দশমে শনি, সপ্তমে মঙ্গল, ষষ্ঠে চন্দ্র থাকিলে, রবি শুভগ্রহ বর্জ্জিত হইলে এবং তিনটি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে পিতৃরিষ্টি হইয়া থাকে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পিতৃলোক—১। চন্দ্রলোকস্থিত স্থান-বিশেষ। পিতাদের লোক (জগৎ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ ('পিতা' দ্রঃ)। পিতারাই লোক, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পিতৃষ্বসা (-স্বসৃ)—পিসী, পিতার ভগিনী। পিতার স্বসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পিতৃষ্বস্রেয়, -ষ্বস্রীয়—পিসতুতো ভাই। পিতৃস্বসৃ+এয়, ঈয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

পিতৃস্থানীয়—পিতার ন্যায় পূজনীয়; পিতার সদৃশ। পিতার স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে ঈয় যোগ্যার্থে। বিণ।

পিতৃহত্যা—পিতার প্রাণনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পিতৃহন্তা (-হন্তৃ)—পিতার প্রাণনাশকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হন্ত্রী।

পিতৃহা (-হন্)—পিতৃঘাতী, পিতৃহত্যাকারী। উপতৎ; পিতৃ—হন্+কিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

পিতৃহীন—যাহার বাপ মারা গিয়াছে এমন। ৬য়াতৎ। বিণ। [অস-ক্রি।
পিতে—পান করিতে। প্রাঃ কবিপ্র।
পিত্ত—শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, দেহাভ্যন্তরস্থ তাপজনক ধাতু। অপি (নিশ্চয়রূপে)—দো+ক্ত কর্তৃবা। বি; ক্লীব। **পিত্ত জ্বলিয়া যাওয়া**—ক্রোধ উপস্থিত হওয়া; পিত্ত কুপিত হইলে ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া যাওয়া।
পিত্তকোষ—পিত্তের থলি, দেহাভ্যন্তরে যে পাত্রে পিত্ত সঞ্চিত হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
পিত্তঘ্ন—১। পিত্তনাশক। বিণ। স্ত্রী, —ঘ্নী। ২। ঘৃত। উপতৎ; পিত্ত—হন্+টক্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।
পিত্তজ্বর—পিত্তের প্রকোপ হেতু জাত জ্বর, পৈত্তিক জ্বর। পিত্তসম্ভূত জ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
পিত্তরক্ষা, পিত্তিরক্ষা—ক্ষুধার সময়ে সামান্য কিছু খাওয়া; (বাঙ্গার্থে) নামে মাত্র আকাঙ্ক্ষা মিটান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
পিত্তরস—তরল পিত্ত (bile). পিত্তই রস, কর্মধা। বি; ক্লীব।
পিত্তল—১। পিতল তামা ও সীসার মিশ্রণে উৎপন্ন একপ্রকার ধাতু। বি; ক্লীব। ২। পিত্তযুক্ত। পিত্ত—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃবা। বিণ।
পিত্তস্থলী, পিত্তাশয়—পেটের মধ্যে যে থলিতে পিত্ত থাকে তাহা (gall bladder). পিত্তের স্থলী, আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।
পিত্তাতি(তী)সার—পিত্তজনিত অতিসার-রোগবিশেষ। পিত্তজনিত অতিসার, অতীসার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
পিত্তাশয়—'পিত্তস্থলী' দ্রঃ।
পিত্তি—পিত্ত। 'পিত্ত'-শব্দজ। বি। **পিত্তি চটা**—রাগের সঞ্চার হওয়া। **পিত্তি পড়া**—যথাসময়ে না খাওয়ায় ক্ষুধা নষ্ট হওয়া।
পিত্তিরক্ষা—'পিত্তরক্ষা' দ্রঃ।
পিত্রালয়—বাপের বাড়ী। পিতার আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি।
পিদিম—প্রদীপ। 'প্রদীপ'-শব্দজ। প্রাদে।
পিধান—১। ঢাকনি, আচ্ছাদন, আবরণ। অপি—ধা+অনট্ করণবা (অ-কারের লোপ)। ২। পরিধান, আচ্ছাদিত-করণ। অপি—ধা+অনট্ ভাববা (অ-কারের লোপ)। বি; ক্লীব।
পিন—আলপিন; কাঠের সরু কাঁটা; ধাতুর কাঁটা; ছোট পেরেক। ইং pin. বি।
পিনদ্ধ—পরিহিত; বদ্ধ; আবৃত। অপি—নহ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্মবা (অ-কারের লোপ)। বিণ।
পিনহ—পরিধান কর; বন্ধন কর। 'পিন্ধন'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
পিনা—পরিধান করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
পিনাক—শিবের ধনুঃ ও বাদ্যযন্ত্র; ত্রিশূল; ধূলিবৃষ্টি। পা (রক্ষা করা)+আকন্ কর্তৃবা (আ-স্থানে ই, ন-আগম)। বি; পুং বা ক্লীব।
পিনাকপানি—মহাদেব, শিব। পিনাক পাণিতে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
পিনাকিনী—একপ্রকার সপ্তস্বর বাদ্য-যন্ত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
পিনাকী (পিনাকিন্)—শিব। পিনাক+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।
পিনালকোড—অপরাধীদের দণ্ডদান সম্বন্ধীয় আইন-পুস্তক; দণ্ডবিধি। ইং penal code. বি।
পিনাস—১। পিনাক। প্রাঃ কবিপ্র। ২। নাকের ফোঁড়া, একপ্রকার নাসিকা-রোগ। বাং প্র। বি।
পিনিস, পিনেস—কাঠের বড় কামরা-বিশিষ্ট নৌকা, বজরা। ইং 'pinnace'-শব্দজ। বি।
পিন্ধন—পরিধান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
পিন্ধা—পরিধান করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**পিন্ধাওল**—পরাইল। **পিন্ধে**—পরিধান করে।]
পিপা—ঢাকের আকৃতিবিশিষ্ট কাঠের খোল। পোর্তুগীজ 'pipa'-শব্দজ। বি।
পিপাসা—তৃষ্ণা, পানেচ্ছা। পা+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।
পিপাসাকুল—তৃষ্ণায় কাতর, জলপানেচ্ছায় ব্যাকুল। পিপাসা দ্বারা আকুল, ৩য়াতৎ। বিণ।
পিপাসাতুর—তৃষ্ণার্ত, অত্যধিক জল-পানেচ্ছাহেতু কাতর। পিপাসা দ্বারা আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।
পিপাসার্ত্ত(র্ত)—তৃষ্ণায় কাতর, অত্যধিক তৃষ্ণাযুক্ত। পিপাসা দ্বারা ঋত বা আর্ত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।
পিপাসিত, পিপাসু—তৃষ্ণার্ত, পানেচ্ছু। পিপাসা+ইতচ্ জাতার্থে; পা+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বিণ।
পিপাসী (-সিন্)—তৃষ্ণাযুক্ত, পিপাসিত। পিপাসা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —সিনী।
পিপাসু—'পিপাসিত' দ্রঃ।
পিপীলিকা—পিপীড়া, ক্ষুদেপিঁপড়া। অপি—পীল্+ণক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
পি-পু-ফি-শু—পিঠ পুড়ে ফিরে শু (=শো)। [দুই কুঁড়ের ঘরে আগুন লাগে। একজন চোখ বুঁজিয়াই বলিল, পি-পু অর্থাৎ পিঠ পুড়িতেছে। অপরজনও সেইরূপ কুঁড়ে। সে উত্তর করিল, ফি-শু অর্থাৎ ফিরিয়া শোও]; (তাহা হইতে) কুঁড়ের বাদশা, অত্যন্ত অলস। বি।
পিপ্পুল, পিঁপুল—পিপ্পলী ফল। 'পিপ্পলী'-শব্দজ। বি।
পিপ্পল—১। অশ্বত্থবৃক্ষ ও তাহার ফল; বন্ধনশূন্য পক্ষী। বি; পুং। ২। জল; বস্ত্র-খণ্ডবিশেষ। পা+অলচ্ কর্তৃবা (পা-পানে পিপ্প)। বি; ক্লীব।
পিপ্পলি, পিপ্পলী—পিপুলগাছ। পা+অলি কর্তৃবা (পা-স্থানে পিপ্প), পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।
পিব—পান করিব। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
পিবইতে—পান করিতে। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।
পিয়—প্রণয়ী; প্রিয়; স্বামী। 'প্রিয়'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।
পিয়ন—পেয়াদা; যে চিঠি বিলি করে; পত্রবাহক। ইং peon. বি।
পিয়া—১। পান করিয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি। ২। প্রিয়তম, প্রিয়; প্রণয়ী। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।
পিয়াক—প্রিয়ের, প্রণয়ীর। প্রাঃ কবিপ্র।
পিয়াজ—পিঁয়াজ, পলাণ্ডু। ফার্সী। বি।
পিয়াজী—১। পিঁয়াজ-রঙের। বিণ। ২। পিঁয়াজের বড়া। পিঁয়াজ+ঈ সদৃশার্থে, নির্মিতার্থে। বি।
পিয়াদা—দূত, চাপরাশী। ফার্সী। বি।
পিয়ান—পান করান। কবিপ্র। ক্রি।
পিয়ানো—বৃহৎ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইতালীয় piano-শব্দ। বি।
পিয়ার—১। সোহাগ, আদর, প্রেম। বি। ২। প্রিয়; ভালবাসার পাত্র। 'প্রিয়কার'-শব্দজ। বিণ।
পিয়ারা—১। ফলবিশেষ। বি। ২। আদরণীয়, প্রিয়। হিন্দী। বিণ।
পিয়ারি, পিয়ারী—সোহাগিনী, আদরিণী, প্রণয়িণী, প্রেমিকা। হিন্দী। বি বা বিণ; স্ত্রী।
পিয়াল—পিয়াসালগাছ, রাজাদনবৃক্ষ। 'প্রিয়াল'-শব্দজ। বি; পুং।
পিয়ালা, পেয়ালা—পান করিবার পাত্র, বাটি। ফার্সী। বি। [কবিপ্র। বি।
পিয়াস—পিপাসা, তৃষ্ণা; প্রয়াস, ইচ্ছা।
পিয়াসা—১। তৃষ্ণা। 'পিপাসা'-শব্দজ। বি। ২। ইচ্ছা বা প্রয়াসযুক্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।
পিয়াসী, পিয়াসু—ইচ্ছুক, অভিলাষী, প্রত্যাশী; পিপাসিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
পিয়ে—১। পান করে বা করিয়া। ক্রি। ২। প্রিয়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ বা বি।
পির, পীর—দৈবশক্তিবিশিষ্ট পুরুষ, সাধু,

মহাপুরুষ ; ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। ফার্সী। বি।

পীরের দরগা—পীরের সমাধিস্থান।

পীরের সিন্নী—পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দুধকলা ময়দা চিনি সংযোগে প্রস্তুত ভোগবিশেষ।

পিরাণ, পিরান—জামা, পরিচ্ছদবিশেষ, কামিজ। ফার্সী 'পৈরাহান'-শব্দজ। বি।

পিরামিড—ইটপাথরে নির্ম্মিত ত্রিকোণাকার প্রাচীন মন্দিরবিশেষ [ইহা মিশরে দেখিতে পাওয়া যায়]। ইং pyramid. বি।

পিরালি, পীরালি, পীরালী—বঙ্গদেশের একপ্রকার ব্রাহ্মণ-শ্রেণী [কথিত আছে যে, মুসলমান ভৃত্য পীর আলির খাদ্যের আঘ্রাণ লাগাতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ পতিত হইয়াছিল]। ফার্সীমূলক। বি। [শব্দজ। বি।

পিরিচ—রেকাবি। পোর্তুগীজ 'pirus'-

পিরিতি, পিরীত, পীরিতি—প্রীতি, ভালবাসা, প্রণয়; অবৈধ প্রণয়। 'প্রীতি'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

পিল—১। পান করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ২। হস্তী; দাবা খেলার গজ (bishop). ফার্সী। ৩। ঔষধের বড়ি। ইং pill. বি।

পিলখানা—হস্তিশালা। ৬ষ্ঠীতৎ। ফার্সী। বি।

পিলপা, পিলপে—জমির সীমানা-সূচক থাম, স্তম্ভ। বাং প্র। বি।

পিলপিল—পিপড়ার ন্যায় অনেকের একত্র সমাবেশ; ছিদ্রমুখ দিয়া অনবরত বহির্গমন; হুড়হুড় করিয়া। বাং প্র। অব্য।

পিলসুজ—পিতলের তৈয়ারী প্রদীপের গাছা, দীপাধার। আর্বী 'ফতিলসোজ'-শব্দজ। বি।

পিলু—(সঙ্গীত) একটি রাগিণীর নাম। বি।

পিলে—প্লীহা। 'প্লীহা'-শব্দজ। বি।

পিশঙ্গ—পিঙ্গলবর্ণ। পিশ্‌+অঙ্গচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

পিশাচ—ভূত, দেবযোনিবিশেষ। পিশিত (মাংস)—অশ্‌+অণ্‌ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং। স্ত্রী, –চী। বিণ—পৈশাচিক।

পিশাচমোচন—সুবিখ্যাত তীর্থবিশেষ। পিশাচের মোচন যেখানে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

পিশাচসিদ্ধ—যে মন্ত্র দ্বারা পিশাচ বশীভূত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় আদেশপালন করে সেই মন্ত্রে সিদ্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

পিশাচী—পেত্নী; স্ত্রী-পিশাচ। পিশাচ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পিশিত—মাংস। পিশ্‌ (অবয়বীভূত হওয়া) +ক্ত কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

পিশিতাশন, পিশিতাশী (-শিন্‌)—মাংসভোজী (রাক্ষসাদি)। পিশিত অশন (ভোজ্য) যাহার, বহুব্রী; ২য় পক্ষে উপতৎ; পিশিত—অশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –শনা, –শিনী।

পিশুন—১। খল, ক্রূর; হিংস্র; সূচক, জ্ঞাপক (চরবিশেষ); পরস্পরের ভেদকারক। বিণ। স্ত্রী, –না। ২। কাক; নারদ। বি; পুং। ৩। কুঙ্কুম। পিশ্‌+উনন্‌ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

পিষা—পেষণ করা, মর্দ্দন করা, বাঁটা। 'পিষ্‌'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

পিষ্ট—১। যাহা পেষণ করা হইয়াছে এমন, মর্দ্দিত; চূর্ণিত। বিণ। বি—পেষণ। ২। পিঠা; সীসা। পিষ্‌ (চূর্ণ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

পিষ্টক—১। পিঠা, রুটি প্রভৃতি, অপূপ; চোখের একপ্রকার রোগ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। তিলচূর্ণ। পিষ্ট (চূর্ণিত তণ্ডুলাদি)+কন্‌ বিকারার্থে। বি; পুং।

পিসতুত, -তুতো—পিসীর সম্পর্কে সম্পর্কিত। পিসী+তুত, তুতো পুত্রার্থে। বিণ।

পিসশ্বশুর—স্বামীর বা স্ত্রীর পিসা। বাং প্র। বি; পুং। [প্র। বি; স্ত্রী।

পিসশাশুড়ী—স্বামীর বা স্ত্রীর পিসী। বাং

পিসা—পিসীর স্বামী। পিসী+আ স্বামী অর্থে। বি; পুং।

পিসাত—পিসতুতো। প্রাদে। বিণ।

পিসি, পিসী, পিসীমা—পিতার ভগিনী। 'পিতৃষ্বসৃ'-শব্দজ। বি।

পিস্তল—আগ্নেয় অস্ত্রবিশেষ। ইতালীয় 'pistola'-শব্দজ। বি।

পিহিত—আচ্ছাদিত; অবরুদ্ধ; কোষে বা খাপে রক্ষিত; তিরোহিত। অপি—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পীউখ—পীযূষ, অমৃত। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পীঁজর—পিঞ্জর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পীঁড়া, পিঁড়া—বারান্দা; দাওয়া; পীঠ, কাঠাসনবিশেষ। 'পিণ্ড' বা 'পীঠ'-শব্দজ। বি।

পীঁড়ি, পীঁড়ী—ছোট পীঁড়া, পীঠক, ক্ষুদ্র কাঠাসন। 'পীঠ'-শব্দজ। বি।

পীচ—পিচ (তাহা দ্রঃ)।

পীঠ—বসিবার আসন, পীঁড়ি চৌকি প্রভৃতি; প্রতিষ্ঠান ('বিদ্যা—'); তীর্থস্থান; সতীর দেহাংশ পতিত হওয়ায় পবিত্র তীর্থক্ষেত্র [দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে যেস্থানে তাঁহার দেহাবয়ব পতিত হইয়াছিল, তাহাকে এক এক পীঠ বলা হয়। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—মুখ্যপীঠ, উপপীঠ ও সিদ্ধপীঠ। ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত একান্নটি মুখ্যপীঠ আছে]। পিঠ্‌+ক অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব।

পীঠচক্র—গরুর গাড়ী প্রভৃতি, গোযুক্ত শকটাদি। পীঠ চক্র যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

পীঠন্যাস—প্রণব-মন্ত্র দ্বারা আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতাসম্বন্ধীয় তন্ত্রোক্ত ন্যাসবিশেষ। পীঠসম্বন্ধীয় ন্যাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পীঠমর্দ্দ(র্দ)—নায়কবিশেষ; নায়কের সহায়বিশেষ। পীঠ—মৃদ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

পীঠস্থান—যে যে স্থানে সতীর অঙ্গ পড়িয়াছিল সেই সেই স্থান; পুরাতন দেবালয়; অতি পবিত্র তীর্থস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পীড়ক—পীড়াদায়ক, পীড়নকারী। পীড়্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—পীড়িকা।

পীড়ন—দুঃখ দেওয়া; উচ্ছেদ, বিনাশ; মর্দ্দন; নিপীড়ন; অভিভব। পীড়্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—পীড়িত।

পীড়া—১। রোগ, ব্যাধি, অসুখ; যন্ত্রণা, ব্যথা, ক্লেশ। পীড়্‌+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। ব্যথিত করা; দুঃখ দেওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

পীড়াদায়ক—ক্লেশদায়ক, দুঃখদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –দায়িকা।

পীড়াপীড়ি—সনির্বন্ধ অনুরোধ; চাপিয়া ধরা; উৎপীড়ন। বাং প্র। বি।

পীড়ি—কাঠাসন; বেদী। 'পীঠ'-শব্দজ। বি।

পীড়িত—পীড়াযুক্ত, রুগ্‌ণ; ক্লিষ্ট; ব্যথিত, দুঃখিত; মর্দ্দিত। পীড়া+ইতচ্‌ সংজাতার্থে; অথবা, পীড়্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—পীড়ন, পীড়া।

পীড্যমান—যাহাকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে এরূপ, ব্যথ্যমান, ক্লিশ্যমান। পীড়্‌+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

পীত—১। হলুদে রঙ, হরিদ্রাবর্ণ। বি; পুং। ২। হলুদে রঙের, হরিদ্রাবর্ণযুক্ত; যাহা পান করা হইয়াছে এরূপ। পা+ক্ত কর্ম্মবা। ৩। যে পান করিয়াছে এরূপ, কৃতপান। পা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৪। পান। পা+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

পীতকদলী—চাঁপাকলা, স্বর্ণকদলী। পীতা কদলী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পীতকন্দ—গাঁজর, গর্জর। পীত কন্দ যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব। [বি; ক্লীব।

পীতকাষ্ঠ—পীতচন্দন। পীত যে কাষ্ঠ, কর্ম্মধা।

পীতচম্পক—১। হলুদে রঙের চাঁপা ফুলের গাছ। পীতচম্প+কন্‌ আছে অর্থে। ২। প্রদীপ, দীপ। পীত চম্প (চাঁপাফুল), কর্ম্মধা; পীতচম্প+কন্‌ সাদৃশ্যার্থে। বি; পুং।

পীতদারু—দেবদারু, সরলবৃক্ষ; পীতবর্ণ চাঁপাফুলের গাছ। পীত দারু (কাষ্ঠ), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পীতধড়া—হলুদে কাপড়ের টুক্‌রা। পীত (পীতবর্ণ) ধড়া (<ধটী), কর্ম্মধা। বি।

পীতপুষ্প—চম্পকবৃক্ষ; কর্ণিকারবৃক্ষ। পীত পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পীতবসন—১। হলুদে রঙের কাপড়।

কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পুং। ৩। যে হলুদে রঙের কাপড় পরে এমন, পীতবস্ত্রধারী। পীত বসন যাহার, বহুব্রী। বিণ। [প্র। বি বা বিণ।

পীতবাস—পীতবসন (তাহা দ্রঃ)। বাং

পীতবাসাঃ (-বাসস্), **-বাসা**—১। যাহার পরণে হলুদে রঙের কাপড় এমন। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। পীত বাসঃ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পীতসার—১। চন্দন; হরিচন্দন। বি; ক্লীব। ২। চন্দনবৃক্ষ; গোমেদমণি। পীত সার (স্থিরাংশ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পীতাম্বর—১। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। পীত অম্বর যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। হলুদে রঙের কাপড়। পীত অম্বর (বস্ত্র), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পীতাম্বরী—একপ্রকার শাড়ী; চেলী। পীতাম্বর (২)+ঈ স্বার্থে (বাং প্রত্যয়)। বি।

পীন—মোটা, স্থূল; প্রবৃদ্ধ; সম্পন্ন। প্যায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

পীনস—নাসিকারোগবিশেষ, পীনাস রোগ। পীন (স্থূলত্ব)—সো (নাশ করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পীনোন্নত—মোটা ও উঁচু, স্থূল এবং উন্নত। পীনও যাহা উন্নতও তাহা, কর্ম্মধা। বিণ।

পীনোন্নতপয়োধর—স্থূল এবং উন্নত স্তন। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পীনোন্নতপয়োধরা—স্থূল ও উচ্চ স্তন-বিশিষ্টা। পীনোন্নত পয়োধর যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পীবর—মোটা, স্থূল। প্যায় বা পৈ্য (বৃদ্ধি পাওয়া)+ষ্বরচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

পীবরাংস—১। মোটা ঘাড়। পীবর যে অংস, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহার ঘাড় মোটা এমন। পীবর অংস যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পীবরোন্নত—মোটা ও উঁচু। পীবরও যাহা উন্নতও তাহা, কর্ম্মধা। বিণ।

পীয়ল—১। হলুদে রঙ্, পীতবর্ণ। বি। ২। হলুদে, পীত, পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ। ৩। পান করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পীয়া—পান করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**পীব**—পান করিব। **পীয়নু**—পান করিলাম।]

পীযূষ—১। অমৃত, সুধা। বি; ক্লীব। ২। নবপ্রসূতা গাভীর সপ্তদিনমধ্যে দোহন-করা অভিনব দুগ্ধ। পীয়্ (তৃপ্ত করা)+ঊষন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

পীযূষরুচি—১। চন্দ্র। পীযূষবৎ রুচি (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। যে অমৃত পান করিতে ভালবাসে এমন। পীযূষে রুচি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পীর—'পির' দ্রঃ।

পীরিতি—'পিরিতি' দ্রঃ।

পীরোত্তর—পীরের উদ্দেশে দত্ত নিষ্কর ভূমি। 'পীরত্র'-শব্দজ। বাং প্র। বি।

পীল—পিল (২) (তাহা দ্রঃ)।

পীলসুজ—পিলসুজ (তাহা দ্রঃ)।

পীলা, পীলিহা, পীলে—রোগবিশেষ। 'প্লীহন্'-শব্দজ। বি।

পীলু—রাগিণীবিশেষ। বি।

পুং—১। পুরুষ; পুরুষজাতীয়। 'পুম্স্'-শব্দজ। বি বা বিণ। ২। 'পুনশ্চ'-শব্দের সংক্ষেপ। বাং প্র। অব্য।

পুংকেশর—ফুলের মধ্যকার যে কেশরে ফল হয় তাহা, পুষ্পের মধ্যবর্ত্তী সূত্র ও পরাগকোষযুক্ত কেশর (stamen). পুং-চিহ্নিত কেশর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুংবৎ—পুরুষের মত; (ব্যাকরণ) পুংলিঙ্গের ন্যায়। পুমান্+বতি তুল্যার্থে। অব্য।

পুংবৎস—এঁড়ে বাছুর, পুরুষজাতীয় বাছুর। পুমান্ যে বৎস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুংবাচক—পুরুষার্থবোধক; পুরুষজাতি-বোধক। পুমানের বাচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —বাচিকা। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুংমধুপ—পুরুষ-মৌমাছি (drone).

পুংযোগ—পুরুষযোগ, পুরুষের সহিত সঙ্গ; (ব্যাকরণ) পুরুষের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ পত্নী সম্বন্ধ। পুমান্ অর্থাৎ পুরুষের যোগ, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, পুমানের সহিত যোগ, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

পুংরাশি—মেষ মিথুন সিংহাদি বিষমরাশি। পুমান্ রাশি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুংলিঙ্গ—১। শব্দের পুরুষবাচকত্ব। পুমানের ন্যায় লিঙ্গ (সংস্কারবিশেষ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। পুংশ্চিহ্ন, শিশ্ন; পুরুষত্ব; স্ত্রীসম্ভোগ সামর্থ্য। পুমানের লিঙ্গ (চিহ্ন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পুংশ্চলী—বেশ্যা, অসতী, ভ্রষ্টা, ব্যভিচারিণী স্ত্রী। পুম্স্—চল্ (গমন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা +ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পুংশ্চিহ্ন—পুংলিঙ্গ, শিশ্ন, পুরুষোপস্থ। পুমানের চিহ্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পুংসন্ততি—পুত্রসন্তান। পুমান্ (পুম্স্-শব্দ) যে সন্ততি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পুংসবন—গর্ভিণীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে কর্ত্তব্য সংস্কারবিশেষ [যাহাতে পুত্রসন্তান জন্মে সেই উদ্দেশ্যে এই সংস্কার করা হয়]; স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ [অগ্রহায়ণ-মাসের শুক্লা প্রতিপৎ হইতে স্বামীর আদেশ লইয়া এই ব্রত করিতে হয়]। পুম্স্—সূ+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

পুংস্কোকিল—পুরুষ-কোকিল। পুমান্ (পুম্স্-শব্দ) যে কোকিল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুংস্ত্ব—পুরুষত্ব; মনুষ্যত্ব; পুংলিঙ্গতা; শুক্র, বীর্য্য। পুম্স্+ত্ব ভাবে, চিহ্নার্থে। বি; ক্লীব।

পুঃ—পুনরায় দ্রষ্টব্য। 'পুনর্'-শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। অব্য। [শব্দজ। বি।

পুঁই—একপ্রকার খাদ্য লতা। 'পূতিকা'-

পুঁইমেটুলি—১। পুঁইলতার বীজ। বি। ২। পুঁইমেটুলির রঙের মত রঙবিশিষ্ট। বাং প্র। বিণ।

পুঁইয়া, পুঁয়ে—পুঁইগাছের মত অর্থাৎ লতানিয়া। পুঁই+আ, এ সদৃশার্থে। বিণ।

পুঁয়ে পাওয়া—ক্রমশঃ রোগা হইয়া যাওয়া (সাধারণতঃ এই রোগ শিশুদের হয়)।

পুঁয়ে সাপ—সাপ বলিয়া কথিত এক-প্রকার কেঁচো জাতীয় জীব।

পুঁচকে—অতি ছোট, নিতান্ত অল্পবয়স্ক ('ছোঁড়া')। বাং প্র। বিণ।

পুঁছা—মুছিয়া ফেলা, মাজিয়া পরিষ্কার করা; লোপ করা। কবিপ্র। 'প্র-উঞ্ছ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

পুঁজ—ফোঁড়া বা ঘা প্রভৃতি হইতে নির্গত ক্লেদ, দুষ্টরক্ত। 'পূয'-শব্দজ। বি।

পুঁজি, পুঁজী—মূলধন, সঞ্চয়; ঐশ্বর্য্য। 'পুঞ্জ'-শব্দজ। বি।

পুঁজিপাটা—সঞ্চিত ধন এবং বিষয়াদি, সম্পত্তি, জমান টাকা। পুঁজি+পাটা (সহচর শব্দ)। বি।

পুঁটকী—নাড়ীভুঁড়ি। বাং প্র। বি।

পুঁটকে—ছোট। বাং প্র। বিণ।

পুঁটলি, -লী—পুটুলি (তাহা দ্রঃ)।

পুঁটি—১। মৎস্যবিশেষ। 'প্রোষ্ঠী'-শব্দজ। বি। **পুঁটিমাছের প্রাণ**—ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তির সামান্য শক্তি; দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তি। ২। ছোট মেয়ে। 'পুত্রিকা'-শব্দজ। বি।

পুঁটুলি, পুঁটুলী—গাঁঠরী, ছোট পোঁটলা, বস্ত্রাবৃতদ্রব্যসমূহ; ক্ষুদ্র মণ্ডলচিহ্ন। বাং প্র। বি।

পুঁটে—মালা প্রভৃতির দুই মাথা মিলিবার জায়গায় থোপনা, খুপ্টি, বালা প্রভৃতি গহনার মুখ; অল্পবয়স্ক বালক। বাং প্র। বি।

পুঁড়া—ধান ইত্যাদি রাখিবার খড়ের নির্ম্মিত পাত্র। বাং প্র। বি।

পুঁতি—১। ছিদ্রযুক্ত ছোট ছোট নানাবর্ণ কাচের গুটি। প্রাদে। ২। হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ, পুঁথি। 'পুস্তিকা'-শব্দজ। বি।

পুঁথি—বই; হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক। 'পুস্তিকা'-শব্দজ। বি। **পুঁথি বাড়ান**—লিখিত বিষয় ফেনাইয়া তোলা বা বড় করা।

পুঁথিগত—যাহা পুস্তকে আছে কিন্তু মনে নাই এমন ('—বিদ্যা'); যাহা মস্তিষ্কপ্রসূত নহে কেবল পুস্তক হইতে মুখস্থ করা এমন, বইতে পড়া হইলেও যাহার সম্বন্ধে ব্যবহারিক

বা প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই। পুঁথিকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ। **পুঁথিগত বিদ্যা**—যে বিদ্যা শুধু পুস্তকেই রহিয়াছে কিন্তু বিদ্যার্থীর আয়ত্ত বা প্রয়োজনসাধক হয় নাই। [পত্র (সহচর শব্দ)। বি।

পুঁথিপত্র—পুস্তক ও খাতা প্রভৃতি। পুঁথি+

পুকি, -কী, পুঁকি—অঙ্কুর, তেউড়; ক্ষুদ্র ক্রিমি। বাং প্র। বি।

পুকুর, পুখুর—পুষ্করিণী, সরোবর, সরসী। 'পুষ্কর'-শব্দজ। বি। **পুকুর চুরি**—বড় রকমের চুরি। **পুকুর ঝালান**—পুকুরের পাঁক তুলিয়া ফেলা, পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা।

পুঙ্খ(ংখ)—বাণের পক্ষযুক্ত স্থান; মূল; কাণ্ডমূল। পুম্স্—খন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

পুঙ্খা(ংখা)নুপুঙ্খ(ংখ)—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সবিশেষ ('—বিবেচনা'); মূল হইতে মূল পর্য্যন্ত। পুঙ্খ এবং অনুপুঙ্খ, দ্বন্দ্ব। বিণ।

পুঙ্খা(ংখা)নুপুঙ্খ(ংখ)রূপে—সকল দিক ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া; পাতি পাতি করিয়া। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

পুঙ্গ(ংগ)ব—১। বৃষ, ষাঁড়। পুমান্ (পুম্স্ শব্দ) যে গো, কর্ম্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং। ২। (কোন শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। বিণ।

পুচ্ছ—লেজ, লাঙ্গুল; পশ্চাদ্ভাগ। পুচ্ছ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

পুচ্ছী (পুচ্ছিন্)—১। কুক্কুট। পুচ্ছ্+ণিন্ কর্তৃবা। ২। লেজবিশিষ্ট। পুচ্ছ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—পুচ্ছিনী।

পুছ—প্রশ্ন। হিন্দী। বি। [কবিপ্র। বি।

পুছন—প্রশ্নকরণ। 'প্রচ্ছ্'-ধাতুজ। প্রাঃ

পুছা—জিজ্ঞাসা করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**পুছই, পুছত**—জিজ্ঞাসা করে; জিজ্ঞাসা করিতেছে। **পুছমো**—জিজ্ঞাসা করিব। **পুছয়ে**—জিজ্ঞাসা করে। **পুছসি, পুছুসি**—জিজ্ঞাসা করিতেছ।]

পুছারি—প্রশ্ন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পুছারে—উপেক্ষা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পুঞ্জ—রাশি, স্তূপ, সমূহ। পুম্স্—জি+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

পুঞ্জাক্ষি—(প্রাণিবিদ্যা) কীট-পতঙ্গাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু চক্ষুর সমষ্টিভূত নেত্র (compound eye). পুঞ্জীভূত অক্ষি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [বি।

পুঞ্জি—পুঁজি। 'পুঞ্জ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র।

পুঞ্জিত—একত্র রাশীভূত; রাশীকৃত। পুঞ্জ+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

পুঞ্জীকৃত—যাহা একত্র সংগৃহীত হইয়াছে এমন, গাদা-করা; রাশীকৃত। পুঞ্জ+অভূত-তদ্ভাবার্থে চ্বি (=পুঞ্জী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পুঞ্জীভূত—একত্র জমাট, রাশীভূত। পুঞ্জ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=পুঞ্জী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

পুট—১। আবরণ; থাপ; পত্র হস্ত ওষ্ঠ বা চক্ষুর পাতা দ্বারা কৃত পাত্র বা আবরণ; অঞ্জলি; কৌটা; খেলিবার পাত্র; ঔষধের পাক-পাত্র; মুচি; পত্রাদিরচিত পাত্র, পাতার ঠোঙ্গা; যুগ্ম; অশ্বের খুর। পুট্+ক কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। শিরদাঁড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বাহুসন্ধি পর্য্যন্ত অংশ। 'পৃষ্ঠ'-শব্দজ। বি।

পুটক—ঠোঙ্গা; পত্রাদিনির্ম্মিত পাত্র; পদ্ম। পুট+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

পুটকিত—আবদ্ধ, আবৃত। পুটক+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

পুটকিনী—পদ্মিনী; পদ্মসমূহ; পদ্মযুক্ত দেশ; পদ্মলতা। পুটক+ইন্ সমূহার্থে, আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পুটপাক—গোময়াদির তুষীতে ঔষধাদি পাক। পুটে পাক, ৭মীতৎ। বি; পুং।

পুটভেদ—নদীর বাঁক; নদ্যাদির চক্রাকার জলাবর্ত্ত; নগর; বীণা। উপতৎ; পুট—ভিদ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

পুটহাতা, পুট-আস্তীন—শিরদাঁড়া হইতে করতলের উপরিভাগের গ্রন্থি পর্য্যন্ত অংশ। বাং প্র। বি।

পুটিং—ধুনা তেল ও ইটের গুঁড়া প্রভৃতির মিশ্রণে প্রস্তুত দ্রব্যবিশেষ; কাঠে পরকলা লাগাইবার জন্য মসিনা তেল ও খড়িগুঁড়ার মিশ্রণে প্রস্তুত দ্রব্য। ইং 'putty'-শব্দজ। বি।

পুটিকা—এলাচ; কৌটা; মোড়ক। পুট+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুটিত—১। যুক্ত করযুগল, অঞ্জলি, হাতের খোড়ল। বি; ক্লীব। ২। গ্রথিত; পাটিত; আবৃত; আগুনে সিদ্ধ (roasted). পুট+ইতচ্ সংজাতার্থে; অথবা পুট্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পুটী—কৌপীন; আচ্ছাদন; পত্রাদিরচিত পুষ্পপাত্র, ঠোঙ্গা; পানের দোনা। পুট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পুড়—দগ্ধ হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পুড়ন—দহন, জ্বলন। বাং প্র। বি।

পুড়া—১। জ্বালা করা; দগ্ধ হওয়া। বাং ক্রি। ২। তল্লা, আঁটি, ভাড়া; ক্ষুদ্র ধান্যাধার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পুড়ান—দগ্ধ করা। বাং ক্রি।

পুডিং—ডিম এবং দুধ দিয়া প্রস্তুত পিঠার মত একপ্রকার খাদ্য। ইং 'pudding'-শব্দজ। বি।

পুণ—পুণ্য ("জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেটলুঁ"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পুণমি—পূর্ণিমা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পুণমিক—পূর্ণিমার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পুণ্ড—তিলক, ফোঁটা। পুন্ড্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

পুণ্ডরীক—১। শ্বেতপদ্ম; শ্বেতচ্ছত্র; ঔষধবিশেষ। পুন্ড্+অরীকন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। অগ্নিকোণের হস্তী; নৃপবিশেষ, কুরুবংশীয় নলের পুত্র; কুরুক্ষেত্রনিবাসী বিষ্ণুভক্ত জনৈক ব্রাহ্মণ; সর্পবিশেষ; ব্যাঘ্র; কোষকারবিশেষ; হস্তিজ্বর; সহকার; শুভ্রবর্ণ; কুষ্ঠরোগ; কমণ্ডলু; দমনকবৃক্ষ। পুণ্ডরীক+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

পুণ্ডরীকাক্ষ—১। শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি। বি; পুং। ২। যাহার চক্ষু শ্বেতপদ্মের পাপড়ির মত এমন, পদ্মপলাশলোচন। পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক—১। পুঁড়ি আক, একপ্রকার ইক্ষু; দৈত্যবিশেষ; তিলক, ফোঁটা; চিত্র; কৃমি; মাধবীলতা। পুন্ড্+রক্ কর্ম্মবা; পক্ষে কন্ স্বার্থে। ২। দেশবিশেষ, গৌড় প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ। পুন্ড্+রক্ অধিবা; পক্ষে কন্ স্বার্থে। ৩। তিলকবৃক্ষ; হ্রস্বপ্লক্ষ; গৌড় প্রভৃতি পূর্ব্বদেশের লোক। পুন্ড্+রক্ কর্তৃবা; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

পুণ্য—১। ভাল কাজের গুণ, ধর্ম্ম, সুকৃত। পূ+যৎ (ণ-আগম ও হ্রস্ব) কর্তৃবা। বি; ক্লীব। বিণ—পুণ্যবান্। ২। পবিত্র, নিষ্পাপ; নির্ম্মল; মনোজ্ঞ। পুণ্য+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

পুণ্যক—পুণ্যার্থ উপবাসাদি ব্রতবিশেষ [পার্ব্বতীদেবী এই ব্রত করিয়া বিষ্ণু হইতে অভিন্ন গণেশকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন]। পুণ্য+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

পুণ্যকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্ম**—পুণ্যজনক কার্য্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পুণ্যকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—পুণ্যকর্ম্মকারী। পুণ্য কর্ম্ম যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

পুণ্যকাল—শুভ-সময়; সূর্য্যাদির রাশিবিশেষে প্রবেশনিবন্ধন যে পবিত্র কাল উপস্থিত হয় তাহা। পুণ্য (পবিত্র) কাল, কর্ম্মধা, অথবা পুণ্যজনক কাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুণ্যকীর্ত্তি—১। পবিত্রখ্যাতিবিশিষ্ট; পবিত্রকীর্ত্তি। পুণ্যা কীর্ত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পবিত্র খ্যাতি। পুণ্যা কীর্ত্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পুণ্যকৃৎ—যে পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছে এমন, কৃতপুণ্য। উপতৎ; পুণ্য—কৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

পুণ্যক্ষয়—অসৎকার্য্যের ফলে পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যের নাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুণ্যক্ষেত্র—তীর্থভূমি, আর্য্যাবর্ত্ত; কুরুক্ষেত্র। কর্ম্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পুণ্যজন—১। ধার্ম্মিক ব্যক্তি; প্রাচেতসের দশ পুত্র। কর্ম্মধা। ২। রাক্ষস; যক্ষ। কর্ম্মধা [এখানে বিরুদ্ধলক্ষণা (Irony) দ্বারা 'পুণ্য'-শব্দে পাপই বুঝাইতেছে]। বি; পুং।

পুণ্যতরা—সূর্য্যসংক্রমণ হেতু অধিক পুণ্যোৎপাদিকা ('—সংক্রান্তি')। পুণ্য+তরপ্ অতিশয়ার্থে+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পুণ্যতোয়া—যাহার জল পবিত্র এমন, পবিত্রসলিলা ('—ভাগীরথী')। পুণ্য (পবিত্র) তোয় (জল) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুণ্যদ—পবিত্রতাজনক। উপতৎ; পুণ্য—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। [ক্লীব।

পুণ্যফল—সুকৃতির ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

পুণ্যবল—পুণ্যের জোর; ধর্ম্মকর্ম্মজনিত শক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পুণ্যবান্ (-বৎ)—ধার্ম্মিক; ভাগ্যবান্। পুণ্য+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

পুণ্যভাক্ (-ভাজ্)—পুণ্যশালী, ধার্ম্মিক। পুণ্য—ভজ্+ণ্বি কর্ত্তৃবা। বিণ।

পুণ্যভূ, -ভূমি—আর্য্যাবর্ত্ত, হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী দেশ; পুণ্যজনক স্থান। উপতৎ; পুণ্য ভূ, ভূমি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পুণ্যভোগ—ধর্ম্মকর্ম্মের সুফল-উপভোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুণ্যযোগ—শুভলগ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুণ্যলোক—১। যে জগতে পাপের লেশ মাত্র নাই তাহা; স্বর্গ, দেবলোক। পুণ্যপূর্ণ লোক (জগৎ), মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। ধার্ম্মিক ব্যক্তি। পুণ্য (পবিত্র) লোক, কর্ম্মধা; বা, পুণ্যাচারী লোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুণ্যশ্লোক—১। যাহার গুণগাথা স্মরণ করিলে পুণ্য হয় এমন, পবিত্রচরিত্র; পুণ্যকীর্ত্তি। বিণ। ২। বিষ্ণু; যুধিষ্ঠির; নল রাজা ('পুণ্যশ্লোকা' দ্রঃ)। পুণ্য (পবিত্র) শ্লোক (যশঃ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পুণ্যশ্লোকা—১। পূতচরিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। দ্রৌপদী; সীতা [প্রাতে শয্যাত্যাগকালে পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিদের নাম স্মরণ করা হয়। যথা—"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ। পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"]। পুণ্যশ্লোক+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুণ্যসঞ্চয়—সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুণ্যা—১। তুলসী। বি; স্ত্রী। ২। ধর্ম্মপরায়ণা। পুণ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। শুভদিনে দেবপূজাদি করিয়া বৎসরের প্রথম খাজনা আদায় আরম্ভ করা। 'পুণ্যাহ'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

পুণ্যাত্মা (-ত্মন্)—ধার্ম্মিক, পুণ্যশীল। পুণ্য আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পুণ্যারম্ভ—শুভদিনে শুভলগ্নে নূতন খাতার পত্তন। পুণ্য যে আরম্ভ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুণ্যাহ—১। পবিত্র দিন, পুণ্যকার্য্যানুষ্ঠানের দিন। পুণ্য যে অহ, কর্ম্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি; ক্লীব। ২। শুভদিনে বৎসরের খাজনা আদায় আরম্ভ। বাং প্র। বি।

পুণ্যাহবাচন—কোন ধর্ম্মকার্য্য বা শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ দ্বারা 'পুণ্যাহ' এই কথা বিধিমত বলান [যজমান পুরোহিতকে বা সমবেত ব্রাহ্মণদিগকে বলেন—"অমুককর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তঃ ব্রুবন্তু" অর্থাৎ অমুক কার্য্যে আপনি বা আপনারা 'পুণ্যাহ' এই কথা বলুন। তখন পুরোহিত বা ক্রিয়া-নির্ব্বাহের জন্য সমবেত ব্রাহ্মণগণ "ওঁ পুণ্যাহম্" এই কথা তিনবার উচ্চারণ করেন]। পুণ্যাহের বাচন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পুণ্যোদকা—১। পবিত্রজলযুক্তা নদী, গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী —এই সাতটি নদী। বি; স্ত্রী। ২। পবিত্রজল বিশিষ্টা, পূতসলিলা। পুণ্য উদক যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুৎ—১। নরকবিশেষ। বি; পুং। ২। কুৎসিত। পূ (পবিত্র করা)+ক্বিপ্, অপাবা। বিণ।

পুত—পুত্র। 'পুত্র'-শব্দজ। বি। [বিণ; স্ত্রী।

পুতন্তী—পুত্রসন্তানযুক্তা। প্রাঃ কবিপ্র।

পুতলি(লী)—পুতুল, পুত্তলি; চক্ষুর তারা; আদরের বাছা, প্রাণপ্রিয় সন্তান; প্রিয়বস্তু। কবিপ্র। বি।

পুতি—১। পুত্র। 'পুত্র'-শব্দজ। ২। পচন (putrefaction). পরিঃ। বি।

পুতিকা—মক্ষিকা, মাছি। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [আদর। প্রাদে। বি।

পুতুপুতু—যত্ন ও সাবধানতা; পুত্রের ন্যায়

পুতুল—খেলিবার পুতুল, মাটি প্রভৃতির তৈয়ারী মনুষ্য পশুপক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি; নয়নমণি, আদরের বাছা; প্রিয়বস্তু। 'পুত্তল' বা 'পুত্রিকা'-শব্দজ। বি।

পুতুলখেলা—পুতুল লইয়া খেলা; বাজে কাজ। ৩য়াতৎ। বি।

পুতুলনাচ—বড় বড় পুতুল লইয়া তাহা দ্বারা অভিনয় করা (লোকে এই পুতুল বহিয়া থাকে এবং একটি ঘেরা জায়গার মধ্যে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া উহাদিগকে নাচায় ও কথাবার্ত্তা বলে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পুতুলপূজা—(তুচ্ছার্থে) মূর্ত্তিপূজা, প্রতিমাপূজা। পুতুলের পূজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পুত্তলক—খড় পাতা ইত্যাদি দ্বারা তৈয়ারী শবপ্রতিমূর্ত্তি (মড়া); পর্ণনর; পুতুল। পুং (অব্যক্ত শব্দ)—তন্ (বিস্তার করা) +ড কর্ত্তৃবা=পুত্ত (পুৎপুৎ শব্দকারী পত্র বা মৃদাদি); পুত্ত—লা+ক কর্ত্তৃবা+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

পুত্তলি, পুত্তলিকা, পুত্তলী—পুতুল, মাটির প্রতিমূর্ত্তি; (প্রাণিবিদ্যা) কীটাদির মূক-অবস্থা (pupa). পুত্ত—লা (গ্রহণ করা) +ডি কর্ত্তৃবা; ৩য় পক্ষে পুত্তলি+ঈপ্; ২য় পক্ষে পুত্তলী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুত্তলীপূজক—যে মূর্ত্তিপূজা করে এমন, পৌত্তলিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পূজিকা।

পুত্তলীপূজা—মূর্ত্তিপূজা, পৌত্তলিকতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পুত্তিকা—মৌমাছি; উইপোকা। পুং (অব্যক্ত শব্দ)—তন্ (বিস্তার করা)+ড কর্ত্তৃবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুত্র, পুত্র—ছেলে, তনয়, সুত; ঔরসাদি দ্বাদশপ্রকার তনয় [(১) ঔরস—বিবাহিতা পত্নীতে উৎপাদিত; (২) ক্ষেত্রজ—নিজপত্নীতে নিজের জ্ঞাতসারে অন্যকর্ত্তৃক উৎপাদিত; (৩) দত্তক—পোষ্যপুত্র; (৪) কৃত্রিম—পুত্ররূপে গৃহীত স্বজাতীয় বালক; (৫) গূঢ়োৎপন্ন—গোপনে কোন পরপুরুষ-কর্ত্তৃক উৎপাদিত; (৬) অপবিদ্ধ—মাতাপিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও অন্যকর্ত্তৃক গৃহীত; (৭) কানীন—কুমারীর গর্ভে জাত; (৮) সহোঢ়—গর্ভিণী কুমারীর বিবাহের পর জাত; (৯) ক্রীতক—মূল্যদানে গৃহীত; (১০) পৌনর্ভব অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত; (১১) স্বয়ংদত্ত —যে 'আপনি আমার পিতা হইলেন' বলিয়া পুত্রত্ব স্বীকার করে এরূপ; (১২) শৌদ্র—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত]। পুৎ (নরকবিশেষ) —ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ক কর্ত্তৃবা; পূ (পবিত্র করা)+ক্ত্র কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

পুত্র(ত্র)ক—ছেলে, পুত্র; স্নেহপাত্র; শরভ; ধূর্ত্ত; বৃক্ষবিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ; পতঙ্গ; অনুকম্পান্বিত জন। পুত্র, পুত্র+কন্ স্বার্থে বা অনুকম্পার্থে। বি; পুং।

পুত্র(ত্র)কা, পুত্রি(ত্রি)কা—মেয়ে, কন্যা; দত্তা কন্যা; পুত্তলিকা; অলক্তক-পত্রিকা। পুত্রক, পুত্রক+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুত্র(ত্র)কাম—পুত্রাভিলাষী। উপতৎ; পুত্র, পুত্র—কম্+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পুত্র(ত্র)ঘাতক—পুত্রহত্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিকা।

পুত্র(ত্র)ঘ্ন—পুত্রঘাতক। উপতৎ; পুত্র, পুত্র —হন্+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

পুত্র(ত্র)ঘ্নী—(বৈদ্যক) সুশ্রুতোক্ত যোনিরোগবিশেষ। পুত্র, পুত্র—হন্ (নাশ করা) +টক্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পুত্র(ত্র)জীব—জীয়াপুতের গাছ। পুত্র, পুত্র—জীব্‌+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পুত্র(ত্র)ধন—ছেলেরূপ সম্পত্তি অর্থাৎ পরম আদরের ছেলে। পুত্র, পুত্ররূপ ধন, রূপক কর্ম্মধা; বা, পুত্র, পুত্র ধনসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পুত্র(ত্র)শোক—ছেলের মৃত্যু বা বিচ্ছেদ জন্য মনঃকষ্ট। পুত্রা(ত্রা)র্থক শোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুত্রি(ত্রি)ক—পুত্রযুক্ত। পুত্র, পুত্র+ইক (ঠন্‌) আছে অর্থে। বিণ।

পুত্রি(ত্রি)কা—১। মেয়ে, কন্যা; দত্তা কন্যা; পুত্তলিকা; অলক্তক-পত্রিকা। পুত্র, পুত্র+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। পুত্রবতী। পুত্রিক, পুত্রিক+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পুত্রি(ত্রি)কাপুত্র(ত্র)—১। মেয়ের ছেলে, দৌহিত্র। পুত্রিকার, পুত্রিকার (কন্যার) পুত্র, পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দত্তককন্যার পুত্র। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুত্রী (পুত্রিন্‌), **পুত্রী** (পুত্রিন্‌)—পুত্রবান্‌, পুত্রযুক্ত। পুত্র, পুত্র+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—পুত্রিণী, পুত্রিণী।

পুত্রী, পুত্রী—মেয়ে, কন্যা। পুত্র, পুত্র+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পুত্রী(ত্রী)য়—পুত্রসম্বন্ধীয়; পুত্রনিমিত্তক। পুত্র পুত্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পুত্রে(ত্রে)ষ্টি, পুত্রে(ত্রে)ষ্টিকা—পুত্রলাভের জন্য কৃত যজ্ঞবিশেষ। পুত্র, পুত্র-নিমিত্তিকা ইষ্টি (যাগ), মধ্যপ কর্ম্মধা; পুত্রেষ্টি, পুত্রেষ্টি+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পুথি—পুঁথি (তাহা দ্রঃ)।

পুদিনা—একপ্রকার সুগন্ধি শাক। ফার্সী 'পোদিনাহ্‌'-শব্দজ। বি।

পুন—আবার, পুনরায়, পরে; পুণ্য; কিন্তু। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

পুনঃ (পুনর্‌)—পুনরায়, আবার; দ্বিতীয়বার। পণ্‌+অরু করণবা (নিপাতনে)। অব্য।

পুনঃপুনঃ (-পুনর্‌)—বারবার, মুহুর্মুহুঃ। 'পুনর্‌'-শব্দের দ্বিত্ব। অব্য।

পুনঃপ্রাপ্ত—যাহা পুনরায় পাওয়া গিয়াছে এরূপ, পুনর্লব্ধ। সুপ্‌সুপা। বিণ।

পুনঃস্থাপন—পুনরায় রাখা; পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব। [বিণ।

পুনকিয়া, পুনকে—ছোট। বাং প্র।

পুনমি—পূর্ণিমায়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পুনমিক—পূর্ণিমা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পুনরধিকার—দ্বিতীয়বার দখল। পুনঃ অধিকার, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

পুনরপি—আবারও। পুনঃ+অপি। অব্য।

পুনরাগত—যে আবার আসিয়াছে এরূপ, প্রত্যাগত। পুনঃ আগত, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি,—গমন।

পুনরাগমন—আবার আসা, প্রত্যাগমন। পুনঃ আগমন, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব। বিণ, —গত।

পুনরানয়ন—দ্বিতীয়বার লইয়া আসা। পুনঃ আনয়ন, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব। বিণ, —নীত।

পুনরানীত—যাহাকে আবার আনা হইয়াছে এমন। পুনঃ আনীত, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি, —নয়ন।

পুনরাবর্ত্ত(র্ত)—পুনরাগমন; ঘূর্ণন; পুনর্জ্জন্ম। পুনর্‌—আ—বৃত্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —বর্ত্তী (-বর্ত্তিন্‌)।

পুনরাবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্‌), **-বর্তী**—ইহলোকে বারংবার আগমনশীল। পুনর্‌—আ—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বর্ত্তিনী। বি, —বর্ত্তিতা, —বর্ত্ত।

পুনরাবৃত্ত—যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাগত; পুনর্ব্বার কৃত; যাহা আবার বলা হইয়াছে এমন, পুনরায় কথিত। পুনঃ আবৃত্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি, —বৃত্তি।

পুনরাবৃত্তি—পুনরায় বলা বা করা। পুনঃ আবৃত্তি, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী। বিণ, —বৃত্ত।

পুনরায়—পুনর্ব্বার, আবার। 'পুনর্‌' শব্দজ। অব্য।

পুনরালাপ—দ্বিতীয়বার আলাপ। পুনঃ আলাপ, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

পুনরাহ্বান—আবার ডাকা। পুনঃ আহ্বান, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

পুনরুক্ত—যাহা আবার বলা হইয়াছে এমন, পুনর্ব্বার কথিত। পুনঃ উক্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি, —ক্তি।

পুনরুক্তবদাভাস — কাব্যালঙ্কারবিশেষ [যে স্থলে ভিন্নাকার একার্থবোধক দুই বা বহু শব্দ প্রযুক্ত হইলে আপাততঃ পুনরুক্তির ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু শেষে বিভিন্ন অর্থের প্রতীতি হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইয়া থাকে; যেমন,—জীবনাত্মা (জগৎস্বরূপা) সুরধুনী কলকল নাদে প্রবাহিত হইতেছেন]। পুনঃ উক্ত, সুপ্‌সুপা; পুনরুক্ত+বতিচ্‌ তুল্যার্থে; পুনরুক্তবৎ আভাস যাহাতে তাহা, বহুব্রী। বি; পুং।

পুনরুক্তি—যাহা একবার বলা হইয়াছে তাহা আবার বলা (tautology)। পুনঃ উক্তি, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী। বিণ, —ক্ত।

পুনরুজ্জীবিত—পুনর্ব্বার জীবনপ্রাপ্ত। পুনঃ উজ্জীবিত, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি, —বন।

পুনরুত্থান—মৃত্যুর পর সমাধি হইতে উঠা (resurrection); নূতন করিয়া উঠা; পুনরায় উন্নতি বা অভ্যুদয়। পুনঃ উত্থান, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব। বিণ, —খিত।

পুনরুত্থাপন—আবার উঠান; আবার বলা। পুনঃ উত্থাপন, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব। বিণ, —থাপিত।

পুনরুৎপত্তি—উৎপন্ন বস্তুর পুনর্ব্বার উদ্ভব। পুনঃ উৎপত্তি, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী। বি, —পন্ন।

পুনরুদ্দীপন—পুনরায় উৎসাহদান; পুনরায় জ্বালান; পুনরায় প্রচলন; পুনরায় উস্কাইয়া দেওয়া। পুনঃ উদ্দীপন, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব। বিণ, —পিত।

পুনরুদ্দীপ্ত—পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত; পুনরায় উৎসাহসম্পন্ন। পুনঃ উদ্দীপ্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি, —প্তি।

পুনরুদ্ভব—পুনর্জন্ম; পুনরুত্থান। পুনঃ উদ্ভব, সুপ্‌সুপা। বি; পুং। বিণ, —ভূত।

পুনরুদ্ভূত—পুনরায় উৎপন্ন; পুনরুত্থিত। পুনঃ উদ্ভূত, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি, —ভব।

পুনরুল্লিখিত—পুনরায় কথিত। পুনঃ উল্লিখিত, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি, —ল্লেখ।

পুনরুল্লেখ—আবার বলা। পুনঃ উল্লেখ, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

পুনর্জ্জ(র্জ)নন—পুনরায় জন্মগ্রহণ; (প্রাণি-বিদ্যা) কেঁচো প্রভৃতি প্রাণীকে কাটিলে প্রত্যেক খণ্ডিত অংশের নূতন প্রাণীতে পরিণত হওয়া (regeneration)। পুনঃ জনন, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব। বিণ, —র্জ্জাত।

পুনর্জ্জন্ম (-র্জ্জন্মন্‌), **পুনর্জন্ম** (-র্জন্মন্‌)—মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ। পুনঃ জন্ম, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

পুনর্জ্জী(র্জী)বন—মৃত্যুর পর আবার বাঁচা। পুনঃ জীবন, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব। বিণ, —বিত।

পুনর্জ্জী(র্জী)বিত—পুনরায় জীবনপ্রাপ্ত, যে মরিয়া আবার বাঁচিয়াছে এমন। পুনঃ জীবিত, সুপ্‌সুপা। বিণ। বি, —বন।

পুনর্নব—নখ, নখর। পুনঃ নব (নূতন), সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

পুনর্নবা—শোথনাশক শাকবিশেষ; পুরু-লিয়া। পুনঃ নব, সুপ্‌সুপা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পুনর্ব্ব(র্ব)সু—বিষ্ণু; শিব; অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে সপ্তম নক্ষত্র [ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি]। পুনর্‌—বস্‌+উ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পুনর্ব্বা(র্বা)দ—পুনরুক্তি (tautology)। পুনঃ বাদ, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

পুনর্ব্বা(র্বা)র—আবার, দ্বিতীয়বার, পুনরায়। পুনরাগত বার, মধ্যপ কর্ম্মধা; অথবা, পুনঃ বার, সুপ্‌সুপা। ক্রি-বিণ।

পুনর্ব্বি(র্বি)চার—দ্বিতীয়বার বিচার। পুনঃ বিচার, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

পুনর্ব্বি(র্বি)বাহ—গর্ভাধান-সংস্কার; বিবাহিত ব্যক্তির দ্বিতীয়বার বিবাহ; বিধবা-বিবাহ। পুনঃ বিবাহ, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

পুনর্ভব—১। নখ, কররুহ। পুনর্‌—ভূ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। ২। পুনর্জ্জন্ম। পুনর্‌—ভূ+

অপ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। পুনর্ব্বারজাত। পুনর্—ভূ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পুনর্ভূ—১। বিধবা হওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী; একের নিকট বাগ্দত্তা হওয়ার পরে অন্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা স্ত্রী; অন্যপূর্ব্বা নারী। বি; স্ত্রী। ২। পুনর্জ্জাত। পুনর্—ভূ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পুনর্ম্মিলন—বিরহের বা বিরোধের পর মিলন; দ্বিতীয়বার সংযোগ। পুনঃ মিলন, সুপ্সুপা। বি; ক্লীব।

পুনর্ম্মূষিক—পুনর্ব্বার পূর্ব্বের হীন-অবস্থা-প্রাপ্ত ব্যক্তি। "পুনর্মূষিকো ভব"—এই সংস্কৃত বাক্য হইতে জাত শব্দ। বি; পুং।

পুনর্যাত্রা—দ্বিতীয়বার যাত্রা; প্রত্যাগমন; উল্টারথ, জগন্নাথদেবের দক্ষিণমুখে রথযাত্রা। পুনঃ যাত্রা, সুপ্সুপা। বি; স্ত্রী।

পুনশ্চ—পুনর্ব্বার [লেখা শেষ করিয়া আবার কিছু লিখিতে হইলে পুঃ অর্থাৎ পুনশ্চ লিখিয়া আরম্ভ করিতে হয়]। অব্য।

পুনহি—পুনর্ব্বার। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

পুনি—পুনরায়। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

পুন্নাগ—১। শ্বেতহস্তী। পুমান্ (পুম্স্ শব্দ) নাগ (হস্তী), কর্ম্মধা। ২। সাদা পদ্ম, শ্বেতোৎপল; নাগকেশরবৃক্ষ। পুন্নাগ+অচ্ সাদৃশ্যার্থে। ৩। পুরুষশ্রেষ্ঠ। পুমান্ নাগসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুমান্ (পুম্স্)—পুরুষ; মনুষ্য; পুংলিঙ্গ-মাত্র। পা+ডুমসুন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। [বি।

পুয়া—চারা গাছ; ঢেঁকির পোয়া। প্রাদে।

পুর—১। নগর; গৃহ, ভবন; গৃহোপরিস্থ গৃহ; (আত্মার গৃহ বলিয়া) শরীর; চর্ম্ম। বি; ক্লীব। ২। পূর্ণ; প্রচুর। পৄ+ক অধিবা অথবা পুর্+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

পুরঃ (পুরস্)—অগ্রে; প্রথমে; পূর্ব্ব-দেশে; পূর্ব্বদিকে; পূর্ব্বকালে। পূর্ব্ব+অসি কালাদ্যর্থে। অব্য।

পুরঃসর—১। অগ্রসর। পুরস্—সৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। (সমাসে অন্যশব্দের পরে) পূর্ব্বক ('প্রণাম—')। ক্রি-বিণ।

পুরকাইৎ, -কায়েৎ, -কায়েত—কায়স্থজাতির পদবীবিশেষ; নগরাধ্যক্ষ। 'পুরকায়স্থ'-শব্দজ। বি।

পুরচার—যথেষ্ট পরিমাণ, পূর্ণ আয়োজন। বাং প্র। বি।

পুর-জ্যোতিঃ (-জ্যোতিস্), **-জ্যোতি**—আগুন, অনল, অগ্নি। পুর (পূর্ণ) জ্যোতিঃ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পুরঞ্জন—আত্মা, জীব। পুর (দেহ)—জন্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা (ম-আগম)। বি; পুং।

পুরঞ্জয়—১। শিব; সূর্য্যবংশীয় নৃপতি-বিশেষ; সঞ্জয়ের পুত্র। বি; পুং। ২। নগরজয়ী, পুরজেতা। উপতৎ; পুর—জি+খচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। [বি; ক্লীব।

পুরট—সুবর্ণ। পুর—অট্+অচ্ কর্ত্তৃবা।

পুরণ—সমুদ্র। পৄ+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পুরতঃ (-তস্), **পুরত**—অগ্রে, সম্মুখে। পুর+অতসুচ্ কর্ত্তৃবা। অব্য।

পুরদ্বার—নগরে প্রবেশ করিবার ফটক, নগরদ্বার; বাড়ীর সদর দরজা। পুরের দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পুরনারী—ঘরের বৌ, অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। পুরস্থিতা নারী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পুরন্ত—যাহা পুরিয়া আসিতেছে এরূপ; নিটোল, সম্পূর্ণ, গোলগাল। পুর্+অন্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

পুরন্দর—১। ইন্দ্র; চোর; বিষ্ণু। বি; পুং। ২। চব্য, চই। উপতৎ; পুর—দৄ+ণিচ+খচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

পুরন্ধ্রি, পুরন্ধ্রী—গৃহিণী; পতিপুত্রবতী স্ত্রী; কুটুম্বিনী। পুর—ধৃ+খচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্=পুরন্ধ্রী, ১ম পক্ষে নিপাতনে হ্রস্ব। বি; স্ত্রী।

পুরপতি—শহরের প্রধান ব্যক্তি, নগরাধ্যক্ষ, মেয়র (mayor). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুরপাল—দেহপালক জীব; নগরপাল। উপতৎ; পুর—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুরপ্রান্ত—শহরের শেষসীমা, নগরপ্রান্ত।

পুরবাসিনী—অন্তঃপুরচারিণী; নগর-বাসিনী। পুরবাসিন্+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পুরবাসী (-বাসিন্)—নগরবাসী। উপতৎ; পুর—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

পুরবী, পূরবী—(সঙ্গীত) সন্ধ্যাকালে গাহিবার উপযুক্ত রাগিণীবিশেষ। বাং প্র। বি। [+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পুরমথন—শিব। পুর (অসুরবিশেষ)—মথ্

পুরমহিলা—পুরস্ত্রী। পুরবাসিনী মহিলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পুররক্ষ, -রক্ষী (-রক্ষিন্)—নগররক্ষক, চৌকীদার। পুর—রক্ষ্+অচ্, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পুরল—পূর্ণ করিল বা হইল; বাজাইল।

পুরশ্চরণ—স্বীয় ইষ্টদেবতার মন্ত্র সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার পূজা শেষ করিয়া তাঁহার মন্ত্রজপ হোম তর্পণ অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধন দ্বারা তাঁহার তুষ্টিবিধান। পুরস্—চর্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

পুরস্সুৎ—সমান্তরাল রেখা টানিবার ছুতারের যন্ত্র। বাং প্র। বি।

পুরস্কার—পারিতোষিক; সম্মান, পূজা, আদর, অভ্যর্থনা; স্বীকার। পুরস্—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—স্কৃত।

পুরস্কৃত—যাহাকে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে এমন; সম্মানিত, পূজিত; প্রস্তুত; সম্মুখে স্থাপিত; অভিষিক্ত; স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত; গৃহীত; অবলম্বিত; অভিশপ্ত। পুরস্—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—স্কার,—স্ক্রিয়া।

পুরস্ক্রিয়া—অগ্রে করণ; সম্মানন; অভিষেক। পুরস্—কৃ+শ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ,—স্কৃত।

পুরস্ত্রী—অন্তঃপুরবাসিনী নারী, ঘরের বৌ; পুরমহিলা। পুরবাসিনী স্ত্রী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পুরহর—ত্রিপুরারি, শিব। উপতৎ; পুর (ত্রিপুরাসুর)—হৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পুরা—১। পূর্ব্বকাল; প্রথম; পুরাবৃত্ত; নিকটে; ভবিষ্যৎ বা অতীতকালে; পশ্চাৎ; পুরাণ। পুর্ (পূর্ণ করা)+কা কর্ত্তৃবা। অব্য। ২। ভর্ত্তি করা, পূর্ণ করা। বাং ক্রি। ৩। পরিপূর্ণ, ভর্ত্তি; সম্পূর্ণ, অখণ্ড। বাং প্র। বিণ।

পুরাওত—পূর্ণ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পুরাওব—পূর্ণ করিব। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পুরাওল—পূর্ণ করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পুরাকল্প—পুরাতন কল্প; প্রাচীন যুগ; অর্থবাদবিশেষ। পুরা (পুরাণ) কল্প, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুরাকাল—প্রাচীন কাল; অতীত সময়। পুরা কাল, সুপ্সুপা। বি; পুং। বিণ,—কালীন।

পুরাকৃত—যাহা আগে করা হইয়াছে এমন, পূর্ব্বকালকৃত (পুণ্যাদি), প্রারব্ধ ('—কর্ম্ম'); পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত। পুরা কৃত, সুপ্সুপা। বিণ।

পুরাগত—আগেকার, পূর্ব্বকালীন; প্রাচীন কাল হইতে যাহা চলিয়া আসিয়াছে এমন। পুরা গত, সুপ্সুপা। বিণ।

পুরাঘটিত—(ব্যাকরণ) বর্ত্তমান বা অতীতকালের প্রকার ভেদ; যাহা কোন কিছুর আগে হইয়াছে বা হইতেছিল তাহার কাল। সুপ্সুপা। বাং প্র। বি বা বিণ।

পুরাঙ্গনা—পুরনারী (তাহা দ্রঃ)। পুর-বাসিনী অঙ্গনা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পুরাণ—১। কোনও জাতি বা দেশের সুপ্রাচীন কাহিনী; সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর বংশানুচরিত—এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত ব্যাসাদি মুনি-প্রণীত গ্রন্থশ্রেণীবিশেষ [পুরাণ আঠারটি; যথা—ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম,

মাৎস্য, গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড]; ১৬ পণ, ১ কাহন। পুরা—নী+ড কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। প্রাচীন, পুরাতন; অনাদি। পুরা+তন (টু্য) ভবার্থে (বিকল্পে ত-লোপ)। বিণ। স্ত্রী,—ণী।

পুরাণকর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা**—পুরাণ-রচয়িতা; বেদব্যাস। পুরাণের কর্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

পুরাণকার—পুরাণরচয়িতা। উপতৎ; পুরাণ—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

পুরাণতত্ত্ব—প্রাচীন কাহিনী; পৌরাণিক তথ্য। কর্ম্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পুরাণপুরুষ—১। বিষ্ণু, আদিপুরুষ। পুরাণোপস্তত্য পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। বৃদ্ধ ব্যক্তি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুরাণপ্রসিদ্ধি—পুরাণে উল্লেখ; পৌরাণিক ব্যাপার বলিয়া খ্যাতি। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

পুরাণা—পুরাতন, প্রাচীন। হিন্দী। বিণ।

পুরাতত্ত্ব—প্রাচীন ইতিহাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পুরাতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—প্রাচীন ইতিহাসে পণ্ডিত। উপতৎ; পুরাতত্ত্ব—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

পুরাতন—প্রাচীন, অনাদি। পুরা+তন (ট্যু+তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তনী।

পুরাতনী—প্রাচীনা; আগেকার; আদি-হীনা। পুরাতন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুরাদস্তুর—পূর্ণ মাত্রায়, সম্পূর্ণরূপে। পুরা (পূর্ণ) দস্তুর (রীতি) যাহাতে, বহুব্রী। ক্রি-বিণ।

পুরাদ্রব্যাগার—যেখানে অতি প্রাচীন কালের জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, যাদুঘর (museum). পুরার দ্রব্য, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বাং.প্র। বি; ক্লীব।

পুরাধ্যক্ষ—অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ, কঞ্চুকী; নগরাধ্যক্ষ, মেয়র; শেরিফ। পুরের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুরান, পুরানা—পুরাতন। 'পুরাণ'-শব্দজ। বিণ। **পুরান পাপী**—যে বহুকাল হইতে পাপ করিতেছে; পূর্ব্বে যাহার জেল অর্থদণ্ড ইত্যাদি হইয়াছে।

পুরাপুরি—'পূরাপূরি' দ্রঃ।

পুরাবিৎ (-বিদ্)—যিনি পূর্ব্বকালের বিবরণ জানেন এমন, পুরাতত্ত্বজ্ঞ; পণ্ডিত; বৃদ্ধ। উপতৎ; পুরা—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

পুরাবৃত্ত—অতীত ইতিহাস, পূর্ব্ববৃত্তান্ত। পুরা (পূর্ব্বে) বৃত্ত (সংঘটিত), সুপ্সুপা। বি; ক্লীব।

পুরারি—শিব। পুরের (ত্রিপুরাসুরের অথবা ময়নির্ম্মিত পুরের) অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুরি, পুরী—আটার লুচি। 'পুরিকা'-শব্দজ। বি।

পুরিয়া—কাগজের মোড়ক, কাগজে মোড়া বস্তু; রাগিণীবিশেষ। বাং প্র। বি।

পুরী—সন্ন্যাসীদের উপাধিবিশেষ; প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান; নগরী; ভবন; দেহ। পুর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পুরীষ—বিষ্ঠা, মল। পৄ+ঈষন্ (ক) কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

পুরীষোৎসর্গ—বাহ্যে করা, মলত্যাগ। পুরীষের উৎসর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুরু—১। মোটা; ঘন; অনেকবার ভাঁজ-করা; থকথকে। বাং প্র। বিণ। ২। নৃপতিবিশেষ। বি; পুং।

পুরুথ—পুরুষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পুরুৎ, পুরুত—পুরোহিত। 'পুরোহিত'-শব্দজ। বি।

পুরুভুজ—একপ্রকার কীট। পুরু (প্রচুর) ভুজ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পুরুরবাঃ, পুরূরবাঃ (-বস্), **-রবা**—চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ; পার্ব্বণ শ্রাদ্ধদেবতা। পুরু—রু+অসি কর্তৃবা (বিকল্পে দীর্ঘ)। বি; পুং।

পুরুষ—১। বেটাছেলে, পুংজাতীয় মনুষ্য, পুংজাতীয় জীব; আত্মা; নর; বিষ্ণু; জগতের আদিকারণ, ঈশ্বর। পুর্ (দেহ)—শী+ড কর্তৃবা (নিপাতনে)। ২। অশ্বাদির অবস্থানবিশেষ, পশ্চাৎ পদদ্বয়ে ভর দিয়া অগ্রপদদ্বয়ের উত্তোলন। পুর্+কুষন কর্তৃবা। ৩। (ব্যাকরণ) যদ্দ্বারা ব্যক্তির উত্তম-মধ্যমাদি শ্রেণী অবগত হওয়া যায় তাহা, প্রথম মধ্যম ও উত্তম পুরুষ। বি; পুং। ৪। বংশের পর্য্যায় (generation). বাং প্র। বি।

পুরুষকার—পুরুষত্ব, পৌরুষ; উৎসাহ; চেষ্টা। পুরুষের কার (করণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুরুষত্ব—মনুষ্যত্ব; পৌরুষ, উৎসাহ; ক্লীবত্বের বিপরীত ধর্ম্ম (virility); রতি-শক্তি। পুরুষ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

পুরুষত্বহানি—পৌরুষনাশ; স্ত্রীসঙ্গমশক্তির লোপ (impotency). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পুরুষপরম্পরা—এক পুরুষের পর অন্য পুরুষ এইরূপ ক্রম; পুরুষানুক্রম; বংশানুক্রম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। **পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসা**—পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হওয়া।

পুরুষপরম্পরাগত—এক পুরুষের পর অন্য পুরুষ এইরূপ ক্রম, অনুযায়ী, বংশানুক্রমিক। পুরুষপরম্পরা হইতে আগত, ৫মীতৎ। বিণ।

পুরুষপুঙ্গ(ং গ)ব, -ব্যাঘ্র, -শার্দ্দূ(র্দূ)ল, -সিংহ—শ্রেষ্ঠ পুরুষ। পুরুষ পুঙ্গব, ব্যাঘ্র, শার্দ্দূল, সিংহসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুরুষপ্রকৃতি—১। পুরুষস্বভাবা। পুরুষের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ; স্ত্রী। ২। পুরুষের স্বভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ৩। নর নারী, স্ত্রী-পুরুষ; (দর্শন) ঈশ্বর এবং মায়া। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

পুরুষপ্রধান, -শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ মানব। পুরুষদিগের মধ্যে প্রধান, শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

পুরুষর্ষভ—পুরুষশ্রেষ্ঠ। পুরুষ ঋষভসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুরুষসুলভ—পুরুষের পক্ষে অতি স্বাভাবিক, পুরুষোচিত। ৭মীতৎ। বিণ।

পুরুষাঙ্গ—পুংলিঙ্গ, শিশ্ন। পুরুষসূচক অঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পুরুষাদ—নরখাদক, যে মানুষ খায় এমন (cannibal). উপতৎ; পুরুষ—অদ্ (ভক্ষণ করা)+অন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দী।

পুরুষানুক্রম—প্রপিতামহ পিতামহ পিতা প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ ধরিয়া ক্রম, পুরুষপরম্পরা। পুরুষের অনুক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুরুষার্থ—পুরুষের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ প্রয়োজন; সুখ; সংসার; মুক্তি। পুরুষের অর্থ (প্রয়োজন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুরুষালী—১। পুরুষের মত; পুরুষসদৃশ। পুরুষ+আলী সদৃশার্থে। বিণ বা ক্রি-বিণ। ২। মর্দ্দানী, নারীর পুরুষের ধরণ-ধারণ গ্রহণ। পুরুষ+আলী ভাবে। বি।

পুরুষোচিত—পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক, পুরুষযোগ্য। পুরুষে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

পুরুষোত্তম—১। পুরুষশ্রেষ্ঠ; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ; জগন্নাথদেব। পুরুষমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। ২। নীলাচলের অপর নাম। পুরুষোত্তম+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

পুরূরবাঃ (-রবস্), **-রবা**—'পুরুরবাঃ' দ্রঃ।

পুরোগ, পুরোগম, পুরোগামী (-গামিন্)—অগ্রগামী; প্রধান। পুরস্ (অগ্রে)—গম্+ড, অচ্, ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। ৩য় পক্ষে স্ত্রী,—গামিনী, —ণী।

পুরোগত—যে অগ্রে গমন করিয়াছে এরূপ, প্রধান। পুরঃ (অগ্রে) গত, সুপ্সুপা। বিণ।

পুরোগম, -গামী (-মিন্)—'পুরোগ' দ্রঃ।

পুরোজন্মা (-জন্মন্)—১। অগ্রজ ভ্রাতা। বি; পুং। ২। যে পূর্ব্বে জন্মিয়াছে এমন। পুরঃ (অগ্রে) জন্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পুরোধাঃ (-ধস্), **পুরোধা**—পুরোহিত, ঋত্বিক্, শ্রাদ্ধ-যজ্ঞাদি-কর্ম্ম-কারয়িতা। পুরস্—ধা (স্থাপন করা)+অসি কর্ম্মবা। বি; পুং।

পুরোপলীয়—প্রস্তর যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী

(paleolithic). উপসর্গের পুরা (পূর্ব্বে), সুপ্ সুপা। বিণ।

পুরোবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—সম্মুখবর্ত্তী, অগ্রস্থিত। উপতৎ; পুরস্—বৃত্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী। বি,—বর্ত্তিতা।

পুরোভাগী (-ভাগিন্)—যে গুণভাগ ত্যাগ করিয়া কেবল দোষ দর্শন করে এরূপ। উপতৎ; পুরস্—ভজ্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাগিনী।

পুরোভূমি—চিত্রের যে দৃশ্য দর্শকের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় (foreground). পুরোবর্ত্তী ভূমি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পুরোমহিলা—শ্রেষ্ঠ নারী, পূজনীয় স্ত্রীলোক। পুরঃস্থাপ্যা মহিলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পুরোহিত—ঋত্বিক্, শ্রাদ্ধ যজ্ঞাদি-কারয়িতা, পুরুত। পুরস্ (অগ্রে)—ধা (স্থাপন) +ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

পুল—সেতু, সাঁকো। ফার্সী। বি।

পুলক—১। শরীরের রোম খাড়া হইয়া উঠা, রোমাঞ্চ; প্রস্তরবিশেষ; গন্ধর্ব্ববিশেষ; হরিতাল; গজান্নপিণ্ড; শরীরান্তর্বহির্গত কীট; কপাটের গুল। পুল্+ক কর্ত্তৃবা+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। বিণ—পুলকিত। ২। আনন্দ, আহ্লাদ। বাং প্র। বি।

পুলক-কণ্টকিত—অতিরিক্ত আনন্দ বা সুখানুভব হেতু রোমাঞ্চিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

পুলকিত—রোমাঞ্চিত; আহ্লাদিত। পুলক +ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

পুলকী (-কিন্)—১। পুলকযুক্ত। বিণ। স্ত্রী,—কিনী। ২। কদম্ববৃক্ষবিশেষ। পুলক+ ইন্ জাতার্থে। বি; পুং।

পুলকোচ্ছ্বাস—অতিরিক্ত আনন্দ হওয়ায় শরীরের রোম খাড়া হইয়া উঠা। পুলকের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুলটিস্, পুল্‌টিস্—ফোঁড়া প্রভৃতির উপর দেওয়া পুরু প্রলেপবিশেষ। ইং 'poultice'-শব্দজ। বি।

পুলস্ত্য—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন, ব্রহ্মার মানসপুত্র। পুল (মহৎ)—স্ত্যৈ (একত্র করা) +ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পুলহ—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। পুল (মহৎ)—হন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পুলি—পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামানের প্রধান নগর [ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে এখানে পাঠান হইত। 'পুলিপিলাং' দ্রঃ।]। ইং 'Port Blair'-শব্দজ। বি।

পুলি, পুলী—একপ্রকার পিঠা। 'পুলিকা'-[শব্দজ। বি।

পুলিন—চড়া, তীরের যে বালুকাময় অংশ পর্য্যন্ত জোয়ারের জল উঠে তাহা। পুল্ (বৃহৎ হওয়া)+ইনন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

পুলিন্দ—১। ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ, চোয়াড়; যাহারা নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না এরূপ ব্যক্তি। পুল্ (বৃহৎ হওয়া)+ কিন্দচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। কিরাতদেশ। পুলিন্দ+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

পুলিন্দা—গাঁঠরি, মোট, বোচকা। বাং প্র। বি।

পুলিপিলাং, -পোলাও—দ্বীপান্তরদণ্ড; আন্দামানে নির্ব্বাসন। বাং প্র ('পুলি' দ্রঃ)। বি।

পুলিশ, পুলিস—কনেষ্টবল; দেশের শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারী; সরকারের শান্তিরক্ষাবিভাগ, আরক্ষা। ইং Police. বি।

পুলিস-ইন্স্‌পেক্টর—পুলিসের উপরিতন কর্ম্মচারিবিশেষ। ইং Police-inspector. বি।

পুলিস-কন্‌স্টেবল—সিপাহী, পুলিসের নিম্নকর্ম্মচারী। ইং Police-constable. বি।

পুলিস-কমিশনার—রাজধানীর পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারী। ইং Police-commissioner. বি।

পুলিস-সাহেব, -সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—জেলা-পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারী। ইং Police-superintendent. বি।

পুলে—পুত্র ('ছেলে'-শব্দের সহচর শব্দ)। বাং প্র। বি।

পুলোমজা—শচী, ইন্দ্রপত্নী। পুলোমন্ (দৈত্যবিশেষ)-জন্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুলোমা (-মন্)—১। মুনিবিশেষ, দৈত্যবিশেষ। বি; পুং। ২। চ্যবন ঋষির মাতা। পুল্—উ+মন্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

পুলোমারি—ইন্দ্র। পুলোমার (দৈত্যবিশেষের) অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুল্‌টিস্—'পুলটিস্' দ্রঃ।

পুষা—পালন করা, পোষণ করা; বশ করা। 'পুষ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

পুষিত—প্রতিপালিত; বর্দ্ধিত। পুষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—পোষণ।

পুষ্কর—১। আকাশ; কুষ্ঠৌষধিবিশেষ; জল। পুষ্ (পোষণ করা)+করন্ কর্ত্তৃবা সংজ্ঞার্থে। ২। পদ্ম, পদ্মকোষ; হস্তিশুণ্ডাগ্র; মৃদঙ্গাদি বাদ্যভাণ্ডের মুখ; পরম পবিত্র তীর্থবিশেষ; সপ্ত দ্বীপের একটি দ্বীপ। পুষ্কর (পদ্ম)+অচ্ আছে অর্থে। ৩। খড়্গাদির খাপ; খড়্গফলক; বাণ; যুদ্ধ। পুষ্+করন্ করণবা। বি; ক্লীব। ৪। সর্পবিশেষ; নৃপবিশেষ, নল রাজার ভ্রাতা; বরুণপুত্র; মেঘবিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ; রোগবিশেষ; সারসপক্ষী। পুষ্+করন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পুষ্করাক্ষ—বিষ্ণু, পুণ্ডরীকাক্ষ। পুষ্করের (পদ্মের) ন্যায় অক্ষি (চক্ষুঃ) যাঁহার, বহুব্রী (সমাসান্ত ষচ্)। বি; পুং।

পুষ্করিণী—সরোবর, পুকুর; হস্তিনী; পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। পুষ্কর+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পুষ্করী (পুষ্করিন্)—হস্তী। পুষ্কর+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

পুষ্কল—উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ; বহু, অধিক; পরিপূর্ণ। পুষ্+কলচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পুষ্ট—১। বর্দ্ধিত, প্রতিপালিত। পুষ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। মোটা, স্থূল, বৃদ্ধিযুক্ত। পুষ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—পুষ্টি, পোষণ।

পুষ্টতাড়িত—বিয়োজনশক্তিবিশিষ্ট তাড়িতবিশেষ। পুষ্ট তাড়িত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পুষ্টি—১। পোষণ, প্রতিপালন; বৃদ্ধি; স্থূলতা। পুষ্+ক্তি ভাববা। ২। অশ্বগন্ধা; মাতৃকাবিশেষ। পুষ্+ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

পুষ্টিকর—পোষণকারক; বৃদ্ধিকারক; স্থূলতাসম্পাদক। উপতৎ; পুষ্টি—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

পুষ্টিকা—ঝিনুক, শুক্তি। পুষ্টি+কন্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুষ্টিজনক—পুষ্টিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

পুষ্টিসাধন—বৃদ্ধিসম্পাদন; পোষণসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পুষ্প—১। ফুল, কুসুম; স্ত্রীরজঃ; কুবেরের পুষ্পকরথ; নেত্ররোগবিশেষ, ফুলী। পুষ্প্ (বিকসিত হওয়া)+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। বিকাশ, প্রকাশ। পুষ্প্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—পুষ্পিত।

পুষ্পক—১। কুবেরের রথ; চোখের একপ্রকার রোগ। পুষ্প+কন্ সংজ্ঞার্থে। ২। রক্তনির্ম্মিত কঙ্কণ; পিত্তল; খেলিবার মাটীর গাড়ী, মৃত্তিকা-শকটী; রসাঞ্জন; লৌহকাংস্য; কাসীস। পুষ্প (বিকাশ, দীপ্তি ইত্যাদি)+কন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

পুষ্পকরণ্ডক—১। ফুলের সাজি, পুষ্পচয়নপাত্র। পুষ্পরক্ষণ করণ্ডক (চুপড়ী), মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। উজ্জয়িনীনগরস্থ মহাকাল-নামক শিবের উদ্যান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পকরথ—প্রাচীনকালের বিমানবিশেষ। কর্ম্মধ। বি; পুং।

পুষ্পকীট—ফুলের পোকা; ভ্রমর। পুষ্পবিহারী কীট (পোকা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পুষ্পকেতন, -কেতু, -চাপ—কামদেব, কন্দর্প। পুষ্প কেতন, কেতু (চিহ্ন), চাপ (ধনুক) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পুষ্পগিরি—মালবান্ পর্ব্বত। পুষ্পবহুল গিরি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পুষ্পচন্দন—চন্দন-মাখান ফুল ; ফুল ও চন্দন। মধ্যপ কর্ম্মধা বা দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

পুষ্পচয়ন—ফুল তোলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পুষ্পচাপ—১। 'পুষ্পকেতন' দ্রঃ। ২। ফুলের ধনুক। পুষ্পনির্ম্মিত চাপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পুষ্পজ—১। যাহা ফুল হইতে হয় এমন, পুষ্পজাত। বিণ। ২। ফুলের মধু, পুষ্পরস। উপতৎ ; পুষ্প—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

পুষ্পদাম (-দামন্)—১। ফুলের মালা। পুষ্পরচিত দাম (দামন্ শব্দ=মাল্য), মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। প্রতি চরণে উনিশ অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। পুষ্পসদৃশ দাম (অর্থাৎ বাক্যশ্রেণী) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

পুষ্পদ্রব—ফুলের মধু, মকরন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুষ্পধনুঃ (-ধনুস্), **-ধনু, -ধন্বা** (-ধন্বন্) —মদন, কামদেব, কন্দর্প। পুষ্প ধনুঃ (ধনুক) যাঁহার, বহুব্রী (বিকল্পে অনঙ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুষ্পনির্য্যা(র্যা)স—ফুলের মধু, মকরন্দ।

পুষ্পপত্র—১। ফুলের পাপ্ড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ফুল ও পাতা। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

পুষ্পপথ—নারীজাতির রজোনির্গম-পথ, যোনি, স্ত্রীচিহ্ন। পুষ্পের (স্ত্রীরজের) পন্থা, ৬ষ্ঠীতৎ (অ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

পুষ্পপল্লব—১। ফুলের পাপ্ড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ফুল ও পাতা। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

পুষ্পপাত্র—ফুলের পাত্র, পুষ্পাধার ; যে পাত্রে পূজার জন্য ফুল সাজাইয়া রাখা হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পুষ্পপুট—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পুষ্পের যে অবস্থায় উহার দলমণ্ডল ও বৃতির পার্থক্য সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না তাহা (perianth). পুষ্পের পুট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পুষ্পবতী—রজস্বলা, ঋতুমতী ; পুষ্পিতা ('—লতা')। পুষ্প (স্ত্রীরজঃ) + মতুপ্, আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুষ্পবাটিকা, -বাটী—পুষ্পোদ্যান, ফুলবাগান। পুষ্পের বাটিকা (উদ্যান), বাটী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পুষ্পবাণ—১। কামদেব, কন্দর্প। পুষ্প বাণ (শর) যাঁহার, বহুব্রী। ২। ফুলের শর। পুষ্পনির্ম্মিত বাণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পুষ্পবিন্যাস—ফুল সাজান (inflorescence). পুষ্পের বিন্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুষ্পবৃষ্টি—উপর হইতে ফুল ছড়াইয়া দেওয়া, আকাশ হইতে ধারাকারে অসংখ্য পুষ্পের পতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পুষ্পভূষিত—পুষ্প দ্বারা সজ্জিত। ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, —ভূষিতা।

পুষ্পমঞ্জরি, -মঞ্জরী—ফুলের শীষ বা বোঁটা ; পুষ্পমুকুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পুষ্পমাস—চৈত্রমাস, বসন্তকাল। পুষ্পজনক মাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পুষ্পরজঃ (-রজস্), **-রজ**—ফুলের রেণু, কুসুমপরাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পুষ্পরথ—ফুল দিয়া সাজান রথ। পুষ্পসজ্জিত রথ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পুষ্পরস—ফুলের মধু, মকরন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুষ্পরাগ—মণিবিশেষ, পদ্মরাগমণি, পোখ্‌রাজ। পুষ্পের রাগের (রঙের) ন্যায় রাগ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

পুষ্পরেণু—ফুলের রেণু, পরাগ, পরাগকেশরের শিরোভাগস্থ ধূলির ন্যায় একপ্রকার গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ। পুষ্পের রেণু (ধূলি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুষ্পলাব, -লাবী (-বিন্)—মালী, মালাকার। উপতৎ ; পুষ্প—লূ + অণ্, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী, —লাবী, —লাবিনী। [কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মেঘদূতের এই শব্দটি 'যাহাতে পুষ্প আহৃত হয়'—এই অর্থে (পুষ্প —লূ + ঘঞ্ অধিবা + ঈপ্) প্রয়োগ করিয়াছেন। "পূজা পায় পুষ্পলাবী রতন-কাঞ্চন।"]

পুষ্পলিহ—মৌমাছি, মধুকর, ভ্রমর। উপতৎ ; পুষ্প—লিহ্ + ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

পুষ্পশর—১। কামদেব, কন্দর্প। পুষ্প শর (বাণ) যাঁহার, বহুব্রী। ২। ফুলের বাণ। পুষ্পনির্ম্মিত শর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পুষ্পসত্ত্ব—মধু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পুষ্পসার—ফুলের মধু ; তুলসী। পুষ্পের সার (স্থিরাংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুষ্পাগম—বসন্তকাল। পুষ্পের আগম (উদ্ভব) যখন, বহুব্রী। বি ; পুং।

পুষ্পাজীব, পুষ্পজীবী (-জীবিন্)—মালী, মালাকার। পুষ্প আজীব যাহার, বহুব্রী ; উপতৎ ; পুষ্প—জীব্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

পুষ্পাঞ্জলি—এক-আঁজলা ফুল ; কুসুমাঞ্জলি। পুষ্পপূর্ণ অঞ্জলি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পুষ্পাধার—ফুলের সাজি ; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যে জায়গায় বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর লাগান থাকে তাহা (thalamus). পুষ্পের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুষ্পাবচায়ী (-চায়িন্)—মালী, পুষ্পাজীব, মালাকার। উপতৎ ; পুষ্প—অব—চি + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

পুষ্পাভরণ—১। ফুলের গহনা, ফুলের সাজ। পুষ্পই আভরণ, কর্ম্মধা ; অথবা, পুষ্পনির্ম্মিত আভরণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। ফুলের সাজে সজ্জিত। পুষ্প আভরণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পুষ্পায়ুধ—১। মদন, কন্দর্প। পুষ্প আয়ুধ (অস্ত্র) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। ফুলের অস্ত্র। পুষ্পই আয়ুধ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পুষ্পাসব—ফুলের মধু, মকরন্দ। পুষ্পের আসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুষ্পাসার—পুষ্পবৃষ্টি। পুষ্পের আসার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুষ্পাস্ত্র—১। কামদেব, কন্দর্প, কুসুমায়ুধ। পুষ্প অস্ত্র যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। ফুলের অস্ত্র। পুষ্পই অস্ত্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

পুষ্পিকা—অধ্যায়াদির শেষে গ্রন্থকারের নামোল্লেখাদিপূর্ব্বক সমাপ্তিসূচক বাক্য, ভণিতা ; দন্তমল ; ঝিল্লিবিশেষ। পুষ্প + কন্ তুল্যার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

পুষ্পিত—১। যাহাতে ফুল জন্মিয়াছে এমন, কুসুমিত। পুষ্প + ইতচ্ জাতার্থে। ২। প্রকাশিত। পুষ্প্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

পুষ্পিতা—পুষ্পযুক্তা, কুসুমিতা ; ঋতুমতী। পুষ্প (কুসুম, স্ত্রীরজঃ) + ইতচ্ জাতার্থে + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুষ্পেষু—কামদেব, কন্দর্প। পুষ্প ইষু (বাণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

পুষ্পোৎসব—স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শনে কৃত উৎসববিশেষ ; কুসুমক্রীড়া। পুষ্প (স্ত্রীরজঃ, কুসুম)-সম্বন্ধীয় উৎসব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পুষ্পোদ্গম—ফুল ফোটা, পুষ্পোৎপত্তি। পুষ্পের উদ্গম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুষ্পোদ্যান—ফুলের বাগান। পুষ্পের উদ্যান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পুষ্য, পুষ্যা—নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে অষ্টম নক্ষত্র [ইহা বাণাকার একতারাযুক্ত]। পুষ্ (পোষণ করা) + ক্যপ্ অধিবা (নিপাতনে) ; পক্ষে আপ্। বি ; পুং, স্ত্রী। [বি।

পুষ্যি—পোষ্য (তাহা দ্রঃ)। 'পোষ্য'-শব্দজ।

পুসিদা—গোপন। ফার্সী 'পোসিদাহ্'-শব্দজ। বি।

পুস্ত—১। গ্রন্থ, বহি, পুঁথি, কেতাব। পুস্ত্ (বন্ধন করা) + ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। লিপি লেখন প্রভৃতি শিল্পকর্ম্ম। পুস্ত্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

পুস্তক—পুস্ত (১ম অর্থে)। পুস্ত্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা + কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

পুস্তকাগার—পুস্তকালয়, লাইব্রেরী। পুস্তকের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

পুস্তকালয়—পুস্তকাগার, লাইব্রেরী ; পুস্তকের দোকান। পুস্তকের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুস্তন, পুস্তান—১। অবলম্বন, আশ্রয়। প্রাঃ কবিপ্র। ২। গৃহভিত্তি, ভিত, প্রাচীরের সংলগ্ন গাঁথনি। প্রাদে। বি।

পুস্তনী—পুস্তকের অমুদ্রিত প্রথম ও শেষ পত্র। বাং প্র। বি। **পুস্তনী কাগজ**—বই ও বইয়ের মলাটের মধ্যে সংযোগকারী মোটা কাগজ।

পুস্তা—অবলম্বন, সহায়; ঠেস; পুস্তক বাঁধাইবার সময় উহার পিঠে যে মোটা সূতা যুক্ত করা হয় তাহা। ফার্সী পুশ্‌তা'-শব্দজ। বি।

পুস্তিকা, পুস্তী—গ্রন্থ, বহি, কেতাব, পুঁথি। পুস্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌; পুস্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পুস্তিন্—ভেড়ার চামড়ার প্রস্তুত গায়ের কাপড়; পুট। ফার্সী। বি। [বিশেষ। বি।

পুস্তু, পুশ্‌তু—আফগানিস্তানের ভাষা-

পুহপ—ফুল ("জনু গাঁথনি পুহপ-মালা"—বিদ্যাপতি)। 'পুষ্প'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পুহবি—ধরণী, পৃথিবী। 'পৃথিবী'-শব্দজ।

পুহু—প্রভু; আবার, পুনরায় ("পৈঠল পুহু তব ছোড়ি নিশোয়াস"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা অব্য। [শব্দজ। বি।

পূঁজ, পূঁয—ফোঁড়া প্রভৃতির ক্লেদ। পূয'-

পূগ—১। গুবাকবৃক্ষ; কাঁঠালগাছ; পুঞ্জ, রাশি, সমূহ; ভাব; ছন্দ। বি; পুং। ২। গুবাক। পূ+গন্ (ক) করণবা। বি; ক্লীব।

পূজক—পূজাকারক, উপাসক। পূজ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—পূজিকা।

পূজন—পূজা, অর্চনা। পূজ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—পূজনীয়, পূজিত, পূজিতব্য, পূজ্য।

পূজনীয়—আরাধ্য, পূজার যোগ্য; মান্য। পূজ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—পূজন, পূজা।

পূজয়িতা (-য়িতৃ)—পূজক। পূজ্‌+তৃন কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

পূজা—১। অর্চনা, আরাধনা, উপাসনা; শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন; সংবর্দ্ধনা; প্রশংসা। পূজ্‌+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—পূজনীয়, পূজিত, পূজিতব্য, পূজ্য। ২। আরাধনা করা, উপাসনা করা। কবিপ্র। ক্রি।

পূজাগৃহ—পূজার ঘর, উপাসনাগৃহ। পূজার গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পূজারি, পূজারী—১। দেবল ব্রাহ্মণ, পুরোহিত। বি। ২। পূজাজীবী। 'পূজাকারী'-শব্দজ। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

পূজার্হ—পূজার যোগ্য, মান্য। উপতৎ; পূজা—অর্হ (যোগ্য হওয়া)+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পূজাহ্নিক—প্রতিদিনের সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি, পূজা সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যকৃত্য। পূজা এবং আহ্নিক, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

পূজিত—যাহাকে পূজা করা হইয়াছে এমন, অর্চিত; সেবিত; আদৃত; প্রশংসিত। পূজ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—পূজন, পূজা।

পূজিতব্য—পূজনীয়। পূজ্‌+তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি—পূজন, পূজা।

পূজোপহার—পূজা করিবার জিনিসপত্র। পূজার উপহার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পূজ্য—পূজনীয়। পূজ্‌+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ। বি—পূজন, পূজা।

পূজ্যপাদ—মান্য; পূজনীয়। পূজ্য পাদ যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

পূজ্যমান—যাঁহাকে পূজা করা হইতেছে এরূপ, সেব্যমান। পূজ্‌+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। বি—পূজন, পূজা।

পূট—যে পাত্রে সোনা প্রভৃতি ধাতু গলান হয়; মুছি। বাং প্র। বি।

পূনিমা, পূনমি—পূর্ণিমা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পূত—১। পবিত্র; পরিষ্কৃত; শুদ্ধ; সত্য। পূ+ক্ত কর্ম্মবা। ২। দুর্গন্ধযুক্ত। পূয্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—পূতি।

পূতক্রতু—ইন্দ্র। পূত ক্রতু যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পূতগন্ধ—বাবুইতুলসী। পূত (পবিত্র) গন্ধ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [বি, ক্লীব।

পূতধান্য—তিল। পূত ধান্য (শস্য), কর্ম্মধা।

পূতনা—হরীতকী; দানবীবিশেষ; বালক-মাতৃকাবিশেষ; রোগবিশেষ, পেঁচোয় পাওয়া। পূত+ণিচ্‌ (=পূতি নামধাতু)+অন কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পূতনারি—শ্রীকৃষ্ণ। পূতনার অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পূতা—১। দূর্ব্বা। বি; স্ত্রী। ২। পবিত্রা; দুর্গন্ধযুক্তা। পূত+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পূতাত্মা (-ত্মন্)—পবিত্রাত্মা। পূত আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পূতি—১। পবিত্রতা। পূ+ক্তি ভাববা। ২। দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া। পূয্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—পূত। ৩। দুর্গন্ধবিশিষ্ট। পূয্‌+ক্তিচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পূতিক—১। বিষ্ঠা, মল। বি; ক্লীব। ২। পুঁইশাক; পূতিকরঞ্জবৃক্ষ। পূতি—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পূতিকা—পুঁইশাক; পূতিকরঞ্জলতা; বিড়ালী। পূতিক+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পূতিগন্ধ—১। বিশ্রী গন্ধ। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। দুর্গন্ধযুক্ত, কুৎসিতগন্ধবিশিষ্ট। বিণ। ৩। গন্ধক; ইঙ্গুদীবৃক্ষ। বি; পুং। ৪। রঙ্গ, রাংতা। পূতিগন্ধ+অচ্‌ আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

পূতিগন্ধি—স্বাভাবিক-দুর্গন্ধযুক্ত। পূতি গন্ধ যাহার, বহুব্রী (ই সমাসান্ত)। বিণ।

পূতোদক—পবিত্র জল। পূত উদক, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

পূপ—রুটী; পিঠা, পিষ্টক। পূ—পা+ক

পূপাষ্টকা—অগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাষ্টমীতে পিঠাদ্বারা শ্রাদ্ধ। পূপ-সাধ্যা অষ্টকা (শ্রাদ্ধবিশেষ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পূব—পূর্ব্বদিক্, পূর্ব্বদিকের। 'পূর্ব্ব'-শব্দজ। বি বা বিণ।

পূবে—১। পূর্ব্বদেশীয়; পূবদিক্ হইতে আগত। পূব+এ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। ২। পূবদিকে। বাং প্র। বি।

পূয, পূয়ন—পুঁজ, বিকৃতরক্ত। পূয্‌+অচ্‌, অন কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

পূর—১। জলরাশি; প্রবাহ; সমূহ; খাদ্য-বিশেষ, পুরী; ব্রণশুদ্ধি। পূ+ক কর্ত্তৃবা। ২। পরিপূরণ। পূর্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ৩। পরিপূর্ণ, পূর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ৪। যাহা ভিতরে প্রবেশ করান হয় এমন বস্তু (যেমন পিষ্টকের ভিতর মটরশুটি প্রভৃতির পুর)। বাং প্র। বি। [ক্রি।

পূরই—পূর্ণ হয় বা করে। প্রাঃ কবিপ্র।

পূরক—১। পরিপূর্ণতাকারক; (জ্যামিতি) সমকোণের অংশ ('—কোণ')—যে দুইটি কোণে এক সমকোণ হয় তাহার প্রত্যেকটি পরস্পরের পূরক (complementary); গুণক, যাহা দ্বারা গুণ করা যায় এমন। বিণ। স্ত্রী—পূরিকা। ২। প্রাণায়ামবিশেষ, বহির্দ্দেশ হইতে বামনাসিকা দ্বারা প্রাণ-বায়ুকে অন্তরে আনয়ন। বি; পুং। ৩। মৃতাশৌচকালে দেয় দশপিণ্ড। পূর্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

পূরকপিণ্ড—ঘাটপিণ্ড, অশৌচান্তদিবসে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ড; মৃতব্যক্তির উদ্দেশে অগ্নিদাতার অথবা তদভাবে শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রদত্ত পিণ্ড। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূরণ—১। বৃদ্ধি; পরিপূর্ণ হওয়া। পূর্‌+অনট্ ভাববা। ২। গুণন (multiplication); পরিপূর্ণকরণ। পূর্‌+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। ৩। বয়নতন্ত্র; পড়েন। বি; ক্লীব। ৪। সেতু; সমুদ্র; বিষ্ণু-তৈল। পূর্‌+ণিচ্‌ +অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। বিণ,—পূরিত। ৫। গুণক; পূরক, পূর্ণতাকারক। পূর্‌ +ণিচ্‌+অন কর্ত্তৃবা বা অনট্ করণবা। স্ত্রী,—ণী। ৬। পূর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পূরণবাচক—(গণিত) পূরকসংখ্যার বাচক (যথা, প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি)। পূরণের বাচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পূরণী—১। শিমূল গাছ, শাল্মলীবৃক্ষ। পূর্‌+ণিচ্‌+অনট্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। পূর্ণতাকারিণী। পূরণ (৫)+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পূরব—পূর্ব্ব। কবিপ্র। সর্ব্ব।

পূরবী—রাগিণীবিশেষ। বাং প্র। বি।

পূরয়িতা (-য়িতৃ)—পূরক, পরিপূর্ণতা-কারক। পূর্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -য়িত্রী।

পূরা—১। মিটা, সফল হওয়া; পূর্ণ করা; পূর্ণ হওয়া; ভিতরে প্রবেশ করান। বাং ক্রি [প্রাচীন কবিপ্রয়োগে 'পূরা' ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপঃ—**পূরব**—পূর্ণ হইবে; পূর্ণ করিব। **পূরয়, পূরয়ে**—পূর্ণ হয়; পূর্ণ করে। **পূরল**—পূর্ণ হইল বা করিল। **পূরাইহ**—পূর্ণ করিও]। ২। পূর্ণ। পূর্+আ (বাং) কর্তৃবা। বিণ। ৩। থলিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বাং ক্রি।

পূরান—পূর্ণ করা; মিটান, সিদ্ধ করা।

পূরাপূরি, পুরাপুরি—যাহা কম বা বেশী নয় এরূপ। বাং প্র। বিণ।

পূরি—পুরা (তাহা দ্রঃ)।

পূরিকা—১। পুরি কচুরী প্রভৃতি। পূর্+ক কর্ম্মবা+ঈপ্=পূরী; পূরী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পূর্ণতাকারিণী। পূরক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পূরিত—গুণিত; ভরিত, পূর্ণ, যাহা পরি-পূর্ণ হইয়াছে এরূপ। পূর্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পূর্ণ—পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ; সফল; সমর্থ; অপেক্ষাশূন্য। পূর্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পূর্ণকল—পূর্ণাঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ; সম্পন্ন। পূর্ণা কলা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পূর্ণকাম—পূর্ণমনোরথ, যাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে এমন। পূর্ণ কাম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পূর্ণকাল—সম্পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত (whole time). পূর্ণকাল+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। [পুং।

পূর্ণকুম্ভ—জলপূর্ণ কলস। কর্ম্মধা। বি;

পূর্ণগর্ভা(র্ভ্ভা)—যাহার প্রসবসময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এমন, আসন্নপ্রসবা; যাহার গর্ভস্থ সন্তান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন। পূর্ণ গর্ভ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পূর্ণগ্রাস—চন্দ্র বা সূর্য্যের রাহু কর্তৃক সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রস্ত হওন (eclipse). কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ণচন্দ্র—পূর্ণিমার চাঁদ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ণচ্ছেদ—দাঁড়ি, বাক্যশেষসূচক চিহ্ন। পূর্ণ ছেদ যাহা দ্বারা, বহুব্রী; অথবা, পূর্ণ যে ছেদ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ণতা, পূর্ণত্ব—সম্পূর্ণতা; সফলতা। পূর্ণ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—পূর্ণ।

পূর্ণপাত্র—পুত্রজন্মাদি উৎসবসময়ে পারি-তোষিকরূপে প্রদত্ত বস্ত্রাদি; জিনিসপত্র ভরা পাত্র; (স্মৃতি) যজ্ঞের শেষে দক্ষিণারূপে দেয় অর্দ্ধমণ (২৫৬ মুষ্টি) তণ্ডুল; তণ্ডুলাদি; জলপূর্ণ পাত্র। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পূর্ণবয়স্ক—যাহার পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্তি হইয়াছে এমন (adult); যুবা। পূর্ণ বয়ঃ যাহার, বহুব্রী (ক সমাসান্ত)। বিণ।

পূর্ণবিকাশ—সম্পূর্ণ ফোটা, সম্যক্‌রূপে প্রকাশ; সম্পূর্ণতাপ্রাপ্তি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ণব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—পরমেশ্বর, অখণ্ডব্রহ্ম। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পূর্ণমাসী—পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণ মাস যাহাতে, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পূর্ণলবণ—(রসায়ন) রাসায়নিক লবণ-বিশেষ (normal salt). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পূর্ণসংখ্যা—(পাটীগণিত) অখণ্ড রাশি; অ-ভগ্নাংশ (integer). পূর্ণ সংখ্যা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ণহোম—পূর্ণাহুতি। পূর্ণ হোম যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

পূর্ণা—১। পঞ্চমী দশমী পূর্ণিমা অমাবস্যা তিথি। বি; স্ত্রী। ২। পরিপূর্ণা, সম্পূর্ণা। পূর্ণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পূর্ণাঙ্গ—যাহার কোন অংশ অসম্পূর্ণ বা খুঁতযুক্ত নহে এমন। পূর্ণ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গী।

পূর্ণানন্দ—১। সম্পূর্ণ আনন্দ, অত্যধিক হর্ষ। কর্ম্মধা। ২। পরমেশ্বর; তন্ত্রনিবন্ধকার পণ্ডিতবিশেষ। পূর্ণ আনন্দ যাঁহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

পূর্ণাবতার—যিনি ভগবানের পূর্ণবিকাশের প্রতীক; নৃসিংহ; রাম; শ্রীকৃষ্ণ [অন্যান্য অবতার অংশাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। মতবিশেষে শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণতম অবতার বলিয়া কথিত]। পূর্ণ অবতার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ণাবয়ব—সম্পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট, সকল-অঙ্গযুক্ত। পূর্ণ অবয়ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পূর্ণাভিষেক—তন্ত্রোক্ত কৌলিক অভি-ষেকবিশেষ। পূর্ণ অভিষেক, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ণায়ত—সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত। পূর্ণ আয়ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

পূর্ণায়ুঃ (-য়ুস্), **-য়ু**—১। দীর্ঘজীবী। পূর্ণ আয়ুঃ (আয়ুস্) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। শতবর্ষপরিমিত জীবিতকাল। পূর্ণ আয়ুঃ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পূর্ণাহুতি—যজ্ঞের শেষ আহুতি; কার্য্যের সমাপ্তি-সাধক ক্রিয়া। পূর্ণ আহুতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ণিমা—শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী তিথি। পূর্ণি (পূরণ)—মা+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

পূর্ণেন্দু—পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণ ইন্দু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ণোপমা—উপমালঙ্কারবিশেষ (সাদৃশ্য-বাচক 'যথা' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখে পূর্ণোপমা অলঙ্কার হয়; যথা—

"আইলেন প্রভঞ্জন সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।"—
মাইকেল)।

পূর্ণা উপমা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ত্ত(র্ত)—১। সাধারণের উপকারার্থে পুষ্করিণী কূপ প্রভৃতি খনন; পালন; পূরণ। পৃ+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। সাধারণের উপকারার্থে খাত জলাশয়াদি। পৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

পূর্ত্ত(র্ত)বিভাগ—সাধারণের উপকারার্থ পথঘাটনির্ম্মাণ খালবিল কাটা প্রভৃতিসম্বন্ধীয় কর্ম্মবিভাগ (Public Works Department). মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ত্তি(র্তি)—পূর্ণতা; পরিপূরণ ('উদর—')। পৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

পূর্ব্ব(র্ব)—১। আদ্য, প্রথম; সমগ্র; জ্যেষ্ঠ; পুরাকালীন; প্রাচ্যদেশীয়। সর্ব্ব, বিণ। ২। পূর্ব্বপুরুষ। বি; পুং। ৩। কারণ; ইতিবৃত্ত। পূর্ব্ব্+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

পূর্ব্ব(র্ব)ক—(বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদ) পূর্ব্বে বা আগে করিয়া পরে, পুরঃসর (যথা—প্রণামপূর্ব্বক)। বিণ বা ক্রি-বিণ। স্ত্রী—পূর্ব্বিকা।

পূর্ব্ব(র্ব)কথিত—যাহা আগে বলা হইয়াছে এমন। পূর্ব্বে কথিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

পূর্ব্ব(র্ব)কায়—শরীরের উপর ভাগ (নাভির উপর হইতে)। পূর্ব্ব কায়ের, একদেশী। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)কাল—প্রাচীনসময়, পুরাকাল। কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ,—কালীন।

পূর্ব্ব(র্ব)কালিক—পূর্ব্বকালসাধ্য; পূর্ব্ব-কালজাত; আগেকার; প্রাচীন কালের। পূর্ব্বকাল+ইক (ঠন্) ভবার্থে। বিণ।

পূর্ব্ব(র্ব)গানুকৃতি—কোন প্রাণিমধ্যে পূর্ব্বপুরুষের আকৃতি-প্রকৃতির সাদৃশ্য (atavism). পূর্ব্বগের (পূর্ব্বপুরুষের) অনুকৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পূর্ব্ব(র্ব)গামী (-গামিন্)—যে অগ্রে গমন করে এমন; যে পূর্ব্বদিকে গমন করে এমন। উপতৎ; পূর্ব্ব—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী, -নী।

পূর্ব্ব(র্ব)জ, -জন্মা (-জন্মন্)—জ্যেষ্ঠভ্রাতা; চন্দ্রলোকস্থ পিতামহাদি; পূর্ব্বপুরুষ; ব্রাহ্মণ। উপতৎ; পূর্ব্ব—জন্+ড কর্তৃবা; পূর্ব্বে জন্ম (জন্মন্) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)জন্ম (-জন্মন্)—আগেকার জন্ম, বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বকার জন্ম। পূর্ব্ব জন্ম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পূর্ব্ব(র্ব)জন্মা—'পূর্ব্বজ' দ্রঃ।

পূর্ব্ব(র্ব)জন্মার্জ্জি(র্জি)ত—বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মে কৃত কর্ম্মের ফলে লব্ধ। পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত, ৭মীতৎ। বিণ।

পূর্ব্ব(র্ব)জা—জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পূর্ব্বজ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পূর্ব্ব(র্ব)জীবন—অতীত জীবন, বর্ত্তমান-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল। পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পূর্ব্ব(র্ব)জ্ঞান—পূর্ব্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, কোন বিষয়ে পূর্ব্বতন জ্ঞান; পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ বা কর্ম্মধা। ২। ভাবী কাল সম্বন্ধে জ্ঞান; পূর্ব্ব হইতেই ধরিয়া লওয়া (anticipation). ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

পূর্ব্ব(র্ব)তন—পুরাকালীন, পূর্ব্বকার। পূর্ব্ব +তন (ট্যু, তুট্) ভবার্থে ('সায়ন্তন' প্রভৃতির অনুকরণে গঠিত শব্দ)। বিণ। স্ত্রী,—নী।

পূর্ব্ব(র্ব)দক্ষিণ—অগ্নিকোণ। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)দেব—অসুর, দৈত্য। পূর্ব্ব (শ্রেষ্ঠ) দেব যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)নিপাত—সমাসে কোন শব্দের আগে বসা। ৭মীতৎ। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)পক্ষ—প্রশ্ন; অভিযোগ; শুক্লপক্ষ। পূর্ব্ব (প্রথম) পক্ষ (বিতর্কাদি), কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)পদ—(ব্যাকরণ) সমাসবদ্ধ পদ-সমূহের সর্ব্বাদিভূত পদ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পূর্ব্ব(র্ব)পর্ব্ব(র্ব)ত—উদয়াচল, উদয়গিরি। পূর্ব্ব (পূর্ব্বদিক্‌স্থিত) পর্ব্বত, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)পুরুষ—পিতৃপুরুষ; পিতা বা মাতার বংশের পূর্ব্বজাত লোক; একই বংশে পূর্ব্বে যিনি জন্মিয়াছিলেন। পূর্ব্বজাত পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)ফল্গুনী—নক্ষত্রবিশেষ [অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত একাদশ নক্ষত্র]। পূর্ব্বা (প্রথমা) ফল্গুনী (নক্ষত্রবিশেষ), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ব্ব(র্ব)বঙ্গ—বঙ্গদেশের পূর্ব্বাংশ, ঢাকা ময়মনসিংহ বরিশাল চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা (বর্ত্তমানে ইহা পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত)। পূর্ব্ব বঙ্গের, একদেশী। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)বৎ—পূর্ব্বের ন্যায়। পূর্ব্ব+বতিচ্ তুল্যার্থে। অব্য।

পূর্ব্ব(র্ব)বর্ণিত—পূর্ব্বে যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

পূর্ব্ব(র্ব)বর্ত্তি(র্তি)তা—আগে থাকা (precedence). পূর্ব্ববর্ত্তিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—বর্ত্তী (-বর্ত্তিন্)।

পূর্ব্ব(র্ব)বর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—আগে-কার; প্রাগ্বর্ত্তী; অগ্রসর। উপতৎ; পূর্ব্ব—বৃত্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।

পূর্ব্ব(র্ব)বাদ—প্রথম আবেদন, প্রথম নালিশ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)বাদী (-বাদিন্)—যে ব্যক্তি প্রথমে নালিশ করে, বাদী। উপতৎ; পূর্ব্ব—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)বিকাশ—প্রথম স্ফুরণ; প্রথম প্রকাশ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)ভাদ্রপদ, -ভাদ্রপদা—নক্ষত্র-বিশেষ, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশ নক্ষত্র। পূর্ব্ব (প্রথম) ভাদ্রপদ, ভাদ্রপদা (নক্ষত্রবিশেষ), কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

পূর্ব্ব(র্ব)মীমাংসা—মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ব্ব(র্ব)রঙ্গ—১। নাটকাভিনয়ের আরম্ভে নান্দীপাঠাদি; প্রস্তাবনা, নাটকের উপাখ্যান-বস্তুর অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সূত্রধারকৃত সঙ্গীতাদি। পূর্ব্ব—রন্জ্+ঘঞ্ অধিবা। ২। মনোভাব, মনোবৃত্তি (propensity) পূর্ব্বজাত রঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)রাগ—প্রথমানুরাগ, পরস্পর দর্শন বা শ্রবণাদির দ্বারা অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার অমিলন নিবন্ধন অবস্থাবিশেষ; বিবাহের পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন (courtship). কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)রাত্র—রাত্রির প্রথম ভাগ। পূর্ব্ব রাত্রির, একদেশী (অচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)রীতি—প্রাচীন প্রথা, পুরাতন রীতি; আদি প্রণালী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পূর্ব্ব(র্ব)রূপ—অর্থালঙ্কারবিশেষ; ভাবি রোগের পূর্ব্বলক্ষণ, ভাবিচিহ্ন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পূর্ব্ব(র্ব)লক্ষণ—ভাবি-বিষয়ের চিহ্ন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পূর্ব্ব(র্ব)লেখ—খসড়া, পূর্ব্বকল্পনা (draft). কর্ম্মধা। বি; পুং। [পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)শৈল—উদয়-পর্ব্বত। কর্ম্মধা। বি;

পূর্ব্ব(র্ব)সংস্কার—পূর্ব্বের ধারণা; বাল্যের অভ্যাসগত ধারণা; পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসগত ধারণা বা স্বভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পূর্ব্ব(র্ব)সার—অগ্রগামী। উপতৎ; পূর্ব্ব সার (গমন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পূর্ব্ব(র্ব)স্বত্ব—দেনা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত দেনাদারের কোনো সম্পত্তি পাওনাদারের হাতে রাখার অধিকার (lien). পূর্ব্ব-প্রাপ্ত স্বত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পূর্ব্বা(র্বা)—১। পূর্ব্বদিক্। বি; স্ত্রী। ২। আদ্যা, প্রথমা; সমগ্রা; জ্যেষ্ঠা; পুরা-কালীনা; প্রাচ্যদেশীয়া। পূর্ব্ব+আপ্। সর্ব্ব, বিণ; স্ত্রী।

পূর্ব্বা(র্বা)চল—উদয়-পর্ব্বত। পূর্ব্বস্থিত অচল (পর্ব্বত), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্বা(র্বা)দ্রি—উদয়-পর্ব্বত। পূর্ব্ব অদ্রি (পর্ব্বত), কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্বা(র্বা)ধিকার—পূর্ব্বের দখল, পূর্ব্বের স্বত্ব। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্বা(র্বা)নুবৃত্তি—পূর্ব্বানুক্রম, পূর্ব্বগামী বিষয়ের অনুগমন; পূর্ব্বকথিত বিষয়ের পরে আলোচনা; (জীববিদ্যা) পূর্ব্বপুরুষের চরিত্র পুনরায় লাভ করা (reversion). পূর্ব্বের অনুবৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পূর্ব্বা(র্বা)নুরাগ—প্রথম ভালবাসা, প্রথম প্রণয়। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্বা(র্বা)পর—১। আনুপূর্ব্বিক। পূর্ব্ব এবং অপর, দ্বন্দ্ব; পূর্ব্বাপর+অচ্ যুক্তার্থে। বিণ। ২। পূর্ব্বদিক্ ও পশ্চিমদিক্। দ্বন্দ্ব। সর্ব্ব।

পূর্ব্বা(র্বা)বধি—আগে হইতে, পূর্ব্ব হইতে। সুপ্‌সুপা। বাং প্র। অব্য।

পূর্ব্বা(র্বা)ভাষ—সূচনা, মুখবন্ধ, কোন ব্যাপারের পূর্ব্বে তাহার ভবিতব্যতার বর্ণনা, ভবিতব্য বিষয়ের ইঙ্গিত। পূর্ব্ব আভাষ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্বা(র্বা)ভিমুখ—যাহার মুখ পূর্ব্বদিকে এমন। পূর্ব্বের অভি (দিকে) মুখ যাহার, ত্রিপদ বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—খা,—খী।

পূর্ব্বা(র্বা)ভ্যাস—আগেকার অভ্যাস। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পূর্ব্বা(র্বা)র্দ্ধ(র্ধ)—প্রথম অর্দ্ধাংশ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পূর্ব্বা(র্বা)শা—১। পূর্ব্বদিক্। পূর্ব্বা আশা (দিক্), কর্ম্মধা। ২। আগেকার আকাঙ্ক্ষা, পূর্ব্বের প্রত্যাশা। পূর্ব্বের আশা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পূর্ব্বা(র্বা)ষাঢ়া—নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে বিংশ নক্ষত্র। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ব্বা(র্বা)হ—পূর্ব্ব দিন, আগেকার দিন। পূর্ব্ব অহ (অহন্-শব্দ), কর্ম্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

পূর্ব্বা(র্বা)হ্ণ—দিনের প্রথমভাগ, দিনের প্রথম ১০ দণ্ড। পূর্ব্ব অহের (অহন্-শব্দ), একদেশী (টচ্ সমাসান্ত—অহন্-স্থানে অহ্ন)। বি; পুং।

পূর্ব্বা(র্বা)হ্ণতন—সকাল বেলার, দুপুর বেলার আগেকার। পূর্ব্বাহ্ণ+তন (ট্যুল্, তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নী।

পূর্ব্বা(র্বা)হ্ণিক—যাহা দিনের প্রথম ভাগে করা উচিত বা করিতে হইবে এমন, পূর্ব্বাহ্ণ-সম্বন্ধীয়। 'পৌর্ব্বাহ্ণিক' স্থানে অশুদ্ধ প্রঃ। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পূর্ব্বি(র্বি)তা—প্রথমে বিবেচিত বা অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা (priority). পূর্ব্বিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

পূর্ব্বো(র্বো)ক্ত—যাহা প্রথমে বলা হইয়াছে এরূপ, প্রথমোক্ত। পূর্ব্বে উক্ত, সুপ্‌ সুপা। বিণ।

পূর্ব্বো(র্বো)ত্তরা—পূর্ব্ব ও উত্তরের মধ্যবর্ত্তিনী দিক্‌, ঈশান-কোণ। পূর্ব্ব ও উত্তর যাহাতে, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পূর্ব্বো(র্বো)দ্ধৃত—পূর্ব্বে যাহার উদ্ধার করা হইয়াছে এমন; পূর্ব্বে যাহা অন্য লেখকের লেখা হইতে আনিয়া লিখিত বা কথিত হইয়াছে এরূপ। ৭মীতৎ অথবা সুপ্‌ সুপা। বিণ।

পূষা (পূষন্‌)—১। সূর্য্য। বি; পুং। ২। পৃথিবী। পুষ্‌+কনিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

পূষাত্মজ—মেঘ; ইন্দ্র। পূষার আত্মজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পৃক্ত—মিশ্রিত; সংলগ্ন; সম্পর্কবান্‌; যুক্ত। পৃচ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—পৃক্তি।

পৃক্তি—মিশ্রণ; যোগ, সংস্পর্শ; সম্পর্ক। পৃচ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—পৃক্ত।

পৃচ্ছা—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন। প্রচ্ছ্‌+অঙ্‌ ভাববা +আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—পৃষ্ট।

পৃতনা—সেনা, সৈন্যদল। পৃ+তনন্‌ কর্ত্তৃবা +আপ। বি; স্ত্রী।

পৃথক্‌—আলাদা, ভিন্ন, অন্য, ইতর; নানারূপ। প্রথ্‌+অজ্‌ কর্ত্তৃবা বা কক্‌ কর্ম্মবা। অব্য; বিণ। বি—পৃথকত্ব, পার্থক্য।

পৃথক্‌করণ—আলাদা করা। পৃথক্‌—কৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

পৃথক্‌কৃত—যাহাকে আলাদা করা হইয়াছে এমন। পৃথক্‌—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

পৃথগন্ন—১। ভিন্ন হাঁড়ি, এক পরিবারের লোক হইয়াও যাহাদের খাওয়া দাওয়ার ভিন্ন ব্যবস্থা হইয়াছে এমন; ভিন্ন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পৃথক্‌ অন্ন যাহাদের, বহুব্রী। বিণ। ২। বিভক্ত পরিজন; যে পরিবারে অন্নরন্ধন এবং অন্যান্য স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে তাহা। বি; ক্লীব।

পৃথগাত্মতা—বিরাগ; ভেদ; স্বরূপগত পার্থক্য; ইতরবিশেষ-বিবেচনা, বিবেক। পৃথক্‌ (ভিন্ন) আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহুব্রী; পৃথগাত্মন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

পৃথগাত্মা (-ত্মন্‌)—ভিন্নস্বভাব; স্বতন্ত্র প্রকৃতিবিশিষ্ট। পৃথক্‌ আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পৃথগ্বিধ—ভিন্ন ভিন্ন ধরণের, বিভিন্ন প্রকারের; বিবিধ। পৃথক্‌ বিধা (প্রকার) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

পৃথা—কুন্তী, পাণ্ডুর স্ত্রী; ব্রাহ্মণীবিশেষ। পৃথ্‌+ক কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পৃথিবী, পৃথ্বী—ভূমি, ধরা, জগৎ। প্রথ্‌ +ষিবন্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌; পৃথু (স্থূল)+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—পার্থিব।

পৃথিবীপতি, -পাল—ভূপতি, রাজা; যম। পৃথিবীর পতি, ৬ষ্ঠীতৎ; পৃথিবী—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পৃথিবীরুহ—গাছ, বৃক্ষ। উপতৎ; পৃথিবী—রুহ্‌+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পৃথু—১। প্রাচীনকালের নৃপবিশেষ, বেণরাজপুত্র; অগ্নি। বি; পুং। ২। কৃষ্ণজীরা; আফিম, অহিফেন। বি; স্ত্রী। ৩। বিস্তৃত; বিশাল, বৃহৎ; স্থূল। প্রথ্‌+কু কর্ত্তৃবা বিণ। (বিকল্পে স্ত্রী—পৃথ্বী)।

পৃথুক—১। শিশুপ্রায়, শাবক, বাচ্চা। প্রথ্‌ +কুকন্‌। বি; পুং। ২। চিড়া, চিপিটক। পৃথু—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

পৃথুরোমা (-রোমন্‌)—১। মাছ, মৎস্য। বি; পুং। ২। যাহার গায়ে বড় বড় লোম বা আঁইস আছে এমন। পৃথু (বৃহৎ) রোম (আঁইষ, লোম) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পৃথুল—বৃহৎ, বড়; বিস্তৃত; স্থূল। পৃথু+লচ্‌ স্বার্থে। বিণ।

পৃথ্বী—'পৃথিবী' দ্রঃ।

পৃথ্বীধর—পর্ব্বত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পৃশ্নি, পৃষ্ণি—১। আকারে ছোট, অল্পশরীর; ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম; পাতলা; দুর্ব্বল। বিণ। ২। রশ্মি, কিরণ; সুতপোরাজমহিষী [ইনি জন্মান্তরে দেবকী হইয়াছিলেন]; পৃথিবী; রত্ন; জলের পানা। স্পৃশ্‌ বা প্রচ্ছ্‌+নি কর্ম্মবা (নিপা)। বি; স্ত্রী। [স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পৃশ্নিকা—কুম্ভিকা, জলের পানা। পৃশ্নি+কন্‌

পৃশ্নিপর্ণী—একপ্রকার বৃক্ষ, চাকুলিয়া গাছ। পৃশ্নিসদৃশ পর্ণ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পৃষৎ—জল বা দ্রববস্তুর বিন্দু; গোলাকার চিহ্ন; ফোঁটা; হরিণবিশেষ। পৃষ্‌+অৎ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

পৃষতী—হরিণীবিশেষ, শ্বেতবিন্দুযুক্তা হরিণী; অঞ্জন-শলাকা। পৃষ্‌+অতচ্‌ কর্ম্মবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পৃষোদর—যাহার উদরে মণ্ডলাকার চিহ্ন আছে এরূপ, বিন্দুগর্ভ। পৃষৎ (বিন্দু) উদরে (পেটে) যাহার, বহুব্রী (নিপাতনে)। বিণ। স্ত্রী,—রা,—রী।

পৃষোদ্যান—ছোট বাগান। পৃষৎ (ক্ষুদ্র) উদ্যান (বাগান), কর্ম্মধা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

পৃষ্ট—যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে এমন, জিজ্ঞাসিত। প্রচ্ছ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—পৃষ্টি, প্রশ্ন।

পৃষ্টি—১। প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। প্রচ্ছ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—পৃষ্ট। ২। প্রশ্নকারক; পার্শ্বস্থ। প্রচ্ছ্‌+ক্তিচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পৃষ্ঠ—পিঠ, পশ্চাদ্ভাগ; পত্রাদির এক পিঠ। পৃষ্‌+থক্‌ কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

পৃষ্ঠতঃ (-তস্‌), পৃষ্ঠত—পিছন দিকে, পশ্চাদ্ভাগে; পৃষ্ঠদেশে; পৃষ্ঠদেশ। পৃষ্ঠ+তস্‌ সপ্তম্যাদ্যর্থে। অব্য।

পৃষ্ঠদান—পলায়ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পৃষ্ঠদান করা—পিছন ফিরিয়া পলায়ন করা।

পৃষ্ঠদেশ—পিঠ, পশ্চাদ্ভাগ। পৃষ্ঠই দেশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

পৃষ্ঠপোষক—উৎসাহ এবং সাহায্যপ্রদানকারী (patron); সহায়তাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পোষিকা।

পৃষ্ঠপোষণ—সাহায্যকরণ, উৎসাহ-প্রদান ও সহায়তাকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পৃষ্ঠপ্রদর্শন—পলায়ন, ভাগিয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পৃষ্ঠবংশ—(শারীরবিদ্যা) পৃষ্ঠাস্থি, পিঠের দাঁড়া (vertebral column). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পৃষ্ঠব্রণ—পিঠের ফোঁড়া। পৃষ্ঠজাত ব্রণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। [বি; পুং।

পৃষ্ঠভঙ্গ—পলায়ন, পৃষ্ঠপ্রদর্শন। ৭মীতৎ।

পৃষ্ঠমাংসাদ—পৃষ্ঠমাংসভোজী; পরোক্ষে অপবাদকারী; চুগলিখোর (backbiter). পৃষ্ঠের মাংস, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহা অদন (ভক্ষণ) করে যে, উপতৎ; পৃষ্ঠমাংস—অদ্‌ (ভক্ষণ করা)+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দী।

পৃষ্ঠরক্ষক—পৃষ্ঠপোষক, সহায়; যে পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করে এমন; পার্শ্বরক্ষী (bodyguard). ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রক্ষিকা। বি,—রক্ষা।

পৃষ্ঠরক্ষা—সাহায্য; পশ্চাদ্ভাগরক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পৃষ্ঠা—বইএর পাতার এক এক পিঠ, পুস্তকের পত্রাঙ্ক। 'পৃষ্ঠ'-শব্দজ। বি।

পৃষ্ঠাঘাত—পিঠের উপরে জাত দুষ্ট ব্রণ বা ঘা (curbuncle). পৃষ্ঠে আঘাত, ৭মীতৎ। বি; পুং।

পৃষ্ঠাঙ্ক—পৃষ্ঠার চিহ্ন; পৃষ্ঠায় লিখিত সংখ্যা; পুস্তকের পৃষ্ঠাসূচক ১২ প্রভৃতি। পৃষ্ঠাসূচক অঙ্ক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পৃষ্ঠ্য—১। পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবাহী অশ্ব, ভেটো ঘোড়া। পৃষ্ঠ+যৎ তদ্দ্বারা বহন করে অর্থে। বি; পুং। ২। পৃষ্ঠাস্থিসমূহ। পৃষ্ঠ+যৎ সমূহার্থে। বি; ক্লীব। ৩। পৃষ্ঠসম্বন্ধীয়; পৃষ্ঠজাত, পৃষ্ঠভব ('—অস্থি')। পৃষ্ঠ+যৎ সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ।

পেঁক—অঙ্কুর। প্রাদে। বি।

পেঁকাটি, -টী—পাটশোলা, পাটকাঠি। প্রাদে। বি।

পেঁকো—পাঁকযুক্ত, পাঁকের মত। পাঁক

(<পঙ্ক) + ও (<উয়া) যুক্তার্থে, সদৃশার্থে। বিণ।

পেঁখে—পেকে (তাহা দ্রঃ)।

পেঁচ, প্যাঁচ—স্ক্রুপ ; ক্লেশ, কষ্ট ; কাগজের ঘুড়ির সুতাকাটাকাটি ; লেঠা, মুস্কিল ; চক্রান্ত ; কুটিলতা ; জটিল সমস্যা ; কুস্তির কায়দা ; পাক। ফার্সী 'পেচ'-শব্দজ। বি।

পেঁচা—১। পেচক। 'পেচক'-শব্দজ। বি; পুং। স্ত্রী—পেঁচী। ২। বোঁচা, চ্যাপ্টা। বিণ। ৩। মোড়ান। প্রাদে। ক্রি।

পেঁচান—পাকান ; জড়ান ; পাক-দেওয়া, গুটান। বাং ক্রি।

পেঁচাল, প্যাঁচাল, পেঁচাও—কুটিল, পাকযুক্ত, ঘোরাল, পেঁচযুক্ত। পেঁচ, প্যাঁচ+আল যুক্তার্থে, আও (<ওয়া)। বিণ।

পেঁচো—শিশুদের রোগবিশেষ ; আঁতুড়ে শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার-রোগজনক অপদেবতা (সাধারণের ধারণা—পঞ্চানন্দ-নামক দেবতার আক্রমণে এই রোগ হয়)। বাং প্র। বি।

পেঁচোয় পাওয়া—আঁতুড়ে শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার রোগ হওয়া।

পেঁজ—পিঁয়াজ, পলাণ্ডু। গ্রাম্য। বি।

পেঁজা—১। তুলা প্রভৃতির আঁশ পৃথক করা। বাং ক্রি। ২। যাহার মধ্যে মধ্যে সুতা সরিয়া গিয়াছে এমন ('—কাপড়')। বাং প্র। বিণ। [শব্দজ। বি।

পেঁটরা—ঝাঁপি, পেটিকা, তোরঙ্গ। 'পেটক'-

পেঁড়া, পেড়া—একপ্রকার ক্ষীরের মিঠাই ; পেঁটরা। 'পেটক'-শব্দজ। বি।

পেঁদান—বেদম প্রহার করা (অশিষ্ট)। বাং ক্রি। বি—পেঁদানি।

পেঁনপেঁন—ক্রমাগত কান্না ("পেঁপো আর পেঁনপেঁন সারাটা দিনই"—গোবিন্দ দাস)। বাং প্র। অব্য।

পেঁপে—ফলবিশেষ [ইহা প্রথমে পেপুয়া-নামক দ্বীপ হইতে এদেশে আসে, এইজন্য ইহার এই নাম হইয়াছে]। পোর্তুগীজ 'papaya'-শব্দজ। বি।

পেঁপোঁ—টানাসুরে কাঁদা ; সানাইয়ের সুর। বাং প্র। বি। [বি।

পেঁয়াজ—পলাণ্ডু। ফার্সী 'পিয়াজ'-শব্দজ।

পেকে, পেঁখে—সাশি ; তালপাতার তৈরি একপ্রকার ছাতি ; মইয়ের ধাপ। বাং প্র। বি। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পেখন—দেখা, সাক্ষাৎ। 'প্রেক্ষণ'-শব্দজ।

পেখম—ময়ূরের লেজ ছড়ান ; পাখা, পক্ষ। 'পক্ষম্'-শব্দজ। বি।

পেখা—দেখা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**পেখই, পেখত**—দেখিতেছ। **পেখলু, পেখলু, পেখলুঁ**—দেখিলাম ("পেখলু পিয়া মুখ চন্দা"—বিদ্যাপতি)। **পেখহ**—দেখ।]

পেগম্বর—ধর্মপ্রবর্তক ; ঈশ্বরের দূত। আরবী 'পয়গম্বর'-শব্দজ। বি।

পেচক—পেঁচা ; হস্তীর পুচ্ছমূল বা তদগ্র ; গুহ্যদেশাচ্ছাদক মাংসপিণ্ডবিশেষ ; পর্যাঙ্ক ; খুক ; মেঘ। পচ্+অক (বুন্) কর্তৃবা (নিপা)। বি ; পুং। স্ত্রী.—কী।

পেচাল—বাজে কথা, অতিরিক্ত কথা বলা। প্রাদে। বি।

পেছন—পশ্চাৎ। 'পশ্চাৎ'-শব্দজ। বি।

পেছপা, পেছপাও—পশ্চাৎপদ। বহুব্রী। বিণ। [বাং প্র। বিণ।

পেছলী—বাকী, সাবেক, পশ্চাদ্বর্তী।

পেছু—পিছনে। বাং প্র। অব্য। **পেছু ডাকা**—গমনে বাধা দেওয়া, পিছন হইতে ডাকা। **পেছু লওয়া**—ক্ষতি করিবার জন্য পশ্চাদনুসরণ করা। **পেছু লাগা**—জ্বালাতন করিতে থাকা।

পেজী—পৃষ্ঠাযুক্ত ('ষোল—')। ইং 'page'-শব্দ হইতে। বিণ।

পেজোম, -মি—দুষ্টামি, পাজির আচরণ। পাজি+ম, মি ভাবে, কর্মার্থে। প্রাদে। বি।

পেট—উদর ; গর্ভ ; অন্তঃকরণ, পেটের কথা ; উদরান্ন ('—চালান') ; কুক্ষি। বাং প্র। বি। **পেট কামড়ান**—অন্ত্রে যন্ত্রণা হওয়া ; বাহের বেগ হেতু পেট ব্যথা করা। **পেট খসা**—গর্ভপাত হওয়া। **পেট খারাপ করা, ছাড়া**—পেটের অসুখ হওয়া, দাস্ত হওয়া। **পেট চলা**—জীবিকা নির্বাহ হওয়া। **পেট জ্বলা**—তীব্র ক্ষুধাবোধ হওয়া। **পেট ডাকা**—পেটে বায়ুর প্রকোপের জন্য শব্দ হওয়া। **পেট নামা**—দাস্ত হওয়া। **পেট হওয়া**—গর্ভ হওয়া। **পেটে কালির আঁচড় থাকা**—লেখাপড়ার জ্ঞান থাকা। **পেটে ধরা**—গর্ভে ধারণ করা। **পেটে পেটে**—ভিতরে ভিতরে, মনে মনে। **পেটে রাখা**—ব্যক্ত না করা। **পেটের কথা**—গুপ্ত রহস্য, মনের গোপন কথা। **পেটের দায়**—উদরান্ন-সংস্থানের গরজ।

পেট, পেটক, পেটা, পেটিকা, পেটী—পেটরা, ঝাঁপি ; প্রভৃতি ; সমূহ। পিট্ (সংহত হওয়া) + অচ্ কর্তৃবা ; পিট+ণক কর্তৃবা ; পিট+অচ্ কর্তৃবা+আপ্ ; পেটক+আপ্ ; পেট+ঈপ্। বি ; পুং, পুং বা ক্লীব, স্ত্রী, স্ত্রী, স্ত্রী।

পেটকুয়া, পেটকো—লোভী, পেটুক। পেট+কুয়া, কো আসক্তার্থে। বিণ।

পেটভাতা—শুধু খাইতে দিয়া, বা খাইতে পাইয়া অর্থাৎ বিনা বেতনে। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

পেটমরা—অন্নাভাবে যাহার উদর খুব ছোট এমন, শীর্ণোদর। বহুব্রী। বিণ।

পেট-মোটা—ভুঁড়িবিশিষ্ট ; ভোগহেতু ভুঁড়িওয়ালা ; সঙ্গতিপন্ন। বহুব্রী। বিণ।

পেটরা—পেটিকা, পেটেরা। 'পেটক'-শব্দজ। বি।

পেটরোগা—অজীর্ণ-রোগে পীড়িত। পেটরোগ+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

পেটসর্ব্ব(র্ব)স্ব—পেটুক, অতিরিক্ত ভোজন-প্রিয়। পেটই সর্বস্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

পেটা—১। আঘাত করা ; প্রহার করা। বাং ক্রি। ২। পিটিয়া প্রস্তুত, পিষ্ট। পিট+আ কর্মবা। বিণ। **পেটা লোহা**—উৎকৃষ্ট লোহা,—যাহা পিটাইয়া ইচ্ছামত আকারে পরিণত করা যায় (wrought iron).

পেটাই—পেটার কাজ। পেটা+ই কর্মার্থে। বি।

পেটাও—১। যাহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে জমি লইয়া চাষ করে তাহারা। বি। ২। অধীন, পক্ষীয়। বাং প্র। বিণ।

পেটা-ঘড়ি—বাজাইবার ঘড়ি। কর্মধা। বি।

পেটি—মাছের কোল ; কোমরবন্ধ। বাং প্র। বি।

পেটিকা, পেটী—'পেট' (২য়) দ্রঃ।

পেটী—মাছের পেটের অংশ। বাং প্র। বি।

পেটুক—উদরম্ভরি, উদরসর্বস্ব। পেট+উক আসক্তার্থে। বিণ।

পেটেন্ট—গভর্ণমেন্টের সনন্দবলে কোন নবাবিষ্কৃত বস্তুর বিক্রয়ে একাধিকার, কাহারও নিজস্ব বস্তু। ইং patent. বি।

পেটেল—গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ; সহকারী ; যে সুতা পাইট করিয়া দেয় ; মহারাষ্ট্র-দেশের জমিদার। বি।

পেটো—১। কলাগাছের খোলা ; কপালের উপর ঢাকিয়া বাঁধা চুল। 'পত্র'-শব্দজ। বি। ২। পাট হইতে প্রাপ্ত ; পাটের তৈয়ারী। পাট+ও (<উয়া) নির্মিতার্থে। বিণ।

পেটোয়া—অধীন ; আজ্ঞাবহ, অনুগত। বাং প্র। বিণ। [petrol. বি।

পেট্রল—কেরোসিনজাতীয় তৈলবিশেষ। ইং

পেড়া—১। বেত প্রভৃতির তৈয়ারী পেটিকা। 'পেটক'-শব্দজ। ২। ক্ষীরের মিষ্টান্নবিশেষ। হিন্দী। বি।

পেড়ি, পেড়ী—বাঁশের ঝাঁপি, পেটিকা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পেন্ট, প্যান্ট, পেন্টালুন, পেন্টুলন, পেন্টলান, পেন্টুলুন—পা-জামা, ইজারবিশেষ। ইং pantaloon. বি।

পেণ্ডাল—সভা-সমিতি বা গানবাজনার জন্য তৈরি অস্থায়ী গৃহ। ইং pandal. বি।

পেণ্ডুলাম—ঘড়ির দোলক। ইং pendulum. বি।

পেতনী—স্ত্রীজাতীয় ভূত ; অতি কুরূপা স্ত্রী। 'প্রেতিনী'-শব্দজ। বি ; স্ত্রী।

পেতান—বিশ্বাস জন্মান; মন্ত্রণা দেওয়া; ভরসা দেওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি বা বি।

পেতি, পেতিনী, পেতী—পেত্নী। প্রাদে। বি।

পেতে—১। চুপড়ি। 'পত্র'-শব্দজ। বি। ২। স্থাপন করিয়া, বিছাইয়া; প্রাপ্ত হইতে। বাং অস-ক্রি। [প্রাদে। বি।

পেতেন—বাক্স প্রভৃতি রাখিবার বেঞ্চ।

পেত্নী—পেতনী (তাহা দ্রঃ)।

পেথে—চুপড়ি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পেন—কলম; ঝরণা কলম। ইং pen. বি।

পেনা—কাঠাদির শলাকা। ইং 'pin'-শব্দজ। বি।

পেনিসিলিন—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধবিশেষ। ইং penicillin. বি।

পেনেট—শিবলিঙ্গের নিম্নে অবস্থিত গৌরীপট্ট। বাং প্র। বি।

পেণ্ট্‌লুন—'পেণ্ট' দ্রঃ।

পেন্সন, পেনশন—চাকুরীর শেষে প্রাপ্ত বৃত্তি। ইং pension. বি।

পেন্সিল—গ্রাফাইট (কৃষ্ণসীসক) বা পাথরে তৈরি লেখনী। ইং pencil. বি।

পেম—প্রেম, প্রণয়। 'প্রেম'-শব্দজ। বি।

পেয়—১। পান করিবার মত, পানীয়। পা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। ২। জল; দুগ্ধ; চতুর্ব্বিধ ষড়্‌বিধ বা অষ্টবিধ অন্নান্তর্গত অন্নবিশেষ। বি; ক্লীব।

পেয়াদা, পিয়াদা—পত্রবাহক; পিয়ন। ফার্সী। বি।

পেয়ার, পিয়ার—প্রীতি, আদর। 'প্রিয়কার'-শব্দজ। বি।

পেয়ারা, পিয়ারা—একপ্রকার ক্ষুদ্র ফল। পোর্তুগীজ 'pera'-শব্দজ। বি।

পেয়ালা, পিয়ালা—পাত্রবিশেষ, বাটী; মদ্যপাত্র। ফার্সী। বি।

পেরন—পার হওয়া। প্রাদে। বাং ক্রি।

পেরা—পেড়া, ধুচুনি চুপড়ি ইত্যাদি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পেরান—পার হওয়া ("বেগবন্ত ব্রহ্মপুত্র পেরান না যায়"—ঘনরাম)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পেরু—১। অগ্নি; সূর্য্য; সমুদ্র। পা+রু কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (নিপা)। বি; পুং। ২। মোরগজাতীয় পক্ষী। পোর্ত্তুগীজ peru. বি।

পেরেক—গজাল্‌, প্রেক। পোর্ত্তুগীজ 'prego'-শব্দজ। বি। [বি; ক্লীব।

পেল—মুষ্ক, অণ্ডকোষ। পেল+অচ্‌ কর্ত্তৃবা।

পেলব—কোমল, নরম; মৃদু; কৃশ, ক্ষীণ; বিরল; সূক্ষ্ম; ভঙ্গুর; লঘু। পেল (কম্প)—বা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা।

পেলল—আন্দোলিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পেলা—অবলম্বন, চাড়া, ঠেস; যাত্রা প্রভৃতি গানে গায়ককে শ্রোতারা যে পুরস্কার দেয় তাহা। প্রাদে। বি।

পেলেগ—প্লেগ, গ্রন্থিস্ফীতিসহ বিষমজ্বর-বিশেষ। ইং 'plague'-শব্দজ। বি।

পেলেন—১। সমতলক্ষেত্র; রেঁদা। বি। ২। সমতল, মসৃণ। ইং 'plane'-শব্দজ। বিণ। [শব্দজ। বিণ।

পেল্লায়—বিরাট্‌; বিষম, ভীষণ। 'প্রলয়'-

পেশ—দাখিল, সম্মুখে স্থাপন, দায়ের; মিল, প্রণয়। ফার্সী। বি।

পেশওয়াজ, পেশবাজ—ঘাগরা, নর্ত্তকী-দিগের পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ। ফার্সী। বি।

পেশকবচ—দুই পার্শ্বে ধারবিশিষ্ট অস্ত্র-বিশেষ। ফার্সী। বি।

পেশকস—বক্রাকার ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ অস্ত্র-বিশেষ, পেশকজ (ইহা কটিবন্ধের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রক্ষিত হয়); কোমরবন্ধ; উপ-ঢৌকন; সম্মান করিবার জন্য যাহা কিছু নজর দেওয়া যায় তাহা। ফার্সী। বি।

পেশকার—আদালতের বিচারকের নিকট যে মোকদ্দমার কাগজপত্র পেশ বা দাখিল করে এরূপ কর্ম্মচারী; জমিদারির কাগজপত্র যাহার জিম্মায় থাকে এবং যে ব্যক্তি আবশ্যকমত উহা কাছারীতে বা জমিদারের নিকট পেশ করে ও কাগজপত্র হেপাজতে রাখে এরূপ কেরাণী; সহকারী। ফার্সী। বি।

পেশকারি—পেশকারের পদ; পেশকারের কার্য্য। পেশকার+ই কর্ম্মার্থে। বি।

পেশমান—দুঃখিত; অনুতাপযুক্ত। ফার্সী 'পেশেমান'-শব্দজ। বিণ।

পেশল, পেসল—সুন্দর, মনোহর; মৃদু, কোমল; দক্ষ, চতুর। পিশ্‌, পিস্‌+ঘঞ্‌ ভাববা=পেশ, পেস; পেশ, পেস—লা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

পেশা, পেসা—ব্যবসায়, বৃত্তি (profession). ফার্সী। বি।

পেশাকর, -কার—বেশ্যা, বারনারী। পেশা করে যে, উপতৎ। বি।

পেশাদার—ব্যবসায়ী। পেশা+দার করে অর্থে। বি। বিণ—পেশাদারী।

পেশি, পেশী—শরীরের মাংসপিণ্ড, যে যন্ত্র দ্বারা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া সমাধা হয় (muscle); ডিম্ব; খড়্গাদিকোষ, খাপ; সুপক্ব মুকুল; নদী-বিশেষ; রাক্ষসীবিশেষ; পিশাচীবিশেষ। পিশ্‌+ইন্‌ কর্ত্তৃবা পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পেশীতন্তু—যে সকল তন্তু দ্বারা মাংসপেশী গঠিত হয় তাহা (muscular tissue). পেশীর তন্তু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব

পেশীতন্ত্র—সন্নিবিষ্ট পেশীসমূহ (muscular system). পেশীর তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

পেশোয়া, পেশবা—(মারাঠা-রাজ্যের) প্রধান মন্ত্রী বা রাজা; পুরোহিত; নায়ক। ফার্সী। বি।

পেশোয়াজ—ঘাঘরি, কটি হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত বিলম্বিত কুঞ্চিত স্ত্রীলোকের পরিধেয়-বিশেষ। ফার্সী। বি।

পেশোয়ারী, পেশবারী—পশ্চিম পাকি-স্তানের অন্তর্গত পেশোয়ার-নামক স্থানের অধিবাসী। পেশোয়ার, পেশবার+ঈ নিবাসার্থে। বি বা বিণ।

পেষক—মর্দ্দনকারী, চূর্ণকারক। পিষ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। **পেষক দন্ত**—প্রান্তস্থিত দন্ত—যাহাদ্বারা খাদ্যদ্রব্য পিষিয়া ফেলা হয়।

পেষণ—১। মর্দ্দন, চূর্ণন। পিষ্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। পেষণপাত্র, খলাদি। পিষ্‌+অনট্‌ অধিবা। বি; ক্লীব।

পেষণি, পেষণী—পেষণযন্ত্র, শিল-নোড়া; যাঁতা। পিষ্‌+অনি করণবা; পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পেষল—কোমল, মৃদু। পিষ্‌+কলচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

পেস্তা—কাবুলদেশীয় ফলবিশেষ। ফার্সী 'পিস্তা'-শব্দজ। বি।

পৈ—১। 'পই' দ্রঃ। **পৈ পৈ**—বারবার। ২। মধ্যে, ভিতরে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

পৈছা, পৈঁছা—হাতের একপ্রকার গহনা। বাং প্র। বি।

পৈঠা—১। সিঁড়ি, সোপান। 'প্রতিষ্ঠা'-শব্দজ বি। ২। প্রবেশ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**পৈঠব**—প্রবেশ করিবে বা করিব। **পৈঠয়ে**—প্রবেশ করে। **পৈঠল**—প্রবেশ করিল। **পৈঠি**—প্রবেশ করিয়া। **পৈঠে**—প্রবেশ করে।] ৩। দখলী জমির বিবরণ প্রজার নাম-নম্বরী ভিটার সহিত মিলাইয়া যে কাগজে লেখা হয় তাহা। ফার্সী। বি।

পৈতা—যজ্ঞোপবীত। 'পবিত্র'-শব্দজ। বি।

পৈতাধারী (-ধারিন্‌)—যাহার গলায় পৈতা আছে এমন, উপবীতধারী। উপতৎ; পৈতা—ধৃ+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

পৈতান—প্রত্যয় করা, বিশ্বাস করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পৈতামহ—ঠাকুরদাদার সহিত সম্পর্কিত, পিতামহসম্বন্ধীয়। পিতামহ+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—হী।

পৈতৃক—পিতা হইতে প্রাপ্ত; বাপের আমলের, পিতৃসম্বন্ধীয়; বাপ-ঠাকুরদাদার আমলের, পিতৃপিতামহাদিসম্বন্ধীয়। পিতৃ+ইক (ঠঞ্‌) সম্বন্ধার্থে, আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পৈতৃকরোগ—বংশানুক্রমিক ব্যাধি, কুলজ ব্যাধি, পিতা পিতামহ হইতে সংক্রমিত রোগ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

পৈত্ত, পৈত্তিক—পিত্তসম্বন্ধীয়, পিত্তজন্য ('—রোগ')। পিত্ত+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—পৈত্তী, পৈত্তিকী।

পৈত্র—তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যভাগ। পিতৃসম্বন্ধীয় তীর্থ এই অর্থে, পিতৃ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

পৈত্র, পৈত্র্য—পৈতৃক, পিতৃসম্বন্ধীয়। পিতৃ+অণ্, ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—পৈত্রী।

পৈথান—যে শয়ন করিয়াছে তাহার পায়ের নিম্নদিক্ বা পায়ের দিক্। 'পদস্থান'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

পৈরা—ঝোলা গুড়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পৈরাগ—প্রয়াগ। 'প্রয়াগ'-শব্দজ। বি।

পৈশা—প্রবেশ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

পৈশাচ—১। পিশাচসম্বন্ধীয়। পিশাচ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—চী। ২। অষ্টপ্রকার-বিবাহান্তর্গত বিবাহবিশেষ, বলপূর্ব্বক বিবাহ, ছলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণ। বি; পুং।

পৈশাচিক—পিশাচসম্বন্ধীয়; ঘৃণিত; নিষ্ঠুর। পিশাচ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—পৈশাচিকতা, পিশাচ।

পৈশুন, পৈশুন্য—সূচনা; খলতা; ঈর্ষা; শয়তানি, ধূর্ত্ততা। পিশুন+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

পো—১। ছেলে, পুত্র। 'পুত্র'-শব্দজ। ২। এক সেরের চারিভাগের একভাগ, পোয়া। 'পাদ'-শব্দজ। বি।

পোআ, পোয়া—এক সেরের চারিভাগের এক ভাগ; ঢেঁকির দুই পার্শ্বে হাঁড়িকাঠের আকৃতিবিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়। 'পাদ'-শব্দজ। বি।

পোআতি, পোয়াতি—গর্ভবতী, গর্ভিণী, নবপ্রসূতা স্ত্রী। 'প্রসূতি'-শব্দজ। বি।

পোঁ—সানাই প্রভৃতি বাঁশীর শব্দ। বাং প্র। বি। **পোঁ ধরা**—অপরের সুরে সুর মিলান; পরের গোড়ে গোড় দেওয়া।

পোঁচ—তুলিকা প্রভৃতি দ্বারা লেপ। বাং প্র। বি। [প্র। বি।

পোঁচড়া, পোঁচলা—চুণকাম-করণ। বাং

পোঁচা, পোঁছা—১। মুছিয়া ফেলা, লোপ করা। 'প্র-উঞ্ছ'-ধাতুজ। বাং ক্রি। ২। মাছের লেজ, লেজা। 'পুচ্ছ'-শব্দজ। বি।

পোঁটলা—পোটলা (তাহা দ্রঃ)।

পোঁটা—মাছের পটকা, নাড়ী, অন্ত্র, আঁত; কফ, নাকের মল। বাং প্র। বি।

পোঁত—যতটুকু প্রোথিত করা হয় তাহার পরিমাপ; প্রোথন; প্রোথিত অংশ। বাং প্র। বি।

পোঁতা—১। প্রোথিত করা। বাং ক্রি। ২। প্রোথিত। বিণ। ৩। প্রোথন, গৃহভিত্তির ধার। প্রাদে। বি।

পোকা—কীট, কৃমি। বাং প্র। বি। **কানের পোকা বাহির করা**—এমন বিকট চীৎকার করা যে কাণে পোকা থাকিলেও তাহা বাহির হইয়া পড়ে; পুনঃ পুনঃ চীৎকার করা। **পোকা ধরা**—পোকায় কাটা। **পোকা পড়া**—কোন জিনিস পচিয়া তাহাতে পোকার সৃষ্টি হওয়া। **পোকা পাড়া**—ভাল জিনিসকে মন্দ বলা। **পোকা বাছা**—তন্ন তন্ন করিয়া বাছা। **বইয়ের পোকা**—যে প্রায় সর্ব্বদাই পুস্তক পাঠে রত থাকে, কেতাব-কীট (book-worm).

পোক্ত, পোক্তা—পাকা, পরিপক; মজবুত; দৃঢ়, কঠিন। ফার্সী 'পুখ্‌ত্'-শব্দজ। বিণ। [কবিপ্র। বি।

পোখর, পোখরি—পুষ্করিণী। প্রাঃ

পোখরাজ, পোকরাজ—মণিবিশেষ; পাথরবিশেষ। 'পুষ্পরাগ'-শব্দজ। বি।

পোগণ্ড—১। বিকলাঙ্গ। বিণ। ২। ৬ হইতে ১০ বর্ষের শিশু। পো (পবিত্রকারক) গণ্ড (একদেশ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

পোট—১। স্পর্শ; মিলন। পুট্ (সংযুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। সদ্ভাব, মিল, ভালবাসা। বাং প্র। বি।

পোটফোলিও, পোর্টফোলিও—চিঠিপত্র ইত্যাদি রাখিবার জন্য বইয়ের আকারে নির্ম্মিত কাগজের আধার; বিশেষ বিশেষ মন্ত্রীর দপ্তর। ইং 'portfolio'-শব্দজ। বি।

পোটম্যান, -ম্যান্টো—বাক্স; ট্রাঙ্ক; চামড়ার বাক্স। ইং 'portmanteau'-শব্দজ। বি। [বোচকা। বাং প্র। বি।

পোটলা, পোঁটলা—কাপড়ে বাঁধা গাঠরি;

পোটা—যে স্ত্রীলোকের দাড়ি আছে, পুং-লক্ষণা স্ত্রী। পুট্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

পোড়—জ্বলন, দহন; দগ্ধ অবস্থা। বাং প্র। বি। **পোড়ের ভাত**—রোগীর পথ্য, কেবল ঘুঁটের আগুনে রান্না-করা ভাত (প্রাদেশিক—'পোরের ভাত')।

পোড়-খেকো—পরীক্ষিত, অভিজ্ঞ। পোড় (সঙ্কটে পরীক্ষা) খাইয়াছে যে, উপতৎ। বিণ।

পোড়ন—পোড় (তাহা দ্রঃ)।

পোড়নি—দহন, পুড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পোড়া—১। দগ্ধ; দুরদৃষ্টযুক্ত, হতভাগ্য; কলঙ্কযুক্ত। পুড়্+আ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। দগ্ধ করা বা হওয়া; অনুতপ্ত হওয়া; বাক্যযন্ত্রণা ভোগ করা। বাং ক্রি।

পোড়া-কপালিয়া, -কপালে—যাহার অদৃষ্ট মন্দ এমন, মন্দভাগ্য। পোড়া-কপাল+ইয়া, এ যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কপালী।

পোড়ান—১। দহন, পোড়। বি। ২। দগ্ধ করা; অতিশয় তপ্ত করা; অত্যন্ত জ্বালাতন করা; কলঙ্কিত করা; হাজান; যন্ত্রণা দেওয়া। বাং ক্রি। বিণ—পোড়ানিয়া, পোড়ানে (স্ত্রী—পোড়ানী)।

পোড়ার-মুখো—মুখপোড়া, হতভাগা, দগ্ধমুখযুক্ত (গালিতে ব্যবহৃত)। পোড়ার (=পোড়া)-মুখ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মুখী।

পোড়েন—ওজনের বাটখারা; তাঁতের প্রস্থদিকের সূতা। বাং প্র। বি।

পোড়ো—১। পরিত্যক্ত; জনশূন্য। পড়্ (<পত্)+ও কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। পড়ুয়া, ছাত্র। পড়্ (<পঠ্)+ও কর্ত্তৃবা। বি।

পোণা, পোনা—মাছের বাচ্চা; রুই, কাতলা প্রভৃতি বড় মাছ। বাং প্র। বি।

পোনা-বাইস—মাছের ছানার ঝাঁক। প্রাদে। বি।

পোত—বালক; শাবক; নৌকা জাহাজ ইত্যাদি জলযান; গৃহনির্ম্মাণস্থান, পোতা; দশমবর্ষীয় হস্তী। পূ+তন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পোতচালক—মাঝি, দাঁড়ি, নাবিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। স্ত্রী,—চালিকা।

পোতনায়ক—পোতাধ্যক্ষ, জাহাজাদির কাপ্তেন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পোতবণিক্ (-বণিজ্)—জলপথে বাণিজ্যকারী, সাংযাত্রিক, নৌকাযোগে বাণিজ্যকারী। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

পোতবাহ—নাবিক, দাঁড়িমাঝি। উপতৎ; পোত—বহ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পোতরক্ষ—নৌকা প্রভৃতির হাইল। পোত—রক্ষ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

পোতা—১। ঘরের ভিৎ, গৃহভিত্তি (plinth); মেঝে; পৌত্র। বাং প্র। ২। অণ্ডকোষের বৃদ্ধি, কোরণ্ড। ফার্সী। বি।

পোতা (পোতৃ)—যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিয়োজিত পুরোহিতবিশেষ; বিষ্ণু। পূ+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

পোতাচ্ছাদন—তাঁবু। পোত (বস্ত্র)-নির্ম্মিত আচ্ছাদন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পোতাধান—পোনার ঝাঁক, ক্ষুদ্রমৎস্যসমূহ। পোতদিগের (মৎস্যশাবকদের) আধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

পোতাধ্যক্ষ-জাহাজের কাপ্তেন। ৬ষ্ঠীতৎ।

পোতামাঝি, -মাজী—জাহাজের খালাসী; নাবিক; বলিষ্ঠ লোক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পোতারোহী (-রোহিন্)—যে নৌকা বা জাহাজে আরোহণ করিয়াছে এরূপ। উপতৎ; পোত—আ—রুহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—হিণী।

পোতাশ্রয়—যে স্থানে জাহাজাদি নির্ব্বিঘ্নে

নোঙর করা থাকে (harbour). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পোথা—পুস্তক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পোদ—বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। 'পুণ্ড'-শব্দজ। বি।

পোদবৃত্তি—হীনকার্য্য, পোদ জাতির ব্যবসায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পোদ্দার—টাকা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম জানিবার জন্ত যে পরীক্ষা করিয়া লয় সেই ব্যক্তি, মুদ্রাপরীক্ষক ; টাকা পয়সা যে ব্যক্তি গণিয়া লয় সে ; সোনা রূপা ইত্যাদির বন্ধকগ্রহীতা। ফার্সী 'পোতাহ্দার'-শব্দজ। বি।

পোনর, পোনের—পঞ্চদশ। 'পঞ্চদশন্'-শব্দজ। বিণ।

পোনরই—মাসের পঞ্চদশ দিবস। পোনর + ই তারিখ অর্থে। বি বা বিণ।

পোনা—'পোণা' দ্রঃ।

পো-পোয়াতি, -পোয়াতী—মা ও ছেলে, নবপ্রসূত শিশু ও তাহার মাতা। দ্বন্দ্ব। বি।

পোয়া—'পোআ' দ্রঃ।

পোয়াতি—'পোআতি' দ্রঃ।

পোয়াতী—পোয়াতি (তাহা দ্রঃ)।

পোয়ান, পোহান—১। কুমারের চুলা, ঘটাদি-দাহস্থান। 'পবন'-শব্দজ। বি। ২। পোহান, কাটান, যাপন করা ; প্রভাত হওয়া ; গাত্রে অগ্নির বা সূর্য্যের তাপ লাগান। বাং ক্রি।

পোয়া-বার, -বারো—পাশা খেলায় এক বিন্দু এবং দুই ছক্কার দান ; বিশেষ লাভ বা সুবিধা ; ভাল সময়। বাং প্র। বি।

পোয়াল—বিচালি, খড়। বাং প্র। বি।

পোয়ালকুড়—খড়ের গাদা। প্রাদে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পোর্টম্যান্টো—পোর্টম্যান (তাহা দ্রঃ)।

পোর্তু(র্তু)গীজ—পোর্তুগাল দেশের অধিবাসী বা তৎসম্পর্কীয়। ইং 'Portuguese'-শব্দজ। বিণ।

পোল—১। সাঁকো, সেতু। ফার্সী। ২। নির্ব্বাচনে ভোটদান ; গণনা বা ভোট লিপিবদ্ধ করিবার স্থান। ইং poll. বি।

পোলা—ছেলে, ছোট ছেলে। প্রাদে। বি।

পোলাও—ঘৃত এবং মাংস দ্বারা পক্ক অন্ন। 'পলান্ন'-শব্দজ। বি।

পোলাপান—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বালক বালিকাসমূহ। প্রাদে। বি।

পোলিং—ভোটদানের কার্য্য নির্ব্বাহ বা পরিচালনা। ইং polling. বি।

পোলো—১। ঘোড়ায় চড়িয়া লম্বা লাঠি দ্বারা বল খেলাবিশেষ ; অশ্বারোহণে কন্দুক-ক্রীড়া। বৈদেশিক। ২। মাছ ধরিবার বাঁশের খাঁচা। বাং প্র। বি। [বি।

পোশাক, পোষাক—পরিচ্ছদ। ফার্সী।

পোষ—বাধ্যতা, বশ্যতা ; প্রতিপালকের বশবর্ত্তিতা। 'পুষ্'-ধাতুজ। বি।

পোষ, পোষণ—পালন ; বর্দ্ধন ; ধারণ। পুষ্ (পালন করা) + ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। বিণ—পুষ্ট।

পোষক—১। পালক ; বাক্যের সমর্থনকারী। বিণ। স্ত্রী—পোষিকা। বি,—তা। ২। (জীববিদ্যা) যাহাকে আশ্রয় করিয়া পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ্ বা জীব বাঁচিয়া থাকে (host). পুষ্ + ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

পোষকতা—সহায়তা ; সমর্থন ; পালন। পোষক + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

পোষড়া—পৌষপার্ব্বণ। বাং প্র। বি।

পোষণ—'পোষ' দ্রঃ।

পোষা—১। পালন করা ; বশে আনা। বাং ক্রি। ২। পালিত ; গৃহপালিত ; পোষিত, বশীকৃত। পোষ্ + আ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। পালন, পোষণ। পোষ্ + আ ভাববা। বি।

পোষাক—'পোশাক' দ্রঃ।

পোষাকী—পোষাকোপযোগী ; শুধু বাহ্য আড়ম্বরের জন্য ব্যবহৃত। পোষাক + ঈ। বিণ। **পোষাকী ভাষা**—সাধু ভাষা, আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা। [প্রাদে। বি।

পোষানি—পোষণের ব্যয়, পালনের খরচা।

পোষান—কার্য্যের উপযুক্ত হওয়া, প্রয়োজনানুরূপ হওয়া ; সঙ্কুলান হওয়া বা করা ; পর্য্যাপ্ত হওয়া ; যথেষ্ট হওয়া ; পালন করান ; পোষ মানান। বাং ক্রি।

পোষিত—পালিত, বর্দ্ধিত। পুষ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

পোষ্ট(স্ট)—১। ডাক, গভর্ণমেণ্টের চিঠি-পত্রাদি পাঠাইবার বিভাগ ; পদ, চাকুরী ; খুঁটা। বি। **বুক পোষ্ট**—ডাকে পাঠাইবার দুই-মুখ-খোলা পত্রিকা, চিঠি বা বই। **ভি পি পোষ্ট**—ডাকে প্রেরিত যে বস্তুর দাম বিলির সময়েই গ্রাহকের নিকট হইতে লওয়া হয় (v. p. post). ২। পরবর্ত্তী। ইং post. বিণ। **পোষ্ট গ্রাজুয়েট**—বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ বি-কম্ উপাধি লাভের পরবর্ত্তী ; স্নাতকোত্তর (post-graduate).

পোষ্ট(স্ট)কার্ড—চিঠি লিখিবার সরকারী কাগজখণ্ড। ইং post card. বি।

পোষ্ট(স্ট)মাষ্টা(স্টা)র—ডাকঘরের প্রধান কর্ম্মচারী। ইং postmaster. বি।

পোষ্টা (পোষ্ট্)—প্রতিপালক, পোষণকর্তা। পুষ্ + তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—পোষ্ট্রী।

পোষ্টাই—১। পুষ্টিকর। বিণ। ২। পুষ্টি। বাং প্র। বি।

পোষ্টা(স্টা)পিস, -ফিস—ডাকঘর। ইং post-office. বি।

পোষ্ট্বর—বৈবাহিকের নিকট চিঠির শিরোনামার পাঠ। প্রাদে। বি বা বিণ।

পোষ্য—পোষণযোগ্য, প্রতিপাল্য ; ভৃত্য। পুষ্ (পালন করা) + ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি ; পুং, বা বিণ।

পোষ্যপুত্র, -পুত্র—দত্তক পুত্র, অপুত্রক ব্যক্তি পিণ্ড ও বিষয় রক্ষার জন্য যাহাকে গ্রহণ করিয়া পালন করে সেই পুত্র। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

পোষ্যবর্গ—যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়, মাতাপিতা সন্তান অতিথি প্রভৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পোস্ট—'পোষ্ট' দ্রঃ।

পোস্ত—১। আফিম গাছের বীজ। ফার্সী। বি। ২। সঙ্গীতে পঞ্চমাত্রিক (মতান্তরে সপ্তমাত্রিক) তালবিশেষ। বাং প্র। বি।

পোস্তা—ঠেক্‌না, প্রাচীরের রক্ষার্থ যাহা গাঁথিয়া দেওয়া যায় তাহা ; বাজার, গঞ্জ, মহল, দ্রব্যবিক্রয়ের বিভিন্ন ঘাঁটী ; নদীর ঘাট ; সিঁড়ির পার্শ্বস্থ বসিবার মত বাঁধান স্থান। ফার্সী 'পুশ্‌তাহ্'-শব্দজ। বি।

পোস্তাবন্দী—বাঁধা। ফার্সীমূলক। বি।

পোহান—'পোয়ান' দ্রঃ।

পৌঁছন, পৌঁছা, পৌঁছান—উপস্থিত হওয়া ; নাগাল পাওয়া। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।

পৌখ—পৌষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পৌগণ্ড—অবস্থাবিশেষ, পঞ্চম হইতে দশম বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের অবস্থা। পোগণ্ড + অণ্ ভাবে। বি ; ক্লীব।

পৌটি—ধান চাউলের পরিমাপবিশেষ (১৬ বিশায় এক পৌটি)। বাং প্র। বি।

পৌটেক—পোয়াখানেক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

পৌণ্ড্র—১। পুণ্ড্রদেশ। পুণ্ড্র + অণ্ স্বার্থে। ২। পুণ্ড্রদেশীয় লোক ; ভীমের শঙ্খ ; পুঁড়ি আক। পুণ্ড্র + অণ্ ভবার্থে। বি ; পুং।

পৌণ্ড্রক, পৌণ্ড্রিক—পুঁড়ি আক ; জাতিবিশেষ, পুঁড়ো ; করূষদেশের রাজা। পৌণ্ড্র + কন্ স্বার্থে ; পুণ্ড্র + ইক স্বার্থে ও জাতাদ্যর্থে। বি ; পুং।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধ(র্ধ)ন—দেশবিশেষ, বিহার (কাহারও মতে মালদহের প্রাচীন নাম)। পৌণ্ড্রের বর্দ্ধন যেখানে, বহুব্রী। বি ; পুং।

পৌত্তলিক—প্রতিমাপূজক, পুত্তলিপূজক। পুত্তলি + ইক পূজনার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পৌত্তলিকতা—পুতুলপূজা, পুতুলের উপাসনা। পৌত্তলিক + তা ভাবে ও কর্ম্মাদি অর্থে। বি ; স্ত্রী। বিণ—পৌত্তলিক।

পৌত্র, পৌত্র—নাতি, পুত্রের পুত্র। পুত্র, পুত্র + অণ্ অপত্যার্থে। বি। স্ত্রী,—ত্রী,—ত্রী।

পৌত্রী, পৌত্রী—পুত্রের কন্যা, ছেলের মেয়ে। পৌত্র, পৌত্র + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পৌনঃপুনিক—পুনঃপুনঃ জাত (re-

curring), যাহা একরূপে বারংবার উৎপন্ন হয় এরূপ। পুনঃপুনঃ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পৌনঃপুন্য—বারবার হওয়া, পুনঃপুনঃ সংঘটন। পুনঃপুনঃ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

পৌনমি, -মী—পূর্ণিমা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

পৌনরুক্ত, -রুক্ত্য—পুনঃ কথন; বৈগুণ্য। পুনরুক্ত+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

পৌনর্ভব—দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, পুনর্ভূপুত্র। পুনর্ভূ+অঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

পৌনে—চারিভাগের তিনভাগ, তিন-চতুর্থ ভাগ। 'পাদোন'-শব্দজ। বিণ।

পৌর—পুরবাসী, নগরস্থ, নাগরজন; শহুরে, নগরসম্বন্ধীয় (urban); উদরপূরক। পুর+অণ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী।

পৌর অধিকার—নাগরিক অধিকার (civic rights). [বি; স্ত্রী।

পৌরকন্যা—গৃহস্থের মেয়ে, কুলস্ত্রী। কর্ম্মধা।

পৌরকার্য্য(র্য)—নগরের লোকদের স্বাস্থ্য-রক্ষাদি বিষয়ের ব্যবস্থাসম্পর্কিত কার্য্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পৌরচিকিৎসক—নগরের প্রধান সরকারী চিকিৎসক (Civil Surgeon). কর্ম্মধা। বি; পুং। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

পৌরজন—পুরবাসী, নাগরিক (citizen).

পৌরনিগম—বৃহৎ নগরের সুখবিধানের ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা (municipal corporation). কর্ম্মধা। বি; পুং।

পৌরপিতৃগণ—নগরবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাপকগণ (city fathers) পৌর পিতা, কর্ম্মধা; তাহাদের গণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পৌরব—পুরুবংশীয়, পুরুবংশে উৎপন্ন। পুরু+অণ্ গোত্রাপত্য অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—বী।

পৌরসংঘ—নগরের জলসরবরাহ ইত্যাদি ব্যবস্থাকারী সংঘ বা সভা (municipality). কর্ম্মধা। বি; পুং।

পৌরসভা—নগরের জলসরবরাহ স্বাস্থ্য-রক্ষা ও অন্যান্য সুখসুবিধার ব্যবস্থাকারী সভা (municipal board). কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পৌরস্ত্য—প্রাচ্য, পূর্ব্বদেশীয়; প্রথম। পুরস্ (পূর্ব্বে)+ত্যক্ ভবার্থে। বিণ।

পৌরস্ত্রী—পুরনারী; অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। পৌরী স্ত্রী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পৌরাঙ্গনা—পৌরস্ত্রী। পৌরী অঙ্গনা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

পৌরাণিক—১। পুরাণপাঠক; পুরাণজ্ঞ, পুরাণশাস্ত্রে পণ্ডিত। বি; পুং। ২। পুরাণ-সম্বন্ধীয়। পুরাণ+ইক জ্ঞাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পৌরাধিকার—নাগরিকের যোগ্য ক্ষমতা (civic rights). কর্ম্মধা। বি; পুং।

পৌরুষ—১। পুরুষত্ব; পরাক্রম; তেজঃ; রেতঃ; সাহস; উদ্যম উদ্যোগ; পুরুষকার। পুরুষ+অঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। পুরুষ-সম্বন্ধীয়; পুরুষপরিমিত। পুরুষ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষী।

পৌরুষচরিত, -চরিত্র—পুরুষের চরিত্র; পুরুষের মত আচরণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পৌরুষপাবক, -বহ্নি—অগ্নিতুল্য পরাক্রম, ভীষণ পরাক্রম, দৃপ্ত তেজ; অগ্নি-তুল্য, উদ্যম। পৌরুষরূপ পাবক, বহ্নি, রূপক কর্ম্মধা; অথবা, পৌরুষ পাবকতুল্য, বহ্নিতুল্য, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

পৌরুষেয়—পুরুষকৃত; মনুষ্যরচিত, মানুষিক। পুরুষ+এয় কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

পৌরোহিত্য—পুরোহিতের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম। পুরোহিত+যক্ কর্ম্মার্থে। বি; ক্লীব।

পৌর্ণমাস—পূর্ণিমা তিথিতে কর্ত্তব্য যজ্ঞ-বিশেষ। পৌর্ণমাসী+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং।

পৌর্ণমাসী—পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণমাস+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌর্ব্ব(র্ব)—আগেকার, পূর্ব্বের; পূর্ব্বে জাত; পূর্ব্বসম্বন্ধীয়; প্রাচীন; পূর্ব্বদেশজাত। পূর্ব্ব+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—পৌর্ব্বী।

পৌর্ব্ব(র্ব)দেহিক—পূর্ব্বদেহঘটিত; পূর্ব্ব-জন্মের, পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধীয়, প্রাক্তন। পূর্ব্বদেহ+ইক ভবার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পৌর্ব্বা(র্বা)পর্য্য(র্য)—আগেরটির সহিত পরেরটির সম্পর্ক, পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ; অনুক্রম, যথাক্রম; কারণ; ফল। পূর্ব্বাপর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

পৌর্ব্বা(র্বা)র্দ্ধি(র্ধি)ক—প্রথম অর্দ্ধ অংশে যাহা হইয়াছে এমন, পূর্ব্বার্দ্ধজাত; পূর্ব্বার্দ্ধ-সম্বন্ধীয়। পূর্ব্বার্দ্ধ+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পৌর্ব্বা(র্বা)হ্ণিক—প্রাতঃকালীন, পূর্ব্বাহ্ণ-সম্বন্ধীয়। পূর্ব্বাহ্ণ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পৌর্ব্বি(র্বি)ক—পূর্ব্বকালজাত, প্রাক্তন। পূর্ব্ব+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

পৌলস্তী—শূর্পণখা; কুম্ভীনসী। পুলস্ত্য+যঞ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌলস্ত্য—পুলস্ত্য-সন্তান; কুবের; রাবণ; কুম্ভকর্ণ; বিভীষণ। পুলস্ত্য+যঞ্ গোত্রা-পত্যার্থে। বি; পুং।

পৌলোমী—শচী, ইন্দ্রাণী। পুলোমন্+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌষ—বৎসরের নবম মাস। পৌষী+অণ্ যুক্তার্থে। বি; পুং।

পৌষপার্ব্ব(র্ব)ণ—পৌষসংক্রান্তির পিঠা-পার্ব্বণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

পৌষী—পৌষ মাসের পূর্ণিমা, পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। পুষ্যা+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌষ্টিক—১। পুষ্টিজনক। বিণ। স্ত্রী,—কী ২। পুষ্টিসাধন কর্ম্ম। পুষ্টি+ইক বর্দ্ধনার্থে বি; ক্লীব।

পৌষ্প—পুষ্পনির্ম্মিত; পুষ্পসম্বন্ধীয়। পুষ্প+অণ্ নির্ম্মাণার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষ্পী।

প্যাঁচ—'পেঁচ' দ্রঃ।

প্যাঁচাও—পেঁচাল (তাহা দ্রঃ)।

প্যাচাল—'পেঁচাল' দ্রঃ।

প্যাকিং—গাঁইটবন্দীকরণ বা করিবার উপকরণ। ইং packing. বি। **প্যাকিং চার্জ**—প্যাক করার খরচ।

প্যান্ট—'পেন্ট' দ্রঃ।

প্যানপ্যান—নাকি সুরে একঘেয়ে ভাবে কান্না, অবিরাম কান্না। বাং প্র। অব্য। বিণ—প্যানপ্যানে। ক্রি—প্যানপ্যানান।

প্যানেল—দ্বারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পুরু ফ্রেমে বসান তক্তা; নির্ব্বাচিত কয়েকজন ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত সমিতি; জুরীদিগের নামের ফর্দ্দ; স্ত্রীলোকের বিচিত্ররঙের পরিধেয়-বস্ত্রবিশেষ। ইং panel. বি।

প্যামফ্লেট—ছোট পুস্তিকা। ইং pamphlet. বি।

প্যায়দা—পেয়াদা, চাপরাসী; পত্রাদিবাহক পিয়নবিশেষ। ফার্সী 'পিয়াদহ্'-শব্দজ। বি।

প্যারা, প্যারাগ্রাফ—অনুচ্ছেদ, গদ্যরচনায় কতকগুলি পঙ্ক্তির সমষ্টি। ইং 'paragraph'-শব্দজ। বি।

প্যারিস, প্যারী—ফ্রান্সদেশের রাজধানী। ইং 'Paris'-শব্দজ। বি।

প্যারী—প্রিয়া; কৃষ্ণপ্রিয়া, রাধিকা। হিন্দী-মূলক। বি।

প্যারেড—পুলিশ বা সৈন্যগণের কুচ-কাওয়াজ। ইং parade. বি।

প্যাসেঞ্জার—যাত্রী। ইং passenger. বি। **প্যাসেঞ্জার ট্রেন**—যাত্রিবাহী গাড়ী।

প্র—উৎকর্ষ; আধিক্য; গতি; আরম্ভ; সর্ব্বতোভাব; প্রাথম্য; খ্যাতি; উৎপত্তি; ব্যবহার। প্রথ্ (বিখ্যাত হওয়া)+ড কর্ত্তৃবা। অব্য।

প্রকট—স্পষ্ট, ব্যক্ত, প্রকাশিত। প্র—কট্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রকটন—প্রকাশকরণ, ব্যক্তকরণ। প্রকট+ণিচ্ (=প্রকটি নামধাতু)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—টিত।

প্রকটিত—প্রকাশিত, ব্যক্ত ; স্পষ্ট ; বিসারিত। প্র—কট্‌+ক্ত কর্তৃবা, অথবা প্রকটি (নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—টন।

প্রকটীকৃত—প্রকাশিত, ব্যক্তীকৃত, বিশদীকৃত। প্রকট+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রকটী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রকম্প, প্রকম্পন—১। অতিশয় কাঁপুনি ; ধাক্কা। প্র—কম্প্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। বিণ—প্রকম্পিত। ২। কম্পনকারক। প্র—কম্প্‌+ণিচ্‌+অচ্‌, অন কর্তৃবা। বিণ। ৩। বায়ু। প্র—কম্প্‌+অচ্‌, অন কর্তৃবা। বি ; পুং।

প্রকর—সমূহ ; পুষ্পাদির স্তবক ; সাহায্য ; অধিকার ; প্রকীর্ণ পুষ্পাদি। প্র—কৃ+অপ্‌ ভাববা, কর্ম্মবা। বি ; পুং।

প্রকরণ—প্রকার ; প্রভেদ ; প্রসঙ্গ ; প্রস্তাব ; বৃত্তান্ত, বিষয় ; অধ্যায় ('কারক—') ; সামাজিক নাটক ; পরিচ্ছেদ। প্র—কৃ+অনট্‌ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

প্রকরণিকা, প্রকরণী—প্রকরণের লক্ষণাক্রান্ত নাটিকাবিশেষ ; ক্ষুদ্র প্রকরণ ; অষ্টাদশ উপরূপকের অন্যতম। প্রকরণ+ঈপ্‌ ; প্রথম পক্ষে তদুত্তরে কন্‌+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

প্রকর্ষ—উন্নতি, উৎকর্ষ ; আধিক্য। প্র—কৃষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—প্রকৃষ্ট।

প্রকল্প—(জ্যামিতি) অনুমান ; ধরিয়া লওয়া (hypothesis) ; উপপত্তি (theory). প্র—কৃপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ,—ল্পিত।

প্রকল্পিত—অনুভাবিত ; সঙ্কল্পিত, উদ্ভাবিত। প্র—কৃপ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রকাণ্ড—১। বৃহৎ, বড় ; প্রশস্ত ; উৎকৃষ্ট। বিণ। ২। বৃক্ষের মূলাবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত অংশ, গাছের গুঁড়ি। প্র—কম্‌+ণিচ্‌+ড কর্ম্মবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

প্রকাম—পর্য্যাপ্ত ; যথেষ্ট ; অত্যন্ত। প্রগত কামকে, প্রাদি। বিণ।

প্রকার—ধরণ ; রকম ; প্রভেদ ; সাদৃশ্য ; জাতি ; রীতি, ধারা ; কৌশল। প্র—কৃ+ঘঞ্‌ ভাববা, করণবা। বি ; পুং।

প্রকারণ—প্রভেদ-প্রকাশ ; জাতিপার্থক্য-প্রদর্শন (variation). প্র—কৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

প্রকারাত্মক—রীতি বা শ্রেণীর সম্বন্ধীয় (model). প্রকার আত্মা যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

প্রকারান্তর—অন্যরকম, অন্যভাব ; অন্যরূপ কৌশল বা কথার মারপ্যাঁচ ('প্রকারান্তরে' চোর বলা)। অন্য প্রকার, নিত্য। বি ; ক্লীব।

প্রকাশ—১। বিকাশ ; প্রকটন ; দীপ্তি, আলোক ; সাদৃশ্য ; আতপ ; বিস্তার ; শোভা ; প্রসিদ্ধি ; প্রস্ফুটন ; জ্ঞান ; পুস্তক সংবাদপত্র প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের নিকট বিক্রয় বা প্রচার করিবার জন্য মুদ্রণ। প্র—কাশ্‌ বা কাশ্‌+ণিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—প্রকাশনীয়, প্রকাশমান, প্রকাশিত, প্রকাশ্য। ২। প্রকট ; স্পষ্ট, ব্যক্ত ; সদৃশ ; প্রস্ফুটিত, বিকসিত ; প্রসন্ন ; প্রসিদ্ধ ; উদ্ভাবিত ; বিস্তারিত। প্র—কাশ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

প্রকাশক—প্রকাশকারী, যে প্রকাশ করে এমন ; মুদ্রিত পুস্তকাদি যে সাধারণ্যে প্রচার করে (publisher). প্র—কাশ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শিকা।

প্রকাশন—প্রকাশকরণ, ব্যক্তকরণ। প্র—কাশ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—প্রকাশনীয়, প্রকাশমান, প্রকাশিত।

প্রকাশনীয়—প্রকাশ করিবার যোগ্য। প্র—কাশ্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

প্রকাশমান—স্পষ্ট, ব্যক্ত ; উজ্জ্বল, দীপ্ত। প্র—কাশ্‌+শানচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

প্রকাশাত্মা (-ত্মন্‌)—১। সূর্য্য ; ঈশ্বর। বি ; পুং। ২। ব্যক্তরূপ। প্রকাশ (দীপ্তি) আত্মা যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রকাশিত—যাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে এমন, প্রকটিত ; শোভিত ; দীপ্ত ; প্রস্ফুটিত ; উদ্ভাবিত ; আবিষ্কৃত ; সাধারণ্যে প্রচারিত। প্র—কাশ্‌+ক্ত কর্তৃবা, বা প্র—কাশ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রকাশ, প্রকাশন।

প্রকাশ্য—১। প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ; প্রচারযোগ্য। প্র—কাশ্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রকাশ, প্রকাশন। ২। সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর বা জ্ঞানগোচর ; খোলাখুলি, অনাবৃত। বাং প্র। বিণ। ক্রি-বিণ—প্রকাশ্যে।

প্রকীর্ণ—ছড়ান, বিক্ষিপ্ত ; নানাপ্রকার ; মিশ্রিত ; বিস্তৃত, প্রসারিত ; প্রকাশিত ; অসম্বদ্ধ ; উচ্ছৃঙ্খল, উন্মার্গপ্রস্থিত। প্র—কৄ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রকীর্ত্তি—প্রকাশ, প্রচার, প্রসিদ্ধি ; যশঃ। প্রকৃষ্টা কীর্ত্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

প্রকীর্ত্তিত—বর্ণিত, কথিত ; সম্যক্ কীর্ত্তিত। প্র—কৄত্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রকুপিত—অতিশয় ক্রুদ্ধ ; বিকৃত। প্র—কুপ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রকোপ।

প্রকৃত—যথার্থ, বাস্তবিক ; নির্ম্মিত, রচিত ; প্রস্তাবিত ; বর্ণনার বিষয়ীভূত ; অধিকৃত ; প্রক্রান্ত ; আরব্ধ ; (গণিত) যে ভগ্নাংশে হরের চেয়ে লব ছোট এমন (proper) প্র—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রকৃতার্থ—১। আসল, খাঁটি, ঠিক। প্রকৃত অর্থ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ঠিক মানে, যথার্থ অর্থ, প্রকৃত মর্ম্ম। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

প্রকৃতি—১। ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সাধারণ নাম ; সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক জগতের মূল কারণ ; অজ্ঞান ; কারণ। প্র—কৃ+ক্তি করণবা। ২। স্বভাব, নিসর্গ ; স্বাভাবিক অবস্থা। প্র—কৃ+ক্তি অধিবা। ৩। স্বামী মন্ত্রী সহায় ধন দেশ দুর্গ সৈন্য—এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ ; স্ত্রী ; সৃষ্টির মূলকারণ ; শক্তি ; দেবী ; জননী ; বেদমাতা সাবিত্রী রাধিকা দুর্গা ষষ্ঠী গঙ্গা মনসা প্রভৃতি ; পঞ্চভূত ; ছন্দোবিশেষ ; অমাত্য ; পরমাত্মা ; জীবাত্মা ; শিল্প ; (ব্যাকরণ) মূল শব্দ ও ধাতু ; (গণিত) গুণক। প্র—কৃ+ক্তি করণবা বা ক্তিচ্‌ কর্তৃবা। ৪। প্রজা ; পঞ্চভূতময় শরীর। প্র—কৃ+ক্তি কর্ম্মবা। ৫। যোনি। প্র—কৃ+ক্তি অপাবা। বি ; স্ত্রী। বিণ—প্রাকৃতিক।

প্রকৃতিগত—স্বাভাবিক, স্বভাবসিদ্ধ। প্রকৃতিকে গত (প্রাপ্ত, আশ্রিত), ২য়াতৎ। বিণ।

প্রকৃতিজ—স্বভাবজাত। উপতৎ ; প্রকৃতি—জন্‌ (জন্মা)+ড কর্তৃবা। বিণ।

প্রকৃতিজন্য, -জাত—স্বভাবজাত। প্রকৃতি হইতে জন্য, জাত, ৫মীতৎ। বিণ।

প্রকৃতিদত্ত, -প্রদত্ত—স্বভাবের দেওয়া, স্বাভাবিক। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রকৃতিপুঞ্জ—প্রজাসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রকৃতিবাদ—জড়বাদ, প্রকৃতি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি সাধিত হইতেছে এইরূপ মত। প্রকৃতি-সমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। বিণ,—বাদী।

প্রকৃতিবাদী (-দিন্‌)—জড়বাদী, প্রকৃতিই জগতের যাবতীয় পদার্থের মূল এইরূপ মতাবলম্বী। প্রকৃতিবাদ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান—পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics). প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ—স্বভাবের বিপরীত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

প্রকৃতিমণ্ডল—অমাত্যাদি রাজ্যাঙ্গের সহিত প্রজাসমূহ। প্রকৃতিদের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

প্রকৃতিরঞ্জন—প্রজাবর্গের সন্তোষবিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

প্রকৃতিসিদ্ধ—স্বাভাবিক, স্বভাবগত, স্বভাবজাত। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

প্রকৃতিস্থ—স্বাভাবিকভাবে স্থিত ; স্বাভাবিক, ধাতস্থ ; শোক আকুলতা ইত্যাদি হইতে মুক্ত। উপতৎ ; প্রকৃতি—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

প্রকৃষ্ট—উৎকৃষ্ট, প্রশস্ত, শ্রেষ্ঠ। প্র—কৃষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রকোপ—অতিশয় ক্রোধ ; প্রবলতা ; জ্বরাদির উৎকটতা। প্র—কুপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—প্রকুপিত।

প্রকোপণ, -কোপন—উত্তেজনা; তাপ প্রভৃতি বাড়ান; রাগান; অগ্নি প্রভৃতি উস্কান। প্র—কুপ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রকোপিত।

প্রকোপিত—(জ্বরাদি) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; ক্রোধিত। প্রকোপ+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

প্রকোষ্ঠ—১। কনুইএর নিম্নদেশ হইতে কব্জি পর্য্যন্ত বাহুভাগ (lower arm); দ্বারের অংশবিশেষ; দ্বারের পার্শ্বগৃহ; মহল। প্রগত কোষ্ঠকে, প্রাদি। ২। কোঠা, কক্ষ। প্র—কুষ্‌+থন্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

প্রক্রম—আরম্ভ, উপক্রম, ক্রম, পর্য্যায়, ধারা (order); গমন; অবসর; অতিক্রম। প্র—ক্রম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রক্রান্ত।

প্রক্রমভঙ্গ—আরব্ধ ধারার অন্যথা, রচনার দোষবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রক্রান্ত—আরব্ধ; প্রকরণস্থ; অপসৃত। প্র—ক্রম্‌+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রক্রম।

প্রক্রিয়া—কার্য্যের পদ্ধতি বা ধারা; প্রকরণ; নৃপাদির চামর-ব্যজন এবং ছত্র-ধারণ প্রভৃতি ব্যাপার; প্রয়োগ; অনুষ্ঠান। প্র—কৃ+শ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রক্লিন্ন—পরিতৃপ্ত; সম্যক্‌ ক্লেদযুক্ত। প্র—ক্লিদ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রক্ষালন—ধৌতকরণ; পরিষ্করণ। প্র—ক্ষল্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —লিত।

প্রক্ষালিত—ধৌত; পরিষ্কৃত। প্র—ক্ষল্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —লন।

প্রক্ষিপ্ত—যাহা ছিটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, বিক্ষিপ্ত; নিক্ষিপ্ত; বিন্যস্ত; অন্তর্নিবেশিত; কোন গ্রন্থে গ্রন্থকার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির বসান। প্র—ক্ষিপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপণ।

প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপণ—ছিটকাইয়া দেওয়া, বিক্ষেপ; নিক্ষেপ, ফেলা; বিন্যাস; কোন গ্রন্থে গ্রন্থকার ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন বিষয়ের সন্নিবেশন; (সঙ্গীত) কোন একটি সুরে আঘাত করিয়াই সেই সুর হইতে বাম হস্তের অঙ্গুলীর ঘর্ষণযোগে নিম্নদিকে গমন। প্র—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

প্রক্ষেপিকা—যে শক্তি দ্বারা কোন বস্তু প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা। প্র—ক্ষিপ্‌+ণক কর্ত্তৃবা +আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রক্ষ্বেড়ন—প্রাচীনকালের তীর জাতীয় অস্ত্রবিশেষ। প্র—ক্ষ্বিড়্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

প্রখর—তীক্ষ্ণ; তীব্র, কড়া; অত্যুষ্ণ। প্রকৃষ্টরূপে খর, প্রাদি। বিণ। বি, —তা, —ত্ব।

প্রখরতা, -ত্ব—প্রাখর্য্য, প্রখর ভাব, প্রচণ্ডত্ব, তীব্রতা; ঝাঁজ। প্রখর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—প্রখর।

প্রখ্যা—১। খ্যাতি, যশ। প্র—খ্যা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। ২। নাম; সংজ্ঞা। প্র—খ্যা+অঙ্‌ করণবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রখ্যাত—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। প্র—খ্যা (বলা) +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রখ্যাতনামা (-নামন্‌)—স্বনামপ্রসিদ্ধ; যশস্বী। বিণ। প্রখ্যাত নাম যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —নাম্নী।

প্রগণ্ড—কনুই অবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ। প্রত্যাসন্ন গণ্ড যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রগণ্ডাস্থি—প্রগণ্ডের হাড় (humerus). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রগত—প্রস্থিত; মৃত; পৃথগ্‌ভূত। প্র—গম্‌ +ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রগতজানু, প্রগতজানুক—বক্রপাদবিশিষ্ট, খঞ্জপাদ। প্রগত (পৃথগ্‌ভূত) জানু (হাঁটু) যাহার, বহুব্রী; পক্ষে কন্‌ স্বার্থে। বিণ।

প্রগতি—উন্নতি; অগ্রগতি, আধুনিক রীতিনীতির অত্যধিক প্রবর্ত্তন; পরিবর্ত্তনশীল জগতের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলা; নিয়মিতভাবে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যাশ্রেণী [যেমন—১, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি অথবা ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি] (progression). প্র—গম্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

প্রগতিবাদী (-বাদিন্‌)—সংস্কারের পক্ষপাতী; সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্রবিধান প্রভৃতি বিষয়ে যিনি অগ্রগতির পক্ষপাতী এরূপ। উপতৎ; প্রগতি—বদ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী।

প্রগতিশীল—ক্রমে উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাহার স্বভাব এমন; (ব্যঙ্গার্থে) সংস্কারের নামে অত্যধিক মাত্রায় স্বৈরাচার-অবলম্বনকারী। প্রগতি শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রগম—ভাবী কার্য্যের তালিকা (programme). নবগঠিত শব্দ। বি।

প্রগমন—দূরে যাওয়া; বিবাদ, কলহ। প্র—গম্‌+অনট্‌ ভাববা, করণবা। বি; ক্লীব।

প্রগল্‌ভ—উদ্ধত, অবিনীত; দাম্ভিক; নির্লজ্জ; অক্ষুব্ধ; সমর্থ; দৃঢ়; প্রধান; নির্ভীক, সাহসী; উৎসাহী; প্রত্যুৎপন্নমতি; প্রতিভান্বিত। প্র (অধিক)-গল্‌ভ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —তা।

প্রগল্‌ভতা—ঔদ্ধত্য; নির্লজ্জতা; প্রতিভা; অধ্যবসায়; অক্ষোভ; দম্ভ; অহঙ্কার; সামর্থ্য; প্রাধান্য; কার্য্যে নির্ভরতা; সাহস, নির্ভীকতা। প্রগল্‌ভ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রগল্‌ভা—১। নায়িকাবিশেষ, কামোন্মত্তা উচ্ছলযৌবনা ও সর্ব্বপ্রকার রতিকুশলা নায়িকা ("স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্ত রতিকোবিদা")। বি; স্ত্রী। ২। ধৃষ্টা, অবিনীতা। প্রগল্‌ভ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

প্রগাঢ়—অধিক, সাতিশয়; দৃঢ়; কঠিন; নিবিড়। প্রকৃষ্টরূপে গাঢ়, প্রাদি। বিণ।

প্রগুণ—প্রকৃষ্টগুণশালী; দক্ষ; সরল, ঋজু; অনুকূল। প্রকৃষ্ট গুণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রগ্রহ, প্রগ্রাহ—১। ঘোড়ার লাগাম; বন্ধনরজ্জু; তুলাসূত্র, নিক্তির দড়ি; ভুজ; কিরণ। প্র—গ্রহ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ করণবা। ২। বন্দী, কয়েদী। প্র—গ্রহ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ৩। গ্রহণ; বন্ধন। প্র—গ্রহ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

প্রগ্রীব, প্রগ্রীবক—১। গৃহাদির প্রান্তে ধারণীয় কাষ্ঠশ্রেণী; জানালা, বাতায়ন, বিশ্রামার্থ গৃহ; বৃক্ষের উপরিভাগ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। প্রশস্ত গ্রীবাবিশিষ্ট। প্রকৃষ্ট গ্রীবা যাহার, বহুব্রী; পক্ষে কন্‌ স্বার্থে। বিণ।

প্রঘাত—যুদ্ধ, সংগ্রাম। প্র—হন্‌+ঘঞ্‌ অধিবা (হন্‌-স্থানে ঘাত্‌)। বি; পুং।

প্রঘোষক—১। ধ্বনি, শব্দ। প্র (অধিক) ঘোষ (শব্দ), প্রাদি+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং। ২। প্রকৃষ্টরূপে ঘোষণাকারক। প্র—ঘুষ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ষিকা।

প্রচক্র—চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এরূপ সেনা, চলনশীল সৈন্য। প্রস্থিত চক্র (সৈন্য), প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রচণ্ড—প্রখর; অত্যুষ্ণ; দুঃসহ; ভীষণ, ভয়ানক; অতিকোপন; দুর্ব্বহ; দুর্দ্ধর্ষ; প্রবল, প্রতাপশালী। প্রকৃষ্টরূপে চণ্ড (উষ্ণ), প্রাদি। বিণ। বি, —তা, —ত্ব।

প্রচণ্ডতা, প্রচণ্ডত্ব—ভীষণতা; উগ্রতা। প্রচণ্ড+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

প্রচণ্ডধন্বা (-ধন্বন্‌)—মহাধনুর্দ্ধর। প্রচণ্ড ধনুঃ যাহার, বহুব্রী (অনঙ্‌ সমাসান্ত)। বিণ।

প্রচণ্ডমূর্ত্তি(র্তি)—১। উগ্রমূর্ত্তি, ভয়ানক-আকৃতিবিশিষ্ট। প্রচণ্ডা মূর্ত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ভীষণ আকার। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রচয়—১। রাশি; সমূহ। প্র—চি+অচ্‌ কর্ম্মবা। ২। সংগ্রহ, বৃদ্ধি; উপচয়; শিথিল-সংযোগবিশেষ। প্র—চি+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রচিত।

প্রচয়ন—সংগ্রহ। প্র—চি+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রচিত।

প্রচর—পথ। প্র—চর্‌+ঘ করণবা। বি; পুং।

প্রচরম্ভাষা—যে ভাষা চলিতেছে তাহা, পরিবর্ত্তনশীল ভাষা। প্রচরন্তী ভাষা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রচল—১। প্রকৃষ্টচলনযুক্ত; চঞ্চল। বিণ। ২। প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি, চিরাগত নিয়ম (convention). প্র—চল্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

প্রচলন—চলন, চলতি। প্র—চল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –লিত।

প্রচলিত—যাহার চলন হইয়াছে এরূপ, চলতি; প্রস্থিত; প্রসিদ্ধ। প্র—চল্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, –লন।

প্রচায়—হস্ত দ্বারা দ্রব্যাদি জড়করণ। প্র—চি+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রচার—ঘোষণা, প্রকাশ; রটনা; প্রচলন; প্রসিদ্ধি। প্র—চর্+ঘঞ্, বা চর্+ণিচ্+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, –রিত।

প্রচারক—প্রচারকারী, ঘোষণাকারী; প্রকাশক। প্র—চর্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –রিকা।

প্রচারণ—প্রকাশকরণ, ঘোষণা। প্র—চর্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রচার-বিভাগ—সরকারের যে বিভাগ হইতে প্রচারকার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা, কোন প্রতিষ্ঠানের যে বিভাগ হইতে প্রচারকার্য্যাদি চালান হয় তাহা (Publicity Department). প্রচারের বিভাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রচারা—প্রচার করা। কবিপ্র। ক্রি।

প্রচারিত—যাহা প্রচার করা হইয়াছে এমন, ঘোষিত। প্র—চর্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রচালিত—চালান, যাহা প্রচলিত করা হইয়াছে এরূপ। প্র—চল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রচিত—সঞ্চিত; উপচিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; সংগৃহীত; ব্যাপ্ত। প্র—চি+ক্ত কর্ম্ম-কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

প্রচীয়মান—উপচীয়মান, বৃদ্ধিশীল। প্র—চি+শানচ্ কর্ম্ম-কর্তৃবা। বিণ।

প্রচুর—অনেক, প্রভূত, বহুল, অধিক। প্র—চুর্+ক কর্তৃবা। বিণ।

প্রচেতাঃ (-চেতস্), **প্রচেতা**—১। বরুণ; সাগর। বি; পুং। ২। হৃষ্টচিত্ত, আহ্লাদিত। প্র (প্রহৃষ্ট) চেতঃ (মনঃ) যাহার, বহুব্রী; বা, প্র—চিত্+অসুন্ কর্তৃবা। [illegible]

প্রচেতিত—পরিজ্ঞাত; [illegible]কে জানান হইয়াছে এমন; যাহাকে [illegible]দান বা প্রেরণাদান করা হইয়াছে এরূপ। প্র—চিত্ (জানা)+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি—প্রচেতন।

প্রচেয়—বর্দ্ধনীয়; চয়নীয়; গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য। প্র—চি+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রচেষ্টা—সম্যক্ যত্ন, বিশেষভাবে চেষ্টা। প্রকৃষ্টা চেষ্টা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রচ্ছদ—ঢাকনি, আচ্ছাদন, আবরণবস্ত্র; আস্তরণবস্ত্র। প্র—ছদ্+ণিচ্+ঘ করণবা। বি; পুং।

প্রচ্ছদপট—ঢাকা দেওয়ার কাপড়, আবরণবস্ত্র; আস্তরণপট; বিছানার চাদর; পুস্তকের আবরণ বা মলাট। প্রচ্ছদ (আচ্ছাদক) পট (বস্ত্র), কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

প্রচ্ছনা—জিজ্ঞাসা, পৃচ্ছা; আমন্ত্রণা। প্রচ্ছ্ (জিজ্ঞাসা করা)+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রচ্ছন্ন—১। গুপ্ত, লুকায়িত; আচ্ছাদিত, গোপিত, ঢাকা। বিণ। ২। অন্তর্দ্বার, গুপ্তদ্বার। প্র—ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

প্রচ্ছন্নচারী (-চারিন্)—যে গুপ্তভাবে চলে এমন; অদৃশ্য। উপতৎ; প্রচ্ছন্ন—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চারিণী।

প্রচ্ছাদন—১। আচ্ছাদন। প্র—ছদ্+ণিচ্ (আবরণ করা)+অনট্ ভাববা। ২। আবরণবস্ত্র; উত্তরীয়বস্ত্র; আস্তরণবস্ত্র। প্র—ছদ্+ণিচ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ, –দিত।

প্রচ্ছাদিত—ঢাকা দেওয়া, আচ্ছাদিত, আবৃত। প্র—ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –দন।

প্রচ্ছায়—ছায়াযুক্ত স্থান, প্রকৃষ্ট ছায়া। প্রকৃষ্টা ছায়া, প্রাদি (ক্লীবত্ব)। বি; ক্লীব।

প্রচ্ছায়া—(জ্যোতিষ) গ্রহণকারক ছায়া (umbra), সৌরকলঙ্কের কেন্দ্রস্থ কৃষ্ণ অংশ। প্রকৃষ্টা ছায়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রচ্যুত—ভ্রষ্ট, স্খলিত, পতিত। প্র—চ্যু+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

প্রছন্ন—হৃষ্ট; অনুগ্রহযুক্ত, প্রসন্ন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

প্রজন—১। জনসংখ্যা (population). প্রাদি। ২। পশুদিগের প্রথম গর্ভগ্রহণকাল; গবাদির গর্ভগ্রহণ করান, পাল দেওয়ান। প্র—জন্+ঘঞ্ অধিবা, ভাববা। বি; পুং। **অতিপ্রজন**—জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি (overpopulation).

প্রজনন—১। জন্মান, সন্তানোৎপাদন। প্র—জন্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। জন্ম। প্র+জন্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রজনিকা—মাতা, জননী। প্র—জন্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রজা—অধিকারস্থ জন; সন্তান, সন্ততি; লোক। প্র—জন্+ড কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রজাই—১। প্রজাসম্বন্ধীয়; প্রজার অধিকৃত। প্রজা+ই সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। প্রজার অবস্থা, প্রজাত্ব। প্রজা+ই ভাবে। বি।

প্রজাগিরি—প্রজার অবস্থা, প্রজাত্ব। প্রজা+গিরি ভাবে। বি। [বিণ।

প্রজাত—উৎপন্ন। প্র—জন্+ক্ত কর্তৃবা।

প্রজাতন্ত্র—প্রজাদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদ্বারা রাজ্যশাসন (republic). প্রজানিয়ন্ত্রিত তন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রজাতা—১। যে স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে এমন, প্রসূতা। প্রজাত (গর্ভমোচন)+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। ২। উৎপন্না। প্র—জন্+ক্ত কর্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রজাতি—(জীববিদ্যা) শ্রেণী, জাতি (species). প্রকৃষ্টা জাতি, প্রাদিতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

প্রজানাথ—রাজা; প্রজাপালক। ৬ষ্ঠীতৎ।

প্রজান্তক—কাল, যম। প্রজার অন্তক (নাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রজাপ—রাজা; প্রজারক্ষক। উপতৎ; প্রজা—পা (রক্ষা করা)+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

প্রজাপতি—১। ব্রহ্মা; বিশ্বকর্ম্মা; সূর্য্য; অগ্নি; পিতা; রাজা; মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু দক্ষ বশিষ্ঠ ভৃগু নারদ—ব্রহ্মার সৃষ্ট এই দশ ব্যক্তি; বিষ্ণু। প্রজাদের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জামাতা। প্রজার (কন্যার) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ৩। নানাবর্ণযুক্ত পতঙ্গবিশেষ। বাং প্র। বি।

প্রজাপতিনির্ব্ব(ব)ন্ধ—বিধাতার বিধান (বিবাহ-সম্বন্ধে প্রযুজ্য), বরকন্যার মিলন-সম্বন্ধে বিধাতার বিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রজাপাল—রাজা; প্রজাপতি। উপতৎ; প্রজা—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

প্রজাপালক—প্রজাপালনকারী, প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –পালিকা।

প্রজাপালন—প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ; সন্তানপ্রতিপালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রজাপীড়ক—অত্যাচারী শাসক; অধীন লোকের উপর অত্যাচারকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –পীড়িকা।

প্রজাপীড়ন—অধীন লোকের উপর অত্যাচার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রজাবতী—১। ভ্রাতার পত্নী; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। সন্তানবতী। প্রজা (সন্তান)+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রজাবিলি—প্রজার নিকট নির্দ্দিষ্ট খাজনা-সর্ত্তে জমির পত্তন করা। প্রজার নিকট বিলি, ৪র্থীতৎ। বি।

প্রজারঞ্জক—প্রজার সুখসন্তোষ-বিধানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –রঞ্জিকা।

প্রজারঞ্জন—প্রজাবর্গের সুখ-সন্তোষ-বিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রজারঞ্জনকারী (-কারিন্)—প্রজা-রঞ্জক। উপতৎ; প্রজারঞ্জন—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

প্রজাসিসৃক্ষু—সন্তান উৎপাদনে ইচ্ছুক। ২য়াতৎ। বিণ। [বি; ক্লীব।

প্রজাহিত—প্রজার মঙ্গল। ৬ষ্ঠীতৎ।

প্রজেশ, প্রজেশ্বর—রাজা। প্রজার ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রজ্ঞ—জ্ঞানী, বিচক্ষণ; পণ্ডিত। প্র—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

প্রজ্ঞপ্তি—সঙ্কেত, জানান। প্র—জ্ঞা+ণিচ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

প্রজ্ঞা—১। বুদ্ধি, জ্ঞান; মন্ত্রণা; সঙ্কেত; তীক্ষ্মমতি। প্র—জ্ঞা+অঙ্ ভাববা+আপ্। ২। সরস্বতী। বি; স্ত্রী। ৩। জ্ঞানবতী। প্রজ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রজ্ঞাচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), **-চক্ষু**—১। জ্ঞান-নেত্রযুক্ত। প্রজ্ঞা চক্ষুঃ (চক্ষুস্-শব্দ) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ২। জ্ঞাননেত্র। প্রজ্ঞারূপ চক্ষুঃ, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রজ্ঞাত—বিশেষরূপে জ্ঞাত, বিদিত; বিখ্যাত। প্র—জ্ঞা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রজ্ঞান—১। বুদ্ধি, জ্ঞান। প্র—জ্ঞা+অনট্ ভাববা। ২। চিহ্ন; সঙ্কেত। প্র—জ্ঞা+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ৩। পণ্ডিত। প্রজ্ঞান+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

প্রজ্ঞাপক—যিনি জনসাধারণকে কোন বিষয় জানান, বিশিষ্ট প্রচারক (publicity officer). প্র—জ্ঞা+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—পিকা।

প্রজ্ঞাপন—বিশেষ ঘোষণা, বিশিষ্ট প্রচার (communique). প্র—জ্ঞা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পিত।

প্রজ্ঞাপারমিতা—তারাদেবী; বৌদ্ধ-শাস্ত্রবিশেষ। প্রজ্ঞার পার (শেষ সীমা), ৬ষ্ঠীতৎ; তাহাকে ইত, অলুক্ ২য়াতৎ; তদুত্তরে আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রজ্ঞাবাদ—জ্ঞানগর্ভ বাক্য; পণ্ডিত ব্যক্তির মত। প্রজ্ঞাপূর্ণ বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রজ্ঞাবান্ (-বৎ)—বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী। প্রজ্ঞা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

প্রজ্বলন—ভীষণরূপে জ্বলিয়া উঠা, ভাল-রূপে জ্বলা; ভালরূপে জ্বালান। প্র—জ্বল্ বা জ্বল্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—লিত।

প্রজ্বলিত—জ্বলন্ত, জ্বলনযুক্ত; যাহা ভাল-রূপে জ্বালান হইয়াছে এমন। প্র (অধিক)—জ্বল্ বা জ্বল্+ণিচ্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লন।

প্রজ্বালন—ভালরূপে জ্বালান। প্রজ্বালি (নামধাতু)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—লিত।

প্রজ্বালিত—যাহা ভালরূপে জ্বালান হইয়াছে এমন, প্রদীপিত। প্র—জ্বাল্+ণিচ্ (=প্রজ্বালি নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লন।

প্রডীন—উড়িবার একপ্রকার কায়দা। প্র—ডী+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রণত—যে প্রণাম করিয়াছে বা করিতেছে এমন, কৃতপ্রণাম; নম্র; বক্র। প্র—নম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রণতি, প্রণাম।

প্রণতি—প্রণাম; নম্রভাব, নম্রতা। প্র—নম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রণত।

প্রণব—১। ঈশ্বরের গূঢ়নাম, ওঁকার; সাম-বেদের অবয়ববিশেষ। প্র—নু (স্তুতি করা)+অপ্ করণবা। ২। বিষ্ণু। প্র—নু+অপ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

প্রণবাত্মক—যাহাতে শুধু ওঙ্কার আছে এমন, ওঙ্কারাত্মক। প্রণব আত্মা (আত্মন্=স্বরূপ) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

প্রণম্য—প্রণাম করা। কবিপ্র। ক্রি।

প্রণয়—ভালবাসা, প্রেম; প্রার্থনা; শ্রদ্ধা; পরিচয়; বিশ্রম্ভ, বিশ্বাস; যাচ্ঞা। প্র—নী+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রণয়ী।

প্রণয়কলহ—প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান-জনিত ঝগড়া। প্রণয় জাত কলহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রণয়কোপ—অভিমান, ভালবাসার আব্দারে যে ক্রোধ হয় তাহা। প্রণয়জনিত কোপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রণয়গর্ভ(র্ভ)—প্রেমপূর্ণ, প্রীতিপূর্ণ। প্রণয় গর্ভে (ভিতরে) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রণয়গাথা, -গীত, -গীতি, -সঙ্গী(ৎগী)ত—প্রেমবিষয়ক গান, প্রেমগীতি। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লীব, স্ত্রী, ক্লীব।

প্রণয়ঘটিত—স্ত্রী-পুরুষের প্রেমসম্বন্ধীয়, প্রণয়-মূলক, প্রণয়জনিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রণয়ন—১। নির্ম্মাণ; রচনা। প্র—নী+অনট্ ভাববা। ২। অগ্নিমন্থন-মন্ত্রাদি। প্র—নী+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রণীত।

প্রণয়পত্র, -পত্রিকা—প্রেমলিপি, অনঙ্গ-লেখ। প্রণয়সূচক পত্র, প্রণয়সূচিকা পত্রিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

প্রণয়পাত্র, -ভাজন—প্রেমাস্পদ, ভাল-বাসার জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; ক্লীব (অজহল্লিঙ্গ); বাংলামতে পুং, স্ত্রী,—পাত্রী।

প্রণয়-পীড়িত—প্রেমার্ত্ত, কামাতুর। প্রণয় দ্বারা পীড়িত, ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রণয়বন্ধন—ভালবাসারূপ বাঁধন। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রণয়সঙ্গী(ৎগী)ত—'প্রণয়গাথা' দ্রঃ।

প্রণয়সঞ্চার—প্রেমের উদ্রেক, অনুরাগের সঞ্চার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রণয়সম্ভাষণ—প্রেমালাপ, প্রণয়পূর্ণ কথা-বার্তা। প্রণয়সূচক সম্ভাষণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী (-ঙ্ক্ষিন্)—প্রেমার্থী, প্রেমলাভেচ্ছু প্রেমপ্রত্যাশী। উপতৎ; প্রণয়—আ—কাঙ্ক্ষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কাঙ্ক্ষিণী।

প্রণয়াদর—ভালবাসা ও যত্ন, প্রেম ও আদর। প্রণয় ও আদর, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

প্রণয়াস্পদ—ভালবাসার পাত্র, প্রণয়পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; ক্লীব (অজহল্লিঙ্গ)।

প্রণয়িনী—১। প্রেমিকা, অনুরক্তা স্ত্রী; অনুরক্তা নায়িকা। বি; স্ত্রী। ২। প্রণয়যুক্তা। প্রণয়িন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রণয়ী (-য়িন্)—১। প্রেমিক, অনুরক্ত স্বামী বা নায়ক। বি; পুং। ২। প্রেমাস্পদ, অনুরক্ত। প্রণয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

প্রণাম—ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশয্যযুক্ত নমস্কার, প্রণতি, প্রণিপাত। প্র—নম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রণত, প্রণম্য। **দণ্ডবৎ প্রণাম**—দণ্ড বা যষ্টির আকারে ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম। **সাষ্টাঙ্গ প্রণাম**—মস্তক, নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, বক্ষঃস্থল, জানুদ্বয়, চরণদ্বয় এবং মন ও বাক্য—এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণাম।

প্রণামি, প্রণামী—প্রণাম করিবার সময় প্রদত্ত অর্থ বা অন্য উপহার; সেলামী; ঘুষ। প্রণাম+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বি।

প্রণাল, প্রণালী—নর্দ্দমা; জলনির্গমপথ, পয়োনালা, শ্রেণী; দ্বার; রীতি, ধারা; যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে সংযুক্ত করে তাহা। প্র—নল্ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ করণবা; পক্ষে+ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

প্রণালীবদ্ধ—নিয়মে বাঁধা; ধারাবদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রণালীশুদ্ধ, -সম্মত—সুশৃঙ্খল; পদ্ধতি-অনুসারে সম্পাদিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রণাশ—নাশ, মরণ; পলায়ন। প্র—নশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রনষ্ট।

প্রণিধান—মনোনিবেশ, মনের একাগ্রতা; ধ্যান; যত্ন; সমাধি দ্বারা দৃষ্টি; যোগ, সমাধি; অর্পণ; ভক্তিবিশেষ; কর্ম্মের ফল-ত্যাগ। প্র—নি—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রণিধি—১। দূত; চর, অনুচর; চালক বা পথপ্রদর্শক (guide). প্র—নি—ধা+কি কর্ম্মবা। ২। প্রার্থনা; অবধান, মনোযোগ। প্র—নি—ধা+কি ভাববা। বি; পুং।

প্রণিপাত—প্রণাম, নমস্কার। প্র—নি—পত্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রণিহিত—অর্পিত; স্থিরীকৃত; সমাধিস্থ, সমাহিত; প্রসারিত; প্রাপ্ত। প্র—নি—ধা + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রণীত—১। নির্ম্মিত, রচিত, কৃত; পাক দ্বারা প্রস্তুত (ব্যঞ্জনাদি); কথিত; প্রেরিত; প্রবেশিত; নিক্ষিপ্ত। বিণ। বি—প্রণয়ন। ২। মন্ত্রাদি দ্বারা সংস্কৃত যজ্ঞীয় অগ্নি; মন্ত্রপূত জল। প্র—নী + ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

প্রণীতা—১। যজ্ঞপাত্রবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। নির্ম্মিতা; কথিতা; প্রেরিতা ইত্যাদি ['প্রণীত' (১) দ্রঃ]। প্র—নী + ক্ত কর্ম্মবা + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রণেতা (প্রণেতৃ)—রচয়িতা, রচনাকারী; নির্ম্মাতা। প্র—নী + তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

প্রণেয়—বশ্য, অধীন, বশতাপন্ন; প্রণয়নযোগ; প্রাপণীয়। প্র—নী + যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রণোদন—প্রেরণ; নিয়োজন; প্রবর্ত্তিতকরণ। প্র—নুদ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—দিত।

প্রণোদিত—প্রেরিত; নিয়োজিত; প্রবর্ত্তিত। প্র—নুদ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দন।

প্রততি—১। বিস্তার। প্র—তন্ + ক্তি ভাববা। ২। বিস্তারিত লতা। প্র—তন্ + ক্তিচ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

প্রতনু—সূক্ষ্ম, সরু, পাতলা। প্রকৃষ্টরূপে তনু (সূক্ষ্ম), প্রাদি। বিণ।

প্রতপ্ত—অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত। প্রকৃষ্টরূপে তপ্ত, প্রাদি। বিণ।

প্রতর্ক—সন্দেহ, সংশয়। প্র—তর্ক্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রতর্কন—বিতর্ক, বাদানুবাদ; অগ্রজ্ঞান; পূর্ব্ব হইতে কোন কিছু ভাবা (anticipation). প্র—তর্ক্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—র্কিত।

প্রতল—১। চাপড়, চপেট। প্রকৃষ্ট তল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। পাতালবিশেষ। প্রকৃষ্ট তল, প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রতান—১। বিস্তার, প্রসার। প্র—তন্ (বিস্তৃত হওয়া) + ঘঞ্ ভাববা। ২। লতার তন্তু, আঁশ; ঋষিবিশেষ; বায়ুরোগবিশেষ। প্র—তন্ + ণ্য কর্তৃবা। বি; পুং।

প্রতাপ—তেজ, প্রভাব, কোষদণ্ড এবং ধনসৈন্যাদি হইতে জনিত তেজঃ; পৌরুষ; উষ্ণতা; সন্তাপ। প্র—তপ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রতাপন—১। তাপজনক। প্র—তপ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃবা। বিণ। ২। পীড়ন। প্র—তপ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পিত। ৩। কুম্ভীপাক নামক নরক। প্র—তাপি + অনট্ অধিবা। বি; পুং।

প্রতাপবান্ (-বৎ)—তেজস্বী; প্রতাপযুক্ত। প্রতাপ + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

প্রতাপশালী (-শালিন্)—তেজস্বী, পরাক্রান্ত, প্রভাবশালী। উপতৎ; প্রতাপ—শাল্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী।

প্রতাপান্বিত—প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত। প্রতাপ দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রতাপী (-পিন্)—প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত। প্রতাপ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—পিনী।

প্রতারক—ঠগ, বঞ্চক, ধূর্ত্ত, শঠ। প্র—তৃ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

প্রতারণ, প্রতারণা—ঠকান, বঞ্চনা, জুয়াচুরী। প্র—তৃ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা; প্র—তৃ + ণিচ্ + অন ভাববা + আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ,—রিত।

প্রতারণামূলক—ছলযুক্ত, যাহার মূলে বঞ্চনা রহিয়াছে এমন, বঞ্চনাই যাহাতে উদ্দেশ্য এমন। প্রতারণা মূলে যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ।

প্রতারণাশীল—স্বভাবতঃই বঞ্চনাকারী। প্রতারণা শীল (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রতারিত—যাহাকে ঠকান হইয়াছে এমন, বঞ্চিত; পার-প্রাপিত, যাহাকে পার করা হইয়াছে এমন। প্র—তৃ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রণ,—রণা।

প্রতি—দিকে; আভিমুখ্য (উপর, অভিমুখে, সম্বন্ধে); প্রতিনিধি; বিপরীত; প্রতিকূল; লক্ষ্য; উপরি; পরিবর্ত্ত; প্রত্যেক ('—দিন'); পুনর্ব্বার; লক্ষণ, চিহ্ন; বীপ্সা; ব্যাবৃত্তি; সমীপ ('প্রতিবাসী'); পশ্চাৎ ('প্রতীক্ষা'); প্রশস্তি; বিরোধ; অল্পমাত্রা; ইথম্ভূত কথন; অংশ, ভাগ; সাদৃশ্য; নিশ্চয়; নিন্দা; স্বভাব; ব্যাপ্তি; সমাধি। প্রথ্ (বিখ্যাত হওয়া) + ডতি ভাববা। অব্য।

প্রতিকণ্ঠ—১। কণ্ঠসমীপে; প্রত্যেক কণ্ঠে। কণ্ঠের সমীপে, বা কণ্ঠে কণ্ঠে এই বাক্যে, অব্যয়ী। অব্য। ২। প্রত্যেক গলা। বাং প্র। বি।

প্রতিকরণীয়—প্রতিবিধানের যোগ্য, প্রতিবিধেয়। প্রতি—কৃ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিকর্ত্তা (-কর্তৃ), -কর্ত্রী—অপকারীর অপকারক; প্রতীকারকারক, প্রতিফলদায়ক। প্রতি—কৃ (করা) + তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

প্রতিকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), -কর্ম—বেশভূষা; প্রসাধন; প্রতিকার। প্রতি—কৃ + মনিন্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিকর্ষ—আকর্ষণ। প্রতি—কৃষ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রতিকল্পন—পরিবর্ত্ত, কোনও কিছুর পরিবর্ত্তে অন্য কিছু স্থাপন (substitution). প্রতি—কৢপ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কল্পিত।

প্রতিকায়—১। লক্ষ্য। প্রতীত কায় যাহার, বহুব্রী। ২। প্রতিরূপ, প্রতিমূর্ত্তি। প্রতি (সদৃশ) কায়, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতি(তী)কার—প্রতিবিধান; প্রতিফল; প্রতিদ্বেষ; উপশম; পরিশোধ; উপায়; বৈরনির্য্যাতন; চিকিৎসা। প্রতি (বিরুদ্ধ, পরিবর্ত্ত)—কৃ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রতিকৃত।

প্রতি(তী)কার্য্য(র্য)—প্রতিকার করিবার যোগ্য। প্রতি—কৃ + ণ্যৎ কর্ম্মবা; অথবা, প্রতীকার + যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

প্রতি(তী)কাশ—(শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) সদৃশ, তুল্য। প্রতি (সদৃশভাবে)—কাশ্ + অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

প্রতিকূল—বিরুদ্ধ, প্রতিপক্ষ। প্রতিগত কূলকে, প্রাদি। বিণ। বি,—কূলতা। বিপরীত শব্দ—অনুকূল।

প্রতিকূলতা—বিরুদ্ধভাব, বিরুদ্ধাচরণ; অসহায়তা। প্রতিকূল + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রতিকূল।

প্রতিকূলাচরণ—বিরুদ্ধ ব্যবহার, শত্রুতা। প্রতিকূল যে আচরণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রতিকৃত—যাহার প্রতিকার করা হইয়াছে এমন, যাহার প্রতিদান করা হইয়াছে এরূপ, উপশমিত। প্রতি—কৃ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—কার।

প্রতিকৃতি—১। ছবি, প্রতিমূর্ত্তি; প্রতিবিম্ব; প্রতিনিধি। প্রতি (সদৃশ)—কৃ + ক্তি কর্ম্মবা। ২। প্রতিকার। প্রতি—কৃ + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

প্রতিকৃষ্ট—নিকৃষ্ট; দুইবার চাষ করা। প্রতি—কৃষ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিক্রিয়া—বিপরীত ক্রিয়া (যেমন উত্তেজনার পর অবসাদ, আনন্দের পর বিষাদ, আঘাতের পর প্রতিঘাত ইত্যাদি—reaction); প্রতিকার। প্রতি—কৃ + শ ভাববা + আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতিক্রিয়াত্মক—যাহাতে প্রতিক্রিয়া হয় এমন; কর্ত্তার অপেক্ষা না করিয়া কোন ক্রিয়ার ফল (প্রতিক্রিয়া)-স্বরূপ আপনা হইতে যাহা ঘটিয়া থাকে এমন (reflexive). প্রতিক্রিয়া আত্মা (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

প্রতিক্ষণ—ক্ষণে ক্ষণে, প্রতিমুহূর্ত্তে। ক্ষণে ক্ষণে এই বাক্যে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিক্ষিপ্ত—প্রেরিত; নিন্দিত; তিরস্কৃত;

বাধিত; নিষিদ্ধ, নিবারিত; যাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বিমুখ করা হইয়াছে এমন। প্রতি—ক্ষিপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ক্ষেপ।

প্রতিক্ষেপ—নিরাকরণ; নিষেধ; তিরস্কার। প্রতি—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ক্ষিপ্ত।

প্রতিগত—যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, পরাবৃত্ত; প্রাপ্ত। প্রতি—গম্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—গমন।

প্রতিগমন—ফিরিয়া যাওয়া। প্রতি—গম্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—গত।

প্রতিগর্জ্জ(র্জ)ন, -গর্জ্জি(র্জি)ত—কাহারও গর্জ্জন শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে গর্জ্জন, প্রতিকূলে গর্জ্জন। প্রতি—গর্জ্জ্‌+অনট্‌, ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিগৃহীত—গৃহীত, স্বীকৃত; পরিণীত, যাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে। প্রতি—গ্রহ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—গ্রহণ।

প্রতিগ্রহ—১। স্বীকার; গ্রহণ; প্রত্যভিযোগ; অনুগ্রহ; সৈন্যরক্ষা। প্রতি—গ্রহ্‌+অপ্‌ ভাববা। ২। সৈন্যপৃষ্ঠ; দেয়বস্তু। প্রতি—গ্রহ্‌+অপ্‌ কর্ম্মবা। ৩। বিরুদ্ধ গ্রহ। প্রতিকূল গ্রহ, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিগ্রহণ—ফিরাইয়া লওয়া; স্বীকার; দান লওয়া। প্রতি—গ্রহ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—গৃহীত।

প্রতিগ্রাহিত—গ্রহণ করান, স্বীকারিত। প্রতি—গ্রহ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিগ্রাহী (-গ্রাহিন্‌)—দানগ্রহীতা। উপতৎ; প্রতি—গ্রহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

প্রতি(তী)ঘাত—একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আঘাত করিলে আহত বস্তু যে পুনর্ব্বার উহাকে আঘাত করে তাহা; আঘাত, ঠক্কর; প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত; নিরাস, নিক্ষেপ। প্রতি—হন্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ঘাতী (-তিন্‌)।

প্রতিঘাতন—মারণ, হত্যা, বধ; বাধা। প্রতি—হন্‌+ণিচ্‌ (স্বার্থে)+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিঘাতী (-ঘাতিন্‌)—বিঘ্নকারক; বাধাপ্রদানকারী; প্রতিঘাতকারী। প্রতি—হন্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিনী।

প্রতিচক্ষুঃ (-চক্ষুস্‌), **-চক্ষু**—চশমা। প্রতি (সদৃশ) চক্ষুঃ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রতিচিকীর্ষা—প্রতিকারের ইচ্ছা। প্রতি—কৃ+সন্‌+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ,—র্ষু।

প্রতিচিত্র—দালান কোঠা ইত্যাদির নীল কাগজে মুদ্রিত নক্সাবিশেষ (blue print). প্রতি (অনুরূপ) চিত্র, প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রতিচ্ছন্ন—আচ্ছন্ন; প্রতিনিধিস্বরূপ। প্রতি—ছদ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিচ্ছায়া—প্রতিকৃতি, মাটি বা পাথরের প্রতিমূর্ত্তি; চিত্র, ছবি; সাদৃশ্য; (জ্যোতিষ) কোন গ্রহ বা উপগ্রহ হইতে সূর্য্যের অবস্থানের বিপরীত দিকে শঙ্কুর আকারে যে ছায়া পড়ে তাহা (umbra) [—এই অর্থে 'প্রচ্ছায়া' বিশেষভাবে ব্যবহৃত।] প্রতিরূপা ছায়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিচ্ছেদ—পরস্পর ছেদকরণ; (জ্যামিতি) যে বিন্দু বা রেখায় যথাক্রমে দুই রেখা বা সমতল পরস্পর ছিন্ন হয় তাহা। প্রতি—ছিদ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

প্রতিজন্য—বিপক্ষপক্ষ, প্রতিবল। প্রতি (প্রতিকূল) জন্য (যুদ্ধ) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

প্রতিজাগর—মনোযোগ, প্রত্যবেক্ষণ; সতর্কতা; রক্ষার্থ নিয়োগ। প্রতি—জাগৃ+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং।

প্রতিজিহ্বা, -জিহ্বিকা—আলজিভ। প্রতিরূপা জিহ্বা, প্রাদি; প্রতিজিহ্বা+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রতিজ্ঞা—প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার; দৃঢ়সংকল্প; কর্ত্তব্যরূপে অবধারণ; পক্ষের সাধ্যবস্তুরূপে নির্দ্দেশ; (জ্যামিতি) যে বিষয়ের প্রমাণ বা অঙ্কনাদি করিতে হইবে তাহার স্থাপন (theorem, problem); অভিযোগ। প্রতি—জ্ঞা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ,—জ্ঞাত। [বিভিন্ন প্রতিজ্ঞার কয়েকটি ইংরেজী প্রতিশব্দ:—**অন্বয়ী প্রতিজ্ঞা**—affirmative proposition. **নিরপেক্ষ প্রতিজ্ঞা**—categorical proposition. **বিপরীত প্রতিজ্ঞা**—contrary proposition. **বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা**—contradictory proposition. **ব্যতীরেকী প্রতিজ্ঞা**—negative proposition.]

প্রতিজ্ঞাত—অঙ্গীকৃত, সংকল্পিত; কর্ত্তব্যরূপে অবধারিত; অভিযোগের বিষয়ীভূত। প্রতি—জ্ঞা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—জ্ঞা, —জ্ঞান।

প্রতিজ্ঞাপত্র—চুক্তিপত্র; অঙ্গীকার-লিপি, ঘোষণাপত্র। প্রতিজ্ঞাসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—অঙ্গীকারে আবদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ—প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করা, অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রতিজ্ঞেয়—প্রতিজ্ঞার বিষয়, অঙ্গীকার্য্য। প্রতি—জ্ঞা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিজ্যোতিঃ (-জ্যোতিস্‌), **-জ্যোতি**—জ্যোতির প্রতিফলন; প্রতিফলিত দীপ্তি। প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রতিদত্ত—যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; প্রত্যর্পিত। প্রতি—দা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দান।

প্রতিদান—১। বদল, যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার বদলে দান; পরিবর্ত্ত, বিনিময়। প্রতিরূপ (তুল্যরূপ) দান, প্রাদি। ২। গচ্ছিত বা গৃহীত দ্রব্যের প্রত্যর্পণ, ফিরাইয়া দেওয়া; প্রত্যর্পণ। প্রতি—দা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—দত্ত।

প্রতিদারণ—যুদ্ধ, সংগ্রাম। প্রতি—দৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিদিন—রোজ রোজ, প্রত্যহ, দিনদিন। দিনে দিনে, অব্যয়ী। অব্য।

প্রতিদিশ—প্রত্যেক দিকে, দিকে দিকে। দিকে দিকে (দিশ্‌ শব্দ), অব্যয়ী (টচ্‌ সমাসান্ত)। অব্য।

প্রতিদিষ্ট—যে আদেশ বা আইনের উপর আর একটি আদেশ বা আইন জারী করিয়া রদ করা হইয়াছে এমন, অধিকতর প্রবল আদেশ বা নিয়ম দ্বারা নিরাকৃত (overruled). প্রতি—দিশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিদেয়—ফিরাইয়া দিবার মত; প্রতিদান করিবার যোগ্য। প্রতি—দা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিদ্বন্দ্ব—আড়াআড়ি, প্রতিযোগিতা; কাহারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ। প্রতিরূপ দ্বন্দ্ব, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা—প্রতিযোগিতা; বিরোধ; শত্রুতা; সমকক্ষতা। প্রতিদ্বন্দ্বিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—দ্বন্দ্বী (—দ্বন্দ্বিন্‌)।

প্রতিদ্বন্দ্বী (-দ্বন্দ্বিন্‌)—প্রতিযোগিতাকারী; বিপক্ষ; বিরোধী; শত্রু; সমকক্ষ। প্রতিদ্বন্দ্ব+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দ্বন্দ্বিনী। বি,—দ্বন্দ্বিতা।

প্রতিধ্বনি—কোন আওয়াজ হইলে ঠিক তাহার অনুরূপ যে শব্দ শুনা যায় তাহা, প্রতিশব্দ। প্রতিরূপ ধ্বনি, প্রাদি। বি; পুং। বিণ,—ধ্বনিত।

প্রতিধ্বনিত—যে শব্দ করা হইয়াছে তাহার অনুরূপ ভাবে উচ্চারিত বা শব্দিত; প্রতিশব্দিত। প্রতি—ধ্বন্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

প্রতিনন্দন—অভিনন্দন, প্রশংসা; আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা সম্ভাষণ। প্রতি—নন্দ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিনমস্কার—নমস্কারের বদলে নমস্কার। প্রতিরূপ নমস্কার, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিনাদ—প্রতিধ্বনি। প্রতি—নদ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা; অথবা, প্রতিগত নাদ, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিনিধি—ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি; প্রতিরূপ; বদলি; প্রতিভূ, জামিন; তুল্য বস্তু, সদৃশ

বস্তু। প্রতি—নি—ধা+কি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রতিনিনাদ—প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ। প্রতি—নি—নদ্+ঘঞ্ ভাববা; অথবা, প্রতিগত নিনাদ, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিনিবর্ত্ত(র্ত)ন—১। অভীষ্টবিষয়ের নিবৃত্তি; ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন। প্রতি—নি—বৃত্+অনট্ ভাববা। বিণ, —নিবৃত্ত। ২। ফিরান; নিবারণ। প্রতি—নি—বৃত্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —নিবর্ত্তিত।

প্রতিনিবর্ত্তি(র্তি)ত—যাহাকে বারণ করা বা ফিরান হইয়াছে এমন, নিবারিত। প্রতি—নি—বৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —নিবর্ত্তন।

প্রতিনিবৃত্ত—যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাগত; ক্ষান্ত, বিরত; নিরস্ত। প্রতি—নি—বৃত্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —নিবর্ত্তন।

প্রতিনিয়ত—সর্ব্বদা; অবিরাম। (প্রতি-দিনাদির অনুকরণে) অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিনিশ—প্রতি রাত্রিতে। নিশায় নিশায়, অব্যয়ী। অব্য।

প্রতিপক্ষ—বিপক্ষ, শত্রু; প্রতিবাদী, আসামী, প্রত্যর্থী। প্রতি (প্রতিকূল, বিরুদ্ধ) পক্ষ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রতিপত্তি—প্রভাব; মান, সম্মান; সুখ্যাতি, গৌরব; প্রাপ্তি; পদপ্রাপ্তি; প্রবৃত্তি; অভিমান; নিশ্চয়; কর্ত্তব্যজ্ঞান; সম্যক্‌জ্ঞান; অঙ্গীকার; (মীমাংসকমতে) ফলশূন্য কর্ম্মাঙ্গ [যথা—পূজিত প্রতিমাদির জলে বিসর্জ্জন]; অভিযোগ; প্রগল্‌ভতা; অনুমতি; দান; উপায়; ব্যবস্থা। প্রতি—পদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

প্রতিপত্তিশালী (-শালিন্)—প্রভাবশালী; খ্যাতিযুক্ত, যশস্বী, প্রতিষ্ঠাযুক্ত। উপতৎ; প্রতিপত্তি—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী।

প্রতিপত্র—রসিদ চেক ইত্যাদির যে অংশ রসিদ বা চেকদাতার নিকট থাকে তাহা (counterfoil). প্রতিকৃত পত্র, প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রতিপদ্—১। শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি, চন্দ্রের প্রথম কলার হ্রাস বা বৃদ্ধিযুক্ত তিথি। প্রতি—পদ্+ক্বিপ্ করণবা। ২। দ্রগড় বাদ্য, ডগর। প্রতি—পদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। ৩। প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি। প্রতি—পদ্+ক্বিপ্ ভাববা ৪। বুদ্ধি। প্রতি—পদ্+ক্বিপ্ করণবা। বি; স্ত্রী।

প্রতিপদে—পদে পদে; স্থানে স্থানে। পদে পদে, অব্যয়ী। অব্য; ক্রি-বিণ।

প্রতিপন্ন—খ্যাতিযুক্ত; সম্ভ্রমযুক্ত; সম্মানিত; জ্ঞাত; অবধারিত; নিশ্চিত; প্রমাণসিদ্ধ, যুক্ত্যাদি দ্বারা সমর্থিত; খ্যাতিযুক্ত; সম্ভ্রমযুক্ত; সম্মানিত; জ্ঞাত; অঙ্গীকৃত; গৃহীত; প্রাপ্ত; অনুমত; অভিযুক্ত। প্রতি—পদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিপাদ—(ভূগোল) ভূমণ্ডলের বিপরীত দিকের অধিবাসীদের সম্বন্ধীয়; সোজাসুজি ভাবে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে বর্ত্তমান (antipodal). প্রতিগত পাদকে, প্রাদি। বিণ।

প্রতিপাদক—সম্পাদক, নির্ব্বাহক; নির্ণায়ক; উৎপাদক; প্রতিপত্তিজনক; বোধক, জ্ঞাপক। প্রতি—পদ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —পাদিকা।

প্রতিপাদন—প্রমাণিতকরণ; যুক্তিদ্বারা নির্ণয়; সম্পাদন, নির্ব্বাহ; জ্ঞাপন, বোধন; প্রতিপত্তি; উৎপাদন; স্থিরীকরণ। প্রতি—পদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —পাদনীয়, —পাদিত, —পাদ্য।

প্রতিপাদনীয়, -পাদ্য—প্রতিপাদন-যোগ্য; প্রমাণযোগ্য; প্রমাণসাপেক্ষ; অভিধেয়; বর্ণনীয়; বোধ্য। প্রতি—পদ্+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, —পাদন।

প্রতিপাদিত—স্থিরীকৃত; প্রমাণিত; সম্পাদিত; নিষ্পাদিত, বিজ্ঞাপিত; বোধিত। প্রতি—পদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —পাদন।

প্রতিপালক—যে প্রতিপালন করে এমন; পোষক; রক্ষক; অপেক্ষাকারী। প্রতি—পা+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —পালিকা।

প্রতিপালন—পোষণ; রক্ষণ। প্রতি—পা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিপালনীয়, -পাল্য—যাহার প্রতিপালন করা উচিত এমন, ভরণীয়, পোষ্য; রক্ষণীয়। প্রতি—পা+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, —পালন।

প্রতিপালিত—যাহাকে প্রতিপালন করা হইয়াছে এমন, পোষিত; রক্ষিত। প্রতি—পা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —পালন।

প্রতিপাল্য—'প্রতিপালনীয়' দ্রঃ।

প্রতিপুরুষ—যে অন্যের পরিবর্ত্তে কার্য্য করে এরূপ, প্রতিনিধি। প্রতি (প্রতিরূপ) পুরুষ, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিপোষক—সহায়তাকারী, আনুকূল্যকারী। প্রতি—পুষ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —পোষিকা। বি, —পোষণ, —পোষকতা।

প্রতিপ্রদান—প্রতিদান, প্রত্যর্পণ। প্রতি—প্র—দা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিপ্রভ—(পদার্থবিদ্যা) সূর্য্যালোকে স্থাপিত হইলে বেগুনী বা অতিবেগুনী বর্ণে প্রতিভাত হইবার ক্ষমতাযুক্ত (fluorescent). প্রতি—প্র—ভা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রতিপ্রভাব—বিরুদ্ধ শক্তি (counter-influence). প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিপ্রমাণ—বিরুদ্ধ প্রমাণ (counter-evidence). প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিপ্রয়াণ—ফিরিয়া যাওয়া, প্রতিনিবৃত্তি। প্রতি—প্র—যা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিপ্রসব—যাহা কোন সাধারণ সূত্র বা আইন দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে অন্য বিশেষ সূত্র দ্বারা তাহার বিধান, নিষিদ্ধের পুনর্ব্বিধান। প্রতি—প্র—সূ+অপ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —প্রসূত।

প্রতিপ্রস্থান—১। বিরুদ্ধপক্ষের আশ্রয়। প্রতি—প্র—স্থা+অনট্ ভাববা। ২। ফিরিয়া যাওয়া। প্রতি—প্র—স্থা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —প্রস্থিত।

প্রতিপ্রহর—প্রহরে প্রহরে। বীপ্সার্থে অব্যয়ী। অব্য; ক্রি-বিণ।

প্রতিপ্রহার—যে প্রহার করিয়াছে তাহাকে প্রহার, কৃত প্রহারের অনুরূপ প্রহার, প্রতিঘাত। প্রতি—প্র—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রতিফল—প্রত্যুপকার; প্রত্যপকার, সাজা, প্রতিশোধ; প্রতিবিম্ব। প্রতি—ফল্+অচ্ কর্ত্তৃবা; অথবা, প্রতিরূপ ফল, প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রতিফলক—যাহাতে কোন কিছু প্রতিফলিত হয় তাহা (reflector). প্রতিফল—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রতিফলন—প্রতিবিম্বন, প্রতিবিম্ব পড়া (reflection). প্রতি—ফল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —ফলিত।

প্রতিফলিত—প্রতিবিম্বিত। প্রতি—ফল্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —ফলন।

প্রতিবচন—উত্তর, প্রত্যুত্তর; প্রতিকূল বাক্য; সমানার্থ বাক্য। প্রতিরূপ বা প্রতিকূল বচন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রতিবদ্ধ—বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত, বাধিত। প্রতি—বন্ধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বন্ধ।

প্রতিবন্ধ—বাধা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত। প্রতি—বন্ধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রতিবন্ধক—১। বাধাজনক, ব্যাঘাতকারক। বিণ। স্ত্রী, —বন্ধিকা। ২। বিটপ, শাখা। প্রতি—বন্ধ্+ণক কর্ত্তৃবা। ৩। ব্যাঘাত, বাধা। প্রতিবন্ধ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

প্রতিবন্ধা (-বন্ধৃ)—বাধাজনক, প্রতিবন্ধক; বিরুদ্ধ, প্রতিকূল। প্রতি—বন্ধ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রতিবন্ধী (-বন্ধিন্)—১। বাধাযুক্ত, প্রতিবন্ধবিশিষ্ট। প্রতিবন্ধ+ইন্ আছে অর্থে। ২। বাধাজনক, প্রতিবন্ধক। প্রতি—বন্ধ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বন্ধিনী।

প্রতিবর্ত্ত(র্ত)ন—কোনও বাক্য অন্যভাবে বলা, ব্যাবর্ত্তন (obversion). প্রতি—বৃৎ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

প্রতিবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্তী**—প্রতিবিম্বিত ; প্রত্যাবর্ত্তিত (reflex). প্রতি—বৃৎ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —বর্ত্তিতা।

প্রতিবল—১। তুল্যবল ; সমর্থ, শক্ত। প্রতিরূপ বা প্রতিকূল বল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বিপক্ষসৈন্য। প্রতিকূল বল, প্রাদি। বি ; ক্লীব। ৩। শত্রু। প্রতিকূল বল যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

প্রতিবস্তূপমা—কাব্যালঙ্কারবিশেষ [যে স্থলে পদার্থদ্বয়ের উপমান-উপমেয়-ভাব না থাকিলেও পরস্পর সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আর সাধারণ ধর্ম্ম একরূপ হইলেও পৃথক্ আকারে বিন্যস্ত থাকে, সেই স্থলে এই অলঙ্কার হয়। যথা—পৃথিবীতে তাঁহার মত রাজা আর জন্মগ্রহণ করেন নাই, পারিজাত বৃক্ষ একটি ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই]। প্রতি (সদৃশ) বস্তু উপমা যাহাতে, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিবাক্য—উত্তর-প্রত্যুত্তর ; প্রতিকূল বাক্য ; সমানার্থক বাক্য। প্রতিরূপ বা প্রতিকূল বাক্য, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

প্রতিবাত—যে দিক্ হইতে বায়ু বহে সেই দিকে,—বায়ুপ্রবাহের বিরুদ্ধে বা উল্টাদিকে। বায়ুর প্রতি (প্রতিকূলে), অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতি(তী)বাদ—বিরুদ্ধে বলা, প্রতিকূলে উক্তি ; আপত্তি। প্রতি—বদ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

প্রতিবাদী (-বাদিন্)—আসামী ; বিরুদ্ধবাদী ; প্রতিপক্ষ, প্রত্যর্থী। প্রতি—বদ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী।

প্রতিবার্ত্তা(র্তা)—প্রত্যুত্তরস্থানীয় বৃত্তান্তবিশেষ। প্রতি (সদৃশী) বার্ত্তা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

প্রতিবাসর—প্রতিদিন, প্রত্যহ। বাসরে বাসরে, অব্যয়ী। অব্য ; ক্রি-বিণ।

প্রতিবাসী (-বাসিন্)—নিকটস্থ গৃহস্থ, পড়শী। প্রতি—বস্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —বাসিনী।

প্রতিবিধান—প্রতিকার ; ব্যবস্থা। প্রতি —বি—ধা + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —বিধেয়, —বিহিত।

প্রতিবিধিৎসা—প্রতিকারের ইচ্ছা। প্রতি—বি—ধা + সন্ ইচ্ছার্থে + অ ভাববা + আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ, —বিধিৎসু। **প্রতিবিধিৎসতে**—প্রতিকার করিতে, প্রতিশোধ লইতে, প্রতিবিধান করিতে। মাইকেলপ্রযুক্ত ক্রিয়াপদ।

প্রতিবিম্ব—দর্পণাদিতে পতিত অনুরূপ আকৃতি, প্রতিচ্ছায়া। প্রতিরূপ বিম্ব, প্রাদি। বি ; পুং বা ক্লীব।

প্রতিবিম্বন—দর্পণ ইত্যাদিতে অনুরূপ আকৃতি দেখা যাওয়া। প্রতিবিম্ব + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —বিম্বিত।

প্রতিবিম্বিত—যাহা প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়াছে এমন, যাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে এমন, প্রতিফলিত। প্রতিবিম্ব + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বিম্বন।

প্রতিবিষ—বিষের প্রতিষেধক (antitoxin). প্রাদি। বি ; পুং বা ক্লীব।

প্রতিবিহিত—যাহার প্রতিবিধান করা হইয়াছে এমন ; প্রতিকৃত ; সজ্জিত। প্রতি—বি—ধা + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বিধান।

প্রতিবেদক—রাজ্যের যাবতীয় সংবাদ যে রাজার নিকট জ্ঞাপন করে ; যে সভা-সমিতির বিবরণ দান করে (reporter). প্রতি—বিদ্ + ণিচ্ + ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী, —বেদিকা।

প্রতিবেদন—রাজ্যের অভাব-অভিযোগ রাজসমীপে জ্ঞাপন ; গোপনে সংবাদাদি প্রদান ; বিবৃতি ; সমাচার ; বিবরণী। প্রতি —বিদ্ + ণিচ্ + অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব।

প্রতি(তী)বেশ—সমীপবর্ত্তী বাসস্থান ; প্রতিবাসীর গৃহ ; পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environment). প্রতি—বিশ্ + ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং।

প্রতি(তী)বেশপ্রভাব—পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব ; সমসাময়িক ব্যাপারের শক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রতিবেশবাসী (-বাসিন্)—প্রতিবাসী, নিকটবর্ত্তী গৃহস্থ। উপতৎ ; প্রতিবেশ—বস্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাসিনী।

প্রতিবেশী (-বেশিন্)—প্রতিবাসী, নিকটবর্ত্তী গৃহস্থ। প্রতি—বিশ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —বেশিনী।

প্রতিবোধ, -বোধন—১। জাগরণ ; স্ফুটন, বিকাশ। প্রতি—বুধ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাববা। ২। প্রবোধ ; জাগান ; চেতনা দান। প্রতি—বুধ্ + ণিচ্ + অচ্, অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। বিণ, —বোধিত।

প্রতিবোধিত—জাগরিত, যাহাকে জাগান হইয়াছে এমন ; যাহাকে বোঝান হইয়াছে, বোধিত ; বিকাশিত। প্রতি—বুধ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিভয়—১। ভয়ঙ্কর ; ভয়জনক। প্রতিগত ভয় যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ। ২। শত্রুভয়। প্রতি—ভী + অচ্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

প্রতিভা—১। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার বা সৃষ্টি করিবার মত অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি ; প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। প্রতি—ভা + অঙ্ করণবা + আপ্। ২। প্রভা, দীপ্তি ; সাদৃশ্য। প্রতি—ভা + অঙ্ ভাববা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিভাত—প্রদীপ্ত ; প্রকাশিত ; উদিত ; প্রতিফলিত ; জ্ঞাত। প্রতি—ভা + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রতিভান্বিত, -বান্ (-বৎ)—অসাধারণ-বুদ্ধিশক্তিশালী ; তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। প্রতিভা দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ ; প্রতিভা + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —তা, —বতী।

প্রতিভাশালী (-শালিন্)—তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রতিভাযুক্ত। উপতৎ ; প্রতিভা—শাল্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী।

প্রতিভাস—প্রকাশ, দীপ্তি ; শোভা। প্রতি —ভাস্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ, —সিত। [বিণ।

প্রতিভাসম্পন্ন—প্রতিভাশালী। ৩য়াতৎ।

প্রতিভাসিত—প্রদীপ্ত ; শোভিত, উজ্জ্বল ; শোভন। প্রতি—ভাস্ + ক্ত কর্ত্তৃবা,*অথবা, প্রতিভাস + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

প্রতিভূ—বদলি, স্থলীয় ব্যক্তি, প্রতিনিধি ; জামিন ; স্বরূপ। প্রতি—ভূ + কিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

প্রতিম—তুল্য, সদৃশ (বহুব্রীহি সমাসে অথবা নিত্যসমাসে অন্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়, যথা—'সোদরপ্রতিম')। বিণ। স্ত্রী —প্রতিমা।

প্রতিমা—১। প্রতিমূর্ত্তি ; হস্তী দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ, গজদন্তবন্ধ। প্রতি—মা + অঙ্ কর্ম্মবা + আপ্। ২। সাদৃশ্য। প্রতি—মা + অঙ্ ভাববা + আপ্। ৩। প্রতিবিম্ব। প্রতি—মা + অঙ্ করণবা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিমাগৃহ—দেবগৃহ ; যাদুঘর, প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি রাখিবার ঘর (museum). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

প্রতিমাতত্ত্ব—মূর্ত্তিবিষয়ক জ্ঞানধারা (Iconology). প্রতিমা-বিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

প্রতিমান—১। ছবি, প্রতিমূর্ত্তি ; হস্তীর বৃহৎ দন্তদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান ; প্রতিবিম্ব। প্রতি—মা + অনট্ করণবা। ২। উপমা ; সাদৃশ্য। প্রতি—মা + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

প্রতিমাননা—পূজা, সম্মান। প্রতি— মান + অন ভাববা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিমাপূজক—পৌত্তলিক ; যে দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —পূজিকা। বি, —পূজা।

প্রতিমাবিসর্জ্জ(র্জ)ন—পূজাশেষে জলে দেবমূর্ত্তির নিক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

প্রতিমুক্ত—পরিহিত ; পরিত্যক্ত ; বন্ধনমুক্ত। প্রতি—মুচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —মোচন।

প্রতিমুখ—অভিমুখ, সম্মুখ। মুখকে প্রতিগত, প্রাদি। বিণ।

প্রতিমুহূর্ত্তে(র্তে)—প্রতিক্ষণে; অনুক্ষণ। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, অব্যয়ী। অব্য; ক্রি-বিণ।

প্রতিমূর্ত্তি(র্তি)—ছবি, প্রতিকৃতি। প্রতি-রূপা মূর্ত্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিমোচন—বিমোচন, বন্ধনমোচন; নির্য্যাতন; পরিধান। প্রতি—মুচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিযত্ন—১। লিপ্সা, লাভেচ্ছা; প্রতি-গ্রহ; সম্যক্‌যত্ন; প্রতিশোধ; রচনা। প্রতি—যত্‌+নঙ্‌ ভাববা। বি; পুং। ২। যত্নবান্‌। প্রতিগত যত্নকে, প্রাদি। বিণ।

প্রতিযাত—যে ফিরিয়া গিয়াছে এমন, প্রতি-নিবৃত্ত। প্রতি—যা+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—যান।

প্রতিযাতনা—তুল্যরূপ যাতনা। প্রতি—যাতি+অন ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রতিযান—ফিরিয়া যাওয়া, প্রতিগমন, প্রতিপ্রস্থান। প্রতি—যা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—যাত।

প্রতিযুদ্ধ—বিপক্ষের আক্রমণ-প্রতিরোধ; তুল্য যুদ্ধ। প্রতি—যুধ্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিযোগ—বিপক্ষতা, বিরোধ; (জ্যোতিষ) ১৮০° দূরে অবস্থিতি (opposition). প্রতি—যুজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

প্রতিযোগিতা—সমকক্ষতা; সাদৃশ্য; প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতিযোগিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—যোগী (-যোগিন্‌)।

প্রতিযোগী (-যোগিন্‌)—প্রতিদ্বন্দ্বী, বিরোধী; সদৃশ; সমকক্ষ, তুল্যবল; প্রতিপক্ষ; প্রতিকূলসম্বন্ধবিশিষ্ট; প্রতিকূল। প্রতিযোগ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—যোগিনী। বি,—যোগিতা।

প্রতিযোজন—খাপ খাওয়ান, অভিযোজন (adaptation). প্রতি—যুজ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—যোজিত।

প্রতিযোদ্ধা (-যোদ্ধৃ)—সদৃশ যোদ্ধা; যে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। প্রতি—যুধ্‌+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—যোদ্ধ্রী।

প্রতিযোধ—বিরোধী যোদ্ধা। প্রতি—যুধ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রতিরথ—বিপক্ষযোদ্ধা। প্রতিগত রথ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রতিরব—প্রতিধ্বনি। প্রতিরূপ রব, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিরুদ্ধ—অবরুদ্ধ, আটক-করা; নিবা-রিত। প্রতি—রুধ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রোধ।

প্রতিরূপ—১। সাদৃশ্য; প্রতিবিম্ব; প্রতি-মূর্ত্তি; পত্র ইত্যাদির সদৃশ অংশ (counter-part). প্রতিগত রূপ, প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। সদৃশ। রূপকে প্রতিগত, প্রাদি। বিণ।

প্রতিরূপক—তৎস্থানীয় বস্তু; প্রতিনিধি; প্রতিবিম্ব। প্রতিরূপ+কন্‌ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

প্রতিরোধ—অবরোধ, আটক; নিবারণ; ব্যাঘাত; নিষেধ; প্রতিবন্ধ; তিরস্কার। প্রতি—রুধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—রুদ্ধ।

প্রতিরোধক—যে প্রতিরোধ করে এরূপ, আটককারী; ব্যাঘাতক। প্রতি—রুধ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধিকা।

প্রতিরোধিত—যাহাকে আটক করা হইয়াছে এমন, নিবারিত; ব্যাহত। প্রতি—রুধ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিরোধী (-রোধিন্‌)—১। ব্যাঘাত-কারী, প্রতিরোধক; যে বাধা দেয়। বিণ। স্ত্রী,—রোধিনী। ২। চোর। প্রতি—রুধ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রতিলিপি—লেখার নকল; লিখিত উত্তর। প্রতিকৃতা লিপি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিলোম—বিপরীত, উল্টা, প্রতিকূল। প্রতিগত লোমকে (লোমন্‌), প্রাদি (অচ্‌ সমাসান্ত)। বিণ।

প্রতিলোমজ—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত, বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত ইত্যাদিক্রমে উৎপন্ন, অধমবর্ণের পুরুষ এবং তদপেক্ষা উত্তমবর্ণের স্ত্রীর সংযোগে উৎপন্ন। উপতৎ; প্রতিলোম—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রতিলোমবিবাহ—নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রতিশঙ্কা—সর্ব্বদা আতঙ্ক বা সংশয়, অত্যধিক ত্রাস। প্রতি—শন্‌ক্‌+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রতিশত—শতকরা, প্রত্যেক একশতর মধ্যে (per cent). অব্যয়ী। বিণ।

প্রতিশব্দ—প্রতিধ্বনি; সমানার্থক শব্দ। প্রতিগত শব্দ, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিশয়, -শয়ন—হত্যা দেওয়া, ধর্ণা দেওয়া; অভীষ্টলাভার্থ প্রত্যাদেশ-কামনায় স্নান-ভোজনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবোদ্দেশে শয়ন, নির্ব্বন্ধবাস। প্রতি—শী+অচ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ, —শয়িত।

প্রতিশয়িত—যে হত্যা দিয়াছে এমন, যে ধর্ণা দিয়াছে এমন, প্রতিশয়নকারী। প্রতি—শী+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রতিশাসন—ভৃত্যাদিগকে আহ্বান করিয়া কোন কার্য্যে প্রেরণ। প্রতি—শাস্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিশীর্ষ—প্রতিনিধি, স্থানাভিষিক্ত ব্যক্তি ("তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া গরুড়ের আগমন-প্রতীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন"—বিদ্যাসাগর)। প্রতিগত শীর্ষকে বা শীর্ষ, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিশোধ—অপকারের বদলে অপকার, প্রতিহিংসা, অনুরূপ শোধ; প্রতিবিধান। প্রতি—শুধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

প্রতিশ্রব—অঙ্গীকার, স্বীকার। প্রতি—শ্রু+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—শ্রুত।

প্রতিশ্রয়—সভা; আশ্রয়স্থান; গৃহ; যজ্ঞ-শালা। প্রতি—শ্রি+অচ্‌ অধিবা। বি; পুং।

প্রতিশ্রুত—অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত। প্রতি—শ্রু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—শ্রুতি।

প্রতিশ্রুতি—অঙ্গীকার; প্রতিজ্ঞা। প্রতি—শ্রু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—শ্রুত।

প্রতিষঙ্গ—পত্রাদির বা ভাবের আদান-প্রদান (correspondence). প্রতি—সন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

প্রতিষিদ্ধ—নিবারিত, নিষিদ্ধ। প্রতি—সিধ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ষেধ।

প্রতিষেদ্ধা (-ষেদ্ধৃ), **-ষেধক**—প্রতি-ষেধকর্ত্তা; নিষেধক, নিবারক (preventive). প্রতি—সিধ্‌+তৃন্‌, ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ষেদ্ধ্রী,—ষেধিকা।

প্রতিষেধ—নিষেধ, নিবারণ; পরিহার, ত্যাগ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। প্রতি—সিধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ষিদ্ধ।

প্রতিষেধক—'প্রতিষেদ্ধা' দ্রঃ।

প্রতিষ্টম্ভ—বাধা, প্রতিবন্ধ; রোধ। প্রতি—স্তন্‌ভ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ষ্টব্ধ।

প্রতিষ্টব্ধ—বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত; রুদ্ধ। প্রতি—স্তন্‌ভ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ষ্টম্ভ।

প্রতিষ্ঠমান—যে চলিয়া যাইতেছে এরূপ, প্রস্থানকারী। প্রতি—স্থা+শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রতিষ্ঠা—১। গৌরব, সুখ্যাতি; মর্য্যাদা; সংস্কারবিশেষ; ব্রতাদির উদ্‌যাপন; সমাপ্তি; স্থিতি; বৃক্ষ-পুষ্করিণী প্রভৃতির উৎসর্গ; ছন্দো-বিশেষ, চতুরক্ষরা বৃত্তি। প্রতি—স্থা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। ২। স্থাপন। প্রতি—স্থা (ণিচের অর্থযুক্ত)+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বিণ—প্রতিষ্ঠিত। ৩। পৃথিবী; অবলম্বন, আশ্রয়; আস্পদ, স্থান। প্রতি—স্থা+অঙ্‌ অধিবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রতিষ্ঠাতা (-ষ্ঠাতৃ)—স্থাপনকারী, স্থাপ-য়িতা। প্রতি—স্থা (ণিচের অর্থযুক্ত)+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

প্রতিষ্ঠাধিকার—কোন প্রতিষ্ঠানের সুনাম-সহ স্বত্ব, দোকান বা ব্যবসায়ের খ্যাতিজনক বিশেষ প্রথা বা নাম ইত্যাদি (goodwill). প্রতিষ্ঠার অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রতিষ্ঠান—১। আশ্রম ('শিক্ষা—'); সমিতি, সঙ্ঘ (institution). প্রতি—স্থা+

অনট্ কর্ম্মবা। ২। সংস্থাপন। প্রতি—স্থা+অনট্ ভাববা। ৩। ব্রতাদির সমাপনবিষয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দেবপূজাঙ্গ-সংস্কারবিশেষ। প্রতি—স্থা+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

প্রতিষ্ঠান্বিত—যশোযুক্ত, খ্যাতিমান্, বিখ্যাত; প্রতিষ্ঠিত; গৌরবযুক্ত। প্রতিষ্ঠা দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রতিষ্ঠাপত্র—গুণাদির বর্ণনাপূর্ণ লিপি (certificate). প্রতিষ্ঠাজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রতিষ্ঠাপন—উৎসর্গকরণ; অর্পণ; সংস্থাপন। প্রতি—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –পিত।

প্রতিষ্ঠাপিত—সংস্থাপিত; অর্পিত; উৎসৃষ্ট। প্রতি—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিষ্ঠাবান্ (-বৎ)—প্রতিপত্তিশালী; গৌরবযুক্ত; প্রসিদ্ধ; যশস্বী। প্রতিষ্ঠা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,–বতী।

প্রতিষ্ঠাভাজন—গৌরবের পাত্র, সম্মানের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ বা বি; ক্লীব।

প্রতিষ্ঠিত—স্থাপিত; খ্যাতিযুক্ত, বিখ্যাত; প্রশংসিত; সম্মানিত; সমাপিত; স্থিত; সংস্কৃত; বদ্ধমূল; অধিগত। প্রতিষ্ঠা+ইতচ্ জাতার্থে, বা, প্রতি—স্থা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রতিষ্ঠা।

প্রতিসংক্রম—১। প্রতিচ্ছায়া। প্রতিরূপ সংক্রম, প্রাদি। ২। সঞ্চার। প্রতি—সম্—ক্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। প্রতিসংক্রান্ত, প্রতিচ্ছায়াপন্ন। প্রতি—সম্—ক্রম্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রতিসংবিধান—প্রতিবিধান, প্রতীকার। প্রতি—সম্—বি—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিসংহার—(অস্ত্রাদি) সংবরণ, নিবর্ত্তন; প্রত্যাকর্ষণ; সঙ্কোচন। প্রতি—সম্—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, –সংহৃত।

প্রতিসংহৃত—সংবৃত; সঙ্কুচিত; প্রত্যাকৃষ্ট; নিবর্ত্তিত; নিবারিত। প্রতি—সম্—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –সংহার।

প্রতিসন্ধান—অনুসন্ধান; অনুচিন্তন, নিয়ত চিন্তা; অন্বেষণ; স্তুতিপাঠ। প্রতি—সম্—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিসব্য—বিরুদ্ধ, প্রতিকূল। প্রতি (সম্যক্) সব্য (বাম, বিরুদ্ধ), প্রাদি। বিণ।

প্রতিসম—১। বিসদৃশ। প্রতিগত সমকে, প্রাদি। ২। যাহার দুই দিক্ একই রূপ এমন (symmetrical). প্রতি (প্রতিদিকে, উভয়দিকে) সম, প্রাদি। বিণ।

প্রতিসমাঙ্গ—যাহার উভয়াংশ একই রূপ একরূপ (symmetrical). প্রতিসম অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –ঙ্গা, –ঙ্গী।

প্রতিসমাধান—প্রতিকার। প্রতি—সম্—আ—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিসমাধেয়—যাহার প্রতিকার করিতে হইবে বা করা উচিত এমন, প্রতিকার্য্য, প্রতিবিধানযোগ্য। প্রতি—সম্—আ—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিসর—১। মালার ছড়া, নর; কঙ্কণ; হস্তসূত্র; সৈন্যপৃষ্ঠ; প্রাতঃকাল; মন্ত্রবিশেষ। বি; পুং। ২। ভৃত্য, সেবক। প্রতি—সৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। ক্ষতাদি আরোগ্যকরণ, ব্রণশোধন। প্রতি—সৃ+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রতিসরণ—(পদার্থবিদ্যা) এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে সঞ্চরণকালে আলোকরশ্মি বা তাপের স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্ত্তন (refraction). প্রতি—সৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —সৃত।

প্রতিসর্গ—ব্রহ্মার সৃষ্টির পর দক্ষাদির সৃষ্টি; প্রলয়। প্রতিরূপ বা প্রতিকূল সর্গ (সৃষ্টি), প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিসাম্য—দুইটি অংশ পরস্পর সম্পূর্ণ সমান হইয়া মিশিয়া যাইতে পারে এরূপ সমান অবস্থা, উভয়দিকের একরূপতা (symmetry). প্রতি (প্রতিদিকে) সাম্য, প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রতিসারণ—১। দূরীকরণ, অপসারণ; সুশ্রুতোক্ত অগ্নিকার্য্যবিশেষ। প্রতি—সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –সারিত। ২। অপসারক, দূরীকারক। প্রতি—সৃ+ণিচ্+অনট্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –সারণী।

প্রতিসারিত—পরিচালিত; দূরীকৃত, অপসারিত; প্রবর্ত্তিত; সংশোধিত। প্রতি—সৃ+ণিচ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –সারণ।

প্রতিসারী (-সারিন্)—যে বা যাহা উল্টাদিকে যাইতেছে এমন, প্রতীপগামী। প্রতি—সৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –রিণী।

প্রতিসৃত—(পদার্থবিদ্যা) এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে সঞ্চরিত ('—কিরণ') [refracted]. প্রতি—সৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, –সরণ।

প্রতিসৃষ্ট—প্রেরিত; দত্ত; বিসৃষ্ট; প্রত্যাখ্যাত। প্রতি—সৃজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিস্পর্দ্ধা(র্ধা)—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা। প্রতিগত স্পর্দ্ধাকে, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিস্পর্দ্ধী (-র্দ্ধিন্), **-স্পর্ধী**—বিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিস্পর্দ্ধা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –স্পর্দ্ধিনী।

প্রতিস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—বিপরীত মুখে প্রবাহিত স্রোত। প্রতিগত স্রোতঃ, প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রতিহত—বাধাপ্রাপ্ত; ব্যাহত; নিরস্ত; আহত; প্রেরিত; প্রতিবদ্ধ; রুদ্ধ; প্রতিস্খলিত। প্রতি—হন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –হতি।

প্রতিহতি—আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত, প্রতিঘাত; রোধ। প্রতি—হন্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, –হত।

প্রতিহনন—হত্যাকারীকে হত্যা। প্রতি—হন্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতিহন্তা (-হন্তৃ)—নিবারক; নাশক। প্রতি—হন্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –হন্ত্রী।

প্রতিহস্ত—১। প্রতিনিধি, অন্যের পরিবর্ত্তে কার্য্যকারী। প্রতিরূপ হস্ত যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। প্রতিনিধিত্ব। প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রতিহস্তী (-হস্তিন্)—প্রতিনিধি; প্রতিভূ; ভূমির কর-সংগ্রাহক; গোমস্তা। প্রতিহস্ত+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

প্রতি(তী)হার—১। সদর দরজা, দ্বার। প্রতি—হৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। দ্বারপাল, দৌবারিক; বাজিকর। প্রতিহার, প্রতীহার+অচ্ আছে অর্থে। ৩। পরিহার, ত্যাগ। প্রতি—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। ৪। মায়া, কপটতা। প্রতি—হৃ+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

প্রতিহারক—যাদুকর, ঐন্দ্রজালিক, মায়াবী; প্রতারক। প্রতি—হৃ+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –হারিকা।

প্রতিহারণ—১। প্রবেশদ্বার। প্রতি—হৃ+ণিচ্+অনট্ করণবা। ২। প্রবেশন; দ্বারে প্রবেশ করিবার অনুমতি। প্রতি—হৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রতি(তী)হারিণী—দ্বারপালিকা। প্রতি(তী)হারিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতি(তী)হারী (-হারিন্)—দারোয়ান, দ্বারপাল, দৌবারিক। প্রতিহার, প্রতীহার+ইন্ রক্ষার্থে। বি; পুং। স্ত্রী, –হারিণী।

প্রতিহার্য্য(র্য)—পরিহার্য্য, ত্যাজ্য। প্রতি—হৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতিহাস—১। উপহাসকারীর প্রতি হাস্য। প্রতি—হস্+ঘঞ্ ভাববা। ২। করবী গাছ। প্রতীপ হাস (বিকাস) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রতিহিংসা—অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ; বৈরনির্য্যাতন বা তাহার ইচ্ছা। প্রতি—হিন্স্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতীক—১। স্বরূপ; প্রতিনিধি; প্রতিমূর্ত্তি; নিদর্শন, চিহ্ন (symbol). বাং প্র। বি। ২। অঙ্গ, অবয়ব। প্রতি—ই+কীকচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। প্রতিকূল, বিপরীত। প্রতিগতা ঈ (লক্ষ্মী) যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ।

প্রতীকার—'প্রতিকার' দ্রঃ।

প্রতীকার্য্য(র্য)—'প্রতিকার্য্য' দ্রঃ।

প্রতীকাশ—তুল্য, সদৃশ। প্রতি (সমান) —কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ কর্তৃবা। বিণ।

প্রতীক্ষণ, প্রতীক্ষা—অপেক্ষা; প্রতিপালন; নিরীক্ষণ; পূজা। প্রতি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাববা; প্রতি—ঈক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—ক্ষিত, —ক্ষমাণ।

প্রতীক্ষমাণ—যে কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছে এমন। প্রতি—ঈক্ষ্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ। বি,—ক্ষণ, —ক্ষা।

প্রতীক্ষিত—যাহার জন্য অপেক্ষা করা হইয়াছে এমন; প্রত্যাশিত। প্রতি—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ক্ষণ, —ক্ষা।

প্রতীক্ষ্য—অপেক্ষণীয়; পূজ্য, আরাধ্য। প্রতি—ঈক্ষ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতীক্ষ্যমাণ—যাহার জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে এমন। প্রতি—ঈক্ষ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতীঘাত—'প্রতিঘাত' দ্রঃ।

প্রতীচী—পশ্চিমদিক্। প্রতি—অন্চ্+কিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

প্রতীচীন, প্রতীচ্য—পশ্চিমদিগ্‌জাত; পশ্চিমদিকস্থ। প্রতীচী+ঈন, যৎ ভবার্থে। বিণ।

প্রতীত—১। বিশ্বস্ত, বিশ্বাসপ্রাপ্ত; জ্ঞাত, জ্ঞানবান্; হৃষ্ট। প্রতি—ই+ক্ত কর্তৃবা। ২। খ্যাত, প্রসিদ্ধ; সম্মানিত; জ্ঞাত, প্রত্যক্ষগোচর; অনুভূত, প্রতীয়মান। প্রতি —ই+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রতীতি।

প্রতীতি—বিশ্বাস, প্রত্যয়; জ্ঞান; খ্যাতি, প্রসিদ্ধি; সম্মান; আদর; হর্ষ, প্রীতি। প্রতি —ই+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রতীত।

প্রতীপ—১। প্রতিকূল, বিপরীত; পরাঙ্মুখ; পশ্চিম। প্রতিগত অপ্ ইহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ [(১) উপমানকে উপমেয়রূপে কল্পনা অথবা (২) উপমেয়ের উৎকর্ষাধিক্য হেতু উপমানের নিষ্ফলত্ব প্রতিপাদন দ্বারা এই অলঙ্কার হয়। যথা—(১) হায় সীতে! তোমার নেত্র-তুল্য ইন্দীবরসমূহ জলে মগ্ন হইয়া গেল। (২) "কি-ছার মিছার কাম ধনুর আগে ফুলে, ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে"—ভারতচন্দ্র]। ৩। শান্তনু রাজার পিতা। প্রতিগত অপ্ যৎকর্তৃক, বহুব্রী (সমাসান্ত অ প্রত্যয়, অপ্-স্থানে ঈপ্)। বি; পুং।

প্রতীপ-কোণ—দুইটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করিলে ছেদবিন্দুস্থ বিপরীত-শীর্ষক কোণ (vertically opposite angle). কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রতীপগতি, -গমন—উল্টাদিকে যাওয়া, পশ্চাদ্‌গতি (retrogression). কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী; ক্লীব।

প্রতীপগামী (-গামিন্)—যে বিপরীতদিকে গমন করে এমন; যে বিরুদ্ধ কার্য্য করে এমন। উপতৎ; প্রতীপ—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

প্রতীপদর্শিনী—১। বিপরীতদর্শিনী। উপতৎ; প্রতীপ—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী, স্ত্রী, যোষিৎ। বি; স্ত্রী।

প্রতীপদর্শী (-দর্শিন্)—বিপরীতদর্শী। উপতৎ; প্রতীপ—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

প্রতীবাদ—'প্রতিবাদ' দ্রঃ।

প্রতীবেশ—'প্রতিবেশ' দ্রঃ।

প্রতীয়মান—যাহা জানা যাইতেছে এমন, জ্ঞায়মান; যাহা অনুভূত হইতেছে, মনে হইতেছে বা দেখা যাইতেছে এমন। প্রতি—ই+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—কাব্যের অর্থালঙ্কারবিশেষ [ইহাকে গম্যোৎপ্রেক্ষাও বলে। যেন, মনে হয়, বুঝি, অনুমান করি ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষা-বাচক শব্দ উহ্য থাকিলে যে উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার হয়, তাহাকে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা বলে। যথা—"দেবাসুরে দ্বন্দ্ব সদা সুধার লাগিয়া, ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া"—ভারতচন্দ্র]। প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রতীহার—'প্রতিহার' দ্রঃ।

প্রতীহারী—'প্রতিহারী' দ্রঃ।

প্রতীহাস—প্রতিহাস (তাহা দ্রঃ)।

প্রতুল—১। প্রাচুর্য্য; সমৃদ্ধি; সৌভাগ্য; মঙ্গল, শুভ। তুলার (পরিমাণের) প্রকর্ষ, অব্যয়ী; তদুত্তরে আছে অর্থে অচ্। বি; ক্লীব। ২। বিলক্ষণ, বিষম; প্রচুর। প্রগতা বা প্রকৃষ্টা তুলা (উপমা, পরিমাণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রতোদ—অশ্বাদির তাড়নদণ্ড, চাবুক। প্র—তুদ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

প্রত্ন—পুরাতন, পুরাণ। প্র+ত্নপ্ ভবার্থে। বিণ।

প্রত্নতত্ত্ব—প্রাচীন কালের মুদ্রালিপি ভগ্নাবশেষ ইত্যাদির সাহায্যে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য, পুরাতত্ত্ব (Archæology). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ—প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে পণ্ডিত। উপতৎ; প্রত্নতত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ, পুরাণ-ইতিহাসবেত্তা। উপতৎ; প্রত্নতত্ত্ব—বিদ্ +ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

প্রত্নতত্ত্ববেত্তা (-বেত্তৃ)—প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বেত্রী।

প্রত্নবিদ্যা—প্রত্নতত্ত্ব (তাহা দ্রঃ)।

প্রত্যক্ (প্রত্যচ্)—১। পশ্চাৎ; পশ্চিমদিক্। অব্য। ২। পশ্চিমদেশীয়; পশ্চাদ্বর্ত্তী। প্রতি—অন্চ্+কিন্ কর্তৃবা। বিণ। পুং —প্রত্যঙ্। স্ত্রী—প্রতীচী।

প্রত্যক্ষ—১। যাহা স্বচক্ষে দেখা যাইতেছে এমন, দৃশ্য, সাক্ষাৎ, ইন্দ্রিয়গোচর। বিণ। ২। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। প্রতিগত অক্ষকে (ইন্দ্রিয়কে), প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রত্যক্ষকারী (-কারিন্)—যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এমন, সাক্ষাৎদ্রষ্টা। উপতৎ; প্রত্যক্ষ—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

প্রত্যক্ষগোচর—যাহা দেখা যাইতেছে এমন, নয়নপথবর্ত্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

প্রত্যক্ষদর্শন—১। স্বয়ং দর্শন, নিজের চোখে দেখা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। সাক্ষী, যে স্বয়ং দেখিয়াছে এমন। প্রত্যক্ষ দর্শন যাহার, বহুব্রী। বি।

প্রত্যক্ষদর্শী (-দর্শিন্)—সাক্ষী, যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এমন। উপতৎ; প্রত্যক্ষ—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী। বি, —দর্শিতা।

প্রত্যক্ষপ্রমাণ—স্পষ্ট প্রমাণ, দৃষ্টির গোচরীভূত প্রমাণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রত্যক্ষফল—হাতে হাতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা, যে পরিণতি সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে তাহা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রত্যক্ষবাদ—জড়বাদ; যাহা কিছু দেখা যায় তদ্ব্যতীত কিছুই হইতে বা থাকিতে পারে না এইরূপ মত; নাস্তিকতা, বৌদ্ধমত। প্রত্যক্ষ—বদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রত্যক্ষবাদী (-বাদিন্)—জড়বাদী; যে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব মানে না এরূপ; বৌদ্ধমতাবলম্বী; নাস্তিক। উপতৎ; প্রত্যক্ষ—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

প্রত্যক্ষভোগ—হাতে হাতে ফল লাভ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রত্যক্ষর—বর্ণে বর্ণে। অক্ষরে অক্ষরে, অব্যয়ী। অব্য।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ—চক্ষুর সম্মুখে সম্পন্ন। প্রত্যক্ষে সিদ্ধ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

প্রত্যক্ষী (প্রত্যক্ষিন্)—প্রত্যক্ষদর্শী; স্বয়ং দ্রষ্টা। প্রত্যক্ষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষিণী।

প্রত্যক্ষীকৃত—যাহা নিজ চোখে দেখা হইয়াছে এমন, যাহা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করা হয় নাই এখন প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে এরূপ। প্রত্যক্ষ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রত্যক্ষী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

প্রত্যক্ষীভূত—যাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে

এমন। প্রত্যক্ষ+অভূততদ্ভাবার্থে চি্ (= প্রত্যক্ষী)—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —ভবন।

প্রত্যগাত্মা (-গাত্মন্)—পরমেশ্বর, ব্রহ্ম-চৈতন্য, জীবাত্মা। প্রত্যক্ (জীব) আত্মা (স্বরূপ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রত্যঙ্গ—১। অঙ্গের অঙ্গ, হাত পা অঙ্গুলি কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি অবয়ব; উপকরণ। প্রতি-গত অঙ্গকে, প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। প্রতি-অঙ্গে, সকল অঙ্গে। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ৩। অঙ্গ দ্বারা সম্পাদ্য ('—অভিনয়')। প্রতিগত অঙ্গকে, প্রাদি। বিণ।

প্রত্যঙ্মুখ—বিমুখ; পশ্চিমাভিমুখ। প্রত্যক্ মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—খা, —খী।

প্রত্যনীক—১। বিঘ্ন; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [শত্রুদমনে অসমর্থ হইয়া শত্রুপক্ষীয় কাহাকেও যদি পরাভূত করা হয় এবং তাহাতে যদি শত্রুরই উৎকর্ষ সূচিত হয় তবে এই অলঙ্কার হয়। যথা—সিংহ দেখিল যে কৃশমধ্যা কামিনী কটীদেশ দ্বারা তাহাকে পরাভূত করিয়াছে, সেই ক্রোধে সে ঐ কামিনীর কুচকুম্ভতুল্য করিকুম্ভ বিদীর্ণ করি-তেছে]। বি; পুং। ২। প্রতিবাদী, প্রতিপক্ষ, শত্রু। প্রতি (বিরুদ্ধ, প্রতিকূল) অনীক (সৈন্য) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

প্রত্যনুমান—এক ব্যক্তির অনুমানের বিরুদ্ধ অনুমান। প্রতিকূল অনুমান, প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রত্যন্ত—প্রান্তবর্ত্তী, সন্নিহিত, নিকটবর্ত্তী। প্রতিগত অন্তকে, প্রাদি। বিণ। **প্রত্যন্ত দেশ**—সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চল (frontier).

প্রত্যন্তপর্ব্ব(র্ব)ত—বৃহৎ পর্ব্বতের নিকট-বর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রত্যবমর্শ(র্ষ)—সন্ধান; অনুসন্ধান। প্রতি—অব—মৃশ্, মৃষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রত্যবসান—ভোজন, ভক্ষণ। প্রতি—অব—সো+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রত্যবসিত—ভুক্ত, ভক্ষিত। প্রতি—অব—সো+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সান।

প্রত্যবস্কন্দ, -স্কন্দন—বাদীর প্রদর্শিত দোষখণ্ডনার্থ প্রতিবাদী যে কারণ দেখায় তাহা, প্রত্যর্থীর প্রত্যুত্তরবিশেষ। প্রতি—অব্—স্কন্দ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

প্রত্যবস্থাতা (-স্থাতৃ)—প্রতিপক্ষ; শত্রু; অবরোধকারক। প্রতি—অব—স্থা+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—স্থাত্রী।

প্রত্যবহার—প্রলয়; ধ্বংস, নাশ; যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা। প্রতি—অব—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রত্যবায়—১। অনিষ্ট; ক্ষতি; বিপরীত আচরণ। প্রতি—অব—ই+ঘঞ্ ভাববা। ২। পাপ; দুরদৃষ্ট। প্রতি—অব—ই+ঘঞ্ অপাবা। বি; পুং।

প্রত্যবেক্ষণ, -বেক্ষা—বিশেষরূপে দর্শন; তত্ত্বাবধান; অনুসন্ধান; বিচার; প্রতি-জাগর। প্রতি—অব—ঈক্ষ্+অনট্ ভাববা; প্রতি—অব—ঈক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ,—ক্ষিত।

প্রত্যবেক্ষ্য—প্রত্যবেক্ষণযোগ্য; অনু সন্ধেয়; বিচার্য্য। প্রতি—অব—ঈক্ষ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রত্যভিজ্ঞা—স্মরণবিশেষ, 'ইহা সেই' ইত্যাকার জ্ঞান। প্রতি—অভি—জ্ঞা+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রত্যভিজ্ঞাত—সম্যক্ পরিচিত বা জ্ঞাত। প্রতি—অভি—জ্ঞা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রত্যভিজ্ঞান—যাহা দ্বারা পরিচয় পাওয়া যায় এরূপ নিদর্শন বা চিহ্ন; যাহা দেখিলে কোন কিছু স্মরণ হয় তাহা। প্রতি—অভি—জ্ঞা+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

প্রত্যভিনন্দন, প্রত্যর্চ্চ(র্চ)ন—পাল্টা নমস্কার। প্রতিকৃত অভিনন্দন, অর্চ্চন, প্রাদি। বি; ক্লীব। বিণ,—নন্দিত, —র্চ্চিত।

প্রত্যভিবাদ, -বাদন—পূজ্য ব্যক্তিকে প্রণাম করিলে তিনি যে আশীর্ব্বাদ করেন তাহা; প্রতি-নমস্কার। প্রতিকৃত অভিবাদ, অভিবাদন, প্রাদি। বি; পুং, ক্লীব। বিণ, —বাদিত।

প্রত্যভিযোগ—পাল্টা নালিশ, অভি-যোক্তার প্রতি অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মদোষ-খণ্ডনপূর্ব্বক অভিযোক্তার প্রতিকূলে অভিযোগ। প্রতিকৃত অভিযোগ, প্রাদি। বি; পুং। বিণ,—যুক্ত।

প্রত্যয়—১। বিশ্বাস; নিশ্চয়জ্ঞান; শপথ; হেতু; আচার; প্রসিদ্ধি, খ্যাতি। প্রতি—ই+অচ্ ভাববা। ২। (ব্যাকরণ) শব্দ বা ধাতুর উত্তর ক্রিয়মাণ শব্দান্তরত্বসাধক শব্দাংশ, প্রকৃতির পর বিহিত বা যুক্ত বিভক্তি ইত্যাদি। প্রতি—ই+অচ্ করণবা। বি; পুং। [তৎ। বিণ।

প্রত্যয়যোগ্য—বিশ্বাসের উপযুক্ত। ৬ষ্ঠী

প্রত্যয়িত—১। বিশ্বস্ত; বিশ্বাসপাত্র। প্রত্যয়+ইতচ্ জাতার্থে। ২। প্রতিগত। প্রতি—অয়্+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

প্রত্যয়ী (-য়িন্)—বিশ্বাসী; বিশ্বাস-কারী। প্রত্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী। বি—প্রত্যয়।

প্রত্যর্থী (-র্থিন্)—বিবাদী; বিপক্ষ; শত্রু; যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়, প্রতিবাদী, আসামী; প্রতিকূল; অর্থি-প্রতিপক্ষ। প্রতি—অর্থ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্থিনী।

প্রত্যর্পণ—ফিরাইয়া দেওয়া; প্রতিদান। প্রতি—ঋ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—র্পিত।

প্রত্যর্পিত—যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হই-য়াছে এমন; প্রতিদত্ত। প্রতি—ঋ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—র্পণ।

প্রত্যহ—রোজ রোজ, প্রতিদিন। অহে অহে (দিনে দিনে), অব্যয়ী (টচ্ সমাসান্ত)। অব্য।

প্রত্যাখ্যাত—যাহাকে 'না' বলিয়া ফিরা-ইয়া দেওয়া হইয়াছে, দূরীকৃত; অস্বীকৃত; নিরাকৃত; নিরস্ত; নিরুৎসাহীকৃত। প্রতি—আ—খ্যা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—খ্যান।

প্রত্যাখ্যান—নিরসন; নিরাকরণ; 'না' বলিয়া বিমুখীকরণ, দূরীকরণ; অস্বীকার। প্রতি—আ—খ্যা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—খ্যাত, —খ্যেয়।

প্রত্যাখ্যেয়—প্রত্যাখ্যানের উপযুক্ত, যাহা প্রত্যাখ্যান করা উচিত এমন। প্রতি—আ—খ্যা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—খ্যান।

প্রত্যাগত—যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত। প্রতি—আ—গম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—গতি, —গমন।

প্রত্যাগতি—ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন। প্রতি—আ—গম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—গত।

প্রত্যাগমন—ফিরিয়া আসা। প্রতি—আ—গম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —গত।

প্রত্যাঘাত—আঘাতের পরিবর্ত্তে কৃত আঘাত; প্রতিক্রিয়া। প্রতিকৃত আঘাত, প্রাদি। বি; পুং। বিণ,—হত।

প্রত্যাদিষ্ট—দেবতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট, প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত; প্রত্যাখ্যাত; নিরাকৃত; ত্যক্ত। প্রতি—আ—দিশ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দেশ।

প্রত্যাদেশ—দৈববাণী, ভক্তজনের প্রতি দেবতার আজ্ঞা; প্রত্যাখ্যান; নিরাকরণ; প্রতিবন্ধ; পরিত্যাগ; জ্ঞাপন। প্রতি—আ—দিশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —দিষ্ট।

প্রত্যাদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—জ্ঞাপনকারী; প্রত্যাদেশকারী। প্রতি—আ—দিশ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দেষ্ট্রী।

প্রত্যানয়ন—ফিরাইয়া আনা; পুনরুদ্ধার। প্রতি—আ—নী+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রত্যানীত—যাহা ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এমন। প্রতি—আ—নী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রত্যাবর্ত্ত(র্ত)ন—১। ফিরিয়া আসা। প্রতি—আ—বৃত্+অনট্ ভাববা। বিণ, —বৃত্ত। ২। প্রতিনিবর্ত্তন; প্রতি-নিবারণ। প্রতি—আ—বৃত্+ণিচ্ (বর্ত্তি =অবস্থিতি করান)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—বর্ত্তিত।

প্রত্যাবৃত্ত—যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাগত ; পুনরাবৃত্ত। প্রতি—আ—বৃত্‌ +ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—বর্তন।

প্রত্যারম্ভ—পুনরায় আরম্ভ। প্রতি—আ—রভ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ,—রব্ধ।

প্রত্যালীঢ়—১। বাণ-নিক্ষেপ-সময়ে উপবেশন অর্থাৎ বাম পদ প্রসারিত করিয়া দক্ষিণ পদ সঙ্কুচিত করিয়া বসা। প্রতি—আ—লিহ্‌+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। আস্বাদিত ; ভুক্ত, ভক্ষিত। প্রতি—আ—লিহ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রত্যালীঢ়পদা—বাম পদ অগ্রবর্ত্তী এবং দক্ষিণ পদ পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া দণ্ডায়মানা ('—দেবী')। প্রত্যালীঢ় পদ যাহার, বহুব্রী +আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

প্রত্যাশা—আকাঙ্ক্ষা ; ভরসা ; প্রত্যয়। প্রতি—আ—অশ্‌+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। বিণ—প্রত্যাশী (-শিন্‌), প্রত্যাশিত।

প্রত্যাশী (-শিন্‌)—যে প্রত্যাশা করে এমন। প্রত্যাশা+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—শিনী।

প্রত্যাশ্বাস—১। পুনর্জ্জীবন। প্রতি—আ—শ্বস্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। প্রত্যাশা। প্রতি (পুনর্ব্বার) আশ্বাস (আকাঙ্ক্ষা, ভরসা), প্রাদি। বি ; পুং।

প্রত্যাসত্তি—নৈকট্য, নিকটবর্ত্তিতা ; (ন্যায়মতে) অলৌকিক প্রত্যক্ষজনক সম্বন্ধমাত্র। প্রতি—আ—সদ্‌+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ,—সন্ন।

প্রত্যাসন্ন—নিকটবর্ত্তী, সন্নিহিত, সমীপস্থ। প্রতি—আ—সদ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—সত্তি।

প্রত্যাহত—আঘাতের পরিবর্ত্তে যাহাকে আঘাত করা হইয়াছে এমন, ব্যাহত ; প্রতিবদ্ধ ; সঙ্কুচিত ; কুণ্ঠিত। প্রতি—আ—হন্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ঘাত।

প্রত্যাহরণ—ফিরাইয়া লওয়া ; প্রত্যাবর্ত্তন। প্রতি—আ—হৃ+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—হার্য্য, —হৃত।

প্রত্যাহার—১। ফিরাইয়া লওয়া ; যোগাঙ্গবিশেষ ; ঈশ্বরে মনোনিবেশার্থ বাহ্যসুখ-পরিহার ; ইন্দ্রিয়নিবর্ত্তন। প্রতি—আ—হৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। (সংস্কৃত ব্যাকরণ) কতকগুলি বর্ণকে সংক্ষেপে বুঝিবার জন্য অচ্‌, হল্‌ প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। প্রতি—আ—হৃ +ঘঞ্‌ করণবা। বি ; পুং। বিণ,—হার্য্য, —হৃত।

প্রত্যাহার্য্য(র্য)—ফিরাইয়া লওয়ার মত প্রত্যাহারযোগ্য ; পুনর্গ্রহণযোগ্য। প্রতি—আ—হৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—হরণ, —হার।

প্রত্যাহৃত—যাহা ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন ; প্রত্যাকৃষ্ট ; প্রত্যাহারের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি—আ—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —হরণ, —হার।

প্রত্যুক্ত—১। উত্তরদান, প্রতিবচন। প্রতি —বচ্‌ বা ব্রূ+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। প্রতিভাষিত। প্রতি—বচ্‌ বা ব্রূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রত্যুক্তি—উত্তরদান, প্রতিবচন। প্রতিগতা উক্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

প্রত্যুৎক্রম, -ক্রমণ, -ক্রান্তি—যুদ্ধের উপক্রম ; প্রধান উদ্দেশ্যের উপযোগী অপ্রধান কার্য্য ; উৎক্রমণ। প্রতি—উৎ—ক্রম্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌, ক্তি ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব, স্ত্রী।

প্রত্যুত—পরন্তু ; তাহা ত নয় বরং। প্রতি ও উত, দ্বন্দ্ব। অব্য।

প্রত্যুত্তর—পাল্টা জবাব, উত্তরের উত্তর। প্রতিগত উত্তর, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

প্রত্যুত্থান—মান্য ব্যক্তি আসিলে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনাকরণ, আগতের সম্মানার্থ উত্থান। প্রতি—উৎ—স্থা+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—ত্থিত।

প্রত্যুৎপন্ন—কার্য্যকালে উপস্থিত ; পুনরুৎপন্ন, পুনর্ব্বার জাত। প্রতি—উৎ—পদ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

প্রত্যুৎপন্নমতি—১। হঠাৎ কোন বিষয়ের নির্ণেতা ; উপস্থিত বিষয়ে যাহার বুদ্ধি বিকশিত হয় এমন, বিপদের সময় যাহার বুদ্ধি যোগায় এমন ; প্রতিভান্বিত ; অসাধারণ-ধীশক্তিবিশিষ্ট ; সূক্ষ্মদর্শী ; কুশাগ্রীয়বুদ্ধি। প্রত্যুৎপন্না মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, —মতিত্ব। ২। উপস্থিত বুদ্ধি। প্রত্যুৎপন্না (কার্য্যকালে উপস্থিতা) মতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—কার্য্যকালে বুদ্ধির উদয় হওয়া, বিপৎকালে বুদ্ধি যোগান, উপস্থিত বুদ্ধি। প্রত্যুৎপন্নমতি+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব।

প্রত্যুদাহরণ—কাহারও উপস্থাপিত দৃষ্টান্তের বিপরীত দৃষ্টান্ত, বিপরীত উদাহরণ। প্রতিদত্ত উদাহরণ, প্রাদি। বি ; ক্লীব। বিণ, —দাহৃত।

প্রত্যুদ্গত, প্রত্যুদ্যাত—১। যাহাকে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছে এমন। প্রতি—উৎ—গম্‌, যা+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইয়াছে এমন। প্রতি—উৎ—গম্‌, যা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

প্রত্যুদ্গম, প্রত্যুদ্গমন—অভ্যর্থনার জন্য অগ্রে গমন ; অগ্রে গমনপূর্ব্বক অভ্যর্থনা। প্রতি—উৎ—গম্‌+অপ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। বিণ,—দ্গত, —দ্গমনীয়।

প্রত্যুদ্গমনীয়—১। ধুতি-উড়ানি, ধৌত বস্ত্রযুগল, জোড়। প্রতি—উৎ—গম্‌+অনীয় করণবা। বি ; ক্লীব। ২। যাহাকে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করা উচিত এমন। প্রতি—উৎ—গম্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দ্গম, —দ্গমন।

প্রত্যুদ্যাত—'প্রত্যুদ্গত' দ্রঃ।

প্রত্যুপকার—উপকারের বদলে উপকার। প্রতিকৃত উপকার (সাহায্য), প্রাদি। বি ; পুং।

প্রত্যুপকারী (-কারিন্‌)—উপকারীর উপকারক। প্রতি—উপ—কৃ+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

প্রত্যুপকৃত—উপকারের বিনিময়ে উপকার-প্রাপ্ত, প্রত্যুপকারপ্রাপ্ত। প্রতি—উপ—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—কার।

প্রত্যুপদেশ—১। উপকারানুরূপ হিতাচরণ। প্রতি—উপ—দিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। উপদেশানুরূপ শিক্ষাপ্রদান। প্রতি (যোগ্য) উপদেশ, প্রাদি। বি ; পুং।

প্রত্যুপবেশন—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের আশায় বসিয়া থাকা। প্রতি—উপ—বিশ্‌ +অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব।

প্রত্যুপহার—অনুরূপ উপহার, উপঢৌকন-দ্রব্য। প্রতি—উপ—হৃ+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

প্রত্যুপ্ত—যাহা বপন করা হইয়াছে এমন ; খচিত, গ্রথিত, বসান ; প্রোত। প্রতি—বপ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রত্যুষঃ (-ষস্‌), **প্রত্যুষ**—প্রভাত, প্রাতঃকাল। প্রতি—উষ্‌+অস্‌, ক কর্তৃবা। বি ; ক্লীব, পুং।

প্রত্যেক—১। একে একে। একে একে, অব্যয়ী। অব্য। ২। এক এক করিয়া সমুদয়। বিণ।

প্রথম—আদিম, আদ্য ; মুখ্য, প্রধান, শ্রেষ্ঠ। প্রথ্‌+অমচ্‌ কর্তৃবা। বিণ। **প্রথম কল্প**—মুখ্য নীতি (primary rule).

প্রথমজ—অগ্রজ ; জ্যেষ্ঠ ; প্রথমোৎপন্ন। উপতৎ ; প্রথম—জন্‌+ড কর্তৃবা। বিণ।

প্রথমতঃ (-তস্‌), **প্রথমত**—প্রথমে, অগ্রে। প্রথম+তস্‌ সপ্তম্যর্থে। অব্য।

প্রথমসূত্র—আরম্ভ, পত্তন, উপক্রম ; আদি, গোড়া, মূলসূত্র। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

প্রথমাঙ্গুলি—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। প্রথমা অঙ্গুলি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

প্রথমাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। প্রথম আশ্রম, কর্ম্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব।

প্রথা—রীতি, ধারা ; খ্যাতি, প্রসিদ্ধি ; বিস্তার। প্রথ্‌+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

প্রথানুসারে—রীতি-অনুসারে, পদ্ধতি-মত, যেরূপ চলন আছে সেইমত। প্রথার

অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

প্রথামত—রীতি-অনুসারী; পদ্ধতিমত; যেরূপ চলন আছে সেইরূপ। প্রথার মত, ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

প্রথিত—প্রসিদ্ধ, খ্যাত; প্রকৃষ্ট; বিস্তৃত। প্রথ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রথিতনামা (-নামন্‌)—নামজাদা, বিখ্যাত, যশস্বী। প্রথিত নাম (নামন্‌) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বিকল্পে স্ত্রী,—নাম্নী।

প্রথিতযশাঃ (-যশস্‌), **-যশা**—যাহার যশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে এমন, যশস্বী। প্রথিত যশঃ (যশস্‌) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রথিমা (-মন্‌)—পৃথুত্ব; স্থূলত্ব; বিস্তার। পৃথু (বৃহৎ)+ইমন্‌ ভাবে। বি; পুং।

প্রথিষ্ঠ—অতিবৃহৎ; সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল। পৃথু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

প্রথীয়ান্‌ (-য়স্‌)—অতিবৃহৎ; স্থূলতর। পৃথু+ঈয়স্‌ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়সী।

প্রদ—(কোন শব্দের শেষে বসিলে) দাতা, দানকারী, যে প্রদান করে এরূপ। প্র—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রদক্ষিণ—১। পূজনীয় ব্যক্তি বা দেবমূর্ত্তিকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ; বন্দন, আরাধনা। দক্ষিণকে অবলম্বন করিয়া, অব্যয়ী। বি; ক্লীব। ২। অতি অনুকূল। প্রকৃষ্টরূপে দক্ষিণ (অনুকূল), প্রাদি। বিণ। ৩। বেষ্টন করা, চারিদিকে ঘোরা। বাং প্র। বি।

প্রদত্ত—যাহা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, সমর্পিত। প্র—দা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রদান।

প্রদন্ত—গজদন্ত (tusk). প্রকৃষ্ট দন্ত, [প্রাদি। বি; পুং।

প্রদর—স্ত্রীলোকের রোগবিশেষ, ঋতুকালে অধিক পরিমাণে রক্তক্ষরণ। প্র—দৃ+অপ্‌ করণবা। বি; পুং।

প্রদর্শক—যে দেখায় এমন, প্রদর্শনকারী। প্র—দৃশ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্শিকা।

প্রদর্শন—দেখান; উল্লেখ। প্র—দৃশ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—র্শিত।

প্রদর্শনী—যাহাতে বহু দর্শনীয় বস্তু সংগৃহীত হয় এমন মেলা (exhibition). প্র—দৃশ্‌+অনট্‌ অধিবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রদর্শিত—যাহা দেখান হইয়াছে এমন; উল্লিখিত। প্র—দৃশ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—র্শন।

প্রদা—১। প্রকৃষ্টদান। প্র—দা (দান করা)+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। (সমাসে অন্য শব্দের পরে বসিলে) প্রদানকারিণী। প্রদ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

প্রদাতা (-দাতৃ)—প্রদানকারী। প্র—দা+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

প্রদান—দেওয়া, বিতরণ, অর্পণ। প্র—দা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রদত্ত, প্রদেয়।

প্রদায়ক—প্রদানকারী। প্র—দা+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িকা।

প্রদায়ী (-য়িন্‌)—প্রদানকর্ত্তা। প্র—দা+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

প্রদাহ—জ্বালা, জ্বালাপোড়া; রোগাদির জন্য অঙ্গের স্ফীতি ও টাটানি ইত্যাদি (inflammation). প্র—দহ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

প্রদিগ্ধ—মাখান, লিপ্ত। প্র—দিহ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। **প্রদিগ্ধ মাংস**—মসলা ঘি ও দধি সহ সিদ্ধ মাংসের তরকারীবিশেষ।

প্রদীপ—বাতি; বর্ত্তিস্থ জলন্ত অগ্নিশিখা; আলোক। প্র—দীপ্‌+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রদীপন—১। প্রকাশন; উদ্দীপন, উজ্জ্বলকরণ। প্র—দীপ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। উদ্দীপক; প্রকাশ; ঔজ্জ্বল্যকারী। প্র—দীপ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—নী।

প্রদীপালোক—বাতির আলো, দীপের আলো। প্রদীপের আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রদীপ্ত—উজ্জ্বল; প্রকাশিত। প্র—দীপ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—প্তি।

প্রদীপ্তি—উজ্জ্বলতা, প্রভা; প্রকাশ। প্র—দীপ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—প্ত।

প্রদৃপ্ত—দাম্ভিক; অত্যধিক গর্ব্বিত; দর্পযুক্ত। প্রকৃষ্টরূপে দৃপ্ত, প্রাদি। বিণ।

প্রদেয়—দেওয়ার মত, প্রদানযোগ্য। প্র—দা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রদেশ—১। দেশের অংশ (province); অঞ্চল; একাংশ; স্থান; পদ; ভিত্তি, দেওয়াল। প্র—দিশ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। বিণ—প্রাদেশিক। ২। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্র হইতে তর্জ্জনীর অগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ, প্রাদেশ। প্র—দিশ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

প্রদেশন—১। আদেশদান। প্র—দিশ্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। উপায়ন, উপঢৌকন, ভেট। প্র—দিশ্‌+অনট্‌ কর্ম্মবা। ৩। উপায়। প্র—দিশ্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

প্রদেশনী, -শিনী—তর্জ্জনী অঙ্গুলি। প্র—দিশ্‌+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌; প্র—দিশ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা (করণে কর্ত্তৃত্বের উপচার দ্বারা)+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রদেশপাল—প্রদেশের শাসনকর্ত্তা (provincial governor). উপতৎ; প্রদেশ—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রদোষ—১। সায়ংকাল, রাত্রি আরম্ভের প্রথম চারিদণ্ডকাল। প্রারব্ধ দোষা (রাত্রি) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। দুষ্ট, প্রকৃষ্টদোষযুক্ত। প্রকৃষ্ট দোষ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। অত্যধিক দোষ। প্রকৃষ্ট দোষ, প্রাদি। বি; পুং।

প্রদোষকাল—সন্ধ্যাকাল, সায়ংসময়। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রদোষতমঃ (-তমস্‌), **-তম**—সন্ধ্যার অন্ধকার। প্রদোষের তমঃ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রদোষাকাশ—সন্ধ্যাকালের গগন। প্রদোষকালীন আকাশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

প্রদোষাগম—সন্ধ্যা হওয়া, সন্ধ্যাগম, সন্ধ্যাকালের উপস্থিতি। প্রদোষের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রদ্বেষ্টা (-ষ্টৃ)—যে অত্যন্ত বিদ্বেষ বা হিংসা করে। প্র—দ্বিষ্‌+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রদ্বেষ। স্ত্রী—প্রদ্বেষ্ট্রী।

প্রদ্যুম্ন—শালগ্রামবিশেষ; শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। প্র (প্রকৃষ্ট) দ্যুম্ন (শক্তি) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রদ্যোত—কিরণ, আলোক; রশ্মি; উজ্জয়িনীর নৃপতিবিশেষ। প্র—দ্যুত্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রদ্যোতন—১। দীপ্তিপ্রদান, ব্যঞ্জনা বা সূচনা করা। প্র—দ্যুত্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। সূর্য্য। বি; পুং। ৩। অতিশয় দ্যোতনশীল; উজ্জ্বল। প্র—দ্যুত্‌+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রদ্যোতিত—উজ্জ্বলীকৃত; প্রকাশিত; সম্যক্‌ সূচিত। প্র—দ্যুত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রধান—১। শ্রেষ্ঠ, মুখ্য। বিণ। বি,—নতা,—নত্ব, প্রাধান্য। ২। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, জগতের মূলকারণ, সাকার জগতের প্রথম কারণ; বুদ্ধি; পরমেশ্বর; পরমাত্মা; শ্রেষ্ঠ সচিব। প্র—ধা+অনট্‌ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৩। সেনাপতিদিগের অধ্যক্ষ; মোড়ল, মণ্ডল। প্র—ধা+অনট্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব।

প্রধানতঃ (-তস্‌), **-নত**—বিশেষতঃ, প্রধানভাবে। প্রধান+তস্‌ (৭মী-স্থানে)। বাং প্র। অব্য।

প্রধানতা, -ত্ব—শ্রেষ্ঠত্ব। প্রধান+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—প্রধান।

প্রধানাঙ্গ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ; মস্তক; শ্রেষ্ঠ অবয়ব; শ্রেষ্ঠবিষয় বা ব্যক্তি। প্রধান যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রধাবিত—দ্রুত ধাবমান। প্র—ধাব্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রধাবন।

প্রধী—১। প্রকৃষ্টবুদ্ধিশালী, যিনি গভীর চিন্তার পর কার্য্যাদি করেন এমন। প্রকৃষ্টা ধী

যাহার, বহুব্রী, বা প্র—ধ্যৈ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। প্রকৃষ্টা বুদ্ধি। প্রকৃষ্টা ধী, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রধূপিত—সন্তাপিত, ক্লেশিত; প্রদীপ্ত। প্র—ধূপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পনা।

প্রধূমিত—জ্বলনোন্মুখ; প্রকৃষ্টধূমবিশিষ্ট ('—অগ্নি')। প্রধূম+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

প্রধ্বংস—বিনাশ; বিশেষরূপে ধ্বংস। প্র—ধ্বন্‌স্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রধ্মাত—প্রপূরিত; বায়ুপূরণ দ্বারা শব্দিত, ধ্বনিত; সন্ধুক্ষিত। প্র—ধ্মা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রনষ্ট—সম্পূর্ণভাবে নষ্ট; মৃত; পলায়িত। প্র—নশ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রনাশ।

প্রপঞ্চ—১। সমূহ; মায়া; সংসার। প্র—পন্‌চ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। ভ্রম; বঞ্চনা; বিস্তার; বৈপরীত্য, উল্টাভাব। প্র—পন্‌চ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রপঞ্চময়—মায়াপূর্ণ; প্রতারণাময়। প্রপঞ্চ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

প্রপঞ্চিত—ভ্রমযুক্ত, ভ্রান্তিপূর্ণ; বিস্তৃত; বিস্তৃতভাবে যাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এরূপ। প্রপঞ্চ (বিস্তার)+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

প্রপতন—উপর হইতে নীচে পড়া; মৃত্যু; বিনাশ। প্র—পত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রপন্ন—প্রাপ্ত; শরণাগত, আশ্রিত। প্র—পদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রপা—জলছত্র, পানীয়শালা। প্র—পা+অঙ্ অধিবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রপাত—১। উচ্চস্থান হইতে সবেগে নিম্নে পতিত জলধারা; নির্ঝর; পর্ব্বতাদির অত্যুচ্চ স্থানবিশেষ; ভৃগুদেশ; অত্যুচ্চ তীর। প্র—পত্+ঘঞ্ অপাবা বা ণ কর্ত্তৃবা। ২। নির্ঝরপতনস্থান। প্র—পত্+ঘঞ্ অধিবা। ৩। অত্যুচ্চ স্থান হইতে জলধারার পতন। প্র—পত্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রপান—জলছত্র। প্র—পা+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

প্রপায়ী (-য়িন্)—পানকর্ত্তা; রক্ষাকর্ত্তা। প্র—পা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িণী।

প্রপিতামহ—ব্রহ্মা; ঠাকুরদাদার বাবা, পিতামহের পিতা। প্রকৃষ্ট পিতামহ, প্রাদি। বি; পুং।

প্রপিতামহী—ঠাকুরদাদার মা, পিতামহের মাতা। প্রপিতামহ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রপীড়িত—যাহাকে উৎপীড়ন করা হইয়াছে এমন। প্র—পীড়্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ড়ন।

প্রপূরক—যাহা অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করে এমন; অনুপূরক। প্র—পূর্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

প্রপূরণ—অপূর্ণ অংশ পূর্ণকরণ, অবশিষ্টাংশের পূরণ। প্র—পূর্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—রিত।

প্রপূরিত—যাহা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে এমন। প্র—পূর্ (পরিপূর্ণ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রণ।

প্রপৌত্র(ত্ত্র)—নাতির ছেলে, পৌত্রের পুত্র। প্রগত (কারণরূপে) পৌত্রকে, প্রাদি। বি; পুং।

প্রপৌত্রী(ত্ত্রী)—নাতির মেয়ে, পৌত্রের কন্যা। প্রপৌত্র, প্রপৌত্ত্র+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রফুল্ল—প্রস্ফুটিত, বিকশিত; সহাস্য; প্রসন্ন; আনন্দযুক্ত। প্র—ফুল্ল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা।

প্রফুল্লচিত্ত—১। আনন্দিত মন, হৃষ্ট অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার মনে আনন্দ হইয়াছে এমন, হৃষ্টমনাঃ। প্রফুল্ল চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রফুল্লতা—হর্ষ; প্রসন্নতা। প্রফুল্ল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রফুল্ল।

প্রফুল্লিত—১। পুষ্পিত, কুসুমিত; আনন্দিত। প্র—ফুল্ল্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। যাহাকে আনন্দিত করা হইয়াছে এমন। প্র—ফুল্ল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রফেসর, -সার—অধ্যাপক, কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ইং professor. বি।

প্রফেসারি—প্রফেসারের কার্য্য, অধ্যাপনা। প্রফেসার+ই কর্ম্মার্থে। বি।

প্রবংশ—জাতি (race). বি।

প্রবক্তা (প্রবক্তৃ)—সুবক্তা, উত্তম কথক। প্র—বচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ক্ত্রী।

প্রবচন—১। উত্তম বচন; প্রবাদবাক্য (proverb). প্রকৃষ্ট বা প্রচলিত বচন, প্রাদি। ২। বেদাদি শাস্ত্র। প্রকৃষ্ট বচন (বাক্য) যাহাতে, বহুব্রী। ৩। বেদার্থজ্ঞান। প্র—বচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রবচনীয়—বিশেষভাবে বলিবার যোগ্য, প্রকৃষ্টরূপে বাচ্য। প্রকৃষ্টরূপে বচনীয়, প্রাদি। বিণ।

প্রবঞ্চক—ঠগ, প্রতারক; ধূর্ত্ত। প্র—বঞ্চ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—প্রবঞ্চিকা।

প্রবঞ্চন, প্রবঞ্চনা—প্রতারণা, ঠকান। প্র—বঞ্চ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—প্রবঞ্চিত।

প্রবঞ্চিত—যে ঠকিয়াছে এমন, প্রতারিত। প্র—বঞ্চ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রবঞ্চন, —ঞ্চনা।

প্রবণ—১। ক্রমনিম্ন; গড়ানিয়া; ঢালু; নত; রত; নম্র; আসক্ত; উন্মুখ; অভিমুখ; অনুকূল; ক্ষীণ; আয়ত্ত; নিপুণ; ত্বরিত; বিনীত; আহিত। বিণ। ২। চতুষ্পথ, চৌমাথা; উদর। প্র—বণ্ (শব্দ করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রবণতা—প্রবৃত্তি, ঝোঁক (propensity); শীলত্ব। প্রবণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রবন্ধ—১। পরম্পরাসম্বন্ধবিশিষ্ট রচনা, সন্দর্ভ; পরম্পরান্বিত বাক্যসমূহ। প্র—বন্ধ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। অবিচ্ছেদ; পূর্ব্বাপরসঙ্গতি; প্রকৃষ্ট বন্ধন। প্র—বন্‌ধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রবন্ধকল্পনা—সন্দর্ভ-রচনা; গল্প, কথা। প্রবন্ধের কল্পনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রবন্ধকার—প্রবন্ধের লেখক। উপতৎ; প্রবন্ধ—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারী।

প্রবর—১। অত্যুত্তম; শ্রেষ্ঠ, প্রধান ('পণ্ডিত—')। প্রকৃষ্টরূপে বর (শ্রেষ্ঠ), প্রাদি। বিণ। ২। গোত্র; সন্ততি; গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিবিশেষ; ইন্দ্রের জনৈক সখা। প্র—বৃ+অপ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

প্রবর্ত্ত—প্রবৃত্ত। 'প্রবৃত্ত'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

প্রবর্ত্ত(র্ত)ক—যে প্রবর্ত্তন বা প্রতিষ্ঠা করে এমন; প্রবৃত্তিদায়ক; প্রদর্শক; অনিবর্ত্তক; অবিচ্ছেদকারী; প্রণেতা। প্র—বৃত্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্ত্তিকা।

প্রবর্ত্ত(র্ত)ন, প্রবর্ত্ত(র্ত)না—নূতন সংস্থাপন বা প্রতিষ্ঠা ('ধর্ম্ম—'); প্রবৃত্তি-দান, প্রেরণা; নিয়োজন; উত্তেজনা; আরম্ভ। প্র—বৃত্+ণিচ্+অনট্; ২য় পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ,—র্ত্তিত।

প্রবর্ত্ত(র্ত)মান—যে ব্যক্তি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন। প্র—বৃত্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রবর্ত্ত(র্ত)য়িতা (-য়িতৃ)—প্রবর্ত্তক; অনিবর্ত্তক; অবিচ্ছেদকারী। প্র—বৃত্+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

প্রবর্ত্তি(র্তি)ত—প্রথম সংস্থাপিত; চালিত; যাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে এমন; উৎপাদিত; আরব্ধ; অপ্রত্যাবর্ত্তিত; উত্তেজিত; প্রেরিত। প্র—বৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—র্ত্তন, —র্ত্তনা।

প্রবর্ত্তী (-র্ত্তিন্), **প্রবর্তী**—প্রবৃত্তিযুক্ত; প্রবাহবিশিষ্ট। প্রবর্ত্ত+ইন্+যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী,—র্ত্তিনী।

প্রবর্দ্ধ(র্ধ)ন—১। বৃদ্ধি হওয়া। প্র—বৃধ্+অনট্ ভাববা। ২। বিবর্দ্ধন, বাড়ান। প্র—বৃধ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রবর্দ্ধিত। ৩। প্রবর্দ্ধক, যাহা বা যে বাড়ায় এমন। প্র—বৃধ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রবল—অতিশয় বলবান্, প্রচণ্ড। প্রকৃষ্ট বল যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি—প্রবলতা, প্রবলত্ব, প্রাবল্য।

প্রবলতা, প্রবলত্ব—প্রচণ্ডতা, প্রবলভাব; বলবত্তা, প্রাবল্য। প্রবল+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—প্রবল।

প্রবলপরাক্রম—১। অত্যধিক বিক্রমযুক্ত। প্রবল পরাক্রম যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অত্যধিক বিক্রম। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রবলপরাক্রান্ত—অত্যধিক বিক্রমশালী। প্রবলরূপে পরাক্রান্ত, সুপ্ সুপা। বিণ।

প্রবলপ্রতাপ—১। অত্যধিক বিক্রম। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। অত্যধিক বিক্রমশালী। প্রবল প্রতাপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রবলপ্রতাপান্বিত—অতিশয় তেজস্বী, মহাপরাক্রান্ত। প্রবলপ্রতাপ দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রবলা—১। প্রকৃষ্টবলবতী। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রসারিণী, গন্ধভাদুলিয়া। প্রবল+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রবহ—১। সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ। প্র—বহ্ (বহন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। প্রবাহ; গৃহনগরাদির বহির্গমন-দ্বার। প্র—বহ্+ঘ করণবা। বি; পুং।

প্রবহণ—১। প্রবাহ; বহিয়া যাওয়া; স্থানান্তরিত করণ (transportation). প্র—বহ্+অনট্ ভাববা। ২। আচ্ছাদিত শকট বা ডুলি; যান; পোত। প্র—বহ্ (বহন করা)+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

প্রবহমান—প্রবাহযুক্ত; যাহা বহিয়া যাইতেছে এরূপ (flowing). প্র—বহ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। (সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে অশুদ্ধ পদ)।

প্রবাচন—ঘোষণা; ইস্তাহার। প্র—বচ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রবাচ্য—যাহা অবশ্যই বলা উচিত এমন; নিন্দনীয়। প্র—বচ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রবাণি, প্রবাণী—তুরী, মাকু। প্র—বে+নি করণবা, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রবাত—বিশুদ্ধ বায়ু; প্রবল বায়ু। প্রাদি। বি; পুং।

প্রবাদ—জনশ্রুতি, জনরব; পরম্পরাগত উক্তি; অপবাদ। প্রকৃষ্ট বাদ (কথন), প্রাদি। বি; পুং।

প্রবাদ-বচন, -বাক্য—জনসাধারণের উক্তি। প্রবাদই বচন, বাক্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং।

প্রবার—উত্তরীয়বস্ত্র। প্র—বৃ (আবরণ করা)+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

প্রবারণ—কাম্য বস্তুর দান, উত্তম বস্তুর দান, অভীষ্ট দান; নিষেধ। প্র—বৃ+ণিচ্+অনট্ করণবা, ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রবাল—সমুদ্রজাত প্রবাল নামক কীটের পঞ্জরে নির্ম্মিত নানাবর্ণ গোলাকার রত্নবিশেষ, বিদ্রুম, পলা (coral); কিশলয়, নূতন পল্লব; বীণাদণ্ড; অঙ্কুর। প্র—বল্ (কম্পিত হওয়া)+ণ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

প্রবালকাঞ্চন—স্বর্ণগুটিকার সহিত গ্রথিত প্রবালের হস্তভূষণবিশেষ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রবালকীট—সমুদ্রসম্ভূত নানাবর্ণ কীটবিশেষ। প্রবাল নামক কীট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রবালদ্বীপ—প্রবালকীট দ্বারা রচিত দ্বীপ; দ্বীপে পরিণত স্তূপীভূত মৃতপ্রবালকীটদেহ। প্রবালরচিত দ্বীপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রবালপ্রাচীর—প্রবাল-সঞ্চয় দ্বারা গঠিত প্রাচীর (coral reef). প্রবাল-গঠিত প্রাচীর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রবালফল—রক্তচন্দন। প্রবালসদৃশ ফল যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

প্রবাস—১। বিদেশে স্থিতি, ভিন্নদেশে বাস। প্র—বস্+ঘঞ্ ভাববা। বিণ—প্রবাসী (-সিন্), প্রোষিত। ২। বিদেশ। প্র—বস্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

প্রবাসন—বিদেশে পাঠান; 'নির্ব্বাসন; মারণ, বধ। প্র—বস্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—সিত।

প্রবাসিত—যাহাকে বিদেশে পাঠান হইয়াছে এমন, নির্ব্বাসিত; হত। প্র—বস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সন।

প্রবাসী (-সিন্)—বিদেশস্থ, বিদেশবাসী। প্রবাস+ইন্ আছে অর্থে; অথবা প্র—বস্+ণিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

প্রবাহ—স্রোত; ক্রমাগত চলন; অবিচ্ছেদ; অবিচ্ছেদে কার্য্য-করণ; ব্যবহার; প্রসার, বিস্তার। প্র—বহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রবাহক—উত্তমরূপে বহনকারী। প্র—বহ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হিকা।

প্রবাহিকা—১। গ্রহণী, উদরভঙ্গরোগ, আমাশয়রোগ। প্র—বহ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি। ২। উত্তমরূপে বহনকারিণী। প্রবাহক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রবাহিণী—১। নদী, স্রোতস্বতী। বি; স্ত্রী। ২। প্রবাহযুক্তা। প্রবাহিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রবাহিত—উত্তমরূপে বাহিত বা চালিত। প্র—বহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রবাহিত, প্রবাহী (-হিন্)—প্রবহণশীল, প্রবাহবিশিষ্ট। প্রবাহ+ইতচ্, ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—তা, —হিণী।

প্রবাহী—বালি, বালুকা। প্রবাহ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রবাহু—কনুইএর নিম্নভাগ। প্রগত বাহুকে, প্রাদি। বি; পুং।

প্রবিদারণ—১। সংগ্রাম, যুদ্ধ। প্র—বি—দৃ+ণিচ্+অনট্ অধিবা। ২। প্রকৃষ্টরূপে বিদারণ; বিস্তার; প্রস্ফুটিতকরণ। প্র—বি—দৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রবিষ্ট—যাহা প্রবেশ করিয়াছে এরূপ; অন্তর্গত; অভিনিবিষ্ট। প্র—বিশ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রবেশ।

প্রবীণ—নিপুণ; বিজ্ঞ, বহুদর্শী; আনন্দিত। প্র (উৎকৃষ্ট) বীণা (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) যাহার এরূপ, বহুব্রী; অথবা, প্র—বীণা+ণিচ্ (=বীণি নামধাতু—বীণা বাজান)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা, প্রাবীণ্য।

প্রবীণতা—নিপুণতা; বিজ্ঞতা। প্রবীণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রবীণ।

প্রবীর—১। উত্তম যোদ্ধা; নীলধ্বজের পুত্র। বি; পুং। ২। মহাবলবান্, অতিশয় শৌর্য্যযুক্ত। প্রকৃষ্ট বীর, প্রাদি। বিণ।

প্রবুদ্ধ—জ্ঞানী; জাগরিত; প্রফুল্ল। প্র—বুধ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রবোধ।

প্রবৃত্ত—নিযুক্ত, রত, ব্যাপৃত; প্রবৃত্তিবিশিষ্ট; উৎপন্ন; চলিত; আরব্ধ। প্র—বৃত্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তি—ইচ্ছা; ঝোঁক; (ন্যায়মতে) যত্নবিশেষ; আরম্ভ, বার্ত্তা, বৃত্তান্ত, সংবাদ; কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান; প্রবাহ, স্রোতঃ; গতি; ব্যাপার; উৎপত্তি; হস্তিমদ; বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী সূক্ষ্মা—এই চতুর্ব্বিধ শব্দপ্রবৃত্তি। প্র—বৃত্+ক্তি ভাববা, করণবা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রবৃত্ত।

প্রবৃত্তিমার্গ—সুখভোগের পথ, সাংসারিক সুখভোগাদি করা এবং কর্ত্তব্য পালন করা রূপ ধর্ম্মলাভের উপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রবৃদ্ধ—অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত; অতি প্রাচীন; বিস্তৃত। প্র—বৃধ্ (বাড়া)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। **প্রবৃদ্ধ কোণ**—(জ্যামিতি) দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় অথচ চারি সমকোণ অপেক্ষা ছোট এমন কোণ (reflex angle).

প্রবেট—উইল (চরমপত্র) আদালত কর্ত্তৃক মঞ্জুর করা হইলে তাহার যে নকল পাওয়া যায় তাহা। ইং probate. বি।

প্রবেণি, প্রবেণী—বিউনী, কেশবিন্যাস; হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত চিত্রিত বস্ত্র বা কম্বল। প্র—বেণ্+ইন্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রবেশ—১। ভিতরে যাওয়া; ঢোকা, অন্তর্নিবেশ। প্র—বিশ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। ভিতরে যাইবার পথ। প্র—বিশ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। বিণ—প্রবিষ্ট, প্রবেশ্য।

প্রবেশক—১। যে ঢোকে এমন, মধ্যে গমনকারী; নাটকে বিষয় আরম্ভ করিবার বা নায়কাদিকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করাইবার

উপযোগী মুখবন্ধবিশেষ। প্র—বিশ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। ২। যে ঢুকায় এমন। প্র—বিশ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শিকা।

প্রবেশন—১। সিংহদ্বার, প্রধানদ্বার। প্র—বিশ্‌+অনট্‌ করণবা। ২। ঢোকা, ভিতরে যাওয়া। প্র—বিশ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রবিষ্ট, প্রবেশ্য। ৩। যাহা দ্বারা ঢুকান যায় এমন, প্রবেশসাধন। প্র—বিশ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা। বিণ। ৪। ঢুকান, প্রবেশ করান। প্র—বিশ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —শিত।

প্রবেশ-পত্র—ভিতরে যাইবার অনুমতি-জ্ঞাপক পত্র। প্রবেশ জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রবেশপথ—রাস্তার মুখ; ভিতরে গমন করিবার পথ। প্রবেশের পন্থা (পথিন্‌), ৬ষ্ঠীতৎ (অ সমাসান্ত)। বি; পুং।

প্রবেশিকা—১। যাহা দেখাইলে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যায়, টিকিট; প্রাথমিক পুস্তক। প্র—বিশ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা +আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। ভিতরে গমনকারিণী। প্রবেশক+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। **প্রবেশিকা পরীক্ষা**—যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় (Matriculation Examination, Entrance Examination). [বর্ত্তমানে এই পরীক্ষাকে স্কুলের শেষ পরীক্ষা বা School Final Examination বলে।]

প্রবেশিত—যাহাকে প্রবেশ করান হইয়াছে এমন। প্র—বিশ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —শন।

প্রবেশ্য—প্রবেশযোগ্য (permeable). প্র—বিশ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রবেষ্টা (প্রবেষ্টৃ)—যে প্রবেশ করে এরূপ, অন্তর্গামী। প্র—বিশ্‌+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ষ্ট্রী।

প্রবোধ—১। সান্ত্বনা; জাগান; জ্ঞানদান। প্র—বুধ্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ ভাববা। বিণ—প্রবোধিত। ২। জাগরণ; বিকাশ; জ্ঞান। প্র—বুধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রবুদ্ধ।

প্রবোধন—জাগরিতকরণ; জ্ঞাপন; সান্ত্বনা দান, বোঝান; উত্তেজনা; সুগন্ধি দ্রব্যের পূর্ব্বগন্ধ-পুনরুৎপাদন। প্র—বুধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —ধিত।

প্রবোধনী, প্রবোধিনী—উত্থানৈকাদশী, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী। প্র—বুধ্‌+অনট্‌ অধিবা+ঈপ্‌; প্রবোধ (জাগরণ)+ইন্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রবোধিত—যাহাকে জাগান হইয়াছে এরূপ; জ্ঞাপিত; উত্তেজিত; যাহাকে প্রবোধ দেওয়া হইয়াছে এরূপ; বিকাসিত। প্র—বুধ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রব্যক্ত—স্ফুট, স্পষ্টীকৃত। প্র—বি—অন্‌জ্‌ (প্রকাশিত হওয়া)+ক্ত কর্ম্মবা, অথবা কর্ম্মকর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রব্রজিত—ভিক্ষু, যে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে এমন, সন্ন্যাসী; প্রবাসগত। প্র—ব্রজ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাসধর্ম্ম; প্রবাস। প্র—ব্রজ্‌+ক্যপ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রব্রাজ—১। অত্যন্ত নিম্নদেশ। প্র—ব্রজ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। ২। সন্ন্যাস। প্র—ব্রজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

প্রব্রাজন—নির্ব্বাসন। প্র—ব্রজ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —জিত।

প্রব্রাজিত—নির্ব্বাসিত। প্র—ব্রজ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —জন।

প্রভ—(বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদরূপে থাকিলে) সদৃশ, তুল্য; কোন কিছুর সমান-প্রভাবিশিষ্ট (যথা,—অনলপ্রভ)। বিণ।

প্রভঞ্জন—১। বায়ু, ঝড়। বি; পুং। ২। প্রকৃষ্টরূপে ভঞ্জনকারী। প্র—ভন্‌জ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রভব—১। উৎপত্তি, জন্ম। প্র—ভূ+অপ্‌ ভাববা। ২। প্রভাব, পরাক্রম; কারণ। প্র—ভূ+অপ্‌ করণবা। ৩। উৎপত্তিস্থান; প্রকাশস্থান। প্র—ভূ+অপ্‌ অপাবা। ৪। বৎসরবিশেষ। প্র—ভূ+অপ্‌ অধিবা। ৫। মুনিবিশেষ। প্র—ভূ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রভবিষ্ণু—প্রভাবশীল, সমর্থ। প্র—ভূ+ইষ্ণু কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। বি, —তা।

প্রভা—১। দীপ্তি, তেজ; প্রকাশ। প্র—ভা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। ২। কুবেরের পুরী; সূর্য্যপত্নী; দুর্গা; গোপিকাবিশেষ। প্র—ভা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রভাকর—সূর্য্য; চন্দ্র; সমুদ্র; অগ্নি; অর্কবৃক্ষ। উপতৎ; প্রভা—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রভাকীট—জোনাকি পোকা, খদ্যোত। প্রভাদায়ক কীট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রভাত—১। প্রাতঃকাল, প্রত্যূষ। প্র—ভা+ক্ত অধিবা। বি; ক্লীব। ২। প্রভাযুক্ত। প্র—ভা+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রভাতফেরী—প্রভাতে রাজপথে গীত জনসাধারণের বিবিধ সৎপ্রেরণাদায়ক গান। গুজরাটী প্রঃ। বি।

প্রভাতরাগ—অরুণ; প্রাতঃকালীন জ্যোতিঃ বা সঙ্গীতের সুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রভাতি, প্রভাতী—১। প্রভাতকালীন। বিণ। ২। প্রভাতকালীন সঙ্গীত; প্রভাত-সম্বন্ধীয় কবিতা। প্রভাত+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বি।

প্রভাব—প্রভুশক্তি (influence); মহিমা; সামর্থ্য; উদ্ভব। প্রকৃষ্ট ভাব, প্রাদি। বি; পুং।

প্রভাবতী—১। দীপ্তিমতী। প্রভাবৎ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। বজ্রনামক অসুরের কন্যা; তাপসীবিশেষ; কুমারানুচর মাতৃকাবিশেষ; চিত্ররথের ভার্য্যা; মরুৎ নৃপের পত্নী; গণদেবতাদিগের বীণা; ত্রয়োদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী।

প্রভাবান্‌ (-বৎ)—দীপ্তিমান্‌, প্রভাবিশিষ্ট। প্রভা+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

প্রভাময়—জ্যোতিষ্মান্‌, দীপ্তিপূর্ণ। প্রভা+ময়ট্‌ ব্যাপ্ত্যর্থে, স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

প্রভাষ—উত্তমরূপে কথন। প্র—ভাষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

প্রভাস—১। দীপ্তি, কান্তি; ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ সোমতীর্থ; বসুবিশেষ; অষ্টম মন্বন্তরের দেবগণ; কুমারানুচরবিশেষ। বি; পুং। ২। প্রকৃষ্টদীপ্তিশালী। প্র—ভাস্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রভিন্ন—বিভক্ত; বিদলিত; প্রস্ফুটিত; প্রকাশিত। প্র—ভিদ্‌+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ম্মকর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রভেদ।

প্রভু—১। মনিব, স্বামী; রাজা। বি; পুং। ২। সমর্থ, শক্ত; শ্রেষ্ঠ; নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। প্র—ভূ অথবা ভা+ডু কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রভুতা, —ত্ব।

প্রভুতা, প্রভুত্ব—আধিপত্য; কর্ত্তৃত্ব; প্রাধান্য; প্রভাব; স্বামিত্ব; সামর্থ্য; ঐশ্বর্য্য। প্রভু+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

প্রভুত্বকারী (-রিন্‌)—যে প্রভুশক্তির ব্যবহার করে এরূপ; আধিপত্যকারী; প্রভাববিস্তারকারী। উপতৎ; প্রভুত্ব—কৃ+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

প্রভুত্বপ্রয়াসী (-সিন্‌)—ক্ষমতালাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত; অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে ইচ্ছুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —প্রয়াসিনী।

প্রভুত্বব্যঞ্জক—যাহাতে আধিপত্যের প্রকাশ পায় এমন ভাব, কর্ত্তৃত্বপ্রকাশক, ক্ষমতাসূচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —ব্যঞ্জিকা।

প্রভুনী—মনিবের স্ত্রী, প্রভুপত্নী। প্রভু+নী (বাং)। বি; স্ত্রী।

প্রভুপরায়ণ—মনিবের প্রতি অনুরক্ত। প্রভু পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবদের ধর্ম্মগুরুর নামোল্লেখকালে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত শব্দ (His Holiness). বি।

প্রভুভক্ত—মনিবের প্রতি অনুরক্ত। প্রভুর ভক্ত (অনুরক্ত), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। বি,—ভক্তি।

প্রভুভক্তি—প্রভুর প্রতি অনুরক্তি; মনিবের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতি। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,—ভক্ত।

প্রভুশক্তি—প্রভাব, প্রতাপ, আধিপত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রভুহন্তা (-হন্তৃ)—মনিবের প্রাণ-সংহারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হন্ত্রী।

প্রভূত—প্রচুর, বহু; উৎপন্ন; উন্নত। প্র (অধিক)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

প্রভৃতি—১। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) ইত্যাদি, তদাদি, এইরূপ সমস্ত। প্র—ভৃ (পোষণ করা)+ক্তি কর্ম্মবা। বিণ। ২। অবধি, আরম্ভ। প্র—ভূ+ক্তিচ্ কর্তৃবা। অব্য।

প্রভেদ—বিভিন্নতা; পার্থক্য; বৈলক্ষণ্য; ভেদ, বিশেষ; প্রকার; বিকাশ; প্রস্ফুটন। প্র—ভিদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রভিন্ন।

প্রভেদক—ভেদকারী; ভিন্নতাজনক। প্র—ভিদ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দিকা।

প্রভেদনী, প্রভেদিকা—১। ভেদ-কারিণী। প্র—ভিদ্+অনট্ কর্তৃবা+ঈপ্; প্র—ভিদ্+ণক কর্তৃবা+আপ্। ২। বেধনাস্ত্র। প্র—ভিদ্+অনট্ করণবা+ঈপ্; প্র—ভিদ্+ঘঞ্ করণবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রভ্রংশ—পতন; নাশ। প্র—ভ্রন্শ্ (পতিত হওয়া)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রভ্রষ্ট। [কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রভ্রংশ।

প্রভ্রষ্ট—পতিত; নষ্ট। প্র—ভ্রন্শ্+ক্ত

প্রমতি—১। কশ্যপবংশীয় ঋষিবিশেষ; চ্যবন ঋষির পুত্র; বাগিন্দ্র ঋষির পুত্র; বৎস-প্রীতির পুত্র। বি; পুং। ২। প্রকৃষ্টমতিযুক্ত, সুবুদ্ধি। প্রকৃষ্টা মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রমত্ত—বিভোর, অত্যাসক্ত; মাতাল, অতিমত্ত; প্রমাদযুক্ত, অনবহিত, অসাবধান। প্র—মদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রমত্ততা, প্রমাদ।

প্রমথ—শিবের অনুচর (ইহারা নৃত্য-গীতাদি-বিশারদ ও নানারূপধারী); ঘোটক; ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ। প্র—মথ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

প্রমথন—হত্যা, বধ, বিনাশ; উন্মূলন; বিলোড়ন; মর্দ্দন; যন্ত্রণা দেওয়া; ত্যাগ; পরিভব। প্র—মথ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—থিত।

প্রমথাধিপ—শিব, মহাদেব। প্রমথদিগের (ভূতগণের) অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রমথালয়—নরক। প্রমথদিগের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রমথিত—১। বিলোড়িত; মর্দ্দিত; ক্লেশিত। বিণ। বি,—থন। ২। নির্জ্জল ঘোল। প্র—মথ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

প্রমথেশ—মহাদেব। প্রমথদিগের ঈশ (পতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রমদ—১। মত্ত, উন্মত্ত; কামুক, লম্পট। প্র—মদ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ২। আনন্দ, হর্ষ। প্র—মদ্+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রমদকানন, -বন—রাজকীয় অন্তঃপুরো-দ্যান; আনন্দকানন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রমদা—১। সুন্দরী নারী; চতুর্দ্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। প্র (উৎকৃষ্ট) মদ (রূপ-সৌভাগ্যজনিত গর্ব্ব) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মত্তা। প্রমদ (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রমনাঃ (প্রমনস্), **প্রমনা**—আনন্দিত-চিত্ত; হৃষ্টচিত্ত। প্রহৃষ্ট মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রমরা, প্রমারা—তাসের একপ্রকার জুয়া খেলা। পোর্ত্তুগীজ 'premeiro'-শব্দজ। বি।

প্রমা—নিশ্চয়বোধ; ভ্রমভিন্ন জ্ঞান। প্র—মা (পরিমাণ করা)+অঙ্ করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী। [প্রাদে। বি।

প্রমাই—আয়ুষ্কাল। 'পরমায়ুঃ'-শব্দজ।

প্রমাণ—১। যাহাদ্বারা কোন বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভ বা সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায় তাহা,নিশ্চয়ের হেতু (proof); প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শাব্দ—এই চারিটি (এত-ভিন্ন বেদান্তমতে—অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামে দুইটি অতিরিক্ত প্রমাণ আছে); সাক্ষী; লেখা; শাস্ত্র; পরিমাণ; জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়; চূড়ান্ত নিষ্পত্তির স্থল; যাহার কথা নির্ব্বিচারে অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় এমন (authority). প্র—মা+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রমাণিত, প্রামাণিক, প্রামাণ্য। ২। সত্যবাদী; প্রধান; প্রমাতা। প্র—মা+অন কর্তৃবা। বিণ। ৩। বিশ্বাস; যথার্থ জ্ঞান; নিশ্চয়। প্র—মা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৪। উপযুক্ত-পরিমাণ, পুরাহাতী ('—বস্ত্র')। বাং প্র। ৫। (বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে) পরিমিত, মাপযুক্ত ('পর্ব্বত—')। বিণ।

প্রমাণতঃ, (-তস্), **প্রমাণত**—প্রমাণ দেখিয়া, প্রমাণমতে। প্রমাণ+তস্ (পঞ্চম্যর্থে)। অব্য।

প্রমাণপঞ্জী—প্রমাণস্বরূপ আলোচিত গ্রন্থসমূহের তালিকা (Bibliography). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রমাণপুরুষ—সালিস। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রমাণসই—উপযুক্ত মাপের; পরিমাণমত। ৭মীতৎ। বিণ।

প্রমাণসাপেক্ষ—যাহার জন্য প্রমাণ আবশ্যক হয় এরূপ, প্রমাণের অপেক্ষাযুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রমাণসিদ্ধ—প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত; প্রমাণিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রমাণিত—প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত; মীমাং-সিত; নিশ্চিত। প্রমাণ+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ। বি—প্রমাণ।

প্রমাণীকৃত—যুক্তি-তর্কাদি দ্বারা যাহার নিশ্চয়তা স্থির করা হইয়াছে এমন, প্রমাণিত। প্রমাণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রমাণী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

প্রমাতা (প্রমাতৃ)—১। বিচারক; প্রমাণ-কারক। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী। ২। (ন্যায়মতে) শুদ্ধচিত্তবৃত্তিসাক্ষী; (বেদান্তমতে) প্রতিফলিত-মনোবৃত্তি। প্র—মা+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

প্রমাতামহ—মায়ের ঠাকুরদাদা, মাতামহের পিতা। প্রারব্ধ মাতামহ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রমাতামহী—মায়ের ঠাকুরমা, মাতামহের মাতা। প্রমাতামহ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রমাথ—প্রমথন; মর্দ্দন; পীড়ন; বধ। প্র—মথ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রমাথিনী—১। অপ্সরা-বিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। দুঃখদায়িনী, মথনকারিণী। প্রমা-থিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রমাথী (-থিন্)—পীড়াদায়ক, ক্লেশকর; ধ্বংসকারী। প্র—মথ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—থিনী।

প্রমাদ—অনাবধানতা, অনবধানতা, ভ্রম; অন্তঃকরণের দৌর্ব্বল্য। প্র—মদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রমত্ত, প্রমাদী (-দিন্)।

প্রমাদিকা—১। দূষিতা কন্যা। বি; স্ত্রী। ২। অনবধানযুক্তা। প্র—মদ্+ণক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রমাদী (-দিন্)—অসতর্ক, অসাবধান। প্রমাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।

প্রমায়ু—পরমায়ুঃ, আয়ুষ্কাল। 'পরমায়ুঃ'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

প্রমারা—'প্রমরা' দ্রঃ।

প্রমিত—বিদিত, অবগত, জ্ঞাত; নিশ্চিত; (অন্য শব্দের পরে থাকিলে) পরিমিত (যেমন—অর্দ্ধহস্তপ্রমিত); প্রথমাবধারিত। প্র—মা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রমিতি।

প্রমিতি—নিশ্চয়জ্ঞান; প্রমাণ, পরিমাণ। প্র—মি বা মা+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রমিত।

প্রমীত—১। মৃত। প্র—মী (গমন করা)+ক্ত কর্তৃবা। ২। নিহত; যজ্ঞার্থে হত। প্র—মী (বধ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রমীলন—বুঁজা, নিমীলন, মুদ্রণ। প্র—মীল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—লিত।

প্রমীলা—১। ঝিমন, তন্দ্রা; অবসাদ; মূদ্রণ। প্র—মীল্+অ ভাববা+আপ্। ২। মেঘনাদপত্নী; অর্জ্জুনের পত্নীবিশেষ। প্র—মীল্+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রমীলিত—যাহা বুজিয়া গিয়াছে এমন, নিমীলিত, মুদ্রিত। প্র—মীল্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লন।

প্রমুখ—১। (সমাসে উত্তরপদে) প্রথম, প্রধান, শ্রেষ্ঠ; তদবধিক, প্রভৃতি, ইত্যাদি। বিণ। ২। আরম্ভ; আদি; প্রধান। প্রকৃষ্ট মুখ, প্রাদি। বি; ক্লীব। [আৎ। অব্য।

প্রমুখাৎ—মুখ হইতে। প্রমুখ+৫মী-স্থানে

প্রমুদিত—আহ্লাদিত, হৃষ্ট; প্রফুল্ল, বিকসিত। প্র—মুদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রমোদ।

প্রমূর্ত্ত(র্ত)—রূপায়িত, অভিব্যক্ত; সুস্পষ্ট; সুন্দররূপে প্রকাশিত। প্রাদি। বিণ।

প্রমৃষ্ট—১। নিরস্ত। প্র—মৃষ্ (ক্ষান্ত হওয়া) +ক্ত কর্ম্মবা। ২। মার্জ্জিত। প্র—মৃজ্ (পরিষ্কার করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রমেয়—১। প্রমিতির বিষয়ীভূত (commensurable); পরিমেয়, পরিচ্ছেদ্য; অবধার্য্য। বিণ। ২। (ন্যায়মতে) শুদ্ধচৈতন্য; (বেদান্তমতে) দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতি। প্র—মা+যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

প্রমেহ—মূত্রদোষ-রোগবিশেষ; জননেন্দ্রিয় হইতে পূষ ইত্যাদির ক্ষরণরূপ ব্যাধি (gonorrhoea). প্র—মিহ্+ঘঞ্ ভাববা, করণবা। বি; পুং।

প্রমেহী (-হিন্)—প্রমেহ-রোগগ্রস্ত। প্রমেহ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—হিণী।

প্রমোচন—খোলা, মুক্তকরণ; ছাল বা চামড়া তুলিয়া ফেলা। প্র—মুচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রমোদ—আনন্দ, আমোদ, হর্ষ। প্র—মুদ্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রমুদিত।

প্রমোদকানন, -বন—আমোদ-আহ্লাদ করিবার বাগান, বাগানবাড়ী, ক্রীড়োদ্যান; রাজান্তঃপুরসংলগ্ন উদ্যান, আনন্দকানন। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রমোদন—১। আনন্দকারক। বিণ। ২। বিষ্ণু। প্র—মুদ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। আনন্দদান। প্র—মুদ্+ণিচ্ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রমোদবন—'প্রমোদকানন' দ্রঃ।

প্রমোদভবন, প্রমোদাগার—আমোদ-প্রমোদের নিমিত্ত গৃহ। প্রমোদের ভবন, আগার (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রমোদিত—আমোদিত, আনন্দিত। প্রমোদ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

প্রমোদী (-দিন্)—১। আনন্দজনক। প্র—মুদ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। ২। আনন্দময়। প্রমোদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।

প্রমোহণ, -মোহন—১। মোহজনক অস্ত্রবিশেষ। প্র—মুহ্+ণিচ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ২। মোহকারক। প্র—মুহ্+ণিচ্ +অন কর্তৃবা, অথবা অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—ণা, —না, —ণী, —নী।

প্রযত—পবিত্র, শুদ্ধ; সংযত; নিয়মবিশিষ্ট। প্র—যম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

প্রযতাত্মা (-ত্মন্)—সংযতমনাঃ, বিশুদ্ধচিত্ত। প্রযত আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রযত্ন—বিশেষরূপ চেষ্টা, প্রয়াস; অধ্যবসায়; বিশেষ যত্ন [ন্যায়মতে ইহা তিনপ্রকার; যথা—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনকারণ]; (ব্যাকরণ) বর্ণের উচ্চারণার্থ ওষ্ঠ জিহ্বা তালু কণ্ঠ প্রভৃতির চেষ্টা [প্রযত্ন প্রধানতঃ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য প্রযত্ন চতুর্ব্বিধ; যথা—স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত। আভ্যন্তর প্রযত্ন একাদশ-প্রকার; যথা—বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত]। প্রকৃষ্ট যত্ন, প্রাদি। বি; পুং।

প্রযাগ—১। উত্তম যজ্ঞ। প্রকৃষ্ট যাগ, প্রাদি। ২। শতক্রতু, ইন্দ্র। প্রকৃষ্ট যাগ যাঁহার, বহুব্রী। ৩। অশ্ব। প্রকৃষ্ট যাগ যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রয়াগ—গঙ্গা যমুনা সরস্বতী—এই তিন নদীর সঙ্গমস্থান; এলাহাবাদ। প্রকৃষ্ট যাগ যেখানে, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রয়াণ—গমন, প্রস্থান; যুদ্ধযাত্রা। প্র—যা +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রয়াত।

প্রয়াত—গত, প্রস্থিত। প্র—যা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রয়াণ।

প্রয়াস—চেষ্টা; যত্ন; ইচ্ছা। প্র—যস্ (যত্ন করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ —প্রয়াসী (-সিন্)।

প্রয়াসী (-সিন্)—চেষ্টাযুক্ত, যত্নবান্; অভিলাষী, প্রত্যাশী। প্রয়াস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—সিনী। বি—প্রয়াস।

প্রযুক্ত—১। যাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন, খাটান; নিযুক্ত; অনুষ্ঠিত; উৎপাদিত; প্রেরিত; রচিত; উল্লিখিত; উচ্চারিত; উদাহৃত; যাহা ধার দেওয়া হইয়াছে এমন। প্র—যুজ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। উৎপন্ন; নিমগ্ন। প্র—যুজ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রযুক্তি, প্রয়োগ। ৩। জন্য, হেতু, নিবন্ধন। বাং প্র। অব্য।

প্রযুক্তি—প্রয়োগ; প্রয়োজন; শব্দের উচ্চারণবিশেষ; প্রেরণ; উত্তম যুক্তি। প্র —যুজ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ —প্রযুক্ত।

প্রযুজ্যমান—যাহা প্রয়োগ করা হইতেছে এমন। প্র—যুজ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রযুত—১। নিযুত, দশলক্ষ। প্র—যু+ক্ত কর্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। সংযুক্ত। প্র—যু +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রযোক্তা (-যোক্তৃ)—প্রয়োগকর্ত্তা; প্রবর্ত্তক; অনুষ্ঠাতা; ঋণদাতা, উত্তমর্ণ। প্র —যুজ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ক্ত্রী।

প্রয়োগ—খাটান; ব্যবহার; উদাহরণ; প্রবর্ত্তন; অনুষ্ঠান; ফল; অভিনয়; যত্ন; অর্পণ; ঋণদান; নিদর্শন; উল্লেখ; নিয়োগ। প্র—যুজ্+ঘঞ্ ভাববা, কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—প্রযুক্ত।

প্রয়োগজ—পরীক্ষা বা অভিজ্ঞতা দ্বারা লব্ধ (empiric). উপতৎ; প্রয়োগ—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

প্রয়োগদোষ—ব্যবহার-দোষ; উল্লেখজনিত দোষ। প্রয়োগসম্বন্ধীয় দোষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রয়োগবাদ—কার্য্য কারণ ও অবস্থাদি বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক ঘটনার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন (pragmatism). প্রয়োগের বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রয়োগশালা—বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান এবং পরীক্ষার জন্য যন্ত্রাদিযুক্ত গৃহ (laboratory). প্রয়োগের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রয়োগী (-গিন্)—প্রয়োগযুক্ত; ব্যবহারকারী। প্রয়োগ+ইন্ আছে অর্থে বা প্র—যুজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গিণী।

প্রযোজক—প্রযোজনকারী, প্রবর্ত্তক; অনুষ্ঠানকারী; প্রেরক; কর্ত্তা; অভিনয়ার্থ নাটক বা চলচ্চিত্রকে যিনি দর্শনযোগ্যরূপে প্রস্তুত করিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন তিনি (producer); যে সুদ লইয়া টাকাপয়সা ধার দেয়। প্র—যুজ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জিকা।

প্রযোজক-ক্রিয়া—(ব্যাকরণ) যে ক্রিয়া একের নির্দ্দেশে অপরের দ্বারা সাধিত হয়, প্রেরণার্থক ক্রিয়া, ণিজন্ত ক্রিয়া (causative verb). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রয়োজন—১। দরকার; হেতু; উদ্দেশ্য। প্র—যুজ্ (যোগ করা)+অনট্ করণবা। ২। (প্রয়োজন) প্রয়োগকরণ; প্রবর্ত্তন; প্রস্তুতি। প্র—যুজ্+অনট্ ভাববা। ৩। ফল। প্র—যুজ্+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রয়োজনীয়।

প্রয়োজনাতিরিক্ত—যাহা দরকার তাহা অপেক্ষা বেশী। প্রয়োজন হইতে অতিরিক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

প্রয়োজনানুরূপ—দরকারমত; আবশ্যকমত। প্রয়োজনের অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

প্রয়োজনীয়—কার্য্যোপযোগী, আবশ্যক। প্র—যুজ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রয়োজন, প্রয়োজনীয়তা।

প্রযোজ্য—১। যাহা খাটে এমন, যাহাকে প্রয়োগ করা যায় এরূপ; যাহাকে দিয়া কোন কাজ করান যায় ('—কর্ত্তা')। বিণ। ২। প্রেষ্য, ভৃত্য। বি; পুং। ৩। মূলধন। প্র—যুজ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

প্ররূঢ়—জাত, উৎপন্ন; বদ্ধমূল; অঙ্কুরিত; প্রবৃদ্ধ, বর্দ্ধনশীল; প্রসিদ্ধ। প্র—রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্ররোচক—(মন্দকার্য্যে) উৎসাহদানকারী; প্রবর্ত্তক, উত্তেজক। প্র—রুচ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চিকা।

প্ররোচন—উত্তেজনা দেওয়া, উস্‌কান; রুচি-সম্পাদন; উৎসাহন। প্র—রুচ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—চিত।

প্ররোচনা—উত্তেজনা, উস্‌কানি; রুচি; উৎসাহ। প্র—রুচ্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—প্ররোচিত।

প্ররোচিত—উৎসাহিত; উত্তেজিত; প্ররোচনা-প্রাপ্ত। প্র—রুচ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—চন,—চনা।

প্ররোহ—১। অঙ্কুর; মূল; বট প্রভৃতি গাছের নামুনা, ঝুরি। প্র—রুহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। উৎপত্তি; আরোহণ। প্র—রুহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্ররোহিত, প্ররোহী (-হিন্)—উৎপত্তিশীল; আরোহণকারী, অঙ্কুরিত। প্ররোহ+ইতচ্, ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—হিতা,—হিণী।

প্রলপন—অর্থশূন্য কথা বলা, প্রলাপ। প্র—লপ্ (বলা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রলপিত।

প্রলপিত—১। কথিত; যাহা শুধু শুধু বলা হইয়াছে এমন, বৃথা উক্ত। প্র—লপ্ (বলা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রলপন, প্রলাপ। ২। প্রলাপ। প্র—লপ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রলম্ব—১। বলরাম কর্ত্তৃক নিহত দৈত্য-বিশেষ; উদ্ভিদের অঙ্কুর; লতার শো; শাখা; বৃক্ষাদির নামুনা, ঝুরি; স্ত্রী-স্তন; হারবিশেষ; মেঘ। প্র—লন্ব্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। লম্বমান হওয়া, ঝোলা। প্র—লন্ব্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ম্বিত। ৩। অত্যন্ত লম্বমান। প্র—লন্ব্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রলম্বন—১। ঝোলা। প্র—লন্ব্+অনট্ ভাববা। ২। উদ্গত অংশ (projection). প্র—লন্ব্+অন কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। বিণ,—ম্বিত।

প্রলম্বিত—যাহা ঝুলিয়া পড়িয়াছে এমন। প্র—লন্ব্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রলম্ব, প্রলম্বন।

প্রলম্ভ—বিশেষরূপে লাভ; প্রবঞ্চনা; ছলনা। প্র—লভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রলয়—১। সৃষ্টি-নাশ, কল্পান্ত, ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ (প্রলয় চারিপ্রকার; যথা—নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক)। প্র—লী+অচ্ অধিবা, ভাববা। ২। মৃত্যু; ধ্বংস, নাশ; ক্ষয়; মূর্চ্ছা। প্র—লী+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রলীন। **পলকে প্রলয়**—মুহূর্ত্তের মধ্যে ভয়ানক কাণ্ড বা অনর্থপাত।

প্রলয়কাণ্ড—ভীষণ ধ্বংসকর ব্যাপার; সাংঘাতিক ব্যাপার। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রলয়ক্রীড়া, -লীলা—সংহার-লীলা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রলয়ঙ্ক(ৎক)র—সৃষ্টিনাশকারী, সংহারক, সর্ব্বনাশজনক; ধ্বংসকারী। লৌকিক প্রয়োগ। বিণ। স্ত্রী,—রী।

প্রলয়তরঙ্গ—প্রলয়কালীন সাগরের ঢেউ; ভীষণ ঢেউ। প্রলয়োচিত বা প্রলয়কারী তরঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রলয়পবন—সৃষ্টিবিনাশক বায়ু; সৃষ্টি-লোপকালীন বাতাসের ন্যায় ভীষণ বাতাস। প্রলয়কালীন পবন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রলয়পয়োধি—সৃষ্টিনাশকালীন সমুদ্র ('প্রলয়পয়োধি-জলে')। প্রলয়কালীন পয়োধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রলয়মেঘ—প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর মেঘ। প্রলয়োচিত বা প্রলয়কালীন মেঘ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রলয়-লক্ষণ—সৃষ্টিলোপের লক্ষণ; ধ্বংসের চিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রলয়লীলা—'প্রলয়ক্রীড়া' দ্রঃ।

প্রলয়ান্ধকার—সৃষ্টিনাশকালীন অন্ধকারের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার; সৃষ্টিনাশ-কালীন অন্ধকার। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রলয়াবশেষ—সমস্ত ধ্বংসের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রলাপ—অনর্থক বাক্য, পাগলের মত কথা বলা; রোগের উপসর্গবিশেষ; বিলাপ। প্র—লপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রলাপী (-পিন্)—প্রলপনশীল, প্রলাপ-কারী। প্র—লপ্ (বলা)+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পিনী।

প্রলীন—প্রলয়প্রাপ্ত; দ্রবীভূত; চেষ্টাশূন্য। প্র—লী (লীন হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রলয়, প্রলীনতা।

প্রলীনতা—প্রলয়; মূর্চ্ছা। প্রলীন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রলুব্ধ—যাহার অত্যন্ত লোভ বা ইচ্ছা হইয়াছে এমন, অতিশয় লোভযুক্ত। প্র—লুভ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রলোভ।

প্রলেপ—১। লেপন, মাখান। প্র—লিপ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। লেপনদ্রব্য। প্র—লিপ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

প্রলেপক—প্রলেপকর্ত্তা; উত্তমরূপে লেপন-কারী। প্র—লিপ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পিকা।

প্রলেহ—ব্যঞ্জনবিশেষ, কোরমা। প্র—লিহ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

প্রলোভ—অতিলোভ, অতিশয় লালসা; লাভেচ্ছা। প্রকৃষ্ট লোভ, প্রাদি। বি; পুং। বিণ—প্রলুব্ধ।

প্রলোভন—১। লোভ দেখান। প্র—লুভ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। লোভপ্রদর্শক। বিণ। ৩। লোভজনক বস্তু। প্র—লুভ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। বিণ,—ভিত।

প্রলোভিত—যাহাকে লোভ দেখান হইয়াছে এমন; লোভ প্রদর্শন দ্বারা প্রবর্ত্তিত। প্র—লুভ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ভন।

প্রশংসন, প্রশংসা—সুখ্যাতিকরণ, গুণ-কীর্ত্তন, স্তুতি, স্তব; ধন্যবাদ। প্র—শন্স্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অ ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—প্রশংসনীয়, প্রশংসিত।

প্রশংসনীয়—প্রশংসাযোগ্য, সুখ্যাতিভাজন। প্র—শন্স্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—প্রশংসন, প্রশংসা।

প্রশংসা—'প্রশংসন' দ্রঃ।

প্রশংসাপত্র—কাহারও কার্য্যক্ষমতা ইত্যাদি গুণের বর্ণনাযুক্ত পত্র। প্রশংসাসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রশংসাবাদ—গুণকথন, গুণের কথার আলোচনা, স্তুতিবাদ। প্রশংসাসূচক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রশংসাভাজন—সুখ্যাতির পাত্র; সুখ্যাতি-ভাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রশংসিত—যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে এমন। প্র—শন্স্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রশংসন, প্রশংসা।

প্রশম—১। শান্তি, উপশম; বৈরাগ্য; নির্ব্বাণ; অবসাদ। প্র—শম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। শান্ত। প্র—শম্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। **প্রশম লবণ**—(রসায়ন) যে লবণে ক্ষার বা অম্লগুণ নাই তাহা (neutral salt).

প্রশমন—নিবারণ, নিবৃত্তিকরণ; অনুরঞ্জনাদি দ্বারা স্থিরীকরণ; শান্তি; বিরুদ্ধশক্তি দ্বারা পূর্ব্বশক্তির বিলোপসাধন; হনন, বধ। প্র—শম্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—মিত।

প্রশমা—নিবৃত্ত বা সংযত করা। কবিপ্র। ক্রি।

প্রশমিত—থামান, নিবারিত; (রসায়ন) ক্ষার বা অম্লগুণবর্জ্জিত (neutral). প্র—শম্ +ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—মন।

প্রশস্ত—১। প্রশংসনীয়; শ্রেষ্ঠ। প্র—শন্স্ (স্তুতি করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বি—প্রশস্তি। ২। চওড়া। বাং প্র। বিণ।

প্রশস্তি—প্রশংসা; গুণাখ্যান; আশীর্ব্বাদ; বর্ণনা। প্র—শন্স্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রশস্ত।

প্রশস্তিবচন—শান্তির বাণী। প্রশস্তিসূচক বচন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রশস্তি-বন্দনা—দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জ্জন করার পর পুরোহিত যে স্বস্তিবাক্য বলেন তাহা, শান্তি আশীর্ব্বাদ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রশস্য—প্রশংসাযোগ্য; শ্রেষ্ঠ। প্র—শন্স্ +ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রশংসন, প্রশংসা।

প্রশাখা—ছোট ডাল; শাখা হইতে নির্গত শাখা। প্রগতা (আশ্রিতা) শাখাকে, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রশান্ত—বিশেষরূপে শমতাপ্রাপ্ত; নিবৃত্ত। প্র—শম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রশান্তি।

প্রশান্তচিত্ত—১। স্থিরান্তঃকরণ, শান্ত-চেতাঃ। প্রশান্ত চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। স্থির অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রশান্তচেষ্ট—নিশ্চেষ্ট, স্থির, নিশ্চল। প্রশান্তা চেষ্টা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রশান্তবদন—১। যাহার মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে এরূপ। প্রশান্ত বদন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অচঞ্চল, শান্তিপূর্ণ মুখ। প্রশান্ত যে বদন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রশান্তমূর্ত্তি(র্তি)—১। সৌম্যমূর্ত্তি। বহুব্রী। বিণ। ২। যে মূর্ত্তি শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে তাহা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রশান্তস্বরে—স্থিরকণ্ঠে; শান্তিযুক্ত বাক্যে। প্রশান্ত স্বর যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

প্রশান্তি—পরিপূর্ণ শান্ত ভাব; সম্পূর্ণ উপশম। প্র—শম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রশান্ত।

প্রশাসন—আইন, রাজবিধি; বিধান; কড়া শাসন। প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রশাসিতা (-সিতৃ), **প্রশাস্তা** (প্রশাস্তৃ) —শাসনকর্তা; যাজক; পুরোহিত; উপদেষ্টা। প্র—শাস্ (শাসন করা)+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—ত্রী, —স্ত্রী।

প্রশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য। প্র (পরবর্ত্তী) শিষ্য, প্রাদি। বি; পুং।

প্রশ্ন—জিজ্ঞাসা; অনুযোগ; উপনিষদ্‌বিশেষ। প্রচ্ছ্+নঙ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রশ্নকর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা**—জিজ্ঞাসাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

প্রশ্নপত্র—পরীক্ষার প্রশ্নের কাগজ, যাহাতে প্রশ্ন লেখা থাকে সেই কাগজ। প্রশ্নপূর্ণ পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রশ্নোত্তর—১। জিজ্ঞাসার জবাব। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জিজ্ঞাসা এবং উত্তর। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

প্রশ্বাস—নাসিকা দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করা যায় তাহা, নাসিকাগত বায়ু। প্র—শ্বস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রশ্রয়—আবদার রক্ষা, আস্কারা দেওয়া; প্রণয়দান; স্নেহদান; স্নেহযুক্ত সম্মান; বিনয়; বিশ্বাস। প্র—শ্রি+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রশ্রিত।

প্রশ্রিত—বিনীত; আদৃত। প্র—শ্রি+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রশ্রয়।

প্রশ্লথ—ঢিলা, শিথিল; বিশ্লিষ্ট। প্র—শ্লথ্ +অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

প্রষ্টব্য—জিজ্ঞাস্য, প্রশ্নযোগ্য। প্রচ্ছ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

প্রষ্টা (প্রষ্টৃ)—প্রশ্নকারক; জিজ্ঞাসু। প্রচ্ছ্ +তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—প্রষ্ট্রী।

প্রষ্ঠ—অগ্রসর, অগ্রগামী; প্রধান, শ্রেষ্ঠ; প্রথম। প্র—স্থা+ক কর্তৃবা (নিপা)। বিণ।

প্রসক্ত—আসক্ত; অনবরত, অবিরত; সংসৃষ্ট, সংলগ্ন; প্রস্তাবিত। প্র—সন্জ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রসক্তি।

প্রসক্তি—আসক্তি, প্রণয়; উৎসাহ; প্রসঙ্গ; প্রবৃত্তি; আপত্তি; ব্যাপ্তি। প্র—সন্জ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রসক্ত।

প্রসঙ্গ—সম্পর্ক; সম্বন্ধ; সঙ্গতিবিশেষ; আপত্তি; প্রসক্তি; প্রস্তাব; আলোচনা; আলোচ্য বিষয়; মৈথুনাসক্তি; ব্যাপ্তি। প্র—সন্জ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রসঙ্গকোষ—কোন কিছুর সহিত সম্পর্কিত বিষয়ের বিবরণ-পুস্তক (book of reference). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রসঙ্গক্রমে—প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত সংস্রব রাখিয়া; সঙ্গতিক্রমে। প্রসঙ্গের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

প্রসঙ্গতঃ (-তস্)—প্রসঙ্গক্রমে। প্রসঙ্গ+ তস্ ৩য়ার্থে। অব্য; ক্রি-বিণ।

প্রসঙ্গান্তর—আলোচ্য বিষয় হইতে ভিন্ন বিষয়, ভিন্ন প্রসঙ্গ। অন্য প্রসঙ্গ, নিত্য। বি; ক্লীব।

প্রসজ্যপ্রতিষেধ—প্রাপ্তির নিষেধ। প্রসজ্যের প্রতিষেধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রসঞ্জন—প্রসঙ্গকরণ; অবসর-দান। প্র—সন্জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রসত্তি—প্রসন্নতা; নির্ম্মলতা। প্র—সদ্+ ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রসন্ন।

প্রসন্ন—সন্তুষ্ট; প্রফুল্ল, অনুকূল; স্বচ্ছ; নির্ম্মল। প্র—সদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রসত্তি, প্রসন্নতা।

প্রসন্নতা—আনন্দ, সন্তোষ; অনুগ্রহ; প্রসাদ; প্রফুল্লতা; স্বচ্ছতা; নির্ম্মলতা; উজ্জ্বলতা। প্রসন্ন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রসন্ন।

প্রসন্নসলিলা—নির্ম্মলজলপূর্ণা। প্রসন্ন সলিল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রসন্না—১। সন্তুষ্টা; অনুকূলা; প্রসাদ-বিশিষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। সুরা, মদিরা। প্রসন্ন+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নাত্মন্)—১। নির্ম্মলচিত্ত; প্রসন্নান্তঃকরণ। প্রসন্ন আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নির্ম্মল চিত্ত; আনন্দযুক্ত মন। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রসব—১। সন্তান জন্মান, গর্ভমোচন; উৎপত্তি, জন্ম; উৎপাদন; বিস্তার। প্র—সূ+ অপ্ ভাববা। ২। সন্তান; ফল; পুষ্প। প্র—সূ+অপ্ কর্ম্মবা। ৩। কারণ। প্র— সূ+অপ্ অপাবা। বি; পুং

প্রসবগৃহ—সূতিকাঘর, যে গৃহে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রসববেদনা—সন্তান-প্রসব-সময়ের যন্ত্রণা। প্রসবকালীন বেদনা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রসবিত্রী, প্রসবিনী—প্রসবকারিণী; মাতা, জননী। প্র—সূ+তৃন্, ইন্ (ইনি) কর্তৃবা+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

প্রসব্য—১। প্রতিকূল; বিপরীত। প্রকৃষ্ট-রূপে সব্য (বাম), প্রাদি। ২। প্রসবনীয়। প্র—সূ+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রসর—১। বিস্তার; ব্যাপ্তি; প্রকর্ষ; স্বার্থপ্রবৃত্তি; উৎপত্তি; গমন; চলন; বেগ। প্র—সৃ+অপ্ ভাববা। ২। সমূহ; স্নেহ; প্রণয়। প্র—সৃ+অপ্ কর্ম্মবা। ৩। যুদ্ধ। প্র—সৃ+ঘ অধিবা। ৪। নারাচাস্ত্র। প্র—সৃ +ঘ করণবা। বি; পুং। ৫। গমনশীল। প্র—সৃ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

প্রসরণ—অগ্রগমন, ইতস্ততঃ গমন; শত্রু-পক্ষের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন; তৃণকাষ্ঠাদির জন্য সৈন্যদিগের ইতস্ততঃ ভ্রমণ; ব্যাপ্তি; উৎ-পত্তি; বিস্তার; স্বার্থপ্রবৃত্তি। প্র—সৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রসর্পণ—প্রসরণ; গমন; ব্যাপ্তি; বিস্তার; সন্তরণ। প্র—সৃপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রসহন—১। ক্ষমা; সহিষ্ণুতা; অভিভব; আলিঙ্গন। প্র—সহ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। শিকারী জন্তু, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি। বি; পুং। ৩। ক্ষমাযুক্ত। প্র —সহ্+অন কর্তৃবা। বিণ।

প্রসাদ—১। অনুগ্রহ; প্রসন্নতা; স্বচ্ছতা;

নির্ম্মলতা; প্রসক্তি; সৌম্যভাব; স্বাস্থ্য। প্র—সদ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। কাব্যের গুণবিশেষ, প্রসিদ্ধার্থপদতা [যে স্থলে পাঠমাত্রই অর্থবোধ হয়, অথচ বর্ণিত বিষয়সম্বন্ধে চিত্তে স্থায়ী ভাব অঙ্কিত হয় এবং গ্রাম্যশব্দ ব্যবহৃত হয় না, সেই স্থলের ভাষাকেই প্রসাদগুণবিশিষ্ট বলে; যথা—"এমন পবিত্র স্থান, বাতাসে জুড়ায় প্রাণ, অজানা আবেশে করে হৃদয় শিথিল"—গোবিন্দদাস]; দেবনিবেদিত দ্রব্য; গুরুজনের ভুক্তাবশিষ্ট। প্র—সদ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

প্রসাদন—১। আনন্দদান, প্রসন্নতাসম্পাদন। প্র—সদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। অন্ন। প্র—সাদি+অন কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

প্রসাদনা—পরিচর্য্যা, সেবা। প্র—সদ্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রসাদপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—যে ভুক্তাবশিষ্ট পাইতে চায় এমন, অনুগ্রহপ্রার্থী; যে প্রসন্নতা লাভ করিতে চায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -প্রার্থিনী।

প্রসাদভোজী (-ভোজিন্)—যে ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করে এমন। উপতৎ; প্রসাদ—ভুজ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -ভোজিনী।

প্রসাদাৎ—কৃপায়, দয়াহেতু; অনুগ্রহে। সংস্কৃত হেতুত্ববোধক পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত শব্দ। অব্য।

প্রসাদি, প্রসাদী—পূজনীয় ব্যক্তির ভুক্তাবশিষ্ট; দেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত বা নিবেদিত ('—ফুল')। প্রসাদ+ই, ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

প্রসাধক—যে সাজসজ্জা করায় এমন, প্রসাধনকারী; সম্পাদক, নির্ব্বাহক; ভৃত্যবিশেষ। প্র—সাধ্+স্বার্থে ণিচ্, বা সিধ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -ধিকা।

প্রসাধন—১। সাজান, অলঙ্করণ; বেশভূষাসম্পাদন; সাধন, সম্পাদন; কণ্টকশোধন; প্রকৃষ্ট নিষ্পত্তি। প্র—সাধ্, সিধ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। সজ্জাবস্তু, অলঙ্কার। প্র—সাধ্, সিধ্+ণিচ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রসাধিত।

প্রসাধনী—চিরুণি, কঙ্কতিকা। প্র—সাধ্, সিধ্+ণিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রসাধিকা—সাজসজ্জাকারিণী, সজ্জাবিধায়িনী, যে স্ত্রী বেশভূষা করিয়া দেয় এরূপ। প্রসাধক+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

প্রসাধিত—সজ্জিত, অলঙ্কৃত; সম্পাদিত; পরিষ্কৃত। প্র—সাধ্, সিধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রসাধন।

প্রসার—বিস্তার; প্রসরণ; ইতস্ততঃ গমন; গমন; নির্গম। প্র—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রসারণ—বিস্তারকরণ (expansion). প্র—সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, -রিত। বিপরীত—সঙ্কোচন।

প্রসারিণী—১। লতাবিশেষ, লজ্জাবতীলতা। বি; স্ত্রী। ২। ব্যাপিনী। প্র—সৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রসারিত—বিস্তারিত; ব্যাপিত; সম্পাদিত; অলঙ্কৃত। প্র—সৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, -রণ।

প্রসারী (-সারিন্)—প্রসরণশীল, বিসারী; ব্যাপী। প্র—সৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -রিণী।

প্রসার্য্য(র্য)—(রসায়ন) যাহা না ভাঙিয়া টানিয়া লম্বা করা যায় এমন (ductile). প্র—সৃ+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, -র্য্যতা।

প্রসার্য্য(র্য)মাণ—যাহাকে বিস্তারিত করা হইতেছে এমন। প্র-সৃ+ণিচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

প্রসিত—ব্যাপৃত, নিযুক্ত; আসক্ত; প্রকৃষ্ট শুভ্র। প্র—সো+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রসিদ্ধ—বিখ্যাত; উন্নত; ভূষিত। প্র—সিধ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রসিদ্ধি।

প্রসিদ্ধি—১। সুনাম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি; সিদ্ধি। প্র—সিধ্+ক্তি ভাববা। ২। ভূষা। প্র—সিধ্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রসিদ্ধ।

প্রসীদ—প্রসন্ন হও। কবিপ্র। সংস্কৃত ক্রি।

প্রসুপ্ত—গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। প্রকৃষ্টরূপে সুপ্ত, সুপ্ সুপা। বিণ।

প্রসূ—মাতা; ঘোটকী; লতা; কদলীবৃক্ষ। প্র—সূ+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

প্রসূত—উৎপাদিত; উৎপন্ন, জাত। প্র—সূ+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ম্ম-কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রসূতা—১। উৎপাদিতা। প্র—সূ+ক্ত কর্ম্মবা+আপ্। ২। যাহার সন্তান জন্মিয়াছে এমন (স্ত্রী)। প্র—সূ+ক্ত কর্ত্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। জাতসন্তানা স্ত্রী। প্রসূত (প্রসব, ভাবে ক্ত)+অচ্ বিশিষ্টার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রসূতি, প্রসূতিকা—যে স্ত্রীর সবেমাত্র সন্তান হইয়াছে এমন, জাতাপত্যা। প্র—সূ+ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে স্বার্থে কন্+আপ্। বি, বা বিণ; স্ত্রী।

প্রসূতি—১। প্রসব; উৎপত্তি। প্র—সূ+ক্তি ভাববা। ২। মাতা; কারণ। প্র—সূ+ক্তি অপাবা। বি; স্ত্রী।

প্রসূতিকা—'প্রসূতি' দ্রঃ।

প্রসূতিজ—১। দুঃখ, ক্লেশ; প্রসবজন্য দুঃখ। বি; ক্লীব। ২। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি লইয়া পরপুরুষ দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে সেই পুত্র। উপতৎ; প্রসূতি—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রসূন—১। পুষ্প, ফুল; মুকুল; ফল। বি; ক্লীব। ২। উৎপন্ন, জাত; সূত। প্র—সূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রসূনিত—পুষ্পিত; পুষ্পশোভিত। প্রসূন+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

প্রসৃত—১। বিসৃত, ব্যাপ্ত; নির্গত; প্রবৃদ্ধ; নিযুক্ত; বিনীত; বেগবান্। প্র—সৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রসৃতি। ২। করকোষ, অর্দ্ধাঞ্জলি, হাতের খোড়ল। বি, পুং। ৩। দুই পল পরিমাণ। প্র—সৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। [কর্ম্মবা। বিণ।

প্রসৃষ্ট—বিশেষরূপে সৃষ্ট। প্র—সৃজ্+ক্ত

প্রসেক—নিষেক, ক্ষরণ; সেচন। প্র—সিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রসেবক—১। বীণাপ্রান্তের বক্রকাষ্ঠ; সূত্ররচিত ভাণ্ড, থোকড়া। প্র—সিব্+অক (ক্বুন্) কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। যে খুব ভাল সেলাই করিতে পারে এমন। প্র—সিব্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বিকা।

প্রস্ত—প্রতিনিধি; নকল; দফা। বাং প্র। বি।

প্রস্তর—পাথর, পাষাণ; মণি; পল্লবাদিরচিত শয্যা। প্র—স্তৃ (আচ্ছাদন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রস্তরনির্ম্মি(র্মি)ত—পাথর দ্বারা তৈয়ারী, শিলাময়। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রস্তরফলক—পাথরের ফালি; স্লেট; যে পাথরের ফালির উপর নাম খোদাই করা হয় তাহা। প্রস্তরের ফলক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রস্তরমণ্ডল—ভূত্বকের যে অংশ পাথরদ্বারা গঠিত তাহা (lithosphere). প্রস্তরের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

প্রস্তরময়—পাথর-বিছান; প্রস্তরনির্ম্মিত; পাষাণময়। প্রস্তর+ময়ট্ বিকার বা অবয়ব অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

প্রস্তরমূর্ত্তি(র্তি)—পাথর দ্বারা গঠিত প্রতিমূর্ত্তি। প্রস্তরগঠিতা মূর্ত্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রস্তরযুগ—যে যুগে কেবল পাথরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, ইতিহাসের আদিম যুগ (Stone-age). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রস্তররচিত—পাথরে গড়া। প্রস্তর দ্বারা রচিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রস্তরীকরণ—পাথরে পরিণত করা। প্রস্তর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রস্তরী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, -কৃত।

প্রস্তরীভবন—পাথর হইয়া যাওয়া। প্রস্তর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রস্তরী)—ভূ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, -ভূত।

প্রস্তরীভূত—পাথরে পরিণত। প্রস্তর+

অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রস্তরী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—ভব,—ভবন।

প্রস্তাব—কথার উত্থাপন; প্রসঙ্গ; প্রকরণ; অবসর, সুযোগ; সামবেদের অবয়ববিশেষ। প্র—স্তু (কথারম্ভ করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রস্তাবনা—আরম্ভ; নাটকের গোড়াতেই নাটকের বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (prologue); পুস্তকের ভূমিকা; যাহা বিচার-বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয় তাহা। প্র—স্তু+ণিচ্+অন ভাববা, কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রস্তাবিত—যাহার প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্র—স্তু+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রস্তার—১। পল্লবাদিরচিত শয্যা; তৃণবনসমূহ। প্র—স্তৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। ছন্দোগ্রন্থের প্রক্রিয়াবিশেষ; বিস্তার; সঙ্গীতছন্দের নানা ভাবে বিন্যাস; গণিতসম্বন্ধীয় বস্তু বা বর্ণমালার নানাভাবে সন্নিবেশ (permutation). প্র—স্তৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রস্তুত—১। তৈয়ারী, নির্ম্মিত; নিষ্পন্ন, কৃত; প্রকৃত, প্রক্রান্ত; উল্লিখিত; উদ্যুক্ত; উপস্থিত; প্রশংসিত; প্রাসঙ্গিক; প্রসঙ্গের বিষয়ীভূত; প্রকৃষ্টস্তুতিযুক্ত; প্রতিপন্ন। প্র—স্তু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রস্তুতি। ২। গঠন; নির্ম্মাণ। প্র—স্তু+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রস্তুতি—তৈয়ার, নির্ম্মাণ, গঠন; আয়োজন, উদ্যোগ; অভিনয়োপযোগী নাটক রচনা; মুদ্রাক্ষর-বিন্যাস; উন্মুখতা। প্র—স্তু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রস্তুত।

প্রস্থ—১। পরিসর, বিস্তার। প্র—স্থা+ক ভাববা। ২। পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি, সানু। প্র—স্থা+ক অধিবা। বি; পুং। ৩। দফা, শ্রেণী, সারি; পোষাকের সমূহ। বাং প্র। বি।

প্রস্থচ্ছেদ—আড়াআড়িভাবে কাটা (cross section). প্রস্থদিকে ছেদ, সুপ্সুপা। বি; পুং।

প্রস্থান—যাওয়া, গমন; যাত্রা, প্রয়াণ; শত্রুর অভিমুখে বিজিগীষুর যাত্রা। প্র—স্থা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রস্থিত।

প্রস্থাপন—নিয়োগ, পাঠান, প্রেরণ। প্র—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পিত।

প্রস্থাপিত—যাহা বা যাহাকে পাঠান হইয়াছে এমন, প্রেরিত। প্র—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পন।

প্রস্থিত—যে গিয়াছে এমন, গত। প্র—স্থা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রস্থান।

প্রস্ফুট, প্রস্ফুটিত—প্রকাশিত; বিকসিত, প্রফুল্ল। প্র—স্ফুট্+ক, ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—টন।

প্রস্ফুটন—ফুটন, বিকশন। প্র—স্ফুট্+অনট্ ভাববা। বিণ,—টিত।

প্রস্ফুরক—ফস্‌ফরাস নামক উজ্জ্বল মৌলিক পদার্থ (phosphorus). প্র—স্ফুর্+ক কর্তৃবা+কন্ স্বার্থে। বি।

প্রস্ফুরণ—ঈষৎ কম্পিত হওয়া, স্পন্দন। প্র—স্ফুর্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—রিত।

প্রস্ফুরিত—ঈষৎ কম্পযুক্ত, স্পন্দিত। প্র—স্ফুর্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—রণ।

প্রস্ফুরিতাধর—কম্পিত ঠোঁট। প্রস্ফুরিত যে অধর, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রস্ফোটন—১। ফুটন, প্রস্ফুটিত হওয়া, বিকসন; প্রকাশিত হওয়া; তাড়ন; বিদারণ; পক্ক হওয়া। প্র—স্ফুট্+অনট্ ভাববা। বিণ—প্রস্ফুটিত। ২। কুলা, শূর্প। প্র—স্ফুট্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

প্রস্বন—উচ্চারণে জোর (accent). প্র—স্বন্+অপ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—নিত।

প্রস্বান—উচ্চ শব্দ। প্র—স্বন্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রস্বাপন—নিদ্রাজনক। প্র—স্বপ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বিণ।

প্রস্বেদ—অত্যধিক ঘাম। প্রাদি। বি; পুং।

প্রস্বেদন—ত্বক্‌ছিদ্র দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য সম্পাদন (transpiration). প্র—স্বিদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রস্রব—গলন, ক্ষরণ; স্খলন। প্র—স্রু+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রস্রবণ—১। ঝরণা, উৎস, নির্ঝর। বি; ক্লীব। ২। মাল্যবান্ পর্ব্বত। প্র—স্রু+অনট্ অপাবা। ৩। ঘর্ম্ম, স্বেদ। প্র—স্রু+অন কর্তৃবা। বি; পুং। ৪। ক্ষরণ; ঘর্ম্ম নির্গত হওয়া; স্বেদন। প্র—স্রু+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রস্রুত।

প্রস্রাব—১। মূত্র, মুত। প্র—স্রু+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। অতিমাত্রায় গলিত হওয়া, বিশেষরূপে ক্ষরণ। প্র—স্রু+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রস্রুত—গলিত, ক্ষরিত। প্র—স্রু+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রস্রবণ।

প্রহত—১। আহত, আঘাতপ্রাপ্ত; গুণিত; বাদিত, ধ্বনিত; পরাজিত; ক্ষুণ্ণ; মাড়ান; তাড়িত। প্র—হন্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। বিস্তৃত; নিকটস্থ। প্র—হন্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

প্রহর—দিবারাত্রির অষ্টম ভাগ, যাম। প্র—হৃ+ঘ অধিবা সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

প্রহর গণা—অলসভাবে সময় কাটান।

প্রহরণ—১। অস্ত্র; স্ত্রীলোকাদির বাহনার্থ আচ্ছাদিত শকট। প্র—হৃ+অনট্ করণবা। ২। প্রহার। প্র—হৃ+অনট্ ভাববা। ৩। যুদ্ধ। প্র—হৃ+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

প্রহরা—পাহারা, চৌকি। 'প্রহর'-শব্দজ। বি।

প্রহরার্দ্ধ(র্ধ)—এক প্রহরের অর্দ্ধেক, আধ প্রহর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রহরিণী—স্ত্রী-পাহারাওয়ালা। প্রহরিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রহরী (-রিন্)—চৌকীদার, যামিক। প্রহর+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

প্রহর্ত্তা (-র্ত্তৃ), **প্রহর্তা**—প্রহারকারী; যোদ্ধা। প্র—হৃ+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—র্ত্রী।

প্রহর্ষ—অত্যধিক আনন্দ; উত্তেজনা। প্র—হৃষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রহৃষ্ট।

প্রহর্ষণ—১। হর্ষকারক, আহ্লাদজনক। প্র—হৃষ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা; অথবা, প্র—হৃষ্+অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—ণা,—ণী। ২। বুধগ্রহ। প্র—হৃষ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

প্রহসন—১। হাস্যরসপ্রধান ক্ষুদ্র নাট্যগ্রন্থবিশেষ। প্র—হস্+অনট্ অধিবা। ২। অতিহাস্য; ঠাট্টা, ব্যঙ্গোক্তি, পরিহাস। প্র—হস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রহস্ত—১। চাপড়, চপেট। প্রসৃত হস্ত যাহাতে, বহুব্রী। ২। রাবণের সেনাপতি রাক্ষসবিশেষ। প্রকৃষ্ট হস্ত যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রহার—আঘাত, নিগ্রহ। প্র—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রহৃত। [ক্রি।

প্রহারা—প্রহার করা, মারা। কবিপ্র।

প্রহারী (-রিন্)—প্রহারকারী ("প্রহারী জনেরে কেন এতেক সম্মান"—কাশীরাম)। প্র—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

প্রহিত—প্রক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত; প্রেরিত; দত্ত; প্রযুক্ত; নিরস্ত। প্র—হি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রহৃত—নিগৃহীত; আহত, আঘাতপ্রাপ্ত। প্র—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রহার।

প্রহৃষ্ট—অতিশয় আহ্লাদিত, অত্যন্ত আনন্দিত। প্র—হৃষ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রহর্ষ।

প্রহেলিকা—হেঁয়ালী, কূটপ্রশ্ন। প্র—হিল্+ণক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রহ্লাদ—১। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর হরিভক্ত পুত্র; নাগবিশেষ। প্র—হ্লাদ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। ২। আহ্লাদ, আনন্দ। প্র—হ্লাদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রহ্লাদন—১। আহ্লাদকরণ, আনন্দদান। প্র—হ্লাদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—দিত। ২। আনন্দজনক। প্র—হ্লাদ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা বা অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—না,—নী।

প্রাইজ—পুরস্কার। ইং prize. বি।

প্রাইমারি—প্রাথমিক, প্রথমকার; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য। ইং primary. বিণ।

প্রাংশু—উচ্চ, উন্নত, ঢেঙ্গা। প্রকৃষ্ট অংশু যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রাক্ (প্রাচ্)—১। পূর্ব্বে, প্রথমে; আগে, অগ্রে। অব্য। ২। আগেকার, পূর্ব্ববর্ত্তী। প্র—অন্চ্+ক্বিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। পুং—প্রাঙ্। স্ত্রী—প্রাচী।

প্রাকরণিক—আলোচনার বা প্রবন্ধের বিষয়ীভূত; প্রকরণপ্রাপ্ত। প্রকরণ+ইক প্রাপ্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

প্রাকাম্য—ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্য-বিশেষ, স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তিতারূপ ঐশ্বর্য্য, যথেচ্ছাচারিত্ব। প্রকাম+য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

প্রাকার—১। প্রাচীর; বেষ্টন, বেড়া। প্র—কৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। সর্ব্বতোভাবে বিস্তার। প্র—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রাকৃত—১। নীচ, অধম, পৃথগ্জন। প্রকৃষ্ট অকৃত (অপকার্য্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ভাষাবিশেষ। বি; ক্লীব। ৩। স্বাভাবিক; নৈসর্গিক; প্রকৃতিসম্বন্ধীয়, স্বভাবসিদ্ধ, সাধারণ, সামান্য, প্রজা; প্রজাসম্বন্ধীয়। প্রকৃতি (স্বভাবাদি)+অণ্ আগতাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -তী। **প্রাকৃত ইতিবৃত্ত**—প্রকৃতিবিষয়ক বৃত্তান্ত অর্থাৎ পৃথিবী ও তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তুসমূহের বিবরণ [প্রাণিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যাসকল প্রাকৃত ইতিবৃত্তের অন্তর্গত (Natural History)]. [কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রাকৃতজন—প্রজাসাধারণ; ইতর ব্যক্তি।

প্রাকৃততত্ত্ববিবেক—যে শাস্ত্রদ্বারা সৃষ্টপদার্থ-দর্শন-জনিত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তাহা (Natural Theology). প্রাকৃতিক (স্বাভাবিক) তত্ত্ব, কর্ম্মধা; তাহাদের বিবেক (জ্ঞান) যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রাকৃততন্ত্র—প্রজাদের বা নিয়ন্ত্রিত রাজ্যশাসন (democracy). প্রাকৃত (প্রজাদিগের) তন্ত্র যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

প্রাকৃতভূগোল—যে ভূগোলবৃত্তান্ত দ্বারা পৃথিবীর জলস্থলবিভাগ, পর্ব্বতাদির বিবরণ, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জলবায়ু ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় জানা যায় তাহা (Physical Geography). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রাকৃতসমাজ—ইংলণ্ডদেশের রাজকীয় সভাসংক্রান্ত সাধারণ লোকদের সমাজ (House of Commons). প্রাকৃতদিগের সমাজ (সম্প্রদায়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাকৃতিক—স্বাভাবিক, প্রকৃতিসম্বন্ধীয়। প্রকৃতি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। বি—প্রকৃতি।

প্রাকৃতিকবিজ্ঞান—জড়পদার্থ সম্বন্ধীয় তত্ত্বশাস্ত্র; যে শাস্ত্র হইতে প্রকৃত কার্য্য-বিষয়ক জ্ঞান জন্মে তাহা (Natural Science). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রাক্কলন—পূর্ব্ব হইতে কৃত হিসাব (estimate). প্রাক্‌কৃত কলন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রাক্কলনিক—যে পূর্ব্ব হইতে হিসাব করিয়া স্থির করে (estimator). প্রাক্‌কলন+ইক (ঠন্) কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

প্রাক্কাল—পূর্ব্ব সময়। প্রাক্ যে কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রাক্কালিক—পূর্ব্বকালে করণীয়; পূর্ব্বকালে সম্পাদিত বা জাত। প্রাক্কাল+ইক ভবাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

প্রাক্কালীন—১। আগেকার, পূর্ব্বকালের, পুরাতন। প্রাক্কাল+ঈন ভবার্থে। বিণ। ২। পূর্ব্ব সময়ে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

প্রাক্তন—আগেকার, পূর্ব্বকালীন; পূর্ব্বজন্মোৎপন্ন, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত, জন্মান্তরীণ। প্রাক্ (পূর্ব্ব)+তন (ট্যু+তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, —নী।

প্রাক্তনকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্ম**—অদৃষ্ট, ভাগ্য; পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম (পাপপুণ্য)। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রাক্তনফল—পূর্ব্বজন্মের কার্য্য অনুসারে প্রাপ্ত ফল। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রাখর্য্য(র্য)—প্রখরতা, তীক্ষ্ণতা। প্রখর+য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—প্রখর।

প্রাগ্‌ভাব—যে বস্তুর যাহা হইতে উৎপত্তি হইবে পূর্ব্বে তাহাতে সে বস্তুর অভাব, প্রাগ্বর্ত্তী অভাব, সংসর্গাভাব। প্রাক্ (পূর্ব্ব) অভাব, কর্ম্মধা বা সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

প্রাগ্‌বিধান—পূর্ব্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন (precaution). প্রাক্‌কৃত বিধান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রাগল্‌ভ্য—ঔদ্ধত্য, প্রগল্‌ভতা, তেজস্বিতা; স্ত্রীদিগের প্রণয়াদি ব্যাপারে নির্ল্লজ্জতা। প্রগল্‌ভ+য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

প্রাগুক্ত—যাহা আগে বলা হইয়াছে এমন, পূর্ব্বোক্ত। প্রাক্ (পূর্ব্বে) উক্ত (কথিত), ৭মীতৎ বা সুপ্‌সুপা। বিণ।

প্রাগৈতিহাসিক—যে সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায় তাহার পূর্ব্বের। ঐতিহাসিক হইতে প্রাক্, সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী, —কী।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ—১। কামরূপ, আসাম। প্রাক্ (পূর্ব্বে) জ্যোতিষ (দীপ্তি) যাহাতে, বহুব্রী। ২। কামরূপের লোক, অসমিয়া। প্রাগ্‌জ্যোতিষ+অণ্ তদধিবাসী অর্থে। বি; পুং।

প্রাগ্‌ভাব—আগে থাকা, পূর্ব্বে অবস্থান। প্রাক্ ভাব, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

প্রাঙ্ (প্রাচ্)—পূর্ব্ববর্ত্তী; পূর্ব্বতন, প্রাচীন। প্র—অন্চ্+ক্বিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—প্রাচী।

প্রাঙ্গণ—অঙ্গন; উঠান, গৃহভূমি। প্র—অন্গ্+অনট্ অধিবা; অথবা, প্রকৃষ্ট অঙ্গন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

প্রাঙ্‌মুখ—যাহার মুখ পূর্ব্বদিকে এমন, পূর্ব্বাস্য। প্রাক্ মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —খা, —খী।

প্রাচী—১। পূর্ব্বদিক্; পৃথিবীর পূর্ব্বাঞ্চল, ভূমধ্যসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ (the East); পূজ্য-পূজকের মধ্যবর্ত্তী স্থান। বি; স্ত্রী। ২। পূর্ব্ববর্ত্তিনী। প্রাচ্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রাচীন—পূর্ব্ব; পূর্ব্বকালীন, পুরাতন, বৃদ্ধ; প্রাচ্য, পূর্ব্বদেশীয়। প্রাচ্ (পূর্ব্ব)+ঈন ভবার্থে। বিণ। বি, —তা, —ত্ব।

প্রাচীনতা, প্রাচীনত্ব—পুরাতনত্ব, প্রাচীন অবস্থা। প্রাচীন+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—প্রাচীন।

প্রাচীনাবীত—শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে বামহস্ত বাহির করিয়া দক্ষিণস্কন্ধে অর্পিত যজ্ঞসূত্রাদি। প্রাচীন—আ—বী+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

প্রাচীনাবীতী (-তিন্)—যে উল্টা করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছে এমন, দক্ষিণস্কন্ধস্থ যজ্ঞসূত্রাদিসম্পন্ন। প্রাচীনাবীত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। [বি; পুং।

প্রাচীপতি—পূর্ব্বদিক্‌পতি, ইন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ।

প্রাচীর—দেওয়াল, পাঁচিল, ভিত্তি; প্রান্তভাগে আবৃতি, বেষ্টন, বেড়া, ইষ্টকাদিনির্ম্মিত বেষ্টনকারক আবরণ। প্র—আ—চি+ক্রন্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

প্রাচীর-চিত্রণ—দেওয়ালের গায়ে নানারূপ ছবি আঁকা (wall-painting). ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রাচুর্য্য(র্য)—আধিক্য; অধিক পরিমাণ। প্রচুর+য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—প্রচুর।

প্রাচ্য—১। পূর্ব্বদেশীয়; পূর্ব্বদিক্‌স্থ। বিণ। ২। পূর্ব্বদেশ [বর্ত্তমানে প্রাচ্য বলিতে সাধারণতঃ এশিয়া মহাদেশকে বুঝায়]। প্রাচ্ (পূর্ব্ব)+যৎ ভবার্থে। বি; পুং।

প্রাচ্যদেশ—পূর্ব্বাঞ্চল, পৃথিবীর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত দেশ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রাচ্যভাষা—পূর্ব্বদেশে অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে প্রচলিত ভাষা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রাচ্যভাষাবিৎ (-বিদ্)—প্রাচ্যভাষায় পণ্ডিত। উপতৎ; প্রাচ্যভাষা—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রাজন—পশুতাড়ন করিবার লাঠি; পাঁচনবাড়ি। প্র—অজ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

প্রাজাপত্য—১। বিবাহের একপ্রকার পদ্ধতি, অষ্টবিধ বিবাহান্তর্গত বিবাহ-বিশেষ। বি ; পুং। ২। দ্বাদশ-দিবস-সাধ্য ব্রতবিশেষ ; রোহিণীনক্ষত্র। প্রজাপতি (ব্রহ্মা) + ণ্য তদ্দেবতার্থে। ৩। প্রজাপতির ভাব বা কর্ম্ম। প্রজাপতি + যক্ ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি ; ক্লীব।

প্রাজাপত্যা—যজ্ঞবিশেষ, প্রব্রজ্যা আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া যে যজ্ঞ করা হয় তাহা। প্রজাপতি + ণ্য দেবতার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রাজ্ঞ—১। জ্ঞানবান্, বিজ্ঞ ; দক্ষ, নিপুণ। বিণ। স্ত্রী, –জ্ঞা, –জ্ঞী (পত্নী-অর্থে)। ২। পণ্ডিত। প্রজ্ঞা + ণ (আছে অর্থে) অথবা প্রজ্ঞ + অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

প্রাজ্ঞা—বুদ্ধিমতী। প্র—আ—জ্ঞা + ক কর্ত্তৃবা + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রাজ্ঞী—বুদ্ধিমতী, ধীমতী, পণ্ডিতের পত্নী। প্রাজ্ঞ + ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

প্রাঞ্জল—সহজ, সোজা, সরল, সুখবোধ্য ; নির্ম্মল ; উজ্জ্বল ; সুখসেব্য। প্র—অন্জ্ + অলচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রাঞ্জলি—বদ্ধাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলি ; যে হাত যোড় করিয়াছে। প্র (প্রকৃষ্টরূপে কৃত) অঞ্জলি যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

প্রাড্‌বিবাক্, -বিবেক—রাজ্যের প্রধান বিচারক, ব্যবহারদর্শী, জজ। প্রাট্ (প্রচ্ছ্ + কিপ্ কর্ত্তৃবা ; যিনি বাদী প্রতিবাদীর বাক্য জিজ্ঞাসা করেন এরূপ)। তথা বিবাক্, বিবেক (বি—বচ্, বিচ্ + ঘঞ্ কর্ত্তৃবা ; যিনি বিবেচনা করিয়া বলেন), কর্ম্মধা। বি ; পুং।

প্রাণ—হৃদয়স্থ বায়ু ; বায়ু ; বল ; জীবন ; দেহের পঞ্চ বায়ুর মধ্যে যাহা শ্বাসরূপে ভিতরে যায়, প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—দেহস্থ এই পঞ্চ বায়ু ; ব্রহ্মা। প্র—অন্ + ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং। **প্রাণ উড়িয়া যাওয়া**—অতিশয় ভীতির সঞ্চার হওয়া ; একান্ত বিহ্বলতা উপস্থিত হওয়া। **প্রাণ টানা**—আগ্রহ জন্মা ; মন আকৃষ্ট হওয়া ("প্রেমে তার প্রাণ টানে না"—গিরীশ ঘোষ)। **প্রাণ পড়িয়া থাকা**—কাহারও বা কিছুর জন্য বিশেষ চিন্তিত থাকা ; উদ্‌গ্রীব থাকা। **প্রাণ পোড়া**—বিচ্ছেদব্যথা অনুভব করা, কাহারও বিচ্ছেদে মনে মনে কষ্ট পাওয়া।

প্রাণকর—বলকারক। উপতৎ ; প্রাণ—কৃ + ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –রী।

প্রাণকান্ত—প্রণয়ী ; নায়ক ; পতি, স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রাণকৃষ্ণ—জীবনসম বা জীবনাধিক শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণতুল্য কৃষ্ণ অথবা প্রাণাধিক কৃষ্ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

প্রাণগতিকে—কোনপ্রকারে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

প্রাণঘাতক—মৃত্যুজনক ; হন্তা, হত্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –ঘাতিকা।

প্রাণত্যাগ—মরিয়া যাওয়া, জীবনবিসর্জ্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রাণদ—১। প্রাণদাতা, যে প্রাণদান করে এমন। উপতৎ ; প্রাণ—দা + ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। জল ; রক্ত। বি ; ক্লীব।

প্রাণদণ্ড—মৃত্যুরূপ দণ্ড বা শাস্তি, বিচারে প্রাণবধরূপ শাস্তি দেওয়া। প্রাণহর দণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

প্রাণদা—১। হরীতকী ; গুটিকাবিশেষ ; বালিকা স্ত্রী। বি ; স্ত্রী। ২। প্রাণদান-কারিণী। প্রাণদ (২) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রাণদাতা (-দাতৃ)—জীবনদানকারী, জীবনরক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –দাত্রী।

প্রাণদান—প্রাণরক্ষা, প্রাণ বাঁচান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

প্রাণধন—১। জীবনের ধনস্বরূপ ; অতি-প্রিয় বস্তু। প্রাণের ধন, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জীবন-রূপ বহুমূল্য বস্তু। রূপক কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

প্রাণধারণ—বাঁচিয়া থাকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

প্রাণন—১। জীবিত থাকা। প্র—অন্ + অনট্ ভাববা। ২। প্রাণসঞ্চার। প্র—অন্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

প্রাণনাথ—স্বামী, পতি, ভর্ত্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রাণনাশ, -বধ—হত্যা, বধ ; জীবননাশ,

প্রাণনিগ্রহ—প্রাণায়াম ; আত্মাকে কষ্ট দেওয়া। প্রাণের নিগ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রাণপঙ্ক—জীবন-সৃষ্টির কারণ, জীবের আদিম অবস্থা (protoplasm). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রাণপণ—১। জীবনপণ, কার্য্যসিদ্ধির জন্য জীবনত্যাগের সঙ্কল্প। কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। যাহাতে জীবন ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হওয়া যায় এমন, যথাসাধ্য ('—চেষ্টা')। প্রাণ পণ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

প্রাণপণে—জীবন পণ করিয়া, প্রাণ-ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া, সাধ্যমত। প্রাণ হই-য়াছে পণ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

প্রাণপতি—স্বামী, জীবন-স্বামী। প্রাণের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, প্রাণতুল্য পতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

প্রাণপাত—১। মৃত্যু, জীবনত্যাগ। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং। ২। যাহাতে মৃত্যু হইতে পারে এমন, কঠোর ('—পরিশ্রম')। প্রাণের পাত যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

প্রাণপ্রতিম—জীবনতুল্য প্রিয়। প্রাণই প্রতিমা (সাদৃশ্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দেবমূর্ত্তিতে প্রাণসঞ্চার ; জীবনসঞ্চার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

প্রাণপ্রদ—প্রাণদানকারী। উপতৎ ; প্রাণ—প্র—দা + ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রাণপ্রিয়—জীবনতুল্য বা ততোধিক ভাল-বাসার পাত্র। প্রাণাধিক প্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা ; বা, প্রাণ সদৃশ প্রিয়, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

প্রাণবঁধু—সখা ; জীবনতুল্য প্রিয় প্রণয়ী। প্রাণতুল্য বা প্রাণাধিক বঁধু (<বন্ধু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

প্রাণবধ—'প্রাণনাশ' দ্রঃ।

প্রাণবল্লভ—জীবনস্বামী। প্রাণের বল্লভ, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, প্রাণতুল্য বা প্রাণাধিক বল্লভ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

প্রাণবান্ (-বৎ)—জীবন্ত ; উদ্দীপনাযুক্ত ; সহৃদয়। প্রাণ + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –বতী।

প্রাণবায়ু—বায়ুরূপ জীবন ; দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণ-নামক বায়ু। কর্ম্মধা অথবা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রাণবিনাশ—হত্যা, বধ, মৃত্যু ঘটান।

প্রাণ-বিয়োগ—মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রাণ-বিসর্জ্জ(র্জ)ন—মৃত্যুবরণ, : জীবন-ত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

প্রাণবৃত্তি—জীবনধারক কার্য্য (vital function). প্রাণ-ধারক বৃত্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

প্রাণভয়—জীবননাশের আশঙ্কা। প্রাণ-নিমিত্তক ভয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

প্রাণভৃৎ—প্রাণী, জীব ; বিষ্ণু। উপতৎ ; প্রাণ—ভৃ + কিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

প্রাণময়—জীবন্ত, সজীব ; জীবনাত্মক ; উদ্দীপনাপূর্ণ। প্রাণ + ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে, স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, –য়ী।

প্রাণময়কোষ—পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়। কর্ম্মধা বি ; পুং।

প্রাণযাত্রা—বাঁচিয়া থাকিবার অবস্থা, প্রাণধারণোপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

প্রাণশক্তি—ভিতরকার তেজ, আভ্যন্তরীণ বল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

প্রাণশূন্য—মৃত ; উদ্দীপনাহীন। ৩য়াতৎ।

প্রাণসংযম—১। প্রাণায়াম। প্রাণের সংযম যাহাতে, বহুব্রী। ২। প্রাণবায়ুর নিরোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রাণসংশয়—১। মৃত্যুর আশঙ্কা, মরণের সম্ভাবনা। প্রাণের সংশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। জীবননাশের আশঙ্কাযুক্ত ('—রোগ')। প্রাণের সংশয় যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। [পুং।

প্রাণসংহার—হত্যা, বধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

প্রাণসংহারক—হত্যাকারী ; মৃত্যুজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –রিকা।

প্রাণসখা—প্রাণতুল্য প্রিয় বন্ধু। মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। সংস্কৃত মতে 'প্রাণসখ'। বি; পুং। স্ত্রী,—সখী।

প্রাণসঙ্ক(ংক)ট—১। জীবন যাইবার উপক্রম; জীবনের বিপদ্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। জীবননাশের আশঙ্কাযুক্ত। প্রাণের সঙ্কট যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

প্রাণসঞ্চার—জীবনদান, জীবনীশক্তি-প্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রাণসমা—প্রিয়তমা; প্রাণতুল্যা পত্নী। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি, বা বিণ; স্ত্রী।

প্রাণসমান—প্রাণসম। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

প্রাণহন্তা (-হন্তৃ)—জীবনবিনাশক, হত্যা-কারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হন্ত্রী।

প্রাণহর, -হারক, -হারী—জীবননাশক; বলনাশক; সাংঘাতিক। ১ম ও ৩য় পক্ষে উপতৎ; প্রাণ—হৃ+অচ্, ণিন্ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হরা, —হারিকা, —হারিণী।

প্রাণহা (-হন্)—হত্যাকারী, ঘাতুক; মারাত্মক। উপতৎ; প্রাণ—হন্+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—প্রাণঘ্নী।

প্রাণহীন—মৃত, জীবনশূন্য; উৎসাহশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ

প্রাণাচার্য্য(র্য)—শ্রেষ্ঠ কবিরাজ; অভিজ্ঞ চিকিৎসক। প্রাণরক্ষক আচার্য্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রাণাত্যয়—মৃত্যু; প্রাণনাশের সময়। প্রাণের অত্যয় (নাশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণাধিক—জীবন হইতে বেশী, জীবনাধিক প্রিয়। প্রাণ হইতে অধিক, ৫মীতৎ। বিণ।

প্রাণান্ত—মৃত্যু, প্রাণাবসান, জীবনান্ত। প্রাণের অন্ত (শেষ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণান্তকর—মৃত্যুজনক; অত্যন্ত কঠোর ('—পরিশ্রম')। উপতৎ; প্রাণান্ত—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

প্রাণান্তপণ—'মৃত্যু হউক তথাপি চেষ্টা করিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা; জীবনপণ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রাণান্তপরিচ্ছেদ—১। দুঃখের চরম অবস্থা, কষ্টের একশেষ; মৃত্যু পর্য্যন্ত সীমা। প্রাণান্তই পরিচ্ছেদ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। মৃত্যুতে যাহার শেষ এমন; দুঃখের চরম। প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রাণান্তিক—জীবনবিনাশক, অত্যধিক যন্ত্রণাপ্রদ। প্রাণান্ত+ইক করে অর্থে। বিণ।

প্রাণাপান—প্রাণ ও অপান বায়ু। প্রাণ ও অপান, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

প্রাণায়াম—দেবতার নাম বা কোন মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকার এক ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্য ছিদ্র দ্বারা শ্বাসবায়ুর আকর্ষণ ও উভয় ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বায়ুরোধ এবং পরে অপর ছিদ্র দ্বারা বায়ু বিসর্জ্জন এবং পুনর্ব্বার ইহার বিপরীত দ্বার দ্বারা ঐরূপ পুরক কুম্ভক ও রেচক ক্রিয়া। প্রাণ—আ—যম্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

প্রাণারাম—হৃদয়ের আনন্দদায়ক, প্রাণে সুখদায়ক। প্রাণ—আ—রম্+ঘঞ্ অধিবা। বিণ।

প্রাণিকুল—সমগ্র প্রাণিজগৎ; বিশেষ দেশের বা ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রাণিসমূহ (fauna). প্রাণীর কুল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রাণিঘাতক—জীবহত্যাকারী; ব্যাধ; কসাই। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —ঘাতিকা। [ক্লীব।

প্রাণিঘাতন—জীবহত্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

প্রাণিজগৎ—সমস্ত জীবজন্তু; জীবজগৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রাণিত—যাহাকে বাঁচান হইয়াছে এমন। প্র—অন্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রাণিতত্ত্ব, -বিদ্যা—যাহা দ্বারা প্রাণিগণের আকার প্রকার ও স্বভাবাদি জানা যায় সেই বিদ্যা (Zoology). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ—যে প্রাণিতত্ত্ব জানে এমন। উপতৎ; প্রাণিতত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ। উপ-তৎ; প্রাণিতত্ত্ব—বিদ্+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রাণিদ্যূত—বাজি রাখিয়া ভেড়া ও মোরগ প্রভৃতির যুদ্ধ করান। প্রাণী দ্বারা দ্যূত (ক্রীড়া), ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

প্রাণিবিদ্যা—'প্রাণিতত্ত্ব' দ্রঃ।

প্রাণিবিদ্যাবিৎ (-বিদ্)—প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ। উপতৎ; প্রাণিবিদ্যা—বিদ্+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রাণিবিবরণ, প্রাণিবৃত্তান্ত—জীব-জন্তুর বিবরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

প্রাণিহিংসা—জীবহত্যা; জীবহত্যার চেষ্টা; জীবজন্তুর অনিষ্টচেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাণী (প্রাণিন্)—জীব, জন্তু। প্রাণ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর—স্বামী, পতি; প্রণয়-পাত্র। প্রাণের ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

প্রাণেশ্বরী—ভার্য্যা, প্রিয়তমা। ৬ষ্ঠীতৎ।

প্রাত—প্রাতঃকাল। 'প্রাতর্'-শব্দজ। বি।

প্রাতঃ—'প্রাতর্' দ্রঃ। [পুং।

প্রাতঃকাল—সকালবেলা। কর্ম্মধা। বি;

প্রাতঃকৃত্য—সকালবেলায় হাত-মুখ ধোওয়া ও শৌচাদি ক্রিয়া; প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রাতঃ (প্রাতঃ-কালে) কৃত্য (কর্ত্তব্য কর্ম্ম), সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

প্রাতঃক্রিয়া—সকালবেলার করণীয় কার্য্য; প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা-বন্দনাদি। সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

প্রাতঃপ্রণাম—সকালবেলায় কৃত নমস্কার (good morning). সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

প্রাতঃসন্ধ্যা—১। পূর্ব্বসন্ধ্যা, প্রত্যূষ। প্রাতঃই সন্ধ্যা, কর্ম্মধা। ২। প্রাতঃকালে উপাস্যা সন্ধ্যা। প্রাতরুপাস্যা সন্ধ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রাতঃস্নান—ভোরবেলায় নাওয়া, প্রাতঃ-কালে অবগাহন। সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

প্রাতঃস্নায়ী (-স্নায়িন্)—যে প্রভাত-কালে স্নান করে এমন। উপতৎ; প্রাতঃ—স্না+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—স্নায়িনী।

প্রাতঃস্মরণীয়—প্রাতঃকালে স্মরণযোগ্য; সকালবেলায় যাহার নাম লইলে বা যাহার কথা মনে করিলে দিন ভাল যাইবে বলিয়া ধারণা হয় এমন; পুণ্যশ্লোক। সুপ্‌সুপা। বিণ।

প্রাতর্, প্রাতঃ—প্রভাত। প্র (আরম্ভ)—অত্ (গমন করা)+অরু কর্ত্তৃবা। অব্য।

প্রাতরাশ—প্রাতঃকালীন ভোজন (break-fast). প্রাতঃ আশ (ভোজন), সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

প্রাতরাহ্নিক—সকালবেলার সন্ধ্যাবন্দনা। প্রাতঃকর্ত্তব্য আহ্নিক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রাতর্ব্বা(র্বা)ক্য—প্রাতঃকালীন প্রথমো-চ্চারিত বাক্য (যাহা নিষ্ফল হইবে না বলিয়া লোকের বিশ্বাস)। প্রাতঃ উচ্চারিত বাক্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রাতস্তন—সকালবেলার, প্রাভাতিক। প্রাতর্+তন (ট্যু) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নী।

প্রাতিকূলিক—বিরুদ্ধ, প্রতিকূলে বর্ত্তমান। প্রতিকূল+ইক স্থিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাতিকূল্য—বিরুদ্ধতা; বৈপরীত্য। প্রতিকূল+ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ —প্রতিকূল।

প্রাতিপক্ষ—বিরুদ্ধ; প্রতিপক্ষবিষয়ক। প্রতিপক্ষ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

প্রাতিপদ—প্রতিপদ্ তিথিতে জাত। প্রতিপদ্+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—দী।

প্রাতিপদিক—১। (ব্যাকরণ) বিভক্তিশূন্য ব্যক্তিবাচক কিংবা বিশেষণবাচক শব্দ, ক্রিয়া ভিন্ন অন্য পদের মূল। বি; ক্লীব। ২। অগ্নি। বি; পুং। ৩। প্রতিপদসম্বন্ধীয়। প্রতিপদ (প্রত্যেক পদ)+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাতিভাব্য—জামিন হিসাবে যে টাকা দেওয়া হয় তাহা; জামিন হওয়া, প্রতিভূ-কর্ম্ম। প্রতিভূ (জামিন)+ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

প্রাতিভাসিক—যে অবাস্তবিক বিষয় বাস্তবিক বলিয়া বোধ হয় এমন, প্রকৃত বলিয়া প্রতীয়মান। প্রতিভাস+ইক। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাতিরূপ্য—প্রতিরূপের ভাব। প্রতিরূপ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

প্রাতিলোম্য—বৈপরীত্য; বিরুদ্ধক্রম। প্রতিলোম+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

প্রাতিশাখ্য—বেদের ব্যাকরণবিশেষ। প্রতিশাখা+ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

প্রাতিস্বিক—ব্যক্তিগত; অনন্যসাধারণ। প্রতিস্ব+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাতিহার, -হারক, -হারিক—১। যাদুকর, ভেল্কীকারক; মায়াবী। প্রতিহার+অণ্; প্রাতিহার+কন্ স্বার্থে; প্রতিহার+ইক করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী, —রিকা, —রিকী। ২। প্রতিহারীর কর্ম্ম। প্রতিহার+অণ্ কর্ম্মার্থে; প্রাতিহার+কন্ স্বার্থে; প্রতিহার+ইক কর্ম্মার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

প্রাত্যহিক—রোজকার, দৈনন্দিন, দৈনিক। প্রত্যহ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাথমিক—১। যাহা প্রথমে হয় এমন, আদ্য, প্রথমকৃত। প্রথম+ইক ভবার্থে। ২। প্রথমাধ্যায়ী, প্রথম বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত। প্রথম+ইক অধ্যয়নার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাথম্য—প্রথমত্ব; প্রধানত্ব, মুখ্যত্ব। প্রথম+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

প্রাদি—উপসর্গসংজ্ঞক প্র পরা অপ প্রভৃতি গণবিশেষ; সমাসবিশেষ, প্র ইত্যাদির যোগে যে তৎপুরুষ সমাস হয়। প্র আদি যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রাদুঃ (প্রাদুস্), প্রাদু—ব্যক্তি, প্রকাশ; প্রত্যক্ষ; নাম; সম্ভাবনা; সত্তা। প্র—অদ্+উস্ ভাববা। অব্য।

প্রাদুর্ভাব—আবির্ভাব, প্রথম প্রকাশ; প্রাবল্য, প্রকটিত হওয়া, উদ্ভব। প্রাদুস্—ভূ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—র্ভূত।

প্রাদুর্ভূত—আবির্ভূত, প্রকাশিত। প্রাদুস্—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—র্ভাব।

প্রাদেশ—বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী বিস্তার করিলে একের অগ্র হইতে অপরের অগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ। প্র—দিশ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

প্রাদেশিক—প্রদেশজাত; প্রদেশসম্বন্ধীয়। প্রদেশ+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি,—শিকতা।

প্রাদেশিকতা—প্রদেশবিশেষের স্বার্থ বা বৈশিষ্ট্যকে বড় মনে করা; প্রদেশবিশেষে প্রচলিত ভাষার ব্যবহার। প্রাদেশিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রাদেশিক।

প্রাদোষিক—সন্ধ্যাকালীন; প্রদোষজাত; প্রদোষকৃত; প্রদোষসম্বন্ধীয়। প্রদোষ (সন্ধ্যাকাল)+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাধান্য—প্রধানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকর্ষ; প্রভুত্ব। প্রধান+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—প্রধান।

প্রাধিকার—কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, প্রভুত্ব (authority). প্র (সম্যক্) অধিকার, প্রাদি। বি; পুং।

প্রাধিকারী (-রিন্)—কর্তৃত্বশালী, কর্তা, প্রভু (authority). প্রাধিকার+ইন্ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং, বা বিণ।

প্রাধিকৃত—অধিকারপ্রাপ্ত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত (authorized). প্র—অধি—কৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

প্রান্ত—অন্তভাগ, শেষসীমা। প্রকৃষ্ট অন্ত (শেষ), প্রাদি। বি; পুং।

প্রান্তবর্ত্তী (-র্ত্তিন্), -বর্ত্তী—শেষসীমায় অবস্থিত। উপতৎ; প্রান্ত—বৃত্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্ত্তিনী।

প্রান্তবিন্দু—(জ্যামিতি) রেখার শেষে অবস্থিত বিন্দু (extremity). প্রান্তস্থিত বিন্দু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রান্তর—অতিদূর-প্রসারী ছায়াজলাদিশূন্য পথ; জনশূন্য প্রদেশ, মাঠ; বন, জঙ্গল; কোটর। প্রকৃষ্ট অন্তর (ব্যবধান বা অবকাশ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

প্রান্তস্থ, প্রান্তস্থিত—প্রান্তবর্ত্তী, শেষভাগে অবস্থিত। উপতৎ; প্রান্ত—স্থা+ক কর্ত্তৃবা; প্রান্তে স্থিত, ৭মীতৎ। বিণ।

প্রান্তীয়—প্রান্তবর্ত্তী (extreme) প্রান্ত+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

প্রাপক—১। যে পায় এমন, অধিগন্তা। প্র—আপ্+ণক কর্ত্তৃবা। ২। যে পাওয়ায় এরূপ, অধিগমক। প্র—আপ্+ণিচ্ (=আপি)+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—প্রাপিকা।

প্রাপণ—১। পাওয়া, প্রাপ্তি; সম্যক্ ব্যাপ্তি। প্র—আপ্+অনট্ ভাববা। বিণ—প্রাপ্ত। ২। পাওয়ান; ব্যাপ্ত করান; লইয়া যাওয়া। প্র—আপ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রাপিত।

প্রাপণিক—বণিক্, ব্যবসায়ী। প্রকৃষ্ট আপণিক, প্রাদি। বি; পুং।

প্রাপণীয়—লভ্য, লব্ধব্য, প্রাপ্য। প্র—আপ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

প্রাপিত—যাহাকে দিয়া বা যাহা পাওয়া হইয়াছে এমন; গ্রাহিত, অধিগমিত। প্র—আপ্+ণিচ্ (=আপি)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রাপণ।

প্রাপ্ত—১। যাহা পাওয়া গিয়াছে এমন, লব্ধ; উপস্থাপিত। প্র—আপ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যে পাইয়াছে এমন, লব্ধ; উপস্থিত। প্র—আপ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রাপ্তি।

প্রাপ্তকাল—১। যাহার মৃত্যুসময় উপস্থিত হইয়াছে এমন, আসন্নমৃত্যু; প্রাপ্তাবসর। প্রাপ্ত (উপস্থিত) কাল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মৃত্যুসময়। প্রাপ্ত (উপস্থিত) কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রাপ্তবয়স্ক—সাবালক, যুবাবস্থায় উপনীত। প্রাপ্ত বয়ঃ যৎকর্তৃক, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

প্রাপ্তবয়াঃ (-বয়স্), -বয়া—সাবালক; উপযুক্ত বয়সে উপনীত। প্রাপ্ত বয়ঃ যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

প্রাপ্তব্য—পাওয়ার যোগ্য, লব্ধব্য, লভ্য, প্রাপ্তিযোগ্য। প্র—আপ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

প্রাপ্তব্যবহার—যে নাবালক নয় এমন, সাবালক। প্রাপ্ত ব্যবহার যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

প্রাপ্তভার—১। ভারগ্রস্ত। বিণ। ২। ভারসহিষ্ণু বৃষাদি। বহুব্রী। বি; পুং।

প্রাপ্তযৌবন—সোমত্ত, তরুণ বয়সে উপনীত। বহুব্রী। বিণ।

প্রাপ্তরূপ—সুন্দর, রূপবান্; উচিত; বিজ্ঞ, পণ্ডিত। বহুব্রী। বিণ।

প্রাপ্তা (প্রাপ্তৃ)—প্রাপক, টাকা ইত্যাদি যাহাকে দিতে হইবে (payee). প্র—আপ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—প্রাপ্ত্রী।

প্রাপ্তি—পাওয়া; লাভ, অধিগম; অর্জ্জন; বৃদ্ধি; উন্নতি; উদয়; উপস্থিতি; অনুমিতি; অষ্টবিধ-ঐশ্বর্য্যমধ্যে ঐশ্বর্য্যবিশেষ, সর্ব্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা। প্র—আপ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রাপ্ত।

প্রাপ্তিযোগ—পাওয়ার সম্ভাবনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি; পুং।

প্রাপ্তিস্থান—যে স্থানে পাওয়া যায়, পাইবার ঠিকানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রাপ্য—১। প্রাপ্তিযোগ্য; লভ্য; গম্য। বিণ। ২। (ব্যাকরণ) কর্ম্মবিশেষ। প্র—আপ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

প্রাবণ—খন্তা; খনিত্র। প্র—আ—বন+ঘ করণবা। বি; ক্লীব।

প্রাবর—বেড়া; প্রাচীর, প্রাকার। প্র—আ—বৃ+অপ্ করণবা। বি; পুং।

প্রাবরণ, প্রাবার—উত্তরীয়-বস্ত্র, ওড়না; আবরণ-বস্ত্র। প্র—আ—বৃ+অনট্, ঘঞ্ করণবা। বি; ক্লীব, পুং।

প্রাবল্য—প্রবলতা; প্রাধান্য; উৎকটতা, তীব্রতা; শক্তি; প্রভাব। প্রবল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—প্রবল।

প্রাবার—'প্রাবরণ' দ্রঃ।

প্রাবাসিক—প্রবাসযোগ্য; প্রবাসসম্বন্ধীয়; প্রবাসজাত। প্রবাস+ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাবীণ্য—দক্ষতা, নৈপুণ্য; প্রবীণতা। প্রবীণ+ষ্ণ্য্‌ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—প্রবীণ।

প্রাবৃট্‌ (প্রাবৃষ্‌), **প্রাবৃষা**—বর্ষাকাল। প্র—আ—বৃষ্‌+ক্বিপ্‌ অধিবা, পক্ষে আপ্‌। বি; স্ত্রী। [বৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রাবৃত—আচ্ছাদিত; বেষ্টিত। প্র—আ—

প্রাবৃতি—বেড়া; আবরণ। প্র—আ—বৃ+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

প্রাবৃষিক—১। বর্ষাকালীন। প্রাবৃষ্‌+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। ময়ূর। প্রাবৃষি (বর্ষাকালে)—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রাবৃষ্য—১। বর্ষাকালীন। বিণ। ২। বৈদূর্য্যমণি। প্রাবৃষ্‌ (বর্ষা)+যৎ ভবার্থে। বি; পুং।

প্রাবেশিক—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার দানকারী। বিণ। **প্রাবেশিক পরীক্ষা**—কলেজে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা নিরূপক পরীক্ষা (Entrance Examination) [অধুনা School Final Examination].

প্রাভাতিক—প্রাতঃকালীন, প্রভাতকালীন। প্রভাত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রামাণিক—১। প্রমাণসিদ্ধ; নির্ভরযোগ্য, প্রমাণরূপে গৃহীত বা স্বীকৃত (authenticated); বিশ্বাস্য; পরিচ্ছেদক; সম্মানযোগ্য। বিণ; পুং, বা ক্লীব। স্ত্রী,—কী। ২। অধ্যক্ষ; পণ্ডিত; সমাজপতি। প্রমাণ+ইক নির্বৃত্তার্থে। বি; পুং। ৩। নাপিত, ক্ষৌরকার। বাং প্র। বি।

প্রামাণিকতা—বিশ্বাসযোগ্যতা; প্রমাণসিদ্ধতা (authority). প্রামাণিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রামাণ্য—১। প্রমাণত্ব; বিশ্বাসযোগ্যতা। প্রমাণ+ষ্ণ্য্‌ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। প্রামাণিক। বাং প্র। বিণ।

প্রামাদিক—যাহা ভুলবশতঃ করা হইয়াছে এমন; অনবধানতা-জনিত। প্রমাদ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—প্রমাদ।

প্রায়—১। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তুল্য, সদৃশ; কাছাকাছি; অধিক। প্র—ই+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। সচরাচর; অধিকাংশস্থলে। 'প্রায়ঃ'-শব্দজ। ক্রি-বিণ। ৩। অনশন-মৃত্যু; মৃত্যু, মরণ; বাহুল্য; উপবাস; বয়ঃ। প্র—ই (মরা ইত্যাদি)+অচ্‌ ভাববা। ৪। পাপ। প্র—ই+অচ্‌ অপাবা। বি; পুং।

প্রায়ঃ (প্রায়স্‌), **প্রায়**—বেশীর ভাগ; বাহুল্যরূপে। প্র—অয়্‌+অস্‌ ভাববা। অব্য।

প্রায়শঃ (-শস্‌), **প্রায়শ**—প্রায়ই, সচরাচরই; বাহুল্যরূপে। প্রায়+শস্‌ বীপ্সার্থে। অব্য।

প্রায়শ্চিত্ত, -শ্চিত্তি—যাহাতে পাপক্ষয় হয় এরূপ ক্রিয়া-কর্ম্ম; চান্দ্রায়ণাদি ব্রত। প্রায়ের (তপস্যার) চিত্ত, চিত্তি (চিৎ+ক্ত, ক্তি ভাববা—নিশ্চয়) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

প্রায়শ্চিত্তার্হ—প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত। উপতৎ; প্রায়শ্চিত্ত—অর্হ্‌+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্হী।

প্রায়শ্চিত্তী (-ত্তিন্‌)—যাহার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত এমন। প্রায়শ্চিত্ত+ইন্‌ কর্ত্তব্য রূপে আছে ইহার এই অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ত্তি।

প্রায়িক—কাছাকাছি; সাধারণ; প্রায়শঃ যাহা হয় এমন; কিছু কমবেশী (approximate). প্রায়+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রায়োগিক—প্রয়োগজ; প্রয়োগ-সম্বন্ধীয়। প্রয়োগ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

প্রায়োদ্বীপ—(ভূগোল) যে ভূমির প্রায় চতুর্দ্দিকে জল; উপদ্বীপ (peninsula). প্রায়ঃ (বাহুল্যরূপে) দ্বীপ, সুপ্‌সুপা। বি; পুং বা ক্লীব।

প্রায়োপবিষ্ট—যে ইচ্ছাপূর্ব্বক উপবাস করিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এমন। প্রায় (অনশন-মৃত্যু) নিমিত্ত উপবিষ্ট, সুপ্‌সুপা; অথবা, প্রায়ের সহিত উপবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রায়োপবেশ, -বেশন, -বেশিকা—ইচ্ছাপূর্ব্বক উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য বসিয়া থাকা, সন্ন্যাস-অবলম্বনপূর্ব্বক অনশনে মৃত্যুর জন্য অবস্থিতি; আত্মশুদ্ধি বা কোন সঙ্কল্প সাধনের জন্য দীর্ঘ কাল না খাইয়া থাকা। প্রায়ার্থ উপবেশ, উপবেশন, মধ্যপ কর্ম্মধা; প্রায়ার্থা উপবেশিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব, স্ত্রী।

প্রারব্ধ—১। যাহা সুরু হইয়াছে এমন, যাহা সুরু করা হইয়াছে এমন। প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ, সুপ্‌সুপা। বিণ। ২। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ অথবা পুণ্য। প্রকৃষ্ট আরব্ধ (আরম্ভ) যৎ-কর্ত্তৃক, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

প্রারম্ভ—উপক্রম, প্রথমোদ্যোগ; আরম্ভ। প্র—আ—রভ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রারম্ভিক।

প্রার্থক—প্রার্থনাকারী, প্রার্থয়িতা। প্র—অর্থ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—প্রার্থিকা।

প্রার্থন, প্রার্থনা—চাওয়া, যাচ্ঞা; আক্রমণ; হিংসা; অভিযান; অবরোধ; গর্ভাঙ্গবিশেষ; মুদ্রাবিশেষ। প্র—অর্থ্‌+অনট্‌ ভাববা, অন ভাববা+আপ্‌। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—প্রার্থনীয়, প্রার্থয়িতব্য, প্রার্থিত, প্রার্থী।

প্রার্থনা-পত্র—বিশেষ আবেদনযুক্ত দরখাস্ত। প্রার্থনাযুক্ত পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রার্থনীয়—প্রার্থনা করিবার যোগ্য, যাচিতব্য। প্র—অর্থ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রার্থন, প্রার্থনা।

প্রার্থয়িতব্য—প্রার্থনা করিবার যোগ্য। প্র—অর্থ্‌+তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রার্থন, প্রার্থনা।

প্রার্থয়িতা (-য়িতৃ)—যাচক, প্রার্থনাকারী; প্রণয়ী। প্র—অর্থ্‌+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

প্রার্থিত—যাহা চাওয়া হইয়াছে এমন, যাচিত; অভিলষিত; যাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে এরূপ; অভিযাত; আক্রান্ত; হত; শত্রুসংরুদ্ধ। প্র—অর্থ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রার্থন, প্রার্থনা।

প্রার্থী (-র্থিন্‌)—প্রার্থনাকারী; আবেদনকারী, দরখাস্তকারী। প্র—অর্থ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—প্রার্থিনী। বি—প্রার্থন, প্রার্থনা।

প্রালম্বিকা—সোনার হার। প্রালম্ব+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রালেয়—হিম, শিশির। প্রলয় (বিনাশ)+অণ্‌ হিতার্থে। বি; ক্লীব।

প্রালেয়াংশু—হিমাংশু, চন্দ্র। প্রালেয় (হিম)-প্রধান অংশু (কিরণ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রাশ—আহার, ভোজন। প্র—অশ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

প্রাশন—ভোজন, আহার। প্র—অশ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রাশিত।

প্রাশস্ত্য—প্রশস্ততা, উৎকর্ষ; প্রশংসনীয়তা; বিস্তার; শ্রেষ্ঠতা। প্রশস্ত+ষ্ণ্য্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

প্রাশিত—১। যাহা খাওয়া হইয়াছে এমন, ভক্ষিত; গ্রস্ত। প্র—অশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রাশন। ২। ভক্ষণ। প্র—অশ্‌+ক্ত ভাববা। ৩। পিতৃযজ্ঞ; তর্পণ। প্র—অশ্‌+ক্ত অধিবা। বি; ক্লীব।

প্রাশ্নিক—১। প্রশ্নকারী; প্রশ্নশ্রবণপূর্ব্বক মীমাংসক। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। সভার সভ্য। প্রশ্ন+ইক করে অর্থে। বি; পুং।

প্রাস—ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ; কুন্ত। প্র—অস্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

প্রাসঙ্গিক—প্রসঙ্গক্রমে উত্থিত, প্রসঙ্গক্রমে আগত; গৌণভাবে সংঘটিত; সম্পর্কীয়। প্রসঙ্গ+ইক উপস্থিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাসাদ—বৃহৎ অট্টালিকা; ইষ্টকময় দেবালয়। প্র—সদ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। বি; পুং।

প্রাসাদকুক্কুট—পায়রা, পারাবত। প্রাসাদস্থিত কুকুট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রাসাদশিখর—অট্টালিকার চূড়া বা উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রাসিক—১। প্রাস-অস্ত্রধারী; শড়কী-

ওয়ালা। প্রাস+ইক প্রহরণার্থে। ২। প্রাস-সম্বন্ধীয়। প্রাস+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাস্থানিক—প্রস্থানকালোচিত। প্রস্থান+ইক বিহিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাহরিক—১। প্রহরসম্বন্ধীয়; প্রহর-নিযুক্ত। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। প্রহরী। প্রহর+ইক সম্বন্ধার্থে, নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

প্রাহসনিক—প্রহসনের অভিনেতা; প্রহ-সনসম্বন্ধীয়। প্রহসন+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাহ্ণ—সকালবেলা। প্র (পূর্ব্বভাগ) অহের (দিনের), একদেশী (অহন্-স্থানে অহ্ন)। বি; পুং। [er. বি।

প্রিণ্টার—মুদ্রাকর, মুদ্রণকারী। ইং print-

প্রিন্সিপাল—কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি, অধ্যক্ষ। ইং principal. বি।

প্রিয়—১। ভালবাসার যোগ্য, প্রীতিভাজন; প্রীতিজনক, রম্য। প্রী+ক কর্তৃবা। বিণ। বি—তা, —ত্ব। ২। স্বামী; বন্ধু, সুহৃদ্। বি; পুং।

প্রিয়ংবদ, প্রিয়বাদী (-বাদিন্)—১। মধুরভাষী, যে প্রিয় কথা বলে এমন। বিণ। স্ত্রী,—বদা, —বাদিনী। ২। গন্ধর্ব্ববিশেষ। উপতৎ; প্রিয়—বদ্+খচ্, ·ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—বদা, —বাদিনী।

প্রিয়ংবদা—১। মধুরভাষিণী। প্রিয়ংবদ(১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কণ্বমুনির পালিতা কন্যা, শকুন্তলার সখী; দ্বাদশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। বি; স্ত্রী।

প্রিয়কার—যে প্রিয় কার্য্য করে এমন; আনুকূল্যকারী। উপতৎ; প্রিয়—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারী।

প্রিয়কারী (-কারিন্)—প্রিয়কার। উপ-তৎ; প্রিয়—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

প্রিয়কৃৎ—১। প্রিয়কারী। বিণ। ২। বিষ্ণু। উপতৎ; প্রিয়—কৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

প্রিয়ঙ্ক(ংক)র—প্রিয়কারক, হিতকারী। প্রিয়—কৃ+খচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

প্রিয়ঙ্ক(ংক)রী—১। প্রিয়কারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বগন্ধা; শ্বেতকণ্টকারী; বৃহজ্জী-বন্তী। প্রিয়ংকর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রিয়ঙ্গু—লতাবিশেষ, শ্যামা লতা; ফলিনী-লতা; পিপুল। প্রিয়—গম্+ডু কর্তৃবা (নিপা)। বি; স্ত্রী।

প্রিয়চিকীর্ষা—প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রিয়চিকীর্ষু—প্রীতিজনক কার্য্য করিতে ইচ্ছুক। ২য়াতৎ। বিণ।

প্রিয়জন—ভালবাসার লোক, সুহৃদ্, আপন জন। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রিয়তম—১। স্বামী; প্রণয়ী। বি; পুং। ২। সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসার পাত্র। প্রিয়+তমপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমা।

প্রিয়তর—(দুইয়ের মধ্যে তুলনায়) অধিক প্রিয়। প্রিয়+তরপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

প্রিয়তা—প্রীতিজনকত্ব, স্নেহ; প্রেম। প্রিয়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রিয়তোষণ—১। প্রিয়জনের তুষ্টিজনক। বিণ। ২। প্রিয়জনের তুষ্টিসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রিয়ত্ব—প্রীতিজনকত্ব, প্রেম, স্নেহ; প্রণয়। প্রিয়+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

প্রিয়দর্শন—১। যে বা যাহা দেখিতে সুন্দর এরূপ, সুদৃশ্য। বিণ। ২। শুকপক্ষী; ক্ষীরিকা-বৃক্ষ। প্রিয় দর্শন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রিয়পাত্র—ভালবাসার পাত্র, স্নেহভাজন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, বা বিণ। [অধুনা অনেকে বাঙ্গালায় ইহার স্ত্রীলিঙ্গে 'প্রিয়পাত্রী' শব্দের প্রয়োগ করেন।]

প্রিয়বচন, -বাক্য—মিষ্ট কথা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রিয়বাদী (-বাদিন্)—'প্রিয়ংবদ' দ্রঃ।

প্রিয়বিয়োগ—প্রিয়জনের মৃত্যু; প্রিয়বস্তুর নাশ, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রিয়বিরহ—প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বা মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রিয়ভাষণ—১। প্রিয়কথা বলা; প্রিয় কথা। প্রিয় ভাষণ (কথন), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। প্রিয়ভাষী। প্রিয় ভাষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রিয়ভাষী (-ভাষিন্)—যে প্রিয়কথা বলে এমন; মধুরবক্তা। উপতৎ; প্রিয়—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী।

প্রিয়ভূমি—প্রীতিজনক স্থান; প্রীতির পাত্র। কর্ম্মধা। বি, বা বিণ; স্ত্রী।

প্রিয়ম্বদা—১। প্রিয়ভাষিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। শকুন্তলার সখী; দ্বাদশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। প্রিয়ম্বদ+আপ্। বি; স্ত্রী। [শুদ্ধ রূপ প্রিয়ংবদা]।

প্রিয়সখ—প্রীতিভাজন ও সুহৃৎ। প্রিয় যে সখা, কর্ম্মধা+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

প্রিয়সখা (-সখি)—১। বন্ধুর প্রতি অনুরক্ত। প্রিয় সখা যাহার, বহুব্রী। ২। প্রিয় বন্ধু। প্রিয় সখা (বন্ধু), কর্ম্মধা (অশুদ্ধ প্রঃ)। বি; পুং। স্ত্রী,—সখী।

প্রিয়-সমাগম—প্রেমাস্পদের সহিত মিলন; প্রিয়জনদিগের সম্মিলন; নায়ক-নায়িকার মিলন। ৬ষ্ঠীতৎ বা ৩য়াতৎ। বি; পুং।

প্রিয়া—১। স্ত্রী, ভার্য্যা। বি; স্ত্রী। ২। প্রণয়ভাগিনী, স্নেহভাগিনী। প্রিয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [কর্তৃবা। বি; পুং।

প্রিয়াল—পিয়ালগাছ। প্রিয়—অল্+অচ্

প্রীণন—তৃপ্তিজনন, প্রীতকরণ। প্রী+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রীণিত।

প্রীণিত—যাহাকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে এমন, তোষিত। প্রী+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রীণন।

প্রীত—১। তৃপ্ত; সন্তুষ্ট, আহ্লাদিত, প্রীতি-যুক্ত। প্রী+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—প্রীতি। ২ প্রীতিসাধন ("শ্রীরামের প্রীতে ভাই মুখে বল হরি"—কৃত্তিবাস)। প্রী+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রীতি—১। তৃপ্তি; সন্তোষ; হর্ষ; প্রেম, অনুরাগ; ইচ্ছা। প্রী+ক্তি ভাববা। ২। কামপত্নীবিশেষ; (জ্যোতিষ) বিষ্কুম্ভাদিযোগের মধ্যে দ্বিতীয় যোগ। প্রী+ক্তিচ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রীত।

প্রীতি-উপহার—ভালবাসার সহিত দান; প্রণয়যুক্ত উপঢৌকন। প্রীতি-সূচক উপহার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রীতিকর—তৃপ্তিপ্রদায়ক; আনন্দদান-কারী। উপতৎ; প্রীতি—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

প্রীতিদায়ক—প্রীতিকর, আনন্দজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দায়িকা।

প্রীতিনিলয়—প্রিয়পাত্র, প্রীতির আধার; ভালবাসার পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রীতিপূর্ণ—ভালবাসায় ভরা, স্নেহপূর্ণ; প্রেমপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রীতিপ্রদ—প্রীতিদায়ক, আনন্দজনক। উপতৎ; প্রীতি—প্র—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

প্রীতিভাজন—ভালবাসার পাত্র, প্রিয়পাত্র, প্রেমাস্পদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, বা বিণ।

প্রীতিভোজ, -ভোজন—কাহারও সংবর্দ্ধনার জন্য বা কোন আনন্দজনক বিষয়োপলক্ষে ভোজনরূপ উৎসব। প্রীতি-জনক ভোজ, ভোজন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব।

প্রীতিমান্ (-মৎ)—প্রীতিযুক্ত, সন্তুষ্ট। প্রীতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

প্রীতিসম্ভাষণ—যাহাতে ভালবাসা প্রকাশ পায় এরূপ কথাবার্তা, প্রীতিসূচক কথোপ-কথন। প্রীতিসূচক সম্ভাষণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রীতিসূচক—যাহাতে ভালবাসা বা হর্ষ প্রকাশ পায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সূচিকা।

প্রীয়মাণ—যে সন্তুষ্ট হইতেছে বা হয় এমন; যাহাকে সন্তুষ্ট করা হইতেছে এমন। প্রী (তুষ্ট হওয়া বা করা)+শানচ্ কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

প্রাবীণ্য—দক্ষতা, নৈপুণ্য; প্রবীণতা। প্রবীণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—প্রবীণ।

প্রাবৃট্ (প্রাবৃষ্), **প্রাবৃষা**—বর্ষাকাল। প্র—আ—বৃষ্+কিপ্ অধিবা, পক্ষে আপ্। বি; স্ত্রী। [বৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রাবৃত—আচ্ছাদিত; বেষ্টিত। প্র—আ—

প্রাবৃতি—বেড়া; আবরণ। প্র—আ—বৃ+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

প্রাবৃষিক—১। বর্ষাকালীন। প্রাবৃষ্+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। ময়ূর। প্রাবৃষি (বর্ষাকালে)—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রাবৃষ্য—১। বর্ষাকালীন। বিণ। ২। বৈদূর্য্যমণি। প্রাবৃষ্ (বর্ষা)+যৎ ভবার্থে। বি; পুং।

প্রাবেশিক—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার দানকারী। বিণ। **প্রাবেশিক পরীক্ষা**—কলেজে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা নিরূপক পরীক্ষা (Entrance Examination) [অধুনা School Final Examination].

প্রাভাতিক—প্রাতঃকালীন, প্রভাতকালীন। প্রভাত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রামানিক—১। প্রমাণসিদ্ধ; নির্ভরযোগ্য, প্রমাণরূপে গৃহীত বা স্বীকৃত (authenticated); বিশ্বাস্য; পরিচ্ছেদক; সম্মানযোগ্য। বিণ; পুং, বা ক্লীব। স্ত্রী,—কী। ২। অধ্যক্ষ; পণ্ডিত; সমাজপতি। প্রমাণ+ইক নির্বৃত্তার্থে। বি; পুং। ৩। নাপিত, ক্ষৌরকার। বাং প্র। বি।

প্রামানিকতা—বিশ্বাসযোগ্যতা; প্রমাণসিদ্ধতা (authority). প্রামানিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রামাণ্য—১। প্রমাণত্ব; বিশ্বাসযোগ্যতা। প্রমাণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। প্রামাণিক। বাং প্র। বিণ।

প্রামাদিক—যাহা ভুলবশতঃ করা হইয়াছে এমন; অনবধানতা-জনিত। প্রমাদ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—প্রমাদ।

প্রায়—১। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তুল্য, সদৃশ; কাছাকাছি; অধিক। প্র—ই+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। সচরাচর; অধিকাংশস্থলে। 'প্রায়ঃ'-শব্দজ। ক্রি-বিণ। ৩। অনশন-মৃত্যু; মৃত্যু, মরণ; বাহুল্য; উপবাস; বয়ঃ। প্র—ই (মরা ইত্যাদি)+অচ্ ভাববা। ৪। পাপ। প্র—ই+অচ্ অপাবা। বি; পুং।

প্রায়ঃ (প্রায়স্), **প্রায়**—বেশীর ভাগ; বাহুল্যরূপে। প্র—অয়্+অস্ ভাববা। অব্য।

প্রায়শঃ (-শস্), **প্রায়শ**—প্রায়ই, সচরাচরই; বাহুল্যরূপে। প্রায়+শস্ বীপ্সার্থে। অব্য।

প্রায়শ্চিত্ত, -শ্চিত্তি—যাহাতে পাপক্ষয় হয় এরূপ ক্রিয়া-কর্ম্ম; চান্দ্রায়ণাদি ব্রত। প্রায়ের (তপস্যার) চিত্ত, চিত্তি (চিৎ+ক্ত, ক্তি ভাববা—নিশ্চয়) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

প্রায়শ্চিত্তার্হ—প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত। উপতৎ; প্রায়শ্চিত্ত—অর্হ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্হী।

প্রায়শ্চিত্তী (-ত্তিন্)—যাহার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত এমন। প্রায়শ্চিত্ত+ইন্ কর্ত্তব্য রূপে আছে ইহার এই অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ত্তি।

প্রায়িক—কাছাকাছি; সাধারণ; প্রায়শঃ যাহা হয় এমন; কিছু কমবেশী (approximate). প্রায়+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রায়োগিক—প্রয়োগজ; প্রয়োগ-সম্বন্ধীয়। প্রয়োগ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

প্রায়োদ্বীপ—(ভূগোল) যে ভূমির প্রায় চতুর্দ্দিকে জল; উপদ্বীপ (peninsula). প্রায়ঃ (বাহুল্যরূপে) দ্বীপ, সুপ্‌সুপা। বি; পুং বা ক্লীব।

প্রায়োপবিষ্ট—যে ইচ্ছাপূর্ব্বক উপবাস করিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এমন। প্রায় (অনশন-মৃত্যু) নিমিত্ত উপবিষ্ট, সুপ্‌সুপা; অথবা, প্রায়ের সহিত উপবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রায়োপবেশ, -বেশন, -বেশিকা—ইচ্ছাপূর্ব্বক উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য বসিয়া থাকা, সন্ন্যাস-অবলম্বনপূর্ব্বক অনশনে মৃত্যুর জন্য অবস্থিতি; আত্মশুদ্ধি বা কোন সঙ্কল্প সাধনের জন্য দীর্ঘ কাল না খাইয়া থাকা। প্রায়ার্থ উপবেশ, উপবেশন, মধ্যপ কর্ম্মধা; প্রায়ার্থ উপবেশিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব, স্ত্রী।

প্রারব্ধ—১। যাহা সুরু হইয়াছে এমন, যাহা সুরু করা হইয়াছে এমন। প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ, সুপ্‌সুপা। বিণ। ২। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ অথবা পুণ্য। প্রকৃষ্ট আরব্ধ (আরম্ভ) যৎ-কর্ত্তৃক, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

প্রারম্ভ—উপক্রম, প্রথমোদ্যোগ; আরম্ভ। প্র—আ—রভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্রারম্ভিক।

প্রার্থক—প্রার্থনাকারী, প্রার্থয়িতা। প্র—অর্থ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—প্রার্থিকা।

প্রার্থন, প্রার্থনা—চাওয়া, যাচ্ঞা; আক্রমণ; হিংসা; অভিযান; অবরোধ; গর্ভাঙ্গবিশেষ; মুদ্রাবিশেষ। প্র—অর্থ্+অনট্ ভাববা, অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—প্রার্থনীয়, প্রার্থয়িতব্য, প্রার্থিত, প্রার্থী।

প্রার্থনা-পত্র—বিশেষ আবেদনযুক্ত দরখাস্ত। প্রার্থনাযুক্ত পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রার্থনীয়—প্রার্থনা করিবার যোগ্য, যাচিতব্য। প্র—অর্থ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রার্থন, প্রার্থনা।

প্রার্থয়িতব্য—প্রার্থনা করিবার যোগ্য। প্র—অর্থ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রার্থন, প্রার্থনা।

প্রার্থয়িতা (-য়িতৃ)—যাচক, প্রার্থনাকারী; প্রণয়ী। প্র—অর্থ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

প্রার্থিত—যাহা চাওয়া হইয়াছে এমন, যাচিত; অভিলষিত; যাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে এরূপ; অভিযাত; আক্রান্ত; হত; শত্রুসংরুদ্ধ। প্র—অর্থ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রার্থন, প্রার্থনা।

প্রার্থী (-র্থিন্)—প্রার্থনাকারী; আবেদনকারী, দরখাস্তকারী। প্র—অর্থ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—প্রার্থিনী। বি—প্রার্থন, প্রার্থনা।

প্রালম্বিকা—সোনার হার। প্রালম্ব+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রালেয়—হিম, শিশির। প্রলয় (বিনাশ)+অণ্ হিতার্থে। বি; ক্লীব।

প্রালেয়াংশু—হিমাংশু, চন্দ্র। প্রালেয় (হিম)-প্রধান অংশু (কিরণ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রাশ—আহার, ভোজন। প্র—অশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

প্রাশন—ভোজন, আহার। প্র—অশ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রাশিত।

প্রাশস্ত্য—প্রশস্ততা, উৎকর্ষ; প্রশংসনীয়তা; বিস্তার; শ্রেষ্ঠতা। প্রশস্ত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

প্রাশিত—১। যাহা খাওয়া হইয়াছে এমন, ভক্ষিত; গ্রস্ত। প্র—অশ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রাশন। ২। ভক্ষণ। প্র—অশ্+ক্ত ভাববা। ৩। পিতৃযজ্ঞ; তর্পণ। প্র—অশ্+ক্ত অধিবা। বি; ক্লীব।

প্রাশ্নিক—১। প্রশ্নকারী; প্রশ্নশ্রবণপূর্ব্বক মীমাংসক। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। সভার সভ্য। প্রশ্ন+ইক করে অর্থে। বি; পুং।

প্রাস—ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ; কুন্ত। প্র—অস্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

প্রাসঙ্গিক—প্রসঙ্গক্রমে উত্থিত, প্রসঙ্গক্রমে আগত; গৌণভাবে সংঘটিত; সম্পর্কীয়। প্রসঙ্গ+ইক উপস্থিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাসাদ—বৃহৎ অট্টালিকা; ইষ্টকময় দেবালয়। প্র—সদ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

প্রাসাদকুক্কুট—পায়রা, পারাবত। প্রাসাদস্থিত কুকুট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রাসাদশিখর—অট্টালিকার চূড়া বা উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রাসিক—১। প্রাস-অস্ত্রধারী; শড়কী-

ওয়ালা। প্রাস+ইক প্রহরণার্থে। ২। প্রাস-সম্বন্ধীয়। প্রাস+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাস্থানিক—প্রস্থানকালোচিত। প্রস্থান+ইক বিহিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাহরিক—১। প্রহরসম্বন্ধীয়; প্রহর-নিযুক্ত। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। প্রহরী। প্রহর+ইক সম্বন্ধার্থে, নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

প্রাহসনিক—প্রহসনের অভিনেতা; প্রহ-সনসম্বন্ধীয়। প্রহসন+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

প্রাহ্ণ—সকালবেলা। প্র (পূর্ব্বভাগ) অহের (দিনের), একদেশী (অহন্-স্থানে অহ্ন)। বি; পুং। [er. বি।

প্রিণ্টার—মুদ্রাকর, মুদ্রণকারী। ইং print-

প্রিন্সিপাল—কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি, অধ্যক্ষ। ইং principal. বি।

প্রিয়—১। ভালবাসার যোগ্য, প্রীতিভাজন; প্রীতিজনক, রম্য। প্রী+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—তা, —ত্ব। ২। স্বামী; বন্ধু, সুহৃদ্। বি; পুং।

প্রিয়ংবদ, প্রিয়বাদী (-বাদিন্)—১। মধুরভাষী, যে প্রিয় কথা বলে এমন। বিণ। স্ত্রী,—বদা, —বাদিনী। ২। গন্ধর্ব্ববিশেষ। উপতৎ; প্রিয়—বদ্+খচ্, 'ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—বদা, —বাদিনী।

প্রিয়ংবদা—১। মধুরভাষিণী। প্রিয়ংবদ(১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কণ্বমুনির পালিতা কন্যা, শকুন্তলার সখী; দ্বাদশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। বি; স্ত্রী।

প্রিয়কার—যে প্রিয় কার্য্য করে এমন; আনুকূল্যকারী। উপতৎ; প্রিয়—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারী।

প্রিয়কারী (-কারিন্)—প্রিয়কার। উপ-তৎ; প্রিয়—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

প্রিয়কৃৎ—১। প্রিয়কারী। বিণ। ২। বিষ্ণু। উপতৎ; প্রিয়—কৃ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রিয়ঙ্ক(ংক)র—প্রিয়কারক, হিতকারী। প্রিয়—কৃ+খচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

প্রিয়ঙ্ক(ংক)রী—১। প্রিয়কারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বগন্ধা; শ্বেতকণ্টকারী; বৃহজ্জী-বন্তী। প্রিয়ঙ্কর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রিয়ঙ্গু—লতাবিশেষ, শ্যামা লতা; ফলিনী-লতা; পিপুল। প্রিয়—গম্+ডু কর্ত্তৃবা (নিপা)। বি; স্ত্রী।

প্রিয়চিকীর্ষা—প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রিয়চিকীর্ষু—প্রীতিজনক কার্য্য করিতে ইচ্ছুক। ২য়াতৎ। বিণ।

প্রিয়জন—ভালবাসার লোক, সুহৃদ্, আপন জন। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রিয়তম—১। স্বামী; প্রণয়ী। বি; পুং। ২। সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসার পাত্র। প্রিয়+তমপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমা।

প্রিয়তর—(দুইয়ের মধ্যে তুলনায়) অধিক প্রিয়। প্রিয়+তরপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

প্রিয়তা—প্রীতিজনকত্ব, স্নেহ; প্রেম। প্রিয়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রিয়তোষণ—১। প্রিয়জনের তুষ্টিজনক। বিণ। ২। প্রিয়জনের তুষ্টিসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রিয়ত্ব—প্রীতিজনকত্ব, প্রেম, স্নেহ; প্রণয়। প্রিয়+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

প্রিয়দর্শন—১। যে বা যাহা দেখিতে সুন্দর এরূপ, সুদৃশ্য। বিণ। ২। শুকপক্ষী; ক্ষীরিকা-বৃক্ষ। প্রিয় দর্শন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

প্রিয়পাত্র—ভালবাসার পাত্র, স্নেহভাজন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, বা বিণ। [অধুনা অনেকে বাঙ্গালায় ইহার স্ত্রীলিঙ্গে 'প্রিয়পাত্রী' শব্দের প্রয়োগ করেন।]

প্রিয়বচন, -বাক্য—মিষ্ট কথা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রিয়বাদী (-বাদিন্)—'প্রিয়ংবদ' দ্রঃ।

প্রিয়বিয়োগ—প্রিয়জনের মৃত্যু; প্রিয়বস্তুর নাশ, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রিয়বিরহ—প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বা মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রিয়ভাষণ—১। প্রিয়কথা বলা; প্রিয় কথা। প্রিয় ভাষণ (কথন), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। প্রিয়ভাষী। প্রিয় ভাষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রিয়ভাষী (-ভাষিন্)—যে প্রিয়কথা বলে এমন; মধুরবক্তা। উপতৎ; প্রিয়—ভাষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী।

প্রিয়ভূমি—প্রীতিজনক স্থান; প্রীতির পাত্র। কর্ম্মধা। বি, বা বিণ; স্ত্রী।

প্রিয়ম্বদা—১। প্রিয়ভাষিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। শকুন্তলার সখী; দ্বাদশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। প্রিয়ম্বদ+আপ্। বি; স্ত্রী। [শুদ্ধ রূপ প্রিয়ংবদা]।

প্রিয়সখ—প্রীতিভাজন ও সুহৃৎ। প্রিয় যে সখা, কর্ম্মধা+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

প্রিয়সখা (-সখি)—১। বন্ধুর প্রতি অনুরক্ত। প্রিয় সখা যাহার, বহুব্রী। ২। প্রিয় বন্ধু। প্রিয় সখা (বন্ধু), কর্ম্মধা (অশুদ্ধ প্রঃ)। বি; পুং। স্ত্রী,—সখী।

প্রিয়-সমাগম—প্রেমাস্পদের সহিত মিলন; প্রিয়জনদিগের সম্মিলন; নায়ক-নায়িকার মিলন। ৬ষ্ঠীতৎ বা ৩য়াতৎ। বি; পুং।

প্রিয়া—১। স্ত্রী, ভার্য্যা। বি; স্ত্রী। ২। প্রণয়ভাগিনী, স্নেহভাগিনী। প্রিয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

প্রিয়াল—পিয়ালগাছ। প্রিয়—অল্+অচ্

প্রীণন—তৃপ্তিজনন, প্রীতকরণ। প্রী+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রীণিত।

প্রীণিত—যাহাকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে এমন, তোষিত। প্রী+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রীণন।

প্রীত—১। তৃপ্ত; সন্তুষ্ট, আহ্লাদিত, প্রীতি-যুক্ত। প্রী+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রীতি। ২ প্রীতিসাধন ("শ্রীরামের প্রীতে ভাই মুখে বল হরি"—কৃত্তিবাস)। প্রী+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

প্রীতি—১। তৃপ্তি; সন্তোষ; হর্ষ; প্রেম, অনুরাগ; ইচ্ছা। প্রী+ক্তি ভাববা। ২। কামপত্নীবিশেষ; (জ্যোতিষ) বিষ্কুম্ভাদিযোগের মধ্যে দ্বিতীয় যোগ। প্রী+ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্রীত।

প্রীতি-উপহার—ভালবাসার সহিত দান; প্রণয়যুক্ত উপঢৌকন। প্রীতি-সূচক উপহার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রীতিকর—তৃপ্তিপ্রদায়ক; আনন্দদান-কারী। উপতৎ; প্রীতি—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

প্রীতিদায়ক—প্রীতিকর, আনন্দজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দায়িকা।

প্রীতিনিলয়—প্রিয়পাত্র, প্রীতির আধার; ভালবাসার পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রীতিপূর্ণ—ভালবাসায় ভরা, স্নেহপূর্ণ; প্রেমপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রীতিপ্রদ—প্রীতিদায়ক, আনন্দজনক। উপতৎ; প্রীতি—প্র—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রীতিভাজন—ভালবাসার পাত্র, প্রিয়পাত্র, প্রেমাস্পদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, বা বিণ।

প্রীতিভোজ, -ভোজন—কাহারও সংবর্দ্ধনার জন্য বা কোন আনন্দজনক বিষয়োপলক্ষে ভোজনরূপ উৎসব। প্রীতি-জনক ভোজ, ভোজন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব।

প্রীতিমান্ (-মৎ)—প্রীতিযুক্ত, সন্তুষ্ট। প্রীতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

প্রীতিসম্ভাষণ—যাহাতে ভালবাসা প্রকাশ পায় এরূপ কথাবার্তা, প্রীতিসূচক কথোপ-কথন। প্রীতিসূচক সম্ভাষণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রীতিসূচক—যাহাতে ভালবাসা বা হর্ষ প্রকাশ পায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সূচিকা।

প্রীয়মাণ—যে সন্তুষ্ট হইতেছে বা হয় এমন; যাহাকে সন্তুষ্ট করা হইতেছে এমন। প্রী (তুষ্ট হওয়া বা করা)+শানচ্ কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

প্রেক—গজাল, কাঁটা, পেরেক। পোর্তুগীজ 'Prego'-শব্দজ। বি।

প্রেক্ষণ—১। ভাল করিয়া দেখা, দর্শন। প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। চক্ষু। প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—প্রেক্ষণীয়, প্রেক্ষিত।

প্রেক্ষণিকা—প্রদর্শনী (exhibition). প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ অধিবা+কন্‌+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রেক্ষণীয়—বিশেষরূপে দেখিবার মত, দ্রষ্টব্য, সম্যক্‌ দর্শনীয়। প্র—ঈক্ষ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রেক্ষণ।

প্রেক্ষা—১। প্রজ্ঞা, বুদ্ধি; দর্শন, দৃষ্টি; পর্য্যালোচনা; মন্ত্রণা; নৃত্যদর্শন। প্র—ঈক্ষ্‌+অ ভাববা+আপ্‌। ২। নৃত্য; শাখা। প্র—ঈক্ষ্‌+অ কর্ম্মবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রেক্ষাগার—রাজাদের মন্ত্রণাগার। প্রেক্ষার (মন্ত্রণার) আগার (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রেক্ষাগৃহ—দর্শনগৃহ; পর্য্যবেক্ষণিকা, মানমন্দির (observatory); দর্শনার্থ স্তরে স্তরে নির্ম্মিত উপবেশনবিশেষ, গ্যালারি; রঙ্গালয়, নাচঘর। প্রেক্ষার গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রেক্ষাবান্‌ (-বৎ)—বুদ্ধিমান্‌; বিবেচক। প্রেক্ষা+মতুপ্‌, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী। [কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রেক্ষণ।

প্রেক্ষিত—বিশেষরূপে দৃষ্ট। প্র—ঈক্ষ্‌+ক্ত

প্রেঙ্খা—১। দোলা। প্র—ইন্‌খ্‌+অঙ্‌ অধিবা+আপ্‌। ২। আন্দোলন; চলন; প্রেঙ্খণ; পর্য্যটন; অশ্বগতি; গতি। প্র—ইন্‌খ্‌+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রেত—১। পিশাচ; নরকস্থ প্রাণী (যথাবিহিত ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন না হইলে প্রেতত্বপ্রাপ্তি ঘটে); মৃত ব্যক্তির আত্মা। বি; পুং। ২। মৃত। প্র—ই (গমন করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। ঘৃণাশূন্য ব্যক্তি, অতিশয় অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। বাং প্র। বি।

প্রেতকর্ম্ম (-কর্ম্মন্‌), **-কর্ম, -কার্য্য(র্য), -কৃত্য**—মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য, দাহাদিসপিণ্ডীকরণান্ত ক্রিয়া। প্রেতোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কার্য্য, কৃত্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রেতগৃহ, -বন—শ্মশান, শবদাহস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রেততর্পণ—মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তি বা প্রীতির জন্য তাহার উদ্দেশে জলগণ্ডূষ-দান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রেতদেহ—প্রেতশরীর; বায়বীয় দেহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

প্রেতনদী—বৈতরণী নদী। প্রেতোত্তার্য্যা নদী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রেতপক্ষ—গৌণচান্দ্রাশ্বিনকৃষ্ণপক্ষ, ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা হইতে শারদীয়া দুর্গাপূজার পূর্ব্ব অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময়। প্রেততর্পণীয় পক্ষ (মাসার্দ্ধ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রেতপতি, -রাজ—যম। ৬ষ্ঠীতৎ, ২য় পক্ষে টচ্‌ সমাসান্ত। বি; পুং।

প্রেতপিণ্ড—মরণাবধি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ড। প্রেতোদ্দিষ্ট পিণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রেতপুর—যমালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

প্রেতবন—'প্রেতগৃহ' দ্রঃ।

প্রেতবাহিত—প্রেতচালিত, ভূতাবিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রেতমূর্ত্তি(র্তি)—মৃত ব্যক্তির আত্মার বায়বীয় অবস্থা; প্রেতের আকার; প্রেতবৎ ভয়জনক এবং বীভৎস আকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রেতরাজ—'প্রেতপতি' দ্রঃ।

প্রেতলোক—যমলোক, যমালয়; মৃত্যুর পর জীবগণের বাসস্থান। প্রেতদিগের লোক (ভুবন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রেতশিলা—পিণ্ডদানার্থ গয়াস্থিত প্রস্তরবিশেষ। প্রেতার্থিকা শিলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রেতশ্রাদ্ধ—মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কৃত পিণ্ডদানাদি কর্ম্ম। প্রেতোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রেতাত্মা (-ত্মন্‌)—১। মৃত ব্যক্তির আত্মা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভূত, প্রেত। কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রেতিনী—পেত্নী; প্রেতের ন্যায় অর্থাৎ অতি কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্টা নারী। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

প্রেপ্সু—পাইতে ইচ্ছুক। প্র—আপ্‌+সন্‌ ইচ্ছার্থে+উ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্রেম (প্রেমন্‌)—প্রিয়তা, ভালবাসা, অনুরাগ, প্রণয়, প্রীতি; স্নেহ; পরিহাস। প্রিয়+ইমন্‌ ভাবে (প্রিয়-স্থানে প্র)। বি; ক্লীব (পুংলিঙ্গও হয়—প্রেমা)। বিণ—প্রেমিক।

প্রেমতরঙ্গ—ভালবাসার উচ্ছ্বাস, প্রণয়াবেগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রেমধারা—গভীর ভালবাসার ফলে অনবরত চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়া চোখের জল, প্রেমজনিত অশ্রু। রূপক কর্ম্মধা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রেমপত্র—ভালবাসার চিঠি, প্রণয়লিপি। প্রেম-জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রেমপূর্ণ—ভালবাসায় ভরা। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রেমভক্তি—প্রীতিযুক্ত শ্রদ্ধা; ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, ভগবৎপ্রেম। প্রেমযুক্তা ভক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রেমমদ—গভীর ভালবাসার ফলে জাত আকুলতা বা উদ্বেগ; মত্ততাজনক প্রেম। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রেমমধু—ভালবাসারূপ সুধা। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রেমময়—অতিশয় প্রেমিক, প্রীতিপূর্ণ; ভালবাসাপূর্ণ, প্রেমযুক্ত। প্রেমন্‌+ময়ট্‌ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —য়ী।

প্রেমমাধুরী—ভালবাসার ফলে জাত সৌন্দর্য্য; ভালবাসার মধুরত্ব। মধ্যপ কর্ম্মধা, অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রেমমুগ্ধ—যে ভালবাসায় ভুলিয়াছে এমন, প্রণয়ে মোহপ্রাপ্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

প্রেমলুব্ধ—ভালবাসা পাইতে ইচ্ছুক, প্রণয়-প্রয়াসী। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রেমসিন্ধু—ভালবাসারূপ সাগর, অগাধ ভালবাসা। প্রেমরূপ সিন্ধু, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রেমহীন—যাহাতে ভালবাসা নাই এমন, প্রণয়শূন্য। প্রেমদ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রেমানন্দ—১। ভালবাসা হইতে জাত আনন্দ। প্রেমজনিত আনন্দ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। ভালবাসা পাইয়া আনন্দিত। প্রেমে আনন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রেমাবতার—মূর্ত্তিমান্‌ ভালবাসা; যিনি জগতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক জীবকে প্রেম শিক্ষা দেন বা স্বয়ং জীব এবং ভগবানের প্রেমে বিভোর হন (সাধারণতঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বুঝায়)। প্রেমের অবতার, ৬ষ্ঠীতৎ; বা, প্রেমপূর্ণ অবতার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

প্রেমামৃত—ভালবাসারূপ সুধা, প্রণয়সুধা। প্রেমরূপ অমৃত, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রেমালিঙ্গন—স্নেহভরে আলিঙ্গন; নায়ক-নায়িকার আলিঙ্গনবিশেষ। প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রেমাশ্রু—গভীর ভালবাসার আবেগে চোখ দিয়া যে জল পড়ে তাহা। প্রেমজনিত অশ্রু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

প্রেমাসক্ত—প্রণয়ে অনুরাগী; ভালবাসায় আবদ্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

প্রেমিক—যে ভালবাসে, প্রণয়ী। প্রেমন্‌+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—প্রেমিকা। বি—প্রেম।

প্রেয়, প্রেয়ঃ—প্রিয়, বাঞ্ছিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বিণ; স্ত্রী।

প্রেয়সী—প্রিয়তমা, কান্তা। প্রেয়স্‌+ঈপ্‌।

প্রেয়ান্‌ (প্রেয়স্‌)—অতিশয় প্রিয়, প্রিয়তর। প্রিয়+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী —প্রেয়সী।

প্রেয়োবাদ—সুখই চরম লক্ষ্য—এই মতবাদ (hedonism). প্রেয়- (সুখ)-এর বাদ (মত), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রেরক—যে পাঠায়, প্রেরণকারী; প্রয়োজক, প্রবর্ত্তক। প্র—ঈর্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—প্রেরিকা।

প্রেরণ, প্রেষণ—পাঠান ; আজ্ঞাকরণ ; নিয়োগ। প্র—ঈর্+ণিচ্, ইষ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—প্রেরিত, প্রেষিত।

প্রেরণা, প্রেষণা—পাঠান ; নিয়োগ ; বিধি ; উৎসাহ এবং প্রবৃত্তি দান, উদ্যমযুক্ত ইচ্ছার সৃষ্টিকরণ। প্র—ঈর্+ণিচ্, ইষ্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রেরয়িতা (-য়িতৃ)—প্রেরণকারী। প্র—ঈর্+ণিচ্ (স্বার্থে)+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

প্রেরিত, প্রেষিত—যাহাকে পাঠান হইয়াছে এমন, বিসর্জ্জিত ; আজ্ঞপ্ত, আদিষ্ট ; নিয়োজিত। প্র—ঈর্+ণিচ্, ইষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রেরণ, প্রেষণ।

প্রেষ—প্রেরণ ; পীড়া ; ক্লেশ ; (পদার্থবিদ্যা) চাপ (pressure). প্রেষ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

প্রেষণ—'প্রেরণ' দ্রঃ।

প্রেষণী—দাসী ; দূতী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

প্রেষ্য, প্রৈষ্য—১। পাঠাইবার মত, প্রেরণীয়। বিণ। ২। দাস, ভৃত্য ; দূত। প্র—ঈষ্, ইষ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

প্রেস—ছাপাখানা ; মুদ্রাযন্ত্র ; সংবাদপত্র। ইং press. বি।

প্রেসিডেন্ট—সভাপতি ; রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তা, রাষ্ট্রপাল। ইং president. বি।

প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন—ঔষধের ব্যবস্থাপত্র। ইং prescription. বি।

প্রোক্ত—১। বিশেষরূপে কথিত ; বর্ণিত। প্র—বচ্ বা ব্রূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। কথন। প্র—বচ্ বা ব্রূ+ক্ত ভাববা। ৩। বৈদিক ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্রাদি শাস্ত্র। প্র—বচ্ বা ব্রূ+ক্ত কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

প্রোক্ষণ—১। জলসেচন। প্র—উক্ষ্+অনট্ ভাববা। ২। যজ্ঞাদিতে পশুবধ ; হত্যা ; বধ। প্র—উক্ষ্+অনট্ অধিবা। বি ; ক্লীব।

প্রোক্ষিত—অভিষিক্ত ; সিক্ত ; হত ; যজ্ঞাদিতে হত ; যজ্ঞে সংস্কৃত ; যজ্ঞার্থ মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত (মাংসাদি)। প্র—উক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

প্রোচ্চ—খুব উঁচু, সমধিক উচ্চ। প্রকৃষ্টরূপে উচ্চ, প্রাদি। বিণ।

প্রোঞ্ছন—মোছা ; মার্জ্জন, পোঁছা ; বর্জ্জন। প্র—উন্ছ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

প্রোত—১। সেলাই-করা, স্যূত ; গুম্ফিত, গ্রথিত, বদ্ধ ; খচিত ; অন্তর্ব্বিদ্ধ ; ভূগর্ভনিহিত, পোতা। বিণ। ২। বস্ত্র। প্র—বে+ক্ত কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

প্রোৎফুল্ল—প্রহৃষ্ট ; অতিশয় আনন্দিত ; বিকসিত, প্রস্ফুটিত। প্রকৃষ্টরূপে উৎফুল্ল, প্রাদি। বিণ।

প্রোৎসাহ—১। অত্যধিক উৎসাহ, সাতিশয় যত্ন, অধ্যবসায়। প্রকৃষ্ট উৎসাহ, প্রাদি। ২। উত্তেজনা। প্র—উৎ—সহ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

প্রোৎসাহিত—১। অত্যধিক উৎসাহযুক্ত। প্রোৎসাহ+ইতচ্ সংজাতার্থে। ২। উত্তেজিত ; প্রবর্ত্তিত ; উদ্দীপিত, প্রণোদিত। প্র—উৎ—সহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রোৎসাহন।

প্রোথন—পুঁতিয়া রাখা, পোঁতা। প্রোথ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—প্রোথিত।

প্রোথিত—পোঁতা, ভূগর্ভনিহিত। প্রোথ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্রোথন।

প্রোদ্যত—অতিশয় উদ্যুক্ত, বিশেষভাবে প্রস্তুত ; অধ্যবসায়ী ; সমধিক উত্তোলিত। প্রকৃষ্টরূপে উদ্যত, প্রাদি। বিণ।

প্রোন্নত—অতিশয় উচ্চ। প্রকৃষ্টরূপে উন্নত, প্রাদি। বিণ।

প্রোফেসার—অধ্যাপক, কলেজের শিক্ষক। ইং professor. বি।

প্রোবেট্—'প্রবেট্' দ্রঃ।

প্রোষিত—বিদেশগত ; নিবৃত্ত ; অপগত। প্র—বস্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—প্রবাস।

প্রোষিতভর্তৃ(র্তৃ)কা—যে স্ত্রীর স্বামী বা প্রেমিক দূরদেশে গমন করিয়াছে এমন ; প্রবাসী স্বামীর বিরহে দুঃখকাতরা নারী। প্রোষিত ভর্ত্তা (ভর্তৃ=স্বামী) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত+আপ্। বি. বা বিণ ; স্ত্রী।

প্রোষিতভার্য্য(র্য)—যাহার পত্নী বা প্রণয়িনী বিদেশে গমন করিয়াছে এরূপ ('—নায়ক')। প্রোষিতা ভার্য্যা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

প্রোষ্ঠী—পুঁটিমাছ, শফরী। প্রকৃষ্ট ওষ্ঠ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রৌঢ়—মধ্যবয়সী, প্রবৃদ্ধ ; প্রবীণ ; প্রচুর ; প্রগল্‌ভ ; যথাবিধি বিবাহিত ; দক্ষ, নিপুণ ; যুবা। প্র—বহ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —তা, —ত্ব।

প্রৌঢ়তা, প্রৌঢ়ত্ব—মধ্যবয়স, প্রৌঢ় অবস্থা ; পরিণতাবস্থা। প্রৌঢ়+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—প্রৌঢ়।

প্রৌঢ়বয়স্ক—মধ্য-বয়স্ক, প্রবীণ-বয়োযুক্ত। প্রৌঢ় বয়ঃ (বয়স্) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

প্রৌঢ়সুলভ—যাহা প্রৌঢ়বয়সে সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

প্রৌঢ়া—১। ৪০ হইতে ৫০ বা ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমযুক্তা স্ত্রী। বি ; স্ত্রী। ২। মধ্য-বয়সী, প্রৌঢ়বয়সযুক্তা। প্রৌঢ়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রৌঢ়ি—প্রৌঢ়তা ; উৎসাহ ; ঔৎসুক্য ; অধ্যবসায় ; সামর্থ্য ; উদ্যম ; উন্নতি ; প্রতিভা। প্র—বহ্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

প্লক্ষ—১। পাকুড় গাছ ; অশ্বত্থ বৃক্ষ। প্র—ক্ষর্+ড কর্ত্তৃবা। ২। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একটি দ্বীপ। প্লক্ষ+অচ্ আছে অর্থে। ৩। খিড়কীর দ্বার। প্লুষ্ (হরণ করা)+স কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

প্লব—১। ভাসিয়া থাকা ; সন্তরণ ; লম্ফন। প্লু+অপ্ ভাববা। ২। ক্রমনিম্নভূমি। প্লু+অপ্ অধিবা। ৩। ভেলা ; ভেক ; মাছধরা পোলা ; জলচর পক্ষী। বি ; পুং। ৪। যাহা ভাসিয়া থাকে এমন। প্লু+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্লবক—১। নর্ত্তক। প্লব+কন্ আছে অর্থে। ২। প্লুতগতিবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী—প্লবিকা।

প্লবগ, প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম—১। বানর ; ভেক ; হরিণ ; অরুণ, সূর্য্যসারথি। বি ; পুং। ২। প্লুতগতিযুক্ত। প্লব (লম্ফ)—গম্+ড, (ড) খচ্, খচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্লবচর—হংস প্রভৃতি উভচর পক্ষী। প্লব (সন্তরণ)—চর্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

প্লবতা, প্লবত্ব—প্লবনশক্তি (তাহা দ্রঃ)। প্লব+তা, ত্ব। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

প্লবন—১। ভাসিয়া থাকা ; সন্তরণ ; লম্ফন ; গমন। প্লু+অনট্ ভাববা। ২। প্লাবন। প্লু+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—প্লুত। ৩। ক্রমনিম্নভূমি। প্লু+অনট্ অধিবা। বি ; ক্লীব।

প্লবনশক্তি—ভাসিয়া থাকিবার শক্তি (buoyancy). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

প্লবমান—ভাসমান, যাহা ভাসিয়া আছে এরূপ। প্লু+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

প্লাটিনম—একপ্রকার অতি মূল্যবান্ ধাতু। ইং platinum. বি।

প্লাবন—জলে ভাসাইয়া দেওয়া ; বন্যায় জলের স্ফীতি ; অভিষেক, সেক। প্লু+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—প্লাবিত।

প্লাবনপীড়ন—বন্যার উৎপাত, বন্যার বেগ। প্লাবনের পীড়ন, ৬ষ্ঠীতৎ ; বা, প্লাবনরূপ পীড়ন, রূপক কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

প্লাবনপীড়িত—বন্যাহেতু দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্লাবিত—যাহা জলে ভাসিয়া গিয়াছে এমন ; সিক্ত। প্লু+ণিচ্ (=প্লাবি)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্লাবন।

প্লাবিতা—প্লবনশক্তি (তাহা দ্রঃ)। প্লু+ণিন্ কর্ত্তৃবা+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

প্লিহা (প্লিহন্), প্লীহা (প্লীহন্)—পিলা, উদরগহ্বরের বাম পার্শ্বে অবস্থিত যন্ত্রবিশেষ (spleen) ; পিলে রোগ। প্লিহ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কনিন্ (নিপাতনে বিকল্পে দীর্ঘ)। বি ; পুং। [বি ; পুং।

প্লীহারি—অশ্বত্থগাছ। প্লীহার অরি, ৬ষ্ঠীতৎ।

প্লুত—১। জলে ডোবা, নিমজ্জিত, স্নাত (অশ্রু'প্লুত')। প্লু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্লবন, প্লুতি। ২। লম্ফ; অশ্বের গতিবিশেষ। প্লু+ ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। তিনটি হ্রস্বস্বর সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক হয় তাহা, ত্রিমাত্রকাল, ত্রিমাত্রস্বর [দূরাহ্বানে, গানে ও রোদনে স্বর প্লুত হয়]। প্লু+ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং।

প্লুতি—জলপ্লাবন; লাফাইয়া যাওয়া। প্লু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—প্লুত।

প্লুষ্ট—ঝলসান, দগ্ধ। প্লুষ্ (দাহ করা) +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—প্লোষ।

প্লেগ—মহামারী; একপ্রকার মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। ইং plague. বি।

প্লেট—ইউরোপীয়দিগের ব্যবহৃত বাসনবিশেষ, চীনামাটির থালাবিশেষ; ধাতুফলক। ইং plate. বি। [বিণ।

প্লেন—সাদাসিধা; সরল; সমান। ইং plain.

প্লোষ—দাহন, পোড়ান। প্লুষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—প্লুষ্ট।

প্ল্যাকার্ড—বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন। ইং placard. বি।

প্ল্যাটফর্ম—পাটাতন, দাঁড়াইবার মঞ্চ; রেলগাড়ীতে চড়িবার বা রেলগাড়ী হইতে নামিবার উপযোগী ষ্টেশনের উঁচু স্থান। ইং platform. বি।

প্ল্যান্—নক্সা ('বাড়ীর—'); মতলব। ইং plan. বি।

প্ল্যান্চেট—মৃতের আত্মাকে আনয়ন করিবার তেকোণা ও তেপায়া কাঠের ছোট টেবিল। ইং planchette. বি।

প্ল্যাসটার—মলম; পটি; প্রলেপ; দেওয়ালে লাগাইবার চূণ বালি; পলস্তারা। ইং plaster. বি।

[ফ]

ফ—১। দ্বাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়]। ইহা অঘোষ ও মহাপ্রাণ। ২। রুক্ষোক্তি; নিষ্ফলবাক্য; ফুৎকার। ফক্ (মন্দ আচরণ করা) +ড ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। ঝঞ্ঝাবাত। স্ফায় (প্রবল হওয়া)+ড কর্তৃবা (নিপা)। ৪। স্ফীতি; সংজ্ঞাবিশেষ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও বর্ণাভাব। স্ফায়্+ড ভাববা। বি; পুং।

ফইজৎ, ফৈজৎ, ফজুত—নিন্দা, গালাগালি, কুৎসা; বিরোধ; পাতক। আর্বী 'ফজীহৎ'-শব্দজ। বি।

ফক্—(পরে 'করিয়া' শব্দের যোগে) হঠাৎ, অদৃশ্যে, না জানাইয়া। বাং প্র। অব্য। [পুং।

ফকার—'ফ' এই বর্ণ। ফ+কার স্বার্থে। বি;

ফকির, ফকীর—মুসলমান সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক; দরিদ্রব্যক্তি, নির্ধনব্যক্তি। আর্বী। বি। বিণ—ফকিরী, ফকীরী। ভাববাচক বি—ফকিরি।

ফক্ক—সঙ্গীতের যে তালে শূন্য থাকে, ফাঁক। ফক্ক্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

ফক্কড়—চালাক; ঘোর ইয়ার, ফাজিল, বাচাল; ফাঁকিবাজ। আর্বী 'ফিকরহ্'-শব্দজ। বিণ। [প্র। বিণ।

ফক্কা, ফোক্কা—বাজে; মিথ্যা, ফাঁকা। বাং

ফক্কি—ফাঁকি; শূন্য; মিথ্যা। 'ফক্কিশ'-শব্দজ। বি।

ফক্কিকা—ফাঁকি, কূটপ্রশ্ন, তত্ত্বনির্ণয়ার্থ পূর্ব্বপক্ষ। ফক্ক্ (ফাঁকি দেওয়া)+ণক ভাববা +আপ্। বি; স্ত্রী।

ফক্কিকার—ফাঁকি, মিছা, অলীক, শূন্যময়। 'ফক্কিকা'-শব্দজ। বিণ।

ফক্কুড়ি—ইয়ারকি; পরিহাস, ধাপ্পাবাজি, চালাকী; বাচালতা। ফক্কড়+ই (বাং) ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি।

ফঙ্গ(ৎগ)বেনে, ফঙ্গি(ৎগি)বানি, ফঙ্গি (ৎগি) মা নি—ঠুনকো, সহজভঙ্গুর, অসার। 'ভঙ্গপ্রবণ'-শব্দজ। বিণ।

ফচ্কিয়া, ফচ্কে—বাচাল; কপট; ফিচেল, মিথ্যাপরিহাসপ্রিয়। বাং প্র। বিণ।

ফচ্কেমি—বাচালতা, চপলতা, ছেবলামো। ফচ্কে+মি ভাবে। বি।

ফজর, ফজির—প্রভাতকাল। আর্বী। বি।

ফজল—অনুগ্রহ, দয়া। আর্বী। বি।

ফজলি—একপ্রকার আম। বাং প্র। বি।

ফট্—মন্ত্রাংশবিশেষ; অব্যক্ত শব্দ; যোগবিশেষ। স্ফুট্ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। অব্য। [বি।

ফটক—সদর দরজা, সিংহদ্বার। বাং প্র।

ফটকিরি—ফট্‌কিরী (তাহা দ্রঃ)।

ফটিক—১। কাঁচ; স্বচ্ছ প্রস্তরবিশেষ। বি। ২। স্বচ্ছ। 'স্ফটিক'-শব্দজ। বিণ।

ফটিকচাঁদ—অকলঙ্ক চন্দ্র; (লাক্ষণিক অর্থে) ফুলবাবু, সৌখীন বেশধারী বালক। ফটিক (নির্ম্মল) চাঁদ, কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

ফটিক-জল—স্বচ্ছ জল; 'ফটিক-জল' রবকারী পাখী, চাতকপাখী; চাতক পাখীর ডাকের কল্পিত রূপ। বাং প্র। বি।

ফটো—আলোকচিত্র-যন্ত্রদ্বারা গৃহীত প্রতিকৃতি। ইং photo. বি। [graph. বি।

ফটোগ্রাফ—আলোকচিত্র। ইং photo-

ফটোগ্রাফার—যে ফটো তোলে। ইং photographer. বি।

ফট্কা—জিনিসের বাজার দর লইয়া জুয়াখেলা। বাং প্র। বি।

ফট্কি-নাট্কি—নগণ্য বিষয়, খুঁটিনাটি; লঘু হাস্যকৌতুক ("ছেলেদের সঙ্গে ফট্‌কিনাট্‌কি করে"—টেকচাঁদ)। বাং প্র। বি।

ফট্কিরী—একপ্রকার বণিগ্‌দ্রব্য (alum). 'স্ফটিকারি'-শব্দজ। বি।

ফড়—কুপন খেলার ছক; গরুর গাড়ীর পাশের দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড। বাং প্র। বি।

ফড়ফড়, ফরফর—বাজে বকা, অত্যধিক বাচালতা; বাগাড়ম্বর। বাং প্র। বি।

ফড়ফড়ে—বাচাল, অতিরিক্তভাষী। ফড়ফড় +এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

ফড়া—ধড়; হাত-পা ও মাথা ছাড়া শরীর। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [শব্দজ। বি।

ফড়িং, ফড়িঙ্—পতঙ্গবিশেষ। 'পতঙ্গ'-

ফড়িঙ্গা—ঝিল্লিকা; পতঙ্গ। 'পতঙ্গ'-শব্দজ। বি।

ফড়িয়া, ফড়ে—ফেরিওয়ালা; খুচরাবিক্রয়কারী। বাং প্র। বি বা বিণ।

ফণ, ফণা—সর্পের বিস্তারিত মস্তক। ফণ্+অচ্ কর্তৃবা; পক্ষে আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

ফণধর, ফণভৃৎ, ফণাধর, ফণাভৃৎ—সর্প, ভুজঙ্গ। ফণের, ফণার ধর, ষষ্ঠীতৎ; উপতৎ; ফণ, ফণা—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ফণমণি—সাপের মাথার মণি। ফণস্থ মণি,

ফণা—'ফণ' দ্রঃ।

ফণাধর, ফণাভৃৎ—'ফণধর' দ্রঃ।

ফণিভূষণ—১। সর্পবলয়, সর্পাকৃতি হস্তভূষণ। রূপক বা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

২। শিব। ফণী ভূষণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ফণিমণ্ডল—১। সর্পাকৃতি কাণের গহনা-বিশেষ। রূপক কর্ম্মধা। ২। সাপের কুণ্ডলী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বাং প্র। বি।

ফণিমনসা—একপ্রকার কাঁটা; ঝাঁপিগাছ।

ফণিরাজ—সর্পরাজ অনন্ত। ফণীদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

ফণী (ফণিন্)—ফণাবিশিষ্ট সাপ। ফণ, ফণা + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী—ফণিনী।

ফণীন্দ্র—সর্পরাজ, অনন্তদেব, বাসুকি। ফণী ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

ফণীশ্বর—সর্পরাজ, অনন্তদেব। ফণীদিগের ঈশ্বর (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ফতুয়া—একপ্রকার ছোট জামা। ফার্সী 'ফতুহ্'-শব্দজ। বি।

ফতুর—সর্ব্বস্বান্ত, নিঃস্ব, নির্ধন, দরিদ্র। আর্বী। বিণ। [বি।

ফতে—সিদ্ধি; জয়। আর্বী 'ফতহ্'-শব্দজ।

ফতো—মিথ্যা; নির্ধন; অন্তঃসারশূন্য; পরপুষ্ট, অন্যের অনুগ্রহে পুষ্ট। আর্বী 'ফতই'-শব্দজ। বিণ। **ফতো নবাব**—যে পরের ধনে নবাবি করে এরূপ, যাহার নিজের কিছু নাই কেবল অপরের অর্থে বাবুগিরি করে এমন। **ফতো বাবু**—যে অতি দরিদ্র হইয়া বাহিরে বাবুয়ানা দেখায় এরূপ; যে ক্ষমতার অতি-রিক্তভাবে বাবুগিরি করে এরূপ; ফতো নবাব।

ফতোয়া—মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান; মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা, মোহম্মদীয় বিচারের ফয়সালা; কাজির রায়। আর্বী 'ফৎবা'-শব্দজ। বি। [বাং প্র। অব্য।

ফনফন—ছিদ্র দিয়া জলপতনের শব্দ।

ফনোগ্রাফ—কলের গান, সঙ্গীতযন্ত্রবিশেষ। ইং phonograph. বি।

ফন্দ, ফন্দি, ফন্দী—কৌশল, ফিকির; বিধান; যোগাযোগ; অভিপ্রায়। 'প্রবন্ধ'-শব্দজ বা ফার্সী 'ফন্দ্'-শব্দজ। বি।

ফন্দিবাজ, ফন্দীবাজ—কৌশলী, মতলবী, চতুর। ফন্দি, ফন্দী + বাজ নিপুণার্থে। বিণ। বি, -বাজি।

ফপরদালাল, ফক্করদালাল—অনা-হুতভাবে পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী বা পরচর্চ্চাকারী। বিণ। বি,—দালালি।

ফপল—বৃথা বাক্যব্যয়। বাং প্র। বি।

ফম, ফোম—বুদ্ধি; কৌশল; মতলব; বোধ; হুঁস। বাং প্র। বি।

ফয়তা—মুসলমান ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনা। আর্বী 'ফতিহাহ্'-শব্দজ। বি।

ফয়দা—'ফায়দা' দ্রঃ।

ফয়সলা, -সালা—বিচারফল, মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র। আর্বী। বি।

ফয়্জমাব—শ্রদ্ধাস্পদ। আর্বী। বিণ।

ফরক—১। পার্থক্য, দূরত্ব। বি। ২। দূর। আর্বী 'ফার্ক'-শব্দজ। বিণ।

ফরকান—আস্ফালন করা; বড় বড় কথা বলিয়া বাহাদুরি দেখান; রাগে বাহির হইয়া যাওয়া; ফাঁক করা। বাং ক্রি।

ফরজ—অবশ্য কর্ত্তব্য। আর্বী। বিণ।

ফরফর—ফড়ফড় (তাহা দ্রঃ)।

ফরফরানি—চাঞ্চল্য; ক্রোধে অস্থিরতা; প্রগল্‌ভতা; পতাকাদি উড়িবার শব্দ। বাং প্র। বি।

ফরফরে—চঞ্চল; ফরফরকারী; অতিশয় পাতলা। ফরফর + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

ফরমা—ছাঁচ; পুস্তক প্রভৃতির যতগুলি পৃষ্ঠা একবারে ছাপা হয়। পোর্ত্তুগীজ 'forma' বা ইং 'forme'-শব্দজ। বি।

ফরমাইস, -মায়েস, -মাস, -মাশ, -মাজ—হুকুম; কোন বস্তু তৈয়ারী করিবার আজ্ঞা, অর্ডার। ফার্সী 'ফরমায়শ'-শব্দজ। বি।

ফরমান—হুকুম; রাজাজ্ঞা; আজ্ঞাপত্র। ফার্সী। বি। [ফার্সী। বিণ।

ফরমানবরদার—আজ্ঞানুবর্ত্তী, দাস।

ফরমানি—হুকুম। ফার্সী 'ফরমাস্'-শব্দজ। বি।

ফরমানী—আদেশপ্রদানকারী, যিনি হুকুম দেন তিনি। ফরমান + ঈ কর্ত্তা অর্থে। বিণ।

ফরমাবন্দী—ছাপিবার জন্য পৃষ্ঠাসমূহ যথাযথভাবে বিন্যাসপূর্ব্বক স্থাপিত। ৭মীতৎ। বিণ।

ফরমাশি, -মাসি, -মাজি—যাহা তৈয়ারী করিবার জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এমন। (ফার্সী) ফরমাশ, ফরমাস, ফরমাজ + ই সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ফরশা, ফরসা—নির্ম্মল, মেঘমুক্ত, শূন্য; শেষ; সাবাড়; স্পষ্ট; অন্ধকারমুক্ত; গৌরবর্ণ। বাং প্র। বিণ। [আর্বী। বি।

ফরসি—দীর্ঘনলযুক্ত একপ্রকার হুঁকা।

ফরাকত—অবকাশ; ছাড়াছাড়ি; পৃথক্‌-করণ; মুক্তস্থান। আর্বী 'ফরাগৎ'-শব্দজ। বি।

ফরাজ—মুসলমান মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার-নির্দ্ধারণপত্র। আর্বী। বি।

ফরাশ—সুবিস্তৃত বসিবার স্থানে বিছানো চাদর; চৌকী প্রভৃতির উপর ঢালা বিছানা। আর্বী 'ফরশ্'-শব্দজ। বি।

ফরাসী—ইউরোপের অন্তর্গত ফ্রান্স-নামক দেশের; ফ্রান্সদেশীয় ভাষা বা জাতি। 'Francez'-শব্দজ। বি, বা বিণ।

ফরিকার, -কাল—সৈন্যদল, সেনাসমূহ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ফরিকালি—সেনাসমূহ, বাহিনী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ফরিয়াদ—নালিশ। ফার্সী। বি।

ফরিয়াদী—বাদী, অভিযোক্তা। ফার্সী। বি।

ফরেব—বঞ্চনা, ছলনা, ঠকান। ফার্সী। বি।

ফর্দ্দ(র্দ)—তালিকা; কাগজের টুক্‌রা। আর্বী 'ফর্দ্'-শব্দজ। বি।

ফর্দ্দা(র্দা)—ফাঁকা, মুক্ত। আর্বী। বিণ।

ফর্দ্দা(র্দা)ফাঁক—চৌচির; লম্বা লম্বা ফালি করিয়া বিদীর্ণ। (আর্বী) ফর্দ্দা + ফাঁক্ (<ভঙ্গ বা ফক্ক)। বিণ।

ফর্ফর—অত্যন্ত চঞ্চল। স্ফুর্ (স্ফূর্ত্তি পাওয়া) + অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।

ফর্ফরে—চঞ্চল। ফর্ফর + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

ফর্ম্মা(র্মা)—ফরমা (তাহা দ্রঃ)।

ফর্ম্মা(র্মা)ন—ফরমান (তাহা দ্রঃ)।

ফল—বৃক্ষলতাদি জাত শস্য; উৎপন্ন বস্তু; ধন; লাভ; নিষ্পত্তি; কার্য্যসিদ্ধি; পরিণাম; পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা অথবা অকৃতকার্য্যতা; উপকার; প্রয়োজন; স্বর্গাদিসুখ; সুখ; দুঃখ; ফলক, তক্তা, পাটা; ঢাল; খড়্গাদির পাতা; বাণের অগ্রলৌহ; ফলা; ফাল; উত্তর; ত্রিফলা; মুষ্ক। ফল্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। **ফল দেওয়া**—উপকার পাওয়া; কার্য্যকরী হওয়া; ফল ধরা। **ফল দেখা**—প্রথম ঋতুমতী হওয়া। **ফল পাওয়া**—উপকার পাওয়া।

ফলই, ফলুই—একপ্রকার মাছ। 'ফলকী'-শব্দজ। বি।

ফলওয়ালা—ফলবিক্রেতা। ফল + ওয়ালা বিক্রেতা অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী,—ওয়ালী।

ফলক—১। ঢাল; অস্ত্রের ফলা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। কপালের অস্থি; কাষ্ঠাদিপট, তক্তা, পাটা; ধোপার পাট; নাগকেশর। ফল + অক (বুন্) কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে, অথবা ফল + কন্ স্বার্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

ফলকথা—মোটকথা; সারকথা; শেষকথা। বাং প্র। বি।

ফলকর—১। যাহাতে ফল ধরে এমন, ফলবান্; উপকারক। বিণ। ২। বৃক্ষাদির ফল উপভোগের জন্য দেয় কর। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

ফলকাম—কাজের ফল যে কামনা করে এমন। ফল্—কম্ + ণিঙ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ফলকী (-কিন্)—ঢালী; ফলুই মাছ। ফলক + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ফলগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—১। বৃক্ষ। বি; পুং। ২। ফলগ্রহণকর্ত্তা। উপতৎ; ফল —গ্রহ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

ফলঙ্গ(৫গ)—লাফ, উল্লম্ফন, ঝম্প ("ফলঙ্গে লঙ্ঘিতে পারে ত্রিশ হাত খানা"—ঘনরাম)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ফলতঃ (ফলতস্), **ফলত**—প্রকৃত পক্ষে, বস্তুতঃ, বাস্তবিক। ফল+তস্ (৩য়া-স্থানে)। অব্য ; ক্রি-বিণ।

ফলত্বক্ (-ত্বচ্)—ফলের খোসা। ফলের ত্বক্, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ফলত্রয়—ত্রিফলা, শুঁঠ পিপুল মরীচ, হরীতকী আমলকী বহেড়া। ফলের ত্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ফলদ—১। বৃক্ষ। বি ; পুং। ২। ফলদাতা। উপতৎ ; ফল—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

ফলদর্শী (-দর্শিন্)—পরিণামদর্শী। উপতৎ ; ফল—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দর্শিনী।

ফলন—১। নিষ্পত্তি, সিদ্ধি ; উৎপত্তি। ফল্ +অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। লাভ ; বৃদ্ধি ; ঘটা ; সত্য হওয়া ; মোটফল। বাং প্র। বি।

ফলনিষ্পত্তি—সিদ্ধান্ত, শেষনিষ্পত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ফলন্ত—যাহাতে ফল ধরে বা ধরিয়াছে এমন। ফল+অন্ত (বাং) কর্তৃবা। বিণ।

ফলপাকান্ত—ফল পাকিলে যে সকল গাছপালা শুকাইয়া যায় (কলাগাছ, ধান ইত্যাদি)। ফলের পাক, ৬ষ্ঠীতৎ ; ফলপাকে অন্ত (শেষ) যাহার, বহুব্রী। বিণ (ওষধি অর্থে বি। স্ত্রী, —ন্তা)।

ফলপ্রদ, -প্রসূ—যে ফল দান করে এমন। উপতৎ ; ফল—প্র—দা+ক কর্তৃবা ; ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দা (১ম পক্ষে)।

ফলপ্রাপ্তি—কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি ; ফললাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ফলবান্ (-বৎ)—ফলযুক্ত ; সফল। ফল +মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

ফলভাগী (-ভাগিন্)—ফলভাগের অধিকারী ; পরিণামে সুখ বা দুঃখভোগে অন্যের সহিত অংশীদার। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —ভাগিনী।

ফলভোগ—কৃতকার্য্যজনিত সুখদুঃখাদি পাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ফলভোগী (-ভোগিন্)—পরিণামে কৃতকার্য্যজনিত সুখ বা দুঃখ ভোগকারী। ফলের ভোগ, ৬ষ্ঠীতৎ ; ফলভোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ভোগিনী।

ফলমূল—আম কাঁটাল কলা প্রভৃতি ফল এবং মূলা গাজর আলু প্রভৃতি মূল। ফল ও মূল, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

ফলশর্করা—ফলের রস হইতে প্রাপ্ত চিনি (fruit sugar). ফলজাত শর্করা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ফলশালী (-শালিন্)—ফলযুক্ত। উপতৎ ; ফল—শাল্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী।

ফলশ্রুতি—কর্ম্মের ফলশ্রবণ ; কোন ধর্ম্মকার্য্য করিয়া বা গীতাদি পুস্তক পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কি ফললাভ হয় তদ্বিষয়-শ্রবণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ফলশ্রেষ্ঠ—১। আম্রফল। ফলমধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। আম্রবৃক্ষ। ফলদ্বারা শ্রেষ্ঠ, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

ফলসা—মিষ্ট এবং অম্লস্বাদবিশিষ্ট একপ্রকার ছোট ফল। আর্বী। বি।

ফলা—১। ফল প্রসব করা ; যথার্থ হওয়া ; ফলে সত্য হওয়া। বাং ক্রি। ২। (সংখ্যাবাচক শব্দের পরে হইলে) ফলপ্রসবকারী ('দোফলা' গাছ) ; ফলকযুক্ত ('দোফলা' ছুরি)। বিণ। ৩। যুক্তাক্ষরের পরবর্ত্তীটির চিহ্ন ; ছুরির ফলক। 'ফলক'-শব্দজ। বি।

ফলাও—জাঁকাল ; অতিরঞ্জিত ; ঢালাও। বাং প্র। বিণ।

ফলাকাঙ্ক্ষা—ফললাভের প্রত্যাশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ফলাকাঙ্ক্ষী(-কাঙ্ক্ষিন্)—ফলের কামনাকারী, ফলপ্রত্যাশী। ফলাকাঙ্ক্ষা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কাঙ্ক্ষিণী।

ফলাগম—ফলোৎপত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ফলান—ফল জন্মান ; উৎপত্তি করা। বাং ক্রি। **বিদ্যা ফলান**—বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করা, বিদ্যার বাহাদুরি দেখান। **রং ফলান**—বর্ণ পরিস্ফুট করা ; অতিরঞ্জিত করা ; অধিকতর উজ্জ্বলতা সম্পাদন করা।

ফলাফল—ভাল বা মন্দ ফল ; পরিণামফল। ফল এবং অফল, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

ফলার—চিড়া দই মিষ্টি ইত্যাদি মিশাইয়া যে ভোজ তৈরি হয় তাহা ; ফলাদি-ভোজন। 'ফলাহার'-শব্দজ। বি।

ফলারে—ফলাদিভোজনে আনন্দিত বা পটু। ফলার+এ (< ইয়া) নিপুণার্থে। বিণ।

ফলাশী (-শিন্)—ফলাহার দ্বারা জীবনধারণকারী (frugivorous). উপতৎ ; ফল—অশ্ (ভক্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

ফলাসক্ত—কর্ম্ম করিয়া যে তাহার ফল কামনা করে এমন। ফলে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, —সক্তি।

ফলাসক্তি—কাজ করিয়া তাহার ফল লাভের ইচ্ছা, কর্ম্মফলস্পৃহা। ফলে আসক্তি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, —সক্ত।

ফলাস্বাদন—ফলভোগ। ফলের আস্বাদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ফলাহার—১। ফলভক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। লুচি সন্দেশ দধি চিড়া প্রভৃতি আহার বা আহার্য্য। বাং প্র। বি।

ফলিত, ফলিন—ফলযুক্ত ; ফলবান্। ফল +ইতচ্, ইনচ্ যুক্তার্থে। বিণ। **ফলিত জ্যোতিষ**—যে জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চার ও অবস্থানবিশেষজনিত মানবভাগ্যের শুভাশুভ বিষয় জানিতে পারা যায় তাহা (Astrology) ; [গণিত জ্যোতিষ (Astronomy) দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ও গতিবিধির বিষয় জানা যায়।] **ফলিত রসায়ন**—কার্য্যে প্রযুক্ত রসায়ন (Applied Chemistry).

ফলিতার্থ—সারমর্ম্ম, তাৎপর্য্য। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ফলিনী—১। প্রিয়ঙ্গুলতা। বি ; স্ত্রী। ২। ফলযুক্তা। ফলিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ফলী (-ফলিন্)—ফলযুক্ত ; সফল। ফল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ফলিনী।

ফলুই—'ফলই' দ্রঃ।

ফলোৎপত্তি—ফলের উদ্ভব ; ফলজাত। ফলের উৎপত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ফলোৎপাদক—ফলজনক ; সুখপ্রদ ; লাভজনক। ফলের উৎপাদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —পাদিকা।

ফলোৎপাদন—ফল জন্মান। ফলের উৎপাদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ফলোদয়—১। ফলোৎপত্তি ; লাভ ; আনন্দ। ফলের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। স্বর্গ। ফলের উদয় যেখানে, বহুব্রী। বি ; পুং।

ফলোন্মুখ—যাহা শীঘ্র ফলিবে এমন, শীঘ্র ফলপ্রসবের সম্ভাবনাযুক্ত। ফলে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —খা, —খী।

ফলোপধায়ক, -ধায়ী (-ধায়িন্)—ফলজনক। ফল—উপ—ধা+ণক, ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —য়িকা, —য়িনী।

ফলোপলব্ধি—ফলের বোধ, ফলানুভব। ফলের উপলব্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ফল্গু—১। গয়াস্থ নদীবিশেষ। বি ; স্ত্রী। ২। বৃথা বাক্য ; লোহিতবর্ণ চূর্ণ, আবীর, ফাগ ; বসন্তকাল। বি ; পুং। ৩। তুচ্ছ, অসার ; মনোহর। ফল্ (ফলধারণ করা)+উ কর্তৃবা (গ-আগম)। বিণ।

ফল্গুন—১। অর্জ্জুন। ফল্গুনী+অচ্ ভবার্থে। ২। ফাল্গুনমাস। ফল্গু (আবীরচূর্ণ)—নী (লওয়া)+ড কর্তৃবা ; অথবা, ফল্+উনন্ কর্তৃবা (গ-আগম)। বি ; পুং।

ফল্গুনী—নক্ষত্রবিশেষ। ফল্+উনন্ কর্তৃবা (গ-আগম)+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ফল্গূৎসব—দোলযাত্রা, হোলিকা-উৎসব। ফল্গুসম্বন্ধীয় উৎসব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ফষ্টি—ফাজলামি ; দেমাগ ; তাচ্ছিল্য ; অতিরঞ্জিত কথা। বাং প্র। বি।

ফষ্টিনষ্টি, -নাষ্টি—ফাজলামি, হাসিঠাটা ; কৌতুক। বাং প্র। বি।

ফস্—('করিয়া' শব্দের যোগে) হঠাৎ, অতিদ্রুত, চক্ষুর পলকে। বাং প্র। অব্য।

ফসল—শস্য। আর্বী। বি।

ফসলী—১। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গণিত আকবর-প্রবর্ত্তিত সাল। বি। ২। ফসলযুক্ত; ফসলসম্বন্ধীয়। ফসল+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। [শব্দজ। বিণ।

ফস্তা—আল্‌গা, অশক্ত, শ্লথ। আর্বী 'ফস্‌থ্'-

ফস্কান—পলায়ন করা; পিছলান, হাতছাড়া করা বা হওয়া (ফস্কা দ্রঃ)। বাং ক্রি।

ফস্‌ফরস—একপ্রকার মৌলিক পদার্থ, প্রস্ফুরক। ইং phosphorus. বি।

ফাইন—জরিমানা, অর্থদণ্ড। ইং fine. বি।

ফাইফরমাশ—ছোটখাট কাজের হুকুম; ছোটখাট কাজকর্ম্ম। ফার্সী ফরমাইশ, তৎপূর্ব্বে ফাই সহগ শব্দ। বি। **ফাইফরমাশ খাটা**—হুকুমমত ছোটখাট কাজ করা।

ফাইল—তালিকা; কাগজপত্রাদির গোছা; কাগজ গাঁথিয়া রাখিবার শিক; উখা। ইং file. বি।

ফাউ, ফাও—নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কিঞ্চিৎ অধিক। বৃদ্ধ্যর্থক 'স্ফায়্'-ধাতুজ। বিণ।

ফাউড়, ফাউড়া—ছোট লাঠি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ফাউন্টেনপেন—ঝরণা-কলম, যে কলমের মধ্যে কালি রাখিয়া বহুক্ষণ লেখা চলে তাহা, পকেটে রাখার যোগ্য একপ্রকার কালিভরা কলম। ইং fountain-pen. বি।

ফাও—'ফাউ' দ্রঃ।

ফাঁক—১। ছিদ্র; অন্তর, ব্যবধান; ফাঁকি; অবসর, সুযোগ; শূন্যস্থান, ফাঁকা জায়গা; দোষ; বিচ্ছেদ; জনহীন স্থান। বি। ২। শূন্য; পৃথক্; প্রকাশিত। 'ফক্ক'-ধাতুজ বা 'ভঙ্গ'-শব্দজ। বিণ। **ফাঁক করা**—খোলা; রাষ্ট্র করা। **ফাঁকে পড়া**—ছলনায় পড়া, প্রতারিত হওয়া।

ফাঁকতাল—অপ্রত্যাশিত সুযোগ; বিনা পরিশ্রমে অন্যের পরিশ্রমের ফললাভের সুযোগ; সঙ্গীত-স্বরের বা তালের অল্পপ্রস্বনিত স্থান। 'ফক্কতাল'-শব্দজ। বি।

ফাঁকা—১। খোলা; শূন্য; অবিশ্বাস্য, মিথ্যা; অন্তঃসারশূন্য; বাড়তি, অতিরিক্ত। বিণ। **ফাঁকা আওয়াজ**—বন্দুকে গুলিশূন্য কার্তুজ দ্বারা কৃত শব্দ (blank shot); বৃথা আস্ফালন। ২। মুক্ত স্থান, খোলা জায়গা। বাং প্র। বি।

ফাঁকি—১। ছলনা, প্রবঞ্চনা, ধাপ্পা; চূর্ণ, গুঁড়া। বাং প্র। ২। কূটপ্রশ্ন বা তর্ক। বি। ৩। মিথ্যা। 'ফক্কিকা'-শব্দজ। বিণ।

ফাঁকিজুকি—ছলচাতুরী। বাং প্র। বি।

ফাঁকিবাজ—প্রতারণাকারী; ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপনে কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলাকারী। ফাঁকি+বাজ নিপুণার্থে, কর্ত্তা অর্থে। বিণ। বি, —বাজি। [বাং প্র। বি।

ফাঁড়—উদর; জলাধারের মধ্যভাগ বা বেড়।

ফাঁড়া—মৃত্যুজনক বা মহাবিঘ্নজনক গ্রহ-নক্ষত্রযোগ। বাং প্র। বি। **ফাঁড়া কাটা**—ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা দূর হওয়া।

ফাঁড়ি—পুলিশের ঘাঁটি, থানা। বাং প্র। বি।

ফাঁড়িদার—ফাঁড়ির প্রধান কনষ্টেবল। ফাঁড়ি+দার নিযুক্তার্থে। বি।

ফাঁৎ—হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করা বুঝাইতে ব্যবহৃত শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ফাঁদ—পশুপক্ষী প্রভৃতি ধরিবার যন্ত্র; কৌশল; চক্রান্তমূলক ব্যাপার। বাং প্র। বি। **ফাঁদ পাতা**—অপরের অনিষ্ট করিবার জন্য চক্রান্ত করা। **ফাঁদে পড়া**—ফাঁদের মধ্যে ধৃত হওয়া; অপরের চক্রান্তের ফলে বিপদে পড়া। **ফাঁদে পা দেওয়া**—কাহারও দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া অবশ্যম্ভাবী অনিষ্টের ভাগী হইবার জন্যই কোন কিছু করা। [করা। বাং ক্রি।

ফাঁদা—উদ্ভাবন করা; পত্তন করা; বিস্তার

ফাঁদালো—বৃহৎ মুখ বা উদরবিশিষ্ট। বাং প্র। বিণ।

ফাঁপ—উত্তাপ; স্ফীতি। বাং প্র। বি।

ফাঁপর—১। মুস্কিল, হতবুদ্ধিতা। বি। ২। হতবুদ্ধি; রুদ্ধশ্বাস। বাং প্র। বিণ।

ফাঁপা—১। অসার; স্ফীত, ফুলা। ফাঁপ্+আ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। স্ফীত হওয়া। 'স্ফায়্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

ফাঁপান—স্ফীত করা। বাং ক্রি।

ফাঁফর—ফাঁপর (তাহা দ্রঃ)। প্রাঃ কবিপ্র।

ফাঁস—১। ঢিলা, আল্‌গা; প্রকাশিত; বাজে, খেলো। বিণ। **ফাঁস করা**—গোপনীয় বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়া। ২। রজ্জুবন্ধ; উদ্বন্ধন, আত্মহত্যার জন্য গলদেশে পরিহিত রজ্জুবন্ধন। 'পাশ'-শব্দজ। বি।

ফাঁসা—পণ্ড হওয়া; প্রকাশ হওয়া; খুলিয়া পড়া; বিপজ্জালে বদ্ধ হওয়া। বাং ক্রি।

ফাঁসান—পণ্ড করা; বিপন্ন করা। বাং ক্রি।

ফাঁসি, ফাঁসী—উদ্বন্ধন, ফাঁস। বাং প্র। বি।

ফাঁসিকাঠ, -কাষ্ঠ—যে কাষ্ঠদণ্ডে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফাঁসী দেওয়া হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ফাঁসুড়িয়া, ফাঁসুড়ে—যে ফাঁসী দিয়া হত্যা করে। ফাঁস্+উড়ে (<উড়িয়া)। বি।

ফাগ, ফাগু—আবীর, রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ। 'ফল্গু'-শব্দজ। বি।

ফাগুন—ফাল্গুন। কবিপ্র। বি।

ফাজলাম, -লামি—বাচালতা, বখাটেপনা। ফাজিল+আম, আমি ভাবে। বি।

ফাজিল—১। বাচাল; অসার; বখাটে; অতিরিক্ত। বিণ। ২। আধিক্য; জমাখরচে খরচ অধিক হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা। আর্বী। বি।

ফাট, ফাটল, ফাটা—চির, বিদীর্ণ স্থান; ছিদ্র, গর্ত্ত। বাং প্র। বি।

ফাটক—সদর দরজা, তোরণ; জেলখানা, কারাগার। হিন্দী। বি।

ফাটল—'ফাট' দ্রঃ।

ফাটা—১। বিদীর্ণ। ফাট্+আ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। বিদীর্ণ হওয়া। বাং ক্রি।

ফাটান—বিদীর্ণ করা। বাং ক্রি।

ফাটাফাটি—বিবাদকালে পরস্পরের মাথা ফাটাইয়া দেওয়া; (তাহা হইতে) ভীষণ মারামারি; তুমুল ঝগড়া; সঙ্কট; দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার। বাং প্র। বি।

ফাড়া—বিদীর্ণ করা, চেরা। বাং ক্রি।

ফাণি—গুড়; দধিমিশ্রিত ছাতু। স্ফায়্+ণি কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

ফাণিত—ঘনীভূত ইক্ষুগুড়; ফেনীবাতাসা। ফণ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

ফাণ্ট—কাথবিশেষ; অস্ত্রের পাইন। ফণ্+ক্ত কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

ফাৎ—হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠা বুঝাইতে ব্যবহৃত শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

ফাতনা, ফাতা—ছিপের সুতার সহিত সংলগ্ন শোলা। বাং প্র। বি।

ফানস, ফানুশ—বায়ুনিবারণার্থ কাচনির্ম্মিত আলোকাবরণ, লণ্ঠন, সেজ; কাগজের বেলুন। আর্বী। বি।

ফান্দ—ফাঁদ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ফায়দা, ফয়দা—লাভ। আর্বী 'ফাইদাহ্'-শব্দজ। বি।

ফার—ফাঁক; ছিদ্র; গর্ত্ত; বিভক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

ফারক—ফাঁক; মুক্ত। আর্বী। বিণ।

ফারখৎ—তালাকনামা, ত্যাগপত্র; অব্যাহতি। আর্বী 'ফারিগখত্তি'-শব্দজ। বি।

ফারাক—ব্যবধান; দূর। আর্বী 'ফর্ক'-শব্দজ। বি। [ফার্সী। বিণ বা বি।

ফার্সী—পারস্যদেশীয়; পারস্যের ভাষা।

ফাল—১। লাঙ্গলের মুখে যে লোহার পাত থাকে তাহা। ফল্ (বিদীর্ণ করা)+ঘঞ্ করণবা। বি; ক্লীব। ২। শিব; বলদেব, বলরাম। ফাল+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ৩। তুলানির্ম্মিত (বস্ত্রাদি)। ফল+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—ফালী।

ফালা, ফালি—লম্বা টুকরা। বাং প্র। বি।

ফালা করা—বিদীর্ণ করা; ছিঁড়িয়া ফেলা।

ফালাও—বিস্তারিত ; বিস্তৃত। আর্বী। বিণ।

ফাল্গুন—১। ফাল্গুনমাস। ফাল্গুনী (ফল্গুনী-নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা)+অণ্ তদ্‌যুক্তমাসার্থে; অথবা, ফল্গুন+অণ্ স্বার্থে। ২। অর্জ্জুন। ফল্গুন+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ফাল্গুনী—১। ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা। ফল্গুনী+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। ২। পূর্ব্ব-ফল্গুনীনক্ষত্র; উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র। ফল্গুনী+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ফাল্‌তা, ফাল্‌তো—অতিরিক্ত; অনাবশ্যক। হিন্দী। বিণ।

ফি—১। প্রত্যেক ('—বছর')। আর্বী। অব্য। ২। 'ফী' দ্রঃ।

ফিক—১। ('করিয়া' শব্দের পূর্ব্বে থাকিলে) মুচকি। অব্য। ২। সহসাজাত তীব্র পার্শ্ববেদনা; স্নায়ুশূলবিশেষ। 'পক্ষ'-শব্দজ। বি।

ফিকা, ফিকে—হাল্‌কা-রঙ্, বিশিষ্ট; ফ্যাকাসে। বাং প্র। বিণ।

ফিকির—কল্পনা, চিন্তা; মতলব, ফন্দি। আর্বী 'ফিক্‌র্'-শব্দজ। বি।

ফিঙ্গক—ফিঙ্গাপাখী। ফিঙ্গ (অনুকরণ-শব্দ)—কৈ (প্রকাশ করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ফিঙ্গা, ফিঙা, ফিঙে—১। পক্ষিবিশেষ। 'ফিঙ্গক'-শব্দজ। ২। ঢিল ছুঁড়িবার রজ্জু-নির্ম্মিত যন্ত্র। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বিণ।

ফিচাল, ফিচেল—ধূর্ত্ত, শঠ; বাচাল।

ফিট্—১। প্রস্তুত; সুবিন্যস্ত। বিণ। ২। মূর্চ্ছা; মাপমত হওয়া, ঠিক লাগিয়া যাওয়া। ইং fit. বি।

ফিটন, ফেটিন—একপ্রকার আবরণশূন্য ঘোড়ার গাড়ী। ইং phaeton. বি।

ফিটফাট—সুবিন্যস্ত, পরিপাটি। ইং 'fit'-শব্দজ। বিণ। [বাং প্র। বিণ।

ফিটফিটে—উজ্জ্বলতর; পরিপাটি, সুবিন্যস্ত।

ফিটবাবু—ফুলবাবু। কর্ম্মধা। বি বা বিণ।

ফিতা, ফিতে—কাপড়ের পাড়ের মত ফালি। পোর্ত্তুগীজ 'fita'-শব্দজ। বি।

ফিদ্দিবী—বিনীত; সেবক। বিণ।

ফিনাইল—দুর্গন্ধ ও রোগ-জীবাণুর নাশক তরল পদার্থবিশেষ (phenyl). বি।

ফিনিক—দীপ্তি। 'স্ফুলিঙ্গ'-শব্দজ।। বি।

ফিন্‌কি—সবেগে বহির্গত সূক্ষ্ম রক্তধারা; স্ফুলিঙ্গ। বাং প্র। বি।

ফিন্‌ফিনে—অতিশয় মিহি। ফিন্‌ফিন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

ফিরঙ্গ—ম্লেচ্ছ দেশ বিশেষ; ইউরোপ। পোর্ত্তুগীজ 'francez'-শব্দজ। বি।

ফিরঙ্গব্যাধি—গর্ম্মীরোগ (syphilis). ফিরঙ্গ হইতে আগত ব্যাধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ফিরঙ্গরোটি—পাঁউরুটি। ফিরঙ্গ-প্রচলিত রোটি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ফিরঙ্গী—ফিরঙ্গদেশোদ্ভব পুরুষ। ফিরঙ্গ+ঈ (বাং) জাতার্থে। বি।

ফিরত, ফেরত—১। প্রত্যাগত; প্রত্যর্পিত; পত্রলেখকের পত্র ঠিকানায় পৌঁছিবার পরই যাহা পুনরায় পত্রলেখকের অভিমুখে আসিবে এমন ('—ডাক')। ফির্+অত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। প্রত্যর্পণ, ফিরাইয়া দেওয়া। ফির্+অত ভাববা। বি।

ফিরতি—ফেরত; ফিরিবার সময়। ফির্+অতি ভাববা, অধিবা। বি।

ফিরা, ফেরা—পরিবর্ত্তিত হওয়া; ঘুরিয়া বেড়ান; ঘুরিয়া দাঁড়ান বা অবস্থান করা; প্রত্যাবর্ত্তন করা। বাং ক্রি। **কপাল ফিরা, ফেরা**—দুরবস্থা দূর হইয়া অবস্থার উন্নতি হওয়া।

ফিরা, ফিরে—পুনরাবৃত্ত; পরবর্ত্তী। ফির্+আ, এ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ফিরান, ফেরান—প্রত্যাবর্ত্তিত করা; ফেরত দেওয়া; পরিবর্ত্তিত করা; আঁচড়ান ('চুল—'); নূতন করিয়া বিন্যাস করা ('কলি—'); (পাওনাদার বা প্রার্থীকে) কিছু না দিয়া বিদায় দেওয়া। বাং ক্রি।

ফিরাফিরি—পুনঃ পুনঃ ফেরত। বাং প্র। বি।

ফিরি—'ফেরি' দ্রঃ।

ফিরিওয়ালা—'ফেরিওয়ালা' দ্রঃ।

ফিরিঙ্গি, ফিরিঙ্গী—সাধারণতঃ ইউরোপীয় ব্যক্তি; খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। পোর্ত্তুগীজ 'francez'-শব্দজ। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ফিরিঙ্গিরোগ—উপদংশ। ফিরিঙ্গির রোগ,

ফিরিস্তি—তালিকা, সূচীপত্র। ফার্সী 'ফিরহেস্ত'-শব্দজ। বি।

ফিরে—'ফিরা' (২য়) দ্রঃ।

ফিরোজা—পীতনীলমিশ্রিত বর্ণ; উক্ত-বর্ণের মণিবিশেষ। ফার্সী। বি।

ফিলহাল—এখন। আর্বী। অব্য।

ফিস্‌ফিস্—কানে কানে কথা বলার শব্দ। বাং প্র। অব্য।

ফিস্‌ফিসানি—কানে কানে মৃদুস্বরে কথা বলা, চুপি চুপি কথা বলা। বাং প্র। বি।

ফী, ফি—১। প্রত্যেক। আর্বী। অব্য। ২। বেতন; পারিশ্রমিক; মাশুল। ইং fee. বি।

ফুঁ—ফুৎকার। 'ফুৎকার'-শব্দজ। বি।

ফুঁক—চিকিৎসা-বিষয়ক মন্ত্র আবৃত্তির সহিত ফুৎকার। 'ফুৎকার'-শব্দজ। বি।

ফুঁকা, ফুকা—১। ফুৎকার দেওয়া; ধূমপান করা; অযথা ব্যয় করা। বাং ক্রি। ২। ফাঁপা ও হালকা। বিণ। ৩। অধিকতর দুগ্ধলাভের আশায় গাভীর জননেন্দ্রিয়ে প্রদত্ত ফুৎকার। 'ফুৎকার'-শব্দজ। বি।

ফুঁড়া—বিদীর্ণ করা। বাং ক্রি।

ফুঁপান, ফোঁপান—গুমরিয়া কাঁদা; সাপের ন্যায় রাগে ফোঁস ফোঁস করা। বাং ক্রি। বি,—নি।

ফুঁপি—ঝালর। বাং প্র। বি।

ফুক—('করিয়া' শব্দের যোগে) অতিক্রান্ত। বাং প্র। অব্য। [বি।

ফুকর, ফোকর—গর্ত্ত; খোপ। বাং প্র।

ফুকর, ফুকার—ডাক; উচ্চৈঃস্বরে রোদন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ফুকরা, ফুকারা—ডাকা; চীৎকার করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**ফুকরই, ফুকরত, ফুকারই, ফুকারত**—ডাকিতেছে; কাঁদিতেছে।]

ফুকা—হাল্‌কা ও ফাঁপা। বাং প্র। বিণ।

ফুগইতে—খুলিতে, উন্মুক্ত করিতে। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

ফুঙ্গি, ফুঙ্গী—ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু। বর্ম্মী শব্দ। বি।

ফুচ্‌কে—ছোট, ক্ষুদ্র। বাং প্র। বিণ।

ফুট—১। বিদীর্ণ; প্রস্ফুটিত। স্ফুট্+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ। ২। মাপবিশেষ, ১২ ইঞ্চি। ইং foot. ৩। দাগ; টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটা। বাং প্র। বি। ৪। ফুটপাথ, রাজপথের দুইধারে হাঁটিয়া যাইবার বাঁধান রাস্তা। ইং 'foot-path'-শব্দজ। বি।

ফুটকলাই, -কড়াই—একপ্রকার ভাজা কলাই। বাং প্র। বি।

ফুটকি—ক্ষুদ্রবিন্দু। বাং প্র। বি।

ফুটন্ত—প্রস্ফুটিত; বিকাশোন্মুখ; উত্তাপ-হেতু বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত। ফুট+অন্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

ফুটপাথ—রাজপথের দুইধারে মানুষের চলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাঁধান পথ। ইং foot-path. বি।

ফুটফুট—১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু। বি। ২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুযুক্ত। বাং প্র। বিণ।

ফুটফুটে—সুন্দর, সুশ্রী ('—মেয়ে'); পরিষ্কার; উজ্জ্বল, ধব্‌ধবে ('—জ্যোৎস্না')। বাং প্র। বিণ।

ফুটবল—পায়ে খেলিবার একপ্রকার বড় বল, বায়ুপূরিত চর্ম্মগোলকবিশেষ। ইং football. বি।

ফুটয়—কোটে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ফুটল—ফুটিল; বিঁধিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ফুটা—১। প্রস্ফুটিত হওয়া; ব্যক্ত হওয়া; উত্তাপে বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত হওয়া; উত্তাপে কাঁপিয়া উঠা; খোলা; বিদ্ধ হওয়া; ছিদ্রযুক্ত হওয়া। বাং ক্রি। **চোখ ফুটা**—পাখী কুকুর প্রভৃতির ছানার প্রথম চোখের পাতা উন্মুক্ত হওয়া; প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞান জন্মা। **মুখ ফুটা**—

যে প্রথমে লজ্জাভয়াদি জন্য কথা বলিত না তাহার মুখ হইতে বাক্য নির্গত হওয়া; লজ্জা দূর হইবার পর মুখ হইতে অত্যধিক বাক্য নির্গত হওয়া। **মুখ ফুটিয়া বলা**—সঙ্কোচদমন করিয়া বলা, খুলিয়া বলা। ২। ছিদ্র। বি। ৩। ছিদ্রযুক্ত, ছিদ্রিত। বাং প্র। বিণ।

ফুটান—১। প্রস্ফুটিত করা; ডিমে তা দিয়া ছানা বাহির করা; উত্তাপ দ্বারা বুদ্বুদযুক্ত করা, বিদ্ধ করা; খোলা। বাং ক্রি। ২। যাহা উত্তাপ দ্বারা বুদ্বুদযুক্ত করা হইয়াছে এমন। ফুটা+ন কর্ম্মবা। বিণ।

ফুটানি, ফুটুনি—চালবাজি; অবস্থার অতিরিক্ত বাবুগিরি; ফাঁকিবাজি। বাং প্র। বি।

ফুটানিরাম—যাহার ভিতরে কিছুই নাই কেবল কথাবার্ত্তায় দেমাগ দেখায় এমন লোক। বাং প্র। বি। [বি।

ফুটি—একজাতীয় কাঁকুড়। 'স্ফুটী'-শব্দজ।

ফুটিফাটা—যাহা পাকা ফুটির মত আটখানা হইয়াছে এমন, চৌচির। ফুটির ন্যায় ফাটা, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

ফুটোন্মুখ—ফোটো-ফোটো, প্রস্ফুটিত হইবার মত। 'স্ফুটোন্মুখ'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

ফুড়ুক, ফুড়ুৎ—ছোট পাখীর সহসা উড়িবার শব্দ; হুঁকার ধূমপানকালীন শব্দ। বাং প্র। অব্য।

ফুৎকার, ফুৎকৃতি—ফুঁ দেওয়া; ফুস্‌ফুস্ শব্দ। ফুৎ—কৃ+ঘঞ্, ক্তি ভাববা। বি; পুং, স্ত্রী।

ফুৎশিখা—বাঁকনলের ভিতর দিয়া চালিত শ্বাসবায়ুর সাহায্যে দীপশিখাকে যে রূপ দেওয়া যায় তাহা (blowpipe flame). ফুৎকৃত শিখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [হিন্দী। বি।

ফুফু—পিসী, পিতৃষ্বসা, পিতার ভগিনী।

ফুয়ল—স্খলিত; উন্মুক্ত, আলুলায়িত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ফুরন, ফুরান—১। শেষ হওয়া; চুক্তি দ্বারা কর্ম্মনির্দ্ধারণ করা; মাসিক বেতন না দিয়া কার্য্যানুরূপ অর্থপ্রদানের চুক্তি করা। বাং ক্রি। ২। চুক্তি, মূল্যস্থিরীকরণ। ফুরা+অন, ন ভাববা। বি। [ক্রি।

ফুরয়ে—ফুরায়, শেষ হয়। প্রাঃ কবিপ্র।

ফুরল—উন্মুক্ত হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ফুরসৎ, ফুরসুৎ—অবসর, কাজের ফাঁক; সুযোগ। আর্বী। বি।

ফুরসি—গড়গড়া, তলা-চওড়া হুঁকাবিশেষ। ফার্সী 'ফর্সি'-শব্দজ। বি।

ফুরান—শেষ হওয়া, ফুরাইয়া যাওয়া; শেষ করা; ব্যয়িত হওয়া। বাং ক্রি।

ফুর্ণা—ফুটানি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ফুর্ত্তি(র্তি)—আনন্দ, হর্ষ, স্ফূর্ত্তি। 'স্ফূর্ত্তি'-শব্দজ। বি।

ফুল—১। পুষ্প, কুসুম; গর্ভের ফুল, জরায়ু-পুষ্প (placenta); ফুলের মত নক্সা বা কারুকার্য্য। 'ফুল্ল'-শব্দজ। বি। ২। পুরা, পুরামাপের। ইং full. বি।

ফুলওয়ালা—পুষ্পবিক্রেতা। ফুল+ওয়ালা বিক্রেতা অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, –লী।

ফুলকপি—একপ্রকার তরকারি। বাং প্র। বি।

ফুলকা, ফুল্কা, ফুলকো, ফুল্কো—১। পাতলা এবং ফাঁপা ('—লুচি')। বিণ। ২। মৎস্যের ফুস্‌ফুস্, মাছের কানকোর নীচের লাল অংশ। বাং প্র। বি।

ফুলকাটা—ফুলতোলা, পুষ্পবৎকারুকার্য্য-যুক্ত। বহুব্রী। বিণ।

ফুলকারি—ফুলের নক্সা; কাপড়ে ফুল-তোলা বা বুটির কাজ। বাং প্র। বি।

ফুলকি, ফুল্কি—অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। 'স্ফুলিঙ্গ'-শব্দজ। বি।

ফুলকুমারী—১। কুসুম-কলিকা ("কবে সে ফুলকুমারী ঘোমটা চিরি আসবে বাহিরে" —কাজী নজরুল ইসলাম)। ফুল কুমারীসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। ২। কুসুমকোমলা ও মনোরমা বালিকা। ফুলসদৃশী কুমারী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ফুলকোঁচা—ফুলের মত করিয়া কোঁচান, চুনট-করা। ফুলের ন্যায় কোঁচা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বিণ।

ফুলকো—'ফুলকা' দ্রঃ।

ফুলখড়ি—চা-খড়ি, চক। ফুলের ন্যায় খড়ি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ফুলগুণা—উড়িয়া মেয়েদের নাকের এক-প্রকার গহনা। প্রাদে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ফুলঝরি, ফুলঝুরি—একপ্রকার আতস-বাজি (ইহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে ফুলের ন্যায় অগ্নিকণা ঝরিয়া পড়ে)। বাং প্র। বি।

ফুলটুকি—ফুলের মধুপান করে এমন পতঙ্গবিশেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ফুলতোলা—১। পুষ্পচয়ন। ২য়াতৎ (সংস্কৃত অনুযায়ী ৬ষ্ঠীতৎ)। বি। ২। বুটির কাজ-করা। বহুব্রী। বিণ।

ফুলদান, ফুলদানি—পুষ্পাধার, ফুলের তোড়া রাখিবার সৌখীন আধার। ফুল+দান, দানি পাত্র অর্থে। বি।

ফুলদার—ফুলের নক্সাযুক্ত, বুটিদার, ফুল-তোলা। ফুল+দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ফুলধনু—১। মদন, কন্দর্প। ফুলময় ধনু (<ধনুস্) যাঁহার, বহুব্রী। ২। পুষ্পনির্ম্মিত ধনু। ফুলনির্ম্মিত ধনু, মধ্যপ কর্ম্মধা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ফুলধারা—পুষ্পবৃষ্টি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ফুলপুকুরে—যাহাতে পুকুরের আকারে ফুল তোলা হইয়াছে এমন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ফুলবড়ি—ডাল-বাটার তৈয়ারী একপ্রকার ছোট বড়ি। বাং প্র। বি।

ফুলবাণ—১। কন্দর্পের পুষ্পশর, ফুলশর। কর্ম্মধা। ২। কন্দর্প। বহুব্রী। কবিপ্র। বি।

ফুলবাতাসা—একপ্রকার ছোট হালকা বাতাসা। বাং প্র। বি।

ফুলবাবু—অতি সৌখীন-পরিচ্ছদযুক্ত বিলাসী লোক; পুরাপুরি বাবু। ফুল (full) বাবু, কর্ম্মধা। বি।

ফুলমালা—ফুলের মালা, পুষ্পমাল্য। ফুল দ্বারা রচিত মালা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ফুলরি, ফুলুরি—একপ্রকার বেসমের বড়া। হিন্দী। বি।

ফুলল, ফুলাল, ফুলেল—ফুলের গন্ধযুক্ত, ফুলের গন্ধে সুবাসিত; ফুলময় ("আসল যদি ফুলেল ফাগুন"—নজরুল)। ফুল+ল, আল, এল বিশিষ্টার্থে, সদৃশার্থে। বিণ।

ফুলশয্যা—বিবাহের পর নবদম্পতির প্রথম শয়ন-জন্য পুষ্প দ্বারা সজ্জিত শয্যা; পুষ্প-রচিতা শয্যা। ফুল (<ফুল্ল,-ময়ী শয্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ফুলহাতা—১। জামার পুরা হাতা। ফুল (full) যে হাতা, কর্ম্মধা। বি। ২। পুরা হাতা-বিশিষ্ট ('—জামা')। বহুব্রী। বিণ।

ফুলা, ফোলা—১। স্ফীত। বিণ। ২। স্ফীত হওয়া, ফাঁপা; মোটা হওয়া; ধনবান্ হওয়া। বাং ক্রি। ৩। স্ফীতি। ফুল্+আ কর্তৃবা। বি। ৪। ফুটা, ফুল্ল হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ফুলাএল—ফুটাইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ফুলাও—পুষ্পযুক্ত। ফুল+আও যুক্তার্থে। বিণ।

ফুলান, ফোলান, ফুলন—১। স্ফীত করা, ফাঁপান; ধনবান্ করা; প্রশংসা বা তোষামোদ ইত্যাদি দ্বারা গর্ব্বযুক্ত করা। বাং ক্রি। ২। ফোটান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ফুল্কা, ফুল্কো—'ফুলকা' দ্রঃ।

ফুল্কি—'ফুলকি' দ্রঃ।

ফুল্ল—১। বিকসিত, প্রস্ফুটিত। বিণ। ২। পুষ্প, ফুল। ফুল্+অচ, বা ক্ত কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

ফুল্ললোচন—১। প্রফুল্লনয়ন। বিণ। ২। মৃগবিশেষ। ফুল্ল লোচন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। বিকসিত চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ফুল্লি—প্রস্ফোটন, বিকাশ। ফুল্+ই ভাববা। বি; স্ত্রী।

ফুল্লেন্দীবর—প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম। ফুল্ল যে ইন্দীবর, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ফুস্—অসার, অর্থশূন্য ; যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে এমন ("সব ভাত ফুস্ হয়ে গেছে")। প্রাদে। বিণ।

ফুস্কুড়ি, ফুস্কুড়ি—ব্রণবিশেষ ; এক-প্রকার ঘামাচি। বাং প্র। বি।

ফুস্ফুস্—১। ফুলকা, শ্বাসযন্ত্র (lungs). 'ফুস্ফুস্'-শব্দজ। বি। ২। কানে কানে ফিস্ফিস্ কথা। বাং প্র। অব্য।

ফুস্লন, ফুস্লান—গোপনে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি-দান করা ; গোপনে পরামর্শ দ্বারা কুপথে বা নিজ বশে আনয়ন। বাং ক্রি।

ফুস্থর-ফুস্থর—ক্রমাগত কাণে কাণে কথা বলা। বাং প্র। বি।

ফুহারা—ফোয়ারা, ঝরণা। আর্বী 'ফাওবারা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ফেউ—শৃগাল, খেঁকশিয়াল ; ক্ষেপা শিয়াল। 'ফেরু'-শব্দজ। বি। **ফেউ লাগা**—ব্যতি-ব্যস্ত করা, উত্যক্ত করা।

ফেঁকড়া, ফেঁকড়ি, ফ্যাঁকড়া—প্রশাখা ; কোন মূলবিষয় হইতে উদ্ভূত অপ্রধান বিষয় ; ফ্যাসাদ, লেঠা, বিঘ্ন। বাং প্র। বি।

ফেঁকাসিয়া, ফেঁকাসে, ফ্যাঁকাসে—অল্পস্বাদযুক্ত ; পাণ্ডুবর্ণ, ফিকা, রক্তশূন্য। প্রাদে। বিণ।

ফেঁস্থয়া, ফেঁসো—পাট প্রভৃতির আঁশ অর্থাৎ সূক্ষ্ম তন্তু। 'ফাঁস'-শব্দজ। বি।

ফেচাৎ, ফ্যাচাৎ—ঝঞ্চাট, ফেঁকড়া ; লেঠা, কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ; লেজুড়। বাং প্র। বি।

ফেটা, ফেটী, ফ্যাটা—পটি, জড়ান কাপড় বা ন্যাকড়া। বাং প্র। বি।

ফেটা, ফেটান—নাড়িয়া ফাঁপান। বাং ক্রি।

ফেটিং—ফিটনগাড়ী ("ফেটিং চোড়ে ঘুরছে মোড়ে"—অমৃতলাল বসু)। ইং 'phaeton'-শব্দজ। বি।

ফেটিন—'ফিটন' দ্রঃ।

ফেণ—'ফেন' দ্রঃ।

ফেণি, ফেণী—একপ্রকার মিষ্টান্ন ; বড় বাতাসা। স্ফায়্+নি কর্তৃবা (নিপা) ; পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ফেন—ফেনা, মাড়, গাঁজলা, তরল বস্তুর উপরে উত্থিত বুদ্বুদ। স্ফায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+নক্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। (কোন কোন মতে ণত্ব হওয়ায় 'ফেণ' শব্দও হয়।) বি ; পুং।

ফেনক—একপ্রকার পিঠা ; সাবান। ফেন+কন্ ক্ষুদ্রার্থে, আছে অর্থে। বি ; পুং।

ফেনকা—কাই, লেই ; আটা। ফেন—কৈ (শব্দ করা)+ক কর্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ফেনদুগ্ধা—একপ্রকার পিঠা, দুধফেনি। ফেনযুক্ত দুগ্ধ, মধ্যপ কর্ম্মধা ; ফেনদুগ্ধ+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

ফেনল—ফেনযুক্ত। ফেন—লা+ক কর্তৃবা।

ফেনা—গাঁজলা, সাবান প্রভৃতি জলে গুলিয়া রগড়াইলে জলে যে বুদ্বুদসমূহ একত্র হইয়া দেখা দেয় তাহা ; মাড়। 'ফেন'-শব্দজ। বি।

ফেনাগ্র—বুদ্বুদ। ফেনের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ফেনান—ফেটান, ঘাটিয়া ফেনাযুক্ত করা ; অতিরঞ্জিত করা। বাং ক্রি।

ফেনায়মান—যাহাতে ফেনা উঠিতেছে এমন। ফেন+ক্যঙ্ (=ফেনায়, নামধাতু উদ্বমনার্থে)+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ফেনায়িত—যাহা ফেনাযুক্ত হইয়াছে এমন। ফেন+ক্যঙ্ (=ফেনায়)+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

ফেনিকা, ফেনী—মিষ্টান্ন দ্রব্যবিশেষ। ফেন+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্ ; ফেন+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ফেনিল—ফেনযুক্ত। ফেন+ইলচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ফেব্রুয়ারী—ইংরাজী বৎসরের দ্বিতীয় মাস। ইং February. বি।

ফের—১। ফাঁক, ছিদ্র ; অল্পতা বা আধিক্য ('নিক্তির—') ; বেড়, বেষ্টন ; বদল, পরিবর্তন ; কৌশল, প্যাঁচ ('কথার—') ; বিভিন্নতা ; সঙ্কট ; বাধা ; বিঘ্ন ('গ্রহের—')। বি। ২। পুনরায়। বাং প্র। অব্য, ক্রি-বিণ।

ফের, ফেরণ্ড, ফেরু—শৃগাল, শিয়াল। ফে (অনুকরণ-শব্দ)—রু (শব্দ করা)+ড, অণ্ড, ডু কর্তৃবা। বি ; পুং।

ফেরঘোর—জটিলতা, কথার মারপ্যাঁচ। বাং প্র। বি।

ফেরত, ফেরতা—পাল্টা ; যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন ; ফিরিবার কালীন ; প্রত্যাগত। ফির্ বা ফিরা+অত, অতা। বিণ।

ফেরফার—ছল, কৌশল ; উল্টা-পাল্টা ; কথার মারপ্যাঁচ ("মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফেরফার"—ভারতচন্দ্র) ; দায়, সঙ্কট ("ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার"—ভারতচন্দ্র)। বাং প্র। বি।

ফেরব—১। শৃগাল, জম্বুক ; রাক্ষস। বি ; পুং। ২। ধূর্ত, হিংস্র। ফে (অনুকরণ-শব্দ)—রু (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ফেরা, ফেরান—'ফিরা', 'ফিরান' দ্রঃ।

ফেরার—পলায়িত, পলাতক। আর্বী। বিণ।

ফেরারী—যে পলায়ন করিয়াছে এমন, পলাতক। আর্বী। বিণ। [প্র। বি।

ফেরি, ফিরি—ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয়। বাং

ফেরিওয়ালা, ফিরিওয়ালা—যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করে। ফেরি, ফিরি+ওয়ালা করে অর্থে। বি।

ফেরু—শৃগাল। ফে (অব্যক্ত শব্দ)—রু+ডু কর্তৃবা। বি ; পুং। [ফার্সী। বি।

ফেরেব—প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি ; প্রলোভন।

ফেরেববাজ—জুয়াচোর, প্রবঞ্চক। ফেরেব+বাজ শীলার্থে। বিণ। বি,—বাজি।

ফেরেবী—প্রবঞ্চক। ফার্সী। বিণ। বি—ফেরেবি। [আর্বী। বি।

ফেরেশ্তা, ফেরিশ্তা—স্বর্গদূত।

ফেরোজ—মণিবিশেষ। ফার্সী। বি।

ফেল—যে পাশ করে নাই এমন, অনুত্তীর্ণ ; দেউলিয়া। ইং fail. বিণ।

ফেলা—১। নিক্ষেপ করা ; শেষ করা ; ত্যাগ করা ; হঠাৎ কিছু করা (খাইয়া ফেলা, দেখিয়া ফেলা ইত্যাদি)। বাং ক্রি। ২। পরিত্যক্ত, বাদ। ফেল্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

ফেলাছড়া—অযত্নে ছড়ান, নষ্ট। কর্ম্মধা। বি বা বিণ। [করা। বাং ক্রি।

ফেলান—নিক্ষেপ করা ; ছড়ান ; বিস্তার

ফেল্না—অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, ফেলিবার যোগ্য। ফেল্+না কর্ম্মবা, যোগ্যার্থে। বিণ।

ফেসাদ, ফ্যাসাদ—ঝগড়া, কলহ ; মুস্কিল ; বিড়ম্বনা। আর্বী 'ফসাদ'-শব্দজ। বি।

ফেসাদে, ফ্যাসাদে—যে ঝঞ্চাট মুস্কিল বা কলহ বাধায় এমন। ফেসাদ, ফ্যাসাদ+এ (<ইয়া) প্রিয় অর্থে। বিণ।

ফৈজৎ—অপমান ; লজ্জা ; কলঙ্ক ; দুর্নাম। আর্বী 'ফজিহৎ'-শব্দজ। বি।

ফোআরা—'ফোয়ারা' দ্রঃ।

ফোই—ছড়াইয়া ; ছড়াইয়া দেয় ; খুলিয়া দেয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ফোঁটা—১। তিলক ; বিন্দু। বি। ২। সামান্য, বিন্দুর ন্যায়। 'স্ফুট্'-ধাতুজ। বিণ।

ফোঁটা-তিলক—বৈষ্ণবগণ গোপীমাটি দ্বারা কপালে ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গে যে চিহ্ন দেয় তাহা ; (তাহা হইতে) লোকদেখানো ধার্ম্মিকতা। দ্বন্দ্ব। বি।

ফোঁড়—ছিদ্র ; ফুঁড়িয়া দেওয়া ; ফোঁড়ার কাল। বাং প্র। বি। **ফোঁড় লাগা, ফোঁড় তোলা**—কথার মধ্যে কথা বলা ; অযথা তর্ক করা।

ফোঁড়া, ফোড়া—১। ছিদ্র করা। বাং ক্রি। ২। ছিদ্র ; ছিদ্রকরণ। ৩। ব্রণ। 'স্ফোটক'-শব্দজ। বি।

ফোঁপর—নারিকেলের ভিতরে জাত অঙ্কুর। বাং প্র। বি।

ফোঁপরদালালি, ফোঁপলদালালি—ফপরদালালি (তাহা দ্রঃ)।

ফোঁপরা—বহু ছিদ্রযুক্ত, ফাঁপা, অন্তঃসার-শূন্য। বাং প্র। বিণ। [বাং ক্রি।

ফোঁপান—অনুচ্চস্বরে গুমরিয়া কাঁদা।

ফোঁস্—সর্পের ক্রোধব্যঞ্জক শব্দ ; ক্রোধ-ব্যঞ্জক ভাব ; ভীতিপ্রদর্শনার্থ ক্রোধের ভাণ। বাং প্র। বি।

ফোকর—খোপ ; গর্ত। বাং প্র। বি।

ফোকলা—দন্তশূন্য। বাং প্র। বিণ।

ফোটা—ফোঁটা (তাহা দ্রঃ)।
ফোটানি, ফুটানি—চালবাজি, অনাবশ্যক কটু মন্তব্য; বিদ্ধকরণ। বাং প্র। বি।
ফোড়ন—গরম তেলে তেজপাতা প্রভৃতি দিয়া তাহাতে ব্যঞ্জনাদি মিশ্রিত করা, অন্যের কথায় টিপ্পনী কাটা। 'স্ফোটন'-শব্দজ। বি। **ফোড়ন দেওয়া**—কথার মধ্যে কথা বলা; কথার উপরে উত্তেজক কথা বলা।
ফোড়া—'ফোঁড়া' দ্রঃ।
ফোতো—বাজে; অসার, শুধু বাহ্য। আর্বী 'ফতুহ্'-শব্দজ। বিণ।
ফোন—টেলিফোন। ইং phone. বি।
ফোমেণ্ট—ভাপরা, গরম জলের স্বেদ। ইং 'fomentation'-শব্দজ। বি।
ফোয়—১। ফুৎকার। বি। ২। খুলে, উন্মুক্ত করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
ফোয়ারা, ফোআরা—কৃত্রিম উৎস। আর্বী 'ফওবারাহ্'-শব্দজ। বি।
ফোরম্যান—কারখানার যন্ত্রপরিচালনাদির তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী। ইং foreman. বি।
ফোস্কা—অগ্নিদাহজন্য ক্ষত, জলযুক্ত ব্রণ; লুচি প্রভৃতির ফোলা স্তর। 'স্ফোটক'-শব্দজ। বি।
ফৌজ—জনসমূহ; সেনা। আর্বী। বি।
ফৌজদার—পুলিশকর্ম্মচারিবিশেষ, সেনানায়ক; কোতোয়াল। আর্বী। বি। বিণ, —দারি।
ফৌজদারি, -রী—শাসনসংক্রান্ত; ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সম্বন্ধীয়; আইনমতে অপরাধসংক্রান্ত মামলা; ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য বা পদ; সেনানায়কত্ব। ফৌজদার+ই, ঈ কর্ম্মাদি অর্থে। বিণ বা বি। **ফৌজদারী আদালত**—যে বিচারালয়ে চুরি-ডাকাতি-খুন-জখম প্রভৃতি ব্যাপারের বিচার হয় তাহা। **ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা**—ফৌজদারী আদালতে কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করা।
ফৌৎ, ফৌত—মৃত্যু, মরণ, ধ্বংস; উত্তরাধিকারিশূন্য অবস্থায় মৃত্যু। আর্বী। বি।
ফৌতি—বিনাশ, মৃত্যু। ফার্সী। বি। **ফৌতি মাল**—মৃত ব্যক্তির জিনিসপত্র; মালিকশূন্য দ্রব্যাদি।
ফ্যাকাশে—'ফেঁকাশিয়া' দ্রঃ।
ফ্যাচাং, ফ্যাচাঙ্—ফেচাং (তাহা দ্রঃ)।
ফ্যাটা—১। চওড়া। বিণ। ২। পাপড়ি; পাট্টা; জড়ান কাপড়। বাং প্র। বি।
ফ্যা-ফ্যা—নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় বা দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ। বাং প্র। অব্য।
ফ্যালফ্যাল—অর্থশূন্য, বিস্ময়যুক্ত; বিমূঢ়ভাবপ্রকাশক ('—দৃষ্টি')। বাং প্র। বিণ।
ফ্যাশন, ফ্যাসান, ফেশন—সৌখীন চালচলন; সৌখীন রীতি; প্রচলিত ধারা। ইং fashion. বি।
ফ্যাসাদ—'ফেসাদ' দ্রঃ।
ফ্রক—ঘাগরা। ইং frock. বি।
ফ্রি, ফ্রী—অবৈতনিক; স্বাধীন; মুক্ত। ইং free. বিণ।
ফ্রেম—কাঠাম। ইং frame. বি।
ফ্লানেল—একপ্রকার গরম পশমী কাপড়। ইং flannel. বি।
ফ্ল্যাট—কয়েকটি কোঠাযুক্ত বাসস্থান; জাহাজ বা ষ্টিমারের পাটাতন; চিৎপাত; নিরুপায়। ইং flat. বি বা বিণ।

[ব]

ব—১। ত্রয়োবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ; অপিচ ইহা ব্যঞ্জনবর্ণমালার উনত্রিংশ বর্ণ, উচ্চারণস্থান দন্ত ও ওষ্ঠ। ইহা ঘোষবৎ ও অল্পপ্রাণ বর্ণ; বাংলা ভাষায় রূপপার্থক্য রক্ষিত হয় না বলিয়া অধুনা উক্ত দুইটি ব-কে এক করা হইয়াছে]। ২। সিন্ধু। বল্ (শব্দ করা)+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। তোয়। বণ্ (শব্দ করা)+ড কর্ত্তৃবা। ৪। যোনি। বভ্র্ (গমন করা)+ড অধিবা। ৫। বন্ধন। বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ড ভাববা। ৬। তন্তুসন্তান; তাঁতে এক একটি টানার সূতা ঝুলাইবার সূত্রনির্ম্মিত ফালা, পড়েনের সূত্রশ্রেণী। বপ্ (বোনা)+ড করণবা। ৭। বপন। বপ্+ড ভাববা। ৮। বস্ত্র; মাত্রাবিশেষ। বি; ক্লীব। ৯। সাদৃশ্য। অব্য। ১০। বরুণ; বায়ু; বরুণালয়; বাহু। বা (গমন করা, বধ করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
বআটে, বওয়াটে, বকাটে, বখা, বখাট, বখাটে—চরিত্রহীন; বাচাল; ফাজিল; যে একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে এমন। বাং প্র ('বওয়া' দ্রঃ)। বিণ।
বই—১। পুস্তক, খাতা। আর্বী 'বহী'-শব্দজ। বি। ২। ভিন্ন, ছাড়া। 'ব্যতীত'-শব্দজ। অব্য। ৩। বহন করি। বাং ক্রি। ৪। ব্যাপ্ত, রচিত; বাহিত। বাং প্র। বিণ।
বইঠা, বোঠে—নৌকার ক্ষুদ্র দাঁড়। 'বহিত্র'-শব্দজ। বি।
বইন—বোন, ভগিনী। প্রাদে। বি; স্ত্রী।
বউ, বৌ—পুত্রবধূ; পত্নী; বিবাহের কন্যা; ভ্রাতৃবধূ; কুলবধূ; ঘোমটা-দেওয়া যুবতী নারী। 'বধূ'-শব্দজ। বি।
বউ-কথা-কও—একপ্রকার পক্ষী, পাপিয়া (ইহার শব্দকে 'বউ কথা কও' বলিয়া কল্পনা করা হয়)। বাং প্র। বি।
বউকাঁটকী—বধূকে যন্ত্রণাদায়িনী নারী, বধূর স্বাচ্ছন্দ্যে বিঘ্নস্বরূপা ('—শাশুড়ী')। বাং প্র। বি, বা বিণ; স্ত্রী।
বউড়ী—অল্পবয়স্কা বধূ। 'বধুটী'-শব্দজ। বি।
বউদিদি, বৌদিদি, বৌদি—দাদার স্ত্রী, অগ্রজের পত্নী। কর্ম্মধা। বি।
বউনি—১। ব্যবসায়ী লোক সর্ব্বপ্রথমে বিক্রেয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পায় তাহা; দিনের বা বিক্রয়ারম্ভের প্রথম বিক্রয়। 'বর্দ্ধনী'-শব্দজ। ২। বহনের বেতন। 'বহনী'-শব্দজ। বি।
বউভাত, বৌভাত—নববধূর প্রথম অন্নরন্ধনোপলক্ষে ভোজ; পাকস্পর্শ। বউয়ের, বৌয়ের স্পৃষ্ট ভাত যাহাতে, বহুব্রী। বি।
বউল, বোল—ফুলের কলি বা কুঁড়ি; আম লিচু প্রভৃতির ফুল। 'মুকুল'-শব্দজ। বি।
বউলি, বউলী—বকুল-ফুল; কর্ণভূষণবিশেষ। প্রাদে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বওয়া—বহিয়া যাওয়া (সময় বয়ে যায়); বহন করা (গাধা ভার বয়); চালান (গরু লাঙ্গল বয়); অতিক্রম করা (পথিক পথ বয়ে চলে)। বাং ক্রি। **বয়ে যাওয়া**—চরিত্রহীন হওয়া, নষ্ট হইয়া যাওয়া (ছেলেটা বয়ে গেছে); কিছুই না হওয়া (তোমার কথায় আমার বয়ে যাবে)।
বওয়াটে—'বআটে' দ্রঃ।
বংশ—১। কুল, গোত্র। বশ্+ঘ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। ২। একগোত্রোৎপন্ন পূর্ব্বপুরুষ বা সন্তান। বংশ+অচ্ আছে অর্থে। ৩। বাঁশ, বাঁশী; নাসাবিবর; স্বরবিশেষ; সমূহ; বর্গ; গর্ব্ব; গৃহের উর্দ্ধকাষ্ঠ; পৃষ্ঠদণ্ড, পিঠের দাঁড়া; ইক্ষু। বম্ (উদ্গিরণ করা) বা বন্ (শব্দ করা)+শ কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—বংশীয়।

বংশক—১। মৎস্যবিশেষ, বাঁশপাতা মাছ ; ইক্ষুবিশেষ, বাঁশাই। বি ; পুং। ২। অগুরু-চন্দন। বংশ (পৃষ্ঠদণ্ড)+কন্ আছে অর্থে। বি ; ক্লীব।

বংশক্রম—বাপ ছেলে নাতি এইভাবে একই বংশে সন্তানপরম্পরা, বংশের ধারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বংশক্ষয়—বংশের বিলোপ, বংশনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বংশগত—বংশ-সম্বন্ধীয় ; বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বা ঘটিত ; বংশসম্ভূত। বংশকে গত, ২য়া-তৎ। বিণ।

বংশগৌরব—উচ্চ কুলে জন্মজনিত সম্ভ্রম, আভিজাত্য, কুলগরিমা, কুলের মর্য্যাদা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। [বি ; পুং।

বংশচরিত—বংশের ইতিহাস। ৬ষ্ঠীতৎ।

বংশজ—১। বংশজাত ; সৎকুলোৎপন্ন ; কুলভ্রষ্ট কুলীন ; মৌলিক। বিণ। ২। বেণুযব, বাঁশের চাউল। উপতৎ ; বংশ—জন্ +ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বংশজা—১। বংশলোচনা। বি ; স্ত্রী। ২। কুলীনবংশজাতা, অকুলীনা। বংশজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। [তৎ। বি ; পুং, ক্লীব।

বংশতণ্ডুল, -ধান্য—বাঁশের চাউল। ৬ষ্ঠী-

বংশধর—১। সন্তান, উত্তর পুরুষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। বংশরক্ষক, কুলপ্রবর্ত্তক, বংশের স্থাপয়িতা। বিণ।

বংশনালিকা—বংশী, বাঁশী। বংশনির্ম্মিতা নালিকা (চোঙা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

বংশপত্র—১। নল। বংশের পত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। বাঁশের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বংশপত্রক—১। বাঁশপাতা মাছ। বংশপত্র +কন্ সাদৃশ্যার্থে। ২। নলখাগড়া ; শাদা আখ। বংশের পত্রের ন্যায় পত্র (পাতা বা স্তবক) যাহার, বহুব্রী (ক সমাসান্ত)। বি ; পুং।

বংশপরম্পরা—বংশানুক্রম, কুলের পর পর মনুষ্য সকল ('বংশক্রম' দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশবৃদ্ধি—কুলের উন্নতি ; বহু সন্তান-সন্ততির জন্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশমর্য্যা(র্যা)দা—বংশের গৌরব ; বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত গৌরব, কুলক্রমাগত মর্য্যাদা ; রাজদত্ত উপাধি বা খেতাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশরোচনা, -লোচনা, -শর্করা—বাঁশের পর্ব্বের অভ্যন্তরে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ, বংশলোচন। বংশ—রুচ্+অন কর্ত্তৃবা+আপ্ ; পক্ষে র-স্থানে ল ; বংশ-জাতা শর্করা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

বংশলতা—শাখা-প্রশাখাদি-ক্রমে লিপিবদ্ধ বা সজ্জিত বংশতালিকা ; কুলজীনামা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশলোপ—বংশের শেষ সন্তানের মৃত্যু ; কুলের উচ্ছেদ, কুলনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বংশশর্করা—'বংশরোচনা' দ্রঃ।

বংশশলাকা—বাখারি, চোঁচালি, বাঁশের শলা ; বীণামূল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশস্থ—১। ছন্দোবিশেষ। বি ; ক্লীব। ২। বংশে স্থিত। উপতৎ ; বংশ—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশস্থিতি—বংশের স্থায়িত্ব, বংশ রক্ষা।

বংশহীন—যাহার বংশে আর কেহই নাই এমন, নির্ব্বংশ। ৩য়াতৎ। বিণ।

বংশাগ্র, বংশাঙ্কুর—বাঁশের কোঁড়া, বাঁশের মূল। বংশের অগ্র, অঙ্কুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং।

বংশানুক্রম—বংশের পর পর পুরুষ, বংশের পুরুষপরম্পরা ('বংশক্রম' দ্রঃ)। বংশের অনুক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বংশানুক্রমিক—বংশের পর পর পুরুষ-গণ কর্ত্তৃক আচরিত বা পুরুষগণ-সম্বন্ধীয় ; পুরুষপরম্পরায় আগত। বংশানুক্রম+ইক আগতার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, –কী।

বংশানুচরিত—বংশের চরিত্রবর্ণন, বংশ বা কুলের ইতিহাস ; (পুরাণ) পঞ্চলক্ষণান্তর্গত লক্ষণবিশেষ। বংশের অনুচরিত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বংশাবতংস—কুলের ভূষণস্বরূপ, বংশের গৌরবস্বরূপ। বংশের অবতংস (অলঙ্কার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বংশাবলী—পূর্ব্বপুরুষদের নামসমূহের তালিকা ; কুলজী (genealogy). বংশের আবলী (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশিক—১। বংশে জাত। বংশ+ইক সংজাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, –কী। ২। অগুরু। বংশ+কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি ; ক্লীব।

বংশিকা—বাঁশী, বেণু, মুরলী। বংশিক+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

বংশী—বেণু, বাঁশী, মুরলী। বংশ+ঈপ্।

বংশীধর, -ধারী (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠী-তৎ ; ২য় পক্ষে উপতৎ ; বংশী—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বংশীধ্বনি—বাঁশীর শব্দ, মুরলীরব। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

বংশীবট—বৃন্দাবনের বটবৃক্ষ বিশেষ (ইহার তলে শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাদন করিতেন)। বংশী-নিনাদিত বট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বংশীবদন—শ্রীকৃষ্ণ। বংশী বদনে যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

বংশীবয়ান—শ্রীকৃষ্ণ। কবিপ্র। বি।

বংশীবাদন—বাঁশী বাজান 'মুরলী বাজান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বংশীয়, বংশ্য—কুলোদ্ভব ; সদ্বংশজাত ; সম্ভ্রান্ত। বংশ+ঈয়, যৎ ভবার্থে। বিণ।

বংহিষ্ঠ, বংহীয়ান্ (বংহীয়স্)—অতি বহুল। বহুল+ইষ্ঠ, ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, –ষ্ঠা, –য়সী।

বঁইচি, বোঁচ—জামের মত আস্বাদবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ফল ও তাহার গাছ। বাং প্র। বি।

বঁটি, বঁঠি—মাছ তরকারী প্রভৃতি কুটিবার অস্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

বঁড়শী, বঁড়সী—মাছ ধরিবার বাঁকামুখযুক্ত লোহার কাঁটা। 'বড়িশ'-শব্দজ। বি।

বঁদিয়া, বঁদে—একপ্রকার খাবার। 'বিন্দু'-শব্দজ। বি।

বঁধু—প্রণয়ী, নায়ক। 'বন্ধু'-শব্দজ। বি।

বঁধুয়া—নাগর, নায়ক, বন্ধু, প্রণয়ী। কবিপ্র। বি।

বক—সুবিখ্যাত জলচর পক্ষিবিশেষ ; পুষ্প-বৃক্ষবিশেষ, বাসকোনা গাছ, বকফুলের গাছ ; দৈত্যবিশেষ ; রাক্ষসবিশেষ ; যন্ত্রবিশেষ। বন্ক্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপা)। বি ; পুং।

বককড়ি—একপ্রকার প্রাচীন বাদ্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বকজিৎ, বকনিসূদন—শ্রীকৃষ্ণ ; ভীম। উপতৎ ; বক—জি+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা ; বকের নিসূদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বকধার্ম্মি(র্মি)ক—ধর্ম্মের ভাণকারী ; কপট ধার্ম্মিক। বকের ন্যায় ধার্ম্মিক, উপমান কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী, –কী।

বকধ্যান—গভীর মনোযোগ ; ধ্যান করিবার ভাণ, কপট ধ্যান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বকন—বক্ বক্ করা, অনর্থক ভাষণ, জল্পন। বাং প্র। বি।

বকন, বকনা—অল্পবয়স্কা গাভী ; যে বাছুরের এখনও গর্ভ হয় নাই বা বাছুর হয় নাই। 'বষ্কয়ণী'-শব্দজ। বি।

বকনিসূদন—'বকজিৎ' দ্রঃ।

বকনো, বকুনা—ভাত রান্না করিবার একপ্রকার পিতলের পাত্র, পিতলের বড় মুখযুক্ত চ্যাপ্টা হাঁড়ি। বাং প্র। বি।

বকপঞ্চক—কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচটি তিথি। বি ; ক্লীব।

বক-বক্—বাজে বকা, অনর্থক বহুভাষণ, অনর্গল বাজে কথা বলা। বাং প্র। বি।

বক-বকম, বকবকুম—পায়রার ডাকের শব্দ। বাং প্র। অব্য।

বকবৃত্তি—১। বঞ্চক, শঠ ; বকধার্ম্মিক। বিণ। ২। ভণ্ড ধূর্ত্ত ও স্বার্থপর ব্যক্তি। বকের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ৩। ভণ্ডামি, কপটতা ; কপট-সাধুত্ব ; ধর্ম্মের ভান-পূর্ব্বক নিজ প্রয়োজন

ও অন্যের অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বকব্রতী (-ব্রতিন্)—কপট ধার্ম্মিক; ভণ্ড। বকের ব্রত, ৬ষ্ঠীতৎ; বকব্রত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ব্রতিনী।

বকমকাঠ—একপ্রকার গাছ যাহার কাঠ হইতে লাল রং প্রস্তুত হয় তাহা। বাং প্র। বি।

বকযন্ত্র—(রসায়ন) চোলাই করিবার যন্ত্র; পাতন যন্ত্র (retort). বকাকৃতি যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বকর, বকরা—ছাগল, পাঁঠা। 'বর্কর'-শব্দজ, অথবা আর্বী। বি।

বকর-ঈদ, বকরীদ—মুসলমানদিগের পর্ব্ব বিশেষ, ইদুজ্জোহা। আর্বী। বি।

বকরি, বকরী—ছাগী, স্ত্রী-ছাগ। 'বর্করী'-শব্দজ, অথবা বকর, বকরা+ই, ঈ। বি; স্ত্রী।

বকরীদ—'বকর-ঈদ' দ্রঃ।

বকলম—কিছু লিখিবার বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব; যে ব্যক্তি লিখিতে জানে না তাহার প্রতিনিধিরূপে অপর ব্যক্তির নাম-সহি; পরিবর্ত্ত। বি। আর্বী। (সংক্ষেপে বঃ)।

বকলস, বগলস—কোমরবন্ধ, পায়জামা পেন্ট প্রভৃতি আটকাইবার জন্য আল-যুক্ত একপ্রকার কল। ইং buckles. বি।

বকশিস—'বক্‌শিস্' দ্রঃ।

বকা—১। গালি দেওয়া; বেশী কথা বলা; কথা বলা; তিরস্কার করা। বাং ক্রি। ২। বাচাল; ফাজিল; চরিত্রহীন; কপট। বিণ। ৩। পুরুষজাতীয় বক। বাং প্র। বি।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা—বৃথা আশা। অণ্ডের প্রত্যাশা, ৬ষ্ঠীতৎ; বকের অণ্ডপ্রত্যাশা, ৬ষ্ঠীতৎ (তদ্বৎ এই অর্থে)। বি; স্ত্রী।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা-ন্যায়—ন্যায়বিশেষ [নদীতীরে মৎস্যের আশায় অবস্থানকারী কতকগুলি বক সেস্থানে বিচরণকারী বৃষসকলের লম্বমান অণ্ডকোষ দর্শন করিয়া ভাবিল, সেগুলি শফরীমৎস্য, এবং সেগুলি পড়িয়া গেলেই আহার করিবে। এই আশায় তাহারা বৃষগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তাহাদের বৃথা আশা পূর্ণ হইল না, অধিকন্তু তাহারা বৃষগণের পদাঘাতে আহত হইল। সত্যকার মৎস্য আহরণ ভুলিয়া বৃথা আশায় ঘোরাতে বকগুলির কষ্টের সীমা রহিল না। সেইরূপ মানুষ ভগবানের তত্ত্ব ভুলিয়া বকাণ্ডপ্রত্যাশাসদৃশ বিষয়ভোগের প্রত্যাশায় বৃথা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং অসীম কষ্ট ভোগ করে]। বকাণ্ডপ্রত্যাশাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বকান—বেশী কথা বলান; গালি দেওয়ান ইত্যাদি। বাং ক্রি।

বকাবকি—পরস্পরকে গালি দেওয়া; বাদানুবাদ; অত্যধিক ভৎ‌র্সনা; অত্যধিক গালি দেওয়া। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

বকামি, বকামো—'বখামি' দ্রঃ।

বকারি—ভীম (বকরাক্ষসের হত্যাকারী); শ্রীকৃষ্ণ (কংসপ্রেরিত বকাকৃতি দৈত্যের বিনাশকারী)। বকের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বকাল, বক্কাল—একপ্রকার বেণেতি মশলা; গাছগাছড়া হইতে জাত উপকরণ; ঔষধের উপাদান। বাং প্র। বি।

বকুনি—গালি, তিরস্কার; বেশী কথা। বক্+উনি ভাববা। বি।

বকুল—১। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বকুলগাছ। বি; পুং। ২। বকুলফুল। বন্‌ক্+উলচ্ কর্ত্তৃবা (নিপা)। বি; ক্লীব।

বকেয়া—বাকি, অবশিষ্ট; বক্রী; পুরাতন, সাবেক; আদিম। আর্বী 'বকীয়া'-শব্দজ। বিণ।

বক্ত, বকত—সুযোগ; সময়, বেলা; ভাগ্য। আর্বী 'বকৎ'-শব্দজ। বি।

বক্তব্য—১। কথনীয়, বলিবার যোগ্য; বচনীয়, নিন্দনীয়। বচ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ। ২। কথন, বাচ্য; নিন্দা। বচ্+তব্য ভাববা। বি; ক্লীব।

বক্তা, বক্তার—বাচাল। বাং প্র। বিণ।

বক্তা (বক্তৃ)—বক্তৃতাপ্রদানকারী; বাক্‌পটু, বক্তৃতাশক্তিযুক্ত। বচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বক্ত্রী।

বক্তৃতা—বাক্‌পটুতা, বলিবার ক্ষমতা; কথকতা; বক্তা যাহা বলে তাহা; বাগ্‌বিন্যাস। বক্তৃ+তা ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি; স্ত্রী।

বক্ত্র—১। আনন, মুখ, বদন, আস্য; বৈদিক ছন্দোবিশেষ। বচ্+ত্রন্ করণবা। ২। বস্ত্রভেদ, একপ্রকার কাপড়; তগরমূল। বচ্+ত্র কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

বক্ত্রজ—১। ব্রাহ্মণ। বি; পুং। ২। মুখজাত। উপতৎ; বক্ত্র—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

বক্র—১। বাঁকা, কুটিল, অনৃজু; ক্রূর, শঠ। বিণ। ২। নদীর বাঁক। বি; ক্লীব। ৩। বক্রগতিবিশিষ্ট গ্রহ; শনিগ্রহ; মঙ্গলগ্রহ; পর্পট; রুদ্র; ত্রিপুরাসুর। বন্‌ক্+রক্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বক্রকণ্টক—খয়ের গাছ, খদিরবৃক্ষ। বক্রকণ্ট+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

বক্রগ্রীব—১। উষ্ট্র, উট। বি; পুং। ২। যাহার গলা বাঁকা এমন। বক্রা গ্রীবা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বক্রচঞ্চু, -তুণ্ড—শুকপক্ষী। বক্র (বাঁকা) চঞ্চু (ঠোঁট), তুণ্ড (মুখ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বক্রচ্ছেদ—(ত্রিকোণমিতি) বাঁকা ভাবে কাটা (oblique section). বক্র ছেদ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

বক্রণ, বক্রণা—বাঁকান, বক্রীকরণ। বক্র+ণিচ্ (=বক্রি নামধাতু)+অনট্ ভাববা, অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

বক্রদংষ্ট্র—শূকর, বরাহ। বক্রা দংষ্ট্রা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বক্রনক্র—শুকপক্ষী। বক্র (বাঁকা) নক্র (নাসিকা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বক্রনাসিক—১। পেচক। বি; পুং। ২। যাহার নাক বাঁকা এমন। বক্রা নাসিকা যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কা, —কী।

বক্রপথ—বাঁকা রাস্তা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বক্রপুচ্ছ, -লাঙ্গুল—১। কুকুর। বি; পুং। ২। বাঁকা-লেজবিশিষ্ট। বক্র (বাঁকা) পুচ্ছ, লাঙ্গুল (লেজ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। বাঁকা লেজ। কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব।

বক্রবক্ত্র—১। শূকর। বি; পুং। ২। যাহার মুখ বাঁকা এমন। বক্র (বাঁকা) বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। বাঁকা মুখ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বক্রভণিত—বক্রোক্তি, শ্লেষবাক্য। বক্র ভণিত (কথা), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বক্রলাঙ্গুল—'বক্রপুচ্ছ' দ্রঃ।

বক্রাঙ্গ—১। হংস। বি; পুং। ২। কুটিল-অবয়বযুক্ত। বক্র (বাঁকা) অঙ্গ (অবয়ব) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গী। ৩। বাঁকা অঙ্গ। বক্র অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [গঠিত। বিণ।

বক্রি, বক্রী—বাকি। 'বাকী'-শব্দ হইতে

বক্রিম—বাঁকা, কুটিল। বন্‌ক্+ক্রিমচ্ কর্ত্তৃবা (নিপা)। বিণ।

বক্রিম, বক্রিমা (-মন্)—শঠতা; বক্রতা, কৌটিল্য। বক্র (কুটিল)+ইমন্ ভাবে (বিকল্পে ন-লোপ)। বি; পুং।

বক্রী (বক্রিন্)—বক্রতাবিশিষ্ট। বক্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—বক্রিণী।

বক্রী—১। ছাগী। 'বর্করী'-শব্দজ। বি। ২। 'বক্রি' দ্রঃ।

বক্রোক্তি—দ্ব্যর্থ উক্তি; কাব্যের অলঙ্কার-বিশেষ [একজন কথা বলিলে, সে যে অর্থে কথা বলিল, তাহা হইতে ভিন্ন অর্থ করিয়া শ্রোতা যদি উত্তর দেয় তবে বক্রোক্তিনামক শব্দালঙ্কার হয়। যথা—

"কো ইহ পুনপুন করত হুঙ্কার"
"হরি হাম ইহ জগতে পরচার"
"পরিহরি সো গিরি কন্দর-মাঝ
মৃগরাজ কাহে হিঁয়া আওব আজ"

রুদ্ধদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের শব্দ শুনিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন, "কে ওখানে বারবার হুঙ্কার করিতেছে"; শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি হরি, ইহা এই জগতের লোকে জানে।" শ্রীরাধা

হরি অর্থে সিংহ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিগুহা পরিত্যাগ করিয়া হরি এখানে আসিবে কেন?"]; শ্লেষবাক্য, ব্যঙ্গোক্তি। বক্রা উক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বক্রোষ্ঠিকা—বাঁকা হাসি, ঈষৎ হাস্য। বক্র (বাঁকা) ওষ্ঠ (ঠোঁট) যাহাতে, বহুব্রী (ক-আগম)+আপ্। বি; স্ত্রী।

বক্‌শিশ, -শিস্, বখশিষ, বখশিস্—দান; পারিতোষিক; পুরস্কার। ফার্সী। বি।

বক্‌শী—'বক্সি' দ্রঃ।

বক্ষঃ (বক্ষস্), **বক্ষ**—হৃদয়, বুক; উরঃ-স্থল। বহ্ (বহন করা)+অসুন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। [ক্লীব।

বক্ষঃপঞ্জর—বুকের হাড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

বক্ষঃস্থল—বুক। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বক্ষঃস্পন্দন—বুকের কাঁপন; হৃদয়ের কম্পন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বক্ষোজ, বক্ষোরুহ—স্ত্রী-স্তন, পয়োধর। উপতৎ; বক্ষস্—জন্+ড কর্তৃবা, বক্ষস্—রুহ্+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

বক্ষোনিঃসৃত—বুক হইতে বহির্গত। বক্ষঃ হইতে নিঃসৃত, ৫মীতৎ। বিণ।

বক্ষ্যমাণ—যাহা বলা হইবে এমন; বক্তব্য; বাচ্য। বচ্ (বলা)+স্যমান কর্ম্মবা। বিণ।

বক্সি, বক্‌শী—সেনাপতি; নাজিরের অধীন কর্ম্মচারী। ফার্সী। বি।

বখরা—ভাগ। ফার্সী। বি।

বখরাদার—অংশীদার। বখরা+দার অধি-কারী অর্থে। বি বা বিণ।

বখা, বকা—দুশ্চরিত্র, ব-আটে। বাং প্র। বিণ।

বখান, বকান—দুশ্চরিত্র করা, বখা করা। বাং ক্রি।

বখামি, বখামো, বকামি, বকামো—ব-আটে লোকের আচরণ বা ভাব; ধৃষ্টতা। বখা, বকা+মি, মো ভাবে। বি।

বখিয়া, বখেয়া—সেলাইয়ের একপ্রকার টিপ। ফার্সী। বি।

বখিল—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। আর্বী। বিণ।

বখুনা, বগুনা—বকনো (তাহা দ্রঃ)।

বখেড়া—বাধা, ব্যাঘাত; গোলযোগ; কলহ। হিন্দী। বি।

বগ, বগা—১। বকপক্ষী। বি। ২। বকের ন্যায় সাদা। বাং প্র। বিণ। **বগ দেখান**—বিদ্রূপচ্ছলে বকের ন্যায় করিয়া হাত বাঁকান।

বগয়রহ—সমস্ত, ইত্যাদি। ফার্সী। অব্য।

বগল—বাহুমূল, কক্ষ। আর্বী। বি। **বগল বাজান**—অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া; জয়ী হওয়া; জয়োল্লাস প্রকাশ করা।

বগলদাবা—বগলে চাপিয়া ধরা। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বি।

বগলা, বগলামুখী—দশমহাবিদ্যান্তর্গত দেবীবিশেষ। বি; স্ত্রী। [ফার্সী। বি।

বগলি, বগলী—পকেট; ছোট থলিয়া।

বগা—'বগ' দ্রঃ।

বগাহ—মজ্জন, অবগাহন, স্নান। অব—গাহ্+ঘঞ্ ভাববা (অ-কারের বিকল্পে লোপ)। বি; পুং।

বগি, বগী—১। স্ত্রীজাতীয় বক। প্রাদে। ২। দুই-চাকাওয়ালা একপ্রকার ঘোড়ার গাড়ী। ইং bogie. ৩। থাঁড়া; একপ্রকার ছোট কানাযুক্ত থালা। বাং প্র। বি।

বঙ্ক—১। নদীর বাঁক। বি; পুং। ২। বক্র। বন্ক্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

বঙ্কবিহারী (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বঙ্কা—১। পলায়ন, পালান; প্রান্ত-ভাগ। বি; স্ত্রী। ২। বক্রা। বঙ্ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। বাঁকা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বঙ্কিম—বাঁকা; কুটিল; ঈষৎ বক্র। 'বঙ্কিমন্'-শব্দজ। বিণ।

বঙ্কিল—১। কাঁটা, কণ্টক। বঙ্ক+ইলচ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। ঈষৎ বাঁকা; বঙ্কিম। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বঙ্কু—বঙ্কিম। 'বঙ্কিম'-শব্দজ। বি।

বঙ্ক্ষণ—কুঁচ্‌কি, উরুসন্ধি। বক্ষ্+অনট্ [করণবা নিপাতনে ন্(ঙ্)-আগম]। বি; ক্লীব।

বঙ্কুর—বক্রাঙ্গ, বক্রদেহ ("বামন বঙ্কুর পতি কৈতে লাজ পায়"—ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বঙ্গ—১। বাঙ্গালাদেশ। বঙ্গগণের নিবাস এই অর্থে বঙ্গ+অণ্ (প্রত্যয়ের লোপ)। বিণ—বঙ্গীয়। ২। চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের পুত্র; কার্পাস; বেগুন; বঙ্গদেশবাসী লোক; রঙ্গ, রাং; সীসক, সীসা। বন্গ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বঙ্গজ—১। সিন্দূর। বি; ক্লীব। ২। বঙ্গদেশজাত; বাঙ্গালী কায়স্থজাতির শ্রেণী-বিশেষ। উপতৎ; বঙ্গ—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

বঙ্গবিচ্ছেদ, -ভঙ্গ—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন কর্তৃক বাঙ্গালাকে দুইভাগে বিভক্তকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন—বঙ্গবিভাগ রোধ করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশের লোকেরা যে আন্দোলন করিয়াছিল তাহা। মধ্যপ কর্ম্মধা (সন্ধি হয় নাই)। বি; ক্লীব।

বঙ্গানুবাদ—বাঙ্গালা ভাষায় রূপান্ত-রিত করণ। বঙ্গে (বাঙ্গালা ভাষায়) অনুবাদ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

বঙ্গাব্দ—প্রচলিত বাঙ্গালা সাল। বঙ্গের অব্দ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বঙ্গারি—হরিতাল। বঙ্গের (সীসকের) অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বঙ্গালী, বঙ্গালিকা—ভৈরব রাগ প ত্নী ঋষভবর্জ্জিতা ঔড়বজাতীয়া রাগিণীবিশেষ। বি; স্ত্রী।

বঙ্গীয়—বাংলাদেশের, বঙ্গদেশসম্বন্ধীয়। বঙ্গ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—বঙ্গ।

বচ—১। শুকপক্ষী। বচ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। একপ্রকার ঝাল মূল। 'বচা'-শব্দজ। বি।

বচঃ (বচস্), **বচ**—বাক্য, কথা। বচ্+অসুন্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

বচন—১। কথন। বচ্+অনট্ ভাববা। ২। বাক্য, কথা; ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রাদির শ্লোক; (ব্যাকরণ) সুপ্‌তিঙাদিবিভক্তিযুক্ত পদের সংখ্যা, বিভক্তির একত্বাদি, একবচন ও বহুবচন। বচ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। বিণ—বচনীয়, বাচনিক।

বচনগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—কথার বাধ্য, বচনস্থিত। উপতৎ; বচন—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গ্রাহিণী।

বচনীয়—১। নিন্দা। বি; ক্লীব। ২। কথনীয়; বাচ্য; নিন্দনীয়। বচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি, —তা।

বচনীয়তা—নিন্দা, অপবাদ। বচনীয়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বচলক—বাক্য, কথা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বচসা—বাক্যব্যয়, বকাবকি; বাগ্‌যুদ্ধ; বিতণ্ডা। 'বচস্'-শব্দজ। বি।

বচস্কর—কথার বাধ্য, আজ্ঞাবহ। উপতৎ; বচস্—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রী।

বচা—বচ, ঔষধবিশেষ। বচ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

বচাবচ—তর্কবিতর্ক, বচসা, বাক্কলহ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বচ্ছর, বছর—বর্ষ। 'বৎসর'-শব্দজ। বি।

বজনিশ, বজনিস্—অবিকল, হুবহু। আর্বী 'বজিন্স'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

বজর, বজ্জর—বজ্র, কুলিশ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বজরকি—বজ্রের। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বজরা, বজ্রা—কারুকার্য্যযুক্ত ও কক্ষাদি-শোভিত বৃহৎ নৌকা, পিনেস, পানসী; ভারবাহী নৌকা। ইং 'barge'-শব্দজ। বি।

বজরাবুকি—বজ্রের ন্যায় কঠিন-হৃদয়যুক্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বজা—ঠিক। ফার্সী। বিণ।

বজাব—বলে, কহে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বজায়—১। বাঁচাইয়া রাখা, ঠিক রাখা, পূর্ব্বের অবস্থায় রাখা। বি। ২। রক্ষিত; যাহা নষ্ট না হইয়া পূর্ব্বাপর একরূপ আছে এমন। ফার্সী। বিণ।

বজ্জাত—জারজ, বে-জন্মা ; পাজি ; দুষ্ট। ফার্সী 'বদ্‌জাৎ'-শব্দজ। বিণ। বি, –তি, –তী।

বজ্জাতি, বজ্জাতী—দুষ্টামি, নষ্টামি। বজ্জাত+ই, ঈ ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি।

বজ্র—১। বাজ, ইন্দ্রের অস্ত্রবিশেষ, কুলিশ ; অষ্টবজ্র [যথা—ব্রহ্মার অক্ষ, বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ, কার্ত্তিকেয়ের শক্তি, কালীর খড়্গ] ; বজ্রাকৃতি চিহ্ন ; কাঁজি ; আমলকী ; অভ্রবিশেষ ; কটূক্তি। বি ; পুং, বা ক্লীব। ২। যোগবিশেষ [ইহা বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের এক যোগ] ; যদুবংশীয় নৃপতিবিশেষ, কৃষ্ণের প্রপৌত্র ; শ্বেতকুশ। বি ; পুং। ৩। কঠিন ; হৃদয়বিদারক ; অসহ্য ; বজ্রাকৃতি। বজ্ (গমন করা)+রন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বিণ।

বজ্রকীট—ঘুণ বা সেই জাতীয় কীটবিশেষ। বজ্রসদৃশ কীট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বজ্রগম্ভীর—বাজপড়ার শব্দের ন্যায় গম্ভীর। বজ্রসদৃশ গম্ভীর, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

বজ্রচর্ম্মা (-চর্ম্মন্), -চর্ম্মা—খড়্গী, গণ্ডার। বজ্রবৎ (কঠিন) চর্ম্ম ('চর্ম্মন্'-শব্দ) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

বজ্রচাপড়—জোর-থাপ্পর, ভীষণ চপেটাঘাত। বজ্রসদৃশ চাপড়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বজ্রজিৎ—গরুড়। উপতৎ ; বজ্র—জি+ক্বিপ্ [কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বজ্রজ্বালা—১। বজ্রাগ্নি, বিদ্যুতের আগুন। বজ্রের জ্বালা (অগ্নিশিখা), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বৈরোচন বলির দৌহিত্রী। বজ্রের জ্বালার ন্যায় জ্বালা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বজ্রতুণ্ড—গণেশ ; গরুড় ; মশক ; গৃধ্র ; মৎকুণ। বজ্র (বজ্রের ন্যায় কঠিন) তুণ্ড (মুখ, ওষ্ঠাধর) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

বজ্রদন্ত, -দশন—১। ইঁদুর, মূষিক ; শূকর। বি ; পুং। ২। বজ্রের ন্যায় কঠিনদন্তযুক্ত। বজ্রের ন্যায় (কঠিন) দন্ত, দশন (দাঁত) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বজ্রধর, -পাণি—ইন্দ্র, দেবরাজ ; জিনবিশেষ। বজ্রের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ ; বজ্র পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

বজ্রধ্বনি, -নাদ—বাজপড়ার শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বজ্রনাভ—অসুরবিশেষ। বজ্রসদৃশ নাভি যাহার, বহুব্রী (অচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

বজ্রনির্ঘোষ—বাজ পড়ার শব্দ ; বজ্রধ্বনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বজ্রপাণি—'বজ্রধর' দ্রঃ।

বজ্রপাত—বাজপড়া, কুলিশপতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। **বিনা মেঘে বজ্রপাত**—অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিকভাবে ভীষণ বিপদ্ সংঘটন।

বজ্রবারক—যাঁহাদের নাম স্মরণে বা উচ্চারণে বজ্রাহত হইতে হয় না [যথা—"জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ। পুলস্ত্যঃ পুলহো জিষ্ণুঃ ষড়েতে বজ্রবারকাঃ ॥"]। বজ্রের বারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বজ্রমুষ্টি—অতি কঠিন মুঠা (যাহা সহজে খোলা যায় না), বজ্রবৎ কঠিন মুষ্টি। বজ্রসদৃশী মুষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

বজ্রলেপ—বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত দুর্ভেদ্য লেপবিশেষ (পারদাদি অগ্নিশোধিত করিবার কালে ইহার ব্যবহার হয়)। বজ্রসদৃশ লেপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বজ্রশলাকা—বজ্রভয়-নিবারণার্থ গৃহচূড়ায় প্রোথিত লৌহশলাকা। বজ্রনিবারিকা শলাকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

বজ্রসার—১। বজ্রের কঠিন অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। বজ্রসদৃশ কঠিন। বজ্রের সারসদৃশ সার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বজ্রা—১। 'বজরা' দ্রঃ। ২। মনসাগাছ ; গুড়ূচী ; দুর্গা। বজ্+রক্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বজ্রাগ্নি—বাজের আগুন, আকাশস্থ বিদ্যুতের আগুন। বজ্রের অগ্নি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বজ্রাঘাত—বাজের আঘাত, কাহারও বা কোন কিছুর উপরে বাজপড়া। বজ্রের আঘাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বজ্রাঙ্গ—১। সর্প (কারণ ইহার শরীর বজ্র অর্থাৎ বিদ্যুতের মত আঁকাবাঁকা)। বি ; পুং। ২। যাহার অঙ্গ বজ্রতুল্য কঠিন এমন। বজ্রের ন্যায় (কঠিন) অঙ্গ (দেহ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –ঙ্গা, –ঙ্গী।

বজ্রাসন—যোগের একপ্রকার আসন [পাদদ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহ প্রত্যঙ্মুখ করিয়া পাদদ্বয়কে উরুদ্বয়ের উপর স্থাপন-করণান্তর তদুপরি হস্তদ্বয় স্থাপন করিলে উক্ত আসন হইয়া থাকে]। বজ্রসদৃশ আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বজ্রাস্ত্র—১। কামান বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র। বজ্রসদৃশ অস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। বজ্ররূপ অস্ত্র। বজ্রই অস্ত্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বজ্রাহত—যাহার উপর বাজ পড়িয়াছে এমন ; (গৌণার্থে) আকস্মিক ভয় বা বিস্ময়ে স্তম্ভিত। বজ্র দ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বজ্রাহতবৎ—নিঃস্পন্দ ; নীরব ; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ; বজ্রাহত ব্যক্তির মত। বজ্রাহত+বতি তুল্যার্থে। অব্য।

বজ্রী (বজ্রিন্)—বজ্রধারী ইন্দ্র ; জৈনমুনি ; মহিষ। বজ্র+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

বঞ্চক—১। প্রতারক, ধূর্ত্ত। বিণ। স্ত্রী—বঞ্চিকা। ২। চোর ; শৃগাল ; কুক্কুর। বন্চ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বঞ্চন—কাটান, যাপন। বন্চ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

বঞ্চন, বঞ্চনা—ঠকান, প্রতারণ। বন্চ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা, পক্ষে+অন ভাববা+আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—বঞ্চিত।

বঞ্চনীয়—ঠকাইবার মত, প্রতার্য্য। বন্চ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—বঞ্চন, বঞ্চনা।

বঞ্চলি—যাপন করিলে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বঞ্চা—যাপন করা ; ভোগ করা ; বাস করা ; প্রতারণা করা। কবিপ্র। ক্রি।

বঞ্চিত—১। যে ঠকিয়াছে এরূপ, প্রতারিত ; বর্জ্জিত, বিহীন। বন্চ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। কৃতযাপন, যাপিত। বন্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বঞ্চন, বঞ্চনা।

বঞ্চুক—ঠগ, বঞ্চক, প্রতারক। বন্চ্+উ কর্ত্তৃবা+স্বার্থে কন্। বিণ।

বট—১। বৃক্ষবিশেষ, বটগাছ ; কড়ি, কপর্দ্দক ; সাদৃশ্য ; বর্ত্তুলাকার বস্তু, গোল জিনিস ; পিষ্টকবিশেষ, বড়া। বি ; পুং। ২। গুণ, দড়ী। বট্ (বেষ্টন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব। ৩। আছ ; হও ("একা দেখি কুলনারী কে বট আপনি"—ভারতচন্দ্র)। কবিপ্র। ক্রি।

বটক—বড়া ; অষ্ট-মাষক পরিমাণ। বট+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

বটকারা, বটকেরা—ঠাট্টা, পরিহাস, বিদ্রূপ। বাং প্র। বি।

বটবাসী (-বাসিন্)—১। যে বটগাছে বাস করে এমন। উপতৎ ; বট—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বাসিনী। ২। উপদেবতাবিশেষ, যক্ষ। বি ; পুং।

বটব্যাল—ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। বাং [প্র। বি।

বটি—১। আলুজিভ, উপজিহ্বিকা। বট্+ই কর্ত্তৃবা। বি ; স্ত্রী। ২। হই। বাং ক্রি। ৩। অস্ত্রবিশেষ, বঁটি। বাং প্র। বি।

বটিকা, বটী—গুলিকা, বড়ী ; বট ; রজ্জু। (২য় পক্ষে) বট+ঈপ্ ; (১ম পক্ষে) বটী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বটু, বটুক—ব্রাহ্মণকুমার ; বালক ; বালকব্রহ্মচারী ; ব্রহ্মচারী ছাত্র ; অজ্ঞান নির্ব্বোধ ব্যক্তি ; কুটজটবৃক্ষ। বট্+উ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে, পক্ষে+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

বটুক—বটু ; ভৈরববিশেষ। বটু+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

বটুয়া—ছোট থলিয়া। বাং প্র। বি।

বটে, বটেক—১। হয় ; আছে। কবিপ্র। ক্রি। ২। বিস্ময়সূচক প্রশ্নার্থক অব্যয়, সত্য নাকি ; অবধারণার্থক অব্যয় ("ঠিক বটে") ; ভয়-প্রদর্শনার্থক অব্যয় ("বটে! এত স্পর্দ্ধা")। বাং প্র। অব্য।

বটের—একপ্রকার পাখী, ভারুই-জাতীয় পাখী। বাং প্র। বি।

বট্‌ঠাকুর, বড়ঠাকুর—ভাশুর। বাং প্র। বি।

বড়—১। বৃহৎ; শ্রেষ্ঠ, মহৎ; ধনী; জ্যেষ্ঠ; অধিক; দীর্ঘ; অধিক বয়োযুক্ত; অতিরিক্ত; উদার; সম্ভ্রান্ত। 'বড্র'-শব্দজ। বিণ। **বড় একটা**—সচরাচর, বিশেষ। **বড় কথা**—স্পর্দ্ধাযুক্ত বচন; যাহা সকল সময়ে ঘটে তাহার সংঘটনে শ্লেষবাক্য ("বড় কথা, তুমি যে গরীবের বাড়ী এলে"); বৃদ্ধের মত কথা ("ছোট মুখে বড় কথা")। **বড় গলা**—চীৎকার, উচ্চ কণ্ঠ; গর্ব্ব প্রকাশ। **বড় চাল**—বড় লোকের মত চালচলন। **বড় জোর**—বেশী পক্ষে। **বড় মুখ**—বেশী দাবী বা আশায় উৎফুল্ল। **বড় হওয়া**—ধনী হওয়া; মহৎ হওয়া; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া; প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। **বড় হাজরি**—ইউরোপীয় রীতি অনুসারে দিনের প্রধান আহার (dinner). [বিপরীত—ছোট হাজরি—breakfast]. ২। বটগাছ; একপ্রকার মোটা দড়ি। বাং প্র। বি।

বড়ঠাকুর—'বট্‌ঠাকুর' দ্রঃ।

বড়দিন—খৃষ্টানদিগের পর্ব্ববিশেষ, ক্রিষ্ট্‌মাস্ ডে [২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ইহা অনুষ্ঠিত হয়]। কর্ম্মধা। বি। [প্র। অব্য।

বড়বড়—বাজে বকা, বৃথা বাক্যব্যয়। বাং

বড়বড়ান—বাজে বকবক করা, প্রলাপ বকা। বাং ক্রি। বি—বড়বড়ানি।

বড়বা—সমুদ্রঘোটকী; কুম্ভদাসী; ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী; অশ্বিনীনক্ষত্র; অশ্বমুখী সমুদ্রস্থা দেবীবিশেষ, স্বর্গবৈদ্যদ্বয়ের মাতা। বল—বা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্ (ল-স্থানে ড)। বি; স্ত্রী।

বড়বাগ্নি, বড়বানল—জলমধ্যস্থ অগ্নি, সমুদ্রস্থ ঘোটকীর মুখাগ্নি। বড়বানিঃসৃত অগ্নি, অনল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বড়বামুখ—বড়বানল। বড়বামুখ (ঘোটকীর মুখ)+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বড়বাসুত—অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নাসত্য ও দস্র। বড়বার (ঘোটকীর) সুত (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বড়মানুষ—ধনী। কর্ম্মধা। বিণ।

বড়মানুষি—ধনী ব্যক্তির ন্যায় চালচলন। বড়মানুষ+ই ভাবে। বি।

বড়মানুষী—ধনী ব্যক্তির উপযুক্ত ('—চাল')। বড়মানুষ+ঈ যোগ্যার্থে। বিণ।

বড়লাট—(ইংরেজ আমলে) ভারতের প্রধান শাসনকর্ত্তা। কর্ম্মধা। বি।

বড়লোক—ধনী ব্যক্তি; মহৎ ব্যক্তি; যশস্বী ব্যক্তি। কর্ম্মধা। বি।

বড়শি, -শী—বঁড়শি (তাহা দ্রঃ)।

বড়া—গোলাকার পিঠাবিশেষ। বল্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

বড়াই—দেমাক, গর্ব্ব; গৌরব। বড়+আই ভাবে। বি।

বড়াইবুড়ি, বড়িমাই—১। শ্রীরাধার এক বৃদ্ধা দূতী বা দিদিমা। প্রাঃ কবিপ্র। ২। যে বালিকা বৃদ্ধের ন্যায় পাকা পাকা কথা বলে, বাচাল বালিকা। 'বড় আয়ী (<আর্য্যিকা) বুড়ি'-শব্দজ, বড়ি (বুড়ি)+মাই। বি।

বড়াল—বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ও সুবর্ণ বণিকের পদবীবিশেষ। বাং প্র। বি।

বড়ি, বড়ী—১। বটী; গুলি। 'বটী'-শব্দজ। বি। ২। বড়, অত্যন্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বড়িমাই—'বড়াইবুড়ি' দ্রঃ।

বড়িশ—মৎস্যবেধনীবিশেষ, বড়শী। বলিন্—শো+ক কর্ত্তৃবা ('ল'-স্থানে 'ড়')। বি; ক্লীব।

বডিস্—স্ত্রীলোকদিগের একপ্রকার ছোট জামা। ইং bodice. বি।

বড়ু—পরিচারক; বালক; কুমার; ব্রাহ্মণকুমার। 'বটু'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

বড়ুই, বাড়ই, বাড় ই—ছুতার; ঘরামি। 'বর্দ্ধকি'-শব্দজ। বি।

বড়ুয়া—১। আসামপ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণদের উপাধিবিশেষ। বি। ২। মহান্; অর্থশালী। কবিপ্র। বিণ।

বড়ে—দাবাবড়ে খেলার পদাতিক সৈন্যস্থানীয় ঘুঁটি (pawn). 'বটিকা'-শব্দজ। বি। **বড়ে টেপা**—আটঘাট বাঁধিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া; কৌশলপ্রয়োগ করা।

বড্ড—অধিক, অতিশয়; বড়। 'বড্র'-শব্দজ। বিণ।

বণিক্ (**বণিজ্**)—ক্রয়বিক্রয়কারী, বেনিয়া। পণ্+ইজ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বণিক্‌পথ, বণিজপথ—দোকান, বাজার, হাট। বণিকের, বণিজের পথ, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, বণিকের, বণিজের পথ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। [কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বণিগ্বহ—উট, উষ্ট্র। বণিজ্—বহ্+অচ্

বণিগ্‌বৃত্তি—বাণিজ্য, ব্যবসায়। বণিকের বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [পুং।

বণিজ—বণিক্। পণ্+ইজ কর্ত্তৃবা। বি;

বণিজপথ—'বণিক্‌পথ' দ্রঃ।

বণিজ্য, বণিজ্যা—বেচা-কেনা, ক্রয়-বিক্রয়। বণিজ্+য ভাব বা কর্ম্ম অর্থে, পক্ষে আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

বণ্ট—১। বণ্টন; ভাগ, অংশ। বন্ট্+ঘঞ্ ভাববা। ২। দাত্রাদির মুষ্টি, দা ইত্যাদির বাঁট। বন্ট্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। অবিবাহিত। বন্ট্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

বণ্টক—১। বিভাজক। বন্ট্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বণ্টিকা। ২। বিভাগ, অংশ। বণ্ট+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

বণ্টন—বাঁটন, বিভাগকরণ, অংশকরণ। বন্ট্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বণ্ড—১। লেজশূন্য, বেঁড়ে; ছিন্নত্বক্; অবিবাহিত। বিণ। ২। বৃষ। বন্ড্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বৎ—মত, সদৃশ, তুল্য [এই শব্দ অন্য শব্দের পরেই ব্যবহৃত হয়; যথা, দণ্ডবৎ]। বা (প্রবাহিত হওয়া)+ডতি কর্ত্তৃবা। অব্য বা প্রত্যয়।

বতংস, বতংসক—ভূষণ; কর্ণভূষণ; শিরোভূষণ। অব—তন্স্ (ভূষিত করা)+ঘঞ্ করণবা, পক্ষে স্বার্থে কন্। বি; পুং।

বতর—মাটির চাষ করিবার মত অবস্থা, জো। বাং প্র। বি। [প্র। ক্রি-বিণ।

বতারিখে—সেই দিনে, সেই তারিখে। বাং

বর্ত্তা, বর্ত্তান—কৃতার্থ হওয়া; অবস্থান করা; স্নিগ্ধ হওয়া; জীবিত থাকা। বাং ক্রি।

বত্রিশ—সংখ্যাবিশেষ, ৩২, দ্বাত্রিংশৎ; ৩২-সংখ্যক। 'দ্বাত্রিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

বত্রিশা, বত্রিশে—মাসের বত্রিশ তারিখ। বত্রিশ+আ, এ তারিখ অর্থে। বি বা বিণ।

বৎস—স্নেহসূচক শব্দ, সন্তানাদির প্রতি প্রযোজ্য স্নেহসূচক সম্বোধন শব্দ, বাছা; পশুমাত্রের শিশু; গো-শিশু, বাছুর; শিশু; শাবক; গোবৎসরূপধারী কংসের অনুচর অসুরবিশেষ। বদ্+স কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বৎসতর—ছোট এঁড়ে বাছুর, অদম্য বাছুর। বৎস+তর (ষ্টরচ্) হ্রস্বার্থে। বি; পুং।

বৎসতরী—স্ত্রীজাতীয় বাছুর, বকনা। বৎসতর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৎসপাল—শ্রীকৃষ্ণ; বলদেব। উপতৎ; বৎস—পালি+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বৎসর—বছর, বর্ষ, দ্বাদশ-মাসপরিমিত কাল। বস্+সর অধিবা। বি; পুং।

বৎসল—১। স্নেহযুক্ত; অনুরক্ত, ভক্ত। বৎস+লচ্ আছে অর্থে। বিণ। বি—বৎসলতা, বাৎসল্য। ২। স্নেহ, বাৎসল্য, অনুরাগ; রসবিশেষ। বৎস—লা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বৎসলতা—স্নেহ, বাৎসল্য। বৎসল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বৎসল।

বৎসলা—সন্তানের প্রতি অনুরক্তা, বৎসাভিলাষিণী। বৎসল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বৎসা—স্ত্রী-শিশুমাত্রে কন্যা অথবা কন্যাস্থানীয়া মেয়ের প্রতি প্রযোজ্য স্নেহসম্বোধন; স্ত্রী-শিশু; মেয়ে-বাছুর, বকনা। বৎস+আপ্। বি; স্ত্রী।

বৎসাদন—নেকড়িয়া বাঘ; গোবাঘা। বৎস অদন (ভক্ষণ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বৎসাদনী—বৃক্ষবিশেষ, গুড়ুচী। বৎস—অদ্ (ভক্ষণ করা)+অনট্ কর্ম্মবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বথু—দ্রব্য, বস্তু। প্রাঃ কবিপ্র। বি

বদ—খারাপ; অশ্লীল; হিংসাদ্বেষপূর্ণ; মন্দ। ফার্সী। বিণ।

বদখৎ—বিশ্রী, অশোভন; খারাপ; কদর্য্য লেখক; বেয়াড়া। ফার্সী। বিণ।

বদখেয়াল—অসৎ প্রবৃত্তি; মন্দ করিবার ইচ্ছা, খারাপ মতলব। কর্ম্মধা। বি। বিণ, —খেয়ালী।

বদখেয়ালী—যাহার নানারূপ খারাপ খেয়াল আছে এমন। বদখেয়াল+ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ। [কর্ম্মধা। বি।

বদজবান—অশ্লীল কথা; গালাগালি।

বদন—১। মুখ, আস্য, আনন। বদ্+অনট্ করণবা। ২। কথন, বলা। বদ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বদনকমল—১। পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখ। বদন কমলসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। ২। মুখরূপ পদ্ম। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বদনমণ্ডল—সমগ্র মুখ, মুখমণ্ডল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বদনা, বধনা—নলযুক্ত ঘটীবিশেষ, সাধারণতঃ মুসলমানদিগের ব্যবহৃত একপ্রকার গাড়ু। 'বর্দ্ধনী'-শব্দজ। বি। [বি।

বদনাম—নিন্দা, কুৎসা, অখ্যাতি। কর্ম্মধা।

বদনামৃত—মুখামৃত, অধরমধু; থুথু। বদনের অমৃত (সুধা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বদনাসব—মুখামৃত, অধরমধু; থুথু। বদনের আসব (মধু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বদবয়, বদবো, বদবু—বিশ্রী গন্ধ। ফার্সী। বি।

বদমাইস, -মাস—দুরাত্মা, পাজি; দুর্জ্জন, দুষ্ট; অসচ্চরিত্র। ফার্সী। বিণ। বি, —মাইসি, —মাসি।

বদমাইসি, -মাসি—দুর্জ্জনতা, দুষ্টতা, পাজি লোকের কার্য্য; লাম্পট্য। বদমাইস, বদমাস+ই ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি।

বদমেজাজ—১। কোপনশীল স্বভাব। কর্ম্মধা। বি। ২। সহজে কোপনশীল। বহুব্রী। বিণ।

বদমেজাজী—যে সহজে রাগিয়া উঠে এমন। বদমেজাজ(১)+ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

বদর—১। কুলগাছ। বি; পুং। ২। কুলফল; কার্পাসবীজ। বদ্+অরচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৩। নৌকার বিঘ্ননাশক পীরবিশেষ। আর্বী। বি। **বদর বদর**—নৌকা ছাড়িবার সময়ে মাঝিগণ কর্ত্তৃক নৌকার বিঘ্ননাশক পীরের নাম উচ্চারণ। [বি।

বদরক্ত—খারাপ রক্ত, দূষিত রক্ত। কর্ম্মধা।

বদরাগী—যে সহজে বা অকারণে ক্রুদ্ধ হয় এমন। বদ যে রাগী, সুপ্‌সুপা। বিণ।

বদরিকা—কাপাসগাছ; কুলগাছ বা তাহার ফল। বদ্+অর কর্ত্তৃবা+ঈপ্ (নিপা হ্রস্ব), বদরী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

বদরিকাশ্রম—ব্যাসদেবের আশ্রম, তীর্থবিশেষ। বদরিকাবৃত আশ্রম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বদরী—কুলগাছ বা তাহার ফল, কাপাসগাছ। বদ+অরি কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বদল—বিনিময়, পরিবর্ত্ত। আর্বী। বি।

বদলা, বদলান—পরিবর্ত্তন করা; প্রতিদান দেওয়া। আর্বীমূলক। বাং ক্রি।

বদলাবদলি—পরস্পর বিনিময়। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

বদলি, বদলী—স্থানান্তরে প্রেরিত বা প্রেরণ; প্রতিনিধি; প্রতিনিধিস্থানীয়; বিনিময়। বদল+ই, ঈ। বি বা বিণ।

বদহজম, -হজমী—অজীর্ণ; ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হওয়া। কর্ম্মধা। বি।

বদান্য—দানশীল, অতি দাতা; সদ্বক্তা; মধুরভাষী। বদ্ (বলা)+আন্য কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —তা।

বদাল—বোয়ালমাছ। বদ্ (বলা)+আল কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বদ্ধ—বাঁধা, সংহত; ন্যস্ত; নিগড়িত; গ্রথিত; উৎপাদিত; বিহিত। বন্ধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বন্ধন।

বদ্ধদৃষ্টি—১। স্থির দৃষ্টি, অবিচলিত দৃষ্টি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। স্থিরদৃষ্টিসম্পন্ন। বদ্ধা দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বদ্ধপরিকর—যে ব্যক্তি দৃঢ়রূপে কোমর বাঁধিয়াছে এরূপ; স্থিরসঙ্কল্পযুক্ত; উদ্যত। বদ্ধ (বাঁধা) পরিকর (কটিবন্ধ) যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ। [বাং প্র। বিণ।

বদ্ধপাগল—পুরাপুরি পাগল, সম্পূর্ণ উন্মাদ।

বদ্ধপ্রতিজ্ঞ—স্থিরসঙ্কল্প। বদ্ধা প্রতিজ্ঞা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বদ্ধমুষ্টি—১। কৃপণ, দৃঢ়মুষ্টি। বদ্ধ (অপ্রসারিত) মুষ্টি যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ। ২। খড়্গ। বদ্ধা মুষ্টি যাহাতে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

বদ্ধমূল—যাহার শিকড় তুলিয়া ফেলা যায় না এমন, দৃঢ়মূল; যাহা দূর করা বা বিলুপ্ত করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে এমন। বদ্ধ মূল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বদ্ধাঞ্জলি—যে হাত যোড় করিয়াছে এমন, কৃতাঞ্জলি। বদ্ধ অঞ্জলি যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

ব-দ্বীপ—নদীর মোহানাস্থিত "ব"-কারের ন্যায় ত্রিকোণাকার দ্বীপ (delta). ব-সদৃশ দ্বীপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বধ—বিনাশ, হনন, হত্যা। হন্+অপ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বধ্য, হত।

বধক—হত্যাকারী, ঘাতক। হন্+অক (ক্‌ন্) কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বধিকা।

বধনা—'বদনা' দ্রঃ। [ক্রি।

বধয়ে—হত্যা করে, বধ করে। প্রাঃ কবিপ্র।

বধস্থলী, -স্থান—প্রাণিবধস্থান; যে স্থানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে বধ করা হয়, মশান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

বধা—বধ করা। কবিপ্র। ক্রি।

বধাজ্ঞা—হত্যা করিবার আদেশ। বধের আজ্ঞা, নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বধার্থ—বধের জন্য, হত্যার নিমিত্ত। বধ হইয়াছে অর্থ (উদ্দেশ্য) যাহার, বহুব্রী; অথবা, বধের নিমিত্ত ইহা, নিত্য। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বধার্হ—হত্যার যোগ্য, বধের উপযোগী। বধ—অর্হ্ (যোগ্য হওয়া)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —র্হা।

বধির—কালা, শ্রবণশক্তিহীন। বন্ধ্+কিরচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —তা, —ত্ব।

বধূ—নববিবাহিতা স্ত্রী; পত্নী, ভার্য্যা; পুত্রবধূ, বৌ; নারী। বন্ধ্ (বন্ধন করা)+উ কর্ত্তৃবা, কিংবা, বহ্ (বহন করা)+উ কর্ম্মবা (নিপা)। বি; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

বধূজন—নববিবাহিতা স্ত্রী; বৌ; নারী।

বধূটি, বধূটী—বালিকা-বৌ, ক্ষুদ্রবধূ; পুত্রবধূ। বধূ+টি অল্পার্থে, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বধূৎসব—১। বধূর প্রথমরজোদর্শনরূপ উৎসব; নববধূর আগমনরূপ আনন্দজনক ব্যাপার ("কি আনন্দ বধূৎসবে বিবাহবাসরে"—মাইকেল)। বধূর উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। বৌভাত, পাকস্পর্শ। বাং প্র। বি। [বি; স্ত্রী।

বধূমাতা—স্নেহের বধূ, বৌমা। কর্ম্মধা।

বধোদ্যত—হত্যা করিতে উদ্যত। বধে উদ্যত, ৭মীতৎ। বিণ।

বধ্য—বধের যোগ্য; হননীয়। বধ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ। বি—বধ।

বধ্যভূমি—হত্যা করিবার স্থান, যেখানে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করা হয়। বধ্যের ভূমি (নির্দ্দিষ্ট স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বন—জঙ্গল, অরণ্য, কানন; কুঞ্জ; জল; প্রস্রবণ; নিবাস, আলয়। বন্+ঘ অধিবা। বি; ক্লীব। বিণ—বন্য, বুনো।

বনকদলী—কাঠ-কলা। বনজাতা কদলী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বনকন্দ—বুনো কচু, ওল প্রভৃতি। বনজাত কন্দ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বনকপোত—ঘুঘুপাখী। বনবাসী কপোত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বনকর—কোন অরণ্য ভোগদখল করিবার নিমিত্ত সরকারকে দেয় খাজনা। বনসম্বন্ধীয় কর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বনকার্পাসী—বনকাপাস। বনজাতা কার্পাসী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বনকুক্কুট—বন্য মোরগ। বনবাসী কুক্কুট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বনগহন—নিবিড় বন। বনই গহন (নিবিড় বন), কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বনচন্দ্রিকা—মল্লিকাফুল ; বনে প্রতিফলিত জ্যোৎস্না। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বনচম্পক—বন্য চাঁপা গাছ। বনজাত চম্পক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং (ফুল অর্থে ক্লীব)।

বনচর, -চারী (-চারিন্)—১। বনবাসী, যে বনে বাস করে এমন। বিণ। স্ত্রী, –চরী, –চারিণী। ২। কিরাত। উপতৎ ; বন—চর্+ট, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বনচাঁড়াল—একপ্রকার গাছ, ত্রিপর্ণ ওষধি-বিশেষ। বাং প্র। বি।

বনজ—বনে উৎপন্ন। উপতৎ ; বন—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

বনজা—১। অরণ্যে উৎপন্না। বনজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অশ্বগন্ধা ; মুদ্গপর্ণী ; অরণ্য-কার্পাসী ; গন্ধপত্রা। বি ; স্ত্রী।

বনজ্যোৎস্না—মল্লিকাফুল ; বনে প্রতি-ফলিত চাঁদের আলো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বনতিক্ত—হরীতকী। বনজাত তিক্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বনদ—জলদ, মেঘ। উপতৎ ; বন (জল)—দা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বনদেবতা, -দেবী—বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বননিবাসী (-সিন্)—বনবাসী, যে বনে বাস করে এরূপ। উপতৎ ; বন—নি—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –সিনী।

বনপ্রিয়—১। কোকিল। বি ; পুং। ২। যাহার অরণ্য ভাল লাগে এমন। বন প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বনফুল—অরণ্যজাত পুষ্প। বনজাত ফুল (<ফুল্ল), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

বনবন—১। মিষ্টান্নবিশেষ (bonbon). বি। ২। দ্রুত ঘূর্ণনের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

বনবরা—বুনো শূকর, বন্যবরাহ। 'বন্যবরাহ'-শব্দজ। বি। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বনবহ্নি—দাবানল, বনাগ্নি। বনজাত বহ্নি,

বনবাদাড়—বনজঙ্গল ; বন ও নীচু জলা-জমি। দ্বন্দ্ব। বি।

বনবাস—কাননে অবস্থিতি ; অরণ্যে নির্ব্বাসন। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

বনবাসী (-বাসিন্)—বনবাসকর্ত্তা, যে বনে থাকে। উপতৎ ; বন—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বাসিনী।

বনবিড়াল—একপ্রকার বৃহদাকার বন্য মার্জ্জার, একজাতীয় খট্টাশ। বনবাসী বিড়াল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বনবিহার—কাননে বিচরণ ও আমোদ-প্রমোদকরণ। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

বনবিহারী (-রিন্)—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি ; পুং। ২। কাননে বিচরণকারী, যে বনে বিচরণ ও ক্রীড়া করে এমন। উপতৎ ; বন—বি—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বিহারিণী।

বনব্রীহি—বনজাত তৃণধান্য, নীবার। বন-জাত ব্রীহি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ব ন ভো জ ন—আমোদপ্রমোদের জন্য বাগানে বা বনের ধারে রান্নাবান্না করিয়া বহুলোকের একসঙ্গে খাওয়া, চড়ুইভাতি (picnic), অনেকের সমবেত ভোজন। ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

বনমক্ষিকা—ডাঁশ, দংশ-মক্ষিকা। বন-বাসিনী মক্ষিকা (মাছি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

বনমল্লিকা—কাঠমালী ফুল। বনজাতা মল্লিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

বনমানুষ—মানুষের মত দেখিতে লেজশূন্য একপ্রকার বানর। বনবাসী মানুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা (নিত্য)। বি ; পুং।

বনমারী—শ্রীকৃষ্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বনমালা—১। শ্রীকৃষ্ণের গলার ফুলের মালা, হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলানো মালা ; ষড়্‌ঋতুর ফুলে গাঁথা মালা—

("আজানুলম্বিনী মালা সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোজ্জ্বলা। মধ্যে স্থূল কদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্ত্তিতা" ॥)

বনপুষ্পরচিতা মালা, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। অরণ্যশ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বনমালিনী—দ্বারকাপুরী ; বারাহীলতা। বনমালা (বনসমূহ)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বনমালী (-মালিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। বনমালা +ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

বনয়ারী—শ্রীকৃষ্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বনরক্ষক—জঙ্গলের পাহারাদার ; কাননের প্রহরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –রক্ষিকা।

বনরাজ—সিংহ ; একপ্রকার ফুলের গাছ। বনের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং। [শ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বনরাজি, -রাজী—জঙ্গলসমূহ, কানন-

বনলক্ষ্মী—কলা, কদলী। বনের লক্ষ্মী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বনলীলা—কাননবিহার, বনের মধ্যে খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বনশূরণ—বুনো ওল। বনজাত শূরণ, মধ্যপ

বনশোভন—১। পদ্ম। উপতৎ ; বন—শুভ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। ২। বনের শোভাকারক। বনের শোভন (শোভাকারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

বনশ্বা (-শ্বন্)—বাঘ ; শিয়াল ; খাটাশ ; গন্ধমার্জ্জার। বনের শ্বা ('শ্বন্' শব্দ=কুকুর), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বনস্থ—১। অরণ্যে অবস্থিত ; জলে স্থিত। উপতৎ ; বন—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। কিন্নর ; মৃগ ; মুনি। বি ; পুং।

বনস্পতি—গাছ, বৃক্ষ ; পুষ্পহীনা ফলজনক বৃক্ষ (যেমন, অশ্বত্থবৃক্ষ)। বনের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ (স-আগম)। বি ; পুং।

বনহাস—কাশতৃণ। বনে হাস (বিকাশ) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

বনা—ঠিক হওয়া, মিল হওয়া, পটা ; পরিণত হওয়া। বাং ক্রি। [বি।

বনাত—একরকম পশমী কাপড়। হিন্দী।

বনান—১। মিল করা, পটান ; কাটা ; তৈয়ার করা। বাং ক্রি। ২। রচিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বনানী—বিরাট জঙ্গল, বৃহৎ অরণ্য। বন+আনীপ্, মহদর্থে (অরণ্যানীর অনুকরণে গঠিত বাংলা শব্দ)। বি ; স্ত্রী।

বনান্ত—বনের শেষ। বনের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বন, নিত্য। বি ; ক্লীব।

বনান্তর—ভিন্ন বন, অন্য অরণ্য। অন্য

বনাবনি, বনাবন্তি, বনিবনাও—সদ্ভাব, পরস্পর মিল, প্রণয়। বাং প্র। বি।

বনাম—বিরুদ্ধ পক্ষ ; বিরুদ্ধে ; তরফে। ফার্সী। অব্য।

বনাশ্রম—কাননে অবস্থিত বাসস্থান ; কাননরূপ আশ্রম। বনস্থিত আশ্রম, মধ্যপ কর্ম্মধা ; অথবা, বনরূপ আশ্রম, রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বনাশ্রয়—১। দাঁড়কাক। বি ; পুং। ২। বনবাসী। বন আশ্রয় (বাসস্থান) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। অরণ্যভূমি। বনই আশ্রয়, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বনি, বনী—১। সজ্জিত, ভূষিত ; সুন্দর। বিণ। ২। সজ্জিত হইয়া ; সজ্জিত হইয়াছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বনিত—যাচিত ; সেবিত। বন্ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বনিতা—১। নারী ; অনুরক্তা স্ত্রী, পত্নী। বি ; স্ত্রী। ২। যাচিতা ; সেবিতা। বন্ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত কর্ম্মবা+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বনিতাভূষণ—১। স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ; লজ্জা। বি ; ক্লীব। ২। স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বনিবনাও—'বনাবনি' দ্রঃ।

বনিয়াদ, বনেদ, বুনিয়াদ—ভিত্তি, পত্তন, মূল ; গোড়া। ফার্সী 'বুনিয়াদ'-শব্দজ। বি।

বনিয়াদী, বনেদী, বুনিয়াদী—প্রাচীন ; প্রাচীনকাল হইতে সম্ভ্রান্ত ; দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বনিয়াদ, বনেদ, বুনিয়াদ+ঈ আছে অর্থে। বিণ।

বনী—১। অরণ্য, বন। বন্ (ব্যাপা)+অচ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। 'বনি' দ্রঃ।

বনেচর—১। ব্যাধ, কিরাত। বি; পুং। ২। বনচর, অরণ্যচারী। অলুক উপতৎ; বনে—চর্+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চরী।

বনেদ—'বনিয়াদ' দ্রঃ।

বনেদী—'বনিয়াদী' দ্রঃ।

বন্ত—বাংলা প্রত্যয়বিশেষ ('জ্ঞান—')।

বন্দ—১। গৃহ প্রভৃতির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সমষ্টি; বন্ধ, ছুটী; খণ্ড; বন্ধনী। ফার্সী। বি। ২। বন্দনা কর। কবিপ্র। ক্রি। ৩। মাঠ, চাষ করিবার ক্ষেত। প্রাদে। বি।

বন্দক—১। বন্দনাকারী, স্তুতিপাঠক। বন্দ্ (স্তব করা)+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বন্দিকা। ২। বন্ধক, বাঁধা। বাং প্র। বিণ।

বন্দন, বন্দনা—১। স্তব, স্তুতি; প্রণাম, অভিবাদন। বন্দ্+অনট্ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—বন্দনীয়, বন্দিত, বন্দ্য। ২। উপাস্য, বন্দনযোগ্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বন্দনমালা, -মালিকা—বহির্দ্বারের উপর অবস্থিত মঙ্গলসূচক মাল্য। বন্দনসূচিকা মালা, মালিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বন্দনা—'বন্দন' দ্রঃ।

বন্দনীয়—নমস্য; স্তব করিবার যোগ্য। বন্দ্+অনীয় কর্মবা। বিণ। বি—বন্দন, বন্দনা।

বন্দনীয়া—১। গোরোচনা। বি; স্ত্রী। ২। অভিবাদন-যোগ্যা। বন্দনীয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বন্দর—সমুদ্র বা নদীর কূলে জাহাজাদি দ্বারা বাণিজ্য করিবার স্থান। ফার্সী। বি।

বন্দা—১। বন্দনা করা। কবিপ্র। ক্রি। ২। গোলাম; দাস; অধীন। ফার্সী। বি।

বন্দা, বন্দাকা—বৃক্ষোপরি জাত বৃক্ষ, পরগাছা। বন্দ্+ঘঞ্ কর্মবা+আপ্, বন্দ্+আকন্ কর্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

বন্দারু—১। অভিবাদক, বন্দনশীল; বন্দনাকারী। বিণ। ২। স্তুতিপাঠক। বন্দ+আরু কর্তৃবা। বি; পুং।

বন্দি, বন্দী—কয়েদী, কারারুদ্ধ ব্যক্তি; মই, সিঁড়ী। বন্দ্+ইন্ কর্তৃবা, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বন্দিত—পূজিত, স্তুত; যাহার স্তুতি করা হইয়াছে এমন। বন্দ্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—বন্দন, বন্দনা।

বন্দিনী—১। স্ত্রী-কয়েদী। বাং প্র। বি; স্ত্রী। ২। স্তবপাঠিকা, বন্দনাকারিণী। বন্দিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বন্দিপাঠ—১। স্তুতিগ্রন্থ। বন্দির (স্তুতিঃ) পাঠ যাহাতে, বহুব্রী। ২। স্তুতিপাঠ। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

বন্দী (বন্দিন্)—১। রাজাদিগের গুণ এবং বীর্য্যাদির স্তুতিপাঠক। বি; পুং। ২। বন্দনাকারী। বন্দ্ (স্তুতি করা)+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বন্দিনী।

বন্দী—'বন্দি' দ্রঃ।

বন্দীশালা—জেলখানা, কয়েদীগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ঘর। বন্দীদের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বন্দুক—একপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র, নালীকাস্ত্র। ফার্সী। বি। **বন্দুক মারা**—বন্দুক হইতে গুলি নিক্ষেপ করা।

বন্দুকচী—বন্দুক-চালক। বন্দুক+চী কুশলার্থে। বিণ বা বি।

বন্দে—বন্দনা করি। সংস্কৃত ক্রি। **বন্দে মাতরম্**—জননীকে বন্দনা করি; ভারতের জাতীয় জয়ধ্বনি। সংস্কৃত শব্দ।

বন্দেগি—অভিবাদন, নমস্কার; স্তুতি। ফার্সী 'বন্দগী'-শব্দজ। বি।

বন্দেজ—সুবন্দোবস্ত, সুব্যবস্থা, শৃঙ্খলা। ফার্সী 'বন্দিশ্'-শব্দজ। বি। বিণ,—জী।

বন্দোবস্ত—ব্যবস্থা; স্থিরীকরণ; রাজার সহিত জমিদারগণের বাৎসরিক কর-দানের বিষয়-স্থিরীকরণ; রফা। ফার্সী। বি। বিণ,—বস্তী।

বন্দোবস্তী—সুব্যবস্থিত; সুনিয়ন্ত্রিত, যাহা জমিদারের নিকট হইতে কবুলিয়ত দ্বারা ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে এমন ('—জমি'); প্রতিষ্ঠিত। (ফার্সী) বন্দোবস্ত+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

বন্দ্য—১। দেবতা। বি; পুং। ২। বন্দনীয়। বন্দ্+ণ্যৎ কর্মবা। বিণ। বি,—বন্দন, বন্দনা।

বন্দ্যবংশ—সম্ভ্রান্ত কুল, মান্যবংশ ("পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত"—ভারতচন্দ্র); বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ। কবিপ্র। বি।

বন্দ্যোপাধ্যায়—রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ, বাঁড়ুয্যে। বন্দ্য উপাধ্যায় (পূজনীয় শিক্ষক), কর্মধা। বি; পুং।

বন্ধ—১। বাঁধন, বন্ধন; উৎপত্তি; ধারা; যোগ; রোধ; গ্রন্থন; গৃহাদিবেষ্টন। বন্ধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। গচ্ছিত দ্রব্য; শরীর। বন্ধ্+ঘঞ্ কর্মবা। ৩। বৃন্ত; গ্রন্থি; বাঁধ। বন্ধ্+ঘঞ্ করণবা। ৪। ধান্য প্রভৃতি শস্যের বিস্তীর্ণ মাঠ। প্রাদে। বি।

বন্ধক—ঋণজন্য স্থাপিত বস্তু; গচ্ছিত বস্তু; বিনিময়। বন্ধ্+ঘঞ্ কর্মবা+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

বন্ধকগ্রহীতা (-গ্রহীতৃ)—যে বন্ধক রাখিয়া ধার দেয় এমন, বন্ধকী মহাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

বন্ধকদাতা (-দাতৃ)—যে বন্ধক দেয় এমন, যে কোন জিনিস বাঁধা দিয়া টাকা ধার করে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী।

বন্ধকী—১। ঋণের জন্য যাহা বাঁধা দেওয়া হইয়াছে এমন। বন্ধক+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। পরপুরুষগামিনী, অসতী; হস্তিনী। (যে পরপুরুষের মন বন্ধন করে এই অর্থে) বন্ধ্+ণক কর্তৃবা+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বন্ধন—১। বাঁধা; সংযমন, রুদ্ধকরণ; অবরোধ, আটক; বধ; হিংসা; উৎপাদন; (রসায়ন) বিশেষ স্থানে স্থাপিতকরণ (fixation). বন্ধ্+অনট্ ভাববা। ২। বাঁধ; বৃন্ত; বাণের পুচ্ছ; বন্ধনসাধন রজ্জু, নিগড়, শৃঙ্খলাদি। বন্ধ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—বদ্ধ।

বন্ধনদশা—আটক, আবদ্ধ অবস্থা। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বন্ধনরজ্জু—বাঁধিবার দড়ি। বন্ধনের রজ্জু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বন্ধনশালা—জেলখানা, কারাগার। ৬ষ্ঠী- [তৎ। বি; স্ত্রী।

বন্ধনসাধন—দড়ি প্রভৃতি বাঁধিবার উপকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বন্ধনস্তম্ভ—হাতী বাঁধিবার থাম, আলান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বন্ধনাগার, বন্ধনালয়—জেলখানা, কারাগৃহ। বন্ধনের আগার, আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

বন্ধনী—যে পরস্পরমুখী রেখাদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশেষ বক্তব্য থাকে অথবা অনেকগুলি রাশি স্থাপিত হইলে তাহা একরাশিরূপে গৃহীত হয়, [ ] { }—এইরূপ চিহ্ন, ব্র্যাকেট (bracket); শরীরের একটি হাড়ের সঙ্গে অন্য হাড়কে যাহা জুড়িয়া বা বাঁধিয়া রাখে (ligament); বন্ধনসাধন রজ্জু বা শৃঙ্খলাদি। বন্ধ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বন্ধী (বন্ধিন্)—বাঁধা, আবদ্ধ, বন্ধনযুক্ত। বন্ধ্+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী—বন্ধিনী।

বন্ধু—মিত্র; জ্ঞাতি; স্বজন; কুটুম্ব; প্রিয় ব্যক্তি; যে বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না এমন ব্যক্তি [যথা—"অত্যাগ-সহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।"—অর্থাৎ বিচ্ছেদসহনক্ষম ব্যক্তি বন্ধু; প্রিয় ব্যক্তি সুহৃৎ; একরূপ কার্য্যকরী ব্যক্তি মিত্র এবং অভেদাত্মা ব্যক্তি সখা]; পিতৃব্য; পুত্র; বন্ধুকবৃক্ষ; (বিপ্র, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি শব্দের পরে থাকিলে) নীচ। বন্ধ্+উ কর্তৃবা। বি; পুং।

বন্ধুক, বন্ধূক, বন্ধুজীব, বন্ধুজীবক—১। বাঁধুলিফুলের গাছ, সুপরিচিত রক্তবর্ণ পুষ্পবৃক্ষ। বন্ধ্+উক, উক কর্তৃবা সংজ্ঞার্থে, বন্ধু—জীব্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা, পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। বাঁধুলি-ফুল। বন্ধুক, বন্ধূক, বন্ধুজীব, বন্ধুজীবক+অণ্ তৎপুষ্পার্থে (প্রত্যয়লোপ)। বি; ক্লীব।

বন্ধুক-বন্ধু—সূর্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বন্ধুজন—মিত্র, সুহৃদ্ব্যক্তি। কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি; স্ত্রী, ক্লীব।

বন্ধুতা, -ত্ব—মিত্রতা। বন্ধু+তা, ত্ব ভাবে।

বন্ধুদত্ত—১। বন্ধুর দেওয়া; জ্ঞাতি কর্তৃক প্রদত্ত। বন্ধু কর্তৃক দত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ। ২। পিতামাতা কর্তৃক প্রদত্ত স্ত্রীধন। বি; ক্লীব।

বন্ধুপ—মিত্রের প্রতিপালক। উপতৎ; বন্ধু—পা+ক কর্তৃবা। বিণ।

বন্ধুবর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুদিগের মধ্যে বর, ৭মীতৎ। বি; পুং।

বন্ধুবান্ধব—আত্মীয়স্বজন। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

বন্ধুবিচ্ছেদ—বন্ধুর সহিত ঝগড়া বা ছাড়াছাড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বন্ধুয়া—প্রণয়ী, বন্ধু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বন্ধুর, বন্ধূর—উচ্চনীচ, অসমতল, আবুড়াখাবুড়া; রম্য, সুন্দর; বধির; ক্ষতিজনক; নম্র। বিণ। বন্ধ্+উরচ্, ঊরচ্ কর্তৃবা। বি, —তা, —ত্ব।

বন্ধুরতা, -ত্ব—অসমতলত্ব; বধিরতা; কর্কশতা। বন্ধুর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—বন্ধুর।

বন্ধুরা, বন্ধূরা—১। অসতী, বেশ্যা। বন্ধ্+উর, ঊর কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বধিরা; নম্রা; উন্নতাবনতা। বন্ধুর, বন্ধূর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বন্ধূক—'বন্ধুক' দ্রঃ।

বন্ধূলি—১। বাঁধুলিফুলের গাছ। বন্ধ্+ঊলি কর্তৃবা। বি; পুং। ২। বাঁধুলিফুল। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

বন্ধো—সখে। 'বন্ধু'-শব্দের সম্বোধন রূপ।

বন্ধ্য—ফলশূন্য ('—বৃক্ষ'); নিষ্ফল; বন্ধনযোগ্য। বন্ধ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

বন্ধ্যা—১। যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, বাঁঝা; যোনিরোগবিশেষ; বালা; বৃষলী। বি; স্ত্রী। ২। নিষ্ফলা; বন্ধনযোগ্যা। বন্ধ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বন্য—বুনো, বনসম্বন্ধীয়; বনোৎপন্ন, বনজাত; অসভ্য। বন+যৎ সম্বন্ধাদ্যর্থে, জাতার্থে। বিণ। বি—বন।

বন্যা—১। বান, জলপ্লাবন; অরণ্যসমূহ। বন (জল, অরণ্য)+যৎ সমূহার্থে+আপ্। ২। বনজাতা; বনসম্বন্ধীয়া। বন্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বন্যেতর—গৃহপালিত, পোষা। বন্য হইতে ইতর (অন্য), ৫মীতৎ। বিণ।

বপন—১। বীজরোপণ; বয়ন; ক্ষৌরকর্ম্ম, কামান। বপ্+অনট্ ভাববা। বিণ—উপ্ত। ২। অস্থি; মজ্জা; শুক্র। বপ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

বপনী—১। মাকু; নাপিতাস্ত্রবিশেষ। বপ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। ২। তাঁতঘর। বপ্+অনট্ অধিবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বপা—১। ছিদ্র, রন্ধ্র; মেদ, চর্ব্বি। বপ্+অঙ্ কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বোনা, বপন করা; বয়ন করা; মুণ্ডন করা। কবিপ্র। ক্রি।

বপুঃ (বপুস্), বপু—শরীর, কায়; প্রশস্ত আকৃতি। বপ্+উস্ অধিবা। বি; ক্লীব।

বপুষ্মান্ (-ষৎ)—বিরাটকায়, যাহার শরীর প্রকাণ্ড। বপুস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ষ্মতী।

বপ্তা (বপ্তৃ)—বপনকারী; পিতা, বাপ; কৃষীবল। বপ্+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—বপ্ত্রী।

বপ্র—১। ক্ষেত্র; ক্ষেতের আলি; তীর, তট। বপ্+রন্ অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। প্রাচীর, দুর্গ এবং নগরে পরিখা হইতে উদ্ধৃত মাটির স্তূপ (rampart); রেণু। বপ্+রন্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

বপ্রক্রিয়া, -ক্রীড়া—পশুগণ দাঁত নখ বা শিঙের আঘাতে মাটি খুঁড়িয়া যে খেলা করে তাহা। বপ্রে (ক্ষেত্রে) ক্রিয়া, ক্রীড়া, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

ববম্বম্—শিবের গালবাদ্য। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। [শব্দজ। বিণ।

বব্বর—অবোধ; অসভ্য; মূর্খ। 'বর্ব্বর'-

বব্বলিয়া, বব্বুলে—বাচাল; মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদানকারী; মিথ্যুক। বাং প্র। বিণ।

বভ্রু—১। বিষ্ণু; শিব; অগ্নি; নকুল; যদুবংশীয় ব্যক্তিবিশেষ; মুনিবিশেষ; দেশবিশেষ। বি; পুং। ২। বিপুল, বিশাল, বৃহৎ; পিঙ্গলবর্ণ। ভৃ (পালন করা)+কু কর্তৃবা; অথবা, বভ্র+উ কর্তৃবা। বিণ।

বভ্রুবাহন—মণিপুরের রাজা। বভ্রু (বিষ্ণু)—বহ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

বম—শিবমন্ত্রবিশেষ; ডমরুবাদ্য; গালবাদ্য। অব্য। [কবিপ্র। ক্রি।

বমই, বময়ে—উদ্গিরণ করে। প্রাঃ

বমন—১। ওকার, বমি; উদ্গিরণ; পীড়া, ক্লেশ; আহুতি; নিঃসারণ। বম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বমনীয়। ২। শণ। বম্+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

বমনীয়—বমি করিবার মত, বমনযোগ্য। বম্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—বমন।

বমা—উদ্গিরণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

বমাল, বামাল—১। চুরি-করা জিনিস, চোরিত দ্রব্য। বি। ২। দ্রব্যসহ; চোরিত দ্রব্যসহ। ফার্সী। ক্রি-বিণ।

বম্বু, বাম্বু—লাঠি, দণ্ড; বাঁশ। ইং 'bamboo'-শব্দজ। বি।

বম্বেটিয়া, বম্বেটে, বোম্বেটে—১। জলদস্যু; কামানযোগে নগরাদি-বিধ্বংসকারী। ইং 'bombardier'-শব্দজ। বি। ২। চরিত্রহীন, লম্পট। প্রাদে। বিণ।

বম্ভ—ব্রহ্ম, ব্রহ্মা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বম্ভতেল—ব্রহ্মতালু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বম্‌-ভোলা—শিব। বাং প্র। বি।

বয়—১। বালক; বালকভৃত্য। ইং boy. বি। ২। প্রবাহিত হয়; বহন করে। বাং ক্রি। ৩। বিক্রয়। আর্বী। ৪। গন্ধ। ফার্সী 'বু'-শব্দজ। বি।

বয়ঃ (বয়স্), বয়—বাল্যাদি জীবনকাল, আয়ুঃ; জন্মের পর হইতে গণিত সময়ের পরিমাণ, যৌবন; পক্ষী। অজ্ (গমন করা)+অসুন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

বয়ঃক্রম—বয়স, বয়সের পরিমাণ। ৬ষ্ঠীতৎ।

বয়ঃপ্রাপ্ত—সাবালক, যৌবনদশায় আগত। ২য়াতৎ। বিণ।

বয়ঃসন্ধি—যৌবনাগম; শৈশব ও যৌবনের মিলনকাল (puberty). বয়সের (বয়স্ শব্দ) সন্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বয়ঃস্থ, বয়স্থ—মধ্যবয়স্ক; যুবা। উপতৎ; বয়স্—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

বয়ঃস্থা, বয়স্থা—১। যুবতী, প্রাপ্তযৌবনা। বয়স্—স্থা+ক কর্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আমলকী; হরীতকী; বয়ড়া; গুড়ূচী; সোমবল্লরী; কাকোলী; সূক্ষ্মেলা; অত্যম্লপর্ণী। বয়স্—স্থা (স্থিত্যর্থ অন্তর্ভূত)+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

বয়কট—পরিত্যাগ, বর্জ্জন; সমাজচ্যুত করা, একঘরে করা। ইং boycott. বি।

বয়ড়া—বহেড়া নামক ফল। 'বহেড়া'-শব্দজ। বি।

বয়ন—১। কাপড় বুনা। বে+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। বদন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বয়না, বয়নী—(অন্য শব্দের পরে) বদনী, বদনযুক্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বয়নামা—বিক্রয়পত্র; নিদর্শনপত্র; নীলামবিক্রয়ের পত্র। (আর্বী) বয় (বিক্রয়)+(ফার্সী) নামা (পত্র)। বি।

বয়লার—যাহাতে অগ্নি-সাহায্যে বাষ্প প্রস্তুত হয়। ইং boiler. বি।

বয়স, বয়েস—বয়ঃক্রম; যৌবন। 'বয়স্'-শব্দজ। বি।

বয়সফোড়া—যৌবনে মুখমণ্ডলে জাত ব্রণ। বয়সজনিত ফোড়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

বয়সা—যুবা বয়সের প্রারম্ভে গলার যে আওয়াজ মোটা হয় তাহা, যৌবনে পদার্পণকালে স্বরভঙ্গ। বয়স+আ জাতার্থে। বি।

বয়সী—সমবয়স্ক; (অন্য শব্দের পরে) বয়োযুক্তা। বয়স+ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

বয়স্ক—১। সাবালক; অধিক বয়সের। বাং প্র। বিণ। ২। (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) বয়ঃক্রমযুক্ত। পূর্ব্ব পদের সহিত বহুব্রীহি সমাসে ক-আগম। বিণ।

বয়স্থ—'বয়ঃস্থ' দ্রঃ।

বয়স্থা—'বয়ঃস্থা' দ্রঃ।
বয়স্য—সমানবয়স্ক ব্যক্তি; সখা। বয়স্+যৎ তুল্যার্থে। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।
বয়স্যা—সখী, সহচরী। বয়স্য+আপ্।
বয়া—জলে ভাসমান স্থলনির্দ্দেশক বস্তুবিশেষ; অর্ণবপোত থামাইয়া রাখিবার লৌহযন্ত্রবিশেষ। ল্যাটিন 'boia'-শব্দজ। বি।
বয়াটে—'বখাটে' দ্রঃ।
বয়ান—১। ব্যাখ্যা, অর্থ; বিবরণ; দলিলপত্রের বিশেষ ভাষা। আর্বী। ২। মুখ। কবিপ্র। বি।
বয়াম—মাটির বা চীনামাটির বা কাচের নির্ম্মিত ঘৃত প্রভৃতি রাখিবার পাত্র। পোর্ত্তুগীজ 'boiao'-শব্দজ। বি।
বয়ার—১। শূকর। 'বরাহ'-শব্দজ। বি। ২। দুর্দ্দান্ত, গোঁয়ার। বাং প্র। বিণ।
বয়েত, বয়েদ—মন্ত্র; কবিতা, শ্লোক। আর্বী। বি।
বয়েস—'বয়স' দ্রঃ। [তৎ। বি; পুং।
বয়োগুণ—বয়সের ধর্ম্ম। বয়ঃ-এর গুণ, ৬ষ্ঠী-
বয়োজ্যেষ্ঠ—বয়সে বড়। বয়োদ্বারা জ্যেষ্ঠ, ৩য়াতৎ। বিণ।
বয়োদোষ—বয়সের উচিত স্বাভাবিক দোষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
বয়োধর্ম্ম(র্ম)—বয়সের স্বভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৩য়াতৎ। বিণ।
বয়োবৃদ্ধ—বয়সে বুড়া। বয়োদ্বারা বৃদ্ধ,
বয়োবৃদ্ধি—বয়স বাড়িয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
বর—১। প্রার্থিত বিষয়, দেবতার নিকট যাচিত বস্তু, ইচ্ছা; আশীর্ব্বাদ; কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নিয়োগ, বরণ; আ-বরণ। বৃ+অপ্ কর্ম্মবা, ভাববা। ২। স্বামী, পতি; বিবাহকর্ত্তা; জামাতা; লম্পট; উপপতি, জার; গুগ্‌গুলু। বি; পুং। ৩। জ্যেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট; অভীষ্ট। বিণ। ৪। কুঙ্কুম; বৃ+অপ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৫। বরণ কর। কবিপ্র। ক্রি। ৬। শ্রেণীবদ্ধ পানগাছের বাগান। 'বরজ'-শব্দজ। বি।
বরং (বরম্)—অপেক্ষাকৃত ভাল। বৃ+অম্ কর্ম্মবা। অব্য। [আর্বী। বি।
বরকৎ—সৌভাগ্য; উন্নতি; প্রাচুর্য্য।
বরকন্দাজ—বন্দুকধারী; (বাঙ্গালায়) সামান্য চাপরাসী বা সিপাহী, দেহরক্ষী; প্রতীহারী। ফার্সী। বি।
বরকর্ত্তা (-র্ত্তৃ), -কর্তা—বিবাহে বরপক্ষের প্রধান ব্যক্তি। বরপক্ষীয় কর্তা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
বরক্রতু—ইন্দ্র। বর (শ্রেষ্ঠ) ক্রতু (যজ্ঞ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। [বি।
বরখস্তিয়া—বর্ষণ; বর্ষা। প্রাঃ কবিপ্র।
বরখা—বর্ষণ বর্ষা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বরখাস্ত—পদচ্যুত। ফার্সী। বিণ।
বরখে—বর্ষণ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
বরখেলাপ—গরমিল; অন্যরূপ; অসামঞ্জস্য। ফার্সী 'বরখিলাফ'-শব্দজ। বিণ।
বরগা—১। ছাদের কড়িকাঠের উপরকার পাতলা কাঠ বা লোহা; ইষ্টকময় গৃহের আচ্ছাদনার্থ ক্ষুদ্র কাষ্ঠবিশেষ। পোর্ত্তুগীজ 'verga'-শব্দজ। বি। ২। 'বর্গা' দ্রঃ।
বরজ—১। পানের ক্ষেত। আর্বী 'বুর্জ' (দুর্গ)-শব্দজ। ২। ব্রজ। কবিপ্র। বি।
বরঞ্চ—তাহার বদলে; অপেক্ষাকৃত ভাল, ইহা হইতে ভাল। বরম্+চ। অব্য।
বরট—১। কুন্দপুষ্প। বৃ+অনট্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। রাজহংস; বোল্‌তা। বি; পুং।
বরটা—কুসুম্ভবীজ; হংসী; স্ত্রীজাতীয় বোল্‌তা। বর (উৎকৃষ্ট) অট (গমন) যাহার, বহুব্রী (নিপাতনে)+আপ্। বি; স্ত্রী।
বরটী—হংসী; স্ত্রীজাতীয় বোল্‌তা। বরট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
বরণ—১। শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনাকরণ; কন্যাদানাদিকালে জামাতা প্রভৃতির অভ্যর্থনা-ব্যাপার; নিযুক্তকরণ; বেষ্টন; আচ্ছাদন; প্রার্থনা; পূজনাদি; ইচ্ছা; স্বেচ্ছায় গ্রহণ; সাদরে গ্রহণ। বৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বরণীয়, বৃত। ২। বর্ণ, [illegible]। কবিপ্র। ৩। বর্ণনা ("বরণ নাহিক জাতিয়া"—উদ্ধবদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বরণডালা—বরণ করিবার উপকরণযুক্ত পাত্র। বাং প্র। বি।
বরণা—বারাণসীর উত্তরস্থ নদীবিশেষ [দুর্গার সহচরী জয়া এবং বিজয়া বরণা ও অসি নামক নদীদ্বয়ে পরিণত হইয়া কাশীতে পাপীদিগের গমন প্রতিরোধ করেন]। বি; স্ত্রী।
বরণীয়—প্রার্থনীয়; বরণযোগ্য; শ্রেষ্ঠ। বৃ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—বরণ।
বরণ্ড—বারান্দা; ব্রণ, বয়সফোঁড়া; বড়িশসূত্র; সমূহ; গাঁঠরী। বৃ+অণ্ডচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
বরণ্ডক—১। হাতীর হাওদা; ব্রণ, বরণ্ড; বর্ত্তুল, গোল; পরস্পর যুদ্ধরত দুইটি হাতীর মধ্যবর্ত্তী ভিত্তি, দেওয়াল। বি; পুং। ২। বিশাল, বড়; ভীত; কৃপণ। বৃ+অণ্ডচ্ কর্ত্তৃবা+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—বরণ্ডিকা।
বরণ্ডা—বর্ত্তি, সারিকা; শস্ত্রভেদ। বৃ+অণ্ডচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
বরত—ব্রত। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বরতরফ—কর্ম্মচ্যুত, বরখাস্ত। ফার্সী। বিণ।
বরদ—অভীষ্টদাতা; প্রসন্ন; প্রসন্নতাচিহ্নসূচক হস্তাদি বিন্যাসযুক্ত (মুদ্রাবিশেষ)। উপতৎ; বর—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।
বরদা—১। দুর্গা; কন্যা; আদিত্যভক্তা, অশ্বগন্ধা; মাঘ-শুক্লাচতুর্থী। বি; স্ত্রী। ২। অভীষ্টদাত্রী। বরদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
বরদাচতুর্থী—মাঘশুক্লাচতুর্থী। বরদাপ্রিয়া চতুর্থী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
বরদার—বহনকারী। ফার্সী। বি। [বি।
বরদাস্ত—সহ্য, সহিষ্ণুতা; সবুর। ফার্সী।
বরদৃপ্ত—বরলাভ করিয়া গর্ব্বিত। ৩য়াতৎ। বিণ।
বরধাতু—(রসায়ন) সোনা রূপা প্লাটিনম ইত্যাদি যে সকল ধাতু দীপ্তি হারায় না তাহা (noble metal). বর ধাতু, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [কবিপ্র। বি।
বরনাহ—শ্রেষ্ঠ নাগর, সুন্দর নাথ। প্রাঃ
বরপক্ষ—বরযাত্র, যাঁহারা বরের সঙ্গে কন্যার বাড়ীতে আসেন তাঁহারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
বরপুত্র, -পুত্র—দেবতার মায়াপ্রভাবে শাপভ্রষ্ট হইয়া যে ভূতলে জন্মগ্রহণ করে এরূপ ব্যক্তি; দেবতার আশীর্ব্বাদে জাত পুত্র; দেবাদির অনুগৃহীত ব্যক্তি; শ্রেষ্ঠ পুত্র। বর (শ্রেষ্ঠ) পুত্র, পুত্র, কর্ম্মধা; অথবা, বরলব্ধ বা বরপ্রাপ্ত পুত্র, পুত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
বরপ্রদ—বরপ্রদানকারী, অভীষ্টদাতা। উপতৎ; বর—প্র—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।
বরপ্রদা—১। বরদায়িনী। বিণ; স্ত্রী। ২। লোপামুদ্রা, অগস্ত্যপত্নী। বরপ্রদ+আপ্। বি; স্ত্রী।
বরফ—জমাট জল, তুহিন, তুষার। ফার্সী 'বর্ফ'-শব্দজ। বি।
বরফল—১। শ্রেষ্ঠ ফল; নারিকেল। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। নারিকেলবৃক্ষ। বর ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
বরফি—একপ্রকার চতুষ্কোণাকৃতি ক্ষীরের মিঠাই। বাং প্র। বি।
বরবটি, -বটী—কেঁচোর আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার লম্বা শিম; মুগশিম; মহামাষ। 'বর্বটী'-শব্দজ। বি।
বরবৎসলা—শাশুড়ী। বরে (জামাতায়) বৎসলা (স্নেহবিশিষ্টা), ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।
বরবর্ণিনী—সাধ্বী স্ত্রী; অত্যুত্তমা স্ত্রী; গৌরী; শ্যামা; লক্ষ্মী; সরস্বতী; হরিদ্রা; গোরোচনা; লাক্ষা। বর (উৎকৃষ্ট) বর্ণ (রং, প্রশংসা), কর্ম্মধা; বরবর্ণ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি—বরবাদি।
বরবাদ—একেবারে নষ্ট। ফার্সী। বিণ।
বরম্—'বরং' দ্রঃ।
বরমাল্য—১। বরের গলায় দিবার যোগ্য মালা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। ভাবী স্বামীর গলে মাল্যপ্রদানরূপ অনুষ্ঠান। বাং প্র। বি।

বরযাত্র—বিবাহার্থ গমনকারী বরের সহযাত্রী। বরসহ যাত্রা যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

বরযাত্রী (-যাত্রিন্)—বিবাহার্থ গমনকারী বরের সহযাত্রী। বরানুগত যাত্রী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বরয়িতা (-য়িতৃ)—পাণিগ্রাহক, স্বামী; প্রার্থনাকারী। বর+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বরয়িত্রী—পত্নী; স্বয়ংবরা। বরয়িতৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বররুচি—১। কবিবিশেষ; কাত্যায়ন মুনি। বি; পুং। ২। শ্রেষ্ঠপ্রবৃত্তিযুক্ত; উত্তমকান্তিযুক্ত। বরা রুচি যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

বরল—বোলতা। বর—লা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

বরলব্ধ—দেবতাদির নিকট প্রার্থনা করিয়া আশীর্ব্বাদরূপে যাহা পাওয়া গিয়াছে এমন, বরপ্রভাবে প্রাপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বরলা—রাজহংসী; স্ত্রী-বোলতা। বরল+আপ্। বি; স্ত্রী।

বরলাভ—দেবতার নিকট হইতে বর পাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি।

বরষ—বছর, বৎসর। 'বর্ষ'-শব্দজ। কবিপ্র।

বরষণ—বৃষ্টিধারার ন্যায় পতন। 'বর্ষণ'-শব্দজ। কবিপ্র। বি। [কবিপ্র। ক্রি।

বরষা—১। বর্ষা। বি। ২। বর্ষণ করা।

বরসজ্জা—বিবাহ-বাসরে বরকে দেয় সাজ-পোষাক শয্যাদ্রব্য ও বাসনপত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [কবিপ্র। বি।

বরহা—ময়ূরপুচ্ছ। 'বর্হ'-শব্দজ। প্রাঃ

বরা—১। রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য; ফলত্রিক; ব্রাহ্মী; গুড়ূচী; মেদা; বিড়ঙ্গ; পাঠা। বি; স্ত্রী। ২। শ্রেষ্ঠা। বর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। শূকর। 'বরাহ'-শব্দজ। বি। ৪। বরণ করা; আরতি করা; বর্ষণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

বরাক—১। নীচ, জঘন্য; দীন, শোচনীয়; নিরপরাধ; ভিক্ষু। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। শিব। বৃ+ষাকন্ কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। যুদ্ধ। বৃ+ষাকন্ অধিবা। বি; ক্লীব।

বরা-খুরিয়া, -খুরে—শূকরের ন্যায় পদরূপ দুলক্ষণযুক্ত ('—গরু')। বরার (বরাহের) খুর, ৬ষ্ঠীতৎ+ইয়া, এ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

বরা-খুরী—শূকরের ন্যায় পদরূপ দুর্লক্ষণযুক্তা ('—গাভী')। বরা-খুরে+ঈ। বিণ; স্ত্রী।

বরাঙ্গ—১। শ্রেষ্ঠাবয়ব; মস্তক; গুহ্যদেশ; যোনি; পুং-চিহ্ন; সুন্দর শরীর। বর (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। হস্তী; বিষ্ণু; কন্দর্প। বি; পুং। ৩। উত্তমঅঙ্গযুক্ত। বর (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গী।

বরাঙ্গনা—উত্তমা স্ত্রী, শ্রেষ্ঠা স্ত্রী। বরা (শ্রেষ্ঠা) অঙ্গনা (স্ত্রী), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বরাঙ্গী—১। উত্তম-অঙ্গযুক্তা। বরাঙ্গ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। হরিদ্রা। বি; স্ত্রী।

বরাঙ্গী (-ঙ্গিন্)—উত্তম অঙ্গযুক্ত। বরাঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গিনী, —ঙ্গিণী।

বরাট, বরাটী—কড়ি; কপর্দ্দক; দড়ি, রজ্জু। বর (অল্প)—অট্ (গমন করা)+অণ্, কর্তৃবা, পক্ষে+ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

বরাটক—পদ্মবীজকোষ; কপর্দ্দক; রজ্জু। বর—অট্+অক (ক্‌ন্) কর্তৃবা। বি; পুং।

বরাটক, বরাটিকা—কড়ি; কপর্দ্দক, তুচ্ছবচন। বরাট+কন্ স্বার্থে; পক্ষে+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

বরাত—১। ভাগ্য, অদৃষ্ট। প্রাদে। ২। প্রয়োজন; কার্য্যানুরোধ-পত্র; ফরমাইস; নিজের কার্য্যভার অন্যকে প্রদান। ফার্সী "বরাঅৎ"-শব্দজ। বি।

বরাতি—বরযাত্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বরাতী—ফরমাইসী, ভারার্পিত। বরাত+ঈ। বিণ।

বরাদ্দ—১। আন্দাজ; অনুমান; হার; অনুমান দ্বারা পরিমাণ-নির্দ্ধারণ; পূর্ব্ব হইতে কোন কার্য্য সঙ্কুলানের জন্য বস্তু বা অর্থের পরিমাণ নির্দ্ধারণ। বি। ২। নির্দ্দিষ্ট। ফার্সী 'বরাবদ্'-শব্দজ। বিণ।

বরানুগমন—বরের পিছনে পিছনে যাওয়া, বরযাত্রী হওয়া। বরের অনুগমন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বরানুগামী (-গামিন্)—১। বরের পিছনে পিছনে বা সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাকারী। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী। ২। বরযাত্রী। উপতৎ; বর—অনু—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বরাবর—১। নিকট, সমীপ। বি। ২। সম্মুখবর্ত্তী, পাশাপাশি। বিণ। ৩। সোজাসুজি; উদ্দেশ্য করিয়া; ঠিকানায়। ফার্সী। অব্য, ক্রি-বিণ।

বরাবরে—সমীপে, নিকটে, সম্মুখে। কবিপ্র। বি, অধি-৭মী।

বরাবরেষু—[বড়লোকের নিকট চিঠি লিখিতে ব্যবহৃত শব্দ] হুজুরে, হুজুরের সমীপে। ফার্সী 'বরাবর'-শব্দের উপর সংস্কৃত ৭মী বিভক্তির বহুবচন। বি।

বরাভয়—আশীর্ব্বাদ এবং অভয়প্রদান; অভীষ্ট এবং অভয়প্রদানসূচক হস্তভঙ্গী। বর এবং অভয়, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

বরাভয়করা—১। অভীষ্ট এবং অভয়দানসূচক হস্তভঙ্গীযুক্তা (কালী, ভগবতী)। বিণ; স্ত্রী। ২। কালী, ভগবতী। বরাভয় করে যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

বরাভরণ—বরের প্রাপ্য অলঙ্কার; বরের অলঙ্কার। মধ্যপ কর্ম্মধা, অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

বরারক—হীরক। বর (শ্রেষ্ঠ)—ঋ+ণক

বরারোহ—১। হস্তী; হস্তীতে আরোহণকারী, মাহুত, হস্তিপক। বর (শ্রেষ্ঠ) আরোহ যাহার, বহুব্রী। ২। শ্রেষ্ঠ স্ত্রীনিতম্ব; উত্তম কটিদেশ। বর আরোহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

বরারোহা—১। শ্রেষ্ঠ নিতম্বযুক্তা, উত্তম কটিদেশযুক্তা। বর (শ্রেষ্ঠ) আরোহ (নিতম্ব) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কটিদেশ। বর আরোহ (স্ত্রীনিতম্ব) যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

বরাসন—১। উত্তম আসন। বর (শ্রেষ্ঠ) আসন (বসিবার স্থান), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। লম্পট; দ্বারপাল। বর—অস্+অন কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। জবাপুষ্প। বর—অস্+অনট্ কর্ম্মবা। ৪। বরের বসিবার আসন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বরাহ—শূকর; বিষ্ণুর শূকর-অবতার; দ্বীপবিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ; পরিমাণবিশেষ। বর—আ—হন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

বরি—বরণ করিয়া; বরণ করি। কবিপ্র। ক্রি।

বরিখ—১। বর্ষণ কর। ক্রি। ২। বর্ষ, বৎসর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বরিখন—বর্ষণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বরিখা—১। বর্ষা। বি। ২। বর্ষণ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি [**বরিখত**—বর্ষণ করিতেছে। **বরিখনিয়া, বরিখন্তিয়া**—বর্ষণ করে। **বরিখব**—বর্ষণ করিবে। **বরিখয়ে, বরিখে**—বর্ষণ করে]।

বরিবস্যা—সেবা, শুশ্রূষা; পূজা, অর্চ্চনা। বরিবস্ (পূজন)+ক্যচ্ (=বরিবস্য, নামধাতু)+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—বরিবসিত, বরিবস্যিত।

বরিয়াতি—১। বরাতী, অন্যদ্বারা নির্ব্বাহিত। বাং প্র। বিণ। ২। বরানুগমনকারী, বরযাত্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বরিষ—১। সংবৎসর, বর্ষ। বি; ক্লীব। ২। বর্ষা, প্রাবৃট্কাল। বৃষ্ (বর্ষণ করা)+ইষ অধিবা (যকারের লোপ)। বি; পুং। ৩। বর্ষণ কর। কবিপ্র। ক্রি। [বি।

বরিষণ—বৃষ্টিপতন। বর্ষণ'-শব্দজ। কবিপ্র।

বরিষা—১। বর্ষা। বরিষ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বর্ষণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

বরিষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ; প্রধানতম। উরু (মহৎ)+ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ। **বরিষ্ঠ আদালত**—সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় (High Court).

বরিহা—১। ময়ূরপুচ্ছ। 'বর্হ'-শব্দজ। ২। বর্ষা। 'বরিষা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বরীয়ান্ (-য়স্)—১। শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ; অতিযুবা। বিণ। স্ত্রী,—য়সী। ২। যোগবিশেষ। উরু+ঈয়স্ অত্যর্থে। বি; পুং।

বরুড়—অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। বৃ+উড়ন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বরুণ—১। জলাধিপ, পশ্চিমদিক্পাল। বৃ+উনন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। ২। সূর্য্য; সমুদ্র; তিক্তশাক-তরুবিশেষ; দ্বীপবিশেষ। বি; পুং। ৩। জল। বৃ+উনন্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

বরুণ-বাণ—জলপ্লাবনকারক শর-বিশেষ। বরুণাধিষ্ঠিত বাণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বরুণাত্মজা—বারুণী; মদিরা, সুরা। বরুণের (সমুদ্রের, জলের) আত্মজা (কন্যা), ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী।

বরুণানী—বরুণের পত্নী। বরুণ+আনীপ্ (পত্নী অর্থে)। বি; স্ত্রী।

বরূথ—১। শত্রুপ্রহার হইতে রক্ষিত হইবার জন্য রথস্থ গুপ্তস্থানবিশেষ, রথগুপ্তি। বৃ+উথন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। ২। বর্ম্ম, সাঁজোয়া, তনুত্রাণ; চর্ম্ম; গৃহ। বৃ+উথন্ করণবা। বি; ক্লীব।

বরূথিনী—সেনাদল, সৈন্যবাহিনী। বরূথ +ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বরেণ্য—বরণীয়; প্রধান; উৎকৃষ্ট; প্রার্থনীয়। বৃ+এণ্য কর্ম্মবা। বিণ।

বরেন্দ্র—১। ইন্দ্র; রাজা। বর (শ্রেষ্ঠ) ইন্দ্র, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। প্রাচীন গৌড়দেশ, উত্তরবঙ্গ। বি।

বরেন্দ্রী—গৌড়দেশের রাজধানী; প্রাচীন গৌড়। বরেন্দ্র+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বর্ক্ক(র্ক)র—১। ছাগল; যুবা পশু; মেষ-শাবক। বৃক্ (গ্রহণ করা)+অর কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—রী। ২। ক্রীড়া, পরিহাস। বৃক্+অরন্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বর্গ—১। দল, স্বজাতীয়সমূহ; শ্রেণী; বর্ণ-মালার স্পর্শবর্ণসমূহের উচ্চারণ-স্থান-ভেদ-সূচক শ্রেণী (যেমন—কবর্গ, চবর্গ ইত্যাদি); মনুষ্যবর্গ; পশুবর্গ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; পক্ষ; (গণিত) সমান অঙ্কদ্বয়ের গুণফল; কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে যাহা হয় তাহা [যেমন, ৭এর বর্গ=৭×৭=৪৯] (square). বৃজ্ (বর্জ্জন করা)+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। বর্জ্জন, ত্যাগ। বৃজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বর্গীয়।

বর্গফল—(গণিত) সমান সংখ্যাদ্বয়ের গুণ-ফল (square). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বর্গক্ষেত্র—যে ভূমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরস্পর সমান (square) বর্গজনক ক্ষেত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বর্গমূল—সমান অঙ্কদ্বয়ের গুণফলের গুণ্য এবং গুণক প্রত্যেক অঙ্ক (square root). বর্গের মূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বর্গি, বর্গী—দেশলুণ্ঠক দস্যুপ্রকৃতিক মহারাষ্ট্রজাতীয় সৈন্য; মারাঠী। মারাঠী 'বারগীর'-শব্দজ। বি। **বর্গীর হাঙ্গামা**—অশ্বারোহী মারাঠী সৈন্য কর্ত্তৃক বাংলাদেশে ব্যাপক লুঠতরাজ।

বর্গিরাজ—শিবাজী ("স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজ হইল ক্রোধিত"—ভারতচন্দ্র)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বর্গীয়, বর্গ্য—বর্গসম্বন্ধীয়। বর্গ+ঈয়, যৎ সম্বন্ধার্থে, স্থিতার্থে। বিণ।

বর্গোত্তম—(জ্যোতিষ) ত্রিংশদংশকাত্মক রাশির নবাংশবিশেষ। বর্গমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি; পুং।

বর্চ্চঃ (বর্চ্চস্), **বর্চ**—রূপ; আকার; কান্তি; শুক্র; তেজঃ; পুরীষ; মল। বর্চ্চ্+অসুন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

বর্চ্চা(র্চা), বর্চ্ছা—শড়কি, বর্শা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বর্জ্জ(র্জ)ন—ত্যাগ, পরিহার; রহিতকরণ; হিংসা, বধ। বৃজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বর্জ্জনীয়, বর্জ্জিত।

বর্জ্জ(র্জ)নীয়—বর্জ্জনের যোগ্য, ত্যাজ্য; মারণীয়। বৃজ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—বর্জ্জন।

বর্জ্জা(র্জা)ইস—ছাপার একপ্রকার ছোট অক্ষর। ইং bourgeois. বি।

বর্জ্জি(র্জি)ত—পরিত্যক্ত, নিরাকৃত, রহিত; হত। বৃজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বর্জ্জন।

বর্ণ—১। ব্রাহ্মণাদি জাতি। বর্ণ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। সাদা লাল প্রভৃতি রং; হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত চিত্রিত কম্বলাদি; স্তব, প্রশংসা; ব্রত; গুণ; কীর্ত্তি; বর্ণনা; রূপ; নাট্যাবেশ; সৌন্দর্য্য; অঙ্গরাগ; উৎকর্ষ; প্রসিদ্ধি, খ্যাতি, যশঃ; গুণকীর্ত্তন; গীতক্রম; সুবর্ণ; অ আ ক খ প্রভৃতি অক্ষর; মৃদঙ্গের ধা দিৎ প্রভৃতি বাণী; বিলেপন; ভেদ; প্রশস্তি, অষ্টবিধ মৈথুনাভাব রূপ ব্রত; জাতি; আকৃতি; কষ্টিপাথরের স্বর্ণরেখা। বর্ণ্+ঘঞ্ করণবা, ভাববা, কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। কুঙ্কুম। বর্ণ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

বর্ণক—১। অঙ্গরাগ; বিলেপন-দ্রব্য, গাত্রানুলেপনী; চন্দন; যে দ্রব্য দ্বারা কাচ বা মৃৎপাত্রের উজ্জ্বলতা উৎপন্ন হয় তাহা; হরিতাল। বর্ণ্+ঘঞ্ করণবা+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। স্তুতিপাঠক, গুণ-কীর্ত্তনকারী। বর্ণ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। ভূষণ; ব্যাখ্যান-গ্রন্থবিশেষ। বর্ণ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

বর্ণচোরা—যাহার প্রকৃত বা উপযুক্ত বর্ণ লক্ষিত হয় না এরূপ; যাহার বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝা যায় না এমন। বর্ণ (স্বাভাবিক রং, স্বরূপ) চুরি (গোপন) করে যে, উপতৎ। বিণ। **বর্ণচোরা আম**—যে আম পাকিলেও বাহিরে কাঁচার মত দেখা দেয় এমন; যাহার আকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি বুঝা যায় না এমন লোক।

বর্ণজ্ঞান—অক্ষরপরিচয়, অক্ষর চেনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বর্ণজ্ঞানশূন্য, -হীন—অক্ষরপরিচয়বিহীন, যে অক্ষর পর্য্যন্ত চেনে না এমন; মূর্খ। বর্ণজ্ঞান দ্বারা শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

বর্ণজ্যেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ। বর্ণ (ব্রাহ্মণাদিজাতি) মধ্যে জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ বা শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

বর্ণতুলি, -তুলী—কলম, লেখনী। বর্ণ-কারিণী তুলি, তুলী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বর্ণদারু—যে সকল কাঠে রঙ্ প্রস্তুত হয়। বর্ণকর দারু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বর্ণদূত—লিপি, লিখিত পত্রাদি। বর্ণ (বর্ণ-মালার অক্ষর ইত্যাদি)-কৃত দূত (সংবাদ-বাহক), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বর্ণধর্ম্ম(র্ম)—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বর্ণের (ব্রাহ্মণাদি জাতির) ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বর্ণন, বর্ণনা—গুণকথন; বিবরণ; রঞ্জন; বর্ণবিন্যাস; ব্যাখ্যা; প্রশস্তি, স্তুতি। বর্ণ্ (স্তব করা)+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা +আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—বর্ণনীয়, বর্ণিত।

বর্ণনাতীত—যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন, অবর্ণনীয়; যাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না এমন। বর্ণনাকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

বর্ণনীয়—বর্ণনযোগ্য। বর্ণ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—বর্ণন, বর্ণনা। [বি; পুং।

বর্ণ-পরিচয়—অক্ষরের জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ।

বর্ণবিশ্লেষণ—প্রত্যেক শব্দের সংঘটক অক্ষরসকলের পর পর পৃথক্‌ভাবে বিন্যাস (যেমন, বাক্য=ব্+আ+ক্+য্+অ); বিভিন্ন রঙের পার্থক্য নির্দ্দেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বর্ণমাতা (-মাতৃ)—কলম, লেখনী। বর্ণের (অক্ষরের) মাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বর্ণমাতৃকা—সরস্বতী, বাগ্দেবী। বর্ণের (অক্ষরের) মাতৃকা (স্বর্গীয় মাতা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বর্ণমালা—কোন ভাষার অক্ষরসকল (alphabet); জাতিসমূহ। বর্ণের মালা (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বর্ণশ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ। বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

বর্ণসঙ্কর—মিশ্রজাতি; এক জাতীয় পুরুষ ও অন্যজাতীয় স্ত্রীর সহবাসে উৎপন্ন জাতি; ব্রাহ্মণাদি জাতির অনুলোমজ বা প্রতিলোম-

জাত বর্ণ। বর্ণের (জাতির) সঙ্কর (মিশ্রণ) যাহাতে, বহুব্রী ; অথবা, বর্ণে সঙ্কর, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

বর্ণাট—চিত্রকর ; নট ; গায়ক, স্ত্রীকৃতজীবন। বর্ণ—অট্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বর্ণানুক্রম—অক্ষরপরম্পরা ; অ আ ই প্রভৃতি পরপর অক্ষরের ধারা। বর্ণের অনুক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বর্ণানুক্রমিক—পর পর অক্ষরে সাজান ; অক্ষরপরম্পরায় সজ্জিত বা লিখিত। বর্ণানুক্রম+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

বর্ণান্ধ—রঙের পার্থক্য যে বুঝিতে পারে না এমন, কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বর্ণের নির্ণয়ে অসমর্থ (colour blind). বর্ণে অন্ধ, ৭মীতৎ। বিণ।

বর্ণালী—ত্রিপার্শ্ব কাচের ভিতর দিয়া আলোক নির্গত হইলে যে সপ্তবর্ণের সমাবেশ দেখা যায় তাহা (spectrum). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বর্ণাশ্রম—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ইত্যাদি আশ্রম। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম(র্ম)—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য। বর্ণ ও আশ্রম, দ্বন্দ্ব; তাহাদের ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বর্ণি—১। সোনা, সুবর্ণ। বি ; পুং। ২। যে ভাল লিখে বা রং করে এমন। বর্ণ্ (রং করা)+ইন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

বর্ণিক—লেখক, লিপিকর। বর্ণ (অক্ষর)+ইক করে অর্থে। বি ; পুং।

বর্ণিকা—খড়ী, কঠিনী ; কলম, লেখনী ; মুখোস বা নট-সজ্জা, অভিনেতার সাজ ; তুলি ; লিখিবার কালি ; বর্ণোৎকর্ষ ; বাণিন্ ; স্বর্ণোৎকর্ষ। বর্ণ+কন্ করণার্থে, প্রশস্তার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বর্ণিত—বিবৃত ; প্রশংসিত, স্তুত ; ব্যাখ্যাত ; রঞ্জিত ; রূপান্তর-প্রাপিত। বর্ণ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বর্ণন, বর্ণনা।

বর্ণিনী—নারী, স্ত্রী ; লেখিকা ; চিত্রকারী ; সুন্দরী ; ব্রহ্মচারিণী ; হরিদ্রা। বর্ণিন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বর্ণিলিঙ্গী (-লিঙ্গিন্)—ব্রহ্মচারী ; যতি ; সন্ন্যাসীর বেশধারী ; ভণ্ডতাপস। বর্ণিলিঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

বর্ণী (বর্ণিন্)—চিত্রকর ; ব্রহ্মচারী ; বিপ্রাদিজাতি ; লেখক। বর্ণ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং। [বিণ।

বর্ণ্য—বর্ণনীয়, বর্ণনযোগ্য। বর্ণ্+যৎ কর্ম্মবা।

বর্ত্ত(র্ত)ক—১। পক্ষিবিশেষ, ভারুই পাখী ; অশ্বের খুর। বি ; পুং। ২। লৌহবিশেষ। বৃত্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

বর্ত্ত(র্ত)ন—১। বৃত্তি, জীবিকা ; বেতন। বৃত্+অনট্ করণবা। ২। স্থিতি, অবস্থিতি। বৃত্+অনট্ ভাববা। ৩। স্থাপন ; পেষণ ; নিয়োগ। বৃত্+ণিচ্ (=বর্ত্তি)+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। ৪। বর্ত্তুল। বৃত্+অন কর্ত্তৃবা। ৫। বৃত্তিযুক্ত ; বর্ত্তমান ; স্থিতিশীল। বিণ। ৬। তর্কুপিণ্ড, তুলার পাঁইজ। বি ; ক্লীব। ৭। বামন ; বায়স। বৃত্+অন কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ৮। লোটা ; ঘটি, পিতলের বাসন। হিন্দী। বি। ৯। পেষণ-করা বস্তু, পিষ্টদ্রব্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বর্ত্ত(র্ত)নী—১। পথ। বৃত্+অনট্ অধিবা+ঈপ্। ২। তুলার পাঁইজ। বৃত্+ণিচ্ (ঘূর্ণিত করা)+অনট্ কর্ম্মবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বর্ত্ত(র্ত)মান—১। বিদ্যমান, উপস্থিত, যাহা চলিতেছে এমন ; সাক্ষাৎ ; স্থিতিশীল। বিণ। ২। যে কাল চলিতেছে, প্রারব্ধ ও অসমাপ্ত কাল। বৃত্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বর্ত্তা(র্তা), বর্ত্তা(র্তা)ন—১। বাঁচা ; কৃতার্থ হওয়া ; জুড়ান ; ভোগ্য হওয়া ; প্রাপ্য হওয়া। বাং ক্রি। ২। অবস্থান করা, বর্ত্তমান থাকা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বর্ত্তি(র্তি), বর্ত্তি(র্তি)কা, বর্ত্তী(র্তী)—প্রদীপ ; দীপের শলিতা, প্রদীপের দশা ; বাতি ; তুলি ; পক্ষিণীবিশেষ ; বর্ণোপরি লেপবিশেষ, বার্নিস। বৃত্+ই কর্ত্তৃবা ; ৩য় পক্ষে ঈপ্ ; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বর্ত্তি(র্তি)ক—পক্ষিবিশেষ, ভারুই পাখী। বৃত্+তিকন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বর্ত্তি(র্তি)কা—'বর্তি' ও 'বর্তিক' দ্রঃ।

বর্ত্তি(র্তি)ত—সম্পাদিত, কৃত ; সম্পন্ন। বৃত্+ণিচ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বর্ত্তি(র্তি)তব্য—থাকিবার মত, স্থাতব্য, স্থিতিশীল। বৃত্+তব্য কর্ত্তৃবা অথবা অধিবা। বিণ।

বর্ত্তি(র্তি)ষ্ণু—বর্ত্তনশীল, স্থিতিশীল। বৃত্+ইষ্ণু কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

বর্ত্তী(র্তী) (বর্ত্তিন্)—স্থিতিশীল। বৃত্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বর্ত্তিনী।

বর্ত্তু(র্তু)ক—থাকুক ; জীবিত থাকুক ; সুখী হউক। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বর্ত্তু(র্তু)ল—১। গোলাকার, বৃত্ত ; স্থূল। বিণ। ২। কলায়বিশেষ, বাঁটুলা কলাই। বি ; পুং। ৩। গৃঞ্জন। বৃত্+উলচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

বর্ত্তু(র্তু)লা—১। টেঁকোর বাঁটুল। বি ; স্ত্রী। ২। গোলাকারা। বর্ত্তুল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বর্ত্ম (বর্ত্মন্)—রাস্তা, পন্থা, পথ ; আচার ; নেত্রচ্ছদ, চক্ষুর পাতা। বৃত্ (থাকা)+মনিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

বর্দ্ধ(র্ধ)—১। বৃদ্ধি, বর্দ্ধন ; পূরণ। বৃধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। ছেদন। বর্দ্ধ্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। বামনহাটির গাছ ; সীসক, সীস। বর্দ্ধ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

বর্দ্ধ(র্ধ)ক—১। বৃদ্ধিকারক ; পূরক। বৃধ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। ২। ছেদক, ছেদনকারী। বর্দ্ধ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বর্দ্ধিকা। বি—বর্দ্ধন।

বর্দ্ধ(র্ধ)কি—ছুতার, সূত্রধর, বাড়ই। বর্দ্ধ—কষ্+ডি কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বর্দ্ধকী (-কিন্), **বর্ধকী**—ছুতার, সূত্রধর। বর্দ্ধক+ইন্ জাতার্থে। বি ; পুং। স্ত্রী,—কিনী।

বর্দ্ধ(র্ধ)ন—১। বৃদ্ধি, উন্নতি। বৃধ্+অনট্ ভাববা। ২। বাড়ান ; পূরণ। বৃধ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ৩। ছেদন। বর্দ্ধ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—বর্দ্ধক (৩য় অর্থে), বর্দ্ধমান, বর্দ্ধিষ্ণু, (১ম অর্থে), বর্দ্ধিত (২য় অর্থে)। ৪। বৃদ্ধিকারক। বৃধ্+ণিচ্ অন কর্ত্তৃবা অথবা অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—না, —নী। ৫। বঙ্গদেশীয় কায়স্থের পদবীবিশেষ। বাং প্র। বি।

বর্দ্ধ(র্ধ)মান—১। যাহা বাড়িতেছে এমন, বৃদ্ধিশীল। বৃধ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বর্দ্ধন। ২। পশ্চিম-বঙ্গের একটি বিভাগ, জেলা ও নগরবিশেষ ; পণ্ডিতবিশেষ ; ধনীদিগের গৃহবিশেষ ; পশুবিশেষ ; জিনবিশেষ ; এরণ্ডবৃক্ষ ; বিষ্ণু। বি ; পুং।

বর্দ্ধি(র্ধি)ত—১। যাহা বাড়ান হইয়াছে এমন, বৃদ্ধিপ্রাপিত, পোষিত, বাড়ান ; পূরিত। বৃধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। ছেদিত, ছিন্ন। বর্দ্ধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বর্দ্ধন।

বর্দ্ধি(র্ধি)ষ্ণু—যাহা বাড়িয়া উঠিতেছে এমন, বৃদ্ধিযুক্ত। বৃধ্+ইষ্ণু কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। বি—বর্দ্ধন।

বর্ব্ব(র্ব)ট—কলাইবিশেষ, বরবটী কলাই। বর্ব্+অটন্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

বর্ব্ব(র্ব)টী—১। বেশ্যা, বারাঙ্গনা। বর্ব্+অটন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। ২। কলায়বিশেষ। বর্ব্বট+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বর্ব্ব(র্ব)র—১। মূর্খ ; নীচ, পামর ; বদমায়েস ; বাউরি। বর্ব্+অরন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা। ২। পীত চন্দন ; হিঙ্গুল। বি ; ক্লীব। ৩। বাবরি চুল ; বাবুই তুলসী। বাং প্র। বি।

বর্ব্ব(র্ব)রতা—অসভ্যতা ; নীচতা ; মূর্খত্ব। বর্ব্বর+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

বর্ব্ব(র্ব)রা, বর্ব্ব(র্ব)রী—ক্ষুদ্রজাতীয় মৌমাছি ; বৃক্ষবিশেষ, বাই ; পুষ্পবিশেষ ; শাকবিশেষ। বর্ব্বর+আপ্, ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বর্ব্বু(র্বু)র—বৃক্ষবিশেষ, বাবলাগাছ। বর্ব্ব্ +উর কর্তৃবা। বি; পুং।

বর্ম্ম (বর্ম্মন্), বর্ম—সাঁজোয়া, কবচ, তনুত্রাণ। বৃ (আবরণ করা)+মনিন্ করণবা। বি; ক্লীব।

বর্ম্ম(র্ম)হর—১। কবচধারী। বিণ। ২। তরুণ যুবক। উপতৎ; বর্ম্মন্—হৃ+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বর্ম্মি(র্মি)ত, বর্ম্মী (বর্ম্মিন্), বর্মী—বর্ম্মযুক্ত, কবচধারী, সাঁজোয়া-পরা। বর্ম্মন্+ইতচ্, ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—বর্ম্মিতা, বর্ম্মিণী।

বর্ম্মী, বর্মী—বর্ম্মার বা ব্রহ্মদেশের লোক বা ভাষা; ব্রহ্মদেশসম্বন্ধীয়। বর্ম্মা+ঈ (বাং) সম্বন্ধাদি অর্থে। বি বা বিণ।

বর্য্য(র্য)—১। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। বিণ। ২। মদন, কন্দর্প। বর+ণিচ্ (বরণ করা, প্রার্থনা করা)+যৎ কর্ম্মবা। বি; পুং

বর্শী—বল্লম, শড়কী। 'বড়িশ'-শব্দজ। বি।

বর্ষ—১। বৎসর। বৃষ্+অচ্ অধিবা। ২। বৃষ্টি। বৃষ্+অচ্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বর্ষীয়। ৩। মেষ। বৃষ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ৪। জম্বুদ্বীপ [জম্বুদ্বীপের নয় অংশ—কুরু, হিরণ্ময়, রুম্যক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, কিম্পুরুষ ও ভারত]। বৃষ্+অচ্ অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব।

বর্ষকরী—ঝিঁঝি পোকা, ঝিল্লিকা, উই-চিংড়া। উপতৎ; বর্ষ—কৃ+ট কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বর্ষকাল—একবৎসর সময়। বর্ষপরিমিত কাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বর্ষকোষ—১। দৈবজ্ঞ, গণক। বর্ষের কোষ যাহাতে, বহুব্রী। ২। মাস। বর্ষের কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বর্ষজ—বৃষ্টিজাত; বৎসরজাত; মেঘোৎপন্ন; জম্বুদ্বীপজাত; দ্বীপাংশজাত। উপতৎ; বর্ষ—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

বর্ষজীবী (-বিন্)—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহা মাত্র এক বৎসর জীবিত থাকে এরূপ (annual). উপতৎ; বর্ষ—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

বর্ষণ—বৃষ্টি। বৃষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বৃষ্ট, বর্ষিত।

বর্ষণস্নাত—যে বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

বর্ষণি—বর্ষণ; বর্ত্তন; কৃতি; ক্রতু। বৃষ্+অনি ভাববা, অধিবা। বি; স্ত্রী।

বর্ষণোন্মুখ—বর্ষণ করিতে অথবা ধারা-কারে পতিত হইতে উদ্যত; যাহা এখনই বর্ষণ করিবে এমন। বর্ষণে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—খা,—খী।

বর্ষপর্ব্ব(র্ব)ত—হেমকূটাদি সপ্ত পর্ব্বত (হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু, চৈত্র, কর্ণী, শৃঙ্গী)। বর্ষের পর্ব্বত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বর্ষবৃদ্ধি—১। জন্মতিথি। বর্ষের বৃদ্ধি যাহাতে, বহুব্রী। ২। বয়োবৃদ্ধি; প্রচুর বৃষ্টি। বর্ষের বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বর্ষমাণ—যে বর্ষণ করে এরূপ। বৃষ্+চানশ্ কর্তৃবা। কবিপ্র। বিণ।

বর্ষমান—বৃষ্টির জল পরিমাণ করিবার যন্ত্র। বর্ষের মান যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

বর্ষশতী—একশত বৎসর বয়স্ক। বর্ষের শত, ৬ষ্ঠীতৎ+ঈ (বাং) যুক্তার্থে। বিণ।

বর্ষা—১। শ্রাবণ-ভাদ্রমাস, প্রাবৃট্‌কাল। বর্ষ+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। ২। বৃষ্টিপাত। বাং প্র। বি। ৩। বর্ষণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

বর্ষাকাল—বারিপাতের সময়, আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস। কর্ম্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বর্ষাগম—বর্ষাকালের আরম্ভ। বর্ষার আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বর্ষাঘোষ—ব্যাঙ্, ভেক। বর্ষাতে ঘোষ যাহার, বহুব্রী; অথবা, উপতৎ; বর্ষা—ঘুষ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বর্ষাঙ্গ—মাস। বর্ষের (বৎসরের) অঙ্গ (অবয়ব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বর্ষাতি, -তী—বৃষ্টি হইতে শরীর রক্ষার জন্য ব্যবহৃত আবরণ, ওয়াটারপ্রুফ। বাং প্র। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বর্ষাত্যয়—শরৎকাল। বর্ষার অত্যয় (নাশ),

বর্ষান—বর্ষণ করা। বাং ক্রি।

বর্ষাভূ—১। মণ্ডূক, ভেক, ব্যাঙ্; কিঞ্চুলুক, কেঁচো, ইন্দ্রগোপকীট। বি; পুং। ২। পুনর্নবা। বি; স্ত্রী। ৩। বর্ষাজাত। উপতৎ; বর্ষা—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

বর্ষামদ—ময়ূর। বর্ষায় (বৃষ্টিতে) মদ (আমোদ) যাহার, বহুব্রী; অথবা, বর্ষা—মদ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বর্ষার্চ্চিঃ (-র্চ্চিস্), বর্ষার্চি—মঙ্গলগ্রহ। বর্ষায় অর্চ্চিঃ (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [৩য়াতৎ। বিণ।

বর্ষাস্নাত—বর্ষণস্নাত, বর্ষার জলে ভিজা।

বর্ষিত—ধারাকারে প্রবাহিত; বর্ষণপ্রাপিত। বৃষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বর্ষণ।

বর্ষিষ্ঠ, বর্ষীয়ান্ (-য়স্)—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অতিশয় বৃদ্ধ। বৃদ্ধ+ইষ্ঠ, ঈয়স্ অতিশয়ার্থে (বৃদ্ধ-স্থানে বর্ষ)। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ঠা, —য়সী।

বর্ষী (বর্ষিন্), বর্ষুক—বর্ষণশীল, বর্ষণকারী। বৃষ্+ণিন্, উকঞ্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—বর্ষিণী, বর্ষুকা।

বর্ষীয়—(বয়স বাচক সংখ্যার পর) বয়োযুক্ত। বর্ষ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—বর্ষ।

বর্ষীয়সী—অতিশয় বৃদ্ধা, সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। বর্ষীয়স্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বর্ষীয়ান্—'বর্ষিষ্ঠ' দ্রঃ।

বর্ষুক—'বর্ষী' দ্রঃ।

বর্ষোপল—মেঘজাত শিলা, করকা। বর্ষের (বৃষ্টির) উপল (প্রস্তর), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বর্হ—১। ময়ূরপুচ্ছ; গ্রন্থিপর্ণবৃক্ষ। বি; ক্লীব। ২। পত্র; সঙ্গী, অনুচর। বৃহ্ বা বর্হ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। [বি; ক্লীব।

বর্হণ—পত্র, পাতা। বৃহ্+অন কর্তৃবা।

বর্হা—ময়ূরপুচ্ছ। বর্হ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বর্হি—অগ্নি। বৃহ্+ই কর্তৃবা, অথবা, বর্হ্+কি কর্তৃবা। বি; পুং।

বর্হিঃ (বর্হিস্), বর্হি—১। অগ্নি। বর্হ্+ইস্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। দীপ্তি। বর্হ্+ইস্ ভাববা। ৩। যজ্ঞ; কুশ। বর্হ্+ইস্ অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব। ৪। গ্রন্থিপর্ণ। বর্হ্+ইস্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

বর্হিণ, বর্হী (-র্হিন্)—ময়ূর, শিখী; বর্হ-বিশিষ্ট। বর্হ (ময়ূরপুচ্ছ)+ইনন্, ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বর্হিমুর্খ—দেবতা। বর্হিঃ (অগ্নি) মুখ যাঁহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

বর্হী—'বর্হিণ' দ্রঃ।

বল—১। শক্তি, সামর্থ্য; সার; ভার; স্থূলত্ব; দৃঢ়তা। বল্+অচ্ ভাববা। ২। বলবান্। বল্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ৩। খেলিবার ভাঁটা, কন্দুক। ইং ball. বি। ৪। বলরাম; অনন্ত; দৈত্যবিশেষ; কাক; বরুণবৃক্ষ। বি; পুং। ৫। রূপ; দেহ, বপু; গন্ধরস; শুক্র; রক্ত; পল্লব; পারিতোষিক; মৌল ভৃত্য সুহৃৎ শ্রেণী দ্বিষৎ আটবিক—এই ছয়প্রকার সৈন্য। বি; ক্লীব। ৬। বাহু। বাং প্র। বি।

বলক—দুগ্ধ জল প্রভৃতির উচ্ছলন, অগ্নিতাপে জলাদির স্ফীতি। বাং প্র। বি।

বলকর—শক্তিজনক। উপতৎ; বল—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

বলকা—বলকযুক্ত, উচ্ছলিত, অগ্নিতাপে স্ফীত। বাং প্র। বিণ।

বলকারক—শক্তিজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কারিকা। [বি; পুং।

বলক্ষয়—শক্তিক্ষয়; সৈন্যনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ।

বলজ—১। ধান্যরাশি। বি; পুং। ২। শস্য; ক্ষেত্র; পুরদ্বার; যুদ্ধ। উপতৎ; বল—জন্+ড অপাবা, অধিবা। বি; ক্লীব। ৩। বলজাত। উপতৎ; বল—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

বলজা—১। উত্তমা স্ত্রী; যূঁইফুল। বি; স্ত্রী। ২। বলজাতা। বলজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বলদ—১। বৃষ; দামড়া। 'বলীবর্দ্দ'-শব্দজ। বি। ২। নির্ব্বোধ, বোকা। বাং প্র। বিণ। ৩। বলদাতা; পিতা। উপতৎ; বল—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

বলদা—১। দামড়া, ছিন্নমুষ্ক ষাঁড় ; ভারবাহী গরু। বলদ+আ স্বার্থে। বি। ২। শক্তিদায়িনী। বলদ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বলদিয়া, বলদে—বলদের পিঠে ধান প্রভৃতি বহন করাইয়া বিক্রয়কারী। বলদ+ইয়া, এ নিযুক্তার্থে। বি বা বিণ। [বিণ।

বলদৃপ্ত—শক্তির গর্ব্বে গর্ব্বিত। ৩য়াতৎ।

বলদেব—১। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বলরাম। বলই (বলরামই) দেব (দেবতা), কর্ম্মধা। ২। বায়ু। বলযুক্ত দেব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [স্থূলতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বলন—১। বৃদ্ধি। বাং প্র। ২। গঠন ;

বলনাচ—উৎসবাদিতে সাহেব ও মেমের পরস্পর বাহু ধরাধরি করিয়া নৃত্য (ball-dance). মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

বলনি(নী)—গঠন ; স্থূলত্ব ; গোলত্ব। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বলপূর্ব্ব(র্ব)ক—জোর করিয়া। বল পূর্ব্বে যাহাতে, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। ক্রি-বিণ।

বলপ্রয়োগ—জোর করা ; জোর খাটান। বলের প্রয়োগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বলবৎ—কার্য্যকর ; প্রচলিত, বহাল ; প্রবল ; শক্তিশালী। বল+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। বি,—বত্তা। [বি ; স্ত্রী।

বলবত্তা—অতিশয় বল। বলবৎ+তা ভাবে।

বলবন্ত—শক্তিশালী। বল+বন্ত (বাং) আছে অর্থে। বিণ।

বলবর্দ্ধ(র্ধ)ক—যাহা দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি হয় এমন, শক্তিজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —বর্দ্ধিকা।

বলবর্দ্ধ(র্ধ)ন—১। শক্তিবর্দ্ধক। বিণ। স্ত্রী, —না, —নী। ২। জোর বাড়ান, শক্তির বৃদ্ধিসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বলবান্ (-বৎ)—শক্তিমান্, বলবিশিষ্ট ; প্রবল। বল+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী। বি,—বত্তা।

বলবিদ্যা—বল এবং তাহার ক্রিয়াদিজ্ঞাপক শাস্ত্র (Mechanics). বলের বিদ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বলবিন্যাস—সৈনিকদিগকে শ্রেণীবদ্ধকরণ, ব্যূহরচনা। বলের বিন্যাস (স্থাপন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বলভদ্র—১। বলরাম ; অনন্ত ; লোধ্র ; বলবান্ ব্যক্তি। বলে (শক্তিতে) ভদ্র (সৌম্য). ৭মীতৎ। ২। অষ্টদলপদ্মস্থ যোগবিশেষ। বলে ভদ্র (কল্যাণ) যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি ; পুং।

বলভি, বলভী—১। গৃহের কাঠাম ; গৃহচূড়া ; ছাদের উপরিস্থ গৃহ ; ছাদ ; চাল ও ছাদের পাড় ; গেট। বল্ (আচ্ছাদন করা) +অভি কর্ত্তৃবা, পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যবিশেষ (ভট্টিকাব্যের কবির ভণিতায় ইহার নাম দৃষ্ট হয়)। বি।

বলয়—১। বালা, করভূষণ ; মণ্ডল। বল্+কয়ন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। বেষ্টন। বল্+কয়ন্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

বলয়গ্রাস—(জ্যোতিষ) সূর্য্যের গ্রহণবিশেষ ; সূর্য্যগ্রহণের সময় যদি চন্দ্রবিম্ব সূর্য্যবিম্বের মধ্যস্থল আবৃত করিলেও উহাকে সম্পূর্ণ আবৃত করিতে না পারায় উহার চতুর্দ্দিকে বলয়ের আকৃতিযুক্ত একটি উজ্জ্বল রেখা থাকে তবে সেইরূপ গ্রহণ (annular eclipse) বলয়াকৃতি গ্রাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বলয়ঝঙ্কৃত—১। বালার ঝন্ ঝন্ শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। বালার ঝন্ ঝন্ শব্দে শব্দিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বলয়—বালা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বলয়িত—ঘেরা ; বেষ্টিত, পরিবৃত ; বলয়াকার ; বলয় দ্বারা বেষ্টিত। বলয়+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

বলরাম, বলল—বলদেব, শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বলঘাতক রাম বা বলাঢ্য রাম, মধ্যপ কর্ম্মধা ; বা, বল—রম্+ঘঞ্ অধিবা ; বল—লা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বলরিপু—ইন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বললি—১। গঠন, থাকে থাকে ভাগ। বি। ২। কহিলি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বলশালী (-শালিন্)—বলবান্, বলিষ্ঠ। উপতৎ ; বল—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী। বি,—শালিতা।

বলশেভিক—রুশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্ম্মী মজদুর বা কৃষকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের সমর্থক ; সাম্যবাদী। ইং Bolshevic (< Bolsheviki—সংখ্যাগরিষ্ঠদের দল)। বি বা বিণ।

বলসামান্তরিক—(পদার্থবিদ্যা) চারিটি বিন্দু হইতে চারিটি বল ক্রিয়া করিতে থাকিলে তাহাদের রেখা দ্বারা গঠিত সামান্তরিক (parallelogram of forces). বলের সামান্তরিক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বলহা—শ্লেষ্মা ; ইন্দ্র ; বলরাম। বল—হন্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বলহীন—দুর্ব্বল ; যাহার সৈন্য নাই এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

বলা—১। কওয়া, কথন ; বিচার করিয়া দেখা ; সম্মতি দেওয়া ; বৃদ্ধি পাওয়া ; গুটিকাকার করা ; বিছানা সূতা পাটী প্রভৃতি গুটান ; বৃদ্ধি পাওয়া, ফাঁপা। বাং ক্রি। ২। কথিত। বল্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। অস্ত্রবিদ্যাবিশেষ [বিশ্বামিত্র তাড়কাবধের সময় শ্রীরামচন্দ্রকে এই বিদ্যা প্রদান করেন] ; বেড়েলা। বি ; স্ত্রী। ৪। বলবতী। বল+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বলাই—বলরাম। (কানাইয়ের অনুকরণে গঠিত)। বাং প্র। । বি

বলাক—বকজাতিবিশেষ, ক্ষুদ্রবক, কোঁচবক। বল্+আকন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বলাকা—ক্ষুদ্রজাতীয় বকশ্রেণী ; কামুকী স্ত্রী। বল্+আকন্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বলাকিনী—বকশ্রেণী, বকপাতি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বলাৎ—জোর করিয়া, বলপূর্ব্বক ; হঠাৎ। বল (শক্তি)—অত্ (গমন করা)+ক্বিপ্ করণবা। অব্য।

বলাৎকার—বলপ্রয়োগ ("মম বিদ্যমানে করিবে বলাৎকার"—কাশীরাম) ; বলপূর্ব্বক সতীত্বনাশ ; দণ্ডদান। বলাৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

বলাধান—১। শক্তিসঞ্চার। বলের আধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। ২। শক্তিসঞ্চারকারী, শক্তিজনক। বলের আধান যাহা দ্বারা, বহুব্রী। বিণ।

বলাধিক্য—শক্তির প্রাচুর্য্য ; অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তি। বলের আধিক্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বলাধীন—১। শক্তির বশ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শক্তিশালী। বাং প্র। বিণ।

বলাধ্যক্ষ—সেনাপতি। বলের (সেনার) অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বলান—বাড়ান, উদ্বৃত্ত করা ; বলা ক্রিয়া করান। বাং ক্রি।

বলানুজ—শ্রীকৃষ্ণ। বলের (বলরামের) অনুজ (ছোট ভাই), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বলান্বিত—শক্তিশালী ; সৈন্যযুক্ত। বলদ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বলাবল—ক্ষমতা এবং অক্ষমতার পরিমাণ। বল এবং অবল, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

বলাবলি—অনেকে একত্র হইয়া পরস্পরকে বলা ; পরস্পরকে বলা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

বলাবলেপ—শক্তিহেতু দর্প, ক্ষমতার গর্ব্ব। বলজনিত অবলেপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বলারাতি—ইন্দ্র ; বলরাম। বলের অরাতি,

বলাহক—মেঘ ; পর্ব্বত ; দৈত্যবিশেষ ; নাগবিশেষ। বল (শক্তি)—নঞ্ (না)—হা (ত্যাগ করা)+অক (ক্বুন্) কর্ম্মবা [মেঘ অর্থে কাহারও মতে বারির বাহক এই বাক্যে ৬ষ্ঠীতৎ (নিপাতনে) পৃষোদরাদিশব্দ]। বি ; পুং।

বলি—১। দৈত্যবিশেষ। বল্+ই কর্ত্তৃবা। ২। রাজস্ব, কর ; পূজার সামগ্রী ; পূজা ; দশবিধ পূজোপহার ; দেবপূজায় বধ্য প্রাণিসমূহ (মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শজারু, শশক, কচ্ছপ, গণ্ডার) ; ভূতযজ্ঞ, জীবগণকে খাদ্যদান ; আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ (immolation). বল্+ই কর্ম্মবা, ভাববা। ৩।

চামরদণ্ড। বল্‌+ই করণবা। বি; পুং। ৪। বলিয়া, জন্য। কবিপ্র। অব্য। ৫। কহি। বাং প্র। ক্রি। ৬। মাকড়িবিশেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বলি, বলী—শরীরের ভাঁজযুক্ত চামড়া, বার্দ্ধক্যহেতু শিথিল চর্ম্ম; শরীরমধ্যরেখা; গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরস্থ মাংসপিণ্ড; ভঙ্গী; গৃহদারুবিশেষ; ছাঁইচ। বল্‌+ই কর্ত্তৃবা; পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বলিক—'বলীক' দ্রঃ।

বলিত—১। বলিযুক্ত, শিথিল চর্ম্মযুক্ত। বলি (শ্লথচর্ম্ম)+ইতচ্‌ সংজাতার্থে। বিণ। ২। কহিত। বাং ক্রি।

বলিদান—দেবতার উদ্দেশে বিধিপূর্ব্বক পশুবধ; দেবোদ্দেশে পূজোপহারদান; সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ বা উৎসর্গ করণ; দৈত্যরাজ বলির দান। বলির দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বলিধ্বংসী (-ধ্বংসিন্‌)—বিষ্ণু, নারায়ণ [ইনি বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়া বলির সমৃদ্ধি বিনাশ করেন]। উপতৎ; বলি—ধ্বন্‌স্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বলিন—বলিযুক্ত, বার্দ্ধক্যহেতু যাহার চামড়া ঢিলা হইয়াছে এমন। বলি+ন আছে অর্থে। বিণ।

বলিনন্দন—বাণাসুর, বাণরাজ। [বলির চারি পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে 'বলিনন্দন' শব্দে কেবল বাণাসুরকেই বুঝায়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বলিপুষ্ট—কাক। বলি (উৎসর্গ করা খাদ্যাংশ) দ্বারা পুষ্ট, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

বলিভ—বলিযুক্ত। বলি (শ্লথচর্ম্ম)+ভ আছে অর্থে। বিণ।

বলিভুক্‌ (-ভুজ্‌)—কাক, বায়স; পায়রা; চটক। উপতৎ; বলি (উৎসর্গ করা খাদ্যাংশ)—ভুজ্‌+কিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বলিমান্‌ (-মৎ)—বলিবিশিষ্ট, বলিন। বলি (শ্লথচর্ম্ম)+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

বলিমুখ, বলীমুখ—বানর, কপি। বলি, বলী-যুক্ত মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বলিয়া, বলে—১। জন্য; শীঘ্রসমাপ্তি-সম্ভাবনা-সূচক হেতু। অব্য। ২। কহিয়া; ফুলিয়া, বাড়িয়া। বাং অস-ক্রি।

বলিয়ে—যে ভালভাবে বলিতে পারে এমন। বল্‌+ইয়ে কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ।

বলিষ্ঠ—১। অতিশয় বলবান্‌। বিণ। ২। উষ্ট্র। বলবৎ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে (বৎ এর লোপ)। বি; পুং।

বলিসদ্ম (-সদ্মন্‌)—পাতাল, রসাতল। বলির (অসুররাজের) সদ্ম (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বলিহা (-হন্‌)—বলিধ্বংসী, বিষ্ণু। উপতৎ; বলি (দৈত্যবিশেষ)—হন্‌+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বলিহারি—১। চমৎকার, অদ্ভুত, আশ্চর্য্য; মোহিত। বিণ। ২। বাহবা, বেশ, চমৎকার; অপূর্ব্ব। 'বলিতে হারি' (অর্থাৎ বলিতে অপারক হই) কথার সংক্ষেপ। অব্য।

বলিহারি যাই—এত চমৎকার যে ভাষায় ইহার চমৎকারিত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

বলী (বলিন্‌)—১। বলবান্‌। বিণ। স্ত্রী—বলিনী। ২। বলরাম; উষ্ট্র; মহিষ; বৃষভ; শূকর। বল+ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

বলী—'বলি' দ্রঃ। [বি; ক্লীব।

বলীক—ঘরের ছাঁচ। বল্‌+ঈকন্‌ করণবা।

বলীন্দ্র—অতিশয় বলবান্‌। বলীদের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বিণ।

বলীবর্দ্ধ(র্দ)—ষাঁড়, বলদ। বল—বৃধ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা (অ-স্থানে ঈ, ব-স্থানে দ)। বি; পুং।

বলীয়ান্‌ (-য়স্‌)—অত্যন্ত বলশালী। বলবৎ+ঈয়স্‌ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়সী।

বল্ক, বল্কল—গাছের ছাল, বৃক্ষত্বক্‌; মাছের আঁইস শল্ক। বল্‌+ক কর্ত্তৃবা, বল্‌+কল কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব, পুং বা ক্লীব।

বল্গ—গতিবিশেষ; প্লুতগমন; ভোজন; বহুভাষণ। বল্গ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

বল্গন—'বল্গিত' দ্রঃ।

বল্গা—১। লাগাম, রশ্মি, মুখরজ্জু। বল্গ্‌+ঘঞ্‌ করণবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। নাচা, নৃত্য করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বল্গাহরিণ—উত্তরমেরু বা সুমেরু অঞ্চলের একজাতীয় হরিণ (ইহাদের মুখে লাগাম দিয়া গাড়ী টানান হয়)। বল্গাযুক্ত হরিণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বল্গিত, বল্গন—অশ্বের গতিবিশেষ, প্লুতগতি; হস্তপদাদির আস্ফালন; দম্ভপ্রকাশ; বহুভাষণ, জল্পন; ভোজন; গমন; লম্ফন। বল্গ্‌+ক্ত, অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

বল্গু—১। মধুর, সুন্দর, মনোহর। বিণ। ২। ছাগল। বল্‌+উ কর্ত্তৃবা (গ-আগম)। বি; পুং।

বল্গুক—১। রুচির, মনোহর, সুন্দর। বিণ। ২। চন্দন; বন; পণ, বাজি। বল্গু+কন্‌ স্বার্থে, আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

বল্মিক, বল্মিকি, বল্মীক, বল্মীকি—১। উইয়ের ঢিপি। বল+ইক, ইকি, ঈক, ঈকি কর্ত্তৃবা (ম-আগম)। বি; (প্রথম তিনটি) পুং বা ক্লীব, (চতুর্থটি) পুং। ২। বাল্মীকি মুনি। বল্‌+ইক, ইকি, ঈক, ঈকি কর্ম্মবা (ম-আগম)। বি; পুং। ৩। গোদ; গলগণ্ড; শোথরোগ। বল্‌+ইক, ইকি, ঈক, ঈকি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বল্য—১। প্রধান ধাতু, শুক্র। বি; ক্লীব। ২। বলকারক। বিণ। ৩। বৌদ্ধভিক্ষুক। বল+যৎ হিতার্থে। বি; পুং।

বল্ল—১। ধান্যাদি শস্য আছড়ান; সংবরণ। বল্ল্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ২। গুঞ্জাত্রয়-পরিমাণ, তিন কুঁচ পরিমাণ, ভক্ষ্যবস্তু। বল্ল্‌+ঘঞ্‌ করণবা, কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

বল্লকী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বীণা। বল্ল্‌+অক (ক্‌ন্‌) কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বল্লব—১। পাচক। বিণ। ২। সূপকার; ভীমসেন [বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাস-কালে ইনি এই নামে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন]; গোপ। বল্ল—বা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বল্লবী—গোপী। বল্লব+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বল্লভ—১। প্রণয়ী; দয়িত, প্রিয়; অধ্যক্ষ; পতি। বিণ। ২। ভালো জাতের ঘোড়া; নায়ক; পতি, স্বামী। বল্ল্‌+অভচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বল্লভা—১। প্রিয়া, স্ত্রী, দয়িতা, প্রণয়িনী। বি; স্ত্রী। ২। প্রিয়া। বল্লভ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। [বি।

বল্লম—শড়কী, বর্শা। ফার্সী 'বহ্‌লম'-শব্দজ।

বল্লর—মঞ্জরী; কুঞ্জ; বন; কৃষ্ণাগুরু। বল্ল্‌+অরন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

বল্লরি, বল্লরী—মঞ্জরী; ব্রততী, লতা; চিত্রমূল। বল্ল্‌—ঋ+ই কর্ত্তৃবা, পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বল্লালী—বল্লালসেনের প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য; বল্লালসেন-সম্বন্ধীয়; বল্লালসেনের কৃত। বল্লাল+ঈ (বাং) কৃতার্থে। বি বা বিণ।

বল্লি, বল্লী—১। লতা, ব্রততী। বল্ল্‌+ই কর্ত্তৃবা, পক্ষে ঈপ্‌। ২। পৃথিবী। বল্ল্‌+ই কর্ম্মবা, পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বশ—১। আয়ত্ত, অধীন; অনুকূল; মন্ত্রাদি দ্বারা মুগ্ধ। বশ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা,—ত্ব। ২। অধীনতা, আয়ত্ততা; স্বাধীনতা; প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব। বশ্‌+ক ঘঞর্থে কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৩। অভিলাষ, ইচ্ছা। বশ্‌+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং বা ক্লীব।

বশংবদ—অনুগত, বাধ্য, বশবর্ত্তী। উপতৎ; বশ—বদ্‌+খচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

বশকা—বশীভূতা স্ত্রী। বশ (আয়ত্ততা)+কন্‌ যোগ্যার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বশগ—বশীভূত, বশবর্ত্তী, আয়ত্ত। উপতৎ; বশ—গম্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

বশতঃ (-তস্‌), **বশত**—হেতু, প্রযুক্ত; অধীনতাহেতু, বশীভূততাপ্রযুক্ত। বশ+তস্‌ পঞ্চমীস্থানে। অব্য।

বশতা, -ত্ব—অধীনতা, আয়ত্ততা। বশ (অধীন)+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

বশতাপন্ন—অধীন। বশতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

বশবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—আয়ত্ত, বশীভূত। উপতৎ; বশ—বৃত্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বর্ত্তিনী। বি, –বর্ত্তিতা।

বশা—১। বন্ধ্যা স্ত্রী; বন্ধ্যা গাভী; কন্যা; নারী; হস্তিনী। বশ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। অধীনা; বন্ধ্যা। বশ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। [কর্ত্তৃবা। বিণ।

বশানুগ—বশবর্ত্তী। বশ—অনু—গম্‌+ড

বশিতা, -ত্ব—সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা, শিবের ঐশ্বর্য্যবিশেষ; স্বাধীনতা; বশবর্ত্তিতা। বশিন্‌+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—বশী (-শিন্)।

বশিনী—বশবর্ত্তিনী; জিতেন্দ্রিয়া; স্বাধীনা। বশিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ—মুনিবিশেষ। বশিন্‌+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে (নিপাতনে শ-স্থানে স), বসুমৎ (তপস্যারূপ ধনবিশিষ্ট)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বি; পুং।

বশী (বশিন্)—স্বাধীন; জিতেন্দ্রিয়, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছে এমন; বশবর্ত্তী। বশ (স্বাধীনতা)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—বশিনী। বি -বশিতা, বশিত্ব।

বশীকরণ—১। বশে আনা, মন্ত্রাদির সাহায্যে আয়ত্তীকরণ। বশ (আয়ত্ত)+ অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বশী)—কৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –কৃত। ২। লোককে বশ করিবার মন্ত্র ঔষধ ইত্যাদি অভিচারক্রিয়া। বশ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বশী)—কৃ+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

বশীকৃত—যাহাকে বশ করা হইয়াছে এরূপ, আয়ত্তীকৃত। বশ (আয়ত্ত)+অভূত-তদ্ভাবার্থে চ্বি (=বশী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –করণ।

বশীভূত—যে বশে আসিয়াছে এরূপ, বশ্যতাপ্রাপ্ত, বশবর্ত্তী, আজ্ঞাবহ। বশ (আয়ত্ত)+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বশী) —ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, –ভবন।

বশ্য—বশবর্ত্তী, আজ্ঞাকারী; পোষা। বশ (আয়ত্ততা)+যৎ গতার্থে। বিণ। বি, –তা।

বশ্যতা—অধীনতা, আয়ত্ততা। বশ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বশ্য।

বশ্যা—১। বশবর্ত্তিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। বশীভূতা স্ত্রী। বশ্য+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বষ্কয়—এক বছরের বাছুর, একবর্ষ বয়স্ক বৎস। বষ্ক্‌+অয়ন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বষ্কয়ণী, বষ্কয়িণী—যে গাভীর অনেকদিন বাছুর হইয়াছে এমন, চিরপ্রসূতা গাভী। বষ্কয় (বাছুর)—নী+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা; বষ্কয় (বাছুর)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বস্, বাস্, ব্যাস্—যথেষ্ট; এই পর্য্যন্ত; আর প্রয়োজন নাই; (বেশ হইয়াছে) কথার সমাপ্তিসূচক শব্দ; বেশ হইয়াছে। ফার্সী। অব্য।

বসত—বাস। বাং প্র। বি।

বসতবাটী, -বাড়ী—থাকিবার বাড়ী; ভদ্রাসন; পৈতৃক বাসবাটী। ৪র্থীতৎ। বি।

বসতি, বসতী—১। বাস, স্থিতি। বস্‌+অতি ভাববা, পক্ষে ঈপ্‌। ২। বাসস্থান; যে স্থানে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ থাকে বা জন্মে সেই স্থান (habital); রাত্রি। বস্‌+অতি অধিবা, পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বসন—১। কাপড়, বস্ত্র; স্ত্রীলোকের কটি-ভূষণ। বস্‌+অনট্‌ করণবা। ২। বাস; বাসস্থান; আচ্ছাদন। বস্‌+অনট্‌ ভাববা, অধিবা। বি; ক্লীব।

বসন্ত—১। ঋতুবিশেষ, ফাল্গুন চৈত্র মাস (শাস্ত্রমতে চৈত্র-বৈশাখ); স্বনামপ্রসিদ্ধ রোগ, মসূরিকা রোগ; রাগবিশেষ। বস্‌+অন্ত (ঝচ্‌) অধিবা। বিণ—বাসন্ত। ২। অতিসার-রোগ; (নাট্য) বিদূষকের উপাধি; তালবিশেষ। বস্‌+অন্ত (ঝচ্‌) কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। যাহা বসিয়া বা নামিয়া যাইতেছে এমন। বস্‌+অন্ত (বাং)। বিণ।

বসন্তঘোষ, -ঘোষী (-ঘোষিন্)—কোকিল। বসন্ত—ঘুষ্‌+অচ্‌, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বসন্ততিলক, -তিলকা—চতুর্দ্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ; পুষ্পবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

বসন্তদূত—কোকিল; পঞ্চমস্বর; আম্রবৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বসন্তদূতী—মাধবী-লতা; কোকিলা; পাটলী বৃক্ষ; গণিকারী বৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বসন্তপঞ্চমী—শ্রীপঞ্চমী, মাঘমাসের শুক্ল-পক্ষের পঞ্চমী তিথি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বসন্তসখা—কামদেব, মদন। বহুব্রী। বি; পুং।

বসন্তি—বাস করেন। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বসন্তী—বাসন্তী, ফিকা হলুদে রঙের, বসন্তকালের। বসন্ত+ঈ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ।

বসন্তোৎসব—হোলি উৎসব, হোলী; বসন্তকালে কামদেবের পূজারূপ মহোৎসব। বসন্তের উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বসবাস—স্থায়িভাবে বাস। বাং প্র। বি।

বসয়, বসয়ে—বাস করে; অবস্থান করি-তেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বসা—১। উপবেশন করা; নিম্নদিকে নামিয়া যাওয়া; ভিতরে ঢুকিয়া যাওয়া; পুতিয়া যাওয়া; অপেক্ষা করা ('একটু বস'); সমান বা সমতলভাবে থাকা; বাস করা; জমাট বাঁধা; মিলাইয়া যাওয়া; অল্পকালের জন্য স্থাপিত হওয়া; স্বরভঙ্গ হওয়া ('গলা—'); মাপমত হওয়া; আরম্ভ হওয়া। বাং ক্রি। ২। থেবড়া, যাহা ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে এমন। বস্‌+আ কর্ত্তৃবা। বিণ। **বসিয়া থাকা**—বেকার বা নিশ্চেষ্ট থাকা। **বসিয়া পড়া**—হতাশ হওয়া, হতাশায় অবসন্ন হওয়া। **টাকা বসিয়া যাওয়া**—কারবারে যে টাকা ব্যয় করা হইয়াছে তাহা ফিরিয়া না পাওয়া। **নাড়ী বসিয়া যাওয়া**—নাড়ী একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়া। **মন বসা**—মনে ভাল লাগা। ৩। মেদঃ, মজ্জা, চর্ব্বি। বস্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বসান—১। উপবেশন করান; প্রহার করা; যুক্ত করা; মিলান; জমান; ভিতরে প্রবেশ করান। বাং ক্রি। ২। জোড়া লাগান; স্থাপিত। বসা+ন কর্ম্মবা। বিণ। ৩। প্রহার। বাং প্র। বি।

বসিষ্ঠ—'বশিষ্ঠ' দ্রঃ।

বসু—১। গঙ্গা হইতে উৎপন্ন গণদেবতা-বিশেষ, ধ্রুব ভব (আপ) সোম বিষ্ণু (ধব) অনল অনিল প্রত্যুষ প্রভাব (প্রভাস)—এই অষ্টদেব; সূর্য্য; কুবের; অগ্নি; দীপ্তি; রশ্মি, কিরণ; রাজা; চেদিরাজ; চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ; ধনিষ্ঠানক্ষত্র; সাধু; কায়স্থের পদবীবিশেষ; অষ্ট সংখ্যা। বি; পুং। ২। রত্ন; ধন; স্বর্ণ; জল; লবণ। বি; ক্লীব। ৩। দীপ্তি। বস্‌+উ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

বসুকীট—যাচক, ভিক্ষু, অর্থী। বসুর (ধনের) কীট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বসুদ—১। ধনদাতা। বিণ। ২। কুবের। উপতৎ; বসু—দা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বসুদা—১। পৃথিবী। বি; স্ত্রী। ২। ধন-দাত্রী। উপতৎ; বসু (ধন)—দা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বসুদেব—শ্রীকৃষ্ণের পিতা। বসু—দিব্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বসুদেবতা—ধনিষ্ঠা-নক্ষত্র। বসু দেবতা যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বসুধা—পৃথিবী। বসু—ধা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বসুধারা—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে ভিত্তিতে দত্ত পাঁচ বা সাতটি ঘৃতধারা, বিবাহাদির সময় যে আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ হয় তাহাতে; চেদিরাজ বসুকে যে ঘৃতধারা দেওয়া হয় তাহা; ধনপ্রবাহ; কুবেরপুরী। ৬ষ্ঠীতৎ (প্রথম দুই অর্থে); বসুর ধারা যেখানে, বহুব্রী+আপ্‌ (তৃতীয় অর্থে)। বি; স্ত্রী।

বসুন্ধর—কুবেরের অনুচর। বসু—ধৃ+ণিচ্‌+খচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

বসুন্ধরা, -মতী—পৃথিবী। বসু (ধন)—ধৃ+ণিচ্‌+খচ্‌ কর্তৃবা+আপ্‌, বসু+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বসুমতী—১। 'বসুন্ধরা' দ্রঃ। ২। ধনশালিনী। বসুমৎ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বসুমাই—পৃথিবী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বসুমান্‌ (-মৎ)—১। রাজা। বি; পুং। ২। ধনশালী। বসু+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

বসুসেন—কর্ণ, অঙ্গরাজ, কুন্তীর কুমারী অবস্থায় জাত পুত্র। বসু (ধন) সেনা যাঁহার, বহুব্রী [যিনি ধনদানপূর্ব্বক সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন]। বি; পুং।

বসুস্থলী—কুবেরপুরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বস্তা—গাঁটরা, পুঁটুলী; গুণ, থলে। ফার্সী। বি।

বস্তানি—ছোট গাঁটরী। ফার্সী। বি।

বস্তাপচা—গাঁটরীর ভিতরেই যাহা পচিয়া গিয়াছে এমন, অতিশয় পুরাতন। ৭মীতৎ। বিণ।

বস্তাবন্দী—যাহা বস্তার ভিতরে বদ্ধ করা হইয়াছে এমন, বস্তা-বোঝাই। ৭মীতৎ। বিণ।

বস্তি, বস্তী—১। বসতিস্থল; পল্লী; দরিদ্রপল্লী; শহরের মধ্যে টালি বা টিনের ছাদযুক্ত অপরিচ্ছন্ন বাড়ী বা ঐরূপ কতকগুলি বাড়ীর সমষ্টি। 'বসতি'-শব্দজ। ২। নাভির অধোভাগ, তলপেট। বস্‌+তি কর্তৃবা, পক্ষে ঈপ্‌। ৩। বাসস্থান। বস্‌+তি অধিবা, পক্ষে ঈপ্‌। ৪। বস্ত্রের দশী। বস্‌+তি করণবা, পক্ষে ঈপ্‌। বি।

বস্তু—জিনিস, দ্রব্য, পদার্থ, সামগ্রী; বৃত্তান্ত; ব্রহ্ম; সার; সত্য; সৎপাত্র। বস্‌+তুন্‌ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব।

বস্তুতঃ (-তস্‌), **বস্তুত**—বাস্তবিক পক্ষে, ফলতঃ; যথার্থ। বস্তু+তস্‌ ৭মী-স্থানে। অব্য।

বস্তুতত্ত্ব—বস্তুবিষয়ক জ্ঞান; বস্তুর স্বরূপ। বস্তুবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বস্তুতত্ত্বজ্ঞ—বস্তু সকলের স্বরূপ যে জানে এমন। উপতৎ; বস্তুতত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

বস্তুতন্ত্র—জাগতিক বিষয় অর্থাৎ আহার-বিহারাদিকে প্রাধান্য দানের মত; বাস্তব বিষয়কে প্রাধান্য দান। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। বিণ,—তন্ত্রী (-ন্ত্রিন্‌), —তান্ত্রিক।

বস্তুতন্ত্রবাদ—জগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ছাড়া অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক বিষয় কিছু নাই এই মতবাদ, জড়বাদ (materialism). বস্তুতন্ত্র বিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা,বস্তুতান্ত্রিক+তা ভাবে। বি; পুং, স্ত্রী।

বস্ত্র—কাপড়, বসন, আচ্ছাদন। বস্‌+ষ্ট্রন্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

বস্ত্রকুট্টিম—ছাতা, ছত্র, আতপত্র; বস্ত্রগৃহ, তাম্বু, তাঁবু। বস্ত্রনির্ম্মিত কুট্টিম যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং বা ক্লীব।

বস্ত্রগৃহ—তাঁবু, পটগৃহ। বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বস্ত্রগ্রন্থি—পরিধান-বস্ত্রের গ্রন্থি, নীবী; কাপড়ের গাঁট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বস্ত্রহরণ—পরিবার কাপড় কাড়িয়া লওয়া, উলঙ্গকরণ; আবরণশূন্য করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বস্ত্রহীন—যাহার কাপড় নাই এমন, বসনশূন্য; উলঙ্গ। ৩য়াতৎ। বিণ।

বস্ত্রাবাস—তাঁবু। বস্ত্রনির্ম্মিত আবাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বস্ত্রালয়—১। কাপড়ের দোকান। বস্ত্রের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। তাঁবু। বস্ত্র-নির্ম্মিত আলয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বহ—১। ঘোটক; বৃষের স্কন্ধদেশ; বায়ু; পন্থা; বাহু; নদী; পরিমাণবিশেষ, চারি দ্রোণ পরিমাণ; যান, বাহন। বহ্‌+ঘ করণবা। বি; পুং। ২। বহনকারী। বহ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

বহতা—যাহা বহিয়া যাইতেছে এমন, প্রবাহিত, বহমান। বাং প্র। বিণ।

বহির্লিখিত—(জ্যামিতি) বহিঃসীমা স্পর্শ করাইয়া অঙ্কিত (escribed). বহিঃ লিখিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

বহিশ্চর—বাহিরে বিচরণকারী। বহিস্‌—চর্‌+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

বহিষ্করণ—১। বাহির করিয়া দেওয়া, দূরীকরণ; আবিষ্কার। বহিস্‌—কৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত। ২। বাহিরের ইন্দ্রিয়। বহিঃস্থিত করণ (ইন্দ্রিয়), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বহিষ্কার—বহিষ্করণ (১) (সকল অর্থে); কারখানা ইত্যাদিতে কর্তৃপক্ষকর্তৃক কর্ম্মিগণকে প্রবেশ করিতে না দেওয়া, সাময়িকভাবে কারখানা ইত্যাদির তালাবন্ধ (lock-out). বহিস্‌+কৃ—ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—কৃত।

বহিষ্কৃত—যাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; দূরীকৃত। বহিস্‌—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ষ্করণ।

বহিষ্ক্রান্ত—যে বাহির হইয়া গিয়াছে এমন, দূরীভূত; নিঃসৃত। বহিস্‌—ক্রম্‌+ক্ত কর্তৃবা; বিণ।

বহু—১। অনেক, অধিক, প্রচুর। বন্‌হ্‌+কু কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বহু, বহ্বী। বি,—তা,—ত্ব। ২। বউ, বধূ। হিন্দী। বি। ৩। প্রবাহিত হয় বা হউক। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বহুকাল—অনেকদিন। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বহুকালিয়া, -কেলে—অনেক দিনের, পুরাতন। বহুকাল+ইয়া, এ স্থিতার্থে। বিণ।

বহুক্ষম—১। যে ক্লেশাদি সহ্য করিতে পারে এরূপ, সহিষ্ণু, সহনশীল। বিণ। ২। জৈনদিগের উপাস্য মুনিবিশেষ। বহু—ক্ষম্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

বহুজ্ঞ—যে অনেক কিছু জানে এমন, বহুবিৎ, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ। উপতৎ; বহু—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

বহুড়ী—বালিকা বধূ। 'বধূটী'-শব্দজ। বি।

বহুৎ, বহুত—বহু, অনেক, খুব। হিন্দী। বিণ। **বহুত আচ্ছা**—বেশ ভাল, উত্তম।

বহুতঃ (-তস্‌), **বহুত**—অনেক রকমে, বহুপ্রকারে। বহু (অধিক)+তস্‌ ৩য়ার্থে। অব্য।

বহুতর—১। আরও অনেক, অত্যধিক। বহু+তরপ্‌ অতিশয়ার্থে। বিণ। ২। অনেক প্রকার। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বহুতলক—১। বহুপৃষ্ঠযুক্ত। বিণ। ২। (জ্যামিতি) বহুপৃষ্ঠযুক্ত ঘন বস্তু (polyhedron). বহু তল যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি; ক্লীব।

বহুতা, বহুত্ব—বহুর ভাব বা অবস্থা, অনেকত্ব। বহু+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ,—বহু। [(সপ্তমীস্থানে)। অব্য।

বহুত্র—বহুস্থানে, অনেকস্থলে। বহু+ত্রল্‌

বহুদক্ষিণ—যাহার অনেক দান আছে এরূপ, বদান্য, প্রচুর দক্ষিণাবিশিষ্ট ('যজ্ঞ')। বহু দক্ষিণা যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

বহুদর্শন—অনেক বিষয় দেখা শুনা; অভিজ্ঞতা অর্জ্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বহুদর্শিতা—বহু দেখাশুনার দ্বারা লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা। বহুদর্শিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—দর্শী (-র্শিন্‌)।

বহুদর্শী (-দর্শিন্‌)—অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে এমন, বহুজ্ঞ; অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ। উপতৎ; বহু—দৃশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী। বি,—দর্শিতা।

বহুদূর—অনেক ব্যবধান। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বহুদূরবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্‌), **-দূরবর্ত্তী, -দূরস্থ**—যাহা অনেকদূরে আছে এমন। উপতৎ; বহুদূর—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা; বহুদূর—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী, —স্থা।

বহুধা—১। অনেক রকমে, বহুপ্রকারে; অনেকবার। বহু+ধাচ্‌ প্রকারার্থে। অব্য। ২। অনেক ভাগে। বাং প্র। অব্য।

বহুনাদ—১। শঙ্খ, শাঁখ। বি; পুং। ২। প্রভূতশব্দকারী। বহু (অধিক) নাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বহুপত্নীক—যাহার অনেক স্ত্রী আছে

এমন, বহুভার্য্যা। বহু পত্নী যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ।

বহতী—নদী। বহ্ + অতি কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বহন—১। লইয়া যাওয়া ; বহিয়া যাওয়া ; ধারণ। বহ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—বহনীয়, বহমান। ২। জলযান ; নৌকা ; বাহন। বহ্ + অনট্ করণবা, অথবা বহ্ + অন কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

বহনপত্র—জাহাজের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক মাল নিরাপদে পৌছাইয়া দিবার স্বীকৃতিপত্র (bill of lading). বহনের পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বহনীয়—বহনযোগ্য ; ধারণযোগ্য। বহ্ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—বহন।

বহমান—যাহা প্রবাহিত হইতেছে এমন ; বহনশীল। বহ্ + শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

বহর—জলযানসমূহ ; ক্ষমতা ; গভীরতা ; প্রস্থ ; বিস্তার। আর্বী। বি।

বহা—১। বহন করা ; প্রবাহিত হওয়া ; সহ্য করা ; কর্ম্মক্ষম থাকা। বাং ক্রি। [প্রাচীন কবিপ্রয়োগে বহা ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ :—**বহই**—বহন করে ; প্রবাহিত হয় ; বহন করিয়া। **বহত**—প্রবাহিত হয় ; প্রবাহিত হইতেছে। **বহয়ে**—প্রবাহিত হয়। **বহল**—প্রবাহিত হইল ; অতিবাহিত হইল ; বহিয়া গেল]। ২। নদী। বি ; স্ত্রী। ৩। বহনকারিণী। বহ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৪। বহন। বি। ৫। বহনকারী ; বাহিত। বহ্ + আ কর্ত্তৃবা। বিণ। [বাং ক্রি।

বহান—প্রবাহিত করান ; বহন করান।

বহাল, বাহাল—নিযুক্ত ; প্রতিষ্ঠিত ; বজায়। ফার্সী। বিণ।

বহি—১। বহন করি ; বহন করিয়া। কবিপ্র। ক্রি। ২। ব্যতীত। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য। ৩। পুস্তক, খাতা। আর্বী। বি।

বহিঃ (বহিস্), **বহি**—বাহির সীমার শেষ, বাহ্যদেশ। বহ্ + ইস্ কর্ত্তৃবা। অব্য।

বহিঃকঙ্কাল—মাছের আঁইষ ; কচ্ছপের খোলক (exoskeleton). বহিঃস্থিত কঙ্কাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহিঃকোণ—(জ্যামিতি) সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের বহিঃস্থ কোণ (exterior angle). বহিঃস্থিত কোণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বহিঃপ্রকোশ—বাহিরের ঘর। বহিঃস্থ প্রকোষ্ঠ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—(শারীরবিদ্যা) কনুই হইতে অঙ্গুলিমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত অস্থিদ্বয়ের উপরের অস্থিটি (radius). প্রকোষ্ঠের বহিঃ, অব্যয়ী ; বহিঃপ্রকোষ্ঠ অস্থি, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহিঃশুল্ক—বিদেশে যে সকল পণ্য প্রেরণ করা হয় তাহার উপর দেয় মাশুল (customs duty). বহিঃ সম্বন্ধীয় শুল্ক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বহিঃসংসার—বহির্জগৎ (অন্তর্জগতের বিপরীত) ; চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত জগৎ। বহিঃস্থিত সংসার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বহিঃস্থ, -স্থিত—যাহা বাহিরে আছে এমন, বাহ্য (external). উপতৎ ; বহিস্ (বাহির)—স্থা + ক কর্ত্তৃবা ; বহিঃ স্থিত, সুপ্সুপা। বিণ।

বহিত্র—নৌকা, জলযান ; দাঁড় ; পোত। বহ্ + ইত্র করণবা। বি ; ক্লীব।

বহিন—বোন, ভগিনী। হিন্দী। বি।

বহিরঙ্গ—১। অন্য, পর, অনাত্মীয়। বহিঃস্থ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। ২। বাহ্য অঙ্গ ; (ব্যাকরণ) প্রত্যয়ঘটিত কার্য্যবিশেষ। বহিঃস্থ অঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহিরাগমন—বাহিরে আসা। বহিঃ আগমন, সুপ্সুপা। বি ; ক্লীব।

বহিরাবরণ—বাহিরের খোলস ; বাহিরের ঢাকনি। বহিঃস্থিত আবরণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহিরিন্দ্রিয়—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। বহিঃস্থিত ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহির্গত—যে বা যাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এমন, নির্গত। বহিঃ গত, সুপ্সুপা। বিণ। বি,—র্গমন।

বহির্গমন—বাহিরে যাওয়া। বহিঃ গমন, সুপ্সুপা। বি ; ক্লীব। বিণ,—র্গত।

বহির্গ্রহ—সূর্য্য হইতে পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর দূরবর্ত্তী গ্রহ (superior planet). বহিঃস্থিত গ্রহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বহির্জগৎ—বাহিরের জগৎ, জগতের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়সমূহ। বহিঃস্থিত জগৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহির্দ্দে(র্দে)শ—বিদেশ ; গ্রামের প্রান্ত ; বাহির ; বাহিরের অংশ। বহিঃস্থিত দেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহির্দ্বার—সদর দরজা, ফটক। বহিঃস্থিত দ্বার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহির্ব্ব(র্বা)টী—বাহির-বাড়ী। বহিঃ বাটীর, একদেশী। বি ; স্ত্রী।

বহির্ব্বা(র্বা)নিজ্য—ভিন্নদেশে ক্রয়বিক্রয়। বহিরনুষ্ঠিত বাণিজ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহির্ব্বা(র্বা)সঃ (-বাসস্), **-র্বাস**—গায়ের চাদর বা উত্তরীয় ; কৌপীনের উপর পরিবার বস্ত্র। বহিঃস্থ বাস (বস্ত্র), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বহির্ভূত—বহির্গত ; বাহিরে অবস্থিত ; যাহা অন্তর্ভুক্ত নহে এমন। বহিস্—ভূ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

বহির্মুখ—১। বাহিরের বিষয়ে আসক্ত ; বিমুখ, পরাঙ্মুখ। বিণ। বহিঃ মুখ যাঁহার, বহুব্রী। স্ত্রী,—র্মুখা, —র্মুখী। ২। বাহিরে অবস্থিত মুখ। বহিঃস্থিত মুখ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহুপত্যাত্মক-বিবাহ—এক স্ত্রীর বহু স্বামী গ্রহণ (polyandry). বহু পতি, কর্ম্মধা ; তাহা আত্মা যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত ; তাদৃশ বিবাহ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বহুপুষ্পিকা—ধাইফুলের গাছ, ধাতকী। বহু পুষ্প যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত + আপ্। বি ; স্ত্রী।

বহুপ্রজ—১। অনেকসন্তানযুক্ত। বহু প্রজা (সন্ততি) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। শূকর ; মুঞ্জতৃণ। বি ; পুং।

বহুপ্রদ—অতিশয় দাতা, বদান্য। বহু—প্র—দা + ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

বহুপ্রসবিনী—যে (স্ত্রী) অনেক সন্তান প্রসব করিয়াছে এমন। বহু—প্র—সূ + ইনি কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বহুপ্রসূ—যে স্ত্রী অনেক সন্তান প্রসব করিয়াছে এমন। বহু—প্র—সূ + ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি ; স্ত্রী।

বহুফল—১। যাহাতে অনেক ফল জন্মিয়াছে এমন ; উর্ব্বর। বহু ফল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কদম্ববৃক্ষ ; বিকঙ্কতবৃক্ষ, বৈঁচি গাছ। বি ; পুং। ৩। অনেক ফল। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহুফলা—১। অনেকফলযুক্তা ; উর্ব্বরা। বহুফল (১) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আমলকী গাছ। বি ; স্ত্রী।

বহুবচন—(ব্যাকরণ) যাহা দ্বারা অনেক বস্তু বুঝায় এরূপ চিহ্ন। বহুর বচন (উক্তি) যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

বহুবর্ষজীবী (-জীবিন্)—(জীববিদ্যা) যাহা এক বৎসরের অধিক জীবিত থাকে এমন ; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহা দুই বৎসরের অধিক জীবিত থাকে এমন (perennial). উপতৎ ; বহুবর্ষ—জীব্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

বহুবল—১। অতিশয় বলবান্। বিণ। ২। সিংহ। বহু বল যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ৩। প্রভূত শক্তি। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বহুবার—১। অনেকবার ; পুনঃ পুনঃ। বাং প্র। ক্রি-বিণ। ২। বহুয়ার গাছ। বি ; পুং।

বহুবিধ—অনেকরকম, নানাপ্রকার, বিবিধ। বহু বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বহুবিবাহ—একাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বহুবীজ—১। প্রচুরবীজবিশিষ্ট। বহু (অনেক) বীজ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২।

আতাফল। ৩। অনেক বীজ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
বহুবীজপত্রী (-পত্রিন্)—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহার বহু বীজপত্র আছে এমন (polycotyledon). বহুবীজপত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।
বহুব্রীহি—১। (ব্যাকরণ) সমাসবিশেষ [এই সমাসে যে যে পদে সমাস করা যায় সেই সেই পদের অর্থ না বুঝাইয়া অন্য পদার্থের প্রতীতি হয়]। বি ; পুং। ২। বহুধান্যবিশিষ্ট। বহু ব্রীহি (ধান্য) যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।
বহুভাগ—বহুভাগ্য (তাহা দ্রঃ)।
বহুভাগী (-গিন্)—অতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত। বহুভাগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –ভাগিনী।
বহুভাগ্য—১। অত্যধিক প্রসন্ন অদৃষ্ট। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। অত্যধিক সৌভাগ্যবান্। বহু ভাগ্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।
বহুভাষী (-ভাষিন্)—যে বেশী কথা বলে এমন, বাচাল। উপতৎ ; বহু—ভাষ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ভাষিণী।
বহুভুজ—১। যাহার অনেক বাহু আছে এমন। বিণ। ২। (জ্যামিতি) বহু ভুজনির্দ্দিষ্ট সমতল ক্ষেত্র (polygon). বহু ভুজ যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।
বহুমত—১। অতিশয় আদৃত। বহু—মন্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যাহার নানাবিধ মত এমন। বহু মত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। অনেকরূপ অভিমত। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ৪। অনেক রকমে ; অনেক রকম। বাং প্র। ক্রি-বিণ অথবা বিণ।
বহুমল—১। সীসা, সীসক। বি, পুং। ২। অত্যধিকমলযুক্ত। বহু মল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। অনেক ময়লা। কর্ম্মধা। বি ; পুং।
বহুমান—১। অতিশয় আদর, অতিযত্ন। বহু মান, কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। অত্যধিক সম্মানিত। বহু মান যাহার, বহুব্রী। বিণ।
বহুমানাস্পদ—অত্যধিক সম্মানের পাত্র। বহুমানের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, বা বিণ (অজহল্লিঙ্গ)। স্ত্রী, –দা (বাং)।
বহুমুখ—১। অনেক মুখ। কর্ম্মধা। বি। ২। অনেকগুলি মুখবিশিষ্ট। বহু মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –মুখী ('— প্রতিভা')।
বহুমূত্র—একপ্রকার রোগ (diabetes) [ইহাতে অনেকবার প্রস্রাব হয় এবং তাহার সহিত শরীরের শর্করাভাগ বাহির হইয়া যায়]। বহু মূত্র যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।
বহুমূর্ত্তি(র্তি)—১। অনেক-রূপবিশিষ্ট। বিণ। ২। বনকার্পাস। বি ; স্ত্রী। ৩। বিষ্ণু ; শিব। বহু মূর্ত্তি যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ৪। অনেকরূপ চেহারা। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।
বহুমূর্দ্ধা (-মূর্দ্ধন্), **-মূর্ধা**—১। যাহার অনেক মস্তক এমন। বিণ। ২। (সহস্র শীর্ষ হেতু) বিষ্ণু। বহু (অনেক) মূর্দ্ধা (মস্তক) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
বহুমূল, -মূলক—১। যাহার অনেকগুলি শিকড় আছে এমন। বিণ। স্ত্রী, –মূলা, –মূলিকা। ২। একপ্রকার ঘাস, ইক্কট-তৃণ ; নাগবিশেষ। বহু মূল যাহার, বহুব্রী, পক্ষে +কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।
বহুমূল্য—যাহার দাম অনেক এমন, মহার্ঘ। বহু মূল্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।
বহুরন্ধ্র—১। অনেক ছিদ্র। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। অনেকছিদ্রযুক্ত। বহু রন্ধ্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।
বহুরাশিক—যাহাতে অনেক রাশি আছে এরূপ অঙ্ক। বহু রাশি যাহাতে, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি ; ক্লীব।
বহুরি, বহুরী—বউ, বালিকা বধূ। 'বধূটী'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বহুরূপ—১। অনেকরকম ; নানারূপধারী। বিণ। ২। ধূপ ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব ; কামদেব ; কৃকলাস ; কেশ ; বুদ্ধবিশেষ। বহুব্রী। বি ; পুং। ৩। অনেকরূপ, বহু প্রকার। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
বহুরূপা—১। যাহার অনেক রকম মূর্ত্তি আছে এরূপ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। বহু রূপ যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।
বহুরূপী (-রূপিন্)—যে নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করে ; কৃকলাস। বহুরূপ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –রূপিণী।
বহুরেখ—অনেকরেখাযুক্ত। বহু রেখা যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।
বহুরোমা (-রোমন্)—১। অনেকলোমযুক্ত। বিণ। ২। মেষ, ভেড়া। বহু (অধিক) রোম (লোম) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
বহুল—১। অনেক ; অধিক ; কৃষ্ণবর্ণ। বন্‌হ+কুলচ্ কর্ত্তৃবা (নিপা)। বিণ। ২। অগ্নি ; কৃষ্ণপক্ষ ; কৃষ্ণবর্ণ। বি ; পুং। ৩। আকাশ। বহু—লা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।
বহুলীকৃত—রাশীকৃত ; বিস্তারিত। বহুল (অধিক)+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বহুলী) —কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
বহুশঃ (-শস্), **বহুশ**—বাহুল্যরূপে ; বহুবার। বহু+শস্ বারার্থে। অব্য।
বহুশাখ—অনেকশাখাবিশিষ্ট ; বহুপ্রকার ; বহুবিভাগযুক্ত। বহু শাখা যাহার, বহুব্রী। বিণ।
বহুশ্রুত—সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত, বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ। বহু শ্রুত (বিদ্যা) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।
বহুস্বামিক—যাহার বহু মালিক বা মনিব এমন। বহু স্বামী (স্বামিন্) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।
বহেড়া—বয়ড়া। 'বিভীতক'-শব্দজ। বি।
বহ্নি—আগুন, অগ্নি ; ভল্লাতক ; নিম্বুক ; চিত্রক ; (তন্ত্র) রেফ। বহ্+নি কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (যিনি দেবতাদের যজ্ঞভাগ বহন করেন)। বি ; পুং। [বি ; স্ত্রী।
বহ্নিজ্বালা—আগুনের শীষ। ৬ষ্ঠীতৎ।
বহ্নিমিত্র—বায়ু ; জীরক। বহুব্রী বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।
বহ্নিমুখ—দেবতা। বহ্নি মুখ যাঁহাদের, বহুব্রী। বি ; পুং।
বহ্নিশিখা—১। আগুনের শীষ, অগ্নিশিখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ধাতকী ; কলিনী। বহ্নির শিখার ন্যায় শিখা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।
বহ্নিসংস্কার—অগ্নিদ্বারা মৃতদেহ দগ্ধকরণ, শবদাহ। ৩য়াতৎ। বি ; পুং।
বহ্বাড়ম্বর—অত্যধিক ঘটা, অত্যধিক জাঁকজমক। বহু আড়ম্বর, কর্ম্মধা। বি ; পুং। [বি ; পুং।
বহ্বায়াস—বহু চেষ্টা। বহু আয়াস, কর্ম্মধা।
বহ্বারম্ভ—প্রথমে অত্যধিক উদ্যম বা আয়োজন। বহু আরম্ভ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।
বহ্বাশী (-শিন্)—বহুভোজনশীল ; বহু-আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, –শিনী।
বহ্য—গাড়ী, শকট ; বাহন, যান। বহ্+যৎ করণবা। বি ; ক্লীব।
বা—১। কিংবা, অথবা ; বিকল্প ; বাক্যশোভার্থক ও পাদপূরণার্থক শব্দ ; বিতর্ক ; নিশ্চয় ; সমুচ্চয় ; উপমা ; নানার্থ ; বিশ্বাস ; সাদৃশ্য ; অতীত। বা+ক্বিপ্ ভাববা। অব্য। ২। ছোঁওয়া, স্পর্শ। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। বাতাস, বায়ু। বাং প্র। বি।
বাঅ—বাতাস। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বাঅন—বেগুন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বাআ—বাজান ; বহিয়া যাওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
বাই—১। নর্ত্তকীবিশেষ ; নৃত্যবিশেষ। তুর্কী 'বাজী' (সম্ভ্রান্ত মহিলা)-শব্দজ। বি। ২। বায়ু ; বায়ুরোগ, বাতিক (mania) ; প্রবল ঝোঁক ; বাতকর্ম্ম। 'বায়ু'-শব্দজ। বি।
বাইওয়ালী—নর্ত্তকী। হিন্দী। বি।
বাইক—বাইসিকেল, একপ্রকার দ্বিচক্র-যান। ইং bike. বি।
বাইচ, বাইচালী, বাচ—নৌকার দৌড় খেলা, নৌকা-চালন-প্রতিযোগিতা ; নৌকাযোগে প্রতিমা-বিসর্জ্জন। 'বহিত্র'-শব্দজ। বি।
বাইজী—উচ্চশ্রেণীর নর্ত্তকী। তুর্কী 'বাজী'-শব্দজ (বাই দ্রঃ)। বি। [বাং প্র। বি।
বাইতি—হিন্দু বাদ্যকর জাতিবিশেষ।
বাইন—১। সর্পাকার মৎস্যবিশেষ ; এক-

প্রকার মাটির পাত্র; আবদার। ২। বাদ্যকর; বয়ন-রেখা। প্রাদে। বি।

বাইনাচ—পেশাদার নর্ত্তকীর নৃত্য, বাই-জীর নাচ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [Bible. বি।

বাইবেল—খ্রীষ্টানদের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক। ইং

বাইরে—বাহিরে, বহির্ভাগে; অতিরিক্ত; অন্যত্র। বাং প্র। বি অথবা অব্য।

বাইল—১। কপাটের পাল্লা; নারিকেল তাল প্রভৃতি গাছের পাতা; সম্পূর্ণ এক টুকরা। বাং প্র। ২। ফাঁকি; ভুলানো কথা। প্রাদে। বি।

বাইশ—১। ছুতারের অস্ত্রবিশেষ। 'বাসী'-শব্দজ। বি। ২। ২২-সংখ্যা, দ্বাবিংশতি; ২২-সংখ্যক। 'দ্বাবিংশ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

বাইশা, বাইশে—মাসের দ্বাবিংশ দিবস। বাইশ+আ, এ তারিখ অর্থে। বি বা বিণ।

বাইস, বাস—ছুতারের একপ্রকার কোদালের ন্যায় ফলাযুক্ত অস্ত্র। 'বাসী'-শব্দজ। বি।

বাইসিকেল, বাইসাইকেল—দুই চাকার একপ্রকার গাড়ী। ইং bicycle. বি।

বাঈ—নর্ত্তকীবিশেষ; মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত মহিলাদের উপাধিবিশেষ। তুর্কী 'বাজী'-শব্দজ (বাই দ্রঃ)। বি।

বাউ—বাহুর গহনা-বিশেষ; বাতাস; বাহু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাউটি, বাউটী, বাউড়ি, বাউড়ী—স্ত্রীলোকের বাহুভূষণবিশেষ। বাং প্র। বি।

বাউণ্ডুলে, বাউণ্ডেল—ভবঘুরে, যে রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন। বাং প্র। বিণ।

বাউতি—যুবতী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাউনি—পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনের পর্ব্ব-বিশেষ [ইহাতে খড়ের দড়ি দিয়া ঘরের জিনিসপত্রে বাঁধন দেওয়া হয়]। 'বন্ধনী'-শব্দজ। বি। [বিণ।

বাউর—উন্মাদ, বাতুল। প্রাঃ কবিপ্র।

বাউরী—১। পাগলিনী, উন্মত্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-জাতিবিশেষ। বাং প্র। বি।

বাউল—১। গৌরাঙ্গভক্তসম্প্রদায়বিশেষ; বৈরাগীসম্প্রদায়বিশেষ। বি। ২। ক্ষিপ্ত, পাগল। 'বাতুল'-শব্দজ। বিণ। [স্ত্রী।

বাউলিনী—উন্মাদিনী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ;

বাউলী—পাগলিনী; বাউল-সম্প্রদায়-সম্বন্ধীয়। বাউল+ঈ স্ত্রী অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। [কর্ত্তৃবা। বি।

বাএন, বায়েন—বাদ্যকর। বা+এন

বাও—১। বাগী। বাং প্র। ২। বাতাস। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ৩। (নৌকা) বাহিয়া যাও। প্রাদে। ক্রি। [কবিপ্র। ক্রি।

বাওত—বাতাস করে; বাজায়। প্রাঃ

বাওয়া—১। বাহিয়া যাওয়া। বাং ক্রি। ২। যাহার মধ্যে কুসুম বা ভ্রূণ নাই এমন ('—ডিম')। বাং প্র। বিণ। ৩। আমন ধান। প্রাদে। বি।

বাওয়ান—বাতাস করা। কবিপ্র। ক্রি।

বাওয়াস—১। বাসা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। যাহা বেশী পাকিয়া শক্ত এবং খাওয়ার অযোগ্য হইয়াছে এমন ('—লাউ')। প্রাদে। বিণ।

বাংলা, বাঙ্‌লা—১। বঙ্গদেশ; বঙ্গদেশের ভাষা। 'বঙ্গ'-শব্দজ। ২। চারি চালযুক্ত খড়ের ঘর; সাহেবের কুঠী। ইং 'bungalow'-শব্দজ। বি।

বাংশ—বংশসম্বন্ধীয়, বংশনির্ম্মিত। বংশ+অণ সম্বন্ধার্থে, অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী—বাংশী।

বাংশিক—যে বাঁশী বাজায়, বংশীবাদক। বংশী+ইক বাদনার্থে। বিণ। স্ত্রী—বাংশিকী।

বাঃ—সাবাস; প্রশংসা বিস্ময় ও উপহাস-সূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

বাঁ—১। বাম। 'বাম'-শব্দজ। বিণ। ২। বাতাস। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাঁও—১। বাম। 'বাম'-শব্দজ। প্রাদে। বিণ। ২। ব্যাস; জলের গভীরতার মাপ-বিশেষ, চারিহাত গভীরতা; উভয় হস্ত পার্শ্বে প্রসারিত করিলে এক হস্তের প্রান্ত হইতে অপর হস্তের প্রান্ত পর্য্যন্ত যে ব্যবধান তৎ-পরিমিত দৈর্ঘ্য। 'ব্যাম'-শব্দজ। বি।

বাঁওড়—বাদা, যেখানে নদীর জলের স্রোত বন্ধ হইয়া যায় এইরূপ বাঁক। বাং প্র। বি।

বাঁক—১। বক্রতা; বহনদণ্ড; মোড়; মোচড়; পায়ের গহনাবিশেষ; এক-প্রকার বাঁকা বাঁশী। বি। ২। বক্র। 'বক্র'-শব্দজ। বিণ।

বাঁকই, বাঁকলাল, বাঁকুই—একপ্রকার ধান। বাং প্র। বি।

বাঁকনল—স্বর্ণকার যে বক্র নল দ্বারা ফুৎকার দিয়া প্রদীপশিখাকে গহনার উপর ফেলে তাহা (blowpipe); রাসা-য়নিক-পরীক্ষাদি কার্য্যে ব্যবহৃত বাঁকা নল (u-tube). কর্ম্মধা। বি।

বাঁকমল—স্ত্রীলোকদিগের বক্র পদাভরণ-বিশেষ। কর্ম্মধা। বি।

বাঁকা—১। বক্র হওয়া; অসম্মত হওয়া; বিরুদ্ধ হওয়া; ঘুরা। বাং ক্রি। ২। বক্র; অসমান; কুটিল; বিরুদ্ধ। বাঁক্+আ কর্তৃবা। বিণ। ৩। শ্রীকৃষ্ণ; বর্দ্ধমান জিলার একটি নদীর নাম। বাং প্র। বি।

বাঁকাচোরা—আঁকাবাঁকা, যাহা বক্র এবং অদৃশ্য হইয়াছে এমন। যাহা বাঁকা তাহাই চোরা, কর্ম্মধা। বিণ।

বাঁকান—১। বক্র বা নত করা। বাং ক্রি।

মুখ বাঁকান—বিরক্তিতে মুখ ফিরান। ২। বক্রীকৃত। বাঁকা+ন কর্ম্মবা। বিণ।

বাঁকারায়—ধর্ম্মরাজের মূর্ত্তিবিশেষ; শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মধা। বি।

বাঁকাশশী—শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মধা। বি।

বাচন—জীবনধারণ, প্রাণরক্ষাকরণ; শান্তি; রক্ষা; নিষ্কৃতি। বাঁচ্‌+অন (বাং) ভাববা। বি।

বাঁচা—রক্ষা পাওয়া; জীবনধারণ করা; শান্তি পাওয়া; স্বস্তিলাভ করা। বাং ক্রি।

বাঁচান—রক্ষা করা; প্রাণদান করা; শান্তি দেওয়া; লঙ্ঘন না করা ('আইন—')। বাং ক্রি। [ভাববা। বি।

বাঁচোয়া—রক্ষা; নিস্তার। বাঁচ্‌+ওয়া

বাঁজা—বন্ধ্যা; নিষ্ফল। 'বন্ধ্যা'-শব্দজ। বিণ।

বাঁঝ, বাঁঝা—অফলন্ত; বন্ধ্যা। 'বন্ধ্যা'-শব্দজ। বিণ।

বাঁট—১। পশুর স্তন। 'বাণ'-শব্দজ। ২। খড়্গাদির মুষ্টি। 'বন্ট'-শব্দজ। ৩। বোঁটা। 'বৃন্ত'-শব্দজ। ৪। বণ্টন; (সঙ্গীত) সঙ্গীতের স্বর বা কথাসমূহের নানা ভাবে বিন্যাস। 'বণ্টন'-শব্দজ। বি।

বাঁটরা—বণ্টন। বাং প্র। বি।

বাঁটলই, বাঁটলুই, বাঁটলো—এক-প্রকার পিতলের হাঁড়ি। বাং প্র। বি।

বাঁটা—ভাগ করা; পেষণ করা। বাং ক্রি।

বাঁটাইনু, বাঁটায়নু—বণ্টন করিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বাঁটান—বাঁটা ক্রিয়া করান। বাং ক্রি।

বাঁটুল—গুলি। বর্তুল'-শব্দজ। বি।

বাঁটোয়ারা—বণ্টন; অংশ। বাং প্র। বি।

বাঁড়রী, বাঁড়ুরি, বাঁড়ুরী—ভঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাঙ্গা বাঁড়ুয্যে। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।

বাঁড়ুয্যা, -য্যে—বন্দ্যোপাধ্যায়। বাং প্র।

বাঁদরামি, বাঁদরামো—বানরের মত আচরণ; দুষ্টামি, নষ্টামি। বাঁদর+আমি, আমো ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি।

বাঁদর, বান্দর—বানর, মর্কট, শাখামৃগ; দুষ্টব্যক্তি; নির্ব্বোধ ব্যক্তি; চঞ্চলস্বভাব ব্যক্তি। 'বানর'-শব্দজ। বি। [স্ত্রী।

বাঁদরী—স্ত্রীজাতীয় বানর। বাঁদর+ঈ। বি;

বাঁদিপোতা—লেপ তোষক প্রভৃতির রঙ্গীন কাপড়বিশেষ। বাং প্র। বি।

বাঁদী—চাকরাণী, দাসী; রক্ষিতা স্ত্রী; ক্রীতদাসী। ফার্সী 'বান্দী'-শব্দজ। বি।

বাঁধ—সেতু, কাঁচাসেতু; আলি; আটক। 'বন্ধ'-শব্দজ। বি।

বাঁধন—অবরোধন; বন্ধ। 'বন্ধন'-শব্দজ। বি। **বাঁধন ছোটা**—ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া।

বাঁধনহারা—যাহার কোন বন্ধন নাই এমন, মুক্ত। বাঁধন হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বিণ।

বাঁধনি—বাঁধুনি (তাহা দ্রঃ)। [ক্রি।

বাঁধয়ে—বাঁধে ; দৃঢ় করে। প্রাঃ কবিপ্র।

বাঁধা—১। বন্ধন ; বাধা ; বন্ধক। বাঁধ্‌+আ ভাববা। বি। ২। বদ্ধ ; অধীন ; নির্দ্দিষ্ট ; নিজস্ব ; স্থায়ী ; নিয়ম-বদ্ধ। বাঁধ্‌+আ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। বন্ধন করা ; গাঁট দেওয়া ; আটকান ; রচনা করা ; ছন্দোবদ্ধ করা ; দৃঢ় করা ; সংযত করা ; গাঁথা ; তৈয়ারী করা। বাং ক্রি। **কোমর বাঁধা**—পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হওয়া, দৃঢ়ভাবে উদ্যোগী হওয়া। **ঘর বাঁধা**—গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করা। **জমাট বাঁধা**—গাঢ় হওয়া। **জোট বাঁধা**—দল পাকান। **বই বাঁধা**—বইয়ের খোলা পাতা সাজাইয়া বস্ত্রাদির আবরণ দিয়া সেলাই করিয়া পুস্তকের আকার করা। **বুক বাঁধা**—সাহস অবলম্বন করা ; ধৈর্য্যধারণ করা। **মন বাঁধা**—স্থিরসংকল্প করা।

বাঁধাই—বন্ধন ; বাঁধার দাম ; বাঁধার কাজ। বাঁধা+ই। বি।

বাঁধাছাঁদা—যাহা ভালভাবে বাঁধা হইয়াছে এমন, সুন্দরভাবে সাজান। বাং প্র। বিণ।

বাঁধান—১। বন্ধন করান ; পাকা করান, ইট বা পাথর দিয়া তৈরী করা ; দৃঢ় করান ; ধাতুর পাত দ্বারা মুড়িয়া ফেলা ; লাগান, প্রবৃত্ত করান ('ঝগড়া—')। বাং ক্রি। ২। যাহা বাঁধান হইয়াছে এমন। বাঁধা+ন কর্ম্মবা। বিণ।

বাধাবাঁধি—পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা ; সংযম ; নিয়ম। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

বাঁধাল—মাটির বাঁধ ; সেতু ; জাঙ্গাল। বাং প্র। বি।

বাঁধুনি, বাঁধনী—শৃঙ্খলা ; গ্রন্থিযোড় ; আঁটসাঁট। বাঁধ+উনি, অনি ভাববা। বি।

বাঁধুলী, বাঁন্ধুলি—একপ্রকার লাল ফুল, বন্ধুকপুষ্প। বাং প্র। বি।

বাঁয়—বামদিকে। বাং প্র। বি।

বাঁয়া—চামড়ার ছাওয়া বাদ্যযন্ত্রের যে দিকে বামহস্তে আঘাত করা হয় তাহা, ডুগী। 'বাম'-শব্দজ। বি।

বাঁশ—বংশ, বেণু, একপ্রকার তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্‌ ; ধনু। 'বংশ'-শব্দজ। বি।

বাঁশগাড়ি, -গাড়ী—আদালতের নির্দ্দেশানুযায়ী জমি দখলের নিদর্শন-স্বরূপ তাহাতে বাঁশ পোতা। বাং প্র। বি।

বাঁশরি, বাঁশরী—বাঁশী ; বাঁশের বাঁশী, মুরলী। কবিপ্র। বি। [বি।

বাঁশি, বাঁশী—বংশী, মুরলী। 'বংশী'-শব্দজ।

বাঁসমতী—একপ্রকার সুগন্ধি ধান্য। বাং প্র। বি।

বাক্‌ (বাচ্‌), বাচা—১। বাক্য ; শব্দ ; বিদ্যা। বচ্‌+কিপ্‌ কর্ম্মবা, পক্ষে+আপ্‌। ২। সরস্বতী। বচ্‌+কিপ্‌ কর্ত্তৃবা, পক্ষে+আপ্‌। ৩। বাগিন্দ্রিয়। বচ্‌+কিপ্‌ করণবা, পক্ষে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

বাক—১। বাক্য, বচন ; গ্রন্থিবিশেষ। বচ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি ; পুং। ২। বকসম্বন্ধীয়। বক+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—বাকী। ৩। বকসমূহ। বক+অণ্‌ সমূহার্থে। বি ; ক্লীব।

বাকড়—গর্ভ ; হস্তী ; ঔদরিক ; হস্তীর ন্যায় অতিরিক্ত খাদক জীব। বাং প্র। বি।

বাকড়া—ফলের শক্ত বীজের বা আঁটির আবরণ ; তাল ও নারিকেল প্রভৃতি গাছের ডাল। বাং প্র। বি।

বাবকুম—কবুতরের ডাক। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

বাকর—মদ তৈয়ার করার একপ্রকার উপাদান ; নকর ('চাকরে'র সহচর শব্দ)। বাং প্র। বি। [শব্দজ। বি।

বাকল—গাছের ছাল, বৃক্ষত্বক্‌। 'বল্কল'-

বাকস—১। বাক্স। হিন্দী। ২। বাসক। বাং প্র। বি।

বাকি, বাকী—অবশেষে, অবশিষ্ট, যাহা এখনও দেওয়া বা পাওয়া হয় নাই এমন ; খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা (balance). আর্বী। বি বা বিণ। **বাকি পড়া**—দীর্ঘকাল যাবৎ আদায় না হওয়া।

বাকিদার, বাকীদার—যাহার দেনা বা রাজকর বাকী পড়ে এরূপ। বাকি, বাকী+দার আছে অর্থে। বিণ।

বাকীবকেয়া—যে অর্থাদি অপরের নিকট এখনও পাওনা আছে তাহা। দ্বন্দ্ব। বি।

বাকোবাক্য—কথাকাটাকাটি, উক্তি-প্রত্যুক্তি, সওয়াল জবাব। বাচঃ (বাক্যের ; বাচ্‌ শব্দের ৬ষ্ঠীর ১ব) বাক্য (উক্তি), ৬ষ্ঠীতৎ (নিপাতনে)। বি ; ক্লীব।

বাক্‌চাতুরী, -চাতুর্য্য(র্য)—ছলনাপূর্ণ কথা ; কথার ছল। ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, বাগ্বিষয়িক চাতুরী, চাতুর্য্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী ; ক্লীব।

বাক্‌ছল—ছলপূর্ণ কথা ; কথার ব্যাজ ; দ্ব্যর্থক কথা দ্বারা যে বিভ্রান্তি জন্মে তাহা (equivocation). ৭মীতৎ ; অথবা বাগ্বিষয়ক ছল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বাক্‌পটু—বাগ্মী, উত্তম বক্তা। বাকে পটু (নিপুণ), ৭মীতৎ। বিণ।

বাক্‌পতি—বৃহস্পতি ; উত্তম বক্তা। বাকের (বাক্যের) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বাক্‌পারুষ্য—কুৎসিত বাক্যের প্রয়োগ, অপ্রিয় বাক্যের উচ্চারণ ; রূঢ়কথা ; কটু-বাক্যঘটিত বিবাদবিশেষ। বাকে পারুষ্য, ৭মীতৎ ; অথবা, বাগ্বিষয়ক পারুষ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বাক্‌প্রণালী—কথা বলিবার রীতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বাক্‌প্রপঞ্চ—বাগ্‌জাল, কথার বেড়াজাল ; বাক্যসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বাক্য—কথা, বচন, যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি দ্বারা যুক্ত শব্দসমষ্টি। বচ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

বাক্যদান—প্রতিশ্রুতি দেওয়া ; অঙ্গীকার, কথা দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বাক্যনবাব—বাক্যবাগীশ ("একবার ওগো বাক্যনবাব চল দেখি কথা শুনে"—রবীন্দ্রনাথ)। ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

বাক্যবাগীশ—কথা বলিতে ওস্তাদ, যে বড় বড় কথা বলে কিন্তু কাজে কিছুই করে না এমন। ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

বাক্যবাণ—মর্ম্মন্তুদ বাক্য, মর্ম্মপীড়াজনক কথা ; বচনরূপ শর। রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বাক্যবিশারদ—কথায় নিপুণ, উত্তম-বক্তৃতাকারী। ৭মীতৎ। বিণ।

বাক্যব্যয়—কথা বলা ; বেশী কথা বলা ; নিরর্থক কথা বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বাক্যসুধা—অমৃতের ন্যায় মধুর বচন ; কর্ণতৃপ্তিকারী বচন। বাক্য-রূপ সুধা, রূপক কর্ম্মধা ; অথবা, বাক্য সুধাসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

বাক্যস্খলন—১। অনভিপ্রেত কথার উচ্চারণ ; কথার অর্দ্ধোচ্চারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কথিত বাক্যের অন্যথাচরণ। ৫মীতৎ। বি ; ক্লীব।

বাক্যস্থ—কথার বাধ্য। উপতৎ ; বাক্য—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

বাক্যস্ফূর্ত্তি(র্তি)—মুখ হইতে কথা বাহির হওয়া ; বাক্যনিঃসরণ ; প্রথম কথা-স্ফুরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বাক্যালাপ—কথাবার্ত্তা, কথোপকথন। বাক্যকৃত আলাপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বাক্‌রোধ—কথা বাহির না হওয়া, কণ্ঠস্বর বন্ধ হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ [সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে 'বাগ্রোধ']। বি ; পুং।

বাক্‌শক্তি—কথা বলিবার ক্ষমতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [ইং 'box'-শব্দজ। বি।

বাক্স—কাঠের, টিনের বা লোহার পেটিকা।

বাক্‌সংযম—কথা কম বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বাক্‌সনা—বক ফুল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাক্‌সর্ব্বস্ব(র্বস্ব)—যে কেবল বড় বড় কথা বলে কিন্তু কাজে কিছুই নয় এমন। বাক্‌ই সর্ব্বস্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বাক্‌সিদ্ধ—যাহার কথা ব্যর্থ হয় না এমন, যাহার কথা ফলে এমন, যে কিছু বলিলেই

তদনুযায়ী ঘটনা ঘটে এমন। ৭মীতৎ। বিণ। বি,—সিদ্ধি।

বাক্‌সিদ্ধি—অব্যর্থ বাক্য বলিবার ক্ষমতা। ৭মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,—সিদ্ধ।

বাখড়া—নারিকেল তাল প্রভৃতি গাছের বোঁটাযুক্ত পাতা। বাং প্র। বি।

বাখান—১। প্রশংসা; ব্যাখ্যান। প্রাঃ কবিপ্র। ২। অশ্লীল গালি। প্রাদে। বি।

বাখানা—১। বর্ণনা করা; প্রশংসা করা। কবিপ্র। ২। অশ্লীল গালি দেওয়া। প্রাদে। ক্রি।

বাখানি—১। বিস্তৃত; বর্দ্ধিত; বিবৃত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। প্রশংসা করি ("বাখানি সাহস তোর বীরচূড়ামণি"—মাইকেল)। কবিপ্র। ক্রি।

বাখারি, বাখারী—লম্বাভাবে চেরা বাঁশ। বাং প্র। বি।

বাখারীচূর্ণ—ঝিনুক শামুক প্রভৃতির খোলা পোড়াইয়া যে চূণ প্রস্তুত করা হয় তাহা। ফার্সী। বি।

বাগ—১। উদ্যান। ফার্সী। ২। সুযোগ, কায়দা; দিক্। 'বল্‌গা'-শব্দজ। বি।

বাগড়া—বাধা, প্রতিবন্ধক; কলা বা নারিকেলের পাতার বোঁটার দিক্‌টা। বাং প্র। বি।

বাগডোর—লাগাম, অশ্বরশ্মি। বাং প্র। বি।

বাগদা—একরকম চিংড়ী (prawn). বাং প্র। বি।

বাগর—নিশ্চয়; বাধা; প্রতিবিম্ব; শাণ; বৃক; বাড়বাগ্নি; পণ্ডিত; মুমুক্ষু; পরিত্যক্তভয়; বীর। বাচ্—শ্ব+অচ্ অধিবা, করণবা। বি; পুং।

বাগাড়ম্বর—কথার জাঁকজমক; অত্যধিক কথা বলিয়া পাণ্ডিত্য বা গর্ব্ব প্রকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাগাৎ—বাগান, উপবন; বাগিচার জমি। [ফার্সী। বি।

বাগাতি—বাগানে উৎপন্ন ফলাদি উপভোগের জন্য দেয় কর। হিন্দী। বি।

বাগান—১। বশীভূত করা, আয়ত্ত করা; ফিটফাট্ করিয়া বিন্যস্ত করা ('টেরি—')। বাং ক্রি। ২। উদ্যান। ফার্সী। বি।

বাগাল—১। বৃহৎ; সুবিধাজনক। প্রাদে। বিণ। ২। রাখাল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাগালি—রাখালের কাজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাগি, বাগী, বাঘী—ছোট ছেলেদের ব্যবহার্য্য ছোট ডালা; গণিকাদি-সহবাসজনিত দূষিত ফোঁড়া; কুচকির ফোঁড়া। বাং প্র। বি।

বাগিচা—উদ্যান, বাগান। ফার্সী 'বাগ্‌চাহ্'-শব্দজ। বি।

বাগিন্দ্রিয়—জিহ্বা; মুখ। বাক্যের ইন্দ্রিয়, [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বাগীশ, বাগীশ্বর—উত্তম বক্তা, বাক্‌পতি; বৃহস্পতি; ব্রহ্মা; মঞ্জুঘোষ। বাকের ('বাচ্'-শব্দ) ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাগীশা, বাগীশ্বরী—বাগ্দেবী, সরস্বতী। বাগীশ+আপ্, বাগীশ্বর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বাগুড়া, বাগুড়ি, বাগুলা—কলা সুপারি প্রভৃতি গাছের বোঁটা-সমেত পাতা। বাং প্র। বি।

বাগুরা—জাল, ফাঁদ, মৃগবন্ধনী। অব—গুর্+ক কর্তৃবা (অ-এর লোপ)+আপ্। বি; স্ত্রী।

বাগুরিক—ব্যাধ, জালিক। বাগুরা (জাল) +ইক ইহা দ্বারা জীবনধারণ করে অর্থে। বি; পুং। [স্ত্রী।

বাগেশ্রী—(সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। বি;

বাগ্‌জাল—কথার প্যাঁচ, কথার ফাঁদ, বাগাড়ম্বর, কথায় জাঁকজমক করা। বাকের ('বাচ্'-শব্দ) জাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বাগ্‌ডম্বর—বাগাড়ম্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাগ্‌দণ্ড—১। তিরস্কার, বাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা। বাক্ দ্বারা দণ্ড (শাসন), ৩য়াতৎ। ২। বাক্য-সংযম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাগ্‌দত্তা—বিবাহের পূর্ব্বে যে কন্যাকে কাহারও সহিত বিবাহ দেওয়ার জন্য কথা দেওয়া হইয়াছে। বাক্ দ্বারা দত্তা, ৩য়াতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বাগ্‌দরিদ্র—মিতভাষী, যে অল্প কথা বলে এমন; যে বিনীতভাবে ও বিবেচনা করিয়া কথা বলে এমন। বাক্‌বিষয়ে দরিদ্র, ৭মীতৎ। বিণ।

বাগ্‌দান—১। মেয়েকে কাহারও সহিত বিবাহ দেওয়ার কথা দেওয়া, কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি। বাক্ দ্বারা দান, ৩য়াতৎ। ২। প্রতিশ্রুতি-দান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বাগ্‌দুষ্ট—বাক্যে দোষযুক্ত। বাক্ দ্বারা দুষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

বাগ্‌দেবতা, -দেবী—সরস্বতী, বাগীশ্বরী। বাকের দেবতা, দেবী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাগ্‌বাদিনী—সরস্বতী। উপতৎ; বাক্—বদ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বাগ্‌বিতণ্ডা—তর্কবিতর্ক; বাক্যাড়ম্বর। ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

বাগ্‌বিদগ্ধ—বাক্যে পণ্ডিত; কথায় রসিক। বাকে বিদগ্ধ, ৭মীতৎ। বিণ।

বাগ্‌বিদগ্ধা—১। বাক্যরসিকা। বিণ; স্ত্রী। ২। পরকীয়া নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকা দুই অর্থযুক্ত বাক্যে নায়ককে সঙ্কেতস্থানে গমনাদি জানাইয়া দেয় [যথা—

'চির-পরবাসী স্বামী বিরহে কাতর আমি,
বসন্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকিব।
প্রভুর কুসুমোদ্যান বড় মনোহর স্থান
মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব॥"
—রসমঞ্জরী]।

৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাগ্মিতা, বাগ্মিত্ব—বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা, বাক্‌পটুতা। বাগ্মিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—বাগ্মী (বাগ্মিন্)।

বাগ্মী (বাগ্মিন্)—প্রশস্ত বক্তা, বাক্‌পটু। বাচ্ (বাক্য)+মিনি আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—বাগ্মিনী। বি—বাগ্মিতা। [বিণ।

বাগ্‌যত—সংযতবাক্য, মৌনী। ৭মীতৎ।

বাগ্‌যন্ত্র—গলমধ্যস্থিত ত্রিকোণাকার শব্দকারক নলবিশেষ (larynx). বাকের যন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বাগ্‌যুদ্ধ—বিবাদ-বিসম্বাদ, তর্কবিতর্ক, কথা-কাটাকাটি। ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

বাঘ—ব্যাঘ্র, শার্দ্দূল। 'ব্যাঘ্র'-শব্দজ। বি।

বাঘ-আঁচড়া—আঁকোড় গাছ। বাং প্র। বি।

বাঘছড়ি, বাঘছাল—বাঘের চামড়া; একপ্রকার গাছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বাঘনখ—বাঘের নখর; বাঘের নখযুক্ত অলঙ্কারবিশেষ বা পদক; ব্যাঘ্রনখাকৃতি ভীষণ অস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বাঘবন্দি, -বন্দী—নয়টি বা কুড়িটি ঘুঁটি দ্বারা একপ্রকার খেলা [ঐ ঘুঁটিগুলি দ্বারা 'বাঘ'কে এমন ভাবে আটকান হয় যে তাহার পালাইবার আর পথ থাকে না]; বাঘ বন্দি, বন্দী যাহাতে, বহুব্রী। বি।

বাঘা—১। খুঁটি হইতে চালের পাড়ি ধরিয়া রাখিবার বাঁকা কাঠ; বৃহৎ ব্যাঘ্র; ব্যাঘ্রাকৃতি কুকুর। বাঘ+আ স্বার্থে, সদৃশার্থে। বি। ২। বৃহৎ; মিশ্রবর্ণযুক্ত; কড়া; ভীষণ টক ('—তেঁতুল')। বাঘ+আ সদৃশার্থে। বিণ।

বাঘাম্বর—ব্যাঘ্রচর্ম্মরূপ বসন; শিব। বাং প্র। বি। [বিণ।

বাঙরি—উন্মাদিনী। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা

বাঙলা—'বাংলা' দ্রঃ। [স্ত্রী,—রী।

বাঙ্খুরা—খাট, বামন। বাং প্র। বিণ; পুং।

বাঙ্গাল, বাঙাল—পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী; অজ্ঞ; বোকা; একগুঁয়ে। বঙ্গ+আল। বি বা বিণ।

বাঙ্গালা, বাঙালা—১। বঙ্গদেশ; বঙ্গভাষা। বি। ২। বঙ্গদেশ বা বঙ্গভাষা-সম্বন্ধীয়; বঙ্গভাষায় রচিত। 'বঙ্গ'-শব্দজ। বিণ। ৩। বাংলা, সাহেবদিগের অস্থায়ী বাসের কুঠী। ইং 'bungalow'-শব্দজ। বি।

বাঙ্গালী, বাঙালী—বঙ্গদেশবাসী; বঙ্গদেশের লোক সম্বন্ধীয়। বাঙ্গালা, বাঙালা+ঈ নিবাসার্থে। বি বা বিণ।

বাঙ্গী—১। ভার; দুইদিকে শিকাতে ভার ঝুলাইয়া লইবার বাঁক। বাং প্র। ২। ফুটি। প্রাদে। বি।

বাঙ্গীদার—কাষ্ঠদণ্ডের বা বংশদণ্ডের দুই দিকের শিকাতে ভার বহনকারী ব্যক্তি। বাঙ্গী+দার বাহক অর্থে। বি।

বাঙ্গীদারী—বাঙ্গীদারের মজুরী বা কার্য্য। বাঙ্গীদার+ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

বাঙ্‌নিষ্ঠ—যাহার কথার নড়চড় হয় না এমন; সত্যবাদী। বাকে নিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বাঙ্‌নিষ্ঠা—১। নিজের কথামত কাজ করিবার স্বভাব; সত্যবাদিতা; বাক্যসংযম। বাকে নিষ্ঠা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। সত্য-বাদিনী। বাঙ্‌নিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বাঙ্ময়—১। কথায় ভরা, বাক্যময়; শব্দজাত। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। ২। শাস্ত্র; অলঙ্কারশাস্ত্র; সাহিত্য; কাব্যশাস্ত্র; বক্তৃতা। বাচ্+ময়ট্ অপৃথগ্‌ভাবার্থে বা স্বরূপার্থে। বি; ক্লীব।

বাঙ্ময়ী—১। সরস্বতী। বি; স্ত্রী। ২। বাক্যাত্মিকা; শব্দজাতা। বাঙ্ময়+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বাঙ্মুখ—উপন্যাসের মুখবন্ধ; বাক্যারম্ভ। বাকের (বাক্যের) মুখ (আরম্ভ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বাচ—নির্ব্বাচন; নির্ব্বাচনাবশিষ্ট; বাইচ। [বাং প্র। বি।

বাচক—১। কথক; বোধক; অর্থপ্রকাশক; পুরাণাদি-পাঠক। বিণ। স্ত্রী—বাচিকা। ২। অভিধা শক্তিদ্বারা অর্থপ্রকাশক শব্দ। বচ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

বাচকান, -নি—অতি শিশু, অতি ছোট; ছোট গামছা; শিশুর পরিবার কাপড়। বাং প্র। বি।

বাচন, বাচনা—১। কথন; ব্যাখ্যান; পঠন। বচ্+ণিচ্ (স্বার্থে)+অনট্ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা+আপ্। ২। উচ্চারণ করান, বলান। বচ্+ণিচ্ অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

বাচনক—হেঁয়ালী, প্রহেলিকা। বাচন+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

বাচনিক—যাহা মুখে বলিয়া দেওয়া যায় এমন, মৌখিক। বচন+ইক নিষ্পন্নার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

বাচ(ছ)বিচার—পছন্দ-অপছন্দ; ভালমন্দের বিচার; ন্যায় অন্যায় বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার; পার্থক্য-বিচার, ভেদবিচার। দ্বন্দ্ব। বি।

বাচস্পতি—বৃহস্পতি; বাক্‌পটু, বাগ্মী, সদ্বক্তা; বিদ্বান্; পুষ্যানক্ষত্র; পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। বাচঃ (বাক্যের) পতি, অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাচস্পত্য—১। বাগ্মিতা, উত্তমবক্তৃতা। বাচস্পতি+যক্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। বাচ-স্পতি-সম্বন্ধীয়। বাচস্পতি+যক্ সম্বন্ধার্থে বা কৃতার্থে। বিণ। ৩। তারানাথ তর্কবাচস্পতি-প্রণীত বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান। বাচস্পতি+যক্ কৃতার্থে। বি; ক্লীব।

বাচা—১। বাক্য। বাচ্ (বচ্+ক্বিপ্ ভাববা)+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। এক-প্রকার সুখাদ্য ছোট মাছ; বৎস, যাদু, বাছা। বি। ৩। নির্ব্বাচন করা। বাং ক্রি।

বাচাই, বাছাই—১। পছন্দসই, নির্ব্বাচিত, উৎকৃষ্ট। বাচ্, বাছ্+আই কর্ম্মবা। বিণ। ২। নির্ব্বাচন। বাচ্, বাছ্+আই ভাবে। বি।

বাচান—বলাইয়া দেওয়া; স্পষ্ট করিয়া তোলা; সত্যমিথ্যা স্থির করা; রুজু করা; মোকাবিলা করা। বাং ক্রি।

বাচাল—যে খুব বেশী কথা বলে এমন; অসম্বন্ধপ্রলাপী; বহুভাষী। বাচ্+আলচ্ আছে অর্থে, নিন্দার্থে, বহ্বর্থে। বিণ। বি,—তা।

বাচিক—১। বাক্যদ্বারা কৃত, বাক্য-নিষ্পাদিত। বাচ্+ইক কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। সংবাদ, খবর। বি; ক্লীব।

বাচিকপত্র—সংবাদপত্র; লিপি, চিঠি। বাচিক (সংবাদসম্বন্ধীয়) পত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বাচ্চা—শিশু; শাবক; ছানা। 'বৎস'-শব্দজ। বি। [প্র। বি।

বাচ্চাকাচ্চা—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। বাং

বাচ্য—১। (ব্যাকরণ) বাক্যের কর্তা কর্ম্ম প্রভৃতির যে কোনটিকে অভিহিত করিবার অর্থাৎ প্রাধান্য দানের শক্তি, ক্রিয়ার কর্তা কর্ম্ম প্রভৃতিকে অভিহিত করিবার শক্তি [বাচ্য আট প্রকার—কর্তৃ, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ, ভাব ও কর্ম্মকর্তৃ]; অভিধা দ্বারা বোধ্য অর্থ; নিন্দা; প্রতিপাদন; কথন। বচ্+ণ্যৎ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। নিন্দনীয়, বচনীয়; ঘৃণিত; কুৎসিত; দুষ্ট; জাতিভ্রষ্ট; বক্তব্য, কথনীয়; প্রতিপাদ্য; অভিধেয়, বোধ্য। বচ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—তা।

বাচ্যতা—বচনীয়তা, নিন্দার্হত্ব, নিন্দনীয়ত্ব। বাচ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বাচ্যমান—পঠ্যমান, উচ্চার্য্যমাণ; কথ্য-মান। বচ্+ণিচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা—অর্থালঙ্কার-বিশেষ [উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে (উৎপ্রেক্ষা দ্রঃ) যেন, বুঝি প্রভৃতি বিতর্কবাচক শব্দের প্রয়োগ হইলে তাহাকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বলে। যথাঃ—"মুখে চুয়াইছে ঘাম জিনি মুকুতার দাম চাঁদ যেন উগারয়ে সুধা"]। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বাছন—পৃথক্‌করণ; নির্ব্বাচন। বাছ+অন ভাববা। বি।

বাছনদার—যে পছন্দ বা বাছাই করে। বাছন+দার কর্তা অর্থে। বি।

বাছনি—১। অতিশয় স্নেহের পাত্র, শিশু। 'বৎস'-শব্দজ। ২। নির্ব্বাচন। বাছ্+অনি ভাববা। বি।

বাছপড়া—বাছাই-করা জিনিসপত্র সরাইয়া ফেলিলে যাহা পড়িয়া থাকে এমন। বাং প্র। বিণ।

বাছবিচার—'বাচবিচার' দ্রঃ।

বাছা—১। স্নেহপাত্র; শিশু। 'বৎস'-শব্দজ। বি। ২। নির্ব্বাচিত করা; পরিষ্কৃত করা। বাং ক্রি। ৩। মনোনীত; পরিষ্কৃত; নির্ব্বা-চিত। বাছ্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

বাছাই—'বাচাই' দ্রঃ।

বাছাধন—যাদুধন; প্রিয়বৎস। কর্ম্মধা। বি।

বাছুর—গোবৎস। 'বৎস'-শব্দজ। বি।

বাজ—১। একপ্রকার শিকারী পাখী, শ্যেন। ফার্সী। বি। ২। বাদিত হও। বাং ক্রি। ৩। বজ্র। 'বজ্র'-শব্দজ। বি। ৪। (অন্য শব্দের পরে) আসক্ত (মন্দ অর্থে)। ফার্সী প্রত্যয়। ৫। বেগ; শব্দ; যুদ্ধ। বজ্ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

বাজখাঁই, -খেঁয়ে—উচ্চ এবং কর্কশ। বাং প্র। বিণ। [ক্রি।

বাজত—বাজে, বাজিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র।

বাজন, বাজনা—বাদ্য; বাদ্যযন্ত্র। বাং প্র। বি।

বাজনদার, বাজনাদার—বাদ্যকর। বাজন, বাজনা+দার কর্তা অর্থে। বি।

বাজপেয়—সামবেদবিহিত যজ্ঞবিশেষ। বাজ (অন্ন বা ঘৃত) পেয় (দেবতার পানযোগ্য) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং বা ক্লীব।

বাজপেয়ী (-পেয়িন্)—বাজপেয়যাগকর্তা। বাজপেয়+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বাজবৈরী, বাজবৌরী—মহাবিঘ্ন; এক-জাতীয় শিকারী পক্ষী। 'বাজবহরী'-শব্দজ। বি।

বাজরা—১। টুকরি, বড় ঝুড়ি। বাং প্র। ২। বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক। প্রাদে। ৩। একপ্রকার শস্য। হিন্দী। বি।

বাজা—১। বাদিত হওয়া; শব্দ করা; বাধিয়া যাওয়া, আরম্ভ হওয়া ('ঝগড়া—'); উপস্থিত হওয়া; অবরুদ্ধ হওয়া; আটকান। বাং ক্রি। ২। বাদ্য, বাদ্যযন্ত্র। হিন্দী। বি।

বাজান—ঢাক ঢোল বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদন; শব্দ করা; যাচাই করা; লাগান; কষ্ট দেওয়া; ঠুকিয়া পরীক্ষা করা। বাং ক্রি। **কাজ বাজান**—কাজ হাসিল করা, কৃতকার্য্য হওয়া।

বাজার—ক্রয়বিক্রয়ের স্থান, হাট; প্রচলিত মূল্যের হার; পণ্যদ্রব্য-ক্রয়বিক্রয়; বাজার হইতে জিনিস ক্রয় বা ক্রীত জিনিসপত্র। ফার্সী। বি। **বাজার গরম করা**—বহু-লোকের মধ্যে অত্যধিক আগ্রহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করা। **বাজার বসা**—দোকানপাট খোলা।

বাজারখরচ—প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদির জন্য যে অর্থ লাগে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বাজারদর—চালু দর, প্রচলিত মূল্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বাজারিয়া, বাজারে—যে বাজার করে এমন; বাজারবিষয়ক; নিকৃষ্ট; অতি-সাধারণ; থেলো। বাজার+ইয়া, এ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বাজি, বাজী—১। খেলার এক এক বার বা দফা; জুয়া প্রভৃতি খেলার পণ; খেলা, ইন্দ্রজাল; আতসবাজি প্রভৃতি; অগ্নি। ফার্সী। বি। ২। জন্য। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

বাজিকর, -কার, বাজীকর—যাদুকর, ঐন্দ্রজালিক; কৌশলপূর্ণ-ক্রীড়া-প্রদর্শক; পুতুলনাচ-প্রদর্শক। বাজি, বাজী করে যে, উপতৎ (বাং)। বিণ।

বাজিন—ছানার জল। বাজিন্+অণ্ দেয়ার্থে। বি; ক্লীব।

বাজিনী—১। ঘোড়ী, ঘোটকী; অশ্বগন্ধা। বি; স্ত্রী। ২। বেগবতী। বাজিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [জয়লাভ। ফার্সী। বি।

বাজিমাৎ—কোন খেলায় বা প্রতিযোগিতায়

বাজিমেধ—অশ্বমেধ যজ্ঞ। বাজী দ্বারা কৃত মেধ (যজ্ঞ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বাজী (বাজিন্)—১। পক্ষী; বাণ; অশ্ব; গ্রহ। বাজ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। বেগবান্। বিণ।

বাজী—'বাজি' দ্রঃ।

বাজীকন্যা—শোলা দ্বারা তৈরি পুতুল। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

বাজীকরণ—যাহা অশ্ববৎ রমণক্ষম করে, রতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার ঔষধাদি। বাজিন্+চ্বি (=বাজী)—কৃ+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

বাজীভোর—মৃত্যু, ইহলীলার অবসান। বাং প্র। বি।

বাজু—হাতের একপ্রকার গহনা, আভরণ-বিশেষ; দ্বারের পার্শ্বস্থিত কাষ্ঠ; বাহু। ফার্সী। বি।

বাজুবন্দ, -বন্ধ—একপ্রকার তাগা; বাহু-ভূষণবিশেষ। বাং প্র। বি।

বাজে—১। লাগে, পীড়াকর হয়; আটকায়। বাং ক্রি। ২। খেলো; অসার; অন্য; মিথ্যা; অপ্রধান; প্রয়োজনাতিরিক্ত; পরি-হার্য্য, বাতিল; অকেজো। আর্বী 'বাজ'-শব্দজ। বিণ।

বাজেয়াপ্ত—সরকার কর্ত্তৃক অধিকৃত; রাজসরকার বা জমিদার যাহা দখল করিয়া লইয়াছেন এমন। ফার্সী 'বাজ্-য়াফৎ'-শব্দজ। বিণ।

বাঞ্ছনীয়—অভিলষণীয়। বান্ছ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—বাঞ্ছা।

বাঞ্ছা—১। ইচ্ছা, অভিলাষ। বান্ছ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—বাঞ্ছনীয়, বাঞ্ছিত। ২। কামনা করা। কবিপ্র। বাং ক্রি। ৩। অভিলষিত বস্তু। কবিপ্র। বি।

বাঞ্ছাকল্পতরু—ভগবান্; অভীষ্টদায়ক বৃক্ষ-বিশেষ। বাঞ্ছাপূরক কল্পতরু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বাঞ্ছিত—অভীষ্ট, অভিলষিত। বান্ছ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি-বাঞ্ছা।

বাট—পথ, রাস্তা; আবৃত স্থান; বারান্দা; (অর্থশাস্ত্র) স্বর্ণ বা রৌপ্যের পিণ্ড বা তাল (bullion). বট্+ঘঞ্ কর্ম্মবা, ভাববা। বি; পুং।

বাটখারা—ওজন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ভারযুক্ত পাথর লোহা প্রভৃতি। বাং প্র। বি। [বি।

বাটনা—পেষা মশলা। বট্+অনা কর্ম্মবা।

বাটপাড়—ডাকাইত, দস্যু; বোম্বেটিয়া; চোর; নাবিক। 'বর্ত্মন্'-শব্দমূলক। বি।

বাটপাড়ি—জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা; ডাকাইতি। বাটপাড়+ই কর্ম্মার্থে। বি।

বাটলো—একপ্রকার গোলাকার কাঁসার হাঁড়ি। বাং প্র। বি।

বাটা, বাট্টা—তাম্বূলপাত্র। বাং প্র। বি।

বাটা—১। পূজার ডালি; ব্রত; দস্তুরি, বাট্টা; একপ্রকার মাছ; (অর্থশাস্ত্র) সমমূল্য হইতে যে অংশ বাদ যায় তাহা (discount). বাং প্র। বি। ২। পেষণ করা। বাং ক্রি।

বাটালী, বাট্টালী—কাঠ কাটিবার অস্ত্র-বিশেষ; বাড়ী; রাস্তা। বাং প্র। বি।

বাটি, বাটী—পেয়ালা; কটোরা। বাং প্র। বি।

বাটিকা, বাটী—বাড়ী, গৃহ; বাস্তু; আবৃত স্থান। বাটী+কন্ স্বার্থে+আপ্, পক্ষে বাট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বাটিয়া—পথ, রাস্তা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাট্টা, বাটা—দস্তুরি, দাম হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয় তাহা। 'বার্ত্তা'-শব্দজ। বি।

বাড়—বিস্তার; বৃদ্ধি; নৌকা প্রভৃতির বেষ্টন; জলে রাখিয়া মাছ ধরিবার জন্য ব্যবহৃত বংশশলাকার বেষ্টনী। বাং প্র। বি।

বাড়ই, বাড়ুই—ছুতার; ঘরামি। 'বর্দ্ধকি'-শব্দজ। বি।

বাড়তি—১। বৃদ্ধি; আতিশয্য, আধিক্য। বাড়্+অতি ভাববা। বি। ২। উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত। বাড়্+অতি কর্ত্তৃবা। বিণ।

বাড়ন—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। বাং প্র। বি।

বাড়ন্ত—যাহা বৃদ্ধি পাইতেছে এমন, বৃদ্ধি-শীল। বাড়্+অন্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। **চা'ল বাড়ন্ত**—চাউল নাই (মেয়েরা ঘরে চাউল না থাকিলে এইরূপ বলে)।

বাড়ব—১। সমুদ্রজাত অগ্নি, বড়বামুখাগ্নি। বড়বা (ঘোটকী)+অণ্ জাতার্থে। ২। পাতাল। বড়বা+অণ্ বিদ্যমানার্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। ঘোটকী-সম্বন্ধীয়। বড়বা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী।

বাড়বা—বাড়বানল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাড়বাগ্নি, বাড়বানল—সমুদ্রস্থ অগ্নি। বাড়ব যে অগ্নি, অনল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

বাড়বেয়—১। অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বড়বা+এয় অপত্যার্থে। ২। সমুদ্রীয় অগ্নি। বি; পুং। ৩। ঘোটকী সম্বন্ধীয়। বড়বা+এয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বেয়ী।

বাড়া—১। অধিক, বেশী। বিণ। ২। বৃদ্ধি পাওয়া; রন্ধনপাত্র হইতে বাহির করিয়া ভোজনপাত্রে রাখা; কলম কাটা। বাং প্র। ক্রি।

বাড়ান—বর্দ্ধিত করা; সম্মান করা; অতি-রিক্তরূপে সম্মান করা বা প্রশ্রয় দেওয়া; লম্বা করা; পরিবেষণ করান; কাহারও দ্বারা হাঁড়ি প্রভৃতি হইতে ভোজনপাত্রে রাখান; কাটান ('কলম—'); লাঠি দ্বারা প্রহার করা। বাং ক্রি।

বাড়াবাড়ি—অত্যধিক মাত্রায় কোন কার্য্যকরণ; আধিক্য। বাং প্র। বি।

বাড়ি, বাড়ী—১। গৃহ। 'বাটী'-শব্দজ। ২। লাঠি; প্রহার, আঘাত; শস্য প্রভৃতির ঋণদান; বৃদ্ধি। বাং প্র। বি।

বাড়ীওয়ালা—বাড়ীর মালিক; ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিক। বাড়ী+ওয়ালা স্বামী অর্থে। বি। স্ত্রী,—লী।

বাড়ীভাড়া—বাড়ীতে থাকিবার বা বাড়ী নিজের ব্যবহারে রাখিবার জন্য বাড়ীর মালিককে দেয় খাজনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বাঢ়—বৃদ্ধি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাঢ়া—বৃদ্ধি পাওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**বাঢ়ই**—বাড়ে; বাড়াইয়া। **বাঢ়ত**—বাড়ে। **বাঢ়য়ে**—বাড়ে। **বাঢ়ল**—বাড়িল। **বাঢ়াই**—বাড়াইয়া। **বাঢ়ায়ল**—বাড়াইল। **বাঢ়ায়লি**—বাড়াইলে। **বাঢ়ায়া**—বাড়াইয়া। **বাঢ়ি**—বাড়ে]।

বাঢ়ান—বর্দ্ধিত করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বাণ—তীর, শর; ধ্বনি, শব্দ; শরবৃক্ষ; বাণরাজ; অগ্নি; কবিবিশেষ; গোস্তন; নীলঝিণ্টী পুষ্প। বণ্+ণিচ্ স্বার্থে+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বাণধি—যাহাতে তীর রাখা হয়, তূণীর, তূণ। বাণ—ধা+কি অধিবা। বি; পুং।

বাণবার—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। বাণ—বৃ+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বাণলিঙ্গ—নর্ম্মদা-নদীতে নিক্ষিপ্ত শিব-লিঙ্গবিশেষ। বাণপূজিত লিঙ্গ (শিবলিঙ্গ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বাণসুতা—ঊষা, অনিরুদ্ধ-পত্নী। বাণের সুতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাণাশ্রয়, বাণাসন—ধনুক, শরাসন।

বাণের আশ্রয় (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ; বাণ—অস্ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ করণবা। বি; পুং, ক্লীব।

বাণি—১। গহনা প্রস্তুত করাইবার মজুরি। বাং প্র। বি। ২। কাপড় বোনা; বস্ত্রাদিবয়ন। বণ্+ই ভাববা। বি; স্ত্রী।

বাণিজ—১। বণিক্, ক্রয়বিক্রয়কারী। বণিজ্+অণ্ স্বার্থে। ২। বাড়বাগ্নি। বণিজ্+অণ্ অনুকূলার্থে। বি; পুং।

বাণিজিক—১। বণিক্, ক্রয়বিক্রয়কারী; প্রবঞ্চক, শঠ। বণিজ্+ইক স্বার্থে। ২। বাড়বাগ্নি। বণিজ্+ইক অনুকূলার্থে। বি; পুং। ৩। ক্রয়বিক্রয়। বণিজ্+ইক সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

বাণিজ্য—ব্যবসায়, সওদাগরি; ক্রয়বিক্রয়, কারবার। বণিজ্+ষ্ণ্য কর্ম্মার্থে। বি; ক্লীব।

বাণিজ্যপোত—ব্যবসায়ীর জাহাজ; বাণিজ্যার্থে সমুদ্রগামী জাহাজ। বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় পোত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বাণিজ্যবায়ু—ঈশানকোণ ও অগ্নিকোণ হইতে প্রবাহিত বায়ু (Trade-wind). বাণিজ্যানুকূল বায়ু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বাণিজ্যশালা—ক্রয়বিক্রয়ের নির্দ্দিষ্ট গৃহ; দোকান। বাণিজ্যের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাণিজ্যাগার—ব্যবসায়ের কুঠী। বাণিজ্যের আগার (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বাণী—১। বাক্য, কথা; উপদেশপূর্ণ কথা, শিক্ষাপ্রদ বাক্য। বণ্ (শব্দ করা)+ইণ্ কর্ম্মবা+ঈপ্। ২। সরস্বতী, বাগ্দেবী। বণ্+ণিচ্+ইণ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। ৩। বোনা, বয়ন। বণ্+ইণ্ ভাববা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বাণ্ডিল—পুলিন্দা; কাগজের তাড়া; একত্র বাঁধা দ্রব্য। ইং 'bundle'-শব্দজ। বি।

বাত—১। বায়ু, বাতাস; রোগবিশেষ; জার; ধৃষ্টনায়ক; দেহের ধাতুবিশেষ। বা+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। বাক্য, কথা ("তুয়া সনে বাত নহে মঝু সমুচিত"—চন্দ্রশেখর)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাতকর্ম্ম (কর্ম্মন্), **-কর্ম**—পাদ দেওয়া, অপানবায়ুত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বাতকী (-কিন্)—বাতরোগযুক্ত, বেতো রোগী। বাত+ইন্ আছে অর্থে (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী,—কিনী।

বাতগামী (-গামিন্)—পক্ষী। উপতৎ; বাত (বায়ু)—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বাতবিক্ষুব্ধ—বাতাসে অত্যধিক আন্দোলিত। ৩য়াতৎ। বিণ। [বি; স্ত্রী।

বাতমণ্ডলী—বাত্যা, ঘূর্ণীবাতাস। ৬ষ্ঠীতৎ।

বাতযন্ত্র—বায়ুদ্বারা চালিত কল। বাত-চালিত যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বাতরক্ত—রোগবিশেষ। বাত (বায়ু)-দুষ্ট রক্ত যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

বাতলান, বাতান—বুঝাইয়া দেওয়া; নির্দ্দেশ করা; উপদেশ দেওয়া; কথা বলা। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।

বাতা—কপাটের উপরিস্থিত কাঠের ফালি; খড়ের বা খোলার চালের ঢালু মুখ বাঁধিবার বাখারি; মেটে ঘরের চালের নীচে পাতিবার শরকাঠির গুচ্ছ; বাঁশের শলা; ছাঁইচের বাখারি। বাং প্র। বি।

বাতান—'বাতলান' দ্রঃ।

বাতাপি—১। অসুরবিশেষ (অগস্ত্যমুনি ইহাকে গ্রাস করিয়াছিলেন)। বাত—আ—পা+ই কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। বাতাবি লেবু। বাং প্র। বি।

বাতাবর্ত্ত(র্ত)—ঘূর্ণাবর্ত্ত; ঘূর্ণীবায়ু। বাতের আবর্ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাতাবি, বাতাবী—একপ্রকার বড় লেবু, ছোলঙ্গা। বাং প্র। বি।

বাতায়ন—১। জানালা, গবাক্ষ। বাতের অয়ন যাহা দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। ঘোড়া, অশ্ব। বাতের ন্যায় অয়ন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বাতায়িত—যেখানে বায়ু-চলাচল ভাল হয় এমন (ventilated). বাত+ক্যঙ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বাতায়ু—হরিণ, মৃগ। বাত—অয়্+উণ্

বাতারি—শতমূলী; এরণ্ডবৃক্ষ; পুত্রদাত্রী; যবানী; শেফালিকা; ভার্গী; সুহী; বিড়ঙ্গ; ভল্লাতক; শূরণ; জতুকা। বাতের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাতাস—বায়ু। 'বাত'-শব্দজ। বি।

বাতাসা—গুড়ের রসে বা চিনির রসে প্রস্তুত মিষ্ট খাদ্যবিশেষ। বাং প্র। বি।

বাতাহত—ঝটিকাপীড়িত; বায়ু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। বাত কর্ত্তৃক আহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বাতি—১। প্রদীপ; আলো; মোম প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত আলোক উৎপাদনকারী দ্রব্য; গাছের সরু এবং লম্বা গুঁড়ি। 'বর্ত্তি'-শব্দজ। বি। ২। সূর্য্য; চন্দ্র; বায়ু। বা+অতি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বাতিক—১। বাই; অত্যন্ত ঝোঁক বা সখ; পাগলামি। বাং প্র। বি। ২। বাতোৎপন্ন, বায়ুজনিত ('—ব্যাধি')। বিণ। স্ত্রী,—কী। ৩। রোগবিশেষ। বাত+ইক আগতার্থে। বি; পুং।

বাতিদান—দীপাধার, যাহাতে মোমের বাতি প্রভৃতি বসান হয়। বাতি+দান আধার অর্থে। বি।

বাতিল—রদ, পরিত্যক্ত, মিথ্যা, নিষ্ফল; রহিত; অকেজো, বাজে। আর্বী। বিণ।

বাতুল, বাতূল—বায়ুগ্রস্ত, উন্মত্ত, পাগল; বাতরোগী। বাত+উল, উল আছে অর্থে। বিণ। বি,—তা।

বাত্যা—বায়ুসমূহ, বলবান্ বায়ু, ঝড়। বাত+যৎ সমূহার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

বাত্যাকুল, -পীড়িত—ঝটিকাপীড়িত; বাতাসে অত্যধিক আন্দোলিত। বাত্যা দ্বারা আকুল, পীড়িত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বাৎসরিক—বৎসর-সম্বন্ধীয়; বার্ষিক। বৎসর+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—বৎসর।

বাৎসল্য—রসবিশেষ; কারুণ্য, স্নেহ। বৎসল+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লীব।

বাৎস্য—বৎসমুনির পুত্র; বৎস প্রবর্ত্তিত গোত্র। বৎস+যঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বাৎস্যায়ন—বাৎস্যমুনির পুত্র। বাৎস্য (মুনিবিশেষ)+আয়ন অপত্যার্থে। বি; পুং।

বাথান—গোশালা; মাঠ; গোষ্ঠ; শূকর গরু প্রভৃতির পাল। বাং প্র। বি।

বাথানিয়া, বাথানে—যে গাভীকে বৃষ-সহবাস করাইবার সময় হইয়াছে এমন; বৃষ-সহবাসোপযুক্তা আগতার্ত্তবা ('—গাভী')। বাং প্র। বিণ।

বাদ—১। পরস্পরকে হারাইবার ইচ্ছা না করিয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী প্রতিবাদীর বিচার, যথার্থ বিচার; বিতর্ক; বাক্য; উক্তি, কথন; প্রবাদ; মত (doctrine, theory). বদ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। বাদন। বদ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। ব্যতীত; বাতিল। বিণ। ৪। পরে। অব্য। ৫। শত্রুতা; বিরোধ; বাধা; পরিত্যাগ; বর্জ্জন। আর্বী। বি।

বাদক—বাদ্যকর; বক্তা। বদ্+ণিচ্ বা বদ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বাদিকা।

বাদন—১। বাজান। বদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। বাদ্য। বাদি+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। বিণ—বাদিত।

বাদপ্রতিবাদ—কথাকাটাকাটি, তর্কবিতর্ক। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

বাদভূমি—যেখানে বাদানুবাদ হয় সেই স্থান। বাদের ভূমি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাদর—১। কার্পাসনির্ম্মিত (বস্ত্রাদি)। বাদরা (কার্পাস বৃক্ষ)+অণ্ কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। কুলগাছ। বদর+অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ৩। কুলফল। বদর+অণ্ স্বার্থে। ৪। কার্পাসসূত্র। বাদরা+অণ্ কৃতার্থে। বি; ক্লীব। ৫। বর্ষা, বাদল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাদরায়ণ—বেদব্যাস, ব্যাসদেব। বাদর (বদরী-প্রধান স্থান) অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বাদরায়ণি—১। ব্যাসদেবপুত্র, শুকদেব।

বাদরায়ণ+ইঞ্ অপত্যার্থে। ২। ব্যাসদেব। বাদরায়ণ+ইঞ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

বাদল—বর্ষা ; দুর্দ্দিন। 'বার্দ্দল'-শব্দজ। বি।

বাদলা—১। বর্ষা। 'বার্দ্দল'-শব্দজ। ২। জরী, তার, জরীর ফিতা। বি। ৩। মেঘলা, বর্ষাযুক্ত ; বর্ষাসম্বন্ধীয়। বাদল+আ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বাদশা(সা), বাদশা(সা)হ্—মুসলমান রাজা। ফার্সী 'পাতিশাহ্'-শব্দজ। বি।

বাদশা(সা)হজাদা—বাদশাহের পুত্র, মুসলমান রাজপুত্র। ফার্সী। বি ; পুং। স্ত্রী,—জাদী।

বাদশা(সা)হী—১। মুসলমান-রাজা-সম্বন্ধীয়। বাদশা(সা)হ+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। মুসলমান রাজার রাজত্ব। বাদশা(সা)হ+ঈ ভাবে, অধিকারার্থে। বি।

বাদা—জলময় স্থান, জলা। আর্বী। বি।

বাদাড়—জঙ্গল। বাং প্র। বি।

বাদানুবাদ—তর্কবিতর্ক, কথাকাটাকাটি ; ঝগড়া। বাদ (বিতর্ক) এবং অনুবাদ (পশ্চাৎ তর্ক), দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

বাদাম—১। সুবিখ্যাত বৃক্ষ বা তাহার ফল। ফার্সী। ২। নৌকার পাইল। বাং প্র। বি ; ক্লীব।

বাদামী—বাদামের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পাণ্ডু-বর্ণ ; ডিম্বাকৃতি। বাদাম+ঈ সদৃশার্থে। বিণ। [বি ; পুং।

বাদাল—বোয়ালমাছ। বদাল+অণ্ স্বার্থে।

বাদিত—যাহা বাজান হইয়াছে এমন, ধ্বনিত, শব্দিত। বদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বাদন।

বাদিত্র—বাজনা, বাদ্যযন্ত্র। বদ্+ণিচ্+ইত্র কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

বাদিয়া, বেদে—বাজিকর জাতিবিশেষ ; একপ্রকার যাযাবর জাতি [ইহারা সাধারণতঃ সাপের খেলা প্রভৃতি দেখাইয়া থাকে]। 'ব্যাধ' বা 'বৈদ্য'-শব্দজ। বি।

বাদী (বাদিন্)—১। যে কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করে, অভিযোগকারী, ফরিয়াদী ; বক্তা, কথক ; অর্থপ্রকাশকারী। বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বাদিনী। ২। (সঙ্গীত) যে সুর অন্যান্য সুর অপেক্ষা কোন রাগে প্রধান অথবা স্বামিবৎ ব্যবহৃত হয়। বি ; পুং।

বাদীয়—বাদমূলক (theoretical). বাদ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—বাদ।

বাদুড়—একপ্রকার স্তন্যপায়ী নিশাচর জীব। 'বাতুলি'-শব্দজ। বি।

বাদুয়া—বিষবৈদ্য ; বেদে। বাং প্র। বি।

বাদে—পরে ; বিলম্বে ; ছাড়া ; ব্যতীত। বাং প্র। অব্য।

বাদ্য—বাজনা, বাজনার যন্ত্র। বদ্+ণিচ্+যৎ ভাববা, কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

বাদ্যকর—বাজনদার ; বায়েন। উপতৎ ; বাদ্য—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

বাদ্যধ্বনি—বাজনার শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বি ; ক্লীব।

বাদ্যভাণ্ড—মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র-সমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ।

বাদ্যযন্ত্র—বাজাইবার যন্ত্র। বাদ্যের যন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বাধ—১। ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ, বারণ, রোধ ; উপদ্রব ; পীড়া ; (ন্যায়মতে) স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ; পক্ষ। বাধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। রোধক। বাধ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

বাধক—১। বাধাজনক, প্রতিবন্ধক, নিবারক। বিণ ; পুং বা ক্লীব। স্ত্রী—বাধিকা। ২। স্ত্রীলোকের সন্তান-জনন-প্রতিবন্ধক ঋতু-রোগবিশেষ। বাধ্+ণক কর্তৃবা। বি ; পুং।

বাধন—বাধা, প্রতিবন্ধ ; পীড়া, দুঃখ ; উপদ্রব। বাধ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

বাধবাধ—দ্বিধাযুক্ত, সঙ্কোচপূর্ণ। বাং প্র। বিণ।

বাধা—১। নিষেধ ; প্রতিবন্ধ ; ব্যথা, দুঃখ ; উপদ্রব ; শক্তির প্রতিকূলতা (resistance). বাধ্+অ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। পাদুকা, জুতা ; খড়ম। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ৩। বাধা দেওয়া ; আরম্ভ হওয়া, লাগা (যুদ্ধ, বিবাদ প্রভৃতি) ; কঠিন বোধ হওয়া ; নিয়ম-বিরুদ্ধ হওয়া ; বিরুদ্ধভাবযুক্ত হওয়া। বাং ক্রি।

বাধাজনক—প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাতক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

বাধান—লাগান ('ঝগড়া—') ; সংঘটিত করা ; ঠেকান, আটকান। বাং ক্রি।

বাধাপ্রাপ্ত—যাহাকে বাধা দেওয়া হইয়াছে এমন ; রুদ্ধ। বাধাকে প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

বাধাবিঘ্ন—প্রতিবন্ধক ; ব্যাঘাত। দুইটি প্রায় একার্থক শব্দের দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

বাধিত—অনুগৃহীত ; উপকাররূপ ঋণে আবদ্ধ ; বশীকৃত, আঃত, বশ ; পীড়িত, ব্যথিত ; প্রতিবদ্ধ ; ব্যাহত ; নিবারিত। বাধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বাধির্য্য(র্য)—শুনিবার শক্তি না থাকা, বধিরতা। বধির+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—বধির।

বাধ্য—বশ্য, অনুরক্ত ; বারণযোগ্য, নিষেধ-যোগ্য ; পীড়নীয় ; যাহার অন্যথা হইবার নহে এমন। বাধ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—তা।

বাধ্যতা—বশ্যতা ; বারণযোগ্যতা, নিষেধ্যতা। বাধ্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—বাধ্য।

বাধ্যতামূলক—অবশ্যকর্তব্য, যাহা করিতে বাধ্য করান হয় এমন (compulsory). বাধ্যতা মূলে যাহার ('—শিক্ষা')। বহুব্রী (ক সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—মূলিকা।

বাধ্যবাধকতা—বাঁধাবাঁধি ; পরস্পর বশ্যতা। বাধ্য ও বাধক, দ্বন্দ্ব ; তদুত্তরে+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

বান—১। বন্যা, প্লাবন (flood). 'বন্যা'-শব্দজ। বি। ২। বনসমূহ ; মাদুরী ; গো-ক্ষীরজ ; তক্রক্ষীর। বন+অণ্ সমূহার্থে। বি ; ক্লীব।

বানচাল—যাহার তলদেশ ফাঁসিয়া গিয়াছে এমন (নৌকা প্রভৃতি) ; ব্যর্থ ; বিশৃঙ্খল। বাং প্র। বিণ।

বানপ্রস্থ—১। তৃতীয় আশ্রমী, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাশ্রমের পর বনবাসী। বন+অণ্ স্বার্থে ; বান—প্র—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ। ২। তৃতীয় আশ্রম। বানপ্রস্থ+অণ্ ভাবে। বি ; পুং।

বানর—জন্তুবিশেষ, বাঁদর, কপি, শাখামৃগ ; শুকশিম্বী। বান (বনভব ফল)—রা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃবা ; অথবা, বা (সদৃশ) নর, সুপ্‌সুপা। বি ; পুং। স্ত্রী,—রী।

বানরেন্দ্র—১। সুগ্রীব ; হনুমান্। বি ; পুং। ২। বানরশ্রেষ্ঠ। বানরমধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭মীতৎ। বিণ।

বানস্পত্য—যে সকল বৃক্ষে পুষ্প না হইয়া ফল হয় ; আম্রবৃক্ষ প্রভৃতি। বনস্পতি+ণ্য ভাবে। বি ; পুং।

বানান—১। ব্যঞ্জন এবং স্বরবর্ণে সংযোগ করিয়া উচ্চারণ। 'বর্ণন'-শব্দজ। বি। ২। রচনা করা ; নির্ম্মাণ করা, প্রস্তুত করা ; ছোট করিয়া কাটা ; কিছুর তুল্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।

বানি—অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করিবার মজুরি বা খরচ। বাং প্র। বি।

বানুরে—বানরের মত ; বানরস্বভাববিশিষ্ট ; বানরের পক্ষে স্বাভাবিক। বাং প্র। বিণ।

বান্ত—১। যাহা বমি করা হইয়াছে এমন, উদ্গীর্ণ। বম্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। শেষে ব-বর্ণ-যুক্ত। ব অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বান্দর—'বাঁদর' দ্রঃ।

বান্দা—চাকর, ভৃত্য। ফার্সী। বি ; পুং।

বান্দী, বাঁদী—১। চাকরাণী, দাসী। ফার্সী। বি ; স্ত্রী। ২। বাঁধাধরা ; যাহা এলোমেলো নহে এমন ; ছন্দোবদ্ধ। বাং প্র। বিণ।

বান্ধব—বন্ধু, মিত্র ; আত্মীয়, স্বজন ; জ্ঞাতি ; ভ্রাতা। বন্ধু+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

বান্ধবী—স্ত্রী-বন্ধু, সখী। বান্ধব+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বান্ধল—বন্ধন করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বান্ধা—বন্ধন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বান্ধুলি, বাঁধুলি—বন্ধুজীব পুষ্প বা বৃক্ষ। 'বন্ধুলি'-শব্দজ। বি।

বাপ—১। পিতা ; বৎস, বাছা ; শিশু।

'বপ্র' বা 'বপ্তা'-শব্দজ। বি। **বাপ তোলা**—বাপের নামোল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া। **বাপের জন্মে, বাপের বয়সে**—নিজের জীবনে ত নয়ই এমন কি তাহার পূর্ব্বে কোন কালেও নয়। **বাপের ঠাকুর**—পিতার পিতা; অতিশয় যত্ন ও আদরের পাত্র। ২। ভয় বা বিস্ময়সূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

বাপক—বপনকারী; বয়নকারী; মুণ্ডনকারী। বপ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বাপিকা।

বাপঠাকুর—পিতৃদেব, পিতা-ঠাকুর; পক্কানন্দঠাকুর। বাপই ঠাকুর, কর্ম্মধা। বি।

বাপদাদা—বাপ ঠাকুরদাদা, পিতৃপুরুষ। বাপ ও দাদা, দ্বন্দ্ব। বি।

বাপন—রোপণ করান; বয়ন করান; মুণ্ডন করান। বপ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বাপিত।

বাপান্ত—পিতার নাম বলিয়া গালি। বাং প্র। বি।

বাপি, বাপী—বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘি। বপ্‌+ইঞ্‌ অধিবা; পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বাপিত—১। যাহা বোনান হইয়াছে এমন, রোপিত; মুণ্ডিত। বিণ। বি—বাপন। ২। ধান্যবিশেষ, বাওয়া ধান। বাপ+ইতচ্‌ যুক্তার্থে; অথবা, বপ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

বাপু—বাছা, স্নেহপ্রকাশক সম্বোধন; বাবু; পিতা। বাং প্র। বি।

বাপুজী—গুরুদেব; আচার্য্যদেব; বাবুমহাশয়; মহাত্মা গান্ধীর সম্মানজনক সম্বোধন বা ডাকনাম। হিন্দী। বি।

বাপুর—বেচারা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বাফ্‌তা—রেশম ও কার্পাস সূতায় প্রস্তুত বস্ত্রবিশেষ। ফার্সী। বি।

বাব—পুস্তকের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ; কর, আবওয়াব; দফা; হেতু, বাবদ। আর্বী। বি বা অব্য। [বি।

বাবই—বৃক্ষবিশেষ, বাবুই তুলসী। বাং প্র।

বাবত, বাবদ—কারণ; বার; বিষয়। আর্বী। বি বা অব্য।

বাবরি, বাবরী—লম্বা ও কোঁকড়ান চুল। ফার্সী 'বব্‌র' (সিংহ)-শব্দজ। বি।

বাবলা—একপ্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ। 'বর্ব্বুর'-শব্দজ। বি।

বাবা—১। পিতা; বৎস; গুরুজন; সাধু; সন্ন্যাসী; মহাদেব; শিব; দেবতা। 'বপ্তা (-প্তৃ)'-শব্দজ। বি। ২। ভয় বা বিস্ময়ের সূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

বাবাজী—বৈরাগী, ভেকধারী বৈষ্ণব; বৎস। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।

বাবাজীবন—বৎস; প্রাণাধিক বৎস।

বাবু—বিলাসী; ধনী ব্যক্তিদিগের উপাধি; সুখভোগী; বাঙ্গালী কেরাণী; গৃহস্বামী; ভদ্রঘরের বয়স্ক পুরুষ; সেরেস্তাদার; মহাশয়; ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক। বাং 'বাপু' ও ফার্সী 'বাবু'-শব্দের মিশ্রিত প্রয়োগ। বি বা বিণ।

বাবুআনা, -আনি, -গিরি, -য়ানা, -য়ানি—সৌখীন চালচলন; বিলাসিতা। বাবু+আনা, আনি, গিরি, য়ানা, য়ানি ভাবে। বি।

বাবুই—চড়াইজাতীয় পক্ষিবিশেষ; একপ্রকার ঘাস। বাং প্র। বি।

বাবুগিরি—'বাবুআনা' দ্রঃ।

বাবুজী—বাবুমহাশয়। বাবু+জী সম্মানার্থে। হিন্দী। বি।

বাবুয়ানা—'বাবুআনা' দ্রঃ।

বাবুর্চী—মুসলমান পাচক। তুর্কী 'বাবর্চী'-শব্দজ। বি।

বাবুর্চীখানা—মুসলমান বড়লোক বা সাহেবদিগের রান্নাঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বাম—১। বাঁ; দক্ষিণেতর, বামদিকস্থ; প্রতিকূল, বিমুখ; বিপরীত; শ্রেষ্ঠ; বক্র; সুন্দর, মনোহর; অধম, নীচ। বিণ। ২। শিব ("অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম"—ভারতচন্দ্র); কামদেব; বক্ষঃ; জীব। বি; পুং। ৩। ধন। বা (গমন করা)+মন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

বামণ—দ্বিজ, বিপ্র। 'ব্রাহ্মণ'-শব্দজ। বি।

বামদেব—শিব, মহাদেব; মুনিবিশেষ (রাজা দশরথের পুরোহিত)। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বামন—১। ব্রাহ্মণ। 'ব্রাহ্মণ'-শব্দজ। ২। বেঁটে লোক। বাং প্র। ৩। বিষ্ণুর অবতারবিশেষ; দক্ষিণদিকের হস্তী; কাশিকাবৃত্তিকারক পণ্ডিত। বাম+ন আছে অর্থে। বি; পুং। ৪। ক্ষুদ্র; নীচ; অল্প। বম্‌+ণিচ্‌+অন কর্ত্তৃবা, অনট্‌ করণবা। বিণ। স্ত্রী, —না, -নী।

বামনাই—ব্রাহ্মণত্ব। বামন+আই ভাবে। বি।

বামনী—ব্রাহ্মণী। বামুন+ঈ। বি; স্ত্রী।

বামলোচনা, বামাক্ষী—যাহার চোখ দুইটি খুব সুন্দর এরূপ স্ত্রী, চারুনেত্রা। বাম (সুন্দর) লোচন যাহার, বহুব্রী+আপ্‌; বাম (সুন্দর) অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্‌ সমাসান্ত)+ঈপ্‌। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বামা—১। স্ত্রী, নারী; লক্ষ্মী; দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। বক্রা; বিমুখী; প্রতিকূলা; সুন্দরী; শ্রেষ্ঠা। বাম+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বামাক্ষি—সুন্দর চক্ষুঃ; বামদিকের চোখ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বামাক্ষী—'বামলোচনা' দ্রঃ।

বামাচার—তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মদ্যমাংসাদি সেবনরূপ আচারবিশেষ। বাম (বেদবিরুদ্ধ) আচার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

বামাবর্ত্ত(র্ত)—যাহা বামদিকে ঘুরিতে থাকে এমন (clockwise). বামে আবর্ত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বামাল—১। চোরাই মাল। বি। ২। চোরাই মাল-সহিত। ফার্সীমূলক। বি অথবা ক্রি-বিণ।

বামাস্বর—স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বামুন—ব্রাহ্মণ। 'ব্রাহ্মণ'-শব্দজ। বি।

বামুন-ঠাকুর—পাচক ব্রাহ্মণ। কর্ম্মধা। বি।

বামেতর—দক্ষিণ ("প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল"—মাইকেল)। বাম হইতে ইতর (অন্য, পৃথক্‌), ৫মীতৎ। বিণ।

বায়—১। বপন। বে (বস্ত্রাদি বুনা)+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ২। বাতাস; বাতাসে। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ৩। (নৌকা প্রভৃতি) চালাইয়া যায়। বাং ক্রি।

বায়ক—১। বপনকারী। বে+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বায়িকা। ২। সমূহ, রাশি। বয়্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বায়দণ্ড—তাঁত, বাপদণ্ড। বায়ের (বপনের) দণ্ড (যষ্টি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বায়ন—১। পূজন। বায়ি+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। পিষ্টকবিশেষ। বায়ি+অনট্‌ করণবা। ৩। যে বাজায়। 'বাদন'-শব্দজ। বি।

বায়না—কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার অগ্রিম মূল্য; মূল্যের কিয়দংশ; চুক্তির টাকার অগ্রিম প্রদত্ত অংশ (advance); ছল; আব্দার, আথটি বা খোট্ট। ফার্সী। বি।

বায়নাপত্র—কোন বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্থির করিয়া বায়না দিয়া যে দলিল করা হয় তাহা। বায়না-জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বায়নাক্কা—ফর্দ্দ, তালিকা; বিশদভাবে বর্ণনা। ফার্সীমূলক। বি।

বায়বী—উত্তর-পশ্চিমদিক্‌, বায়ুকোণ। বায়ু+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বায়ব্য, বায়বীয়—বায়ুসম্বন্ধীয়; বায়ুদৈবত। বায়ু+যৎ, ঈয় সম্বন্ধার্থে, তদ্দেবতার্থে। বিণ।

বায়ব্যমূল—(রাস্না প্রভৃতি গাছের) শূন্যে ঝুলান শিকড়; চুমুড়ি। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বায়ব্যাস্ত্র—বায়ু-অস্ত্র (air-gun). বায়ব্য যে অস্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বায়স—কাক। বয়্‌+অসচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—সী।

বায়সী—১। স্ত্রীজাতীয় কাক। বায়স+ঈপ্‌। ২। কাকমাচী; মহাজ্যোতিষ্মতী; কাকতুণ্ডী। বায়স+অণ্‌ প্রিয়ার্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বায়া—বিক্রেতা। আর্বীমূলক। বি।

বায়ু—বাতাস; প্রাণ; দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান এই পাঁচটি; (আয়ুর্ব্বেদ) শরীরের একটি ধাতু। বা+উণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বায়ুকোণ—উত্তর-পশ্চিমকোণ। বায়ুদৈবত কোণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বায়ুকোষ—শরীরান্তর্গত যে চর্ম্মময় কোষে বায়ু থাকে তাহা (যেমন মাছের পটকা)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বায়ুগ্রস্ত—দেহস্থ-প্রকোপিত-বায়ুযুক্ত; বায়ু-রোগে আক্রান্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বায়ুচলন—বাতাসের উপযুক্ত চলাচল (ventilation). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বায়ুজীবী (-বিন্)—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) উন্মুক্ত অম্লজান দ্বারা জীবনধারণকারী (aerobic). উপতৎ; বায়ু—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

বায়ুতাড়িত—বাতাস দ্বারা সঞ্চালিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা কোন বস্তুর ভিতরকার বায়ু বাহির করা যায় তাহা (air-pump). বায়ুর নিষ্কাশন যদ্দ্বারা, বহুব্রী; সেই যন্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বায়ুপরিণাম—যে দ্রব্য অনায়াসে বায়ু-রূপে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায় তাহা (volatile). বায়ু পরিণাম (শেষ অবস্থা) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

বায়ুপরিবর্ত্ত(র্ত)ন—হাওয়া-বদল, স্বাস্থ্যো-ন্নতির জন্য বায়ু-সেবনার্থ অন্য স্থানে গমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বায়ুপুত্র, -পুত্র—(মহাভারত) ভীমসেন; (রামায়ণ) হনুমান্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বায়ুপ্রবাহ—বাতাসের স্রোত, বাতাসের সঞ্চরণশীল অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বায়ুবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—আকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [কর্ম্মবা। বি; পুং।

বায়ুবাহ—ধূম; বাষ্প। বায়ু—বহ্+ঘঞ্

বায়ুমণ্ডল—পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুরাশি, আবহমণ্ডল (atmosphere). বায়ুর মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বায়ুমানযন্ত্র—যে যন্ত্রে বায়ুর চাপের পরি-মাণ নিরূপিত হয় তাহা (barometer). বায়ুর মান (পরিমাণনির্ণয়) যদ্দ্বারা, বহুব্রী; সেই যন্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বায়ুরোগ—উন্মাদরোগ; দেহস্থ বায়ুর প্রকোপজনিত মাথা ঘোরা প্রভৃতি। বায়ু-জনিত রোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বায়ুসখা (-সখি)—অগ্নি, বহ্নি। বায়ু সখা (সখি-শব্দ=বন্ধু) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বায়ুসম্ভব—বায়ুপুত্র, হনুমান্; ভীম। বায়ু হইতে সম্ভব যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বায়ুসেবন—শরীরে নির্ম্মল বায়ু গ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বায়ুস্তর—গুরুত্ব লঘুত্ব প্রভৃতি হেতু বাতাসের যে পৃথক্ পৃথক্ থাক হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বায়ুস্থলী—(প্রাণিবিদ্যা) মাছের পটকা (air-bladder). বায়ুর স্থলী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বায়েন—বাদ্যকর। বা+এন কর্তৃবা। বি।

বায়োস্কোপ—চলচ্চিত্র। ইং bioscope. বি।

বার—১। দিন, রবি সোম প্রভৃতি; অব-সর; ক্ষণ, মুহূর্ত; সমূহ; পর্য্যায়, পালা; জল; দ্বার; বেশ্যা; শিব। বি; পুং। ২। নিবারণীয়, নিবার্য্য। বৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। সাধারণের ভোগ। বৃ+ঘঞ্ ভাববা। ৪। মদ্যপাত্র; যজ্ঞপাত্র। বৃ+ঘঞ্ অধিবা। বি; ক্লীব। ৫। রাজসভা, দরবার ("বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়"—ভারতচন্দ্র); রাজসভায় গমন। ফার্সী। বি। ৬। ১২-সংখ্যা, দ্বাদশ; ১২-সংখ্যক। 'দ্বাদশন্'-শব্দজ। বি বা বিণ। ৭। বাজার, মেলা; কাহারও দেহে কোনও দেবতার আবির্ভাব। বাং প্র। বি।

বারই—মাসের দ্বাদশ দিন। বার+ই তারিখ অর্থে। বি বা বিণ।

বারইয়ারি, -ওয়ারি, বারোয়ারি—বহু লোকের মিলিত চেষ্টায় অনুষ্ঠিত পূজা উৎসব প্রভৃতি। বাং প্র। বি।

বারংবার—বারবার, পুনঃ পুনঃ। 'বারং-বারম্'-শব্দজ। অব্য।

বারক—১। নিবারক, নিষেধক; প্রতি-বন্ধক। বিণ। স্ত্রী—বারিকা। ২। অশ্ব-বিশেষ; অশ্বের গতিবিশেষ। বি; পুং। ৩। ক্লেশের স্থান। বৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

বারকোশ, -কোস—কাঠের রেকাবী বা থালা। ফার্সী। বি।

বারণ—১। হস্তী। বৃ+ণিচ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। বর্ম্ম; অঙ্কুশ। বৃ+ণিচ্+অনট্ করণবা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। নিষেধ; রোধ। বৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বারণীয়, বারিত।

বারণীয়—বারণ করিবার মত, নিষেধযোগ্য। বৃ+ণিচ্ অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—বারণ।

বারতা—সংবাদ; বাক্য। 'বার্তা'-শব্দজ। কবিপ্র। বি। [অব্য।

বার-দিগর—আবার, পুনর্ব্বার। বাং প্র।

বারনারী, -বধূ, -বনিতা, -বাণী, -বিলাসিনী, -যোষা, -যোষিৎ, -সুন্দরী, -স্ত্রী—বেশ্যা, গণিকা। বারের (অনেকের) নারী, বধূ, বনিতা, বাণী, বিলাসিনী, যোষা, যোষিৎ, সুন্দরী, স্ত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বারফট্টাই—বৃথা আস্ফালন, মৌখিক বড়াই। 'বাহ্বাস্ফোট'-শব্দজ। বি।

বারব—নিবারণ করিব; আটকাইব। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বি।

বারবরদার—মুটিয়া, ভারবাহক। ফার্সী।

বারবরদারি—মুটিয়ার খরচ; মুটিয়ার কাজ; পাথেয়; রাজকর্ম্মচারিগণের রাজ-কার্য্যার্থ ভ্রমণের খরচ। বারবরদার+ই সম্বন্ধার্থে। বি।

বারবরদারী—মুটিয়া-সংক্রান্ত; মুটিয়ার খরচ-স্বরূপ; পাথেয়-স্বরূপ। বারবরদার+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বারবাণ—সাঁজোয়া। বার (বারণীয়) বাণ যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং বা ক্লীব।

বারবার—পুনঃ পুনঃ; বহুবার। 'বারং-বারম্'-শব্দজ। অব্য।

বারবিলাসিনী—'বারনারী' দ্রঃ।

বারবেলা—(জ্যোতিষ) বার অনুসারে যে নির্দিষ্ট সময়ে কোন কর্ম্ম করা বিহিত নয় তাহা। [দিনমানকে আট বেলায় বা ভাগে ভাগ করিলে রবির চতুর্থ ও পঞ্চম বেলা, সোমের সপ্তম ও দ্বিতীয় বেলা, মঙ্গলের ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় বেলা, বুধের পঞ্চম ও তৃতীয় বেলা, বৃহস্পতির সপ্তম ও অষ্টম বেলা, শুক্রের তৃতীয় ও চতুর্থ বেলা এবং শনির প্রথম, ষষ্ঠ ও শেষ বেলা বারবেলা হয়।—

"রবৌ বর্জ্জ্যং চতুঃপঞ্চ সোমে সপ্তদ্বয়ন্তথা।
কুজে ষষ্ঠদ্বিতীয়ঞ্চ বুধে বাণ তৃতীয়কম্॥
গুরৌ সপ্তার্ধষ্টকৈব ত্রি চত্বারি চ ভার্গবে।
শনাবাদ্যং তথা চান্ত্যং ষষ্ঠঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"]
বারের (নিবারণের) বেলা (সময়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বারভুঁইয়া, -ভুঞা, -ভুঁয়া—দ্বাদশ ভৌমিক, বাংলার বারজন শক্তিশালী রাজো-পাধিক জমিদার। কর্ম্মধা। বি।

বারমাসি, -মাস্যা—বার মাসের বর্ণনা করিয়া রচিত গান বা কবিতা। বাং প্র। বি।

বারমুখো—যে পুরুষ পত্নী থাকিতে বেশ্যা বা পরস্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়া বাহিরে কাটায় সে; বহির্দ্দিকে মুখবিশিষ্ট। বারে (বাহিরে) মুখ যাহার, বহুব্রী। বি বা বিণ।

বারমুখ্যা—প্রধানা বেশ্যা। বারদিগেতে মুখ্যা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

বারমেসে—যাহা সারা বৎসর ব্যাপিয়া ঘটে বা উৎপন্ন হয় এমন। বারমাস +এ (<ইয়া) ব্যাপ্ত্যর্থে। প্রাদে। বিণ।

বারয়িতা (-য়িতৃ)—১। নিবারক, বারণকারী। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী। ২। পতি। বৃ+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বারযোষা, -যোষিৎ—'বারনারী' দ্রঃ।

বারলাইব্রেরী—আদালতের সংশ্লিষ্ট ব্যবহারাজীবদিগের গ্রন্থাগার। ইং Bar Library. বি। [বি।

বারশিঙ্গা—একপ্রকার হরিণ। বাং প্র।

বারস্ত্রী—'বারনারী' দ্রঃ। [কবিপ্র। ক্রি।

বারা—নিষেধ করা; আটকান; এড়ান।

বারাঙ্গনা—বেশ্যা। বারের (জনসমূহের) অঙ্গনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বারাণসী—কাশী, শিবপুরী। বরণা এবং অসী (নদীদ্বয়), দ্বন্দ্ব; বরণাসী আছে এখানে এই অর্থে, বরণাসী+অণ্+ঈপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

বারাণসেয়—বারাণসীজাত, কাশীতে উৎপন্ন। বারাণসী+এয় ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

বারাণ্ডা, বারান্দা—উপরিস্থ গৃহের বহিঃপ্রকোষ্ঠ; দাওয়া; পিঁড়ে; গৃহের যে অংশ বাহিরের দিকে খোলা থাকে তাহা। ফার্সী 'বারাম্‌দা'-শব্দজ। বি।

বারান্তর—অন্য সময়, আর বার। অন্য বার, নিত্য। বি; ক্লীব।

বারান্দা—'বারাণ্ডা' দ্রঃ।

বারাহ—বরাহসম্বন্ধীয়, শূকরসম্বন্ধীয়। বরাহ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—হী।

বারি—১। জল; গন্ধগুল্ম। বৃ+ণিচ্+ইঞ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। নিবারণ করিয়া; নিবারণ করি। কবিপ্র। ক্রি।

বারি, বারী—১। জলপাত্র, কলসী; সরস্বতী; কথা, বাক্। বৃ+ণিচ্+ইন্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। ২। হাতী ধরিবার ফাঁদ। বৃ+ণিচ্+ইন্ করণবা; পক্ষে ঈপ্। ৩। হাতী বাঁধিবার স্থান। বৃ+ণিচ্+ইন্ অধিবা; পক্ষে ঈপ্। ৪। বন্দী, কয়েদী। বৃ+ণিচ্+ইন্ কর্ম্মবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বারিক—১। সেনাবাস। ইং 'barrack'-শব্দজ। ২। উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

বারিচর—১। মৎস্য; বক। বি; পুং। ২। জলচর। উপতৎ; বারি—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চরী।

বারিজ—১। মৎস্য শঙ্খ শম্বুক প্রভৃতি জলজাত প্রাণী। বি; পুং। ২। পদ্মপুষ্প; লবঙ্গ। বি; ক্লীব। ৩। যাহা জলে জন্মে এমন, জলজ। উপতৎ; বারি—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

বারিত—যাহা বা যাহাকে বারণ করা হইয়াছে এমন, নিষিদ্ধ। বৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বারণ।

বারিদ—জলদ, মেঘ; মুস্তক। উপতৎ; বারি—দা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বারিধি, -নিধি, -রাশি—জলধি, সমুদ্র। উপতৎ; বারি—ধা+কি অধিবা; বারি—নি—ধা+কি অধিবা; বারির রাশি যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

বারিনাথ—বরুণ; সমুদ্র; মেঘ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বারিনিধি—'বারিধি' দ্রঃ।

বারিপাত্র—জল রাখিবার ভাণ্ড বা পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বারিপ্রবাহ—১। ঝরণা, নির্ঝর। বারির প্রবাহ যাহা হইতে, বহুব্রী। ২। জলস্রোত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বারিবারণ—১। জলরোধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত মাটির বাঁধ। বারির বারণ যদ্দারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। জলহস্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বারিবাহ, -বাহন—মেঘ; মুস্তক। উপতৎ; বারি—বহ্+অণ্ কর্ত্তৃবা; বারি—বহ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বারিমণ্ডল—পৃথিবীস্থ জলরাশি (hydrosphere). বারির মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বারিমুক্ (-মুচ্)—মেঘ। উপতৎ; বারি—মুচ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বারিরাশি—'বারিধি' দ্রঃ।

বারিরুহ—১। পদ্ম, জলরুহ। বি; ক্লীব। ২। জলজাত। উপতৎ; বারি—রুহ্+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

বারিশ—জলশায়ী শ্রীবিষ্ণু। উপতৎ; বারি—শী+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বারী—'বারি' দ্রঃ।

বারীন্দ্র, বারীশ—সমুদ্র। বারির ইন্দ্র (প্রধান), ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বারুই—পানবিক্রয়ী জাতিবিশেষ। 'বারুজীবী'-শব্দজ। বি; পুং।

বারুজীবী (-বিন্)—বারুই। উপতৎ; বারু—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বারুণ—১। বরুণসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী,—ণী। ২। জল; জলদ্বারা স্নান; শতভিষা-নক্ষত্র। বরুণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে, দেবতার্থে। বি; ক্লীব।

বারুণি—অগস্ত্যমুনি। বরুণ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বারুণী—১। পশ্চিমদিক্; মদ্যবিশেষ; শতভিষা-নক্ষত্র; পর্ব্ববিশেষ; শতভিষা-নক্ষত্রযুক্তা চৈত্রকৃষ্ণত্রয়োদশী; দূর্ব্বা। বরুণ+অণ্ জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। ২। বরুণের স্ত্রী। বারুণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বারুদ—সোরা গন্ধকাদি মিশ্রিত দাহ্য চূর্ণবিশেষ, কামান বন্দুক প্রভৃতি হইতে গুলি ছুড়িবার গুঁড়াবিশেষ। তুর্কী। বি।

বারেক—একবার, একসময়। এক বার, কর্ম্মধা (এক শব্দের পরনিপাত ও বাংলা নিয়মে সন্ধি)। ক্রি-বিণ।

বারেন্দ্র—১। বরেন্দ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। বি; পুং। ২। বরেন্দ্রদেশজাত। বরেন্দ্র+অণ্ অধিবাসী অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ন্দ্রী।

বারেন্দ্রী—বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী দেশবিশেষ, রাজসাহী বিভাগের একাংশ, বরেন্দ্রভূমি। বরেন্দ্র+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বারো—সংখ্যাবিশেষ, ১২-সংখ্যা; ১২-সংখ্যক। 'দ্বাদশন্'-শব্দজ। বি বা বিণ।

বারোঁয়া—(সঙ্গীত) একটি রাগিণীর নাম। বাং প্র। বি।

বারোয়ারি—পল্লীর সকলের সাহায্যে অনুষ্ঠিত। 'বারোপকারিক'-শব্দজ। বিণ।

বার্ণিক—লিপিকর, লেখক; যে রং লাগায় এমন। বর্ণ (অক্ষর)+ইক শিল্পী অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

বার্ণিশ, বার্ণিস, বার্নিস—চাকচক্যজনক প্রলেপ। ইং 'varnish'-শব্দজ। বি।

বার্ত্ত(র্ত)—১। স্বাস্থ্য, আরোগ্য; কুশল, মঙ্গল; পটুতা, পাটব। বৃত্তি (জীবন ইত্যাদি)+অণ্ হিত অর্থে। বি; ক্লীব। ২। নীরোগ, নিরাময়, সুস্থ; বৃত্তিশালী; মনোহর; পটু। বৃত্তি+ণ আছে অর্থে। বিণ।

বার্ত্তা(র্তা)—১। সংবাদ, বৃত্তান্ত; জনশ্রুতি। বৃত্ত+ণ আছে অর্থে+আপ্। ২। দুর্গা; বৃত্তি; কৃষি-গোরক্ষণাদি। বৃত্তি+অণ্ আছে অর্থে, স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

বার্ত্তা(র্তা)ক, বার্ত্তা(র্তা)কী, বার্ত্তা(র্তা)কু—ফলবিশেষ, বেগুণ। বার্ত্ত (স্বাস্থ্য)—অক্+ণিচ্ (আকি=পাওয়া)+অণ্ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে ঈপ্; ৩য় পক্ষে ঈ-স্থানে উ (নিপা)। বি; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।

বার্ত্তা(র্তা)জীবী (-বিন্)—সংবাদপত্র-সেবী। বার্ত্তা দ্বারা জীবিত থাকে যে, উপতৎ; বার্ত্তা—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

বার্ত্তা(র্তা)নীতি—অর্থশাস্ত্র। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বার্ত্তা(র্তা)বহ—চর, দূত; সংবাদবাহক; কৃষিবাণিজ্যজীবী, বণিক্। বার্ত্তা—বহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

বার্ত্তি(র্তি)ক—১। চর, দূত। বার্ত্তা+ইক জানে অর্থে। ২। বৈশ্যজাতি। বার্ত্তা+ইক প্রয়োজনার্থে। বি; পুং। ৩। গ্রন্থের টীকাবিশেষ। বৃত্তি+ইক সাধু অর্থে। বি; ক্লীব।

বার্দ্দ(র্দ)ল—১। দুর্দ্দিন, বাদল। বি; ক্লীব। ২। দোয়াত, মস্যাধার। বার্ (জল)—দা+ক কর্ত্তৃবা=বার্দ্দ; বার্দ্দ—লা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বার্দ্ধ(র্ধ)ক—বৃদ্ধাবস্থা; বৃদ্ধসমূহ; বৃদ্ধের কর্ম্ম। বৃদ্ধ+অক (বুঞ্) ভাবাদ্যর্থে। বি; ক্লীব। [স্বার্থে। বি; ক্লীব।

বার্দ্ধ(র্ধ)ক্য—বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধত্ব। বার্দ্ধক+ষ্যঞ্

বার্নিস—বার্নিশ' দ্রঃ।

বার্য্য(র্য)—১। বারণীয়, বারণযোগ্য। বৃ+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। ২। বারিসম্বন্ধীয়। বার্+যৎ সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—বারণ।

বার্য্য(র্য)মান—যাহা বা যাহাকে বারণ করা হইতেছে এমন। বৃ+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। বি—বারণ।

বার্লি—যবের গুঁড়া। ইং barley. বি।

বার্ষিক—১। সাংবৎসরিক, বৎসরসম্বন্ধীয়; প্রতিবর্ষে দেয় (অর্থাদি); প্রতিবর্ষে কর্ত্তব্য। বর্ষ+ইক ভবার্থে, দেয়ার্থে নির্বৃত্তার্থে। ২। বর্ষাকালীন। বর্ষা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। **বার্ষিক গতি**—(ভূগোল) সূর্য্যের চারিদিকে নির্দ্দিষ্ট পথে পৃথিবীর এক-বৎসরে ঘুরিয়া আসা। **বার্ষিক বৃত্তি**—বাৎসরিক ভাতা (নিয়মিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বা আজীবন দেয়—annuity).

বার্ষিকী—১। বর্ষকর্ত্তব্যপূজাদি। বি; স্ত্রী। ২। বর্ষাসম্বন্ধীয়; বৎসরসম্বন্ধীয়। বার্ষিক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বার্হস্পত্য—১। বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র; নীতিশাস্ত্র; বৌদ্ধশাস্ত্র। বৃহস্পতি+ণ্য উক্তার্থে। বি; ক্লীব। ২। চার্ব্বাক। বার্হস্পত্য+অণ্ জানেন অর্থে। বি; পুং।

বাল—১। চুল, কেশ। বি; পুং। ২। গন্ধ-দ্রব্যবিশেষ, বালা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। অজ্ঞান, মূর্খ; নূতন; বালক। বল্+ণ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৪। লেজ; ঘোড়ার বাচ্ছা; পাঁচ বছরের হাতী; নারিকেলগাছ। বাল+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বালক—১। ছেলে, শিশুপুত্র; বালা, বলয়; আঙ্টী, অঙ্গুরীয়ক; লাঙ্গুল; গন্ধদ্রব্যবিশেষ। বি; পুং। ২। অজ্ঞান। বাল+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—বালিকা।

বালকযোগ্য—ছেলেমানুষের যোগ্য। ৭মীতৎ। বিণ।

বালকাণ্ড—সুবিখ্যাত রামায়ণগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় (ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যকালের বিবরণ আছে)। বাল-বিষয়ক কাণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বালকোচিত—ছেলেমানুষের পক্ষে উপযুক্ত, বালকের পক্ষে সঙ্গত। ৭মীতৎ। বিণ।

বালক্রীড়ন—ছেলেখেলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বালগর্ভ(র্ব্ভ)বতী, -গর্ভি(র্ব্ভি)ণী—প্রথম-গর্ভবতী গাভী। বালা গর্ভবতী, গর্ভিণী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

বালগোপাল—শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিবিশেষ। কর্ম্মধা।

বালগ্রহ—বালকের পীড়াদায়ক উপগ্রহ-বিশেষ। বালপীড়ক গ্রহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বালচর্য্যা(র্যা)—শিশুচিকিৎসা, শিশুপালন।

বালচাপল্য—ছেলেমানুষের চপলতা। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।

বালতি—১। হাতলযুক্ত জলপাত্রবিশেষ। পোর্তুগীজ 'balde'-শব্দজ। বি। ২। যে বিধবার একটি মাত্র শিশুপুত্র আছে। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

বালদো—তাল নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের শাখা, বাইল। বাং প্র। বি।

বালপ্রৌঢ়ি—অল্পবয়সে পাকামি, অকাল-পক্বত্ব (precocity). বালের (বালকের) প্রৌঢ়ি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বালবাচ্চা—ছেলে-পিলে, সন্তান-সন্ততি। দ্বন্দ্ব। হিন্দী। বি।

বালবিধবা—অতি অল্পবয়সে স্বামিহীনা। বালা বিধবা, কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বালবৈধব্য—অতি অল্পবয়সে স্বামীর মৃত্যু, বালিকা-অবস্থায় স্বামিহীনতা। বালবিধবা+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

বালব্যজন—চামর। বালনির্ম্মিত ব্যজন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বালভাষিত—শিশুর কথা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বালভোগ—প্রভাতকালীন ভোগ; বালক-গোপালের প্রাতর্ভোজ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বালরোগ—বালকের ব্যাধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বালশশী (-শশিন্)—শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চন্দ্র। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বালসান—শিশুর পীড়া হওয়া; জ্বালা-যন্ত্রণা হওয়া। বাং ক্রি।

বালসুলভ—যাহা ছেলেমানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এমন, বালকের উপযুক্ত, বালকোচিত। ৭মীতৎ। বিণ।

বালসূর্য্য(র্য)—১। বৈদূর্য্যমণি। বি; ক্লীব। ২। প্রাতঃকালীন সূর্য্য। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বালা—১। ষোল বছর পর্য্যন্ত বয়সের মেয়ে, একবৎসরবয়স্কা গাভী; হরিদ্রা; হস্তভূষণ-বিশেষ, বলয়; নারিকেল; ত্রুটি। বি; স্ত্রী। ২। মূর্খা; নবীনা; বালিকা। বাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। বলয়। 'বলয়'-শব্দজ। বি।

বালাই—১। বিপদ্, আপদ্; অমঙ্গল, উৎপাত; অমঙ্গলসূচক বাক্যের শান্তিসূচক প্রতিবাক্যবিশেষ। আরবী 'বালা'-শব্দজ। বি।

বালাই লইয়া মরা—মঙ্গলপ্রার্থনায় উক্তিবিশেষ, কাহারও বিপদ্ ও অমঙ্গল নিজে লইয়া তাহাকে মুক্ত করা। **বালাই! ষাট্!**—অমঙ্গলের আশঙ্কায় উক্তিবিশেষ, যাহাতে অমঙ্গল না হয় এইরূপ কামনা। ২। বলিহারি ('ভাবের—নাই')। 'বলিহারি'-শব্দজ। বি।

বালাখানা—উপরের ঘর। ফার্সী। বি।

বালাঞ্চি—গরুর লেজের লোম দ্বারা তৈরি একপ্রকার দড়ি। বাং প্র। বি।

বালাপোশ—গাত্রবস্ত্রবিশেষ, ভিতরে তুলা-ভরা গরম গায়ের কাপড়। ফার্সী। বি।

বালাম—একপ্রকার চাউল; চাউল বহন করিবার নৌকা। বাং প্র। বি।

বালামচি—ঘোড়ার ঘাড়ের বা লেজের লোম। বাং প্র। বি।

বালারুণ, বালার্ক—নবোদিত সূর্য্য, প্রাতঃকালীন সূর্য্য। বাল অরুণ, অর্ক, কর্ম্মধা। বি; পুং।

বালি—১। অল্পবয়স্কা বালিকা ("বালি বিলাসিনি আকুল কান"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। বালুকা। 'বালুকা'-শব্দজ। বি। ৩। বানররাজ। বল্+ইণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বালিকা—ছোট মেয়ে, শিশুকন্যা; বালুকা; কর্ণভূষণ। বালক+আপ্। বি; স্ত্রী। পুং—বালক।

বালিকাসুলভ—ছোট মেয়ের পক্ষে স্বাভা-বিক, বালিকার উপযুক্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

বালিঘট—বালিপূর্ণ কলস। বালিপূর্ণ ঘট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

বালিয়া—১। বেলেমাছ; বেলে হাঁস। বি। ২। বালিভরা; বালুকা-সম্বন্ধীয়। বাং প্র। বিণ। [বাং প্র। বি।

বালিয়াড়ি—বালুকার স্তূপ বা চর।

বালিশ—উপাধান। বালিন্ (মস্তক)+শ আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

বালী—১। বালা, বলয়। বাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। বালুকা। বাং প্র। বি। ৩। তরুণী, বালিকা। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বালু—১। এলবালুনামক গন্ধদ্রব্য। বল্+উণ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী। ২। বালি। হিন্দী। বি।

বালুকা—বালি, সিকতা; শাখা; হস্ত-পদাদি; কর্কটী; যন্ত্রবিশেষ; কর্পূর। বল্+উণ্ করণবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

বালুকাময়—বালিপূর্ণ; সিকতাময়। বালুকা+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

বালুকাস্বেদ—গরম বালি দ্বারা তাপ দিয়া ঘাম বাহির করা। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

বালুসাই—ছানায় তৈরি গোলাকার মিষ্টান্নবিশেষ। বাং প্র। বি।

বালেন্দু—শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্র। বাল ইন্দু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

বালেয়—১। পূজার উপযুক্ত। বলি+এয় যোগ্যার্থে। ২। বালকের উপযুক্ত, বালকের হিতকর; মৃদু, কোমল। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। ৩। গর্দ্দভ। বাল+এয় হিতার্থে [ইহার দুগ্ধ বালকের হিতকর]। বি; পুং।

বাল্ক, বাল্কল—গাছের ছাল দিয়া তৈরি, বৃক্ষত্বক্ দ্বারা নির্ম্মিত। বিণ। স্ত্রী—বাল্কী, বাল্কলী।

বাল্মিক, বাল্মিকি, বাল্মীক, বাল্মীকি—রামায়ণগ্রন্থকার মুনি, আদ্য কবি। বল্মিক, বল্মীক (উইয়ের ঢিবি)+অণ্, ইঞ্ নির্গতার্থে। বি; পুং।

বাল্য—ছেলেবেলা, শৈশব, ১৬ বর্ষ পর্য্যন্ত কাল। বাল+ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

বাল্যকাল—ছেলেবেলা, শৈশব। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বাল্যপ্রণয়—ছেলেবেলায় ভালবাসা, বাল্য-বন্ধুত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাল্যপ্রেম (-প্রেমন্)—ছেলেবেলার ভাল-বাসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বাল্যবন্ধু—ছেলেবেলাকার বন্ধু, শৈশবসুহৃৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাল্যবিবাহ—ছেলেবেলায় বিবাহ, অল্প-বয়সে বিবাহ। ৭মীতৎ। বি; পুং।

বাল্যসখা—'বাল্যসুহৃৎ' (তাহা দ্রঃ) (ব্যাকরণমতে 'বাল্যসখ')।

বাল্যসখী—ছেলেবেলার সহচরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাল্যসঙ্গী (-সঙ্গিন্)—ছেলেবেলার সাথী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—সঙ্গিনী।

বাল্যসুহৃৎ—ছেলেবেলার বন্ধু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাশ, বাস—ছুতারের কাঠ কাটিবার এবং চাঁচিবার কুড়ালের ন্যায় যন্ত্র। 'বাসী'-শব্দজ। বি।

বাশিষ্ঠ, বাসিষ্ঠ—১। বশিষ্ঠসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ঠী। ২। বশিষ্ঠপ্রণীত যোগশাস্ত্র। বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ (মুনিবিশেষ)+অণ্ কৃতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

বাশুলী, বাসুলী—দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি-বিশেষ; কবি চণ্ডীদাসের পূজিতা নান্নুর গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। 'বিশালাক্ষী'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

বাষট্টি—দ্বিষষ্টি, ৬২-সংখ্যা; ৬২-সংখ্যক। 'দ্বিষষ্টি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

বাষ্প—সূক্ষ্ম জলকণা; অশ্রু; কণ্ঠবারি; ধূম, ধোঁয়া; লৌহ। বাধ্+প কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (ধ্-স্থানে ষ্)। বি; পুং। বিণ—বাষ্পীয়।

বাষ্পপোত, বাষ্পীয়পোত—কলের জাহাজ। বাষ্পচালিত পোত, মধ্যপ কর্ম্মধা; বাষ্পীয় (বাষ্পচালিত) পোত, কর্ম্মধা। বি; পুং।

বাষ্পবৎ—ধোঁয়ার মত। বাষ্প+বতিচ্ তুল্যার্থে। অব্য। [বি; ক্লীব।

বাষ্পবারি—চোখের জল, অশ্রু। কর্ম্মধা।

বাষ্পযন্ত্র—ধোঁয়া-কল। বাষ্পচালিত যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বাষ্পরথ, -শকট—কলের গাড়ি, রেলগাড়ি। বাষ্পচালিত রথ, শকট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

বাষ্পরুদ্ধ—চোখের জলে যাহা আটকাইয়া গিয়াছে এমন, অশ্রুরুদ্ধ ('—কণ্ঠ')। ৩য়াতৎ। বিণ।

বাষ্পশকট—'বাষ্পরথ' দ্রঃ।

বাষ্পাকুল—চোখের জলে ভরা, অশ্রুপূর্ণ; ধূমাকৃতি জলকণায় পূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

বাষ্পায়ন—বাষ্প উদ্গিরণ; বাষ্পে পরিণত হওন। বাষ্প+ক্যঙ্ (=বাষ্পায় নামধাতু) +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বাষ্পীকরণ—বায়বীয় পদার্থে পরিণত করা (evaporation). বাষ্প+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বাষ্পী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

বাষ্পীভবন—বায়বীয় পদার্থে পরিণত হওয়া (evaporation). বাষ্প+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বাষ্পী)—ভূ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ভূত। [স্বার্থে। বিণ।

বাষ্পীয়—বাষ্পসম্বন্ধীয়। বাষ্প+ঈয় সম্ব-

বাষ্পীয়পোত—'বাষ্পপোত' দ্রঃ।

বাষ্পীয়যন্ত্র—বাষ্পচালিত যন্ত্র (steam-engine). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বাষ্পীয়যান, -রথ, -শকট—বাষ্পচালিত গাড়ী, রেলগাড়ী। বাষ্পীয় যান, রথ, শকট, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং, পুং বা ক্লীব।

বাস—'বস্' দ্রঃ।

বাস—১। গৃহ, বাসস্থান; আশ্রয়। বস্+ঘঞ্ অধিবা। ২। স্থিতি। বস্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। বস্ত্র। বস্+ঘঞ্ করণবা। ৪। সুগন্ধ। ("কুসুমের বাস ছেড়ে কুসুমের বাস বায়ুভরে এসে করে নাসিকায় বাস"—ঈশ্বর গুপ্ত)। বাস্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৫। একপ্রকার বড় মোটরগাড়ী। ইং bus. ৬। সূত্রধরের কুঠার। 'বাসী'-শব্দজ। বি।

বাসঃ (বাসস্), **বাস**—কাপড়, বস্ত্র। বস্+ণিচ্+অস্ করণবা। বি; ক্লীব।

বাসক—১। বৃক্ষবিশেষ, বাসকগাছ, শয্যা-গৃহ ("বাসক-শয়ন পরে"—রবীন্দ্রনাথ)। বস্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। সুগন্ধ-কারক। বাস্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বাসিকা।

বাসকসজ্জা, বাসসজ্জা—যে নায়িকা বেশভূষা করিয়া ও বাসগৃহ সাজাইয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে সে। বাসকে, বাসে সজ্জা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

বাসগৃহ—১। থাকিবার ঘর; শয্যাগৃহ; অন্তঃপুর। বাসের গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বস্ত্রাবাস, তাঁবু, বাস (বস্ত্র)-রচিত গৃহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বাসন—১। ধূপন। বাস+অনট্ ভাববা। ২। বস্ত্র। বস্+ণিচ্+অনট্ করণবা। ৩। বাস-স্থান; জলপাত্র, জালা, পাত্র; বাক্স, মোড়ক। বস্+ণিচ্+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব। ৪। থালা ঘটি বাটি প্রভৃতি পাত্র। বাং প্র। বি।

বাসনা—১। ইচ্ছা; মনোবৃত্তি, সংস্কার-বিশেষ, স্মৃতিজনক সংস্কার, জ্ঞান; প্রত্যাশা; কল্পনা; যুক্তি। বস্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। ২। দুর্গা। বস্+ণিচ্ (স্বার্থে)+অন কর্ত্তৃবা+আপ্। ৩। সুগন্ধীকরণ। বাস্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। ৪। কলাগাছ প্রভৃতির উপরের খোসা। বাং প্র। বি।

বাসন্ত—১। বসন্ত-ঋতুসম্বন্ধীয়। বসন্ত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—বাসন্তী। ২। উষ্ট্র; কোকিল। বসন্ত+অণ্ প্রিয় অর্থে। ৩। মলয়-বায়ু; কৃষ্ণমুদ্গ; মদনবৃক্ষ। বসন্ত+অণ্ সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। বি; পুং।

বাসন্তিক—ভাঁড়, বিদূষক, মস্করা; নট; নর্ত্তক; বসন্তকাল-সম্বন্ধীয়। বসন্ত+ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে। বি; পুং, বা বিণ।

বাসন্তী—১। দুর্গা; নবমল্লিকা; মাধবীলতা; মদনোৎসব; বনদেবতাবিশেষ; চতুর্দ্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। বসন্ত-সম্বন্ধীয়; বসন্তকালীনা। বাসন্ত+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। **বাসন্তী পূজা**—চৈত্রমাসীয় দুর্গাপূজা। ৩। হলদে রংযুক্ত, হলদে রঙে ছোবান। বাং প্র। বিণ।

বাসব—১। ইন্দ্র। বি; পুং। ২। ধনিষ্ঠা-নক্ষত্র। বসু+অণ্ আছে অর্থে, অধিপতি অর্থে। বি; ক্লীব। [বি; ক্লীব।

বাসভবন—থাকিবার বাড়ী। ৬ষ্ঠীতৎ।

বাসর—১। দিবস, দিন। বস্+অরন্ অধিবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ২। নাগবিশেষ। বস্+ণিচ্+অরন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। বিবাহরাত্রির শয়নগৃহ। 'বাসগৃহ'-শব্দজ। বি। **বাসর জাগা**—বিবাহ-রাত্রিতে বাসরঘরে বর-বধূকে লইয়া স্ত্রীলোকদের আমোদ-প্রমোদ করিয়া রাত কাটান।

বাসরশয্যা—বিবাহ-রজনীতে বধূ-বরের ব্যবহার্য্য শয্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাসরসজ্জা—বিবাহরাত্রিতে বরকন্যার শয়নগৃহ সাজান; নায়কের সহিত মিলনা-র্থিনী রমণীর বেশভূষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাসা—১। বসতিস্থান; অস্থায়ী বাসস্থান; পক্ষী প্রভৃতির আবাসস্থান; নীড়, কুলায়। 'বাস'-শব্দজ। বি। ২। মনে করা; ভাল-বাসা; বাস করা; সুগন্ধযুক্ত করা; ইচ্ছা করা। কবিপ্র। ক্রি।

বাসি—১। কুঠারবিশেষ, বাইস; পত্র-বিশেষ। বস্+ইঞ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। পর্য্যুষিত; ধোপাবাড়ীর কাচা; অধৌত ('—কাপড়'); যাহা সূর্য্যোদয়ের

পর ঝাঁট দেওয়া বা নিকান হয় নাই এমন ('—ঘর'), যাহা সূর্য্যোদয়ের পর ধোওয়া হয় নাই এমন ('—মুখ'); পূর্ব্বরাত্রিতে পরিহিত। বাং প্র। বিণ। **বাসি বিয়ে**—বিবাহের দিন শেষরাত্রির বা পরদিবস প্রাতঃকালের অনুষ্ঠানবিশেষ। ৩। মনে করি। বাং ক্রি।

বাসিকা—১। বাসক গাছ। বি; স্ত্রী। ২। যাহা সুবাসিত করে এমন। বাসক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বাসিত—১। যাহাকে সুগন্ধযুক্ত করা হইয়াছে এমন, সুরভিত, ভাবিত; বিখ্যাত। বাস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। বসনপরিহিত, বস্ত্রাচ্ছাদিত; পুরাতন, পুরাণ; আর্দ্রীকৃত; পর্য্যুষিত; অধ্যুষিত। বস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। পাখীর শব্দ। বাস্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ৪। মনে করিত। কবিপ্র। ক্রি।

বাসিন্দা—অধিবাসী। ফার্সী। বি।

বাসী (-বাসিন্)—(উপপদের পরবর্ত্তী হইলে) বাসকারী। বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বাসিনী।

বাসী—১। বাসি (২য়) (তাহা দ্রঃ)। ২। বাইস। বাসি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বাসু—বিষ্ণু, নারায়ণ; পুনর্ব্বসুনক্ষত্র; পরমাত্মা। বস্+উণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বাসুকি—সর্পরাজ। বসু—কৈ+ক কর্ত্তৃবা; বসুক+ইঞ্ স্বার্থে। বি; পুং।

বাসুদেব—বসুদেবপুত্র, শ্রীকৃষ্ণ; শালগ্রামবিশেষ। বসুদেব+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বাসুলী—'বাশুলী' দ্রঃ।

বাস্তব, বাস্তবিক—প্রকৃত, যথার্থ; পরমার্থভূত। বস্তু+অণ্, ইক সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বী, —বিকী।

বাস্তব্য—১। বাসকারী, বাসকর্ত্তা; প্রতিবাসী। বস্+তব্যণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। বসতি। বস্+তব্য অধিবা (নিপা)। বি; পুং।

বাস্তববিদ্যা—(জীববিদ্যা) জীব বা উদ্ভিদের আবেষ্টনীভেদে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তদ্বিষয়ক শাস্ত্র (Ecology). বাস্তব্যা বিদ্যা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বাস্তু—১। গৃহ, ভবন; বসতিস্থান; চিরকালের বসতবাটী, ভিটা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। বেতুয়াশাক। বস্+তুণ্ অধিবা। বি; ক্লীব। ৩। নিজের ভিটায় বংশানুক্রমে বা বহুকাল যাবৎ যে বাস করিয়া আসিতেছে এমন। বাং প্র। বিণ।

বাস্তুঘুঘু—বহুকালের প্রতিপালিত ঘুঘু; গৃহের ঘুঘু; ধূর্ত্তব্যক্তি। বাং প্র। বি।

বাস্তুত্যাগী (-গিন্)—বাস্তুহারা তাহা দ্রঃ। উপতৎ; বাস্তু—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —ত্যাগিনী। বি, —ত্যাগ।

বাস্তুদেব—গৃহদেবতা। বাস্তুরক্ষক দেব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বাস্তুদেবতা—আবাসভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাস্তুপুরুষ—শ্রাদ্ধের আরম্ভে পূজনীয় গৃহদেবতা। বাস্তুরধিষ্ঠাতা পুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বাস্তুভিটা—চিরকালের আবাসভূমি।

বাস্তুযাগ—ভূমিশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ত্তব্য যজ্ঞ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বাস্তুশিল্প—গৃহনির্ম্মাণ-কৌশল, অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের বিদ্যা (masonry). বাস্তু-নির্ম্মাণ-সংক্রান্ত শিল্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বাস্তুসাপ—বহুকাল যাবৎ গৃহে বাসকারী সাপ [লোকে ইহাকে গৃহের দেবতা মনে করে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বাস্তুহারা—উদ্বাস্তু, যাহাকে চিরকালের মত বহুদিনের বাসভূমি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে (refugee). বাস্তু হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বি বা বিণ।

বাষ্প—অতি সূক্ষ্ম ও লঘু জলকণা; কণ্ঠবারি, উষ্মা; নেত্রজল, অশ্রু; আনন্দ ঈর্ষা ও আর্ত্তি হইতে সম্ভূত অশ্রুর অপ্রকাশিত অবস্থা। বা কিংবা বৈ+প কর্ত্তৃবা (স্-আগম)। বি; পুং।

বাহ—১। ষাঁড়, বৃষ; অশ্ব; মহিষ; বাহু। বহ্+ঘঞ্ করণবা। ২। পরিমাণবিশেষ। বহ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। (কর্ম্মবাচক উপপদের পরে থাকিলে) বাহক। বহ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বাহী।

বাহক—১। সারথি। বি; পুং। ২। বহনকর্ত্তা। বহ্+ণিচ্ বা বহ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বাহিকা।

বাহড়া, বাহরা, বাহুড়া, বাহুরা—প্রত্যাবর্ত্তন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বাহড়ান, বাহুরান—প্রত্যাবৃত্ত করা, ফিরান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বাহত্তরা, বাত্তরা—দুশ্চরিত্র; ভবঘুরে। প্রাদে। বিণ।

বাহন—১। যান, যদ্দ্বারা বহন করা হয় তাহা; হস্তী, নৌকা শিবিকা প্রভৃতি। বহ্+ণিচ্+অনট্ করণবা। ২। যত্ন। বাহ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বাহনা, বাহানা—আব্দার; আপত্তি, ওজর। ফার্সী। বি।

বাহবা—১। প্রশংসা। বি। ২। সাবাস্ বেশ ইত্যাদি প্রশংসাসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

বাহা—১। বাহু। বাহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী। ২। চালিত করা, আকর্ষণ করা। বাং ক্রি। ৩। প্রশংসাসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

বাহাত্তর—দ্বিসপ্ততি, ৭২-সংখ্যা; ৭২-সংখ্যক। 'দ্বিসপ্ততি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

বাহাত্তুরে, বায়াত্তুরে—বাহাত্তর-বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ; অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ; ভীমরতিগ্রস্ত। বাহা(য়া)ত্তর+এ (< ইয়া) বয়সার্থে। বিণ।

বাহাদুর—বীর, সাহসী; কার্য্যদক্ষ; নিপুণ [ইংরেজ আমলে ভারতের রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগকে ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহা উপাধিস্বরূপে প্রদত্ত হইত]। তুর্কী শব্দ। বি বা বিণ।

বাহাদুরি—বীরত্ব; নিপুণতা; কৌশল। বাহাদুর+ই ভাবার্থে। বি।

বাহাদুরিকাঠ—শাল প্রভৃতি গাছের গুঁড়ি। বাং প্র। বি।

বাহানা—'বাহনা' দ্রঃ।

বাহার—সৌন্দর্য্য, চটক, বাহ্য রূপ; বসন্তকাল; সঙ্গীতের রাগবিশেষ; মজা। ফার্সী। বি।

বাহারিয়া, বাহারে—চটকদার; বাহ্য সৌন্দর্য্যযুক্ত। বাহার+ইয়া, এ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

বাহাল—নিযুক্ত; সুস্থ; বজায়; স্থায়ী; স্থির; অপরিবর্ত্তিত। ফার্সী 'বহাল্'-শব্দজ। বিণ।

বাহিক—১। ঢাক; গরু-টানা গাড়ী প্রভৃতি। বি; পুং। ২। ভারবাহক। বাহ (বহন)+ইক প্রয়োজনার্থে। বিণ।

বাহিত—চালিত; প্রবাহিত; প্রতারিত, বঞ্চিত। বহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বাহন।

বাহিনী—১। সেনাবিশেষ; ৮১ হস্তী ৮১ রথ ২৪৩ অশ্ব এবং ৪০৫ পদাতি—এতাবৎ-সংখ্যক সৈন্য। বাহ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। ২। নদী। বি; স্ত্রী। ৩। বাহনকর্ত্রী। বহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বাহির—১। বহির্ভাগ, বহির্দ্দেশ। বি। ২। বহির্গত; বহিষ্কৃত; বহির্ভূত; প্রকাশিত; আবিষ্কৃত; অতীত। 'বহিস্'-শব্দজ। বিণ। [কবিপ্র। ক্রি।

বাহিরা, বাহিরান—বহির্গত হওয়া।

বাহিরে, বাইরে—১। বহির্ভাগে; অন্য স্থানে। বি। ২। অধিক, ভিন্ন, অতিরিক্ত। বাং প্র। অব্য।

বাহী (বাহিন্)—বহনকারী। বহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বাহিনী।

বাহীক—১। গাড়ি, শকট; জাতিবিশেষ; দেশবিশেষ, পঞ্জাব। বি; পুং। ২। বাহক, ভারী। বহ্+ঈকণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

বাহু—১। ভুজ, কক্ষ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অবয়ব (arm); (জ্যামিতি) ক্ষেত্রাদির পার্শ্বরেখা (side). বহ্+উণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বাহুজ—১। (ব্রহ্মার বাহু হইতে উৎপন্ন বলিয়া) ক্ষত্রিয়; শুকপক্ষী; স্বয়ংজাত তিল। বি; পুং। ২। বাহুজাত। উপতৎ; বাহু—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

বাহুড়া—'বাহড়া' দ্রঃ।

বাহুত্র, বাহুত্রাণ—অস্ত্রাঘাত নিবারণার্থ বাহুবদ্ধ লৌহময় আবরণ। উপতৎ; বাহু—ত্রৈ+ক কর্তৃবা; বাহুর (ভুজের) ত্রাণ (রক্ষা) যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

বাহুবল—যুদ্ধোপযোগী হস্তবল; শারীরিক শক্তি; নিজের ক্ষমতা, আত্মশক্তি; অস্ত্র-শস্ত্রের শক্তি। বাহুগত বল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বাহুবলদৃপ্ত—শক্তি আছে বলিয়া অত্যধিক গর্ব্বিত, ভুজবলহেতু দর্পিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বাহুভূষণ, বাহুভূষা—বাজু, কেয়ূর; বাহুর অলঙ্কার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

বাহুমূল—বগল, কক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বি; ক্লীব।

বাহুযুগল—দুইটি বাহু; ভুজদ্বয়। ৬ষ্ঠীতৎ।

বাহুযুদ্ধ—হাতাহাতি, মল্লযুদ্ধ। ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

বাহুল্য—আধিক্য, প্রাচুর্য্য। বহুল+ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—বহুল।

বাহ্য—১। বাহিরের, বহিঃস্থিত। বহিস্ (বাহিরে)+ষ্ণ্যঞ্ ভবার্থে। বিণ। **বাহ্য জগৎ**—বাহিরের সংসার; চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত জগৎ। **বাহ্য জ্ঞান**—বাহিরের বোধ; চক্ষুঃকর্ণাদি দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি; জাগতিক জ্ঞান; চেতনা। **বাহ্য দৃশ্য**—বাহিরে ব্যক্ত রূপ; আপাত দৃষ্টিতে বস্তুর যে রূপ দেখা যায় তাহা; বাহিরের চটক ("বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন"—হেমচন্দ্র)। ২। বহনীয়। বহ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। যান, বাহন। বহ্+ণ্যৎ করণবা। বি; ক্লীব।

বাহ্যদৃষ্টি—চক্ষুঃকর্ণাদি দ্বারা কোন বিষয়ের বোধ; জাগতিক বিষয়-দর্শন। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বাহ্যমান—যাহা বাহিত হইতেছে এমন, প্রাপ্যমাণ। বহ্+ণিচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। [শব্দজ। বিণ।

বাহ্যিক—বাহিরের, বহিঃসম্বন্ধীয়। 'বাহ্য'-

বাহ্যে—১। বহির্ভাগে। 'বাহ্য' (১) হইতে। ২। মলত্যাগ; মলত্যাগের বেগ; মল; বিষ্ঠা। বাং প্র। বি। **বাহ্যে পাওয়া**—মলত্যাগের বেগ হওয়া।

বাহ্যেন্দ্রিয়—বহিরিন্দ্রিয়, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি। বাহ্য (বাহিরের) ইন্দ্রিয়, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বাহ্লিক, বাহ্লীক—১। দেশবিশেষ, তাতার দেশের অন্তঃপাতী বল্খ। বহ্+লিন অধিবা+কন্ স্বার্থে (বিকল্পে দীর্ঘ)। ২। তদ্দেশজ অশ্ব; গন্ধর্ব্ববিশেষ। বি; পুং। ৩। কুঙ্কুম; হিঙ্গু, হিং। বাহ্লিক, বাহ্লীক+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব।

বি—১। বিপরীত; নিশ্চয়; বিরুদ্ধ; বিষম; নিন্দা; বিরক্তি; অসম্মতি; অসহন; প্রভেদ; বিশেষ; কারণ, হেতু; অভাব; গতি; পরিভব; নিগ্রহ; আলম্বন, অবলম্বন, জ্ঞান; শুদ্ধি; অব্যাপ্তি; ঈষৎ; নিষেধ; বিরোধ; দান; নিয়োগ; পাদপূরণ; বৈপরীত্য। বা+কি ভাববা। অব্য; উপ। ২। পক্ষী। বা+ইন্ (ড্) কর্তৃবা। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। আকাশ; স্বর্গ; চক্ষুঃ। বে (বিস্তার করা)+ই কর্তৃবা। বি; পুং।

বিউনি, বিউনী—১। বেণী, কেশবন্ধন-বিশেষ। 'বেণী'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ২। হাতপাখা। 'ব্যজনী'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

বিউনিল—পাখা দ্বারা বাতাস করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বিউনী—'বিউনি' দ্রঃ।

বিউলি, বিউলী—তুষছাড়ান মাষকলাই। 'বিদলিত'-শব্দজ। বি।

বি. এ.—বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যবিষয়ে প্রথম উপাধিপরীক্ষা বা উপাধি। ইং B. A.—Bachelor of Arts. বি।

বিংশ—বিংশতির পূরণ। বিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—বিংশী।

বিংশক—বিংশতি, কুড়ি, ২০। বিংশতি+ডক (ড্রুন্) স্বার্থে। বিণ।

বিংশতি—১। কুড়ি, বিশসংখ্যা। দ্বিগুণিত দশ (দশন্ শব্দ), মধ্যপ কর্ম্মধা (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী। ২। বিংশতি-সংখ্যক। দ্বিগুণিত দশ (দশন্-শব্দ), মধ্যপ কর্ম্মধা (নিপাতনে)। বিণ; স্ত্রী।

বিংশতিতম—বিংশতির পূরণ। বিংশতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমী।

বিঁড়া, বিঁড়ে, বিড়া, বিড়ে—১। কলসী প্রভৃতি বসাইবার অথবা মাথায় বোঝা স্থাপন করিবার বেষ্টনী। বাং প্র। ২। ধানের আঁটি; পানের ২০ গণ্ডা। প্রাদে। বি।

বিঁড়ি—পাতায় জড়ান তামাকযুক্ত চুরুট-বিশেষ; মস্তকে ভার স্থাপন করিবার বেষ্টনী। 'বীটী'-শব্দজ। বি।

বিঁদ, বিঁধ—১। বিদ্ধ কর। বাং ক্রি। ২। ছিদ্র। বাং প্র। বি।

বিঁধন—ছিদ্র-করণ; ফোটাইয়া দেওয়া। বিঁধ্+অন ভাববা। বি।

বিঁধা, বেঁধা—ছিদ্র করা বা হওয়া; বিঁধ করা; বিদ্ধ করা বা হওয়া। 'ব্যধ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। [ধাতুজ। বাং ক্রি।

বিঁধান, বেঁধান—বিদ্ধ করান। 'ব্যধ্'-

বিকচ—১। প্রস্ফুটিত, বিকসিত। বি—কচ্+অচ্ কর্তৃবা। ২। কেশরহিত। বিনষ্ট বা বিগত কচ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। ধ্বজ, কেতু; কেতুগ্রহ। বিশিষ্ট কচ যাহাতে, বহুব্রী। ৪। উলঙ্গ; ক্ষপণক; রাক্ষসবিশেষ। বিগত কচ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিকচ্ছ—কাছাহীন, কচ্ছরহিত। বিগত কচ্ছা (কাছা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিকট—১। ভয়ানক; বিশাল, বৃহৎ, বিপুল, বড়; দন্তুর; বিকৃত; সুন্দর। বি—কট্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ২। বিস্ফোটক। বি+কটচ্। বি; পুং।

বিকটা—১। (বৌদ্ধ পুরাণমতে) মায়াদেবী। বি; স্ত্রী। ২। ভয়ঙ্করা; বিপুলা, বিকৃতা; সুন্দরী। বিকট+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিকটাকার, বিকটাকৃতি—১। ভীষণ আকৃতিবিশিষ্ট। বিকট আকার, আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—রা (১ম পক্ষে)। ২। ভীষণ চেহারা। কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

বিকন, বিকান—বিক্রীত হওয়া। বাং ক্রি।

বিকম্পিত—বিশেষরূপে কম্পিত, অতিশয় চঞ্চল। বি (বিশেষরূপে)—কম্প্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

বিকর্ণ—১। দুর্য্যোধনের ভ্রাতা। বি; পুং। ২। কানশূন্য। বিনষ্ট বা বিকৃত কর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিকর্ত্ত(র্ত)ন—১। সূর্য্য; অর্কবৃক্ষ। বি—কৃত্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। বিনাশক। বি—কৃত্+অন কর্তৃবা। বিণ।

বিকর্ষণ—বিপরীত দিকে টানা; ঠেলিয়া দেওয়া (repulsion); বিপরীত আকর্ষণ। বি—কৃষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বিকল—১। অবশ; বিহ্বল; অপ্রতিভ; অসম্পূর্ণ, অসমগ্র; হ্রাসপ্রাপ্ত; নষ্ট; অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক; কলাহীন; অসমর্থ; রহিত। বিনষ্টা কলা যাহার, বহুব্রী। ২। যাহার যন্ত্র বিকৃত হইয়াছে এমন; ব্যবহারের অযোগ্য, অকর্ম্মণ্য। বি (নষ্ট) কল (যন্ত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিকলা, বিকলী—১। ঋতুহীনা, নিবৃত্ত-রজস্কা। বিগতা কলা (ঋতুস্রাব) যাহার, বহুব্রী+আপ্, ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। (জ্যামিতি) এক ডিগ্রীর ৬০ ভাগের একভাগ (second). বি।

বিকলাঙ্গ—১। যাহার শরীরের কোন অংশ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে এমন, হীনাঙ্গ। বিকল অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা,—ঙ্গী। ২। অবশ বা বিকৃত অঙ্গ। বিকল যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [বি।

বিকলি—বিহ্বলতা, মত্ততা। প্রাঃ কবিপ্র।

বিকলেন্দ্রিয়—যাহার ইন্দ্রিয় অবশ হইয়াছে

এমন; যাহার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যূনতা আছে এমন। বিকল ইন্দ্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিকল্প—সন্দেহ; ভ্রম, ভ্রান্তি; বিপরীত কল্প; বিবিধ কল্পনা, ইচ্ছানুযায়ী কল্পনা; ভেদবুদ্ধি-বিশেষ; (ব্যাকরণ) বিভাষা; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। বি (বিভিন্ন) কল্প (বিধান ইত্যাদি), প্রাদি। বি; পুং।

বিকল্পিত—অনিয়মিত; বিবিধরূপে কল্পিত; সন্দিগ্ধ; বিভাবিত। বিকল্প+ইতচ্ জাতার্থে, আছে অর্থে। বিণ।

বিকশা, বিকসা--প্রস্ফুটিত হওয়া; বিকাশ-প্রাপ্ত হওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

বিকশিত, বিকসিত—প্রকাশিত, প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত, ব্যক্ত। বি—কশ্, কস্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিকাশ, বিকাস।

বিকান—বিক্রীত হওয়া। বাং ক্রি।

বিকার—প্রকৃতির অন্যথাভাব, বিকৃতি; ভিন্নরূপ প্রাপ্তি; রূপান্তর; পচন; অস্বাস্থ্য, রোগ; স্খলন; রোগজনিত প্রলাপ ও মস্তিষ্ক-বিকৃতি। বি—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিকৃত।

বিকারক—(রসায়ন) যাহার সাহায্যে কোন পদার্থে মিশ্রিত অন্য পদার্থ বাহির করা যায় তাহা (reagent). বি—কৃ+ণক কর্তৃবা। বি বা বিণ।

বিকারগ্রস্ত—জ্বরাদিরোগে যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে এমন; বিকৃতিযুক্ত; স্বাস্থ্য-হীন; অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত। ৩য়া-তৎ। বিণ।

বিকারী (-রিন্)—পরিবর্তনশীল; বিকৃতিযুক্ত। বিকার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,–রিণী।

বিকার্য্য(র্য)—বিকার সাধনের যোগ্য, পরি-বর্তনীয়। বি—কৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

বিকাল—বৈকাল, অপরাহ্ণ। বি (অর্থাৎ দৈব-পৈত্রাদি কর্ম্মে বিরুদ্ধ) কাল (সময়), প্রাদি। বি; পুং। বিণ—বৈকালিক।

বিকাশ, বিকাস—প্রকাশ; প্রসার, বিস্তার; উল্লাস; বিষমগতি। বি—কাশ্, কাস্ বা কশ্, কস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিকশিত, বিকসিত।

বিকাশন, বিকাসন—প্রকাশিতকরণ; প্রস্ফোটন। বি—কাশ্, কাস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিকাশিত, বিকাসিত।

বিকাশা, বিকাসা—বিকসিত হওয়া বা করা। কবিপ্র। ক্রি।

বিকাশিত, বিকাসিত—প্রকাশিত; প্রস্ফুটিত। বি—কাশ্, কাস্+ক্ত কর্তৃবা; অথবা, বিকাশ, বিকাস+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—বিকাশন, বিকাসন।

বিকাশী (-শিন্), **বিকাসী** (-সিন্)—যাহা বিকাশপ্রাপ্ত হয়, বিকাশশীল, বিকস্বর; প্রসরণশীল; হর্ষযুক্ত, হৃষ্ট। বিকাশ, বিকাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,–শিনী,–সিনী।

বিকি—বিক্রয়। 'বিক্রয়'-শব্দজ। বি। [বি।

বিকিকিনি—বেচা-কেনা, ক্রয়বিক্রয়। দ্বন্দ্ব।

বিকির—বিকিরণ; অগ্নিদগ্ধাদির পিণ্ডদান। বি—কৃ+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং।

বিকিরণ—১। বিক্ষেপণ; ছড়ান; জ্ঞান; হিংসন। বি—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিকীর্ণ (বিকিরিত—আধুনিক প্র)। ২। কিরণশূন্য। বিগত কিরণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত; বিস্তারিত, ছড়ান। বি—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিকিরণ।

বিকীর্য্য(র্য)মাণ—যাহা ছড়ান হইতেছে এমন, যাহা বিক্ষেপ করা হইতেছে এমন। বি—কৃ+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

বিকুলি—ব্যাকুলতা প্রকাশ। বাং প্র। বি।

বিকুলিত—১। সঙ্কোচ; মুদ্রণ। বি—কুল্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। সঙ্কুচিত; মুদ্রিত। বি—কুল্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

বিকৃত—বিকারপ্রাপ্ত; স্বভাবের অন্যথা ভাব-প্রাপ্ত, (তাহা হইতে) মন্দ অবস্থাপ্রাপ্ত, বিকারবিশিষ্ট; অন্যথাকৃত; ঘৃণিত; রুগ্ণ; পীড়িত; অসম্পূর্ণ; মায়াবী; বীভৎস; বিকট; বিকল। বি—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিকার, বিকৃতি।

বিকৃতকণ্ঠ—১। ভাঙ্গা গলা; গলার স্বাভাবিক আওয়াজের অন্যথাভাব। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহার গলা ভাঙ্গিয়াছে এমন; যাহার কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এমন। বিকৃত হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিকৃতমস্তিষ্ক—১। খারাপ মাথা, বিকার-গ্রস্ত মস্তিষ্ক। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। পাগল, যাহার মাথা খারাপ হইয়াছে এমন। বিকৃত হইয়াছে মস্তিষ্ক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিকৃতি—বিকার, প্রকৃতির অন্যথাভাব; রোগ, পীড়া। বি—কৃ+ক্তি ভাববা, করণ-বা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিকৃত।

বিকৃষ্ট—আকৃষ্ট; উদ্ধৃত। বি—কৃষ্ (আ-কর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিকেন্দ্রীকরণ—কোন কিছুর ব্যবস্থা কেন্দ্রে নিবদ্ধ না রাখিয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া দেওয়া (decentralization). বিকেন্দ্র+চ্বি+কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,–কৃত।

বিকেল—অপরাহ্ণ। 'বিকাল'-শব্দজ। বি।

বিকোষ, বিকোষিত—খাপ হইতে বাহির করা, কোষ হইতে নিষ্কাশিত। বিসৃষ্ট কোষ যাহার, বহুব্রী; বি—কুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিক্কিরি—বিক্রয়। 'বিক্রয়'-শব্দজ। বি।

বিক্রম—১। বীরত্ব, শৌর্য্য; সামর্থ্য, শক্তি; পরাক্রম; সাহস; চলন; আক্রমণ; পক্ষীর গতি। বি—ক্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিক্রান্ত। ২। বিক্রমাদিত্য রাজা; ত্রিবিক্রম বিষ্ণু; বৎসরবিশেষ। বি—ক্রম্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বিক্রমকেশরী (-রিন্)—সিংহের মত পরাক্রমশালী। ৭মীতৎ। বি; পুং।

বিক্রম-প্রদান—বিপক্ষকে চরম-পত্র (ultimatum) দান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বিক্রমশালী (-শালিন্)—পরাক্রান্ত, প্রভাবশালী; শৌর্য্যসম্পন্ন। উপতৎ; বিক্রম—শাল্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,–শালিনী।

বিক্রমাদিত্য—উজ্জয়িনীর রাজা; কতিপয় প্রাচীন রাজার উপাধিবিশেষ। বিক্রমে আদিত্য (সূর্য্য), ৭মীতৎ। বি; পুং।

বিক্রমী (-মিন্)—পরাক্রমশালী, বিক্রান্ত; প্রভাবশালী; শূর, বীর; বিষ্ণু; সিংহ। বিক্রম+ইন্ আছে অর্থে; অথবা, বি—ক্রম্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,–মিণী।

বিক্রয়—বেচা, মূল্যগ্রহণ ও স্বত্বত্যাগপূর্ব্বক অর্পণ। বি—ক্রী+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিক্রীত, বিক্রেয়।

বিক্রয়িক, বিক্রয়ী (-য়িন্)—যে বেচে এমন, বিক্রয়কারী, বিক্রেতা। বিক্রয়+ইক (ঠন্) করে অর্থে; বিক্রয়+ইন্ জীবিকার্থে। বিণ। স্ত্রী,–য়িকা, –য়িণী।

বিক্রান্ত—১। বিক্রমশালী, শূর, বীর। বিণ। বি—বিক্রম, বিক্রান্তি। ২। সিংহ। বি—ক্রম্+ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং।

বিক্রান্তি—বিক্রম; প্রভা; অশ্বের গতি-বিশেষ। বি—ক্রম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিক্রান্ত।

বিক্রি—১। বেচা, বিক্রয়। বি। ২। বিক্রীত। 'বিক্রয়'-শব্দজ। বিণ।

বিক্রিয়া—বিকার, বিকৃতি, স্বাভাবিক অবস্থার অন্যথাভাব; রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (chemical reaction). বি—কৃ+শ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিক্রীড়িত—নানাপ্রকার খেলা, বিবিধ ক্রীড়া। বি (নানাবিধ)—ক্রীড়্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

বিক্রীত—যাহা বেচা হইয়াছে এমন। বি—ক্রী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিক্রয়।

বিক্রেতা (বিক্রেতৃ)—বিক্রয়কারক, বিক্রয়-কারী। বি—ক্রী+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,–ত্রী।

বিক্রেয়—যাহা বেচা যাইতে পারে এমন, বিক্রয়যোগ্য; পণ্য। বি—ক্রী+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিক্রয়।

বিক্লব—১। বিহ্বল; বিবশ; চঞ্চলচিত্ত; উদ্‌ভ্রান্ত; ভীত, ভীরু; কাতর; অবধারণা-

সমর্থ; কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয়াসমর্থ, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়; উপহত। বি—ক্লু+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ২। ব্যাকুলতা; জড়তা; ঔদাস্য; ভ্রান্তি। বি—ক্লু+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

বিক্লিন্ন—ভিজা, আর্দ্র; দ্রবীভূত; জীর্ণ। বি—ক্লিদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

বিক্ষত—বিশেষরূপে আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষত-বিক্ষত; খণ্ডিত; ক্ষয়প্রাপ্ত। বি (বিশেষরূপে) ক্ষত, প্রাদি। বিণ।

বিক্ষিপ্ত—যাহা ক্ষেপণ করা হইয়াছে এরূপ; ত্যক্ত; বিস্তারিত; প্রেরিত; বিকীর্ণ, ছড়ান; অস্থির। বি—ক্ষিপ্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—বিক্ষেপ।

বিক্ষিপ্তচিত্ত—১। চঞ্চল-অন্তঃকরণবিশিষ্ট, অনিবিষ্টচেতাঃ। বহুব্রী। বিণ। ২। চঞ্চল মন, অভিনিবেশবিহীন মন। কর্মধা। বি; ক্লীব।

বিক্ষুব্ধ—বিশেষরূপে আলোড়িত; বিচলিত; চঞ্চল। বি—ক্ষুভ্+ক্ত কর্তৃবা, কর্মবা। বিণ। বি—বিক্ষোভ।

বিক্ষেপ—১। নিক্ষেপ, ক্ষেপণ; ত্যাগ; ভয়; চাঞ্চল্য; চিত্তচাঞ্চল্য; প্রসারণ; সঞ্চালন; প্রেরণ; (সঙ্গীত) কোন একটি সুরে আঘাত করিয়াই সেই সুর হইতে এক দুই বা ততোধিক সুর ব্যবধানে আরোহণ-ক্রম বা অবরোহণ-ক্রম। বি—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। রাজস্ব। বি—ক্ষিপ্+ঘঞ্ কর্মবা। বি; পুং। বিণ—বিক্ষিপ্ত।

বিক্ষেপণ—নিক্ষেপ; প্রেরণ; বিকিরণ; চিত্তচাঞ্চল্য। বি—ক্ষিপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পিত।

বিক্ষেপশক্তি—মায়ার শক্তিবিশেষ, যে শক্তি দ্বারা বিশ্বপ্রকাশ হয় তাহা। বিক্ষেপ-কারিণী শক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিক্ষোভ—আন্দোলন, আলোড়ন, উদ্বেল অবস্থা; প্রবল অসন্তোষ; দারুণ দুঃখ; বিদারণ, উদ্রেক; সংঘটন; ভয়; ঔদাস্য; কম্প; চাঞ্চল্য; উৎকণ্ঠা। বি—ক্ষুভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি, পুং। বিণ—বিক্ষুব্ধ।

বিখ—বিষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিখণ্ডিত—কর্তিত, ছিন্ন; বিদীর্ণ। বি—খন্ড্+ক্ত কর্মবা। বিণ।

বিখম্নি—বিঘ্ন, অন্তরায়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিখাউজ, বিখাজ—চুলকানি-রোগ, চর্মরোগ-বিশেষ। বাং প্র। বি।

বিখ্যাত—নামজাদা, প্রসিদ্ধ। বিশেষরূপে খ্যাত, প্রাদি। বিণ। বি—বিখ্যাতি।

বিখ্যাতি—সুনাম, যশ; প্রসিদ্ধি। বি—খ্যা+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিখ্যাত।

বিখ্যাপন—ঘোষণা; বিজ্ঞাপন; ব্যাখ্যা; বিবরণ; প্রশংসা; কীর্তন। বি—খ্যা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পিত।

বিখ্যাপিত—ঘোষিত; বিজ্ঞাপিত; কীর্তিত; ব্যাখ্যাত, প্রশংসিত। বি—খ্যা+ণিচ্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি,—পন।

বিগড়ন, বিগড়ান—খারাপ করা বা হওয়া; নষ্ট করা বা হওয়া; বিরুদ্ধ করা বা হওয়া। হিন্দীমূলক। ক্রি।

বিগণন, বিগণনা—ঋণ-পরিশোধ, ঋণমোচন; সংখ্যাকরণ, গণনা; মান্যকরণ; চিন্তা; অবজ্ঞা। বি—গণ+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—বিগণিত।

বিগণিত—যাহার গণনা করা হইয়াছে এমন, সংখ্যাত; ঋণমুক্ত; মান্য; অবজ্ঞাত। বি—গণ+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—বিগণন, বিগণনা।

বিগত—১। যাহা চলিয়া গিয়াছে এমন, অতীত; মৃত; প্রস্থিত; নষ্ট; নিষ্প্রভ; ভুত; সম্পন্ন; মলিন। বি—গম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিগম। ২। পক্ষীর গতিবিশেষ। বি—গম্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

বিগতপ্রাণ—যে মরিয়া গিয়াছে এমন, মৃত। বিগত হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিগতযৌবন—১। যাহার যৌবন চলিয়া গিয়াছে এমন। বহুব্রী। বিণ। ২। অপগত তারুণ্য। কর্মধা। বি; ক্লীব।

বিগতশ্রী—যাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে এমন। বিগতা শ্রী যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিগতস্পৃহ—যাহার আকাঙ্ক্ষা দূর হইয়াছে এমন, লালসাবিহীন। বিগতা স্পৃহা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিগতার্ত্ত(র্ত)বা—যাহার ঋতুস্রাব হয় না এমন, নিবৃত্তরজস্কা। বিগত আর্তব (স্ত্রীরজঃ) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিগর্হণ, বিগর্হণা—তিরস্কার, ভর্ৎসনা; নিন্দা, অপবাদ; কলঙ্ক। বি—গর্হ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—বিগর্হিত।

বিগর্হিত—১। অতি নিন্দিত; তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত; নিষিদ্ধ; কলঙ্কিত। বি—গর্হ্+ক্ত কর্মবা; অথবা, বিশেষরূপে গর্হিত, প্রাদি। বিণ। বি—বিগর্হণ, বিগর্হণা। ২। নিন্দা। বি—গর্হ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

বিগলন—গলিয়া যাওয়া, দ্রবণ; ক্ষরণ; স্খলন। বি—গল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—লিত। [কবিপ্র। ক্রি।

বিগলা—গলিয়া যাওয়া, দ্রব হওয়া।

বিগলিত—ক্ষরিত, যাহা গলিয়া পড়িতেছে এমন; স্খলিত; দ্রবীভূত; দয়ার্দ্র; পতিত, ভ্রষ্ট; স্থানচলিত। বি—গল্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—লন।

বিগাড়—মন্দ, খারাপ। হিন্দী। বিণ।

বিগাঢ়—কঠিন; ঘন; স্নাত; মগ্ন; প্রৌঢ়, প্রবৃদ্ধ। বি—গাহ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

বিগার—বিকার; অদম্য কামোন্মাদনা। 'বিকার'-শব্দের গ্রাম্য প্রয়োগ। প্রাদে। বি।

বিগাহ—স্নান, অবগাহন; বিলোড়ন। বি—গাহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

বিগীত—গর্হিত, নিন্দিত, অপবাদিত। বি—গৈ+ক্ত কর্মবা। বিণ।

বিগুণ—১। বিকৃত; গুণরহিত। বিরুদ্ধ, বিনষ্ট গুণ (উৎকর্ষ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বিরুদ্ধ গুণ; অপকার। বিরুদ্ধ গুণ, প্রাদি। বি; পুং।

বিগূঢ়—গুপ্ত; নিন্দিত, গর্হিত। বি—গুহ্+ক্ত কর্মবা। বিণ [বিণ।

বিগ্ন—ভীত; উদ্বিগ্ন। বিজ্+ক্ত কর্তৃবা।

বিগ্রহ—১। দেবমূর্তি; শরীর, দেহ; মূর্তি; সমাসের বাক্য। বি—গ্রহ্+অপ্ কর্মবা। ২। বিশেষ জ্ঞান। বি—গ্রহ্+অপ্ করণবা। ৩। যুদ্ধ; বিস্তার; বিভাগ; বিবাদ, কলহ; বৈর; প্রহার। বি—গ্রহ্+অপ্ ভাববা। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা—দেবতার মূর্তিস্থাপন।

বিঘটন—বিশ্লেষ, অসংযোগ; ব্যাঘাত; বিরোধ; বিকাশ। বি—ঘট্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—টিত।

বিঘটিকা—পল, ২৪ সেকেণ্ড। বিভক্তা ঘটিকা, প্রাদি; অথবা, বিভক্তা ঘটিকা যদ্দ্বারা, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিঘটিত—১। বিশ্লেষিত, বিচ্ছিন্ন; বিকসিত; ব্যাহত; বিশেষরূপে রচিত। বি—ঘট্+ণিচ্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি,—টন। ২। মন্দ ঘটনা; দুর্দশা ("বিঘটিত বিহি নিরমাণ"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি; ক্লীব।

বিঘট্টন—অভিঘাত, আঘাত; বিশ্লেষ, বিধ্বংসন; সঞ্চালন, নাড়াচাড়া; বিশেষভাবে ঘাঁটা, মন্থন, দৃঢ়সংযোগ। বি—ঘট্ট্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ট্টিত।

বিঘট্টিত—মথিত; সঞ্চালিত, নাড়াচাড়া; অভিহত; বিশ্লেষিত। বি—ঘট্ট্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি,—ট্টন।

বিঘৎ, বিঘত—আধ হাত, বার আঙ্গুলের মাপ। 'বিতস্তি'-শব্দজ। বি।

বিঘতিয়া—এক বিঘৎ লম্বা। বিঘৎ+ইয়া বিশিষ্টার্থে। বিণ।

বিঘা—১। ভূমির পরিমাণবিশেষ, ২০ কাঠা। 'বিগ্রহ'-শব্দজ। ২। ব্যাঘাত, অন্তরায়। 'বিঘাত'-শব্দজ। বি।

বিঘাত—ব্যাঘাত, বিঘ্ন, বাধা; বারণ; আঘাত; বিনাশ। বি—হন্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

বিঘাতক—আঘাতকারী; বিনাশক;

ব্যাঘাতক। বি—হন্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—তিকা।

বিঘাতী (-তিন্)—১। বিনাশকারী; বাধাদায়ক, ব্যাঘাতক; ঘাতক; নিবারক। বি—হন্+ণিন্ কর্তৃবা। ২। নষ্ট; ব্যাহত; ধ্বস্ত। বিঘাত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—তিনী।

বিঘিনি—বাধা, বিঘ্ন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিঘূর্ণন—বিশেষরূপে ঘোরা, সঞ্চালিত হওয়া। বিশেষরূপে ঘূর্ণন, প্রাদি। বিণ—বিঘূর্ণিত।

বিঘূর্ণিত—যাহা বিশেষরূপে ঘুরিতেছে এমন। বিশেষরূপে ঘূর্ণিত, প্রাদি। বিণ। বি,—র্ণন।

বিঘোর—ভীষণ বিপদ্। বাং প্র। বি।

বিঘোষণ—ঘোষণা করা, ইতস্ততঃ জানান। বি—ঘুষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ষিত।

বিঘোষিত—বিশেষভাবে জ্ঞাপিত; প্রচারিত, প্রকাশিত। বি—ঘুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি,—ষণ।

বিঘ্ন—বাধা, ব্যাঘাত, প্রত্যূহ, প্রতিবন্ধ। বি—হন্+ক কর্তৃবা বা করণবা। বি; পুং।

বিঘ্নকর—বাধাজনক। উপতৎ; বিঘ্ন—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

বিঘ্নকারী (-কারিন্)—বাধাজনক। উপতৎ; বিঘ্ন—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

বিঘ্নজনক—বাধাপ্রদায়ক, ব্যাঘাতকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

বিঘ্ননাশক, -নাশন, -বিনাশন, -হর, -হারী (-রিন্)—১। গণেশ। বি; পুং। ২। বাধা-বিঘ্ন-দূরকারী। বিঘ্নের নাশক, নাশন, বিনাশন (উচ্ছেদক), ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; বিঘ্ন—হৃ+অচ্ কর্তৃবা; বিঘ্ন—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—নাশিকা, —না, —রা, —হারিণী।

বিঘ্নিত—প্রতিহত, ব্যাহত। বিঘ্ন+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

বিচক্ষণ—জ্ঞানী; বিদ্বান্, পণ্ডিত; দক্ষ, নিপুণ; পটু; কুশল; বক্তা। বি—চক্ষ্+অন কর্তৃবা। বিণ। বি,—তা,—ত্ব।

বিচক্ষণতা—বিজ্ঞতা; নৈপুণ্য; পাণ্ডিত্য; পটুত্ব। বিচক্ষণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বিচক্ষণ।

বিচয়, বিচয়ন—একত্রীকরণ; অনুসন্ধান। বি—চি+অচ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

বিচরণ—ভ্রমণ, ইতস্ততঃ বেড়ান। বি—চর্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বিচরা—বিচরণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

বিচল, বিচলিত—অস্থির, চঞ্চল; ব্যগ্র; চ্যুত; স্খলিত, ভ্রষ্ট; কম্পিত, চলিত। বি—চল্+অচ্, ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিচলন।

বিচলন—স্খলন, চ্যুতি; নড়া। বি—চল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিচলিত।

বিচলিত—'বিচল' দ্রঃ।

বিচার—নিষ্পত্তি, মীমাংসা; বিবেচনা, তত্ত্বনির্ণয়, যাথার্থ্যনির্ণয়; তর্ক; ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় দোষ গুণ প্রভৃতির নিরূপণ। বি—চর্+ণিচ্+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিচারণীয়, বিচারিত, বিচার্য্য।

বিচার-আচার—শুদ্ধাচার; কর্তব্য অকর্তব্য নির্ণায়ক শাস্ত্র প্রভৃতির বিবেচনা। বাং প্র। বি।

বিচারক—নিষ্পত্তিকারক, মীমাংসাকারক, বিচারকর্তা; জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি। বি—চর্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

বিচারকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা**—বিচারক, মীমাংসাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

বিচারণ, বিচারণা—বিচার; বিবেচনা। বি—চর্+ণিচ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

বিচারণীয়—বিচার করিবার মত, বিচার-যোগ্য। বি—চর্+ণিচ্+অনীয় কর্মবা। বিণ। বি—বিচার।

বিচারপতি—বিচারক, বিচারকর্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিচারফল—বিবেচনার পর লব্ধ সিদ্ধান্ত, জজ্ প্রভৃতি বিচারক বিচার করিয়া শেষে যে মীমাংসায় পৌঁছান তাহা, রায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বিচারমল্ল—বিচারে বিশেষ পারদর্শী; তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ৭মীতৎ। বিণ।

বিচারশীল—বিবেচক; বিতর্কপরায়ণ। বিচার শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিচার-স্থান—যেখানে বিচার-কার্য্য হয়, আদালত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বিচারা—বিচার করা, বিবেচনা করা। কবিপ্র। ক্রি।

বিচারাজ্ঞা, বিচারাদেশ—বিচার করিবার পর বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায়। বিচার (সিদ্ধান্ত)-জ্ঞাপক আজ্ঞা, আদেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী, পুং।

বিচারাধীন—যাহার বিচার হইতেছে এমন। বিচারের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

বিচারালয়—আদালত, ধর্ম্মাধিকরণ। বিচারের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিচারি—বিচার করিয়া, বিবেচনা করিয়া; বিচার করি। কবিপ্র। ক্রি।

বিচারিত—মীমাংসিত; বিবেচিত; কল্পিত; নির্ণীত। বি—চর্+ণিচ্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—বিচার।

বিচারী (-রিন্)—বিচারকারক; কর্তব্যাকর্তব্যনির্দ্ধারণকারী; ব্যভিচারী; ভ্রমণকারী। বি—চর্ বা চর্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

বিচার্য্য(র্য)—বিচার করিবার যোগ্য; বিবেচ্য। বি—চর্+ণিচ্+যৎ কর্মবা। বিণ। বি—বিচার।

বিচাল—১। মধ্যবর্ত্তী, অভ্যন্তরস্থ। বি—চল্+ণ কর্তৃবা। ২। বীজে পরিপূর্ণ। বিণ। বিচ (<বীজ)+আল আছে অর্থে। ৩। প্রমাদযুক্ত উপায় অবলম্বন; বিরুদ্ধ-নীতি। বাং প্র। বি।

বিচালি—আঁটি-বাঁধা ধানের খড়। বাং প্র। বি।

বিচি, বীচি—ফলের আঁটি; বীজ; অণ্ডকোষ। 'বীজ'-শব্দজ। বি।

বিচিকিচ্ছি, বিতিকিচ্ছি—বিশ্রী; কুৎসিত। 'বিচিকিৎস'-শব্দজ। বিণ।

বিচিকিৎসা—সন্দেহ, সংশয়। বি—কিৎ (সংশয় করা)+সন্ স্বার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিচিত্র—নানাবর্ণবিশিষ্ট; আশ্চর্য্য, বিস্ময়কর; সুন্দর, রম্য। বিশেষরূপে চিত্র, প্রাদি। বিণ। বি—বিচিত্রতা, বৈচিত্র্য।

বিচিত্রতা—অপরূপতা; সৌন্দর্য্য; বহুবর্ণযুক্ত অবস্থা। বিচিত্র+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বিচিত্র।

বিচিত্রদেহ—১। নানাবর্ণ বা সুন্দর-দেহ-বিশিষ্ট। বিণ। ২। মেঘ। বিচিত্র দেহ যাহার, বহুব্রী। ৩। নানাবর্ণযুক্ত বা সুন্দর শরীর। কর্মধা। বি; পুং।

বিচিত্রবীর্য্য(র্য)—চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। বিচিত্র (বিস্ময়কর) বীর্য্য (শৌর্য্য) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিচিত্রাঙ্গ—১। চিতাবাঘ, চিত্রব্যাঘ্র; ময়ূর। বি; পুং। ২। সুন্দরদেহবিশিষ্ট। বিচিত্র অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গী।

বিচিত্রিত—নানাবর্ণবিশিষ্ট। বিশেষরূপে চিত্রিত, প্রাদি। বিণ।

বিচিন্তন—বিশেষরূপে বিবেচনাকরণ; অভিনিবেশসহকারে ভাবা। বি—চিন্তি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিচিন্তনীয়, বিচিন্তিত।

বিচিন্তিত—১। বিশেষরূপে বিবেচিত। বি—চিন্তি+ক্ত কর্মবা। ২। বিশেষরূপে চিন্তান্বিত। প্রাদি। বিণ।

বিচিন্ত্যমান—যাহার বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করা হইতেছে এমন। বি—চিন্তি+শানচ্ কর্মবা। বিণ। বি—বিচিন্তন।

বিচূর্ণ, বিচূর্ণিত—ভাল করিয়া গুঁড়া করা হইয়াছে এমন, উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত। বিশেষরূপে চূর্ণ, চূর্ণিত, প্রাদি। বিণ। বি—বিচূর্ণন।

বিচূর্ণন—(রসায়ন) বিশেষরূপে গুঁড়াকরণ (trituration). বি—চূর্ণ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিচূর্ণিত।

বিচেতন—অচেতন, চৈতন্যশূন্য; জ্ঞানশূন্য; অবিবেকী। বিগতা চেতনা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিচেতাঃ (-তস্), **বিচেতা**—বিমনাঃ, উদ্বিগ্নচিত্ত; অসুখী; অজ্ঞ। বি (বিপরীত, বিরক্ত ইত্যাদি) চেতঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

বিচেয়—খোঁজ করিবার মত, অন্বেষণযোগ্য; অল্প। বি—চি + যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

বিচেষ্ট—নিশ্চেষ্ট, উদ্যমহীন। বিগতা চেষ্টা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিচেষ্টিত—১। অঙ্গপরিবর্তন, বিবর্তন; বিশেষচেষ্টা; ব্যাপার, ক্রিয়া। বি—চেষ্ট্ + ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। **২**। চেষ্টাশূন্য। বিগত চেষ্টিত (চেষ্টা) যাহার, বহুব্রী। **৩**। যাহার খোঁজ করা হইয়াছে এমন, অন্বেষিত। বি—চেষ্ট্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিচ্ছায়—১। ছায়ার অভাব। ছায়ার অভাব এই বাক্যে, অব্যয়ী। বি; ক্লীব। **২**। ছায়াহীন। বিগতা ছায়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিচ্ছিন্ন—যাহা আলাদা হইয়া পড়িয়াছে এমন, বিযুক্ত, বিভিন্ন; ছিন্নভিন্ন; বিভক্ত; বিনষ্ট; সমালব্ধ। বি—ছিদ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিচ্ছেদ।

বিচ্ছিরি—কুৎসিত। 'বিশ্রী'-শব্দজ। বিণ।

বিচ্ছু—১। কাঁকড়া বিছা; বৃশ্চিক; অনিষ্টকারী ধূর্ত ব্যক্তি। বি। **২**। চঞ্চল; দংশনশীল। 'বৃশ্চিক'-শব্দজ। প্রাদে। বিণ।

বিচ্ছুরণ—ছড়াইয়া পড়া, বিকিরণ (dispersion). বি—ছুর্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—রিত।

বিচ্ছুরিত—যাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন, বিকীর্ণ; অনুলিপ্ত, ম্রক্ষিত; অনুরঞ্জিত; বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট ('—আলোকরশ্মি')। বি—ছুর্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রণ।

বিচ্ছেদ—ছাড়াছাড়ি, বিরহ, বিয়োগ; অভাব; বিভাগ; বিভিন্নতা, পার্থক্য। বি—ছিদ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিচ্ছিন্ন।

বিচ্যুত—পতিত, ভ্রষ্ট, স্খলিত; বিশ্লিষ্ট; ক্ষরিত। বি—চ্যু + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিচ্যুতি।

বিচ্যুতি—পতন, ভ্রংশ, স্খলন, বিশ্লেষ; ক্ষরণ; ত্রুটি। বি—চ্যু + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিচ্যুত।

বিছরই, বিছরত, বিছুরত—বিস্মৃত হয়, ভুলিয়া যায়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বিছরি, বিছুরি—বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া গিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বিছা—কীটবিশেষ। 'বৃশ্চিক'-শব্দজ। বি। **বিছার কামড়**—(গৌণার্থে) অত্যধিক জ্বালা। [বি।

বিছাড়—মাটিতে লুটাইয়া পড়ন। বাং প্র।

বিছাতি—১। বিছুটী। 'বৃশ্চিকালী'-শব্দজ। **২**। বীজবপন; ছড়ান। 'বিস্তৃতি'-শব্দজ। বি।

বিছান—১। বিস্তার করা; পাতা। বাং ক্রি। **২**। বিস্তৃতি, প্রসার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিছানা—শয্যা; আস্তরণ। 'বিচ্ছাদন'- বা 'বিস্তারণা'-শব্দজ। বি।

বিছারা—বিচার করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বিছুটি, বিছুতি—জ্বালাকর পত্রযুক্ত ঝোপগাছবিশেষ। 'বৃশ্চিকালী'-শব্দজ। বি।

বিছুরন—বিস্মৃত হওন, ভুলা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [ক্রি।

বিছুরা—বিস্মৃত হওয়া, ভুলা। প্রাঃ কবিপ্র।

বিছোহ—বিরহ, বিচ্ছেদ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিজই—যাইতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বিজকুড়ি—১। বীজের মত ছোট। বিণ। **২**। বুদ্‌বুদ্; ক্ষুদ্রব্রণ। বাং প্র। বি।

বিজড়িত—যাহা জড়াইয়া পড়িয়াছে এমন, সংশ্লিষ্ট। বি (বিশেষরূপে) জড়িত, প্রাদি। বিণ।

বিজন—নির্জ্জন, জনশূন্য, জনহীন স্থান। বিগত জন যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ, বা বি; ক্লীব।

বিজনন—জন্ম, উদ্ভব, উৎপত্তি; প্রসব; জন্মদান। বি—জন্ বা জন্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বিজন্মা (-ন্মন্)—বিজাত, জারজ। বি (পশ্চাৎ, বিরুদ্ধ) জন্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিজয়—বিশেষরূপ জয়, বিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া দেওয়া। বি—জি + অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিজয়ী, বিজিত, বিজেয়।

বিজয়কেতন—জয়সূচক পতাকা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বিজয়গৌরব—জয়লাভ হেতু গর্ব্ব। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বিজয়দৃপ্ত—জয়লাভ হওয়াতে অত্যধিক গর্ব্বিত, জয়লাভহেতু উদ্ধত। বিজয় হেতু দৃপ্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বিজয়লক্ষ্মী—যুদ্ধে জয়প্রদানকারিণী দেবী; জয়লাভরূপ ভাগ্য। বিজয়দায়িনী লক্ষ্মী, মধ্যপ কর্ম্মধা; অথবা, বিজয়রূপা লক্ষ্মী, রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিজয়া—দুর্গা; দুর্গার সখীবিশেষ; শ্রবণা নক্ষত্রযুক্তা দ্বাদশী; বিজয়াদশমী; বিশ্বামিত্র মুনির বিদ্যাবিশেষ; যমের স্ত্রী; হরীতকী; বচা; জয়ন্তী; শেফালিকা; মঞ্জিষ্ঠা; শমীবিশেষ; অগ্নিমন্থ; সিদ্ধি, ভাঙ্। বি—জি + অচ কর্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী। **বিজয়া দশমী**—আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথি। **বিজয়া সপ্তমী**—রবিবারযুক্তা শুক্লপক্ষের সপ্তমী।

বিজয়াবহ—জয়সূচক, বিজয়প্রদায়ক। বিজয়ের আবহ (আনয়নকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

বিজয়ী (বিজয়িন্)—জয়যুক্ত, জয়প্রাপ্ত; জয়শীল। বিজয় + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী। বি—বিজয়।

বিজয়োৎফুল্ল—জয়লাভহেতু অত্যধিক আনন্দিত। বিজয়হেতু উৎফুল্ল, ৩য়াতৎ। বিণ।

বিজয়োৎসব—১। জয়লাভহেতু অনুষ্ঠিত আনন্দজনক অনুষ্ঠান। বিজয়জনিত উৎসব, মধ্যপ কর্ম্মধা। **২**। আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমীর উৎসব। বিজয়ার উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিজর—বার্দ্ধক্যহীন, জরারহিত, চিরতরুণ। বিগতা জরা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিজলি, বিজলী—বিদ্যুৎ, তড়িৎ, সৌদামিনী। 'বিদ্যুৎ'-শব্দজ। বি। **বিজলি-বাতি**—বৈদ্যুতিক আলো।

বিজাত—১। জারজ, বিজন্মা। বিকৃত জাত (জন্ম) যাহার, বহুব্রী। **২**। উৎপন্ন, উদ্ভূত। বি—জন্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

বিজাতি—ভিন্নজাতি। বি অর্থাৎ ভিন্ন যে জাতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

বিজাতীয়—১। ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত; ভিন্নজাতীয়। বিজাতি + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। **২**। ভীষণ, অত্যধিক। বাং প্র। বিণ।

বিজারণ—(রসায়ন) বিশেষরূপে জারিতকরণ; চূর্ণন (reduction). বি—জৄ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বিজিগীষা—জয়লাভ করিবার ইচ্ছা; লোকনিন্দা গ্রাহ্য না করা। বি—জি + সন্ ইচ্ছার্থে + অ ভাববা + আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ,—গীষু।

বিজিগীষু—জয়লাভে ইচ্ছুক, যে ব্যক্তি জয় করিতে ইচ্ছা করে এমন। বি—জি + সন্ ইচ্ছার্থে + উ কর্তৃবা। বিণ।

বিজিত—পরাজিত, পরাভূত, যাহাকে হারাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। বি—জি + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিজয়।

বিজুরি, বিজুরী, বিজুলী—বিদ্যুৎ। কবিপ্র। বি।

বিজৃম্ভণ—হাই তোলা; ইচ্ছা; বিকাশ; বিস্তার। বি—জৃন্‌ভ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ম্ভিত।

বিজৃম্ভিত—১। বিজৃম্ভণ; বিলসিত; চেষ্টা। বি—জৃন্‌ভ্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। বিকসিত। বি—জৃন্‌ভ্‌+ক্ত কর্তৃবা। ৩। বিস্তারিত; ব্যাপ্ত। বি—জৃন্‌ভ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ম্ভণ।

বিজেতা (বিজেতৃ)—জয়ী, জয়কর্তা। বি—জি+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

বিজেয়—জয় করিবার যোগ্য। বি—জি+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিজয়।

বিজোড়—অযুগ্ম, বিষম, যাহা জোড় নহে এমন; (গণিত) যাহাকে ২ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় না এমন ('—সংখ্যা'; যেমন, ৫, ৯, ১১ ইত্যাদি)। বি (নয়) জোড়, প্রাদি। বিণ।

বিজোরি—বিদ্যুৎ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিজ্ঞ—বিচক্ষণ, জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ; প্রবীণ; নিপুণ, দক্ষ। বি—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ। বি,—তা, —ত্ব।

বিজ্ঞতা, বিজ্ঞত্ব—বিচক্ষণতা; জ্ঞান। বিজ্ঞ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—বিজ্ঞ।

বিজ্ঞপ্তি—নিবেদন; বিশেষ জ্ঞাপন; বিজ্ঞাপন; বৃত্তান্তকথন। বি—জ্ঞপ্‌, জ্ঞা+ণিচ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

বিজ্ঞাত—প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত; বিদিত, অবগত। বিশেষরূপে জ্ঞাত, প্রাদি। বিণ।

বিজ্ঞান—১। বস্তুসমূহের বিশেষ জ্ঞান, পদার্থের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র (যথা—পদার্থ-বিজ্ঞান)। বি—জ্ঞা+অনট্ করণবা। ২। জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান; পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা নির্ণীত জ্ঞান; শিল্পাদির জ্ঞান; চিত্রাদি এবং ব্যাকরণাদি জ্ঞান; মায়াবৃত্তিবিশেষ; (বেদান্তমতে) অবিদ্যাবৃত্তিবিশেষ; (বৌদ্ধ-মতে) আত্মরূপজ্ঞান। বি—জ্ঞা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বৈজ্ঞানিক।

বিজ্ঞানবিৎ (-বিদ্), **বিজ্ঞানবেত্তা** (-বেতৃ)—যাহার বিজ্ঞানশাস্ত্র ভালরূপ জানা আছে এমন। উপতৎ; বিজ্ঞান—বিদ্+কিপ্‌, তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বেত্রী (২য় পক্ষে)।

বিজ্ঞানময়কোষ — পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সহিত বুদ্ধি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিজ্ঞানশাস্ত্র—যে শাস্ত্র পাঠে পদার্থের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে তাহা। বিজ্ঞান-বিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বিজ্ঞানাচার্য্য(র্য)—বিজ্ঞানশাস্ত্রের শিক্ষা-দাতা। বিজ্ঞানের আচার্য্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিজ্ঞানিক—বিজ্ঞানযুক্ত; নিপুণ; বিজ্ঞ, বিচক্ষণ। বিজ্ঞান+ইক (ঠন্) আছে অর্থে বিণ।

বিজ্ঞাপন—১। জানান, বিদিতকরণ, নিবেদন। বি—জ্ঞা+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পনীয়, —পিত। ২। কোন কিছু সাধারণকে জানাইবার লিপি, বিজ্ঞপ্তি ইস্তাহার (advertisement, notice)। বি—জ্ঞা+ণিচ্‌+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

বিজ্ঞাপনী—মৌখিকভাবে অথবা লিখিয়া যে বিষয় জানান হয় তাহা, রিপোর্ট (report); দরখাস্ত, জ্ঞাপনপত্রী। বি—জ্ঞা+ণিচ্‌+অনট্ করণবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বিজ্ঞাপনীয়—জানাইবার মত, বিজ্ঞাপন-যোগ্য। বি—জ্ঞা+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

বিজ্ঞাপিত—যাহা জানান হইয়াছে এমন, নিবেদিত। বি—জ্ঞা+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পন।

বিজ্ঞাপ্য—বিজ্ঞাপনীয়। বি—জ্ঞা+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পন।

বিজ্ঞেয়—বিশেষভাবে জানিবার মত, জ্ঞাতব্য। বি—জ্ঞা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

বিজ্বর—যাহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে এমন; যে দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনা হইতে মুক্তি পাইয়াছে এমন। বিগত হইয়াছে জ্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিট—ধূর্ত; কামুক, লম্পট; নায়কসহচর-বিশেষ; কোবিদ; পর্ব্বতবিশেষ; খদির-বিশেষ; লবণবিশেষ; বিস্তার; মূষিক; নারঙ্গবৃক্ষ। বিট্+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

বিটকাল, বিটকেল—বিকট, ভীষণ; কুৎসিত। বাং প্র। বিণ।

বিটঙ্ক—পায়রার খোপ; কপোতপালিকা, পক্ষীর উপবেশনযোগ্য স্থান; পাখী ধরিবার ফাঁদ। বি। (পক্ষী, বা বিশেষরূপে)—টন্‌ক (বন্ধন করা)+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব।

বিটপ—১। ডাল, শাখা; ছোট ডাল, পল্লব, ফেকড়ি; বিস্তার; গুল্ম, গুচ্ছ। বিট্+কপন্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ২। অতিশয় লম্পট; আদিত্যপত্র। বিট—পা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

বিটপী (-পিন্)—গাছ, তরু, বৃক্ষ, বটবৃক্ষ। বিটপ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বিটল, বিটলে—দুষ্ট, প্রতারক; ভণ্ড; কামুক; ধূর্ত, বাচাল; অশ্লীলভাষী। 'বিট'-শব্দজ। বিণ।

বিটী, বেটী—মেয়ে, কন্যা; রক্ষিতা স্ত্রী। হিন্দী। বি; স্ত্রী।

বিট্‌খদির—গুয়ে বাবলার গাছ। বিট্ (বিষ্ঠা) সদৃশ খদির (খয়ের গাছ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

বিড়—লবণবিশেষ, বিট্‌লবণ। বিড়্+ক

বিড়ঙ্গ—১। ঔষধবিশেষ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ। বিড়্+অঙ্গচ্ কর্তৃবা। বিণ।

বিড়-বিড়্—অস্ফুটবাক্য; নিম্নস্বরে বিরক্তি-প্রকাশের শব্দ। বাং প্র। বি।

বিড়বিড়ান—অস্ফুট বাক্য বলা; অস্ফুট স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করা। বাং ক্রি।

বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা—বঞ্চনা, প্রতারণা; পরিহাস; যন্ত্রণা, ক্লেশ; অনুকরণ, সদৃশী-করণ। বি—ডম্ব্‌+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্‌। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ,—ম্বিত।

বিড়ম্বিত—বঞ্চিত, প্রতারিত, দুঃখিত, ক্লেশিত; অনুকৃত, সদৃশীকৃত; যাহার অনু-করণ করা হইয়াছে এমন। বি—ডম্ব্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ম্বন, —ম্বনা।

বিড়া, বিড়ে, বিঁড়ে—বিঁড়া (তাহা দ্রঃ)।

বিড়াল—মার্জ্জার, বেরাল; নেত্র-পিণ্ড। বিড়্+কালন কর্তৃবা। বি; পুং।

বিড়ালচোখী—যে নারীর চোখের তারা বিড়ালের চোখের তারার মত কটা এমন। বাং প্র। বিণ।

বিড়াল-তপস্বী (-স্বিন্)—ভণ্ড সাধু, সাধুবেশী দুষ্টলোক। বিড়াল-সদৃশ তপস্বী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিড়ি—পানের খিলি; বিঁড়ি; তামাকের খিলি। 'বীটী'-শব্দজ। বি।

বিতৎ—বিশদ বিবরণ। 'বিস্তারিতম্'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।

বিতংস—পাখী বাঁধিবার দড়ি প্রভৃতি ("বিতংসে কে বা বাঁধে কেশরীরে"—মাইকেল)। বি—তন্‌স্‌+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

বিতণ্ডা—নিজমতের স্থাপন হউক বা না হউক কেবল পরমতখণ্ডনের জন্য বাগাড়ম্বর; যুক্তিহীন তর্কবিতর্ক, মিথ্যা বিচার। বি—তন্ড্‌+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বিতত—বিস্তৃত, প্রসারিত; ব্যাপ্ত। বি—তন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিততি।

বিততি—১। বিস্তার; ব্যাপ্তি। বি—তন্+ক্তি ভাববা। ২। সমূহ; দল। বি—তন্+ক্তিচ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিতত।

বিতথ্য—অসত্য। বিতথ+যৎ স্বার্থে। বিণ। [বাং প্র। বিণ।

বিতনু—ক্ষীণদেহা, রোগা; সুন্দর, কমনীয়।

বিতরণ—দান, অর্পণ; বিলান; বণ্টন, বাঁটিয়া দেওয়া। বি—তৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিতীর্ণ, বিতরিত (বাং)।

বিতরা—বিতরণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

বিতরিত—যাহা বিলান হইয়াছে; বণ্টিত; ছড়ান। 'বিতীর্ণ'-শব্দ-স্থানে অশুদ্ধ প্রঃ। বিণ। বি—বিতরণ।

বিতর্ক—বাদানুবাদ; বিচার; আলোচনা; অনুমান; সন্দেহ, সংশয়। বি—তর্ক্‌+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

বিতর্কিকা—তর্ক-বিতর্কের আসর বা সভা (symposium). বাং প্র। বি; স্ত্রী।
বিতল—সপ্তপাতালের দ্বিতীয় পাতাল। বি—তল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।
বিতস্তি—আধ হাত, দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ, বিঘৎ। বি—তস্+তি কর্ম্মবা। বি; পুং বা স্ত্রী।
বিতান—১। চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ; পটমণ্ডপ; সমূহ; যজ্ঞ। বি—তন্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। বিস্তার। বি—তন্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। ছন্দোবিশেষ; অবসর, অবকাশ। বি; ক্লীব। ৪। জড়, মন্দ; শূন্য; তুচ্ছ। বি—তন্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ।
বিতায়মান—বিস্তারকারী। বি—তায়্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
বিতারিখ—তারিখ মত; তারিখ-সহিত। ফার্সী 'ব তারীখ্'-শব্দজ। বিণ।
বিতিকিচ্ছি—বিচিকিচ্ছি (তাহা দ্রঃ)।
বিতীর্ণ—অবগাঢ়; ব্যাপ্ত; দত্ত, অর্পিত; উত্তীর্ণ। বি—তৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিতরণ।
বিতৃষ্ণ—নিস্পৃহ, তৃষ্ণারহিত; উদাসীন। বিগতা তৃষ্ণা যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি—বিতৃষ্ণা।
বিতৃষ্ণা—১। অনিচ্ছা, তৃষ্ণাভাব, অরুচি। বিগতা তৃষ্ণা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। বিণ—বিতৃষ্ণ। ২। স্পৃহাশূন্যা। বিতৃষ্ণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
বিত্ত—১। ধন, অর্থ, সম্পত্তি। বিত্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। বিদিত, জ্ঞাত; বিচারিত; খ্যাত, বিখ্যাত; লব্ধ। বিদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
বিত্তি—লাভ; বিচার; জ্ঞান; সম্ভাবনা; খ্যাতি। বিদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।
বিত্তেশ—কুবের; যক্ষ; ধনী; প্রভু। বিত্তের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
বিত্রস্ত—অতিশয় ভীত, অতিশয় ত্রাসযুক্ত। বি—ত্রস্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিত্রাস।
বিত্রাস—অত্যন্ত ভয়, অতিশয় ত্রাস। বি—ত্রস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিত্রস্ত।
বিথান—স্থান হইতে বিচ্যুত। 'বিস্থান'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
বিথার—১। বিস্তৃত; ছড়ান; পূর্ণ। বিণ। ২। বিস্তার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বিথারা—ব্যাপ্ত করা; ব্যাপ্ত হওয়া; ছড়ান। কবিপ্র। ক্রি।
বিথারিত—ব্যাপ্ত; পূর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
[জটিল। বাং প্র। বিণ।
বিদকুটে, বিদঘুটে—বিশ্রী, কদর্য্য,
বিদগধ—বিদগ্ধ, পণ্ডিত; রসিক, চতুর। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
বিদগ্ধ—রসিক, রসজ্ঞ; পণ্ডিত; নাগর; চতুর, নিপুণ; পটু। বি—দহ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।
বিদগ্ধা—১। রসিকা স্ত্রী; নায়িকাবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। রসিকা, চতুরা। বিদগ্ধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
বিদঘুটে—'বিদকুটে' দ্রঃ।
বিদর—ভেদন; প্রস্ফুটন; অতিভয়। বি—দৃ+অপ্ ভাববা, করণবা। বি; পুং।
বিদরই, বিদরত, বিদরয়ে—ফাটিয়া যায়, বিদীর্ণ হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
বিদরণ—ফাটিয়া যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া; ভেদ। বি—দৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিদীর্ণ।
বিদরা—বিদীর্ণ হওয়া; বিদীর্ণ করা। কবিপ্র। ক্রি।
বিদরি—বিদীর্ণ করিয়া; বিদীর্ণ হইয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।
বিদর্ভ, বিদর্ভা—বিরাটদেশ, কুণ্ডিন-নগর [কুশাবাতে স্বীয় পুত্রের মরণ হওয়াতে এক মুনি অভিশাপ দেন যে, এই দেশে যেন কুশ না জন্মে]; বড় নাগপুর। বিগত দর্ভ (কুশ) যাহা হইতে, বহুব্রী; পক্ষে আপ্; অথবা [কেহ বলেন—বিদর্ভ দেশের বর্ত্তমান নাম বিরার; বিদর বিরারের অন্তর্গত]। বিদর ইহার মধ্যে আছে এই অর্থে, বিদর+ভ; পক্ষে আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।
বিদর্ভজা—দময়ন্তী; লোপামুদ্রা; রুক্মিণী। উপতৎ; বিদর্ভ—জন্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
বিদল—১। কলায়; রুটি। বি; পুং। ২। দ্বিধাকৃত কলায় প্রভৃতি ডাল; ডালিমের ছাল; বাঁশের চটা; বাঁশের তৈরি একপ্রকার পাত্র। বিদীর্ণ দল যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।
বিদলন—পেষণ, বিমর্দ্দন। বি—দল্+অনট্ ভাববা। বি। বিণ—বিদলিত।
বিদলিত—মর্দ্দিত, চূর্ণীকৃত; বিকসিত; বিদারিত। বি—দল্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিদলন।
বিদা—১। জ্ঞান; বুদ্ধি। বিদ্+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ধানের ক্ষেত আঁচড়াইয়া দিবার কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।
বিদায়—১। কাজ সারিয়া চলিয়া যাওয়া বা যাওয়ার অনুমতি; ছুটী; থাওয়ার সময় দেওয়া; দক্ষিণা ('ব্রাহ্মণ—')। আর্বী 'বিদাঅ'-শব্দজ। বি। বিণ—বিদায়ী। ২। বিসর্জ্জন; দান। বি—দা+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
বিদায়ভোজ—বিদায়ের সময়ে অনুষ্ঠিত ভোজনাদি উৎসব। বিদায়কালীন ভোজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
বিদায়ভোগী (-গিন্)—যিনি কার্য্যত্যাগের পর পেন্সন ভোগ করিতেছেন এমন। উপতৎ; বিদায়—ভুজ্+গিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
বিদায়সঙ্গী(ংগী)ত—বিদায়ের সময়কার গান, বিদায়কালীন গাথা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
বিদায়ী—১। বিদায়ের সময়কার উপহার-দ্রব্য। বি। ২। যে বিদায় লইয়াছে এমন, অবসরপ্রাপ্ত; যে বিদায় লইতেছে এমন; বিদায়ের সময়কার। বিদায়+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।
বিদার—১। বিদারণ, ভেদন। বি—দৃ+ণিচ্+অচ্ ভাববা। ২। বিদারণ; জলোচ্ছ্বাস। বি—দৃ+ঘঞ্ ভাববা। ৩। রণ, যুদ্ধ। বি—দৃ+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।
বিদারক—১। বিদারণকর্তা, বিদারণ-কারক। বিণ। স্ত্রী,—রিকা। ২। বজ্র। বি—দৃ+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।
বিদারণ—১। ফুঁড়িয়া ফেলা, বিদীর্ণকরণ, ভেদন; মারণ, হনন। বি—দৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। সংগ্রাম; রণ, যুদ্ধ। বি—দৃ+ণিচ্+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব। বিণ—বিদারিত।
বিদারণরেখা—চিরিবার পূর্ব্বে যে রেখা টানা হয় তাহা (line of incision). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
বিদারা—বিদীর্ণ করা। কবিপ্র। ক্রি।
বিদারি, বিদারিয়া—বিদীর্ণ করিয়া। কবিপ্র। ক্রি।
বিদারিত—ভেদিত, যাহা ফুঁড়িয়া বা ফাটাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন। বি—দৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিদারণ।
বিদারী (-রিন্)—বিদীর্ণকারী। বি—দৃ+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।
বিদাহী (-হিন্)—যাহা দ্বারা দগ্ধ করা যায় এমন (caustic). বি—দহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হিনী।
বিদিক্ (বিদিশ্)—দুইদিকের মধ্য-ভাগ, দিকের কোণ, অগ্নি নৈর্ঋত বায়ু ঈশান—এই চারি। বিশিষ্টা দিক্, প্রাদি। বি; স্ত্রী।
বিদিত—১। যাহা জানা হইয়াছে এমন, জ্ঞাত; প্রার্থিত। বিদ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। জ্ঞাতা, যে জানিয়াছে এমন। বিদ্+ক্ত ভাববা+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। ৩। জ্ঞান; খ্যাতি; লাভ। বিদ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।
বিদীর্ণ—যাহা ফাটিয়া গিয়াছে এমন, খণ্ডিত; ছিন্নভিন্ন, চেরা, ফাড়া; ভগ্ন; বিস্তৃত; হত। বি—দৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিদারণ।
বিদুর—১। (মহাভারত) যুধিষ্ঠিরের খুড়া। বি; পুং। ২। ধীর, জ্ঞানী,

পণ্ডিত ; নাগর ; বেত্তা, জ্ঞাতা। বিদ্ + কুবচ্ কর্তৃবা। বিণ।

বিদুষী—বিদ্যাবতী স্ত্রী ; পণ্ডিতা। বিদ্বস্ + ঈপ্। বি, বা বিণ ; স্ত্রী। পুং—বিদ্বান্।

বিদুষ্মতী—যেখানে বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি বাস করেন এমন, বিদ্বজ্জনপূর্ণ, পণ্ডিতবহুলা ('—সভা')। বিদ্বস্ + মতুপ্ আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বিদূর—১। অতি দূরবর্তী, অনেক দূরের। বি (বিশিষ্ট) দূর (দূরবর্তী), প্রাদি। বিণ। ২। অতিদূর। বি (বিশিষ্ট) দূর, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

বিদূরিত—যাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, বিতাড়িত। বিদূর + ণিচ্ (= বিদূরি নামধাতু) + ক্ত কর্মবা। বিণ।

বিদূষক—১। নাট্যে নায়কের সহায়-বিশেষ ; নাট্যের নটবিশেষ, ভাঁড়, মস্করা, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা যে সকলকে হাসায়। বি ; পুং। ২। কামুক, লম্পট ; নিন্দক, নিন্দাকারী। বি—দুষ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ষিকা।

বিদূষণ—দোষ দেওয়া, নিন্দা। বি—দুষ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —ষিত। [যন্ত্র। বাং প্র। বি।

বিদে—বিদা, ধানের ক্ষেত আঁচড়াইবার

বিদেশ—স্বদেশভিন্ন দেশ, দেশান্তর, ভিন্ন-দেশ। বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্তী) দেশ, প্রাদি। বি ; পুং। বিণ—বিদেশীয়, বৈদেশিক, বিদেশী (বাং)।

বিদেশগামী (-গামিন্)—ভিন্নদেশে গমন-কারী। উপতৎ ; বিদেশ—গম্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গামিনী।

বিদেশবাসী (-বাসিন্)—জন্মস্থান ভিন্ন অন্যদেশে বাসকারী, প্রবাসী। উপতৎ ; বিদেশ—বস্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাসিনী।

বিদেশযাত্রা—ভিন্নদেশে যাওয়া। বিদেশে যাত্রা, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বিদেশাগত—যে ভিন্নদেশ হইতে আসিয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

বিদেশী—ভিন্নদেশবাসী। বিদেশ + ঈ (বাং)। বিণ। স্ত্রী, —শিনী।

বিদেশীয়—ভিন্নদেশবাসী, ভিন্নদেশ-সম্বন্ধীয়। বিদেশ + ঈয় সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। বি—বিদেশ।

বিদেহ—১। জনকবংশীয় রাজা। বিগত দেহ (ভোগদেহ, অর্থাৎ ভোগাভিলাষ) যাঁহার, বহুব্রী। ২। উত্তর বিহার, মিথিলা। বিদেহের ইহা এই অর্থে বিদেহ + অণ্ (প্রত্যয়ের লোপ)। বি ; পুং। ৩। দেহহীন। বিনষ্ট দেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিদ্ধ—বেঁধা ; সমুৎকীর্ণ, ছিদ্রিত ; আহত ; তাড়িত ; নিক্ষিপ্ত ; সদৃশ ; প্রেরিত ; বাধিত ; বক্র। ব্যধ্ + ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—বেধ। [কর্মধা। বি ; পুং।

বিদ্বজ্জন—বিদ্বান্ ব্যক্তি। বিদ্বান্ জন,

বিদ্বৎকল্প—পণ্ডিতের মত ; প্রায় পণ্ডিত। বিদ্বৎ + কল্পপ্ ঈষদূনার্থে। বিণ।

বিদ্বৎকুল—পণ্ডিত-সমাজ, পণ্ডিতসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বিদ্বৎকুলতিলক—পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

বিদ্বত্তম—অনেকের মধ্যে অধিক বিদ্বান্ ; অদ্বিতীয় পণ্ডিত। বিদ্বস্ + তমপ্ বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে। বিণ।

বিদ্বত্তর—উভয়ের মধ্যে অধিক বিদ্বান্। বিদ্বস্ + তরপ্ দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে। বিণ। [ক্লীব। বিণ—বিদ্বান্।

বিদ্বত্ত্ব—পাণ্ডিত্য। বিদ্বস্ + ত্ব ভাবে। বি ;

বিদ্বান্ (-বিদ্বস্)—জ্ঞানী, বিদ্যাবান্, পণ্ডিত ; শাস্ত্রদর্শী। বিদ্ + শতৃ-স্থানে বসু কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বিদুষী।

বিদ্বিষ্ট—যাহাকে বিদ্বেষ করা যায় এমন, বিদ্বেষভাজন। বি—দ্বিষ্ + ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—বিদ্বেষ, বিদ্বেষণ।

বিদ্বেষ, বিদ্বেষণ—শত্রুতা, বৈর, ঈর্ষা। বি—দ্বিষ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। বিণ—বিদ্বিষ্ট, বিদ্বেষী (-ষিন্)।

বিদ্বেষপরায়ন—যে অন্যের উপর শত্রুতার ভাব পোষণ করে, দ্বেষশীল। বিদ্বেষ পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিদ্বেষভাজন—ঈর্ষার পাত্র, শত্রুতার পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, বা বিণ।

বিদ্বেষানল—ঈর্ষার আগুন, শত্রুতা বা হিংসারূপ অগ্নি। বিদ্বেষরূপ অনল, রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

বিদ্বেষী (-ষিন্)—ঈর্ষাকারী, শত্রু। বি—দ্বিষ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ষিণী।

বিদ্বেষ্টা (-ষ্টৃ)—বিদ্বেষকারী, ঈর্ষাকারী। বি—দ্বিষ্ + তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ষ্ট্রী।

বিদ্যমান—বর্তমান, উপস্থিত ; স্থিতি-শীল। বিদ্ + শানচ্ কর্তৃবা। বিণ। বি, —তা।

বিদ্যা—লেখা-পড়ার জ্ঞান, অধ্যয়নাদি-জন্য বোধ ; দর্শনশাস্ত্র ; তত্ত্বজ্ঞান ; মন্ত্র ; চারি বেদ ছয় বেদাঙ্গ পুরাণ মীমাংসা ন্যায় ধর্মশাস্ত্র—এই চতুর্দশবিষয়ে জ্ঞান [উক্ত চতুর্দশ বিদ্যার সহিত আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্বশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র এই অষ্টাদশ] ; দুর্গা। বিদ্ + ক্যপ্ করণবা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিদ্যাচণ, বিদ্যাচুঞ্চু—বিদ্যাদ্বারা খ্যাত, বিদ্যা হেতু প্রসিদ্ধ। বিদ্যা + চণপ্, চুঞ্চুপ্ খ্যাতার্থে। বিণ। [স্ত্রী, —দাত্রী।

বিদ্যাদাতা—শিক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিদ্যাদিগ্‌গজ—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, অসাধারণ বিদ্বান্ ব্যক্তি ; (ব্যঙ্গার্থে) মহা-মূর্খ। ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

বিদ্যাদেবী—সরস্বতী ; জৈনদেবীবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বিদ্যাধন—বিদ্যারূপ ধন, মহামূল্য বিদ্যা। রূপক কর্মধা। বি ; ক্লীব।

বিদ্যাধর—সঙ্গীত-নিপুণ দেবযোনিবিশেষ, গন্ধর্ব ; কিন্নর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী, —রী।

বিদ্যানিধি—বিদ্যার সাগর ; সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিদ্যানুরাগ—লেখাপড়ার প্রতি আসক্তি। বিদ্যায় অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি ; পুং। বিণ, —রাগী (রাগিন্)।

বিদ্যানুরাগী (-গিন্)—লেখাপড়ার প্রতি আসক্ত। বিদ্যায় অনুরাগী, ৭মীতৎ ; অথবা, বিদ্যানুরাগ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —গিণী। বি, —রাগিতা, —রাগ।

বিদ্যানুশীলন—লেখাপড়ার চর্চা। বিদ্যার অনুশীলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বিদ্যাপীঠ—বিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

বিদ্যাবত্তা—পাণ্ডিত্য। বিদ্যাবৎ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, —বান্, —বৎ।

বিদ্যাবান্ (-বৎ)—পণ্ডিত। বিদ্যা + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী। বি, —বত্তা।

বিদ্যাবিশারদ—বিশেষপণ্ডিত, মহা-বিদ্বান্। ৭মীতৎ। বিণ।

বিদ্যাভূষণ—সংস্কৃতভাষাবিৎ পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। বিদ্যাই ভূষণ যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

বিদ্যাভ্যাস—বিদ্যাচর্চা, লেখাপড়া শিক্ষা। বিদ্যার অভ্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিদ্যামন্দির—শিক্ষার স্থান, বিদ্যালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

বিদ্যারত্ন—উপাধিবিশেষ। বিদ্যাই রত্ন যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

বিদ্যারম্ভ—লেখাপড়া সুরু ; হাতে খড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিদ্যার্জ্জ(র্জ)ন—বিদ্যাশিক্ষা। বিদ্যার অর্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বিদ্যার্ণব—বিদ্যার সমুদ্র ; উপাধিবিশেষ। বিদ্যার অর্ণব (সমুদ্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিদ্যার্থী (-র্থিন্)—ছাত্র, পড়ুয়া, শিষ্য, যে বিদ্যাশিক্ষা করিবার প্রার্থনা করে এরূপ। উপতৎ ; বিদ্যা—অর্থ + ণিন্ কর্তৃবা, অথবা, বিদ্যাই অর্থ (প্রয়োজন), কর্মধা ; বিদ্যার্থ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —র্থিনী।

বিদ্যালঙ্কার—বিদ্যা যাঁহার ভূষণ এমন ; উপাধিবিশেষ। বিদ্যা অলঙ্কার যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং, বা বিণ।

বিদ্যালয়—বিদ্যাশিক্ষার স্থান, পাঠশালা, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি; চতুষ্পাঠী, টোল। বিদ্যার আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যাশিক্ষা—লেখাপড়া শিক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিদ্যাসাগর—বিদ্যার সমুদ্র অর্থাৎ যাহার বিদ্যা অগাধ; উপাধিবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যাহীন—মূর্খ, নিরক্ষর। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—(রামায়ণ) রাক্ষসবিশেষ। বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিদ্যুৎ—তড়িৎ, চপলা, সৌদামিনী; সন্ধ্যা; কান্তি। বি—দ্যুত্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। বিণ—বৈদ্যুতিক।

বিদ্যুৎপ্রভ—বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতি-বিশিষ্ট। বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিদ্যুৎস্পন্দন, -স্ফুরণ—বিদ্যুতের চমক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বিদ্যুদ্গর্ভ(র্ভ)—যাহার ভিতরে বিদ্যুৎ আছে এমন, তড়িৎপূর্ণ। বিদ্যুৎ গর্ভে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিদ্যুদ্দাম (-মন্‌)—বিদ্যুৎ-সমূহ; বিদ্যুতের দীপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বিদ্যুদ্দামবর্ষী (-র্ষিন্‌), **বিদ্যুদ্বর্ষী** (-র্ষিন্‌)—বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রভা বর্ষণকারী; অতিতীব্র জ্যোতিঃসম্পন্ন; বিদ্যুৎ-বর্ষণকারী। উপতৎ; বিদ্যুদ্দামন্‌, বিদ্যুৎ—বৃষ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্ষিণী।

বিদ্যুদ্দীপ্ত—১। তড়িতের ন্যায় উজ্জ্বল। বিদ্যুৎসদৃশ দীপ্ত, উপমান কর্ম্মধা। ২। তড়িত প্রভায় আলোকিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিদ্যুদ্বিকাশ—বিদ্যুতের চমক। বিদ্যুতের বিকাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যুদ্বেগ—তড়িতের ন্যায় ক্ষিপ্র গতি, অতিদ্রুত গতি। বিদ্যুতের বেগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যুন্মালা—বিদ্যুৎসমূহ; ছন্দোবিশেষ। বিদ্যুতের মালা (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিদ্যুল্লতা—মেঘের গায়ে যে বিজলী চমকায় তাহা; চপলা, তড়িৎ। বিদ্যুৎ লতাসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিদ্যোত—প্রভা, দ্যুতি, দীপ্তি। বি—দ্যুৎ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

বিদ্যোৎসাহী (-হিন্‌)—বিদ্যার উন্নতি-কামী, বিদ্যাশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক এবং উৎসাহ-দাতা। ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হিনী।

বিদ্রব, বিদ্রাব—১। ভয়; পলায়ন; গলন, ক্ষরণ; দ্রবীভাব। বি—দ্রু+অপ্‌, ঘঞ্‌ ভাববা। ২। নিন্দা; যুদ্ধ। বি—দ্রু+অপ্‌, ঘঞ্‌ অপাবা। ৩। বুদ্ধি। বি-দ্রু+অপ্‌, ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং। বিণ—বিদ্রুত।

বিদ্রাবণ—গলান, দ্রবীকরণ; বিতাড়ন। বি—দ্রু+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—বিত।

বিদ্রাবিত—যাহা গলান হইয়াছে এমন, দ্রবীকৃত; তাড়িত। বি—দ্রু+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—বণ।

বিদ্রুত—পলায়িত; দ্রবীভূত। বি—দ্রু+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিদ্রব, বিদ্রাব।

বিদ্রুম—১। প্রবাল, পদ্মরাগমণি, পলা; মুক্তাফলবৃক্ষ। বিশিষ্ট দ্রুম, প্রাদি। ২। কিশলয়, নবপল্লব। বিনির্গত দ্রুম হইতে, প্রাদি। বি; পুং।

বিদ্রূপ—ঠাট্টা, উপহাস, পরিহাস, ব্যঙ্গ, তামাসা। বাং প্র। বি।

বিদ্রূপাত্মক—উপহাসপূর্ণ, পরিহাসপূর্ণ। বিদ্রূপ হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ, স্বভাব) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

বিদ্রোহ—বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান; অনিষ্টাচরণ; বিদ্বেষ। বি—দ্রুহ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিদ্রোহী (-হিন্‌)।

বিদ্রোহী (-হিন্‌)—অনিষ্টাচরণকারী; বিদ্রোহকারক। বি—দ্রুহ্‌+ঘিনুণ্‌ কর্তৃবা, অথবা, বিদ্রোহ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—হিণী। বি—বিদ্রোহিতা, বিদ্রোহ।

বিধন—বেঁধা। 'বেধন'-শব্দজ। বি।

বিধবা—স্বামিহীনা, মৃতপতিকা; বিবস্ত্রা (অসাধু প্রঃ)। বিগত, বিনষ্ট ধব (স্বামী, বস্ত্র) যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বিধবা-বিবাহ—যে নারীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিধর্ম্মী (-র্ম্মিন্‌), **-র্ম্মী, বিধর্ম্মা** (-র্ম্মন্‌), **-র্ম্মা**—ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, অন্যধর্ম্মাশ্রয়ী। বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, প্রাদি+ইন্‌; বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যাহার, বহুব্রী+অনিচ্‌ সমাসান্ত। বিণ।

বিধা—রীতি; ধারা, প্রকার; ধাঁচ; বিকার; বিধান; বিধি, নিয়ম; সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি; বিদ্ধকরণ, বেধ; কর্ম্ম, কার্য্য। বি—ধা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; পুং, স্ত্রী।

বিধাতা (বিধাতৃ)—১। ব্রহ্মা; দক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টিকর্তা; কন্দর্প। বি; পুং। ২। নির্ম্মাতা, স্রষ্টা; কর্তা; বিধানকর্তা। বি—ধা+তৃন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

বিধান—১। বিধি, ব্যবস্থা, শাস্ত্রনিয়ম; সৃষ্টি, নির্ম্মাণ; প্রেরণ; সম্পাদন; জনন; আজ্ঞাকরণ; ধন, সম্পত্তি; পূজা, অর্চ্চনা; গ্রহণ; শত্রুতাচরণ; অনুভব; উপার্জ্জন। বি—ধা+অনট্‌ ভাববা। ২। উপায়। বি-ধা+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—বিধেয়, বিহিত।

বিধানজ্ঞ—যে বিধি জানে এমন, বিধান-বেত্তা। উপতৎ; বিধান—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

বিধানশাস্ত্র, -সংহিতা—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

বিধান-সংসদ—আইনপ্রণয়নের মহাসভা (ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে বুঝায়—Parliament). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিধান-সভা—জনসাধারণের নির্ব্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত (প্রাদেশিক) আইন-প্রণয়ন-সভা (Legislative Assembly). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিধান-পরিষদ—উচ্চশ্রেণীর মনোনীত সভ্যদের দ্বারা গঠিত (প্রাদেশিক) ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিধায়—হেতুতে, কারণে। বিভক্তিপ্রতি-রূপক অব্য।

বিধায়ক, বিধায়ী (-য়িন্‌)—জনক, কারক; ব্যবস্থাকারী; ব্যবস্থাপক, নিয়ম-কারক। বি—ধা+ণক, ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িকা, —য়িনী।

বিধি—১। ঈশ্বর; বিষ্ণু; ব্রহ্মা। বি—ধা+কি কর্তৃবা (নিপা)। ২। ক্রম; নিয়োগ; অনুষ্ঠান। বি—ধা+কি ভাববা। ৩। বিধান; নিয়ম; শাস্ত্র-বিধান; শাস্ত্র; ভাগ্য, দৈব; অপ্রাপ্তপ্রাপক বাক্যবিশেষ; উপায়। বি—ধা+ই করণবা। ৪। প্রকার; আচার; ব্যাপার; যজ্ঞ; লক্ষণ, সূত্র। বি—ধা+ই কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—বিধেয়, বিহিত, বৈধ।

বিধিজ্ঞ, -দর্শী (-দর্শিন্‌)—নিয়মজ্ঞ, বিধানবেত্তা; শাস্ত্রজ্ঞ; সদস্য; যজ্ঞাদি কর্ম্মে কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে যিনি ভ্রম সংশোধন করেন। উপতৎ; বিধি—জ্ঞা+ক কর্তৃবা; বিধি—দৃশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জ্ঞা, —দর্শিনী।

বিধিৎসা—বিধানেচ্ছা, ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা। বি—ধা+সন্‌ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা +আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—বিধিৎসু।

বিধিৎসু—বিধানেচ্ছু, চিকীর্ষু। বি—ধা+সন্‌ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বিণ। বি—বিধিৎসা।

বিধিদর্শী (-দর্শিন্‌)—'বিধিজ্ঞ' দ্রঃ।

বিধিপূর্ব্ব(র্ব)ক—নিয়মপূর্ব্বক, বিধান-অনুসারে। বিধি পূর্ব্বে যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে (ক-আগম)। ক্রি-বিণ।

বিধিবদ্ধ—নিয়মবদ্ধ, নিয়ম বলিয়া প্রচলিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিধিবিড়ম্বনা—অদৃষ্টের ফের, দৈব-দুর্বিপাক। বিধিকৃত বিড়ম্বনা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিধিবিড়ম্বিত—অদৃষ্টের ফেরে কষ্টপ্রাপ্ত, দৈবদুর্ব্বিপাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অদৃষ্ট কর্তৃক লাঞ্ছিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিধিবিহিত—১। বিধাতার বিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। বিধিনির্দ্দিষ্ট, বিধাতাকর্তৃক নির্দ্ধারিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিধিবোধিত—বিধানোক্ত, শাস্ত্রসম্মত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিধিব্যবস্থা—প্রয়োজনানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান বা বন্দোবস্ত। বিধিমত ব্যবস্থা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিধিমত—নিয়মমাফিক, যথাবিহিত, বিধান-অনুযায়ী। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিধিলিপি—বিধাতার বিধান, অদৃষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিধিশাস্ত্র—ব্যবহারশাস্ত্র, আইন; স্মৃতি-শাস্ত্র। বিধিনির্দ্দেশক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বিধু—চন্দ্র; (চন্দ্রনামত্ব হেতু) কর্পূর; বিষ্ণু; ব্রহ্মা; শঙ্কর; বায়ু; আয়ুধ; রাক্ষস। ব্যধ্+কু কর্তৃবা। বি; পুং।

বিধুত, বিধূত—কম্পিত; ত্যক্ত; অপ-সারিত; দূরীকৃত; নিঃসারিত; উৎপীড়িত। বি—ধু, ধূ+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিধুনন, বিধূনন, বিধুবন।

বিধুনন, বিধূনন—কাঁপনি, কম্প, কম্পন; কাঁপান, ত্যাগ। বি—ধু, ধূ+ণিচ্ অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিধুত, বিধূত, বিধুনিত, বিধূনিত।

বিধুবদন, -মুখ—১। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর-বদনযুক্ত। বিধুর ন্যায় বদন, মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—বদনা, —মুখা, —মুখী।

বিধুবন—কম্পন। বি—ধু+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিধুত, বিধূত।

বিধুর—১। কাতর; দুঃখিত, ক্লিষ্ট; বিমর্ষ, ভীত; অসমর্থ; বিকল; বিযুক্ত; বিমূঢ়। বিগতা ধূঃ (ভার) যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত অ)। বিণ। ২। বিয়োগ; বৈকল্য; কষ্ট। বি (বিশেষরূপ) ধূঃ (ভার, অর্থাৎ কষ্ট) যাহা হইতে, বহুব্রী (সমাসান্ত অ)। বি; ক্লীব। ৩। শত্রু। বি (বিশেষরূপ) ধূঃ (কষ্ট) যাহা দ্বারা, বহুব্রী (সমাসান্ত অ)। বি; পুং।

বিধুরা—বিকলা; অসমর্থা। বিধুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিধূত—'বিধুত' দ্রঃ।

বিধূনন—'বিধুনন' দ্রঃ।

বিধূনিত—কম্পিত; ভীত; ত্যক্ত; অভি-ভূত। বি—ধূ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিধূনন।

বিধৃত—যাহা বিশেষরূপে ধরা হইয়াছে এমন, অবলম্বিত; আক্রান্ত। বি—ধৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিধেয়—১। কর্ত্তব্য, উচিত, বিধিসিদ্ধ; বিধানযোগ্য; কথার বাধ্য, বশ্য, অধীন; বিনয়ী। বিণ। বি—বিধান, বিধি। ২। (ব্যাকরণ) উদ্দেশ্যের পরিচায়ক বাক্যাংশ (predicate). বি—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

বিধ্বংস—বিনাশ; বিলোপ; ক্ষয়; অপ-কার। বি—ধ্বন্স্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিধ্বংসী (-সিন্), বিধ্বস্ত।

বিধ্বংসিত—বিনাশিত; অপকারিত; বিলোপিত। বি—ধ্বন্স্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিধ্বংসী (-সিন্)—১। বিনাশশীল। বিধ্বংস+ইন্ আছে অর্থে। ২। শত্রু; অপকারক। বি—ধ্বন্স্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

বিধ্বস্ত—সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট। বি—ধ্বন্স্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিধ্বংস।

বিন, বিনহি, বিনি, বিনু—বিনা, ছাড়া, ব্যতীত। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

বিনজারী—যাহা ঘোষণা করা হয় নাই এমন; বিচারকের যে আদেশ কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই তাহা। ফার্সী। বিণ বা বি।

বিনত—বিনীত, নম্র; অবনত, প্রণত; শিক্ষিত। বি—নম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিনতি, বিনয়।

বিনতা—১। বিনম্রা; শিক্ষিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। কশ্যপমুনির পত্নী। বি—নম্+ক্ত কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিনতানন্দন, -সুত—গরুড়; অরুণ। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

বিনতি—(পদার্থবিদ্যা) গভীরতা; নিম্নতা (deep). বি—নম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

বিনতি, বিনয়—অনুনয়; নম্রতা, শিষ্টতা; সুশীলতা; নিবারণ; দমন, শাসন, দণ্ড; পরিশোধ; বিনিয়োগ; শিক্ষা। বি—নম্+ক্তি ভাববা; বি—নী+অচ্ ভাববা। বি; স্ত্রী, পুং। বিণ—বিনত, বিনয়ী (-য়িন্)।

বিনন—বেণী বন্ধন করা; বিলাপ করা। বাং ক্রি। [বি।

বিননি, বিনুনি—বেণীবন্ধন। বাং প্র।

বিনম্র—অতিশয় বিনয়ী; অবনত। বিশেষ-রূপে নম্র, প্রাদি। বিণ।

বিনয়—'বিনতি' দ্রঃ।

বিনয়গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—বিনীত; কথার বাধ্য। উপতৎ; বিনয়—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

বিনয়ন—দমন; শিক্ষাদান; সংযতকরণ। বি—নী+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিনীত।

বিনয়-নম্র, বিনয়াবনত—বিনয়বশে প্রণত, নম্রতা হেতু নত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিনয়ী (-য়িন্)—বিনীত, নম্র, শিষ্ট, শান্ত। বিনয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী। বি—বিনয়।

বিনশন—১। বিনাশ। বি—নশ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিনষ্ট। ২। কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ; সরস্বতী-নদীর অন্তর্দ্ধানদেশ। বি—নশ্+ অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

বিনশ্বর—ধ্বংসশীল, অনিত্য, অচিরস্থায়ী। বি—নশ্+ক্বরপ্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী।

বিনষ্ট—বিনাশপ্রাপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, ধ্বংস-বিশিষ্ট; পলায়িত; পতিত; মৃত; ক্ষয়িত; গত; অতীত। বি—নশ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিনশন, বিনষ্টি, বিনাশ।

বিনষ্টি—বিনাশ (তাহা দ্রঃ)।

বিনস—খাঁদা, বিগতনাসিক, নাসিকাহীন। বিগতা নসা যাহার, বহুব্রী। বিণ

বিনহি—'বিন' দ্রঃ। [ভাববা। অব্য।

বিনা—ব্যতিরেকে; বর্জ্জন; অভাব। বি+না

বিনাকৃত—রহিত; ত্যক্ত; বিয়োজিত। বিনা—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিনান—বিলাপ করা; বেণী রচনা করা; গাঁথা; ধীরে ধীরে বিস্তারিত করিয়া বলা। বাং ক্রি।

বিনামা—১। জুতা, পাদুকা, উপানৎ। বি। ২। যে দলিলপত্রে মালিকের নাম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এমন। বাং প্র। বিণ।

বিনামা (-মন্)—কল্পিত নামযুক্ত; নাম-শূন্য; বিনষ্ট। বিগত নাম (নামন্ শব্দ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিনায়ক—১। গণেশ; গুরু, শিক্ষক; বিঘ্ন; বুদ্ধদেব। বি—নী+ণক কর্তৃবা। ২। গরুড়। 'বি'র (পক্ষীর) নায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিনাশ—ধ্বংস, উচ্ছেদ; মৃত্যু; অদর্শন; লোপ; ক্ষয়; অপচয়; অভাব। বি—নশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিনষ্ট।

বিনাশক—ঘাতক; সংহারক, ধ্বংসকারক; অপকারক। বি—নশ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শিকা।

বিনাশন—১। বিনাশকারী, সংহারক। বি—নশ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বিণ। ২। ধ্বংসসাধন। বি—নশ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিনাশিত, বিনাশী (—শিন্)। [কবিপ্র। ক্রি।

বিনাশা—বিনষ্ট করা; সংহার করা।

বিনাশিত—নিহত; বিধ্বংসিত। বি—নশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিনাশন।

বিনাশী (-শিন্)—১। যাহা সহজেই নষ্ট হইয়া যায় এমন, নশ্বর। বি—নশ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। ২। যে কোন কিছু নষ্ট করে এমন, নাশক। বি—নশ্‌+ণিচ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী; —শিনী। বি—বিনাশিতা, বিনাশন।

বিনাশোন্মুখ—বিনষ্টপ্রায়; মৃতপ্রায়, মৃতকল্প; পক্ব; ম্রিয়মাণ। বিনাশে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—খা, —খী।

বিনি—বিনা। 'বিনা'-শব্দজ। প্রাদে। অব্য।

বিনিঃসরণ—বাহির হওয়া, নির্গমন। বি—নির্‌—সৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—সৃত।

বিনিঃসৃত—যাহা বাহির হইয়া গিয়াছে এমন, বিনির্গত, বহির্গত। বি—নির্‌—সৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—সরণ।

বিনিদ্র—নিদ্রারহিত, জাগরিত; উন্মীলিত; বিকসিত; প্রকাশিত। বিগতা নিদ্রা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিনিন্দিত—অপকৃষ্ট, গঞ্জিত [শব্দটি প্রায়ই বহুব্রীহি সমাসে পরপদরূপে প্রযুক্ত হয়; যথা, ইন্দুবিনিন্দিত=ইন্দু (চন্দ্র) বিনিন্দিত যৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ চন্দ্র হইতে উৎকৃষ্ট]। বি—নিন্দ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিনিপাত—অধঃপতন; অপমান; মৃত্যু; ক্লেশ, দুঃখ; দৈবদুঃখ। বি—নি—পত্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

বিনিবর্ত্ত(র্ত)ন—১। ফিরিয়া আসা বা যাওয়া; বিরতি। বি—নি—বৃত্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—বৃত্ত। ২। ফিরান। বি—নি—বৃৎ+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিনিবর্ত্তিত।

বিনিবর্ত্তি(র্তি)ত—যাহাকে ফিরান হইয়াছে এমন, প্রত্যাবর্ত্তিত; যাহাকে নিরস্ত করা বা থামান হইয়াছে এমন। বি—নি—বৃত্‌+ণিচ্‌ ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—বর্ত্তন।

বিনিবারিত—যাহাকে বা যাহা বিশেষ ভাবে বারণ করা হইয়াছে এমন। বি—নি+বৃ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিনিবৃত্ত—ক্ষান্ত, নিবৃত্ত; প্রত্যাগত। বি—নি—বৃত্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

বিনিবেশিত—অধিষ্ঠিত; প্রবেশিত; সংক্রামিত; প্রতিষ্ঠাপিত। বি—নি—বিশ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিনিময়—১। বদল, পরিবর্ত্ত, প্রতিদান। বি—নি—মি+অচ্‌ ভাববা। ২। বন্ধক, গচ্ছিত বস্তু। বি—নি—মি+অচ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

বিনিমিত—যাহার বদল করা হইয়াছে এমন, পরিবর্ত্তিত। বি—নি—মি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ময়।

বিনিয়ত—সংযত; নিবারিত; নিরুদ্ধ, আটক-করা; বদ্ধ; শাসিত। বি—নি—যম্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিনিয়ন্ত্রণ—নিয়ন্ত্রণ (বিশেষতঃ কোন পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের উপর) উঠাইয়া দেওয়া (decontrol). বি—নি—যন্ত্রি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিনিয়ন্ত্রিত।

বিনিয়ম—নিয়ম; নিরোধ; নিবারণ, নিষেধ। বি—নি—যম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

বিনিযুক্ত—যাহাকে কাজে লাগান হইয়াছে এমন, অর্পিত; প্রেরিত ও প্রযুক্ত। বি—নি—যুজ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—য়োগ।

বিনিয়োগ—কাজে লাগান, কোন বিষয়ে নিয়োজিত-করণ; বেদমন্ত্রের বিশেষ বিশেষ কার্য্য বা অনুষ্ঠানে প্রয়োগ; অর্পণ; প্রেরণ; প্রবেশন। বি—নি—যুজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—যুক্ত।

বিনিয়োজিত—নিযুক্ত; অর্পিত; স্থাপিত; প্রেরিত; প্রবর্ত্তিত। বি—নি—যুজ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—জন।

বিনির্গত—বহির্গত, নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত; অপসৃত; প্রস্থিত; অতীত। বি—নির্‌—গম্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—র্গমন।

বিনির্গমক—প্রতিপাদক; ব্যবচ্ছেদক; সংশয়-নিবারক। বি—নির্‌—গম্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—মিকা।

বিনির্গমন—বাহিরে আগমন, নিঃসরণ। বি—নির্‌—গম্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—র্গত।

বিনির্জ্জি(র্জি)ত—পরাজিত; পরাভূত। বি—নির্‌—জি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিনির্ণয়—স্থিরীকরণ, অবধারণ, নিশ্চয়; নিষ্পাদন। বি—নির্‌—নী+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—র্ণীত।

বিনির্ণীত—উত্তমরূপে নিরূপিত, বিশেষভাবে নির্দ্ধারিত। বি—নির্‌—নী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—র্ণয়।

বিনির্বৃত্ত—সম্পন্ন, সমাপ্ত, নিষ্পন্ন। বি—নির্‌—বৃত্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

বিনির্ম্মু(র্মু)ক্ত—বহির্গত; যাহা আলাদা করা হইয়াছে এমন; যাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; পৃথগ্‌ভূত; উদ্ধারপ্রাপ্ত; উদ্ধৃত; অনাচ্ছন্ন; উদ্ঘাটিত। বি—নির্‌—মুচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—র্মুক্তি, —র্ম্মোচন।

বিনিশ্চয়—অভ্রান্ত ধারণা, স্থিরনিশ্চয়। বি—নির্‌—চি+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং।

বিনিশ্চিত—অভ্রান্ত; স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত; নিঃসংশয়ভাবে স্থিরীকৃত। বিশেষরূপে নিশ্চিত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী,—তা।

বিনিহত—নাশিত; বিধ্বংসিত; আহত; দূরীকৃত। বি—নি—হন্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিনীত—নম্র, শান্ত, অনুদ্ধত, বিনয়ান্বিত; ধার্ম্মিক; শিক্ষিত; জিতেন্দ্রিয়; দণ্ডিত, শাসিত; অপনীত; উপভুক্ত; সুন্দর; নিভৃত; গৃহীত। বি—নী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিনয়ন।

বিনীয়মান—যাহাকে শিখান হইতেছে এমন, শিক্ষ্যমাণ। বি—নী+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

বিনু—'বিন' দ্রঃ।

বিনেতা (-তৃ)—নিয়ন্ত্রণকারী, শাস্তা; শিক্ষক। বি—নী+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

বিনেয়—শিক্ষণীয়; দম্য; প্রাপণীয়; গ্রাহ্য; দণ্ডনীয়। বি—নী+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

বিনোক্তি—অর্থালঙ্কারবিশেষ [ইহাতে এক বিনা অন্য এক সুন্দর বা অসুন্দর হয় না। যথা—

"কুসুম তুলিয়া বোঁটা তেয়াগিয়া
শেজ বিছায়নু কেনে।
যদি শুই তায় কাঁটা ভুঁকে গায়
রসিক নাগর বিনে।"]।

বিনা এই উক্তি যাহাতে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

বিনোদ—১। সুন্দর, রমণীয় ('—নাগর')। বি—নুদ্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। রমণীয়ভাবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

বিনোদ, বিনোদন—১। আমোদিত-করণ; ঔৎসুক্য; আমোদ; বিহার, আমোদ-প্রমোদ; প্রবৃত্তি; অপনোদন, অপনয়ন; সান্ত্বনা, প্রবোধ দেওয়া; ব্যাপার। বি—নুদ্‌+ঘঞ্‌, অনট্ ভাববা। ২। কালযাপনোপায়। বি—নুদ্‌+ঘঞ্‌, অনট্ করণবা। বি; পুং, ক্লীব।

বিনোদন—১। আনন্দদান; আনন্দিত-করণ। বি—নুদ্‌+ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—দিত। ২। যাহা আনন্দদান করে ("হেন চিত্ত বিনোদন বৈতালিক গীতে"—মাইকেল)। বি—নুদ্‌+ণিচ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

বিনোদশালা—বিলাসভবন, আমোদের স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিনোদিত—পরিতোষিত, প্রমোদিত। বি—নুদ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দন।

বিনোদিনী—১। আনন্দদায়িনী। বিণ; স্ত্রী। ২। শ্রীরাধিকা। বি—নুদ্‌+ণিচ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বিনোদিয়া—হর্ষজনক; আনন্দদায়ক; সুন্দর, রমণীয় ("বড়ি বিনোদিয়া চূড়ার টালনি"—দ্বিজ ভীম)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বিনোদী (-দিন্)—আনন্দদানকারী, আনন্দজনক। বি—নুদ্‌+ণিচ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।

বিন্তি, বিন্তী—তাসের খেলা-বিশেষ, এক

বর্ণের পর পর তিনখানা তাস একজনের হাতে আসা। পোর্তুগীজ 'vinte'-শব্দজ। বি।

বিন্দ—বিন্দু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিন্দু—ফোঁটা, ক্ষুদ্রচিহ্ন; তরলদ্রব্যের কণা; অনুস্বার; ভ্রূমধ্য; দন্তক্ষতচিহ্ন; হস্তীর শুণ্ডে বিরচিত রঙ্গচিহ্ন; শুক্র; (জ্যামিতি) যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু বিস্তার নাই তাহা (point); (সঙ্গীত) ফাঁক। বিদ্+উ কর্তৃবা (বিদ্-স্থানে বিন্দ্)। বি; পুং।

বিন্দুবিসর্গ—অনুস্বার এবং বিসর্গ; (লক্ষণার্থে) অতি সামান্য পরিমাণ (ইহার 'বিন্দুবিসর্গও' জানি না)। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

বিন্ধশালী—একপ্রকার ধান। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বিন্ধা—বিদ্ধ করা; ভিতরে প্রবেশ করান।

বিন্ধ্য—পর্ব্বতবিশেষ। বি—ধ্যৈ+ক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

বিন্ধ্যবাসিনী—দুর্গা। উপতৎ; বিন্ধ্য—বস্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিন্ধ্যাচল—বিন্ধ্যপর্ব্বত। বিন্ধ্যনামক অচল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিন্ধ্যাটবী—বিন্ধ্যপর্ব্বতের বন। বিন্ধ্যের অটবী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিন্ধ্যাবলী—বিন্ধ্যপর্ব্বতের শ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিন্ন—১। বিচারিত; প্রাপ্ত; বিবাহিত। বিদ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। স্থিত। বিদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

বিন্যস্ত—স্থাপিত; সাজান, যথাক্রমে অর্পিত; রচিত; বিক্ষিপ্ত। বি—নি—অস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিন্যাস।

বিন্যাস—রচনা; স্থাপন; সজ্জা, সাজান; (গণিত) সংখ্যাপরম্পরায় বিন্যাসের পরিবর্তন (permutation); মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হৃদয়াদিতে অঙ্গুলির অর্পণ। বি—নি—অস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিন্যস্ত।

বিপক্ষ—১। শত্রু; বিরুদ্ধচারী; অনিষ্টকারী। বিরুদ্ধ পক্ষ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং, বা বিণ। বি, –তা। ২। পাখাশূন্য, পক্ষহীন। বিনষ্ট হইয়াছে পক্ষ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিপক্ষতা—শত্রুতা, প্রাতিকূলতা, বৈর। বিপক্ষ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিপক্ষীয়—শত্রুপক্ষীয়, শত্রুসম্বন্ধীয়। বিপক্ষ+ঈয় সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

বিপণ—বেচা, বিক্রয়; বিক্রয়ের স্থান। বি—পণ্+ক ঘঞর্থে ভাববা, অধিবা। বি; পুং।

বিপণি, বিপণী—১। দোকান, বিক্রয়গৃহ; পণ্যবীথিকা, শ্রেণীবদ্ধ দোকান; হাট বাজার প্রভৃতি; বাজারের রাস্তা। বি—পণ্+ইন্ অধিবা; পক্ষে+ঈপ্। ২। বেচিবার জিনিস, পণ্যদ্রব্য। বি—পণ্+ইন্ কর্ম্মবা; পক্ষে+ঈপ্। বি; পুং বা স্ত্রী, স্ত্রী।

বিপণী (-ণিন্)—ব্যবসায়ী, বণিক্। বিপণ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বিপৎ—'বিপদ্' দ্রঃ।

বিপতি—১। বিপদ্। 'বিপত্তি'-শব্দজ। ২। বিপদে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিপত্তি—আপদ্, বিপদ্; দুর্ভাগ্য; নাশ। বি—পদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিপন্ন।

বিপত্তি-খণ্ডন, -নাশন, -ভঞ্জন—১। আপদশান্তি, বিপদ্দূরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। আপদ্-শান্তিকারী, বিপদ্নাশক। বিণ। ৩। ভগবান্। বি; পুং।

বিপত্নীক—যাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে এমন, মৃতদার। বি (বিগতা=মৃতা) পত্নী যাহার, বহুব্রী (ক সমাসান্ত)। বিণ।

বিপৎসঙ্কু(ৎকু)ল—বিপদে পরিপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিপথ—নিন্দিত পথ, কুপথ; ভুল পথ। বিগর্হিত পথ, প্রাদি। বি; পুং।

বিপথগামী (-গামিন্)—যে ভুল পথে চলে এমন; ভ্রষ্টচরিত্র; মন্দপথ অবলম্বনকারী। উপতৎ; বিপথ—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –গামিনী।

বিপদ্—আপদ্, সঙ্কট; বিনাশ; মরণ; দুর্ভাগ্য। বি—পদ্+ক্বিপ্ ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিপন্ন।

বিপদাপন্ন—বিপদে পতিত, বিপন্ন। বিপদ্‌কে আপন্ন, ২য়াতৎ। বিণ।

বিপদ্‌গ্রস্ত—বিপদে পতিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিপদ্‌ভঞ্জন—১। বিপদ্-নাশকারী। বিণ। ২। ভগবান্। বি; পুং। ৩। বিপদ্-দূরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বিপন্ন—বিপদ্‌গ্রস্ত; দুরবস্থাপ্রাপ্ত; বিনষ্ট। বি—পদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিপত্তি, বিপদ্।

বিপরিণত—পরিবর্ত্তিত; বিপর্য্যস্ত; পরিণামে অননুকূল অবস্থায় উপস্থিত। বি—পরি—নম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিপরিণতি, বিপরিণাম।

বিপরিণতি—(জীববিদ্যা) যেরূপ পরিবর্তন দ্বারা নূতন জীবশ্রেণীর উদ্ভব হয় তাহা (mutation). বি—পরি—নম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

বিপরিণাম—বিরুদ্ধ পরিণতি; পরিণামে শোচনীয়দশা-প্রাপ্তি, বিপাক; পরিবর্তন। বি—পরি—নম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিপরিণত, বিপরিণামী (-মিন্)।

বিপরিণামী (-মিন্)—বিপাক-যুক্ত; পরিবর্তনশীল; বিপরীত দশাযুক্ত। বি—পরি—নম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ণামিনী।

বিপরিবর্ত্ত(র্ত)ন—ফিরান; ঘুরান। বি—পরি—বৃত্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –বর্ত্তিত।

বিপরীত—১। বিরুদ্ধ, উল্টা; প্রতিকূল; (বীজগণিত) কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাদ্বারা একক রাশিকে ভাগ করিলে তদ্দ্বারা লব্ধ ভাগফল (reciprocal). বি—পরি—ই+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বৈপরীত্য।

বিপরীত প্রতিজ্ঞা—(জ্যামিতি) দুইটি উপপাদ্য যদি এরূপভাবে সম্বদ্ধ হয় যে, একটির কল্পনা অপরটির সিদ্ধান্ত, তবে তাহাদের একটি অপরটির বিপরীত প্রতিজ্ঞা (converse proposition). ২। ভীষণ; বিদ্‌ঘুটে; প্রকাণ্ড। বাং প্র। বিণ।

বিপরীতা—১। কামুকী স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। প্রতিকূলা, বিরুদ্ধা। বিপরীত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিপর্য্য(র্য)য়—১। উলট-পালট, ব্যতিক্রম; বৈপরীত্য; বিনাশ। বি—পরি—ই+অচ্ ভাববা। বি; পুং। ২। বিশাল; প্রকাণ্ড; ভীষণ। বাং প্র। বিণ।

বিপর্য্য(র্য)স্ত—উল্টা-পাল্টা, ব্যতিক্রান্ত; বিপর্য্যয়প্রাপ্ত; ছত্রভঙ্গ; পরিবর্ত্তিত। বি—পরি—অস্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিপর্য্যাস।

বিপর্য্যা(র্যা)স—বিপর্য্যয়, বৈপরীত্য; ব্যতিক্রম। বি—পরি—অস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিপর্য্যস্ত।

বিপল—কালের সূক্ষ্ম অংশবিশেষ, পলষষ্টভাগ, ২৪ সেকেণ্ডের ৬০ ভাগের একভাগ। বিভক্ত পল যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

বিপাক—রন্ধন, রান্না; সুস্বাদু; পক্বতা, পরিপাক, জীর্ণতা; দুষ্পরিণাম; দুর্গতি; আয়ুঃ ও জঠরাগ্নি সংযোগে জাত ভুক্তদ্রব্যরস হইতে উৎপন্ন রস; কর্ম্মের বিসদৃশ ফল; ভোগ; (জীববিদ্যা) সজীব পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন (metabolism). বি—পচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিপাকীয় (metabolic).

বিপাটন—বিদারণ। বি—পট্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –টিত।

বিপাটিত—বিদারিত। বি—পট্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –টন।

বিপাশা—পঞ্জাবের নদীবিশেষ। বি (বিগত)+পাশ (রজ্জু)+ণিচ্ (=বিপাশি নামধাতু)+অচ্ কর্তৃবা+আপ্ [মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে পাশবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগকল্পে এই নদীতে নিমগ্ন হন, কিন্তু ইনি তাঁহাকে বিপাশ অর্থাৎ পাশমুক্ত করেন, এজন্য ইহার বিপাশা নাম হইয়াছে]। বি; স্ত্রী।

বিপিতা (-তৃ)—জন্মদাতা ভিন্ন জননীর অন্য স্বামী। প্রাদি। বি; পুং।

বিপিন—বন, কানন, অরণ্য। বেপ্‌+ইনন্ কর্তৃবা (নিপা)। বি; ক্লীব।

বিপিনবিহারী (-রিন্)—১। বনে ভ্রমণকারী। বিণ; পুং। স্ত্রী,-রিণী। ২। শ্রীকৃষ্ণ। উপতৎ; বিপিন—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বিপুল—অনেক; বৃহৎ, বড়; মহৎ; অগাধ, গভীর; প্রশান্ত। বি—পুল্‌+ক কর্তৃবা। বিণ। বি,-তা।

বিপুলতা—বিশালতা; গভীরতা। বিপুল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বিপুল।

বিপুলা—১। গভীরা, মহতী। বিপুল+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী; আর্য্যাছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী।

বিপুলাকার—১। প্রকাণ্ডদেহবিশিষ্ট। বিপুল আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। প্রকাণ্ড দেহ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিপ্র—ব্রাহ্মণ, দ্বিজোত্তম। বি—প্রা+ক কর্তৃবা, অথবা বপ্‌+র অধিবা, সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে)। বি; পুং।

বিপ্রকর্ষ—দূরবর্ত্তী হওয়া; দূরত্ব; বিপরীত দিকে টানিয়া আনা বা ঠেলিয়া দেওয়া (repulsion); (ব্যাকরণ) স্বরভক্তি, যুক্তাক্ষরের মধ্যে স্বরাগমের ফলে যে বিশ্লেষণ-ক্রিয়া সাধিত হয় তাহা (যথা, দর্শন—দরশন, অস্ত্র—অস্তর)। বি—প্র—কৃষ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

বিপ্রকর্ষণ—দূরে সরাইয়া দেওয়া, বিকর্ষণ, ঠেলিয়া দেওয়া। বি—প্র—কৃষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিপ্রকৃষ্ট।

বিপ্রকর্ষণশক্তি—যে শক্তি দ্বারা পরমাণুসকল পরস্পর হইতে দূরবর্ত্তী হয় তাহা। বিপ্রকর্ষণকারিণী শক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিপ্রকার—উপদ্রব; অপকার, অনিষ্ট; তিরস্কার, ভর্ৎসনা। বি—প্র—কৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

বিপ্রকীর্ণ—যাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; বিপর্য্যস্ত; ছত্রভঙ্গ। বি—প্র (সমন্তাৎ)—কৄ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিপ্রকৃত—তিরস্কৃত; উপদ্রুত; অপকৃত। বি—প্র—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিপ্রকৃষ্ট—দূরবর্ত্তী, দূরস্থ, অনাসন্ন। বি—প্র—কৃষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিপ্রকর্ষ, বিপ্রকর্ষণ।

বিপ্রতিপত্তি—বিরোধ; বিরুদ্ধ জ্ঞান; পার্থক্য; অস্বীকার; সংশয়। বি—প্রতি—পদ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,-পন্ন।

বিপ্রতিপন্ন—বিরুদ্ধ; সন্দিগ্ধ; অস্বীকৃত। বি—প্রতি—পদ্‌+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিপ্রতিপত্তি।

বিপ্রতিষিদ্ধ—নিবারিত, নিষিদ্ধ; বিরুদ্ধ। বি—প্রতি—সিধ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,-ষেধ।

বিপ্রতিষেধ—দুইটি সমান শক্তিযুক্ত নিয়মের বা সূত্রের পরস্পর বিরোধী মত; নিষেধ। বি—প্রতি—সিধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,-ষিদ্ধ।

বিপ্রবর—ব্রাহ্মণপ্রধান, দ্বিজশ্রেষ্ঠ। বিপ্রদিগের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

বিপ্রবুদ্ধ—জাগরিত; যাহার চৈতন্য বা জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে এমন। বিশেষরূপে প্রবুদ্ধ, প্রাদি। বিণ।

বিপ্রয়াণ—পলায়ন, প্রস্থান। বি—প্র—যা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,-য়াত।

বিপ্রযুক্ত—পৃথক্‌কৃত, বিযুক্ত; বিশ্লিষ্ট; বিরহিত; বিচ্ছেদপ্রাপ্ত। বি (প্রভিন্ন)—প্র—যুজ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,-প্রয়োগ।

বিপ্রয়োগ—বিয়োগ, বিরহ; পৃথগ্‌ভাব; বিবাদ, বিরোধ। বি—প্র—যুজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,-প্রযুক্ত।

বিপ্রলব্ধ—বঞ্চিত, প্রতারিত; বিরহিত। বি—প্র—লভ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,-লব্ধা। বি,-লম্ভ।

বিপ্রলব্ধা—১। বঞ্চিতা, প্রতারিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ [যে নায়িকা সঙ্কেতস্থানে নায়ককে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হয়]। বিপ্রলব্ধ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বিপ্রলম্ভ—বঞ্চনা; প্রতারণা; বিবাদ, কলহ; বিয়োগ, বিরহ; নায়ক-নায়িকার সম্ভোগাভাব বা বিচ্ছেদ; পৃথগ্‌ভাব; বিরুদ্ধকর্ম্ম। বি—প্র—লভ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,-লব্ধ।

বিপ্রলাপ—বিরুদ্ধ বাক্যকথন, বিরোধবচন; কলহ; অনর্থক বিবাদ। বি—প্র—লপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

বিপ্রলিপ্সা—অভীষ্ট অর্থ দ্যোতনার অভাব; বিরুদ্ধ উক্তি বা অর্থ প্রকাশ; অন্যত্র চিত্তবিক্ষেপ। বি—প্র—লভ্‌+সন্‌+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বিপ্রিয়—১। অপ্রিয়; ঘৃণিত; অবজ্ঞাত; বিরক্তিজনক। বিণ। ২। অপকার, অনিষ্ট; অপরাধ। বিরুদ্ধ প্রিয়, প্রাদি। বি; ক্লীব।

বিপ্লব—বিদ্রোহ, উপদ্রব; অরাজকতা, সমাজব্যবস্থা বা শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন বা তাহার চেষ্টা ('রাষ্ট্র—'); কোন বিষয়ের দ্রুত পরিবর্তন (revolution); বিবাদ; দেশলুণ্ঠন; বিনাশ; ভয়প্রদর্শন; ভয়প্রাপ্তি; গোলমাল; কষ্ট; বিপদ্‌; পাপ, দুষ্টতা; ভঙ্গি বা রব দ্বারা শত্রুকে ভয় প্রদর্শন; হঠযুদ্ধ। বি—প্লু+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিপ্লবী (-বিন্)।

বিপ্লবাত্মক—বিদ্রোহজনক ('—কার্য্যকলাপ'); সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনকারক। বিপ্লব আত্মা (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,-ত্মিকা।

বিপ্লবী (-বিন্)—বিপ্লবকারী; রাষ্ট্রবিপ্লবসংঘটনকারী ('—স্বভাব')। বিপ্লব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,-বিনী। বি—বিপ্লব।

বিপ্লাব—অশ্বের প্লুতগতি; জলপ্লাবন; লুণ্ঠনাদি দ্বারা দেশ ধ্বংস করা; গোলমাল বা উপদ্রব দ্বারা সাধারণের শান্তি নষ্ট করা। বি—প্লু+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

বিপ্লাবন—জলপ্লাবন; জলে ভাসিয়া যাওয়া, ব্যাঘাত, বিঘ্ন; হানি; ধ্বংস; বিপর্য্যাস। বি—প্লু বা প্লব্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,-বিত।

বিপ্লাবিত—জলপ্লাবিত; যাহা জলে ভাসিয়া গিয়াছে এমন, বিপর্য্যস্ত, উল্টেপাল্টে দেওয়া; ব্যাহত। বি—প্লু+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,-বন।

বিপ্লুত—১। প্লাবিত ('অশ্রু—'); নষ্ট, বিপর্য্যস্ত; বিগত; দূষিত; ব্যসনার্ত্ত; উপদ্রুত; বিহ্বল; ভ্রান্ত; অপরাধকারী; প্রতিকূল; বিপরীত; ব্যর্থ, বিফল। বি—প্লু+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। ব্যাঘাত; হানি, ধ্বংস; জলপ্লাবন। বি—প্লু+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

বিফল—বৃথা, নিষ্ফল, নিরর্থক; অকৃতকার্য্য। বি (বিনষ্ট) ফল যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি—বিফলতা, বৈফল্য।

বিফলতা—অকৃতকার্য্যতা; নিষ্ফলতা। বিফল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বিফল।

বিবক্ষা—বলিবার ইচ্ছা। বচ্‌+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ,-ক্ষিত।

বিবক্ষিত—যাহা বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন, বলিবার ইচ্ছার বিষয়ীভূত। বচ্‌+সন্ ইচ্ছার্থে+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিবক্ষা।

বিবদমান—ঝগড়ারত; বিবাদী; বাদানুবাদে নিরত। বি—বদ্‌+শানচ্‌ কর্তৃবা। বিণ। বি—বিবাদ।

বিবমিষা—বমন করিবার ইচ্ছা। বম্‌+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ,-মিষু।

বিবর—ছিদ্র, রন্ধ্র, গর্ত্ত; দোষ; বিচ্ছেদ; পৃথগ্‌ভাব। বি—বৃ+অপ্‌ কর্ম্মবা, ভাববা। বি; ক্লীব।

বিবরণ—বর্ণন; ব্যাখ্যান, টীকা, অর্থপ্রকাশকরণ; প্রকাশ; বৃত্তান্ত। বি—বৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিবৃত।

বিবরণী—১। বিবরণ-পুস্তক, লিখিত বিবরণ; লিখিত ব্যাখ্যান। বি—বৃ+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌। ২। ব্যাখ্যান; বৃত্তান্ত। বি—বৃ+অনট্‌ কর্ম্মবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বিবরা—বর্ণন করা; বিশদভাবে বলা। কবিপ্র। ক্রি।

বিবর্জ্জ(র্জ)ন—পরিত্যাগ, বিসর্জ্জন। বি—বৃজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিবর্জ্জিত।

বিবর্ণ—ফ্যাকাশে, বিকৃতবর্ণ; মলিন। বিকৃত বর্ণ (রং) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—তা।

বিবর্ণতা—ফ্যাকাশে ভাব, বর্ণবিকৃতি; মলিনতা। বিবর্ণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বিবর্ণ।

বিবর্ত্ত(র্ত)—১। ঘূর্ণন; পরিবর্ত্ত; ভ্রান্তি, ভ্রম; ভ্রমণ; নৃত্য; রূপান্তর; বিশেষরূপে স্থিতি। বি—বৃত্+ঘঞ্ ভাববা। ২। সমূহ। বি—বৃত্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বিবর্ত্ত(র্ত)ন—ঘোরা; ঘূর্ণন; ভ্রমণ; পরিভ্রমণ; প্রত্যাবৃত্তি; প্রত্যাবর্ত্তন; পাশ ফিরিয়া শোওয়া; নৃত্য; প্রদক্ষিণকরণ; পরিবর্ত্তন। বি—বৃত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিবৃত্ত।

বিবর্ত্ত(র্ত)নবাদ—বিবর্ত্তবাদ (তাহা দ্রঃ)।

বিবর্ত্ত(র্ত)নশীল—যাহা ঘুরিতেছে বা রূপান্তরিত হইতেছে এমন, ঘূর্ণমান; পরিবর্ত্তনশীল। বিবর্ত্তন শীল (প্রকৃতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিবর্ত্ত(র্ত)বাদ—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই মতবাদ, মায়াবাদ; ক্রমবিকাশবাদ (theory of evolution). বিবর্ত্ত-সমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিবর্ত্তি(র্তি)ত—যাহা ঘুরান হইয়াছে এমন, যাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এমন, ঘূর্ণিত; প্রত্যাবর্ত্তিত; ভ্রমিত; অপসারিত। বি—বৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিবর্দ্ধ(র্ধ)ক—বিশেষরূপে বৃদ্ধিকারক; বৃদ্ধিজনক। বি—বৃধ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্দ্ধিকা।

বিবর্দ্ধ(র্ধ)ন—১। বিশেষরূপে বাড়ান; (পদার্থবিদ্যা) বড় দেখান (magnification); ছেদন, খণ্ডন। বি—বৃধ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। বিশেষরূপে বাড়া, সম্যক্ বৃদ্ধি। বি—বৃধ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিবর্দ্ধিত।

বিবশ—অবশ; বিহ্বল; অচেতন, নিশ্চেষ্ট; অবশীভূত, অবাধ্য; স্বাধীন; মৃত্যুপ্রার্থী; মৃত্যুভীত; মৃত্যুকালে নির্ভীক; প্রশান্তচেতাঃ। বিগত বশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—তা।

বিবসন—উলঙ্গ, বস্ত্রশূন্য। বিগত বসন [যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিবস্ত্র—উলঙ্গ, বস্ত্রহীন। বিগত বা বিনষ্ট বস্ত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিবস্বান্ (-স্বৎ)—সূর্য্য; অরুণ; দেবতা; বৈবস্বত মনু; অর্কবৃক্ষ। বিবস্ [বি (বিবিধপ্রকার,—বস্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা, আবরণ, অর্থাৎ তেজোরূপ আবরণ] +মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বিবাগ—বিদেশ; উদাসীনতা। বিগত বাগ (দিক্) অথবা 'বিরাগ'-শব্দজ। বি।

বিবাগী—দেশত্যাগী; উদাসীন। বিবাগ+ঈ। বিণ।

বিবাদ—ঝগড়া, বিরোধ, কলহ; ব্যবহার, মোকদ্দমা। বি—বদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিবদমান, বিবাদী (—দিন্)।

বিবাদপ্রিয়—যে ঝগড়া করিতে ভালবাসে এমন, কলহপ্রিয়। বিবাদ প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিবাদী (-দিন্)—১। ঝগড়াকারী, বিরোধী। বিণ। স্ত্রী,—দিনী। ২। আসামী; মোকদ্দমার প্রতিবাদী; (সঙ্গীত) কোন রাগে যে স্বর বাদী স্বরের বিরোধী হয় তাহা। বিবাদ+ইন্ আছে অর্থে; অথবা, বি—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। বি—বিবাদ।

বিবাধ—বন্ধন; বিরোধ, কলহ; নিন্দা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিবাস, বিবাসন—স্বদেশ হইতে দূরীকরণ, নির্ব্বাসন। বি (একদিকে)—বস্+ণিচ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—সিত,—সী (-সিন্)।

বিবাসিত—স্বদেশ হইতে দূরীকৃত, নির্ব্বাসিত। বি—বস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিবাস, বিবাসন।

বিবাসী (-সিন্)—দণ্ডভোগের জন্য বিদেশে অবস্থানকারী। বি—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা, অথবা, বিবাস+ইন্ প্রাপ্ত অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—সিনী। বি—বিবাস, বিবাসন।

বিবাহ—দারপরিগ্রহ, পরিণয় [বিবাহ অষ্টবিধ—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ]। বি—বহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিবাহিত, বৈবাহিক।

বিবাহবিচ্ছেদ—আইনের বলে পতি বা পত্নীর দাম্পত্য-সম্বন্ধের বিলোপ, তালাক (divorce). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিবাহিত—১। যাহার বিবাহ হইয়াছে এমন, কৃতবিবাহ; পরিণীত। বি—বহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিবাহ। ২। পরিণেতা, বিবাহকর্ত্তা। বিবাহ+ইতচ্ জাতার্থে। বি; পুং।

বিবাহ্য—বিবাহযোগ্য; বহনীয়। বি—বহ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিবাহ।

বিবি—মাননীয়া মুসলমান মহিলা, স্ত্রী, পত্নী; স্ত্রীলোক; ইউরোপীয় স্ত্রীলোক; তাসের রাণী, স্ত্রীমূর্ত্তি-চিহ্নিত তাস। ফার্সী। বি; স্ত্রী।

বিবিক্ত—বিজন, নির্জ্জন; পবিত্র; শুভ; একাগ্র; পৃথগ্ভূত; অসম্পৃক্ত; বিবেচক, বিবেকী। বি—বিচ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

বিবিজান—হে প্রিয় বিবি, অয়ি প্রিয়ে। ফার্সী। বি, সম্বোধন।

বিবিধ—অনেকরকম, নানাপ্রকার। বিভিন্ন বিধা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

বিবিয়ানা—ইউরোপীয় মহিলার ন্যায় চালচলন, স্ত্রীলোকের বিলাসিতা। বিবি+আনা ভাবে। বি।

বিবুধ—পণ্ডিত, জ্ঞানী; দেবতা। বি—বুধ্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বিবৃত—ব্যাখ্যাত, বর্ণিত; বিস্তৃত, প্রসারিত; প্রকটীকৃত, প্রকাশিত; মহৎ; স্পষ্টীকৃত; উন্মুক্ত, খোলা; প্রমাণীকৃত। বি—বৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিবরণ, বিবৃতি।

বিবৃতি—ব্যাখ্যা, বিবরণ, টীকা; প্রকাশ, প্রকটন; বর্ণনা বা মতামত প্রকাশ (statement); বিস্তার। বি—বৃ+ক্তি ভাববা। বি, স্ত্রী। বিণ—বিবৃত।

বিবৃত্ত—ফেরান; পরাবৃত্ত; ঘূর্ণিত, যাহা ঘুরিতেছে; তির্য্যক্ চালিত; লুণ্ঠিত। বি—বৃত্+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিবর্ত্তন, বিবৃত্তি।

বিবৃত্তি—চক্রবৎ ভ্রমণ, ঘূর্ণন। বি—বৃত্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিবৃত্ত।

বিবৃদ্ধ—বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বি—বৃধ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিবৃদ্ধি।

বিবৃদ্ধি—বিশেষরূপে বৃদ্ধি। বি—বৃধ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিবৃদ্ধ।

বিবেক—১। বিবেচনা, বিচার; ন্যায়-অন্যায়ের বোধ (conscience); বৈরাগ্য, সংসারে ঔদাসীন্য; ভেদ, বিভিন্নতা; প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ-জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান। বি—বিচ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। দেহ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ জ্ঞান করিবার ক্ষমতা। বি—বিচ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। বিণ—বিবেকী (-কিন্)।

বিবেকবুদ্ধি—ন্যায়-অন্যায় বা ভালমন্দ বুঝিবার মত বুদ্ধি; তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্না বুদ্ধি। বিবেকসঙ্গতা বুদ্ধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিবেকিতা—বিচারশীলতা, বিবেকীর ভাব। বিবেকিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বিবেকী (-কিন্)।

বিবেকী (-কিন্)—বিবেচনাকারী; বিচারশীল, বিচারক; বিবেকযুক্ত; বৈরাগ্যবিশিষ্ট, বিরাগী। বি—বিচ্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা, অথবা বিবেক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কিনী। বি,—কিতা।

বিবেচক—বিচারশক্তিমান্, বিবেচনাকারী; বিচারক্ষম; বিচক্ষণ। বি—বিচ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চিকা।

বিবেচন, বিবেচনা—বিচার; বিতর্ক, বিশেষরূপে আলোচনা। বি—বিচ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্।

বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ,—চনীয়, —চিত, —চ্য।
বিবেচনীয়—বিবেচনার যোগ্য। বি—বিচ্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—চন, —চনা।
বিবেচা—বিবেচনা করা। কবিপ্র। ক্রি।
বিবেচিত—বিচারিত, তর্কিত; নিরূপিত। বি—বিচ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —চন,—চনা।
বিবেচ্য—বিবেচনাযোগ্য। বি—বিচ্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—চন,—চনা।
বিবোধ—জাগরণ; জ্ঞান; বিকাস। বি—বুধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।
বিবোধন—জাগান; উদ্বোধন; বুঝান; জ্ঞাপন; বিকশিত করা। বি—বুধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ধিত।
বিবোধিত—যাহাকে জাগান বা বুঝান হইয়াছে এমন; বিকাসিত; জ্ঞাপিত। বি—বুধ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ধন।
বিব্‌ভুল—১। বিহ্বলতা; ভ্রম। বি। ২। বিহ্বল, হতবুদ্ধি। 'বিহ্বল'-শব্দজ। বিণ।
বিব্রত—ব্যতিব্যস্ত; দায়গ্রস্ত; বিপন্ন, ঝঞ্ঝাটে পতিত। বাং প্র। বিণ।
বিভক্ত—বিভিন্ন, পৃথক্‌কৃত; বণ্টিত; সংক্রমিত। বি—ভজ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিভক্তি, বিভাগ।
বিভক্তি—(ব্যাকরণ) শব্দ বা ধাতুর পরে যে সকল প্রত্যয় হয় তাহা, সুপ্‌ ও তিঙ্‌; বিভাগ, বণ্টন; রচনা, ভঙ্গী। বি—ভজ্‌+ক্তি ভাববা, করণবা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিভক্ত।
বিভঙ্গ—১। বিন্যাস; ভঙ্গী; সংকোচ। বি—ভন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। খণ্ড, ছেদ। বি—ভন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।
বিভঙ্গ, বিভঙ্গি—ভঙ্গি; রকম; প্রকার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বিভজনীয়—ভাগ করিবার মত, বিভাগযোগ্য, বিভাজ্য। বি—ভজ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিভাগ।
বিভজ্যমান—যাহা বিভাগ করা হইতেছে এমন। বি—ভজ্‌+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।
বিভব—১। ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, ধন; (পদার্থবিদ্যা) বিদ্যুৎপ্রবাহের কার্য্যক্ষমতা; প্রচ্ছন্ন শক্তি (potentia). বি—ভূ+অপ্‌ করণবা। ২। বিভুত্ব, প্রভুত্ব; মোক্ষ, মুক্তি; ঔদার্য্য; মহত্ত্ব। বি—ভূ+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং।
বিভা—আলোক, দীপ্তি, প্রভা; কিরণ; শোভা; প্রকাশ। বি—ভা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।
বিভাকর—সূর্য্য, ভানু, প্রভাকর; অগ্নি; অর্কবৃক্ষ। উপতৎ; বিভা—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
বিভাগ—১। ভাগ, বণ্টন। বি—ভজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। দায় বা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ; খণ্ড; (অঙ্কশাস্ত্র) ভগ্নাংশের ভাজ্য, লব। বি—ভজ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—বিভক্ত, বিভাজ্য।
বিভাগীয়—বিভাগ-সম্বন্ধীয়, কোন অংশের সহিত সম্পর্কিত। বিভাগ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—বিভাগ।
বিভাজক—যাহা দ্বারা ভাগ করা যায় এমন; বিভাগকর্ত্তা। বি—ভজ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জিকা। বি—বিভাজন, বিভাগ।
বিভাজ্য—যাহাকে ভাগ করিতে হইবে এমন, বিভাগযোগ্য। বি—ভজ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিভাজন, বিভাজ্যতা, বিভাগ।
বিভাজ্যতা—(গণিত) নিঃশেষে ভাগ হইতে পারার অবস্থা বা গুণ (divisibility); (পদার্থবিদ্যা) জড় পদার্থের প্রতি কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করিলে যে গুণ দ্বারা উহা নানা খণ্ডে বিভক্ত হইতে পারে তাহা; ভঙ্গুরত্ব। বিভাজ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বিভাজ্য।
বিভাত—প্রভাত, প্রাতঃকাল। বি—ভা+ক্ত অধিবা। বি; ক্লীব।
বিভাব—১। কাব্যনাটকাদিতে বর্ণিত শোক ক্রোধ উৎসাহ প্রভৃতি স্থায়িভাবের উদ্দীপন ও আলম্বন; পরিচয়। বি (বিশিষ্ট) ভাব যদ্দ্বারা, বহুব্রী; অথবা, বি—ভূ+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। ২। ভিন্ন ভাব, বিশিষ্ট ভাব। বি (ভিন্ন বা বিশিষ্ট) ভাব, প্রাদি। বি; পুং।
বিভাবন, বিভাবনা—বিবেচনা; অবধারণ; চিন্তন; অনুভবকরণ; প্রকাশন; দর্শন; খ্যাপন; কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হইলে এই অলঙ্কার হয়; যথা, "একি হৈল অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত"]। বি—ভূ+ণিচ্‌+অনট্‌; পক্ষে অন ভাববা+আপ্‌। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—বিভাবনীয়, বিভাবিত, বিভাব্য।
বিভাবনীয়, বিভাব্য—চিন্তনীয়; অবধারণীয়; বিবেচনীয়; দর্শনীয়। বি—ভূ+ণিচ্‌+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিভাবন, বিভাবনা।
বিভাবরী—রাত্রি, রজনী, নিশা; কুট্টনী; হরিদ্রা; বক্রযোষিৎ, মুখরা স্ত্রী; মেদাবৃক্ষ। বি—ভা+ক্বনিপ্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।
বিভাবসু—সূর্য্য; (সূর্য্যনামত্ব হেতু) অর্কবৃক্ষ; চিত্রকবৃক্ষ; চন্দ্র; অগ্নি; হারবিশেষ। বিভা (আলো) বসু (ধন) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
বিভাবিত—অনুভূত; দৃষ্ট; বিবেচিত, বিমৃষ্ট; বিচিন্তিত; প্রতিষ্ঠিত; প্রসিদ্ধ; বিশেষরূপে ভাবাবিষ্ট। বি—ভূ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিভাব (২)+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ। বি—বিভাবন, বিভাবনা।
বিভাব্য—'বিভাবনীয়' দ্রঃ।
বিভাষ, বিভাস—প্রাতঃকালে গাহিবার মত সঙ্গীতের রাগবিশেষ। বি।
বিভাষা—১। অন্যপ্রকার রূপ, বিকল্প, পদান্তর বিধান। বি—ভাষ্‌+অ ভাববা+আপ্‌। ২। বিভিন্ন ভাষা; বিরুদ্ধ ভাষা। প্রাদি। বি; স্ত্রী। বিণ—বিভাষিত।
বিভাসা—প্রকাশ। বি—ভাস্‌+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—বিভাসিত।
বিভাসিত—আলোকিত, প্রকাশিত; জলোপরি শোভিত। বি—ভাস্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিভাসন, বিভাসা।
বিভিন্ন—বিভক্ত; মিশ্রিত; সংগৃহীত; পৃথক্‌কৃত; বিঘটিত; অন্যবিধ; বিদীর্ণ; নানাবিধ; বিদারিত; বিদলিত; বিকসিত; হতাশ, হতবুদ্ধি; নিঃশেষিত। বি—ভিদ্‌+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ম্মকর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিভিন্নতা, বিভেদ।
বিভিন্নতা—পার্থক্য; বহুবিধত্ব। বিভিন্ন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বিভিন্ন।
বিভীতক—১। বয়ড়া গাছ। (ভূতাশ্রয়ত্ব হেতু) বিশেষরূপে ভীত (ভয়) যাহা হইতে, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। ২। বয়ড়া ফল। বি; ক্লীব।
বিভীতকী—বয়ড়া গাছ বা ফল। বিভীতক+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।
বিভীষণ—১। (রামায়ণ) রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; (তাহা হইতে) যে স্বার্থোদ্ধারের জন্য স্বজন ছাড়িয়া শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। বি; পুং। ২। অতি ভয়ঙ্কর ("বিভীষণ 'বিভীষণ' রণে" —মাইকেল); দৃঢ়, ঘন। বি—ভী+ণিচ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।
বিভীষিকা—১। আতঙ্কজনক দৃশ্য, ভীষণ ভয়। বাং প্র। বি। ২। ভয় দেখান, ভয়প্রদর্শন। বি—ভী+ণিচ্‌+অক (ধ্বুচ্‌) ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।
বিভু—১। পরমেশ্বর; প্রভু; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর; ভৃত্য। বি; পুং। ২। সর্ব্বব্যাপী; ব্যাপক; নিত্য; সমর্থ। বি—ভূ বা ভা+ডু কর্ত্তৃবা। বিণ।
বিভুঁই—বিদেশ। 'বিভূমি'-শব্দজ। বি।
বিভূতি—ভগবানের ঐশ্বর্য্য বা নানা মূর্তিতে প্রকাশ, আত্মপ্রকাশ; ঐশ্বর্য্য [অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত—শিবের এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য]; সম্পত্তি, ধন, সমৃদ্ধি; ভস্ম, ছাই। বি—ভূ+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।
বিভূতিভূষণ—১। ছাইরূপ অঙ্গশোভা। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। শিব,

মহাদেব। বিভূতি ভূষণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিভূষণ—সাজ-সজ্জাশূন্য, আভরণহীন। বিগত, বিনষ্ট ভূষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ; পুং বা ক্লীব। স্ত্রী—বিভূষণা।

বিভূষণ, বিভূষা—১। অলঙ্কার, আভরণ। বি—ভূষ্‌+অনট্‌ করণবা; ২য় পক্ষে অ করণবা+আপ্‌। ২। শোভা। বি—ভূষ্‌+অনট্‌ ভাববা; ২য় পক্ষে অ ভাববা+আপ্‌। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ,—ষিত।

বিভূষিত—শোভিত; অলঙ্কৃত। বি—ভূষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ষণ,—ষা।

বিভৃত—ধৃত; পুষ্ট, প্রতিপালিত। বি—ভৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিভেদ—পার্থক্য, বিভিন্নতা, প্রভেদ, কলহ, মনোমালিন্য; বৈলক্ষণ্য; মিশ্রণ; অপগম; বিভাগ; বিকাশ; বিদলন; বিদারণ। বি—ভিদ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিভিন্ন।

বিভোর—বিহ্বল; তন্ময়; আত্মহারা। 'বিহ্বল'-শব্দজ। বিণ। [বিণ।

বিভোল, বিভোলা—বিভোর। কবিপ্র।

বিভ্রম—ভুল-ভ্রান্তি; মোহজনক ভাব ('চিত্ত—'); সংশয়; ভ্রমণ; বিলাস; লীলা; স্ত্রীদিগের শৃঙ্গারভাবজাত ক্রিয়া-বিশেষ; ত্বরাপ্রযুক্ত ভূষণাদির স্থানান্তর-বিন্যাস; বিভূষণ; শোভা; সাদৃশ্য। বি—ভ্রম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিভ্রান্ত।

বিভ্রাট—ঝঞ্ঝাট, গোলমাল; বিপদ্‌; দায়; মুশ্‌কিল; দুর্ঘটনা। বাং প্র। বি।

বিভ্রান্ত—যাহার ভুল হইয়াছে এমন, ভ্রমযুক্ত; ত্বরান্বিত। বি—ভ্রম্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিভ্রম, বিভ্রান্তি।

বিভ্রান্তি—ভুল, ভ্রম; ত্বরা। বি—ভ্রম্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিভ্রান্ত।

বিমকি, বিমকী—বুদ্‌বুদ, জলবিম্ব। বাং প্র। বি।

বিমজ্জিম—মত, অনুযায়ী। ফার্সী 'ব-মজিব'-শব্দজ। অব্য।

বিমত—যাহা ইচ্ছামত হয় নাই এমন, অনভিমত; অসম্মত; বিরুদ্ধমতিযুক্ত; অপ্রিয়; অগ্রাহ্য; অনিষ্ট। বি (বিপরীত, বিরুদ্ধ)—মন্‌+ক্ত কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বিণ। বি—বিমতি।

বিমতি—অনিচ্ছা; অসম্মতি। বি (বিরুদ্ধ)—মন্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিমত।

বিমথিত—বিনাশিত; যাহা বিশেষরূপে মন্থন করা হইয়াছে এমন। বি—মথ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিমথন।

বিমনস্ক, বিমনাঃ (-মনস্‌), **-মনা**—অন্যমনস্ক; বিষণ্ণ, দুঃখিত; উদ্বিগ্ন; ব্যাকুল। বিচলিত বা বিক্ষিপ্ত মনঃ যাহার, বহুব্রী; ১ম পক্ষে ক সমাসান্ত। বিণ।

বিমরিষ—বিমর্ষ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বিমর্জ্জি(র্জি)স—মত, অনুসারী। ফার্সী-মূলক। অব্য।

বিমর্দ্দ(র্দ), বিমর্দ্দ(র্দ)ন—১। পেষণ, চূর্ণন; ঘর্ষণ; মন্থন; সম্পর্ক; সম্বাধ; বিনাশ। বি—মৃদ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি। বিণ—বিমর্দ্দিত। ২। গুল্মবিশেষ, কাল-কাসুন্দা গাছ। বি—মৃদ্‌+ণিচ্‌+অচ্‌, অন কর্তৃবা। বি; পুং, ক্লীব।

বিমর্দ্দি(র্দি)ত—যাহা চটকান হইয়াছে এমন, দলিত; পিষ্ট; ঘৃষ্ট; চূর্ণিত; মথিত, বিলোড়িত। বি—মৃদ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিমর্দ্দন।

বিমর্শ, বিমর্শন—তর্ককরণ, বিতর্ক; তথ্যানুসন্ধান; বিচার; বিবেচনা; যুক্তিদ্বারা পরীক্ষাকরণ। বি—মৃশ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—বিমৃষ্ট।

বিমর্ষ—অধীর; বিষণ্ণ; অসন্তুষ্ট। বিগত হইয়াছে মর্ষ (সহিষ্ণুতা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিমর্ষ, বিমর্ষণ—অসন্তোষ; অসহন। বি—মৃষ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

বিমল—নির্ম্মল, স্বচ্ছ; শুভ্র; সুন্দর, মনোহর; নিষ্কলঙ্ক; নিষ্পাপ। বিগত মল যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ। বি,—তা।

বিমলতা—নির্ম্মলতা; শুভ্রতা। বিমল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বিমল।

বিমলানন্দ—১। পবিত্র-আনন্দযুক্ত। বিমল আনন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পবিত্র আনন্দ, ব্রহ্মানুভবরূপ আনন্দ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিমা, বীমা—আকস্মিক ক্ষতির সময়ে অর্থপ্রাপ্তির চুক্তিতে কিস্তিতে কিস্তিতে অর্থপ্রদান (insurance). ফার্সীমূলক। বি।

বিমাতা (বিমাতৃ)—সৎমা, মাতার সপত্নী। বিরুদ্ধা মাতা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

বিমাতৃজ—১। সৎ ভাই, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, মাতৃসপত্নীপুত্র। বি; পুং। ২। বিমাতার গর্ভসম্ভূত। উপতৎ; বিমাতৃ—জন্‌+ড কর্তৃবা। বিণ।

বিমান—১। ব্যোমযান (aeroplane); দেবরথ; আকাশ। বি—মন্‌+ঘঞ্‌ করণবা, কর্ম্মবা; অথবা, বি—মা+অনট্‌ কর্ম্মবা। বিণ—বৈমানিক। ২। অসম্মান। বিপরীত, বিরুদ্ধ মান, প্রাদি। বি; পুং। ৩। পরিমাণ। বি—মা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ৪। মানহীন। বিগত হইয়াছে মান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিমান-ঘাঁটি—যে স্থানে বিমান থাকে, উড়োজাহাজ ছাড়িবার ও নামিবার স্থান (aerodrome). বিমানের ঘাঁটি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বিমানচারী (-রিন্‌)—আকাশযানে ভ্রমণকারী। উপতৎ; বিমান—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী।

বিমাননা—অবমান; তিরস্কার। বি (না)—মান্‌+ণিচ্‌+অন ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বিমান-বিধ্বংসী (-সিন্‌)—বিমানের ধ্বংসকারক, যাহা দ্বারা শত্রুপক্ষের এরো-প্লেনকে গুলি করিয়া ধ্বংস করা হয় (anti-aircraft). বিমানের বিধ্বংসী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

বিমানবীর—আকাশযান অর্থাৎ এরোপ্লেন চালনায় সুদক্ষ। বিমানে বীর, ৭মীতৎ। বিণ।

বিমার—রোগ, পীড়া। ফার্সী। বি।

বিমার্গ—১। ঝাঁটা, সম্মার্জ্জনী, খেংরা। বি—মৃজ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। ২। কুপথ; কদা-চার। বিরুদ্ধ মার্গ (পথ), প্রাদি। বি; পুং।

বিমিশ্র—মিশান, মিশ্রিত। বিশেষভাবে মিশ্র, প্রাদি। বিণ।

বিমুক্ত—যে ছাড় পাইয়াছে এমন, মুক্তি-প্রাপ্ত; বন্ধন হইতে মুক্ত; পরিত্যক্ত। বি—মুচ্‌+ক্ত কর্ম্মকর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিমুক্তি, বিমোচন।

বিমুক্তি—ছাড় পাওয়া, বিমোচন, বন্ধন হইতে মোচন; মোক্ষ। বি—মুচ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিমুক্ত।

বিমুখ—পরাঙ্মুখ; নিবৃত্ত; নিস্পৃহ; অপ্রসন্ন; যাহার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নাই এমন। বি (বিবৃত, বিরুদ্ধ, প্রতিকূল) মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—খা, —খী।

বিমুখে—বদন ফিরাইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

বিমুগ্ধ—যে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে এমন, বিশেষভাবে মোহিত, মোহপ্রাপ্ত; স্বাভাবিক-জ্ঞানশূন্য। বি—মুহ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিমুগ্ধতা, বিমোহ।

বিমুগ্ধচিত্ত—১। বিহ্বল অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার অন্তঃকরণ অত্যধিক মুগ্ধ হইয়াছে এমন। বিমুগ্ধ হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিমুদ্র—বিকশিত, প্রফুল্ল; মুদ্রাহীন; মুদ্রা-রহিত, যাহা মোহর করা নয় এমন। বিগতা মুদ্রা (মুদ্রণ, মোহর) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিমূঢ়—মূর্খ, অজ্ঞান; কি করা উচিত বা অনুচিত ইহা যে বুঝিতে পারে না এমন, বিহ্বল; ইতিকর্ত্তব্যতা-জ্ঞানশূন্য। বি—মুহ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিমূঢ়তা, বিমোহ।

বিমৃশ্যকারিতা, বিমৃষ্যকারিতা—বিশেষরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য-করণ।

বিমৃশ্যকারিন্. বিমৃশ্যকারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—কারী (-কারিন্)।
বিমৃশ্যকারী (-কারিন্), **বিমৃষ্যকারী** (-কারিন্)—যে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করে এমন; বিবেচক। বিমৃশ্য, বিমৃষ্য—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী। বি,—কারিতা।
বিমৃষ্ট—বিবেচিত; বিচারিত। বি—মৃষ্ (শ্) +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিমর্শ।
বিমোক্ষ, বিমোক্ষণ—উদ্ধার, বিমুক্তি, পরিত্রাণ; বন্ধনমোচন। বি—মোক্ষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।
বিমোচন—মুক্তি, উদ্ধার। বি—মুচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিমুক্ত।
বিমোহ—জড়তা, মোহ। বি—মুহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিমুগ্ধ, বিমূঢ়।
বিমোহন—১। মোহ জন্মান; মুগ্ধকরণ, ভুলান। বি—মুহ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—হিত। ২। মোহজনক। বি—মুহ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা অথবা অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—হনা,—হনী।
বিমোহিত—১। যাহাকে ভুলান হইয়াছে এমন, মোহপ্রাপিত। বি—মুহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। মুগ্ধ, মোহপ্রাপ্ত; অজ্ঞান, মূর্চ্ছিত; হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। বিমোহ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি,—হন।
বিম্ব—১। সূর্য্য ও চন্দ্রের মণ্ডল; মণ্ডলের ন্যায় গোলাকার মূর্ত্তি; প্রতিবিম্ব; ছায়া। বি; পুং বা ক্লীব। ২। জলবুদ্বুদ্। বী (গমন করা, দীপ্তি পাওয়া)+বন্ কর্ত্তৃবা (ম্-আগম, ঈকার হ্রস্ব)। ৩। তেলাকুচা ফল। বিম্বা+অণ্ ফলার্থে। বি; ক্লীব।
বিম্বকি, বিম্বকী—১। ধুকধুকি, পদক। প্রাঃ কবিপ্র। ২। বুদ্বুদ্। বাং প্র। বি।
বিম্বা, বিম্বী, বিম্বিকা—তেলাকুচার গাছ। বিম্ব+অচ্ আছে অর্থে+আপ্, ঈপ্; বিম্বা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
বিম্বাগত—বিম্বপ্রাপ্ত, প্রতিবিম্বিত। বিম্বকে আগত, ২য়াতৎ। বিণ।
বিম্বাধর—১। পাকা তেলাকুচার ন্যায় রক্তবর্ণ অধর (ঠোঁট)। বিম্বসদৃশ অধর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহার অধর (ঠোঁট) পাকা তেলাকুচার মত এমন। বিম্বসদৃশ অধর যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ধরা।
বিম্বিকা—'বিম্বা' দ্রঃ।
বিম্বিত—প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত; আভাসিত। বিম্ব+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।
বিম্বী—'বিম্বা' দ্রঃ।
বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ—১। রক্তবর্ণ ওষ্ঠ-বিশিষ্ট, যাহার ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায় রক্তবর্ণ এমন। বিম্ব সদৃশ ওষ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ঠী,—ষ্ঠী। ২। বিম্বফলের ন্যায় লাল ঠোঁট। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
বিয়চ্চারী (-রিন্)—১। আকাশগামী। বিণ। স্ত্রী,—রিণী। ২। চিলপক্ষী। উপতৎ; বিয়ৎ (আকাশ)—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
বিয়ৎ—আকাশ, গগন। বি (না)—যম্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।
বিয়নী—পাখা, ব্যজনী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বিয়ন্ত—যে প্রসব করিতেছে এমন। প্রাদে। বিণ।
বিয়লি—বিউলি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বিয়া, বিয়ে—বিবাহ। 'বিবাহ'-শব্দজ। বি।
বিয়াকুল—ব্যাকুল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
বিয়াকুলি—১। ব্যাকুল করিয়া। ক্রি। ২। ব্যাকুল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বি।
বিয়াজ—ব্যাজ, ছল; সুদ। প্রাঃ কবিপ্র।
বিয়াধি—ব্যাধি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বিয়ান—১। প্রাতঃকাল। হিন্দীমূলক। ২। প্রসব; পুত্রের বা কন্যার শাশুড়ী। প্রাদে। বি। ৩। প্রসব করা। বাং ক্রি।
বিয়াপি—ব্যাপ্ত করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।
বিয়াল্লিশ—সংখ্যাবিশেষ, ৪২-সংখ্যা; ৪২-সংখ্যক। 'দ্বিচত্বারিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।
বিযুক্ত, বিযুত—বিরহিত, রহিত; বিচ্ছিন্ন; ত্যক্ত। বি—যুজ্, যু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিয়োগ (১ম পক্ষে)।
বিয়ে, বে—বিবাহ, পরিণয়। 'বিবাহ'-শব্দজ। প্রাদে। বি। [বি।
বিয়ে-থা, বে-থা—বিবাহাদি। বাং প্র।
বিয়েন—প্রসব। প্রাদে। বি।
বিয়োগ—বিচ্ছেদ, বিরহ; অভাব; (গণিত) রাশির ব্যবকলন অর্থাৎ এক অঙ্ক হইতে অন্য অঙ্ক বাদ দেওয়া। বি—যুজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিযুক্ত।
বিয়োগকাতর, -বিধুর—বিরহে কাতর। ৩য়াতৎ। বিণ।
বিয়োগান্ত—নায়ক-নায়কাদির বিচ্ছেদ বা মৃত্যুকাহিনীতে পরিসমাপ্ত ('—নাটক')। বিয়োগে অন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।
বিয়োগিনী—১। ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। বিরহিণী, পৃথগ্ভূতা। বিয়োগিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
বিয়োগী (-গিন্)—১। অসংযুক্ত, বিরহী, বিচ্ছেদযুক্ত; রহিত, পৃথগ্ভূত। বিণ। স্ত্রী,—গিনী। ২। চক্রবাক পক্ষী। বিয়োগ+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, বি (না)—যুজ্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বি; পুং।
বিয়োজিত—পৃথক্কৃত; বিরহিত, বিচ্ছেদ-প্রাপিত; বিশ্লিষ্ট; শূন্যীকৃত। বি—যুজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিয়োজন।
বিযোড়—অযুগ্ম। বাং প্র। বিণ।
বিয়োন—প্রসব করা। প্রাদে। ক্রি।
বিরক্ত—অসন্তুষ্ট; বৈরাগ্যযুক্ত, উদাসীন; নিস্পৃহ; অননুরক্ত; বিরত; জ্বালাতন; চটা, বিমুখ; বিশেষরূপে ত্যক্ত। বি—রন্জ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিরক্তি, বিরাগ।
বিরক্তা—দুর্ভাগা স্ত্রী; অননুকূলা স্ত্রী; নায়কের প্রতি অনুরাগশূন্যা নায়িকা। বিরক্ত+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।
বিরক্তি—অসন্তুষ্টি; বিরাগ, বৈরাগ্য; অননুরাগ, ঔদাসীন্য; অনিচ্ছা। বি—রন্জ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বি—বিরক্তি, বিরাগ।
বিরক্তিকর, -জনক—অপ্রীতিকর, অসন্তোষজনক, বিরাগজনক। উপতৎ; বিরক্তি—কৃ+ট কর্ত্তৃবা; বিরক্তির জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—করী,—জনিকা।
বিরচন—প্রণয়ন, রচনা, নির্ম্মাণ। বি—রচ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—চিত।
বিরচিত—প্রণীত, কৃত; নির্ম্মিত, গঠিত; লিখিত; গ্রথিত; বর্ণিত; ভূষিত। বি—রচি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—চন।
বিরজা—যযাতি রাজার মাতা; দূর্ব্বা; রাধার সখীবিশেষ; কৃষ্ণের সখী; জগন্নাথ-ক্ষেত্র; নদীবিশেষ; একপ্রকার আঠাল গন্ধদ্রব্য। বি—রন্জ্+ক ঘঞর্থে কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
বিরজাঃ (বিরজস্), **বিরজা**—১। যাহার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়াছে, বিগতার্তবা, নিবৃত্তরজস্কা। বিগত রজঃ (স্ত্রীরজঃ) যাহার, বহুব্রী। বিণ; স্ত্রী। ২। রজোগুণরহিত; ধূলিশূন্য। বিগত রজঃ (রজোগুণ, ধূলি) যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ; পুং বা স্ত্রী।
বিরঞ্জন—(রসায়ন) বর্ণ-দূরীকরণ (bleaching). বি—রঞ্জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ঞ্জিত।
বিরত—নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, উপরত; বিমুখ; বিশ্রান্ত। বি—রম্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিরতি, বিরাম।
বিরতি—নিবৃত্তি; বিশ্রাম; শান্তি; বিরাগ। বি—রম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিরত। [কবিপ্র। ক্রি।
বিরমা—নিবৃত্ত হওয়া, বিরত হওয়া।
বিরমান—১। রত করা; বিরত করা। কবিপ্র। ক্রি। ২। প্রিয়জন; স্বামী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বিরল—অল্প; অনিবিড়, ফাঁক্-ফাঁক, ছাড়া-ছাড়া; শিথিল, আলুগা; ব্যবহিত; নির্জ্জন। বি—রা+কলন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা।
বিরলকথন—নির্জ্জনে কথোপকথন; গোপ-

নীয় কথা ("তোমা সনে আছে তার বিরল-কথন"—কবিকঙ্কণ)। ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

বিরলপ্রজ—যেখানে লোক অল্প এমন; জনবিরল। বিরল প্রজা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

বিরস—রসহীন, বিস্বাদ; অতৃপ্তিকর; বিরক্তিজনক। বিগত রস যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ। [সেলাই। বাং প্র। বি।

বিরস্থল—জুতার তলার চামড়ার ধার দিয়া

বিরহ—ছাড়াছাড়ি, বিচ্ছেদ, বিয়োগ; ত্যাগ; অভাব; অস্থিতি; শৃঙ্গাররসের বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদরূপ অবস্থাবিশেষ। বি—রহ্‌+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিরহিত, -বিরহী (-হিন্‌)।

বিরহকাতর, -বিধুর—প্রিয়জন হইতে বিচ্ছেদ হেতু ক্লিষ্ট। বিরহহেতু কাতর, বিধুর, ৩য়া বা ৫মীতৎ। বিণ।

বিরহপ্রদীপ—বিয়োগরূপ দীপ, প্রিয়জন-বিচ্ছেদের বেদনা ("বিরহপ্রদীপে জ্বলুক দিবসরাতি"—রবীন্দ্রনাথ)। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিরহব্যথা—বিয়োগজনিত দুঃখ। বিরহ-জনিতা ব্যথা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিরহিণী—বিয়োগিনী, প্রিয়জন হইতে বিচ্ছিন্না। বিরহিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। পুং—বিরহী (-হিন্‌)।

বিরহিত—বিহীন; ত্যক্ত; বিমুক্ত। বিরহ+ইতচ্‌ সংজাতার্থে। বিণ। বি—বিরহ।

বিরহী (বিরহিন্‌)—বিয়োগী, বিচ্ছেদযুক্ত। বিরহ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -হিণী। বি—বিরহিতা, বিরহ।

বিরহোৎকণ্ঠিতা—নায়িকাবিশেষ। বিরহ হেতু উৎকণ্ঠিতা, ৩য়াতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বিরাগ—১। বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, অননুরাগ; বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য; বিবেক। বি—রন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিরাগী (-গিন্‌)। ২। আসক্তিহীন। বিগত রাগ (আসক্তি) যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

বিরাগভাজন—অপ্রীতির পাত্র, বিদ্বেষের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, বা বিণ।

বিরাগী (বিরাগিন্‌)—বৈরাগ্যযুক্ত, উদাসীন, অনাসক্ত। বিরাগ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -গিণী। বি—বিরাগ।

বিরাজ—১। অবস্থান। বি—রাজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিরাজমান, বিরাজিত। ২। অবস্থান কর। কবিপ্র। ক্রি। ৩। পরমেশ্বর; ক্ষত্রিয়। বি—রাজ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

বিরাজমান—স্বন্দরভাবে অবস্থিত; শোভমান; দীপ্তিবিশিষ্ট, জাঁকজমকবিশিষ্ট। বি—রাজ্‌+শানচ্‌ কর্তৃবা। বিণ। বি—বিরাজ।

বিরাজা—বিরাজ করা, অবস্থান করা; শোভা পাওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

বিরাজিত—অবস্থিত; শোভিত, প্রকাশিত। বি—রাজ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিরাজ।

বিরাট্‌ (বিরাজ্‌)—সর্ব্বব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর; স্বায়ম্ভুবমনু; ক্ষত্রিয়; ছন্দো-বিশেষ; কান্তি; দীপ্তি; (বেদান্তমতে) স্থূলশরীর-সমষ্টির উপহিত চৈতন্য। বি—রাজ্‌+কিপ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

বিরাট—১। বিশাল, প্রকাণ্ড। বাং প্র। বিণ। বি, -তা, -ত্ব। ২। (মহাভারত) মৎস্যদেশ; বগুড়ার অর্দ্ধক্রোশ। ৩। উত্তরে স্থিত পৌরাণিক দেশবিশেষ। বি—রট্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৪। বিরাট দেশের নৃপতি-বিশেষ। বিরাট+অচ্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

বিরাধ—অপরাধ; পীড়া, ব্যথা; অপকার। বি—রাধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

বিরাধন—অপকার; পীড়ন; পীড়া, ব্যথা। বি—রাধ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

বিরানই, বিরানব্বই—সংখ্যাবিশেষ, ৯২-সংখ্যা; ৯২-সংখ্যক। 'দ্বিনবতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

বিরানা—অজানা; অন্য। বাং প্র। বিণ।

বিরাব—১। শব্দ, ধ্বনি, গোলমাল। বি—রু+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিরাবী (-বিন্‌)। ২। রবহীন। বিগত রাব যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ।

বিরাবী (বিরাবিন্‌)—শব্দকারী। বিরাব+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বিণী। বি—বিরাব।

বিরাম—১। বিশ্রাম, বিরতি, নিবৃত্তি, উপরম, অবসান; বৈরাগ্য; (ব্যাকরণ) পরবর্ণাভাব; পরে অন্য কোন বর্ণ না থাকা; পূর্ব্বোক্ত মাত্রার অর্দ্ধেক; (সঙ্গীত) একটি পূর্ণ মাত্রার চতুর্থাংশ। বি—রম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা, অধিবা। বি; পুং। ২। মন্থর, ধীরগতিযুক্ত। প্রাদে। বিণ।

বিরাশি, বিরাশী—দ্ব্যশীতি, ৮২-সংখ্যা; ৮২-সংখ্যক। 'দ্ব্যশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

বিরিক্ত—যাহার উদরভঙ্গ হইয়াছে এমন, বিরেচনবিশিষ্ট। বি—রিচ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিরেক, বিরেচন।

বিরিখ—বৃক্ষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিরিঞ্চ, বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর। বি—রচ্‌+অচ্‌, ইন্‌ কর্তৃবা (ম্‌-আগম)। বি; পুং।

বিরুত—রব; কূজিত; অব্যক্তধ্বনি। বি—রু+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

বিরুদ্ধ—উল্টা, বিপরীত; বিদ্বিষ্ট; বিদ্ধ, আটক-করা। বি—রুধ্‌+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিরুদ্ধতা, বিরোধ।

বিরুদ্ধাচরণ—শত্রুতাকরণ; নিয়মলঙ্ঘন, বিপরীত কার্য্যকরণ। বিরুদ্ধ যে আচরণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বিরুদ্ধাচারী (-চারিন্‌)—বিরুদ্ধ কার্য্যকারী; নিয়ম-লঙ্ঘনকারী; শত্রুতাচরণকারী। উপ-তৎ; বিরুদ্ধ—আ—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -চারিণী। বি, -চারিতা।

বিরুহ—বিরোধ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিরূঢ়—উৎপন্ন, জাত; অঙ্কুরিত; বদ্ধমূল; গভীরভাবে নিমগ্ন; আরোহণবিশিষ্ট। বি—রুহ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

বিরূপ—কুরূপ, কুৎসিত; প্রতিকূল, বিরোধী। বিকৃত রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিরূপাক্ষ—১। মহাদেব, ত্রিলোচন; রুদ্রবিশেষ; পাতালের দিগ্‌হস্তী। বি; পুং। ২। যাহার চক্ষু বিকৃত এমন; যাহার চক্ষু সাধারণ সংখ্যার অতীত এমন। বিরূপ অক্ষি যাঁহার, বহুব্রী (ষচ্‌ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী।

বিরূপিকা—কুরূপা, কুৎসিতা। বিরূপ+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বিরেক, বিরেচন—উদরভঙ্গ, অতিরিক্ত মলনিঃসরণ, ভেদ। বি—রিচ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

বিরেচক—জোলাপ জাতীয়, ভেদকারক। বি—রিচ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -চিকা।

বিরেচন-১। 'বিরেক' দ্রঃ। ২। বিরে-চক, পুনঃ পুনঃ মলনিঃসারক। বি—রিচ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ।

বিরোচন—সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি; অর্কবৃক্ষ; প্রহ্লাদের পুত্র, বলিরাজার পিতা; রোহিতক-বৃক্ষ; শ্যোনাকবৃক্ষ; ঘৃতকরঞ্জ। বি—রুচ্‌+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

বিরোধ—১। বিবাদ; বৈর; বৈপরীত্য; অবরোধ; অনৈক্য। বি—রুধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। যুদ্ধ; বিপদ্‌; অর্থালঙ্কারবিশেষ ('বিরোধোক্তি' দ্রঃ); বাধা, আটক। বি—রুধ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। বিণ—বিরুদ্ধ, বিরোধী (-ধিন্‌)।

বিরোধন—১। বিরোধ; বাধা প্রদান। বি—রুধ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিরুদ্ধ। ২। বিরোধকারক। বি—রুধ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ।

বিরোধা—রোধ করা; বিরোধ করা। কবিপ্র। ক্রি।

বিরোধাভাস—অর্থালঙ্কার বিশেষ ['বিরো-ধোক্তি' দ্রঃ]। বিরোধের আভাস যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

বিরোধী (-ধিন্)—প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বিপরীত; বিদ্বেষী; বিরোধকারী; রিপু, শত্রু। বিরোধ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –ধিনী। বি—বিরোধিতা, বিরোধ, বিরোধন।

বিরোধোক্তি—কাব্যালঙ্কারবিশেষ [বাস্তবিক বিরোধ নাই, কিন্তু আপাততঃ যেখানে বিরোধের প্রতীতি হয়, সেইখানে এই অলঙ্কার হয়। যথা—"কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই তিমিরহু কত কত চান্দ।" চন্দ্রের এবং তিমিরের (অন্ধকারের) একত্র অবস্থান অসম্ভব। কিন্তু রাসবিহারে চন্দ্র (গোপী) এবং তিমির (কৃষ্ণ) একত্র অবস্থান করিতেছে; সুতরাং এখানে স্পষ্ট বিরোধ দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে বিরোধ না থাকাতে বিরোধোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে]; বিপ্রলাপ। বিরোধ (বৈপরীত্য)-সূচিকা উক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিল—১। গর্ত্ত, ছিদ্র, বিবর; গুহা। বিল্+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। প্রাপ্য টাকার হিসাবযুক্ত তালিকা। ইং bill. ৩। জলা, জলময় স্থান। 'বিল' (১)-অর্থজ। বি।

বিলকুল—সমুদয়, সমস্ত। হিন্দী। বিণ।

বিলক্ষ—১। বিস্ময়াপন্ন; চমৎকৃত। বি—লক্ষ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। গুণহীন, নির্গুণ; অচিহ্নিত; অনুদ্দিষ্ট; প্রকৃতিবিরুদ্ধ; লজ্জিত। বি—লক্ষ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ।

বিলক্ষণ—১। সমধিক; অসাধারণ, অ-সামান্য; পরীক্ষক, দর্শক; ভিন্ন; পৃথক্। বিশিষ্ট, বিভিন্ন লক্ষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। যথেষ্ট, ভালরকম। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বিলক্ষণা—শ্রাদ্ধকালে দানযোগ্য শয্যা-বিশেষ। বি; স্ত্রী।

বিলগ্ন—১। কোমর, কটিদেশ; জন্মলগ্ন। বি—লস্জ্+ক্ত অধিবা। বি; ক্লীব। ২। সংলগ্ন; বদ্ধ; কৃশ। বি—লস্জ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

বিলঙ্ঘন—উল্লঙ্ঘন, অতিক্রম। বি—লন্ঘ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –ঙ্ঘিত।

বিলঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত; উল্লঙ্ঘিত। বি—লন্ঘ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –ঙ্ঘন।

বিলজ্জ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, বেহায়া। বিগতা লজ্জা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিলন—দান করণ; ব্যয়করণ; বণ্টন। বাং প্র। বি।

বিলপন, বিলপিত—১। বিলাপ, শোক-বাক্য। বি—লপ্+অনট্, ক্ত ভাববা। ২। মল, কাইট। বি—লপ্+অনট্, ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

বিলপমান-যে বিলাপ করিতেছে এমন। বি—লপ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা (অব্যুৎপন্ন শব্দ)। বিণ।

বিলপা, বিলাপা—বিলাপ করা। কবিপ্র। ক্রি।

বিলপিত—'বিলপন' দ্রঃ।

বিলম্ব, বিলম্বন—গৌণ, দেরি; দোলন, ঝুলন, লম্বন। বি—লন্ব্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ, –ম্বিত।

বিলম্বিত—১। যাহা ঝুলান হইয়াছে এমন, অশীঘ্র, ধীর গতিযুক্ত, বিলম্বযুক্ত; লম্বমান। বি—লন্ব্+ক্ত কর্ত্তৃবা, লন্ব্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –ম্ব, –ম্বন। ২। মধ্যম নৃত্য। বিলম্ব+ইতচ্ আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

বিলম্বী (-ম্বিন্)—১। অদ্রুত; অশীঘ্রকারী, বিলম্বকারী; কুঁড়ে। বিলম্ব+ইন্ আছে অর্থে। ২। লম্বনবিশিষ্ট; যাহা ঝুলিতেছে এমন, লম্বমান; সংযুক্ত। বি—লন্ব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ম্বিনী।

বিলয়—১। বিলোপ, বিনাশ; ব্রহ্মাণ্ডের নাশ; ধ্বংস; অন্তর্দ্ধান। বি—লী+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিলীন, বিলীয়মান। ২। লয়বহির্ভূত; লয়হীন, অক্ষয়। বিগত লয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিলসই—১। বিলাস করিতেছে বা করে; ইচ্ছা করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ২। জলে নিপতিত; যে বিলাপ করিতেছে এমন। প্রাদে। বিণ।

বিলসন, বিলসিত—দীপ্তি, শোভা; আভা; প্রকাশ; স্ফুরণ; বিলাস; লীলা; ক্রীড়া। বি—লস্+অনট্, ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

বিলসা—ইচ্ছা করা; বিলাস করা। কবিপ্র। ক্রি।

বিলসিত—'বিলসন' দ্রঃ।

বিলাই—১। বিতরণ করি। ক্রি। ২। বিড়াল। 'বিড়াল'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

বিলাত, বিলেত, বিলাৎ—১। ইংলণ্ড; বহিঃস্থান; ব্যবসায়ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য স্থান। আরবী 'বিলায়ৎ'-শব্দজ। ২। পরামাণিকের ক্ষৌরকর্ম্মের এলাকা। প্রাদে। ৩। দোকানদারের নিকট ক্রেতার ধার। বাং প্র। বি।

বিলা(লে)ত(ৎ)ফেরত—যে ইউরোপে গমন করিয়া তথা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

বিলা(লে)তবাকী—খরিদ্দারের নিকট বাকী পাওনা। বাং প্র। বি।

বিলাতী, বিলিতী—ইউরোপীয়; ইউরোপ হইতে আমদানি; বিদেশীয়। বিলাত, বিলিত +ঈ। বিণ।

বিলান—১। বিতরণ করা। বাং ক্রি। ২। বিলযুক্ত, জলময়। প্রাদে। বিণ।

বিলাপ—খেদোক্তি, পরিদেবন; দুঃখ। বি—লপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিলাপী (-পিন্)।

বিলাপবচন—খেদসূচক বাক্য। বিলাপ-যুক্ত বচন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বিলাপী (-পিন্)—১। বিলাপরত, খেদযুক্ত। বিলাপ+ইন্ যুক্তার্থে। ২। বিলাপকারী। বি—লপ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –পিনী। বি—বিলাপ।

বিলাস—দেহের অঙ্গভঙ্গী; স্ত্রীলোকদিগের ক্রিয়াবিশেষ, প্রিয়দর্শনাদিজনিত গমনোপবেশনাদির বৈচিত্র্য ও মুখনেত্রশরীরাদির ভাবভঙ্গী; ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ; শোভা; সুখভোগ; প্রাদুর্ভাব; স্ফুরণ। বি—লস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিলাসী (-সিন্)।

বিলাসচাঞ্চল্য—আমোদ-প্রমোদ-জনিত চপলতা; আমোদ-প্রমোদের জন্য চপলতা। বিলাসজনিত চাঞ্চল্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বিলাসপরায়ণ—সৌখীন, আমোদ-প্রমোদে রত। বিলাস পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, –তা।

বিলাস-ভবন, -মন্দির—ক্রীড়াগৃহ, আমোদ-প্রমোদের নিমিত্ত নির্ম্মিত গৃহ; নাচঘর, বৈঠকখানা। বিলাসের (ক্রীড়ার) ভবন, মন্দির (গৃহ), (নিমিত্তার্থে) ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বিলাসিতা—সৌখীনতা, ভোগাসক্তি, বাবুগিরি। বিলাসিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিলাসিনী—১। ক্রীড়াকৌতুকরতা; ভোগসুখাসক্তা, বিলাস-রতা। বিণ; স্ত্রী। ২। রমণী, নারী, কামিনী; বেশ্যা; সর্পী। বিলাসিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিলাসী (-সিন্)—সৌখীন, বিলাসপরায়ণ, বিলাসযুক্ত; ক্রীড়াকৌতুকরত; ভোগবান্। বি—লস্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা; অথবা, বিলাস +ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –সিনী। বি, –সিতা।

বিলি—বিতরণ; শৃঙ্খলা; ভারপ্রদান; খাজনা দিবার সর্ত্তে জমি প্রদান। বাং প্র। বি।

বিলিখন—খনন; আঁচড়ান; বিদারণ। বি—লিখ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –খিত।

বিলীন—যাহা মিলাইয়া গিয়াছে এমন, লয়প্রাপ্ত; বিনষ্ট; অন্তর্হিত; দ্রবীভূত; গলিত, ক্ষরিত; মগ্ন; মিশ্রিত। বি—লী+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিলয়।

বিলীয়মান—যাহা বিলীন হইতেছে বা মিলাইয়া যাইতেছে এমন। বি—লী+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিলয়।

বিলুণ্ঠিত—যে গড়াগড়ি দিয়াছে বা দিতেছে এমন; অপহৃত। বিশেষরূপে লুণ্ঠিত, প্রাদে। বিণ। বি—বিলুণ্ঠন।

বিলুপ্ত—১। লোপপ্রাপ্ত, নষ্ট; লুণ্ঠিত; তিরোভূত। বি—লুপ্+ক্ত কর্তৃবা। ২। ছিন্ন; আক্রান্ত; গৃহীত। বি—লুপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিলোপ।

বিলুভিত—বিমোহিত; চঞ্চল। বি—লুভ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিলোভন।

বিলুলিত—কম্পিত; চঞ্চল; দোদুল্যমান। বি—লুল্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

বিলেখন—খোঁড়া, খনন; বিদারণ; আঁচড়ান; মূলোৎপাটন; কর্ষণ; বিভাগকরণ। বি—লিখ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—খিত।

বিলেপ—১। লেপন, মাখান। বি—লিপ্+ঘঞ্ ভাববা। বিণ—বিলেপিত। ২। লেপন করিবার দ্রব্য; চন্দন। বি—লিপ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

বিলেপন—১। মাখান; চন্দনকুঙ্কুমাদি লেপন। বি—লিপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিলেপিত। ২। লেপনের বস্তু, লেপনযোগ্য সুগন্ধি বস্তু। বি—লিপ্+অনট্ করণবা।

বিলোকন—১। বিশেষভাবে দেখা, দর্শন। বি—লোক্+অনট্ ভাববা। ২। চোখ, নেত্র। বি—লোক্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ,—কনীয়, —কিত।

বিলোকনীয়—দেখিবার মত, দর্শনীয়, সুদৃশ্য। বি—লোক্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—কন।

বিলোকিত—যাহা দেখা হইয়াছে এমন, দৃষ্ট। বি—লোক্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—কন।

বিলোচন—১। চক্ষুঃ, নেত্র। বি—লোচ্+অনট্ করণবা। ২। দেখা, দর্শন। বি—লোচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বিলোড়ন—মন্থন, আলোড়ন, ঘেঁটা। বি—লুড়্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ড়িত। [বি,—ড়ন।

বিলোড়িত—মথিত, আলোড়িত। বিণ।

বিলোপ, বিলোপন—নষ্ট হইয়া যাওয়া, বিনাশ; তিরোভাব; ধ্বংস; মৃত্যু। বি—লুপ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—বিলুপ্ত।

বিলোভন—লোভ দেখান, লোভপ্রদর্শন। বি—লুভ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বিলোম—১। উল্টা, বিপরীত, প্রতিকূল। বিণ। ২। জল তুলিবার যন্ত্রবিশেষ; (সঙ্গীত) সাতটি সুরের ক্রমান্বয়ে নিম্নগতি, অবরোহণ। বিগত, বিরুদ্ধ লোম (লোমন্=শরীরের চুল) যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত অচ্)। বি; ক্লীব।

বিলোমজ—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত ইত্যাদি ক্রমে উৎপন্ন। উপতৎ; বিলোম—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

বিলোমবর্ণ—বর্ণসঙ্কর জাতি। বিলোম জাত বর্ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিলোল—চঞ্চল, চপল, কম্পমান; অতিলোভী। বি—লুল্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

বিল্টি—বোঝাই করা মালের রসিদ, ফর্দ্দ। ইং 'billet'-শব্দজ। বি।

বিল্ব—১। বেল, শ্রীফল; একপল পরিমাণ। বি; ক্লীব। ২। বেলগাছ। বিল্+বন্ কর্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

বিশ—কুড়ি, ২০-সংখ্যা; ২০-সংখ্যক। 'বিংশ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

বিশঙ্ক—১। শঙ্কাহীন, নির্ভয়। বিগতা শঙ্কা যাহার, বহুব্রী। ২। অত্যধিক শঙ্কাযুক্ত। বিশেষ শঙ্কা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিশঙ্কই—শঙ্কা করিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [কবিপ্র। ক্রি।

বিশঙ্কত—আশঙ্কা করিতেছে। প্রাঃ

বিশদ—১। স্পষ্ট, স্ফুট; শুভ্র, সাদা; নির্ম্মল, পরিষ্কৃত; সুন্দর, মনোহর; প্রসন্ন, অনুকূল। বিণ। ২। শুভ্রবর্ণ। বি—শদ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বিশরাম, বিসরাম—বিশ্রাম। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিশল্য—শেলশূন্য, শল্যরহিত, শঙ্কুরহিত; শেলবাধাশূন্য; যাতনাশূন্য; চিন্তাশূন্য। বিগত শল্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিশল্যকরণী—ঔষধবিশেষ, আয়াপানের গাছ। বিশল্য—কৃ+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিশল্যা—১। গুলঞ্চলতা; দন্তী; ত্রিপুটা; জুঁয়াতাশাক; অগ্নিশিখাবৃক্ষ; অজমোদা। বিগত হয় শল্য যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী; ২। বেদনারহিতা; শল্যরহিতা। বিশল্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিশা—১। ১৬০ তোলা ওজন। প্রাদে। ২। মাসের বিংশ দিবস। বিশ+আ তারিখ অর্থে। বি।

বিশাই—বিশ্বকর্ম্মা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিশাখ—১। কার্ত্তিকেয়। বিশাখা+অণ্ ভবার্থে। ২। পুনর্নবা; যাচক, ভিক্ষু। বি—শাখ্+অচ্ কর্তৃবা। ৩। ধনুর্দ্ধরদিগের পদসংস্থানবিশেষ। বি—শাখ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৪। ডালশূন্য, শাখাহীন। বিনষ্টা শাখা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিশাখা—১। (জ্যোতিষ) ষোড়শ নক্ষত্র। বি—শাখ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। শাখাশূন্যা। বিশাখ (৪)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিশারদ—দক্ষ, নিপুণ, চতুর; প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত; বিদ্বান্, পণ্ডিত; বিস্তৃত; প্রগল্‌ভ; শ্রেষ্ঠ; নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাসবান্; গর্ব্বিত। উপতৎ; বিশাল—দা+ক কর্তৃবা (ল-স্থানে র)। বিণ।

বিশাল—বৃহৎ, বিস্তীর্ণ; বড়; বিস্তৃত, চওড়া; বিখ্যাত, অদ্ভুতকর্ম্মা। বি+শালচ্ কর্তৃবা। বিণ। বি,—তা, —ত্ব।

বিশালতা, বিশালত্ব—বৃহত্ত্ব, প্রকাণ্ডতা; বিস্তার; ওসার, বহর। বিশাল+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—বিশাল।

বিশালা—১। বৃহতী; বিস্তীর্ণা; বিখ্যাতা। বিশাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উজ্জয়িনী-নগরী; ইন্দ্রবারুণী; মহেন্দ্রবারুণী; দক্ষকন্যা; তীর্থবিশেষ; নদীবিশেষ। বি; স্ত্রী।

বিশালাক্ষ—১। যাহার চক্ষুঃ বড় এমন, বৃহৎ নেত্রযুক্ত, সুনেত্র। বিশাল অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী। ২। বিষ্ণু; শিব; গরুড়। বি; পুং।

বিশালাক্ষী—১। বৃহৎনেত্রযুক্তা। বিশালাক্ষ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; নাগদন্তী; যোগিনীবিশেষ; বরস্ত্রী। বি; স্ত্রী।

বিশিখ—১। বাণ, তীর। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। শিখাশূন্য। বিনষ্টা শিখা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিশিখা—১। রথ; খনিত্র, খন্তা; নাপিতের স্ত্রী, নাপ্‌তিনী; চরকার টেকো; আতুরাগার, যে গৃহে রোগী থাকে। বি; স্ত্রী। ২। শিখাশূন্যা। বিশিষ্টা, বিনষ্টা শিখা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিশিষ্ট—যুক্ত, মিলিত; ভিন্ন; বিলক্ষণ; অতিশিষ্ট; খ্যাত, যশস্বী; সিদ্ধ। বি—শিষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিশিষ্টতা, বৈশিষ্ট্য।

বিশীর্ণ—অতিশয় কৃশ; জীর্ণ; শুষ্ক; ক্রটিত; বিঘটিত, বিশ্লিষ্ট; পতিত। বি—শৄ+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি,—তা, —ত্ব।

বিশীর্য্য(র্য)মান—যাহা শুকাইয়া যাইতেছে এমন। বি—শৄ+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

বিশুদ্ধ—১। নির্ম্মল; অবিমিশ্র; শুচি, পবিত্র; নির্দ্দোষ। বিশেষরূপে শুদ্ধ, প্রাদি। বিণ। বি,—দ্ধি। ২। ষট্‌চক্রান্তর্গত পঞ্চম চক্র। বি—শুধ্+ক্ত কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

বিশুদ্ধাত্মা (-ত্মন্)—সরল-হৃদয়; পূতমনাঃ, পবিত্র-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট। বিশুদ্ধ আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিশুদ্ধি—নির্ম্মলতা; পবিত্রতা; শোধন; অবিমিশ্রতা; সংশোধন; নির্দ্দোষতা; সংশয়; সাদৃশ্য; একতা; ছেদ। বি—শুধ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—দ্ধ।

বিশুষ্ক—যাহা বিশেষভাবে শুকাইয়া গিয়াছে

এমন, নীরস; ম্লান। বিশেষরূপে শুষ্ক, প্রাদি। বিণ। বি—বিশুষ্কতা, বিশোষণ।

বিশৃঙ্খল—এলোমেলো, উল্টাপাল্টা, শৃঙ্খলাহীন, নিয়মবহির্ভূত; অনিয়মিত; দুর্দ্দান্ত, অবাধ্য। বিনষ্টা শৃঙ্খলা যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

বিশৃঙ্খলা—১। এলোমেলো অবস্থা, গোলযোগ, শৃঙ্খলার অভাব। বিরুদ্ধা, বিনষ্টা শৃঙ্খলা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। শৃঙ্খলাশূন্যা। বিশৃঙ্খল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিশে—বিশা (২) (তাহা দ্রঃ)।

বিশেখি—বিশেষ করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

বিশেষ—১। প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য; তারতম্য; প্রকার, রকম; ব্যক্তি; নিয়ম; বৈচিত্র্য; প্রকর্ষ; সার; অবয়ব; আধিক্য; দ্রষ্টব্য দ্রব্য; তিলক; কণাদদর্শনোক্ত পদার্থবিশেষ; বৈশেষিকদর্শনোক্ত পদার্থবিশেষ; কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [যদি আধেয় আধারশূন্য হয়, অথবা এক বস্তু অনেকের গোচর হয়, অথবা সমর্থই হউক বা অসমর্থই হউক, কোন একটী কার্য্য করিতে গিয়া দৈবাৎ যদি তাহাদের সেই কার্য্য করা হয় তবে এই অলঙ্কার হয়]। বি—শিষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। অধিক; ভিন্ন; উৎকৃষ্ট। বি—শিষ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা, —ত্ব।

বিশেষক—১। কপালের তিলক; চিত্রক; তমালপত্র। বি; পুং বা ক্লীব। ২। তিলকবৃক্ষ। বি; পুং। ৩। শ্লোকত্রয়ের সম্বন্ধ, একসঙ্গে অন্বিত শ্লোকত্রয়। বি; ক্লীব। ৪। বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক; যাহা বিশেষিত করে এমন। বি—শিষ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ষিকা।

বিশেষজ্ঞ—যে সবিশেষ জানে এমন; জ্ঞানী। উপতৎ; বিশেষ-জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

বিশেষণ—১। (ব্যাকরণ) যে পদ দ্বারা অন্য পদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ পায় [ইহা ত্রিবিধ,—বিশেষ্যবিশেষণ, বিশেষণবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ]; চিহ্ন। বি—শিষ্+অনট্ করণবা। ২। গুণাদির উল্লেখ; বিশেষিতকরণ। বি—শিষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বিশেষতঃ (-তস্), **-ত**—অধিকন্তু; বিশেষভাবে। বিশেষ+তস্ ক্রিয়াবিশেষণার্থে। অব্য।

বিশেষত্ব—অনন্যসাধারণ গুণ, বিশেষ গুণ। বিশেষ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

বিশেষা—বিশেষভাবে বলা। কবিপ্র। ক্রি।

বিশেষিত—পৃথক্কৃত, ভিন্ন, প্রভেদিত; বিশেষণ দ্বারা নির্ণীত। বিশেষ+ইতচ্ সং-জাতার্থে, অথবা, বি—শিষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিশেষোক্তি—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [যেখানে কারণ-সত্ত্বেও কার্য্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সেইখানে এই অলঙ্কার হয়। যথা—
"আরও অপরূপ সে মেঘে হেরি।
যথা মেঘ তথা না রহে বারি॥"
—জ্ঞানদাস]
বিশেষ দ্বারা উক্তি, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

বিশেষ্য—যাহা দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তির বোধ হয়; গুণাদি দ্বারা প্রভেদ্য বস্তু; অবচ্ছেদ্য পদার্থ; আদি কারণ; প্রধান বিষয়; (ব্যাকরণ) পদার্থের নামমাত্র। বি—শিষ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

বিশোক—১। শোকহীন। বিগত শোক যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অশোকবৃক্ষ। বিগত শোক যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

বিশোধক—বিশুদ্ধিকারক। বি—শুধ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধিকা।

বিশোধন—১। সংশোধন, বিশুদ্ধকরণ; পবিত্র করণ। বি—শুধ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ধনীয়, —ধিত, —ধ্য। ২। বিশুদ্ধিকারক। বি—শুধ্+অনট্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধনী।

বিশোধনীয়, বিশোধ্য—সংশোধন করিবার মত, বিশোধনের যোগ্য। বি—শুধ্+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ধন।

বিশোধিত—যাহা পবিত্র করা হইয়াছে এমন। বি—শুধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ধন।

বিশোধী (-ধিন্)—শোধনকারক, পবিত্রতাজনক। বি—শুধ্+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধিনী। [বি।

বিশোয়াস, -সা—বিশ্বাস। প্রাঃ কবিপ্র।

বিশোষণ—বিশেষরূপে শুষিয়া লওয়া; শুষ্ককরণ। বি—শুষ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ষিত।

বিশ্ব—১। জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড; শুণ্ঠী; বোল। বি; ক্লীব। ২। উপদেবতাবিশেষ, বসু সত্য দক্ষ ক্রতু কাল কাম কুরু ধৃতি পুরূরবাঃ মাদ্রব—এই দশ; পরিমাণবিশেষ। বি; পুং। ৩। সকল, সমস্ত। বিশ্ (প্রবেশ করা)+ক্বন্ অধিবা, সংজ্ঞার্থে। সর্ব্ব, বিণ।

বিশ্বকর্ম্মা (-কর্ম্মন্), **-কর্মা**—দেবশিল্পী; ঈশ্বর, পরমেশ্বর; সূর্য্য; মুনিবিশেষ। বিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড) কর্ম্ম ('কর্ম্মন্'-শব্দ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিশ্বকেতু—অনিরুদ্ধ, উষাপতি। বিশ্বময় কেতু (ধ্বজ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিশ্বকোষ—বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের বিবরণযুক্ত গ্রন্থাবলী (encyclopædia). বিশ্বের কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্বজনীন—সকলের পক্ষে হিতকর; জগতের সকল লোক-সম্বন্ধীয়। বিশ্বজন+ঈন হিতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বিশ্বজিৎ—১। যে যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয় তাহা; বরুণের পাশ; ন্যায়বিশেষ। বি; পুং। ২। যে বিশ্ব জয় করিয়াছে এমন। বিশ্ব—জি+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

বিশ্বদূত—সমগ্র বিশ্বে সংবাদ সরবরাহকারী, রয়টার (Reuter) ইত্যাদি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্বদেব, বিশ্বেদেব—জগদীশ্বর; অগ্নি; গণদেবতা-বিশেষ। বিশ্ব—দিব্+অচ্ কর্ত্তৃবা (বিকল্পে ৭মীর অলুক্)। বি; পুং।

বিশ্বধাত্রী—জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী; পৃথিবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিশ্বনাথ—জগৎপতি, শিব, মহাদেব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্বনিন্দক, -নিন্দুক—জগতের সকলের নিন্দাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —নিন্দিকা, —নিন্দুকা।

বিশ্বপা—বিশ্বের পালনকর্ত্তা, জগদীশ্বর; সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি। উপতৎ; বিশ্ব—পা+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বিশ্বপাতা (-পাতৃ)—জগৎপালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পাত্রী।

বিশ্বপ্রেম (-প্রেমন্)—জগতের সকলের প্রতি ভালবাসা। ৭মীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ,—প্রেমিক।

বিশ্বপ্রেমিক—যে জগতের সকলকেই ভালবাসে এমন। বিশ্বপ্রেমন্+ইক আছে অর্থে। বিণ। বি,—প্রেম।

বিশ্ববঞ্চক—যে সকলকে ঠকায় এমন, সকলের প্রতারণাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বঞ্চিকা। [স্থান। কর্ম্মধা। বি।

বিশ্ববাঙ্গালা—সারা বাঙ্গালা; সকল

বিশ্ববিখ্যাত, -বিশ্রুত—সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

বিশ্ববিদ্যালয়—সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার আলোচনাস্থান; শিক্ষাকেন্দ্র; যেখানে নানা বিদ্যার অধ্যাপনা হয় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দেওয়া হয় (University). বিশ্বা (সমস্তা) বিদ্যা, কর্ম্মধা; তাহাদের আলয় (শিক্ষাস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্ববিধাতা (-ধাতৃ)—জগৎস্রষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্ববিমোহী (-হিন্)—সমগ্র-জগৎ-মুগ্ধকারী। উপতৎ; বিশ্ব—বি—মুহ্+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—মোহিনী।

বিশ্ববিশ্রুত—'বিশ্ববিখ্যাত' দ্রঃ।

বিশ্ববেদাঃ (-বেদস্), **-বেদা**—সর্ব্বজ্ঞ;

মুনি; দেবতা। বিশ্ব (সমস্ত)—বিদ্+অস্ কর্তৃবা। বি, পুং।

বিশ্বব্যাপী (-ব্যাপিন্), **-ব্যাপক**—সর্বত্রগামী; সকল স্থানে বিস্তৃত, সর্বত্র বর্তমান। বিশ্ব—বি—আপ্+ণিন্, ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ব্যাপিনী, —ব্যাপিকা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সমগ্র জগৎ। কর্মধা। বি; পুং।

বিশ্বমানব—সমস্ত মানুষজাতি (humanity). বিশ্ব (সমস্ত) মানব, কর্মধা। বি; ক্লীব।

বিশ্বমানবতা—পৃথিবীর সমস্ত লোকের সহিত একাত্মবোধ। বি; স্ত্রী।

বিশ্বমোহিনী—জগন্মুগ্ধকারিণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

বিশ্বম্ভর—১। জগতের পালক ও ধারণকর্তা বিষ্ণু; ইন্দ্র, শচীপতি। বি; পুং। ২। বিশ্বধারণকর্তা; বিশ্বের ভরণকর্তা। উপতৎ; বিশ্ব—ভৃ+খচ্ কর্তৃবা। বিণ।

বিশ্বম্ভরা—১। পৃথিবী। বি; স্ত্রী। ২। বিশ্বের পালনকর্ত্রী। বিশ্বম্ভর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্বযোনি—বিষ্ণু; মহাদেব; ব্রহ্মা।

বিশ্বরাজ—জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্বরূপ—বিরাটরূপী নারায়ণ, বিষ্ণু, অনন্ত; শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বড় ভাই। বিশ্ব রূপ (মূর্তি) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিশ্বশ্রবাঃ (-শ্রবস্), **-শ্রবা**—মুনিবিশেষ। বিশ্ব শ্রবস্ (কর্ণ) যাঁহার, বহুব্রী. অথবা, বিশ্ব—শ্রু+অস্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বিশ্বসংসার—সমগ্রজগৎ। কর্মধা। বি; পুং।

বিশ্বসংহারক—জগদ্ধ্বংসকারী; শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সংহারিকা।

বিশ্বসন—বিশ্বাস, প্রত্যয়। বি—শ্বস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—সনীয়,—সিত, —স্ত, বিশ্বাস্য।

বিশ্বসনীয়—বিশ্বাস করিবার মত, প্রত্যয়-যোগ্য। বি—শ্বস্+অনীয় কর্মবা (সংস্কৃত মতে অধিবা)। বিণ। বি—বিশ্বসন, বিশ্বাস।

বিশ্বসাহিত্য—পৃথিবীর সমগ্র দেশের গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও কবিতা প্রভৃতি রচনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্বসিত—১। বিশ্বাসপাত্র, বিশ্বাসী। বি—শ্বস্+ক্ত কর্মবা (সংস্কৃত মতে অধিবা)। ২। বিশ্বাসকারক। বি—শ্বস্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিশ্বসন, বিশ্বাস।

বিশ্বস্ত—১। যাহাকে বিশ্বাস করা যায় এমন, বিশ্বাসপাত্র। বি—শ্বস্+ক্ত কর্মবা (সংস্কৃত মতে অধিবা)। ২। যে বিশ্বাস করে এমন, বিশ্বাসী, বিশ্বাসকারী। বি—শ্বস্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিশ্বসন, বিশ্বাস।

বিশ্বস্তসূত্রে—বিশ্বাসের যোগ্য ব্যক্তি বা কারণ হইতে। বিশ্বস্ত সূত্র, কর্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

বিশ্বস্রষ্টা (-স্রষ্টৃ)—জগতের সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্বাত্মা (-ত্মন্)—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। বিশ্ব আত্মা যাঁহার, বহুব্রী, অথবা, বিশ্বের আত্মা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্বাবসু—১। গন্ধর্ববিশেষ। বি; পুং। ২। রাত্রি। বিশ্ব বসু যাহার, বহুব্রী (নিপা)। বি; স্ত্রী।

বিশ্বামিত্র—মুনিবিশেষ। বিশ্ব মিত্র যাঁহার, বহুব্রী (নিপা)। বি; পুং।

বিশ্বাস—আস্থা, প্রত্যয়, বিশ্রম্ভ; শ্রদ্ধা। বি—শ্বস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিশ্বসনীয়, বিশ্বসিত, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী (-সিন্), বিশ্বাস্য।

বিশ্বাসঘাতক—যে বিশ্বাস নষ্ট করে এমন, বিশ্বাসহন্তা; অবিশ্বাসী; প্রতারক, প্রবঞ্চক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিকা।

বিশ্বাসঘাতকতা—বিশ্বাস নষ্ট করা; বিশ্বাসকারীর অনিষ্ট-সাধন। বিশ্বাসঘাতক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিশ্বাসঘাতী (-ঘাতিন্)—বিশ্বাসঘাতক; বেইমান। উপতৎ; বিশ্বাস—হন্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিনী।

বিশ্বাসভাগী (-ভাগিন্)—বিশ্বাসভাজন, বিশ্বাসের পাত্র। বিশ্বাস—ভজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাগিনী।

বিশ্বাসভাজন—বিশ্বাসের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; ক্লীব।

বিশ্বাসহন্তা (-হন্তৃ)—বিশ্বাসঘাতক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হন্ত্রী।

বিশ্বাসী (-সিন্)—যে বিশ্বাস করে এমন, যাহাকে বিশ্বাস করা যায় এমন, বিশ্বাসপাত্র। বিশ্বাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —সিনী। বি—বিশ্বাস, বিশ্বাসিতা।

বিশ্বাস্য—বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বসনীয়। বি—শ্বস্+ণ্যৎ কর্মবা (সংস্কৃত মতে অধিবা)। বিণ।

বিশ্বেশ, বিশ্বেশ্বর—শিব, মহাদেব, বিশ্বনাথ; কাশীর শিবলিঙ্গ। বিশ্বের (জগতের) ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্রবাঃ (-বস্), **বিশ্রবা**—রাবণের পিতা, মুনিবিশেষ। বি (বিপরীত) শ্রবঃ (কর্ণ) যাঁহার, বহুব্রী; অথবা, বিশিষ্ট শ্রবঃ (কীর্তি, খ্যাতি) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিশ্রব্ধ, বিস্রব্ধ—বিশ্বস্ত; নিঃশঙ্ক; গাঢ়; ধৈর্য্যাবলম্বী, ধীর; শান্ত; পরিচিত; বিশ্রান্ত; নীচমনাঃ; অধিক; দৃঢ়। বি—শ্রন্ভ্, স্রন্ভ্ +ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—স্ত।

বিশ্রম—'বিশ্রাম' দ্রঃ।

বিশ্রম্ভ, বিস্রম্ভ—ভালবাসা, প্রণয়; পরিচয়; বিশ্বাস; স্বচ্ছন্দ-বিহার; কেলি-কলহ। বি—শ্রন্ভ্, স্রন্ভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—ব্ধ।

বিশ্রম্ভালাপ, বিস্রম্ভালাপ—প্রণয়ালাপ; বিশ্বস্ত আলাপ। বিশ্রম্ভপূর্ণ, বিস্রম্ভপূর্ণ আলাপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বিশ্রম্ভী (-ম্ভিন্), **বিস্রম্ভী** (-ম্ভিন্)—প্রণয়ী; বিশ্বাসী; পরিচিত। বি—শ্রন্ভ্, স্রন্ভ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ম্ভিণী।

বিশ্রান্ত—শ্রান্তিযুক্ত; নিবৃত্ত, বিরত, ক্লান্ত; বিগতশ্রম। বি—শ্রম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিশ্রান্তি, বিশ্রাম।

বিশ্রান্তি—নিবৃত্তি, বিরাম, ক্লান্তি; শ্রমাপনয়ন, জিরন, খেদাপনয়ন; আরাম করা। বি—শ্রম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিশ্রান্ত।

বিশ্রাম, বিশ্রম—বিরাম, নিবৃত্তি; শ্রমাপনয়ন, জিরন। বি—শ্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বি। বিণ—বিশ্রান্ত।

বিশ্রী—কুৎসিত, কদাকার; শ্রীহীন, শ্রীভ্রষ্ট। বিগতা শ্রী যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিশ্রুত—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ; জ্ঞাত; ধ্বনিত। বি—শ্রু+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—বিশ্রুতি।

বিশ্রুতকীর্তি—খ্যাতনামা। বিশ্রুতা কীর্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিশ্রুতি—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। বি—শ্রু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিশ্রুত।

বিশ্লথ—শিথিল, আলুগা। বি—শ্লথ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

বিশ্লিষ্ট—বিচ্ছিন্ন, অসংযুক্ত, আলুগা; প্রস্ফুটিত, বিকসিত; প্রকাশিত; বিমুক্ত; শিথিল। বি—শ্লিষ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—বিশ্লেষ।

বিশ্লেষ—অসংযোগ, ভিন্ন বা পৃথক্ হওয়া; শৈথিল্য; বিকাশ; বিরাগ। বি—শ্লিষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিশ্লিষ্ট।

বিশ্লেষণ—ভিন্ন ভিন্ন করা; প্রত্যেক উপাদানকে পৃথক্করণ; বিশদভাবে কথন। বি—শ্লিষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —ষিত।

বিশ্লেষিত—পৃথক্কৃত; বিরহিত; বিকাশিত। বিশ্লেষ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি, —ষণ।

বিষ—১। গরল, কালকূট, হলাহল, প্রাণনাশক দ্রব্যবিশেষ; (লক্ষ্যার্থে) মনের হিংসা দ্বেষ ক্রোধ ইত্যাদি। বি; পুং বা ক্লীব।

বিষ ঝাড়া—মন্ত্র পড়িয়া শরীরের বিষ বাহির করা; ক্রোধবশতঃ কাহারও প্রতি কঠোর ভাব প্রদর্শন করা। ২। জল; পদ্মের মৃণাল; বৎসনাভ। বিষ্+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

বিষকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব, মহাদেব। বিষ কণ্ঠে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিষকুম্ভ—বিষের কলসী। বিষপূর্ণ কুম্ভ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিষকোষ—বিষের আধার বা থলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিষক্রিয়া—বিষের কার্য্য, বিষের প্রাণনাশ-চেষ্টা; বিষের প্রভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিষঘ্ন—বিষনাশক। উপতৎ; বিষ্—হন্+টক্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ঘ্নী।

বিষণ্ণ—ম্লান, বিষাদযুক্ত, খিন্ন। বি—সদ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিষণ্ণতা, বিষাদ।

বিষণ্ণতা—গ্লানি, বিষাদ, খেদ; মনোভঙ্গ; স্ফূর্ত্তিহীনতা। বিষণ্ণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বিষণ্ণ।

বিষদ—১। শুভ্র, শুক্লবর্ণ; স্বচ্ছ, নির্ম্মল; স্পষ্ট। ২। বিষদাতা। বিষ—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

বিষদন্ত—১। সর্প। বি; পুং। ২ বিষদন্ত-বিশিষ্ট। বিষ দন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। বিষদাঁত, যে দাঁতের মধ্য দিয়া দষ্ট স্থানে বিষ পতিত হয়। বিষবাহী দন্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিষদিগ্ধ—বিষ দ্বারা লিপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিষদুষ্ট—বিষাক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিষদৃষ্টি—বিদ্বেষপূর্ণ চাহনি বা মনোভাব। বিষপূর্ণা দৃষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিষধর—১। সর্প, সাপ। বি; পুং। স্ত্রী, –ধরী। ২। বিষপূর্ণ, বিষধারণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –ধরা।

বিষধাত্রী—মনসাদেবী। বিষের ধাত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ।। বি; স্ত্রী।

বিষপাথর—প্রচলিত সংস্কার অনুসারে যে পাথর সাপের বিষ টানিয়া লয় (snake-stone) মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

বিষফোঁড়া—ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়া। 'বিস্ফোটক'-শব্দজ। বি।

বিষবৎ—বিষতুল্য, বিষসদৃশ। বিষ+বতিচ্ তুল্যার্থে। অব্য।

বিষবিদ্যা—বিষচিকিৎসাশাস্ত্র; বিষনাশক মন্ত্র। বিষসংক্রান্তা বা বিষনাশিনী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিষবীজ—বিষের মূল; সর্ব্বনাশের গোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বিষবৃক্ষ—বিষাক্তফলযুক্ত গাছ। বিষযুক্ত বৃক্ষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিষবৈদ্য—যে ব্যক্তি বিষবিদ্যা জানে, সাপুড়ে, মাল। বিষের বৈদ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিষম—১। অসমান ('—কোণ'); বিজোড়, অযুগ্ম; যাহার সমান নাই; দুর্গম; দুঃসহ; কষ্টদ, ক্লেশকর; বিষতুল্য; দুর্গ্রাহ্য; দুর্ব্বোধ; দারুণ; উৎকট; উন্নতানত, বন্ধুর। বিণ। ২। পদ্যবিশেষ, অলঙ্কারবিশেষ [যেখানে এক উদ্দেশ্যে কৃত কার্য্য বিপরীত বা অনভিমত ফল প্রসব করে তথায় বিষম অলঙ্কার হয়:—যথা,—"শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি"—জ্ঞানদাস]; তালবিশেষ। বি; ক্লীব। ৩। (জ্যোতিষ) অযুগ্মরাশি [যথা—মেষ মিথুন সিংহ ইত্যাদি]। বিগত সম (সদৃশ) যাহার বা যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং। ৪। মুখস্থিত খাদ্যদ্রব্যের সহসা শ্বাসনালীতে প্রবেশ ('—খাওয়া')। বাং প্র। বি।

বিষমজ্বর—যে জ্বর অবিরতভাবে বহুদিন থাকে তাহা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিষমত্রিভুজ—(জ্যামিতি) যে ত্রিভুজের বাহুগুলি পরস্পর অসমান। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিষমবাহু—(জ্যামিতি) যে সমতলক্ষেত্রের বাহুগুলি পরস্পর অসমান (scalene). বিষম বাহু যাহার, বহুব্রী। বি।

বিষময়—গরলপূর্ণ। বিষ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, –ময়ী।

বিষমরাশি—যে রাশি দুই সমান অংশে বিভক্ত হইতে পারে না [odd number. যথা—১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩ ইত্যাদি]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বিষমশর—কন্দর্প। বিষম (অর্থাৎ পঞ্চ) শর যাহার বহুব্রী। বি; পুং।

বিষমুখ—১। মুখে বিষযুক্ত, কটুভাষী; বিষণ্ণবদন। বিষপূর্ণ মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –মুখা, –মুখী। ২। বিষযুক্ত বদন; বিষণ্ণ বদন। বিষপূর্ণ মুখ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বিষয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু; ধন-সম্পত্তি, জমিদারী ('—আশয়'); জ্ঞেয় বস্তু; জনপদ, দেশ; স্থান; আধার, পাত্র; ভোগ্যবস্তু, ভোগসাধন দ্রব্য ('—বাসনা'); বর্ণনীয় পদার্থ; ভূত; বিশেষপ্রদেশজাত বস্তু; গৃহ, আবাস; ধর্ম্মনীতি; শুক্র, বীর্য্য; স্বামী, প্রিয়; নিয়ামক; আরোপাশ্রয়, (অলঙ্কারশাস্ত্র) উপমেয়। বি—ষি+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। বিণ—বিষয়ী (-য়িন্)।

বিষয়ক—(বহুব্রীহি সমাসে পরপদ হইলে) সম্বন্ধীয়, সংক্রান্ত। বিণ। স্ত্রী, –য়িকা।

বিষয়কর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—সাংসারিক কার্য্য। বিষয়সংক্রান্ত কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বিষয়তৃষ্ণা—সাংসারিক সুখভোগাদির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিষয়-বাসনা—চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ভোগে আকাঙ্ক্ষা; বিষয়তৃষ্ণা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিষয়বুদ্ধি—সাংসারিক জ্ঞান, অর্থ উপার্জ্জন সংরক্ষণ প্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞান। বিষয়সম্বন্ধিনী বুদ্ধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিষয়ভোগ—অর্থবিত্ত প্রভৃতির উপভোগ; চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উপভোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিষয়াসক্ত—যাহার সংসারের প্রতি অত্যন্ত টান আছে এমন; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ভোগে অনুরক্ত। বিষয়ে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, –সক্তি।

বিষয়াসক্তি—সাংসারিক অর্থবিত্তাদির প্রতি টান; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি অনুরক্তি। বিষয়ে আসক্তি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, –সক্ত।

বিষয়ী (-য়িন্)—১। বিষয়যুক্ত; বিষয়াসক্ত। বিণ। স্ত্রী, –য়িণী। ২। রাজা; কামদেব, কন্দর্প; ধনী; (দর্শনশাস্ত্র) আত্মা। বি; পুং। ৩। ইন্দ্রিয়। বিষয়+ইন্ আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

বিষযোগ—(জ্যোতিষ) একদিনে সিদ্ধিযোগ ও নক্ষত্রামৃতযোগের সংযোগ। বিষসদৃশ যোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [ক্লীব।

বিষল—গরল। বিষ+লচ্ স্বার্থে। বি;

বিষহর—বিষনাশক, গরলনাশক। উপতৎ; বিষ—হৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –হরা।

বিষহরী—মনসাদেবী। বিষহর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিষাক্ত—বিষমিশ্রিত, বিষযুক্ত। বিষ দ্বারা অক্ত (লিপ্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

বিষাণ—পশুর শিং; পশুর বড় দাঁত; হাতীর দাঁত; শূকরের দাঁত; মেষশৃঙ্গী বৃক্ষ; ক্ষীরকাকোলী; শৃঙ্গাকার বাদ্যযন্ত্র, শিঙ্গা। বিষ্+কানচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

বিষাণী (-ণিন্)—১। শৃঙ্গবিশিষ্ট, শৃঙ্গী। বিণ। স্ত্রী, –ণিনী। ২। হস্তী; শূকর; শৃঙ্গাটক, পানিফল। বিষাণ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বিষাদ—দুঃখ, খেদ; আশা বা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হওয়ায়; জড়তা; নিশ্চেষ্টতা; কার্য্যে অনিচ্ছা বা অনুৎসাহ। বি—সদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিষণ্ণ।

বিষাদময়—দুঃখপূর্ণ; বিষণ্ণ। বিষাদ+ময়ট্ যুক্তার্থে বা পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, –ময়ী।

বিষাদিত—দুঃখিত, বিষণ্ণ, বিষাদযুক্ত। বিষাদ+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ। বি—বিষাদ।

বিষাদী (-দিন্)—দুঃখিত; খিন্ন। বিষাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –দিনী। বি—বিষাদ। [দায়ক হওয়া। বাং ক্রি।

বিষান, বিষোন—বিষাক্ত হওয়া, যন্ত্রণা-

বিষানন—সর্প। বিষ আননে (মুখে) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিষান্তক—১। শিব [শিব সমুদ্রমন্থনোত্থিত বিষ পান করিয়াছিলেন]। বি; পুং। ২। বিষনাশক। বিষের অন্তক (নাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –ন্তিকা।

বিষাগ্র—সর্প। বিষ অগ্রে (মুখে) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিষুপ, বিষুব—(ভূগোল) যে সময়ে দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয়, সমরাত্রিন্দিবকাল [একণে ৯ই আশ্বিন ও ৯ই চৈত্র এই দুই দিন], সূর্য্যের মেষ ও তুলাসংক্রান্তি (Equinox). বিষু—পা, বা+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

বিষুববৃত্ত—(ভূগোল) বিষুবরেখার সমান্তরাল আকাশস্থ কল্পিত বৃত্ত (Equinoctial). বিষুবজনক বৃত্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বিষুবরেখা—(ভূগোল) উভয় মেরু হইতে সমদূরবর্ত্তী স্থানে যে মণ্ডলাকার কল্পিত রেখা পূর্ব্ব-পশ্চিমে ভূ-গোলকের চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া আছে তাহা (Equator) [সূর্য্য এই রেখায় উপস্থিত হইলে দিবারাত্রি সমান হয়]। বিষুবজনিকা রেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিষুবলম্ব—(জ্যোতিষ) বিষুববৃত্ত হইতে গ্রহনক্ষত্রের কৌণিক দূরত্ব (declination). ৫মীতৎ। বি।

বিষুব-সংক্রান্তি—চৈত্রমাসের শেষ দিন। বিষুবযুক্তা সংক্রান্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বিষ্কম্ভক—নাটকের কোন অঙ্কে প্রথমে যে অংশে অপ্রদর্শিত ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয় তাহা। বি—স্কন্ভ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বিষ্টব্ধ—জড়তাপূর্ণ, বাধাযুক্ত; প্রতিবন্ধ; রুদ্ধ, প্রতিরুদ্ধ। বি—স্তন্ভ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিষ্টম্ভ।

বিষ্টম্ভ—জড়তা; বাধা। বি—স্তন্ভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিষ্টব্ধ।

বিষ্টি—১। বেতন; বিনা বেতনে পরিশ্রম, বেগার; নিক্ষেপকরণ; নরকে পাতন; যন্ত্রণাদান; বর্ষণ; (জ্যোতিষ) করণবিশেষ। বিশ্+ক্তি করণবা, ভাববা। বি; স্ত্রী। ২। বৃষ্টি। বিশ্+ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা। 'বৃষ্টি'-শব্দজ। বি।

বিষ্টিভদ্রা—(জ্যোতিষ) অশুভ যোগবিশেষ (ইহার শেষ তিন দণ্ড শুভ। কৃষ্ণপক্ষে ৩য়া ও ১০মীর শেষার্দ্ধ, ৭মী ও ১৪শীর পূর্ব্বার্দ্ধ এবং শুক্লপক্ষে ৪র্থী ও ১১শীর শেষার্দ্ধ ও ৮মী ও পূর্ণিমার পূর্ব্বার্দ্ধ বিষ্টিভদ্রা)। বি; স্ত্রী।

বিষ্ঠা—মল, পুরীষ। বি—স্থা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিষ্ণু—নারায়ণ; ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা মুনিবিশেষ; বহ্নবিশেষ; অগ্নি। বিষ্+নুক্ কর্ত্তৃবা, অথবা, বিশ্ (প্রবেশ করা)+নু অধিবা। বি; পুং। বিণ—বৈষ্ণব।

বিষ্ণুদৈবত—১। বিষ্ণু যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এমন। বিণ। ২। (জ্যোতিষ) শ্রবণা-নক্ষত্র। বিষ্ণু দৈবত (দেবতা) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব। [বি; ক্লীব।

বিষ্ণুপদ—আকাশ; শ্রীবিষ্ণুর চরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বিষ্ণুপদী—সংক্রান্তি-বিশেষ [এই সংক্রান্তিতে সূর্য্য তুলারাশি হইতে বৃশ্চিক-রাশিতে অথবা মেষরাশি হইতে বৃষরাশিতে গমন করেন]; গঙ্গা। বিষ্ণুপদ+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিষ্ণুপ্রিয়া—লক্ষ্মী; শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিষ্ণুবল্লভা—লক্ষ্মী; তুলসী; অগ্নিশিখাবৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিষ্ণুশর্ম্মা (-শর্ম্মন্), **-শর্ম্মা**—নীতিশাস্ত্রের উপদেশক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবিশেষ। বিষ্ণু হইতে শর্ম্ম (শর্ম্মন্ শব্দ=সুখ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিস—পদ্মাদির মৃণাল। বি—সো+ক কর্ত্তৃবা।

বিসংবাদ, বিসম্বাদ—ঝগড়া, বিরোধ, বিবাদ; বঞ্চনা, প্রতারণা; বৈলক্ষণ্য, অমিল। বি—সম্—বদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —দী (—দিন্)।

বিসংবাদিত, বিসম্বাদিত—বিতর্কিত; বিরোধিত (disputed); প্রতারিত। বি—সম্—বদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিসংবাদী (-দিন্), **বিসম্বাদী** (-দিন্) —বিরুদ্ধবাদী; ঝগড়াটে, কলহকারী। বি—সম+বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দিনী। বি, —বাদিতা, —বাদ।

বিসদৃশ—অসমান, বিপরীত, বিরুদ্ধ। বি (নয়)—সমান—দৃশ্+কঞ্ কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী, —দৃশী।

বিসমিল্লাহ, বিসমোল্লাহ—খোদাতায়ালার প্রশংসা; কর্ম্মারম্ভে আল্লাহ্র নামগ্রহণ; আরম্ভ। আর্বী। বি। **বিসমোল্লায় গলদ**—কার্য্যারম্ভেই ত্রুটি।

বিসরন—প্রবাহ; বিস্তার; উৎপত্তি। বি—সৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিসৃত।

বিসরা—ভুলিয়া যাওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বিসরি, বিসুরি, বিছুরি—বিস্মৃত হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস ক্রি।

বিসর্গ—১। দ্বিবিন্দুবর্ণ, "ঃ"; দক্ষিণায়ন; ত্যক্ত হস্ত। বি—সৃজ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। ত্যাগ, বিসর্জ্জন; বিশেষ সৃষ্টি; মোক্ষ; মলনির্গম; দীপ্তি; প্রলয়; বিয়োগ; দান। বি—সৃজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিসর্জ্জনীয়, বিসৃষ্ট।

বিসর্জ্জ(র্জ)ন—ত্যাগ; প্রতিমাদি জলে ডুবাইয়া দেওয়া; দান; প্রেরণ। বি—সৃজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিসর্জ্জনীয়, বিসৃষ্ট।

বিসর্জ্জ(র্জ)নীয়—১। ত্যাগ করিবার মত, ত্যাজ্য। বিণ। বি—বিসর্জ্জন। ২। বিসর্গ "ঃ"। বি—সৃজ্+ অনীয় কর্ম্মবা। বি; পুং।

বিসর্জ্জা(র্জা)—ত্যাগ করা। কবিপ্র। ক্রি।

বিসর্জ্জি(র্জি)ত—যাহা বিসর্জ্জন করা হইয়াছে এমন। বি—সৃজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিসর্প, বিসর্পন—ব্যাপন, প্রসরণ, বিস্তৃত হওয়া; ফোঁড়া ইত্যাদির ছড়াইয়া যাওয়া, স্ফোটকাদির উৎসেক। বি—সৃপ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ —বিসর্পী (-র্পিন্)।

বিসর্প—চর্ম্মরোগবিশেষ (erysipelas). বি—সৃপ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বিসর্পী (-র্পিন্)—বিসর্পণশীল। বি—সৃপ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —সর্পিণী। বি —বিসর্প, বিসর্পণ।

বিসার—বিস্তার; উৎপত্তি; প্রবাহ। বি—সৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

বিসারিত—বিস্তারিত, প্রসারিত। বি—সৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিসারণ।

বিসারী (-রিন্)—১। প্রসারী, বিস্তৃতিশীল। বিণ। স্ত্রী, —রিণী। ২। মৎস্য। বি—সৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বিসূচি, বিসূচিকা, বিসূচী—রোগবিশেষ, কলেরা, ওলাউঠা। বি—সূচ্+ই কর্ত্তৃবা; বি—সূচি+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্; বিসূচি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিসৃত—ব্যাপ্ত; বিস্তৃত। বি—সৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিসার।

বিসৃষ্ট—নিক্ষিপ্ত; ত্যক্ত; প্রেরিত। বি—সৃজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিসর্গ, বিসর্জ্জন।

বিস্কুট—ময়দা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার শুক্না ও সুস্বাদু খাবার জিনিস। ইং biscuit. বি।

বিস্তর—১। অনেক, বহু, অধিক। বাং প্র। বিণ। ২। বহুত্ব, প্রাচুর্য্য; সমূহ; প্রণয়; শব্দরাশি; বাক্প্রপঞ্চ; সংখ্যা; শয্যা; বিশেষ বর্ণন। বি—স্তৃ+অপ্ কর্ম্মবা। ৩। বিস্তার। বি—স্তৃ+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

বিস্তার—১। ওসার, চৌড়ার দিক্; বিসরণ, বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি; ব্যাস; বিশালতা। বি—স্তৃ+ঘঞ্ ভাববা। ২। সমাসবাক্য। বি——স্তৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—বিস্তীর্ণ, বিস্তৃত।

বিস্তারণ—ছড়ান, বিস্তৃতকরণ; (জীববিদ্যা) ছড়াইয়া দেওয়া (distribution). বি—স্তৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —রিত।

বিস্তারা—বিস্তৃত করা। কবিপ্র। ক্রি।

বিস্তারিত—যাহা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, প্রসারিত। বিস্তার+ইতচ্ সংজাতার্থে, অথবা, বি—স্তৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —রণ।

বিস্তার্য্য(র্য)—যাহা বিস্তৃত করা যায়। বি—স্তৃ+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

বিস্তার্য্য(র্য)তা—যে গুণ দ্বারা জড়পদার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থানে বিস্তৃত হয় তাহা (malleability). বিস্তার্য্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিস্তীর্ণ—বিস্তৃত, বিপুল; বিশাল। বি—স্তৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিস্তার।

বিস্তৃত—ব্যাপ্ত, লম্বা-চৌড়া; বিশাল। বি—স্তৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিস্তার, বিস্তৃতি।

বিস্তৃতি—বিস্তার, অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকা; দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের সাধারণ সংজ্ঞা; বৃত্তের ব্যাস। বি—স্তৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিস্তৃত।

বিস্পষ্ট—ব্যক্ত, স্ফুট, প্রকাশিত। বিশেষরূপে স্পষ্ট, প্রাদি। বিণ।

বিস্ফার—১। ধনুকের ছিলার শব্দ, টঙ্কারধ্বনি; স্ফূর্ত্তি; কম্প; বিস্তার। বি—স্ফুর্+ঘঞ্ ভাববা। ২। জ্যা, ধনুর্গুণ। বি—স্ফুর্+ণিচ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

বিস্ফারিত—বিস্তারিত ('—নেত্র'); কম্পিত, চলিত; স্ফূর্ত্তিযুক্ত, প্রকাশিত; ধ্বনিত। বি—স্ফারি (স্ফুর্+ণিচ্)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রণ।

বিস্ফুরণ, বিস্ফোরণ—সহজে জ্বলিয়া উঠিয়া সশব্দে ফাটিয়া যাওয়া। বি—স্ফুর্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—রিত।

বিস্ফুরিত—১। স্ফূর্ত্তিযুক্ত; চঞ্চল, কম্পিত; স্ফীত, বর্দ্ধিত; ধ্বনিত; যাহা সশব্দে ফাটিয়া গিয়াছে এমন। বি—স্ফুর্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিস্ফুরণ, বিস্ফোরণ। ২। স্ফুরণ, ধ্বনন। বি—স্ফুর্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা; বিষবিশেষ। বি—স্ফুর্+ডু কর্ত্তৃবা=বিস্ফু (বিস্ফোরণশীল); তাদৃশ লিঙ্গ (চিহ্ন) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বিস্ফোট, বিস্ফোটক—ফোড়া, ব্রণ। বি—স্ফুট্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা, পক্ষে বন্ স্বার্থে। বি; পুং।

বিস্ফোরক—যাহা সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া ভীষণ শব্দে ফাটিয়া যায় এরূপ। বি—স্ফুর্+ণক কর্ত্তৃবা। বি। স্ত্রী,—রিকা।

বিস্ফোরণ—'বিস্ফুরণ' দ্রঃ।

বিস্বন, বিস্বনন, বিস্বান—শব্দ, ধ্বনি। বি—স্বন্+অপ্, অনট্, ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব, পুং।

বিস্বাদ—যাহা খাইতে ভাল লাগে না এমন, স্বাদবিহীন। বিগত স্বাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিস্বান—'বিস্বন' দ্রঃ।

বিস্ময়—আশ্চর্য্যভাব, অদ্ভুত বলিয়া জ্ঞান; অহঙ্কার, গর্ব্ব; রসবিশেষ; সংশয়। বি—স্মি+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বিস্মিত।

বিস্ময়কর—আশ্চর্য্যজনক, অদ্ভুত। উপ-তৎ; বিস্ময়—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

বিস্ময়চিহ্ন—বিস্ময়াবেগাদিসূচক যতিচিহ্ন, "!"। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বিস্ময়জনক—অদ্ভুত, বিস্ময়কর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

বিস্ময়বিস্ফারিত—বিস্ময়হেতু প্রসারিত ('—নয়ন')। হেতু অর্থে ৩য়া বা ৫মীতৎ। বিণ।

বিস্ময়বিহ্বল—বিস্ময়ে অভিভূত, আশ্চর্য্যে বিবশ। হেতু অর্থে ৩য়া বা ৫মীতৎ। বিণ।

বিস্ময়ান্বিত—আশ্চর্য্য, বিস্ময়যুক্ত। বিস্ময়-দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বিস্ময়াপন্ন—বিস্মিত। বিস্ময়কে আপন্ন, ২য়াতৎ। বিণ।

বিস্ময়াবিষ্ট—বিস্ময়ে অভিভূত, আশ্চর্য্য হেতু বিহ্বল। বিস্ময় দ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

বিস্ময়াভিভূত—বিস্ময়ে বিবশ। বিস্ময় দ্বারা অভিভূত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বিস্মরণ—ভুল, মনে না হওয়া, বিস্মৃতি। বি—স্মৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বিস্মৃত, বিস্মরণীয়।

বিস্মরা—ভুলিয়া যাওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

বিস্মাপন, বিস্মায়ন—১। বিস্মিতকরণ; বিস্ময় উৎপাদন। বি—স্মি+ণিচ্+অনট্ ভাববা। ২। কুহক, মায়া; গন্ধর্ব্বনগর। বি—স্মাপি, স্মায়ি+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ৩। কামদেব। বি—স্মাপি, স্মায়ি+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বিস্মিত—আশ্চর্য্যান্বিত, বিস্ময়াপন্ন। বি—স্মি+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিস্ময়।

বিস্মৃত—১। যাহার কথা মনে করা যায় না এমন, স্মরণাতীত; যে ভুলিয়া গিয়াছে এমন, বিস্মৃতিবিশিষ্ট। বি—স্মৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। বিস্মরণের বিষয়ীভূত; যাহা ভুল হইয়াছে এমন। বি—স্মৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিস্মরণ, বিস্মৃতি।

বিস্মৃতি—ভুল, বিস্মরণ, মনে না থাকা। বি—স্মৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিস্মৃত।

বিস্মোল্লাহ্—'বিসমিল্লাহ্' দ্রঃ।

বিস্রংস, বিস্রংসন—পতন; ক্ষরণ, খুলিয়া ফেলা বা যাওয়া। বি—স্রন্স্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—বিস্রংসী (—সিন্), বিস্রস্ত।

বিস্রংসী (-সিন্)—পতনশীল; ক্ষরণশীল। বি—স্রন্স্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিনী। বি—বিস্রংস, বিস্রংসন।

বিস্রব্ধ—'বিশ্রব্ধ' দ্রঃ।

বিস্রম্ভ—'বিশ্রম্ভ' দ্রঃ।

বিস্রম্ভী (বিস্রম্ভিন্)—'বিশ্রম্ভী' দ্রঃ।

বিস্রস্ত—পতিত; ক্ষরিত; চ্যুত, ভ্রষ্ট। বি—স্রন্স্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিস্রংস, বিস্রংসন।

বিস্রস্তবসন—১। যাহার পরিবার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে এমন। বিস্রস্ত বসন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিস্রুত—গলিত, ক্ষরিত; চ্যুত, ভ্রষ্ট; বিসৃত; প্রবাহিত। বি—স্রু+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বিস্রাব, বিস্রুতি।

বিস্রুতি—গলন, ক্ষরণ; পতন; প্রবাহ; বিস্তার। বি—স্রু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিস্রুত।

বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম—পাখী; মেঘ; সূর্য্য; চন্দ্র; বাণ। বিহায়স্—গম্+ড, খচ্ (ড্), খচ্ কর্ত্তৃবা (বিহায়স্-স্থানে বিহ)। বি; পুং।

বিহগরাজ, বিহঙ্গরাজ—পক্ষিরাজ গরুড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিহগী, বিহঙ্গী—স্ত্রীজাতীয় পাখী। বিহগ, বিহঙ্গ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিহঙ্গমা—১। ভারবহন করিবার বাঁক, ভারযষ্টি। বিহঙ্গম+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। রূপকথার পক্ষী। বাং প্র। বি; পুং।

বিহত—ব্যাহত, বিঘ্নিত; ক্ষত; বিফল; ভগ্ন। বি—হন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিহতি।

বিহতি—হত্যা; বিঘ্ন, ব্যাঘাত; ভঙ্গ; হিংসা। বি—হন্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বিহত।

বিহন—বিহীন। কবিপ্র। বিণ।

বিহনন—১। হত্যা; বিঘ্ন, ব্যাঘাত; ভঙ্গ; হিংসা। বি—হন্+অনট্ ভাববা। ২। ধুনথারা, তুলা ধুনিবার যন্ত্র। বি—হন্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

বিহনে—বিনা; বিরহে। কবিপ্র। অব্য।

বিহর—১। বিহার; বিয়োগ, বিচ্ছেদ। বি—হৃ+অপ্ ভাববা। বি; পুং। ২। বিহার কর। কবিপ্র। ক্রি।

বিহরণ—ভ্রমণ; দৌড়ান; বিহার, ক্রীড়া; বিয়োগ, বিচ্ছেদ। বি—হৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

বিহরত, বিহরই—বিহার করে বা করিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বিহরা—বিহার করা। কবিপ্র। ক্রি।

বিহসন—মুচ্‌কিয়া হাসা, হাস্যকরণ। বি—হস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—সিত। [ক্রি।

বিহসা—হাসা, হাস্য করা। প্রাঃ কবিপ্র।

বিহসি—হাসিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বিহসিত—মধুর হাস্য। বি—হস্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

বিহস্ত—১। ব্যাকুল; উদ্‌ভ্রান্তমতি; ভ্যাবা-

চেকা ; হস্তহীন ; অতি ব্যাপৃত। বিগত হস্ত অর্থাৎ হস্তাবলম্বন যাহার, বহুব্রী ; অথবা, বিহীন হস্তদ্বারা, প্রাদিতৎ। বিণ। ২। পণ্ডিত। বি (বিশিষ্ট) হস্ত অর্থাৎ সামর্থ্য যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

বিহা—বিবাহ। কবিপ্র। বি।

বিহাই—পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। বৈবাহিক'-শব্দজ। বি।

বিহান—১। প্রাতঃকাল ("বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস"—চণ্ডীদাস)। বাং প্র। ২। পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী। প্রাদে। বি।

বিহায়স্—পক্ষী ; আকাশ। বি—হয়্+অস্ন্ কর্তৃবা (নিপা)। বি ; পুং বা ক্লীব।

বিহার—১। ভ্রমণ ; ক্রীড়া ; ক্রীড়ার্থ পদ দ্বারা গমন ; বিক্ষেপ ; রতিক্রীড়া। বি—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। ২। বৌদ্ধমঠ ; ক্রীড়াস্থান। বি—হৃ+ঘঞ্ অধিবা। ৩। স্কন্ধ ; বৈজয়ন্ত। বি—হৃ+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং। ৪। প্রদেশবিশেষ। বিহার+অচ্ আছে অর্থে। বি।

বিহারী (-রিন্)—বিহারকারী ; ভ্রমণকারী। বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রিণী।

বিহারী, বেহারী—বিহারদেশবাসী। বিহার, বেহার+ঈ নিবাসার্থে। বি বা বিণ।

বিহি—বিধি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বিহিত—কর্ত্তব্য ; বিধেয়, বিধিবোধিত ; অনুষ্ঠিত, কৃত, দত্ত ; কথিত। বি—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বিধান, বিহিতি।

বিহিতি—বিধান। বি—ধা+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

বিহিদানা—একপ্রকার বীজ [ঔষধার্থে ইহা ব্যবহৃত হয়]। ফার্সী। বি।

বিহীন—বিরহিত, অভাববিশিষ্ট ; রহিত, বর্জ্জিত, ত্যক্ত। বি—হা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বিহ্বল—শোকাদি দ্বারা অভিভূত ; বিক্লব ; বিবশ ; চৈতন্যশূন্য, অচেতন ; দ্রবীভূত। বি—হ্বল্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। বি,—তা।

বিহ্বলতা—বিকলতা, বৈক্লব্য ; চৈতন্যশূন্য অবস্থা। বিহ্বল+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—বিহ্বল।

বীক্ষণ—দর্শন, নিরীক্ষণ। বি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—বীক্ষণীয়, বীক্ষিত, বীক্ষ্য।

বীক্ষণীয়—দেখিবার মত, দর্শনীয়। বি—ঈক্ষ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—বীক্ষণ।

বীক্ষিত—দৃষ্ট, নিরীক্ষিত ; আলোচিত। বি—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বীক্ষণ।

বীক্ষ্য—১। দর্শনীয় ; অদ্ভুত। বিণ। বি—বীক্ষণ। ২। নৃত্যকারক ; ঘোটক। বি—ঈক্ষ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

বীচ—আঁঠি ; ধান্যাদির চারা। 'বীজ'-শব্দজ। বি।

বীচালি, -লী—খড়, ধান্যাদির শুষ্ক তৃণসমূহ। বাং প্র। বি।

বীচি, বীচী—১। ঢেউ, তরঙ্গ ; দীপ্তি, কিরণ ; সুখ ; অবকাশ ; আনন্দ। বে+ডীচি কর্তৃবা ; পক্ষে+ঈপ্। বি ; পুং, স্ত্রী। ২। অণ্ডকোষ ; বীজ ; গণ্ড ; গ্রন্থি। 'বীজ'-শব্দজ। বি।

বীচিতরঙ্গন্যায়—ন্যায়বিশেষ [বায়ু দ্বারা প্রতিহত হইয়া জলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এক তরঙ্গের আঘাতে অপর তরঙ্গ এবং সেই তরঙ্গ হইতে অপর তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। এইরূপে পরপর আঘাতে বহু তরঙ্গ সৃষ্ট হইয়া জলাশয়ের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেইরূপ প্রথম শব্দ হইতে অন্য একটি শব্দ, তাহা হইতে ক্রমশঃ অন্য শব্দের সৃষ্টি হওয়াকে এবং এক ঘটনা হইতে ক্রমশঃ ঘটনা-পরম্পরা দেখা দেওয়াকে বীচিতরঙ্গন্যায়ের বিষয় বলা হয়]। বীচির তরঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বীচিবিক্ষুব্ধ—ঢেউ দ্বারা আন্দোলিত ; ঢেউ হেতু চঞ্চল। ৩য়াতৎ। বিণ।

বীচিমালা—ঢেউসমূহ ; কিরণজাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বীচিমালী (-মালিন্)—সমুদ্র ; সূর্য্য। বীচিমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

বীচিয়া, বীচে—বীজে পরিপূর্ণ ('—কলা')। বীচ+ইয়া, এ পূর্ণার্থে। বিণ।

বীচী—'বীচি' দ্রঃ।

বীজ—যে শস্য বোনা হয় ('—ধান') ; অঙ্কুর ; শস্যাদির ফল ; কারণ ; শুক্র ; তেজঃ ; অব্যক্তগণিত, অঙ্কবিদ্যা ; মন্ত্র ; আধার ; নিধি ; তত্ত্ব ; মূল। বি—জন্+ড অপাবা (ই-স্থানে ঈ)। বি ; ক্লীব।

বীজই—বাতাস করে ; গমন করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বীজকপোর—বীজকপূর, গোঁড়ালে।

বীজকোশ, -কোষ—বীজাধার, যাহাতে বীজ থাকে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বীজগণিত—যে শাস্ত্রে বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সংখ্যাস্বরূপ ধরিয়া এবং কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া রাশিবিষয়ক সিদ্ধান্তসকল যুক্তিসহকারে সংস্থাপিত হয় তাহা (Algebra). বীজমূলক গণিত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বীজঘ্ন—জীবাণু-নাশক (disinfectant). উপতৎ ; বীজ—হন্+টক্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী।

বীজতলা—যে ক্ষেতে ধান কলায় প্রভৃতির চারা তোলা হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বীজদল—(উদ্ভিদ্বিদ্যা) উদ্ভিদ্ভ্রূণের উভয় পার্শ্বস্থ পুরু পদার্থদ্বয় (catyledon). বীজের দল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বীজন—১। বাতাস করা, বাজন ; সঞ্চালন। বীজ্+অনট্ ভাববা। ২। ব্যজনসাধন পাখা চামরাদি। বীজ্+অনট্ করণবা। বি ; ক্লীব। ৩। চক্রবাকপক্ষী, চকাপাখী। বীজ্+অন কর্তৃবা। বি ; পুং।

বীজপত্র—বীজদল (তাহা দ্রঃ)।

বীজপুরুষ—আদিপুরুষ ; বংশের প্রধান ব্যক্তি। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বীজবারক—যাহা জীবাণুর উৎপত্তি বন্ধ করে এমন ; পচন নিবারক (antiseptic). বীজের (জীবাণুর) বারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বারিকা।

বীজমন্ত্র—ক্লীং হ্রীং প্রভৃতি দেবতাত্মক মন্ত্র। বীজই মন্ত্র, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। [ক্রি।

বীজা—পাখার বাতাস করা। প্রাঃ কবিপ্র।

বীজাঙ্কুরন্যায়—ন্যায়বিশেষ [আগে বীজ তাহা হইতে অঙ্কুর, কি, আগে অঙ্কুর তাহা হইতে বীজ—এইরূপ অমীমাংসা হেতু বীজাঙ্কুরপ্রবাহ অনাদি ; এইপ্রকার দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন বীজাঙ্কুরন্যায়ের বিষয়বস্তু]। বীজ ও অঙ্কুর, দ্বন্দ্ব ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

বীজিত—যাহাকে বাতাস করা হইয়াছে এমন। বীজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বীজন।

বীজী (বীজিন্)—১। পিতা ; মূলপুরুষ, বীজপুরুষ। বি ; পুং। ২। বীজশালী ; শুক্রল। বীজ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—বীজিনী।

বীজু—বীজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বীট—একপ্রকার শাকজাতীয় উদ্ভিদ্। ইং beet. বি। [কর্ম্মধা। বি।

বীটপালং—একপ্রকার শাক ; বীট।

বীটি, বীটিকা, বীটী—পানের বীড়া, খিলী ; বন্ধন। বি—ইট্+ইন্ কর্তৃবা ; ৩য় পক্ষে ঈপ্ ; ২য় পক্ষে বীটি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বীন—একপ্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র। 'বীণা'-শব্দজ। বি।

বীনকার—যে বীণাবাদন করে। বীণ করে (বাজায়) যে, উপতৎ (বাং)। বি।

বীণা—সপ্ততন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র, বীণ। বী+ন কর্তৃবা+আপ্ (ন-স্থানে ণ)। বি ; স্ত্রী।

বীণানিন্দিত, বীণাবিনিন্দিত—বীণার স্বর অপেক্ষা মধুর স্বরযুক্ত। বীণা নিন্দিত, বিনিন্দিত যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

বীণাপাণি—সরস্বতী। বীণা পাণিতে যাঁহার, বহুব্রী। বি ; স্ত্রী ;

বীণাবতী—সরস্বতী। বীণা+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বীণাবিনিন্দিত—'বীণানিন্দিত' দ্রঃ।

বীণাবিনিন্দিতকণ্ঠে, -স্বরে—বীণার স্বর অপেক্ষা মধুর স্বরে। বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠ, স্বর, কর্ম্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

বীত—১। পরিত্যক্ত; অতীত; অপগত; বন্ধনমুক্ত; মুক্ত; বিগত; নিবৃত্ত। বিণ। বি—বীতি। ২। অকর্ম্মণ্য অশ্ব ও হস্তী; সৈন্য। বি—ই+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। ৩। অঙ্কুশ ও পদ দ্বারা আঘাত। বি—ই+ক্ত ভাববা। ৪। গোচারণ-স্থান। বি—ই+ক্ত অধিবা। বি; ক্লীব।

বীতংস, বিতংস—জাল, ফাঁদ, পশুপক্ষী-দিগের বিনাশের জন্য জাল। বি—তন্‌ন্‌+ঘঞ্‌ করণবা (ই-কার বিকল্পে দীর্ঘ)। বি; পুং।

বীতকাম—যাহার কামনা দূর হইয়াছে এমন। বীত কাম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বীতনিদ্র—যে নিদ্রা যায় না এমন, নিদ্রা-শূন্য, জাগরিত। বীতা (গতা) নিদ্রা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বীতভয়—১। ভয়শূন্য, নির্ভয়। বীত (বিগত) ভয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বিষ্ণু। বীত ভয় যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

বীতরাগ—বিরাগী; নিস্পৃহ। বীত (বিগত) রাগ (অনুরাগ, স্পৃহা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বীতশোক—১। যাহার শোক দূর হইয়াছে এমন, বিগতশোক। বীত (গত) শোক যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অশোকবৃক্ষ। বীত শোক যাহা হইতে, বহুব্রী। ৩। মহারাজ অশোকের অনুজ। বি; পুং।

বীতশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধাহীন, ভক্তিশূন্য। বীতা (গতা) শ্রদ্ধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বীতস্পৃহ—স্পৃহাহীন, আসক্তিশূন্য। বীতা (গতা) স্পৃহা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বীতি—মুক্তি; নিবৃত্তি; গতি; ধারণ; দীপ্তি; ভোজন; উৎপাদন; পরিষ্করণ। বী+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—বীত।

বীতিহোত্র—অগ্নি; সূর্য্য। বীতি (পুরো-ডাশাদি ভোজ্য) হোত্র (দেবগণের আহুতি) যাঁহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

বীথি, বীথিকা, বীথী—শ্রেণী, সারি; উভয়পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ; পথ; দৃশ্য-কাব্যবিশেষ। বিথ্‌+ইন্‌ কর্ম্মবা; বীথি+স্বার্থে কন্‌+আপ্‌; বীথি+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বীপ্সা—এককালে ব্যাপিয়া থাকিবার ইচ্ছা। বি—আপ্‌+সন্‌ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা +আপ্‌। বি; স্ত্রী। **বীপ্সায় দ্বিরুক্তি**—ব্যাপ্তির ইচ্ছা অর্থাৎ প্রতি বা প্রত্যেক অর্থে এক শব্দের দুইবার প্রয়োগ (যেমন—প্রতি ঘরে অর্থাৎ ঘরে ঘরে)।

বীবর—একপ্রকার জন্তু। ইং 'beaver'-শব্দজ। বি।

বীভৎস—১। অত্যন্ত ঘৃণাকর, অতি কদর্য্য, জুগুপ্সিত; ক্রূর; বিকৃত; পাপী। বধ্‌+সন্‌ চিত্তবিকারার্থে+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। ২। কাব্যের রসবিশেষ [জুগুপ্সা (ঘৃণা) এই রসের স্থায়িভাব। যথা—

"অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগারি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে।"
—মাইকেল]।

বীভৎসা (ঘৃণা)+অচ্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

বীভৎসু—(মহাভারত) অর্জ্জুনের নামান্তর ("বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ"—কাশীরাম)। বধ্‌+সন্‌+উ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বীমা—'বিমা' দ্রঃ।

বীর—১। সাহসী ও বলবান্‌, শূর, বিক্রম-শালী; বীরাচারবিশিষ্ট; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। বিণ। ২। শৃঙ্গারাদি নয় রসের মধ্যে এক রস [ইহার স্থায়ী ভাব উৎসাহ এবং দেশভক্তি, দান, যুদ্ধোদ্যম প্রভৃতি ইহার বিষয়। যথা—

"তবে যদি ইচ্ছে রণ তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ দেহ রণ বিলম্ব না সহে"
—মাইকেল];

জিন; নট; বিষ্ণু; কুলাচারবিশেষ। বি; পুং। ৩। কাঁজি; মরিচ; পুষ্করমূল। বীর্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। ৪। উশীর, বেণামূল। অজ+রক্‌ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৫। ব'ধ'-দলের নেতা। বাং প্র। বি।

বীরকুঞ্জর—শ্রেষ্ঠ বীর। বীর কুঞ্জরসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

বীরকুল—বীরগণ, বীরসমাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বীরকুলগ্লানি—১। বীরগণের মধ্যে কলঙ্কস্বরূপ অর্থাৎ কাপুরুষ। বীরকুলের গ্লানি (তৎস্বরূপ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। বীরগণের নিন্দা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীরকুলচূড়ামণি, -তিলক—শ্রেষ্ঠ বীর। ২বার ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীরকুলর্ষভ—শ্রেষ্ঠবীর। বীরকুলে ঋষভ (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

বীরকেশরী (-কেশরিন্‌)—শ্রেষ্ঠবীর। বীর কেশরিসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং। [পাটালী গুড়। বাং প্র। বি।

বীরখণ্ডী—একপ্রকার মিষ্টান্ন, তিলমিশ্রিত

বীরচূড়ামণি—বীরশ্রেষ্ঠ। চূড়াস্থিত মণি, মধ্যপ কর্ম্মধা; বীরদিগের চূড়ামণি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [স্ত্রী।

বীরজননী—বীরের মাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

বীরজায়া—বীরের পত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীরণ—উশীর, বেণামূল। বি—ঈর্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা, নামার্থে। বি; ক্লীব।

বীরত্ব—সাহস ও শক্তি, শৌর্য্য, শূরত্ব; শ্রেষ্ঠত্ব। বীর+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

বীরত্বব্যঞ্জক—যাহা দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ পায় এমন, শৌর্য্যপ্রকাশক, বীরত্বসূচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ব্যঞ্জিকা।

বীরদর্প—শক্তি ও সাহসের আস্ফালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীরধটী—বীরের উপযুক্ত পরিচ্ছদ, মালকোঁচা দিয়া পরা কাপড়। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

বীরনারী—শৌর্য্যশালিনী রমণী। কর্ম্মধা।

বীরপঞ্চমী—বীরপুত্রলাভার্থ কৃত ব্রত-বিশেষ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বীরপত্নী—বীরের স্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীরপনা—বীরের ব্যবহার; বীরত্ব। বীর+পনা (বাং) ভাবে। বি।

বীরপুত্রধাত্রী—বীরমাতা, বীরসন্তানের জননী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীরপ্রসবিনী—শৌর্য্যশালী সন্তানের জন্মদাত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বীরপ্রসূ, বীরসূ—বীরমাতা, বীরজননী, বীরপ্রসবিনী। ৬ষ্ঠীতৎ; বীর—সূ+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী। [বি; ক্লীব।

বীরপ্রসূন—বীরপুত্র, বীরসন্তান। কর্ম্মধা।

বীরবৎসা—বীরের মাতা। বীর বৎস যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বীরবর—বীরশ্রেষ্ঠ। বীরগণমধ্যে বর, ৭মী-তৎ। বি; পুং, বা বিণ।

বীরবল—বীরোচিত শক্তি; বাহুবল। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।

বীরবাহু—রাক্ষসবিশেষ, রাবণের পুত্র; বিষ্ণু। বীরের বাহুর ন্যায় বাহু যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বীরবৌলী—কুণ্ডল; পুরুষের একপ্রকার কর্ণভূষণ; একপ্রকার পোকা। বাং প্র। বি।

বীরভদ্র—১। অশ্বমেধের ঘোড়া। বীরের ভদ্র যদ্দ্বারা, বহুব্রী। ২। রুদ্রবিশেষ; শিবের অনুচরবিশেষ; বীরশ্রেষ্ঠ। বীরমধ্যে ভদ্র, ৭মীতৎ। বি; পুং।

বীরভার্য্যা(র্যা)—বীরপত্নী, বীরের স্ত্রী। বীরের ভার্য্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীরভোগ্যা—কেবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিই যাহা ভোগ করিতে পারে এমন ('—বসুন্ধরা')। ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

বীরমাতা (-মাতৃ)—বীরের মাতা, বীর-প্রসবিনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীররস—কাব্যের বা কথার বীরত্বসূচক ভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীরশূন্য—বীরহীন। ৩য়াতৎ। বিণ।

বীরসিংহ—শ্রেষ্ঠবীর। বীর সিংহসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

বীরস্থ—'বীরপ্রসূ' দ্রঃ।

বীরসেন—নলরাজার পিতা; আরগ্বধবৃক্ষ। বীর সেনা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বীরহা (-হন্)—১। নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণ, প্রমাদ বা কারণান্তরবশতঃ যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে; বিষ্ণু। বি; পুং। ২। বীরনাশক। উপতৎ; বীর —হন্+কিপ্. কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বীরঘ্নী।

বীরা—১। বিক্রমশালিনী; শ্রেষ্ঠা, প্রধানা। বিণ; স্ত্রী। ২। পতিপুত্রবতী নারী; মদিরা; আমলকী; ক্ষীরকাকোলী; দুগ্ধিকা; এলবালুকা; রম্ভা; বিদারী; কাকোলী; ক্ষীরবিদারী; মহাশতাবরী; গৃহকন্যা; ব্রাহ্মী; শিংশপা; অতিবিষা। বীর+আপ্। বি; স্ত্রী। [কবিপ্র। বি।

বীরাণ্ড—বীরত্বপ্রকাশ; আন্দোলন। প্রাঃ

বীরাঙ্গনা—বীরনারী। বীরা অঙ্গনা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বীরাচার—তান্ত্রিকদিগের উপাসনাপদ্ধতি-বিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীরাচারী (-চারিন্)—বীরাচারমতে সাধনাকারী। বীরাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পুং।

বীরাসন—এক পাদ এক উরুতে স্থাপন করিয়া অপর পাদ অন্য উরুতে সংস্থাপন-পূর্ব্বক উপবেশন। বীরের আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বীরেশ্বর—প্রধান বীর; বীরভদ্র। বীরের ঈশ্বর (প্রধান, প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীর্য্য(র্য)—বীরত্ব, শৌর্য্য, বল; সামর্থ্য; গৌরব; প্রভাব, প্রতাপ, তেজঃ; সার; বীজ; শুক্র, রেতঃ। বীর্+যৎ করণবা, অথবা বীর+যৎ সাধু অর্থে। বি; ক্লীব। বিণ—বীর।

বীর্য্য(র্য)বত্তা—বীরত্ব, শৌর্য্যশালিতা। বীর্য্যবৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, —বান্ (-বৎ)।

বীর্য্য(র্য)বন্ত—সাহসী ও বলবান্, শৌর্য্য-শালী। বীর্য্য+বন্ত (বাং) আছে অর্থে। বিণ।

বীর্য্য(র্য)বান্ (-বৎ)—বীর, সাহসী ও বলবান্। বীর্য্য+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী। বি,—বত্তা।

বীর্য্য(র্য)শালী (-শালিন্)—বীর, শৌর্য্য-সম্পন্ন। উপতৎ; বীর্য্য—শাল্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী। বি,—শালিতা।

বীর্য্য(র্য)হানি—বীরত্বের অভাব; শুক্রক্ষয়; জননশক্তিহীনতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীর্য্য(র্য)হীন—নির্ব্বীর্য্য; দুর্ব্বল; পুরুষত্ব-হীন। ৩য়াতৎ। বিণ। বি,—তা।

বীহার—'বিহার' দ্রঃ।

বুঁচকি—'বুচকি' দ্রঃ।

বুঁদ—বিবশ, বিভোর। 'মুদ'-শব্দজ। বিণ।

বুঁদি, বুঁদ—ভুড়ভুড়ি; বিন্দু। হিন্দী (<বিন্দু)। বি।

বুঁদিয়া, বোঁদে—বটিকাকৃতি মিষ্টান্ন-বিশেষ। হিন্দী (বুঁদ্<বিন্দু+ইয়া, এ)। বি।

বুক—বক্ষঃস্থল; হৃদয়; সাহস; উৎসাহ; ভরসা। 'বুক্ক'-শব্দজ। বি। **বুক কাঁপা**—অন্তরে ভয় হওয়া। **বুক চচ্চড় করা**—হিংসায় মনে অশান্তি হওয়া। **বুক চাপড়ান**—বিলাপ করিবার সময় বুকে আঘাত করা। **বুক ঠোকা**—সাহস প্রকাশ করিয়া বুকে মৃদু আঘাত করা। **বুক দশ হাত হওয়া**—আনন্দ ও উৎসাহের সহিত অত্যধিক গর্ব্বের বা সাহসের সঞ্চার হওয়া। **বুক দিয়া পড়া**—কোন কাজে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করা। **বুক ফাটা**—অসহ্য দুঃখ শোকে অতিশয় কষ্ট হওয়া। **বুক বলিয়া যাওয়া**—বাধা না পাওয়ায় সাহস বাড়িয়া যাওয়া। **বুক বাঁধা**—ধৈর্য্যধারণ করা; আশ্বস্ত হওয়া; সাহস করা। **বুক বাজান**—বুক ঠুকিয়া স্পর্দ্ধা দেখান; জয়হেতু অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করা। **বুক বাড়া**—সাহসের বৃদ্ধি হওয়া। **বুক ভাঙ্গা**—দারুণ মনঃকষ্ট হওয়া; হৃদয় হইতে আশা সাহস ও আনন্দ দূর হওয়া। **বুকে ঢেঁকি পড়া**—উদ্বেগে ভয়ে বা খুব হিংসার জন্য বুক কাঁপা; হিংসায় জ্বলিয়া মরা। **বুকে বাঁশ দেওয়া**—অতিশয় নির্য্যাতন করা; খুব শত্রুতা করা। **বুকে ভাতের হাঁড়ি নামান**—অতিশয় কষ্ট দেওয়া; খুব ক্ষতি করা। **বুকের পাটা**—সাহস।

বুকড়ী—মোটা। বাং প্র। বিণ।

বুকনি—১। কথার ফোড়ন; একভাষায় অন্য ভাষার প্রয়োগ; ছোট টুকরা। বাং প্র। ২। গুঁড়া মসলার ছিটা। বৈদে। বি।

বুক্ক—১। বুক, বক্ষঃস্থল। বি; পুং বা ক্লীব। ২। ছাগ; সময়। বুক্ক্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

বুচকি, বুঁচকি, বোঁচকি—ছোট পুঁটুলী; মোট। বাং প্র। বি।

বুজকুড়ি—বুদ্বুদ। বাং প্র। বি।

বুজরুক—ফাঁকিবাজ; শঠ; চালবাজ; কুহকী; ভাণকারী; যাদুকর। ফার্সী 'বুজুর্গ'-শব্দজ। বিণ।

বুজরুকি, বুজরুকী—ফাঁকি; চালবাজি; যাদু; কুহক; শঠতা। বুজরুক+ই, ঈ। বি।

বুজা, বুঁজা, বোজা, বোঁজা—নিমীলিত হওয়া; বন্ধ হওয়া; ভর্ত্তি হওয়া; নিমীলিত করা। 'বদ্ধ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

বুজান, বোজান—ভরাট করা; নিমী-লিত করা। বাং ক্রি।

বুজি—শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে কল্পিত অলীক শিশুধরা ডাকাত বা ভূত; জুজু। প্রাদে। বি।

বুঝ—১। প্রবোধ; উপলব্ধি, বোধ। বি। ২। বুঝিয়া দেখ; অনুমান কর, ধারণা কর; উপলব্ধি ক প্রবোধ পাও। 'বুধ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

বুঝই—বুঝে; বুঝিতে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বুঝনু—বুঝিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বুঝা—অনুমান করা; ধারণা করা; বুঝিতে পারা; উপলব্ধি করা; পরীক্ষা করা; বিবেচনা করা; সান্ত্বনা লাভ করা, প্রবোধ পাওয়া। 'বুধ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

বুঝান—উপলব্ধি করান; ব্যাখ্যা করা; প্রবোধ দেওয়া। 'বুধ্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

বুঝাপড়া, বোঝাপড়া—সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি; কথাবার্ত্তা দ্বারা মিটমাট; চূড়ান্ত মীমাংসা। দ্বন্দ্ব। বি।

বুঝায়নু—বুঝাইলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বুঝি—১। মনে হয়, বোধ হয়; যেন। অব্য। ২। মনে করি; উপলব্ধি করি। বাং ক্রি।

বুঝিয়ে—১। বুঝি। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য বা ক্রি। ২। বুদ্ধিমান্, সমঝদার। বুঝ্+ইয়ে কর্তৃবা। বিণ।

বুট—১। ছোলা। হিন্দী। বি। ২। যাহা সমস্ত পা ঢাকিয়া রাখে এমন একপ্রকার জুতা। ইং boot. বি।

বুটা, বুটি, বুটী—বস্ত্রের উপরে সূচি-কর্ম্ম। বাং প্র। বি।

বুটাদার, বুটীদার—বুটাযুক্ত। বুটা, বুটী +দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।

বুড়—বৃদ্ধ। 'বৃদ্ধ'-শব্দজ। বিণ।

বুড়কে—'বুড়িকিয়া' দ্রঃ।

বুড়বাক—মূর্খ; আহাম্মক। হিন্দী। বিণ।

বুড়ল—ডুবিয়া গেল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বুড়া, বুড়ো—বৃদ্ধ; বড়। 'বৃদ্ধ'-শব্দজ। বিণ।

বুড়া-আঙ্গুল—অঙ্গুষ্ঠ। প্রাদে। বি।

বুড়াটে, বুড়ুটে—বুড়ার মত, বৃদ্ধের ন্যায়। বুড়া, বুড়ো+টে (<টিয়া) সদৃশার্থে। বিণ। [বাং ক্রি।

বুড়ান, বুড়ন—বৃদ্ধ হওয়া; জলে ডুবান।

বুড়াম, বুড়ামি—বৃদ্ধের ন্যায় আচরণ, জেঠামি। বুড়া+ম, মি ভাবার্থে বা কর্ম্মার্থে। বি।

বুড়ালে—বৃদ্ধ, বুড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বুড়াহাবড়া—একেবারে স্থবির, সর্ব্বপ্রকার-শক্তি-রহিত বৃদ্ধ। কর্ম্মধা। বিণ।

বুড়ি—পাঁচ গণ্ডার সমষ্টি। 'বোড়ী'-শব্দজ। বি। [বিণ; স্ত্রী।

বুড়ি, বুড়ী—বৃদ্ধা। বুড়া+ঈ। বি বা

বুড়িকিয়া, বুড়কে—বুড়ি(১)-ঘটিত অঙ্ক-প্রণালী। বুড়ি(১)+কিয়া, কে। বি।

বুড়োপনা, বুড়োমি—বৃদ্ধের ন্যায় আচরণ, জেঠামি। বুড়ো+পনা, মি ভাবে। বি।
বুঢ়া—বৃদ্ধ। 'বৃদ্ধ'-শব্দজ। বিণ বা বি।
বুতান—নিভান, নির্ব্বাপিত করা। হিন্দী-মূলক। বাং ক্রি।
বুদ্ধ—১। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, শ্রীবিষ্ণুর নবম অবতার, গৌতম। বি; পুং। ২। জাগরিত; জ্ঞানী। বুধ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ৩। বিদিত, জ্ঞাত। বুধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
বুদ্ধি—১। জ্ঞান, বোধ; নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি। বুধ্+ক্তি ভাববা। **বুদ্ধির ঢেঁকি**—অতিশয় নির্ব্বোধ। ২। (বৈষ্ণব শাস্ত্রে বা দর্শনে) মহত্তত্ত্ব। বুধ্+ক্তি কর্ম্মবা। ৩। অন্তঃকরণ। বুধ্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।
বুদ্ধিকৌশল—বুদ্ধিচাতুর্য্য; বুদ্ধিদ্বারা বাহির করা ফন্দি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
বুদ্ধিগম্য—যাহা বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় এমন, বুঝিবার উপযুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।
বুদ্ধিচাতুর্য্য(র্য)—বুদ্ধিকৌশল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
বুদ্ধিজীবী (-জীবিন্)—বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী। উপতৎ; বুদ্ধি—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী। [বি; পুং।
বুদ্ধিনাশ—জ্ঞাননাশ, জ্ঞানলোপ। ৬ষ্ঠীতৎ।
বুদ্ধিবৃত্তি—বুদ্ধির ধর্ম্ম, জ্ঞানেন্দ্রিয়; সর্ব্ববিধ জ্ঞানলাভ করিবার উপযুক্ত মানসিক শক্তি [যাবতীয় বস্তুর সত্তা ও গুণ জানা, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করা এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-সমুদায়কে যথানিয়মে নিয়োজিত করা বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান কাজ]। বুদ্ধির বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, বুদ্ধিই বৃত্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
বুদ্ধিভ্রংশ—জ্ঞানলোপ, বুদ্ধিহীনতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
বুদ্ধিভ্রম—বুঝিবার ভুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
বুদ্ধিমান্ (-মৎ)—বুদ্ধিবিশিষ্ট, জ্ঞানী। বুদ্ধি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী। বি,—মত্তা।
বুদ্ধিলোপ—বুদ্ধির নাশ, বোধহীনতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [(সহগ শব্দ)। বি।
বুদ্ধিশুদ্ধি—বিচার-বিবেচনা। বুদ্ধি+শুদ্ধি
বুদ্ধিহারা—বুদ্ধিহীন, হতবুদ্ধি। বুদ্ধি হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বিণ।
বুদ্ধিহীন—বোকা, নির্ব্বোধ। ৩য়াতৎ। বিণ। বি,—তা।
বুদ্ধীন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্। বুদ্ধির ইন্দ্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, বুদ্ধিজনক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
বুদ্বুদ—জলের ভুড়্ভুড়ি, জলবিম্ব; গর্ভস্থ অবয়ববিশেষ। বুদ্+কিপ্ কর্ম্মবা; বুদ্—বুদ্+ক কর্ম্মবা অথবা, বুদ্+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতিত)। বি; পুং।
বুদ্বুদন—(রসায়ন) বুদ্বুদে পরিণত হওয়া (effervescence); বুদ্বুদ উঠা; বুদ্বুদ হইতে গঠিত। বি।
বুধ—বুধগ্রহ; পণ্ডিত, বিদ্বান্। বুধ্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
বুধবার—সপ্তাহের চতুর্থদিবস, মঙ্গলবারের পরদিবস। বুধাধিষ্ঠিত বার (দিন), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
বুধাষ্টমী—চৈত্র ও পৌষ মাসে এবং হরিশয়নভিন্ন সময়ে বুধবারযুক্তা শুক্লাষ্টমী। বুধযুক্তা অষ্টমী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
বুধিল—জ্ঞানী, বিদ্বান্। বুধ (বুদ্ধি)+ইল আছে অর্থে। বিণ।
বুন—ভগিনী। প্রাদে। বি। [বি।
বুনঝি—ভগিনীর কন্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। প্রাদে।
বুনট—'বুনাট' দ্রঃ।
বুনন—(বীজ) বপন; (বস্ত্রাদি) বয়ন। বুন্+অন (বাং) ভাববা। বি। [বি।
বুনপো—ভগিনীর পুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। প্রাদে।
বুনা, বোনা—(বীজ) বপন করা; (বস্ত্রাদি) বয়ন করা। 'বপন' বা 'বয়ন'-শব্দজ। বাং ক্রি।
বুনাট, বুনট, বুননি—বয়ন-কার্য্য; বয়নের পারিশ্রমিক। বাং প্র। বি।
বুনিয়াদ—ভিত্তি। ফার্সী। বি।
বুনিয়াদী—'বনিয়াদী' দ্রঃ। **বুনিয়াদী শিক্ষা**—প্রাথমিক শিক্ষা (Basic Education). [সাধারণতঃ হাতের কাজের ভিতর দিয়া এই শিক্ষা দেওয়া হয়; মহাত্মা গান্ধী এই শিক্ষার প্রবর্ত্তক]।
বুনো—বন্য; অসভ্য। বন+ও (<উয়া) ভবার্থে। বিণ।
বুন্দ—১। অতি উচ্চ। ফার্সী 'বুলন্দ'-শব্দজ। বিণ। ২। বিন্দু, ফোঁটা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বুভুক—ক্ষুধার্ত্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
বুভুক্ষা—ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা। ভুজ্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—বুভুক্ষিত, বুভুক্ষু।
বুভুক্ষিত—ক্ষুধিত। বুভুক্ষা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—বুভুক্ষা।
বুভুক্ষু—ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত্ত। ভুজ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বুভুক্ষা।
বুরুচ—একপ্রকারের গহনা, ব্রোচ। ইং 'broach'-শব্দজ। বি।
বুরুজ—পোতা; দীর্ঘ চূড়াযুক্ত উঁচু ঘর; ছোট গোলাকার মন্দির। ফার্সী 'বুর্জ'-শব্দজ। বি।
বুরুল—বৃদ্ধাঙ্গুলির বিস্তাররূপ পরিমাণ, প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ। বাং প্র। বি।
বুরুশ—তুলি; লোমনির্ম্মিত মার্জ্জনী। ইং 'brush'-শব্দজ। বি।
বুলবুল, বুলবুলি—সুবিখ্যাত পক্ষিবিশেষ। আর্বী। বি।
বুলা—১। ভ্রমণ করা; কথা বলা; কোন বস্তুর উপর দিয়া ঈষৎ স্পর্শ করিয়া যাওয়া। বাং ক্রি। ২। ভ্রমণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বুলান—মৃদু ঘর্ষণ বা মার্জ্জন করা, হস্ত দ্বারা মৃদু স্পর্শ এবং মার্জ্জন করা; কোন বস্তুর উপর দিয়া মৃদুভাবে হস্ত চালিত করা। বাং ক্রি।
বুলি, বুলী—১। ভাষা, বাক্য; অস্পষ্ট বাক্য; পাখীর কথা; মুখস্থ করা, ভাষার বাঁধা বা প্রচলিত গৎ (idiom). বাং প্র। বি। ২। বলিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।
বুলেট—বন্দুকের গুলি। ইং bullet. বি।
বুস্তান—ফুলের বাগান। ফার্সী 'বুস্তাঁ'-শব্দজ। বি।
বুহিত—নৌকা; বাণিজ্যতরী। প্রাঃ কবিপ্র। 'বহিত্র'-শব্দজ। বি।
বুহিতাল—সওদাগর, বণিক্; নৌকায় বাণিজ্যকারী; নৌকায় বাণিজ্য। বুহিত (<বহিত্র)+আল্। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বৃংহণ—১। পুষ্টিকারক। বৃন্হ্+অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—ণী। ২। হস্তিগর্জ্জন। বৃন্হ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
বৃংহিত—১। হাতীর শব্দ, হস্তিগর্জ্জন। বৃন্হ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। পুষ্ট, বর্দ্ধিত। বৃন্হ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।
বৃক—নেকড়ে বাঘ; জঠরাগ্নি; বকবৃক্ষ; কাক; শৃগাল; ক্ষত্রিয়; সরলদ্রব; অনেক-দ্রব্যমিশ্রণে প্রস্তুত ধূপ। বৃ+কক্ কর্ম্মবা; কিংবা, বৃ+কক্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
বৃকোদর—ভীম, দ্বিতীয়পাণ্ডব। বৃক (অগ্নি) উদরে (পেটে) যাঁহার, বহুব্রী [বৃক নামে অগ্নি উদরে ছিল বলিয়া ভীমের নাম বৃকোদর হইয়াছিল]। বি; পুং।
বৃক্ক—(শারীরবিদ্যা) দেহমধ্যস্থ মূত্রকারক যন্ত্র (kidney). বি। [বি; পুং।
বৃক্ষ—গাছ, তরু, পাদপ। ব্রশ্চ্+সক্ কর্ম্মবা।
বৃক্ষক—ছোটগাছ, ক্ষুদ্রবৃক্ষ; গুল্ম; বৃক্ষমাত্র। বৃক্ষ+কন্ হ্রস্বার্থে। বি; পুং।
বৃক্ষচ্ছায়—অনেক গাছের ছায়া। বৃক্ষদিগের ছায়া, ৬ষ্ঠীতৎ (বহুবচনার্থে ছায়া-স্থানে ছায়)। বি; পুং।
বৃক্ষবাটিকা—বাগানবাড়ী; উপবন; নিকুঞ্জ। বৃক্ষাবৃত বা বৃক্ষরচিত বাটিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [ক্লীব।
বৃক্ষাগ্র—গাছের আগা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;
বৃক্ষাম্ল—১। তেঁতুল। বৃক্ষজাত অম্ল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। আমড়াগাছ। বৃক্ষমধ্যে অম্ল, ৭মীতৎ। বি; পুং।
বৃজিন—পাপ। বৃজ্+ইনচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।
বৃত—কর্ম্মকরণার্থ নিযুক্ত; প্রার্থিত; মনোনীত (nominated); আচ্ছাদিত। বৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বরণ, বৃতি।

বৃতি—১। নিয়োগ; বরণ, কর্ম্মকরণার্থ নিয়োগ; আবরণ; প্রার্থনাবিশেষ; গোপন। বৃ+ক্তি ভাববা। ২। বেষ্টন, বেড়া; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) ফুলের বাহিরের আবরণ, পুষ্পমূলে অবস্থিত বেষ্টক পদার্থবিশেষ (calyx). বৃ+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

বৃত্ত—১। জাত; দৃঢ়; অতীত; মৃত; বর্ত্তুল, গোলাকার। বৃত্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। আচ্ছাদিত; নিযুক্ত; অভ্যস্ত; অধীত; অপ্রতিহত। বৃত্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। চরিত্র; বর্ত্তন; অনুষ্ঠান; চেষ্টিত; ন্যায়পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন অর্থপালন অর্থবর্দ্ধন ও সৎপাত্রে দান—এই চতুর্ব্বিধ। বৃত্‌+ক্ত ভাববা। ৪। (জ্যামিতি) যে গোলাকার ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থল হইতে সীমা পর্য্যন্ত দুই বা অধিক সরল রেখা টানিলে সকলেই পরস্পর সমান হয় তাহা (circle). বৃত্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

বৃত্তকলা—(জ্যামিতি) কোন একটি চাপ এবং উহার প্রান্তবিন্দুদ্বয় পর্য্যন্ত অঙ্কিত ব্যাসার্দ্ধদ্বয় দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র (sector of a circle). বৃত্তের কলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বৃত্তস্থ—বৃত্তক্ষেত্রস্থিত; সচ্চরিত্র। উপতৎ; বৃত্ত—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

বৃত্তাংশ—(জ্যামিতি) কোন জ্যা সমস্ত বৃত্তটিকে দুইটি অংশে বিভক্ত করিলে তাহার প্রত্যেক অংশ (segment of a circle). বৃত্তের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৃত্তান্ত—বার্ত্তা, সংবাদ, খবর; বিবরণ; প্রকার; সাকল্য; প্রস্তাব; অবসর; ভাব। বৃত্ত (জাত) অন্ত (নির্ণয়) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

বৃত্তাভাস—১। প্রায় বৃত্তের ন্যায় গোলাকার। বিণ। ২। বৃত্তবৎ গোলাকার ক্ষেত্রাদি। বৃত্তের আভাস যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

বৃত্তি—১। জীবনধারণের উপায়, উপজীবিকা; জীবনের কর্ম্মধারা; ব্যাপার; দর্শনাদি; প্রবৃত্তি; স্থিতি; নাটকের ক্রিয়াবিশেষ; স্বভাব; আকারান্তরপ্রাপ্তি; ব্যবহার; মনোবৃত্তি, মানসিক শক্তি, মনোনিষ্ঠ ধর্ম্ম; ব্যাপ্তি; বর্ণরচনাবিশেষ। বৃত্‌+ক্তি ভাববা। ২। অক্ষর (syllable) দ্বারা নিরূপিত ছন্দঃ। বৃত্‌+ক্তি কর্ম্মবা। ৩। ব্যাখ্যান-গ্রন্থ; জীবিকা; পারিতোষিকস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ (scholarship); ব্যবসায়। বৃত্‌+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

বৃত্তিকার—ব্যাখ্যাকারী। উপতৎ; বৃত্তি—কৃ+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

বৃত্তীয়—(জ্যামিতি) বৃত্ত-সংক্রান্ত। বৃত্ত+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। **বৃত্তীয় মান**—বৃত্তের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ (circular measure).

বৃত্য—বরণীয়, বরণ করিবার যোগ্য। বৃ+ক্যপ্‌, কর্ম্মবা। বিণ। বি—বরণ, বৃতি।

বৃত্যংশ—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পুষ্পবৃতির এক একটি ভাগ (sepal). বৃতির অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৃত্র—অসুরবিশেষ; শত্রু; অন্ধকার; শব্দ; পর্ব্বতবিশেষ; মেঘ; মন্ত্র। বৃত্‌+রক্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বৃত্রহা (-হন্‌)—ইন্দ্র। উপতৎ; বৃত্র—হন্‌+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [পুং।

বৃত্রারি—ইন্দ্র। বৃত্রের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

বৃথা—নিষ্ফল; অনর্থক, নিরর্থক। বৃ+থাল্‌ কর্ম্মবা। অব্য।

বৃথামাংস—যে পশু দেবতাকে নিবেদন করা হয় নাই তাহার মাংস। বৃথাভূত মাংস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বৃদ্ধ—বুড়া, প্রাচীন; জ্যেষ্ঠ; বৃহৎ; বুদ্ধিযুক্ত; পণ্ডিত, জ্ঞানী। বৃধ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—বৃদ্ধত্ব, বৃদ্ধি, বার্দ্ধক, বার্দ্ধক্য।

বৃদ্ধত্ব—বৃদ্ধাবস্থা, বার্দ্ধক্য; প্রাচীনতা; পাণ্ডিত্য। বৃদ্ধ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—বৃদ্ধ।

বৃদ্ধপ্রপিতামহ—ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা, প্রপিতামহের পিতা। বৃদ্ধ প্রপিতামহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

বৃদ্ধপ্রপিতামহী—ঠাকুরদাদার ঠাকুরমা, প্রপিতামহের মাতা। বৃদ্ধপ্রপিতামহ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধপ্রমাতামহ—মায়ের ঠাকুরদাদার বাবা, প্রমাতামহের পিতা। বৃদ্ধ প্রমাতামহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

বৃদ্ধপ্রমাতামহী—মায়ের ঠাকুরদাদার মা, প্রমাতামহের মাতা। বৃদ্ধপ্রমাতামহ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধশ্রবাঃ (-শ্রবস্‌), **-শ্রবা**—ইন্দ্র। বৃদ্ধ—শ্রু+অসুন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বৃদ্ধা—১। প্রাচীনা, বুড়ী। বিণ; স্ত্রী। ২। অঙ্গুষ্ঠ, বুড়া আঙ্গুল। বৃদ্ধ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধাঙ্গুলি—বুড়ো আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ। বৃদ্ধা যে অঙ্গুলি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধি—১। উন্নতি, অভ্যুদয়; বিস্তার; আধিক্য; যোগবিশেষ। বৃধ্‌+ক্তি ভাববা। বিণ—বৃদ্ধ। ২। সুদ; সম্পত্তি। বৃধ্‌+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধিজীবী (-জীবিন্‌)—সুদখোর, কুসীদজীবী। উপতৎ; বৃদ্ধি—জীব্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, -বিনী।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ (বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদির সময় ইহা করা হয়)। বৃদ্ধি (অভ্যুদয়)-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বৃদ্ধ্যাজীব—বৃদ্ধিজীবী। বৃদ্ধি আজীব যাহার, বহুব্রী। বি; পুং, বা বিণ।

বৃন্ত—ফলপুষ্পপত্রাদির বোঁটা; কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা; জলপাত্র রাখিবার বিঁড়া। বৃ+ক্ত কর্ম্মবা (ন-আগম)। বি; ক্লীব।

বৃন্তচ্যুত—যাহা বোঁটা হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়িয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

বৃন্তাক—বেগুন, বার্ত্তাকু। বৃন্ত—অক+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বৃন্দ—১। সমূহ। বি; ক্লীব। ২। সংখ্যাবিশেষ, দশ অর্ব্বুদ; তৎসংখ্যক। বৃত্‌ বা বৃণ্‌+দন্‌ কর্ত্তৃবা (নিপা)। বি বা বিণ।

বৃন্দা—তুলসীবৃক্ষ; জলন্ধরপত্নী; রাধা; রাধিকার সখীবিশেষ। বৃন্দ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বৃন্দাবন—তীর্থস্থানবিশেষ। বৃন্দার (বৃন্দার তপস্যা বা ক্রীড়ার জন্য) বন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বৃন্দাবন-বিলাসিনী—শ্রীরাধা। ৭মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বৃন্দাবনেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৃন্দাবনেশ্বরী—শ্রীরাধা। বৃন্দাবনেশ্বর+ঈপ্‌, বা বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বৃন্দারক—১। দেবতা; দলপতি। বি; পুং। ২। মনোজ্ঞ, সুন্দর; প্রধান, শ্রেষ্ঠ; আনন্দজনক, তৃপ্তিকর; উৎকৃষ্ট, সর্ব্বোত্তম; খ্যাত, যশস্বী; অধিক, বৃহৎ। বৃন্দ (সমূহ)+আরকন্‌ প্রশংসার্থে। বিণ।

বৃশ্চিক—বিছা; শুয়াপোকা; (জ্যোতিষ) অষ্টম রাশি; অগ্রহায়ণমাস। ব্রশ্চ্‌+কিকন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বৃশ্চিকালী—বিছুটীর গাছ। বৃশ্চিক—অল্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বৃষ—ষাঁড়, ষণ্ড; দ্বিতীয়রাশি; ধর্ম্ম; চতুর্বিধ পুরুষের অন্তর্গত পুরুষবিশেষ, শুক্রল পুরুষ; বলবান্‌ মনুষ্য, মল্ল; ইন্দ্র; মূষিক; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ; শত্রু; রাধাপুত্র, কর্ণ; বাসক; ময়ূরপিচ্ছ; গৃহনির্ম্মাণোপযুক্ত নির্ণীত ভূমিখণ্ড; কন্দর্প; (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। বৃষ্‌+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বৃষকাষ্ঠ—শ্রাদ্ধে ষাঁড় বাঁধিবার খুঁটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বৃষকেতু—কর্ণের পুত্র। বৃষ কেতু যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। [বি; পুং।

বৃষণ—অণ্ডকোষ। বৃষ্‌+অন (ক্যু) কর্ত্তৃবা।

বৃষধ্বজ—শিব; মূষিক; গণেশ; পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি। বৃষ (ষণ্ড, ধর্ম্ম) ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বৃষবাহন—শিব। বৃষ বাহন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বৃষভ—ষাঁড়, বৃষ, বলীবর্দ্দ; বৈদর্ভীরীতি-

বিশেষ ; জিনবিশেষ ; কর্ণছিদ্র ; ঋষভনামক ঔষধ ; (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ । বৃষ্‌+অভচ্‌ কর্ত্তৃবা । বি ; পুং ।

বৃষভবাহন—শিব । বৃষভ বাহন যাঁহার, বহুব্রী । বি ; পুং ।

বৃষভানুনন্দিনী, -সুতা—শ্রীরাধিকা । বৃষভানুর (রাধিকার পালক পিতার) নন্দিনী, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

বৃষল—১ । শূদ্র ; অশ্ব ; লশুন । বৃষ্‌+কলচ্‌ কর্ত্তৃবা । বি ; পুং । ২ । অধার্ম্মিক, পাপিষ্ঠ । বৃষ—ল্‌+ড কর্ত্তৃবা । বিণ ।

বৃষলী—দ্বাদশবর্ষবয়স্কা ঋতুমতী অবিবাহিতা কন্যা ; ঋতুমতী স্ত্রী ; বন্ধ্যা ; নীচ স্ত্রী ; শূদ্রা ; মৃতসন্তানপ্রসবকারিণী স্ত্রী । বৃষল+ঈপ্‌ । বি ; স্ত্রী ।

বৃষস্কন্ধ—১ । যাহার কাঁধ ষাঁড়ের কাঁধের মত উঁচু এমন । বৃষের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধ যাহার, বহুব্রী । বিণ । ২ । ষাঁড়ের কাঁধ । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

বৃষাঙ্ক—শিব, বৃষধ্বজ ; ধার্ম্মিক ব্যক্তি ; নপুংসক ; অন্তঃপুররক্ষক ; ময়ূর ; ভেলাগাছ । বৃষ অঙ্ক (চিহ্ন) যাঁহার, বহুব্রী । বি ; পুং ।

বৃষোৎসর্গ—শ্রাদ্ধবিশেষ, যাগবিশেষ । বৃষের উৎসর্গ (ত্যাগ) যাহাতে, বহুব্রী । বি ; পুং ।

বৃষ্ট—১ । যাহা বর্ষণ করা হইয়াছে এমন ; সিক্ত । বৃষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা । ২ । কৃতবর্ষণ, যাহা বর্ষণ করিয়াছে এমন । বৃষ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা । বিণ । বি—বর্ষণ, বৃষ্টি ।

বৃষ্টি—১ । বর্ষণ, মেঘ হইতে জলপতন । বৃষ্‌+ক্তি ভাববা । ২ । বৃষ্ট জল । বৃষ্‌+ক্তি কর্ম্মবা । বি ; স্ত্রী । বিণ—বৃষ্ট । [বি ; পুং ।

বৃষ্টিপাত—মেঘ হইতে জলপতন । ৬ষ্ঠীতৎ ।

বৃষ্টিভূ—১ । ব্যাঙ্‌, ভেক, মণ্ডূক । বি ; পুং । ২ । বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন । উপতৎ ; বৃষ্টি (বর্ষণ)—ভূ+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা । বিণ ।

বৃষ্টিমানযন্ত্র—যে যন্ত্রে বৃষ্টির পরিমাণ নিরূপিত হয় তাহা (rain-gauge). বৃষ্টির মান যদ্দ্বারা, বহুব্রী ; সেই যন্ত্র, কর্ম্মধা । বি ; ক্লীব ।

বৃষ্টিস্নাত—বর্ষার জলে ধোওয়া, বর্ষার জলে কৃতস্নান । ৩য়াতৎ । বিণ ।

বৃষ্ণি—১ । শ্রীকৃষ্ণের একজন পূর্ব্বপুরুষ, কৃষ্ণ ; যদুবংশ ; ইন্দ্র ; অগ্নি ; বায়ু ; মেঘ ; জ্যোতিঃ ; গোরু । বি ; পুং । ২ । প্রচণ্ড, উগ্র ; পামর । বৃষ্‌+নি কর্ত্তৃবা । বিণ ।

বৃষ্য—১ । বলবৃদ্ধিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক । বৃষ্‌+যৎ হিতার্থে । বিণ । ২ । বাজীকরণ । বৃষ্‌+ক্যপ্‌ ভাববা । বি ; ক্লীব ।

বৃহৎ—বড়, বিপুল, প্রকাণ্ড ; উজ্জ্বল । বৃহ্‌+অৎ কর্ত্তৃবা । বিণ । স্ত্রী—বৃহতী । বি—বৃহত্ত্ব ।

বৃহতী—১ । বিপুলা, প্রকাণ্ডা । বিণ । ২ । বেগুন ; বিশ্বাবসুর বীণা ; উত্তরীয় বস্ত্র ; ছন্দোবিশেষ ; ৩৬ সংখ্যার সঙ্কেতার্থ ; বাক্য । বৃহ্‌+অৎ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌ । বি ; স্ত্রী ।

বৃহতীপতি—বাচস্পতি, বৃহস্পতি । বৃহতীর (বাক্যের) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

বৃহৎকায়—প্রকাণ্ড-দেহযুক্ত । বৃহৎ কায় যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

বৃহত্তৃণ—বাঁশ । কর্ম্মধা । বি ; ক্লীব ।

বৃহদ্ভানু—সূর্য্য ; অগ্নি । বৃহৎ ভানু (কিরণ) যাঁহার, বহুব্রী । বি ; পুং ।

বৃহদ্রথ—১ । ইন্দ্র ; জরাসন্ধের পিতা । বৃহৎ (বড়) রথ যাঁহার, বহুব্রী । ২ । যজ্ঞপাত্র ; সামবেদের অংশ ; মন্ত্রবিশেষ । বৃহৎ রথ, কর্ম্মধা । বি ; পুং ।

বৃহন্দ—দেউড়ী, বহির্দ্বার ; মহল ("তের শত বৃহন্দে বাহির হইল রথ"—কৃত্তিবাস) । প্রাঃ কবিপ্র । বি ।

বৃহন্নলা—(মহাভারত) বিরাটগৃহে ছদ্মবেশে অবস্থানকারী অর্জ্জুন । বৃহৎ নল যাঁহার, বহুব্রী +আপ্‌ । বি ; স্ত্রী ।

বৃহস্পতি—দেবগুরু ; গ্রহবিশেষ । বৃহৎদিগের (দেবতাদের) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, বৃহতীর (বাক্যের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ (নিপাতনে) । বি ; পুং ।

বৃহস্পতিবার—সপ্তাহের পঞ্চম দিন । বৃহস্পতি-অধিষ্ঠিত বার, মধ্যপ কর্ম্মধা । বি ; পুং ।

বে—১ । অভাব ; না ; বিরোধ । ফার্সী উপসর্গ । ২ । বিবাহ । প্রাদে । বি ।

বে-অকুফ, বেকুফ, বেকুব—'বে-ওকুফ' দ্রঃ ।

বে-আইন—আইন-কানুনের অভাব । আইনের অভাব, অব্যয়ী । বি ।

বে-আইনী—আইন-বিরুদ্ধ । বে (নয়) আইনী, নঞ্‌তৎ । বিণ ।

বে-আক্কেল—বোকা, বুদ্ধিহীন । বে (নাই) আক্কেল যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

বে-আড়া, বেয়াড়া—অবাধ্য ; দুশ্চরিত্র ; পরিমাণের অধিক ; বিশ্রী ; যাহা মানায় না এমন ; উৎকট । বে (নাই) আড়া যাহাতে, বহুব্রী । বিণ ।

বে-আদব, বেয়াদব—অসভ্য, অশিষ্ট ; অবিনীত । বে (নাই) আদব যাহার, বহুব্রী । বিণ । বি,—বি ।

বে-আদবি, বেয়াদবি, বেয়াদপি—অশিষ্টতা, প্রগল্‌ভতা । বে-আদব, বেয়াদব, বেয়াদপ+ই ভাবে । বি ।

বে-আন্দাজ—পরিমাণের অধিক ; অতিরিক্ত ; আন্দাজের বিপরীত । বে (নাই) আন্দাজ যাহাতে, বহুব্রী । বিণ । বি,—জি, —জী ।

বে-আবরু—১ । স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম নাশ বা তাহার অভাব, লজ্জাশীলতার নাশ । আবরুর অভাব, অব্যয়ী । বি । ২ । আবরণশূন্য ; যাহার লজ্জাশীলতার নাশ হইয়াছে এমন, বেপর্দ্দা ; অপমানিত । বে (নাই) আবরু যাহার, বহুব্রী । বিণ । [বি ।

বে-আরাম—রোগ, অসুস্থতা । অব্যয়ী ।

বে-আলি—গরমিল ; মনোমালিন্য । বাং প্র । বি ।

বে-ইক্তিয়ার, বে-একতার—অবশ ; শক্তির অতীত । বে (নাই) ইক্তিয়ার, একতার যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

বে-ইজ্জৎ—১ । অপমান ; শ্লীলতাহানি । ইজ্জতের অভাব, অব্যয়ী । বি । ২ । অপমানিত ; লাঞ্ছিত । বে (নাই) ইজ্জৎ যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

বে-ইজ্জতি, বে-ইজ্জতী—অপমান ; শ্লীলতাহানি । বে-ইজ্জৎ (২)+ই, ঈ । বি ।

বে-ইমান—বিধর্ম্মী, অধার্ম্মিক ; নিমকহারাম, কৃতঘ্ন ; বিশ্বাসঘাতক । বে (নাই) ইমান যাহার, বহুব্রী । বিণ । বি,—নি, —নী ।

বে-ইমানি, বে-ইমানী—কৃতঘ্নতা, নিমকহারামি ; অধার্ম্মিকত্ব । বে-ইমান+ই, ঈ ভাবে । বি ।

বেউড়-বাঁশ, বেউর-বাঁশ—একপ্রকার কাঁটাযুক্ত বাঁশ । বাং প্র । বি ।

বে-ওকুফ, বে-অকুফ, বেকুফ, বেকুব—জ্ঞানহীন, নির্ব্বোধ । বহুব্রী । বিণ ।

বে-ওজন—অপরিমিত । বে (নাই) ওজন যাহার, বহুব্রী । বিণ ।

বে-ওজর—আপত্তিশূন্যতা । অব্যয়ী । বি ।

বেওয়া—পতিপুত্রহীনা নারী । ফার্সী । বি ।

বে-ওয়ারিশ—মালিকবিহীন, অধিকারিশূন্য । বে (নাই) ওয়ারিশ যাহার, বহুব্রী । বিণ । ['বিবরণ'-শব্দজ । বি ।

বেওরা—বৃত্তান্ত, বিস্তারিত ইতিহাস ।

বেঁক—যাহা বাঁকিয়া গিয়াছে, বক্রতা ; বক্র হইবার স্থান, মোড় । বাং প্র । বি ।

বেঁকা, বাঁকা—১ । বক্র, অসরল ; কুটিল ; একগুঁয়ে ; বিরুদ্ধ । 'বক্র'-শব্দজ । বিণ । ২ । বক্র হওয়া ; বিরুদ্ধ গোঁ ধরা । বাং ক্রি ।

বেঁকান, বাঁকান—বাঁকা করা । বাং ক্রি ।

বেঁকি—বাঁকা মল । প্রাদে । বি ।

বেঁজি(জী)—নেউল । বাং প্র । বি ।

বেঁটিয়া, বেঁটে—খাট, খর্ব্ব, হ্রস্ব, বামন । 'বণ্ট'-শব্দজ । বিণ ।

বেঁড়িয়া, বেঁড়ে—পুচ্ছহীন, লেজশূন্য । 'বণ্ড'-শব্দজ । বিণ ।

বেকত—১ । ব্যক্ত, প্রকাশিত, উন্মুক্ত, আবরণশূন্য । 'ব্যক্ত'-শব্দজ । বিণ । ২ । স্পষ্ট কথায় । প্রাঃ কবিপ্র । ক্রি-বিণ ।

বেকতয়—ব্যক্ত করে । প্রাঃ কবিপ্র । ক্রি ।

বে-কশুর, -কসুর—নির্দ্দোষ ; দোষ নাই

বলিয়া। বে (নাই) কশুর, কসুর যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বে-কায়দা—১। অসুবিধা; হস্তপদ দ্বারা ধরিবার বা কোন কার্য্য করিবার অসুবিধা। অব্যয়ী। বি। ২। যাহাতে বা যেস্থানে অসুবিধা রহিয়াছে এমন; অনায়ত্ত। বে (নাই) কায়দা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

বেকার—যাহার কাজকর্ম্ম নাই এমন; যাহার কোন চাকুরি বা ব্যবসায় নাই এমন। বে (নাই) কার (কর্ম্ম) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বেকার-সমস্যা—বেকারদিগকে কার্য্য দেওয়ার সমস্যা, কর্ম্মহীন ব্যক্তিদের কর্ম্ম-লাভের সমস্যা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

বেকুফ, বেকুব—'বে-ওকুফ' দ্রঃ।

বেকুবি—বোকামি। বেকুব+ই ভাবে। বি।

বে-খরচা—কোন অর্থব্যয় না করিয়া; বিনা খরচে সম্পাদিত। বে (নাই) খরচা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বে-খাপা, বে-খাপ্পা—অমানান, যাহা খাপ খায় না এমন; অসুবিধাযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

বেগ—১। গতি বা গতির মাত্রা; শীঘ্রতা, ত্বরা; মল মূত্র ইত্যাদির বাহির হওয়ার প্রবৃত্তি; প্রবাহ; আনন্দ, আহ্লাদ; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; প্রবলতা; প্রকোপ; আধিক্য; উদ্যম; প্রণয়। বিজ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। রেতঃ, শুক্র; আত্রবিশেষ; মহাকালফল, মাকালফল; বাণপতি। বেগ+অচ্‌ আছে অর্থে। বি; পুং। ৩। সম্ভ্রান্ত মোগল-জাতীয়ের উপাধি। তুর্কী। বি।

বেগগামী (-গামিন্‌)—দ্রুত গমনকারী। উপতৎ; বেগ—গম্‌+গিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

বেগড়া—১। নষ্ট, বিকৃত; দুষ্ট। হিন্দী। ২। অপরিমিতভোজী; দুঃসাহসী। প্রাদে। বিণ। ৩। বিপত্তি, ফেসাদ। বাং প্র। বি। [গতিকের অভাব, অব্যয়ী। বি।

বেগতিক—নিরুপায় অবস্থা; বেগোছ।

বেগবন্ত—বেগযুক্ত, ত্বরান্বিত। বেগ+বন্ত (বাং) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

বেগবান্‌ (-বৎ)—বেগবিশিষ্ট, ত্বরান্বিত; প্রবল, দুর্দ্দমনীয়। বেগ+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

বেগম—মুসলমান রাজমহিষী; মোগল-বংশীয়া অভিজাতা স্ত্রী; সম্ভ্রান্ত স্ত্রী। তুর্কী। বি; স্ত্রী।

বেগর—বিনা। ফার্সী 'বিগয়র'-শব্দজ। অব্য।

বেগশালী (-শালিন্‌)—দ্রুতগতিবিশিষ্ট, ত্বরান্বিত। উপতৎ; বেগ—শাল্‌+গিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী। বি,—শালিতা।

বেগার—১। বেতনহীন কার্য্য, অনর্থক শ্রম ('—দেওয়া')। বি। ২। বিনা পারি-শ্রমিকে ('—খাটা')। ক্রি-বিণ। ৩। বিনা বেতনে কার্য্যকারী। ফার্সী। বি বা বিণ।

বেগী (বেগিন্‌)—১। বেগবান্‌, ত্বরান্বিত; চালিত। বিণ। স্ত্রী—বেগিনী। ২। শ্যেন-পক্ষী। বেগ+ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

বেগুন(ণ)—বার্ত্তাকু, বার্ত্তাকী। 'বাতিঙ্গন'-শব্দজ। বি।

বেগুনা, বেগুনিয়া, বেগুনী, বেগুনে—যাহার রং বেগুনের মত এমন। বেগুন+আ, ইয়া, ঈ, এ সদৃশার্থে। বিণ।

বেগুনী—১। বেসম দিয়া ভাজা বেগুনের পাতলা ফালি। বেগুন+ঈ নির্ম্মিতার্থে। বি। ২। বেগুনের মত রঙ্‌ বা সেই রঙযুক্ত। বেগুন+ঈ। বি বা বিণ।

বেগোছ—১। বেগতিক, নিরুপায় অবস্থা। অব্যয়ী। বি। ২। বিশ্রী; অসুবিধাযুক্ত; শৃঙ্খলাশূন্য। বহুব্রী। বিণ।

বেঘোর—নিরুপায় বা সঙ্কটময় অবস্থা। বাং প্র। বি।

বেঙ, ব্যাং, ব্যাঙ—ভেক। 'ব্যঙ্গ'-শব্দজ। বি। **বেঙের আধুলি**—যে তুচ্ছ বা সামান্য ধন লইয়া লোকে অহঙ্কার করে তাহা (গল্পে আছে এক ব্যাঙ্‌ একটি আধুলি পাইয়া অতি গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল)।

বেঙাচী, ব্যাঙাচী—বেঙের বাচ্চা। বাং প্র। বি।

বেঙ্গমা, বেঙ্গমী, ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী—ছেলে-ভুলান গল্পের কাল্পনিক পক্ষী ও পক্ষিণী। 'বিহঙ্গম', 'বিহঙ্গমী'-শব্দজ। বি।

বেচন—বিক্রয়করণ, মূল্য-গ্রহণপূর্ব্বক অর্পণ। বেচ্‌+অন ভাববা। বি। [অর্থে। বি।

বেচনদার—বিক্রয়কারী। বেচন+দার কর্ত্তা

বেচা—বিক্রয় করা। বাং ক্রি।

বেচান—(কাহারও দ্বারা) বিক্রয় করান। বাং ক্রি।

বেচারা, বেচারী—নির্দ্দোষ ব্যক্তি; কৃপাপাত্র, অসহায়। ফার্সী। বি বা বিণ।

বেচাল—১। দুর্ব্যবহার; নিন্দিত ভাবের চালচলন, দুর্নীতি; ভুল উপায় অবলম্বন। অব্যয়ী বা সুপ্‌সুপা। ২। বিক্রয়কারী। বেচ্‌+আল কর্ত্তৃবা। বি। ৩। নিরুপায়। বাং প্র। বিণ। [বি।

বেজন—পাখার বাতাসকরণ। প্রাঃ কবিপ্র।

বেজনসারে—পাখার বাতাস করিতে করিতে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

বেজন্মা—জারজ, পিতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির ঔরসে জাত। বে (নিকৃষ্ট) জন্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বেজাত—নিকৃষ্ট জাতি; জারজ। বে (হীন) জাত যাহার, বহুব্রী। বি বা বিণ।

বেজায়—অত্যধিক, অপরিমিত; অসঙ্গত। ফার্সী 'বেজায়েজ'-শব্দজ। বিণ।

বেজার—দুঃখিত, অপ্রসন্ন, বিরক্ত। ফার্সী। বিণ।

বেজি, বেজী—নেউল। বাং প্র। বি।

বেঞ্চ, বেঞ্চি—উচ্চ এবং দীর্ঘ কাষ্ঠাসন। ইং bench. বি। [বি; পুং। স্ত্রী—বেটী।

বেটা—ছেলে, পুত্র; ঘৃণিত ব্যক্তি। হিন্দী।

বেটা—ঘেরা, বেষ্টন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বে-টাইম—অসময়। বে (নয়, অপ্রশস্ত) টাইম (সময়), নঞ্‌তৎ। বি।

বেটাছেলে—পুরুষমানুষ; পুত্রসন্তান। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বেটুয়া—১। বেটে (তাহা দ্রঃ)। ২। কৃশ, পাকান। প্রাদে। বিণ।

বেটে, বেটো—পাটের দড়ি। বাং প্র। বি।

বেঠিক—ভুল, ভ্রমাত্মক; অনির্দ্দিষ্ট। বে (নয়) ঠিক, নঞ্‌তৎ। বিণ। [শব্দজ। বি।

বেড়—ঘেরা, বেষ্টন, বৃতি; গণ্ডী। 'বেষ্ট'-

বেড়া—১। বেষ্টনকারী ('—জাল')। বিণ। ২। ঘেরা, বেষ্টন করা। বাং ক্রি। ৩। আবেষ্টনী, ঘের। বাং প্র। বি।

বেড়ান—ভ্রমণ করা; বেষ্টন করান। বাং ক্রি।

বেড়ি, বেড়ী—শিকল, শৃঙ্খল, পা বাঁধিবার লোহার শিকল; হাঁড়ি ধরিবার পিতল বা লোহার যন্ত্রবিশেষ, বাউলী; কেশবিন্যাস-বিশেষ। 'বেষ্ট'-শব্দজ। বি। [বিণ।

বেড়ে—উত্তম, উৎকৃষ্ট, উপাদেয়। বাং প্র।

বেডৌল, বেডোল—কুগঠন, বেঢপ। বহুব্রী। বিণ।

বেঢং, বেঢঙ্গ, বেঢপ—বিশ্রী, কদাকার, বেমানান। বহুব্রী। বিণ।

বেঢ়ল, বেঢ়লি—ঘিরিয়া ধরিল, বেষ্টন করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বেন—পৃথুরাজার পিতা; সঙ্করজাতিবিশেষ; বৈশ্য। বেণ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বেণা—উশীর, তৃণমূলবিশেষ; খস্‌খস্‌। 'বীরণ'-শব্দজ। বি।

বেণি, বেণিকা, বেণী—(মেয়েদের) বাঁধা চুলের রাশি, বিন্যস্ত কেশপাশ, বিউনী; জলপ্রবাহ [যথা,—প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলনের নাম ত্রিবেণী]; স্রোতঃ; নদীবিশেষ; দেবতাড়বৃক্ষ। বী+নি কর্ত্তৃবা; অথবা, বেণ্‌+ইন্‌ কর্ত্তৃবা; পক্ষে কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌; বেণি+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বেণিয়া, বেণে—দোকানী; বণিক্‌, সওদাগর; গন্ধবণিক্‌। 'বণিক্‌'-শব্দজ। বি।

বেণী—'বেণি' দ্রঃ।

বেণী-বাতা—কপাটের সম্মুখস্থ অন্য কপাটের মুখ-আচ্ছাদনকারী কাষ্ঠপটী। বাং প্র। বি।

বেণীসংহার—১। ভট্টনারায়ণকৃত নাটক-বিশেষ। (দ্রৌপদীর) বেণীর সংহার (বন্ধন) যাহাতে, বহুব্রী। ২। বেণীবন্ধন। বেণীর সংহার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বেণু—বাঁশী, বংশী ; বাঁশ ; বংশ। অজ্‌+নু কর্তৃবা (অজ-স্থানে বী)। বি ; পুং।

বেণুকুঞ্জ—বাঁশ-বাগান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লীব।

বেণুবন—বাঁশ-বাগান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বেণুবাদ, -বাদক—যে বাঁশী বাজায় এরূপ। উপতৎ ; বেণু—বদ্‌+ণিচ্‌+অণ্‌, ণক কর্তৃবা (২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ)। বি ; পুং।

বেণুরব—বাঁশীর আওয়াজ, বাঁশীর স্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বেণে—'বেণিয়া' দ্রঃ।

বেণেতি, -তী—বেণের বেচিবার জিনিস-পত্র, রান্না করার মশলা প্রভৃতি। বাং প্র। বি।

বেত—১। বেতস, বেতগাছ। 'বেত্র'-শব্দজ। ২। মুখ। প্রাদে। বি।

বেতন—মাহিয়ানা বা মাহিনা, কাজের পারিশ্রমিক ; মজুরি ; ভাড়া ; জীবিকা। বী+তনন্‌ করণবা। বি ; ক্লীব।

বেতনগ্রাহী (-গ্রাহিন্‌)—যে মাহিনা লইয়া কাজ করে এমন। উপতৎ ; বেতন—গ্রহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহিণী।

বেতনভুক্‌ (-ভুজ্‌), **-ভোগী** (-ভোগিন্‌) —যে কাজ করিয়া তাহার জন্য মাহিনা লয় এরূপ। উপতৎ ; বেতন—ভুজ্‌+ক্বিপ্‌, ঘিনুণ্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -ভোগিনী।

বেতর—এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ; বিশ্রী ; অস্বাভাবিক। ফার্সী 'বেতরহ্‌'-শব্দজ। বিণ।

বে-তরিবৎ—অসভ্য, বর্ব্বর ; অশিক্ষিত। বে (নাই) তরিবৎ (সভ্যতা, শিক্ষা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বেতস, বেতসী—বেতগাছ। বে+অসচ্‌ কর্ম্মবা (ৎ-আগম)। বি ; পুং, স্ত্রী।

বে-তাক, বে-তাগ—লক্ষ্যশূন্য ; অ-প্রাসঙ্গিক। বে (নাই) তাক, তাগ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বেতান—বেত দিয়া মারা। বাং ক্রি।

বে-তার—১। তারশূন্য, যাহাতে তার নাই এমন ('—বার্ত্তা') ; স্বাদবিহীন। বিণ। ২। রেডিও ; বিনা তারে সংবাদ সঙ্গীত ইত্যাদির পরিবেষণ। বে (নাই) তার যাহাতে, বহুব্রী। বি।

বেতারবার্ত্তা(র্তা)—বিনা তারে বিদ্যুতের সাহায্যে প্রেরিত খবর। বেতার-চালিত বার্ত্তা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

বেতাল—১। ভূতে পাওয়া মৃতদেহ ; শিবানুচরবিশেষ ; দ্বারপাল, দ্বারী ; মল্ল-বিশেষ। বে (বায়ুতে) তাল (প্রতিষ্ঠা) যাহার, অলুক্‌ বহুব্রী। বি ; পুং। ২। (সঙ্গীত) তালহীনতা। তালের অভাব, অব্যয়ী। বি।

বেতালা—১। অপ্রাসঙ্গিক ; তাললয়শূন্য ; অত্যধিক। বেতাল+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ। ২। বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ। প্রাদে। বি।

বেতি, বেতী—১। পূর্ব্বেকার ; পূর্ব্বে যাহা ভুল বা বাদ পড়িয়াছে এমন। বাং প্র। বিণ। ২। বেতের ছড়ি ; বাঁশের চটা বা বাখারি। বি। ৩। বেতের তৈয়ারী। বেত+ই, ঈ নির্ম্মিতার্থে। বিণ।

বেতো—যে বাতরোগে ভুগিতেছে এমন ('—রোগী')। বাত+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

বেত্তা (বেতৃ)—যে জানে এমন, জ্ঞাতা ; পরিণেতা ; লাভকর্ত্তা। বিদ্‌+তৃন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বেত্রী।

বেত্র—১। বেতগাছ। বি ; পুং। ২। বেতের লাঠি। অজ্‌+ত্র করণবা। বি ; ক্লীব।

বেত্রদণ্ড—১। চাবুক-মারারূপ শাস্তি। বেত্র দ্বারা দণ্ড, ৩য়াতৎ। ২। বেতের লাঠি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বেত্রপ্রহার, বেত্রাঘাত—বেত দিয়া মারা। বেত্র দ্বারা প্রহার, আঘাত, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

বেত্রাসন—বেত্রনির্ম্মিত (বেতের তৈরি) বসিবার জিনিস, মোড়া প্রভৃতি। বেত্রনির্ম্মিত আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

বেত্রাহত—যাহাকে বেত দিয়া মারা হইয়াছে এমন। বেত্র দ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ। ['বাস্তুক'-শব্দজ। বি।

বেথুয়া, বেথো—একপ্রকার শাক।

বেদ—১। হিন্দুর সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের প্রতিপাদক অপৌরুষেয় শাস্ত্র, শ্রুতি, (ঋক্‌ যজুঃ সাম অথর্ব্ব—এই চারি ভাগে ইহা বিভক্ত)। বিদ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। ২। চারি সংখ্যা, ৪ ; ছন্দঃ ; টিপ্পনী ; আখ্যা ; যজ্ঞাঙ্গ ; শাস্ত্রোক্ত চরিত্র ; কুশমুষ্টিকৃত পদার্থবিশেষ। বিদ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ৩। জ্ঞান ; শাস্ত্রজ্ঞান। বিদ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ৪। বিষ্ণু। বিদ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং।

বে-দখল—১। অধিকার না থাকা ; বল-পূর্ব্বক দখল। অব্যয়ী। বি। ২। যাহার দখল নষ্ট হইয়াছে এমন, অধিকারচ্যুত। বে (নাই) দখল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বেদগর্ভ(র্ভ)—১। ব্রহ্মা ; ব্রাহ্মণ। বেদ গর্ভে, গর্ভে (মধ্যে) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে বঙ্গে কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়া-ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে তাঁহাদের একজন। বি।

বেদজ্ঞ—যে বেদ জানে এমন, বেদবিৎ। উপতৎ ; বেদ—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

বেদড়া, ব্যাদড়া—দুষ্ট ; বিশ্রী ; কদর্য্য। বাং প্র। বিণ।

বেদন, বেদনা—ব্যথা, যাতনা ; ক্লেশ, দুঃখানুভব ; বোধ ; জ্ঞান ; বিবাহ ; দান ; উপঢৌকন ; শূদ্রনারীর উচ্চবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করিতে হইলে তৎকর্তৃক বরের উত্তরীয়প্রান্ত ধারণ। বিদ্‌+অনট্‌ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা+আপ্‌। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

বেদনীয়—অনুভবনীয়, জ্ঞেয় ; অনুভব করিবার বা জানিবার যোগ্য, ক্লেশনীয়। বিদ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

বেদপারগ, -বিৎ (-বিদ্‌)—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; ব্রহ্মজ্ঞানী। উপতৎ ; বেদপার (বেদের অন্ত) —গম্‌+ড কর্তৃবা ; বেদ—বিদ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ।

বেদবাক্য—বেদের কথা ; অব্যর্থ বাক্য, যে কথার অন্যথা হয় না এমন কথা (Gospel truth). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বেদবিৎ (-বিদ্‌)—'বেদপারগ' দ্রঃ।

বেদব্যাস—বেদবিভাগকর্ত্তা মুনি, ব্যাসদেব। উপতৎ ; বেদ—বি—অস্‌+অণ্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং।

বেদম—অত্যধিক ('—প্রহার') ; ঊর্দ্ধশ্বাসে ('—ছুট')। বে (নাই) দম যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বেদমাতা (-মাতৃ)—গায়ত্রী ; দুর্গা। বেদের মাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বে-দরকারী—অপ্রয়োজনীয়। বে (নয়) দরকারী, নঞ্‌তৎ। বিণ।

বে-দরদ—নিষ্ঠুর, মায়াদয়াশূন্য। বে (নাই) দরদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বেদল—বিপক্ষীয়। বে (নাই) দল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বে-দস্তুর—বেদাঁড়া, রীতিবিরুদ্ধ, প্রথা-বিরুদ্ধ। বে (নাই) দস্তুর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বে-দাঁড়া—অনিয়মিত, বে-দস্তুর। বে (নাই) দাঁড়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বে-দাগ, বে-দাগী—যাহাতে দাগ বা পচা অংশ নাই এমন, নিষ্কলঙ্ক। বে (নাই) দাগ যাহার, বহুব্রী ; বে (নয়) দাগী, নঞ্‌তৎ। বিণ।

বেদাঙ্গ—শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ—বেদের এই ছয়প্রকার অবয়ব-গ্রন্থ। বেদের অঙ্গ (অবয়ব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

বেদাধিপ—ঋগ্বেদের অধিপতি বৃহস্পতি, যজুর্ব্বেদের অধিপতি শুক্র, সামবেদের অধি-পতি মঙ্গল এবং অথর্ব্ববেদের অধিপতি বুধ। বেদের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বেদানা—একপ্রকার কাবুলী ডালিম। ফার্সী। বি।

বেদান্ত—বেদের শেষভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড ; উপনিষৎ ; বেদব্যাসপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র [ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপাদি নিরূপিত আছে]। বেদের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ—বৈদান্তিক।

বেদান্তবাদ—বেদান্তদর্শন ঈশ্বরতত্ত্বের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেই অভিমত, বেদান্ত-মত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বেদান্তবাদী (-বাদিন্)—বেদান্তদর্শনের মতাবলম্বী। উপতৎ ; বেদান্ত—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

বেদান্তী (-ন্তিন্)—বেদান্তমতাবলম্বী, বেদান্তবেত্তা। বেদান্ত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ন্তিনী।

বেদাভ্যাস—বেদের অধ্যয়ন বিচার অনুশীলন জপ অধ্যাপন—এই পাঁচ কর্ম্ম। বেদের অভ্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বেদাশ্রয়—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। বেদের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বেদি, বেদিকা, বেদী—যজ্ঞাদিকার্য্যের জন্য পরিষ্কৃত উচ্চ ভূমি ; চতুরস্র ডমরুসদৃশাকৃতি ভূমি ; মঞ্চ ; অঙ্গনাদির মধ্যবর্ত্তী চতুরস্র ভিত্তি ; বেদীর সদৃশ ভিত্তি ; নামাঙ্কিত আংটী ; মৃত্তিকাস্তূপাকৃতি ভিত্তি। বিদ্+ইন্ অধিবা ; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্ ; ৩য় পক্ষে বেদী+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বেদিত—যাহা জানান হইয়াছে এমন, জ্ঞাপিত ; নিবেদিত ; দর্শিত ; সাক্ষাৎকারিত। বিদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

বেদিতব্য—জানিবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য। বিদ্ +তব্য কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,—তব্যা।

বেদিতা (বেদিতৃ)—যে জানে এরূপ, জ্ঞাতা, সাক্ষাৎকর্ত্তা। বিদ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বেদিত্রী।

বেদিয়া, বেদে—হা-ঘ'রে, একপ্রকার যাযাবর জাতি ; সাপুড়ে। (বিষ) 'বৈদ্য'-শব্দজ। বি।

বেদী—'বেদি' দ্রঃ।

বেদী (বেদিন্)—১। পণ্ডিত ; ব্রহ্মা ; পরিণেতা। বি ; পুং। ২। বেত্তা, জ্ঞাতা। বিদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বেদিনী।

বেদুইন—আরবদেশীয় গৃহহীন যাযাবর জাতিবিশেষ। আর্বী। বি।

বেদুয়া—'বেধুয়া' দ্রঃ। প্রাঃ কবিপ্র।

বেদে—'বেদিয়া' দ্রঃ।

বেদো—'বেধুয়া' দ্রঃ।

বেদোক্ত—যাহা বেদে আছে এমন। ৭মী-তৎ, অথবা, ৩য়াতৎ। বিণ।

বেদোক্তি—বেদের কথা। বেদের উক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

বেদ্য—বোধ্য, জ্ঞেয় ; সাক্ষাৎকার্য্য। বিদ্+

বেধ, বেধন—বেঁধা, ছিদ্রকরণ ; গভীরতা ; বস্তুর স্থূলত্বের পরিমাণ ; বিবাহাদিনিষেধক গ্রহসংস্থানবিশেষ। বিধ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। বিণ—বিদ্ধ, বেধক, বেধনীয়, বেধ্য।

বেধক—১। যে বেঁধে এমন, বিদ্ধকারক। বিণ। স্ত্রী—বেধিকা। বি—বেধ, বেধন। ২। কর্পূর ; ধন্যাক। বি ; পুং। ৩। গর্ভিত ধান্য। বিধ্ (বিদ্ধ করা)+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

বেধড়ক—বেজায়, অত্যন্ত। বাং প্র। বিণ।

বেধন—'বেধ' দ্রঃ।

বেধনিকা, বেধনী—মণি এবং শঙ্খাদি বেধনের অস্ত্র ; সূচী তুর্পুন প্রভৃতি ; হস্তীর কর্ণবেধনাস্ত্র ; মেথিকা। (২য় পক্ষে) বিধ্+ অনট্ করণবা+ঈপ্ ; (১ম পক্ষে) বেধনী+ কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বেধনীয়—বিঁধিবার যোগ্য, বিদ্ধ করিবার উপযুক্ত। বিধ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—বেধ, বেধন।

বেধাঃ (বেধস্), **বেধা**—ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; সূর্য্য ; দক্ষ প্রভৃতি স্রষ্টা ; অনন্তপুত্র ; পণ্ডিত ; শ্বেতার্কবৃক্ষ। বি—ধা+অসি কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

বেধিত—যাহাতে ছেঁদা করা হইয়াছে এমন, বিদ্ধ, ছিদ্রিত। বিধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা, অথবা, বেধ+ইত জাতার্থে। বিণ।

বেধী (বেধিন্)—বেধক, ছিদ্রকারক। বিধ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বেধিনী।

বেধুয়া, বেদুয়া, বেদো—বিধবা নারীর সহিত ব্যভিচারকারী ; বিধবার জারজ সন্তান। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

বেধ্য—১। বেধ করিবার বস্তু, শরব্য, লক্ষ্য। বি ; ক্লীব। ২। বিঁধিবার মত, বেধনীয়। বিধ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—বেধ, বেধন।

বেনা—তৃণবিশেষ, উশীর ; পাখার বাতাস। 'বীরণ'-শব্দজ। বি।

বেনাম—বাজে নাম ; নামান্তর, অন্যনাম। নামের অভাব, অব্যয়ী ; বা, বে (নয়) নাম, নঞ্তৎ। বি।

বেনামদার—মালিক ভিন্ন যাহার নামে সম্পত্তি প্রভৃতি রাখা হয় এমন ; কল্পিতনাম-যুক্ত। বেনাম+দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।

বেনামা, বেনামী—নামান্তরিত ; যাহার মালিকের নাম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এমন ; নামশূন্য। বেনাম+আ, ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

বেনারসী—কাশীতে প্রস্তুত ; কাশী-সম্বন্ধীয়। বেনারস+ঈ নির্ম্মিতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বেনিপাত—কপাটের লম্বা দিকের কাষ্ঠ-ফলক। বাং প্র। বি।

বেনিয়া, বেনে—'বেণিয়া' দ্রঃ।

বেনিয়ান—১। সওদাগরী আফিসের দালাল ; যে বিক্রীত দ্রব্যের বাকী মূল্যের জন্য জামিন থাকে এরূপ ব্যক্তি ; বৈদেশিক বণিক্-দিগকে ব্যবসায়ার্থ মূলধনপ্রদানকারী ; মুৎসুদ্দি। 'বণিক্ (জ)'-শব্দজ। ২। একপ্রকার ছোট হাতাযুক্ত বোতামশূন্য জামা। আর্বী 'বয়নিয়ন'-শব্দজ। বি।

বেনে-বউ—একপ্রকার পাখী ; বেনের স্ত্রী, বণিক্-গৃহিণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [বিণ।

বেনো—বন্যাসম্বন্ধীয়। বান+ও (<উয়া)।

বেন্নন—ব্যঞ্জন। 'ব্যঞ্জন'-শব্দজ। বি।

বেপথু, বেপন—কাঁপুনি, কম্প। বেপ্+ অথুচ্, অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব।

বেপমান—যে কাঁপিতেছে এমন, কম্পমান। বেপ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

বে-পরোয়া—দুঃসাহসী, নির্ভীক। বে (নাই) পরোয়া (ভয়) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বেপার—ঘটনা ; বাণিজ্য ; উৎসব। 'ব্যাপার'-শব্দজ। বি।

বেপারি, বেপারী—দোকানদার ; দালাল ; ব্যবসায়ী। বেপার+ই, ঈ কর্ত্তা অর্থে। বি।

বে-পোট—অসুবিধাজনক। বাং প্র। বিণ।

বে-ফাঁস—১। অসংলগ্ন ; অনুচিত ; অ-ভদ্রোচিত। বিণ। ২। গোপনীয় বিষয় প্রকাশ। বহুব্রী। বি।

বে-ফায়দা—বৃথা। বহুব্রী। বিণ।

বে-বন্দোবস্ত—শৃঙ্খলার অভাব, ব্যবস্থার অভাব। অব্যয়ী। বি।

বে-বশ—অবশ। বে (নয়) বশ, নঞ্তৎ অথবা 'বিবশ'-শব্দজ। বিণ।

বেবসা—পেশা, বৃত্তি ; কারবার, ব্যবসায়। 'ব্যবসায়'-শব্দজ। বি। [বিণ।

বেবাক—সমস্ত। ফার্সী 'বেবাকী'-শব্দজ।

বেভার—আচরণ ; রীতিনীতি ; প্রথা ; বিবাহে বর-কনেকে যে উপঢৌকন দেওয়া হয় তাহা ; বিবাহাদিতে আগতা কুটুম্বিনী-দিগকে প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার। 'ব্যবহার'-শব্দজ। বি।

বেম—রোগ। 'ব্যামোহ'-শব্দজ। বি।

বেম, বেমা (বেমন্)—কাপড় প্রভৃতি বুনিবার যন্ত্রবিশেষ, মাকু ; তাঁতের সানা। বে +মন্, মনিন্ করণবা। বি ; পুং, পুং বা ক্লীব।

বেমক্কা—অদ্ভুত ; রীতিবিরুদ্ধ। ফার্সী 'বেমৌকা'-শব্দজ। বিণ।

বেমানান—যাহা মানায় না এমন ; বিশ্রী ; অপরিমিত। বে (নয়) মানান, নঞ্তৎ। বিণ।

বেমার, বিমার—১। পীড়িত। বিণ। ২। রোগ, পীড়া। ফার্সী 'বীমার্'-শব্দজ। বি।

বে-মালুম—গোপনে ; না জানাইয়া। ফার্সী বা আর্বী। ক্রি-বিণ।

বেয়াই—পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। 'বৈবাহিক'-শব্দজ। বি ; পুং। স্ত্রী—বেয়াইন।

বেয়াকুল—ব্যাকুল। কবিপ্র। বিণ।

বেয়াজ—ছল ; সুদ। 'ব্যাজ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বেয়াড়া, বে-আড়া—কদর্য্য, মন্দ ; বিশ্রী ; উদ্ধত, অবিনীত। বাং প্র। বিণ।

বেয়াদব—অসভ্য, অশিষ্ট। বে (নাই) আদব যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি—বেয়াদবি।
বেয়াদবি—অসভ্যতা, অশিষ্টতা। বেয়াদব+ই ভাবে। বি। বিণ—বেয়াদব।
বেয়াধি, বেয়াধে—পীড়া, রোগ ("কিবা তোর হইল বেয়াধে"—যদুনন্দন)। 'ব্যাধি'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বেয়ান—পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী। প্রাদে। বি।
বেয়ারা—পত্রবাহক, পিয়ন; পরিচারক। ইং 'bearer'-শব্দজ। বি। [বি।
বেয়ারাম—রোগ। 'ব্যারাম'-শব্দজ। প্রাদে।
বেয়ারিং—বিনা মাশুলে বা টিকিট ছাড়া প্রেরিত ('—চিঠি')। ইং bearing. বিণ।
বের—১। শরীর; কুঙ্কুম; বার্তাকু। অজ+রন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। বাহির। প্রাদে। বিণ।
বেরং, বেরঙ—অন্য রঙ। বে (অন্য) রং, রঙ, নঞ্‌তৎ। বি।
বেরসিক—যাহার রসজ্ঞান নাই এমন। বে (নয়) রসিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।
বেরাল, বেড়াল—বিড়াল। 'বিড়াল'-শব্দজ। বি। [কবিপ্র। অব্য।
বেরি—বাহির; দফা; সময়, বেলা। প্রাঃ
বেরি-বেরি—১। পুনঃ পুনঃ। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য, ক্রি-বিণ। ২। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাজনক পদদ্বয়ের একপ্রকার শোথ-রোগ। সিংহলী শব্দ। বি।
বেল—১। ফলবিশেষ। 'বিল্ব'-শব্দজ। ২। একপ্রকার ফুল। 'বিল্ল'-শব্দজ। ৩। সূতার বা জরির জালি। ফার্সী। ৪। ঘণ্টা। ইং bell. বি।
বেলজ—নির্লজ্জতা ("বেলজ সঞে যব বসন উতারবু"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বেলদার—১। যে মাটি কাটিয়া রাস্তা তৈয়ার করে এরূপ ব্যক্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। সূতার বা জরির জালিযুক্ত। বেল+দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।
বেলন, বেলনা—লুচি রুটি প্রভৃতি বেলিবার দণ্ডবিশেষ; বেলন-কাঠির মত যন্ত্র-বিশেষ (cylinder). 'বেল্লন'-শব্দজ। বি।
বেলফুল—একপ্রকার মল্লিকা পুষ্প। কর্মধা। বি। [বিণ।
বেল-মোক্তা—মোটামুটি। আর্বী। ক্রি-
বেলয়—১। গানে তাল কাটা, লয়স্থান-বিবর্জন। অব্যয়ী। বি। ২। বেফাঁস। বে (নাই) লয় যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।
বেলা—১। সময়, কাল [ইহা এক অহোরাত্রের চব্বিশভাগের এক ভাগ]; অবসর; সুযোগ; সমুদ্রতীর, তট; সীমা, মর্যাদা; জল; জোয়ার ভাটা; অকস্মাৎ মৃত্যু; পীড়া; বাক্য; শিবের খাদ্য, বিম্ব; রাগ; বুধের পত্নী। বেল্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। দিবাভাগ; সম্বন্ধে ('এক-জনের—'); বিলম্ব; দ্বিপ্রহরের পূর্বের বা কিঞ্চিৎ পরের পরিমাণ ('অনেক বেলা হইল'); একপ্রকার মল্লিকাফুল। বাং প্র। বি। ৩। লুচি রুট প্রভৃতির জন্য ময়দার গুলিকে বেলনা দ্বারা ঘষিয়া পাতলা এবং চওড়া করা। বাং ক্রি।
বেলানিল—সমুদ্রকূল হইতে প্রবাহিত বায়ু। বেলাগত অনিল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
বেলাবেলি—সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই, দিন থাকিতে থাকিতে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।
বেলাবোধন—সময়জ্ঞাপক, সময়নিরূপক। বেলা—বুধ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বিণ।
বেলি—১। বেলা, দিবাভাগ। প্রাঃ কবিপ্র। ২। বেলফুল; উঁচু কানাযুক্ত ছোট থালা। প্রাদে। বি।
বেলুন—আকাশে উড়াইবার গ্যাসপূর্ণ থলি। ইং balloon. বি।
বেলে—১। একপ্রকার মাছ। বি। ২। বালুকাপূর্ণ; বালুকাবহুল। বালি+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।
বেলেল্লা—দুশ্চরিত্র; বেহায়া; লম্পট; মাতাল। আর্বী 'বে-আ লিল্লাহ্'-শব্দজ। বিণ।
বেলেস্তারা—ফোস্কা উঠাইবার নিমিত্ত প্রযুক্ত প্রলেপ। ইং 'blister'-শব্দজ। বি।
বেলোয়ারি—কাচনির্মিত ('—চুড়ি'); কাচের চুড়ির মত ('—আওয়াজ')। ফার্সী 'বিল্লৌর' (কাচ, স্ফটিক)-শব্দজ। বিণ।
বেল্যা—বেলফুল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বেল্যা, বেলে—১। বালিযুক্ত। বিণ। ২। মৎস্যবিশেষ। বাং প্র। বি।
বেল্লিক—বেহায়া, নির্লজ্জ; লোচ্চা, দুশ্চরিত্র; দুর্বৃত্ত। 'ব্যলীক'-শব্দজ। বিণ। বি, —পনা।
বেশ—১। সজ্জা, বস্ত্রালঙ্কারাদি-পরিধান; গৃহ; নেপথ্য; বেশ্যাপল্লী; বেশ্যালয়। বিশ্+ঘঞ্ অধিবা। ২। প্রবেশ। বিশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
বেশ—১। আধিক্য; অধিক। ফার্সী। বিণ বা বি। ২। উত্তম, চমৎকার। বিণ। ৩। অনুমোদনসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।
বেশকম—ন্যূনাধিক্য। ফার্সী। বি।
বেশধারী (-ধারিন্)—১। বেশধারণ-কারী। বিণ। স্ত্রী, —ধারিণী। ২। ভণ্ড-তপস্বী। উপতৎ; বেশ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং। [পরা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
বেশবিন্যাস—সাজসজ্জা করা, পোষাক
বেশভূষা—পোষাকপরিচ্ছদ, সাজসজ্জা। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।
বেশর, বেসর—১। বাটনা, মসলা; স্ত্রী-লোকের নাসাভূষণবিশেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। অশ্বতর, খচ্চর। বেশ, বেস—রা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।
বেশরম—লজ্জাহীন। বে (নাই) শরম যাহার, বহুব্রী। বিণ।
বেশাত, বেসাত—আর্থিক অনটন; আসবাবপত্র; মুদী-দোকানের জিনিস; যোত্র। আর্বী 'বিসাৎ'-শব্দজ। বি।
বেশাতি, বেসাতী—১। মুদী দোকান-দার; কেনা জিনিসপত্র; হাট-বাজার। বেশাত+ই, বেসাত+ঈ কর্তা অর্থে। বি। ২। জিনিসপত্রক্রয়সম্বন্ধীয়। বেশাত+ই, বেসাত+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ৩। বাগুন। প্রাদে। বি।
বেশায়েস্তা, বেসায়েস্তা—অভদ্র; অশিষ্ট; অবাধ্য; ইন্দ্রিয়পরায়ণ; দুশ্চরিত্র; অসংযতচরিত্র। বে (নয়) শায়েস্তা, সায়েস্তা, নঞ্‌তৎ। বিণ।
বেশালি, বেসালি—দুধ জ্বাল দিবার হাঁড়ি। পোর্তুগীজ 'vasilha'-শব্দজ। বি।
বেশি, বেশী—১। অতিরিক্ত; অধিক, অত্যন্ত। বিণ। ২। আধিক্য। ফার্সী। বি।
বেশী (বেশিন্)—বেশকারক; পরিচ্ছদ-যুক্ত। বেশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী —বেশিনী।
বে-শুমার, বে-সুমার—যাহার গণনা করা হয় নাই বা হইবে না এমন; অসংখ্য। বে (নাই) শুমার, সুমার (গণনা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
বেশ্ম (বেশ্মন্)—গৃহ, বাটী, আলয়, ভবন। বিশ্+মনিন্ অধিবা। বি; ক্লীব।
বেশ্যা—গণিকা, বারনারী, সাধারণস্ত্রী। বেশ্+যৎ উচিতার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
বেশ্যাবৃত্তি—গণিকার ব্যবসায়, বার-বণিতার জীবনোপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
বেশ্যালয়—গণিকার বাড়ী। বেশ্যার আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
বেশ্যাসক্ত—গণিকার প্রতি অনুরাগযুক্ত। বেশ্যাতে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, —সক্তি।
বেষ্ট—১। বেড়া, বেষ্টন। বেষ্ট্+ঘঞ্ ভাববা। ২। নির্যাস, আঠা; টার্পিন্। বেষ্ট্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।
বেষ্টক—১। যাহা ঘিরিয়া থাকে এমন, বেষ্টনকারক। বেষ্ট্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বেষ্টকা। ২। উষ্ণীষ, পাগড়ি; কুষ্মাণ্ড; প্রাচীর। বেষ্ট্+ণক কর্তৃবা। ৩। নির্যাস; টার্পিন্। বেষ্ট্+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।
বেষ্টন—১। চারিদিকে ঘেরা, চতুর্দিকে আবরণ; পরিধি, বেড়; উষ্ণীষ। বেষ্ট্+অনট্ করণবা। ২। প্রদক্ষিণ; নৃত্যকালীন হস্ত-চালনপ্রকার। বেষ্ট্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বেষ্টিত।

বেষ্টনী—বেড়া, ঘেরা, বৃতি ; কলার পেটো ; যাহার দ্বারা বেষ্টন করা হয়। বেষ্ট্‌+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

বেষ্টা—বেষ্টন করা। কবিপ্র। ক্রি।

বেষ্টিত—১। ঘেরা ; পরিবৃত, আবৃত। বেষ্ট্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বেষ্টন। ২। বেষ্টন। বেষ্ট্‌+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

বেসক্‌—সন্দেহশূন্য। ফার্সী। বিণ।

বেসন—গুঁড়া-করা ডাইল, বেসম। বেস্‌+অনট্‌ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। [বি।

বেসম—গুঁড়া-করা ডাইল। 'বেসন'-শব্দজ।

বেসর—'বেশর' দ্রঃ।

বেসরকারী—যাহা সরকার অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের নহে এমন ('—প্রতিষ্ঠান')। বে (নয়) সরকারী, নঞ্‌তৎ। বিণ।

বেসরম, বেসরমী—১। লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। বিণ। ২। লজ্জাহীনতা, নির্লজ্জতা। ফার্সী 'বেশর্ম'-শব্দজ। বি।

বেসাত—কেনা বেচার জিনিস, পণ্য। আর্বী 'বিশাৎ'-শব্দজ। বি। [বি।

বেসাতি—পণ্যদ্রব্য বিক্রয়। বেসাত+ই।

বেসামরিক—যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারের বহির্ভূত, অসামরিক (civil). বে (নয়) সামরিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

বেসামাল—যাহা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে এমন, অরক্ষিত। বে (নাই) সামাল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বেসার—বাটনা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বেসালি—'বেশালি' দ্রঃ।

বেসাহ—বিক্রয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বে-সুমার—'বে-শুমার' দ্রঃ।

বেসুর, বেসুরা, বেসুরো—যাহাতে সুরের মিল নাই এমন, শ্রুতিকটু ('—গান')। বে (নাই) সুর যাহাতে, বহুব্রী ; (২য় ও ৩য় পক্ষে) সুরের অভাব=বেসুর, অব্যয়ী+আ, ও বিশিষ্টার্থে। বিণ। [বিণ।

বেসেড়া—বাসি, পর্য্যুষিত। বাং প্র।

বেহক—মিথ্যা ; অসঙ্গত ; অন্যায়। বে (নয়) হক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

বেহকদার—যাহার দাবী নাই এমন, স্বত্বহীন। বে (নয়) হকদার, নঞ্‌তৎ। বিণ।

বেহদ্দ—যার পর নাই ; সীমাবিহীন ; নেহাৎ। ফার্সী বা আর্বী। বিণ।

বেহাই—কন্যা বা পুত্রের শ্বশুর, বৈবাহিক। 'বৈবাহিক'-শব্দজ। বি ; পুং।

বেহাগ—সঙ্গীতের রাগবিশেষ। হিন্দী। বি।

বেহাত—হস্তচ্যুত, অনায়ত্ত, অধিকারের বহির্ভূত। বে (নাই) হাত যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

বেহান—পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী। প্রাদে। বি ; স্ত্রী।

বেহায়া—লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। বে (নাই) হায়া (লজ্জা) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, —পনা। [ভাবে। বি।

বেহায়াপনা—নির্লজ্জতা। বেহায়া+পনা

বেহার—বিশ্রামস্থান ; বিহার। 'বিহার'-শব্দজ। বি।

বেহারা—পাল্কীবাহক ; সংবাদবাহক ; পরিচারক। ইং 'bearer' বা 'ব্যবহারিক'-শব্দজ। বি।

বেহাল—১। দুর্দ্দশা। অব্যয়ী। বি। ২। দুর্দ্দশাগ্রস্ত ; হালছাড়া। বে (নাই) হাল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বেহালা—তারযন্ত্রবিশেষ। পোর্ত্তুগীজ 'viola'-শব্দজ। বি।

বেহিসাবী—যে হিসাব করিয়া খরচ করে না এমন, অমিতব্যয়ী ; অবিবেচক। বে (নয়) হিসাবী, নঞ্‌তৎ। বিণ।

বেহুঁস, বেহেঁাস—'বেহোশ' দ্রঃ।

বেহুঁসিয়ার—অসাবধান। বে (নয়) হুঁসিয়ার, নঞ্‌তৎ। বিণ।

বেহুদা—বাজে ; অনর্থক ; বোকার মত। ফার্সী। ক্রি-বিণ। [ইং-মূলক। বিণ।

বেহেড্‌—বেল্লিক ; গোঁয়ার ; মতিভ্রষ্ট।

বেহেশ্‌ত, বেহেস্ত্‌—স্বর্গ। ফার্সী। বি।

বেহোশ, বেহুঁস, বেহেঁাস—অচেতন ; অজ্ঞান ; মত্ত ; অসাবধান। বে (নাই) হোশ, হুঁস, হেঁাস যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বৈ—বিনা, ছাড়া। 'ব্যতীত'-শব্দজ। অব্য।

বৈঁচা—একপ্রকার ছোট মাছ। প্রাদে। বি।

বৈঁচি—খুব ছোট একপ্রকার ফল। বাং প্র। বি।

বৈকর্ত্ত(র্ত)ন—১। সূর্য্যসম্বন্ধীয় ; সূর্য্যবংশীয়। বিকর্ত্তন+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নী। ২। মহাবীর কর্ণ [মহাভারতে উক্ত আছে, কর্ণ কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করাতে বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন]। বি—কৃত্‌+অনট্‌ ভাববা ; বিকর্ত্তন (অর্থাৎ কবচকুণ্ডলচ্ছেদন)+অণ্‌ কৃত অর্থে, অথবা, বিকর্ত্তন (সূর্য্য)+অণ্‌ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

বৈকল্পিক—যাহা বিকল্পে হয় এমন, পাক্ষিক ; সন্দেহযোগ্য। বিকল্প+ইক প্রাপ্তার্থে, ভবার্থে। বিণ। বি—বিকল্প। স্ত্রী,—কী।

বৈকল্য—বিকলতা ; কাতরতা ; বিকৃতভাব ; খঞ্জতা ; অঙ্গহীনতা ; অভাব ; ন্যূনতা, অসম্পূর্ণতা ; বিকল+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—বিকল।

বৈকাল—বিকাল, অপরাহ্ণ ; শেষবেলা। বিকাল+অণ্‌ স্বার্থে। বি ; পুং।

বৈকালি, বৈকালী—দেবতার সন্ধ্যাকালীন ভোগ। বৈকাল+ই, ঈ দেয়ার্থে। বি।

বৈকালিক—১। বিকালবেলা-সম্বন্ধীয়। বিকাল+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। বৈশাখমাসের অপরাহ্ণে দেবতাকে প্রদত্ত ফলাদির ভোগ। বিকাল+ইক দেয়ার্থে। বি ; পুং।

বৈকুণ্ঠ—১। বিষ্ণুর পুরী। বিকুণ্ঠ+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। ২। বিষ্ণু। বি (বিগতা) কুণ্ঠা যাঁহার, বহুব্রী ; বিকুণ্ঠ+অণ্‌ স্বার্থে। ৩। নারায়ণ (পঞ্চম মনুর কালে শুকনামক মুনির ঔরসে তদীয় পত্নী বিকুণ্ঠার গর্ভে নারায়ণের জন্ম হয়)। বিকুণ্ঠা+অণ্‌ অপত্যার্থে। বি ; পুং। [পুং।

বৈকুণ্ঠনাথ, -পতি—বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

বৈকৃত—বিকৃতত্ব, বিকার ; মানসিক বা কায়িক বিকার ; ঘৃণা। বিকৃত+অণ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—বিকৃত।

বৈক্লব্য—কাতরতা ; বিহ্বলতা ; অধীরতা ; চিত্তচাঞ্চল্য। বিক্লব+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—বিক্লব।

বৈগুণ্য—গুণহীনতা ; বিকৃততা ; অপরাধ, দোষ ; কর্ত্তব্যবিষয়ের অসম্পাদন অথবা ভিন্নরূপস্থ সম্পাদন ; নীচতা। বিগুণ+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—বিগুণ।

বৈচক্ষণ্য—বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য। বিচক্ষণ+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—বিচক্ষণ।

বৈচিত্ত্য—চিত্তভ্রান্তি, মতিভ্রম। বিচিত্তি (ভ্রমণ)+ষ্যঞ্‌ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

বৈচিত্র্য—বিচিত্রতা, চমৎকারিত্ব ; বিভিন্নতা, নানারূপতা ; সৌন্দর্য্য। বিচিত্র+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—বিচিত্র।

বৈজয়ন্ত, বৈজয়ন্তিকা, বৈজয়ন্তী—ইন্দ্রপুরী ; ইন্দ্রধ্বজ ; পতাকা ; জানুপর্য্যন্ত লম্বিত পঞ্চবর্ণময়ী মালা ; অধিরোহণী, সিঁড়ি ; জয়ন্তীবৃক্ষ। বি—জি+অন্ত কর্ত্তৃবা ; বিজয়ন্ত+অণ্‌ স্বার্থে ; কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌ ; বৈজয়ন্ত+ঈপ্‌। বি ; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।

বৈজয়ন্তিক—পতাকাধারী। বৈজয়ন্তী+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

বৈজয়ন্তী—'বৈজয়ন্ত' দ্রঃ।

বৈজয়িক—বিজয়সম্বন্ধীয় ; জয়সূচক। বিজয়+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

বৈজাত্য—বিজাতীয়তা ; বৈলক্ষণ্য ; স্বভাবের প্রভেদ। বিজাত+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—বিজাত।

বৈজিক—১। বীজসম্বন্ধীয়। বীজ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—বীজ। ২। পরমাত্মা ; হেতু। বীজ+ইক স্বরূপার্থে। বি ; ক্লীব।

বৈজ্ঞানিক—যে বিজ্ঞান জানে এমন ; বিজ্ঞান বিষয়ে নিপুণ ; বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়। বিজ্ঞান+ইক জ্ঞাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—বিজ্ঞান।

বৈজ্ঞানিকী—বিজ্ঞান-সম্পর্কিত আলোচনা। বাং প্র। বি ; স্ত্রী।

বৈঠক—সভা, মজলিস; উপবেশন; উঠা এবং বসা-রূপ ব্যায়াম; হুঁকা বসাইবার আধারবিশেষ। বাং প্র। বি।

বৈঠকখানা—দরবারগৃহ; সভাগৃহ; বাহিরের ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বৈঠকি, বৈঠকী—সভা বা মজলিসের উপযোগী। বৈঠক+ই, ঈ যোগ্যার্থে। বিণ।

বৈঠল—বসিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বৈঠা—১। বসা, উপবেশন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**বৈঠত**—বসে। **বৈঠনু**—বসিলাম। **বৈঠবি**—বসিবে। **বৈঠলি**—বসিল; বসিলে। **বৈঠায়ব**—বসাইব। **বৈঠায়ল**—বসাইল। **বৈঠি**—উপবেশন করিয়া। **বৈঠে**—বসে]। ২। নৌকা বাহিবার খোল, দাঁড়। 'বহিত্র'-শব্দজ। বি।

বৈড়াল—বিড়াল-জাতীয়; বিড়াল-সম্পর্কিত (feline). বিড়াল+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বৈড়ালব্রত—পাপকর্ম্ম গোপন করিয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া। বৈড়াল ব্রত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বৈড়ালব্রতিক, -ব্রতী (-ব্রতিন্)—কপট ধার্ম্মিক, ভণ্ডতাপস, বিড়ালতপস্বী। বৈড়ালব্রত+ইক, ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

বৈণ—বেণুজীবী; যে বাঁশ কাটে বা বাঁশের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে, ডোম। বেণু+অণ্ জীবিকার্থে। বি; পুং।

বৈণব—১। বংশনির্ম্মিত; বেণুসম্বন্ধীয়; বাঁশের দ্রব্য-প্রস্তুতকারী। বেণু+অণ্ কৃতার্থে, জীবিকাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী। ২। বেণুফল। বেণু+অণ্ জাতার্থে। বি; ক্লীব।

বৈণিক—যে বীণা বাজায় এমন, বীণাবাদক। বীণা+ইক শিল্প ইহার এই অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

বৈণুক—বেণুবাদক। বেণু+ক (ঠক্) বাদনার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

বৈতংসিক—কসাই, মাংসবিক্রয়ী, যে পশুপক্ষী প্রভৃতির মাংস বিক্রয় করে এরূপ। বীতংস (জাল)+ইক জীবিকার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

বৈতনিক—যে মাহিয়ানা লইয়া অপরের কাজ করে এমন, বেতনভুক্ কর্ম্মচারী; চাকর; যাহাতে মাহিয়ানা লাগে এমন, বেতনসাধ্য। বেতন+ইক জীবিকার্থে, সাধ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

বৈতরণি, বৈতরণী—যমদ্বারস্থ নদী, প্রেতনদী; উড়িষ্যার অন্তর্গত নদীবিশেষ। বিতরণ+অণ্ উত্তার্য্য অর্থে+ঈপ্ (১ম পক্ষে নিপাতনে হ্রস্ব)। বি; স্ত্রী।

বৈতাল, বৈতালিক—১। স্তুতিপাঠক, বোধকর (নৃপের বোধকারক অর্থাৎ যে নৃপকে জাগায়)। বিতাল (বিবিধ তাল)+অণ্, ইক ব্যবহারার্থে। বি; পুং। ২। বেতাল-সম্বন্ধীয়। বেতাল+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—লী, —লিকী।

বৈতালিকী—স্তুতিপাঠকের গান; রাজারাজড়ার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য যে গান গাওয়া হয় তাহা। বৈতালিক+ঈ (বাং) কর্ম্মার্থে। বি; স্ত্রী।

বৈদগধ—রসিকতা, রসজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য। 'বৈদগ্ধ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বৈদগধি, বৈদগধী—রসিকতা; রসজ্ঞতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধী, বৈদগ্ধ্য—পটুতা; চতুরতা; রসিকতা; শোভা; পাণ্ডিত্য। (১ম পক্ষে) বিদগ্ধ+অণ্, (৩য় পক্ষে) ষ্যঞ্ ভাবে, (২য় পক্ষে) বৈদগ্ধ+ঈপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী, ক্লীব।

বৈদর্ভ—১। বিদর্ভদেশসম্বন্ধীয়; বিদর্ভদেশজাত; বিদর্ভদেশবাসী। বিদর্ভ+অণ্ সম্বন্ধার্থে, অধিবাসী অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—র্ভী। ২। দাঁতের মাড়ী ফোলা, দন্তশূল। বিদর্ভ+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব। ৩। বিদর্ভরাজ, দময়ন্তীর পিতা ভীম; রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক। বিদর্ভ+অণ্ অধিপতি অর্থে। বি; পুং। ৪। বাক্চাতুর্য্য। বিদর্ভ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

বৈদর্ভী—১। কাব্যের রীতিবিশেষ [রচনা মধুর এবং সমাসহীন বা স্বল্পসমাসযুক্ত হইলে তাহাকে বৈদর্ভী রীতি কহে]। বিদর্ভ (দেশবিশেষ)+অণ্ প্রচলিত অর্থে+ঈপ্। ২। অগস্ত্য-পত্নী, লোপামুদ্রা; দময়ন্তী; রুক্মিণী। বিদর্ভ+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ৩। বিদর্ভদেশবাসিনী; বিদর্ভদেশজাতা; বিদর্ভসম্বন্ধিনী। বৈদর্ভ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বৈদান্তিক—১। যিনি বেদান্তশাস্ত্র জানেন এরূপ ব্যক্তি। বি; পুং। ২। বেদান্তসম্বন্ধীয়। বেদান্ত+ইক জ্ঞাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—বেদান্ত।

বৈদিক—১। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। বি; পুং। ২। বেদবিহিত, বেদোক্ত ('—ক্রিয়াকলাপ'); বেদসম্বন্ধীয় ('—যুগ')। বেদ+ইক জ্ঞাতার্থে বা উক্তার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—বেদ।

বৈদিক যুগ—ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সময়ে আর্য্যদিগের মধ্যে বেদের প্রাধান্য ছিল (Vedic age).

বৈদুষ্য, বৈদুষী—পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা। বিদ্বস্+ষ্যঞ্ ভাবে, পক্ষে ঈপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

বৈদূর্য্য(র্য)—কৃষ্ণপীতবর্ণ মণিবিশেষ, নীলকান্তমণি। বিদূর+ঞ্য ভবার্থে। বি; ক্লীব।

বৈদেশিক—বিদেশ হইতে আগত; ভিন্নদেশীয়। বিদেশ+ইক সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—শিকী। বি—বিদেশ।

বৈদেহ—১। মিথিলাবাসী; মিথিলায় উৎপন্ন; মিথিলাসম্বন্ধীয়। বিদেহ+অণ্ অধিবাসী অর্থে, জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। মিথিলার রাজা। বিদেহ+অণ্ তদধীশ্বর অর্থে। ৩। সঙ্করজাতিবিশেষ; বণিক্। বিদেহ+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং।

বৈদেহী—১। মিথিলাসম্বন্ধীয়; মিথিলা দেশজাতা। বিদেহ+অণ্ সম্বন্ধাদি অর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জনকনন্দিনী, জানকী, সীতা। বিদেহ+অণ্ উৎপন্নার্থে +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৈদ্য—চিকিৎসক, আয়ুর্ব্বেদবেত্তা, ভিষক্; বিদ্বান্, পণ্ডিত। বিদ্যা+অণ্ কুশলার্থে। বি; পুং।

বৈদ্যক—চিকিৎসাশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ। বৈদ্য+কন্ অধিকৃতার্থে। বি; ক্লীব।

বৈদ্যনাথ—১। শিব; ভৈরববিশেষ। বৈদ্যদের নাথ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। তীর্থস্থানবিশেষ, দেওঘর। বৈদ্যনাথ (১)+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বৈদ্যশাস্ত্র—কবিরাজী শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বৈদ্যসঙ্কট—বহু চিকিৎসকের মতের অমিল হওয়া ও চিকিৎসার গোলমাল; চিকিৎসাবিভ্রাট। বৈদ্যজনিত সঙ্কট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বৈদ্যুত, বৈদ্যুতক—বিদ্যুৎসম্বন্ধীয়; বিদ্যুৎপরিচালিত; তড়িন্ময়। বিদ্যুৎ+অণ্, ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী, —তিকী।

বৈদ্যুত বার্ত্তা(র্তা)বহ—বিদ্যুতের সাহায্যে একস্থান হইতে অপর স্থানে সংবাদাদি পাঠাইবার যন্ত্র, টেলিগ্রাফ। বৈদ্যুত বার্ত্তাবহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

বৈদ্যুত-যান, বৈদ্যুতিক-যান—তড়িতের শক্তিতে চালিত গাড়ী; ট্রাম গাড়ী। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বৈদ্যুতালোক, বৈদ্যুতিকালোক—বিজলী বাতি, তাড়িত শক্তিতে প্রজ্বলিত আলোক, ইলেক্ট্রিক লাইট। কর্ম্মধা। বি; পুং।

বৈদ্যুতিক—'বৈদ্যুত' দ্রঃ।

বৈধ—নিয়মমত, বিধিসিদ্ধ; ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত। বিধি+অণ্ আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী—বৈধী। বি—বৈধতা, বৈধত্ব।

বৈধব্য—স্বামিহীনতা, বিধবা অবস্থা। বিধবা+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

বৈধর্ম্ম্য(র্ম্য)—নাস্তিকতা; ভিন্ন বা বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ভাব। বিধর্ম্মন্+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

বৈধাত্র—১। বিধাতার পুত্র, সনৎকুমার

প্রভৃতি। বিধাতৃ + অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। বিধাতৃ-সম্বন্ধীয়। বিধাতৃ + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

বৈধেয়—১। বিধিসম্বন্ধীয়। বিধি + এয় সম্বন্ধার্থে। ২। বিধেয় সম্বন্ধীয়। বিধেয় + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

বৈনতেয়—বিনতার পুত্র, গরুড়, অরুণ। বিনতা + এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

বৈনায়িক—বৌদ্ধ, বুদ্ধমতাবলম্বী। বিনায় (খণ্ডন) + ইক করে অর্থে। বি; পুং।

বৈনাশিক—১। ক্ষণিক, ক্ষণমাত্রস্থায়ী; পরতন্ত্র। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। মাকড়সা। ৩। ষড়্‌নাড়ীচক্রস্থ নক্ষত্র-বিশেষ, নিধনতারা। বিনাশ + ইক হিতার্থে। বি; পুং।

বৈপরীত্য—উল্টা ভাব, বিপর্য্যয়। বিপরীত + য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—বিপরীত।

বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়—এক মাতার গর্ভে জাত ভিন্ন পিতার পুত্র। বিপিতৃ + অণ্, এয় অপত্যার্থে। বি; পুং। স্ত্রী,—ত্রী, —য়ী।

বৈপিত্রী, বৈপিত্রেয়ী—এক মাতার গর্ভে জাতা ভিন্ন পিতার কন্যা। বৈপিত্র, বৈপিত্রেয় + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৈপ্লবিক—বিপ্লবাত্মক; আমূল পরিবর্তন-সাধক; বিদ্রোহজনক (revolutionary). বিপ্লব + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বৈবর্ণ্য—ফ্যাকাশে ভাব, বিবর্ণতা; মালিন্য; কালিমা; লাবণ্যহীনতা। বিবর্ণ + য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—বিবর্ণ।

বৈবস্বত—বিবস্বানের পুত্র, সপ্তম মনু; যম; শনি; রুদ্রবিশেষ। বিবস্বৎ + অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বৈবস্বতী—দক্ষিণ দিক্। বৈবস্বত + অণ্ সম্বন্ধার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৈবাহিক—১। বিবাহসম্বন্ধীয়; বিবাহ-যোগ্য। বিবাহ + ইক সাধু অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। বি—বিবাহ। ২। কন্যা বা পুত্রের শ্বশুর, বেহাই। বি; পুং।

বৈবাহিকা—পুত্র বা কন্যার শ্বশ্রূ, বেহাইন। বৈবাহিক + আপ্। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

বৈভব—ঐশ্বর্য্য; প্রচুর অর্থ, বিত্ত; সামর্থ্য; মহিমা; বাহুল্য। বিভু + অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

বৈভবশালী (-শালিন্)—ঐশ্বর্য্যশালী; সামর্থ্যসম্পন্ন। উপতৎ; বৈভব—শাল্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী।

বৈভাষিক—বৈকল্পিক। বিভাষা + ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

বৈমনস্য—মানসিক উদ্বেগ বা অন্যমনস্কতা। বিমনস্ + য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়—১। সৎমায়ের ছেলে, বিমাতার পুত্র। বি; পুং। ২। সৎমায়ের গর্ভজাত। বিমাতৃ + অণ্, এয় অপত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ত্রী, —ত্রেয়ী। বি—বিমাতা (-মাতৃ)।

বৈমানিক—বিমানচালক; আকাশচারী, খেচর; বিমানসম্বন্ধীয়। বিমান + ইক গমনাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। বি—বিমান।

বৈমুখী—বিরহিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

বৈমুখ্য—বিমুখতা, পরাঙ্মুখতা; অ-প্রসন্নতা; অননুকূলতা; পলায়ন, হটিয়া আসা। বিমুখ + য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—বিমুখ। [ভাবে। বি; ক্লীব।

বৈয়র্থ্য—ব্যর্থতা, নিরর্থকত্ব। ব্যর্থ + য্যঞ্

বৈয়া—অতিবাহন করিয়া; অতিবাহিত হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বৈয়াকরণ—ব্যাকরণে পণ্ডিত, ব্যাকরণ-বেত্তা; ব্যাকরণপাঠকারী, ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয়। ব্যাকরণ + অণ্ জ্ঞাতার্থে, অধ্যয়নার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ণী।

বৈয়াসকি—ব্যাসদেবের পুত্র। ব্যাস + ইঞ্ (অক-আগম)। বি; পুং।

বৈর—শত্রুতা, বিরোধ, দ্বেষ; শৌর্য্য। বীর + অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

বৈরকার—শত্রুতাচারী, অনিষ্টাচরণকারী। উপতৎ; বৈর—কৃ + অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রী।

বৈরনির্য্যা(র্যা)তন—শত্রুতার প্রতিশোধ, অপকারীর পাল্টা অপকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বৈরপ্রতিক্রিয়া, -প্রতীকার—অপ-কারীর পাল্টা অপকারকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং। [বি; পুং।

বৈরভাব—শত্রুভাব, বিদ্বেষ। ৬ষ্ঠীতৎ।

বৈরশুদ্ধি—শত্রুতার প্রতীকার, শত্রুতার প্রতিশোধ, দাদতোলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বৈরশোধ—অপকারীর প্রত্যপকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৈরসাধন—শত্রুতাচরণ, অনিষ্টসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

বৈরাগ—বৈরাগ্য (তাহা দ্রঃ)। বিরাগ + অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

বৈরাগী (-গিন্)—সংসারবাসনাশূন্য; সন্ন্যাসী; বৈষ্ণব। বৈরাগ + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —গিনী।

বৈরাগ্য—সংসারে ঔদাস্য; অননুরাগ, বিরাগভাব; বৈষ্ণবধর্ম্ম। বিরাগ + য্যঞ্ স্বার্থে বা ভাবে। বি; ক্লীব।

বৈরাটি—বিরাট-রাজের পুত্র, উত্তর ("চালান বৈরাটি অশ্ব অতি মনোরম"—কাশীরাম)। বিরাট + ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বৈরিতা—শত্রুতা, বিপক্ষতা। বৈরিন্ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—বৈরী (বৈরিন্)।

বৈরী (বৈরিন্)—শত্রু, বিদ্বেষী। বৈর + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—বৈরিণী। বি—বৈরিতা।

বৈরূপ্য—বিরূপতা, কদর্য্যতা; বিকৃতি; অযথাভাব। বিরূপ + য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—বিরূপ।

বৈরোচন—বিরোচনের পুত্র; রাজা বলি। বিরোচন + অণ্ পুত্রার্থে। বি; পুং।

বৈলক্ষণ্য—বিভিন্নতা, প্রভেদ, পার্থক্য, অন্যপ্রকার; বিশেষ। বিলক্ষণ + য্যঞ্ ভাবে। বি, ক্লীব। বিণ—বিলক্ষণ।

বৈলোম্য—বিরুদ্ধতা, প্রতিকূলতা, উল্টা-ভাব। বিলোম + য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

বৈশাখ—বঙ্গাব্দের প্রথম মাস। বৈশাখী (বিশাখা-নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী) + অণ্ তদ্‌যুক্তমাসার্থে। বি; পুং।

বৈশাখী—১। বৈশাখমাস-সম্বন্ধীয়, বৈশাখ মাসের। বাং প্র। বিণ। **কাল বৈশাখী**—বৈশাখ মাসের বিকালবেলায় যে প্রবল ঝড় হয় তাহা। ২। বিশাখা-নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা; রক্ত পুনর্নবা। বিশাখা + অণ্ তদ্‌যুক্তার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৈশিষ্ট্য—বিশেষ গুণ, বিশিষ্টত্ব; পার্থক্য, প্রভেদ। বিশিষ্ট + য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—বিশিষ্ট।

বৈশেষিক—১। কণাদমুনিপ্রণীত দর্শন-শাস্ত্র। বিশেষ (বিশেষ পদার্থ) + ইক অধি-কারপূর্ব্বক কৃত অর্থে। বি; ক্লীব। ২। দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ। বৈশেষিক + অণ্ জ্ঞাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

বৈশ্বানর—অগ্নি; বেদাংশবিশেষ; চিত্রক-বৃক্ষ। বিশ্বানর (মুনিবিশেষ) + অণ্ সম্বন্ধার্থে; কিংবা, বিশ্ব (সকল) নর (মনুষ্য-জাতি), কর্ম্মধা; বিশ্বানর (সমস্ত মানব) + অণ্ (জঠরে) স্থিতার্থে। বি; পুং।

বৈশ্য—তৃতীয়বর্ণ, কৃষক বণিক্ প্রভৃতি। বিশ্ + ক্বিপ্ কর্তৃবা; বিশ্ + য্যঞ্ স্বার্থে। বি; পুং।

বৈশ্রবণ—বিশ্রবা মুনির পুত্র; রাবণ প্রভৃতি; কুবের। বিশ্রবস্ + অন্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বৈশ্লেষিক—বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত (analytic-al). বিশ্লেষ + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বৈশ্লেষিক রসায়ন—পদার্থাদির বিশ্লে-ষণ করিয়া তাহাদের গুণাগুণ-নির্ণয়ের প্রণালী (analytical chemistry).

বৈষম্য—অসমতা, পার্থক্য। বিষম (অসমান) + য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—বিষম।

বৈষয়িক—বিষয়সম্বন্ধীয়, সংসারসংক্রান্ত। বিষয় + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। বি —বিষয়।

বৈষ্ণব—বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুর উপাসক; বিষ্ণু-

সম্বন্ধীয়। বিষ্ণু+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী। **বৈষ্ণব বিনয়**—(ব্যঙ্গার্থে) অত্যধিক বিনয়প্রকাশ।

বৈষ্ণবাচার—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পালনীয় রীতিনীতি। বৈষ্ণবের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৈষ্ণবাস্ত্র—বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান্ বা বিষ্ণু কর্তৃক অধিষ্ঠিত অস্ত্রবিশেষ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

বৈষ্ণবী—১। বিষ্ণুর উপাসিকা নারী; বৈষ্ণবপত্নী; দুর্গা; গঙ্গা; তুলসী; বিষ্ণু-শক্তি; অপরাজিতা; শতাবরী। বি; স্ত্রী। ২। বিষ্ণুভক্তা; বিষ্ণুসম্বন্ধীয়া। বৈষ্ণব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [কবিপ্র। ক্রি।

বৈসা—বাস করা; উপবেশন করা। প্রাঃ

বৈসাদৃশ্য—বিসদৃশতা, বৈষম্য, অমিল। বিসদৃশ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

বৈসান—বসান, উপবেশন করান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

বো—১। গন্ধ। ফার্সী। বি। ২। উহা। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

বোঁ—শূন্যে কোন বস্তুর দ্রুত চলনের বা ঘূর্ণনের শব্দ। বাং প্র। অব্য।

বোঁচকা—পুঁটুলি, কাপড় দিয়া বাঁধা ছোট গাঁটরী। তুর্কী 'বুগ্চাহ্'-শব্দজ। বি।

বোচা—বেহায়া, নির্লজ্জ; ভোঁতা, যাহার অগ্রভাগ কাটা বা ভাঙ্গা এরূপ। বাং প্র। বিণ।।

বোঁট, বোঁটা—১। ডাঁটা, বৃন্ত; চুচুক। 'বোণ্ট'-শব্দজ। ২। হাতল। বাং প্র। বি।

বোঁদে—'বুঁদিয়া' দ্রঃ। [বি।

বোঁদেলা—বুন্দেলখণ্ডবাসী। প্রাঃ কবিপ্র।

বোক, বোকচন্দ্র—বোকা, বুদ্ধিহীন। বাং প্র। বিণ।

বোকা—নির্ব্বোধ, মূঢ়, জ্ঞানহীন; বৃদ্ধ। ছাগার্থক 'বর্কর'-শব্দজ। বিণ। বি,—মি, —মো।।

বোকা-ছাগল, -পাঁঠা—দাড়ি এবং অধিক-লোমযুক্ত বৃদ্ধ ছাগ। কর্ম্মধা। বি।

বোকামি, বোকামো—মূর্খতা, বুদ্ধিহীনতা। বোকা+মি, মো ভাবে। বি। বিণ—বোকা। [বিণ।

বোকারাম—অতিশয় বোকা। বাং প্র।

বোচকা, বুচকী—বস্ত্রাদির মোট। তুর্কী 'বুগ্চাহ্'-শব্দজ। বি।

বোজা—বন্ধ হওয়া, নিমীলিত হওয়া। 'বন্ধ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

বোজান—বন্ধ করা, নিমীলিত করা; ভরাট করা। বাং ক্রি।

বোঝা—১। ভার, মোট। হিন্দীমূলক। বি। ২। বুঝিতে পারা। 'বোধ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

বোঝাই—ভর্ত্তি করা, যানবাহনের উপর বা ভিতরে জিনিসপত্র স্থাপন; ভর্ত্তি ('পাট —নৌকা')। বোঝা+ই। বি বা বিণ।

বোঝান—প্রবোধ দেওয়া; বুঝান। 'বোধ'-শব্দজ। বাং ক্রি।

বোট—বড় নৌকা; খেয়া পার করিবার খোলা নৌকা। ইং boat. বি। [বিণ।

বোটকা—ছাগবৎ ('—গন্ধ')। বাং প্র।

বোটে—নৌকার ক্ষুদ্র দাঁড়। 'বহিত্র'-শব্দজ। বি।

বোঠান্—বৌদিদি। 'বৌ-ঠাকুরাণী'-শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। বি।

বোড়া—১। কাঠবিড়ালের রঙ; বস্তা, থলিয়া; গুণ। বি। ২। পাটকিলে রঙের। প্রাদে। বিণ। ৩। একজাতীয় সাপ। 'বোড্র'-শব্দজ। বি।

বোড়ে—দাবা খেলিবার সবচেয়ে ছোট গুটি, ঘুঁটি (pawn). 'বটিকা'-শব্দজ। বি।

বোড্র—বোড়াসাপ, গোনস সর্প; মৎস্য। বা—উড্+রক্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বোড্রী—পণচতুর্থাংশ, বুড়ি, পাঁচগণ্ডা। বা—উড্+রক্ কর্ম্মবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বোঢ়ব্য—বহনীয়, বহনযোগ্য। বহ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি—বহন।

বোঢ়া (বোঢ়্)—১। বহনকর্ত্তা; বিবাহকর্ত্তা; পথদর্শক; ভারবাহক; স্থানান্তরপ্রাপক। বিণ। স্ত্রী—বোঢ়ী। ২। সারথি; বৃষভ। বহ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বোণ্ট—বোঁটা, বৃন্ত। বা+উণ্ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বোতল—কাচপাত্রবিশেষ। স্পেনীয় 'botella'-শব্দজ। বি। **বোতল টানা**—বোতলের পর বোতল মদ খাওয়া।

বোতাম—জামার দুইদিক্ সংযুক্ত করিয়া রাখিবার চাক্তিবিশেষ। পোর্তুগীজ 'botao'-শব্দজ। বি।

বোদ—পাতা প্রভৃতি পচিয়া যে কাদা হয় তাহা। বাং প্র। বি।

বোদা—১। বিস্বাদ। বাং প্র। বিণ। ২। সিক্তা। বোদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বোদাল—বোয়ালমাছ। বোদ—অল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

বোদ্ধা (-দ্ধৃ)—বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী। বুধ্+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বোদ্ধ্রী।

বোধ—১। বুদ্ধি, জ্ঞান; জাগরণ; দর্শন। বুধ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। বোধিতকরণ; জাগাইয়া দেওয়া। বুধ্+ণিচ্+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—বোধনীয়, বোধয়িতব্য, বোধিত, বোধ্য।

বোধক—জ্ঞাপক; সূচক, দ্যোতক; প্রবোধনকারী। বুধ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—বোধিকা।

বোধকর, -কারক—প্রবোধনকারী; বৈতালিক, স্তুতিপাঠক। উপতৎ; বোধ—কৃ+ট কর্ত্তৃবা; ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—রী,—রিকা।

বোধগম্য—যাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়, জ্ঞানগম্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

বোধজ্ঞ—যে মনের ইচ্ছা বুঝিতে পারে এমন, অভিপ্রায়বেত্তা। উপতৎ; বোধ—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

বোধন—১। জ্ঞান। বুধ্+অনট্ ভাববা। ২। জ্ঞাপন, জানান; জাগরণ, জাগান; শারদীয় দুর্গাপূজায় দেবীর জাগরণসম্পাদন; সন্দীপন, উদ্দীপন। বুধ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—বোধনীয়, বোধয়িতব্য, বোধিত, বোধ্য।

বোধনী—কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী, উত্থানৈকাদশী; পিপ্পলী। বুধ্+ণিচ্+অনট্ অধিবা, করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বোধনীয়, বোধ্য—জানিবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য। বুধ্+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—বোধ, বোধন।

বোধয়িতব্য—জানাইবার যোগ্য, জ্ঞাপনীয়। বুধ্+ণিচ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি—বোধ, বোধন।

বোধাতীত—যাহা জানা যায় না এমন, দুর্জ্ঞেয়। বোধকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

বোধি—১। অশ্বত্থবৃক্ষ ('—দ্রুম')। বুধ্+ইন্ কর্ত্তৃবা। ২। সমাধিবিশেষ। বুধ্+ইন্ ভাববা। বি; পুং। ৩। জ্ঞাতা, বোদ্ধা। বুধ্+ইন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

বোধিত—যাহা বা যাহাকে জানান হইয়াছে এমন, জ্ঞাপিত; সূচিত; জাগরিত। বুধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বোধ, বোধন।

বোধিতরু, -দ্রুম—অশ্বত্থবৃক্ষ; ভগবান্ বুদ্ধের সাধনাশ্রয় বৃক্ষ। বোধিই তরু, দ্রুম, কর্ম্মধা। বি; পুং।

বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধত্ব-লাভের পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত মহাপুরুষ [বৌদ্ধদিগের মতে—কেহ একজন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে না; কয়েক জন্ম সাধনার পর উহা লাভ করা যায়]। বোধি (বুদ্ধিযুক্ত, জ্ঞানসম্পন্ন) সত্ত্ব (চিত্ত) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

বোধোদয়—জ্ঞানের প্রকাশ, জ্ঞানসঞ্চার। বোধের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বোধ্য—'বোধনীয়' দ্রঃ।

বোন—ভগিনী। 'ভগিনী'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

বোনঝি—বোনের মেয়ে, ভগিনীর কন্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বোনপো—বোনের ছেলে, ভগিনীর পুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বোনা—বয়ন করা; বপন করা। বাং ক্রি।

বোনাই—ভগিনীপতি। বোন+আই স্বামী অর্থে। বি; পুং।
বোনা-কাটা—(শস্ত) বপন ও ছেদন। দ্বন্দ্ব। বি। [বিণ।
বোবা—হাবা; মূক, বাক্যহীন। বাং প্র।
বোম—গাড়ীর যে কাঠে যোয়াল লাগান থাকে। বাং প্র। বি।
বোমা—১। বস্তা খুলিবার বা ছিদ্র করিবার লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রবিশেষ; জল তুলিবার যন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। ২। বিস্ফোরক পদার্থের সহিত কাচ লোহা ধারাল অস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ একপ্রকার বৃহদাকার মারাত্মক পটকা। পোর্তুগীজ 'bomba'-শব্দজ। বি।
বোমাবর্ষী (-বর্ষিন্), **বোমারু**—যাহা হইতে বোমা (২) নিক্ষেপ করা যায় এমন (bomber). বোমা বর্ষণ করে যাহা, বোমারু। উপতৎ। বিণ।
বোম্বেটিয়া, বোম্বেটে—ডাকাত; জলদস্যু। পোর্তুগীজ 'bombardo'-শব্দজ। বি।
বোয়াল—একপ্রকার আঁইষশূন্য বৃহৎ মৎস্য। 'বোদাল'-শব্দজ। বি।
বোর—শিশুর কোমরের অলঙ্কারবিশেষ; সোণা রূপার পাতার দানা। 'বদর'-শব্দজ। বি।
বোরক, বোলক—লেখক, লিপিকর। বা+উল কর্তৃবা+কন্ স্বার্থে (ল-স্থানে র বিকল্পে)। বি; পুং
বোরখা—সাধারণ মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহৃত আপাদমস্তকের আবরণী। আর্বী। বি। [বা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।
বোরব—ধান্তবিশেষ, বোরধান। বোর—
বোরা—গুণ; থলিয়া, ছালা। বাং প্র। বি।
বোরো—গ্রীষ্মকালের একপ্রকার ধান। 'বোরব'-শব্দজ। বি।
বোর্ড—সমিতি; পরিচালক-সভা; তক্তা। ইং board. বি।
বোল—১। বাক্য, কথা, বুলি; বাদ্য; অনুমিত শব্দ; বাজনার সাঙ্কেতিক শব্দসমষ্টি। বাং প্র। বি। ২। বলে; বল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
বোলক—'বোরক' দ্রঃ। [প্র। বি।
বোলচাল—বাক্য ও ব্যবহার। দ্বন্দ্ব। বাং
বোলত, বোলতই—বলিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [শব্দজ। বি।
বোলতা—দংশক কীটবিশেষ। 'বরটা'-
বোলন—নাগর; পতি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বোলবোলা—নাম; প্রভাব; ডাকহাঁক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বোলা—বলা। কবিপ্র। হিন্দী। ক্রি।
বোলান—১। ডাকা; কথা বলান। হিন্দী। ক্রি। ২। চৈত্রমাসে শিবের গাজনে যে গান গাওয়া হয় তাহা। বাং প্র। বি।

বোলাবুলি—গোলযোগ; বাদানুবাদ; কহাকহি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
বোলি—১। বলিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ২। কথা। হিন্দী। বি। [শব্দজ। বি।
বোল্টু—লোহার পেঁচ, ইস্ক্রুপ। ইং 'bolt'-
বৌ—নববিবাহিতা স্ত্রী; পুত্রবধূ; স্বামিগৃহবাসিনী যুবতী। 'বধূ'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।
বৌ-ঠাকুরাণী, বৌঠান্—বড় ভাইয়ের স্ত্রী; বড় শালা-বৌ। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
বৌদি, বৌদিদি—বড় ভাইয়ের স্ত্রী, বন্ধুপত্নী প্রভৃতির সম্বোধন-শব্দ। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
বৌদ্ধ—১। বুদ্ধমতাবলম্বী। বি; পুং। ২। বুদ্ধসম্বন্ধীয়। বুদ্ধ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—বৌদ্ধী।
বৌদ্ধদর্শন—বৌদ্ধগণের প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। বৌদ্ধ দর্শন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
বৌদ্ধধর্ম্ম(র্ম)—বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। বি; পুং।
বৌমা—পুত্রবধূ; অনুজপত্নী; ভাগিনেয়পত্নী; দুহিতৃ-স্থানীয়া বধূ। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
বৌহারি, বৌহারী—বধূ, বউ। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।
ব্যংসক—১। ধূর্ত্ত, প্রতারক। বি—অনস্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং। ২। স্কন্ধশূন্য। বিনষ্ট অংস যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী—ব্যংসিকা।
ব্যংসিত—প্রতারিত, প্রবঞ্চিত। বি—অনস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
ব্যক্ত—স্পষ্ট; প্রকাশিত; বিকসিত; প্রকট; স্থূল; কার্য্য; দৃষ্ট; অনুমিত; প্রাজ্ঞ। বি—অন্জ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ব্যক্তি।
ব্যক্তরূপ—স্পষ্ট উপলব্ধ মূর্ত্তি; বাহিরের চেহারা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
ব্যক্তি—১। লোক, জন; শরীরী জীব; দ্রব্য; বস্তু, পদার্থ। বি—অন্জ্+ক্তি কর্ম্মবা। ২। প্রকাশ। বি—অন্জ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।
ব্যক্তিগত—কোন ব্যক্তিবিশেষের নিজের আয়ত্ত বা সম্বন্ধীয়। ২য়াতৎ। বিণ।
ব্যক্তিজনি—(জীববিদ্যা) একটি মাত্র বিশিষ্ট প্রাণীর উৎপত্তির ইতিহাস (ontogamy). ব্যক্তির জনি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি। বিপরীত—জাতিজনি (phylogamy).
ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্য; আত্মবশতা, স্বাধীনভাবে কার্য্যাদি করিবার ক্ষমতা। ব্যক্তি+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।
ব্যক্তীকৃত—যাহা স্পষ্ট করা হইয়াছে এমন; প্রকাশিত; উদ্ঘাটিত। ব্যক্ত+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=ব্যক্তী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।
ব্যগ্র—ব্যস্ত, ব্যাকুল; ত্বরিত; ত্রস্ত, ভীত; উৎসাহী; উদ্যমশীল; আসক্ত; আগ্রহী; উৎকণ্ঠাযুক্ত। বিশেষরূপে অগ্র (প্রধান), প্রাদি। বিণ। বি,—তা।
ব্যগ্রতা—অত্যধিক আগ্রহ; আকুলতা; উৎকণ্ঠা। ব্যগ্র+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—ব্যগ্র।
ব্যঙ্গ—১। অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ। বিনষ্ট অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গী। ২। বেঙ্, ভেক। বিরূপ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। ৩। মুখরোগবিশেষ, মুখে কাল কাল দাগ হওয়া। বিকৃত অঙ্গ যদ্দ্বারা, বহুব্রী। ৪। শ্লেষ অর্থাৎ দুই অর্থযুক্ত বাক্য, শ্লিষ্টবাক্য; ঠাট্টা, পরিহাস। বি—অন্জ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।
ব্যঙ্গপ্রিয়—যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ভালবাসে এমন। ব্যঙ্গ প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।
ব্যঙ্গার্থ—বিদ্রূপসূচক অর্থ। ব্যঙ্গপূর্ণ অর্থ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
ব্যঙ্গিত—বিকলীকৃত। ব্যঙ্গ+ণিচ্ (=ব্যঙ্গি, নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
ব্যঙ্গোক্তি—ঠাট্টাপূর্ণ কথা। ব্যঙ্গপূর্ণা উক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
ব্যঙ্গ্য—ব্যঞ্জনাবৃত্তিবোধ্য অর্থ [যথা—"বাবা বেলা যায়"—এই বাক্যের শব্দার্থ "দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে।" ব্যঙ্গার্থ—"বাবা, এখন আর শুইয়া থাকিও না, ওঠ।"]; তাৎপর্য্যার্থ, নিগূঢ়ভাব। বি—অন্জ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; পুং।
ব্যঙ্গ্যার্থ—বাক্যের ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ। কর্ম্মধা। বি; পুং।
ব্যঙ্গ্যোক্তি—বক্রোক্তি; শ্লেষবাক্য; ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা। ব্যঙ্গ্যা উক্তি (বাক্য), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
ব্যজ—বাতাসকরণ, বায়ুসঞ্চালন। বি—অজ্+অচ্ ভাববা। বি; পুং।
ব্যজন—১। বাতাসকরণ। বি—অজ্+অনট্ ভাববা। ২। পাখা। বি—অজ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।
ব্যজনী—পাখা। বি—অজ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
ব্যঞ্জক—১। প্রকাশক, বোধক; সূচক। বিণ। স্ত্রী—ব্যঞ্জিকা। ২। হৃদ্গত ভাবাদির প্রকাশক অভিনয়; ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধক শব্দ। বি—অন্জ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।
ব্যঞ্জন—তরকারি, অন্নভোজনের উপকরণ; চিহ্ন; স্ত্রী-পুং-চিহ্ন; শ্মশ্রু প্রভৃতি চিহ্ন; ক খ ইত্যাদি হল্ বর্ণ। বি—অন্জ্+অনট্ করণবা বা অন কর্তৃবা। বি; ক্লীব।
ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনা—কাব্যের নিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা বৃত্তি, ব্যঙ্গার্থবোধিকা শক্তি, কাব্যের

যে শক্তি দ্বারা স্থূল ছাড়া অন্য কোন অর্থ সূচিত হয় তাহা [অভিধা ও লক্ষণা শক্তি দ্বারা যে স্থলে অর্থ পরিস্ফুট না হয়, সে স্থলে অন্য যে শক্তি দ্বারা ঐ অর্থবোধ জন্মে তাহাকে বলে ব্যঞ্জনা ; আর ঐরূপে প্রতীত অর্থকে বলে ব্যঙ্গ্যার্থ। যেমন— "আমার অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ" বলিলে, আমি যে আজ ধনুর্গুণই খাইব এরূপ বুঝায় না, পরন্তু আমার আজ খাদ্যাভাব এরূপ অর্থেরই বোধ জন্মে ; যে শক্তি দ্বারা এইরূপ অর্থ-প্রতীতি ঘটে, তাহারই নাম ব্যঞ্জনা। 'ব্যঙ্গ্য' দ্রঃ]। বি—অন্‌জ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা ; পক্ষে অন কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

ব্যঞ্জনবর্ণ—স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত যে অক্ষরের উচ্চারণ হয় না তাহা ; হল্‌ বর্ণ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ব্যঞ্জনসন্ধি—ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণের মিলন। ব্যঞ্জনসম্বন্ধীয় সন্ধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ব্যঞ্জনা—শব্দের বা বাক্যের অভিধেয় অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থের ইঙ্গিত বা দ্যোতনা (suggestion). বি—অন্‌জ্‌+অন ভাববা +আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ব্যঞ্জা—ব্যঙ্গ করা ; ব্যক্ত করা, সূচিত করা ; ইঙ্গিত করা। কবিপ্র। ক্রি।

ব্যঞ্জিত—প্রকটিত, প্রকাশিত, ব্যক্তীকৃত ; দ্যোতিত ; ব্যঞ্জনাবোধিত। বি—অন্‌জ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ব্যতিকর—১। বিপদ্‌, ব্যসন ; ব্যাপ্তি ; সম্পর্ক, সম্বন্ধ ; মিলন ; মিশ্রণ ; পরস্পর কর্ম্মকরণ। বি—অতি—কৃ+অপ্‌ ভাববা। ২। সমূহ। বি—অতি—কৃ+অপ্‌ কর্ম্মবা। বি ; পুং। ৩। সম্পর্কযুক্ত। বি—অতি—কৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ব্যতিক্রম—উল্টা অবস্থা, বিপর্য্যয়, বৈপরীত্য ; অন্যথাচরণ ; উল্টান, বিপরীতকরণ ; উল্লঙ্ঘন। বি—অতি—ক্রম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ, —ক্রান্ত।

ব্যতিক্রান্ত—যাহার ওলট-পালট হইয়াছে এমন, বিপর্য্যয়প্রাপ্ত ; ব্যত্যস্ত ; উল্লঙ্ঘিত। বি—অতি—ক্রম্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ক্রম।

ব্যতিব্যস্ত—অতিশয় উদ্বিগ্ন ; উত্ত্যক্ত ; অত্যন্ত অস্থির। অতিরিক্ত ব্যস্ত, প্রাদি ; বিশেষরূপে অতিব্যস্ত, প্রাদি। বিণ।

ব্যতিরিক্ত—ছাড়া, ভিন্ন ; অতিরিক্ত, ব্যতীত ; পৃথক্কৃত। বি—অতি—রিচ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি, —রেক।

ব্যতিরেক—অভাব ; প্রভেদ, ভিন্নতা ; বৃদ্ধি ; অতিক্রম ; কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের আধিক্য বা ন্যূনতা হইলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। যথা—

(১) "বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম।"

(২) "যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে।
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন।
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে
না যৌবন॥"]।

বি—অতি—রিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

ব্যতিরেকী (-কিন্‌)—অভাববিশিষ্ট ; প্রভেদক। ব্যতিরেক+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কিণী।

ব্যতিরেকে—বিনা, ছাড়া। বাং প্র। অব্য।

ব্যতিষক্ত—পরস্পর-মিলিত ; আসক্ত ; গ্রথিত ; একত্র বদ্ধ। বি—অতি—সন্‌জ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

ব্যতিষঙ্গ—পরস্পর-মিলন ; আসক্তি ; একত্র বন্ধন। বি—অতি—সন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

ব্যতি(তী)হার—বদল, পরিবর্ত্ত, বিনিময় ; পরস্পর একরূপ-ক্রিয়াকরণ ; পর্য্যায়করণ ; গালাগালি ; মারামারি। বি—অতি—হৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

ব্যতীত—১। ছাড়া, ভিন্ন ; অতিক্রান্ত ; বিগত ; লুপ্ত ; সম্পন্ন ; মৃত। বি—অতি—ই+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। বিনা, ছাড়া। বাং প্র। অব্য।

ব্যতীপাত—অমঙ্গলজনক উৎপাত, ধূমকেতু ভূকম্প ইত্যাদি ; সপ্তদশ যোগ ; অশ্রদ্ধা, অসম্মান। বি—অতি—পত্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

ব্যত্যয়, ব্যত্যাস—ব্যতিক্রম, বিপর্য্যয়, বৈপরীত্য। বি—অতি—ই+অচ্‌ ভাববা ; বি—অতি—অস্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—ব্যত্যস্ত।

ব্যত্যস্ত—উল্টাপাল্টা ; ব্যতিক্রান্ত ; বিপরীতভাবে অবস্থাপিত, বিপর্য্যয়প্রাপিত। বি—অতি—অস্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি—ব্যত্যাস।

ব্যত্যাস—'ব্যত্যয়' দ্রঃ।

ব্যথা—বেদনা ; পীড়া, দুঃখ, ক্লেশ ; শোক ; ভয়। ব্যথ্‌+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। বিণ—ব্যথিত, ব্যথী (ব্যথিন্‌)।

ব্যথাকুল, ব্যথাতুর—যন্ত্রণায় কাতর ; দুঃখে কাতর, বেদনা-কাতর। ব্যথায় আকুল, আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

ব্যথিত—দুঃখিত ; বেদনাপ্রাপ্ত ; পীড়িত ; শোকপ্রাপ্ত ; ভীত। ব্যথা+ইতচ্‌ জাতার্থে, অথবা, ব্যথ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—ব্যথা।

ব্যথিতবেদন—ব্যথীর মনোব্যথা, দুঃখীর কষ্ট ("চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?"—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ব্যথী (ব্যথিন্‌)—বেদনাপ্রাপ্ত ; সহানুভূতি-যুক্ত, কাহারও দুঃখে দুঃখবোধকারী। ব্যথা +ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ব্যথিনী। বি—ব্যথা।

ব্যধিকরণ—(ব্যাকরণ) যে শব্দসমূহ একই বস্তুকে বুঝায় না তাহাদের দ্বারা গঠিত (যেমন—মহাবাহু, এখানে মহা ও বাহু শব্দ একই বস্তুকে বুঝাইতেছে ; কিন্তু সমুদ্রজন্মা বলিলে সমুদ্র ও জন্ম একই বস্তুকে বুঝাইতেছে না, সুতরাং পূর্ব্বেরটি সমানাধিকরণ পরেরটি ব্যধিকরণ)। বিভিন্ন অধিকরণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ব্যধিজন—আত্মীয় বান্ধব সমূহ ("ব্যধিজন শুনে কান্দে"—ক্ষেমানন্দ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ব্যপদিষ্ট—যাহাকে ছলনা করা হইয়াছে এমন, প্রতারিত ; অভিহিত ; আখ্যাত। বি—অপ—দিশ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি —ব্যপদেশ।

ব্যপদেশ—১। অছিলা, উপলক্ষ ; ছল, ব্যাজ ; ইঙ্গিত ; বাক্যবিশেষ। বি—অপ—দিশ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। ২। নাম ; কুল, বংশ। বি—অপ—দিশ্‌ (বলা ইত্যাদি) +ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ৩। নামোল্লেখ ; কথন। বি—অপ—দিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ, —দিষ্ট, —দেষ্টা (-দেষ্টৃ)।

ব্যপদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—কপটী, ছলকারক ; নামোল্লেখকারী। বি—অপ্‌—দিশ্‌+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দেষ্ট্রী।

ব্যপনয়ন—ফিরাইয়া দেওয়া, প্রত্যাখ্যান ; ত্যাগ। বি—অপ্‌—নী+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —নীত।

ব্যপনীত—প্রত্যাখ্যাত ; অপসারিত, দূরীকৃত, তাড়িত, স্থানান্তরিত ; অস্বীকৃত। বি—অপ—নী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —নয়ন।

ব্যপবর্জ্জ(র্জ)ন—দান ; ত্যাগ ; নিবারণ। বি—অপ—বৃজ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —বর্জ্জিত।

ব্যপবর্জ্জি(র্জি)ত—দত্ত ; পরিত্যক্ত, বর্জ্জিত ; নিরাকৃত ; নিষিদ্ধ। বি—অপ—বৃজ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বর্জ্জন।

ব্যপবর্ত্তি(র্তি)ত—যাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এমন, প্রত্যাবর্ত্তিত। বি—অপ —বৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বর্ত্তন।

ব্যপাকৃত—অস্বীকৃত, নিহ্নুত ; অপনীত ; নিরস্ত ; দূরীকৃত। বি—অপ—আ—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —করণ, —কৃতি।

ব্যপাকৃতি—অস্বীকার; অপনয়ন; নিবারণ; নিরাকরণ। বি—অপ—আ—কৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, –কৃত।

ব্যপায়—ঘুচান, অপনয়ন; বিনাশ; বিরোধ; প্রতিরোধ। বি—অপ—ই+অচ্ বা ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—ব্যপেত।

ব্যপাশ্রয়—অবলম্বন। বি—অপ—আ—শ্রি+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, –শ্রিত।

ব্যপেক্ষা—আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা; অপেক্ষা; বিশেষ অনুরোধ। বি—অপ—ঈক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ব্যপেত—দূরীভূত, অপগত; প্রতিরুদ্ধ; বিরুদ্ধ। বি—অপ—ই+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ব্যপায়।

ব্যবকলন, ব্যবকলনা—বিয়োজন, বাদ দেওয়া; বাকি কাটা; বিয়োগ; জমা-খরচ। বি—অব—কল+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ, –কলিত।

ব্যবকলিত—১। যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন, বিয়োজিত; বাকি-কাটা। বি—অব—কল+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –কলন। ২। জমা-খরচ; ব্যবকলন। বি—অব—কল+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ব্যবচ্ছিন্ন—বিভিন্ন, বিভক্ত; বিশেষিত; নির্দ্ধারিত; মোচিত। বি—অব—ছিদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –চ্ছেদ।

ব্যবচ্ছেদ—১। বিভাগ, খণ্ড। বি—অব—ছিদ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। বিভেদ; বিশেষকরণ; নির্দ্ধারণ; মোচন; বাণমোচন, শরবর্ষণ। বি—অব—ছিদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বি, –চ্ছিন্ন।

ব্যবধা, -ধান, -ধি—তিরোধান; অন্তর, আড়াল; দূরত্ব; আচ্ছাদন। বি—অব—ধা (ধারণ করা)+অঙ্ ভাববা+আপ্; বি—অব—ধা+অনট্ ভাববা; বি—অব—ধা+কি ভাববা। বি; স্ত্রী, ক্লীব, পুং। বিণ, –হিত।

ব্যবধায়ক—ব্যবধানকর্তা; তিরোধায়ক, আচ্ছাদনকারক। বি—অব—ধা+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ধায়িকা।

ব্যবধি—'ব্যবধা' দ্রঃ। [শব্দজ। বি।

ব্যবসা—ক্রয়-বিক্রয়, বাণিজ্য। 'ব্যবসায়'-

ব্যবসাদার—ব্যবসায়ী, বণিক্। ব্যবসা+দার কর্তা অর্থে। বি। [দ্বন্দ্ব। বি।

ব্যবসা-বাণিজ্য—বেচাকেনা, ক্রয়-বিক্রয়।

ব্যবসায়—১। ব্যাপার, কার্য্য; যত্ন; উদ্যম; কল্পনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায়; নিশ্চয়; অনুষ্ঠান। বি—অব—সো+ঘঞ্ ভাববা। ২। বৃত্তি, জীবিকা; কারবার। বি—অব—সো+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। বিণ, –সিত, –সায়ী (-সায়িন্)।

ব্যবসায়াত্মক—নিশ্চয়াত্মক; নিশ্চিত, স্থির; কৃতনিশ্চয়। ব্যবসায় (নিশ্চয়) আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, –ত্মিকা ('–বুদ্ধি')।

ব্যবসায়ী (-য়িন্)—বাণিজ্যকারী; উদ্যমশালী, উদ্যোগী; কৃতনিশ্চয়; অনুষ্ঠানকারী। ব্যবসায়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –য়িনী। বি—ব্যবসায়।

ব্যবসিত—১। উদ্যত, চেষ্টিত। বি—অব—সো+ক্ত কর্তৃবা। ২। অনুষ্ঠিত; অভিপ্রেত; প্রতারিত; স্থিরীকৃত, নিশ্চিত। বি—অব—সো+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –সায়। ৩। অবধারণ, নিশ্চয়। বি—অব—সো+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ব্যবস্থা—নিয়ম; পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন; বন্দোবস্ত; শাস্ত্রীয় বিধি; আইন; স্থিরতা; স্থিতি। বি—অব—স্থা+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—ব্যবস্থিত।

ব্যবস্থাজাল—১। জটিল নিয়ম, কূট ব্যবস্থা। ব্যবস্থারূপ জাল, রূপক কর্ম্মধা; অথবা, ব্যবস্থা জালসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। ২। বিধানসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ব্যবস্থাদাতা (-দাতৃ)—যে ব্যবস্থা দান করে এমন, বিধান-দানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –দাত্রী।

ব্যবস্থান—ব্যবস্থিতি, বিধিপূর্ব্বক অবস্থান। বি—অব—স্থা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –স্থিত।

ব্যবস্থাপক—আইনরচনাকারী; নিয়ামক; বিধিদায়ক; সংস্থাপক। বি—অব—স্থা+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –পিকা।

ব্যবস্থাপক-সভা—আইনরচনাকারিণী সভা, দেশের প্রতিনিধিগণ আইনরচনা ও দেশনিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারের জন্য যে সভা গঠন করেন তাহা (Legislative Council). কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ('ব্যবস্থাপরিষদ্' দ্রঃ)।

ব্যবস্থাপত্র—বিধাননির্দ্দেশক পত্র; চিকিৎসক যাহাতে রোগীর ঔষধের বিধান করেন সেই পত্র; স্মৃতিশাস্ত্র-পণ্ডিত যাহাতে প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান করেন সেই পত্র। ব্যবস্থা-নির্দ্দেশক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [বি; স্ত্রী।

ব্যবস্থাপদ্ধতি—নিয়মপ্রণালী। ৬ষ্ঠীতৎ।

ব্যবস্থাপন—আইন প্রস্তুতকরণ; ব্যবস্থা-প্রণয়ন, নিরূপণ, নির্দ্ধারণ, নিশ্চিতকরণ। বি—অব—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, –পিত।

ব্যবস্থাপরিষদ্—আইনরচনাকারিণী সভা (Legislative Assembly). [সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভা বলিতে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সভাকে এবং ব্যবস্থাপরিষদ্ বলিতে উচ্চশ্রেণীর মনোনীত সভ্যদের দ্বারা গঠিত সভাকে বুঝায়]। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্যবস্থাপিত—নিয়মিত; স্থিরীকৃত, নির্দ্ধারিত; প্রকৃতি-প্রাপিত; নিয়মপূর্ব্বক স্থাপিত। বি—অব—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –পন।

ব্যবস্থাশাস্ত্র, -সংহিতা—আইনের বই; স্মৃতিশাস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

ব্যবস্থিত—১। স্থিরীকৃত; কোন বিষয়-বিশেষে নিবদ্ধ; পৃথক্কৃত; নিয়মিত; নির্দ্ধারিত; প্রচারিত। বি—অব—স্থা+ক্ত কর্ম্মবা। ২। বিশেষরূপে স্থিত; অবস্থিত; নিযুক্ত। বি—অব—স্থা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, –স্থান।

ব্যবস্থিতচিত্ত—যাহার মনোভাবের পরিবর্তন হয় না এমন, স্থিরচিত্ত। ব্যবস্থিত চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, –তা।

ব্যবস্থিতবিভাষা—(ব্যাকরণ) যে বিকল্প-বিধান সর্ব্বত্র খাটে না, স্থানবিশেষে মাত্র প্রযুক্ত হয় তাহা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্যবহর্তা (-হর্তৃ), **-হর্ত্রী**—যে ব্যবহার করে এমন। বি—অব—হৃ+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –হর্ত্রী।

ব্যবহার—আচরণ; ঋণদানাদি অষ্টাদশ বিবাদ, মোকদ্দমা; ব্যবসায়, বাণিজ্য; চুক্তি; প্রথা, রীতি; কার্য্য। বি—অব—হৃ+ঘঞ্ ভাববা, করণবা। বি; পুং। বিণ, –হারিক, –হার্য্য, –হৃত।

ব্যবহারজীবী (-জীবিন্)—উকীল মোক্তার প্রভৃতি আইনব্যবসায়ী। উপতৎ; ব্যবহার—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –জীবিনী।

ব্যবহারজ্ঞ—আইনজ্ঞ, ব্যবহারবেত্তা; যাহার নাবালকতা গিয়াছে এমন, সাবালক, প্রাপ্তব্যবহার। উপতৎ; ব্যবহার—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

ব্যবহারদর্শী (-দর্শিন্)—বিচারক, জুরি। উপতৎ; ব্যবহার—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –দর্শিনী।

ব্যবহারবিধি—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন; ধর্ম্মশাস্ত্র। ব্যবহারের (ঋণদানাদি বিবাদের) বিধি (শাস্ত্রবিধান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্যবহারশাস্ত্র—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন। ব্যবহারের শাস্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, ব্যবহারবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ব্যবহারাজীব—যাহারা বাদী প্রতিবাদীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া মোকদ্দমাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তাঁহারা, উকিল মোক্তার প্রভৃতি আইনব্যবসায়ী। ব্যবহার আজীব (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ব্যবহারিক—ব্যবহারসিদ্ধ; প্রয়োগ-সম্বন্ধীয়; ব্যবহারযোগ্য। ব্যবহার+ইক

(ইন্) সিদ্ধার্থে, যুক্তার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি, –হার।

ব্যবহার্য্য(র্য)—কাজে লাগাইবার মত, ব্যবহারযোগ্য ; অনুষ্ঠেয়। বি—অব—হৃ + ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি, –হার।

ব্যবহিত—যে দূরে সরিয়া গিয়াছে এমন, অন্তর্হিত ; অন্তরিত, দূরীকৃত ; আচ্ছাদিত ; পরস্পর অসংযুক্তভাবে অবস্থিত ; অধঃকৃত ; বিকৃত। বি—অব—ধা + ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি, –ধান।

ব্যবহৃত—আচরিত, অনুষ্ঠিত ; বিচারিত ; উপভুক্ত। বি—অব—হৃ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –হার।

ব্যবায়—মৈথুন ; স্ত্রীসহবাস ; অন্তর্দ্ধানী। বি—অব—ই + অচ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—ব্যবায়ী (-য়িন্)।

ব্যভিচার—স্ত্রীর অবৈধভাবে পরপুরুষসংসর্গ এবং পুরুষের অবৈধভাবে পরস্ত্রীসংসর্গ ; কু-ক্রিয়া, কদাচরণ ; অন্যথাচরণ ; লঙ্ঘন ; স্খলন ; (ন্যায়াদিমতে) অতিব্যাপ্তি ; অব্যাপ্তি ; হেতুদোষবিশেষ। বি—অভি—চর্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

ব্যভিচারিণী—অসতী, ভ্রষ্টা, পরপুরুষ-গামিনী স্ত্রী ; কদাচারপরায়ণা। ব্যভিচারিন্ + ঈপ্। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

ব্যভিচারিতা—লাম্পট্য, অবৈধ সহবাস ; কুক্রিয়াসক্তি ; কদাচারিতা ; অন্যথাচরণ। ব্যভিচারিন্ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, –চারী (-চারিন্)।

ব্যভিচারী (-চারিন্)—১। পরস্ত্রীগামী ; কুক্রিয়াসক্ত ; অন্যথাচারী ; অতিব্যাপ্ত ; অব্যাপ্ত। বিণ। স্ত্রী, –চারিণী। বি, –চারিতা। ২। রতি হাস্য শোক প্রভৃতি স্থায়িভাবের মধ্যে সময়ে সময়ে উদিত অচির-স্থায়ী বিষাদ ঔৎসুক্য আবেগ গর্ব্ব লজ্জা প্রভৃতি ভাব, শৃঙ্গারাদিরসের সঞ্চারী ভাব, নির্ব্বেদ গ্লানি প্রভৃতি তেত্রিশ প্রকারের ভাব। ব্যভিচার + ইন্ আছে অর্থে ; অথবা, বি—অভি—চর্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ব্যয়—খরচ ; অপচয় ; ক্ষয়, নাশ ; অভাব ; অপগম। ব্যয়্ + ণিচ্ + অচ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—ব্যয়িত, ব্যয়ী (ব্যয়িন্)।

ব্যয়কুণ্ঠ—কৃপণ। ব্যয়ে কুণ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ব্যয়বহুল—যাহাতে অনেক খরচ লাগে এমন, বহুব্যয়সাধ্য। ব্যয় বহুল যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। [বি ; ক্লীব।

ব্যয়বাহুল্য—অত্যধিক খরচ। ৬ষ্ঠীতৎ।

ব্যয়শীল—যে অত্যধিক খরচ করে এমন, ব্যয়ী। ব্যয় শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, –তা। [এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ব্যয়সাধ্য—যাহা করিতে অনেক খরচ লাগে

ব্যয়সাপেক্ষ—যাহা সম্পাদন করিতে অত্যধিক খরচ লাগে এমন। ব্যয়ের সাপেক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ব্যয়াধিক্য—অত্যধিক খরচ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ব্যয়িত—যাহা ব্যয় করা হইয়াছে এমন, অপচিত ; বিগত ; বিনষ্ট ; ক্ষয়িত। ব্যয়্ + ক্ত কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—ব্যয়।

ব্যয়ী (ব্যয়িন্)—যে ব্যয় করে এমন, ব্যয়শীল। ব্যয় + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ব্যয়িনী। বি—ব্যয়।

ব্যর্থ—বৃথা, নিরর্থক, বিফল ; নিষ্প্রয়োজন ; লাভশূন্য ; অর্থশূন্য। বিগত অর্থ (অভিধেয়, প্রয়োজন ইত্যাদি) যাহার বা যাহা হইতে, বহুব্রী। বিণ। বি, –তা।

ব্যর্থকাম, -মনোরথ—যাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এমন। বহুব্রী। বিণ।

ব্যষ্টি—১। পৃথগ্ভাব, অসামগ্র্য। বি—অশ্ + ক্তি ভাববা। ।২। পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি। বি—অশ্ + ক্তি কর্ম্মবা। বি ; স্ত্রী। বিপরীত—সমষ্টি।

ব্যস্—'আর প্রয়োজন নাই' এই অর্থবোধক শব্দ ; শেষ, ইতি। ফার্সী 'বস্'-শব্দজ। অব্য।

ব্যসন—দুঃখ ; বিপদ্ ; পাপ ; অমঙ্গল, অশুভ ; পতন, ভ্রংশ ; বিনাশ ; নিষ্ফলোদ্যম, বৃথা চেষ্টা ; বিষয়াসক্তি ; অদৃষ্ট ; দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য ; অযোগ্যতা, অক্ষমতা ; নেশা ; কামজ ও কোপজ দোষ [মৃগয়া, দ্যূত, দিবা-নিদ্রা, পরনিন্দা, স্ত্রীসঙ্গম, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বৃথাভ্রমণ, মদ্যপান—এই দশপ্রকার কামজ দোষ, এবং দৌরাত্ম্য, সাহস, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, কটূক্তি, নিষ্ঠুরাচরণ—এই আট-প্রকার কোপজ দোষ]। বি—অস্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

ব্যসনাসক্ত—বেশ্যাসক্তি মদ্যপান প্রভৃতি কামজ এবং দৌরাত্ম্য দ্বেষ প্রভৃতি ক্রোধজ অপরাধে রত। ব্যসনে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, –সক্তি।

ব্যসনী (-নিন্)—ব্যসনাসক্ত ; বিপদ্গ্রস্ত ; কুক্রিয়াসক্ত ; আসক্ত। ব্যসন + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –নিনী।

ব্যস্ত—১। ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন ; অসমস্ত ; বিস্তৃত ; ব্যাপ্ত ; বিপরীত। বি—অস্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। উৎক্ষিপ্ত ; বিপর্য্যস্ত ; বিভক্ত, পৃথক্কৃত। বি—অস্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –তা। **ব্যস্ত অনুপাত**—বিপরীত অনু-পাত [যেমন, সাধারণতঃ মানুষের বোধশক্তি ও স্মরণশক্তি ব্যস্ত অনুপাতে থাকে, ইহার অর্থ—বোধশক্তি যে মাত্রায় বাড়ে স্মরণশক্তি সেই মাত্রায় কমে (inverse ratio).]

ব্যস্ততা—ব্যাকুলতা, উদ্বিগ্ন ভাব। ব্যস্ত + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—ব্যস্ত।

ব্যস্তবাগীশ—যে সর্ব্বদা ব্যস্ততা প্রকাশ করে এমন। ব্যং প্র। বিণ।

ব্যস্তসমস্ত—অতিশয় ব্যস্ত ; অতিশয় ত্বরাযুক্ত। ব্যস্ত + (তৎসহচর শব্দ বিপরীতার্থক) সমস্ত। বিণ।

ব্যাং—'বেঙ' দ্রঃ।

ব্যাকরণ—১। যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে কোন ভাষায় শুদ্ধরূপে কথা বলিতে ও লিখিতে পারা যায় তাহা ; যাহা দ্বারা কর্তৃ-কর্ম্ম-ক্রিয়া-সমাসাদির নিরূপণ হয় সেই শাস্ত্র। বি—আ—কৃ + অনট্ করণবা। বিণ—বৈয়াকরণ। ২। ব্যাখ্যান ; বিকাশন। বি—আ—কৃ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ —ব্যাকৃত। [বি।

ব্যাকলা—বাকল, খোসা। 'বল্কল'-শব্দজ।

ব্যাকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত, ছড়ান। বি—আ—কৄ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ব্যাকিরণ।

ব্যাকুব—বোকা, নির্ব্বোধ। ফার্সী 'বে-ওকুফ'-শব্দজ। বিণ।

ব্যাকুল—অস্থির, ব্যস্ত ; কাতর ; উৎ-কণ্ঠিত ; কি করিতে হইবে সে বিষয়ে যাহার জ্ঞান নাই এমন, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য ; ভয়বিধুর। বিশেষরূপে আকুল, প্রাদি। বিণ। বি, –তা।

ব্যাকুলতা—ব্যগ্রতা, অধীরতা ; উৎকণ্ঠা ; কাতরতা ; কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্যতা। ব্যাকুল + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—ব্যাকুল।

ব্যাকূতি—ভঙ্গি ; ছল, বঞ্চনা। বি—আ—কু + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

ব্যাকৃত—ব্যাখ্যাত ; প্রকাশিত ; পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত। বি—আ—কৃ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ব্যাকৃতি।

ব্যাকৃতি—১। প্রকাশন ; ব্যাখ্যান ; ব্যাকরণ ; পরিবর্ত্তন, রূপান্তরকরণ। বি—আ—কৃ + ক্তি ভাববা। ২। ভঙ্গী ; বিপরীত আকৃতি। বিরুদ্ধা আকৃতি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। বিণ—ব্যাকৃত।

ব্যাক্রোশ—তিরস্কার, দুর্ন্নাম, গালাগালি ; কটূক্তি। বি—আ—ক্রুশ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। [ভাববা। বি ; পুং।

ব্যাক্ষেপ—বিলম্ব। বি—আ—ক্ষিপ্ + ঘঞ্

ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান—অর্থপ্রকাশন, টীকা ; বিবরণ, বর্ণন, কথন। বি—আ—খ্যা + অঙ্ ভাববা + আপ্ ; পক্ষে অনট্ ভাববা। বি ; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—ব্যাখ্যাত, ব্যাখ্যেয়।

ব্যাখ্যাত—যাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এমন ; বিবৃত, বর্ণিত, কথিত। বি—আ—খ্যা + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান।

ব্যাখ্যান—'ব্যাখ্যা' দ্রঃ।

ব্যাখ্যানা—ব্যঙ্গপূর্ণ বর্ণনা ; ব্যাখ্যান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ব্যাখ্যেয়—ব্যাখ্যা করিবার মত ; বর্ণনীয়। বি—আ—খ্যা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান। [bag. বি।

ব্যাগ—থলিয়া, চামড়ার তৈরি থলি। ইং

ব্যাগল—পৃথক্, বিযুক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ব্যাগোত্তা—বিনয় ; অনুরোধ ; ব্যাকুলতা। 'ব্যাকুলতা'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

ব্যাঘট্টন—সঙ্ঘর্ষণ, সঙ্ঘট্টন ; আলোড়ন, মন্থন। বি—আ—ঘট্ট্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

ব্যাঘাত—বিঘ্ন, বাধা, অন্তরায় ; প্রহার, আঘাত ; যোগবিশেষ ; কাব্যের অলঙ্কার-বিশেষ [কোন ব্যক্তি যে উপায় দ্বারা একবার যে কার্য্য করে সেই উপায় দ্বারা পুনর্ব্বার অন্য ব্যক্তি যদি তাহাকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে সেই কার্য্য অন্যরূপে করে, তাহা হইলে তথায় এই অলঙ্কার হয়।

যথা—"হরনেত্রে কাম হত হইয়াছে বলে।
নেত্রেই বাঁচায় তারে যারা কুতূহলে ॥
কামে বাঁচাইয়া যারা শিবে করে জয়।
সেই নারীগণে স্তুতি উপযুক্ত হয় ॥"
—মদনমোহন তর্কালঙ্কার]।

বি—আ—হন্ (আঘাত করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

ব্যাঘাতক—বাধাপ্রদানকারী, বিঘ্নকারী, প্রতিবন্ধক। বি—আ—হন্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—তিকা।

ব্যাঘ্র—বাঘ, শার্দ্দূল ; (সমাসে উত্তরপদ হইলে) শ্রেষ্ঠ (নরব্যাঘ্র)। বি—আ—ঘ্রা+ক কর্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী—ব্যাঘ্রী।

ব্যাঘ্রনখ—বাঘের নখ, অস্ত্রবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্যাঘ্রী—বাঘিনী ; স্ত্রী-শার্দ্দূল ; কণ্টকারী-বৃক্ষ। ব্যাঘ্র+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্যাঙ্—'বেঙ্' দ্রঃ।

ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী—'বেঙ্গমা' দ্রঃ।

ব্যাজ—ছল, কপট ; কালবিলম্ব ; বাধা, ব্যাঘাত, বিঘ্ন ; টাকার সুদ। বি—অজ্+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং।

ব্যাজস্তুতি—কপটপ্রশংসা, কপটস্তব ; কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [যেখানে নিন্দার ছলে স্তুতি, অথবা স্তুতির ছলে নিন্দা করা হয় সেখানে এই অলঙ্কার হয়। যথা—

১। নিন্দার ছলে প্রশংসা।—"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।" বৃদ্ধ=বুড়া, স্থবির ; জ্ঞানী। সিদ্ধি=ভাঙ ; অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি।

২। স্তুতির ছলে নিন্দা।—

"তব হে জনম অতি বিপুলে।
ভুবনবিদিত অজের কুলে ॥
জনকদুহিতা বিবাহ করি।
ভাসালে তাহাতে যশের তরি ॥"

অজের—অজ রাজার ; ছাগের। জনকদুহিতা =সীতা ; ভগিনী]। ব্যাজ (কপট) দ্বারা স্তুতি (প্রশংসা), ৩য়াতৎ ; অথবা, ব্যাজপূর্ণা স্তুতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্যাজার—'বেজার' দ্রঃ।

ব্যাজোক্তি—ছলপূর্ণ কথা ; কাব্যালঙ্কার-বিশেষ [স্ফুটরূপে প্রকাশিত বিষয়ের ছল দ্বারা গোপনে এই অলঙ্কার হয়। যথা—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে আগত কৃষ্ণকে রাধা প্রশ্ন করিতেছেন এবং কৃষ্ণ উত্তর দিতেছেন।—

রাধা। নীলোৎপল শ্রীমুখমণ্ডল
ঝামর কাঁহে ভেল।
কৃষ্ণ। মদনজ্বরে তনু তাতল
জাগরে নিশি গেল।
রাধা। নখনির্ঘাত ক্ষত বক্ষসি
দেওল কোন নারী।
কৃষ্ণ। কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত
তোঁহে চুঁড়ইতে গোরী। ইত্যাদি]।

ব্যাজ (ছল) দ্বারা উক্তি (কথন), ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী। [বি।

ব্যাট—বল খেলিবার দণ্ড। ইং bat.

ব্যাটবল—ক্রীড়াবিশেষ, ক্রিকেট খেলা। ইং batball. বি।

ব্যাটারি—বৈদ্যুতিক যন্ত্র ; কামানশ্রেণী ও গোলন্দাজ সৈন্যদল। ইং battery. বি।

ব্যাণ্ড্—শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে বাদিত এক-তানবাদন। ইং band. বি।

ব্যাত্ত—বিস্তৃত, প্রসারিত ; উন্মুক্ত ; প্রশস্ত ; মহান্ ; বিপুল ; লম্বাচৌড়া। বি—আ—দা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ব্যাত্তি।

ব্যাদড়া—বিজন্মা ; মন্দ ; বিশ্রী ; কুৎসিত ; দুষ্ট। বাং প্র। বিণ।

ব্যাদান—বিস্তার, প্রসারণ ; খোলা, উদ্ঘাটন। বি—আ—দা+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

ব্যাধ—পশুবধব্যবসায়ী জাতি, পশুপাখী, শিকারী জাতিবিশেষ ; সবর, নীচজাতি ; দুষ্ট। ব্যধ্+ণ কর্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ।

ব্যাধবৃত্তি—১। মৃগয়াকারী ; জিঘাংসু, প্রাণিহিংসক। ব্যাধের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মৃগয়া, প্রাণিবধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্যাধি—রোগ, পীড়া ; কুষ্ঠরোগ ; নায়কের অবস্থাবিশেষ। বি—আ—ধা+কি করণবা, ভাববা। বি ; পুং। বিণ—ব্যাধিত।

ব্যাধিগ্রস্ত—পীড়িত, রুগ্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ব্যাধিত—রোগী, পীড়িত, আতুর। ব্যাধি+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ। বি—ব্যাধি।

ব্যাধিমন্দির—পীড়ার আলয় ; শরীর, দেহ ("শরীরং ব্যাধিমন্দিরং")। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ব্যাধুত, ব্যাধূত—কম্পিত, আন্দোলিত ; চালিত। বি—আ—ধু, ধূ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ব্যান—দেহমধ্যস্থ বায়ুবিশেষ। বি—অন্+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং।

ব্যাপক—১। বিস্তারিত ; বিস্তীর্ণ ; ব্যাপ্তি-শীল ; দীর্ঘ ; আচ্ছাদক ; (ন্যায়ে) স্বাধিকরণ-বৃত্তির অভাব-প্রতিযোগী। বিণ। স্ত্রী—ব্যাপিকা। ২। তন্ত্রোক্ত সর্ব্বাঙ্গসম্বন্ধীয় ন্যাস-বিশেষ। বি—আপ্+ণক কর্তৃবা। বি ; পুং।

ব্যাপন—বিস্তার, ব্যাপ্তি ; আচ্ছাদন। বি—আপ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—ব্যাপ্ত, ব্যাপ্য।

ব্যাপন্ন—বিপদ্‌গ্রস্ত, বিপন্ন ; ক্ষতিগ্রস্ত ; মৃত ; সংসারজড়িত। বি—আ—পদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

ব্যাপা—ব্যাপ্ত হওয়া ; ব্যাপ্ত করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ব্যাপাদ, ব্যাপাদন—বিনাশ, মারণ, বধ ; পরের অনিষ্টচিন্তন। বি—আ—পদ্+ণিচ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। বিণ,—দিত।

ব্যাপাদিত—মারিত, বিনাশিত। বি—আ—পদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ব্যাপাদ,—দন।

ব্যাপার—ক্রিয়া, কর্ম্ম ; নিয়োগ ; অভ্যাস, অনুশীলন ; ব্যবসায়। বি—আ—পৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—ব্যাপারিত, ব্যাপারী (-রিন্), ব্যাপৃত।

ব্যাপারিত—'ব্যাপৃত' দ্রঃ।

ব্যাপারী (-রিন্)—ব্যবসায়ী ; ক্রিয়াসক্ত, কার্য্যাসক্ত। ব্যাপার+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, বি—আ—পৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী। বি—ব্যাপার।

ব্যাপিকা—উগ্রস্বভাবা স্ত্রী ; স্বৈরিণী। ব্যাপক+আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

ব্যাপী (ব্যাপিন্)—১। যাহা কোন কিছু জুড়িয়া রহিয়াছে এমন, ব্যাপক, বিসরণ-শীল ; আচ্ছাদক। বিণ। স্ত্রী—ব্যাপিনী। ২। বিষ্ণু। বি—আপ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ব্যাপৃত, ব্যাপারিত—১। কার্য্যে নিযুক্ত, কার্য্যাসক্ত ; নিযুক্ত ; নিয়োজিত। বিণ। বি—ব্যাপার। ২। সচিব, মন্ত্রী ; রাজকর্ম্মচারী। বি—আ—পৃ+ক্ত কর্তৃবা ; বি—আ—পৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি ; পুং।

ব্যাপ্ত—১। বেষ্টিত ; পরিপূরিত ; পূর্ণ ; আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত ; বিস্তারিত। বি—আপ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। ব্যাপ্তিযুক্ত ; প্রসিদ্ধ। বি—আপ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ব্যাপন, ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তি—ছড়াইয়া পড়া, ব্যাপন, সর্ব্বত্র অবস্থান, ঐশ্বর্য্যবিশেষ ; (দর্শন) সাধ্যবচ্ছিন্নে অসম্বন্ধ ; শিবের অণিমাদি বিভূতির মধ্যে এক বিভূতি ; সহজ গুণ বা ধর্ম্ম ; লাভ, প্রাপ্তি।

বি—আপ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—ব্যাপ্ত, ব্যাপ্য।

ব্যাপ্তিশীল—ছড়াইয়া পড়া যাহার স্বভাব এমন, ব্যাপী। ব্যাপ্তি শীল (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ব্যাপ্য—১। যাহা ছড়াইয়া পড়িতে পারে এমন, ব্যাপনীয়, যাহাকে ব্যাপ্ত করা যায় এমন; অল্পদেশ-বৃত্তিযুক্ত। বিণ। বি—ব্যাপন, ব্যাপ্তি। ২। সাধন; হেতু; অনুমেয়; সাধ্য। বি—আপ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

ব্যাবর্ত্ত(র্তে)ন—১। ফেরা, পরাঙ্মুখ হওয়া; আবর্ত্তন (rotation). বি—আ—বৃত্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। ফেরান, পরাঙ্মুখীকরণ। বি—আ—বৃত্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—র্ত্তিত।

ব্যাবর্ত্তি(র্তি)ত—যাহাকে ফেরান হইয়াছে এমন, পরাঙ্মুখীকৃত। বি—আ—বৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—র্ত্তন।

ব্যাবহারিক—১। ব্যবসায়-সম্বন্ধীয়; আইন-সম্বন্ধীয়; প্রথানুযায়ী; প্রয়োগমূলক, ফলিত (practical) ('—বিজ্ঞান)। ব্যবহার+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। মন্ত্রী; বিচারক; আইনজ্ঞ ব্যক্তি। ব্যবহার+ইক জ্ঞাতার্থে। বি; পুং।

ব্যাবৃত্ত—১। নিবৃত্ত। বি—আ—বৃত্‌+ক্ত কর্তৃবা। ২। মনোনীত; নিষিদ্ধ, নিবারিত; খণ্ডিত; পৃথক্‌কৃত; অংশীকৃত; আচ্ছাদিত; বেষ্টিত। বি—আ—বৃত্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—বৃত্তি।

ব্যাবৃত্তি—বেষ্টন; খণ্ডন; মনোনয়ন। স্তুতি; নিরাকরণ; নিষেধ; বাধা; নিবৃত্তি; বিপর্য্যাস; নিয়োগ। বি—আ—বৃত্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—বৃত্ত।

ব্যাভার—ব্যবহার। 'ব্যবহার'-শব্দজ। বি।

ব্যাম—বাহুদ্বয় উভয় পার্শে সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিলে এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ, বাঁও। বি—আ—অম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

ব্যামিশ্র—বিভিন্নপ্রকার বিষয় বা বস্তুর মিশ্রণে জাত, মিশ্রিত। বি—আ—মিশ্র+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। **ব্যামিশ্র বাক্য**—পরস্পরবিরোধী বাক্য। [বি।

ব্যামো—পীড়া, ব্যাধি। 'ব্যামোহ'-শব্দজ।

ব্যামোহ—অজ্ঞানতা। বি—আ—মুহ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

ব্যায়ত—১। বিস্তৃত; দীর্ঘ, লম্বা; ব্যাপৃত; দৃঢ়; দূর; অতিশয়। বি—আ—যম্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। দৈর্ঘ্য; আয়াম, প্রসার; বিস্তার। বি—আ—যম্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ব্যায়াম—অঙ্গের নিয়মিত পরিচালনা; শারীরিক শ্রম; শ্রমসাধন ব্যাপার; মল্লক্রীড়া কুস্তী কসরত প্রভৃতি; দুর্গম স্থানে ভ্রমণ; পৌরুষ; ব্যাপার; ব্যাম, বাঁও; দৈর্ঘ্য। বি—আ—যম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

ব্যায়ামবীর—বিভিন্নপ্রকার অঙ্গচালনায় পারদর্শী। ব্যায়ামে বীর, ৭মীতৎ। বিণ।

ব্যায়ামী (-মিন্‌)—অঙ্গচালনায় পটু; যে নিয়মিত অঙ্গচালনা করে এমন। ব্যায়াম+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ।

ব্যারাম—অসুখ, পীড়া। আরামের অভাব, অব্যয়ী। বি; ক্লীব।

ব্যারিস্টার—বিলাতের আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উকীল। ইং barrister. বি।

ব্যারিস্টারি—ব্যারিস্টারের কার্য্য। ব্যারিস্টার+ই কর্ম্মার্থে। বি।

ব্যারোমিটার—বায়ুর চাপ মাপক যন্ত্র। ইং barometer. বি।

ব্যাল—১। সর্প; শ্বাপদ, হিংস্র জন্তু; চিতাবাঘ; দুষ্ট হস্তী; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বি; পুং। স্ত্রী—ব্যালী (সর্পী ইত্যাদি)। ২। ক্রূর; হিংস্র; অপকারী। বি—আ—অল্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

ব্যালগ্রাহ, -গ্রাহী (-গ্রাহিন্‌)—সাপুড়ে, আহিতুণ্ডিক। উপতৎ; ব্যাল—গ্রহ্‌+অণ্‌, ণিন্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

ব্যালোল—অত্যধিক চঞ্চল, অস্থির; বিশৃঙ্খল। বিশেষ ভাবে আলোল, প্রাদি। বিণ।

ব্যাস—১। বেদবিভাগকর্ত্তা মুনিবিশেষ; পুরাণপাঠক ব্রাহ্মণ। বি—আ—অস্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। ২। (জ্যামিতি) বৃত্তের মধ্যস্থ যে সরল রেখা কেন্দ্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়া উভয় দিকে পরিধিকে স্পর্শ করে তাহা (diameter). বি—আ—অস্‌+ঘঞ্‌ করণবা। ৩। সমাসের বিগ্রহবাক্য; পরিমাণবিশেষ। বি—আ—অস্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ৪। বিভাগ; বিস্তার। বি—আ—অস্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

ব্যাসকূট—ব্যাসরচিত দুর্ব্বোধ্য ও অস্পষ্ট শ্লোক [মহাভারতের শ্লোকসকলের মধ্যে মধ্যে এইরূপ ব্যাসকূট আছে। কথিত আছে, উহার লেখক গণেশ যে সময়ে তাহাদের অর্থবোধে ব্যাপৃত থাকিতেন, ব্যাসদেব সেই সময়মধ্যে অন্য শ্লোক রচনা করিয়া লইতেন; কারণ গণেশের লেখা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য শ্লোক বলিতে না পারিলে, তিনি আর লিখিবেন না, উভয়ের মধ্যে এইরূপ সর্ত্ত ছিল]। ব্যাসরচিত কূট (অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য শ্লোক), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

ব্যাসক্ত—অতি আসক্ত; সংলগ্ন; উদ্‌ভ্রান্ত; অভিভূত। বি—আ—সন্‌জ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ব্যাসঙ্গ।

ব্যাসঙ্গ—বিশেষ সংযোগ; অতি আসক্তি; বিশেষ মনোযোগ। বি—আ—সন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—ব্যাসক্ত।

ব্যাসার্দ্ধ(র্ধ)—ব্যাসের অর্দ্ধভাগ; বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত অঙ্কিত সরলরেখা (radius). ব্যাসের অর্দ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ব্যাসিদ্ধ—নিষিদ্ধ, নিবারিত; অবরুদ্ধ; রাজাজ্ঞাক্রমে নিষিদ্ধ; স্থানপাত্রভেদে নিষিদ্ধ (ভূমিহস্তান্তরকরণ)। বি—আ—সিধ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ব্যাহত—নিষিদ্ধ, প্রতিহত, প্রতিবদ্ধ; নিবারিত; বিফলীকৃত; ভীত; হতাশ; দূরীকৃত। বি—আ—হন্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ব্যাঘাত, ব্যাহতি।

ব্যাহরণ, ব্যাহার—কথন, উক্তি। বি—আ—হৃ+অনট্‌, ঘঞ্‌ ভাববা। বি; ক্লীব, পুং। বিণ—ব্যাহৃত।

ব্যাহৃত—কথিত, উক্ত। বি—আ—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ব্যাহরণ, ব্যাহার, ব্যাহৃতি।

ব্যাহৃতি—১। কথন, উক্তি। বি—আ—হৃ+ক্তি ভাববা। ২। মন্ত্রাঙ্গবিশেষ, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি মন্ত্র [মহাব্যাহৃতি তিনটি মন্ত্র,—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ]। বি—আ—হৃ+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী। বিণ—ব্যাহৃত।

ব্যুত—বোনা, সূত্রনির্ম্মিত। বি—বে+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ব্যুৎক্রম—ক্রমবিপর্য্যয়, ব্যতিক্রম; অনিয়ম। বি—উৎ—ক্রম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

ব্যুত্থান—উদয়, উত্থিতি; বিশেষরূপে উত্থান; প্রতিরোধ; বিরোধকরণ; স্বাধীন হইয়া কার্য্যকরণ; (যোগশাস্ত্র) সমাধিভঙ্গের অবসর; নৃত্যবিশেষ। বি—উৎ—স্থা+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

ব্যুৎপত্তি—পাণ্ডিত্য; কৌশল; শাস্ত্রে বিশেষ সংস্কার; জ্ঞানবিশেষ; (ব্যাকরণ) শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ও তৎসমুদয়ের নির্দ্ধারণ ক্ষমতা। বি—উৎ—পদ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বি—ব্যুৎপন্ন।

ব্যুৎপন্ন—পণ্ডিত; শাস্ত্রজ্ঞানবান্‌; (ব্যাকরণ); প্রকৃতিপ্রত্যয়সাহায্যে উৎপন্ন। বি—উৎ—পদ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ব্যুৎপত্তি।

ব্যুৎপাদক—ব্যুৎপত্তিজনক; সংস্কারজনক। বি—উৎ—পদ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দিকা।

ব্যুৎপাদন—(ব্যাকরণ) প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি-

নির্ণয় ; প্রকৃতিপ্রত্যয়াদির সাহায্যে উৎপাদন ; শব্দের সাধন। বি—উৎ—পদ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, –দিত, –দ্য।

ব্যুৎপাদিত—(ব্যাকরণ) প্রকৃতিপ্রত্যয়-সাহায্যে উৎপাদিত। বি—উৎ—পদ্+ণিচ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –দন।

ব্যুৎপাদ্য—ব্যুৎপত্তিলভ্য। বি—উৎ—পদ্ +ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,–দন।

ব্যূঢ়—বিপুল, প্রশস্ত ; পৃথুল ; স্থূল ; সংহত ; স্ফীত ; বিন্যস্ত, ব্যূহনিবদ্ধ ; তুল্য ; বিবাহিত ; উত্তম ; অত্যুত্তম ; পরিহিত ; ঠাস ; দৃঢ়, সুসনদ্ধ। বি—বহ্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি—ব্যূঢ়ি।

ব্যূঢ়ি—সাজান, বিন্যাস ; স্থূলতা। বি—বহ্ +ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—ব্যূঢ়।

ব্যূতি—বুনন, বস্ত্রাদিবয়ন। বি—উয়্+ক্তি ভাববা। বিণ ; স্ত্রী। বিণ—ব্যূত।

ব্যূহ—১। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মে সৈন্য-সজ্জা, সৈন্যরচনা, বলবিন্যাস ; বিস্তার ; নির্ম্মাণ, গঠন ; তর্ক। বি—উহ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। সমূহ ; যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মে সমাবিষ্ট সৈন্যসমূহ ; দেহ। বি—উহ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

ব্যূহিত—সৈন্যরচিত, ব্যূহে সন্নিবেশিত। ব্যূহ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ব্যোম (ব্যোমন্)—আকাশ, নভোমণ্ডল ; জল ; সূর্য্যদেবের উপাসনার্থ মন্দির ; অভ্রক। ব্যে+মন্ বা বি+মনিন্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; ক্লীব।

ব্যোমকেশ—শিব, মহাদেব। ব্যোমে অর্থাৎ আকাশে ('ব্যোমন্' শব্দ) কেশ যাঁহার, বহুব্রী [গঙ্গাধারণকালে যাঁহার কেশ ব্যোমব্যাপী হইয়াছিল অথবা চন্দ্র ও সূর্য্যের আকাশকীর্ণ তেজোরাশি যাঁহার কেশস্বরূপ এই অর্থে]। বি ; পুং।

ব্যোমচর—১। আকাশে ভ্রমণকারী। বিণ। স্ত্রী, –রী। ২। পক্ষী ; গ্রহ ; নক্ষত্র। উপতৎ ; ব্যোমন্—চর্+ট কর্তৃবা। বি ; পুং।

ব্যোমচারী (-চারিন্)—দেবতা ; গ্রহ-নক্ষত্রাদি ; পক্ষী ; গগনবিহারী। উপতৎ ; ব্যোমন্—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –চারিণী।

ব্যোমযান—উড়োজাহাজ ; বেলুন ; বিমান, দেবযান। ব্যোমে যান (গমন) যদ্দারা, বহুব্রী ; অথবা, ব্যোমগামী যান (রথাদি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ব্রজ—১। সমূহ। ব্রজ্+অচ্ কর্তৃবা। ২। গোষ্ঠ ; মথুরাসমীপস্থ গোকুল-গ্রাম ; পথ। ব্রজ্+ঘ অধিবা। ৩। গমন ('পদব্রজে')। ব্রজ্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি ; পুং।

ব্রজকামিনী, -গোপী, -নারী, -বধূ, -বালা, -রমণী—ব্রজাঙ্গনা, বৃন্দাবনের গোপনারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রজকিশোর—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের কিশোর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [স্ত্রী।

ব্রজকিশোরী—শ্রীরাধিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

ব্রজগোপাল, -বিলাসী (-সিন্), **-রমণ, -সুন্দর**—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রজগোপী—বৃন্দাবনের গোয়ালিনী ; গোকুলবাসিনী গোপী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রজধাম (-ধামন্)—বৃন্দাবন, গোকুল। ব্রজনামক ধাম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ব্রজন—ভ্রমণ, পর্য্যটন। ব্রজ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

ব্রজনাথ, -মোহন—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রজবল্লভ, ব্রজেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের বল্লভ, ৬ষ্ঠীতৎ ; ব্রজে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং। ['ব্রজেন্দ্র' শব্দ শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দরাজ অর্থেও প্রযুক্ত হয়, সেই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন—"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হইল সেই।"]

ব্রজবাসী (-বাসিন্)—বৃন্দাবনবাসী ; মথুরা বৃন্দাবনের পাণ্ডা। উপতৎ ; ব্রজ—বস্+ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –সিনী।

ব্রজবিলাসী (-সিন্)—'ব্রজগোপাল' দ্রঃ।

ব্রজবিহারী (-হারিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজ—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ব্রজবুলি—বৈষ্ণবপদাবলীতে ব্যবহৃত উত্তর বিহারের মিশ্রভাষাবিশেষ ; মৈথিলীর অনুকরণে ও বাঙ্গালার মিশ্রণে উৎপন্ন ভাষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

ব্রজভাব—মাধুর্য্যভাব ; বৃন্দাবনের শান্ত-দাস্য প্রভৃতি ভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রজভাষা—হিন্দীভাষার শাখাবিশেষ [প্রাচীন মিথিলার এক অংশকে ব্রজ বলিত, ব্রজভাষা সেইখানকার ভাষা। ব্রজবুলি ও ব্রজভাষা স্বতন্ত্র]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রজমোহন—'ব্রজনাথ' দ্রঃ।

ব্রজরমণ—'ব্রজগোপাল' দ্রঃ। [পুং।

ব্রজরাজ—শ্রীকৃষ্ণ ; নন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

ব্রজলীলা—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের কার্য্যাবলী। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রজসুন্দর—'ব্রজগোপাল' দ্রঃ।

ব্রজাঙ্গনা—ব্রজনারী, গোপী। ব্রজের অঙ্গনা (রমণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রজেন্দ্র—'ব্রজবল্লভ' দ্রঃ।

ব্রজেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রজেশ্বরী—শ্রীরাধিকা ; যশোদা। ব্রজের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রণ—ক্ষত, ঘা, ফোঁড়া। ব্রণ্+অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

ব্রণিত—ব্রণযুক্ত, যাহাতে ব্রণ হইয়াছে এমন, ক্ষতবিশিষ্ট। ব্রণ+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ। [অর্থে। বিণ।

ব্রণী (ব্রণিন্)—ব্রণযুক্ত। ব্রণ+ইন্ আছে

ব্রত—পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কর্ম্ম, চান্দ্রায়ণাদি ; নিয়ম ; ভক্ষণ। বৃ+অতচ্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

ব্রতচারী (-চারিন্)—১। ব্রতপালনকারী। ব্রত—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চারিণী। ২। নৃত্যবিশেষ। বাং প্র। বি।

ব্রততি, ব্রততী—১। লতা, বল্লী। প্র—তন্+ক্তিচ্ কর্তৃবা ; পক্ষে ঈপ্। ২। বিস্তার। প্র—তন্+ক্তি ভাববা ; পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্রতদাস—যে ইষ্টদেবের পূজার নিয়ম যথারীতি পালন করিয়া চলে এরূপ ভক্ত, দেবদাস ("হয়ে মোর ব্রতদাস, মোর পূজা পরকাশ, মরত ভুবনে গিয়া কর"—ভারতচন্দ্র)। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ব্রতধারী (-ধারিন্)—ধর্ম্মার্থ নিয়মপালনকারী ; ব্রতী। উপতৎ ; ব্রত—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ধারিণী।

ব্রতভিক্ষা—পৈতা-ধারণকালীন ভিক্ষা। ব্রতার্থা ভিক্ষা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্রতাদেশ—পৈতা লওয়া, উপনয়ন। ব্রতের আদেশ (নির্দ্দেশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রতী (ব্রতিন্)—১। ব্রতবিশিষ্ট ; নিযুক্ত, রত ; নিয়মধারী। বিণ। স্ত্রী—ব্রতিনী। ২। যজমান ; তপস্বী। ব্রত+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ব্রতোপবাস—ব্রতের নিয়মানুযায়ী উপবাস। ব্রতার্থক উপবাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্ম (ব্রহ্মন্)—জ্ঞানময় অদ্বিতীয় সত্তা ; পরমেশ্বর ; ব্রহ্মা ; ব্রাহ্মণ ; বেদমন্ত্র ; বেদ ; বেদজ্ঞান ; ব্রহ্মতেজঃ ; তত্ত্ব, তৎ সৎ ; তপস্যা। বৃন্হ্+মনিন্ করণবা। বি ; ক্লীব।

ব্রহ্মকাণ্ড—বেদের জ্ঞানকাণ্ড। ব্রহ্ম-প্রতিপাদক কাণ্ড (অধ্যায়), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্মঘাতক—ব্রাহ্মণের প্রাণনাশক, ব্রাহ্মণ-হিংসক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –ঘাতিকা।

ব্রহ্মঘাতী (-ঘাতিন্)—ব্রাহ্মণের প্রাণ-বিনাশকারী। উপতৎ ; ব্রহ্মন্—হন্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ঘাতিনী।

ব্রহ্মঘোষ—বেদধ্বনি। ব্রহ্মের (বেদের) ঘোষ (উচ্চারণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রহ্মঘ্ন—ব্রহ্মহত্যাকারক (রাক্ষসাদি)। ব্রহ্মন্—হন্+টক্ (মনুষ্য কর্ত্তা হইলে ক প্রত্যয়) কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ঘ্নী।

ব্রহ্মঘ্নী—১। ব্রাহ্মণ-হত্যাকারিণী। ব্রহ্ম—

হন্‌+ক্বিপ্‌, কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। যুবকুমারী। ব্রহ্মন্—হন্‌+টক্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মচর্য্য(র্য)—ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম; স্ত্রী-পুরুষের স্মরণ কীর্ত্তন প্রভৃতি অষ্টবিধ মৈথুনাভাব; স্ত্রীলোকের বা পুরুষের কামক্রিয়া এবং কামচিন্তা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন; ব্রতবিশেষ। ব্রহ্মন্—চর্‌+যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মচর্য্যা(র্যা)শ্রম—ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম, পৈতা লওয়ার পর ব্রাহ্মণকুমারের গুরুগৃহে থাকিয়া শাস্ত্রাদিতে শিক্ষালাভ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রহ্মচারিণী—ব্রহ্মচর্য্যব্রতচারিণী স্ত্রী; দুর্গা; বারুণীবৃক্ষ; ব্রাহ্মীশাক। ব্রহ্মচারিন্‌+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মচারী (-চারিন্)—কাম-দমনপূর্ব্বক সৎভাবে জীবনযাপনকারী, মৈথুনত্যাগী; প্রথমাশ্রমী, পৈতা লওয়ার পর যে ব্রাহ্মণপুত্র গুরুগৃহে বাস করিয়া শাস্ত্রাদিতে শিক্ষা লাভ করে সেই। উপতৎ; ব্রহ্মন্ (বেদ)—চর্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —চারিণী।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—ব্রহ্ম বা অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্নাদি দ্বারা জ্ঞানলাভের ইচ্ছা। ব্রহ্মসম্বন্ধীয়া জিজ্ঞাসা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। বিণ, —জিজ্ঞাসু।

ব্রহ্মজীবী (-জীবিন্)—অপবিত্র ব্রাহ্মণ; মূল্যগ্রহণপূর্ব্বক বেদাধ্যাপক; বেদজীবী। উপতৎ; ব্রহ্মন্—জীব্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ব্রহ্মজ্ঞ—বেদজ্ঞ; তত্ত্বজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী; মুনি ঋষি প্রভৃতি। উপতৎ; ব্রহ্মন্—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ব্রহ্মজ্ঞান—অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান, আত্মতত্ত্ববোধ; নির্ব্বাণ; কৈবল্য; আধ্যাত্মিক জ্ঞান। ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মজ্ঞানী (-জ্ঞানিন্)—ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট; ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। ব্রহ্মজ্ঞান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —জ্ঞানিনী।

ব্রহ্মডাঙ্গা—উচ্চ অনুর্ব্বর ভূমি; ব্রাহ্মণের বাসোপযুক্ত উচ্চ ভূমি। বাং প্র। বি।

ব্রহ্মণ্য—১। ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। ব্রহ্মতেজ। ব্রহ্মন্‌+যৎ সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। ৩। ব্রহ্মত্ব। ব্রহ্মন্‌+যৎ ভাবে। বি; ক্লীব। ৪। ব্রহ্মদারু বৃক্ষ; তুঁতেগাছ; মুঞ্জতৃণ; তুলবৃক্ষ। ব্রহ্মন্‌+যৎ হিতার্থে। ৫। বিষ্ণু। ব্রহ্মন্‌+যৎ রক্ষার্থে। ৬। শনিঠাকুর, শনৈশ্চর। ব্রহ্মন্‌+যৎ জাতার্থে। বি; পুং।

ব্রহ্মণ্যদেব—নারায়ণ; শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রহ্মতাল—চতুর্ম্মুখ তাল, মৃদঙ্গের চতুর্দ্দশমাত্রিক তালবিশেষ। ব্রহ্মাখ্য তাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রহ্মতালু—মাথার চাঁদি, ব্রহ্মরন্ধ্র। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত তালু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

ব্রহ্মতীর্থ—পুষ্করতীর্থ; অঙ্গুষ্ঠমূলভাগ। ব্রহ্মপ্রিয় তীর্থ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মতেজঃ (-তেজস্), **-তেজ**—ব্রহ্মজ্ঞান হইতে জাত শক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মত্ব—ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মপদ। ব্রহ্মন্‌+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মত্র—জমিদার অথবা রাজা ব্রাহ্মণকে যে নিষ্কর ভূমি দান করেন তাহা। ব্রহ্মন্—ত্রৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মদণ্ড—১। ব্রাহ্মণের লাঠি; বশিষ্ঠের নিদ্ধযষ্টি। ব্রহ্মের (ব্রাহ্মণের) দণ্ড (যষ্টি), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ব্রাহ্মণের অভিশাপ। ব্রহ্মপ্রদত্ত দণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রহ্মদৈত্য—প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মাই (ব্রাহ্মণই) দৈত্য, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রহ্মন্—'ব্রহ্ম' ও 'ব্রহ্মা' দ্রঃ।

ব্রহ্মনির্ব্বা(র্বা)ণ—ব্রহ্মে লীন হওয়া, ব্রহ্মে নির্বৃতি। ব্রহ্মে নির্ব্বাণ, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মপিশাচ—ব্রহ্মদৈত্য, মরণান্তর পিশাচযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রহ্মপুত্র, -পুত্র—বিষবিশেষ; সুবিখ্যাত নদ; তীর্থবিশেষ; ক্ষেত্রবিশেষ। ব্রহ্মার পুত্র, পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্রহ্মপুরী—ব্রহ্মার আবাসস্থল, ব্রহ্মলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মবর্ত্ত(র্ত)—'ব্রহ্মাবর্ত্ত' দ্রঃ। ব্রহ্মন্—বৃত+ঘঞ্‌, অধিবা। বি; পুং।

ব্রহ্মবাদ—১। বেদপাঠ, বেদাধ্যয়ন। ব্রহ্মের (বেদের) বাদ (কথন), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাক্যবিশেষ। ব্রহ্মজ্ঞাপক বাদ (উক্তি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রহ্মবাদিনী—১। বেদমাতা, গায়ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। বেদাধ্যায়িনী; ব্রহ্মজ্ঞা। ব্রহ্মবাদিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ব্রহ্মবাদী (-বাদিন্)—ব্রহ্মজ্ঞ; বৈদান্তিক; যিনি ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক উপদেশ দেন। উপতৎ; ব্রহ্মন্ (পরমেশ্বর, বেদ)—বদ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বাদিনী।

ব্রহ্মবিৎ (-বিদ্)—ব্রহ্মজ্ঞানী। ব্রহ্মন্—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান; বেদান্তশাস্ত্র। ব্রহ্মসম্বন্ধীয়া বিদ্যা (জ্ঞান, শাস্ত্র), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মবৃত্তি—ব্রাহ্মণের জীবনোপায়, ব্রহ্মস্ব। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত(র্ত)—অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণবিশেষ। ব্রহ্মের বৈবর্ত্ত যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

ব্রহ্মভূত—ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত; ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত। ব্রহ্মন্—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

ব্রহ্মময়—ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্মকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্মন্‌+ময়ট্ স্বরূপার্থে, ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

ব্রহ্মযজ্ঞ—বেদের অধ্যয়ন বা অধ্যাপন; যাহার উপনয়ন হইয়াছে তাহার মধ্যাহ্নসন্ধ্যার শেষের কৃত্যবিশেষ। ব্রহ্মের (বেদের) যজ্ঞ (অর্থাৎ অধ্যয়নাদি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্রহ্মরন্ধ্র—ব্রহ্মতালু, মস্তকের মধ্যভাগে অবস্থিত যে ছিদ্রের মধ্য দিয়া মৃত্যুকালে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে তাহা। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত রন্ধ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মরাক্ষস—১। দুষ্কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণের রাক্ষসত্বপ্রাপ্ত প্রেতাত্মা, ব্রহ্মদৈত্য; মহাদেবের গণবিশেষ। ব্রহ্মাই ('ব্রহ্মন্'-শব্দ) রাক্ষস, কর্ম্মধা। ২। নিন্দিত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণ) রাক্ষসসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রহ্মর্ষি—বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণ-ঋষি। ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণই ঋষি, কর্ম্মধা (সন্ধি —ব্রহ্ম+ঋষি)। বি; পুং।

ব্রহ্মর্ষিদেশ—কুরুক্ষেত্র মৎস্য পঞ্চাল ও শূরসেন—এই চারি দেশ। ব্রহ্মর্ষির দেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার ভুবন। ব্রহ্মার লোক (জগৎ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্রহ্মশাপ—ব্রাহ্মণের দেওয়া অভিশাপ। ব্রহ্মপ্রদত্ত শাপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রহ্মশাসন—১। ব্রহ্মার বিচারগৃহ। ব্রহ্মার শাসন (আজ্ঞা) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। ব্রহ্মার আজ্ঞা। ব্রহ্মার শাসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মশিরঃ (-শিরস্), **-শির**—ব্রহ্মতেজোময় মহাস্ত্র অস্ত্রবিশেষ। ব্রহ্ম শিরে ('শিরস্'-শব্দ) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মসংহিতা—স্মৃতিশাস্ত্র; ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহ গ্রন্থবিশেষ। ব্রহ্মবিষয়িকা সংহিতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মসঙ্গী(ংগী)ত—ব্রহ্মবিষয়ক গান; নিরাকার ব্রহ্ম-বিষয়ক গান (সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত)। ব্রহ্ম-বিষয়ক সঙ্গীত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মসমাজ—ব্রাহ্মসমিতি; ব্রাহ্মগণসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্রহ্মসূত্র—পৈতা, যজ্ঞোপবীত; ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্ত সূত্র। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের), ব্রহ্মের সূত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণের ধন। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) স্ব (ধন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মহত্যা—ব্রাহ্মণ-বধ। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) হত্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মহা (ব্রহ্মহন্)—ব্রাহ্মণবধকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী। ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ)—হন্ + ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা, ভূতকালে। বিণ। স্ত্রী—ব্রহ্মঘ্নী।

ব্রহ্মহৃদয়—(জ্যোতিষ) নক্ষত্রমণ্ডলবিশেষ (Capella). বি; ক্লীব।

ব্রহ্মা (ব্রহ্মন্)—১। বিধাতা, সৃষ্টিকর্তা; ঋত্বিগ্‌বিশেষ; ব্রাহ্মণ; ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক ঋষিবিশেষ। বৃন্‌হ্ + মনিন্ কর্ত্তৃবা। ২। যোগবিশেষ। বৃন্‌হ্ + মনিন্ করণবা, কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ব্রহ্মাঞ্জলি—সামবেদপাঠকালীন উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের বিভাগার্থ অঙ্গুলিকরণ; অধ্যয়নের আদিতে ও অন্তে ওঁ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক গুরুর নিকট যে অঞ্জলি করিতে হয় তাহা। ব্রহ্ম (বেদ)-প্রয়োজক অঞ্জলি (করপুট), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রহ্মাণী—ব্রহ্মার শক্তি, দেবীবিশেষ; ব্রহ্মার পত্নী। ব্রহ্মন্ — অন্ + ণিচ্ + অণ্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্ (ণত্ব), মতান্তরে ব্রহ্মন্ + আনীপ্। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মাণ্ড—জগৎ, বিশ্ব। ব্রহ্মসৃষ্ট অণ্ড (ডিম্ব), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মানন্দ—অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপলব্ধিতে যিনি আনন্দ লাভ করেন ('—কেশব সেন')। ব্রহ্মে আনন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ব্রহ্মাবর্ত্ত(র্ত)—কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত এবং সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ; তীর্থবিশেষ। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) আবর্ত্ত (বাসস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্রহ্মারণ্য—বেদাধ্যয়নভূমি, বেদপাঠের স্থান। ব্রহ্মের (বেদপাঠের) অরণ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মাসন—ধ্যানাসন; যোগাসন; স্বস্তিক-পদ্মাদি আসন। ব্রহ্মনিমিত্তক আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ব্রহ্মাস্ত্র—১। যে অস্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা ব্রহ্মা তাহা। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত অস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। ব্রহ্মশাপ। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) অস্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ৩। অব্যর্থ অস্ত্র বা মারণের উপায়। বাং প্র। বি।

ব্রহ্মোত্তর—ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি। 'ব্রহ্মত্র'-শব্দজ। বি।

ব্রাণ্ডি, ব্র্যাণ্ডি—পাশ্চাত্ত্যদেশীয় একপ্রকার মদ। ইং brandy. বি।

ব্রাত—১। পতিত ব্রাহ্মণের সন্ততি; সমূহ। বৃ + অতচ্ কর্ম্মবা (অ-স্থানে আ)। ২। শ্রমজীবী। ব্রত + অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ৩। মজুরি, শারীরিক পরিশ্রম। ব্রত + অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ব্রাত্য—সংস্কারহীন; যজ্ঞোপবীতশূন্য; অযোগ্যকালে উপনীত। ব্রাত (সমূহ, সমাজ) + যৎ চ্যুতার্থে। বিণ; পুং।

ব্রাত্যক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার-বর্জ্জিত জাতি; কায়স্থ জাতি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রাহ্ম—১। বুড়ো আঙ্গুলের গোড়া, হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলদেশ [এই তীর্থে ব্রাহ্মণের আচমন বিহিত]; ব্রহ্মপুরাণ। বি; ক্লীব। ২। বিবাহবিশেষ, বরকে আহ্বানপূর্ব্বক অলঙ্কৃত-কন্যাদান; বেদ পাঠের পর গুরুকুল হইতে সমাগত বিপ্রের পূজাদিরূপ ধর্ম্ম; রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত। ব্রহ্মন্ + অণ্ সম্বন্ধার্থে, জ্ঞানার্থে। ৩। ব্রহ্মার পুত্র নারদ। ব্রহ্মন্ + অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ৪। ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়; তপস্যাসম্ভূত; ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী; রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। ব্রহ্মন্ + অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—ব্রাহ্মী।

ব্রাহ্মণ—১। বামুন, বিপ্র, শ্রেষ্ঠবর্ণ; দ্বিজোত্তম। ব্রহ্মন্ (বিপ্র, প্রজাপতি) + অণ্ অপত্যার্থে, অথবা, ব্রহ্মন্ (বেদ) + অণ্ অধ্যয়নার্থে। বি; পুং। ২। বেদের ব্যাখ্যান-ভাগ (বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বিভক্ত)। ব্রহ্মন্ + অণ্ স্বার্থে। ৩। ব্রহ্মজ্ঞ। ব্রহ্মন্ + অণ্ জ্ঞাতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ণী।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত—শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই পণ্ডিত, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রাহ্মণ-ভোজন—ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণপত্নী; ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী। ব্রাহ্মণ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ব্রাহ্মণ্য—১। ব্রাহ্মণসমূহ। ব্রাহ্মণ + য্যঞ্ সমূহার্থে। ২। ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ + য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ৩। শনিগ্রহ। ব্রহ্মণ্য (শনৈশ্চর) + অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ব্রাহ্মণ্যশ্রী—ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, ব্রহ্মতেজোজাত লাবণ্য। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্রাহ্মধর্ম্ম(র্ম)—রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত। ব্রাহ্ম (৪) ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। [বি; ক্লীব।

ব্রাহ্মবিধান—ব্রাহ্ম-বিবাহবিধি। কর্ম্মধা।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত(ত)—সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল, অরুণোদয় কালের প্রথম দুই দণ্ড। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ব্রাহ্মসমাজ—রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণের সমাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ,—সমাজী।

ব্রাহ্মী—১। ব্রহ্মার শক্তিবিশেষ, মাতৃ-বিশেষ; সরস্বতী; রোহিণী নক্ষত্র; মেধা স্বর ও অগ্নিবর্দ্ধক শাকবিশেষ; একপ্রকার অক্ষর [প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী এই দুই রকম লিখন রীতি ছিল। খরোষ্ঠী ডান দিক্ হইতে এবং ব্রাহ্মী বাঁ দিক্ হইতে। দেবনাগর ব্রাহ্মী রীতির অক্ষর]। বি; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মসম্বন্ধিনী; ব্রহ্মোপাসিকা। ব্রাহ্ম + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ব্রাহ্ম্য—ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। ব্রহ্মন্ + ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—ব্রাহ্মী।

ব্রিজ—পুল, সেতু; একপ্রকার তাসখেলা। ইং bridge. বি।

ব্রিটিশ—ইংলণ্ডদেশীয়; ইংরেজ। ইং British. বিণ বা বি।

ব্রীড়, ব্রীড়ন, ব্রীড়া—লজ্জা, ত্রপা। ব্রীড্ + ঘঞ্, অনট্, অ ভাববা, ৩য় পক্ষে + আপ্। বি; পুং, ক্লীব, স্ত্রী।

ব্রীড়াকুঞ্চিত—লজ্জায় যে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

ব্রীড়াবনত—যে লাজে নুইয়া পড়িয়াছে এমন, লজ্জায় আনত। ব্রীড়াহেতু অবনত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ব্রীড়িত—লজ্জিত। ব্রীড্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

ব্রীহি—আশুধান্য। বৃহ্ + ইন্ কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

ব্রুচ, ব্রোচ—একপ্রকার গহনা। ইং brooch. বি।

ব্র্যাকেট—বন্ধনীচিহ্ন, ( ), { }, [ ]; প্রাচীরসংলগ্ন বস্ত্রাধারবিশেষ। ইং bracket. বি।

ব্লক—চিত্রাদি ছাপিবার ক্ষোদিত কাষ্ঠময় বা ধাতুময় ফলক; পল্লী, বড় বাড়ী ইত্যাদির এক একটি অংশ বা বিভাগ। ইং block. বি।

ব্লটিং—চোষ-কাগজ, কালি চুষিবার কাগজ। ইং blotting-paper. বি।

ব্লাউজ—মেয়েদের জামাবিশেষ। ইং blouse. বি।

[ভ]

ভ—১। চতুর্ব্বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়। ইহা মহাপ্রাণ ও ঘোষবৎ]। ২। নক্ষত্র; গ্রহ। বি; ক্লীব। ৩। শুক্রাচার্য্য; মেষাদি রাশি। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক কর্ত্তৃবা। ৪। ভ্রমর। ভণ্ (শব্দ করা)+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভঅ—হয়; হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভআ, ভয়া—হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভই—হইয়া, হয়; হই। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভই গেও—হইল, হইয়া গেল।

ভঁউই—ভ্রূ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভক্—গন্ধ ধোঁয়া প্রভৃতির হঠাৎ বহির্গমন-সূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

ভকত—ভক্ত। কবিপ্র। বি।

ভকা, ভখা—রুচি হওয়া; ভক্ষণ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বি; পুং।

ভকার—ভ এই বর্ণ। ভ+কার স্বার্থে।

ভক্ত—১। যাহার ভক্তি আছে এমন; অনুরক্ত, অনুগত, সেবক। ভজ্ (সেবা করা)+ক্ত ভাববা; ভক্ত+অচ্ বিশিষ্টার্থে। ২। বিভক্ত। ভজ্ (ভাগ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। অন্ন, ভাত। ভজ্ (ভক্ষণ করা ইত্যাদি)+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

ভক্তদাস—ভগবদ্ভক্তের সেবক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভক্তবৎসল—১। ভক্তের প্রতি স্নেহযুক্ত। বিণ। ২। বিষ্ণু। ভক্তে বৎসল, ৭মীতৎ। বি; পুং।

ভক্তবিটেল—ভক্তসাধু, ভক্তের ভাণকারী। কর্ম্মধা। বাং প্র। বি বা বিণ।

ভক্তাধীন—ভক্তের বশ। ভক্তের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ভক্তি—১। পূজ্য ব্যক্তির প্রতি সম্ভ্রমযুক্ত, অনুরাগ; সেবা; প্রেম। ভজ্ (সেবা করা)+ক্তি ভাববা। **নববিধা ভক্তি**—বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। ২। অংশ; ভাগ। ভন্জ্+ক্তি কর্ম্মবা, ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—ভক্ত।

ভক্তিগ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবত শাণ্ডিল্যসূত্র ভক্তিরসায়ন নারদসূত্র প্রভৃতি ভক্তিপ্রতিপাদক পুস্তক। ভক্তিপ্রতিপাদক গ্রন্থ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভক্তিচিহ্ন—বন্দন অনুরাগ প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভক্তিতত্ত্ব—ভক্তিসম্বন্ধীয় তথ্য, ভক্তির স্বরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভক্তিপ্লুত—ভক্তিপূর্ণ, ভক্তিতে গদগদ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভক্তিবাদ—ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান সহায় এইরূপ মতপ্রকাশ, ভক্তির উৎকর্ষ-কীর্ত্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভক্তিভরে—ভক্তির সহিত, শ্রদ্ধাসহকারে। ভক্তির ভর, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ভক্তিভাজন—ভক্তির পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ (সংস্কৃত মতে ক্লীব)।

ভক্তিমান্ (-মৎ)—যাহার ভক্তি আছে এমন, ভক্তিবিশিষ্ট। ভক্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

ভক্তিযোগ—পরমেশ্বরের সহিত ভজনসম্বন্ধ; ভক্তিদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা। ভক্তিই যোগ, কর্ম্মধা; অথবা, ভক্তি দ্বারা যোগ (ঈশ্বর-সাধন), ৩য়াতৎ। বি; পুং।

ভক্তিরস—ভক্তিরূপ রস। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভক্তিস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—স্রোতোরূপে প্রবাহিতা ভক্তি; ভক্তির অত্যধিক উচ্ছ্বাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভক্ষক—খাদক, ভোক্তা, ভক্ষণকারক। ভক্ষ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভক্ষিকা।

ভক্ষণ—খাওয়া, খাদন, ভোজন। ভক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ভক্ষণীয়, ভক্ষিত, ভক্ষ্য।

ভক্ষণীয়, ভক্ষ্য—১। খাওয়ার মত, ভোজনীয়, ভক্ষণযোগ্য। বিণ। বি—ভক্ষণ। ২। খাদ্য-দ্রব্য। ভক্ষ্+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; পুং। [বিণ। বি—ভক্ষণ।

ভক্ষিত—খাদিত, ভুক্ত। ভক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা।

ভক্ষ্য—'ভক্ষণীয়' দ্রঃ।

ভখা—'ভকা' দ্রঃ।

ভগ—১। স্ত্রী-যোনি; গুহ্যদেশ; ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শ্রী জ্ঞান বৈরাগ্য—ভগবানের এই ছয় গুণ; সৌন্দর্য্য, শ্রী; উৎকর্ষ; মাহাত্ম্য; ইচ্ছা; যত্ন; ধর্ম্ম; মোক্ষ; শক্তি; পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র। বি; ক্লীব। ২। অদিতি-গর্ভসম্ভূত দ্বাদশ আদিত্যমধ্যে একজন; রবি; চন্দ্র। ভজ্+ঘ কর্ম্মবা। বি; পুং।

ভগণ—১। (জ্যোতিষ) কোন গ্রহের একবার দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণ; দ্বাদশরাশির ভোগফল [একবার দ্বাদশরাশি ভ্রমণে সমস্ত নক্ষত্র ভোগ হয় বলিয়া ইহার নাম ভগণ]; দ্বাদশ-রাশি। ভ অর্থাৎ নক্ষত্রের গণ (সমূহ) যাহাতে, বহুব্রী; অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত তিনটি অক্ষরের সমষ্টি [এই অক্ষরত্রয়ের প্রথমটি গুরু, পরের দুইটি লঘুস্বর]। ভ-নামক গণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভগদৈবত—(জ্যোতিষ) পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র। ভগ (যোনি) দৈবত (অধিদেবতা) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ভগন—ভগ্ন। কবিপ্র। বিণ।

ভগন্দর—গুহ্যদ্বারে ব্রণরোগ (fistula in ano). ভগ—দৄ+খশ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভগবতী—১। দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। মান্যা; ভগযুক্তা, ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী। ভগবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভগবদ্গীতা—মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগবিষয়ক গ্রন্থবিশেষ। ভগবৎ কর্ত্তৃক গীতা, ৩য়াতৎ। বিণ; স্ত্রী (পদটী সাধারণতঃ 'বি; স্ত্রী'-রূপে প্রচলিত; ইহার কারণ, শব্দটীর পুরা নাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্'; 'উপনিষদ্'-শব্দের বিশেষণ বলিয়া 'ভগবদ্গীতা' শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গ রূপে প্রচলিত)।

ভগবদ্ভক্ত—কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ। ভগবানের ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। [(সম্বোধন)।

ভগবন্—হে প্রভো; হে ঈশ্বর। বি; পুং।

ভগবান্ (-বৎ)—১। পরমেশ্বর, ঈশ্বর; বুদ্ধ; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ। বি; পুং। ২। ভগযুক্ত, ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণসম্পন্ন; পূজ্য, মান্য। ভগ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

ভগিনী—বোন, সহোদরা, স্বসা; স্ত্রী-মাত্র। ভগ (যত্ন, স্নেহ)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

ভগিনীপতি—ভগিনীর স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ।

ভগোল—রাশিচক্র। ভ-এর অর্থাৎ নক্ষত্রের গোল (গোলাকার চক্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভগ্ন—খণ্ডিত, ভাঙ্গা; পরাজিত; নিরস্ত; অপমানিত; ছিন্ন; বিনষ্ট। ভন্জ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ভঙ্গ।

ভগ্নদর্প—যাহার দর্প চূর্ণ হইয়াছে এমন। ভগ্ন দর্প যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভগ্নদূত—(রামায়ণ) পরাজয়ের সংবাদবাহী দূত। ভগ্নের (সৈন্যধ্বংসের) দূত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [এখানে ভগ্ন=ভন্জ্+ক্ত ভাববা]।

ভগ্নপাইক—যে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া রাজাকে শুভাশুভ সংবাদ দেয়; ভগ্নদূত। 'ভগ্নপায়িক্'-শব্দজ। বি।

ভগ্নপাদ—১। (জ্যোতিষ) যে নক্ষত্রের তৃতীয় বা প্রথমপাদের অন্ত্য রাশিতে যোগ হয়

এরূপ নক্ষত্র। বি; ক্লীব। ২। খঞ্জ, পঙ্গু। ভগ্ন পাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভগ্নপৃষ্ঠ—যাহার মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে এমন, কুব্জ। বহুব্রী। বিণ।

ভগ্নপ্রক্রম—কাব্যগত বাক্যদোষবিশেষ, রচনার ক্রমভঙ্গ [যথা—'চন্দ্রোদয়ে যেমন সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হয়, রামচন্দ্র আগমন করিয়া সীতাকে সেইরূপ উল্লাসিত করিলেন।'—এই বাক্যের প্রথমাংশে কর্ত্তা সমুদ্রজল দ্বিতীয়াংশের কর্ম্ম সীতার উপমান; সুতরাং বাক্যটিতে ভগ্নপ্রক্রমতা দোষ ঘটিয়াছে]। ভগ্ন প্রক্রম যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

ভগ্নপ্রক্রমতা—কাব্যের দোষবিশেষ। ভগ্নপ্রক্রম+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ভগ্নমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—দুঃখিতচিত্ত, হতাশ। ভগ্ন মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

ভগ্নমনোরথ—যাহার আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে এমন। বহুব্রী। বিণ।

ভগ্নশ্রী—যাহার শোভা নষ্ট হইয়াছে এমন। ভগ্না শ্রী যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভগ্নস্তূপ—যাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়াছে তাহার স্তূপ, স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভগ্নাংশ—(গণিত) যে রাশি দ্বারা একের অংশ ব্যক্ত করা যায় তাহা, ভাঙ্গা-অঙ্ক (fraction). ভগ্ন অংশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভগ্নাত্মা (-ত্মন্)—চন্দ্র। ভগ্ন (খণ্ডিত) আত্মা (দেহ) যাহার, বহুব্রী [চন্দ্র বৃহস্পতি-পত্নীর সতীত্ব হরণ করাতে শিব ইঁহাকে ত্রিশূল দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার এই নাম হইয়াছে]। বি; পুং।

ভগ্নাবশেষ—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবার পর যে জিনিস পড়িয়া থাকে তাহা, ধ্বংসাবশেষ। ভগ্নের অবশেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভগ্নাশ—হতাশ, নিরাশ; অভীষ্টলাভের আশাশূন্য। ভগ্না আশা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভগ্নী—ভগিনী, সহোদরা। 'ভগিনী'-শব্দজ। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

ভগ্নীপতি—ভগিনীর স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ।

ভগ্নোৎসাহ, ভগ্নোদ্যম—নিরাশ; হতাশ। ভগ্ন উৎসাহ, উদ্যম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভঙ্গ—১। ভাঙ্গিয়া যাওয়া; নাশ; পরাজয়; প্রতিবন্ধ; হানি; নিরাস; ভেদ, বিদারণ; ব্যসন; ভঙ্গী; ভয়; রচনা। ভন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। ঢেউ, তরঙ্গ; খণ্ড। ভন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ৩। রোগ। ভন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং। বিণ—ভগ্ন।

ভঙ্গকুলীন—যে কুলীনবংশে কৌলীন্য-প্রথা লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহা। বাং প্র। বি বা বিণ। [কর্ম্মধা। বি।

ভঙ্গপয়ার—বাঙ্গালা কবিতার একটি ছন্দ।

ভঙ্গপ্রবণ—যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় এমন, ভঙ্গুর। ভঙ্গে প্রবণ, ৭মীতৎ। বিণ।

ভঙ্গললিত—বাঙ্গালা কবিতার চারি পদযুক্ত ছন্দোবিশেষ। বাং প্র। বি।

ভঙ্গললিতচতুষ্পদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দোবিশেষ। বাং প্র। বি।

ভঙ্গান—ভাঙ্গনমাছ। ভঙ্গ—অন্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ভঙ্গি, ভঙ্গী—১। ভঙ্গ; চাতুরী, ব্যাজ; ভঙ্গিমা; শোভা; রচনা। ভন্‌জ্‌+ইন্ ভাববা; পক্ষে+ঈপ্। ২। তরঙ্গ। ভন্‌জ্‌+ইন্ কর্ম্মবা; পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভঙ্গিমা—ভঙ্গী; শোভা; চাতুরী। 'ভঙ্গী'-শব্দজ। বাং প্র। বি।

ভঙ্গিমান্ (-মৎ)—তরঙ্গের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে উচ্চ ও নিম্ন, ঢেউ-খেলানো; তরঙ্গযুক্ত। ভঙ্গি (তরঙ্গ)+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

ভঙ্গিয়ান—যে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে এমন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ভঙ্গিল—ভঙ্গপ্রবণ। ভঙ্গ+ইল বিশিষ্টার্থে। বিণ। **ভঙ্গিল পর্ব্বত(র্ব)ত**—অভ্যন্তরে ভাঁজযুক্ত পর্ব্বত (fold mountain).

ভঙ্গুর—১। ভঙ্গশীল, ভঙ্গপ্রবণ; বিনশ্বর; বক্র, বাঁকা; কুর। বিণ। ২। নদীর বাঁক। ভন্‌জ্‌+ঘুরচ্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বি; পুং।

ভচক্র, ভমণ্ডল—(জ্যোতিষ) রাশিচক্র। ভ-এর অর্থাৎ নক্ষত্রদের চক্র, মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভচ্চা, ভর্চ্চা(র্চা)—তিরস্কার করা।

ভজকট—গোলমাল, বিশৃঙ্খলা, লেঠা, ঝঞ্ঝাট। প্রাদে। বি।

ভজন, ভজনা—পূজা, উপাসনা, আরাধনা, সেবা; আশ্রয়গ্রহণ, শরণাগত হওয়া; ভাগ; দেবাদির উদ্দেশে গীত স্তবগীতি। ভজ্ (সেবা করা)+অনট্ ভাববা; ভজ্+অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

ভজনপূজন—উপাসনা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

ভজনা—'ভজন' দ্রঃ।

ভজনালয়—উপাসনা-গৃহ; মঠ মসজিদ বা গির্জ্জা। ভজনের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভজমান—সেবমান, উপাসনাকারী; বিভাজক। ভজ্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ভজা—১। উপাসনা করা, ভজনা করা; উপভোগার্থ আস্বাদন করা। কবিপ্র। ক্রি। ২। উপাসক, ভজনকারী (সাধারণতঃ কর্ম্মবাচক শব্দের পর বসে)। বিণ। ৩। ভজন ভজহরি প্রভৃতি নামের সংক্ষেপ। বাং প্র। বি।

ভজান—মোকাবিলা করা; সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা; প্রবর্ত্তিত করা; ফুসলান; ভজনা করান। বাং ক্রি।

ভজ্যমান—১। যাহা বিভাগ করা হইতেছে এমন; সেব্যমান। ভজ্+শানচ্ কর্ম্মবা। ২। যাহা ভাগ করা বা ভাঙ্গা হইতেছে এমন, খণ্ড্যমান। ভন্‌জ্‌+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

ভঞ্জক—ভঞ্জনকারক, ভগ্নকারক; নিরাসক। ভন্‌জ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভঞ্জিকা।

ভঞ্জন—১। ভঙ্গ; ভগ্নকরণ; নিরসন। ভন্‌জ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। ভঞ্জক ('ভবভয়ভঞ্জন')। ভন্‌জ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ। [ক্রি।

ভঞ্জা—ভাঙ্গা; ঘুচান; দূর করা। কবিপ্র।

ভঞ্জিব—ঘুচাইব; ভাঙ্গিব। কবিপ্র। ক্রি।

ভট—বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ; ম্লেচ্ছবিশেষ; যোদ্ধা; বীর; পামর; রজনীচর। ভট্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ভট্ট—১। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ; মিথিলা ও দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ; দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ; অধ্যাপক; স্তুতিপাঠক, ভাট (কুলপঞ্জিকা কীর্ত্তন প্রভৃতি ইঁহাদের কার্য্য। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে ইঁহাদের জন্ম)। ভট্+তন্ কর্তৃবা। ২। প্রভুত্ব, স্বামিত্ব। ভট্+তন্ ভাববা। বি; ক্লীব।

ভট্টাচার্য্য(র্য)—যে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্য্যের ন্যায়-সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন তিনি; দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ; বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ; অধ্যাপক; বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। ভট্ট (তুতাত ভট্ট) এবং আচার্য্য (উদয়নাচার্য্য), দ্বন্দ্ব; তাঁহাদিগকে অর্থাৎ তাঁহাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন ইনি এই অর্থে, ভট্টাচার্য্য+অচ্। বি; পুং।

ভট্টারক—সূর্য্য, রবি। ভট্ট (স্বামিত্ব)—ঋ+অণ্ কর্তৃবা+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ভট্টারকবার—রবিবার। ভট্টারকের (রবির) বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভট্‌ভট্—বুদ্‌বুদ্ ফুটিয়া বায়ু বাহির হওয়ার শব্দ। বাং প্র। অব্য। বি—ভট্‌ভটানি।

ভড়—১। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। বিহারী শব্দ। ২। মাড়; ভেলা; নৌকা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভড়ং—বাহ্যাড়ম্বর; চটক; রকম; দূরবীক্ষণের মত আকারের প্রাচীনকালের একপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র। বাং প্র। বি।

ভড়ক—ধমক; ভয় দেখান; বাহ্যাড়ম্বর; ভড়ং; জাঁক। বাং প্র। বি।

ভড়কান—পশ্চাৎপদ করা; ভয়ে আড়ষ্ট করা; চকিত হইয়া পলায়ন করা; ভয়ে

কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিষ্ক্রিয় বা নির্ব্বাক্ হওয়া। বাং ক্রি।

ভড়ভড়—জলবুদ্বুদ্ প্রভৃতির অনুকার-শব্দ। বাং প্র। অব্য। ক্রি—ভড়ভড়ান। বি—ভড়ভড়ানি।

ভণই, ভণতি, ভণহি—কহে, কবিতার ভণিতারূপে বলে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভণয়ে—বলে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভণা—বলা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভণিত—১। কথিত, উচ্চারিত। ভণ্ (বলা) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। কথন। ভণ্ + ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

ভণিতা—১। গ্রন্থকর্তা বা রচয়িতার নাম-যুক্ত উক্তি ; কবিতার শেষে কবির নামযুক্ত উক্তি। ভণ্ + ক্ত কর্ম্মবা + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। কথিতা। ভণিত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। আড়ম্বরপূর্ব্বক কথারম্ভ। বাং প্র। বি।

ভণে—কহে, বলে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভণ্ড—১। কৌতুকী, ভাঁড়। বি ; পুং। ২। বঞ্চক ; মিথ্যা, অপ্রকৃত। ভন্ড্ + অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ভণ্ডতপস্বী (-তপস্বিন্)—ভক্তবিটেল, কপটতপস্বী, বকধর্ম্মী। ভণ্ড (প্রতারক) তপস্বী, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ভণ্ডন—১। ভাঁড়ান, প্রতারণা। ভন্ড্ + অনট্ ভাববা। ২। কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। ভন্ড্ + অনট্ করণবা। ৩। যুদ্ধ। ভন্ড্ + অনট্ অধিবা। বি ; ক্লীব। [ক্রি।

ভণ্ডান—ভাঁড়ান, বঞ্চনা করা। কবিপ্র।

ভণ্ডাম, ভণ্ডামি—চাতুরী, ছল, ভণ্ডতা। ভণ্ড + আম, আমি ভাবে। বি।

ভণ্ডুল—পণ্ড, নষ্ট ; গোলযোগ ; বিঘ্ন। বাং প্র। বিণ বা বি।

ভদ্দর—শিষ্ট, ভদ্র, সভ্য। 'ভদ্র'-শব্দজ। বিণ।

ভদ্র—১। শিষ্ট, সভ্য, সাধু ; ভাগ্যবান্ ; শ্রেষ্ঠ ; মঙ্গলজনক ; অনায়াস। বিণ। বি, —তা। ২। ভাল ; মঙ্গল ; ক্রিয়াবিশেষ ; সৌভাগ্য ; মুস্তকবিশেষ ; স্বর্ণ। বি ; ক্লীব। ৩। শিব ; দিগ্‌হস্তীবিশেষ ; বৃষভ ; গজ-বিশেষ ; সুমেরু ; খঞ্জনপক্ষী ; কদম্ববৃক্ষ ; মৌলিক কায়স্থের পদবীবিশেষ। বি ; পুং। ৪। করণবিশেষ। ভন্দ্ + রক্ কর্তৃবা (নিপা)। বি ; ক্লীব।

ভদ্রক—১। সুন্দর, মনোজ্ঞ। ভদ্র + কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—ভদ্রিকা। ২। দেবদারু-বৃক্ষ। ভদ্র (কদম্ববৃক্ষ) + কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি ; পুং।

ভদ্রকালী—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ [ইনি দক্ষযজ্ঞনাশসময়ে দেবীক্রোধ হইতে উৎপন্না হইয়া বীরভদ্রের সহিত যজ্ঞনাশকার্য্য করিয়াছিলেন]। ভদ্র (শিব)—কল্ + ণিচ্ (প্রেরণ করা) + অণ্ কর্তৃবা + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ভদ্রতা—সৌজন্য ; শিষ্টতা, সভ্যতা। ভদ্র + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—ভদ্র।

ভদ্রতাচরণ—শিষ্টব্যবহার, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার। ভদ্রতাযুক্ত আচরণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ভদ্রতাবিরুদ্ধ—শিষ্টাচারবিরোধী, অশিষ্ট, অসভ্যজনোচিত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ভদ্রদারু—১। দেবদারুবৃক্ষ। ভদ্র (শ্রেষ্ঠ) দারু (কাঠ) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। সরল কাষ্ঠ। ভদ্র দারু, কর্ম্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব। [বি ; পুং।

ভদ্রলোক—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সজ্জন। কর্ম্মধা।

ভদ্রসন্তান—ভদ্রলোক ; সজ্জনের ছেলে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভদ্রা—১। কৃষ্ণা ; রাস্না ; ব্যোমনদী ; উত্তর কুরুবর্ষে প্রবাহিত গঙ্গার একটি শাখাস্রোত ; কট্‌ফল ; জীবন্তী ; অনন্তা ; অপরাজিতা ; নীলী ; তিথিবিশেষ, দ্বিতীয়া সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি ; বচা ; দন্তী ; হরিদ্রা ; শ্বেত-দূর্ব্বা ; গো ; সুভদ্রা ; বিষ্টির শেষ তিন দণ্ড। বি ; স্ত্রী। ২। শুভা ; শ্রেষ্ঠা। ভদ্র + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। [পত্নী অর্থে। বি ; স্ত্রী।

ভদ্রাণী—দুর্গা, শিবানী। ভদ্র + আনীপ্

ভদ্রাসন—বসতবাটী ; সিংহাসন ; বীরাসন। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ভদ্রোচিত—শিষ্ট ব্যক্তির যোগ্য। ভদ্রে বা ভদ্রের উচিত, ৭মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ভনভন—মশার ডাক ; মাছি প্রভৃতির উড়িবার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অব্য। বি—ভনভনানি।

ভপতি—নক্ষত্রনাথ, চন্দ্র। ভ-এর অর্থাৎ নক্ষত্রের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভব—১। উৎপত্তি ; স্থিতি ; প্রাপ্তি ; লাভ ; প্রাধান্য। ভূ + অপ্ ভাববা। ২। জগৎ ; সংসার। ভূ + অপ্ অধিবা। ৩। শিব ; জল-মূর্ত্তিধর শিব ; ঈশ্বর। ভূ + অপ্ অপাবা। বি ; পুং। ৪। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) উৎপত্তি-জনক ; উৎপন্ন। ভূ + অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ভবকারা—সংসাররূপ কারাগার অর্থাৎ বন্ধনের স্থান। রূপক কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভবঘুরে—যে শুধু শুধু ঘুরিয়া বেড়ায় এমন, নিষ্কর্ম্মা এবং বৃথা ভ্রমণকারী। ভবে ঘুরে যে, উপতৎ (বাং)। বিণ।

ভবতারণ—১। বিষ্ণু। বি ; পুং। ২। সংসারযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণকারী। ভব—তৃ + ণিচ্ + অন কর্তৃবা। বিণ।

ভবতারিণী—দুর্গা। ভব—তৃ + ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃবা + ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

ভবদীয়—আপনার। ভবৎ + ঈয় সম্বন্ধার্থে।

ভবন—১। গৃহ, আলয়, বাসস্থান। ভূ + অনট্ অধিবা। ২। উৎপত্তি ; স্থিতি। ভূ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

ভবপার—সংসাররূপ সমুদ্রের পরপার অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তির অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ভবপারাবার—সংসারসাগর। ভবরূপ পারাবার, রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ভববন্ধন—সংসারপাশ ; মুক্তির প্রতিবন্ধক সংসারানুরাগ ; মোক্ষরোধক পুনর্জন্ম। ভবরূপ বন্ধন, রূপক কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ভবভার—পার্থিব দুঃখ, সাংসারিক যাতনারাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভবলীলা—ইহজন্মের কার্য্য ; সংসার-লীলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। **ভবলীলা সাঙ্গ, শেষ**—মৃত্যু।

ভবসমুদ্র, -সাগর, -সিন্ধু—সংসাররূপ দুস্তর সমুদ্র। রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ভবাত্মজ—গণেশ ; কার্ত্তিকেয়। ভবের (শিবের) আত্মজ (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভবাত্মজা—মনসাদেবী। ভবের আত্মজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভবাদৃশ—আপনার মত, আপনার তুল্য। ভবৎ (আপনি)—দৃশ্ + কঞ্ কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী, —দৃশী।

ভবানী—দুর্গা, শিবপত্নী। ভব (শিব) + আনীপ্ জায়া অর্থে। বি ; স্ত্রী।

ভবার্ণব—সংসারসমুদ্র। ভবরূপ অর্ণব (সমুদ্র), রূপক কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ভবিতব্য—ভবিষ্যতে যাহা অবশ্য ঘটিবে এমন, ভাবী, অবশ্যম্ভাবী। ভূ + তব্য কর্তৃবা। বিণ। বি, —তা।

ভবিতব্যতা—অবশ্যম্ভাবিতা ; অদৃষ্ট, ভাগ্য। ভবিতব্য + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ভবিতা (ভবিতৃ), **ভবিষ্ণু**—ভাবী, ভবিষ্যৎ ; উৎপত্তিশীল। ভূ (হওয়া) + তৃন্, ইষ্ণুচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ভবিষ্ণু—'ভবিতা' দ্রঃ।

ভবিষ্য—১। যাহা পরে হইবে এমন, অনাগত। বিণ। ২। পুরাণবিশেষ ; চালতা নামক টক ফল। ভূ + স্যতৃ কর্তৃবা (ত-কারের লোপ)। বি ; ক্লীব।

ভবিষ্যৎ—১। যাহা হইবে এমন, ভাবী। বিণ। পুং—ভবিষ্যন্। স্ত্রী—ভবিষ্যন্তী। ২। আগামী কাল। ভূ + স্যতৃ কর্তৃবা। বি ; ক্লীব।

ভবিষ্যদাক্ষেপ—কাব্যাদর্শোক্ত অলঙ্কার-বিশেষ [ইহা দ্বারা কাব্যে বর্ণিত ভাবী ঘটনা সূচিত হয়। যথা—রামচন্দ্র যখন বিশ্বামিত্র ঋষি ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাক্ষসদমনার্থ চলিলেন, তখন কোকিলগণ কুহুধ্বনি করিয়া উঠিল, পুরাঙ্গনাগণ উলুধ্বনি করিলেন, এবং তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের সীতালাভের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতেছে ; সুতরাং উক্ত অলঙ্কার হইয়াছে]।

ভবিষ্যৎ—আ—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

ভবিষ্যদ্বক্তা (-বক্তৃ)—যে ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা বলিয়া দিতে পারে এরূপ লোক, গণক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভবিষ্যদ্বাণী—যাহা পরে ঘটিবে তাহা অগ্রে বলা। ভবিষ্যদ্বিষয়িকা বাণী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভবিষ্যসূচনা—পরে যাহা ঘটিবে অগ্রে তাহার প্রস্তাব করা, ভাবী বিষয়ের প্রস্তাব। ভবিষ্যের সূচনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভবী—ভবানী; (কল্পিত) একগুঁয়ে মেয়ে ('ভবী ভুলিবার নয়')। বাং প্র। বি।

ভব্য—১। শিষ্ট, শান্ত; শুভজনক; শুভযুক্ত; সাধু; ভাগ্যবান্‌; সমীচীন; যোগ্য; রম্য; ভাবী। বিণ। বি,—তা। ২। শুভ; সত্য; সুখ; অস্থি; চালিতাফল। ভূ+যৎ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ভব্যতা—ভদ্রতা, সভ্যতা; মঙ্গল। ভব্য+তা ভবার্থে। বি; স্ত্রী। বিণ—ভব্য।

ভব্যা—১। দুর্গা; গজপিপ্পলী। ভবে (মঙ্গলে) সাধু এই অর্থে, ভব+যৎ+আপ্‌। ২। শুভকরী; রম্যা; যোগ্যা ইত্যাদি। ভব্য+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ভব্যিযুক্ত—শিষ্ট, ভদ্র। প্রাদে। বিণ।

ভভম্ভম্‌—শিবের গাল বাজানর শব্দ; শিঙ্গার শব্দের অনুকরণশব্দ ("ভভম্ভম্‌ ভভম্ভম্‌ শিঙ্গা ঘোর বাজে"—ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

ভমণ্ডল—'ভচক্র' দ্রঃ।

ভমর, ভম্‌রা, ভোম্‌রা—অলি, ভৃঙ্গ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভয়—১। শঙ্কা, ত্রাস, আতঙ্ক। ভী+অচ্‌ ভাববা। ২। ভয়হেতু। ভী+অচ্‌ অপাবা। বি; ক্লীব। বিণ—ভীত।

ভয়কর—ভয়কারক। ভয়—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

ভয়ঙ্কর—ভীষণ, ভয়জনক, ঘোর। ভয়—কৃ+খচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভয়ঙ্করী—১। দেবী ভগবতীর সখীরূপা আবরণ-দেবতা বা যোগিনীবিশেষ। ভয়ঙ্কর+ঈপ্‌। ২। ভীষণা। বাং প্র। বিণ; স্ত্রী (সংস্কৃত মতে ২য় অর্থে ভয়ঙ্কর)।

ভয়চকিত—ভয়ে চমকিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভয়তরাসে—ভয়াতুর, ভীত। বাং প্র। বিণ।

ভয়ত্রাতা (-ত্রাতৃ)—ভীতিদূরকারী। ৫মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ত্রাত্রী। [কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভয়দ—ভীষণ। উপতৎ; ভয়—দা+ক

ভয়নাশন—১। ভয়নিবারক। বিণ। ২। বিষ্ণু। ভয়—নশ্‌+ণিচ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। ভয়দূরীকরণ। ভয়—নশ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

ভয়বিহ্বল—ভয়ে কাতর, ভয়ার্ত্ত। ৩য়াতৎ। বিণ। [হিন্দীমূলক। বিণ।

ভয়ষা, -সা—মহিষজাত ('—দুধ')।

ভয়াউনি—ভয়ানক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ভয়ানক—১। ভয়ঙ্কর, ভয়জনক। বিণ। ২। কাব্যের রসবিশেষ [ভয় এই রসের স্থায়ী ভাব। উদাহরণ যথা,—

"গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে॥
মার বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ।"
—ভারতচন্দ্র]।

ভী+আনক অপাবা। বি; পুং।

ভয়াপহ—১। ভয়নাশক। বিণ। ২। বিষ্ণু; রাজা। ভয়—অপ্‌—হন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [বিণ।

ভয়াবহ—ভয়জনক। ভয়ের আবহ, ৬ষ্ঠীতৎ।

ভয়ার্ত্ত(র্ত)—ভয়ে কাতর। ভয় দ্বারা ঋত বা আর্ত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভয়াল—ভীষণ, ভয়ানক। বাং প্র। বিণ।

ভর—১। ভার; আধিক্য; ভরণ; গৌরব; পূরণ। ভৃ+অপ্‌ ভাববা। ২। সমূহ; (পদার্থবিদ্যা) তাল (mass). ভৃ+অপ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। ভরণকর্ত্তা। ভৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভরই—পরিপূর্ণ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভরছন—গঞ্জনা, তিরস্কার। 'ভর্ৎসন'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভরণ—১। পোষণ, প্রতিপালন; পূরণ; ধারণ। ভৃ+অনট্‌ ভাববা। ২। বেতন। ভৃ+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—ভরণীয়, ভর্ত্তব্য, ভৃত।

ভরণপোষণ—খাওয়ান ও পরান, অন্নবস্ত্রাদি দিয়া প্রতিপালন। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

ভরণী—(জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে দ্বিতীয় নক্ষত্র [ইহা তিনটি নক্ষত্রযুক্ত ত্রিকোণাকার; ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম]। ভরণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ভরণীয়—ভরণযোগ্য, পোষ্য। ভৃ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—ভরণ, ভৃতি।

ভরত—১। (রামায়ণ) দশরথ রাজার দ্বিতীয় পুত্র; (মহাভারত) প্রিয়ব্রতবংশজাত রাজা ভরত; নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা মুনি; শবর, ব্যাধ; তন্তুবায়; রাজা। ভর—তন্‌+ড কর্ত্তৃবা। ২। নাট্যশাস্ত্র;; নট; নায়ক। ভরত+অণ প্রোক্তার্থে; ভরত (ভরতসূত্র)+অণ্‌ জ্ঞাতার্থে (উভয়ত্র প্রত্যয়ের লোপ)। বি; পুং।

ভরতপুত্রক—অভিনয়কারক, নট। ভরতের (নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতার) পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ; ভরতপুত্র+কন্‌ তুল্যার্থে। বি; পুং।

ভরতপ্রসূ—ভরতমাতা কৈকেয়ী; শকুন্তলা; ঋষভদেবের পত্নী। ভরতের প্রসূ (মাতা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভরতবাক্য—অভিনয়শেষে নটের মুখে মঙ্গলকামনা। ভরত (নাট্যশাস্ত্র)-বিষয়ক বাক্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভরতাগ্রজ—রামচন্দ্র। ভরতের অগ্রজ (জ্যেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভরদ্বাজ—উতথ্যপত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসজাত মুনিবিশেষ; পক্ষিবিশেষ, ভারুইপাখী, ভরতপক্ষী। দ্বি (দুইজন) অর্থাৎ উভয় ভ্রাতা হইতে জন্মিয়াছে যে এই বাক্যে, উপতৎ; দ্বি—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা=দ্বাজ (নিপা); দ্বাজ অর্থাৎ আমাদের উভয় ভ্রাতা হইতে উৎপন্ন এই পুত্রকে 'ভর' অর্থাৎ প্রতিপালন কর, বৃহস্পতি মমতাকে ইহা বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার সেই পুত্রের নাম ভরদ্বাজ হইল; এবং ভৃ+শতৃ কর্ত্তৃবা=ভরৎ; অন্য অর্থে ভরৎ বাজ (পক্ষ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ভরতি—পূর্ণ; নিযুক্ত; প্রবিষ্ট। ভর্‌+তি কর্ম্মবা (বাং)। বিণ।

ভরন—ব্রোঞ্জ, পিতল ও রাঙ্গ বা কাঁসার মিশ্র ধাতু। বাং প্র। বি।

ভরনা—অবলম্বন, ভার; বিশ্বাস; আশা। বাং প্র। বি। [বিণ।

ভরপুর—ভর্ত্তি, পরিপূর্ণ; সমতল। বাং প্র।

ভরপেট, -পেটা—পেট ভরিয়া। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

ভরবেগ—(পদার্থবিদ্যা) ভর (mass) এবং গতিশীল পদার্থের গতিবেগের গুণফল (momentum). ভরের বেগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [অব্য।

ভরভর—গন্ধের পূর্ণতাপ্রকাশ। বাং প্র।

ভরম—ভ্রম; সম্ভ্রম। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভরমা—ভ্রমণ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভরম্ভর—একান্ত নির্ভর; পরস্পরের উপর নির্ভর। বাং প্র। বি।

ভরসা—নির্ভরশীলতা; নির্ভর; আশা; আকাঙ্ক্ষা; বিশ্বাস। বাং প্র। বি।

ভরা—১। পূর্ণ হওয়া; বোঝাই করা। বাং ক্রি [প্রাঃ কবিপ্র—**ভরই**—ভরে। **ভরল**—ভরিল। **ভরু**—ভরে]। ২। লাগা; ব্যাপা। কবিপ্র। ক্রি। ৩। পূর্ণ, বোঝাই। ভর্‌+আ কর্ম্মবা। বিণ। ৪। বোঝাই নৌকা ('—ডুবি'); বোঝা। বাং প্র। বি।

ভরাট—১। মাটি দ্বারা বোঝাই। ভর্‌+আট কর্ম্মবা। বিণ। ২। পূরণ। ভর্‌+আট ভাববা। বি। [বি।

ভরাটি—ভরাট হওয়া জমি। ভরাট+ই।

ভরান—ভরাট করান, পূর্ণ করান। বাং ক্রি।

ভরাভর—ভরম্ভর (তাহা দ্রঃ)।

ভরি—১। ষোল আনা ওজন। বি। ২। পূর্ণ। বিণ। ৩। পূর্ণ করিয়া লই; পূর্ণ করিয়া

বা হইয়া। ক্রি বা অস-ক্রি। ৪। পদ, চরণ। বাং প্র। বি।

ভরিত—১। পালিত; পূরিত; ভরযুক্ত; হরিদ্বর্ণ। ভৃ+ইতচ্ কর্ম্মবা। ২। ভারযুক্ত। ভর+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

ভরু—ভরে; পূর্ণ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভর্জ্জ(র্জ)ন—ভাজা, ভৃষ্টকরণ। ভ্রস্জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ভর্জ্জিত, ভৃষ্ট।

ভর্ত্ত(র্ত)ব্য—১। পোষণীয়, প্রতিপাল্য। ভৃ+তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি—ভরণ, ভৃতি। ২। কোন পাওনাদার একাধিক ব্যক্তির ঋণ একজনের নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়ার পরে অন্যান্য ঋণগ্রহীতার উক্ত ঋণ-শোধকারীকে স্ব স্ব অংশানুযায়ী অর্থদান (contribution); জামিনের টাকা গুণগার দেওয়া; ক্ষতিপূরণ করা। বাং প্র। বি।

ভর্ত্তা (ভর্ত্তৃ), ভর্তা—১। স্বামী, পতি; প্রভু; অধিপতি; রাজা। বি; পুং। ২। পালনকর্ত্তা, ধারণকর্ত্তা; পোষক। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—ভর্ত্রী। ৩। বিষ্ণু। ভৃ+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভর্ত্তৃ(র্তৃ)দারক—(সংস্কৃত নাট্য) রাজপুত্র। ভর্ত্তার (প্রভুর) দারক (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—দারিকা। [স্ত্রী।

ভর্ত্রী(র্ত্রী)—পালনকর্ত্রী। ভর্ত্তৃ+ঈপ্। বি;

ভর্ৎসন, ভর্ৎসনা—তিরস্কার; কুৎসা, নিন্দা; তর্জ্জন। ভর্ৎস্+অনট্ ভাববা; ভর্ৎস্+অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—ভর্ৎসনীয়, ভর্ৎসিত।

ভর্ৎসিত—নিন্দিত; তিরস্কৃত। ভর্ৎস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ভর্ৎসন, ভর্ৎসনা।

ভল্ল—একপ্রকার বর্শ্ম; অস্ত্রবিশেষ। ভল্ল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভল্লক, ভল্লুক, ভল্লূক—ভালুক, ঋক্ষ। ভল্ল+কন্ স্বার্থে; ভল্ল্+উক, উক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। (১ম ও ২য় পক্ষে) স্ত্রী,—কা, (৩য় পক্ষে) স্ত্রী,—কী।

ভল্লাকার—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) বর্শাকৃতি (lanceolate). ভল্লের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভল্লাত, ভল্লাতক—বৃক্ষবিশেষ, ভেলা-গাছ। ভল্ল—অত্+অচ্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

ভল্লুক, ভল্লূক—'ভল্লক' দ্রঃ।

ভসম—ছাই, ভস্ম ("আপনক তনু ভসম সম করইতে পৈঠল অনল সন্তাপে"—জগদানন্দ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভসিত—ছাই, ভস্ম। ভস্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ভস্কা—অস্বাদু, জলবৎ, পানসিয়া; যাহাতে আঁট নাই এরূপ। বাং প্র। বিণ।

ভস্ত্রা, ভস্ত্রিকা, ভস্ত্রী—বায়ুযন্ত্রবিশেষ, হাপর; যাঁতা; ভিস্তী; চর্ম্মপ্রসেবিকা; চর্ম্মস্থালী। ভস্+ত্রন্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্; ভস্ত্র+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভস্ম (ভস্মন্)—ছাই, পাঁশ। ভস্+মনিন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ভস্মক—১। রোগবিশেষ [এই রোগের প্রভাবে বায়ুপিত্তের আধিক্য ও কফের হ্রাস হয়, এবং ভুক্তবস্তু উদরসাৎ হইবামাত্র ভস্ম হইয়া যায়]। ভস্মন্—কৃ+ড কর্ত্তৃবা। ২। স্বর্ণ; রৌপ্য। ভস্মন্+কন্ তুল্যার্থে। বি; ক্লীব।

ভস্মকীট—উদরের ভিতর যে কৃমি ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ করে। ভস্মকারক কীট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভস্মসাৎ—ছাইয়ে পরিণত, বিশেষরূপে ভস্মীভূত। ভস্মন্+সাতিচ্ সাকল্যার্থে। অব্য।

ভস্মাচ্ছন্ন, ভস্মাচ্ছাদিত—ছাই দিয়া ঢাকা। ভস্মদ্বারা আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভস্মাধার—ছাই রাখার পাত্র; মৃতের ভস্মাবশেষ রাখিবার পাত্রবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভস্মাবশেষ—১। ছাইয়ে পরিণত। ভস্ম হইয়াছে অবশেষ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দগ্ধ হইবার পর যে ছাই পড়িয়া থাকে তাহা। অবশিষ্ট ভস্ম, ভস্মই অবশেষ, কর্ম্মধা। বি; পুং। [আবৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভস্মাবৃত—ছাই দিয়া ঢাকা। ভস্মদ্বারা

ভস্মীকরণ—ছাইএ পরিণতকরণ (calcination). ভস্মন্+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=ভস্মী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

ভস্মীকৃত—যাহা পোড়াইয়া ছাই করা হইয়াছে এমন। ভস্মন্+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=ভস্মী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

ভস্মীভূত—যাহা ছাই হইয়া গিয়াছে এমন; সম্পূর্ণ বিনষ্ট। ভস্মন্+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=ভস্মী)—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—ভব, —ভবন।

ভা, ভাঃ (ভাস্)—প্রভা, দ্যুতি; আলোক; কান্তি; কিরণ। ভা, ভাস্+ক্বিপ্ ভাববা বা কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

ভাই—ভ্রাতা, সহোদর। 'ভ্রাতৃ'-শব্দজ। বি।

ভাইজ—ভ্রাতার স্ত্রী। 'ভ্রাতৃজায়া'-শব্দজ। বি।

ভাইঝি—ভ্রাতার কন্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ভাইদ্বিতীয়া—ভাইফোঁটার দিন, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। বাং প্র। বি।

ভাইপো—ভাইয়ের ছেলে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ভাই-ফোঁটা—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ভগিনী ভ্রাতার কপালে যে ফোঁটা দেয় তাহা। বাং প্র। বি। [নৌকা। প্রাদে। বি।

ভাউলিয়া, ভাউলে—একপ্রকার ছোট

ভাও—অবধারণ; দাম; মূল্যের হার। 'ভাব'-শব্দজ। হিন্দী। বি।

ভাওআ—মনে করা; বিরাজ করা; সূচনা করা; ভাল লাগা; শোভা পাওয়া; আনন্দ দেওয়া। কবিপ্র। ক্রি। [কবিপ্র। ক্রি।

ভাওই—শোভা পায়, দীপ্তি পায়। প্রাঃ

ভাওলী—শস্যরূপ কর; যে জমির কর শস্যদ্বারা দেওয়া হয়। বাং প্র। বি।

ভাং—সিদ্ধি। 'ভঙ্গা'-শব্দজ। বি।

ভাংচি—কুপরামর্শ; কোন কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য গোপনে প্রদত্ত উপদেশ। বাং প্র। বি। [বি।

ভাঁউরি—ঘুরপাক, ভ্রমি। প্রাঃ কবিপ্র।

ভাঁওতা—ধাপ্পা, ফাঁকি, প্রতারণামূলক বাক্য। বাং প্র। বি। বিণ—ভাঁওতাবাজ।

ভাঁজ—পাট ('—ভাঙা'); পরদা; স্তবক। বাং প্র। বি।

ভাঁজা—পাট করা; দোমড়ান; রাগালাপ করা; কসরৎ করা; অভ্যাস করা। বাং ক্রি।

ভাট—ঘেঁটুগাছ। 'ভাণ্ডীর'-শব্দজ। বি।

ভাঁটা—১। বাঁটুল, বর্তুল, গণ্ডুক। বাং প্র। ২। নদীর স্রোতের দিক্; জোয়ারের পরে জলস্ফীতির হ্রাস। প্রাদেশিক উচ্চারণ। বি।

ভাটি—নিম্নদিক্, নদীর স্রোতের দিক্। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।

ভাঁটী—ভেঁটফুলের গাছ। 'ভাণ্ডীর'-শব্দজ।

ভাঁড়—১। পরিহাসক; বিদূষক। 'ভণ্ড'-শব্দজ। ২। ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ। 'ভাণ্ড'-শব্দজ। ৩। নাপিতের অস্ত্রাদি রাখিবার আধার। 'ভাণ্ডি'-শব্দজ। বি।

ভাঁড়াই, ভাঁড়াম, ভাঁড়ামি—ঠাট্টা, পরিহাস; ভণ্ডতা; ছলনা, প্রবঞ্চনা। ভাঁড়+আই, আম, আমি ভাবে। বি।

ভাড়ান—ফাঁকি দেওয়া, ঠকান; বাহানা করা; দেই দিচ্ছি করা। বাং ক্রি। [বি।

ভাঁড়াভাঁড়ি—বারবার ভাঁড়ান। বাং প্র।

ভাঁড়াম, ভাঁড়ামি—'ভাঁড়াই' দ্রঃ।

ভাঁড়ার—ধনাগার, কোষ। 'ভাণ্ডার'-শব্দজ। বি।

ভাঁড়ারী—১। ভাণ্ডাররক্ষক, কোষরক্ষক। 'ভাণ্ডারী'-শব্দজ। ২। খানসামা, ভৃত্য। প্রাদে। বি।

ভাতি—১। ভ্রম; বিদ্রূপ; পরিহাস। 'ভ্রান্তি'-শব্দজ। ২। দীপ্তি। 'ভাতি'-শব্দজ। ৩। রকম, প্রকার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভাকুট—ভেট্‌কীমাছ। ভা—কুট্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভাখ, ভাখা, ভাখি, ভাখী—ভাষা

ভাগ—১। খণ্ড, অংশ, একদেশ; প্রদেশ, স্থান; অদৃষ্ট, ভাগ্য। ভজ্+ঘঞ্, কর্ম্মবা। ২। বিভাজন। ভজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। পলায়ন কর, পলাও। হিন্দী। ক্রি।

ভাগফল—(গণিত) এক রাশিকে অপর রাশি দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল পাওয়া যায় তাহা (quotient). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভাগবত—১। বেদব্যাসপ্রণীত ভগবদ্বিষয়ক গ্রন্থবিশেষ। ভগবৎ (ঈশ্বর)+অণ্ অধিকৃতার্থে। বি; ক্লীব। ২। ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণব; ভগবৎসম্বন্ধীয়। ভগবৎ+অণ্ ভক্তার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তী।

ভাগভুক্ত—ভাগের অন্তর্ভুক্ত। বাং প্র। বিণ।

ভাগল—পলায়ন করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভাগশেষ—(গণিত) এক রাশিকে অপর রাশিদ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা (remainder). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাগহর—অংশগ্রহণকারী। উপতৎ; ভাগ—হৃ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ভাগহার—১। (গণিত) যে উপায়ে কোন এক নির্দ্দিষ্ট রাশিকে কোন নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সমান অংশে বিভাগ করিতে পারা যায় তাহা (division). ভাগ—হৃ+ঘঞ্ করণবা। ২। বিভাগ-গ্রহণ। ভাগ—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

ভাগা—১। পলায়ন করা। হিন্দী। ক্রি। ২। পৃথক্ পৃথক্ ভাগ ('মাছের—')। প্রাদে। বি। [প্র। বি।

ভাগাড়—মৃত গবাদি ফেলিবার স্থান। বাং

ভাগান—পলায়ন করান, তাড়ান; ভাগ করান। বাং ক্রি। [বাং প্র। বি।

ভাগাভাগি—সকলের মধ্যে বণ্টন।

ভাগারী—অংশীদার। 'ভাগহারী (-রিন্)'-শব্দজ। বি।

ভাগি—অদৃষ্ট, ভাগ্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভাগিনজামাই—ভাগিনেয়ীর স্বামী। বাং প্র। বি।

ভাগিনবউ—ভাগিনেয়ের স্ত্রী। বাং প্র। বি।

ভাগিনা, ভাগ্নে—বোন-পো, ভগিনীপুত্র। 'ভাগিনেয়'-শব্দজ। বি।

ভাগিনী—১। গ্রহণকারিণী। ভজ্+ঘিনুন্ কর্তৃবা+ঈপ্। ২। যে স্ত্রীর অংশ আছে এমন। ভাগ্+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। বোনের মেয়ে। 'ভাগিনেয়ী'-শব্দজ। বি।

ভাগিনেয়—বোনের ছেলে। ভগিনী+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং। [ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভাগিনেয়ী—বোনের মেয়ে। ভাগিনেয়+

ভাগী (ভাগিন্)—১। অংশী। ভাগ+ইন্ আছে অর্থে। ২। গ্রহণকারী। ভজ্+ঘিনুন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভাগিনী।

ভাগী—ভাগ্যবান্ বা ভাগ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ বা বি।

ভাগীদার—অংশীদার। ভাগী+দার স্বার্থে [অথবা এখানে ভাগী=ভাগ]। বি।

ভাগীরথী—গঙ্গা, ভগীরথ কর্তৃক আনীতা নদী। ভগীরথ+অণ্ আনীতার্থে+ঈপ্। [মহাভারতে উক্ত আছে, দক্ষিণাপ্রদানসময়ে গঙ্গা মহারাজ ভগীরথের ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন, তদবধি গঙ্গা ভগীরথের কন্যা হইয়া ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হন]। বি; স্ত্রী।

ভাগ্না-বৌ—ভাগিনাস্ত্রী। বাং প্র। বি।

ভাগ্নী-জামাই—ভাগিনেয়ীর স্বামী। বাং প্র। বি।

ভাগ্নে—'ভাগিনা' দ্রঃ।

ভাগ্য—১। অদৃষ্ট, দৈব, প্রাক্তন শুভাশুভ-কর্ম্ম। ভজ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। ভাগযোগ্য; ভাগবিশিষ্ট; ভাগিক; সুদী (টাকা)। ভাগ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

ভাগ্যক্রমে—বরাতগুণে, সৌভাগ্যের ফলে, শুভাদৃষ্টবশতঃ। ভাগ্যের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ভাগ্যগণনা—অদৃষ্টে কি আছে তাহা গণিয়া দেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভাগ্যগুণ—অদৃষ্টের জোর, সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাগ্যচক্র—অদৃষ্টের পরিবর্তন; চক্রবৎ আবর্ত্তমান অদৃষ্ট। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ভাগ্যদেবতা—অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ভাগ্যবিধাত্রী দেবতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভাগ্যদোষে—দুরদৃষ্ট হেতু, বরাত খারাপ হওয়ায়। ভাগ্যের দোষ, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে বা হেতু-অর্থে ৭মী।

ভাগ্যপুরুষ—ভাগ্যদেবতা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভাগ্যফল—শুভাদৃষ্ট; অদৃষ্টের ফল।

ভাগ্যবান্ (-বৎ)—ভাগ্যবন্ত, সৌভাগ্য-শালী, শুভাদৃষ্টবিশিষ্ট। ভাগ্য+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

ভাগ্যবিধাতা (-তৃ)—ভাগ্যপুরুষ (তাহা দ্রঃ)।

ভাগ্যবিপর্য্য(র্য)য়—দুর্ভাগ্য, ভাগ্যের বৈপরীত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাগ্যলিপি, -লেখা—অদৃষ্টলিপি, অদৃষ্টের লিখন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

ভাগ্যহীন—হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। ৩য়াতৎ।

ভাগ্যি—ভাগ্য; সৌভাগ্য। 'ভাগ্য'-শব্দজ। বি। [বিণ। স্ত্রী, -নী।

ভাগ্যিমান্—ভাগ্যবান্। 'ভাগ্যবান্'-শব্দজ।

ভাগ্যিস্—ভাগ্য ভাল তাই, কপালজোরে। 'ভাগ্য'-শব্দজ। অব্য।

ভাগ্যোদয়—সৌভাগ্যের উদয়, অদৃষ্ট প্রসন্ন হওয়া। ভাগ্যের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাঙ্—১। মাদকদ্রব্যবিশেষ, সিদ্ধি। 'ভঙ্গা'-শব্দজ। ২। ভাব; ভ্রূ ("নাচত ভাঙ মদন-ধনু-ভঙ্গিম"—যদুনন্দন)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভাঙন, ভাঙ্গন—১। একপ্রকার মাছ। বাং প্র। ২। নদী প্রভৃতির পাড় ভাঙ্গিয়া পড়া। ভাঙ্, ভাঙ্গ+অন (বাং) ভাববা। বি।

ভাঙবি—ব্যক্ত করিবে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভাঙা—১। ভগ্ন। বিণ। ২। ভগ্ন স্থান। ভাঙ্+আ কর্ম্মবা। বি। ৩। ভগ্ন করা। বাং ক্রি।

ভাঙ্গাচোরা, -চুরা—যাহা ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে এমন। বাং প্র। বিণ।

ভাঙা(ঙ্গা) -ভরতি—ন্যূনাধিক, গড়পড়তা। বাং প্র। বিণ।

ভাঙা-ভাঙা—অস্ফুট; ভগ্নপ্রায় ('—ইং-রাজী')। বাং প্র। বিণ।

ভাঙ্গড়, ভাঙড়—সিদ্ধিখোর, যে ভাঙ্ অর্থাৎ সিদ্ধি ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন করে এমন। বাং প্র। বি বা বিণ। [বিণ।

ভাঙ্গ(ঙ)ড়মতি—হীনবুদ্ধি। প্রাঃ কবিপ্র।

ভাঙ্গ(ঙ)ন—১। ভাঙ্গা; ভগ্নকরণ, ভেদন; ভগ্ন হওয়া। বি। ২। ভিন্ন; চূর্ণীকৃত। 'ভঙ্গ'-শব্দজ। বিণ।

ভাঙ্গা—১। লঙ্ঘন করা; চূর্ণ করা; শেষ করা; হতাশ হওয়া; বহুলোকের একস্থান হইতে আসা। বাং ক্রি। ২। ভগ্ন; হতাশ। ভাঙ্গ্+আ কর্তৃবা। বিণ।

ভাঙ্গান, ভাঙান—১। ভগ্ন করান; অল্প মূল্যের মুদ্রায় পরিবর্তিত করা ('টাকা—'); বুঝাইয়া বলা ('হেঁয়ালি—')। বাং ক্রি। ২। আক্রমণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভাঙ্গানি, ভাঙানি—ভাংচি; খুচরা ('টাকার—')। বাং প্র। বি।

ভাঙ্গানী, ভাঙানী—যেস্ত্রী কুপরামর্শ দ্বারা পরিজনদিগের ভিতর মনোমালিন্য ঘটায় সে। বাং প্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ভাঙ্গি, ভাঙ্গী—ভাঙ্গড়, সিদ্ধিখোর। বাং প্র। বিণ। [বি।

ভাজ—ভ্রাতার পত্নী। 'ভ্রাতৃজায়া'-শব্দজ।

ভাজক—১। অংশকারক। বিণ। স্ত্রী—ভাজিকা। ২। (গণিত) যে রাশি দ্বারা অন্য রাশিকে ভাগ করা যায় তাহা (divisor). ভজ্, ভাজ্ (ভাগ করা)+ণক কর্তৃবা, করণবা। বি; পুং।

ভাজন—১। পাত্র, আধার; যোগ্য পাত্র; আঢ়কপরিমাণ। ভাজ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ২। ভাজা, ভৃষ্টকরণ। 'ভর্জ্জন'-শব্দজ। বি।

ভাজনা—যাহাতে ভাজা হয় এমন। ভাজ্ + অনা করণবা (বাং)। বিণ।

ভাজনা-খোলা—খই ভাজিবার পাত্র। কর্ম্মধা। বি।

ভাজা—১। ভর্জ্জিত, যাহা আগুনের তাপে শুষ্ক অথবা তৈলময় দ্রব্যে পক্ব করা হইয়াছে এমন। ভাজ্ + আ কর্ম্মবা। বিণ। ২। ভর্জ্জন করা। বাং ক্রি। [বাং প্র। বিণ।

ভাজা-ভাজা—প্রায় ভাজা; সন্তাপিত।

ভাজা-সাধ—গর্ভিণীকে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে প্রদত্ত সাধ। বাং প্র। বি।

ভাজি—ভাজা তরকারি। বাং প্র। বি।

ভাজিত—পৃথক্‌কৃত, বিভক্ত। ভাজ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [ভাজা। বাং প্র। বি।

ভাজী—১। ভাগ। প্রাঃ কবিপ্র। ২।

ভাজ্য—১। ভাগার্হ, ভাগের যোগ্য। বিণ। বি—ভাগ, ভাজন। ২। (গণিত) যে রাশিকে অপর রাশি দ্বারা ভাগ করিতে হইবে তাহা (dividend). ভাজি + যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

ভাট—বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, স্তুতিপাঠক; রাজদূত। 'ভট্ট'-শব্দজ। বি। [বি; ক্লীব।

ভাটক—মূল্য; ভাড়া। ভট্ + ণক কর্ত্তৃবা।

ভাটা—নদী প্রভৃতি জলপ্রবাহের স্বাভাবিক স্রোতের দিক্; জোয়ারের জলের বাড় কমিয়া আসা। বাং প্র। বি।

ভাটি—১। ইট প্রভৃতি পোড়াইবার চুলা; ধোপার কাপড় সিদ্ধ করিবার পাত্র; মদ চুয়াইবার পাত্র; নদীর নিম্নদিক্। বাং প্র। ২। বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে গ্রামবাসিগণকে প্রদত্ত বৃত্তিবিশেষ। 'ভৃতি' বা 'বৃত্তি'-শব্দজ। বি।

ভাটিয়ারা, ভাটেরা—মদ প্রস্তুত করিবার স্থান। বাং প্র। বি।

ভাটিয়ারী, ভাটিয়ালী—(সঙ্গীত) রাগ-বিশেষ [ইহা সংস্কৃত মতানুযায়ী প্রাচীন রাগ নহে। কথিত আছে বিক্রমাদিত্যের সহোদর মহারাজ ভর্তৃহরি এই রাগের সঙ্কলন করেন, ভর্তৃহরির সঙ্কলনের জন্য ভর্তৃহারিকা অথবা ভটিহারী বা ভটিয়ারী নামে এই রাগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নৌকার মাঝিরা সাধারণতঃ এই রাগিণীতে গান গাহিয়া থাকে]। বি।

ভাটিয়াল—ভাটির দিকের; শেষের, অবসানের সমীপবর্ত্তী। বাং প্র। বিণ।

ভাড়া—কোন বস্তু সাময়িক ভাবে ব্যবহার করিবার জন্য যে অর্থ দেওয়া হয় তাহা ('বাড়ী—'); মূল্য, দাম। 'ভাটক'-শব্দজ। বি।

ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে—১। ঠিকা, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মূল্যদানের চুক্তিতে যাহা লওয়া হয় এমন; যাহা ভাড়া লইয়া খাটান হয় এমন ('—গাড়ী')। ভাড়া + টিয়া, টে দাতা অর্থে। বিণ। ২। যে ভাড়া-করা বাড়ীতে বাস করে এরূপ লোক। ভাড়া + টিয়া, টে দাতা অর্থে। বি।

ভাড়ার—ভাণ্ডার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভাণ—১। ছল, কপট; জ্ঞান, বোধ। ভণ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। একাঙ্ক নাট্য-গ্রন্থবিশেষ। ভণ্ + ঘঞ্ অধিবা। ৩। ভণে। ক্রি। ৪। সদৃশ ("বিকচ সরোজ-ভাণ মুখ-মণ্ডল"—অনন্ত দাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [ক্রি।

ভাণা—কহা, বলা; ভাণ করা। প্রাঃ কবিপ্র।

ভাণ্ড—১। পাত্র, ভাঁড়; বাদ্যযন্ত্র। ভণ্ (শব্দ করা) + ড কর্ত্তৃবা; ভণ্ড + অণ্ স্বার্থে। ২। অলঙ্কার, ভূষণ; অশ্বভূষণ। ভা (দীপ্তি পাওয়া) + অণ্ডচ্ কর্ত্তৃবা। ৩। ভাঁড়ামি। ভণ্ড (ভাঁড়) + অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

ভাণ্ডাগার—ধনাগার; ভাঁড়ার। ভাণ্ডই আগার, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ভাণ্ডান—ভাঁড়ান, প্রতারণা করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভাণ্ডার—ভাঁড়ার, ধনাগার। ভাণ্ড—ঋ + ঘঞ্ অধিবা। বি; ক্লীব।

ভাণ্ডারী (-রিন্)—১। ভাঁড়ারী, ভাণ্ডারাধ্যক্ষ। ভাণ্ডার + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। ভৃত্য, অনুচর। প্রাদে। বি।

ভাণ্ডি—নাপিতের ভাঁড়ি। ভণ্ড্ (মাঙ্গলিক হওয়া) + ই কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভাণ্ডিবাহ, ভাণ্ডিল—নাপিত। ভাণ্ডি—বহ্ + অণ্ কর্ত্তৃবা, ভাণ্ডি + লচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ভাণ্ডীর—ভাঁইট গাছ; ঘেঁটু গাছ; বটবৃক্ষ; বৃন্দাবনস্থ বনবিশেষ। ভণ্ড্ + ঈরণ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

ভাত—১। অন্ন। 'ভক্ত'-শব্দজ। **ভাত উঠা**—কোন স্থান বা কাহারও নিকট হইতে ভরণপোষণের ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া। **ভাত মারা**—চাকরী বা অপর কোন আয়ের পন্থা নষ্ট করিয়া দেওয়া। **ভাতে মারা**—খাইতে না দিয়া বা রোজগারের পথ বন্ধ করিয়া কষ্ট দেওয়া। ২। অন্নপ্রাশন। প্রাদে। বি। ৩। দীপ্ত। বিণ। ৪। প্রভাত, প্রাতঃকাল। ভা + ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [দ্বন্দ্ব। বি।

ভাতকাপড়—অন্ন বস্ত্র; ভরণপোষণ।

ভাতশালা—অন্নসত্র ("অনাথমণ্ডপ ভাতশালা"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভাতা—১। বৃত্তি; খাদ্য জলপানি প্রভৃতির ব্যয়। 'ভৃতি'-শব্দজ। বি। ২। প্রদীপ্তা। ভাত + আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বি।

ভাতার—স্বামী, পতি, ভর্ত্তা। 'ভর্তৃ'-শব্দজ।

ভাতি—১। শোভা, দীপ্তি। ভা + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। ২। কৌশল; প্রকার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভাতিজা—ভাইপো, ভাইয়ের ছেলে। বাং প্র। বি; পুং। স্ত্রী, —জী।

ভাতুড়িয়া, ভাতুড়ে—অন্নের জন্য যে পরের গলগ্রহ হয় এমন। ভাত + উড়িয়া, উড়ে সদৃশাদ্যর্থে। বিণ।

ভাতুয়া, ভেতো—অসার; যে কেবল ভাত খায় এরূপ (অবজ্ঞার্থে); যাহার বিশেষ কোন স্বাদ নাই এমন। ভাত + উয়া যাচকার্থে। বিণ।

ভাতে—ভাতের সহিত সিদ্ধ করা বেগুন আলু প্রভৃতি। বাং প্র। বি।

ভাতে-ভাত—অন্ন এবং তৎসহ সিদ্ধ আলু বেগুন প্রভৃতি। বাং প্র। বি।

ভাদর—ভাদ্রমাস ("ভাদরে দেখিনু নট-চাঁদে"—চণ্ডীদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভাদর-বউ—ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। 'ভ্রাতৃবধূ'-শব্দজ। বি।

ভাদুই—যে ধান ভাদ্রমাসে পাকে তাহা। 'ভাদ্র'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ভাদ্র—বৈশাখাদি মাসের পঞ্চম মাস। ভাদ্রী (ভদ্রপদনক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা) + অণ্ তদ্‌যুক্তমাসার্থে। বি; পুং।

ভাদ্রপদ—ভাদ্রমাস। ভদ্রপদা + অণ্ যুক্তার্থে + ঈপ্ = ভাদ্রপদী; ভাদ্রপদী (ভাদ্রপদাযুক্তা পূর্ণিমা) + অণ্ তদ্‌যুক্তমাসার্থে। বি; পুং।

ভাদ্রপদা—পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। ভাদ্রসদৃশ পদ যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী। [শব্দজ। বি।

ভাদ্রবধূ—কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। 'ভ্রাতৃবধূ'-

ভান—১। প্রকাশ; শোভা। ভা + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। ভাব; ভ্রম; ছল। বাং প্র। বি। ৩। তুল্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ, অব্য।

ভাননী, ভানুনী—যে স্ত্রীলোক ধান ভানে এরূপ। ভান্ + অনী, উনী কর্ত্তৃবা (স্ত্রী)। বি।

ভানা—ঢেঁকি দ্বারা ধান হইতে তুষ বাহির করা। 'ভগ্ন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

ভানু—১। সূর্য্য; কিরণ; প্রভু; শিব; রাজা; অর্কবৃক্ষ; জৈনবিশেষ; গন্ধর্ব্ববিশেষ। ভা + নু কর্ত্তৃবা। ২। কান্তি। ভা + নু ভাববা। বি; পুং। ৩। সুন্দর। ভা + নু কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভানুবার—রবিবার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভানুমতী—দীপ্তিশালিনী। ভানুমৎ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভানুমান্ (-মৎ)—১। সূর্য্য। বি; পুং। ২। কান্তিমান্, দীপ্তিমান্। ভানু + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —মতী।

ভান্তঃপ্রদেশ—(জ্যোতিষ) সৌরজগতের বহিঃস্থিত প্রদেশ (interstellar space). বি।

ভাপ—উষ্ণ বাষ্প (steam) ; উত্তাপ, উষ্ণতা। 'বাষ্প'-শব্দজ। বি।

ভাপরা—গরম বাষ্পের স্বেদ। 'বাষ্প'-শব্দজ। বি।

ভাপসা—গুম্‌সো, ছাতা পড়িবার দরুণ উৎপন্ন ('—গন্ধ')। বাং প্র। বিণ।

ভাব—১। অবস্থা; অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়; প্রকৃতি; অনুভূতি; অনুভূতির আধিক্য; মানসিক অবস্থা; প্রীতি, খাতির; ধরণ, রীতিনীতি; তাৎপর্য্য; আশ্রয়; উৎপত্তি, জন্ম; স্থিতি; বিভূতি; চেষ্টা; সম্ভাবনা; মনঃ; আত্মা; ভক্তি; মনোবিকারবিশেষ, রত্যাদি এবং নির্ব্বেদাদি; ক্রিয়া; শরীরের ভঙ্গী; বিলাস; বাক্যের মর্ম্ম; কাম; উপদেশ; অনুরাগ। ভূ (হওয়া) + ঘঞ্‌ ভাববা। **ভাবের ঘরে চুরি**—পরের লেখা কাব্য ইত্যাদির ভাব হুবহু গ্রহণ। ২। বস্তু, পদার্থ; চেতন পদার্থ; বিদ্বান্‌, বিজ্ঞ; চিত্ত; যোদ্ধা; সৃষ্টি; জগৎ; সংসার; ব্যাকরণে ধাত্বর্থ। ভূ + ণিচ্‌ + অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভাবক—উৎপাদক; চিন্তাকারী। ভূ + ণিচ্‌ + ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভাবিকা।

ভাবগত—ভাব সম্বন্ধীয়; কোন বিষয়ের অভিপ্রায় সম্বন্ধীয়। ২য়াতৎ। বিণ।

ভাবগতি—আকার-ইঙ্গিত; মনোগত ভাব এবং কার্য্য। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ভাবগতিক—ভাবভঙ্গী; আকারপ্রকার; চালচলনের প্রকার; মনের ভাব এবং কার্য্য। দ্বন্দ্ব। (বাং) বি।

ভাবগর্ভ(র্ভ)—ভাবে পরিপূর্ণ, গভীর-তাৎপর্য্যযুক্ত। ভাব গর্ভে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভাবগ্রাহী (-গ্রাহিন্‌)—যিনি মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন এমন ('—জনার্দ্দন'); তাৎপর্য্যবোদ্ধা। উপতৎ; ভাব—গ্রহ্‌ + ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

ভাবতরঙ্গ—কল্পনার উচ্ছ্বাস, ঢেউয়ের মত ভাব; মনোগত ভাবের আবেগ। রূপক কর্ম্মধা, অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাবতান্ত্রিকতা—আদর্শের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক (idealism). ভাবতান্ত্রিক + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—ভাবতান্ত্রিক।

ভাবধারা—চিন্তাধারা; প্রচলিত মতবাদ ও রীতিনীতি। ভাবের ধারা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভাবন, ভাবনা—চিন্তা; মনে মনে কল্পনা; ধ্যান; চতুর্ব্বিধ সংস্কারবিশেষ; অনুধ্যান; বিবেচনা; সাজান; অভিষেক; মিশ্রণ; পর্য্যালোচনা; অধিবাসন; ঔষধ-সংস্কারবিশেষ। ভূ + ণিচ্‌ + অনট্‌ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা + আপ্‌। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—ভাবনীয়, ভাবিত, ভাব্য।

ভাবনীয়—চিন্তনীয়, কল্পনীয়। ভূ + ণিচ্‌ + অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—ভাবন, ভাবনা।

ভাবপ্রবণ—ভাবের আবেগে চালিত, মনের যে কোন অবস্থায় যে বিশেষভাবে অভিভূত হয় এমন (sentimental). ৭মীতৎ। বিণ। বি,—তা।

ভাববিলাসী (-সিন্‌)—যে বড় বড় কাজের কথা চিন্তা করে কিন্তু তদনুসারে কোন মহৎ কাজ না করিয়া কেবল ঐরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেই ভালবাসে এমন। ভাবের বিলাস, ৬ষ্ঠীতৎ। ভাববিলাস + ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। বি,—বিলাসিতা, —বিলাস।

ভাবব্যক্তি—ভাবগতিক-প্রকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

ভাবভঙ্গী—ভাবগতিক, চালচলন। দ্বন্দ্ব।

ভাবলহরী—ভাবতরঙ্গ। রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভাবসাগর—কল্পনারূপ সমুদ্র, চিন্তারূপ সমুদ্র। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভাবা—চিন্তা করা; ধ্যান করা; স্মরণ করা, উৎকণ্ঠাযুক্ত হওয়া। বাং ক্রি।

ভাবাত্মক—ভাবে পরিপূর্ণ, গভীর-ভাব-যুক্ত; যাহা দ্বারা কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা জন্মে এমন (positive). ভাব আত্মা যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, —ত্মিকা। [বাং ক্রি।

ভাবান—চিন্তাকুল করা; চিন্তা করান।

ভাবান্তর—ভিন্ন ভাব; মনের গতির পরিবর্ত্তন; চালচলনের পরিবর্ত্তন। অন্য ভাব, নিত্য। বি; ক্লীব।

ভাবাবেশ—কল্পনাজনিত আত্মহারা ভাব; ভাবের উদ্রেক; তন্ময়তা। ৬ষ্ঠীতৎ অথবা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভাবার্থ—সার কথা, গূঢ় অর্থ, তাৎপর্য্য। ভাব প্রকাশক অর্থ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভাবিক—১। স্বাভাবিক; উদ্দীপক; রসাত্মক; ভবিষ্যৎকালিক; ভাবযুক্ত। বিণ। ২। অলঙ্কারবিশেষ। [ভট্টিকাব্যের দ্বাদশ সর্গ ইহার উদাহরণ]। ভাব + ইক আছে অর্থে। বি; পুং।

ভাবিত—চিন্তিত; অঙ্গীকৃত; মিশ্রিত; আর্দ্রীকৃত; বাসিত; প্রাপ্ত; প্রাপিত; শুদ্ধ; পবিত্রীকৃত; সংস্কৃত; প্রমাণীকৃত। ভূ + ণিচ্‌ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ভাবন, ভাবনা।

ভাবিতাত্মা (-ত্মন্‌)—বিশুদ্ধাত্মা। ভাবিত আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভাবিনী—১। কামুকী স্ত্রী; স্ত্রী-মাত্র; বর্ত্তমানপ্রাগ্‌ভাবপ্রতিযোগিনী; মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা। ভাব + ইন্‌ আছে অর্থে + ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। যাহা ঘটিবে এমন, ভবিষ্যৎকালবর্ত্তিনী। ভাবিন্‌ + ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ভাবী (ভাবিন্‌)—ভবিষ্যৎ; আগামী ('—কাল')। ভূ + ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভাবিনী।

ভাবুক—১। ভাবগ্রাহক; চিন্তাশীল; ভাবপ্রবণ; শুভজনক। বিণ। ২। মঙ্গল, শুভ। ভূ + উকঞ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ভাবুনে—কৌতুকপ্রিয়; কপটতাপ্রিয়; বিলাসপ্রিয়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ভাবোচ্ছ্বাস—কল্পনার আবেগ; ভাব-স্ফীতি। ভাবের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাবোদয়, ভাবোদ্রেক, ভাবোন্মেষ—ভাবের সঞ্চার; ভাবের প্রথম প্রকাশ। ভাবের উদয়, উদ্রেক, উন্মেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাবোদ্দীপক—ভাবের সঞ্চারকারী; প্রেরণাদায়ক; মনে কল্পনা ভক্তি ইত্যাদির সঞ্চারকারী। ভাবের উদ্দীপক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ভাবোন্মাদ—ভাবের আবেগে বিহ্বলতা। ভাব-জনিত উন্মাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভাম—১। সূর্য্য; দীপ্তি। ভা + ম কর্ত্তৃবা। ২। কোপ। ভাম্‌ + ঘঞ্‌ ভাববা। ৩। ভগিনীপতি। ভাম্‌ + অচ্‌ কর্ত্তৃবা, অথবা ভা + ম কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৪। ভোঁদড়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট স্থলচর জন্তুবিশেষ। বাং প্র। বি।

ভামা—কোপনা স্ত্রী; নারী; সত্যভামা। ভাম্‌ + অচ্‌ কর্ত্তৃবা + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ভামিনী—অতিকোপনা বা মানবতী স্ত্রী; নারী। ভাম্‌ + ণিন্‌ কর্ত্তৃবা + ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ভামী (ভামিন্‌)—ক্রুদ্ধ, কোপান্বিত। ভাম্‌ (ক্রুদ্ধ হওয়া) + ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভামিনী।

ভায়রা, ভায়রা-ভাই—স্ত্রীর ভগিনীপতি, শ্যালীপতি। বাং প্র। বি।

ভায়াদ—জ্ঞাতি। বাং প্র। বি।

ভার—১। গুরুত্ব। ভৃ (পালন করা) + ঘঞ্‌ ভাববা। ২। বোঝা; রাশি, সমূহ। ভৃ + ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ৩। পরিমাণবিশেষ, অষ্টাদশ সহস্র তোলকাত্মক ভার; বাঁক। ভৃ + ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং। ৪। কঠিন ("তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার"—রবীন্দ্রনাথ); দুর্ব্বহ, ভারী; মলিন, বেজার। বাং প্র। বিণ। ৫। মনে হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভারকেন্দ্র, -মধ্যবিন্দু—কোন বস্তুর যে বিন্দুতে ইহার সর্ব্বদেহের ভার কেন্দ্রীভূত হয় তাহা (centre of gravity); সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বা বিষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

ভারক্লান্ত—ভারী জিনিস বহন করিতে করিতে অবসন্ন। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভারগ্রস্ত—যাহার উপরে ভার পড়িয়াছে এরূপ, ভারাক্রান্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভারত—১। ভারতবর্ষ। ভরত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ২। মহাভারত। ভরত+অণ্ অধিকৃতার্থে। ৩। ভরতসূত্র। ভরত+অণ্ কৃতার্থে। বি; ক্লীব। বিণ—ভারতীয়। ৪। নট; অগ্নি। ভরত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ৫। ভরতের সন্তান বা বংশধর। ভরত+অঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ৬। ভরতবংশীয়। ভরত+অণ্ তদ্বংশীয় অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী।

ভারতগৌরব—১। ভারতবর্ষের গর্ব্ব ও প্রাধান্যের বিষয়। ভারতের গৌরব, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বলকারী; ভারতের গৌরববর্দ্ধনকারী ব্যক্তি। ভারতের গৌরব যাহা দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং, বা বিণ।

ভারতবর্ষ—এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দেশবিশেষ, সমুদ্রের উত্তরে হিমালয়ের দক্ষিণস্থ দেশ। ভারত (ভরতশাসিত) বর্ষ (দেশ), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। বিণ,—বর্ষীয়।

ভারতবর্ষীয়—ভারতবর্ষবিষয়ক; ভারতে জাত। ভারতবর্ষ+ঈয় ভবার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ভারতবাসী (-বাসিন্)—ভারতবর্ষের অধিবাসী। উপতৎ; ভারত—বস্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাসিনী।

ভারতমাতা—জননীস্বরূপা ভারতভূমি। রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভারতললনা—ভারতবর্ষের নারী। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভারতসন্তান—ভারতবর্ষের অধিবাসী।

ভারতী—১। সরস্বতী। (ভারতীর অর্থাৎ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী এই অর্থে) ভারতী+অণ্+ঈপ্। ২। বচন, বাক্য; সন্ন্যাসী-দিগের উপাধিবিশেষ; অলঙ্কারোক্ত বৃত্তি-বিশেষ। ভৃ+অতচ্ কর্তৃবা=ভরত; ভরত+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভারদ্বাজ—১। ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ মুনির পুত্র; দ্রোণাচার্য্য; অগস্ত্যমুনি; মঙ্গলগ্রহ; বৃহস্পতিপুত্র; পক্ষিবিশেষ, ভারুইপাখী। ভরদ্বাজ (মুনিবিশেষ, পক্ষিবিশেষ)+অণ্ স্বার্থে, অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। ভরদ্বাজবংশ-সম্বন্ধীয়। ভরদ্বাজ+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—জী।

ভারবাহ, -বাহক, -বাহী (-হিন্)—যে বোঝা বহন করিতে পারে এমন, বোঝাবহনকারী; মুটিয়া। উপতৎ; ভার—বহ্+অণ্ কর্তৃবা; ভারের বাহক, ৬ষ্ঠী-তৎ; উপতৎ; ভার—বহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাহী, —বাহিকা, —বাহিনী। বি। [বি।

ভারভুর—আড়ম্বর, জাঁক। প্রাঃ কবিপ্র।

ভারভৃৎ—১। ভারধারক বা বহনকারী। বিণ। ২। বিষ্ণু। ভার—ভৃ (ধারণ করা)+কিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ভারমধ্য—বস্তুর যে স্থানে ভার কেন্দ্রীভূত হয় তাহা (centre of gravity). ভারের মধ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভারমধ্যবিন্দু—'ভারকেন্দ্র' দ্রঃ।

ভারযষ্টি—বাঁক, ভারবহনদণ্ড। ভারবাহিকা যষ্টি (লাঠি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভারসহ—যাহা ভারে ছিঁড়িয়া পড়ে না এমন, ভারসহনসমর্থ। ভার—সহ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ভারহার—ভারবাহক, মুটিয়া। উপতৎ; ভার—হৃ+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

ভারহীন—যাহার ওজন নাই এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভারা—ইটের বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য রাজমিস্ত্রিগণ বাঁশের যে মাচা বাঁধে তাহা, মঞ্চ। বাং প্র। বি।

ভারাক্রান্ত—কোন কিছুর ভারে কাতর; চিন্তাকুলিত। ভার দ্বারা আক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভারার্পণ—ভার দেওয়া, দায়িত্বপ্রদান। ভারের অর্পণ (দান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভারি—যাহার ওজন খুব বেশী এমন; খুব, অত্যধিক। ভার+ই বিশিষ্টার্থে (বাং)। বিণ।

ভারিক—ভারবাহক, ভারী; ভারযুক্ত। ভার+ইক বহনার্থে, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

ভারিক্কি, ভারিক্কে—মাতব্বর ধরণের, মুরুব্বির মত গম্ভীর। বাং প্র। বিণ।

ভারিভুরি—ভড়ং; আড়ম্বর; দম্ভ; চালাকী। বাং প্র। বি।

ভারী (ভারিন্)—ভারবাহক; যাহার ওজন খুব বেশী এমন, গুরু। ভার+ইন্ অথবা ঈ (বাং) আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ভারিণী।

ভারী—যে বাঁকে করিয়া জল বহন করে এরূপ লোক। ভার+ঈ বাহকার্থে। বি।

ভারুই—ভরতপক্ষী। 'ভরত'-শব্দজ। বি।

ভার্গব—শুক্রাচার্য্য; পরশুরাম; ধনুর্দ্ধর; গজ, হস্তী। ভৃগু+অণ্ অপত্যার্থে, গোত্রাপত্যার্থে। বি; পুং।

ভার্গবী—পার্ব্বতী; শ্রী, লক্ষ্মী; দূর্ব্বা; বিদ্যাবিশেষ। ভার্গব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভার্জ্জি(র্জি)ত—যাহা ভাজান হইয়াছে এমন; ভাজা। ভৃজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

ভার্য্যা(র্যা)—পত্নী, জায়া, স্ত্রী। ভৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ভার্য্যা(র্যা)ট—যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের সহিত সঙ্গম করিতে অনুমতি দেয়। ভার্য্যা—অট্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ভার্য্যা(র্যা)পতি—স্বামি-স্ত্রী, জায়াপতি। ভার্য্যা এবং পতি, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ভাল—১। কপাল, ললাট; অদৃষ্ট; দীপ্তি, তেজ। ভা—লা+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। উত্তম; মঙ্গল। 'ভদ্র'-শব্দজ। বি বা বিণ। ৩। উপকার, হিত; নিরাপত্তা। বি।
ভাল রে ভাল—বিরক্তি বা অসন্তোষ-প্রকাশক কথা। **ভালয় ভালয়**—কোন প্রকার বিপদে না পড়িয়া, ভাল অবস্থাতেই।

ভালবাসা—১। অনুরাগ, প্রীতি। বি। ২। স্নেহ করা; পছন্দ করা; ভাল বোধ করা। বাং ক্রি।

ভালমন্দ—হিতাহিত; উত্তম ও নিকৃষ্ট; শুভাশুভ। দ্বন্দ্ব। বি বা বিণ।

ভালমানুষ—নিরীহ লোক; সাধু ও শান্ত-লোক; সাংসারিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। কর্ম্মধা। বি।

ভালা—ভাল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ভালাই—শুভ, মঙ্গল; উৎকর্ষ। ভাল+আই ভাবে। বি।

ভালি—ভাল। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

ভালুক, ভালূক—ভল্লুক, ঋক্ষ। ভল্ (বধ করা)+উক, ঊক কর্তৃবা; ভলুক, ভলূক+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ভালো—ভাল (২) (তাহা দ্রঃ)।

ভল্লুক, ভাল্লূক—ভালুক, ঋক্ষ। ভল্ (বধ করা)+উক, ঊক কর্তৃবা; ভল্লুক, ভল্লূক+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ভাশুর, ভাসুর—স্বামীর বড় ভাই। 'ভ্রাতৃশ্বশুর'-শব্দজ। বি।

ভাশুর-ঝি, ভাসুর-ঝি—স্বামীর বড় ভাইয়ের মেয়ে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভাশুর-পো, ভাসুর-পো—স্বামীর বড় ভাইয়ের ছেলে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাষ—১। কথা, বচন। ভাষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। বলে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভাষক—যে বলে। ভাষ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভাষিকা।

ভাষণ—বলা, কথন। ভাষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ভাষণীয়, ভাষিত।

ভাষনি—বাক্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভাষা—১। যাহা দ্বারা মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যায় তাহা, যাহার সাহায্যে লোকে কথাবার্ত্তা বলে তাহা, সংস্কৃত বাঙ্গালা প্রভৃতি বাক্যরীতি। ভাষ্+অ কর্ম্মবা+আপ্। ২। অর্থযুক্ত কথন। ভাষ্+অ ভাববা+আপ্। ৩। বাগ্দেবতা। ভাষ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ৪। বলা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভাষাতত্ত্ব—ভাষাবিষয়ক বিজ্ঞান, ভাষার উৎপত্তি বিকৃতি স্বরূপ প্রভৃতি। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ভাষাতীত—যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এমন। ভাষাকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

ভাষান্তর—অন্য ভাষায় অনুবাদ; ভিন্ন ভাষা। অন্য ভাষা, নিত্য। বি; ক্লীব।

ভাষান্তরিত—এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় পরিবর্ত্তিত। ভাষান্তর+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ভাষিত—১। কথিত, উক্ত। ভাষ্ (বলা) +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ভাষণ। ২। ভাষা, বচন, উক্তি। ভাষ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

ভাষিতপুংস্ক—(ব্যাকরণ) যাহার (যে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের) পুং-রূপ হয় (যেমন—সুন্দরী, সুন্দর)। ভাষিত-পুমান্ যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

ভাষী (ভাষিন্)—কথক, কথনকারী (ইহা প্রায় সমাসান্ত শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়; যেমন, কটুভাষী)। ভাষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভাষিণী।

ভাষ্য—১। ব্যাখ্যা, সূত্রবিবরণগ্রন্থ। বি; ক্লীব। ২। কথনীয়। ভাষ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—ভাষণ।

ভাষ্যকার—ব্যাখ্যাকারক। উপতৎ; ভাষ্য—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

ভাস—দীপ্তি, উজ্জ্বলতা; শোভা। ভাস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

ভাসন্ত—ভাসমান, যাহা ভাসিতেছে এমন। ভাস্+অন্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভাসমান—১। দীপ্তিমান্, শোভমান; দীপ্যমান। ভাস্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। ২। যাহা জলে ভাসিতেছে এমন। বাং প্র। বিণ।

ভাসা—জলের উপর বা বায়ুর উপর অবস্থান করা বা চলা। বাং ক্রি।

ভাসান—প্রতিমা জলে ডুবান; জলের উপর অবস্থান করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া; প্লাবিত করা। বাং ক্রি। [বিণ।

ভাসা-ভাসা—অস্পষ্ট; অগভীর। বাং প্র।

ভাসী (ভাসিন্)—উজ্জ্বল। ভাস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভাসিনী।

ভাসুর—১। দীপ্যমান্, দীপ্তিযুক্ত। বিণ। বি,—তা। ২। স্ফটিক; বীর। ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘুরচ্ কর্ত্তৃবা, শীলাদ্যর্থে। বি; পুং। ৩। 'ভাশুর' দ্রঃ।

ভাসুরতাপাদন—যে প্রক্রিয়াদ্বারা জল দ্রবলৌহ প্রভৃতি শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময়ে একপ্রকার মনোহর আকার ধারণ করে তাহা (crystallisation). ভাসুরতা—পদ্+ণিচ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

ভাস্কর—১। সূর্য্য; অগ্নি; অর্কবৃক্ষ; পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য; বীর; যে প্রস্তরাদিতে মূর্ত্তি ও অক্ষরাদি ক্ষোদিত করে। বি; পুং। ভাব-বাচক বি—ভাস্কর্য্য। ২। সুবর্ণ। ভাস্—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ভাস্বতী—দীপ্তিযুক্তা; গ্রহণ প্রভৃতি গণনার গ্রন্থবিশেষ। ভাস্+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—ভাস্বান্।

ভাস্বান (ভাস্বৎ)—সূর্য্য; দীপ্তিযুক্ত। ভাস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ।

ভাস্বর—১। দীপ্যমান্, দীপ্তিযুক্ত, দীপ্তিশীল। বিণ। ২। সূর্য্য; দিবস। ভাস্+বরচ্ কর্ত্তৃবা, শীলাদ্যর্থে। বি; পুং।

ভিকিরি—ভিক্ষুক। প্রাদে। বি।

ভিক্ষা—১। পরের কাছে মাগা, অনুগ্রহ চাওয়া, প্রার্থনা; সেবা; ভৃতি। ভিক্ষ্+অ ভাববা+আপ্। ২। একগ্রাস অন্ন; যাচিত বস্তু। ভিক্ষ্+অ কর্ম্মবা +আপ্। বি; স্ত্রী।

ভিক্ষাচর্য্যা(র্যা)—ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষা—চর্+ক্যপ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ভিক্ষাজীবী (-জীবিন্)—ভিখারী, ভিক্ষুক। উপতৎ; ভিক্ষা—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী।

ভিক্ষান্ন—ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত খাদ্য। ভিক্ষা-লব্ধ অন্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ভিক্ষাপাত্র—ভিক্ষাসংগ্রহের পাত্র। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।

ভিক্ষাপুত্র, -পুত্র—যে দ্বিজপুত্র উপনয়নের সময়ে ব্রতভিক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক কাহারও পুত্র-স্থানীয় হয় সে। ভিক্ষালব্ধ পুত্র, পুত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ভিক্ষাবৃত্তি—ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, ভিক্ষারূপ ব্যবসায়। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভিক্ষামা—যে স্ত্রীলোক উপনয়ন সময়ে কোন দ্বিজপুত্রকে ব্রত ভিক্ষাদান-পূর্ব্বক তাহার মাতৃস্থানীয়া হয় সে। ভিক্ষালব্ধা মা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ভিক্ষার্থী (-র্থিন্)—ভিক্ষুক, ভিখারী, যাচক। উপতৎ; ভিক্ষা—অর্থ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্থিনী।

ভিক্ষালব্ধ—পরের নিকট হইতে মাগিয়া আনা, ভিক্ষা করিয়া পাওয়া। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভিক্ষাশী (-শিন্)—ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষুক। উপতৎ; ভিক্ষা—অশ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শিনী।

ভিক্ষু—১। পরিব্রাজক; ভিক্ষোপজীবী; চতুর্থাশ্রমী; বৌদ্ধবিশেষ। বি; পুং। ২। ভিক্ষাজীবী। ভিক্ষ্+উ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভিক্ষুক—যাচক, ভিক্ষাজীবী। ভিক্ষু+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—ভিক্ষুকা।

ভিখ্—ভিক্ষা। কবিপ্র। বি।

ভিখারী—ভিক্ষুক। 'ভিক্ষাকারী'-শব্দজ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—ভিখারিণী।

ভিগা—ভিজিয়া যাওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভিগেও, ভিগেল—সিক্ত হইল, ভিজিয়া গেল ("নয়ন পঙ্কজ লোরে ভিগেও"—চন্দ্রশেখর)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভিজা, ভেজা—১। সিক্ত; উৎসাহহীন; নরম। ভিজ্+আ কর্ত্তৃবা। বিণ। **ভিজা বিড়াল**—কাহারও সামনে যথোচিত তেজ-বীর্য্য প্রকাশে অক্ষম, দুর্ব্বলচেতা, সাহসহীন। ২। সিক্ত হওয়া; দয়ায় গলিয়া যাওয়া; রাজী হওয়া। বাং ক্রি।

ভিজান, ভেজান—সিক্ত করা; কোমল করা। বাং ক্রি।

ভিজিট—চিকিৎসার্থ আহূত চিকিৎসককে প্রদেয় অর্থ, ডাক্তারের দর্শনী, ফী। ইং visit. বি।

ভিটকিলি, ভিটকেলি—চাতুরী; ভণ্ডামি; বুজরুকি। ভিটকেল+ই ভাবে। বি।

ভিটকেল—বিশ্রী; ধড়ীবাজ। বাং প্র। বিণ।

ভিটা, ভিটে—বসতিস্থান, বাস্তভূমি। 'ভিত্তি'-শব্দজ। বি।

ভিড়—লোকসমূহ, জনতা। বাং প্র। বি।

ভিড়া—নিকটে যাওয়া; তীরের নিকট আনা; একত্র হওয়া। বাং ক্রি।

ভিড়ান—কুটান; তীরের নিকট আনা; কাছে আনা। বাং ক্রি।

ভিত—১। দিক্, ধার; দেওয়ালের প্রশস্ত-পরিমাণ উচ্চ ভূমি। 'ভিত্তি'-শব্দজ। ২। দেওয়াল; ভিত্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভিতর—১। মধ্যস্থল, অভ্যন্তর। বি। ২। ভিতরে অবস্থিত। 'অভ্যন্তর'-শব্দজ। বিণ।

ভিতর-বাড়ী—অন্তঃপুর, মেয়েমহল। বাড়ীর ভিতর, একদেশী। বি।

ভিতিভিতি—চতুর্দ্দিকে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

ভিত্তি—১। দেওয়াল; প্রদেশ; (গণ্ডাদি শব্দের পরবর্তী হইলে) প্রশস্ত অংশ। ভিদ্+ক্তি কর্ম্মবা। ২। প্রভেদ; বিভাগ। ভিদ্+ক্তি ভাববা। ৩। গোড়া, বুনিয়াদ, ভিত। বাং প্র। বি।

ভিত্তিকা—ভিত্তি, দেওয়াল। ভিত্তি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ভিত্তিপ্রস্তর—বুনিয়াদের প্রথম পাথর বা ইট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [ক্লীব।

ভিত্তিমূল—ভিত, বুনিয়াদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

ভিত্তিহীন—অমূলক। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভিদভিদে—অসরল; অস্পষ্টভাষী। বাং প্র। বিণ।

ভিদ্যমান—যাহা ভেদ করা হইতেছে এমন। ভিদ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

ভিন—ভিন্ন; আলাদা। কবিপ্র। বিণ।

ভিন্দিপাল—প্রাচীনকালের ক্ষেপণীয় অস্ত্র-বিশেষ। ভিন্দি (ভেদন)—পালি (রক্ষা করা)+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভিন্ন—১। অন্য; বিদীর্ণ; বিশীর্ণ; শিথিলীকৃত; বিফলিত; প্রতিফলিত; সঙ্গত; বিকসিত; মিশ্রিত; মিলিত; মদস্রাবী; স্খলিত; লুণ্ঠিত; বহুলীভূত; স্পষ্ট; নিরস্ত; মর্দ্দিত; ছিন্ন; ভগ্ন; বিভক্ত, খণ্ডিত; বিদলিত; বিদারিত। বিণ। বি—ভেদ। ২। ছাড়া, বিনা, ব্যতীত। বাং প্র। অব্য।

ভিন্নজাতীয়—অন্য বর্ণের; অপর শ্রেণীর। ভিন্না জাতি, কর্ম্মধা; তদুত্তরে+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি,—তা।

ভিন্নরুচি—পৃথক্ রুচি বা প্রকৃতিবিশিষ্ট। ভিন্ন রুচি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভিন্নার্থ—১। অন্যরূপ তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য-যুক্ত। ভিন্ন অর্থ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অন্য প্রয়োজন, উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভিন্নার্থক—অন্যরূপ অর্থ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনযুক্ত। ভিন্ন অর্থ যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—র্থিকা।

ভিমরুল—বোলতাজাতীয় একপ্রকার পতঙ্গ। 'ভৃঙ্গরোল'-শব্দজ। বি।

ভিয়ান, ভিয়াঁন—মিষ্টান্ন প্রভৃতির পাক। বাং প্র। বি।

ভিরকুটি, -কুটী—ভ্রূভঙ্গী; স্পর্দ্ধা; দুষ্টামি; অযথা চাঞ্চল্য। 'ভ্রূকুটি'-শব্দজ। বি।

ভির্মি—আকস্মিক মূর্চ্ছা। 'ভ্রমি'-শব্দজ। বি। [লক্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ভিল্ল—অসভ্য জাতিবিশেষ, ভীল। ভিল্+

ভিষক্ (ভিষজ্)—বৈদ্য, চিকিৎসক। ভিষজ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ভিষগ্জিত—ঔষধ। ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

ভিস্তি, ভিস্তী—চর্ম্মনির্ম্মিত বৃহৎ জলপাত্র-বিশেষ; ভিস্তিদ্বারা জলবহনকারী। ফার্সী 'বিহিশ্তী'-শব্দজ। বি।

ভিস্তিওয়ালা—যে ভিস্তিতে করিয়া জল বহন করে এরূপ ব্যক্তি। ভিস্তি+ওয়ালা স্বার্থে। বি।

ভীড়ন—যুদ্ধ ("ভীড়নে চলিল বঙ্গ বাইস হাজার"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভীত—১। শঙ্কিত, ভয়যুক্ত, ত্রস্ত। ভী (ভয় পাওয়া)+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ভয়, ভীতি। ২। ভিত্তি; প্রাচীর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভীতি—ভয়, ত্রাস, শঙ্কা; কম্প। ভী+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—ভীত।

ভীতিকর—যাহা ভয় জন্মায় এমন, ভীষণ। উপতৎ; ভীতি—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

ভীতিপ্রদ—ভয়জনক। উপতৎ; ভীতি—প্র—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

ভীতিবিহ্বল—ভয়ে বিমূঢ়, ভয়ে অভিভূত। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভীতু—যে অল্পেতেই ভয় পায় এমন, ভীরু। 'ভীত'-শব্দজ। বিণ।

ভীম—১। (মহাভারত) দ্বিতীয় পাণ্ডব; শিব; দময়ন্তীর পিতা; ভয়ানকরস; অম্লবেতস। বি; পুং। ২। ঘোর, ভীষণ, ভয়ানক। ভী+মক্ অপাবা। বিণ।

ভীমদর্শন—যাহার চেহারা দেখিলে মনে ভয় হয় এমন, ভীষণাকৃতি। বহুব্রী। বিণ।

ভীমদ্বাদশী—মাঘমাসীয় শুক্লা দ্বাদশী। ভীমোপাস্যা দ্বাদশী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভীমনাদ—১। সিংহ। ভীম নাদ যাহার, বহুব্রী। ২। ভয়ানক শব্দ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভীমপরাক্রম—১। ভীষণ-বীরত্বসম্পন্ন। বিণ। ২। বিষ্ণু। ভীম (ভয়ঙ্কর) পরাক্রম যাঁহার, বহুব্রী। ৩। ভীষণ তেজ বিক্রম বা শক্তি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভীমবিক্রান্ত—১। সিংহ। ভীম বিক্রান্ত (বিক্রম) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। ভয়ানক পরাক্রমশালী। ভীম (ভয়ানক) বিক্রান্ত, সুপ্সুপা। বিণ।

ভীমরতি—পদে পদে ভ্রম (প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে যাহা ঘটিয়া থাকে)। 'ভীমরথী' বা (কাহারও মতে) 'ভ্রমার্ত্তি'-শব্দজ। বি।

ভীমরথী—প্রাচীন অবস্থাবিশেষ, ৭৭ বৎসর ৭ মাসের ৭মী রাত্রি। বি; স্ত্রী। (কাহারও মতে ভ্রমার্ত্তি হইতে গঠিত অর্ব্বাচীন সংস্কৃত।)

ভীমরুল—ভিমরুল (তাহা দ্রঃ)।

ভীমল—ভয়ঙ্কর। ভীম (ভয়ঙ্করাকার)+লচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ভীমসেন—(মহাভারত) দ্বিতীয় পাণ্ডব, বৃকোদর ("যথা ভীম ভীমসেন কৌরব সমরে"—মাইকেল); কর্পূরবিশেষ; জন্মেজয়ের পুত্র; জন্মেজয়ের ভ্রাতা। ভীমা সেনা যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ভীমা—১। দুর্গা; প্রমীলা সুন্দরী; কশা; রোচনাখ্য গন্ধদ্রব্য; নদীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। ভয়ঙ্করা। ভীম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভীমৈকাদশী—মাঘমাসের শুক্লা একাদশী। ভীমোপাস্যা বা ভীমপ্রিয়া একাদশী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভীরু—১। ভীতু, ভীতস্বভাব। বিণ। বি,—তা। ২। শৃগাল, ইক্ষুবিশেষ। ভী+ক্রু কর্তৃবা। বি; পুং।

ভীরুক—১। ভয়যুক্ত, কাতর। বিণ। ২। পেচক; শৃগাল; ভল্লুক। ভী+ক্রুকন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ভীরুস্বভাব—১। স্বভাবতঃ ভীত; ভয়শীল। বহুব্রী। বিণ। ২। ভয় পাওয়ার স্বভাব, ভয়শীলতা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভীরুহৃদয়—১। মৃগ, হরিণ। বি; পুং। ২। সব কাজেই যাহার মনে ভয় হয় এমন। ভীরু হৃদয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভীষণ—১। ভয়ঙ্কর, দারুণ; গাঢ়; দৃঢ়। বিণ। বি,—তা। ২। শিব; বৃক্ষবিশেষ; ভয়ানক রস; কপোত; কন্দুরুক; হিন্তাল; শল্লকী। ভী+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। ভয়প্রদর্শন। ভীষি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

ভীষ্ম—১। (মহাভারত) শান্তনু রাজার পুত্র, গাঙ্গেয়। বি; পুং। ২। ভয়ানক, ভয়ঙ্কর। ভী+মক্ অপাবা (ষ-আগম)। বিণ।

ভীষ্মপঞ্চক—কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চ তিথিতে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ; ঐ পাঁচ তিথি। ভীষ্মোপদিষ্ট পঞ্চক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ভীষ্মজননী—ভীষ্মের মাতা, গঙ্গাদেবী। ভীষ্মের জননী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভীষ্মাষ্টমী—মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমী (ভীষ্মের মৃত্যুতিথি)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভুও—মিথ্যা; অসার; ফাঁপা। বাং প্র। বিণ।

ভুঁই—জমি, ভূমি। 'ভূমি'-শব্দজ। বি।

ভুঁইফোড়—যাহা মাটি ভেদ করিয়া হঠাৎ দেখা দিয়াছে এমন; (তাহা হইতে) হঠাৎ আবির্ভূত বা উন্নত অবস্থা-প্রাপ্ত; অদ্ভুত। ভুঁই ফুঁড়িয়া উঠে যে, উপতৎ। বিণ।

ভুঁইয়া, ভুঞা—উপাধিবিশেষ; ভৌমিক; ভূম্যধিকারী। 'ভৌমিক'-শব্দজ। বি।

ভুঁকা, ভঁাকা—বিদ্ধ হওয়া, দেহে প্রবেশ করা। বাং ক্রি।

ভুঁজা—ভাজা ছোলা কলাই প্রভৃতি জলপানি; ভাজা তরকারী। হিন্দী। বি।

ভুঁজা, ভুঞ্জা—উপভোগ করা; অতিবাহিত করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভুঁড়ি—বড় পেট, বৃহৎ উদর। বাং প্র। বি।

ভুঁড়েল, ভুঁড়ো—বৃহৎ-উদরযুক্ত। ভুঁড়ি+এল, ও বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ভুঁতি, ভুতি, ভুতুড়ি—নাড়ীভুঁড়ি; কাটালের মধ্যের অখাদ্য অংশ। প্রাদে। বি।

ভুঁদো—স্থূলকায়; বোকা। বাং প্র। বিণ।

ভুক, ভুখ—ক্ষুধা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভুক্ত—১। যাহা খাওয়া হইয়াছে এমন, ভক্ষিত; উপভুক্ত; অন্তর্গত (যথা—রাজ্য-ভুক্ত)। ভুজ্ (ভোজন করা)+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যে খাইয়াছে এমন, কৃতভোজন। ভুজ্+ক্ত ভাববা+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ভুক্তভোগী (-ভোগিন্)—যে ভুগিয়াছে এমন। ভুক্ত এমন ভোগ, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ভোগিনী।

ভুক্তভোজন—চর্ব্বিতচর্ব্বণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভুক্তাবশেষ—উচ্ছিষ্ট, ভোজনের পর যাহা

অবশিষ্ট থাকে তাহা। ভুক্তোদ্বৃত্ত অবশেষ, মধ্যপ; কর্ম্মধা বা, ভুক্তের অবশেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

ভুক্তি—ভোজন; ভোগ। ভুজ্‌+ক্তি ভাববা।

ভুখ—'ভুক' দ্রঃ।

ভুখল—ক্ষুধিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ভুখলি—দুর্ব্বল; ক্ষুধার্ত্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ভুখা—ক্ষুধার্ত্ত। হিন্দী। বিণ। **ভুখা-মিছিল**—ক্ষুধিত অন্নপ্রার্থী লোকদের সমাবেশ (hunger march).

ভুখিল—ক্ষুধিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ভুগা, ভোগা—কষ্ট পাওয়া; ভোগ করা। বাং ক্রি।

ভুগান, ভোগান—ক্লেশ প্রদান করা; ভোগ করান। বাং ক্রি।

ভুগাসানি, ভোকছানি—অত্যধিক ক্ষুধাহেতু মূর্চ্ছা বা অবসন্ন হওয়া। প্রাদে। বি।

ভুগ্ন—বাঁকা, বক্র; বেগাদি দ্বারা কুব্জীকৃত; নত। ভুজ্‌ (কুটিল হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভুজ—১। বাহু, হস্ত। ভুজ্‌ (ভোজন করা) +ক ঘঞর্থে করণবা (নিপা)। ২। ভূর্জ্জ-পত্র; ধনুকের আকৃতি; গোলাকার বস্তু; ত্রি-কোণাদিক্ষেত্রের পার্শ্বরেখা। বি; পুং। ৩। কুটিল। ভুজ্‌+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভুজই—ভোগ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভুজকোটর—বগল, কক্ষ। ভুজের (বাহুর) কোটর (খোড়ল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

ভুজগ—সাপ, ফণী; ষিড়্গ; বিট। ভুজ (বক্র)—গম্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভুজগভোজী (-ভোজিন্‌)—ময়ূর; গরুড়; রাজসর্প। উপতৎ; ভুজগ—ভুজ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভুজগান্তক, ভুজগাশন—গরুড়; ময়ূর। ভুজগের (সর্পের) অন্তক (নাশক), ৬ষ্ঠী-তৎ; ভুজগ অশন (খাদ্য) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [ভুজগ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ভুজগী—সর্পী, স্ত্রীজাতীয় সর্প; ক্রূরা স্ত্রী।

ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম—সর্প, ফণী; অশ্লেষা-নক্ষত্র। ভুজ—গম্‌+খচ্‌ (ড), খচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভুজঙ্গপ্রয়াত—দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। ("ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে, অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে"—ভারতচন্দ্র)। ভুজঙ্গের প্রয়াতের (গমনের) ন্যায় প্রয়াত যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ভুজঙ্গভুক্‌ (-ভুজ্‌)—গরুড়; ময়ূর। উপতৎ; ভুজঙ্গ (সর্প)—ভুজ্‌+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভুজঙ্গহা (-হন্‌)—গরুড়। উপতৎ; ভুজঙ্গ—হন্‌ (বধ করা)+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভুজঙ্গী—স্ত্রী-জাতীয় সর্প। ভুজঙ্গ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

ভুজদণ্ড—দণ্ডাকৃতি বাহু। রূপক কর্ম্মধা।

ভুজপাশ, ভুজবন্ধন—আলিঙ্গন; বাহু-দ্বারা বেষ্টন। ভুজকৃত পাশ, মধ্যপ কর্ম্মধা; ভুজ দ্বারা বন্ধন, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

ভুজবল—বাহুগত ক্ষমতা; শক্তি, ক্ষমতা। ভুজের বল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [ক্লীব।

ভুজমধ্য—ভুজান্তর, ক্রোড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

ভুজলতা—লতার মত সুন্দর বাহু। উপমিত কর্ম্মধা বা রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভুজস্তম্ভ—বাহুচালনা-শক্তিহীনতা। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

ভুজা—১। চালভাজা। বাং প্র। বি। ২। বক্রা, কুটিলা। ভুজ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ভুজাগ্র—হস্ত, কর। ভুজের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভুজান্তর—১। বক্ষঃস্থল। ভুজের (বাহুর) অন্তর (মধ্য), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অন্যহস্ত। অন্য ভুজ, নিত্য সমাস। বি; ক্লীব।

ভুঞ্জা—অতিবাহিত করা; ভোগ করা। কবিপ্র। ক্রি। [বিণ।

ভুঞ্জিত—অতিবাহিত; ভুক্ত। কবিপ্র।

ভুঞ্জিল—অতিবাহিত করিল; ভোগ করিল। কবিপ্র। ক্রি।

ভুটি—ভুটানে প্রস্তুত কম্বল; একপ্রকার কড়া তামাক। বাং প্র। বি।

ভুট্টা—জনার, মক্কা। হিন্দী। বি।

ভুড়ভুড়—বুদ্‌বুদ-শব্দ; গন্ধ বাহির হওয়ার প্রকারবিশেষ। বাং প্র। অব্য।

ভুড়ভুড়ি—১। বুদ্‌বুদ। বাং প্র। বি। ২। অফুরন্ত ভাবে জলবুদ্‌বুদের মত (বাহির হওয়া)। প্রাদে। ক্রি-বিণ।

ভুতি, ভুতুড়ি—'ভুঁতি' দ্রঃ।

ভুনি, ভুলি—১। কঠিন; ভাজা। হিন্দী। বিণ। ২। পশমী বস্ত্রবিশেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভুবঃ (ভুবর্‌), **ভুব**—আকাশ, অন্তরীক্ষ। ভূ+অরুক্‌ কর্ত্তৃবা (নিপা)। অব্য।

ভুবন—জগৎ, সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দ্দশ; জল; আকাশ। ভূ (হওয়া)+অন (ক্যুন্‌) কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

ভুবনজয়ী (-জয়িন্‌)—জগৎ-বিজেতা, যে জগতের সবাইকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে এমন। উপতৎ; ভুবন—বি—জি +ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —জয়িনী।

ভুবনতিলক—জগদ্বাসিগণমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব, বা বিণ।

ভুবনপাবন—পৃথিবীর পাপনাশক। ৬ষ্ঠী-তৎ। স্ত্রী, —না, —নী।

ভুবনবিজয়ী (-জয়িন্‌)—পৃথিবীজয়ী। ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ। স্ত্রী, —য়িনী।

ভুবনমোহন—জগদ্বাসীর মনোমোহকর, যে বা যাহা ত্রিভুবনকে মুগ্ধ করে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ভুবনেশ্বর—১। ত্রিভুবনের অধিপতি। ভুবনের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শিবলিঙ্গ-বিশেষ; পুরীর নিকটবর্ত্তী তীর্থস্থানবিশেষ (এই স্থানের মন্দির প্রাচীন স্থপতি-শিল্পের একটি বিশেষ নিদর্শন)। বি; পুং।

ভুবনেশ্বরী—দশমহাবিদ্যামধ্যে দেবী-বিশেষ; ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তি। ভুবনের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভুবর্লোক—পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যপ্রদেশ, সপ্ত উর্দ্ধলোকের দ্বিতীয় লোক। ভুবঃই লোক, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভুয়া, ভুয়ো—মিথ্যা; ফাঁপা; অসার। বাং প্র। বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভুর—ভুল; গর্ব্ব; যথার্থ ব্যাপার।

ভুরা, ভুরো—গুড় পরিষ্কার করিয়া যে চিনি প্রস্তুত হয় তাহা। বাং প্র। বি।

ভুরু, ভুরূ—ভ্রূ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভুল—১। ভ্রম, ভ্রান্তি; বিস্মৃতি। হিন্দী-মূলক। বি। ২। বিস্মৃত হইল; বিস্মৃত হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভুলল—বিস্মৃত হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভুলা—বিস্মৃত হওয়া; ভুল করা। বাং ক্রি।

ভুলান—মুগ্ধ করা; বিস্মৃত করান; শান্ত করা; ফুসলান। বাং ক্রি।

ভুলো—ভ্রমশীল, বিস্মৃতিপ্রবণ, যে সহজেই বিস্মৃত হয় এমন। ভুল্‌+ও (<উয়া) কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভুষ, ভুস্‌—কাদায় পা দিলে যে শব্দ হয় তাহা। বাং প্র। অব্য।

ভুষি, ভুসি—যব গম প্রভৃতি শস্যের উপরকার আবরণ, ধান্যাদির খোসা। 'বুষ' বা 'বুস'-শব্দজ। বি।

ভুষুড়ি—গাদাগাদা, খুব বেশী পরিমাণ। বাং প্র। বি। [প্র। বি।

ভুষ্টিনাশ—সম্পূর্ণ বিনাশ; ছারখার। বাং

ভুসা, ভুসো—বাতির ঝুল, কেরোসিনের আলো প্রভৃতি হইতে ধোঁয়া উঠিয়া যে কালো ঝুল হয় তাহা। 'ভস্মন্‌'-শব্দজ। বি।

ভুসাকালি—ভুসা দ্বারা প্রস্তুত কালি। ভুসা-রচিত কালি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

ভূ—পৃথিবী; স্থান, প্রদেশ; আধার; যজ্ঞাগ্নি। ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

ভূঁই—ভুঁই (তাহা দ্রঃ)।

ভূই, ভূঁইয়া, ভূঞা—সামন্ত; ভৌমিক; ভূম্যধিকারী। 'ভৌমিক'-শব্দজ। বি।

ভূঁইয়া-রাজা, ভূঁঞা-রাজা—সম্রাটের অধীন রাজা, সামন্ত নৃপতি। কর্ম্মধা। বি।

ভূকন্ধরা—যে গ্রীবাকৃতি ভূমিখণ্ড অপর প্রশস্ত ভূমিখণ্ডদ্বয়কে সংযোজিত করে তাহা,

যোজক (isthmus). ভূ কক্ষরাসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভূকম্প, ভূকম্পন—ভূকম্প, পৃথিবীর কাঁপুনি, ভূমিজ উৎপাতবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লীব।

ভূকর্ণ—জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিরক্ষবৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ (radius of the Equator). ভূর কর্ণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূ-কেন্দ্রীয়—(জ্যোতিষ) পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হইতে দৃষ্ট বলিয়া কল্পিত (geocentric). ভূর কেন্দ্র, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদুত্তরে ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ভুখণ—অলঙ্কার, ভূষণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভূগর্ভ(র্ভ)—মাটির নীচেকার অংশ, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ। ভূর গর্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূগর্ভ(র্ভ)স্থ—মাটির নীচের, পৃথিবীর অভ্যন্তরে স্থিত। উপতৎ ; ভূগর্ভ—স্থা +ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভূগোল—১। যে শাস্ত্র পাঠ করিয়া পৃথিবীর বিবরণ জানা যায় তাহা, পৃথিবীর বিবরণাত্মক শাস্ত্র (Geography). বি ; ক্লীব। ২। ভূমণ্ডল, পৃথিবীমণ্ডল। ভূর গোল (মণ্ডল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূগোলক—১। কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত পৃথিবীর আকৃতিযুক্ত বল, পৃথিবীর প্রতিরূপ (globe). ভূ-প্রতিরূপক গোলক, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। ভূগোল। ভূগোল+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

ভূগোলবিদ্যা, -শাস্ত্র—যে বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা। ভূগোল-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

ভূচর—যাহারা ভূমিতে বাস করে তাহারা, স্থলচর, মনুষ্য গো অশ্ব প্রভৃতি। উপতৎ ; ভূ—চর্+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –রী।

ভূচিত্র—পৃথিবীর বা তাহার যে কোন অংশের মানচিত্র, ম্যাপ (map). ভূর চিত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ভূচ্ছায়া—চন্দ্রগ্রহণকালে চন্দ্রোপরি পতিত পৃথিবীর ছায়া ; রাহুগ্রহ। ভূর ছায়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূঞা—'ভূঁই' দ্রঃ।

ভূঞারাজা—'ভূঁইয়া-রাজা' দ্রঃ।

ভূত—১। প্রেতযোনিবিশেষ ; শিবের অনুচর। বি ; পুং। **ভূত ছাড়ান**—মন্ত্র পড়িয়া কাহারও উপর হইতে ভূতের আবেশ দূর করা ; কঠোর ভাবে প্রহার বা তিরস্কার করা। **ভূতে পাওয়া**—ভূত প্রেত ইত্যাদির দ্বারা আবিষ্ট হওয়া ; কোন ব্যক্তিতে ভূত আসিয়া আশ্রয় করা। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—অতিশয় বিশৃঙ্খলা। **ভূতের বেগার খাটা**—বিনালাভে বা অতি সামান্য লাভে কঠোর পরিশ্রম করা। **ভূতের বোঝা বহা**—অনর্থক কোন গুরুভার বহন করা ; অনর্থক দেহধারণ করা। ২। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ —এই পঞ্চ ; জন্তু ; পিশাচ ; সত্য ; তত্ত্বানুসন্ধান ; চেতনপদার্থ ; প্রাণী। বি ; ক্লীব। ৩। উৎপন্ন ; অতীত ; সত্য ; তুল্য, সদৃশ ; স্বরূপ ; উচিত। ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভূতকাল—অতীত সময়। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ভূতক্রান্তি—ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া। ভূতের ক্রান্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূতগুণ—আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [৩য়াতৎ। বিণ।

ভূতগ্রস্ত—যাহাকে ভূতে পাইয়াছে এমন।

ভূতঘ্ন—ভূতনাশক। উপতৎ ; ভূত—হন্ (বধ করা)+টক্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ঘ্নী।

ভূতচতুর্দ্দ(র্দ)শী—কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী (ইহাকে যমচতুর্দ্দশীও বলে)। ভূতপ্রিয়া চতুর্দ্দশী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভূততত্ত্ব, -বিদ্যা—বিদ্যুৎ আলো শব্দ উত্তাপ ও চুম্বক প্রভৃতি পদার্থের ধর্ম্ম-প্রকৃতি-নির্ণায়ক বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান। ভূত-বিষয়ক তত্ত্ব, বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

ভূতত্ত্ব—পৃথিবীবিষয়ক বিজ্ঞান। ভূ-বিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা ; অথবা, ভূর তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ভূতত্ত্ববিদ্যা—পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে সকল পদার্থ রহিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে বর্ণনাবিষয়ক শাস্ত্র (Geology). ভূর তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ ; তৎসম্বন্ধীয়া বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভূতদয়া—জীবগণের প্রতি করুণা। ভূতে দয়া, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

ভূতধাত্রী—পৃথিবী, ধরণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

ভূতনাথ, -পতি, -ভর্ত্তা (-ভর্ত্তৃ), -ভর্তা—শিব ; বটুকভৈরব। ভূতের (পিশাচাদির) নাথ, পতি, ভর্ত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূতনায়িকা—দুর্গা, পার্ব্বতী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূতনাশন—১। রুদ্রাক্ষ ; সরিষা, সর্ষপ। বি ; ক্লীব। ২। ভল্লাতক। ভূত—নশ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। [কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ভূতপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। ভূতপ্রিয় পক্ষ, মধ্যপ

ভূতপূর্ণিমা—আশ্বিনী পূর্ণিমা, কোজাগরপূর্ণিমা। ভূতপ্রিয়া পূর্ণিমা, মধ্যপ কর্ম্মধা [এই পূর্ণিমাতে ভূতগণ পূজিত হয়]। বি ; স্ত্রী।

ভূতপূর্ব্ব(র্ব)—যাহা পূর্ব্বে ছিল এমন, আগেকার। পূর্ব্বে ভূত, সুপ্সুপা। বিণ।

ভূতবলি—কাক প্রভৃতি ইতর প্রাণীকে প্রদত্ত খাদ্য। ৪র্থীতৎ। বি ; পুং।

ভূতভর্ত্তা (-ভর্ত্তৃ), -ভর্তা—'ভূতনাথ' দ্রঃ।

ভূতভাবন—জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা ; বটুকভৈরব। ভূত—ভূ+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ভূতযজ্ঞ—জীবদিগকে খাদ্য দেওয়া, কাক প্রভৃতিকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করা [ইহা গৃহস্থের কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত]। ভূতসম্বন্ধীয় যজ্ঞ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ভূতযোনি—১। প্রেতজন্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। ভূত প্রেত প্রভৃতি। ভূত যোনি (উৎপত্তি-স্থল) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ভূতল—পাতাল ; ধরাতল, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ভূতলশায়ী (-শায়িন্)—যে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এমন, ধরায় পতিত। উপতৎ ; ভূতল—শী+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –য়িনী।

ভূতশুদ্ধি—পূজা-অর্চ্চনার সময় বিশেষ মন্ত্রদ্বারা শরীর পবিত্রীকরণ, পূজাদিতে বীজবিশেষ দ্বারা বামকুক্ষিস্থিত শরীরস্থ পাপপুরুষ দহনপূর্ব্বক শরীর-শোধন। ভূতের (পৃথিব্যাদির) শুদ্ধি (শোধন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূতসঞ্চার—ভূতে পাওয়া, ভূতাবেশ। ভূতের (পিশাচাদির) সঞ্চার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূতসর্গ—ভূতসৃষ্টি [ইহা চতুর্দ্দশবিধ—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, সৌম্য, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব্ব, কৌবের, রাক্ষস, পৈশাচ, মানুষ, স্থাবর, পাশব, মার্গ, শাকুনিক, সার্প]। ভূতের সর্গ (সৃষ্টি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূতাত্মা (-আত্মন্)—শরীর, দেহ ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব ; পরব্রহ্ম ; যুদ্ধ। ভূত (পৃথিব্যাদি) আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ভূতাবাস—শরীর, দেহ ; বিষ্ণু ; বিভীতকবৃক্ষ। ভূতের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূতাবিষ্ট—যাহাকে ভূতে পাইয়াছে এমন, ভূতগ্রস্ত। ভূত কর্ত্তৃক আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভূতাবেশ—ভূতে পাওয়া, ভূতসঞ্চার। ভূতের আবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূতার্থ—যথার্থ, সত্য ; অকৃত্রিম। ভূত (সত্য) অর্থ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভূতার্থব্যাহৃতি—যাহা সত্য তাহাই বলা ; কিছু বাড়াইয়া বা কমাইয়া না বলিয়া ঠিক বলা। ভূতার্থের ব্যাহৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূতি—১। শিবের শরীরস্থ ছাই ; শিবের অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য ; মহিমা ; সম্পত্তি ; মঙ্গল ; হস্তিশৃঙ্গার, মাতঙ্গের সিন্দূরাদি সজ্জা ; জাতি। ভূ+ক্তি করণবা। ২। উৎপত্তি ; সিদ্ধি ; অভ্যুদয় ; উৎকর্ষ। ভূ+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—ভূত।

ভূতুড়ে—১। ভূতের ওঝা, যে ভূতের

সাহায্যে চিকিৎসা করে বা ভূত ছাড়ায় এরূপ লোক। বি। ২। ঘৃণিত; বিশৃঙ্খল ('—কাণ্ড'); ভূত-সম্বন্ধীয় ('—গন্ধ'); ভূতে পরিপূর্ণ ('—জায়গা')। ভূত+উড়ে (<উড়িয়া)। বিণ।

ভূতেশ—শিব। ভূতের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভূ-ত্বক্ (-ত্বচ্)—পৃথিবীর জলমণ্ডলের নিম্নবর্ত্তী স্তর। ভূর ত্বক্, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ভূদেব, ভূসুর—ব্রাহ্মণ। ৬ষ্ঠী বা ৭মীতৎ। বি; পুং।

ভূধর—পর্ব্বত; অনন্তদেব; যন্ত্রবিশেষ; বটুকভৈরব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভূনিম্ব—চিরতা। ভূলগ্ন নিম্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভূপ, ভূপতি, ভূপাল—রাজা, নৃপ। ভূ—পা+ক কর্ত্তৃবা; ভূর পতি, ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; ভূ—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভূপতিত—যে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এমন, ধরাশায়ী। ৭মীতৎ। বিণ।

ভূপাত—(ভূতত্ত্ব) ধস্; ভগ্নিল পর্ব্বতের স্তর-স্খলন (land-slip). ভূর পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভূপাতিত—যাহাকে মাটির উপর ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

ভূপাল—'ভূপ' দ্রঃ।

ভূপুত্রী—সীতা, জানকী। ভূর পুত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভূপেন্দ্র—রাজশ্রেষ্ঠ। ভূপ ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি; পুং বা ক্লীব।

ভূবলয়—ভূমিপরিধি। ভূর বলয়, ৬ষ্ঠীতৎ।

ভূ-বিষুবরেখা, -বৃত্ত—(ভূগোল) পৃথিবীর নিরক্ষরেখা (Equator). ভূর বিষুবরেখা, বৃত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

ভূভার—পৃথিবীতে পাপের বা জনসংখ্যার আধিক্য; পৃথিবীর ভার বা বোঝা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভূভারত—সমগ্রভারতবর্ষ; পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সকল স্থানে; কোনও স্থান। বাং প্র। বি।

ভূভারহরণ—পৃথিবীতে রাক্ষস ও ঘোর অত্যাচারী পাপাশয় অসুর প্রভৃতির কৃত পাপে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ভারাধিক্য ঘটিলে ঐ অসুরাদির বিনাশ দ্বারা তাহার দূরীকরণ [ভগবান্ এজন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন]। ভূর (পৃথিবীর) ভার, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার হরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভূভারহারী (-হারিন্)—যিনি পৃথিবীর পাপাদি দূর করেন এরূপ। উপতৎ; ভূভার—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —হারিণী।

ভূভুখ—রাজা ("জরাসন্ধ কারাগারে কতেক ভূভুখ"—ঘনরাম)। 'ভূভুক্'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভূভৃৎ—পর্ব্বত; ভূপতি। উপতৎ; ভূ—ভৃ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভূম—ভূমি, ক্ষেত্র। 'ভূমি'-শব্দজ। বি।

ভূমণ্ডল—পৃথিবী। ভূই মণ্ডল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ভূময়—মাটিতে ভরা, মৃন্ময়; যাহার মূলে মাটি এমন, মৃদাত্মক। ভূ+ময়ট্ প্রাচুর্য্যার্থে, বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, —য়ী।

ভূমা (ভূমন্)—১। অধিক, ভূয়িষ্ঠ, বহুল। বহু+ইমন্ স্বার্থে। বিণ। ২। বহুত্ব। বহু+ইমন্ ভাবে (নিপাতনে)। বি; পুং।

ভূমানন্দ—১। অতিশয় আনন্দ। ভূমা আনন্দ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। বহুব্রী। বিণ।

ভূমি—পৃথিবী; বাসস্থান; স্থান; ক্ষেত্র; আধার; আকার; (জ্যামিতি) ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর বিপরীত দিকে অবস্থিত বাহু (base). ভূ+মিক্ অধিবা। বি; স্ত্রী। বিণ—ভৌম, ভৌমিক। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভূমিকম্প—পৃথিবীর কাঁপুনি। ভূমির কম্প,

ভূমিকা—গ্রন্থের আভাস; বক্তব্য বিষয়ের সূচনা; বেশধারণ (role); রূপান্তরপরিগ্রহ; সাজান; রচনা; (বেদান্তমতে) চিত্তের অবস্থাবিশেষ; কক্ষা; নাটকের কোন পাত্রের অভিনেয় অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। উপতৎ; ভূমি—কৈ+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ভূমিকুষ্মাণ্ড—ভুঁইকুমড়া। ভূমিলগ্ন কুষ্মাণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভূমিচম্পক—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, ভুঁইচাপার গাছ। ভূমি (পৃথিবী)-লগ্ন চম্পক (চাঁপা গাছ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভূমিজ—১। মঙ্গলগ্রহ; নরকরাজ, নরকাসুর। বি; পুং। ২। পৃথিবীজাত; ক্ষেত্রোৎপন্ন। উপতৎ; ভূমি—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভূমিজা—১। সীতা, জানকী। বি; স্ত্রী। ২। পৃথিবীজাতা। উপতৎ; ভূমি—জন্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভূমিজীবী (-জীবিন্)—কৃষিজীবী; বৈশ্য। উপতৎ; ভূমি—জীব+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভূমিতল—পৃথিবীপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ; পৃথিবীর অভ্যন্তর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভূমিদেব—ব্রাহ্মণ, ভূদেব। ভূমিতে দেব, ৭মীতৎ। বি; পুং।

ভূমিপ, -পতি—রাজা, ভূপতি। উপতৎ; ভূমি—পা+ক কর্ত্তৃবা; ভূমির পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভূমিপাল—রাজা, ভূপতি। উপতৎ; ভূমি—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভূমিপৃষ্ঠ—পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভূমিলেপন—গোময়, গোবর। ভূমির লেপন যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ভূমিশয্যা—অনাবৃত ভূতলরূপ বিছানা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভূমিষ্ঠ—জাত, উৎপন্ন; প্রণত, ভূমিতে পতিত; ভূমিতে স্থিত। উপতৎ; ভূমি—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভূমিসম্পত্তি, ভূসম্পত্তি—জায়গা জমি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভূমিসাৎ—মাটিতে পতিত, ভূপতিত। ভূমি+সাতিচ্। অব্য।

ভূমীন্দ্র—রাজা, ভূপতি। ভূমিতে (পৃথিবীতে) ইন্দ্র (প্রধান), ৭মীতৎ। বি; পুং।

ভূম্যধিকারী (-কারিন্)—জমিদার; জমির মালিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভূম্যাসন—১। অনাবৃত ভূতলরূপ আসন। ভূমিই আসন, কর্ম্মধা। ২। মাটি এবং বসিবার আসন। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

ভূয়ঃ (ভূয়স্), **ভূয়**—পুনঃ পুনঃ, বারংবার। বহু+ঈয়সুন্ অত্যর্থে (বহু-স্থানে ভূ ঈ-কারের লোপ)। অব্য। [ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভূয়সী—অত্যধিকা, বহুলা। বহু+ঈয়সু+

ভূয়ান্ (ভূয়স্)—অধিক, বহুতর। বহু+ঈয়সুন্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—ভূয়সী।

ভূয়িষ্ঠ—প্রচুর, বহুল, অধিক। বহু+ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ।

ভূয়োদর্শন, ভূয়োদর্শিতা—বহু দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা। ভূয়ঃ দর্শন, সুপ্‌সুপা; ভূয়োদর্শিন্+তা ভাবে। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—ভূয়োদর্শী (-শিন্)।

ভূয়োদর্শী (-শিন্)—যে বহু দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞ হইয়াছে। উপতৎ; ভূয়স্—দৃশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দর্শিনী।

ভূয়োভূয়ঃ—বারবার। অব্য।

ভূরি—অনেক, অধিক, বহু, প্রচুর। ভূ (হওয়া)+ক্রিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভূরিভোজন—প্রচুর খাওয়া, আকণ্ঠ আহার। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ভূরিশ্রবাঃ (-বস্), **-শ্রবা**—চন্দ্রবংশীয় সোমদত্তরাজপুত্র। ভূরি (প্রচুর) শ্রবঃ (খ্যাতি) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ভূর্জ্জ(র্জ), ভূর্জ্জ(র্জ)পত্র—ভোজপাতার গাছ, মৃদুত্বক্। ভূ—উর্জ্জ্+অচ্ কর্ত্তৃবা; ভূর্জ্জ পত্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ভূর্লোক—পৃথিবী, মর্ত্ত্যলোক। ভূঃই লোক, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভূলতা—কেঁচো, কিঞ্চুলুক। ভূর (পৃথিবীর) লতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভূলুণ্ঠিত—যে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে এরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।

ভূশণ্ডি, ভূষণ্ডি, ভূষণ্ডী—পুরাণোক্ত কাকবিশেষ [কথিত আছে, এই কাক সত্যযুগাবধি একটি বৃক্ষশাখায় রক্তপানের আশায় ঠোঁট মেলিয়া বসিয়া আছে]। বি; পুং।

ভূশয়—বিলশায়ী নকুলাদি ; বিষ্ণু। উপতৎ ; ভূ—শী (শয়ন করা)+অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ভূশয্যা—অনাবৃত ভূতলরূপ বিছানা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভূশায়ী (-শায়িন্)—মাটিতে পতিত ; যে মাটিতে শয়ন করিয়াছে এমন। উপতৎ ; ভূ—শী+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িনী।

ভূষণ, ভূষা—১। গহনা, অলঙ্কার, আভরণ ; শোভা, সজ্জা। ভূষ্+অনট্ করণবা ; ভূষ্+অ করণবা+আপ্। ২। অলঙ্কৃতকরণ। ভূষ্+অনট্ ভাববা ; ভূষ্+অ ভাববা+আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—ভূষিত।

ভূষিত—অলঙ্কৃত ; শোভিত ; সজ্জিত। ভূষ্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—ভূষণ, ভূষা।

ভূসংস্কার—যজ্ঞাদিতে ভূমিভাগের শোধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূসম্পত্তি—'ভূমিসম্পত্তি' দ্রঃ।

ভূস্বর্গ—সুমেরু-পর্ব্বত ; কাশ্মীর। ভূস্থ স্বর্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ভূস্বামী (-স্বামিন্)—রাজা, ভূপতি ; জমিদার। ভূর (পৃথিবীর) স্বামী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভৃকুটি, ভৃকুটী—ভ্রূভঙ্গি, ভ্রূকুটি। ভ্রূর কুটি, কুটী, ৬ষ্ঠীতৎ (নিপাতনে)। বি ; স্ত্রী।

ভৃগু—মুনিবিশেষ, বংশবিশেষ ; শিব ; জমদগ্নি ; শুক্রাচার্য্য ; অত্যুচ্চস্থান ; পর্ব্বতের উচ্চসানু ; পর্ব্বতাদির ঢালুপ্রদেশ ; গড়ানিয়া জায়গা। ভ্রস্জ্+কু কর্তৃবা (নিপা)। বি ; পুং।

ভৃগুপতি—পরশুরাম। ভৃগুর (ভৃগুবংশের বা জমদগ্নিবংশের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভৃগুমান্ (-মৎ)—উচ্চসানুবিশিষ্ট ('—পর্ব্বত')। ভৃগু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ।

ভৃগুরাম—পরশুরাম। ভৃগুবংশীয় রাম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ভৃগুসুত—শুক্রাচার্য্য ; পরশুরাম। ভৃগুর (ভৃগুমুনির বা ভৃগুবংশীয় জমদগ্নির) সুত (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভৃঙ্গ—ভ্রমর ; লম্পট ; ফিঙ্গাপাখী ; বৃক্ষবিশেষ ; ভৃঙ্গরাজ ; ভীমরুল। ভৃ+গন্ কর্তৃবা (ন-আগম)। বি ; পুং।

ভৃঙ্গরাজ—১। ভ্রমরশ্রেষ্ঠ। ভৃঙ্গমধ্যে রাজা, ৭মীতৎ (টচ্-সমাসান্ত)। ২। যজ্ঞবিশেষ। ভৃঙ্গ—রাজ্+অচ্ কর্তৃবা। ৩। কেশুরিয়া গাছ। ভৃঙ্গ—রন্জ্+ণিচ্+কনিন্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং।

ভৃঙ্গরোল—ভীমরুল ; পক্ষিবিশেষ ; পতঙ্গবিশেষ ; ভৃঙ্গ। ভৃঙ্গ—রু+লচ্ কর্তৃবা (ভৃঙ্গবৎ শব্দ করে বলিয়া)। বি ; পুং।

ভৃঙ্গার—জলপাত্রবিশেষ, গাড়ু ; অভিষেকপাত্র। ভৃ+আরন্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং।

ভৃঙ্গারিকা, ভৃঙ্গারী—ঝিল্লী, ঝিঁ-ঝি পোকা। ভৃঙ্গ—ঋ+অণ্ কর্তৃবা+কন্ স্বার্থে+আপ্ ; ভৃঙ্গার+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ভৃঙ্গি—শিবের একজন অনুচর ; বটবৃক্ষ। ভৃ+গিক্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ভৃজ্জন—ভাজনাখোলা। ভ্রস্জ্+অনট্ অধিবা (ভ্রস্জ্-স্থানে ভৃজ্জ্)। বি ; পুং।

ভৃত—পূর্ণ ; পুষ্ট ; বেতনাদি দ্বারা প্রতিপালিত (দাসবিশেষ)। ভৃ+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—ভরণ, ভৃতি।

ভৃতক—১। বেতনগ্রাহী, ভৃত্য। ভৃত+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—ভৃতিকা। ২। বেতন। ভৃ+ক্ত করণবা+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

ভৃতি—১। মূল্য ; বেতন ; মূলধন, পুঁজি। ভৃ+ক্তি করণবা। ২। ভরণ, পালন ; পূরণ। ভৃ+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—ভৃত।

ভৃত্য—১। চাকর, দাস। বি ; পুং। ২। প্রতিপালনীয়, পাল্য। ভৃ (পোষণ করা)+ক্যপ্ কর্মবা। বিণ।

ভৃত্যা—১। চাকরাণী, দাসী। ভৃত্য+আপ্। ২। বেতন ; ভৃতি ; চিকিৎসা। ভৃ+ক্যপ্ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ভৃমি—১। ঘূর্ণীবায়ু ; জলের পাক, আবর্ত্ত। ভ্রম্+ইক্ কর্তৃবা। ২। ভ্রমি, ঘূর্ণা ; ভ্রমণ। ভ্রম্+ইক্ ভাববা। বি ; স্ত্রী। ৩। আকস্মিক সংজ্ঞালোপ, হঠাৎ মূর্চ্ছা। বাং প্র। বি।

ভৃশ—অত্যন্ত ; অনেক। ভৃশ্+ক কর্তৃবা। বিণ।

ভৃষ্ট—ভাজা, ভর্জ্জিত। ভ্রস্জ্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—ভৃষ্টি।

ভৃষ্টান্ন—সিদ্ধ করিয়া ভাজা চাল, মুড়ি। ভৃষ্ট অন্ন, কর্মধা। বি ; ক্লীব।

ভৃষ্টি—ভাজা, ভর্জ্জন। ভ্রস্জ্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—ভৃষ্ট।

ভেউ-ভেউ—উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি ; কুকুরের শব্দ। বাং প্র। অব্য। [বি।

ভেউর, ভেঁউড়—ভেরী। প্রাঃ কবিপ্র।

ভেংচান, ভেঙ্চান—মুখ ভেঙ্গান, মুখমণ্ডলকে বিদ্রূপসূচক ভাবে বিকৃত করা। বাং ক্রি।

ভেংচানি, ভেংচি—বিদ্রূপাত্মক বা ক্রোধসূচক মুখভঙ্গি ; কাহারও মুখভঙ্গির বিদ্রূপসূচক অনুকরণ। ভেংচা+নি, ই ভাববা। বি।

ভেঁপু—তালপাতার বাঁশী বা তদ্রূপ শব্দকারী বাঁশী। বাং প্র। বি।

ভেঁয়ান—মিষ্টান্নের পাক। প্রাচীন প্রয়োগ। বি।

ভেক—১। ব্যাঙ্, মণ্ডূক। ভী+কন্ কর্তৃবা। ২। মেঘ। ভী+কন্ অপাবা। বি ; পুং। ৩। সংসারত্যাগী বৈরাগীর ধর্ম্ম ; বৈরাগীর বেশ ; ছদ্মবেশ ; ভণ্ডামি। 'ভৈক্ষ্য'-শব্দজ। বি।

ভেকধারী (-ধারিন্)—গৃহত্যাগী বৈরাগ্যধর্ম্মাবলম্বী। উপতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ধারিণী।

ভেকা, ভেকো—হতভম্ব, হতবুদ্ধি। ভেক+আ, ও সদৃশার্থে। বিণ।

ভেকুট—ভেটকি মাছ। কবিপ্র। বি।

ভেঙ্গান, ভেঙান—ভেংচান। বাং ক্রি। বি—ভেঙ্গানি, ভেঙানি।

ভেজা—১। ভিজা, সিক্ত। বিণ। ২। পাঠান। কবিপ্র। ক্রি।

ভেজান—বন্ধ করা, খিল না দিয়া সংলগ্ন করা ('দরজা, জানালা—') ; বাধান ; সিক্ত করা। বাং ক্রি।

ভেজাল—১। উৎকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে নিকৃষ্ট বস্তু মিশান ; গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা। বি। ২। যাহাতে নিকৃষ্ট বস্তু মিশান হইয়াছে এমন ; কৃত্রিম। বাং প্র। বিণ।

ভেট, ভেটী—কোন রাজা বা মান্য ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলে যে কোন দ্রব্যাদি দ্বারা উপঢৌকন দেওয়া যায় তাহা, উপহার, সওগাদ, নজরানা, 'নজর' ; সাক্ষাৎকার। বাং প্র। বি। [শব্দজ। বি।

ভেটকি—একপ্রকার মাছ। 'ভেকট'-

ভেটা—দর্শন করা, সাক্ষাৎ করা ; মিলিত হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভেটী—'ভেট' দ্রঃ।

ভেটেরাখানা—হোটেল ; পান্থনিবাস ; গোলমাল কলহ প্রভৃতির স্থান। বাং প্র। বি।

ভেড়—ভেড়া, মেষ। ভী+ড কর্তৃবা। বি ; পুং।

ভেড়া—মেষ। 'ভেড়'-শব্দজ। বি।

ভেড়ি—বাঁধ, জাঙ্গাল। বাং প্র। বি।

ভেড়ী—স্ত্রীজাতীয় মেষ। ভেড়+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ভেড়ুয়া, ভেড়ো—নর্ত্তকীর সঙ্গে বাদ্যকর ; স্ত্রীলোকের অধীন পুরুষ ; যে ব্যক্তির স্ত্রী তাহার সম্মুখেই পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করে এমন ; কাপুরুষ ; অপদার্থ ; ভেড়ার ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট ; স্ত্রৈণ। ভেড়া+উয়া, ও সদৃশার্থে। বি বা বিণ।

ভেড়ে—অপদার্থ ; বোকা ; কাপুরুষ ; স্ত্রৈণ। ভেড়া+এ (<ইয়া) সদৃশার্থে। প্রাদে। বিণ।

ভেড়ো—'ভেড়ুয়া' দ্রঃ।

ভেতো—যে ভাত খায় এরূপ ; দুর্ব্বল ; অসার। ভাত+ও (<উয়া)। প্রাদে। বিণ।

ভেত্তা (ভেত্তৃ)—ভেদকর্ত্তা। ভিদ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভেত্রী।

ভেদ—পৃথক্করণ, বিদারণ ; বিচ্ছেদ, অনৈক্য ; বিভাগ ; বেধন ; বৈলক্ষণ্য ; বেদন ; ভঙ্গ ; শত্রুবশীকরণের উপায়বিশেষ ; ভিন্নতা ; উপাধি ; কলেরা, বিরেচন, উদরভঙ্গ ; প্রকাশ,

উন্মেষ ; মনোভঙ্গ ; অন্যোন্যাভাব। ভিদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—ভিন্ন, ভেদনীয়, ভেদ্য।

ভেদক—পৃথক্‌কারক ; বিদারক ; বিশেষকারক ; যাহাতে দাস্ত হয় এমন, বিরেচক (ঔষধাদি)। ভিদ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভেদিকা।

ভেদজ্ঞান, -বুদ্ধি—পার্থক্যবোধ ; বিচ্ছেদজনক বা বিরোধজনক বুদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

ভেদন—বিদারণ ; অনৈক্যকরণ, বিচ্ছেদকরণ ; ভঙ্গকরণ ; বেধন ; ব্যাঘাতকরণ ; বিরেচন। ভিদ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—ভিন্ন, ভেদনীয়, ভেদ্য।

ভেদনীয়—ভেদ করিবার যোগ্য, যাহা ভেদ করা উচিত এমন ; যাহা ভেদ করা যায় এমন। ভিদ্+অনীয় কর্মবা। বিণ।

ভেদবুদ্ধি—'ভেদজ্ঞান' দ্রঃ।

ভেদা—১। বিদীর্ণ করা ; বিদ্ধ করা, ভেদ করা। কবিপ্র। ক্রি। ২। একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য ; লাথি। প্রাদে। বি।

ভেদাভেদ—অমিল, পার্থক্য ; আপন-পর-পার্থক্যবোধ ; সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি। ভেদ ও অভেদ, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ভেদিত—বিদারিত ; ছেদিত ; পৃথক্‌কৃত। ভিদ্+ণিচ্+ক্ত কর্মবা। বিণ।

ভেদী (ভেদিন্)—বিদারণকারী ; ভেদবিশিষ্ট। ভিদ্+ণিন্ কর্তৃবা ; ভেদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ভেদিনী।

ভেদ্য—ভেদনীয়, ভেদযোগ্য ; বিভাজ্য ; বিদার্য। ভিদ্+ণ্যৎ কর্মবা। বিণ। বি—ভেদ, ভেদন।

ভেপ্সা—বাষ্পের ন্যায়, ঘামের মত ('—গন্ধ')। ভাপ (<বাষ্প)+আ সদৃশার্থে। বিণ।

ভেবলা—বোকা, হাবা। প্রাদে। বিণ।

ভেবা, ভ্যাবা—বোকা, হতভম্ব। বাং প্র। বিণ।

ভেবাচেকা, ভ্যাবাচেকা—হঠাৎ ধাঁধা লাগা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। বাং প্র। বি।

ভেবাচেকা খাওয়া—হঠাৎ কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া হতবুদ্ধি হওয়া।

ভেরি, ভেরী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঢাক, পটহ। ভী+রি অপাবা ; পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ভেরেণ্ডা—ভেরেণ্ডাগাছ। 'এরণ্ড'-শব্দজ। বি। **ভেরেণ্ডা ভাজা**—কোন কাজকর্ম না করা।

ভেল—১। ভেলা, উড়ুপ ; মুনিবিশেষ। ভী+রন্ অধিবা, কর্তৃবা (র-স্থানে ল)। বি ; পুং। ২। মূর্খ ; ভীরু ; চঞ্চল। ভী+রন্ কর্তৃবা (র-স্থানে ল)। ৩। যাহা প্রকৃত নয় এমন, নকল ; ভেজাল। বাং প্র। বিণ। ৪। হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভেলক—ভেলা, উড়ুপ। ভেল+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং বা ক্লীব।

ভেলা—১। একপ্রকার ফল, মাজুফল। 'ভল্লাতক'-শব্দজ। ২। উড়ুপ, ক্ষুদ্র ভেলক। 'ভেলক'-শব্দজ। বি।

ভেলি—১। জাঙ্গাল, বাঁধ আলি, মাটির উঁচু সারি। প্রাদে। বি। ২। হইল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভেল্কি—১। যাদু, কুহক। বাং প্র। ২। টিনের বা খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরের বেড়ার যে দুইভাগ থাকে তাহার উপরিভাগ অর্থাৎ চালের সংলগ্ন ভাগ। প্রাদে। বি।

ভেষজ—১। ঔষধ, ভৈষজ্য। ভেষ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা = ভেষ ; ভেষ (রোগ)—জি+ড কর্তৃবা। বি ; ক্লীব। ২। চিকিৎসক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভেষজালয়—ডাক্তারখানা (dispensary). ভেষজের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ভেস্তা—এলোমেলো, ওলটপালট। বাং প্র। বিণ।

ভেস্তান—পণ্ড হওয়া। বাং ক্রি।

ভৈ—হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য—১। ভিক্ষালব্ধ ('—বস্তু')। ভিক্ষা+অণ্, ষ্যঞ্ কৃতার্থে। বিণ। ২। ভিক্ষা, যাচ্ঞা। ভিক্ষা+অণ্, ষ্যঞ্ স্বার্থে। ৩। ভিক্ষাসমূহ। ভিক্ষা+অণ্, ষ্যঞ্ সমূহার্থে। ৪। চতুর্থাশ্রম। ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য+অচ্ আছে অর্থে। বি ; ক্লীব।

ভৈক্ষজীবী (-বিন্), **ভৈক্ষাশী** (-শিন্)—যে ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এরূপ, ভিক্ষাজীবী। উপতৎ ; ভৈক্ষ—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা ; ভৈক্ষ—অশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী.—জীবিনী, —শিনী।

ভৈক্ষ্য—'ভৈক্ষ' দ্রঃ।

ভৈমী—দময়ন্তী ; ভীমৈকাদশী, মাঘশুক্লৈকাদশী। ভীম (বিদর্ভরাজ)+অণ্ অপত্যার্থে, সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ভৈরব—১। মহাদেব, শিব ; মহাদেবের ভয়ঙ্কর মূর্তি—অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধন উন্মত্ত কুপিত ভীষণ সংহার—এই অষ্ট ; প্রভাতকালে গেয় রাগবিশেষ ; নদবিশেষ। বি ; পুং। ২। ভয়ানক। ভীরু+অণ্ সম্বন্ধার্থে ; ভৈরব+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী।

ভৈরবী—১। দশ মহাবিদ্যার পঞ্চমী ; দুর্গা ; নদীবিশেষ ; পূর্বাহ্নে গেয় সম্পূর্ণজাতীয় রাগিণীবিশেষ ; শৈব স্ত্রী-বিশেষ। বি ; স্ত্রী। ২। ভয়ঙ্করা। ভৈরব+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ভৈরবীচক্র—তান্ত্রিক-মতাবলম্বী জনসমূহের সমাজ [ইহারা কুলাচারানুসারে চক্রাকারে উপবিষ্ট হইয়া দেবীপূজার্থ সুরা শোধন করে]। ভৈরবীর চক্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ভৈষজ্য—ঔষধ, ভেষজ ; চিকিৎসা। ভেষজ (ঔষধ)+ষ্যঞ্ স্বার্থে, অথবা, ভিষজ্+ষ্যঞ্ কৃতার্থে। বি ; ক্লীব।

ভো, ভোঃ (ভোস্)—সম্বোধনসূচক শব্দ। ভা+ডো, ডোস্ করণবা। অব্য।

ভোঁ—দ্রুততাবোধক অব্যয় ; বংশী প্রভৃতির শব্দ। বাং প্র। অব্য। [বাং প্র। বিণ।

ভোতা—ধারশূন্য, অতীক্ষ্ণ ; জড় ; নিঃশব্দ।

ভোঁদড়—নকুলজাতীয় মৎস্যাশী জীববিশেষ, কাঠবিড়াল। 'উদ্র'-শব্দজ। বি।

ভোঁদা, ভুঁদো—বোকা ; স্থূলকায়, মোটা। বাং প্র। বিণ।

ভোঁস—নিঃশ্বাসের শব্দ। বাং প্র। বি।

ভোক, ভোখ—ক্ষুধা। 'বুভুক্ষা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভোকছানি—'ভুগাসানি' দ্রঃ।

ভোক্তব্য—ভোজনযোগ্য ; উপভোগ্য। ভুজ্+তব্য কর্মবা। বিণ।

ভোক্তা (ভোক্তৃ)—১। ভোজনকর্তা ; ভোগী। বিণ। স্ত্রী—ভোক্ত্রী। ২। শ্রীবিষ্ণু। ভুজ্+তৃন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

ভোখিল—ক্ষুধার্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ভোগ—১। সুখদুঃখানুভব ; উপভোগ ; ভোজন ; পালন। ভুজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—ভুক্ত, ভোগ্য। ২। ধন ; সুখ। ভুজ্+ঘঞ্ কর্মবা। ৩। সর্প ; সর্পের দেহ ; সর্প-ফণা ; পণ্যা স্ত্রীর বেতন। ভুজ্+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং। ৪। দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আহার্য। বাং প্র। বি।

ভোগগৃহ—বাসগৃহ ; অন্তঃপুর ; দেবতার নৈবেদ্য ভোগ প্রভৃতি নিবেদন করিয়া দিবার গৃহ। ভোগের গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

ভোগতৃষ্ণা—সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রী ও ধনসম্পদ্ ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভোগদেহ—যে শরীরে সুখদুঃখভোগ হয় তাহা ; স্বর্গ-নরকভোগার্থ সূক্ষ্মশরীর। ভোগের দেহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভোগবতী—১। পাতালগঙ্গা ; নাগপুরী ; মাতৃকাবিশেষ। বি ; স্ত্রী। ২। ভোগিনী। ভোগবৎ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ভোগবিলাস—বাবুগিরি ; স্ত্রী-সম্ভোগ প্রভৃতি সুখভোগজনিত স্ফূর্তি। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ভোগবিলাসী (-লাসিন্)—বিলাসিতাপ্রিয়, সুখসম্ভোগে আসক্ত। ভোগবিলাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —সিনী।

ভোগরাই—বিলাসী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ভোগা—১। কষ্ট পাওয়া। বাং ক্রি। ২। ফাঁকি, ধাপ্পা ; বুদ্ধি। বাং প্র। বি।

ভোগান—১। কষ্ট দেওয়া। বাং ক্রি। ২। ভোগ। বাং প্র। বি।

ভোগানে—যে কষ্টভোগ করায় এরূপ; যে কষ্ট দেয় এরূপ। ভোগা+নে (<নিয়া) কর্তৃবা। বিণ। [পাওয়া। বাং প্র। বি।

ভোগান্ত, ভোগান্তি—কর্ম্মভোগ, কষ্ট

ভোগায়তন—ভোগের ঘর বা আধার; দেহ। ভোগের আয়তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভোগার্হ—১। ধন, সম্পত্তি। বি; ক্লীব। ২। ভোগযোগ্য। উপতৎ; ভোগ—অর্হ (যোগ্য হওয়া)+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ভোগাসক্ত—ইন্দ্রিয়সুখ ও ধনসম্পদ্ ভোগের প্রতি অনুরক্ত। ভোগে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, –সক্তি।

ভোগিনী—১। রাজার পাটরাণী ভিন্ন অন্য স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। ভোগশালিনী, ভোগযুক্তা। ভোগিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভোগী (ভোগিন্)—১। ভোগবিশিষ্ট, ভোগকারী; সুখী। ভোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ভোগিনী। ২। সর্প, সাপ। বি; পুং।

ভোগৈশ্বর্য্য(র্য)—সুখভোগ ও ধনসম্পদ্। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

ভোগ্য—১। ভোগের যোগ্য, ভোগার্হ। বিণ। বি—ভোগ। ২। ধনধান্য। ভুজ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

ভোগ্যা—১। বেশ্যা, গণিকা। বি; স্ত্রী। ২। ভোগের উপযুক্তা। ভোগ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভোজ—১। আহার; ঘটা করিয়া বহুলোকের এক সঙ্গে খাওয়া। ভুজ্+ঘঞ্ ভাববা। **ভোজ দেওয়া**—বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা। ২। দেশবিশেষ, ভোজপুর; ভোজনস্থান। ভুজ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

ভোজং—কুপরামর্শ; ধাপ্পা। বাং প্র। বি।

ভোজক—১। যে খাওয়ায়, ভোজনকারক, ভোজন-সম্পাদক। ভুজ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। ২। ভোক্তা। ভুজ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভোজিকা।

ভোজন—খাওয়া, ভক্ষণ। ভুজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ভুক্ত, ভোজনীয়।

ভোজনপটু—যে খুব খাইতে পারে এমন, আহারে নিপুণ। ৭মীতৎ। বিণ।

ভোজনপাত্র—যাহাতে খাওয়া যায় তাহা, ভক্ষ্য বস্তুর আধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভোজনশালা, ভোজনাগার—খাওয়ার ঘর। ভোজনের শালা (গৃহ), আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

ভোজনালয়—খাওয়ার জায়গা, হোটেল ইত্যাদি। ভোজনের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বাং প্র। বি।

ভোজবাজি, -বাজী—ভেল্কী, ইন্দ্রজাল।

ভোজবিদ্যা—ভেল্কী, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভোজয়িতা (-য়িতৃ)—যে খাওয়ায়, ভোজনকারয়িতা। ভুজ্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –য়িত্রী।

ভোজালী, ভোজালিয়া, ভোজালে—গুর্খাদিগের অস্ত্রবিশেষ, নেপালীদের কোমরে যে দা বাঁধা থাকে তাহা। বাং প্র। বি।

ভোজী (ভোজিন্)—যে খায় এরূপ, ভক্ষক। ভুজ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভোজিনী।

ভোজ্য—১। খাওয়ার মত, ভক্ষ্য; পিতৃপুরুষের তৃপ্তির নিমিত্ত দেয় অন্নাদি। ভুজ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। ২। ভোজবংশীয়। ভোজ+যৎ ভবার্থে। বিণ।

ভোট—সভ্যাদি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে যে মত প্রকাশ করা হয় তাহা। ইং vote. বি।

ভোটদাতা (-দাতৃ)—ভোটদানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, –দাত্রী।

ভোটার—ভোটদাতা। ইং voter. বি।

ভোম—মহাদেবের সিদ্ধি-সেবন-জনিত মত্ততাসূচক শব্দ। 'ব্যোমন্'-শব্দজ। বি।

ভোম্, ভোঁ—বিভোর, বিহ্বল। বাং প্র। বিণ।

ভোমর, ভোমরা—ভ্রমর; তুরপুণবিশেষ, একপ্রকার বেদনাস্ত্র। 'ভ্রমর'-শব্দজ। বি।

ভোর—১। প্রভাত, নিশাবসান, প্রত্যুষ। বি। ২। বিহ্বল, মত্ত। 'বিভোর' (<বিহ্বল)-শব্দজ। ৩। পরিমিত; ব্যাপিয়া; আচ্ছন্ন। 'ভরিয়া'-শব্দের সংক্ষেপ। বিণ বা অব্য।

ভোরঙ্গ—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, তুরী। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

ভোরি—ভোর, বিহ্বল; আচ্ছন্ন; উন্মুক্ত।

ভোল—১। বিভোর, বিহ্বল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। কপটতা, ছল; ভাব; বেশ। বাং প্র। বি।

ভোলা—১। যে সহজে ভুলিয়া যায় এমন; মহাদেব। ভুল্+আ কর্তৃবা। বিণ বা বি। ২। বিস্মৃতি। ভুল্+আ ভাববা। বি।

ভোলানাথ—মহাদেব। কর্ম্মধা। বি।

ভৌগোলিক—ভূগোলের, ভূগোল-সংক্রান্ত। ভূগোল+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, –কী।

ভৌত—১। ভূতসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—ভৌতী। ২। দেবল ব্রাহ্মণ; ভূতযজ্ঞ। ভূত (পিশাচাদি)+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

ভৌতিক—ভূতসম্বন্ধীয়; ভূতকৃত। ভূত+ইক অধিকারার্থে। বিণ। **ভৌতিক নিয়ম**—যে নিয়মে ভৌতিক পদার্থের কার্য্যনির্ব্বাহ হয় [যেমন অগ্নিতে অন্নপাক হয়, জলে নৌকা মগ্ন হয়]। **ভৌতিক পদার্থ**—সোনা রূপা জল বায়ু মাটি প্রভৃতি অচেতন পদার্থ; যে সকল বস্তু একপ্রকৃতিক পরমাণুর যোগে উৎপন্ন হয় সেইগুলি; পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতোৎপন্ন বা পিশাচাদি সহযোগজাত বস্তু। **ভৌতিক ব্যাপার**—প্রাকৃতিক কার্য্যকলাপ; পিশাচাদিকৃত ব্যাপার; ভুতুড়ে কাণ্ড; ভূতের দ্বারা কৃত কার্য্য।

ভৌম—১। মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর; অম্বর; রক্তপুনর্নবা। ভূমি+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। ভূমিসম্বন্ধীয়; ভূমিজাত। ভূমি+অণ্ জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—ভৌমী।

ভৌমবার—মঙ্গলবার ("অষ্টমী ভৌমবারে"—কবিকঙ্কণ)। ভৌমের বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভৌমিক—১। জমিদার, ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী; ভূমিস্থিত। বিণ। স্ত্রী, –কী। ২। জাতীয় উপাধিবিশেষ। ভূমি+ইক অধিকারার্থে। বি; পুং।

ভৌমী—১। সীতা, জানকী। ভূমি+অণ্ জাতার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ভূমিসম্বন্ধীয়া; ভূমিজাতা। ভৌম+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভ্যা—ভেড়ার শব্দ; উচ্চ ক্রন্দনশব্দ। বাং প্র। অব্য।

ভ্যানভ্যান—কোন কথা ক্রমাগত কাহাকেও শোনান, ক্রমাগত বকা। বাং প্র। অব্য।

ভ্যাবাচাকা, -চ্যাকা—হতভম্ব, থতমত। বাং প্র। বিণ।

ভ্যালা—বাহবা, বেশ, সাবাস। 'ভাল'-শব্দজ। অব্য।

ভ্রংশ—পতন, চ্যুত হওয়া; নাশ; পলায়ন। ভ্রন্শ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—ভ্রষ্ট।

ভ্রংশিত—অধঃপতিত। ভ্রংশ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ভ্রকুটি, ভ্রকুটী—ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রূর বক্রতা, ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গী। ভ্রূর কুটি, কুটী, ৬ষ্ঠীতৎ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

ভ্রম—১। ভুল, মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি; অন্যথাভূত বস্তুর রূপান্তর জ্ঞান; ভ্রমণ। ভ্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—ভ্রান্ত। ২। জলভ্রম। ভ্রম্+ঘঞ্ অধিবা। ৩। জলনির্গমস্থান, নর্দ্দমা। ভ্রম্+ঘঞ্ করণবা। ৪। কুম্ভকারের চক্র; কুন্দযন্ত্র, কুঁদ। ভ্রম্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ভ্রমজাল—১। ভুলের ফাঁদ। রূপক কর্ম্মধা। ২। ভ্রমসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভ্রমণ—বেড়ান, পর্য্যটন; ঘোরা। ভ্রম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

ভ্রমনিরসন—ভুল শোধরান, ভ্রান্তি-দূরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভ্রমপ্রমাদ—১। ভুল-চুক, ভুল-ভ্রান্তি। (একার্থক শব্দ দুইটির) দ্বন্দ্ব। ২। না জানিয়া

করা ভুল, অজ্ঞানকৃত প্রমাদ। ভ্রমজনিত প্রমাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ভ্রমবশতঃ (-তস্‌), **-বশত**—ভুলক্রমে, ভ্রান্তি হেতু। ভ্রমের বশ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে তস্‌ পঞ্চমী-স্থানে (হেত্বর্থে)। অব্য।

ভ্রমমাণ—যে ভ্রমণ করিতেছে। ভ্রম্‌+ শানচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

ভ্রমর—মধুকর, ভৃঙ্গ; কামুক ব্যক্তি। ভ্রম্‌+ অর কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—রী।

ভ্রমরক—১। নেংটি ইঁদুর, ভৃঙ্গ; বালমূষিক; শৃঙ্গ। ভ্রমর+কন্‌ স্বার্থে, তুল্যার্থে। ২। জল-ভ্রম। ভ্রম্‌+অরন্‌ অথিবা+কন্‌ স্বার্থে। ৩। ললাটলম্বিত চূর্ণকুন্তল; বেধনযন্ত্রবিশেষ, তুরপুন। ভ্রমর—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভ্রমরকৃষ্ণ—ভ্রমরের মত অর্থাৎ অত্যধিক কাল ('—কেশরাশি')। ভ্রমরবৎ কৃষ্ণ, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

ভ্রমরগুঞ্জন, -গুঞ্জিত—ভোমরার গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভ্রমসংশোধন—ভুল শোধরান, ভুল সারিয়া লওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

ভ্রমসঙ্কুল—ভুলে ভরা, ভ্রান্তিপূর্ণ। ভ্রম দ্বারা সঙ্কুল, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভ্রমা—ঘোরা, ভ্রমণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

ভ্রমাত্মক—ভুলযুক্ত, ভ্রান্তিপূর্ণ। ভ্রম আত্মা যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী—ভ্রমাত্মিকা।

ভ্রমান—ঘুরান, ভ্রমণ করান। কবিপ্র। ক্রি।

ভ্রমান্ধ—যে ভুল করিয়া বুঝিতেছে না এমন; ভ্রান্তিহেতু প্রকৃতজ্ঞানশূন্য। ভ্রমদ্বারা অন্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভ্রমাসক্ত—ভুলের বশবর্ত্তী, ভ্রমান্বিত। ভ্রমে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

ভ্রমি, ভ্রমী—১। ঘূর্ণজল, আবর্ত্ত; কুলাল-চক্র। ভ্রম্‌+ইক্‌ কর্ত্তৃবা, পক্ষে+ঈপ্‌। ২। ভ্রান্তি; ভ্রমণ; ঘূর্ণন; মণ্ডলাকারে সৈন্যরচনা। ভ্রম্‌+ইক্‌ ভাববা, পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ভ্রমি—১। ভ্রমণ করি বা করিয়া। কবিপ্র। ক্রি। ২। হঠাৎ মস্তক-ঘূর্ণন ও তজ্জনিত পতন (<ভিরমি)। প্রাদে। বি।

ভ্রমী (ভ্রমিন্‌)—ভ্রমণকারী। ভ্রম+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ভ্রমিণী।

ভ্রমী—'ভ্রমি' দ্রঃ।

ভ্রষ্ট—স্খলিত, চ্যুত, অধঃপতিত; নষ্ট; অধার্ম্মিক; দোষযুক্ত; চলিত। ভ্রন্‌শ্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—ভ্রংশ।

ভ্রষ্টচরিত্র—১। চরিত্রহীন; ব্যভিচাররত। বহুব্রী। বিণ। ২। কলুষিত স্বভাব। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ভ্রষ্টতা, -ত্ব—পতন, ভ্রংশ; কলুষতা। ভ্রষ্ট +তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

ভ্রষ্টা—পতিতা; ব্যভিচারিণী; চ্যুতা। ভ্রষ্ট +আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ভ্রষ্টাচরণ—ব্যভিচার; অন্যায় আচরণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ভ্রষ্টাচার—১। কলুষিত আচরণ। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। কলুষিত-চরিত্র, ব্যভিচারী; সামাজিক এবং শাস্ত্রীয় আচার-পরিত্যাগী। ভ্রষ্ট আচার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ভ্রষ্টাচারী (-চারিন্‌)—গর্হিত-কার্য্যকারী। ভ্রষ্টাচার+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী —চারিণী।

ভ্রসা—দ্রঃ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

ভ্রাতা (ভ্রাতৃ)—ভাই, একপিতৃজাত সহোদর; বৈমাত্রেয়। ভ্রাজ্‌(দীপ্তি পাওয়া)+ তৃচ্‌ কর্ত্তৃবা (নিপা)। বি; পুং। স্ত্রী—ভগিনী।

ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র—ভাইয়ের ছেলে। ভ্রাতুঃ (=ভ্রাতার) পুত্র, পুত্র, অলুক্‌ ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভ্রাতৃকন্যা—ভাইয়ের মেয়ে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃজ—ভাইপো, ভ্রাতুষ্পুত্র। উপতৎ; ভ্রাতৃ —জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভ্রাতৃজা—ভ্রাতৃকন্যা, ভাইঝি। ভ্রাতৃজ+ আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃজায়া, -বধূ—ভাইয়ের স্ত্রী। ভ্রাতার জায়া, বধূ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—ভাইদ্বিতীয়া, কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃপ্রেম (-প্রেমন্‌)—ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা। ভ্রাতার প্রেম, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

ভ্রাতৃবৎ—ভাইয়ের মত, ভ্রাতার ন্যায়। ভ্রাতৃ+বতি তুল্যার্থে। অব্য।

ভ্রাতৃবধূ—'ভ্রাতৃজায়া' দ্রঃ।

ভ্রাতৃব্য—ভাইপো, ভ্রাতুষ্পুত্র; শত্রু। ভ্রাতৃ +ব্যন্‌ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ভ্রাতৃব্যা—ভাইয়ের মেয়ে, ভ্রাতৃকন্যা। ভ্রাতৃব্য+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃশ্বশুর—১। (পতির ভ্রাতা হইয়াও শ্বশুরস্থানীয়) স্বামীর বড় ভাই, ভাসুর। ভ্রাতা অথচ শ্বশুর, কর্ম্মধা। ২। ভ্রাতৃপত্নীর পিতা। ভ্রাতার শ্বশুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভ্রাতৃস্নেহ—১। ভাইয়ের ভালবাসা। ভ্রাতার স্নেহ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভ্রাতার প্রতি অনুরাগ। ভ্রাতাতে স্নেহ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

ভ্রাতৃহত্যা—ভাইয়ের প্রাণনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃহন্তা (-হন্তৃ)—ভাইয়ের প্রাণনাশ-কারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—হন্ত্রী।

ভ্রাত্রীয়—১। ভ্রাতৃসম্বন্ধীয়। ভ্রাতৃ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। ভ্রাতৃপুত্র। ভ্রাতৃ+ঈয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

ভ্রাত্রীয়া—১। ভ্রাতৃকন্যা। বি; স্ত্রী। ২। ভ্রাতৃসম্বন্ধীয়া। ভ্রাত্রীয়+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ভ্রান্ত—যাহার ভুল হইয়াছে এমন, ভ্রান্তিযুক্ত; ঘূর্ণমান; ভ্রমণযুক্ত। ভ্রম্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—ভ্রম, ভ্রান্তি।

ভ্রান্তি—ভ্রম, ভুল; ভ্রমণ; ঘূর্ণন। ভ্রম্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—ভ্রান্ত।

ভ্রান্তিকর—যাহা ভুল জন্মায় এমন, ভ্রমজনক। উপতৎ; ভ্রান্তি—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

ভ্রান্তিবশ—ভুলযুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ভ্রান্তিবশতঃ (-তস্‌), **-বশত**—ভ্রমবশতঃ (তাহা দ্রঃ)।

ভ্রান্তিমান্‌ (-মৎ)—১। যে ভুল করিতেছে এমন, ভ্রান্তিযুক্ত। বিণ। স্ত্রী,—মতী। ২। কাব্যালঙ্কারবিশেষ [সাদৃশ্য হেতু প্রকৃত বিষয়ে কবিকল্পনাকৃত অন্য বস্তুর যে ভ্রম, তাহাকে ভ্রান্তিমান্‌ অলঙ্কার বলে। যথা—"কলসীতে ঢেউ দিয়া, শশধরে খেলাইয়া, সরলা গৃহস্থ বধূ ভরিতেছে জল। ও তরঙ্গ-বিকম্পনে, কত যে পুলক মনে, এক চন্দ্র শত হয়ে হাসিয়া পাগল, ভাবিয়া গৃহস্থবধূ কুমুদ বিমল।"—গোবিন্দ দাস]। ভ্রান্তি+ মতুপ্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

ভ্রান্তিমূলক—ভুল হইতে জাত, ভ্রমজনিত। ভ্রান্তি মূল যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—মূলিকা।

ভ্রান্তিসঙ্কুল—ভুলে ভরা, ভ্রমপূর্ণ। ভ্রান্তি দ্বারা সঙ্কুল, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভ্রান্তিহর—১। ভ্রমনাশক। বিণ। ২। মন্ত্রী। উপতৎ; ভ্রান্তি—হৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

ভ্রামক—১। ভুলজনক। ভ্রম্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—ভ্রামিকা। ২। শৃগাল; ধূর্ত্তব্যক্তি; সূর্য্যাবর্ত্তমণি; অয়স্কান্তমণি, চুম্বক পাথর। ভ্রম্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। (পদার্থবিদ্যা) বল (force) এবং তাহার কর্ম্মরেখার উপর কর্ম্মবিন্দু হইতে পাতিত লম্বের গুণফল (moment). বি।

ভ্রামর—১। ভ্রমরজাত মধু। ভ্রমর+অণ্‌ সম্ভূতার্থে। ২। নৃত্যবিশেষ। ভ্রমর+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব। ৩। চুম্বক পাথর। ভ্রমর+অণ্‌ সাহায্যার্থে। বি; পুং। ৪। ভ্রমরসম্বন্ধীয়। ভ্রমর+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী।

ভ্রামরী—১। পার্ব্বতী, দুর্গা [মহাদেবকে ছলনা করিতে পার্ব্বতী ভ্রমররূপ ধারণ করিয়াছিলেন]। বি; স্ত্রী। ২। ভ্রমর-সম্বন্ধীয়া। ভ্রামর+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ভ্রামরী মিত্রতা—ফুলে মধু থাকার সময় ভ্রমর তাহার সহিত যেরূপ বন্ধুত্ব করে সেইরূপ সম্পৎকালে বন্ধুত্ব।

ভ্রাম্যমাণ—১। যাহাকে ঘুরান হইতেছে এমন। ভ্রম্ + ণিচ্ + শানচ্ কর্ম্মবা। ২। যে নিজে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাং প্র। বিণ।
ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার—যে পাঠাগার বা লাইব্রেরী নানাস্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান হয় তাহা (moving library).
ভ্রু—'ভ্রূ' দ্রঃ।
ভ্রুকুঞ্চন, ভ্রূকুঞ্চন—ভ্রূসঙ্কোচ; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিপ্রকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ (উ-কার বিকল্পে হ্রস্ব)। বি; ক্লীব।
ভ্রুকুটি, -টী—ভ্রূকুটি (তাহা দ্রঃ)।
ভ্রুকুটি-কুটিল—ভ্রূভঙ্গি থাকাতে বিকৃত ('—দৃষ্টি')। ৩য়াতৎ। বিণ।
ভ্রূ, ভ্রু—চক্ষুর উর্দ্ধস্থিত ও ললাটের নিম্নস্থিত রোমরাজি, চক্ষুর উর্দ্ধস্থিত লোমসমূহ। ভ্রম্ + ড়ু, ডু কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।
ভ্রূকুঞ্চন—'ভ্রুকুঞ্চন' দ্রঃ।
ভ্রূকুটি, ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটী—ক্রোধাদি হেতু ভ্রূর বক্রতা; ভ্রূভঙ্গী। ৬ষ্ঠীতৎ (উ-কার বিকল্পে হ্রস্ব)। বি; স্ত্রী।
ভ্রূক্ষেপ—দৃষ্টিপাত; ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূচালন; সঙ্কেত-জ্ঞাপনার্থ ভ্রূর তির্য্যক্ চালন; ভ্রূবিলাস; (গৌণার্থে) গ্রাহ্যকরণ। ভ্রূর ক্ষেপ (ক্ষেপণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ভ্রূণ—গর্ভস্থ সন্তান; বালক; বীজমধ্যস্থ বৃক্ষশিশু (embryo). ভ্রূণ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।
ভ্রূণঘ্ন—গর্ভস্থ সন্তানের হত্যাকারী। উপতৎ; ভ্রূণ—হন্ + ক কর্তৃবা। বিণ।
ভ্রূণহত্যা—গর্ভস্থ সন্তানের বিনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
ভ্রূণহা (-হন্)—গর্ভস্থ সন্তানের হত্যাকারী। ভ্রূণ—হন্ + কিপ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী।
ভ্রূবিভ্রম, ভ্রূবিলাস—মনোহর ভ্রূভঙ্গি, কটাক্ষপাতকালে ভ্রূর শোভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূভঙ্গি, -ঙ্গী—ভ্রূবিলাস, মনোহর ভ্রূভঙ্গি। ভ্রূর ভঙ্গ, ভঙ্গি, ভঙ্গী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।
ভ্রূলতা—লতার মত সুন্দর ভ্রূ। ভ্রূ লতা-সদৃশী, উপমিত কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
ভ্রূসঙ্কে(ংকে)ত—ইশারা, ভ্রূচালনা দ্বারা সঙ্কেত। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

[ম]

ম—১। পঞ্চবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ওষ্ঠ ও নাসিকা হইতে ইহা উচ্চারিত হয়]। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর; যম; সময়; চন্দ্র। মা (পরিমাণ করা) + ক কর্তৃবা। ৩। বিষ; মনুষ্য। মী (বধ করা) + ড কর্তৃবা। বি; পুং। ৪। আমি। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
মই, মৈ—বাঁশের সিঁড়ি; মাটিতে লাঙ্গল দিবার পর ঢেলা ভাঙ্গিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র। 'মদিকা'-শব্দজ। বি।
মইষা—মহিষীদুগ্ধজাত; মহিষের ন্যায়। মহিষ + আ জাতার্থে, সদৃশার্থে। বিণ।
মইসা, মইসে—কাপড়ে ছাতা পড়ার দাগ। 'মসি'-শব্দজ। বি।
মউ, মৌ—মোম; মধু। 'মধু'-শব্দজ। বি।
মউআলু—কন্দবিশেষ। বাং প্র। বি।
মউচাক—মধুচক্র। 'মধুচক্র'-শব্দজ। বি।
মউড়—টুপী। 'মুকুট'-শব্দজ। বি।
মউনি—দধি-মন্থন করিবার দণ্ড। 'মথনিকা'-শব্দজ। বি। ['মধুক'-শব্দজ। বি।
মউয়া, মউল—মহুয়া ফুল বা ফল বা গাছ।
মউর—বিবাহকালে ব্যবহৃত মুকুট; ময়ূর। 'ময়ূর'-শব্দজ। বি।
মউরী—একপ্রকার বেণেতি মসলা; ময়ূরী। 'মধুরিকা'-শব্দজ। বি।
মউল—মহুয়া। 'মধুক'-শব্দজ। বি।
মকদ্দমা—'মোকদ্দমা' দ্রঃ।
মকমক—বেঙের ডাক। বাং প্র। অব্য।
মকমকী—বেঙের ডাক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
মকর—১। শৃঙ্গবিশিষ্ট পৌরাণিক মৎস্যবিশেষ [ইহা গঙ্গার বাহন ও কামদেবের ধ্বজ]; (জ্যোতিষ) দশম রাশি [উত্তরাষাঢ়ার শেষ-পাদত্রয় সমগ্র শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার আদিপাদদ্বয়—এই নবপাদ এই রাশির ভোগকাল]। ম (মনুষ্য)—কৃ (হিংসা করা) + অচ্ কর্তৃবা। ২। কুবেরের নিধিবিশেষ। মক (ভূষণ)—রা + ক কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। পৌষসংক্রান্তিতে ভিজান আতপ চাউল কাঁচাদুধ ডাবের জল এবং নানা ফল একত্র করিয়া দেবতাকে যে নৈবেদ্যদান করা হয় তাহা (মকর সংক্রান্তিতে দেওয়া হয় বলিয়া); সই প্রভৃতির পাতান নাম। বাং প্র। বি।
মকরকুণ্ডল—মকরাকৃতি কর্ণভূষণ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
মকরকেতন, -কেতু—কন্দর্প, কামদেব; সমুদ্র। মকর (মকরচিহ্নিত) কেতন (পতাকা) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
মকরক্রান্তি—নিরক্ষরেখা হইতে ২৩½ অক্ষাংশ দক্ষিণে যে অক্ষরেখা আছে তাহা (Tropic of Capricorn). মকরে ক্রান্তি (সূর্য্যের গমন) যাহাতে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।
মকরগঙ্গাজল—মকর ও গঙ্গাজলের আদান-প্রদান-পূর্ব্বক মেয়েদের মধ্যে যে সখীত্ব স্থাপন হয় তাহা। বাং প্র। বি।
মকরধ্বজ—ঔষধবিশেষ, স্বর্ণসিন্দূরবিশেষ; মদন, কন্দর্প। মকর ধ্বজ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
মকরন্দ—১। ফুলের মধু, পুষ্পরস; কুঁদ-ফুলের গাছ। বি; পুং। ২। ফুলের রেণু। মকর—অন্দ্ + অণ্ কর্তৃবা (নিপা)। বি; ক্লীব।
মকরন্দবতী—১। পাটলাফুল। বি; স্ত্রী। ২। মধুবিশিষ্টা। মকরন্দ + মতুপ্ আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
মকরবাহনা—গঙ্গা। মকর বাহন যাঁহার, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী।
মকরব্যূহ—মকরাকার সৈন্যবিন্যাস। মকরাকার ব্যূহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
মকররি, মোকররি—যাহা স্থায়িরূপে বন্দোবস্ত করা আছে এমন, যে জমার খাজনার হার কমবেশী করা যাইতে পারে না এরূপ। আরবী 'মুকররি'-শব্দজ। বিণ।
মকরসংক্রান্তি—পৌষ মাসের সংক্রান্তি [ইহাতে সূর্য্য মকররাশি আশ্রয় করে, ঐ দিনে গঙ্গাসাগরস্নান বিধেয়]। মকরে সংক্রান্তি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।
মকরাসন—রুদ্রযামলোক্ত পূজাঙ্গ আসন-বিশেষ। মকরাখ্য আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
মকাই, মক্কা, মক্কাজোড়া—ভুট্টা। বাং প্র। বি।
মকাম, মোকাম—বাড়ী। হিন্দী। বি।
মকার—'ম' অক্ষর; তন্ত্রোক্ত মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন—এই পাঁচ। ম (এই অক্ষর) + কার স্বার্থে। বি; পুং।

মকুট—মুকুট, শিরোভূষণ। মন্‌ক্ (ভূষিত করা)+উট করণবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।
মকুব—অব্যাহতি, নিষ্কৃতি। আর্বী 'মউকুফ'-শব্দজ। বি।
মকুর—কুম্ভকারের দণ্ড; আদর্শ, দর্পণ; আয়না; মুকুল, কুঁড়ি; বকুলবৃক্ষ। মন্‌ক্+উরচ্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে)। বি; পুং।
মকুল—মুকুল, কলিকা; বকুল গাছ। মন্‌ক্+উলচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং বা ক্লীব।
মক্কাশরীফ—পুণ্যভূমি মক্কানগরী। আর্বী। বি।
মক্কেল—যে ব্যক্তি মোকদ্দমার জন্য উকীল মোক্তার প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে সে। আর্বী 'মুঅক্কল'-শব্দজ। বি।
মক্তব—মুসলমানদিগের ধর্ম্মসংক্রান্তবিষয় এবং অন্যান্যবিষয় শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর্বী। বি।
মক্ষিকা—মাছি, কীটবিশেষ। মক্ষ্+অক (কন্) বা ণক কর্ত্তৃবা+আপ্ বা মশ+সিবন্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
মক্স—কাহারও লেখার উপর লিখিয়া লেখা অভ্যাস; অভ্যাস। আর্বী 'মক্‌শ্'-শব্দজ। বি।
মখ—যজ্ঞ। মখ্+ঘ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।
মখমল—উর্ণানির্ম্মিত কোমল বস্ত্রবিশেষ। আর্বী। বি।
মখমলী—মখমলনির্ম্মিত। মখমল+ঈ নির্ম্মিতার্থে। বিণ।
মগ—১। একপ্রকার হাতলযুক্ত জলপাত্র। ইং 'mug'-শব্দজ.। ২। আরাকানবাসী; বৌদ্ধজাতিবিশেষ। বর্ম্মী 'মঙ'-শব্দজ। [মঙ অনেকটা বাংলা নামের পূর্ব্বের শ্রী শব্দবৎ]। বি।
মগজ—মস্তিষ্ক, মজ্জা, মাথার ঘিলু। আর্বী 'মগ্‌জ্'-শব্দজ। বি। **মগজ খালি করা**—ক্রমাগত বকিয়া যাওয়া।
মগজি—জুতার গোড়ালির উপরকার কঠিন প্রান্তভাগ; জামা শার্ট প্রভৃতির দোমড়ান প্রান্তদেশ। ফার্সী। বি।
মগধ—দক্ষিণ বিহার; স্তুতিপাঠক; মগধ-দেশীয় লোক। মগ (দোষ)—ধা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
মগন—বিভোর, মগ্ন। কবিপ্র। বিণ।
মগরা—সমৃদ্ধিশালী; একগুঁয়ে; গর্ব্বিত; দুর্দ্দমনীয়, দুর্দ্দান্ত; অবাধ্য। হিন্দী। বিণ।
মগ্ন—১। যাহা ডুবিয়া গিয়াছে এমন; অন্তঃপ্রবিষ্ট; বিভোর, তন্ময়। মস্‌জ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি—মজ্জন। ২। প্রশমিত। বাং প্র। বিণ।
মঘবতী—ইন্দ্রাণী। মঘবৎ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
মঘবা (মঘবন্)—ইন্দ্র; জিনদিগের দ্বাদশ চক্রবর্ত্তীর অন্তর্গত চক্রবর্ত্তিবিশেষ। মহ্ (পূজা করা)+কনিন্ কর্ম্মবা (নিপা)। বি; পুং।
মঘবান্ (মঘবৎ)—ইন্দ্র। মঘ (পূজা)+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।
মঘা—(জ্যোতিষ) দশম নক্ষত্র [ইহা গৃহাকৃতি, পঞ্চতারকাময়; কাহারও মতে ইহা লাঙ্গলাকৃতি]; ঔষধবিশেষ। মহ্+ক কর্ম্মবা+আপ্ (হ-স্থানে ঘ)। বি; স্ত্রী।
মঘোনী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। মঘবন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
মঙ্কু—মম, আমার। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
মঙ্গ—নৌকার শিরোভাগ, নৌকার গলুই। মন্‌গ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
মঙ্গল—১। কুশল, ক্ষেম, শুভ। মন্‌গ্+অলচ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। বিণ—মাঙ্গলিক। ২। কুজগ্রহ। মন্‌গ্+অলচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। শুভদায়ক। মন্‌গ্+অলচ্ কর্ম্মবা। বিণ। ৪। [দেবতার বা অবতারের নামের শেষে হইলে] মাহাত্ম্যসূচক গীত বা স্তুতি (চৈতন্যমঙ্গল, মনসামঙ্গল)। বাং প্র। বি।
মঙ্গলকামনা—কল্যাণ হউক এইরূপ ইচ্ছা, হিতৈষণা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
মঙ্গলকামী (-কামিন্)—শুভার্থী, হিতৈষী। উপতৎ; মঙ্গল—কম্+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কামিনী।
মঙ্গলঘট—মঙ্গলসূচক জলপূর্ণ ঘট। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
মঙ্গলচণ্ডিকা, -চণ্ডী—দ্বিভুজা রক্তপদ্মাসনস্থা গৌরবর্ণা দেবী [মঙ্গলবারে ইঁহার অর্চ্চনা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এইজন্য হিন্দু মহিলাগণ উক্ত দিনে মঙ্গলচণ্ডিকার আরাধনা করেন]। মঙ্গল-দায়িনী চণ্ডিকা, চণ্ডী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
মঙ্গলপাঠক—বন্দী, স্তুতিপাঠক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
মঙ্গলবার—সপ্তাহের তৃতীয় দিন। মঙ্গলাধিষ্ঠিত বার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
মঙ্গলমন্দির—১। কল্যাণের ভাণ্ডার বা আধার। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কল্যাণরূপ গৃহ। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
মঙ্গলসংবিধান—স্বস্তিক শ্রী প্রভৃতি যাহা বরণডালায় দেওয়া হয় তাহা। মঙ্গলের সংবিধান যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।
মঙ্গলাচরণ—১। কর্ম্মারম্ভে শুভজনক ক্রিয়া। কর্ম্মধা। ২। বিবাহের লগ্ন-নির্দ্ধারণদিনে কন্যার গৃহে আচরিত শুভানুষ্ঠান-বিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
মঙ্গলামঙ্গল—কল্যাণ এবং অকল্যাণ; হিতাহিত; ভালমন্দ। মঙ্গল ও অমঙ্গল, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।
মঙ্গলার্থ—১। ভালর জন্য, কল্যাণের জন্য। মঙ্গলের জন্য ইহা এই অর্থে, নিত্য। ক্রি-বিণ। ২। কল্যাণার্থক, যাহার উদ্দেশ্য হিতসাধন এমন। মঙ্গল অর্থ যাহার, বহুব্রী। বিণ।
মঙ্গলার্থে—হিতের জন্য। মঙ্গল অর্থ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।
মঙ্গলোৎসব—কল্যাণজনক অনুষ্ঠান, শুভ ব্যাপার। মঙ্গল-জনক উৎসব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
মঙ্গল্য—১। শুভকর, শুভজনক; সুন্দর; সুখদ। বিণ। ২। দধি; স্বর্ণ; চন্দন; সিন্দূর। বি; ক্লীব। ৩। অশ্বত্থবৃক্ষ; বিল্ব-বৃক্ষ; নারিকেলবৃক্ষ; কপিত্থ; রীঠাকরঞ্জ। মঙ্গল+যৎ হিতার্থে। বি; পুং।
মচ্—কাঠ প্রভৃতি ভাঙ্গিবার অনুকার-শব্দ। বাং প্র। অব্য।
মচ্‌কান—১। মোড়ান; ঈষৎ ভগ্ন। বিণ। ২। শরীরের সন্ধির হাড় প্রভৃতির স্থানচ্যুত হওয়া; প্রায় ভাঙ্গিয়া যাওয়া। বাং ক্রি।
মচ্ছ—মাছ, মৎস্য। মদ্+শ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
মচ্ছব—সঙ্কীর্ত্তনাদির শেষে বৈষ্ণবদিগের যে ভোজ হয় তাহা। 'মহোৎসব'-শব্দজ। বি।
মচ্‌মচ্—চিবাইবার শব্দ; চামড়ার নূতন জুতা পায়ে দিয়া চলিবার সময় পায়ের সহিত চামড়ার ঘর্ষণে যে শব্দ হয় তাহা। বাং প্র। অব্য।
মচ্‌মচা, মচ্‌মচে—কড়া ভাজা; যাহা মচ্‌মচ্ শব্দ করে এমন। মচ্‌মচ্+আ, এ করে অর্থে। বিণ।
মছলন্দ—মিহি কাপড়ের একপ্রকার কারু-কার্য্যযুক্ত মাদুর; সূক্ষ্মসূত্রনির্ম্মিত শয্যাস্তরণ। আর্বী 'মস্‌নদ'-শব্দজ। বি।
মছলি—১। মাছ। হিন্দী। ২। মাচা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
মজকুর—১। পূর্ব্বে লিখিত। বিণ। ২। লিপিবদ্ধ বর্ণনা। আর্বী। ৩। মাগুর মাছ। প্রাদে। বি।
মজকুরী—(রাজস্ব-সম্বন্ধে) যে জমা অন্য জমিদারের অধীন হইয়া চিরস্থায়িরূপে ভোগ করা হয় ও যাহার রাজস্ব জমিদারের বা স্থানবিশেষে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর যোগে আদায় করা হয় তাহা। মজকুর+ঈ। বি।
মজন—মগ্ন হওয়া; আসক্ত হওয়া। 'মজ্জন'-শব্দজ। বি।
মজবুত—কঠিন, শক্ত, দৃঢ়; নিপুণ, পটু; টিকসই। আর্বী। বিণ।
মজলিশ, -লিস্—সভা, আশর। আর্বী। বি।
মজলিশি, -লিসি—সভার উপযুক্ত, দরবারী। মজলিশ (স)+ই যোগ্যার্থে। বিণ।
মজা—১। মগ্ন; গলিত; যাহা ঝরিয়া গিয়াছে এমন; খুব বেশী পাকা। মজ্+আ

কর্তৃবা। বিণ। ২। সুখ; আনন্দ; বিস্ময়; বিস্ময়ের ব্যাপার; ভাল আস্বাদ; উপভোগ্য বিষয়। ফার্সী। ৩। বিদ্রূপ, ঠাট্টা, তামাসা। বাং প্র। বি। ৪। ভুলিয়া যাওয়া; মুগ্ধ হওয়া; বিভোর হওয়া; অত্যধিক আসক্ত হওয়া; খুব বেশী পাকিয়া যাওয়া; বিপদে পড়া; বুজিয়া যাওয়া; পরিণত হওয়া। বাং ক্রি। **মজা উড়ান**—আমোদে সময় কাটান। **মজা টের পাওয়া, বুঝা**—পরিণামে কুফল ভোগ করা; কোন কার্য্যের জন্য পশ্চাতে কষ্ট পাওয়া। **মজা দেখান**—প্রতিফল দেওয়া।

মজাদার—সুস্বাদু; আনন্দদায়ক; কৌতুকজনক। মজা+দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।

মজান—মুগ্ধ করা; নষ্ট করা; বেশী পাকান; পাতিত করা; মগ্ন হওয়া ("মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি"—মাইকেল)। বাং ক্রি।

মজুত, মজুদ—জমান, সঞ্চিত; যাহা হাতে বা তহবিলে আছে এমন; বিদ্যমান। আরবী 'মউজুদ'-শব্দজ। বিণ।

মজুন্দার—মজুমদার। কবিপ্র। বি।

মজুমদার—বাদশাহী আমলে যে ব্যক্তি রাজস্বসম্বন্ধীয় হিসাবপত্র রাখিত সেই; বংশপদবীবিশেষ [বর্ত্তমানকালে মজুমদারপদবীবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বংশানুক্রমে ঐ উপাধি দ্বারা অভিহিত হইয়া আসিতেছেন]। 'মজমুআদার'-শব্দজ। বি।

মজুর—সামান্য শ্রমজীবী, মুটে। ফার্সী 'মজদুর'-শব্দজ। বি।

মজুরি, মজুরী—কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার মূল্য; মজুরের কাজ; মজুরের পারিশ্রমিক। মজুর+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

মজ্জন—ডুবিয়া যাওয়া, মগ্ন হওয়া; স্নান, অবগাহন। মস্জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—মগ্ন, মজ্জমান।

মজ্জমান—যাহা ডুবিয়া যাইতেছে এমন। মস্জ্+চানশ্ কর্তৃবা। বিণ। বি—মজ্জন।

মজ্জা (মজ্জন্)—অস্থি ও মাংসের মধ্যস্থ স্নেহপদার্থবিশেষ; বৃক্ষসার। মস্জ্+কনিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

মজ্জাগত—স্বভাবগত, জন্মগত; অন্তর্নিহিত। ২য়াতৎ। বিণ।

মজ্জারস—শুক্র, রেতঃ। মজ্জার রস (সার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মঝু—আমার। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

মঞ্চ, মঞ্চক—খাট, পর্য্যঙ্ক; মাচা; টঙ্; উন্নত স্থান, বেদী; উচ্চ মণ্ডপবিশেষ। মন্চ্+অচ্ কর্তৃবা; মঞ্চ+স্বার্থে কন্। বি; পুং।

মঞ্চশিল্পী (-ল্পিন্)—রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জাকর। মঞ্চের শিল্পী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মঞ্জন—মার্জ্জন; ঘর্ষণ। মন্জ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

মঞ্জরি, মঞ্জরী—শীষ; অঙ্কুর; মুকুল; বৃন্ত, বোঁটা; তিলকবৃক্ষ। মঞ্জু—ঋ+ই কর্তৃবা (নিপা); পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মঞ্জরিত—অঙ্কুরিত; মুকুলিত। মঞ্জরী+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

মঞ্জরী—'মঞ্জরি' দ্রঃ।

মঞ্জি, মঞ্জী—মঞ্জরী। মন্জ্+ই কর্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মঞ্জিমা (মঞ্জিমন্)—মাধুর্য্য, মনোজ্ঞতা। মঞ্জু+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

মঞ্জিল, মঞ্জীল—কোঠাবাড়ী, ইমারৎ, প্রাসাদ। আরবী। বি।

মঞ্জিষ্ঠা—রক্তবর্ণ লতাবিশেষ। মঞ্জিমৎ (মনোহর)+ইষ্ঠ অত্যর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

মঞ্জী—'মঞ্জি' দ্রঃ।

মঞ্জীর—১। নূপুর, চরণাভরণ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। মন্থনদণ্ড-বন্ধনস্তম্ভ। মন্জ্+ঈরন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

মঞ্জীরা—শোভা। কবিপ্র। বি।

মঞ্জু—মধুর; মনোজ্ঞ, সুন্দর। মন্জ্+কু কর্তৃবা। বিণ। বি—মঞ্জিমা।

মঞ্জুকেশী (-কেশিন্)—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পুং। ২। সুন্দর চুলবিশিষ্ট। মঞ্জু (মনোহর) কেশ, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কেশিনী।

মঞ্জুগমনা—১। হংসী। বি; স্ত্রী। ২। মনোহরগতিভঙ্গিযুক্তা। মঞ্জু গমন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মঞ্জুঘোষ—১। মনোহর-ধ্বনিযুক্ত। মঞ্জু (মনোজ্ঞ) ঘোষ (রব) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মনোহর শব্দ। কর্ম্মধা। ৩। তান্ত্রিকসাধকের উপাস্য দেবতাবিশেষ। মঞ্জু ঘোষ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মঞ্জুভাষিণী—১। ত্রয়োদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। মধুরভাষিণী। মঞ্জুভাষিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মঞ্জুভাষী (-ভাষিন্)—মধুরভাষী, মিষ্টভাষী। উপতৎ; মঞ্জু—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী।

মঞ্জুর—১। গ্রাহ্য; অনুমোদিত। বিণ। ২। অনুমোদন। আরবী। বি।

মঞ্জুরী—সম্মতি, অনুমোদন। ফার্সী। বি।

মঞ্জুল—১। সুন্দর, মনোহর; সমীচীন; মধুর। বিণ। ২। নিকুঞ্জ; শৈবাল। মন্জ্+উলচ্ কর্তৃবা, অথবা, মঞ্জু (মনোহর)—লা+ক কর্তৃবা, কিংবা, মঞ্জু+লচ্ আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

মঞ্জুষা, মঞ্জূষা—সিন্দুক; পাষাণ, প্রস্তর; মঞ্জিষ্ঠা। মন্জ্+উষন্, ঊষন্ অধিবা। বি; স্ত্রী।

মঞ্জুহাসিনী—১। ত্রয়োদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। মধুরহাস্যবিশিষ্টা। মঞ্জু—হস্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [অব্য।

মট্—কঠিন বস্তু ভাঙ্গিবার শব্দ। বাং প্র।

মটকা—একপ্রকার রেশমী বস্ত্র; খড়ের ছাওয়া ঘরের চালের মাথা; মাটির মস্ত বড় জালা; কপট নিদ্রা ('মটকা মেরে থাকা')। বাং প্র। বি।

মটকান—ভাঙ্গা; দুমড়ান; (আঙ্গুল) টানিয়া দেওয়া বা মোটন করা। বাং ক্রি।

মটকি—মাটির বড় জালা। বাং প্র। বি।

মটর—কলাইবিশেষ, মটরকলাই। বাং প্র। বি। [বি।

মটুক—কিরীট, শিরোভূষণ। 'মুকুট'-শব্দজ।

মঠ—১। টোল, পাঠশালা; মন্দির, দেবালয়; আখ্ড়া; গাড়ি। মঠ্+ক ঘঞর্থে অধিবা। বি; পুং। ২। মন্দিরের আকারযুক্ত চিনির ঢেলা। বাং প্র। বি।

মঠধারী (-ধারিন্)—মঠের অধ্যক্ষ; মোহান্ত। উপতৎ; মঠ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—ধারিণী।

মড়ক—কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক ও সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ও দলে দলে লোকের মৃত্যু, বহু মনুষ্যের এককালীন মৃত্যু; মারীভয়; ব্যাপক ও মারাত্মক ব্যাধি। 'মরক'-শব্দজ। বি।

মড়মড়—গাছের ডাল প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া পড়ার শব্দ। বাং প্র। অব্য।

মড়মড়ি—ঘা প্রভৃতির উপরকার শুক্‌না মাংস; পচ্‌লা। বাং প্র। বি। [বি।

মড়া, মড়ি—মৃতদেহ, শব। 'মরা'-শব্দজ।

মড়িপোড়া—মড়া পোড়ায় পৌরোহিত্যকারী পতিত ব্রাহ্মণ। বাং প্র। বি।

মড়ুঞ্চে—মৃতবৎসা। বাং প্র। বিণ; স্ত্রী।

মণ, মন—৪০ সের পরিমাণ। মা+ডণ, ডন করণবা। বি; পুং।

-মণা, -মণি, -মুনে—(সংখ্যাবাচক শব্দের পরে হইলে) তত মণ-ওজনবিশিষ্ট (তিনমণি, পাঁচমুনে)। মণ+আ, ই; মন+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

মণি—বহুমূল্য রত্নবিশেষ, মুক্তা প্রভৃতি; অকালোদিত ইন্দ্রধনু; অলিঞ্জর, জালা; যোনির অগ্রভাগ; লিঙ্গাগ্র; মণিবন্ধ, হাতের কব্জি; অজাগলস্তন; নাগবিশেষ। মণ্+ইন্ কর্তৃবা। বি; পুং বা স্ত্রী। **সাপের মণি**—কিংবদন্তীতে প্রচলিত সাপের মাথায় স্থিত রত্নবিশেষ; (গৌণার্থে) কোন বহুমূল্য বস্তু।

মণিক—মাটির কলসী, জালা, অলিঞ্জর। মণি+কন্ স্বার্থে, অথবা, মণি—কৈ+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

মণিকঙ্কণ—মণিমুক্তার বালা, রত্নবলয়। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মনিকর্ণ—কামরূপস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। মণি কর্ণে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মনিকর্নিকা—১। কাশীস্থ তীর্থবিশেষ। [মণিকর্ণিকা শিবের কর্ণভূষণ। শিব বিষ্ণুর তপস্তা-দর্শনে বিস্মিত হওয়াতে, তাঁহার কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল এই জন্ত]। উপতৎ; মণিকর্ণিকা+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। ২। মণিময় কর্ণভূষণ। মণিময়ী কর্ণিকা (কর্ণভূষণ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [ক্লীব।

মনিকাঞ্চন—রত্ন এবং স্বর্ণ। দ্বন্দ্ব। বি;

মনিকাঞ্চনযোগ, -সংযোগ—অতি চমৎকার সম্মিলন, মণি ও কাঞ্চনের মিলনের ন্তায় মিলন; মণি কাঞ্চনের একত্র হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনিকার—মণিপরিষ্কারক; মণিপরীক্ষক; জহুরী; গ্রন্থকারবিশেষ, তত্ত্বার্থচিন্তামণি-কর্ত্তা। উপতৎ; মণি—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

মনিকুট্টিম—মাণিক্যখচিত গৃহভিত্তি; রত্ন-নির্ম্মিত মেঝে; শান-বাঁধান মেঝে। মণি-খচিত বা মণি-নির্ম্মিত কুট্টিম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

মনিকোটা, -কোঠা—মণিময় অট্টালিকা। 'মণিকুট্টিম'-শব্দজ। বি।

মনিত—চুম্বনাদিধ্বনি; রতিকূজিত, রতি-কালে স্ত্রীলোকের অব্যক্ত শব্দবিশেষ। মণ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

মনিপূর—নাভিস্থল; ষট্চক্রের অন্তর্গত নাভিমধ্যস্থ তৃতীয়চক্র; নাভিপদ্ম। মণি—পূর্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

মনিবন্ধ—হাতের কব্জি, প্রকোষ্ঠ এবং পাণির মধ্যস্থ করগ্রন্থি। মণি—বন্ধ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং। [যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মনিবীজ—দাড়িম্ববৃক্ষ। মণিসদৃশ বীজ

মনিমন্ত্রাদিন্যায়—ন্তায়বিশেষ [জলের অগ্নিনাশ করিবার শক্তি আছে বলিয়া জলের দ্বারা যে অগ্নির প্রতিরোধ হয় ইহা যুক্তি-সিদ্ধ; কিন্তু মণি ও মন্ত্রাদি দ্বারা যে বহ্নির প্রতিরোধ হয় তাহা অন্য ক্ষমতায় হইয়া থাকে]। মণিমন্ত্রাদি-আশ্রিত ন্তায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মনিমান্ (-মৎ)—মণিবিশিষ্ট, মণিভূষিত। মণি+মতুপ্। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

মনিমালা—১। মণিময় হার। মণি-গ্রথিতা মালা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। দীপ্তি; দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ; লক্ষ্মী। মণির মালা যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

মনিসর—মণিময় হার, মুক্তাহার, মুক্তার মালা। মণি—সৃ+অপ্ অধিবা, অথবা, অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

মনিহারী—বহুপ্রকার সৌখীন জিনিসের বিক্রেতা বা ব্যবসায়ী; সৌখীন জিনিসের ব্যবসায় সম্বন্ধীয়। 'মনোহারী'-শব্দজ। বি বা বিণ।

মণী—মণি। মণি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মণ্ড—১। ফেন, মাড়; গাদ; সার; পিচ্ছ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। এরণ্ডবৃক্ষ; ভূষণ। বি; পুং। ৩। দধির মাত। মন্ড্+অচ্ কর্তৃবা, অথবা, মন্+ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

মণ্ডন—১। ভূষণ, আভরণ। মন্ড্+অনট্ করণবা। ২। সাজান, অলঙ্করণ। মন্ড্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—মণ্ডিত। ৩। অলঙ্কারক। মন্ড্+অন কর্তৃবা। বিণ।

মণ্ডপ—১। গৃহ, দালান; জনবিশ্রামস্থান; দেবোদ্দেশে প্রস্তুত গৃহ; নাটমন্দির প্রভৃতি; চাঁদোয়া-ঢাকা স্থান। মন্ড্+কপন্ কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। মণ্ডপায়ী। উপতৎ; মণ্ড—পা+ক কর্তৃবা। বিণ।

মণ্ডল—১। গোল; চক্র; চন্দ্রসূর্য্যাদির পরিধি, চক্রাকার বেষ্টন; দেশ; প্রদেশ; রাজ্য; বিভাগ; স্থান; অরিমিত্রাদি দ্বাদশবিধ রাজা; ধনুর্দ্ধরদিগের স্থানবিশেষ; কৃত্রিম রেখাদি দ্বারা রচিত আসনবিশেষ; নখাঘাত; পদবীবিশেষ। বি; ক্লীব। ২। সমূহ; সূর্য্যবিম্ব; চন্দ্রবিম্ব। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। গ্রামের প্রধান প্রজা বা রাইয়ৎ, যে জমিদারের প্রতিনিধিস্বরূপে মহালের সীমানাদি রক্ষণা-বেক্ষণ করে ও সমস্ত গ্রামের খাজনা আদায়ের সুবিধা করিয়া দেয় ও তজ্জন্য নিষ্করে বা অল্প করে জমী ভোগ করে এরূপ ব্যক্তি; মোড়ল; সর্দ্দার; শূদ্রদিগের পদবীবিশেষ। বাং প্র। বি।

মণ্ডলক—১। বিম্ব, চন্দ্র ও সূর্য্যের মণ্ডল; দর্পণ, আর্শি। মণ্ডল+কন্ স্বার্থে। ২। মণ্ডলাকার ব্যূহ। মণ্ডল+কন্ আছে অর্থে। বি; ক্লীব। ৩। কুকুর। মণ্ডল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

মণ্ডলনৃত্য—গোলভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচ, মণ্ডলাকারে নৃত্য। মণ্ডলাকৃতি নৃত্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মণ্ডলাকার—গোলাকার। মণ্ডল আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মণ্ডলাগ্র—তরবারি, খড়্গ। মণ্ডল অগ্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মণ্ডলাধীশ—মণ্ডলেশ্বর; চতুঃশতযোজন-দেশাধিপ। মণ্ডলের (স্থানবিশেষের) অধীশ (অধিপতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মণ্ডলায়িত—গোলাকার, বর্ত্তুল। মণ্ডল+ক্যঙ্ (=মণ্ডলায়, নামধাতু)+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

মণ্ডলী (মণ্ডলিন্)—১। সূর্য্য; সর্প; বিড়াল; বটবৃক্ষ; খট্টাশ। বি; পুং। ২। মণ্ডলবিশিষ্ট, চক্রাকারে ঘূর্ণিত। মণ্ডল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—লিনী।

মণ্ডলী—১। দূর্ব্বাকুণ্ডল; চক্র; বৃত্ত; চন্দ্র ও সূর্য্যের বেষ্টন। মণ্ড্+কলচ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। সমূহ। বাং প্র। বি।

মণ্ডলেশ, মণ্ডলেশ্বর—রাজা; সম্রাট্; চতুঃশত-যোজন প্রদেশের অধিপতি। মণ্ডলের (দেশের) ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

মণ্ডহারক—শুঁড়ি, শৌণ্ডিক। ৬ষ্ঠীতৎ।

মণ্ডা—১। মদ, সুরা, মদিরা; আমলকী। মণ্ড+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। চিনি দ্বারা প্রস্তুত মিঠাইবিশেষ, একপ্রকার সন্দেশ। বাং প্র। বি।

মণ্ডিত—সজ্জিত, ভূষিত; মোড়া; বেষ্টিত। মন্ড্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—মণ্ডন।

মণ্ডূক—ব্যাঙ্, ভেক; (সঙ্গীত) এক তাল এক ফাঁক ও পরে তিন তাল এক ফাঁকযুক্ত মৃদঙ্গের তালবিশেষ। মন্ড্+উকণ্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—কী।

মণ্ডূকপ্লুতন্যায়—ন্তায়বিশেষ [ভেক যেমন লম্ফ দিয়া গমন করে সেইরূপ কোন কার্য্য মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ হইলে মণ্ডূকপ্লুতন্তায়ের বিষয় হইয়া থাকে]। মণ্ডূকের প্লুত (লম্ফ), ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্তায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মণ্ডূকী—স্ত্রীজাতীয় ব্যাঙ্, থুলকুড়ী-নামক গুল্ম। মণ্ডূক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মণ্ডূর—লোহার মরিচা। মন্ড্+উরচ্ কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

মণ্ডোদক—নানাবর্ণ আলিপনা; পিষ্ট-তণ্ডুলমিশ্রজল; সুশ্রুতোক্ত সুরাকল্পান্ত কাথ-বিশেষ। মণ্ডবৎ উদক যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

মৎ—আমি (সর্ব্বদাই একবচনে সমাসের পূর্ব্ব-পদরূপে ব্যবহৃত)। সর্ব্ব।

মত—১। জ্ঞাত; অভিপ্রেত; সম্মত; সম্মা-নিত; অর্চ্চিত। মন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। অভিপ্রায়; বিধি; বিশ্বাস; সিদ্ধান্ত; সম্মতি। মন্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। তুল্য, সদৃশ। বাং প্র। অব্য।

মতঙ্গ—মেঘ। মদ্+অঙ্গচ্ কর্তৃবা (নিপা-তনে)। বি; পুং।

মতদ্বৈধ—মতের অমিল, ভিন্ন মত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।।

মতন—প্রকার; যোগ্য; সদৃশ, অনুসারে। বাং প্র। বিণ বা অব্য।

মতবাদ—মূলমত (principle); রাজ-নৈতিক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মত (theory). কর্ম্মধা। বি; পুং।

মতবিরোধ, -ভেদ—মতের অমিল, মতানৈক্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মতলব—উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়; অভিসন্ধি; উপায়, কৌশল। আর্বী। বি।
মতলববাজ, মতলবী—স্বার্থপর; কৌশলী, ফন্দিবাজ। মতলব+বাজ, ঈ আসক্তার্থে, আছে অর্থে। বিণ।
মতানৈক্য—মতের অমিল। মতের অনৈক্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
মতান্তর—১। ভিন্ন মত। অন্য মত, নিত্য। ২। মতের অমিল, মতভেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
মতাবলম্বন—মত মানিয়া চলা। মতের অবলম্বন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
মতাবলম্বী (-লম্বিন্)—যে মত মানিয়া কার্য্য করে এমন, মতানুবর্ত্তী। উপতৎ; মত—অব্—লম্ব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —লম্বিনী।
মতামত—১। মনের অভিপ্রায়। বাং প্র। বি। ২। সম্মতি ও অসম্মতি। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।
মতি—১। বুদ্ধি, জ্ঞান; স্মৃতি; ইচ্ছা। মন্+ক্তি ভাববা। ২। অন্তঃকরণ, মন। মন্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী। ৩। মুক্তা। 'মৌক্তিক'-শব্দজ। ৪। রকম। বাং প্র। ৫। মন্ত্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
মতিগতি—মনের ইচ্ছা এবং চালচলন; মতলব ও চেষ্টা। দ্বন্দ্ব বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
মতিচুর—মিহিদানা। প্রাদে। বি।
মতিচ্ছন্ন—১। বুদ্ধিভ্রংশ, কুমতি। মতির ছন্ন (অর্থাৎ বিকৃতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। বিকৃতবুদ্ধি, ভ্রষ্টবুদ্ধি। ছন্ন মতি যাহার, বহুব্রী। বাং প্র। বিণ।
মতিবামা—বুদ্ধিহীন; বিবেচনাশূন্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
মতিভ্রংশ, -ভ্রম—বুঝিবার ভুল, বুদ্ধিভ্রংশ; মনের প্রবৃত্তির মন্দভাবধারণ, কুবুদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, —ভ্রষ্ট।
মতিভ্রষ্ট—ভ্রান্ত; বুদ্ধিহীন। মতি হইতে ভ্রষ্ট, ৫মীতৎ। বিণ। বি, —ভ্রংশ।
মতিমান্ (-মৎ)—বুদ্ধিমান্, সুধী। মতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —মতী।
মতিস্থিরতা, -স্থৈর্য্য(র্য)—মনের অবিচল অবস্থা; সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব। [বিণ।
মতিহীন—বুদ্ধিশূন্য; পাপাশয়। ৩য়াতৎ।
মৎকুণ—ছারপোকা; দাড়িশূন্য পুরুষ; দন্তশূন্য হস্তী; নারিকেল; জঙ্ঘাত্রাণ। মদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা=মৎ; মৎ—কুণ্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
মত্ত—১। পাগল, উন্মত্ত; আনন্দিত; বিহ্বল; মাতাল; অতিমাত্রায় আসক্ত; ক্রুদ্ধ। বিণ। বি, —তা। ২। ক্রোধান্ধ হস্তী; কোকিল; মহিষ। মদ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
মত্ততা—পাগলামি; মাতলামি; অস্বাভাবিক উত্তেজনা। মত্ত+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—মত্ত। [বি; পুং।
মত্তবারণ—পাগলা হাতী, মত্তহস্তী। কর্ম্মধা।
মত্তা—১। মদ, মদ্য, মদিরা; দশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। মদ্+ক্ত করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ক্রুদ্ধা; বিহ্বলা; উন্মত্তা; আনন্দিতা। মত্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
মৎসর—১। পরশ্রীকাতরতা, অসূয়া; বৈর, দ্বেষ; ক্রোধ; আত্মধিক্কার। মদ্+সরন্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—মৎসরী (-রিন্)। ২। পরশ্রীকাতর; ক্রুদ্ধ; কৃপণ। মদ্+সরন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—মৎসরা। বি—মৎসরতা, মৎসরত্ব, মাৎসর্য্য।
মৎসরতা, -ত্ব—পরশ্রীকাতরতা। মৎসর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—মৎসর।
মৎসরী (-রিন্)—পরশ্রীকাতর; দুর্জ্জন, খল; দ্বেষকারী; ক্রোধী; ক্রূর। মৎসর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —রিণী।
মৎসী—স্ত্রীজাতীয় মাছ। মৎস্য+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
মৎস্য—১। মাছ, মীন; বিষ্ণুর প্রথম অবতার [এই অবতারে ভগবান্ মৎস্যরূপধারী হইয়া দৈত্য হয়গ্রীবের সংহার করিয়া বেদ উদ্ধার করেন]। মদ্+স্যন্ কর্ত্তৃবা। ২। পুরাণবিশেষ; দেশবিশেষ; (জ্যোতিষ) দ্বাদশরাশি। মদ্+স্যন্ করণবা। বি; পুং।
মৎস্যগন্ধা—ব্যাসদেবের মাতা; জলপিপ্পলী। মৎস্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।
মৎস্যজীবী (-জীবিন্)—জেলিয়া, ধীবর। উপতৎ; মৎস্য (মাছ)—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, —জীবিনী।
মৎস্যধানী—খালুই, চুপড়ি, মাছ রাখিবার পাত্রবিশেষ। মৎস্যের ধানী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
মৎস্যনীতি, -ন্যায়—মাছের মত পরস্পর পরস্পরকে হত্যা; দুর্ব্বলের উপর প্রবলের উৎপীড়ন। মৎস্যের নীতি, ন্যায়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।
মৎস্যবেধন, -বেধনী—বঁড়শী, বড়িশ। মৎস্য—বিধ্+অনট্ করণবা; পক্ষে+ঈপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।
মৎস্যভোজী (-ভোজিন্)—যে মাছ খায় এমন; মৎস্যাশী। উপতৎ; মৎস্য—ভুজ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ভোজিনী।
মৎস্যরঙ্গ—মাছরাঙ্গা পাখী। মৎস্যে রঙ্গ (অনুরাগ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
মৎস্যরাজ—১। রুইমাছ, রোহিত মৎস্য। মৎস্যমধ্যে রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। ২। বিরাটরাজ। মৎস্যের (দেশবিশেষের) রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।
মৎস্যাশী (-শিন্)—যে মাছ খায় এমন, মৎস্যভক্ষক। উপতৎ; মৎস্য—অশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শিনী।
মথন—বিলোড়ন, মন্থন; বিনাশ; ক্লেশ। মথ্+অনট্ ভাববা, করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—মথিত।
মথনি—চাটনিবিশেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
মথনী—মন্থন করিবার দণ্ড। মথ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
মথা—মন্থন করা। বাং ক্রি।
মথিত—১। ঘোঁটা, বিলোড়িত, যাহা নাড়াচাড়া করা হইয়াছে; হত, বিনাশিত; পীড়িত। বিণ। ২। নির্জ্জল ঘোল, তক্র। মথ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।
মথুরা—আগ্রা-প্রদেশের অন্তর্গত যমুনাতীরস্থ প্রসিদ্ধ নগরী; মধুপুরী। মথ্+উর অধিবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
মথুরেশ—শ্রীকৃষ্ণ। মথুরার ঈশ (অধিপতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
মথ্যমান—যাহা মন্থন করা হইতেছে এমন। মথ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। বি—মথন।
মদ—১। আনন্দজনিত সম্মোহ; আনন্দ; মদিরাকৃত মনোবিকার, মত্ততা; উন্মাদ। মদ্+অপ্ ভাববা। ২। মদ্য; অহঙ্কার, গর্ব্ব; হস্তীর গণ্ডস্থলাদি হইতে ক্ষরিত ঘর্ম্মবিশেষ; উন্মাদজনিত মৃগগণ্ডস্থলাদি হইতে নিঃসৃত স্বেদ; রেতঃ; কস্তূরী। মদ্+অপ্ করণবা। বি; পুং। ['মদকর'-শব্দজ। বি।
মদক—নিদ্রাকর ঔষধবিশেষ। 'মোদক' বা
মদকল—মত্ততাহেতু কলধ্বনিকারী; মদমত্ত। মদহেতু কল, ৩য়াতৎ। বিণ।
মদগর্ব্ব(র্ব)—মত্ততাজনিত দর্প। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
মদৎ—সাহায্য। আর্বী। বি।
মদদ্মাস—বাদশাহী আমলে ধর্ম্মযাজকদিগের ভরণপোষণের জন্য ও ধর্ম্মকার্য্য এবং দান করার জন্য নিষ্করে বা সামান্য করে যে ভূমি দেওয়া হইত তাহা। আর্বী-মূলক। বি।
মদন—১। কামদেব; বসন্তকাল; বৃক্ষবিশেষ, ময়নাগাছ; ধুতুরা গাছ; খদিরবৃক্ষ; মাষকলায়; অক্ষোটক বৃক্ষ; আঁকোড় গাছ, বকুলবৃক্ষ; আলিঙ্গনবিশেষ; ভ্রমর। বি; পুং। ২। মত্ততাজনক। মদ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।
মদনগোপাল—শ্রীকৃষ্ণ। মদনসদৃশ গোপাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
মদনচতুর্দ্দ(র্দ)শী—চৈত্রমাসের শুক্লা

চতুর্দ্দশী। মদনপ্রিয়া চতুর্দ্দশী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মদনত্রয়োদশী—চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী। মদনপ্রিয়া ত্রয়োদশী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মদনদহন—১। কামজ্বালা; উৎকট রমণাভিলাষ। মদনের দহন (দগ্ধকরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। মহাদেব। মদনের দহন (দাহকারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মদনদ্বাদশী—চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী। মদনপ্রিয়া দ্বাদশী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মদনধর্ম্ম(র্ম)—রতিক্রীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মদনমোহন—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পুং। ২। অতিসুন্দর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মদনরিপু—শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মদনলেখ—প্রেম-পত্র, প্রণয়পত্রিকা। মদন-প্রণোদিত লেখ (লিখন), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মদনশর—কামদেবের বাণ অর্থাৎ কাম-জনিত জ্বালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মদনা—১। সুরা। মদ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। টিয়ার মত এক-প্রকার পাখী। বাং প্র। বি।

মদনারি—শিব। মদনের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মদনোৎসব—হোলি উৎসব, বসন্তোৎসব, হোলিকা। মদনপ্রিয় উৎসব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মদমত্ত—মদ্যপানহেতু উন্মত্ত বা জ্ঞানশূন্য; অত্যধিক দর্পযুক্ত; গণ্ডদেশ হইতে মদ-নিঃসরণ জন্য উন্মত্ত ('—হস্তী')। ৩য়াতৎ। বিণ।

মদমুকুলিত—প্রণয়াদিহেতু বা সুখানুভূতি-হেতু অর্দ্ধনিমীলিত ('—চক্ষু')। ৩য়াতৎ। বিণ।

মদমুকুলিতাক্ষ—অত্যধিক সুখানুভূতি প্রণয় বা মত্ততা হেতু যাহার চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত হইয়াছে এমন। মদমুকুলিত অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, —ক্ষী।

মদয়িতা (-য়িতৃ)—মত্ততাজনক, মাদক। মদ্+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —য়িত্রী।

মদস্রাবী (-স্রাবিন্)—মদক্ষরণকারী, মদবর্ষী; মদমত্ত। উপতৎ; মদ—স্রু+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—স্রাবিণী।

মদান্ধ—মত্ততায় হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য; অতি দর্পী। মদহেতু অন্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

মদালস—মত্ততা হেতু বিহ্বল। মদহেতু অলস, ৩য়াতৎ। বিণ।

মদালাপ—যাহাতে ভালবাসা বা সুখ প্রকাশ পায় এরূপ কথা। মদনসমন্বিত আলাপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মদালাপিনী—১। কোকিলা। বি; স্ত্রী। ২। মধুরভাষিণী। মদালাপিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মদালাপী (-লাপিন্)—১। কোকিল। বি; পুং। ২। মধুর-আলাপকারী। মদ—আ—লপ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —পিনী।

মদির—১। মত্তখঞ্জনপক্ষী। মদ্+কিরচ্ কর্ত্তৃবা। ২। রক্তখদির। বি; পুং। ৩। মত্ততাজনক। মদ্+কিরচ্ করণবা। বিণ।

মদিরা—১। বারুণীমদ্য; দ্বাবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। মত্ততা-কারিণী। মদির+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা—যাহার চোখ দু'টি চঞ্চল এরূপ নারী, মত্তলোচনা রমণী। মদির অক্ষি, ঈক্ষণ (চক্ষু) যাহার, বহুব্রী; ১ম পক্ষে ষচ্ সমাসান্ত+ঈপ্; ২য় পক্ষে আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

মদীয়—আমার, মৎসম্বন্ধীয়। অস্মদ্+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

মদো—মাতাল; মদ্যতুল্য। মদ+ও (<উয়া) আসক্তার্থে, সদৃশার্থে। বিণ।

মদোৎকট—১। মত্তহস্তী। বি; পুং। ২। মদমত্ত; দাম্ভিক। মদ হেতু উৎকট (দৃপ্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

মদোদ্ধত—মদমত্ত। মদ হেতু উদ্ধত, ৩য়াতৎ। বিণ।

মদোন্মত্ত—মদগর্ব্বিত; মদস্রাবহেতু ক্ষিপ্ত। মদহেতু উন্মত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

মদ্গুর—মাগুর মাছ; সংকীর্ণ জাতিবিশেষ, ডুবুরি। মদ্+উরচ্ কর্ত্তৃবা (গ-আগম)। বি; পুং।

মদ্দ—বীর; পুরুষ। ফার্সী 'মর্দ'-শব্দজ। বি।

মদ্দা—পুরুষজাতীয়। ফার্সী 'মর্দা'-শব্দজ। বিণ।

মদ্দানি, মর্দ্দা(র্দা)নি—বীরত্ব; পুরুষত্ব। মদ্দা, মর্দ্দা+নি ভাবে। বি।

মদ্দানী—যাহার চালচলন পুরুষের মত এরূপ নারী, পুং-স্বভাবযুক্তা স্ত্রী। মদ্দা+নী। বি বা বিণ; স্ত্রী।

মদ্য—মদ, সুরা, মদিরা। মদ্+যৎ করণবা। বি; ক্লীব।

মদ্যপ—যে মদ খায় এরূপ, সুরাপায়ী। উপতৎ; মদ্য—পা+ক কর্ত্তৃবা বিণ।

মদ্যপায়ী (-পায়িন্)—মদখোর, মাতাল। উপতৎ; মদ্য—পা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —পায়িনী।

মদ্র—১। আহ্লাদ, হর্ষ। মদ্+রক্ ভাববা। ২। মঙ্গল, ভদ্র। মদ্+রক্ করণবা। বি; পুং। ৩। দেশবিশেষ। স্ত্রী।

মদ্রসুতা—মাদ্রী, পাণ্ডুপত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মধু—১। মৌ; পুষ্পরস; সুরা; মধুররস; মিষ্টদ্রব্য। বি; পুং বা ক্লীব। ২। জল। বি; ক্লীব। ৩। চৈত্রমাস; বসন্তকাল ("পঞ্চবটীবনচর মধু নিরবধি"—মাইকেল); দৈত্যবিশেষ। বি; পুং। ৪। স্বাদু, মিষ্ট; মধুর, আনন্দদায়ক ("মধু রাতে কত মুগ্ধ হৃদয় স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি"—রবীন্দ্রনাথ)। মন্+উ করণবা (ন-স্থানে ধ)। বিণ।

মধুক—১। মহুয়াফুল; যষ্টিমধু। বি; ক্লীব। ২। মহুয়াগাছ। বি; পুং।

মধুকণ্ঠ—১। কোকিল। বি; পুং। ২। মধুর-কণ্ঠস্বরযুক্ত। মধু কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —কণ্ঠা, —কণ্ঠী।

মধুকর—১। ভ্রমর; প্রণয়ী, বল্লভ; কামুক ব্যক্তি; ভৃঙ্গরাজ-বৃক্ষ। উপতৎ; মধু—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, —করী। ২। চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গাবিশেষ; সুদৃশ্য নৌকা-বিশেষ। বাং প্র। বি।

মধুকরী—ভ্রমরী। মধুকর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মধুকাল—বসন্ত কাল ("মধুকালে বনস্থলী কুসুমকুন্তলা"—মাইকেল)। মধুময় কাল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মধুকিরণ—চন্দ্র। মধু (সুখসেব্য) কিরণ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মধুকোষ—মৌচাক। মধুর কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মধুক্রম—মৌচাক। মধুর ক্রম (পুনঃ পুনঃ পানের অনুষ্ঠান) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

মধুচক্র—মৌচাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মধুচন্দ্র, -চন্দ্রমা—বিবাহের পর নবদম্পতি প্রথম যে কয়টি রজনী একত্র যাপন করে তাহা। ইং 'honey-moon'-শব্দের অনূদিত রূপ। বি।

মধুচ্ছত্র—মধুচক্র। মধুর ছত্র (আচ্ছাদন-স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মধুজা—পৃথিবী। উপতৎ; মধু (দৈত্যবিশেষ)—জন্+ড কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

মধুজালক—মৌচাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মধুতৃণ—ইক্ষু। মধু (মিষ্ট) তৃণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মধুত্রয়—ঘি মধু ও চিনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মধুদ্রুম—মহুয়াগাছ, মৌলবৃক্ষ। মধুদায়ক দ্রুম (বৃক্ষ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মধুনিশি—১। বসন্তের রাত্রি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। আনন্দদায়িনী রাত্রি। কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

মধুপ—১। ভ্রমর, মধুকর। বি; পুং। ২। মধুপায়ী। উপতৎ; মধু—পা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

মধুপর্ক—মধু দধি ঘৃত চিনি জল—এই পাঁচটির মিশ্রণে জাত খাদ্যবিশেষ (পূজাদি কার্য্যে ইহার ব্যবহার হয়)। মধু—পৃচ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

মধুপায়ী (-পায়িন্)—১। ভ্রমর। বি; পুং। ২। মধুপানকারী। উপতৎ; মধু—পা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —পায়িনী।

মধুপুর, -পুরী—মথুরা নগরী। মধুর (অসুরবিশেষের) পুর, পুরী (নগরী), ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

মধুপুষ্প—মহুয়া গাছ; শিরীষগাছ; অশোকগাছ; বকুলগাছ। মধু পুষ্পে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মধুবন—১। কোকিল। মধু (মিষ্ট)—বন্ (শব্দ করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। মধুদৈত্যকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বন; বৃন্দাবনস্থ বনবিশেষ। মধুর (দৈত্যবিশেষের) বন, ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। মথুরার অন্তর্গত বনবিশেষ; কিষ্কিন্ধ্যাস্থ বনবিশেষ। মধু (মনোহর) বন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মধুবর্ষী (-বর্ষিন্)—যাহা হইতে মধু ক্ষরিত হয় এমন; অতি মধুর। উপতৎ; মধু—বৃষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ষিণী।

মধুবীজ—ডালিম গাছ। মধু (মিষ্ট) বীজ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [বি; পুং।

মধুব্রত—ভ্রমর। মধুই ব্রত যাহার, বহুব্রী।

মধুমক্ষিকা—মৌমাছি। মধুসংগ্রাহিকা মক্ষিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মধুমতী—১। নদীবিশেষ; দেবীবিশেষ; যোগীদিগের চিত্তবৃত্তিবিশেষ; সপ্তাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ [ইহার প্রথম ছয় অক্ষর লঘু ও শেষ অক্ষর গুরু]। বি; স্ত্রী। ২। মধুযুক্তা। মধুমৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মধুময়—মধুর, মধুপূর্ণ। মধু+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

মধুমাধব—চৈত্র ও বৈশাখ মাস। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

মধুমান্ (-মৎ)—মাধুর্য্যযুক্ত। মধু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

মধুমাস—চৈত্র মাস। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মধুযষ্টি—ইক্ষু, আক; যষ্টিমধু। মধু (মিষ্ট) যষ্টি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মধুযষ্টিকা—যষ্টিমধু। মধুযষ্টি+কন্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

মধুযামিনী—১। বসন্তরজনী। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অতি সুন্দর রাত্রি। মধু (মধুময়ী) যামিনী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মধুর—১। মিষ্টরসযুক্ত; সুন্দর, মনোহর; মাধুর্য্যযুক্ত; প্রিয়দর্শন, সৌম্য, শান্ত; প্রীতি-জনক। বিণ। বি—মধুরতা, মধুরত্ব, মধুরিমা, মাধুর্য্য। ২। মিষ্ট রস; মাধুর্য্যগুণ। মধু—রা+ক কর্ত্তৃবা; কিংবা, মধু+র আছে অর্থে। বি; পুং।

মধুরতা, -ত্ব—মনোহারিত্ব, মাধুর্য্য; সৌন্দর্য্য। মধুর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—মধুর।

মধুরভাষী (ভাষিন্)—যে মিষ্ট কথা বলে এমন, প্রিয়বাদী। উপতৎ; মধুর—ভাষ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী।

মধুরা—১। মথুরানগরী; পালং শাক; শতপুষ্পা। মধুর+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মাধুর্য্যযুক্তা। মধুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [কবিপ্র। বিণ।

মধুরাই, মধুরিম—মাধুর্য্যপূর্ণ। প্রাঃ

মধুরাতি—১। বসন্তের রাত্রি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রীতিপ্রদা রাত্রি। কর্ম্মধা। বি।

মধুরি—মাধুর্য্যপূর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

মধুরিপু—বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ। মধুর (মধু নামক দৈত্যের) রিপু (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মধুরিম—'মধুরাই' দ্রঃ।

মধুরিমা (-মন্)—মাধুর্য্য। মধুর+ইমন্ ভাবে। বি; পুং। বিণ—মধুর।

মধুল—মদ্য। উপতৎ; মধু (মধুররস)—লা (পাওয়া)+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

মধুলিট্ (-লিহ্), **-লেহ, -লেহী** (-লেহিন্)—ভ্রমর, মধুকর। উপতৎ; মধু—লিহ্+ক্বিপ্, অণ্, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মধুলুব্ধ—মধুর জন্য লালসাযুক্ত, মধুপ্রাপ্তির অভিলাষী। ৭মীতৎ। বিণ।

মধুলেহ—'মধুলিট্' দ্রঃ।

মধুলেহী—'মধুলিট্' দ্রঃ।

মধুশর্করা—মধুজাত একপ্রকার চিনি, সিতাখণ্ড। মধুজাতা শর্করা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মধুসূদন—নারায়ণ, হরি। উপতৎ; মধু—সূদি+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মধুস্বর—১। কোকিল। মধু (মধুর) স্বর যাহার, বহুব্রী। ২। মিষ্টস্বর। মধু স্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মধূক—১। গুড়পুষ্প; মহুয়াগাছ। বি; পুং। ২। যষ্টিমধু; মধুকপুষ্প। মন্+উক, করণবা (ন-স্থানে ধ)। বি; ক্লীব।

মধূত্থ—মোম। উপতৎ; মধু—উৎ—স্থা+ক কর্ত্তৃবা (মৌচাক হইতে পাওয়া যায় বলিয়া)। বি; ক্লীব।

মধূৎসব—হোলি; বসন্তোৎসব। মধুর (মধুমাসের, বসন্তকালের) উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মধ্বাসব—মধু হইতে প্রস্তুত মদ্য। মধু-জাত আসব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মধ্য—১। মাঝের, মধ্যম; উপযুক্ত, ন্যায্য। বিণ। ২। মধ্যস্থান, কেন্দ্র; পশ্চিমদিক্; কটিদেশ, মাজা; দেহমধ্যভাগ; অভ্যন্তর; অন্তরাল, অবসর। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। অবসান, বিরাম; সংখ্যাবিশেষ; নৃত্যবিশেষ; তালবিশেষ। মা (সৌন্দর্য্য)—ধা+যক্ কর্ত্তৃবা, অথবা, মহ্+যক্ কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

মধ্যচ্ছদা—(শারীরবিদ্যা) বক্ষঃস্থল ও তলপেটের মধ্যবর্ত্তী পর্দ্দাবিশেষ (dia-phragm). বি।

মধ্যতঃ (-তস্), **মধ্যত**—মধ্যস্থান হইতে; মধ্যে। মধ্য+পঞ্চমী বা সপ্তমী-স্থানে তস্। অব্য।

মধ্যদেশ—মধ্যভাগ; ভিতর; ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রাচীন দেশবিশেষ [ইহার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, পশ্চিমে বিনশন এবং পূর্ব্বে প্রয়াগ]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মধ্যন্দিন—দুপুরবেলা, মধ্যাহ্ন। দিনের মধ্য, একদেশী (নিপা)। বি; ক্লীব।

মধ্যপদলোপী (-লোপিন্)—ব্যাকরণ-প্রসিদ্ধ মধ্যপদলোপযুক্ত সমাস, শাক-পার্থিবাদি (শাক-প্রিয় পার্থিব=শাকপার্থিব) সমাস। মধ্যপদলোপ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

মধ্যবয়স্ক—মাধাবয়সের, প্রৌঢ়। মধ্য বয়ঃ (বয়স্) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

মধ্যবর্ত্তি(র্তি)তা—মধ্যস্থতা, সালিশী; মধ্যে অবস্থান। মধ্যবর্ত্তিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—বর্ত্তী (-বর্ত্তিন্)।

মধ্যবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—১। মধ্য-স্থিত। বিণ। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী। বি,—বর্ত্তিতা। ২। সালিশ। উপতৎ; মধ্য—বৃত্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মধ্যবিত্ত—যে বড়লোক নয় আবার খুব গরীবও নয় এরূপ, মধ্যম-অবস্থাপন্ন; (বর্ত্তমান অর্থ) বিত্তহীন হইয়াও শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্ন ও মানী। মধ্য বিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মধ্যবিধ—মাঝারি রকমের। মধ্য বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ। [পুং।

মধ্যবিন্দু—কেন্দ্রস্থিত বিন্দু। কর্ম্মধা। বি;

মধ্যম—১। মেঝো; মধ্যস্থিত। বিণ। ২। শরীরের মধ্যভাগ, কোমর, কটিদেশ। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। (সঙ্গীত) সপ্তস্বরের অন্তর্গত ক্রৌঞ্চস্বরতুল্য চতুর্থ স্বর, 'সা-রে-গা-মা'-র মা; রাগবিশেষ; মৃগবিশেষ; মধ্য-দেশ; উপপতিবিশেষ; গ্রহগণের সাময়িক সংজ্ঞাবিশেষ। মধ্য+ম ভবার্থে। বি; পুং।

মধ্যমণি—হার প্রভৃতির মধ্যস্থলে গ্রথিত মণি। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি; পুং।

মধ্যমপাণ্ডব—ভীম, বৃকোদর। কর্ম্মধা।

মধ্যমসংগ্রহ—অন্যের স্ত্রীর সহিত গোপনে প্রণয় করা এবং অলঙ্কার গন্ধমাল্য প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মধ্যমসাহস—প্রাচীন ভারতের দোষীর দণ্ডবিশেষ, পাঁচশত জরিমানা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মধ্যমা—১। নবরজস্বলা যুবতী; মাঝের আঙুল। বি; স্ত্রী। ২। মধ্যস্থিতা; মেঝো। মধ্যম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মধ্যমান—সঙ্গীতের ষোল মাত্রার তাল-

বিশেষ। মধ্যে মান (সম) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মধ্যমিকা—নবযৌবনা স্ত্রী। মধ্যমা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। [বিণ।

মধ্যমীয়—মাঝারি। মধ্যম+ঈয় স্বার্থে।

মধ্যরাত্র—দুপুর রাত, অর্দ্ধরাত্র, নিশীথ। রাত্রির মধ্য, একদেশী (অচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

মধ্যরেখা—(জ্যোতিষ) যে কল্পিত রেখা দ্রষ্টার মাথার উপর দিয়া আকাশকে পূর্ব্বভাগ ও পশ্চিমভাগে বিভক্ত করে তাহা (meridian). মধ্যবর্ত্তিনী রেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মধ্য-শরীর—শরীরের মাঝের অংশ, ধড় (trunk). মধ্য শরীরের, একদেশী। বি; ক্লীব।

মধ্যশিরা—পত্রের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ শিরা (midrib). মধ্যবর্ত্তিনী শিরা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মধ্যস্থ—১। যাহা মাঝখানে আছে এমন, মধ্যবর্ত্তী; উদাসীন, যে কোন পক্ষেই লিপ্ত নয় এমন। বিণ। বি,—তা। ২। সালিশ। উপতৎ; মধ্য—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মধ্যস্থতা—সালিশী; ঔদাসীন্য; মধ্যবর্ত্তিতা। মধ্যস্থ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মধ্যস্থল, -স্থলী—কোমর, কটিদেশ; মধ্যভাগ; কেন্দ্র। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

মধ্যস্থালি—মধ্যস্থতা। মধ্যস্থ+আলি কর্ম্মার্থে (বাং)। বি। [বিণ।

মধ্যস্থিত—ভিতরে অবস্থিত। ৭মীতৎ।

মধ্যা—১। কোমর, কটিদেশ; নবযৌবনা নায়িকা; মাঝের আঙুল; ছন্দোবিশেষ; গ্রহের গতিবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। ভিতরে অবস্থিতা; মধ্যমা। মধ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মধ্যাহ্ন—দুপুর বেলা; দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত; (শ্রুতিমতে) দিবসের তিনভাগের মধ্যভাগ; (স্মার্ত্তমতে) দিবসের পঞ্চভাগের তৃতীয়ভাগ। অহনের (অর্থাৎ দিনের) মধ্য, একদেশী (টচ্ সমাসান্ত, অহন্-স্থানে অহ্ন)। বি; পুং।

মন—১। অন্তঃকরণ, চিত্ত; পছন্দ; প্রবৃত্তি; বোধ; স্মৃতি। 'মনস্'-শব্দজ। বি। **মন উঠা**—মন সন্তুষ্ট হওয়া। **মন করা**—ইচ্ছা করা। **মন খোলা**—মনের কথা খুলিয়া বলা। **মন টেকা**—থাকিবার জন্য আগ্রহ বর্ত্তমান থাকা। **মন পড়া**—স্নেহ বা ভালবাসার সঞ্চার হওয়া। **মন পাওয়া**—অনুগ্রহভাজন হওয়া। **মন বসা**—মনোযোগ হওয়া; পছন্দ হওয়া। **মন ভাঙা**—নিরাশ হওয়া; মনোমালিন্য হওয়া। **মন মানা**—সান্ত্বনা পাওয়া। **মন যোগান**—খোসামুদি করা, অপরকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তদনুরূপ কার্য্য করা। **মনে করা**—স্মরণ করা। **মনে ধরা**—পছন্দ হওয়া। **মনের ঝাল ঝাড়া**—আক্রোশ মিটান। **মনের মানুষ**—পছন্দসই লোক, প্রিয়জন। **মনে রাখা**—স্মরণ রাখা। ২। পরিমাণবিশেষ, চল্লিশ সের। মা+ডন করণবা (প্রচলিত বানান মণ)। বি; পুং।

মনঃ (মনস্), **মন**—হৃদয়, অন্তঃকরণ, চিত্ত; (ন্যায়মতে) সকল ইন্দ্রিয়কে কার্য্যে নিয়োগকারী অন্তরেন্দ্রিয়; (বেদান্তমতে) সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি; তৃপ্তি; প্রবৃত্তি; বুদ্ধি; অত্যন্ত অভিলাষ। মন্+অসুন্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—মানসিক।

মনঃকল্পিত—মনে মনে যাহার কল্পনা করা হইয়াছে এমন; অবাস্তব, অলীক, শুধু কল্পনাপ্রসূত। ৩য়াতৎ। বিণ। [বি; ক্লীব।

মনঃকষ্ট—মনের দুঃখ, মর্ম্মবেদনা। ৬ষ্ঠীতৎ।

মনঃক্ষুণ্ণ—মনে মনে দুঃখিত; হতাশ। ৭মীতৎ। বিণ। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মনঃপীড়া—আন্তরিক কষ্ট, মর্ম্মবেদনা।

মনঃপূত—মন দ্বারা যাহাকে পবিত্র করা হইয়াছে এমন; অভিমত, মনোমত, পছন্দমত। ৩য়াতৎ। বিণ।

মনঃপ্রাণ—অন্তঃকরণ ও প্রাণ; সর্ব্ব অন্তঃকরণ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

মনঃশিল, -শিলা, -সিল, -সিলা—লাল রঙের একপ্রকার পাহাড়িয়া ধাতু। মনোহর শিল, শিলা, সিল, সিলা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং, স্ত্রী, পুং, স্ত্রী।

মনঃসংযোগ—অভিনিবেশ, মনোযোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনঃস্থ, মনস্থ—১। সঙ্কল্পিত; মনে স্থিত। উপতৎ; মনস্—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। সংকল্প, অভিপ্রায়। বাং প্র। বি।

মনকষাকষি—অবনিবনাও, পরস্পরের মনের অমিল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মনক্কা—বড় শুক্‌না আঙুর। আর্বী 'মুনক্কা'-শব্দজ। বি।

মনখোলা—উদার; সরল। মন খোলা যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

মনগড়া—কল্পনা দ্বারা কৃত; মিথ্যা ('—কথা')। ৩য়াতৎ। বিণ।

মনচোর, -চোরা—হৃদয় মুগ্ধকারী; ভালবাসার জন, প্রণয়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মনছাল—মনঃশিলা। 'মনঃশিলা'-শব্দজ। বি।

মনন—অনুমান; অনবরত অনুচিন্তন; বোধন; ধারণাকরণ; ইচ্ছাকরণ। মন্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

মনমথ—কামদেব, কাম। কবিপ্র। বি।

মনমরা—বিমর্ষ; উৎসাহশূন্য। ৭মীতৎ। বিণ।

মনরক্ষা—মন রাখা, মনোমত কার্য্য দ্বারা প্রীতিসম্পাদন; তোষামোদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মনরাখা—তোষামুদে, যাহাতে একজন অসন্তুষ্ট না হয় এমন ('—কথা')। মন—রাখ্+আ করণবা। বিণ।

মনশ্চক্ষুঃ (-ক্ষুস্), **-ক্ষু**—অন্তর্দৃষ্টি; কল্পনা। মনোরূপ চক্ষুঃ, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মনশ্চাঞ্চল্য—চিত্তের অস্থিরতা, মনের উদ্বেগ; কামক্রোধাদিজনিত মনের বিকার। মনের (মনস্-শব্দ) চাঞ্চল্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মনসব—মোগল সম্রাটের দেওয়া উপাধিবিশেষ। আর্বী। বি।

মনসবদার—উপাধিবিশেষ [মোগল আমলে প্রধান সুবাদারের অধীনে যাহারা শত সৈন্যের নেতা তাহারা উক্ত সম্মানের যোগ্য ছিল]। মনসব+দার বিশিষ্টার্থে। বি।

মনসা—সর্পবংশীয় দেবীবিশেষ। মন—সো+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

মনসিজ—১। কামদেব। বি; পুং। ২। কল্পনা হইতে উদ্ভূত; মন হইতে জাত। অলুক্ উপতৎ; মনসি (মনে)—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

মনসুবা—বুদ্ধি, অভিপ্রায়। আর্বী। বি।

মনস্কাম, মনস্কামনা—মনের অভিলাষ, মনোবাঞ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

মনস্তাপ—অনুতাপ; মনঃপীড়া, মানসিক কষ্ট। মনের (মনস্-শব্দ) তাপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনস্তুষ্টি—মনের প্রীতি; সন্তোষ সাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

মনস্ফূর্ত্তি—মনের সন্তোষ। ৬ষ্ঠীতৎ।

মনস্থ—'মনঃস্থ' দ্রঃ।

মনস্বিতা—প্রশস্তচিত্ততা; স্থিরচিত্ততা; বীরত্ব; সম্মান। মনস্বিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—মনস্বী (—স্বিন্)।

মনস্বী (মনস্বিন্)—উদারচিত্ত, প্রশস্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট, মহামনাঃ; ধীর, স্থিরচিত্ত; মানী। মনস্+বিন্ প্রশংসার্থে। বিণ। স্ত্রী,—স্বিনী।

মনহি—মনের মধ্যে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মনান্তর—মনোমালিন্য, অপ্রীতি; কলহ। মনের (<মনস্) অন্তর (=পার্থক্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

মনাবী, মনায়ী—মনুর পত্নী। মনু (মুনিবিশেষ)+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মনি-অর্ডার—ডাকযোগে টাকা পাঠান। ইং money-order. বি।

মনিব—কর্ত্তা, প্রভু; মুরব্বী। আর্বী 'মুনিব'-শব্দজ। বি

মনিবগিরি, মনিবানা—মনিবের পদ ; প্রভুত্ব। মনিব+গিরি, আনা ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি।

মনিব্যাগ—টাকা রাখিবার ছোট থলি-বিশেষ। ইং money-bag. বি।

মনিষ্যি—মানুষ। 'মনুষ্য'-শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ। বি।

মনিহারী—মণিহারী (তাহা দ্রঃ)।

মনীষা—বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। মনের ('মনস্'-শব্দ) ঈষা (গমন), ৬ষ্ঠীতৎ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

মনীষিত—মনোভিলষিত, বাঞ্ছিত। মনীষা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

মনীষিতা—১। বুদ্ধিমত্তা। মনীষিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। বাঞ্ছিতা। মনীষিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মনীষী (-ষিন্)—১। জ্ঞানী; বুদ্ধিমান্; ধীর; চিন্তাশীল। বিণ। স্ত্রী,—ষিণী। ২। পণ্ডিত ব্যক্তি, বিদ্বান্ লোক। মনীষা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

মনু—ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ; ধর্ম্মশাস্ত্র (মনুসংহিতা)-প্রণেতা মুনিবিশেষ [প্রতিকল্পে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি—এই চতুর্দ্দশ মনু হইয়া থাকেন; এক্ষণে বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে]; মন্ত্র; সূর্য্যপুত্র, পৃথিবীর প্রথম রাজা। মন্+উ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মনুই—মনন; দেবতার নিকট মানত। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মনুজ, মনুষ্য—মানুষ, মানব, মনুর পুত্র। উপতৎ; মনু—জন্+ড কর্ত্তৃবা; মনু+যৎ অপত্যার্থে (ষ-আগম)। বি; পুং।

মনুজেন্দ্র—রাজা, নৃপতি। মনুজমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

মনুষী—স্ত্রীলোক, নারী। মনুষ্য+ঈপ্।

মনুষ্য—'মনুজ' দ্রঃ।

মনুষ্যকৃত—মানুষের করা, মনুষ্যকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত; কৃত্রিম। ৩য়াতৎ। বিণ।

মনুষ্যখাদক, -ভক্ষক—যে মানুষ খায় এমন, নরমাংস-ভক্ষণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—খাদিকা,—ভক্ষিকা।

মনুষ্যত্ব—মানুষের স্বভাব; মানুষের ধর্ম্ম; মনুষ্যোচিত সদ্গুণ; দয়া শিষ্টাচার ইত্যাদি গুণ; সভ্যতা। মনুষ্য+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

মনুষ্যভক্ষক—'মনুষ্যখাদক' দ্রঃ।

মনুষ্যলোক—পৃথিবী, মানবের বসতিস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনুষ্যাবাস—লোকালয়, যে স্থানে মানুষ বাস করে তাহা। মনুষ্যের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনুসংহিতা—মনুকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। মনুপ্রণীতা সংহিতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মনোগত—১। যাহা মনে রহিয়াছে এমন। বিণ। ২। চিন্তা; অনুভব; অভিলাষ। মনকে ('মনস্'-শব্দ) গত, ২য়াতৎ। বি; ক্লীব।

মনোজ—১। কন্দর্প, মদন। বি; পুং। ২। অন্তঃকরণে জাত। উপতৎ; মনস্—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

মনোজগৎ—অন্তঃকরণরূপ জগৎ। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মনোজন্মা (-জন্মন্), **-ভব, -ভূ**—১। কামদেব; কাম। বি; পুং। ২। মনে উৎপন্ন, মনোজাত। মনে ('মনস্'-শব্দ) জন্ম ('জন্মন্'-শব্দ), ভব যাঁহার, বহুব্রী; মনোভূ=মনস্—ভূ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

মনোজ্ঞ—মনোহর, সুন্দর। উপতৎ; মনস্—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা।

মনোজ্ঞতা—সৌন্দর্য্য, রমণীয়তা। মনোজ্ঞ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মনোদুঃখ—শোক; মানসিক কষ্ট; অনুশোচনা। মনের ('মনস্'-শব্দ) দুঃখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মনোনয়ন—মনে মনে বাছাই করা, পছন্দকরণ; অনেক লোকের মধ্য হইতে নির্দ্দিষ্ট একজনকে বাছিয়া লওয়া (nomination). মনস্—নী+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—নীত।

মনোনিবেশ—অভিনিবেশ, মনোযোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোনীত—অভিলষিত, মনোমত; যাহাকে বহুজনের মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে এমন (nominated); পছন্দ। ৭মীতৎ বা ৩য়াতৎ। বিণ।

মনোনেত্র—মনোরূপ নয়ন; জ্ঞানচক্ষু; বুদ্ধি; কল্পনা। মনোরূপ নেত্র, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মনোবাঞ্ছা, -বাসনা—মনের অভিলাষ।

মনোবাদ—মনোমালিন্য, মনের অমিল; বিরোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোবাসনা—'মনোবাঞ্ছা' দ্রঃ।

মনোবিকলন—মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ (Psychoanalysis). মনের (মনস্-শব্দ) বিকলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মনোবিকার—অন্তরের চাঞ্চল্য; বৈরাগ্য; ভাবান্তর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোবিজ্ঞান—মনের ক্রিয়া স্বভাব ইত্যাদি-বিষয়ক শাস্ত্র বা জ্ঞান (Psychology). মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মনোবিবাদ—মনোমালিন্য, অসদ্ভাব, অপ্রণয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোবৃত্তি—মানসিক প্রবৃত্তি; চিত্তবৃত্তি; চিন্তা স্মরণ কল্পনা প্রভৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মনোবেদনা—মনের দুঃখ, মানসিক কষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

মনোভঙ্গ—বিষাদ, নৈরাশ্য। ৬ষ্ঠীতৎ।

মনোভব, -ভূ—'মনোজন্মা' দ্রঃ।

মনোভাব—মনের অভিপ্রায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোভিনিবেশ—মনোযোগ। মনের অভিনিবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোভিলাষ—মনের ইচ্ছা। মনের অভিলাষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোভীষ্ট—মনের ইচ্ছা, মনোরথ। মনের ('মনস্'-শব্দ) অভীষ্ট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মনোভেদ—মনান্তর; প্রণয়নাশ; আশাভঙ্গ; বিষাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোমত—পছন্দসই; অভিলষিত। মন দ্বারা ('মনস্'-শব্দ) মত, ৩য়াতৎ। বিণ।

মনোমদ—গর্ব্ব, অহঙ্কার। মনের ('মনস্'-শব্দ) মদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোময়—মনঃস্বরূপ; কল্পনা বা চিন্তা দ্বারা সৃষ্ট। মনস্+ময়ট্ স্বরূপাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

মনোমালিন্য—বিরোধ; অসদ্ভাব। মনের ('মনস্'-শব্দ) মালিন্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মনোমোহন—যাহা মনকে মুগ্ধ করে এমন, মনোহর, রমণীয়। মনের মোহন (মোহজনক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মনোমোহিনী—সুন্দরী; মনোমোহকারিণী। উপতৎ; মনস্—মুহ্+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মনোযায়ী (-যায়িন্)—মনের ন্যায় বেগবান্। উপতৎ; মনস্—যা+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যায়িনী।

মনোযোগ—মনের একাগ্রতা, অভিনিবেশ; মনোনিবেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোযোগী (-গিন্)—অভিনিবিষ্ট, যে একমনে কোন কাজ করে এমন। মনোযোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—যোগিনী।

মনোরঞ্জক—মনের আনন্দবিধায়ক, চিত্তের প্রফুল্লতা-সম্পাদনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রঞ্জিকা।

মনোরঞ্জন—১। চিত্তের তৃপ্তিকর। বিণ। ২। মনের প্রফুল্লতাকরণ, মনস্তুষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মনোরঞ্জিকা—মনের আনন্দ-বিধায়িনী, মনের প্রফুল্লতাকারিণী। মনোরঞ্জক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মনোরঞ্জিনী—মনের আনন্দ বা সন্তোষ-প্রদানকারিণী। উপতৎ; মনস্—রন্জ্+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মনোরথ—ইচ্ছা, অভিলাষ, মনের বাসনা। মনের রথ অর্থাৎ তৎসদৃশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোরম—সুন্দর, রমণীয় ; সন্তোষদায়ক। মনস্—রম্+ঘঞ্ অধিবা।' বিণ।
মনোরমা—১। বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতাবিশেষ ; দশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ ; গোরোচনা ; কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মহিষী। বি ; স্ত্রী। ২। মনোহরা ; সুন্দরী। মনোরম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
মনোরাজ্য—অন্তঃকরণরূপ সাম্রাজ্য। রূপক কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
মনোলোভা—যাহা মনের মধ্যে লোভের সৃষ্টি করে এমন ; রমণীয়া। উপতৎ ; মনস্—লুভ্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
মনোহত—প্রতিহত ; ভগ্নমনাঃ, হতাশ। মনে ('মনস্'-শব্দ) হত (আঘাতপ্রাপ্ত), ৭মীতৎ। বিণ।
মনোহর, -হারী (-হারিন্)—সুন্দর, রমণীয়। উপতৎ ; মনস্—হৃ+অচ্, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হরা,—হারিণী।
মনোহরণ—মনকে মুগ্ধকরণ, চিত্তাকর্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
মনোহরসাই, -সাহী—বর্দ্ধমান বিভাগের উত্তরার্দ্ধে জাত এবং প্রচলিত উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তনের রীতিবিশেষ। (পরগণার নাম হইতে) বাং প্র। বি।
মনোহরা—১। সুন্দরী। মনোহর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চিনির আবরণযুক্ত একপ্রকার মিষ্টান্ন। বাং প্র। বি।
মনোহারিত্ব—রমণীয়তা ; সৌন্দর্য্য। মনোহারিন্+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ, —হারী (-হারিন্)।
মনোহারী (-হারিন্)—'মনোহর' দ্রঃ।
মন্তব্য—১। চিন্তনীয়, মননীয় ; বিচার্য্য, বিবেচনীয়। বিণ। ২। অভিপ্রায়, মতামত। মন্+তব্য কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।
মন্তা (মন্তৃ)—১। পরামর্শদাতা, মন্ত্রী। বি ; পুং। ২। মননকর্ত্তা। মন্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
মন্ত্র—১। যে কোন জীবের বশীকরণসাধন তন্ত্রোক্ত বাক্য ; দেবতাবিশেষের উপাসনার উপযোগী বাক্য বা শ্লোক বা পদ ; বেদের অংশবিশেষ, ঋগ্-যজুঃ ইত্যাদি ; রহস্য। মন্ত্র্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। মন্ত্রণা, পরামর্শ ; বিচার। মন্ত্র্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।
মন্ত্রকুশল—মন্ত্রণাবিষয়ে সুদক্ষ। ৭মীতৎ। বিণ।
মন্ত্রগুপ্তি—পরামর্শ-গোপন ; নিজের গোপনীয় কথাবার্ত্তা প্রকাশ না করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
মন্ত্রগৃহ, -ভবন—পরামর্শ করিবার গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
মন্ত্রজ্ঞ—১। যে মন্ত্র জানে এমন ; যে পরামর্শ দিতে জানে এমন। উপতৎ ; মন্ত্র—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। চর, গুপ্তদূত ; মন্ত্রী। বি ; পুং।
মন্ত্রণ, মন্ত্রণা—গোপনে পরামর্শ করা ; মন্ত্রকরণ। মন্ত্র্+অনট্ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।
মন্ত্রতন্ত্র—মন্ত্র এবং মন্ত্রসম্বন্ধীয় ব্যাপারাদি। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।
মন্ত্রদাতা (-দাতৃ)—মন্ত্রদানকর্ত্তা, গুরু ; পরামর্শদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী। [বিণ।
মন্ত্রপূত—মন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত। ৩য়াতৎ।
মন্ত্রবল—মন্ত্রের শক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
মন্ত্রভবন—'মন্ত্রগৃহ' দ্রঃ।
মন্ত্রমুগ্ধ—মন্ত্রবলে মোহিত। ৩য়াতৎ। বিণ।
মন্ত্রসাধন—সিদ্ধিলাভের জন্য মন্ত্রজপ ; মন্ত্রসিদ্ধির উপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
মন্ত্রসিদ্ধ—যে মন্ত্রসাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।
মন্ত্রিত—যাহা মন্ত্রণা করা হইয়াছে এমন, পরামর্শপূর্ব্বক স্থিরীকৃত ; মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত। মন্ত্র্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
মন্ত্রিত্ব—মন্ত্রীর পদ বা কার্য্য। মন্ত্রিন্+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব।
মন্ত্রী (মন্ত্রিন্)—১। পরামর্শদাতা। বিণ। স্ত্রী—মন্ত্রিণী। ২। অমাত্য, সচিব। মন্ত্র (মন্ত্রণা)+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।
মন্থ—১। মন্থনদণ্ড। মন্থ্+ঘঞ্ করণবা। ২। আলোড়ন, মন্থন ; বিনাশ। মন্থ্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। সূর্য্য। মন্থ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ৪। নেত্রমল ; নেত্ররোগ ; একপ্রকার ছাতুমিশান পানীয়। মন্থ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।
মন্থজ—ননী, নবনীত। উপতৎ ; মন্থ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।
মন্থন—১। আলোড়ন, বিলোড়ন ; মওয়া ; বিনাশ। মন্থ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—মথিত। ২। মথনদণ্ড। মন্থ্+অনট্ করণবা। বি ; পুং।
মন্থর—১। অশীঘ্র, ধীরগামী ; কোন কাজে ঢিলা ; অলস, জড় ; প্রকাণ্ড, বৃহৎ ; পৃথু, ভারী ; নীচ, নম্র ; নত ; সূচক, বক্র। বিণ। ২। মন্দগামী যোদ্ধা ; কোষ ; ফল ; কোপ। মন্থ্+অরন্ কর্ত্তৃবা। ৩। মথনদণ্ড ; বাধা। মন্থ্+অরন্ করণবা। বি ; পুং।
মন্থরগতি—১। ধীরে ধীরে গমন। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। ধীরগতিযুক্ত। মন্থরা গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।
মন্থরগামী (-গামিন্)—যে ধীরে ধীরে গমন করে এমন। মন্থর—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।
মন্থরা—১। দশরথপত্নী কৈকেয়ীর দাসী। বি ; স্ত্রী। ২। ধীরা, ধীরগতিযুক্তা। মন্থর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
মন্থী (মন্থিন্)—মন্থনকারী। মন্থ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—মন্থিনী।
মন্দ—১। খারাপ, অপকৃষ্ট ; জড়, অলস ; মৃদু ; মূর্খ ; অল্প ; মত্ত ; নীচ ; হতভাগ্য, অভাগ্য, অতীক্ষ্ণ ; খল ; অপটু ; ক্ষীণ ; স্বাধীন ; উন্মত্ত ; আত্মম্ভরি। বিণ। বি,—তা,—ত্ব। ২। শনিগ্রহ ; যম ; গজবিশেষ ; প্রলয় ; কাক। মন্দ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।
মন্দগ, -গামী (-মিন্)—ধীরে ধীরে গমনকারী, মৃদুগামী। উপতৎ ; মন্দ—গম্+ড, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গা,—গামিনী।
মন্দগতি—১। ধীর গতি, মন্থর গমন। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। ধীরগতিবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।
মন্দতা, -ত্ব—ধীরতা ; ন্যূনতা ; মান্দ্য ; মূর্খতা। মন্দ+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।
মন্দন—কমতি, হ্রাস ; বেগ গতির ক্রমিক হ্রাস (retardation). মন্দ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।
মন্দবুদ্ধি—নির্ব্বোধ, জড়বুদ্ধি, স্থূলবুদ্ধি ; ক্রূরমতি। মন্দা বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।
মন্দভাগ, -ভাগ্য—১। হতভাগ্য। দুরদৃষ্ট। বহুব্রী। বিণ। ২। খারাপ অদৃষ্ট, পোড়া কপাল। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
মন্দভাগিনী—দুর্ভাগিনী, দুরদৃষ্টা। মন্দভাগ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। [সংস্কৃতব্যাকরণানুযায়ী 'মন্দভাগা' পদই সাধু]। বিণ ; স্ত্রী।
মন্দভাগ্য—'মন্দভাগ' দ্রঃ। [বিণ।
মন্দমন্দ—ধীরে ধীরে ; অল্পে অল্পে। ক্রি-
মন্দর—১। পুরাণে বর্ণিত পর্ব্বতবিশেষ [দেবাসুরেরা এই পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন] ; মন্দারবৃক্ষ ; মুকুর, আর্শি ; স্বর্গ ; হারবিশেষ। বি ; পুং। ২। ধীর, অলস ; অনেক। মন্দ্+অরন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
মন্দা—১। সংক্রান্তিবিশেষ ; গ্রহগতিবিশেষ। বি ; স্ত্রী। ২। অলসা, জড়া ('মন্দ' দ্রঃ)। মন্দ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। যাহাতে ক্রয়বিক্রয়ের অভাব ঘটে এমন। বাং প্র। বিণ। ৪। কমতি, হ্রাস, ঘাটতি। প্রাদে। ৫। লাঘব। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা ; সংক্রান্তিবিশেষ ; দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। মন্দ—অক্ (গমন করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
মন্দাক্রান্তা—প্রতি চরণে শতের অক্ষর যুক্ত কবিতার ছন্দোবিশেষ। মন্দ আক্রান্ত (গতি) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মন্দাক্ষ—১। লজ্জা, লাজ। মন্দ অক্ষি (ইন্দ্রিয়) যাহা হইতে, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বি; ক্লীব। ২। সঙ্কুচিতনেত্র। মন্দ (সঙ্কুচিত) অক্ষি (নেত্র) যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

মন্দাগ্নি—ক্ষুধা প্রভৃতির অল্পতা, জঠরাগ্নির ক্ষীণতা। মন্দ (অল্পশক্তিযুক্ত) অগ্নি, কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি; পুং।

মন্দানল—মন্দাগ্নি। মন্দ অনল, কর্ম্মধা।

মন্দানিল—ধীরে ধীরে প্রবাহিত বায়ু। মন্দ অনিল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মন্দার—স্বর্গীয় দেবতরুবিশেষ; মাদারগাছ; ধূর্ত্ত; তীর্থবিশেষ; অর্কবৃক্ষ। মন্দ্+আরক্ করণবা। বি; পুং।

মন্দির—১। দেবগৃহ; গৃহ, ভবন; নগর, পুর। বি; ক্লীব। ২। সমুদ্র; জানুর পশ্চাদ্ভাগ। মন্দ্+কিরচ্ অধিবা। বি; পুং।

মন্দিরা—১। কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মঞ্জীর'-শব্দজ। বি। ২। মন্দির। মন্দির+আপ্। বি; স্ত্রী।

মন্দীভূত—যাহা কম হইয়া গিয়াছে এরূপ, অল্পীভূত; জড়ীভূত। মন্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=মন্দী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—ভবন,—ভাব।

মন্দুয়া—ধীর, মন্দ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

মন্দুরা—অশ্বশালা; মাদুর। মন্দ্ (নিদ্রিত হওয়া)+উরচ্ অধিবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

মন্দোদরী—রাবণের স্ত্রী; ক্ষীণোদরী স্ত্রী; একটি রাগিণীর নাম। মন্দ (অল্প) উদর যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মন্দ্র—১। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন; গম্ভীর ধ্বনি (ইহা উদারা স্বর নামে অভিহিত)। মন্দ্+রক্ করণবা। বি; পুং। ২। গম্ভীর। মন্দ্র+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

মন্বন্তর—১। এক এক মনুর রাজ্যশাসনকাল, দেবতাদের একাত্তর যুগ। মনুর অন্তর যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ। বাং প্র। বি।

মন্মথ—কন্দর্প, কামদেব, মদন। মনস্—মন্থ্+অচ্ কর্তৃবা (নিপা)। বি; পুং।

মন্মথপ্রিয়া—কামপত্নী, রতি। মন্মথের প্রিয়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মন্মোহন—মনোমোহন। 'মনোমোহন'-শব্দজ। বি বা বিণ।

মন্যা—স্নায়ু; গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থিত শিরা; পায়ের শির। মন্ (বোধ করা)+ক্যপ্ করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

মন্যি, মুন্যি—অভিশাপ; ক্রোধ। 'মন্যু'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

মন্যু—দারিদ্র্য, দৈন্য; শোক; ক্রোধ; যজ্ঞ; অহঙ্কার; ক্ষত্রিয়বিশেষ। মন্+যু কর্ম্মবা। বি; পুং।

মফস্বল—শহরের বাহিরের স্থান। আর্বী 'মুফস্বল'-শব্দজ। বি বা বিণ।

মবলগ—নগদ টাকা; মোট। আর্বী 'মবলিগ'-শব্দজ। বি।

মবলগে—সব ধরিয়া, সাকল্যে, সমুদায়ে। আর্বী 'মবলিগ্'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

মম—আমার। সংস্কৃত ষষ্ঠ্যন্ত 'অস্মদ্' শব্দ। কবিপ্র। সর্ব্ব।

মমতা, মমত্ব—আমার বলিয়া জানা; মায়া; অহঙ্কার; স্নেহ। মম+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

ময়—দৈত্যবিশেষ, দানবগণের শিল্পী; উষ্ট্র; অশ্বতর। ময়্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

ময়দা—আটা, গোধূমচূর্ণ। ফার্সী। বি।

ময়দান—মাঠ, ক্ষেত্র। ফার্সী। বি।

ময়না—১। মদন-পাখী; কুটনী। 'মদন' বা 'মদনিকা'-শব্দজ। ২। একরকম গাছ; একরকম ঘাস। বাং প্র। বি।

ময়রা—মিষ্টান্নপ্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ, মোদক। বাং প্র (<মোয়াকার)। বি।

ময়লা—১। নোংরা, অপরিষ্কৃত। বিণ। ২। বিষ্ঠা। 'মল'-শব্দজ। বি।

ময়ান—লুচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ময়দার সহিত ঘৃতমিশ্রণ। বাং প্র (<মলন)। বি। [শব্দজ। বি।

ময়াল—একপ্রকার বৃহৎ সর্প। 'মহাকাল'-

ময়ূখ—দীপ্তি, কিরণ, জ্যোতিঃ; শোভা; জ্বালা; কীল। মা+উখ কর্তৃবা (মা-স্থানে ময়্)। বি; পুং।

ময়ূখমালা—দীপ্তিসমূহ, কিরণজাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ময়ূখমালী (-মালিন্)—সূর্য্য। ময়ূখমালা +ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ময়ূর—১। পক্ষিবিশেষ, শিখী। মহী—রু+ড কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং। ২। বরের মুকুট। প্রাদে। বি।

ময়ূরকণ্ঠী—একপ্রকার রঙীন শাড়ী; লাল ও সবুজের মিশ্রণজাত বর্ণযুক্ত। বাং প্র। বি বা বিণ।

ময়ূরপঙ্খী—ময়ূরের মত আকৃতিবিশিষ্ট নৌকা বা যান। বাং প্র। বি।

মর—১। মরণ। মৃ+অপ্ ভাববা। ২। মরণাধীন, মরণশীল। মৃ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। [বি; পুং।

মরক—মারী, মড়ক। মর+কন্ স্বার্থে।

মরকত—সবুজ রঙের একপ্রকার মণি, পান্না। মরক—তৃ+ড করণবা। বি; ক্লীব।

মরজগৎ—পৃথিবী, মরণশীল বিশ্ব। মরদিগের জগৎ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মরজি, মর্জ্জি(র্জি)—ইচ্ছা; মতলব; করুণা; সম্মতি; সঙ্কল্প। আর্বী। বি।

মরণ—মৃত্যু, প্রাণবায়ুর উৎক্রমণরূপ ব্যাপার, জীবননাশ, দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদ। মৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—মৃত।

মরণধর্ম্ম(র্ম)শীল—যাহার স্বভাবই ধ্বংস হওয়া এমন, নশ্বর। মরণরূপ ধর্ম্ম, কর্ম্মধা; মরণধর্ম্মই শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মরণধর্ম্মা (-ধর্ম্মন্), **-ধর্মা**—মরণধর্ম্মী; নশ্বর। মরণ ধর্ম্ম যাহার, বহুব্রী+অনিচ্ সমাসান্ত। বিণ।

মরণধর্ম্মী (-ধর্ম্মিন্), **-ধর্মী**—যাহার স্বভাবই মরিয়া যাওয়া এমন, নাশশীল, নশ্বর। মরণধর্ম্ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ধর্ম্মিণী।

মরণশীল—মরণধর্ম্মী, নশ্বর। মরণ শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মরণাপন্ন—মর-মর, মৃতপ্রায়; যাহার মরণদশা উপস্থিত হইয়াছে এমন। মরণকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

মরণাশৌচ—আত্মীয়ের মৃত্যু জন্য অপবিত্র অবস্থা। মরণজনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মরণোন্মুখ—যাহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন, মুমূর্ষু; মরণোদ্যত। মরণে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ন্মুখা,—ন্মুখী।

মরত—১। পৃথিবী। 'মর্ত্ত'-শব্দজ। বি। ২। মরণশীল। কবিপ্র। বিণ। [বি।

মরতভবন—পৃথিবী, মরজগৎ। কবিপ্র।

মরদ, মরদা—১। পুরুষ; যুবক। বি। ২। পুরুষজাতীয়; বলবান্। ফার্সী 'মর্দ'-শব্দজ। বিণ। [বি।

মরদানা—পুরুষত্ব। মরদ+আনা ভাবে।

মরম—শরীরের সন্ধিস্থান; হৃদয়াদি জীবস্থান; অন্তঃকরণ। 'মর্ম্মন্'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

মরমর—মরণাপন্ন, মৃতপ্রায়। বাং প্র। বিণ।

মরমসখা—যে বন্ধুর নিকট প্রাণের কথা বলা যায় সে, অভিন্নহৃদয় সখা। কবিপ্র। বি; পুং। স্ত্রী,—সখী।

মরমিয়া—সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বোঝা যায় না এমন, স্থূলবুদ্ধির অতীত; গূঢ়; ভগবদ্বিষয়ক। মরম+ইয়া (বাং) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

মরমী—যে মনের কথা জানে এমন; দরদী। কবিপ্র। বিণ।

মরসুম, মর্সুম—অধিক বিক্রয়ের সময়, সুবিধার সময়; সুযোগ। ফার্সী 'মৌসিম'-শব্দজ। বি। বিণ,—মী।

মরা—১। মৃত, গতায়ু, ক্ষীণ; যাহাতে খাদ আছে এমন। মর্+আ কর্তৃবা। বিণ। ২। মরিয়া যাওয়া। বাং ক্রি। ৩। লাস, শব। মর্+আ কর্তৃবা। বি। ৪। মরণশীলা। মর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বি।

মরাই—ধান্যের গোলা। 'মরার'-শব্দজ।

মরাঞ্চে—মৃতবৎসা। বাং প্র। বিণ; স্ত্রী।

মরামর—মনুষ্য এবং দেবতা। মর এবং অমর, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

মরামাস—খুস্কি, মস্তকচর্ম্মের রোগবিশেষ। বহুব্রী। বি।

মরার—ফসল রাখিবার স্থান, মরাই। মৃ+আরন্ অধিবা। বি ; পুং।

মরাল—১। রাজহংস ; পাতিহাঁস ; অশ্ব ; মেঘ ; কজ্জল। বি ; পুং। ২। মসৃণ ; স্নিগ্ধ। মৃ+আলচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

মরালক—কলহংস। মরাল+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

মরালগমনা, -গামিনী—যে নারীর চলার ভঙ্গী রাজহাঁসের মত সুন্দর এমন। মরালের গমনের ন্যায় গমন যাহার, বহুব্রী+আপ্ ; মরাল—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মরিচ, মরীচ—একপ্রকার গোলাকার ঝাল ফল, গোলমরিচ। মৃ+ইচ করণবা (নিপাতনে বিকল্পে দীর্ঘ)। বি ; পুং।

মরিচা—লৌহমল, ধাতুমল। ফার্সী 'মোর্চাহ্'-শব্দজ। বি।

মরিয়া, মরীয়া—জীবনের প্রতি মায়াশূন্য ; জীবনে হতাশ হইয়া বিপদের সম্মুখে অগ্রসর। মর্+ইয়া, ঈয়া উদ্যত অর্থে (বাং)। বিণ। [প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মরিযাদ, মরিযাদা—সীমা ; মর্য্যাদা।

মরীচ—'মরিচ' দ্রঃ।

মরীচি—১। কিরণ, রশ্মি। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। ব্রহ্মার মানসপুত্র সৃষ্টিকর্ত্তা মুনিবিশেষ। মৃ+ঈচি করণবা। বি ; পুং।

মরীচিকা—মরুভূমিতে বালুকারাশির উপর পতিত সূর্য্যকিরণে জলভ্রম, মৃগতৃষ্ণা [মরুপ্রদেশে বালুকারাশির উপর প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ দর্শনে পিপাসার্ত্ত মৃগ জলভ্রমে তদভিমুখে ধাবমান হয়, মৃগের এইরূপ ভ্রমকে মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণা কহে]। মরীচিতে ক (জল) যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মরীচিমালী (-মালিন্)—১। সূর্য্য। বি ; পুং। ২। কিরণমালাবিশিষ্ট। মরীচিমালা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –লিনী।

মরু—জলতৃণাদিশূন্য বালুকাময় প্রদেশ ; পর্ব্বত ; মারওয়ার দেশ। মৃ+উ অধিবা। বি ; পুং।

মরুজ—১। নখীনামক গন্ধদ্রব্য। বি ; পুং। ২। মরুভূমিতে জাত। উপতৎ ; মরু—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

মরুৎ—বায়ু ; দেবতা। মৃ+উতি করণবা [যাহার ক্রোধ হইতে সকলে মরে এই অর্থে ; অথবা—দিতির পুত্রসকল দেবগণের হস্তে বিনষ্ট হইলে, তিনি স্বামীর নিকটে এক অজেয় পুত্র কামনা করেন, ইহার ফলে তাঁহার গর্ভে পবনদেবের জন্ম হয় ; ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া এই গর্ভস্থ শিশুকে বজ্রপ্রহারে উনপঞ্চাশৎ অংশে খণ্ডিত করেন এবং ঐ রোরুদ্যমান শিশুকে "মা রুদ, অর্থাৎ কাঁদিও না" বলিয়া সান্ত্বনা করেন ; ইহা হইতে পবনের মারুত, মরুৎ, মরুত এই নামগুলি হইয়াছে ; মতান্তরে ইহারা পবনদেবের অধীন উনপঞ্চাশৎ বায়ু ; মহর্ষি কশ্যপ পূর্ব্বোক্ত উনপঞ্চাশৎ অংশকে জীবিত করিয়া পবনাধীন করেন]। বি ; পুং।

মরুত্ত—বায়ু। মরুৎ—দা+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

মরুৎপতি—নারায়ণ। মরুৎ অর্থাৎ দেবতার পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মরুৎপথ—আকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মরুৎপাল—ইন্দ্র। উপতৎ ; মরুৎ (দেবতা)—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

মরুদ্বীপ—মরুভূমিমধ্যস্থ বৃক্ষাদিপূর্ণ স্থান, মরূদ্যান। মরুস্থ দ্বীপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব।

মরুভূ, মরুভূমি—জলতৃণাদিবিহীন বালুকাপূর্ণ বিশাল ভূমি। মরুই ভূ, ভূমি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। [বি।

মরুয়া—মরুবক নামক গাছ। প্রাঃ কবিপ্র।

মরুস্থল, -স্থলী—মরুভূমি ; শস্যাদিবিহীন বালুকাময় স্থান। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

মরূদ্যান—মরুদ্বীপ (oasis). মরুস্থ উদ্যান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মর্কট—বানর। মর্ক্+অটন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী, –টী। [বি ; পুং।

মর্কটক—১। বানর। মর্কট+কন্ স্বার্থে।

মর্গ—মৃতদেহ সনাক্তকরণের জন্য যেখানে রাখা হয় তাহা। ইং morgue. বি।

মর্গেজ, মর্টগেজ—বন্ধক ; বন্ধকী দলিল। ইং mortgage. বি।

মর্জ্জি(র্জি)—'মরজি' দ্রঃ।

মর্ত্ত(র্ত), মর্ত্ত্য(র্ত্য)—১। মানুষ। মৃ+তন্ কর্ত্তৃবা ; মর্ত্ত+যৎ স্বার্থে। ২। মধ্যমলোক, পৃথিবী। মৃ+তন্ অধিবা ; মর্ত্ত+যৎ ভবার্থে। বি ; পুং।

মর্ত্ত(র্ত)মান—একপ্রকার কলা, শবরী কলা ; মার্ত্তাবান-দ্বীপজাত কলা। 'মার্ত্তাবান'-শব্দজ। বি।

মর্ত্ত্য(র্ত্য)—'মর্ত্ত' দ্রঃ।

মর্ত্ত্য(র্ত্য)ধাম (-ধামন্)—পৃথিবী। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মর্ত্ত্য(র্ত্য)লীলা—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যাহা করা হয় তাহা ; নশ্বরজীবনের কার্য্যকলাপ, মনুষ্যলীলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মর্ত্ত্য(র্ত্য)লোক—পৃথিবী, মনুষ্যলোক। মর্ত্ত্যদের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মর্দ্দ(র্দ)—১। মর্দ্দন। মৃদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। মর্দ্দনশীল। মৃদ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। পুরুষ ; যুবক ; শক্তিমান্ পুরুষ। ফার্সী 'মর্দ্'-শব্দজ। বি।

মর্দ্দ(র্দ)ন—১। গা-টেপা ; পেষণ ; দলন ; চূর্ণন ; সংবাহন। মৃদ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—মর্দ্দনীয়, মর্দ্দিত। ২। দলনকারী ; পেটক। মৃদ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

মর্দ্দ(র্দ)ল—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মাদল। মর্দ্দ—লা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

মর্দ্দা(র্দা)—১। পুরুষ। ফার্সী 'মর্দ্'-শব্দজ। বি। ২। মর্দ্দনশীলা। মর্দ্দ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মর্দ্দা(র্দা)না—১। স্ত্রীলোকের উপর-হাতের একপ্রকার অলঙ্কার। বাং প্র। ২। পুরুষত্ব ; বীরত্ব। মর্দ্দ+আনা ভাবে। বি।

মর্দ্দা(র্দা)নি—'মর্দ্দানি' দ্রঃ।

মর্দ্দি(র্দি)ত—বদ্ধ ; দলিত ; চূর্ণিত। মৃদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—মর্দ্দন।

মর্ম্ম (মর্ম্মন্), **মর্ম**—তাৎপর্য্য ; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ; সারতত্ত্ব ; গূঢ়কথা, রহস্য ; শরীরের সন্ধিস্থান, হৃদয়াদি জীবস্থান ; স্বরূপ, তত্ত্ব ; অন্তর। মৃ+মনিন্ অপাবা। বি ; ক্লীব।

মর্ম্ম(র্ম)কথা—মনের কথা ; গূঢ় রহস্য। ৬ষ্ঠীতৎ বা কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

মর্ম্ম(র্ম)কাতরতা—হৃদয়ের কাতর ভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মর্ম্ম(র্ম)গ্রহণ—তাৎপর্য্য বুঝা ; রহস্যবোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

মর্ম্ম(র্ম)গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—যে ভাবার্থ বা তাৎপর্য্য বুঝে এমন ; রহস্যবোদ্ধা। উপতৎ ; মর্ম্মন্—গ্রহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –হিণী। বি, –গ্রাহিতা।

মর্ম্ম(র্ম)ঘাত—মনে ব্যথা দেওয়া ; মর্ম্মপীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ, –ঘাতী (–ঘাতিন্)।

মর্ম্ম(র্ম)ঘাতী (-ঘাতিন্)—অন্তরে ব্যথাদায়ক, হৃদয়বিদারক। উপতৎ ; মর্ম্মন্—হন্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ঘাতিনী।

মর্ম্ম(র্ম)জ্ঞ, -বিৎ (-বিদ্), **-বেদী** (-বেদিন্)—তাৎপর্য্য-গ্রাহক ; পণ্ডিত। উপতৎ ; মর্ম্মন্—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা ; মর্ম্মন্—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা ; মর্ম্মন্—বিদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –জ্ঞা, –বেদিনী।

মর্ম্ম(র্ম)স্তুদ—অন্তরে ব্যথাদায়ক, হৃদয়বিদারক। উপতৎ ; মর্ম্মন্—তুদ্ (পীড়া দেওয়া)+খচ্ কর্ত্তৃবা (সংস্কৃত 'অরুন্তুদ' শব্দের অনুকরণে গঠিত)। বিণ।

মর্ম্ম(র্ম)পীড়ক—মর্ম্মান্তিক ; হৃদয়ে ব্যথাদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –পীড়িকা।

মর্ম্ম(র্ম)পীড়া—মনের কষ্ট, মর্ম্মযাতনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মর্ম্ম(র্ম)বিৎ—'মর্ম্মজ্ঞ' দ্রঃ।

মর্ম্ম(র্ম)বিদ্ধ—যে অন্তরে খুব দুঃখ পাইয়াছে এমন ; মর্ম্মস্থানে আহত। ৭মীতৎ। বিণ।

মর্ম্ম(র্ম)বেদনা, -ব্যথা—হৃদয়ের ব্যথা; আন্তরিক কষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মর্ম্ম(র্ম)বেদী—'মর্ম্মজ্ঞ' দ্রঃ।

মর্ম্মভেদী (-ভেদিন্), মর্মভেদী—অন্তরে ব্যথাদায়ক, মর্ম্মপীড়ক। উপতৎ; মর্ম্মন্—ভিদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ভেদিনী।

মর্ম্ম(র্ম)র—১। বস্ত্র এবং শুষ্কপত্রাদির অব্যক্ত ধ্বনি, মর্মর্ শব্দ; ধ্বন্যাত্মক শব্দ। মৃ+অরন্ কর্তৃবা (ম-আগম)। বি; পুং। ২। মসৃণ শ্বেত প্রস্তর (marble). আর্বী। বি।

মর্ম্ম(র্ম)রধ্বনি—মর্মর্ শব্দ; অস্ফুট শব্দ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মর্ম্ম(র্ম)রপ্রস্তর—মার্ব্বেল পাথর, মসৃণ শ্বেত প্রস্তর। মর্ম্মরনামক প্রস্তর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

মর্ম্ম(র্ম)রা—মর্মর্ শব্দ করা। কবিপ্র। ক্রি।

মর্ম্ম(র্ম)স্থল, -স্থান—অন্তঃকরণ; জীবন-স্থান, যে স্থানে আঘাত করিলে প্রাণনাশ হইতে পারে তাহা। কর্ম্মধা অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মর্ম্ম(র্ম)স্পর্শী (-স্পর্শিন্)—হৃদয়ে ব্যথা-দায়ক; মর্ম্মান্তিক; হৃদয়ে করুণভাবের উদ্দীপক। উপতৎ; মর্ম্মন্—স্পৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। স্ত্রী, —স্পর্শিনী।

মর্ম্মা(র্মা)ন্তিক—মর্ম্মপীড়ক, অন্তরে ব্যথা-দায়ক। মর্ম্মের অন্ত (নাশ, পীড়ন), ৬ষ্ঠীতৎ; মর্ম্মান্ত+ইক আছে অর্থে। বিণ।

মর্ম্মা(র্মা)র্থ—তাৎপর্য্য; গূঢ়ার্থ; প্রকৃত অর্থ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মর্ম্মা(র্মা)হত—হৃদয়ে ব্যথাপ্রাপ্ত, অন্তরে দুঃখপ্রাপ্ত। মর্ম্মে আহত, ৭মীতৎ। বিণ।

মর্ম্মি(র্মি)কি—তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ; গূঢ়জ্ঞানবাদী; রহস্যক (mystic). মর্ম্মন্+ইক (ঠন্) জ্ঞাতার্থে। বিণ।

মর্ম্মী (মর্ম্মিন্), মর্মী—তাৎপর্য্যবোদ্ধা; গূঢ়ভগবত্তত্ত্বের আলোচনাকারী; দরদী। মর্ম্মন্+ইন্ জ্ঞাতার্থে। বিণ। স্ত্রী—মর্ম্মিণী।

মর্ম্মো(র্মো)দ্ঘাটন, -ভেদ্—রহস্য আবি-ষ্কার; তাৎপর্য্যনির্ণয়; তত্ত্বপ্রকাশ। মর্ম্মের উদ্ঘাটন, উদ্ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

মর্য্যা(র্যা)দা—১। মান, সম্ভ্রম, গৌরব, সম্মান; ন্যায়পথে স্থিতি; নিয়ম; সদাচার। পরি—আ—দা+অঙ্ কর্ম্মবা, ভাববা+আপ্ (নিপা)। ২। সীমা; কূল, তীর। মর্য্যা (সীমা)—দা+অঙ্ কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

মর্য্যা(র্যা)দাবান্ (-বৎ)—সম্ভ্রান্ত; গৌরবান্বিত। মর্য্যাদা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —বতী।

মর্য্যা(র্যা)দাহানি—মানহানি; সম্ভ্রমনাশ, গৌরবনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মর্ষ, মর্ষণ—ক্ষমা, সহন; নাশন। মৃষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—মর্ষিত, মৃষ্ট।

মর্ষিত—ক্ষান্ত, ক্ষমাশীল। মর্ষ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—মর্ষণ।

মস্থ্ম—'মরহুম' দ্রঃ।

মস্থ্মী—মৌসুমী, কোন বিশেষ ঋতুতে উৎপন্ন এবং বিশেষ ঋতু ব্যাপিয়া স্থায়ী ('—বায়ু')। (ফার্সী) মস্থ্ম+ঈ। বিণ।

মল—১। বিষ্ঠা মূত্র রক্ত শ্লেষ্মা পূঁয প্রভৃতি শরীরের ময়লা; গাদ কাইট শিটা মর্চ্চ্যা পচা বস্তু প্রভৃতি; বাত; পিত্ত; কফ; পাপ; কলঙ্ক; স্বেদাদি; কর্পূর। বি; পুং। ২। মলযুক্ত; কৃপণ। মল্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ৩। পায়ের নূপুরবিশেষ। বাং প্র। বি।

মলত্যাগ—বাহ্যে করা, বিষ্ঠাত্যাগ, বিরেচন, পুরীষোৎসর্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মলদূষিত—মলিন। ৩য়াতৎ। বিণ।

মলদ্বার—গুহ্যদ্বার, পায়ু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মলন—১। মর্দ্দন, পেষণ; সমালভন। মল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। পটবাস, তাঁবু। মল্+অনট্ অধিবা। বি; পুং।

মলনালী—মল-নির্গমদ্বার (anus). মলের নালী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মলভাণ্ড—মল রাখিবার পাত্র; অস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মলম—প্রলেপনীয় ঔষধবিশেষ। আর্বী 'মর্হম'-শব্দজ। বি।

মলময়—ময়লায় পরিপূর্ণ, মলযুক্ত। মল+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

মলমল—মিহি সূতায় প্রস্তুত একপ্রকার কাপড়। বাং প্র। বি।

মলমাস—(জ্যোতিষ) অধিমাস, অমাবস্যাদ্বয়-যুক্ত রবিসংক্রান্তি-রহিত মাস। মলযুক্ত মাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মলম্বা—তামার পাতের উপর সোনার পাত দিয়া ঢাকা বা গিল্টী করা। আর্বী 'মুলম্মা'-শব্দজ। বিণ।

মলয়—১। পশ্চিমঘাটপর্ব্বত, চন্দনাদ্রি; দেশবিশেষ, মালাবার; দ্বীপবিশেষ; ঋষভ-দেবের পঞ্চমপুত্র; নন্দনবন; উপবন। মল্+কয়ন্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে আগত বায়ু, দক্ষিণা বাতাস ("মলয় বহিলে হায়, নতশিরা তুমি তায়"—মাইকেল)। লাক্ষণিক অর্থে কবিপ্র। বি।

মলয়জ—১। দক্ষিণা বাতাস, মলয়জাত বায়ু। বি; পুং। ২। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতে জাত। বিণ। ৩। গন্ধসার, চন্দন; চন্দন-কাষ্ঠ। উপতৎ; মলয়—জন্+ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

মলয়জশীতল—দক্ষিণাবাতাসে ঠাণ্ডা, মলয়বায়ুর সংস্পর্শে শীতল। ৩য়াতৎ। বিণ।

মলয়-পবন, -বায়ু—দক্ষিণবায়ু, দক্ষিণা বাতাস [বসন্তের প্রারম্ভেই এই বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে; ইহাকেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ু বলে। দক্ষিণে মলয় অর্থাৎ নীল-গিরি পর্ব্বতের উপর দিয়া চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ লইয়া আসে বলিয়া ইহাকে মলয় পবন বলে। নীলগিরির অন্য নাম মলয় পর্ব্বত। কেহ কেহ পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতকেও মলয়াচল বলিয়া থাকে, এইজন্য তথাকার উপকূলের নাম মলয়বর বা মালাবর]। মলয়াগত পবন, বায়ু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মলয়ানিল—দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবাহিত বসন্তকালীন বায়ু। মলয়াগত অনিল (বায়ু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মলা—১। ময়লা; মল। 'মল'-শব্দজ। বি। ২। মোচড়ান ('কাণ—'); রগড়ান; ঘর্ষণ বা আঘাত দ্বারা মিশান ('তামাক—')। বাং ক্রি।

মলাই—মলন, পেষণ, দলন। বাং প্র। বি।

মলাট—পুস্তকাদির উপরের আবরণ। 'মলপট্ট'-শব্দজ। বি।

মলাশয়—শরীরের যে পথে বিষ্ঠা বাহির হয় তাহা (rectum); অন্ত্র। মলের আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মলি—গায়ের ময়লা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মলিদা—একপ্রকার পশমী কাপড়। ফার্সী। বি।

মলিন—১। ম্লান, বিষণ্ণ; ময়লা, মলযুক্ত, মলদূষিত; কৃষ্ণবর্ণ; পাপযুক্ত, পাপিষ্ঠ; নিত্যনৈমিত্তিক-ক্রিয়াত্যাগী। বিণ। বি—মলিনতা, মলিনত্ব, মালিন্য। ২। পাপ; কলঙ্ক; টঙ্কন। মল্+ইনন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

মলিনতা, মলিনত্ব—মালিন্য। মলিন+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—মলিন।

মলিনমুখ—১। বিষণ্ণবদন, ম্লানবদন; ক্রূর, খল। বিণ। স্ত্রী, —মুখা, —মুখী। ২। অগ্নি; বানর; প্রেত। মলিন (কৃষ্ণবর্ণ) মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। বিষাদযুক্ত বদন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মলিমা (-মন্)—মলিনতা। মলিন+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

মলিনী—১। ঋতুমতী স্ত্রী, রজস্বলা নারী। মল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। দূষিতা, বিষাদযুক্তা; যাহা নীরস হইয়াছে এমন। 'মলিনা'-স্থানে কবিপ্র। ৩। মলযুক্তা। মলিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মলী (মলিন্)—মলযুক্ত। মল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—মলিনী।

মল্ল—১। কুস্তিগীর, বাহুযোদ্ধা, মাল; পাত্রবিশেষ, মালা; গাল, কপোল; দেশ-বিশেষ। বি; পুং। ২। বলিষ্ঠ, অত্যন্ত শক্তিশালী। মল্ল্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

মল্লযুদ্ধ—কুস্তি, হাতাহাতি লড়াই, বাহুযুদ্ধ ; মল্লগণের সংগ্রাম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

মল্লার—(সঙ্গীত) রাগবিশেষ। মল্ল+ঋ+অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

মল্লারী—(সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। মল্লার+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মল্লি, মল্লী—বেলফুল, মল্লিকা। মল্ল+ইন্ কর্তৃবা, পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মল্লিক—১। একজাতীয় হাঁস—যাহার রং ছাইয়ের মত এবং ঠোঁট ও পা অল্প লাল ; উপাধিবিশেষ। মল্লি+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং। ২। বাজী ; জাতিবিশেষ। আর্বীমূলক। বি। ৩। যাহার অব্যবহিত পূর্ব্বজাত সহোদর বা সহোদরা প্রসবান্তেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে এমন ('—শিশু')। প্রাদে। বিণ।

মল্লিকা—বেলফুল ; মৎস্যবিশেষ ; মৃত্তিকার পাত্রবিশেষ ; নারিকেলমালা ; দীপাধার। মল্লিক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মল্লিকাক্ষ—মল্লিক হাঁস ; চোখের চারিদিকে সাদা দাগযুক্ত একপ্রকার ঘোড়া। মল্লিকার ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

মল্লী—'মল্লি' দ্রঃ।

মশ, মশক—মশা ; চর্ম্মময় জলপাত্রবিশেষ, ভিস্তি ; আঁচিল। মশ+অচ্, অক (বুন্) কর্তৃবা। বি ; পুং।

মশমশ—নূতন জুতার চামড়ার শব্দ ; অনুকার-শব্দ। বাং প্র। অব্য।

মশলা—মসলা (তাহা দ্রঃ)।

মশহরী—মশারি। মশ—হৃ+ই কর্তৃবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [বি।

মশা—দংশক কীটবিশেষ। 'মশক'-শব্দজ।

মশাই, মশায়—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 'মহাশয়'-শব্দজ। সাধারণতঃ সম্বোধনে প্রয়োগ। বি বা বিণ।

ম শা ই-ম শা ই, ম শা য়-ম শা য়—তোষামোদ। বাং প্র। বি।

মশান, মসান—সমাধিস্থান ; প্রেতভূমি ; বধ্যভূমি। 'শ্মশান'-শব্দজ। বি। **মশান গাওয়া**—(প্রাচীনকালে) অপরাধীর শিরশ্ছেদ করিবার জন্য তাহাকে মশানে লইয়া যাইবার পথে চৌমাথা বা জনবহুল স্থানে দোষীর অপরাধ ঘোষণা করা।

মশারি—মশকনিবারক বস্ত্রনির্ম্মিত আবরণবিশেষ। মশের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মশারী—মশারি। 'মশহরী'-শব্দজ। বি।

মশাল—ছোট লাঠি বা দণ্ডের অগ্রভাগে তৈলাক্ত কাপড় জড়াইয়া যে আলো জ্বালাইয়া হাতে করিয়া লইয়া যাওয়া হয় ; দীপ। ফার্সী। বি।

মশালচী—মশাল-ধারী। (আর্বী) মশাল+(তুর্কী) চী ধারকার্থে। বি।

মশি, মশী, মসি, মসী—কালি। মশ্, মস্+ই কর্তৃবা, পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মশিল, মসীল—১। জুলুম ; উৎপীড়ন। বি। ২। উৎপীড়ক। ফার্সীমূলক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

মসক—জলপাত্র। আর্বী। বি। [বিণ।

মসগুল—নিবিষ্ট, তন্ময়, নিমগ্ন। ফার্সী।

মসজিদ—মুসলমানদিগের উপাসনাগৃহ। আর্বী। বি। [বি।

মসনদ—রাজার আসন, শাহীতক্ত। আর্বী।

মসলন্দ—কারুকার্য্যযুক্ত রেশমী মাদুরবিশেষ। আর্বী 'মস্‌নদ্'-শব্দজ। বি।

মসলা, মসল্লা, মশলা—ব্যঞ্জনের স্বাদজনক হরিদ্রা মরিচ প্রভৃতি বস্তু ; উপকরণ। আর্বী 'মসালাহ্'-শব্দজ। বি।

মসান—'মশান' দ্রঃ।

মসি, মসী—'মশি' দ্রঃ।

মসি(সী)জীবী (-জীবিন্)—কেরানী ; লিপিকর। উপতৎ ; মসি, মসী—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —জীবিনী।

মসিধান, -ধানী—দোয়াত, মস্যাধার। মসির ধান, ধানী (পাত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

মসী—'মসি' দ্রঃ।

ম সী চি হ্নি ত—যাহাতে কালির দাগ লাগিয়াছে বা দেওয়া হইয়াছে এমন ; কালিমালিপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

মসীনা—শস্যবিশেষ, তিসী। মস্+ঈনচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মসীনিন্দিত, -লাঞ্ছিত—কালির চেয়েও কাল। মসী নিন্দিত, লাঞ্ছিত যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

মসীময়—কালিতে ভরা, কালিতে লেপা ; অন্ধকারপূর্ণ। মসী+ময়ট্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

মসীল—'মশিল' দ্রঃ।

মসীলিপ্ত—কালিতে লেপা ; বিষাদাচ্ছন্ন। ৩য়াতৎ। বিণ।

মসুর, মসূর—মসুরি কলাই। মস্+উরন্, উরন্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

মসুরা, মসূরা—বেশ্যা ; ধান্যবিশেষ। মস্+উরন্, উরন্ কর্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মসূরিকা—বসন্তরোগ। মসূরী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মসূরী—বসন্তরোগ ; বালিশ ; কুট্টনী ; বেশ্যা। মস্+উরচ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মসৃণ—যাহার উপরিভাগ সমান এরূপ, যাহাতে স্পর্শ করিলে উচ্চনীচ বোধ হয় না এমন ; স্নিগ্ধ ; চকচকে ; কোমল, নরম। মস্—ঋণ্+ক কর্তৃবা (নিপা)। বিণ। বি, —তা।

মসৃণতা—পালিশ অবস্থা, বন্ধুরতার অভাব ; কোমলতা। মসৃণ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

মসৃণা—১। মসীনা, তিসী। বি ; স্ত্রী। ২। অবন্ধুরা ; স্নিগ্ধা ইত্যাদি। মসৃণ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মস্করা—ঠাট্টা, পরিহাস ('—করা') ; গল্পকারক, পরিহাসক ; ভণ্ড। আর্বী 'মস্‌খরাহ্'-শব্দজ। বি।

মস্কারা—পতাকাদণ্ড। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মস্ত—১। মাথা, শির ; অগ্রভাগ। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। উচ্চ। মস্+ত কর্ম্মবা। ৩। প্রকাণ্ড ; বৃহৎ ; অত্যধিক ; বলিষ্ঠ। বাং প্র। ৪। মাতাল। ফার্সী। বিণ।

মস্তক—১। মাথা, শির ; অগ্রভাগ। বি ; পুং বা ক্লীব। ২। উচ্চ। মস্ত+কন্ স্বার্থে। বিণ।

মস্তকচ্যুত—যাহা মাথা হইতে পড়িয়া গিয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

মস্তানি, মস্তানী—মদোন্মত্তা ; প্রগল্‌ভা ("কুটনী গস্তানী বড় যে মস্তানী" —ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

মস্তিষ্ক—মাথার ঘি, মস্তকের ভিতর ঘৃতের মত যে কোমল বস্তু আছে তাহা, মগজ। মস্ত—ইষ্+ক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; ক্লীব। [আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মস্যাধার—দোয়াত। মসির বা মসীর

মহ—তেজ ; উৎসব ; যজ্ঞ। মহ্+ক ঘঞর্থে অধিবা, করণবা। বি ; পুং।

মহকুমা—জিলার ভাগ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকা। আর্বী 'মহ্‌কুমাহ্'-শব্দজ। বি।

মহড়া, মোহরা—মহলা, আসরে গাহিবার পূর্ব্বে গান বাজনার তালিম বা অভ্যাস ; অগ্রভাগ ; যুদ্ধাদির অগ্রে অবস্থান। 'মুখ'-শব্দজ। বি।

মহৎ—বড়, বৃহৎ ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; উদার ; প্রবল ; অধিক, অনেক [কতিপয় শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ কদর্থ প্রকাশ করে। যথা—"শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে॥"] মহ্+অৎ কর্ম্মবা। বিণ ; ক্লীব। পুং—মহান্। স্ত্রী—মহতী। বি—মহত্ত্ব।

মহতাব—উপাধিবিশেষ ; নীলবর্ণ অগ্নিবাণবিশেষ। বৈদে। বি।

মহতী—১। প্রধানা ; প্রবলা ; উদারস্বভাবা ; অধিকা। মহৎ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নারদের বীণাযন্ত্র ; বৃহতী। বি ; স্ত্রী। **মহতী দ্বাদশী**—ভা দ্র মা সে র শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা দ্বাদশী তিথি।

মহত্তম—সব চেয়ে বড়, অতিশয় মহৎ। মহৎ+তমপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

মহত্তর—দুইয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী বড়, অপেক্ষাকৃত মহৎ। মহৎ+তরপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

মহত্ত্ব—প্রাধান্য; বৃহত্ত্ব; প্রকর্ষ; আধিক্য; ঔদার্য্য। মহৎ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ —মহৎ।

মহদাশয়—মহান্, সদাশয়, উদারচেতাঃ। মহতের আশয়ের ন্যায় আশয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহদাশ্রয়—মহৎ লোকের শরণ। মহতের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মহনীয়—পূজনীয়, মান্য। মহ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

মহম্মদীয়—ইসলামের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদসম্বন্ধীয়; মুসলমান। মহম্মদ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ বা বি।

মহরম্—মুসলমানদিগের একটি মাসের নাম; মুসলমানদের একটি পর্ব্বের নাম। আর্বী 'মুহর্‌রম্'-শব্দজ। বি।

মহর্লোক—ভূর্লোকাদি সপ্তলোকের মধ্যে চতুর্থ লোক। মহঃই লোক (ভুবন), কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহর্ষি—প্রধান ঋষি, শ্রেষ্ঠ ঋষি; ব্যাস প্রভৃতি। মহান্ ('মহৎ'-শব্দ) ঋষি, কর্ম্মধা (মহৎ-স্থানে মহা)। বি; পুং।

মহল—ঘর; বাসস্থান; প্রকোষ্ঠ; বাড়ীর অংশ; বাজারের এক একটি বিশেষ বিশেষ দ্রব্যবিক্রয়ের স্থান; জমিদারীর এক একটি তালুক। আর্বী। বি।

মহলত্—অবকাশ বা সময় লওয়া। ফার্সী 'মহ্‌লাত'-শব্দজ। বি।

মহলা—আখড়াই; শিক্ষার পরিচয়দান; গান প্রভৃতি আসরে গাহিবার পূর্ব্বে ঠিক করিয়া লওয়া। বাং প্র। বি।

মহলানবীশ—মহল বা পাড়ার হিসাব-রক্ষক; উপাধিবিশেষ। মহলার নবীশ (লিপিকার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মহল্লা—নগর বা শহরের এক খণ্ডাংশ, পল্লী, পাড়া। ফার্সী। বি।

মহল্লাদার—পুলিসের কর্ম্মচারীর অধীন তত্ত্বাবধায়ক। মহল্লা+দার নিযুক্তার্থে। বি।

মহশীলদার—অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে দণ্ডস্বরূপ অর্থ-আদায়কারী কর্ম্মচারী। ফার্সী। বি।

মহা—অত্যধিক, প্রবল। 'মহান্'-শব্দের সংক্ষেপ। বিণ।

মহাকচ্ছ—১। সমুদ্র। মহৎ কচ্ছ (তীর) যাহার, বহুব্রী। ২। বরুণ। মহাকচ্ছ+অচ্ তদধিপতি অর্থে। ৩। পর্ব্বত। মহান্ কচ্ছ (বৃক্ষ, অথবা জলময় স্থান) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

মহাকবি—মহাকাব্য-রচয়িতা; শ্রেষ্ঠ কবি। মহান্ যে কবি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাকর্ষ—জড় বস্তুর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ (gravitation). মহান্ আকর্ষ, কর্ম্মধা। **মহাকর্ষ-নিয়ম** —theory of gravitation.

মহাকর্ষণ—প্রবল আকর্ষণ; যে শক্তিতে জগতের প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে তাহা। মহৎ আকর্ষণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাকাব্য—কোন দেবতা কিংবা সদ্বংশ-জাত অশেষগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের অথবা এক-বংশোদ্ভব বহু নৃপতির বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয় তাহা [ইহা নানা সর্গে বিভক্ত, ইহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকা আব-শ্যক; মহাকাব্যসমূহে আদিরস বা বীররস প্রধান; মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে। কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শিশু-পালবধ, বৃত্রসংহার প্রভৃতি মহাকাব্য]। মহৎ কাব্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাকায়—১। প্রকাণ্ড-শরীরবিশিষ্ট। মহান্ কায় (দেহ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। প্রকাণ্ড শরীর। মহান্ যে কায়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাকাল—শিব, রুদ্র; ভৈরববিশেষ; প্রমথ-গণবিশেষ; অনাদি-অনন্ত সময়। মহান্ কাল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাকালী—মহাকাল-পত্নী, রুদ্রাণী। মহাকাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মহাকুল—১। কুলীন, সৎকুলজাত। মহৎ কুল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। প্রসিদ্ধ বংশ; দশপুরুষাবধি বেদাধ্যায়ী বংশ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাগুরু—পুরুষের পিতা মাতা শিক্ষক এবং দীক্ষাদাতা; বিবাহিতা স্ত্রীর পতি এবং অ-বিবাহিতা কন্যার পিতা এবং মাতা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাগুরুনিপাত—মহাগুরুর মৃত্যু। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

মহাগ্রন্থ—বৃহৎ ধর্ম্মপুস্তক; ঋগ্বেদ। কর্ম্মধা।

মহাগ্রীব—১। উষ্ট্র; জিরাফ; শিব। বি; পুং। ২। যাহার ঘাড় খুব বড় এমন। মহতী গ্রীবা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহাঘোর—অতি ভয়ঙ্কর। মহৎ ঘোর, কর্ম্মধা। বিণ।

মহাচণ্ড—১। দারুণ প্রচণ্ড। মহৎ অথচ চণ্ড, কর্ম্মধা। বিণ। ২। যমভৃত্য, যমদূত। বি; পুং।

মহাজন—১। যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করিয়া টাকা ধার দেয়, উত্তমর্ণ। বাং প্র। বি। ২। শ্রেষ্ঠ মানব; সাধু ব্যক্তি, ধার্ম্মিক লোক, বেদবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ ও খ্যাতিযুক্ত ব্যক্তি; বাণিজ্যকারী; একত্র সমাগত বহু লোক। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাজনি, -জনী—ধারের কারবার, তেজারতি কারবার; বৈষ্ণব সাধু ব্যক্তির রচিত ('—পদ')। মহাজন+ই, ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বি বা বিণ।

মহাজাতি—শ্রেষ্ঠ জাতি, শ্রেষ্ঠ বর্ণ। মহতী জাতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাজ্ঞান—শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; চাঁদ সওদাগরের সর্প-বিতাড়ক মন্ত্রবিশেষ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাজ্ঞানী (-জ্ঞানিন্)—১। শিব। বি; পুং। ২। তত্ত্বজ্ঞ; অত্যধিক জ্ঞানসম্পন্ন। কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী, —জ্ঞানিনী।

মহাজ্যৈষ্ঠী—রবিবারযুক্ত জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা। মহতী জ্যৈষ্ঠী (অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাজ্যোতিষিক—নিকৃষ্ট জ্যোতির্ব্বিদ্। কর্ম্মধা। বি; পুং। [বিণ; পুং।

মহাঢ্য—অত্যন্ত ধনী। মহৎ আঢ্য, সুপ্‌সুপা,

মহাতপাঃ (-তপস্), **মহাতপা**—১। শ্রীবিষ্ণু। বি; পুং। ২। কঠোর তপস্যাকারী। মহৎ তপঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহাতারা—তন্ত্রোক্ত তারিণীদেবী। মহতী তারা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাতেজস্বী (-স্বিন্)—অত্যধিক তেজো-যুক্ত। মহাতেজস্+বিন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —স্বিনী।

মহাতেজাঃ (-তেজস্), **-তেজা**—১। অতিশয় তেজস্বী। মহৎ তেজঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কার্ত্তিকেয়; অগ্নি। বি; পুং।

মহাতৈল—মানুষের চর্ব্বি, মনুষ্যদেহনিঃসৃত তৈল। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাত্মা (-ত্মন্)—মহামনাঃ, উদারহৃদয়; দানশীল; বদান্য। মহান্ আত্মা (স্বভাবাদি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহাত্রাণ—পুরস্কারস্বরূপে প্রাপ্ত নিষ্কর ভূমি। বাং প্র। বি। [বি; পুং।

মহাদেব—শিব। মহান্ দেব, কর্ম্মধা।

মহাদেবী—দুর্গা; মহামায়া; পাটরাণী, রাজার প্রধানা মহিষী। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাদেশ—অনেক রাজ্যাদিবিশিষ্ট নানা-জাতি লোকের বাসস্থান, অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগ; বহুদেশের সমষ্টি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাদেশীয়—মহাদেশ-সম্পর্কিত, মহাদেশের মত। মহাদেশ+ঈ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ।

মহাদেশীয় দ্বীপ—মহাদেশের ন্যায় বৃহৎ দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া। [বি; পুং।

মহাদ্বিজ—পতিত ব্রাহ্মণ; চণ্ডাল। কর্ম্মধা।

মহাদ্বীপ—বৃহৎ দ্বীপ; পৃথিবীর পৌরাণিক সপ্ত মহাদ্বীপ [যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। আধুনিক মতে —এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা লইয়া প্রাচীন মহাদ্বীপ ও দুই আমেরিকা লইয়া নূতন মহাদ্বীপ]। কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

মহাদ্রাবক—ঔষধবিশেষ, গন্ধকাম্ল। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাদ্রুম—বড় গাছ; অশ্বত্থগাছ। মহান্ দ্রুম, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাধন—১। অতিশয় ধনশালী, ধনাঢ্য; বহুমূল্য। মহৎ ধন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সুবর্ণ; কৃষিকার্য্য; বহুমূল্য বস্ত্র। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

মহাধাতু—স্বর্ণ, সুবর্ণ। মহান্ ধাতু, কর্ম্মধা।

মহান্—প্রধান; শ্রেষ্ঠ। 'মহৎ' দ্রঃ। বিণ; পুং।

মহানগর, -নগরী—বড় শহর; যাহাতে নানাদেশ হইতে আগত ব্যক্তিগণ ও বণিকগণ বাস করেন এমন শহর। মহৎ নগর, কর্ম্মধা; (২য় পক্ষে) মহতী নগরী, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহানট—শিব, মহাদেব। মহান্ নট,

মহানন্দ—১। অতিশয় আনন্দ, মুক্তি; মোক্ষ। মহান্ আনন্দ, কর্ম্মধা। ২। নন্দবংশীয় নৃপতিবিশেষ। বি; পুং। ৩। খুব খুশী, অতিশয় আনন্দযুক্ত। মহান্ আনন্দ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহানন্দা—১। নদীবিশেষ; মদ, সুরা; মাঘমাসের শুক্লা নবমী। মহান্ আনন্দ যাহা হইতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অত্যধিক আনন্দযুক্তা। মহানন্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মহানবমী—আশ্বিনী শুক্লা নবমী। মহতী নবমী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহানাদ—১। বৃহৎ শব্দ, অত্যুচ্চ শব্দ; কঠবাদ্য। কর্ম্মধা। ২। মহাশব্দবিশিষ্ট। মহান্ নাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহানিদ্রা—মৃত্যু, মরণ। মহতী নিদ্রা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহানিশা—মধ্যরাত্র, রাত্রির মধ্যপ্রহরদ্বয়। মহতী নিশা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহানীল—১। ঘোরতর নীলবর্ণ (indigo) বিণ। ২। সর্পবিশেষ; সিংহলদ্বীপসম্ভূত নীলকান্ত মণি। মহৎ নীল (নীলবর্ণ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মহানুপ্রাণতা—উদারতা; মহানুভবতা। মহতী অনুপ্রাণতা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহানুভব, মহানুভাব—১। উদার-স্বভাব; মহাপ্রাণ। মহান্ অনুভব, অনুভাব (আশ্রয়, মহিমা) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—তা,—ত্ব। ২। অতিশয় উদারতা। মহান্ অনুভব, অনুভাব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহানুভবতা, -ভাবতা—সদাশয়তা। মহানুভব, ভাব+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মহান্ত—১। নয় প্রকারের ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত। মহৎ অন্ত (স্বরূপ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। দেবমন্দির বা মঠের অধ্যক্ষ সন্ন্যাসী। বাং প্র। বি।

মহাপথ—বড় রাস্তা, প্রধানপথ, রাজবর্ত্ম; মরণ; হিমালয়ের উত্তরস্থ স্বর্গারোহণপথ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাপথগমন—মৃত্যু। ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

মহাপদ্ম—১। সর্পবিশেষ; নন্দবংশীয় রাজবিশেষ। মহৎ পদ্ম যাঁহার, বহুব্রী। ২। কুবেরের নিধিবিশেষ; লক্ষকোটি সংখ্যা। বি; পুং। ৩। শুক্লপদ্ম। মহৎ পদ্ম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাপাতক, -পাপ—অত্যন্ত পাপ; ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ব্রাহ্মণের স্বর্ণচুরি এবং গুরুভার্য্যাহরণ ও ইহাদের সংসর্গ জন্য পাপ—এই পাঁচপ্রকার পাপ। কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব, ক্লীব। বিণ,—পাতকী (-কিন্),—পাপী (-পাপিন্)।

মহাপাতকী (-পাতকিন্)—মহাপাপী, পতিত ব্যক্তি, মহাপাতককারী। মহাপাতক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কিনী।

মহাপাত্র—নদী প্রভৃতির দুই তীরের মধ্যবর্ত্তী স্থান (bed); প্রধান মন্ত্রী। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাপাপ—'মহাপাতক' দ্রঃ।

মহাপাপী (-পাপিন্)—গুরুতর পাপ-কার্য্যকারী। কর্ম্মধা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—পাপিনী।

মহাপুরাণ—একাদশ লক্ষণযুক্ত ব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশ পুরাণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাপুরুষ—শ্রেষ্ঠপুরুষ; সাধুব্যক্তি; পুরুষোত্তম, নারায়ণ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাপুরুষলক্ষণ—ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় (চুরি না করা) সত্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি গুণ, মহাপুরুষের চিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মহাপ্রভু—শিব; পরমেশ্বর; ইন্দ্র; মুনি; রাজা; শ্রীগৌরাঙ্গদেব [কথিত আছে শ্রীগৌরাঙ্গদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত যখন একত্র অবস্থান করিতেন তখন ভক্তগণ প্রভু বলিয়া ডাকিলে তিন জনেই সাড়া দিতেন। কাজেই ভক্তগণ তখন তিন জনকে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু বলিয়া অভিহিত করিলেন]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাপ্রয়াণ—মৃত্যু বা মরিবার জন্য যাত্রা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাপ্রলয়—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ, (তাহা হইতে) দারুণ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাপ্রসাদ—জগন্নাথদেবের প্রসাদ; দেবোদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য; পাদোদক নির্ম্মাল্য নৈবেদ্য—এই তিনপ্রকার পবিত্র দ্রব্য; অতি প্রসন্নতা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাপ্রস্থান—১। মৃত্যুর জন্য গমন। কর্ম্মধা। ২। মহাভারতের একটি পর্ব্ব। মহৎ প্রস্থান যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

মহাপ্রাণ—১। (ব্যাকরণ) বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ ষ স হ। বি; পুং। ২। উদারচেতাঃ। মহান্ প্রাণ যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। বি,—তা।

মহাপ্রাণতা—উদারতা, সদাশয়তা। মহাপ্রাণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মহাপ্রাণী—জীবাত্মা; প্রাণ। বাং প্র। বি।

মহাফল—১। বেলগাছ। বি; পুং। ২। বৃহৎ বা উত্তমফলযুক্ত। মহৎ ফল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। উত্তম ফল; বিশেষ উপকার; মহাপুণ্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাফেজ—মোকদ্দমার দলিল ও কাগজপত্র যাহার নিকট থাকে সেই কর্ম্মচারী। আর্বী 'মুহাফিজ্'-শব্দজ। বি।

মহাফেজখানা—যে স্থানে মহাফেজের জিম্মায় কাগজপত্র থাকে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাবন—বৃন্দাবনের বনবিশেষ; বৃহৎ অরণ্য।

মহাবরাহ—বিষ্ণুর বরাহ-অবতার। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাবল—১। অতিশয় বলবান্। বিণ। ২। বুদ্ধ; বায়ু। মহৎ (অধিক) বল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। অধিক শক্তি। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাবাক্য—বাক্যসমূহ; বৃহৎ বাক্য; অনেক বাক্য; ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য, "ওঁ তৎসৎ"; দানাদিকালে সঙ্কল্প বাক্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাবারুণী—গঙ্গাস্নানের যোগবিশেষ; গৌণ চান্দ্র চৈত্র মাসের শনিবারযুক্তা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাবাহু—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পুং। ২। বিশালভুজদ্বয়যুক্ত। মহান্ বাহু যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহাবিদ্যা—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ দেবী। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাবিষুব—(জ্যোতিষ) রবির মেষে সংক্রমণ। মহৎ বিষুব (মেষসংক্রান্তি), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাবীর—১। অত্যন্ত পরাক্রমশালী। কর্ম্মধা। বিণ। ২। হনুমান্; গরুড়; সিংহ। বি; পুং।

মহাবীর্য্য(র্য)—১। অতিশয় বলবান্। বিণ। ২। ব্রহ্মা; পরমাত্মা। মহৎ বীর্য্য যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মহাবৈদ্য—নিকৃষ্ট চিকিৎসক; যম। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাবোধি—বুদ্ধদেব। মহান্ বোধি (শিক্ষক), কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাব্যাধি—কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাব্যাহৃতি—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি

বৈদিকমন্ত্র। মহতী ব্যাহৃতি (উক্তি), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাব্রণ—নালী-ঘা, দুষ্টব্রণ। মহৎ ব্রণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাব্রত—দ্বাদশবার্ষিক ব্রতবিশেষ; অত্যধিক পুণ্যের কার্য্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাভট—যোদ্ধা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাভদ্রা—গঙ্গা, ভাগীরথী; কাশ্মীরী, গাম্ভারী। মহৎ (অধিক) ভদ্র (কল্যাণ) যাহা হইতে, বহুব্রী +আপ্। বি; স্ত্রী।

মহাভাগ—মহাশয়; অতিশয় সৌভাগ্যশালী; দয়াদি-অষ্টগুণযুক্ত। মহান্ ভাগ (ভাগ্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহাভারত—বেদব্যাসপ্রণীত সুবিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থ। মহৎ ভার, কর্ম্মধা; মহাভার—তন্ +ড কর্ত্তৃবা, অথবা, ভরত (ভরতবংশীয় পুরুষ) + অণ্ অধিকার করিয়া কৃত অর্থে —ভারত; মহান্ বা মহৎ ভারত, কর্ম্মধা [মহত্ত্ব ও ভারতবংশবর্ণনহেতুক ইহার নাম 'মহাভারত']। বি; পুং বা ক্লীব। বিণ, —তীয়।

মহাভারতীয়—মহাভারতগ্রন্থে বর্ণিত; মহাভারতসম্বন্ধীয়। মহাভারত+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

মহাভাষ্য—মহর্ষি পতঞ্জলিপ্রণীত পাণিনিব্যাকরণের ব্যাখ্যানগ্রন্থ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাভিক্ষু—বুদ্ধদেব। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাভূত—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি; শ্রেষ্ঠজীব; পরমেশ্বর। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহামণ্ডল—বৃহৎ সমবায় বা সঙ্ঘ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহামতি—অতি বুদ্ধিমান্। মহতী মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহামনাঃ (-মনস্), **-মনা**—মহাত্মা, মনস্বী; উদারচিত্ত। মহৎ (উদার) মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহামহাবারুণী—চৈত্রমাসের গৌণ কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শুভযোগ ও শনিবারযুক্ত শতভিষা নক্ষত্রের যোগ। বি; স্ত্রী।

মহামহিম—অতিশয় গৌরবান্বিত, অতি মহান্। মহৎ মহিমা (মহিমন্), কর্ম্মধা+ অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

মহামহিমান্বিত—অতিশয় গৌরবান্বিত। মহামহিমা দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

মহামহোপাধ্যায়—সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। মহান্ যে মহোপাধ্যায়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহামাংস—নরমাংস। মহৎ মাংস, কর্ম্মধা [এখানে মহৎ শব্দ কদর্থজ্ঞাপক]। বি; ক্লীব।

মহামাত্র—প্রধান মন্ত্রী; মাহুত; ধনী ব্যক্তি। মহতী মাত্রা (ধন বা হস্ত্যশ্বরথাদি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মহামানী (-নিন্)—অতিশয় গৌরবযুক্ত। মহান্ যে মানী, কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী, —নিনী।

মহামান্য—অত্যধিক গৌরবযুক্ত; অতিশয় সম্মানের পাত্র। মহৎ ভাবে মান্য, কর্ম্মধা। বিণ।

মহামায়া—দুর্গা; জগৎ-কারণভূতা অবিদ্যা; সংসার ভ্রম। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহামারী—অতিশয় মড়ক, মারাত্মক ব্যাধির ব্যাপকভাবে প্রকাশ। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহামাষ—রাজমাষ, বরবটি কলায়। কর্ম্মধা। [বি; পুং।

মহামুনি—মহর্ষি, অগস্ত্য প্রভৃতি; কৃপাচার্য্য; বুদ্ধদেব; কাল; ব্যাস। মহান্ মুনি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহামূল্য—যাহার মূল্য খুব বেশী এমন। মহৎ মূল্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহামৃগ—হস্তী, গজ; শরভ। মহান্ মৃগ (পশু), কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহামোহ—বিষয়-বাসনারূপ অজ্ঞানতা; মৈথুনাদি সুখভোগেচ্ছারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ; সংসার এবং তদ্বিষয়ভোগবাসনারূপ মোহ। মহান্ মোহ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাযজ্ঞ—হোম বেদপাঠ অতিথিপূজা তর্পণ ও জীবগণকে খাদ্যদান—এই পাঁচপ্রকার যজ্ঞ। মহান্ যজ্ঞ (যাগ), কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাযাত্রা—মৃত্যুর জন্য যাত্রা। মহতী [যাত্রা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাযুদ্ধ—ভীষণ লড়াই, যে যুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী লোক যোগদান করে তাহা। মহৎ যুদ্ধ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহারজত—স্বর্ণ, কাঞ্চন; ধুতুরা। মহৎ রজত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহারণ্য—বৃহৎ এবং গভীর বন। মহৎ অরণ্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহারত্ন—মণি করী চক্র উত্তমা স্ত্রী ও পরিণায়ক—এই পাঁচটি শ্রেষ্ঠ রত্ন; গোমেদ নীলকান্ত প্রবাল পান্না মুক্তা হীরক বৈদূর্য্য পদ্মরাগ পুষ্পরাগ—এই নয়টি রত্ন। মহৎ রত্ন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহারথ—১। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা; দশসহস্র ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধক্ষম যোদ্ধা; আপনাকে সারথিকে অশ্বসকলকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধকারী ব্যক্তি; একমাত্র রথ লইয়া সাহঙ্কারে শত্রুমধ্যে বিচরণপূর্ব্বক যুদ্ধকারী ব্যক্তি। মহান্ রথ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং, বা বিণ। ২। বৃহৎ রথ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহারাজ—প্রধান রাজা, সম্রাট্; পূর্ব্বজিনবিশেষ; (অধুনা প্রঃ) সন্ন্যাসীদিগের আখ্যাবিশেষ। মহান্ রাজা, কর্ম্মধা (সমাসান্ত টচ্)। বি; পুং।

মহারাজা—জমিদারের উপাধিবিশেষ; সামন্তরাজ। বাং প্র। বি; পুং। স্ত্রী, —রাণী।

মহারাজাধিরাজ—সর্ব্বপ্রধান রাজা, সার্ব্বভৌম। মহারাজমধ্যে অধিরাজ (প্রধান রাজা), ৭মীতৎ। বি; পুং।

মহারাজ্ঞী—১। শ্রেষ্ঠনৃপতিযুক্তা ('—নগরী')। মহান্ রাজা যাহাতে, বহুব্রী; মহারাজন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শ্রেষ্ঠা রাজ্ঞী। মহতী রাজ্ঞী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহারাণা—উদয়পুরের রাজাদের উপাধি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহারাণী, -রানি, -রানী—মহারাজার স্ত্রী। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহারাত্রি—মহাপ্রলয়ের রাত্রি; অর্দ্ধরাত্রের পর দুই মুহূর্ত্ত। মহতী রাত্রি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহারাষ্ট্র—মারাঠাদেশ। মহৎ রাষ্ট্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহারাষ্ট্রী—মারাঠাদেশীয় ভাষা; মারাঠাদেশের অধিবাসী, মারাঠী। মহারাষ্ট্র+ঈ ভবাদ্যর্থে। বি বা বিণ।

মহারুদ্র—মহাদেব। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহারূপ—১। শিব। বি; পুং। ২। অতিশয় রূপবান্। মহৎ রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহারোগ—রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি অসাধ্য রোগ, উদরী অশ্মরী ত্বগ্‌দোষ উন্মাদ রাজযক্ষ্মা শ্বাস মধুমেহ ভগন্দর—এই আটরকম রোগ; কুষ্ঠব্যাধি। মহান্ রোগ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহার্ঘ—অত্যন্ত দামী, মহামূল্য। মহৎ অর্ঘ (মূল্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহার্ণব—মহাসমুদ্র। মহান্ অর্ণব (সমুদ্র), কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাল—ভূমিসম্পত্তি; যে ভূসম্পত্তির খাজনা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া যায় ও কালেক্টরীর তৌজিতে রেজেষ্টরীভুক্ত থাকে তাহা; জমিদারীর বা তালুকের অংশ। আরবী 'মহল'-শব্দজ। বি।

মহালক্ষ্মী—দেবীবিশেষ; রাধা; নারায়ণী শক্তি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহালয়—১। পরমাত্মা; আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষ; অপরপক্ষ। মহান্ লয় যাহাতে, বহুব্রী। ২। তীর্থ; বৃহদালয়। মহান্ আলয়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহালয়া—আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা, শারদীয়া দুর্গাপূজার আগেকার অমাবস্যা। মহালয়(১)+আপ্। বি; স্ত্রী।

মহালিঙ্গ—১। শিব। মহৎ লিঙ্গ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। বৃহল্লিঙ্গযুক্ত। মহৎ লিঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহালোহ—চুম্বক পাথর, অয়স্কান্তমণি। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাশক্তি—১। অত্যন্ত পরাক্রমশালী।

বিণ। ২। কার্ত্তিকেয়। মহতী শক্তি যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। অতিশয় পরাক্রম; দুর্গা, কালী, ভগবতী। মহতী শক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাশঙ্খ—মড়ার মাথার খুলি, শব-কপাল; মানুষের হাড়; কাণ এবং চোখের মধ্যবর্ত্তী হাড়; (তন্ত্র) বীরাচারপ্রসিদ্ধ নৃকপালাস্থি-জাত মালাবিশেষ; ললাট; সংখ্যাবিশেষ; বৃহৎ শঙ্খ; কুবেরের নিধিবিশেষ; অস্ত্র বিশেষ। মহান্ শঙ্খ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাশয়—১। মহামনাঃ; মহাত্মা। মহান্ আশয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সম্মান-সূচক নামান্ত বা সম্বোধন। বাং প্র। বি।

মহাশয্যা—সিংহাসন; বড় বিছানা। মহতী শয্যা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাশল্ক—১। চিঙ্গড়ীমাছ। বি; পুং। ২। যাহার আঁইষ বড় এমন। বহুব্রী। বিণ। ৩। বড় আঁইষ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাশূদ্র—গোপ, আভীর। কর্ম্মধা। বি; পুং। স্ত্রী, –দ্রী।

মহাশ্বাস—একপ্রকার হাঁপানি রোগ; আসন্ন মৃত্যুর নাভিশ্বাস। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাশ্বেতা—দুর্গা; সরস্বতী; কৃষ্ণ ভূমি-কুষ্মাণ্ড; শ্বেত অপরাজিতা। মহতী শ্বেতা, কর্ম্মধা; অথবা, মহান্ শ্বেত যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

মহাশ্মশান—কাশী, বারাণসী; যে স্থানে অবিশ্রান্ত বহু শবদাহ করা হয় তাহা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাশ্রম—তীর্থবিশেষ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাশ্রমণ—বুদ্ধদেব। মহান্ শ্রমণ (বৌদ্ধ-ভিক্ষু), কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাষষ্ঠী—দুর্গা। মহতী ষষ্ঠী (দেবীবিশেষ), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

মহাষ্টমী—আশ্বিনী শুক্লা অষ্টমী। কর্ম্মধা।

মহাসত্ত্ব—১। প্রকাণ্ড জন্তু, অতিকায় জীব। মহৎ বা মহান্ যে সত্ত্ব (জীব), কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। সদাশয়, উন্নতমনাঃ। মহান্ সত্ত্ব (প্রাণ) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

মহাসমারোহ—অতিশয় জাঁকজমক; অত্যধিক ঘটা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাসমুদ্র, -সাগর—যে অতি বিস্তীর্ণ লবণময় জলভাগ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহা [ইহা একটিমাত্র হইলেও স্থান-ভেদে উত্তরমহাসাগর, দক্ষিণমহাসাগর, ভারত-মহাসাগর, প্রশান্তমহাসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগর—এই পাঁচটি পৃথক্ নামে আখ্যাত]। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহাসাগরীয়—মহাসাগর-সম্পর্কিত; মহা-সাগর-সদৃশ (oceanic). মহাসাগর+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। [কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহাসুখ—অতিশয় আনন্দ। মহৎ সুখ,

মহাসেন—শিব; কার্ত্তিকেয়; বৃহৎসেনা-পতি। মহতী সেনা যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মহিত—সম্মানিত; পূজিত, অর্চ্চিত। মহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

মহিমময়—গৌরবযুক্ত; মাহাত্ম্যপূর্ণ; সম্মান-যুক্ত। মহিমন্+ময়ট্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –ময়ী।

মহিমা (-মন্)—মাহাত্ম্য, গৌরব; ঐশ্বর্য্য; উৎকর্ষ; শিবের বিভূতিবিশেষ, স্বীয় শরীরকে স্থূল করিবার ক্ষমতা; শক্তি। মহৎ+ইমন্ ভাবে। বি; পুং। বিণ—মহিমময়।

মহিমার্ণব—যাঁহার মাহাত্ম্য অথবা গৌরব সমুদ্রজলের ন্যায় অপরিমেয় এমন। মহিমার অর্ণব (সমুদ্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

মহিলা, মহেলা—নারী; মদমত্তা নারী; রাজমহিষী; একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। মহ্ (পূজা করা)+ইলচ্, এলচ্ কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

মহিষ—পশুবিশেষ, যমের বাহন; অসুর-বিশেষ, মহিষাসুর। মহ্+টিষচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

মহিষধ্বজ, -বাহন—যম, অন্তক। মহিষ ধ্বজ, বাহন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মহিষমর্দ্দি(র্দি)নী—মহিষাসুরবিনাশিনী দুর্গা; অষ্টাক্ষরী বিদ্যা। উপতৎ; মহিষ—মৃদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্; অথবা, মহিষের (অসুরবিশেষের) মর্দ্দিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মহিষাসুর—মহিষাকার দানব, রম্ভাসুর-পুত্র, মহিষী গর্ভজাত দানববিশেষ। মহিষা-কৃতি অসুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহিষী—স্ত্রীমহিষ; কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী, পাটরাণী; ব্যভিচারিণী স্ত্রী। মহিষ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মহিসোপান—(ভূতত্ত্ব) সমুদ্র-উপকূল হইতে ৬০০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর জলতলে অবস্থিত মহা-দেশের নিমজ্জিত অংশ (continental shelf). মহির সোপান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মহী—পৃথিবী; গো; নদীবিশেষ। মহ্ (পূজা করা)+ইন্ কর্ম্মবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মহীক্ষিৎ—রাজা, নৃপতি। উপতৎ; মহী—ক্ষি (প্রভুত্ব করা)+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মহীধর—পর্ব্বত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মহীপ—রাজা, নৃপতি। মহী—পা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [পুং।

মহীপতি—রাজা, নৃপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

মহীপাল—রাজা, নৃপতি। উপতৎ; মহী—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মহীভৃৎ—রাজা; পর্ব্বত। উপতৎ; মহী—ভৃ+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মহীয়সী—অতিমহতী। মহীয়স্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মহীয়ান্ (-য়স্)—মহাত্মা; অতি মহৎ; উত্তম। মহৎ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, –য়সী। [কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মহীরুহ—গাছ, বৃক্ষ। মহী—রুহ্+ক

মহীলতা—কেঁচো, কিঞ্চুলুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [শব্দজ। বি।

মহুয়া—মউল গাছ বা ফুল। 'মধূক'-

মহেন্দ্র—বিষ্ণু; ইন্দ্র; জম্বুদ্বীপের পর্ব্বত-বিশেষ। মহান্ ইন্দ্র, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহেন্দ্রনগরী—ইন্দ্রের পুরী, অমরাবতী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মহেন্দ্রবারুণী—লতাবিশেষ, বড় মাকাল। মহেন্দ্রবরুণ+অণ্ প্রিয় অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মহেন্দ্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। মহতী ইন্দ্রাণী,

মহেলা—'মহিলা' দ্রঃ।

মহেশ, মহেশ্বর—মহাদেব, শিব। মহান্ ঈশ, ঈশ্বর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহেশী, মহেশ্বরী—পার্ব্বতী, মহেশ্বর-পত্নী; কাঁসা। মহেশ, মহেশ্বর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মহেষ্বাস—১। মহাধনুর্দ্ধর। মহেষু (বৃহৎ বাণ)—অস্ (নিক্ষেপ করা)+অণ্ কর্ত্তৃবা; অথবা, মহান্ ইষ্বাস (ধনু) যাহার, বহুব্রী। ২। বৃহৎ ধনু। মহান্ ইষ্বাস (ধনু), কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহোৎসব—অতিশয় আনন্দজনক ব্যাপার। মহান্ উৎসব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহোদধি—সমুদ্র; মহাসমুদ্র। মহান্ উদধি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহোদয়—১। সদাশয়, মহাত্মা; অতি-সমৃদ্ধ; অত্যুন্নত। মহান্ উদয় যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। আধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব; মুক্তি, মোক্ষ। মহান্ উদয়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মহোদরী—১। ভগবতী। বি; স্ত্রী। ২। বৃহৎ উদরযুক্তা। মহৎ উদর যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মহোপকারী (-রিন্)—অত্যন্ত হিতকর, অত্যন্ত উপকারী। মহৎ উপকারী, সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী, –কারিণী।

মহোরগ—১। বিরাট সাপ, বৃহৎ সর্প। মহান্ উরগ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। তগরমূল। মহোরগ+অচ্ (সেইরূপ আকৃতি বলিয়া)। বি; ক্লীব। [বি; স্ত্রী।

মহোল্কা—বৃহৎ উল্কা। মহতী উল্কা, কর্ম্মধা।

মহৌজাঃ (-জস্), **মহৌজা**—মহাবল; মহাতেজস্বী, অত্যন্ত শক্তিশালী। মহৎ ওজঃ (ওজস্) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মহৌষধ—উত্তম ঔষধ; রসুন; শুঁঠ; পিপুল। মহৎ ঔষধ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মহৌষধি—রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণ-লতাদি; দূর্ব্বা; মহামানীয় দ্রব্যবিশেষ;

শ্বেতকণ্টকারী ; ব্রাহ্মী ; কটুকা ; অতিবিষা ; হিলমোচিকা। মহতী ওষধি (ফলপাকান্ত লতা), কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

মা—১। লক্ষ্মী। মা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। ২। পরিমাণ ; জ্ঞান ; দীপ্তি। মা+ক্বিপ্ ভাববা। ৩। জননী, মাতৃস্থানীয়া বা কন্যাস্থানীয়ার সম্বোধন শব্দ। 'মাতৃ'-শব্দজ। বি ; স্ত্রী। ৪। (সঙ্গীত) স্বরসপ্তকের মধ্যম বা চতুর্থ স্বর (সা, রে, গা, মা)। 'মধ্যম'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।

মাই—১। স্তন, পয়োধর ; স্তন্য, স্তনদুগ্ধ। বাং প্র। ২। জননী, মা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মাইজ, মাজ—মাঝের পাতা ; গাছের পাতা ; বৃক্ষের ভিতরের কোমল অংশ ; সার ; কলাগাছের যে পাতাটি মেলে নাই—জড়ান আছে তাহা। 'মজ্জা'-শব্দজ। বি।

মাইতি—হিন্দুজাতিবিশেষের একটি উপাধি। বাং প্র। বি।

মাইদুধ—স্তন্য, স্তনের দুগ্ধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মাইনদার, মাইনেদার—১। ভৃত্য। বি। ২। বেতনগ্রহণকারী। মাইনা, মাইনে+দার গ্রাহক অর্থে। বিণ।

মাইনা, মাইনে—মাসের বেতন। আর্বী 'মাহানাহ্'-শব্দজ। বি।

মাইপোষ—যে খাটে বিছানার নীচে গুপ্ত বাক্স থাকে তাহা ; শিশুদিগকে দুধ খাওয়াইবার একপ্রকার বোতল (feeding bottle). প্রাদে। বি।

মাইফেল—নৃত্যগীতাদির মজলিস্ বা অনুষ্ঠান (soiree). আর্বী 'মহ্ফিল'-শব্দজ। বি।

মাইয়া—১। মেয়ে, কন্যা ; স্ত্রীলোক। প্রাঃ কবিপ্র। ২। মা। প্রাদে। বি।

মাইরি—শপথ করিতে প্রযুক্ত শব্দ ; সত্যি। ইং 'By Mary' মতান্তরে পোর্ত্তুগীজ 'Maria' কথার অপভ্রংশ। অব্য।

মাইল—১৭৬০ গজ-পরিমাণ দূরত্ব, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। ইং mile. বি।

মাইশর, মাইসর—অগ্রহায়ণ। 'মার্গশীর্ষ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মাংস—শরীরের অংশ, পিশিত। মন্+স কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

মাংসপেশি, -পেশী—(শারীরবিদ্যা) যে যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছামাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সঞ্চালনক্রিয়া সমাধা হয় তাহা, মাংসপিণ্ড (muscle). মাংসগঠিতা পেশি, পেশী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

মাংসভোজী (-ভোজিন্)—যে মাংস ভোজন করে এমন, মাংসাশী। উপতৎ ; মাংস—ভুজ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -ভোজিনী।

মাংসল—প্রচুর মাংসযুক্ত, মোটা ; স্থূল ; বলবান্। মাংস+লচ্ আছে অর্থে। বিণ।

মাংসাশী (-শিন্)—মাংসভক্ষক। উপতৎ ; মাংস—অশ্ (ভক্ষণ করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -শিনী।

মাংসিক—মাংসবিক্রয়ী, কসাই। মাংস+ইক পণ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

মাকড়—বানর। 'মর্কট'-শব্দজ। বি।

মাকড়, মাকড়সা, মাকসা—লূতা, ঊর্ণনাভ। 'মর্কট'-শব্দজ। বি।

মাকড়ি, মাকড়ী—কানের একপ্রকার গহনা। 'মকরকুণ্ডল'-শব্দজ। বি।

মাকনা—যাহার দাঁত উঠে নাই এমন হস্তিশিশু। বাং প্র। বি।

মাকন্দ—১। চন্দনগাছ ; আম্রগাছ। মা (সৌন্দর্য্য) কন্দে (মূলে) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। আম। বি ; ক্লীব।

মাকরী—১। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী। বি ; স্ত্রী। ২। মকররাশিসম্বন্ধীয়া। মকর (দশম রাশি)+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। [বাং প্র। বি।

মাকাটী—কার্পাসের বীজ ; পাটের ডাঁটা।

মাকাল—ফলবিশেষ [ইহা লালবর্ণ হেতু দেখিতে সুন্দর] ; মৎস্যের দেবতা ; মহাকাল। 'মহাকাল'-শব্দজ। বি।

মাকু—কাপড় বুনিবার যন্ত্রবিশেষ, তুরি। বাং প্র। বি।

মাকুন্দ, মাকুন্দা—যাহার দাড়িগোঁফ উঠে না এমন পুরুষ, শ্মশ্রুবিহীন পুরুষ। 'মৎকুণ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

মাক্ষি(ক্ষী)ক—১। মাছি হইতে জাত বা প্রাপ্ত। বিণ। স্ত্রী, -কী। ২। মধু ; খনিজ উপধাতুবিশেষ। মক্ষিকা+অণ্ কৃতার্থে (নিপাতনে বিকল্পে দীর্ঘ)। বি ; ক্লীব।

মাখন, মাখম—ননী, নবনীত। 'ম্রক্ষণ'-শব্দজ। বি।

মাখনা—জলজ ফলবিশেষ। প্রাদে। বি।

মাখা—লেপন করা ; ঘষিয়া বা রগড়াইয়া মিশান। বাং ক্রি।

মাখান—মিশ্রিত করা বা করান ; লেপন করা বা করান। 'ম্রক্ষ'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

মাখামাখি—ঘনিষ্ঠভাব ; পারস্পরিক লেপন। ব্যতীহার বহুব্রী। বি। [স্ত্রী।

মাগ—পত্নী। পালি 'মাতুগাম'-শব্দজ। বি ;

মাগধ—১। রাজাদের এবং সৈন্যগণের অগ্রে স্তুতিপাঠক, বন্দী ; বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত জাতিবিশেষ, ভাট। বি ; পুং। ২। মগধদেশোৎপন্ন। মগধ+অণ্ জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী—মাগধী।

মাগধী—১। মগধরাজকন্যা ; মগধদেশজাতা গণিকা ; যূথিকা পুষ্প, যুঁইফুল ; ভাষার রীতি (style)-বিশেষ, মগধদেশীয় ভাষা ; গুজরাটি এলাচ ; শর্করা। বি ; স্ত্রী। ২। মগধদেশোৎপন্না। মাগধ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মাগন—কোন পূজা বা বারোয়ারী কাজের জন্য প্রত্যেক বাড়ী হইতে গৃহীত চাউল প্রভৃতি। 'মার্গন'-শব্দজ। বি।

মাগনকুড়ে—যে মাগিয়া খায় এরূপ ; ভিক্ষুক। বাং প্র। বি বা বিণ।

মাগনা, মাঙ্না, মাঙ্গনা—বিনামূল্যে ; বিনা কারণে। মাগন+আ। ক্রি-বিণ।

মাগা, মাঙ্গা—ভিক্ষা করা, চাওয়া, প্রার্থনা করা। কবিপ্র। ক্রি।

মাগী—বুড়ী, বৃদ্ধা স্ত্রী, অধিকবয়স্কা স্ত্রী ; রক্ষিতা স্ত্রী ; বেশ্যা। পালি 'মাতুগাম'-শব্দজ। বি।

মাগীবাড়ী—বেশ্যাগৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মাগু—পত্নী। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।

মাগুর—একজাতীয় মাছ। 'মদ্গুর'-শব্দজ।

মাগোঁসাই—যে গুরুপত্নী নিজেই শিষ্যগণকে দীক্ষা দান করেন, শিষ্যবৃন্দকে স্বয়ং মন্ত্রদাত্রী গোস্বামিপত্নী। বাং প্র। বি ; স্ত্রী।

মাগ্গি—বহুমূল্য। 'মহার্ঘ'-শব্দজ। বিণ।

মাগ্গিভাতা—জিনিসপত্র দুর্ম্মূল্য হওয়ায় বেতনের অতিরিক্ত যাহা দেওয়া হয় তাহা ; দুর্ম্মূল্যতা হেতু প্রদত্ত বৃত্তি (dearness allowance). মাগ্গি হেতু ভাতা, ৩য়াতৎ। বি।

মাঘ—বাংলা বৎসরের দশম মাস। মঘা+অণ্ তদ্যুক্তার্থে+ঈপ্ ; মাঘী (পূর্ণিমাবিশেষ) +অণ্ তদ্যুক্তমাসার্থে। বি ; পুং।

মাঘী—১। মাঘমাসসম্বন্ধীয়া। বিণ ; স্ত্রী। ২। মঘানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। মঘা+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। একপ্রকার শস্য। বাং প্র। বি।

মাঙ্গন—যাচন, ভিক্ষাকরণ ; নির্দ্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত যাহা জমিদার বলপূর্ব্বক প্রজার নিকট হইতে আদায় করে তাহা, আবোয়াব। 'মার্গণ'-শব্দজ। বি।

মাঙ্গনা—'মাগনা' দ্রঃ।

মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য—১। মঙ্গলকর, শুভজনক। বিণ। স্ত্রী, -লিকী, -ল্যী। ২। শুভ, মঙ্গল। মঙ্গল+ইক, ষ্যঞ্ হিতার্থে, স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

মাঙ্গা—১। দুর্ম্মূল্য। 'মহার্ঘ'-শব্দজ। বিণ। ২। চাওয়া। হিন্দী। ক্রি।

মাঙ্গান—চাওয়ান ; আনয়ন করান। হিন্দী। ক্রি।

মাচা, মাচাং, মাচান—মঞ্চ, বংশরচিত উচ্চস্থান। 'মঞ্চ'-শব্দজ। বি।

মাচিকা—মাছি, মক্ষিকা। মচ্+ণক কর্ত্তৃবা +আপ্। বি ; স্ত্রী।

মাচিয়া, মাচ্চা—কেদারা। হিন্দী। বি।

মাছ—মীন, মৎস্য। 'মৎস্য'-শব্দজ। বি।

মাছরাঙ্গা—একপ্রকার মৎস্যাশী ক্ষুদ্র পক্ষী। 'মৎস্যরঙ্গ'-শব্দজ। বি।

মাছি, মাচি—কীটবিশেষ ; মাচিকা ;

বন্দুকের নলের উপরিস্থিত চিহ্নবিশেষ। 'মক্ষি'-শব্দজ। বি।

মাছিমারা—যে নকল করিবার সময় মরা মাছিটির অনুরূপ আর একটি মাছি মারিয়া রাখিয়া দেয় এমন; যাহার স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি মোটেই নাই এমন, যে শুধু নকলে তৎপর এমন ('—কেরানী')। উপতৎ। বিণ।

মাছুয়া, মেছো—১। মৎস্যবিক্রেতা জাতিবিশেষ। বি। ২। মৎস্যাশী; মৎস্য-সম্বন্ধীয়। বিণ। মাছ+উয়া, ও সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ।

মাজ—'মাইজ' দ্রঃ।

মাজন—ঘর্ষণ; মাজিয়া পরিষ্কার করিবার গুঁড়া ('দাঁতের—')। মাজ্+অন ভাববা, করণবা। বি।

মাজরা—ঘটনা ('—স্থল'); গোলমাল; বিশৃঙ্খলা। ফার্সী। বি। [শব্দজ। বি।

মাজা, মাঝা—মধ্যস্থান; কটিদেশ। 'মধ্য'-

মাজা—১। ঘষিয়া পরিষ্কার করা; বিলেপন দ্বারা মসৃণ করা। বাং ক্রি। ২। মৃষ্ট; মার্জিত। মাজ্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

মাজান—ঘর্ষণ করান। বাং ক্রি।

মাজুফল—বড় বড় গাছে কীটনির্ম্মিত কষায় দ্রব্যবিশেষ (gall-nut). 'মায়াফল'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

মাজুম—মাদকদ্রব্যবিশেষ। আর্বী 'মাজুন'-

মাঝ—মধ্যস্থল; ভিতর। 'মধ্য'-শব্দজ। বি।

মাঝখান—মধ্যস্থল। মাঝ (<মধ্য)+খান (<স্থান)। বি।

মাঝামাঝি—প্রায় মধ্যস্থলে; প্রায় সমদূরবর্ত্তী স্থানে; মধ্যবর্ত্তী; মধ্যম রকমের। বাং প্র। অব্য; বি বা বিণ।

মাঝার, মাঝারে—ভিতরে, মধ্যে। কবিপ্র। বি। [শব্দজ। বিণ।

মাঝারি—মধ্যম-প্রকারের। 'মধ্যমাকৃতি'-

মাঝি—নৌকা-চালক, নাবিক; সাঁওতাল পল্লীর প্রধান ব্যক্তি। 'মধ্য'-শব্দজ। বি।

মাঝিমাল্লা—নৌকাচালকগণ। দ্বন্দ্ব। বি।

মাঞ্জা—ঘুড়ির সূতা ধারাল করিবার জন্য তাহাতে প্রদত্ত কাচের গুঁড়া-মিশান আটার প্রলেপ। বাং প্র। বি।

মাঞ্জিষ্ঠ—রক্তবর্ণ, রাঙ্গা। মঞ্জিষ্ঠা (রক্তবর্ণ-লতা)+অণ্ রঞ্জিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ঠী।

মাটকলাই—চীনাবাদাম। বাং প্র। বি।

মাটকোঠা—কাঠ খড় ও মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ। মাটি-তৈয়ারী কোঠা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

মাটাপালাম—একপ্রকার মোটা সূতার কাপড়। তেলেগু 'মাটাপোল্লাম'-শব্দজ। বি।

মাটাম—১। যে যন্ত্রদ্বারা সমকোণ নির্দ্ধারিত হয় তাহা। বি। ২। সমকোণে স্থাপিত। বাং প্র। বিণ।

মাটামসই, -সহি—সমকোণে স্থাপিত। ৭মীতৎ। বিণ।

মাটি—মৃত্তিকা, ভূমি; অপদার্থ, সার-হীন বস্তু। 'মৃত্তিকা'-শব্দজ। বি। **মাটি করা**—পণ্ড করা, নষ্ট করা। **মাটি খাওয়া**—এমন অন্যায় বা অনুচিত কার্য্য করা যাহার জন্য পরে দুঃখ করিতে হয়। **মাটি দেওয়া**—কবরস্থ করা। **মাটি মাটি করা**—অস্বস্থ বোধ করা। **মাটি মাড়ান**—যাওয়া আসা করা; আসা। **মাটি হওয়া**—পণ্ড হওয়া, নষ্ট হওয়া। **মাটির দর**—সামান্য দাম। **মাটির মানুষ**—অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক। **(লজ্জায়) মাটির সহিত মিশিয়া যাওয়া**—অত্যন্ত লজ্জিত হওয়া।

মাটিয়া—'মেটে' দ্রঃ।

মাটো—অলস, কর্ম্মে শিথিল। 'মন্দ'-শব্দজ। বিণ।

মাঠ—১। ময়দান, প্রান্তর; গোচারণ-ভূমি। বাং প্র। বি। **মাঠে মারা যাওয়া**—সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হওয়া যাহাতে আর কোন খোঁজখবর না হয়। ২। মন্থর; ভোঁতা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বি।

মাঠা—ননী, নবনীত; ঘোল। 'মৃষ্ট'-শব্দজ।

মাড়—১। ফেন, তণ্ডুলাদির কাথ। 'মণ্ড'-শব্দজ। ২। বাঁশের ভেলা। বাং প্র। বি।

মাড়ওয়ারী—মাড়ওয়ার দেশের অধিবাসী। মাড়ওয়ার+ঈ নিবাসার্থে। বি বা বিণ।

মাড়ন—পেষণ, দলন। 'মর্দ্দন'-শব্দজ। বি।

মাড়া—পেষণ করা; শীষ হইতে শস্য খসানর জন্য শস্যের স্তূপীকৃত আঁটিকে গরু বা মহিষ দ্বারা পদদলিত করান। 'মর্দ্দন'-শব্দজ। বাং ক্রি। [বাং ক্রি।

মাড়ান—পদদলিত করা; মর্দ্দিত করান।

মাড়ি—১। মাড়, ফেন; তাল প্রভৃতি ফলের ঘন রস। 'মণ্ড'-শব্দজ। ২। দন্তমূল; দন্তমূলের বেষ্টনী। 'মাঢ়ী'-শব্দজ। বি।

মাড়ুয়া—একপ্রকার শস্য। বাং প্র। বি।

মাড়োয়ারী—মাড়ওয়ারী (তাহা দ্রঃ)।

মাঢ়ী—দন্তমূল, দাঁতের মাড়ি। মহ্+ক্তি কর্ম্মবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাণক, মানক—১। মূলবিশেষ, মানকচু। বি; ক্লীব। ২। মানকচুর গাছ। মান্+ষঞ্ কর্ম্মবা+কন্ স্বার্থে (বিকল্পে ণত্ব)। বি; পুং।

মাণব, মাণবক—বালক; ক্ষুদ্র মনুষ্য; ব্রাহ্মণকুমার; ষোলনর হার। মনু (মনুষ্য) +অণ্ অল্পার্থে, সম্বন্ধার্থে, কুৎসিতার্থে; পক্ষে কন্ স্বার্থে (নিপাতনে ণত্ব)। বি; পুং।

মাণিক—রত্নবিশেষ, মণি; আদরের ধন। 'মাণিক্য'-শব্দজ। বি।

মাণিকজোড়—প্রায় দুই হাত লম্বা পক্ষি-বিশেষ; দুইজন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু; দুইজন অতি অন্তরঙ্গ মন্দ ব্যক্তি (ব্যঙ্গার্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মাণিকা—অষ্টপল পরিমাণ। মা+অক কর্ম্মবা (ণ-আগম)+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। বি; স্ত্রী।

মাণিক্য—রত্নবিশেষ, মণি, মাণিক। মণি—কৈ+ক কর্ত্তৃবা; মণিক+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

মাৎ—১। দধি প্রভৃতির সারভাগ; চিটা-গুড়। 'মস্ত'-শব্দজ। ২। দাবা খেলায় রাজার বন্দী অবস্থা। বি। ৩। তরল; হতবুদ্ধি; মুগ্ধ; বিভোর; পরাজিত, জিত ('বাজি—')। ফার্সী। বিণ।

মাত, মাথ—অসারভাগ; অসার গুড়। 'মস্ত'-শব্দজ। বি।

মাতগুড়—চিটাগুড়। কর্ম্মধা। বি।

মাতঙ্গ—হাতী, হস্তী; চণ্ডাল; অশ্বত্থবৃক্ষ। মতঙ্গ+অণ্ ভবার্থে, স্বার্থে। বি; পুং।

মাতঙ্গী—হস্তিনী; দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত নবম মহাবিদ্যা। মাতঙ্গ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাতন—মাতোয়ারা হওয়া; মৃদঙ্গের বাদ্যবিশেষ; আনন্দ কোলাহল। মাত্+অন ভাববা, করণবা। বি।

মাতব্বর—প্রধান ব্যক্তি, মান্যগণ্যব্যক্তি; পল্লীর প্রধান ব্যক্তি। আর্বী 'মুতবর্'-শব্দজ। বি বা বিণ। ভাববাচক বি—মাতব্বরি।

মাতল—মত্ত হইল, মাতিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

মাতলামি, মাতলামো—মত্ততাপ্রকাশ, মদ্যপানোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ। মাতাল+আমি, আমো ভাবে। বি।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি ও সখা। মত—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্ত্তৃবা; মতল+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

মাতা (মাতৃ)—১। মা, জননী; সপ্ত-মাতা (যথা—জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজ-পত্নী, গাভী, ধাত্রী, পৃথিবী); ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী ঐন্দ্রী বারাহী বৈষ্ণবী কৌমারী চামুণ্ডা চর্চ্চিকা—এই অষ্টশক্তি; গর্ভধারিণী স্তন্যদাত্রী আচার্য্যপত্নী গুরুপত্নী পিতার পত্নী শ্বশ্রূ পিতামহী মাতামহী ক্ষেত্রদানকারিণী অগ্রজা মাতৃষ্বসা পিতৃষ্বসা মাতুলানী ভ্রাতৃজায়া কন্যা পুত্রবধূ—এই ষোলজন; পৃথিবী; গো; লক্ষ্মী; ধাত্রী। বি; স্ত্রী। ২। জীব; গগন, আকাশ। মা+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। প্রমাণকর্ত্তা; পরিমাণকর্ত্তা। মা+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—মাত্রী।

মাতান—১। মত্ত করা; গাঁজান; উৎসাহিত করা। বাং ক্রি। ২। (অন্য শব্দের পরে হইলে) যাহা মত্ত উৎসাহিত বা অত্যধিক আনন্দিত করে এমন ('প্রাণ—')। মাতা+ন কর্ত্তৃবা (বাং)। বিণ।

মাতাপিতা (-পিতৃ)—মা-বাপ, জননী ও জনক। মাতা এবং পিতা, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

মাতাপিতৃহীন—যাহার মা ও বাপ দুইজনই মারা গিয়াছেন এরূপ, জনকজননী-শূন্য। মাতাপিতা ('মাতাপিতৃ' শব্দ) দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

মাতামহ—মাতার পিতা। মাতৃ+ডামহচ্ পিতা অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী,—মহী।

মাতামহী—মাতার মাতা। মাতামহ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাতামাতি—পরস্পরের প্রতি মত্ততা বা অনুরাগের আতিশয্য-প্রকাশ; একত্র মত্ততা প্রকাশ। বাং প্র। বি।

মাতাল—১। মদ্যপায়ী; মত্ততাবিশিষ্ট। 'মত্ত'-শব্দজ। ২। প্রধান। 'মস্তক'-শব্দজ। বিণ।

মাতুঃস্বসা (-সৃ), **-ষ্বসা** (-সৃ)—মাসী। ৬ষ্ঠীতৎ (সংস্কৃতে ৬ষ্ঠী বিভক্তির অলুক্, বিকল্পে ষত্ব)। বি; স্ত্রী।

মাতুল—মামা, মায়ের ভাই। মাতৃ+ডুল ভ্রাতা অর্থে। বি; পুং।

মাতুলা, মাতুলানী, মাতুলী—মামী, মামার স্ত্রী। মাতুল+আপ্, আনীপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাতুলালয়—মামার বাড়ী। মাতুলের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মাতৃক—মাতা হইতে আগত, মাতৃ-সম্বন্ধীয়। মাতৃ+ক (ঠক্) আগতার্থে। বিণ।

মাতৃকা—মাতা; ধাত্রী; মাতার মাতা; অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণ; পদ্মা গৌরী শচী মেধা বিজয়া সাবিত্রী জয়া দেবসেনা শান্তি স্বধা স্বাহা পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি আত্মদেবতা ও কুলদেবতা—এই ষোড়শ দেবী; করণ; স্বর। মাতৃ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

মাতৃঘাতক—মাতার প্রাণনাশকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিকা।

মাতৃঘাতী (-ঘাতিন্)—মাতার প্রাণনাশকারী। উপতৎ; মাতৃ—হন্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—তিনী।

মাতৃদশা—মাতার মৃত্যুর পর অশৌচান্ত পর্য্যন্ত সময়। মাতৃজনিতা দশা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

মাতৃদায়—মাতার মৃত্যুজনিত বিপদ্; মাতার শ্রাদ্ধাদিরূপ কঠিন কর্ত্তব্য। মাতৃ-সম্বন্ধীয় দায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি; পুং।

মাতৃদুগ্ধ—মায়ের দুধ, মাতৃস্তন্য। মাতার (মাতৃ-শব্দ) দুগ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মাতৃপূজা—মায়ের সেবা। মাতার (মাতৃ-শব্দ) পূজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃবিয়োগ—মায়ের মরণ, মাতার মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মাতৃভক্ত—মাতার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সেবাপরায়ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মাতৃভক্তি—মাতার প্রতি শ্রদ্ধা। মাতাতে ভক্তি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃভাষা—স্বজাতীয় ভাষা, জন্মের পর হইতে যে ভাষা শিক্ষা হয় তাহা (mother tongue). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃভূমি—স্বদেশ; জন্মস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃমুখ, মাতৃশাসিত—মূর্খ, অজ্ঞব্যক্তি। মাতা মুখ (প্রধান) যাহার, বহুব্রী; মাতা দ্বারা শাসিত (দমিত), ৩য়াতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

মাতৃরিষ্টি—(জ্যোতিষে) জাতকের মাতার মৃত্যুজনক যোগবিশেষ। মাতার রিষ্টি যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং বা স্ত্রী।

মাতৃশ্রাদ্ধ—মৃতা মাতার আত্মার সদ্গতির এবং তুষ্টির জন্য পিণ্ডদানাদি কার্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মাতৃষ্বসা (-সৃ)—মাসী, মাতার ভগিনী। মাতার স্বসা, ৬ষ্ঠীতৎ (ষত্ব)। বি; স্ত্রী।

মাতৃষ্বসেয়—মাসীর ছেলে, মাস্তুতো ভাই। মাতৃষ্বসৃ+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

মাতৃষ্বসেয়ী—মাসীর মেয়ে, মাস্তুত বোন। মাতৃষ্বসেয়+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাতৃসেবা—মায়ের পরিচর্য্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃস্তন্য—মায়ের দুধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মাতৃস্তোত্র—মায়ের স্তব; স্তববিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মাতৃহত্যা—জননীর প্রাণ বিনাশকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃহন্তা (-হন্তৃ)—মায়ের প্রাণনাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—হন্ত্রী।

মাতৃহীন—যাহার মা নাই এমন। ৩য়াতৎ। বিণ। [হিন্দী। বিণ।

মাতোয়ারা, -লা—প্রমত্ত; বিহ্বল।

মাতোয়ালি—মুসলমানদিগের দাতব্য-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক। আরবী 'মুতাবল্লি'-শব্দজ। বি।

মাত্র—১। কেবল; সাকল্য, কাৎস্ন্য; অবধারণ। মা+ত্রন্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অমনি; কেবল; পর্য্যন্ত। বাং প্র। অব্য।

মাত্রা—১। অল্প পরিমাণ; অংশ; ধন; সন্ন্যাসী; পরিচ্ছেদ; অক্ষরাবয়ববিশেষ; স্বরের স্থিতিকাল; ছন্দ অনুযায়ী সঙ্গীতের সময় বিভাগের একক; বর্ণের উচ্চারণ-কাল [ইহা চারি প্রকার—হ্রস্ব দীর্ঘ, প্লুত এবং ব্যঞ্জনরূপ, এক মাত্রা হ্রস্ব; দ্বিমাত্রা দীর্ঘ; ত্রিমাত্রা প্লুত এবং অর্দ্ধ-মাত্রা ব্যঞ্জন]; কর্ণভূষণ; পরিমাণ; (জ্যামিতি) দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ (dimension). মা+ত্রন্ করণবা+আপ্। ২। ইন্দ্রিয়বৃত্তি; অবিচ্ছেদ। মা+ত্রন্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

মাত্রাবৃত্ত—আর্য্যাদি ছন্দোবিশেষ; যাহাতে মাত্রাসংখ্যার বিচার করিয়া ছন্দোনির্ণয় হয় তাহা। মাত্রাসাধ্য বৃত্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মাত্রাস্পর্শ—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের সহিত চক্ষুঃকর্ণাদির যোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মাৎসর্য্য(র্য)—পরের ভাল সহ্য করিতে না পারা, পরশ্রীকাতরতা। মৎসর (শুভদ্বেষ্টা) +ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—মৎসর।

মাথট—চাঁদা, বহুলোকের দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ। 'মস্তকবৃত্ত'-শব্দজ। বি।

মাথট—ধীরগতিযুক্ত, মন্থর; সঙ্গীতে দ্রুত-গতি ছন্দঃপ্রয়োগের পরই ধীরগতিযুক্ত ছন্দের প্রয়োগ। প্রাদে। বিণ বা বি।

মাথা—মস্তক, শির; চূড়া; উপরিভাগ; প্রধানব্যক্তি; মুহূর্ত্ত; সারভাগ; অগ্র। 'মস্তক'-শব্দজ। বি। **মাথা উঁচু করা**—শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা; অহঙ্কার প্রকাশ করা। **মাথা করা**—পণ্ড করা; কিছুই করিতে না পারা। **মাথা কাটা যাওয়া**—অপমানে বা লজ্জায় মস্তক অবনত হওয়া; অত্যন্ত লজ্জা বা অপমানের কারণ ঘটা। **মাথা কেনা**—কোনকিছু উপকার করিয়াই প্রভুত্বের সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করা। **মাথা কোটাকুটি, খোঁড়াখুড়ি করা**—নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অনুরোধ করা। **মাথা খাও**—মাথার দিব্যি দিতেছি। **মাথা খাওয়া**—ভবিষ্যৎ নষ্ট করা। **মাথা খাটান**—মস্তিষ্কের পরিচালনা করা; বুদ্ধি বাহির করা। **মাথা খারাপ বা গরম করা**—রাগিয়া যাওয়া ক্রুদ্ধ, হওয়া। **মাথা ঘামান**—অনর্থক বাজে পরিশ্রম করা। **মাথা চুলকান**—সমস্যায় পড়া। **মাথা ঠাণ্ডা করা**—ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া স্থির হওয়া; ধীর স্থির হইয়া কোন কিছুতে মন দেওয়া। **মাথা দেওয়া**—মরা; ভারগ্রহণ করা। **মাথা খোঁড়া**—ভূমিতে মাথা ঠোকা। **মাথা মুণ্ড বুঝিতে না পারা**—কিছুই বুঝিতে না পারা। **মাথা হেঁট করান**—লজ্জা দেওয়া। **মাথা হেঁট হওয়া**—অখ্যাতি কুৎসা প্রভৃতির জন্য অতিশয় লজ্জা হওয়া। **মাথায় ওঠা, চড়া**—প্রশ্রয় পাইয়া অবাধ্য হওয়া। **মাথায় জল পড়া**—বিবাহ হওয়া। **মাথায় তোলা**—অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়া নষ্ট করা। **মাথায় হাত বুলান**—ঠকান, ফাঁকি দিয়া কার্য্যসিদ্ধি করা। **মাথার উপর**—স্বর্গে; অভিভাবকরূপে। **মাথার ঘাম পায়ে ফেলা**—গুরুতর

পরিশ্রম করা। **মাথার দিব্য**—শপথ। **রাগের মাথায়**—হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া।

মাথা-ওয়ালা—প্রতিভাসম্পন্ন; তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন। মাথা+ওয়ালা বিশিষ্টার্থে। বিণ।

মাথা-খারাপ—১। বিকৃতমস্তিষ্ক। মাথা খারাপ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মস্তিষ্কের বিকৃত অবস্থা। খারাপ মাথা, কর্ম্মধা। বি।

মাথা-গরম—১। ক্রুদ্ধ। মাথা গরম যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মানসিক উত্তেজনা; ক্রোধ। গরম মাথা, কর্ম্মধা। বি।

মাথা-ঘষা—চুলে লাগাইবার বা তেলে মিশাইবার সুগন্ধি মশলা। বাং প্র। বি।

মাথাঘোরা—মস্তকঘূর্ণন, শিরোঘূর্ণন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মাথা-ঠাণ্ডা—স্থিরমস্তিষ্ক; শান্ত। মাথা ঠাণ্ডা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মাথাধরা—মাথাব্যথা, শিরঃপীড়া। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি।

মাথা-পাগলা—কতকটা পাগল, পাগলাটে। বাং প্র। বিণ।

মাথা-ব্যথা—শিরঃপীড়া; অত্যধিক গরজ; সহানুভূতি; জ্বালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মাথাল—প্রতিভাশালী; প্রধান; সর্দ্দার। মাথা+ল বিশিষ্টার্থে, স্থিতার্থে। বিণ।

মাথাল, মাথালি—বাঁশের শলা এবং তালপাতা দিয়া তৈয়ারী ছাতা, টোকা। বাং প্র। বি।

মাথি, মেথি—তালগাছ খেজুরগাছ প্রভৃতির মাথার ভিতরের কোমল অংশ। বাং প্র। বি।

মাথুর—১। মথুরাদেশসম্বন্ধীয়; মথুরাদেশ হইতে আগত; মথুরাদেশজাত। মথুরা+অণ্ ভবাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। মথুরা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ৩। কীর্ত্তন-গানে শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা-বর্ণন [অক্রুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী গমন, কুব্জা-মিলন, মথুরায় শ্রীরাধার দূতী প্রেরণ প্রভৃতি]। মথুরা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

মাদ—অহঙ্কার; হর্ষ; মত্ততা। মদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

মাদক—১। যাহাতে নেশা হয় এমন, মত্ততাজনক। বিণ। স্ত্রী—মাদিকা। বি, —তা। ২। মদ প্রভৃতি নেশাকারক জিনিস। মদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

মাদকতা—নেশা জন্মাইবার শক্তি। মাদক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মাদকসেবী (-সেবিন্)—নেশাখোর, যে মদ গাঁজা প্রভৃতি সেবন করে এমন। উপতৎ; মাদক—সেব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বিনী।

মাদন—১। লবঙ্গ। বি; ক্লীব। ২। হর্ষোৎ-পাদক। মদ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বিণ। ৩। ধুস্তূর; ময়নাগাছ; কামদেব। মদন+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

মাদল—একপ্রকার খোল। 'মর্দ্দল'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বিণ।

মাদা, মাদি—স্ত্রী-জাতীয়। ফার্সী 'মাদা'-

মাদার—১। একপ্রকার কাঁটা গাছ। 'মন্দার'-শব্দজ। ২। মুসলমানদিগের পর্ব্ব-বিশেষ। আর্বী। বি।

মাদি, মাদী—স্ত্রী-জাতীয়। ফার্সী 'মাদা'-শব্দজ। বিণ।

মাদুর—তৃণনির্ম্মিত আসনবিশেষ। 'মন্দুরা'-শব্দজ। বি।

মাদুলী—কবচ; কণ্ঠভূষণবিশেষ। বাং প্র। বি।

মাদৃশ—আমার মত, মৎসদৃশ। অস্মদ্—দৃশ্+টক্ কর্ম্মবা (অস্মদ্ স্থানে একবচনে মা)। বিণ। স্ত্রী,—শী।

মাদ্রাসা—মুসলমানদিগের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়। আর্বী। বি।

মাদ্রী—(মহাভারত) পাণ্ডু রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রী। মদ্র (তদ্দেশাধিপতি)+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাধব—১। শ্রীবিষ্ণু। মার (লক্ষ্মীর) ধব (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বৈশাখ মাস। মধু+অণ্ হিতার্থে। ৩। বসন্তকাল। মধু+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ৪। মধুসম্বন্ধীয়। মধু+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী। [স্ত্রী।

মাধবপ্রিয়া—লক্ষ্মী, কমলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

মাধবি—বৈশাখে ("মাধবি মুকুলিত মালতী ফুল"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মাধবিকা, মাধবী—বাসন্তীলতা; কুট্টনী; মদিরা; মধুশর্করা; কুন্ঠ; তুলসী; দুর্গা; মাধবের পত্নী। মাধব+কন্ স্বার্থে+আপ্; মাধব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাধাই—মাধব। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মাধুকরী—১। পঞ্চস্থান হইতে ভিক্ষাহরণ; মধুকর বা ভ্রমর যেরূপ নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করে সেইরূপ নানা স্থান বা নানা গৃহ হইতে কিছু কিছু করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ। মধুকর+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। গুণগ্রাহী। বাং প্র। বিণ।

মাধুরী—১। মিষ্টতা, মধুরতা; সৌন্দর্য্য, শোভা; উত্তমতা; ধীরতা; হৃদয়গ্রাহিতা। মধুর (মিষ্ট)+অণ্ ভাবে+ঈপ্। ২। মদ। মধুর+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ৩। মধুররসজাতা। মধুর+অণ্ জাতার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মাধুর্য্য(র্য)—মিষ্টতা, মধুরতা; সৌন্দর্য্য; কাব্যের গুণবিশেষ, যে গুণ থাকিলে কাব্য শ্রবণমাত্র চিত্তকে দ্রবীভূত করে তাহা [ইহাতে রচনা মধুর হইবে এবং সমাসরহিত বা অল্পসমাসযুক্ত পদাদি থাকিবে। যথা—

"সই কেবা শুনাইল
শ্যাম-নাম,
কাণের ভিতর দিয়া মরমে
পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"
—চণ্ডীদাস]।

মধুর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—মধুর।

মাধ্বী—মধু হইতে উৎপন্ন মদ্য; দ্রাক্ষা, মহুয়া ফল; মৎস্যবিশেষ। মধু+অণ্ নিষ্প-ন্নার্থে (নিপা)+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাধ্বীক—মধু; মধুজাত সুরা; মহুয়ার মদ্য। মাধ্বী+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

মাধ্যন্দিন—১। শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় শাখা-বিশেষ। মধ্যন্দিন+অণ্ অধিকৃতার্থে। বি; ক্লীব। ২। দুপুরবেলাকার, মধ্যাহ্ন-সম্বন্ধীয়। মধ্যন্দিন+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নী। **মাধ্যন্দিন রেখা**—সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক গমনপথের কল্পিত রেখা (meridian).

মাধ্যম—বাহন, যাহার মধ্য দিয়া কোন কিছু যায়; যাহা অবলম্বন করিয়া বা যাহার মধ্যবর্ত্তিতায় কোন কাজ সাধন করা হয় (medium). মধ্যম+অণ্ ভাবে। বি।

মাধ্যমিক—দুই শ্রেণীর অন্তর্ব্বর্ত্তী (intermediate). মধ্যম+ইক স্থিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। **মাধ্যমিক শিক্ষা**—প্রাথমিক পাঠশালার পরবর্ত্তী ও কলেজের পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা।

মাধ্যাকর্ষণ—পৃথিবীর যে আকর্ষণ-শক্তি বশতঃ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয় তাহা [gravitation. ঐ শক্তি বস্তু-মাত্রেই বর্ত্তমান আছে এবং তদ্দ্বারা সকল বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; এই আকর্ষণ প্রত্যেকের মধ্যদিকে হয় বলিয়া ইহার নাম মাধ্যাকর্ষণ]। মাধ্য আকর্ষণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মাধ্যাহ্নিক—দুপুরবেলাকার; মধ্যাহ্ন-কালীন। মধ্যাহ্ন+ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—মধ্যাহ্ন।

মান—১। মাপ, ইত্যাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ; থারী তুলাদি দ্বারা পরিমাণ। মা+অনট্ ভাববা। ২। পরিমাণসাধন (পাত্রদণ্ডাদি); (সঙ্গীত) কালক্রিয়ার তালবিরামোপলক্ষিত কালবিশেষ, মোকাম, সম। মা+অনট্ করণ-বা। বি; ক্লীব। ৩। সম্মান, পূজা। মান্+ঘঞ্ ভাববা। ৪। অহঙ্কার; ধনাদিহেতু চিত্তের উন্নতি; 'আমার সমান নাই' এমত বোধ করা; অনুরক্ত দম্পতির ভাববিশেষ, প্রণয়জনিত কোপ; অনাদর দর্শনে নায়ক বা নায়িকার পরস্পরের প্রতি ক্রোধ; অভিমান;

সম্ভ্রম। মন্+ঘঞ্, ভাববা। বি; পুং। **মান ভাঙা**—সাধ্য-সাধনা করিয়া কাহারও অভিমান নষ্ট করা। **মান রাখা**—সম্ভ্রম বজায় রাখা। **মানে মানে সরিয়া পড়া**—অপমানিত হইবার পূর্ব্বে স্থানত্যাগ করা।

মানই—বোধ করে, অনুভব করে ("ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

মানকচু—বৃহৎ কন্দ ও পত্রবিশিষ্ট একপ্রকার কচু। মান (<মানক)—নামক কচু (<কচী), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

মানকলি—অভিমানজাত কলহ। মানজ কলি (কলহ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মানচিত্র—পৃথিবীর বা তাহার নানা স্থানের নক্সা, ম্যাপ। মানসূচক চিত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মানৎ, মানত—দেবতার অনুগ্রহ-লাভার্থ তাঁহাকে কোন বস্তু প্রদান জন্য মনে মনে অঙ্গীকার। 'মনস্থ'-শব্দজ। বি।

মানদ—সম্মানপ্রদ; মানরক্ষক। উপতৎ; মান—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—মানদা।

মানদণ্ড—মাপকাঠি, পরিমাণ-দণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মানন, মাননা—সম্মানকরণ; পূজাকরণ; আদরকরণ। মান্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—মাননীয়, মানিত, মান্য।

মাননীয়—সম্ভ্রমের যোগ্য, শ্রদ্ধেয়, মান্য, পূজনীয়। মান্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

মানপত্র—সম্মানজনক প্রশংসাপত্র বা অভিনন্দনপত্র। মানসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মানব—১। মানুষ; পুরুষ। বি; পুং। ২। মনুসম্বন্ধীয়। মনু (ব্রহ্মার পুত্র)+অণ্ অপত্যার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী।

মানববিগ্রহ—১। মানুষের শরীর। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ। মানবের সহিত বিগ্রহ, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

মানবতা—মনুষ্যত্ব, মনুষ্যোচিত গুণাবলী। মানব+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মানবলীলা—মানুষ রূপে জন্মিয়া মানুষের কর্ত্তব্য কার্য্যের সম্পাদন; মনুষ্যজীবনের কার্য্যকলাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মানবলীলাসংবরণ—মৃত্যু, পরলোকগমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [পুং।

মানবসমাজ—মনুষ্যসম্প্রদায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

মানবি—মানিবে, মনে করিবে ("শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

মানবী—১। স্ত্রীলোক, নারী। বি; স্ত্রী। ২। মনুসম্বন্ধীয়া। মানব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মানবোচিত—মানুষের উপযুক্ত। ৭মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মানভঞ্জন—শপথবাক্য চাটুবাক্য ও পাদধারণাদিদ্বারা কোপিত প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর কোপাপনোদন, মান ভাঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মানমন্দির—যে স্থান হইতে গ্রহ-নক্ষত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ করা যায় তাহা, গ্রহনক্ষত্রাদির পর্য্যবেক্ষণাগার (observatory). মানের মন্দির (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মানস—১। মন, চিত্ত; ইচ্ছা, অভিপ্রায়; চিত্তবোধ। মনস্+অণ্ স্বার্থে, ভবার্থে। ২। তিব্বতদেশের হ্রদবিশেষ ("মানসে মা যথা ফলে"—মাইকেল)। মনস্+অণ্ নির্ম্মিতার্থে। বি; ক্লীব। ৩। মনঃসম্বন্ধীয়। মনস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—সী।

মানসজন্মা (-জন্মন্)—১। হংস; কন্দর্প। বি; পুং। ২। মনোজাত; মানসসরোবরজাত। মানসে জন্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মানসনেত্র—অন্তঃকরণরূপ চক্ষু; ধ্যান; কল্পনা; চিন্তা; জ্ঞান। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মানসপট—অন্তঃকরণরূপ চিত্রপট, যাহাতে কোন বস্তু বা ব্যক্তির রূপ অঙ্কিত থাকে। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

মানসপূজা—মনোরচিত পূজোপকরণাদি অর্থাৎ ভক্তি একাগ্রতা ইত্যাদি দ্বারা মনে মনে পূজা। মানসী পূজা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মানসমন্দির—অন্তঃকরণরূপ গৃহ। রূপক

মানসম্ভ্রম—সম্মান ও প্রতিপত্তি। প্রায় একার্থক শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

মানসসিদ্ধি—উদ্দেশ্য-সাফল্য; ইষ্টলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মানসাঙ্ক—মৌখিক অঙ্ক, না লিখিয়া মুখে মুখে হিসাব করিয়া যে অঙ্কের উত্তর দেওয়া হয়। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মানসিক—১। আন্তরিক, মনোগত। মনস্+ইক কৃতার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। মানত; যাহা মানত করা হইয়াছে এমন। বাং প্র। বি বা বিণ।

মানসী—১। মন হইতে উৎপন্না। বিণ; স্ত্রী। ২। কল্পিতা সুন্দরী প্রণয়িনী। মনস্+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মানসূত্র—সোনারূপার তৈরী কোমরের একপ্রকার অলঙ্কার, গোট চন্দ্রহার প্রভৃতি। মান-জনক সূত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মানহ—মানত কর। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

মানহানি—সম্ভ্রমের ক্ষতি, মর্য্যাদানাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মানা—১। বারণ, নিষেধ। বি। ২। সম্মান করা; গ্রাহ্য করা; মানত করা; স্বীকার করা; পালন করা ('আদেশ—', 'কথা—'); বিশ্বাস করা; মনে করা; নাম নির্দ্দেশ করা ('সাক্ষী—')। বাং ক্রি।

মানান—১। স্বীকার করান; বাধ্য করান; মান্য করান; শান্ত করা; শোভা পাওয়া; খাপ খাওয়া; উপযুক্ত হওয়া। বাং ক্রি। ২। উপযুক্ত, শোভন। বিণ। ৩। উপযুক্ততা; শোভা। বাং প্র। বি।

মানানসই, -সহি—উপযুক্তরূপ; যাহা ভাল মতে খাপ খাইয়াছে এমন; অনুরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।

মানিত—১। পূজিত, সম্মানিত। মান্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—মানন। ২। যাহার নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এমন। বাং প্র। বিণ।

মানিতা—১। মানিত্ব, অহঙ্কার। মানিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। সম্মানিতা। মানিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মানিনী—যে নায়িকা অনাদর ইত্যাদি দর্শনে নায়কের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়াছে এমন, প্রণয়-কোপবতী, অভিমানবতী; সম্মানযুক্তা। মানিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মানী (মানিন্)—অভিমানী; মনস্বী, প্রশস্তমনাঃ; সম্ভ্রমশালী। মান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—মানিনী।

মানুখ—মানুষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মানুষ—১। মনুষ্য, নর। মনু+ষঞ্ অপত্যার্থে (স-আগম)। বি; পুং। ২। মানুষোচিত গুণসম্পন্ন; মনুষ্যবিষয়ক। মানুষ+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষী। **মানুষ করা**—লালন পালন করিয়া বড় করা। **মানুষ হওয়া**—লালিত পালিত হইয়া বড় হওয়া; মনুষ্যোচিত গুণের অধিকারী হওয়া।

মানুষিক—১। মনুষ্যকৃত। মানুষ+ইক কৃতার্থে। ২। মনুষ্যসম্বন্ধীয়; লৌকিক। মানুষ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

মানুষী—১। নারী; চিকিৎসাবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। মনুষ্যসম্বন্ধিনী। মানুষ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মানে—অর্থ; তাৎপর্য্য; অভিপ্রায়। আরবী 'মানী'-শব্দজ। বি। ['war'-শব্দজ।। বি।

মানোয়ার—যুদ্ধ-জাহাজ। ইং 'man-of-

মানোয়ারী—যুদ্ধ-জাহাজ-সংক্রান্ত। মানোয়ার+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

মান্দা, মাঁদা—বৃক্ষমূলে জল সেচন করিবার আলবাল; যে গর্ত্ত হইতে সেচনের নিমিত্ত দ্রোণীতে জল তোলা হয় তাহা; গোছা; অল্পবুদ্ধি; ধীর গতি। প্রাদে। বি।

মান্দার—একপ্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ,

মাদার, ঢেহুয়া গাছ; ঢেহুয়া ফল। 'মন্দার'-শব্দজ। বি।

মান্দাস—ভেলা। বাং প্র। বি।

মান্দ্য—অল্পতা; আলস্য, জড়তা; হানি; বিষাদ; রোগ, পীড়া; মন্দত্ব। মন্দ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।। বিণ—মন্দ।

মান্ধাতা (মান্ধাতৃ)—(রামায়ণ) সূর্য্য-বংশীয় একজন রাজা। মাম্ (=আমাকে অর্থাৎ ইন্দ্রকে)—ধে+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। **মান্ধাতার আমল**—অতি প্রাচীন কাল।

মান্য—১। শ্রদ্ধেয়, মাননীয়; পূজ্য; আদরণীয়। মান+যৎ অর্হার্থে বা সাধ্বর্থে; অথবা, মান্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। ২। সমাদর; অনুবর্ত্তন, পালন। বি। ৩। শিরোধার্য্য। বাং প্র। বিণ।

মান্যবর—পূজনীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিক সম্মানভাজন, শ্রেষ্ঠ; চিঠির মধ্যে সম্মানজনক পাঠবিশেষ। কর্ম্মধা। বিণ। **মান্যবরেষু**—পত্রের সম্মানজনক পাঠবিশেষ। (স্ত্রী—মান্যবরাসু)।

মাপ—১। ওজন; পরিমাণ; পরিমাণ-নির্দ্ধারণ। 'ণিজন্ত মা'-ধাতুজ। ২। ক্ষমা। আর্বী 'মোয়াফ'-শব্দজ। বি।

মাপকাটি, -কাঠি—পরিমাণ-নির্দ্ধারণার্থ দণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মাপজোখ—পরিমাণ আকার প্রভৃতি নির্দ্ধারণ। দ্বন্দ্ব। বি।

মাপন—পরিমাপকরণ, তৌলকরণ। মা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

মাপা—ওজন করা; পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা। বাং ক্রি।

মাপান—ওজন করান, পরিমাণ নির্দ্ধারণ করান। বাং ক্রি। [শব্দজ। বি।

মাফ—ক্ষমা; ছাড়; ছাড়ান। আর্বী 'মোয়াফ'-

মাফিক—১। উপযুক্ত; সমান, তুল্য। বিণ। ২। অনুসারে। আর্বী 'মুবাফিক'-শব্দজ। অব্য।

মা-বাপ—মাতাপিতা; মাতাপিতার ন্যায় রক্ষক ও প্রতিপালক ('গরীবের—')। দ্বন্দ্ব। বি। [সংস্কৃত বাক্য।

মাভৈঃ—ভয় নাই বলিয়া আশ্বাস দান।

মামড়ি, -ড়ী—ঘায়ের উপরকার শুক্‌না চামড়া; নাকের ময়লা। বাং প্র। বি।

মামদো—মৃত মুসলমানদিগের প্রেতাত্মা। 'মহম্মদীয়'-শব্দজ। বিণ।

মা-মরা—মৃতমাতৃক, মাতৃহীন। বহুব্রী। বিণ। [শব্দজ। বি।

মামলা—মোকদ্দমা। আর্বী 'মুআমলাহ্'-

মামলাবাজ—মোকদ্দমা করিতে পটু; মোকদ্দমাপ্রিয়। (আর্বী) মামলা+বাজ আসক্তার্থে। বিণ।

মামা—মাতুল, মাতার ভ্রাতা। 'মাম'-শব্দজ। বি।

মামাত, মামাতুত, মামাতো—মামার সন্তান হিসাবে সম্পর্কিত; মাতুল-সম্পর্কীয়। মামা+ত, তুত, তো অপত্যার্থে। বিণ। [প্র। বি।

মামাশ্বশুর—স্বামী বা স্ত্রীর মাতুল। বাং

মামী—মাতুলপত্নী। মামা+ঈপ্ (বাং)। বি; স্ত্রী। [বাং প্র। বি; স্ত্রী।

মামীশাশুড়ী—স্বামী বা স্ত্রীর মামী।

মামুর—শেষ, অন্ত; মুসলমান বাদশাহ-বিশেষ। আর্বী। বি।

মামুল—প্রথা, পদ্ধতি। আর্বী। বি।

মামুলি, মামুলী—চিরপ্রচলিত প্রথামত। মামুল+ই, ঈ অনুগতার্থে। বিণ।

মায়—সহিত, একত্র। আর্বী। অব্য।

মায়া—১। মমতা; মোহ; শঠতা, চাতুরী; ইন্দ্রজাল, কুহক; ছদ্মবেশ; ভূমিকা; প্রকৃতি; অবিদ্যা; মিথ্যাবুদ্ধিহেতু অজ্ঞান-বিশেষ; কৃপা; ভ্রান্তি; লক্ষ্মী; দম্ভ। মা+যৎ কর্ত্তৃবা, করণবা+আপ্। ২। দুর্গা। মা (মোহ)—ষা (অন্তর্ভূত ণিচ্=পাওয়ান)+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

মায়াকর, -কার—মায়াকারী; যাদুকর, ঐন্দ্রজালিক। উপতৎ; মায়া—কৃ+ট, অণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী, —কারী।

মায়াকান্না—ছলপূর্ব্বক ক্রন্দন; অপরের মনে দয়া জন্মাইবার জন্য মিছামিছি নিজের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা জানান। মায়াশ্রিত কান্না, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

মায়াঘোর—মায়াজনিত মোহ; মায়া-কানন; মায়ার ঘূর্ণীপাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মায়াজাল—মায়াপাশ; মায়ার কুহক। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মায়াডোর—মমতার বন্ধন, গভীর স্নেহ ও আসক্তি। রূপক কর্ম্মধা। বি।

মায়াত্মক—ভ্রমাত্মক; অলীক; মিথ্যা; অবাস্তব। মায়া আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা। [৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মায়াধর—ঐন্দ্রজালিক, কুহকী, যাদুকর।

মায়াধারী (-ধারিন্)—মায়াবী; যাদুকর, কুহকী। উপতৎ; মায়া—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধারিণী।

মায়াপটু—ঐন্দ্রজালিক, কুহকী; ভ্রান্তিকর, ভ্রান্তিজনক। মায়াতে (ইন্দ্রজালে) পটু (দক্ষ), ৭মীতৎ। বিণ।

মায়াপাশ—মমতার বন্ধন; মায়ার জাল। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

মায়াপুরী—কল্পিতা নগরী, মায়াপ্রভাবে রচিতা নগরী। মায়াকল্পিতা নগরী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মায়াবতী—স্নেহশীলা; কুহকিনী, মায়াবিনী; মায়াযুক্তা। মায়াবৎ+ঈপ্ (মায়াবান্ দ্রঃ)। বিণ; স্ত্রী।

মায়াবদ্ধ—মমতাহেতু সংসারে আসক্ত; অজ্ঞানতাহেতু আবদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

মায়াবল—ইন্দ্রজালের শক্তি; স্নেহ ও আসক্তির প্রভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মায়াবশ—মায়ার অধীন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মায়াবান্ (-বৎ)—কুহকী, ঐন্দ্রজালিক; মমতাযুক্ত, স্নেহপরায়ণ; কপটাচারী। মায়া+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

মায়াবিনী—কুহকিনী; মায়াবিশিষ্টা; যাদু-করী। মায়াবিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মায়াবী (-বিন্), **মায়িক, মায়ী** (-য়িন্)—ঐন্দ্রজালিক, কুহকী; কপটাচারী; মায়াবিশিষ্ট। মায়া+বিন্, ইক (ঠন্), ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বিনী, —য়িকা, —য়িনী।

মায়াময়—মায়াদ্বারা পরিব্যাপ্ত, ছলনাপূর্ণ। মায়া+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

মায়ামৃগ—যাদুবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্ট হরিণ; রামচন্দ্রকে ছলনা করিয়া সীতা অপহরণ করিবার জন্য হরিণের আকৃতিধারী মারীচ-নামক রাক্ষস। মায়াসৃষ্ট মৃগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

মায়ামোহ—মায়াজনিত অজ্ঞানতা। মধ্যপ

মায়ারজ্জু—মমতার বন্ধন, মায়াজাল; মায়াবলে সৃষ্ট রজ্জু, ভ্রান্তিহেতু দৃষ্ট কল্পিত রজ্জু। রূপক কর্ম্মধা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মায়ারথ—যাদুবিদ্যার প্রভাবে রচিত রথ; মায়া-কল্পিত রথ। মায়ারচিত রথ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

মায়ারাজ্য—মায়ার অধিকৃত স্থান; মায়া হেতু কল্পিত রাজ্য; ইন্দ্রজালপূর্ণ রাজ্য। ৬ষ্ঠীতৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মায়া-সীতা—বানরসৈন্যের প্রতারণার জন্য ইন্দ্রজিতের যোগবলে অগ্নিদেবকৃত সীতার প্রতিমূর্ত্তি। মায়াকৃতা সীতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মায়িক, মায়ী (মায়িন্)—'মায়াবী' দ্রঃ।

মার—১। কন্দর্প; বুদ্ধদেবের তপোবিঘ্ন-কারক অসুর-বিশেষ; বিঘ্ন। মৃ+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। মারণ, বধ। মৃ+ণিচ্+অচ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। প্রহার, আঘাত। <মা'ই'র <মারি (=মার্+ই ভাববা)। বি। ৪। প্রহার কর। বাং ক্রি।

মারক—১। মারী, মড়ক; পক্ষিবিশেষ, বাজপক্ষী; গ্রহবিশেষ। বি; পুং। ২। হত্যা-কারী, নাশক। মৃ+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা, অথবা, মার+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—মারিকা।

মারকুটে, মারকুটো—যে সামান্য বিষয় লইয়াই মারিতে উদ্যত হয় এমন। বাং প্র। বিণ।

মারণ—১। হত্যা, হনন, বিনাশ; তন্ত্রোক্ত অভিচারবিশেষ (যাহার প্রভাবে শত্রুর মৃত্যু ঘটান যায়)। মৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা, করণবা। বি; ক্লীব। ২। ঔষধ প্রভৃতি খলে পেষণ; ধাতু-ভস্মীকরণ। বাং প্র। বি।

মারধর—মারা ও ধরা; প্রহারাদি। দ্বন্দ্ব। বি। [প্রহার। দ্বন্দ্ব। বি।

মারপিট—প্রহার; অনেকের সম্মিলিত

মারপেঁচ, -প্যাঁচ—কুটিলতা; জটিলতা; কায়দা। দ্বন্দ্ব। বি। [অব্য।

মারফৎ—দ্বারা; সঙ্গে; নিকট। আর্বী।

মারবেল—মার্ব্বেল (তাহা দ্রঃ)।

মারমুখ, -মুখো—মারিতে উদ্যত; বদ-মেজাজী। মারে মুখ যাহার, বহুব্রী; মারে মুখ, ৭মীতৎ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী,—খী।

মারমূর্ত্তি(র্তি)—রণমূর্ত্তি, প্রহারোন্মুখ চেহারা। বাং প্র। বি।

মারহাট্টা—১। মহারাষ্ট্রজাতি। 'মহারাষ্ট্র'-শব্দজ। বি। ২। যে লোককে প্রহার করে এমন, মারুক। বাং প্র। বিণ।

মারা—প্রহার করা, আঘাত করা; হত্যা করা; লাভ করা; অসদুপায়ে লাভ করা ('টাকা—'); অকর্ম্মণ্য করা; নষ্ট করা; পরাস্ত করা; সম্ভোগ করা; লাগান; ঠুকিয়া বসান ('পেরেক—'); শূন্য করা; ভাণ করা; করা। 'মারি'-ধাতুজ। বাং ক্রি। **মারা যাওয়া**—মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, মরা।

মারাঠা, মারাঠী—মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসী; মহারাষ্ট্র দেশের ভাষা। মারাঠ (<মহারাষ্ট্র)+আ, ঈ নিবাসার্থে, তাহার ভাষা অর্থে। বি।

মারাত্মক—প্রাণনাশক; সাংঘাতিক। মার (বধ) আত্মা (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

মারান—প্রহার বধ ইত্যাদি করান ('মারা' দ্রঃ)। বাং ক্রি।

মারামারি—পরস্পরকে প্রহার; দাঙ্গা; হাঙ্গামা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

মারি, মারী—জনক্ষয়, মরক। মৃ+ণিচ্ (মারি=মারান)+ই ভাববা; পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মারিত—হত, বিনাশিত; ভস্মীকৃত। মৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—মারণ।

মারীচ—১। কশ্যপ; গোলমরীচের গাছ; যাজক ব্রাহ্মণ; রাক্ষসবিশেষ। মারীচ+অণ্ অপত্যাদি অর্থে। বি; পুং। ২। মরীচি-সম্বন্ধীয়। মরীচি+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—চী।

মারুত—বায়ু, পবন, উনপঞ্চাশৎ বায়ু। মরুৎ (বায়ু)+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

মারুতাশন—১। সর্প, পবনাশন। বি; পুং। ২। বায়ুমাত্রভোজী। মারুত (বায়ু) অশন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মারুতি—হনুমান্; ভীম। মরুৎ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

মা রো য়া ড়ী—মাড়োয়ার-দেশবাসী। মারোয়াড়+ঈ, অধিবাসী অর্থে। বিণ।

মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়—কল্পান্তজীবী মুনি-বিশেষ। মৃকণ্ডু+অণ্, এয় অপত্যার্থে (নিপা)। বি; পুং।

মার্কা—চিহ্ন। ইং-'mark'-শব্দজ। বি।

মার্কামারা—চিহ্নিত; সর্ব্বজন-পরিচিত; প্রসিদ্ধ, শ্রেষ্ঠ। মার্কা (চিহ্ন) মারা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

মার্কিন—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র-সম্বন্ধীয়; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র; একপ্রকার মোটা কাপড়। ইং 'American'-শব্দজ। বি বা বিণ। বিণ,—নী।

মার্কেট—বাজার। ইং market. বি।

মার্গ—১। রাস্তা, পথ; পায়ু, গুহ্য; সঙ্গীতের খাঁটি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি বা রীতি (বর্ত্তমানে খেয়াল ধ্রুপদ ইত্যাদিকে বুঝায়)। মার্গ্ (গমন করা)+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। অন্বেষণ। মার্গ্ (অন্বেষণ করা)+ঘঞ্ ভাববা। ৩। অগ্রহায়ণ মাস। মার্গী (মৃগশীর্ষা-নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী)+অণ্ তদ্‌যুক্তার্থে। ৪। মৃগশিরা নক্ষত্র। মৃগ (মৃগশিরা নক্ষত্র)+অণ্ স্বার্থে। ৫। মৃগমদ, কস্তূরী। মৃগ (হরিণ)+অণ্ উৎপন্নার্থে। বি; পুং। ৬। মৃগসম্বন্ধীয়। মৃগ+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—মার্গী।

মার্গণ—১। অনুসন্ধান; প্রার্থনা; প্রণয়। মার্গ্ (অন্বেষণ করা)+অনট্ ভাববা। ২। বাণ, শর। বি; পুং। ৩। অন্বেষক; যাচক। মৃগ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

মার্গশীর্ষ—অগ্রহায়ণ মাস। মার্গশীর্ষী (মৃগশিরা-নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা)+অণ্ তদ্‌যুক্ত-মাসার্থে। বি; পুং।

মার্গশীর্ষী—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা। মৃগশিরা+অণ্ তদ্‌যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মার্গিক—পান্থ, পথিক। মার্গ+ইক গমন করে অর্থে। বি; পুং।

মার্গিত—যাহার খোঁজ করা হইয়াছে এমন, অন্বিষ্ট, অন্বেষিত। মার্গ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

মার্গী (মার্গিন্)—সঙ্গীত-পদ্ধতিবিশেষ, প্রাচীন-ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত-পদ্ধতি। মার্গ+ইন্। বি; পুং।

মার্চ্চ(র্চ)—ইংরাজী বৎসরের তৃতীয় মাস। ইং March. বি।

মার্জ্জ(র্জ)ন, মার্জ্জ(র্জ)না—মাজা, পোঁছা, প্রক্ষালন, পরিষ্করণ; দোষক্ষালন; ক্ষমা; মৃদঙ্গধ্বনি; ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনার অঙ্গবিশেষ। মার্জ্+অনট্ ভাববা; মার্জ্+অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—মার্জ্জনীয়, মার্জ্জিত।

মার্জ্জ(র্জ)নী—ঝাঁটা, খেংরা; ক্রস্। মার্জ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মার্জ্জ(র্জ)নীয়—ক্ষমার যোগ্য; মার্জ্জনার যোগ্য। মার্জ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—মার্জ্জন।

মার্জ্জা(র্জা)র—বিড়াল; খট্টাস; রক্ত-চিত্রক, রাংচিতা। মৃজ্+আরন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মার্জ্জা(র্জা)রিকা, মার্জ্জা(র্জা)রী—বিড়ালী; খট্টাসী; কস্তূরী। ১ম পক্ষে মার্জ্জার+কন্ স্বার্থে+আপ্; ২য় পক্ষে মার্জ্জার+ঈপ। বি; স্ত্রী।

মার্জ্জি(র্জি)ত—পরিষ্কৃত, প্রক্ষালিত; নির্দ্দোষীকৃত। মার্জ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—মার্জ্জন।

মার্জ্জি(র্জি)তরুচি—১। শিক্ষা সঙ্গ প্রভৃতির গুণে যাহার প্রবৃত্তি উন্নত হইয়াছে এমন। মার্জ্জিতা রুচি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সভ্যজনোচিত প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মার্জ্জি(র্জি)তা—শোধিতা। মার্জ্জিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মার্ত্ত(র্ত)ণ্ড—সূর্য্য, ভানু; শূকর; আকন্দ-গাছ। মৃতণ্ড (মৃত+অণ্ড)+অণ্ ভবার্থে; মার্তণ্ড+অচ্ জাতার্থে। বি; পুং।

মার্দ্দ(র্দ)ঙ্গিক—মৃদঙ্গবাদক। মৃদঙ্গ+ইক বাদনার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

মার্দ্দ(র্দ)ব—মৃদুতা, কোমলত্ব। মৃদু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—মৃদু।

মার্ব্বে(র্বে)ল—শ্বেতপাথর; পাথরের তৈরি একপ্রকার ছোট খেলিবার গুলি। ইং marble. বি।

মাল—১। জিনিস, দ্রব্য, বস্তু; ধন, সম্পত্তি, অর্থ; বাণিজ্য-দ্রব্য; যাত্রীর সঙ্গের জিনিসপত্র; পণ্যদ্রব্য; গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব-দেওয়া ভূমি; জমিদারের অধীন জমি। আর্বী। ২। মাল্য, মালা। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। কুস্তিগির, পালোয়ান। 'মল্ল'-শব্দজ। ৪। জলসিঞ্চনের দ্রোণীর মস্তকে স্থাপিত মৃত্তিকা-ভার। প্রাদে। ৫। মদ্য ('—টানা')। ফার্সীমূলক। বি। **মাল টানা**—জিনিষপত্র বা বোঝা বহন করা; মদ্যপান করা (ব্যঙ্গার্থে)। ৬। বিষ্ণু; মনুষ্য। মা (লক্ষ্মী)—লা+ক কর্ত্তৃবা। ৭। অসভ্য জাতিবিশেষ; সাপের ওঝা; সর্পদ্বারা ক্রীড়াপ্রদর্শক। মল+অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ৮। উন্নত

ক্ষেত্র, মালভূমি (plateau). মা (পরিমাণ) + ল করণবা। **১**। কাপট্য, ছলনা। মা+ল ভাববা। বি ; ক্লীব।

মালকা, মালিকা—মালা, মাল্য। মালা + কন্ স্বার্থে + আপ্ (বিকল্পে অক-স্থানে ইক)। বি ; স্ত্রী।

মালকোঁচা—পালোয়ানের ন্যায় কোঁচা, পিছনদিকে আঁটিয়া কাপড় পরা। 'মল্লকচ্ছ'-শব্দজ। বি।

মালকোষ, মালকৌশ—(সঙ্গীত) রাগবিশেষ, কৌশিকরাগ। বি ; পুং।

মালখানা—বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখিবার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মালগাড়ী—রেলগাড়ীর যেগুলিতে শুধু মালপত্র বহন করা হয় তাহা ; ময়লা-টানা গাড়ী (ব্যঙ্গার্থে)। মালটানা গাড়ী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

মালগুজার—ভূমির করদাতা। আর্বী। বি।

মালগুজারদার—যে ব্যক্তি মালগুজারি দিয়া থাকে সে। মালগুজার + দার। বি।

মালগুজারি—ভূমিকর, খাজনা। মাল গুজার + ই। বি।

মালগুদাম—যে ভাণ্ডারগৃহে মালপত্র রাখা হয় তাহা। মালের গুদাম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মালচক্রক—উরুপর্ব্বসন্ধি, মালাইচাকী (তাহা দ্রঃ)। মালার ন্যায় চক্র যাহার, বহুব্রী (পূর্ব্বপদের পুংবদ্‌ভাব)। বি ; ক্লীব।

মালজমি—জমিদারের অধীন খাজনার জমি। আর্বী। বি।

মালঝাঁপ—বাঙ্গালা কবিতার চতুর্দ্দশাক্ষর বৃত্তিবিশেষ। বাং প্র। বি।

মালঞ্চ—ফুলের বাগান, পুষ্পবাটিকা। 'মালা-মঞ্চ'-শব্দজ। বি।

মালতী—ফুলের লতাবিশেষ, জাতীলতা ; চন্দ্রিকা ; নিশা, রাত্রি ; যুবতী ; কলিকা ; দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ ; নদীবিশেষ। মাল—তন্ + ড কর্ত্তৃবা + ঈপ্, কিংবা, মা (লক্ষ্মী বা শোভা)—লত্ + অচ্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [বি ; ক্লীব।

মালতীফল—জাতীফল, জায়ফল। ৬ষ্ঠীতৎ।

মালতীলতা—সুবিখ্যাত লতাবিশেষ ; বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মালপুয়া, মালপো—একপ্রকার তৈল-পক্ক বা ঘৃতপক্ক পিষ্টক। বাং প্র। বি।

মালব—**১**। অবন্তিদেশ, মালোয়া। মাল —বা + ক অধিবা। **২**। (সঙ্গীত) রাগবিশেষ, মতবিশেষে ষড়্ রাগের অন্তর্গত প্রথমরাগ। মাল—বা + ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। [বি।

মালবৈদ্য—মাল, সাপের ওঝা। বাং প্র।

মালভূমি—চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ বিশাল সমতল ভূভাগ (যেমন, তিব্বত)। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

মালমশলা—উপকরণ। মাল ও মশলা, দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

মালয়—**১**। চন্দনবৃক্ষ। মলয় + অণ্ জাতার্থে। বি ; পুং। **২**। মলয়সম্বন্ধীয়। মলয় + অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

মালসা—মৃন্ময় পাত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

মালসাট—মালকোঁচা ; আস্ফালন। বাং প্র। বি।

মালসাভোগ—দেবতাকে নিবেদিত মালসা নামক পাত্রে স্থাপিত চিড়া মুড়ি দৈ সন্দেশ প্রভৃতি। ৭মীতৎ। বিণ।

মালসাভোগী—মালসাভোগ পাইবার অধিকারী। মালসাভোগ + ঈ (বাং) অধিকারী অর্থে। বিণ।

মালসী—**১**। রাগিণীবিশেষ ; শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত ; একপ্রকার গাছ। বি ; স্ত্রী। **২**। মালসাভোগ পাইবার অধিকারী। বিণ। **৩**। ছোট মালসা। বাং প্র। **৪**। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ইং 'M. L. C.'-শব্দজ। বি।

মালা—**১**। সমূহ ; শ্রেণী, সারি ; মাল্য ; ছন্দোবিশেষ। মা—লা + ক কর্ত্তৃবা + আপ্। বি ; স্ত্রী। **২**। জাতিবিশেষ। 'মাল'-শব্দজ। **৩**। নারিকেলের খোল। 'মালক'-শব্দজ। বি। [বি।

মালাই—দুধের সর। ফার্সী 'বালাই'-শব্দজ।

মালাইকারী—গরমমসলাদি দ্বারা রন্ধিত চিংড়ি মৎস্যের ব্যঞ্জনবিশেষ। বাং প্র। বি।

মালাইচাকি—(শারীরবিদ্যা) হাঁটুর হাড়, জানুর অস্থি, জানু ও জঙ্ঘার সংযোগস্থলে (হাঁটুতে) অবস্থিত গোলাকার কোমল অস্থি (knee-cap). বাং প্র। বি।

মালাইবরফ—দুধ-জমান বরফ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

মালাকর, -কার—**১**। বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ, মালী। বি ; পুং। **২**। মাল্য-নির্ম্মাণ-কারী। মালা—কৃ + ট, অণ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।

মালাগ্রন্থি—গেঁটে দূর্ব্বা। মালাকার গ্রন্থি যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

মালাদূর্ব্বা(র্বা)—দূর্ব্বাবিশেষ, গেঁটে দূর্ব্বা। মালাকারা দূর্ব্বা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

মালাবদল—বরকন্যার পরস্পরকে মাল্য-প্রদান, বরকন্যার একের মালা অন্যকে প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মালাম, মালামো—মল্লখেলা, কুস্তী ; পালোয়ানি। মাল + আম, আমো কর্ম্মার্থে। বি।

মালি—রাক্ষসবিশেষ, সুকেশরাক্ষসপুত্র। মল্ + ইঞ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

মালিক—**১**। মালাকার জাতি, মালী ; রঞ্জক ; পক্ষিবিশেষ। বি ; পুং। **২**। মালাকার। মালা + ইক করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। **৩**। অধিকারী, স্বামী। আর্বী। বি। [কারী। আর্বী। বি।

মালিক-আলা—সম্পত্তির প্রধান অধি-

মালিকা—মালা, মাল্য ; নদীবিশেষ ; সুরা ; গ্রীবাভূষণ ; মল্লিকা। মালা + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

মালিকানা, মালিকানি—**১**। জমির দখল পাইবার সময়ে প্রজা জমিদারকে সেলামীস্বরূপে যে টাকা দেয় তাহা। বি। **২**। মালিকের প্রাপ্য, মালিকসম্বন্ধীয় ('—স্বত্ব')। মালিক + আনা, আনি সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

মালিকী—**১**। মালাকারিণী। মালিক + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। **২**। মালিকের প্রাপ্য বা ভোগ্য, মালিকসম্বন্ধীয় ('—স্বত্ব')। মালিক + ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

মালিনী—**১**। দুর্গা ; মালীর স্ত্রী, মালাকারপত্নী ; প্রতি চরণে পনর অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত কবিতার ছন্দোবিশেষ। বি ; স্ত্রী। **২**। মাল্যযুক্তা। মালা + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মালিন্য—মলিনতা, ময়লা। মলিন + ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—মলিন।

মালিশ, মালিস—ঘর্ষণ করিয়া লাগান ; ঘর্ষণ করিয়া লাগাইবার ঔষধ। ফার্সী। বি।

মালী (মালিন্)—**১**। ফুলমালার ব্যবসায়ী, মালাকার ; বাগানের গাছপালা প্রভৃতির দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত ভৃত্য। বি ; পুং। **২**। মালাযুক্ত ; মাল্যকার। মালা + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—মালিনী।

মালুম—বুঝা ; জানা, অবগত হওয়া। আর্বী। বি। [সমতল। প্রাদে। বিণ।

মালো—**১**। জেলিয়া, ধীবর। বি। **২**। নিম্ন ;

মালোপমা—কাব্যালঙ্কারবিশেষ [এক উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকিলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—"মলিন-বদনা দেবী ; হায় রে যেমতি খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্তমণি ; কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে"— মাইকেল]। মালার ন্যায় উপমা যাহাতে, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

মাল্য—মালা ; পুষ্প ; পুষ্পমালা। মালা + যৎ হিতার্থে, ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

মাল্যবান্ (-বৎ)—**১**। রামায়ণবর্ণিত দক্ষিণ-ভারতের পর্ব্বতবিশেষ ; রাক্ষসবিশেষ। বি ; পুং। **২**। হারযুক্ত, মালাবিশিষ্ট। মাল্য + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

মাল্যবিনিময়—মালাবদল, বরকন্যার পরস্পরকে মাল্যপ্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মাল্লা—নৌকাচালক। আর্বী 'মল্লাহ্'-শব্দজ। বি।

মাশাস—স্বামী বা স্ত্রীর মাসী। 'মাসী-শাশুড়ী'-শব্দের সংক্ষেপ। বি। [বি; পুং।

মাশুক—ভালবাসার জন, প্রেমাস্পদ। আর্বী।

মাশুল, মাস্থল—১। কর; ভাড়া; কোন চিঠি বা দ্রব্যাদি বহন জন্য যে শুল্ক দেওয়া যায় তাহা। আর্বী 'মহ্সূল'-শব্দজ। ২। একপ্রকার মৎস্য। 'মহাশৌল'-শব্দজ। প্রাদে। বি।

মাষ, মাস—মাষকলায়; স্বর্ণাদির পরিমাণ-বিশেষ, ৫ বা ১০ কুঁচ পরিমাণ, মাষা; মূর্খ; ত্বগ্-দোষবিশেষ। মষ্, মস্+ণ কর্ত্তৃবা, নামার্থে। বি; পুং।

মাষক—মাষা, পাঁচরতি (মতান্তরে ১০ রতি), স্বর্ণাদির পরিমাণবিশেষ। মাষ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

মাষভক্তবলি—মাষকলায় দধি এবং চাউল-মিশ্রিত পূজার ভোগ (কেহ কেহ হরিদ্রা ঘৃত এবং মধু মিশ্রণে ইহা করিয়া থাকেন)। মাষমিশ্র ভক্ত (ভক্ষ্য), মধ্যপ কর্ম্মধা; তাহাই বলি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

মাষা—মাষকলায়ের ন্যায় ওজন, ৬ রতি পরিমাণ। 'মাষ'-শব্দজ। বি।

মাস—১। শুক্ল কৃষ্ণ উভয়-পক্ষাত্মক কাল; বৈশাখাদি দ্বাদশ। মাস (চন্দ্র)+অণ্ সম্বন্ধার্থে, চান্দ্রমাসের এই ব্যুৎপত্তি; সৌরমাস-পক্ষে, মস্ (পরিমাণ করা)+ঘঞ্ করণবা। ২। পরিমাণবিশেষ, মাষা। মস্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। ৩। পিশিত। 'মাংস'-শব্দজ। বি।

মাসক—এক মাষা পরিমাণ। মাস+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

মাসকাবার—মাসের শেষদিন; ; মাসের শেষে আয়ব্যয়ের হিসাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মাসতুত—মাসীর সন্তান হিসাবে সম্পর্কিত। মাসী+তুত সম্বন্ধার্থে। বিণ।

মাসমান—১। বছর, সংবৎসর। মাসের দ্বারা মান যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। মাসের পরিমাণ। মাসের মান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মাসমাহিনা—এক মাসের বেতন, এক মাসের পারিশ্রমিক; মাসিক-বেতন-হিসাবের অঙ্ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মাসশাশুড়ী—স্বামী বা স্ত্রীর মাসী। বাং প্র। বি। [বি।

মাসশ্বশুর—স্বামী বা স্ত্রীর মেসো। বাং প্র।

মাসহরা, মাসহারা—মাসিক বেতন বা প্রাপ্য অর্থ। আর্বী 'মুশাহারা'-শব্দজ। বি।

মাসান্ত—সংক্রান্তি; অমাবস্যা। (সৌর ও চান্দ্র) মাসের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মাসিক—১। মাসে মাসে কর্ত্তব্য বা দেয়; প্রতিমাসে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ('—পত্রিকা')। বিণ। স্ত্রী, —কী। ২। প্রেতের সংবৎসরাভ্যন্তরে প্রতিমাসীয় মৃতসজাতীয়-তিথিকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ; প্রতিমাসকর্ত্তব্য কৃষ্ণপক্ষ-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ। মাস+ইক নির্বৃত্তার্থে, দেয়ার্থে। বি; ক্লীব। ৩। স্ত্রীলোকের ঋতুকাল। বাং প্র। বি।

মাসী—মাতার ভগিনী। 'মাতৃষ্বসৃ'-শব্দজ। বি।

মাস্থল—'মাশুল' দ্রঃ।

মাস্টার—প্রভু; শিক্ষক। ইং master. বি।

মাস্টারি—শিক্ষকতা। মাস্টার+ই কর্ম্মার্থে। বি।

মাস্তুল—জাহাজের উপরিস্থ উচ্চস্তম্ভ; নৌকার পাল খাটাইবার দণ্ড। পোর্তুগীজ 'mastro' বা 'masti,'-শব্দজ। বি।

মাহ—মাস ("এ ভরা বাদর মাহ ভাদর"—বিদ্যাপতি); মাঝ, মধ্যে। প্রাঃ কবিপ্র। বি ও অব্য।

মাহয়ারি—মাসিক। ফার্সী। বিণ।

মাহা—১। মাস। ফার্সীমূলক। বি। ২। মধ্যে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

মাহাকুল, মাহাকুলীন—মহাকুলপ্রসূত, সম্ভ্রান্ত-বংশজাত। মহাকুল+অণ্, ঈন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, —লী, —লীনা।

মাহাজনিক—মহাজনসংক্রান্ত। মহাজন+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

মাহাত্ম্য—মহত্ত্ব, মহিমা; কীর্ত্তি, গৌরব। মহাত্মন্+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

মাহিনদার—১। বেতনভোগী। বিণ। ২। ভৃত্য। মাহিনা+দার গ্রাহক অর্থে। বি।

মাহিনা—মাসিক বেতন; বেতন; মাস। আর্বী 'মাহানাহ্'-শব্দজ। বি। [বি।

মাহিয়ানা—মাসিক বেতন; বেতন। ফার্সী।

মাহিষ্য—১। বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জাত জাতি [এক্ষণে কৈবর্ত্ত জাতি আপনা-দিগকে এই আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে]। মহিষী+ষ্যঞ্ ভবার্থে। বি; পুং। ২। মহিষ হইতে জাত; মহিষসম্বন্ধীয়। মহিষ+ষ্যঞ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—মাহিষী।

মাহুত—হস্তিচালক। 'মহামাত্র'-শব্দজ। বি।

মাহুর—সাপ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মাহেন্দ্র—১। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, —ন্দ্রী। ২। শুভ-দণ্ডবিশেষ। মহেন্দ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

মাহেন্দ্রী—১। ইন্দ্রাণী; পূর্ব্বদিক্; গাভী। বি; স্ত্রী। ২। মহেন্দ্র-সম্বন্ধীয়া। মাহেন্দ্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মাহেশ্বর—১। মহেশ্বরসম্বন্ধীয়। মহেশ্বর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —রী। ২। শিবোপাসক। মহেশ্বর+অণ্ উপাসক অর্থে। বি; পুং।

মাহেশ্বরী—দুর্গা; মাতৃবিশেষ; যবতিক্তা। মহেশ্বর+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মিউ—বিড়ালের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক শব্দ। অব্য।

মিউনিসিপালিটি—পৌরসভা। ইং municipality. বি।

মিগ—মৃগ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মিছই—মিছা, বৃথা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

মিছরি—গুড়বিকারবিশেষ, গুড়োৎপন্ন শুভ্র খাদ্যবিশেষ। আর্বী 'মিসরী'-শব্দজ। বি।

মিছরির ছুরি—যাহার চালচলন বা কথা-বার্ত্তা মিছরির মত মধুর কিন্তু অন্তর ছুরির মত সাংঘাতিক; যাহার মুখে মিষ্টি কিন্তু অন্তরে বিষ এমন।

মিছা, মিছে—অসত্য, অনৃত; নিষ্ফল; অনর্থক। 'মিথ্যা'-শব্দজ। বিণ।

মিছামিছি—বৃথা; বিনা কারণে, নিরর্থক; মিথ্যা করিয়া; কোন লাভ না পাইয়া। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

মিছিল, মিসিল—শোভাযাত্রা; আদা-লতের কাগজপত্র, নথি। আর্বী 'মিস্‌ল্'-শব্দজ। বি।

মিজ্‌রাফ—সেতার-বাদনকারীর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অঙ্গুলিত্র। আর্বী। বি।

মিঞা, মিয়া—মুসলমান ভদ্রলোককে সম্বোধন করিবার শব্দ; মহাশয়। ফার্সী 'মিয়ান্'-শব্দজ। বি।

মিট—মিল। বাং প্র। বি।

মিটমাট—নিষ্পত্তি। বাং প্র। বি।

মিটমিট—চোখ বারবার মেলা ও বোজা; ক্ষীণভাবে জ্বলা। বাং প্র। অব্য।

মিটমিটা, মিটমিটে—মৃদু, ক্ষীণ, অস্পষ্ট। মিটমিট+আ, এ করে অর্থে। বিণ।

মিটা—নিষ্পত্তি হওয়া; শেষ হওয়া। বাং ক্রি।

মিটান—শেষ করা; থামান; চরিতার্থ করা; নিষ্পত্তি করা, আপোশ করা। বাং ক্রি।

মিটিং—সভা, মজলিশ। ইং meeting. বি।

মিটিমিটি—ক্ষীণভাবে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

মিঠা—১। মিষ্ট, মধুর। বিণ। ২। মিষ্টত্ব। 'মিষ্ট'-শব্দজ। বি।

মিঠাই—মিষ্টান্ন, মিষ্টদ্রব্য; মোদক, ডালদ্বারা প্রস্তুত লাড়ু বিশেষ। 'মিষ্টান্ন'-শব্দজ। বি।

মিঠা(ঠে)কড়া—মধুর অথচ ঝাঁজযুক্ত; দোরসা; সমপরিমাণে মৃদু ও কটু। মিঠা অথচ কড়া, কর্ম্মধা। বিণ।

মিড়, মীড়—সঙ্গীতে এক স্বর হইতে ক্রমে অনেকগুলি স্বরে আরোহণ বা অবরোহণ; কড়ি-খেলায় যে প্রথম দান পায় সে। বাং প্র। বি।

মিত—১। পরিমাণমত, পরিমিত; সংযত; কম; ওজনকরা; অল্পীকৃত; পরিচ্ছন্ন; জ্ঞাত; অনুমিত; লক্ষিত; শব্দিত। মা+ক্ত কর্ম্মবা। ২। নিক্ষিপ্ত। মি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। মিত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মিতবর—বিবাহার্থ-গমনকারী বরের সহযাত্রী বালক। 'মিত্রবস'-শব্দজ। বি।

মিতবাক্ (-বাচ্)—যে প্রয়োজনাধিক কথা বলে না এমন, মিতভাষী। মিতা বাক্ যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি; পুং।

মিতব্যয়—পরিমাণমত খরচ করা। কর্ম্মধা।

মিতব্যয়িতা—সংযতভাবে খরচ করিবার স্বভাব। মিতব্যয়িন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—ব্যয়ী (-ব্যয়িন্)।

মিতব্যয়ী (-ব্যয়িন্)—পরিমিত ব্যয়কারী; অল্পব্যয়ী। মিতব্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ব্যয়িনী। বি,—ব্যয়িতা।

মিতভাষী (-ভাষিন্)—যে অল্প কথা বলে এমন, স্বল্পবাক্। উপতৎ; মিত—ভাষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী। বি,—ভাষিতা।

মিতভোজী (-ভোজিন্)—যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী আহার করে না এমন। উপতৎ; মিত—ভুজ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভোজিনী। বি,—ভোজিতা।

মিতহাসিনী—সংযতভাবে হাস্যকারিণী, মৃদুহাসিনী। উপতৎ; মিত—হস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মিতা—১। বন্ধু, সখা, সুহৃৎ। 'মিত্র'-শব্দজ। বি। ২। পরিমিতা। মিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মিতাক্ষরা—বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ (বিশেষতঃ, উত্তরাধিকারী-নির্ণায়ক)। মিত অক্ষর যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

মিতাচার—সংযত ব্যবহার; আহারাদি সম্বন্ধে সংযম। কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ,—চারী (-চারিন্)।

মিতাচারী (-চারিন্)—সংযমী; আহার-বিহার-পানভোজন-বিষয়ে সংযত। মিতাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী। বি,—চার,—চারিতা।

মিতালি—বন্ধুত্ব, মিত্রতা। মিতা+লি ভাবে। বি।

মিতাশন—১। পরিমিতভোজী। মিত অশন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পরিমিত ভোজন। মিত যে অশন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মিতাশী (-শিন্)—পরিমিত ভোজনকারী। উপতৎ; মিত—অশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শিনী।

মিতি—১। পরিমাণ; জ্ঞান; অবচ্ছেদ। মা+ক্তি ভাববা। ২। পরিচ্ছেদ; ক্ষেপণ। মি+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

মিতিন—বন্ধুর পত্নী, মিত্রের স্ত্রী; স্ত্রীবন্ধু। মিতা+ইন্ (<মিতিনী)। বি।

মিত্র—১। বন্ধু, সখা, সুহৃদ্, একক্রিয় ব্যক্তি, মিতা। মিদ্ (স্নেহযুক্ত হওয়া)+ক্ত্র কর্ত্তৃবা (বিকল্পে ত-লোপ)। বি; ক্লীব। ২। সূর্য্য। মি (ক্ষেপণ করা)+ত্র কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মিত্রঘাতী (-ঘাতিন্)—বন্ধুর প্রাণনাশক; বন্ধুর সর্ব্বনাশকারী। উপতৎ; মিত্র—হন্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘাতিনী।

মিত্রতা, মিত্রত্ব—বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য; সন্ধি। মিত্র+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

মিত্রদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—বন্ধুর অনিষ্টচিন্তাকারী। উপতৎ; মিত্র—দ্বিষ্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ষিণী।

মিত্রদ্রোহ—বন্ধুর সহিত শত্রুতা। মিত্রে দ্রোহ, ৭মীতৎ। বি; পুং। বিণ,—দ্রোহী (—দ্রোহিন্)।

মিত্রদ্রোহিতা—বন্ধুর প্রতি শত্রুতাচরণ। মিত্রদ্রোহিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—দ্রোহী (—দ্রোহিন্)।

মিত্রদ্রোহী (-দ্রোহিন্)—বন্ধুর বিরুদ্ধাচারী। উপতৎ; মিত্র—দ্রুহ্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দ্রোহিণী। বি,—দ্রোহ,—দ্রোহিতা।

মিত্রপূজা—সূর্য্যপূজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মিত্রবৎসল—বন্ধুর প্রতি অনুরক্ত। ৭মীতৎ। বিণ। [বি; ক্লীব।

মিত্রবাৎসল্য—বন্ধুর প্রতি প্রীতি। ৭মীতৎ।

মিত্রলাভ—বন্ধুপ্রাপ্তি; বিষ্ণুশর্ম্মা প্রণীত পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থের এক অধ্যায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মিত্রসপ্তমী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী। মিত্রাধিষ্ঠিতা সপ্তমী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মিত্রা—১। সুমিত্রা, শত্রুঘ্নজননী। বি; স্ত্রী। ২। হিতৈষিণী। মিত্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মিত্রাক্ষর—পদ্যের চরণে চরণে শেষ বর্ণের যে মিল থাকে সেই মিলযুক্ত ছন্দ। মিত্র অক্ষর যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

মিত্রাবরুণ—সূর্য্য ও বরুণ—এই দুইজন দেবতা। মিত্র এবং বরুণ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

মিথুন—১। স্ত্রীপুরুষের যুগল, জোড়, দ্বন্দ্ব; মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত তৃতীয় রাশি। মিথ্ (বধ করা)+উনন্ কর্ত্তৃবা। ২। স্ত্রী-সংসর্গ; মিলন; সংযোগ। মিথ্+উনন্ ভাববা। বি; ক্লীব।

মিথ্যা—মিছা, অসত্য; বৃথা, নিরর্থক; কাল্পনিক। মিথ্+ক্যপ্ কর্ম্মবা+আপ্। বিণ।

মিথ্যাচরণ—মিছা কথা বলা; মনের প্রকৃত ভাব লুকাইয়া বাহিরে অন্য ভাব প্রকাশকরণ, কপট ব্যবহার। মিথ্যাযুক্ত আচরণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মিথ্যাচার—১। 'মিথ্যাচরণ' (সকল অর্থে)। মিথ্যাযুক্ত আচার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ,—চারী (-চারিন্)। ২। দাম্ভিক। মিথ্যা আচার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মিথ্যাচারিতা—কপট ব্যবহার; মিথ্যা কথা বলার স্বভাব। মিথ্যাচারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—চারী (-চারিন্)।

মিথ্যাচারী (-চারিন্)—মিথ্যাবাদী; কপটাচারী। উপতৎ; মিথ্যা—আ—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী। বি,—চারিতা,—চার।

মিথ্যাদৃষ্টি—যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানজনিত সুখভোগ অস্বীকরণ; অসত্যদর্শন; নাস্তিকতা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মিথ্যানিরসন—১। শপথ, দিব্য। মিথ্যার নিরসন যদ্দ্বারা, বহুব্রী। ২। অসত্যের খণ্ডন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মিথ্যাবাদ—১। মিছা কথা বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মিথ্যা দুর্নাম। কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ,—বাদী (-বাদিন্)।

মিথ্যাবাদী (-বাদিন্)—যে মিথ্যা বলে এমন, অসত্যবাদী। উপতৎ; মিথ্যা—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী। বি,—বাদ,—বাদিতা।

মিথ্যাভাষণ—মিছা কথা বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ,—ভাষী (—ভাষিন্)।

মিথ্যাভাষী (-ভাষিন্)—মিথ্যাবাদী। উপতৎ; মিথ্যা—ভাষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী। বি,—ভাষণ,—ভাষিতা।

মিথ্যামতি—অসত্যবুদ্ধি; মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মিথ্যা-মিথ্যা, মিথ্যে মিথ্যে—অকারণে, অনর্থক, বৃথা; মিথ্যা করিয়া। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

মিথ্যাসাক্ষ্য—আদালতের সাক্ষ্য হিসাবে সত্যগোপন করিয়া মিছা কথা বলা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। বিণ,—সাক্ষী (-সাক্ষিন্) (যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, বা যে প্রকৃত সাক্ষী নহে)।

মিথ্যুক—মিথ্যাবাদী। মিথ্যা+উক শীলার্থে (বাং)। বিণ।

মিথ্যে—মিথ্যা। 'মিথ্যা'-শব্দের অভিশ্রুতি। বাং প্র। অব্য। **মিথ্যের জাহাজ, মিথ্যের ঝুড়ি**—অতিশয় মিথ্যাবাদী।

মিদুর—মৃদুল, মেদুর। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

মিনতি—প্রার্থনা, অনুনয়-বিনয়। 'বিনতি'-বা 'বিজ্ঞপ্তি'-শব্দজ। বি।

মিনমিন—ক্ষীণতা বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ। বাং প্র। অব্য।

মিনমিনে—যে অতি ধীরে ধীরে কথা বলে; যে অতি নিরীহ এবং শান্ত বলিয়া অনুমিত হয়। মিনমিন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

মিনষে, মিনসে—মানুষ; বয়স্থ লোক (সাধারণতঃ ইতর স্ত্রীলোকগণ ক্রোধ-প্রকাশে এই কথা প্রয়োগ করে)। 'মানুষ'-শব্দজ। বি।

মিনা, মীনা, মিনে—ধাতুদ্রব্যের উপর কাচের মত মসৃণ আস্তর। ফার্সী। বি।

মিনার, মীনার—উচ্চ মন্দির বা তাহার চূড়া। ফার্সী। বি। [minute. বি।

মিনিট—ঘণ্টার ষাট ভাগের এক ভাগ। ইং

মিয়া—'মিঞা' দ্রঃ।

মিয়াদ, মেয়াদ—নির্দ্দিষ্ট সময়; সময়; কয়েদ, কারাভোগ। আর্বী। বি।

মিয়াদী, মেয়াদী—নির্দ্দিষ্টকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী; অল্পকালস্থায়ী। মিয়াদ, মেয়াদ+ঈ স্থায়ী অর্থে। বিণ।

মিয়ান, মিয়ন—১। ভিজা; বাসি; যাহা কড়্‌কড়ে নহে এমন। 'ম্রিয়মাণ'-শব্দজ। বিণ। ২। বাসি হওয়া; নরম হওয়া। বাং ক্রি। [বি।

মির, মীর—সর্দ্দার, প্রধান ব্যক্তি। আর্বী।

মিরগেল—একপ্রকার মাছ। বাং প্র। বি।

মিরাস—পুরুষানুক্রমে ভোগ্য সম্পত্তি। আর্বী। বি। [ফার্সী। বি।

মির্জা—মুসলমানদিগের পদবীবিশেষ।

মির্জাই—একপ্রকার চাপকান; একপ্রকার তুলাভরা জামা। ফার্সী। বি।

মিল—১। বন্ধুত্ব, প্রণয়; খাপ খাওয়া; একরূপ হওয়া; তুলনা; সাদৃশ্য। 'মিল্‌'-ধাতুজ। ২। কল। ইং mill. বি।

মিলন—ঐক্য; সংযোগ; মিশ্রণ; সাক্ষাৎ; সন্ধিকরণ; স্পর্শন; ঘটন; ঔপম্য, সাদৃশ্য; মিত্রাক্ষর। মিল্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—মিলিত।

মিলনগান, -সঙ্গী(ঙ্গী)ত—মিলনবিষয়ক গীত; রাধাকৃষ্ণের মিলনবিষয়ক সঙ্গীত। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মিলনসাধন—সংযোগ ঘটান; সংযোগসাধনোপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মিলনান্ত—যাহার শেষে নায়ক-নায়িকা ইত্যাদির মিলন হয় এমন ('—নাটক')। মিলনে অন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি।

মিলমিলা—শিশুর হাম রোগ। বাং প্র।

মিলা—একত্র হওয়া; একরূপ হওয়া; সদৃশ হওয়া; যোগদান করা; ঠিক হওয়া, খাপ খাওয়া; জুটা, যোগাড় হওয়া; উন্মীলন করা। 'মিল্‌'-ধাতুজ। বাং ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র—**মিলব**—মিলিবে। **মিলাওল**—মিলাইয়া গেল; মিলিল। **মিলায়ত**—মিলায়। **মিলু**—মিলে। **মিলুঁ**—মিলি]।

মিলান—১। জুটান; সংগ্রহ করা; একরূপ করা; একরূপ আছে কি না পরীক্ষা করা; রুজু দেওয়া; নরম হওয়া; অদৃশ্য হওয়া; উন্মীলিত করান। বাং ক্রি। ২। মিল, সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য; রুজু। বাং প্র। বি।

মিলামিশা, মেলামেশা—ঘনিষ্ঠতা; সঙ্গ করা; একত্র মিলান। দ্বন্দ্ব। বি বা ক্রি।

মিলিত—সংযুক্ত, মিশ্রিত; একত্রিত; সম্বন্ধবিশিষ্ট; প্রাপ্ত। মিল্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—মিলন।

মিশ—১। মিলন, ঐক্য; অনুরূপভাব। 'মিশ্র'-শব্দজ। ২। কালি। 'মসি'-শব্দজ। বি।

মিশকালো—মিশির মত কালো। মিশি-সদৃশ কালো, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

মিশন, মিশান—মিলান; একত্রীকরণ। 'মিশ্রণ'-শব্দজ। বি।

মিশা—যোগ দেওয়া, সঙ্গে থাকা। বাং ক্রি।

মিশান—'মিশন' দ্রঃ।

মিশামিশি, মেশামেশি—ঘনিষ্ঠতা; একত্র মিশ্রণ। বাং প্র। বি।

মিশাল—ভেজাল, মিশ্রণ। মিশা+ল ভাববা। বি। [কর্ম্মবা। বিণ।

মিশালী—মিশান, মিশ্রিত। মিশা+লী

মিশি, মিষি, মিসি—দাঁতের মাজন, দন্তশোধনার্থ দ্রব্যবিশেষ। 'মসি'-শব্দজ। বি।

মিশুক—যে সহজেই কাহারও সঙ্গে মিলিত হইতে বা প্রীতি স্থাপন করিতে পারে এমন। মিশ্‌+উক কর্ত্তৃবা (বাং)। বিণ।

মিশ্র—১। মিলিত, সংযুক্ত। মিশ্র+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ২। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ; মান্য, পূজ্য। বিণ। ৩। উপাধিবিশেষ; উদগ্রাদি সপ্তগণান্তর্গত সপ্তমগণ; গজজাতিবিশেষ। মিশ্র্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। ৪। মিশ্রিত দ্রব্য, 'মিক্‌শ্চার'। মিশ্র+ঘঞ্‌, কর্ম্মবা। বি; পুং।

মিশ্রক—১। যে মিশাল বা ভেজাল দেয় এরূপ, মিশ্রণকারী। মিশ্র+কন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—মিশ্রিকা। ২। দেবোদ্যান, দেবতাদিগের উপবন; ঔষধ লবণ; সঙ্গীতবিশেষ। বি; ক্লীব।

মিশ্রণ—মিশান; ঐক্য; একত্রীকরণ; মিলন, যোগ; সঙ্কলন। মিশ্র্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—মিশ্রিত।

মিশ্রপদার্থ—যে সকল পদার্থ বিভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুর যোগে উৎপন্ন হয় তাহা (যাহা যৌগিক পদার্থ বা compound নহে)। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মিশ্রললিত—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দোবিশেষ। কর্ম্মধা। বি।

মিশ্রিত—মিলিত, যুক্ত, একত্রিত। মিশ্র্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—মিশ্রণ।

মিশ্রিতা—১। মিলিতা, একত্রীকৃতা। মিশ্রিত+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। কৃত্তিকা এবং বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত সংক্রান্তিবিশেষ। বি; স্ত্রী।

মিষ্ট—১। মধুর; সুস্বাদ, সিক্ত; সময়োচিত; স্পর্দ্ধাযুক্ত। বিণ। বি,—তা,—ত্ব। ২। মিষ্টান্ন। বি; ক্লীব। ৩। মধুর রস। মিষ্‌ (জলসেক করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

মিষ্টতা, মিষ্টত্ব—মাধুর্য্য, মধুরতা। মিষ্ট+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—মিষ্ট।

মিষ্টমুখ, মিষ্টিমুখ—মিষ্টান্ন দ্বারা সামান্য জলযোগ; মধুরবাক্য। কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

মিষ্টান্ন—সুস্বাদু বস্তু, মধুর দ্রব্য; পায়স; মিঠাই। মিষ্ট অন্ন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মিষ্টান্নভোজী (-ভোজিন্‌)—মিষ্টান্নভক্ষণকারী। উপতৎ; মিষ্টান্ন—ভুজ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভোজিনী।

মিস্ত্রি, মিস্ত্রী—কারিকর; রাজ; ছুতার; কুমার; সূত্রধর। পোর্ত্তুগীজ 'mestera'-শব্দজ। বি।

মিহনৎ—পরিশ্রম। ফার্সী। বি। বিণ,—তী। [বি।

মিহনতানা—পারিশ্রমিক। ফার্সীমূলক।

মিহি—সরু, সূক্ষ্ম। ফার্সী 'মহীন্‌'-শব্দজ। বিণ। [কর্ম্মধা। বি।

মিহিদানা—একপ্রকার মিঠাই, মতিচুর।

মিহির—সূর্য্য; মেঘ; বায়ু; অর্কবৃক্ষ; চন্দ্র; মুনিবিশেষ; বরাহমিহির। মিহ্‌ (বর্ষণ করা)+কিরচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মিহিরমণ্ডল—সূর্য্য বা চন্দ্রের মণ্ডল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মীঠ—মিষ্ট। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

মীড়—'মিড়' দ্রঃ।

মীন—মাছ; রাশিবিশেষ; বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। মী+নক্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মীনকেতন, -ধ্বজ—সমুদ্র; কন্দর্প, কামদেব। মীন কেতন, ধ্বজ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মীনা—১। উষাকন্যা, কশ্যপের স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। মিনা। বাং প্র। বি।

মীনাক্ষ—১। রাক্ষসবিশেষ। বি; পুং। ২। মৎস্যের নেত্রের ন্যায় নেত্রযুক্ত। মীনের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্‌ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

মীনাক্ষী—১। কুবেরের কন্যা; গণ্ডদূর্ব্বা। বি; স্ত্রী। ২। মৎস্যাক্ষী, মৎস্যের অক্ষির ন্যায় অক্ষিযুক্তা। মীনাক্ষ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

মীনার—'মিনার' দ্রঃ। [বি; পুং।

মীনালয়—সমুদ্র। মীনের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ।

মীমাংসক—১। মীমাংসাশাস্ত্রবেত্তা [যেমন, —পূর্ব্বমীমাংসাকর্ত্তা জৈমিনী, ভাষ্যকর্ত্তা শবরস্বামী, বৃত্তিকর্ত্তা কুমারভট্ট, উত্তরমীমাংসা-সূত্রকর্ত্তা বেদব্যাস]। বি; পুং। ২। নিষ্পত্তিকারী। মান্‌ (বিচার করা)+সন্‌ স্বার্থে+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সিকা।

মীমাংসা—১। সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি; পূর্ব্বাপর-বিরোধ-পরিহার। মান্‌ (বিচার করা)++সন্‌ স্বার্থে+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ,—সিত। ২। ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত জৈমিনিমুনিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র; বেদান্তশাস্ত্র।

মান্+সন্ স্বার্থে+অ করণবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মীর—প্রধান ব্যক্তি, সর্দ্দার ; মুসলমানদিগের উপাধিবিশেষ। আর্বী। বি।

মীল, মীলন—মুদ্রিতকরণ, বুঁজা, সঙ্কোচন। মীল্ (চক্ষু মুদ্রিত করা)+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি ; পুং, ক্লীব। বিণ—মীলিত।

মীলিত—মুদ্রিত ; অপ্রফুল্ল, অবিকসিত ; সঙ্কুচিত। বিণ। বি—মীলন।

মু—মুখ ; আমি। প্রাঃ কবিপ্র। বি

মুই, মুঞি—আমি। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

মুকটি, মুকুটি—মুষ্টিপ্রহার। বাং প্র। বি।

মুকবলা, মুকাবিলা—মোকাবিলা, সম্মুখে উপস্থিতি। ফার্সী। বি।

মুকরর—স্থায়ী, নির্দ্দিষ্ট। আর্বী। বিণ।

মুকুট—কিরীট, শিরোভূষণ। মন্ক্+উটন্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং।

মুকুটি—'মুকটি' দ্রঃ। [বি।

মুকুতা—মুক্তা, মতি। 'মুক্তা'-শব্দজ। কবিপ্র।

মুকুন্দ—মুক্তিদাতা নারায়ণ, শ্রীবিষ্ণু ; পারদ। উপতৎ ; মুকু (মোক্ষ)—দা+ক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং।

মুকুর—আর্শি, দর্পণ। মন্ক্+উরচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং।

মুকুল—কলিকা, কুঁড়ি ; শরীর ; আত্মা। মন্ক্+উলচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব। বিণ—মুকুলিত।

মুকুলিত—আধফুটন্ত, ঈষৎ বিকসিত ; অর্দ্ধমুদিত ; কলিকাসম্পন্ন, মুকুলযুক্ত। মুকুল+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

মুকুলোদ্গম—কুঁড়ির উদ্ভব। মুকুলের উদ্গম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মুকেদে-মহল—ভৃত্যনিবাস ("মুকেদে-মহল তুলে দিব হাতাহাতি"—ঘনরাম)। আর্বী মুখাদিম্+মহল। বি।

মুকেরি—বঙ্গীয় মুসলমান জাতিবিশেষ। হিন্দী। বি।

মুক্ত—১। যে ছাড় পাইয়াছে এমন, মোক্ষপ্রাপ্ত ('—পুরুষ')। মুচ্+ক্ত কর্ম্মকর্তৃবা। ২। খোলা ('—কৃপাণ') ; উদ্ধৃত ; বিসৃষ্ট ; ত্যক্ত ; আনন্দিত ; নির্ম্মল। মুচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—মুক্তি, মোচন।

মুক্তকচ্ছ—যাহার কাছা খোলা এমন ; বেসামাল ; বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। মুক্ত কচ্ছ যাহার, বহুব্রী। বিণ, বা বি ; পুং।

মুক্তকণ্ঠ—যাহার বাক্‌সঙ্কোচ দূর হইয়াছে এরূপ। মুক্ত কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মুক্তকণ্ঠে—খোলা গলায়, জোর গলায় ; দ্বিধাশূন্য ভাবে। মুক্ত কণ্ঠ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

মুক্তকেশ—১। খোলা চুল। কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। যাহার চুল খুলিয়া গিয়াছে এমন। মুক্ত কেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—কেশা, —কেশী (=কালী)।

মুক্তচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), **-চক্ষু**—১। যে চোখ মেলিয়া আছে এমন। বিণ। ২। সিংহ। মুক্ত চক্ষুঃ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ৩। খোলা চোখ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মুক্তদ্বার—১। যাহার দরজা খোলা এমন। মুক্ত দ্বার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। খোলা দরজা। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মুক্তপুরুষ—যিনি সংসারের মায়া-মোহ কাটাইয়া সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এমন। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

মুক্তবেণী—খোলা চুলের বেণী ; উন্মুক্ত নদী-স্রোতঃ ; হুগলী জেলার ত্রিবেণী ('মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে"—সত্যেন্দ্রনাথ) [প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী একত্র মিলিত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে বলে বদ্ধবেণী ; হুগলী জেলার ত্রিবেণী-নামক স্থানে ঐ তিন স্রোত পৃথক্ হইয়াছে বলিয়া তাহাকে বলে মুক্তবেণী]। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

মুক্তসঙ্গ—১। বিষয়াসক্তিরহিত, বিষয়-সঙ্গত্যাগী। বিণ। ২। পরিব্রাজক। মুক্ত সঙ্গ (বিষয়াসক্তি) যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বি ; পুং।

মুক্তহস্ত—দানশীল, বদান্য ; যে খুব খরচ করে এমন। মুক্ত (দানের নিমিত্ত প্রসারিত) হস্ত যাহার বা যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

মুক্তহস্তে—খোলা হাতে, দান বিষয়ে কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া। মুক্ত হস্ত যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

মুক্তা—১। মোতী, মৌক্তিক। মুচ্+ক্ত কর্ম্মবা+আপ্। ২। উন্মুক্তা ; মুক্তিপ্রাপ্তা। মুক্ত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মুক্তাকলাপ, -প্রালম্ব—মুক্তার মালা। মুক্তার কলাপ (সমূহ), প্রালম্ব (ভূষণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বি ; ক্লীব।

মুক্তাফল—মোতী, মুক্তা ; কর্পূর। কর্ম্মধা।

মুক্তাবলী, মুক্তালতা—মুক্তামালা, মুক্তাহার। মুক্তার আবলী, লতা (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুক্তামালা—মোতির মালা ; মুক্তাসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুক্তাশুক্তি—যাহাতে মুক্তা জন্মে সেই ঝিনুক। মুক্তা-উৎপাদিকা শুক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

মুক্তাসার—শ্রেষ্ঠ মুক্তা। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

মুক্তি—ছাড়, মোচন ; পরিত্রাণ ; জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আত্মার পরমব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি, মোক্ষ ; নিত্যসুখপ্রাপ্তি, অপবর্গ ; সংসারের মায়া-মোহ হইতে রেহাই ; দেহের ইন্দ্রিয়াদি হইতে বন্ধন-শূন্যত্ব। মুচ্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—মুক্ত।

মুক্তিক্ষেত্র—কাশী, বারাণসী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

মুক্তিদ—মোক্ষপ্রদায়ক, মুক্তিদানকারী। উপতৎ ; মুক্তি—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

মুক্তিদাতা (-দাতৃ)—বন্ধন মোচনকারী, পরিত্রাণকারী ; মোক্ষপ্রদানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী।

মুক্তিদান, -প্রদান—ছাড়িয়া দেওয়া, বন্ধনদশা হইতে অব্যাহতিপ্রদান ; জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে অব্যাহতিদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

মুক্তিদায়ক—পরিত্রাতা, মুক্তিদানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দায়িকা।

মুক্তিনামা—কারামোচন বা বন্ধনমোচনের আদেশযুক্ত পত্র ; ছাড়পত্র (passport) ; বন্ধকী বিষয়সম্পত্তি ছাড় দেওয়ার পত্র। মুক্তি+নামা লিপি অর্থে। বি।

মুক্তিপত্র—ছাড়পত্র, মুক্তিনামা। মুক্তি-বিজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মুক্তিপদ—মোক্ষরূপ পরম বস্তু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

মুক্তিপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—যে মুক্তি চায় এমন, মুমুক্ষু ; পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছুক। উপতৎ ; মুক্তি—প্র—অর্থ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—প্রার্থিনী।

মুক্তিফৌজ, -সেনা—খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষ (Salvation Army). ৪র্থীতৎ। বি।

মুক্তিমণ্ডপ—বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মণ্ডপ ; জগন্নাথমন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মণ্ডপ। মুক্তিপ্রদ মণ্ডপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব।

মুক্তিসেনা—'মুক্তিফৌজ' দ্রঃ।

মুখ—১। বদন, আনন ; গৃহাদির দ্বার, গৃহের নিষ্ক্রমণ এবং প্রবেশ-পথ ; গৃহাঙ্গনাদির নিঃসরণপথ ; নিঃসরণ ; আরম্ভ ; অগ্রভাগ ; উপায় ; নাটক ; নাটকাদির সন্ধিবিশেষ ; বাক্, শব্দ। খন্+অল্ বা অচ্ কর্ম্মবা (পূর্ব্বে মু-আগম)। বি ; ক্লীব। **কোন্ মুখে আবার আসিয়াছ**—আসিতে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। **তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক**—যে ভালো সংবাদ দেয় বা শুভ কামনা করে তাহাকে আশীর্ব্বাদ। **মুখে আগুন**—শ্মশানে মুখাগ্নি-প্রদান ; তুই মর (গালি)। **মুখ আলগা করা**—অসংযত ভাষায় কথা বলা। **মুখ আলো করা, উজ্জ্বল করা, উঁচু করা**—গৌরবান্বিত করা। **মুখ করা**—বকাবকি করা, গালি দেওয়া। **মুখ কালো করা**—বিষণ্ণ হওয়া, দুঃখের ভাব জানান। **মুখ খাওয়া**—বকুনি খাওয়া ("তা না হলে

মায়ের কাছে মুখ খেতে খেতে প্রাণ যাইত" —টেকচাঁদ)। **মুখ খারাপ করা**—অশ্লীল কথা বলা ; কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করা। **মুখ খিঁচান**—মুখ-ভেঙ্‌চি দেওয়া ; বকাবকি করা। **মুখ খিস্তি করা**—অশ্লীল কথা বলা। **মুখ গোঁজ করা**—চুপ করিয়া ক্রোধসূচক মুখভঙ্গী করা। **মুখ চলা**—খাওয়া ; কথা বা গালি চলিতে থাকা। **মুখ চাওয়া**—মুখাপেক্ষা করা, কাহারও উপর নির্ভর করা। **মুখ চুণ হওয়া**—লজ্জা নৈরাশ্য প্রভৃতি কারণে মুখ ফ্যাকাশে হওয়া। **মুখ তুলিয়া চাওয়া**—প্রসন্ন হওয়া। **মুখ থাকা**—সম্মান বজায় থাকা। **মুখ পোড়া**—কলঙ্কের জন্য সম্মান নষ্ট হওয়া। **মুখ পোড়ান**—কলঙ্ক লেপন করিয়া সম্মান নষ্ট করা। **মুখ ফুটান**—অসংযত ভাষা ব্যবহার করা ; গালি দেওয়া ; যা-তা বকা। **মুখ বাঁকান**—অপ্রসন্ন ভাব দেখান। **মুখ ভার করা বা হওয়া**—মুখের অপ্রসন্ন বা বিষণ্ণভাব প্রকাশ করা বা হওয়া। **মুখ ভেঙান, মুখ ভেঙ্‌চান**—ঠাট্টা করিবার জন্য কাহারও মুখভঙ্গির বিকৃত অনুকরণ করা। **মুখ মারা**—জিহ্বায় স্বাদগ্রহণ-ক্ষমতা নষ্ট হওয়া। **মুখ রাখা**—মান বা গর্ব্ব রক্ষা করা। **মুখ সামলান**—জিহ্বা সংযত করা। **মুখে আগুন**—মৃত্যু-কামনা। **মুখে ছাই দেওয়া**—তিরস্কার করা। **মুখে মুখে**—মুখস্থরূপে ; কানায় কানায়। **মুখের উপর**—সাক্ষাতেই। **মুখের কথায়**—লিখিত আদেশ বা অনুরোধ ছাড়াই। **মুখের ভাত**—আহারের নিমিত্ত সম্মুখে আনীত অন্ন। ২। আদ্য ; প্রধান। খন্‌+অচ্‌ কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বিণ।

মুখকমল—পদ্মের মত সুন্দর মুখ। মুখ কমল-সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি ; পুং।

মুখকান্তি—মুখের শোভা, মুখের দীপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুখকোষ—মুখোষ, মুখাচ্ছাদন। মুখের কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মুখগহ্বর—মুখবিবর (তাহা দ্রঃ)।

মুখচন্দ্র—চন্দ্রসদৃশ বদন। মুখরূপ চন্দ্র, রূপক কর্ম্মধা ; অথবা, মুখ চন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি ; পুং।

মুখচন্দ্রিকা—বিবাহকালে বধূবরের পরস্পরের সহিত দৃষ্টিবিনিময়। বাং প্র। বি।

মুখচোরা—লাজুক, লজ্জাশীল, সলজ্জ। মুখ (বাক্য)-বিষয়ে চোরা, ৭মীতৎ। বিণ।

মুখচ্ছদ্ম (-দ্মন্)—মুখোষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

মুখচ্ছবি—মুখের শোভা, মুখের আকৃতি। মুখের ছবি, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মুখজ—১। ব্রহ্মার মুখজাত বর্ণ, ব্রাহ্মণ ; দন্ত। বি ; পুং। ২। বদনে জাত। উপতৎ ; মুখ—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

মুখঝামটা—মুখ বিকৃত করিয়া তিরস্কার (সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের)। ৩য়াতৎ। বি।

মুখটি—ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ ; মুখ্যবংশ-জাত ব্রাহ্মণ। বাং প্র। বি।

মুখড়—মুখর। 'মুখর'-শব্দজ। বি।

মুখনাড়া—ভর্ৎসনা, তিরস্কার (সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মুখনিরীক্ষক—অলস ; পক্ষপাতী ; অযথার্থদর্শী ; মুখদর্শী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —নিরীক্ষিকা। [বি ; পুং।

মুখপট্ট—মুখোষ ; মুখের বস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ।

মুখপত্র—কাহারও প্রতিনিধিস্বরূপে কথা বলিবার অনুমতিসূচক পত্র ; প্রতিনিধি-স্থানীয় পত্র ; ভূমিকা। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মুখপদ্ম—পদ্মফুলের ন্যায় সুন্দর মুখ ; বদন-কমল। মুখরূপ পদ্ম, রূপক কর্ম্মধা ; অথবা, মুখ পদ্মসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মুখপাত—ভূমিকা ; উপরিভাগ ; প্রথম অংশ ; আরম্ভ ; প্রথম পত্র। 'মুখপত্র'-শব্দজ। বি।

মুখপাত-দোরস্ত—আদব-কায়দাবিষয়ে ত্রুটিহীন ; বাহ্য অনুষ্ঠান বিষয়ে ত্রুটিহীন। বহুব্রী। বিণ।

মুখপাত্র—প্রধান নায়ক ; শ্রেষ্ঠব্যক্তি। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। [বিণ।

মুখপোড়া—গালিবিশেষ, বাঁদর। বহুব্রী।

মুখফোঁড়—যাহার কোন কথা বলিতে মুখে বাধে না এমন, স্পষ্টবক্তা ; উচিতবক্তা। বহুব্রী। বিণ।

মুখবংশ—কুলীন বংশ ; প্রধানবংশ ; মুখোপাধ্যায় বংশ ("গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ-জাত"—ভারতচন্দ্র)। মুখ (প্রধান) বংশ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

মুখবন্ধ—কোন গ্রন্থ বা গল্প রচনার প্রারম্ভে প্রকৃত বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গ, প্রস্তাবনা, ভূমিকা। মুখের বন্ধ যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি ; পুং। [ক্লীব।

মুখবিবর—মুখের গর্ত্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

মুখব্যাদান—হাঁ করা, মুখ মেলান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুখভঙ্গী—মুখের বিকৃতি ; মুখের ভাব।

মুখমণ্ডল—সারা মুখ, বদনমণ্ডল। মুখই মণ্ডল, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মুখমারুত—মুখ হইতে বহির্গত বায়ু, ফুৎকার, ফু। মুখনিঃসৃত মারুত (বায়ু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [বহুব্রী। বিণ।

মুখমিষ্ট—মধুরভাষী। মুখ মিষ্ট যাহার,

মুখর—১। যে বেশী কথা বলে এমন, বাচাল ; দুর্ম্মুখ ; অপ্রিয়ভাষী ; যে আগে কথা বলে এরূপ ; অগ্রবর্ত্তী ; শব্দায়মান। বিণ। স্ত্রী, —রা। বি, —তা। ২। কাক ; শঙ্খ। মুখ (মুখনির্গত বাক্য)+র আছে অর্থে, কিংবা মুখ—রা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

মুখরক্ষা—মান বাঁচান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুখরিত—শব্দায়মান, ধ্বনিত। মুখর+ণিচ্‌ (=মুখরি, নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

মুখরুচি—মুখের শোভা, মুখের বর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুখরোচক—যাহা খাইতে বা বলিতে ভাল লাগে এমন, জিহ্বার তৃপ্তিজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —রোচিকা।

মুখশশী (-শশিন্)—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ। মুখরূপ শশী, রূপক কর্ম্মধা ; অথবা, মুখ শশীর ন্যায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি ; পুং।

মুখশুদ্ধি—১। ভোজন ও আচমনের পরে মুখশোধনীয় হরীতকী সুপারী প্রভৃতি দ্রব্য। মুখের শুদ্ধি যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি ; স্ত্রী। ২। মুখপ্রক্ষালন ; দন্তধাবন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মুখশোষ—মুখের শুষ্কভাব ("সীতা লক্ষ্মণের মুখশোষ ও স্বর-বৈলক্ষণ্য দর্শনে"—বিদ্যাসাগর)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মুখশ্রী—মুখের শোভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুখস্থ—যাহা মনে রাখা হইয়াছে এবং প্রয়োজন-মাত্র বলা যাইতে পারে এমন, কণ্ঠস্থ ; মুখে অবস্থিত। উপতৎ ; মুখ—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

মুখাকৃতি—মুখের চেহারা, মুখের গঠন। মুখের আকৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুখাগ্নি—সৎকার করিবার পূর্ব্বে মড়ার মুখে যে আগুন দেওয়া হয় তাহা, শবমুখে প্রদত্ত অগ্নি (শাস্ত্রমতে—শিরঃস্থানে অগ্নি প্রদত্ত হইলেও মুখাগ্নি বলা যায়)। মুখদত্ত অগ্নি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

মুখানি—মুখখানি। কবিপ্র। বি।

মুখাপেক্ষা—অনুগ্রহ-প্রত্যাশা, কাহারও মুখ চাহিয়া আশায় থাকা ; অনুরোধ ; পক্ষপাত। মুখের অপেক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুখাপেক্ষিতা—অন্যের অনুগ্রহ-প্রত্যাশা ; পক্ষপাতিতা। মুখাপেক্ষিন্‌+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, —পেক্ষী (-পেক্ষিন্)।

মুখাপেক্ষী (-ক্ষিন্)—অনুগ্রহ লাভের আশায় যে বসিয়া আছে এমন, অন্যের সাহায্যপ্রত্যাশী ; পক্ষপাতী ; মুখনিরীক্ষক। উপতৎ ; মুখ—অপ—ঈক্ষ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ক্ষিণী।

মুখাবয়ব—মুখের গঠন, মুখাকৃতি। মুখের অবয়ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মুখামুখি, মুখোমুখি—১। সামনা-সামনি। ক্রি-বিণ। ২। সামনা-সামনি অবস্থিত। বাং প্র। বিণ। ৩। পরস্পর

কথাকাটাকাটি বা গালিপ্রদান। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

মুখামৃত—থুতু, মুখের লালা। মুখনিঃসৃত অমৃত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মুখি—কচু প্রভৃতির গেঁড়। মুখ+ই সদৃশার্থে। বি।

মুখী, মুখো—(দিগ্-বাচক শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) অভিমুখী; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) মুখবিশিষ্ট। মুখ+ঈ, ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ। [শব্দজ। বি।

মুখুজ্জে—মুখোপাধ্যায়। 'মুখোপাধ্যায়'-

মুখুটি—ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ; মুখোপাধ্যায়-বংশ। বাং প্র। বি।

মুখোপাধ্যায়—রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। মুখ (প্রধান) যে উপাধ্যায় (গুরু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ), কর্ম্মধা। বি; পুং।

মুখোশ, -ষ, -স—মুখের ঢাকনী; মুখের উপরিস্থিত কৃত্রিম মুখ। মুখ+শ, ষ, বা স সদৃশার্থে (বাং); অথবা, 'মুখকোষ'-শব্দজ। বি।

মুখ্য—১। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। মুখ+যৎ সদৃশার্থে। ২। প্রথম; আদিম। মুখ+যৎ ভবার্থে। বিণ।

মুখ্যতর—যাহার চেয়ে বড় আর কেহ নাই এমন, সারাৎসার। মুখ্য+তরপ্ দুয়ের মধ্যে একের নির্দ্ধারণার্থে। বিণ।

মুগ—মুগ কলাই। 'মুদ্গ'-শব্দজ। বি।

মুগা—একপ্রকার মোটা রেশম; প্রবাল। বাং প্র। বি।

মুগী—১। একপ্রকার চাউল। বি। ২। মুগমিশান। বাং প্র। বিণ।

মুগুর—গদা, যষ্টি; ব্যায়ামার্থ ব্যবহৃত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ। 'মুদ্গর'-শব্দজ। বি।

মুগ্ধ—মোহিত, চমৎকৃত; মোহপ্রাপ্ত; মূঢ়; মোহবশ; সুন্দর, মনোহর; নূতন; সরল; অল্পবুদ্ধি; নিবিষ্ট; বিভোর। মুহ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—মুগ্ধতা, মোহ।

মুগ্ধ-দৃষ্টি, -নয়ন, -নেত্র, -লোচন—১। মনোহর চক্ষু; বিমোহিত দৃষ্টি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। বিমোহিতনয়নবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

মুগ্ধা—১। সরলস্বভাবা নায়িকা, নায়কের প্রতি অনুরক্তা এবং বিশ্বস্তা নায়িকা। বি; স্ত্রী। ২। চমৎকৃতা; সরলা; মোহপ্রাপ্তা। মুগ্ধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [ক্রি।

মুচকান—সামান্য বিকসিত করা। বাং

মুচকি—ঈষৎ; চাপা; সামান্যভাবে লক্ষিত। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

মুচড়ান, মোচড়ান—বাঁকান, ঘোরান, পেঁচান, দুমড়ান। বাং ক্রি বা বিণ।

মুচলেকা—দণ্ডের সহিত অঙ্গীকারপত্র; 'এইরূপ কার্য্য আর হইলে আমি দণ্ড গ্রহণে বাধ্য থাকিব' এইরূপ প্রতিশ্রুতিযুক্ত পত্র। তুর্কী 'মুকলচাহ্'-শব্দজ। বি।

মুচি, মুচী—১। জুতা তৈয়ার এবং মেরামতকারী জাতিবিশেষ। প্রাচীন ইরাণীয় 'মুচ'-শব্দজ। ২। নারিকেলের কুঁড়ি; মোচার মত ফল। বাং প্র। ৩। মাটির ক্ষুদ্র সরা। 'মুষা'-শব্দজ। বি।

মুচুকাই—মুচকিয়া ("হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই"—জ্ঞানদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

মুচুকুন্দ—১। পুষ্প-বৃক্ষবিশেষ। মুচু কুন্দ-সদৃশ, উপমিত। ২। মান্ধাতা রাজার পুত্র; মুনিবিশেষ; দৈত্যবিশেষ। মুচু (ত্যক্ত) কুন্দ যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বি; পুং।

মুচ্ছুদ্দি—কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক বা প্রধান কর্ত্তা; লেখক। আর্বী 'মুৎসদ্দী'-শব্দজ। বি।

মুছলাম—মোটেই; একেবারেই। আর্বী-মূলক। ক্রি-বিণ।

মুছা, মুছান, মোছা, মোছান—প্রোঞ্ছিত করা; ক্ষালন করা; লোপ করা। 'প্রোঞ্ছন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

মুছি—মাটির ছোট পাত্র, যাহাতে সোনারূপা গলান হয় এরূপ পাত্র। 'মুষা'-শব্দজ। বি।

মুজরা—নাচগান; নাচগানের প্রতিযোগিতা; রফা; বাদ; পারিশ্রমিক; পারিতোষিক। আর্বী। বি।

মুঝে—আমাকে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

মুঞি—আমি। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

মুঞ্জ—দড়ি তৈয়ার করিবার একপ্রকার তৃণ, শর। মুন্জ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মুঞ্জকেশী (-কেশিন্)—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। মুঞ্জ (শর-তৃণ)-সদৃশ কেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা; মুঞ্জকেশ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

মুঞ্জর—শালুক। মুন্জ্+অরন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। [ক্রি।

মুঞ্জরা—গজান; মুকুলিত হওয়া। কবিপ্র।

মুঞ্জরিত—যাহাতে কচি পাতা বা কুঁড়ি গজাইতেছে এমন, নূতন পত্রাদির উৎপত্তিযুক্ত, মুকুলিত। মুঞ্জর+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

মুঞ্জরী—তুলসীপুষ্প; শীর্ষ; পদ্মকেশর। মুঞ্জ+অরন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মুট, মুঠ—বাঁট, হাতল; মুষ্টি। 'মুষ্টি'-শব্দজ। বি। [বাং প্র। বি।

মুটকি, মুঠকি—কিল, মুষ্টি; ছিপি।

মুটা, -টি, -টো, মুঠা, -ঠি, -ঠো—বাঁট; হাতল, মুষ্টি। 'মুষ্টি'-শব্দজ। বি।

মুটিয়া—মোটবাহক, ভারিক। মোট+ইয়া বাহকার্থে (ও-স্থানে উ)। বি।

মুড—মাথা, মস্তক। 'মুণ্ড'-শব্দজ। বি।

মুড়কি, মুড়কী—গুড়মিশান খৈ। বাং প্র। বি।

মুড়ন—মাথার চুল কামাইয়া ফেলা; গাছের সব ডালগুলি কাটিয়া ফেলা। 'মুণ্ডন'-শব্দজ। বি।

মুড়মুড়—চিবাইবার-শব্দ। বাং প্র। অব্য।

মুড়া, মোড়া—দোমড়ান; ভাঁজ করা; আবৃত করা; মোড়ক করা। বাং ক্রি।

মুড়া, মুড়ো—১। জলহীন; শক্ত; সূক্ষ্ম-অগ্রভাগযুক্ত। বিণ। ২। মস্তক; লাঙ্গলের যে কাষ্ঠখণ্ডে ফলা লাগান হয় তাহা। 'মুণ্ড'-শব্দজ। বি।

মুড়ান—আবৃত করান; মোড়ক করান; মুণ্ডন করান; অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলা। বাং ক্রি।

মুড়ি, মুড়ী—১। ভাজা চাউল, হুড়ুম। বাং প্র। ২। মস্তক। 'মুণ্ড'-শব্দজ। ৩। বস্ত্র প্রভৃতির আবরণ বা কিনারা। 'মুড়্'-ধাতুজ। বি।

মুড়ীঘণ্ট—মৎস্যাদির মস্তক দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মুড়ো—'মুড়া' দ্রঃ।

মুণ্ড—১। মাথা, মস্তক। বি; পুং বা ক্লীব। ২। দৈত্যবিশেষ; স্থাণুবৃক্ষ; রাহুগ্রহ। মুণ্ড+ঘঞ্ কর্ম্মবা, নামার্থে। বি; পুং। ৩। নাপিত। মুণ্ড্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ৪। একপ্রকার লোহা, মুণ্ডায়স। বি; ক্লীব। ৫। মুণ্ডিত। মুণ্ড্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ।

মুণ্ডন—মাথা মুড়ান, কামান। মুন্ড্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—মুণ্ডিত।

মুণ্ডপাত—মাথা কাটা, শিরশ্ছেদন; শাস্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুণ্ডি—ছোট মুণ্ডা, ক্ষুদ্রাকার মিষ্টান্নবিশেষ। মোণ্ডা+ই ক্ষুদ্রার্থে। বি।

মুণ্ডিত—মুড়ান, বাপিত। মুন্ড্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—মুণ্ডন।

মুৎ, মুত—মূত্র, প্রস্রাব। 'মূত্র'-শব্দজ। বি।

মুতা, মূতা—প্রস্রাব করা। বাং ক্রি।

মুতান, মূতান—প্রস্রাব করান। বাং ক্রি।

মুৎফরক্কা—নগণ্য; বিবিধ। আর্বী 'মুৎ-ফরিক্'-শব্দজ। বিণ।

মুৎসদ্দী, মুৎসুদ্দী—লেখক; বাণিজ্যাগার প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ক। আর্বী। বি।

মুথা, মুথো—একপ্রকার সুগন্ধিমূলযুক্ত তৃণ, মুস্তক। 'মুস্তক'-শব্দজ। বি।

মুদই—বোজে, মুদ্রিত করে, নিমীলিত করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [কবিপ্র। ক্রি।

মুদল—বুজিল, নিমীলিত করিল। প্রাঃ

মুদা—বুজা, নিমীলিত করা। কবিপ্র। ক্রি।

মুদি, মুদী—নানাদ্রব্য-ব্যবসায়ী; দোকানী। 'মোদক'-শব্দজ। বি।

মুদিখানা—মুদির দোকান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মুদিত—১। মুদ্রিত, নিমীলিত। 'মুদ্রিত'-শব্দজ। বিণ। ২। প্রীত; হৃষ্ট, আহ্লাদিত। মুদ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। আলিঙ্গনবিশেষ। মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত করণবা। বি; ক্লীব।

মুদ্গ—১। মুগ কলাই। মুদ্+গক্ করণবা। ২। জলবায়স, পানকৌড়ি। মুদ্+গক্ কর্তৃবা। বি; পুং।

মুদ্গর—মুগুর, গদা, যষ্টিবিশেষ। মুদ্—গৃ+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

মুদ্গল—১। গোত্রকারক মুনিবিশেষ; নৃপবিশেষ, হর্য্যশ্ব রাজার পুত্র; পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। বি; পুং। ২। তৃণবিশেষ, রোহিষতৃণ। মুদ্—গৃ+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

মুদ্দই—শত্রু; বাদী, বিচারার্থী। আর্বী। বি।

মুদ্দর, মুদ্দা—লাস, শব, মড়া। আর্বী। বি।

মুদ্দাফরাস—শহরে অর্থগ্রহণ-পূর্ব্বক শবদাহ করে এমন জাতিবিশেষ। ফার্সী 'মুর্দাফরাস'-শব্দজ। বি।

মুদ্রণ, মুদ্রণা—১। ছাপান; মুদ্রিতকরণ; নিয়মন; অঙ্গুলিমুদ্রা। মুদ্রা+ণিচ্ (=মুদ্রি, নামধাতু)+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা +আপ্। ২। হাতের আংটী। মুদ্রা+ণিচ্ +অনট্ কর্ম্মবা; পক্ষে অন কর্ম্মবা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

মুদ্রা—১। মোহর, শীলমোহর, ছাপ। মুদ্রা +ণিচ্+অচ্ করণবা+আপ্। ২। মোহর করা; ছাপা, মুদ্রণ; প্রত্যয়করণ। মুদ্রা+ণিচ্ +অচ্ ভাববা+আপ্। ৩। চিহ্ন; ছাপার অক্ষর; ক্ষোদিত লিপি; ক্ষোদিতলিপিযুক্ত অঙ্গুরীয়ক। মুদ্রা+ণিচ্+অচ্ কর্ম্মবা+ আপ্। ৪। বিন্যাস; নিয়মন; তূষ্ণীম্ভাব। মুদ্+রক্ ভাববা+আপ্। ৫। মোহর; টাকাপয়সা প্রভৃতি; মদ্যপানোপযোগী চাট্নি; আকার; সীমা; গানাদিসময়ে হস্তমুখাদির ভঙ্গী; পঞ্চমকারান্তর্গত ভাজা বস্তুবিশেষ; দেবপূজাকালে অঙ্গুল্যাদির সন্নিবেশবিশেষ। মুদ্+রক্ করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী। **অঙ্কুশমুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলি সোজা রাখিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলির মধ্য পর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাতে সংযোগ করিয়া তাহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র করিলে এই মুদ্রা হয়। **অবগুণ্ঠনমুদ্রা**—দক্ষিণহস্ত মুঠা করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলি সোজা এবং নিম্নমুখ করিয়া ঐ তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে ডান দিকে একবার ঘুরাইলে এই মুদ্রা হয়। **অভয়মুদ্রা**—বামহস্ত উত্তোলন করিয়া প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়। **আবাহনীমুদ্রা**—দুই হস্ত উত্তমরূপে অঞ্জলি করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ অনামিকা অঙ্গুলির মূল পর্ব্বে মিলাইয়া আবাহন করিলে এই মুদ্রা হয়। **কূর্ম্ম(র্ম)মুদ্রা**—বামহস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিতে দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী এবং বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা যোজনা করিলে, দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি উন্নত এবং মধ্যমা ও অনামিকা বামহস্তের বৃদ্ধ ও তর্জ্জনীর মধ্য দিয়া বক্র করিয়া বামহস্তের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠে অর্থাৎ ক্রোড়ে বক্রভাবে রাখিলে এবং দক্ষিণহস্ত কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিলে এই মুদ্রা হয়। **গদামুদ্রা**—উভয় হস্ত মুখামুখি ধরিয়া অঙ্গুলিসকল গ্রথিত করিয়া উভয় হস্তের মধ্যমাদ্বয় সংলগ্ন ও সোজাভাবে উন্নত করিলে এই মুদ্রা হয়। **গালিনীমুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের উপরে বামহস্ত-স্থাপনপূর্ব্বক বামহস্তের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাতে যোগ করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা এবং অনামা পরস্পর মিলিত করিলে এবং উভয় হস্তের কনিষ্ঠা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিকে তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা হইতে ব্যবধানে রাখিলে এই মুদ্রা হয়। **চক্রমুদ্রা**—উভয় হস্ত মুঠা করিয়া তাহাদের বৃদ্ধ অঙ্গুলিদ্বয় হস্ত ভগ্ন না হয় এরূপভাবে হস্তমধ্যে কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন করিলে এই মুদ্রা হয়। **ত্রিশূলমুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাযুক্ত এবং অপর তিনটি অঙ্গুলি আলুগা করিয়া সোজা করিলে এই মুদ্রা হয়। **ধেনুমুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও অনামিকা বামহস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠা বামহস্তের তর্জ্জনী ও অনামিকাতে সংযুক্ত করিলে এই মুদ্রা হয়। **নারাচমুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে তর্জ্জনী অঙ্গুলি মিলিত করিয়া মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা করতলের ঊর্দ্ধরেখার সহিত বক্রভাবে যুক্ত রাখিলে এই মুদ্রা হয়। **পদ্মমুদ্রা**—হস্তদ্বয় মুখামুখি ধরিয়া অঙ্গুলিসকল উন্নত করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়তলে সংলগ্ন করিলে এই মুদ্রা হয়। **বরমুদ্রা**—দক্ষিণহস্ত নিম্ন করিয়া প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়। **মৎস্যমুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে বামহস্ততল ঠিক সমভাবে সংলগ্ন করিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় উত্তমরূপে চালনা করিলে এই মুদ্রা হয়। **মৃগমুদ্রা**—অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ মিলিত করিয়া মধ্যমাতে যুক্ত এবং তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠা সোজা করিলে এই মুদ্রা হয়। **যোনিমুদ্রা**—কনিষ্ঠা দ্বারা কনিষ্ঠা বদ্ধ এবং তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা অনামিকাদ্বয় বদ্ধ এবং অনামিকাদ্বয় উন্নত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ মধ্যমার অগ্র পর্য্যন্ত সোজা করিলে এই মুদ্রা হয়। **লেলিহামুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা অঙ্গুলি সমান করিয়া নিম্নমুখ করিয়া এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি অনামিকার অগ্রভাগে যোগ করিয়া কনিষ্ঠা অঙ্গুলি সরল করিলে এই মুদ্রা হয়। **শঙ্খমুদ্রা**—দক্ষিণহস্ত দ্বারা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ মুঠা করিয়া ধরিলে, বামহস্তের অপর চারিটি অঙ্গুলি দক্ষিণমুষ্টির পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া উন্নত করিলে এবং দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ সোজা রাখিয়া বামহস্তের ঐ সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগে যোজনা করিলে এই মুদ্রা হয়। **সংরোধিনীমুদ্রা**—দুই হস্ত মুঠা করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় মুষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে এই মুদ্রা হয়। **সন্নিধাপনী মুদ্রা**—দুই হস্ত মুঠা ও পরস্পর সংলগ্ন করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় উন্নত করিলে এই মুদ্রা হয়। **সম্মুখীকরণী মুদ্রা**—দুই হস্ত মুঠা করিয়া পরস্পর চিৎ ভাবে সংলগ্ন করিলে এই মুদ্রা হয়। **স্থাপনী মুদ্রা**—আবাহনীমুদ্রা নিম্নমুখ করিলে এই মুদ্রা হয়।

মুদ্রাকর—ছাপাওয়ালা, মুদ্রণকারী; যাহার হুকুমে পুস্তকাদি মুদ্রিত হয় (printer). উপতৎ; মুদ্রা—কৃ+ট কর্তৃবা। বি; পুং।

মুদ্রাকর-প্রমাদ—ছাপার ভুল; মুদ্রণকারীর অসাবধানতা বশতঃ মুদ্রিত পুস্তকাদিতে যে ভুল থাকে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুদ্রাক্ষর—পুস্তকাদি ছাপিবার সীসার অক্ষর (type). মুদ্রার অক্ষর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুদ্রাঙ্কন—মুদ্রিতকরণ, ছাপান। মুদ্রাদ্বারা অঙ্কন, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

মুদ্রাঙ্কিত—মুদ্রাচিহ্নিত; ছাপা; শীলমোহর-করা। মুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

মুদ্রাতত্ত্ব—মুদ্রা-বিজ্ঞান, প্রাচীন মুদ্রা দৃষ্টে প্রাচীন ইতিহাস নিরূপণ-বিষয়িণী বিদ্যা (numismatics). মুদ্রা-বিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মুদ্রাদোষ—স্বভাবগত অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি; অনন্যসাধারণ অভ্যাসাদি। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

মুদ্রাপক—(ছাপাখানায়) যাঁহার আদেশে কোন বিষয় মুদ্রিত হয় এবং তজ্জন্য যিনি দায়ী থাকেন (printer). মুদ্রা+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

মুদ্রাযন্ত্র—মুদ্রাকরণের যন্ত্র, ছাপার কল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মুদ্রালিপি—ছাপার অক্ষর (lithograph). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি।

মুদ্রাশঙ্খ—একপ্রকার শীসকজ্জ্ব। বাং প্র।

মুদ্রিকা—টাকা পয়সা মোহর প্রভৃতি, স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিত মুদ্রা; মুদ্রিতলিপি। মুদ্রা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

মুদ্রিত—১। ছাপান; সঙ্কুচিত; নিমীলিত; ত্যক্ত। মুদ্রি (নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। ২। মুদ্রাচিহ্নিত। মুদ্রা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—মুদ্রণ, মুদ্রা।

মুনফা, মুনাফা—লাভ। আর্বী। বি।

মুনা—মুদ্রিত করা ("মুনল মুখ অরবিন্দ"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

মুনাসীব—১। উপযুক্ত, যোগ্য। বিণ। ২। সুবিধা। আর্বী। বি।

মুনি—১। ঋষি, তপস্বী; সপ্তসংখ্যা; বঙ্গসেনতরু; জিন; পলাশবৃক্ষ; পিয়ালবৃক্ষ। বি; পুং। ২। জ্ঞানী; মননশীল। মন্ (জানা) +ই কর্তৃবা (অ-স্থানে উ)। বিণ। ৩। মুদিত হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

মুনিব—'মনিব' দ্রঃ। [বি।

মুনিয়া—একপ্রকার ছোট পাখী। বাং প্র।

মুনীন্দ্র—বুদ্ধদেব; ঋষিশ্রেষ্ঠ। মুনিমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ; অথবা, মুনি ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

মুন্শী, মুন্সী—কেরানী; লেখক; বিদ্বান্; হিন্দী বা উর্দ্দূশিক্ষক। আর্বী। বি।

মুন্শীখানা, মুন্সীখানা—যে গৃহে বসিয়া মুন্সী কাজ করে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মুন্শীগিরি, মুন্সীগিরি—মুন্সীর কার্য্য; মুন্সীয়ানা। মুন্শী, মুন্সী+গিরি ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি।

মুন্শীয়ানা, মুন্সীয়ানা—পাণ্ডিত্য; দক্ষতা; লিপিচাতুর্য্য; মাতব্বরি; পণ্ডিতম্মন্যভাব। মুন্শী, মুন্সী+আনা ভাবে। বি।

মুন্সেফ—দেওয়ানী আদালতের বিচারকবিশেষ। আর্বী 'মুন্সিফ্'-শব্দজ। বি।

মুফৎ, মুফ্‌ত—শুধুশুধু, বিনামূল্যে। আর্বী। ক্রি-বিণ।

মুফ্‌তি—মুসলমানদিগের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক ব্যবস্থাদায়ক। আর্বী। বি।

মুমুক্ষু—১। সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিকামী; মোক্ষেচ্ছু। বিণ। ২। যতি, ভিক্ষু। মুচ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বি; পুং।

মুমূর্ষু—মৃতপ্রায়, আসন্নমৃত্যু; মরিতে ইচ্ছুক। মৃ+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বিণ।

মুয়াজ্জিম—নমাজের জন্য যিনি উচ্চকণ্ঠে সকলকে আহ্বান করেন। আর্বী। বি।

মুর—১। দৈত্যবিশেষ। মুর্+ক কর্তৃবা, নামার্থে। বি; পুং। ২। মুসলমান জাতিবিশেষ। 'Moor'-শব্দজ। বি।

মুরগী—কুক্কুট। ফার্সী 'মুর্গ্'-শব্দজ। বি।

মুরছই, মুরছত—মূর্চ্ছিত হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

মুরছা—মূর্চ্ছা। কবিপ্র। বি। [ক্রি।

মুরছি—মূর্চ্ছিত হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-

মুরছিত—মূর্চ্ছিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

মুরজ—মৃদঙ্গ। মুর—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং। [শব্দজ। বি।

মুরদ—সামর্থ্য; ক্ষমতা। ফার্সী 'মুরাদ'-

মুরব্বি, মুরুব্বি—মাতব্বর; প্রাচীন লোক; উপদেষ্টা; নেতা; সহায়; অভিভাবক। আর্বী। বি।

মুরলী—বাঁশী; কেরলদেশের নদীবিশেষ। মুর—লা+ক কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মুরলীধর—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুরলীধারী (-ধারিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপপদতৎ; মুরলী—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ। মুরের (তন্নামক দৈত্যের) অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুরি—নর্দ্দমা, জলনালী। বাং প্র। বি।

মুরুত, মুরুদ—মূর্ত্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মুরুব্বি—'মুরব্বি' দ্রঃ।

মুরুব্বিয়ানা—প্রভুত্ব; মাতব্বরি; অভিভাবকত্ব। মুরুব্বি+আনা ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি।

মুর্দা—মড়া, শব। ফার্সী। বি।

মুর্দাফরাস—'মুদ্দাফরাস' দ্রঃ।

মুলতবি, -বী, -তুবি, -বী—স্থগিত; জমা। আর্বী। বিণ।

মুলতান—শহরবিশেষ; রাগিণীবিশেষ। হিন্দী। বি।

মুলতুবি, -বী—'মুলতবি' দ্রঃ।

মুলাকাৎ—সাক্ষাৎকার, দর্শন। আর্বী। বি।

মুলান—দর করা; খরিদ করা। হিন্দী। ক্রি।

মুলুক, মুল্লুক—দেশ, রাজ্য। আর্বী 'মুল্‌ক্'-শব্দজ। বি।

মুশকিল—ঝঞ্ঝাট, বিপদ্। আর্বী। বি।

মুষল, মুসল—লৌহাগ্র কাষ্ঠখণ্ড, ঢেঁকির মোনা প্রভৃতি; মুদ্গর। মুষ্ (বধ করা), মুস্ (ছেদন করা)+কল কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

মুষড়ান, মুসড়ান—উৎসাহহীন হওয়া; বিমর্ষ হওয়া; ম্লান হওয়া; নীরস হওয়া। বাং ক্রি।

মুষলধার—যাহার ধারা মুষলের ন্যায় এমন। মুষলের ন্যায় ধারা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

মুষলধারায়, মুষলধারে—মুষলের ন্যায় ধারাযুক্ত হইয়া, বড় বড় ফোঁটায়, অজস্র ধারে ('—বৃষ্টি হওয়া')। মুষলের ধারা (সদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী; ২য় পক্ষে মুষলের ন্যায় ধারা যাহাতে, বহুব্রী, এভাবে। ক্রি-বিণ।

মুষলী (-লিন্)—বলরাম। মুষল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

মুষা—ধাতুদ্রব্য গলাইবার পাত্র, মুচী। মুষ্+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

মুষ্ক—অণ্ডকোষ; তস্কর, চোর; মোক্ষকবৃক্ষ, ঘণ্টাপারুল গাছ; মাংসল। মুষ্+কক্ কর্তৃবা। বি; পুং।

মুষ্কচ্ছেদ—খাসীকরণ, বীচি কাটিয়া দেওয়া। মুষ্কের ছেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুষ্টামুষ্টি—কিলাকিলি, ঘুষাঘুষি, ঘুষিতে ঘুষিতে উভয়ে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধ। মুষ্টিতে মুষ্টিতে কৃত এই রণব্যতীহারার্থে, বহুব্রী (নিপাতনে)। অব্য।

মুষ্টি—১। মুঠা, কুঞ্চিতপাণি; কীল, ঘুষি; খড়্গাদির বাঁট; পরিমাণবিশেষ, চারিতোলা; পলপরিমাণ। মুষ্+ক্তিচ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। ২। মুষ্টিমেয়, মুষ্টিতে যত ধরে তত ('এক—')। বাং প্র। বিণ।

মুষ্টিবদ্ধ—যাহা মুঠাতে রাখা হইয়াছে এমন। মুষ্টিতে বদ্ধ, ৭মীতৎ; বা, মুষ্টি দ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

মুষ্টিভিক্ষা—একমুষ্টি চাউল ভিক্ষা। মুষ্টিমিতা ভিক্ষা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

মুষ্টিমিত—এক মুঠা। ৩য়াতৎ। বিণ।

মুষ্টিমেয়—অল্পপরিমাণ; মুষ্টি দ্বারা পরিমেয়; অল্পসংখ্যক। মুষ্টি দ্বারা মেয়, ৩য়াতৎ। বিণ।

মুষ্টিযোগ—টোট্‌কা ঔষধ বা তদ্দ্বারা রোগ সারাইবার প্রক্রিয়া; (ব্যঙ্গার্থে) ঘুঁষি মারা, কিলান। বাং প্র। বি; পুং।

মুসড়ান—'মুষড়ান' দ্রঃ।

মুসব্বর—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। আর্বী। বি।

মুসমা—ছাড়, বাদ। ফার্সী। বি।

মুসম্মৎ, মুসম্মাৎ—শ্রীমতী; শ্রীযুক্ত। ফার্সীমূলক। বিণ।

মুসলমান—ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী জাতি। আর্বী। 'মুসলিম্' হইতে ফার্সী মুসলমান। বি। বিণ—মুসলমানী।

মুসলমানী—১। মুসলমান-সম্বন্ধীয়। মুসলমান+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। মুসলমান স্ত্রীলোক। মুসলমান+ঈ। বি; স্ত্রী। ৩। মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষা। মুসলমান+ঈ দীক্ষা অর্থে। বি। [বি।

মুসলিম, মোসলেম—মুসলমান। আর্বী।

মুসাফির, মুসাফের—ভ্রমণকারী, পথিক; বিদেশীয়। আর্বী। বি।

মুসাফিরখানা—পান্থনিবাস। মুসাফিরদের খানা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মুসাবিদা—খসড়া, পাণ্ডুলিপি-রচনা; কোন বিষয় সাজাইয়া লেখা। ফার্সী 'মুসাব্বাদা'-শব্দজ। বি।

মুস্কিল—কঠিন; কষ্টজনক। আর্বী। বিণ।

মুস্কিল আসান—বিপদ্ দূর করা।

মুস্ত, মুস্তক, মুস্তা—মূলবিশেষ, মুথা। মুস্ত্+অচ্ কর্তৃবা; ৩য় পক্ষে আপ্; ২য় পক্ষে মুস্ত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং, পুং বা ক্লীব, স্ত্রী।

মুহ—মুখ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মুহরি—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [কর্তৃবা। বি; পুং।

মুহির—মূর্খ; কামদেব। মুহ্+কিরচ্

মুহুঃ (মুহুস্), **মুহু**—বারংবার, পুনঃ পুনঃ; অত্যন্ত; সদ্যঃ; তৎক্ষণাৎ। মুহ্+উস্ কর্তৃবা। অব্য।

মুহুরি, মুহুরী—ঝাঁঝরি ; বল্টু ; মুরি ; জল বাহির হইবার রাস্তা। আর্বী 'মোরী'-শব্দজ। বি।

মুহুরী—১। 'মুহুরি' দ্রঃ। ২। কেরানী ; হিসাবের খাতা প্রভৃতির লেখক। আর্বী 'মুহর্‌রির'-শব্দজ। বি।

মুহুরীগিরি—কেরানীগিরি। মুহুরী + গিরি ভাবে। বি।

মুহুর্মুহুঃ (-হুস্), **-হু**—বারংবার, পুনঃ পুনঃ, ঘন ঘন। অব্য।

মুহূর্ত্ত(র্ত)—দিবারাত্রির ৩০ ভাগের একভাগ, প্রায় দুইদণ্ড। হূর্চ্ছ্ (বক্র হওয়া) + ক্ত কর্ত্তৃবা (মু-আগম)। বি ; পুং বা ক্লীব।

মুহ্যমান—যাহার চিত্ত বিকৃত হইয়াছে এমন ; মূঢ়-অবস্থাপ্রাপ্ত। মুহ্ + শানচ্ কর্ত্তৃবা। বাং প্র। বিণ।

মূক—বোবা, বাক্‌শক্তিরহিত ; দীন, দরিদ্র। মূ + কক্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

মূড়—মুণ্ড। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মূঢ়—মূর্খ, অনভিজ্ঞ, নির্ব্বিবেক ; অসভ্য ; জড় ; তন্দ্রাগ্রস্ত ; ভ্রান্ত ; অব্যাপৃত। মুহ্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বি। বিণ—তা, —ত্ব।

মূঢ়তা—জড়ত্ব, অজ্ঞতা, বুদ্ধিহীনতা। মূঢ় + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—মূঢ়।

মূত—প্রস্রাব। 'মূত্র'-শব্দজ। বি।

মূত্র—প্রস্রাব, মূত। মূত্র্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

মূত্রকৃচ্ছ্র—রোগবিশেষ, মূত্ররোধ ; পাথরি মূদা প্রভৃতি রোগ। মূত্রের কৃচ্ছ্র যাহা হইতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

মূত্রগ্রন্থি—১। মূত্রাশয়ের মুখপ্রদেশে মূত্র-নিরোধ। মূত্রের গ্রন্থি অর্থাৎ নিরোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মূত্রাধার। মূত্রের গ্রন্থি যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি ; পুং।

মূত্রদোষ—মেহ, মূত্রের সহিত রেতঃক্ষরণ। মূত্রের দোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মূত্রনালী—মূত্রপথ, যে ছিদ্র দ্বারা মূত্র নির্গত হয় তাহা (urethra). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মূত্রনিরোধ—১। মূত্রকৃচ্ছ্র। মূত্রের নিরোধ যাহাতে, বহুব্রী। ২। প্রস্রাব বন্ধ হওয়া। মূত্রের নিরোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মূত্রাশয়—উদরের নিম্নে যে থলিতে মূত্র সঞ্চিত হয় তাহা (bladder). মূত্রের আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মূরতি—মূর্ত্তি। কবিপ্র। বি।

মূরুখ, মূরখ—মূর্খ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

মূর্খ—মূঢ় ; অজ্ঞ, অবোধ, নির্ব্বোধ, বোকা। মুহ্ + খ অপাবা (মুহ্-স্থানে মূর্)। বিণ।

মূর্চ্ছ(র্ছ)ন, মূর্চ্ছ(র্ছ)না—মূর্চ্ছা, অচৈতন্য অবস্থা ; সপ্তস্বরের আরোহণ বা অবরোহণ [আধুনিক সঙ্গীতজ্ঞগণ কোন স্বর হইতে অবিচ্ছেদগতিতে স্বরান্তরে প্রবেশ করাকে মূর্চ্ছনা বলিয়া থাকেন ; মৃদঙ্গবাদ্যে পরণ শেষ করার বোলকে মূর্চ্ছন বলে] ; প্রতি-ফলন ; ঔষধের সংস্কারবিশেষ ; মিশ্রণ ; সাক্ষাৎকরণ। মূর্চ্ছ্ + অনট্ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা + আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ —মূর্চ্ছিত।

মূর্চ্ছা(র্ছা)—অচৈতন্য, মোহ, সংমোহ ; বৃদ্ধি ; প্রতিফলন ; প্রসার, ব্যাপ্তি ; বিস্তার। মূর্চ্ছ্ + অঙ্ ভাববা + আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ —মূর্চ্ছিত।

মূর্চ্ছি(র্ছি)ত—অচেতন ; মূর্চ্ছাগত ; উন্নত ; বর্দ্ধিত, প্রবৃদ্ধ ; ব্যাপ্ত ; প্রতিফলিত ; দীর্ঘ। মূর্চ্ছ্ + ক্ত কর্ত্তৃবা, কিংবা, মূর্চ্ছা + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—মূর্চ্ছন, মূর্চ্ছনা, মূর্চ্ছা।

মূর্ত্ত(র্ত)—সাকার, মূর্ত্তিমান্ ; শরীরধারী ; কঠিন। মূর্চ্ছ্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—মূর্ত্তি।

মূর্ত্তি(র্তি)—১। আকৃতি ; শরীর, কায় ; অঙ্গ, অবয়ব ; প্রতিমা ; দ্রব্য ; পঞ্চভূত ; স্বরূপ। মূর্চ্ছ্ + ক্তিচ্ কর্ত্তৃবা। ২। কাঠিন্য। মূর্চ্ছ্ + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—মূর্ত্ত।

মূর্ত্তি(র্তি)পূজা—প্রতিমা-পূজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মূর্ত্তি(র্তি)ভেদ—আকৃতি বা মূর্ত্তির পার্থক্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মূর্ত্তি(র্তি)মান্ (-মৎ)—১। মূর্ত্তিবিশিষ্ট, শরীরী ; প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ ; কঠিন। বিণ। স্ত্রী, —মতী। ২। শরীর। মূর্ত্তি + মতুপ্ আছে অর্থে। বি ; পুং। ৩। (ব্যঙ্গার্থে) নিন্দিত পুরুষ। বাং প্র। বি ; পুং।

মূর্দ্ধ(র্ধ)ন্য—তালুর উপরিভাগ হইতে উচ্চারিত ; মূর্দ্ধজ, মস্তকোৎপন্ন। মূর্দ্ধন্ + যৎ ভবার্থে। বিণ।

মূর্দ্ধা (মূর্দ্ধন্), **মূর্ধা, মূর্দ্ধা** (মূর্দ্ধন্), **মূর্ধর্ব** —মস্তক ; তালুর উপরিভাগ। মূর্ব্ব্ (বন্ধন করা) + কনিন্ অধিবা (ব-স্থানে ধ)। বি ; পুং।

মূর্ব্বা(র্বা), মূর্ব্বী(র্বী)—মুরগা গাছ, যাহার সূত্রে ধনুকের গুণ হয় তাহা। মূর্ব্ব্ + ঘঞ্ করণবা + আপ্, ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মূল—১। শিকড়, গাছের গোড়া ; মূলা আলু পলাণ্ডু প্রভৃতি মূল ; পুঁজি, আসল ; নিদান, আদিকারণ ; স্বনগর ; নিকুঞ্জ ; চরণ ; প্রথম গ্রন্থ, যে গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া টীকাদি প্রস্তুত করা হয় তাহা ; (গণিত) কোন রাশি আপনা দ্বারা একবার বা বহুবার গুণিত হইলে যে যে রাশি উৎপন্ন হয় প্রথমোক্ত রাশিটি সেই উৎপাদিত রাশিগুলির মূল (root) ; পিপ্পলীমূল ; পুষ্করমূল। বি ; ক্লীব। ২। আদ্য, প্রথম ; প্রধান ; নিকট। বিণ। ৩। নক্ষত্রবিশেষ। মূল্ (স্থিতি করা) + ক কর্ত্তৃবা, অথবা, মূ + ক্ল কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব। ৪। দাম ("হেরি অকালের ফুল, শুধাইল কত মূল"—রবীন্দ্রনাথ)। 'মূল্য'-শব্দজ। বি।

মূলক—১। মূলা, কন্দবিশেষ। মূল + কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব। ২। স্থাবরবিষ-বিশেষ। মূল + কন্ জাতার্থে। বি ; পুং।

মূলকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—অভিচারার্থ অর্থাৎ শত্রু বধ বা কাহাকেও বশীকরণ ইত্যাদির জন্য মন্ত্রতন্ত্রাদির যোজনা ; উপ-পাতকবিশেষ ; মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীকরণ, যাদু করা। মূলবিষয়ক কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মূলকার—মূলগ্রন্থকর্ত্তা। উপতৎ ; মূল (প্রথম গ্রন্থ)—কৃ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

মূলকারিকা—মূল গ্রন্থের অর্থপ্রকাশক পদ্য ; মূলধনের বৃদ্ধিবিশেষ ; চুল্লী, উনান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মূলকেশ—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) প্রধান শিকড়ের গাত্রে উৎপন্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় (root-hair). মূলের কেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মূলগায়ক, -গায়েন—গানের দলের প্রধান গায়ক। কর্ম্মধা। বি।

মূলচ্ছেদ, মূলচ্ছেদন—গোড়া কাটিয়া ফেলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লীব।

মূলজ—১। মূল হইতে উৎপন্ন (পদ্ম প্রভৃতি) ; মূলা নক্ষত্রে উৎপন্ন। বিণ। ২। আদা, আর্দ্রক। বি ; ক্লীব। ৩। উৎপলাদি। উপতৎ ; মূল—জন্ + ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

মূলত্রাণ—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) মূলের অগ্রভাগে বর্ত্তমান কঠিন আবরণ (root-cap). মূলের ত্রাণ হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি ; পুং।

মূলত্রিকোণ—(জ্যোতিষ) সূর্য্যাদি গ্রহদিগের বিভিন্ন রাশিরূপ গৃহ। মূল ত্রিকোণ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মূলদ—(গণিত) যাহার মূল নির্ণীত হয় এমন [যথা—$\sqrt[৩]{৮} = ২$]। উপতৎ ; মূল—দা + ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

মূলধন—পুঁজি, বাণিজ্যাদি অথবা তজ্জাতীয় অপর কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আবশ্যক অর্থ (capital). মূলীভূত ধন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মূলন, মূলান—সমস্ত মাল একত্র ক্রয় করা ; দর করা। বাং ক্রি।

মূলপ্রকৃতি—(সাংখ্যমতে) বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের আদি কারণ, আদ্যা শক্তি, যাঁহা হইতে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ; দুর্গা। মূলা যে প্রকৃতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

মূলভিত্তি—প্রধান আধার। কর্ম্মধা। বি ; [স্ত্রী।

মূলমন্ত্র—শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, প্রধান সঙ্কল্প ; বীজমন্ত্র, ক্লীং হ্রীং প্রভৃতি মন্ত্র। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

মূলরোম (-রোমন)—মূলকেশ (তাহা দ্রঃ)।

মূলা—১। কন্দবিশেষ, মূলক। 'মূলক'-শব্দজ। ২। শতাবরী; নক্ষত্রবিশেষ [ইহা একাদশ নক্ষত্রযুক্ত, এবং ইহার আকার সিংহপুচ্ছের ন্যায়]। মূল+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। একপ্রকার ধান্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মূলাধার—১। গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী দুই অঙ্গুলিপরিমিত স্থান। বি; পুং। ২। আসল কারণ। মূল আধার, কর্ম্মধা। বি।

মূলান—'মূলন' দ্রঃ।

মূলী (মূলিন্)—১। মূলবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী—মূলিনী। ২। গাছ, বৃক্ষ। মূল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

মূলীভূত—হেতুভূত; কারণস্বরূপ। মূল+অভূততদ্ভাবার্থে চি (=মূলী)—ভূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

মূলোচ্ছেদ—শিকড় তুলিয়া ফেলা; সমূলে নাশ। মূলের উচ্ছেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মূলোৎপাটন—গোড়া তুলিয়া ফেলা; সমূলে বিনাশ। মূলের উৎপাটন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মূল্য—১। দ্রব্যের পণ, দাম; ভাড়া; মজুরি; বেতন। বি; ক্লীব। ২। রোপণ-যোগ্য; প্রতিষ্ঠাযোগ্য। মূল (বিনিময়ের হেতু, রোপণ)+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

মূল্যবান্ (-বৎ)—দামী; বহুমূল্য। মূল্য+মতুপ্ আছে অর্থে (অতিশায়নে)। বিণ।

মূল্যহীন—যাহার কোন দাম নাই এমন; তুচ্ছ, হেয়। ৩য়াতৎ। বিণ।

মূষ, মূষা—মূষিক, ইন্দুর; গবাক্ষ; স্বর্ণাদি-দ্রাবণপাত্র, মুচী। মুষ্+ক কর্ত্তৃবা; পক্ষে আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

মূষক, মূষিক—ইঁদুর। মুষ্+ণক, কিকন্ কর্ত্তৃবা (উ-স্থানে ঊ)। বি; পুং।

মূষা, মূষী—স্বর্ণাদি গলাইবার পাত্র; মুচী; মহামূষিক। মুষ্+ক কর্ত্তৃবা+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মূষিক—'মূষক' দ্রঃ।

মূষিকপর্ণী—ইন্দুরকানী পাতা। মূষিকের কর্ণের ন্যায় পর্ণ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

মূষিকা—স্ত্রী ইন্দুর। মূষিক+আপ্। বি;

মৃগ—১। হরিণ; পশু; নক্ষত্রবিশেষ; শিকার; মকররাশি। মৃগ্+ক কর্ম্মবা। ২। যাচ্ঞা; অন্বেষণ। মৃগ্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং।

মৃগচর্ম্ম (-চর্ম্মন্), **-চর্ম**—হরিণের চামড়া, অজিন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মৃগচর্য্যা(র্যা)—হরিণের মত বনের ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মৃগজীবন, -জীবী (-জীবিন্)—ব্যাধ। মৃগ জীবন (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী; উপতৎ; মৃগ—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মৃগতৃষা, -তৃষ্ণা, -তৃষ্ণিকা—মরুভূমিতে সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল বালুকাতে জলভ্রম, মরীচিকা। মৃগের (হরিণের) তৃষা, তৃষ্ণা, তৃষ্ণিকা যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

মৃগনয়না—যে নারীর চোখ হরিণের চোখের মত সুন্দর এমন। মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মৃগনয়নী—হরিণচোখী, মৃগনয়না ("অশ্রু তোমার ঘুচবে কবে, ওগো মৃগনয়নী")। কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

মৃগনাভি—কস্তূরী, মৃগমদ। মৃগের নাভি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মৃগনেত্রা—মৃগনয়না। মৃগের নেত্রের ন্যায় নেত্র যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মৃগপতি—সিংহ; সিংহরাশি। মৃগদিগের (পশুসমূহের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মৃগবাহন—বায়ু। মৃগ বাহন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মৃগমদ—কস্তূরী, মৃগনাভি, মৃগের নাভিতে উৎপন্ন সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। মৃগের মদ (গর্ব্ব বা মত্ততা) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

মৃগয়া—বনের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া পশু-পাখী হত্যা, শিকার; লক্ষ্যে শরক্ষেপ। মৃগ—যা+ক ঘঞর্থে ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

মৃগরাজ—১। সিংহ, মৃগেন্দ্র; (জ্যোতিষ) সিংহরাশি। মৃগদিগের (পশুদিগের) রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। ২। মৃগশিরা নক্ষত্র; চন্দ্র। মৃগ—রাজ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মৃগলাঞ্ছন—চন্দ্র, মৃগাঙ্ক; মৃগশিরা নক্ষত্র। মৃগ লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মৃগলোচনা—মৃগনয়না। মৃগের লোচনের ন্যায় লোচন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মৃগশিরা, মৃগশিরাঃ (-শিরস্), **-শীর্ষ**—(জ্যোতিষ) সাতাইশটি নক্ষত্রের মধ্যে পঞ্চম নক্ষত্র [ইহার আকার মৃগশিরার ন্যায়; ইহার অধিদেবতা চন্দ্র]। মৃগের শির, শিরঃ, শীর্ষ (মস্তক)-তুল্য শির, শিরঃ, শীর্ষ যাহার, বহুব্রী; ১ম পক্ষে আপ্। বি; স্ত্রী, পুং বা স্ত্রী, পুং বা ক্লীব।

মৃগাক্ষী—মৃগনয়না স্ত্রী। মৃগের (হরিণের) অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

মৃগাঙ্ক—১। মৃগরূপ চিহ্ন। মৃগই অঙ্ক, কর্ম্মধা। ২। চন্দ্র; কর্পূর; যক্ষ্মা রোগের ঔষধবিশেষ। মৃগ অঙ্ক (চিহ্ন) যাঁহার, বহুব্রী। ৩। বায়ু। মৃগ অঙ্ক (বাহনস্বরূপে চিহ্ন) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মৃগাঙ্কশেখর—শিব, চন্দ্রচূড়। মৃগাঙ্ক শেখর যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মৃগাজীব—ব্যাধ, মৃগয়াজীবী। মৃগ (পশু) আজীব (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

মৃগান্তক—চিতাবাঘ; ব্যাধ। মৃগের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মৃগাবিৎ—ব্যাধ, শিকারী। উপতৎ; মৃগ—বাধ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা।

মৃগাল, মৃগেল, মিরগেল—একপ্রকার মাছ। বাং প্র। বি।

মৃগী—হরিণী; পুলহভার্য্যা; তিন অক্ষরে একটি ছন্দের নাম, অপস্মার বা মূর্চ্ছা রোগ (epilepsy). মৃগ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মৃগেন্দ্র—সিংহ। মৃগমধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ, অথবা, মৃগ ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

মৃণাল—১। পদ্মের ডাঁটা, পদ্ম-নাল; পদ্ম-নালস্থ সূত্র, পদ্মমূল। বি; পুং বা ক্লীব। ২। বেণা প্রভৃতির মূল। মৃণ্+কালন্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

মৃণালিনী—পদ্মিনী। মৃণাল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

মৃৎ (মৃদ্)—মাটি। মৃদ্+ক্বিপ্ কর্ম্মবা। বি;

মৃত—১। যে মরিয়াছে এমন, গতপ্রাণ। মৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। **মৃত আগ্নেয়গিরি**—যে আগ্নেয়গিরির অগ্নিবর্ষণের ক্ষমতা চিরতরে লোপ পাইয়াছে (extinct volcano). ২। মরণ; যাচ্ঞা-বৃত্তি। মৃ+ক্ত ভাববা করণবা। বি; ক্লীব।

মৃতক—১। শব, মৃতশরীর। মৃত+কন্ স্বার্থে। ২। মরণাশৌচ। মৃত—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

মৃতকল্প—মরার মত, মৃততুল্য; নিস্তেজ, নির্জ্জীব। মৃত+কল্পপ্ ঈষদূনার্থে। বিণ।

মৃতদেহ—মড়া, জীবনহীন শরীর, শব। মৃত যে দেহ, কর্ম্মধা; অথবা, মৃতের দেহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মৃতবৎসা—যে স্ত্রীর সন্তান বাঁচে না, মৃতাপত্যা। মৃত হয় বৎস (সন্তান) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মৃতসঞ্জীবনী—যে বিদ্যাবলে মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে তাহা। মৃতের সঞ্জীবনী (জীবিতকারিণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মৃতাপত্যা—যে স্ত্রীর সন্তান বাঁচে না এমন, মড়ুঞ্চে। মৃত হয় অপত্য যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মৃতাশৌচ—কাহারও মৃত্যুতে অবশ্য পালনীয় অশুচি অবস্থা, মরণাশৌচ। মৃত-সম্বন্ধীয় অশৌচ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মৃৎকর—কুমার, কুম্ভকার। উপতৎ; মৃদ্ (মৃত্তিকা)—কৃ (করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মৃত্তিকা—মাটি ; গঙ্গামাটি ; ভূমি। মৃদ্ (মৃত্তিকা) + তিকন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

মৃৎপাত্র—মাটির বাসন, মাটির ভাণ্ড, কলসী শরা প্রভৃতি। মৃৎ-নির্ম্মিত পাত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মৃত্যু—১। মরণ, প্রাণবিয়োগ। মৃ (মরা) + ত্যুক্ ভাববা। বিণ—মৃত। ২। যম ; কংস। মৃ + ত্যুক্ অপাবা। বি ; পুং।

মৃত্যুগ্রাস, -মুখ—যমের কবল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লীব। **মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া**—মরা।

মৃত্যুঞ্জয়—শিব। উপতৎ ; মৃত্যু—জি + খচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

মৃত্যুনাশক—১। পারদ, পারা। বি ; পুং। ২। মরণ-নিবারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —নাশিকা।

মৃত্যুযোগ—(যাত্রাবিষয়ে) মৃত্যুজনক তিথি-নক্ষত্রের যোগবিশেষ। মৃত্যু-জনক যোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

মৃত্যুশয্যা—যে বিছানায় মরণ হয় তাহা, মরিবার সময় যে শয্যায় শয়ন করা হয় তাহা, মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যা। মৃত্যুকালীনা শয্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

মৃদঙ্গ—১। মুরজ, পাখওয়াজ ; খোল ; পটহ। মৃৎ (মৃত্তিকা) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী, অথবা, মৃদ্ + অঙ্গচ্ কর্ম্মবা। ২। শব্দ, গোলমাল। মৃদ্ + অঙ্গচ্ ভাববা। ৩। বংশ, বাঁশ। মৃদ্ + অঙ্গচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

মৃদঙ্গার—পাথুরিয়া কয়লা। মৃৎ হইতে উৎপন্ন অঙ্গার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব। [বিণ।

মৃদিত—চূর্ণিত, গুঁড়া-করা। মৃদ্ + ক্ত কর্ম্মবা।

মৃদু—কোমল, নরম ; অতীক্ষ্ণ ; মন্দ ; আর্দ্র। মৃদ্ + কু কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—মৃদ্বী। বি—মৃদুতা, মার্দ্দব।

মৃদুগতি—১। ধীরগতিযুক্ত, মন্থর। মৃদু গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ধীর গতি। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

মৃদুগমনা—হংসী ; মন্দগামিনী। মৃদু (কোমল, মন্দ) গমন যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

মৃদুগম্ভীর—কোমল অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। মৃদুও যাহা গম্ভীরও তাহা, কর্ম্মধা। বিণ।

মৃদুগামী (-গামিন্)—যে ধীরে ধীরে গমন করে এমন। উপতৎ ; মৃদু—গম্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গামিনী।

মৃদুজল—যে জলে সাবান গুলিলে ফেনা বাহির হয় (soft water). কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মৃদুনাদী (-নাদিন্)—যে ধীরে অথবা কোমল ভাবে শব্দ করে এমন। উপতৎ ; মৃদু —নদ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —নাদিনী।

মৃদুমন্দ—অতিশয় ধীর ; ধীরে ধীরে। মৃদুও যাহা মন্দও তাহা, কর্ম্মধা। বিণ বা ক্রি-বিণ। [কর্ম্মবা। বিণ।

মৃদুল—কোমল, নরম ; ধীর। মৃদ্ + কলচ্

মৃদুস্পর্শ—১। কোমলস্পর্শযুক্ত। মৃদু স্পর্শ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কোমল স্পর্শ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

মৃদ্বাসী (-সিন্)—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহাদের বীজদল মাটির নীচে থাকে এমন (আম, কাঁটাল ইত্যাদি) [hypogeal]. উপতৎ ; মৃৎ—বস্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

মৃদ্ভাণ্ড—মাটির পাত্র। মৃৎ-দ্বারা নির্ম্মিত ভাণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

মৃদ্ভেদী (-দিন্)—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহাদের বীজদল মাটির উপরে উঠিয়া কাণ্ডের গায়ে লাগিয়া থাকে এমন (শিম্, লাউ, তেঁতুল ইত্যাদি) [epigeal]. উপতৎ ; মৃৎ—ভিদ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

মৃন্ময়—মেটে, মৃত্তিকানির্ম্মিত। মৃদ্ + ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, —য়ী।

মৃষ্ট—পরিষ্কৃত, শোধিত, মার্জ্জিত, নির্ম্মলী-কৃত। মৃজ্ (পরিষ্কার করা) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

মে—১। ইংরাজী বৎসরের পঞ্চম মাস। ইং May. বি। ২। ছাগ বা মেষ শাবকের ডাক। ধ্বন্যাত্মক অব্য।

মেই—১। প্রধান ; নেতা ; কেন্দ্র ; শস্যস্তূপ মাড়াইবার সময়ে যে দণ্ডে গো-মহিষ প্রভৃতিকে বন্ধন করা হয় তাহা। 'মেথি' বা 'মেধি'-শব্দজ। ২। স্ত্রী-জাতীয় বিড়াল ; স্ত্রীলোকের স্তন। প্রাদে। বি। [বি।

মেউ—বিড়ালের শব্দ ; বিড়াল। প্রাদে।

মেও, ম্যাও—বিড়ালের শব্দ ; কথার প্যাঁচ ; জটিলতা ; দায়। বাং প্র। বি। **ম্যাও ধরা**—অগ্রণী হইয়া কোন দুরূহ কার্য্যের দায়িত্ব লওয়া।

মেওয়া—১। ফল ; অমৃত ; সুস্বাদু খাদ্য। ফার্সী। ২। শুষ্ক ক্ষীর। প্রাদে। বি।

মেক্—খোঁটা ; পেরেক ; কাঠের ছেনি। ফার্সী। বি।

মেকি, মেকী—কৃত্রিম ; নকল, জাল। আর্বী 'মক্‌র্'-শব্দজ। বিণ।

মেকুর—বিড়াল। প্রাদে। বি।

মেক্‌দার—মাপ, পরিমাণ ; মূল্য ; মর্য্যাদা। আর্বী 'মিক্‌দার'-শব্দজ। বি।

মেখলা—কোমরের তাগা ; কটিভূষণ ; চন্দ্রহার গোট প্রভৃতি ; পর্ব্বতের মধ্যদেশ ; হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধরিবার নিমিত্ত খড়্গাদির মুখস্থিত চর্ম্মাদিবন্ধন, খড়্গ-বন্ধ। মা—খল্ + ক কর্ম্মবা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

মেঘ—জলধর, বারিবাহ ; দৈত্যবিশেষ ; রাগ-বিশেষ ; রাক্ষসবিশেষ ; মুস্তক, মুতা। মিহ্ (বর্ষণ করা) + অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

মেঘকজ্জল—কাজলের মত ঘন কালো মেঘে ঢাকা। বাং প্র। বিণ।

মেঘকাল—বর্ষাকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মেঘচিন্তক, -জীবন—চাতকপক্ষী। মেঘ —চিন্তি + ণক কর্তৃবা ; মেঘ জীবন (প্রাণ) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

মেঘজ—মেঘ হইতে উৎপন্ন। উপতৎ ; মেঘ—জন্ + ড কর্তৃবা। বিণ। [বি ; ক্লীব।

মেঘজাল—মেঘমালা, মেঘরাশি। ৬ষ্ঠীতৎ।

মেঘজীবন—'মেঘচিন্তক' দ্রঃ।

মেঘজ্যোতিঃ (-জ্যোতিস্), **-জ্যোতি**—বিদ্যুতের চমক, বজ্রাগ্নি। মেঘের জ্যোতিঃ (দীপ্তি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

মেঘডম্বর—মেঘগর্জ্জন ; মেঘাড়ম্বর। মেঘের ডম্বর (আড়ম্বর), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মেঘদীপ—বিদ্যুৎ, তড়িৎ। উপতৎ ; মেঘ—দীপ্ + অচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

মেঘনাদ—১। ইন্দ্রজিৎ, রাবণের পুত্র। মেঘের নাদের ন্যায় নাদ যাহার, বহুব্রী। ২। মেঘের ডাক। ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। পলাশগাছ ; তণ্ডুলীয় শাক। মেঘনাদ + অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

মেঘনাদজিৎ—লক্ষ্মণ। উপতৎ ; মেঘনাদ —জি + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

মেঘনির্ঘোষ—মেঘের ডাক, মেঘের গুরুগুরু শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মেঘবর্ত্ম (-বর্ত্মন্), **-বেশ্ম** (-বেশ্মন্)—আকাশ, অন্তরীক্ষ। মেঘের বর্ত্ম, বেশ্ম ('বেশ্মন্' শব্দ = বাসস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

মেঘবহ্নি—বিদ্যুতের চমক, বজ্রাগ্নি। মেঘ-জাত বহ্নি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

মেঘবাহন—ইন্দ্র, দেবরাজ। মেঘ বাহন (যান) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

মেঘবিচ্ছুরিত—মেঘ হইতে নিঃসৃত। ৫মীতৎ। বিণ।

মেঘমণ্ডিত—মেঘ থাকাতে সুদৃশ্য, মেঘদ্বারা ভূষিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

মেঘমন্দ্র—মেঘের গর্জ্জন ; মেঘের শব্দের ন্যায় গম্ভীর শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মেঘমল্লার—সঙ্গীতের রাগবিশেষ। বি ; পুং। [বি ; স্ত্রী।

মেঘমালা—মেঘসমূহ, মেঘশ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ।

মেঘলা—মেঘে পরিপূর্ণ ; মেঘাচ্ছন্ন। মেঘ + লা আচ্ছন্নার্থে (বাং)। বিণ।

মেঘাগম—১। বর্ষাকাল। মেঘের আগম (আগমন) যে সময়ে, বহুব্রী। ২। মেঘ ঘনাইয়া আসা। মেঘের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মেঘাচ্ছন্ন—মেঘে ঢাকা। ৩য়াতৎ। বিণ।

মেঘাড়ম্বর—মেঘের ঘটা ; মেঘের ডাক। মেঘের আড়ম্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মেঘাত্যয়, মেঘান্ত—শরৎকাল। মেঘের

অত্যয় (নাশ), অন্ত (শেষ) যখন, বহুব্রী। বি; পুং।
মেচক—১। ময়ূরপুচ্ছস্থ চন্দ্রক; মেঘ; ধূম; শ্যামবর্ণ। বি; পুং। ২। অঞ্জন; নীলাঞ্জন; অন্ধকার। বি; ক্লীব। ৩। কৃষ্ণবর্ণ, কাল। মচ্ (মিশ্রিত করা)+অক (কন্) কর্তৃবা (অ-স্থানে এ)। বিণ। স্ত্রী—মেচিকা।
মেচেতা, মেছেতা—মুখের কাল ব্রণ। বাং প্র। বি।
মেছুনী—জেলেনী, মৎস্যবিক্রেত্রী। মেছুয়া বা মেছো+নী। প্রাদে। বি; স্ত্রী।
মেছুয়া, মেছো—১। জেলে, মৎস্যবিক্রয়কারী, মৎস্যজীবী। বি। ২। মৎস্যসম্বন্ধীয়; মৎস্যতুল্য; মৎস্যভক্ষক। মাছ+উয়া, ও সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।
মেছোবাজার, মেছোহাটা—মৎস্যবিক্রয়ের বাজার। কর্ম্মধা। বি।
মেজ—টেবিল। ফার্সী। বি।
মেজমেজ—অসুস্থতাবোধ; জড়তাবোধ। বাং প্র। অব্য।
মেজমেজে—ঈষৎ অসুস্থ। মেজমেজ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।
মেজাজ—শরীরের অবস্থা; মনের অবস্থা। আর্বী 'মিজাজ'-শব্দজ। বি। **মেজাজ দেখান**—কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ ভাব প্রকাশ করা, রাগ দেখান।
মেজাজী—খেয়ালী; গর্ব্বিত, মেজাজওয়ালা। মেজাজ+ঈ বিশিষ্টার্থে। বিণ।
মেজিয়া, মেঝে—গৃহের মধ্যস্থল, ঘরের মাঝখান। বাং প্র। বি। [বিণ।
মেজো, মেঝো—মধ্যম। 'মধ্য'-শব্দজ।
মেট—সহকারী; সর্দ্দার; নেতা; জাহাজের সারেঙ্গের সহকারী। ইং mate. বি।
মেটা, মেটান—'মিটা', 'মিটান' দ্রঃ।
মেটিয়া, মেটে—১। মাটির তৈয়ারী; মৃন্ময়; মৃত্তিকাতুল্য। মাটি+আ, এ নির্ম্মিতার্থে, তুল্যার্থে। বিণ। ২। ছাগ প্রভৃতি পশুর যকৃৎ। প্রাদে। বি।
মেটুলি—পশুর যকৃৎ। বাং প্র। বি।
মেঠো—মাঠের, মাঠ-সম্বন্ধীয়। মাঠ+ও (<উয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।
মেড়া—ভেড়া, মেষ। 'ভেড়'-শব্দজ। বি।
মেড়ুয়া, মেড়ুয়াবাদী, মেড়ো—মাড়োয়ারী (তুচ্ছার্থে)। বাং প্র। বি।
মেডেল—প্রশংসাসূচক পদক। ইং medal. বি।
মেঢ্র—পুরুষের লিঙ্গ, শিশ্ন; মেষ, ভেড়া। মিহ্+ট্রন্ কর্তৃবা। বি; পুং।
মেথর—পায়খানা-পরিষ্কারকারী ও ঝাড়ুদার জাতিবিশেষ। ফার্সী 'মিহ্তর্'-শব্দজ। বি; পুং। স্ত্রী—মেথরানী। [শব্দজ। বি।
মেথি—একপ্রকার বীজ; মশলা। 'মেথিকা'-

মেথি, মেধি—ধান্য মাড়িবার সময় যে কাষ্ঠদণ্ডে গো-মহিষাদি বদ্ধ থাকে তাহা, মেই কাঠ। মেথ্, মেধ্+ইন্ করণবা। বি; পুং।
মেথিকা—মেথিশাক, ক্ষুপবিশেষ। বি; স্ত্রী।
মেদ, মেদঃ (মেদস্)—চর্ব্বি, অস্থির মজ্জা, বসা। মিদ্+ঘঞ্, অসুন্ করণবা। বি; পুং, ক্লীব।
মেদজ—১। ভূমিগুগ্গুলু। বি; পুং। ২। মেদজাত। উপতৎ; মেদ—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।
মেদা—মেদামারা; অকেজো। বাং প্র। বিণ।
মেদিত—স্নিগ্ধ। মিদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।
মেদিনী—পৃথিবী। মেদ+ইন্ আছে অর্থে +ঈপ্ [মধুকৈটভ-নামক দৈত্যদ্বয়ের মেদে পরিপ্লুত হওয়াতে ইহার নাম মেদিনী হইয়াছে]। বি; স্ত্রী।
মেদুর—কোমল, মৃদু; স্নিগ্ধ; চিক্কণ; উদ্ভট; পূর্ণ। মিদ্ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ঘুরচ্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। [বি; পুং।
মেধ—যজ্ঞ, যাগ। মেধ্+ঘঞ্ অধিবা।
মেধা—স্মৃতিশক্তি; বুদ্ধি; মেধাকর ঔষধ। মেধ্ (সঙ্গ করা)+অঙ্ করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
মেধাতিথি—মনুসংহিতার টীকাকারবিশেষ; মুনিবিশেষ; মেধাবী। মেধা অতিথি যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
মেধাবান্ (-বৎ)—মেধাবিশিষ্ট, স্মরণশক্তিবিশিষ্ট; জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্। মেধা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।
মেধাবী (-বিন্)—১। মেধাবিশিষ্ট; জ্ঞানী; পণ্ডিত। বিণ। স্ত্রী—মেধাবিনী। ২। শুকপক্ষী, মদিরা। মেধা+বিন্ আছে অর্থে। বি; পুং।
মেধি—'মেথি' দ্রঃ।
মেধিষ্ঠ, মেধীয়ান্ (-য়স্)—অতিশয় মেধাযুক্ত। মেধাবৎ+ইষ্ঠ, ঈয়সু অত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী—মেধিষ্ঠা, মেধীয়সী।
মেধ্য—যজ্ঞের উপযুক্ত, যজ্ঞীয়; পবিত্র। মেধ +যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।
মেনকা, মেনা—১। হিমালয়পত্নী। মে (আমার)—ন (না)+কা (কোন স্ত্রী) [অর্থাৎ আমার তুল্যা কোন স্ত্রী নাই এইরূপ বোধ করে, এই অর্থে], অথবা, মি (ক্ষেপণ করা)+ন কর্তৃবা+কন্ স্বার্থে+আপ্; মন্+ইনচ্ কর্তৃবা+আপ্। ২। স্বর্গবেশ্যাবিশেষ। মি (ক্ষেপণ করা)+নক কর্তৃবা+আপ্; মন্+ইনচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
মেনা—১। 'মেনকা' দ্রঃ। ২। মাতৃস্তন। বি। ৩। শৃঙ্গহীন; ক্ষুদ্র-শৃঙ্গবিশিষ্ট। বাং প্র। বিণ। [বি।
মেনি, মেনী—স্ত্রীজাতীয় বিড়াল। বাং প্র।

মেনিমুখো—লাজুক, যে কথা বলিতে সঙ্কুচিত হয় এমন। মেনির মুখ, ৬ষ্ঠীতৎ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে, অথবা, মেনির মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহুব্রী+ও সমাসান্ত (বাং)। বিণ।
মেনে—মনে হয়; বাক্যালঙ্কারবিশেষ। প্রাদে। অব্য। [বি।
মেন্তাই—পণ্ডিতী, মুন্সীয়ানা। আর্বীমূলক।
মেন্ধী—মেহদিগাছ, মেধীবৃক্ষ। মা—ইন্ধ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
মেম—ইউরোপীয় স্ত্রীলোক। ইং 'mam' (<madam)-শব্দজ। বি।
মেমসাহেব—মেম (তাহা দ্রঃ)।
মেয়—পরিমাণের যোগ্য, পরিমেয়; অনুমেয়; জ্ঞেয়। মা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।
মেয়াদ—'মিয়াদ' দ্রঃ।
মেয়ে—স্ত্রীলোক; কন্যা। বাং প্র। বি।
মেয়েলি—স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয়; স্ত্রীলোকের ন্যায়। মেয়ে+লি উচিতার্থে। বিণ।
মেরজাই—একপ্রকার ছোট জামা। ফার্সী 'মীরজাই'-শব্দজ। বি।
মেরাপ—মণ্ডপ; আচ্ছাদন। আর্বী 'মিহ্রাব'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।
মেরামত—ভাঙ্গা চূরা সারা। আর্বী 'মরম্মৎ'-
মেরামতি—জীর্ণসংস্কার-কার্য্য, মেরামতের কাজ। মেরামত+ই স্বার্থে। বি।
মেরু—পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্ত [উত্তরপ্রান্ত উত্তরমেরু, এবং দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণমেরু]; সুমেরুপর্ব্বত, হেমাদ্রি; খড়্গাদির মুষ্টিপ্রদেশ; পৃষ্ঠবংশ, পিঠের দাঁড়া; জপমালার উপরিস্থ প্রধান বীজ; করমালার অঙ্গুলিপর্ব্ববিশেষ। মি+রু কর্তৃবা। বি; পুং।
মেরুদণ্ড—(ভূগোল) পৃথিবীর উভয়-কেন্দ্রভেদী কাল্পনিক সরলরেখা (axis); পিঠের শিরদাঁড়া। মেরুযোজক দণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
মেরুদণ্ডী (-দণ্ডিন্)—(প্রাণিবিদ্যা) শিরদাঁড়াযুক্ত (vertebrate). মেরুদণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।
মেরুরেখা—(ভূগোল) যে কল্পিত সরল রেখা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ভেদ করিয়া গিয়াছে তাহা, পৃথিবীর অক্ষদণ্ড (earth's axis). মেরুযোজিকা রেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
মেল—১। মিলন, ঐক্য; জনতা, উৎসবস্থানে বা দোকানে লোকারণ্য; মসী; অঞ্জন। মিল্ (মিলিত হওয়া)+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা, অধিবা, অথবা, অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। আদিকুল; বিবাহে কুলের মিল; কীর্ত্তনে সমস্ত গায়কের কণ্ঠ মিল করিবার জন্য সুর ভাঁজা। বাং প্র। ৩। ডাক ('—ট্রেন')। ইং mail. বি।

মেলক—১। সহবাস, সঙ্গ; সমূহ। মেল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। ঐক্যকারক; যে ব্যক্তি মিলিত হয় সে; মিলনকারক। মিল্ +ণিচ্ (=মেলি—মিলন করান)+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—মেলিকা।

মেলন—মিলিত হওয়া, একত্রিত হওয়া। মিল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—মিলিত।

মেলা—১। বিশেষ উপলক্ষে কোন স্থানে বহুলোকের সমাগম; সাময়িক বাজার; সমাজ, সভা। মেল+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অনেক; প্রশস্ত। বাং প্র। বিণ। ৩। মিশিয়া যাওয়া, মিলিত হওয়া; খুলা, উন্মীলিত করা ('চোখ—'); শুকাইবার জন্য ছড়াইয়া দেওয়া ('কাপড়—')। বাং ক্রি।

মেলানি, মেলানী—ভেট, উপহার; তত্ত্ব। কবিপ্র। বি।

মেলেছ্—ম্লেচ্ছ; অনাচারী, কদাচারী; অস্পৃশ্য। 'ম্লেচ্ছ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

মেশা—মেলা, ঘনিষ্ঠ হওয়া। 'মিশ্র'-শব্দজ। বাং ক্রি।

মেশান—১। মিশ্রিত করা; মিলান। বাং ক্রি। ২। যাহা মিশ্রিত করা হইয়াছে এরূপ। বাং প্র। বিণ।

মেষ—ভেড়া, মেড়া; দ্বাদশরাশির অন্তর্গত প্রথম রাশি; লগ্নবিশেষ; ওষধিবিশেষ, চক্রমর্দ্দবৃক্ষ। মিষ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

মেষী—মূত্র, প্রস্রাব; মেষ-স্ত্রী, ভেড়ী; তিনিশবৃক্ষ; জটামাংসী। মেষ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মেস্—নানাস্থানের বহুলোকের একত্র বাস ও আহারের স্থান। ইং mess. বি।

মেসিন্—যন্ত্র, কল। ইং machine. বি।

মেসো—মাসীর স্বামী। মাসী+ও (<উয়া) স্বামী অর্থে। বি।

মেহ—১। মূত্র। মিহ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। মূত্ররোগবিশেষ। মিহ্+ঘঞ্ করণবা। ৩। মেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মেহগনি—একপ্রকার দামী কাঠ ও তাহার গাছ। ইং mahogany. বি।

মেহনৎ—খাটুনি, পরিশ্রম, কষ্ট; আয়াস। আর্বী 'মিহ্নৎ'-শব্দজ। বি।

মেহনৎ-আনা—বেতন, পারিশ্রমিক। আর্বীমূলক। বি।

মেহমান—অতিথি; আগন্তুক। ফার্সী। বি।

মেহলী—মহিলা। প্রাঃ বাং। বি; স্ত্রী।

মেহেদি—মেদিগাছ; হেনা; দাড়ি চুল প্রভৃতি রং করিবার বৃক্ষজাত ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। বাং প্র। বি।

মেহেরবান—দয়ালু। ফার্সী 'মিহির্বান্'-শব্দজ। বিণ।

মেহেরবানি—অনুগ্রহ, দয়া। ফার্সী 'মিহির্বানি'-শব্দজ। বি।

মৈত্র—১। মিত্রতা; সৌহার্দ্দ; সংসর্গ, সহযোগ। মিত্র+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। বি; পুং। ৩। মিত্রসম্বন্ধীয়। মিত্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—মৈত্রী।

মৈত্রাবরুণ, মৈত্রাবরুণি—বশিষ্ঠ মুনি; অগস্ত্য। মিত্র (সূর্য্য) ও বরুণ=মিত্রাবরুণ; তদুত্তরে অণ্, ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

মৈত্রী, মৈত্র্য—মিত্রতা, সৌহার্দ্দ; সংসর্গ, সহযোগ। মিত্র+অণ্ ভাবে+ঈপ্; মিত্র+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

মৈত্রীকরণ—বন্ধুত্বকরণ, মিত্রতা-স্থাপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মৈত্রেয়—১। বন্ধুসম্বন্ধীয়। মিত্র+এয় সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। ২। বুদ্ধদেব; মুনিবিশেষ; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। মিত্রা, মিত্র+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং। ৩। উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

মৈত্র্য—'মৈত্রী' দ্রঃ।

মৈথিল—১। মিথিলারাজ। মিথিলা+অণ্ অধিপতি অর্থে। বি; পুং। ২। মিথিলা-সম্বন্ধীয়। মিথিলা+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—লী। **মৈথিল ভাষা**—মিথিলার ভাষা [কবি বিদ্যাপতি এই ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন]।

মৈথিলী—১। সীতা; ভাষাবিশেষ (কবি বিদ্যাপতির ভাষা)। বি; স্ত্রী। ২। মিথিলা-দেশসম্বন্ধীয়; মিথিলাদেশজাত। মিথিলা+অণ্ ভবার্থে, নিবাসার্থে, সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মৈথুন—সুরত, রতিক্রিয়া। মিথুন+অণ্ সম্বন্ধার্থে, নির্বৃত্তার্থে। বি; ক্লীব।

মৈনাক—পর্ব্বতবিশেষ, মেনকাপুত্র, হিমালয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। মেনকা+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

মো—১। আমি। সর্ব্ব। ২। মোহ; মায়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

মোআ, মোয়া—খইয়ের লাড়ু। 'মোদক'-শব্দজ। বি।

মোকদ্দমা—মামলা। আর্বী 'মুকদ্দমা'-শব্দজ। বি; পুং।

মোকররী—নির্দ্দিষ্ট খাজানায় চিরভোগ্য ('—জমি')। আর্বী 'মুকররী'-শব্দজ। বিণ।

মোকাবা—কেশপ্রসাধনের সরঞ্জাম রাখার পাত্রবিশেষ। আর্বী 'মুকাবা'-শব্দজ। বি।

মোকাবিলা, -বেলা—১। নিষ্পত্তি; সম্মুখবর্ত্তিতা। বি। ২। সাক্ষাতে বর্ত্তমান; রুজু। আর্বী 'মুকাবলা'-শব্দজ। বিণ।

মোকাবিলা-বিবাদী—কোন মোকদ্দমায় যে সব অপ্রধান বিবাদী থাকে তাহারা (Proforma defendants). কর্ম্মধা। বি।

মোকাম—আড্ডা; ব্যবসায়স্থান; গৃহ; ঠিকানা; গন্তব্য-স্থান; (সঙ্গীত) সম। আর্বী 'মুকাম'-শব্দজ। বি।

মোকুব—মুক্তি; ছাড়। আর্বী 'মৌকুফ'-শব্দজ। বি।

মোক্তব—মুসলমানী পাঠশালা। আর্বী। বি।

মোক্তা—মোটামুটি; স্থূলহিসাবে। আর্বী 'মুকাত্তা'-শব্দজ। অব্য।

মোক্তার—আদালতের কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী; ফৌজদারী মোকদ্দমাকারী সর্ব্বনিম্ন ব্যবহারাজীব। আর্বী 'মুখ্তার'-শব্দজ। বি।

মোক্তারনামা—মোক্তার নিযুক্ত করিবার পত্র। মোক্তার+নামা লিপি অর্থে। বি।

মোক্ষ—১। মুক্তি, নিত্যসুখপ্রাপ্তি, অপবর্গ; মোচন; পরিত্রাণ; মৃত্যু, মরণ। মোক্ষ্ +ঘঞ্ ভাববা। ২। পাটলাবৃক্ষ। মোক্ষ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

মোক্ষণ—মোচন, উদ্ধার করণ; বাহির করিয়া দেওয়া ('রক্ত—')। মোক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি; পুং।

মোক্ষদা—১। মুক্তিদায়িনী। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। উপতৎ; মোক্ষ—দা+ক কর্ত্তৃবা +আপ্। বি; স্ত্রী।

মোক্ষধাম (-ধামন্)—কৈবল্যধাম, নির্ব্বাণাশ্রম। মোক্ষের ধাম (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

মোক্ষপদ—মুক্তিরূপ বস্তু। মোক্ষই পদ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

মোক্ষম—শক্ত; নির্ঘাত। আর্বী 'মুহ্কম্'-শব্দজ। বিণ।

মোক্ষলাভ—মুক্তিপ্রাপ্তি; জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে অব্যাহতিলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মোখাদিম—মৌলবী বা মুসলমান গুরু; (তাহা হইতে) দৃঢ়মূল বস্তু ("সে যে মোখাদিম, নহে তো বেতস"—কুমুদরঞ্জন)। আর্বী। বি।

মোগল—জাতিবিশেষ, মোঙ্গোলিয়া-দেশীয় লোক। ফার্সী 'মুঘল'-শব্দজ। বি।

মোগলাই—১। মোগল-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। ব্যঞ্জনবিশেষ। মোগল+আই। বি।

মোঘ—ব্যর্থ, বন্ধ্যা, বিফল; হীন। মুহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

মোচ—১। কলা, কদলীফল। মুচ্+অচ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। কলম অথবা এইরূপ অন্য বস্তুর অগ্রভাগ, নিব। বাং প্র। ৩। গোঁফ। 'শ্মশ্রু'-শব্দজ। বি।

মোচক—১। কলাগাছ, কদলীবৃক্ষ; শোভাঞ্জন বৃক্ষ; মোকক। বি; পুং। ২। মুক্ত; বৈরাগ্যযুক্ত। মুচ্+ণক কর্ত্তৃবা। ৩। মুক্তিকারক। মুচ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—মোচিকা।

মোচড়—ঘুরান, পাক। বাং প্র। বি।

মোচড়ান—পাক দেওয়া। বাং ক্রি।

মোচন—১। মুক্তি। মুচ্+অনট্ ভাববা। ২। মুক্তকরণ; পরিত্রাণকরণ; ত্যাগকরণ।

মুচ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ —মুক্ত। ৩। দম্ভ; শাঠ্য। মুচ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

মোচরস—শিমূলমূলের রস; শিমুলের আঠা। ৬ষ্ঠীতৎ (তুল্যার্থে)। বি; পুং।

মোচা—১। কলাগাছ, কদলীবৃক্ষ; শাল্মলী-বৃক্ষ। মোচ+আপ্‌। ২। কলার ফুল। বাং প্র। বি।

মোচ্য—ছাড় পাওয়ার উপযুক্ত, মুক্তিযোগ্য। মুচ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। [শব্দজ। বি।

মোচ্ছদী—পারিষদবর্গ। আর্বী 'মুৎসদ্দী'-

মোছা—পোঁছা। 'প্র-উঞ্ছ'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

মোছান—মুছাইয়া দেওয়া। বাং ক্রি।

মোজা—চরণাবরণ। ফার্সী 'মোজহ্‌'-শব্দজ। বি।

মোট—১। মাথার বোঝা, মস্তক দ্বারা বহনীয় বস্তু; ভার। বি। ২। একুন, সমুদায়। বাং প্র। বিণ।

মোটক—শ্রাদ্ধাদিকালে প্রয়োজনীয় বাঁকান কুশপত্রদ্বয়। মুট্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

মোটন—মট্‌কান; পেষণ; চূর্ণন, গুঁড়া করা; মোচড়ান। মুট্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

মোটর—হাওয়া-গাড়ী; অন্য যন্ত্র চালনা-কারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিশেষ। ইং motor. বি।

মোটরগাড়ী—হাওয়া-গাড়ী, মোটরকার। মোটর-চালিত গাড়ী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

মোটা—মাংসল, স্থূল, পীবর; ভোঁতা; সাদাসিধা; বড়, প্রচুর; অধিক ('—বেতন', '—টাকা')। মোট+আ তুল্যার্থে।। বিণ।

মোটামুটি—গড়ে; স্থূল হিসাবে, স্থূল বিচারে; একরূপ। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

মোটাসোটা—হৃষ্টপুষ্ট। বাং প্র। বিণ।

মোটে—একেবারে; আদতে; সম্পূর্ণরূপে; সর্ব্বসাকুল্যে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

মোট্টায়িত—প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর স্মরণ ও দর্শনে মনোগত উল্লাসের বাহিরে প্রকাশ। বি; ক্লীব।

মোড়—১। গরু প্রভৃতির স্তন; রাস্তা ঘুরিবার জায়গা। বাং প্র। ২। ময়ূর, মুকুট; বিবাহের কন্যার মস্তকস্থ মুকুট; মস্তক। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [ক্রি।

মোড়ই—ঘুরায়, মোচড়ায়। প্রাঃ কবিপ্র।

মোড়ক—পুরিয়া। বাং প্র। বি। [বি।

মোড়ন—বক্রকরণ; আচ্ছাদন। বাং প্র।

মোড়ল—প্রধান ব্যক্তি, মাতব্বর প্রজা। 'মণ্ডল'-শব্দজ। বি।

মোড়লি—১। মোড়লের কাজ; মাতব্বরি, সর্দ্দারী। মোড়ল+ই ভাবে বা কর্ম্মার্থে। বি। ২। মুড়াইলে, মোচন করিলে; নষ্ট করিলে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

মোড়া—১। বংশ ও বেত্রনির্ম্মিত আসন-বিশেষ; আলস্য-ভঙ্গ; মোড়ক; পাক। বি। ২। আবৃত। বাং প্র। বিণ।

মোড়া, মোড়ান—১। ঘুরান; নষ্ট করা; পরিত্যাগ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ২। আবৃত করা, মোড়ক করা। বাং ক্রি।

মোড়াসা—পাগড়ীবিশেষ। বাং প্র। বি।

মোড়ি—মোটন করিয়া; বাঁকাইয়া; ফিরাইয়া ("জোরি ভুজযুগ মোড়ি বেঢ়ল"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

মোণ্ডা—মিষ্টান্নবিশেষ, গোল্লা সন্দেশ। বাং প্র। বি।

মোতাবেক—সামনাসামনি; মিলযুক্ত। আর্বী 'মুতাবিক'-শব্দজ। বিণ।

মোতায়েন—নিযুক্ত; স্থিরীকৃত। আর্বী 'মুতআইন'-শব্দজ। বিণ।

মোতাল্লিক—সংশ্লিষ্ট, সম্বন্ধীয়; মিলিত। আর্বী। বিণ। [বি।

মোতি, মোতিম—মুক্তা। প্রাঃ কবিপ্র।

মোতিচুর—মিহিদানা। বাং প্র। বি।

মোতিয়া—একপ্রকার বেলফুল। বাং প্র। বি।

মোতী—মোতি (তাহা দ্রঃ)।

মোৎফরক্কা—বিবিধ। আর্বী। বিণ।

মোদক—১। মোয়া, নাড়ু; মিঠাই; মধুর আস্বাদযুক্ত কবিরাজী বাজীকরণ ঔষধ-বিশেষ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। ময়রা, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রাগর্ভে জাত জাতি। বি; পুং। ৩। হর্ষকারক, আহ্লাদজনক। মুদ্‌+ণিচ্‌ (=মোদি—হৃষ্ট করা)+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—মোদিকা।

মোদন—আহ্লাদ, হর্ষ, আনন্দ। মুদ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

মোদিত—১। আনন্দিত, হর্ষিত, আহ্লাদিত। মুদ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। হর্ষজনন। মোদি+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

মোদিনী—১। মদিরা; অজমোদা; মল্লিকা; যূথিকা; কস্তুরী। বি; স্ত্রী। ২। আনন্দদায়িকা; হর্ষযুক্তা। মোদিন্‌+ঙীপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

মোদী (মোদিন্‌)—১। হর্ষযুক্ত। মোদ+ইন্‌ আছে অর্থে, অথবা, মুদ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। ২। আনন্দদায়ক। মুদ্‌+ণিচ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—মোদিনী।

মোদী—'মুদি' দ্রঃ।

মোদের—আমাদের। কবিপ্র। সর্ব্ব।

মোদ্দত—আসল কথা; কিন্তু; মোট। আর্বী। অব্য। [বলয়। বাং প্র। বি।

মোনা—ঢেঁকির মুষলের অগ্রভাগের লৌহ-

মোম—শিক্থক, মৌচাকজাত বস্তু। ফার্সী শব্দ বা 'মধূত্থ'-শব্দজ। বি। [বি।

মোমছাল—মনঃশিলা। 'মনঃশিলা'-শব্দজ।

মোমঢালা—যে কাপড়ে মোম বা ঐরূপ তৈলাক্ত পদার্থ লিপ্ত থাকাতে জলে ভিজে না তাহা। বহুব্রী। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মোমবাতি—চর্ব্বি বা মোমে প্রস্তুত বাতি।

মোমিন—গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। আর্বী। বি। [সর্ব্ব।

মোয়—আমাকে; আমাতে। প্রাঃ কবিপ্র।

মোয়া, মোআ—মুড়ি খৈ প্রভৃতির নাড়ু। 'মোদক'-শব্দজ। বি।

মোয়াজ্জিম—মুয়াজ্জিম (তাহা দ্রঃ)।

মোর—আমার। কবিপ্র। সর্ব্ব।

মোরগ—কুক্কুট। ফার্সী 'মুর্গ'-শব্দজ। বি; পুং।

মোরব্বা—চিনির রসে ভিজান ফলের মিঠাই। আর্বী 'মুরব্বা'-শব্দজ। বি।

মোরা, মোরে—আমরা, আমাকে। কবিপ্র। সর্ব্ব।

মোলাকাত—সাক্ষাৎ, দেখাশুনা। আর্বী 'মুলাকাত্‌'-শব্দজ। বি।

মোলায়েম—নরম। আর্বী 'মুলাইম'-শব্দজ। বিণ।

মোল্লা—মুসলমান-পুরোহিত; ইসলাম-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। তুর্কী। বি।

মোষ—মহিষ। প্রাদে। বি।

মোসলেম—'মুসলিম' দ্রঃ।

মোসাহেব—চাটুকার; বড়লোকের তোষামুদ্‌কারী সঙ্গী। আর্বী 'মুসাহিব'-শব্দজ। বি।

মোসাহেবি—স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীন ভাবে আনুগত্য প্রকাশ; চাটুকারিতা। মোসাহেব+ই ভাবে, কর্ম্মার্থে। বি।

মোস্তায়েদ—প্রস্তুত, উদ্যত। আর্বী। বিণ।

মোহ—অচৈতন্য, মূর্চ্ছা; মূর্খতা, অজ্ঞতা; অবিদ্যাবৃত্তিবিশেষ; দেহাদিতে আত্মাভিমান; অবুদ্ধি। মুহ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ —মুগ্ধ। [মোহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মোহঘোর—মোহজনিত ভ্রম; অত্যধিক

মোহড়া—'মহড়া' দ্রঃ।

মোহন—১। মোহজনক, মুগ্ধকারক। বিণ। ২। কন্দর্পের বাণবিশেষ; ধুস্তুর বৃক্ষ। মুহ্‌+ণিচ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। মুগ্ধ-করণ। মোহি+অনট্‌ ভাববা। ৪। সুরত। মোহি+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

মোহনভোগ—চিনি ও ঘৃত-মিশ্রিত মিষ্টান্ন-বিশেষ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

মোহনমালা—একপ্রকার সোণার হার। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

মোহনা, মোহানা—নদীমুখ, সাগরাদিতে নদীর পতনস্থান। 'মুখ'-শব্দজ। বি।

মোহনিদ্রা—১। মোহরূপ সুপ্তি। রূপক কর্ম্মধা। ২। মায়াজনিত সুপ্তি। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী [কবিপ্র। বি।

মোহনিয়া—মনোমোহকর নায়ক।

মোহন্ত—মোহান্ত (তাহা দ্রঃ)।
মোহবন্ধ—মায়ার বন্ধন যে ছিন্ন করিতে পারিতেছে না এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।
মোহবন্ধন—মায়াপাশ; অজ্ঞানরূপ বন্ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
মোহমদ—অজ্ঞানজনিত গর্ব্ব। মোহজনিত মদ (গর্ব্ব), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
মোহমন্ত্র—মোহকারক মন্ত্র বা বাক্য। মোহজনক মন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
মোহময়—মায়াপূর্ণ; অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। মোহ + ময়ট্ ব্যাপ্তার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।
মোহমুগ্ধ—অজ্ঞানতা হেতু মুগ্ধ, অজ্ঞানতায় বিভোর, মায়াচ্ছন্ন। ৩য়াতৎ। বিণ।
মোহর—১। স্বর্ণমুদ্রা; মুদ্রা, ছাপ। ফার্সী 'মুহ্‌র্'-শব্দজ। বি। ২। আমার। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
মোহরৎ—ব্যবসায়ীর নূতন খাতা পত্তন। আর্বী 'মোহলৎ'-শব্দজ। বি।
মোহরী—জলনিঃসরণের মুখ। বাং প্র। বি।
মোহানা—'মোহনা' দ্রঃ।
মোহান্ত, মোহন্ত—মঠ বা দেবালয়ের অধ্যক্ষ। বাং প্র (মোহের অন্ত হইয়াছে যাহার এই অর্থ হইতে)। বি; পুং।
মোহিত—১। মোহপ্রাপ্ত। মোহ + ইতচ্ জাতার্থে। ২। মোহপ্রাপিত। মুহ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
মোহিনী—১। মোহকারিণী, যে মন মুগ্ধ করে এমন ('—নারী')। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বর্গবেশ্যাবিশেষ; মন্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ। মোহ + ইন্ আছে অর্থে, অথবা, মোহি (মুগ্ধ করা) + ণিন্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।
মোহী (মোহিন্)—১। মোহপ্রাপ্ত। মুহ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। ২। মোহকারক। মুহ্ + ণিচ্ (=মোহি) + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—মোহিনী।
মোহে—আমাকে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
মোহোর—আমার। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।
মৌ—মধু, পুষ্পরস, মকরন্দ। 'মধু'-শব্দজ। বি।
মৌক্তিক—মুক্তা, মতি। মুক্তা + ইক স্বার্থে। বি; ক্লীব।
মৌখ—১। মুখসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—মৌখী। ২। অখাদ্যভোজনজনিত পাতক। মুখ + অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বি; ক্লীব।
মৌখরি—১। মুখর-বংশজাত। মুখর + ইঞ্ জাতার্থে। বিণ। ২। মগধের প্রাচীন রাজবংশবিশেষ। বি।
মৌখর্য্য(র্য)—বাচালতা, মুখরতা। মুখর + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
মৌখিক—যাহা আন্তরিক নয় এমন, বাহ্য; মুখসম্বন্ধীয়। মুখ + ইক সম্বন্ধীয়ার্থে, কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।
মৌচাক—মধুচক্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মৌজা—১। গ্রাম। আর্বী। ২। তুফান, ঢেউ। ফার্সী। বি।
মৌঞ্জী—মুঞ্জতৃণনির্ম্মিত মেখলা। মুঞ্জ (শর) + অণ্ নির্ম্মিতার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।
মৌঞ্জীবন্ধ, -বন্ধন—উপনয়নকালে মুঞ্জময়ী মেখলা পরিধান করান। মৌঞ্জীর বন্ধ, বন্ধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।
মৌড়—টোপর, মুকুট। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
মৌড়লা—চূড়া। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
মৌতাত—নেশা, মাদক-সেবন; নেশা করার আগ্রহ, নিয়মিত সময়ে মাদকদ্রব্য সেবনের অত্যধিক ইচ্ছা। 'মত্ততা'-শব্দজ। বি। **মৌতাত চড়ান**—ঠিক সময়ে নেশা করা। **মৌতাত ধরা**—শরীরে নেশার ক্রিয়া আরম্ভ হওয়া। **মৌতাত লাগা**—নেশা লাগা; নেশার সময়ে মাদক দ্রব্য সেবনের ইচ্ছা জাগা।
মৌদ্গল্য—মুদ্গলমুনিপুত্র, গোত্রকারক ঋষিবিশেষ। মুদ্গল + যঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।
মৌন—১। নীরবতা, তূষ্ণীম্ভাব, কথা না বলা, চুপ। মুনি + অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। নীরব, নিঃশব্দ ("হের মৌন নভস্তল, ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল স্তম্ভিত বিষাদে নম্র"—রবীন্দ্রনাথ)। মৌন (১) + অচ্ আছে অর্থে। বিণ।
মৌনতুণ্ড—নতমুখ। বহুব্রী। বিণ।
মৌনব্রত—নীরব থাকিবার নিয়ম। মৌনই ব্রত (নিয়ম), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
মৌনব্রতী (-ব্রতিন্)—যে নিয়মপূর্ব্বক কথা বলে না এমন, মৌনী, মৌনাবলম্বী। মৌনব্রত + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ব্রতিনী।
মৌনভঙ্গ—প্রথম কথা বলা; চুপ করিয়া থাকিবার পর কথা বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
মৌনভাব—চুপ করিয়া থাকা। কর্ম্মধা। বি; পুং।
মৌনাবলম্বন—নীরব হওয়া, চুপ করিয়া থাকা। মৌনের (১) অবলম্বন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
মৌনী (মৌনিন্)—১। মুনি, তপস্বী। বি; পুং। ২। মৌনব্রতধারী। মৌন + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—মৌনিনী।
মৌমাছি—মধুমক্ষিকা। মৌ-সংগ্রাহিকা মাছি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।
মৌরলা—একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। 'মুরলা'-শব্দজ। বি। [বিণ।
মৌরসি(সী)—পুরুষানুক্রমে ভোগ্য। আর্বী।
মৌরি, মৌরী—বণিক্-দ্রব্যবিশেষ, মউরী। 'মধুরিকা'-শব্দজ। বি।
মৌর্ব্বী(র্বী)—ধনুর্গুণ, ধনুকের ছিলা। মূর্ব্বা + অণ্ নির্ম্মিতার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মৌর্য্য(র্য)—চন্দ্রগুপ্ত; চন্দ্রগুপ্তের বংশীয় লোক। মুরা + অণ্ অপত্যার্থে (কাহারও কাহারও মতে 'মোর' বা 'মউর' নামক প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির নাম হইতে 'মৌর্য্য'-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে)। বি; পুং।
মৌর্য্য(র্য)বংশ—চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত মগধের রাজবংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
মৌল—১। আপ্ত; মূলসম্বন্ধীয়; ভূম্যাদির মূলজ্ঞাতা; মোড়ল; মূলাগত। মূল + অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—মৌলী। ২। মহুয়া গাছ এবং তাহার ফল। বাং প্র। বি।
মৌলবি, -ভী—মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ফার্সী। বি।
মৌলানা, মওলানা—মুসলমান পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। ফার্সী। বি।
মৌলি—চূড়া, শিখা; সংযতকেশ, খোপা; কিরীট, মুকুট; মস্তক; অগ্রভাগ; অশোকবৃক্ষ। মূল + ইঞ্ অদূরভবার্থে। বি; পুং।
মৌলিক—১। ধাতুগত; মূলসম্বন্ধীয়; মূলীভূত, প্রধানস্বরূপ। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। অ-কুলীন, বংশজ। মূল + ইক সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বি; পুং। **মৌলিক পদার্থ**—জগতের উপাদানীভূত অমিশ্র দ্রব্য (element).
মৌলী—১। কিরীট; অগ্রভাগ; মস্তক; সংযত কেশ; কেশ; ভূমি। মৌলি + ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। মূলসম্বন্ধীয়। মৌল + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
মৌষল—১। মুষলসদৃশ। বিণ। স্ত্রী,—লী। ২। মহাভারতান্তর্গত ষোড়শ পর্ব্ব। মুষল + অণ্ সদৃশার্থে, সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।
মৌসুম—কাল; মরশুম, বেশী ক্রয়-বিক্রয়ের সময়। আর্বী 'মৌসিম'-শব্দজ। বি।
মৌসুমি—কোন বিশেষ সময়ের। মৌসুম + ই সম্বন্ধার্থে। বিণ।
মৌসুমিবায়ু—ভারত-মহাসাগর হইতে বা ভারত-মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহবিশেষ [বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম হইতে প্রবাহিত হয় (monsoon)]. কর্ম্মধা। বি।
ম্যাও—'মেও' দ্রঃ।
ম্যাগাজিন—সাময়িক পত্রিকা। ইং magazine. বি।
ম্যাচ—দিয়াশলাই; ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ইং match. বি।
ম্যাজম্যাজ—ঈষৎ অসুস্থতার ভাব। বাং প্র। অব্য। বিণ—ম্যাজমেজে।
ম্যাজিস্ট্রেট—জিলার শাসনকর্তা। ইং magistrate. বি।
ম্যাজেণ্টা—খুনখারাবি, লাল রং। ইং magenta. বি।

ম্যানেজার—প্রধান পরিচালক। ইং manager. বি।

ম্যাপ—মানচিত্র। ইং map. বি।

ম্যালেরিয়া—একপ্রকার কম্পজ্বর। ইং malaria. বি।

ম্রক্ষণ—১। মিশ্রণ, মিশান, এক দ্রব্যের সহিত অন্য দ্রব্যের সংযোজন; লেপন, মাখা। ম্রক্ষ্+অনট্ ভাববা। ২। তৈল। ম্রক্ষ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

ম্রদিমা (ম্রদিমন্)—নম্রতা; কোমলতা, মৃদুত্ব। মৃদু (কোমল)+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

ম্রদিষ্ঠ, ম্রদীয়ান্ (ম্রদীয়স্)—অতি-মৃদু। মৃদু (কোমল)+ইষ্ঠ, ঈয়স্ অতি-শয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ঠা,—য়সী।

ম্রিয়মাণ—দুঃখিত; মৃতকল্প, মৃতপ্রায়; অবসন্ন। মৃ+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

ম্লান—বিষণ্ণ, অপ্রসন্ন; কান্তিহীন; মলিন; বিশীর্ণ; দুর্ব্বল; শ্রান্ত, ক্লান্ত। ম্লৈ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—ম্লানি।

ম্লানমুখ—১। বিষণ্ণ বদন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার বদন বিষাদযুক্ত এমন, বিষণ্ণবদন। ম্লান মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী।

ম্লানি—মালিন্য, কান্তিক্ষয়; বিষাদ; গ্লানি। ম্লৈ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—ম্লান।

ম্লেচ্ছ—১। অসভ্য জাতিবিশেষ; কিরাত, শবর ["গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহু ভাষতে। সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ॥"—স্মৃতি]। বি; পুং। ২। পাপিষ্ঠ, পাপী। ম্লেচ্ছ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ৩। অপশব্দ। ম্লেচ্ছ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

ম্লেচ্ছকন্দ—রশুন। ম্লেচ্ছপ্রিয় কন্দ (মূল), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

ম্লেচ্ছাচার—১। ম্লেচ্ছজাতির ব্যবহার; কদাচার, গর্হিত আচার-ব্যবহার। ম্লেচ্ছের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, ম্লেচ্ছোচিত আচার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। কদাচার-পরায়ণ; ম্লেচ্ছের ন্যায় আচারযুক্ত। ম্লেচ্ছের আচারের ন্যায় আচার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ম্লেচ্ছাচারী (-চারিন্)—ম্লেচ্ছের ন্যায় কদাচারপরায়ণ। ম্লেচ্ছাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী।

[য]

য—১। ষড়্‌বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু; ইহা অন্তঃস্থ ও ঘোষবৎ বর্ণ]। ২। যশঃ; বায়ু। বি; পুং। ৩। গমনকর্তা। যা (যাওয়া)+ড কর্তৃবা। বিণ। ৪। সংযম। যম্ (নিবৃত্ত হওয়া)+ড ভাববা। ৫। যম। যম্+ড কর্তৃবা। বি; পুং। ৬। 'যত'র সংক্ষেপ ('য বার', 'যটা')। প্রাদে। ৭। 'যব'-এর সংক্ষেপ ("য জানে যাঁতা জানে, যে পেষে সে জানে"—প্রবাদবাক্য); এক ইঞ্চির এক-চতুর্থাংশ ('এক য পেরেক')। ৮। প্রাচীন বাঙ্গালায় ৭মী বিভক্তির চিহ্ন (বনয়=বনে)।

যক—যক্ষ; ধনাধিপতি কুবের; ভূগর্ভপ্রোথিত ধনরাশির রক্ষক ভূতযোনিপ্রাপ্ত বালক; অতিশয় কৃপণ ব্যক্তি। 'যক্ষ'-শব্দজ। বি।

যক আগলান—কার্পণ্য করা। **যক দেওয়া**—প্রাচীন কালের কুসংস্কারাপন্ন কৃপণ লোকে নিজ অর্থাদি সুরক্ষিত করিবার জন্য একটি বালককে অর্থাদিসহ জীবন্ত পুতিয়া ফেলিত। সেই বালক মরিয়া যক হইয়া টাকা আগলাইত বলিয়া অশিক্ষিত লোকের ধারণা। ইহাকে যক দেওয়া বলে। **যকের ধন**—অতি কৃপণের অর্থ; যক-দেওয়া অর্থ। [বি; পুং।

যকার—'য' এই বর্ণ। য+কার স্বার্থে।

যকৃৎ—কুক্ষিমধ্যে দক্ষিণভাগস্থ মাংসখণ্ড-বিশেষ, পিত্তাশয়; রোগবিশেষ। য (যম্+ক্বিপ্)—কৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

যক্ষ—দেবযোনি বা উপদেবতা বিশেষ, কুবেরের অনুচর; ধনরক্ষক; কুবের; কুবেরের ধন; ইন্দ্রভবন। যক্ষ্ (পূজা করা)+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

যক্ষতরু, যক্ষাবাস—বটবৃক্ষ। যক্ষাধিষ্ঠিত তরু (বৃক্ষ), মধ্যপ কর্ম্মধা; (২য় পক্ষে) যক্ষের আবাস যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

যক্ষধূপ—ধূনা; টারপিন্ তৈল। যক্ষপ্রিয় ধূপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

যক্ষরাজ—কুবের। যক্ষদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

যক্ষরাত্রি—কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রি। যক্ষপ্রিয়া রাত্রি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

যক্ষাবাস—'যক্ষতরু' দ্রঃ।

যক্ষি—যক্ষ; অতিশয় কৃপণ। বাং প্র। বি বা বিণ।

যক্ষিণী—যক্ষভার্য্যা; কুবেরের পত্নী; পিশাচী; বিদ্যাধরী। যক্ষ্ (পূজা)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যক্ষী—যক্ষের পত্নী; কুবেরের পত্নী; পিশাচী। যক্ষ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যক্ষেন্দ্র, যক্ষেশ—কুবের। যক্ষদিগের ইন্দ্র, ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যক্ষ্মা (যক্ষ্মন্)—ক্ষয়রোগ, কাসরোগ। যক্ষ্ (পূজা করা)+মনিন্ অধিবা। বি; পুং।

যখ—যক (তাহা দ্রঃ)। [অব্য।

যখন—যে সময়ে, যৎকালে। 'যৎক্ষণ'-শব্দজ।

যখনকার—যৎকালীন; যে সময়ের। যখন+কার ৬ষ্ঠী স্থানে। বিণ।

যখন-তখন—প্রায় সব সময়; মাঝে মাঝে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

যগডুমুর—যজ্ঞডুমুর (তাহা দ্রঃ)।

যচ্ছু—যাহার ("কুলজা রীতি ছোড়লু যছু লাগি"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

যজন—পূজন; যজ্ঞকরণ, যাগকরণ। যজ্ (পূজা করা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

যজমান—যজ্ঞকারক, যষ্টা, যজ্ঞাদির অনু-ষ্ঠাপক, ব্রতী; যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া কর্ম্ম করায়; মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তিমধ্যে প্রধান মূর্ত্তি। যজ্+শানচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

যজান—পৌরোহিত্য করা; সব বর্ণকে একাকার করা; যাজন করা; বড় করা, বাড়ান; তুষ্ট করা; অপবিত্র করা; একত্র করা। বাং ক্রি।

যজুঃ (যজুস্), **যজু**—বেদবিশেষ, দ্বিতীয় বেদ [এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ]। যজ্+উসি করণবা। বি; ক্লীব।

যজুর্ব্বে(র্বে)দ—শতশাখাযুক্ত বেদবিশেষ। যজুর্নামক বেদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

যজুর্ব্বে(র্বে)দী (-দিন্)—যজুর্ব্বেদবেত্তা; যজুর্ব্বেদানুসারে কর্ম্মকারী। উপতৎ; যজুস্—বিদ্ (জানা)+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং বা বিণ।

যজ্ঞ—যাগ, ক্রতু, অধ্বর, হোম। যজ্+নঙ্ ভাববা। বি; পুং।

যজ্ঞকর্তা (-র্তৃ), **-কর্তা**—যে যজ্ঞ করে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

যজ্ঞকুণ্ড—যজ্ঞ করিবার আধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

যজ্ঞকৃৎ—যাজক, যাগকর্তা, যে যাগ করে। উপতৎ; যজ্ঞ—কৃ (করা)+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

যজ্ঞডুমুর—একপ্রকার বড় ডুমুর বা ঐ গাছ। 'যজ্ঞোডুম্বর'-শব্দজ। বি।

যজ্ঞদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—১। রাক্ষস। বি; পুং। ২। যজ্ঞের বিঘ্নকারী। যজ্ঞ—দ্বিষ্ +ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দ্বেষিণী।

যজ্ঞপশু—ছাগ; ঘোড়া, অশ্ব। যজ্ঞের পশু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যজ্ঞপাত্র—যে পাত্রে যজ্ঞ করা হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যজ্ঞপুরুষ—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। যজ্ঞের পুরুষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যজ্ঞবিদ্বেষী (-ষিন্)—যজ্ঞদ্বেষী (সকল অর্থে)। যজ্ঞ—বি—দ্বিষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি বা বিণ। স্ত্রী,—দ্বেষিণী।

যজ্ঞবেদি, -বেদিকা, -বেদী—যজ্ঞ করার জন্য মাটির তৈরি উঁচু জায়গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যজ্ঞভূমি—যে স্থানে যজ্ঞ করা হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যজ্ঞসূত্র—পৈতা, যজ্ঞোপবীত। যজ্ঞ-সংস্কৃত সূত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।

যজ্ঞাঙ্গ—১। যজ্ঞ করার জন্য প্রয়োজনীয় সোমলতাদি; যজ্ঞডুমুরের গাছ; খয়ের গাছ। বি; পুং। ২। যজ্ঞের অবয়ব। যজ্ঞের অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যজ্ঞিয়—১। যজ্ঞকর্মের যোগ্য; যজ্ঞের পক্ষে হিতকারী। বিণ। ২। দ্বাপরযুগ। যজ্ঞ+ইয় হিতার্থে, যোগ্যার্থে। বি; পুং।

যজ্ঞীয়—১। যজ্ঞসম্বন্ধীয়। বিণ। ২। যজ্ঞডুমুরের গাছ। যজ্ঞ+ঈয় সম্বন্ধার্থে, প্রয়োজনার্থে। বি; পুং।

যজ্ঞেশ্বর—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। যজ্ঞের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যজ্ঞোডুম্বর—যজ্ঞডুমুর। যজ্ঞ-প্রয়োজনীয় উডুম্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

যজ্ঞোপবীত—পৈতা, যজ্ঞসূত্র। যজ্ঞ-সংস্কৃত উপবীত (সূত্র), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।

যৎ (যদ্)—যে যাহা [বাংলায় সাধারণতঃ সমাসের পূর্বপদ]। যজ্+অদি কর্তৃবা। সর্ব, বিণ।

যৎ—তবলার আটমাত্রার (মতান্তরে সপ্তমাত্রিক) তালবিশেষ। বাং প্র। বি।

যত—১। সংযত, বদ্ধ; নিগৃহীত; অনুষ্ঠিত; নিয়মিত। যম্ (নিবৃত্ত করা)+ক্ত কর্মবা। বিণ। ২। সংযম; পা দিয়া হাতী তাড়ন। যম্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। যে-পরিমাণ, যাহা কিছু সমস্ত। 'যতি'-শব্দজ। বিণ। [কবিপ্র। বি; ক্লীব।

যতন—যত্ন, চেষ্টা, উদ্‌যোগ। 'যত্ন'-শব্দজ।

যতব্রত—দৃঢ়ব্রত, যথানিয়মে নিত্যনৈমিত্তিক উপাসনাদি কর্মের অনুষ্ঠানকারী। যত ব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

যতমান—যত্নকারী, যত্নবিশিষ্ট। যত্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

যতাত্মা (যতাত্মন্)—সংযতচিত্ত, যাহার মনোবৃত্তি বশীভূত আছে এমন। যত আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

যতি—১। মুনি, তপস্বী; ভিক্ষু, পরিব্রাজক। যত্+ইন্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। শ্লোকাদির উচ্চারণে জিহ্বার বিশ্রামস্থান; পাঠবিচ্ছেদ; ক্রোধ; সন্ধি; অনুভূতি। যম্+ক্তি অধিবা। ৩। বিধবা। যম্+ক্তিচ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

যতিচিহ্ন—উচ্চারণের বিরামনির্দেশক কমা দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্ন। যতিসূচক চিহ্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।

যতিপাত, -ভঙ্গ—যে স্থানে যতি থাকা বিধেয় তাহা না থাকা জনিত দোষ; যতি না থাকায় ছন্দঃপতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যতী (যতিন্)—সন্ন্যাসী; জিতেন্দ্রিয় মুনি। যত (যম্+ক্ত ভাববা)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

যতীন্দ্র—শ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। যতীদিগের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি বা বিণ।

যতেক—সমস্ত; যে পরিমাণ; যতগুলি। [কবিপ্র। বিণ।

যৎকিঞ্চিৎ—কিছু, কিয়ৎপরিমাণ। যৎ কিঞ্চিৎ, সুপ্‌সুপা। অব্য; বিণ।

যত্ন—১। চেষ্টা, উদ্‌যোগ; প্রয়াস; প্রবৃত্তি; পরিশ্রম; উদ্যম; (বৈশেষিক-মতে) গুণবিশেষ। যত্+নঙ্ ভাববা। বি; পুং। ২। আদর; সাবধানতা। বাং প্র। বি।

যত্নপূর্ব্ব(র্ব)ক—যত্নের সহিত; সাবধানে। যত্ন পূর্ব্বে যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত, এরূপে। ক্রি-বিণ।

যত্নবান্ (-বৎ)—সচেষ্ট, উদ্যমযুক্ত। যত্ন+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

যত্নশীল—যত্নবান্। যত্ন শীল (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

যৎপরিমিত—যে পরিমাণ, যতটা। [৩য়াতৎ। বিণ।

যৎপরোনাস্তি—যার-পর-নাই, অতিশয়। যৎ+পরঃ+ন+অস্তি। সংস্কৃত বাক্য। বিণ।

যত্র—১। যথায়, যেখানে; যে বিষয়ে। যদ্+ত্র (সপ্তমী স্থানে)। অব্য। ২। যে-পরিমাণ ('যত্র আয় তত্র ব্যয়')। বাং প্র। বিণ।

যৎসামান্য—অল্পমাত্র, যৎকিঞ্চিৎ। বাং প্র। বিণ।

যথা—সাদৃশ্য; যেমন; যৎপরিমাণ; যোগ্য; যেখানে; বীপ্সা; সত্য; অনতিক্রম; স্বার্থ। যদ্+থাল্ প্রকারার্থে। অব্য।

যথাকথঞ্চিৎ—যে কোনরূপে, কষ্টেসৃষ্টে। যথা কথঞ্চিৎ, সুপ্‌সুপা। অব্য; ক্রি-বিণ।

যথাকথা—সত্যকথা, খাঁটি কথা। সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

যথাকর্ত্ত(র্ত)ব্য—যেমন করা উচিত তেমন। সুপ্‌সুপা। বিণ।

যথাকাম—যেমন ইচ্ছা তেমন, স্বেচ্ছানুসারে। কামকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথাকালে—উপযুক্ত সময়ে, যথাসময়ে; দিবসের শেষভাগে। কালকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথাক্রমে—ক্রমানুসারে, পর্যায় মত। ক্রমকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। অব্য; ক্রি-বিণ।

যথাগত—১। যেথান দিয়া আসিয়াছে সেখানকার; যেরূপে আগত বা উৎপন্ন সেরূপ। যথা আগত, সুপ্‌সুপা। ২। যেরূপে গিয়াছে সেরূপ। যথা গত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

যথাতথা—যেখানে-সেখানে; যে রূপে-সেরূপে। বাং প্র। অব্য; ক্রি-বিণ।

যথাদিষ্ট—আদেশ-অনুসারে। যথা আদিষ্ট, সুপ্‌সুপা। বিণ।

যথানিয়মে—ঠিক নিয়মমত; নিয়মানুসারে। নিয়মকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথানুপূর্ব্ব(র্ব)—পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা বা ক্রমযুক্ত বা ক্রম অনুযায়ী। সুপ্‌সুপা। বিণ বা ক্রি-বিণ।

যথাপূর্ব্ব(র্ব)—আগের মত, পূর্ব্বানুরূপ, পূর্ব্বদিক দেশকালানুরূপ। পূর্ব্বকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। **যথা পূর্ব্ব, তথা পর**—আগেও যেমন পরেও তেমন।

যথাবিধি—নিয়ম অনুযায়ী, বিধানানুসারে। বিধিকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথাবিহিত—নিয়মমত, বিধানানুরূপ। সুপ্‌সুপা। বিণ।

যথাযথ—ঠিক ঠিক, যথাযোগ্য। 'যথা'-শব্দের দ্বিত্ব (নিপাতনে)। অব্য; বিণ বা ক্রি-বিণ।

যথাযোগ্য—ঠিক উপযুক্তমত; যেরূপ উচিত সেইরূপ। সুপ্‌সুপা। বিণ।

যথারীতি—রীতিমত, রীতি-অনুসারে। রীতিকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথার্থ—সত্য, প্রকৃত; যোগ্য। যথা (যথাভূত) অর্থ (সত্য) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

যথার্থতঃ (-তস্), **-ত**—প্রকৃতপক্ষে; ন্যায়তঃ। যথার্থ+তস্। অব্য।

যথাশক্তি—শক্তি-অনুসারে, যথাসাধ্য। শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথাশাস্ত্র—শাস্ত্র-অনুসারে, শাস্ত্রসম্মতভাবে। শাস্ত্রকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। অব্য; ক্রি-বিণ।

যথাসময়ে—ঠিক সময়ে, উপযুক্ত কালে। সময়কে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথাসম্ভব—যতটা হইতে পারে; সম্ভব মত। সম্ভবকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। অব্য; ক্রি-বিণ।

যথাসর্ব্ব(র্ব)স্ব—যাহা কিছু ধনসম্পদ্ সব। সুপ্‌সুপা। বি; পুং বা ক্লীব।

যথাসাধ্য—ক্ষমতানুসারে, যথাশক্তি। সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। অব্য; ক্রি-বিণ। [সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

যথাস্থান—উপযুক্ত জায়গা; নির্দ্দিষ্ট স্থান।

যথাস্থিত—সত্য; যোগ্য, উপযুক্ত। যথা (যেমন) স্থিত (নির্ণীত, স্থাপিত), সুপ্‌সুপা। বিণ।

যথেচ্ছ—ইচ্ছামত, যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ। যথা ইচ্ছা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

যথেচ্ছাচার—নিজের ইচ্ছা মত চালচলন, স্বেচ্ছাচার। যথেচ্ছ আচার, কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ, –চারী (-চারিন্)।

যথেচ্ছাচারিতা—উচ্ছৃঙ্খলতা; স্বেচ্ছাচারিতা। যথেচ্ছাচারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, –চারী (-চারিন্)।

যথেচ্ছাচারী (-রিন্)—যে কাহারও বিধিনিষেধ মানে না এমন, উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী। উপতৎ; যথেচ্ছ—আ—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চারিণী। বি, –চারিতা। [ঈপ্সিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

যথেপ্সিত—ইচ্ছানুরূপ, বাঞ্ছানুযায়ী। যথা

যথেষ্ট—১। অনেক, প্রচুর, বহুতর। যথা ইষ্ট, সুপ্‌সুপা। বিণ। ২। ইচ্ছামত, যথাভিলষিত। ইষ্টকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। [সুপ্‌সুপা। বিণ।

যথোক্ত—যেরূপ বলা হইয়াছে সেরূপ।

যথোচিত—১। উপযুক্তরূপে। উচিতকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ২। ঠিক যেমন উচিত তেমন, যথাযোগ্য। যথা উচিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

যথোদিত—১। যেমনটি বলা হইয়াছে সেই ভাবে, যথোক্ত। উদিতকে (কথিতকে) অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ২। কথামত, কথিতানুরূপ। যথা উদিত (কথিত), সুপ্‌সুপা। বিণ।

যথোপযুক্ত—যেরূপ উচিত সেইরূপ, যথোচিত। যথা উপযুক্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

যদ্—'যৎ (যদ্)' দ্রঃ।

যদবধি—যে স্থান হইতে; যে সময় হইতে; যে স্থান বা সময় পর্য্যন্ত। যৎ+অবধি। অব্য; ক্রি-বিণ।

যদা—যখন, যে সময়ে, যৎকালে; যেহেতু। যদ্+দাচ্ কালার্থে। অব্য।

যদি—একক্রিয়াতে অন্যের অপেক্ষাসূচক সম্ভাবনা; সংশয়; অনবধারণ; পক্ষান্তর। যদ্+ণিচ্ +ইন্ ভাববা। অব্য।

যদু—১। যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র; যদুর বংশ। যজ্+উ কর্ত্তৃবা, ২য় অর্থে যদু+অণ্ অপত্যার্থে (প্রত্যয়লোপ)। বি; পুং।

যদুকুল—যদুবংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যদুনাথ, যদুপতি—শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ। যদুদিগের নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যদুবংশ—'যদুকুল' (তাহা দ্রঃ)।

যদৃচ্ছা—খেয়াল খুশী, স্বাতন্ত্র্য, স্বেচ্ছা; অনায়াস; স্বৈর বৃত্তি। যদ্—ঋচ্ছ্ (গমন করা)+অ ভাববা+আপ্, অথবা, যাহা ইচ্ছা এই বাক্যে, যদৃচ্ছা, কর্ম্মধা (ময়ুরব্যংসকাদি)। বি; স্ত্রী।

যদৃচ্ছাক্রমে—নিজের ইচ্ছামত, স্বাধীনভাবে। যদৃচ্ছার ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

যদ্দিন—যতদিন। 'যতদিন'-এর দ্রুত উচ্চারিত রূপ। বাং প্র। বি।

যদ্ভবিষ্য—যে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকে এমন, ভাগ্যাপেক্ষী। যৎ ভবিষ্য (ভবিষ্যৎ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

যদ্যপি—যদিও। যদি+অপি। অব্য।

যনি—যেন; বোধ হয়; যাহাতে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

যন্তা (যন্তৃ)—১। মাহুত, হস্তিপক; সারথি। বি; পুং। ২। দমনকারক; নিয়ামক; বিরতিকারক। যম্ (নিবৃত্ত করা)+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—যন্ত্রী।

যন্ত্র—কল; কৌশলে কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নির্ম্মিত বস্তু; ইন্দ্রিয়; অগ্নিযন্ত্র, কামান বন্দুক প্রভৃতি; যাঁতা; পদার্থ-নিরূপণ-সামগ্রী; সূত্রধারের কাষ্ঠ ছেদনের অস্ত্র, তুরপুন্ ভ্রমর ইত্যাদি; যদ্দ্বারা একস্থানে প্রযুক্ত শক্তি স্থানান্তরে ভিন্নরূপে কার্য্যকরী হয় তাহা; (তন্ত্র) দেবাদির অধিষ্ঠানচক্র; আধারদারু; বাদ্য; পাত্রবিশেষ। যন্ত্রি+অচ্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—যান্ত্রিক।

যন্ত্রক—যাঁতা; যন্ত্রকাষ্ঠ, কুঁদ। যন্ত্র (কল ইত্যাদি)+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

যন্ত্রকর্ম্ম(র্ম)কার—যান্ত্রিক (mechanist). উপতৎ; যন্ত্রকর্ম্মন্—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

যন্ত্রগৃহ—কলঘর (manufactory); যে স্থানে যন্ত্র রক্ষিত ও পরিচালিত হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যন্ত্রণ—দমন; শাসন; বন্ধন; রোধ; ধারণ; রক্ষণ; সঙ্কটতা; সঙ্কোচন। যন্ত্রি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

যন্ত্রণা—যাতনা, ক্লেশ; শরপত্ররচনা। যন্ত্রি +অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রতন্ত্র, যন্ত্রপাতি—হাতিয়ারপাতি, যত সব যন্ত্র। যন্ত্র+তন্ত্র, পাতি (সহগ)। বি।

যন্ত্রপেষণী—কলের যাঁতা (grinding mill). যন্ত্রচালিত পেষণী (যাঁতা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রবিজ্ঞান, -বিদ্যা—কলের নির্ম্মাণ গঠন প্রয়োগ প্রভৃতি-সম্বন্ধীয় বিদ্যা (Mechanics). মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

যন্ত্রযুগ—যে সময়ে যন্ত্রই কার্য্যসাধনের প্রধান উপায়রূপে গৃহীত হয় তাহা, বিংশ শতাব্দী। যন্ত্রপ্রধান যুগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

যন্ত্রশালা—কলকারখানা; যে গৃহে কলে কার্য্য হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রশিল্পী (-শিল্পিন্)—যন্ত্রপ্রয়োগে দক্ষ ব্যক্তি (mechanic). ৭মীতৎ। বি; পুং।

যন্ত্রিকা—সুপারী কাটিবার যাঁতি। যন্ত্র+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রিত—কলে ছাপা; প্রতিরুদ্ধ; বদ্ধ; শাসিত; দমিত; সংযমিত। যন্ত্রি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

যন্ত্রিয়া—যন্ত্রবাদক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

যন্ত্রী (যন্ত্রিন্)—যে যন্ত্র বাজায় এমন, বাদ্যকর; যন্ত্রবিশিষ্ট, যন্ত্রযুক্ত; যড়্‌যন্ত্রকারী; শিল্পকার; গুণী; ধূর্ত্ত। যন্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—যন্ত্রিণী।

যব—১। শস্যবিশেষ; পরিমাণবিশেষ, চারিধান-পরিমাণ; অঙ্গুলিস্থ যবাকার রেখাবিশেষ। যু+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। বেগ। যু+অপ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। যখন। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

যবক্ষার—ক্ষারবিশেষ, সোরা। যবজনিত ক্ষার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

যবক্ষারজান—রাসায়নিক মৌলিক পদার্থবিশেষ (nitrogen). বি; পুং।

যবজ—যবক্ষার; যবানী। উপতৎ; যব—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

যবন—অহিন্দু জাতিবিশেষ; ম্লেচ্ছজাতি; বিধর্ম্মী; অসদাচারী; গ্রীস আফগানিস্তান আরব পারস্য প্রভৃতি দেশের অধিবাসী [কথিত আছে যে বশিষ্ঠের আশ্রমদ্রোহী বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য পরাভূত করিবার নিমিত্ত তাঁহার কামধেনু শবলার যোনিদ্বার হইতে এই জাতি উৎপন্ন হয়; ইহারাই যবন নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে যবন জাতির উৎপত্তিবিষয়ে অন্যবিধ উক্তি আছে। —সগর রাজা কতকগুলি লোককে গুরু অপরাধের জন্য মস্তক মুণ্ডন করাইয়া

ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন; তাহারাই পরে যবন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। উইলসন সাহেবের মতে, বাক্‌ট্রিয়া হইতে আয়োনা বা গ্রীস পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রীক উপনিবেশের অধিবাসী গ্রীক্‌দিগকে হিন্দুরা যবন বলিতেন এবং Jonia শব্দটি হইতে 'যবন' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে]; বেগবান্‌ অশ্ব। বি; পুং। ২। বেগবান্‌। যু+অন কর্ত্তৃবা। বিণ। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যবনারি—শ্রীকৃষ্ণ। যবনের অরি (শত্রু),

যবনাল—ধান্যবিশেষ, দেধান। যবসদৃশ নালা (নাড়া) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

যবনিকা—পর্দ্দা, কানাৎ, তিরস্করিণী; যবনস্ত্রী। যু (মিলিত হওয়া)+অনট্‌ অধিবা+ঈপ্‌; যবনী+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

যবনিকাপতন, -পাত—নাটকাভিনয়ের শেষে পর্দ্দা পড়িয়া যাওয়া; (লক্ষণার্থে) শেষ, সমাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

যবনী—১। যবনস্ত্রী। যবন+ঈপ্‌। ২। পর্দ্দা। যু+অনট্‌ অধিবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

যবস্থব—যাহার মীমাংসা বা নিষ্পত্তি হয় নাই এমন। বাং প্র। বিণ।

যবহুঁ—যখনই। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

যবাগূ—জাউ, যবের মণ্ড। যু (মিশ্রিত করা)+আগূচ্‌ কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী।

যবানিকা, যবানী—ঔষধবিশেষ, যোয়ান। দুষ্ট যব এই অর্থে যব+ঈপ্‌ (আনুক্‌-আগম); ১ম পক্ষে+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

যবিষ্ঠ, যবীয়ান্‌ (যবীয়স্‌)—কনিষ্ঠ, অতিযুবা। যুবন্‌+ইষ্ঠ, ঈয়সু অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,-ষ্ঠা,-য়সী। [বিণ।

যবুথবু—চলিতে অক্ষম; অকর্ম্মণ্য। বাং প্র।

যবে—যখন, যে দিনে। বাং প্র। অব্য।

যবোদর—এক ইঞ্চির আটভাগের এক ভাগ-পরিমাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যম—১। মৃত্যুর দেবতা, ধর্ম্মরাজ, কৃতান্ত, শমন; শনি। বি; পুং। ২। যমজ, যুগ্মজাত। যম্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। সংযমন; অন্তঃকরণের বহির্বৃত্তি নিবৃত্ত করিয়া কেবল ঈশ্বরে নিয়োগ; শরীরসাধনাপেক্ষ নিত্যকর্ম্ম, অহিংসা সত্যাদি; সহিষ্ণুতা; মৃত্যু; উৎসববিশেষ; যোগ। যম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

যমক—১। শব্দালঙ্কার বিশেষ, ভিন্নার্থক স্বরব্যঞ্জনসমূহের তাদৃশক্রমে পুনরাবৃত্তি [যথা —"পাইয়া চরণ-তরি তরি ভবে আশা।" তরি (১)=নৌকা। তরি (২)=উত্তীর্ণ হই]। বি; ক্লীব। ২। একগর্ভে একদা উৎপন্ন সন্তানদ্বয়, যুগ্মজাত। যম+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং। [পুং।

যমকিঙ্কর(ংক)র—যমদূত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

যমঘণ্টযোগ—(জ্যোতিষ) বার এবং নক্ষত্রের দুষ্ট যোগবিশেষ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

যমজ—একগর্ভে একসঙ্গে উৎপন্ন সন্তানদ্বয়; সহজাত; তুল্য। উপতৎ; যম—জন্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

যমজয়ী (-জয়িন্‌)—যে মৃত্যুকে জয় করিয়াছে এমন; যাহার মৃত্যু নাই এমন। উপতৎ; যম—জি+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জয়িনী।

যমজাঙ্গাল—ছায়াপথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

যমজোৎপত্তি—একই গর্ভে একেবারে দুইটি সন্তানের জন্ম। যমজের উৎপত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যমদণ্ড—মৃত্যু; পাপহেতু মৃত্যুর পর যমের নিকট যে শাস্তি পাওয়া যায় তাহা; জ্যোতিষে বাস্তুদোষবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

যমদূত—যমের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। ৬ষ্ঠীতৎ।

যমদূতক—যমকিঙ্কর; কাক। যমের দূত, ৬ষ্ঠীতৎ+কন্‌ স্বার্থে, অথবা, যমদূত—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

যমদূতিকা—তেঁতুল, তিন্তিড়ী। যমদূত+কন্‌ সাদৃশ্যার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

যমদ্বার—যমালয়ের দরজা; যমালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যমদ্বিতীয়া—কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। যমবারণী দ্বিতীয়া, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

যমন—সংযমন; বন্ধন; ছেদন; উপরম; বিনাশ। যম্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

যমনিকা—পর্দ্দা, কানাৎ, যবনিকা। যম্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

যমপুকুর—অবিবাহিতা কন্যাদের ব্রতবিশেষ। বাং প্র। বি; ক্লীব।

যমপুরী—যমের বাড়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যমপুরী দেখাইয়া আনা—প্রায় মারিয়া ফেলা; প্রায় মৃত্যুর পথে নেওয়া।

যমভগিনী—যমুনা। যমের ভগিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যমযন্ত্রণা—মৃত্যুরূপ দুঃখ; যমের দেওয়া দুঃখ; মৃত্যুযন্ত্রণা। যমপ্রদত্তা যন্ত্রণা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

যমরাজ—শমন, যম, কৃতান্ত। যমই রাজা, কর্ম্মধা (টচ্‌ সমাসান্ত)। বি; পুং।

যমল—১। জোড়া, যুগ্ম। বি; ক্লীব।

যমল গান—দুইজনে মিলিয়া গান (duet). ২। বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষবিশেষ। যম (যুগ্ম)—লা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

যমলার্জ্জু(র্জু)ন—যুগ্ম অর্জ্জুনবৃক্ষরূপী নলকূবর ও মণিগ্রীব নামক কুবেরের শাপভ্রষ্ট পুত্রদ্বয়। যমল (যুগ্ম) অর্জ্জুন, কর্ম্মধা। বি; পুং।

যমসাধন—ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই ছয় বিষয়ের অভ্যাস; সংযম অভ্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যমস্বসা (-স্বসৃ)—যমরাজের ভগিনী, যমুনা নদী। যমের স্বসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যমানিকা, যমানী—যবানী, যোয়ান। যম্‌+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌; ১ম পক্ষে যমানী+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

যমালয়—যমের বাড়ী। যমের আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যমিত—বদ্ধ; খণ্ডিত; ছেদিত; সংযমিত। যম্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

যমী (যমিন্‌)—জিতেন্দ্রিয়, সংযমবিশিষ্ট। যম+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—যমিনী।

যমুনা—কালিন্দী নদী, যমভগিনী। যম্‌+উনন্‌ কর্ত্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

যযাতি—চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। য (বায়ু)—যা+ক্তিচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

যশঃ (যশস্‌), **যশ**—সুখ্যাতি, কীর্ত্তি; জীবিতের খ্যাতি। অশ্‌ (ব্যাপা)+অসুন্‌ কর্ত্তৃবা (নিপা)। বি; ক্লীব। বিণ—যশস্বী (-স্বিন্‌)।

যশঃকীর্ত্ত(র্ত)ন—গুণের কথা বলা, প্রশংসাবাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যশঃশেষ—১। মৃত্যু। যশঃ শেষ যাহাতে, বহুব্রী। ২। কীর্ত্তির অবশেষ। যশের ('যশস্‌' শব্দ) শেষ (অবশিষ্ট ভাগ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

যশঃশৈল—কীর্ত্তিরূপ পর্ব্বত। রূপক কর্ম্মধা।

যশদ—দস্তা। যশোদ-স্থানে বাং প্র। বি।

যশস্কর—যাহাতে সুনাম হয় এমন, সুখ্যাতিজনক। উপতৎ; যশস্‌—কৃ (করা)+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,-রী।

যশস্কাম—কীর্ত্তিলাভেচ্ছু, কীর্ত্তিলাভে অভিলাষী। যশঃ কাম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

যশস্বান্‌ (-স্বৎ)—কীর্ত্তিমান্‌, যাহার যশঃ আছে এমন। যশস্‌+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—যশস্বতী।

যশস্বিনী—১। বনকার্পাসী; যবতিক্তা; মহাজ্যোতিষ্মতী। বি; স্ত্রী। ২। খ্যাতিমতী। যশস্বিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

যশস্বী (-স্বিন্‌)—কীর্ত্তিমান্‌, বিখ্যাত। যশস্‌+বিন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,-স্বিনী।

যশস্য—সুখ্যাতিজনক, যশস্কর। যশস্‌+যৎ হিতার্থে। বিণ।

যশোগাথা—গৌরাঙ্গের কাহিনী, সুনাম। যশঃ-প্রকাশিকা গাথা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

যশোগান, -গীতি—সুনাম গান, গুণকীর্ত্তন। যশঃ-এর গান, গীতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

যশোদ—যশস্কর, কীর্ত্তিদাতা। উপতৎ; যশস্‌—দা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

যশোদা—১। শ্রীকৃষ্ণের পালনকারিণী মাতা, নন্দগোপপত্নী। বি ; স্ত্রী। ২। কীর্ত্তিদায়িনী। যশস্—দা (দান করা)+ক কর্ত্তৃবা +আপ্। বিণ ; স্ত্রী। [বিণ।

যশোধন—যশস্বী। যশঃ ধন যাহার, বহুব্রী।

যশোভাগ্য—সুনাম পাওয়ার বরাত, খ্যাতিলাভের ভাগ্য। যশঃ-এর ভাগ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

যশোমতী—নন্দের স্ত্রী। যশস্+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

যশোলিপ্সা—কীর্ত্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

যশোলিপ্সু—কীর্ত্তিলাভ করিতে ইচ্ছুক। যশঃকে লিপ্সু, ২য়াতৎ। বিণ।

যষ্টব্য—যজ্ঞের উপযোগী। যজ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

যষ্টা (যষ্টৃ)—যজ্ঞকর্ত্তা ; যজমান। যজ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

যষ্টি—১। লাঠি ; তন্ত্র ; ধ্বজাদিদণ্ড ; ছড়া, নর ; শাখা ; যষ্টিমধু। বি ; স্ত্রী। ২। ভুজদণ্ড। যক্ষ্+ক্তি কর্ম্মবা (ক-এর লোপ)। বি ; পুং।

যষ্টিকা—লাঠি, যষ্টি ; একনর হার ; যষ্টিমধু। যষ্টি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

যষ্টিগ্রহ—লগুড়ধারী, যষ্টিধারী। যষ্টি—গ্রহ্ +অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

যষ্টিমধু—মিষ্ট মূলবিশেষ। যষ্টিতে মধু (মিষ্টরস) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

যহিঁ—যাহাতে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

যহুঁক—যাহার ["যহুঁক বিরহভরে উরে হার না দেলা"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

যা—১। স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী। 'যাতৃ'-শব্দজ। বি; স্ত্রী। ২। গমন কর্। 'যা'-ধাতুজ। ক্রি। ৩। যাহা। 'যাহা'-শব্দের সংক্ষেপ। সর্ব্ব।

যাই—১। গমন করি। বাং ক্রি। ২। যখনই, যে মুহূর্ত্তে ; যেহেতু। বাং প্র। অব্য।

যাউ—মাড়, যবমণ্ড। 'যবাগূ'-শব্দজ। বি।

যাওয়া—গমন করা ; চলা ; শেষ হওয়া ; কাজ চলা ; যোজন সাধন করা ; টেকা ; নষ্ট হওয়া ; কোন কিছু ঘটা ; কিছু করা বা হওয়া। বাং ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র— **যাইহ**—যাইও। **যাওত**—যায়। **যাওব**—যাইব। **যাওবি**—যাইবে। **যাত**—যাইতেছে। **যায়ব**—যাইব ; যাইবে। **যায়ল**—যাইল। **যাসি**—যাইতেছ। **যাহ**—যাও]।

যাঁতা—পেষণযন্ত্র ; ভস্ত্রা। 'যন্ত্র'- শব্দজ। বি।

যাতি—সুপারী প্রভৃতি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। 'যন্ত্রিকা'-শব্দজ। বি।

যাঁহা—যেখানে ; যেইমাত্র। হিন্দীমূলক। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

যাক—১। গমন করুক ; প্রসঙ্গ থাকুক। বাং ক্রি। ২। যাহার। সর্ব্ব। ৩। যাইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

যাকর—যাহার। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

যাগ—যজ্ঞ, হোম। যজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

যাঙ—যাক ; যাই। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

যাচক—প্রার্থী, ভিক্ষু, যাচ্ঞাকারী। যাচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—যাচিকা।

যাচন, যাচনা—যাচ্ঞা, ভিক্ষা, প্রার্থনা। যাচ্+অনট্ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—যাচনীয়, যাচমান, যাচিত, যাচ্য, যাচ্যমান।

যাচনদার—যে যাচাই করে। যাচন+দার কর্ত্তা অর্থে। বি।

যাচনা—'যাচনা' দ্রঃ।

যাচনীয়—ভিক্ষণীয়, প্রার্থনীয়। যাচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—যাচন, যাচনা।

যাচমান—যে কোন কিছু চাহিতেছে এমন, প্রার্থয়মান, যাচ্ঞাকারী। যাচ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—যাচন।

যাচা—১। চাওয়া, প্রার্থনা করা ; যাচাই করা। বাং ক্রি। ২। যাহা যাচিয়া দেওয়া হয় এমন। যাচ্+আ কর্ম্মবা। বিণ।

যাচাই—পরীক্ষা ; অনুসন্ধান ; নানাস্থানে জানিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ ; মূল্য-নির্দ্ধারণার্থ নানাস্থানে কোন জিনিসের মূল্য জিজ্ঞাসা ; জিজ্ঞাসা করিয়া খাদ্য বিতরণ। যাচা+আই ভাববা। বি।

যাচান—যাচাই করান। বাং ক্রি।

যাচিত—প্রার্থিত, ভিক্ষিত। যাচ্ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—যাচন, যাচনা।

যাচিতা (-তৃ)—যাজক, প্রার্থয়িতা। যাচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

যাচ্ছেতাই—অতি খারাপ। যা+ইচ্ছে+তা+ই। বাং প্র। বিণ।

যাচ্ঞা—ভিক্ষা, প্রার্থনা। যাচ্+নঙ্ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

যাচ্য—চাহিবার মত, প্রার্থনীয়। যাচ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—যাচন, যাচনা।

যাচ্যমান—যাহার নিকট বা যাহা প্রার্থনা করা যাইতেছে এমন। যাচ্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। বি—যাচন, যাচনা।

যাজক—পুরোহিত, ঋত্বিক্ ; যাজ্ঞিক ; রাজার গজ ; মত্তহস্তী। যজ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

যাজন—পৌরোহিত্য ; যজ্ঞক্রিয়া করান, যাগ করান। যজ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

যাজ্ঞবল্ক্য—ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা যজুর্ব্বেদপ্রবক্তা মুনিবিশেষ। যজ্ঞবল্ক (মুনিবিশেষ)+যঞ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

যাজ্ঞসেনী—দ্রৌপদী। যজ্ঞসেন+ইঞ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

যাজ্ঞিক—১। যাজক, পুরোহিত ; যজ্ঞকর্ত্তা। যজ্ঞ+ইক করে অর্থে। ২। যজ্ঞীয়। যজ্ঞ+ইক প্রয়োজনার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

যাজ্ঞিকান্ন—যজ্ঞের চরু। যাজ্ঞিক অন্ন, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

যাজ্য—১। যাহার জন্য যাগ করা যায় ; যাজনযোগ্য, যাজনীয় ; যজ্ঞক্রিয়ার যোগ্য। যজ্ (পূজা করা)+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। ২। যজ্ঞস্থান ; প্রতিমা ; দেবতা। যজ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা, অধিবা। বি ; ক্লীব।

যাঠা—যষ্টি, লগুড়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

যাত—১। গত, অতীত। যা+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। লব্ধ ; জ্ঞাত। যা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। জ্ঞান ; গমন ; প্রাপণ। যা+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব। ৪। খেলা ; ভিড় ; যাত্রা ; উৎসব। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

যাতনা—যন্ত্রণা, তীব্রবেদনা। যত্+ণিচ্ (স্বার্থে)+অন ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

যাতব্য—যেথানে যাইতে হইবে ; গমনযোগ্য ; আক্রমণীয়। যা+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

যাতা (যাতৃ)—১। পতির ভ্রাতৃপত্নী, যা। যা+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; স্ত্রী। ২। গমনকর্ত্তা। যা+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—যাত্রী।

যা-তা—অতিতুচ্ছ ; অতি খারাপ ; একথা সেকথা ; যেমন-তেমন। বাং প্র। বি বা বিণ।

যাতায়াত—যাওয়া-আসা, গমনাগমন। যাত (গমন) এবং আয়াত (আগমন), দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

যাত্রা—১। গমন, প্রস্থান ; অভিনির্য্যাণ, যুদ্ধার্থ নির্গমন ; দেবতার উৎসববিশেষ ; যাপন ; তীর্থগমন ; নির্ব্বাহ। যা+ত্রন্ ভাববা +আপ্। ২। উপায়। যা+ত্রন্ করণবা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। বার ('এ—') ; মিছিল ; গীতিনাট্যাভিনয়। বাং প্র। বি।

যাত্রাওয়ালা—গীতিনাট্য-দলের মালিক বা অভিনেতা। যাত্রা+ওয়ালা অধিকারী প্রভৃতি অর্থে। বি।

যাত্রাঘট—যাত্রাকালে দর্শনীয় মঙ্গলসূচক জলপূর্ণ কলস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

যাত্রাদল—গীতিনাট্য বা অভিনয়ের দল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

যাত্রিক—১। যাত্রাসম্বন্ধীয় ; যাত্রাযোগ্য, যাত্রার উপযুক্ত ; যথায় বা যাহাতে যাওয়া যাইতে পারা যায় এমন। যাত্রা+ইক সম্বন্ধার্থে, যোগ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। পাথেয়, পথখরচ। যাত্রা+ইক প্রয়োজনার্থে। বি ; ক্লীব। ৩। উৎসব ; উপায়। যাত্রা+ইক

স্বার্থে। ৪। পথিক। যাত্রা+ইক আছে অর্থে। বি; পুং।

যাত্রী (যাত্রিন্)—যে কোথাও রওনা হইয়াছে এমন, যাত্রাকারী। যাত্রা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—যাত্রিণী। [স্ত্রী।

যাত্রী—গমনকারিণী। যাতৃ+ঈপ্। বিণ;

যাথার্থিক—বাস্তবিক, সত্য। যথার্থ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

যাথার্থ্য—সত্যতা, যথার্থতা, প্রকৃততত্ত্ব। যথার্থ+ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—যথার্থ।

যাদঃপতি—সমুদ্র, বরুণ দেব। যাদঃ (জলজন্তু) তাহাদের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যাদব—১। শ্রীকৃষ্ণ, যদুনন্দন। যদু+অণ্ গোত্রাপত্যার্থে। বি; পুং। ২। যদুবংশীয়; যদুসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী,—বী। ৩। যদুবংশীয় ব্যক্তি। যদু+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

যাদবী—১। দুর্গা; মদিরা; বাসন্তী দেবী; কুট্টনী; গোধন। যদু+অণ্ পূজিতার্থে, সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। যদুবংশোৎপন্না; যদুসম্বন্ধীয়া। যাদব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

যাদু—১। বশীকরণ-বিদ্যা, মোহিনী। ফার্সী। ২। বাছা, ধন, স্নেহসূচক সম্ভাষণ। ফার্সী 'জাদ' (সন্তান)-শব্দজ। বি। ৩। বশীকৃত। ফার্সী। বিণ।

যাদুকর—যাহারা মায়া দ্বারা ভোজক্রীড়া করে, মায়াবী; বশীকারক। উপতৎ; যাদু (ফার্সী)—কৃ+ট কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—করী।

যাদুঘর—যে গৃহে নানাদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের নিদর্শন এবং পুরাতত্ত্ব-সংক্রান্ত বস্তুসমূহ রক্ষিত হয় তাহা (museum). ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

যাদুধন, -মণি—পরমস্নেহ ও আদরের পাত্র। কর্ম্মধা। বি।

যাদুবল—ভেল্কী দেখাইবার শক্তি; কুহকপ্রভাব; বশীকরণ-শক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যাদুবিদ্যা—ভেল্কী, কুহকবিদ্যা, ভোজবিদ্যা; যে বিদ্যাবলে অলৌকিক ব্যাপারসমূহ সম্পাদন করা হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যাদুমণি—'যাদুধন' দ্রঃ।

যাদৃক্ (-দৃশ্)—যেমন। যদ্—দৃশ্+ক্বিন্ কর্ম্ম-কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শী।

যাদৃচ্ছিক—ইচ্ছামত; স্বেচ্ছাকৃত; স্বেচ্ছানুযায়ী। যদৃচ্ছা+ইক কৃতাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

যাদৃশ—যেরূপ, যেমন। যদ্—দৃশ্+কঞ্ কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী,—শী।

যান—১। বাহন, হাতী ঘোড়া গাড়ী নৌকা প্রভৃতি। যা (গমন করা)+অনট্ করণবা। ২। আক্রমণ; গমন; শত্রুর প্রতিকূলে যাত্রা। যা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। গমন করুন। বাং ক্রি।

যান্ত্রিক—যন্ত্রনির্ম্মাণে বা চালনে সুদক্ষ; যন্ত্রকুশল; যন্ত্রসম্বন্ধীয়। যন্ত্র+ইক কুশলাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—যান্ত্রিকতা, যন্ত্র।

যান্ত্রিক শক্তি—যন্ত্রের ক্ষমতা (mechanical power).

যাপক—যে যাপন করে বা কাটায় এমন; অতিবাহক। যা+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—যাপিকা।

যাপন—সময় কাটান, কালক্ষেপণ; বর্ত্তন, অবস্থান; নিরসন; অপসারণ। যা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—যাপনীয়, যাপিত, যাপ্য।

যাপনীয়—সময় কাটাইবার মত, অতিবাহনীয়, অপসারণীয়, ক্ষেপণীয়। যা+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—যাপন।

যাপা—কাটান, যাপন করা। কবিপ্র। ক্রি।

যাপিত—কাটান, অতিবাহিত; অপসারিত। যা+ণিচ্ (=যাপি)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—যাপন।

যাপ্য—যাপনীয়, ক্ষেপণীয়; নিন্দনীয়, অধম; গোপনীয়; আবরণীয়; নিঃশেষে অপ্রতিকার্য্য, চিরস্থায়ী ('—রোগ')। যা+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—যাপন।

যাবজ্জীবন—জীবিতকাল পর্য্যন্ত, যত কাল জীবিত থাকা যায় ততকাল। যাবৎ জীবন, সুপ্‌সুপা। ক্রি-বিণ।

যাবৎ—১। যত, যৎপরিমাণ; যৎসংখ্যক; যতটুকু। যদ্+বতুপ্ (ভাবতু) পরিমাণার্থে। বিণ; ক্লীব। পুং—যাবান্। স্ত্রী—যাবতী। ২। সাকল্য; হেতু; অবধারণ; প্রশংসা; সীমা, পরিচ্ছেদ; সমূহ; অধিকার; সম্ভ্রম; পরিমাণ; পক্ষান্তর। যা+বতি ভাববা। অব্য।

যাবতীয়—সমুদয়, সমস্ত। যাবৎ+ঈয় স্বার্থে। বিণ।

যাবনাল—শস্যবিশেষ, দেধান। যবনাল+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

যাবনিক—যবনসম্বন্ধীয়। যবন+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

যাম—১। দিবা বা রাত্রির চারিভাগের একভাগ কাল; প্রহরপরিমিতকাল; সময়। যা (যাওয়া)+ম কর্তৃবা। ২। সংযম। যম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। যমসম্বন্ধীয়। যম+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—যামী।

যামঘোষ—শৃগাল; মোরগ, কুকুড়া; পটহবিশেষ; ঘটিকাযন্ত্র। যামে (প্রহরে) ঘোষ (শব্দ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

যামঘোষা—ঘড়ী, ঘটিকাযন্ত্র। যামঘোষ+আপ্। বি; স্ত্রী।

যামবতী—রাত্রি, যামিনী; হরিদ্রা। যাম (প্রহর)+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যামল—যোড়া, যুগ্ম; তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ [ইহা ষড়বিধ্; যথা,—আদি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, গণেশ এবং আদিত্যযামল]। যমল (যুগ্ম)+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

যামার্দ্ধ (র্ধ)—অর্দ্ধপ্রহর; দিনমান বা রাত্রিমানের অষ্টমাংশ (প্রায় ১½ ঘণ্টা সময়)। যামের অর্দ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যামি, যামী—রাত্রি; যমপত্নী; ভগিনী। যা+মি কর্তৃবা, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যামিক—যামসম্বন্ধীয়; যামনিযুক্ত, প্রহরী। যাম (প্রহর)+ইক আছে অর্থে, নিযুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

যামিকা—রাত্রি। যাম+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

যামিত্র—(জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে সপ্তম রাশি। যামি—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

যামিত্রবেধ, যামিত্রযুতবেধ—১। (জ্যোতিষ) যাত্রা বিবাহাদি কার্য্যের বিঘ্নকর গ্রহনক্ষত্রের যোগবিশেষ (চন্দ্র পাপগ্রহের সপ্তমস্থ হইলে যামিত্রবেধ এবং পাপগ্রহযুক্ত হইলে যুতবেধ হয়)। ৭মীতৎ। ২। লগ্নসপ্তমস্থানে প্রতিকূলগ্রহস্থিতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যামিনী—রাত্রি, রজনী; হরিদ্রা। যাম (প্রহর)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যামিনীপতি, -নাথ—চন্দ্র, নিশাপতি। যামিনীর পতি, নাথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যামিনীভূষণ—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যামী—'যামি' দ্রঃ।

যাম্য—১। দক্ষিণদেশীয়। যামী (দক্ষিণদিক্)+যৎ নিবাসার্থে, ভবার্থে। ২। যমসম্বন্ধীয়। যম+ষ্ণ্যঞ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—যাম্যী।

যাম্যোত্তরবৃত্ত—(জ্যোতিষ) আকাশের দক্ষিণ হইতে উত্তর ব্যাপী কল্পিত মধ্যরেখা, যে কল্পিত রেখা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু এবং তাহা হইতে সমদূরবর্ত্তী মধ্যস্থানে অবস্থিত দ্রষ্টার মস্তকোর্দ্ধস্থ আকাশকে স্পর্শ করে তাহা (meridian). যাম্য (দক্ষিণ) হইতে উত্তর, ৫মীতৎ; সেইরূপ বৃত্ত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

যাযাবর—১। যাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই তাহারা, হা-ঘরে (nomads); নানা স্থানে পরিভ্রমণকারী তপস্বী; ব্রাহ্মণ; পর্য্যটক; সন্ন্যাসী; অশ্বমেধের অশ্ব। বি; পুং। ২। সদা ভ্রমণকারী। যাযা (যা+যঙ্=পুনঃ পুনঃ যাওয়া)+বরচ্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

যার-পর-নাই—অত্যধিক, অতিশয়, যৎপরোনাস্তি। বাং প্র। বিণ।

যাষ্টিক—যষ্টিধারী, লাঠিয়াল; যোদ্ধা। যষ্টি+ইক প্রহরণার্থে। বি; পুং।

যাহা—যে বস্তু বা বিষয়। 'যদ্'-শব্দজ। সর্ব্ব।

যিনি—যে, মান্য বা সম্ভ্রান্ত লোক। 'যদ্'-শব্দজ। সর্ব। [শব্দজ। বি।
যুঁই—যূথিকা-পুষ্প, মালতী ফুল। 'যূথিকা'-
যুক্ত—১। ন্যায্য, উপযুক্ত; নিযুক্ত; অবশিষ্ট; ব্যাপৃত; আসক্ত; মিলিত, সংলগ্ন। বিণ। বি–যোগ। ২। যে যোগীর যোগাভ্যাস হইয়াছে এমন। যুজ্ (যোগ করা)+ক্ত কর্তৃবা, কর্মবা। বি; পুং। ৩। চারিহাত, হস্তচতুষ্টয়। যুজ্+ক্ত কর্মবা। বি; ক্লীব।
যুক্তকর—১। যোড়হাত, কৃতাঞ্জলি। যুক্ত কর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। যোড়-করা হাত, বদ্ধ অঞ্জলি। কর্মধা। বি; পুং।
যুক্তবেণী—বাঁধা খোপা; নদী-প্রবাহের একত্র সম্মিলন; ত্রিবেণী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
যুক্তরাজ্য—গ্রেট-ব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ড (United Kingdom). যুক্ত রাজ্য, কর্মধা। বি; ক্লীব।
যুক্তরাষ্ট্র—উত্তর-আমেরিকার সুবিখ্যাত দেশ (United States of America). যুক্ত রাষ্ট্র, কর্মধা। বি; ক্লীব।
যুক্তাক্ষর—মিলিত বর্ণ, সংযুক্ত বর্ণ [যেমন, ক্ক ক্ত ত্র ইত্যাদি]। যুক্ত যে অক্ষর, কর্মধা। বি; পুং।
যুক্তি—১। রীতি; ন্যায়; মিলন; অনুমান; লোকব্যবহার। যুজ্+ক্তি ভাববা। ২। মন্ত্রণা, পরামর্শ; ন্যায়সমর্থিত হেতু; কারণ; নাট্যাঙ্গবিশেষ; উপায়; সিদ্ধান্ত। যুজ্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।
যুক্তিতর্ক—ন্যায় হেতু ইত্যাদির প্রদর্শন এবং তৎসম্পর্কীয় বিশেষ আলোচনা। যুক্তি ও তর্ক, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।
যুক্তিবিরুদ্ধ—যাহা যুক্তিতে টেকে না এমন, অযৌক্তিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। [বিণ।
যুক্তিযুক্ত—ন্যায্য; পরামর্শসিদ্ধ। ৩য়াতৎ।
যুক্তিসঙ্গত, -সম্মত—ন্যায্য; উপযুক্ত; পরামর্শসিদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।
যুক্তিসিদ্ধ—মীমাংসিত; মন্ত্রণা দ্বারা স্থিরীকৃত; যুক্তিযুক্ত; যুক্তিসম্পন্ন। বিণ।
যুগ—১। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারিকাল; নির্দ্দিষ্টকাল পরিমাণ। যুজ্+ঘঞ্ কর্মবা (নিপা)। বি; ক্লীব। ২। যুগল, যোড়া। 'যুগ্ম'-শব্দজ। বি।
যুগধর্ম্ম(র্ম)—কালোপযোগী ধর্ম্ম; সময়োচিত চাল-চলন। যুগোচিত ধর্ম্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
যুগন্ধর—যুগকাষ্ঠে যে কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে তাহা; লাঙ্গলের ঈষা; গাড়ির বোম প্রভৃতি, কূবর; পর্ব্বতবিশেষ। উপতৎ; যুগ (জোয়ালি)—ধৃ (ধরা)+খচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।
যুগপৎ—একদা, এককালে। যুগ (যোড়া)—পদ্ (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃবা। অব্য।
যুগপ্রবর্ত্ত(র্ত)ক—যিনি নূতন যুগ অর্থাৎ নূতন ভাবধারা ও মতবাদ-বিশিষ্ট কালের প্রবর্ত্তন করেন। যুগের প্রবর্ত্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।
যুগযুগান্তর—বহুযুগ, বর্তমান যুগ এবং অন্য যুগ। যুগ এবং যুগান্তর, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।
যুগল—যুগ্ম, যোড়া। যুগ+লচ্ আছে অর্থে। বি; ক্লীব। [কর্মধা। বি; পুং।
যুগলমন্ত্র—লক্ষ্মীনারায়ণাদি-মন্ত্র। যুগল মন্ত্র,
যুগসন্ধি—দুই যুগের মিলন, একযুগের শেষ ও অন্য যুগের আরম্ভ (transition period). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
যুগান, যোগান—সংগ্রহ হওয়া বা করা; জুটান; সরবরাহ করা; যোগ করা। বাং ক্রি।
যুগান্ত—প্রলয়কাল, যুগের অবসান। যুগের অন্ত (শেষ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
যুগান্তর—অন্য যুগ। নিত্য। বি; ক্লীব।
যুগাবতার—সময়বিশেষে আবির্ভূত মানবজাতির পরিত্রাণকারী মহাপুরুষ। যুগের অবতার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
যুগী—জাতিবিশেষ, তন্তুবায়-জাতিবিশেষ। বাং প্র। বি।
যুগোপযোগী (-যোগিন্)—যে যুগে যাহা উচিত তদ্রূপ। যুগের উপযোগী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -যোগিনী।
যুগ্ম—১। যুগল, যোড়া, মিথুনরাশি। যুজ্ (যোগ করা)+মক্ কর্মবা। ২। দুই লোকের সম্বন্ধ; মেলন। যুজ্+মক্ ভাববা। বি; ক্লীব।
যুগ্মক—যুগল। যুগ্ম+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।
যুগ্মক সঙ্গীত—দুইজনে মিলিয়া গান, যুগল সঙ্গীত (duet).
যুগ্য—১। বাহন, যান। বি; ক্লীব। ২। যুগবাহী ('—পশু')। যুগ+যৎ যোগ্যার্থে, বহন করে অর্থে। বিণ।
যুঝা—বুঝাপড়া করা; তর্ক করা; যুদ্ধ করা। বাং ক্রি। [বাং ক্রি।
যুড়া, যোড়া—একত্র করা, সংযুক্ত করা।
যুত—১। যুক্ত, মিলিত; সংপৃক্ত। যু (যোগ করা)+ক্ত কর্তৃবা, কর্মবা। বিণ। ২। কায়দা; সুবিধা, যো। বাং প্র। বি।
যুতবেধ—'যামিত্রযুতবেধ' দ্রঃ।
যুতসই—সুবিধামত, যাহাতে ঠিক কায়দা হয় এমন। ৭মীতৎ। বিণ।
যুতা, যোতা—লাঙ্গল বা গাড়ীতে গরু মহিষ ঘোড়া প্রভৃতিকে যুড়িয়া দেওয়া। বাং ক্রি।
যুদ্ধ—লড়াই, সংগ্রাম, সমর, রণ; বিবাদ; গ্রহের গতিবিশেষ, গ্রহদিগের পরস্পর মিলন। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।
যুদ্ধকৌশল—লড়াই করিবার কায়দা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
যুদ্ধনীতি—লড়াইয়ের নিয়ম। যুদ্ধ-বিষয়িণী নীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
যুদ্ধপোত—লড়াই করিবার জাহাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
যুদ্ধবিগ্রহ—লড়াই ও ঝগড়া, সমর এবং বিবাদ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।
যুদ্ধবিদ্যা—রণবিদ্যা, সমরশাস্ত্র; যুদ্ধকৌশল। যুদ্ধবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
যুদ্ধবিশারদ—লড়াইয়ে ওস্তাদ, রণনিপুণ। ৭মীতৎ। বিণ।
যুদ্ধযাত্রা—যুদ্ধের জন্য যাওয়া; অভিযান। যুদ্ধার্থে যাত্রা, ৪র্থীতৎ। বি; স্ত্রী।
যুদ্ধাজীব—যোদ্ধা। যুদ্ধ আজীব (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
যুধিষ্ঠির—পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ, ধর্ম্মপুত্র। যুধি (যুদ্ধে) স্থির, অলুক ৭মীতৎ। বি; পুং।
যুধ্যমান—যে যুদ্ধ করিতেছে এমন, যুদ্ধকারী। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।
য়ুনানী—গ্রীসের পশ্চিমপার্শ্বস্থ সপ্তদ্বীপান্তর্গত; যাবনিক; ইউনানী। ইং 'Ionian'-শব্দজ। বিণ। **য়ুনানী চিকিৎসা**—গ্রীসদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রমতে চিকিৎসা।
যুবক—যুবা, তরুণ, প্রাপ্তযৌবন। যুবন্+কন্ স্বার্থে। বি; পুং, বা বিণ।
যুবগণ্ড—বয়সফোঁড়া, যুবা ব্যক্তির গণ্ডস্থ ব্রণবিশেষ। যুবার গণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।
যুবজানি—যুবতীর পতি, যাহার স্ত্রী যুবতী এমন ("পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি"—ভারতচন্দ্র)। যুবতী জায়া যাহার, বহুব্রী (জায়া-স্থানে জানি)। বিণ।
যুবতি, যুবতী—তরুণী, প্রাপ্তযৌবনা, ষোল বছর হইতে ত্রিশ বছর পর্য্যন্ত বয়স্কা; নবযৌবনা; হরিদ্রা। যুবন্ (যুবা)+তি, পক্ষে+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।
যুবরাজ—রাজপুত্র, রাজকুমার; রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং রাজকার্য্যে রাজার সাহায্যকারী রাজপুত্র। যুবা রাজা, কর্মধা +টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।
যুবা (যুবন্)—তরুণ, ১৬ বছর হইতে ৪০ বছর পর্য্যন্ত বয়স্ক; বলবান্; সুন্দর। যু (যোগ করা) +কনিন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—যূনী, যুবতি, যুবতী।
যুবান—যুবক, জোয়ান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
যুয়ান—১। যোগান; নির্গত হওয়া; সমর্থ হওয়া; রচিত হওয়া; কল্পনায় আনা; বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া। বাং ক্রি। ২। যুবক; বলবান্। ফার্সী 'জবান'-শব্দজ। বিণ।
যুযুৎসু—১। যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। বিণ। ২। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে তাঁহার বৈশ্য-পত্নীর গর্ভে জাত ধার্ম্মিক পুত্রবিশেষ। যুধ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। কুস্তীর প্যাঁচবিশেষ। জাপানী শব্দ। বি।

যুযুধান—যোদ্ধা, যুদ্ধকারী; ক্ষত্রিয়; সাত্যকি; ইন্দ্র। যুধ্ + কানচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

যুষ্মদীয়—তোমাদের সম্বন্ধীয়, তোমাদের। যুষ্মদ্ (তুমি) + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

যূঁই—যূথিকা পুষ্প। 'যূথিকা'-শব্দজ। বি।

যূথ—পশুপক্ষীর স্বজাতীয় পাল বা সমূহ। যু (যুক্ত হওয়া) + থক্ কর্তৃবা (উ-স্থানে ঊ)। বি; ক্লীব।

যূথনাথ, যূথপতি, যূথপ—বন্য গজপালের প্রধান। যূথের (পালের) নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; যূথ—পা (পালন করা) + ক কর্তৃবা। বি; পুং। [বিণ।

যূথভ্রষ্ট—দলছাড়া, দলচ্যুত। ৫মীতৎ।

যূথিকা, যূথী—মাগধীকুসুম, যুঁইফুল। যূথী (যুঁইফুল) + কন্ স্বার্থে + আপ্, যু + থক কর্তৃবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যূনী—যুবতী, তরুণী। যুবন্ + ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

যূপ—যজ্ঞস্তম্ভ; জয়স্তম্ভ; যজ্ঞীয়-পশুবন্ধনার্থ সংস্কৃত কাষ্ঠস্তম্ভ। যু (বন্ধন করা) + পক্ অধিবা (নিপা)। বি; পুং।

যূপকটক—যূপের মস্তকস্থিত বলয়াকার বা ডমরুর আকৃতিবিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ড, চষাল। যূপের কটক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

যূপকাষ্ঠ—হাড়িকাঠ (বলি দিবার)। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

যূষ—১। ঝোল, মাংস, ডাল প্রভৃতি রক্কাথ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। তুঁতগাছ, ব্রহ্মদারুবৃক্ষ। যূষ্ (বধ করা) + ক কর্তৃবা। বি; পুং।

যে—১। বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু। 'যদ্'-শব্দজ। সর্ব্ব। ২। পদ্যে বাক্যালঙ্কার; মিশ্রবাক্যান্তর্গত অপ্রধান বাক্যের আরম্ভে ব্যবহৃত শব্দ; প্রশ্নবোধক শব্দ; বিস্ময়সূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

যেই—যখনই, যৎক্ষণাৎ। বাং প্র। অব্য।

যেঁহু—যিনি। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। [সর্ব্ব।

যেখানে—যে স্থানে, যত্র। 'যৎস্থান'-শব্দজ।

যেথা, যেথায়—যেখানে। কবিপ্র। অব্য।

যেন—যথা, যেরূপ; যেরূপে; যাহাতে; উপমাননির্দ্দেশক শব্দ; উৎপ্রেক্ষাবাচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

যেন-তেন—যেমন তেমন। বাং প্র। বিণ।

যেন-তেন-প্রকারেণ—যেমন করিয়াই হউক; ছলে বলে অথবা কৌশলে।

যেমত, যেমতি—যেমন, যেরূপ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

যেমন—যদ্রূপ, যেমত, যেরূপ, যথা। যদ্ + মন (বাং) সদৃশার্থে। অব্য।

যেমনই, যেমনি—ঠিক যেমন; যেইমাত্র। যেমন + ই অবধারণার্থে। অব্য।

যে-সে—যে কোন ব্যক্তি; কোন নগণ্য ব্যক্তি। বাং প্র। সর্ব্ব।

যেহেতু—যে কারণ; কারণ (অনুবন্ধী শব্দ 'কাজেই', 'সুতরাং')। বাং প্র। অব্য।

যেহো—যিনি। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

যৈছন—১। যেরূপে। ক্রি-বিণ। ২। যেমন। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

যৈছে, যৈসে—যেরূপে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

যো—১। উপায়; শক্তি; সুবিধা, সুযোগ; ভূমির কর্ষণযোগ্য অবস্থা। 'যোগ'-শব্দজ। বি। ২। যে ("যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ"—গোবিন্দদাস)। সর্ব্ব বা বিণ। ৩। প্রীতি, প্রণয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

যোআলি, যোয়ালি—যুড়িবার কাঠ। 'যোক্ত্'-শব্দজ। বি।

যোই—যেরূপ। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

যোঁদা—অত্যধিক টক। প্রাদে। বিণ।

যোকারী—প্রণয়ী, প্রেমিক। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

যোক্তা (যোক্তৃ)—যোগকর্তা। যুজ্ (যোগ করা) + তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—যোক্ত্রী।

যোক্ত্র—লাঙ্গল বাঁধিবার দড়ি, যোতদড়ি; যোয়ালি। যুজ্ + ট্রন্ করণবা। বি; ক্লীব।

যোখা—মাপ করা; তুলনা করা। বাং ক্রি।

যোগ—১। মিলন, ঐক্য; সম্বন্ধ; সদ্ভাব; প্রয়োগ; জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ; যম নিয়ম ধ্যান ধারণা আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ (তত্তৎ শব্দ দ্রঃ); চিত্তবৃত্তিনিরোধ, মনের বিষয়ান্তর নিবৃত্তি; ধ্যান ধর্ম্মবন্ধন; ধনসম্পত্তির উপার্জ্জন ও বর্দ্ধন; দেহস্থৈর্য্য; অপূর্ব্ব অর্থপ্রাপ্তি; লাভ; শুভকাল; প্রণিধি; নৌকাদি যান; নিয়ম; উপযুক্ততা; (গণিত) দুই বা ততোধিক রাশির সমষ্টিকরণ। যুজ্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। বর্ম্ম, সাঁজোয়া; (জ্যোতিষ) প্রধান নক্ষত্র। যুজ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৩। উপায়, সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়; বশীকরণোপায়; বিষ্কুম্ভাদি যোগ; শকট; যুক্তি; কৌশল; ছল, প্রতারণা; ঔষধ; পরিণাম। যুজ্ + ঘঞ্ করণবা। **যোগে যাগে**—কলে কৌশলে। ৪। পতঞ্জলিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। যুজ্ + ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

যোগক্ষেম—যাহা এখনও পাওয়া হয় নাই তাহা পাওয়া এবং যাহা পাওয়া হইয়াছে তাহা রক্ষা করা, অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষণ; বাণিজ্যদ্রব্যের ভাটক ও খরিদ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মূল্য-নির্ণয়; শরীরের স্থিতিপালন; মঙ্গল; লভ্য; উত্তরাধিকারীর অবিভাজ্য ধন। যোগ (অলব্ধফলপুষ্পাদির সাধন) ও ক্ষেম (লব্ধশরীরাদির পালন), সমাহার দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

যোগজ—১। যোগ দ্বারা জাত, যৌগিক। বিণ। ২। যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্মবিশেষ; (ন্যায়মতে) প্রত্যক্ষসাধন অলৌকিক সন্নিকর্ষবিশেষ। বি; পুং। ৩। অগুরু। যোগ—জন্ + ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

যোগদান—সংযুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যোগনিদ্রা—১। যোগরূপ নিদ্রা, মন হইতে অন্য বিষয় দূর হওয়া রূপ নিদ্রা; প্রলয়কালে পরমেশ্বরের সমস্ত জীবকে বধ করার ইচ্ছা হেতু যোগব্যাপার। যোগ (মনের বিষয়ান্তরনিবৃত্তি)-রূপা নিদ্রা, রূপক কর্ম্মধা। ২। দুর্গা। যোগরূপা নিদ্রা যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী।

যোগনিষ্ঠ—ধ্যানপরায়ণ। যোগে নিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

যোগপট্টিকা—যোগীদিগের বস্ত্রবিশেষ। যোগার্থ পট্ট (বস্ত্র), মধ্যপ কর্ম্মধা + স্বার্থে কন্ + আপ্। বি; স্ত্রী।

যোগপদক—পূজাদিকালে ধারণীয় উত্তরীয়বিশেষ, যোগপাটা। যোগে পদ (স্থানে অর্থাৎ আয়োজন) যাহার, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বি; ক্লীব।

যোগপীঠ—যোগাসন। যোগের পীঠ (আসন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

যোগবল—যোগপ্রভাব, যোগের শক্তি। যোগজনিত বল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

যোগবাহী (-বাহিন্)—১। যোগদ্বারা বহনশীল। বিণ। স্ত্রী,—হিনী। ২। ক্ষারবিশেষ; পারদ, পারা; ভেষজাঙ্গ। যোগ—বহ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

যোগবিৎ (-বিদ্)—যোগী, তপস্বী। উপতৎ; যোগ—বিদ্ + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

যোগভ্রংশ—যোগমার্গ হইতে বিচ্যুতি। ৫মীতৎ। বি; পুং। বিণ,—ভ্রষ্ট।

যোগভ্রষ্ট—যে যোগকার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়াছে এমন, যোগমার্গ হইতে স্খলিত। ৫মীতৎ। বিণ। বি,—ভ্রংশ।

যোগমায়া—১। দুর্গা। যোগরূপা মায়া যাহার, বহুব্রী + আপ্। ২। ভগবানের জগৎসৃজনকারিণী শক্তি। যোগরূপা মায়া, রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

যোগমার্গ—যোগরূপ উপায়, যোগানুষ্ঠান পথ। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

যোগরূঢ়—(ব্যাকরণ) অবয়বশক্তি ও সমুদায় শক্তি দ্বারা অর্থবোধক, অর্থাৎ সমাস বা প্রকৃতি প্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ এবং তাহা ছাড়াও বিশেষ কোন বস্তুর অর্থ বাচক; যৌগিক অংচ রূঢ় (যেমন বারিদ—যে

বারি দান করে, মেঘ, অন্যকিছু নহে)। যোগ ও রূঢ়, দ্বন্দ্ব+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

যোগ-সাজশ—দুষ্কার্য্যে সহযোগিতা। বাং প্র। বি।

যোগসাধন, -সাধনা—যোগাভ্যাস, যম নিয়ম প্রাণায়াম প্রভৃতি অভ্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

যোগসিদ্ধ—যোগসাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ। বি, —সিদ্ধি।

যোগা—জোড়া-লাগান জিনিস, যুক্ত বস্তু; মিলিত অংশ; সংযোগ। বাং প্র। বি।

যোগাকর্ষণ—যে গুণ দ্বারা একাধিক পরমাণু একত্রিত হইয়া থাকে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় না তাহা; পরমাণুসমূহের সমষ্টিকরণ-শক্তি। যোগ দ্বারা আকর্ষণ, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

যোগাড়—কর্ম্মনির্ব্বাহের উপায়, কর্ম্মের উদ্‌যোগ; সংগ্রহ; সরবরাহ; সাহায্য। 'যোগ'-শব্দজ। বি।

যোগাড়যন্ত্র—কার্য্যসম্পাদনের আয়োজন। বাং প্র। বি।

যোগাড়িয়া, যোগাড়ে—সাহায্যকারী; সংগ্রহ বা যোগাড়-বিষয়ে দক্ষ। যোগাড়+ইয়া, এ নিপুণার্থে। বিণ।

যোগান—১। সরবরাহ করা। বাং ক্রি। ২। সাহায্য; সংগ্রহ; সরবরাহ। যোগা+ন ভাববা। বি।

যোগাযোগ—পরস্পর মিলন; সংস্রব; সামঞ্জস্য; চক্রান্ত। বাং প্র। বি।

যোগারূঢ়—ইন্দ্রিয়োপভোগ ইত্যাদিতে আসক্তিশূন্য সর্ব্বসংকল্পত্যাগী যোগী। যোগকে আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।

যোগাসন—যে কায়দায় বসিয়া যোগ সাধনা করা হয় তাহা, ধ্যানাসন, যোগসাধনার্থ উপবেশনবিশেষ; ব্রহ্মাসন। যোগের আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যোগাসীন—যোগ সাধনের জন্য যে বসিয়া রহিয়াছে এমন, যোগসাধনার্থ উপবিষ্ট। যোগের জন্য আসীন, ৪র্থীতৎ। বিণ।

যোগিনী—যোগকারিণী নারী; চতুঃষষ্টি-সংখ্যক দেবীবিশেষ; তিথিবিশেষ। যোগিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যোগিনীচক্র—(জ্যোতিষ) বিশেষ তিথিতে যোগিনীর বিশেষ দিকে অবস্থান [দক্ষিণে ও সম্মুখে যোগিনী থাকিলে তাহা বর্জ্জন করিয়া যাত্রা করিতে হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যোগী (যোগিন্)—তপস্বী; সন্ন্যাসী, দণ্ডী; ব্রহ্মবিদ্। যুজ্ (যোগ করা)+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী —যোগিনী।

যোগীন্দ্র—মহাদেব; শ্রেষ্ঠ যোগী। যোগীদিগের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

যোগীশ, যোগীশ্বর—শিব; যাজ্ঞবল্ক্য। যোগীদের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যোগেশ, যোগেশ্বর—শ্রীবিষ্ণু; শিব; যাজ্ঞবল্ক্যমুনি। যোগের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যোগ্য—উপযুক্ত; সমর্থ, শক্ত; প্রবীণ; নিপুণ; পবিত্র; প্রত্যক্ষ; যোগার্হ। যুজ্ (যোগ করা)+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—যোগ্যতা।

যোগ্যতা—উপযুক্ততা; ক্ষমতা; পবিত্রতা; পদার্থসকলের পরস্পর সম্বন্ধে বাধা না থাকা [যেমন, "অগ্নি দ্বারা শীতল করিতেছে" এখানে—অগ্নি দ্বারা শীতল করা অসম্ভব, সুতরাং পরস্পর সম্বন্ধে বাধা হইল ও যোগ্যতা হইল না]। যোগ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—যোগ্য।

যোগ্যা—উপযুক্তা। যোগ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

যোজক—১। সংযোগকারক, মেলক। বিণ। স্ত্রী—যোজিকা। ২। যে সংকীর্ণ ভূভাগ দুই বৃহৎ ভূভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে (isthmus). যুজ্+ণিচ্ (=যোজি—যোগ করান)+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

যোজন—১। চারিক্রোশ পরিমাণ [প্রায় ১২ মাইল]; পরমাত্মা। যুজ্+অনট্ অধিবা। ২। একত্রকরণ, মেলন; যোগ; সংঘটন। যুজ্ (যোগ করা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—যুক্ত।

যোজনগন্ধা—কস্তুরী। যোজন (চারিক্রোশ) ব্যাপী গন্ধ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

যোজনা—একত্রকরণ; মেলন; সংঘটন। যুজ্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—যোজিত।

যোজিত—মেলিত, একত্রীকৃত; নিয়মিত; রচিত। যুজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—যোজনা।

যোট—যোগ; জোড়া। 'যোটক'-শব্দজ। বি।

যোটক—১। যোটন, মেলন। যু+ট ভাববা+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। ঘটনা-কারক, ঘটক। 'যোট'-শব্দজ। বি।

যোটপাট—যোগাড়যন্ত্র, সংগ্রহ। বাং প্র। বি।

যোড়—১। যুগ্ম, মিলন; সংযোগ; দম্পতি; সমকক্ষ ব্যক্তি। 'যুগ্ম'-শব্দজ। বি। ২। যুক্ত, মিলিত। 'যুক্ত'-শব্দজ। বিণ।

যোড়া—১। যুগল; সংযোগ; সমকক্ষ ব্যক্তি বা বস্তু। বস্তুযুগলের অন্যতর। 'যুগ্ম'-শব্দজ। বি। ২। যুড়া। বাং ক্রি।

যোত—কাজের পালা; যোত্র; জমিদারের প্রজার অধিকৃত জমি। 'যোত্র' বা 'যোক্তৃ'-শব্দজ। বি।

যোত্র—যোয়াল; লাঙ্গলাদিবাহী বৃষাদির স্কন্ধস্থ কাষ্ঠবিশেষ, গরু-মহিষ প্রভৃতি বাঁধিবার দড়ি, যোতদড়ি; সম্পত্তি। যু (যোগ করা, বন্ধন করা)+ষ্ট্রন্ করণবা। বি; ক্লীব।

যোত্রহীন—সংস্থানশূন্য, নিঃস্ব, সম্পত্তিশূন্য। যোত্রদ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

যোদ্ধা (যোদ্ধৃ)—যুদ্ধকারক; সৈন্য। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

যোদ্ধৃবর্গ—যুদ্ধকারী ব্যক্তিগণ; সেনাগণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যোদ্ধৃবেশ—যোদ্ধার পোষাক, সৈনিকের পরিচ্ছেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যোধ—১। যুদ্ধ। যুধ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। যোদ্ধা। যুধ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

যোধন—১। যুদ্ধ। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অনট্ ভাববা। ২। যুদ্ধাস্ত্র। যুধ্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব। ৩। যোদ্ধা। যুধ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

যোধী (যোধিন্)—যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

যোনি—স্ত্রী-চিহ্ন, ভগ; উৎপত্তিস্থান; কারণ; জন্ম ('প্রেত—')। যু (যোগ করা)+নি কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা স্ত্রী।

যোনিজ—যোনি হইতে জাত; জরায়ুজ এবং অণ্ডজ। উপতৎ; যোনি—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

যোয়—পাহারা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

যোয়ান—বলিষ্ঠ যুবা ব্যক্তি; যমানী। 'যুবন্' বা 'যবানী'-শব্দজ। বি।

যোয়াল—জমি চাষ করিবার বা গাড়ী টানিবার জন্য দুইটি পশুর স্কন্ধে স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ড, যুগকাষ্ঠ। 'যোক্তৃ'-শব্দজ। বি।

যোষা—স্ত্রীলোক, নারী। যুষ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

যোষিৎ, যোষিতা—স্ত্রীলোক, নারী। যুষ্+ইতি কর্ত্তৃবা; পক্ষে আপ্। বি; স্ত্রী।

যৌ—লাক্ষা, লা। 'যাবক'-শব্দজ। বি।

যৌক্তিক—প্রামাণিক; যুক্তিসিদ্ধ; যুক্তিকারী। যুক্তি+ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

যৌগপদ্য—এককালীনতা, সমসাময়িকত্ব। যুগপৎ+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লীব।

যৌগিক—যোগ করার ফলে যাহা হইয়াছে এমন; (ব্যাকরণ) প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা অর্থবাচক। যোগ+ইক তবার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। **যৌগিক ক্রিয়া**—বাঙ্গালায় দুইটি শব্দ দ্বারা প্রকাশযোগ্য ক্রিয়া [যেমন—দান করা, প্রাপ্ত হওয়া, গমন করা ইত্যাদি]।

যৌগিক পদার্থ—(রসায়ন) একাধিক মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন দ্রব্য (compound).

যৌজনিক—যে যোজনপরিমিত পথ গমন করিতে পারে এমন। যোজন+ইক গমন করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

যৌতক, যৌতুক—বিবাহকালে বর বা কনেকে (সাধারণতঃ বরকে) যে অর্থ দেওয়া হয় তাহা; দম্পতির লব্ধধন, উদ্বাহিক; অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকালে দত্তধন। যুত+অণ্ সম্বন্ধার্থে+কন্ স্বার্থে; ২য় পক্ষে নিপাতনে 'ত'-স্থানে তু। বি; ক্লীব।

যৌথ—বহুলোক মিলিয়া যাহা করে এমন, মিলিত, সমবেত। যূথ+অণ্ ভবার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—যৌথী।

যৌধেয়—যোদ্ধা; যোদ্ধার পুত্র; প্রাচীন কালের উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্বাধীন জাতি-বিশেষ। যোধ+এয় স্বার্থে, অপত্যার্থে। বি; পুং।

যৌন—যোনিজাত; যোনিসম্বন্ধীয়; বিবাহ-সম্বন্ধীয়, স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম-সম্বন্ধীয় (sexual). যোনি+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

যৌবন—তারুণ্য, তরুণাবস্থা, ১৬ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স। যুবন্+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

যৌবনকণ্টক—বয়সফোঁড়া, যৌবন বয়সে মুখে উদ্গত ব্রণ প্রভৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যৌবনলক্ষণ—যৌবনের প্রকাশ; যৌবনের আবির্ভাবসূচক শারীরিক ও মানসিক অবস্থাবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

যৌবনশ্রী—তরুণ বয়সের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যৌবনাশ্ব—যুবনাশ্ব রাজার ছেলে, মান্ধাতা। যুবনাশ্ব+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

যৌবরাজ্য—যুবরাজের পদ, পিতৃসত্ত্বে পুত্রের রাজ্যপদ। যুবরাজ+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লীব।

[র]

র—১। সপ্তবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত হয়; ইহা অন্তঃস্থ বর্ণ]। ২। কামাগ্নি; অগ্নি; রঙ্গ, বর্ণ; স্বর্ণ; বেগ; উত্তাপ। বি; পুং। ৩। তীক্ষ্ণ। রা (দান করা)+ক কর্ত্তৃবা, কিংবা, রম্ (ক্রীড়া করা)+ড কর্ত্তৃবা। বিণ। ৪। থাম্; অপেক্ষা কর্। 'রহ'-শব্দজ। বাং ক্রি। ৫। সম্বন্ধ পদের বিভক্তি।

রই—১। পুকুরের মধ্যস্থলে প্রোথিত কাঠ ('রই কাঠ')। বি। ২। থাকি। বাং ক্রি। ৩। রহিয়া, থাকিয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।

রই রই—হৈ চৈ, কোলাহল।

রইঘর—ছই-ঘর, নৌকার ঘর। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রওনা, রওয়ানা—১। যাত্রা, গমন। বি। ২। প্রস্থিত, প্রেরিত। ফার্সী। বিণ।

রওব, রওয়াব—ভয়; গাম্ভীর্য্য। আর্বী। বি।

রং, রঙ—বর্ণ, রঙ্গ; রঞ্জক পদার্থ; তাসের মধ্যে যে জাতীয় তাস এক একবার প্রধান হয় তাহা। 'রঙ্গ'-শব্দজ। বি।

রং-চং—নানাপ্রকার রং। বাং প্র। বি।

রংচঙা, -চঙে—চিত্র-বিচিত্র। রংচঙ্+আ, এ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

রং-ঢং—হাস্য পরিহাস কৌতুকাদি। বাং প্র। বি। [বিণ।

রংবেরং—নানাবর্ণের; বিচিত্র। বাং প্র।

রক, রোয়াক—পাকা বারান্দা; দাওয়া; দালান; শান। তুর্কী 'রওয়াক'-শব্দজ। বি।

রকম—প্রকার, মত; রীতি, ধরণ; অঙ্ক-রাশি। আর্বী 'রকম্'-শব্দজ। বি।

রকমওয়ারী, রকম-রকম, রকমারি—নানা রকমের। বাং প্র। বিণ। [বি।

রকম-সকম—হাবভাব, ভঙ্গি। বাং প্র।

রকমারি, -রী—'রকমওয়ারী' দ্রঃ।

রক্ত—১। শোণিত, রুধির; কুঙ্কুম; তাম্র, তাঁবা; প্রাচীনামলক; পদ্মক; সিন্দূর; হিঙ্গুল। বি; ক্লীব। **বুকের রক্ত**—কষ্টার্জ্জিত ধন, প্রাণান্তকর পরিশ্রম। **রক্ত জল করা**—অত্যধিক পরিশ্রম করা। ২। কুসুম্ভ; হিজ্জল; লোহিতবর্ণ। রন্জ্+ক্ত করণবা। বি; পুং। ৩। অনুরক্ত, আসক্ত; ক্রীড়াসক্ত; রঞ্জিত, রং-করা; মধুর, সুশ্রাব্য ('—কণ্ঠ'); লোহিত, রাঙা। রন্জ্+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

রক্তক—১। রুধির; লাল কাপড়, রক্তবস্ত্র। রক্ত+কন্ স্বার্থে, আছে অর্থে, কিংবা, রক্ত—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। অনুরাগী, অনুরক্ত। রন্জ্+ক্ত কর্ত্তৃবা+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—রক্তিকা।

রক্তকণিকা—শরীরের মধ্যস্থিত রক্তবাহী ক্ষুদ্র কীট (blood corpuscles). ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রক্তকন্দ—পলা, প্রবাল, বিদ্রুম। রক্ত (লালবর্ণ) কন্দ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

রক্তকমল, রক্তকম্বল—লাল পদ্ম। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রক্তকাঞ্চন—একজাতীয় ফুলের গাছ। রক্ত কাঞ্চন, কর্ম্মধা। বি; পুং।

রক্তকুমুদ, -কৈরব, -কোকনদ—রক্তবর্ণ পদ্ম। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রক্তক্ষয়ী (-য়িন্)—যাহাতে বহুলোকের রক্তপাত অর্থাৎ বিনাশ হয় এমন ('—সংগ্রাম')। উপতৎ; রক্ত—ক্ষি+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

রক্তগঙ্গা—অত্যধিক রক্তস্রোতঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রক্তচন্দন—লাল রঙের চন্দন কাঠ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

রক্তচিত্রক—রাংচিতার গাছ। কর্ম্মধা।

রক্তচূর্ণ—সিন্দূর; লাল রঙের গুঁড়া। রক্ত (লালবর্ণ) চূর্ণ (গুঁড়া), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রক্তজবা—লাল জবা ফুল। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী

রক্তজবারাগ—লাল জবা ফুলের বর্ণ অত্যধিক রক্তবর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রক্তজিহ্ব—লালবর্ণ-জিহ্বাবিশিষ্ট। রক্ত (লালবর্ণ) জিহ্বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

রক্ততুণ্ড—লাল রঙের ঠোঁটবিশিষ্ট। রক্ত (লালবর্ণ) তুণ্ড (চঞ্চু) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

রক্তদন্তিকা, -দন্তী—ভগবতীর রূপ-বিশেষ। রক্ত (লালবর্ণ) দন্ত যাঁহার, বহুব্রী+ঈপ্; ১ম পক্ষে রক্তদন্ত+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

রক্তদুষ্টি—রক্তের খারাপ অবস্থা; রক্তের সহিত চর্ম্মরোগজনক বীজাণুর মিশ্রণ ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রক্তধাতু—রক্তবর্ণ ধাতু; দেহজাত শোণিত ধাতু; গৈরিক, গিরিমাটি; তামা। কর্ম্মধা বি; পুং।

রক্তনেত্র—১। যাহার চোখ রাগে লাল হইয়াছে এমন; রক্তবর্ণ-চক্ষুর্বিশিষ্ট। বহুব্রী বিণ। ২। লাল চক্ষু। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রক্তপ—১। রাক্ষস। বি; পুং। ২। রক্ত

পানকারী। উপতৎ; রক্ত (শোণিত)—পা (পান করা)+ক কর্তৃবা। বিণ।

রক্তপল্লব—অশোকবৃক্ষ। রক্ত পল্লব যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

রক্তপা—১। জোঁক, জলৌকা; ডাকিনী; রাক্ষসী। বি; স্ত্রী। ২। রক্তপানকারিণী। রক্তপ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রক্তপাত—রক্ত পড়া; হত্যা; দেহ হইতে শোণিতক্ষরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রক্তপাদ—১। যাহার পা রক্তবর্ণ এমন। রক্ত পাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। লোহিত-বর্ণ চরণ। কর্মধা। বি; পুং।

রক্তপান—রক্ত খাওয়া, শোণিত-পান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রক্তপায়িনী—১। জলৌকা, জোঁক। বি; স্ত্রী। ২। রক্তপানকারিণী। রক্তপায়িন্ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রক্তপায়ী (-পায়িন্)—১। যে সকল কীট রক্ত পান করে তাহারা; ছারপোকা, মৎকুণ। বি; পুং। ২। রক্তপানকারী। উপতৎ; রক্ত—পা+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পায়িনী।

রক্তপিত্ত—রোগবিশেষ; অকস্মাৎ রক্ত-বমন। রক্তদূষক পিত্ত (শরীরস্থ ধাতুবিশেষ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

রক্তপিপাসা—রক্তপানের ইচ্ছা; বধোন্মাদনা, হত্যা করিবার প্রবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রক্তপিপাসু—রক্তপান করিতে ইচ্ছুক; অত্যধিক হত্যা-প্রবৃত্তিযুক্ত। ২য়াতৎ। বিণ।

রক্তপুষ্প—১। লাল ফুল। রক্ত পুষ্প, কর্মধা। বি; ক্লীব। ২। করবীর; রক্ত-কাঞ্চনবৃক্ষ; রোহিতবৃক্ষ; বকবৃক্ষ; বন্ধুক-বৃক্ষ; পুন্নাগবৃক্ষ। রক্ত পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

রক্তবর্ণ—১। লাল রঙ্। কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহার রঙ লাল এমন। রক্ত বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

রক্তবহ—শোণিতবহনকারী, যাহা দ্বারা শোণিত সঞ্চালিত হয় এমন। রক্ত—বহ্ +অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

রক্তবাহী (-বাহিন্)—যাহার ভিতর দিয়া শোণিত প্রবাহিত হয় এমন, শোণিত-বাহক। উপতৎ; রক্ত—বহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাহিনী।

রক্তবীজ—১। অসুরবিশেষ। রক্ত (শোণিত) বীজ যাহার, বহুব্রী। ২। ডালিম। রক্ত (লোহিতবর্ণ) বীজ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

রক্তবৃন্তা—শেফালিকা-ফুল। রক্ত বৃন্ত যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

রক্তমাংস—শোণিত ও মাংস। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব। **রক্তমাংসের শরীর**—সহজে আঘাত অনুভব করে এইরূপ কোমল মনুষ্য-দেহ বা মন; সুখ দুঃখ প্রভৃতি অনুভবক্ষম মানুষ।

রক্তমোক্ষণ—শোণিতস্রাবণ, রক্ত বাহির করা। রক্তের মোক্ষণ (মোচন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রক্তরেণু—১। সিন্দুর। রক্ত (লালবর্ণ) রেণু (ধূলি), কর্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। পুন্নাগবৃক্ষ। রক্ত রেণু (পরাগ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

রক্তলোচন—১। যাহার চক্ষু লাল এমন। রক্ত লোচন (নেত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। লাল চক্ষু। রক্ত লোচন, কর্মধা। বি; ক্লীব।

রক্তশোষক—যে নিঃশেষে রক্ত চুষিয়া খায় এমন, শোণিতশোষণকারী; শ্রমিক-দিগের বা দরিদ্রের অর্থ শোষণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—শোষিকা।

রক্তশোষণ—রক্ত চুষিয়া খাওয়া; নিঃশেষে রক্ত-পান; (লক্ষণার্থে) অর্থশোষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ,—শোষক।

রক্তশোষা—কাকলাস। বাং উপতৎ। বি।

রক্তশোষী (-শোষিন্)—রক্তশোষক, রক্ত-শোষণকারী। উপতৎ; রক্ত—শুষ্+ণিচ্ +ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শোষিণী।

রক্তস্রাব—রক্ত বাহির হওয়া; শোণিত নিঃসরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রক্তস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—শোণিতের প্রবাহ; দেহের শিরা এবং ধমনীতে সঞ্চরমাণা রক্তধারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রক্তা—১। কুঁচ; লাক্ষা, লা। রন্জ্+ক্ত কর্তৃবা, করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অনুরক্তা, আসক্তা। রন্জ্+ক্ত কর্তৃবা +আপ্। ৩। রক্তবর্ণা। রন্জ্+ক্ত কর্মবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রক্তাক্ত—১। রক্তচন্দন। বি; ক্লীব। ২। শোণিতমিশ্রিত; শোণিতলিপ্ত; রুধির-রঞ্জিত। রক্ত দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রক্তাক্ষ—যাহার চোখ লাল এমন, রক্তবর্ণ-চক্ষুর্বিশিষ্ট; ক্রূর। রক্ত (লালবর্ণ) অক্ষি (নেত্র) যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ।

রক্তাঙ্গ—১। মঙ্গলগ্রহ। বি; পুং। ২। কুঙ্কুম; প্রবাল, পলা। বি; ক্লীব। ৩। যাহার দেহ লাল এমন, রক্তদেহ। রক্ত (লাল-বর্ণ) অঙ্গ (দেহ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গী, —ঙ্গা।

রক্তাঙ্গী—১। জীবন্তী; মঞ্জিষ্ঠা। বি; স্ত্রী। ২। রক্তবর্ণ-দেহযুক্তা। রক্তাঙ্গ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রক্তাতি(তী)সার—রোগবিশেষ। রক্ত-মিশ্রিত অতি(তী)সার (উদরাময়), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রক্তাভ—ঈষৎ লাল। রক্তের ন্যায় আভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

রক্তাম্বর—১। লাল রঙের কাপড়। রক্ত অম্বর (পরিধেয়), কর্মধা। বি; ক্লীব। ২। যে লাল রঙের কাপড় পরিয়াছে এমন। বহুব্রী। বিণ।

রক্তারক্তি—খুনাখুনি, পরস্পরের রক্তপাত। ব্যতীহার বহুব্রী। বাং প্র। বি।

রক্তাশয়—রক্তের আধার, হৃৎপিণ্ড। রক্তের আশয় (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রক্তিকা—গুঞ্জা; রাজিকা। রক্ত (লালবর্ণ) +কন্ সদৃশার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

রক্তিম—লাল; ঈষৎ লাল। বাং প্র। বিণ।

রক্তিমা (-মন্)—লাল রঙ্, শোণিতবর্ণ। রক্ত (শোণিত)+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

রক্তোৎপল—১। লাল পদ্ম। রক্ত (লাল-বর্ণ) উৎপল (পদ্ম), কর্মধা। বি; ক্লীব। ২। শাল্মলীবৃক্ষ। রক্ত উৎপল (তৎসদৃশ পুষ্প) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

রক্তোপল—গিরিমাটি, গৈরিক। রক্ত উপল, কর্মধা। বি; পুং।

রক্ষ—১। রক্ষাকর্তা। রক্ষ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ২। রক্ষা। রক্ষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

রক্ষঃ (রক্ষস্), **রক্ষ**—রাক্ষস। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অসুন্ অপাবা (যাহা হইতে যজ্ঞাদি রক্ষা করা হয়)। বি; ক্লীব।

রক্ষক—রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা; ত্রাণকর্তা। রক্ষ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—রক্ষিকা।

রক্ষণ—১। পালন; রক্ষা, পরিত্রাণ। রক্ষ্ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—রক্ষণীয়, রক্ষিত। ২। পালনকারী; রক্ষক। রক্ষ্+অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী—রক্ষণী।

রক্ষণাবেক্ষণ—দেখা শুনা করিয়া রক্ষা করা; প্রতিপালন এবং তত্ত্বাবধান। রক্ষণ ও অবেক্ষণ, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

রক্ষণীয়—রক্ষা করিবার যোগ্য, রক্ষণার্হ। রক্ষ্+অনীয় কর্মবা। বিণ। বি—রক্ষণ, রক্ষা।

রক্ষা—১। পালন। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অ ভাববা+আপ্। ২। রাখী; ভস্ম; লাক্ষা। রক্ষ্+অ করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—রক্ষণীয়, রক্ষিত। ৩। পালনকারিণী। রক্ষ +আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বিণ; স্ত্রী।

রক্ষিকা—রক্ষাকারিণী। রক্ষক+আপ্।

রক্ষিণী—রক্ষাকারিণী। রক্ষ্+ণিন্ কর্তৃবা +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রক্ষিত—১। যাহাকে রক্ষা করা হইয়াছে এমন; পরিত্রাত; পালিত। বিণ। ২।

উপাধিবিশেষ ; বৈদিক-গ্রন্থবিশেষ। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বি ; পুং।

রক্ষিতা—১। পালিতা ; পরিত্রাতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। উপপত্নী, অর্থাদি দ্বারা পোষিতা বেশ্যা। রক্ষিত+আপ্। বাং প্র। বি ; স্ত্রী।

রক্ষিতা (রক্ষিতৃ), **রক্ষী** (রক্ষিন্)—রক্ষাকারী ("এমন বিপদে কেবা আমার রক্ষিতা"—কৃত্তিবাস)। রক্ষ্+তৃন্, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী, —ণী।

রক্ষিসৈন্য—কোন স্থান বা ব্যক্তিকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ বা অন্য কোন প্রকার অপকার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত সৈন্য। রক্ষী যে সৈন্য, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

রক্ষী (রক্ষিন্)—রক্ষাকারী ; প্রহরী। রক্ষ্ +ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—রক্ষিণী।

রক্ষোঘ্ন, রক্ষোহা (-হন্)—রাক্ষসনাশক, রাক্ষসঘাতক। উপতৎ ; রক্ষস্ (রাক্ষস)—হন্+টক্ কর্ত্তৃবা, রক্ষস্—হন্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী। [মনুষ্য কর্ত্তা হইলে প্রত্যয় ক এবং স্ত্রীলিঙ্গে,—ঘ্না]।

রক্ষোনাথ—রাক্ষসদিগের রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রক্ষোরথী (-থিন্)—রথারোহী নিশাচর ; রাক্ষসযোদ্ধা। রক্ষোজাতীয় রথী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [পুং।

রক্ষোরাজ—রাক্ষসরাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

রক্ষোহা (-হন্)—'রক্ষোঘ্ন' দ্রঃ।

রক্ষ্য—রক্ষা করিবার যোগ্য, রক্ষণীয় ; বারণীয়। রক্ষ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—রক্ষণ, রক্ষা। [বি।

রগ—কপালের দুই পাশের শিরা। ফার্সী।

রগচটা—যে সহজেই চটিয়া যায় এমন, ক্রোধনস্বভাব ; রুক্ষপ্রকৃতি। বহুব্রী। বিণ।

রগড়—রহস্য, তামাসা, কৌতুক ; বাদ্যের শব্দ ; ঢক্কাদিতে আঘাতের উপক্রম ; মর্দ্দন, ডলা, পেষণ ; বড় ঢাক। 'দ্রগড়'-শব্দজ। বি।

রগড়ান—একবিষয়ের অত্যধিক আলোচনা করা ; ঘর্ষণ করা ; মর্দ্দন করা। বাং ক্রি। বি—রগড়ানি।

রগড়িয়া, রগুড়ে—কৌতুকপ্রিয় ; কৌতুককারী। রগড়+ইয়া, এ প্রিয়ার্থে। বিণ। [বিণ—রগ্‌রগে।

রগ্‌রগ—উজ্জ্বলতা-প্রকাশ। বাং প্র। অব্য।

রঘুকুল—সূর্য্যবংশীয় রাজা, রঘুর বংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

রঘুকুলতিলক—রঘুবংশীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রঘুনন্দন—শ্রীরামচন্দ্র। রঘুর নন্দন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রঘুনাথ, -পতি, -বর, -শ্রেষ্ঠ—শ্রীরামচন্দ্র। রঘুদের নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ ; রঘুদের মধ্যে বর, শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

রঘুমণি—শ্রীরামচন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রঙ—'রং' দ্রঃ। [বাং ক্রি।

রঙান, রঙ্গান—রং দেওয়া, রঞ্জিত করা।

রঙিন, রঙীন, রঙ্গিন, রঙ্গীন—নানা রং দ্বারা চিত্রবিচিত্র, রঞ্জিত। রঙ্, রঙ্গ +ইন, ঈন বিশিষ্টার্থে। বিণ।

রঙ্গ—১। রঙ্, বর্ণ ; রঞ্জকদ্রব্য ; টঙ্কণ ; খদিরসার ; তামাসা, কৌতুক, রগড় ; পরিহাস ; নাট্য-নৃত্য-গীত-অভিনয়াদি। রন্‌জ্+ঘঞ্ করণবা। ২। আমোদপূর্ব্বক হেলিতে দুলিতে ভাবভঙ্গি প্রকাশ করণ। রন্‌জ্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। নাট্যশালা ; রণভূমি। রন্‌জ্+ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং। ৪। রাঙ্ ধাতু। রন্‌জ্+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং বা ক্লীব। [বাং প্র। বি।

রঙ্গচঙ্গ—নানাবর্ণ ; অঙ্গভঙ্গি ; হাসিঠাট্টা।

রঙ্গচঙ্গে—নানা রঙে রঙান, চিত্রবিচিত্র। রঙ্গচঙ্গ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

রঙ্গচিঙ্গা—চেঙ্গড়া ছেলে, যাহারা রঙ্গ দেখিতে ভালবাসে এমন বালকবৃন্দ ("শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা"—ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রঙ্গদার—কৌতুককারী ; মজাদার। রঙ্গ +দার কর্ত্তা অর্থে, বিশিষ্টার্থে। বিণ।

রঙ্গন—রঙ্ করা, চিত্রকরণ ; একপ্রকার ফুল। বাং প্র। বি।

রঙ্গপ্রিয়—কৌতুকপ্রিয়। বহুব্রী। বিণ।

রঙ্গভঙ্গ—কৌতুকজনক কথাবার্ত্তা অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি। রঙ্গোদ্দীপক ভঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি ; পুং।

রঙ্গভূমি—যাত্রা-থিয়েটারের জায়গা, অভিনয় মঞ্চ, নাট্যশালা ; যুদ্ধক্ষেত্র ; কুস্তির আড্ডা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

রঙ্গমঞ্চ—ষ্টেজ, অভিনয়ের নিমিত্ত উন্নত স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রঙ্গমহল, রংমহল—মুসলমান সম্রাট্ এবং বড়লোকদিগের আমোদ-প্রমোদ করিবার গৃহ ; প্রমোদভবন। ফার্সী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

রঙ্গমাতা (-মাতৃ), **-মাতৃকা**—দূতী, কুট্টনী ; লাক্ষা, লা। রঙ্গের (অনুরাগের, বর্ণের) মাতা, ৬ষ্ঠীতৎ, পক্ষে স্বার্থে কন্+ আপ্। বি ; স্ত্রী।

রঙ্গরস—হাসিঠাট্টা, কৌতুক-পরিহাসাদি। রঙ্গযুক্ত রস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

রঙ্গরেজ—মুসলমান জাতিবিশেষ (ইহারা সূতা রঙ্ করে)। ফার্সী। বি।

রঙ্গশালা—রঙ্গভূমি, অভিনয়গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

রঙ্গস্থল—রঙ্গভূমি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

রঙ্গাজীব—শিল্পিবিশেষ ; চিত্রকর ; নাট্যকারক, নট। রঙ্গ (রঞ্জন, নাট্য) আজীব যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

রঙ্গাবতারক—নট ; নাট্যকারক। রঙ্গের অবতারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রঙ্গাবতারিকা, রঙ্গাবতারিণী—অভিনেত্রী, নটী। রঙ্গের অবতারিকা, ৬ষ্ঠীতৎ ; (২য় পক্ষে) উপতৎ ; রঙ্গ—অব —তৄ+ণিচ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

রঙ্গালয়—অভিনয়গৃহ, নাট্যশালা। রঙ্গের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রঙ্গিণী—হাস্যপরিহাসযুক্তা রমণী, রঙ্গবিশিষ্টা। রঙ্গিন্+ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

রঙ্গিত—রাঙানো ; ভূষিত। রঙ্গ+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

রঙ্গিন, রঙ্গীন—'রঙিন' দ্রঃ।

রঙ্গিয়া—রসিক ; রসিকা ; কৌতুক বা আমোদযুক্তা, সদানন্দ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

রঙ্গিল, রঙ্গিলা—মজাদার ; আমোদপ্রিয় ; রঙ্গদার, রঙীন। হিন্দী। বিণ।

রঙ্গী (রঙ্গিন্)—রঙ্গবিশিষ্ট, রঞ্জিত ; অনুরাগী। রঙ্গ (রঙ্, অনুরাগ)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—রঙ্গিণী।

রঙ্গীন—'রঙিন' দ্রঃ।

রচক—যে তৈয়ার করে এমন, রচনাকারক। রচ+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—রচিকা।

রচন, রচনা—তৈয়ার, নির্ম্মাণ, গঠন, প্রস্তুতকরণ ; শ্রেণীগঠনপূর্ব্বক বিন্যাস, সাজান ; অর্পণ ; ভূষণ ; স্থাপন ; লিখিত বিষয়, রচিত বস্তু ; যাহা সাজাইয়া গুছাইয়া লেখা হয়, প্রবন্ধ গল্প ইত্যাদি। রচ+ণিচ্ অনট্ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা, কর্ম্মবা+আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—রচনীয়, রচিত।

রচনা-কৌশল—তৈয়ার করার কায়দা ; নির্ম্মাণের অসাধারণ উপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

রচনাপদ্ধতি, -প্রণালী—তৈয়ার করিবার ধারা, গঠনরীতি ; রচনা করিবার বা লিখিবার নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

রচনা-শৈলী—রচনা-রীতি, লিখিবার বিশিষ্ট ধারা। রচনার শৈলী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

রচনীয়—রচনার যোগ্য, যাহা রচনা করিতে হইবে এমন। রচ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—রচন, রচনা।

রচয়িতা (-য়িতৃ)—রচনাকর্ত্তা ; নির্ম্মাতা। রচ+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

রচা—১। তৈয়ারী, প্রস্তুত, নির্ম্মিত ; কল্পিত। বিণ। ২। রচনা করা ; কল্পনা করা। কবিপ্র। বাং ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র—**রচতহি, রচয়ে**—রচনা করে। **রচহ**—রচনা কর]।

রচিত—প্রস্তুত, নির্ম্মিত, গঠিত, কৃত ; শোভিত ; গ্রথিত ; বিন্যস্ত ; অর্পিত ;

পরিষ্কৃত। রচ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—রচন, রচনা।

রছি—রশি। হিন্দীমূলক। বি।

রজঃ (রজস্‌)—ধূলা; পুষ্পরেণু, পরাগ; স্ত্রীলোকের মাসে মাসে যোনিনিঃসৃত রক্ত, ঋতু; ইচ্ছা; দ্বেষরাগঅহঙ্কারাদির কারণ গুণবিশেষ। রন্‌জ্‌+ক, অসুন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, ক্লীব।

রজক—ধোপা, বস্ত্রপরিষ্কারক; তীবরপত্নী-গর্ভে ধীবরের ঔরসে জাত জাতিবিশেষ; রঙ্‌কারক। রন্‌জ্‌+অক (ণ্বুন্‌) কর্ত্তৃবা, শিল্পী অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, —কী।

রজকিনী—ধোপানী, রজকী ("শোন রজকিনী রামী"—চণ্ডীদাস)। কবিপ্র। বি; স্ত্রী। [ঈপ্‌। বি বা বিণ; স্ত্রী।

রজকী—ধোপানী; রঙ্গকারিণী। রজক+

রজত—১। রূপা, রৌপ্য। রন্‌জ্‌ (রঙ্‌ করা)+অতচ্‌ অথবা, কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ২। শাদা, শুভ্রবর্ণ। রন্‌জ্‌+অতচ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

রজতগিরি, রজতাচল, রজতাদ্রি—শাদা পাহাড়, ধবলগিরি। রজত (শাদা) গিরি, অচল, অদ্রি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

রজতগিরিনিভ—রূপার পর্ব্বতের মত। রজতগিরির তুল্য এইবাক্যে, নিত্য। বিণ।

রজতধবল, -শুভ্র—রূপার মত শাদা। রজতের ন্যায় ধবল, শুভ্র, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

রজতাচল, রজতাদ্রি—'রজতগিরি' দ্রঃ।

রজন—বণিগ্‌দ্রব্যবিশেষ। ইং 'resin'-শব্দজ। বি।

রজনি, রজনী—রাত্রি, নিশা। রন্‌জ্‌+অনি অথবা, পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

রজনীকর—নিশাপতি, চন্দ্র। রজনীতে কর (কিরণ) যাঁহার, বহুব্রী; অথবা, উপতৎ; রজনী—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রজনীকান্ত—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রজনীগন্ধা—শ্বেতবর্ণ পুষ্পবিশেষ। রজনীতে গন্ধ যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

রজনীচর—নিশাচর, রাক্ষস; তস্কর; প্রহরী। উপতৎ; রজনী—চর্‌+ট কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রজনীজল—শিশির, নীহার, হিম। রজনী-ক্ষরিত জল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রজনীমুখ—প্রদোষ, সূর্য্যের অস্তকাল হইতে চারিদণ্ড কাল, সন্ধ্যাকাল, নিশামুখ। রজনীর মুখ (আদ্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রজস্বলা—ঋতুমতী। রজস্‌+বলচ্‌ আছে অর্থে+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

রজোজনিত—রজোগুণ হইতে জাত; ধূলি হইতে উৎপন্ন; স্ত্রীলোকের ঋতু হইতে উৎপন্ন; স্ত্রী-ঋতুসম্বন্ধীয়। রজঃদ্বারা জনিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রজোদর্শন—স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুস্রাব, আদ্যঋতু। রজের (রজস্‌-শব্দ) দর্শন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রজ্জু—দড়ি, বন্ধনী; বেণী, চুলের বিউনি। সৃজ্‌+উ কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

রজ্জুভ্রম—দড়ি ভিন্ন অন্য বস্তুকে দড়ি বলিয়া বোধ ("সর্পে রজ্জুভ্রম—হেন অন্ধ করেছে নয়ন"—গিরিশ ঘোষ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রঞ্জক—প্রীতিকারক, অনুরাগজনক; বস্ত্রাদির রংকারক। রন্‌জ্‌—ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—রঞ্জিকা।

রঞ্জকঘর—যে ঘরে বারুদ রাখা হয় তাহা, কামান ও বন্দুকের অগ্নিদানার্থ ছিদ্র। বাং প্র। বি।

রঞ্জন—১। মনের মধ্যে প্রীতি বা সন্তোষ জন্মান, সন্তুষ্টকরণ; রং করা। রন্‌জ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—রঞ্জিত। ২। প্রীতিকর বা রাগজনক (মনোরঞ্জন)। রন্‌জ+ণিচ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

রঞ্জনরশ্মি—রঞ্জন (রোণ্টজেন) সাহেবের আবিষ্কৃত আলোকবিশেষ (X-ray). Rontgen+রশ্মি। বি।

রঞ্জনী—হলুদ; হরিদ্রা; নীলী; মঞ্জিষ্ঠা; শেফালিকা; হরিদ্রা পর্পটী। রঞ্জন+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

রঞ্জিত—যাহা রং করা হইয়াছে এমন, রাঙ্গান, ছোবান; তর্পিত, সন্তোষিত, যাহার অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। রন্‌জ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—রঞ্জন।

রটন, রটনা—প্রচার, ঘোষণা; বিবরণ; কথন; খ্যাতি। রট্‌+অনট্‌ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্‌। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—রটিত।

রটন্তী—মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। রট্‌+শতৃ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

রটা—প্রচার হওয়া, রাষ্ট্র হওয়া; রব করা; প্রার্থনা করা। বাং ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র—**রটই, রটতি**—শব্দ করে; বাজায়; বাজে। **রটতহি**—ধ্বনি করে; উচ্চারণ করে।]

রটান—প্রচার করা, রাষ্ট্র করা। বাং ক্রি।

রটানিয়া, রটানে—প্রচারকারী। রটা+নিয়া, নে কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ।

রটিত—প্রচারিত, ঘোষিত; খ্যাত; কথিত। রট্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—রটন, রটনা।

রড়—রথ কিংবা গাড়ী প্রভৃতির তাড়াতাড়ি যাওয়ার শব্দ; দৌড়, দ্রুতগমন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রণ—১। যুদ্ধ, সমর, সংগ্রাম; কলহ। রণ্‌ (শব্দ করা)+অপ্‌ অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। শব্দ, রব। রণ্‌+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং।

রণকৌশল—যুদ্ধ করিবার কায়দা, সমর-নৈপুণ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রণক্ষেত্র—যুদ্ধের স্থান, সমরভূমি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রণজয়ী (-জয়িন্‌)—যে যুদ্ধে জয়লাভ করে এমন। ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জয়িনী।

রণজিৎ—যুদ্ধজয়কারী। উপতৎ; রণ—জি+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ।

রণতরঙ্গ—যুদ্ধরূপ সমুদ্রের ঢেউ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

রণতরি, -তরী—যুদ্ধজাহাজ। ৬ষ্ঠীতৎ।

রণদেবতা—যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; রণ-সংঘটক দেব; (লক্ষণার্থে বা ব্যঙ্গার্থে) যুদ্ধনায়ক। রণের দেবতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রণধীর—যুদ্ধে অটল; বীর। ৭মীতৎ। বিণ।

রণন—রুণুরুণু শব্দ, ধ্বনন। রণ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

রণনীতি—যুদ্ধকৌশল; সমরপ্রথা। রণের নীতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রণনৈপুণ্য—যুদ্ধবিষয়ে দক্ষতা। ৭মীতৎ। বি; ক্লীব। [ক্লীব।

রণবাদ্য—যুদ্ধের বাজনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

রণবেশ—যুদ্ধসজ্জা। রণোপযোগী বেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রণমত্ত—যে যুদ্ধে মাতিয়া গিয়াছে এমন, যুদ্ধোন্মত্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

রণমাতঙ্গ—যুদ্ধের হাতী। রণের মাতঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রণমুখো—যুদ্ধগমনে উদ্যত; মারমুখো। রণে মুখ, ৭মীতৎ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে অথবা বহুব্রী। বিণ।

রণযাত্রা—যুদ্ধের জন্য যাওয়া। রণের জন্য যাত্রা, ৪র্থীতৎ। বি; স্ত্রী।

রণরঙ্গ(ং গ)—যুদ্ধরূপ আমোদ; যুদ্ধোন্মাদনা। ৭মীতৎ বা রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

রণরঙ্গি(ং গি)নী—যে নারী যুদ্ধে মাতিয়া গিয়াছে এমন, যুদ্ধোন্মত্তা; (ব্যঙ্গার্থে) ভীষণভাবে ঝগড়ায় ব্যাপৃতা। রণরঙ্গ+ইন্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

রণরণ—১। নূপুর প্রভৃতি বাজিবার শব্দ, ঝঙ্কার। বাং প্র। অব্য। ২। মশক, মশা। রণ (অনুকরণশব্দ)—রণ্‌+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রণরণি—রুণুরুণু শব্দ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রণসঙ্কুল—১। ঘোরতর যুদ্ধ, তুমুল লড়াই, হুড়াহুড়ি। রণই সঙ্কুল, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যুদ্ধপূর্ণ। রণ দ্বারা সঙ্কুল, ৩য়াতৎ। বিণ; পুং বা ক্লীব। স্ত্রী,—সঙ্কুলা।

রণসজ্জা—লড়াইয়ের সাজ, যুদ্ধোপযোগী বেশ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রণসাজ—যুদ্ধবেশ। 'রণসজ্জা'-শব্দজ। বি।
রণস্থল—যুদ্ধক্ষেত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
রণাঙ্গন—যুদ্ধভূমি, সমরক্ষেত্র। রণের অঙ্গন (উঠান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
রণিত—১। শব্দিত, শব্দ-করা। রণ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। শব্দ। রণ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।
রণ্ড—ধূর্ত্ত; আশ্রমহীন; বর্ম্মবিহীন; অর্দ্ধাবস্থব; বন্ধ্য, যে ব্যক্তির সন্তান হয় নাই এমন; যে বৃক্ষলতার ফল বা পুষ্প হয় না এমন। রণ্+ড কর্তৃবা। বিণ।
রণ্ডক—ফলহীন গাছ, রাঁড়া গাছ; লতাবিশেষ, মূষিকপর্ণী; স্বনামপ্রসিদ্ধ ছন্দোবিশেষ। রণ্ড (রাঁড়)+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।
রণ্ডা—১। বেশ্যা, রাঁড়; বিধবা; ইঁদুরকানী গাছ। রণ্+ড কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ধূর্ত্তা; বন্ধ্যা। রণ্ড+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
রণ্ডাশ্রমী (-শ্রমিন্)—১। আটচল্লিশ বছর বয়সের পর যে ব্যক্তির স্ত্রী মারা যায় এমন। রণ্ড (বিফল) আশ্রম, কর্ম্মধা; রণ্ডাশ্রম+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। ভবঘুরে; বয়াটে; বেশ্যাগামী। অশিষ্ট প্রঃ। বিণ।
রত—১। মৈথুন, রতি, রমণ। রম্ (ক্রীড়া করা)+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অনুরক্ত, আসক্ত। রম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৩। শক্তি, সামর্থ্য। বাং প্র। বি।
রতকূজিত—স্ত্রী-সংসর্গকালীন সুখব্যঞ্জক অব্যক্ত ধ্বনিবিশেষ, মণিত। রত (রমণ)-জনিত কূজিত (অব্যক্তধ্বনি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
রতন—রত্ন। কবিপ্র। বি।
রতি—১। কামদেবের স্ত্রী। রম্+ক্তিচ্ কর্তৃবা। ২। অনুরাগ, আসক্তি; ক্রীড়া; রমণ; প্রীতি, সন্তোষ। রম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। ৩। এক কুঁচ পরিমাণ; অতি অল্প পরিমাণ। 'রক্তিকা'-শব্দজ। বি।
রতিকুহর, -গৃহ, -মন্দির—যোনি, স্ত্রী-চিহ্ন। রতির কুহর, গৃহ, মন্দির, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
রতিক্রিয়া—স্ত্রী-পুরুষের যৌনসম্ভোগ, মৈথুন। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
রতিগুরু—স্বামী। ৭মীতৎ। বি; পুং।
রতিগৃহ—'রতিকুহর' দ্রঃ।
রতিপতি, -প্রিয়, -রমণ—কন্দর্প, মদন। রতির পতি, প্রিয়, রমণ (যে রমণ করে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রতিবন্ধ—স্ত্রী-সম্ভোগের ষোড়শ-প্রকার রীতি। রতির বন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রতিমদা—স্বর্গবিদ্যাধরী, অপ্সরা। রতি (রমণ)—মদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
রতিমন্দির—'রতিকুহর' দ্রঃ।
রতিরমণ—'রতিপতি' দ্রঃ।
রতিলক্ষ—রমণ, নিধুবন। রতির লক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, রতি লক্ষ (লক্ষ্য বস্তু) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।
রতিশক্তি—রমণসামর্থ্য। রতিযোগ্য শক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
রতুয়া, রতো—অকেজো। বাং প্র। বিণ।
রত্তি, রত্তিকা—পরিমাণবিশেষ, গুঞ্জা, কুঁচ, রতি; গুঞ্জাফল; (তাহা হইতে) বিন্দু, অতি অল্প মাত্রা। 'রক্তিকা'-শব্দজ। বি।
রত্ন—মণি মুক্তা স্বর্ণাদি বহুমূল্য উৎকৃষ্ট বস্তু; মাণিক্য; বজ্র; যে-কোন-জাতীয় বস্তুর মধ্যে উৎকৃষ্ট; শ্রেষ্ঠবস্তু। রম্+ন কর্তৃবা (ম-স্থানে ত)। বি; ক্লীব।
রত্নখচিত—যাহার মধ্যে মণিমাণিক্য বসান আছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।
রত্নগর্ভ(র্ব্ভ)—সমুদ্র; কুবের। রত্ন গর্ভে, গর্ব্ভে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
রত্নগর্ভা(র্ব্ভা)—সৎপুত্রবতী নারী; পৃথিবী। রত্নগর্ভ+আপ্। বি; স্ত্রী।
রত্নজীবী (-জীবিন্), **-বণিক্** (-বণিজ্)—মণিকার, রত্নবিক্রেতা, জহুরি। উপতৎ; রত্ন—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা; রত্নের বণিক্ (বণিজ্), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রত্নত্রিতয়—সদ্দৃষ্টি জ্ঞান ও চরিত্র—এই তিন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
রত্নদ্বীপ—প্রবালদ্বীপ। রত্নগঠিত দ্বীপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।
রত্নপ্রসূ—১। মণিমাণিক্য প্রভৃতি উৎপাদনকারিণী; সৎপুত্রপ্রসবিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
রত্নপ্রসূত—রত্ন হইতে জাত। ৫মীতৎ। বিণ।
রত্নপ্রসূতি—১। শুক্তি। বি; স্ত্রী। ২। রত্নোৎপাদিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।
রত্নবণিক্ (বণিজ্)—'রত্নজীবী' দ্রঃ।
রত্নবতী—১। পৃথিবী। বি; স্ত্রী। ২। রত্নযুক্তা। রত্ন+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
রত্নমণ্ডিত—রত্ন দ্বারা ভূষিত। ৩য়াতৎ। [বিণ।
রত্নময়—মণিময়, মণিনির্ম্মিত। রত্ন+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।
রত্নমুখ্য—হীরক, হীরা। রত্নমধ্যে মুখ্য (প্রধান), ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।
রত্নাকর—সমুদ্র; রত্নখনি; (কৃত্তিবাস মতে) বাল্মীকির পূর্ব্ব নাম। রত্নের আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রত্নাঙ্ক—রত্নচিহ্ন। রত্নের অঙ্ক (চিহ্ন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রত্নাবলী—১। রত্নশ্রেণী; রত্নহার। রত্নের আবলী (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বৎসরাজ-পত্নী; শ্রীহর্ষকৃত চতুরঙ্কান্বিত নাট্যগ্রন্থবিশেষ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। রত্নের আবলী যাঁহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।
রত্নাভরণ—১। মণিময় অলঙ্কার, জড়োয়া গহনা। রত্নখচিত আভরণ, মধ্যপ কর্ম্মধা ২। মণিমাণিক্য ও অলঙ্কার। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।
রত্নালঙ্কার—জড়োয়া গহনা। রত্নখচিত বা রত্ননির্ম্মিত অলঙ্কার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
রথ—চক্রযুক্ত যুদ্ধযান; শকটাদি; স্যন্দন; বাহন; শরীর; চরণ; বেতসবৃক্ষ; বঞ্জুললতা; তিনিশবৃক্ষ; বানীর। রম্+ক্থন্ করণবা, অধিবা। বি; পুং।
রথকর, -কার—ছুতার, সূত্রধর; মাহিষ্য হইতে করণীতে জাত জাতিবিশেষ। উপতৎ; রথ—কৃ+ট, অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।
রথগর্ভ(র্ব্ভ)ক—মানুষে টানা গাড়ী, শিবিকা, ডুলি প্রভৃতি। রথের ন্যায় গর্ভ, গর্ব্ভ (অভ্যন্তর) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি; পুং।
রথচরণ, -পদ, -পাদ—১। চাকা, চক্র; রথচক্র। রথের চরণ, পদ, পাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব, পুং। ২। চক্রবাকপক্ষী। রথের ন্যায় চরণ, পদ, পাদ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
রথযন্তা (-যন্তৃ)—সারথি, রথের নিয়ামক ("কেবল থাকহ তুমি রথযন্তা হয়ে"—কাশীরাম)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রথযাত্রা—আষাঢ়-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে অনুষ্ঠিত উৎসববিশেষ। রথসম্বন্ধীয় যাত্রা (উৎসব), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
রথাঙ্গ—১। চাকা, চক্র। রথের অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। চক্রবাকপক্ষী। রথের ন্যায় অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
রথাঙ্গপাণি—চক্রপাণি, শ্রীবিষ্ণু। রথাঙ্গ (চক্র) পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
রথাঙ্গী (রথাঙ্গিন্)—চক্রধর, শ্রীহরি। রথাঙ্গ (চক্র)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।
রথারূঢ়—যে রথে চড়িয়াছে এমন; রথে উপবিষ্ট। রথে আরূঢ়, ৭মীতৎ; বা, রথকে আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।
রথারোহী (-রোহিন্)—রথস্থ যোদ্ধা। উপতৎ; রথ—আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -হিণী।
রথিক, রথী (-রথিন্)—রথারূঢ় ব্যক্তি; রথস্বামী, রথস্থ যোদ্ধা। রথ+ইক (ঠন্), ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।
রথ্য—১। রথ-টানা ঘোড়া। রথ+যৎ বহন করে অর্থে। বি; পুং। ২। চাকা, চক্র।

রথ+যৎ যোগ্যার্থে। বি; ক্লীব। ৩। রথ-সম্বন্ধীয়। রথ+যৎ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রথ্যা—১। রাস্তা, পথ, বর্ত্ম; রথসমূহ; আবর্ত্তনী; চত্বর। রথ+যৎ গমনযোগ্য অর্থে, সমূহার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। রথ-সম্বন্ধীয়া। রথ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রদ—১। দাঁত, দন্ত। রদ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। উৎখাত, খনন। রদ্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং। ৩। রহিত; প্রতিবাদ; খারিজ। আর্বী। বি বা বিণ।

রদচ্ছদ, রদনচ্ছদ—ওষ্ঠ, দন্তচ্ছদ; অধর। রদ, রদন (দাঁত)—ছদ্+ণিচ্ (আচ্ছাদন করা)+ঘ করণবা। বি; পুং।

রদন—১। দন্ত, দাঁত ("বদনে রদন নড়ে"—ভারতচন্দ্র)। রদ্+অনট্ করণবা। বি; পুং। ২। ছেদন; খনন। রদ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

রদনচ্ছদ—'রদচ্ছদ' দ্রঃ।

রদনী (-নিন্), **রদী** (রদিন্)—দন্তী, হাতী, গজ। রদন, রদ (দন্ত)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

রদ্দি, রদ্দী—অপকৃষ্ট; বাতিল; অকর্ম্মণ্য; পরিত্যক্ত। আর্বী 'রদ্দী'-শব্দজ। বিণ।

রদী (রদিন্)—'রদনী' দ্রঃ।

রন-পা—পায়ে লাগাইয়া হাঁটিবার নিমিত্ত বংশদণ্ড। বাং প্র। বি।

রন্ধন—পাক, রান্না। রধ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—রন্ধিত।

রন্ধনকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), **-কর্তা**—পাচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —কর্ত্রী।

রন্ধনশালা—রান্নাঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রন্ধনাগার—রান্নাঘর। রন্ধনের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রন্ধিত—যাহা রান্না করা হইয়াছে এমন, কৃতরন্ধন। রধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—রন্ধন।

রন্ধ্র—গর্ত্ত, বিবর, ছিদ্র; কুক্ষি; অন্যায়; আলস্যাদি দোষ; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে অষ্টমস্থান। রম্+ক্বিপ্ ভাববা; রম্—ধৃ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

রন্ধ্রগত—ছিদ্রে উপস্থিত; মারাত্মক স্থানে উপস্থিত; (জ্যোতিষ) লগ্নের অষ্টমস্থানে অবস্থিত। ২য়াতৎ। বিণ। [বি।

রপট—খাটুনি, বৃথা ভ্রমণ ইত্যাদি। বাং প্র।

রপ্ত—অভ্যস্ত। আর্বী 'রব্‌ৎ'-শব্দজ। বিণ।

রপ্তে রপ্তে—ক্রমশঃ।

রপ্তানি, রপ্তানী—বিদেশে চালান। ফার্সী 'রফ্‌তানি'-শব্দজ। বি।

রফা—ঝগড়া মিটান; শান্তি; শেষ আপোষ; আপোষচুক্তি। আর্বী। বি।

দফা রফা—সর্ব্বনাশ; অত্যধিক হয়রানি বা ক্ষতি; বিনাশ।

রফানামা—আপোষ-মীমাংসার পত্র। রফা+নামা লিপি অর্থে। বি।

রব—শব্দ, ধ্বনি; গোলমাল। রু+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

রবণ—১। উট, উষ্ট্র; গর্দ্দভ; কোকিল। বি; পুং। ২। কাঁসা, কাংস্য। বি; ক্লীব। ৩। তীক্ষ্ণ; শব্দায়মান। রু (শব্দ করা)+অন কর্ত্তৃবা। বিণ। ৪। শব্দকরণ। রু+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

রবাব—প্রাচীন ভারতের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; রুদ্রবীণা। ফার্সী। বি।

রবার—একপ্রকার গাছের আঠা হইতে প্রস্তুত স্থিতিস্থাপক দ্রব্য। ইং rubber. বি।

রবাহূত—যে বিনা নিমন্ত্রণে ভোজ-ব্যাপারে যোগদান করিয়াছে এমন; যে শুধু ভোজন বা আমোদ-প্রমোদের শব্দ পাইয়াই আসিয়াছে এমন। রবদ্বারা আহূত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রবি—সূর্য্য, ভানু; নায়ক; আকন্দবৃক্ষ; রক্ত অশোকবৃক্ষ। রু+ই কর্ম্মবা। বি; পুং।

রবিকর—রৌদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রবিকান্ত—সূর্য্যকান্তমণি। রবি (সূর্য্য) হইতে কান্ত (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী, বা রবির (সূর্য্যের) কান্ত (প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রবিখন্দ—বসন্তকালের ফসল। বাং প্র। বি।

রবিজ, -তনয়, -নন্দন, -সুত—সূর্য্যপুত্র, যম; শনি; সুগ্রীব; সাবর্ণি ও বৈবস্বত মনু। উপতৎ; রবি—জন্+ড কর্ত্তৃবা; রবির তনয়, নন্দন, সুত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রবিজা, -তনয়া, -নন্দিনী, -সুতা—যমুনা, কালিন্দী। রবিজ+আপ্; রবির তনয়া, নন্দিনী, সুতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রবিতনয়, -নন্দন—'রবিজ' দ্রঃ।

রবিনাথ—১। পদ্ম। বি; ক্লীব। ২। বন্ধূক পুষ্প। রবি (সূর্য্য) নাথ (প্রভু) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

রবিপ্রিয়—১। তামা, তাম্র; রক্তকমল। বি; ক্লীব। ২। করবীর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রবিবাসর—রবিবার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

রবিশস্য—বসন্তকালীন ফসল। রবিপক্ক শস্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রবিসুত—'রবিজ' দ্রঃ।

রবিসুতা—'রবিজা' দ্রঃ।

রভস—১। ঔৎসুক্য; বেগ, শীঘ্রতা; রসাবেশ; হর্ষ; শোক; অনুতাপ; পূর্ব্বাপর-বিবেচনা; কার্য্যকারণ-গবেষণা; অভিধান-বিশেষ; বলাৎকার। রভ্ (উৎসুক হওয়া)+অসচ্ ভাববা। বি; পুং। ২। রহস্য; সম্ভোগ; কেলিবিলাস। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রম—১। পতি, স্বামী; কামদেব। রম্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। আনন্দজনক। রম্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

রমক—উপপতি, জার। রম্ (ক্রীড়া করা)+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রমজান—মুসলমানদিগের রোজার মাস। ফার্সী। বি।

রমজানী—চালাকি, স্পর্দ্ধা। ফার্সী। বি।

রমণ—১। পতি; কন্দর্প, কামদেব। বি; পুং। ২। প্রিয়; সন্তোষ-বিধানকারী। রম্+ণিচ্+অন, অনট্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। জঘন। রম্+অনট্ অধিবা। ৪। সুরত, রতি, মৈথুন; ক্রীড়া। রম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। [ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রমণী—নারী; সুন্দরী স্ত্রী; পত্নী। রমণ+

রমণীয়, রম্য—সুন্দর, মনোরম, যাহা প্রতি-মুহূর্ত্তে নব নব মনোহর ভাব বা রূপ ধারণ করে এমন। রম্+অনীয় কর্ত্তৃবা, যৎ করণবা, অধিবা। বিণ।

রমণীসুলভ—স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। ৭মীতৎ। বিণ।

রমন্যাস—চিত্তাকর্ষক ঘটনা বা তদ্বিষয়ক গ্রন্থ (romance). নবগঠিত শব্দ। বি।

রমা—১। লক্ষ্মী; উপপত্নী; প্রিয়া; শোভা। রম্+ণিচ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। ২। উপ-ভোগ করা; বিহার করা; ক্রীড়া করা। কবিপ্র। ক্রি [প্রাঃ কবিপ্র—**রমই**—রমণ করে। **রমইতে**—রমণ করিতে। **রময়ে**—রমণ করে; তুষ্ট করে। **রমহ**—রমণ কর।]

রমাকান্ত, -নাথ, -পতি—নারায়ণ, বিষ্ণু, লক্ষ্মীশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রমাপ্রিয়—১। পদ্ম। বি; ক্লীব। ২। বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রমারম—১। মাতামাতি। বি। ২। জাঁক-জমকের সহিত; অতিরিক্ত ভাবে; সোজা-সুজি। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

রমিত—যে স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়াছে এমন, কৃতরমণ; রতিপ্রাপিত। রম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

রমেন্দ্র, রমেশ, রমেশ্বর—রমাপতি, নারায়ণ, বিষ্ণু। রমার (লক্ষ্মীর) ইন্দ্র, ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রম্ভা—১। কলা, কদলী; অপ্সরোবিশেষ; দেবীবিশেষ, গৌরী; বেশ্যা। রন্ভ্ (শব্দ করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। ২। গোধ্বনি। রন্ভ্+ঘঞ্ ভাববা+আপ্। ৩। উত্তর-দিক্। রন্ভ্+ঘঞ্ অধিবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

রম্ভোরু—যে স্ত্রীর উরু কলা গাছের মত এমন। রম্ভার ন্যায় উরু (অর্থাৎ জঘন) যাহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

রম্য—'রমণীয়' দ্রঃ।

রম্যা—১। রাত্রি; স্থলপদ্মিনী। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দরী, রমণীয়া; রমণযোগ্যা। রম্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রয়—১। নদীপ্রবাহ, স্রোতঃ; বেগ। রয়্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। থাকে; শোভা পায়; টিকে। বাং ক্রি।

রয়টার—পৃথিবীর সংবাদসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। ইং Reuter. বি। [বি।

রলা—শালগাছ; গাছের সরু ডাল। বাং প্র।

রশনচৌকি, রোশনচৌকি—সানাই প্রভৃতি যন্ত্রের একযোগে বাদ্য। ফার্সী। বি।

রশনা—জিহ্বা; স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট প্রভৃতি। রশ্+অন কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

রশা, রসা—১। ঝোল। প্রাদে। ২। কাছি, দড়ি। বি। ৩। আধপচা। বাং প্র। বিণ। ৪। আধপচা হওয়া। বাং ক্রি।

রশি, রসী—১। দড়ি। ফার্সীমূলক। ২। থেনো মদের উপরে জমা জলবৎ সুরা। বাং প্র। বি। [বি।

রশুন—মূলবিশেষ, লশুন। 'রশুন'-শব্দজ।

রশ্মি—কিরণ; লাগাম; রজ্জু; পক্ষ্ম। অশ্+মি কর্তৃবা (অ-স্থানে র)। বি; পুং।

রস—জিহ্বার দ্বারা গ্রহণযোগ্য মাধুর্য্য তিক্ততা ইত্যাদি গুণ, আস্বাদ; কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর—এই ছয়; কাব্যশাস্ত্রের সারস্বরূপ মনকে নানাভাবে আপ্লুত করিবার গুণবিশেষ [সহৃদয় জনসমূহের মনে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে তাহাকে রস বলে, ইহা শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্ত—এই নয় প্রকার। কেহ কেহ বাৎসল্যকেও রস বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে রস দশ প্রকার]; অনুরাগ; অভিপ্রায়; যুষ; দ্রববস্তু; জল; ভোগ্যবস্তু; বিষ; সুবর্ণ; মাধুর্য্যাদি গুণ; পারদ; দেহস্থ ধাতুবিশেষ; শুক্রধাতু। রস্+ক ঘঞর্থে কর্ম্মবা। বি; পুং।

রসকরা, রসকোরা—একপ্রকার নারিকেল-নাড়ু। বাং প্র। বি।

রসকর্পূর—পারদঘটিত ঔষধবিশেষ। বাং প্র। বি।

রসকলা—মৃদুমিষ্ট স্বর; মদমত্তের গীত। রসজনিকা কলা (স্বর), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রসকলি—বৈষ্ণবদিগের ললাটস্থ সরু তিলক। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।

রসকস—সামান্যমাত্রও রস বা স্বাদ।

রসকেশর—কর্পূর। রসযুক্ত কেশর (কিঞ্জল্কসদৃশ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

রসকোরা—'রসকরা' দ্রঃ।

রসগর্ভ(র্ভ)—১। রসাঞ্জন। রস (পারদ) গর্ভ (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহুব্রী। ২। যাহাতে খুব রস আছে এমন, সরস। রস গর্ভে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

রসগোল্লা—ছানায় প্রস্তুত গোলাকার মিষ্টদ্রব্যবিশেষ। রসযুক্ত গোল্লা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

রসগ্রহ—রস বা ভাব গ্রহণ, রস বা ভাব উপলব্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রসগ্রাহী (-হিন্)—যে রস উপলব্ধি করে এমন; যাহাতে রসের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এমন ('—আলোচনা')। উপতৎ; রস—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

রসঘন—অত্যন্ত রসাল, রসে পরিপূর্ণ। রসহেতু ঘন, ৩য়াতৎ। বিণ।

রসঘ্ন—১। সোহাগা, টঙ্কণ। বি; পুং। ২। রসনাশক। উপতৎ; রস—হন্+টক্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী।

রসজ—১। রক্ত। বি; ক্লীব। ২। গুড়; মদ্যকীট। উপতৎ; রস—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

রসজ্ঞ—রসিক; ভাবুক; স্বাদগ্রাহী, সমঝদার; সামাজিক। উপতৎ; রস—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ। বি,—তা।

রসজ্ঞতা—রসিকতা; সমঝদারের গুণ। রসজ্ঞ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—রসজ্ঞ।

রসজ্ঞা—১। জিহ্বা, রসনা। বি; স্ত্রী। ২। রসগ্রাহিণী; ভাবগ্রাহিণী। রসজ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রসতড়কা—শিশুদিগের একপ্রকার খেঁচুনি রোগ। বাং প্র। বি।

রসদ—১। সৈন্যদিগের আহারীয় দ্রব্য। ফার্সী। বি। ২। রসিক; সুরস। উপতৎ; রস—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

রসন—১। জিহ্বা। রস্+অন কর্তৃবা। ২। রসগ্রহণ, আস্বাদন; শব্দ, ধ্বনি; ধ্বনন। রস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। মেখলা, কটিভূষণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রসনা—জিহ্বা; কাঞ্চি, মেখলা; রজ্জু, পাশ; গন্ধভদ্রা, রাস্না। রসন+আপ্। বি; স্ত্রী।

রসনায়ক—মহাদেব, শিব। রসের (পারদের) নায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রসনেন্দ্রিয়—জিহ্বা। রসনের (আস্বাদনের) ইন্দ্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বিণ।

রসপ্রিয়—রসিক। রস প্রিয় যাহার, বহুব্রী।

রসবড়া—কলা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত চিনির রসে পাক-করা পিঠা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

রসবড়ি—বিষ ঔষধ, পারামিশ্রিত ঔষধবিশেষ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

রসবতী—১। রান্নাঘর। বি; স্ত্রী। ২। রসজ্ঞা ('—রমণী')। রস+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রসবেত্তা (-বেতৃ)—রসজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বেত্রী।

রসবোধ—রস উপলব্ধি ও উপভোগ করিবার শক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রসভঙ্গ—রসের উপভোগে বাধা; রসবর্ণনায় একভাবে অন্যভাব আনয়ন হেতু রসনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রসভরা—রসপূর্ণ, সরস। ৩য়াতৎ। বিণ।

রসভাষ—সরস বাক্য। রসপূর্ণ ভাষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রসমঞ্জরী—১। নায়ক-নায়িকাভেদক গ্রন্থবিশেষ। রসের মঞ্জরী যাহাতে, বহুব্রী। ২। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

রসময়—রসস্বরূপ; রসাত্মক। রস+ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

রসমরা—শুক্‌না, শুষ্ক। রস মরিয়াছে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

রসরঙ্গ—হাসিঠাট্টা, কৌতুকাদি। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রসরাজ—১। রসাঞ্জন; পারদ। রস (দ্রবপদার্থ) মধ্যে রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। ২। রসিকশ্রেষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণ। রসবিষয়ে রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ (টচ্)। বি; পুং।

রসলদার—ঘোড়সওয়ার, অশ্বারোহী সেনানী। (আর্বী) রসল+(ফার্সী) দার। বি।

রসশালা—রাসায়নিক পরীক্ষাগৃহ। রসপরীক্ষণীয় শালা (গৃহ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রসসিদ্ধ—রসায়নবিদ্যা; রসায়নী বিদ্যায় পণ্ডিত। ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

রসসিন্দুর—(বৈদ্যক) ঔষধবিশেষ, পারদজাত সিন্দুরবিশেষ। রসজাত সিন্দুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রসস্থ—(বৈদ্যক) কফে ভারাক্রান্ত; শ্লেষ্মাযুক্ত। উপতৎ; রস—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

রসা—১। জিহ্বা, রসনা; পৃথিবী; দ্রাক্ষা। রস+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। রশা। 'রশ্মি'-শব্দজ। বি। ৩। রসযুক্ত, জলো। রস+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

রসাঞ্জন—একপ্রকার গন্ধকঘটিত রাসায়নিক পদার্থ। রসজাত অঞ্জন (কজ্জল), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রসাতল—পাতাল, সাত প্রকার জগতের মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্থ জগৎ; ভূতল। রসার (পৃথিবীর) তল (অধোভাগ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রসাত্মক—সরস, রসগর্ভ, রসাল। রস আত্মা যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

রসাধার—সূর্য্য। রসের (জলের) আধার (মূল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রসাধিক্য—রসবৃদ্ধি, রসের বাহুল্য; শ্লেষ্মাবৃদ্ধি। রসের আধিক্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রসান—১। ভিজান, আর্দ্রীকরণ; স্বর্ণাদি

মার্জ্জন করা ; উজ্জ্বল করা। বাং ক্রি। ২। অলঙ্কার প্রভৃতি ঘষিয়া উজ্জ্বল করিবার পাথর বা জল ; যাহা রসে ভাবনা দেওয়া হয় ; উৎসাহ-বাক্য ; উত্তেজক ঔষধবিশেষ। 'রসায়ন'-শব্দজ। বি।

রসাবেশ—রসের উদ্রেক বা তজ্জনিত বিহ্বলতা। রসের আবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ ; বা, রসজনিত আবেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

রসাভাস—অনুচিত বিষয়ে রসবর্ণন ; নীচরস ; একরসের বর্ণনে অন্য রসের অবতারণা হেতু রসভঙ্গ, রসবিচ্যুতি। রসের আভাস (সাদৃশ্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রসাম্ল—১। বৃক্ষাম্ল। রসদ্বারা অম্ল, ৩য়াতৎ। বি ; ক্লীব। ২। অম্লবেতস। রস অম্ল যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

রসায়ন—১। জরা ও ব্যাধিনাশক দীর্ঘজীবনকর ঔষধবিশেষ ; আনন্দজনক বা রসে পূর্ণ বস্তু ; বিষবিশেষ। রসের অয়ন যদ্দারা, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। দুই বা বহু পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত হইলে কখন কখন গুণান্তর বা রসান্তর প্রাপ্ত হইয়া যে অন্য এক বস্তুতে পরিণত হয় সেই বিষয়ের জ্ঞানসাধন বিদ্যা বা শাস্ত্র (Chemistry). রসের (পারদের) অয়ন (কার্য্য) আছে যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

রসায়নফলা—হরীতকী। রসায়নজনক ফল যাহার, বহুব্রী + আপ্। বি ; স্ত্রী।

রসায়নবিদ্যা, -শাস্ত্র—যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে রূঢ় পদার্থসকলের গুণ এবং তাহাদের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের বিষয় ও তৎসম্ভূত ক্রিয়াবিকারাদি জানিতে পারা যায় তাহা (Chemistry). রসায়নসম্বন্ধীয় বিদ্যা, শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

রসারসি—দড়িদড়া। ফার্সীমূলক। বি।

রসাল—১। আমগাছ। বি ; পুং। ২। রসযুক্ত। উপতৎ ; রস—আ—লা + ক কর্তৃবা। বিণ।

রসালা—১। জিহ্বা, রসনা ; পুষ্পবিশেষ ; দূর্ব্বা ; দ্রাক্ষা ; পেয়বিশেষ। বি ; স্ত্রী। ২। রসযুক্তা। রসাল + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রসালাপ—রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা, রসপূর্ণ কথোপকথন ; সরস প্রেমালাপ। রসপূর্ণ আলাপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

রসাস্বাদ, -স্বাদন—রস উপভোগ। রসের আস্বাদ, আস্বাদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লীব।

রসাস্বাদী (-দিন্)—১। রসের আস্বাদনকারী। বিণ। স্ত্রী,—দিনী। ২। ভ্রমর। উপতৎ ; রস—আ—স্বদ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

রসি, রসী—'রশি' দ্রঃ।

রসিক—রসজ্ঞ, রসবোধবিশিষ্ট ; স্বাদগ্রাহী। রস + ইক (ঠন্) জ্ঞাতার্থে। বিণ। স্ত্রী—রসিকা ; (প্রাঃ কবিপ্র) রসিকিনী। বি, —তা।

রসিকতা—রঙ্গরস ; আদিরস বা হাস্যরসের উত্থাপন ; কৌতুক। রসিক + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—রসিক।

রসিকা—১। জিহ্বা, রসনা ; কাক্বী ; গুড়। বি ; স্ত্রী। ২। রসজ্ঞা। রসিক + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রসিকেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। রসিকদের (ভগবৎপ্রেমিকদের) ঈশ্বর (প্রভু, উপাস্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রসিত—১। ধ্বনি, শব্দ ; মেঘের শব্দ। রস্ (শব্দ করা) + ক্ত ভাববা। ২। আস্বাদ। রস্ (আস্বাদন করা) + ক্ত ভাববা। ৩। স্বাদিত ; শব্দিত ; স্বর্ণাদি দ্বারা খচিত। রস্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

রসিদ, রশিদ—অর্থ বা কোন বস্তুর প্রাপ্তিস্বীকারসূচক পত্র। ফার্সী। বি। [বিণ।

রসিয়া—রসিক ; রসিকা। প্রাঃ কবিপ্র।

রসুই—রন্ধন। 'রসবতী'-শব্দজ। বি।

রসুই -বাস—রন্ধনও ভোজন। বাং প্র। বি।

রসুন, রসুন, রসোন—মূলবিশেষ, রোস্না, লশুন [গরুড় ইন্দ্রের নিকট হইতে সুধা হরণ করিবার সময় কিঞ্চিৎ সুধা ভূপতিত হইলে তাহা হইতে রসুনের উৎপত্তি হয়]। রস্ + উন, ঊন, কর্ম্মবা, ৩য় পক্ষে রস—উন্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং। [ফার্সী। বি।

রসুম, রুসুম—মাশুল, শুল্ক, কেরায়া।

রসুয়ে—রান্নাকারী পাচক। রসুই + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

রসুল, রসূল—পয়গম্বর ; আল্লাহ্‌র বাণীপ্রচারক। আর্বী। বি।

রসুলে করিম—আল্লাহ্‌র রসুল ; হজরত মোহাম্মদ (দঃ)। আর্বী। বি।

রসেন্দ্র—পারা, পারদ। রস (দ্রববস্তু)-মধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

রসোত্তীর্ণ—আরব্ধ রসের বর্ণনা বা পরিবেষণে সার্থক বা সফল। ২য়াতৎ। বিণ।

রসোদ্গার—অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকট নায়ক বা নায়িকার প্রিয়সমাগম ও সম্ভোগাদির বিষয় বর্ণন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রসোদ্ভব—রসজাত। রস হইতে উদ্ভব (জন্ম) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

রসোপল—মুক্তা, মৌক্তিক। রস (জল)-জাত উপল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

রহ—১। গোপনীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ; সুরত, মৈথুন। রহ্ + ক ঘঞর্থে, কর্ম্মবা। বি ; পুং। ২। থাম, রাখ ; থাক। বাং ক্রি।

রহঃ (-স্), **রহ**—১। সুরত, শৃঙ্গার। রহ্ বা রম্ + অস্ ভাববা। ২। নির্জ্জনে। রম্ + অস্ অধিবা ('ম'-স্থানে 'হ')। অব্য। ৩। নির্জ্জন, গোপনীয় ('—বিষয়')। বিণ।

রহমত—করুণা। আর্বী। বি।

রহমান—দয়ালু। আর্বী। বিণ।

রহস—সহবাস, সুরত। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রহসি—নির্জ্জনে ("তেঁই তু ভজইতে বৈঠনু রহসি"—শ্যামদাস)। সংস্কৃত 'রহস্'-শব্দের ৭মীর একবচন। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

রহস্য—১। গোপনীয় ; নির্জ্জনভব। বিণ। ২। ভিতরকার ব্যাপার, গুপ্তবিষয় ; মর্ম্ম, গূঢ়তত্ত্ব, যাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না [রহস্য ত্রিবিধ ; যথা—ধর্ম্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য] ; পরিহাস, কৌতুক। রহস্ + যৎ ভবার্থে। বি ; ক্লীব। ৩। রসিকতা, কৌতুক। বাং প্র। বি।

রহস্যচ্ছলে—ঠাট্টার ভাণ করিয়া ; কৌতুক করিয়া। রহস্যের ছল, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

রহস্যজ্ঞ—যে গূঢ়তত্ত্ব জানে এমন। উপতৎ ; রহস্য—জ্ঞা + ক কর্তৃবা। বিণ।

রহস্যভেদ—গোপনীয় বিষয় জানা ; দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুঝা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রহস্যালাপ—গোপনীয় কথাবার্তা ; পরিহাসপূর্ণ কথাবার্তা ; সুরতবিষয়ক কথা, প্রেমালাপ। রহস্যপূর্ণ আলাপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

রহা—থামা ; থাকা ; শোভা পাওয়া। বাং ক্রি [প্রাঃ কবিপ্র—**রহ, রহত**—রহে। **রহনু**—'রহলু' দ্রঃ। **রহব**—রহিবে। **রহবি**—থাকিবি। **রহয়ে**—রহে। **রহল**—রহিল। **রহলা**—রহিল। **রহলু, রহলুঁ, রহনু**—রহিলাম। **রহিত**—রহিতেছে। **রহু, রহুঁ**—রহ ; রহে ; রহুক]। [প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

রহান—থাকান ; থামান ; আটকান।

রহিত—ত্যক্ত, বর্জ্জিত, বিহীন, শূন্য। রহ্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

রহিম—দয়াময় ঈশ্বর। আর্বী। বি।

রা—১। গ্রহণ ; দান ; বিভ্রম। রা + ক্বিপ্ ভাববা। ২। স্বর্ণ ; ধন। রা + ক্বিপ্ কর্ম্মবা। বি ; স্ত্রী। ৩। শব্দ। 'রব'-শব্দজ। বি।

রা করা—শব্দ করা।

রাই—১। একপ্রকার বড় সরিষা। 'রাজিকা'-শব্দজ। ২। শ্রীরাধা। 'রাধিকা'-শব্দজ। ৩। রাজা বা রাণী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রাইকিশোরী—শ্রীরাধিকা। বাং প্র। বি ; স্ত্রী। [বি।

রাইফেল—একপ্রকার বন্দুক। ইং rifle.

রাইয়ত, রায়ত—প্রজা। আর্বী 'রইয়ত'-শব্দজ। বি। বিণ—রাইয়তি।

রাউত—উপাধিবিশেষ ; রাজপুত। 'রাজপুত'-শব্দজ। বি।

রাও—১। রাত্রি। প্রাঃ কবিপ্র। ২। উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

রাং—১। রাঙ, ধাতুবিশেষ, রঙ্গ। 'রঙ্গ'-শব্দজ। ২। পশু বা পাখীর ছাল-ছাড়ান ঠ্যাং। বাং প্র। বি।

রাংচিতা—একপ্রকার ছোট গাছ, রক্ত-চিত্রক। 'রঙ্গচিত্র'-শব্দজ। বি।

রাংঝাল, -লা—ধাতুর বাসন মেরামতের জন্য রাং-সীসা-মিশ্রিত পাইন। বাং প্র। বি।

রাংতা—রাঙের পাত। 'রঙ্গপত্র'-শব্দজ। বি।

রাঁড়—বিধবা; বেশ্যা; রক্ষিতা। 'রণ্ডা'-শব্দজ। বি। [বিণ বা বি।

রাঁড়া—ফলহীন; বাঁজা, বন্ধ্যা। 'রণ্ড'-শব্দজ।

রাঁড়ি, রাঁড়ী—বিধবা। 'রণ্ডা'-শব্দজ। বি।

রাঁধনি, রাঁধুনি—১। পাচক। রাঁধ্+অনি, উনি কর্তৃবা। বি বা বিণ। ২। একপ্রকার মশলা। 'রন্ধনিকা'-শব্দজ। বি।

রাধা, রান্ধা—১। যাহা রন্ধন করা হইয়াছে এমন। বিণ। ২। রান্না করা, পাক করা। বাং ক্রি।

রাকা—নবঋতুমতী স্ত্রী; নদীবিশেষ; কচ্ছু-রোগ; প্রতিপদ্‌যুক্তা পূর্ণিমা তিথি। রা+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

রাকাড়া—কথা বলা, শব্দ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

রাক্ষস—১। নিশাচর। রক্ষ্+অস অপাবা; রক্ষস্+অণ্ স্বার্থে। ২। বিবাহ-বিশেষ, বলপূর্ব্বক বিবাহ। বি; পুং। ৩। অস্ত্রচিকিৎসা। বি; ক্লীব। ৪। রক্ষঃসম্বন্ধীয়। রক্ষস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। স্ত্রী,—সী। ৫। যে অত্যধিক ভোজন করে এমন। বাং প্র। বিণ।

রাক্ষসী—১। রাক্ষসের স্ত্রী। রাক্ষস+ঈপ্ পত্নী অর্থে। বি; স্ত্রী। ২। রাক্ষস-সম্বন্ধীয়া। রাক্ষস+অণ্ সম্বন্ধার্থে, প্রিয় অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রাক্ষসেন্দ্র—রাক্ষসরাজ রাবণ। রাক্ষসদের ইন্দ্র (রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাক্ষা—লা, লাক্ষা। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অচ্ কর্তৃবা+আপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

রাক্ষুসে—রাক্ষসের মত; অতি বড়। রাক্ষস+এ (ইয়া) তুল্যার্থে। বিণ।

রাখা—রক্ষা করা, পালন করা; আশ্রয় দেওয়া; স্থাপন করা; পোষণ করা; বাঁচান; পূর্ব্বে সম্পন্ন করা; নিযুক্ত করা; স্থগিত করা; দেওয়া; স্থির করা; ধারণ করা; থাকিতে দেওয়া; নিবারণ করা; চুপ করা; দাঁড় করান। বাং ক্রি [প্রাঃ কবিপ্র—**রাখই, রাখত, রাখয়ে**—রাখে। **রাখনু, রাখনুঁ**—রাখিলাম। **রাখব**—রাখিবে। **রাখবি**—রাখিবি; রাখিব। **রাখল**—রাখিল]।

রাখাল—গোরক্ষক। রাখ্+আল কর্তৃবা, অথবা, 'রক্ষাপাল' বা 'রক্ষক'-শব্দজ। বি।

রাখালরাজ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাখালি, রাখালী—রাখালের কাজ। রাখাল+ই, ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

রাখালিয়া—রাখালসম্বন্ধীয়, রাখালের মত। রাখাল+ইয়া সম্বন্ধার্থে, সদৃশার্থে। বিণ। [রাখাল+ঈ। বি।

রাখালী—গোচারণ; রাখালের কাজ।

রাখি, রাখী—রক্ষা-কবচ বা রক্ষা-সূত্র। 'রক্ষা'-শব্দজ। বি। [বি; স্ত্রী।

রাখীপূর্ণিমা—ঝুলন-পূর্ণিমা। মধ্যপ কর্ম্মধা।

রাখীবন্ধন—ঝুলন-পূর্ণিমা-দিনে প্রিয়-জনের হাতের কব্জিতে রক্ষা-সূত্র বন্ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বি।

রাখেয়াল—রাখাল। প্রাঃ কবিপ্র।

রাগ—১। আসক্তি, অনুরাগ; সন্তোষ; ইচ্ছা; কামবিহ্বলতা; বিষয়েচ্ছা; রঞ্জন; উৎসাহ; মাৎসর্য্য। রন্‌জ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। রক্তবর্ণ; রঞ্জকদ্রব্য; রাজা; চন্দ্র; (সঙ্গীত) যে স্বরের ধ্বনিবিশেষে লোকের চিত্তরঞ্জন করে তাহা, স্বরের প্রকারবিশেষ; ভৈরব মালব সারঙ্গ হিন্দোল দীপক মেঘ—এই ছয় স্বর। রন্‌জ্ (রং করা ইত্যাদি)+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। স্ত্রী—রাগিণী (বাং)। ৩। ক্রোধ; দ্বেষ; অভিমান। বাং প্র। বি।

রাগচূর্ণ—১। ফাগ, লালবর্ণ গুঁড়া। রাগযুক্ত (রক্তবর্ণ) চূর্ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। কাম-দেব, কন্দর্প। রাগের চূর্ণ (অর্থাৎ তত্তুল্য), ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। খয়ের গাছ; লাক্ষারস। রাগ-নিমিত্তক চূর্ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাগত—১। ক্রোধযুক্ত। রাগ+ত (বাং) বিশিষ্টার্থে। বিণ। ২। ক্রোধভরে। রাগ+ত (বাং) ক্রি-বিণ অর্থে। ক্রি-বিণ। [পুং।

রাগদ্বেষ—অনুরাগ ও বিরাগ। দ্বন্দ্ব। বি;

রাগমালিকা—বিভিন্ন সুরের একত্র সন্নিবেশে রচিত গীত। রাগের মালিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাগরঙ্গ—১। ক্রোধের প্রকাশ। বাং প্র। বি। ২। অনুরাগপ্রকাশক ভঙ্গী। রাগ-প্রকাশক রঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাগ-রাগ—ক্রুদ্ধ ভাবে পূর্ণ ('—মুখ')। বাং প্র। বিণ

রাগরাগিণী—(সঙ্গীত) বসন্ত শ্রী প্রভৃতি রাগ এবং ভৈরবী প্রভৃতি রাগিণী। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

রাগা—রাগ করা। বাং ক্রি।

রাগান—ক্রুদ্ধ করা। বাং ক্রি।

রাগান্ধ—ক্রোধে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। রাগ হেতু অন্ধ, ৩য়াতৎ। বাং প্র। বি।

রাগান্বিত—ক্রুদ্ধ, কোপিত। রাগ দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বাং প্র। বিণ।

রাগিণী—স্বরবিশেষ, ছয় রাগের পত্নীস্বরূপ ছত্রিশ স্বর; মেনকার জ্যেষ্ঠা কন্যা; অনুরক্তা স্ত্রী; সুরতনিপুণা স্ত্রী। রাগিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রাগী (রাগিন্)—রাগযুক্ত, অনুরক্ত; কামুক; রঞ্জনকারী। রাগ+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, রন্‌জ্ (রং করা ইত্যাদি)+ঘিনুণ্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—রাগিণী।

রাগী—ক্রোধী। রাগ+ঈ বাং বিশিষ্টার্থে। বিণ।

রাঘব—১। রঘুবংশীয় রাজা; শ্রীরামচন্দ্র। বি; পুং। ২। রঘুবংশীয়। রঘু+অণ্ অপত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী। ৩। এক-রকমের বোয়াল মাছ, সমুদ্রজাত মৎস্য-বিশেষ। বাং প্র। বি। **রাঘব বোয়াল**—অতিলোভী শিকারী মৎস্যবিশেষ, (উক্ত মৎস্যের মুখগহ্বর অতিশয় বিস্তৃত বলিয়া, লক্ষণার্থে) অতিলোভী ও অতিভোজী ব্যক্তি।

রাঘববাঞ্ছা—সীতাদেবী ("কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে"—মাইকেল)। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী।

রাঘবীয়—রঘুবংশীয়দিগের সম্পর্কিত; রাঘবের, রামচন্দ্রের ("অলঙ্ঘ্য-সাগর-সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে"—মাইকেল)। রাঘব+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাঙ—'রাং' দ্রঃ।

রাঙতা—'রাংতা' দ্রঃ।

রাঙন—রাঙা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

রাঙা—লাল। 'রক্ত' বা 'রঙ্গ'-শব্দজ। বিণ।
রাঙা আলু—লালবর্ণের সুমিষ্ট মূলবিশেষ।

রাঙান, রাঙ্গান—লাল করা। বাং ক্রি।

রাঙি, রাঙ্গি—ছোট চালনী। বাং প্র। বি।

রাঙ্গা—লালবর্ণ, রক্তবর্ণ। 'রঙ্গ'-শব্দজ। বিণ।
রাঙ্গা বাস—গেরুয়া কাপড়। **রাঙ্গা মূলা**—নির্গুণ সুন্দর পুরুষ।

রাঙ্গান—'রাঙান' দ্রঃ। [কবিপ্র। বি।

রাঙ্গী—একপ্রকার লাল কাপড়। প্রাঃ

রাজ—১। রাজা; রাজমিস্ত্রী, যে দালান কোঠা তৈরি করে। বাং প্র। বি। ২। বিরাজ কর। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

রাজ—'রাজা (রাজন্)' শব্দে দ্রঃ।

রাজকন্যা—রাজার মেয়ে। রাজার কন্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজকবি—রাজার নিকট সম্মানপ্রাপ্ত ও রাজনিযুক্ত কবি (Poet Laureate). ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

রাজকর—রাজস্ব, খাজনা। রাজপ্রাপ্য কর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাজকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম, -কার্য্য(র্য)**—রাজার কাজ, সরকারী চাকরী; রাজত্ব-সংক্রান্ত কাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজকর্ম্মচারী (-চারিন্), **-কর্মচারী**—যে সরকারী চাকরী করে, রাজকীয় বিভাগের চাকুরিয়া; রাজপুরুষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজকীয়—রাজসম্বন্ধীয়, সরকারী। রাজক (শাসনকর্তা)+ঈয় সম্বন্ধার্থে, অথবা, রাজন্+ঈয় (ক-আগম)। বিণ।

রাজকুমার—রাজার ছেলে, রাজপুত্র; অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—কুমারী।

রাজকুল—রাজার বংশ; রাজগণ, নৃপতিবৃন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজকুলসম্ভব—রাজবংশজাত। রাজকুলে সম্ভব (জন্ম) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

রাজকুষ্মাণ্ড—বেগুন। কুষ্মাণ্ডদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (কুষ্মাণ্ড-শব্দের পরনিপাত; রাজদন্তাদি সমাস)। বি; পুং। [বি; পুং।

রাজকোষ—রাজার ধনভাণ্ডার। ৬ষ্ঠীতৎ।

রাজগদি—রাজার সিংহাসন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

রাজগি—রাজ্য; রাজপদ। হিন্দী। বি।

রাজগিরি—রাজত্ব, রাজপদ। বাং প্র। বি।

রাজগুরু—রাজার আচার্য্য অর্থাৎ দীক্ষাদাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [ক্লীব।

রাজগৃহ—রাজার বাড়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

রাজচক্রবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-চক্রবর্তী**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা; যাঁহার অধীনে আরও বহু রাজা আছেন এমন রাজা। উপতৎ; রাজচক্র—বৃত্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

রাজচিহ্নক—উপস্থ, স্ত্রীপুংচিহ্ন। রাজচিহ্ন (প্রধান চিহ্ন)+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজচ্ছত্র—রাজার মস্তকোপরি ধৃত ছত্র।

রাজজোটক—রাজযোটক (তাহা দ্রঃ)।

রাজটিকিট—দুষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং বিদ্যালয়াদি হইতে বিতাড়িত। ইং 'rusticated'-শব্দজ। বিণ। [তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজটীকা—রাজার ললাটস্থ তিলক। ৬ষ্ঠী-

রাজড়া—সামন্ত রাজা; সম্রাটের অধীন নৃপতি ('রাজা—')। বাং প্র। বি।

রাজত—রূপার তৈরি, রৌপ্যনির্ম্মিত। রজত (রৌপ্য)+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী। [তৎ। বি।

রাজতক্ত, -তখ্ত—রাজসিংহাসন। ৬ষ্ঠী-

রাজতন্ত্র—যাহাতে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা এমন রাজ্যশাসনপ্রণালী। রাজনিয়ন্ত্রিত তন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রাজত্ব—রাজপদ, রাজ্যশাসন; সর্ব্বময় আধিপত্য; রাজার অধীন দেশ। রাজন্+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

রাজদণ্ড—১। রাজার হস্তস্থিত যষ্টি, রাজশক্তি। রাজার দণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। রাজা বা রাজপুরুষের দেওয়া শাস্তি। রাজদত্ত দণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। ৩। কপালের উর্দ্ধরেখা। বাং প্র। বি।

রাজদত্ত—রাজার দেওয়া, রাজা যাহা দান করেন এমন। ৩য়াতৎ। বিণ

রাজদন্ত—সম্মুখের চারিটি দাঁত। দন্তদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত, দন্ত-শব্দের পরনিপাত।

রাজদম্পতি—রাজা এবং রাণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি।

রাজদরবার—রাজসভা; আদালত।

রাজদুলালী—রাজার মেয়ে ("ভিক্ষু শিবের অনুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজদুলালী")। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজদূত—রাজার চর বা সংবাদবাহক; পররাজ্যে রাজপ্রতিনিধি (ambassador). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজদ্বার—রাজবাটীর প্রবেশপথ; বিচারালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজদ্রোহ, -দ্রোহিতা—রাজার বা রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ। ৭মীতৎ; রাজদ্রোহিন্+তা ভাবে। বি; পুং, স্ত্রী। বিণ, —দ্রোহী (-হিন্)।

রাজদ্রোহী (-হিন্)—রাজার বা রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণকারী। উপতৎ; রাজন্—দ্রুহ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দ্রোহিণী। বি,—দ্রোহ, —দ্রোহিতা।

রাজধর্ম্ম(র্ম)—রাজার কর্তব্যকর্ম, প্রজাপালনাদি কর্ম্ম। রাজার ধর্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজধানিকা, -ধানী—রাজ্যের প্রধান নগরী, যে স্থানে রাজা বা রাজপ্রতিনিধি বাস করেন তাহা। রাজার ধানী, ৬ষ্ঠীতৎ; ১ম পক্ষে রাজধানী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী,—নন্দিনী।

রাজনন্দন—রাজপুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজনয়—রাজার নীতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজনিয়ম—রাজার আইন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজনীতি—রাজ্যশাসনের জন্য আবশ্যক বিধি-বিধান, যে নীতিশাস্ত্র দ্বারা রাজকার্য্যের নির্ব্বাহ হয়, সাম দান ভেদ দণ্ড—রাজ্যশাসনের এই সামদানাদি চতুর্ব্বিধ চারিটি উপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজনীতিক—১। রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি। বি; পুং। ২। রাজনীতি-সম্বন্ধীয়। রাজনীতি+ইক (ঠন্) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাজনীতিজ্ঞ, -বিৎ (-বিদ্), **-বিশারদ**—রাজনীতিতে অভিজ্ঞ। উপতৎ; রাজনীতি—জ্ঞা+ক কর্তৃবা; রাজনীতি—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা; রাজনীতিতে বিশারদ, ৭মীতৎ। বিণ।

রাজনৈতিক—রাজনীতি-সম্বন্ধীয়; রাজনীতিজ্ঞ; রাষ্ট্র বা রাজ্যশাসনঘটিত ('—আন্দোলন') রাজনীতি+ইক সম্বন্ধার্থে, জ্ঞাতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। **রাজনৈতিক মানচিত্র**—যে মানচিত্রে দেশ নগর ইত্যাদি অঙ্কিত থাকে তাহা (political map).

রাজন্বান্ (-ন্বৎ)—উত্তম নৃপতি দ্বারা শাসিত। রাজন্+মতুপ্। বিণ। স্ত্রী,—ন্বতী।

রাজন্য—রাজপুত্র; ক্ষত্রিয়; ইংরেজ আমলে ভারতের দেশীয় রাজা। রাজ্+অন্য কর্তৃবা। বি; পুং।

রাজপট্ট—১। মুকুট। রাজার পট্ট (শিরোভূষণ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রাজসনন্দ। রাজদত্ত পট্ট (পাটা, সনন্দ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাজপথ—সরকারী রাস্তা, রাজমার্গ; বড় রাস্তা, অতিপ্রশস্ত পথ। পথের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজপদ—রাজার আসন, রাজার অধিকার; রাজত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজপরিচ্ছদ, রাজবেশ—রাজপোষাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজপাট—রাজসিংহাসন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

রাজপুত—রাজপুতানার অধিবাসী ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। 'রাজপুত্র'-শব্দজ। বি।

রাজপুত্র, -পুত্র—রাজকুমার, যুবরাজ। রাজার পুত্র, পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজপুত্রী, -পুত্রী—রাজকন্যা; রেণুকা; জাতী; মালতী; কটুতুম্বী; রাজরীতি; ছুছুন্দরী। রাজার পুত্রী, পুত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; ক্লীব।

রাজপুর—রাজবাড়ী, রাজভবন। ৬ষ্ঠীতৎ।

রাজপুরপ্রবেশন্যায়—ন্যায়বিশেষ [রক্ষীরা লোকদিগকে রাজপুরে বিশৃঙ্খলভাবে প্রবেশ করিতে দেয় না, এজন্য লোকে তথায় যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রবেশ করে, সেইরূপে কার্য্যকরণের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন এই ন্যায়ের বিষয়বস্তু]। রাজার পুর, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহাতে প্রবেশ, ৭মীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [স্ত্রী।

রাজপুরী—রাজার বাড়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

রাজপুরুষ—সরকারী কর্ম্মচারী; পুলিশ, শান্তিরক্ষক। রাজার পুরুষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

রাজপ্রসাদ—রাজার অনুগ্রহ। ৬ষ্ঠীতৎ।

রাজপ্রাসাদ—রাজবাড়ী, রাজার ও রাজপরিবারের বাসভবন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজবংশ—নৃপতির কুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজবংশী—হিন্দুজাতিবিশেষ। বাং প্র। বি।

রাজবংশীয়—রাজকুলে জাত; রাজকুলসম্বন্ধীয়। রাজবংশ+ঈয় ভবার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাজবংশ্য—১। রাজবংশোজাত। বিণ। ২। জাতিবিশেষ। রাজবংশ+যৎ ভবার্থে। বি; পুং।

রাজবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—রাজপথ। রাজার বর্ত্ম (পথ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজবাটী—রাজার প্রাসাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজবাড়ী—রাজভবন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

রাজবান্ (-বৎ)—যাহাতে রাজা আছে এমন ('—দেশ')। রাজন্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

রাজবালা—রাজার মেয়ে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; [স্ত্রী।

রাজবিদ্রোহ—রাজার বা রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজবিধি—রাজার নিয়ম, সরকারী আইন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজবৃত্ত—১। রাজার চরিত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ন্যায়পথে থাকিয়া অর্থের উপার্জ্জন বৃদ্ধিকরণ এবং সৎপাত্রে দান। বৃত্তের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (বৃত্ত-শব্দের পরনিপাত; রাজদন্তাদি)। বি; ক্লীব।

রাজবেশ—রাজার বা রাজার উপযুক্ত পোষাক। রাজার বেশ, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, রাজযোগ্য বেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাজভক্ত—রাজার প্রতি অনুরাগযুক্ত। রাজার ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। বি,—ভক্তি।

রাজভক্তি—রাজার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরক্তি। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,—ভক্ত।

রাজভাষা—রাজকার্য্যে প্রচলিত ভাষা; আইন আদালতে এবং সরকারী আফিস-সমূহে ব্যবহৃত ভাষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজভূষা—রাজার পোষাক-পরিচ্ছদ। রাজার ভূষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজভোগ—১। রাজার আহার্য্য বা অন্য ভোগ্য বস্তু; রাজার উপযুক্ত আহার্য্য বা অন্যান্য সুখভোগ ইত্যাদি। ৬ষ্ঠীতৎ; বা, রাজযোগ্য ভোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। মিষ্টান্নবিশেষ। বাং প্র। বি।

রাজমজুর—রাজমিস্ত্রীর সাহায্যকারী মজুর। বাং প্র। বি।

রাজমণ্ডল—বার রকমের রাজা [অরি, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র—বিজিগীষুর পুরঃসর এই পাঁচ এবং পার্ষ্ণিগ্রাহ, পার্ষ্ণি-গ্রাহাসার, আক্রন্দ, আক্রন্দাসার—এই চারি বিজিগীষুর পশ্চাদ্বর্ত্তী এবং বিজিগীষু মধ্যম ও উদাসীন এই তিন—সমুদায়ে দ্বাদশ]। রাজার মণ্ডল (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজমন্ত্রী (-মন্ত্রিন্)—রাজার অমাত্য; রাজাকে রাজকার্য্যবিষয়ে মন্ত্রণা-দানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজমহিষী—রাজার প্রধানা স্ত্রী, যিনি রাজার পার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন করেন তিনি, পাটরাণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজমার্গ—অতি প্রশস্ত রাস্তা; রাজার নিয়ম বা পদ্ধতি। রাজার মার্গ (পথ, পদ্ধতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজমাষ—বরবটী কলাই। রাজ (দীপ্তিশীল) মাষ (মাষ কলাই), কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাজমিস্ত্রি, -মিস্ত্রী—পাকাবাড়ী তৈয়ার করিবার কারিগর। বাং প্র। বি।

রাজমুকুট—রাজার শিরোভূষণ; রাজার পাগড়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজযক্ষ্মা (-যক্ষ্মন্)—ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা। রাজার (চন্দ্রের) যক্ষ্মা (ক্ষয়রোগ), ৬ষ্ঠীতৎ; কিংবা, যক্ষ্মসমূহের (রোগসমূহের—যক্ষ্মন্ = রোগ) রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ ('যক্ষ্মন্'-শব্দের পরনিপাত)। বি; পুং।

রাজযোগ—যোগের পদ্ধতিবিশেষ; (জ্যোতিষ) গ্রহ-নক্ষত্রাদির একপ্রকার শুভজনক অবস্থান। যোগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (যোগ-শব্দের পরনিপাত; রাজদন্তাদি)। বি; পুং।

রাজযোগ্য—রাজার উপযুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—যোগ্যা।

রাজযোটক—(জ্যোতিষ) বরকন্যার বিবাহোপযোগী রাশির সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগ-বিশেষ; (ব্যঙ্গার্থে) সমানে সমানে চমৎকার যোগাযোগ, দুই সমান ধূর্ত্তের বা দুর্বৃত্তের মিলন। যোটকের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ ('যোটক'-শব্দের পরনিপাত)। বি; পুং।

রাজরাজ—সম্রাট্, একচ্ছত্র রাজা; কুবের। রাজাদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

রাজরাজড়া—রাজা ও সামন্তরাজগণ; ধনী লোকের দল। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

রাজরাজেশ্বর—সার্ব্বভৌম নৃপতি; শালগ্রামবিশেষ। রাজরাজগণের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজরাজেশ্বরী—দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবীবিশেষ। রাজরাজদের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজরাণী, -রানি, -রানী—রাজ্ঞী, রাজার পত্নী; ধনবান্ ব্যক্তির গৃহিণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজরীতি—১। পিত্তলবিশেষ। রাজন্—রী+ক্তি করণবা। ২। রাজার পদ্ধতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজর্ষি—যে রাজা সংসার-বিরাগী ঋষির মত জীবন যাপন করেন; রাজশ্রেষ্ঠ; সীরধ্বজ জনক; বিশ্বামিত্র। রাজা অথচ ঋষি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাজলক্ষ্মী—রাজশ্রী, রাজশোভা; রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী এবং সৌভাগ্যপ্রদায়িনী দেবী। রাজার লক্ষ্মী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজলেখ্য—রাজার সই-করা আদেশপত্র, সরকারী নির্দ্দেশজ্ঞাপক পত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজশক্তি—রাজার রাজ্য-পরিচালনের ক্ষমতা, রাজার সৈন্যবল প্রভৃতি রাজকীয় ক্ষমতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজশফর—ইলিশমাছ। শফরের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ ('শফর'-শব্দের পরনিপাত, রাজদন্তাদি), অথবা, রাজভোজ্য শফর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাজশ্রী—রাজার শোভা; রাজলক্ষ্মী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজস, রাজসিক—১। রজোগুণপ্রধান। বিণ। স্ত্রী,—সী, —সিকী। ২। মান পূজা ও সম্ভ্রম লাভের জন্য দম্ভ বশতঃ যে কার্য্য করা হয় তাহা, খ্যাতিজনক কর্ম্ম। রজস্+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

রাজসদন—রাজবাড়ী, রাজভবন; প্রাসাদ। রাজার সদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজসভা—রাজদরবার; নৃপতিসমূহের সভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজসম্পৎ (-দ্)—রাজার ঐশ্বর্য্য; রাজার উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, রাজযোগ্য সম্পৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রাজসর্ষপ—রাইসরিষা; পরিমাণবিশেষ। রাজ (শ্রেষ্ঠ) সর্ষপ (সরিষা), কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাজসাক্ষী (-ক্ষিন্)—অপরাধীদের দলভুক্ত হইয়াও যে সরকারের নিকট আত্মসমর্পণপূর্ব্বক দলের গোপন কথা বলিয়া দেয়; সরকারী সাক্ষী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজসাপ—শঙ্খচূড় সাপ। বাং প্র। বি।

রাজসাযুজ্য—রাজ্য, রাজত্ব। রাজার সাযুজ্য (বিষয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজসিংহ—সিংহসদৃশ বিক্রমশালী নৃপতি। রাজা সিংহসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাজসিক—'রাজস' দ্রঃ।

রাজসী—১। রজোগুণময়ী দুর্গা। রজস্+অণ্ স্বরূপার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। রজোগুণসম্বন্ধিনী। রাজস্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রাজসূয়—সম্রাটের সম্পাদ্য বেদবিহিত যজ্ঞবিশেষ [ইহাতে অধীন রাজগণ ভৃত্যোচিত কার্য্য সম্পাদন করেন]; পর্ব্বতবিশেষ; পথ; ধান্যবিশেষ। রাজন্—সূ+ক্যপ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

রাজসেবা—সরকারী চাকুরী, রাজকীয় বিভাগে চাকুরী; রাজার পরিচর্য্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজস্ব—রাজকর, রাজাকে দেওয়ার খাজনা। রাজপ্রাপ্য স্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রাজস্বসচিব—রাজ্যের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিষয়ের মন্ত্রী। রাজস্বসম্বন্ধীয় সচিব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাজহংস—১। লাল রঙের ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট এক জাতের বড় হাঁস, মরাল;

কলহংস; কদম্ব। হংসদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ ('হংস'-শব্দের পরনিপাত; রাজদন্তাদি)। ২। রাজশ্রেষ্ঠ। রাজা হংসসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং। স্ত্রী, –হংসী।

রাজহন্তা (-হন্তৃ)—রাজার প্রাণবিনাশকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –হন্ত্রী।

রাজহস্তী (-হস্তিন্)—১। রাজার প্রধান হাতী। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শ্রেষ্ঠ গজ। হস্তীর রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (হস্তী-শব্দের পরনিপাত; রাজদন্তাদি)। বি; পুং।

রাজহাস—মরাল, রাজহংস। 'রাজহংস'-শব্দজ। বি।

রাজা (রাজন্)—নৃপতি, প্রকৃতিরঞ্জক ভূপতি; প্রভু; ক্ষত্রিয়; (শব্দের পূর্ব্বে বা পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। রন্জ্ বা রাজ্+কনিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং (তৎপুরুষ সমাসে পর পদ হইলে 'রাজন্'-শব্দ-স্থানে রাজ হয়)। **রাজা-উজীর মারা**—বড় বড় কথা বলিয়া বাগাড়ম্বর করা। **রাজার হালে**—ঐশ্বর্য্যে ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে। **রাজা করা**—রাজা বা রাজার মত ঐশ্বর্য্যশালী বা সুখী করা।

রাজা—বিরাজ করা; অবস্থান করা; শোভা পাওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

রাজাই—রাজত্ব; রাজপদবী; রাজসম্মান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রাজাজ্ঞা, -দেশ—রাজার হুকুম। রাজার আজ্ঞা, আদেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

রাজাধিরাজ—সার্ব্বভৌম, সম্রাট্। রাজাদের অধিরাজ (সম্রাট্), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজানুচর—রাজার ভৃত্য। রাজার অনুচর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজানুজীবী (-বিন্)—রাজার ভৃত্য; রাজভক্ত, যে রাজার আশ্রয়ে বা অনুগ্রহে জীবনধারণ করে এমন। রাজার অনুজীবী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –বিনী।

রাজান্তঃপুর—রাজার ভিতর-বাড়ী, রাজার অন্দর-মহল। রাজার অন্তঃপুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজাবর্ত্ত(র্ত)—রত্ন-বিশেষ; বিরাটদেশজাত হীরক। রাজন্—আ—বৃত্+ণিচ্+অচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

রাজাসন—রাজার সিংহাসন। রাজার আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজি, রাজী—১। শ্রেণী, সমূহ, সারি; রেখা। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ই কর্ম্মবা, পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। সন্তুষ্ট; সম্মত, অনুমোদনযুক্ত; স্বীকৃত। আর্বী। বিণ।

রাজিকা—শ্রেণী; ক্ষেত্র; রেখা; রাইসর্ষপ। রাজ্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

রাজিত—সুন্দরভাবে অবস্থিত; শোভিত। রাজ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

রাজী—'রাজি' দ্রঃ।

রাজি(জী)নামা—সম্মতিপত্র; মোকদ্দমায় বাদী ও বিবাদী রফা বা নিষ্পত্তি করিতে রাজী হইলে উভয় পক্ষ আদালতের নিকট যে সম্মতিসূচক দরখাস্ত পেশ করে তাহা। রাজি(জী)+নামা লিপি অর্থে। বি।

রাজীব—১। পদ্ম। বি; ক্লীব। ২। হস্তী; বৃহৎ মৎস্য; হরিণবিশেষ; পক্ষিবিশেষ, সারস। রাজী (দল, শ্রেণী)+ব আছে অর্থে। বি; পুং। ৩। রাজানুগ; রাজোপজীবী। রা—জীব্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

রাজীবলোচন—১। যাহার চক্ষু পদ্মফুলের পাপড়ির মত সুন্দর এমন। বিণ। ২। শ্রীরামচন্দ্র। রাজীবসদৃশ লোচন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

রাজেন্দ্র—শ্রেষ্ঠ রাজা, প্রধান রাজা, সম্রাট্। রাজাদের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭মীতৎ; অথবা, রাজা ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাজোপজীবী (-জীবিন্)—রাজার সেবক; রাজার অনুগত; রাজার আশ্রয়ে অথবা অনুগ্রহে জীবনধারণকারী। উপতৎ; রাজন্—উপ—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ। স্ত্রী, –জীবিনী।

রাজোপাধি—১। রাজার দেওয়া খেতাব। রাজদত্ত উপাধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। রাজা এই উপাধি। কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাজ্ঞী—রাণী, রাজমহিষী; সূর্য্যপত্নী; কাংস্য; নীলী। রাজন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রাজ্য—রাজার অধিকৃত দেশ। রাজন্+যক্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

রাজ্যক্ষেত্র—রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল (territory). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজ্যচ্যুত, -ভ্রষ্ট—যাহার নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এমন, যে রাজ্য হারাইয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

রাজ্যতন্ত্র—রাজ্যশাসনপ্রণালী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজ্যভার—রাজত্ব চালাইবার দায়িত্ব।

রাজ্যভ্রষ্ট—'রাজ্যচ্যুত' দ্রঃ।

রাজ্যলক্ষ্মী, -শ্রী—রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজ্যশাসন—রাজ্যের রক্ষণ পালন প্রভৃতি কার্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজ্যশ্রী—'রাজ্যলক্ষ্মী' দ্রঃ।

রাজ্যসংস্থিতি—রাজ্যের সুশৃঙ্খলা। রাজ্যের সংস্থিতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজ্যাঙ্গ—রাজ্যের আবশ্যক অঙ্গ (স্বামী মন্ত্রী সৈন্য সুহৃৎ ধন দেশ দুর্গ প্রকৃতি ও তপস্বী বা পুরোহিত—এই নয়)। রাজ্যের অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাজ্যাধিকার—রাজ্যের দখল। রাজ্যের অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজ্যাভিষেক—পবিত্রজলে স্নান করিয়া সিংহাসনে আরোহণ; সিংহাসনে আরোহণের উৎসব। রাজ্যের (জন্য) অভিষেক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

রাজ্যেশ্বর—রাজা। রাজ্যের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ।

রাঢ়, রাঢ়ী—দেশবিশেষ, বাঙ্গালার মধ্যে গঙ্গার পশ্চিমদিকস্থ দেশ। 'গঙ্গারিষ্ট'-শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। বি; পুং, স্ত্রী।

রাঢ়ীয়—রাঢ়দেশীয়। রাঢ় (দেশবিশেষ)+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাণা—রাজপুতানার অন্তর্গত মিবার বা মেওয়ার দেশের রাজপুত রাজাদের উপাধি। 'রাজন্'-শব্দজ। বি।

রাণী, রানি, রানী—রাজার স্ত্রী, মহিষী, রাজ্ঞী। 'রাজ্ঞী'-শব্দজ। (মতান্তরে 'রায়'-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'রায়নি'-শব্দ হইতে জাত)। বি; স্ত্রী।

রাণ্ডী—রাঁড়ী, বিধবা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রাত—রাত্রি। 'রাত্রি'-শব্দজ। বি।

রাতকাণা—যে রাত্রিতে চোখে দেখে না এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

রাতদিন—সর্ব্বদা; দিবারাত্র। দ্বন্দ্ব। বি।

রাতভোর—সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

রাতা—রক্তবর্ণ। 'রক্ত'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

রাতারাতি—রাত্রির ভিতরে; অল্প সময়ের মধ্যে। বাং প্র। অব্য; ক্রি-বিণ।

রাতি—রাত, রজনী। 'রাত্রি'-শব্দজ। বি।

রাতিয়া—রাত্রি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রাতুল—লাল, রাঙ্গা। 'রক্তোৎপল'-শব্দজ। কবিপ্র। বিণ।

রাত্রি—রজনী, নিশা; হরিদ্রা। রা (বিশ্রাম দান করা)+ত্রিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

রাত্রিকর—চন্দ্র, নিশাকর। উপতৎ; রাত্রি—কৃ+ট কর্ত্তৃবা, অথবা, রাত্রিতে কর (কিরণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

রাত্রিচর, -ঞ্চর—১। রাক্ষস, নিশাচর; চোর, তস্কর। বি; পুং। ২। রাত্রিতে গমনকারী। উপতৎ; রাত্রি—চর্+ট কর্ত্তৃবা (বিকল্পে ম-আগম)। বিণ। স্ত্রী, –রী।

রাত্রিচরী, -ঞ্চরী—১। রাক্ষসী, নিশাচরী। বি; স্ত্রী। ২। রাত্রিতে বিচরণকারিণী। রাত্রিচর, রাত্রিঞ্চর+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [ক্লীব।

রাত্রিপুষ্প—নালফুল, কুমুদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

রাত্রিবাস—রাত কাটান, রজনী-যাপন; রাত্রিতে থাকা, রজনীতে অবস্থান। ৭মীতৎ। বি; পুং।

রাত্রিবাসঃ (-বাসস্), **-বাস**—১। অন্ধকার। রাত্রির বাসঃ (বস্ত্র, অর্থাৎ আবরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রাত্রিতে পরিবার মত কাপড়। রাত্রি-পরিধেয় বাসঃ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রাত্রিমণি—চন্দ্র, নিশাকর। রাত্রির মণি (রত্ন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
রাত্র্যন্ধ—রাতকাণা। রাত্রিতে অন্ধ, ৭মী-তৎ। বিণ। [কর্তৃবা। বিণ।
রাদ্ধ—সম্পন্ন, সিদ্ধ ; ফলিত, পক্ব। রাধ্ + ক্ত
রাধন, রাধনা—১। প্রাপ্তি ; সাধন ; সন্তোষণ ; ভাষণ, কথন। রাধ্ + অনট্ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা + আপ্। ২। পূজা। রাধ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা + আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—রাদ্ধ।
রাধা, রাধিকা—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী, বৃষভানু-নন্দিনী। রাধ্ + অচ্ কর্তৃবা + আপ্ ; রাধ্ + ণক কর্তৃবা + আপ্। বি ; স্ত্রী।
রাধাকান্ত, -নাথ, -বল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। রাধার কান্ত, নাথ, বল্লভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
রাধাকৃষ্ণ—১। শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং। ২। ঘৃণাপ্রকাশক শব্দ। বাং প্র। অব্য।
রাধাচক্র—১। শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র। রাধাপ্রিয় চক্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। কার্ণিভ্যাল মেলা প্রভৃতিতে আরোহী-দিগকে শূন্যে ঘুরাইবার জন্য দোলাযুক্ত চক্র, নাগরদোলা (merry-go-round). প্রাদে। বি।
রাধানাথ—'রাধাকান্ত' দ্রঃ।
রাধাপদ্ম—সূর্য্যমুখী ফুল। বি ; ক্লীব।
রাধাবল্লভী—মসলা-সংযুক্ত একপ্রকার পুরী। বাং প্র। বি।
রাধামাধব, -শ্যাম—১। শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং। ২। ঘৃণাপ্রকাশক শব্দ। বাং প্র। অব্য।
রাধিকা—'রাধা' দ্রঃ।
রাধিকারঞ্জন, -রমণ, -বল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
রাধী—বৈশাখী পূর্ণিমা। রাধা (নক্ষত্রবিশেষ) + অণ্ তদ্যুক্তার্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
রাধেয়—অধিরথ নামক সূতের স্ত্রী রাধার পালিত পুত্র, কর্ণ। রাধা + এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
রাধেশ—শ্রীকৃষ্ণ। রাধার ঈশ (বল্লভ, প্রভু),
রানা—পাকাবাটের চাতাল। ফার্সী 'রান্ (উরু)'-শব্দজ (তুল্যার্থে)। বি।
রান্ধনি—'রাঁধনি' দ্রঃ।
রান্ধা—'রাঁধা' দ্রঃ।
রান্না—অন্নাদি-পাককরণ। রাঁধ + না ভাববা। বি। [বি।
রান্নাঘর—রন্ধনশালা, পাকঘর। ৬ষ্ঠীতৎ।
রাব—১। শব্দ, রব। রু + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। মাৎগুড়, তামাকে মিশাইবার আলকাতরার মত ঝোলা গুড়। বাং প্র। বি।
রাবড়ি—কাটা কাটা পুরু সরযুক্ত চিনিমিশান ঘন দুগ্ধ। হিন্দী। বি।
রাবণ—লঙ্কাধিপতি দশানন। রু + ণিচ্ + অন কর্তৃবা, অথবা, বিশ্রবস্ + অণ্ অপত্যার্থে (নিপা)। বি ; পুং। **রাবণের চিতা**—চিরপ্রজ্বলিত চিতা ; (লক্ষণার্থে) চিরস্থায়ী অশান্তি বা শোক। [কথিত আছে, রাবণ-বধের পর রাম যখন সীতার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন, সেই সময় সদ্যোপতিহীনা রাণী মন্দোদরী তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলে, রাম তাঁহাকে সীতা মনে করিয়া "জন্মায়তি হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। কিন্তু পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তিনি মন্দোদরীকে বলিলেন, "স্বামীর চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত না হইলে রমণী বিধবা হয় না। আমার আশী-র্ব্বাদে রাবণের চিতা চিরকাল অনির্ব্বাপিত থাকিবে, সুতরাং তুমিও কখনও বিধবা হইবে না।" এই আখ্যায়িকা হইতে এই কথাটির উৎপত্তি।]
রাবণারি—রাবণহন্তা শ্রীরামচন্দ্র। রাবণের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
রাবণি—রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ। রাবণ + ইঞ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।
রাবিশ—আবর্জ্জনা, জঞ্জাল ; ভাঙ্গা কোঠা-বাড়ীর ইট সুরকি প্রভৃতি। ইং rubbish. বি।
রাভসিক—যে হঠাৎ কোন কাজ করিয়া বসে এমন, গোঁয়ার। রভস্ + ইক করে অর্থে। বিণ।
রাম—১। রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র ; বলরাম ; পরশুরাম। রম্ + ণ কর্তৃবা, অথবা, রা-র অর্থাৎ বিশ্বের ম অর্থাৎ ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, রম্ + ঘঞ্ অধিবা [যাঁহাতে সকলে রমণ অর্থাৎ আনন্দানুভব করে এই অর্থে], অথবা, রা অর্থাৎ লক্ষ্মীর ম অর্থাৎ ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মনোহর, রমণীয় ; কৃষ্ণ ; শুভ্র। রম্ + ঘঞ্ অধিবা। বিণ। ৩। (শব্দের পূর্ব্বে থাকিলে) বৃহৎ, বড় ('—ছাগল') ; (শব্দের পরে থাকিলে) ব্যঙ্গার্থক ('বোকা—')। বাং প্র। বিণ।
রামকলা—লাল রঙের এক প্রকার বড় কলা। কর্ম্মধা। বি।
রামচন্দ্র, -ভদ্র—দশরথের পুত্র শ্রীরাম। রামই চন্দ্র (চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদক), ভদ্র (ভাগ্যবন্ত), কর্ম্মধা। বি ; পুং। [বি।
রামছাগল—বৃহদাকৃতি ছাগবিশেষ। বাং প্র।
রামজননী—কৌশল্যা ; বলদেবমাতা রোহিণী ; রেণুকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
রামধনু, -ধনুক—ইন্দ্রধনু, আকাশের মেঘে নানারঙের ধনুরাকৃতি সমাবেশ। বাং প্র। বি।
রামধুন—শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন [মহাত্মা গান্ধী-প্রচলিত 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' ইত্যাদি পদগুলি লইয়া গঠিত সঙ্গীতটিই বর্ত্তমানে 'রামধুন' নামে সুপরিচিত]। বি।
রামনবমী—চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
রামপাখী—মুরগী। বাং প্র। বি।
রামভদ্র—'রামচন্দ্র' দ্রঃ।
রামযাত্রা—রামের চরিত্র-বর্ণনা লইয়া অনুষ্ঠিত যাত্রা-গান। রাম-বিষয়িণী যাত্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।
রামরহিম—হিন্দুর দেবতা ও মুসলমানের আল্লাহ্, হিন্দু ও মুসলমানের বিভিন্ন ধর্ম্মমত ("রামরহিম না জুদা কর ভাই")। দ্বন্দ্ব। বি।
রামরাজত্ব—রামের রাজ্যের ন্যায় সুখশান্তি-পূর্ণ রাজ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
রামলীলা—শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রবিষয়ক অভিনয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
রামশালিক—লম্বা ঠোঁটযুক্ত একজাতীয় বড় পাখী। বাং প্র। বি।
রামশিঙ্গা(ঙা)—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'রামশৃঙ্গ'-শব্দজ। বি।
রামা—১। প্রিয়া ; রূপবতী ; সুন্দরী স্ত্রী, গীতকলাভিজ্ঞা নারী ; নদী ; হিঙ্গুল। রম্ + ঘঞ্ অধিবা + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। শুভ্রা, রমণীয়া। রাম + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
রামায়ণ—রামচন্দ্রের কাহিনী লইয়া রচিত মহাকাব্য। রাম + অয়ন অধিকারপূর্ব্বক কৃত অর্থে। বি ; ক্লীব। [কবিপ্র। বি।
রামায়েত—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম।
রায়—১। উপদেশ ; বিচারকের বিচারফল-জ্ঞাপক পত্র বা বাক্য। আর্বী। বি। ২। প্রবৃত্ত। বাং প্র। বিণ। ৩। রাজা ; উপাধি-বিশেষ। 'রাজন্'-শব্দজ। বি।
রায়জাদা—রায়ের পুত্র ; রাজপুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। ['রইয়ৎ'-শব্দজ। বি।
রায়ৎ, রায়ত, রাইয়ত—প্রজা। আর্বী
রায়তী—প্রজাবিষয়ক, প্রজাসম্বন্ধীয়। রায়ত + ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।
রায়বাঁশ—লম্বা লাঠি। বাং প্র। বি।
রায়বাঁশিয়া, -বেঁশে—লাঠিয়াল ; নৃত্য-বিশেষ। রায়বাঁশ + ইয়া, এ প্রযোক্তা বা সম্বন্ধ অর্থে। বিণ। [বি ; স্ত্রী।
রায়বাঘিনী—উগ্রস্বভাবা স্ত্রী। বাং প্র।
রায়বার—সুখ্যাতির খবর, যশোবার্ত্তা ; দৌত্য ; বন্দী ; স্তুতিপাঠক ; যশঃ। বৈদেশিক অথবা 'রাজবার্ত্তা'-শব্দজ। বি।
রায়বাহাদুর—ইংরেজ-আমলে উচ্চপদস্থ হিন্দুকে প্রদত্ত উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।
রায়ভাটা—নদীর স্রোতোবিশেষ, আওড়। বাং প্র। বি।
রায়ান—শ্রীরাধার স্বামী আয়ান ঘোষ। অভিমন্যু > আইহন > আয়ান > রায়ান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রাশ—১। স্তূপ, গাদ; জন্মরাশি, প্রকৃতি। 'রাশি'-শব্দজ। ২। অশ্বের বল্গা, লাগাম। 'রশ্মি'-শব্দজ। বি।

রাশনাম—জন্মকালীন রাশি অনুসারে রাখা নাম। রাশ (রাশি)-দত্ত নাম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

রাশপাতলা—ছেবলা। বহুব্রী। বিণ।

রাশভারি, -ভারী—গম্ভীর প্রকৃতি-বিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

রাশহালকা—ছেবলা। বহুব্রী। বিণ।

রাশি—গাদা; স্তূপ, পুঞ্জ, জ্যোতিষ-চক্রের মেষাদি দ্বাদশ অংশ; (গণিত) সংখ্যা (number, quantity). অশ্ (ব্যাপা) + ইণ্ কর্ত্তৃবা (নিপা)। বি; পুং।

রাশিচক্র—(জ্যোতিষ) মেষাদি-দ্বাদশ-রাশি-যুক্ত বৃত্ত, মেষাদি-দ্বাদশ-রাশিঘটিত কল্পিত চক্র; অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যা; ভাজ্য বা ভাজক। রাশির চক্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাশিমালা—(গণিত) কয়েকটি রাশি লইয়া গঠিত একটি অঙ্ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাশীকৃত—স্তূপাকার-করা, পুঞ্জীকৃত। রাশি + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (= রাশী)—কৃ (করা) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —করণ।

রাষ্ট্র—১। একই শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত দেশ (state), রাজ্য। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া) + ষ্ট্রন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব। বিণ—রাষ্ট্রিক, রাষ্ট্রিয়, রাষ্ট্রীয়। ২। প্রচার, প্রকাশ। বাং প্র। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

রাষ্ট্রনায়ক—রাজ্যের পরিচালক। ৬ষ্ঠীতৎ।

রাষ্ট্রনীতি—রাজ্য-পরিচালন-সম্বন্ধীয় নীতি (Politics). রাষ্ট্রসম্বন্ধিনী নীতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রাষ্টিকেট—রাজটিকিট (তাহা দ্রঃ)।

রাষ্ট্রবিপ্লব—রাজ্যশাসনের প্রচলিত প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন; অরাজকতা, রাজ-বিদ্রোহ; রাষ্ট্রিয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও ওলটপালট (revolution). রাষ্ট্রের বিপ্লব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাষ্ট্রিক—রাষ্ট্রসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (জনপদ) + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী। বি—রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রিয়, রাষ্ট্রীয়—১। (নাট্যোক্তিতে) রাজশ্যালক। বি; পুং। ২। রাজ্যসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (রাজ্য) + ইয়, ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—রাষ্ট্র।

রাস—১। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিশেষ। রস্ + ঘঞ্ অধিবা। ২। শব্দ; কোলাহল, গোলমাল; শৃঙ্খলাবন্ধনতুল্য; ক্রীড়াবিশেষ। রস্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। লাগাম, বল্গা। বাং প্র। বি।

রাসন—(মনোবিজ্ঞান) আস্বাদ-বিষয়ক, আস্বাদীয় ('—প্রত্যক্ষ') (gustatory). রসনা + অণ্। বিণ।

রাসপূর্ণিমা—কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রাসবিহারী (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপতৎ; রাস—বি—হৃ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রাসভ—গর্দ্দভ। রস্ + অভচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী, —ভী।

রাসমণ্ডপ, -মণ্ডল—শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব, ক্লীব।

রাসরস—রাসলীলাজনিত আনন্দ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রাসরসময়—শ্রীকৃষ্ণ। রাসরস + ময়ট্ ব্যাপ্তি অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, —য়ী।

রাসরসময়ী—শ্রীরাধা। রাসরসময় + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রাসলীলা—রাসক্রীড়া। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রাসায়নিক—রসায়নবিদ্যা-সম্বন্ধীয়; রসায়নশাস্ত্রবেত্তা। রসায়ন + ইক সম্বন্ধার্থে, জ্ঞাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

রাসেশ্বরী—শ্রীরাধা, রাধিকা। রাসের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাষ্ট্রপতি—রাজ্যের পরিচালক; গণতন্ত্র দেশের রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি (President). রাষ্ট্রের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাষ্ট্রপাল—দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা (Governor-General). উপতৎ; রাষ্ট্র—পালি + অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান—রাজনীতি, রাষ্ট্রপরিচালন-সম্পর্কিত বিদ্যা। রাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [শব্দজ। বি।

রাস্তা—পথ, বর্ত্ম। ফার্সী অথবা 'রথ্যা'-

রাস্না—লতাবিশেষ, ওষধিবিশেষ; গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। রস্ + নণ্ কর্ত্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

রাহা—১। রাস্তা, পথ। ফার্সী 'রাহ্'-শব্দজ। ২। উপাধিবিশেষ। বাং প্র। বি।

রাহাখরচ—পথখরচ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

রাহাজান—রাস্তার ডাকাত। ফার্সী। বি।

রাহাজানি—পথে দস্যুতা, রাস্তায় ডাকাইতি। ফার্সী। বি।

রাহিত্য—হীনতা, শূন্যতা; না থাকা। রহিত + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ —রহিত।

রাহিন—যে ব্যক্তি সম্পত্তি বাঁধা দেয় সে। আরবীমূলক। বি বা বিণ।

রাহী—১। পথিক। ফার্সী। ২। শ্রীরাধা; সুন্দরী স্ত্রী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রাহু—১। অষ্টম গ্রহ [গ্রহণের সময় যাহা চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করে। বর্ত্তমানে ইহা গ্রহ বলিয়া গণ্য হয় না]। গ্রহ্ + উণ্ কর্ত্তৃবা। ২। ত্যাগ। রহ্ + উণ্ ভাববা। বি; পুং।

রাহুগ্রস্ত—গ্রহণযুক্ত ('—চন্দ্র', '—সূর্য্য')। রাহু দ্বার গ্রস্ত (ভক্ষিত), ৩য়াতৎ। বিণ।

রাহুগ্রাহ—চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ। রাহুর দ্বারা গ্রাহ (গ্রহণ), ৩য়াতৎ। বি; পুং।

রাহুচ্ছত্র—আদা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রাহুত—হিন্দুজাতিবিশেষ; অশ্বারোহী যোদ্ধা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রাহুদর্শন—চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্য্যগ্রহণ। রাহুর দর্শন যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

রাহুভেদী (-ভেদিন্)—বিষ্ণু। উপতৎ; রাহু—ভিদ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রাহুসংস্পর্শ—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ। রাহুর সংস্পর্শ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রি, রে—(সঙ্গীত) স্বরসপ্তকের দ্বিতীয় স্বর, ঋষভ। 'ঋষভ'-শব্দজ। বি।

রিং—ছাতার মাথা বাঁধিবার অথবা চাবির গোছা করিবার বলয়। ইং ring. বি।

রিকাব, রিকাবী—ছোট থালা। ফার্সী। বি।

রিক্ত—১। খালি, শূন্য; (পদার্থবিদ্যা) যাহার মধ্যে বায়ু পর্য্যন্ত নাই এমন (vacuous); দরিদ্র; নিষ্ফল। বিণ। বি,—তা। ২। শূন্য; বন; অবকাশ। রিচ্ + ক্ত কর্ম্মকর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

রিক্তহস্ত—খালি হাত; নির্ধন। রিক্ত (শূন্য) হস্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

রিক্তা—১। চতুর্থী নবমী চতুর্দ্দশী তিথি। বি; স্ত্রী। ২। শূন্যা। রিক্ত + আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বি; ক্লীব।

রিক্থ—ধন; সম্পত্তি। রিচ্ + থক্ কর্ম্মবা।

রিক্থ-হর, -হারী (-রিন্)—জ্ঞাতি; উত্তরাধিকারী। উপতৎ; রিক্থ—হৃ + অচ্, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রিক্স, রিক্শা—মানুষে টানা একপ্রকার দুইচাকার গাড়ী। জাপানীমূলক। বি।

রিঠা, রিঠে—বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার একপ্রকার ফল। 'অরিষ্ট'-শব্দজ। বি।

রিঝ—হৃদয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রিঝায়ত—আনন্দিত করে ("ব্রজবনিতা যত রিঝি রিঝায়ত"—উদ্ধব দাস)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

রিঝি—১। হৃদয়। বি। ২। হৃষ্ট হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

রিপিট—উভয় প্রান্তে পুরু এমন ধাতুনির্ম্মিত দীপক; নাচি। ইং 'rivet'-শব্দজ। বি।

রিপু—শত্রু, বিপক্ষ; কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য—এই ছয়টি দুষ্প্রবৃত্তি; (জ্যোতিষ) লগ্নষষ্ঠ স্থান। রপ্ + উ কর্ত্তৃবা (অ-স্থানে ই)। বি; পুং।

রিপু, রিফু—ছেঁড়া কাপড়-চোপড় মেরামত করা। আরবী 'রফু'-শব্দজ। বি।

রিপুজয়—শত্রুকে হারাইয়া দেওয়া; কাম-ক্রোধাদি ছয়টি দুষ্প্রবৃত্তির দমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রিপুদমন—রিপুজয় (সকল অর্থে)। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।

রিপুপরতন্ত্র, -পরবশ—কামক্রোধাদি-দমনে অক্ষম, কাম ক্রোধ প্রভৃতির বশীভূত; শত্রুর বশীভূত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

রিপুবশ—কামক্রোধাদির দমনে অক্ষম; শত্রুর অধীন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

রিম, রীম—২০ দিস্তা কাগজের সমষ্টি। ইং ream. বি।

রিমঝিম—কম বৃষ্টিপড়ার শব্দ; শারীরিক অসুস্থতা হেতু কর্ণের মধ্যে শ্রুত এক-প্রকার শব্দ। বাং প্র। অব্য।

রিমিঝিমি—রিমঝিম শব্দ করিয়া (বৃষ্টি পড়া)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

রিরংসা—খেলিবার ইচ্ছা; স্ত্রীসম্ভোগের ইচ্ছা; কামপ্রবৃত্তি। রম্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

রিরংসু—খেলা করিতে ইচ্ছুক; রমণেচ্ছু। রম্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বিণ।

রি-রি—ক্রোধ আনন্দ প্রভৃতির ভাবপ্রকাশক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

রিল, রীল—সুতা বা ফিতা গুটাইবার ধাতু-নির্ম্মিত চক্র। ইং reel. বি।

রিষ, রীষ—প্রতিহিংসা; দ্বেষ; আক্রোশ। বাং প্র। বি।

রিষ্ট—১। (অদৃষ্ট জন্য) শুভ, কল্যাণ; পাপ; অশুভ। রিষ্+ক্ত করণবা। বি; ক্লীব। ২। নাশ; অভাব। রিষ্+ক্ত ভাববা। ৩। পারদ। রিষ্+ক্ত কর্তৃবা। ৪। খড়্গ। রিষ্+ক্ত করণবা। বি; পুং। ৫। পাপ-জনক; অশুভযুক্ত; অশুভদায়ক। রিষ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

রিষ্টি—১। শুভ; অশুভ; অসৌভাগ্য। রিষ্+ক্তি ভাববা। ২। শস্ত্রবিশেষ, খড়্গ। রিষ্+ক্তিচ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

রিসালা, রেসালা—অশ্বারোহী সেনাদল। আর্বী। বি।

রিস্টওয়াচ—হাতঘড়ি, হাতের কব্জিতে বাঁধিবার ঘড়ি। ইং wrist-watch. বি।

রীডার—পাঠক; উপদেশদানকারী; পাঠ্য-পুস্তক; ছাপা প্রুফ-সংশোধনকারী। ইং reader. বি।

রীত—ব্যবহার; স্বভাব ('—চরিত'); প্রথা। 'রীতি'-শব্দজ। বি।

রীতি—১। ধরণ, ধারা; পদ্ধতি; ক্রম; স্বভাব; দেশবিদেশীয় আচার-ব্যবহার। রী+ক্তি করণবা। ২। গমন, গতি; স্বাভাবিক ধর্ম্ম; গুণ বা প্রবৃত্তি; কাব্যের রসাদির উপ-কারক পদসংঘটনাবিশেষ, রচনার ধারা (style). রী+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

রীতিনীতি—আচার-ব্যবহার, ধারা-পদ্ধতি। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

রীতিবিরুদ্ধ—প্রচলিত পদ্ধতির উল্টা, প্রথাবহির্ভূত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

রীতিমত—নিয়মানুযায়ী; দস্তুর মত; পর্য্যাপ্ত, যথেষ্ট। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

রীম, রীল—'রিম', 'রিল' দ্রঃ।

রুআ, রুয়া—১। ঘরের চালের বরগা। বাং প্র। বি। ২। রোপণ করা। বাং ক্রি।

রুই—১। তুলা। হিন্দী। ২। উই-পোকা। প্রাদে। ৩। রোহিত মৎস্য। 'রোহিত'-শব্দজ। বি।

রুইতন—চতুষ্কোণ লাল-চিহ্নযুক্ত তাস। ওলন্দাজ 'ruiten'-শব্দজ। বি।

রুক্ (রুচ্)—ইচ্ছা, স্পৃহা; শোভা, কান্তি, দীপ্তি। রুচ্+কিপ্ ভাববা। বি; স্ত্রী।

রুক্ (রুজ্)—১। রোগ, পীড়া; ময়না-পাখীর কপ্চান। রুজ্+কিপ্ করণবা, ভাববা। ২। বিদ্যুৎ। রুজ্+কিপ্ করণবা। বি; স্ত্রী।

রুক্ষ—কঠিন; কর্কশ; অচিক্কণ, খস্খসে; উগ্র, তীব্র; নিষ্ঠুর। রুহ্+কস কর্তৃবা। বিণ। বি, —তা, —ত্ব।

রুখা, রোখা—১। থামান, সংযত করা; ক্রোধ করা; উদ্যত হওয়া। বাং ক্রি। ২। অমসৃণ; রুক্ষ। 'রুক্ষ'-শব্দজ। বিণ।

রুখু, রুখো—রুক্ষ; অমসৃণ; তৈলঘৃত-শূন্য; খাড়া; যাহাকে খোরাক দিতে হয় না। 'রুক্ষ'-শব্দজ। বিণ।

রুগী—রুগ্ণ ব্যক্তি, পীড়িত ব্যক্তি। 'রোগিন্'-শব্দজ। বি।

রুগ্ণ—অসুস্থ, পীড়িত; ভগ্ন; আহত; বক্র। রুজ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—রোগ।

রুচক—১। বলকারক ঔষধ; অশ্বাভরণ; মাল্য; মাঙ্গল্যদ্রব্য; গন্ধদ্রব্য; লবণ; আম্রাতরস; স্বর্ণপাত্রবিশেষ; গোরোচনা; বিড়ঙ্গ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। পায়রা, কপোত; দন্ত; বীজপুর; কণ্ঠভূষণ। বি; পুং। ৩। তীব্র, উৎকট। রুচ্+অক (কুন্) কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—রুচিকা।

রুচা—১। শোভা; কান্তি; ইচ্ছা। রুচ্+কিপ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ভাল লাগা। বাং ক্রি।

রুচি, রুচী—পছন্দ, স্পৃহা, অভিলাষ; প্রীতি, অনুরাগ; শোভা; দীপ্তি, কিরণ; খাওয়ার আগ্রহ; আস্বাদ; বুভুক্ষা; আলিঙ্গনবিশেষ; গোরোচনা। রুচ্+কি ভাববা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রুচিকর—আস্বাদজনক; অনুরাগজনক; প্রীতিকর। উপতৎ; রুচি—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —করী।

রুচিত—মিষ্ট; সুস্বাদু; পরিপক; উজ্জ্বল। রুচ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

রুচিবিরুদ্ধ—যাহা পছন্দ হয় না এমন; যাহাতে প্রবৃত্তি হয় না এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

রুচিভেদ—রুচির পার্থক্য, স্পৃহার বিভিন্নতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রুচির—১। মধুর, মিষ্ট; মনোজ্ঞ, সুন্দর; উজ্জ্বল। বিণ। ২। মূলক; লবঙ্গ; কুঙ্কুম। রুচ্+কির কর্তৃবা, অথবা, রুচি—রা+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

রুচিরা—১। ত্রয়োদশাক্ষরপাদক ছন্দো-বিশেষ; গোরোচনা। বি; স্ত্রী। ২। মধুরা; মনোজ্ঞা; উজ্জ্বলা। রুচির+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রুচী—'রুচি' দ্রঃ।

রুচ্য—১। রুচিকারক; রুচির, সুন্দর। রুচি+যৎ হিতার্থে। বিণ। ২। কান্ত, পতি; কেতকবৃক্ষ; চন্দ্র; শালিধান্য। রুচ্+ক্যপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

রুজা—ব্যাধি, পীড়া; ভঙ্গ; ক্ষতি, হানি। রুজ্+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

রুজী—দৈনিক আয়; উদরান্ন। হিন্দী 'রোজী'-শব্দজ। বিণ।

রুজী-রোজগার—খাওয়া-পরার ব্যবস্থা, জীবিকার্জ্জন। রুজী ও রোজগার, দ্বন্দ্ব। বি।

রুজু—১। দায়ের, দাখিল; আরম্ভ। আর্বী। বি। ২। সামনা-সামনি; খাড়া, সোজা; সমান; হিসাবের এক এক দফার সহিত মিল; মোকাবেলা। 'ঋজু'-শব্দজ। বি বা বিণ।

রুটি—পিষ্টকবিশেষ। 'রোটিকা'-শব্দজ। বি।

রুণুঝুনু, -রুণু—মঞ্জীর নূপুর প্রভৃতির মৃদু শব্দ। বাং প্র। অব্য।

রুৎ, রুত—১। পশুপক্ষীর শব্দ; রব, শব্দ; রোদন। রু+কিপ্, ক্ত ভাববা। বি; স্ত্রী, ক্লীব। ২। রোদনকারী। রু+কিপ্, ক্ত কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—রুতা।

রুদিত—১। ক্রন্দন, রোদন। রুদ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। রোদনকারী। রুদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

রুদ্ধ—বেষ্টিত, আবৃত; বদ্ধ, প্রতিবদ্ধ, বাধিত; আটক। রুধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—রোধ।

রুদ্ধশ্বাস—১। দেহের ভিতরে বদ্ধ শ্বাস-বায়ু। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। যাহার শ্বাসবায়ু বদ্ধ হইয়াছে এমন। বহুব্রী। বিণ।

রুদ্ধশ্বাসে—দম আটকাইয়া, শ্বাস বদ্ধ করিয়া। রুদ্ধ হইয়াছে শ্বাস যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

রুদ্র—১। শিব [কথিত আছে, ইনি কল্পা-রম্ভে ব্রহ্মার ললাট হইতে জন্মিয়া রোদন আরম্ভ করেন]; অজ একপাদ অহিব্রধ্ন পিণাকী অপরাজিত ত্র্যম্বক মহেশ্বর বৃষাকপি শম্ভু হর ঈশ্বর—এই একাদশবিধ গণদেবতা-বিশেষ; (অন্যমতে) অজৈকপাৎ অহিব্রধ্ন বিরূ-পাক্ষ সুরেশ্বর জয়ন্ত বহুরূপ ত্র্যম্বক অপরা-

জিত বৈবস্বত সাবিত্র ও হর—এই একাদশ গণদেবতা; একাদশ সংখ্যা; আর্দ্রানক্ষত্র; আদিত্যপত্র-বৃক্ষ। রুদ্‌+রক্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। ভীষণ, ভয়ঙ্কর। রুদ্‌+রক্‌ কর্তৃবা (ণিজর্থ অন্তর্ভূত)। বিণ।

রুদ্রজ—পারা, পারদ; কার্তিক; গণেশ। রুদ্র (শিব)—জন্‌+ড কর্তৃবা [শিববীর্য্য হইতে পারা জন্মিয়াছে, এইরূপ প্রসিদ্ধি]। বি; পুং।

রুদ্রজটা—লতাবিশেষ। রুদ্রের (শিবের) জটার ন্যায় জটা যাহাতে, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

রুদ্রপত্নী—দুর্গা; অতসী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

রুদ্রপ্রিয়া—পার্ব্বতী; হরীতকী। ৬ষ্ঠীতৎ।

রুদ্রবীণা—যে বীণায় ক্রোধ তেজঃ ইত্যাদি প্রকাশক সুর বাজে। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রুদ্রমূর্ত্তি(র্তি)—১। ভয়ঙ্কর চেহারা, ক্রোধোদ্দীপ্ত আকৃতি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। ভয়ঙ্কর-আকৃতিযুক্ত। রুদ্রা মূর্ত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

রুদ্রাক্ষ—১। বৃক্ষবিশেষ। রুদ্রের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী +ষচ্‌ সমাসান্ত। বি; পুং। ২। রুদ্রাক্ষ-বৃক্ষের ফল। রুদ্রাদি+অচ্‌ কারণরূপে আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

রুদ্রাক্ষমালা—রুদ্রাক্ষফল দ্বারা তৈরী জপমালা বা গলায় পরিবার মালা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রুদ্রাণী—রুদ্রপত্নী, দুর্গা। রুদ্র (শিব)+আনীপ্‌। বি; স্ত্রী।

রুদ্রাবাস—কৈলাস; বারাণসী, কাশী; শ্মশান। রুদ্রের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রুদ্রারি—কামদেব, মদন। রুদ্র (শিব) অরি যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [ক্রি।

রুধা—রোধ করা, আটক করা। কবিপ্র।

রুধির—১। রক্ত, শোণিত; কুঙ্কুম। বি; ক্লীব। ২। মঙ্গলগ্রহ; মণিবিশেষ; রক্তবর্ণ। রুধ্‌+কিরচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। রক্তবর্ণযুক্ত। রুধির+অচ্‌ আছে অর্থে। বিণ। ৪। মদ্য; টাকা (রূপকার্থে)। বাং প্র। বি।

রুধিরাক্ত—রক্তরঞ্জিত, রক্তাক্ত। রুধির দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রুনুঝুনু, রুনুরুনু—রুণুঝুণু (তাহা দ্রঃ)।

রুপা—রৌপ্য, রজত। 'রৌপ্য'-শব্দজ। বি।

রুবাইত—সঙ্গীতবিশেষ [ইহাতে নায়ক-নায়িকার এবং তাহাদের বিরহাদির বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে]। ফার্সী। বি।

রুমাল—যাহা দ্বারা মুখ মোছা যায় এরূপ ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড; গামছা। ফার্সী। বি।

রুয়া, রোয়া—১। রোপণ করা। বাং ক্রি। ২। পশম; বীজদানা; মাটির ঘরের চালে লাগান বংশদণ্ডবিশেষ। বাং প্র। ৩। লোম। প্রাদে। বি। [বি; পুং।

রুরু—একপ্রকার হরিণ। রু+ক্রুন কর্তৃবা।

রুল—খাতার উপর পেন্সিল বা কালি দিয়া টানা রেখা; ঐরূপ রেখা টানিবার দণ্ড; নজীর; উচ্চ আদালতের আদেশ; নিয়ম; আইন। ইং rule. বি।

রুলি, রুলী—একপ্রকার চুড়ি, হাতের গহনাবিশেষ। বাং প্র। বি।

রুষিত, রুষ্ট—কুপিত, ক্রুদ্ধ। রুষ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—রুষ্টি, রোষ।

রুষ্টি—ক্রোধ, রোষ। রুষ্‌+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—রুষ্ট।

রুসুম—শুল্ক; মাশুল। বৈদে। বি।

রুহিদাস, রুইদাস—মুচিজাতির শাখা-বিশেষ। 'রোহিতাশ্ব'-শব্দজ। বি।

রূক্ষ—কর্কশ; নির্দ্দয়; স্নেহশূন্য; কঠিন; কঠোর-ব্রতধারী; বন্ধুর; কর্কশ; অননুকূল; অচিক্কণ। রূক্ষ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

রূক্ষভাষী (-ষিন্‌)—অপ্রিয়বাদী; কঠোর-ভাষী। উপতৎ; রূক্ষ—ভাষ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী।

রূঢ়—জাত, উৎপন্ন; কর্কশ; অপ্রীতিকর; প্রবৃদ্ধ; প্রসিদ্ধ; ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়সিদ্ধ অর্থের অপেক্ষা না করিয়া অন্যার্থপ্রকাশক ('—শব্দ')। রূহ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—রূঢ়ি। **রূঢ় পদার্থ**—যে সকল পদার্থ অন্য পদার্থের পরমাণুযোগে উৎপন্ন হয় না সেইগুলি, মৌলিক পদার্থ।

রূঢ়ি—১। উৎপত্তি; প্রসিদ্ধি। রুহ্‌+ক্তি ভাববা। ২। প্রকৃতিপ্রত্যয়ের অর্থের অপেক্ষা না করিয়া শব্দের অর্থবোধশক্তি, শব্দশক্তি-বিশেষ। রুহ্‌+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী। বিণ—রূঢ়।

রূপ—১। সৌন্দর্য্য; স্বরূপ; স্বভাব; শরীর; আকৃতি; প্রকার; শুক্লাদি বর্ণ, রং; বিভক্তি-যুক্ত শব্দ বা ধাতু; গ্রন্থাদির আবৃত্তি; নাম; শ্লোক; দৃশ্যকাব্য। বি; ক্লীব। ২। (শব্দের পরবর্তী হইলে) তৎসদৃশ, তুল্য। রূপ্‌+ক যথার্থে কর্ম্মবা। বিণ।

রূপক—১। আকৃতি; গঠন; সঙ্গীতের সাত মাত্রার বা মতান্তরে ছয় মাত্রার দুই তাল ও এক ফাঁকযুক্ত তালবিশেষ; দৃশ্যকাব্যবিশেষ; কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [উপমানের সহিত উপমেয়ের অভেদত্ব-স্থাপন দ্বারা এই অলঙ্কার হয়। যথা—

"বঙ্গবাসীর, চিত্তগগনে, অভিনব ভাস্কর।
মানস-কমল, নব আনন্দে, ফুটাও নিরন্তর॥"]

রূপ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। ২। শুক্লাদিবর্ণ; রৌপ্য; আকার; সংখ্যাবিশেষ; গুঞ্জাত্রয় পরিমাণ; তিনটি কুঁচ ফলের পরিমাণ। বি; ক্লীব। ৩। মূর্ত্ত। রূপ+কন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—রূপিকা।

রূপকথা—উপকথা; ভূতপ্রেত প্রভৃতির গল্প; ছেলে-ভুলান অসম্ভব গল্প। 'উপকথা'-শব্দজ (যথা—'উই'-স্থানে 'রুই', 'ওঝা'-স্থানে 'রোজা', 'ইক্কি'-স্থানে 'রিক্কি' ইত্যাদি)। বি।

রূপকার—সজ্জাকর, যে সাজাইয়া দেয়। উপতৎ; রূপ—কৃ+অণ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

রূপগুণ—চেহারার সৌন্দর্য্য ও মনের বিনয় ও দয়া প্রভৃতি। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

রূপচাঁদ—রৌপ্যমুদ্রা। বাং প্র। বি।

রূপজ—সৌন্দর্য্যজনিত। উপতৎ; রূপ—জন্‌+ড কর্তৃবা। বিণ।

রূপণ—বর্ণন; নিরূপণ; অভিনয়। রূপ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—রূপিত।

রূপতৃষ্ণা—রূপ-উপভোগের আকাঙ্ক্ষা। রূপের তৃষ্ণা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রূপদক্ষ—অঙ্গসজ্জায় নিপুণ। রূপে দক্ষ, ৭মীতৎ। বিণ।

রূপদস্তা—জার্ম্মান সিল্‌ভার; সীসা ও রাঙের মিশ্রধাতু। বাং প্র। বি।

রূপবতী—সুন্দরী, সৌন্দর্য্যশালিনী। রূপ+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। পুং—বান্‌ (-বৎ)।

রূপবন্ত—সুরূপ, সুন্দর। রূপ+বন্ত বিশিষ্টার্থে (বাং)। বিণ।

রূপবান্‌ (-বৎ)—সুন্দর, সৌন্দর্য্যশালী; আকারবিশিষ্ট, সাকার; শুক্লাদিবর্ণযুক্ত। রূপ+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

রূপমঞ্চ—যে উচ্চস্থানে অভিনয়াদি প্রদর্শন করা হয় তাহা। রূপ-প্রদর্শক মঞ্চ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

রূপমাধুরী—রূপের শোভা। ৬ষ্ঠীতৎ।

রূপমোহ—শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ; সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধতা। রূপজনিত মোহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রূপলাবণ্য—১। সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা। দ্বন্দ্ব। ২। সৌন্দর্য্যের মাধুরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রূপশিল্পী (-শিল্পিন্‌)—রূপসজ্জাকর; রূপ-সজ্জায় নিপুণ ব্যক্তি। রূপের শিল্পী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। [বিণ; স্ত্রী।

রূপসী—সুন্দরী, রূপবতী। 'রূপীয়সী'-শব্দজ।

রূপা, রূপো—রৌপ্য, রজত, চাঁদি। 'রৌপ্য'-শব্দজ। বি।

রূপাজীবা—বেশ্যা, গণিকা। রূপ (সৌন্দর্য্য) আজীব (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

রূপান্তর—ভিন্ন আকার; ভিন্নরূপ; অবস্থা-ন্তর। অন্য রূপ, নিত্য। বি; ক্লীব।

রূপান্তরিত—অন্য রূপ বা অবস্থায় পরিণত

(ভূগোল) পরিবর্ত্তিত (metamorphic). রূপান্তর + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

রূপায়ণ—রূপদান; কোন বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করণ। রূপ + ক্যঙ্ (সংস্কৃতের অনুকরণে) + অনট্ ভাববা। বিণ, —য়িত।

রূপায়িত—যাহাকে নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে এমন, মূর্ত্ত। রূপ্ + ক্যঙ্ (সংস্কৃতের অনুকরণে) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —য়ণ।

রূপালি(লী)—রূপার মত শাদা ও চক্‌চকে; রূপার পাত বা তাহা দিয়া মোড়া। বাং প্র। বিণ বা বি।

রূপিত—রূপযুক্ত; ব্যক্ত। রূপ + ইতচ্ জাতার্থে, বা, রূপ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

রূপী (রূপিন্)—সৌন্দর্য্যশালী, রূপবিশিষ্ট; সাকার। রূপ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী —রূপিণী।

রূপী—রক্তমুখ বানর। বাং প্র। বি।

রূপেয়া—টাকা। হিন্দী 'রূপৈয়া' (<রৌপ্য)-শব্দজ। বি।

রূপ্য—১। রূপা রজত, রৌপ্য; স্বর্ণ; অলঙ্কারাদিনির্ম্মাণার্থ আহৃত স্বর্ণ বা রৌপ্য। রূপ + যৎ আহৃতার্থে বা স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। রূপবান্, সুন্দর। রূপ + যৎ আছে অর্থে। বিণ। [হুকুম। ফার্সী। বি।

রুবকার—বিচারকের আদেশ, আদালতের

রুবকারী—শুনানি, মোকদ্দমার লিখিত বিবরণ। ফার্সী। বি।

রে—নীচ সম্বোধন। রু + ডে ভাববা। অব্য।

রেউচিনি—একপ্রকার গাছের শুকনা শিকড়। ফার্সী 'রেবন্দ-চীনী'-শব্দজ। বি।

রেউড়ি, রেউড়ী—একপ্রকার পিঠা। হিন্দী। বি।

রেউয়া, রেও—যে বিনা নিমন্ত্রণে হাজির হয়, রবাহূত। রা + উয়া, ও প্রাপ্ত অর্থে। বিণ।

রেউলা—অন্তঃপুর, অন্দরমহল ("মহিষীদিগের ন্যায় তোমার পৃথক্ রেউলা হইবে।"—বঙ্কিমচন্দ্র)। হিন্দীমূলক। বি।

রেও—'রেউয়া' দ্রঃ।

রেওয়া—কৈফিয়ৎ দেওয়া; বৎসরের শেষ দেনা পাওনার হিসাব। ফার্সী। বি।

রেওয়াজ—রীতি, পদ্ধতি, চলন; অভ্যাস। আর্বী। বি।

রেঁদা—কাঠ পালিশ করিবার একপ্রকার অস্ত্র। ফার্সী। বি।

রেক—১। সন্দেহ, সংশয়; শঙ্কা। রেক্ + ঘঞ্ ভাববা। ২। নীচ, ইতর; ভেক, ব্যাঙ্। রেক্ + অচ্ কর্তৃবা। ৩। বিরেচন, ভেদ। রিচ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৪। ধান প্রভৃতি মাপিবার বেতের তৈরী একপ্রকার পাত্র। বাং প্র। ৫। রেখা, লেখা; চিহ্ন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রেকর্ড—নথি, দলিল-দস্তাবেজ; প্রমাণ-পত্র; (গ্রামোফোন) গানের আধার-চক্রবিশেষ বা চাকতি। ইং record. বি।

রেকাব—ঘোড়ার জিন বা গদি হইতে দুই পাশে ঝুলান পাদানি। আর্বী 'রিকাব'-শব্দজ। বি।

রেকাব, রেকাবি, -বী—ছোট থালা। আর্বী 'রকাবী'-শব্দজ। বি।

রেক্তা—সঙ্গীতবিশেষ (ইহাতে নায়ক নায়িকা এবং বিরহাদি-বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে); একপ্রকার ঠাস্ গাঁথুনি (যেমন, রেক্তার গাঁথুনি)। ফার্সী। বি।

রেখ—রেখা, চিহ্ন। 'রেখা'-শব্দজ। বি।

রেখা—বিস্তৃতিহীন দীর্ঘ চিহ্ন; লম্বা সরু টান, "।" দাঁড়ী "—" কসী প্রভৃতি; রাজি, শ্রেণী, সারি; আভোগ; অল্পমাত্র; সম্পূর্ণতা; ছল, কপট; শরীরস্থ শুভাশুভ লক্ষণচিহ্ন। লিখ্ + অঙ্ কর্ম্মবা + আপ্ (ল-স্থানে র)। বি; স্ত্রী। বিণ—রৈখিক।

রেখাক্ষরিক—দ্রুত অনুলিপি-করণ বিদ্যায় দক্ষ (short-hand-writer). রেখাই অক্ষর, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ইক নিপুণার্থে। বি; পুং, বা বিণ।

রেখাগণিত—জ্যামিতি, ক্ষেত্রতত্ত্ব। রেখাশ্রিত গণিত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রেখাঙ্কিত—রেখাচিহ্নযুক্ত। রেখাদ্বারা অঙ্কিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রেখাচিত্র—কেবল রেখার সাহায্যে অঙ্কিত চিত্র (line drawing). রেখাঙ্কিত চিত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

রেখাপাত—দাগ কাটা; লাইন টানা, রেখা দেওয়া; মনে স্থায়ী কোন ভাবের সৃষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রেচক—১। জোলাপ; ভেদকারক। রিচ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—রেচিকা। ২। প্রাণায়ামকালে দেহাভ্যন্তর হইতে প্রাণবায়ুর নিঃসারণ। রিচ্ + ণিচ্ + ঘঞ্ ভাববা + কন্ স্বার্থে। ৩। যবক্ষার; জয়পালের গাছ; তিলকবৃক্ষ; পিচকারী। রিচ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

রেচন—১। দাস্ত হওয়া, ভেদ। রিচ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। যাহাতে দাস্ত করায় এমন, ভেদক। রিচ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃবা। বিণ। [কর্ম্মবা। বিণ।

রেচিত—ত্যক্ত; বিবর্ত্তিত। রিচ্ + ণিচ্ + ক্ত

রেজকি, রেজগি—সিকি দুয়ানি আধুলি প্রভৃতি টাকার ভাঙ্গানি (পয়সাকে রেজকি বলা হয় না)। ফার্সী। বি।

রেজা—১। খুচরা। ফার্সী। বি। ২। (লেখা) কাটিয়া দেওয়া; দাগ দেওয়া। প্রাদে। ক্রি।

রেজাই—একপ্রকার রং-করা শীতের কাপড়; পাতলা লেপ। ফার্সী 'রজাই'-শব্দজ। বি।

রেজিস্টারি, রেজিষ্ট্রী—সরকারী পাকা খাতায় লিখিত; সরকারী পাকা খাতায় লিখন; দলিলপত্র পাকা করা। ইং 'registry'-শব্দজ। বিণ বা বি। [বি।

রেঝা—নিশানা, লক্ষিত স্থান। প্রাঃ কবিপ্র।

রেড়ি—ভেরেণ্ডা, এরণ্ডগাছ। 'এরণ্ড'-শব্দজ। বি।

রেডিও—বেতার-যন্ত্র। ইং radio. বি।

রেডিয়ম—অতিদুর্লভ এবং অফুরন্ত তেজের আধার ধাতুবিশেষ। ইং radium. বি।

রেড়ো—অশিক্ষিত; আনাড়ি; গ্রাম্য। 'রূঢ়'-শব্দজ। বিণ।

রেণু—গুঁড়া, পরাগ; ধূলি, পাংশু। রী + ণু কর্তৃবা। বি; পুং বা স্ত্রী।

রেণুকা—মরিচের মত আকারের সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। রেণু + কন্ আছে অর্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

রেতঃ (রেতস্), **রেত**—শুক্র, বীর্য্য; শিববীর্য্য; পারদ, পারা। রী + অসুন্ কর্তৃবা (ত-আগম)। বি; ক্লীব।

রেতি—উকা। হিন্দী। বি।

রেফ—১। র, ´; রবর্ণ। র + ইফ স্বার্থে। ২। রাগ, স্নেহ; ব্যক্তি। রিফ্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। ক্রূর; নীচ; কৃপণ; কুৎসিত। রিফ্ + অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

রেবতী—১। রেবত রাজার কন্যা, বলরামের পত্নী। রেবত (রাজবিশেষ) + অণ্ অপত্যার্থে + ঈপ্। ২। (জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটি নক্ষত্রের মধ্যে শেষ নক্ষত্র। রেব্ + অতচ্ কর্তৃবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রেবতীজানি—বলরাম। রেবতী জায়া যাঁহার, বহুব্রী (জায়া-স্থানে জানি)। বি; পুং।

রেবতীরমণ, রেবতীশ—বলরাম; চন্দ্র। রেবতীর (বলরামপত্নীর, চন্দ্রপত্নী রেবতী-নক্ষত্রের) রমণ (পতি), ঈশ (প্রভু বা স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রেবা—নদীবিশেষ; কামপত্নী, রতি; দুর্গা; নীলগাছ। রেব্ + অচ্ কর্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

রেয়াৎ—দয়া, অনুগ্রহ, কৃপা; অব্যাহতিদান; মাফ; (অর্থনীতি) পূর্ব্বনির্দ্ধারিত হার বা মূল্যের কম লওয়া (concession). আর্বী 'রিয়াঅৎ'-শব্দজ। বি।

রেয়ো—বিনা নিমন্ত্রণে আগমনকারী, রবাহূত। রা + ও (<উয়া) প্রাপ্ত অর্থে। বিণ।

রেয়োৎ—প্রজা। আর্বী 'রইয়ৎ'-শব্দজ। বি।

রেয়োভাট—শ্রাদ্ধাদিতে আগত রবাহূত প্রার্থী। কর্ম্মধা। বি।

রেল—লোহার রাস্তা, রেলগাড়ী চলিবার রাস্তা, লৌহবর্ত্ম। ইং rail. বি।

রেলগাড়ী—লৌহবর্ত্মে চলে এমন বাষ্পীয় গাড়ী। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

রেললাইন—লৌহবর্ত্ম, রেলপথ। ইং rail-line. বি।

রেলা—জনতা; সারি; ধারা; বাহুল্য; বাদ্যে প্রতিমাত্রায় এক বা যুগ্ম-সংখ্যক বাণীযুক্ত বোলবিশেষ। বাং প্র। বি।

রেলিং—লোহার বেড়া; লোহার গরাদে। ইং railing. বি।

রেশ, রেষ—শব্দের ঝঙ্কার; কোন শব্দ উত্থিত হইবার পরে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাহার যে স্থিতি তাহা; প্রতিহিংসা; আক্রোশ; বিদ্বেষ। বাং প্র। বি।

রেশম—গুটিপোকার লালাজাত তন্তু বা সূতা, কৌষেয়সূত্র। ফার্সী। বি।

রেশমী—রেশমজাত, রেশম দ্বারা নির্ম্মিত। রেশম+ঈ নির্ম্মিতার্থে। বিণ।

রেষণ—ঘোড়ার ডাক, হ্রেষারব; নেকড়ে বাঘের ডাক, বৃকের গর্জ্জন। রেষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

রেষারেষি—পরস্পর বিদ্বেষ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

রেসম—রেশম (তাহা দ্রঃ)।

রেসমী—'রেশমী' (তাহা দ্রঃ)।

রেস্ত—পুঁজি; নগদ টাকাকড়ি। পোর্ত্তুগীজ 'resto'-শব্দজ। বি।

রেসুবৎ—ঘুষ, উৎকোচ। আর্বী 'রিষ্‌বৎ'-শব্দজ। বি।

রেহ—রেখা ("এ নব কুঙ্কুম রেহ"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রেহন, রেহান, রেহেন—বন্ধক দেওয়া। ফার্সী 'রেহন'-শব্দজ। বি।

রেহা—রেখা; চিহ্ন; কলঙ্ক; স্নেহ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

রেহাই—ছাড়, মুক্তি; নিস্তার, অব্যাহতি; ক্ষমা। ফার্সী 'রিহাঈ'-শব্দজ। বি।

রৈ—১। স্বর্ণ; ধন। রা+ডৈ কর্ম্মবা। ২। শব্দ। রৈ+ক্বিপ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। গভীরতা; পুকুরের মধ্যে পোতা কাঠের দণ্ড; পুকুর প্রভৃতির সর্ব্বাপেক্ষা গভীর অংশ। বাং প্র। বি।

রৈখিক—রেখাসম্বন্ধীয়। রেখা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—রেখা।

রৈত্য—রীতি হইতে উৎপন্ন; পিত্তলনির্ম্মিত। রীতি+ষ্য বিকারার্থে। বিণ।

রৈবত—শিব; বিন্ধ্য পর্ব্বতের পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতবিশেষ; দৈত্যবিশেষ; পঞ্চমমনু; স্বর্ণালুবৃক্ষ। রেবা+অণ্ স্বার্থে=রৈব; রৈব+ত আছে অর্থে; অথবা, রেবতী+অণ্ জাতার্থে। বি; পুং।

রৈবতক—পর্ব্বতবিশেষ; রেবত-বৃক্ষ। রৈবত+কন্ স্বার্থে, সাদৃশ্যার্থে। বি; পুং।

রৈবতিক—রেবতীপুত্র। রেবতী+ইক অপত্যার্থে। বি; পুং।

রৈ-রৈ—গোলমাল, কোলাহল; হৈ-চৈ; ভয়ঙ্কর চীৎকার। বাং প্র। অব্য।

রোঁদ—পালা; পাহারা দিবার জন্য পালা-ক্রমে ভ্রমণ। ইং 'round'-শব্দজ। বি।

রোঁয়া—লোম। 'রোমন্'-শব্দজ। বি।

রোক—১। দাবা খেলার নৌকা; সম্মুখ; ফার্সী; রু+কন্ কর্ত্তৃবা। ২। গর্ত্ত, ছিদ্র। রুচ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; ক্লীব। ৩। নগদ। বিণ। ৪। নগদ টাকাকড়ি; যাইবার দিক্। বাং প্র। ৫। প্রহার করিবার উপক্রম; আক্রোশ; তেজ, সাহস; রোখ। 'রোষ'-শব্দজ। বি।

রোকড়—নগদ টাকাকড়ি; নগদ টাকাকড়ির হিসাব; সোনারূপার গহনাদি। হিন্দীমূলক। বি বা বিণ।

রোকশোধ—নগদ টাকায় সমস্ত দেনা পরিশোধ; অনুমতি; বিদায়। ৬ষ্ঠীতৎ বা কর্ম্মধা। বি।

রোকা—চিঠিপত্র। আর্বী 'রুক্কা'-শব্দজ। বি।

রোখ—১। উদ্যম; সাহস; ক্রোধ; জেদ; অভিমুখ। 'রোষ'-শব্দজ। বি। ২। (অর্থনীতি) আমদানী রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা (embargo). বাংলা 'রুধ্'-ধাতুজ। বি।

রোখা—১। রোধ করা; থামান; রাখা। বাং ক্রি। ২। উৎসাহী; তেজী; দুর্দ্দান্ত; নগদ; জেদী। রোখ+আ (বাং) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

রোখাল—তেজস্বী; উদ্যমশীল; যাহার জেদ আছে এমন। রোখ+আল (বাং) আছে অর্থে। বিণ।

রোগ—ব্যাধি, পীড়া। রুজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—রুগ্‌ণ, রোগী (-গিন্)।

রোগক্লিষ্ট—রোগে কাতর। ৩য়াতৎ। বিণ।

রোগগ্রস্ত—পীড়িত। ৩য়াতৎ। বিণ।

রোগঘ্ন—১। রোগনাশক। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী। ২। ঔষধ। রোগ—হন্+টক্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৩। চিকিৎসক, বৈদ্য। রোগ—হন্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [বি; ক্লীব।

রোগনিদান—পীড়ার মূল কারণ। ৬ষ্ঠীতৎ।

রোগ-প্রতিষেধক—রোগ-নিবারণকারী; পূর্ব্ব হইতে যাহার ব্যবহার করিলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

রোগবীজ—রোগবীজাণু, যাহা রোগ বহন করে (germ). রোগের বীজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রোগমুক্ত—যে আরোগ্যলাভ করিয়াছে এমন। ৩য়াতৎ বা ৫মীতৎ। বিণ। বি,—মুক্তি।

রোগমুক্তি—অসুখ সারিয়া যাওয়া, আরোগ্যলাভ। ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,—মুক্ত।

রোগযন্ত্রণা, -যাতনা—পীড়া-জনিত কষ্ট। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রোগশয্যা—রোগীর বিছানা। রোগকালীন শয্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রোগশান্তি—ব্যাধির উপশম; আরোগ্য লাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রোগশীর্ণ—ব্যাধিহেতু কৃশ। ৩য়াতৎ। বিণ।

রোগা—পীড়িত; কৃশ, কাহিল। রোগ+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

রোগাক্রান্ত—ব্যাধিগ্রস্ত, পীড়িত। রোগ-দ্বারা আক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রোগাটে—রোগার মত; শীর্ণদেহ। রোগা+টে (টিয়া) ঈষদর্থে। বিণ। [বিণ।

রোগা-পটকা—কৃশ ও দুর্ব্বল। বাং প্র।

রোগী (রোগিন্)—পীড়িত, রুগ্‌ণ, ব্যাধিত। রোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—রোগিণী। বি—রোগ।

রোগ্য—রোগসম্বন্ধীয়; অপথ্য, অহিত। রোগ+যৎ সম্বন্ধার্থে, জন্মায় অর্থে। বিণ। বি—রোগ।

রোচক—১। রুচিকারক; দীপ্তিপ্রদ। বিণ। স্ত্রী—রোচিকা। ২। কলা, কদলী; ক্ষুধা; অবদংশ, চাটনি; পলাণ্ডুবিশেষ; গ্রন্থিপর্ণবিশেষ। রুচ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রোচন—১। রোচক, রুচিকারক; বলকারক; দীপ্তিপ্রদ। রুচ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। পলাণ্ডু, পেঁয়াজ; কার্পাস-বৃক্ষবিশেষ, আরগ্বধ; শ্বেত সজিনার গাছ; জম্বীরলেবু; করঞ্জ; দাড়িম্ব। রুচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রোচনা—১। উত্তম স্ত্রী; বর্ণ-দ্রব্যবিশেষ; গন্ধদ্রব্য, গোরোচনা; রক্তকহ্লার। বি; স্ত্রী। ২। রুচিকারিকা; দীপ্তিপ্রদা। রুচ্+ণিচ্ বা রুচ্+অন কর্ত্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রোচনী—গোরোচনা; আমলকী; মনঃশিলা; শ্বেতত্রিবৃতা। রোচন+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রোচা—মুখে ভাল লাগা, রুচিকর হওয়া। বাং ক্রি।

রোচিঃ (রোচিস্), **রোচি**—দীপ্তি, ছবি, কান্তি। রুচ্+ইস্ ভাববা। বি; ক্লীব।

রোচিষ্ণু, রোচী (রোচিন্)—কান্তিযুক্ত, অলঙ্কারাদি দ্বারা দীপ্তিশীল, শোভিত। রুচ্+ইষ্ণু, ণিন্ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। (২য় পক্ষে) স্ত্রী—রোচিনী।

রোচ্য—রুচিকর, প্রীতিকর; দীপ্তিযোগ্য। রুচ্+ণ্যৎ কর্ত্তৃবা। বিণ।

রোজ—তারিখ, দিবস, প্রতিদিন। ফার্সী। বি। **রোজ রোজ**—প্রত্যহ।

রোজকার, -গার—আয়, উপার্জ্জন। ফার্সী। বি।

রোজ-কেয়ামত—শেষ বিচারের দিন, [(মুসলমান-ধর্ম্মের মতে) যে দিন ঈশ্বর

পৃথিবীর জীবের যাবতীয় পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন]। ফার্সী। বি।

রোজকেরে, -গেরে—যে উপার্জ্জন করে এমন; অর্থ-উপার্জ্জনকারী। রোজকার, রোজগার+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

রোজনামচা, রোজনামা—দৈনিক হিসাবের বহি, যে বহিতে দৈনিক বিবরণ লেখা যায় তাহা (diary). ফার্সী। বি।

রোজা—১। মুসলমানদিগের উপবাসের পর্ব্ববিশেষ (ইহাতে এক মাস কাল দিবাভাগে অনাহারে থাকিতে হয়); রোজার মাসে মুসলমানদিগের উপবাস। ফার্সী। ২। ঝাড়নদার; ওঝা; কটিবন্ধ; ঘুনসি; মরাই বাঁধিবার রজ্জুবন্ধনী। বাং প্র। বি।

রোজিনা—দৈনিক রোজগার। ফার্সী 'রোজানা'-শব্দজ। বি।

রোটি, রোটিকা—আটা বা ময়দা দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য; রুটী। রুট্+ই কর্ত্তৃবা; রুট্+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

রোড—সড়ক, বড় রাস্তা। ইং road. বি।

রোডসেস্—সরকারী রাস্তার নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য সরকারকে যে খাজনা দিতে হয় তাহা। ইং road-cess. বি।

রোতো, রোদো—বাতিল; খারাপ। বাং প্র। বিণ।

রোদ—সূর্য্যের কিরণ। 'রৌদ্র'-শব্দজ। বি।

রোদন—কান্না, ক্রন্দন। রুদ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

রোধ—১। বাধা; অবরোধন; (পদার্থ-বিদ্যা) বৈদ্যুতিক প্রপাতের গতিবেগের ব্যাঘাতকারী শক্তি (resistance). রুধ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। কূল, তীর। রুধ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

রোধক—যে বাধা দেয় এমন, নিবারণ-কর্ত্তা; প্রতিরোধকারী। রুধ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—রোধিকা।

রোধন—বাধা, অবরোধ, আটক। রুধ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—রুদ্ধ।

রোধা—ফিরান; রোধ করা; বাধা দেওয়া। বাং ক্রি।

রোধী (রোধিন্)—প্রতিরোধকারী; নিবারণ-কর্ত্তা। রুধ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—রোধিনী।

রোপণ—বুনন, গাছের চারা রোয়া; উৎপাদন, জনন; স্থাপন, অর্পণ; আরোপ। রুহ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—রোপিত।

রোপা—১। রোপণ। বি। ২। রোপিত। বিণ। ৩। রোপণ করা। বাং ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র—**রোপব**—রোপণ করিব। **রোপল**—রোপণ করিল। **রোপলি**—রোপণ করিলি।]

রোপিত—যাহা রোপণ করা হইয়াছে এমন; অর্পিত; আরোপিত; প্রোত; প্রোথিত, পোতা। রুহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—রোপণ।

রোবাইয়াৎ—চৌপদী কবিতাসমূহ। আর্বী 'রুবাইয়া'-শব্দজ। বি।

রোম (রোমন্)—লোম, রোঁয়া; জল। রু+মন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

রোমক—১। পাংশুলবণ, পাঙ্গালুণ; অয়স্কান্ত মণিবিশেষ। রোমন্—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। রোমনগরবাসী; রোমদেশীয়। রোম+ক নিবাসার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রোমকপত্তন—রোমনগর। রোমকই পত্তন (নগর), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রোমকূপ—লোমের গোড়ায় যে ছিদ্র থাকে তাহা, রোমবিবর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোমজ—রোমদ্বারা প্রস্তুত, পশমী। উপতৎ; রোমন্—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

রোমন্থ, রোমন্থন—জাবর কাটা, গিলিত বস্তু উদ্গার করিয়া পুনরায় চিবান। রোগ—মন্থ্+ঘঞ্, অনট্ করণবা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—রোমন্থিত।

রোমন্থক, রোমন্থিক—যে সকল পশু ভুক্ত বস্তু উদ্গীর্ণ করিয়া তাহা পুনরায় চর্ব্বণ করে। রোমন্থ—কৃ+ড কর্ত্তৃবা; রোমন্থ+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি; পুং।

রোমন্থন—'রোমন্থ' দ্রঃ।

রোমবিকার—রোমোদ্গম, রোমাঞ্চ; রোমভঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোমশ—১। অধিক রোমযুক্ত। বিণ। ২। শূকর; মেষ; পিণ্ডালু; কুম্ভী, পানা। রোমন্+শ আছে অর্থে। বি; পুং।

রোমহর্ষ—গায়ে কাঁটা দেওয়া, লোমস্ফুরণ, রোমাঞ্চ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোমহর্ষণ—১। রোমহর্ষ (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। মুনিবিশেষ, লোমহর্ষণ, সূত। বি; পুং। ৩। ভয়ানক; বীভৎস। রোমের হর্ষণ যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বিণ।

রোমাঞ্চ—শরীরে কাঁটা দিয়া উঠা, পুলক, রোমোদ্গম। রোমের অঞ্চ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোমাঞ্চকর—রোমহর্ষণ; ভয়ানক; বীভৎস। উপতৎ; রোমাঞ্চ—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

রোমাঞ্চিত—রোমাঞ্চযুক্ত, পুলকিত। রোমাঞ্চ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

রোমান—রোমদেশীয়। ইং Roman. বিণ।

রোমাবলি, রোমাবলী, রোমালি, রোমালী—নাভির ঊর্দ্ধভাগে উদরের রোমশ্রেণী। রোমের আবলি, আবলী, আলি, আলী (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রোমীয়—রোম-দেশবাসী; রোমদেশীয়। রোম+ঈয় নিবাসার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রোমোদ্গম, রোমোদ্ভেদ—রোম জন্মা; শরীরে কাঁটা দিয়া উঠা; রোমাঞ্চ। রোমের উদ্গম, উদ্ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোয়া—১। রোপণ। বি। ২। রোপিত। বিণ। ৩। রোপণ করা। 'রোপণ'-শব্দজ। বাং ক্রি। ৪। ক্রন্দন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**রোয়ই, রোয়ত**—ক্রন্দন করে। **রোয়সি**—ক্রন্দন করিতেছ। **রোয়ে**—ক্রন্দন করে।]

রোয়াক—'রক' দ্রঃ।

রোরুদ্যমান—যে বার বার কাঁদিতেছে এমন, পুনঃপুনঃ রোদনশীল। রুদ্+যঙ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

রোল—১। অব্যক্ত শব্দ; ক্ষোভ; কোলাহল। রোড়্+অচ্ কর্ত্তৃবা (ড়-স্থানে ল)। বি; পুং। ২। ফলবিশেষ; আর্দ্রক। রু+লচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রোশন, রোশনাই, রোশনি—আলোক; আলোকপ্রদানোৎসব; উজ্জ্বল বস্তু; জ্যোৎস্না; কালী। ফার্সী। বি।

রোশনগীর—আলোকের তত্ত্বাবধায়ক; যে জমিদার-বাড়ীতে আলোদানের ব্যবস্থা করে সে। রোশন+গীর নিযুক্তার্থে। বি।

রোশনচৌকী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; ঢোল বাঁশী ও মন্দিরার ঐকতান বাদ্য। ফার্সী। বি।

রোশনাই, রোশনি—'রোশন' দ্রঃ।

রোষ—ক্রোধ, রাগ। রুষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—রুষ্ট।

রোষকষায়িত—রাগে লাল, ক্রোধ হেতু রক্তবর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

রোষণ—১। রাগী, ক্রোধশীল, ক্রোধন। বিণ। ২। পারদ; কষ্টিপাথর; ঊষর ভূমি। রুষ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রোষপ্রদীপ্ত—যে রাগিয়া আগুন হইয়াছে এমন, ক্রোধোদ্দীপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

রোষাগ্নি, রোষানল—রাগের আগুন, ক্রোধরূপ বহ্নি। রোষরূপ অগ্নি, অনল, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

রোষিত—ক্রুদ্ধ; যাহাকে রাগান হইয়াছে এমন, কোপিত, রোষপ্রাপিত। রোষ+ইতচ্ সংজাতার্থে, অথবা, রুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

রোষী (রোষিন্)—রাগী, ক্রোধী। রোষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—রোষিণী।

রোহ—১। চড়া, আরোহণ। রুহ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। অঙ্কুর। বি; পুং।

রোহক—১। আরোহণকর্ত্তা। বিণ। স্ত্রী—রোহিকা। ২। প্রেতবিশেষ। রুহ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রোহণ—১। জন্ম, উৎপত্তি, উদ্ভব, প্রাদু-

র্ভাব; অবরোহণ। রুহ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। গাছ। রুহ্‌+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রোহিণী—১। নক্ষত্রবিশেষ, চন্দ্রপত্নী, দক্ষ প্রজাপতির এক কন্যা; বলরামের মাতা, বসুদেবের পত্নী; বিদ্যাধরীবিশেষ; নববর্ষ-বয়স্কা কন্যা; গাভী; বিদ্যুৎ; লোহিতা; কটুম্ভরা; সোমবল্ক; জিনদিগের বিদ্যা-দেবীবিশেষ; হরীতকী; মঞ্জিষ্ঠা; হরিতাল; গলরোগবিশেষ। রুহ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌; রোহিত+ঈপ্‌ (নিপা)। বি; স্ত্রী। ২। উৎপত্তিশীলা; আরোহণকারিণী। রুহ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

রোহিণীকুণ্ড—শ্রীক্ষেত্রস্থ কুণ্ডবিশেষ (ইহা কল্পবটের পশ্চিমদিকে অবস্থিত)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

রোহিণীপতি, -বল্লভ, রোহিণীশ—চন্দ্র; বসুদেব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোহিৎ—১। সূর্য্য; মৎস্যবিশেষ; বর্ণ-বিশেষ। বি; পুং। ২। মৃগীবিশেষ; লতা-বিশেষ। রুহ্‌+ইৎ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

রোহিত, রোহিতক—১। রুইমাছ; পদ্মরাগমণি; হরিণবিশেষ; রক্তবর্ণ; বৃক্ষ-বিশেষ। রুহ্‌+ইতন্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। কুঙ্কুম; রক্ত; শোণিত। বি; ক্লীব। ৩। রক্তবর্ণবিশিষ্ট। লোহ (রক্তবর্ণ)+ইতচ্‌ জাতার্থে; পক্ষে কন্ স্বার্থে (ল-স্থানে র)। বিণ। স্ত্রী,—তা, রোহিণী,—তিকা।

রোহিতাশ্ব—(রামায়ণ) হরিশ্চন্দ্রপুত্র; অগ্নি। রোহিত (রক্তবর্ণ) অশ্ব যাহার, বহুব্রী। ২। প্রাচীন স্থানবিশেষ (বর্ত্তমান নাম রোটাসগড়)। বি; পুং।

রোহী (রোহিন্)—১। আরোহী; উৎপত্তিশীল। বিণ। স্ত্রী—রোহিণী। ২। অশ্বত্থবৃক্ষ, রোহিতকবৃক্ষ; বটবৃক্ষ। রুহ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

রৌদ্র—১। সূর্য্যকিরণ, আতপ; ক্রোধ। বি; ক্লীব। ২। যম; হেমন্ত ঋতু; শৃঙ্গারাদি নয় রসের মধ্যে এক রস [যথা—

"অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে।
গর্জ্জিল মস্তকে জটা ভীষণ গর্জ্জনে॥
গর্জ্জিলা ভুজঙ্গবৃন্দ; ধক ধক ধকে।
জ্বলিল অনল ভালে ***"—মাইকেল]।

বি; পুং। ৩। ভয়ানক; তীব্র; উগ্র, প্রচণ্ড; রুদ্রসম্বন্ধীয়। রুদ্র+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—রৌদ্রী।

রৌদ্রদগ্ধ—সূর্য্যকিরণে অতিশয় তাপিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

রৌদ্রময়—সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল; সূর্য্যকিরণে পূর্ণ। রৌদ্র+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

রৌদ্রী—১। দুর্গা, চণ্ডী; রুদ্রজটা। বি; স্ত্রী। ২। প্রচণ্ডা; ভয়ানকা। রুদ্র (শিব) +অণ্‌ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

রৌদ্রোজ্জ্বল—১। সূর্য্যকিরণে দীপ্তিমান্। ৩য়াতৎ। ২। ভীষণ এবং দীপ্তিমান্। রৌদ্র অথচ উজ্জ্বল, কর্ম্মধা। বিণ।

রৌপ্য—রূপা, রজত [ত্রিপুরাসুর-বধ-কালে মহাদেবের বামনেত্র-নির্গত অশ্রু হইতে ইহার উৎপত্তি হয়]; খনিজলবণবিশেষ, শম্বরলবণ। রূপ্য+অণ্‌ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

রৌপ্যচক্র—রূপার চাকা, রূপার চাকতি; টাকা। রৌপ্যনির্ম্মিত চক্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

রৌপ্যমুদ্রা—টাকা শিলিং আধুলি প্রভৃতি। রৌপ্যনির্ম্মিতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

রৌরব—১। নরকবিশেষ [এই নরকে গো-স্ত্রী-ভিক্ষুক-ভ্রূণ-ব্রহ্মহত্যাকারী অগম্যাগামী এবং তীর্থপ্রতিগ্রাহীরা গমন করে]। বি; পুং। ২। চঞ্চল; ভয়ঙ্কর; ধূর্ত্ত। রু+যঙ্‌ (=রোরুয়)+ক্বিপ্‌ অধিবা=রোরু; রোরু +অণ্‌ স্বার্থে। ৩। রুরু-নামক মৃগ সম্বন্ধীয়। রুরু+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী।

র্‌যাপার—পশুলোমজাত শীতবস্ত্রবিশেষ। ইং wrapper. বি।

[ল]

ল—১। অষ্টাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা দন্ত হইতে উচ্চারিত হয়, ইহা অন্তঃস্থ বর্ণ]। ২। ইন্দ্র, দেবরাজ। বি; পুং। ৩। পৃথিবীর বীজমন্ত্র। লা (দান করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৪। গ্রহণ; দান। লা+ক ভাববা। বি; পুং। ৫। বর্ত্তমান বা অদ্যতন অতীত কালের ক্রিয়া-বিভক্তি (করি'ল'); প্রাচীন বাংলায় অতীত কালের ক্রিয়া-বিভক্তি (কর'ল'); যুক্তার্থক বা অস্ত্যর্থক প্রত্যয় (মুখ'ল')। ৬। আইন। ইং law. বি।

লওয়া—গ্রহণ করা; ধারণ করা; সহ্য করা; পছন্দ করা; আনা; সঙ্গে রাখা; খাওয়া; উচ্চারণ করা; বোধ করা। বাং ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র—**লব**—লইবে। **লেই**—লইয়া; লয়। **লেও**—লইও। **লেওত**—লয়; লইও। **লেয়ব**—লইবে। **লেয়ল** লইল।]

লওয়াজিম—দরকারী জিনিস। আর্বী। বি।

লওয়ান—গ্রহণ করান; প্রবৃত্ত করান। বাং ক্রি।

লংক্লথ—একপ্রকার সূতী কাপড়। ইং [long-cloth. বি।

লক, লখ—ঘুড়ী উড়াইবার রেশমী সূতা। ফার্সী। বি।

লকচ, লকুচ—ডেহুয়া বা মাদারগাছ। লক্‌+অচ, উচ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

লকট, লকেট—একপ্রকার খাদ্য ফল। চীনা শব্দ। বি।

লকপক—লোভপ্রকাশ; লম্বমান অবস্থায় কাঁপা; শিথিল অবস্থায় দাঁড়াইয়া চঞ্চলতা প্রকাশ। বাং প্র। অব্য।

লকলক—প্রসারিত ও আন্দোলিত হওয়ার অবস্থা; লালসার ভাব প্রকাশ। বাং প্র। অব্য।

লকলকে—যাহা লকলক করিতেছে এমন ('—জিহ্বা')। লকলক+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

লকুচ—'লকচ' দ্রঃ।

লকেট—১। ঘড়ির চেনের সহিত ঝুলাইবার অথবা হারের সহিত ঝুলাইবার সুবর্ণপদক। ইং locket. [বি। ২। 'লকট' দ্রঃ।

লক্কা—লেজ চওড়া একপ্রকার পায়রা। আর্বী।

লক্তক—নেকড়া, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড; লাল কাপড়; রক্তবস্ত্র; আলতা। লক্‌+ক্ত কর্ম্মবা+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

লক্ষ—১। শরব্য, লক্ষ্য; দৃষ্টি; শতসহস্র সংখ্যা; চাতুরী, প্রবঞ্চনা। বি; ক্লীব। ২। শতসহস্র-সংখ্যক। লক্ষ্‌+অচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। লাক্ষা, গালা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

লক্ষক—লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধক। লক্ষ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—লক্ষিকা।

লক্ষণ—১। নাম; চিহ্ন। লক্ষ্‌+অনট্‌ করণবা। ২। স্বরূপ; ব্যাকরণসূত্র। লক্ষ্‌+অনট্‌ কর্ম্মবা। ৩। পরিচ্ছেদকরণ; পরিচয়; অবধারণ; স্বজাতীয়-ব্যবচ্ছেদ; সংজ্ঞা। লক্ষ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। ৪। শ্রীরামের ভ্রাতা (সাধারণতঃ লক্ষ্মণ চলিত); দুর্য্যোধনের পুত্র। লক্ষ্‌+অন কর্তৃবা। বি; পুং। ৫। শ্রীমান্‌। লক্ষণ+অচ্‌ আছে অর্থে। বিণ।

লক্ষণা—১। শব্দের শক্তিবিশেষ, কোন শব্দের আসল অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ বুঝাইবার শক্তি [প্রকৃত অর্থের বাধা হইলে যে শক্তি দ্বারা বহু প্রয়োগবশতঃ অতিরিক্ত অন্য অর্থের বোধ হয় তাহার নাম লক্ষণা; যথা—তিনি গঙ্গাবাসী হইয়াছেন। এস্থলে 'গঙ্গা'-শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝাইয়া গঙ্গাতীর এই অর্থ বুঝাইতেছে]। লক্ষ্‌+অনট্‌ করণবা+আপ্‌। বি। ২। শ্রীমতী। লক্ষণ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

লক্ষণাক্রান্ত—লক্ষণযুক্ত। লক্ষণ দ্বারা [আক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

লক্ষণীয়—দর্শনীয়; লক্ষ্য করিবার যোগ্য, অনুভবনীয়, অনুভবযোগ্য। লক্ষ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

লক্ষপতি—যাহার লাখ টাকা আছে এমন, লক্ষ মুদ্রার মালিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

লক্ষিত—যাহা দেখা হইয়াছে এমন, দৃষ্ট; জ্ঞাত; উদ্দিষ্ট; সংজ্ঞার বিষয়ীভূত; লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত; অনুমিত; লক্ষ্যীকৃত, অনুভূত; আলোচিত। লক্ষ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

লক্ষিতা—যে পরকীয়া নায়িকার গুপ্ত প্রণয় পরের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়ে। লক্ষিত+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

লক্ষ্ম (লক্ষ্মন্‌)—চিহ্ন। লক্ষ্‌+মনিন্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

লক্ষ্মণ—১। (রামায়ণ) রামের ভাই। বি; পুং। ২। শ্রীমান্‌; সৌভাগ্যশালী। লক্ষ্মী+ন আছে অর্থে (নিপাতনে ইকার-স্থানে অকার)। বিণ।

লক্ষ্মী—১। ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিষ্ণুর পত্নী, কমলা; রাজশ্রী; সৌন্দর্য্য; শ্রী, শোভা, সম্পত্তি; ঋদ্ধিনামক ঔষধ; মোক্ষপ্রাপ্তি; ফলিনী বৃক্ষ; শমী; স্থল-পদ্মিনী; দ্রব্য; প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ; মুক্তা; বীরপত্নী; হরিদ্রা। লক্ষ্‌+ঈ কর্ম্মবা (ম-আগম)। ২। সৎস্বভাবা ও গৃহকার্য্য-নিপুণা কুলবধূ ('ঘরের—')। বি; স্ত্রী। ৩। শান্ত, সৎ-স্বভাব ('—ছেলে')। বাং প্র। বিণ।

লক্ষ্মীকান্ত—নারায়ণ, বিষ্ণু; রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লক্ষ্মীছাড়া—হতভাগ্য; দুর্ভাগ্য; লক্ষ্মী-কর্তৃক পরিত্যক্ত; দুষ্ট; হতচ্ছাড়া। লক্ষ্মী দ্বারা ছাড়া, ৩য়াতৎ। বিণ।

লক্ষ্মীজনার্দ্দ(র্দ)ন—১। কমলা এবং নারায়ণ। দ্বন্দ্ব। ২। শালগ্রামবিশেষ। লক্ষ্মী-প্রিয় জনার্দ্দন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

লক্ষ্মীতাল—মৃদঙ্গের আঠার মাত্রার তাল-বিশেষ। বি; পুং।

লক্ষ্মীনারায়ণ—১। কমলা ও জনার্দ্দন। দ্বন্দ্ব। ২। শালগ্রামবিশেষ। লক্ষ্মীপ্রিয় নারায়ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

লক্ষ্মীপতি—শ্রীবিষ্ণু; রাজা; সুপারিগাছ; লবঙ্গলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লক্ষ্মীবন্ত, -মন্ত—ধনবান্‌; সৌভাগ্যবান্‌। লক্ষ্মী+বন্ত, মন্ত বিশিষ্টার্থে (বাং)। বিণ।

লক্ষ্মীবান্‌ (-বৎ)—শ্রীমান্‌; সম্পত্তিশালী; সৌভাগ্যশালী। লক্ষ্মী+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

লক্ষ্মীবার—বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত বার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

লক্ষ্মীশ, লক্ষ্মীশ্বর—শ্রীবিষ্ণু, রমাপতি; সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি। লক্ষ্মীর ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লক্ষ্মীশ্রী—সৌভাগ্যজনিত শোভাসম্পৎ; লক্ষ্মীর শোভার ন্যায় শোভা; লক্ষ্মীর অবস্থান বা আবির্ভাবজনিত শোভা। লক্ষ্মীজনিতা শ্রী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

লক্ষ্মীস্বরূপিণী—লক্ষ্মীর ন্যায় গুণবতী। লক্ষ্মীর স্বরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে ইন্‌ আছে অর্থে; তদুত্তরে+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

লক্ষ্য—১। বিদ্ধ করিবার জন্য যাহাকে তাক্‌ করা হয় এরূপ; চিহ্ন; ছল; চাতুরী। বি; ক্লীব। ২। যাহা বিদ্ধ করিতে হইবে এমন, বেধ্য, যাহা শর গুলি ইত্যাদি দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে, দেখিবার মত; দর্শনযোগ্য; জ্ঞেয়; অনুমেয়; উদ্দেশ্য; লক্ষণাশক্তি দ্বারা বোধ্য। লক্ষ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

লক্ষ্যচ্যুত, -ভ্রষ্ট—অভিপ্রেত বিষয়ে অমনোযোগী, উদ্দেশ্য হইতে স্খলিত; উদ্দিষ্ট বস্তুকে বেধ করিতে অসমর্থ। ৫মীতৎ। বিণ।

লক্ষ্যবেধ, -ভেদ—তীর প্রভৃতি দ্বারা লক্ষিত বস্তুকে বিদ্ধকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লক্ষ্যভ্রষ্ট—'লক্ষ্যচ্যুত' দ্রঃ।

লক্ষ্যস্থল—উদ্দিষ্ট স্থান; নিশানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

লক্ষ্যহীন—অভিপ্রায়শূন্য, উদ্দেশ্যহারা। [৩য়াতৎ। বিণ।

লখা—লক্ষ্য করা; স্থির করা; দৃষ্টি করা; বুঝা; জানা। কবিপ্র। ক্রি।

লখিমী—লক্ষ্মী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

লগ—সঙ্গ; সংস্পর্শ। প্রাদে; প্রাঃ কবিপ্র। বি।

লগন—বিবাহকালীন অনুষ্ঠানবিশেষ; লগ্ন; গাত্রহরিদ্রার তত্ত্ব। 'লগ্ন'-শব্দজ। বি।

লগনা—বিবাহ প্রভৃতির উপযুক্ত লগ্নযুক্ত সময়। প্রাদে। বি।

লগা—গাছ হইতে ফুল ও পল্লব প্রভৃতি পাড়িবার বাঁশ। প্রাদে। বি।

লগি, লগী, লগ্‌গি—আঁকসি; নৌকা প্রভৃতি ঠেলিয়া চালাইবার বাঁশ; লগা। 'লগ্ন'-শব্দজ। বি।

লগিত—লাগা, যুক্ত, সংলগ্ন। লগ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

লগুড়—বাঁশের লাঠি, বংশময় যষ্টি, ঠেঙ্গা; লৌহময় মুদ্গর। লগ্‌+উলচ্‌ কর্তৃবা (ল-স্থানে ড়)। বি; পুং।

লগ্ন—১। (জ্যোতিষ) সূর্য্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশি-সংক্রমণমুহূর্ত্ত; মেষাদি রাশির উদয়কাল। লস্‌জ্‌+ক্ত অধিবা। বি; ক্লীব। ২। লজ্জিত। লস্‌জ্‌+ক্ত কর্তৃবা। ৩। সংযুক্ত। বিণ। ৪। স্তুতি-পাঠক। লগ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং।

লগ্নক—জামীন, প্রতিভূ। লগ্ন+কন্‌ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

লগ্নকাল, -বেলা, -মুহূর্ত্ত(র্ত)—বিবাহ-ক্রিয়া-সম্পাদনের উপযুক্ত শুভ মুহূর্ত্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী, পুং বা ক্লীব।

লগ্নপত্র—বিবাহের সময়নিরূপক কাগজ, কোন্‌ দিন কোন্‌ সময়ে বিবাহ স্থির হইল তাহার নির্দ্ধারক পত্র। লগ্ননির্দ্দেশক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

লগ্নমান—(জ্যোতিষ) লগ্ন-সময়ের পরিমাণ; মেষাদি রাশির প্রতিদিনের উদয়কাল হইতে পরবর্ত্তী রাশির উদয়কাল পর্য্যন্ত সময়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

লগ্নি, লগ্নী—সুদে টাকা খাটান। বাং প্র। [বি।

লগ্নিকা—অপ্রাপ্তবয়স্কা, নাবালিকা; যাহার আদ্য ঋতু হয় নাই এরূপ স্ত্রী; দশবর্ষদেশীয়া। নগ্ন+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

লঘিমা (-মন্‌)—ভারহীনতা, লঘুত্ব; অগৌরব; নিজ শরীরকে হাল্কা করিবার মত যোগবল। লঘু+ইমন্‌ ভাবে। বি; পুং।

লঘিষ্ঠ, লঘীয়ান্‌ (লঘীয়স্‌)—অতি হাল্কা; অতিক্ষুদ্র। লঘু+ইষ্ঠ, ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ঠা, —য়সী। **লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গুণিতক**—একাধিক সংখ্যার সর্ব্বাপেক্ষা ছোট গুণিতক (lowest common multiple).

লঘু—১। হাল্কা, ভারহীন; অসার; নিষ্পৌরুষ; নিস্তেজঃ; শুষ্ক; ক্ষুদ্র; গাম্ভীর্য্য-শূন্য; সহজসাধ্য; সহজপাঠ্য; গৌরবহীন; হ্রস্ব; অল্প; সংক্ষিপ্ত; সুন্দর, মনোজ্ঞ; সূক্ষ্ম; ইষ্ট, বাঞ্ছিত। বিণ। বিকল্পে স্ত্রী—লঘু, লঘ্বী। বি—লঘুতা, লঘুত্ব, লাঘব। ২। কৃষ্ণ অগুরু; বীরণমূল; পুষ্যাদি নক্ষত্র। বি; ক্লীব। ৩।

(ব্যাকরণ) হ্রস্বস্বর; (সঙ্গীত) একমাত্রা। লন্ঘ্‌+উ কর্তৃবা। বি; পুং। ৪। মৃদঙ্গ-বাদ্যের তালের অঘোষবর্ণবহুল অর্থাৎ ক খ ত থ ইত্যাদি যুক্ত অংশ। বাং প্র। বি।
লঘুকায়—১। যাহার শরীর হাল্কা এমন; ক্ষুদ্রদেহবিশিষ্ট। লঘু কায় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। হাল্কা শরীর; ক্ষুদ্র দেহ। কর্মধা। বি; পুং।
লঘুগামী (-মিন্)—দ্রুতগামী; সুন্দরভাবে গমনকারী। উপতৎ; লঘু—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী।
লঘুচতুষ্পদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দোবিশেষ। কর্মধা। বি।
লঘুচিত্ত, -চেতাঃ (-তস্), **-চেতা**—যাহার মন সঙ্কীর্ণ এমন, অনুদারহৃদয়। লঘু চিত্ত, চেতঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।
লঘুতা, লঘুত্ব—লাঘব, ভারহীনতা; হেবলামো, চাপল্য। লঘু+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—লঘু।
লঘুত্রিপদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দোবিশেষ। কর্মধা। বি।
লঘুপাক—সহজপাচ্য, যাহা অতি সহজে হজম হয় এমন। লঘু পাক যাহার, বহুব্রী। বিণ।
লঘুপাপ—১। সামান্য অপরাধ; সামান্য পাপ। কর্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার পাপ সামান্য এমন। লঘু পাপ যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি।
লঘুললিত—প্রাচীন ভগ্নললিত। কর্মধা।
লঘুললিতচতুষ্পদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দোবিশেষ। কর্মধা। বি।
লঘুলিপিকা—সাংকেতিক সংক্ষিপ্ত লিখন (shorthand). কর্মধা। বি; স্ত্রী।
লঘুহস্ত—শীঘ্রকারী, ক্ষিপ্রহস্ত; পটু; শীঘ্রবাণনিক্ষেপকারী। লঘু হস্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।
লঘূকরণ—(গণিত) উচ্চশ্রেণীর রাশিকে নিম্নশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর রাশিকে উচ্চশ্রেণীর রাশিতে পরিবর্তন; হ্রাসকরণ, কমান। লঘু+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=লঘূ)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, -কৃত।
লঘূকৃত—যাহা কমান হইয়াছে এমন, যাহাকে অপমানিত বা হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এমন। লঘু+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=লঘূ)—কৃ+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি, -করণ।
লঙ্কা—১। সিংহলদ্বীপ, রাবণের পুরী। রম্+ক অধিবা+আপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী। ২। লম্বা মরিচ; ঝাল। বাং প্র। বি।
লঙ্কাকাণ্ড—১। রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের ষষ্ঠতম। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। তুমুল অগ্নিকাণ্ড; হুলুস্থূল ব্যাপার। বাং প্র। বি।
লঙ্কাদাহী (-দাহিন্)—লঙ্কাদাহকারী, হনুমান্। উপতৎ; লঙ্কা—দহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।
লঙ্কাধিপ, -ধিপতি, -পতি—লঙ্কার রাজা, রাবণ। লঙ্কার অধিপ, অধিপতি, পতি (রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
লঙ্কেশ, লঙ্কেশ্বর—লঙ্কার অধিপতি রাবণ। লঙ্কার ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
লঙ্গ—১। সঙ্গ, মিলন; খঞ্জতা। লন্গ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। উপপতি। লন্গ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। লবঙ্গ। 'লবঙ্গ'-শব্দজ। বি।
লঙ্গর—নঙ্গর (তাহা দ্রঃ)।
লঙ্গরখানা—বিনা মূল্যে বা অল্পমূল্যে খাদ্য-লাভের স্থান (canteen). বাং প্র। বি।
লঙ্ঘন—পার হওয়া, অতিক্রম; অতিবাহন, যাপন; উপবাস; আক্রমণ; লাফান, ডিঙ্গান; অভিঘাত; অন্যথাচরণ; অশ্বের তৃতীয় গতি। লন্ঘ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—লঙ্ঘনীয়, লঙ্ঘিত।
লঙ্ঘনীয়—যাহা পার হওয়া যায় এমন; যাহা পার হইতে হইবে এমন; যাহা পার হওয়া উচিত এমন; অতিক্রমণীয়; অমান্য করিবার মত, অন্যথাচরণযোগ্য। লন্ঘ্+অনীয় কর্মবা। বিণ। বি—লঙ্ঘন।
লঙ্ঘা—লঙ্ঘন করা। কবিপ্র। ক্রি।
লঙ্ঘিত—যাহা অতিক্রম করা হইয়াছে এমন, অতিক্রান্ত; যাহা অমান্য করা হইয়াছে এমন। লন্ঘ্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—লঙ্ঘন। [কবিপ্র। বি।
লছমী, লছিমা, লছিমী—লক্ষ্মী। প্রাঃ
লজেঞ্চুস—মিষ্ট চাকতি খাদ্যবিশেষ। ইং 'lozenges'-শব্দজ। বি।
লজ্জমান—লাজুক, লজ্জাশীল। লস্জ্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।
লজ্জা—সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা, ব্রীড়া, অনুচিত বাক্য কর্মাদি অন্যে জানিলে মনে যে সঙ্কোচ হয় তাহা, লাজ; সম্ভ্রমনাশ; শ্লীলতানাশ। লস্জ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—লজ্জমান, লজ্জাবান্, লজ্জিত।
লজ্জাকর, -জনক—যাহাতে লাজ হয় এমন, লজ্জার উৎপাদক। উপতৎ; লজ্জা—কৃ+ট কর্তৃবা; ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -রী, -জনিকা।
লজ্জাজনিত—লজ্জা হইতে জাত; লজ্জা-হেতুক। ৩য়াতৎ। বিণ।
লজ্জানত—যে লাজে নুইয়া পড়িয়াছে এমন; লজ্জায় যে ঈষৎ নুইয়া পড়িয়াছে এমন। লজ্জা হেতু নত বা আনত, ৩য়াতৎ। বিণ।
লজ্জানম্র—যে লাজে নুইয়া পড়িয়াছে এমন, লজ্জা হেতু নম্র, ৩য়াতৎ। বিণ।
লজ্জাবতী—১। লজ্জাযুক্তা, লজ্জাশীলা। বিণ; স্ত্রী। ২। এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম [স্পর্শমাত্রে ইহার পাতাগুলি সঙ্কুচিত হয়]। লজ্জাবৎ+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।
লজ্জাবনত—যে লাজে নুইয়া পড়িয়াছে এমন। লজ্জায় অবনত, ৩য়াতৎ। বিণ।
লজ্জাবান্ (-বৎ)—লজ্জাশীল, লজ্জাযুক্ত। লজ্জা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।
লজ্জালু—১। লজ্জাশীল। বিণ। ২। লতাবিশেষ। লজ্জা—লা+কু কর্তৃবা, শীলার্থে। বি; স্ত্রী।
লজ্জাশীল—লাজুক, লজ্জাবান্। লজ্জা শীল (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, -তা।
লজ্জাশীলতা—লাজুকতা। লজ্জাশীল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।
লজ্জাহীন—যাহার লাজ নাই এমন, নির্লজ্জ। ৩য়াতৎ। বিণ। বি, -তা।
লজ্জিত—লজ্জাযুক্ত, লজ্জাশীল। লজ্জা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—লজ্জা।
লজ্ঝাড়—কৃপণ; অলস। বাং প্র। বিণ।
লটখট—ঝঞ্ঝাট, বিঘ্ন। বাং প্র। বি। বিণ, -টে। [প্র। বি।
লটঘট—অসৎ সম্বন্ধ; অবৈধ প্রণয়। বাং
লটকান—ঝুলান। বাং ক্রি।
লটপট—১। ঝুলিয়া থাকিবার অবস্থা। বি। ২। যাহা লটপট করিয়া ঝুলিতেছে এমন, শিথিল বা লুণ্ঠিত। বিণ।
লটপটে—যাহা ঝুলিতেছে এমন। লটপট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।
লটবহর—সঙ্গের জিনিসপত্র। বাং প্র। বি।
লটারি—ভাগ্য পরীক্ষার খেলা। ইং lottery. বি। [ভাববা। বি।
লড়ন—স্পন্দন, দোলন। লড়্+অনট্
লড়া—যুদ্ধ করা। বাং ক্রি। [বি।
লড়াই—যুদ্ধ, রণ, সংগ্রাম। লড়া+ই ভাবে।
লড়ান—যুদ্ধ করান। বাং ক্রি।
লড়ায়ে, লড়িয়ে—যোদ্ধা; যুদ্ধপ্রিয়। লড়াই+এ (<ইয়া) প্রিয়ার্থে; লড়্+ইয়ে কর্তৃবা। প্রাদে। বিণ।
লড্ডু, লড্ডুক, লড্ডুকা—লাড়ু, মোদক। লস্জ্+ডু কর্তৃবা; লড্ডু+স্বার্থে কন্; লড্ডুক+আপ্। বি; পুং, পুং, স্ত্রী।
লণ্ঠন—কাচের চিমনি দেওয়া বাতি। ইং 'lantern'-শব্দজ। বি।
লণ্ডভণ্ড—ব্যতিব্যস্ত, উচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল। বাং প্র। বিণ।
লতা, লতিকা—১। ব্রততী, লতানিয়া গাছ; শাখা; শাখারহিত মৃদুবল্লী; শ্যামা; প্রিয়ঙ্গু; জ্যোতিষ্মতী; পৃক্কা; লতাকস্তুরিকা; মাধবী; সারিকা; নারী; দূর্বা; কৈবর্তিকা। লৎ+অচ্ কর্তৃবা+আপ্; লতা+কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী। ২। সাপ। বাং প্র। বি।

লতাগৃহ—লতাপাতার বেড়া-দেওয়া এবং ছাওয়া ঘর; কুঞ্জ। লতানির্ম্মিত গৃহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

লতান—লতার ন্যায় প্রসারিত হওয়া বা করা। বাং ক্রি।

লতানিয়া, লতানে—লতার মত; লতার ন্যায় প্রসারিত বা প্রসরণশীল। লতা+নিয়া, নে কর্ত্তৃবা। বিণ।

লতামণ্ডপ—কুঞ্জ। লতারচিত মণ্ডপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

লতায়িত—লতার ন্যায় প্রসারিত। লতা +ইত কর্ত্তৃবা (বাং)। বিণ।

লতিকা—'লতা' দ্রঃ। [বিণ।

লপেট—লিপ্ত; ঘনসংলগ্ন। 'লিপ্ত'-শব্দজ।

লপেটা—১। একপ্রকার নাগরা জুতা। বাং প্র। বি। ২। গুটান, লিপ্ত। 'লিপ্ত'-শব্দজ। বিণ।

লপ্টান—জড়ান; জড়িত করা বা হওয়া; লিপ্ত করা বা হওয়া। বাং ক্রি।

লপ্ত—সংলগ্নতা; লাগালাগি থাকা; সুবিধামত স্থানে অবস্থান। 'লিপ্ত'-শব্দজ। বি।

লপ্সি—জেলে কয়েদীদিগের খাদ্যবিশেষ; ময়দা ইত্যাদির মণ্ড, সরবৎ। 'লপ্সিকা'-শব্দজ। বি।

লপ্সিকা—ময়দা সুজি প্রভৃতির মণ্ড; মোহনভোগ। লভ্+সন্ ইচ্ছার্থে+ইক কর্ম্মবা (নিপাতনে)+আপ্। বি; স্ত্রী।

লব—১। বিনাশ, ছেদন; উচ্ছেদ; বিলাস। লূ+অপ্ ভাববা। ২। পুষ্পরেণু; গোপুচ্ছের লোম; লেশ; কণা; সূক্ষ্ম সময়বিশেষ। লূ+অপ্ কর্ম্মবা। ৩। রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। লূ+অচ্ কর্ত্তৃবা। ৪। পক্ষ; লবণ; লাবানামক পক্ষী; (গণিত) বিভাজ্য অঙ্ক, ভগ্নাংশে সমান অংশে বিভক্ত রাশির যে কয়েক অংশ গৃহীত হয় তাহা (numerator). বি; পুং। ৫। লবঙ্গ; জাতিফল। বি; ক্লীব। ৬। গ্রহণ করিব, নিব। কবিপ্র। ক্রি।

লবঙ্গ—১। বৃক্ষবিশেষ; জার, উপপতি। বি; পুং। ২। দেবকুসুম; লঙ্গ। লূ+অঙ্গচ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

লবঙ্গলতা—পুষ্পবিশেষ। বি; স্ত্রী।

লবঙ্গলতিকা—ভিতরে ক্ষীরের বা হালুয়ার পুর-দেওয়া ময়দার প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ; পুষ্পবিশেষ। বাং প্র। বি।

লবণ—১। ক্ষাররসযুক্ত দ্রব্যবিশেষ, নুন [ইহা পঞ্চবিধ—সৈন্ধব, বিট্, সামুদ্র, সৌবর্চ্চল, ঔদ্ভিদ]। বি; ক্লীব। ২। ক্ষাররস; লবণসমুদ্র; রাক্ষসবিশেষ। বি; পুং। ৩। ক্ষাররসযুক্ত, লোণা; লাবণ্যযুক্ত। লূ +অন কর্ত্তৃবা, অথবা, লবণ+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

লবণা—১। নদীবিশেষ; প্রভা, দীপ্তি; লাবণ্য। বি; স্ত্রী। ২। লাবণ্যময়ী; লবণযুক্তা। লবণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

লবণাক্ত—লোণা। লবণ দ্বারা অক্ত, ৩য়া-তৎ। বিণ।

লবণাত্মক—লোণা, লবণে ভরা। লবণ আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

লবণাম্বু—লোণা জল, লবণাক্ত জল। লবণ যে অম্বু, কর্ম্মধা, অথবা, লবণাক্ত যে অম্বু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

লবণাম্বুধি, লবণাম্বুরাশি—লবণ-সাগর, লোণা জলযুক্ত সমুদ্র। লবণাম্বু—ধা+কি অধিবা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লবণোত্তম—সৈন্ধবলবণ; সিন্ধুদেশজাত খনিজ লবণ। লবণমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

লবণোদক—১। লবণাক্ত-জলযুক্ত। লবণ উদক যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। লবণাক্ত জল; লোণা জল। লবণ যে উদক, কর্ম্মধা, অথবা, লবণমিশ্রিত যে উদক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

লবন—১। ছেদন, কর্ত্তন। লূ+অনট্ ভাববা। ২। ছেদন করিবার অস্ত্র। লূ +অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

লবনচুষ—লজেঞ্চুষ। ইং 'lozenge'-শব্দজ। বি। [কবিপ্র। বি।

লবলেশ—সামান্য মাত্র; কিছুমাত্র। প্রাঃ

লবান, লোবান—একপ্রকার গুগ্গুল্। আর্বী। বি।

লবেজান—হয়রান, ব্যাকুল; যাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে এমন। ফার্সী। বিণ।

লবেদা, লবেদার—ফুলবাবু; লম্বা জামা-পরা। ফার্সীমূলক। বিণ।

লব্ধ—প্রাপ্ত; গৃহীত; উপার্জ্জিত। লভ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—লাভ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ—খ্যাতিমান্, খ্যাতিবিশিষ্ট; প্রসিদ্ধ, প্রতিষ্ঠাযুক্ত। লব্ধ প্রতিষ্ঠা যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

লব্ধপ্রবেশ—প্রবিষ্ট; প্রবেশার্থ অনুমতিপ্রাপ্ত। লব্ধ প্রবেশ যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

লব্ধা—১। নায়িকাবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। প্রাপ্তা। লব্ধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

লব্ধি—লাভ; প্রাপ্তি; গ্রহণ। লভ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—লব্ধ।

লব্ধোদয়—উদিত, সমুৎপন্ন। লব্ধ উদয় যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

লভ্য—১। পাইবার মত, প্রাপ্য, লাভযোগ্য; ন্যায্য, উপযুক্ত। লভ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—লাভ। ২। লাভ। বাং প্র। বি।

লভ্যাংশ—লাভের ভাগ; প্রাপ্য অংশ। লভ্যের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ; লভ্য যে অংশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

লম্প—কেরোসিনের বাতি, ডিবা। ইং 'lamp'-শব্দজ। বি।

লম্পট—কামুক; আসক্ত; লোভী; পরস্ত্রীলোলুপ। রম্+অটন্ কর্ত্তৃবা (প-আগম, র-স্থানে ল)। বিণ। বি—লাম্পট্য।

লম্ফ—লাফান, উল্লম্ফন। রম্ফ্+ঘঞ্ ভাববা (র-স্থানে ল)। বি; পুং।

লম্ফঝম্প—লাফালাফি; বীরত্ব বা ক্রোধপ্রকাশ, আস্ফালন। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

লম্ফন—লাফ। রম্ফ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

লম্ব—১। খাড়া, দণ্ডায়মান; লম্বা, দীর্ঘ; বিস্তৃত, প্রসারিত; ঝোলান। বিণ। ২। ঘুস; উৎকোচ, নর্ত্তক; কায়; অঙ্গবিশেষ; দীর্ঘ রেখা; ত্রিভুজ ক্ষেত্রের লম্বমান রেখা, এক সরল রেখার উপর ঠিক খাড়া হইয়া অন্য যে সরল রেখা থাকে তাহা (perpendicular). লম্ব্+অচ্ কর্ত্তৃবা। ৩। অবলম্বন। লম্ব্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

লম্বকর্ণ—১। গণেশ; ছাগল; রাক্ষস; হস্তী; শ্যেনপক্ষী; শশক; বৃক্ষবিশেষ, অঙ্কোটবৃক্ষ, আঁকোড় গাছ। বি; পুং। ২। যাহার কাণ লম্বা এমন, দীর্ঘশ্রোত্র। লম্ব (দীর্ঘ, দোদুল্যমান) কর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। লম্বা কাণ, দীর্ঘ শ্রোত্র। কর্ম্মধা। বি; পুং।

লম্বকায়—দীর্ঘদেহবিশিষ্ট। লম্ব কায় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

লম্বন—আলম্বগ্রহণ; ঝোলান; দোলন (suspension). লম্ব্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—লম্বমান, লম্বিত।

লম্বমান—ঝোলান, দোলায়মান। লম্ব্ +শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—লম্বন।

লম্বা—১। দৈর্ঘ্য। বি। ২। বিস্তৃত; দীর্ঘ; মাটিতে শয়ান। 'লম্ব'-শব্দজ। বিণ। ৩। দীর্ঘা; দোলায়মানা। লম্ব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। **লম্বা করা**—(ভীষণভাবে প্রহার করিয়া) লম্বমান অবস্থায় ভূপাতিত করা। **লম্বা দেওয়া**—দৌড়াইয়া পলায়ন করা। **লম্বা লম্বা**—বড়মানুষী; অবস্থার অতিরিক্ত; উদ্ধত ('—কথা, '—চাল')। **লম্বা হওয়া**—হাত পা ছড়াইয়া শয়ন করা।

লম্বাই—দীর্ঘত্ব, দৈর্ঘ্য। লম্বা+ই ভাবে। বি।

লম্বাই-চওড়াই—দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ; দাম্ভিকতাপূর্ণ বাক্য। দ্বন্দ্ব। বি।

লম্বাটে—লম্বা রকমের। লম্বা+টে (<টিয়া) সদৃশার্থে। বিণ।

লম্বালম্বি—দীর্ঘভাবে, যে দিকে দৈর্ঘ্য সেইদিকে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

লম্বিত—দোলিত; অবলম্বিত, আশ্রিত; যাহা ঝোলান হইয়াছে এমন; পতিত। লম্ব্+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ।

লম্বোদর—১। গণেশ। বি; পুং। ২।

পেটুক, ঔদরিক; দীর্ঘোদর। লম্ব (বিস্তৃত) উদর যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। মোটা পেট। লম্ব উদর, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

লয়—১। ঈশ্বর; গীতবাদ্যাদির তাল বা সমান সময়; প্রলয়কাল; অভিনয়; আবাস। লী+অচ্ অধিবা। ২। লীন হওয়া, মিশিয়া যাওয়া; প্রলয়; বিনাশ; ক্রীড়া; সংশ্লেষ; বিলাস। লী+অচ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। মৃদঙ্গবাদ্যের ঠেকা। বাং প্র। বি।

লয়ক্রিয়া—সঙ্গীতে গীতবাদ্যের সমতা; সংহারক্রিয়া; সৃষ্টিবিনাশকার্য্য। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [ক্লীব।

লয়ন—ভবন। লী+অনট্ অধিবা। বি;

লয়নৃত্য—[ইহা হইতে গ্রাম্যভাষায় লইনেত্তর, লয়নেত্য] একপ্রকার তাণ্ডব নৃত্য। লয়কালীন নৃত্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

লয়পুত্রী—নর্ত্তকী, নটী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লয়হীন—নাশশূন্য; চিরস্থায়ী; (সঙ্গীত) মাত্রার সমতাবিহীন, বেতাল; মিলশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

ললজিহ্ব—যাহার জিহ্বা লকলক্ করিতেছে এমন। ললন্তী জিহ্বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ললন—১। চালন, কম্পন; ক্রীড়া, কেলি। লড়্+অনট্ ভাববা (ড-স্থানে ল)। বি; ক্লীব। ২। তালবৃক্ষ; পিয়ালবৃক্ষ; শালবৃক্ষ। লড়্+অন কর্ত্তৃবা (ড-স্থানে ল)। বি; পুং।

ললনা—স্ত্রী, পত্নী, কান্তা; জিহ্বা। লল্+অন কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

ললনাপ্রিয়—১। কদম্ব। বি; পুং। ২। রমণীর প্রীতিকর; রমণীর প্রীতিভাজন। ললনার প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। রমণীর প্রতি প্রীতিযুক্ত। ললনা প্রিয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ললন্তিকা—নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত হার। লল্+শতৃ+ঈপ্+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। [কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

ললাট—কপাল, ভাল। লল—অট্+অণ্

ললাটক—প্রশস্ত ললাট; ললাট। ললাট+কন্ প্রশস্তার্থে, স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ললাটলিখন, -লিপি—কপালের লেখা; অদৃষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

ললাটিকা—ললাটের ভূষণবিশেষ; টিকা; চন্দনাদি তিলক। ললাট+কন ভূষণার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ললাম—ললাটের ভূষণ; কপালের চিহ্ন; শুভ চিহ্ন; শৃঙ্গ; পুচ্ছ; ধ্বজ; পুণ্ড্র; প্রভা; ঘোড়া বা ষাঁড়ের কপালে আঁকা দাগ; নাম; শ্রেণী; রম্য বস্তু। লল—অম্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

ললিত—১। বিলাস, স্ত্রীজাতির শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়াবিশেষ; স্ত্রীনৃত্য; ক্রীড়া; চলন। লল্ বা লড়্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। স্ত্রীগৃহ; হারবিশেষ। বি; ক্লীব। ৩। রাগবিশেষ; বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। বি; পুং। ৪। কোমল; মনোজ্ঞ, সুন্দর; প্রিয়; ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত; চঞ্চল। লল্ বা লড়্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—লালিত্য।

ললিতচতুষ্পদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দোবিশেষ। কর্ম্মধা। বি।

ললিতত্রিপদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দোবিশেষ। কর্ম্মধা। বি।

ললিতা—১। গোপীবিশেষ; দুর্গা; কস্তূরী; নারী; কামুকী নারী; নদীবিশেষ। লল্+ক্ত কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দরী; মনোজ্ঞা, প্রিয়া; চঞ্চলা। ললিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। **ললিতা পঞ্চমী**—আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমী। **ললিতা সপ্তমী**—ভাদ্রমাসের শুক্লা সপ্তমী; তদ্দিনকর্ত্তব্য ব্রত।

লশুন—মূলবিশেষ, রশুন। অশ্ (ভোজন করা)+উন কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব। [+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

লষিত—ইচ্ছিত, অভিলষিত, বাঞ্ছিত। লষ্

লসত—শোভমান; বিলাসপরায়ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

লসিকা—লালা, মুখজাত ক্লেদ; জল; লসীকা (তাহা দ্রঃ)। রস্+ইক কর্ম্মবা+আপ্ (র-স্থানে ল)। বি; স্ত্রী।

লসিত—১। উল্লাস; বিলাস; চেষ্টা। লস্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। শোভিত; চেষ্টিত। লস্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

লসীকা—বর্ণহীন ও সর্ব্বশরীরব্যাপী জলের মত একপ্রকার তরলপদার্থ [দূষিত রক্ত শিরাপথে হৃদয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই পদার্থের সহিত মিলিত হয় (lymph)]; ইক্ষুরস। লস্+ঈকক্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

লস্কর—সেনা, ফৌজ; পদাতিক সৈন্য; জাহাজের খালাসী; উপাধিবিশেষ। ফার্সী। বি।

লস্ত—যাহাকে কোল দেওয়া হইয়াছে এমন, আলিঙ্গিত; ক্রীড়িত; শিল্পনৈপুণ্যপ্রদর্শিত। লস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

লহ—ধর, গ্রহণ কর। কবিপ্র। ক্রি।

লহনা—বন্ধকী কারবার; তেজারতি, ঋণদান-ব্যবসায়; দেনা-পাওনা; খাজনা ছাড়া অন্য পাওনা। বাং প্র। বি।

লহমা—অতি অল্প সময়। আর্বী 'লম্‌হা'-শব্দজ। বি।

লহর—ঢেউ; হার মালা প্রভৃতির এক এক পেঁচ; তালবাদ্যের অলঙ্কার (পরণ)-বিশেষ। বাং প্র। বি।

লহরি, লহরী—ঢেউ, তরঙ্গ। ল—হৃ+ইন্ কর্ম্মবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

লহরীলীলা—ঢেউয়ের খেলা, তরঙ্গভঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লহা—ধরা, গ্রহণ করা; অনুমান করা; অনুমিত হওয়া। কবিপ্র। ক্রি।

লহু—১। ধর, গ্রহণ কর। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ২। রক্ত; অশ্রু। 'লোহিত'-শব্দজ। বি। ৩। লঘু, ধীরে। 'লঘু'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

লা—১। নৌকা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। না-বাচক উপসর্গ। আর্বী। অব্যয়। ৩। নারীদের ভাষায় নারীদের অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন শব্দ। 'ইলা'-শব্দজ। অব্য। [বি।

লা, লাহা—লাক্ষা, জতু। 'লাক্ষা'-শব্দজ।

লাইন—সারি, পঙ্‌ক্তি, রেখা; রেলপথ। ইং line. বি।

লাইনিং—কোট প্রভৃতির ভিতরের দিককার কাপড়ের আস্তরণ। ইং lining. বি।

লাইব্রেরী—পুস্তকালয়, গ্রন্থাগার; পাঠাগার। ইং library. বি।

লাইসেন্সি, -সী—লাইসেন্স। ইং 'licence'-শব্দজ। বি।

লাইসেন্স—রাজানুমতি; কোন দ্রব্য রাখিবার বা ব্যবহার করিবার জন্য রাজার অনুমতি। ইং license. বি।

লাউ—তুম্বী, অলাবু, কদুফল। 'অলাবু'-শব্দজ। বি।

লাএক, লায়েক—প্রাপ্তবয়স্ক; যোগ্য; মাতব্বর, প্রধান। আর্বী 'লাইক'-শব্দজ। বিণ।

লা-ওয়ারিশ—যাহার কোন মালিক নাই এমন; যাহার উত্তরাধিকারী নাই এমন। আর্বী। বিণ। ['লক্ষ'-শব্দজ। বিণ।

লাক, লাখ—শতসহস্র সংখ্যা, দশ অযুত।

লাকড়ি(ড়ী)—জ্বালানি কাঠ। হিন্দী। বি।

লাকপতি, লাখপতি—লক্ষ টাকার মালিক, খুব বড়লোক, বহু অর্থের অধিকারী। ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা 'লক্ষপতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

লাক্ষণিক—১। লক্ষণযুক্ত; লক্ষণজ্ঞ, দৈবজ্ঞ; লক্ষণসম্বন্ধীয়। লক্ষণ+ইক জানে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। ২। লক্ষণা দ্বারা অর্থপ্রকাশক। লক্ষণা+ইক প্রতিপাদ্য অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

লাক্ষণ্য—লক্ষণযুক্ত; যিনি শুভাশুভ লক্ষণ বুঝিতে পারেন এমন; লক্ষণসম্বন্ধীয়। লক্ষণ+ষ্যঞ্ সম্বন্ধীয়ার্থে বা জ্ঞানার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ণী।

লাক্ষা—একপ্রকার লালবর্ণ গাছের আঠা, জৌ, লা। লক্ষ্+অ করণবা+আপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

লাক্ষাতরু—পলাশগাছ। লাক্ষাদায়ক তরু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

লাক্ষারস—আলতা, অলক্তকরস। লাক্ষানিঃসৃত রস (জল), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

লাক্ষিক—১। লক্ষসংখ্যা-পরিমিত। লক্ষ+ইক পরিমাণার্থে। ২। লাক্ষানির্ম্মিত। লাক্ষা+ইক নির্ম্মিত অর্থে। বিণ।

লাখ—'লাক' দ্রঃ।

লাখপতি—'লাকপতি' দ্রঃ।

লাখবান—এক লক্ষ বার আগুনে পোড়াইয়া শুদ্ধ করা ('—কাঞ্চন')। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

লাখরাজ, লাখেরাজ—যাহার জন্য খাজনা দিতে হয় না এমন ('—জমি'); নিষ্কর। আর্বী 'লাখিরাজ'-শব্দজ। বিণ।

লাগ—লক্ষ্য; ছোঁওয়া, নাগাল; নৈকট্য। 'লগ্'-ধাতুজ। বি।

লাগা—সংযুক্ত হওয়া; বেদনা পাওয়া; স্পর্শ করা; তুলনীয় হওয়া; আরম্ভ হওয়া; নিযুক্ত হওয়া; শত্রুতা করিবার চেষ্টা করা; উৎপাত করা; যন্ত্রণা বোধ হওয়া; মিল হওয়া; খাপ খাওয়া; অনুভূত হওয়া; আঘাত দেওয়া; খরচ পড়া; আটকান; বদ্ধ হওয়া। বাং ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র—**লাগ**—লাগে। **লাগয়, লাগয়ে**—লাগে; লাগিবে। **লাগল**—লাগিল।] **উঠে পড়ে লাগা**—বিশেষরূপ উদ্যমের সহিত কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। **তাক লাগা**—অবাক্ হওয়া। **তালা লাগা**—সাময়িকভাবে শ্রবণশক্তি নষ্ট হওয়া। **পিছু** বা **পিছনে লাগা**—ক্রমাগত দোষ ধরা; অনিষ্ট করিবার বা অপদস্থ করিবার চেষ্টা করা। **মনে লাগা**—পছন্দ হওয়া। [বিণ।

লাগসই—মানানযোগ্য; জুতমত। বাং প্র।

লাগাড়—১। নিরবচ্ছিন্ন। বিণ। ২। বিরামহীনতা। বাং প্র। বি।

লাগান—সংলগ্ন করা; স্পর্শ করান; সেবন করা; মাখান; প্রহার করা; বাধাইয়া দেওয়া; আটকান; রোপণ করা; নিযুক্ত করা; খাটান; প্রয়োগ করা; আড়ালে কাহারও নিকটে কাহারও নিন্দা করা; মন্দ পরামর্শ দেওয়া; আরোপ করা। বাং ক্রি। **তাক লাগান**—অবাক্ করা। **লাগান ভাঙ্গান**—কাহারও নিন্দা করিয়া উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব নষ্ট করা।

লাগানি—নিন্দা; কাহারও অসাক্ষাতে অন্যের নিকট তাহার নিন্দা। লাগা+নি ভাববা। বি।

লাগানি-ভাঙ্গানি—গোপনে নিন্দা করিয়া বা গুপ্তকথা বলিয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা। দ্বন্দ্ব। বাং প্র। বি।

লাগানিয়া, লাগানে—কুমন্ত্রণা-দাতা; পরোক্ষে অন্যের নিকট নিন্দাকারী; যে কাহারও গুপ্তকথা অসাক্ষাতে অন্যের নিকট প্রকাশ করে এমন; কুমন্ত্রণা-পটু; সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন। লাগা+নিয়া, নে কর্ত্ত্বা। বিণ।

লাগাম—ঘোড়ার মুখের বল্গা, অশ্বরশ্মি। ফার্সী। বি। [অব্য।

লাগায়েৎ—অবধি; পর্য্যন্ত। হিন্দীমূলক।

লাগাল—নাগাল (তাহা দ্রঃ)।

লাগি—১। নেশা, মত্ততা। বি। ২। জন্য। কবিপ্র। অব্য। ৩। লগ্ন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [সংলগ্ন হইয়া। বাং প্র। অস-ক্রি।

লাগিয়া—১। জন্য। কবিপ্র। অব্য। ২।

লাগেজ—ভার; বোঝা; পুঁটুলি; সঙ্গের মালপত্র। ইং luggage. বি।

লাঘব—ভাররাহিত্য, লঘুত্ব; অগৌরব; আরোগ্য, স্বাস্থ্য; ক্লৈব্য; শীঘ্রতা। লঘু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

লাঙ্গট—কৌপীন। হিন্দী। বি।

লাঙ্গল—ভূমিকর্ষণ-যন্ত্রবিশেষ, হল; গৃহদারু; পুষ্পবিশেষ; তালবৃক্ষ। লন্গ্+কলচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

লাঙ্গলদণ্ড—লাঙ্গলের মধ্যস্থ কাঠ, লাঙ্গলের ঈশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লাঙ্গলপদ্ধতি—লাঙ্গলের রেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লাঙ্গলী (-লিন্)—বলরাম; কৃষক; সর্প; নারিকেলগাছ। লাঙ্গল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

লাঙ্গলী—একপ্রকার জলপুষ্পশাক, কাঁচড়া। লাঙ্গল (লাঙ্গলাকার পুষ্প)+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

লাঙ্গুল—লেজ, পুচ্ছ। লন্গ্+উলচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

লাঙ্গুলী (-লিন্)—১। বানর; ঋষভ-নামক ঔষধ। বি; পুং। ২। লেজযুক্ত, পুচ্ছবিশিষ্ট। লাঙ্গুল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—লিনী।

লাচাড়ী, নাচাড়ী—বাঙ্গালা কবিতার নৃত্যজনক ছন্দোবিশেষ। বাং প্র। বি।

লাচার—নিরুপায়; উপায়হীন; অপারক; দুর্দ্দশাগ্রস্ত। লা (নাই) চার (<ফার্সী চারা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

লাজ—১। খৈ; শস্য; আতপ চাউল; ভিজা চাউল। বি; পুং। ২। উশীর, বেণার মূল। লাজ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৩। লজ্জা। 'লজ্জা'-শব্দজ। বি। বিণ—লাজুক।

লাজা—১। খৈ; আতপ চাউল। লাজ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। লজ্জিত হওয়া; লজ্জার ভাব প্রকাশ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

লাজা-বন্ধন—স্তম্ভের উভয় পার্শ্বে হাত বাড়াইয়া অঞ্জলিতে খৈ লইলে পরে হাত দুইটি বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিলেই খৈ পড়িয়া যাইবে—এইরূপ সঙ্কট। ৩য়াতৎ বা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

লাজাবন্ধনন্যায়—ন্যায়বিশেষ [এক ক্ষুধিত ব্যক্তি এক থামে হেলান দিয়া ভাবিতেছিল। এমন সময় একজন দয়ালু ব্যক্তি লাজা অর্থাৎ খৈ আনিয়া তাহাকে লইতে বলিল। লোকটি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া থামটির দুই পাশ দিয়া দুই হাত বাড়াইয়া আঁজলা পাতিল। ফলে সে সেই আঁজলার খৈ খাইতে পারিল না, খৈসমেত হাতও সরাইয়া লইতে পারিল না। এদিকে খৈগুলি বাতাসে উড়িয়া যাইতে লাগিল। খৈ খাইবার মিথ্যা আশায় সে এইভাবে আটক হইয়া রহিল। এই প্রকারে মানুষ অতি তুচ্ছ সাংসারিক সুখ-ভোগের মিথ্যা আশায় দুঃখভোগ করিয়া থাকে]। লাজা-হেতুক বন্ধন, মধ্যপ কর্ম্মধা; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

লাজুক—লজ্জাশীল; লজ্জাযুক্ত; মুখচোরা। লাজ+উক বিশিষ্টার্থে। বাং প্র। বিণ।

লাঞ্ছন—১। কলঙ্ক; চিহ্ন; ধ্বজ; নাম; উপাধি। লান্ছ্+অনট্ করণবা। ২। অঙ্কন। লান্ছ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—লাঞ্ছিত।

লাঞ্ছনা—তিরস্কার; নিগ্রহ; উৎপীড়ন; অবমাননা। লান্ছ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—লাঞ্ছিত।

লাঞ্ছিত—কলঙ্কিত; চিহ্নিত; ধ্বজযুক্ত; নামযুক্ত; অপদস্থ; উৎপীড়িত; তিরস্কৃত; অবমানিত। লান্ছ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—লাঞ্ছন, লাঞ্ছনা।

লাট—১। পুরাতন; ব্যবহৃত; বিশ্রী, মলিন; জীর্ণ। লট্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ। ২। শাসনকর্ত্তা; বড়লোক। ইং 'lord'-শব্দজ। ৩। বিক্রয়ের তালিকা; খাজনা দিবার এক এক তোক; নিলামে একসঙ্গে বিক্রয় করিবার জিনিসপত্র; স্তম্ভ। বি। ৪। নোংরা; পাটভাঙ্গা। বাং প্র। বিণ। ৫। সম্বন্ধ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

লাটা—লতাকরঞ্জ। 'লতাকরঞ্জ'-শব্দজ। বি।

লাটিম, লাটু, লাট্টু—কাঠের তৈয়ারী খেলিবার বস্তুবিশেষ। 'লট'-শব্দজ। বি।

লাঠালাঠি—লাঠি দ্বারা মারামারি, যষ্টি দ্বারা পরস্পরকে আঘাত। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

লাঠি—দণ্ড, যষ্টি, বাড়ি। 'যষ্টি'-শব্দজ। বি।

লাঠিম—লাটিম (তাহা দ্রঃ)।

লাঠিয়াল, লেঠেল—লাঠীধারী যোদ্ধা; লাঠি চালাইতে সুপটু ব্যক্তি। লাঠি+আল, এল চালকার্থে। বিণ।

লাড়ু, নাড়ু—গোলাকার খাদ্যবিশেষ। 'লড্ডুক'-শব্দজ। বি।

লাড়ুগোপাল—লাড়ুপ্রার্থী শিশু শ্রীকৃষ্ণ; বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দণ্ডবিশেষ [ইহাতে লাড়ুগোপালের ন্যায় দুই হাঁটু এবং এক হাতের উপর ভর দিয়া থাকিয়া এক হাত তুলিয়া বাড়াইয়া রাখিতে হয়]। বাং প্র। বি।

লাথি—পদাঘাত, পাদপ্রহার। হিন্দী-মূলক। বি।

লাদ—ছাগল গরু প্রভৃতি পশুর বিষ্ঠা। বাং প্র। বি। **লাদ টানা**—বিনা লাভে শ্রমজনক এবং হেয় কার্য্য সম্পাদন করা।

লাদা—বোঝাই করা। বাং ক্রি।

লাদাই—বোঝাই। লাদা+ই ভাবে। বিণ।

লাপ—১। কথন, ভাষণ। লপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসী (Lap). বি। [বিণ।

লাপ্য—কথনীয়। লপ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা।

লাফ—লম্ফ, উৎপ্লব। 'লম্ফ'-শব্দজ। বি।

লাফড়া, লাবড়া—সাধারণতঃ বৈষ্ণবদের মহোৎসবের সময়ে বহুবিধ তরকারী-সংযোগে প্রস্তুত একপ্রকার ব্যঞ্জন। বাং প্র। বি।

লাফান, লাফানি—লম্ফ প্রদান করা; কুর্দ্দন করা; উৎসাহ বা আকুলতা প্রকাশ করা। বাং ক্রি।

লাফালাফি—পুনঃপুনঃ লম্ফ প্রদান; আস্ফালন; উৎসাহ বা আকুলতা প্রকাশ। বাং প্র। বি।

লাবড়া—'লাফড়া' দ্রঃ।

লাবণ—১। লবণমিশ্রিত, লবণযুক্ত; লবণসম্বন্ধীয়; লবণসংস্কৃত। বিণ। বি—লাবণতা (salinity). ২। নস্য। লবণ+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বি; ক্লীব।

লাবণি(ণী)—লাবণ্য, সৌন্দর্য্য। 'লাবণ্য'-শব্দজ। কবিপ্র। বি।

লাবণিক—১। লবণবিক্রেতা। বি; পুং। ২। লবণমিশ্রিত; লবণসম্বন্ধীয়; লবণসংস্কৃত। লবণ+ইক পণ্যাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

লাবণ্য—সৌন্দর্য্য, কান্তি; মুক্তার অভ্যন্তরে দৃষ্ট সুন্দর তরল ছায়া; চাকচক্য; লবণত্ব। লবণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

লাবণ্যময়—কান্তিযুক্ত, সৌন্দর্য্যশালী। লাবণ্য+ময়ট্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

লাবু, লাবূ—লাউ, তুম্বী। 'অলাবু'-শব্দজ। বি।

লাভ—১। প্রাপ্তি; উপার্জ্জন। লভ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। উপস্বত্ব; ধন; আয়। লভ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—লব্ধ, লভ্য।

লাভজনক—সুবিধাজনক, যাহাতে খুব লাভ হয় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।

লামা—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের তিব্বতী পুরোহিত। তিব্বতীয় শব্দ। বি।

লাম্পট্য—লম্পটতা, কামুকতা, চরিত্রহীনতা। লম্পট+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—লম্পট।

লায়েক—'লাএক' দ্রঃ।

লাল—১। থুতু, মুখামৃত। 'লালা'-শব্দজ। বি। ২। সুন্দর; রক্তবর্ণ; ধনী; প্রিয়। বাং প্র। বিণ। ৩। অশ্বাদির ক্ষুরসংলগ্ন লৌহপাদুকা। আরবীমূলক। বি। [বি।

লালচ—লালসা, লোভ। 'লালসা'-শব্দজ।

লালচিয়া, লালচে—ঈষৎ লাল; লালসাযুক্ত। লাল+চিয়া, চে ঈষদর্থে। বিণ।

লালন—সস্নেহ পালন, অতিশয় যত্নের সহিত পালন। লল্+ণিচ্ স্বার্থে+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—লালনীয়, লালিত। **লালন পালন**—প্রতিপালন [লালন ও পালন শব্দদ্বয় সমার্থক হইলেও, বঙ্গভাষায় প্রায়ই একত্র ব্যবহৃত হয়]।

লালমোহন—একপ্রকার লাল পাখী; একপ্রকার মিষ্টান্ন। বাং প্র। বি।

লালস—১। লোভী, লোলুপ; জড়িত। লালসা+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। ২। লোভ, লোলুপতা, লিপ্সা। 'লালসা'-শব্দজ। বি।

লালসা—স্পৃহা, লিপ্সা; আশা; চঞ্চলতা; ঔৎসুক্য; গর্ভিণীর অভিলাষ; আলিঙ্গনেচ্ছা, মৈথুনেচ্ছা; যাচ্ঞা। যঙ্লুগন্ত লস্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

লালসানি—পিচ্ছিল ক্লেদ; লালাযুক্ত জল। বাং প্র। বি।

লালা—১। মুখজাত জল, লাল। লল্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; ধনী ব্যক্তি; হিন্দু জাতির পদবীবিশেষ। হিন্দী। বি।

লালায়িত—পাইবার জন্য অত্যধিক অভিলাষী; আগ্রহান্বিত; লালসাযুক্ত; লালযুক্ত। লাল+ক্যঙ্ (=লালায়, নামধাতু)+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

লালিত—সেবিত; পোষিত; প্রতিপালিত। লল্+ণিচ্ স্বার্থে+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—লালন।

লালিত্য—মধুরতা; সৌন্দর্য্য; সরসতা; কোমলতা; রম্যতা, মনোহারিত্ব। ললিত (কোমল)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—ললিত।

লালী—১। পিচ্ছিল অবস্থা, লালাযুক্ত অবস্থা। বাং প্র। ২। তামাকে মিশাইবার রাব। প্রাদে। বি।

লাস—১। স্ত্রীলোকের নৃত্য; নৃত্য। লস্+ঘঞ্ ভাববা। ২। যূষ। লস্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। মৃতদেহ; যাহাকে খুন করা হইয়াছে এমন ব্যক্তির দেহ। ফার্সী। ৪। চামড়ার জুতা তৈয়ার করিবার কাঠের ফর্ম্মা। ইং 'last'-শব্দজ। বি।

লাসক—১। ময়ূর; নৃত্যকারী, নর্ত্তক। বি; পুং। ২। ঘরের মট্‌কা। লস্ বা লাসি+ণক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

লাসিক—নর্ত্তক। লাস+ইক করে অর্থে। বি; পুং।

লাসিকা, লাসিকী—নর্ত্তকী, লাস্যকারিণী। লস্+ণক কর্তৃবা+আপ্; লাসিক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

লাস্য—১। নাচ, নৃত্য; স্ত্রীলোকের নৃত্য; ভাবাশ্রয় নৃত্য; তৌর্য্যত্রিক, নৃত্য গীত ও বাদ্য; তাললয়াশ্রয় নৃত্য। লস্+ণ্যৎ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। নর্ত্তক। লাস্য+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং। [স্ত্রী।

লাস্যা—নর্ত্তকী। লাস্য (২)+আপ্। বি;

লাহা—১। গালা, লাক্ষা। 'লাক্ষা'-শব্দজ। ২। হিন্দুজাতির পদবীবিশেষ। বাং প্র। বি।

লিকলিক—সূক্ষ্মতা এবং দীর্ঘতার ভাবপ্রকাশক শব্দ ('কৃমি—করিতেছে')। বাং প্র। অব্য।

লিকলিকে—যাহা লিক্ লিক্ করিতেছে এমন ('—বেত')। লিকলিক+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

লিক্ষা—ছোট উকুন। বি; স্ত্রী।

লিখন—১। আঁচড়ান; লেখন, অক্ষরবিন্যাস; চিত্রকরণ। লিখ্+অনট্ ভাববা। ২। লিপি, পত্র। লিখ্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। বিণ—লিখিত, লিখিতব্য, লেখনীয়, লেখ্য।

লিখা, লেখা—১। লিপিবদ্ধ করা; অঙ্কন করা। বাং ক্রি। ২। লিপিবদ্ধ, লিখিত। লিখ্+আ কর্ম্মবা (বাং)। বিণ।

লিখিত—১। যাহা লেখা হইয়াছে এমন; চিত্রিত, অঙ্কিত। লিখ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—লিখন। ২। লেখা পত্রাদি। লিখ্+ক্ত কর্ম্মবা। ৩। লিখন। লিখ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ৪। ধর্ম্মশাস্ত্রকার মুনিবিশেষ। বি; পুং।

লিখিতব্য—যাহা লেখা যায় এমন, লিখিবার যোগ্য; যাহা লিখিতে হইবে এমন। লিখ্+তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি—লিখন।

লিখিয়ে—লিপিবদ্ধ, উত্তম লেখক। লিখ্+ইয়ে কর্তৃবা। বি বা বিণ।

লিখু—লেখে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

লিঙ্গ—১। শিশ্ন, উপস্থ; হেতু, কারণ; সূচনা, শিবের মূর্ত্তিবিশেষ। লিন্‌গ্+অচ্ কর্তৃবা। ২। অনুমান। লিন্‌গ্+ঘঞ্ ভাববা। ৩। অনুমানসাধন; সামর্থ্য; অর্থপ্রকাশক সামর্থ্য; (ব্যাকরণ) শব্দের স্ত্রী-পুরুষাদি ভাব; স্ত্রীপুরুষাদি বুঝাইবার বিশেষ চিহ্ন; সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি। লিন্‌গ্+ঘঞ্ করণবা। বি; ক্লীব। বিণ—লৈঙ্গিক।

লিঙ্গদেহ, -শরীর—সূক্ষ্মদেহ; যোগপ্রভাবে শরীরের যে সূক্ষ্মাবস্থা করা যায় তাহা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব, ক্লীব।

লিঙ্গবৃত্তি—জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে জটাদি চিহ্ন ধারণ করে এরূপ; ভেকধারী, কপটসন্ন্যাসী। লিঙ্গ (সন্ন্যাসী প্রভৃতির

বেশধারণ) বৃত্তি (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

লিঙ্গায়ৎ, লিঙ্গায়ে—দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গোপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। বাং প্র। বি।

লিঙ্গী (লিঙ্গিন্)—১। জীবিকার্থ জটাদি-ধারী, লিঙ্গবৃত্তি, ভেকধারী ; যাহাকে বাহ্যতঃ ধার্ম্মিক বলিয়া মনে হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক নহে এমন, ধর্ম্মধ্বজী। বিণ। স্ত্রী—লিঙ্গিনী। ২। হস্তী। লিঙ্গ (চিহ্ন)+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

লিচু—ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। চীনা। বি।

লিজ্জে—লউন। সংস্কৃত ক্রিয়া 'লভ্যাৎ'-শব্দজ। ক্রি।

লিপি—১। লিখিত পত্রাদি। লিপ্+ই কর্ম্মবা। ২। লেখন, অক্ষরবিন্যাস ; চিত্রকরণ। লিপ্+ই ভাববা। বি ; স্ত্রী।

লিপিকর, -কার—লেখক ; চিত্রকর ; যে নকল তৈরী করে (copyist). উপতৎ ; লিপি—কৃ+ট, অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

লিপিকর-প্রমাদ—নকল করার ভুল।

লিপিকলা—সুন্দর সুন্দর অক্ষর লিখিবার বিদ্যা (calligraphy). লিপি-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

লিপি-কৌশল—লিখিবার কায়দা ; লিখন-বিষয়ে দক্ষতা। ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

লিপিচাতুর্য্য(র্য)—লিখনকৌশল, লিখন-পটুতা। ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

লিপিবদ্ধ—লিখিত, অক্ষর দ্বারা বিন্যস্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

লিপিবিদ্যা—লেখার তত্ত্ব, অক্ষরবিষয়ক শাস্ত্র। লিপিবিষয়িকা বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

লিপ্ত—মিলিত, সংযুক্ত ; জড়িত ; চর্চ্চিত, চন্দনাদি দ্বারা লেপিত ; বিষাক্ত ; ভুক্ত। লিপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—লেপন।

লিপ্তপদ, -পাদ—যাহার (যে জীবের) পায়ের আঙ্গুল জোড়া এমন (যেমন হাঁস)। লিপ্ত পদ, পাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

লিপ্যন্তর—এক ভাষার অক্ষর অন্য ভাষার অক্ষরে লিখন, প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration). অন্য লিপি, নিত্য। বি ; পুং।

লিপ্সা—স্পৃহা, লাভেচ্ছা, বাঞ্ছা ; কামনা ; লোভ। লভ্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ—লিপ্সু।

লিপ্সু—লাভেচ্ছু, লুব্ধ, লোভী। লভ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—লিপ্সা।

লিভার—যকৃৎ। ইং liver. বি।

লিয়ে—জন্য। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

লিষ্ট, লিস্ট—তালিকা ; কাপড়ের পাড়। ইং list. বি। [বি।

লিষ্টি, লিস্টি—তালিকা। ইং 'list'-শব্দজ।

লিষ্টি(স্টি)ভুক্ত—তালিকায় লিখিত, তালিকায় গৃহীত। ৩য়াতৎ। বিণ।

লিস্ট—'লিষ্ট' দ্রঃ।

লীঢ়—চাটা, লেহন-করা ; স্পৃষ্ট ; আস্বাদিত ; ভক্ষিত। লিহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—লেহন।

লীন—লয়প্রাপ্ত, মিলিত ; শয়িত ; সংসক্ত ; লুপ্ত। লী+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—লয়।

লীলা—খেলা ; ক্রীড়া ; কেলি, শৃঙ্গারভাব-জাত চেষ্টাবিশেষ ; অঙ্গ-বেশ অলঙ্কার ও প্রীতিবাক্যাদি দ্বারা প্রিয়তমের মনোরঞ্জন ; বিলাস ; শোভা ; ভঙ্গী ; সাময়িক ক্রিয়া-কলাপ ('মানবলীলা')। লী+ক্বিপ্, ভাববা =লী ; লী—লা+ক ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

লীলাকমল, -পদ্ম—খেলিবার পদ্ম, প্রাচীন কালে যুবতীরা যে পদ্ম হাতে লইয়া খেলা করিত। লীলার কমল, পদ্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

লীলা-কলহ—ভালবাসাজনিত ঝগড়া, প্রণয়-কলহ ; ভালবাসা লইয়া ঝগড়া করার ভাণ। লীলাজনিত কলহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

লীলাকানন—উদ্যান ; ক্রীড়ার উদ্যান।

লীলাক্ষেত্র—খেলার স্থান ; (দেবতার) পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক মাহাত্ম্য-প্রকাশের স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

লীলাখেলা—ক্রীড়া-কৌতুক ; কার্য্যকলাপ ; সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য ভগবানের কার্য্য-কলাপ। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

লীলাগৃহ, লীলাগার—খেলার ঘর, ক্রীড়ার গৃহ ; আমোদপ্রমোদের গৃহ। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; ক্লীব, পুং বা ক্লীব।

লীলাচঞ্চল—অস্থির হাবভাবযুক্ত। ৩য়া-তৎ। বিণ।

লীলাধাম (-মন্)—ক্রীড়াস্থান, ক্রীড়াগৃহ ; লীলাক্ষেত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

লীলাপদ্ম—'লীলাকমল' দ্রঃ।

লীলাবতী—১। বিলাসবতী ; কেলিযুক্তা ; শৃঙ্গারভাবচেষ্টান্বিতা ; খেলাবিশিষ্টা। বিণ ; স্ত্রী। ২। ভাস্করাচার্য্যের কন্যা ; ভাস্করাচার্য্য-কৃত অঙ্কগ্রন্থবিশেষ ; ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থবিশেষ। লীলা+মতুপ্, আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

লীলাভূমি—ক্রীড়ার স্থান, লীলাক্ষেত্র।

লীলাময়—ক্রীড়াপরায়ণ, সর্ব্বসময়ে নানাবিধ ক্রীড়ায় ব্যাপৃত ; যাঁহার কার্য্যকলাপ মানব-বুদ্ধির অতীত। লীলা+ময়ট্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

লীলায়িত—মনোহর-ভঙ্গিযুক্ত ; লীলা-বিশিষ্ট। লীলা+ক্যঙ্ (=লীলায়, নামধাতু) +ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

লীলা-সংবরণ—খেলা-শেষকরণ, ক্রীড়া-সমাপ্তি ; মরণ, মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

লীলা-সাঙ্গ—খেলা-শেষ ; মৃত্যু। সাঙ্গ (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) লীলা, কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

লীলোদ্যান—যে বাগানে আমোদ-প্রমোদ ও খেলা করা হয় তাহা, প্রমোদ-কানন। লীলার উদ্যান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

লু—গ্রীষ্মকালীন অত্যুষ্ণ বায়ুপ্রবাহবিশেষ। হিন্দী। বি।

লুই, লোই, লোহি—পশুলোমনির্ম্মিত শীতবস্ত্রবিশেষ। 'লোমন্'-শব্দজ। বি।

লুকাচুরি, লুকোচুরি—চোর সাজিয়া পলায়নরূপ খেলা ; পুনঃপুনঃ পলায়ন ; পরস্পরের মধ্যে গোপনশীলতা। বাং প্র। বি।

লুকাছাপা—গুপ্ত ; অজানা। দুই বিশেষণে কর্ম্মধা। বিণ।

লুকান—১। গুপ্ত, লুক্কায়িত। বিণ। ২। গোপন করা ; গোপন হওয়া। বাং ক্রি [প্রাঃ কবিপ্র—**লুকাওয়ে**—লুকায়। **লুকাওল**—লুকাইল। **লুকায়নু**—লুকাইলাম, গোপন করিলাম। **লুকায়লি**—লুকাইল, লুকাইলে।]

লুকি—১। লুকান ; আত্মগোপন। লুকা+ই ভাববা। বি। ২। গুপ্ত ; অদৃশ্য ; লুক্কায়িত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

লুকিকায়—চক্ষুর অগোচর, অদৃশ্যকায়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

লুকী—লুক্কায়িত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

লুকোচুরি—'লুকাচুরি' দ্রঃ।

লুক্কায়িত—গুপ্ত, অন্তর্হিত ; প্রচ্ছন্ন ; অদৃষ্ট। লুন্চ্+ক্বিপ্, কর্ত্তৃবা=লুক্ ; লুক্ কায় যাহার, বহুব্রী=লুক্কায় ; লুক্কায়+ক্বিপ্=লুক্কায় নাম-ধাতু ; তদুত্তরে ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

লুঙ্গি—পুরুষের কাছাশূন্য পরিধেয়বিশেষ। বর্ম্মী শব্দ। বি।

লুচি, লুচী—ঘিয়ে ভাজা ময়দার পাতলা চাকতি-বিশেষ ; পুরী। বাং প্র। বি।

লুট, লুঠ—বলপূর্ব্বক অপহরণ ; লুণ্ঠন ; দেবতার প্রসাদ ছড়ান। চৌর্য্যার্থ 'লুঠ্'-ধাতুজ। বি।

লুটতরাজ, -পাট—লুণ্ঠন ; বহুলোক কর্ত্তৃক একযোগে বলপূর্ব্বক অপহরণ। বাং প্র। বি।

লুটা, লুঠা, লোটা—লুণ্ঠন করা ; গড়াগড়ি দেওয়া। বাং ক্রি। [প্রাঃ কবিপ্র—**লুটই, লুঠই**—গড়াগড়ি যায়। **লুটল, লুঠল**—লুঠ করিল। **লুঠত**—লুণ্ঠিত হয়। **লুঠয়ে**—লুটাইয়া পড়ে।] [বি।

লুটাতি—লুণ্ঠনকারী, দস্যু। প্রাঃ কবিপ্র।

লুটান, লোটান—গড়াগড়ি দেওয়া ; লুণ্ঠন করান। বাং ক্রি। [প্র। বি।

লুটাপুটি, লুটোপুটি—গড়াগড়ি। বাং

লুটেরা, লুঠেরা, লুটেল, লুঠেল—

লুণ্ঠনকারী, দস্যু। লুট্, লুঠ্+এরা, এল কর্ত্তৃবা। বি। [বি।

লুড়া—গোছা, গুটি ; গোলক। প্রাঃ কবিপ্র।

লুঠিত, লুণ্ঠিত—যে গড়াগড়ি দিয়াছে এমন, পৃথিবীতে পরিবৃত্ত। লুঠ্, লুণ্ঠ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

লুণ, লুণ—লবণ। 'লবণ'-শব্দজ। বি।

লুণ্টন—অপহরণ। লুন্ট্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

লুণ্ঠক—লুণ্ঠনকারী ; দস্যু ; চোর। লুন্ঠ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—লুণ্ঠিকা।

লুণ্ঠন—লুঠ, অপহরণ ; মাটিতে লোটা। লুন্ঠ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—লুণ্ঠিত।

লুণ্ঠিত—১। লুঠিত ; অপহৃত ; বলপূর্ব্বক গৃহীত। লুন্ঠ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। ভূমিতে লুঠিত। লুন্ঠ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—লুণ্ঠন।

লুপা, লুফা, লোফা—আগ্রহের সহিত গ্রহণ করা ; আকাশে উৎক্ষিপ্ত বা আকাশ-পথে পতনশীল বস্তুকে ভূমিস্পর্শ করিবার পূর্ব্বে ধারণ করা। বাং ক্রি।

লুপ্ত—১। নষ্ট, লোপপ্রাপ্ত ; কৃশ। লুপ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। ছিন্ন ; অপহৃত ; বিনাশিত। লুপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—লোপ। ৩। অপহৃত ধন, চুরি-করা বস্তু। লুপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

লুপ্তপ্রায়—যাহা প্রায় লোপ পাইয়াছে এমন, যাহা প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে এমন। প্রায় লুপ্ত, সুপ্‌সুপা, অথবা, লুপ্তের সদৃশ, নিত্য। বিণ।

লুপ্তবুদ্ধি—১। বিনষ্টা বুদ্ধি। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার বুদ্ধি লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছে এমন, হতবুদ্ধি। লুপ্তা বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ। [দ্রব্য। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

লুপ্তরত্ন—বিনষ্ট মণি ; বিনাশপ্রাপ্ত উৎকৃষ্ট

লুপ্তসাহস—১। যাহার সাহস লোপ পাইয়াছে এমন। বহুব্রী। বিণ। ২। বিনষ্ট পরাক্রম। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

লুফা—'লুপা' দ্রঃ।

লুবধ—লোভী ; মুগ্ধ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

লুবধাই—লুব্ধ লইয়া ; মুগ্ধ হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

লুব্ধ—১। ব্যাধ ; নক্ষত্রবিশেষ। বি ; পুং। ২। লোভী ; লম্পট। লুভ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—লোভ।

লুব্ধক—ব্যাধ ; লম্পট ; (জ্যোতিষ) নক্ষত্র-মণ্ডল-বিশেষ (Sirius). লুব্ধ+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং। [কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

লুব্ধদৃষ্টি—লালসাপূর্ণ চাহনি, লোলুপ দৃষ্টি।

লুব্ধনেত্রে—লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে। লুব্ধ নেত্র, কর্ম্মধা, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

লুলা—আলোড়িত করা ; আস্বাদ লওয়া ; লেহন করা। কবিপ্র। ক্রি।

লুলিত—১। সুন্দর, রম্য ; দোলিত ; আন্দোলিত ; কম্পিত ; চলিত। লুল্+ক্ত কর্ত্তৃবা। ২। মর্দ্দিত ; ত্যক্ত। লুল্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

লূতা, লূতিকা—মাকড়সা। লূ (ছেদন করা)+তক্ কর্ত্তৃবা+আপ ; লূতা+কন্ স্বার্থে +আপ্। বি ; স্ত্রী।

লূতাতন্তু—মাকড়সার জাল। লূতার তন্তু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

লূতাতন্তুন্যায়—ন্যায়বিশেষ [লূতা (মাকড়সা) আপন দেহ হইতে সূত্রজাল বাহির করিয়া জাল বুনিয়া থাকে এবং সময়ে সে-ই আবার তাহার নিজের গড়া জাল নষ্ট করিয়া দিয়া থাকে। সেইরূপ বিশ্বস্রষ্টা আপনার শক্তিপ্রভাবে এই জগতের সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সময়ে জগৎ ধ্বংস করেন]। লূতার তন্তু, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

লূতিকা—'লূতা' দ্রঃ।

লূন—ছিন্ন, কর্ত্তিত। লূ+ক্ত কর্ম্মবা (ত-স্থানে ন)। বিণ। বি—লূনি।

লূনি—ছেদ, কর্ত্তন। লূ+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—লূন।

লে—১। স্নেহ ; প্রেম। প্রাঃ কবিপ্র। বি। ২। কুকুর লেলাইয়া দিবার শব্দ। বাং প্র। অব্য।

লেই—১। কাই, মণ্ড, মাড়। 'লেপ'-শব্দজ। বি। ২। লইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

লেংচা—একপ্রকার মিঠাই, লম্বা পান্তুয়া। বাং প্র। বি। [বাং ক্রি।

লেংচান, নেংচান—খোঁড়াইয়া হাঁটা।

লেংটা—উলঙ্গ। 'নগ্নবৃত্ত'-শব্দজ। বিণ।

লেংটী—কৌপীন। 'লিঙ্গপট্ট'-শব্দজ। বি।

লেংড়া—১। একজাতীয় আম। বি। ২। খোঁড়া। বাং প্র। বিণ।

লেখ—১। লিখন। লিখ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। লিপি, পত্র। লিখ্+ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং।

লেখক—লিপিকর ; চিত্রকারক ; পুস্তকাদির রচয়িতা। লিখ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী —লেখিকা।

লেখতি—লিখিত, আঁকা ("তাহার পিরীতি পাষাণে লেখতি মুছিলেও নাহি ঘুচে।"—চণ্ডীদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

লেখন—১। অক্ষরবিন্যাস, লিখন ; চিত্রকরণ, অঙ্কন ; জিভ আঁচড়ান। লিখ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—লিখিত, লিখিতব্য, লেখনীয়, লেখ্য। ২। লিখনপত্র। লিখ্+অনট্ অধিবা। বি ; ক্লীব।

লেখনিক—১। পত্রবাহক। লেখন+ইক বহন করে অর্থে। ২। যে স্বহস্তে লেখে ; যে পরহস্তে লেখাইয়া নিজে কোন চিহ্ন দ্বারা তাহাতে স্বাক্ষর করে। লেখন+ইক (ঠন্) করে অর্থে। বি ; পুং। ৩। লিপিকর ; চিত্রকর। লেখন+ইক (ঠন্) শিল্পী অর্থে। বিণ। [কর-বা+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

লেখনী—কলম ; তুলি। লিখ্+অনট্

লেখনীয়—লিখিবার মত, লিখিতব্য, লিখনযোগ্য। লিখ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—লিখন, লেখন।

লেখা—১। লিখন, চিত্রকরণ ; রেখা। লিখ্ +অঙ্ ভাববা+আপ্। ২। লিপি ; শ্রেণী। লিখ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। লিখা। বাং ক্রি। ৪। লিখিত। লিখ্+আ কর্ম্মবা। বিণ। ৫। গণনা, সংখ্যা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [প্র। বি।

লেখাজোখা—গণা-গন্তি, হিসাব। বাং

লেখাপড়া—বিদ্যাভ্যাস ; লিখন ও পঠন ; আইন-অনুসারে লিখিয়া লইয়া কোন কার্য্য-করণ। দ্বন্দ্ব। বি।

লেখালেখি—বার বার চিঠি দেওয়া ; পত্র-যোগে বা সংবাদপত্রাদিতে দুঃখ দৈন্য ও অভি-যোগ প্রভৃতি জানান। বাং প্র। বি।

লেখিত—যাহা লেখান হইয়াছে এমন ; লিপিবদ্ধ করান ; অঙ্কিত, চিত্রিত। লিখ্+ণিচ্ (=লেখি—লেখান)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

লেখ্য—১। লিখিত পত্রাদি বা চিত্রাদি ; দলিল-দস্তাবেজ। বি ; ক্লীব। ২। লেখনীয়, লিখনযোগ্য। লিখ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি —লিখন, লেখন।

লেখ্যপত্র—লিখিত পত্রাদি, দলিল দস্তা-বেজ ; তালপাতা। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

লেখ্যস্থান—আফিস, দপ্তরখানা। লেখ্য স্থান, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

লেখ্যোপকরণ—কালি কলম কাগজ প্রভৃতি লিখিবার জিনিস। লেখ্য উপকরণ, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। [শব্দজ। বি।

লেঙ্গট, লেঙট—কৌপীন। 'লিঙ্গপট্ট'-

লেঙ্গড়া—লেংড়া (তাহা দ্রঃ)।

লেজুড়, লেজুড়—লেজ ; প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তু বা ব্যক্তির সহিত উপস্থিত অপ্রয়োজনীয় গোলযোগ-সৃষ্টিকারী, বাজে বিষয় বস্তু বা ব্যক্তি। 'লাঙ্গুল'-শব্দজ। বি।

লেচি—জল দিয়া মাখা ময়দা প্রভৃতির পিণ্ড। বাং প্র। বি।

লেজ, লেজী—লাঙ্গুল, পুচ্ছ। 'লঞ্জ'-শব্দজ। বি। **লেজ গুটান**—কুকুরের মত হার স্বীকার করা, পশ্চাৎপদ হওয়া। **লেজ ধরে চলা**—বড়লোকদের নির্ব্বিরোধে অনুসরণ করা। **লেজ মোটা হওয়া**—দেমাক বাড়িয়া যাওয়া। **লেজে খেলা**—চতুরতার সহিত কাজ করা, কৌশলে কাজ করা।

লেজঝোলা—যাহার লেজ লম্বমান অবস্থায় ঝোলে এরূপ ('—পাখী')। বহুব্রী। বিণ।

লেজা—১। কাটা মাছের লেজ। লেজ+আ স্বার্থে। ২। একপ্রকার বল্লম। প্রাদে। বি।

লেজামুড়া—মাছের লেজা ও মুড়া; কোন বিষয়ের আগা ও গোড়া, কোন কাজের আরম্ভ ও শেষ। দ্বন্দ্ব। বি।

লেজুড়—'লেঙ্গুর' দ্রঃ।

লেটা—দক্ষিণ হস্তের পরিবর্তে বামহস্তে কার্য্যকারী, ন্যাটা। বাং প্র। বিণ।

লেটা, লেঠা—গোলযোগ; উৎপাত; মুস্কিল; সঙ্কট; একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। বাং প্র। বি।

লেঠেল—'লাঠিয়াল' দ্রঃ।

লেডিকেনি—একপ্রকার মিঠাই, গোল পান্তুয়া। ইং 'Lady Canning'-শব্দজ। বি। [ভূতপূর্ব্ব বড়লাট-পত্নী লেডি ক্যানিং-এর নামানুযায়ী এই মিষ্টান্নের নাম হয়। তিনি কলিকাতায় মারা গিয়াছিলেন]।

লেদাড়ে—যকেজো; দীর্ঘসূত্রী; অলস। বাং প্র। বিণ।

লেন-দেন, লেনা-দেনা, লেনি-দেনি—দেনা-পাওনা; কারবার। দ্বন্দ্ব। বি।

লেন্স—আতসী কাচ। ইং lens. বি।

লেপ—১। প্রলেপন, লেপন, লেপা; ভোজন; বন্ধন। লিপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। ২। লেপন-সাধন বস্তু; বিলেপন; চূর্ণ, চুণ। লিপ্‌+ঘঞ্‌ করণবা। ৩। প্রলেপ; ভক্ষ্যদ্রব্য। লিপ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৪। তুলায় পরিপূর্ণ গাত্রাবরণ, শীতনিবারক তুলাপূর্ণ শয্যা-দ্রব্য। বাং প্র। বি।

লেপক, লেপী (লেপিন্)—১। লেপনকারী। বিণ। স্ত্রী—লেপিকা, লেপিনী। ২। জাতিবিশেষ, রাজমিস্ত্রী। লিপ্‌+ণক, ণিন্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

লেপটানো, লেপটান—লেপন করা; জড়িত হওয়া; আঁটিয়া লাগিয়া থাকা। বাং ক্রি।

লেপন—১। লেপা, বিলেপন, ম্রক্ষণ। লিপ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—লিপ্ত, লেপনীয়, লেপ্য। ২। মাখিবার বস্তু, যাহা দ্বারা লেপন করা যায় তাহা। লিপ্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব।

লেপনীয়—যাহা লেপন করা উচিত এমন, লেপন করিবার যোগ্য। লিপ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—লেপন।

লেপা—নিকান; বিলেপন করা। বাং ক্রি।

লেপাপোঁছা—যাহা উত্তমরূপে নিকান হইয়াছে এমন; যাহার কোথাও উঁচুনীচু নাই, সব জায়গাই সমান এমন। বাং প্র। বিণ।

লেপী—'লেপক' দ্রঃ।

লেপ্য—লেপনীয়, লেপনযোগ্য। লিপ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—লেপন।

লেফাপা(ফা)—পত্রাদির আবরক কাগজ-বিশেষ, মোড়ক, খাম। ফার্সী। বি।

লেফাপা-দুরস্ত—ভিতরে সার পদার্থ না থাকিলেও বাইরের দৃষ্টিতে সুন্দর, বাহ্যাড়ম্বর-যুক্ত। বহুব্রী। বিণ।

লেবু—জম্বীর ফল। 'নিম্বুক'-শব্দজ। বি।

লেবেল—কোন বস্তুর উপর তাহার পরিচয়-নিরূপণার্থ আঁটা ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা; কোন বস্তুর পরিচায়ক লিপি। ইং label. বি।

লেমোনেড—মিষ্ট ও অম্লস্বাদযুক্ত বায়ু-পূরিত জল (সোডা ওয়াটার)। ইং lemonade. বি।

লেলাক্ষেপা—বোকা; বোকা এবং পাগলাটে; যে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত ও নির্ব্বোধ এবং যাহার মুখ দিয়া লালা পড়ে এমন। কর্ম্মধা। বিণ।

লেলান—আক্রমণার্থ উত্তেজনা-প্রদান; (কুকুরকে) লে লে করিয়া পশ্চাদ্ধাবনে উত্তেজিত করা। বাং ক্রি।

লেলিহান—১। শিব; সর্প। বি; পুং। ২। বারংবার লেহনকারী ('—জিহ্বা', '—অগ্নিশিখা')। লিহ্‌+যঙ্‌+শানচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

লেশ—অল্প, সামান্য, কিঞ্চিৎ; কণা, বিন্দু। লিশ্‌ (অল্প হওয়া)+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

লেশমাত্র—অতি সামান্য; বিন্দুমাত্র। লেশই এই বাক্যে, নিত্য, অথবা, লেশ+মাত্রচ্‌ পরিমাণার্থে। বি; ক্লীব বা বিণ।

লেস্—জুতা বাঁধিবার ফিতা; সরু সুতার জাল। ইং lace. বি।

লেহ—১। চাটা, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন; ভক্ষণ। লিহ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ২। আস্বাদ্য, ভক্ষ্য, খাদ্য। লিহ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। ৩। প্রণয়; প্রেম। 'স্নেহ'-শব্দজ। বি। ৪। লও। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

লেহন—আস্বাদন, জিহ্বা দ্বারা রসগ্রহণ, চাটা; ভক্ষণ। লিহ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—লীঢ়, লেহনীয়, লেহ্য।

লেহনীয়—চাটিয়া খাইবার মত, লেহন-যোগ্য। লিহ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—লেহন।

লেহী (লেহিন্)—লেহনকারী, আস্বাদ-কারী। লিহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—লেহিনী।

লেহ্য—১। আস্বাদ্য, লেহনীয়। লিহ্‌+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—লেহন। ২। ন্যায়সঙ্গত; উচিত। 'ন্যায্য'-শব্দজ। বিণ।

লৈখিক—লেখা-বিষয়ক। লেখা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

লৈঙ্গ—১। লিঙ্গপুরাণ। বি; ক্লীব। ২। লিঙ্গসম্বন্ধীয়। লিঙ্গ+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—লৈঙ্গী।

লো—স্ত্রীলোকের প্রতি তুচ্ছার্থক সম্বোধন; (পদ্যে) স্ত্রীলোকের প্রতি কোমল আমন্ত্রণ, স্ত্রীলোকের প্রতি প্রণয়সূচক সম্বোধন। 'হলা'-শব্দজ। অব্য।

লোক—১। মানুষ, মনুষ্য; ভুবন, জগৎ; স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল—এই ত্রিলোক; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য—এই সপ্ত লোক; সমূহ। লোক্‌ (দেখা)+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ২। দৃষ্টি। লোক্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—লৌকিক।

লোকচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), -চক্ষু, -লোচন—১। সূর্য্য, দিবাকর, ভানু। লোকের (জগতের) চক্ষুঃ, লোচন অর্থাৎ তৎস্বরূপ, ৬ষ্ঠী-তৎ। ২। মানুষের চোখ। লোকের চক্ষুঃ, লোচন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

লোকচরিত্র—মানুষের স্বভাব; মানবের গূঢ় মনোবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

লোকতঃ (-তস্), লোকত—মানবের দৃষ্টিতে, মানবসমাজের বিচারে। লোক+তস্‌। অব্য। [অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

লোকন—নিরীক্ষণ, দর্শন। লোক্‌+

লোকনাথ—ব্রহ্মা; শ্রীবিষ্ণু; শিব; অব-লোকিতেশ্বর; রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকনিন্দা—সর্ব্বসাধারণে রটিত অপ-বাদ, জনসাধারণকৃত নিন্দা। লোককৃতা নিন্দা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

লোকনীতি—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আচার, সমাজে আচরিত নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকপরম্পরা—পর পর এক একটি লোক, পর্য্যায়ক্রমে এক একটি লোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [তৎ। বিণ।

লোকপাবন—ত্রিভুবন পবিত্রকারী। ৬ষ্ঠী-

লোকপাবনী—১। ত্রিভুবন পবিত্রকারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। গঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকপাল—রাজা, নৃপতি; ইন্দ্র অগ্নি যম নৈর্ঋত বরুণ বায়ু কুবের শিব—এই আটজন দিক্‌পাল। উপতৎ; লোক—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

লোকপালন—১। রাজা, নৃপতি; বিষ্ণু। লোকের পালন (পালক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। প্রজার রক্ষণ; জগৎ-পালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [পুং।

লোকপিতামহ—ব্রহ্মা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

লোকপ্রবাদ, -বাদ—যাহা সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে তাহা, জনশ্রুতি। লোকের প্রবাদ, বাদ (কথন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকপ্রিয়—সকল লোকের ভালবাসার

পাত্র, মানুষের অনুরাগভাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। [৭মীতৎ। বিণ।

লোকবৎসল—মানুষের প্রতি স্নেহপরায়ণ।

লোকবসতি—মনুষ্যের বাস; (ভূগোল) জনসংখ্যার পরিমাণ (density of population). লোকের বসতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকবাদ—'লোকপ্রবাদ' দ্রঃ।

লোকভাষা—কোন স্থানের জনসাধারণের কথিত ভাষা (vernacular). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [তৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

লোকমণ্ডল, -মণ্ডলী—মনুষ্যসমূহ। ৬ষ্ঠী-

লোকমত—সাধারণ লোকদের ইচ্ছা, জনসাধারণের অভিপ্রায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

লোকমাতা (-মাতৃ)—লক্ষ্মী, কমলা; ধেনু, গাভী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকযাত্রা—সংসারযাত্রা, জীবনযাত্রা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকরঞ্জক—লোকের প্রীতিসাধনকারী, সমস্ত লোকের প্রিয়কার্য্যকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, −রঞ্জিকা।

লোকরঞ্জন—১। লোককে সন্তুষ্ট করা, লোকের প্রীতিসম্পাদন। লোকের রঞ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। লোকের প্রীতিসাধনকারী। লোকের রঞ্জন (রঞ্জক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

লোকলজ্জা—সমস্ত মানুষের নিন্দার ভয়ে সঙ্কোচ, মানব-সমাজের নিকট লজ্জা। ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকলীলা—মানবলীলা; পৃথিবীর খেলা, জগতের কার্য্যকলাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকলোকান্তর—ইহকাল এবং পরকাল, ইহজন্ম এবং পরজন্ম। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

লোকলোচন—'লোকচক্ষুঃ' দ্রঃ।

লোকশিক্ষক—জনসমাজের শিক্ষাদাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, −শিক্ষিকা।

লোকশিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানলাভ; জনসাধারণকে ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ-প্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকসংখ্যা—যতগুলি মানুষ আছে তাহার পরিমাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকসমাকীর্ণ—মানুষে পরিপূর্ণ, যেখানে বহু লোক আছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

লোকসমাজ—মনুষ্যসমূহ, মানব-সমাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি।

লোকসান—ক্ষতি। আর্বী 'নুকসান'-শব্দজ।

লোকসাহিত্য—গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গান ইত্যাদি (যথা—সারিগান—folk literature). লোকের সাহিত্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

লোকস্থিতি—১। লোকমর্য্যাদা। লোকের স্থিতি (মর্য্যাদা), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জনসমাজ। লোকের স্থিতি যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

লোকহিত—মানবের উপকার; জগতের কল্যাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

লোকহিতব্রত—১। জগতের বা মানবের মঙ্গলসাধনই যাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য এমন। লোকহিত ব্রত যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সমস্ত মানুষের মঙ্গলসাধনরূপ পবিত্র কর্ম্ম। লোকহিতই ব্রত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

লোকহিতৈষী (-ষিন্)—মানবের মঙ্গলকামী, জগতের কল্যাণকামী। উপতৎ; লোকহিত—ইষ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, −ষিণী।

লোকাকীর্ণ—বহু মানুষে পরিপূর্ণ। লোক দ্বারা আকীর্ণ, ৩য়াতৎ। বিণ।

লোকাচার—জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি। লোকের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকাতীত—যাহা সচরাচর ঘটে না এমন, অলৌকিক। লোককে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

লোকান্তর—পরলোক, পরজগৎ; অন্যজন। অন্য লোক, নিত্য। বি; ক্লীব।

লোকান্তরগত—মৃত, পরলোকগত। ২য়াতৎ। বিণ। বি, −গমন।

লোকান্তরগমন—মৃত্যু, পরলোকে গমন। ৭মীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ, −গত।

লোকান্তরিত—১। পরলোকগত, মৃত। লোকান্তর + ইত গতার্থে। বিণ। ২। স্বর্গ। লোক (মনুষ্যলোক) হইতে অন্তরিত, ৫মীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

লোকাপবাদ—লোকনিন্দা। মধ্যপ কর্ম্মধা।

লোকায়তিক—নাস্তিক। লোকায়ত (চার্ব্বাক মত) + ইক (ঠন্)। বিণ।

লোকারণ্য—বিশাল জনসমবায়। লোকের অরণ্য (বন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

লোকালয়—মনুষ্যের আবাসস্থান, জনবাস। লোকের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকালোক—সূর্য্যকিরণপাত হেতু একদিকে আলোকযুক্ত ও তদভাবে অন্যদিকে অন্ধকারময় ব্রহ্মাণ্ড-বেষ্টন পর্ব্বত। লোক (লোক্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা; সূর্য্যকিরণ-পাত হেতু দৃষ্ট) অথচ আলোক (আ, ঈষৎ, অস্পষ্ট—লোক্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা; সূর্য্যকিরণের অস্পষ্টতা হেতু অসম্যক্ দৃষ্ট), কর্ম্মধা। বি; পুং।

লোকেশ—ব্রহ্মা; ঈশ্বর; রাজা; পারদ। লোকের (ভুবনের) ঈশ (ঈশ্বর), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকোত্তর—অতিমানুষিক, অলৌকিক, অসামান্য, অসাধারণ। লোক হইতে উত্তর (পরবর্ত্তী), ৫মীতৎ। বিণ।

লোচন—১। চক্ষু, নয়ন, নেত্র। লোচ্ + অনট্ করণবা। ২। দর্শন; আলোচনা। লোচ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

লোচনরঞ্জন—১। কাজল, কজ্জল। বি; ক্লীব। ২। চক্ষুর প্রীতিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

লোচন-লোভন—অতিসুন্দর; নয়নের লোভবর্দ্ধক; যাহা দেখিলে নয়ন মুগ্ধ হয় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

লোচা—সামান্যমাত্র জ্বাল দেওয়া ইক্ষুরস। প্রাদে। বি।

লোচিকা—লুচি। লোচ্ + অচ্ কর্ম্মবা + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

লোচ্চা—লম্পট, কামুক; বেশ্যার উপপতি। ফার্সী 'লুচ্চা'-শব্দজ। বি বা বিণ।

লোচ্চাম, লোচ্চামি—লাম্পট্য; নিয়ত বেশ্যা বা পরস্ত্রী-সম্ভোগ। লোচ্চা + ম, মি ভাবে। বি।

লোটন—গড়াগড়ি; ঢিলা করিয়া বাঁধা খোপা; একজাতীয় পায়রা। লুট্ + অন ভাববা। বি।

লোটা—১। লুণ্ঠিত হওয়া। কবিপ্র। ক্রি। ২। ঘটী। হিন্দী। বি। [বি; ক্লীব।

লোঠন—গড়াগড়ি। লুঠ্ + অনট্ ভাববা।

লোণা—লবণাক্ত। 'লবণ'-শব্দজ। বিণ।

লোত, লোথ—চোরাই মাল। 'লোপত্র'-শব্দজ। বি।

লোধ, লোধ্র—শ্বেতবর্ণ বৃক্ষবিশেষ, লোধ গাছ। রুধ্ (আবরণ করা) + অচ্, রন্ কর্তৃবা (র-স্থানে ল)। বি; পুং।

লোনা, নোনা—১। লবণাক্ত। লুন, নুন + আ বিশিষ্টার্থে। বিণ। ২। মাটির যে লবণের ভাগ দেওয়াল প্রভৃতির উপর ফুটিয়া বাহির হয় তাহা; জলে বা মাটিতে লবণের আধিক্য। লুন, নুন + আ আধিক্যার্থে। বি।

লোপ—অন্তর্দ্ধান, তিরোধান, অদর্শন; অপচয়; ভ্রংশ; বিনাশ, নাশ; ছেদন; অভাব; (ব্যাকরণ) অদর্শনরূপ বর্ণনাশ। লুপ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

লোপা, লোপামুদ্রা—অগস্ত্যপত্নী। লুপ্ + ণিচ্ + অচ্ কর্তৃবা + আপ্; লোপে (পতির অদর্শনে) অমুদ্রা (আনন্দাভাব) যাঁহার, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী।

লোপাট—সমস্ত আত্মসাৎ করণ; সমূলে বিনাশ। 'লুপ্ত'-শব্দজ। বি।

লোপত্র—চোরাই মাল। লুপ্ + ত্রন্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

লোফা—১। 'লুফা' দ্রঃ। ২। দুই তাল ও দুই ফাঁকযুক্ত ষাণ্মাত্রিক (মতান্তরে সপ্তমাত্রিক) তালবিশেষ। বাং প্র। বি।

লোবান—ধুনার মত গন্ধযুক্ত একপ্রকার বৃক্ষ-রস। আর্বী। বি।

লোভ—পরদ্রব্যগ্রহণে ইচ্ছা, লিপ্সা, আকাঙ্ক্ষা। লুভ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—লুব্ধ, লোভী (−ভিন্)।

লোভন—১। যাহাতে লোভ জন্মায় এমন, লোভজনক। লুভ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃবা। বিণ। ২। লোভ দেখান, প্রলুব্ধকরণ। লুভ্ +

ণিচ্‌+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—লোভনীয়, লোভিত।

লোভনীয়—লোভজনক, স্পৃহণীয়। লুভ্‌+অনীয় সম্প্রবা। বিণ। বি—লোভন।

লোভিত—যাহাকে লোভ দেখান হইয়াছে এমন। লুভ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—লোভন।

লোভী (লোভিন্)—লোলুপ, লোভবিশিষ্ট, লুব্ধ। লোভ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—লোভিনী। বি—লোভ। [বিণ। বি—লোভ।

লোভ্য—লোভনীয়। লুভ্‌+যৎ করণবা।

লোভ্যমান—যাহাকে লোভ দেখান হইতেছে এমন, আকৃষ্যমাণ। লুভ্‌+ণিচ্‌+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী—লোভ্যমানা।

লোম (লোমন্)—শরীরজাত কেশ, রোঁয়া। লূ+মনিন্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

লোমকূপ—রোমাধার, লোমমূলে বিন্দুর আকার গর্ত্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোমঘ্ন—১। টাক, ইন্দ্রলুপ্তক। বি; ক্লীব। ২। লোমনাশক। উপতৎ; লোমন্—হন্+টক্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ঘ্নী।

লোমজ—পশমী (কাপড় প্রভৃতি)। উপতৎ; লোমন্ (লোম)—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

লোমপাদ, রোমপাদ—নৃপতিবিশেষ। লোম, রোম (লোমন্, রোমন্ শব্দ) পাদে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

লোমফোঁড়া—লোমের গোড়ায় যে ফোঁড়া উঠে তাহা। লোমের ফোঁড়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

লোমশ—১। লোমবিশিষ্ট। লোমন্+শ আছে অর্থে। বিণ। ২। মুনিবিশেষ; মেষ। লোমন্+শ আছে অর্থে। বি; পুং।

লোমহর্ষণ—১। শিহরণ; পুলক রোমাঞ্চ। লোমের হর্ষণ (হৃষ্ট হওয়া), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। পুরাণবক্তা মুনিবিশেষ, সূত। বি; পুং। ৩। যাহাতে লোম খাড়া হইয়া উঠে এমন, রোমাঞ্চকারক; ভয়ানক। লোমের হর্ষণ যদ্দারা, বহুব্রী। বিণ।

লোমাঞ্চ—রোমাঞ্চ। লোমের (লোমন্ শব্দ) অঞ্চ (অর্থাৎ উত্থান), ৬ষ্ঠীতৎ (লোমন্ শব্দের ন-কারের লোপ)। বি; পুং।

লোর—অশ্রু ("ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপত হি লোর"—রাধামোহন)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

লোরা—চোখের জল, লোর ("ঢরি ঢরি পড়্ লোরা"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

লোল—শিথিল, শ্লথ; চঞ্চল; চালিত; সতৃষ্ণ, লোলুপ, লোভী; ইচ্ছুক। লোড্ (উন্মত্ত হওয়া)+অচ্ কর্ত্তৃবা (ড-স্থানে ল)। বিণ।

লোলজিহ্ব—যাহার জিহ্বা লালসাযুক্ত এমন; চঞ্চলজিহ্বাযুক্ত, যাহার জিভ্ লক্‌লক্ করিতেছে এমন। লোলা জিহ্বা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

লোলজিহ্বা—১। চঞ্চল বা লালসাযুক্ত রসনা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। চঞ্চল অথবা লালসাযুক্ত-রসনাবিশিষ্ট। লোলজিহ্ব+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

লোলদৃষ্টি—আগ্রহপূর্ণ চাহনি, সতৃষ্ণ দৃষ্টি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [বি বা বিণ।

লোলনি—চাঞ্চল্য বা চঞ্চল। প্রাঃ কবিপ্র।

লোলা—১। জিহ্বা; লক্ষ্মী; চঞ্চলা নারী। বি; স্ত্রী। ২। চঞ্চলা; শ্লথা। লোল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। চঞ্চল করা বা হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

লোলায়মান—যাহা লকলক করিতেছে এমন, দোলায়মান। লোল+ক্যঙ্ (=লোলায়, নামধাতু)+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

লোলিত—বিগলিত; মুক্ত; চঞ্চল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

লোলুপ—অতিলোভী; অভিলাষী, ইচ্ছুক; আসক্ত। লুভ্‌+যঙ্ (লুক্)+অচ্ কর্ত্তৃবা (ভ-স্থানে প)। বিণ।

লোষ্ট্র—১। ঢিল; ডেলা, মৃৎখণ্ড। বি; পুং বা ক্লীব। ২। লৌহমল, মরিচা। লোষ্ট্‌+র কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

লোহ—১। লোহা, লৌহ; রক্তচন্দন; ধাতু। রুহ্‌+অচ্ কর্ত্তৃবা (র-স্থানে ল)। ২। অস্ত্র-বিশেষ। লূ+হ করণবা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। রক্ত, শোণিত। লূ+হ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৪। চোখের জল, অশ্রু। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

লোহকান্ত—[illegible] অয়স্কান্তমণি। লোহই (লৌহই [illegible] (প্রিয়) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

লোহকার—কামার, কর্ম্মকার। উপতৎ; লোহ—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

লোহ-কিট্ট, -চূর্ণ—লোহার মরিচা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

লোহময়—লৌহদ্বারা প্রস্তুত, লৌহনির্ম্মিত। লোহ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

লোহা—লৌহ। 'লোহ'-শব্দজ। বি।

লোহার—খনি হইতে লৌহ-প্রস্তুতকারক; জাতিবিশেষ; কামার। হিন্দী (<লোহ-কার)। বি। [দ্রব্য। বাং প্র। বি।

লোহালক্কড়—লোহা এবং কাঠ প্রভৃতি

লোহি—'লুই' দ্রঃ।

লোহিকা—লৌহপাত্র, কড়াই প্রভৃতি। লোহ+কন্ ভবার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

লোহিত—১। লাল রঙের, রক্তবর্ণযুক্ত। বিণ। ২। লাল রঙ্, রক্তবর্ণ, রক্তালু; মঙ্গলগ্রহ; মসূর; রুইমাছ; সর্প; মৃগবিশেষ। রুহ্‌+ইতন্ কর্ত্তৃবা (র-স্থানে ল)। বি; পুং। ৩। রক্ত, শোণিত, রুধির; রক্তচন্দন; কুঙ্কুম; যুদ্ধ। লোহ (রক্তবর্ণ)+ইতচ্ জাতার্থে, যুক্তার্থে। বি; ক্লীব।

লোহিতক—১। মঙ্গলগ্রহ; পদ্মরাগমণি। লোহিত+কন্ সদৃশার্থে। বি; পুং। ২। পিত্তল। লোহিত—কৈ+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

লোহিতাক্ষ—১। শ্রীবিষ্ণু; কোকিল। বি; পুং। ২। যাহার চোখ দুইটি রক্তবর্ণ এমন। লোহিত অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষী।

লোহিতাঙ্গ—মঙ্গলগ্রহ। লোহিত অঙ্গ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

লোহিতায়স—তাম্র, তামা। লোহিত অয়ঃ, কর্ম্মধা (টচ্ সমাসান্ত সংজ্ঞার্থে)। বি; ক্লীব। [(ত-স্থানে ন)। বি; স্ত্রী।

লোহিনী—রক্তবর্ণা স্ত্রী। লোহিত+ঙীপ্

লোহু—১। লাল। বিণ। ২। রক্ত। 'লোহিত'-শব্দজ। বি।

লৌ—১। লৌহ; ঔষধবিশেষ। 'লোহিত'-শব্দজ। ২। রক্ত। প্রাদে। বি।

লৌকতা—সামাজিক সম্মান প্রদর্শনার্থ দান; সামাজিকতা। 'লৌকিকতা'-শব্দজ। বি।

লৌকিক—মানুষিক, লোকসম্বন্ধীয়, লোক-ব্যবহারসিদ্ধ; পার্থিব; সাংসারিক। লোক+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি,—তা।

লৌকিকতা—১। সামাজিকতা। লৌকিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। বিবাহাদির সময়ে আত্মীয় কুটুম্ব ও অভ্যাগত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অর্থবস্ত্রাদি-দান। বাং প্র। বি।

লৌকিকাগ্নি—অসংস্কৃত অগ্নি। লৌকিক অগ্নি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

লৌল্য—চাঞ্চল্য; লোভ ('রসনা—')। লোল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

লৌহ—১। ধাতুবিশেষ, লোহা [পুরাণোক্তি এইরূপ—যুদ্ধে দেবগণকর্ত্তৃক হত লোমিল দৈত্যের শরীর হইতে ইহার উৎপত্তি]। লোহ+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। লৌহনির্ম্মিত। লোহ+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—হী।

লৌহবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—লোহার গড়া পথ, রেলের রাস্তা, রেলওয়ে। লৌহনির্ম্মিত বর্ত্ম ('বর্ত্মন্' শব্দ=পথ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

লৌহভাণ্ড—১। হামানদিস্তা। বি; পুং। ২। লোহার তৈরি পাত্র। লৌহনির্ম্মিত ভাণ্ড, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [পুং।

লৌহমল—লোহার মরিচা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

লৌহিত্য—১। লাল রং, রক্তিমা। লোহিত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। ব্রহ্মপুত্র নদ; রক্তসমুদ্র। লোহিত+ষ্যঞ্ বিদ্যমানার্থে। বি; পুং।

ল্যাও, ল্যায়ো—নাগাড়, সংস্পর্শ; সম্পূর্ণ-রূপে শেষ না হওয়া। বাং প্র। বি।

ল্যাংবোট—জাহাজের পশ্চাতে সংবদ্ধ নৌকা; অনুচর (উপহাসার্থে)। ল্যাং+বোট (boat). বি।

[শ]

শ—১। ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা তালু হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহার নাম তালব্য, কিন্তু বাংলায় ইহা মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত হয় এবং 'ষ'-এর মত শুনায়, র-ফলা ও ল-ফলা-যোগে 'শ'-এর উচ্চারণ 'স'-র মত]। ২। কল্যাণ, শুভ; ধর্ম্ম। শী+ড অধিবা। বি; ক্লীব। ৩। শিব; সীমা। শী+ড কর্তৃবা। ৪। শাসিতা। শাস্+ড কর্তৃবা। ৫। শস্ত্র। শো+ড কর্ম্মবা। বি; পুং। ৬। শত-সংখ্যা; শতসংখ্যক। 'শত'-শব্দের সংক্ষেপ। বি বা বিণ।

শংসন, শংসা—সূচন; কথন, বলা; ইচ্ছা; প্রশংসা। শন্স্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অ ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—শংসিত।

শংসিত—নিশ্চিত; প্রশংসিত; স্তুত; অভিলষিত, বাঞ্ছিত; কথিত; [illegible]; হিংসিত; সূচিত; [illegible]। শন্স্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—শংসন, শংসা।

শংসী (শংসিন্)—জ্ঞাপক; যে বা যাহা জানায়; সূচক; কথক। শন্স্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—শংসিনী।

শংস্থ—কল্যাণযুক্ত, শুভান্বিত। শম্ (কল্যাণ)—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

শংস্য—প্রশংসনীয়, স্তুত্য; গুণবান্; যে প্রসিদ্ধ কর্ম্ম করে এমন; বাঞ্ছনীয়; বাচ্য, কথনীয়; হিংসনীয়। শন্স্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—শংসন, শংসা।

শক—সাল অর্থাৎ শকাব্দ প্রবর্তক রাজা, শালিবাহন রাজা; শকরাজ কর্তৃক প্রবর্তিত অব্দ বা বৎসর (বঙ্গাব্দের ৫১৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে শকাব্দ প্রচলিত); মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিবিশেষ; দেশবিশেষ; শকদেশীয় লোক। শক্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

শকট—গাড়ি; তিনিসবৃক্ষ। শক্+অটন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

শকটিকা, শকটী—কাঠ প্রভৃতির দ্বারা তৈরি খেলিবার গাড়ি; ছোট গাড়ি। শকট+কন্ হ্রস্বার্থে+আপ্; শকট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শকতি—শক্তি, ক্ষমতা। কবিপ্র। বি।

শকদ্রুম—দেবদারু গাছ। 'শক্রদ্রুম'-শব্দজ। বি। ['শর্করাকন্দ'-শব্দজ। বি।

শকরকন্দ—রাঙ্গা আলু, মিষ্ট লম্বা আলু।

শকল—১। খণ্ড, অংশ, একদেশ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। ছাল, চর্ম্ম, ত্বক্; আঁইষ; রঙ্বিশেষ। শক্+কলচ্ করণবা। বি; ক্লীব।

শকলী (শকলিন্)—মাছ, মৎস্য। শকল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

শকা—১। ভাল লাগা; রুচিকর হওয়া। প্রাদে। ২। পারা, সমর্থ হওয়া। হিন্দী। ক্রি।

শকাব্দ—আনুমানিক ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচলিত অব্দবিশেষ [খুব সম্ভব শকজাতীয় নৃপতি দ্বিতীয় কডফিসেস কর্তৃক এই অব্দ প্রবর্তিত হয়; পরবর্তী কালে ইহা 'শালিবাহনাব্দ' নামে পরিচিত হয়]। শক (নৃপতি)-প্রবর্তিত অব্দ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

শকার—শ এই বর্ণ। শ+কার স্বার্থে। বি; পুং। **শকার বকার**—শালা বাঞ্চৎ ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি।

শকারি—রাজা বিক্রমাদিত্য। শকদিগের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শকুন—১। গৃধ্র; শকুনি; পক্ষী; উৎসবকালের উপযোগী মঙ্গলগীত। বি; পুং। ২। শুভাশুভসূচক চিহ্ন, নিমিত্ত (বাহুস্পন্দন, কাকশৃগালাদি দর্শন ইত্যাদি)। শক্+উন কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

শকুনজ্ঞ—যে উৎপাত প্রভৃতি দেখিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভের নির্ণয় করিতে পারে এমন, কাকচরিত্রজ্ঞ, নিমিত্তজ্ঞ। উপতৎ; শকুন (নিমিত্ত)—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

শকুনজ্ঞা—১। টিকটিকী। বি; স্ত্রী। ২। নিমিত্তজ্ঞা, চিহ্নজ্ঞা। উপতৎ; শকুন—জ্ঞা+ক কর্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শকুনি—পক্ষী; গৃধ্র পক্ষী; চিল; (মহাভারত) দুর্য্যোধনাদির মাতুল, সুবল রাজার পুত্র। শক্+উনি কর্তৃবা। বি; পুং।

শকুনী—পক্ষিণীবিশেষ, শ্যামা পাখী। বি; স্ত্রী।

শকুন্ত, শকুন্তি—পক্ষী; পক্ষিবিশেষ, ভাসপক্ষী; কীটবিশেষ। শক্+উন্ত, উন্তি কর্তৃবা। বি; পুং।

শকুন্তলা—(মহাভারত) দুষ্মন্তরাজের মহিষী। উপতৎ; শকুন্ত—লা+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

শকুল, সকুল—মৎস্যবিশেষ, শোলমাছ। শক্+উলচ্ কর্তৃবা (শ-স্থানে বিকল্পে স)। বি; পুং। [বি; ক্লীব।

শকৃৎ—বিষ্ঠা, মল। শক্+ঋতিন্ কর্তৃবা।

শক্কর—১। ষাঁড়, বৃষ। শক্+ক্বিপ্ ভাববা; শক্—কৃ+ট কর্তৃবা। বি; পুং। ২। গাড়ী। 'শকট'-শব্দজ। বি। ৩। গুড়, চিনি। 'শর্করা'-শব্দজ। বি।

শক্ত—১। শক্তিমান্; সমর্থ, ক্ষমতাশালী, ক্ষমতাবান্; প্রিয়ংবদ; পরিশ্রমী। শক্+ক্ত কর্তৃবা। ২। কঠিন, মজবুত; দুর্ব্বোধ্য, জটিল। হিন্দীমূলক। বিণ। বি—শক্তি।

শক্তি—১। ক্ষমতা, সামর্থ্য, বল, পরাক্রম; হোমিওপ্যাথি-ঔষধের তরলীকরণ-সংখ্যা (dilution). শক্+ক্তি ভাববা। বিণ—শক্তিমান্। ২। প্রভাবজ উৎসাহজ মন্ত্রজ—এই ত্রিবিধ রাজশক্তি; (ন্যায়মতে) কার্য্যোৎপাদনযোগ্য ধর্ম্মবিশেষ; কাসুনামক অস্ত্র; তোমর অস্ত্র, লৌহশাবল; একপ্রকার শূল; শব্দাদির বৃত্তিবিশেষ, এই শব্দ দ্বারা এইরূপ অর্থের প্রতীতি হউক এই প্রকার ইচ্ছা [ইহা ত্রিবিধ—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা]; (পদার্থবিদ্যা) ওজনহীন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় (energy); (পাটীগণিত) ঘাত (power). শক্+ক্তি করণবা। ৩। প্রকৃতি; গৌরী; লক্ষ্মী; স্ত্রী-দেবতা; দেবীবিশেষ; শক্তিশালী জাতি। শক্+ক্তিচ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

শক্তিগ্রহ—১। মহাদেব, শিব; কার্ত্তিকেয়। শক্তি—গ্রহ্+অচ্ কর্তৃবা। ২। শব্দের অর্থবোধক বৃত্তির জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শক্তিধর—১। কার্ত্তিকেয়। বি; পুং। ২। শক্তিযুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শক্তিপূজক—শাক্ত, দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবীর উপাসক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শক্তিপূজা—দুর্গা বা কালী প্রভৃতি দেবীর অর্চ্চনা; শক্তির আরাধনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শক্তিভৃৎ—শক্তিধর (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; শক্তি—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

শক্তিমত্তা—বলবত্তা; ক্ষমতা। শক্তিমৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, —মান্ (-মৎ)।

শক্তিমান্ (-মৎ)—ক্ষমতাশালী, বলবান্। শক্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —মতী। বি, —মত্তা।

শক্তিশালী (-শালিন্)—বলবান্, ক্ষমতাসম্পন্ন। উপতৎ; শক্তি—শাল্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী। বি, —শালিতা।

শক্তিশেল—রাবণের অস্ত্রবিশেষ (ইহার প্রহারে লক্ষ্মণ অচেতন হইয়াছিলেন)। শক্তি-প্রদত্ত শেল ('শল্য'-শব্দজ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

শক্তিসঞ্চয়—বললাভ; বলবৃদ্ধি; রাজার সৈন্য অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [তৎ। বিণ।

শক্তিসম্পন্ন—সামর্থ্যযুক্ত, বলবান্। তত্রা-

শক্তিসার—বলের উৎকর্ষ; বলের শ্রেষ্ঠ অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বিণ।
শক্তিহীন—দুর্ব্বল, ক্ষমতাশূন্য। ৩য়াতৎ।
শক্তু—ছাতু, যবাদিচূর্ণ। শচ্+তুন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
শক্ত্রি—বশিষ্ঠমুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র। শক্+ক্তিন্
শক্কর—ষাঁড়, বৃষ। শক্+বর কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
শক্করী—মেখলা; ছন্দোবিশেষ; নদী; গাভী; অঙ্গুলি; অঙ্গুরীয়ক। শক্+বর কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
শক্য—সম্ভব, যাহা করিতে পারা যায় এমন; শক্তির বিষয়, শক্তিবোধ্য; বাচ্য, অভিধাবৃত্তি দ্বারা বোধ্য। শক্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।
শক্র—ইন্দ্র, দেবরাজ; পেঁচা, পেচক; জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্র; অর্জ্জুনবৃক্ষ; কুটজবৃক্ষ। শক্+র কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
শক্রজিৎ—১। ইন্দ্রজিৎ, রাবণের পুত্র। বি; পুং। ২। ইন্দ্রজেতা। উপতৎ; শক্র—জি+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
শক্রধনুঃ (-ধনুস্), **-ধনু**—ইন্দ্রধনুক, রামধনু। শক্রের (ইন্দ্রের) ধনু (ধনুক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
শক্রধ্বজ—ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশীতে পূজ্য ধ্বজাকার স্তম্ভ। শক্রের (ইন্দ্রের) ধ্বজ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।
শক্রোৎসব—শ্রাবণ ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে প্রাচীন রাজাদের ইন্দ্র-ধ্বজ পূজার উৎসব। শক্রের (ইন্দ্রের) উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শক্রনন্দন—১। অর্জ্জুন; জয়ন্ত। বি; পুং। ২। ইন্দ্রের আনন্দজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
শক্রা—শর্করা, চিনি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
শক্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। শক্র (ইন্দ্র)—অণ্+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্ (আনুক-আগম)। বি; স্ত্রী।
শঙ্কনীয়—ভয় পাইবার মত; আশঙ্কার যোগ্য; সন্দেহস্থল। শন্ক্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—শঙ্কা।
শঙ্কর—১। শিব; বেদান্তভাষ্যকর্ত্তা, শঙ্করাচার্য্য। বি; পুং। ২। শুভকারক। উপতৎ; শম্ (কল্যাণ)—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।
শঙ্করাচার্য্য(র্য)—বেদান্তভাষ্যকর্ত্তা অদ্বৈত-বাদী আচার্য্যবিশেষ। শঙ্করই আচার্য্য, কর্ম্মধা। বি; পুং।
শঙ্করাবাস—কৈলাস; কর্পূরবিশেষ। শঙ্করের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শঙ্করাভরণ—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বি; ক্লীব।
শঙ্করী—১। দুর্গা, শিবানী, ভবানী; মঞ্জিষ্ঠা; শমী। বি; স্ত্রী। ২। শুভদায়িনী। শঙ্কর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
শঙ্কা—১। ত্রাস, ভয়; আশঙ্কা, সংশয়; সন্দেহ; সম্ভাবনা; বিতর্ক। শন্ক্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—শঙ্কনীয়, শঙ্কিত। ২। ভয় করা। কবিপ্র। নামধাতুজ।
শঙ্কাকুল—সন্দেহযুক্ত; আশঙ্কাহেতু অধীর। শঙ্কাহেতু আকুল, ৩য়াতৎ। বিণ।
শঙ্কাতারণ—ভয়দূরকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
শঙ্কানিবৃত্তি—সন্দেহভঞ্জন; ভয়দূরী-করণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
শঙ্কান্বিত—সন্দেহপূর্ণ; ত্রাসযুক্ত; ত্রস্ত, ভীত। শঙ্কাদ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ। [৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
শঙ্কাহর, -হরণ—ভয়দূরকারী, ভয়নাশক।
শঙ্কিত—ভীত; সন্দিগ্ধ; অবিশ্বস্ত। শঙ্কা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—শঙ্কা। [বিণ।
শঙ্কিল—ভীত, শঙ্কাযুক্ত। প্রাঃ কবিপ্র।
শঙ্কু—কীলক, গোঁজ; শেল; শল্য, অস্ত্র-বিশেষ, বর্শা, সড়কি; দ্বাদশাঙ্গুল কাঠি; স্থাণু, মুড়াগাছ; শিব; বিক্রমাদিত্যের নব-রত্নের মধ্যে এক রত্ন; সংখ্যাবিশেষ; মৎস্য-বিশেষ; কলুষ, পাপ; পুং-চিহ্ন, লিঙ্গ, মেঢ্র; গন্ধদ্রব্যবিশেষ; হংসী; বল্মীক; কন্দর্প; শঙ্করমৎস্য; শিবের অনুচর, গন্ধর্ব্ববিশেষ; পত্রের শিরাসমূহ; ভয়, ত্রাস; নৃপবিশেষ; ঘড়ির কাঁটা। শন্ক্+উ অপাবা। বি; পুং।
শঙ্কুপট্ট—যাহাতে দণ্ড পল প্রভৃতির নির্দ্দেশকারী চিহ্ন দেওয়া থাকে এরূপ ঘড়ির কাঁটা ঘুরিবার স্থান (dial plate); সূর্য্যঘড়ি। শঙ্কুযুক্ত পট্ট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
শঙ্কুলা—সুপারী কাটা জাঁতি। শঙ্কু—লা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
শঙ্খ—১। শাঁখ, সমুদ্রজাত একপ্রকার প্রাণীর দেহাস্থি। বি; পুং বা ক্লীব। ২। শাঁখা, স্ত্রীলোকের হাতের শঙ্খবলয়; গলদেশ; কপালের হাড়; সর্পবিশেষ; কুবেরের নিধি-বিশেষ; ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ; রণবাদ্য-যন্ত্রবিশেষ; সংখ্যাবিশেষ, লক্ষ কোটি, দশ নিখর্ব্ব; গন্ধদ্রব্যবিশেষ, নখী; রণঢক্কা; হস্তিদন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ। শম্+খ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
শঙ্খক—১। শাঁখা, শঙ্খনির্ম্মিত বলয়। শঙ্খ+অক (বুন্) নির্ম্মিতার্থে। ২। শাঁখ, কম্বু। শঙ্খ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। কপাল, ললাট। শঙ্খ+অক (বুন্) আছে অর্থে। বি; ক্লীব।
শঙ্খকার—শাঁখারি; শঙ্খব্যবসায়ী। উপতৎ; শঙ্খ—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম—শ্রীবিষ্ণুর চারি হস্তের চারি বস্তু। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী (-ধারিন্)—শ্রীবিষ্ণু। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
শঙ্খচিল—শাদা বক্ষোযুক্ত একপ্রকার চিল। ‘শঙ্খচিল্ল’-শব্দজ। বি।
শঙ্খচূড়—একপ্রকার বিষধর সাপ, রাজসাপ; জনৈক অসুর। শঙ্খ চূড়াতে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
শঙ্খচূর্ণী—সধবা স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা, শাঁখচুন্নি। শঙ্খ—চূর্ণ্+অচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
শঙ্খধ্বনি, -নাদ—শাঁখের আওয়াজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শঙ্খপ্রস্থ—চন্দ্রস্থিত চিহ্ন। শঙ্খের ন্যায় প্রস্থ (বিস্তার) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
শঙ্খবণিক (-বণিজ্)—শাঁখারী। শঙ্খ-নির্ম্মাতা বণিক্, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
শঙ্খবলয়—শাঁখা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।
শঙ্খবিষ—সেঁকো বিষ। বাং প্র। বি।
শঙ্খবেলান্যায়—ন্যায়বিশেষ [শঙ্খধ্বনি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বেলা নির্ণয় করার মত (আজকাল যেমন মিল স্কুল প্রভৃতিতে বাঁশী ঘণ্টা প্রভৃতির দ্বারা বেলা নির্ণয় করা হয়) কোন শব্দাদি দ্বারা কোন অর্থবিশেষের জ্ঞাপন এই ন্যায়ের বিষয়বস্তু]। শঙ্খ (অর্থাৎ শঙ্খ-ধ্বনি)-নির্দ্দেশিত বেলা, মধ্যপ কর্ম্মধা; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
শঙ্খমালা, -মালিকা—শাঁখের মালা। শঙ্খগ্রথিতা মালা, মালিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
শঙ্খিনী—১। চারিপ্রকার স্ত্রীলোকের মধ্যে একপ্রকার স্ত্রীলোক; সধবা স্ত্রীর প্রেতাত্মা; শাঁকচুন্নী; চোরপুষ্পী; শ্বেতপুন্নাগ; শ্বেতবৃন্দা; শ্বেতচুক্রা; বৃক্ষশক্তিবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। শঙ্খযুক্তা। শঙ্খিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
শঙ্খী (শঙ্খিন্)—১। শঙ্খবিশিষ্ট, শঙ্খযুক্ত। বিণ। স্ত্রী—শঙ্খিনী। ২। শ্রীবিষ্ণু; সমুদ্র; শাঁখারি। শঙ্খ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।
শচি(চী)—ইন্দ্র-পত্নী; শ্রীগৌরাঙ্গের জননী। শচ্+ই কর্ত্তৃবা, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।
শচীকান্ত—ইন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শচীনন্দন—শ্রীগৌরাঙ্গ; জয়ন্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শচীন্দ্র—দেবরাজ ইন্দ্র। শচীর ইন্দ্র (পতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শচীপতি—ইন্দ্র। শচীর (ইন্দ্রাণীর) পতি,
শচীপ্রিয়—ইন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শচীশ—ইন্দ্র। শচীর ঈশ (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শজারু—কাঁটার মত লোমবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জন্তু-বিশেষ, শল্লকী। ‘শল্যক+রূপ’-শব্দজ। বি।

শটকা—গড়গড়ার নল। বাং প্র। বি।
শটকান—১। পলায়ন। বি। ২। পলায়ন করা, সরিয়া পড়া। বাং ক্রি।
শটকে—শতকিয়া, এক হইতে একশ পর্য্যন্ত সংখ্যা। 'শতকিয়া'-শব্দজ। বি।
শটি, শটী—ওষধিবিশেষ ; গন্ধমূল বন আদা। শট্‌+ই কর্ত্তৃবা ; পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
শটিত—বাসি, পচা। শট্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।
শটী—'শটি' দ্রঃ।
শঠ—১। ধূর্ত্ত, দুষ্ট, খল ; পাজি ; নির্ব্বোধ, মূর্খ ; নিষ্কর্ম্মা ; গাঢ়-বিপ্রিয়কারী নায়ক বা স্বামী, যে এক পত্নীকে বাহ্য প্রণয় প্রদর্শন করে কিন্তু বাস্তবিক অন্যকে ভালবাসে এমন। বিণ। বি—শঠতা, শাঠ্য। ২। লৌহ, কুঙ্কুম ; জাফ্‌রান ; তগর। বি ; ক্লীব। ৩। ধুস্তূর ; উদাসীন ব্যক্তি। শঠ্‌+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।
শঠতা—ধূর্ত্ততা ; খলতা, ক্রূরতা ; দুষ্টামি ; প্রতারণা। শঠ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—শঠ।
শড়া, সড়া—পচা। বাং প্র। বিণ।
শণ—শণ গাছ। শণ্‌+অচ্ কর্ত্তৃবা, সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লীব।
শণতন্তু, -সূত্র—শণের সূতা। শণনির্ম্মিত তন্তু, সূত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
শত—দশগুণিত দশসংখ্যা, ১০০ ; ১০০-সংখ্যক। শো+ডত কর্ত্তৃবা। বি বা বিণ ; ক্লীব।
শতক—১। শতসংখ্যাবিশিষ্ট ; শত শ্লোকে নিবদ্ধ। শত+কন্ পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী—শতিকা। ২। শতসংখ্যা। শত+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব। ৩। শতাব্দী। বাং প্র। বি।
শতকরা—প্রতি এক শতের মধ্যে। প্রতি শতে এই বাক্যে, অব্যয়ীভাব। অব্য।
শতকিয়া—এক হইতে এক শত পর্য্যন্ত গণনা। হিন্দীমূলক। বি।
শতকীর্ত্তি—১। বহু যশস্কর কার্য্য সম্পাদনকারী। বিণ। ২। জৈন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-বিশেষ। বহুব্রী। বি ; পুং।
শতক্রতু—শতাশ্বমেধযজ্ঞকারী ইন্দ্র। শত ক্রতু (যজ্ঞ) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
শতখাগী, শতেকখাগী—যাহার একশত প্রিয়জনের বা প্রণয়ীর মৃত্যু হইয়াছে এমন (স্ত্রী) (গালি অর্থে)। উপতৎ ; শত, শতেক—খা+কো (<উকা) কর্ত্তৃবা+ঈ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।
শতগাঁটি—শত গ্রন্থি ; শতস্থানে ছিন্ন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
শতগ্রন্থি—১। দূর্ব্বা। শত গ্রন্থি যাহার, বহুব্রী। বি ; স্ত্রী। ২। একশত গেরো, এক-শত গাঁইট। কর্ম্মধা। বি ; পুং। ৩। একশত গ্রন্থি বা গেরোযুক্ত ; একশ জায়গায় ছেঁড়া। শত গ্রন্থি যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।
শতঘরিয়া—শতসংখ্যক পরস্ত্রীগামী, লম্পট ("আওত পরবঞ্চক শঠ নাগর শতঘরিয়া")। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
শতঘ্নী—শতপুরুষ-ঘাতক অস্ত্রবিশেষ, চারি-শত লোহার কাঁটাযুক্ত লাঠির মত অস্ত্র ; আধুনিক কামান ; গলরোগবিশেষ ; স্ত্রী-বৃশ্চিক। উপতৎ ; শত—হন্‌+টক্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।
শতচেষ্টা—বহু আয়াস। কর্ম্মধা। বাং প্র।
শতচ্ছদ—শতদল পদ্ম ; কাঠঠোকরা পাখী। শত ছদ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
শতজীবী (-বিন্)—যিনি এক শত বৎসর বাঁচিয়া থাকেন এমন, শতায়ু। উপতৎ ; শত-জীব্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী।
শততম—একশত সংখ্যার পূরক। শত+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।
শততারা—(জ্যোতিষ) শতভিষানক্ষত্র। শত তারা যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।
শতদল—১। একশত পাপড়িযুক্ত। বিণ। ২। একশত দলবিশিষ্ট পদ্ম। শত দল যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।
শতদলবাসিনী—কমলা, লক্ষ্মী। উপতৎ ; শতদল—বস্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
শতদ্রু—পঞ্জাবের অন্তর্গত পঞ্চনদের একটি। শত—দ্রু+কু কর্ত্তৃবা [বশিষ্ঠদেব পুত্রশোক-কাতর হইয়া কণ্ঠে শিলাবন্ধনপূর্ব্বক এই নদীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মবধ-ভয়ে ইহা শতধা ধাবিত হইয়াছিল, এজন্য ইহার নাম শতদ্রু হইয়াছে]। বি ; স্ত্রী।
শতধা—শতপ্রকারে ; শতবার। শত+ধাচ্ প্রকারার্থে। অব্য।
শতধার—১। বজ্র, অশনি, কুলিশ। বি ; পুং। ২। একশতধারবিশিষ্ট। শত ধারা (প্রান্তভাগ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
শতধারে—অজস্রধারায়। শত ধারা যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।
শতপত্র—১। পদ্মপুষ্প। বি ; ক্লীব। ২। ময়ূর ; কাঠঠোকরা ; শুকপক্ষী ; সারস। শত পত্র (পাতা, পক্ষ) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
শতপত্রভেদ-ন্যায়—ন্যায়বিশেষ [একশত পত্র উপর্য্যুপরি রাখিয়া সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলে একই সময়ে সবগুলিই বিদ্ধ হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা ভ্রম। পত্রগুলি একটির পর একটি করিয়াই বিদ্ধ হয়। এই ন্যায় এইরূপ ভ্রমের একটি উদাহরণ]। শতপত্রের ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।
শতপথ—যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষ ; বেদের অংশ ব্রাহ্মণবিশেষ। শত পথ (উপদেশ) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।
শতপথিক—নানাপথাবলম্বী ; শতপথ-ব্রাহ্মণগ্রন্থ-অধ্যয়নকারী। শতপথ+ইক (ঠন্) গৃহীতার্থে, অধীতার্থে। বিণ।
শতপদ—নামকরণের জন্য প্রথম বর্ণসূচক চক্রচিহ্নবিশেষ। শত পদ যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।
শতপদী—কর্ণকীটী, কাণকোটারী, কেন্নো ; বিছা, বৃশ্চিক। শতপদ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
শতপর্ব্বা (-পর্ব্বন্), **-পর্বা**—বাঁশ, বংশ ; ইক্ষুবিশেষ। শত (একশত বা অনেক) পর্ব্ব যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
শতপর্ব্বা(র্বা)—শুকপক্ষী ; কোজাগর পূর্ণিমা ; দূর্ব্বা। শত পর্ব্ব ('পর্ব্বন্'-শব্দ) যাহার, বহুব্রী+ডাপ্। বি ; স্ত্রী।
শতপাৎ (-পাদ্), **-পাদ**—কাণকোটারী, কর্ণকীটী। শত পাদ (পা) যাহার, বহুব্রী (পাদ-স্থানে বিকল্পে পাদ্)। বি ; স্ত্রী।
শতবান—শতবার জারিত বা গলান ('—সোণা')। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
শতভিষক্ (-ভিষজ্), **-ভিষা**—(জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের চতুর্ব্বিংশ নক্ষত্র (ইহা শততারাময় ও মণ্ডলাকার। বরুণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)। শত ভিষক্ (ভিষগের ন্যায় তারা) যাহাতে, বহুব্রী, (২য় পক্ষে) শত ভিষ যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।
শতমারী (-মারিন্)—১। উত্তম চিকিৎ-সক। বি ; পুং। ২। শত লোকের প্রাণ-বিনাশকারী ; যে একশত বার পারদ জারণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ-পূর্ব্বক বৈদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এমন ; যাহার হাতে শত রোগীর মৃত্যু হওয়াতে প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এরূপ। উপতৎ ; শত—মৃ+ণিচ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি অথবা বিণ।
শতমুখী—১। ঝাঁটা, সম্মার্জ্জনী। বি ; স্ত্রী। ২। একশত-মুখবিশিষ্টা ; অত্যন্ত মুখরা। শতমুখ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।
শতমুখে—অজস্রভাবে ('—প্রশংসা')। কর্ম্মধা। বি, করণকারক।
শতমূলা—দূর্ব্বা ; বচা। শত মূল যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।
শতমূলী—লতাবিশেষ। শত মূল যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
শতযষ্টিক—একশতনর হার। শত যষ্টি (গুচ্ছ) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি ; পুং।
শতরঞ্চ, শতরঞ্জ—একপ্রকার খেলা, দাবাবোড়ে খেলা ; একপ্রকার বড় মোটা-সূতার গালিচা। আর্বী 'শৎরঞ্জ'-শব্দজ। বি।

শতরঞ্চি, শতরঞ্জি—বিচিত্র সূত্রনির্ম্মিত আসনবিশেষ। আর্বী। বি।

শতসহস্র—১। লক্ষসংখ্যা। শতগুণিত সহস্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। অসংখ্য, বহু। বাং প্র। বিণ।

শতহ্রদা—বিদ্যুৎ; বজ্র; দক্ষের এক কন্যা। শত হ্রাদ (শব্দ) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

শতাংশ—১। একশত ভাগ। শত অংশ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। একশত ভাগের একভাগ। বাং প্র। বি।

শতাক্ষী—রাত্রি; শতপুষ্পা; পার্ব্বতী। শত অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্ সমাসান্ত+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শতানন্দ—১। গৌতমমুনির পুত্র, জনক রাজার পুরোহিত; দেবকীনন্দন; ব্রহ্মা। শত আনন্দ যাঁহার, বহুব্রী। ২। বিষ্ণুর রথ। শত আনন্দ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

শতানীক—১। জনমেজয়ের পুত্র; সুদাম-রাজপুত্র; ব্যাসের শিষ্য; নকুলের ঔরসে দ্রৌপদীগর্ভে জাত পুত্র; মুনিবিশেষ। বি; পুং। ২। শতসৈন্যবান্। শত অনীক যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

শতাবধি—একশতের কাছাকাছি, প্রায় একশত। শত অবধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শতাবরী—শতমূলী; ইন্দ্রভার্য্যা, শচী। শত (একশত মূল)—আ—বৃ (আবরণ করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শতাবর্ত্ত(র্ত), শতাবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), -বর্ত্তী—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। শত আবর্ত্ত (ঘূর্ণন) যাঁহার, বহুব্রী; শত আবর্ত্ত, কর্ম্মধা; শতাবর্ত্ত+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

শতাব্দ, শতাব্দী—শতবৎসর পরিমিত কাল। শত অব্দের সমাহার, সমা দ্বিগু; পক্ষে+ঈপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

শতায়ুঃ (-য়ুস্), -য়ু—যে একশ' বছর বাঁচিয়া থাকে এমন, শতবর্ষজীবী। শত আয়ুঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শতিক—শতময়; শতসম্বন্ধীয়; শতদ্বারা ক্রীত; যাহাতে শত মুদ্রা কর ধার্য্য আছে এমন। শত+ইক (ঠন্) ক্রীতাদ্যর্থে। বিণ।

শতেক—একশত; প্রায় একশত। এক শত যাহাতে, বহুব্রী (এক শব্দের পরনিপাত ও বাংলা নিয়মে সন্ধি)। বিণ।

শতেকখাগী—'শতখাগী' দ্রঃ।

শত্রু—বিপক্ষ, অরি, রিপু, দ্বেষ্টা; কামাদি ষড়্রিপু; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। শদ্+রু কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

শত্রুঘ্ন—১। সুমিত্রাপুত্র, রামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বি; পুং। ২। শত্রুনাশক। উপতৎ; শত্রু—হন্+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

শত্রুচর—বিপক্ষের চর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শত্রুজিৎ—যে শত্রুকে হারাইয়া দিয়াছে এমন, বিপক্ষের পরাজয়কারী। উপতৎ; শত্রু—জি+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। [কর্ত্তৃবা। বিণ।

শত্রুঞ্জয়—শত্রুজয়কারী। শত্রু—জি+খচ্

শত্রুতা—বিপক্ষতা, বৈরিতা, বিদ্বেষ। শত্রু+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

শত্রুপক্ষ—শত্রুর দল, বৈরিদল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শত্রুবল—বিপক্ষের ক্ষমতা, বিপক্ষের সৈন্য-সংখ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শত্রুবিজয়ী (-য়িন্)—যে শত্রুকে পরাজিত করে বা করিয়াছে এমন, অরি-বিজয়কারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বিজয়িনী।

শত্রুবিজিত—যে শত্রুর কাছে হারিয়া গিয়াছে এমন, বিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাভূত। ৩য়াতৎ। বিণ।

শত্রুবিনাশন—১। শিব। বি; পুং। ২। অরিবিনাশকারী। বিণ। ৩। অরিবিনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [তৎ। বিণ।

শত্রুমর্দ্দ(র্দ)ন—শত্রুঘ্ন, শত্রুনাশক। ৬ষ্ঠী-

শত্রুসঙ্কুল—শত্রুতে পূর্ণ, বৈরিপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

শনাক্ত—নিশানদিহি; পরিচিত বলিয়া নির্দ্দেশ (identification). ফার্সী। বি।

শনি, শনৈশ্চর—সপ্তম গ্রহ, দেবতা-বিশেষ; শনি দেবতার দিন, শনিবার। শো+অনিক্ কর্ত্তৃবা; শনৈস্ (অল্পে অল্পে)—চর্ (চলা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

শনিপ্রসূ—শনিঠাকুরের মা; সূর্য্যের পত্নী, ছায়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শনিপ্রিয়—নীলমণি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শনৈঃ (শনৈস্)—অল্পে অল্পে, ক্রমে ক্রমে। শণ্+ডৈসি কর্ত্তৃবা (নিপা)। অব্য।

শনৈশ্চর—'শনি' দ্রঃ।

শপ—একপ্রকার লম্বা মাদুর। বাং প্র। বি।

শপহি—দিব্য, শপথ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

শপথ—প্রতিজ্ঞা; দিব্য; গালি। শ+প্ অথন্ ভাববা। বি; পুং।

শপথপত্র—প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া যে দলিল লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা (affidavit). শপথ-জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শপন—প্রতিজ্ঞা, দিব্য, সত্যাবধারণ; অভিশাপ; তিরস্কার; ভর্ৎসনা, গালি। শপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

শপমান—শপথকারী, যে দিব্য করিতেছে এমন; যে অভিশাপ দিতেছে এমন। শপ্+শানচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

শপ্ত—১। শাপগ্রস্ত, অভিশপ্ত। শপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। অঙ্গীকার। শপ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। তৃণবিশেষ, উলু। শপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং।

শফ—পশুর পায়ের খুর; গাছের গোড়া। শম্+অচ্ কর্ত্তৃবা (ম-স্থানে ফ)। বি; পুং বা ক্লীব। [বি।

শফর—বাণিজ্যার্থ যাত্রা; ভ্রমণ। আর্বী।

শফর, শফরী—পুঁটিমাছ। শফ—রা+ক কর্ত্তৃবা; পক্ষে+ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

শফরাধিপ—ইলিশমাছ। শফরদিগের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শফরী—'শফর' দ্রঃ।

শফোরু—গরুর খুরের ন্যায় উরুযুগল-বিশিষ্টা স্ত্রী। শফের ন্যায় উরু যাহার, বহুব্রী। বি বা বিণ। স্ত্রী।

শব—১। মড়া, মৃতদেহ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। জল। শব্ (বিকৃত হওয়া, গমন করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

শবদহন, শবদাহ—মড়া পোড়ান, মৃত-দেহসৎকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

শবদহনাশৌচ—মড়া পোড়াইলে দেহের যে অশুদ্ধি হয় তাহা। শবদহনজনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শবদাহ—'শবদহন' দ্রঃ।

শবদেহ—মৃতদেহ, প্রাণহীন শরীর। শবই দেহ, কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

শববাহক—যাহারা মৃতদেহকে শ্মশানে বা গোরস্থানে লইয়া যায়। শবের বাহক, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

শবব্যবচ্ছেদ—মড়া কাটা, মৃতদেহ কাটা (dissection). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শবযান—মড়াফেলা গাড়ী। শবের যান (রথাদি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শবর—১। ব্যাধ, কিরাত। বি; পুং। ২। শিব; হস্ত; জল; মীমাংসাকারক পণ্ডিতবিশেষ; শাস্ত্রবিশেষ। শব—রা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

শবরথ—মড়া টানিবার খাট প্রভৃতি। শববাহী রথ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

শবরী—ব্যাধজাতীয়া স্ত্রী। শবর+ঈপ্।

শবল—১। কর্ব্বুরবর্ণ, নানাবর্ণযুক্ত। বিণ। ২। নানাবর্ণ। শপ্+কল কর্ত্তৃবা (প-স্থানে ব)। বি; পুং।

শবলা, শবলী—কর্ব্বুরবর্ণা গাভী; বশিষ্ঠের কামধেনু। শবল+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শবশকট—মড়া ফেলিবার গাড়ী। শববাহী শকট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

শবশোভাযাত্রা—মৃতদেহ লইয়া বহু লোকজনের পথ দিয়া গমন। শবানুগামিনী শোভাযাত্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শবসৎকার—মড়া পোড়ান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শবসমাধি—গোর দেওয়া, মড়াকে কবর দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শবসাধন—মড়ার উপর বসিয়া জপ করা।

শব দ্বারা বা শবোপরি সাধন, ৩য়া বা ৭মী-তৎ। বি; ক্লীব।

শবাকার—মড়ার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। শবের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শবাচ্ছাদন—মড়া ঢাকিবার কাপড়। শবের আচ্ছাদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শবাধার—যে বাক্সে মড়া রাখিয়া কবর দেওয়া হয় তাহা (coffin). শবের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শবাসন—১। মৃতদেহরূপ আসন। শবই আসন, কর্ম্মধা। ২। মড়ার মত নিশ্চল অবস্থায় থাকা। শবতুল্য আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শবাসনা—মৃতদেহোপরি আসীনা; কালী। শব আসন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ বা বি; স্ত্রী।

শবেবরাত, শবেবরাৎ—মুসলমানী শাবন মাসের চতুর্দ্দশ দিবস। আর্বী। বি।

শব্দ—১। আওয়াজ, ধ্বনি, রব; বিভক্তি-হীননাম; নাম; কথা। শব্দ্+অচ্ ভাববা। ২। বাচক বর্ণ, যশঃ। শব্দ্+অচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—শব্দায়মান, শব্দিত।

শব্দকাণ্ড—শব্দের অধ্যায়, যে অধ্যায়ে শব্দের গঠন-প্রণালী আছে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শব্দকার—যে শব্দ করে এমন, ধ্বনিকারক। উপতৎ; শব্দ—কৃ+অণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারী।

শব্দকোষ—অভিধান, শব্দার্থপ্রকাশক গ্রন্থ; 'ডিক্‌সেনরি'। শব্দের কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শব্দগ্রহ—১। কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়। শব্দ—গ্রহ্ +অচ্ কর্তৃবা। ২। শব্দের জ্ঞান। শব্দের গ্রহ (গ্রহণ, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শব্দতরঙ্গ—শব্দ উচ্চারিত হইলে বায়ুমণ্ডলে যে কম্পন হয় তাহা, ধ্বনির তরঙ্গ। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

শব্দপ্রবৃত্তি—বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা—মন্ত্রজপের এই চারিপ্রকার ভক্তি। শব্দের প্রবৃত্তি (উৎপত্তি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শব্দবহ—১। বায়ু; আকাশ। বি; পুং। ২। ধ্বনি-বহনকারী। শব্দ—বহ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

শব্দবিন্যাস—বাক্যমধ্যে রীতি অনুযায়ী শব্দ সাজান, শব্দ-ব্যবহার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শব্দবেধী (-বেধিন্), **-ভেদী** (-ভেদিন্)—শব্দানুসারে বিদ্ধকারী; অর্জ্জুন; রাজা দশরথ; বাণবিশেষ। উপতৎ; শব্দ—বিধ্, ভিদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

শব্দব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—শ্রুতি, বেদ; শব্দাত্মক ব্রহ্ম। শব্দাত্মক ব্রহ্ম (বেদ, পরব্রহ্ম), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শব্দময়—শব্দে পরিপূর্ণ, শব্দাত্মক। শব্দ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

শব্দযন্ত্র—শব্দকারী যন্ত্র; (চিত্রনাট্য) শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র। শব্দের যন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শব্দযন্ত্রী (-যন্ত্রিন্)—(চিত্রনাট্য) যিনি শব্দ-যন্ত্র পরিচালনা করিয়া শব্দ রেকর্ড করেন। শব্দযন্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

শব্দশক্তি—১। শব্দের অর্থবোধিকা বৃত্তি, অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা প্রভৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। (পদার্থবিদ্যা) ধ্বনি (sound-energy). শব্দরূপা শক্তি, রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শব্দশাস্ত্র—ব্যাকরণাদি শাস্ত্র। শব্দবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শব্দাতীত—শব্দ দ্বারা প্রকাশের অযোগ্য। শব্দকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

শব্দাত্মক—শব্দময়, শব্দপূর্ণ; শব্দ দ্বারা গঠিত। শব্দ আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহুব্রী +ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, —ত্মিকা।

শব্দানুশাসন—ব্যাকরণ-শাস্ত্র। শব্দের অনুশাসন যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

শব্দায়মান—শব্দকারী, যে শব্দ করি-তেছে এমন। শব্দ+ক্যঙ্ (=শব্দায়, নাম-ধাতু)+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

শব্দার্থ—শব্দের মানে; শব্দের তিনপ্রকার অর্থ (যথা—শক্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ)। শব্দের অর্থ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শব্দালঙ্কা(ংকা)র—নানাভাবে শব্দ যোজনা দ্বারা বাক্যের শোভা-সম্পাদনরূপ অলঙ্কার, যমক অনুপ্রাস বক্রোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার। শব্দবিষয়ক অলঙ্কার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

শব্দিত—ধ্বনিত, কৃতশব্দ; আহূত। শব্দ্+ক্ত কর্ম্মবা, কিংবা, শব্দ+ইতচ্ জাতার্থে, প্রাপ্ত্যর্থে। বিণ।

শম—১। শান্তি, নিরুপদ্রব, অন্তঃকরণের স্থিরতা; মনঃসংযম; ক্ষমা; মোক্ষ; নিবৃত্তি। শম্+ঘঞ্ ভাববা। ২। তিরস্কার; উপ-চার; হস্ত, পাণি। শম্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। বিণ—শান্ত।

শমক—শময়িতা, শান্তিকারক। শম্+ণিচ্ +ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—শমিকা।

শমতা—শান্তি, উপশম, নিবৃত্তি। শম+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

শমন—১। মৃত্যুর দেবতা, যম, কৃতান্ত; মৃগ-বিশেষ; কলায়। শম্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি; পুং। ২। যজ্ঞার্থ পশুবধ; মনঃশান্তি, উপশম; হিংসা, দ্বেষ; তিরস্কার; শাপ; চর্ব্বণ; আঘাত, ক্ষতি; দমন। শম্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। তলব, হাজির হইবার জন্য পত্র, বিচারালয়ে উপস্থিত হই-বার পত্র। ইং 'summons'-শব্দজ। বি।

শময়িতা (-য়িতৃ)—বিনাশক; নিবারক, দমনকারক। শম্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —য়িত্রী।

শমসের—তরবারি, অসি। ফার্সী 'শম্শীর'-শব্দজ। বি।

শমি, শমী—শাঁইগাছ; কলাই প্রভৃতির শুঁটি। শম্+ইন্ কর্তৃবা; পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শমিত—দমিত; বিনাশিত। শম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

শমী (শমিন্)—সংযমী, ধীর; শমগুণ-বিশিষ্ট; শান্ত। শম+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, শম্+ণিন্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—শমিনী।

শমীক—মুনিবিশেষ, শৃঙ্গীর পিতা। শম্+ঈক কর্তৃবা। বি; পুং।

শমীগর্ভ(র্ব্ভ)—১। ব্রাহ্মণ। শমীর গর্ভের ন্যায় (শমীমধ্যে অগ্নি আছে ইহাই প্রসিদ্ধি) গর্ভ (অর্থাৎ দেহাভ্যন্তর) যাঁহার, বহুব্রী। ২। অগ্নি। শমীই গর্ভ (উৎপত্তি-স্থান) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শমীধান্য—মাষকলাই প্রভৃতি শস্য। শমীই (শিম্বী, মটর ইত্যাদির শুঁটিই) ধান্য (শস্য), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শম্ব—১। বাজ, বজ্র, অশনি; লৌহময়া-গ্রভাগ মুদ্গর; মুষলাদির অগ্রলৌহমণ্ডল, শাঁবি বা সামী; লৌহনির্ম্মিত কাঞ্চী; দরিদ্র ব্যক্তি। শম্ব্ (রাশি করা)+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, কল্যাণযুক্ত, শুভান্বিত। শম্ (সুখ)+ব আছে অর্থে। বিণ।

শম্বর—১। অসুরবিশেষ; মৃগবিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ; মৎস্যবিশেষ; চিত্রক-বৃক্ষ; অর্জ্জুনবৃক্ষ; যুদ্ধ। বি; পুং। ২। জল; ধন; বৌদ্ধব্রতবিশেষ। শম্ব্+অরন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

শম্বল—পথখরচ, পাথেয়; কূল, তট, তীর; পরশ্রীকাতরতা, মাৎসর্য্য। শম্ব্+কলচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব।

শম্বু, শম্বুক, শম্বূ, শম্বূক—শামুক; গজ-কুম্ভাগ্র; শঙ্খ; ক্ষুদ্র শঙ্খ; দৈত্যবিশেষ। শম্ব্ +উন, কূ কর্তৃবা; শম্বূ. শম্বূ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

শম্বুকী, শম্বূকী—স্ত্রী-শামুক। শম্বুক, শম্বূক +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শম্বূ, শম্বূক—'শম্বু' দ্রঃ।

শম্ভলী—কুটনী, সুরতদূতী। শম্ভ (কল্যাণ-যুক্ত অর্থাৎ সুখের স্থান)—লা+ক কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শম্ভু—মহাদেব, শিব; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; বুদ্ধ; শ্বেতার্ক। শম্—ভূ+ডু কর্তৃবা। বি; পুং।

শয়—১। বিছানা, শয্যা; কর, হস্ত; চিতা। শী+অচ্ অধিবা। ২। শয়ন; নিদ্রা; অভিশাপ। শী+অচ্ ভাববা। ৩। সর্প। বি; পুং। ৪। শয়নকারী (সাধারণতঃ উপপদ সমাসের পরপদ)। শী+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

শয়তান—ভূতরাজ ; অসুর ; দুষ্ট। আর্বী-মূলক। বি।

শয়তানি—দুষ্টামি, শয়তানের ন্যায় কার্য্য। শয়তান+ই কর্ম্মার্থে। বি।

শয়তানী—স্ত্রী-শয়তান ; দুষ্টা ; পাপকারিণী। শয়তান+ঈ। বি ; স্ত্রী।

শয়ন—১। শোওয়া, নিদ্রা ; স্ত্রী-সঙ্গ, মৈথুন। শী+অনট্ ভাববা। ২। বিছানা, শয্যা ; খাট, খট্বা। শী+অনট্ অধিবা। বি ; ক্লীব। বিণ—শয়নীয়, শয়ান, শয়িত।

শয়নকক্ষ, -মন্দির—শুইবার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লীব।

শয়নবাস—ঘুমাইবার পোষাক (sleeping-garment). শয়নোচিত বাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শয়নীয়—১। শোওয়ার জায়গা, বিছানা, শয্যা। বি ; ক্লীব। ২। শুইবার মত, শয়নযোগ্য। শী+অনীয় অধিবা। বিণ। বি—শয়ন।

শয়নৈকাদশী—শ্রীহরির শয়নের তিথি, আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী। শয়নের একাদশী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শয়ান—যে শুইয়া আছে এরূপ ; নিদ্রিত। শী+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ। বি—শয়ন।

শয়িত—যে শুইয়া আছে এরূপ ; নিদ্রিত, সুপ্ত। শী+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—শয়ন।

শয্যা—১। বিছানা, শয়নীয়, তল্প ; খাট ; খট্বা। শী+ক্যপ্ অধিবা+আপ্। ২। শয়ন। শী+ক্যপ্ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শয্যাগত—(রোগাদির জন্য) যে বিছানা হইতে উঠিতে পারে না এমন, শয্যায় শয়ান। ২য়াতৎ। বিণ।

শয্যাগুরু—স্বামী, পতি। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

শয্যাগৃহ—শুইবার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শয্যাশায়ী (-শায়িন্)—যে বিছানায় শুইয়া আছে এমন ; (রোগাদির জন্য) যাহার বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি নাই এরূপ। উপতৎ ; শয্যা—শী+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -শায়িনী।

শয্যাসঙ্গিনী—পত্নী, উপভোগার্থ নিজ শয্যায় শায়িতা নারী। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। পুং, -সঙ্গী (-ঙ্গিন্)।

শয্যাস্তরণ—বিছানার চাদর। শয্যার আস্তরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শয্যোত্তরচ্ছদ—বিছানার চাদর। শয্যার উত্তরচ্ছদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শর—১। বাণ, ইষু ; বাণতৃণ, খাগড়া গাছ। শৃ+অপ্ করণবা। বি ; পুং। ২। দধিদুগ্ধের অগ্রভাগ। শৃ+অচ্ কর্তৃবা। বি ; ক্লীব।

শরকাণ্ড—১। নলখাগড়া। শরনির্মিতক কাণ্ড যাহার, বহুব্রী। ২। তীরের অগ্রভাগ ভিন্ন সমস্তটুকু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শরক্ষেপ, -ক্ষেপণ, -নিক্ষেপ—বাণ ছোঁড়া, তীরনিক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লীব, পুং। [পুং।

শরচ্চন্দ্র—শরৎকালের চাঁদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

শরজন্মা (-জন্মন্)—কার্ত্তিকেয়। শরে (শরবণে) জন্ম যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

শরজাল—তীরসমূহ ; একবারে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শরণ—১। আশ্রয় ; রক্ষা ; বধ, বিনাশ। শৃ+অনট্ ভাববা। ২। গৃহ ; রক্ষক। শৃ+অন কর্তৃবা। বি ; ক্লীব।

শরণস্থল—আশ্রয়-স্থান ; যে আশ্রয় দান করিবে এমন ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শরণাগত—আশ্রয়প্রার্থী, রক্ষার্থী। শরণকে আগত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

শরণাপন্ন—আশ্রিত, রক্ষার্থী। শরণকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

শরণার্থী (-র্থিন্)—আশ্রয়প্রার্থী (refugee), রক্ষাপ্রার্থী ; অভয়যাচক। উপতৎ ; শরণ (রক্ষা)—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -র্থিনী।

শরণি, শরণী—রাস্তা, পথ, বর্ত্ম ("যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত, ওহে মৃত্যু তুমি তার শরণি নিশ্চিত"—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)। শৃ+অনি করণবা, অধিবা ; ২য় পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শরণ্য—১। রক্ষাকর্ত্তা ; রক্ষণসমর্থ। শরণ+যৎ সাধু অর্থে। ২। রক্ষণীয়। শরণ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ। ৩। আশ্রয় ; গৃহ। বি ; ক্লীব।

শরণ্য—রক্ষাকর্ত্তা ; আশ্রয়দানকারী ; মেঘ ; বায়ু। শৃ+অন্যু কর্তৃবা। বি ; পুং।

শরৎ (শরদ্)—ঋতুবিশেষ, ভাদ্র আশ্বিন—এই দুই মাস। শৃ+অদি কর্তৃবা। বি ; স্ত্রী। বিণ—শারদ, শারদীয়।

শরৎকাল—শরৎ ঋতু, ভাদ্র আশ্বিন এই দুই মাসকাল। শরৎই কাল, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

শরৎকালীন—শরৎকালজাত ; শরৎকাল-সম্বন্ধীয়। শরৎকাল+ঈন ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

শরৎপদ্ম—শ্বেতপদ্ম। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শরৎপর্ব্ব (-পর্ব্বন্), **-পর্ব**—কোজাগর-পূর্ণিমা। শরতের পর্ব্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শরত্যাগ—তীর-ছোঁড়া, বাণ-নিক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বি।

শরদ—একপ্রকার বীণাযন্ত্র। 'শারদ'-শব্দজ।

শরদন্ত—হেমন্ত ঋতু। শরতের অন্ত যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

শরদিজ—শরৎকালে উৎপন্ন, শরৎকালীন। অলুক্ উপতৎ ; শরদি (সপ্তম্যন্ত শরদ্ শব্দ=শরৎকালে)—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

শরদিন্দু- শরৎকালের চন্দ্র। শরতের ইন্দু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শরদিন্দুনিভাননা—শরৎকালের চাঁদের মত সুন্দর মুখবিশিষ্টা। শরদিন্দুর তুল্য নিভ, সেরূপ আনন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শরদ্বান্ (শরদ্বৎ)—গৌতম মুনির পুত্র [ইনি শরের সহিত জন্মিয়াছিলেন এজন্য ইঁহার এই নাম হইয়াছিল]। শর+মতুপ্ আছে অর্থে (দ-আগম)। বি ; পুং।

শরধি—তীর রাখিবার পাত্র, তূণ। শর (বাণ)—ধা (ধারণ করা)+কি অধিবা। বি ; পুং।

শরপুঁঠী—বড় পুঁঠী মাছ। বাং প্র। বি।

শরবণ—নলখাগড়ার ঝাড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শরবৎ—১। তীরের ন্যায়। শর+বতিচ্ তুল্যার্থে। অব্য ; ক্রি বিণ। ২। চিনি মিশ্রি বা ফলের রস প্রভৃতির পানা। আর্বী। বি।

শরবিদ্ধ—তীর দ্বারা আহত, তীর দ্বারা বিদীর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

শরব্য—লক্ষ্য, বাণের নিশানা (target). শর (বাণশিখা বা হিংসা)+যৎ হিতার্থে। বি ; ক্লীব।

শরভ—উট, উষ্ট্র ; পুরাণবর্ণিত অষ্টপাদ মৃগ-বিশেষ ; হস্তিশাবক ; ফড়িং ; বানরবিশেষ। শৃ+অভচ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

শরভূ—কার্ত্তিকেয়, শরজন্মা। উপতৎ ; শর (খাগড়াগাছ)—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

শরম—লজ্জা, ব্রীড়া। ফার্সী 'শর্ম'-শব্দজ। বি।

শরময়—বাণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; শরদ্বারা রচিত। শর+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে বা অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

শরমান—লজ্জিত করা ; লজ্জিত হওয়া। ফার্সী 'শরম'-শব্দ হইতে নামধাতু। ক্রি।

শরযোজন, -যোজনা—নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে ধনুকে তীরস্থাপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

শরসন্ধান—নিক্ষেপ করিবার জন্য ধনুকে তীরস্থাপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শরা—১। মাটির একপ্রকার ঢাকনা। 'শরাব' শব্দজ। ২। মুসলমান ধর্ম্মের আইন-কানুন। আর্বী। বি।

শরাঘাত—তীরদ্বারা বিদ্ধ করা। শরদ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

শরাণ—রাজপথ। 'শরণি'-শব্দজ। বি।

শরাব—১। মাটির শরা। শর—অব্+অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং। ২। মদ্য। আর্বী। বি।

শরারোপ—১। ধনুক, কার্ম্মুক। শরের (বাণের) আরোপ যাহাতে, বহুব্রী। ২।

শরযোজন। শরের আরোপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শরাশ্রয়—তীর রাখিবার পাত্র, শরধি, তূণ। শরের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শরাসন—ধনুক, কার্ম্মুক। শরের আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শরাহত—তীর দ্বারা বিদ্ধ। শরদ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ। [ফার্সী। বি।

শরিক, শরীক, সরীক—ভাগী, অংশীদার।

শরিকানা, শরীকানা, সরীকানা—আশানুযায়ী প্রাপ্য বস্তু বা অর্থ। ফার্সী। বি।

শরিকিনি, শরিকী, শরীকী—যাহাতে একাধিক অংশীদার আছে এমন, যাহার একাধিক মালিক আছে এমন। ফার্সী। বিণ।

শরিফ, শরীফ—১। মহৎ, পবিত্র। বিণ। শহরের প্রধান ব্যক্তি; মক্কার শাসনকর্তা। বি। [আর্বী। বি।

শরীয়ৎ—মুসলমানদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত আইন।

শরীর—দেহ, কায়, বিগ্রহ, কলেবর; শারীরিক অবস্থা, স্বাস্থ্য ('—রক্ষা')। শৃ (বধ করা, নষ্ট হওয়া)+ঈরন্ কর্ম্মবা বা কর্ত্তৃবা (যে রোগাদি দ্বারা শীর্ণ হয়)। বি; ক্লীব। বিণ—শারীর, শারীরিক।

শরীরগ্রন্থি—শরীরের যেখানে এক হাড়ের সহিত অন্য হাড় লাগিয়াছে তাহা, দেহের অস্থিসংযোগস্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শরীরজ—১। কামদেব, কন্দর্প; পুত্র; রোগ। বি; পুং। ২। দেহজাত, শরীরোৎপন্ন। উপতৎ; শরীর—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

শরীরধারী (-ধারিন্)—দেহবিশিষ্ট, মূর্ত্তিবিশিষ্ট। উপতৎ; শরীর—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ধারিণী।

শরীরপতন, -পাত—মৃত্যু; উপবাস ও অত্যধিক পরিশ্রম প্রভৃতির জন্য স্বাস্থ্যহানি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, পুং।

শরীরবন্ধ—দেহবিশিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।

শরীরবৈকল্য—পীড়া, অসুস্থতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শরীররক্ষক—যাহা শরীরকে শীতগ্রীষ্ম ব্যাধি ও বিপদ্ হইতে রক্ষা করে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রক্ষিকা।

শরীররক্ষী (-রক্ষিন্)—শত্রু প্রভৃতি হইতে রক্ষাকারী অনুচর, দেহরক্ষী। উপতৎ; শরীর—রক্ষ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—রক্ষিণী।

শরীরসংস্কার—দেহের পবিত্রতাজনক কর্ম্ম; শরীরের শোভা-সম্পাদন ও পরিষ্কারকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শরীরী (শরীরিন্)—১। দেহবিশিষ্ট। শরীর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শরীরিণী। ২। প্রাণী, জীব; জন্তু; মনুষ্য। বি; পুং।

শর্করা—চিনি, খাঁড়; খাবরা, খোলামকুচি; কাঁকর, কলুই; খণ্ড, টুকরা; দানা; রোগবিশেষ। শৃ+করন্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

শর্করোদক—চিনির পানা, শরবৎ। শর্করামিশ্রিত উদক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শর্ত্ত(র্ত)—করাড়; প্রতিশ্রুতি। আর্বী 'শর্ত্'-শব্দজ। বি।

শর্ব্ব(র্ব)—শিব। শর্ব্ব (সংহার করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—শর্ব্বাণী।

শর্ব্ব(র্ব)রী—রাত্রি, রজনী; নারী, স্ত্রী; হরিদ্রা। শৄ+ষরচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শর্ব্ব(র্ব)রীশ—চন্দ্র। শর্ব্বরীর ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শর্ব্বা(র্বা)ণী—দুর্গা, পার্ব্বতী, শিবানী। শর্ব্ব+ঈপ্ (আনুক্-আগম)। বি; স্ত্রী।

শর্ম্ম (শর্ম্মন্), **শর্ম**—সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য; কল্যাণ। শৄ+মনিন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

শর্ম্ম(র্ম)দ—১। সুখদায়ক। বিণ। ২। বিষ্ণু। উপতৎ; শর্ম্মন্—দা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

শর্ম্মা (শর্ম্মন্), **শর্মা**—১। ব্রাহ্মণমাত্রের উপনাম। বি; পুং। ২। সুখী। শৄ+মনিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

শর্য্যা(র্যা)তি—বৈবস্বত মনুর পুত্র। শর্য্যা (রাত্রি)—অত্+কি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

শল—১। শল্লকীলোম, শজারুর কাঁটা। বি; পুং বা ক্লীব। ২। ব্রহ্মা; কুন্ত-অস্ত্র; উষ্ট্র। শল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। ক্ষেত্রবিশেষ। শল্+ঘ অধিবা। ৪। শিথিল; ঢিলা। বাং প্র। বিণ। [কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

শলভ—ফড়িং, পতঙ্গ; পঙ্গপাল। শল্+অভচ্

শলা—১। যুক্তি, মন্ত্রণা। আর্বীমূলক। ২। শিক, সরু শলাকা। 'শলাকা'-শব্দজ। বি।

শলাকা—শলা; ক্ষুদ্রযষ্টি; কাঁটা; নল; বাণ; অঙ্কুর, তুলি প্রভৃতি; অস্থি, হাড়; শল্লকী; শল্য, শেল; ছাতার শিক; খাঁচার কাটি; দাঁতনকাঠি; দেশলাই; ময়নাগাছ; থড়কে; কুফন; খেলার পাশা; শারিকা; বচ। শল্+আকন্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

শলি, শলী—ধান ও চাউলের মাপবিশেষ; ক্ষুদ্র শলা। বাং প্র। বি।

শল্ক—আঁইষ; বল্কল; খণ্ড। শল্+কন্ (উণাদি) কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

শল্কল—আঁইষ; গাছের ছাল, বল্কল। শল্+কলন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

শল্য—১। শেল, শলাকা, কীলক। বি; পুং বা ক্লীব। ২। তোমর, লৌহশাবল; বাণ; বিষ; দুর্ব্বাক্য; অস্থি; কণ্টক; ভাগাড়। শল্+যক্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

শল্যবার্ত্ত (-বর্ত্), **-বার্ত**—শল্যবিদ্যা বা অস্ত্রোপচারে পারদর্শী ব্যক্তি (surgeon). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শল্যবিদ্যা—যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে দেহবিদ্ধ কণ্টকাদি অথবা দেহের অপ্রয়োজনীয় অংশ দূর করা যায় তাহা (Surgery). শল্যবিষয়িকা বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শল্যোদ্ধার—বাস্তুভিটা হইতে মনুষ্যাদির অস্থি উঠাইয়া ফেলা; প্রোথিতবাণাদির উৎপাটন; শরীরে বিদ্ধ কাঁটা ইত্যাদি তুলিয়া ফেলা। শল্যের উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শল্ল—১। ব্যাঙ্, ভেক। বি; পুং। ২। ত্বক্; আঁইষ। শল্+ল কর্ত্তৃবা, অথবা, শল্ল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

শল্লকী (-কিন্)—শজারু। শল্লক (কাঁটাযুক্ত ত্বক্)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। [এই অর্থে সল্লক শব্দও হয়।]

শশ, শশক—খরগোশ; চন্দ্রের লাঞ্ছন; লাঞ্ছন; ধুনা, রজন; চতুর্ব্বিধ পুরুষের অন্তর্গত এক পুরুষ; লোধগাছ। শশ্+অচ্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে স্বার্থে কন্। বি; পুং।

শশধর, শশলাঞ্ছন, শশাঙ্ক, শশী (শশিন্)—চন্দ্র, মৃগাঙ্ক; কর্পূর (চন্দ্রনামত্ব হেতু)। শশের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ; শশ লাঞ্ছন যাহার, বহুব্রী; শশ অঙ্ক বা অঙ্কে যাঁহার, বহুব্রী; শশ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

শশবিধান—শশশৃঙ্গ (তাহা দ্রঃ)।

শশব্যস্ত—খরগোসের মত চঞ্চল; অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বা ত্বরান্বিত। শশবৎ ব্যস্ত, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

শশলাঞ্ছন—'শশধর' দ্রঃ।

শশশৃঙ্গ—খরগোসের শিঙের মত অসম্ভব বা অলীক বিষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শশাঙ্ক—'শশধর' দ্রঃ।

শশিকলা—চন্দ্রের অংশ; প্রতি চরণে পনর অক্ষরযুক্ত ছন্দবিশেষ। শশীর ('শশিন্'-শব্দ) কলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শশিকান্ত—১। কুমুদ। বি; ক্লীব। ২। চন্দ্রকান্ত মণি। শশী ('শশিন্'-শব্দ) কান্ত যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শশিপ্রভ—১। মুক্তা; কুমুদ। বি; ক্লীব। ২। সাদা রঙের, শুভ্রবর্ণ। শশীর প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শশিবদনা—১। চাঁদবদনী, চন্দ্রতুল্য-মুখবিশিষ্টা স্ত্রী। শশীর ('শশিন্'-শব্দ) ন্যায় বদন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। ছয় অক্ষরের চরণবিশিষ্ট ছন্দ। শশী (তত্তুল্য আনন্দময় ভাব) বদনে (অর্থাৎ গতিতে) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

শশিভূষণ, -শেখর—শিব, চন্দ্রচূড়, মহাদেব। শশী ('শশিন্'-শব্দ) ভূষণ যাঁহার, বহুব্রী; শশী শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শশিমুখী—শশিবদনা (১ম অর্থে)। শশীর

('শশিন্'-শব্দ) ন্যায় মুখ যাহার, বহুব্রী +ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

শশী (শশিন্)—'শশধর' দ্রঃ।

শষ্প, শস্প—১। কচিঘাস। শষ্‌, শস্‌+পক্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। ২। বুদ্ধিনাশ, প্রতিভা-হানি। শষ্‌, শস্‌+প ভাববা। বি ; পুং।

শসন—যজ্ঞার্থে পশুহনন ; মারণ, বধ। শস্‌ +অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

শসা—একপ্রকার ফল। বাং প্র। বি।

শস্ত—১। সুখী ; কল্যাণযুক্ত ; প্রশস্ত ; উৎকৃষ্ট ; স্তুত ; হত। শন্‌স্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। সুখ; কল্যাণ। শন্‌স্‌+ক্ত ভাববা। ৩। শরীর। শন্‌স্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

শস্তা—কল্যাণযুক্তা ; প্রশংসিতা ; সুখিনী। শস্ত(১)+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

শস্ত্র—যাহা হস্তে ধারণ করিয়া প্রহার করা যায় তাহা, খড়্গাদি [যাহা নিক্ষেপ করা যায় তাহার নাম অস্ত্র ; যেমন—বল্লম, তীর প্রভৃতি] ; লৌহ। শস্‌+ষ্ট্রন্ করণবা। বি ; ক্লীব। [বি ; ক্লীব।

শস্ত্রক—লোহা, লৌহ। শস্ত্র+কন্ স্বার্থে।

শস্ত্রকার—শস্ত্রনির্ম্মাণকারী। উপতৎ ; শস্ত্র—কৃ+অণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

শস্ত্রকোষ—খড়্গাদির খাপ। শস্ত্রের কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শস্ত্রগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—শস্ত্রধারী। উপতৎ ; শস্ত্র—গ্রহ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —গ্রাহিণী।

শস্ত্রজীবী (-জীবিন্)—সৈনিক, শস্ত্রাজীব। উপতৎ ; শস্ত্র—জীব্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

শস্ত্রধর—১। শস্ত্রধারী পুরুষ। বি; পুং। ২। শস্ত্রধারী, আয়ুধযুক্ত। শস্ত্রের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শস্ত্রধারী (-ধারিন্)—শস্ত্রধারণকারী। উপতৎ ; শস্ত্র—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ধারিণী।

শস্ত্রপাণি—যাহার হাতে শস্ত্র আছে এমন। শস্ত্র পাণিতে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শস্ত্রবিদ্যা—শস্ত্রাদির চালন-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। শস্ত্রসম্বন্ধীয়া বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

শস্ত্রহত—শস্ত্রদ্বারা যাহাকে হত্যা করা হইয়াছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

শস্ত্রাজীব—সৈনিক, শস্ত্রজীবী। শস্ত্র আজীব যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

শস্ত্রায়স—ইস্পাত। শস্ত্রের অয়ঃ, ৬ষ্ঠীতৎ +টচ্‌ সমাসান্ত সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লীব।

শস্ত্রী (শস্ত্রিন্)—শস্ত্রধারী। শস্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। স্ত্রী—শস্ত্রিণী।

শস্ত্রী—ছুরি, ক্ষুদ্র শস্ত্র। শস্ত্র+ঈপ্‌ হ্রস্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

শস্ত্রোদ্যম—শস্ত্র দ্বারা প্রহারের উপক্রম। শস্ত্রসহিত উদ্যম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

শস্ত্রোপজীবী (-জীবিন্)—সৈনিক, যুদ্ধব্যবসায়ী। উপতৎ; শস্ত্র—উপ—জীব্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

শস্প—'শষ্প' দ্রঃ।

শস্য—১। ফসল ; বৃক্ষাদির ফল ; কৃষিকার্য্য দ্বারা উৎপন্ন ধান্যাদি ; ফলের সারাংশ, শাঁস ; সদ্‌গুণ। শস্‌+যৎ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। ২। প্রশংসনীয়। শন্‌স্‌+ক্যপ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

শস্যক্ষেত্র—ফসলের ক্ষেত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব। [বি ; স্ত্রী।

শস্যমঞ্জরী—ধান প্রভৃতির শীষ। ৬ষ্ঠীতৎ।

শস্যশালী (-শালিন্)—প্রচুর ফসলযুক্ত। উপতৎ ; শস্য—শাল্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী।

শস্যশ্যামল—প্রচুর ধান্যাদি শস্য থাকাতে সবুজবর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

শস্যাগার—ফসলের ভাণ্ডার। শস্যের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শহর—নগর, রাজধানী। ফার্সী। বি। বিণ—শহুরে। [বি।

শহরৎ—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি ; ঘোষণা। ফার্সী।

শহরতলী—নগরের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল ; ছোট নগর। বাং প্র। বি।

শহাদাৎ, শাহাদাৎ—সাক্ষ্য। আর্বী। বি।

শহীদ—ধর্ম্মের জন্য প্রাণদাতা, ন্যায় ধর্ম্ম বা স্বদেশ-হিত প্রভৃতি কার্য্যের জন্য যিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আর্বী। বি।

শহুরে—শহরসম্বন্ধীয় ; শহরবাসী। শহর+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—শহর।

শাঁ, শাঁই-শাঁই—ক্ষিপ্রতা, দ্রুততা। বাং প্র। অব্য।

শাঁই—১। ক্ষিপ্রতা। বাং প্র। অব্য। ২। শমীবৃক্ষ। 'শমী'-শব্দজ। বি।

শাঁক, শাঁখ—শঙ্খ, বাদ্যকম্বু। 'শঙ্খ'-শব্দজ। বি। **শাঁক আলু**—একপ্রকার মিষ্ট আলু, সরবতে আলু।

শাঁখচিল—শুভলক্ষণযুক্ত সাদা চিলবিশেষ। 'শঙ্খচিল্ল'-শব্দজ। বি।

শাঁখচুন্নী, শাঁখিনী—সধবা স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা, পেতনী। 'শঙ্খচূর্ণী' ও 'শঙ্খিনী'-শব্দজ। বি।

শাঁখা—স্ত্রীলোকদিগের শঙ্খনির্ম্মিত বলয়-বিশেষ। 'শঙ্খ'-শব্দজ। বি।

শাঁখারি—শঙ্খকার, শঙ্খবণিক্। শাঁখা+রি নির্ম্মাতা অর্থে। বি।

শাঁখিনী—'শাঁখচুন্নী' দ্রঃ।

শাঁড়ক—চালের খড় যাহাতে সরিয়া না যায় তজ্জন্য তদুপরি বাঁধিবার বাখারি। প্রাদে। বি।

শাঁড়া, ষাঁড়া—বাঁজা, যাহাতে ফল বা ফুল না হয় এমন। 'শণ্ড'-শব্দজ। বিণ। [বি।

শাঁস—ফলাদির সারভাগ। 'শস্য'-শব্দজ।

শাঁসাল—শাঁসযুক্ত ; ধনবান্। শাঁস+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ।

শাক—১। গাছের (সাধারণতঃ লতানিয়া গাছের) পাতা প্রভৃতি, বৃক্ষের পত্র পুষ্প বৃন্ত মূল প্রভৃতি। ২। ষষ্ঠদ্বীপ। শক্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা, অথবা, শো+ক কর্ত্তৃবা। ৩। সেগুণগাছ। শক্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ৪। গণনীয় বৎসর; কোন সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার অথবা কোন সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে বৎসর গণনা করা হয়, তাহা [যথা—সংবৎ ; শকাব্দ প্রভৃতি]। শক+অণ্‌ স্বার্থে। বি ; পুং।

শাকট—গাড়ীসম্বন্ধীয় ; গাড়ী-টানা পশু। শকট+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে, বহন করে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—টী।

শাকটিক—যে গাড়ীতে চড়িয়া যায় এমন ; গাড়োয়ান। শকট+ইক গমনার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

শাকপার্থিব—শাক ভোজন করিতে অভিলাষী রাজা। শাক-প্রিয় পার্থিব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। **শাকপার্থিবাদি সমাস**—(ব্যাকরণ) মধ্যপদলোপী কর্ম্ম-ধারয় সমাস [যেমন তিলমিশ্রিত উদক =তিলোদক]।

শাকম্ভরী—দুর্গা, পার্ব্বতী ; আজমীরের অন্তর্গত নগরবিশেষ, শাম্বরী ; তীর্থবিশেষ। শাক—ভৃ+খচ্‌ কর্ত্তৃবা+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

শাকসবজি, -সব্জী—শাক আনাজ তরকারী প্রভৃতি। (সংস্কৃত) 'শাক' ও (ফার্সী) 'সবজি', দ্বন্দ্ব। বি।

শাকান্ন—শাকভাত ; অতি সাধারণ খাদ্য। শাকযুক্ত অন্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শাকান্নভোজী (-ভোজিন্)—যে সামান্য শাকভাত মাত্র খাইয়া জীবন ধারণ করে এমন ; দরিদ্র। উপতৎ ; শাকান্ন—ভুজ্‌+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ভোজিনী।

শাকিনী—দুর্গার অনুচরী ; স্ত্রীভূত ; শাক-যুক্তা ভূমি। শাক+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

শাকুনিক—১। পক্ষিমারক ব্যাধবিশেষ। শকুন+ইক হননার্থে। ২। প্রকৃতির নানা লক্ষণ পক্ষী প্রভৃতির গতিবিধি ও শব্দ হইতে যে ভবিষ্যৎ ভালমন্দ জানিতে পারে ; নিমিত্তজ্ঞ। শকুন+ইক জ্ঞানার্থে। বি ; পুং।

শাকুলিক—মৎস্যজীবী, ধীবর। শকুল+ইক জীবিকার্থে। বি ; পুং।

শাক্ত—শক্তির উপাসক, দুর্গা কালী প্রভৃতির পূজারী, তান্ত্রিক সম্প্রদায়বিশেষ। শক্তি+অণ্‌ উপাসকার্থে। বি ; পুং।

শাক্তিক—শক্তির উপাসক ; শক্তিধারী যোদ্ধা। শক্তি+ইক ইহার দেবতা বা অস্ত্র এই অর্থে। বি ; পুং।

শাক্য, শাক্যমুনি, -সিংহ—বুদ্ধদেব, বৌদ্ধমত-প্রবর্তয়িতা মুনি। শক+ষ্ণ্য ভবার্থে; শাক্যই মুনি, কর্ম্মধা; শাক্যমধ্যে সিংহ (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

শাখা—ডাল, বিটপ; বেদের অংশবিশেষ; এক-দেশ; বাহু; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; নিকট, সমীপ; পক্ষান্তর। শাখ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

শাখানদী—একটি নদী হইতে বহির্গত অন্য নদী। শাখারূপা নদী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শাখান্তরাল—ডালের পিছন, ডালের আড়াল। শাখার অন্তরাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শাখামৃগ—বানর, বাঁদর, কপি। শাখা-বিহারী মৃগ (পশু), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

শাখী (শাখিন্)—১। গাছ, বৃক্ষ, পাদপ; বেদ; নৃপবিশেষ। বি; পুং। ২। শাখাযুক্ত। শাখা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শাখিনী। [কর্তৃবা। বি; পুং।

শাখোট—শেওড়া গাছ। শাখ্+ওটন্

শাগরেদ—ওস্তাদের চেলা, ছাত্র। ফার্সী 'শাগির্দ্'-শব্দজ। বি। [কর্ম্মার্থে। বি।

শাগরেদি—শিষ্যগিরি। শাগরেদ+ই ভাবে

শাঙন—শ্রাবণ ("শাঙন মেঘের ছায়া নামে কালো তমাল-মূলে"—রবীন্দ্রনাথ)। কবিপ্র। বি।

শাঙ্কর—শঙ্করাচার্য্য-সম্বন্ধীয়; শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক প্রণীত বা কথিত। শঙ্কর+অণ্ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

শাঙ্খিক—শাঁখারী, শঙ্খবণিক্। শঙ্খ+ইক জীবিকার্থে। বি; পুং।

শাঙ্গা—বিধবার বা সধবার পুনর্ব্বিবাহ; মেটে ঘরের কড়িকাঠ; দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত কাঁথে আবদ্ধ সমান্তরাল কাষ্ঠদ্বয়। প্রাদে। বি।

শাজাদা—শাহজাদা (তাহা দ্রঃ)।

শাটক, শাটিকা—পরিবার কাপড়, ধুতি, শাড়ী; নাটকবিশেষ। শট্ (অঙ্গের চারিদিকে গমন করা)+ণক কর্তৃবা; পক্ষে+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

শাটী—শাড়ী। শট্+ঘঞ্ কর্ম্মবা+ঈপ্।

শাঠ্য—ধূর্ততা, খলতা, শঠতা। শঠ্+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—শঠ।

শাড়ী—স্ত্রীলোকের পরিবার কাপড়। 'শাটী'-শব্দজ। বি।

শাণ—১। কষ্টিপাথর, শাণপাথর; করাৎ। শণ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। শণসূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র। শণ+অণ্ নির্ম্মিত অর্থে। বি; ক্লীব।

শাণান—শাণে ধার দেওয়া। বাং ক্রি।

শাণিত—ধারাল, তীক্ষ্ণীকৃত। শাণ+ইতচ্ সংজাতার্থে, বা শণ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

শাণ্ডিল্য—১। গোত্রকারক মুনিবিশেষ; অগ্নির মূর্ত্তিবিশেষ। শণ্ডিল+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। বি; পুং।

শাতি—শাস্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

শাত্রব—১। শত্রু, রিপু। শত্রু+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। শত্রুতা, দ্বেষ। শত্রু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

শাদ—কাদা, কর্দ্দম; পঙ্ক; নূতন ঘাস, শষ্প, নবতৃণ। শদ্+ঘঞ্ অধিবা, কর্ম্মবা। বি; পুং।

শাদহরিত—'শাদ্বল' দ্রঃ।

শাদা—শুভ্র, শুক্ল, শ্বেতবর্ণ; সরল, অকপট ('—মন')। ফার্সী। বিণ।

শাদি, শাদী—বিবাহ। ফার্সী। বি।

শাদ্বল, শাদহরিত—নবতৃণদ্বারা হরিদ্বর্ণ ('—স্থান', '—প্রদেশ', '—স্থলী')। শাদ (নবতৃণ)+ড্বলচ্ আছে অর্থে; শাদ দ্বারা হরিত (হরিদ্বর্ণ), ৩য়াতৎ। বিণ।

শান—১। ধার দেওয়া, তীক্ষ্ণীকরণ। শো+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। কর্ষণযন্ত্র। শো+অনট্ করণবা। ৩। কর্ষণপ্রস্তর। শো+অনট্ অধিবা। বি; পুং। ৪। ইট; ইটে বাঁধান মেঝে। প্রাদে। বি।

শানা—১। ধার দেওয়া, শাণ দেওয়া, ক্ষুধাতৃষ্ণা কমিয়া যাওয়া; পরিতৃপ্ত হওয়া; পর্য্যাপ্ত হওয়া। বাং ক্রি। ২। তাঁতের শলাকা; চিরুণী। বাং প্র। বি।

শানাই—একপ্রকার বাঁশী। ফার্সী 'শাহ্‌নাই'-শব্দজ। বি।

শান্ত—১। ধীরস্থির, শমগুণবিশিষ্ট; জিতেন্দ্রিয়; সৌম্য; অনুদ্ধত, শিষ্ট, বিনীত; শমতাপ্রাপ্ত; নিবৃত্ত; বিনষ্ট; মৃত; পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধীকৃত। শম্+ক্ত কর্তৃবা। ২। শান্তি-প্রাপিত, দমিত। শম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—শম, শান্তি। ৩। কাব্যের নবরসের এক রস [যেখানে সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ প্রভৃতি কোন ইচ্ছা না থাকে, শম প্রধান হয়, তাহাকে শান্তরস বলে। যথা—

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন-সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস সার।"
—নরোত্তম দাস]

বি; পুং।

শান্তচেতাঃ (-চেতস্), **-চেতা**—স্থিরমনা। শান্ত চেতঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শান্ততোয়—যাহার জল স্থির এমন। শান্ত তোয় (জল) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শান্তনব—শান্তনুর পুত্র, ভীষ্ম। শান্তনু+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

শান্তমূর্ত্তি(র্তি)—১। চাঞ্চল্যহীন ধীরস্থির চেহারা, সৌম্য আকৃতি। শান্তা মূর্ত্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার চেহারায় একটা শান্তভাব বিরাজ করে এমন, সৌম্য-আকৃতি-বিশিষ্ট। শান্তা মূর্ত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শান্তা—১। অঙ্গরাজ লোমপাদের প্রতি-পালিতা, দশরথ রাজার কন্যা, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পত্নী। বি; স্ত্রী। ২। বিনীতা; শম-গুণযুক্তা; দমিতা। শান্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শান্তান—শান্ত করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

শান্তি—চিত্তের স্থিরতা; শমগুণ; সৌভাগ্য; মুক্তি; উপশম; নিরুপদ্রব; বিশ্রাম, নিবৃত্তি; বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি; মঙ্গল, বিঘ্ননাশ; তৃষ্ণাক্ষয়; বিধ্বংস, বিনাশ। শম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—শান্ত।

শান্তিকর—মঙ্গলজনক; অমঙ্গলনাশক; তৃপ্তিদায়ক; মনের শমজনক। উপতৎ; শান্তি—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

শান্তিকারী (-কারিন্)—শান্তিকর। উপতৎ; শান্তি—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

শান্তিকার্য্য(র্য)—যাহাতে বিপদ্-আপদ্ দূর হয় এইরূপ কাজ, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি বিঘ্ননাশক কার্য্য। শান্ত্যর্থক কার্য্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শান্তিজল—আপদ্‌বিনাশক মন্ত্রপূত জল; অশৌচান্তে গাত্রে সেচনীয় মন্ত্রপূত জল। শান্তিজনক জল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শান্তিনিকেতন—শান্তিময় বা বিঘ্নশূন্য স্থান; রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বোলপুরে অবস্থিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শান্তিপ্রদ, -প্রদায়ক—শান্তিজনক, শান্তিকর। উপতৎ; শান্তি—প্র—দা+ক কর্তৃবা; শান্তির প্রদায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—প্রদা, —প্রদায়িকা।

শান্তিপ্রিয়—যে বিবাদ প্রভৃতি ভালবাসে না এমন, কলহবিমুখ। শান্তি প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শান্তিভঙ্গ—মারামারি গণ্ডগোল প্রভৃতি হওয়া, অশান্তির সৃষ্টি, উপদ্রবের সৃষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শান্তিময়—মঙ্গলময়; শান্তিপূর্ণ। শান্তি+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

শান্তিরক্ষক—পুলিশের কর্ম্মচারী; উপদ্রব-নিবারক; যে দাঙ্গাহাঙ্গামা চুরি ডাকাতি প্রভৃতি থামায় এরূপ ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শান্তিরক্ষা—চুরি ডাকাতি দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি উপদ্রবের নিবারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শান্তিস্থাপন—গোলযোগ-দূরীকরণ। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।

শান্তিস্বস্ত্যয়ন—বিপদ্ দূর করিবার জন্য

পূজা-হোমাদি কার্য্য। শান্তিজনক স্বস্ত্যয়ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শান্তিহীন—অস্থির, অশান্ত ; শান্তিশূন্য। শান্তিদ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

শান্ত্যুদকুম্ভ—শান্তির জন্য জলভরা কলস। শান্তির জন্য উদক, ৪র্থীতৎ (ক-লোপ) ; শান্ত্যুদপূর্ণ কুম্ভ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

শান্ত্রী—পাহারাদার। বাং প্র। বি।

শাপ—অভিসম্পাত ; শপথ, দিব্য ; নিন্দা। শপ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

শাপগ্রস্ত—অভিশপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

শাপনিবৃত্তি—অভিশপ্ত অবস্থার শেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শাপভ্রষ্ট—অভিশাপহেতু হীনজন্মপ্রাপ্ত। শাপদ্বারা ভ্রষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

শাপমন্যি—অভিশাপাদি। বাং প্র। বি।

শাপমুক্ত—অভিশপ্ত অবস্থা হইতে উদ্ধার-প্রাপ্ত। ৫মীতৎ। বিণ।

শাপমুক্তি, -মোক্ষ—অভিশপ্ত অবস্থা হইতে উদ্ধারলাভ। ৫মীতৎ। বি ; স্ত্রী, পুং।

শাপলা—জলজ পুষ্পবিশেষ, কুমুদ। বাং প্র। বি। [প্রদান। বাং প্র। বি।

শাপশাপান্ত—নানারূপ অভিসম্পাত-

শাপা—অভিসম্পাত দেওয়া। বাং ক্রি।

শাপান্ত—১। অভিশপ্ত অবস্থার শেষ। শাপের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। অভি-সম্পাত-প্রদান। বাং প্র। বি।

শাপিত—ভর্ৎসিত, নিন্দিত। শপ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

শাপোদ্ধার—শাপমুক্তি। শাপ হইতে উদ্ধার, ৫মীতৎ। বি ; পুং।

শাব, শাবক—ছানা, বৎস ; শিশু। শব্‌+ +অণ্‌ কর্তৃবা ; পক্ষে কন্‌ স্বার্থে। বি ; পুং।

শাবর—১। শবরসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। পাপ ; অপরাধ ; দোষ ; লোধ্রবৃক্ষ। শবর+অণ্‌ সম্বন্ধীয়ার্থে। বি ; পুং।

শাবল—বড় খন্তা, খনিত্র ; দন্তাকার খননাস্ত্র। 'শব্বলা'-শব্দজ। বি।

শাবান—মুসলমানী মাসবিশেষ। আর্বী 'শা-আবান'-শব্দজ। বি।

শাবুদ—প্রমাণ, সাক্ষ্য। আর্বী। বি।

শাব্দ—শব্দসম্বন্ধীয়। শব্দ+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—শাব্দী।

শাব্দবোধ—শব্দার্থজ্ঞান ; শব্দার্থজ্ঞান-জনিত জ্ঞান। শাব্দ বোধ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

শাব্দিক—১। শব্দশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত, বৈয়া-করণ। শব্দ+ইক জানে অর্থে। বি ; পুং। ২। শব্দসম্বন্ধীয়। শব্দ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

শামলা—১। শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ। 'শ্যামল'-শব্দজ। বিণ। ২। উকিলের পাগড়ী। বাং প্র। বি।

শামা—প্রদীপ। আর্বী। বি।

শামা, শামি—লাঠি দা প্রভৃতির বাঁটের মুখের লৌহবেষ্টনী ; অস্ত্র প্রভৃতির বাঁট। 'শম্ব'-শব্দজ। বি।

শামাদান—প্রদীপের গাছা, বাতিদান। শামা+দান আধার অর্থে। বি।

শামান—প্রবেশ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

শামিজ, শেমিজ, সেমিজ—স্ত্রীলোকের জামাবিশেষ। ইং 'chemise'-শব্দজ। বি।

শামিয়ানা, শামীয়ানা—চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ। ফার্সী 'শাম্‌-আনাহ্‌'-শব্দজ। বি।

শামুক—জলশুক্তি। 'শম্বুক'-শব্দজ। বি।

শাম্পান—ব্রহ্মদেশে প্রচলিত সমুদ্রগামী এক-প্রকার ছোট নৌকা। বর্ম্মী শব্দ। বি।

শাম্বুক, শাম্বূক—শামুক। শম্বুক, শম্বূক +অণ্‌ স্বার্থে। বি ; পুং।

শাম্ভব—১। কর্পূর ; শৈব, শিবের উপাসক ; শম্ভুপুত্র ; শিবমন্ত্রী ; গুগ্‌গুলু ; বিষবিশেষ ; দেবদারুবৃক্ষ। বি ; পুং। ২। শম্ভুসম্বন্ধীয়। শম্ভু+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী। [+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

শাম্ভবী—দুর্গা, পার্ব্বতী ; নীলদুর্ব্বা। শাম্ভব

শায়ক—তীর, শর, বাণ ; খড়্গ। শো+ণক কর্তৃবা। বি ; পুং। [আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

শায়িকা—নিদ্রা। শী+ণিচ্‌+ণক ভাববা+

শায়িত—যাহাকে শোওয়ান হইয়াছে এমন ; পাতিত। শী+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

শায়ী (শায়িন্‌)—শয়নকারী। শী+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—শায়িনী।

শায়েস্তা—দমিত, সংযত, শাসিত ; বিনীত। ফার্সী 'শইস্তা'-শব্দজ। বিণ।

শারঙ্গ—১। হস্তী ; মৃগ ; চাতকপক্ষী ; ভ্রমর ; ময়ূর। বি ; পুং। ২। নানাবর্ণ ; চিত্রাঙ্গ। শৃ+অঙ্গচ্‌ কর্তৃবা, বা, শার (নানা-বর্ণ) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী (নিপা)। বিণ।

শারঙ্গী—১। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, শারেং। বি ; স্ত্রী। ২। বহুবর্ণযুক্তা। শারঙ্গ+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

শারদ—১। শরৎকালীন ; নূতন ; বিনীত ; প্রশস্ত ; অপ্রতিভ ; সাংবৎসরিক। শরদ্‌ (বৎসর, শরৎকাল)+অণ্‌ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—দী। ২। কাল ; বৎসর ; বকুল ; হরিৎ বা পীত মুদ্গ ; রোগ। বি ; পুং। ৩। শ্বেত-পদ্ম ; শস্য। বি ; ক্লীব।

শারদা—দুর্গা ; সরস্বতী, বাগ্‌দেবী ; বীণা-বিশেষ ; ব্রাহ্মী, সারিবা। শারদ (শ্বেতপদ্মাদি) +অচ্‌ আছে অর্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

শারদিক—১। শরৎকালের সূর্য্যকিরণ ; শরৎকালীন রোগবিশেষ। শরদ্‌+ইক ভবার্থে। বি ; পুং। ২। শরৎকালে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধবিশেষ। শরৎ+ইক কর্তব্যার্থে। বি ; ক্লীব।

শারদী—কোজাগর পূর্ণিমা ; সপ্তপর্ণ, ছাতিমগাছ। শারদ+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

শারদীয়—শরৎকালীন, শরৎকালসম্বন্ধীয়। শরদ্‌+ঈয় (ছণ্‌) ভবাদ্যর্থে। বিণ।

শারি, শারিকা, শারী—১। পক্ষিণী-বিশেষ, শালিক, ময়না ; পাশাখেলা প্রভৃতির বল বা গুটি ; বীণাদি বাজাইবার ছড়ি। শৃ+ইঞ্‌ কর্তৃবা ; ৩য় পক্ষে ঈপ্‌ ; ২য় পক্ষে শারি+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। যুদ্ধার্থ সজ্জিত হস্তীর পালান ; ব্যবহার-বিশেষ ; প্রতারণা। শৃ+ইঞ্‌ কর্ম্মবা, ভাববা ; ৩য় পক্ষে ঈপ্‌ ; ২য় পক্ষে কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। ৩। গীতবিশেষ ; কপট। শৃ+ইঞ্‌ করণবা ; ৩য় পক্ষে ঈপ্‌ ; ২য় পক্ষে কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

শারিনি, সারিনী—শারী, স্ত্রীশুক। প্রাঃ কবিপ্র। বি ; স্ত্রী।

শারিফল, -ফলক—পাশার ছক। শারির (পাশক্রীড়াদির) ফল, ফলক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শারী—'শারি' দ্রঃ।

শারীর—১। শরীরসম্বন্ধীয় ; শরীর হইতে উৎপন্ন। শরীর+অণ্‌। বিণ। ২। জীবাত্মা ; বৃষ। বি ; পুং। ৩। বেদান্তসূত্র। শারীর+অণ্‌ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বি ; ক্লীব।

শারীরক—বেদান্তের মীমাংসা-বিষয়ক শাঙ্কর ভাষ্য ; সুশ্রুতের চিকিৎসা-গ্রন্থের অংশবিশেষ। শারীর+কন্‌ স্বার্থে। বি ; পুং।

শারীরতত্ত্ব, -বিদ্যা, -স্থান—শরীরের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র [ইহাতে দেহের সমস্ত অংশ ও যন্ত্রাদির অবস্থান, আকৃতি ও ক্রিয়াদির বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে] (Physiology). শারীর তত্ত্ব, বিদ্যা, স্থান, কর্ম্মধা ; (১ম ও ৩য় পক্ষে)+অচ্‌ আছে অর্থে। বি ; ক্লীব।

শারীরবিধান—যাবতীয় সজীব পদার্থ যে যে নিয়মে অবস্থিতি করে, উৎপন্ন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেই সেই নিয়মবিধায়ক শাস্ত্র (Anatomy). শারীর বিধান, কর্ম্মধা ; তদুত্তরে অচ্‌ আছে অর্থে। বি ; ক্লীব।

শারীর-স্থান—'শারীরতত্ত্ব' দ্রঃ।

শারীরিক—শরীরসম্বন্ধীয়, দৈহিক, কায়িক। শরীর+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

শার্কর—১। চিনিসম্বন্ধীয় ; চিনিমিশ্রিত ; কাঁকরমিশ্রিত, কাঁকুরে ; দানাদার। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। দুগ্ধফেন ; কাঁকরে ভরা জায়গা। শর্করা+অণ্‌ যুক্তার্থে। বি ; পুং।

শার্ঙ্গ—১। শৃঙ্গসম্বন্ধীয় ; শৃঙ্গনির্ম্মিত। বিণ। স্ত্রী—শার্ঙ্গী। ২। ধনুক ; বিষ্ণুর ধনুক। শৃঙ্গ+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং।

শার্ঙ্গপাণি—ধনুর্দ্ধর ; বিষ্ণু। শার্ঙ্গ পাণিতে যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

শার্ঙ্গী (শার্ঙ্গিন্)—শ্রীবিষ্ণু ; ধনুর্দ্ধারী । শার্ঙ্গ + ইন্ আছে অর্থে । বি ; পুং ।

শার্ট—কামিজ, জামাবিশেষ । ইং shirt. বি ।

শার্দ্দূ(র্দু)ল—বাঘ, ব্যাঘ্র ; (কোন শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ । শৃ + উলচ্ কর্ত্তৃবা (দ-আগম) । বি ; পুং ।

শার্দ্দূ(র্দু)লবিক্রীড়িত—উনিশ অক্ষরের একপ্রকার ছন্দ । বি ; ক্লীব ।

শার্ব্বর(র্ব)র—১ । গাঢ় অন্ধকার, নিবিড় তিমির । বি ; ক্লীব । ২ । রাত্রিকালীন, নৈশ, শর্ব্বরীসম্বন্ধীয় ; ঘাতুক, হত্যাকারী । শর্ব্বরী (রাত্রি) + অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে । বিণ । স্ত্রী,—রী ।

শার্ব্বর(র্ব)রী—রাত্রি । শর্ব্বরী + অণ্ স্বার্থে + ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

শার্সি—জানালা প্রভৃতির কাচের কবাট । বৈদে । বি ।

শাল—১ । একপ্রকার গাছ ; সর্জ্জবৃক্ষ ; নদ-বিশেষ । শল্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা । বি ; পুং । ২ । বৎসর ; একপ্রকার আলোয়ান । ফার্সী । ৩ । শেল, শল্য । বাং প্র । ৪ । ইক্ষুপেষণস্থান । প্রাদে । ৫ । গৃহ । 'শালা'-শব্দজ । বি ।

শালগম—আহারযোগ্য একপ্রকার মূল । ফার্সী 'শালঘম'-শব্দজ । বি ।

শালগ্রাম—গণ্ডকী নদীতে প্রাপ্ত কীট দ্বারা ছিদ্রিত ও চক্রচিহ্নযুক্ত এবং বিষ্ণুর প্রতীক বলিয়া কল্পিত একপ্রকার পবিত্র প্রস্তরখণ্ড [ইহা আঠার প্রকার বলিয়া বর্ণিত আছে ; যথা—(১) লক্ষ্মীনারায়ণ—ইঁহাতে একটি দ্বার, চারিটি চক্র এবং বনমালা, স্বর্ণরেখা ও গোষ্পদ চিহ্ন আছে ; ইঁহার বর্ণ মেঘবর্ণ। (২) লক্ষ্মীজনার্দ্দন—ইঁহাতে একটি দ্বার, চারিটি চক্র ও বনমালা চিহ্ন আছে । (৩) রঘুনাথ—ইঁহাতে দুইটি দ্বার, চারিটি চক্র এবং বনমালা ও গোষ্পদ চিহ্ন আছে । (৪) দধিবামন—ইঁহাতে দুইটি অতি ক্ষুদ্র চক্র আছে ; ইঁহার বর্ণ মেঘবৎ ; ইনি গৃহস্থের সুখদাতা । (৫) শ্রীধর—ইঁহাতে দুইটি ক্ষুদ্র চক্র ও বনমালাচিহ্ন আছে । (৬) দামোদর—ইঁহাতে বর্ত্তুলাকার দুইটি স্থূল চক্র আছে । (৭) বলরাম—ইঁহাতে সুন্দর বর্ত্তুলাকার দুইটি চক্র, এবং শর, তূণ ও চাপ-চিহ্ন আছে । (৮) রাজরাজেশ্বর—ইঁহাতে মধ্যম-বর্ত্তুলাকার সাতটি চক্র, এবং তূণ ও ছত্র চিহ্ন আছে । (৯) অনন্ত—ইঁহার চৌদ্দটি স্থূল চক্র আছে ; ইঁহার বর্ণ মেঘবৎ । (১০) মধুসূদন—ইনি চক্রাকার, দুইটি চক্রযুক্ত ও গোষ্পদ চিহ্নবিশিষ্ট ; ইঁহার বর্ণ মেঘবৎ । (১১) গদাধর—ইঁহাতে একটি অতি ক্ষুদ্র চক্র, এবং গদা ও সুদর্শন চিহ্ন আছে । (১২) হয়গ্রীব—ইঁহাতে দুইটি দ্বার, এবং চক্র, গদা ও সুদর্শন চিহ্ন আছে । (১৩) নরসিংহ—ইঁহার চক্রদ্বয় বিকট অগ্রভাগযুক্ত, বিকৃতাকার এবং গৃহত্যাগজনক । (১৪) লক্ষ্মী-নরসিংহ—ইঁহার দুই চক্র বিকৃত ; ইনি বনমালাযুক্ত এবং সুখদ । (১৫) বাসুদেব—ইঁহার দ্বারদেশে দুই চক্র ; সশ্রীক আকার ; ইনি সর্ব্বকামপ্রদ । (১৬) প্রদ্যুম্ন—ইনি বহুচ্ছিদ্র, সূক্ষ্মচক্র ও মেঘবর্ণ ; সুখদ । (১৭) সুদর্শন—ইঁহার এক দ্বারে এক লগ্ন, দুই চক্র ; ইনি বহুসুখদ । (১৮) অনিরুদ্ধ—ইনি বর্ত্তুলাকার ও পীতবর্ণ ।—এই শিলাসকলের মধ্যে ছত্রাকার রাজ্যপ্রদ, বর্ত্তুলাকার লক্ষ্মীপ্রদ, শকটাকার অবিরত দুঃখপ্রদ, শূলাগ্রাকার মৃত্যুপ্রদ, বিকৃতাকার দারিদ্র্যপ্রদ, পিঙ্গলবর্ণ সর্ব্বহানিকর, লগ্নচক্র ব্যাধিপ্রদ, এবং বিদীর্ণাকার নিশ্চিতমৃত্যু-প্রদ] ; দেশবিশেষ । শালগ্রাম (পর্ব্বতবিশেষ) + অণ্ ভবার্থে, এবং শালের (শালবৃক্ষের) গ্রাম (সমূহ) যাহাতে, বহুব্রী । বি ; পুং ।

শালতি—শালকাঠের একপ্রকার নৌকা । শাল + তি নির্ম্মিতার্থে । বাং প্র । বি ।

শালনির্য্যা(র্যা)স—ধুনা, সর্জ্জরস । শালের নির্য্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

শালপর্ণী—শালপাণি গাছ । শালের পর্ণের ন্যায় পর্ণ যাহার, বহুব্রী + ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

শালভঞ্জি, -ভঞ্জিকা, -ভঞ্জী—কাঠের পুতুল ; কাঠে খোদাই মূর্ত্তি । শাল—ভন্জ্ (নির্ম্মাণ করা) + অক : (ক্ন্) কর্ম্মবা + আপ্ (১ম ও ৩য় প্রাঃ কবিপ্র) । বি ; স্ত্রী ।

শালা—১ । স্ত্রীর ভাই । 'শ্যালক'-শব্দজ । বি । ২ । গৃহ ; গৃহের একদেশ ; বড় ডাল । শাল্ + অচ্ কর্ত্তৃবা + আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

শালাক্য—অস্ত্রোপচার (surgery). বি ; ক্লীব । [বি ।

শালাজ—শ্যালকপত্নী । 'শ্যালকজায়া'-শব্দজ ।

শালি—১ । স্ত্রীর ভগিনী । 'শ্যালিকা'-শব্দজ । বি ; স্ত্রী । ২ । কলমাদি ধান্য, ষষ্টিকাদি ধান্য ; গন্ধ-মার্জ্জার । শল্ + ণিচ্ + ইন্ কর্ম্মবা । বি ; পুং ।

শালিআনা, শালিয়ানা—বাৎসরিক, বার্ষিক । ফার্সী 'সাল'-শব্দজ । বিণ ।

শালিক, সালিক—সারিকা পক্ষী । 'শারিকা'-শব্দজ । বি ।

শালিনী—১ । এগার অক্ষরের একপ্রকার ছন্দ ; গৃহিণী, সংসারের কর্ত্রী । বি ; স্ত্রী । ২ । শোভমানা ; যুক্তা (উপপদতৎপুরুষ সমাসে পরপদ) । শালিন্ + ঈপ্ । বিণ ; স্ত্রী ।

শালিবাহন—শকাব্দনামক সংবৎসরের প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ রাজা । শালি (সিংহরূপী যক্ষ) বাহন যাঁহার, বহুব্রী । বি ; পুং ।

শালিয়ানা—'শালিআনা' দ্রঃ ।

শালী (শালিন্)—১ । গৃহযুক্ত । শালা + ইন্ আছে অর্থে । ২ । বিশিষ্ট, যুক্ত ; শোভমান (ইহা অন্য শব্দের পরেই প্রযুক্ত হয় ; যথা, বিত্তশালী) । শাল্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা । বিণ । স্ত্রী—শালিনী ।

শালী—স্ত্রীর বোন, ভার্য্যার ভগিনী । 'শ্যালী'-শব্দজ । বি ; স্ত্রী ।

শালীন—লাজুক, সলজ্জ ; বিনীত, অ-প্রগল্ভ ; সদৃশ তুল্য । শালা-প্রবেশের যোগ্য এই অর্থে শালা + ঈন (খঞ্) । বিণ । বি,—তা ।

শালীনতা—ভব্যতা ; শোভনতা ; সলাজ ভাব । শালীন + তা ভাবে । বি ; স্ত্রী । বিণ—শালীন ।

শালীপো—শালীর ছেলে । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ।

শালু—১ । ব্যাঙ, ভেক ; কষায় দ্রব্য ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ । বি ; পুং । ২ । শালুক ; শালুকের গোড়া । শাল্ + উণ্ কর্ত্তৃবা । বি ; ক্লীব । ৩ । লাল রঙের একপ্রকার কাপড় । বাং প্র । বি ।

শালুক, শালূক—১ । জায়ফল ; পদ্মাদির মূল । বি ; ক্লীব । ২ । ভেক । শল্ + উকঞ্, উকঞ্ কর্ত্তৃবা । বি ; পুং । ৩ । কুমুদ ; নাল । বাং প্র । বি ।

শাল্‌তী—শালতি (তাহা দ্রঃ) ।

শাল্ব—একটি দেশের নাম ; মরুদেশ ; মরু-প্রদেশের জনৈক রাজা । শাল্ + ব কর্ত্তৃবা, অথবা, শাল্ (প্রশংসা করা) + ব কর্ম্মবা । বি ; পুং ।

শাল্মল, শাল্মলি, শাল্মলী—শিমুলগাছ ; সপ্তদ্বীপের এক দ্বীপ । শাল্ + মলচ্, মলিচ্ কর্ত্তৃবা ; ৩য় পক্ষে শাল্মল + ঈপ্ । বি ।

শাশুড়ী—শ্বশুরের স্ত্রী । 'শ্বশ্রূ'-শব্দজ । বি ।

শাশ্বত, শাশ্বতিক—চিরবর্ত্তমান, নিত্য ; অবিনশ্বর । শশ্বৎ + অণ্, ইক ভবার্থে । বিণ । স্ত্রী,—তী, —তিকী ।

শাস—শাশুড়ী, শ্বশ্রূ । প্রাঃ কবিপ্র । বি ।

শাসক—শাসনকর্ত্তা ; উপদেশদানকারী ; আদেশদানকারী । শাস্ + ণক কর্ত্তৃবা । বিণ । স্ত্রী—শাসিকা ।

শাসন—১ । সুব্যবস্থার সহিত পালন, প্রতিপালন ; দণ্ড, দমন ; আজ্ঞা, আদেশ ; উপদেশ । শাস্ + অনট্ ভাববা । বি ; ক্লীব । বিণ—শাসনীয়, শাসিত । ২ । লিখিতপত্র ; আজ্ঞাপত্র, সনন্দ ; শাস্ত্র, দেবতা বা মুনিপ্রণীত গ্রন্থ, বেদাদি । শাস্ + অনট্ করণবা । ৩ । রাজদত্ত ভূমি । শাস্ + অনট্ কর্ম্মবা । বি ; ক্লীব ।

শাসনকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), **-কর্তা**—কোন অঞ্চলের শাসনকার্য্য-পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং । স্ত্রী,—কর্ত্রী, —কর্ত্রী । [বি ; ক্লীব ।

শাসনতন্ত্র—রাজ্যশাসনপ্রণালী । ৬ষ্ঠীতৎ ।

শাসনপত্র—নির্দ্দেশলিপি, পরওয়ানা । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লীব ।

শাসনপ্রণালী—রাজ্যশাসনের রীতি, রাজকার্য্য নির্ব্বাহের পদ্ধতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
শাসনাধীন—অধিকারভুক্ত ; যে শাসন মানিয়া চলে এমন, আদেশপালক। শাসনের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
শাসনীয়—শাসনের যোগ্য ; দমনীয়, দম্য ; শিক্ষণীয়। শাস্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—শাসন।
শাসা—শাসন করা। কবিপ্র। ক্রি।
শাসান—শাসন করা ; ভয় দেখান ; প্রতিশোধ লইবার বা শাস্তি দিবার ভয় দেখান। বাং ক্রি।
শাসিত—প্রতিপালিত ; দণ্ডিত ; শিক্ষিত। শাস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—শাসন।
শাসিতা (শাসিতৃ)—শাসনকর্ত্তা ; উপদেশক ; গুরু ; শিক্ষক। শাস্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।
শাস্তা (শাস্তৃ)—১। শাসনকর্ত্তা ; উপদেষ্টা ; শিক্ষয়িতা। বিণ। স্ত্রী—শাস্ত্রী। ২। রাজা ; পিতা ; উপাধ্যায়। শাস্+তৃচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।
শাস্তি—শাসন, দণ্ড, নিগ্রহ ; নিয়ম। শাস্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।
শাস্তিপত্রী—শাস্তির বিবরণ-সংবলিত লিপি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
শাস্তিবিধান—দণ্ডের ব্যবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। [বি ; ক্লীব।
শাস্ত্র—বিশেষ বিশেষ নির্দ্দেশ বা তত্ত্বে পূর্ণ পুস্তকাদি, বেদ তন্ত্র পুরাণ দর্শনাদি। শাস্+ত্রন্ করণবা। বি ; ক্লীব। বিণ—শাস্ত্রীয়।
শাস্ত্রকার—যিনি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, শাস্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা। উপতৎ ; শাস্ত্র—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।
শাস্ত্রচর্চ্চা(র্চা)—শাস্ত্রের আলোচনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
শাস্ত্রজাল—১। জটিল শাস্ত্র। শাস্ত্র জালবৎ, উপমিত কর্ম্মধা, অথবা, শাস্ত্ররূপ জাল, রূপক কর্ম্মধা। ২। শাস্ত্রসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রদর্শী (-দর্শিন্), **শাস্ত্রবিৎ** (-বিদ্)—যে শাস্ত্র জানে এমন, শাস্ত্রে পারদর্শী ; গণক। উপতৎ ; শাস্ত্র—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা ; শাস্ত্র—দৃশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা ; শাস্ত্র—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। (১ম ও ২য় পক্ষে) স্ত্রী,—জ্ঞা, —দর্শিনী।
শাস্ত্রজ্ঞান—শাস্ত্রের বোধ ; শাস্ত্রবিষয়ে জানাশুনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
শাস্ত্রতত্ত্ব—শাস্ত্রের রহস্য, শাস্ত্রের তথ্য। শাস্ত্রের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, শাস্ত্রবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
শাস্ত্রদর্শী (-দর্শিন্)—'শাস্ত্রজ্ঞ' দ্রঃ।
শাস্ত্রবল—শাস্ত্রজ্ঞানের ক্ষমতা ; শাস্ত্রের প্রভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্রের নিয়ম, শাস্ত্রের বিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
শাস্ত্রবিশারদ—শাস্ত্রজ্ঞানী, শাস্ত্রে পারদর্শী। ৭মীতৎ। বিণ।
শাস্ত্রবিহিত—শাস্ত্রে যেরূপ নিয়ম আছে সেইরূপ, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।
শাস্ত্রব্যাখ্যা—শাস্ত্রের অর্থ করণ, শাস্ত্রার্থকথন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
শাস্ত্রমর্ম্ম (-মর্ম্মন্), **-মর্ম্ম**—শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
শাস্ত্রসঙ্গ(ংগ)ত—শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রের ব্যবস্থা বা মত অনুযায়ী। ৩য়াতৎ। বিণ।
শাস্ত্রসম্মত—শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট, শাস্ত্রকথিত। ৩য়াতৎ। বিণ।
শাস্ত্রহীন—শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ; শাস্ত্রশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।
শাস্ত্রানুমোদিত—শাস্ত্রবিহিত, শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্রদ্বারা অনুমোদিত, ৩য়াতৎ। বিণ।
শাস্ত্রানুশীলন—শাস্ত্রচর্চ্চা। শাস্ত্রের অনুশীলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
শাস্ত্রালাপ—শাস্ত্রের বিষয়ে কথাবার্ত্তা, শাস্ত্রালোচনা। শাস্ত্রের আলাপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
শাস্ত্রী (শাস্ত্রিন্)—১। পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ ; পণ্ডিত, শাস্ত্রদর্শী। বি ; পুং। ২। শাস্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্র+ইন্ জ্ঞানার্থে। বিণ। স্ত্রী—শাস্ত্রিণী।
শাস্ত্রী—শাসনকর্ত্রী। শাস্তৃ (শাস্তা)+ঈপ্। [বি বা বিণ ; স্ত্রী।
শাস্ত্রীয়—শাস্ত্রসম্বন্ধীয় ; শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রসিদ্ধ। শাস্ত্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে, বিহিতার্থে। বিণ। বি—শাস্ত্র।
শাস্য—প্রশংসনীয় ; স্তবনীয় ; স্তুতিযোগ্য। শন্স্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।
শাহ্—মুসলমান রাজা। ফার্সী। বি।
শাহ্জাদা—মুসলমান রাজপুত্র। ফার্সী। বি ; পুং। স্ত্রী,—দী।
শাহাদৎ—সাক্ষ্য। আর্বী। বি।
শাহান্শাহ—রাজাধিরাজ, সম্রাট্। ফার্সী। [বি।
শিউরান—শিহরিয়া উঠা, ভয়ে বিস্ময়ে কণ্টকিত হওয়া। বাং ক্রি।
শিউলি, শিউলী—শেফালিকা পুষ্প। 'শেফালী'-শব্দজ। বি।
শিং, শিঙ—শৃঙ্গ, বিষাণ। 'শৃঙ্গ'-শব্দজ। [বি।
শিংশপা—শিশুগাছ। শীঘ্র বা শীর্ষ—পা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্ (নিপাতনে)। বি ; স্ত্রী।
শিক—লোহার শলা ; গরাদে ; একপ্রকার গাদা বন্দুক। ফার্সী 'সীখ'-শব্দজ। বি।
শিককাবাব—শিকে বেঁধা পোড়া মাংস। ফার্সী। বি।
শিকড়—১। গাছের মূল। বাংপ্র। **শিকড় গাড়া**—মাটির নীচে শিকড় ঢুকিয়া যাওয়া ; দৃঢ়মূল হওয়া, স্থায়ী হওয়া। ২। জিঞ্জির, নিগড়। 'শৃঙ্খল'-শব্দজ। বি।
শিকদার—শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারিবিশেষ ; উপাধিবিশেষ। ফার্সী। বি।
শিকনি—নাকের কফ বা মল। 'শিঙ্ঘান'-শব্দজ। বি।
শিকস্ত—নাশ, ক্ষতি। ফার্সী। বি।
শিকরা, শিকরেল—বাজপাখী। শিকার+আ, এল। বি।
শিকল, শিকলি—শৃঙ্খল। 'শৃঙ্খল'-শব্দজ। [বি।
শিকস্ত—জড়ানো অথচ পাকা হস্তলিপি। ফার্সী। বি।
শিকা, শিকে—জিনিসপত্র রাখিবার জন্য পাট বা দড়ি দিয়া প্রস্তুত একপ্রকার ঝুলান পাত্র। 'শিক্য'-শব্দজ। বি। **শিকায় তোলা**—দূর ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা।
শিকায়ৎ—নালিশ, দোষারোপ। আর্বী। বি।
শিকার—বনের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া পশুপাখী হত্যা, মৃগয়া ; বধ করিবার মত প্রাণী ; মৃগয়াদি দ্বারা লব্ধ জীব ; অত্যন্ত লোভের বস্তু। ফার্সী। বি।
শিকারী—শিকার করিতে সমর্থ ; যে শিকার করে সে। শিকার+ঈ করে অর্থে। বিণ বা বি।
শিকে—'শিকা' দ্রঃ।
শিক্থ, শিক্থক—১। মোম। বি ; ক্লীব। ২। একগ্রাস ভাত। সিচ্+থক্ কর্ম্মবা (নিপা) ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।
শিক্নি—নাকের শ্লেষ্মা। 'সিঙ্ঘান'-শব্দজ। বি।
শিক্য, শিক্যা—শিকা, দড়ির শিকা। শক্+ক্যপ্ কর্ত্তৃবা ; পক্ষে আপ্ (নিপাতনে শক্-স্থানে শিক্)। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।
শিক্ষক—শিক্ষাদাতা, অধ্যাপক, মাষ্টার, গুরু ; শাসনকর্ত্তা। শিক্ষ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা, অথবা, শিক্ষা+কন্ (বুন্) জ্ঞাতার্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—শিক্ষিকা।
শিক্ষকতা—শিক্ষকের কার্য্য। শিক্ষক+তা কর্ম্মার্থে। বি ; স্ত্রী।
শিক্ষণ—১। শিক্ষা, অধ্যয়ন, অভ্যাস। শিক্ষ্+অনট্ ভাববা। ২। দমন ; শিক্ষাদান, অধ্যাপন। শিক্ষ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—শিক্ষণীয়, শিক্ষিত।
শিক্ষণীয়—শিক্ষা করিবার মত ; উপদেষ্টব্য ; শিক্ষা দানের যোগ্য ; যাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত এমন। শিক্ষ্ বা শিক্ষ+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।
শিক্ষয়িতা (-য়িতৃ)—যিনি শিক্ষা দেন এরূপ, শিক্ষক, অধ্যাপক। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।
শিক্ষয়িত্রী—শিক্ষাদাত্রী। শিক্ষয়িতৃ+ঈপ্। [বি ; স্ত্রী।
শিক্ষা—১। পড়াশুনা, অধ্যয়ন ; অভ্যাস বিনয় ; উপদেশ ; দমন। শিক্ষ্ বা শিক্ষি+

অচ্ ভাববা+আপ্। ২। উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গ-গ্রন্থবিশেষ। শিক্ষ্+অ করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—শিক্ষণীয়, শিক্ষিত।

শিক্ষা-অধিকার—দেশের শিক্ষা পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ (Education Directorate). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিক্ষাকেন্দ্র—নানা স্থান হইতে আগত ব্যক্তির শিক্ষালাভের স্থান, বিশ্ববিদ্যালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

শিক্ষাগুরু—বিদ্যাদাতা, শিক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ।

শিক্ষাদাতা (-দাতৃ)—শিক্ষক, উপদেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী।

শিক্ষাদীক্ষা—লেখাপড়ার জ্ঞান ও সৎবিষয়ে উপদেশ; অভ্যাস এবং সংস্কার। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

শিক্ষানবীশ—কোন বিষয়ে যে প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করে, প্রথম শিক্ষার্থী (apprentice). ৭মীতৎ। বি বা বিণ। ভাববাচক বি—শিক্ষানবীশি। [৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

শিক্ষানৈপুণ্য—শিক্ষাবিষয়ে পটুতা।

শিক্ষাপ্রণালী—শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিখিবার কৌশল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শিক্ষাপ্রদ—জ্ঞানজনক, উপদেশাত্মক। উপতৎ; শিক্ষা—প্র—দা+ক কর্তৃবা। বিণ।

শিক্ষাবিভাগ—সরকারের যে দপ্তর দেশে শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যাদি করে (Education department). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিক্ষাবিস্তার—শিক্ষার প্রসার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিক্ষাব্রতী (-ব্রতিন্)—শিক্ষক, শিক্ষাদান যিনি জীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ। শিক্ষাই ব্রত, কর্মধা; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ব্রতিনী।

শিক্ষার্থী (শিক্ষার্থিন্)—শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছুক, বিদ্যালাভেচ্ছু। উপতৎ; শিক্ষা—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—র্থিনী।

শিক্ষাসচিব—শিক্ষাবিষয়ে সরকারের মন্ত্রী (Education Minister). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিক্ষাসমিতি—শিক্ষার ব্যবস্থাকারিণী সভা। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শিক্ষিকা—শিক্ষয়িত্রী (mistress). শিক্ষক+আপ্। বি; স্ত্রী।

শিক্ষিত—লেখাপড়া-জানা, শিক্ষাপ্রাপ্ত; কৃতবিদ্য; উপদিষ্ট; দক্ষ; বিনীত; বশ্য। শিক্ষ্+ক্ত কর্মবা, অথবা, শিক্ষা+ইতচ্ প্রাপ্ত্যর্থে। বিণ। বি—শিক্ষা।

শিখ—গুরু নানকের ধর্মমতাবলম্বী পঞ্জাব-প্রদেশের সম্প্রদায়বিশেষ। 'শিষ্য'-শব্দজ। বি।

শিখণ্ড, শিখণ্ডক—চূড়া, শিখা; ময়ূর-পুচ্ছ; কাকপক্ষ, জুল্পী। শিখা—অম্+ড কর্তৃবা; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

শিখণ্ডিক—কুঁকড়া, কুক্কুট। শিখণ্ড+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি; পুং।

শিখণ্ডী (-ণ্ডিন্)—১। ময়ূর; বিষ্ণু; কুক্কুট; বাণ। বি; পুং। ২। শিখণ্ডযুক্ত। শিখণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শিখণ্ডিনী।

শিখর—পাহাড়ের চূড়া, পর্ব্বতের শৃঙ্গ; অগ্রভাগ; গাছের আগা, বৃক্ষাগ্র; রোমাঞ্চ; পুলক; কক্ষ; শুষ্কতৃণ; ডালিমের বীজের মত রঙ্ বিশিষ্ট একপ্রকার রত্ন। শিখা+র আছে অর্থে। বি; পুং বা ক্লীব।

শিখরদশনা—পাকা ডালিমের বীজের মত দন্তযুক্তা। শিখরতুল্য দশন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শিখরবাসিনী—দুর্গা, পার্ব্বতী। উপতৎ; শিখর—বস্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিখরিণী—উত্তমা স্ত্রী; দুগ্ধের সর ও চিনিতে মিশ্রিত মিষ্টান্নবিশেষ; মল্লিকা; রোমাবলী; প্রতি চরণে সতের অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দঃ। শিখরিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিখরী (শিখরিন্)—১। গাছ, বৃক্ষ; পর্ব্বত ("কোথায় তোমার অস্ত-শিখরী?"—রবীন্দ্রনাথ); কর্কটশৃঙ্গী; কুন্দুরুক; যাবনাল; টিট্টিভপক্ষী; পর্ব্বতদুর্গ। বি; পুং। ২। অগ্রভাগবিশিষ্ট। শিখর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।

শিখা—টিকি, মস্তকস্থ কেশগুচ্ছ; অগ্রভাগ, চূড়া; কিরীট; শিখিমৌলি; জ্বালা, আগুনের শীষ; কামজ্বর; শাখা; প্রধান; পাদাগ্র; লাঙ্গলিয়া গাছ। শী+খক্ কর্তৃবা+আপ্ (শী-স্থানে শি)। বি; স্ত্রী।

শিখান—১। শিক্ষা দেওয়া। বাং ক্রি। ২। যাহা বা যাহাকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। শিক্ষা+ন কর্মবা। বিণ।

শিখাবান্ (-বৎ)—১। কেতুগ্রহ; অগ্নি; চিত্রকবৃক্ষ। বি; পুং। ২। শিখাবিশিষ্ট। শিখা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

শিখিধ্বজ—ধূঁয়া, ধূম; কার্ত্তিকেয়। শিখী (অগ্নি, ময়ূর) ধ্বজ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শিখিবাহন—কার্ত্তিকেয়। শিখী বাহন

শিখী (শিখিন্)—১। ময়ূর; অগ্নি; গিরি; পর্ব্বত; শর; বাণ; ষাঁড়, বলীবর্দ্দ; কেতুগ্রহ; কুক্কুট; ঘোটক; ব্রাহ্মণ; বৃক্ষ; চিত্রকবৃক্ষ; অজলোমা; মেথিকা; সিতাবর। বি; পুং। ২। শিখাযুক্ত। শিখা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শিখিনী।

শিঙ—'শিং' দ্রঃ।

শিঙা, শিঙ্গা—ভেঁপু; বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত শৃঙ্গ। **শিঙা ফুঁকা**—(পরিহাসার্থে) মরা।

শিঙার, শিঙ্গার—রাত্রিবেশ; বেশভূষা; রমণ। 'শৃঙ্গার'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

শিঙারা, শিঙ্গাড়া—১। পানিফল; পানিফলের আকৃতিবিশিষ্ট ময়দায় ভাজা খাদ্যবিশেষ। 'শৃঙ্গাট'-শব্দজ। ২। শেফালিকা, শিউলী। প্রাদে। বি।

শিঙি, শিঙ্গি, শিঙ্গী—১। মাগুর মাছের ন্যায় একপ্রকার মাছ। 'শৃঙ্গী'-শব্দজ। ২। সিংহ। প্রাদে। বি।

শিঙ্গা—'শিঙা' দ্রঃ।

শিঙ্গার—'শিঙার' দ্রঃ।

শিঙ্গারা—'শিঙারা' দ্রঃ।

শিঙ্গি, শিঙ্গী—'শিঙি' দ্রঃ।

শিঙ্ঘিত—যাহা ঘ্রাণ করা হইয়াছে এমন, ঘ্রাত। শিন্ঘ্+ক্ত কর্মবা। বিণ।

শিঞ্জা—১। গহনার শব্দ; ভূষণধ্বনি, শিঞ্জিত। শিন্জ্+অ ভাববা+আপ্। ২। ধনুকের ছিলা। শিন্জ্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

শিঞ্জিত—১। অলঙ্কারের (সাধারণতঃ নূপুরের) আওয়াজ, ভূষণধ্বনি ('নূপুর—'); অব্যক্ত ধ্বনি। শিন্জ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। মুখর, শব্দকারী। শিঞ্জা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা, ধনুর্গুণ; নূপুর; আঙটা। শিন্জ্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিঞ্জী (শিঞ্জিন্)—ভূষণধ্বনিবিশিষ্ট; অব্যক্তধ্বনিকারক। শিঞ্জা+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, শিন্জ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—শিঞ্জিনী।

শিটা, শিটে—গাদ, মলা, কাইট। 'শিষ্ট'-শব্দজ। বি।

শিটি—বাঁশীর শব্দ; শিস্। বাং প্র। বি।

শিত—কৃশ, ক্ষীণ; দুর্ব্বল; ক্ষয়প্রাপ্ত; তীক্ষ্ণ, শাণিত; ধারাল। শি কিংবা শো+ক্ত কর্মবা। বিণ।

শিতান, -থান—শিয়র, শায়িত ব্যক্তির মাথার দিক্; মাথার বালিশ, উপাধান ("নাগরের বাহু শিথান করিয়া বিথান করিয়া গা"—চণ্ডীদাস)। 'শিরঃস্থান'-শব্দজ। বি।

শিতি—১। সাদা রং, শুক্লবর্ণ; কালো রং, কৃষ্ণবর্ণ; ভূর্জপত্রবৃক্ষ। বি; পুং। ২। সাদা বা কালো রঙের, শুক্লকৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্ট। শি+ক্তিচ্ কর্তৃবা। বিণ।

শিতিকণ্ঠ—শিব, মহাদেব; নীলকণ্ঠ, ময়ূর; দাত্যূহপক্ষী। শিতি (কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ) কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শিতিপক্ষ—হাঁস, হংস। শিতি পক্ষ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শিথিল—১। ঢিলা; আলগা, শ্লথ; অলস; জড়; ক্লান্ত; অবসন্ন; ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত;

দুর্ব্বল। শ্লথ্ (মোচন করা)+কিলচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। ২। যাহা ঝাড়িয়া ফেলা হইয়াছে এমন; পরিত্যক্ত। শ্লথ্+কিলচ্ কর্ম্মবা (নিপা)। বিণ। বি—শিথিলতা, শৈথিল্য।

শিথিলগাত্র—যাহার দেহ এলাইয়া পড়িয়াছে এমন, অবসন্ন-দেহ-বিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

শিথিলচেষ্ট, -প্রযত্ন—যাহার উদ্যম হ্রাস পাইয়াছে এমন। শিথিল হইয়াছে চেষ্টা, প্রযত্ন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শিথিলতা—ঢিলামো, শ্লথভাব; দুর্ব্বলতা; শৈথিল্য। শিথিল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—শিথিল।

শিথিলপ্রযত্ন—'শিথিলচেষ্ট' দ্রঃ।

শিথিলবসন—যাহার পরিবার কাপড় ঢিলা হইয়াছে এমন। শিথিল হইয়াছে বসন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শিপ্রা—মহাকালনগরীর নদীবিশেষ [এই নদী উজ্জয়িনী দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে]। শি+রক্ কর্ত্তৃবা+আপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

শিব—১। মহাদেব, মহেশ্বর; মুক্তি, মোক্ষ; পারদ; বেদ; বিষ্কুম্ভাদি যোগের অন্তর্গত যোগবিশেষ; পশুবন্ধন কাষ্ঠ বা স্তম্ভ; শিবলিঙ্গ। বি; পুং। ২। মঙ্গল, সুখ; শুভ; জল; সৈন্ধব, সমুদ্রলবণ; অদ্বৈতব্রহ্ম; শ্বেতটঙ্কণ। শী+বন্ করণবা। বি; ক্লীব। ৩। শুভদ; রম্য, রমণীয়; সুখদ। শিব+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

শিবকীর্ত্ত(র্ত)ন—১। শিবের স্তুতি। শিবের কীর্ত্তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। শৈব, শিবের উপাসক। শিবের কীর্ত্তন যাহা দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

শিবচতুর্দ্দ(র্দ)শী—ফাল্গুন-মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। শিবপ্রিয়া চতুর্দ্দশী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শিবজ্ঞান—যাহা দ্বারা শুভ বা অশুভ সময় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে এরূপ শাস্ত্র। শিবজনক জ্ঞান যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

শিবত্ব—শিবের সাযুজ্য, শিবের অবস্থা। শিব+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

শিবদাতা (-দাতৃ)—কল্যাণদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী.—দাত্রী।

শিবদূতিকা, -দূতী—দেবীবিশেষ, দুর্গা; যোগিনীবিশেষ। শিবের দূতিকা, দূতী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শিবনেত্র—১। যাহার চক্ষুর তারকা ঊর্দ্ধদিকে গিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে (ইহা মৃত্যুর লক্ষণ); ঊর্দ্ধচক্ষু। শিবের নেত্রের ন্যায় নেত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ঊর্দ্ধনেত্র; স্থির চক্ষু। ৬ষ্ঠীতৎ সদৃশার্থে। বি; ক্লীব।

শিবপুরী—কাশী, বারাণসী। শিবের পুরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শিবপ্রিয়া—দুর্গা। শিবের প্রিয়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শিববাহন—ষাঁড়, বৃষ। শিবের বাহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শিবরাত্রি—শিবচতুর্দ্দশী, ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীরাত্রি। শিবপ্রিয়া রাত্রি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শিবলিঙ্গ—শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি, মহাদেবের প্রতীক স্বরূপ মাটি বা পাথর দিয়া প্রস্তুত মূর্ত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শিবা—১। দুর্গা, ভবানী; শৃগালী; হরীতকী; আমলকী; নদীবিশেষ; হরিদ্রা; দূর্ব্বা; মুক্তি, মোক্ষ; শমীবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। শুভদায়িকা। শিব+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শিবানী—শিবপত্নী, দুর্গা, কালী; পুষ্পবিশেষ; জয়ন্তীবৃক্ষ। শিব—অণ্+ণিচ্+অণ্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিবালয়—শিবের মন্দির; শ্মশান, গোরস্থান। শিবের আলয় (বাসস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শিবি—মহাভারতে বর্ণিত শরণাগতরক্ষক প্রসিদ্ধ রাজা; হিংস্রজন্তু; ভূর্জ্জবৃক্ষ, দেশবিশেষ। শি+বি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

শিবিকা—পাল্কী, ডুলি, মহাপায়া। শিব+ণিচ্ (=শিবি, নামধাতু)+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

শিবির—সেনানিবাস, ছাউনি; পটাবাস; শস্ত্রবিশেষ। শো+কিরচ্ অধিবা (ব-আগম)। বি; ক্লীব।

শিবিরসন্নিবেশ—ছাউনি ফেলা, তাবু ফেলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিম—একপ্রকার তরকারি। 'শিম্ব'-শব্দজ। বি।

শিমুল—বৃক্ষবিশেষ। 'শিম্বলী'-শব্দজ। বি।

শিম্ব, শিম্বা—শিমগাছ; শিম। শম্+উম্বচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে); পক্ষে আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

শিম্বি, শিম্বিকা, শিম্বী—শিমগাছ। শম্+বি কর্ত্তৃবা; শিম্বি+কন্ স্বার্থে+আপ্; শিম্বি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিয়র—শয়নকারীর মস্তক-অবস্থানের স্থান। 'শিখর'-শব্দজ। বি।

শিয়া—মুসলমানদিগের একটি সম্প্রদায় [চতুর্থ খলিফা আলীর অনুবর্ত্তিগণ এই নামে পরিচিত]। আর্বী। বি।

শিয়ান, শিয়ানা, শেয়ান, শেয়ানা—শক্তিমান্; চতুর; ধূর্ত্ত; বয়ঃপ্রাপ্ত। বাং প্র। বিণ।

শিয়াল, শেয়াল—শৃগাল, শিবা। 'শৃগাল'-শব্দজ। বি।

শিয়ালকাঁটা—একরকমের কাঁটাগাছ। 'শৃগাল-কোলী'-শব্দজ। বি।

শির—১। মাথা, মস্তক। শৃ+ক কর্ম্মবা। বি; পুং। **শিরে সংক্রান্তি**—আসন্ন বা আগত বিপদ বা ঝঞ্চাট। ২। পাতার ভিতরের রেখা; রগ; নাড়ী। 'শিরা'-শব্দজ। ৩। চিনির রস। প্রাদে। বি।

শিরঃ (শিরস্), শির—১। মাথা, মস্তক; অগ্রভাগ; বৃক্ষাগ্র; সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী দল; প্রধান অধ্যক্ষ। বি; ক্লীব। ২। অজগর; শয্যা; পিপ্পলমূল। শ্রি+অসুন্ কর্ম্মবা (নিপাতনে); পক্ষে শৃ+ক কর্ম্মবা। বি; ক্লীব, পুং।

শিরঃপীড়া—মাথা ধরা বা মাথার ব্যথাজনক রোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শিরঃশূল—মাথার তীব্র বেদনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শিরকস্তা—যে নিজেই নিজের জোতজমি চাষ করে এমন। ফার্সী 'সর্-কশ্ৎ'-শব্দজ। বিণ।

শিরজ—মাথার চুল। উপতৎ; শির্—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

শিরনি, শিন্নি, শিরিনি—পীরের দরগায় প্রদত্ত ভোগ; সত্যনারায়ণ-দেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ময়দা দুগ্ধ কলা চিনি প্রভৃতির মিশ্রণে প্রস্তুত ভোগ। ফার্সী 'শিরীনী'-শব্দজ। বি।

শিরদাঁড়া—মেরুদণ্ড। বাং প্র। বি।

শিরনাম, শিরনামা, শিরোনাম—পত্রের উপরি লিখিত নাম। ফার্সী 'সরনামহ্'-শব্দজ। বি।

শিরপা—১। অশ্বের অগ্রপদ উত্তোলন। 'শিরঃপদ'-শব্দজ। ২। :পারিতোষিক, বক্‌শিশ্। ফার্সী 'সর-ও-পা'-শব্দজ। বি।

শিরপেঁচ—একপ্রকার পাগড়ি। ফার্সী 'সরপেচ'-শব্দজ। বি।

শিরমালিনী—মুণ্ডমালাধারিণী। শিরমালা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

শিরসিজ—মাথার চুল, কেশ। অলুক্ উপতৎ; শিরসি (মস্তকে)—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ—পাগ্ড়ি, উষ্ণীষ; টুপি। শিরস্—ত্রৈ+ক কর্ত্তৃবা; শিরের (শিরস্-শব্দ) ত্রাণ যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

শিরা—১। শরীরমধ্যস্থ রক্ত-চলাচলের পথ, শির, নাড়ী, যে সকল নাড়ী দ্বারা সঞ্চালিত রক্ত পুনর্ব্বার হৃদয়ে আনীত হয় তাহা। শৃ+ক কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। চিনির রস। প্রাদে। বি।

শিরামূল—নাভি (কাহারও মতে হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিরাল—১। শিরাযুক্ত। বিণ। ২। কামরাঙ্গা। শিরা+লচ্ আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

শিরালা—১। লাঙ্গল-পদ্ধতি, লাঙ্গল দিয়া চষার দাগ; শিরা। বাং প্র। বি। ২। শিরাযুক্তা। শিরাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শিরিশ-কাগজ—কাঠ বা লোহা মসৃণ করিবার জন্য ব্যবহৃত আঠা দিয়া কাচের গুঁড়া লাগান একপ্রকার কাগজ। শিরিশ যুক্ত কাগজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শিরিষ, শিরিস—পশুর চামড়া ও শিঙ্ প্রভৃতি গলাইয়া প্রস্তুত একপ্রকার আঠার মত জিনিস। ফার্সী 'সরেশ'-শব্দজ। বি।

শিরীষ—১। বৃক্ষবিশেষ। বি ; পুং। ২। শিরীষ ফুল। শৄ+ঈষন্ কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

শিরোগৃহ—চিলেঘর, অট্টালিকার সর্ব্বোপরিস্থ গৃহ, চন্দ্রশালা। শিরঃস্থিত গৃহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শিরোদেশ, শিরোভাগ—অগ্রভাগ ; মস্তক ; মাথার পাশ। শিরঃই ('শিরস্'-শব্দ) দেশ, ভাগ, কর্ম্মধা অথবা শিরঃ সন্নিহিত দেশ, ভাগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

শিরোধার্য্য(র্য)—মস্তকে ধারণীয় ; অতিশয় মান্য। শিরঃ অর্থাৎ মস্তকে ধার্য্য, ৩য়াতৎ। বিণ। **আদেশ শিরোধার্য্য করা**—আদেশ মানিয়া লওয়া, অর্থাৎ পালন করিতে স্বীকৃত হওয়া

শিরোনাম—'শিরনাম' দ্রঃ।

শিরোপা—১। উষ্ণীষ, পাগড়ি। শিরস্ (মস্তক)—পা+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। পুরস্কার। ফার্সী 'সর-ও-পা'-শব্দজ। বি।

শিরোবেষ্ট, -বেষ্টন—পাগড়ি, উষ্ণীষ। শিরের বেষ্ট, বেষ্টন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লীব।

শিরোভাগ—'শিরোদেশ' দ্রঃ।

শিরোমণি, -রত্ন—মস্তকস্থ রত্নভূষণ, মুকুটের রত্ন ; পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ ; (বাক্যের শেষে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ বা প্রধান (যথা, ধূর্ত্তশিরোমণি)। শিরের অর্থাৎ মস্তকের বা শিরে অর্থাৎ মস্তকে (যে) মণি, রত্ন, ৬ষ্ঠী বা ৭মীতৎ। বি ; পুং।

শিরোমালী (-মালিন্)—যাহার মাথায় মালা জড়ান আছে এমন, মস্তকে মাল্যযুক্ত ; মুণ্ডমালা-পরিহিত। শিরঃ পরিহিতা মালা, অথবা, শিরোনির্ম্মিতা মালা, মধ্যপ কর্ম্মধা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —মালিনী। [বি ; পুং।

শিরোমুকুট—মাথার মুকুট। ৬ষ্ঠীতৎ।

শিরোরুহ—মাথার চুল, মস্তকের কেশ। উপতৎ ; শিরস্—রুহ্+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

শিল—১। বরফ, তুষার ; মশলা পিষিবার পাথর ; শান পাথর। 'শিলা'-শব্দজ। বি। ২। ক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লইয়া যাইবার পর অবশিষ্ট পতিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া, উঞ্ছবৃত্তি, [এক একটি করিয়া ধান্যাদি লওয়াকে 'উঞ্ছ' এবং ধান্যাদির শীষ খুঁটিয়া লওয়াকে 'শিল' কহে]। শিল্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি ; ক্লীব।

শিলা—পাষাণ, পাথর, প্রস্তর ; মনঃশিলা ; দরজার চৌকাঠের নীচের কাঠ, গোবরাট ; খুঁটি বা থামের মাথা, স্তম্ভশীর্ষ ; দুই থামের উপরি স্থাপিত দীর্ঘ কাষ্ঠ, থামের পাড় ; কর্পূর। শিল+ক কর্ম্মবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শিলাজ, -জতু—পর্ব্বতজাত উপধাতুবিশেষ ; শৈলেয়-নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। শিলা—জন্+ড কর্ত্তৃবা ; শিলা (পাষাণ)-নিঃসৃত জতু (লাক্ষা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শিলাটক—অট্টালিকা ; অট্টালিকার উপরিস্থ ক্ষুদ্র গৃহ, চিলের ছাত। শিলা—অট্+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

শিলাতল—পাথরের উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শিলাধাতু—খড়ী, সিতোপল ; পীতবর্ণ গিরিমাটী। শিলাজাত ধাতু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

শিলাপট্ট—পিষিবার শিলা, শিল। শিলানির্ম্মিত পট্ট, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

শিলাপুত্র(ত্র)—নোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শিলাবৃষ্টি—বৃষ্টির সহিত শিল পড়া, করকাবর্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শিলাময়—পাথরে গড়া, প্রস্তরনির্ম্মিত। শিলা+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

শিলারস—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। শিলার রস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শিলালিপি—পাথরে খোদাই করা কথা, প্রস্তরে ক্ষোদিত বাক্য। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শিলাস্থি—যে অস্থিখণ্ডের উপরিভাগে মস্তিষ্ক অবস্থিত তাহা (atlas). শিলাসদৃশ অস্থি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শিলীন্ধ্র—১। কলাগাছ ; একজাতীয় মাছ। বি ; পুং। ২। কলা-ফুল, মোচা ; শিল, করকা ; বেঙের ছাতি, ছত্রাক। শিলী—ধৃ+ক কর্ত্তৃবা (নিপা)। বি ; ক্লীব।

শিলীন্ধ্রক—গোবরের ছাতা, গোময়চ্ছত্রিকা। শিলীন্ধ্র+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

শিলীপদ—একপ্রকার পা ফুলা রোগ, গোদরোগ। শিলীর ন্যায় পদ যদ্দারা, বহুব্রী। বি ; পুং।

শিলীমুখ—যুদ্ধ ; বাণ ; ভ্রমর। শিলীর ন্যায় মুখ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

শিলোচ্চয়—পর্ব্বতশৃঙ্গ, পর্ব্বত। শিলার উচ্চয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শিলোঞ্ছ—ক্ষেত্র হইতে শস্যাদি লইয়া গেলে পর অবশিষ্ট পতিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া, উঞ্ছবৃত্তি। শিল (শস্য মঞ্জরীর আহরণ)—উঞ্ছ্ (জীবিকার্থ ত্যক্ত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া)+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

শিল্প—১। জিনিসপত্র তৈয়ার করার কাজ, কারিকুরি ; কল্পিত বিষয়ের রূপদান ; সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। শিল্+প ভাববা। ২। বেণুবীণাদিবাদ্য, নৃত্যগীতবাদ্যাদি। শিল্+প কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব। বিণ—শিল্পী (শিল্পিন্)।

শিল্পকর্ম্ম(র্ম) (কর্ম্মন্)—শিল্পকার্য্য (তাহা দ্রঃ)।

শিল্পকার, -কারী (-কারিন্)—শিল্পী, কারিকর। উপতৎ ; শিল্প—কৃ+অণ্, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারী, —কারিণী।

শিল্পকার্য্য(র্য)—জিনিসপত্র তৈয়ার করার কাজ, ছবি আঁকা। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শিল্পকুশল—কারিকুরি বিদ্যায় নিপুণ, শিল্পকার্য্যে দক্ষ। ৭মীতৎ। বিণ।

শিল্পকৌশল—কারিকুরিতে নিপুণতা, শিল্পকার্য্যে দক্ষতা। ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

শিল্পজীবী (-জীবিন্)—কারিকর, শিল্পকার্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। উপতৎ ; শিল্প—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —জীবিনী।

শিল্পবিদ্যা—দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ-বিদ্যা, শিল্পকার্য্য। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

শিল্পযন্ত্র—কল (machine). শিল্প-সাধন যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শিল্পলিপি—প্রস্তরাদিতে ক্ষোদিত অক্ষর। শিল্পরূপ লিপি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

শিল্পশালা—শিল্পকর্ম্ম করিবার ঘর, কারখানা ঘর (workshop) ; যে গৃহে সুন্দর সুন্দর ছবি ও অন্যান্য কারিকুরি কাজের নিদর্শন রক্ষিত থাকে তাহা (museum). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শিল্পশাস্ত্র—শিল্পকার্য্য-বিষয়ক পুস্তক। মধ্যপ

শিল্পানুরক্তি, শিল্পানুরাগ—শিল্পকার্য্যে আসক্তি। শিল্পে অনুরক্তি, অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী, পুং।

শিল্পানুরাগী (-রাগিন্)—শিল্পকার্য্যের প্রতি আসক্ত। শিল্পে অনুরাগী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —রাগিণী।

শিল্পালয়—কারুকার্য্য শিখিবার বিদ্যালয়। শিল্পশিক্ষার আলয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

শিল্পিক, শিল্পী (শিল্পিন্)—শিল্পকর্ম্মকার, কারিকর ; রসস্রষ্টা। শিল্প+ইক (ঠন্), ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শিল্পিকা, শিল্পিনী।

শিল্পোন্নতি—কারিকুরির কাজে উৎকর্ষ (industrial development). শিল্পের উন্নতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শিশমহল—কাঁচের ঘর, আয়নার ঘর। ফার্সী 'শীশামহল'-শব্দজ। বি।

শিশা—কাচ। ফার্সী। বি।

শিশি—কাঁচনির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ। ফার্সী-শীশা+ই। বি।

শিশির—১। হিম, তুষার। বি ; ক্লীব। ২। শীতকাল, পৌষ-মাঘ মাস। বি ; পুং বা ক্লীব। ৩। শীতল ; জড়। শশ্+কিরচ্, অধিবা (অ-স্থানে ই)। বিণ।

শিশিরসিক্ত, -স্নাত—শিশিরে ভিজা, শিশিরে ধৌত। ৩য়াতৎ। বিণ।

শিশু—১। ৮ বৎসরের কমবয়স্ক বালক; শাবক; ডিম্ব। শো+উ কর্তৃবা (দ্বিত্ব)। বি; পুং, বা বিণ। ২। একপ্রকার বৃক্ষ। 'শিংশপা'-শব্দজ। ৩। একপ্রকার জলজন্তু। 'শুশুক'-শব্দজ। বি।

শিশুক—জলচর জন্তুবিশেষ, শুশুক; বৃক্ষবিশেষ; শিশু, শাবক। শিশু+কন্ সদৃশার্থে, স্বার্থে। বি; পুং।

শিশুকাল—ছেলেবেলা, বাল্যকাল, শৈশব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিশুত্ব—ছেলেবেলা, শৈশব, বাল্যাবস্থা। শিশু+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

শিশুপাঠ্য—ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ার উপযোগী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শিশুপালক—১। শিশুপাল; কেলিকদম্ব। বি; পুং। ২। শিশুরক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পালিকা।

শিশুবাহক—১। বালকের বহনকারী। বিণ। স্ত্রী,—বাহিকা। ২। বন্যছাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিশুভাব—শিশুর মত সরল মনোভাব, শিশুত্ব; তান্ত্রিকভাববিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিশুমার—জলজন্তুবিশেষ, শুশুক; তারাচক্রবিশেষ। শিশু—মৃ+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

শিশু-সাহিত্য—ছোট ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জক গল্পাদি। শিশুপাঠ্য সাহিত্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শিশু-সাহিত্যিক—১। শিশু-সাহিত্যের রচয়িতা। শিশুসাহিত্য+ইক নিপুণ অর্থে। ২। অল্পবয়স্ক সাহিত্য-রচনাকারী। যে শিশু সেই সাহিত্যিক, কর্মধা। বি; পুং।

শিশ্ন—পুরুষ-চিহ্ন। শশ্+নক্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

শিশ্নোদরপরায়ণ—কেবল স্ত্রীসম্ভোগ এবং ভোজনে আসক্ত। শিশ্ন ও উদর, সমাহার দ্বন্দ্ব; তাহা পরায়ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শিষ, শীষ—ধান্যাদির শীর্ষ, মঞ্জরী; শিখা; অগ্নিশিখা। 'শীর্ষ'-শব্দজ। বি।

শিষ্ট—১। ধীর, শান্ত, সুবোধ, সুশীল; শিক্ষিত; বিনীত; নীতিজ্ঞ; বশতাপন্ন; আজ্ঞপ্ত; পোষ্য; প্রধান; বিখ্যাত। শাস্+ক্ত কর্মবা। ২। অবশিষ্ট। শিষ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—তা,—ত্ব।

শিষ্টতা—ধীরতা, নম্রতা, শিষ্টের ধর্ম; বিনয়; বশীভূততা; শেষ, অবশিষ্টতা। শিষ্ট+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—শিষ্ট।

শিষ্টাচার—সাধুব্যবহার, ভদ্রতা; সৌজন্যাদি লৌকিকতা। শিষ্ট আচার, কর্মধা। বি; পুং।

শিষ্টাচারসম্পন্ন—ভদ্রতাযুক্ত, ভদ্রতাবিশিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।

শিষ্টি—আজ্ঞা, আদেশ, শাসন; তাড়ন; শোধন; বিন্যাস। শাস্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

শিষ্য—১। ছাত্র, সাগ্‌রেদ, চেলা। বি; পুং। ২। শিক্ষণীয়, শিক্ষয়িতব্য; শাসনযোগ্য; উপদেষ্টব্য। শাস্+ক্যপ্ কর্মবা। বিণ। স্ত্রী—শিষ্যা।

শিস্, শীস্—ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া তদ্দ্বারা উচ্চারিত বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ। অনুকার-অব্য। বি।

শিহর—শিহরণ, রোমাঞ্চ। কবিপ্র। বি।

শিহরণ—পুলক, রোমাঞ্চ। 'হর্ষণ'-শব্দজ। বি।

শিহরা, শিহরান—রোমাঞ্চিত হওয়া, পুলকিত হওয়া; কম্পিত হওয়া। বাং ক্রি।

শিহরিত—কম্পযুক্ত; রোমাঞ্চিত; পুলকযুক্ত। বাং প্র। বিণ।

শীকর—বাতাসে বাহিত জলকণা; সূক্ষ্ম বৃষ্টি; বায়ু; সরল-বৃক্ষ। শীক্+অর কর্তৃবা। বি; পুং। [ক্রি-বিণ।

শীগ্‌গির—তাড়াতাড়ি, দ্রুত। 'শীঘ্র'-শব্দজ।

শীঘ্র—১। তাড়াতাড়ি, অবিলম্বে, দ্রুত, সত্বর। শিন্ঘ্ (আঘ্রাণ করা)+রক্ কর্মবা (নিপাতনে)। ক্রি-বিণ। ২। সত্বর, শীঘ্রতাযুক্ত, ত্বরিত। শিন্ঘ্+রক্ কর্তৃবা। বিণ। বি,—তা, —ত্ব।

শীঘ্রগ—দ্রুতগামী, ত্বরিতগতি। উপতৎ; শীঘ্র—গম্+ড কর্তৃবা। বিণ।

শীঘ্রগতি—১। দ্রুতগামী। শীঘ্র গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। দ্রুত গমন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শীঘ্রগামী (-গামিন্)—দ্রুতগমনকারী। উপতৎ; শীঘ্র—গম্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

শীঘ্রতা—দ্রুততা, সত্বরতা। শীঘ্র+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—শীঘ্র।

শীটি—শিস্ দিবার যন্ত্রবিশেষ। হিন্দী। বি।

শীত—১। ঠাণ্ডা, শীতল, শৈত্যগুণযুক্ত; অলস; জড়; ক্বথিত, সিদ্ধ। শ্যৈ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। শীতলতা, শৈত্যগুণ। শীত+অচ্ আছে অর্থে। ৩। শীতকাল, হিমঋতু; পর্পট; নিম্ব; কর্পূর। বি; ক্লীব। ৪। বেতসবৃক্ষ; বহুবারক বৃক্ষ; অশনপর্ণী। শ্যৈ+ক্ত কর্মবা। বি; পুং।

শীতক—১। অলস, কুড়ে, দীর্ঘসূত্রী, বৃথা কালক্ষেপকারী; নিশ্চেষ্ট; নির্বৃত। বিণ। স্ত্রী—শীতিকা। ২। সুখী মনুষ্য; অশনপর্ণী; বৃশ্চিক। শীত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

শীতকর, -রশ্মি, শীতাংশু—চন্দ্র, হিমকর; কর্পূর। শীত (শীতল) কর, রশ্মি, অংশু যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শীতকাতুরে—শীতে যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে এমন। বাং প্র। বিণ।

শীতকাল—শৈত্যযুক্ত ঋতু, পৌষ ও মাঘ মাস। শীত কাল, কর্মধা। বি; পুং। [বি।

শীতপিত্ত—একপ্রকার চর্মরোগ। বাং প্র।

শীতপ্রধান—যেখানে শীতকাল বেশী দিন স্থায়ী এমন; অধিক-শীতযুক্ত। শীত প্রধান যেখানে, বহুব্রী। বিণ।

শীতবস্ত্র—শীতের কাপড়, শীতনিবারক গরম কাপড়। শীতবারক বস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।

শীতরশ্মি—'শীতকর' দ্রঃ।

শীতল—১। ঠাণ্ডা, শৈত্যগুণযুক্ত। শীত+লচ্ আছে অর্থে। বিণ। বি,—তা,—ত্ব। ২। বিকালবেলায় দেবতাকে নিবেদ্য ভোগ। বাং প্র। বি।

শীতলতা—শীতভাব, শৈত্য। শীতল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—শীতল।

শীতলপাটি—একপ্রকার মসৃণ চেটাই। কর্মধা। বি।

শীতলা—১। বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বি; স্ত্রী। ২। শীতযুক্তা। শীতল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। শীতল হওয়া বা করা ("শীতলিয়া মোর ডরে সদা আসি সেবা করে"—মাইকেল); দেহ হইতে খুলিয়া ফেলা (অলঙ্কারাদি)। কবিপ্র। ক্রি।

শীতা—অতিবলা; কটুম্বিনী; দূর্বা; শিল্পিকাতৃণ। শীত+আপ্। বি; স্ত্রী।

শীতাংশু—'শীতকর' দ্রঃ।

শীতাগম—শীত পড়া, শীতকালের আবির্ভাব। শীতের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শীতাতপ—শীত ও গ্রীষ্ম; শীত ও রৌদ্র। শীত ও আতপ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

শীতাতপসহিষ্ণু—শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে সমর্থ, ঠাণ্ডা ও গরম সহনকারী। শীতাতপকে সহিষ্ণু, ২য়াতৎ। বিণ।

শীতাদ্রি—হিমালয় পর্বত। শীত অদ্রি, কর্মধা। বি; পুং।

শীতাধিক্য—শীতের বৃদ্ধি, বেশী শীত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শীতাভ, শীতাভ্র—চন্দ্র; কর্পূর। শীত (শীতল) আভা যাহার, বহুব্রী; শীত অভ্র, কর্মধা। বি; পুং।

শীতার্ত(র্ত), শীতালু—শীতকাতর, শীতপীড়িত। শীতদ্বারা ঋত, ৩য়াতৎ; শীত+আলু আছে অর্থে। বিণ।

শীতাশ্মা (-শ্মন্)—চন্দ্রকান্তমণি। শীত (শীতল) অশ্মা (অশ্মন্=প্রস্তর), কর্মধা। বি; পুং।

শীতোষ্ণ—১। ঠাণ্ডা অথচ গরম। শীতও যাহা উষ্ণও তাহা, কর্মধা। বিণ। ২। শীত-গ্রীষ্ম। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

শীৎকার, -কৃতি—বরস্ত্রীদের রতিকালীন অব্যক্ত মুখশব্দ, "ইস্" এই শব্দ; স্ বা শ্ ধ্বনি। শীৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং, স্ত্রী।

শীধু, সীধু—পক্ক-ইক্ষুরসজাত মদ্যবিশেষ; মধু। শী, সী+ধুক্ করণবা। বি; পুং বা ক্লীব।

শীধুগন্ধ—১। বকুলগাছ। শীধুর (মদ্য-বিশেষের) গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহুব্রী। ২। মদের গন্ধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শীধুপ—মদ্যপানকারী। উপতৎ; শীধু—পা+ক কর্তৃবা। বিণ।

শীরিনি, -নি, -নী—পীর ও সত্যনারায়ণের অর্চ্চনায় প্রদত্ত দুধ কলা ময়দা ও চিনি মিশান নৈবেদ্য। ফার্সী। বি।

শীর্ণ—কৃশ; শুষ্ক; পতিত; ছিন্ন। শৄ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—তা।

শীর্ণকায়, -দেহ—১। যাহার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে এমন; কৃশদেহ। শীর্ণ কায়, দেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কৃশ দেহ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

শীর্ণতা—ক্ষীণতা, কৃশতা। শীর্ণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—শীর্ণ।

শীর্ণদেহ—'শীর্ণকায়' দ্রঃ।

শীর্ষ—মস্তক, মাথা; কৃষ্ণাগুরু। শৄ+ক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

শীর্ষক—১। মস্তক; টোপর; পাগড়ী; শিরোস্থি, মাথার খুলি; জয়পরাজয়ের নিদর্শনপত্র। বি; ক্লীব। ২। রাহুগ্রহ। শীর্ষে ক (সুখ) যাহা হইতে, বহুব্রী, অথবা, শীর্ষ +কন প্রতিকৃতি অর্থে। বি; পুং। ৩। (বহুব্রীহি সমাসের পর) আখ্যাযুক্ত, শিরোনামযুক্ত (অর্থসঞ্চয়-শীর্ষক প্রবন্ধ)। বিণ। স্ত্রী—শীর্ষিকা। [বি; ক্লীব।

শীর্ষস্থান—সর্ব্বোচ্চস্থান; মস্তক। ৬ষ্ঠীতৎ।

শীর্ষস্থানীয়—প্রথম; সর্ব্বপ্রধান। শীর্ষস্থান +ঈয় ভবার্থে। বিণ।

শীল—১। স্বভাব; চরিত্র; সচ্চরিত্র; কৌলীন্য। বি; ক্লীব। ২। বৃহৎ সর্প। বি; পুং। ৩। বিশিষ্ট, যুক্ত। শীল্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। [বি।

শীলতা—ভদ্রতা; সৌজন্য। 'শ্লীলতা'-শব্দজ।

শীলন—অভ্যাস; আলোচনা; প্রবর্ত্তন; অতিশায়ন; পরিদর্শন। শীল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

শীলবান্ (-বৎ)—সৎস্বভাবযুক্ত, সুশীল; সচ্চরিত্র। শীল+মতুপ্ প্রাশস্ত্য অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

শীলিত—শিক্ষিত; অভ্যস্ত, আলোচিত। শীল্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

শীষ—মঞ্জরী; পাট প্রভৃতির গোছা; অগ্নি-শিখা। 'শীর্ষ'-শব্দজ। বি।

শীস্—শিস্ (তাহা দ্রঃ)।

শুঁকা(খা), শোঁকা(খা)—গন্ধ লওয়া; শ্বাস লওয়া। বাং ক্রি।

শুঁকা(খা)ন, শোঁকা(খা)ন—গন্ধ লওয়ান, আঘ্রাণ করান। বাং ক্রি।

শুঁট্কা, -কো—শুক্না; শীর্ণ। 'শুষ্ক-বৃত্ত'-শব্দজ। বিণ।

শুঁটকী—শুকান; শুকান মাছ। 'শুষ্ক-বৃত্ত'-শব্দজ। বি বা বিণ। [বি।

শুঁটি, -টী—কলায়শুটী; ফলত্বক্। বাং প্র।

শুঁঠ—শুকনা আদা। 'শুণ্ঠী'-শব্দজ। বি।

শুঁড়—হাতীর শুঁড়; চিঙ্গড়ীমাছ ও ভ্রমর প্রভৃতির মুখলগ্ন আঁশ। 'শুণ্ড' বা 'শুঙ্গ'-শব্দজ। বি।

শুঁড়ী—মদ্যবিক্রেতা। 'শৌণ্ডিক'-শব্দজ। বি।

শুঁয়া—ধান্যাদির অগ্রভাগ; বৃক্ষপত্রাদিতে বর্ত্তমান রোম। 'শূক'-শব্দজ। বি।

শুঁয়াপোকা—শূককীট; জ্বালাকর শুঁয়া-যুক্ত কীট, বিছা। শুঁয়াযুক্ত পোকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

শুক—১। টিয়াপাখী; ব্যাসের পুত্র; রাবণের মন্ত্রী; শিরীষবৃক্ষ; শিয়ালকাঁটার গাছ। বি; পুং। ২। বস্ত্র; বস্ত্রাঞ্চল; শিরস্ত্রাণ, উষ্ণীষ, পাগড়ী। শুভ্+ক কর্তৃবা (ভ-লোপ), অথবা, শুচ্+কক্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

শুকতারা—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে এবং সূর্য্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে উদিত তারা, শুক্রগ্রহ। 'শুক্রতারা'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বিণ।

শুকন, শুকনা—শুষ্ক, নীরস, ম্লান। 'শুষ্ক'-

শুকা, -খা—১। শুষ্ক হওয়া। বাং ক্রি। ২। শুষ্ক। বিণ। ৩। অনাবৃষ্টি। 'শুষ্ক'-শব্দজ। ৪। দোক্তা। হিন্দী। বি।

শুকা(খা)ন—শুষ্ক হওয়া; শুষ্ক করা; জীর্ণ হওয়া; উপবাস করা। বাং ক্রি। **শুকাইয়া পড়া**—অর্থহীনতার অজুহাত দেখান। **শুকাইয়া মরা**—না খাইয়া কষ্ট পাওয়া

শুকী—কশ্যপপত্নী; স্ত্রীজাতীয় শুক। শুক+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

শুকুটী—অগ্নিতাপে বা রৌদ্রে শুকান ('—মাছ')। 'শুষ্ক'-শব্দজ। বি বা বিণ।

শুক্ত—১। ব্যঞ্জনবিশেষের যূষ; রহস্য-বিশেষ; মাংস; কাঞ্জিক; আমানী; দুর্ব্বাক্য, কটূক্তি। বি; ক্লীব। ২। পবিত্র, পরিষ্কৃত; বিকৃত হইয়া অম্লযুক্ত; দুর্জ্জন; নিষ্ঠুর; পর্য্যুষিত; শ্লিষ্ট। শুচ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

শুক্তা—১। শুক্ত-নামক ব্যঞ্জন। বি; স্ত্রী। ২। পবিত্রা, পরিষ্কৃতা। শুক্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শুক্‌তি—শুক্তার পরিমাণ; শুক্তা। শুক্+তি পরিমাণার্থে, ভাবে। বি।

শুক্তি—১। ঝিনুক। শুচ্+ক্তিচ্ কর্তৃবা। ২। অশ্বের বক্ষঃস্থলে লোমাবলীকৃত আবর্ত্ত-ত্রয়; অর্শোরোগ; শঙ্খ; শঙ্খনখ; কপালখণ্ড, মাথার খুলি; চারিতোলা পরিমাণ; গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। শুচ্+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী।

শুক্তিকা—ঝিনুক, শুক্তি। শুক্তি+কন্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

শুক্তিজ—১। মৌক্তিক, মুক্তাফল। বি; ক্লীব। ২। শুক্তিজাত। উপতৎ; শুক্তি—জন্ +ড কর্তৃবা। বিণ।

শুক্তিবীজ—মুক্তাফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শুক্তিমান্ (-মৎ)—পর্ব্বতবিশেষ, সপ্ত কুলাচলের অন্যতম; নদবিশেষ; সমুদ্র। শুক্তি +মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

শুক্র—১। বীর্য্য, রেতঃ; তেজঃ; চক্ষুর রোগ-বিশেষ। বি; ক্লীব। ২। দৈত্যগুরু, ভার্গব; গ্রহবিশেষ; বিষ্কুম্ভাদি যোগের অন্তর্গত যোগ-বিশেষ; অগ্নি; চিত্র; বৃক্ষ; জ্যৈষ্ঠমাস। শুচ্ +রক্ কর্তৃবা। বি; পুং।

শুক্রকর—১। মজ্জা। বি; পুং। ২। বীর্য্যকারক। উপতৎ; শুক্র—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

শুক্রবার, -বাসর—সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবস। শুক্রাধিষ্ঠিত বার, বাসর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

শুক্রাচার্য্য(র্য)—দৈত্যগুরু। শুক্রই আচার্য্য,

শুক্ল—১। শাদা, শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট; শুদ্ধ। বিণ। বি—শুক্লতা, শুক্লত্ব, শুক্লিমা। ২। শ্বেতবর্ণ, শাদা রঙ্; শুক্লপক্ষ। বি; পুং। ৩। নবনীত; রজত, রৌপ্য; চক্ষুর রোগ-বিশেষ; কাঞ্জিকাদি; বিষ্কুম্ভাদি যোগ-বিশেষ। শুচ্+রন্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

শুক্লতিথি, -পক্ষ—শুক্লপ্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পনেরটি তিথি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, পুং।

শুক্লা—১। সরস্বতী; চিনি, শর্করা। বি; স্ত্রী। ২। শুভ্রা। শুক্ল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শুক্লিমা (-মন্)—শাদা রঙ্, শুক্লত্ব। শুক্ল+ইমন্ ভাবে। বি; পুং। বিণ—শুক্ল।

শুক্লোপলা—চিনি, শর্করা। শুক্ল উপল, কর্ম্মধা+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

শুখন, -না—শুষ্ক। 'শুষ্ক'-শব্দজ। বি।

শুখা, শুখান—'শুকা', 'শুকান' দ্রঃ।

শুঙ্গ, শুঙ্গা—ধান্যাদির শুঁয়া। শম্+গ কর্তৃবা (নিপা)। শুঙ্গ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শুচি—১। শুদ্ধ, পবিত্র; নির্দ্দোষ; অনুপহত; নির্ম্মল; শাদা, শুভ্র; অনুকূল। বিণ। বি—শুচিতা, শৌচ। ২। অগ্নি; চিত্র-বৃক্ষ; জ্যৈষ্ঠমাস; আষাঢ়মাস; বৃহস্পতি; সূর্য্য; চন্দ্র; ব্রাহ্মণ; অন্নপ্রাশনকালীন যজ্ঞ; গ্রীষ্মকাল; শৃঙ্গাররস; সৌরাগ্নি; সাদা রঙ্, শ্বেতবর্ণ; শুদ্ধমন্ত্রী; সদাচার। বি; পুং।

৩। কশ্যপপত্নী, তাম্রার কন্যা। শুচ্‌+ইন্ কর্তৃবা। বি ; স্ত্রী।
শুচিতা—শুদ্ধতা, নির্ম্মলতা ; পবিত্রতা। শুচি +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—শুচি।
শুচিবাই, -বায়ু—শুচিতা-রক্ষার বাতিক। 'শুচি-বাতিক'-শব্দজ। বি।
শুচিশ্রবাঃ (-শ্রবস্), **-শ্রবা**—কৃষ্ণ। শুচি (পবিত্র) শ্রবঃ (কীর্ত্তি) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
শুচিস্মিত—বিশুদ্ধ-হাস্যযুক্ত। শুচি স্মিত (হাস্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
শুজনী—বিছানায় পাতিবার শুচিকর্ম্মযুক্ত মোটা চাদর। শুজ (<শয্যা)+নী। বি।
শুট্‌কি—শুক্‌টী (তাহা দ্রঃ)।
শুণ্ঠি, শুণ্ঠিকা, শুণ্ঠী—শুঁঠ, শুষ্ক আর্দ্রক। শুন্‌ঠ্‌+ইন্ করণবা ; পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্ ; ৩য় পক্ষে শুণ্ঠি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
শুণ্ড—১। হাতীর শুঁড়, করিহস্ত। শুন্‌+ড কর্তৃবা। ২। হস্তীর গণ্ডস্থল হইতে মদক্ষরণ। শুন্‌+ড ভাববা। বি ; পুং।
শুণ্ডধর—হাতী, হস্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
শুণ্ডা—১। মদ্য ; নলিনী ; কুট্টনী ; জল-হস্তিনী ; হাতীর শুঁড়। শুণ্ড+আপ্। ২। মদ্যগৃহ ; বেশ্যা। শুন্‌+ড অধিবা+আপ্। বি ; স্ত্রী।
শুণ্ডার—১। মদ্য-প্রস্তুতকারক, শুঁড়ী ; হস্তী। শুণ্ডা+র আছে অর্থে। ২। অপকৃষ্ট শুণ্ডা, জঘন্য মদ্য। শুণ্ডা+র ঘৃণিত অর্থে। বি ; পুং। [আছে অর্থে। বি ; পুং।
শুণ্ডাল—হাতী, করী, হস্তী। শুণ্ডা+লচ্
শুণ্ডিকা—আলুজিভ ; শুণ্ডা। শুণ্ডা+কন্ সাদৃশ্যার্থে, স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।
শুণ্ডী (শুণ্ডিন্)—শুঁড়ী, মদ্যপ্রস্তুতকারী ; হস্তী। শুণ্ডা+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।
শুতা—শয়ন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
শুতান—শয়ন করান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
শুদ্ধ—১। কেবল ; পবিত্র ; উজ্জ্বল ; স্বচ্ছ ; শাণিত ; নির্ম্মল ; নির্দ্দোষ ; ভ্রমশূন্য ; অমিশ্রিত ; ক্ষমতাপ্রাপ্ত ; উদ্ধৃত ; শুভ্র। শুধ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—শুদ্ধি, শোধন।
শুদ্ধচারিতা—নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ; বিশুদ্ধ-চরিত্রের ভাব। শুদ্ধচারিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, -চারী (-চারিন্)।
শুদ্ধচারী (-চারিন্)—নির্ম্মলচরিত্র, নির্দ্দোষ। শুদ্ধ—চর্‌+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -চারিণী। বি, -চারিতা।
শুদ্ধচৈতন্য—সত্যবিষয়ের প্রকৃত বোধ ; ব্রহ্মজ্ঞান। কর্ম্মধা। বি ; পুং।
শুদ্ধমতি—১। পবিত্রবুদ্ধি। শুদ্ধা মতি, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট। শুদ্ধা মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।
শুদ্ধসত্ত্ব—যাহার মনে কোন পাপ নাই এমন, পবিত্র-অন্তঃকরণবিশিষ্ট। শুদ্ধ সত্ত্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।
শুদ্ধাচার—১। পবিত্র-আচরণযুক্ত। শুদ্ধ আচার যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পবিত্র আচরণ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।
শুদ্ধাচারী (-চারিন্)—পবিত্র-আচারযুক্ত। শুদ্ধাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -চারিণী। বি, -চারিতা।
শুদ্ধাত্মা (-আত্মন্)—পবিত্রচেতা, যাহার অন্তরে কোনও পাপ বা মলিনতা নাই এমন। শুদ্ধ আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।
শুদ্ধান্ত—অন্তঃপুর ; অন্তঃপুরস্ত্রী ; অশৌচান্ত। শুদ্ধ অন্ত যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
শুদ্ধান্তা—রাণী, রাজপত্নী ; রাজার রক্ষিতা স্ত্রী। শুদ্ধান্ত+আপ্। বি ; স্ত্রী।
শুদ্ধাশুদ্ধ—পবিত্র অথবা অপবিত্র ; ভুল অথবা নির্ভুল। দ্বন্দ্ব। বিণ।
শুদ্ধি—১। শোধন, শুদ্ধতা ; পরিষ্কার ; স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা ; পবিত্রতা ; অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষাদান ; মার্জ্জনা। শুধ্‌+ক্তি ভাববা। বিণ—শুদ্ধ। ২। দুর্গা। শুধ্‌+ক্তি করণবা। বি ; স্ত্রী।
শুদ্ধিপত্র—যে পাতায় সমগ্র পুস্তকের ভুলগুলি শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
শুদ্ধ্যশুদ্ধি—পবিত্রতা ও অপবিত্রতা ; ভুল না থাকা এবং থাকার অবস্থা। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।
শুধবুধ—জ্ঞানবুদ্ধি ; সাধারণ জ্ঞান, চেতনা। বাং প্র। বি।
শুধরন, শুধরান—সংস্কার করা ; সংশোধন করা। বাং ক্রি।
শুধা, শোধা—পরিশোধ করা। বাং ক্রি।
শুধান—জিজ্ঞাসা করা। কবিপ্র। ক্রি।
শুধু—কেবল, শুদ্ধ। 'শুদ্ধ'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।
শুধুশুধু—মিছামিছি, অনর্থক, বৃথা। বাং প্র। ক্রি-বিণ।
শুন—১। শ্রবণ কর। বাং ক্রি। ২। কুকুর। শুন্‌+ক কর্তৃবা। বি ; পুং।
শুনা—১। শ্রবণ করা। বাং ক্রি [প্রাঃ কবিপ্র—**শুনই**—শুনিতে ; শুনিয়া। **শুনতহি**—শুনিয়া ; শুনে। **শুনলু**—শুনিলাম।] ২। যাহা শুনা হইয়াছে এমন। শুন্‌+আ কর্ম্মবা। বিণ।
শুনান—শ্রবণ করান ; তিরস্কার করা। বাং ক্রি।
শুনানি, শুনানী—বিচারালয়ে বাদী বিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ (hearing). শুন্‌+আনি, আনী ভাবে। বি।
শুনি—১। শ্রবণ করিয়া। কবিপ্র। ২। শ্রবণ করি। বাং ক্রি। [শব্দজ। বি।
শুবা, শুবে—সন্দেহ। আর্বী 'শুবহ্'-
শুভ—১। মঙ্গল ; ক্ষেম ; সুখ ; পদ্মকাঠ। বি ; ক্লীব। ২। মঙ্গলদায়ক ; সুখী ; সুন্দর, মনোহর ; কুশলী। বিণ। ৩। যোগবিশেষ। শুভ্‌+ক কর্তৃবা। বি ; পুং।
শুভকর, শুভঙ্কর—১। শুভজনক, মঙ্গলজনক, মঙ্গলকর। বিণ। স্ত্রী, -রী। ২। সুবিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রকারক ; প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রকার। শুভ—কৃ+ট কর্তৃবা, শুভম্—কৃ+ট কর্তৃবা। বি ; পুং।
শুভক্ষণ—মঙ্গলজনক মুহূর্ত্ত ; সুযোগ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।
শুভগ্রহ—মঙ্গলদায়ক বা সুসময়-সূচক গ্রহ। কর্ম্মধা। বি ; পুং।
শুভঙ্কর—'শুভকর' দ্রঃ।
শুভঙ্করী—১। পার্ব্বতী। বি ; স্ত্রী। ২। শুভঙ্কর-প্রবর্ত্তিত পাটীগণিতের অঙ্ক-সমাধানের কয়েকটি নিয়ম। শুভঙ্কর+ঈ প্রণীতার্থে। বি।
শুভদ—১। কল্যাণদায়ক, মঙ্গলজনক। বিণ। ২। অশ্বত্থবৃক্ষ। উপতৎ ; শুভ—দা+ক কর্তৃবা। বি ; পুং।
শুভদৃষ্টি—বিবাহকালে বরকন্যার দৃষ্টি-বিনিময়। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।
শুভফল—ভালো ফল, মঙ্গলজনক পরিণতি। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
শুভযোগ—(জ্যোতিষ) ক্রিয়াকর্ম্মের পক্ষে সুফলদায়ক তেরটি বিভিন্নপ্রকার সময়। কর্ম্মধা। বি ; পুং।
শুভলক্ষণ—ভালো চিহ্ন, সাফল্য লাভের পক্ষে অনুকূল চিহ্ন। কর্ম্মধা। বি ; পুং।
শুভসূচক—যাহাতে সৌভাগ্য সূচিত হয় এমন, মঙ্গলনির্দ্দেশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -সূচিকা।
শুভসূচনী—দেবীবিশেষ, সুবচনী। শুভ—সূচ্‌+অন কর্তৃবা+ঈপ্ (সংজ্ঞার্থে)। বি ; স্ত্রী।
শুভা—১। কান্তি ; শোভা ; ইচ্ছা। শুভ্‌+ক ঘঞর্থে ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। মঙ্গলজনিকা ; পার্ব্বতীর সখীবিশেষ ; দেবসভা ; বংশরোচনা ; গোরোচনা ; শমী ; শ্বেতদূর্ব্বা। শুভ্‌+ক কর্তৃবা+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
শুভাকাঙ্ক্ষা—মঙ্গলকামনা। শুভের আকাঙ্ক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
শুভাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—হিতৈষী, কল্যাণকামী। উপতৎ ; শুভ—আ—কান্‌ক্ষ্‌+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, -কাঙ্ক্ষিণী।
শুভাগমন—মঙ্গলজনক উপস্থিতি, হিতকর আগমন ; সাদর অভ্যর্থনা। শুভ আগমন, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।
শুভানুধ্যান—কল্যাণ-কামনা। শুভের অনুধ্যান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
শুভানুধ্যায়ী (-ধ্যায়িন্)—ঙ্গলকামী,

হিতাভিলাষী। উপতৎ ; শুভ—অনু—ধ্যৈ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ধ্যায়িনী।

শুভান্বিত—কল্যাণযুক্ত। শুভদ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

শুভাশীর্ব্বা(র্বা)দ—কল্যাণকর আশীর্ব্বচন। শুভ আশীর্ব্বাদ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

শুভাশুভ—ভালমন্দ ; মঙ্গল ও অমঙ্গল। শুভ ও অশুভ, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

শুভাশৌচ—জননাশৌচ, সন্তানাদির জন্ম-জনিত অশৌচ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব ;

শুভ্র—১। শাদা, শুক্লবর্ণবিশিষ্ট ; উদ্দীপ্ত। শুভ্ + রক্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —তা। ২। শাদা রঙ্, শুক্ল বর্ণ ; চন্দন। বি ; পুং। ৩ অভ্রক ; রৌপ্য ; গড়লবণ ; কাসীস। বি ; ক্লীব।

শুভ্রকান্তি—১। উজ্জ্বল শাদা রঙের, শ্বেত-দীপ্তিযুক্ত। শুভ্রা কান্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। শাদা রঙের বাহার, শ্বেতদীপ্তি ; উজ্জ্বল দীপ্তি। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

শুভ্রাংশু—চন্দ্র। শুভ্র অংশু যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

শুমার, শুমারি—গণনা ('আদম—')। ফার্সী। বি। [বি ; পুং।

শুম্ভ—দৈত্যবিশেষ। শুন্ভ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা।

শুম্ভঘাতিনী, -মর্দ্দি(র্দি)নী—দুর্গা। উপতৎ ; শুম্ভ—হন্ + ণিচ্ স্বার্থে + ণিন্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্ ; শুম্ভ—মৃদ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শুয়া—১। শুকপাখী। 'শুক'-শব্দজ। বি। ২। সোহাগী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

শুয়ার, শুয়োর—শূকর, বরাহ। 'শূকর'-শব্দজ। বি।

শুরু—আরম্ভ। ফার্সী। বি।

শুরুয়া—মাংসের একপ্রকার কাথ। ফার্সী 'শোরবা'-শব্দজ। বি।

শুর্ম্মা(র্মা)—রসাঞ্জন, চোখের অঞ্জনবিশেষ। ফার্সী। বি।

শুল্ক—মাশুল (duty, tax) ; বিবাহের পণ ; যৌতুক ; পণ, বাজী ; মূল্য। শুল্ক্ + ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

শুল্কখণ্ডন—রাজপ্রাপ্য-শুল্ক প্রদান না করা ; রাজাকে প্রাপ্য শুল্ক হইতে বঞ্চনা করা (smuggling). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শুল্কগ্রাহক, -গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—রাজকর-আদায়কারী ব্যক্তি ; বিবাহে পণ-গ্রহণকারী। শুল্কের গ্রাহক, ৬ষ্ঠীতৎ ; ২য় পক্ষে উপতৎ ; শুল্ক—গ্রহ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী, —গ্রাহিকা, —গ্রাহিণী।

শুল্কশালা, -স্থান, শুল্কালয়—পণ্যদ্রব্যের উপর যে রাজকর ধার্য্য হয় তাহা আদায় করিবার স্থান (custom-house). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লীব, পুং।

শুল্কানি—নখের পাশের চামড়া উঠিয়া যাওয়া। প্রাদে। বি।

শুল্পী—বর্শার মত বিদ্ধ করিবার এক-প্রকার অস্ত্র। 'শূল'-শব্দজ। বি।

শুল্ফা—একপ্রকার সুগন্ধি শাক ; শত-পুষ্পা। 'শতপুষ্পা'-শব্দজ। বি।

শুশুক—জলচর স্তন্যপায়ী শূকরাকৃতি জীব-বিশেষ। 'শিশুক'-শব্দজ। বি।

শুশ্রূষক—সেবক, পরিচর্য্যাকারী ; ভৃত্য। শ্রু + সন্ + ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

শুশ্রূষণ—শুশ্রূষা (সকল অর্থে)। শ্রু + সন্ + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—শুশ্রূষু।

শুশ্রূষা—পরিচর্য্যা, সেবা ; শুনিবার ইচ্ছা। শ্রু + সন্ উপাসনার্থে, ইচ্ছার্থে + অ ভাববা + আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ—শুশ্রূষু।

শুষা—শোষণ করা। বাং ক্রি।

শুষির—১। ছিদ্র, গর্ত্ত, বিবর ; বংশী প্রভৃতি বাদ্য, যে সকল যন্ত্র ফুৎকার দ্বারা বাদিত হয় তাহা ('—যন্ত্র') ; অবকাশ। বি ; ক্লীব। ২। সচ্ছিদ্র, রন্ধ্রযুক্ত। শুষ্ + কিরচ্ কর্ত্তৃবা, অথবা, শুষি + র আছে অর্থে। বিণ।

শুষ্ক—শুকনা, নীরস ; শীর্ণ ; অকারণ, হেতু-শূন্য, নিরর্থক। শুষ্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —তা, —ত্ব।

শুষ্ককণ্ঠ—১। যাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছে এমন। শুষ্ক হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —কণ্ঠা, —কণ্ঠী। ২। নীরস গলা। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

শুষ্কল—১। মাংস, আমিষ। বি ; ক্লীব। ২। আমিষভোজী। শুষ্ + কলচ্ কর্ত্তৃবা, অথবা, শুষ্ক—লা + ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

শুষ্কাঙ্গ(ঙ্গ)—১। যাহার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে এমন, শীর্ণকায়। শুষ্ক অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, —ঙ্গা, —ঙ্গী। ২। শীর্ণ দেহ। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শুষ্কাঙ্গী(ঙ্গী)—১। গোসাপ, গোধিকা। বি ; স্ত্রী। ২। শীর্ণকায়া। শুষ্কাঙ্গ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শূক—শস্যাদির সূক্ষ্মাগ্র ভাগ, শুঁয়া ; শিখা ; দয়া ; জলমলোদ্ভব সবিষ জন্তুবিশেষ। শো + উকক্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে), অথবা, শ্বি + কক্ সম্প্রবা। বিণ।

শূককীট, -কীটক—শুঁয়োপোকা (cater-pillar) ; রেশম-উৎপাদক পোকা ; (প্রাণি-বিদ্যা) কীটের জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা (larva). শূক (শুঁয়া)-যুক্ত কীট, মধ্যপ কর্ম্মধা ; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

শূকধান্য—সূক্ষ্মাগ্র শস্য ; ধান্য ; যব ; গম। শূকযুক্ত ধান্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

শূকবতী—যাহার শুঁয়া আছে এমন। শূক + মতুপ্ আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শূকর—শূয়ার, বরাহ। শূক + র আছে অর্থে ; অথবা, শূ (অব্যক্ত শব্দ)—কৃ + ট কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী, —রী।

শূদ্র—ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত চতুর্থ বর্ণ। শুচ্ + রক্ কর্ত্তৃবা (উ-স্থানে ঊ, চ-স্থানে দ)। বি ; পুং। স্ত্রী—শূদ্রা, শূদ্রাণী, শূদ্রী।

শূদ্রধর্ম্ম(র্ম)—শূদ্রের কর্ত্তব্য ; পরসেবা ; দাসত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শূদ্রপ্রিয়—১। পলাণ্ডু। বি ; পুং। ২। শূদ্রজাতির প্রীতিজনক। শূদ্রের প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। [স্ত্রী।

শূদ্রা—শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী। শূদ্র + আপ্। বি ;

শূদ্রাণী, শূদ্রী—শূদ্রের পত্নী। শূদ্র + আনীপ্, ঈপ্। বি ; স্ত্রী। (সংস্কৃত ব্যাকরণমতে 'শূদ্রাণী' অশুদ্ধ)।

শূদ্রান্ন—শূদ্রজাতির রাঁধা বা দেওয়া ভাত। (শূদ্রান্নভোজী, শূদ্রান্নসেবী)। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব

শূদ্রাবেদী (-বেদিন্)—শূদ্রজাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণকারী। উপতৎ ; শূদ্রা—বিদ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

শূদ্রী—'শূদ্রাণী' দ্রঃ।

শূন—১। যাহা ফুলিয়া উঠিয়াছে এমন ; স্ফীত। শ্বি + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। শূন্য ("শূন মন্দির মোর"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

শূনা—১। মাংসের হাট ; বধ্যভূমি, প্রাণিবধ-স্থান ; আলজিভ্। বি ; স্ত্রী। ২। স্ফীতা। শ্বি + ক্ত কর্ত্তৃবা + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শূন্য—১। আকাশ, গগন (শূন্যমার্গ, শূন্যপথ) ; বিন্দু ; '०' এই চিহ্ন ; নির্জ্জন স্থান ; অভাব। বি ; ক্লীব। ২। খালি, রিক্ত ; তুচ্ছ ; নির্জ্জন ; রহিত। শূনা (প্রাণিবধ) + যৎ হিতার্থে। বিণ।

শূন্যগর্ভ(র্ত্ত), -মধ্য—ফাঁপা ; অন্তঃসার-শূন্য। শূন্য গর্ভ, মধ্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শূন্যদৃষ্টি—১। উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি, অর্থশূন্য চাহনি ; ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাওয়া। কর্ম্মধা। ২। আকাশের দিকে চাওয়া। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শূন্যবাদী (-বাদিন্)—নাস্তিকবিশেষ ; বৌদ্ধ। উপতৎ ; শূন্য—বদ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। স্ত্রী, —বাদিনী।

শূন্যময়—একেবারে খালি ; জনহীন। শূন্য + ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

শূন্যমধ্য—'শূন্যগর্ভ' দ্রঃ।

শূন্যমনা (-মনস্), **(-মন)**—মনোযোগহীন ; অমনোযোগী। শূন্য মনঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শূন্যমনা—দুঃখিতহৃদয়, ব্যথিতচিত্তা ("শূন্য-মনা কাঙ্গালিনী মেয়ে"—রবীন্দ্রনাথ)। কবিপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

শূন্যহস্ত—১। যাহার হাত খালি এমন,

অভাবগ্রস্ত। বহুব্রী। বিণ। ২। খালি হাত; শূন্য অবস্থা। কর্ম্মধা। বি; পুং।
শূন্যা—১। নলী; ফণিমনসা। বি; স্ত্রী। ২। রিক্তা, খালি; বন্ধ্যা। শূন্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
শূপকার—শূদ্রের পাচক। উপতৎ; শূপ—
শূয়ার—বরাহ। 'শূকর'-শব্দজ। বি।
শূর—১। বীর, সাহসী; যাদববিশেষ, কৃষ্ণের পিতামহ; সূর্য্য; সিংহ; শূকর; চিত্রক; সাল; মসুর; লকুচ। বি; পুং। ২। বলবান্; বীর। শূর্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—শূরতা, শূরত্ব, শৌর্য্য।
শূরণ—খাদ্যমূল, ওল প্রভৃতি; বৃক্ষবিশেষ, শ্যোনাক বৃক্ষ। শূর্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
শূরতা, শূরত্ব—বল, শৌর্য্য, পরাক্রম, সাহস। শূর্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিন—শূর। [৭মীতৎ। বিণ।
শূরোচিত—বীরের উপযুক্ত। শূরে উচিত,
শূর্প, সূর্প—চাউল প্রভৃতি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার জন্য বাঁশের তৈরী একপ্রকার পাত্র, কুলা; দ্রোণদ্বয়পরিমাণ। শূর্প্+ঘঞ্ করণবা (নিপাতনে শ-স্থানে স)। বি; পুং।
শূর্পকর্ণ—১। হাতী, হস্তী, করী। বি; পুং। ২। শূর্পতুল্য কর্ণযুক্ত। শূর্পের ন্যায় কর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।
শূর্পণখা—রাবণের বোন। শূর্পের (কুলার) ন্যায় নখ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।
শূর্পী—ক্ষুদ্র শূর্প, ছোট কুলা; শূর্পণখা। শূর্প+ঈপ্ হ্রস্বার্থে, সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।
শূল—পেটের একপ্রকার বেদনা; ব্যথা; শূলাকৃতি অস্ত্র; ত্রিশূল; মৃত্যু; ধ্বজ। শূল্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।
শূলদণ্ড—১। শূলের কাষ্ঠখণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শূলে দেওয়ারূপ শাস্তি। ৩য়াতৎ। বি।
শূলধর—শিব, ত্রিশূলধারী। শূলের ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শূলধরা, -ধারিণী—দুর্গা। শূলধর+আপ্; উপতৎ; শূল—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। পুং—শূলধারী (-রিন্)=শিব।
শূলপাণি, -ভৃৎ—১। মহাদেব, শিব। বি; পুং। ২। দুর্গা। শূল পাণিতে যাঁহার, বহুব্রী; উপতৎ; শূল—ভৃ+কিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।
শূলাকৃত, শূল্য—লোহার শলার আগায় বিদ্ধ করিয়া আগুনে ঝলসান মাংস, শিককাবাব। শূল+ডাচ্ (=শূলা)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা; শূল+যৎ কৃতপাকার্থে। বিণ।
শূলান—দাঁত প্রভৃতি কন্ কন্ করা; শূলের মত যন্ত্রণা দেওয়া। বাং ক্রি।
শূলিনী—১। দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। শূলধারিণী; শূলরোগগ্রস্তা। শূলিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
শূলী (শূলিন্)—১। মহাদেব, শিব। বি; পুং। ২। শূলধারী; শূলরোগী। শূল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শূলিনী।
শূল্য—'শূলাকৃত' দ্রঃ।
শৃগাল—১। শিয়াল, শিবা; খিটখিটে লোক; কটুভাষী ব্যক্তি; ভীত বীর। বি; পুং। স্ত্রী,—লী। ২। নিষ্ঠুর; খল। অসৃজ্—লা+ক কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।
শৃগালিকা, শৃগালী—১। খেঁকশিয়ালী; স্ত্রী-শৃগাল। শৃগাল+ঈপ্; ১ম পক্ষে শৃগালী+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। ভয়ে পলায়ন; ভূমিকুষ্মাণ্ড, বিদারী; কোকিলাক্ষ। শৃগালের পলায়ন সদৃশ এই অর্থে শৃগাল+অচ্+ঈপ্; ১ম পক্ষে শৃগালী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা—শিকল, নিগড়; লৌহময় পাদবন্ধনী, বন্ধন; পুরুষের কটিভূষণ; পুরুষের কটিবস্ত্রবন্ধ; নিয়ম, রীতি; বন্ধনী, ব্র্যাকেট-চিহ্ন। শৃঙ্গ (প্রাধান্য, শিকলির কড়া)—খল্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে); পক্ষে+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।
শৃঙ্খলাবদ্ধ—শিকল দিয়া বাঁধা; নিগড়বদ্ধ, সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খলাযুক্ত। শৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।
শৃঙ্খলিত—শিকল দিয়া বাঁধা, শৃঙ্খলবদ্ধ, নিগড়িত; সুবিন্যস্ত, নিয়মিত। শৃঙ্খল+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।
শৃঙ্গ—শিং, বিষাণ; চূড়া, শিখর, পর্ব্বতের অগ্রভাগ; ধনুকাদির অগ্র; প্রভাব; প্রভুত্ব; প্রাধান্য, উৎকর্ষ; চিহ্ন; পিচকারী যন্ত্র; শিঙের তৈরী একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র; শিঙা; তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ; পদ্ম; কৃত্রিম ফোয়ারা; কামোদ্রেক। শৄ+গন্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।
শৃঙ্গগ্রাহিতান্যায়—কোন দুরায়ত্ত বিষয়ের একদেশ আয়ত্ত করিয়া ক্রমে তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করণের প্রসঙ্গে উপস্থাপিত ন্যায়, কৌশলে মহিষাদির এক শৃঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক পরে অন্য শৃঙ্গ ধারণ করিয়া তাহাকে বশে আনয়ন করার দৃষ্টান্ত। শৃঙ্গগ্রাহিতা-শ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
শৃঙ্গজ—১। তীর, শর, বাণ। বি; পুং। ২। অগুরু। বি; ক্লীব। ৩। শৃঙ্গজাত। উপতৎ; শৃঙ্গ—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।
শৃঙ্গধর—পাহাড়, পর্ব্বত। শৃঙ্গের ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শৃঙ্গবান্ (-বৎ)—১। পর্ব্বতবিশেষ। বি; পুং। ২। শিংওয়ালা, শৃঙ্গবিশিষ্ট। শৃঙ্গ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।
শৃঙ্গাট, শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গাটিক—১। পানিফল, জলকণ্টক। বি; ক্লীব। ২। জলকণ্টকলতা, পানিফলের গাছ; কামাখ্যাদেশস্থ পর্ব্বতবিশেষ; চতুষ্পথ; চৌরাস্তা। উপতৎ; শৃঙ্গ (প্রাধান্য)—অট্+অণ্ কর্ত্তৃবা; ২য় পক্ষে স্বার্থে কন্; ৩য় পক্ষে স্বার্থে ইক। বি; পুং।
শৃঙ্গার—আদিরস [ইহাতে রতিক্রিয়া ও স্ত্রী-পুরুষের অনুরাগ স্থায়িভাব, নায়ক-নায়িকা অবলম্বন, চন্দ্রচন্দনাদি উদ্দীপন, ভ্রূবিক্ষেপ ও কটাক্ষাদি অনুভাব; ইহা দ্বিবিধ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। উদাহরণ; যথা,—
(ক) "নিন্দুকের মুখে অনল ভেজাই
যাইব বন্ধুয়া পাশে।"
(খ) "তনু তনু পরশে হরষে মন মাতল
দুঁহু পড়্ দুঁহু পর মাঝি।"
—উদ্ধব দাস];
গজভূষণ, হস্তীর মস্তকে সিন্দুরাদিকৃত সজ্জা; নাট্য, নাট্যরস; রমণ, রতিক্রীড়া; লবঙ্গ; সিন্দুর; সুগন্ধি চূর্ণ; আর্দ্রক। উপতৎ; শৃঙ্গ (কামোদ্রেক, প্রাধান্য)—ঋ+অণ্ করণবা। বি; পুং।
শৃঙ্গারক—১। সিন্দূর। বি; ক্লীব। ২। শৃঙ্গবিশিষ্ট। শৃঙ্গ+আরক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রিকা। ৩। শৃঙ্গার। শৃঙ্গার+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।
শৃঙ্গারী (-রিন্)—১। হস্তী; মাণিক্য; উত্তম বেশ; সুপারিগাছ। বি; পুং। ২। শৃঙ্গারবিশিষ্ট। শৃঙ্গার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—রিণী।
শৃঙ্গি, শৃঙ্গী—শিঙ্গী মাছ, শিংমাছ; স্বর্ণ; লতাবিশেষ। শৃঙ্গ+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্ (প্রথম পক্ষে নিপাতনে ঈকারের হ্রস্বত্ব)। বি; স্ত্রী।
শৃঙ্গিণী—১। গাভী; মল্লিকা বৃক্ষ; জ্যোতিষ্মতী লতা। বি; স্ত্রী। ২। শৃঙ্গবিশিষ্টা। শৃঙ্গিন্+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
শৃঙ্গী (শৃঙ্গিন্)—১। হস্তী; পর্ব্বত; বৃক্ষ; মুনিবিশেষ। বি; পুং। ২। শৃঙ্গবিশিষ্ট। শৃঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শৃঙ্গিণী।
শৃঙ্গী—'শৃঙ্গি' দ্রঃ। [বি।
শেওড়া—শাখোট বৃক্ষ। 'শাখোট'-শব্দজ।
শেওলা—জলজাত পদার্থবিশেষ। 'শৈবাল'-শব্দজ। বি।
শেঁকো—একপ্রকার তীব্র বিষ (arsenic). 'শঙ্খ'-শব্দজ। বি।
শেকুল, শেয়াকুল—একপ্রকার লতানিয়া কাঁটাগাছ। 'শৃগাল-কোলি'-শব্দজ। বি।
শেখ—মুসলমানদিগের সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। আরবী। বি।
শেখর—চূড়া; কিরীট, শিরোভূষণ; কিরীটস্থ পুষ্প; শিখাস্থিত মালা; গীতান্ত ধ্রুববিশেষ। শিখ্ (গমন করা)+অরন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
শেখা—শিক্ষা করা। বাং ক্রি।
শেখান—শিক্ষা দেওয়া। বাং ক্রি।

শেজ—১। দীপাধারে কাচের আবরণীর মধ্যে অবস্থিত বাতি। বাং প্র। ২। বিছানা। 'শয্যা'-শব্দজ। বি।

শেজতুলনি, -তোলনি—ফুলশয্যার রাত্রি ভোর হইলে বরবধূর বিছানা তুলিবার জন্য স্ত্রীলোকদের প্রাপ্য উপহার-স্বরূপ অর্থ। শেজতোলা+নি দেয়ার্থে। বি।

শেজ-তুলনী—বরবধূর নিদ্রান্তে ফুলশয্যা-উত্তোলনকারিণী। উপতৎ; শেজ্—তুল্+নী কর্তৃবা (বাং)। বি; স্ত্রী।

শেঠ—বণিক্‌জাতির উপাধিবিশেষ। 'শ্রেষ্ঠী'-শব্দজ। বি।

শেফ—শিশ্ন, পুংশ্চিহ্ন। শী+ফ কর্তৃবা (শুক্র-পাতে শয়ন করে বলিয়া)। বি; পুং।

শেফালি, শেফালিকা, শেফালী—শিউলি ফুল বা গাছ; নীলসিন্ধুবার। শেফ (শয়নকারী) অলি (ভ্রমর) যাহাতে, বহুব্রী; ৩য় পক্ষে ঈপ্; ২য় পক্ষে শেফালী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

শেবল, শেবাল—শেয়ালা, শৈবাল। শী+বলঞ্; ২য় পক্ষে শী+বালন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

শেমিজ—'শামিজ' দ্রঃ।

শেমুষী—প্রজ্ঞা, বুদ্ধি। শে (মোহ)—মুষ্ (হরণ করা)+ক কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শেয়াকুল—'শেকুল' দ্রঃ।

শেয়ান, শেয়ানা—চালাক, চতুর, ধূর্ত; বয়ঃপ্রাপ্ত; শক্তিশালী। হিন্দী 'শিয়ানা'-শব্দজ। বিণ। [বি।

শেয়ার—কারবারের অংশ। ইং share.

শেয়ার-মার্কেট—যে স্থানে কারবারের শেয়ার বিক্রয় হয়। ইং share-market. বি।

শেয়াল—'শিয়াল' দ্রঃ।

শেয়ালকাঁটা—শৃগাল-কণ্টক। 'শৃগাল-কণ্টক'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

শেয়ালা—শেওলা, জলবাস। 'শৈবাল'-

শের—বাঘ, ব্যাঘ্র। ফার্সী। বি। **শেরে বাঙ্গালা**—বাংলার বাঘ।

শেরা—সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বপ্রধান। বাং প্র। বিণ।

শেরিফ—১। হাইকোর্টের আইনজারি করিবার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবিশেষ। ইং Sheriff. ২। মক্কার শাসনকর্তা। আর্বী 'শহীদ'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

শেল—শল্যনামক অস্ত্রবিশেষ, শূল। 'শূল'-

শেষ—১। সমাপ্তি, অন্ত; বিনাশ, ধ্বংস; নিষ্পত্তি। শিষ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। সর্পরাজ, অনন্তদেব; বাসুকি; বলরাম; ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। বি; পুং। ৩। পূর্ব্বকথিত ভিন্ন অন্য বস্তু। বি; পুং বা ক্লীব। ৪। অবশিষ্ট; পরিত্যক্ত; উচ্ছিষ্ট। শিষ্+ঘঞ্ কর্তৃবা। বিণ।

শেষকাল—পরিণাম, বৃদ্ধাবস্থা; মৃত্যুকাল। ৬ষ্ঠীতৎ বা কর্ম্মধা। বি; পুং।

শেষরাত্রি—রাত্রির শেষ ভাগ। শেষগত রাত্রি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শেষশয়ন, -শায়ী (-শায়িন্)—শ্রীবিষ্ণু। শেষ (সর্পরাজ) শয়ন যাঁহার, বহুব্রী; ২য় পক্ষে উপতৎ; শেষ—শী+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

শেষা—১। অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদত্ত মালা, প্রসাদদত্ত মাল্য। বি; স্ত্রী। ২। উচ্ছিষ্টা; অবশিষ্টা। শেষ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শেষান্ন—শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিবার পরে পিণ্ডরন্ধনের পাত্রে উদ্বৃত্ত অন্ন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [বি; স্ত্রী।

শেষাবস্থা—পরিণাম; বৃদ্ধাবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ।

শেষাশেষি—শেষের দিকে, শেষ বেলায়। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

শেষোক্ত—যাহা সবার শেষে বলা হইয়াছে এমন, সর্ব্বশেষে কথিত। শেষে উক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

শেহা—দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব কাটার কাগজ। ফার্সী 'সিয়াহা'-শব্দজ। বি।

শেহার খতিয়ান—শেহা হইতে ওয়াশীল বাকী প্রভৃতি যে কাঁচা খাতায় তোলা হয় তাহা।

শেহালা—শেওলা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

শৈক্ষিক—শিক্ষাশাস্ত্রবেত্তা; শিক্ষাসম্বন্ধীয়। শিক্ষা+ইক আছে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

শৈত্য—শীতলতা, ঠাণ্ডা ভাব। শীত (শীতল)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—শীত।

শৈথিল্য—ঢিলে ভাব, শিথিলতা, অদৃঢ় সংযোগ; অসম্বরতা; অবসন্নতা; আলুগা দেওয়া। শিথিল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—শিথিল।

শৈব—১। শিবভক্ত, শিবের উপাসক; বহুক; ধুস্তুর; আচারবিশেষ। বি; পুং। ২। শিবপুরাণ। বি; ক্লীব। ৩। শিব-সম্বন্ধীয়। শিব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—শৈবী।

শৈবল, শৈবাল—১। পদ্মকাষ্ঠ। বি; ক্লীব। ২। জলজাত উদ্ভিজ্জবিশেষ, শেয়ালা। শী+বলঞ্, বালঞ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

শৈবলিনী—নদী, তটিনী। শৈবল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শৈবাল—'শৈবল' দ্রঃ।

শৈল—১। পর্ব্বত, ভূধর, গিরি। শিলা+অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। শৈলেয় গন্ধদ্রব্য; শিলাজতু। শৈলা+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব। ৩। শিলাসম্বন্ধীয়; পর্ব্বতীয়; পর্ব্বতজাত। শিলা (প্রস্তর)+অণ্ সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—শৈলী।

শৈলজ—১। পর্ব্বতীয় গন্ধদ্রব্যবিশেষ। বি; ক্লীব। ২। পর্ব্বতে উৎপন্ন। উপতৎ; শৈল—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

শৈলজা—১। দুর্গা, পার্ব্বতী; সৈংহলী; গজপিপ্পলী। বি; স্ত্রী। ২। পর্ব্বতে জাতা। শৈলজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শৈলপতি, -রাজ—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শৈলশিরা—(ভূগোল) শিরার আকারে শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বতসমূহ (ridge). শৈল শিরা-প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শৈলসুতা—পার্ব্বতী, দুর্গা; গঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শৈলাট—সিংহ; ব্যাধ; পর্ব্বতীয় জাতি; দেবপূজক; শুক্ল কাচ, স্ফটিক। উপতৎ; শৈল—অট্+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

শৈলিক—বন্ধুত্ব, সদ্ভাব। আর্বী 'খুলুক'-শব্দজ। বি।

শৈলী—১। কায়দা; সংক্ষিপ্ত প্রণালী; ধারা, রীতি (style) ('রচনা—'); স্বভাব। শীল+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। প্রস্তরজাতা; প্রস্তরসম্বন্ধীয়া। শিলা+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

শৈলেন্দ্র—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়। শৈল (পর্ব্বত)-মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান, শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

শৈলেয়—১। শৈলজ গন্ধৌষধিবিশেষ; সৈন্ধব-লবণ। শিলা+এয় ভবার্থে। বি; ক্লীব। ২। সিংহ; ভ্রমর। বি; পুং। ৩। শৈল-সম্ভূত, পর্ব্বতজাত; পর্ব্বতসম্বন্ধীয়। শৈল-+এয় ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

শৈলেয়ী—১। দুর্গা, পার্ব্বতী। বি; স্ত্রী। ২। পর্ব্বতজাতা। শৈলেয়+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শৈলেশ—হিমালয় পর্ব্বত। শৈলদিগের

শৈলোদ্ভবা—১। ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য লতা; পার্ব্বতী। বি; স্ত্রী। ২। পর্ব্বতজাতা। শৈলে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শৈল্য—প্রস্তরসম্বন্ধীয়। শিলা+ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—শৈলী।

শৈশব—ছেলেবেলা, শিশুকাল; শিশুত্ব, বাল্যাবস্থা। শিশু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

শৈশবকাল—ছেলেবেলা, বাল্যবয়স, শিশু-অবস্থা। শৈশবই কাল, কর্ম্মধা; বা, শৈশবের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শৈশির—১। শিশিরসম্বন্ধীয়। শিশির+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—রী। ২। সবুজ রঙের চড়াই পাখী। শিশির+অণ্ প্রিয় অর্থে। বি; পুং।

শোওয়া—শয়ন করা, শয্যাগ্রহণ করা। বাং ক্রি।

শোক—প্রিয়জনের মৃত্যুতে দুঃখ; প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু অথবা অন্য কোনরূপ নিদারুণ

ক্ষতির জন্য মনোদুঃখ। শুচ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—শোচ্য, শোচনীয়।

শোককর—গভীর দুঃখজনক, শোকাবহ। উপতৎ; শোক—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রী।

শোকগাথা, -গীতি, -সঙ্গীত—প্রিয়জনের মৃত্যু হেতু দুঃখসূচক গান। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, স্ত্রী, ক্লীব।

শোকগ্রস্ত—প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত দুঃখে কাতর। ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকজর্জ্জ(র্জ)রিত—প্রিয়জনের মৃত্যুহেতু দুঃখে অত্যধিক কাতর; পুনঃ পুনঃ শোকপ্রাপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকতাপ—১। প্রিয়বিয়োগজনিত দুঃখ এবং আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ। দ্বন্দ্ব। ২। শোকজনিত মনঃপীড়া। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

শোকনাশ—১। অশোকগাছ। শোকের নাশ যদ্দারা, বহুব্রী। ২। গভীর মনোদুঃখের নিবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শোকবিহ্বল—শোকহেতু অত্যধিক কাতর, শোকাকুল। ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকরুদ্ধ—শোকহেতু আবদ্ধ ('—কণ্ঠস্বর')। ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকসঙ্গী(ংগী)ত—'শোকগাথা' দ্রঃ।

শোকসন্তপ্ত—শোকে কাতর ('—মানস')। ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকসভা—কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য বহুলোকের সম্মেলন। শোকপ্রকাশিকা সভা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শোকাকুল—প্রিয়বিয়োগজনিত দুঃখে অধীর। শোক হেতু আকুল, ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকাতুর—প্রিয়বিয়োগজনিত দুঃখে কাতর। শোক হেতু আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকানল—শোকরূপ অগ্নি অর্থাৎ অত্যধিক ব্যথাদায়ক শোক। শোকরূপ অনল, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

শোকাপনোদন—শোকদূরকরণ, শোকপ্রশমন। শোকের অপনোদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শোকাপহ—শোকনিবারক, শোকপ্রশমনকারী। উপতৎ; শোক—অপ—হন্‌+ড কর্তৃবা। বিণ।

শোকাবেগ—শোকের প্রাবল্য; উচ্ছ্বসিত শোক; শোকজনিত অধীরতা। শোকের আবেগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শোকী (শোকিন্‌)—শোকার্ত্ত, শোকপীড়িত। শোক্‌+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শোকিনী।

শোকোচ্ছ্বাস—শোকহেতু অধীরভাবে কান্নাকাটি, শোকাবেগ; শোকের আধিক্য। শোকজনিত উচ্ছ্বাস, মধ্যপ কর্ম্মধা; অথবা, শোকের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শোচন, শোচনা—শোক করা। শুচ্‌ (শোক করা)+অনট্‌ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্‌। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—শোচনীয়, শোচ্য।

শোচনীয়, শোচ্য—যাহাকে উদ্দেশ করিয়া শোক করা যায় এমন; অনুকম্পার যোগ্য; শোকযোগ্য। শুচ্‌+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—শোক, শোচন, শোচনা।

শোচিত—যাহার জন্য শোক করা হইয়াছে এমন। শুচ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

শোণ—১। সমুদ্র; অগ্নি; মঙ্গলগ্রহ; রক্তবর্ণ; রক্তবর্ণ ঘোটক; রক্তবর্ণ ইক্ষুবিশেষ। বি; পুং। ২। রক্ত, রুধির; সিন্দুর। বি; ক্লীব। ৩। রক্তবর্ণবিশিষ্ট, লোহিতবর্ণযুক্ত। শোণ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

শোণিত—১। রক্ত, রুধির; কুঙ্কুম। বি; ক্লীব। ২। রঙের মত লাল, রক্তবর্ণযুক্ত, লোহিত। শোণ (রক্তবর্ণ)+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

শোণিত-মোক্ষণ—রক্ত পড়া, রুধিরস্রাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শোণিতশোধক—রক্তের বিশুদ্ধতাজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —শোধিকা।

শোণিতশোষণ—রক্ত চুষিয়া লওয়া; (রূপকার্থে) অর্থশোষণ; সার পদার্থ হইতে বঞ্চিত করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

শোণিতাক্ত—রক্তে ভিজা। শোণিত দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

শোণিমা (শোণিমন্‌)—রক্তের মত লাল দীপ্তি, রক্তিমা, রক্তত্ব। শোণ+ইমন্‌ ভাবে। বি; পুং।

শোথ, শোথক—ফোলা রোগ; গোদ। শু+থন্‌ কর্তৃবা; পক্ষে স্বার্থে কন্‌। বি; পুং।

শোধ—চুকাইয়া দেওয়া, পরিশোধ; শোধন; প্রতিশোধ। শুধ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। **জন্মের শোধ**—জীবনে শেষবার। **শোধ তোলা, শোধ লওয়া**—প্রতিহিংসা-সাধন করা। **শোধ দেওয়া**—পরিশোধ করা। **শোধ যাওয়া**—পরিশোধ হওয়া।

শোধক—১। বিশুদ্ধতাকারক, পাবন। বিণ। স্ত্রী—শোধিকা। ২। (গণিত) যে রাশিকে অপর কোন রাশি হইতে বিয়োগ করা হয় তাহা (subtrahand). শুধ্‌+ণিচ্‌ (=শোধি)+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

শোধন—১। শুদ্ধি, শুদ্ধ হওয়া; নির্দ্দোষ হওয়া। শুধ্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। নির্দ্দোষকরণ, ভুল শুধরান; শুদ্ধি-সাধন; পরিশোধ; প্রতিদান; অপহৃত দ্রব্যের সংখ্যানির্ণয়; ধাতুনির্দ্দোষকরণ; ভাগকরণ; পরিষ্করণ; অপনয়ন; বিরেচন। শুধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—শোধনীয়, শোধিত, শোধ্য। ৩। মল, বিষ্ঠা; তুতিয়া, তুঁতে। শুধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ অপাবা। বি; ক্লীব। ৪। বিশুদ্ধতাজনক। শুধ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বিণ।

শোধনী—১। ঝাঁটা, সম্মার্জ্জনী; তাম্বুলবল্লী; নীলী। শুধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। পরিষ্কারিকা, শুদ্ধিকারিকা। শুধ্‌+ণিচ্‌ (=শোধি)+অনট্‌ কর্তৃবা+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

শোধনীয়, শোধ্য—যাহা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত এমন; চুকাইবার মত, পরিশোধযোগ্য। শুধ্‌+ণিচ্‌ (=শোধি)+অনীয়, যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—শোধন।

শোধা—চুকান, পরিশোধ করা; নির্দ্দোষ করা। বাং ক্রি।

শোধিত—পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত; অপনীত; কেশকীটাদিরহিত (ব্যঞ্জনাদি); পরিশোধিত। শুধ্‌+ণিচ্‌ (=শোধি)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—শোধন।

শোধ্য—'শোধনীয়' দ্রঃ।

শোনা—শ্রবণ করা। 'শ্রু'-ধাতুজ। বাং ক্রি।

শোভন—১। সুন্দর, মনোজ্ঞ; শোভাযুক্ত; শোভাজনক। বিণ। ২। যোগবিশেষ; গ্রহ। বি; পুং। ৩। পদ্ম। শুভ্‌+অন কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

শোভনা—১। শোভাযুক্তা; শোভাকারী। বিণ; স্ত্রী। ২। গোরোচনা। শোভন+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

শোভনীয়—সুন্দর, মনোরম; উপযুক্ত। শুভ্‌+অনীয় কর্তৃবা। বিণ। বি—শোভা।

শোভমান—যাহা সুন্দরভাবে বিরাজ করে এমন, শোভাশীল। শুভ্‌+শানচ্‌ কর্তৃবা। বিণ। বি—শোভা।

শোভা—১। সৌন্দর্য্য; কান্তি; দীপ্তি। শুভ্‌+অ ভাববা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—শোভমান, শোভনীয়, শোভিত। **শোভা পাওয়া**—সুন্দরভাবে বিরাজ করা; ভাল দেখান, মানান; উপযুক্ত হওয়া। ২। সুন্দরী, শোভাশীলা। শুভ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ৩। সুন্দরভাবে বিরাজ করা। কবিপ্র। ক্রি।

শোভাকর—সৌন্দর্য্যজনক। উপতৎ; শোভা—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —করী।

শোভাঞ্জন—শজিনাগাছ। শোভা—অন্‌জ্‌+অনট্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

শোভাময়—সৌন্দর্য্যশালী। শোভা+ময়ট্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

শোভাযাত্রা—মিছিল; বহুলোকের একসঙ্গে সজ্জা এবং আড়ম্বরের সহিত গমন (procession). শোভাযুক্তা যাত্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা।

বি ; স্ত্রী। বিণ—শোভাযাত্রী (শোভাযাত্রায় যোগদানকারী)।

শোভিক—সুন্দর, শোভাশালী। শোভা+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ।

শোভিত—শোভাযুক্ত, ভূষিত। শোভা+ইতচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। বি—শোভা।

শোভী (শোভিন্)—সুন্দর, শোভাযুক্ত। শুভ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—শোভিনী।

শোয়া—শয়ন করা। বাং ক্রি।

শোয়ান—শয়ন করান। বাং ক্রি।

শোয়াস—শ্বাস। কবিপ্র। বি।

শোর, শোরগোল—হৈ চৈ, গণ্ডগোল, হাঁকাহাঁকি। ফার্সী 'শোর্'-শব্দজ। বি।

শোরৎ—স্বরের সূক্ষ্মাংশ। হিন্দী (<শ্রুতি)। বি।

শোরা—ক্ষারবিশেষ, যবক্ষার, বারুদের উপকরণবিশেষ। ফার্সী। বি। [বি।

শোল—একজাতীয় মাছ। 'শকুল'-শব্দজ।

শোলা—জলতৃণবিশেষ। বাং প্র। বি।

শোষ—১। নীরসতা ; শুষ্ককরণ। শুষ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। শুকান, রসাকর্ষণ ; যক্ষ্মা রোগ। শুষ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা, করণবা। বি ; পুং। ৩। নালী ঘা। বাং প্র। বি।

শোষক—শোষণকর্তা ; রসাকর্ষক ; (রূপকার্থে) জোরজবরদস্তি করিয়া অর্থ আদায়কারী ('প্রজা—')। শুষ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—শোষিকা। বি—শোষণ।

শোষণ—১। শুষ্ক করা, রসাকর্ষণ। শুষ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—শোষক, শোষণীয়, শোষিত। ২। মদনের বাণবিশেষ ; শ্যোনাকবৃক্ষ। বি ; পুং। ৩। শোষণকর্তা। শুষ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বিণ।

শোষা—শোষণ করা। বাং ক্রি।

শোষিত—যাহা শুকান হইয়াছে এমন, নীরসীকৃত। শুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—শোষণ। [বিণ।

শোহন—শোভন ; সুন্দর। প্রাঃ কবিপ্র।

শোহনি, শোহিনি—শোভাযুক্তা, শোভাকারিণী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

শোহরৎ—ঘোষণা ; প্রচার। ফার্সী। বি।

শোহা—১। শোভা। বি। ২। শোভা করা ; শোভিত হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

শৌকত—জাঁকজমক ; আড়ম্বর। ফার্সী। বি।

শৌক্ল্য—শুভ্রত্ব, শুক্লতা, শ্বেতগুণ। শুক্ল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লীব। [দ্রঃ)।

শৌখিন, শৌখীন—সৌখীন (তাহা

শৌচ—পবিত্রতা, শুদ্ধি, শুচিতা, নির্মলতা ; মলমূত্রাদি-ত্যাগের পর জলমৃত্তিকাদি দ্বারা অঙ্গশোধন। শুচি+অণ্ ভাবে। বি ; ক্লীব। বিণ—শুচি। **আন্তর শৌচ**—মনের কলুষিত ভাব দূর করিয়া সদ্ভাব আনয়ন। **বাহ্য শৌচ**—জল মাটি দ্বারা শরীরের পবিত্রতা সাধন।

শৌণ্ড—মাতাল, মত্ত ; অত্যাসক্ত ; বিখ্যাত। শুণ্ডা (মদ্য)+অণ্ আসক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী—শৌণ্ডী।

শৌণ্ডিক, শৌণ্ডী (শৌণ্ডিন্)—মদ্যবিক্রেতা, শুঁড়ি। শুণ্ডা (মদ্য)+ইক, ইন্ পণ্যার্থে। বি ; পুং।

শৌণ্ডিকালয়—মদের দোকান, শুঁড়িখানা। শৌণ্ডিকের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শৌদ্ধোদনি—বুদ্ধদেব। শুদ্ধোদন+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

শৌদ্র—১। ব্রাহ্মণাদির ঔরসে শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র। শূদ্রা+অণ্ জাতার্থে। বি ; পুং। ২। শূদ্রসম্বন্ধীয়। শূদ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—শৌদ্রী।

শৌরি—শ্রীকৃষ্ণ ; শনিগ্রহ। শূর—(শূর সেন, সূর্য্য)+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

শৌর্য্য(র্য)—বীরত্ব ; সাহস ; বীর্য্য ; বল, পরাক্রম ; নাট্যক্রীড়াবিশেষ। শূর (বীর)+ষ্যঞ্ ভাবে, কার্য্যার্থে। বি ; ক্লীব। বিণ—শূর।

শৌর্য্য(র্য)শালী (-শালিন্)—বলশালী ; বীর ; তেজস্বী। উপতৎ ; শৌর্য্য—শাল্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী। বি,—শালিতা।

শৌল্ক, শৌল্কিক—১। শুল্কাধ্যক্ষ, টোলকলেক্টর। বি ; পুং। ২। শুল্কসম্বন্ধীয়। শুল্ক+অণ্, ইক গ্রহণার্থে। বিণ। স্ত্রী—শৌল্কী, শৌল্কিকী।

শ্বপচ, শ্বপাক—চণ্ডাল। শ্বন্—পচ্+অচ্, ঘঞ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

শ্ববৃত্তি—কুকুরের মত আনুগত্য দেখান, খোসামোদ। শ্বার ('শ্বন্'-শব্দ) বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শ্বব্যাঘ্র—চিতাবাঘ, কুকুরের মত বাঘ। শ্বসদৃশ ব্যাঘ্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

শ্বশুর—পতির বা পত্নীর পিতা ; মান্য ব্যক্তি। আশু—অশ্+উরন্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং। স্ত্রী—শ্বশ্রূ, (বাং প্র) শাশুড়ী।

শ্বশুরবাড়ী—স্ত্রীর বাপের বাড়ী ; স্বামীর ঘর, পতিগৃহ ; (ব্যঙ্গার্থে) জেলখানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শ্বশুরালয়—শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুরের আলয়,

শ্বশুর্য্য(র্য)—ভাশুর ; দেওর, দেবর ; শ্যালক, শালা। শ্বশুর+যৎ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

শ্বশ্রূ—স্বামীর বা স্ত্রীর মাতা, শাশুড়ী। শ্বশুর+উপ্ পত্নী অর্থে (উ-কারের লোপ)। বি ; স্ত্রী।

শ্বসন—১। বায়ু ; ময়নাগাছ। শ্বস্+অনট্ করণবা। বি ; পুং। ২। নিশ্বাস ; জীবন। শ্বস্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

শ্বসমান—যে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে ও টানে এমন। শ্বস্+চানশ্ শীলার্থে। বিণ।

শ্বসিত—নিশ্বাস, নাসাগত বায়ু ; জীবন। শ্বস্+ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

শ্বা (শ্বন্)—কুকুর। শ্বি+কনিন্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং। স্ত্রী—শুনী।

শ্বাদন্ত—১। কুকুরের দাঁত। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। যে দাঁত কুকুরের দাঁতের মত তাহা (canine tooth). শ্বার ('শ্বন্'-শব্দ) দন্ত (সদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শ্বাপদ—১। শিকারী জন্তু ; যে সকল পশু মাংস ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে (শৃগাল, কুকুর, ব্যাঘ্র, বিড়াল ইত্যাদি)। শ্বার ('শ্বন্'-শব্দ) পদের ন্যায় পদ যাহার, বহুব্রী (নিপাতনে)। বি ; পুং। ২। শ্বাপদসম্বন্ধীয়। শ্বাপদ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—দী।

শ্বাপদসঙ্কু(ংকু)ল—ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্বাবরাহনীতি—শত্রুদমনোপযোগী রাজনীতিবিশেষ [একজাতীয় ব্যাধ আছে, তাহারা শূকরকে নিজে আক্রমণ না করিয়া তাহার প্রতি কুকুর লেলাইয়া দেয়। তাহাতে কুকুর বা শূকরের যে কোনটি মরিলে তাহার ক্ষতি নাই ; কারণ সে উভয়েরই মাংস ভক্ষণ করে। সেইরূপ কোন রাজা যদি এক শত্রুকে অন্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে পারেন, তবে তাহাদের যে কোনটির ধ্বংসে তাঁহার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য এইরূপ নীতিকে শ্বাবরাহনীতি বলা হয়]। শ্বা এবং বরাহ, দ্বন্দ্ব (নিপা) ; তৎসম্বন্ধীয় নীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্বাস—১। দম, নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ। শ্বস্+ঘঞ্ ভাববা। ২। বায়ু ; হাঁপানি, শ্বাসকাসরোগ। শ্বস্+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং।

শ্বাসকষ্ট—দম লওয়া ও ফেলার কাজে অস্বস্তি বোধ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্লেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শ্বাসক্রিয়া—দম লওয়া ও ফেলার কাজ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য। শ্বাসই ক্রিয়া, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্বাসধারণ—১। প্রাণায়াম। শ্বাস—ধৃ+অনট্ করণবা। ২। দম বন্ধ করিয়া রাখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

শ্বাসরোধ—দম বন্ধ হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শ্বাসারি—শ্বাসকষ্ট নিবারণকারী ('—বটিকা')। শ্বাসের (হাঁপানির) অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

শ্বাসী (শ্বাসিন্)—১। বায়ু। বি ; পুং।

২। শ্বাসযুক্ত। শ্বাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শ্বাসিনী।

শ্বিত্র, শ্বিত্রক—শ্বেতী রোগ, ধবল রোগ (leucoderma). শ্বিত্ (শাদা করা)+ত্র কর্তৃবা, পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। বিণ—শ্বিত্রী (-ত্রিন্), -কী (-কিন্)।

শ্বেত—১। শাদা, শুক্লবর্ণবিশিষ্ট। বিণ। বি—শ্বৈত্য। ২। শাদা রঙ, শুক্লবর্ণ; দ্বীপ-বিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ, ধবলগিরি; শুক্রগ্রহ; শাদা মেঘ; কড়ি, কপর্দ্দক; দৈত্যগুরু, শুক্র; শঙ্খ; শিবের অবতারবিশেষ। বি; পুং। ৩। রৌপ্য, রজত; মিছরি; বেলওয়ারি কাঁচ। শ্বিৎ+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

শ্বেতক—১। কড়ি, বরাটক। বি; পুং। ২। রূপা, রৌপ্য। শ্বেত+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

শ্বেতকুঞ্জর, -গজ, -দ্বিপ—শাদা হাতী; ইন্দ্রগজ, ঐরাবত হস্তী। কর্ম্মধা। বি; পুং।

শ্বেতকুষ্ঠ—শ্বেতীরোগ, ধবল। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শ্বেতচ্ছদ—১। হংস; বাবুই তুলসী। বি; পুং। ২। যাহার পাখা শাদা এমন, শুক্লবর্ণ-পক্ষযুক্ত। শ্বেত ছদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শ্বেতদ্বীপ—১। চন্দ্রদ্বীপ; বিষ্ণুধাম। কর্ম্মধা। ২। (ব্যঙ্গার্থে) গ্রেট ব্রিটেন। শ্বেত (অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ)-দিগের দ্বীপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [পুং।

শ্বেতধাতু—খড়ী, খটিকা। কর্ম্মধা। বি;

শ্বেতধামা (-ধামন্)—চন্দ্র; কর্পূর; সমুদ্রের ফেনা। শ্বেত ধাম (কিরণ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শ্বেতপত্র—১। হংস। শ্বেত পত্র (পক্ষ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। সাদা পাতা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শ্বেতপিঙ্গ, -পিঙ্গল—১। শাদা অথচ পিঙ্গলবর্ণ। শ্বেত অথচ পিঙ্গ, পিঙ্গল, কর্ম্মধা। বিণ। ২। শুক্লপীতবর্ণ। শ্বেত ও পিঙ্গ, পিঙ্গল, দ্বন্দ্ব, অথবা, শ্বেতমিশ্র পিঙ্গ, পিঙ্গল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

শ্বেতপ্রদর—স্ত্রীরোগবিশেষ, যোনি হইতে শ্বেতবর্ণ পদার্থের স্রাবজনক রোগ (leucorrhœa). কর্ম্মধা। বি; পুং।

শ্বেতবাজী (-বাজিন্)—১। শাদা ঘোড়া। কর্ম্মধা। ২। চন্দ্র; অর্জ্জুন। বহুব্রী। বি; পুং।

শ্বেতবাহ—ইন্দ্র; অর্জ্জুন। শ্বেত বাহ (অশ্ব) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শ্বেতবাহন—১। চন্দ্র; অর্জ্জুন। শ্বেত বাহন যাঁহার, বহুব্রী। ২। মকর। শ্বেত বাহন, কর্ম্মধা। বি; পুং।

শ্বেতমাল—মেঘ; ধূম। শ্বেতা মালা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শ্বেতরক্ত—১। পাটলবর্ণ, গোলাপী রঙ, শ্বেতমিশ্র রক্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। পাটলবর্ণবিশিষ্ট। শ্বেত অথচ রক্ত, কর্ম্মধা। বিণ।

শ্বেতরথ—১। শুক্রগ্রহ। শ্বেত রথ যাঁহার, বহুব্রী। ২। শুক্লবর্ণ রথ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

শ্বেতসর্ষপ—শাদা সরিষা (অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়)। নিত্য কর্ম্মধা। বি; পুং।

শ্বেতসার—১। খয়ের গাছ, খদিরবৃক্ষ। শ্বেত সার যাহার, বহুব্রী। ২। খাদ্যাদির মধ্যস্থ বরফের মত শাদা পদার্থ (starch). কর্ম্মধা। বি; পুং।

শ্বেতহয়—১। শাদা ঘোড়া, ইন্দ্রের অশ্ব; কর্ম্মধা। ২। অর্জ্জুন। শ্বেত হয় যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। [দ্রঃ)।

শ্বেতহস্তী (-হস্তিন্)—শ্বেতকুঞ্জর (তাহা

শ্বেতা—১। শঙ্খিনী; বরাটিকা; কাষ্ঠ-পাটলা; অতিবিষা; অপরাজিতা; শ্বেত-বৃহতী; শ্বেতকণ্টকারী; পাষাণভেদী; শ্বেত-দূর্ব্বা; শর্করা; বংশলোচনা। বি; স্ত্রী। ২। শুক্লবর্ণা। শ্বেত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শ্বেতাঙ্গ—১। ধলা, গৌরবর্ণ, শ্বেতবর্ণচর্ম্ম-বিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী—শ্বেতাঙ্গী, (প্রচলিত মতে) শ্বেতাঙ্গিনী। ২। ইউরোপীয় জাতি-সমূহ। শ্বেত অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শ্বেতাভ—ঈষৎ শাদা। শ্বেতা আভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শ্বেতাম্বর—১। যাহার পরণে শাদা কাপড় এমন। বিণ। ২। জৈন সম্প্রদায়-বিশেষ। শ্বেত অম্বর যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। সাদা কাপড়। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [ঈ (বাং)। বি।

শ্বেতি, শ্বেতী—শ্বেতকুষ্ঠ, ধবল। শ্বেত+ই,

শ্বৈত্য—শাদা ভাব, ধবলতা, শুক্লত্ব, শুভ্রতা; নির্ম্মলতা। শ্বেত+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লীব।

শ্ম (শ্মন্)—মুখ; মড়া, শব। শী+ড্মনিন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

শ্মশান—মড়া পোড়াইবার জায়গা, শবদাহ-স্থান। শ্মার ('শ্মন্'-শব্দ=মড়া) বা শবের শান (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ (নিপাতনে); অথবা, শ্মন্ (শব)—শী (শয়ন করা)+ডানচ্ অধিবা। বি; ক্লীব। **শ্মশান জাগান**—অমাবস্যার রাত্রিতে শ্মশানে মড়ার উপর বসিয়া তান্ত্রিকমতে সাধনা করা।

শ্মশানকালী—শ্মশানস্থ কালিকাবিশেষ। শ্মশানবাসিনী কালী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শ্মশানপাল—শ্মশানের তত্ত্বাবধায়ক, ডোম বা চণ্ডাল। উপতৎ; শ্মশান—পা+ণিচ্+অন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

শ্মশানবন্ধু—যাহারা মড়া লইয়া শ্মশানে যায় এবং মড়া পোড়াইতে সাহায্য করে। ৭মী-তৎ। বি; পুং।

শ্মশানবাসিনী—১। শ্মশানে বাসকারিণী ('—শ্যামা')। বিণ; স্ত্রী। ২। কালী। শ্মশানবাসিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শ্মশানবাসী (-বাসিন্)—১। যে শ্মশানে বাস করে এমন। বিণ। স্ত্রী, -বাসিনী। ২। শিব, মহাদেব; ভূত; প্রেত; বটুকভৈরব। উপতৎ; শ্মশান—বস্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

শ্মশানবৈরাগ্য—শ্মশানদর্শনে সংসারাসক্ত ব্যক্তির মনে উদিত সাময়িক এবং অল্প-কালস্থায়ী ঔদাসীন্য; সাময়িক সংসারবিতৃষ্ণা। শ্মশানজাত বৈরাগ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শ্মশানাগ্নি—চিতার আগুন। শ্মশানের অগ্নি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্মশানালয়—মড়া পোড়াইবার জায়গা, শবদাহস্থান। শ্মশানরূপ আলয়, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

শ্মশানালয়-বাসিনী—কালী। উপতৎ; শ্মশানালয়—বস্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শ্মশ্রু—গোঁফদাড়ি, মুখরোম। শ্মন্ (মুখ)—শ্রি+ডুন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

শ্মশ্রুধর—যাহার গোঁফদাড়ি আছে এমন, শ্মশ্রুবিশিষ্ট। শ্মশ্রুর ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শ্মশ্রুমণ্ডিত—যাহাতে গোঁফদাড়ি আছে এমন (মুখ)। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্মশ্রুমুখী—গোঁফদাড়িযুক্তা (নারী বা ছাগী)। শ্মশ্রু মুখে যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

শ্মশ্রুল—যাহার গোঁফদাড়ি আছে এমন, শ্মশ্রুবিশিষ্ট। শ্মশ্রু+লচ্ আছে অর্থে। বিণ। [বি; পুং।

শ্মা (শ্মন্)—মড়া, শব। শী+ড্মনিন্ কর্তৃবা।

শ্যাবদন্ত—স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দাঁতযুক্ত; প্রধান দন্তদ্বয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রদন্তবিশিষ্ট; প্রধান দন্তের উপর অন্যদন্তযুক্ত। শ্যাব দন্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শ্যাম—১। শ্রীকৃষ্ণ; কৃষ্ণবর্ণ; সবুজবর্ণ; কোকিল; মেঘ; বৃদ্ধদারক; গন্ধতৃণ; ধুস্তুর; পীলুবৃক্ষ; দমনকবৃক্ষ; প্রয়াগস্থ বটবৃক্ষবিশেষ; শ্যামাকতৃণ। বি; পুং। ২। মরিচ; সামুদ্র-লবণ। বি; ক্লীব। ৩। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, সবুজ, হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট ('—শোভা')। শ্যৈ+মক্ কর্তৃবা। বিণ।

শ্যামক—১। 'শ্যামাক' দ্রঃ। ২। শ্যামের, কৃষ্ণের ("শ্যামক নাম শ্রবণে যব পৈঠল")। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

শ্যামকণ্ঠ—শিব; পক্ষিবিশেষ, ময়ূর। শ্যাম (নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ) কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শ্যামকান্তি—১। যাহার শরীরের রং সবুজ বা শ্যাম এমন। বহুব্রী। বিণ। ২। শ্যামবর্ণ শোভা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শ্যামগ্রন্থি—গণ্ডদূর্ব্বা। শ্যাম গ্রন্থি যাহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী। [বহুব্রী। বি; পুং।

শ্যামপত্র—তমালগাছ। শ্যাম পত্র যাহার,

শ্যামবর্ণ—১। সবুজ রং-বিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ। ২। সবুজ রং। কর্ম্মধা। বি; পুং।

শ্যামর—সবুজ, শ্যামল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

শ্যামরায়—শ্রীকৃষ্ণ। বাং প্র। বি; পুং।

শ্যামল—১। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট; সবুজ; হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট। উপতৎ; শ্যাম—লা+ক কর্ত্তৃবা; কিংবা, শ্যাম+লচ্ আছে অর্থে। বিণ। বি—শ্যামলতা, শ্যামলিমা।

শ্যামলতা—১। শ্যামবর্ণা লতা। কর্ম্মধা। ২। সবুজতা, শ্যামত্ব, কালিমা। শ্যামল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—শ্যামল।

শ্যামলা—১। দুর্গা, পার্ব্বতী; অশ্বগন্ধা; কস্তুরী; কটভী; জম্বু। বি; স্ত্রী। ২। শ্যামবর্ণা। শ্যামল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শ্যামলিকা—নীলী। শ্যামল+কন্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

শ্যামলিমা (-মন্)—সবুজতা, শ্যামত্ব। শ্যামল+ইমন্ ভাবে। বি; পুং। বিণ—শ্যামল। [কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শ্যামশ্রী—সবুজ অথবা কৃষ্ণবর্ণ শোভা।

শ্যামসুন্দর—শ্রীকৃষ্ণ। সুন্দর শ্যাম, কর্ম্মধা (পূর্ব্ব পদের পরনিপাত)। বি; পুং।

শ্যামা—১। কালী, কালিকাদেবী; কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী; যাহার শরীরের স্পর্শ গ্রীষ্মকালে শীতল এবং শীতকালে উষ্ণ এবং শরীরের রং উজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায় এরূপ স্ত্রী; প্রিয়ঙ্গুলতা; নীলদূর্ব্বা; তুলসী; রাত্রি; হরিদ্রা; যমুনা-নদী; কৃষ্ণত্রিবৃত্তিকা; নীলিকা; গুগ্‌গুলু; গুন্দ্রা; অম্বিকা; গুড়ূচী; বটপত্রী; বন্দা; নীলপুনর্নবা; কস্তুরী; পিপ্পলী; পদ্মবীজ; ছায়া; শিংশপা; পক্ষিণীবিশেষ, শ্যামাপাখী। বি; স্ত্রী। ২। শ্যামবর্ণা। শ্যাম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শ্যামাক—ধান্যবিশেষ। শ্যামা+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

শ্যামাঙ্গ—১। বুধগ্রহ। বি; পুং। ২। যাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ এমন। শ্যাম অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গী। ৩। শ্যামবর্ণ দেহ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শ্যামিকা—শ্যামবর্ণ; মালিন্য; ধাতুর খাদ। শ্যাম+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

শ্যাল, শ্যালক—শালা, পত্নীর ভ্রাতা। শ্যৈ (গমন করা)+কালন্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

শ্যালিকা, শ্যালী—শালী, পত্নীর ভগিনী। শ্যালক+আপ্; শ্যাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শ্যেন—বাজপাখী; পাণ্ডুরবর্ণ; যজ্ঞবিশেষ। শ্যৈ (গমন করা)+ইনন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

শ্যেনী—বাজপক্ষিণী; শ্বেতবর্ণা। শ্যেন+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

শ্যোনাক—শোনা গাছ। শ্যৈ+ওনাক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

শ্রদ্ধা—ভক্তি; ধর্ম্মকার্য্যে দৃঢ় বিশ্বাস; আস্থা, বিশ্বাস; আদর; মনের নির্ম্মলতা; ইচ্ছা, স্পৃহা; সাধ। শ্রৎ (ভক্তি)—ধা+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—শ্রদ্ধাবান্, শ্রদ্ধেয়।

শ্রদ্ধাবান্ (-বৎ)—আস্থাশীল, শ্রদ্ধাযুক্ত; ভক্তিমান্। শ্রদ্ধা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী। বি—শ্রদ্ধাবত্তা, শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধালু—১। শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, ভক্তিমান্। বিণ। ২। কোন দ্রব্যে স্পৃহাবতী গর্ভিণী। শ্রৎ—ধা+আলুচ্ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বি; স্ত্রী।

শ্রদ্ধাস্পদ—ভক্তিভাজন; মান্য ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, বা বিণ।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট লিখিত চিঠির পাঠ। গৌরবে সংস্কৃত ৭মী বিভক্তির বহুবচন।

শ্রদ্ধেয়—শ্রদ্ধার যোগ্য, শ্রদ্ধার্হ; মাননীয়; ভক্তিভাজন। শ্রৎ—ধা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—শ্রদ্ধা।

শ্রব, শ্রবঃ (শ্রবস্)—১। কান, কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়; (জ্যামিতি) সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণের বিপরীত বাহু (hypotenuse). শ্রু+অপ্, অসি করণবা। ২। শোনা, আকর্ণন, শ্রবণ; ক্ষরণ, চ্যুতি। শ্রু+অপ্, অসি ভাববা। ৩। প্রসিদ্ধি, খ্যাতি; কীর্ত্তি। শ্রু+অপ্, অসি কর্ম্মবা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—শ্রবণীয়, শ্রব্য, শ্রাব্য, শ্রুত, শ্রোতব্য।

শ্রবণ—১। কান, কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়। শ্রু+অনট্ করণবা। ২। শোনা, আকর্ণন। শ্রু+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

শ্রবণ, শ্রবণা—অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের অন্তর্গত দ্বাবিংশ নক্ষত্র; মুণ্ডরিকাবৃক্ষ। শ্রু+অন কর্ত্তৃবা; পক্ষে+আপ্। বি; পুং বা ক্লীব, স্ত্রী।

শ্রবণপথ, -বিবর,: **শ্রবণেন্দ্রিয়**—কান, কর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব, ক্লীব।

শ্রবণসুখকর—শুনিতে মধুর, শ্রুতিমধুর। শ্রবণের সুখ, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহা করে যাহা, উপতৎ; শ্রবণসুখ—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ।

শ্রবণা—'শ্রবণ' দ্রঃ।

শ্রবণাতীত—শ্রবণপথের বাহির; যাহা শোনা যায় নাই বা যায় না। শ্রবণকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

শ্রবণীয়, শ্রব্য, শ্রোতব্য—যাহা শোনা যাইতে পারে এমন, শ্রবণোপযোগী। শ্রু+অনীয়, যৎ, তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি—শ্রবণ।

শ্রবণেন্দ্রিয়—'শ্রবণপথ' দ্রঃ।

শ্রবিষ্ঠা—(জ্যোতিষ) ধনিষ্ঠানক্ষত্র। শ্রববৎ (খ্যাতিবিশিষ্ট)+ইষ্ঠ অত্যর্থে (বৎ ভাগের লোপ)+আপ্। বি; স্ত্রী।

শ্রবিষ্ঠাজ—১। বুধগ্রহ। বি; পুং। ২। ধনিষ্ঠানক্ষত্রে জাত। উপতৎ; শ্রবিষ্ঠা—জন্ +ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

শ্রব্য—'শ্রবণীয়' দ্রঃ।

শ্রব্যকাব্য—যে কাব্য শুধু শুনিবার মত কিন্তু অভিনয় করিবার নহে তাহা, নাটক ভিন্ন অন্য কাব্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শ্রম—পরিশ্রম, শ্রান্তি; খেদ; তপঃ; শাস্ত্রাভ্যাস। শ্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—শ্রান্ত, শ্রমী, (শ্রমিন্)।

শ্রমকাতর—যে পরিশ্রম করিতে কষ্ট বোধ করে এমন, অলস। ৭মীতৎ। বিণ।

শ্রমজল, -বারি—পরিশ্রমজনিত ঘর্ম্ম। শ্রমজনিত জল, বারি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শ্রমজীবী (-জীবিন্)—যে খাটিয়া খায় এরূপ, পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, শ্রমিক। উপতৎ; শ্রম্—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী।

শ্রমণ—১। সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। বি; পুং। ২। শ্রমিক, শ্রমজীবী; ঘৃণিত, নীচ, অপকৃষ্ট। শ্রম্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

শ্রমণা—১। সন্ন্যাসিনী; শবরীবিশেষ; মুণ্ডীরীনামক গাছ; সুদর্শনা নারী। বি; স্ত্রী। ২। শ্রমজীবিনী। শ্রমণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শ্রমবারি—'শ্রমজল' দ্রঃ।

শ্রমবিভাগ—কোন কর্ম্ম কেবল এক ব্যক্তির শ্রম দ্বারা সম্পাদিত না করিয়া ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা তাহার এক এক অংশ সম্পাদিত করিবার ব্যবস্থা (division of labour). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বিণ।

শ্রমলব্ধ—পরিশ্রম দ্বারা প্রাপ্ত। ৩য়াতৎ।

শ্রমলভ্য—যাহা পাইতে হইলে পরিশ্রম করিতে হয়, পরিশ্রম দ্বারা প্রাপ্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্রমশিল্প—শ্রমসাধ্য কারুকার্য্য; কারখানায় শ্রমিকদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি (industry). শ্রমসাধ্য শিল্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

শ্রমশীল—পরিশ্রমী। শ্রম শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শ্রমসহিষ্ণু—যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত বা কাতর হয় না এমন। ২য়াতৎ। বিণ।

শ্রমসাধ্য—পরিশ্রম দ্বারা সম্পাদনযোগ্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্রমসাপেক্ষ—শ্রমসাধ্য। শ্রমের সাপেক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শ্রমস্বীকার—পরিশ্রমকরণ; শ্রমপ্রবৃত্ত হওন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্রমহারী (-হারিন্)—শ্রমজনিত ক্লান্তি-

নাশক। উপতৎ; শ্রম—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হারিণী। [বি; ক্লীব।

শ্রমাপনোদন—শ্রান্তিনাশকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ।

শ্রমাপহারী (-হারিন্)—শ্রান্তি-নাশকারী। উপতৎ; শ্রম—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হারিণী।

শ্রমাম্বু—ঘর্ম, শ্রমজল। শ্রমজনিত অম্বু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শ্রমিক—মজুর, শ্রমজীবী। শ্রম+ইক (ঠন্) করে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ।

শ্রমী (শ্রমিন্)—পরিশ্রমকারী, শ্রমশীল, যে পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এরূপ। শ্রম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শ্রমিণী। বি—শ্রম।

শ্রমোপজীবী (-জীবিন্)—পরিশ্রমকারী; পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। উপতৎ; শ্রম—উপ—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী।

শ্রয়ণ—অবলম্বন; আশ্রয়। শ্রি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

শ্রাদ্ধ—১। শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধায় যাহা দেওয়া হয় এরূপ। বিণ। ২। মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির জন্য কৃত দানাদি কর্ম্ম; পিতৃকৃত্য, একোদ্দিষ্ট পার্ব্বণাদি। শ্রদ্ধা+অণ্ যুক্তার্থে। বি; ক্লীব। বিণ—শ্রাদ্ধীয়। **শ্রাদ্ধ করা**—একেবারে নষ্ট বা পণ্ড করা; অত্যধিক অপপ্রয়োগাদি দ্বারা নষ্ট করা; অপব্যয় করা ('টাকার—')। **কাহারও শ্রাদ্ধ করা**—কাহাকেও নির্য্যাতন বা গালিগালাজ করা। **শ্রাদ্ধ গড়ান**—কোন মন্দ ব্যাপার আরও গুরুতর হওয়া। **শ্রাদ্ধের চাল চড়ান**—শ্রাদ্ধের যোগাড় করা; (গালিতে) মৃত্যুকামনাসূচক উক্তি।

শ্রাদ্ধদেব—পিতৃলোক; অন্তক, যম; বৈবস্বতমনু। শ্রাদ্ধের দেব (দেবতা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্রাদ্ধভুক্ (-ভুজ্), **-ভোক্তা** (-ভোক্তৃ)—পরলোকগত পিতৃপুরুষ। উপতৎ; শ্রাদ্ধ (শ্রদ্ধা দত্ত পিণ্ডাদি)—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা; শ্রাদ্ধের ভোক্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্রাদ্ধিক—১। শ্রাদ্ধভোজী। বিণ। ২। শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় দ্রব্য। শ্রাদ্ধ (শ্রাদ্ধে দেয়) +ইক সম্বন্ধার্থে, ভোজনার্থে। বি; ক্লীব।

শ্রাদ্ধীয়—শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয়; শ্রাদ্ধোপযুক্ত। শ্রাদ্ধ +ঈয় সম্বন্ধার্থে, যোগ্যার্থে। বিণ। বি—শ্রাদ্ধ।

শ্রান্ত—ক্লান্ত, শ্রমযুক্ত; শান্ত, নিবৃত্ত; খিন্ন; ভোগতৃপ্ত। শ্রম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—শ্রম, শ্রান্তি।

শ্রান্তগতি—১। মন্থরগামী, শ্রমহেতু ধীরে গমনকারী। বহুব্রী। বিণ। ২। শ্রমহেতু ধীর গতি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শ্রান্তি—ক্লান্তি; শ্রম; ক্লেশ; খেদ; বিশ্রাম, নিবৃত্তি। শ্রম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—শ্রান্ত। [বি; পুং।

শ্রান্তিবোধ—ক্লান্তি অনুভব। ৬ষ্ঠীতৎ।

শ্রান্তিহর—ক্লান্তিনাশক। উপতৎ; শ্রান্তি—হৃ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

শ্রান্তিহীন—বিশ্রামশূন্য; ক্লান্তিশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্রাবক—১। যে শুনিতেছে এমন, শ্রবণ-কর্তা, শ্রোতা। শ্রু+ণক কর্তৃবা। ২। যে শোনায় এরূপ। শ্রু+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—শ্রাবিকা।

শ্রাবণ—১। বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত চতুর্থমাস। শ্রাবণী (শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী)+অণ্ তদ্‌যুক্তার্থে। ২। শ্রবণেন্দ্রিয়-জনিত ('—জ্ঞান', '—প্রত্যক্ষ'); পাষণ্ড, পামর। শ্রবণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ণী।

শ্রাবণিক—১। শ্রাবণমাস। শ্রাবণী (শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী)+ইক তদ্‌যুক্তার্থে। বি; পুং। ২। শ্রাবণমাস-সম্বন্ধীয়। শ্রাবণ +ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

শ্রাবণী—শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা। শ্রবণা +অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শ্রাবয়িতা (-তৃ)—যে শোনায় এমন। শ্রু +ণিচ্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

শ্রাবিত—যাহা শুনান হইয়াছে এমন। শ্রু +ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

শ্রাব্য—১। যাহা অবশ্য শোনা উচিত এমন, অবশ্য শ্রোতব্য। শ্রু+ণ্যৎ কর্ম্মবা, আবশ্যক অর্থে। ২। শুনাইবার যোগ্য। শ্রু+ণিচ্+ যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

শ্রায়—১। আশ্রয়; অবলম্বন। শ্রি+ঘঞ্ কর্ম্মবা, ভাববা। বি; পুং। ২। শ্রীসম্বন্ধীয়; লক্ষ্মীসম্বন্ধীয়। শ্রী (লক্ষ্মী)+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—শ্রায়ী।

শ্রিত—আশ্রিত; উপজীবিত; সেবিত; যে আশ্রয় করিয়াছে এমন। শ্রি+ক্ত কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বিণ।

শ্রী—১। লক্ষ্মী; সম্পত্তি; সৌন্দর্য্য, শোভা; বেশবিন্যাস; কীর্ত্তি; সরস্বতী; দীপ্তি, আলোক; প্রকার; উপকরণ; ত্রিবর্গ; বিভূতি; বুদ্ধি; সিদ্ধি; লবঙ্গ; বিল্ববৃক্ষ; সরলবৃক্ষ; নামের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য শব্দবিশেষ (সাধারণতঃ জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে এবং মহাপুরুষ অবতার বা দেবতার নামের পূর্ব্বে ইহার প্রয়োগ হয়; বৈষ্ণব তীর্থ-স্থানাদির নামের পূর্ব্বেও ইহা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়)। বি; স্ত্রী। ২। রাগবিশেষ। শ্রি+ক্বিপ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

শ্রীকণ্ঠ—শিব; ভবভূতি কবির উপনাম; হস্তিনার উত্তর-পশ্চিমস্থ কুরুজাঙ্গল-দেশ। শ্রী (নীলবর্ণের শোভা) কণ্ঠে যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

শ্রীকর—১। শ্রীবিষ্ণু; স্মৃতিগ্রন্থকারক পণ্ডিত-বিশেষ। বি; পুং। ২। রক্তোৎপল। বি; ক্লীব। ৩। যিনি সৌভাগ্য দান করেন এমন, শোভাকারক, সৌন্দর্য্যজনক। উপতৎ; শ্রী—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী। ৪। সুন্দর হস্ত। শ্রীযুক্ত কর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

শ্রীকরণ—লেখনী, কলম। শ্রীর ('শ্রী' এই শব্দের) করণ (লিখন) যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

শ্রীকান্ত, শ্রীনাথ, শ্রীপতি—লক্ষ্মীপতি, শ্রীবিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্রীকৃষ্ণ—রাধানাথ, বসুদেবনন্দন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

শ্রীক্ষেত্র—পুরীধাম। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শ্রীখণ্ড—চন্দনকাষ্ঠ। শ্রীর (শোভা ইত্যাদির) খণ্ড (অংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব।

শ্রীগর্ভ(র্ভ)—১। শ্রীবিষ্ণু। শ্রীর গর্ভ (উৎপত্তি, নিদান), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। খড়্গ। শ্রী গর্ভে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

শ্রীঘর—(ব্যঙ্গার্থে) জেলখানা। শ্রীবিশিষ্ট ঘর (<গৃহ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

শ্রীচরণ, শ্রীপদ—শোভাযুক্ত পদ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শ্রীচরণকমল—শ্রীসম্পন্ন এবং পদ্মসদৃশ পদ। চরণরূপ কমল, রূপক কর্ম্মধা; শ্রীযুক্ত চরণকমল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

শ্রীচরণকমলেষু, শ্রীচরণেষু—পূজনীয় ব্যক্তির নিকট লিখনীয় চিঠির পাঠ। গৌরবে সংস্কৃত ৭মী বিভক্তির বহুবচন।

শ্রীছাঁদ—সুন্দর ধরণধারণ, বাহ্য সৌন্দর্য্য। বাং প্র। বি।

শ্রীজ—শাম্ব; কামদেব। উপতৎ; শ্রী—জন্ +ড কর্তৃবা। বি; পুং।

শ্রীদ—১। কুবের, ধনাধিপ। বি; পুং। ২। ধনদাতা; শোভাদায়ক। উপতৎ; শ্রী—দা (দান করা)+ক কর্তৃবা। বিণ।

শ্রীধর—বিষ্ণু; শালগ্রামমূর্ত্তিবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্রীনন্দন—কামদেব, কন্দর্প; লক্ষ্মীপুত্র।

শ্রীনাথ—'শ্রীকান্ত' দ্রঃ।

শ্রীনিকেতন—১। বিষ্ণু, নারায়ণ। বি; পুং। ২। লক্ষ্মীর আলয়। শ্রীর নিকেতন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

শ্রীনিবাস—বিষ্ণু; লক্ষ্মীর আলয়। ৬ষ্ঠীতৎ।

শ্রীপঞ্চমী—মাঘী শুক্লা পঞ্চমী (ভগবান্ কার্ত্তিকের এই পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এই জন্য এই তিথি শ্রীপঞ্চমী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে)। শ্রীপ্রিয়া পঞ্চমী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শ্রীপতি—'শ্রীকান্ত' দ্রঃ।
শ্রীপথ—রাজপথ। শ্রীযুক্ত পন্থা ('পথিন্'), মধ্যপ কর্ম্মধা (অ সমাসান্ত)। বি; পুং।
শ্রীপদ—'শ্রীচরণ' দ্রঃ।
শ্রীপদপঙ্কজ—শ্রীচরণরূপ পদ্ম। পদ-রূপ পঙ্কজ, রূপক কর্ম্মধা; শ্রীযুক্ত পদপঙ্কজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
শ্রীপদপল্লব—শ্রীচরণরূপ পল্লব, শ্রীযুক্ত পদ-পল্লব। পদরূপ পল্লব, রূপক কর্ম্মধা; শ্রীযুক্ত পদপল্লব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
শ্রীফল—১। বেলগাছ, বিল্ববৃক্ষ। শ্রীযুক্ত ফল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। বেল ফল; রাজাদনী। শ্রীযুক্ত ফল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
শ্রীবৎস—১। বক্ষঃস্থলস্থ দক্ষিণাবর্ত্ত লোমা-বলী; গৃহবিশেষ; হুড়ঙ্গবিশেষ; পুরাণ বর্ণিত এক রাজার নাম। শ্রীর বৎস (প্রকাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শ্রীবিষ্ণু। শ্রীবৎস+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। শ্রীবৎস লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
শ্রীবাস—১। সরলবৃক্ষের নির্য্যাস, টার্পিন্। শ্রীতে (সরল বা দেবদারু বৃক্ষে) বাস (স্থিতি) যাহার, বহুব্রী। ২। পদ্ম; বিষ্ণু; শিব; শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপস্থ পার্ষদবিশেষ। শ্রীর (লক্ষ্মীর) বাস যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।
শ্রীবিষ্ণু—১। বিষ্ণুর পবিত্র নাম। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। পাপ-মুক্তি বা আত্মদোষ ক্ষালনের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত বিষ্ণুনাম। বাং প্র। অব্য।
শ্রীবৃদ্ধি—উন্নতি; সৌভাগ্যবৃদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
শ্রীভ্রষ্ট—যাহার সৌন্দর্য্য ও কান্তি নষ্ট হইয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।
শ্রীমৎ—শ্রদ্ধেয়, পূজনীয় (সাধু-সন্ন্যাসীর নামের পূর্ব্বে শ্রীমান্-স্থানে ইহার প্রয়োগ হয়)। বিণ।
শ্রীমতী—১। শ্রীযুক্তা, শ্রীবিশিষ্টা; স্ত্রী-লোকের নামের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য শব্দবিশেষ (কুমারী অথবা সধবার নামের পূর্ব্বে ইহার প্রয়োগ হয়)। বিণ বা বি; স্ত্রী। ২। রাধিকা; কপিলপত্নী। শ্রীমৎ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
শ্রীমত্যা—বিধবার নামের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য শব্দ। অশুদ্ধ প্রয়োগ। বিণ; স্ত্রী।
শ্রীমান্ (-মৎ)—১। শ্রীযুক্ত (স্নেহভাজনের নামের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য শব্দ); ঐশ্বর্য্যশালী, ধনী; সুন্দর, সুশ্রী। বিণ। স্ত্রী—শ্রীমতী। ২। বিষ্ণু; শিব; কুবের; তিলকবৃক্ষ; অশ্বত্থ বৃক্ষ। শ্রী (সম্পত্তি, সৌন্দর্য্য)+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।
শ্রীমুখ—১। পত্রপৃষ্ঠে 'শ্রী'-শব্দলিখন। শ্রী মুখ (প্রধান) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। শোভাযুক্ত আনন। শ্রীযুক্ত মুখ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
শ্রীমুখপঙ্কজ—ফুটন্ত পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখ। মুখরূপ পঙ্কজ, রূপক কর্ম্মধা; শ্রীযুক্ত মুখপঙ্কজ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
শ্রীমূর্ত্তি(র্তি)—১। দেববিগ্রহ; বিষ্ণু-প্রতিমা। শ্রীযুক্তা মূর্ত্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। দেবী লক্ষ্মীর প্রতিমা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত—শ্রীমান্, লক্ষ্মীবান্; শোভাযুক্ত, শোভিত; জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে প্রযুক্ত শব্দ। ৩য়াতৎ। বিণ।
শ্রীরাগ—ছয় রাগের মধ্যে তৃতীয় রাগ। শ্রী-নামক রাগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
শ্রীরামনবমী—চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
শ্রীল—শ্রীযুক্ত, সৌভাগ্যবান্, লক্ষ্মীবান্। শ্রী (ভাগ্য)+লচ্ আছে অর্থে। বিণ।
শ্রীশ—শ্রীবিষ্ণু। শ্রীর (লক্ষ্মীর) ঈশ (ঈশ্বর, পতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শ্রীশ্রী—দেবতা বা মহাপুরুষদের নামের পূর্ব্বে প্রযুক্ত শব্দ। বাং প্র। বি।
শ্রীহস্ত—পূজনীয় ব্যক্তির অথবা প্রিয়জনের হাত (অনেক সময় ব্যঙ্গে)। শ্রীযুক্ত (শোভা-বিশিষ্ট, সুন্দর) হস্ত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
শ্রীহীন—শোভাশূন্য; সৌভাগ্যবঞ্চিত; দুর্ভাগা। ৩য়াতৎ। বিণ।
শ্রুত—১। যাহা শোনা হইয়াছে এমন, আকর্ণিত; জ্ঞাত; প্রসিদ্ধ। বিণ। বি—শ্রবণ, শ্রুতি। ২। বেদ; শাস্ত্র; শাস্ত্র-জ্ঞান। শ্রু+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।
শ্রুতকীর্ত্তি(র্তি)—১। (রামায়ণ) রাজা কুশধ্বজের কন্যা, শত্রুঘ্নের পত্নী। বি; স্ত্রী। ২। দেবর্ষিবিশেষ। বি; পুং। ৩। বিখ্যাত; কীর্ত্তিযুক্ত। শ্রুতা কীর্ত্তি যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।
শ্রুতদেবী—সরস্বতী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
শ্রুতধর—'শ্রুতিধর' দ্রঃ।
শ্রুতবান্ (-বৎ)—১। যে শুনিয়াছে এমন। শ্রু+ক্তবতু কর্তৃবা। ২। শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্বান্। শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান)+মতুপ্ আছে অর্থে। স্ত্রী,—বতী।
শ্রুতর্ষি—ঋষিবিশেষ, সুশ্রুত প্রভৃতি। শ্রুতবিৎ ঋষি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
শ্রুতলিখন—অন্যের উচ্চারিত বিষয় লিখিয়া যাওয়া (dictation-writing). শ্রুতের (শ্রুত বিষয়ের) লিখন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
শ্রুতান্বিত—বেদবিৎ, যিনি বেদ পাঠ করিয়াছেন এমন; বিদ্বান্। শ্রুত দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।
শ্রুতি—১। কান, কর্ণ ("পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি"—কাশীরাম)। শ্রু+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী। ২। শোনা, শ্রবণ। শ্রু+ক্তি ভাববা। ৩। বেদ (লিখন-প্রণালী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে বেদ, শিষ্যানু-শিষ্যক্রমে শ্রুতিপরম্পরায় চলিয়া আসিয়া-ছিল, এই নিমিত্ত ইহার একটি নাম শ্রুতি); কিংবদন্তী; পুরুষপরম্পরাগত প্রবাদ; বাচক শব্দ; সূক্ষ্ম স্বরবিশেষ (সঙ্গীতের প্রতি সুরসপ্তকে তীব্রা কুমুদ্বতী প্রভৃতি বাইশটি শ্রুতি আছে)। শ্রু+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী। বিণ—শ্রুত।
শ্রুতিকটু—১। যাহা শুনিতে খারাপ লাগে এমন। শ্রুতিতে কটু, ৭মীতৎ। বিণ। ২। (অলঙ্কারে) 'কার্তার্থ্য' প্রভৃতি কর্কশধ্বনিযুক্ত শব্দের প্রয়োগজনিত দোষ। শ্রুতি বিষয়ে কটু (কর্কশ), ৭মীতৎ। বি; পুং।
শ্রুতিকঠোর—শুনিতে কর্কশ। ৭মীতৎ। বিণ।
শ্রুতিগম্য, -গোচর—যাহা শোনা যায় বা যাইতে পারে এমন। ৩য়াতৎ; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
শ্রুতিধর, শ্রুতধর—কোন কিছু একবার শুনিয়াই যে তাহা মনে রাখিতে পারে এমন, শ্রবণমাত্র অভ্যাসকারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
শ্রুতিপথ—কান, কর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শ্রুতিপ্রসাদন—১। শুনিতে মধুর। বিণ। ২। কর্ণের প্রীতিসম্পাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
শ্রুতিপ্রামাণ্য—বেদে আছে বলিয়া মানিয়া লইবার যোগ্যতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
শ্রুতিবেধ—সংস্কারবিশেষ, কর্ণবেধ; কান বিঁধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
শ্রুতিমধুর, -মনোহর—শুনিতে মিষ্ট। ৭মীতৎ। বিণ।
শ্রুতিমূল—১। কানের গোড়া, কর্ণমূল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। বেদরূপ ধর্ম্মবোধন প্রমাণ; যজ্ঞ। শ্রুতি (বেদ) মূল যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।
শ্রুতিলিখন—শ্রুতলিখন (তাহা দ্রঃ)। অগ্রে শ্রুতি পরে লিখন, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
শ্রুতিসুখ—কাণে ভাল লাগা, কর্ণের প্রীতি। শ্রুতিগত সুখ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
শ্রুতিসুখকর—শুনিতে মধুর। উপতৎ; শ্রুতিসুখ—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।
শ্রুতিস্মৃতি—বেদ এবং মনু প্রভৃতি প্রণীত শাস্ত্র। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।
শ্রুতিহারী (-হারিন্)—শুনিতে মধুর। উপতৎ; শ্রুতি—হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হারিণী।
শ্রুব, শ্রুবা—যজ্ঞ, যাগ; যজ্ঞে ব্যবহার্য্য পাত্রবিশেষ, ঘৃতক্ষেপপাত্র। শ্রু+ক অপাবা; শ্রুব+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

শ্রূয়মাণ—যাহা শুনা যাইতেছে। শ্রু+শানচ্, কর্ম্মবা। বিণ।
শ্রেঢ়ী—(গণিত) গণনার প্রকারবিশেষ (progression). শ্রেণি—ঢৌক্+ড কর্তৃবা +ঈপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।
শ্রেণি, শ্রেণী—পঙ্ক্তি; সারি, দল; ক্লাস, মান; সেচনপাত্র; সমানব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ; কারুসংহতি। শ্রি+নি কর্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।
শ্রেণিকা—তাঁবু, পটবাস। শ্রেণী+কন্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
শ্রেণী—'শ্রেণি' দ্রঃ।
শ্রেণীকরণ—পঙ্ক্তি বা সারিতে ভাগ করা (grading). শ্রেণী—অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।
শ্রেণীবদ্ধ—সারি-বাঁধা; দল-বাঁধা; সারি সারি ভাবে অবস্থিত। ৩য়া বা ৭মীতৎ। বিণ।
শ্রেণীবিন্যস্ত—সারি সারি করিয়া স্থাপিত; ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী অনুসারে সাজান। ৭মীতৎ। বিণ। বি—শ্রেণীবিন্যাস।
শ্রেণীভুক্ত—শ্রেণীতে গৃহীত; শ্রেণীর অন্তর্গত। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।
শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্), শ্রেয়—১। ধর্ম্ম, পুণ্য; মোক্ষ, মুক্তি, অপবর্গ; সৌভাগ্য; সুখ; মঙ্গল, শুভ। বি; ক্লীব। ২। শ্রেষ্ঠ; শুভকর; অতি-প্রশস্ত। প্রশস্য+ঈয়স্ অত্যর্থে (প্রশস্য-স্থানে শ্র)। বিণ। পুং—শ্রেয়ান্। স্ত্রী—শ্রেয়সী।
শ্রেয়সী—শ্রেষ্ঠা; শুভকরী। শ্রেয়স্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
শ্রেয়স্কর—শুভকর, মঙ্গলজনক। উপতৎ; শ্রেয়স্—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রী।
শ্রেয়ান্ (শ্রেয়স্)—'শ্রেয়ঃ' শব্দে (২) দ্রঃ।
শ্রেয়োজনক—কল্যাণকর, শুভজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা।
শ্রেষ্ঠ—১। প্রধান; উত্তম; অতি প্রশস্ত। বিণ। বি,—তা,—ত্ব। ২। কুবের; রাজা; ব্রাহ্মণ; শ্রীবিষ্ণু। বি; পুং। ৩। গোদুগ্ধ। প্রশস্য+ইষ্ঠ অত্যর্থে (প্রশস্য-স্থানে শ্র)। বি; ক্লীব।
শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠত্ব—প্রাধান্য, উৎকর্ষ, উত্তমতা। শ্রেষ্ঠ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—শ্রেষ্ঠ।
শ্রেষ্ঠাশ্রম—প্রধান আশ্রম; গৃহস্থাশ্রম। শ্রেষ্ঠ আশ্রম, কর্ম্মধা। বি; পুং।
শ্রেষ্ঠী (শ্রেষ্ঠিন্)—বণিগ্‌বিশেষ, শেঠ; অতি ধনী ব্যক্তি; মহাজন। শ্রেষ্ঠ (প্রধান বস্তু)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।
শ্রোণি, শ্রোণী—কোমর, কটিদেশ; পাছা, নিতম্ব; পথ। শ্রোণ্ (স্থূল হওয়া)+ইন্ কর্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।
শ্রোণিতট, -ফলক—১। চওড়া পাছা, প্রশস্ত নিতম্ব। শ্রোণি তটসদৃশ, ফলকসদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। ২। নিতম্বের নিম্নভাগ বা পার্শ্ব ভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।
শ্রোণিসূত্র—খড়্গাবন্ধনসূত্র; কটিবন্ধনসূত্র, ঘুন্সী। শ্রোণিস্থ সূত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
শ্রোণী—'শ্রোণি' দ্রঃ।
শ্রোতব্য—'শ্রবণীয়' দ্রঃ।
শ্রোতা (শ্রোতৃ)—যে শুনে এমন, শ্রবণকর্তা। শ্রু+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—শ্রোত্রী।
শ্রোতৃবর্গ, -মণ্ডলী—শ্রবণকারীর দল, শ্রোতার দল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।
শ্রোত্র, শ্রৌত্র—১। শ্রুতি, শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। শ্রু+ষ্ট্রন্ করণবা; শ্রোত্র+অণ্ স্বার্থে। ২। বেদ। শ্রু+ষ্ট্রন্ কর্ম্মবা; শ্রোত্র+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।
শ্রোত্রিয়—১। বেদপাঠক ব্রাহ্মণ; বেদজ্ঞ বিপ্র; সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ। বি; পুং। ২। সুশীল, সচ্চরিত্র; সৎকুলজাত। ছন্দস্ (বেদ)+ইয় অধ্যয়নার্থে (ছন্দস্-স্থানে শ্রোত্র)। বিণ।
শ্রৌত—১। শ্রুতিসিদ্ধ, বেদবিহিত। বিণ। স্ত্রী—শ্রৌতী। ২। গার্হপত্য আবহনীয় দক্ষিণ—এই তিনপ্রকার অগ্নি। শ্রুতি (বেদ)+অণ্ বিহিতার্থে। বি; পুং।
শ্রৌতকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), -কর্ম—বেদবিহিত ক্রিয়া। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
শ্রৌত্র—কর্ণ; বৈদিককর্ম্ম। শ্রোত্র+অণ্ স্বার্থে, বিহিতার্থে। বি; ক্লীব।
শ্লক্ষ্ণ—স্নিগ্ধ; মার্জ্জিত; চকচকে; মনোহর; অল্প। শ্লিষ্+ক্স কর্তৃবা। বিণ।
শ্লথ—ঢিলা, অদৃঢ়, শিথিল; দুর্ব্বল। শ্লথ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।
শ্লাঘনীয়—'শ্লাঘ্য' দ্রঃ।
শ্লাঘা—প্রশংসা; অভিলাষ, ইচ্ছা; পরিচর্য্যা, সেবা; নিজগুণ-খ্যাপন। শ্লাঘ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—শ্লাঘনীয়, শ্লাঘিত, শ্লাঘ্য।
শ্লাঘাজনক—প্রশংসাজনক, গৌরবজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
শ্লাঘিত—প্রশংসিত, গৌরবিত। শ্লাঘ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—শ্লাঘা।
শ্লাঘ্য, শ্লাঘনীয়—প্রশংসনীয়, প্রশংসা-যোগ্য; স্পৃহণীয়; প্রশস্ত। শ্লাঘ্+ণ্যৎ, অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—শ্লাঘা।
শ্লিষ্ট—শ্লেষযুক্ত, দুই বা বহু অর্থবোধক; সংসৃষ্ট; সংযুক্ত; আলিঙ্গিত। শ্লিষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—শ্লেষ।
শ্লিষ্টার্থ—স্পষ্টভাবে যে অর্থের বোধ হয় তাহা ছাড়া অন্য অর্থ। শ্লিষ্ট যে অর্থ, কর্ম্মধা। বি; পুং।
শ্লিষ্টোক্তি—যাহার দুইটি অর্থ হয় এরূপ কথা। শ্লিষ্টা উক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
শ্লীপদ—শোথরোগ, গোদ (elephantiasis). শ্রীযুক্ত (বৃদ্ধিযুক্ত) পদ যাহা হইতে, বহুব্রী (র-স্থানে ল)। বি; ক্লীব।
শ্লীপদী (-দিন্)—গোদা পায়ে, শোথযুক্ত। শ্লীপদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—দিনী।
শ্লীল—শ্রীযুক্ত; সৌভাগ্যশালী; ভদ্র; সভ্য; সাধু। শ্রী+লচ্ আছে অর্থে (র-স্থানে ল)। বিণ। বি,—তা।
শ্লীলতা—ভদ্রতা; সভ্যতা। শ্লীল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।
শ্লীলতাহানি—অভদ্র ব্যবহার; স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম নাশ, বলাৎকারের চেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
শ্লেট—লিখিবার কাল প্রস্তরফলক। ইং slate. বি; স্ত্রী।
শ্লেষ—১। যোগ, সংযোগ; আলিঙ্গন; দাহ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [একই শব্দের একাধিক অর্থসঙ্গতি হইলে এই অলঙ্কার হয়; যথা—

১। "গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত"
—ভারতচন্দ্র।

গোত্র=(১) বংশ, (২) পর্ব্বত। মুখবংশজাত=(১) মুখোপাধ্যায়, (২) শ্রেষ্ঠ বংশে উৎপন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মার মানসজাত।

২। "গৌরি শ্যামনট নহ তব দুরঘট"
—রাধামোহন।

গৌরি=(১) গৌরী রাগিণী, (২) হে গৌরবর্ণে রাধিকে। শ্যামনট=(১) নটনারায়ণ রাগ, (২) শ্যামনাগর। নহ তব দুরঘট=(১) তোমার নিকট কঠিন নহে, (২) তোমার পক্ষে দুর্লভ নহে]। শ্লিষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। বিদ্রূপ, পরিহাসসূচক বক্রোক্তি। বাং প্র। বি।
শ্লেষ্মঘ্না—১। মল্লিকা; কেতকী। বি; স্ত্রী। ২। শ্লেষ্মনাশিকা। উপতৎ; শ্লেষ্মন্—হন্+ক কর্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—শ্লেষ্মঘ্ন।
শ্লেষ্মা (শ্লেষ্মন্)—কফ, সর্দ্দি। শ্লিষ্+মনিন্ কর্তৃবা। বি; পুং। বিণ—শ্লৈষ্মিক।
শ্লেষ্মাজ্বর—(বৈদ্যক) কফের বৈষম্য হেতু জ্বররোগ। শ্লেষ্মা-জনিত জ্বর, মধ্যপ কর্ম্মধা (ব্যাকরণ মতে শ্লেষ্মজ্বর)। বি; পুং।
শ্লৈষ্মিক—শ্লেষ্মাসম্বন্ধীয়; শ্লেষ্মময়। শ্লেষ্মন্+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বক্, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী—ত্বকের যে ভাগ দ্বারা শরীরের অভ্যন্তর ভাগ আবৃত থাকে তাহা (mucous membrane).
শ্লোক—পদ্য, কবিতা, ছন্দোবদ্ধ বাক্য; সুখ্যাতি, যশঃ। শ্লোক্ (পদ্যরচনা করা, প্রথিত হওয়া)+ঘঞ্ কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বি; পুং [রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, শোক শব্দ হইতে শ্লোক হইয়াছে। মহামুনি বাল্মীকি একদা এক ব্যাধকে কামক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চদম্পতির পুং-

ক্রৌঞ্চটিকে শরবিদ্ধ করিতে দেখিয়া দুঃখে ব্যাধকে অভিশাপ দিলেন। শোকাবেগে ঐ অভিশাপবাণী ছন্দোবদ্ধ হইয়া তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল। যথা—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

তদবধি ছন্দোবদ্ধ বাক্যমাত্রই শ্লোক-নামে খ্যাত হইয়াছে]।

শ্লোকময়, শ্লোকাত্মক—শ্লোকে রচিত, পদ্যে রচিত। শ্লোক+ময়ট্ স্বরূপার্থে; শ্লোক আত্মা (আত্মন্=স্বরূপ) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—য়ী, —ত্মিকা।

[ষ]

ষ—১। একত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ (ইহার উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা; ইহা উষ্মবর্ণ)। ২। ক্লেশ; ক্ষতি, ধ্বংস; অবশেষ; শিক্ষক; প্রাক্তন সংস্কার বা জ্ঞানের লোপ; মুক্তি, নির্ব্বাণ; স্বর্গ; নিদ্রা। বি; পুং। ৩। অঙ্কুর; ধৈর্য্য। বি; ক্লীব। ৪। বিজ্ঞ; শ্রেষ্ঠ; শোভন। ষো (নাশ করা) + ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

ষকার—'ষ' এই বর্ণ। ষ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ষট্ (ষষ্)—ছয় সংখ্যা, ৬। ষো (নাশ করা) + ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।

ষট্ক—ছয় সংখ্যা, ৬। ষষ্ (ছয়) + ক স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ষট্কর্ম্ম (-কর্ম্মন্), -কর্ম—যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্ম্ম; (তন্ত্র) শান্তি বশীকরণ স্তম্ভন বিদ্বেষ উচ্চাটন মারণ—এই ছয় কর্ম্ম। ষট্প্রকার কর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ষট্কর্ম্মা (-কর্ম্মন্), -কর্মা—যজন প্রভৃতি কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ। ষট্ কর্ম্ম যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ষট্কর্ম্মা(র্মা)ন্বিত—যজন যাজন ইত্যাদির অনুষ্ঠানকারী। ষট্কর্ম্মদ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ষট্কোণ—১। বজ্র; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান; (জ্যামিতি) ষড়্ভুজ ক্ষেত্র (hexagon). বি; ক্লীব। ২। যাহার ছয়টি কোণ আছে এমন। ষট্ কোণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ষট্চক্র—দেহমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীতে অবস্থিত যোগোক্ত পদ্মাকার ছয়টি চক্র (যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা)। দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ষট্চত্বারিংশ, -চত্বারিংশত্তম—ছেচল্লিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্চত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী,—মী।

ষট্চত্বারিংশৎ—ছেচল্লিশ সংখ্যা, ৪৬; ৪৬-সংখ্যক। ষড়ধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্চরণ—১। ভ্রমর, ষট্পদ; উকুন। ষট্ (ছয়) চরণ (পা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। ছয় পা। ষট্ চরণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

ষট্ত্রিংশ, -ত্রিংশত্তম—ছত্রিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্ত্রিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী,—মী।

ষট্ত্রিংশৎ—ছত্রিশ সংখ্যা, ৩৬; ৩৬-সংখ্যক। ষড়ধিকা ত্রিংশৎ (ত্রিশ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্পঞ্চাশ, -পঞ্চাশত্তম—ছাপ্পান্ন সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্পঞ্চাশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী,—মী।

ষট্পঞ্চাশৎ—ছাপ্পান্ন সংখ্যা, ৫৬; ছাপ্পান্ন-সংখ্যক। ষড়ধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্পদ—ভ্রমর। ষট্ পদ যাহার, বহুব্রী। [বি; পুং।

ষট্পদী—উকুন; ভ্রমরী; ছয়চরণযুক্ত ছন্দ। ষট্পদ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ষট্প্রজ্ঞ—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সামাজিক নিয়ম অর্থাৎ লোকাচার ও তত্ত্বজ্ঞান—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ; বৌদ্ধ; কামুক ব্যক্তি। ষট্ (ছয়) বিষয়ে প্রজ্ঞ, ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

ষট্ষষ্ঠ—ছেষট্টি সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্ষষ্টি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষষ্ঠী।

ষট্ষষ্টি—ছেষট্টি সংখ্যা, ৬৬; ছেষট্টি-সংখ্যক। ষড়ধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্ষষ্টিতম—ছেষট্টি সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্ষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তমী।

ষট্সপ্ত, -সপ্ততিতম—সাতাত্তর সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্সপ্ততি+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী,—মী।

ষট্সপ্ততি—সাতাত্তর সংখ্যা, ৭৭; সাতাত্তর-সংখ্যক। ষড়ধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষড়ঙ্গ—১। দুই হাত দুই পা কোমর ও মাথা —দেহের এই ছয় অঙ্গ; হৃদয়াদি ছয়টি অবয়ব; শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ—বেদের এই ছয়টি অঙ্গ; গোমূত্র গোময় ক্ষীর ঘৃত দধি রোচনা—এই ছয় গব্য; মৌল ভৃত্য সুহৃৎ শ্রেণী দ্বিষৎ আটবিক—এই ছয়প্রকার সেনাঙ্গ; আদ্যশ্রাদ্ধে—পীঠাদি ছয়টি উপকরণ। ষট্ (ছয়) অঙ্গের (অবয়বের, অংশের) সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব। ২। ছয় অঙ্গবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, -ঙ্গী। ৩। ক্ষুদ্রগোক্ষুরক। ষট্ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ষড়ভিজ্ঞ—দিব্যচক্ষুঃ শ্রোত্র (বেদ) পরচিত্তজ্ঞান (পরের মনের কথা জানা) পূর্ব্বজন্মস্মরণ আত্মজ্ঞান বিয়দ্গতি (আকাশে গমন করিবার ক্ষমতা) কায়ব্যূহসিদ্ধি (যে কোন দেহধারণ করিবার ক্ষমতা)—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ। ষট্ (ছয় বিদ্যা বা ধর্ম্মবিষয়ে) অভিজ্ঞ, ৭মীতৎ। বিণ।

ষড়্যন্ত্র—ষড়্যন্ত্র (তাহা দ্রঃ)।

ষড়শীত, -শীতিতম—ছিয়াশী সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষড়শীতি+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী, —মী।

ষড়শীতি—ছিয়াশী সংখ্যা, ৮৬; সংক্রান্তি-বিশেষ; মিথুন কন্যা ধনু ও মীনরাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণ; ছিয়াশী-সংখ্যক। ষড়ধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষড়শীতিচক্র—(জ্যোতিষ) মিথুন কন্যা ধনু ও মীনরাশিস্থ রবির শুভাশুভ ফল জানিবার জন্য নক্ষত্রাঙ্গ নরাকার চক্র। বি; ক্লীব।

ষড়ানন—কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ। ষট্ আনন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ষড়ৈশ্বর্য্য(র্য)—ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি গুণ [ঐশ্বর্য্য বলিতে সাধারণতঃ অণিমাদি আটটিকে বুঝায় এবং ভগ শব্দে ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ছয়টিকে বুঝায়; কিন্তু এখানে ষড়ৈশ্বর্য্য শব্দেই ঐশ্বর্য্য বীর্য্য ইত্যাদিকে বুঝাইতেছে]। ষট্ ঐশ্বর্য্যের সমাহার, দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ষড়ৈশ্বর্য্য(র্য)শালী (-লিন্)—১। ছয়টি গুণের অধিকারী। উপতৎ; ষড়ৈশ্বর্য্য—শাল্

+ণিন্ কর্ত্তৃবা। স্ত্রী,–শালিনী। ২। শ্রীভগবান্। বি।

ষড়্‌ঋতু—গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত—বৎসরের এই ছয়টি কালবিভাগ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ষড়্‌গত—কৃতাভ্যাস, অভ্যস্ত। বাং প্র। [বিণ।

ষড়্‌গুণ—১। সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয়—রাজাদিগের এই ছয়টি শত্রুদমনযোগ্য নীতি। ষট্-সংখ্যক গুণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। ছয় সংখ্যাদ্বারা গুণিত। ষট্ গুণ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

ষড়্‌জ—সঙ্গীতের স্বরবিশেষ। [নাসা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত—এই ছয় স্থান হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহা ময়ূরস্বরতুল্য। বায়ুমণ্ডলে প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৬ বার কম্পন হইলে মুখরা গ্রামের ষড়্‌জ বা সা স্বরের উৎপত্তি হয়]। উপতৎ ; ষষ্—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ষড়্‌দর্শন—পূর্ব্বমীমাংসা বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জলি ন্যায় বৈশেষিক—এই ছয়টি দর্শনশাস্ত্র। ষট্ দর্শনের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

ষড়্‌দুর্গ—ধন্বদুর্গ মহীদুর্গ গিরিদুর্গ মনুষ্যদুর্গ মৃদ্দুর্গ বনদুর্গ—এই ছয় প্রকার দুর্গ। ষট্ দুর্গের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

ষড়্‌বক্ত্র—ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়। ষট্ বক্ত্র যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ষড়্‌বর্গ—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য—এই ছয় রিপু। ষটের (ছয়ের) বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ষড়্‌বিধ—ছয়প্রকার। ষট্ বিধা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

ষড়্‌বিন্দু—বিষ্ণু ; পক্বতৈলবিশেষ ; কীটবিশেষ। ষট্ বিন্দু যাঁহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

ষড়্‌ভুজ—১। ছয়হস্তযুক্ত। বিণ। ২। (জ্যামিতি) ছয়টি বাহু দ্বারা বদ্ধ ক্ষেত্র (hexagon). ষট্ ভুজ যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

ষড়্‌যন্ত্র—গুপ্ত কুমন্ত্রণা, কু-চক্রান্ত। ষটের (ছয় জনের, অর্থাৎ অনেকের) যন্ত্র (দুরভিপ্রায়-সাধক পরামর্শ), ৬ষ্ঠীতৎ ; ষড়্‌বিধ যন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা ; অথবা ষড় (<আর্বী সড়=গুপ্ত মন্ত্রণ) + (সহচর শব্দ) যন্ত্র [সাধারণতঃ ষড়যন্ত্র শব্দই প্রচলিত]। বি।

ষড়্‌রস—মধুর তিক্ত কষায় অম্ল কটু লবণ —এই ছয় রস। ষট্ (ছয়) রসের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

ষণ্ড—১। ষাঁড়, বৃষ ; ক্লীব, নপুংসক ; প্রহ্লাদের গুরু ; বৃক্ষ। বি ; পুং। ২। পদ্মসমূহ ; সমূহ। ষণ্+ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব।

ষণ্ডা—ষাঁড়ের মত বলশালী দুর্দ্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল ; একগুঁয়ে। 'ষণ্ড'-শব্দজ। বিণ।

ষণ্ডামার্ক—ষণ্ড ও অমার্ক নামক প্রহ্লাদের গুরুদ্বয় ; (ব্যঙ্গার্থে) দুর্দ্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব ব্যক্তি। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ষণ্ডামার্কা—গুণ্ডা-প্রকৃতি। ষণ্ডা মার্কা (<mark=চিহ্ন) যাহার, বহুব্রী, অথবা, 'ষণ্ডামার্ক'-শব্দজ। বিণ।

ষণ্ণবতি—ছিয়ানব্বই সংখ্যা, ৯৬ ; ছিয়ানব্বই-সংখ্যক। ষড়ধিকা নবতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

ষণ্ণবতিতম—ছিয়ানব্বই সংখ্যার পূরক। ষণ্ণবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,–মী।

ষণ্মাস্য—যাহা ছয় মাসে সম্পন্ন হয় এমন, ছয়মাসসাধ্য ; যাহার বয়স ছয় মাস হইয়াছে এমন। ষণ্মাস+যৎ সাধ্যার্থে, বয়সার্থে। বিণ।

ষণ্মুখ—ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়। ষট্ মুখ যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

ষত্ব—মূর্দ্ধন্য ষকারের ভাব, ব্যাকরণের বিধানে 'ষ' হওয়া। ষ+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব।

ষত্ববিধান, -বিধি—(ব্যাকরণ) দন্ত্য 'স'-স্থানে মূর্দ্ধন্য 'ষ' হওয়ার নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব, পুং।

ষষ্টি—ষাট সংখ্যা, ৬০ ; ৬০-সংখ্যক। ষড়্‌গুণিতা দশতি, মধ্যপ কর্ম্মধা (নিপা)। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

ষষ্টিক—১। ধান্যবিশেষ, ৬০ রাত্রিতে যে ধান্য পক্ব হয় তাহা। বি ; পুং। ২। ষষ্টি-সংখ্যা দ্বারা ক্রীত। ষষ্টি+কন্ নিষ্পন্নার্থে, ক্রীতার্থে। বিণ। [স্ত্রী।

ষষ্টিকা—ষষ্টিকধান্য। ষষ্টিক+আপ্। বি ;

ষষ্টিতম—ষাটের পূরক। ষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,–মী।

ষষ্ঠ, ষষ্ঠক—ছয়ের পূরক। ষষ্+অট্ পূরণার্থে (থ-আগম) ; ষষ্ঠ+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—ষষ্ঠী, ষষ্ঠিকা।

ষষ্ঠিকা, ষষ্ঠী—১। দেবীবিশেষ ; কাত্যায়নী, দুর্গা ; তিথিবিশেষ ; মাতৃকাবিশেষ। বি ; স্ত্রী। ২। ছয়ের স্থানীয়া। ষষ্ঠ+ঈপ্, ১ম পক্ষে ষষ্ঠী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ষষ্ঠীতৎপুরুষ—(ব্যাকরণ) সমাসবিশেষ [পূর্ব্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহা]। ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্ট তৎপুরুষ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

ষষ্ঠীতলা—ষষ্ঠীদেবীর মন্দির বা অধিষ্ঠান-স্বরূপ বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ষাঁড়—পুরুষ জাতীয় গরু, পুঙ্গব। বি। **ধর্ম্মের ষাঁড়**—ধর্ম্ম-দেবতার নামে যে ষাঁড়কে ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; (তাহা হইতে বিদ্রূপার্থে) স্বেচ্ছাবিহারী, যে নিজের খেয়ালমত যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। **ষাঁড়ের গোবর**—অকর্ম্মণ্য অকেজো লোক বা বস্তু।

ষাঁড়াষাঁড়ি—দুইটি ষাঁড়ের লড়াই। বহুব্রী। বি। **ষাঁড়াষাঁড়ির বান**—গঙ্গার জোয়ারবিশেষ। এই জোয়ারের সময় গঙ্গার তরঙ্গাভিঘাত অতি ভীষণ হয়।

ষাট্—ষষ্ঠীদেবী। 'ষষ্ঠী'-শব্দজ। বি। **ষাটের কোলে**—ষষ্ঠীদেবীর কৃপায়।

ষাট, ষাটি—৬০-সংখ্যা ; ৬০-সংখ্যক। 'ষষ্টি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

ষাট্‌ষাট্—স্বস্তি স্বস্তি, শিশুসন্তানের অমঙ্গল নিবারণার্থ বা তাহার ক্রন্দন নিবারণ ও ভয়াদি দূর করিবার জন্য 'স্বস্তি'-শব্দের উচ্চারণ। 'ষষ্ঠী' বা 'স্বস্তি'-শব্দজ। অব্য।

ষাড়ব—গান, গীত, ছয়স্বরের মিলিত রাগরাগিণী। ষষ্+অণ্ জাতার্থে (নিপাতনে) (<খাড়ব)। বি ; পুং।

ষাড়্‌গুণ্য—সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধীভাব আশ্রয়—এই ছয় গুণ। ষড়্‌গুণ+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

ষাণ্মাতুর—ষড়ানন, কার্ত্তিকেয় [কৃত্তিকাত্রয়, দুর্গা, গঙ্গা, পৃথ্বী—ইনি এই ছয় জনের পুত্র]। ষণ্মাতৃ+অণ্ অপত্যার্থে (ঋ-স্থানে উর্)। বি ; পুং।

ষাণ্মাসিক—ছয়মাসসম্বন্ধীয় ; ছয় মাসে কর্ত্তব্য (শ্রাদ্ধাদি)। ষণ্মাস+ইক ভবার্থে, কর্ত্তব্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,–কী।

ষিড়্‌গ—কামুক, লম্পট ; উপপতি। ষিট্ (ঘৃণা করা)+গন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

ষেটেরা—শিশুর কল্যাণার্থ তাহার জন্মের পর ষষ্ঠ রাত্রিতে কর্ত্তব্য পূজাবিশেষ। বাং প্র। বি।

ষোড়শ—ষোল সংখ্যার পূরক। ষোড়শন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,–শী।

ষোড়শ (-শন্)—ষোলসংখ্যা, ১৬ ; ১৬-সংখ্যক। ষড়ধিকা দশ (দশন্), মধ্যপ কর্ম্মধা, অথবা, ষট্ এবং দশ, দ্বন্দ্ব। বি বা বিণ।

ষোড়শক, -দান—ভূমি আসন অন্ন বস্ত্র জল তাম্বূল প্রদীপ ছত্র গন্ধ মাল্য ফল শয্যা পাদুকা গো কাঞ্চন রজত—শ্রাদ্ধাদিকালে এই ষোড়শপ্রকার দ্রব্য দান। ষোড়শন্ (ষোল)+কন্ পরিমাণ অর্থে ; ২য় পক্ষে কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

ষোড়শমাতৃকা—ষোড়শসংখ্যক দেবীবিশেষ [যথা—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা]। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

ষোড়শাংশু—১। শুক্রগ্রহ। বি ; পুং।

২। ষোড়শকিরণযুক্ত। ষোড়শ (ষোল) অংশু (কিরণ) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

ষোড়শাঙ্গ—১। ষোল-অঙ্গবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, –ঙ্গা, –ঙ্গী। ২। গুগ্‌গুলু দারু পত্র চন্দন সরল হ্রীবের অগুরু কুষ্ঠ গুড় সর্জ্জরস ঘন হরীতকী নখী লাক্ষা জটামাংসী শৈলেয়—এই ষোলপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্যমিশ্রিত ধূপ। ষোড়শ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ষোড়শাবর্ত্ত(র্ত)—শঙ্খ। ষোড়শ আবর্ত্ত যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ষোড়শার—ষোড়শদল পদ্ম। ষোড়শ অর (দল) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

ষোড়শার্চ্চিঃ (-র্চ্চিস্), **-র্চি**—শুক্রগ্রহ। ষোড়শ অর্চ্চিঃ (কিরণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

ষোড়শী—১। কালী তারা প্রভৃতি দশ-মহাবিদ্যার মধ্যে এক মহাবিদ্যা; ষোল বৎসরের যুবতী। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। ষোল সংখ্যার পূরিকা। ষোড়শ+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

ষোড়শোপচার—আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক পুনরাচমনীয় স্নান বসন আভরণ চন্দন পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য ও বন্দন—পূজার এই ১৬ উপচার; (শক্তিপূজায়) পাদ্য অর্ঘ্য স্নান আচমনীয় বসন ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য আচমন মদ্য তাম্বূল তর্পণ ও নতি—এই ১৬ উপচার। ষোড়শ উপচার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

ষোঢ়ান্যাস—(তন্ত্র) ছয় প্রকারে মন্ত্রের বিন্যাস, ছয় স্থানে মন্ত্রের প্রয়োগ। ষোঢ় (=ষট্+ধা, ছয়প্রকারে) ন্যাস, সুপ্‌সুপা। বি; পুং।

ষোল—১৬ সংখ্যা; ১৬-সংখ্যক। 'ষোড়শন্'-শব্দজ। বি বা বিণ। **ষোল আনা**—পুরা-পূরি এক টাকা; সম্পূর্ণ, সমগ্র। **ষোল কলা**—চাঁদের ষোলটি অংশ। **ষোল কলাপূর্ণ**—সর্ব্বতোভাবে পূর্ণাঙ্গ।

ষ্টকিং, স্টকিং—মোজা। ই stocking. বি।

ষ্টিমার, স্টিমার—বাষ্পীয় পোত, কলের জাহাজ। ইং steamer. বি।

ষ্টীল, স্টীল—ইস্পাত, পাকা লোহা। ইং steel. বি।

ষ্টেট, স্টেট—এক শাসনের অন্তর্গত দেশ (state); জমিদারী (estate); বিষয়-সম্পত্তি। বি।

ষ্টেশন, স্টেশন—রেল ষ্টিমার প্রভৃতির যাত্রীদিগের উঠা-নামার স্থান; আড্ডা। ইং station. বি। [উনান। ইং stove. বি।

ষ্টোভ, স্টোভ—ধাতুনির্ম্মিত একপ্রকার

ষ্ট্যাম্প, স্ট্যাম্প—ডাকটিকিট; শুল্ক আদায়ের চিহ্নপত্র। ইং stamp. বি।

ষ্ট্রীট, স্ট্রীট্—রাস্তা, রাজপথ। ইং street. বি।

ষ্ঠীবন—থুথু-ফেলা, থুৎকার। ষ্ঠিব্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—ষ্ঠ্যূত।

ষ্ঠ্যূত—যাহা থুথুরূপে ফেলা হইয়াছে; যাহার উপর থুথু ফেলা হইয়াছে এমন; যাহার উপর বমি করা হইয়াছে এমন, বান্ত; নিরস্ত। ষ্ঠিব্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—ষ্ঠিবন।

[স]

স—১। দ্বাত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ (ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত)। ২। শিব; বিষ্ণু; চন্দ্র; বায়ু; সর্প; জীবাত্মা; ভৃগু; দীপ্তি। বি; পুং। ৩। জ্ঞান; চিন্তা; গাড়ী যাইবার উপযুক্ত রাস্তা। সো (গমন করা)+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৪। (বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ্যবাচক শব্দের পূর্ব্বে থাকিলে) তৎসহিত। বিণ। ৫। সহ্য কর। বাং ক্রি।

সই—১। সখী। 'সখী'-শব্দজ। বি; স্ত্রী। **সই পাতান**—একটি মেয়ের সহিত অন্য মেয়ের সখীত্ব-স্থাপন। ২। সহ্য করি। বাং ক্রি। ৩। মাপমত, পুরাপুরি। বিণ। ৪। স্বীকার, সম্মতি। বাং প্র। অব্য। ৫। স্বাক্ষর, দস্তখত। 'সহি'-শব্দজ। বি।

সইস, সহিস—অশ্বপালক। ফার্সী 'সাইস'-শব্দজ। বি।

সই-সাঙাতি—সখীদের দল। বাং প্র। বি।

সওগাৎ, সওগাদি—উপহার, তত্ত্ব। তুর্কীমূলক। বি।

সওদা—বাণিজ্য, ব্যবসায়; বাণিজ্যদ্রব্য; কেনা জিনিস; লাভজনক ক্রয় বা বিক্রয়। ফার্সী। বি।

সওদাগর, সদাগর—বণিক্, বাণিজ্য-কারী; ব্যবসায়ী। ফার্সী। বি।

সওদাগরি—বাণিজ্য, ব্যবসায়। সওদাগর +ই কর্ম্মার্থে। বি।

সওদাগরী—সওদাগর-সম্বন্ধীয় ('—জাহাজ')। সওদাগর+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সওয়া—১। সহ্য করা। বাং ক্রি। ২। এক এবং এক-চতুর্থাংশ, পূর্ণ সংখ্যা বা মাত্রা হইতে চতুর্থাংশ বেশী। 'সপাদ'-শব্দজ। বি।

সওয়াইয়া—সওয়া দ্বারা গুণ করিবার নামতা। বাং প্র। বি।

সওয়ার—চড়নদার, আরোহী। ফার্সী। বি।

সওয়ারি—যান, গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ [যথা—রসনচৌকি, ডঙ্কা প্রভৃতি; রাজাদিগের বহির্গমনকালে এই যন্ত্রগুলি বাদিত হইত বলিয়া ইহাদের নাম সওয়ারি যন্ত্র]; আরোহী। ফার্সী। বি।

সওয়াল—প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা; অনুরোধ; পূর্ব্ব-পক্ষ। আর্বী। বি।

সওয়ালজবাব—প্রশ্নোত্তর; মোকদ্দমার বাদ-প্রতিবাদ। দ্বন্দ্ব। বি।

সং, সঙ্—কৌতুকজনক বেশ; রঙ্গ; কৌতুক; বিদূষক; হাস্যজনক বেশধারী ব্যক্তি। 'স্বাঙ্গ'-শব্দজ। বি।

সংকট—'সঙ্কট' দ্রঃ।

সংকর—'সঙ্কর' দ্রঃ।

সংকলন—'সঙ্কলন' দ্রঃ।

সংকল্প—'সঙ্কল্প' দ্রঃ।

সংকীর্ণ—'সঙ্কীর্ণ' দ্রঃ।

সংকীর্ত্ত(র্ত)ন—'সঙ্কীর্ত্তন' দ্রঃ।

সংকুচিত—'সঙ্কুচিত' দ্রঃ।

সংকুলান—'সঙ্কুলান' দ্রঃ।

সংকেত—'সঙ্কেত' দ্রঃ।

সংকেতস্থান—দেখা করিবার জায়গা; অভিসারের জায়গা; নায়ক-নায়িকার মিলিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান। সংকেতনির্দ্দিষ্ট স্থান, মধ্যপ কর্ম্মধা, অথবা, সংকেতই স্থান, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সংকোচ—'সঙ্কোচ' দ্রঃ।

সংক্রম, সংক্রাম—১। গমন; প্রাপ্তি; সংক্রমণ; (জ্যোতিষ) সূর্য্যাদির অন্য রাশিতে গমন; সংক্রান্তি; প্রবেশ। সম্—ক্রম্+ঘঞ্ ভাববা (বিকল্পে বৃদ্ধি)। ২। উপায়; সেতু; সোপান। সম্—ক্রম্+ঘঞ্ করণবা (বিকল্পে বৃদ্ধি)। বি; পুং।

সংক্রমণ—১। গমন, প্রবেশ; প্রাপ্তি; সংক্রান্তি; (জ্যোতিষ) সূর্য্যাদির অন্য রাশিতে প্রবেশ। সম্—ক্রম্+অনট্ ভাববা। ২। সিঁড়ি, সোপান; সাঁকো, সেতু; উপায়। সম্—ক্রম্+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

সংক্রমিত, সংক্রামিত—স্থাপিত; নিবেশিত, প্রবেশিত; গমিত; প্রতিবিম্বিত; এক দেহ হইতে দেহান্তরে গত (infected). সম্—ক্রম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা (বিকল্পে বৃদ্ধি)। বিণ।

সংক্রান্ত—সম্বন্ধীয়; ঘটিত ('বিজ্ঞান—'); প্রতিবিম্বিত; সংক্রমণবিশিষ্ট; গত; প্রাপ্ত; যুক্ত; প্রবিষ্ট; সঞ্চারিত; ব্যাপ্ত। সম্—ক্রম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—সংক্রম, সংক্রমণ, সংক্রান্তি।

সংক্রান্তি—মাসশেষে সূর্য্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন, মাসের শেষ দিন; সঞ্চার, গমন; প্রতিবিম্বন; ব্যাপ্তি। সম্—ক্রম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

শিরে সংক্রান্তি—আসন্ন বা সমাগত বিপদ্।

সংক্রাম—'সংক্রম' দ্রঃ।

সংক্রামক—যাহা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইতে পারে, ছোঁয়াচে ('—ব্যাধি'); যাহা কোন বস্তুর সংস্রবে উৎপন্ন হয় এমন; এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশকারক; ব্যাপক। সম্—ক্রম্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—মিকা।

সংক্রামিত—'সংক্রমিত' দ্রঃ।

সংক্ষিপ্ত—'সঙ্ক্ষিপ্ত' দ্রঃ।

সংক্ষিপ্তসার—'সঙ্ক্ষিপ্তসার' দ্রঃ।

সংক্ষেপ—'সঙ্ক্ষেপ' দ্রঃ।

সংক্ষেপতঃ (-তস্), **-ত**—'সঙ্ক্ষেপতঃ' [দ্রঃ।

সংক্ষোভ—'সঙ্ক্ষোভ' দ্রঃ।

সংখ্যা—'সঙ্খ্যা' দ্রঃ।

সংখ্যাগুরু, -গরিষ্ঠ—'সঙ্খ্যাগুরু', 'সঙ্খ্যা- [গরিষ্ঠ' দ্রঃ।

সংখ্যাত—'সঙ্খ্যাত' দ্রঃ।

সংখ্যাতীত—'সঙ্খ্যাতীত' দ্রঃ।

সংখ্যাধিক্য—'সঙ্খ্যাধিক্য' দ্রঃ।

সংখ্যান—'সঙ্খ্যান' দ্রঃ।

সংখ্যাপন—'সঙ্খ্যাপন' দ্রঃ।

সংখ্যালঘু, -লঘিষ্ঠ—'সঙ্খ্যালঘু', 'সঙ্খ্যালঘিষ্ঠ' দ্রঃ।

সংখ্যেয়—'সঙ্খ্যেয়' দ্রঃ।

সংগঠন—সম্যক্‌রূপে গঠন। 'সংগ্রথন' বা 'সংঘটন'-শব্দজ। বি; ক্লীব। বিণ—সংগঠিত।

সংগৃহীত—যাহা নানাস্থান হইতে যোগাড় করা হইয়াছে এমন, সঙ্কলিত; আহৃত। সম্—গ্রহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সংগ্রহ, সংগ্রহণ।

সংগোপন, সঙ্গোপন—সম্পূর্ণরূপে গোপন, লুকান। সম্ (সম্যক্) গোপন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

সংগোপিত, সঙ্গোপিত—লুক্কায়িত। সম্—গুপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সংগ্রহ, সংগ্রহণ—একত্রীকরণ; আহরণ; সঞ্চয়; সঙ্কলন; গ্রহণ; আলিঙ্গন; মুষ্টিবন্ধ; সঙ্ক্ষেপ; উচ্চতা; স্বীকার; মহান্ উদ্যোগ; ব্যাড়িপ্রণীত ব্যাকরণগ্রন্থবিশেষ। সম্—গ্রহ্+অপ্, অনট্ ভাববা, কর্ম্মবা, করণবা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—সংগৃহীত।

সংগ্রহকার, -কারী (-কারিন্)—যে একত্র করে এমন; সঙ্কলয়িতা। উপতৎ; সংগ্রহ—কৃ+অণ্, ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারী, —কারিণী।

সংগ্রহগ্রন্থ—নানা স্থান হইতে আহৃত গল্পপ্রবন্ধাদিতে পূর্ণ পুস্তক। সংগ্রহনিষ্পন্ন গ্রন্থ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সংগ্রহণ—'সংগ্রহ' দ্রঃ।

সংগ্রহণী—গ্রহণীরোগ, উদরভঙ্গরোগ; পেটনামা। সম্—গ্রহ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সংগ্রহীতা (সংগ্রহীতৃ), **সংগ্রাহক**—আহরণকারী, সংকলয়িতা। সম্—গ্রহ্+তৃন্, ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হীত্রী।

সংগ্রাম—যুদ্ধ, সমর, রণ। সংগ্রাম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—সাংগ্রামিক।

সংগ্রাহ—ফলকের মুষ্টি, ফলকগ্রহণস্থান; মুষ্টিদ্বারা বন্ধন; মুষ্টি (অন্য অর্থ 'সংগ্রহ' শব্দে দ্রঃ)। সম্—গ্রহ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা, ভাববা, করণবা। বি; পুং।

সংগ্রাহক—'সংগ্রহীতা' দ্রঃ।

সংগ্রাহী (-হিন্)—১। সংগ্রহকর্তা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী। ২। কুটজ বৃক্ষ। সম্—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সংঘ—'সঙ্ঘ' দ্রঃ।

সংঘটন—'সঙ্ঘটন' দ্রঃ।

সংঘটিত—'সঙ্ঘটিত' দ্রঃ।

সংঘট্ট, সঙ্ঘট্ট—সজোরে ঘর্ষণ বা ধাক্কা, সংঘর্ষ। সম্—ঘট্ট+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—সংঘট্টিত, সঙ্ঘট্টিত।

সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ—'সঙ্ঘর্ষ', 'সঙ্ঘর্ষণ' দ্রঃ।

সংঘাত—'সঙ্ঘাত' দ্রঃ।

সংচূর্ণিত—যাহা উত্তমরূপে গুঁড়া করা হইয়াছে এমন, সম্যক্ বিদলিত। সম্যক্ চূর্ণিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

সংজনন—উৎপাদন, জন্মদান। সম্—জন্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সংজননা—উৎপাদন-কার্য্য বা উৎপাদনের ক্ষমতা। সম্—জন্+ণিচ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংজ্ঞক—সংজ্ঞাযুক্ত, নামধারী (সমাসে পরপদরূপে ব্যবহৃত পদ, যথা—বিশেষ্যসংজ্ঞক)। বিণ।

সংজ্ঞপন, সংজ্ঞপ্তি—মারণ, বধ; বিজ্ঞাপন; জানান। সম্—জ্ঞা+ণিচ্+অনট্, ক্তি ভাববা। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ, —পিত।

সংজ্ঞপিত—বিজ্ঞাপিত; বিনাশিত, নিহত। সম্—জ্ঞা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পন।

সংজ্ঞা—আখ্যা, নাম; বুদ্ধি; কোন কিছুর গুণ ধর্ম্মাদির বর্ণনা (definition); চৈতন্য, জ্ঞান; সঙ্কেত, হস্তাদি দ্বারা অর্থসূচনা; সূর্য্যপত্নী; গায়ত্রী; বিশেষ্যপদ। সম্—জ্ঞা+অঙ্ করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংজ্ঞান—সঙ্কেত; চেতনা (consciousness). সম্—জ্ঞা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সংজ্ঞাপন—জানান, অবগত করান। সম্—জ্ঞা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —পিত।

সংজ্ঞাবান্ (-বৎ)—চৈতন্যযুক্ত, চেতনাবিশিষ্ট; নামধারী। সংজ্ঞা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

সংজ্ঞাবিঘাতী (-তিন্)—চৈতন্যলোপকারী। সংজ্ঞা—বি—হন্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—তিনী।

সংজ্ঞালাভ—চৈতন্য ফিরিয়া পাওয়া, সচেতন হওয়া; নামপ্রাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সংজ্ঞালোপ—চৈতন্য-লোপ, মূর্চ্ছা। ৬ষ্ঠী- [তৎ। বি; পুং।

সংজ্ঞাশূন্য—অচৈতন্য, মূর্চ্ছিত; নামশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংজ্ঞাসুত—শনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সংজ্ঞাহীন—মূর্চ্ছিত, অচৈতন্য; নামবিহীন। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংজ্ঞিত—আখ্যাত; নামযুক্ত; সংজ্ঞাযুক্ত। সংজ্ঞা+ইতচ্ বিশিষ্টার্থে, জাতার্থে। বিণ।

সংজ্বর—সম্যক্ জ্বর, অতিশয় সন্তাপ। সম্—জ্বর্+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

সংনমন—(পদার্থবিদ্যা) চাপের ফলে সঙ্কুচিত হওয়া (compression). সম্—নম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —মিত।

সংপৃক্তি—(পদার্থবিদ্যা) ক্ষমতার চরম সীমা পর্য্যন্ত ধারণ, কোন তরল পদার্থে যতটা জিনিস গুলিয়া যাইতে পারে তাহার শেষ (saturation). সম্—পৃচ্+ক্তি ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সম্পৃক্ত।

সংবৎ—বৎসর; বিক্রমাদিত্য রাজার প্রচলিত অব্দ (খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭ অব্দ হইতে এই বৎসরের গণনা আরম্ভ হইয়াছে)। সম্—বদ্ বা বস্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। অব্য।

সংবৎসর—বছর, বর্ষ। সম্—বস্+সরন্ অধিবা। বি; পুং। বিণ—সাংবৎসরিক।

সংবদন—সংবাদ; কথন; সদৃশীকরণ। সম্—বদ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সংবদন, সংবদনা—আলোচনা; বশীকরণ; মন্ত্রৌষধি দ্বারা মুগ্ধকরণ। সম্—বদ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

সংবনন—আলোচনা; বশীকরণ; মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীকরণ। সম্—বন্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সংবর—১। জল; ব্রণ। সম—বৃ (বরণ করা)+অপ্ করণবা। ২। ধন; বৌদ্ধব্রত-বিশেষ। সম্—বৃ+অপ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

সংবরণ—নিবারণ, বারণ; বরমাল্যদান; সম্পাদন; (বসনাদি) দেহের যথাস্থানে স্থাপন; সংগোপন; আবরণ। সম্—বৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সংবরা, সম্বরা—১। সাঁতলাইবার মসলা। বাং প্র। বি। ২। সাঁতলান। বাং ক্রি। ৩। সংবরণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

সংবরিত—গোপিত; আচ্ছাদিত; নিবারিত। 'সংবৃত'-শব্দস্থানে বাং প্র। বিণ।

সংবর্ত্ত(র্ত)—১। মহাপ্রলয়। সম্—বৃত্+ণিচ্+অচ্ ভাববা। ২। মেঘ; মেঘনায়কবিশেষ; প্রলয়কালীন মেঘবিশেষ; স্মৃতিকারক মুনিবিশেষ; কর্ষকফলবৃক্ষ। সম্—বৃত্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সংবর্ত্ত(র্ত)ক—১। বলরামের লাঙ্গল; বাড়বানল, সাগরাগ্নি। সম্—বৃত্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। ২। বলরাম। সংবর্তক+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সংবর্ত্ত(র্ত)কী (-কিন্)—বলরাম। সংবর্তক+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সংবর্ত্তি(র্তি), সংবর্ত্তি(র্তি)কা—পদ্মের কেশরসমীপস্থ দল; পদ্মাদির নব পত্র; দীপাদির দশা। সম্—বৃৎ+ই কর্তৃবা; পক্ষে ণক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংবর্দ্ধ(র্ধ)ক—বৃদ্ধিকারক, সংবর্দ্ধনকারী; সম্মানকারক। সম্—বৃধ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —দ্ধিকা।

সংবর্দ্ধ(র্ধ)ন, সংবর্দ্ধ(র্ধ)না—১। বাড়ান; সম্মানন; বিশেষ সম্মানসহকারে অভ্যর্থনা। সম্—বৃধ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। ২। বৃদ্ধি। সম্—বৃধ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ, —দ্ধিত।

সংবর্দ্ধি(র্ধি)ত—বৃদ্ধিপ্রাপিত; যাহা বাড়ান হইয়াছে এমন; সম্মানিত; সম্মানসহকারে অভ্যর্থিত। সম্—বৃধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সংবর্দ্ধন।

সংবলিত, সম্বলিত—মিশ্রিত; সহিত; মিলিত; চালিত; যোজিত; চূর্ণিত; বেষ্টিত। সম্—বল্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সংবহ—১। বিশেষরূপে বহন। সম্—বহ্+ক ঘঞর্থে ভাববা। ২। বায়ুবিশেষ, সমান-নামক বায়ু, যে বায়ু মেঘসমূদয়কে পৃথক্-রূপে সঞ্চালন করে তাহা। সম্—বহ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সংবহন—এক স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সেই স্থানে আগমন; সঞ্চলন (circulation). সম্—বহ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সংবাদ—খবর, সমাচার; বৃত্তান্ত; সম্ভাষণ; পরস্পর কথাবার্তা; সাদৃশ্য। সম্—বদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—সাংবাদিক।

সংবাদদাতা (-দাতৃ)—সংবাদপত্রের সংবাদ সরবরাহকারী (reporter). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সংবাদপত্র—খবরের কাগজ। সংবাদযুক্ত পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সংবাদবাহক—দূত; যে ব্যক্তি খবর লইয়া যায় সে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, —বাহিকা।

সংবাদী (-দিন্)—তুল্য, সদৃশ; একরূপ; সম্ভাষী; (সঙ্গীত) কোন রাগ বা রাগিণীতে যে স্বর প্রধানরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা (যেমন, ভৈরবী রাগিণীতে মধ্যম সংবাদী)। সংবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —দিনী।

সংবাস—১। বাসস্থান; বাড়ী; পুরবাসীদের অনাবৃত বিহারস্থান; সভা, সমাজ। সম—বস্+ঘঞ্ অধিবা। ২। বাস। সম্—বস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সংবাহ, সংবাহন—গা-টেপা, অঙ্গমর্দ্দন (massage); ভারাদিবহন। সম্—বহ্+ণিচ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ, —বাহিত।

সংবাহক—যে গা টিপিয়া দেয় এমন, অঙ্গমর্দ্দনকারী; বাহক। সম্—বহ্+ণিচ্ বা বহ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —হিকা।

সংবাহন—'সংবাহ' দ্রঃ।

সংবাহিত—মর্দ্দিত ('—অঙ্গ')। সম্—বহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বাহ, —বাহন।

সংবিগ্ন—ভীত; উদ্বিগ্ন। সম্—বিজ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

সংবিৎ (সংবিদ্), **সংবিদা**—১। জ্ঞান; সংজ্ঞা; বুদ্ধি; প্রতিজ্ঞা; নিয়ম; আচার; যুদ্ধস্থলে চীৎকারধ্বনি; সঙ্কেত; সমাধি; সম্ভাষণ; সন্তোষ। সম্—বিদ্+ক্বিপ্ ভাববা; পক্ষে আপ্। ২। পণ। সম্—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ম্মবা; পক্ষে আপ্। ৩। যুদ্ধ। সম্—বিদ্+ক্বিপ্ অধিবা; পক্ষে আপ্। ৪। নাম; ভাঙ্। সম্—বিদ্+ক্বিপ্ করণবা; পক্ষে আপ্। বি; স্ত্রী।

সংবিত্তি—বোধ, অনুভব; চেতনা; বুদ্ধি; সংবিদ্; পূর্ব্বস্মৃতি। সম্—বিদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

সংবিদ্, সংবিদা—'সংবিৎ' দ্রঃ।

সংবিদিত—জ্ঞাত; অবগত; প্রতিজ্ঞাত; যে জানিয়াছে এমন। সম্—বিদ্+ক্ত কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বিণ।

সংবিধা—১। সেবার সামগ্রী, উপচার। সম্—বি—ধা+অঙ্ করণবা+আপ্। ২। রচনা, সজ্জা; আয়োজন; ঘটনা; বৈচিত্র্য। সম্—বি—ধা+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংবিধান—সংবিধা (সকল অর্থে); দেশের শাসনবিষয়ক নিয়মাবলী (constitution). সম্—বি—ধা+অনট্ ভাববা, করণবা। বি; ক্লীব।

সংবিভক্ত—পুরাপুরি ভাগ করা, সম্পূর্ণরূপে পৃথক্কৃত। সম্—বি—ভজ্ (ভাগ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —ভাগ।

সংবিষ্ট—শয়িত; নিদ্রিত, সুপ্ত; নিবিষ্ট। সম্—বিশ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—সংবেশ।

সংবীক্ষণ—খোঁজ, অন্বেষণ; বিশেষভাবে বা নানাভাবে দর্শন। সম্—বি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —ক্ষিত।

সংবীত—১। ঢাকা, আবৃত; রুদ্ধ; গুপ্ত। সম্—ব্যে+ক্ত কর্ম্মবা। ২। সংমিলিত, সঙ্গত; একত্রীভূত। সম্—বি—ই+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

সংবৃত—ঢাকা, আচ্ছাদিত, আবৃত; গোপিত; গুপ্ত; একান্তে স্থিত, লুক্কায়িত। সম্—বৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —বরণ, —বৃতি।

সংবৃতি—গোপন; আবরণ, আচ্ছাদন। সম্—বৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, —বৃত।

সংবৃত্ত—১। সম্পন্ন, নিষ্পন্ন, জাত; গুপ্ত। বিণ; পুং বা ক্লীব। ২। বরুণ। সম্—বৃৎ+ক্ত কর্তৃবা। বি; পুং।

সংবৃত্তি—গোপন; নিষ্পত্তি, সিদ্ধি। সম্—বৃৎ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

সংবেগ—ভয়; ভয়জনিত ত্বরা; অতিবেগ; আবেগ। সম্—বিজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সংবেদ—অনুভব, জ্ঞান, বোধ (sensation). সম্—বিদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সংবেদন, সংবেদনা—অনুভব; বিশেষজ্ঞান; চেতনা। সম্—বিদ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

সংবেদনশীল—অনুভূতিপ্রবণ (sensitive). বহুব্রী। বিণ।

সংবেদ্য—অনুভবযোগ্য; জ্ঞেয়। সম্—বিদ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

সংবেশ—১। নিদ্রা; উপবেশন; শয়ন; রতিক্রিয়া। সম্—বিশ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। পীঠ, আসন; শয্যা। সম্—বিশ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং। বিণ, —বিষ্ট।

সংবেশন—শয়ন; রতিক্রিয়া, রমণ; রতিক্রিয়ার জন্য বিশেষভাবে শয়ন বা অবস্থান;

রতিবন্ধ। সম্—বিশ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সংযত—বদ্ধ, রুদ্ধ; কৃতসংযম; নিয়মিত; পরিমিত; শান্ত। সম্—যম্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সংযম, সংযমন।

সংযতচিত্ত—১। বশীভূত মন, শান্ত মন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। মনকে যে স্থির করিয়াছে এমন, শান্তমনাঃ। বহুব্রী। বিণ।

সংযতবাক্ (-বাচ্)—অল্পভাষী। সংযতা বাক্ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সংযতব্রত—কৃতসংযম; নিয়মবিশিষ্ট। সংযত ব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সংযতাচার—১। যে সংযমের সহিত কার্য্য করে এমন, শুদ্ধ আচারসম্পন্ন। বহুব্রী। বিণ। ২। সংযমপূর্ণ ব্যবহার, নিয়মিতভাবে চলাফেরা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সংযতাত্মা (-ত্মন্)—যে আত্মসংযম করিয়াছে এমন, নিয়মিতচিত্ত, স্থিরমনাঃ। সংযত আত্মা (আত্মন্) যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

সংযতেন্দ্রিয়—যে কামক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া রাখে এমন, জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-জয়কারী। সংযত ইন্দ্রিয় যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

সংযন্তা (সংযন্তৃ)—সংযমকারী, নিয়ন্তা। সম্—যম্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ন্ত্রী।

সংযম, সংযমন—১। কামক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তির দমন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; ব্রতাদির পূর্ব্ব দিনে কর্ত্তব্য উপবাসাদি; ব্রত, নিয়ম; সমাধি, যোগ, ধ্যান; বন্ধন। সম্—যম্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। ২। চতুঃশাল গৃহ। সম্—যম্+ঘঞ্, অনট্ অধিবা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—সংযত।

সংযমিত—যাহাকে সংযত করা হইয়াছে এমন, কৃতসংযম; বদ্ধ; দমিত; নিয়মিত। সম্—যম্+ণিচ্ (=যমি, নিবৃত্ত করা) +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সংযমী (-মিন্)—১। মুনি, যোগী; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি। বি; পুং। ২। সংযত, ইন্দ্রিয়-সংযমযুক্ত; নিয়মবান্। সংযম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মিনী।

সংযাত্রা—জলপথে অন্য দ্বীপে গমন; বহু লোকের একসঙ্গে গমন। সম্—যা+ষ্ট্রন্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংযাত্রিক—সমুদ্র-যাত্রাকারী; বহুলোকের সঙ্গে গমনকারী। সংযাত্রা+ইক (ঠন্) করে অর্থে। বিণ।

সংযাত্রী (-যাত্রিন্)—সমুদ্রযাত্রাকারী; বহুলোকের সঙ্গে গমনকারী। সংযাত্রা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ত্রিণী।

সংযান—১। বিশেষভাবে গমন; মিলিত হইয়া যাওয়া। সম্—যা+অনট্ ভাববা। ২। ছাঁচ। সম্—যা+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব।

সংযুক্ত, সংযুত—সংযোগবিশিষ্ট, সংলগ্ন, একত্রিত, মিলিত। সম্—যুজ্, যু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সংযুক্তা—মিলিতা, একত্রিতা। সংযুক্ত+

সংযুত—'সংযুক্ত' দ্রঃ।

সংযুতি—(রসায়ন) দুই বা তাহার বেশী জিনিস মিলাইয়া একটি জিনিস পাওয়া (composition). সম্—যু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

সংযোগ—মিলন, মিশ্রণ, সম্পর্ক। সম্—যুজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—যুক্ত।

সংযোগসাধন—মিলন ঘটান, মিলনসম্পাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সংযোগিত, সংযোগী (-গিন্)—সংযোগবিশিষ্ট। সংযোগ (মিলন)+ইতচ্, ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—গিতা,—গিনী।

সংযোজন—মিশ্রণ, একত্রিতকরণ; মৈথুন। সম্—যুজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—জিত।

সংযোজনা—আয়োজন; যোগাড়যন্ত্র। সম্—যুজ্+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংযোজিত—সংমেলিত, মিশ্রীকৃত, একত্রীকৃত। সম্—যুজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—জন।

সংরক্ষণ—পরিত্রাণ, রক্ষণ; তত্ত্বাবধান; কাহারও জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা (reservation). সম্—রক্ষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—ক্ষণীয়,—ক্ষিত।

সংরক্ষণীয়—সংরক্ষণের যোগ্য। সম্—রক্ষ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ক্ষণ,—ক্ষা।

সংরক্ষা—সংরক্ষণ। সম্—রক্ষ্+অ ভাববা +আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ,—ক্ষণীয়,—ক্ষিত।

সংরক্ষিত—পালিত; পরিত্রাত, যাহা কাহারও জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে (reserved). সম্—রক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ক্ষণ,—ক্ষা।

সংরব্ধ—ক্রুদ্ধ; বেগযুক্ত; উৎসাহিত। সম্—রভ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সংরম্ভ।

সংরম্ভ—আক্রোশ; ক্রোধ; গর্ব্ব; বেগ; সম্ভ্রম; উৎসাহ; জাঁক; যুদ্ধ। সম্—রভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—সংরব্ধ।

সংরম্ভী (-ম্ভিন্)—সংরম্ভবিশিষ্ট; ক্রুদ্ধ; উদ্যমযুক্ত। সংরম্ভ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—সংরম্ভিণী।

সংরাধন—সেবা, আরাধনা। সম্—রাধ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সংরাধিত—সেবিত, আরাধিত, অর্চ্চিত। সম্—রাধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ধন।

সংরাব—নাদ, ধ্বনি, শব্দ। সম্—রু+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সংরাবী (-বিন্)—উচ্চ-শব্দবিশিষ্ট; শব্দবিশিষ্ট; শব্দকারক। সম্—রু+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বিণী।

সংরুদ্ধ—প্রতিরুদ্ধ, নিরুদ্ধ; প্রতিবদ্ধ। সম্—রুধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রোধ।

সংরূঢ়—অঙ্কুরিত; জাত, উৎপন্ন; শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত। সম্—রুহ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

সংরোধ—অবরোধ, প্রতিবন্ধ; নিক্ষেপ। সম্—রুধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—রুদ্ধ।

সংলগ্ন—সংযুক্ত, মিলিত; সঙ্গত; একত্রীভূত। সম্—লগ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

সংলয়—নিদ্রা; প্রলয়। সম্—লী+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

সংলাপ—পরস্পর কথাবার্ত্তা; উক্তি-প্রত্যুক্তির ভাবে পরস্পর কথোপকথন। সম্—লপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সংশপ্তক—যে সকল সৈন্য প্রতিজ্ঞা বা সংগ্রাম হইতে বিচলিত হয় না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীর; সাহসী সৈন্য; প্রধান প্রধান সৈন্য; নারায়ণী সেনা। সম্ (সম্যক্) শপ্ত (প্রতিজ্ঞা) যাহাদের, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি; পুং।

সংশয়—সন্দেহ, দ্বৈধজ্ঞান। সম্—শী (সন্দেহ করা)+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—য়িত,—য়ী (-য়িন্)।

সংশয়প্রবণ—সহজে সন্দিগ্ধ; যাহা সহজে সন্দেহযুক্ত হয়। ৭মীতৎ। বিণ।

সংশয়স্থ—সন্দেহযুক্ত, সংশয়াপন্ন। উপতৎ; সংশয়—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

সংশয়াকুল—সন্দেহ দ্বারা চঞ্চল। সংশয়দ্বারা আকুল, ৩য়াতৎ। বিণ।

সংশয়াত্মা (-ত্মন্)—সন্দিগ্ধচিত্ত। সংশয়াম্বিত আত্মা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সংশয়ান, -য়ালু, -য়িতা (-য়িতৃ)—সংশয়বিশিষ্ট, সন্দিগ্ধচিত্ত। সম্—শী+শানচ্, আলু, তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। (৩য় পক্ষে) স্ত্রী,—য়িত্রী। [তৎ। বিণ।

সংশয়াম্বিত—সন্দেহযুক্ত, সন্দিগ্ধ। ৩য়া-

সংশয়াপন্ন—সন্দিগ্ধ। সংশয়কে আপন্ন, ২য়াতৎ। বিণ।

সংশয়াবিষ্ট—সন্দেহ দ্বারা অভিভূত সংশয়দ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

সংশয়ালু—'সংশয়ান' দ্রঃ।

সংশয়িত—সন্দিগ্ধ। সংশয়+ইতচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। বি—সংশয়।

সংশয়িতা (-তৃ)—'সংশয়ান' দ্রঃ।

সংশরণ—যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধোপক্রম। সম্—শৄ+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

সংশিত—স্থিরীকৃত, নির্ণীত; সম্পূর্ণ; সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত, নির্ব্বাহিত; ব্রতবিষয়ে যত্নবান্; সম্যক্ শাণিত, তীক্ষ্ণ। সম্—শো+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সংশুদ্ধি, সংশোধন—বিশেষ রূপে

শোধন; মার্জ্জন, পরিষ্করণ, শরীর-পরিষ্কার-করণ, দেহমার্জ্জন। সম্—শুধ্ (অন্তর্ভুক্ত ণিচ্)+ক্তি। সম্—শুধ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

সংশোধক—সংশোধনকারী, পরিষ্কারক; শোধনকর্ত্তা। সম্—শুধ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ।

সংশোধন—'সংশুদ্ধি' দ্রঃ।

সংশোধিত—পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত; পরিশোধিত। সম্—শুধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সংশ্রব—সম্পর্ক; প্রতিজ্ঞা; অঙ্গীকার। সম্—শ্রু+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

সংশ্রয়—১। ব্যাপ্তি; প্রাপ্তি। সম্—শ্রি+অচ্ ভাববা। ২। আশ্রয়; কারণ। সম্—শ্রি+অচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ, —শ্রিত।

সংশ্রিত—আশ্রিত, শরণাপন্ন। সম্—শ্রি+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, —শ্রয়।

সংশ্রুত—প্রতিজ্ঞাত, অঙ্গীকৃত। সম্—শ্রু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সংশ্লিষ্ট—সম্বন্ধযুক্ত; মিলিত, যুক্ত; আশ্লিষ্ট, আলিঙ্গিত; অন্তর্ভুক্ত; (রসায়ন) মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট (synthetic). সম্—শ্লিষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —শ্লেষ।

সংশ্লেষ—মিলন; আলিঙ্গন; সম্পর্ক, সম্বন্ধ। সম্—শ্লিষ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —শ্লিষ্ট।

সংশ্লেষণ—(রসায়ন) মিশ্রণের ফলে নূতন পদার্থের সৃষ্টি (synthesis). সম্—শ্লিষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —শ্লিষ্ট।

সংসক্ত—সংলগ্ন; সম্পৃক্ত; সংসৃষ্ট; মিলিত; আসক্ত; সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ। সম্—সন্জ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, —সক্তি।

সংসক্তি—১। (পদার্থবিদ্যা) সমজাতীয় বস্তু পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকার শক্তি বা প্রভাব (cohesion); যে গুণ থাকাতে সন্নিকৃষ্ট পদার্থদিগের পরমাণুসকল সংসক্ত অর্থাৎ মিলিত হয় তাহা (chemical affinity). সম্—সন্জ্+ক্তি করণবা। ২। পরস্পর সংযোগ, মিলন। সম্—সন্জ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, —সক্ত।

সংসক্তিপ্রবণ, -শীল—যাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না এমন। সংসক্তিতে প্রবণ, ৭মীতৎ; সংসক্তি শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সংসৎ (সংসদ্)—সভা, সমাজ; আইনসভা (parliament). সম্—সদ্+ক্বিপ্ অধিবা। বি; স্ত্রী।

সংসরণ—১। অবাধে সৈন্যগমন; যুদ্ধারম্ভ; নিঃসরণ; সঙ্গতি; জন্ম; সংসার। সম্—সৃ+অনট্ ভাববা। ২। প্রধান পথ, বড় রাস্তা। সম্—সৃ+অনট্ করণবা। বি; ক্লীব।

সংসর্গ—একত্র অবস্থান; সম্পর্ক, সম্বন্ধ; মৈথুন, সঙ্গম। সম্—সৃজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সংসর্গজ—মিলন বা একত্রাবস্থান হইতে উৎপন্ন, সঙ্গজনিত। উপতৎ; সংসর্গ—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

সংসর্গলিপ্সা—একত্র অবস্থানের ইচ্ছা; মৈথুনেচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, —লিপ্সু।

সংসর্গলিপ্সু—সংসর্গকামনাকারী; সহবাসকামী। ২য়াতৎ। বিণ। বি, —লিপ্সা।

সংসর্গী (-সর্গিন্)—সংসর্গবিশিষ্ট, সম্বন্ধী; সহবাসী। সংসর্গ+ইন্ আছে অর্থে, বা, সম্—সৃজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, —র্গিণী।

সংসর্প—সম্যক্ প্রকারে গমন; সর্পাদির ন্যায় গতি। সম্—সৃপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সংসর্পী (-সর্পিন্)—সর্ব্বতোভাবে গমনশীল; প্রসরণশীল; বিসারী। সম্—সৃপ্+ণিন্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, —র্পিণী।

সংসার—১। জগৎ, পৃথিবী; মর্ত্ত্যলোক; মায়াজন্য বাসনা, অবিদ্যাবন্ধন; পরিবার। সম্—সৃ+ঘঞ্ অধিবা, করণবা। বি; পুং। বিণ—সংসারী (-রিন্), সাংসারিক। ২। ভার্য্যা, পত্নী ("বাপু, তোমার তিন সংসার"—বঙ্কিমচন্দ্র)। বাং প্র। বি। **সংসার চালান**—পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করা।

সংসারকামনা, -বাসনা—পার্থিব সুখভোগাদির অভিলাষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সংসারচক্র—পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু; ঘূর্ণনশীল সংসার। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সংসারজ্ঞান—জাগতিক ব্যাপারসমূহের অভিজ্ঞতা, সাংসারিক ব্যাপারে জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সংসারত্যাগ—সংসারের মায়াবন্ধন ছেদন; সন্ন্যাসগ্রহণ; গৃহ ও পরিজনবর্গকে ছাড়িয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সংসারত্যাগী (-ত্যাগিন্)—যে গৃহ ও পরিজনদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে এমন; সন্ন্যাসী। উপতৎ; সংসার—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —ত্যাগিনী।

সংসারধর্ম্ম(র্ম)—জাগতিক কর্ত্তব্য, গৃহী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সংসারবন্ধন—সংসারের প্রতি আকর্ষণ, পুত্রকলত্রাদির সহিত মায়ার বন্ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সংসারবাসনা—'সংসারকামনা' দ্রঃ।

সংসারযাত্রা—পরিবারপ্রতিপালন, পরিবারের ভরণপোষণাদি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সংসারযাত্রা-নির্ব্বা(র্বা)হ—পরিবারের খরচপত্র চালান; পরিবারের ভরণপোষণাদি সম্পাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সংসারসমুদ্র, -সাগর—সুখদুঃখ-উত্থানপতনাদি-সংবলিত দুস্তর সমুদ্রের ন্যায় মায়াময় সংসার। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

সংসারসুখ—পারিবারিক শান্তি; বিষয়াদির ভোগজনিত সুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সংসারাশ্রম—গার্হস্থ্য আশ্রম। সংসারই আশ্রম, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সংসারাসক্ত—সংসারের প্রতি অনুরক্ত, পার্থিব ভোগবাসনায় লিপ্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

সংসারী (সংসারিন্)—সংসারস্থ, গৃহস্থ; শরীরাভিমানী জীব; গৃহী, পরিবারী। সংসার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —রিণী।

সংসিক্ত—ভিজান, সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র। সম্—সিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সংসিদ্ধ—স্বভাবসিদ্ধ; সুসম্পাদিত, সুনিষ্পন্ন। সম্—সিধ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, —সিদ্ধি।

সংসিদ্ধি—প্রকৃতি, স্বভাব; স্বাভাবিক অবস্থা; সিদ্ধি; নিষ্পত্তি; সমাপ্তি; মোক্ষ। সম্—সিধ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, —সিদ্ধ।

সংসৃতি—সংসার; প্রবাহ, স্রোতঃ; সঙ্গে গমন। সম্—সৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

সংসৃষ্ট—১। সংসর্গবিশিষ্ট, মিলিত, সম্বদ্ধ। সম্—সৃজ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, —সৃষ্টি। ২। সম্বন্ধ। সম্—সৃজ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

সংসৃষ্টি—মিলন, সংসর্গ, সহবাস; উপমাদি অলঙ্কারের মধ্যে দুই বা বহু অলঙ্কারের প্রধানভাবে একত্র অবস্থান [যথা—

"ও মুখমণ্ডল জিনি শরদ সুধাকর
(ব্যতিরেক)
তনুরুচি তরুণ তমাল।" (উপমা)
—গোবিন্দদাস।

এখানে ব্যতিরেক ও উপমা অলঙ্কারের তিলতণ্ডুলবৎ স্বতন্ত্রভাবে মিশ্রণহেতু সংসৃষ্টি হইয়াছে]। সম্—সৃজ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, —সৃষ্ট।

সংস্করণ—সংশোধন; সংশোধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার মুদ্রণ; কোন পুস্তক এক এক বারে যেগুলি মুদ্রিত হয় তাহা (edition). সম্—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সংস্কর্ত্তা (-স্কর্তৃ), **সংস্কর্ত্রী**—সংস্কারকারক; পাচক। সম্—কৃ+তৃন্ কর্তৃবা (স-আগম)। বিণ। স্ত্রী, —র্ত্রী।

সংস্কার—পূর্ব্বজ্ঞান কর্ম্ম ইত্যাদিজনিত মনোবৃত্তি বা অভ্যাস; পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মরণজনক শক্তিবিশেষ; শাস্ত্রাভ্যাসজনিত বাসনা; জন্মগত জ্ঞান বা প্রবৃত্তি (instinct); বহুকালের অভ্যাসজাত মনের ধারণা এবং প্রবৃত্তি, গুণবিশেষ [ইহা ত্রিবিধ—বেগাখ্য সংস্কার,

স্থিতিস্থাপক সংস্কার, ভাবনাখ্য সংস্কার]; জাতকর্ম্মাদি দশবিধ ব্যাপার, বিবাহ গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম্ম নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন সমাবর্ত্তন—এই দশবিধ শুদ্ধিজনক কার্য্য; শুদ্ধি; নির্ম্মলীকরণ; ভূষিতকরণ; জীর্ণোদ্ধার, মেরামত; ব্যাকরণাদি-শুদ্ধি; ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি; প্রস্তুতকরণ; উদ্দীপ্তকরণ; মার্জ্জন; মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন; ভুলত্রুটির সংশোধন; প্রোক্ষণ; শাস্ত্রাভ্যাসজন্য ব্যুৎপত্তি; পাক; বেগ; স্থিতিস্থাপক গুণ। সম্—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—সংস্কৃত।

সংস্কারক—সংস্কারকারক; শোধক; পরিষ্কারক; পাচক। সম্—কৃ+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

সংস্কারজ—সংস্কার হইতে জাত। উপতৎ; সংস্কার—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

সংস্কারবর্জ্জি(র্জি)ত—যাহার পৈতা হয় নাই এমন, উপনয়ন-সংস্কারহীন; দশ-সংস্কারহীন। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংস্কারসাধন—জীর্ণোদ্ধারকরণ; সংস্কার-করণ; মেরামত করা; পরিষ্কারকরণ, ভুলত্রুটি ইত্যাদির সংশোধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সংস্কৃত—১। শোধিত; সজ্জিত, ভূষিত; মন্ত্রপূত; পক্ব; বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত; পরিষ্কৃত; নির্ম্মলীকৃত। বিণ। বি—সংস্কার। ২। (ব্যাকরণ) লক্ষণাধীন সাধনযুক্ত শব্দ; ভারতীয় আর্য্যদিগের ব্যবহৃত প্রাচীন ভাষা-বিশেষ, মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষা। সম্—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

সংস্কৃতি—সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি (culture). সম্—কৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

সংস্ক্রিয়া—সংস্কার, শোধন; পরিষ্কারকরণ; শবদাহাদি ক্রিয়া। সম্—কৃ (করা)+শ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংস্তম্ভ, সংস্তম্ভন—স্থিরীকরণ; দৃঢ়ীকরণ; নিবারণ, থামান। সম্—স্তন্ভ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

সংস্তর—১। বিছানা, শয্যা; পল্লবাদিরচিত আস্তরণ। সম্—স্তৃ+অপ্ কর্ম্মবা। ২। যজ্ঞ। সম্—স্তৃ+অপ্ অধিবা। বি; পুং।

সংস্তাব—১। যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা মিলিত হইয়া যে স্থানে বসিয়া স্তবাদি পাঠ করেন সেই স্থান। সম্—স্তু+ঘঞ্ অধিবা। ২। পরিচয়; স্তুতি। সম্—স্তু+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সংস্তুত—পরিচিত; প্রশংসিত, স্তুত। সম্—স্তু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—স্তব।

সংস্থ—১। স্থিত, অবস্থিত; মৃত; সদৃশ। বিণ। ২। চর, দূত; স্বরাজ্যবাসী। উপতৎ; সম্—স্থা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

সংস্থা—১। স্থিতি; ন্যায়পথে স্থিতি; জীবন-কাল; সচ্চরিত্রতা; নাশ, শেষ, মৃত্যু; সাদৃশ্য; সমাপ্তি; ব্যবস্থা; ব্যক্তি; যজ্ঞবিশেষ; নিত্য নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক আত্যন্তিক—এই চতুর্ব্বিধ প্রলয়; প্রকাশ; মূর্ত্তি, আকৃতি; জমা, রাজকর; সভা, সমাজ, রাজাজ্ঞা; কোন আফিসের নিয়োগ বহাল ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভাগ (establishment). সম্—স্থা+অঙ্ ভাববা+আপ। বি; স্ত্রী। ২। অবস্থিতা। সংস্থ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সংস্থান—১। অবয়ব-সজ্জাত, আকৃতি; নাশ, মৃত্যু; বিন্যাস; নির্ম্মাণ; সঞ্চয়; স্থিতি; রাশি; চিহ্ন; সন্নিবেশ; চতুষ্পথ। সম্—স্থা+অনট্ ভাববা, অধিবা। বি; ক্লীব। ২। উপায়; অবলম্বন; ব্যবস্থা। বাং প্র। বি।

সংস্থাপক, সংস্থাপয়িতা (-য়িতৃ)—সংস্থাপনকারী। সম্—স্থা+ণিচ্+ণক, তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পিকা,—য়িত্রী।

সংস্থাপন—স্থাপিত করা, রাখা; স্থিরীকরণ। সম্—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পিত।

সংস্থাপয়িতা (-য়িতৃ)—'সংস্থাপক' দ্রঃ।

সংস্থাপিত—যাহা স্থাপন করা হইয়াছে এমন। সম্—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পন।

সংস্থিত—স্থিত; সন্নিবিষ্ট; মৃত; সমাপ্ত। সম্—স্থা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—স্থিতি।

সংস্থিতি—১। সংস্থান; মৃত্যু। সম্—স্থা+ক্তি ভাববা। ২। গৃহ। সম্—স্থা+ক্তি অধিবা। বি; স্ত্রী। বিণ,—স্থিত।

সংস্পর্শ—সম্যক্ স্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ-বিশেষ, সংস্রব, মেলামেশা, সম্পর্ক। সম্—স্পৃশ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—স্পৃষ্ট।

সংস্পৃষ্ট—সম্যক্ স্পর্শবিশিষ্ট, সংযুক্ত। সম্—স্পৃশ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—স্পর্শ।

সংস্ফুট—প্রস্ফুটিত, বিকসিত। সম্—স্ফুট্+ক কর্তৃবা। বিণ।

সংস্মরণ—সংস্মৃতি; সংস্কারজন্য জ্ঞান। সম্—স্মৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সংস্মৃতি—স্মরণ, মনে রাখা। সম্—স্মৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

সংস্রব, সংস্রাব—সম্পর্ক, সম্বন্ধ; মিলন। সম্—স্রু+অপ্, ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সংহত—দৃঢ়; মিলিত; সঞ্চিত; আঘাত-প্রাপ্ত; জমাট; সম্যক্ হত। সম্—হন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সংহতি।

সংহতি—১। সঙ্ঘ, সমূহ; ঐক্য; সঙ্ঘাত, অবয়বসংশ্লেষ; নীরন্ধ্রতা; নিবিড়সংযোগ; সম্যক্ বধ। সম্—হন্+ক্তি ভাববা। ২। যে গুণ থাকাতে স্বজাতীয় পরমাণুগণ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া একত্র হইয়া থাকে তাহা (molecular attraction—এই শক্তির আধিক্যে জড়পদার্থের কাঠিন্যের আধিক্য ও অল্পতায় তাহার অল্পতা, এবং অল্পতার অত্যাধিক্যে তরলতা উপস্থিত হয়)। সম্—হন্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী। বিণ—সংহত।

সংহনন—১। সঙ্ঘাত; সম্যক্ আঘাত; বধ। সম্—হন্+অনট্ ভাববা। ২। শরীর, দেহ। সম্—হন্+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

সংহরণ—সংহার, বিনাশ; সংগ্রহ; সঙ্ক্ষেপ; সঙ্কোচ; নিজের উদ্যত অস্ত্র প্রভৃতির নিরোধ; সংবরণ। সম্—হৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সংহর্ত্তা (-হর্তৃ), **-হর্তা**—সংহারকর্তা। সম্—হৃ+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

সংহার—১। সংহরণ, সংবরণ; বিনাশ, ধ্বংস; প্রলয়; সংক্ষেপ; সংগ্রহ; সঞ্চয়; সঙ্কোচ; প্রত্যাকর্ষণ। সম্—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। ২। ভৈরববিশেষ। সংহার+অচ্ করে অর্থে, অথবা, সম্—হৃ+ঘঞ্ করণবা। ৩। নরকবিশেষ। সম্—হৃ+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

সংহারক—ধ্বংসকারক, বিনাশকারী। সম্—হৃ+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিকা।

সংহারমুদ্রা—মুদ্রাবিশেষ। সংহারাখ্যা মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সংহারা—নাশ করা, মারা। কবিপ্র। ক্রি।

সংহিত—১। মিলিত; সংগৃহীত; একত্রীকৃত; একত্রীভূত। সম্—ধা+ক্ত কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বিণ। ২। যোগচিহ্ন, '+' এই চিহ্ন। সম্—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

সংহিতা—১। বেদের মন্ত্রভাগ; সঙ্কলন। সংহিত+আপ্। ২। 'সংহিত' (১) দ্রঃ। বি; স্ত্রী।

সংহৃত—সংগৃহীত; কৃতসংহার; সঞ্চিত; নষ্ট; বিনাশিত, হৃত; সংক্ষিপ্ত; সঙ্কুচিত; সংবৃত ('—অস্ত্র')। সম্—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সংহার, সংহৃতি।

সংহৃতি—নিজের ভিতর আকর্ষণ করিয়া লওয়া, বিনাশ, সংহার; সঙ্কোচ; সংগ্রহ; গ্রহণ, আক্রমণ, আটককরণ। সম্—হৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—সংহৃত।

সংহৃষ্ট—অত্যন্ত আনন্দিত; যাহা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে এমন, উৎফুল্ল। সম্—হৃষ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

সংহ্লাদ—আহ্লাদ, আনন্দ। সম্—হ্লাদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সঁপা—সমর্পণ করা। কবিপ্র। ক্রি।

সকড়ি—এঁটো; ভাত প্রভৃতি যে সকল বস্তু নীচজাতীয় লোকের স্পর্শে অপবিত্র হয় তাহা। 'সংকট'-শব্দজ। বি।

সকণ্টক—১। শেওলা, শৈবাল; করঞ্জ-বিশেষ, নাটাকরঞ্জগাছ। বি; পুং। ২।

কণ্টকযুক্ত। কণ্টকের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সকর—হস্তযুক্ত; রাজস্ববিশিষ্ট; শুণ্ডযুক্ত; কিরণবিশিষ্ট। করের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সকরকন্দ—আলুর ন্যায় একপ্রকার সুমিষ্ট মূল। 'শর্করাকন্দ'-শব্দজ। বি।
সকরুণ—দয়ালু; করুণাপূর্ণ; যাহাতে করুণার উদ্রেক হয় এমন। করুণার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সকর্ম্ম(র্ম)ক—কর্ম্মযুক্ত, যাহার কর্ম্ম আছে এরূপ; যে ক্রিয়ার কর্ম্ম থাকে তাহার অর্থযুক্ত। কর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, –র্ম্মিকা।
সকল—১। সমস্ত, সমুদায়, সম্পূর্ণ, সমগ্র; কলাসহিত। কলার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। বি—সাকল্য। ২। সমস্ত লোক। বাং প্র। বি।
সকাম—কামনাবিশিষ্ট, সাভিলাষ। কামের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সকাল—১। শীঘ্র। বিণ। **সকাল সকাল**—শীঘ্র করিয়া; সময়মত। ২। প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্ণ। 'সুকাল'-শব্দজ। বি।
সকাশ—১। সমীপ, নিকট। সহ—কাশ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। কাশযুক্ত। কাশের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সকুল্য—একবংশজাত, সগোত্র, সপিণ্ডের ঊর্দ্ধ তিন ও অধঃ তিন পুরুষ। সকুল (সমান বংশ)+যৎ জাতার্থে। বি; পুং।
সকৃৎ—একবার; সহিত; সর্ব্বদা। এক+সুচ্ (নিপাতনে)। অব্য।
সকৌতুক—কৌতূহলপূর্ণ; আমোদজনক। কৌতুকের সহ বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সক্ত—অনুরক্ত; সংলগ্ন; মনোযোগী, অভিনিবিষ্ট। সন্জ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—সক্তি, সঙ্গ।
সক্তি—সঙ্গ, অনুরক্তি; সংযোগ; নিবেশ; অভিনিবেশ। সন্জ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।
সক্তু—ছাতু, যবাদিচূর্ণ। সন্জ্+তুন্ কর্ম্মবা। বি; পুং বা ক্লীব।
সক্থি—ঊরু; গাড়ীর অংশবিশেষ। সন্জ্+ক্থিন্ অধিবা। বি; ক্লীব।
সক্রিয়—কর্ম্মক্ষম; ক্রিয়ান্বিত; শুধু কথায় নহে কার্য্যের সহিত যুক্ত ('—সাহায্য')। ক্রিয়ার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সক্ষম—১। সমর্থ। 'অক্ষম'-শব্দের বিপরীত। বাং প্র। ২। ক্ষমাশীল। ক্ষমার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সক্ষোভ—মনস্তাপযুক্ত; দুঃখপূর্ণ। ক্ষোভের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সক্ষোভে।
সখ—খেয়াল; রুচি; পছন্দ। আর্বী 'শৌখ'-শব্দজ। বি। **সখের দল** (যাত্রা ইত্যাদি)—যে দল সঙ্গীত ও অভিনয়াদি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে না (amateur party).
সখা (সখি)—বন্ধু, মিত্র, বয়স্য, সুহৃৎ; সহচর; সহায়। সহ—খ্যা (বলা)+ডিন্ কর্ম্মবা [লোক কর্ত্তৃক যে সমান উক্ত হইয়াছে]। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।
সখী—সই, সহচরী, বয়স্যা। সখি+ঈপ্।
সখীসংবাদ—বৃন্দাবন-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার দূতী বৃন্দার কথোপকথন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সখ্য—বন্ধুত্ব, সখিত্ব, মিত্রতা, মৈত্রী। সখি+যৎ ভাবে। বি; ক্লীব।
সখ্য-স্থাপন, -সংস্থাপন—মিতালী পাতান, বন্ধুত্বকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
সগন্ধ—১। জ্ঞাতি, একবংশে জাত ব্যক্তি। সমান গন্ধ (সম্পর্ক) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। গন্ধযুক্ত; চন্দনযুক্ত; গর্ব্বযুক্ত। গন্ধের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সগর—১। (রামায়ণ) সূর্য্যবংশীয় একজন রাজা। বি; পুং। ২। বিষযুক্ত। গরের (বিষের) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। ৩। সকল, সব, সমগ্র, সারা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
সগর্ভ(র্ভ্ভ)—১। সহোদর, সোদর। সহ (সমান) গর্ভ (মাতৃগর্ভ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। গর্ভযুক্ত। গর্ভের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সগর্ভ্য(র্ভ্ভ্য)—সহোদর। সগর্ভ (সমান মাতৃগর্ভ)+যৎ ভবার্থে। বি; পুং।
সগুণ—গুণযুক্ত; ছিলাযুক্ত ('—ধনু'); সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত ('—ব্রহ্ম')। গুণের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সগুণোপাসনা—সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণান্বিত ব্রহ্মের অর্থাৎ সাকার ভগবানের আরাধনা। সগুণের উপাসনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
সগোত্র—১। জ্ঞাতি, একবংশে জাত ব্যক্তি। সমান গোত্র (বংশ) যাহার, বহুব্রী (সমান-স্থানে স)। বি; পুং। ২। এক বংশ। সমান গোত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
সঘন—১। নিরন্তর, ঘন ঘন। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ। ২। মেঘে ঢাকা, মেঘাবৃত। ঘনের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সঘনে—তুমুল শব্দে; অবিশ্রান্তভাবে; পুনঃ পুনঃ ("সঘনে বিষম খাই নাম লয় মায়"—বলরামদাস)। কবিপ্র। ক্রি-বিণ।
সঘর—যে ঘরে বা বংশে বিবাহাদি কার্য্য চলে। 'অঘর'-শব্দের বিপরীত। বাং প্র। বি।
সঙ—'সং' দ্রঃ।
সঙিন, সঙীন, সঙ্গিন, সঙ্গীন—১। সাংঘাতিক, ঘোরতর, ভীষণ। ইং 'sanguine'-শব্দজ। বিণ। ২। বন্দুকের আগায় লাগান ছোরা (bayonet). ফার্সী। বি।
সঙে—সঙ্গে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
সঙ্ক(ংক)ট—১। বিপদ্; দুঃখ, ক্লেশ; জনতা, ভিড়। বি; ক্লীব। ২। সঙ্কীর্ণ, অল্পপ্রস্থ, সুঁড়ি; আপজ্জনক; জনতাযুক্ত; নিবিড়; অভেদ্য; অপার, অনুত্তার্য্য। সম্—কট্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।
সঙ্ক(ংক)টকাল—বিপদের সময়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সঙ্ক(ংক)টত্রাণ—বিপদ্ হইতে উদ্ধার। ৫মীতৎ। বি; ক্লীব।
সঙ্ক(ংক)টবারণ—১। বিপদ্ দূরীকরণ। বি; ক্লীব। ২। যাহা বিপদ্ দূর করে এমন, বিপন্নিবারণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
সঙ্ক(ংক)টময়, -পূর্ণ, -সঙ্কু(ংকু)ল, -সমাকুল—বিপদে পরিপূর্ণ। সঙ্কট+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে; সঙ্কট দ্বারা পূর্ণ, সঙ্কুল, সমাকুল, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, –ময়ী, –পূর্ণা, –সঙ্কুলা, –সমাকুলা।
সঙ্ক(ংক)টস্থল—১। যোজক, ভূকন্ধরা (isthmus). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। বিপদের স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
সঙ্ক(ংক)টা—দেবীবিশেষ; যোগিনীবিশেষ। সঙ্কট+আপ্। বি; স্ত্রী।
সঙ্ক(ংক)টাপন্ন—বিপন্ন, বিপদে পতিত। সঙ্কটে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।
সঙ্ক(ংক)র, সঙ্কা(ংকা)র—১। ঝাঁট দেওয়ার ফলে উৎক্ষিপ্ত ধূলি প্রভৃতি, অবস্কর; একজাতীয় পুরুষ ও অন্য জাতীয় স্ত্রীর মিলনজাত ব্যক্তি জাতি বা জীব, (জীববিদ্যা) উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর মধ্যে দুই জাতির মিশ্রণজাত জাতিবিশেষ (hybrid) সম্—কৃ+অপ্, ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থের একস্থানে মিলন; মিশ্রণ, মিলন; কাব্যের একাধিক অলঙ্কারের দুগ্ধজল অর্থাৎ সাপেক্ষভাবে মিশ্রণ [যথা—

"কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন"
—ভারতচন্দ্র।

এখানে গুণ=(১) বিদ্যাবিনয়াদি, (২) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তার কপালে আগুন=(১) সে হতভাগ্য, (২) তাঁহার নেত্রে অর্থাৎ ললাটস্থ নেত্রে কামদাহকারী অনল বর্ত্তমান। এখানে শ্লেষ এবং ব্যাজস্তুতি নামক অলঙ্কারদ্বয় অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্ত্তমান থাকায় উভয়ের সঙ্কর হইয়াছে]। সম্—কৃ+অপ্, ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
সঙ্ক(ংক)রীকরণ—মিশ্রণ, একত্রীকরণ; জাতিভ্রংশ-করণ; নববিধ পাপান্তর্গত পাপবিশেষ; ভেজাল দেওয়া। সঙ্কর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সঙ্করী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।
সঙ্ক(ংক)র্ষণ—১। সজোরে টানিয়া আনা; কর্ষণ, কৃষিকর্ম্ম। সম্—কৃষ্+অনট্ ভাববা।

বি ; ক্লীব। ২। বলরাম। সম্—কৃষ্+অন কর্ত্তৃবা বা অনট্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

সঙ্ক(ংক)লক—সংগ্রহকারী। সম্—কল+ণক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

সঙ্ক(ংক)লন—সংগ্রহ ; যোগ, মিলন ; (গণিত) অঙ্কযোগ, ঠিক দেওয়া (addition). সম্—কল্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—লিত।

সঙ্ক(ংক)লিতা (-তৃ)—সঙ্কলনকারী। সম্—কল্+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —য়িত্রী।

সঙ্ক(ংক)লিত—একত্রিত ; সংগৃহীত ; যোজিত, যাহা যোগ করা হইয়াছে এমন ; ঠিক-দেওয়া ('—অঙ্ক')। সম্—কল্+ণিচ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লন।

সঙ্ক(ংক)ল্প—অভিলাষ, ইচ্ছা ; মানসকর্ম্ম ; মনোরথ। সম্—কৃপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ,—ল্পিত।

সঙ্ক(ংক)ল্পবিকল্প—নিশ্চয় ও সন্দেহ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং। [বি ; স্ত্রী।

সঙ্ক(ংক)ল্পসিদ্ধি—ইচ্ছাপূরণ। ৬ষ্ঠীতৎ।

সঙ্ক(ংক)ল্পিত—অভিপ্রেত, বাঞ্ছিত, ইষ্ট ; কর্ত্তব্যরূপে স্থিরীকৃত ; চিন্তিত। সম্—কৃপ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সঙ্কল্প।

সঙ্কা(ংকা)শ—নিকটস্থ, সমীপবর্ত্তী ; (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তুল্যবর্ণ-বিশিষ্ট ; সদৃশ ('জবাকুসুম-সঙ্কাশ')। সম্—কাশ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

সঙ্কী(ংকী)র্ণ—১। অপ্রশস্ত ; বহুলোক-সমাকীর্ণ, সমাকীর্ণ, ব্যাপ্ত ; নানাবিধবস্তু-মিলিত ; বর্ণসঙ্কর ; অপবিত্র ; সঙ্কুচিত ; পরস্পরবিজাতীয় ; মিশ্রিত ; সঙ্কটাপন্ন। বিণ। বি,—তা। ২। বর্ণসঙ্কর জাতি ; (সঙ্গীত) মিশ্রিত রাগ। সম্—কৄ+ক্ত কর্ম্মবা। বি ; পুং।

সঙ্কী(ংকী)র্ণচিত্ত—১। ছোট মন, অনুদার মন। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। নীচমনাঃ, অনুদার অন্তঃকরণবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

সঙ্কী(ংকী)র্ণচেতাঃ (-চেতস্), **-চেতা, -মনাঃ** (-মনস্), **-মনা**—যাহার মন ছোট এমন, অনুদার অন্তঃকরণবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

সঙ্কী(ংকী)র্ণতা—নীচতা, অনুদারতা ; ক্ষুদ্রতা। সঙ্কীর্ণ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—সঙ্কীর্ণ। [দ্রঃ।

সঙ্কী(ংকী)র্ণমনাঃ (-মনস্)—'সঙ্কীর্ণচেতাঃ'

সঙ্কী(ংকী)র্ণহৃদয়—১। ছোট মন, অনুদার মন। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। অনুদার-অন্তঃকরণবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

সঙ্কী(ংকী)র্ণাত্মা (-ত্মন্)—১। ছোট মন, অনুদার মন। কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। নীচমনাঃ। বহুব্রী। বিণ।

সঙ্কী(ংকী)র্ত্ত(র্ত)ন—বিশেষরূপে গুণাদি-কথন ; বিশেষভাবে দেবতাদের নামোচ্চারণ ; গান দ্বারা দেবগুণাদি-বর্ণন ; বর্ণনা ; উচ্চারণ ; রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত, সমবেত বৈষ্ণবদিগের ভজন-সঙ্গীত। সম্—কৄৎ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—র্ত্তিত।

সঙ্কী(ংকী)র্ত্তি(র্তি)ত—বর্ণিত ; উচ্চারিত ; সংস্তুত। সম্—কৄৎ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—র্ত্তন।

সঙ্কু(ংকু)চিত—যাহা কোঁচকাইয়া গিয়াছে এমন, অপ্রসারিত ; নিমীলিত, মুদ্রিত ; অপ্রফুল্ল ; কুণ্ঠিত ; লজ্জিত ; সঙ্ক্ষিপ্ত। সম্—কুচ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—সঙ্কোচ।

সঙ্কু(ংকু)ল—১। তুমুল, বহুলোক-সমাকীর্ণ ; ব্যাপ্ত ; মিশ্রিত ; সঙ্কীর্ণ। বিণ। ২। পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্য ; সংগ্রাম, যুদ্ধ ; জনতা, ভিড়। সম্—কুল্+ক কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

সঙ্কু(ংকু)লান—প্রয়োজনমত হওয়া, পর্য্যাপ্তি ; পোষাইয়া যাওয়া। বাং প্র। বি।

সঙ্কে(ংকে)ত—১। ইঙ্গিত, ইশারা ; চিহ্ন ; বোধ ; নিয়ম (formula) ; সন্ধান, সূত্র ; নিয়োগ, চুক্তি ; শব্দের অর্থবোধনশক্তি, অভিধা। সম্—কিত্+ঘঞ্ ভাববা। ২। গুপ্তস্থান ; প্রিয়সঙ্গমের নিরূপিত স্থান। সম্—কিত্+ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং। বিণ—সঙ্কেতিত, সাঙ্কেতিক।

সঙ্কে(ংকে)তগৃহ, -নিকেতন, -স্থান—নায়কনায়িকার মিলনস্থান। সঙ্কেতনির্দ্দিষ্ট গৃহ, নিকেতন, স্থান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সঙ্কে(ংকে)তালোক—সাঙ্কেতিক বাতি। সঙ্কেত-সূচক আলোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সঙ্কে(ংকে)তিত—১। ইঙ্গিতযুক্ত। সঙ্কেত +ইতচ্ বিশিষ্টার্থে। ২। দ্যোতিত ; সূচিত ; অভিধাবোধিত ('—শব্দার্থ')। সঙ্কেত +ণিচ্ (=সঙ্কেতি, নামধাতু)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সঙ্কেত।

সঙ্কো(ংকো)চ—ছোট হওয়া, সংক্ষেপ ; কুণ্ঠা ; সামান্যবিষয়ে বিশেষকরণ ; বন্ধন ; মুদ্রণ ; প্রস্ফুটিত না হওয়া ; জড়ীভাব ; বহুবিষয়ক বাক্যার্থের অল্প বিষয়ে স্থাপন। সম্—কুচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—সঙ্কুচিত, সঙ্কোচনীয়।

সঙ্কো(ংকো)চন—কোঁচকান, কুঞ্চিত হওয়া, সঙ্কোচকরণ। সম্—কুচ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

সঙ্কো(ংকো)চনীয়—কোঁচকাইবার মত, সঙ্কোচনযোগ্য, মুদ্রণীয়। সম্—কুচ্+ণিচ্ +অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

সঙ্কো(ংকো)চশূন্য, -হীন—জড়ভাব-বিহীন ; লজ্জাশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

সঙ্কো(ংকো)চ্যতা—(পদার্থবিদ্যা) জড়-পদার্থের যে গুণ থাকাতে উহাকে চাপিয়া সঙ্কুচিত করা যায় তাহা (compressibility). সঙ্কোচ্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

সঙ্ক্ষি(ংক্ষি)প্ত—ছোট-করা, অল্পীকৃত ; ত্যক্ত, পরিত্যক্ত ; নিক্ষিপ্ত ; গৃহীত ; সঞ্চিত ; আটক-করা ; পূর্ব্বরাগের পর সংঘটিত অর্থাৎ একেবারে প্রথম ('—সম্ভোগ')। সম্—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সঙ্ক্ষেপ।

সঙ্ক্ষি(ংক্ষি)প্তসার—১। সারসংক্ষেপ, সারমর্ম্ম। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। যাহার সারভাগকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে এমন। সংক্ষিপ্ত (সংগৃহীত) সার যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

সঙ্ক্ষী(ংক্ষী)য়মাণ—যাহা ক্ষয় পাইতেছে এমন। সম্—ক্ষি+শানচ্ কর্ম্মবা, অথবা কর্ম্ম-কর্ত্তৃবা। বিণ।

সঙ্ক্ষু(ংক্ষু)ব্ধ—সঞ্চালিত, বিলোড়িত ; আকুল। সম্—ক্ষুভ্+ক্ত কর্ম্মবা, কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—সঙ্ক্ষোভ।

সঙ্ক্ষে(ংক্ষে)প—অল্পীকরণ, কমান, চুম্বক, সঙ্কোচ। সম্—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—সঙ্ক্ষিপ্ত, সঙ্ক্ষেপণীয়।

সঙ্ক্ষে(ংক্ষে)পণ—ছোট করা, সংক্ষেপকরণ, চুম্বক করা। সম্—ক্ষিপ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—সঙ্ক্ষিপ্ত, সঙ্ক্ষেপণীয়।

সঙ্ক্ষেপতঃ (-তস্), **সংক্ষেপত**—অল্প কথায়, সংক্ষেপে। সঙ্ক্ষেপ+তস্। অব্য।

সঙ্ক্ষো(ংক্ষো)ভ—চাঞ্চল্য ; সঞ্চলন ; ভয়চকিত ভাব ; গর্ব্ব, অহমিকা ; ধর্ষণ ; অতিক্ষোভ। সম্—ক্ষুভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—সঙ্ক্ষুব্ধ।

সঙ্খ্য(ংখ্য)—যুদ্ধ, সংগ্রাম। সম্—খ্যা+ক ঘঞর্থে অধিবা। বি ; ক্লীব।

সঙ্খ্যা(ংখ্যা)—১। গণনা, একত্বদ্বিত্বাদি-গুণ ; বিচার ; বিচারণা। সম্—খ্যা+অঙ্ ভাববা+আপ্। ২। বুদ্ধি। সম্—খ্যা+অঙ্ করণবা+আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ—সঙ্খ্যাত।

সঙ্খ্যা(ংখ্যা)গরিষ্ঠ, -গুরু—সংখ্যায় বা অপেক্ষাকৃত বেশী। ৩য়াতৎ। বিণ।

সঙ্খ্যা(ংখ্যা)ত—গণনা-করা, গণিত ; বিখ্যাত। সম্—খ্যা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সঙ্খ্যা(ংখ্যা)তীত—অসংখ্য, অগণিত। সঙ্খ্যাকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

সঙ্খ্যা(ংখ্যা)ধিক্য—সংখ্যায় বেশী হওয়া। সঙ্খ্যায় আধিক্য, ৭মীতৎ। বি ; ক্লীব।

সঙ্খ্যা(ংখ্যা)ন—গণনা, গণা ; ধ্যান। সম্—খ্যা+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ—সঙ্খ্যাত।

সঙ্খ্যা(ংখ্যা)পন—স্থিরীকরণ। সম্—খ্যা +ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —পিত।

সঙ্খ্যা(ংখ্যা)বাচক—যাহাতে এক দুই প্রভৃতি সংখ্যা বুঝায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বাচিকা।

সঙ্খ্যা(ংখ্যা)লঘিষ্ঠ—সংখ্যায় সব চেয়ে কম। ৩য়াতৎ। বিণ। [বিণ।

সঙ্খ্যা(ংখ্যা)লঘু—সংখ্যায় কম। ৩য়াতৎ।

সঙ্খ্যে(ংখ্যে)য়—গণ্য, গণনীয়,সঙ্খ্যাযোগ্য। সম্—খ্যা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—সঙ্খ্যা।

সঙ্গ—সংসর্গ, সহবাস; অনুরাগ; প্রতিবন্ধ; বিষয়ানুরাগ; মিলন; সম্বন্ধ; বন্ধুত্ব; বাসনা; আসক্তি। সন্জ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। **সঙ্গে সঙ্গে**—তৎক্ষণাৎ, একই সময়ে।

সঙ্গচ্যুত, -ভ্রষ্ট—সঙ্গী হইতে অন্য স্থানে গত; সঙ্গিহীন। ৫মীতৎ। বিণ।

সঙ্গত—১। উপযুক্ত, যুক্তিযুক্ত; সম্বন্ধ; মিলিত; সাক্ষাৎকৃত; সঞ্চিত; মৈথুন-ব্যাপৃত; দৃষ্ট। সম্—গম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—সঙ্গতি। ২। মিত্রতা; মিলন; যোগ; গ্রহগণের সমসূত্রে অবস্থিতি; (সঙ্গীত) গীতের সহিত বাদ্যের ছন্দের মিল (বাং প্র)। সম্—গম্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

সঙ্গতি—১। সংস্থান, সঞ্চয়; মিলন; যোগ; মিল, সামঞ্জস্য; যুক্তিযুক্ততা; সঙ্গম; জ্ঞান। সম্—গম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—সঙ্গত। ২। (ন্যায়শাস্ত্র) অনন্তরাভিধান-প্রয়োজক জিজ্ঞাসাজনক জ্ঞানবিষয়। সম্—গম্+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী।

সঙ্গতিপন্ন—ধনবান্, ধনী। সঙ্গতিকে পন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

সঙ্গতিশালী (-শালিন্)—ধনবান্। উপতৎ; সঙ্গতি—শাল্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শালিনী। [৩য়াতৎ। বিণ।

সঙ্গতিশূন্য, -হীন—সম্বলশূন্য, দরিদ্র।

সঙ্গতিসম্পন্ন—ধনবান্। ৩য়াতৎ। বিণ।

সঙ্গতিহীন—'সঙ্গতিশূন্য' দ্রঃ।

সঙ্গদোষ—সংসর্গজনিত দোষ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সঙ্গভ্রষ্ট—'সঙ্গচ্যুত' দ্রঃ।

সঙ্গম—স্ত্রীপুরুষের সংযোগ, সহবাস, সম্ভোগ; নদ্যাদির মিলন; মিলন। সম্—গম্+অপ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—সঙ্গত।

সঙ্গি(ংগি)ন, সঙ্গী(ংগী)ন—'সঙিন' দ্রঃ।

সঙ্গি-বিরহিত, -বিহীন, -শূন্য, -হীন—সহচরশূন্য; একাকী। ৩য়াতৎ। বিণ।

সঙ্গী (সঙ্গিন্)—সহচর, সমভিব্যাহারী; আসক্ত, সংসক্ত। সঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—সঙ্গিনী।

সঙ্গী(ংগী)ত—১। গান, গীত; তৌর্য্যত্রিক, নৃত্য-গীত-বাদ্য। সম্—গৈ+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। সম্যক্ গীত। সম্—গৈ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সঙ্গী(ংগী)তজ্ঞ—যে গীতবাদ্য জানে এমন, সঙ্গীত-বিষয়ে অভিজ্ঞ। উপতৎ; সঙ্গীত—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

সঙ্গী(ংগী)তবিদ্যা—নৃত্যগীতবাদ্যরূপ কলা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সঙ্গী(ংগী)তবিদ্যা-বিশারদ—সু নি পু ণ গায়ক বা বাদক; সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী। ৭মীতৎ। বিণ।

সঙ্গী(ংগী)তশাস্ত্র—যে শাস্ত্রদ্বারা গীত বাদ্য ও নৃত্যের প্রকরণ বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় তাহা। সঙ্গীত-বিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সঙ্গী(ংগী)তশাস্ত্রজ্ঞ—যে গীতবাদ্যবিষয়ক শাস্ত্র জানে এমন। উপতৎ; সঙ্গীতশাস্ত্র—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

সঙ্গী(ংগী)তশাস্ত্রবেত্তা (-বেতৃ)—সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—বেত্রী।

সঙ্গী(ংগী)তানুরাগ—গান বাজনার প্রতি আসক্তি। ৭মীতৎ। বি; পুং। বিণ,—রাগী (-গিন্); (স্ত্রী,—রাগিণী)।

সঙ্গী(ংগী)তি—সঙ্গীত; আলাপ, কথোপ-কথন। সম্—গৈ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

সঙ্গু(ংগু)প্ত—লুকান, লুক্কায়িত। সম্—গুপ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সঙ্গুপ্তি, সঙ্গোপন।

সঙ্গূ(ংগূ)ঢ়—লুকান, লুক্কায়িত; ঢাকা, সংবৃত, আচ্ছাদিত; রাশীকৃত (ধান্যাদি); সঙ্কলিত। সম্—গুহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সঙ্গৃহীত—'সংগৃহীত' দ্রঃ।

সঙ্গোপন—'সংগোপন' দ্রঃ।

সঙ্গোপিত—'সংগোপিত' দ্রঃ।

সঙ্গ্রহ, সঙ্গ্রহণ—'সংগ্রহ', 'সংগ্রহণ' দ্রঃ।

সঙ্গ্রহীতা (-তৃ)—'সংগ্রহীতা' দ্রঃ।

সঙ্গ্রাম—'সংগ্রাম' দ্রঃ।

সঙ্গ্রাহক—'সংগ্রাহক' দ্রঃ।

সঙ্গ্রাহী (-হিন্)—'সংগ্রাহী' দ্রঃ।

সঙ্ঘ(ংঘ)—গণ, দল; রাশি, সমূহ। সম্—হন্+অপ্ ভাববা (নিপা)। বি; পুং।

সঙ্ঘ(ংঘ)চারী (-চারিন্)—১। মাছ, মৎস্য। বি; পুং। ২। বহুলোকের সহিত গমনকারী, যাহারা দল বাঁধিয়া চলে। উপতৎ; সঙ্ঘ (দল)—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —চারিণী।

সঙ্ঘ(ংঘ)জীবী (-জীবিন্)—ব্রাত্যীন; মুটিয়া। উপতৎ; সঙ্ঘ—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সঙ্ঘ(ংঘ)ট, সঙ্ঘ(ংঘ)ট্ট, সঙ্ঘ(ংঘ)টন, সঙ্ঘ(ংঘ)ট্টন, সঙ্ঘ(ংঘ)টনা—মেলন, যোজন; গোপনে মিলন; গঠন; সঙ্ঘর্ষ, পরস্পরঘর্ষণ; ঘটনা; যোটন। সম্—ঘট্, ঘট্ট্+ণিচ্+ঘঞ্, অনট্; শেষ-পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; পুং, পুং, ক্লীব, ক্লীব, স্ত্রী। বিণ,—টিত,—ট্টিত।

সঙ্ঘ(ংঘ)টিত, সঙ্ঘ(ংঘ)ট্টিত—সং-যোজিত; গঠিত; পরস্পর মর্দ্দিত; নির্ম্মিত; চালিত; ঘর্ষিত। সম্—ঘট্, ঘট্ট্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সঙ্ঘ(ংঘ)র্ষ, সঙ্ঘ(ংঘ)র্ষণ—ঠোকাঠুকি; পরস্পর-স্পর্দ্ধা; যুদ্ধ বা মারামারি; আত্ম-প্রাধান্যসূচক অহঙ্কারবাক্য; ঘর্ষণ, ঘষা; মর্দ্দন; বাজি রাখা; ঘোটন; ধীরে ধীরে গমন; বহিয়া যাওয়া। সম্—ঘৃষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—সঙ্ঘৃষ্ট।

সঙ্ঘা(ংঘা)টিকা—যুগ্ম, জোড়া; ঘ্রাণ; জলকণ্টক; দূতী, কুট্টনী। সম্—ঘট্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সঙ্ঘা(ংঘা)ত—১। সমষ্টি, সমূহ; পরস্পর আঘাত; কফ; আঘাত; হত্যা, বধ; ঘন সংযোগ; (নাটক) গতিবিশেষ; (বলবিদ্যা) দুই বা ততোধিক শক্তির সঙ্ঘর্ষ (impast). সম্—হন্+ঘঞ্ কর্ম্মবা, ভাববা। ২। নরক-বিশেষ। সম্—হন্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

সঙ্ঘা(ংঘা)তবল—'সংঘাতবল' দ্রঃ।

সঙ্ঘা(ংঘা)রাম—বৌদ্ধদিগের আশ্রম। সঙ্ঘের আরাম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সঙ্ঘু(ংঘু)ষিত, সঙ্ঘু(ংঘু)ষ্ট—১। সম্যক্প্রকারে ঘোষিত, প্রচারিত; শব্দিত। সম্—ঘুষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। শব্দ; ঘোষণা। সম্—ঘুষ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

সঙ্ঘৃ(ংঘৃ)ষ্ট—মর্দ্দিত, ঘষা। সম্—ঘৃষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সঙ্ঘর্ষ।

সচকিত—সভয়, ত্রাসযুক্ত, চমকিত। চকিতের (ভয়ের) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সচকিতে।

সচন্দন—চন্দন-মাখান, সগন্ধ। চন্দনের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সচরাচর—১। সাধারণতঃ, প্রায়শঃ। বাং প্র। ক্রি-বিণ। ২। সর্ব্বসাধারণ; স্থাবর-জঙ্গমসহিত। বিণ। ৩। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ। চর এবং অচর, দ্বন্দ্ব; চরাচরের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

সচল—যাহার চলাফেরা করিবার শক্তি আছে এমন, চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট, চলন্ত। 'অচল'-এর বিপরীত। অশুদ্ধ প্রঃ। বিণ।

সচিত্র—ছবিযুক্ত, প্রতিকৃতিযুক্ত। চিত্রের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সচিব—ক র্ম্ম স ম্পা দ ক (secretary); অমাত্য, মন্ত্রী, সহায়, সঙ্গী; কালো ধুতুরা। সচি—বা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

সচেতন—চৈতন্যবিশিষ্ট, চেতনাযুক্ত। চেতনার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সচেল—কাপড়-পরা, বস্ত্রপরিহিত। চেলের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সচেলে ["পরপুরুষের পবন পরশে সচেলে সিনান করি"—গোবিন্দদাস]।

সচেষ্ট—উদ্যোগী, চেষ্টাযুক্ত, চেষ্টিত। চেষ্টার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সচ্চরিত্র—১। সৎস্বভাব, সাধুচরিত। সৎ চরিত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সাধু চরিত্র। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সচ্চিদানন্দ—১। যিনি সর্ব্বদাই জ্ঞান ও আনন্দে পরিপূর্ণ এমন, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর; জগদীশ্বর। বি; পুং। ২। সর্ব্বদা জ্ঞান-সুখময়। সৎ (নিত্য) চিৎ (জ্ঞানময়) অথচ আনন্দ (সুখময়), কর্ম্মধা। বিণ।

সচ্চিন্তা—ভাল বিষয়ের ভাবনা, সৎ বিষয়ের চিন্তা। সতের (সদ্বিষয়ের) চিন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, সতী চিন্তা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সচ্ছল—যাহার অনটন নাই এমন, অভাব-শূন্য; দাতা, বদান্য; উদার। 'সৎশীল'-শব্দজ। বিণ।

সচ্ছিদ্র—ছিদ্রযুক্ত, রন্ধ্রযুক্ত (porous). ছিদ্রের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। বি, —তা।

সজনী—সখী; রমণী; প্রণয়িনী। 'স্বজনী'-শব্দজ। বি; স্ত্রী।

সজল—জলপূর্ণ; অশ্রুপূর্ণ। জলের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সজলনয়ন, -নেত্র, -লোচন—১। জল-ভরা চোখ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে এমন, অশ্রুপূর্ণ-নেত্র। সজল নয়ন, নেত্র, লোচন যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ, —নয়নে, —নেত্রে, —লোচনে।

সজাগ—জাগ্রৎ; ঈষৎ নিদ্রাযুক্ত; হুঁশিয়ার। বাং প্র। বিণ। [বিণ।

সজাত—একজাতীয়। 'সজাতীয়'-শব্দজ।

সজাতি—১। সমানশ্রেণীস্থ; একজাতীয়। বিণ। ২। একজাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সন্তান। সহ (সমান) জাতি যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সজাতীয়—একই জাতির অন্তর্ভুক্ত; এক-জাতীয়; একধর্ম্মাক্রান্ত; একশ্রেণীভুক্ত; একবিধ; সদৃশ, তুল্য। সমান জাতীয়, সুপ্‌সুপা (সমান-স্থানে স)। বিণ।

সজারু—কন্টকপূর্ণ-গাত্রবিশিষ্ট জীববিশেষ। 'শল্যকরূপ'-শব্দজ। বি।

সজিনা—শোভাঞ্জন বৃক্ষ। 'শোভাঞ্জন'-শব্দজ। বি।

সজীব—জীবিত, যাহার জীবন আছে এরূপ; স্ফূর্ত্তিযুক্ত। জীবের (জীবনের) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। **সজীব আগ্নেয়গিরি**—যে আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহা (active volcano).

সজোরে—জোরের সহিত, খুব জোর দিয়া। জোরের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সজ্জ—সাজান, সজ্জিত; ভূষিত; সন্নদ্ধ, সাঁজোয়া-পরা, বর্ম্মিত; প্রস্তুত; প্রাকারাদি দ্বারা সুরক্ষিত। সস্‌জ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

সজ্জন—সাধু, সুজন; সৎবংশে জাত ব্যক্তি। সৎ (=সাধু) জন (লোক), কর্ম্মধা। বি; পুং।

সজ্জন, সজ্জনা—১। চৌকী, রক্ষিসৈন্যের অবস্থিতিস্থান; ঘাট। সস্‌জ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ অধিবা; পক্ষে অন অধিবা+আপ্‌। ২। সাজান; সজ্জা; আয়োজন; সৈন্য-স্থাপন; ঘাঁটি। সস্‌জ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্‌। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—সজ্জিত।

সজ্জা—সাজ; বেশ, ভূষা; সন্নাহ, সাঁজোয়া। সস্‌জ্‌+অ করণবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—সজ্জিত।

সজ্জাগৃহ—সাজঘর, প্রসাধন-কক্ষ, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সজ্জিত—১। সাজান; ভূষিত; আয়োজিত। সস্‌জ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। ২। বর্ম্মিত, সন্নদ্ধ; উদ্যুক্ত। সস্‌জ্‌+ক্ত কর্তৃবা; কিংবা, সজ্জা+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ। বি—সজ্জন, সজ্জনা, সজ্জা।

সজ্জীভূত—যাহা পূর্ব্বে সাজান ছিল না এখন হইয়াছে এরূপ; সজ্জিত, ভূষিত। সজ্জ +অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সজ্জী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

সজ্ঞান—চেতনাযুক্ত, জ্ঞানযুক্ত। জ্ঞানের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সজ্য—ছিলাপরান, জ্যাযুক্ত ('—ধনু')। জ্যার সহিত বর্ত্তমান যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

সঞে—সঙ্গে, সহিত ("তা সঞে রভস কবহুঁ নাহি হোয়"—বিদ্যাপতি); হইতে ("দেব-দেয়াসিনি ঘর সঞে নিকসল"—কবিশেখর)। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

সঞ্চয়—সংগ্রহ; পুঁজি, সম্বল; সমূহ; রাশি। সম্—চি+অচ্‌ ভাববা, কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—সঞ্চয়ী (-য়িন্), সঞ্চিত, সঞ্চেয়।

সঞ্চয়ন—সংগ্রহকরণ। সম্—চি+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—সঞ্চয়ী (-য়িন্), সঞ্চিত, সঞ্চেয়।

সঞ্চয়নশীল, সঞ্চয়শীল—সঞ্চয়ী, সঞ্চয় করা যাহার স্বভাব এমন। সঞ্চয়ন, সঞ্চয় শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সঞ্চয়ী (সঞ্চয়িন্)—সংগ্রহকারক; যে ভবিষ্যতের জন্য অর্থাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে। সঞ্চয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —য়িনী। বি—সঞ্চয়।

সঞ্চর, সঞ্চরণ—১। সেতু, সাঁকো; স্থান; পথ; শরীর। সম্—চর্+ঘ, অনট্‌ করণবা, অধিবা। ২। গমন, চলন; কম্পন। সম্—চর্+ক ঘঞর্থে, অনট্‌ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—সঞ্চরমাণ, সঞ্চরিত।

সঞ্চরমাণ—যাহা বহিয়া যাইতেছে বা চলিতেছে এমন; গমনশীল। সম্—চর্+শানচ্‌ কর্তৃবা। বিণ। বি—সঞ্চর, সঞ্চরণ।

সঞ্চরিত—প্রচলিত; প্রস্থিত; গত। সম্—চর্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—সঞ্চরণ।

সঞ্চরিষ্ণু—ভ্রমণকারী, সঞ্চরণশীল। সম্—চর্+ইষ্ণু কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

সঞ্চলন—দোলন, কম্পন, নড়াচড়া; প্রচলন। সম্—চল্+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

সঞ্চার—১। উদ্রেক; জন্মান; বৃদ্ধি; গতি; (জ্যোতিষ) গ্রহাদির অন্য রাশিতে গমন, সংক্রম; বিস্তার; কষ্টগতি; কষ্ট; বিপদ্; উত্তেজন; চালন; পথপ্রদর্শন; সংক্রমণ। সম্—চর্+ঘঞ্‌ বা চর্+ণিচ্‌+অচ্‌ ভাববা। ২। সমর্পণ। সম্—চর্+ণিচ্‌+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ, —রিত, —রী (-রিন্)। ৩। সেতু; পথ। সম্—চর্+ঘঞ্‌ করণবা। বি; পুং।

সঞ্চারক—উত্তেজক; চালক। সম্—চর্+ণিচ্‌+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রিকা।

সঞ্চারজীবী (-জীবিন্)—শরণাগত, শরণাপন্ন; দুরবস্থাগ্রস্ত। উপতৎ; সঞ্চার—জীব্‌+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —জীবিনী।

সঞ্চারিকা—১। যোড়া, যুগ্ম; দূতী; ঘ্রাণ; বায়ু। সম্—চর্+ণক কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। চালিকা; উত্তেজিকা। সঞ্চারক+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

সঞ্চারিণী—গমনশীলা, সঞ্চরণশীলা। সঞ্চারিন্+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

সঞ্চারিত—১। ইতস্ততঃ চালিত। সম্—চর্+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। ২। যাহা ইতস্ততঃ চলিতেছে। সঞ্চার+ইতচ্‌। বিণ। বি—সঞ্চার।

সঞ্চারী (-রিন্)—১। নির্ব্বেদ আবেগ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব; বায়ু; ধূপ; সঙ্গীতের রাগ বা রাগিণীর তৃতীয় চরণ। বি; পুং। ২। গমনশীল; সঞ্চরণশীল; অস্থায়ী; আগন্তুক। সম্—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রিণী। বি—সঞ্চার।

সঞ্চালন—দোলান; স্থানচ্যুতকরণ; নাড়া-চাড়া। সম্—চল্+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —লিত।

সঞ্চালিত—স্বস্থান হইতে অপসারিত; চালিত; সংক্রামিত। সম্—চল্+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, —লন।

সঞ্চিত—সংগৃহীত, সঞ্চয়-করা; সম্ভৃত; রাশীকৃত। সম্—চি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সঞ্চয়, সঞ্চয়ন।

সঞ্চীয়মান—যাহা সংগ্রহ করা হইতেছে এমন। সম্—চি+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ। বি—সঞ্চয়, সঞ্চয়ন।

সঞ্চেয়—সঞ্চয় করিবার যোগ্য। সম্—চি+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—সঞ্চয়, সঞ্চয়ন।

সঞ্জ—ব্রহ্মা; শিব। সম্—জন্+ড অপাবা। বি; পুং।

সঞ্জ(ৎজ)নন, সঞ্জ(ৎজ)ননা—উৎপাদন; জন্মদান। সম্—জন্+ণিচ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—সঞ্জাত।

সঞ্জা(ৎজা)ত—জাত, উৎপন্ন। সম্—জন্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—সঞ্জনন, সঞ্জননা।

সঞ্জাব—কাপড়ের পাড়। ফার্সী। বি।

সঞ্জীবন—১। জীবনদানকারী। সম্—জীব+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা বা অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—না,—নী। ২। জীবনধারণ। সম্—জীব্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সঞ্জীবনী—১। জীবনশক্তি-প্রদায়িনী; যাহা বাঁচাইয়া তোলে; পুনর্জীবনদায়িনী। বিণ। ২। জীবনদায়িনী ওষধি। সম্—জীব্+ণিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সট্, সড়াক, সড়াৎ—তাড়াতাড়ি, দ্রুততা। বাং প্র। অব্য।

সট, সটা—জটা, কেশর, সিংহাদির ঘাড়ের চুল; শিখা। সট্+অচ্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে আপ্। বি; পুং বা ক্লীব, স্ত্রী।

সটকা—তামাকু সেবন করিবার লম্বা নল। বাং প্র। বি।

সটকান—পলায়ন করা, গোপনে সরিয়া পড়া। বাং ক্রি।

সটা—'সট' দ্রঃ।

সটাঙ্ক—সিংহ, কেশরী। সটা (কেশর) অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সটান—১। লম্বা, দীর্ঘ। বিণ। ২। লম্বা হইয়া; সোজাসুজি। বহুব্রী। ক্রি-বিণ।

সটি, সটিকা, সটী—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বন আদা। সট্+ই কর্ত্তৃবা, ৩য় পক্ষে ঈপ্; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

সটীক—যাহার টীকা আছে এমন, টীকা-সহিত। টীকার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সঠিক—ঠিকমত, যথার্থ। (বিশেষভাবে এই অর্থে স-যোগ)। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

সড়—সঙ্কেত, গোপন পরামর্শ; সাট। বাং প্র। বি।

সড়ক—রাস্তা, পথ। 'সরক'-শব্দজ। বি।

সড়কি—বল্লম। বাং প্র। বি। [বিণ।

সড়গড়—আয়ত্ত, অভ্যস্ত; মুখস্থ। বাং প্র।

সড়সড়—কাতুকুতু লাগা; সাপ প্রভৃতির চলার অনুকরণ-শব্দ। বাং প্র। অব্য।

সড়সড়ী—১। শুক্না, নীরস; ভাজা। বিণ। ২। একপ্রকার শুক্না তরকারী। বাং প্র। বি। [বাং ক্রি।

সড়া—১। পচা। বিণ। ২। পচিয়া যাওয়া।

সড়াক, সড়াৎ—'সট্' দ্রঃ।

সডাক—ডাকখরচ সমেত। বহুব্রী। বিণ।

সৎ—১। ভাল, উত্তম; সত্য, প্রশস্ত; বর্ত্তমান; নিত্য, চিরস্থায়ী; শোভন; সাধু; বিদ্বান্; মান্য, পূজ্য; জ্ঞানী, বিচক্ষণ। বিণ। স্ত্রী—সতী। ২। ব্রহ্ম। অস্+শতৃ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৩। (অন্য শব্দের পূর্ব্বে) বিমাতা-সংক্রান্ত। বাং প্র (<সতীন)। বিণ।

সতত—১। সর্ব্বদা, নিরন্তর; অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক। ক্রি-বিণ বা বিণ। বি—সাতত্য। ২। ক্রিয়াবিশেষ। সম্—তন্+ক্ত ভাববা, কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

সততা—সাধুতা। 'সত্তা'-স্থানে বাং প্র। বি।

সতন্তর—স্বাধীন। 'স্বতন্ত্র'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। স্ত্রী—সতন্তরী।

সতর, সতের—১৭ সংখ্যা; ১৭-সংখ্যক। 'সপ্তদশন্'-শব্দজ। বি বা বিণ।

সতরই—মাসের সপ্তদশ দিবস। সতর+ই তারিখ অর্থে। বি বা বিণ।

সতরঞ্চ—ক্রীড়াবিশেষ; আসন, গালিচা। আর্বী 'শতরঞ্জ'-শব্দজ। বি।

সতরঞ্চি—গালিচা; মোটা সূতার গালিচা। আর্বী 'শতরঞ্জ'-শব্দজ। বি।

সতর্ক—সাবধান; তর্কযুক্ত। তর্কের (বিবেচনার, বিচারণার) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। বি,—তা।

সতা—সপত্নী ("গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি"—ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। বি; স্ত্রী।

সতাই—বিমাতা ("শ্রীরাম বলেন শুন সুমিত্রা সতাই"—কৃত্তিবাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সতাত, সতাল—বৈমাত্রেয়। সতা+ত, ল অপত্যার্থে। বিণ। [শব্দজ। বি; স্ত্রী।

সতিন, সতীন—এক স্বামীর স্ত্রী। 'সপত্নী'-

সতী—১। সাধ্বী রমণী, পতিব্রতা স্ত্রী; কায়মনোবাক্যে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গমত্যাগিনী; দক্ষকন্যা, শিবানী, ভবানী; চার অক্ষরের একপ্রকার ছন্দ; পতির সহিত সহমৃতা স্ত্রী; সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা; দান; অবসান। বি; স্ত্রী। ২। পতিব্রতা, সাধ্বী। অস্+শতৃ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সতীগিরি, সতীপনা—(ব্যঙ্গার্থে) মিথ্যা সতীত্বের গর্ব্ব। সতী+গিরি, পনা ভাবে। বি।

সতীগিরি ফলান—মিথ্যা সতীত্ব দেখান, সতীত্বের ভাণ করা, নিজেকে সতী বলিয়া জাহির করা।

সতীচ্ছদ—যাহার রজোদর্শন বা পুরুষ-সহবাস হয় নাই সেইরূপ নারীর যোনিমুখে আবরণকারী অর্দ্ধচন্দ্রাকার পাতলা পর্দ্দা; কুমারী-ঝিল্লী (hymen). সতী-নির্ণায়ক ছদ (আবরণ), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সতীত্ব—পাতিব্রত্য, সতী স্ত্রীর ধর্ম্ম। সতী+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

সতীত্ব-নাশ—পরপুরুষ সঙ্গমজনিত পাতিব্রত্যধর্ম্মের লোপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সতীত্বাধার—শ্রেষ্ঠা সতী; পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের অবস্থানপাত্র। সতীত্বের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

সতীদাহ—মৃত স্বামীর প্রজ্বলিত চিতায় পতিব্রতা পত্নীর দেহত্যাগ, সহমরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সতীধর্ম্ম(র্ম)—পাতিব্রত্য, সতীত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সতীন—'সতিন' দ্রঃ।

সতীন-ঝি—সপত্নীকন্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সতীন-পো—সপত্নীপুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সতীপতি, সতীশ—মহাদেব। সতীর পতি, ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সতীপনা—'সতীগিরি' দ্রঃ।

সতীর্থ, সতীর্থ্য—সমকালে একগুরুর শিষ্য; সহাধ্যায়ী, সহপাঠী। সমান তীর্থ (গুরু) যাহার, বহুব্রী; ২য় পক্ষে সমান তীর্থ, কর্ম্মধা+যৎ বাদার্থে। বি; পুং।

সতীলক্ষ্মী—সাধ্বী এবং সুলক্ষণা স্ত্রী। সতীও যে লক্ষ্মীও সে, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সতীশ—'সতীপতি' দ্রঃ।

সতুষ—তুষযুক্ত। তুষের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সতৃষ্ণ—পিপাসিত; তৃষ্ণাযুক্ত, অভিলাষী; সস্পৃহ; তেজস্বী; বলবান্। তৃষ্ণার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সতৃষ্ণদৃষ্টি, -নয়ন, -নেত্র—১। অভিলাষব্যঞ্জক চক্ষু; স্পৃহাযুক্ত চাউনি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লীব, ক্লীব। ২। যে লালসা বা অভিলাষের সহিত চাহিতেছে এমন, আকাঙ্ক্ষাপূর্ণদৃষ্টিযুক্ত। সতৃষ্ণ দৃষ্টি, নয়ন, নেত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সতেজ—তেজোযুক্ত, তেজঃপূর্ণ। তেজের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সতেজাঃ (-জস্), -জা—তেজস্বী; বলবান্। তেজের ('তেজস্' শব্দ) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সৎকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), -কর্ত্তা—১। শ্রীবিষ্ণু। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। সৎকারক, আদরকারী; অভ্যর্থনাকারী। সৎ—কৃ+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

সৎকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), -কর্ম্ম—ভাল কাজ, পুণ্যকার্য্য; বেদবিহিত ক্রিয়া। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সৎকার, -কৃতি, -ক্রিয়া—মড়া পোড়াইবার কাজ, শবদাহাদি কর্ম্ম; সমাদর, পূজা, সম্মান; পুরস্কার; মঙ্গল। সৎ—কৃ+ঘঞ্, ক্তি ভাববা; ৩য় পক্ষে+শ ভাববা+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।

সৎকার্য্য(র্য)—সৎকর্ম্ম (তাহা দ্রঃ)।

সৎকৃত—সমাদৃত; পূজিত; পুরস্কৃত; সুসম্পন্ন; যাহার সৎকার করা হইয়াছে।

সং (আদর)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি, –কার, –কৃতি।

সংকৃতি, -ক্রিয়া—'সংকার' দ্রঃ।

সত্তম—অতি উত্তম, অতি সং; অতিশয় সাধু; অতিশোভন, পূজ্যতম। সং+তম অত্যর্থে। বিণ।

সত্তর—সপ্ততি; ৭০ সংখ্যা; ৭০-সংখ্যক। 'সপ্ততি'-শব্দজ। বি বা বিণ।

সত্তা—অস্তিত্ব; স্থিতি, বিদ্যমানতা; নিজস্বতা; উৎপত্তি; উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা; সাধুতা; দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মনিষ্ঠ জাতি; জড়-বস্তুর মাত্রা বা পরিমাণ। সং+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সত্ত্ব—১। প্রাণী, জন্তু। বি; পুং বা ক্লীব। ২। প্রকৃতির তিন গুণের মধ্যে প্রধান গুণ [এই গুণ দ্বারা মনুষ্যের মনে দয়া ধর্ম্ম ন্যায় সত্য ভক্তি মহত্ত্ব পবিত্রতাদি জন্মে]; পদার্থ; মনঃ; স্বভাব; স্বাভাবিক অবস্থা; শক্তি, পরাক্রম; ধৈর্য্য; উৎসাহ; অস্তিত্ব; বিদ্যমানতা, স্থিতি; ধন; প্রাণ, জীবন; চৈতন্য; আত্মা; পিশাচাদি; রস; সাহস। সং+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব। ৩। রৌদ্রে শুকান আম প্রভৃতির রস। বাং প্র। ৪। কড়ার, নিয়ম। 'শর্ত্ত'-শব্দজ। বি।

সত্ত্ববান্ (-বং)—সত্ত্বগুণবিশিষ্ট; স্থায়ী; ধার্ম্মিক; নিষ্পাপ; স্বাভাবিক; জীবসমন্বিত। সত্ত্ব+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –বতী।

সত্র, সত্ত্র—যজ্ঞ, যাগবিশেষ; গৃহ; অরণ্য; আচ্ছাদন; সদাদান; সদাব্রত; কৈতব; ধন; সরোবর। সদ্+ত্র অধিবা। বি; ক্লীব।

সত্রশালা—অন্নাদি দানের গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সত্রী (সত্রিন্), **সত্ত্রী**—১। গৃহপতি; গৃহস্থ। বি; পুং। ২। যজ্ঞশীল, যে প্রায়ই যজ্ঞ করিয়া থাকে এমন। সত্র, সত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। [পুং।

সৎপথ—সাধুমার্গ; ধর্ম্মপথ। কর্ম্মধা। বি;

সৎপুত্র(ত্র)—উত্তম সন্তান; বেদাদি-বিহিত পিত্রাদিকার্য্যকর্তা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সৎপ্রতিগ্রহ—সাধুব্যক্তির নিকট হইতে দান-গ্রহণ। ৫মীতৎ। বি; পুং।

সৎপ্রতিপক্ষ—সমকক্ষ; প্রতিযোগী; (ন্যায়শাস্ত্র) হেতুদোষবিশেষ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সত্বর—১। শীঘ্র, অবিলম্বে। ক্রি-বিণ। ২। ত্বরাযুক্ত। ত্বরার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সৎ-মা—বিমাতা। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

সত্য—১। প্রকৃত, যথার্থ। বিণ। ২। যাথার্থ্য, অমিথ্যা; শপথ; প্রতিজ্ঞা; প্রথম যুগ, কৃতযুগ (১৭, ২৮, ০০০ বৎসর ইহার পরিমাণ)। বি; ক্লীব। ৩। ঊর্দ্ধ সপ্ত ভুবনের উপরিস্থিত লোক, ব্রহ্মলোক। সং+যৎ হিতার্থে। বি; পুং।

সত্যকথন, -ভাষণ—সত্য কথা বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সত্যগ্রহ, সত্যাগ্রহ—ধর্ম্ম ন্যায় বা সত্যের জন্য উদ্দেশ্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত অত্যাচার বা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক শেষ পর্য্যন্ত অটল ভাবে অবস্থান। সত্যের গ্রহ (গ্রহণ), ৬ষ্ঠীতৎ, বা, সত্যে আগ্রহ (নিষ্ঠা), ৭মীতৎ। বি; পুং।

সত্যঙ্কা(ংকা)র—সত্যকরণ, প্রতিজ্ঞা-করণ, জামিনস্বরূপ গৃহীত বস্তু বা ব্যক্তি (hostage). সত্য—কৃ+ঘঞ্, ভাববা, করণবা। বি; পুং।

সত্যতা—যাথার্থ্য; সত্যপরতা। সত্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী। বিণ—সত্য।

সত্যদর্শী (-দর্শিন্)—প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে এমন। উপতৎ; সত্য—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –দর্শিনী।

সত্যনারায়ণ—দেবতাবিশেষ; সত্যপীর। সত্যই নারায়ণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সত্যনিষ্ঠ—সত্যবাদী; সত্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন বা অনুরাগী। সত্যে নিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, –ষ্ঠা, –তা।

সত্যনিষ্ঠা—১। সত্যের প্রতি অনুরাগ। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। সত্যে নিষ্ঠাবতী। সত্যনিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সত্যপরায়ণ—সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ। সত্য পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, –তা।

সত্যপালন—প্রতিজ্ঞা-রক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সত্যপীর—সত্যনারায়ণ; হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতীক দেবতা। সত্য-নামক পীর (দেবতা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

সত্যপুর—বিষ্ণুলোক, বৈকুণ্ঠ। সত্যযুক্ত পুর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সত্যবতী—১। ব্যাসদেবের মাতা; ঋচীক-মুনির পত্নী; নারদমুনির পত্নী। বি; স্ত্রী। ২। সত্যপরায়ণা; সত্যবিশিষ্টা। সত্যবৎ ('সত্যবান্' দ্রঃ) +ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

সত্যবাক্য—সত্য কথা। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সত্যবাদী (-বাদিন্)—যে সত্যকথা বলে এরূপ, সত্যবক্তা। উপতৎ; সত্য—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, –দিনী। বি, –বাদিতা।

সত্যবান্ (-বৎ)—১। নৃপবিশেষ; সাবিত্রীর পতি, মুনিবিশেষ। বি; পুং। ২। সত্যযুক্ত; সত্যনিষ্ঠ। সত্য+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –বতী। বি, –বত্তা।

সত্যব্রত—১। সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ; ভীষ্ম। বি; পুং। ২। সত্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ। সত্য ব্রত (নিয়ম) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

সত্যভঙ্গ—প্রতিজ্ঞার অপালন, প্রতিজ্ঞামত কার্য্য না করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সত্যভাষণ—'সত্যকথন' দ্রঃ।

সত্যভাষী (-ভাষিন্)—সত্যবাদী। উপতৎ; সত্য—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ভাষিণী। বি,–ভাষিতা।

সত্যযুগ—প্রথমযুগ, কৃতযুগ। সত্যপ্রধান যুগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সত্যরক্ষা—প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সত্যলোক—সপ্তলোকান্তর্গত লোকবিশেষ। সত্য-নামক লোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সত্যসন্ধ—১। সফলপ্রতিজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ। বিণ। ২। শ্রীরামচন্দ্র; ভরত; জনমেজয়। সত্যা সন্ধা যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সত্যসন্ধা—১। দ্রৌপদী। বি; স্ত্রী। ২। সত্যপ্রতিজ্ঞাযুক্তা। সত্যসন্ধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সত্যা—১। দুর্গা; সীতা, জানকী; সত্য-বতী, ব্যাসমাতা; সত্যভামা। বি; স্ত্রী। ২। যথার্থা। সত্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সত্যাগ্রহ—'সত্যগ্রহ' দ্রঃ।

সত্যাগ্রহী (-হিন্)—সত্যাগ্রহকারী। সত্যাগ্রহ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –গ্রহিণী।

সত্যানুরাগ—সত্যের প্রতি আসক্তি, সত্যনিষ্ঠা। সত্যে অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

সত্যানুরাগী (-রাগিন্)—সত্যের প্রতি আসক্ত, সত্যনিষ্ঠ। সত্যের অনুরাগী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,–রাগিণী।

সত্যানুসন্ধান—প্রকৃত তথ্যের খোঁজ-করণ। সত্যের অনুসন্ধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সত্যাপন, সত্যাপনা—সত্যাকৃতি, সত্যঙ্কার, সত্যকরণ; শপথকরণ। সত্য+ণিচ্ (=সত্যাপি নামধাতু)+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

সত্যাশ্রয়ী (-য়িন্)—সত্যাগ্রহী (তাহা দ্রঃ); সত্যনিষ্ঠ। উপতৎ; সত্য—আ—শ্রি+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –শ্রয়িণী।

সত্যাসত্য—সত্য এবং মিথ্যা; সত্য বা মিথ্যা। সত্য ও অসত্য, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

সত্যি—১। সত্য। বি। ২। নিশ্চয়ই, ঠিকই। 'সত্য'-শব্দজ। অব্য।

সত্যিকার, -কারের—প্রকৃত, যথার্থ। সত্যি+কার, সত্যি+কার+এর সম্বন্ধার্থে। বাং প্র। বিণ।

সত্র—'সত্র' দ্রঃ।

সত্রী (সত্রিন্)—'সত্রী' দ্রঃ।

সৎসাহস—প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সৎ-

কাজ করিবার বা সত্য কথা বলিবার সাহস, নৈতিক সাহস। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সদংশক—১। কাঁকড়া, কর্কট। বি; পুং। ২। দন্তযুক্ত। দংশকের (দন্তের) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, –শিকা।

সদঃ (সদশ্)—সভা। সদ্+অসি অধিবা। বি; ক্লীব।

সদন—১। বাড়ী, গৃহ; নিকট, সমীপ। সদ্ +অনট্ অধিবা। ২। বিষাদ। সদ্+অনট্ ভাববা। ৩। জল। সদ্+অনট্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

সদনুষ্ঠান—ভাল কাজ, সৎ কাজ; পরোপকার। সৎ অনুষ্ঠান, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সদভিপ্রায়—সাধু উদ্দেশ্য। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সদয়—দয়ালু, দয়াযুক্ত, কৃপাপরায়ণ। দয়ার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সদর—১। প্রকাশ্য; মুখ্য; প্রধান-জেলা-বিষয়ক; জেলার প্রধান নগরে অবস্থিত। বিণ। ২। বাহিরের দিক্; বাহির-বাড়ী; জেলার প্রধান নগর। আর্বী। বি।

সদর-আলা—জিলার প্রধান বিচারকের নিম্নতন বিচারক, সবজজ। সদর+আলা (<ওয়ালা) সম্বন্ধার্থে। বি।

সদর-কাছারি—হেড-কোয়ার্টার। কর্ম্মধা। বি।

সদর-খাজনা, -জমা—সরকারকে দেয় রাজস্ব। সদরে দেয় খাজনা, জমা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

সদর-দরজা—বাড়ীর প্রধান প্রবেশ-পথ, ফটক, গেট। কর্ম্মধা। বি।

সদর্থক—ভাল অর্থযুক্ত, অস্তিত্ববোধক, ধনাত্মক (positive). সন (সৎ-শব্দ) অর্থ যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

সদর্প—অহঙ্কারযুক্ত, দম্ভপূর্ণ। দর্পের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সদসৎ—ভাল ও মন্দ; যাহা আছে এবং যাহা নাই তাহা; ন্যায় ও অন্যায়; ধার্ম্মিক ও পাপী। সৎ এবং অসৎ, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব, বা বিণ।

সদসদ্বিবেচক, সদসদ্বিবেচনা—ভাল-মন্দের বিচার, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য-বোধ; কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহা বোঝা। সদসতের বিবেক, বিবেচনা, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

সদস্য—১। যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মকর্তা-দিগের ভ্রমসংশোধনকারী। বি; পুং। ২। সঙ্ঘ বা সমিতির সভ্য সভাসদ্। সদস্ (সভা)+যৎ সাধু-অর্থে। বিণ।

সদা—সর্ব্বদা, নিয়ত, অবিশ্রান্ত, সর্ব্বকালে। সর্ব্ব+দাচ্ কালার্থে (নিপা)। অব্য।

সদাগতি—১। সর্ব্বদা গমনশীল। সদা গতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সূর্য্য; বায়ু; আত্মা; মুক্ত; জগদীশ্বর। বি; পুং।

সদাগর—'সওদাগর' দ্রঃ।

সদাচার—উত্তম আচার, সাধু ব্যবহার, সদ্ব্যবহার। সৎ (সন্) আচার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সদাচারী (-চারিন্)—সাধু-আচারসম্পন্ন। সদাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –চারিণী।

সদাতন—সর্ব্বদা স্থায়ী, চিরস্থায়ী, নিত্য। সদা (সর্ব্বদা)+তন (ট্যু+তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, –নী।

সদাত্মা (সদাত্মন্)—সদন্তঃকরণবিশিষ্ট। সৎ (সন্—যাহার মন ভালো এমন) আত্মা (আত্মন্-শব্দ) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

সদানন্দ—১। সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত, সদাপ্রফুল্ল। বিণ। ২। শিব। সদা আনন্দ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সদানর্ত্ত(র্ত্তে)—১। খঞ্জনপক্ষী। বি; পুং। ২। সর্ব্বদা নৃত্যকারক। সদা নর্ত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সদানীরা—করতোয়া নদী। সদা নীর (জল) যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

সদাব্রত—সর্ব্বদা যেখানে অন্ন দান হয় তাহা, অন্নসত্র। সদা ব্রত যেখানে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

সদাযোগী (-যোগিন্)—বিষ্ণু, নারায়ণ। সদাযোগ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সদালাপ—সাধু বিষয়ে কথোপকথন। সৎ (সন্) আলাপ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সদালাপী (-পিন্)—মিষ্টভাষী, সাধু বিষয়ে কথোপকথনকারী। সদালাপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –পিনী।

সদাশয়—মহৎ, উদারচেতাঃ। সৎ (সন্) আশয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, –তা।

সদাশিব—মহাদেব। সদা শিব যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

সদিচ্ছা—ভালো কাজ করার প্রবৃত্তি, সদভিপ্রায়; শুভকামনা; সাধুমতি। সৎ (সতী) ইচ্ছা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সদুত্তর—ঠিক মত জবাব, যথার্থ উত্তর। সৎ উত্তর, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সদুদ্দেশ্য—ভাল কাজ করিবার ইচ্ছা, সাধু অভিপ্রায়। সৎ উদ্দেশ্য, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সদুপায়—সাধু পন্থা; উত্তম উপায়। সৎ (সন্) উপায়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সদৃশ—সমান, অনুরূপ; তুল্য; উপযুক্ত, যোগ্য। সমান—দৃশ+কঞ্, কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী, –শী। বি—সাদৃশ্য।

সদৃশবিধান, -ব্যবস্থা—যে ঔষধ সেবন করিলে কোন রোগ উৎপন্ন হয় সেই ঔষধ দ্বারাই উক্ত রোগ বিনাশিত হয়—যে চিকিৎসা-শাস্ত্র এইরূপ বিধান করে তাহা (Homœopathy). কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সদোষ—দোষযুক্ত। দোষের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। বি, –তা।

সদ্গতি—মুক্তি; উত্তমগতি; (আত্মার) স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তি; মোক্ষ; নির্ব্বাণ; সদ্ব্যবহার, সচ্চরিত্র; উত্তম বিধান। সৎ (সতী) গতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সদ্গুণ—উত্তম গুণ; বিদ্যা বিনয় দয়া প্রভৃতি গুণ। সৎ (সন্) গুণ, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সদ্গুরু—যিনি শিষ্যকে উন্নতির পথে চালিত করেন এরূপ শিক্ষক বা দীক্ষাদাতা। সন্ (সৎ-শব্দ) গুরু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সদ্গোপ—হিন্দুর জলাচরণীয় উপজাতি-বিশেষ। বাং প্র। বি।

সদ্বংশ—উচ্চ কুল, সম্ভ্রান্ত বংশ। সৎ (সন্) বংশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সদ্বংশজাত—উচ্চকুলসম্ভূত, সম্ভ্রান্তবংশ-জাত। ৭মীতৎ। বিণ।

সদ্বিচার—ন্যায়মত তর্ক; মোকদ্দমা বা কলহের উত্তম মীমাংসা; ন্যায়বিচার। সৎ (সন্) বিচার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সদ্বিচারক—ন্যায়-বিচারক; ন্যায়সঙ্গত-ভাবে মীমাংসাকারী। সৎ বিচারক, কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী, –রিকা।

সদ্বিবেচনা—ন্যায়বিচার; উত্তম মীমাংসা, ন্যায়সঙ্গতভাবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার। সৎ (সতী) বিবেচনা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সদ্বৃত্ত—১। সদ্ব্যবহার; সাধুস্বভাব, সচ্চরিত্র। সৎ বৃত্ত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। সচ্চরিত্রবিশিষ্ট; সুগোল। সৎ বৃত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সদ্বৃত্তি—সদ্ব্যবহার; উত্তম ব্যাখ্যা-গ্রন্থ-বিশেষ। সৎ (সতী) বৃত্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সদ্ব্যবহার—ভদ্র আচরণ; সাধু আচরণ; ভাল কাজে লাগান ('অর্থের—')। সৎ (সন্) ব্যবহার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সদ্ব্যয়—ভাল কাজে খরচ; ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়। সৎ (সন্) ব্যয়, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সদ্ব্যয়ী (-য়িন্)—যে ভাল কাজে খরচ করে এমন, সদ্ব্যয়কারী। সদ্ব্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –য়িনী।

সদ্ভাব—সাধুতা; সৌহৃদ্য, প্রণয়, বন্ধুতা; সত্তা, স্থিতি; সৎপ্রকৃতি; সৎ মেজাজ। সতের (যে হইতেছে তাহার, বা সাধুর) ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, সৎ (সন্) ভাব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সদ্ম (সদ্মন্)—১। গৃহ, আবাস ("যোগ্য সদ্ম চঞ্চলা পদ্মার"—কালিদাস রায়)। সদ্ (গমন করা)+মনিন্ অধিবা। ২। জল। সদ্+মনিন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

সদ্যঃ (সদ্যস্), **সদ্য**—তখনি, তৎক্ষণে ; বর্তমান সময়ে, উপস্থিত দিবসে ; যাহা বাসি নহে এমন। সমে অহনি অর্থাৎ এই দিনে—এই অর্থে, সদ্যস্ (নিপাতনে)। অব্য।

সদ্যঃপাক—এই মাত্র যাহা পাক করা হইয়াছে এমন ; যাহা হজম হইয়াছে এমন ; যাহা অল্প সময়ে হজম হয় এমন। সদ্যঃ পাক যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সদ্যঃপাতী (-পাতিন্)—যাহা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া যায় এমন, অবিলম্বে পতনশীল ("অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী"—মাইকেল)। উপতৎ ; সদ্যস্—পত্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পাতিনী।

সদ্যঃপ্রসূত—যে সবেমাত্র জন্মিয়াছে এমন। সুপ্‌সুপা। বিণ।

সদ্যঃপ্রসূতা—যে (নারী) সবেমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে এমন; সদ্যোজাতা। সুপ্‌সুপা। বিণ ; স্ত্রী।

সদ্যঃপ্রাণহর—অবিলম্বে প্রাণবিনাশকারী ; অতি অল্প সময়ে প্রাণনাশক। সুপ্‌-সুপা। বিণ।

সদ্যোজাত—১। সবেমাত্র উৎপন্ন। বিণ। ২। বাছুর, বৎস ; শিবের মূর্তিবিশেষ। সদ্যঃ জাত, সুপ্‌সুপা। বি ; পুং।

সধবা—যাহার পতি আছে এরূপ, পতিবত্নী, সভর্তৃকা। ধবের সহিত বর্তমান, বহুব্রী + আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

সধর্ম্ম(র্ম)—একধর্ম, তুল্যধর্ম। সমান ধর্ম, কর্ম্মধা (সমান-স্থানে স)। বি ; পুং।

সধর্ম্মা (-র্ম্মন্), **-ধর্ম্মা**—একধর্ম্মাক্রান্ত ; একরূপ ; সদৃশ, তুল্য। সমান ধর্ম্ম যাহার, বহুব্রী (অনিচ্ সমাসান্ত, সমান-স্থানে স)। বিণ।

সধর্ম্মা(র্মা)চারিণী—স্ত্রী, ভার্য্যা, পত্নী। সধর্ম্ম (পতিসমানধর্ম্ম)—আ—চর্ + ণিন্ কর্তৃবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সধর্ম্মি(র্মি)ণী—স্ত্রী, পত্নী, সধর্ম্মচারিণী। সধর্ম্মিন্ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সধর্ম্মী (-র্ম্মিন্), **সধর্মী**—একধর্ম্মাক্রান্ত ; সদৃশ, তুল্য। সধর্ম্ম + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—র্ম্মিণী।

সন—১। সাল, বৎসর। আর্বী। বি। ২। সমান। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সনৎ—১। ব্রহ্মা। বি ; পুং। ২। সর্ব্বদা, সদা। সন্ + অৎ কর্তৃবা। অব্য।

সনৎকুমার—ব্রহ্মার পুত্র, মুনিবিশেষ। সনতের (ব্রহ্মার) কুমার (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সনদ—সনন্দ ; কোন বিশেষ ক্ষমতা-প্রদানার্থ প্রদত্ত পত্র। আর্বী। বি।

সনন্ত—ইচ্ছার্থক সন্ প্রত্যয়যুক্ত [যেমন—পিপাস্ (সনন্ত পা-ধাতু হইতে)]। সন্ অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সনন্দ—১। আনন্দযুক্ত ; আনন্দসহিত। নন্দের (আনন্দের) সহিত বর্তমান, বহুব্রী। বিণ। ২। প্রমাণস্বরূপ লিখিত পত্রাদি। আর্বী 'সনদ'-শব্দজ। বি।

সনাক্ত—কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার নাম বা পরিচয়ের নির্দ্দেশ ; নিশানদিহি, চিহ্নিত। ফার্সী। বি বা বিণ।

সনাতন—১। সদাতন, চিরস্থায়ী, নিত্য। বিণ। স্ত্রী,—নী। ২। ব্রহ্মা, মহেশ্বর ; পরমভক্ত বৈষ্ণববিশেষ। সনা + তন (ট্যু + তুট্) ভবার্থে। বি ; পুং।

সনাতনধর্ম্ম(র্ম)—চিরস্থায়ী ধর্ম্ম ; বেদোক্ত ধর্ম্ম। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সনাতনী—১। চিরস্থায়িনী, চিরকাল বর্তমানা ('—প্রথা')। সনাতন + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা ; লক্ষ্মী ; সরস্বতী। বি ; স্ত্রী। ৩। সনাতন-ধর্ম্মাচারাদির পরিবর্তনবিরোধী ; গোঁড়া। সনাতন + ঈ (বাং)। বি বা বিণ।

সনাথ—নাথবিশিষ্ট ; সহিত, যুক্ত, সমন্বিত। নাথের সহিত বর্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সনাথা—নাথযুক্তা ; সধবা। সনাথ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সনাভি—১। সদৃশ ; স্নেহযুক্ত। বিণ। ২। সপিণ্ড, জ্ঞাতি। সমান নাভি (অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সনির্ব্বন্ধ (র্ব)—অত্যধিক আগ্রহসূচক ('—অনুরোধ')। নির্ব্বন্ধের সহিত বর্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সনীড়—নিকট, সমীপ, সন্নিধি ; তুল্য ; নীড়যুক্ত। সহ (সমান) নীড় যাহাতে, বা নীড়ের সহিত বর্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সনে—সহিত, সঙ্গে। কবিপ্র। অব্য।

সনেট—একপ্রকার চতুর্দ্দশপদী কবিতা। ইং sonnet. বি। [বি।

সন্ত—সাধু ; সন্ন্যাসী ('সাধু—')। বাং প্র।

সন্তত—অবিরত, অবিচ্ছিন্ন ; সম্যক্ বিস্তৃত ; অনাদি ; অনন্ত। সম্—তন্ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সন্ততি—১। পুত্র বা কন্যা, সন্তান ; বংশ, গোত্র ; পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। সম্—তন্ + ক্তি করণবা, অধিবা। ২। ব্যাপ্তি ; ধারা ; পারম্পর্য্য ; বিস্তার। সম্—তন্ + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

সন্তপ্ত—সন্তাপযুক্ত, ক্লিষ্ট ; পথশ্রমে পরিশ্রান্ত ; দগ্ধ, জ্বলন্ত ; জ্বরিত ; উত্তপ্ত ; অগ্নিবিশুদ্ধ। সম্—তপ্ + ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি—সন্তাপ।

সন্তমস—গাঢ় অন্ধকার, ব্যাপক অন্ধকার, সাতিশয় অন্ধকার ; মহামোহ। সন্তত তমস্ (অন্ধকার), কর্ম্মধা (অ সমাসান্ত)। বি ; ক্লীব। [অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

সন্তরণ—সাঁতার ; পারগমন। সম্—তৃ +

সন্তরণপটু—সাঁতার কাটিতে নিপুণ। ৭মীতৎ। বিণ।

সন্তর্পণ—১। তোষণ, তৃপ্তিকরণ। সম্—তর্পি + অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। ২। তৃপ্তিকর, প্রীতিজনক। সম্—তৃপ্ + অন কর্তৃবা। বিণ। [ক্রি-বিণ।

সন্তর্পণে—সাবধানে, সতর্ক হইয়া। বাং প্র।

সন্তান—১। পুত্রকন্যা, অপত্য ; বংশ। সম্—তন্ (বিস্তার করা) + ণ কর্তৃবা। ২। অবিচ্ছেদ প্রবাহ ; বিস্তার। সম্—তন্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

সন্তাননির্ব্বি(র্বি)শেষে—সন্তান হইতে ভিন্ন মনে না করিয়া, সন্তানের মত। সন্তান হইতে নির্ (নির্গত) বিশেষ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সন্তান-সন্ততি—পুত্রকন্যাগণ, বংশধরগণ। একার্থক শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

সন্তানিত—বিস্তারিত। সন্তান + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

সন্তানোচিত—পুত্র বা কন্যার উপযুক্ত। সন্তানে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

সন্তাপ—১। জ্বালা ; মনস্তাপ, অন্তরের জ্বালা, অন্তর্দাহ ; দুঃখ ; রিপু ; অনুতাপ। সম্—তপ্ + ঘঞ্ করণবা। ২। উষ্ণতা, উত্তাপ। সম্—তপ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—সন্তপ্ত।

সন্তাপন—১। তাপদান। সম্—তাপি + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পিত। ২। দাহকর, সন্তাপজনক। সম্—তপ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃবা। বিণ। ৩। কন্দর্পের বাণবিশেষ। বি ; পুং।

সন্তাপহারী (-হারিন্)—দুঃখনিবারক, সন্তাপদূরকারী। উপতৎ ; সন্তাপ—হৃ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হারিণী।

সন্তাপিত—দুঃখিত ; সন্তপ্ত ; সন্তাপযুক্ত ; উত্তপ্ত, উষ্ণ। সন্তাপ + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি,—পন।

সন্তাপী (-পিন্)—সন্তাপযুক্ত ; দুঃখপ্রাপ্ত। সন্তাপ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—পিনী।

সন্তুষ্ট—তৃপ্ত, সন্তোষযুক্ত ; আহ্লাদিত। সম্ (সম্যক্)—তুষ্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—সন্তুষ্টি, সন্তোষ।

সন্তুষ্টচিত্ত—১। যাহার মন তৃপ্ত হইয়াছে এমন, যাহার মনে সন্তোষ বিরাজ করে এমন। সন্তুষ্ট চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। তৃপ্তিপূর্ণ মন। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সন্তুষ্টি—সন্তোষ (সকল অর্থে)। সম্—তুষ্ + ক্তি ভাববা। বিণ—সন্তুষ্ট।

সন্তোলা—সাঁতলান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সন্তোষ—তৃপ্তি; আহ্লাদ, হর্ষ। সম্ (সম্যক্)—তুষ্ + ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—সন্তুষ্ট।

সন্তোষজনক—তৃপ্তিদায়ক, প্রীতিকর; যাহাতে মনের সন্দেহ প্রভৃতি দূর হয় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
সন্ত্রস্ত—অত্যন্ত ভীত; শঙ্কিত। সম্—ত্রস্ +ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—সন্ত্রাস।
সন্ত্রাস—অত্যধিক ভয়; শঙ্কা। সম্—ত্রস্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—সন্ত্রস্ত।
সন্ত্রাসবাদ—রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য অথবা শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করিবার জন্য অত্যাচার হত্যা প্রভৃতি ত্রাসজনক কর্ম্ম করার নীতি, বিপ্লববাদ, ভীতিমূলক রাজদ্রোহবাদ (terrorism). সন্ত্রাসমূলক বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
সন্দ—সংশয়। 'সন্দেহ'-শব্দজ। বি।
সন্দংশ, সন্দংশিকা, সন্দংশী—কাঁচি; সাঁড়াশি, কাটারি, জাঁতি; চিম্‌টা সোন্না প্রভৃতি। সম্—দন্‌শ্ +অচ্ কর্তৃবা; সন্দংশ +কন্ স্বার্থে+আপ্; সন্দংশ+ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।
সন্দংশপ্রাপিতন্যায়—ন্যায়বিশেষ [সাঁড়াশির দুই দিক্ চাপিয়া ধরিয়া কোন জিনিস ধরা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ন্যায়]। সন্দংশকে প্রাপিত, ২য়াতৎ; সন্দংশ-প্রাপিত যে ন্যায়, কর্ম্মধা। বি; পুং।
সন্দর্ভ—১। প্রবন্ধ, পরম্পরান্বিত রচনা; সংগ্রহ; বিস্তার। সম্—দৃভ্ +ঘঞ্ কর্ম্মবা, ভাববা। ২। গ্রন্থ। সম্—দৃভ্ +ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।
সন্দর্শন—১। ভালরূপে দেখা, পরীক্ষা; অবলোকন, নিরীক্ষণ; জ্ঞান। সম্—দৃশ্ +অনট্ ভাববা। ২। চেহারা, আকৃতি, মূর্ত্তি। সম্—দৃশ্ +অনট্ কর্ম্মবা। ৩। দেখান। সম্—দৃশ্ +ণিচ্ (=দর্শি)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
সন্দষ্ট—সংশ্লিষ্ট, সংলগ্ন; কামড়ান। সম্—দন্‌শ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
সন্দিগ্ধ—সন্দেহযুক্ত, সন্দিহান; সংশয়িত। সম্—দিহ্ +ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—সন্দেহ।
সন্দিগ্ধচিত্ত—১। সন্দেহযুক্ত মন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার মন সন্দেহে পূর্ণ এমন। সন্দিগ্ধ চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।
সন্দিগ্ধমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—সন্দিগ্ধচিত্ত (২) (তাহা দ্রঃ)। বহুব্রী। বিণ।
সন্দিষ্ট—১। খবর, বার্ত্তা, সংবাদ; আদেশ। সম্—দিশ্ +ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। আদিষ্ট, আজ্ঞপ্ত; কথিত। সম্—দিশ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সন্দেশ।
সন্দিহান—সংশয়যুক্ত, সন্দেহান্বিত, সংশয়ী। সম্—দিহ্ +শানচ্ কর্তৃবা। বিণ। বি—সন্দেহ।
সন্দীপন—১। জ্বালান; প্রজ্বলন; উৎসাহদান। সম্—দীপ্ +ণিচ্ +অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পিত। ২। প্রজ্বালক, উৎসাহক; বৃদ্ধিকারক। সম্—দীপ্ +ণিচ্ +অনট্ করণবা। বিণ। স্ত্রী,—নী।
সন্দীপিত—প্রজ্বলিত, প্রোৎসাহিত। সম্—দীপ্ +ণিচ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পন।
সন্দেশ—১। খবর, বার্ত্তা, সংবাদ; আদেশ। সম্—দিশ্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—সন্দিষ্ট। ২। মিষ্টান্নবিশেষ। বাং প্র। বি।
সন্দেশবহ, -হর, -হার—দূত, বার্ত্তাবহ। সন্দেশ—বহ্ +অচ্ কর্তৃবা; সন্দেশ—হৃ +অচ্, অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।
সন্দেহ—সংশয়, দ্বৈধজ্ঞান; অর্থালঙ্কারবিশেষ [কবির কল্পনাস্পষ্ট সন্দেহকে সন্দেহ অলঙ্কার বলে। যথা—

(১) "নৌতুন তমাল কিয়ে কিয়ে দামিনী অম্বরে।
লখিতে নারিনু সখি কাল কিয়ে গৌরং।"
—শশিশেখর।

(২) "একি ইন্দ্রধনু যায় গো দেখা—
নাকি চূড়ার উপর ময়ূর পাখা"
—কৃষ্ণকমল]।

সম্—দিহ্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—সন্দিগ্ধ, সন্দিহান।
সন্দেহজনক—যাহাতে সন্দেহ জন্মায় এমন, সংশয়জনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
সন্দেহভঞ্জন—সন্দেহ দূর করা; সন্দেহ দূর হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
সন্দোহ—১। সকল, সমূহ, গণ, রাশি; দুগ্ধ। সম্—দুহ্ +ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। সম্যক্ দোহন। সম্—দুহ্ +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
সন্ধা—১। প্রতিজ্ঞা, পণ; মিলন, সন্ধি; স্থিতি; অনুসন্ধান। সম্—ধা+অঙ্ ভাববা +আপ্। ২। সন্ধ্যাকাল। সম্—ধা+অঙ্ অধিবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
সন্ধাতব্য—যাহার সহিত সন্ধি কর্তব্য এমন। সম্—ধা+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।
সন্ধান—১। খোঁজ, অন্বেষণ; সন্ধি, মিলন; মিশ্রণ; প্রাপ্তি; বন্ধন; পালন; সংযোজন; সজ্বটন, ত্বক্‌সঙ্কোচ; ধনুকে বাণযোজনা; মদ্যপানাদি; মদ্য-সজ্জীকরণ; মদ্যে পরিণত করা, পচন, গাঁজান (fermentation); চাট, আচার (pickle). সম্—ধা+অনট্ ভাববা। ২। আমানী, কাঁজি। সম্—ধা +অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।
সন্ধান-পুস্তক—যে বইয়ে নানা বিষয়ের খোঁজ পাওয়া যায় তাহা (book of reference). সন্ধান-জ্ঞাপক পুস্তক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
সন্ধানসূত্র—যাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন কিছুর খোঁজ করা যায় তাহা, সন্ধানের খেই (clue). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।
সন্ধানা—সন্ধান করা; (ধনুকে তীর) যোজনা করা। কবিপ্র। ক্রি।
সন্ধানিত—সজ্বটিত; সংযোজিত। সন্ধান +ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।
সন্ধানী (-নিন্)—যে খোঁজ খবর রাখে এমন; সন্ধানকারী। সন্ধান+ইন্ আছে অর্থে অথবা ঈ (বাং) করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—নিনী।
সন্ধি—১। (ব্যাকরণ) অতি নিকটস্থ হেতু দুই বা তদধিক বর্ণের মিলন; মিলন; যুদ্ধরত দুই দলের বিশেষ সর্ত মানিয়া লইয়া মিটমাট; বিশ্রাম। সম্—ধা+কি ভাববা। ২। জোড়, সংযোগ; শরীরের অস্থি প্রভৃতির মিলনস্থান (জানুসন্ধি); মধ্য সময় (যুগসন্ধি); সিঁধ; সুরঙ্গ; যোনিদ্বার; নাটক-গ্রন্থের অংশবিশেষ; সাধন; কারণ; খোঁজ, সন্ধান; কৌশল। সম্—ধা+কি অধিবা, করণবা। বি; পুং।
সন্ধিক্ষণ—সংযোগকাল; দুইটি বিষয়ের মিলনসময়; (জ্যোতিষ) একতিথি শেষ হইয়া অন্যতিথি আরম্ভ হইবার সময়; সংকটকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সন্ধিচোর—সিঁদাল চোর। সন্ধি (সিঁধ)-কারী চোর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।
সন্ধিজীবক—যে ফাঁকি দিয়া টাকা রোজগারের চেষ্টা করে এরূপ; কোট্‌না। সন্ধি জীব (জীবিকা) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী,—জীবিকা।
সন্ধিত—১। সংযুক্ত, মিলিত; সন্ধিদ্বারা বদ্ধ; বদ্ধ; পুনর্ম্মিলিত। ২। মদ্যে পরিণত, গাঁজানো (fermented). সন্ধা (মিলন)+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।
সন্ধিৎসু—খোঁজ করিতে ইচ্ছুক। সম্—ধা +সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বিণ।
সন্ধিনী—বৃষ দ্বারা আক্রান্তা ঋতুমতী গাভী; অকালে দুগ্ধদায়িনী গাভী। সন্ধা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
সন্ধিপদ—(জীববিদ্যা) যে সব জীবের পায়ে গাঁট থাকে (যেমন—চিংড়ী, কাঁকড়া ইত্যাদি —arthropod). সন্ধিযুক্ত পদ যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।
সন্ধিপূজা—দুই তিথির মধ্যসময়ে যে পূজা হয় তাহা, অষ্টমীর শেষদণ্ড হইতে নবমীর প্রথম দণ্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত পূজা। সন্ধিতে পূজা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।
সন্ধিবদ্ধ—১। মিলিত; সংযোগস্থলে বদ্ধ। সন্ধিতে বদ্ধ, ৭মীতৎ। ২। সন্ধির সর্ত অনুসারে আটক, সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। সন্ধিদ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।
সন্ধিবন্ধন—গাঁইট বাঁধা, সন্ধিদ্বারা আবদ্ধ হওয়া বা করণ। সন্ধিদ্বারা বন্ধন, ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

সন্ধিবাত—গেঁটেবাত, কোমর হাঁটু প্রভৃতি সন্ধিস্থলে বেদনাযুক্ত বাতরোগ (rheumatism). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সন্ধিবিগ্রহ—আপোস এবং যুদ্ধ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সন্ধিবেলা—দিনরাত্রির মিলনকাল, সন্ধ্যা।

সন্ধিমুক্ত—যাহা সংযোগস্থল হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে এমন (dislocated). সন্ধি হইতে মুক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

সন্ধিসূত্র—(রাজাদিগের) পরস্পরের সহিত সম্পাদিত সন্ধি বা আপোস। সন্ধিরূপ সূত্র, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সন্ধুক্ষিত—উদ্দীপিত, প্রজ্বলিত; উত্তেজিত। সম্—ধুক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সন্ধেয়—সন্ধি করিবার যোগ্য। সম্—ধা +যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

সন্ধ্যা—১। দিবারাত্রির মিলনকাল (প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা); সায়ংকালে উপাস্য মন্ত্ররূপ দেবতা; যুগসন্ধি, সত্যত্রেতাদি যুগের মিলন; কাল; সীমা; নদীবিশেষ; পুষ্পবিশেষ। সম্—ধ্যৈ+অঙ্ অধিবা, কর্ম্মবা+আপ্। ২। উপাসনা, চিন্তা; প্রতিজ্ঞা। সম্—ধ্যৈ+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী

সন্ধ্যাংশ—সত্যত্রেতাদি যুগের প্রথম ও শেষ অংশ, যুগসন্ধি। সন্ধ্যার অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সন্ধ্যাতারা—সূর্য্যাস্তের পরক্ষণেই যে তারাকে দেখা যায় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সন্ধ্যাত্রয়—প্রাতঃকাল মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল; ত্রিসন্ধ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সন্ধ্যাদীপ—সাঁঝের বাতি, সন্ধ্যার সময় কুলবধূগণ যে প্রদীপ জ্বালাইয়া শয়নগৃহে দেবতার সম্মুখে এবং তুলসীতলায় রাখে তাহা। সন্ধ্যাকালীন দীপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সন্ধ্যাবন্দনা—সন্ধ্যাকালীন উপাসনা। সন্ধ্যাকালীনা বন্দনা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সন্ধ্যারাগ—সন্ধ্যাকালের অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণ, সন্ধ্যার আকাশে ও পৃথিবীর উপরিভাগে পতিত সূর্য্যের লাল আভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সন্ধ্যালোক—দিনের শেষে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ ম্লান আলো (twilight). সন্ধ্যাকালীন আলোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সন্ধ্যাহ্নিক—সন্ধ্যা এবং পূজা প্রভৃতি। সন্ধ্যা এবং আহ্নিক, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

সন্ন—১। অবসাদগ্রস্ত; ক্ষীণ; হীন, রহিত; নষ্ট; গত; জড় ও স্থাবর; ভগ্নোৎসাহ। বিণ। ২। পিয়ালগাছ। সদ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—সন্নতি।

সন্নত—প্রণত, শব্দিত, ধ্বনিত। সম্—নম্+ক্ত

সন্নতি—অবনতি, নম্রতা; প্রণাম, প্রণতি; শব্দ; ধ্বনি। সম্—নম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—সন্নত।

সন্নদ্ধ—সাঁজোয়াপরা, বর্ম্মিত, অস্ত্র-সজ্জিত; ব্যূহবিন্যাসযুক্ত; যাহার বাহুতে কবচ আছে এমন; শ্রেণীবদ্ধ; উৎপন্ন; আততায়ীকে বধোদ্যত; বদ্ধ; মন্ত্রাদিযুক্ত। সম্—নহ্+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

সন্না—১। চিমটার ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র। 'সন্দংশ'-শব্দজ। বি। ২। অবসন্না; হীনা; ক্ষীণা। সন্ন+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। বন্ধন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সন্নাহ—সাঁজোয়া, অঙ্গত্রাণ, কবচ, বর্ম্ম। সম্—নহ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

সন্নাহ্য—১। যুদ্ধোপযুক্ত হস্তী। বি; পুং। ২। সাঁজোয়া পরা, বর্ম্মিত। সন্নাহ (সাঁজোয়া)+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

সন্নিকট—একেবারে নিকট, অত্যন্ত সমীপ। সম্ (সম্যক্) নিকট, প্রাদি। বি; ক্লীব। বি—সান্নিকট্য।

সন্নিকর্ষ—১। পাশাপাশি থাকা, সান্নিধ্য, নৈকট্য; ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ। সম্—নি—কৃষ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। (ন্যায়শাস্ত্র) সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোজক—এই ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষসাধন উপায়। সম্—নি—কৃষ্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

সন্নিকর্ষণ—পরস্পরের নিকটে থাকা, সন্নিধান। সম্—নি—কৃষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃষ্ট।

সন্নিকৃষ্ট—নিকটবর্ত্তী, সন্নিহিত; ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবিষয়। সম্—নি—কৃষ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—কর্ষণ।

সন্নিধ—১। সামীপ্য, নৈকট্য। সম্—নি—ধা+ক ভাববা। বি; ক্লীব। ২। সমীপস্থ। সম্—নি—ধা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—সন্নিধি, সান্নিধ্য, সন্নিধান।

সন্নিধান, সন্নিধি—১। সামীপ্য, নিকটত্ব, নৈকট্য; আশ্রয়; ইন্দ্রিয়বিষয়; সমাগম। সম্—নি—ধা+অনট্, কি কর্ম্মবা। ২। আবির্ভাব; স্থিতি। সম্—নি—ধা+অনট্, ক ভাববা। ৩। সাধুগণের স্থান। সতের নিধান, নিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। ৪। উত্তম নিধি বা গচ্ছিত ধন। সৎ নিধান, নিধি, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং। বিণ—সন্নিধ, সন্নিহিত।

সন্নিধাপন—রাখা, সংস্থাপন। সম্—নি—ধা+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সন্নিধাপনী—একপ্রকার অঙ্গুলিবিন্যাস, মুদ্রাবিশেষ। সম্—নি—ধা+ণিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সন্নিধি—'সন্নিধান' দ্রঃ।

সন্নিপতিত—একত্র মিলিত; মিশ্রিত; সম্যক্‌প্রকারে পতিত; উপস্থিত; মৃত; আগত; অবতীর্ণ। সম্—নি—পত্ (গমন করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—পাত, —পাতন।

সন্নিপাত, সন্নিপাতন—(বৈদ্যক) ত্রিদোষজ বিকার রোগবিশেষ, বাতপিত্তকফের মিলন; সংগ্রাম, যুদ্ধ; বিশেষভাবে পতন; নাশ; তালবিশেষ; অবতরণ; উপস্থিতি। সম্—নি—পত্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—পতিত।

সন্নিবদ্ধ—শক্ত করিয়া বাঁধা, দৃঢ়বদ্ধ; গ্রথিত, রচিত। সম্—নি—বন্ধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—বন্ধ, —বন্ধন।

সন্নিবন্ধ, -বন্ধন—১। দৃঢ়বন্ধন; গ্রন্থন, রচনা; বিশেষরূপে একত্র সঙ্কলন। সম্যক্ বা সৎ নিবন্ধ, নিবন্ধন, প্রাদি বা কর্ম্মধা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—বদ্ধ। ২। উত্তম ভাষ্যগ্রন্থযুক্ত; উত্তম প্রীতিদানযুক্ত। সম্ (সম্পূর্ণ) বা সৎ নিবন্ধ, নিবন্ধন যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

সন্নিবিষ্ট—নিকটস্থ; সম্মুখে উপস্থিত; যিনি আসন গ্রহণ করিয়াছেন এমন; উপবিষ্ট; সংক্রান্ত। সম্—নি—বিশ্ (প্রবেশ করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—সন্নিবেশ।

সন্নিবৃত্ত—নিবৃত্ত; বিরত; প্রত্যাগত। সম্—নি—বৃত্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি, —বৃত্তি।

সন্নিবৃত্তি—নিবৃত্তি, বিরতি; প্রত্যাবর্ত্তন; চলিয়া যাওয়া; আসা। সম্—নি—বৃত্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—বৃত্ত।

সন্নিবেশ—১। সংযোগ, যোগ, মিলন; ভিতরে প্রবেশ করান; সমষ্টি; সংগ্রহ; স্থাপন; বিন্যাস। সম্—নি—বিশ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। আশ্রম; স্থান; নিকট; নগরাদির বাহিরে অবস্থিত বিহারভূমি; পুরবহিঃস্থপ্রদেশ। সম্—নি—বিশ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং। বিণ,—বেশিত।

সন্নিভ—(অন্য শব্দের পরে প্রযুক্ত) সদৃশ, তুল্য ('বজ্র—')। সম্—নি—ভা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

সন্নিহিত—নিকটবর্ত্তী, সমীপস্থ। সম্—নি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ধান,—ধি।

সন্ন্যসন—সংসার-পরিত্যাগ; ত্যাগ; ধর্ম্মত্যাগ; গচ্ছিত রাখা, নিক্ষেপকরণ। সম্—নি—অস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—সন্ন্যস্ত।

সন্ন্যস্ত—পরিত্যক্ত; সমর্পিত; নিক্ষিপ্ত। সম্—নি—অস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সন্ন্যসন, সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস—১। ভিক্ষুধর্ম্ম, চতুর্থ আশ্রম; সংসারের কামনা-পরিত্যাগ; ত্যাগ; নিক্ষেপ, গচ্ছিত রাখা। সম্—নি—অস্+ঘঞ্ ভাববা।

২। জটামাংসী ; সহসা মৃত্যুজনক রোগ-বিশেষ (apoplexy). সম্—নি—অস্+ঘঞ্ করণবা। বি ; পুং।

সন্ন্যাসগ্রহণ—গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

সন্ন্যাসধর্ম্ম(র্ম)—ভিক্ষুধর্ম্ম, গৃহ এবং সংসার-বাসনা ত্যাগরূপ ধর্ম্ম। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সন্ন্যাসী (-সিন্)—ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী, যে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিয়াছে এরূপ। সন্ন্যাস+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—সিনী।

সন্মার্গ—ধর্ম্মের পথ ; সৎ পথ। সন্ (সৎ) মার্গ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সন্মার্গগামী (-মিন্), **সন্মার্গী** (-র্গিন্)—সৎপথ-অবলম্বনকারী, যে ভাল পথে চলে এমন, সাধুস্বভাব। উপতৎ ; সন্মার্গ—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা ; সন্মার্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী, —র্গিণী।

সপ—বড় কাঠির লম্বা মাদুর। আর্বী 'সফ'-শব্দজ। বি।

সপক্ষ—১। একপক্ষাবলম্বী, সহায়, অনুকূল ; তুল্য। সমান পক্ষ যাহার, বহুব্রী। ২। যাহার পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে এমন। পক্ষের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। বি,—তা।

সপক্ষতা—একপক্ষাবলম্বন, আনুকূল্য, সাহায্য ; পক্ষ অর্থাৎ ডানা থাকা। সপক্ষ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—সপক্ষ।

সপত্ন—বৈরী, শত্রু, রিপু ('নিঃ সপত্ন রাজ্য')। সহ (একার্থে)—পত্ (যত্ন করা)+ন কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

সপত্নী—সমানপতিকা স্ত্রী, সতিনী। সহ (সমান) পতি যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সপত্নীক—পত্নীযুক্ত। পত্নীর সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ বা ক্রি-বিণ।

সপরিবার—আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে স্থিত, স্ত্রী-পুত্রাদিসহিত। পরিবারের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সপরিবারে।

সপর্য্যা(র্যা)—সেবা। সপর (পূজা)+যক্+অ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সপাং, সপাৎ—দ্রুত ও জোরে বেত্র চালনার বা প্রহারের শব্দ। বাং প্র। অব্য।

সপাদ—চতুর্থাংশ সমেত, সওয়া। পাদের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সপাসপ—দ্রুত ডাল ভাত প্রভৃতি মাখিবার ও খাইবার শব্দ ; দ্রুত বেত্রাঘাতের শব্দ। বাং প্র। অব্য।

সপিণ্ড—সনাভি, সপ্তম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি। সমান পিণ্ড যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সপিণ্ডীকরণ—মৃত্যুর একবৎসর পরে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ, একত্র পিণ্ডভোজন করান। সপিণ্ড (সনাভি)+অভূততদ্ভাবার্থে চি্ (=সপিণ্ডী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

সপিণ্ডীকৃত—যাহার উদ্দেশে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে এমন। সপিণ্ড+অভূত-তদ্ভাবার্থে চি্ (=সপিণ্ডী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

সপিনা, সপীনা, সফিনা—বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার পত্র। আর্বী 'সফীনা'-শব্দজ। বি।

সপুষ্পক—(উদ্ভিদতত্ত্ব) যাহাদের ফুল হয় এমন। পুষ্পের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

সপেটা—একপ্রকার ফল। পোর্তুঃ 'zapota'-শব্দজ। বৈদে। বি।

সপ্ত (সপ্তন্)—সাত, ৭ সংখ্যা ; ৭-সংখ্যক। সপ্+তন্ কর্ম্মবা। বি বা বিণ।

সপ্তক—১। সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট, একসঙ্গে সাতটি। সপ্তন্+কন্ প্রমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী—সপ্তিকা। ২। সপ্তসংখ্যা, ৭ ; (সঙ্গীত) স ঋ গ ম প ধ নি এই কয়েকটি স্বরের সমষ্টি। সপ্তন্ (সাত)+কন্ অবয়বার্থে। বি ; ক্লীব।

সপ্তকী—সাতনর কাঞ্চী, মেখলা। সপ্তন্—কৈ (প্রকাশ করা)+ক কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সপ্তগ্রাম—১। বঙ্গদেশের একটি প্রাচীন গ্রাম। বি। ২। (সঙ্গীত) সা ঋ গা মা পা ধা নি এই সাতটি স্বর [ইহাদের যে কোনটিকে সা ধরিয়া রাগ-রাগিণীর আলাপ হইতে পারে, যাহাকে সা ধরা হয় তাহাই গ্রাম (scale) বলিয়া কথিত হয়]। সপ্ত গ্রামের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

সপ্তচত্বারিংশ, সপ্তচত্বারিংশত্তম—সাতচল্লিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। সপ্ত-চত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ।

সপ্তচত্বারিংশৎ—সাতচল্লিশ, ৪৭ ; ৪৭-সংখ্যক। সপ্তাধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

সপ্তচত্বারিংশত্তম—'সপ্তচত্বারিংশ' দ্রঃ।

সপ্তচ্ছদ, -পর্ণ, -পলাশ—ছাতিমগাছ, বিষমচ্ছদ। সপ্ত ছদ, পর্ণ, পলাশ (পাতা) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সপ্তজিহ্ব, সপ্তজ্বাল—সপ্তার্চ্চিঃ, অগ্নি [সাত্ত্বিকদিগের যাগকর্ম্মে ইহাদিগের নাম ; যথা—হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা, অতিরিক্তা। কাম্যকর্ম্মে—পদ্মরাগ, সুবর্ণা, ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, ধূম্রিনী, শ্বেতা, করালিকা]। সপ্ত জিহ্বা, জ্বালা (শিখা) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সপ্ততি—সত্তর সংখ্যা, ৭০ ; ৭০-সংখ্যক। সপ্তন্+দশতি (নিপাতনে), অথবা, সপ্তগুণিত দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা (নিপাতনে)। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

সপ্ততিতম—সপ্ততি-সংখ্যার পূরক। সপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

সপ্তত্রিংশ—৩৭ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়, ৩৭তম। সপ্তত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

সপ্তত্রিংশৎ—৩৭ সংখ্যা ; ৩৭-সংখ্যক। সপ্তাধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

সপ্তত্রিংশত্তম—৩৭ সংখ্যার পূরক। সপ্ত-ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

সপ্তদশ—সতর সংখ্যার পূরক। সপ্তদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—শী।

সপ্তদশ (-দশন্)—১৭ সংখ্যা ; ১৭-সংখ্যক। সপ্ত (সাত)-অধিক দশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং, বা বিণ।

সপ্তদীধিতি—অগ্নি, যাহার কিরণ সাতটি ; সূর্য্য। সপ্ত দীধিতি যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সপ্তদ্বীপ—১। সাতটি দ্বীপযুক্ত। বহুব্রী। বিণ। ২। জম্বু প্লক্ষ শাল্মলী কুশ ক্রৌঞ্চ শাক ও পুষ্কর—এই সাতটি মহাদ্বীপ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সপ্তদ্বীপপতি—অগ্নীধ্র মেধাতিথি বপুষ্মান্ জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ ভব্য ও সবন—জম্বু প্রভৃতি সাতটি দ্বীপের এই সাতজন রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সপ্তদ্বীপা—পৃথিবী। সপ্ত দ্বীপ যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সপ্তধা—সাতপ্রকার ; সাতবার। সপ্তন্+ধাচ্ প্রকারার্থে। অব্য।

সপ্তধাতু—শরীরের সাতটি ধাতু ; রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সপ্তপত্র—সপ্তচ্ছদ, ছাতিম। সপ্ত পত্র যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সপ্তপদী—বিবাহকালে মণ্ডলিকায় গন্তব্য সপ্তপদ। সপ্ত পদের সমাহার, সমা দ্বিগু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সপ্তপর্ণ—'সপ্তচ্ছদ' দ্রঃ।

সপ্তপাতাল—অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল—এই সাতটি নিম্নস্থিত ভুবন। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সপ্তপ্রকৃতি—মহৎ ও অহঙ্কার সহিত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতাত্মক দেহ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

সপ্তভূমিক—সাততলা। বহুব্রী। বিণ।

সপ্তম—সাতের পূরক, সাতেরটি। সপ্তন্ (সাত)+মট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মী।

সপ্তমী—১। তিথিবিশেষ। বি ; স্ত্রী। ২। সাতের পূরণীয়। সপ্তম+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সপ্তরক্ত—শরীরের সাতটি রক্তবর্ণস্থানযুক্ত

সুলক্ষণ ব্যক্তি। [উক্ত স্থানগুলি যথা—করতল, পদতল, অপাঙ্গ, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা, নখ]। বহুব্রী। বি ; পুং।

সপ্তরথী (-থিন্)—দ্রোণ কর্ণ শকুনি দুঃশাসন কৃপ অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধন—একযোগে অভিমন্যু বধকারী এই সাত জন। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সপ্তর্ষি—সাতটি নক্ষত্র; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ—এই সাত ঋষি। সপ্ত ঋষি, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সপ্তর্ষিমণ্ডল—উত্তরাকাশে বৃহৎ ভল্লুকাকারে বা লাঙ্গলাকারে বর্ত্তমান সাতটি নক্ষত্র (Great Bear or Plough). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সপ্তলোক— ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—উপরিস্থ এই সাত জগৎ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সপ্তশতী—দেবীমাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ, চণ্ডী; সাতশত; সাতশত শ্লোকে রচিত গ্রন্থ। সপ্ত শতের সমাহার এই বাক্যে, দ্বিগু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সপ্তশলাক—জ্যোতিষোক্ত বিবাহের শুভাশুভ-দিননির্ণয়ার্থ চক্রবিশেষ। সপ্ত শলাকা যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

সপ্তসপ্তি, সপ্তাশ্ব—সূর্য্য, রবি। সপ্ত সপ্তি, অশ্ব (ঘোটক) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সপ্তসমুদ্র, -সাগর—১। লবণ ইক্ষু সুরা সর্পিঃ দধি দুগ্ধ জল—এই সাতটি জিনিসে ভরা সাত সমুদ্র। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। মহাদানবিশেষ। বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

সপ্তসাম—রথন্তর বৃহৎসাম বামদেব্য বৈরূপ পাবমান বৈরাজ ও চান্দ্রমাস—এই সাতটি সাম। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সপ্তস্বর—(সঙ্গীত) ষড়্জ (সা) ঋষভ (ঋ) গান্ধার (গা) মধ্যম (মা) পঞ্চম (পা) ধৈবত (ধা) ও নিষাদ (নি)—এই সাতটি সুর। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সপ্তস্বরা—প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ [সাতটি পাত্র যথোচিত ভাবে জলপূর্ণ করিয়া বাজাইতে হয়। এইরূপ যন্ত্র কাংস্য প্রভৃতি নানাপ্রকার ধাতুর হইতে পারে]। সপ্ত স্বর যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সপ্তাংশু—১। শনিগ্রহ; অগ্নি। বি ; পুং। ২। ক্রূরনেত্র। সপ্ত অংশু যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

সপ্তাঙ্গ—স্বামী অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ ও বল—রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সপ্তার্চ্চিঃ (-র্চ্চিস্), **-র্চি**—১। অগ্নি; চিত্রকবৃক্ষ; শনিগ্রহ। বি ; পুং। ২। ক্রূরনেত্র। সপ্ত অর্চ্চিঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সপ্তার্ণব—লবণ ইক্ষু সুরা সর্পিঃ দধি দুগ্ধ ও জল—এই সপ্ত পদার্থময় সপ্ত সমুদ্র, সপ্তসাগর। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সপ্তাশ্ব—১। সূর্য্য। সপ্ত অশ্ব যাঁহার, বহুব্রী। ২। গায়ত্রী উষ্ণিক্ অনুষ্টুপ্ বৃহতী পংক্তি ত্রিষ্টুপ্ জগতী—এই সাত ছন্দঃ; সাত অশ্ব। সপ্ত সংখ্যক অশ্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সপ্তাহ—সাতদিন। সপ্ত (সাত) অহন্ (দিন)-এর সমাহার, সমা দ্বিগু+টচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং। বিণ—সাপ্তাহিক।

সপ্রতিভ—প্রতিভান্বিত, অসাধারণবুদ্ধি-সম্পন্ন; চালাক-চতুর, উপস্থিত বুদ্ধি-সম্পন্ন। প্রতিভার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সপ্রমাণ—প্রমাণিত, প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। প্রমাণের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সফর—মুসলমানদিগের একটি মাসের নাম; বিদেশ-ভ্রমণ; রাজকর্ম্মচারীদিগের শহর হইতে এলাকাধীন স্থানপরিদর্শনার্থ গমন; (প্রাচীন পদ্যে) শহর। আর্বী। বি।

সফর, সফরী—পুঁটীমাছ। স্ফুর্+অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে); সফর+ঈপ্। বি ; পুং, স্ত্রী।

সফরিয়া—ভ্রমণকারী। সফর+ইয়া কর্ত্তা অর্থে। বিণ।

সফরী—'সফর' দ্রঃ।

সফল—ফলবিশিষ্ট; সুসিদ্ধ, কৃতকার্য্য; লাভজনক। ফলের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। বি—সফলতা, সাফল্য।

সফলকাম—যাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে এমন। সফল কাম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সফলতা—কৃতকার্য্যতা, সিদ্ধি। সফল+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—সফল।

সফা—জমি-জমার সমষ্টি-পৃষ্ঠা। আর্বী। বি।

সফিনা—'সপিনা' দ্রঃ।

সফেদ—সাদা, শুভ্র। ফার্সী। বিণ।

সফেদা—একপ্রকার খরমুজ; চাউলের গুঁড়া; সীসা হইতে প্রস্তুত একপ্রকার সাদা রং। উর্দ্দূ। বি।

সফেন—ফেনাযুক্ত ('—তরঙ্গ'); মাড়সমেত ('—অন্ন')। ফেনের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সব—১। সকল, সমস্ত। বিণ। ২। গণ, সমূহ। 'সর্ব্ব'-শব্দজ। বি।

সবংশ—বংশের সকলের সহিত বর্ত্তমান। বংশের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সবংশে।

সবজান্তা—(বিদ্রূপার্থে) যে সকল জানে এমন, যে সব জানে বলিয়া গর্ব্ব করে এমন। হিন্দীমূলক। বিণ।

সবজি(জী)—শাক, কাঁচা তরকারী। ফার্সী। বি।

সবন—১। স্নান; যজ্ঞে স্নান; সোমরসপান; প্রসব। সু+অনট্ ভাববা। ২। যজ্ঞ। সু+অনট্ অধিবা। বি ; ক্লীব। ৩। চন্দ্র, পুষ্করদ্বীপপতি। সু+অনট্ কর্ম্মবা। বি ; পুং।

সবয়াঃ (সবয়স্), **সবয়া**—১। বয়স্য, স্নিগ্ধ; সহচর; সমসাময়িক ব্যক্তি। বি ; পুং। ২। সমবয়স্ক; সমসাময়িক। সমান বয়ঃ (জীবন, কাল) যাহার, বহুব্রী (সমান-স্থানে স)। বিণ।

সবর্ণ—১। সমানবর্ণ, সমানজাতি; (ব্যাকরণ) উচ্চারণ স্থান এবং প্রযত্ন দ্বারা তুল্যতাবিশিষ্ট বর্ণ বা অক্ষর (উচ্চারণ স্থান দ্বারা; যেমন, ক ও গ '—কণ্ঠ্য'। প্রযত্ন দ্বারা; যেমন, চ ও ক—অল্পপ্রাণ ও অঘোষ ইত্যাদি)। সমান বর্ণ, কর্ম্মধা (সমান-স্থানে স)। বি ; পুং। ২। সমান-বর্ণযুক্ত; তুল্যরূপ, সদৃশ। সমান বর্ণ যাহার, বহুব্রী (সমান-স্থানে স)। বিণ।

সবল—বলশালী, সামর্থ্যবান্; সৈন্যযুক্ত। বলের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। বি, —তা।

সবলতা—শক্তিমত্তা; সামর্থ্য। সবল+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—সবল।

সবলোট—লম্পট; যে সব লুণ্ঠন করিয়া স্বয়ং ভোগ করে এমন। বাং প্র। বিণ।

সবহারা—নিঃস্ব, হৃতসর্ব্বস্ব। সব হারাইয়াছে যে, বহুব্রী। বিণ।

সবহুঁ—সকলই। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

সবাই—সকলে। 'সর্ব্ব'-শব্দজ। সর্ব্ব।

সবাক্ (-বাচ্)—বাক্যযুক্ত। বাকের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সবাক্‌চিত্র—বাক্যযুক্ত চলচ্চিত্র, টকি বায়োস্কোপ (talkie). কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সবাস—গন্ধযুক্ত, সুগন্ধ; যাহার গৃহ আছে এমন, গৃহস্থ। বাসের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সবাসাঃ (-সস্), **সবাসা**—বস্ত্রপরিহিত, কাপড়-পরা। বাসঃ অর্থাৎ বস্ত্রের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সবিকল্পক—১। (ন্যায়শাস্ত্র) বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান; (বেদান্ত) জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-ভেদজ্ঞান। বি ; ক্লীব। ২। সন্দিগ্ধ; উভয়-প্রকারের মতানুযায়ী, যে স্থলে উভয়প্রকার কল্পনারই প্রবৃত্তি হয় এমন। বিকল্পের (ইচ্ছানুযায়ী কল্পনার) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী + ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, —ল্পিকা।

সবিকাশ—প্রফুল্ল, বিকসিত; প্রসারিত, বিস্তারিত; অসঙ্কুচিত। বিকাশের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সবিগ্রহ—শরীরবিশিষ্ট; অবয়ববিশিষ্ট; তাৎপর্য্যসূচক, বোধক। বিগ্রহের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সবিতা (সবিতৃ)—১। সূর্য্য, দিবাকর;

অর্কবৃক্ষ; পরমেশ্বর। বি; পুং। ২। জনয়িতা। সু+তৃচ্, তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

সবিত্রী—১। জননী, মাতা; গাভী। বি; স্ত্রী। ২। প্রসবকারিণী, উৎপাদয়িত্রী। সবিতৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সবিনয়—বিনীত, বিনয়যুক্ত। বিনয়ের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সবিরাম—বিরামযুক্ত; যাহা থামিয়া থামিয়া হয় এরূপ। বিরামের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সবিশেষ—সম্যক্‌প্রকার; বিশেষরূপ। বিশেষের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সবিস্তর—প্রচুর। বিস্তরের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সবিস্তার—অসংক্ষিপ্ত; বিস্তারযুক্ত। বিস্তারের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সবিস্ময়—বিস্ময়যুক্ত। বিস্ময়ের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সবুজ—১। হরিৎ, সবুজবর্ণ। ২। হরিদ্বর্ণ। ফার্সী 'সব্‌জ্'-শব্দজ। বিণ।

সবুর—সহ্যকরণ; অপেক্ষা, ধৈর্য্যধারণ; সহিষ্ণু। আর্বী 'সব্‌র্'-শব্দজ। বি বা বিণ।

সবৃদ্ধিক—বৃদ্ধিযুক্ত; সুদসমেত। বৃদ্ধির সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী (ক সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—দ্ধিকা।

সবে—১। এইমাত্র; মোটে; কেবল। অব্য। ২। সকলে। বাং প্র। সর্ব্ব।

সবেবরাৎ, সবেরাৎ—মুসলমানী পর্ব্ববিশেষ। আর্বী। বি।

সবেশ—বেশযুক্ত, ভূষিত; নিকট। বেশের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। [বি।

সব্জী—কাঁচা ফল; শাক ফল প্রভৃতি। ফার্সী।

সব্য—বাম; প্রতিকূল; দক্ষিণ; পশ্চাৎদিকস্থ। সু+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

সব্যসাচী (-সাচিন্)—১। অর্জ্জুন। বি; পুং। ২। যিনি বাম হস্তেও বাণ ছুঁড়িতে পারেন; যাঁহার দুই হাতে সমান জোর। উপতৎ; সব্য (বাম)—সচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সাচিনী।

সব্যাজ—ছলনাপূর্ণ; বাধাযুক্ত। ব্যাজের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সব্রহ্মচারী (-চারিন্)—সতীর্থ, একবিধ বেদপাঠরত ও আচারবিশিষ্ট এক গুরুর শিষ্য। সমান—ব্রহ্মন্ (বেদ)—চর্ (আচরণ করা) +ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সব্রীড়—সলজ্জ; বিনয়যুক্ত। ব্রীড়ার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সভঙ্গ—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যে পাতার কিনারার দাঁতগুলি গোল এমন ('—পত্র'—crenate). ভঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সভর্ত্তৃ(র্তৃ)কা—সধবা, এয়ো, স্বামীর সহিত অবস্থিত। ভর্ত্তার (ভর্তৃ শব্দ=স্বামী) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী (ক-আগম)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সভ—সব। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। [রূপ—সভাকর, সভে ইত্যাদি।]

সভয়—ভয়যুক্ত। ভয়ের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সভয়ে—ভয়ে ভয়ে, ভয়ের সঙ্গে। ক্রি-বিণ।

সভা—১। কোন কার্য্যের নিমিত্ত যেখানে অনেক লোক একত্র হয় তাহা, পরিষদ্, সমাজ; জনতা। সহ—ভা+ক্বিপ্, অধিবা। ২। সভ্য। সহ—ভা+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

সভাজন—১। সৎকার, পূজা; গমনাগমন-সময়ে সুহৃদাদির আলিঙ্গন আরোগ্য স্বাগত প্রশ্নাদি দ্বারা সম্ভাষণ, কুশলাদি-প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা; আনন্দ। সভাজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। সভার লোক; সভ্য, সভাসদ্ ("সভাজন শুন জামাতার গুণ বয়সে বাপের বড়"—ভারতচন্দ্র)। সভাস্থ জন (লোক), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ৩। ভাজনযুক্ত। ভাজনের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সভাজিত—সৎকৃত, পূজিত; কুশল প্রশ্নাদি দ্বারা অভ্যর্থিত। সভাজ্ (প্রীত করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। [ক্লীব।

সভাতল—সভার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

সভানায়ক—সভাপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সভানেতা (-নেতৃ)—সভাপতি, সভার পরিচালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী,—নেত্রী।

সভানেতৃত্ব—সভাপতির কার্য্য বা পদ। সভানেতৃ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

সভানেত্রী—সভার পরিচালিকা; স্ত্রী-সভাপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সভাপতি—সভার কর্ত্তা, সভাতে প্রধান রূপে নির্ব্বাচিত এবং শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি (president). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সভাপতিত্ব—সভাপতির কার্য্য পদ বা অধিকার। সভাপতি+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

সভাভঙ্গ—সভার কার্য্য-শেষে সকলের প্রস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সভারম্ভ—সভার কাজ শুরু, সভার কার্য্য আরম্ভ। সভার আরম্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সভাসদ্—সভ্য; সামাজিক; বিজ্ঞ। সভা—সদ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

সভাসমিতি—ছোট বড় সভা। একার্থক দুইটি শব্দের দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

সভাসীন—সভাতে উপবিষ্ট, সভাতে রহিয়াছে এমন। সভায় আসীন, ৭মীতৎ। বিণ।

সভ্য—১। সামাজিক, সভাসদ্; সদ্বংশজাত; যাহার রুচি মার্জ্জিত এমন; শিষ্ট; ভদ্র; সভাসম্বন্ধীয়; দ্যূতকার। সভা+যৎ সাধু অর্থে। বিণ। স্ত্রী—সভ্যা। বি,—তা। ২। সদস্য, সংঘ সমিতি পরিষদ্ ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি (member). বাং প্র। বি।

সভ্যজগৎ—শিষ্টব্যক্তিদের সমাজ; জগতের সভ্য জাতিগণ বা ব্যক্তিগণ। সভ্যদিগের জগৎ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সভ্যতা—শিষ্টতা, সামাজিকতা, ভদ্রতা; জীবনযাত্রা-প্রণালীর উৎকর্ষ। সভ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সভ্য।

সভ্যতালোক—ভদ্রতা এবং শিক্ষাদীক্ষারূপ উৎকর্ষ। সভ্যতারূপ আলোক, রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং। [সম্পন্ন। কর্ম্মধা। বিণ।

সভ্যভব্য—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; ভদ্রতা-

সম্—সংযোগ, সম্যক্; সমূহ; সৌন্দর্য্য; সঙ্গ, মিলন; সঙ্গত; শোভন; আশ্লেষ; সমান, তুল্য; প্রকর্ষ; প্রকৃষ্ট; সমুচ্চয়; নৈরন্তর্য্য; অবিচ্ছেদ, ঔচিত্য; আভিমুখ্য। সো+ডম্ কর্তৃবা। অব্য।

সম—১। সদৃশ, তুল্য; সমান, অপরিবর্ত্তনীয়, একরূপ (uniform); সমগ্র, সকল; সাধু; অবন্ধুর; চোস্ত; কালিকরা। বিণ। ২। (গণিত) বর্গমূল আনয়নার্থ অঙ্কোপরি দত্ত ঋজুরেখা; জোড়, যুগ্ম (যথা ২, ৪, ৬, ইত্যাদি সম-সংখ্যা); (সঙ্গীত) তালের যে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রস্বন হয় তাহা; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সম্ (অবিকল হওয়া)+অচ্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

সমক—(গণিত) মধ্যক (mean). সম+বন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

সমকক্ষ—তুল্য, সমান; প্রতিযোগী; তুল্যবল। সমা কক্ষা (প্রতিযোগিতা) যাহাদের, বহুব্রী। বিণ। বি,—তা।

সমকন্যা—বিবাহোপযুক্তা কুমারী; পালটি ঘরের মেয়ে। সমা কন্যা, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সমকাল—এক সময়। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সমকালীন—এক সময়ে বর্ত্তমান বা উৎপন্ন। সমকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ।

সমকেন্দ্রিক—যে যে বস্তুর কেন্দ্র একস্থানে থাকে এরূপ (concentric). সম কেন্দ্র, কর্ম্মধা; সমকেন্দ্র+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কেন্দ্রিকা।

সমকোণ—এক সরল রেখার উপর অন্য এক সরল রেখা লম্বভাবে পতিত হইলে পার্শ্বদ্বয়ে যে কোণ দুইটি উৎপন্ন হয় তাহাদের প্রত্যেকটি (right angle). কর্ম্মধা। বি; পুং।

সমক্ষ—১। চক্ষুঃসমীপে। অক্ষির সমীপ বা অভিমুখ এই বাক্যে, অব্যয়ী। অব্য। ২। প্রত্যক্ষ, সম্মুখস্থ; অগ্রবর্ত্তী। সমক্ষ+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

সমগন্ধক—কৃত্রিম ধূপ। সম গন্ধ (গন্ধদ্রব্য) যাহাতে, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি; পুং

সমগুণশ্রেঢ়ী—যে সকল রাশির প্রত্যেকেই স্ব স্ব পরবর্ত্তী রাশির সহিত সমান অনুপাতযুক্ত (geometrical progression). সমগুণা শ্রেঢ়ী, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

সমগ্র—সকল, সমস্ত, সমুদয়, সম্পূর্ণ। সম—গ্রহ্‌+ড কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—তা।

সমচতুর্ভুজ—(জ্যামিতি) বর্গক্ষেত্র, যে চতুর্ভুজের চারিটি বাহু পরস্পর সমান ও কোণগুলি সমকোণ (square). সম চতুর্ভুজ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সমচ্ছেদ—(গণিত) তুল্য বা একই হর (common denominator)-বিশিষ্ট। সম ছেদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সমজ, সমঝ—জ্ঞান ; বোধ ; বিবেচনা। হিন্দী। বি।

সমজদার, সমঝদার—বোদ্ধা ; জ্ঞানী, রসিক, রসগ্রাহী ; মর্ম্মজ্ঞ। সমজ, সমঝ+দার আছে অর্থে। বিণ।

সমজা, সমঝা—বুঝা। হিন্দী। ক্রি।

সমজাতীয়—তুল্যজাতীয়, একশ্রেণীর। সম-জাতি+ঈয় ভবার্থে। বিণ।

সমজান, সমঝান—বুঝিতে পারা ; বুঝান। হিন্দীমূলক। বাং ক্রি।

সমজ্ঞা—যশঃ, কীর্ত্তি, সুখ্যাতি। সম—জ্ঞা+অঙ্‌ করণবা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

সমঝ—'সমজ' দ্রঃ।

সমঝদার—'সমজদার' দ্রঃ।

সমঝা—'সমজা' দ্রঃ।

সমঝান—'সমজান' দ্রঃ।

সমঞ্জস—১। উচিত, যোগ্য ; উপযুক্ত ; যথার্থ, নির্ভুল, সত্য ; অভ্রান্ত ; পরিচিত ; সদৃশ ; সাধু ; সমীচীন, উত্তম। সম্‌ (সম্যক্‌) অঞ্জস্‌ (তত্ত্ব) যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত অ)। বিণ। ২। উপযুক্ততা, যোগ্যতা। নিত্য। বি ; ক্লীব।

সমতল, -দেশ—সমানভূমি, যাহা উঁচুনীচু নহে এমন। সম তল (পৃষ্ঠ), দেশ (স্থান) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সমতা, সমত্ব—তুল্যতা, সাদৃশ্য, সাম্য ; একরূপতা। সম (সমান)+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

সমতি—১। সম্মতি ; সাড়া ; উত্তর। বি। ২। স্বীকৃতা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সমতীত—অতীত, গত। সম্‌—অতি—ই+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। [বহুব্রী। বিণ।

সমতুল—তুল্য, সমকক্ষ। সমা তুলা যাহার,

সমতুল্য—সমান, সমকক্ষ। 'সমতুল'-শব্দের অপপ্রয়োগ। বিণ।

সমত্রিভুজ—(জ্যামিতি) যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পর সমান তাহা (equilateral triangle). সম ত্রি ভুজ যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

সমদর্শন, -দৃষ্টি, -দর্শী (-দর্শিন্‌)—যে সকলকে একরূপ দেখে, সর্ব্বত্র সমদর্শক ; পণ্ডিত ; তত্ত্বজ্ঞানী ; বিবেকী, আত্মবোধ-সম্পন্ন। সম দর্শন, দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী ; উপতৎ ; সম্‌—দৃশ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী (৩য় পক্ষে)।

সমদর্শন, -দৃষ্টি—সর্ব্বত্র তুল্য-জ্ঞান। সম দর্শন, কর্ম্মধা ; সমা দৃষ্টি, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

সমদর্শিতা—সর্ব্বত্র তুল্যজ্ঞান ; তত্ত্ব-জ্ঞানিতা। সমদর্শিন্‌+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ,—দর্শী (-দর্শিন্‌)।

সমদর্শিনী—সর্ব্বত্র তুল্যজ্ঞানসম্পন্না, সর্ব্ব-বস্তুতে তুল্যদৃষ্টিযুক্তা ; তত্ত্বজ্ঞানিনী। সম-দর্শিন্‌+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

সমদর্শী (-দর্শিন্‌)—'সমদর্শন' (১ম) দ্রঃ।

সমধিক—অত্যধিক, বহু, প্রচুর। সম্‌ (সম্যক্‌) অধিক, প্রাদি। বিণ।

সমন—আদালতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশপত্র। ইং 'summons'-শব্দজ। বি।

সমন্ত—১। প্রান্ত, সীমা, পর্য্যন্তভাগ। সম্‌ (সম্যক্‌) অন্ত, প্রাদি। বি ; পুং। ২। প্রান্তস্থিত দেশ। অন্তকে সঙ্গত, প্রাদি। বিণ।

সমন্ততঃ (সমন্ততস্‌), **সমন্তত, সমন্তাৎ**—সর্ব্বতঃ, সকলদিকে। সমন্ত+তস্‌, আৎ (৭মীস্থানে)। অব্য।

সমন্ত্রক—মন্ত্রযুক্ত। মন্ত্রের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী,—ন্ত্রিকা।

সমন্বয়—সংযোগ, মিলন ; অবিরোধ ; প্রাকৃতিক কার্য্যকরণপ্রবাহ। সম্‌ (সম্যক্‌) অন্বয়, প্রাদি। বি ; পুং। বিণ,—ন্বিত।

সমন্বিত—মিলিত, সংযুক্ত ; অবিরুদ্ধ। সম্‌—অনু—ই+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—ন্বয়।

সমপদ—রতিবন্ধবিশেষ ; ধনুর্দ্ধারিগণের অবস্থানবিশেষ। সম পদ যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

সমপদস্থ—একইরূপ পদে অধিষ্ঠিত। উপ-তৎ ; সমপদ—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

সমপৃষ্ঠ—অবন্ধুর, যাহা উচ্চনীচ নয় এরূপ। সম পৃষ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সমপ্রাণ—সখা। সম প্রাণ যাহার, বহুব্রী। বি বা বিণ।

সমবয়—একই বয়সের। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সমবয়সী—সমান-বয়ঃক্রমবিশিষ্ট। সমবয়স+ঈ বিশিষ্টার্থে (বাং)। বিণ।

সমবয়স্ক—সমান বয়ঃক্রমবিশিষ্ট। সম বয়ঃ ('বয়স্‌'-শব্দ) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

সমবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্‌), **-বর্তী**—তুল্যরূপে স্থিত। সম—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্ত্তিনী।

সমবস্থা—কালকৃত বিশেষ অবস্থা ; সমান অবস্থা, তুল্যদশা। সম্‌—অব—স্থা+অঙ্‌ ভাববা+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

সমবায়—মিলন ; নিত্যসম্বন্ধ ; (দর্শনশাস্ত্র) সম্বন্ধবিশেষ ; গণ ; সমূহ। সম—অব—ই+অচ্‌ ভাববা, কর্ম্মবা। বি ; পুং। বিণ,—বেত।

সমবায়-সমিতি—অনেকে মিলিত হইয়া পরস্পরকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত গঠিত সভা (co-operative society). সম-বায়গঠিতা সমিতি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

সমবায়ী (-বায়িন্‌)—গঠনকারী, উপাদান-স্বরূপ ('—কারণ')। সম্‌—অব—ই+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বায়িনী।

সমবেত—মিলিত ; একত্রীকৃত বা একত্রী-ভূত ; সঞ্চিত ; নিত্যসম্বন্ধ, যুক্ত ; একশ্রেণী-ভুক্ত। সম্‌—অব—ই+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—বায়।

সমবেদনা—সহানুভূতি ; অন্যের দুঃখে দুঃখানুভব। সমা বেদনা, কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

সমভাব—সাদৃশ্য, সমতা, একরূপতা। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সমভিব্যাহার—সঙ্গ, একত্রাবস্থান। সম্‌—অভি—বি—আ—হৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং। বিণ,—ব্যাহৃত, —ব্যাহারী (-রিন্‌)।

সমভিব্যাহারী (-হারিন্‌)—সঙ্গী, সাথী ; সহিত। সম্‌—অভি—বি—আ—হৃ+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী। বি,—ব্যাহার।

সমভিব্যাহৃত—সমভিব্যাহারে চলিত, মিলিত, যুক্ত ; সহিত। সম্‌—অভি—বি—আ—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—ব্যাহার।

সমভিহার—পৌনঃপুন্য, বারংবার ঘটন ; আতিশয্য। সম্‌—অভি—হৃ+ঘঞ্‌ ভাববা। বি ; পুং।

সমমণ্ডল—গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণে উত্তর-বৃত্ত ও দক্ষিণ-বৃত্ত পর্য্যন্ত দুই ভূভাগ (temperate zone). কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সময়—কাল ; যোগ্যকাল ; অবসর ; আচার ; চিরাচরিত নিয়ম ('কবিসময় প্রসিদ্ধি') ; প্রতিজ্ঞা ; শপথ ; সঙ্কেত ; সীমা ; সিদ্ধান্ত ; নিয়ম ; নির্দ্দেশ ; কর্ত্তব্যনির্ব্বাহ ; বাক্য, বক্তৃতা, প্রচার, ঘোষণা ; ; উপদেশ ; ধর্ম্ম ; দুঃখাবসান। সম্‌—ই+অচ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। বিণ—সাময়িক।

সময়সেবক, -সেবী (-বিন্‌)—সময়ানু-যায়ী কার্য্যকারী ; যে সময়ের মূল্য বুঝিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করে এমন (timeserver). ৬ষ্ঠীতৎ ; ২য় পক্ষে উপতৎ ; সময়—সেব্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সেবিকা,—সেবিনী।

সময়ানুবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্‌), **-বর্তী, -সারী** (-সারিন্‌)—সময়ের উপযোগী, যে কালের ধারা মানিয়া চলে এমন। উপতৎ ; সময়—

অনু—বৃৎ, স্থ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —বর্ত্তিনী, —সারিণী।

সময়ান্তর—অন্য সময়। নিত্য। বি; ক্লীব।

সময়োচিত, সময়োপযোগী (-গিন্)—সময়ানুরূপ; যে কালের যাহা উপযুক্ত ঠিক সেইরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —তা, —গিনী।

সমর—রণ, সংগ্রাম, যুদ্ধ, লড়াই। সম্ (একসঙ্গে)—ঋ (গমন করা)+অপ্, অধিবা। বি; পুং বা ক্লীব। বিণ—সামরিক।

সমরকৌশল—যুদ্ধবিষয়ে দক্ষতা। ৭মী-তৎ। বি; ক্লীব।

সমরজয়ী (-য়িন্)—যুদ্ধে জয়লাভকারী। উপতৎ; সমর—জি+ইন্ তাচ্ছীল্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, —জয়িনী। [পুং।

সমরপোত—যুদ্ধজাহাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

সমরবিজ্ঞান—যুদ্ধকৌশল (strategy). সমর-বিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সমরভূমি—যুদ্ধক্ষেত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সমরশয্যা—(যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির) যুদ্ধক্ষেত্ররূপ বিছানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সমরশায়ী (-শায়িন্)—যুদ্ধে প্রাণত্যাগ-কারী বীর। উপতৎ; সমর—শী+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —শায়িনী।

সমরসচিব—যুদ্ধমন্ত্রী, যুদ্ধবিষয়ে পরামর্শ-দাতা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সমরাঙ্গন—যুদ্ধক্ষেত্র, রণস্থল। সমরের অঙ্গন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সমরাশি—যুগ্মসংখ্যা, যে রাশি দুই দ্বারা নিঃশেষে বিভক্ত হইতে পারে তাহা (even number—যথা, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ প্রভৃতি)। কর্ম্মধা। বি; পুং। [অস-ক্রি।

সমরি(রী)—সংস্কার করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

সমরেহু—সংস্কার কর। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সমর্পিলুঁ, সমর্পলুঁ—সমর্পণ করিলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সমর্থ—১। পারক; শক্তিসম্পন্ন, বলবান্; সক্ষম, ক্ষমতাপন্ন, ক্ষমতাবান্; যোগ্য, উপযুক্ত; যুক্তিসঙ্গত; হিত; প্রশস্ত; অভীষ্ট। সম্—অর্থি+অচ্ কর্তৃবা। ২। তুল্যার্থক, এক অর্থবিশিষ্ট। সম (তুল্য) অর্থ যাহার, বহুব্রী (নিপা)। বিণ। বি—সমর্থতা, সামর্থ্য।

সমর্থক—সমর্থনকারী, যে কোন কিছুর বা কাহারও পক্ষে মত দেয় এমন। সম্—অর্থি+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—সমর্থিকা।

সমর্থতা—শক্তি, সামর্থ্য, বল; যোগ্যতা, উপযুক্ততা। সমর্থ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সমর্থ।

সমর্থন, সমর্থনা—মতানুবর্ত্তন, কাহারও মতে বা কাজে মত দেওয়া, মীমাংসা; মানা; বিবেচনা; সম্ভাবনা; উৎসাহ; অসাধ্য বিষয়ের অনুষ্ঠানার্থ উৎসাহ; "ইহা উচিত ইহা অনুচিত" এইরূপ নিশ্চয়; সামর্থ্য; দৃঢ়ীকরণ; বিবাদ-ভঙ্গ করা। সম—অর্থ্+অনট্ ভাববা, পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—সমর্থিত।

সমর্থিত—দৃঢ়ীকৃত; বিবেচিত; অনুমোদিত; মীমাংসিত, স্থিরীকৃত; সম্ভাবিত। সম্—অর্থ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সমর্থন, সমর্থনা।

সমর্পণ—দান, প্রদান, অর্পণ; স্থাপন। সম্—ঋ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—সমর্পণীয়, সমর্পিত।

সমর্পণীয়—স্থাপনযোগ্য; দেয়, দানযোগ্য। সম্—ঋ+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—সমর্পণ।

সমর্পিত—অর্পিত, দত্ত; স্থাপিত। সম্—ঋ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সমর্পণ।

সমর্য্যা(র্যা)দ—সচ্চরিত্র; সমীপস্থ, নিকটস্থ; সীমাযুক্ত। মর্য্যাদার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সমল—১। মলযুক্ত, মলিন, আবিল। বিণ। ২। বিষ্ঠা। মলের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বি; ক্লীব। [কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সমশ্রেণী—একসারি; একজাতি; একদল।

সমশ্রেণীভুক্ত—একজাতীয়, একশ্রেণীর অন্তর্গত। ৭মীতৎ। বিণ।

সমষ্টি—সম্যক্ ব্যাপ্তি; সমস্ততা, সামগ্র্য, সাকল্য; সংঘীভূত সমস্ত পদার্থ; যোগফল। সম্—অশ্ (ব্যাপা)+ক্তি ভাববা, কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী।

সমষ্টীভূত—যাহারা একত্র হইয়াছে এরূপ; যাহাদের সমষ্টি পূর্ব্বে ছিল না এখন হইয়াছে এরূপ। সমষ্টি+অভূততদ্ভাবে চ্বি (=সমষ্টী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

সমসংস্থান—উভয়দিকে ভারের সমতা (equilibrium). সম সংস্থান, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সমসন—সমাস; সংক্ষেপকরণ। সম্—অস্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সমসর—যোগ্য, সমান-সমান; সদৃশ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সমসাময়িক—এককালীন; একই সময়ে বর্ত্তমান বা জাত। সমসময়+ইক জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, —য়িকী। [কাহারও মতে সামসময়িক]।

সমস্ত—সকল, সমুদয়; সম্পূর্ণ; একত্রী-কৃত; সঞ্চিত, যুক্ত; সংক্ষিপ্ত; কৃতসমাস, যাহার সমাস করা হইয়াছে এমন। সম্—অস্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমস্যমান—যাহাদের সমাস করা হইতেছে এরূপ। সম্—অস্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

সমস্যা—১। যাহার সমাধান কঠিন এমন বিষয়; সঙ্কট; শ্লোক-সম্পূরণার্থ প্রশ্ন; শ্লোকের পাদপূরণার্থ প্রশ্ন; সমাধানের জন্য প্রদত্ত জটিল বিষয়; কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। সম্—অস্+ণ্যৎ কর্ম্মবা+আপ্। ২। সঙ্ঘটন; মিশ্রণ। সম্—অস্+যৎ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সমস্যাপূরণ—জটিল প্রশ্নের মীমাংসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সমা—১। সংবৎসর। সম্+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। ২। তুল্যা। সম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সমাওত—প্রবেশ করে ("তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বি; পুং।

সমাংশ—তুল্য অংশ, সমানখণ্ড। কর্ম্মধা।

সমাংশিক, সমাংশী (-শিন্)—সমান-ভাগী, তুল্য অংশী। সমাংশ+ইক (ঠন্), ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —শিকা, —শিনী।

সমাংস—১। মাংসযুক্ত। মাংসের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ২। পূজায় যে ছাগ বলি দেওয়া হয় তাহার দেহ হইতে যজ্ঞার্থ গৃহীত মাংস সহিত রুধির। বহুব্রী। বি; ক্লীব।

সমাকর্ষী (-র্ষিন্)—১। অতি দূরগামী গন্ধ, অতি নির্হারী গন্ধ। বি; পুং। ২। সম্যক্ আকর্ষণকারী। সম্—আ—কৃষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —র্ষিণী।

সমাকীর্ণ—ছড়ান, আস্তীর্ণ, সমাচ্ছন্ন, ব্যাপ্ত। সম্—আ—কৄ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমাকুল—ব্যাকুল, কাতর, অস্থির; সংশয়িত, সন্দিগ্ধ; হতবুদ্ধি। সম্—আ—কুল্+ক কর্তৃবা। বিণ। বি, —তা।

সমাক্রান্ত—আক্রান্ত; ব্যাপ্ত, বিস্তৃত; গৃহীত; অধিষ্ঠিত। সম্—আ—ক্রম্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমাখ্যা—যশঃ, কীর্ত্তি; আখ্যা, নাম। সম্—আ—খ্যা (বলা)+অঙ্ কর্ম্মবা, করণবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সমাগত—উপস্থিত, মিলিত; প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎপ্রাপ্ত। সম্—আ—গম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, —গতি, —গম।

সমাগতি, সমাগম—উপস্থিতি, আগমন; মিলন, সঙ্গম। সম্—আ—গম্+ক্তি, ঘঞ্ ভাববা। বি; স্ত্রী, পুং। বিণ, —গত।

সমাঘাত—সংগ্রাম, রণ, যুদ্ধ; হত্যা, বধ; সম্যক্ আঘাত। সম্—আ—হন্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সমাচার—১। উত্তম আচরণ। সম্—আ—চর্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। সংবাদ, খবর। বাং প্র। বি।

সমাচ্ছন্ন—আবৃত, আচ্ছাদিত, ঢাকা। সম্—আ—ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমাজ—১। সভা, পরিষদ্; বৈষ্ণবদিগের সমাধিস্থান; সমূহ, দল, গণ। সম্—অজ্+ঘঞ্ অধিবা। বিণ—সামাজিক। ২। একসঙ্গে গমন। সম্—অজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সমাজচ্যুত, -পতিত, -ভ্রষ্ট—নিজ সম্প্রদায় হইতে দূরীভূত; একঘরে। ৫মীতৎ। বিণ।

সমাজতন্ত্র—রাজ্যের সকল ব্যক্তিই সব বিষয়ে সমান অধিকারী এবং সমস্ত ব্যক্তিই সর্ব্বজনীন সুবিধার জন্য নিজ নিজ ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকারকে বিসর্জ্জন করিবে এইরূপ রাষ্ট্রনীতি (socialism). সমাজ তন্ত্র (প্রধান) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

সমাজনীতি—সমাজবিষয়ক নিয়ম। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সমাজপতি—সমাজের নেতা; ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সমাজপতিত—'সমাজচ্যুত' দ্রঃ।

সমাজবদ্ধ—সঙ্ঘবদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

সমাজবহির্ভূত—অসামাজিক; যাহা সমাজে চলে না এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

সমাজশাসন—সামাজিক নিয়ম; সামাজিক শাস্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সমাজসংস্কার—সমাজের কুপ্রথা প্রভৃতি দূর করিয়া তাহার উন্নতি-বিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সমাজসংস্কারক—সমাজের উন্নতিবিধানকারী; সমাজের কুরীতি দূর করিয়া সুরীতির প্রবর্ত্তনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —সংস্কারিকা।

সমাজহিতৈষণা—সমাজের মঙ্গলকামনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সমাজহিতৈষী (-ষিন্)—সমাজের উন্নতিকামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —ষিণী।

সমাদর—সম্মান, সম্যক্ আদর, সম্বর্দ্ধনা। সম্ (সম্যক্) আদর, প্রাদি। বি; পুং। বিণ,—দরণীয়, —দৃত।

সমাদরণীয়—সম্যক্ আদরের যোগ্য। সম্—আ—দৃ+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী, —ণীয়া। বি,—দর।

সমাদান—উপযুক্ত দানগ্রহণ; বৌদ্ধদিগের নিত্যকর্ম্ম। সম্—আ—দা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সমাদৃত—সম্মানিত, আদরপ্রাপ্ত; অত্যধিক আদৃত। সম্ (সম্যক্) আদৃত, প্রাদি। বিণ। বি,—দর। [বি।

সমাদ্দার—জাতীয় উপাধিবিশেষ। বাং প্র।

সমাধয়ে—ধ্যান করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সমাধা, সমাধান—সম্পাদন; সিদ্ধান্ত; নিষ্পত্তি; বিরোধভঞ্জন; নিয়ম; তপস্যা; অনুসন্ধান; সমর্থন; চিত্তের একাগ্রতা; প্রতীকার; ধ্যান। সম্—আ—ধা+অঙ্, অনট্ ভাববা; ১ম পক্ষে আপ্। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

সমাধি—১। স্থিরনিশ্চয়; গভীর ধ্যান; নিয়ম [ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ দ্বারা কোন একবিষয়ে মনোনিবেশ করিলে তাহাকে একাগ্রতা বলে; একাগ্রতা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে তাহাকে ধারণা, এবং ধারণা বদ্ধমূল হইলে তাহাকে ধ্যান, এবং ঐ ধ্যান বদ্ধমূল হইলে তাহাকে সমাধি বলে। সমাধিতে অহংজ্ঞান লোপপ্রাপ্ত হয়; তখন ইহা কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুকে উদ্ভাসিত করে। সাধারণতঃ ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা উৎকৃষ্ট সমাধিলাভ হয়; পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য হইলেই সমাধি হয়]; নিদ্রা; নিবেশ; আশ্রিত-রক্ষণ-চিন্তা; যোগ, ধ্যান; প্রতিজ্ঞা; সম্মতি; চুক্তি; প্রতিশোধ; বিবাদভঞ্জন; আরোপ; জলাভাবকালে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা; ইন্দ্রিয়ের নিরোধন; অসাধ্য বিষয়ে অধ্যবসায়; ভূগর্ভে শব-নিধান, গোর দেওয়া; মৌনভাব; সমর্থন; কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [আরব্ধ কার্য্যের সহিত অন্য কারণের সংযোগ হওয়াতে কার্য্য সুকর হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়, যথা—
"ও চাঁদ মুখের হাসি জীব হেন নাহি বাসি,
আর তাহে পিরীতি চাহনি"]। সম্—আ—ধা+কি ভাববা। ২। সমাধেয় বিষয়, যাহাতে মন সমাহিত করা যায় তাহা; শব প্রোথিত করিবার স্থান, কবর। সম্—আ—ধা+কি অধিবা। বি; পুং।

সমাধিক্ষেত্র, -স্থান—যে স্থানে মৃতদেহ ভূগর্ভে নিহিত করা হয়, গোরস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সমাধিমগ্ন—ধ্যান করিতে করিতে যাহার ইন্দ্রিয়ের বাহ্যবৃত্তি লোপ হইয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

সমাধি-মন্দির, -সৌধ—সমাহিত মৃতদেহের বা প্রোথিত চিতাভস্মের উপর নির্ম্মিত মন্দির। সমাধিস্থ মন্দির, সৌধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [অস-ক্রি।

সমাধিয়া—ধ্যান করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

সমাধিল—সমাপ্ত করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সমাধিস্তম্ভ—মৃতের সমাধি বা কবরের উপর নির্ম্মিত স্তম্ভ। সমাধিনির্ম্মিত স্তম্ভ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সমাধিস্থ—সমাধিযুক্ত, সমাধিমগ্ন। উপতৎ; সমাধি—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বিণ।

সমাধিস্থান—'সমাধিক্ষেত্র' দ্রঃ।

সমাধ্মাত—অত্যধিক স্ফীত; গর্ব্বিত; উৎসাহিত; সমুদ্দীপিত। সম্—আ—ধ্মা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমাধ্যায়ী (-য়িন্)—সহপাঠী। সম—অধি—ই+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —য়িনী।

সমান—১। তুল্য, সদৃশ; অভিন্ন, একরূপ সহ (সমান) মান (পরিমাণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। শরীরাভ্যন্তর্গত নাভিস্থিত বায়ুবিশেষ; একস্থানোচ্চার্য্য বর্ণ। সম্—অন্ (বাঁচা)+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং।

সমানকালীন—এক সময়ের। সমান কাল, কর্ম্মধা; সমানকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ।

সমানধর্ম্মা (-ধর্ম্মন্), **-র্ম্মী**—একধর্ম্মবিশিষ্ট, সমান-স্বভাবযুক্ত। সমান ধর্ম্ম যাহার, বহুব্রী (অনিচ্ সমাসান্ত)। বিণ।

সমানবল—কোন জড়বিন্দুর উপর বিপরীত দিক্ হইতে বল প্রযুক্ত হইলে যদি ঐ বিন্দুটি কোন দিকে না যাইয়া স্থির হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ দুইটি বলকে সমান বল (equal force) কহে। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সমানয়ন—সম্মেলন; সঙ্গতিকরণ, মেলন। সম্—আ—নী+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—নীত।

সমানাধিকরণ—১। জাতীয় সাধারণ গুণ; একাশ্রয়; একই অবস্থায় অবস্থান; যাহাতে সমানজাতীয় কোন পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি থাকে না এরূপ একধর্ম্ম। সমান অধিকরণ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। একই আধারবিশিষ্ট; একই পদার্থ যাহাদের আশ্রয়; বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধযুক্ত। বহুব্রী। বিণ।

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি—যে বহুব্রীহি সমাসের পদগুলি একটির প্রতি অপরটি বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন (যেমন—মহাকাল)।

সমানীত—উপস্থাপিত, আনীত; একত্রীকৃত। সম্—আ—নী+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—নয়ন।

সমানুপাত—দুই অথবা বহুসংখ্যক অনুপাতের সমানত্ব-সম্বন্ধ (proportion). সম অনুপাত, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সমানোদক—চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি—যাহাদের তর্পণ করিতে হয়। সমান উদক (জল) যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

সমান্তর—সর্ব্বত্র সমব্যবধানযুক্ত, সর্ব্বত্র সমদূরবর্ত্তী (parallel). সম অন্তর যাহাদের এরূপ, বহুব্রী। বিণ।

সমান্তরশ্রেঢ়ী—যে সকল রাশি স্ব স্ব পরবর্ত্তী রাশি অপেক্ষা সমান পরিমাণে গুরু অথবা সমান পরিমাণে লঘু (Arithmetical progression). সমান্তরা শ্রেঢ়ী, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সমান্তরাল—সর্ব্বত্র সমব্যবধানযুক্ত, সমান্তর (parallel). সম অন্তরাল যাহাদের, বহুব্রী। বিণ। **সমান্তরাল সরলরেখা**—একই সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থিত যে দুই সরলরেখা উভয় পার্শ্বে অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি

পাইলেও পরস্পর স্পর্শ করে না সেই রেখাদ্বয় (parallel straight lines).

সমান্তরিক—(জ্যামিতি) যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের দুই দুই ভুজ পরস্পর সমান্তর তাহা (parallelogram). সমান্তর+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

সমাপক—সমাপ্তিকারক, সমাপনকারী। সম্—আপ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পিকা।

সমাপত্তি—সমকালে উপস্থিতি; মিলন। সম্—আ—পদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

সমাপন—সমাপ্তি, শেষ, সম্পূরণ; পরিচ্ছেদ, সমাধান; বধ, লাভ। সম্—আপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—পিত।

সমাপন্ন—১। সমাপ্ত; সাধিত, নির্ব্বাহিত; আপদ্‌গ্রস্ত; হত। সম্—আ—পদ্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ। সম্—আ—পদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমাপা—সমাপ্ত করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [**সমাপই**—সমাপ্ত করে। **সমাপি**—সমাপ্ত করিয়া। **সমাপলুঁ**—সমাপ্ত বা বিলীন করিলাম।]

সমাপিকা—(ব্যাকরণ) বাক্যসমাপনকারিণী, যাহাতে বাক্য শেষ হয় এমন ('—ক্রিয়া')। সম্—আপ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সমাপিত—সম্পাদিত; নিষ্পাদিত; যাহার কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট নাই এমন, সম্পূর্ণ; সমাপ্তিপ্রাপিত, শেষিত; মারিত। সম্—আপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পন।

সমাপ্ত—সম্পূর্ণ; সম্প্রাপ্ত। সম্—আপ্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি,—প্তি।

সমাপ্তি—সমাপন, শেষ; বিরোধভঞ্জন; প্রাপ্তি। সম্—আপ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—প্ত।

সমাবরণ—একগ্রহের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া অন্য গ্রহের গমন (occultation). সম্—আ—বৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সমাবর্জ্জি(র্জি)ত—বক্রপাতিত, বক্রভাবে নোয়ান। সম্—আ—বৃজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমাবর্ত্ত(র্ত)ন—ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহধর্ম্মে প্রবেশ; অধীতবিদ্য ছাত্রের গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন; প্রত্যাগমন। সম্—আ—বৃত্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। **সমাবর্ত্তন উৎসব**—(বিশ্ববিদ্যালয়ের) উপাধিবিতরণ-উপলক্ষে অনুষ্ঠান, পদবীসম্মানবিতরণোপলক্ষে সভার অধিবেশন (convocation).

সমাবিদ্ধ—সংবদ্ধ, সংযোজিত। সম্—আ—ব্যধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমাবিষ্ট—একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট, মনোযোগী; সমবেত। সম্—আ—বিশ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—বেশ।

সমাবৃত—আবৃত, বেষ্টিত। সম্—আ—বৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—বরণ, —বৃতি।

সমাবৃত্ত—১। বেদপাঠের পর গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট ব্রাহ্মণকুমার। বি; পুং। ২। প্রত্যাগত। সম্—আ—বৃত্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

সমাবেশ—১। একত্র অবস্থান; মনোযোগ। সম্—আ—বিশ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। একত্র স্থাপন। সম্—আ—বিশ্+ণিচ্+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—বিষ্ট (১ম পক্ষে), —বেশিত (২য় পক্ষে)।

সমাবেশিত—প্রবেশিত; স্থাপিত; অভিনিবেশিত; সহাবস্থিত, একত্র অবস্থিত। সম্—আ—বিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা, বা, সমাবেশ+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ। বি,—বেশ।

সমায়াত—সমাগত, উপস্থিত। সম্—আ—যা+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

সমাযোগ—সংযোগ; প্রয়োজন; সমূহ; পরিচ্ছেদ। সম্—আ—যুজ্+ঘঞ্ ভাববা, কর্ম্মবা। বি; পুং।

সমারম্ভ—আরম্ভ; অনুষ্ঠান; আড়ম্বর। সম্—আ—রভ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—রব্ধ।

সমারাধন—আরাধনা; সেবা। সম্—আ—রাধ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—রাধিত।

সমারাধিত—উত্তমরূপে পূজিত। সম্—আ—রাধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রাধন।

সমারি—সংবরণ করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

সমারূঢ়—আরূঢ়, যে আরোহণ করিয়াছে এমন। সম্—আ—রুহ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—রোহণ।

সমারোহ—আড়ম্বর, জাঁকজমক; অত্যুন্নতি; আরোহণ; সম্মত হওয়া। সম্—আ—রুহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সমালব্ধ—লেপিত; রঞ্জিত; মেলিত; হত। সম্—আ—লভ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—লম্ভ।

সমালম্ভ, সমালম্ভন—আবীর কুঙ্কুম ইত্যাদি বিলেপন; মারণ, বধ। সম্—আ—লম্ভ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—লব্ধ।

সমালী—পুষ্পাকর, ফুলের তোড়া। মালার সহিত বর্তমান, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সমালোচক—দোষগুণের বিচারকারী। সম্—আ—লোচি+ণক কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—লোচিকা।

সমালোচনা—দোষগুণের বিচার। সম্যক্ আলোচনা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। বিণ,—লোচনীয়,—লোচিত।

সমাশ্রয়—উত্তম আশ্রয় বা অবলম্বন; রক্ষা। সম্—আ—শ্রি+অচ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—শ্রিত।

সমাশ্রিত—আশ্রিত; রক্ষিত। সম্—আ—শ্রি+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ। বি,—শ্রয়।

সমাস—(ব্যাকরণ) দুই বা বহু পদের একপদীকরণ; সংক্ষেপ; সংগ্রহ; সমর্থন; সমাহার, মেলন। সম্—অস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সমাসক্ত—সংলগ্ন; যুক্ত; অভিনিবিষ্ট; বশীভূত; অত্যাসক্ত; লব্ধ। সম্—আ—সন্‌জ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—সঙ্গ।

সমাসঙ্গ—সংযোগ; অতি আসক্তি। সম্—আ—সন্‌জ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সমাসন্ন—১। সন্নিহিত, নিকটবর্ত্তী; যাহা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সম্—আ—সদ্+ক্ত কর্তৃবা। ২। প্রাপ্ত। সম্—আ—সদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সত্তি।

সমাসাদিত—প্রাপ্ত, লব্ধ; সমানীত; আক্রান্ত; আহৃত; উদ্ধৃত। সম্—আ—সদ্ ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমাসীন—উপবিষ্ট, আসীন। সম্—আস্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

সমাসোক্তি—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ (personification) [যেখানে উপমানের উল্লেখ থাকে না অথচ উপমেয়ের বিশেষণ ক্রিয়া ইত্যাদি হইতে উপমান অনুমান করিয়া লওয়া যায় সেখানে এই অলঙ্কার হয়;—যথা—

"হরষে যমুনা উথলে দ্বিগুণা
রাই-কানু-রূপে ভুলি"
—বংশীদাস।

"আইলেন প্রভঞ্জন সিংহনাদ করি ঘন"
—মাইকেল]।

সমাসযুক্তা উক্তি (কথন), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সমাহত—বিশেষভাবে আহত বা তাড়িত। সম্—আ—হন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমাহরণ—একত্রীকরণ; সঞ্চয়। সম্—আ—হৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—হৃত।

সমাহর্ত্তা (-হর্তৃ), **-হর্তা**—সংগ্রহকারী; রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী। সম্—আ—হৃ+তৃন্ কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী,—হর্ত্রী।

সমাহার—মেলন; সংগ্রহ; সংক্ষেপ; সমূহ; দ্বিগু-দ্বন্দ্বসমাসবিশেষ (এইরূপ সমাসে সমূহ বা সমাধি বুঝায়)। সম্—আ—হৃ+ঘঞ্ ভাববা, কর্ম্মবা, করণবা। বি; পুং।

সমাহিত—সমাধিনিষ্ঠ; অভ্রান্তচিত্ত; দৃঢ়;

অবিচলিত ; অবহিত, একাগ্রচিত্ত ; অঙ্গীকৃত ; মীমাংসিত ; স্থাপিত ; নিষ্পাদিত ; সঙ্কিত ; সমাধিক্ষেত্রে নিহিত ; বিশোধিত । সম্—আ—ধা+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা । বিণ । বি—সমাধান ।

সমাহৃত—সংমেলিত ; প্রাপ্ত ; সংগৃহীত, একত্রীকৃত ; সংক্ষিপ্ত ; আনীত ; আয়োজিত । সম্—আ—হৃ+ক্ত কর্ম্মবা । বিণ । বি, —হরণ, —হৃতি ।

সমাহৃতি—সংগ্রহ ; সংক্ষেপ ; আয়োজন, আহরণ । সম্—আ—হৃ+ক্তি ভাববা । বি ; স্ত্রী । বিণ, —হৃত ।

সমিৎ (সমিধ্)—আগুন জ্বালাইবার তৃণাদি ; হোমাদিতে অগ্নিজ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি । সম্—ইন্ধ্+ক্বিপ্ করণবা । বি ; স্ত্রী ।

সমিত—১ । সঙ্গত, একত্রমিলিত । বিণ ; পুং বা ক্লীব । স্ত্রী, —তা । ২ । তুল্যতা-বোধক চিহ্ন, "=" এই চিহ্ন । সম্—ই+ক্ত কর্তৃবা । বি ; ক্লীব ।

সমিতি—সভা ; সঙ্গ ; যুদ্ধ । সম্ (সহিত) —ই (গমন করা)+ক্তি অধিবা । বি ; স্ত্রী ।

সমিদ্ধ—প্রজ্বলিত, প্রদীপ্ত ; দীপিত, উত্তেজিত । সম্—ইন্ধ্+ক্ত কর্তৃবা । বিণ ।

সমিধ্—'সমিৎ' দ্রঃ ।

সমিধ—১ । অগ্নি । সম্—ইন্ধ্+ক কর্তৃবা । ২ । যজ্ঞকাষ্ঠ । সম্—ইন্ধ্+ক করণবা । বি ; পুং ।

সমিন্ধন—১ । অগ্নিজ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি । সম্—ইন্ধ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্ করণবা । ২ । উদ্দীপন । সম্—ইন্ধ্+অনট্ ভাববা । বি ; ক্লীব ।

সমীকরণ—(গণিত) অজ্ঞাত সংখ্যা জানিবার প্রক্রিয়াবিশেষ, কোন ব্যক্ত রাশি অবলম্বন করিয়া তাহারই তুল্য কোন অব্যক্ত রাশির পরিমাণ-নির্ণয়করণ (equation) ; একজাতীয়করণ, সদৃশীকরণ ; অনুরূপ করা । সম+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সমী)—কৃ+অনট্ ভাববা । বি ; পুং ।

সমীক্ষ—১ । সাঙ্খ্যদর্শন । সম্—ঈক্ষ্ (দেখা)+ঘঞ্ করণবা । ২ । দৃষ্টি, দর্শন ; যত্ন ; অন্বেষণ ; বিবেচনা ; সম্যক্ জ্ঞান । সম্—ঈক্ষ্+ঘঞ্ ভাববা । বি ; পুং ।

সমীক্ষণ—অনুসন্ধান, অন্বেষণ ; আলোচনা, উত্তমরূপে দর্শন । সম্ (সম্যক্)—ঈক্ষ্ (দেখা)+অনট্ ভাববা । বি ; ক্লীব । বিণ, —ক্ষিত ।

সমীক্ষা—১ । বুদ্ধি ; প্রকৃতি ; চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ; মীমাংসাশাস্ত্র ; বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ । সম্—ঈক্ষ্+অ করণবা+আপ্ । ২ । অন্বেষণ ; সম্যক্ জ্ঞান ; বিবেচনা ; দৃষ্টি ; যত্ন । সম্—ঈক্ষ্+অ ভাববা+আপ্ । বি ; স্ত্রী । বিণ, —ক্ষিত ।

সমীক্ষিত—অন্বেষিত ; আলোচিত ; উত্তমরূপে দৃষ্ট । সম্—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম্মবা । বিণ । বি, —ক্ষণ, —ক্ষা ।

সমীক্ষ্যকারী (-কারিন্)—যে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে এরূপ ; বিমৃশ্যকারী । সমীক্ষ্য—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃবা । বিণ । স্ত্রী, —কারিণী । বি, —কারিতা ।

সমীক্ষ্যবাদী (-বাদিন্)—যে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কথা বলে এরূপ । সমীক্ষ্য—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা । বিণ । স্ত্রী, —বাদিনী ।

সমীচীন—১ । সত্য, যথার্থ ; উত্তম ; উপযুক্ত । সম্যচ্ (সত্য ইত্যাদি)+ঈন সম্বন্ধার্থে । বিণ । ২ । সত্য । সম্যচ্+ঈন স্বার্থে । বি ; ক্লীব ।

সমীপ—নিকট, অন্তিক, সন্নিধি । সম্ (সঙ্গত) অপ্ যেখানে, বহুব্রী (অ সমাসান্ত) । বি ; ক্লীব ।

সমীপবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—নিকটস্থ । উপতৎ ; সমীপ—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃবা । পুং । স্ত্রী, —বর্ত্তিনী । বি, —বর্ত্তিতা ।

সমীপস্থ—নিকটবর্ত্তী । উপতৎ ; সমীপ—স্থা+ক কর্তৃবা । বিণ ।

সমীর, সমীরণ—১ । বায়ু ; শমীবৃক্ষ । সম্—ঈর্+অচ্, অন কর্তৃবা । ২ । প্রেরণ । সম্—ঈর্+ক, অনট্ ভাববা । বি ; পুং, ক্লীব ।

সমীরিত—প্রেরিত ; উচ্চারিত । সম্—ঈর্+ক্ত কর্ম্মবা । বিণ ।

সমীলন—সম্মিলন । প্রাঃ কবিপ্র । বি ।

সমীহ—খাতির ; সম্মান ; গ্রাহ্যকরণ ; কাহারও নিকট সঙ্কুচিতভাব প্রদর্শন । 'সমীহা'-শব্দজ । বাং প্র । বি ।

সমীহা—উদ্যোগ, চেষ্টা ; সন্ধান ; ইচ্ছা । সম্—ঈহ্ (চেষ্টা করা)+অ ভাববা+আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

সমীহিত—সম্যক্ চেষ্টিত ; অভীষ্ট । সম্—ঈহ্+ক্ত কর্ম্মবা । বিণ ।

সমুখ—১ । বাগ্মী, বক্তা ; যাহার মুখ আছে এমন । মুখের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ । স্ত্রী, —খা, —খী । ২ । সম্মুখ । 'সম্মুখ'-শব্দজ । বি ।

সমুখাসমুখি—সামনাসামনি, পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া বর্ত্তমান ("সমুখাসমুখি হুঁহু ছুটে পিচকারী মুহু"—বল্লবী দাস) । প্রাঃ কবিপ্র । ক্রি-বিণ বা বিণ ।

সমুচিত—উপযুক্ত, যোগ্য ; সমঞ্জস । সম্ (সম্যক্) উচিত, প্রাদি । বিণ ।

সমুচ্চ—অত্যন্ত উঁচু । সম্ (সম্যক্) উচ্চ, প্রাদি । বিণ ।

সমুচ্চয়—সমূহ, রাশি ; সমাহার, সমষ্টি ; মিলন ; অনেক পদার্থের এক ক্রিয়াতে অন্বয় ; অর্থালঙ্কারবিশেষ [একই কর্ত্তার চমৎকারিত্বজনক একাধিক ক্রিয়া অথবা একই বিশেষ্যের চমৎকারিত্বজনক একাধিক বিশেষণাদি একত্র থাকিলে উক্ত অলঙ্কার হয় । যথা—

"মধুরিম হাসিনি কমল বিকাশিনী
মোতিমহারিনী কম্বুকণ্ঠিনী ।"
—গোবিন্দদাস] ।

সম—উৎ—চি (একত্র করা)+অচ্ ভাববা । বি ; পুং । বিণ, —চ্চিত ।

সমুচ্চর, সমুচ্চার—সম্যক্ উচ্চারণ ; পরিত্যাগ ; মলমূত্রাদি ত্যাগ । সম্ (সম্যক্) —উৎ—চর্ (শব্দ করা, ত্যাগ করা)+ক, ঘঞ্ ভাববা । বি ; পুং ।

সমুচ্চিত—রাশীকৃত ; সংগৃহীত ; সঞ্চয়যুক্ত । সম্—উৎ—চি (সংগ্রহ করা ইত্যাদি) +ক্ত কর্ম্মবা । বিণ । বি, —চ্চয় ।

সমুচ্ছলিত—চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ, যাহা খুব উছলিয়া উঠিয়াছে এমন ; বিস্তীর্ণ । সম্—উৎ—শল্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃবা । বিণ ।

সমুচ্ছেদ—ধ্বংস, বিনাশ ; উন্মূলন । সম্—উৎ—ছিদ্+ঘঞ্ ভাববা । বি ; পুং ।

সমুচ্ছ্বসিত—পুনরুজ্জীবিত ; অত্যধিক উচ্ছ্বাসযুক্ত । সম্—উৎ—শ্বস্+ক্ত কর্তৃবা । বিণ । বি, —চ্ছ্বাস ।

সমুচ্ছ্বাস—নিশ্বাসপ্রশ্বাস ; স্ফূর্তি ; অত্যধিক স্ফীতি বা আবেগ । সম্—উৎ—শ্বস্+ঘঞ্ ভাববা । বি ; পুং । বিণ, —চ্ছ্বসিত ।

সমুজ্জ্বল—বিশেষরূপে দীপ্তিশালী । সম্ (সম্যক্রূপে) উজ্জ্বল, প্রাদি । বিণ ।

সমুঝা—বুঝা । হিন্দীমূলক । ক্রি । (ণিজন্ত সমুঝান) । [প্রাঃ কবিপ্র—**সমুঝনু**—বুঝিলাম । **সমুঝব**—বুঝিবে । **সমুঝাই**—বুঝাও ; বুঝাইয়া । **সমুঝিয়ে**—বুঝি, মনে হয় । **সমুঝাই**—বুঝিয়া, বুঝে] ।

সমুৎকীর্ণ—ক্ষোদিত ; বিদীর্ণ, ভগ্ন ; বিদ্ধ । সম্—উৎ—কৄ+ক্ত কর্ম্মবা । বিণ ।

সমুৎক্রম—ঊর্দ্ধগমন । সম্—উৎ—ক্রম্+ঘঞ্ ভাববা । । বি ; পুং ।

সমুৎক্রোশ—১ । কুররপক্ষী । সম্—উৎ—ক্রুশ্+অচ্ কর্তৃবা । ২ । উচ্চশব্দ । সম্—উৎ—ক্রুশ্+ঘঞ্ ভাববা । বি ; পুং ।

সমুত্থান—১ । উঠা, উত্থান, উদয় ; উৎপত্তি । সম্—উৎ—স্থা+অনট্ ভাববা । ২ । উত্তোলন ; কার্য্যারম্ভ ; উদ্যোগ ; রোগনির্ণয় ; রোগশান্তি, রোগমুক্তি । সম্—উৎ—স্থা (নিচের অর্থযুক্ত)+অনট্ ভাববা । বি ; ক্লীব । বিণ, —ত্থিত ।

সমুত্থিত—উৎপন্ন, জাত ; উত্থিত, উদিত, যে উঠিয়াছে এমন । সম্—উৎ—স্থা+ক্ত কর্তৃবা । বিণ । বি, —ত্থান ।

সমুৎপত্তি—উৎপত্তি ; উদ্রেক ; উদ্ভব ।

সম্—উৎ—পদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ, —পন্ন।

সমুৎপন্ন—উৎপন্ন, জাত; ঘটিত, প্রবৃত্ত; উদ্গত। সম্—উৎ—পদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি, —পত্তি।

সমুৎপাটন—মূল সহিত তুলিয়া ফেলা বা দূর করা, উন্মূলন। সম্—উৎ—পট্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ, —পাটিত।

সমুৎপাটিত—উন্মূলিত, যাহা মূল সমেত উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। সম্—উৎ—পট্ ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—পাটন।

সমুৎফুল্ল—সম্যক্ প্রস্ফুটিত; অত্যধিক আনন্দিত। সম্ (সম্যক্) উৎফুল্ল, প্রাদি। বিণ।

সমুৎসাদিত—বিনাশিত; উন্মূলিত। সম্ (সম্যক্)—উৎ—সদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—সাদন।

সমুৎসুক—অত্যধিক উৎকণ্ঠিত, চিন্তিত; ইষ্টলাভের জন্য আগ্রহযুক্ত, ঔৎসুক্যশীল। সম্ (সম্যক্) উৎসুক, প্রাদি। বিণ।

সমুৎসৃষ্ট—সম্যক্ ত্যক্ত। সম্ (সম্যক্)—উৎ—সৃজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমুৎসেধ—উচ্চতা, উচ্ছ্রায়। সম্—উৎ—সিধ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সমুদয়—১। সমগ্র, সমস্ত, সকল, সমূহ। সম্—উৎ—ই+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। ২। সংগ্রাম, রণ, যুদ্ধ; দিবস। বি; পুং। ৩। লগ্ন; (জ্যোতিষ) ছয়টি নাড়ীচক্রের মধ্যে চতুর্থ নাড়ী। সম্—উৎ—ই+অচ্ অধিবা। বি; ক্লীব।

সমুদায়—সমগ্র, সমস্ত, সকল; সংগ্রাম, যুদ্ধ; উদয়, উন্নতি। সম্—উৎ—ই+ঘঞ্ কর্তৃবা, ভাববা। বি; পুং, বা বিণ।

সমুদিত—১। আবির্ভূত; উত্থিত; উন্নত; উৎপন্ন, জাত। সম্—উৎ—ই+ক্ত কর্তৃবা। ২। সম্যক্ কথিত। সম্—বদ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দয়।

সমুদীরণ—ভাল করিয়া বলা, সম্যক্ কথন। সম্—উৎ—ঈর্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—রিত।

সমুদীরিত—১। সম্যক্ কথিত বা উচ্চারিত। সম্—উৎ—ঈর্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—রণ। ২। সম্যক্ কথন। সম্—উৎ—ঈর্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

সমুদ্গত—উদিত; উৎপন্ন। সম্—উৎ—গম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—দ্গম।

সমুদ্গম—উৎপত্তি; উদয়। সম্—উৎ—গম্+অপ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—দ্গত।

সমুদ্গীত—উচ্চ শব্দে যাহা গান করা হইয়াছে। সম্—উৎ—গৈ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমুদ্গীর্ণ—যাহা উদ্গার করা হইয়াছে; উচ্চারিত, কথিত; উত্তোলিত। সম্—উৎ—গৄ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দ্গীরণ।

সমুদ্দিষ্ট—সম্যক্ উদ্দিষ্ট, বিশেষভাবে লক্ষীকৃত। সম্—উৎ—দিশ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমুদ্দুর—সাগর। 'সমুদ্র'-শব্দজ। বি।

সমুদ্ধত—১। অশিষ্ট; অবিনীত; গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত। সম্ (সম্যক্) উদ্ধত, প্রাদি। ২। উদ্ধৃত। সম্—উৎ—হন্+ক্ত কর্তৃবা। ৩। উত্থাপিত, উৎক্ষিপ্ত। সম্—উৎ—হন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমুদ্ধরণ, সমুদ্ধার—উদ্ধার, মোচন; বমন; উত্তোলন, উন্মূলন। সম্—উৎ—হৃ+অনট্, ঘঞ্ ভাববা। বি; ক্লীব, পুং।

সমুদ্ধর্ত্তা (-র্ত্তৃ), **-র্ত্রী**—উদ্ধার-কর্ত্তা, উন্মূলয়িতা; ঋণশোধনকর্ত্তা। সম্—উৎ—হৃ (লওয়া)+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ।

সমুদ্ধৃত—মোচিত, উদ্ধার-করা; উত্তোলিত; উদ্ধৃত; উন্মূলিত; অসদ্ব্যবহারপ্রাপ্ত; গৃহীত, অধিকৃত; অংশ করিয়া গৃহীত; অংশীকৃত। সম্—উৎ—ধৃ, হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দ্ধরণ, —দ্ধৃতি।

সমুদ্বহ—শ্রেষ্ঠ; বহনকারী, উদ্বহনকর্ত্তা। সম্—উৎ—বহ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

সমুদ্ভব—১। উৎপত্তি, জন্ম। সম্—উৎ—ভূ+অপ্ ভাববা। ২। কারণ। সম্—উৎ—ভূ+অপ্ করণবা। বি; পুং। বিণ,—ভূত। ৩। জাত, উদ্ভূত। সম্—উৎ—ভূ+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

সমুদ্ভাসিত—শোভিত; উজ্জ্বলীকৃত; প্রদীপ্ত। সম্—উৎ—ভাস্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—ভাসন।

সমুদ্ভূত—উৎপন্ন, সঞ্জাত। সম্—উৎ—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—দ্ভব, —ভূতি।

সমুদ্যত—সম্যক্ উদ্যত, বিশেষভাবে উদ্যমযুক্ত। সম্ (সম্যক্) উদ্যত (উদ্যুক্ত), প্রাদি। বিণ।

সমুদ্যম—সম্যক্ উদ্যম; বিশেষ চেষ্টা; আরম্ভ। সম্-উৎ—যম্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সমুদ্র—১। সাগর, অম্বুধি, জলরাশি। সম্ (সম্যক্) উৎ (উদ্গত) র (অগ্নি) যাহাতে, বহুব্রী, কিংবা, মুদ্রার (রত্নাদির) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী, অথবা, সম্—উন্দ্, (ক্লিন্ন হওয়া)+রক্ কর্তৃবা। বি; পুং। বিণ—সমুদ্রীয়, সামুদ্রিক। ২। মুদ্রিত, ছাপা; মুদ্রাযুক্ত। মুদ্রার (ছাপার) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সমুদ্রকান্তা—নদী, সরিৎ। সমুদ্র কান্ত (স্বামী) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

সমুদ্রগ—সমুদ্রস্থিত; সমুদ্রগামী। সমুদ্র—গম্+ড কর্তৃবা। বিণ।

সমুদ্রগা—১। নদী। বি; স্ত্রী। ২। সমুদ্রে গমনকারিণী। সমুদ্রগ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সমুদ্রতল—সমুদ্রের তলদেশ (ocean floor). সমুদ্রের তল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সমুদ্রপৃষ্ঠ—সমুদ্রজলের উপরিভাগ (sea-level). সমুদ্রের পৃষ্ঠ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সমুদ্রবায়ু—সমুদ্রের দিক্ হইতে স্থলের দিকে প্রবাহিত বায়ু (sea-breeze). সমুদ্রের বায়ু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সমুদ্রমন্থন—ক্ষীর-সমুদ্রগতা লক্ষ্মীর উত্তোলনার্থ দেবতা ও অসুরগণ কর্তৃক ক্ষীর-সমুদ্রের মন্থন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সমুদ্রমেখলা, -রসনা, সমুদ্রাম্বরা—সাগর-পরিবৃতা, পৃথিবী। সমুদ্র মেখলা, রসনা (কটিভূষণ), অম্বর (পরিচ্ছদ) যাহার, বহুব্রী+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

সমুদ্রযান—১। অর্ণবপোত, জাহাজ। সমুদ্রগামী যান, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। সমুদ্রযাত্রা। সমুদ্রে যান (গমন), ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

সমুদ্রীয়—সমুদ্রসম্বন্ধীয়। সমুদ্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—সমুদ্র।

সমুন্নত—উন্নতিবিশিষ্ট, বৃদ্ধিযুক্ত; মহৎ; উচ্চ; সম্যক্ উন্নত। সম্—উৎ—নম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—তি।

সমুন্নতি—সম্যক্ উন্নতি, বৃদ্ধি; উচ্চতা; মহত্ত্ব; উচ্চপদ। সম্—উৎ—নম্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—ত।

সমুন্নদ্ধ—যে নিজেকে খুব বিদ্বান্ মনে করে, পণ্ডিতম্মন্য; গর্ব্বিত; বদ্ধ, উদ্‌বদ্ধ; অধ্যক্ষ, প্রধান; উৎপন্ন; শ্রেষ্ঠ। সম্—উৎ—নহ্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

সমুন্নয়, সমুন্নয়ন—বিশেষভাবে উন্নত-করণ; ঊর্দ্ধে নয়ন; লাভ, প্রাপ্তি; উদ্ভাবন। সম্-উৎ—নী (লওয়া)+অচ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং বা ক্লীব। বিণ,—নীত।

সমুপচিত—বর্দ্ধিত; বহুলীকৃত; সংগৃহীত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সম্—উপ—চি (একত্র করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমুপধান—স্থাপন; উৎপাদন, জনন; রক্ষাকরণ। সম্—উপ—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সমুপবেশ—অভ্যর্থনা; বসান। সম্—উপ—বিশ্+ণিচ্+অচ্ ভাববা। বি; পুং।

সমুপেত—সমাগত। সম্—উপ—ই+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

সমুল্লসিত—অত্যধিক উল্লাসযুক্ত, আনন্দিত; ক্রীড়াশীল; শোভিত। সম্—উৎ—লস্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

সমুহনি—সমূহে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সমুল্লেখ—বিশেষভাবে উল্লেখ; আঁচড়ান; খনন; কুন্দন, চাঁচা। সম্—উৎ—লিখ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সমূঢ়—রাশীকৃত, পুঞ্জীকৃত, পুঞ্জিত; সঞ্চিত, ভুগ্ন; ধৃত; বিবাহিত; পরিষ্কৃত, শোধিত; সদ্যোজাত; অনুপদ্রুত; দমিত; সঙ্গত। সম্—বহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সমূল, সমূলক—মূলসহিত; সহেতুক, কারণসহিত; সত্য। মূলের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী,—লা,—লিকা।

সমূহ—১। সমুদয়, রাশি, সকল। সম্—উহ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। সম্যক্ তর্ক। সম্—উহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সমূহনি—সমূহে। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সমূহনী—সম্মার্জ্জনী, খেঙ্‌রা। সম্—উহ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সমৃদ্ধ—ঐশ্বর্য্যশালী; সমৃদ্ধিযুক্ত; বৃদ্ধিযুক্ত; উৎপন্ন, জাত। সম্—ঋধ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—দ্ধি।

সমৃদ্ধি—উন্নতি, বৃদ্ধি; সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য; শ্রেয়ঃ, মঙ্গল; কৃতকার্য্যতা; প্রভাব, আধিপত্য। সম্—ঋধ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—দ্ধ।

সমৃদ্ধিমত্তা—সম্পত্তিশালিতা; ঐশ্বর্য্যবিশিষ্টতা। সমৃদ্ধিমৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—মান্ (-মৎ)।

সমৃদ্ধিমান্ (-মৎ)—সমৃদ্ধিশালী। সমৃদ্ধি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী। বি,—মত্তা। **সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ**—দীর্ঘ প্রবাসের পর নায়ক-নায়িকার অতিশয় উল্লাসযুক্ত সম্ভোগ।

সমৃদ্ধিশালী (-শালিন্)—ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, ধনবান্। উপতৎ; সমৃদ্ধি—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী।

সমৃদ্ধিসম্পন্ন—ধনবান্, ঐশ্বর্য্যশালী। ৩য়াতৎ। বিণ।

সমে—সমেত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সমেত—সহিত; সংযুক্ত, মিলিত; প্রাপ্ত; উপস্থিত; সঙ্গত। সম্—আ—ই+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

সমেধিত—যাহা বিশেষভাবে বাড়ান হইয়াছে এমন, সংবর্দ্ধিত; উন্নমিত; উন্নত। সম্—এধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা; সম্—এধ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

সম্পৎ (সম্পদ্), **সম্পত্তি**—ধন; বিভূতি, ঐশ্বর্য্য; লক্ষ্মী; শোভা; উৎকর্ষ; গুণোৎকর্ষ; গৌরব। সম্—পদ্+ক্বিপ্, ক্তি করণবা, কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী। বিণ—সম্পন্ন।

সম্পন্ন—১। যুক্ত, বিশিষ্ট; সমগ্র; সম্পূর্ণ; নিষ্পন্ন; সম্পাদিত; সহিত। সম্—পদ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। সম্পত্তিযুক্ত, ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট। সম্—পদ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—সম্পৎ, সম্পত্তি। **সম্পন্ন সম্ভোগ**—সামান্য বিচ্ছেদের পর নায়ক-নায়িকার উল্লাসযুক্ত সম্ভোগ।

সম্পরিগ্রহ—স্বীকার, গ্রহণ। সম্—পরি—গ্রহ্+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

সম্পর্ক—সম্বন্ধ; সংসর্গ; সংযোগ, মিলন; মৈথুন, স্ত্রী-সংসর্গ। সম্—পৃচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—সম্পর্কিত, সম্পর্কীয়।

সম্পর্কিত—সম্বন্ধযুক্ত। সম্পর্ক+ইতচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। বি—সম্পর্ক।

সম্পর্কী (সম্পর্কিন্)—সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্পর্ক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—র্কিণী।

সম্পর্কীয়—সম্বন্ধবিশিষ্ট, সম্বন্ধীয়, সংক্রান্ত। সম্পর্ক+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—সম্পর্ক।

সম্পাত—উড্ডয়ন, উড়া; পতন; গমন; প্রবেশ। সম্—পৎ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সম্পাদক—নিষ্পাদক, কার্য্যনির্ব্বাহক (secretary); গ্রন্থাদির রচনাকারী বা সংকলয়িতা; সংবাদপত্রের সংবাদ-সংকলয়িতা ও মন্তব্য-লেখক (editor). সম্—পদ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দিকা।

সম্পাদকীয়—সম্পাদক-কর্ত্তৃক লিখিত; সম্পাদক-সম্বন্ধীয় (editorial). সম্পাদক+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সম্পাদন—নির্ব্বাহ, নিষ্পাদন, সমাপন; উপার্জ্জন; পুস্তকাদি প্রণয়ন। সম্—পদ্—ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—দিত, —দ্য।

সম্পাদিত—নির্ব্বাহিত, নিষ্পাদিত, সমাপিত; গ্রন্থকার দ্বারা লিখিত। সম্—পদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—দন।

সম্পাদ্য—১। সম্পাদন করিবার যোগ্য, নিষ্পাদ্য। বিণ। বি,—দন। ২। (জ্যামিতি) যে-প্রকার প্রতিজ্ঞার কোন ক্রিয়াসাধন উদ্দেশ্য তাহা (problem). সম্—পদ্+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। [বি।

সম্পায়ন—নির্ব্বাহ, সম্পাদন। প্রাঃ কবিপ্র।

সম্পীড়ন—ক্লেশ দেওয়া, কষ্ট দেওয়া। সম্—পীড়্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সম্পুট, সম্পুটক—১। ঢোঙা; কৌটা; খুঞ্চি পেটরা প্রভৃতি; কুরুবক। সম্—পুট্+ক কর্ত্তৃবা; পক্ষে কন্ স্বার্থে। ২। এক-জাতীয় পদার্থের মধ্যে ভিন্নজাতীয় পদার্থের সম্যক্ ব্যাপ্তি; রতিবন্ধবিশেষ। সম্—পুট্+ক ভাববা; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

সম্পূরণ—১। পরিপূরণ, সমাপন। সম্—পূরি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। সম্পূর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সম্পূর্ণ—সমাপ্ত; পরিপূর্ণ; সমগ্র; সপ্ত-স্বরবিশিষ্ট ('—রাগ')। সম্—পূরি+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সম্পূর্ণরূপে—পুরাপুরি, নিঃশেষে। সম্পূর্ণ রূপ যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সম্পৃক্ত—মিলিত, মিশ্রিত; খচিত, গ্রথিত। সম্—পৃচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সম্পৃক্তি, সম্পর্ক।

সম্পোষ্য—১। পোষণের যোগ্য; অভাব-পূরণের যোগ্য; কুলাইবার মত। সম্—পুষ্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। ২। কুলান, অভাব-পূরণের যোগ্যতা বা ক্ষমতা। বাং প্র। বি।

সম্প্রতি—অধুনা, ইদানীং, এক্ষণে; মাত্র কিছুকাল হইল। অব্য।

সম্প্রতিপত্তি—বাদীর অভিযোগ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদীর তাহা স্বীকার করা; স্বীকার; অভিমতি; সম্যক্‌জ্ঞান; সঙ্গ, সমভিব্যাহারী হওয়া; সাহচর্য্য, সহায়তা; চুক্তি; আপোষ; আক্রমণ; সম্পাদন; কার্য্যকরণ। সম্—প্রতি—পদ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

সম্প্রতীতি—প্রত্যয়, জ্ঞান; খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। সম্—প্রতি—ই+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

সম্প্রদাতা (-দাতৃ)—সম্প্রদানকর্ত্তা। সম্—প্র—দা+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী।

সম্প্রদান—১। দানীয় ব্যক্তি, যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায় সে; কারকবিশেষ। সম্—প্র—দা+অনট্ সম্প্রদানবা। ২। স্বত্ব-ত্যাগপূর্ব্বক দান। সম্—প্র—দা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সম্প্রদায়—সমাজ; দল; গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ। সম্—প্র—দা+ঘঞ্ সম্প্রদানবা, কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—সাম্প্রদায়িক।

সম্প্রদায়ভুক্ত—কোন বিশেষ দলের অন্তর্গত; সমাজভুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

সম্প্রয়োগ—১। অর্থাদি-প্রয়োগ, বিনিয়োগ, খাটান; সম্বন্ধ, সম্পর্ক; নিধুবন, রমণ, রতিক্রিয়া; সাপেক্ষতা; ইন্দ্রজাল, বশীকরণাদি কর্ম্ম। সম্—প্র—যুজ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। ইন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধ। সম্—প্র—যুজ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

সম্প্রয়োগী (-য়োগিন্)—ঐন্দ্রজালিক; অর্থাদি প্রয়োগকর্ত্তা; কামুক, লম্পট। সম্—প্র—যুজ্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

সম্প্রসাদ—যোগাদিশাস্ত্রোক্ত চিত্তের নির্ম্মলতা-সম্পাদক যত্নবিশেষ; প্রসন্নতা; সুষুপ্তি; বিশ্বাস। সম্—প্র—সদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সম্প্রসারক—বিবর্দ্ধক, যাহা প্রসারিত করে এমন (adjunct). সম্—প্র—সৃ+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—সারিকা।

সম্প্রসারণ—বাড়ান, বিস্তারণ; ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেষ, য-ব-র-ল-স্থানে যথাক্রমে ই উ ঋ ঌ হওয়া, মুগ্ধবোধে—'জি' সংজ্ঞা। সম্—প্র—সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—রিত।

সম্প্রহার—১। যুদ্ধ, রণ। সম্—প্র—হৃ

+ঘঞ্ অধিবা। ২। হনন, সম্যক্ প্রহার; গমন। সম্—প্র—হৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সম্প্রাপ্ত—১। লব্ধ, যাহা পাওয়া গিয়াছে এমন। সম্—প্র—আপ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। আগত, উপস্থিত; ফলিত। সম্—প্র—আপ্ +ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—প্তি।

সম্প্রাপ্তি—লাভ, প্রাপ্তি; উপস্থিতি। সম্—প্র—আপ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—প্ত।

সম্প্রীতি—বিশেষ ভালবাসা বা বন্ধুত্ব; সম্যক্ প্রণয়; হর্ষ; সন্তোষ। সম্—প্রী+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—সম্প্রীত।

সম্বদ্ধ—১। সম্বন্ধযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট; সংযুক্ত, মিলিত। সম্—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্তৃবা। ২। উত্তমরূপে বদ্ধ। সম্—বন্ধ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সম্বন্ধ।

সম্বন্ধ—১। সম্পর্ক, সংসর্গ; সংযোগ, মিলন; সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি; যোগ্যতা; সঙ্ঘটন; সমীচীনতা, উপযুক্ততা। সম্—বন্ধ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। সখ্য, মিত্রতা; কুটুম্বিতা; (ব্যাকরণ) জন্যজনকত্বাদি। সম্—বন্ধ্ +ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। বিণ—সম্বদ্ধ, সম্বন্ধীয়।

সম্বন্ধসূচক—যাহাতে কোন সম্পর্ক বুঝায় এমন; সম্পর্কপ্রকাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সূচিকা।

সম্বন্ধিনী—সম্পর্কবিশিষ্টা, সম্বন্ধযুক্তা; কুটুম্বিনী। সম্বন্ধিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সম্বন্ধী (-ন্ধিন্)—সম্বন্ধবিশিষ্ট, সম্পর্কী; স্ত্রীর ভ্রাতা; কুটুম্ব; সদ্গুণবিশিষ্ট; বিদ্বান্; সুদৃশ্য। সম্বন্ধ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—ন্ধিনী।

সম্বন্ধীয়—বিষয়ক; সম্পর্কীয়। সম্বন্ধ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—সম্বন্ধ।

সম্বর—সংবরণ; সংবরণ করে বা কর। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা ক্রি।

সম্বরবৈরী (রিন্)—সম্বরারি (তাহা দ্রঃ)।

সম্বরণ—'সংবরণ' দ্রঃ।

সম্বরা—১। সংযত করা; ক্রোধ প্রভৃতি দমন করা; সাঁতলান। কবিপ্র। ক্রি। ২। ফোড়ন। বাং প্র। বি।

সম্বরারি—কামদেব, কন্দর্প। সম্বরের (সম্বরদৈত্যের) অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সম্বর্দ্ধ(র্ধ)ক—'সংবর্দ্ধক' দ্রঃ।

সম্বর্দ্ধ(র্ধ)ন, সম্বর্দ্ধ(র্ধ)না—'সংবর্দ্ধন', 'সংবর্দ্ধনা' দ্রঃ।

সম্বর্দ্ধি(র্ধি)ত—'সংবর্দ্ধিত' দ্রঃ।

সম্বল—১। পাথেয়, পথ-খরচ; সংস্থাপন, পুঁজি। সম্—বল্+ক ঘঞর্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ২। জল। শম্+অলচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

সম্বলশূন্য, -হীন—সংস্থানশূন্য, উপায়হীন। ৩য়াতৎ। বিণ।

সম্বলিত—'সংবলিত' দ্রঃ। [ক্রি।

সম্বাই—অঙ্গমর্দ্দন করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

সম্বাদা—সংবাদ দেওয়া বা লওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। (সম্বাদব, সম্বাদি, সম্বাদল, সম্বাদই—ইত্যাদি রূপ)।

সম্বাদী (-দিন্)—সঙ্গীতে বাদীর সহগামী (স্বর)। সম্—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

সম্বাধ—১। বাধা; ভয়; সঙ্কট; ভিড়; সংঘর্ষ; যোনিমার্গ; সঙ্কুচিত যোনি; নরকের পথ। সম্—বাধ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। সঙ্কীর্ণ, অপ্রশস্ত, কম চওড়া; জনতাপূর্ণ। সম্—বাধ্+অচ্ কর্তৃবা; অথবা, সম্ (সম্যক্) বাধা যাহাতে এরূপ, বহুব্রী। বিণ।

সম্বাধন—১। বাধা দেওয়া। সম্—বাধ্ +অনট্ ভাববা। ২। দ্বারপাল। সম্—বাধ্ +অন কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

সম্বাহন—'সংবাহন' (অঙ্গমর্দ্দন, গা টেপা)-স্থানে প্রাঃ কবিপ্র (তাহা দ্রঃ)। ক্রিয়ারূপ—সম্বহই, সম্বাহব, সম্বাহি ইত্যাদি)।

সম্বিৎ—'সংবিৎ' দ্রঃ।

সম্বিত—১। সংযুক্ত; সুস্থ। বিণ। ২। চৈতন্য; সোয়াস্তি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সম্বিধান—'সংবিধান' দ্রঃ।

সম্বুদ্ধ—১। বুদ্ধাবতার। বি; পুং। ২। চৈতন্যবিশিষ্ট, জাগরিত। সম্ (সম্যক্) বুদ্ধ (জ্ঞানী), প্রাদি। বিণ।

সম্বুদ্ধি, সম্বোধন—আহ্বান; আমন্ত্রণ; অভিমুখীকরণ, দর্শন; বিশেষণ; (ব্যাকরণ) বিভক্তিবিশেষ। সম—বুধ্+ক্তি, অনট্ ভাববা। বি; স্ত্রী।

সম্বোধা—সম্বোধন করা। কবিপ্র। ক্রি।

সম্ভব—১। সম্ভাবনা; উৎপত্তি, জন্ম; যোগ্যতা; উপায়; যুক্তি, আপোষ; সঙ্কেত; ক্ষতি, ধ্বংস; সমীচীনতা; উপযুক্ততা; পরিচয়; সখ্য; শক্তি, ক্ষমতা। সম্ (সম্যক্) —ভূ (হওয়া)+অপ্ ভাববা। ২। হেতু, কারণ। সম—ভূ+অপ্ করণবা। বি; পুং। ৩। সম্ভাব্য, হইবার বা ঘটিবার যোগ্য। বাং প্র। বিণ।

সম্ভবপর, -যোগ্য—সম্ভাবনাযুক্ত; যোগ্যতাবিশিষ্ট, যাহা হইতে পারে এমন। সম্ভব পর (প্রধান) যাহাতে, বহুব্রী; সম্ভবের যোগ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

সম্ভবাতীত—অসম্ভব, যাহা হইতে পারে না এমন; কারণবিহীন। সম্ভবকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ। [অস-ক্রি।

সম্ভালি—প্রবেশ করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র।

সম্ভাইল—প্রবেশ করিল। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সম্ভাবন, সম্ভাবনা—হইতে পারা বা ঘটিতে পারার অবস্থা বা যোগ্যতা; "যদি এ প্রকার হয়" এই তর্ক; অনুগ্রহ; সুখ্যাতি, যশঃ; পূজা, সৎকার; যোগ্যতা; স্বীকার; চিন্তা; সম্পাদন; অভিসন্ধি; কাব্যালঙ্কার-বিশেষ; (ব্যাকরণ) ক্রিয়াতে যোগ্যতার অধ্যবসায়রূপ লিঙ্গার্থবিশেষ। সম্—ভূ+ণিচ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ,—বনীয়, —বিত, —ব্য।

সম্ভাবনীয়—সম্ভাব্য, হইবার বা ঘটিবার যোগ্য। সম্—ভূ+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি,—বন, —বনা।

সম্ভাবিত—সম্ভাবনার যোগ্য; সম্ভাবনার বিষয়, সন্দেহের বিষয়; সৎকৃত, পূজিত; সম্মানিত; অনুগৃহীত; বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ; নিশ্চয়প্রধান; চিন্তিত; তর্কিত; বহুমত। সম্ —ভূ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—বন, —বনা।

সম্ভাব্য—যাহা হইতে পারে এমন; শ্লাঘ্য, প্রশংসনীয়। সম্—ভূ+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি,—বন, —বনা। [ক্রি।

সম্ভায়ল—প্রবেশ করিল। প্রাঃ কবিপ্র।

সম্ভার—১। আয়োজন; সংগ্রহ; সরবরাহ, পরিপূর্ণতা; পুষ্টিসাধন, পোষণ। সম্—ভৃ+ঘঞ্ ভাববা। ২। সমূহ, রাশি; উপকরণ। সম্—ভৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। সংবরণ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সম্ভাষ, সম্ভাষণ, সম্ভাষা—পরস্পর কথোপকথন, আলাপ। সম্—ভাষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা; ৩য় পক্ষে অ ভাববা+আপ্। বি; পুং, ক্লীব, স্ত্রী।

সম্ভাষা—আলাপ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [রূপঃ—**স ম্ভা ষ ই**—আলাপ করে; **সম্ভাষসি**—আলাপ করিতেছে ইত্যাদি]।

সম্ভূত—উৎপন্ন, উদ্ভূত, জাত। সম্—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—তি।

সম্ভূতি—উৎপত্তি, উদ্ভব; বিভূতি; ক্ষমতা, শক্তি; যোগ; ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যবিশেষ। সম্ —ভূ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—ত।

সম্ভূয়সন্ধান—পরস্পর মিলিত হইয়া সন্ধি-করণ। সম্—ভূ+ল্যপ্ অনন্তরার্থে; সম্ভূয় (সম্মিলিত হইয়া)—সম্—ধা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সম্ভূয়সমুত্থান—অংশীদিগের এক যোগে মিলিয়া বাণিজ্য, সমবায়-বাণিজ্য; তদ্ঘটিত বিবাদ। সম্ভূয় (একত্রিত হইয়া)—সম্—উৎ—স্থা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সম্ভৃত—যত্নসাধিত; সঞ্চিত; দত্ত; জনিত; লব্ধ; পরিপূর্ণ; সম্যক্ বর্দ্ধিত; পরিপুষ্ট;

প্রস্তুত ; সঙ্কলিত। সম্—ভৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—তি।

সম্ভৃতি—ভরণ, প্রতিপালন ; সম্যক্ পোষণ ; পরিপূর্ণতা ; বর্দ্ধন, প্রস্তুতকরণ ; সঞ্চয়। সম্—ভৃ+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ,—ত।

সম্ভেদ—মিলন, সংঘটন। বি ; পুং। [ক্রি।

সম্ভেদা—সম্পূর্ণ পৃথক্ করা। প্রাঃ কবিপ্র।

সম্ভোগ—শৃঙ্গারবিশেষ ; রতিক্রিয়া ; উপভোগ, সুখাস্বাদন ; হর্ষ। সম্—ভুজ+ঘঞ্ ভাববা, অপাবা। বি ; পুং।

সম্ভ্রম—সম্মান, গৌরব, মান্যতা ; আদর ; ভয় ; ভ্রান্তি ; ঘূর্ণন ; ভয়াদিজনিত ত্বরা ; আনন্দ বা ভয়াদিজনিত ব্যস্ততা, আবেগ। সম্—ভ্রম্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ —সম্ভ্রান্ত।

সম্ভ্রান্ত—মান্য, গৌরবান্বিত, সম্ভ্রমশালী ; আদরণীয় ; সম্যক্ ভ্রান্ত ; ত্বরাবিশিষ্ট। সম্—ভ্রম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—সম্ভ্রম।

সম্ভ্রান্ততন্ত্র—সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিগণের হস্তগত রাজ্যশাসন (aristocracy). সম্ভ্রান্তদিগের তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

সম্মত—অনুমত ; অভিপ্রেত, অভিমত ; সম্মতিযুক্ত। সম্—মন্ (অনুমতি করা ইত্যাদি)+ক্ত কর্ম্মবা, কর্তৃবা। বিণ। বি—সম্মতি।

সম্মতি—মত ; সমর্থন ; অভিপ্রায় ; অনুমতি, আজ্ঞা ; ইচ্ছা, বাসনা ; সম্মান ; ঐকমত্য ; আত্মবোধ। সম্—মন্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—সম্মত।

সম্মদ—১। আহ্লাদ, আমোদ, হর্ষ। সম্—মদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+অপ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। সুখী ; আহ্লাদিত, আনন্দিত। সম্—মদ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

সম্মন্দি—পত্নীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ; শ্যালক। 'সম্বন্ধী'-শব্দজ। গ্রাম্য। বি।

সম্মাদ—উন্মাদ, মত্ততা ; অতিরোষ। সম্—মদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং।

সম্মান—পূজা ; সমাদর ; গৌরব। সম্—মান্ (পূজা করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ,—নিত।

সম্মানন, সম্মাননা—সম্মান প্রদর্শন। সম্—মান্ (পূজা করা)+অনট্ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ,—নিত।

সম্মানরক্ষা—মান রাখা ; খাতির রাখা ; মর্য্যাদা-রক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সম্মানাস্পদ—শ্রদ্ধাভাজন, সম্মানের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

সম্মানিত—যাহাকে সম্মান বা সমাদর দেখান হয় বা হইয়াছে এমন ; সমাদৃত ; পূজিত, সৎকৃত। সম্—মান্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সম্মান, —নন, —ননা।

সম্মার্জ্জ(র্জ)ক—১। পরিষ্কারক। সম্—মৃজ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্জ্জিকা। ২। সম্মার্জ্জনী। সম্—মৃজ্+ঘঞ্ করণবা+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

সম্মার্জ্জ(র্জ)ন—শোধন, পরিষ্করণ। সম্—মৃজ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ, —র্জ্জিত।

সম্মার্জ্জ(র্জ)নী—মার্জ্জনী, ঝাঁটা। সম্—মৃজ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সম্মিত—তুল্য, সদৃশ, সমান ; তুল্যপরিমাণ ; পরিমিত। সম্—মা+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সম্মিলন—মিলন, সংযোগ, একত্র হওয়া। সম্—মিল্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। (মতান্তরে সম্মেলন)। বিণ,—লিত।

সম্মিলনী—সমিতি, সংঘ। সম্মিলন+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সম্মিলিত—সংযুক্ত, মিলিত, একত্রিত। সম্—মিল্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—লন।

সম্মি(ন্মি)শ্র—মিশ্রিত, সংযুক্ত। সম্ (একসঙ্গে)—মিশ্র্ (মিশান)+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বিণ।

সম্মি(ন্মি)শ্রণ—যোগ ; মিলন ; ভালরূপে মিশান। সম্—মিশ্র্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—শ্রিত।

সম্মুখ—১। আভিমুখ্য। মুখের সমীপ, অব্যয়ী। বি ; ক্লীব। বিণ,—খীন। ২। সমক্ষ, অভিমুখ। সঙ্গত মুখকে, প্রাদি। বিণ।

সম্মুখবর্ত্তী (-র্ত্তিন্), **-বর্ত্তী**—সম্মুখে অবস্থিত। উপতৎ ; সম্মুখ—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্ত্তিনী। বি,—র্ত্তিতা।

সম্মুখসংগ্রাম, -সমর—সামনাসামনি যুদ্ধ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সম্মুখস্থ—সম্মুখে বর্ত্তমান। উপতৎ ; সম্মুখ—স্থা+ক কর্তৃবা। বিণ।

সম্মুখীন—অভিমুখে স্থিত, সম্মুখবর্ত্তী ; অভিমুখ ; প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে সম্মুখে গত। সম্মুখ+ঈন বিদ্যমানার্থে। বিণ। বি—সম্মুখ।

সম্মূঢ়—নির্ব্বোধ, অজ্ঞান ; মোহযুক্ত, মুগ্ধ। সম্—মুহ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—সম্মোহ।

সম্মূর্চ্ছ(র্ছ)ন, সম্মূর্চ্ছ(র্ছ)না—মোহ, মূর্চ্ছা ; বৃদ্ধি ; ব্যাপ্তি ; অভিব্যাপ্তি ; উচ্চতা, উচ্ছ্রায় ; বিস্তার। সম্—মূর্চ্ছ্+অনট্ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

সম্মেলন—একত্র হওয়া ; সমিতি সভা প্রভৃতিতে লোকের একত্র হওয়া ; জনসমূহকে একত্র করা। সম্—মিল্ বা মিল্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব।

সম্মোহ—মুগ্ধকরণ। সম্—মুহ্+ঘঞ্ ভাববা। বি ; পুং। বিণ—সম্মূঢ়।

সম্মোহন—১। মোহজনক, মোহকারক। বিণ। ২। কন্দর্পের বাণবিশেষ। সম্—মুহ্+ণিচ্+অন কর্তৃবা। বি ; পুং। ৩। মুগ্ধকরণ। সম্—মুহ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লীব। বিণ,—হিত।

সম্মোহিত—অতিশয় মোহপ্রাপ্ত, বিমোহিত। সম্ (সম্যক্) মোহিত, প্রাদি। বিণ। বি,—হন।

সম্যক্ (সম্যচ্)—১। সর্ব্বপ্রকারে ; সমগ্ররূপে ; উপযুক্তরূপে ; উত্তমরূপে। ক্রি-বিণ। ২। সমুদয়, সম্পূর্ণ, সকল ; সত্য, যথার্থ ; সহিত ; শুদ্ধ ; মনোজ্ঞ, সুন্দর ; সঙ্গত, উপযুক্ত ; যোগ্য। সম্—অন্চ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—সমীচী।

সম্রাজ্ঞী—মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী। সম্ (সম্যক্) রাজ্ঞী, প্রাদি (পাণিনিমতে সংরাজ্ঞী)। বি ; স্ত্রী।

সম্রাট্ (সম্রাজ্)—একচ্ছত্র রাজা, সার্ব্বভৌম, সর্ব্বভূমীশ্বর রাজা, রাজাধিরাজ ; দ্বাদশ রাজমণ্ডলের অধীশ্বর এবং রাজগণের নিয়োগকর্ত্তা। সম্—রাজ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা (নিপা)। বি ; পুং বা স্ত্রী।

সয়—সহ্য করে। বাং ক্রি।

সযতনে—সযত্নে। কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

সয়তান—ঈশ্বরবিরোধী দৈত্য ; পাপাচারী ব্যক্তি। আর্বী। বি ; পুং। স্ত্রী—সয়তানী। ভাববাচক বি—সয়তানি।

সযত্ন—চেষ্টাযুক্ত ; যত্নসহিত। যত্নের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সয়া—সখীর স্বামী ; সখা। 'সখা'-শব্দজ অথবা সই+আ স্বামী অর্থে। বি ; পুং।

সয়াল—জিজ্ঞাসা। ফার্সী 'সওয়াল'-শব্দজ। বি।

সর—১। দুগ্ধ দধি প্রভৃতির সার ; লবণ ; বাণ। বি ; পুং। ২। সরোবর ; ভূষণবিশেষ ; মাল্য, নর, ছড়া ; মধু ; জল। বি ; ক্লীব। ৩। নির্ঝর, ঝরণা। বি ; পুং। ৪। গমনকারী (এই অর্থে অন্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়। যথা, অগ্রসর)। সৃ (গমন করা)+অচ্ বা ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—সরা, সরী। ৫। গমন। সৃ+অপ্ ভাববা। বি ; পুং।

সরঃ (সরস্), **সর**—১। সরোবর, পুষ্করিণী। সৃ+অস্ অধিবা। ২। জল ; গতি ; বাণ ; লবণ ; দধির অগ্রভাগ। সৃ+অস্ কর্তৃবা। বি ; ক্লীব।

সরক—১। সরোবর ; স্বর্গ ; আকাশ। বি ; ক্লীব। ২। ইক্ষুরসজাত মদ্য ; প্রধান রাস্তা, সড়ক। সৃ+অক করণবা। ৩। মদ্যপাত্র। সৃ+অক অপাবা। বি ; পুং বা ক্লীব। ৪। গমনশীল। সৃ+অক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—সরিকা।

সরকার—শাসকসম্প্রদায়, গভর্ণমেণ্ট ; মালিক ; গোমস্তা, হিসাবরক্ষক ; কবিগানের কবিতারচনাকারী ; বাঙ্গালীর বংশগত খেতাব বা উপাধিবিশেষ ; রাজস্ব আদায়ের বিভাগ-

স্বরূপ কয়েকটি পরগণার সমষ্টি। ফার্সী। বি। বিণ—সরকারী। কর্ম্মবাচক বি—সরকারি।

সরকারি—সরকারের কার্য্য বা পদ। সরকার+ই ভাব-কর্ম্মাদি অর্থে। বি।

সরকারী—সর্ব্বসাধারণের; মালিকের; গভর্ণমেণ্টের, গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয়। সরকার+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সরখত—নিয়োগপত্র। ফার্সী। বি।

সরখি—সদৃশ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সরখেল—উপাধিবিশেষ। ফার্সী 'সরখয়ল্'-শব্দজ। বি।

সরগরম—উষ্ণ; উৎসাহশীল; গুলজার। ফার্সী 'সরগর্ম্'-শব্দজ। বিণ।

সরজ—নবনীত, ননী। উপতৎ; সর—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

সরজমিন, সরেজমিন—সীমানা, ঘটনার স্থান, অকুস্থান। ফার্সী। বি।

সরজাঃ (সরজস্), **সরজা, সরজস্ক**—রজোবিশিষ্ট, ধূলিযুক্ত। রজের (রজস্-শব্দ) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী (বিকল্পে ক-আগম)। বিণ; পুং বা স্ত্রী, পুং বা ক্লীব (স্ত্রী,—স্কা)।

সরঞ্জাম—উপকরণ; আসবাবপত্র, হাতিয়ার-পাতি। ফার্সী। বি।

সরট—কৃকলাস, কাঁকলাস ("সরট-শরীর-সম দীর্ঘ ক্ষীণকায়"—পদ্যপাঠ)। সৃ+অটন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সরণ—১। গমন; লৌহমল। সৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। গমনশীল। সৃ+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

সরণি, সরণী—পথ, বর্ত্ম; সারি, পঙ্ক্তি, শ্রেণী; রীতি; গলরোগবিশেষ। সৃ+অনি করণবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সরতা—সুপারী কাটিবার জাঁতি। হিন্দী। প্রাদে। বি।

সরদল—কপাটের উপরিস্থ তক্তা। ফার্সী 'সরদার্' (শীর্ষকাষ্ঠ)-শব্দজ। বি।

সরদার—দলপতি, নেতা। ফার্সী। বি। ভাববাচক বি—সরদারি।

সরপত্রিকা—১। পদ্ম। সরের ন্যায় (কোমল) পত্র (পাতা, দল) যাহার, অথবা, সরে (সরোবরে) পত্র যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত+আপ্। ২। পদ্মপত্র। সরস্থা পত্রিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সরপুরি—লুচির মত করিয়া ঘিয়ে ভাজা সর। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

সরপেঁচ—পাগড়ীবিশেষ; পাগড়ীর চারি-ধারে জড়াইবার জরী বা রেশমের ফিতা; মেয়েদের খোঁপায় পরিবার ফুলের মালা। ফার্সী। বি। [বি।

সরপোষ—ঢাকন, আচ্ছাদন। ফার্সী।

সরফরাজ—১। দম্ভ করা; প্রশংসা করা; স্পর্দ্ধা করা। বি। ২। মোড়ল, নেতা, কর্ত্তা, প্রধান। ফার্সী। বিণ। ভাববাচক বি—সর-ফরাজি।

সরবৎ—মিষ্ট পানীয়; চিনি-প্রভৃতি মিশ্রিত ঠাণ্ডা জল। ফার্সী। বি।

সরবতী—১। সরবৎ-সম্বন্ধীয়, সরবতের; সরবতের জন্য আবশ্যক। বিণ। ২। লেবু-বিশেষ। সরবৎ+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বি।

সরবন্ধ—পাগড়ী। (ফার্সী) সর্+(হিন্দী) বন্ধ্। বি।

সরবরাহ—যোগান। ফার্সী। বি।

সরবস—সর্ব্বস্ব। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

সরভাজা—ঘৃতে দুধের সর ভাজিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ। ভাজা সর, কর্ম্মধা।। বি।

সরম—লজ্জা, লাজ। ফার্সী 'শর্ম'-শব্দজ। বি।

সরমণ্ডল—প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সরমহি—গেজো। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সরমা—বিভীষণ-পত্নী; কশ্যপ-কন্যা; কুকুরী। সৃ+অম কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সরমিত—লজ্জিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সরল—১। অবক্র, সোজা, অকপট; উদার; সাধু। বিণ। বি—সরলতা, সারল্য। ২। দেবদারু বৃক্ষ; শালগাছ। সৃ+অলচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। **সরল করা**—(গণিত) জটিল যোগ বিয়োগ ভাগ গুণ ভগ্নাংশ ইত্যাদি সমন্বিত অঙ্ক কষিয়া ফল বাহির করা (simplify).

সরলচিত্ত—১। অকপট মন, উদার অন্তঃ-করণ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার মন কপটতাশূন্য এমন। সরল চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সরলতা—অকপট ভাব, উদারতা; ঋজুতা। সরল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সরল।

সরলদ্রব—সরলবৃক্ষের রস, টার্পিন্। সরলের দ্রব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সরলপ্রকৃতি, -স্বভাব—১। অকপট স্বভাব। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, পুং। ২। যাহার স্বভাব উদার এমন। সরলা প্রকৃতি, স্বভাব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সরলপ্রাণ—১। যাহার মনে কপটতা নাই এমন। বহুব্রী। বিণ। ২। অকপট মন। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সরলবর্গীয়—(ভূগোল) পাইন, ফার প্রভৃতি বৃক্ষের শ্রেণীভুক্ত (coniferous). সরলের (২) বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সরলবৃক্ষ—দেবদারু গাছ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সরলমতি—১। অকপট হৃদয়। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার হৃদয় অকপট এমন। বহুব্রী। বিণ।

সরলরৈখিক—যাহা সরল রেখায় গমন করে; সরলরেখাসম্বন্ধীয় (rectilinear). সরলরেখা+ইক সম্বন্ধার্থে। বাং প্র। বিণ।

সরলান্ত্র—(শারীরবিদ্যা) মলাশয়; বৃহদন্ত্রের নিম্নবর্ত্তী স্থূল অংশ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সরলোন্নত—সোজাভাবে খাড়া। সরল অথচ উন্নত, কর্ম্মধা। বিণ।

সরস—১। সরোবর। বি; ক্লীব। ২। রসযুক্ত, সুস্বাদ; মধুর; রসাল; কাব্যরসযুক্ত, ভাবপূর্ণ; উত্তম, উৎকৃষ্ট ('—জমি'); নূতন। রসের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। বি,—তা।

সরসতা—মধুরত্ব; রসপূর্ণতা। সরস+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সরস।

সরসা—১। শ্বেতত্রিবৃতা। বি; স্ত্রী। ২। রসযুক্তা, রসালা। সরস+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সরসিজ—পদ্ম, সরোজ, পঙ্কজ। অলুক্ উপতৎ; সরসি—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

সরসী—সরোবর। সৃ+অস্ অধিবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সরসীরুহ—সরোজ, পদ্ম। সরসী—রুহ্ (জন্মা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

সরস্বতী—বাগ্‌দেবী; বাণী, বাক্য; নদী-বিশেষ; নদী; ব্রহ্মাণী; উত্তমা স্ত্রী; কাক; সোমলতা; মুনিপত্নী। সরস্বৎ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সরস্বান্ (-স্বৎ)—১। সমুদ্র, সাগর; সরোবর; নদ; মহিষ। বি; পুং। ২। রসযুক্ত। সরস্ (হ্রদ)+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—সরস্বতী। [বি।

সরহদ্দ—সীমানা। আর্বী 'সরহদ্'-শব্দজ।

সরহস্য—রহস্যযুক্ত; মন্ত্রযুক্ত; নিগূঢ় বিষয় সমন্বিত। রহস্যের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সরা—১। মাটির ঢাকনি। 'সরাব'-শব্দজ। বি। ২। গমন করা; চলা; নির্গত হওয়া ('কথা—'); ব্যবহার করা। বাং ক্রি।

সরাই—পান্থশালা, পথিকদিগের থাকিবার স্থান, পথে যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবার স্থান। ফার্সী। বি। [বি।

সরাক—জৈনসম্প্রদায়ের লোক। প্রাঃ কবিপ্র।

সরাগ—অনুরক্ত, অনুরাগী; বাসনাযুক্ত; রক্তবর্ণ; রঞ্জিত। রাগের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সরান—১। অন্যত্র নয়ন, নাড়া, চালান; গোপনে লইয়া যাওয়া, চুরি করা। বাং ক্রি। ২। রাজপথ। বাং প্র। বি।

সরাব—১। মৃন্ময় পাত্রবিশেষ, শরা। সর (জল)—অব্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। মদ্য। আর্বী। বি।

সরাসরি—সোজাসুজি; মোটামুটিভাবে, সংক্ষিপ্ত বা স্থূলভাবে। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

সরিক—'শরিক' দ্রঃ।

সরিকানা—অংশীদারের ভাগ। সরিক+আনা প্রাপ্য অর্থে। বি।

সরিকী—শরিক-সংক্রান্ত; শরিকের অধিকৃত। সরিক+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

সরিৎ—নদী; দুর্গা; সূত্র। সৃ+ইতি কর্তৃবা। বি; স্ত্রী। [পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সরিৎপতি—সমুদ্র, সাগর। সরিতের (নদীর)

সরিফ—সহরের প্রধান ব্যক্তি, মক্কার শাসনকর্তা। বৈদেশিক। বি।

সরিষা—সর্ষপ। 'সর্ষপ'-শব্দজ। বি।

সরীসৃপ—যাহারা বুকে হাঁটিয়া যায় তাহারা; সর্প বৃশ্চিক ভেক প্রভৃতি; (জ্যোতিষ) মীন বৃশ্চিক কর্কটরাশি। সৃপ্+যঙ্‌লুক্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সরু—১। ক্ষীণ, সূক্ষ্ম। বিণ। ২। থড়োর মুষ্টি, মুট। সৃ+উ কর্তৃবা। বি; পুং।

সরুচাকলি—কলাই বাটা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার পিষ্টক। বাং প্র। বি।

সরূপ—সমানরূপ; সদৃশ রূপযুক্ত। সমান রূপ যাহার, বা, রূপের সহিত বর্তমান, বহুব্রী। বিণ। বি,–তা।

সরূপতা—তুল্যতা, একরূপতা, সাদৃশ্য। সরূপ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সরূপ।

সরূপে—স্বরূপতঃ, সত্য করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

সরেজমিন—'সরজমিন' দ্রঃ।

সরেশ, সরেস—উত্তম, উৎকৃষ্ট। 'সরস'-শব্দজ। বিণ।

সরোজ—১। পদ্ম। বি; ক্লীব। ২। সরোবরে জাত। উপতৎ; সরস্—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

সরোজিনী—পদ্মিনী, কমলিনী, পদ্মের ঝাড়; পদ্মবহুল পুষ্করিণী। সরোজ (পদ্ম)+ইন্ সমূহার্থে, আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সরোদ—একপ্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র। 'স্বরদ'-শব্দজ। বি।

সরোবর—পদ্মাদিযুক্ত পুষ্করিণী। সরস্ (পুষ্করিণী)-মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

সরোরুহ—পঙ্কজ, পদ্ম। সরস্ (সরোবর)—রুহ্ (জন্মা)+ক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

সরোষ—ক্রুদ্ধ; ক্রোধপূর্ণ। রোষের সহিত বর্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সর্গ—অধ্যায়, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; সৃষ্টি, নির্মাণ; উৎপাদন; নিয়ম, নিশ্চয়; মোহ; স্বভাব; মোক্ষ; যত্ন, চেষ্টা; উৎসাহ; অনুমতি; বস্তুর প্রবণতা; মত; চুক্তি; মলত্যাগ; পরিত্যাগ। সৃজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সর্গবন্ধ—অধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থ, মহাকাব্য। সর্গের বন্ধ যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

সর্জ্জ(র্জ)—শালগাছ। সৃজ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সর্জ্জ(র্জ)ন—১। সৃষ্টি; বিসর্জন, ত্যাগ। সৃজ্+অনট্ ভাববা। ২। সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ। সৃজ্+অনট্ কর্মবা। বি; ক্লীব।

সর্জ্জ(র্জ)রস—ধুনা, শালগাছের আঠা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সর্জ্জি(র্জি), সর্জ্জি(র্জি)কা, সর্জ্জী(র্জী)—ক্ষারবিশেষ, সাজীমাটি। সৃজ্+ইন্ কর্মবা; কন্ স্বার্থে+আপ্; সর্জ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সর্ত্ত(র্ত)—কড়ার, চুক্তি। আর্বী। বি।

সর্দ্দা(র্দা)র—নেতা, দলপতি। ফার্সী। বি; পুং। স্ত্রী—সর্দারণী।

সর্দ্দা(র্দা)রি—মোড়লী, সর্দারের কার্য্য বা পদ; সর্দারের ন্যায় আচরণ। সর্দার+ই কর্মার্থে। বি।

সর্দ্দি(র্দি)—কফজ রোগ; ঠাণ্ডাভাব। ফার্সী। বি।

সর্দ্দি(র্দি)গরমি—গরমের পরে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন রোগবিশেষ, শীতগ্রীষ্ম। দ্বন্দ্ব। বি।

সর্প—১। সাপ, ভুজঙ্গ। সৃপ্+অচ্ কর্তৃবা। ২। গমন। সৃপ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সর্পণ—বক্র গমন; গতি। সৃপ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সর্পদংষ্ট্রা—সাপের দাঁত; বৃশ্চিকালী, বিছুটী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সর্পভুক্ (-ভুজ্)—সর্পভক্ষক; ময়ূর; গরুড়। উপতৎ; সর্প—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সর্পরাজ—বাসুকি, অনন্তদেব। সর্পদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ (সমাসান্ত)। বি; পুং।

সর্পাঘাত—সাপের কামড়। সর্পকৃত আঘাত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সর্পাশন—গরুড়; ময়ূর; নকুল, বেজী। সর্প—অশ্ (ভক্ষণ করা)+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

সর্পিঃ (সর্পিস্), সর্পি—আজ্য, ঘৃত, হবিঃ। সৃপ্+ইস্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

সর্পিণী—১। স্ত্রীসর্প, ভুজঙ্গী। বাং প্র। বি; স্ত্রী। ২। গমনকারিণী। সর্পিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সর্পিল—সাপের গতির ন্যায় আঁকাবাঁকা; জটিল; কুটিল। সৃপ্+ইলচ্ কর্তৃবা। বিণ।

সর্পী (সর্পিন্)—বিসর্পণশীল; গমনশীল। সৃপ্ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—সর্পিণী।

সর্পী—স্ত্রীজাতীয় সর্প। সর্প+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সর্ব্ব(র্ব)—১। সমুদয়, সমগ্র, সকল। সর্ব্ব; বিণ। ২। শিব; বিষ্ণু। সর্ব্ব+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)ংসহ—সকলসহিষ্ণু, সমস্ত সহ্য করিতে অভ্যস্ত। উপতৎ; সর্ব্ব—সহ্+খচ্ কর্তৃবা। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)ংসহা—১। বসুমতী, পৃথিবী। বি; স্ত্রী। ২। সমস্ত সহ্য করিতে অভ্যস্তা। সর্ব্বংসহ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্ব(র্ব)কর্ত্তা (-কর্তৃ), -কর্তা—ব্রহ্মা, বিধাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)কর্ম্মী(র্মী)ণ—সকল-কর্মক্ষম। সর্ব্বকর্মন্+ঈন নিপুণার্থে। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)ক্ষণ—সব সময়। কর্মধা। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)গ—১। সর্ব্বত্রগামী; সর্ব্বব্যাপী। বিণ। ২। শিব; আত্মা; বায়ু। বি; পুং। ৩। জল। উপতৎ; সর্ব্ব—গম্+ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

সর্ব্ব(র্ব)গত—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রস্থিত। সর্ব্বকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)ঙ্কষ—১। পাপ। বি; পুং। ২। যে সকলকে অতিক্রম করিয়া উঠে এমন, সর্ব্বাতিক্রামক, সর্ব্বপ্রধান; পাপী। উপতৎ; সর্ব্ব—কষ্+খচ্ কর্তৃবা। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)জনীন—সর্ব্বলোকের হিতকর, সকলের হিতকারী; বিখ্যাত; সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠিত। সর্ব্বজন+ঈন হিতার্থে। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)জ্ঞ—১। শিব; বুদ্ধ। বি; পুং। ২। যে সকল জানে এরূপ। উপতৎ; সর্ব্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃবা। বিণ।

সর্ব্বতঃ (-তস্), সর্ব্বত—সকলদিকে; সকল প্রকারে; সকল বিষয়ে, সম্পূর্ণরূপে। সর্ব্ব+তস্ (৭মী বা ৩য়া-স্থানে)। অব্য।

সর্ব্ব(র্ব)তন্ত্র—১। সাধারণতন্ত্র (republic). বি; ক্লীব। ২। স্বতঃসিদ্ধ, যে কথা প্রমাণসাপেক্ষ নহে তাহা, যাহা আপনা হইতেই সিদ্ধ হয় তাহা। সর্ব্ব তন্ত্র (প্রধান) যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)তোভাবে—সকলরকমে, সর্ব্বপ্রকারে। সর্ব্বতঃ ভাব যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)তোমুখ—১। জল; আকাশ। বি; ক্লীব। ২। মহাদেব, শিব; চতুর্মুখ, ব্রহ্মা; আত্মা; ব্রাহ্মণ; স্বর্গ; অগ্নি। সর্ব্বতঃ মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। সর্ব্বদিগভিমুখ; সর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী; সকল বিষয়ে স্থিত (versatile). সর্ব্বতঃ মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,–খা,–খী।

সর্ব্ব(র্ব)ত্যাগী (-ত্যাগিন্)—যে সমস্ত বর্জন করিয়াছে এমন। উপতৎ; সর্ব্ব—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,–ত্যাগিনী।

সর্ব্ব(র্ব)ত্র—সকল স্থানে; সকল দিকে; সকল কালে; সকল বিষয়ে। সর্ব্ব (সকল)+৭মী-স্থানে ত্র। অব্য।

সর্ব্ব(র্ব)থা—সকল প্রকারে; হেতু; স্বীকার; ভূশ, অতিশয়; নিশ্চয়। সর্ব্ব (সকল)+থাল্ প্রকারার্থে। অব্য।

সর্ব্ব(র্ব)দমন—১। শকুন্তলাপুত্র, দুষ্মন্তপুত্র, ভরত। বি; পুং। ২। সকলের দমনকারী।

সর্ব্ব (সকল)—দম্ + ণিচ্ + অন কর্তৃবা। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)দর্শী (-দর্শিন্)—১। সর্ব্বদ্রষ্টা, যিনি সমুদায় দর্শন করেন এমন; অভিজ্ঞ। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী। ২। বুদ্ধ; ঈশ্বর। উপতৎ; সর্ব্ব—দৃশ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)দা—সদা, সকল সময়ে। সর্ব্ব + দাচ্ কালার্থে। অব্য।

সর্ব্ব(র্ব)ধুরীন—সকল-ভারবাহক। সর্ব্বধুরা (সকল ভার) + ঈন বহন করে অর্থে। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)নাম (-নামন্)—সকলের সংজ্ঞা; ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেষ, বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত পদ। সর্ব্বের নাম (নামন্ শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সর্ব্ব(র্ব)নাশ—সমস্ত ক্ষয়, সকল ধ্বংস; ভীষণ অনিষ্টপাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)নাশা—সর্ব্বনাশকারী। উপতৎ; সর্ব্ব—নাশ্ + আ কর্তৃবা (বাং)। স্ত্রী,—নাশী।

সর্ব্ব(র্ব)নাশী—সকল ধ্বংসকারিণী। সর্ব্বনাশা (তাহা দ্রঃ) + ঈ। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্ব(র্ব)নাশী (-শিন্)—সকল ধ্বংসকারী। উপতৎ; সর্ব্ব—নশ্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—নাশিনী।

সর্ব্ব(র্ব)নিয়ন্তা (-তৃ)—সকলের নিয়ামক, সকলের পরিচালক ('—ঈশ্বর')। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—নিয়ন্ত্রী।

সর্ব্ব(র্ব)প্রথম—সকলের অগ্রবর্ত্তী। সর্ব্বমধ্যে প্রথম, ৭মীতৎ। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)প্রধান—সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বমধ্যে প্রধান, ৭মীতৎ। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)বল্লভা—১। অসতী; বেশ্যা, কুলটা। বি; স্ত্রী। ২। সকলের প্রিয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্ব(র্ব)বাদিসম্মত—সমস্ত সম্প্রদায়ের অনুমোদিত, সকল লোককর্তৃক স্বীকৃত। সর্ব্ববাদী কর্তৃক সম্মত, ৩য়াতৎ। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)বাদী (-দিন্)—সকল সম্প্রদায়, সকলপ্রকার মতবাদী। কর্ম্মধা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

সর্ব্ব(র্ব)বিৎ (-বিদ্), **সর্ব্ব(র্ব)বেদী** (-বেদিন্)—১। সর্ব্বজ্ঞ, সমস্ত-জ্ঞানযুক্ত, যিনি সকল জানেন এরূপ। বিণ। (২য় পক্ষে) স্ত্রী,—বেদিনী। ২। জগদীশ্বর। উপতৎ; সর্ব্ব—বিদ্ (জানা) + কিপ্, ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)ব্যাপক—সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিশীল, যাহা সব জায়গা বা বস্তু জুড়িয়া রহিয়াছে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—ব্যাপিকা

সর্ব্ব(র্ব)ব্যাপী (-পিন্)—১। সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিশীল, সর্ব্বব্যাপক। বিণ। স্ত্রী,—ব্যাপিনী। ২। ঈশ্বর; বায়ু। উপতৎ; সর্ব্ব—বি—আপ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)ভক্ষ—১। যে সমুদয় বস্তু বা খাদ্য আহার করে এমন। বিণ। স্ত্রী,—ক্ষা (সংজ্ঞার্থে)। ২। হুতাশন, বহ্নি, অগ্নি। সর্ব্ব—ভক্ষ্ + অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)মঙ্গলময়—১। ঈশ্বর। বি; পুং। ২। সমস্তপ্রকার কল্যাণের আধার। সর্ব্বমঙ্গল + ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

সর্ব্ব(র্ব)মঙ্গলা—দুর্গা, শঙ্করী। সর্ব্ব মঙ্গল যাঁহা হইতে, বহুব্রী + আপ্। বি; স্ত্রী।

সর্ব্ব(র্ব)ময়—১। সর্ব্বাত্মক, সকলস্বরূপ, বিরাট্‌রূপী। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। **সর্ব্বময় কর্ত্তা**—সর্ব্বেসর্ব্বা; সর্ব্বাধিনায়ক। ২। ঈশ্বর। সর্ব্ব + ময়ট্ অপৃথগ্‌ভাবার্থে। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)রাত্র—সমস্ত রজনী, সমুদয় রাত্রি। সর্ব্বা রাত্রি, কর্ম্মধা + অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং। [ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সর্ব্ব(র্ব)রী—রাত্রি। শৃ + বনিপ্ কর্তৃবা +

সর্ব্ব(র্ব)রীকর—চন্দ্র। সর্ব্বরীতে কর যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)লা, **সর্ব্ব(র্ব)লী**—তোমরাস্ত্র, শাবল। সর্ব্ব (সকল)—লা (লওয়া) + ক কর্তৃবা + আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সর্ব্ব(র্ব)লিঙ্গী (-লিঙ্গিন্)—বেদবিরুদ্ধাচারী; বৌদ্ধক্ষপণক; পামর, পাষণ্ড, ধূর্ত্ত। সর্ব্বলিঙ্গ (সকল প্রকার জাতির চিহ্ন) + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)লোক—নিখিল ব্রহ্মাণ্ড; সকল মানুষ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)লোকপিতামহ—ব্রহ্মা, বিধাতা। সর্ব্বলোকের পিতামহ, ৬ষ্ঠীতৎ [স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশানুসারে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তু প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বলোকের পিতৃস্বরূপ পরিগণিত; ব্রহ্মা এই আদি পিতা স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা, এই নিমিত্ত সর্ব্বলোকপিতামহ]। বি; পুং।

সর্ব্বশঃ (-শস্), **সর্ব্বশ**—সর্ব্বপ্রকারে; সাধারণরূপে। সর্ব্ব + শস্ বীপ্সার্থে। অব্য।

সর্ব্ব(র্ব)শক্তিমান্ (-মৎ)—১। সকলপ্রকার ক্ষমতাসম্পন্ন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ (omnipotent). বিণ। স্ত্রী,—মতী। বি,—মত্তা। ২। ঈশ্বর। সর্ব্বশক্তি + মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)শুচি—অগ্নি। সর্ব্ব শুচি যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)শেষ—সকলের অন্ত। সর্ব্বের শেষ,

সর্ব্ব(র্ব)শ্রেষ্ঠ—সর্ব্বোত্তম, সকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট। সর্ব্বমধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)সম—(জ্যামিতি) সকল রকমে সমান (congruent). সর্ব্বদ্বারা সম, ৩য়াতৎ। বিণ। বি,—সমত্ব, —সমতা।

সর্ব্ব(র্ব)সমক্ষে—সকলের সম্মুখে। ৬ষ্ঠীতৎ। ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

সর্ব্ব(র্ব)সমতা—সকলের প্রতি সমান জ্ঞান বা ব্যবহার; সমুদয়ের ঐকমত্য। সর্ব্বে সমতা, ৭মীতৎ, বা, সর্ব্বের সমতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সর্ব্ব(র্ব)সম্মত—সকল লোককর্তৃক অনুমোদিত। ৩য়াতৎ। বিণ। বি,—সম্মতি।

সর্ব্ব(র্ব)সম্মতি—সকলের অনুমোদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,—সম্মত।

সর্ব্ব(র্ব)সম্মতিক্রমে—সমস্ত লোকের মত-অনুসারে, সকলের অনুমোদনে। সর্ব্বসম্মতির ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

সর্ব্ব(র্ব)সাধারণ—সমস্ত লোক, ছোট বড় সকল লোক। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সর্ব্ব(র্ব)সিদ্ধি—১। শ্রীবৃক্ষ। সর্ব্বের সিদ্ধি যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং। ২। সকল-বিষয়ে সফলতা। সর্ব্বের সিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সর্ব্ব(র্ব)স্ব—সমুদয় ধন, সকল সম্পত্তি। সর্ব্ব স্ব (ধন), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সর্ব্ব(র্ব)স্বান্ত—১। সমস্ত ধনসম্পদের বিনাশ। সর্ব্বস্বের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। যাহার সমস্ত ধনসম্পদ্ শেষ হইয়াছে এমন। সর্ব্বস্বের অন্ত হইয়াছে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সর্ব্ব(র্ব)স্রষ্টা (-স্রষ্টৃ)—সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—স্রষ্ট্রী।

সর্ব্বা(র্বা)গ্রে—সকলের আগে। সর্ব্বের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী। [কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সর্ব্বা(র্বা)ঙ্গ—সকল অবয়ব। সর্ব্ব অঙ্গ,

সর্ব্বা(র্বা)ঙ্গসম্পন্ন—সমস্ত অবয়বযুক্ত; ত্রুটীশূন্য, নিখুঁত। ৩য়াতৎ। বিণ।

সর্ব্বা(র্বা)ঙ্গসুন্দর—সকল অংশে বা সকল বিষয়ে উত্তম; সর্ব্বাংশে পরিপাটী। সর্ব্ব অঙ্গ, কর্ম্মধা; তদ্দ্বারা বা তাহাতে সুন্দর, ৩য়া বা ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রী।

সর্ব্বা(র্বা)ঙ্গীণ—সকল-অবয়বীয়, সকল-অঙ্গসম্বন্ধীয়; সর্ব্বাঙ্গব্যাপক; সকল অবয়বের হিতকারী; সম্পূর্ণ, নিখুঁত। সর্ব্বাঙ্গ + ঈন ব্যাপ্ত্যাদ্যর্থে। বিণ।

সর্ব্বা(র্বা)ণী—ভবানী, দুর্গা। সর্ব্ব (শিব) + ঈপ্ (অনুক্-আগম)। বি; স্ত্রী।

সর্ব্বা(র্বা)ধিকারী (-কারিন্)—যাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে এরূপ, মন্ত্রী প্রভৃতি; কায়স্থের উপাধিবিশেষ। সর্ব্ব যে অধিকার, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

সর্ব্বা(র্বা)নুভূ—সকলের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর। উপতৎ; সর্ব্ব—অনু—ভূ + কিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সর্ব্বা(র্বা)পেক্ষা-ন্যায়—ন্যায়বিশেষ

[অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মধ্যে একজন আগে আসিলে তাহাকে আহার দেওয়া যায় না, সকলের আগমন অপেক্ষা করিতে হয়। এইরূপ যুক্তিপ্রদর্শন এই ন্যায়ের বিষয়বস্তু]। সর্ব্বের অপেক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সর্ব্বা(র্বা)র্থসাধিকা—১। দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। সকল প্রয়োজন সম্পাদনকারিণী। সর্ব্ব অর্থ, কর্ম্মধা; সর্ব্বার্থের সাধিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্বা(র্বা)র্থসিদ্ধ—১। বুদ্ধ। বি; পুং। ২। সকল-প্রয়োজনসিদ্ধিযুক্ত। সর্ব্বার্থ সিদ্ধ যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

সর্ব্বা(র্বা)শী (-শিন্)—১। অগ্নি। বি; পুং। ২। সমস্ত-ভক্ষণকারী। উপতৎ; সর্ব্ব—অশ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শিনী।

সর্ব্বে(র্বে)শ্বর—১। শিব, শঙ্কর, মহাদেব; সার্ব্বভৌম, সকলের রাজা। বি; পুং। ২। সকলের প্রভু। সর্ব্বের ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রী।

সর্ব্বে(র্বে)সর্ব্বা(র্বা)—সকলের উপরিতন কর্ত্তা; ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সমর্থ। বাং প্র। বিণ।

সর্ব্বো(র্বো)ত্তম—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সবচেয়ে ভাল। সর্ব্বমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বিণ।

সর্ব্বো(র্বো)ত্তর—সকলের অপেক্ষা অধিক; সর্ব্বপ্রধান। সর্ব্ব হইতে উত্তর (অধিক), ৫মীতৎ। বিণ।

সর্ব্বো(র্বো)পরি—সকলের উপর। ৬ষ্ঠীতৎ। অব্য।

সর্ব্বৌ(র্বৌ)ষধি—কুষ্ঠ মাংসী হরিদ্রা বচা শৈলেয় চন্দন চম্পক মুরা কর্পূর মুস্তা—এই কয়টি। সর্ব্ব ওষধি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সর্ষপ—শস্যবিশেষ, সরিষা; বিষবিশেষ; ষড়্‌লিখ্যাপরিমাণ। সৃ+অপ, অপাবা (স্‌-আগম)। বি; পুং।

সল—শ্লথ, ঢিলে; সহজ। আর্বী 'সহল'-শব্দজ। বিণ বা বি।

সলজ্জ—সব্রীড়, লজ্জাযুক্ত। লজ্জার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সলা—পরামর্শ। আর্বী 'সলাহ্'-শব্দজ। বি।

সলাজ—লজ্জাযুক্ত। বহুব্রী (<সলজ্জ)। বিণ।

সলিতা—প্রদীপের বর্ত্তিকা, পলুতে। বাং প্র। বি।

সলিল—বারি, অম্বু, জল। সল্ (গমন করা)+ইলচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

সলিলকুন্তল—শৈবাল, শেওলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সলিলক্রিয়া—তর্পণাদি; জলদ্বারা চিতা ধৌতকরণ। সলিল দ্বারা ক্রিয়া (কার্য্য), ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

সলিলজ—১। জলজ, পদ্ম। বি; ক্লীব। ২। জলজাত। উপতৎ; সলিল—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ। [বি; পুং।

সলিলনিধি—জলনিধি, সমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ।

সলিলসমাধি—জলে ডুবিয়া বিনাশ। ৭মীতৎ। বি; পুং।

সলিলাশয়—জলাশয়। সলিল (জলের) আশয় (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সলীল—লীলাযুক্ত, ক্রীড়াকারী; কৌতুকী, কৌতূহলী; ভঙ্গীসহিত। লীলার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সলমা—ডাকসাজের চুমকি। আর্বী 'সলম'-শব্দজ। বি।

সল্লকী—সজারু পশু; বাব্‌লা গাছ। সৎ—লক্+অচ্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সশঙ্ক—শঙ্কাযুক্ত, চকিত, ভীত, ত্রস্ত। শঙ্কার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সশঙ্কে।

সশঙ্কচিত্ত—১। ভয়যুক্ত মন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার মনে ভয় আছে এমন, বহুব্রী। বিণ।

সশঙ্কিত—শঙ্কাযুক্ত। অশুদ্ধ প্রঃ। বিণ।

সশব্দে—শব্দ করিয়া। শব্দের সহিত বর্ত্তমান যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সশরীরে—স্বয়ং; মূর্ত্তিধারণ করিয়া। শরীরের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সশল্য—কণ্টকবিদ্ধ; শেলবিদ্ধ; কষ্টদায়ক, পীড়াদায়ক; দুষ্কর। শল্যের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সশস্ত্র—শস্ত্রধারী, যাহার হাতে শস্ত্র রহিয়াছে এমন। শস্ত্রের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সসংজ্ঞ—নামযুক্ত; চেতনাযুক্ত। সংজ্ঞার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সসজ্জ—সজ্জিত, সজ্জাযুক্ত। সজ্জার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সসত্ত্ব—প্রাণিযুক্ত। সত্ত্বের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। [বিণ; স্ত্রী।

সসত্ত্বা—গর্ভবতী, গর্ভিণী। সসত্ত্ব+আপ্।

সসম্ভ্রম—গৌরবযুক্ত; ত্বরান্বিত, দ্রুত; সম্মানসূচক-ভাবযুক্ত। সম্ভ্রমের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সসম্ভ্রমে।

সসম্মান—সম্মানসূচক-ভাবযুক্ত। সম্মানের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সসম্মানে—সম্মানের সহিত, সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক। সম্মানের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সসাগরা—সমুদ্রসমেতা, সাগরপরিবেষ্টিতা ('—পৃথিবী')। সাগরের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সসীম—সীমাযুক্ত। সীমার সহ বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সসেমিরা—সঙ্কটজনক অবস্থা; কঠিন সমস্যা বাহ্যশূন্যজ্ঞানশূন্যতা। [কালিদাসের গল্প হইতে—বিশ্বাসঘাতক রাজপুত্র বন্ধু ভল্লুককে ব্যাঘ্রমুখে ফেলিতে চাহিলে, ভল্লুক 'সসেমিরা' বলিয়া তাঁহার গণ্ডে চপেটাঘাত করে। কালিদাস চারিটি অক্ষর চারি চরণের আদ্য অক্ষর করিয়া একটি শ্লোক রচনা করেন]। বি।

সসৈন্য—সেনাসমন্বিত, সৈন্যযুক্ত। সৈন্যের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সসৈন্যে।

সসৌষ্ঠব—বেগগামী, সত্বর; অতিসুন্দর। সৌষ্ঠবের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সস্তা—সুলভ, যাহার দাম কম এমন। ফার্সী 'সস্ত্' (শ্লথ)-শব্দজ। বিণ।

সস্ত্রীক—স্ত্রীসহিত, সপত্নীক, ভার্য্যার সহ। স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

সস্নেহ—স্নেহযুক্ত; বাৎসল্যযুক্ত। স্নেহের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সস্নেহে।

সস্পৃহ—অভিলাষপূর্ণ; স্পৃহাযুক্ত, ইচ্ছুক, লোভী। স্পৃহার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সস্মিত—ঈষৎ হাস্যযুক্ত, সহাস্য। স্মিতের (ঈষৎ হাস্যের) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সহ—১। সহিত; সাহিত্য; সাকল্য; সাদৃশ্য; বিদ্যমানতা; সমৃদ্ধি; সম্বন্ধ। অব্য। ২। বল, শক্তি। সহ্ (সহ্য করা)+অচ্ করণবা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। সহায়; সহিষ্ণু; সমর্থ। সহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

সহকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—সহায়, সাহায্যকারী। সহ (সহিত) কর্ম্ম (কর্ম্মন্) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সহকর্ম্মী (-র্ম্মিন্), **-কর্ম্মী**—একত্র কার্য্যকারী (colleague). সুপ্‌সুপা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—কর্ম্মিণী।

সহকার—১। সহায়তা, সাহায্য। সহ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাববা। ২। সুগন্ধ আম্রবৃক্ষ। সহ (যুগপৎ)—কৄ (বিক্ষেপ করা)+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সহকারিতা—সাহায্য, সহকারীর কার্য্য। সহকারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—কারী (-কারিন্)।

সহকারী (-কারিন্)—সহায়, সাহায্যকারী। সহ—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—রিণী। বি,—কারিতা।

সহগমন—সহমরণ, স্বামীর সহিত চিতাগ্নিতে স্ত্রীর শরীর বিসর্জ্জন; সঙ্গে গমন। সহ্—গম্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সহগামী (-গামিন্)—সঙ্গী; অনুবর্ত্তী; সঙ্গে গমনকারী। উপতৎ; সহ—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গামিনী।

সহচর—অনুচর, সঙ্গী; বয়স্য, বন্ধু, সখা; জামিন, প্রতিভূ। সহ—চর্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –রী।

সহচরী—সখী, সঙ্গিনী; পত্নী, ভার্য্যা; গীতঝিন্টী। সহচর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সহচারী (-চারিন্)—সঙ্গী। সহ—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –রিণী।

সহজ—১। জন্মগত; স্বাভাবিক; সুলভ; অনায়াসসিদ্ধ; অকৃত্রিম; সহজাত; প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক। বিণ। ২। সহোদর, এক জননীর গর্ভোৎপন্ন ভ্রাতা; স্বভাব; (জ্যোতিষ) জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয় স্থান। উপতৎ; সহ—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। যাহা কঠিন নহে এমন, সুকর। বাং প্র। বিণ।

সহজই, সহজহি—সহজেই; স্বভাবতঃ। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ; অব্য।

সহজজ্ঞান, -প্রবৃত্তি—জন্মগতবোধ (instinct). কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

সহজবিশ্বাস—স্বাভাবিক ধারণা; অল্প আয়াসে জাত বিশ্বাস। কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ, –বিশ্বাসী।

সহজমিত্র—স্বাভাবিক সুহৃৎ; ভাগিনেয়, পিসতুত ভাই প্রভৃতি [ইহারা বিষয়ের অংশী নয় বলিয়া স্বাভাবিক মিত্র]। সহজ মিত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সহজলব্ধ—অনায়াসে প্রাপ্ত। সহজে লব্ধ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

সহজশত্রু—স্বাভাবিক শত্রু [বৈমাত্রেয়, পিতৃব্য ও তাহার পুত্রাদি; ইহারা পৈতৃক ধনের অংশী, সুতরাং জন্মের সঙ্গেই ইহাদিগের শত্রুভাব উৎপন্ন হয়]। সহজ শত্রু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সহজাত—একই সময়ে উৎপন্ন। সুপ্‌সুপা। বিণ। [বি।

সহজিয়া—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিশেষ। বাং প্র।

সহজেতর—অস্বাভাবিক, অলৌকিক। সহজ হইতে ইতর, ৫মীতৎ। বিণ।

সহদেব—মাদ্রীর গর্ভজাত পাণ্ডুর কনিষ্ঠ পুত্র। দেবের (ক্রীড়ার, বা দেবতাদের) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বি; পুং।

সহধর্ম্মি(র্মি)ণী—স্ত্রী, ভার্য্যা, ভর্ত্তার সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিণী। সহ (সমান) ধর্ম্ম, সুপ্‌সুপা; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সহন—১। সহিষ্ণু। সহ্+অন কর্তৃবা। বিণ। ২। সহ্য করা, ক্ষমা; প্রতীক্ষা। সহ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—সহনীয়।

সহনীয়—সহ্য করিবার যোগ্য। সহ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—সহন।

সহপাঠী (-পাঠিন্)—এক বিদ্যালয়ে বা এক গুরুর নিকট এক শ্রেণীতে বা একত্র অধ্যয়নকারী। উপতৎ; সহ্—পঠ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –পাঠিনী।

সহবৎ—সঙ্গ; সঙ্গজনিত শিক্ষা। আরবী 'সুহ্‌বৎ'-শব্দজ। বি। [বি।

সহবতী—সঙ্গী। সহবৎ+ঈ। প্রাঃ কবিপ্র।

সহবাস—একত্র অবস্থিতি, একসঙ্গে বাস; স্ত্রীপুরুষের যোগ, সম্ভোগ। সহ—বস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সহভাবী (-ভাবিন্)—সহায়, আনুকুল্যকারী; সহোদর, সোদর; সহচর; একসঙ্গে উৎপন্ন বা বর্ত্তমান। সহ (সহিত)—ভূ (হওয়া)+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ।

সহমরণ—অনুমরণ, মৃত পতির সহিত মরণ, মৃত স্বামীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় অধিরোহণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ। সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

সহমৃতা—যে স্ত্রী মৃত স্বামীর চিতায় প্রাণত্যাগ করে সে। সহ (সহিত) মৃতা, সুপ্‌সুপা। বিণ; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

সহযাত্রা—একসঙ্গে প্রস্থান। সুপ্‌সুপা।

সহযাত্রী (-যাত্রিন্)—একসঙ্গে গমনকারী। সহ যাত্রী, সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী, –যাত্রিণী।

সহযায়ী (-যায়িন্)—একত্র গমনকারী, যাহারা মিলিত হইয়া গমন করে এমন। উপতৎ; সহ—যা (যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—যায়িনী।

সহযোগ—সংযোগ। সহ্—যুজ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

সহযোগিতা—একসঙ্গে কার্য্যকরণ; সহকারিতা। সহযোগিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, –যোগী (-যোগিন্)।

সহযোগী (-যোগিন্)—সাহায্যকারী; একসঙ্গে কার্য্যকারী। সহযোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –যোগিনী। বি, –যোগিতা।

সহর—নগর। ফার্সী। বি। বিণ—সহুরে।

সহরবাসী (-বাসিন্)—সহরে অবস্থানকারী, নগরবাসী। উপতৎ; সহর—বস্+ণিন্ কর্তৃবা (নগরবাসীর অনুকরণে গঠিত)। বিণ। স্ত্রী,—বাসিনী।

সহর্ষ—হৃষ্ট, হর্ষযুক্ত, আহ্লাদিত। হর্ষের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। [ক্রি-বিণ।

সহলে—আলগা বা লঘুভাবে; ধীরে, আস্তে।

সহসা—হঠাৎ, অকস্মাৎ; শীঘ্র। সহ+অসা ভাববা। অব্য।

সহস্র—হাজার, দশশত সংখ্যা; ১০০০-সংখ্যক। সহ (সমান)—হস্+র কর্তৃবা। বি বা বিণ; ক্লীব।

সহস্রকর, -কিরণ—সূর্য্য, সহস্রাংশু। সহস্র কর, কিরণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সহস্রতম—হাজার সংখ্যার পূরক। সহস্র+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, –মী।

সহস্রধা—সহস্রবার; সহস্রপ্রকার। সহস্র+ধাচ্ প্রকারার্থে। অব্য।

সহস্রনয়ন, সহস্রনেত্র—ইন্দ্র। সহস্র নয়ন, নেত্র যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সহস্রপাৎ (-পাদ), সহস্রপাদ—শ্রীবিষ্ণু; সূর্য্য, ব্রহ্মা, জগদীশ্বর। সহস্র পাদ (চরণ বা রশ্মি) যাঁহার, বহুব্রী (পাদ-স্থানে বিকল্পে পাদ্)। বি; পুং।

সহস্রবাহু, -ভুজ—বিষ্ণু; কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। সহস্র বাহু, ভুজ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সহস্রভুজা—মহিষাসুর-মর্দ্দিনী দেবী। সহস্র ভুজ যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

সহস্ররশ্মি, সহস্রাংশু—সূর্য্য। সহস্র রশ্মি, অংশু (কিরণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। [যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সহস্রলোচন—ইন্দ্র। সহস্র লোচন

সহস্রাংশু—'সহস্ররশ্মি' দ্রঃ।

সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র; বিষ্ণু। সহস্র অক্ষি (চক্ষুঃ) যাঁহার, বহুব্রী+ষচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

সহস্রাধিক—হাজারের বেশী। সহস্র হইতে অধিক, ৫মীতৎ। বিণ।

সহস্রার—শিরোমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীস্থিত সহস্রদলপদ্ম। সহস্র অর (দল) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

সহস্রী (-স্রিন্)—সহস্রপতি; সহস্রবিশিষ্ট; হাজার সৈন্যের নায়ক। সহস্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –স্রিণী।

সহা—১। পৃথিবী; মুসব্বর গাছ; সিম্বী-বিশেষ, মুদ্গপর্ণী; ঔষধবিশেষ; নখী; দণ্ডোৎপলা; শুক্লযব। বি; স্ত্রী। ২। সহনকারিণী। সহ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। সহ্য করা; সহ্য হওয়া। বাং ক্রি। ৪। যাহা সহ্য হয় এমন। বাং প্র। বিণ। ৫। সংগ্রহ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সহাধ্যায়ী (-য়িন্)—সহপাঠী, একই সময়ে এক গুরুর শিষ্য। সহ (সহিত)—অধি—ই+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, –য়িনী।

সহান—সহ্য করান। বাং ক্রি।

সহানুভূতি—অন্যের সুখদুঃখাদিতে তাদৃশ সুখদুঃখাদির অনুভব। সহ অনুভূতি, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

সহায়—১। সাহায্যকারী, যে আনুকূল্য করে এমন, সুহকারী। বিণ। ২। সহচর। সহ (সহিত)—ই+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সহায়ক—সাহায্যকারী, পরিপোষক। সহ—ই+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –য়িকা।

সহায়তা—সাহায্য, আনুকূল্য। সহায়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সহায়।

সহাস, সহাস্য—হাস্যযুক্ত। হাসের, হাস্যের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সহাস্যবদন—১। হাসিমাখা মুখ। কর্ম্মধা।

বি ; ক্লীব। ২। হাসিমাথামুখযুক্ত। বহুব্রী। বিণ।

সহি—১। সহ করি। কবিপ্র। ক্রি। ২। সখী। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। দস্তখৎ। আর্বী। বি। ৪। অনুযায়ী; সমান; প্রমিত; সম্মতি। ফার্সী। অব্য।

সহিত—১। সমন্বিত; সংযুক্ত। সম্—ধা+ক্ত কর্ম্মবা। ২। হিতকর, ইষ্টসাধক। সম্ (সম্যক্) হিত যাহা হইতে, বহুব্রী (হিত-শব্দ পরে সম্-শব্দের মকারের বিকল্পে লোপ; পক্ষে সংহিত)। বিণ।

সহিষ্ণু—সহনশীল, ক্ষমাবান্; প্রতীক্ষাশীল। সহ+ইষ্ণু কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। বি,—তা।

সহিষ্ণুতা—ক্ষমা, সহনশীলতা; প্রতীক্ষা। সহিষ্ণু+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সহিষ্ণু।

সহিস—অশ্বপাল, ঘোড়ার পরিচারক। ফার্সী 'সাইস'-শব্দজ। বি।

সহুব—সহিবে ("সো নাহি সহব হি হামার পরাণ"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সহুরে—সহরবাসী। সহর্+এ (<ইয়া) নিবাসার্থে। বিণ।

সহৃদয়—দয়ালু; প্রশস্তচিত্ত; সদন্তঃকরণ; সামাজিক, রসজ্ঞ; বিদ্বান্। হৃদয়ের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সহোক্তি—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ [ইহা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রকারভেদ মাত্র। সহার্থক শব্দের বলে এক বস্তু উভয়ের বাচক হইলে এই অলঙ্কার হয়। এই স্থলে যে অতিশয়োক্তি হয়, তাহা ভেদসত্ত্বেও অভেদ কল্পনা দ্বারা অথবা কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্য বিপর্য্যয়দ্বারা সংঘটিত হয়। এই অভেদ কল্পনা আবার শ্লেষমূলক বা অশ্লেষমূলক হইতে পারে। যথা—"ধৈরয লাজ মান সঞে ভাগল।"—গোবিন্দদাস]। সহ উক্তি, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

সহোঢ়—১। অজ্ঞাতগর্ভা পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভ। ঊঢ়ার (পরিণীতার) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। ২। অপহৃত দ্রব্য সহিত ধৃত তস্কর। ঊঢ়ের (অপহৃত দ্রব্যের) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বি; পুং।

সহোঢ়জ—অজ্ঞাতগর্ভা পরিণীতার সন্তান। উপতৎ; সহোঢ়—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

সহোদর—এক মাতার গর্ভজাত ভ্রাতা। সহ (সমান) উদর (মাতৃগর্ভ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। স্ত্রী—সহোদরা।

সহ্য—১। সহনীয়, সহনযোগ্য; উপযুক্ত; সমান; প্রচুর; মিষ্ট; মনোজ্ঞ; শক্ত, সমর্থ। সহ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। **সহ্য হওয়া**—সহিয়া যাওয়া। **সহ্য করা**—সহা, বরদাস্ত করা। ২। ভারতবর্ষের পর্ব্বতবিশেষ, পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উত্তরাংশ। সহ্+যৎ কর্তৃবা। বি; পুং।

সা—১। লক্ষ্মী; গৌরী; শান্তি; স্ত্রী। সো+ড কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সঙ্গীতে ষড়্‌জ-শব্দের সংক্ষেপ। ৩। বণিগ্‌জাতির উপাধিবিশেষ। 'সাহা'-শব্দের সংক্ষেপ। ৪। বাদসাহ; মুসলমান ফকির। 'শাহ্'-শব্দজ। বি।

সাইকেল—দ্বিচক্রযান। ইং cycle. বি।

সাইৎ—যোগাড়; অবকাশ; সুবিধা; আত্মসাৎকরণ। বাং প্র। বি।

সাউ—বৈশ্যজাতিবিশেষ। 'সাধু'-শব্দজ। বি।

সাউকার—বণিক্; মাতব্বর; সাধু। বাং প্র। বি।

সাউখড়—দাতা; দেনাশোধ সম্বন্ধে যাহার কথার ঠিক থাকে এমন। বাং প্র। বিণ।

সাংক্রামিক—সংক্রমণশীল, যাহার সংক্রমণ হয় এমন; ব্যাপক। সংক্রম+ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মিকী।

সাংখ্য—'সাঙ্খ্য' দ্রঃ।

সাংগ্রামিক—১। যুদ্ধোপযোগী; যুদ্ধসম্বন্ধীয়; যুদ্ধনিপুণ, রণদক্ষ। সংগ্রাম (যুদ্ধ)+ইক প্রয়োজনার্থে। বিণ। স্ত্রী,—মিকী। ২। সেনাপতি। সংগ্রাম+ইক নেতা অর্থে। বি; পুং।

সাংঘাতিক—'সাঙ্ঘাতিক' দ্রঃ।

সাংবৎসরিক—সংবৎসর-সম্বন্ধীয়, বার্ষিক; প্রতিবর্ষকর্ত্তব্য ('—শ্রাদ্ধ')। সংবৎসর (বর্ষ)+ইক ভবার্থে, কর্ত্তব্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সাংবাদিক—সংবাদদাতা; সংবাদসম্বন্ধীয়। সংবাদ (বাদানুবাদ, খবর)+ইক আছে অর্থে, সামর্থ্যার্থে। বি; পুং।

সাংসারিক—সংসারসম্বন্ধীয়; সংসারোপযোগী। সংসার+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি,—তা।

সাংসারিকতা—সংসারের প্রতি আসক্তি। সাংসারিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সাংসিদ্ধিক—স্বভাবসিদ্ধ। সংসিদ্ধি (স্বভাবসিদ্ধি)+ইক নির্বৃত্তার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সাংস্থানিক—একদেশীয়, একদেশস্থ। সম্ (সঙ্গত) স্থান, প্রাদি; সংস্থান+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সাঁ, সাঁই—দ্রুত চলনের অব্যক্ত অনুকরণশব্দ। বাং প্র। অব্য।

সাঁইত্রিশ—৩৭, সপ্তত্রিংশৎ; ৩৭-সংখ্যক। 'সপ্তত্রিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

সাঁওতাল—সাঁওতাল পরগণার আদিম অধিবাসী; অসভ্য জাতিবিশেষ। হিন্দীমূলক। বি।

সাঁকো—সেতু, পুল। 'সংক্রম'-শব্দজ। বি।

সাঁচ্চা—১। যথার্থ; সত্য; অকৃত্রিম। হিন্দী। বিণ। ২। লুকান; আহরণ করা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সাঁজ—'সাঁঝ' দ্রঃ।

সাঁজসেঁজুতি—বালিকাদের সন্ধ্যাকালে করণীয় ব্রতবিশেষ। বাং প্র। বি।

সাঁজা—দই জমাইবার জন্য সঞ্চিত অম্ল, দম্বল। 'সন্ধান'-শব্দজ। বি।

সাঁজাল—গরু ঘোড়া প্রভৃতির মশার উপদ্রব-নিবারণ জন্য ঘুঁটে পোড়াইয়া যে ধূম উৎপন্ন করা হয় তাহা। বাং প্র। বি।

সাঁজো, সাঁজা—টাট্‌কা। বাং প্র। বিণ।

সাঁজোয়া—বর্ম্ম, অস্ত্রনিবারণার্থ কবচ। 'সংযোগ'-শব্দজ। বি।

সাঁঝ, সাঁজ—সন্ধ্যাকাল। 'সন্ধ্যা'-শব্দজ। [বি।

সাঁঝক—সাঁঝের। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সাঁঝবাতি—সন্ধ্যার পর লোকচলাচল-নিয়ামক আইন (curfew order). সাঁঝের বাতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

সাঁট, সাট—সংক্ষেপ; সঙ্কেত, ইসারা। [বাং প্র। বি।

সাঁটা—আঁটা, লাগান। বাং ক্রি।

সাঁড়ক—চওড়া পাতলা বাকারি। প্রাদে। বি।

সাঁতরান—সন্তরণ করা। 'সম্-তৃ'-ধাতুজ। [বি।

সাঁতলান—তরকারী মাছ প্রভৃতিতে মসলা-বাটা দিবার পূর্ব্বে তৈলে ঈষৎ ভাজিয়া লওয়া। বাং ক্রি।

সাঁড়াশী—লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ; বড় চিমটা। 'সন্দংশিকা'-শব্দজ। বি।

সাঁতার—জলোপরি ভাসন। 'সন্তরণ'-শব্দজ। বি।

সাঁতারু—সন্তরণকারী। সাঁতার+উ নিপুণ অর্থে বা কর্ত্তা অর্থে। বিণ।

সাঁধা, সাঁধান—ঢুকা, প্রবেশ করা। প্রাদে। ক্রি।

সাঁস—ফল প্রভৃতির শস্য। 'শস্য'-শব্দজ। [বি।

সাকল্য—১। সমুদায়; সম্পূর্ণতা। সকল+ষ্যঞ্ ভাবে। ২। হোমার্থ মিশ্রিত তিলাদি দ্রব্য। সকল+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

সাকার—আকৃতিবিশিষ্ট, যাহার আকার আছে এরূপ। আকারের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সাকারবাদ—ঈশ্বরের মূর্ত্তি আছে বা উপাসনায় মূর্ত্তি-কল্পনার প্রয়োজন আছে এইরূপ মত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সাকারবাদী (-দিন্)—সাকারোপাসক, যে ঈশ্বরের মূর্ত্তি বা কোন আকৃতি কল্পনার সমর্থক। উপতৎ; সাকার—বদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। বি,—বাদ।

সাকারোপাসক—প্রতিমাপূজক; ঈশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনাপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনাকারী। সাকারের উপাসক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—সিকা।

সাকারোপাসনা—প্রতিমা-পূজা। সাকারের উপাসনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
সাকিন, সাকিম—নিবাসস্থান, ঠিকানা। আর্বী। বি।
সাকী—মদ্য পরিবেষণকারী। আর্বী। বি।
সাক্ষর—অক্ষরযুক্ত; বিদ্বান্। বহুব্রী। বিণ।
সাক্ষাৎ—১। প্রত্যক্ষীভূত; সম্মুখ, প্রত্যক্ষ; মূর্ত্তিমান্; তুল্য, সদৃশ; স্বয়ং। সাক্ষ—অত্+কিপ্ কর্ত্তৃবা। অব্য। ২। দেখা; সমক্ষ। বাং প্র। বি।
সাক্ষাৎকার—প্রত্যক্ষ করা; দেখা করা। সাক্ষাৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
সাক্ষাৎকারী (-কারিন্)—যে দেখা করিতে আসে এমন। সাক্ষাৎ—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।
সাক্ষাৎসম্বন্ধ—বাহ্যসম্বন্ধ; প্রত্যক্ষসম্বন্ধ। সুপ্‌সুপা। বি; পুং।
সাক্ষি—সাক্ষ্য। 'সাক্ষিন্'-শব্দজ। বি।
সাক্ষিসাবুদ—সাক্ষী এবং তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য; সাক্ষীর কথা এবং অন্যান্য প্রমাণ। বাং প্র। বি।
সাক্ষী (সাক্ষিন্)—প্রত্যক্ষদর্শী, স্বয়ংদ্রষ্টা; উপদেষ্টা; বৃত্তান্তজ্ঞ। সাক্ষাৎ+ইন্ দ্রষ্টা অর্থে (নিপা)। বি; পুং, বা বিণ। **সাক্ষী মানা**—'আমি যাহা বলিতেছি সেই বিষয়ে অমুক সাক্ষী' এই কথা বলা। **সাক্ষীগোপাল**—পুরীধামের নিকটস্থ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহবিশেষ; পুরীর নিকটস্থ স্থানবিশেষ; (ব্যঙ্গার্থে) নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত ব্যক্তি।
সাক্ষ্য—সাক্ষীর কর্ম্ম, প্রমাণ দেওয়া। সাক্ষিন্+ষ্যঞ্ ভাবে বা কর্ম্মার্থে। বি; ক্লীব।
সাখী—সাক্ষী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
সাগর—সমুদ্র; দশপদ্ম সংখ্যা। সগর+অণ্ সম্বন্ধার্থে বা নিবৃত্তার্থে। বি; পুং। [সাগর সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ কথিত আছে,—সগর রাজা ইন্দ্রত্ব লাভের আশায় শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব উন্মোচিত করিলে তাঁহার ষষ্টি-সহস্র পুত্র ঐ অশ্বের রক্ষী হইয়া গমন করেন। এদিকে ইন্দ্র পথিমধ্যে ঐ অশ্ব অপহরণ করতঃ পাতালে মহর্ষি কপিলের নিকটে বাঁধিয়া রাখিয়া আসেন। তখন সগর-পুত্রগণ সর্ব্বস্থানে অন্বেষণ করিয়া শেষে পৃথিবী খননপূর্ব্বক পাতালে গিয়া অশ্বের দর্শন পান এবং মহর্ষি কপিলকে অশ্ব-চোর-জ্ঞানে উৎপীড়ন করিতে গিয়া তাঁহার শাপে ভস্মীভূত হন। পরে তাঁহাদের কৃত সেই খাত জলপূর্ণ হইয়া 'সাগর' নাম ধারণ করিয়াছে।]
সাগরগর্ভ(র্ত্ত)—সমুদ্রের ভিতর ভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সাগরগামিনী—নদী, সরিৎ। উপতৎ; সাগর—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
সাগরনেমি, সাগরমেখলা, সাগরাম্বরা—পৃথিবী। সাগর নেমি (চক্রের প্রান্ত, বেড়), মেখলা (কটিবন্ধ), অম্বর (বস্ত্র) যাঁহার তিনি, বহুব্রী; ২য় ও ৩য় পক্ষে আপ্। বি; স্ত্রী।
সাগরশাখা—স্থলভাগে প্রবিষ্ট সঙ্কীর্ণ সাগরাংশ; সমুদ্রের খাড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
সাগরাম্বরা—'সাগরনেমি' দ্রঃ।
সাগরালয়—বরুণ, জলাধিপতি। সাগর আলয় যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
সাগরিক—সাগরজাত; সমুদ্রসংক্রান্ত। সাগর+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ।
সাগরেদ—চেলা, শিষ্য। ফার্সী 'সাগির্দ্'-শব্দজ। বি।
সাগরেদি—সাগরেদের কাজ। সাগরেদ+ই কর্ম্মার্থে। বি।
সাগরোত্থ—সমুদ্রলবণ। সাগর (সমুদ্র)—উৎ—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।
সাগু—সাবু, বৃক্ষজাত খাদ্যবিশেষ, রোগীর পথ্যবিশেষ। মালয়ী শব্দ। বি।
সাগ্নিক—যে ব্যক্তি সতত যাগশীল ও যাহার যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না এমন; অগ্নিহোত্রী দ্বিজ। অগ্নির সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি; পুং, বা বিণ।
সাঙন, সাঙর—শ্রাবণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
সাঙরি, সোঙরি—স্মরণ করিয়া; স্মরণ করি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
সাঙলা—শ্যামলা; শ্যামবর্ণা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।
সাঙলি, সাঙলী—১। শ্যামলী; কৃষ্ণবর্ণা। বিণ। ২। শ্যামবর্ণা গাভী। কবিপ্র। বি।
সাঙ্কর্য্য(র্য)—মিশ্রণ, মিলন; সঙ্করত্ব। সঙ্কর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
সাঙ্কে(ংকে)তিক—১। সঙ্কেতকারক। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অঙ্ক কষিবার প্রক্রিয়াবিশেষ (practice). সঙ্কেত+ইক সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।
সাঙ্খ্য(ংখ্য)—কপিলমুনি-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র [ইহাতে প্রকৃতি, বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার, সূক্ষ্ম-পঞ্চভূত, স্থূলপঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই চতুর্ব্বিংশতি এবং পুরুষ সহিত পঞ্চবিংশতি পদার্থ কল্পিত হইয়াছে]। সংখ্যা (সম্যক্‌জ্ঞান)+অণ্ আছে অর্থে। বি; ক্লীব।
সাঙ্গ—অঙ্গযুক্ত, সম্পূর্ণ (তাহা হইতে) সমাপ্ত; যাহার সমুদয় অঙ্গ সম্পূর্ণ—কোন অঙ্গই বিকল হয় নাই এমন। অঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা,—ঙ্গী।
সাঙ্গতা—পরিপূর্ণতা; সমাপ্তি। সাঙ্গ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।
সাঙ্গা—১। অঙ্গযুক্তা। সাঙ্গ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ। 'সঙ্গ'-শব্দজ। ৩। বাঁশের আলনা। বাং প্র। বি।
সাঙ্গা(ংগা)ত, সাঙ্গা(ংগা)তি, সাঙাৎ, সেঙ্গাত, সেঙাত—সখা, মিত্র। প্রাদে। বি।
সাঙ্গোপাঙ্গ—১। সদলবল। অঙ্গ ও উপাঙ্গ, দ্বন্দ্ব; অঙ্গোপাঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ২। দলবল; অনুবর্ত্তিগণ। বাং প্র। বি।
সাঙ্ঘা(ংঘা)তিক—১। মারাত্মক, প্রাণনাশক; ভীষণ, ভয়ানক। সঙ্ঘাত+ইক হিতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। ২। যে সকল ক্ষুদ্র ঝিনুক একত্র সংশ্লিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকারে থাকে তাহা; সাম্নানামক ঝিনুক। সঙ্ঘাত+ইক আছে অর্থে। বি; পুং।
সাচিব্য—মন্ত্রিত্ব; সাহায্য, সহায়তা। সচিব (মন্ত্রী)+ষ্যঞ্ কার্য্য অর্থে। বি; ক্লীব।
সাচ্চা—সাঁচ্চা (তাহা দ্রঃ)।
সাজ—১। বেশ, ভূষণদ্রব্য; অস্ত্রশস্ত্রাদি সরঞ্জাম। 'সজ্জা'-শব্দজ। বি। ২। সজ্জিত হও; শোভা পায়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
সাজগোজ—পোশাক পরিচ্ছদ; পোশাক পরিধান। বাং প্র। বি।
সাজঘর—থিয়েটার বা যাত্রার অভিনেতৃদিগের সাজিবার ঘর (green-room). 'সজ্জাগৃহ'-শব্দজ। বি।
সাজশ—খারাপ কাজে সাহায্য ('যোগ—')। 'সাজিশ'-শব্দজ। বি।
সাজ-সরঞ্জাম—বিবিধ উপকরণ; সাজ-পোশাক; কোন কার্য্যের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণসমূহ। দ্বন্দ্ব। বি।
সাজা—১। দধি প্রস্তুত করিবার অম্ল, দম্বল। 'সন্ধান'-শব্দজ। বি। ২। সজ্জিত হওয়া বা করা; মানান; শোভা পাওয়া। বাং ক্রি। **তামাক সাজা**—কলিকাতে তামাক আগুন প্রভৃতি দিয়া তাহা সেবনোপযোগী করা।
সাজাত্য—সজাতীয়তা; একধর্ম্মাক্রান্ততা; একবিধতা। সজাতি+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
সাজান—বিন্যস্ত করা; সজ্জিত করা; (তামাক) সেবনোপযোগী করিয়া কলিকাতে রাখা। বাং ক্রি।
সাজি—১। পুষ্পচয়ন-পাত্র, ফুল তুলিয়া যাহাতে রাখা হয় তাহা। বাং প্র। বি। ২। সজ্জিত হইয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।
সাজিমাটি—বস্ত্রাদি-পরিষ্কারক একপ্রকার মাটি। 'সর্জিকা'-শব্দজ। বি।
সাজোয়াল—তহশীলদার। হিন্দীমূলক। বি।
সাট—সংক্ষেপ, স্বল্পতা; পর পর সামঞ্জস্য; মিল; গুপ্ত মন্ত্রণা। বাং প্র। বি।
সাটিন—একপ্রকার রেশমী কাপড়। ফরাসী-মূলক। বি।
সাটী—পরিবার শাড়ী। 'শাটী'-শব্দজ। বি।

সাড়—স্পন্দন, চৈতন্য। 'সাড়া'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।
সাড়ম্বর—জাঁকাল, জাঁকজমকযুক্ত। আড়ম্বরের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সাড়া—শব্দ, উত্তর; চেতনা; ঠার; বাক্য; ডাক; কোলাহল, হাঁকডাক। বাং প্র। বি।
সাড়াশব্দ—উত্তর এবং শব্দ; কোন প্রকার শব্দ; উচ্চবাচ্য। দ্বন্দ্ব। বি।
সাড়ী—স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র। 'শাটী'-শব্দজ। বি।
সাড়ে—অর্দ্ধের সহিত। 'সার্দ্ধ'-শব্দজ। বিণ।
সাত—১। সংখ্যাবিশেষ, ৭; ৭-সংখ্যক। 'সপ্তন্'-শব্দজ। বি বা বিণ। **সাত কথা শুনান**—গালাগালি অনুযোগ বা দোষারোপ করা। **সাত খুন মাপ**—কাহারও আদরের পাত্র বলিয়া অথবা ক্ষমতা পদবী ইত্যাদির জন্য গুরুতর অন্যায় অপরাধ করিয়াও শাস্তি তিরস্কার ইত্যাদি না পাওয়া। **সাত ঘাটের জল খাওয়ান**—নাকালের একশেষ করা (বালীর লেজে বদ্ধ রাবণের সাত সমুদ্রে জল খাওয়া হইতে)। **সাত জন্মে**—কোন কালেও, জীবনে কখনও। **সাত তাড়াতাড়ি**—অতিশয় দ্রুত। **সাত সমুদ্র তের নদী পার**—রূপকথায় বর্ণিত সাত সমুদ্র ও তের নদী ছাড়াইয়া; বহুদূরবর্ত্তী। **সাতেও নাই পাঁচেও নাই**—কোন সংস্রবে নাই। ২। সহিত। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।
সাতচল্লিশ—সংখ্যাবিশেষ, ৪৭; ৪৭-সংখ্যক। 'সপ্তচত্বারিংশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।
সাতত্য—অবিচ্ছেদ। সতত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।
সাতনর, -নরী—একপ্রকার হার। সাত নর যাহার, বহুব্রী; ২য় পক্ষে কর্ম্মধা+ঈ বিশিষ্টার্থে। বি।
সাতনলা, -নলি—ব্যাধদিগের পাখী মারার যন্ত্রবিশেষ। সাত নল, নলি যাহাতে, বহুব্রী। বি।
সাতপাঁচ—১। নানাবিষয়। বি। ২। বহুবিধ, নানাপ্রকার। দ্বন্দ্ব। বিণ।
সাতপুরুষ—পিতা পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ। কর্ম্মধা। বি; পুং।
সাতষট্টি—সংখ্যাবিশেষ, ৬৭; ৬৭-সংখ্যক। 'সপ্তষষ্টি'-শব্দজ। বি বা বিণ।
সাতা—সাতটি কোঁটাযুক্ত তাস। সাত+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ।
সাতাইশ, সাতাশ—২৭-সংখ্যা; ২৭-সংখ্যক। 'সপ্তবিংশতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।
সাতাইশে, সাতাশে—মাসের সপ্তবিংশতিতম দিবস। সাতাইশ, সাতাশ+এ তারিখ অর্থে। বি।
সাতাত্তর—সংখ্যাবিশেষ, ৭৭; ৭৭-সংখ্যক। 'সপ্তসপ্ততি'-শব্দজ। বি বা বিণ।
সাতানব্বই—৯৭-সংখ্যা; ৯৭-সংখ্যক। 'সপ্তনবতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।
সাতান্ন—৫৭-সংখ্যা; ৫৭-সংখ্যক। 'সপ্তপঞ্চাশৎ'-শব্দজ। বি বা বিণ।
সাতাল—বাহু চাপড়াইয়া আঘাত। 'সপ্ততাল'-শব্দজ। বি।
সাতাশ—'সাতাইশ' দ্রঃ।
সাতাশি, সাতাশী—৮৭-সংখ্যা; ৮৭-সংখ্যক। 'সপ্তাশীতি'-শব্দজ। বি বা বিণ।
সাতাশে—'সাতাইশে' দ্রঃ।
সাতি—সঙ্গে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।
সাতিশয়—অতিশয়িত, অধিক, অত্যন্ত। অতিশয়ের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সাতিসার—অতিসাররোগযুক্ত, উদরাময়-বিশিষ্ট। অতিসারের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সাত্ত্বিক—১। ব্রহ্মা; অন্তঃকরণের ভাববিশেষ [ইহার কার্য্য অষ্টবিধ; যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, বৈস্বর্য্য (স্বরভঙ্গ), বেপথু (কম্প), বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)]; আসক্তিশূন্য অহংবাদশূন্য ধৃতিমান্ উৎসাহী সিদ্ধাসিদ্ধবিষয়ে নির্ব্বিকার ব্যক্তি। বি; পুং। ২। সত্ত্বগুণজাত; সত্ত্বগুণসম্বন্ধীয়; ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য (কর্ম্ম); সত্য, যথার্থ; সাধু, সৎ। সত্ত্ব+ইক সম্বন্ধার্থে, উৎপন্নার্থে। বিণ। স্ত্রী, –কী।
সাত্ত্বিকদান—উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া শুধু কর্ত্তব্যবোধের বৈধ দান। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব; [বি; স্ত্রী।
সাত্ত্বিকপূজা—নিষ্কাম আরাধনা। কর্ম্মধা।
সাত্ত্বিকযজ্ঞ—নিষ্কাম যাগ। কর্ম্মধা। বি; পুং।
সাত্ত্বিকাহার—সত্ত্বগুণবর্দ্ধক খাদ্য; মাছ মাংস পেঁয়াজ প্রভৃতি শূন্য খাদ্য; আয়ুঃ বল সুখ ও চিত্তশান্তিবর্দ্ধক খাদ্য। সাত্ত্বিক যে আহার, কর্ম্মধা। বি; পুং।
সাত্যকি—যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ, কৃষ্ণের সারথি। সত্যক (বৃষ্ণিবংশীয় ব্যক্তিবিশেষ)+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।
সাথ—সহিত; সঙ্গ। 'সহিত'-শব্দজ। বি বা ক্রি-বিণ।
সাথী—সঙ্গী। সাথ+ঈ স্থিতার্থে। বি।
সাদ—১। অবসন্নতা, আলস্য। সদ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। ক্ষীণতা; বিনাশ; হিংসা; বিবাদ। সদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
সাদন—১। সদন, গৃহ। সদ্+ণিচ্+অনট্ অধিবা। ২। বিনাশন, উচ্ছেদন, বিনাশকরণ; অবসাদন, ক্লান্তকরণ; দূরীকরণ। সাদি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। **সাদনকাম**—কলহরূপ সুরত; কামক্রীড়ায় প্রণয়ী প্রণয়িনীকে দংশনপীড়নাদি করিবার ইচ্ছা (sadism). [বিপরীত—মর্ষকাম, অর্থাৎ স্বয়ং পীড়িত-দলিত হইবার ইচ্ছা।]
সাদর—আদরসহিত, আদরযুক্ত। আদরের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।
সাদরসম্ভাষণ—প্রীতিসূচক আলাপ; আপ্যায়নজনক কথোপকথন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
সাদরে—আদরের সহিত। আদরের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।
সাদা—শ্বেত; সরল ('—প্রাণ'); যাহাতে লেখা হয় নাই এমন ('—কাগজ'); সহজ; ছ্যাঁপহীন; স্পষ্ট; অরঞ্জিত; আড়ম্বরশূন্য। ফার্সী। বিণ।
সাদাসিধা—আড়ম্বরশূন্য, সরল; সোজাসুজি। কর্ম্মধা। বিণ।
সাদি—বিবাহ। ফার্সী। বি।
সাদিত—বিনাশিত; ক্ষয়িত; বিধ্বস্ত; ভগ্ন; ছিন্ন; অবসাদপ্রাপিত; দুর্ব্বলীকৃত। সদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
সাদী (সাদিন্)—অশ্বারোহী; গজারোহী; রথারোহী; সারথি; বায়ু। সদ্+ণিন্। কর্তৃবা। বি; পুং।
সাদৃশ্য—তুল্যতা, সাম্য। সদৃশ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—সদৃশ।
সাধ—বাসনা, অভিলাষ ('—মেটা'); সখ; গর্ভিণীর তৃপ্তিজনক ভোজন, দোহদ। 'শ্রদ্ধা'-শব্দজ। বি।
সাধক—সিদ্ধিকারক, সাধনকর্তা, নিষ্পাদক; আরাধক, অর্চ্চক, সেবক; একনিষ্ঠ চেষ্টাযুক্ত। সিধ্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—সাধিকা।
সাধন—১। করণকারকবিশেষ; উপায়; সহায়; কারণ, হেতু; সৈন্য; বাহন; সম্পত্তি; প্রমাণ; উপকরণ; যুদ্ধোপকরণ; শিশ্ন, পুরুষের লিঙ্গ। সিধ্+ণিচ্ (সাধি=নিষ্পন্ন করা)+অনট্ করণবা। ২। মন্ত্রসিদ্ধিকরণ; সিদ্ধিকরণ; আরাধনা; গমন; সম্পাদন ('উদ্দেশ্য—'); অনুগমন; বিনাশন; হত্যা, বধ; দাপন; ধাতুমারণ, পারদাদিশোধন; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-নিষ্পাদন। সিধ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
সাধনক্ষম—সম্পাদন-সমর্থ, সাধন-সমর্থ। ৭মীতৎ। বিণ। [বি; ক্লীব।
সাধনভজন—পূজা, আরাধনা। দ্বন্দ্ব।
সাধনমার্গ—যোগ উপাসনা ইত্যাদির প্রক্রিয়া ও উপায় বা সেই সকল বিষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সাধনা—আরাধনা; উপাসনা; একনিষ্ঠ প্রযত্ন। সাধি+অন ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। [কবিপ্র। বিণ।
সাধনী—সাধকারিণী; বিনাসিনী। প্রাঃ

সাধনীয়—সাধনযোগ্য, নিষ্পাদ্য; আরাধনীয়। সিধ্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ।

সাধভক্ষণ—গর্ভবতী স্ত্রীলোকের তৃপ্তিকর ভোজন। ৬ষ্ঠীতৎ (বর্ত্তমানমতে ২য়াতৎ)। বি; ক্লীব।

সাধর্ম্ম্য(র্ম্য)—সাদৃশ্য; সমান ধর্ম্মবত্তা। সধর্ম্ম+ষ্ণ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লীব।

সাধস—ভয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সাধা—১। সম্পাদন করা; ব্যুৎপত্তি দেখান ('পদ—'); পূর্ণ করা ("সাধিতে মনের সাধ"—মাইকেল); ক্রোধনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে অনুনয় করা ("একি নিতি নিতি কলহ করিবি, মোরা মেনে নারি সাধিতে"—চণ্ডীদাস); অনুনয় করা; যাচা; সমাধান করা; সিদ্ধিলাভের জন্য অভ্যাস করা, কসরৎ করা ('গলা—'); আদায় করা ('দান—'); রক্ষা করা; ঔষধাদি প্রয়োগ করা (প্রাঃ কবিপ্র)। বাং ক্রি। **বাদ সাধা**—বাধা জন্মাইয়া পণ্ড করা; শত্রুতা করিয়া অভীষ্টলাভে বঞ্চিত করা। ২। অভ্যাস দ্বারা নিপুণতাপ্রাপ্ত ('—গলা')। সাধ্‌+আ কর্ম্মবা। বিণ।

সাধারণ—তুল্য, একবিধ; যাহা সকলেরই আছে এমন; সামান্য; অনেকের সম্বন্ধীয়; (ন্যায়মতে) হেত্বাভাসবিশেষ। ধারণার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী; সাধারণ+অণ্‌ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ণী।

সাধারণগতি—সচল দ্রব্যের উপরিস্থ পদার্থের গতি—[যেমন শকটের আরোহীর গতি, ভূমণ্ডলের সহিত ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থের গতি]। সাধারণী গতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সাধারণতঃ (-তস্‌), **-ত**—সচরাচর। সাধারণ+তস্‌ ক্রিয়াবিশেষণার্থে। অব্য।

সাধারণতন্ত্র—যেখানে রাজা নাই এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় (republic). সাধারণ-পরিচালিত তন্ত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সাধারণধর্ম্ম(র্ম)—চতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম; দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে বর্ত্তমান সাধারণ গুণ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সাধারণস্ত্রী—বেশ্যা, বারাঙ্গনা। সাধারণের স্ত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সাধারণী—১। কুঞ্চিকা, চাবি। বি; স্ত্রী। ২। সামান্যা; একবিধা। সাধারণ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

সাধারণ্য—সাধারণের ধর্ম্ম, যাহা সকলের মধ্যে আছে তাহা; সাধারণের সমবায়। সাধারণ+ষ্যঞ্‌ ভাবে, কার্য্যার্থে। বি; ক্লীব।

সাধাসাধি—পুনঃ পুনঃ অনুরোধ। বাং প্র। [বি।

সাধিকা—'সাধক' দ্রঃ।

সাধিত—সম্পাদিত, নিষ্পাদিত; কৃত, অনুষ্ঠিত; দণ্ডিত; শোধিত, পরিশোধিত; যাহা দেওয়ান যায় এমন; প্রমাণাদি দ্বারা উদ্ভাবিত; বিনাশিত; ঋণপরিশোধিত; অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। সিধ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সাধন।

সাধিষ্ঠ, সাধীয়ান্‌ (-য়স্‌)—অতিন্যায্য; অতিশয় সাধু; অতি যোগ্য, উপযুক্ত; অত্যন্ত কঠিন। সাধু+ইষ্ঠ, ঈয়সু অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ষ্ঠা, —য়সী।

সাধিষ্ঠান—দেহস্থ ষট্‌চক্রমধ্যে একচক্র। অধিষ্ঠানের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বি; পুং।

সাধীয়ান্‌ (-য়স্‌)—'সাধিষ্ঠ' দ্রঃ।

সাধু—১। সৎ, ধার্ম্মিক; উত্তম; মহৎ; সুন্দর; হিত; সদ্বংশজাত; সমর্থ, যোগ্য, উপযুক্ত; উচিত; নিপুণ। বিণ। স্ত্রী—সাধু, সাধ্বী। বি, —তা। **সাধু সাধু**—কাহারও কার্য্যাদিতে প্রশংসাসূচক উক্তি; উৎসাহজনক উক্তি। **সাধু সাবধান**—ভাবী অনিষ্টের সম্বন্ধে সতর্কতাসূচক বাক্যবিশেষ। ২। মুনি; জৈন সন্ন্যাসী; সুদখোর; বণিক্‌। সাধ্‌ (সম্পন্ন করা)+উণ্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সাধুতা—সৌজন্য, শিষ্টতা; ধার্ম্মিকতা; ন্যায়ানুমোদিত পথে চলা। সাধু+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সাধুবাদ—"সাধু" এই কথা বলা, প্রশংসা; ধন্যবাদ। সাধু—বদ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

সাধুবৃত্ত, -শীল—সৎস্বভাববিশিষ্ট, সচ্চরিত্র। সাধু (সৎ) বৃত্ত, শীল (চরিত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সাধুভাষা—ব্যাকরণ-সম্মত ভাষা, মার্জ্জিত ভাষা; চলতি ভাষার বিপরীত সংস্কৃতানুগ ভাষা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সাধুসম্মত—ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের অনুমোদিত; বিশুদ্ধ ('—ভাষা')। ৩য়াতৎ। বিণ।

সাধুশীল—'সাধুবৃত্ত' দ্রঃ।

সাধ্বস—ভয়, ত্রাস, শঙ্কা; মনের আবেগ; ব্যাকুলতা; সম্ভ্রম। সাধু—অস্‌+অচ্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

সাধ্বী—পতিব্রতা, সতী; সচ্চরিত্রা; উত্তমা। সাধু+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

সাধ্য—১। সাধনযোগ্য, সাধনীয়, নিষ্পাদ্য; শক্য; জ্ঞেয়; প্রতিবিধেয়, প্রতিকারযোগ্য; নিবর্ত্তনীয়; জেয়; প্রতিপাদ্য। সাধ্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—সাধন। ২। মনঃ মন্তা প্রাণ নর পান বীর্য্যবান্‌ বিনির্ভয় নয় দংস নারায়ণ বৃষ প্রভু—এই দ্বাদশবিধ গণদেবতাবিশেষ; যোগবিশেষ; শর। সাধ্‌+ণিচ্‌+যৎ করণবা। বি; পুং। ৩। সামর্থ্য, শক্তি; যোগ্যতা। সাধি+যৎ করণবা। বি; ক্লীব।

সাধ্যতা—সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম; সাধনযোগ্যতা। সাধ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সাধ্যতাবচ্ছেদক—সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মের বিশেষকারক। সাধ্যতার অবচ্ছেদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —চ্ছেদিকা।

সাধ্যমত—যথাসাধ্য, ক্ষমতানুরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। ক্রি বিণ।

সাধ্যসাধনতত্ত্ব—সাধনার ক্রম ও সাধনার বস্তু কি ইত্যাদি বিষয়। সাধ্য ও সাধন, দ্বন্দ্ব; তদ্বিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সাধ্যসাধনা, সাধ্যিসাধনা—অনুনয়-বিনয়, সাধাসাধি। বাং প্র। বি।

সাধ্যাতিরিক্ত—ক্ষমতার বাহির; অসাধ্য। সাধ্য হইতে অতিরিক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

সাধ্যাতীত—সাধ্যাতিরিক্ত, ক্ষমতার বাহির। সাধ্যকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

সাধ্যানুসারে—যথাসাধ্য, সামর্থ্য-অনুসারে, যতদূর সাধ্যে কুলায় ততদূর। সাধ্যের অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী। [ক্লীব, বা বিণ।

সাধ্যাসাধ্য—শক্য ও অশক্য। দ্বন্দ্ব। বি;

সাধ্যি—ক্ষমতা, শক্তি; যোগ্যতা। 'সাধ্য'-শব্দজ। বি।

সান—১। ধার দিবার পাথর। 'শাণ'-শব্দজ। ২। চেতনা, সাড়া। 'সংজ্ঞা'-শব্দজ। ৩। ঘোমটা। 'ছাদন'-শব্দজ। প্রাদে। ৪। স্নান; শব্দ; ইঙ্গিত; গুপ্ত-মন্ত্রণা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সানক, সানকি—চিনামাটি বা এনামেলের থালা। আর্বী। বি।

সানন্দ—১। সহর্ষ, আনন্দযুক্ত, আহ্লাদিত। বিণ। ২। ধ্রুবকবিশেষ। আনন্দের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বি; পুং।

সানা—১। তাঁতের মধ্যে যাহার ভিতর দিয়া টানার সূতাগুলি একটি একটি করিয়া প্রসারিত থাকে তাহা। বি। ২। চটকাইয়া মাখা; চৈতন্য হওয়া; শান্ত হওয়া। বাং প্র। ক্রি। ৩। বর্ম্ম। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সানাই—একপ্রকার বাঁশী। ফার্সী 'শাহ্‌-নাই্‌'-শব্দজ বা 'সানেয়িকা'-শব্দজ। বি।

সানান—পোষান; পরিমাণ-মত বা পর্য্যাপ্ত হওয়া; চৈতন্য জন্মান; সানে ঘষিয়া ধার দেওয়া। বাং ক্রি।

সানি—গো-মহিষাদির জন্য খইল-মাখা কাটা খড়; ইঙ্গিত। বাং প্র। বি।

সানিকা, সানেয়িকা, সানেয়ী—বংশী, বাঁশী; সানাই। সন্‌+ণক কর্ত্তৃবা+আপ্‌; সন্‌+ষ্যঞ্‌ ভাববা; সান+এয় করে অর্থে; সানেয়+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌; সানেয়+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

সানী—সানাই। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সানু—১। পর্ব্বতের উপরিস্থ সমান ভূমি,

গিরিতট, প্রস্থ ; অগ্রভাগ ; বিপশ্চিৎ, বিদ্বান্ ; বন ; বাত্যা ; পথ ; পল্লব । বি ; পুং বা ক্লীব । ২। পণ্ডিত ; সূর্য্য । সন্ ('ষণ'-দান করা) + ঞুণ্ কর্ত্তৃবা । বি ; পুং ।

সানুকম্প—সদয়, কৃপাযুক্ত । অনুকম্পার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ ।

সানুক্রোশ—সদয়, কৃপাযুক্ত । অনুক্রোশের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ ।

সানুজ—১। সানু হইতে জাত। উপতৎ ; সানু—জন্ (জন্মা) + ড কর্ত্তৃবা । ২। অনুজসহিত । অনুজের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ । [কর্ম্মধা । বি ; পুং ।

সানুদেশ—পর্ব্বতের উপরের সমতল স্থান ।

সানুনয়—সবিনয় ; বিনয়পূর্ণ । অনুনয়ের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ ।

সানুনয়ে—অনুনয়পূর্ব্বক, বিনয়-সহকারে । অনুনয়ের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী, এরূপে । ক্রি-বিণ ।

সানুনাসিক—নাসিকোচ্চারিত-শব্দযুক্ত ; অনুনাসিক উচ্চারণযুক্ত, চন্দ্রবিন্দুযুক্ত । অনুনাসিকের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ ।

সানুবন্ধ—অনুবন্ধযুক্ত ; সনির্ব্বন্ধ ; (ব্যাকরণ) ইৎ-বর্ণযুক্ত । অনুবন্ধের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ ।

সানুমান্ (-মৎ)—পর্ব্বত । সানু + মতুপ্ আছে অর্থে । বি ; পুং ।

সান্ত—সীমাযুক্ত ; সসীম । অন্তের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ ।

সান্তপন—ব্রতবিশেষ [ইহাতে গোময় গোমূত্র দুগ্ধ দধি ঘৃত ও কুশোদক ক্রমে ক্রমে ছয় দিন এই ছয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া সপ্তম দিনে পারণ করিতে হয়] । সন্ (সম্যক্‌রূপে)—তপ্ + অনট্ ভাববা ; সন্তপন + অণ্ সম্বন্ধার্থে । বি ; ক্লীব ।

সান্তর—ব্যবধানবিশিষ্ট, বিরল ; তফাৎ ; সচ্ছিদ্র, গর্ত্ত-করা । অন্তরের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ ।

সান্তরতা—যে গুণ থাকাতে জড় বস্তুর পরমাণুগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবকাশ বা অন্তর থাকে তাহা । সান্তর + তা ভাবে । বি ; স্ত্রী ।

সান্তানিক—১। সন্তানসম্বন্ধীয় ; বিসরণশীল । বিণ । স্ত্রী,—কী । ২। সন্তানসাধন অনুষ্ঠানবিশেষ, পুত্রেষ্টিযজ্ঞ । সন্তান + ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে । বি ; পুং ।

সান্তারা—একপ্রকার কমলালেবু । পোর্ত্তুগীজ 'chintra'-শব্দজ । বি ।

সান্ত্বন, সান্ত্বনা—প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রবোধ দেওয়া, সমাশ্বসন, শান্ত করা ; প্রণয় ; সাম, সন্ধি ; সস্নেহ সাদর সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্ন । সান্ত্ব্ + অনট্ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা + আপ্ । বি ; ক্লীব, স্ত্রী । বিণ,—নিত ।

সান্ত্বনিত—যাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে এমন । সান্ত্বনা + ইতচ্ যুক্তার্থে । বিণ । বি—সান্ত্বন, সান্ত্বনা ।

সান্ত্রী—প্রহরী ; পাহারাদার সৈন্য । ইং 'sentry'-শব্দজ । বি ।

সান্দ্র—১। নিবিড়, ঘন ; মৃদু ; মনোজ্ঞ ; প্রবৃদ্ধ । বিণ । ২। অরণ্য, বন । সহ (সহিত)—অন্দ্ (বন্ধন করা) + রক্ কর্ত্তৃবা । বি ; ক্লীব ।

সান্ধান—প্রবেশ করা ; সন্ধান করা ; লক্ষ্য করা ; প্রবেশ করান । প্রাঃ কবিপ্র । ক্রি ।

সান্ধ্য—সন্ধ্যাকালীন ; সন্ধ্যাসম্বন্ধীয় । সন্ধ্যা + অণ্ ভবার্থে । বিণ । স্ত্রী—সান্ধ্যী । **সান্ধ্য আইন**—সন্ধ্যার পর লোক-চলাচল-নিয়ন্ত্রক আইন (curfew order).

সান্ধ্যগগন—সন্ধ্যাকালীন আকাশ । কর্ম্মধা । বি ; ক্লীব ।

সান্ধ্যতারা, -নক্ষত্র—সূর্য্যাস্তের পর প্রথম দৃষ্ট নক্ষত্র, সন্ধ্যাকালে উদিত নক্ষত্র । কর্ম্মধা । বি ; স্ত্রী, ক্লীব ।

সান্ধ্যদীপ, -প্রদীপ—সন্ধ্যাকালে প্রজ্বলিত দীপ । কর্ম্মধা । বি ; পুং ।

সান্ধ্যনক্ষত্র—'সান্ধ্যতারা' দ্রঃ ।

সান্নিধ্য—সন্নিধান, সামীপ্য । সন্নিধি + ষ্যঞ্ স্বার্থে । বি ; ক্লীব ।

সান্নিপাতিক—ত্রিদোষজ, বাত-পিত্তকফজ ; সাঙ্ঘাতিক ; মিশ্রিত, সমষ্টিজাত । সন্নিপাত (একত্র মিলন) + ইক জাতার্থে, কোপনার্থে । বিণ । স্ত্রী,—কী ।

সান্ন্যাসিক—সন্ন্যাসী, ভিক্ষু । সন্ন্যাস (কামনা-পরিত্যাগ) + ইক আছে অর্থে । বি ; পুং ।

সান্বয়—বংশসহিত ; অন্বয়-সহিত ; সম্বন্ধযুক্ত । অন্বয়ের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ ।

সাপ—অহি, সর্প । 'সর্প'-শব্দজ । বি । **সাপে নেউলে**—ভীষণ শত্রুতা । **সাপের হাঁড়ি**—অতি ক্রুদ্ধস্বভাবা নারী । [বি ।

সাপট—দম্ভ, আস্ফালন, তড়পান । বাং প্র ।

সাপটা—১। সাধারণ ; যেরূপ জোটে সেইরূপ । বিণ । ২। মোটামুটি । বাং প্র । ক্রি-বিণ ।

সাপটান—ঠিক করিয়া গুছান ; জড়াইয়া ধরা । বাং ক্রি ।

সাপত্ন—১। শত্রু । সপত্ন + অণ্ স্বার্থে । বি ; পুং । ২। শত্রুসম্বন্ধীয় । সপত্ন + অণ্ সম্বন্ধার্থে । ৩। সপত্নীজাত । বিণ । স্ত্রী,—ত্নী । ৪। শত্রুর অপত্য ; সতীনের পুত্র । সপত্নী + অণ্ অপত্যার্থে । বি ; পুং ।

সাপত্ন্য—১। শত্রু । সপত্ন + ষ্যঞ্ স্বার্থে । বি ; পুং । ২। শত্রুতা । সপত্ন (শত্রু) + ষ্যঞ্ ভাবে । ৩। সতীনগিরি । সপত্নী + ষ্যঞ্ ভাবে । বি ; ক্লীব ।

সাপরাধ—অপরাধী, দোষী ; অপরাধযুক্ত । অপরাধের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ ।

সাপলা—জলজাত পুষ্পবিশেষ । বাং প্র । বি ।

সাপিণ্ড্য—সপিণ্ডতা, জ্ঞাতিত্ব ; অশৌচ-গ্রহণোপযোগী জ্ঞাতিধর্ম্মবিশেষ । সপিণ্ড (জ্ঞাতি) + ষ্যঞ্ ভাবে । বি ; ক্লীব ।

সাপুড়া—কৌটা । প্রাঃ কবিপ্র । বি ।

সাপুড়িয়া, সাপুড়ে—সর্পমারক ; সর্পখেলক, যাহারা সাপ লইয়া খেলা করে বা সাপ ধরে । সাপ + উড়িয়া, উড়ে । বি ।

সাপেক্ষ—অপেক্ষাযুক্ত ; পরস্পরাপেক্ষী ; সাকাঙ্ক্ষ । অপেক্ষার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ ।

সাপ্তপদীন—বন্ধুতা, সৌহার্দ্দ, সখ্য, সপ্তপদ-নির্বৃত্ত অর্থাৎ সাতটি মাত্র কথায় যে বন্ধুত্ব উৎপন্ন হয় তাহা । সপ্তপদ (সাতটি কথা) + ঈন (খঞ্) নির্বৃত্তার্থে । বি ; ক্লীব ।

সাফ—স্পষ্ট ; সাদা ; পরিষ্কার ; নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক । আর্বী । বিণ ।

সাফকাওলা, -কোবালা—সম্পূর্ণ স্বত্বত্যাগপূর্ব্বক বিক্রয়ের পত্র । কর্ম্মধা । প্রাদে । বি ।

সাফল্য—সফলতা, ফলোৎপত্তি ; লাভজনকতা । সফল + ষ্যঞ্ ভাবে । বি ; ক্লীব । বিণ—সফল ।

সাফা—সাফ । আর্বী 'সাফ্'-শব্দজ । বিণ ।

সাফাই—দোষক্ষালন ; পরিষ্কার করা । ফার্সী । 'সাফ্'-শব্দজ । বি । **সাফাই গাওয়া**—স্বয়ং বা অমুক নির্দ্দোষ এইরূপ বলিয়া বেড়ান । **সাফাই সাক্ষী**—যে সাক্ষী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না হইলেও আদালতে উপস্থিত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বভাব-বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে এবং তৎকর্ত্তৃক কোন অন্যায় কার্য্য হইতে পারে না এরূপ বলে ; আসামী পক্ষের সাক্ষী ।

সাবকাশ—১। অবসরবিশিষ্ট ; যাহাতে ফাঁক আছে এমন । অবকাশের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ । ২। অবকাশ । অশুদ্ধ প্রঃ । বি ।

সাবধান—১। সতর্ক, অপ্রমত্ত, অবহিত, মনোযোগী হুঁসিয়ার । অবধানের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ । বি,—তা । ২। খুব হুঁসিয়ার থাকিও । বাং প্র । অব্য ।

সাবধানতা—সতর্কতা । সাবধান + তা ভাবে । বি ; স্ত্রী । বিণ—সাবধান ।

সাবধানী—সতর্ক, হুঁসিয়ার । সাবধান + ঈ স্বার্থে । অশুদ্ধ প্রঃ । বিণ ।

সাবন—সূর্য্যোদয়দ্বারা গণিত ('—দিন', '—মাস', '—বৎসর') । বাং প্র । বিণ ।

সাবয়ব—অবয়বযুক্ত । অবয়বের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী । বিণ ।

সাবর্ণি—১। সূর্য্যপুত্র, অষ্টম মনু। সবর্ণা (সূর্য্যের পত্নী)+ইঞ্ অপত্যার্থে। ২। গোত্রবিশেষ। সাবর্ণ (অষ্টম মনু)+ইঞ্ গোত্রাপত্য অর্থে। বি; পুং।

সাবল—লোহার খননাস্ত্রবিশেষ। 'শব্বলা'-শব্দজ। বি।

সাবলীল—স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, অবাধ, সহজ; লালায়িত। অবলীলার সহিত বর্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সাবশেষ—অবশিষ্ট; অসম্পূর্ণ। অবশেষের সহিত বর্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সাবহিত—সাবধান, সাবধানে। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

সাবাড়—সমাপ্ত; নিঃশেষিত, শেষ। 'সর্ব্বান্ত'-শব্দজ। বিণ।

সাবান—গাত্র ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার ক্ষারপদার্থবিশেষ; ফেনক। ফরাসী 'savon'-শব্দজ। বি।

সাবালক, সাবালগ—প্রাপ্তবয়স্ক। আর্বী-মূলক। বিণ। [অব্য।

সাবাস—প্রশংসাসূচক ধ্বনি; বেশ। ফার্সী।

সাবাসি—প্রশংসা করি। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

সাবিত্র—১। যজ্ঞসূত্র, যজ্ঞোপবীত। সাবিত্রী+অণ্ প্রাপ্তার্থে। ২। ব্রাহ্মণ। সবিতৃ+অণ্ উপাসক অর্থে। ৩। শিব। সবিতৃ+অণ্ জাতার্থে। ৪। সূর্য্য। সবিতৃ+অণ্ স্বার্থে। ৫। গর্ভ। সূ+ইত্র অপাবা=সবিত্র; সবিত্র+অণ্ স্বার্থে। ৬। বসুবিশেষ। বি; পুং। ৭। সবিতৃসম্বন্ধীয়। সবিতৃ+অণ্ জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ত্রী।

সাবিত্রী—সত্যবানের পত্নী; বেদের মন্ত্রবিশেষ, গায়ত্রী; ব্রহ্মার পত্নী; সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; দুর্গা। সবিতৃ+অণ্ প্রাপ্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সাবিত্রীপতিত—যথাকালে যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হয় নাই সে। সাবিত্রী হইতে পতিত, ৫মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

সাবিত্রীব্রত—জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কর্তব্য স্ত্রীলোকদিগের ব্রতবিশেষ। সাবিত্রীকৃত ব্রত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সাবিত্রীসূত্র—যজ্ঞোপবীত, পৈতা। সাবিত্রী (বেদের মন্ত্রবিশেষ) দ্বারা প্রাপ্ত সূত্র (সুতা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [শব্দজ। বি।

সাবু—সাগু। মালয়ী 'ছাউ' বা পোর্তু 'sago'-

সাবুৎ, সাবুদ—সাক্ষ্য। আর্বী 'সুবুৎ'-শব্দজ। বি।

সাবেক—অবশিষ্ট; পুরাতন, আগেকার, প্রাচীন। আর্বী 'সাবীক'-শব্দজ। বিণ।

সাব্যস্ত, -স্থ—১। মীমাংসিত, নির্দ্ধারিত; স্থিরীকৃত। 'সব্যবস্থ'-শব্দজ। ২। প্রকৃতিস্থ; সংযত; সত্য। প্রাদে। বিণ।

সাম (সামন্)—সামবেদ; তাহার মন্ত্র; সন্ধি; সান্ত্বনা; প্রিয় বচন; তোষণ-বাক; গানবিশেষ। সো (পাপ এবং বিরোধ—নাশ করা)+মন্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

সামগ—সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, সাম-গান-কারী ব্রাহ্মণ। সামন্ (সামবেদ)—গৈ (গান করা)+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

সামগ্রী, সামগ্র্য—১। সাকল্য; সমুদয়। সমগ্র (সকল)+ষ্যঞ্ ভাবে; ১ম পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। ২। কারণকলাপ; দ্রব্য, বস্তু; দলবল; অস্ত্রশস্ত্র; ভাণ্ডার। সমগ্র+ষ্যঞ্ স্বার্থে; ১ম পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

সামঞ্জস্য—সমীচীনতা, উৎকর্ষ; ঔচিত্য, উপযুক্ততা; মিল। সমঞ্জস+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সামঞ্জস্যবিধান, -সম্পাদন, -সাধন—মিল করা; সমীচীন করা; সঙ্গতিবিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বি।

সামনা—সম্মুখ; উপকরণ। 'সম্মুখ'-শব্দজ।

সামনা-সামনি—মুখামুখি; সমক্ষে। বাং প্র। অব্য। [অব্য।

সামনে—সমক্ষে, সম্মুখে। 'সম্মুখ'-শব্দজ।

সামন্ত—১। সমীপস্থ রাজা, সামান্য রাজা; অধীন রাজা; অধিনায়ক; প্রতিবেশী; শ্রেষ্ঠ প্রজা ('—মণ্ডল')। বি; পুং। ২। নিকট-বর্ত্তী। সমন্ত+অণ্ হিতার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ন্তী। ৩। সামীপ্য। সামন্ত (নিকট-বর্ত্তী)+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সামন্তেশ্বর—চক্রবর্ত্তী, সম্রাট্। সামন্তদের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সামবাদ—প্রিয়বাক্য। সামসূচক বাদ (বাক্য), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সামবায়িক—১। অমাত্য, মন্ত্রী; দলপতি। সমবায়+ইক আছে অর্থে। বি; পুং। ২। সমবায়-সম্বন্ধীয়। সমবায়+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সাময়িক—সময়োচিত, কালোপযুক্ত; নিয়মানুযায়ী; যাহা চিরস্থায়ী নহে এমন; হঠাৎ উদ্ভূত এবং অল্পকালস্থায়ী ('—উত্তেজনা', '—ক্রোধ')। সময়+ইক যোগ্যার্থে, জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—সময়।

সামর—শ্যামল, শ্যামশোভাময়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সামরিক—যুদ্ধসম্বন্ধীয়; যুদ্ধোপযোগী। সমর+ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি—সমর। **সামরিক-আইন**—সমরবিভাগে প্রচলিত কঠোর দণ্ডাদি বিধানের আইন (martial law).

সামরিকপোত—যুদ্ধজাহাজ। সামরিক পোত (জাহাজ), কর্ম্মধা। বি; পুং।

সামরিক-বিচারালয়—অপরাধী সৈন্য-গণের বিচারার্থ সমর-বিভাগের আদালত (court martial). কর্ম্মধা। বি; পুং।

সামরিকবিধান—সামরিক আইন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সামর্থ্য—বল, শক্তি; ক্ষমতা; যোগ্যতা; এক শব্দের অন্য শব্দের সহিত যোগ্যতা ও অন্বয়, অসঙ্গতার্থতা। সমর্থ (বলবান্)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—সমর্থ।

সামর্থ্যহীন—অসমর্থ, শক্তিশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

সামর্ষ—অমর্ষযুক্ত, ক্রুদ্ধ। অমর্ষের (ক্রোধের) সহিত বর্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সামলা—শালের পাগড়ী। আর্বী। বি।

সামলান, সামলা—গোপন করা; সংবরণ করা; বারণ করা; সাবধান হওয়া; প্রকৃতিস্থ হওয়া বা করা; সহ্য করা; প্রতিরোধ করা। 'সম্ভালন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

সামসাময়িক—এককালীন; একই সময়ে জাত বা উদ্ভূত। সমসময়+ইক জাতার্থে। বিণ।

সামাই—১। বরদাস্ত, সহ্য; সংবরণ; সঙ্কুলান। বি। ২। প্রবেশ করি ("মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই"—ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সামাজিক—১। সভ্য, সভাসদ্; সহৃদয়; রসজ্ঞ। সমাজ (সভা)+ইক সাধু অর্থে। বি; পুং। ২। সমাজসম্বন্ধীয়। সমাজ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী। বি,—তা, সমাজ।

সামাজিকতন্ত্র—সমাজসম্বন্ধীয় নিয়ম (socialism). সামাজিক তন্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সামাজিকতা—১। সভ্যতা; রসজ্ঞতা। সামাজিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সামাজিক। ২। লৌকিকতা, লোকাচার। বাং প্র। বি।

সামাজিকনিয়ম—মানবের পারস্পরিক আচরণ-প্রণালী; মানবের সমবেতভাবে চলিবার উদ্দেশে প্রতিপাল্য নিয়মসমূহ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সা মা জি ক প্র থা—সমাজের নিয়ম; সমাজের রীতিনীতি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সামাজিকমৃত্যু—রাজদ্রোহ প্রভৃতি উৎকট অপরাধে অপরাধীর সমাজ হইতে বহিষ্করণ। সামাজিক মৃত্যু, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সামানাধিকরণ্য—১। এ কা শ্র য় বৃ ত্তি, একস্থানস্থায়িত্ব; একাধিক পদের বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব। সমানাধিকরণ (একাশ্রয়)+ষ্যঞ্ ভাবে। ২। সাধারণ গুণ বা ধর্ম্মের অবস্থিতিস্থান। সমানাধিকরণ+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

সামান্তরিক—যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলি সমান্তরাল ও সমান কিন্তু কোণগুলি সরল নহে (parallelogram). সমান্তর+ইক। বি; পুং।

সামান্য—১। সাধারণ, সচরাচর, যাহা সকলের আছে এমন। সমান+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বিণ। ২। প্রকার, রকম; গোত্ব মনুষ্যত্বাদি জাতিসাধর্ম্য; সাদৃশ্য; সাধারণের কার্য্য; কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ। সমান (সাধারণ)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ৩। অল্প, কিঞ্চিৎ; অতি তুচ্ছ। বাং প্র। বিণ।

সামান্যতঃ (-তস্), -ত—সচরাচর; সামান্যরূপে। সামান্য+তস্। অব্য।

সামান্যলক্ষণা—বস্তুদর্শনে তৎসজাতীয়মাত্রের জ্ঞানজনক উপায়। সামান্য লক্ষণ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

সামান্যা—১। সাধারণী স্ত্রী, বেশ্যা। বি; স্ত্রী। ২। সাধারণী। সামান্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সামাল—১। আত্মসংবরণ করা; সাবধানতা; গোপন। বি। ২। সাবধান হও; রক্ষা কর। 'সম্ভার'-শব্দজ। অব্য।

সামালা—সাবধান হওয়া; রক্ষা করা; আত্মরক্ষা করা। বাং ক্রি।

সামিয়ানা—চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ, পাইল। ফার্সী শাম্-আনাহ্'-শব্দজ। বি।

সামিল—অন্তর্গত, সম্বলিত, সংক্রান্ত; অন্তর্ভুক্ত, একসঙ্গের। আর্বী। বিণ।

সামীপ্য—নৈকট্য, সান্নিধ্য। সমীপ (নিকট)+ষ্যঞ্ স্বার্থে বা ভাবে। বি; ক্লীব।

সামুদ্র—১। সমুদ্রফেন; সমুদ্রলবণ; শরীরস্থ চিহ্ন; দেহস্থ-চিহ্নঘটিত শুভাশুভ লক্ষণসূচক শাস্ত্র। সমুদ্র (সিন্ধু, চিহ্ন)+অণ্ ভবাদ্যর্থে। বি; ক্লীব। ২। সামুদ্র-শাস্ত্রব্যবসায়ী। সামুদ্র (সামুদ্রিক শাস্ত্র)+অণ্ জ্ঞাতার্থে। ৩। সমুদ্রজাত; সমুদ্রসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী,—দ্রী। ৪। সমুদ্রযাত্রী, নাবিক। সমুদ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে, গতাদ্যর্থে। বি; পুং।

সামুদ্রিক—১। শরীরচিহ্নের শুভাশুভপ্রকাশক দৈবজ্ঞ। সমুদ্র (চিহ্ন)+ইক জ্ঞাতার্থে। বি; পুং। ২। শরীরচিহ্নসম্বন্ধীয় ('—বিদ্যা'); সমুদ্রসম্বন্ধীয়। সমুদ্র+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সাম্প্রতিক—আজকালকার, কিছুকালপূর্ব্বের। সম্প্রতি+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সাম্প্রদায়িক—সম্প্রদায়-সম্বন্ধীয়; বিভিন্ন দল সংক্রান্ত; দলাদলিঘটিত। সাম্প্রদায়+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়িকী। বি,—কতা, সম্প্রদায়।

সাম্প্রদায়িকতা—নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। সাম্প্রদায়িক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী। বিণ—সাম্প্রদায়িক।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী (-দিন্)—যে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে। উপতৎ; সাম্প্রদায়িকতা—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী।

সাম্ভাল—হুঁসিয়ার হও, সাবধান হও; সাবধানতা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি বা বি।

সাম্য—তুল্যতা, সমতা, সাদৃশ্য। সম (তুল্য)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সাম্যবাদ—পৃথিবীর সকল লোকই সমান এবং ধনী নির্ধন রাজা প্রজা প্রভৃতি বিভেদ অন্যায়মূলক এইরূপ মত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ,—বাদী (-বাদিন্)।

সাম্যভাব—স্থিরাবস্থা (equilibrium) [যদি কোন দ্রব্য একাধিক শক্তি দ্বারা এককালে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হইয়াও কোন দিকে না যাইয়া একস্থানে থাকে তাহা হইলে তাহার সেই অবস্থাকে সাম্যভাব বলে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সাম্যসংস্থাপন—ধনী দরিদ্র প্রভৃতির ভেদাভেদ দূর করিয়া সমাজে সমতার প্রতিষ্ঠা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। বিণ,—সংস্থাপক।

সাম্রাজ্য—সম্রাটের শাসনাধীন রাজ্য, সর্ব্বপ্রধান রাজ্য; সার্ব্বভৌমত্ব। সম্রাজ্+ষ্যঞ্ অধিকারার্থে, ভবাদ্যর্থে। বি; ক্লীব।

সা ম্রা জ্য বা দ—সাম্রাজ্য-রক্ষার নীতি (imperialism). সাম্রাজ্য-সম্বন্ধীয় বাদ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। বিণ,—বাদী (-দিন্)।

সাম্রাজ্যিকতা—সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্রাজ্য প্রসারের নীতি (imperialism). সাম্রাজ্যিক (সাম্রাজ্য+ইক)+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সায়—১। সায়ংকাল, দিনান্ত; শর, বাণ। সো+ণ কর্ত্তৃবা। ২। শেষ; নাশ; অবসান। সো+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। স্বীকার, সম্মতি; সাড়া। বাং প্র। বি।

সায়ংকাল—সন্ধ্যাকাল। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সায়ংকৃত্য—সন্ধ্যাকালে কর্ত্তব্য আহ্নিকাদি। সুপ্‌সুপা। বি; ক্লীব।

সায়ংসন্ধ্যা—স ন্ধ্যা কা লী ন আহ্নিক। সায়ংকৃত্য সন্ধ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সায়ক—বাণ, শর; খড়্গ; বজ্র। সো+ঘঞ্ করণবা+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

সায়ন্তন—সন্ধ্যাকালীন। সায়ম্+তন (ট্যুল্, তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নী।

সায়বানা—সামিয়ানা। ফার্সী 'শাম্-আনাহ্'-শব্দজ। বি।

সায়ম্, সায়াহ্ন—সন্ধ্যাকাল, দিনান্ত; দিনকে পাঁচভাগ করিলে তাহার পঞ্চমভাগ। সো (নাশ করা)+ এম্ কর্ত্তৃবা; অহঃ অর্থাৎ দিনের ('অহন্'-শব্দ) সায়, একদেশী (টচ্ সমাসান্ত ও অহন্-স্থানে অহ্ন)। অব্য, বি; পুং।

সায়র—সাগর; উদর; বৃহৎ জলাশয়। 'সাগর'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সায়া—স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় ঘাগরাবিশেষ। পোর্তুগীজ 'saia'-শব্দজ। বি।

সায়াহ্ন—'সায়ম্' দ্রঃ।

সায়াহ্নকৃত্য—সায়ংকৃত্য (তাহা দ্রঃ)।

সাযুজ্য—সাম্য, সাদৃশ্য; সহযোগ, অভেদ; একত্ব; পঞ্চপ্রকার মুক্তির অন্তর্গত মুক্তিবিশেষ। সযুজ্ (যুক্ত)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সায়েস্তা—সুশিক্ষিত; শিক্ষাপ্রাপ্ত; ঔদ্ধত্য উত্তেজনা প্রভৃতির পর শমভাব-প্রাপ্ত। ফার্সী 'শৈস্তা'-শব্দজ। বিণ।

সার—১। শ্রেষ্ঠাংশ; বৃক্ষের মজ্জা; অতিশয়; তত্ত্বার্থ; মজ্জা; বায়ু; বল, তেজ; পীড়া; নবনীত, সর। সৃ+ঘঞ্ কর্ত্তৃবা। ২। কাঠিন্য, দৃঢ়তা; উৎকর্ষ। সৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। ধন; জল; উপযুক্ততা; বৃক্ষাদির পুষ্টিকারক বস্তু; রহস্য; অর্থালঙ্কারবিশেষ। বি; ক্লীব। ৪। শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট; স্থায়ী; ন্যায্য; নানাবর্ণ। সৃ+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ৫। স্থির। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সারক—রেচক, ভেদ-কারক; জারক। সৃ+ণিচ্ (=সারি, গমন করান)+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—সারিকা। [বি।

সারকুড়—গোবর রাখিবার গর্ত্ত। বাং প্র।

সারগর্ভ(র্ত্ত)—সারপূর্ণ, যাহার ভিতর সার আছে এমন। সার গর্ভে, গর্ত্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সারগ্রাহিতা—সারভাগ গ্রহণ করিবার শক্তি বা স্বভাব। সারগ্রাহিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—গ্রাহী (-গ্রাহিন্)।

সারগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—শ্রেষ্ঠাংশগ্রাহক, সারগ্রহণকারী। উপতৎ; সার—গ্রহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী। বি,—গ্রাহিতা।

সারঙ্গ—১। হরিণ; হস্তী; সিংহ; রাজহংস; চাতকপক্ষী; ভ্রমর; কোকিল; ময়ূর; কামদেব; মেঘ; রাগবিশেষ; বৃক্ষ; পরিচ্ছদ; বস্ত্র; কেশ; পদ্ম; পুষ্প; শঙ্খ; মণি; পৃথিবী; রাত্রি, জ্যোতিঃ; ছত্র। বি; পুং। ২। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; স্বর্ণ; ধনুক; চন্দন; কর্পূর। সার—গম্+খচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ৩। নানাবর্ণ, শবল। সার অঙ্গ যাহার, বহুব্রী (নিপা)। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গী।

সারঙ্গিক—ব্যাধ, মৃগাবিৎ। সারঙ্গ+ইক হত্যা করে অর্থে। বি; পুং।

সারঙ্গী—১। তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। শবলা, চিত্রবিচিত্র অঙ্গযুক্তা। সারঙ্গ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সারণ—১। অপসারণ, চালন। সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অতিসার-রোগ; রাবণের মন্ত্রিবিশেষ; রাক্ষসবিশেষ। সারি+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। দোষশুদ্ধি; সারিয়া যাওয়া, শোধরান। বাং প্র। বি।

সারণি, সারণী—ক্ষুদ্র নদী। সৃ+ণিচ্ (=সারি, গমন করান)+অনি কর্ত্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সারথি—রথাদিচালক, যন্তা; সহায়। সৃ+অথিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সারথ্য—সাহায্য; যান; রথাদিচালন; সারথির কার্য্য। সারথি+ষ্যঞ্, কার্য্য অর্থে। বি; ক্লীব।

সারদা—দুর্গা; সরস্বতী; লক্ষ্মী। সার—দা (দান করা)+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সারজ—হরিদ্রাযুক্ত বস্ত্র। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

সারবত্তা—শ্রেষ্ঠত্ব, সারপূর্ণতা। সারবৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—বান্ (-বৎ)।

সারবন্দী—শ্রেণীবদ্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

সারবান্ (-বৎ)—উৎকৃষ্ট; সারপূর্ণ। সার+মতুপ্, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী। বি,—বত্তা।

সারভূত—শ্রেষ্ঠ; সারত্বপ্রাপ্ত। সারের তুল্য, নিত্য সমাস। বিণ।

সারমর্ম্ম (-মর্ম্মন্), **-মর্ম**—সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সারমেয়—কুকুর। সরমা (কুক্কুরী)+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

সারলোহ—লৌহসার, ইস্পাত। সার লোহ (লৌহ), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সারল্য—সরলতা, অকাপট্য। সরল+ষ্যঞ্, ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—সরল।

সারস—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ জলচর পক্ষী; হংস। বি; পুং। ২। পদ্ম। সরস্ (সরোবর)+অণ্, ভবাদ্যর্থে। বি; ক্লীব। ৩। সরোবরসম্বন্ধীয়। সরস+অণ্, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—সী।

সারসংগ্রহ, -সঙ্ক(ংক)লন—চুম্বককরণ; সারাংশের আহরণ; মর্ম্মগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

সারসন—স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহারাদি; পুরুষের কটিবন্ধ। সার—সন্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

সারস্বত—১। বিল্বদণ্ড, বেলগাছের যষ্টি; ব্রহ্মার দিনরূপ কল্পবিশেষ। বি; পুং। ২। ব্যাকরণবিশেষ। বি; ক্লীব। ৩। সরস্বতী-সম্বন্ধীয়; বিদ্বান্। সরস্বতী (বাগ্দেবী)+অণ্, সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—তী।

সারহীন—অসার; বাজে, অকেজো। ৩য়াতৎ। বিণ।

সারা—১। উৎকৃষ্টা; শবলা। সার+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সংশোধন করা; আরোগ্য লাভ করা; মেরামত করা; (ব্যঙ্গার্থে) দুর্দ্দশাগ্রস্ত করা; সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা। 'সংস্কার'-শব্দজ। বাং ক্রি। ৩। সমগ্র, সম্পূর্ণ। 'সর্ব্ব'-শব্দজ। ৪। ক্লান্ত, হয়রান; বিপন্ন। বিণ। ৫। (গণিত) কালি, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফল। বাং প্র। বি।

সারাংশ—মর্ম্ম; প্রধানভাগ, শ্রেষ্ঠাংশ। সার অংশ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সারান—মেরামত করান; সমাপ্ত করান; আরোগ্য করা; সংশোধন করান। বাং ক্রি।

[কর্ম্মধা। বি; পুং।

সারার্থ—প্রধান অর্থ; সারমর্ম্ম। সার অর্থ,

সারাল—সারযুক্ত, সারবান্। সার+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ।

সারাসেন—উত্তর-পশ্চিম আরবের অধিবাসী, মধ্যযুগের মুসলমানগণের সাধারণ নাম (Saracen). বি।

সারি—শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি; সমবেত মাঝিদের গীতবিশেষ। বাং প্র। বি। **সারি সারি**—শ্রেণীবদ্ধভাবে, অনেকগুলি সারিতে।

সারি, সারী—শালিকপক্ষিণী; পাশক, পাশগুটিকা। সৃ+ইঞ্, কর্ত্তৃবা; পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সারিকা—১। পক্ষিণীবিশেষ, শালিকপাখী; পাশগুটিকা। সারি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বিরেচনকারিণী। সারক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সারিগামা—স্বরসপ্তকের সংক্ষিপ্তরূপ; আরম্ভ। বাং প্র। বি। [বি।

সারিন্দা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সারঙ্গ'-শব্দজ।

সারিবন্দী—শ্রেণীবদ্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

সারিভারি—ষড়যন্ত্র ("ভরতের সনে তব আছে সারিভারি"—কৃত্তিবাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সারী (-রিন্)—সারবান্। সার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—সারিণী।

সারী—'সারি' দ্রঃ।

সারূপ্য—সমানরূপতা; মুক্তিবিশেষ, যাহাতে ঈশ্বরের তুল্যরূপ হওয়া যায় এরূপ মুক্তি। সরূপ (সমানরূপ)+ষ্যঞ্, ভাবে। বি; ক্লীব।

সারেঙ্গ, সারেং—জাহাজের প্রধান চালক বা কর্ণধার। ইং 'serang' বা ফার্সী 'সরহং'-শব্দজ। বি।

সারোদ্ধার—প্রকৃত সত্য বা ঘটনা, সংক্ষিপ্ত সত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সার্কস, সার্কাস্—ক্রীড়াচক্র, ব্যায়াম-কৌশল ও সিংহ-ব্যাঘ্রাদির ক্রীড়াপ্রদর্শন। ইং circus. বি।

[বি।

সার্জ—একপ্রকার পশমীবস্ত্র। ইং serge.

সার্জন—১। ইউরোপীয় পুলিশ পাহারাদার। ইং 'sergeant'-শব্দজ। ২। ইউরোপীয় প্রণালীতে অস্ত্রচিকিৎসক। ইং 'surgeon'-শব্দজ। বি।

সার্ট—'শার্ট' দ্রঃ।

সার্টিফিকেট—প্রশংসাপত্র; প্রমাণপত্র। ইং certificate. বি।

সার্থ—১। সঙ্গী, সাথী; সমূহ; জন্তুসমূহ। সৃ (গমন করা)+থন্ কর্ত্তৃবা। ২। বণিক্-সমূহ। বি; পুং। ৩। ধনবান্, ধনী, ধনাঢ্য; অর্থযুক্ত। অর্থের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সার্থক—১। অর্থযুক্ত, অন্বর্থ; সফল। বিণ। স্ত্রী—সার্থিকা। বি,—তা। ২। বণিক্-দলের অধিনায়ক। অর্থের (প্রয়োজন ইত্যাদির সহিত) বর্ত্তমান, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি; পুং।

সার্থকতা—উদ্দেশ্যযুক্ততা; সফলতা। সার্থক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সার্থক।

সার্থকতাসম্পাদন—সফলকরণ; অন্বর্থকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সার্থকনামা (-নামন্)—নামানুরূপ কর্ম্মকারী; যশস্বী। সার্থক হইয়াছে নাম যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ম্নী।

সার্থবাহ—বণিক্, দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যকারী; পথদর্শক। উপতৎ; সার্থ (সমূহ)—বহ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সার্দ্ধ(র্ধ)—অর্দ্ধযুক্ত, অর্দ্ধ-সহিত। অর্দ্ধের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সার্ব্ব(র্ব)—সর্ব্বহিতকর; সর্ব্ব-সম্বন্ধীয়। সর্ব্ব+অণ্, হিতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—সার্ব্বী।

সার্ব্ব(র্ব)কালিক—যাহা সকল সময়ে হয় এমন। সর্ব্বকাল+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সার্ব্ব(র্ব)জনীন—সর্ব্বলোকবিদিত; সর্ব্বলোকহিতকর; সর্ব্বজনের ইষ্টসাধক; সর্ব্বজনের প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত। সর্ব্বজন (সকল মনুষ্য)+ঈন (খঞ্)। বিণ।

সার্ব্ব(র্ব)ত্রিক—সর্ব্বত্রব্যাপী, সকল স্থানে স্থিত, সকল স্থানের উপযুক্ত। সর্ব্বত্র (সকল স্থান)+ইক ব্যাপ্ত্যাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সার্ব্ব(র্ব)দেশিক—সকল দেশের উপযোগী; সকলদেশসম্বন্ধীয়। সর্ব্বদেশ+ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সার্ব্ব(র্ব)ধাতুক—সর্ব্বধাতুসম্বন্ধীয়। সর্ব্বধাতু+ক (ঠক্)। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সার্ব্ব(র্ব)বিভক্তিক—সর্ব্ববিভক্তিজাত। সর্ব্ববিভক্তি+ক (ঠক্) জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সার্ব্ব(র্ব)ভৌম—১। উত্তর দিগ্গজ, কুবেরের হস্তী; চক্রবর্ত্তী, সম্রাট্, সমুদয় ভূমির

অধীশ্বর। সর্ব্বভূমি (সকল স্থান) + অণ্ ঈশ্বরার্থে। বি; পুং। ২। জগদ্ব্যাপী; জগদ্বিখ্যাত। সর্ব্বভূমি + অণ্ ব্যাপ্ত্যাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —মী।

সার্ব্ব(র্ব)লৌকিক—সর্ব্বলোকসম্বন্ধীয়; সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ; সর্ব্বজনবিদিত; পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত। সর্ব্বলোক + ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে, জ্ঞাতার্থে। বিণ।

সাষ্টি—ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি রূপ মুক্তি। ঋষ্টির সহ বর্ত্তমান, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

সাল—বৃক্ষ; সর্জ্জবৃক্ষ; প্রাকার, প্রাচীর। সল্ + ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

সালগম—তরকারী, গাজরবিশেষ। ফার্সী 'শল্গম্'-শব্দজ। বি।

সালঙ্ক—অলঙ্কার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সালঙ্কার—অলঙ্কারযুক্ত, আভরণভূষিত। অলঙ্কারের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সালতামামি—সাংবৎসরিক বিবরণ; বৎসরান্ত। ফার্সী। বি।

সালতি—একপ্রকার সরু নৌকা, সালকাঠের ছোট নৌকা। সাল + তি নির্ম্মিতার্থে। বি।

সালন—ব্যঞ্জন। 'শলবন'-শব্দজ। বি।

সালনির্য্যা(র্যা)স, সালান—সর্জ্জরস, ধূনা। সালের নির্য্যাস (আঠা), ৬ষ্ঠীতৎ; সাল —আ—নী + ড কর্ম্মবা। বি; পুং।

সালবোট—একপ্রকার রেকাব। ইং 'salver'-শব্দজ। বি।

সালভঞ্জিকা—পুত্তলিকা, পুতুল; বেশ্যা। সাল (সালবৃক্ষ বা ইহার কাঠ)—ভন্জ্ + ণক কর্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

সালমমিছরি—কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত কন্দবিশেষ। আর্বী 'সালবমিস্‌রি'-শব্দজ। বি।

সালসা—রক্ত-পরিষ্কারক ঔষধবিশেষ, রসায়ন ঔষধ। পোর্ত্তুগীজ salsa. বি।

সালি-আনা, সালিয়ানা—বার্ষিক। 'শাল্-আনাহ্'-শব্দজ। বি। [বি।

সালিক—শারিকা পক্ষী। 'শারিকা'-শব্দজ।

সালিপনা—'সালি-আনা' দ্রঃ।

সালিশ(স)—মধ্যস্থ ব্যক্তি। আর্বী। বি।

সালিশী(সী)—১। মধ্যস্থ-সম্বন্ধীয়; মধ্যস্থ দ্বারা কৃত। সালিশ (স) + ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। ২। মধ্যস্থতা। সালিশ(স) + ঈ কর্ম্মার্থে। বি।

সালু—একপ্রকার লাল সূতি কাপড়। বাং প্র। বি। [প্রাদে। বি।

সালুক—কুমুদ বা সাপলা ফুলের মূল।

সালোক্য—মুক্তিবিশেষ, তুল্যলোকবাসরূপ মুক্তি, ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাস। সমান লোক, নিত্য; সলোক + ষ্যঞ্ বাসার্থে বা স্বার্থে। বি; ক্লীব। [বি।

সার্শি—কপাটের কাঁচ। ইং 'sash'-শব্দজ।

সাশ্রয়—১। অবলম্বনযুক্ত, আশ্রয়যুক্ত। আশ্রয়ের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ২। ব্যয়সংক্ষেপ; খরচ বাঁচা। বাং প্র। বি।

সাশ্রু—অশ্রুপূর্ণ। অশ্রুর সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সাশ্রুনয়নে, -নেত্রে, -লোচনে—সজল নয়নে। সাশ্রু নয়ন, নেত্র, লোচন যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সাষ্টাঙ্গ—অষ্টাঙ্গযুক্ত ('—নমস্কার')। অষ্টাঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। [জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, মস্তক, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বাক্য, অথবা, শির, গ্রীবা, বক্ষ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর, হস্ত, পদ—এই আট]।

সাষ্টাঙ্গে—অষ্টাঙ্গের সহিত, ভূলুণ্ঠিত হইয়া। অষ্টাঙ্গের সহিত বর্ত্তমান যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সাসী—কাচের দরজা জানালা ইত্যাদি। ফরাসী 'chasis', ফার্সী 'শীশা'-শব্দজ। বি।

সাস্না—গরুর গলকম্বল। সস্ (নিদ্রা যাওয়া) + অ কর্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

সাহঙ্কা(ৎকা)র—অহঙ্কৃত, গর্ব্বিত। অহঙ্কারের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সাহচর্য্য(র্য)—সংসর্গ, সঙ্গ, সহচরত্ব; সামানাধিকরণ্য, একাধারে থাকা। সহচর (সঙ্গী) + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সাহস—১। অন্তঃকরণের বিক্রম; উৎসাহ; নির্ভয়তা, ভয়হীনতা; দ্বেষ; অনৌচিত্য; দণ্ড; দস্যুবৃত্তি; বলপূর্ব্বক কৃত দুষ্কর্ম্ম, অত্যাচার। সহস্ (বল) + অণ্ কৃত অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব। ২। অগ্নিবিশেষ। সহস্ + অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সাহসিক, সাহসী (-সিন্)—সাহসের কর্ম্মকারী; নিভীক, নির্ভয়; পরুষবাদী; পারদারিক; অনৃতবাদী। সাহস + ইক, ইন্ আছে অর্থে বা প্রস্তুতার্থে। বিণ। স্ত্রী, —সিকী, —সিনী। বি, —সিকতা, —সিতা।

সাহসিকতা—সাহসিকের ভাব; নির্ভীকতা; ভয়শূন্য হইয়া কোন বিপজ্জনক কার্য্যের সম্পাদন। সাহসিক + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সাহসিক।

সাহসী (-সিন্)—'সাহসিক' দ্রঃ।

সাহস্র—১। বহুসহস্র; সহস্রমাত্র; সহস্র সংখ্যায় সংখ্যাত দল। সহস্র + অণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লীব। ২। সহস্রসংখ্যক; সহস্রসম্বন্ধীয়; সহস্র মুদ্রায় ক্রীত। বিণ। ৩। সহস্রসৈনিকসংখ্যাত সৈন্যদল। সহস্র + অণ্ আছে অর্থে, সম্বন্ধার্থে, ক্রীতার্থে। বি; পুং।

সাহা—বণিক্‌জাতির উপাধিবিশেষ। 'সাধু'-শব্দজ। বি।

সাহানা—রাগিণীবিশেষ। ফার্সী। বি।

সাহায্য—আনুকূল্য, সহায়তা। সহায় + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সাহায্যকারী (-রিন্)—সহায়ক; পৃষ্ঠপোষক, সহায়তাকারী। উপতৎ; সাহায্য—কৃ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী।

সাহায্যপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—সহায়তা-প্রার্থনাকারী, যে সাহায্য চায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —প্রার্থিনী।

সাহি—সাধিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

সাহিত্য—১। রসরচনা; কবিতা গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস আখ্যায়িকা প্রভৃতি রচনা। সম্যক্ হিত, প্রাদি; সহিত + ষ্যঞ্ করে অর্থে। ২। সংসর্গ, মিলন; সম্বন্ধবিশেষ, একক্রিয়ান্বয়িত্ব; বুদ্ধিবিশেষ, বিশেষত্ব। সহিত + ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—সাহিত্যিক।

সাহিত্যচর্চ্চা(র্চা)—সাহিত্যের আলোচনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সাহিত্যব্যবসায়ী (-সায়িন্)—সাহিত্য লিখিয়া অর্থ-উপার্জ্জনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —য়িনী।

সাহিত্যরথী (-রথিন্)—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। সাহিত্যে রথী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —রথিনী।

সাহিত্য-সম্রাট্ (-সম্রাজ্)—সাহিত্যের সকল শাখায় যিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন এমন ব্যক্তি। ৭মীতৎ। বি; পুং।

সাহিত্যসেবক, -সেবী (-সেবিন্)—কাব্যশাস্ত্রপ্রণয়নকারী; নিরন্তর সাহিত্যের রচনা ও আলোচনাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; সাহিত্য—সেব্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —সেবিকা, —সেবিনী।

সাহিত্যসেবা—সাহিত্যের আলোচনা ও প্রণয়ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [দ্রঃ।

সাহিত্যসেবী (-বিন্)—'সাহিত্যসেবক'

সাহিত্যামোদী (-দিন্)—সাহিত্যের প্রতি অনুরাগযুক্ত। ৩য়া বা ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, —দিনী।

সাহিত্যালোচনা—সাহিত্য-চর্চ্চা। সাহিত্যের আলোচনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সাহিত্যিক—সাহিত্য-প্রণয়নকারী; সাহিত্যসম্বন্ধীয়। সাহিত্য + ইক করে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —কী।

সাহু—বণিক্। 'সাধু'-শব্দজ। বি।

সাহেব—ইউরোপীয় ব্যক্তি; প্রধান ব্যক্তি; প্রভু; মুসলমান ভদ্রলোকের উপনামবিশেষ। আর্বী। বি।

সাহেবি, সাহেবি-আনা—সাহেবের মত চালচলন। সাহেব + ই ভাবে; ২য় পক্ষে সাহেবি + আনা স্বার্থে। বি।

সাহেবী—সাহেবের ন্যায়। সাহেব + ঈ সদৃশার্থে। বিণ। [শব্দজ। বি।

সিউনি—জল-সেচন-পাত্রবিশেষ। 'সেচনী'-

সিউলী—১। শিউলী ফুল, শেফালিকা। 'সেফালিকা'-শব্দজ। ২। খেজুরের গুড় প্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ। বাং প্র। বি।

সিংহ—পশুরাজ, মৃগেন্দ্র ; পঞ্চম রাশি ; (কোন শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। হিন্স্ (হিংসা করা)+অচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; পুং। স্ত্রী—সিংহী।

সিংহকেশর—১। বকুল-বৃক্ষ। সিংহের কেশরের ন্যায় কেশর যাহার, বহুব্রী। ২। সিংহের গ্রীবাস্থিত কেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সিংহগ্রীব—সিংহের ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট ("সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল"—কাশীরাম)। বহুব্রী। বিণ।

সিংহদরজা—সিংহদ্বার, ফটক। সিংহ-চিহ্নিত দরজা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

সিংহদ্বার—সিংহমূর্ত্তি-চিহ্নিত প্রবেশদ্বার, ফটক, সিংহদরজা। সিংহাকৃতিযুক্ত দ্বার (দরজা), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সিংহধ্বনি, -নাদ—১। যোদ্ধাদিগের আস্ফালনসূচক শব্দ ; বীরগর্জ্জন। সিংহের ধ্বনি, নাদ (তুল্যার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সিংহের ডাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সিংহবাহনা—দুর্গা, ভগবতী। সিংহ বাহন যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সিংহবাহিনী—দুর্গা, ভগবতী। সিংহই বাহ (বাহন), কর্ম্মধা ; সিংহবাহন+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সিংহবিক্রান্ত—১। অশ্ব, ঘোটক। সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত (বিক্রম) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। সিংহতুল্য পরাক্রম-শালী। সিংহসদৃশ বিক্রান্ত, উপমান কর্ম্মধা। বিণ।

সিংহল—১। ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বীপবিশেষ। সিংহ (মৃগেন্দ্র)—লা+ক কর্তৃবা, অথবা, সিংহবংশের অধিকৃত ইহা এই অর্থে সিংহ+লচ্ [প্রবাদ আছে—বঙ্গের রাজপুত্র বিজয়সিংহ কর্তৃক ইহা অধিকৃত হয়]। ২। রঙ্গ, রাঙ্, ; টিন ; পিত্তল ; দারুচিনি। সিংহ—লা+ক কর্তৃবা। বি ; ক্লীব।

সিংহশিশু—সিংহের শাবক ; পরাক্রান্ত ও নির্ভীক শিশু ; বীর পুরুষের সন্তান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সিংহাবলোকনন্যায়—ন্যায়বিশেষ [শিকারের চেষ্টায় অগ্রসর হইবার সময়ে সিংহ তাহার নাগালের মধ্যে কোন শিকার আছে কিনা জানিবার জন্য পুনঃপুনঃ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে। এইরূপ কোন কাজ করিতে করিতে মাঝে মাঝে গত বিষয়ের আলোচনা এই ন্যায়ের বিষয়]। সিংহের অবলোকন, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সিংহাসন—১। সিংহচিহ্নিত আসন, রাজাসন, রাজার বসিবার আসন [ইহাতে এই মূর্ত্তিগুলির কোন না কোনটি থাকে ; যথা—"পদ্ম শঙ্খ গজ হংস ভৃঙ্গ সিংহ হয়"]। সিংহ-চিহ্নিত আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। রতি-ক্রীড়ার আসনবিশেষ, ষোড়শ-রতিবন্ধান্তর্গত চতুর্দ্দশবন্ধ। সিংহের ন্যায় আসন যাহাতে, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

সিংহাসনচ্যুত—রাজ্যভ্রষ্ট। ৫মীতৎ। বিণ।

সিংহাসনাধিরূঢ়, সিংহাসনারূঢ়—সিংহাসনে উপবিষ্ট ; রাজ্যপ্রাপ্ত। সিংহাসনকে অধিরূঢ়, আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।

সিংহী—১। সিংহপত্নী, স্ত্রীসিংহ। সিংহ+ঈপ্। ২। রাহুর মাতা ; বার্ত্তাকু-বৃক্ষ, বেগুন গাছ ; বাসক ; বৃহতী ; মুদ্গপর্ণী ; কণ্টকারী। সিংহ+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি ; স্ত্রী।

সিঁথা, সিঁয়া—সেলাই করা। 'সিব্'-ধাতুজ। বাং ক্রি। [ক্রি।

সিঁচা—সেচন করা। 'সিচ্'-ধাতুজ। বাং

সিঁড়ী—সোপান, পইঠা ; মই। 'শ্রেঢ়ী'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

সিঁতি, সিঁথা, সিঁথি—সীমন্ত। 'সীমন্ত'-

সিঁথি, সিঁথিপাটি—মস্তকের স্বর্ণাভরণ-বিশেষ। প্রাদে। বি।

সিঁদ—'সিঁধ' দ্রঃ।

সিঁদুর, সিঁদুর—রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ। 'সিন্দূর'-শব্দজ। বি।

সিঁধ, সিঁদ—সুড়ঙ্গ ; চুরি করিবার উদ্দেশ্যে গৃহের ভিত্তিতে বা প্রাচীরে কৃত গর্ত্ত। 'সন্ধি'-শব্দজ। বি।

সিঁধকাটি—সিঁধ কাটিবার ছোট শাবল। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

সিঁধাল, সিঁধেল—যে সিঁধ কাটে এমন, সন্ধিখননকারী। সিঁধ+আল, এল খনকার্থে। বিণ।

সিকতা—১। বালুকা। সিক্+অতচ্ কর্তৃবা +আপ্। ২। বালুকাময় দেশ। সিকতা +অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সিকতাবান্ (-বৎ)—বালুকাময়, যাহাতে কেবল বালি আছে এমন, বেলে। সিকতা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

সিকতাময়—১। বালুকাময়, বালুকাযুক্ত। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। ২। বালুকাময় এমন তট ; যাহার উপকূল বালুকাময় দ্বীপ। সিকতা+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বি ; ক্লীব।

সিকস্ত—১। ভাঙ্গন, ধ্বংস। বি। ২। হতাশ, ভগ্নোদ্যম। ফার্সী। বিণ।

সিকস্তি—নদ্যাদিতে চর পড়িয়া যে জমি উৎপন্ন হয় তাহা। বাং প্র। বি।

সিকা, সিকে—১। হাঁড়ী প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখিবার রজ্জু-নির্ম্মিত আধার। 'শিক্য'-শব্দজ। ২। চারি আনা, টাকার চতুর্থ ভাগ ; সিকি। 'চতুষ্কা'-শব্দজ। বি।

সিকি—মুদ্রার চারিভাগের এক ভাগ, চারি আনা ; চতুর্থাংশ, পোয়া ; চতুর্থাংশপরিমিত। 'চতুষ্কা'-শব্দজ। বি বা বিণ।

সিক্কা—বাদশাহী আমলের পূর্ণ এক তোলা ওজনের টাকা ; একতোলা। আর্বী। বি।

সিক্ত—আর্দ্রীকৃত, ভিজা ; অভিবৃষ্ট, যাহার উপর জল বর্ষণ করা হইয়াছে এমন। সিচ্ (জলাদি সেচন করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সেচন। [বি।

সিকনি—নাসিকামল। 'সিঙ্ঘান'-শব্দজ।

সিক্য, সিক্যা—সিকে। সিক্ (সেবন করা) +যৎ কর্তৃবা ; পক্ষে+আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী।

সিগারেট—চুরুটিকা, ক্ষুদ্র চুরুট। ইং cigarette. বি। [বি।

সিঙ্গার—শৃঙ্গার ; সাজসজ্জা। প্রাঃ কবিপ্র।

সিজ—মনসা গাছ। বাং প্র। বি।

সিঝা—জলে সিদ্ধ হওয়া। বাং ক্রি।

সিঝান—জলে সিদ্ধ করা। বাং ক্রি।

সিঞ্চন—সেচন। কবিপ্র। বি।

সিঞ্চা, সিঁচা, সেঁচা—সেচন করা। কবিপ্র। ক্রি।

সিঞ্চিত—সিক্ত, যাহা বা যাহাতে সেচন করা হইয়াছে এমন। কবিপ্র। বিণ।

সিটকান—কুঞ্চিত হওয়া ; ঘৃণাদি হেতু নাসিকা কুঞ্চিত করা। 'সঙ্কোচন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

সিটি—বাঁশীর শব্দ। বাং প্র। বি।

সিটে—শিঠা, কোন দ্রব্যের অসার অংশ। 'শিষ্ট'-শব্দজ। বি।

সিণ্ডিকেট—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি। ইং syndicate. বি।

সিড়সিড়—শিহরণের ভাব। বাং প্র। বি।

সিত—১। শুক্লবর্ণ ; শুক্রাচার্য্য ; শর, বাণ। বি ; পুং। ২। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা। সো+ক্ত কর্তৃবা। ৩। সম্পন্ন ; সমাপ্ত ; জ্ঞাত। বিণ। ৪। রৌপ্য ; মূলক ; চন্দন। সি (বন্ধন করা) +ক্ত কর্ম্মবা। বি ; ক্লীব।

সিতকণ্ঠ—১। শ্বেতবর্ণ-কণ্ঠযুক্ত। বিণ। ২। দাত্যূহপক্ষী, ডাকপাখী। সিত কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সিতকর—১। চন্দ্র। সিত কর যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। কর্পূর (চন্দ্রনামত্ব হেতু)। বি ; পুং।

সিতকার—শীৎকার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সিতচ্ছদ—রাজহংস ; হংস, হাঁস। সিত ছদ (পালক) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সিতধাতু—কঠিনী, খড়ী, চক (chalk). সিত (সাদা) ধাতু (আকরীয়), কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সিতপক্ষ—১। রাজহংস ; হংস। সিত (শাদা) পক্ষ (পালক) যাহার, বহুব্রী। ২। শুক্লপক্ষ। সিত (শুক্ল) পক্ষ (মাসার্দ্ধ), কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সিতমণি—স্ফটিকমণি ; চন্দ্রকান্তমণি। সিত (শাদা) মণি (রত্ন), কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সিতরশ্মি—১। চন্দ্র। সিত (শুক্ল) রশ্মি

যাহার, বহুব্রী। ২। কর্পূর (চন্দ্রনামত্ব হেতু)। বি; পুং।

সিতা—১। শর্করা, চিনি; শ্বেতদূর্ব্বা; চন্দ্রিকা; মদ্য; মিছরি; মল্লিকা; সুস্ত্রী কামিনী। বি; স্ত্রী। ২। শুভ্রা। সিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সিতাংশু—১। চন্দ্র। সিত (সাদা) অংশু (কিরণ) যাঁহার, বহুব্রী। ২। কর্পূর (চন্দ্রনামত্ব হেতু)। বি; পুং।

সিতাখণ্ড—মধুশর্করা; মিছরি। সিত আখণ্ড (শর্করা), কর্ম্মধা। বি; পুং।

সিতানন—১। গরুড়। বি; পুং। ২। সাদামুখযুক্ত। সিত (সাদা) আনন যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি; ক্লীব।

সিতাব্‌—শ্বেতপদ্ম। সিত অবু, কর্ম্মধা।

সিতাভ—১। চন্দ্র; কর্পূর। বি; পুং। ২। শ্বেত। সিত আভা (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সিতাম্বর—১। শ্বেতবস্ত্রপরিহিত ব্রতী। বি; পুং। ২। শুক্লবস্ত্রপরিধানকারী। সিত অম্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সিতাম্ভোজ—সিতাব্জ (তাহা দ্রঃ)।

সিতাশ্ব—১। অর্জ্জুন, শ্বেতবাহন। সিত অশ্ব যাঁহার, বহুব্রী। ২। সাদা ঘোড়া। সিত অশ্ব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সিতাসিত—১। বলদেব। সিত (শুভ্র চর্ম্ম) এবং অসিত (কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র) যাঁহার, বহুব্রী। ২। শুক্র সহিত শনি। সিত (শুক্র) সহিত অসিত (শনি), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। ৩। শুক্ল ও কৃষ্ণ। সিত অথচ অসিত, কর্ম্মধা। বিণ।

সিতি—১। শুক্লবর্ণ; কৃষ্ণবর্ণ। সো+ক্তি ভাববা। বি; পুং। ২। শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। সো (নাশ করা)+ক্তিচ্ কর্তৃবা। বিণ। ৩। বন্ধন। সি+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।

সিতিকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, মহেশ্বর, শিব; ময়ূর; দাত্যূহপক্ষী, ডাকপাখী। সিতি (কৃষ্ণবর্ণ) কণ্ঠ (গলা) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সিতিমা (সিতিমন্)—শ্বেতত্ব; কৃষ্ণতা। সিতি+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

সিতেতর—কৃষ্ণবর্ণযুক্ত, শুভ্রভিন্ন অন্যবর্ণবিশিষ্ট। সিত (শুভ্রবর্ণ) হইতে ইতর (ভিন্ন, অন্য), ৫মীতৎ। বিণ।

সিতোদর—১। কুবের। সিত (সাদা) উদর (পেট) যাঁহার, বহুব্রী [ইঁহার বর্ণ কাল ছিল, কিন্তু ধবল রোগের চিহ্ন দ্বারা সাদা হইয়াছিলেন]। বি; পুং। ২। সাদা পেট। সিত উদর, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ৩। যাহার পেট সাদা। সিত উদর যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—রা, —রী।

সিতোপল—১। কঠিনী, খড়ী। বি; ক্লীব। ২। স্ফটিকমণি। সিত (সাদা) উপল (প্রস্তর), কর্ম্মধা। বি; পুং।

সিতোপলা—শর্করা, চিনি; মিছরি। সিতোপল+আপ্। বি; স্ত্রী।

সিথান—মাথার বালিশ; শিয়র। 'শিরঃস্থান'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সিদ্ধ—১। সম্পন্ন; প্রমাণীকৃত; পক; ফলিত; প্রসিদ্ধ; বিচারিত; নিত্য; মুক্ত; নিপুণ; পারদর্শী, কৃতবিদ্য; প্রতিপন্ন, প্রতিপাদিত; প্রস্তুত; মিশ্রিত; দীপ্তিশীল; মন্ত্রসিদ্ধিবিশিষ্ট; পরিশোধিত। সিধ্+ক্ত কর্ম্মবা (নিজর্থ অন্তর্ভূত), কর্তৃবা। বিণ। বি—সিদ্ধি। ২। দেবযোনিবিশেষ; মুনি; অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের বিষয় যিনি জানেন এমন, ঋষি; যোগী; বিকুম্ভাদি যোগের অন্তর্গত যোগবিশেষ; ঐন্দ্রজালিক; ঔষধগুল্মবিশেষ। বি; পুং। ৩। সৈন্ধবলবণ। সিধ্+ক্ত কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

সিদ্ধকাম, -মনোরথ—সফলকাম, যাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে এমন। সিদ্ধ কাম, মনোরথ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সিদ্ধগঙ্গা, -সিন্ধু—মন্দাকিনী, স্বর্গঙ্গা; গঙ্গা। সিদ্ধদিগের গঙ্গা, সিন্ধু (নদী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সিদ্ধদেব—শিব, মহাদেব। সিদ্ধ (যোগী) দেব, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধধাতু—পারদ, পারা। সিদ্ধ (রসায়ন বিদ্যা দ্বারা সম্পন্ন) ধাতু (রস), কর্ম্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধপীঠ—যে স্থানে লক্ষ বলি কোটিসংখ্যক হোম এবং তৎপরিমিত মহাবিদ্যা-জপ হইয়াছে সেই স্থান। সিদ্ধ পীঠ (স্থান), কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

সিদ্ধপুরুষ—মুক্ত মানব; সাধনা দ্বারা যাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছে এমন পুরুষ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধবিদ্যা—কালী তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা। সিদ্ধা বিদ্যা (অর্থাৎ মন্ত্র) যাঁহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

সিদ্ধমনোরথ—'সিদ্ধকাম' দ্রঃ।

সিদ্ধরস—পারদ। সিদ্ধ রস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধসাধন—১। (ন্যায়শাস্ত্র) সাধ্যবত্তা হেতু নিশ্চয়সত্ত্বেও পুনরনুমান-দোষ। সিদ্ধের সাধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। গৌরসর্ষপ; শ্বেত সরিষা। সিদ্ধ সাধন যদ্দ্বারা, অথবা, সিদ্ধদিগের সাধন যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

সিদ্ধা—১। যোগিনীবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। সম্পন্না; পক্বা, মন্ত্রসিদ্ধিযুক্তা। সিধ্+ক্ত কর্তৃবা, কর্ম্মবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সিদ্ধাচার্য্য (র্য)—বৌদ্ধদিগের তান্ত্রিক সন্ন্যাসিবিশেষ [ইঁহারা চর্য্যাপদ নামক প্রাচীন বৌদ্ধগান ও দোঁহাসমূহের রচয়িতা]। সিদ্ধ যে আচার্য্য, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধান্ত—১। পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি ও মত খণ্ডনপূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষস্থাপন, মীমাংসা। সিদ্ধ অন্ত যাহা হইতে, বহুব্রী। ২। জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশেষ। সিদ্ধ অন্ত যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

সিদ্ধান্তাচার—তান্ত্রিক আচারবিশেষ (যাহাতে নিজেকে দেবতা মনে করিয়া শান্ত শুদ্ধ মনে যজন করা হয়)। সিদ্ধান্ত আচার, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধান্তী (সিদ্ধান্তিন্)—সিদ্ধান্তকারী, মীমাংসক; মীমাংসা-দর্শন-মতাবলম্বী। সিদ্ধান্ত+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সিদ্ধার্থ—১। বুদ্ধদেব; শ্বেতসর্ষপ। সিদ্ধ (সম্পন্ন) অর্থ (প্রয়োজন, ধন ইত্যাদি) যাহার বা যদ্দ্বারা, বহুব্রী। ২। প্রতিপাদিত অর্থ। সিদ্ধ অর্থ, কর্ম্মধা। বি; পুং। ৩। কৃতার্থ, সিদ্ধকার্য্য; সফলকাম। সিদ্ধ অর্থ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সিদ্ধাশ্রম—প্রসিদ্ধ তপোবনবিশেষ [বামনদেব ও ঋষি বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অনেক মহাত্মা এই স্থানে তপঃসিদ্ধি লাভ করেন বলিয়া ইহা এই নামে আখ্যাত হইয়াছে]। সিদ্ধ আশ্রম, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধি—১। নিষ্পত্তি; মুক্তি, মোক্ষ; ফলোৎপত্তি, সফলতা; যোগবিশেষ; শুভ; পাক; ঐশ্বর্য্য; জ্ঞান; শুদ্ধি; বৃদ্ধি; অন্তর্দ্ধান; জয়লাভ, প্রভাবসিদ্ধি মন্ত্রসিদ্ধি উৎসাহসিদ্ধি—রাজাদিগের এই ত্রিবিধ সিদ্ধি; অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য; পুরুষার্থ। সিধ্+ক্তি ভাববা। ২। মাদকদ্রব্যবিশেষ, ভাঙ্গ। সিধ্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী। বিণ—সিদ্ধ।

সিদ্ধিদ—১। সিদ্ধিদাতা। বিণ। ২। বটুকভৈরব। উপতৎ; সিদ্ধি—দা (দান করা)+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

সিদ্ধিদাতা (-দাতৃ)—১। সফলতাপ্রদানকারী। বিণ। স্ত্রী,—দাত্রী। ২। গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সিদ্ধিযোগ—(জ্যোতিষ) যোগবিশেষ [যদি শুক্রবারে নন্দা, শনিবারে রিক্তা, বুধবারে ভদ্রা, মঙ্গলবারে জয়া এবং বৃহস্পতিবারে পূর্ণা যুক্ত হয়, তবে তাহাকে সিদ্ধিযোগ কহে]। সিদ্ধিনামক বা সিদ্ধিদায়ক যোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [(দেবী), কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সিদ্ধেশ্বরী—দেবীবিশেষ। সিদ্ধা ঈশ্বরী

সিধা—১। সরল, সোজা; শাসিত। 'সিদ্ধ'-শব্দজ। বিণ। ২। কাহারও ভোজনার্থ প্রদত্ত অরন্ধিত চাউল ডাল লবণ প্রভৃতি; চাউল। হিন্দী। বি।

সিধায়ব—সিদ্ধ করিব। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সিধারহ—গমন কর, যাও। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সিধি—সিদ্ধি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
সিধু—মদ্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
সিধ্য—১। কার্য্যসাধক। বিণ। ২। পুষ্যানক্ষত্র। সিধ্ (নিষ্পন্ন করা বা হওয়া)+ক্যপ্ কর্ত্তৃবা, অধিবা। বি; পুং।
সিন—১। নাটকের দৃশ্যপট; নাটকের গর্ভাঙ্ক। ইং scene. বি। ২। বরং; সন্দেহ-সূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।
সিনাউ—স্নান করি। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
সিনান—১। স্নান। বি। ২। স্নান করা বা করান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [রূপ—সিনায়ব, সিনায়ল।]
সিনিয়া—স্নান করিয়া ("সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটিতে পড়েছে চিকুররাশি"—চণ্ডীদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।
সিনেমা—বায়োস্কোপ, চলচ্চিত্র। ইং cinema. বি।
সিনেহ—স্নেহ; প্রণয়। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
সিন্দুক—বড় বাক্স। ফার্সী। বি।
সিন্দুর—১। রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ, সিঁদুর। স্যন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া)+উরন্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। বৃক্ষবিশেষ। স্যন্দ্+উরন্ অপাবা। বি; পুং।
সিন্দূরতিলকা—সধবা স্ত্রী, যে নারীর কপালে সিন্দূরের টিপ আছে সেই। সিন্দূরের তিলক যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।
সিন্ধু—১। সমুদ্র, সাগর। স্যন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া)+উ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। ২। অন্ধমুনির পুত্র; সিন্ধুনামক নদ; সিন্ধুদেশ; হস্তী; গজমদ; রাগবিশেষ; শ্বেতটঙ্কণ; ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ। বি; পুং। ৩। নদী। স্যন্দ্+উ কর্ত্তৃবা, অপাবা, অধিবা। বি; স্ত্রী।
সিন্ধুজ—১। সৈন্ধবলবণ। বি; ক্লীব। ২। চন্দ্র; উচ্চৈঃশ্রবা; কর্পূর। বি; পুং। ৩। সমুদ্রজাত; নদীজাত। উপতৎ; সিন্ধু—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ। [বি; ক্লীব।
সিন্ধুজন্ম (-জন্মন্)—সৈন্ধবলবণ। বহুব্রী।
সিন্ধুজন্মা (-জন্মন্)—চন্দ্র। (সমুদ্রমন্থনকালে সিন্ধুতে) (সমুদ্রে) জন্ম (উৎপত্তি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
সিন্ধুজা—১। লক্ষ্মী। বি; স্ত্রী। ২। সমুদ্রোৎপন্না; নদীজাতা। সিন্ধুজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
সিন্ধুনাথ—সমুদ্র, নদীপতি। সিন্ধুর (নদীর) নাথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।
সিন্ধুপুত্র—চন্দ্র। সিন্ধুর পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ।
সিন্ধুপুত্রী(ত্রী)—লক্ষ্মী। সিন্ধুর পুত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
সিন্ধুপুষ্প—শঙ্খ, শাঁখ। সিন্ধু—পুষ্প্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
সিন্ধুবার—নিসিন্দাগাছ; সিন্ধুদেশীয় বা পারস্যদেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্ব। সিন্ধু—বৃ+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।
সিন্ধুর—হস্তী, গজ ("জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ"—গোবিন্দদাস)। স্যন্দ্+উর্ অপাবা (নিপাতনে), অথবা, সিন্ধু+র আছে অর্থে। বি; পুং।
সিন্ধুশয়ন—ক্ষীরোদশায়ী, বিষ্ণু। সিন্ধু শয়ন যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।
সিন্নি—পীরের দরগায় বা সত্যনারায়ণের পূজায় দুধ আটা কলা প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া যে ভোগ দেওয়া হয় তাহা। ফার্সী 'শীরীনী'-শব্দজ। বি।
সিপাই, সিপাহী—ভারতে ইংরাজ-শাসনের সময়ে ইংরাজদিগের ভারতবর্ষস্থ সৈন্যদলের দেশীয় সৈন্যগণ। ফার্সী। বি।
সিপ্রা—উজ্জয়িনীর সমীপে প্রবাহিত নদী; স্ত্রীলোকের কটিবন্ধ; স্ত্রী-মহিষ। সিপ্+রক্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
সিম—শুঁটিযুক্ত তরকারীবিশেষ। 'সিম্বী'-শব্দজ। বি।
সিমন্তিনী—সীমন্তিনী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
সিমেণ্ট—বিলাতী মাটি; মৃত্তিকাচূর্ণ প্রস্তর প্রভৃতি মিশাইয়া এবং পোড়াইয়া প্রস্তুত চূর্ণবিশেষ। ইং cement. বি।
সিয়ন—সূচীকর্ম্ম। 'সীবন'-শব্দজ। বি।
সিয়া—১। মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। আর্বী। বি। ২। ছিন্ন। বিণ। ৩। থামিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।
সিয়ান—১। চালাক, চতুর, ধূর্ত্ত। বাং প্র। বিণ। ২। সেলাই করা। 'সিব্'-ধাতুজ। বাং ক্রি।
সিয়ানা—চতুর; বয়ঃপ্রাপ্ত; বড়সড়, হৃষ্ট-পুষ্ট। প্রাদে। বিণ। [বিণ।
সিয়ানী—চতুরা; চতুর। প্রাঃ কবিপ্র।
সিরজা—সৃষ্টি করা, নির্ম্মাণ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [রূপ—সিরজিয়া, সিরজিল।]
সিরপা—পাগড়ী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
সিরা—নাড়ী; জলবাহিনী, জল বহিবার চর্ম্মাদি-নির্ম্মিত পাত্র, ভিস্তী। সি+রক্ কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা+আপ্। বি; স্ত্রী।
সিরিশ—পশুর খুর ও শিং পোড়াইয়া বা গলাইয়া প্রস্তুত আঠা। ফার্সী 'সরেশ'-শব্দজ। বি। **সিরিশ কাগজ**—কাঠ রাবার প্রভৃতি পালিশ করিবার জন্য সিরিশ ও কাচের গুঁড়া মাখান একপ্রকার কাগজ। [বি।
সির্কা—গুড় প্রভৃতির টক রস। ফার্সী।
সির্নি—শিরণি (তাহা দ্রঃ)। [seal. বি।
সিল—মোহর, ছাপ; জলজন্তুবিশেষ। ইং
সিল-আংটি—মুদ্রিত নামযুক্ত অঙ্গুরীয়ক। সিলমারা আংটি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।
সিল্ক—রেশম; রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র। ইং silk. বি।
সিসৃক্ষু—সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক। সৃজ্+সন্+উ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—সিসৃক্ষা।
সিহ্ল, সিহ্লক—গন্ধদ্রব্যবিশেষ; ধুনা। স্নিহ্+ল করণবা (নিপাতনে); পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।
সীকর—জলকণা, গুঁড়ি গুঁড়ি জল; বায়ু। সীক্+অরন্ কর্ম্মবা। বি; পুং।
সীতা—১। লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গলচিহ্নিত রেখা; (রামায়ণ) রামচন্দ্রের পত্নী। সি (খনন করা)+ক্ত কর্ম্মবা, সংজ্ঞার্থে+আপ্ (নিপাতনে ই-কার দীর্ঘ)। ২। লক্ষ্মী; দুর্গা; স্বর্গগঙ্গার শাখাবিশেষ; বনদেবতাবিশেষ; মদ্য। সি+ক্ত কর্ত্তৃবা+আপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।
সীতাকান্ত, -নাথ, -পতি—রামচন্দ্র, রঘুনাথ; অদ্বৈতাচার্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সীতাকুণ্ড—চন্দ্রনাথ পাহাড় ও মুঙ্গেরের তীর্থস্থানের উষ্ণ প্রস্রবণবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সীতাভোগ—শ্বেতবর্ণ মিহিদানার মত মিষ্টান্নবিশেষ। বাং প্র। বি।
সীৎকার, -কৃতি—অব্যক্ত মুখশব্দবিশেষ, রতিকালে স্ত্রীলোকদের সুখব্যঞ্জক শব্দ-বিশেষ। সীৎ—কৃ+ঘঞ্, ক্তি ভাববা। বি; পুং, স্ত্রী। [কবিপ্র। বি।
সীথ—সীঁথি বা তাহার অলঙ্কার। প্রাঃ
সীথফল—সীঁথির অলঙ্কার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
সীধু—মদিরিকা, মদ্য; মদ্যবিশেষ, গুড়জ মদ্য। সিধ্+উ কর্ম্মবা (নিপা)। বি; পুং।
সীন—নাটকের দৃশ্যপট। ইং scene. বি।
সীবন—সূচীকর্ম্ম, সেয়ান, সেলাই। সিব্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।
সীবনী—সূচী; লিঙ্গমূল হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত সীবন (perinium). সিব্+অনট্ করণবা, কর্ম্মবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
সীম—সীমা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
সীমন্ত—১। সিঁথি, কেশবীথি, ঝাপ্টা। সীমার (সীমন্ শব্দ) অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ (নিপাতনে)। ২। সীমন্তোন্নয়ন। সীমন্—তন্+ড অধিবা (নিপাতনে)। ৩। মস্তক। সীমার (অর্থাৎ কেশের সীমার) অন্ত (শেষ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং বা ক্লীব।
সীমন্তক—সিন্দূর, সিঁদুর। সীমন্ত—কৈ (প্রকাশ করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।
সীমন্তিত—যাহা সীমন্তযুক্ত করা হইয়াছে, দ্বিবিভক্ত। সীমন্তি (নামধাতু—সীমন্তযুক্ত করান)+ক্ত কর্ম্মবা, অথবা, সীমন্ত+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।
সীমন্তিনী—স্ত্রী, নারী; বধূ। সীমন্ত+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভিণী স্ত্রীর চতুর্থ বা ষষ্ঠ

বা অষ্টম মাসে কর্তব্য সংস্কারবিশেষ। সীমন্তের উন্নয়ন যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

সীমা (সীমন্)—অন্ত, অবধি, প্রান্তভাগ; ক্ষেত্র, ঘাড়। সি+ইমন্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

সীমা—অবধি, অন্ত, প্রান্তভাগ; মর্য্যাদা; স্থিতি; ক্ষেত্র; মুষ্ক, অণ্ডকোষ; সমুদ্রবেলা; তীর। সীমন্+ডাপ্। বি; স্ত্রী।

সীমানা—অবধি; গ্রামাদির নির্ণীত শেষভাগ। 'সীমন্'-শব্দজ। বি।

সীমান্ত—শেষসীমা, সীমা; শেষ। সীমার অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সীমান্তপ্রদেশ—কোন দেশের সীমার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল। সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [ক্লীব।

সীমান্তর—অন্য সীমা। নিত্য। বি;

সীমাবদ্ধ, -বচ্ছিন্ন—সীমাযুক্ত, সসীম। সীমাদ্বারা বদ্ধ, অবচ্ছিন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

সীমাবিহীন, -শূন্য—অসীম, অনন্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

সীয়া—সেলাই করা। কবিপ্র। ক্রি।

সীর—হল, লাঙ্গল, সূর্য্য। সি+রক্ কর্তৃবা (ই-স্থানে ঈ)। বি; পুং।

সীরধ্বজ—মিথিলাপতি, জনকরাজ। সীর (লাঙ্গল) ধ্বজ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সীরপাণি, সীরী (সীরিন্)—হলধর, বলরাম। সীর পাণিতে যাঁহার, বহুব্রী; সীর+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সীল—জলজন্তুবিশেষ। ইং seal. বি।

সীল, সীলমোহর—গলিত গালা ইত্যাদির উপর নামাঙ্কিত ছাপ। ইং seal. বি।

সীস, সীসক—সীসাধাতু। সী (সি+ক্বিপ্ ভাববা=বন্ধন)—সো+ক কর্তৃবা; সীস+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

সু—১। উত্তম; শুভ; শোভন, সুন্দর; অতিশয়, অত্যন্ত; অনায়াস; সৌন্দর্য্য; পূজা; উৎকর্ষ; অনুমতি; সমৃদ্ধি; কষ্ট; হর্ষ। সু+ডু ভাববা। অব্য। ২। প্রসব। সু+ক্বিপ্ ভাববা। বি; পুং। [বাং প্র। বি।

সুঁড়ী, সুড়ি—অপ্রশস্ত পথ, গলিপথ।

সুঁতী—ক্ষুদ্রখাল, নালা, ক্ষুদ্র জলপথ। 'স্রোতস্'-শব্দজ। বি।

সুঁদরী—সুন্দরবনের একপ্রকার বৃক্ষ এবং তজ্জাত কাষ্ঠ। 'সুন্দরী'-শব্দজ। বি।

সুঁদী—শ্বেতোৎপল, কুমুদ। 'সৌগন্ধিক'-শব্দজ। বি।

সুকঠিন—দুরূহ; অতিদৃঢ়; দুষ্কর। সু (অত্যন্ত) কঠিন, প্রাদি। বিণ।

সুকণ্ঠ—১। মধুর-কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। সু (উত্তম) কণ্ঠ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, -ণ্ঠা, -ণ্ঠী। ২। মধুর কণ্ঠস্বর। প্রাদি। বি; পুং।

সুকণ্ডু—কণ্ডুরোগ, চুলকনা প্রভৃতি। সু (অধিক) কণ্ডু, প্রাদি। বি; পুং।

সুকন্দ, সুকন্দক—পলাণ্ডু, পিঁয়াজ। সু (উত্তম) কন্দ (মূল), প্রাদি; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

সুকর—অক্লেশসাধ্য, সুসাধ্য, অনায়াসসাধ্য; সুখকর। সু—কৃ+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

সুকর্ম্মা (সুকর্ম্মন্), **-কর্ম্মা**—১। সৎক্রিয়ান্বিত; কর্ম্মঠ। বিণ। ২। বিশ্বকর্ম্মা; যোগবিশেষ। সু (উত্তম) কর্ম্ম যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সুকুমার—১। অতি মৃদু, অতি কোমল; অতি বালক। বিণ। স্ত্রী, -রী। ২। পুঁড়ি আখ; শস্যবিশেষ; বনচম্পকবিশেষ। সু (অত্যন্ত) কুমার, প্রাদি। বি; পুং বা ক্লীব।

সুকুমারবিদ্যা—সাহিত্য কাব্য নৃত্য গীত চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিদ্যা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সুকুমারবৃত্তি—চিত্রাঙ্কন নৃত্য গীত কাব্যাদিরূপ জীবিকা; কোমল স্বভাব। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সুকুমারমতি—১। সরল-হৃদয়; কোমলস্বভাব। সুকুমার মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কোমল অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সুকৃৎ—পুণ্যবান, সুকৃতকারী, পুণ্যাত্মা, ধার্ম্মিক; সৌভাগ্যশালী। উপতৎ; সু (শুভ)—কৃ+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

সুকৃত—১। পুণ্য, ধর্ম্ম; শুভ; দান; ভাগ্য; পুরস্কার; দয়া, বদান্যতা। সু (শুভ) কৃত (কর্ম্ম), প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। পুণ্যাত্মা, পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক; সুনির্ম্মিত, সুবিহিত; ভাগ্যবান্। সু কৃত (কর্ম্ম) যাহার, বহুব্রী। ৩। যাহা উত্তমরূপে করা হইয়াছে এমন। সু (উত্তমরূপে) কৃত, প্রাদি। বিণ।

সুকৃতি—সৎকর্ম্ম, অদৃষ্ট, ভাগ্য; পুণ্য, ধর্ম্ম; শুভ। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুকৃতী (সুকৃতিন্)—ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী; ধার্ম্মিক, পুণ্যবান্; শুভযুক্ত। সুকৃত (পুণ্য)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -তিনী।

সুকেতু—(রামায়ণ) তাড়কা রাক্ষসীর পিতা। সু (উত্তম) কেতু (ধ্বজ) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সুকেশ—মনোহর-কেশরাশিবিশিষ্ট। সু (উত্তম) কেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী, -শা, -শী। (কবিপ্র) -শিনী।

সুকেশী—১। অপ্সরোবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। শোভনকেশযুক্তা। সু (উত্তম) কেশ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুকৌশল—উত্তম উপায় বা নৈপুণ্য। প্রাদি। বি; ক্লীব।

সুক্ত, সুক্তা—ঝালশূন্য তিক্ত ব্যঞ্জন। 'সুতিক্ত'-শব্দজ। বি।

সুখ—১। আনন্দ, প্রীতি, হর্ষ। সু (উত্তম) খ (জ্ঞানেন্দ্রিয়) যাহা হইতে, বহুব্রী; অথবা, সুখ্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—সুখিত, সুখী। **সুখের পায়রা**—সুদিনের বন্ধু, শুধু সুখভোগের জন্য বন্ধু। ২। হর্ষজনক; প্রিয়, মনোহর; মধুর। সুখ্+ক কর্তৃবা। বিণ।

সুখকর—১। সুখজনক। উপতৎ; সুখ—কৃ (করা)+ট কর্তৃবা। ২। সুসাধ্য। সুখ—কৃ+অপ্ কর্ম্মবা। বিণ। স্ত্রী, -রা, -রী।

সুখচর—যাহা সুখে গমন করে, সুখগামী। সুখ—চর্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

সুখজাত—১। সুখযুক্ত, সুখী, আনন্দিত। জাত সুখ যাহার, বহুব্রী (পরনিপাতন)। ২। সুখ হইতে উৎপন্ন। ৫মীতৎ। বিণ।

সুখতলা, -তলী—চর্ম্মপাদুকার ভিতরের কোমল চামড়ার আস্তরণ। বাং প্র। বি।

সুখদ—১। সুখদায়ক, হর্ষপ্রদ। বিণ। ২। শ্রীবিষ্ণু; তালবিশেষ। উপতৎ; সুখ—দা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

সুখদা—১। স্বর্গবেশ্যা; শমীবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। সুখদায়িনী। সুখদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুখদায়ক—আনন্দপ্রদায়ী; সুখজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -দায়িকা।

সুখদুঃখ—আনন্দ ও নিরানন্দ। সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব। [প্রাদি। বি।

সু-খবর—ভাল সংবাদ। সু (উত্তম) খবর,

সুখময়—আনন্দপূর্ণ। সুখ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

সুখর—সুন্দর, সুবিজ্ঞ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সুখরাত্রি—দীপান্বিতা অমাবস্যাতে পূজ্যা লক্ষ্মী। সুখা রাত্রি যাহাতে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

সুখলব—সুখের অঙ্কুর, সবে মাত্র জাত ঈষৎ সুখ ("সুখলব ভৈ গেল নৈরাশ।"—বিদ্যাপতি)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুখলেশ—সামান্যমাত্র সুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সুখশয্যা—আরামপ্রদ বিছানা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

সুখশান্তি—আনন্দ ও চিত্তস্থৈর্য্য। দ্বন্দ্ব।

সুখশ্রাব্য—শুনিতে মধুর, শ্রুতিসুখজনক। সুখে শ্রাব্য, সুপ্ সুপা। বিণ।

সুখসম্পৎ (-সম্পদ্)—আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

সুখসাধ্য—সুকর, যাহা সহজে সম্পন্ন করা যায় এমন। সুখে সাধ্য, সুপ্ সুপা। বিণ। স্ত্রী, -সাধ্যা।

সুখসেব্য—যাহা সেবনে আরাম এবং তৃপ্তি হয় এমন। সুখে সেব্য, সুপ্ সুপা। বিণ।

সুখস্পর্শ—যাহার স্পর্শে আরাম হয় এমন। সুখজনক স্পর্শ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুখস্বচ্ছন্দতা, -স্বাচ্ছন্দ্য—আনন্দ ও চিত্তের সুস্থ এবং স্বাধীন ভাব। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

সুখস্বপ্ন—আনন্দজনক স্বপ্ন, স্বপ্নাবস্থায় সুখলাভের অনুভূতি। সুখজনক স্বপ্ন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সুখাদ্য—উত্তম আহার্য্য ; মধুরাস্বাদ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ ভোজ্য। সু (উত্তম) খাদ্য, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

সুখাধার—স্বর্গ ; সুখের স্থান। সুখের (আনন্দের) আধার (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুখাবহ—সুখদায়ক, সুখজনক। সুখের আবহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

সুখাশা—সুখলাভের সম্ভাবনা ; সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা। সুখের আশা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সুখাসন—১। আরামপ্রদ আসন ; সুখে উপবেশন। সুখপ্রদ আসন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। শ্রাদ্ধের সময়ে রূপার ডিবা প্রভৃতি দান। বাং প্র। বি।

সুখাসীন—আরামে উপবিষ্ট। সুখে আসীন, সুপ্‌সুপা। বিণ।

সুখাস্বাদ—১। সুখের উপভোগ। সুখের আস্বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। প্রীতিপ্রদ-আস্বাদবিশিষ্ট, মধুরাস্বাদযুক্ত। সুখজনক আস্বাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুখিত—সুখী। সুখ+ইতচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বিণ। বি—সুখ।

সুখিনী—সুখপ্রাপ্তা ; সুখযুক্তা, হৃষ্টা ("শিখী-সহ শিখিনী সুখিনী নাচিত দুয়ারে মোর" —মাইকেল)। সুখিন্‌+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। পুং—সুখী (সুখিন্‌)।

সুখী (সুখিন্‌)—প্রীতিমান্‌, সুখবিশিষ্ট, সন্তুষ্ট। বিণ। স্ত্রী—সুখিনী। বি—সুখ।

সুখৈশ্বর্য্য(র্য)—সুখসম্পদ্‌। সুখ ও ঐশ্বর্য্য, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব।

সুখোষ্ণ—ঈষৎ তপ্ত, যাহাতে আরাম হয় এমন উষ্ণ। সুখজনকভাবে উষ্ণ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

সুখ্যাতি—প্রশংসা। সু (উত্তমা) খ্যাতি, [প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

সুগঠিত—উত্তমরূপে নির্ম্মিত ; সুন্দরগঠন-বিশিষ্ট, সুন্দর-অবয়বাদিবিশিষ্ট। সু (উত্তমরূপে) গঠিত, প্রাদি। বিণ।

সুগত—১। বুদ্ধদেব। সু—গম্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। ২। সুন্দরগতিবিশিষ্ট। সু (উত্তমরূপ) গত (গতি) যাহার, বহুব্রী। ৩। উত্তম, চমৎকার। সু—গম্‌+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

সুগন্ধ—১। সদ্‌গন্ধযুক্ত, উত্তমগন্ধবিশিষ্ট (গন্ধ নিজস্ব হইলে সুগন্ধি ; সুগন্ধি পুষ্প ; সুগন্ধ বায়ু)। বিণ। ২। চন্দনবৃক্ষ ; গন্ধক ; গন্ধবণিক্‌ ; নীলোৎপল ; চন্দন ; জিরা ; গন্ধতৃণবিশেষ। সু (উত্তম) গন্ধ যাহার, বহুব্রী। ৩। উত্তম গন্ধ। প্রাদি। বি ; পুং।

সুগন্ধি—১। সদ্‌গন্ধযুক্ত, সুরভি। বিণ। ২। মুস্তা ; পিপ্পলীমূল ; ধন্যাক, ধনিয়া ; গন্ধতৃণবিশেষ। সু গন্ধ যাহার, বহুব্রী (ইচ্‌-আগম ; সুগন্ধ ১ দ্রঃ)। বি ; পুং।

সুগভীর—অত্যধিক গভীর, গভীরতাযুক্ত, অত্যন্ত খাতবিশিষ্ট। সু (অতিশয়) গভীর, প্রাদি। বিণ।

সুগম—যাহাতে যাওয়া সহজ এমন ; অনায়াসলভ্য ; অনায়াসসাধ্য ; সুগম্য, যাহা সহজে জানা বা বুঝা যায়। সু (উত্তমরূপে) —গম্‌+খল্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

সুগম্ভীর—অতীব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। সু (অতিশয়) গম্ভীর, প্রাদি। বিণ।

সুগম্য—সুগম। সু (উত্তমরূপে) গম্য, সুপ্‌সুপা। বিণ। [বিণ।

সুগড়, সুঘড়—সুন্দর ; সুচতুর। প্রাঃ কবিপ্র।

সুগহন—নিবিড়। সু (অতিশয়) গহন, সুপ্‌সুপা। বিণ।

সুগ্রীব—১। কৃষ্ণের অশ্ববিশেষ ; রামচন্দ্রের মিত্র বা বানররাজ ; শিব ; ইন্দ্র ; হংস ; রাজহংস ; বীর ; জলাশয় ; বাসুকি ; পর্ব্বতবিশেষ ; অস্ত্রবিশেষ। বি ; পুং। ২। সুন্দর-গ্রীবাযুক্ত। সু (শোভনা) গ্রীবা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুঘটিত—উত্তমরূপে সংযোজিত, উত্তমরূপে সাজান ; উত্তমরূপে কল্পিত বা নির্ম্মিত। সু (উত্তমরূপে) ঘটিত, প্রাদিতৎ। বিণ।

সুঘড়—'সুগড়' দ্রঃ।

সুচরিত—১। সাধু আচরণ। সু (উত্তম) চরিত, প্রাদি। বি ; ক্লীব। ২। উত্তমরূপে আচরিত। সু (উত্তমরূপে) চরিত, প্রাদি। ৩। সচ্চরিত্র। সু (উত্তম) চরিত যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—চরিতা।

সুচরিত্র—১। সচ্চরিত্র, চরিত্রবান্‌। সু (উত্তম) চরিত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সাধু চরিত্র। সু (উত্তম) চরিত্র, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

সুচর্ম্মা (-র্ম্মন্‌), **সুচর্ম্মা**—১। শোভনচর্ম্মবিশিষ্ট। বিণ। ২। ভূর্জ্জবৃক্ষ। সু চর্ম্ম (ত্বক্‌) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সুচারু—অতিশয় মনোহর, অতি সুন্দর। সু (অত্যন্ত) চারু, প্রাদি। বিণ।

সুচারুরূপে—উত্তমরূপে ; নিখুঁতভাবে ; সুন্দরভাবে। সুচারু রূপ যাহাতে, বহুব্রী, এভাবে। ক্রি-বিণ।

সুচিক্কণ—খুব চক্‌চকে, অত্যন্ত পালিশ। সু (উত্তমরূপে) চিক্কণ, প্রাদি। বিণ।

সুচিত্রক—১। মাছরাঙ্গা পাখী ; চিত্রসর্প, কাল সাপ। বি ; পুং। ২। সুন্দর-চিত্রযুক্ত। সু (অত্যন্ত) চিত্রক (চিত্রবিচিত্র), কর্ম্মধা। বিণ। স্ত্রী,—ত্রিকা।

সুচির—১। অতি দীর্ঘকাল। সু (অত্যন্ত) চির (অধিককাল), প্রাদি। বি ; ক্লীব। ২। দীর্ঘকালস্থায়ী। সু (অতিশয়রূপে) চির, প্রাদি। বিণ।

সুচেতাঃ (-তস্‌), **সুচেতা**—সতর্ক ; সন্তুষ্টচিত্ত। সু (উৎকৃষ্ট) চেতঃ (মনঃ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুচেলক—শোভন বস্ত্র, উত্তম কাপড়। সু (উত্তম) চেল (বস্ত্র), নিত্য+কন্‌ স্বার্থে। বি ; পুং।

সুছন্দ—মনোহর শোভাযুক্ত ; সুগঠিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সুছাঁদ—মনোহর-গঠনবিশিষ্ট, সুঠাম ; উত্তম-প্রকার। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সুজন—সজ্জন, সাধু ব্যক্তি, ধার্ম্মিক লোক ; ভদ্র বা দয়ালু ব্যক্তি। সু (উত্তম) জন (লোক), প্রাদি। বি ; পুং।

সুজনতা—সাধুতা ; সৌজন্য ; ভদ্রতা। সুজন+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

সুজনী—একপ্রকার মোটা এবং কারুকার্য্য-যুক্ত বিছানার চাদর। বাং প্র। বি।

সুজন্মা (-জন্মন্‌)—শোভনজন্মা ; সৎ-কুলোদ্ভব ; বিবাহিত স্বামীর ঔরসে উৎপন্ন ; সম্যক্‌ উৎপন্ন ; সুন্দর। সু (শোভন) জন্ম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুজয়, সুজেয়—যাহা বা যাহাকে অনায়াসে জয় করা যায়, সহজে জয় করিবার যোগ্য। সু—জি+খল্‌ কর্ম্মবা ; সু (সুখে) জেয়, প্রাদি। বিণ।

সুজলা—সুস্বাদ-জলবিশিষ্টা ; প্রচুরনদীযুক্তা, নদীমাতৃকা। সু (উত্তম, প্রচুর) জল যাহাতে, বহুব্রী+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

সুজাত—১। সৎকুলজাত ; শাস্ত্রসম্মতভাবে বিবাহিতা পত্নীতে উৎপাদিত ; সুন্দর। সু (উত্তমরূপে) জাত, প্রাদি, অথবা, সু (উত্তম) জাত (জন্ম) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সৎকুলে জন্ম ; শাস্ত্রসম্মত পত্নীর গর্ভে জন্ম। সু (উত্তম) জাত (জন্ম), প্রাদি। বি ; ক্লীব।

সুজান—সজ্জন ; অতিবিজ্ঞ। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

সুজি—১। যাহাতে হালুয়া প্রস্তুত হয় সেই মোটা দানাযুক্ত ময়দা। বাং প্র। ২। উকুনের ডিম। প্রাদে। বি।

সুজেয়—'সুজয়' দ্রঃ। [বিণ।

সুঝামন—উত্তমরূপে ঢাকা। প্রাঃ কবিপ্র।

সুঝে—দেখে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সুট—পরিচ্ছদ ; একসঙ্গে পরিধেয় পরি-চ্ছদের প্রস্থ ; কোটপ্যাণ্ট ; মোকদ্দমা। ইং suit. বি।

সুটকেস্‌—পোশাক পরিচ্ছদাদি রাখিবার চর্ম্মপেটিকাবিশেষ ; চামড়া ইস্পাত প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার বহনযোগ্য বাক্স। ইং suit-case. বি।

সুঠাম—মনোহর-ভঙ্গীবিশিষ্ট ; সুগঠিত ; সুন্দর। বহুব্রী। বিণ।
সুড়ঙ্গ—সন্ধি, সিঁধ ; গর্ত্ত ; মাটির নীচ দিয়া কাটা পথ ; পর্ব্বতে ছিদ্র কাটিয়া নির্ম্মিত রাস্তা। 'সুরঙ্গ'-শব্দজ। বি।
সুড়সুড়—সরীসৃপ প্রভৃতির গতির অনুকার-শব্দ ; শিহরণ ; কাতুকুতু বা চুলকানি অনুভব ; তীব্র লালসা অনুভব। বাং প্র। অব্য।
সুড়সুড়ান—কাতুকুতু বা চুলকানি অনুভব করা ; কোন কিছুর জন্য হস্তাদি ইন্দ্রিয় অত্যধিক লালসাযুক্ত হওয়া ; চুলবুল্ করা। বাং ক্রি। [ভাবে। বি।
সুড়সুড়ি—কাতুকুতুজনক স্পর্শ। সুড়সুড় + ই
সুড়ি—সরু পথ, গলি। প্রাদে। বি।
সুডীন—পক্ষীর গতিবিশেষ। সু—ডী + ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।
সুডোল, সুডৌল, সু-ঢপ—সুন্দর-অবয়ববিশিষ্ট, সুগঠিত। বহুব্রী (বাং)। বিণ।
সুত—১। পুত্র ; রাজনন্দন, যুবরাজ। বি ; পুং। ২। উৎপন্ন ; নিষ্পীড়িত ; সম্বদ্ধ। সু (প্রসব করা ইত্যাদি) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।
সুতক—জননাশৌচ। সুত + কন্ আগতার্থে। বি ; ক্লীব।
সুতনু—১। অতিশয় কৃশ। সু (অতিশয়) তনু (কৃশ), প্রাদি। ২। সুন্দর-দেহবিশিষ্ট ; কৃশাঙ্গ। সু (সুন্দর) তনু যাহার, বহুব্রী। বিণ।
সুতনু, সুতনূ—শোভনাঙ্গী, সুন্দরী ; কৃশাঙ্গী। সু তনু যাহার, বহুব্রী ; পক্ষে + উপ্। বিণ ; স্ত্রী।
সুতবতী—পুত্রবতী। সুতবৎ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।
সুতবান্ (-বৎ)—পুত্রবিশিষ্ট, যাহার পুত্র আছে এমন। সুত + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।
সুতরাং—অগত্যা ; কাজেই ; অবশ্য ; অত্যন্ত, অতিশয় ; অবধারিত ; ঔচিত্য। সু (অতিশয়) + চতরাম্ স্বার্থে। অব্য।
সুতল—১। ষষ্ঠ পাতাল ; অট্টালিকাবন্ধ, অট্টালিকার মূলপত্তন। সু (অত্যন্ত) তল (অধোভাগ), প্রাদি। বি ; পুং। ২। উত্তম-তলযুক্ত (গৃহাদি)। সু (উত্তম) তল যাহার, বহুব্রী। বিণ।
সুতলি, সুতুলি—সরু দড়ি। বাং প্র। বি।
সুতহিবুকযোগ—যোগবিশেষ, বিবাহ-বিষয়ক যোগ। সুতহিবুক যোগ (গ্রহবিশেষের অবস্থান) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।
সুতা—১। কন্যা, দুহিতা। বি ; স্ত্রী। ২। সম্বদ্ধা ; জাতা। সুত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। সূত্র। 'সূত্র'-শব্দজ। বি। ৪। শয়ন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
সুতাত্মজ—পৌত্র ; দৌহিত্র। সুতের বা সুতার আত্মজ (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
সুতাত্মজা—পৌত্রী ; দৌহিত্রী। সুতাত্মজ + আপ্। বি ; স্ত্রী।
সুতাল—শয়ন করান। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
সুতার—সুস্বাদ। বহুব্রী (বাং)। বিণ।
সুতার্থী (-র্থিন্)—পুত্রকামী, পুত্রলাভেচ্ছু। উপতৎ ; সুত—অর্থ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—র্থিনী।
সুতিক্ত—১। পর্পট। বি ; পুং। ২। অত্যন্ত তিক্ত। সু (উত্তমরূপে) তিক্ত, প্রাদি। বিণ।
সুতী (সুতিন্)—পুত্রবিশিষ্ট, যাহার পুত্র আছে এমন। সুত + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—সুতিনী।
সুতী—কার্পাসসূত্রে প্রস্তুত। সুতা + ঈ (বাং)। বিণ।
সুতীক্ষ্ণ—অতি তীক্ষ্ণ, অতিশয় ধারাল। বিণ। ২। মুনিবিশেষ ; শোভাঞ্জন। সু (অত্যন্ত) তীক্ষ্ণ, প্রাদি। বি ; পুং।
সুতীব্র—অতিশয় তীক্ষ্ণ ; অত্যন্ত ঝাঁঝযুক্ত ; অত্যন্ত কর্কশ বা উগ্র। সু (অতিশয়) তীব্র, প্রাদি। বিণ।
সুতুঙ্গ—১। অতিশয় উচ্চ। বিণ। ২। নারিকেলগাছ ; (জ্যোতিষ) গ্রহগণের উচ্চাংশবিশেষ। সু (অত্যন্ত) তুঙ্গ (উচ্চ), প্রাদি। বি ; পুং।
সুতুলি—'সুতলি' দ্রঃ।
সুতোৎপত্তি—পুত্রের জন্ম ; পুত্রলাভ। সুতের উৎপত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
সুতোৎপাদন—পুত্রের জন্মদান, পুত্রজনন। সুতের উৎপাদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।
সুদ—বৃদ্ধি ; ধনপ্রয়োগের লাভ ; কুসীদ। ফার্সী। বি।
সুদক্ষ—অতিশয় নিপুণ ; সুপটু। সু (অতিশয়) দক্ষ, প্রাদি। বিণ।
সুদক্ষিণ—১। বিদর্ভদেশের একজন রাজা। সু (অত্যন্ত) দক্ষিণ (নিপুণ), প্রাদি। বি ; পুং। ২। উত্তম-দক্ষিণাযুক্ত ('—যজ্ঞ')। সু দক্ষিণা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।
সুদখোর—কুসীদজীবী ; অতিরিক্ত সুদ আদায়কারী। সুদ + খোর আসক্তার্থে। বিণ।
সুদতী—১। সুন্দরী স্ত্রী। বি ; স্ত্রী। ২। শোভনদন্তযুক্তা। সু (উত্তম) দন্ত যাহার, বহুব্রী + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।
সুদম—অনায়াসে দমনীয়। সু (অনায়াসে)—দম্ + খল্ কর্ম্মবা। বিণ।
সুদর্শন—১। বিষ্ণুর চক্রনামক অস্ত্র [বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্বদেবের তেজোভাগ গ্রহণপূর্ব্বক ইহা নির্ম্মাণ করিয়া মহাদেবকে দিলে তিনি আবার ইহা বিষ্ণুকে দানবগণের বিনাশার্থ দান করেন] ; সুমেরু ; গোলাবজাম ; বর্ত্তমান কালের অষ্টাদশ জৈনমুনির পিতা ; গৃধ্র, শকুনি। সু (সুন্দররূপে)—দৃশ্ + অনট্ কর্ম্মবা। বি ; পুং। ২। সুন্দরদর্শন, সুদৃশ্য, দেখিতে উত্তম। সু (উত্তম) দর্শন (আকৃতি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
সুদর্শনা—সুন্দরী স্ত্রী ; ঔষধ ; বৃক্ষবিশেষ। সুদর্শন + আপ্। বি ; স্ত্রী।
সুদামা (-মন্)—১। সমুদ্র ; মেঘ ; পর্ব্বত ; ঐরাবত ; পুরাণবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সখা দরিদ্র ব্রাহ্মণবিশেষ। বি ; পুং। ২। অতিশয় দাতা ; উত্তম দাতা। বিণ। ৩। নদীবিশেষ। সু (উত্তম) দাম (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী, কিংবা, সু (অত্যন্ত)—দা + মনিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; স্ত্রী।
সুদিন—শুভদিন ; সুখের সময় ; সম্পৎকাল। সু (উত্তম) দিন, প্রাদি। বি ; ক্লীব।
সুদিষাত—অতি উজ্জ্বল। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [দীর্ঘ, প্রাদি। বিণ।
সুদীর্ঘ—অতিদীর্ঘ, অধিক লম্বা। সু (অত্যন্ত)
সুদুঃখিত—সাতিশয় ক্লেশযুক্ত, অত্যন্ত ব্যথিত। সু (অতিশয়) দুঃখিত, প্রাদি। বিণ।
সুদুরগম—অতি দুর্গম বা দুর্ব্বোধ্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
সুদুর্লভ—অতিকষ্টে লাভযোগ্য, অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। সু (অত্যন্ত) দুর্লভ, প্রাদি। বিণ।
সুদুষ্কর—অতি দুঃসাধ্য, অত্যন্ত দুষ্কর। সু (অত্যন্ত) দুষ্কর (দুঃসাধ্য), প্রাদি। বিণ।
সুদুস্তর—অতিদুস্তর, যাহা পার হওয়া কঠিন এমন। সু (অত্যন্ত) দুস্তর (দুরতিক্রম্য), প্রাদি। বিণ।
সুদূর—অতি দূর বা দূরবর্ত্তী, বহুদূরস্থ। সু (অত্যন্ত) দূর (অসন্নিকৃষ্ট), প্রাদি। বি ; ক্লীব, বা বিণ।
সুদূরপরাহত—যাহা হইতে বহু দেরী এমন, যাহা হওয়া একরূপ অসম্ভব এমন, অতি দূরে নিরাকৃত। সুদূরে পরাহত, ৭মীতৎ। বিণ।
সুদৃঢ়—অতিদৃঢ়, অত্যন্ত কঠিন। সু (অত্যন্ত) দৃঢ় (কঠিন), প্রাদি। বিণ।
সুদৃশ্য—সুন্দর, দেখিতে সুশ্রী। সু (উত্তম) দৃশ্য (দর্শনীয়), প্রাদি ; অথবা, সু দৃশ্য (রূপ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।
সুদ্ধ, সুদ্ধু—পর্য্যন্ত ; সমেত। বাং প্র। অব্য।
সুধন্বা (-ন্বন্)—উত্তম ধনুর্দ্ধারী ; বিশ্বকর্ম্মা ; অনন্তদেব ; জনৈক রাজা। সু (উত্তম) ধনুঃ (ধনুক) যাহার, বহুব্রী (অনঙ্-আগম)। বি ; পুং।
সুধর্ম্মা (-ধর্ম্মন্), **সুধর্মা**—১। দেবগণের সভা ; গৃহস্থ। সু (অত্যন্ত) ধর্ম্ম যাহাতে, বহুব্রী (অনিচ্)। বি ; পুং। ২। অতি ধার্ম্মিক। বিণ। ৩। বর্ত্তমান কালের শেষ জৈনের একজন প্রধান শিষ্য। সু ধর্ম্ম যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।
সুধা—অমৃত, পীযুষ ; বিদ্যুৎ ; চূণ ; চন্দ্রিকা, চাঁদের আলো। সু (সুখে)—ধৈ কিংবা ধা + অঙ্ কর্ম্মবা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সুধাংশু, সুধাকর—চন্দ্র, শশী। সুধাময় অংশু যাঁহার, বহুব্রী; সুধার আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুধাজীবী (-জীবিন্)—রাজমিস্ত্রী। উপতৎ; সুধা (চুণকাম)—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সুধাধবলিত—চুণকাম-করা। ৩য়াতৎ। বিণ। [বি; পুং।

সুধাধার, -নিধি—চন্দ্র, শশী। ৬ষ্ঠীতৎ।

সুধান—জিজ্ঞাসা করা। কবিপ্র। ক্রি।

সুধানিস্যন্দী (-ন্দিন্)—যাহা হইতে সুধা ক্ষরিত হয় এমন; অমৃতবর্ষী, মধুর। উপতৎ; সুধা—নি—স্যন্দ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ন্দিনী। [ক্লীব।

সুধাপাত্র—অমৃতের ভাণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

সুধাবর্ষী (-বর্ষিন্)—১। ব্রহ্মা; চন্দ্র; বুদ্ধবিশেষ। বি; পুং। ২। যাহা হইতে অমৃতক্ষরণ হয় এমন; মধুর। উপতৎ; সুধা—বৃষ্ (বর্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বর্ষিণী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুধাবাস—চন্দ্র। সুধার আবাস (বাসস্থান),

সুধাময়—১। অমৃতময়; চূর্ণময়। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। ২। প্রাসাদ, অট্টালিকা। সুধা+ময়ট্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সুধামুখ—১। সুধামাখা বদন; কমনীয় কান্তিযুক্ত মুখ; মধুর ভাষণযুক্ত বদন। সুধা-পূর্ণ মুখ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। কমনীয় বদনযুক্ত, মধুরমুখবিশিষ্ট। সুধাপূর্ণ মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখা, —মুখী।

সুধারা—শোষণ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সুধাসিক্ত—অমৃত দ্বারা আর্দ্র; সুধায় পরিপূর্ণ; অতি মধুর। ৩য়াতৎ। বিণ।

সুধাসিন্ধু—অমৃতসমুদ্র। সুধার সিন্ধু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুধি—জ্ঞান, চৈতন্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সুধী—১। পণ্ডিত, বিদ্বান্; সাতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। বি; পুং। ২। সুবুদ্ধি। সু (শোভনা) ধী যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। সুন্দর বুদ্ধি। সু (উত্তমা) ধী, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুধীর—১। অতি ধীর বা শান্ত। প্রাদি। ২। অতি বিজ্ঞ বা নিপুণ। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বিণ।

সুধু—কেবল, একমাত্র। 'শুদ্ধ'-শব্দজ।

সুধু-সুধু—বৃথা, নিরর্থক; বিনা উদ্দেশ্যে; বিনা কারণে। বাং প্র। অব্য।

সুনন্দ—আনন্দজনক, আনন্দদায়ক। সু (উত্তমরূপে)—নন্দ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

সুনন্দা—পার্ব্বতী; পার্ব্বতীর সখীবিশেষ; ইন্দুমতীর সখী; নারী; গোরোচনা; ইষের মূল। সুন্দর+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুনয়ন—১। হরিণ, মৃগ। বি; পুং। ২। উত্তমনেত্রযুক্ত। সু (উত্তম) নয়ন (চক্ষুঃ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—নয়না। ৩। উত্তম নয়ন; (লক্ষণার্থে) সুদৃষ্টি। সু (উত্তম) নয়ন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

সুনাভ—১। মৈনাক পর্ব্বত, হিমালয়ের পুত্র। বি; পুং। ২। উত্তম নাভিবিশিষ্ট (চক্র)। সু নাভি যাহার, বহুব্রী+অচ্ সমাসান্ত। বিণ।

সুনাম (-মন্)—যশঃ, সুখ্যাতি, প্রশংসা। সু (উত্তম) নাম, প্রাদি। বি; ক্লীব।

সুনিপুণ—সুদক্ষ। সু (অতিশয়) নিপুণ, প্রাদি। বিণ।

সুনির্দ্দি(র্দি)ষ্ট—উত্তমরূপে স্থিরীকৃত। সু (উত্তমরূপে) নির্দ্দিষ্ট, প্রাদি। বিণ।

সুনির্ম্ম(র্ম)ল—অতীব পবিত্র; অতিস্বচ্ছ। সু (উত্তমরূপে) নির্ম্মল, প্রাদি। বিণ।

সুনিশ্চয়—অবশ্য; সঠিক। প্রাদি। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

সুনিশ্চিত—অবধারিত, স্থিরীকৃত। সু (সম্পূর্ণরূপে) নিশ্চিত, প্রাদি। বিণ।

সুনীতি—১। উত্তম নীতি, সদাচরণ। সু (উত্তমা) নীতি, প্রাদি। ২। ধ্রুবমাতা। সু নীতি যাঁহার, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

সুনীল—১। মণিবিশেষ। বি; ক্লীব। ২। দাড়িম। বি; পুং। ৩। গাঢ়-নীলবর্ণ। সু নীল, প্রাদি। বিণ।

সুনীলবরণী—গাঢ়-নীলবর্ণা, ঘন নীল রঙের। বহুব্রী। কবিপ্র। বিণ। [বি।

সুনেহ—অতি প্রীতি বা প্রেম। প্রাঃ কবিপ্র।

সুন্দর—১। সুশ্রী, মনোহর, রম্য, সুরূপ। বিণ। স্ত্রী—সুন্দরী। বি—সৌন্দর্য্য। ২। কামদেব; বৃক্ষবিশেষ। সু (উত্তমরূপে)—দৃ (আদর করা)+অপ্ কর্ম্মবা (ন-আগম)। বি; পুং।

সুন্দরী—১। সুরূপা। বিণ; স্ত্রী। ২। অর্দ্ধ-সম ছন্দোবিশেষ; হরিদ্রা; সুঁদরী গাছ, বৃক্ষবিশেষ। সুন্দর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সুন্নত—মুসলমান ও ইহুদীদিগের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক্‌চ্ছেদন-রূপ সংস্কার। আর্বী। বি। [বি।

সুন্নী—মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। আর্বী।

সুপক্ক—উত্তমরূপে পরিপক্ক; সুপরিণত, সুসিদ্ধ। সু (উত্তম) পক্ক, প্রাদি। বিণ।

সুপণ্ডিত—অতিশয় বিদ্বান্। সু (অতিশয়) পণ্ডিত, প্রাদি। বিণ।

সুপত্র—১। তেজপত্র, তেজপাতা। সু (উত্তম) পত্র, প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। সুন্দর-পত্রযুক্ত; সুন্দর-পক্ষযুক্ত; সুন্দর বাহনযুক্ত। সু পত্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুপত্রা—রুদ্রজটা; শতাবরী; শালপর্ণী। সুপত্র+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুপথ—সুন্দর পথ, সন্মার্গ; সুরীতি; সদাচার। সু (উত্তম) পন্থা (রাস্তা), প্রাদি+অ সমাসান্ত। বি; পুং।

সুপর্ণ—১। গরুড় ("ভুজঙ্গে পাইল যেন বুভুক্ষু সুপর্ণ"—কাশীরাম); স্বর্ণচূড়পক্ষী; কুক্কুট। বি; পুং। ২। সুন্দর পাখা বা পাতা-যুক্ত। সু (সুন্দর) পর্ণ (পালক, পাতা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুপর্ণক—সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছাতিমগাছ; আর-গ্বধবৃক্ষ; গরুড়। সু (উত্তম) পর্ণ (পালক, পাতা) যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি; পুং।

সুপর্ণকেতু—গরুড়ধ্বজ, বিষ্ণু। সুপর্ণ (গরুড়) কেতু যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সুপর্ণা, সুপর্ণী—পদ্মিনী; বিনতা, গরুড়-মাতা। সুপর্ণ+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সুপর্ব্বা (-র্ব্বন্), **সুপর্বা**—দেবতা; বাঁশ; বাণ; ধূম; অতিথিবিশেষ। সু (উত্তম, অত্যন্ত) পর্ব্ব যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সুপর্ব্বা(র্বা)—১। শ্বেতদূর্ব্বা। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দর-পর্ব্ববিশিষ্টা। সুপর্ব্বন্+ডাপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুপাত্র—উপযুক্ত পাত্র, যোগ্য ব্যক্তি; উত্তম ভাজন। সু (উত্তম) পাত্র (ভাজন), প্রাদি। বি; ক্লীব।

সুপারিস—উপরোধ, অনুরোধ। ফার্সী 'সিপারিশ'-শব্দজ। বি। [বি।

সুপারী—গুবাক ফল, পূগ, গুয়া। বাং প্র।

সুপার্শ্ব—পক্ষিবিশেষ, সম্পাতির পুত্র; বর্ত্তমান খান্দেশ; সপ্তম জৈনমুনি; প্লক্ষবৃক্ষ। সু (উত্তম) পার্শ্ব যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সুপুরুখ—সুপুরুষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সুপুরুষ—সুশ্রী ব্যক্তি; সুন্দর-আকৃতি-বিশিষ্ট পুরুষ। সু (সুশ্রী) পুরুষ, প্রাদি। বি; পুং।

সুপুষ্ট—উত্তমরূপে বর্দ্ধিত, সম্যক্ পরিপুষ্ট। সু (উত্তমরূপে) পুষ্ট, প্রাদি। বিণ।

সুপুষ্প—১। শিরীষবৃক্ষ; পালিতামাদার-গাছ। বি; পুং। ২। লবঙ্গ; হরিদ্রা; রাজ-তরুণী। সু (উত্তম) পুষ্প যাহার, বহুব্রী। ৩। উত্তম পুষ্প। সু পুষ্প, প্রাদি। বি; ক্লীব।

সুপ্ত—নিদ্রিত; শায়িত; ইন্দ্রিয়জ্ঞানশূন্য। স্বপ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—সুপ্তি।

সুপ্তি—নিদ্রা, ঘুমান; শয়ন; স্বপ্ন; বিশ্রম্ভ, বিশ্বাস। স্বপ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—সুপ্ত।

সুপ্তোত্থিত—নিদ্রা হইতে উত্থিত। পূর্ব্বে সুপ্ত পশ্চাৎ উত্থিত, কর্ম্মধা। বিণ।

সুপ্রতিভা—উজ্জ্বল বুদ্ধি। সু (শোভনা) প্রতিভা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুপ্রতিষ্ঠ—সুপ্রসিদ্ধ, অতিশয় প্রতিষ্ঠাযুক্ত; যাহাকে সহজে স্থানচ্যুত বা অপ্রমাণিত করা

যায় না। সু (অতিশয়) প্রতিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুপ্রতিষ্ঠা—১। যশঃ, খ্যাতি। সু (শোভনা) প্রতিষ্ঠা, প্রাদি। ২। পঞ্চাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। সু প্রতিষ্ঠা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। সুপ্রসিদ্ধা। সুপ্রতিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুপ্রতিষ্ঠিত—উত্তমরূপে স্থাপিত; উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত। সু (উত্তমরূপে) প্রতিষ্ঠিত, প্রাদি। বিণ।

সুপ্রতীক—১। ঈশান কোণের হস্তী; কামদেব। বি; পুং। ২। শোভনাঙ্গ; সুন্দররূপে নির্ম্মিত। সু (সুন্দর) প্রতীক (অবয়ব) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুপ্রতীত—উত্তমরূপে জ্ঞাত; অতি প্রসিদ্ধ; স্পষ্ট প্রমাণীভূত। সু (উত্তমরূপে) প্রতীত, প্রাদি। বিণ।

সুপ্রভ—সুন্দর প্রভাযুক্ত। সু (উত্তম) প্রভা (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুপ্রভা—১। উত্তমা দীপ্তি। সু (উত্তমা) প্রভা, প্রাদি। ২। অগ্নিজিহ্বাবৃক্ষ। সু প্রভা যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। অতিশয় দীপ্তিমতী। সুপ্রভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুপ্রভাত—১। শুভসূচক প্রাতঃকাল; প্রাতঃপ্রণাম (ইং good-morning-শব্দের অনুবাদ)। সু (শুভ) প্রভাত (প্রাতঃকাল), প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। সাতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট। সু (অত্যন্ত) প্রভাত (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুপ্রযুক্ত—ঠিকমত যাহার প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন, যাহা ঠিক ঠিক লাগান হইয়াছে এমন। সু (উত্তমরূপে) প্রযুক্ত, প্রাদি। বিণ।

সুপ্রশস্ত—অত্যুত্তম; সুযোগ্য; সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। সু (উত্তমরূপে) প্রশস্ত, প্রাদি। বিণ।

সুপ্রসন্ন—১। সাতিশয় প্রসন্ন। বিণ। ২। কুবের। সু (উত্তমরূপে, অত্যন্ত) প্রসন্ন, প্রাদি। বি; পুং।

সুপ্রসিদ্ধ—সমধিক খ্যাত, সুবিখ্যাত। সু (অতিশয়) প্রসিদ্ধ, প্রাদি। বিণ।

সুফল—১। বিল্ব, বেল; দাড়িম্ব; শিম্বীবিশেষ; উত্তম পরিণাম; উত্তম ক্রিয়া। সু (সুন্দর) ফল, প্রাদি। বি; ক্লীব। ২। উত্তমফলশালী; সুন্দর-ফলোৎপাদক। সু ফল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুফলা—১। উত্তম-ফলযুক্তা। প্রচুর শস্যশালিনী ('—বঙ্গভূমি')। বিণ; স্ত্রী। ২। কদলী; অলাবু, লাউ; দ্রাক্ষাবিশেষ; ইন্দ্রবারুণী; কপিত্থ। সুফল (২)+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুবচনী—১। দেবীবিশেষ। 'শুভসূচনী'-শব্দজ। ২। শক্তির ভেদবিশেষ, দেবীবিশেষ। সু (শুভ) বচন যাঁহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সুবচাঃ (সুবচস্), **সুবচা**—উত্তম বাগ্মী, উত্তম বক্তা। সু (উত্তম) বচঃ (বাক্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুবদন—১। সুন্দর-মুখবিশিষ্ট। সু (উত্তম) বদন যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—বদনা, —বদনী (বাং প্র)। ২। মনোহর বদন। সু (সুন্দর) বদন, প্রাদি। বি; ক্লীব।

সুবন্ত—যাহা সু ও ইত্যাদি বিভক্তি দ্বারা সাধিত ('—পদ')। সুপ্ অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুবরন—স্বর্ণ, সোনা ("সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ"—জগদানন্দ)। 'সুবর্ণ'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সুবর্চ্চ(র্চ)লা—সূর্য্যপত্নী; অতসী; তিসি, মসিনা; সূর্য্যমুখী; আদিত্যভক্তা; ব্রাহ্মী। সু—বর্চ্চ্+ণিচ্+কলচ্ কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুবর্ণ—১। স্বর্ণ, সোনা; ১৬ মাষা-পরিমিত সোনা; হরিচন্দন; ধন, সম্পত্তি। বি; ক্লীব। ২। মোহর; কর্ষপরিমাণ। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। সুরূপ; সুন্দরবর্ণযুক্ত; সুন্দর অক্ষরযুক্ত; শ্রেষ্ঠ জাতিতে উৎপন্ন। বিণ। ৪। যজ্ঞবিশেষ; ধুস্তূর; গৈরিক, গিরিমাটি। সু (সুন্দর) বর্ণ যাহার, বহুব্রী। ৫। উত্তম বর্ণ। সু (উত্তম) বর্ণ, প্রাদি। বি; পুং।

সুবর্ণক—১। পিত্তল। বি; ক্লীব। ২। সোঁদালিগাছ। সুবর্ণ (স্বর্ণ-বর্ণ পুষ্প)—কৈ (প্রকাশ করা)+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ৩। সুন্দরবর্ণযুক্ত। সু (উত্তম) বর্ণ যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী—সুবর্ণিকা।

সুবর্ণকদলী—চাঁপা-কলার গাছ; চাঁপাকলা। সুবর্ণবর্ণা কদলী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সুবর্ণকার, -কৃৎ—স্বর্ণকার, সেকরা। উপতৎ; সুবর্ণ (সোনা)—কৃ+অণ্, ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সুবর্ণখচিত—যাহাতে মাঝে মাঝে সোনা বসান হইয়াছে এমন। তৎতৎ। বিণ।

সুবর্ণপ্রতিমা—সোনার প্রতিমূর্ত্তি। সুবর্ণনির্ম্মিতা প্রতিমা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সুবর্ণবণিক্ (-বণিজ্)—অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, সোনার-বেণে। সুবর্ণ-ব্যবসায়ী বণিক্ (বেণিয়া), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সুবর্ণবর্ণ—১। শ্রীবিষ্ণু। সুবর্ণসদৃশ বর্ণ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। যাহার রং সোনার মত। সুবর্ণের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুবর্ণময়—স্বর্ণ নির্ম্মিত। সুবর্ণ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

সুবর্ণসুযোগ—অতি উত্তম অবসর; কোন কাজ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক সময় (golden opportunity). সুবর্ণ-সদৃশ (উত্তম) সুযোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সুবর্ণা—১। কৃষ্ণাগুরু; হরিদ্রা; স্বর্ণক্ষীরী। বি; স্ত্রী। ২। উত্তমবর্ণযুক্তা। সুবর্ণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুবল—শ্রীকৃষ্ণের জনৈক সখা বৃন্দাবনবাসী বালক। সু (উত্তম) বল যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। [কবিপ্র। বি বা বিণ।

সুবলনি—উত্তম গঠন বা গঠনযুক্ত। প্রাঃ

সুবলিত—বলবিশিষ্ট; সুগঠিত, সুগোল। সুবল (উত্তম বল)+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

সুবহ—১। অনায়াসে বহনীয়, সুখবাহ্য। সু (সুখে)—বহ্ (বহন করা)+খল্ কর্ম্মবা। ২। যে অনায়াসে বহন করিতে পারে এমন; ধৈর্য্যশালী। সু—বহ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

সুবহা—বীণা; শেফালিকা; রাস্না; এলাপর্ণী; শল্লকী; ত্রিবৃতা; রুদ্রজটা; গন্ধনাকুলী; হংসপদী। সুবহ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুবা—প্রদেশ। আর্বী। বি। [বি।

সুবাদ—দূর সম্পর্ক; গ্রাম্য সম্পর্ক। বাং প্র।

সুবাদার—প্রদেশের শাসনকর্তা; দেশীয় সৈন্যগণের নেতা। সুবা+দার অধিকৃতার্থে। বি।

সুবাস—১। সৌরভ; সুখে বাস; উত্তম নিবাস; উত্তম বাসস্থান। সু (উত্তম) বাস (গন্ধ, গৃহ), প্রাদি। বি; পুং। ২। সুগন্ধযুক্ত। সু (উত্তম) বাস যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুবাসিত—সুবাসযুক্ত, সৌরভযুক্ত। সুবাস+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

সুবাসিনী—১। পিত্রালয়-নিবাসিনী স্ত্রী; চিরণ্টী। সু (সুখে)—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। সৌরভযুক্তা। সুবাস+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুবিচার—উত্তম বিচার, সূক্ষ্ম মীমাংসা; পক্ষপাতশূন্য ন্যায়বিচার। সু (উত্তম) বিচার (বিবেচনা), প্রাদি। বি; পুং।

সুবিচারক—পক্ষপাতশূন্য বিচারক, ন্যায়বিচারক। সু (উত্তম) বিচারক, প্রাদি। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—চারিকা।

সুবিৎ (সুবিদ্)—গুণবান্; পণ্ডিত। সু (উত্তমরূপে)—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

সুবিধা—উত্তম প্রকার বা উপায়; সুযোগ; সুসময়। সু (উত্তম) বিধা (প্রকার), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুবিধি—সুনিয়ম, উত্তম বিধান। সু (উত্তম) বিধি (বিধান), প্রাদি। বি; পুং।

সুবিনীত—অতিশয় বিনয়বিশিষ্ট। সু (অতিশয়) বিনীত, প্রাদি। বিণ।

সুবিমল—অতিশয় পবিত্র; অতি স্বচ্ছ। সু (অতিশয়) বিমল, প্রাদি। বিণ।

সুবিশাল—প্রকাণ্ড, অতি বৃহৎ। সু (অতিশয়) বিশাল, প্রাদি। বিণ।

সুবিস্তীর্ণ, সুবিস্তৃত—অতি বৃহৎ, অতিশয় প্রসারযুক্ত। সু (অতিশয়) বিস্তীর্ণ, বিস্তৃত, প্রাদি। বিণ।

সুবুদ্ধি—১। উত্তম বুদ্ধিশালী। সু (উত্তম) বুদ্ধি (বোধ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উত্তম বোধশক্তি। সু (উত্তম) বুদ্ধি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুবৃত্ত—১। সাধু, সচ্চরিত্র, সদাচার। সু (উত্তম) বৃত্ত (চরিত্র) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উত্তম বর্ত্তুল; বেশ গোলগাল। সু (সুষ্ঠু) বৃত্ত (বর্ত্তুল), প্রাদি। বি; ক্লীব।

সুবৃত্তা—শতপত্রী; কাকলী; দ্রাক্ষা। সুবৃত্ত+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুবৃহৎ—অতি প্রকাণ্ড। সু (অতিশয়) বৃহৎ, [প্রাদি। বিণ।

সুবেশ—১। উত্তম সজ্জা। সু (উত্তম) বেশ (সজ্জা), প্রাদি। বি; পুং। ২। উত্তম-বেশযুক্ত। সু (উত্তম) বেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুবোধ—১। উত্তম বুদ্ধিশালী, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্; যাহাকে অনায়াসে বুঝান যায় এমন; যে শীঘ্র বুঝিতে পারে এমন। সু (উত্তম) বোধ (জ্ঞান) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। জ্ঞান; জাগরণ। সু (উত্তম) বোধ, প্রাদি। বি; পুং।

সুবোধ্য—যাহা সহজে বুঝা যায় এমন। সু (উত্তমরূপে) বোধ্য, প্রাদি। বিণ।

সুব্যক্ত—১। স্পষ্ট, প্রকাশিত, প্রকটিত, উদ্ঘাটিত। বিণ। ২। স্পষ্টরূপে; প্রকাশিতভাবে। সু (সুষ্ঠু) ব্যক্ত (প্রকাশিত), প্রাদি। ক্রি-বিণ।

সুব্যবস্থা—ভাল বন্দোবস্ত। সু (উত্তম) ব্যবস্থা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুব্রত—১। ধার্ম্মিক; শোভন-ব্রতানুষ্ঠায়ী। সু (উত্তম) ব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উত্তম ব্রত। সু (উত্তম) ব্রত, প্রাদি। বি; পুং বা ক্লীব।

সুব্রাহ্মণ—সদাচারপরায়ণ বিপ্র। সু (উত্তম) ব্রাহ্মণ, প্রাদি। বি; পুং।

সুভগ—১। সুন্দর, লোচনানন্দদায়ক; যাহাকে স্ত্রীগণ কামনা করে এমন; ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী; সুখদ; প্রিয়। বিণ। ২। অশোকবৃক্ষ; চম্পক। সু (উত্তম, শ্রেষ্ঠ) ভগ (ভাগ্য) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সুভগা—স্বামীর সোহাগিনী রমণী; সম্ভ্রান্তা গৃহিণী; বনমল্লিকা, গিরিমল্লিকা; হরিদ্রা; তৃণবিশেষ; নীলদূর্ব্বা; প্রিয়ঙ্গু; কস্তুরী; স্বর্ণকদলী; তুলসী। সুভগ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুভদ্র—১। সৌভাগ্যবিশিষ্ট; উত্তম; অতিশয় মঙ্গলযুক্ত। সু (অতিশয়) ভদ্র (সৌভাগ্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। শ্রীবিষ্ণু; নৃপতিবিশেষ। সু (অতিশয়) ভদ্র (কল্যাণ) যাঁহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। অতিশয় মঙ্গল। সু (সুষ্ঠু) ভদ্র, প্রাদি। বি; ক্লীব।

সুভদ্রক—বিমান, ব্যোমযান; বিল্ববৃক্ষ। সুভদ্র+কন্ স্বার্থে, আছে অর্থে। বি; পুং।

সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী, অর্জ্জুনপত্নী; লতাবিশেষ, শ্যামালতা। সুভদ্র+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুভাষিত—১। উত্তমরূপে কথিত। সু—ভাষ্ (বলা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। সৎ কথা, উপদেশপূর্ণ বচন। প্রাদি। বি; ক্লীব।

সুভিক্ষ—প্রচুর ভিক্ষা বা ভক্ষ্যবিশিষ্ট। সু (উত্তমরূপে)—ভিক্ষ্ (যাচ্ঞা করা, ভিক্ষা দ্বারা লাভ করা)+অ অধিবা, অথবা, সু ভিক্ষা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ।

সুভূ—১। সুজাত, সুজন্মা। সু (উত্তম)—ভূ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। উৎকৃষ্ট ভূমি। সু (শোভনা) ভূ (ভূমি), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুভ্রূ—১। সুন্দরী নারী, সুন্দরভ্রূবিশিষ্টা রমণী। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দর ভ্রূযুক্ত। সু (সুন্দর) ভ্রূ (চক্ষের ভুরু) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুমত—সুবুদ্ধিশালী; বন্ধুত্ববিশিষ্ট; প্রিয়। সু (উত্তমরূপ)—মন্ (বোধ করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা, কর্ম্মবা। বিণ।

সুমতি—১। সুবুদ্ধি; বন্ধুত্ব; দয়া। সু (উত্তম) মতি (বুদ্ধি), প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দরমতিযুক্ত। সু মতি যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

সুমধুর—অতিমধুর, অতিশয় মিষ্ট। সু (অতিশয়) মধুর, প্রাদি। বিণ।

সুমধ্যম—উত্তম-কটিযুক্ত, যাহার কটিদেশ উত্তম এমন। সু (উত্তম) মধ্যম (কটি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুমধ্যমা—যাহার কটিদেশ উত্তম অর্থাৎ সরু এরূপ রমণী। সুমধ্যম+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুমনঃ (-মনস্), **সুমন**—পুষ্প। সু (উত্তম) মনঃ যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

সুমনাঃ (সুমনস্), **সুমনা**—১। বিদ্বান্, পণ্ডিত; দেবতা; নিম্ববৃক্ষ। বি; পুং। ২। মহামনাঃ; প্রীত, সন্তুষ্ট। বিণ। ৩। মালতীপুষ্প; পুষ্পমালা। সু (উত্তম) মনঃ (মনস্) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

সুমার—সমষ্টি; গণনা। ফার্সী। বি।

সুমারি—গণনা। ফার্সী। বি।

সুমুখ—১। গরুড়পুত্র; গণেশ; পণ্ডিত, অধ্যাপক; শাকবিশেষ; নাগবিশেষ; ঐরাবতবংশীয় আর্য্যকের পুত্র। সু (উত্তম) মুখ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। কামক্রীড়ায় প্রদত্ত নখক্ষতবিশেষ। সু মুখ যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ৩। সুন্দরমুখযুক্ত; সুন্দর, মনোজ্ঞ; বিদ্বান্। সু মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী—সুমুখী, সুমুখা। ৪। সম্মুখ। প্রাদে। বি।

সুমুখা, সুমুখী—১। সুবদনা। বিণ; স্ত্রী। ২। দর্পণ। সুমুখ+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সুমেধাঃ (-ধস্), **সুমেধা**—সুবুদ্ধি, উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন; তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। সু (উত্তম) মেধা যাহার, বহুব্রী (অসিচ্, সমাসান্ত)। বিণ।

সুমেরু—১। পৃথিবীর মধ্যস্থ কল্পিত পর্ব্বতবিশেষ; পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত; জপমালার শেষভাগে অবস্থিত গুটিকা। বি; পুং। ২। সর্ব্বশেষ। সু (উত্তম)—মি (ক্ষেপণ করা)+রু কর্ম্মবা। বিণ।

সুমেরুবৃত্ত—উত্তর মেরু হইতে ২৩½ অক্ষাংশ অন্তরে স্থিত কল্পিত রেখা (Arctic circle). সুমেরুস্থ বৃত্ত (মণ্ডল), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সুমেরুসমুদ্র—পৃথিবীর উত্তরমেরুর চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদ্র (Arctic ocean). সুমেরুস্থ সমুদ্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সুমেলি—উত্তমরূপে মিলিত বা মিলন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ [বিণ; স্ত্রী।

সুয়া, সুয়ো—প্রিয়া। 'সোহাগী'-শব্দজ।

সুযাত্র—১। সূর্য্য। বি; পুং। ২। শোভনগতিযুক্ত। সু যাত্রা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুযুক্তি—ভাল পরামর্শ। সু (উত্তম) যুক্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুযোগ—সুসময়; সুবিধা; সদুপায়। সু (উত্তম) যোগ (উপায় ইত্যাদি), প্রাদি। বি; পুং।

সুযোগ্য—বিশেষরূপে উপযুক্ত। সু (অতিশয়) যোগ্য, প্রাদি। বিণ।

সুযোধন—দুর্য্যোধন [ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির আদর করিয়া দুর্য্যোধনকে এই নামে ডাকিতেন]। সু (উত্তমরূপে)—যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অন কর্ম্মবা। বি; পুং।

সুর—১। দেবতা; সূর্য্য; পণ্ডিত। সু—রা (দান করা)+ক কর্ত্তৃবা, অথবা, সু (উত্তমরূপে)—রাজ্+ড কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। স্বর। 'স্বর'-শব্দজ। বি। **সুর বদলান বা পাল্টান**—পূর্ব্বের কথা প্রতিশ্রুতি বা মত পরিবর্ত্তন করা।

সুরকি(কী)—ইটের গুঁড়া, ইষ্টকচূর্ণ। ফার্সী 'সুর্খ'-শব্দজ। বি।

সুরক্ত—অতিশয় অনুরক্ত; অতিসুশ্রাব্য, অতিশয় মধুর; যাহার কণ্ঠধ্বনি মধুর এরূপ; উত্তমরূপে রঞ্জিত। সু (উত্তমরূপে)—রন্জ্ (অনুরক্ত হওয়া ইত্যাদি)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

সুরক্ষিত—উত্তমরূপে পালিত সঞ্চিত বা রক্ষিত। প্রাদি। বিণ।

সুরগুরু—বৃহস্পতি, দেবাচার্য্য। সুরদিগের গুরু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরঙ্গ—১। সুড়ঙ্গ, গর্ত্তবিশেষ। সু—রন্জ্‌+ঘঞ্‌ অধিবা। ২। অতি উজ্জ্বল রং। সু (উত্তম) রঙ্গ, প্রাদি। বি; পুং। ৩। হিঙ্গুল; যাবক; আলতা। সু (উত্তম) রঙ্গ যাহা হইতে, বহুব্রী। ৪। কমলালেবু; উত্তম বর্ণবিশিষ্ট। সু রঙ্গ (বর্ণ) যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব বা বিণ।

সুরঙ্গা—সুড়ঙ্গ; সন্ধি, সিঁধ; বেলোয়ার কাচ; গন্ধবিশেষ। সু—রন্জ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা +আপ্‌। বি; স্ত্রী।

সুরজ—সূর্য্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সুরজ্যেষ্ঠ—ব্রহ্মা, প্রজাপতি। সুরদের জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরঞ্জন—গুবাকবৃক্ষ, সুপারিগাছ। সু (উত্তমরূপে) রঞ্জন (সন্তুষ্টকরণ) যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।

সুরঞ্জিত—উত্তমরূপে রং-করা। সু (উত্তমরূপে) রঞ্জিত, প্রাদি। বিণ।

সুরত—১। রতিক্রীড়া। সু (উত্তমরূপে)—রম্‌ (ক্রীড়া করা)+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। অতি অনুরক্ত; দয়ালু। সু—রম্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ৩। (উচ্চারণ—সুরৎ) চেহারা; ভাব; রকম; উপায়; সুযোগ। আর্বী। বি।

সুরততালী—১। দূতী, কুট্টনী; যে স্ত্রী গোপনে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটায়। সুরত (রতিক্রীড়া) তাল (স্বর, বাক্য) যাহার, বহুব্রী +ঈপ্‌। ২। শিরঃস্থিত মাল্য। সুরত—তল্‌ +ণিচ্‌+অণ্‌ কর্তৃবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

সুরতরঙ্গিনী—গঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সুরতরু—কল্পবৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরত-হাল সুরথাল—শব-পরীক্ষা; নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ-পরীক্ষা; এজাহার; তদন্ত। আর্বী। বি।

সুরতা—১। দেবসমূহ। সুর+তা সমূহার্থে। ২। দেবত্ব। সুর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ৩। অনুরক্তা। সু (উত্তমরূপে) রতা, প্রাদি। বিণ; স্ত্রী।

সুরতি—১। 'সুর্ত্তি' দ্রঃ। ২। আলিঙ্গন; রমণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সুরতোষক—১। কৌস্তুভ-মণি। বি; পুং। ২। দেবতাদের প্রীতিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—তোষিকা।

সুরথ—১। চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। বি; পুং। ২। উত্তমরথযুক্ত। সু রথ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুরথাল—'সুরত-হাল' দ্রঃ।

সুরদারু—দেবদারু-বৃক্ষ। সুরদিগের দারু (কাষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরধনুঃ (-ধনুস্‌), **-ধনু**—শক্রধনুক, রামধনু। সুরদিগের ধনু (ধনুক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সুরধুনী, -নদী—দেবনদী, গঙ্গা। সুরদিগের ধুনী, নদী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সুরপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। সুরদিগের পতি (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরপথ—আকাশ। সুরদিগের পন্থা (পথিন্‌ শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ+অ সমাসান্ত। বি; পুং। [পাদপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরপাদপ—কল্পবৃক্ষ, দেবতরু। সুরদিগের

সুরবর্ত্ম (-বর্ত্মন্‌)—আকাশ। সুরদিগের বর্ত্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সুরবালা—দেবকন্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সুরবাহার—তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বাং প্র। বি।

সুরবৈরী (-রিন্‌), **-শত্রু**—দৈত্য, অসুর। সুরদিগের বৈরী, শত্রু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরবোধ—'সারেগামার' জ্ঞান, সঙ্গীত-সুরের জ্ঞান, গানের সুর ঠিক হইল কিনা বুঝিতে পারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরভি—১। সুগন্ধদ্রব্য; চৈত্রমাস; বসন্তকাল; চম্পকবৃক্ষ; শমীবৃক্ষ; কদম্ববৃক্ষ; বকুলবৃক্ষ; কণগুগ্‌গুলু; গন্ধতৃণ; ধূনা। বি; পুং। ২। স্বর্ণ; গন্ধক; জাতীফল। বি; ক্লীব। ৩। সুগন্ধি; পণ্ডিত, জ্ঞানী; মনোরম; প্রিয়; ধার্ম্মিক; বিখ্যাত। সু—রভ্‌+ইন্‌ কর্তৃবা। বিণ।

সুরভি, সুরভী—গাভী; কামধেনু, দেবগাভী; মাতৃকাবিশেষ; ঔষধের গাছড়াবিশেষ; সুরা; পৃথিবী; তুলসী; মল্লিকা। সু—রভ্‌+ইন্‌ কর্তৃবা; পক্ষে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

সুরভিত—সৌরভযুক্ত, গন্ধবিশিষ্ট; খ্যাত। সুরভি+ইতচ্‌ জাতার্থে; অথবা, সু—রভ্‌ (হৃষ্ট করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সুরভিতা—১। সৌরভ। সুরভি+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। সৌরভযুক্তা; খ্যাতা। সুরভিত+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

সুরভী—'সুরভি' দ্রঃ।

সুরভূমি—স্বর্গ; প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপ। সুরদিগের ভূমি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সুরম্য—অতি মনোহর, অতি সুন্দর। সু (অতিশয়) রম্য, প্রাদি। বিণ।

সুররিপু—অসুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরর্ষি—দেবর্ষি, নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি। সুর অথচ ঋষি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সুরলাসিকা—বাঁশীর শব্দ, বংশীবাদ্য। সুরদিগের লাস (আনন্দ) যদ্দ্বারা, বহুব্রী (ক-আগম)+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

সুরলোক—দেবলোক, স্বর্গ। সুরদিগের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরশিল্পী (-শিল্পিন্‌)—১। যিনি সঙ্গীতে সুরদান করেন; সুগায়ক। সুরের শিল্পী, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দেবশিল্পী; বিশ্বকর্ম্মা। যিনি সুর তিনিই শিল্পী, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সুরশৈবলিনী—গঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সুরস—১। সুস্বাদু, স্বাদু, মিষ্ট; (কাব্যে) রসযুক্ত। সু (উত্তম) রস যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সুন্দর রস। সু (উত্তম) রস, প্রাদি। ৩। সিন্ধুবারবৃক্ষ। বি; পুং। ৪। ত্বক্‌, বল্কল; গন্ধতৃণ। সু (উত্তম) রস যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

সুরসদ্ম (-সদ্মন্‌)—দেবলোক, স্বর্গ। সুরদিগের সদ্ম (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সুরসরিৎ, -সিন্ধু—সুরনদী, গঙ্গা। সুরদিগের সরিৎ, সিন্ধু (নদী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সুরসা—১। তুলসী; মেদিনী; মিশ্রেয়া; ব্রাহ্মী; মহাশতাবরী; নদীবিশেষ; দুর্গা; একবিংশত্যক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ; নাগমাতা। সু (উত্তম) রস যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। উত্তমরসযুক্তা, সুস্বাদু। সুরস+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

সুরসিক—অতি রসজ্ঞ; রসালাপে সুপটু; রসের অবতারণায় সুদক্ষ। সু (উত্তমরূপে) রসিক, প্রাদি। বিণ।

সুরসুন্দরী, সুরাঙ্গনা—স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা; দুর্গা; বিদ্যুৎ; মৎস্যবিশেষ; যোগিনীবিশেষ। সুরদিগের সুন্দরী, অঙ্গনা (স্ত্রী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [আর্বী। বি।

সুরা—কোরাণের পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়।

সুরা—মদ্য, মদ; চষক, পানপাত্র; সর্পী। সু+রক্‌ কর্তৃবা+আপ্‌। বি; স্ত্রী। [বি।

সুরাখ—সুরঙ্গ, গর্ত্ত। ফার্সী। প্রাঃ কবিপ্র।

সুরাগরঞ্জিত—উত্তমবর্ণে অনুলিপ্ত। সু (উত্তম) রাগ (রং), প্রাদি; তদ্দ্বারা রঞ্জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

সুরাঙ্গনা—'সুরসুন্দরী' দ্রঃ।

সুরাচার্য্য(র্য)—বৃহস্পতি, দেবগুরু। সুরদিগের আচার্য্য (গুরু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরাজীব, -জীবী (-জীবিন্‌)—মদ্য-বিক্রেতা; শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। সুরা আজীব যাহার, বহুব্রী। উপতৎ; সুরা—জীব্‌+অচ্‌, ণিন্‌ কর্তৃবা। বি; পুং। [বিণ।

সুরাত—অতিশয় রক্তবর্ণ। প্রাঃ কবিপ্র।

সুরাপ—মদ্যপায়ী, মাতাল; মদ্যরক্ষক। উপতৎ; সুরা—পা+ক কর্তৃবা। বিণ।

সুরাপান—মদ্যপান। সুরার পান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সুরাপায়ী (-য়িন্‌)—মদ্যপানকারী। উপতৎ; সুরা—পা+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—পায়িনী। [বিণ।

সুরামত্ত—মদ্যপান হেতু উন্মত্ত। ৩য়াতৎ।

সুরারি—দানব, অসুর। সুরের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরালয়—স্বর্গ ; সুমেরুপর্ব্বত ; মদিরা-গৃহ, শুঁড়ির দোকান। সুরের (দেবতার) বা সুরার (মদ্যের) আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরাষ্ট্র—সৌরাষ্ট্র, সুরাট্‌দেশ। সু (উত্তম) রাষ্ট্র, প্রাদি। বি ; পুং।

সুরাসার—মদ্যের সারাংশ, শোধিত মদ্য (alcohol). ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরাসুর—দেবতা ও দানব। সুর ও অসুর, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

সুরাহা—সুবিধা ; সমাধান ; সদুপায়। (সং) সু+(ফার্সী) রাহা (পথ), প্রাদি। বি।

সুরিলা, সুরেলা—মধুর স্বরযুক্ত ; শ্রুতি-মধুর। সুর+ইলা, এলা (বাং)। বিণ।

সুরী—দেবী ("বানরীর সজ্জা দেখি লজ্জা পায় সুরী।"—কৃত্তিবাস)। সুর+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

সুরু—আরম্ভ। আর্বী। বি।

সুরুক, সুলুক—টের ; খেই। তুর্কী 'সুরাগ'-শব্দজ। বি।

সুরুচি—১। সদ্বিষয়ে অনুরাগ ; মার্জ্জিত রুচি ; সভ্যজনোচিত প্রবৃত্তি ; যাহাতে অশ্লীলতা নাই এমন বিষয়ে রুচি। সু (উত্তমা) রুচি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। ধ্রুবের বিমাতা। বি ; স্ত্রী। ৩। উত্তম-রুচিবিশিষ্ট। সু (উত্তম) রুচি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুরুচিসঙ্গত—শ্লীলতাযুক্ত, অশ্লীলতা-বর্জ্জিত ; শিষ্টতাযুক্ত ; সুরুচির অনুমোদিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

সুরুচিসম্পন্ন—সভ্যজনোচিত প্রবৃত্তি বিশিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।

সুরুজ—সূর্য্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [বি।

সুরুয়া—ঝোল, যূষ। ফার্সী 'শোরবা'-শব্দজ।

সুরূপ—১। উত্তমরূপবিশিষ্ট, রূপবান্ ; বিচক্ষণ, জ্ঞানী, পণ্ডিত। সু (উত্তম) রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উত্তম শ্রী। সু (উত্তম) রূপ, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

সুরূপা—১। সুন্দরী। সুরূপ+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। শালপর্ণী ; ভার্গী। বি ; স্ত্রী।

সুরেন্দ্র—দেবরাজ, ইন্দ্র। সুরদিগের ইন্দ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরেন্দ্রজিৎ—গরুড় ; ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ। উপতৎ ; সুরেন্দ্র—জি+কিপ্‌ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

সুরেশ—ইন্দ্র। সুরদিগের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরেশ্বর—শিব, মহাদেব ; ইন্দ্র। সুর-দিগের ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরেশ্বরী—গঙ্গা ; দুর্গা। সুরদিগের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সুর্কি, সুর্কী—ইটের গুঁড়া, ইষ্টকচূর্ণ। ফার্সী 'সুর্খ'-শব্দজ। বি।

সুর্ত্তি(র্তি), সুরতি—১। একপ্রকার জুয়া-খেলা, লটারী খেলাবিশেষ। পোর্ত্তুগীজ 'sorte'-শব্দজ। ২। পানের সহিত খাইবার বা তামাকের গুঁড়া প্রভৃতি মিশ্রিত মশলা-বিশেষ ; খৈনী, চূণের সহিত মর্দ্দিত তামাক পাতা। হিন্দী। বি।

সুর্ম্মা(র্মা)—চক্ষুর একপ্রকার অঞ্জন, রসাঞ্জন-চূর্ণ। ফার্সী। বি।

সুলক্ষণ—১। উত্তমলক্ষণাক্রান্ত, সুন্দর-লক্ষণযুক্ত। সু (উত্তম) লক্ষণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উত্তম চিহ্ন। সু (উত্তম) লক্ষণ, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

সুলছন—শুভ লক্ষণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সুলতান—মুসলমান নৃপতির উপাধিবিশেষ। তুর্কী। বি ; পুং। বিণ, —নী।

সুলতানৎ—সাম্রাজ্য ; সুলতানের অধি-কারভুক্ত স্থান। তুর্কী 'সুলতান'-শব্দজ। বি।

সুলভ—অনায়াসলভ্য, সুখলভ্য ; অযত্নসিদ্ধ ; সস্তা। সু (সুখে)—লভ্‌+খল্ কর্ম্মবা। বিণ।

সুললিত—অতিশয় মধুর ; অতি রমণীয়। সু (অতিশয়) ললিত, প্রাদি। বিণ।

সুলেখক—উত্তম-গল্প-প্রবন্ধাদি-রচয়িতা ; উত্তম লিপিকর। সু (উত্তম) লেখক, প্রাদি। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —লেখিকা।

সুলেহ—গভীর প্রেম। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সুলোচন—১। উত্তমচক্ষুর্বিশিষ্ট। সু (সুন্দর) লোচন (চক্ষুঃ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। হরিণ। বি ; পুং।

সুলোচনা—১। সুনয়না স্ত্রী ; হরিণী। বি ; স্ত্রী। ২। উত্তমনয়নবিশিষ্টা। সুলোচন +আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

সুলোহক—পিত্তল। সু (উত্তম) লোহ (লোহা), প্রাদি ; সুলোহ+কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি ; ক্লীব।

সুলোহিত—অতিশয় রক্তবর্ণ। সু (অত্যন্ত) লোহিত (রক্তবর্ণ), প্রাদি। বিণ।

সুশর্ম্মা (-র্ম্মন্), **সুশর্মা**—১। মহা-ভারতোক্ত নৃপতিবিশেষ, ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা ; তৃতীয় মনুর পুত্রবিশেষ। বি ; পুং। ২। অতিশয় সুখী। সু (অত্যন্ত) শর্ম্ম (সুখ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুশাসন—উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ ; ভাল-রূপে প্রজাপালন। সু উত্তম) শাসন, প্রাদি। বি ; ক্লীব।

সুশাসিত—উত্তমরূপে পালিত ; উত্তমরূপে দমিত। সু (উত্তমরূপে) শাসিত, প্রাদি। বিণ।

সুশিক্ষা—উত্তমরূপে অধ্যয়ন বা অভ্যাস ; উত্তমরূপে উপদেশদান। সু (উত্তমা) শিক্ষা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

সুশিক্ষিত—উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত। সু (উত্তমরূপে) শিক্ষিত (শিক্ষাপ্রাপ্ত), প্রাদি। বিণ।

সুশিখ—১। অগ্নি। বি ; পুং। ২। উত্তম-শিখাযুক্ত। বিণ। ৩। চন্দনবিশেষ। সু (সুন্দর) শিখা যাহার, বহুব্রী। বি ; ক্লীব।

সুশীতল—অতি শীতল। সু (অতিশয়) শীতল, প্রাদি। বিণ।

সুশীল—সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব। সু (উত্তম) শীল (স্বভাব) যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি, —তা।

সুশীলতা—বিনয়, নম্রতা ; সৎস্বভাব। সুশীল+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—সুশীল।

সুশৃঙ্খল—ভালরূপে গুছান, বেশ গোছাল, সুব্যবস্থিত। সু (উত্তম) শৃঙ্খলা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। বি, —লা।

সুশৃঙ্খলা—উত্তম বন্দোবস্ত। সু (উত্তমা) শৃঙ্খলা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

সুশোভন—অতি সুন্দর। সু (উত্তমরূপে) শোভন, প্রাদি। বিণ।

সুশোভিত—অতি সুন্দর, অত্যধিক শোভা-যুক্ত। সু (উত্তমরূপে) শোভিত, প্রাদি। বিণ।

সুশ্রাব্য—শুনিতে ভাল, সুমধুর, শ্রবণযোগ্য। সু (উত্তমরূপে)—শ্রু+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

সুশ্রী—শ্রীযুক্ত, শ্রীমান্, সুন্দর, সুরূপ। সু (উত্তমা) শ্রী যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুশ্রুত—১। বিশ্বামিত্রপুত্র প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-গ্রন্থকারবিশেষ। সু (উত্তম) শ্রুত (খ্যাতি বা বিদ্যা) যাঁহার, বহুব্রী। ২। চিকিৎসা-গ্রন্থবিশেষ। সুশ্রুত+অণ্ কৃতার্থে। বি ; পুং। ৩। যাহা উত্তমরূপে শোনা হইয়াছে এমন। সু (উত্তমরূপে) শ্রুত, প্রাদি। ৪। (বেদ) কৃতবিদ্য। সু শ্রুত (বিদ্যা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুশ্রোণি—সুন্দর শ্রোণি বা নিতম্বযুক্তা। বহুব্রী। বিণ ; স্ত্রী।

সুশ্লিষ্ট—নিবিড় সংযোগবিশিষ্ট, দৃঢ়রূপে সংযুক্ত। সু (অত্যন্ত) শ্লিষ্ট, প্রাদি। বিণ।

সুষনি, সুষুনি, সুষুনী—একপ্রকার জলজাত শাক। 'সুনিষণ্ণক'-শব্দজ। বি।

সুষম—সুন্দর, শোভন ; তুল্য, সমান, সদৃশ। সু (সুন্দরভাবে) সম (সমান, সকল), প্রাদি। বিণ।

সুষমা—পরম শোভা, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য। সু সম, প্রাদি+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

সুষমিত—সুষমাযুক্ত, মনোহর। সুষমা+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

সুষি, সুষির—গর্ত্ত, ছিদ্র ; বংশী বা সেই জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। শুষ্‌+ইন্, কিরচ্ কর্ত্তৃবা (শ-স্থানে স)। বি ; স্ত্রী, ক্লীব।

সুষুনি, -নী—'সুষনি' দ্রঃ।

সুষুপ্ত—গভীর-নিদ্রায় নিদ্রিত, সুষুপ্তিযুক্ত; অজ্ঞ, আত্মবোধশূন্য। সু (অত্যন্ত)—স্বপ্ + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—প্তি।

সুষুপ্তি—সুনিদ্রা, গাঢ় নিদ্রা। সু—স্বপ্ + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ,—প্ত।

সুষুম্না—শরীরস্থ নাড়ীবিশেষ, মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্তী নাড়ী; সূর্য্যরশ্মি। সুষু (অব্যক্ত শব্দ)—ম্না + ক কর্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

সুষুম্নাকাণ্ড—মেরুমজ্জা, মেরুদণ্ডের ভিতরে অবস্থিত স্নায়ুময় কাণ্ড (spinal cord). সুষুম্নাই কাণ্ড, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সুষ্ঠু—অতিশয় সুন্দর; শ্রেষ্ঠ; সত্য; চমৎকারভাবে, নিখুঁতভাবে। সু (উত্তম)—স্থা + কু কর্তৃবা। বিণ। বি—সৌষ্ঠব।

সুসংবাদ—ভাল খবর। সু (উত্তম) সংবাদ, প্রাদি। বি; পুং।

সুসংযত—যথাবিধি নিয়মবিশিষ্ট; বিশেষরূপে সংযত; দৃঢ়বদ্ধ। সু (উত্তমরূপে) সংযত, প্রাদি। বিণ।

সুসংস্কৃত—ভালরূপে সংশোধন বা মেরামত-করা; উত্তম সংস্কারবিশিষ্ট, বিলক্ষণ-ব্যুৎপন্ন; ঘৃতাদি নানা দ্রব্যে উত্তমরূপে রন্ধিত। সু (উত্তমরূপে) সংস্কৃত, প্রাদি। বিণ।

সুসংহত—আঁটসাট, সুদৃঢ়; উত্তমরূপে ঘনীভূত বা গ্রথিত। প্রাদি। বিণ।

সুসঙ্গত—সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। সু (উত্তমরূপে) সঙ্গত, প্রাদি। বিণ।

সুসজ্জ—উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত। সু (উত্তমা) সজ্জা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুসজ্জা—১। উত্তম বেশভূষা। সু (উত্তমা) সজ্জা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। উত্তম বেশ-ভূষায় সজ্জিতা। সুসজ্জ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুসজ্জিত—উত্তমরূপে সাজান; চমৎকারভাবে বিন্যস্ত। সু (উত্তমরূপে) সজ্জিত, প্রাদি। বিণ।

সুসঙ্ঘ—বেশ মিল বা যোড়। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সুসভ্য—রীতিনীতি জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদিতে বিশেষ উন্নত; উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত; অতিশয় ভদ্র। সু (উত্তমরূপে) সভ্য, প্রাদি। বিণ।

সুসময়—ভাল সময়; সম্পৎকাল। সু (উত্তম) সময়, প্রাদি। বি; পুং।

সুসমৃদ্ধ—অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী, অত্যন্ত উত্তম। সু (অতিশয়) সমৃদ্ধ, প্রাদি। বিণ।

সুসম্পন্ন—উত্তমরূপে নিষ্পন্ন; অতি ধনাঢ্য, অতিশয় সমৃদ্ধিশালী। সু (অতিশয়) সম্পন্ন, প্রাদি। বিণ।

সুসহ—১। সুখসহ, অনায়াসে সহনীয়। সু (সুখে)—সহ্ (সহ্য করা) + খল্ কর্ম্মবা। ২। অতি সহনক্ষম। সু—সহ্ + অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

সুসাধ্য—অনায়াসে সম্পাদনীয়, সহজসাধ্য। সু (সুখে) সাধ্য, প্রাদি। বিণ।

সুসার—১। সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিণ। ২। রক্তখদির। সু সার যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ৩। কুলান; সচ্ছল অবস্থা। বাং প্র। বি। ৪। সুবন্দোবস্ত; সুবিধা; সফলতা; সংস্কার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সুসিদ্ধ—উত্তমরূপে সম্পন্ন; ভালরূপে জ্বাল দিয়া গলান। প্রাদি। বিণ।

সুস্থ—রোগশূন্য, নীরোগ, স্বাস্থ্যযুক্ত; স্বচ্ছন্দ; সুখী; সুস্থির; সুন্দর। সু (উত্তমরূপে)—স্থা (থাকা) + ক কর্তৃবা। বিণ। বি,—তা।

সুস্থকায়, -দেহ—১। যাহার শরীর পীড়া-শূন্য এমন, নীরোগ, ব্যাধিশূন্য। সুস্থ কায়, দেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নীরোগ শরীর। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সুস্থচিত্ত—১। স্থিরমনাঃ, শান্ত-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট। সুস্থ চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। স্থিরমন, উদ্বেগশূন্য মন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সুস্থতা—স্বাস্থ্য, শরীর ও মনের আনন্দ, আরোগ্য। সুস্থ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ —সুস্থ।

সুস্থদেহ—'সুস্থকায়' দ্রঃ।

সুস্থির—অতিস্থির, অতি ধীর স্থির, দৃঢ়, বদ্ধমূল; সুস্থ। সু (অত্যন্ত, সুখে)—স্থা + কিরচ্ কর্তৃবা। বিণ।

সুস্নাত—১। যে উত্তমরূপে স্নান করিয়াছে এমন; মাঙ্গল্যদ্রব্যদ্বারা স্নাত। বিণ। ২। উত্তম স্নান। সু (শোভন) স্নাত (স্নান), প্রাদি। বি; ক্লীব।

সুস্নিগ্ধ—অতিশয় শীতল। সু (উত্তমরূপে) স্নিগ্ধ, প্রাদি। বিণ।

সুস্পষ্ট—অতিশয় স্পষ্ট, উত্তমরূপে প্রকট। সু (অতিশয়) স্পষ্ট, প্রাদি। বিণ।

সুস্বর—১ মধুর স্বর। সু (উত্তম) স্বর, প্রাদি। বি; পুং। ২। মধুরস্বরযুক্ত। বহুব্রী। বিণ।

সুস্বাদ—১। উত্তম আস্বাদযুক্ত। সু (উত্তম) স্বাদ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। উত্তম আস্বাদ। সু (উত্তম) স্বাদ, প্রাদি। বি; পুং।

সুস্বাদু—উত্তম আস্বাদযুক্ত। সু (উত্তমরূপে) স্বাদু, প্রাদি। বিণ।

সুস্মিত—সুন্দর এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত। সু (উত্তম) স্মিত (ঈষৎ হাস্য) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী—সুস্মিতা।

সুহিত—১। তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। সু (উত্তমরূপ)—ধা + ক্ত কর্তৃবা। ২। সাধিত, কৃত, বিহিত; সুসম্পাদিত; উপযুক্ত, সমীচীন। সু—ধা + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ৩। অতিহিত। সু (অতিশয়) হিত (মঙ্গল), প্রাদি। বি; ক্লীব। [অতিশয়ার্থে। বি; পুং, বা বিণ।

সুহৃত্তম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। সুহৃদ্ + তমপ্

সুহৃদ্—বন্ধু, সখা; সাহায্যকারী; সহায়; সহৃদয়; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান। সু (উত্তম) হৃদয় যাহার, বহুব্রী (হৃদয়-স্থানে হৃৎ)। বি; পুং।

সুহৃদয়—যাহার অন্তঃকরণ মহৎ, প্রশস্তমনাঃ, সদন্তঃকরণবিশিষ্ট; শুদ্ধচিত্ত। সু (উত্তম) হৃদয় (মনঃ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সুহৃদ্বর—শ্রেষ্ঠমিত্র। সুহৃৎ-সকলের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বিণ। **সুহৃদ্বরেষু** —বন্ধু বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকট লিখিত চিঠির পাঠ। স্ত্রী,—রাসু।

সুহৃদ্বল—মিত্ররূপ সৈন্য। সুহৃদ্‌ই বল (সৈন্য), কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সূ—১। প্রসব; প্রেরণ। সূ + ক্বিপ্ ভাববা। ২। উৎপাদক বা উৎপাদিকা; প্রসব-কারিণী (সাধারণতঃ)। সূ + ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি বা বিণ। ['সূচী'-শব্দজ। বি।

সূই—সেলাই করিবার লৌহশলাকাবিশেষ।

সূক্ত—সমীচীন বাক্য, সদ্বচন; বেদোক্ত স্তোত্র-মন্ত্রাদি। সু (উত্তম) উক্ত, প্রাদি। বি; ক্লীব।

সূক্তি—বেদবচন, বেদমন্ত্র; সদ্বচন। সু (উত্তমা) উক্তি (বচন), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সূক্ষ্ম—১। ক্ষুদ্র; অল্প; ক্ষীণ, সরু; অতীন্দ্রিয়। বিণ। ২। অণু। বি; পুং। ৩। কপটতা; কৈতব, ছল; অধ্যাত্মবস্তু; অধ্যাত্ম-শাস্ত্র; অলঙ্কারবিশেষ। সূচ্ (জ্ঞাপন করা) + মন্ কর্ম্মবা (স-আগম)। বি; ক্লীব।

সূক্ষ্ম কোণ—(জ্যামিতি) সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোণ (acute angle).

সূক্ষ্মদর্শনযন্ত্র—অণুবীক্ষণ, যে যন্ত্রদ্বারা চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করা যায় তাহা (microscope). সূক্ষ্মের দর্শন যদ্দ্বারা, বহুব্রী; সেইরূপ যন্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সূক্ষ্মদর্শিতা—অতিশয় বুদ্ধিমত্তা; সকল বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিবার শক্তি। সূক্ষ্মদর্শিন্ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, —দর্শী (-দর্শিন্)।

সূক্ষ্মদর্শী (-দর্শিন্)—অতিশয় বুদ্ধিমান্; সূক্ষ্মবিচারক্ষম। উপতৎ; সূক্ষ্ম—দৃশ্ + ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—দর্শিনী। বি,—দর্শিতা।

সূক্ষ্মপত্র—ধন্যাক; বনজিরা; সর্ষপবিশেষ; বাবলাগাছ; রক্তবর্ণ ইক্ষুবিশেষ। সূক্ষ্ম (ক্ষুদ্র) পত্র যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সূক্ষ্মপত্রিকা—শতপুষ্পা; শতাবরী, লঘু-ব্রাহ্মী; ক্ষুদ্রোপোদকী; দুরালভা; আকাশ-মাংসী। সূক্ষ্মপত্র + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

সূক্ষ্মবুদ্ধি—১। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিবার বা বিচার করিবার মত ধীশক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। বহুব্রী। বিণ।

সূক্ষ্মভূত—ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ-বিশেষ। সূক্ষ্ম ভূত, কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সূক্ষ্মশরীর—পঞ্চপ্রাণ দশ ইন্দ্রিয় মনঃ ও বুদ্ধি—আত্মার যোগসাধন এই সপ্তদশ। সূক্ষ্ম শরীর (দেহ), কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সূক্ষ্মাগ্র—যাহার আগা সরু এমন ; তীক্ষ্ণ-অগ্রভাগবিশিষ্ট। সূক্ষ্ম অগ্র যাহার, বহুব্রী। বিণ।

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম—বিশেষরূপে সূক্ষ্ম ; ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া সম্পাদিত ('—অনুসন্ধান')। সূক্ষ্ম হইতে অনুসূক্ষ্ম, ৫মীতৎ। বিণ।

সূচক—১। গোয়েন্দা, চর, গূঢ়পুরুষ ; পিশুন, খল ; সীবনী, ছুঁচ ; সূচীকর্ম্মকারী ; সূত্রধর ; কুকুর ; বিড়াল ; কাক ; শিক্ষক ; দলপতি ; বুদ্ধ ; সিদ্ধ ; পিশাচ। বি ; পুং। ২। কথক ; জ্ঞাপক, প্রকাশক। সূচ্ + ণিচ্ (=সূচি, জানান) + ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—সূচিকা। ৩। বৈষ্ণব মহাপুরুষদের তিরোভাব উৎসব বা তদ্বিষয়ক গান। বি।

সূচন, সূচনা—আরম্ভ, সূত্রপাত ; উপক্রম ; জ্ঞাপন ; কথন ; অঙ্গভঙ্গী দ্বারা জানান ; সঙ্কেত বা চিহ্নাদি দ্বারা জানান ; বিদ্ধকরণ ; হিংসন ; দুষ্টামি ; দুষ্ট ; অভিনয় ; দোষাবিষ্করণ। সূচ্ (জানান) + অনট্ ভাববা ; পক্ষে অন ভাববা + আপ্। বি ; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—সূচিত।

সূচি, সূচী—সীবনী, ছুঁচ ; জ্ঞাপনী ; সূক্ষ্ম অগ্রভাগ ; নর্ত্তকী বা গায়কদিগের করাদ্যভিনয় ; নির্ঘণ্ট, তালিকা ; পুস্তকের বিষয়সমূহের পৃষ্ঠাঙ্কিত তালিকা (index). সূচ্ (ছিদ্রিত করা, সূচনা করা, নির্দ্দেশ করা) + ণিচ্ + ইন্ করণবা ; পক্ষে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সূচিক—দরজী ; সূচীকর্ম্মচারী। সূচি, সূচী (ছুঁচ) + ক (ঠন্) জীবিকা অর্থে। বি ; পুং।

সূচিকা—ছুঁচ ; হস্তিশুণ্ড। সূচি + কন্ স্বার্থে, সাদৃশ্যার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সূচিত—দ্যোতিত, সঙ্কেতিত ; জ্ঞাপিত, বোধিত ; হিংসিত ; যোগ্য। সূচ্ (জানান) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সূচন, সূচনা।

সূচিপুষ্প—১। কেতকী-বৃক্ষ। সূচিসদৃশ পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। কেতকী-পুষ্প। সূচিসদৃশ পুষ্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সূচিবদন—নকুল, বেজী ; মশা। সূচির ন্যায় বদন যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

সূচিরোমা (-রোমন্)—বরাহ, শূকর ; সূচিতুল্য লোমবিশিষ্ট। সূচি-সদৃশ রোম (লোম) যাহার, বহুব্রী। বি বা বিণ।

সূচী—'সূচি' দ্রঃ।

সূচীকটাহন্যায়—ন্যায়বিশেষ [একটি সূঁচ তৈয়ার করিতে অতি অল্প সময় লাগে (যেমন পাঁচ মিনিট), আর একটি কড়া তৈয়ার করিতে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী সময় লাগে (যেমন দুই ঘণ্টা) ; কর্ম্মকার যদি আগে সূঁচ তৈয়ার করে তবে পাঁচ মিনিটে সূঁচ হইয়া গেলে তারপর সে দুই ঘণ্টা বসিয়া কড়া তৈয়ার করিতে পারে। কিন্তু আগে কড়া তৈয়ার করিলে, কড়া হইতে ত দুই ঘণ্টা লাগিবেই, আবার সূঁচের জন্যও দুই ঘণ্টার বেশী বসিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বে সূঁচ অর্থাৎ অল্পসময়সাধ্য কাজটি শেষ করিয়া পরে কড়া অর্থাৎ অধিকসময়সাধ্য কাজটি আরম্ভ করাই বিধেয়]। সূচী এবং কটাহ, দ্বন্দ্ব ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

সূচীজীবী (-বিন্)—দরজী, সীবনকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। উপতৎ ; সূচী —জীব্ + ণিন্ কর্তৃবা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —জীবিনী।

সূচীপত্র—পুস্তকের যে পাতায় পুস্তকের বিষয়সমূহের তালিকা এবং পৃষ্ঠাঙ্ক থাকে তাহা। সূচীযুক্ত পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সূচীভেদ্য—সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিবার যোগ্য ; জমাট-বাঁধা ('—অন্ধকার')। ৩য়াতৎ। বিণ।

সূচীমুখ—১। মণি, রত্ন ; ব্যূহবিশেষ। সূচীর ন্যায় মুখ যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং। ২। সরুমুখ। মধ্যপ কর্ম্মধা। ৩। ছুঁচের মুখ, ছুঁচের ডগা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

সূচীশিল্প—ছুঁচের কাজ, সূচীর দ্বারা কৃত কারুকার্য্য। সূচী সম্পাদ্য শিল্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সূচ্য, সূচনীয়, সূচয়িতব্য—জ্ঞাপনীয় ; বোদ্ধব্য ; কথনীয়। সূচ্ + ণ্যৎ, অনীয়, তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

সূচ্যগ্র—সূঁচের আগা, অতি সামান্য। সূচির অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

সূচ্যগ্রপরিমিত—সূঁচের আগার সমান ; অতি সামান্যমাত্র। ৩য়াতৎ। বিণ।

সূত—১। সারথি ; সূর্য্য ; সূত্রধর জাতি, ছুতার ; ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সঙ্কীর্ণ জাতি ; স্তুতি-পাঠক, বন্দী ; জনৈক পুরাণবক্তা। বি ; পুং। ২। পারদ, পারা। সূ + ক্ত কর্তৃবা। বি ; পুং বা ক্লীব। ৩। জাত, প্রসূত, উৎপন্ন ; উৎপাদিত ; প্রেরিত। সূ + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সূতক—১। জন্ম ; জননাশৌচ। সূত (জনন) + কন্ স্বার্থে, আগতার্থে। বি ; ক্লীব। ২। পারদ। সূত + কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

সূতকা—সূতিকা। সূতক + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সূতকাশৌচ—জননাশৌচ ; পুত্রাদির জন্মজনিত অশৌচ। সূতকজনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

সূতপুত্র, -পুত্র—কর্ণ। সূতের (অধিরথ নামক সারথির) পুত্র, পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সূতলি, সূতলী—শণের দড়ী। 'সূত্র'-শব্দজ। বি।

সূতা, সূতিকা—নবপ্রসূতা স্ত্রী ; যাহার সবেমাত্র বা অল্পকাল হইল সন্তান হইয়াছে এমন স্ত্রীলোক। সূ (প্রসব করা) + ক্ত কর্তৃবা + আপ্ ; পক্ষে স্বার্থে কন্ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সূতা—তন্তু সূত্র। 'সূত্র'-শব্দজ। বি।

সূতি—১। প্রসব ; প্রভব, উৎপত্তি, জন্ম। সূ (প্রসব করা) + ক্তি ভাববা। ২। সন্তান। সূ + ক্তি কর্ম্মবা। ৩। সীবন, সেলাই করা। সিব্ (সেলাই করা) + ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী।

সূতিকা—সদ্যঃপ্রসূতা নারী (সূতা দ্রঃ) ; সদ্যঃপ্রসূতা নারীর উদরাময়। সূত + ইক (ঠন্) আছে অর্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সূতিকাগার, -গৃহ, -ভবন—প্রসবগৃহ, আঁতুড়ঘর। সূতিকার আগার, গৃহ, ভবন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লীব।

সূতিগৃহ, সূতীগৃহ—প্রসবগৃহ। সূতির, সূতীর (প্রসবের) গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

সূতিমারুত, -বাত—প্রসব-বেদনা ; যে বায়ু সন্তানকে গর্ভ হইতে বহিঃসারণ করে তাহা। সূতির (প্রসবের) মারুত, বাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [ঈ, ই (বাং)। বিণ।

সূতী, সূতি—কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত। সূতা +

সূত্র—সূতা, তন্তু ; ব্যবস্থা, নিয়ম ; উপবীত, পৈতা ; শাস্ত্র ; দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র বা শব্দশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতার গ্রথিত সংক্ষিপ্ত বাক্যবিশেষ ; নাট্যশাস্ত্রের উপক্রম ; আইনবিষয়ক মত বা নিষ্পত্তি ; কথার খেই ; সন্ধানের হদিস বা নির্দ্দেশ ; আরম্ভ ; সূচনা ; ক্রম। সিব্ (সেলাই করা) + ষ্ট্রন্ করণবা (সিব্-স্থানে সূ), কিংবা, সূত্র্ (গাঁথা ইত্যাদি) + ঘঞ্ করণবা। বি ; ক্লীব।

সূত্রকার—মূল-সূত্র-গ্রন্থের প্রণেতা (যেমন—পাণিনি, ব্যাস)। উপতৎ ; সূত্র—কৃ + অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

সূত্রধর—কাষ্ঠতক্ষক জাতিবিশেষ, ছুতার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সূত্রধার—ইন্দ্র ; সূত্রধর জাতি, ছুতার ; নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট ; সূত্রপ্রণয়নকর্তা। উপতৎ ; সূত্র (প্রয়োগানুষ্ঠান)—ধৃ (ধরা) + অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং। [বি ; পুং।

সূত্রপাত—আরম্ভ, উপক্রম। ৬ষ্ঠীতৎ।

সূত্রী (সূত্রিন্)—১। কাক। বি ; পুং। ২। সূত্রবিশিষ্ট। সূত্র (সূতা, নিয়ম ইত্যাদি) + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—সূত্রিণী।

সূদ—১। সূপকার, পাচক। সূদ্+ণিচ্ (=সূদি, হিংসা করা)+অচ্ কর্ত্তৃবা। ২। সারথ্য; অপরাধ, পাপ; ব্যঞ্জন। বি; পুং। ৩। কর্জ্জ টাকার কুসীদ (সুদ দ্রঃ)। ফার্সী। বি।

সূদন—১। বিনাশক; প্রিয়। সূদ্+ণিচ্ (=সূদি, হিংসা করা)+অন কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। হনন, বধ; অঙ্গীকার করা; নিবাস করা। সূদি+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

সূন—১। প্রসব, জন্ম। সূ+ক্ত ভাববা। ২। পুত্র। সূ+ক্ত কর্ম্মবা। বি; পুং। ৩। প্রস্ফুটিত; প্রকাশিত; প্রফুল্ল; খালি, শূন্য, রিক্ত। সূ+ক্ত কর্ম্মবা। ৪। জাত। সূ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

সূনা—১। কন্যা; বধ্যভূমি, বধস্থান, কসাইখানা, মাংসবিক্রয়স্থান; উনান শিলনোড়া ঝাঁটা উদূখল-মুষল কলসীপিঁড়ী—গৃহস্থের এই পাঁচ সূনা। সূ+ন অধিবা+আপ্। ২। আঘাতকরণ; গলাফোলা। সূ+ন ভাববা+আপ্। ৩। কটিবন্ধন; কিরণ। সূ+ন কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

সূনী (সূনিন্)—ব্যাধ; মাংসবিক্রয়ী, কসাই। সূনা (বধ্যভূমি)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সূনু—১। তনয়, ছেলে, পুত্র; কনিষ্ঠ ভ্রাতা; দৌহিত্র। সূ+নুক্ কর্ম্মবা। ২। রবি। সূ+নুক্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সূনু, সূনূ—কন্যা। সূ+নুক্ কর্ম্মবা; পক্ষে ঊপ্। বি; স্ত্রী।

সূনৃত—১। সত্য অথচ প্রিয়বাক্য; মঙ্গল, শুভ। বি; ক্লীব। ২। সত্য-প্রিয়; সত্য এবং প্রিয়বক্তা। সু—নৃৎ (নৃত্য করা)+ক কর্ত্তৃবা (উ-স্থানে ঊ), অথবা, সু ঋত, প্রাদি (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

সূপ—১। ঝোল, সুরুয়া, ব্যঞ্জনবিশেষ; ডাল; ভাণ্ড; বাণ। সূ+পক্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ২। পাচক। সূ+পক্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

সূপকার—পাচক, রন্ধনকারী। উপতৎ; সূপ—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—কারী।

সূর—১। সূর্য্য। সূ+রক্ কর্ত্তৃবা। ২। পণ্ডিত, জ্ঞানী। সূর্+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সূরণ—বেণার মূল; ওল প্রভৃতির মূল; বৃক্ষবিশেষ। সূর্ (বধ করা)+অনট্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সূরসূত—সূর্য্যসারথি, অরুণ। সূরের (সূর্য্যের) সূত (সারথি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সূরি—১। পণ্ডিত; বিদ্বান্; শ্রীকৃষ্ণ; জৈন-গুরুগণের সাধারণ উপাধি। সূর্+ই কর্ত্তৃবা। ২। সূর্য্য। সূ+ক্রি কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সূরী (সূরিন্)—পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, বিদ্বান্। সূর্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—সূরিণী। [স্ত্রী।

সূরী—সূর্য্যপত্নী, কুন্তী। সূর্য্য+ঈপ্। বি;

সূর্প—১। কুলা, শূর্প। সূর্প্+ঘঞ্ করণবা, কিংবা, শৄ (হিংসা করা)+প কর্ত্তৃবা (শৄ-স্থানে সূর্)। ২। পরিমাণবিশেষ। সূর্প্+ঘঞ্ করণবা। বি; পুং বা ক্লীব।

সূর্পণখা—রাবণের ভগিনী। সূর্পের (কুলার) ন্যায় নখ যাহার, বহুব্রী+আপ্ (ণত্ব)। বি; স্ত্রী।

সূর্য্য(র্য)—দিবাকর, ভানু, আদিত্য; বালির পুত্র। সৃ+ক্যপ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং। বিণ—সৌর।

সূর্য্য(র্য)কর—রৌদ্র, সূর্য্যের কিরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সূর্য্য(র্য)করোজ্জ্বল—সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত, রৌদ্র দ্বারা প্রকাশিত। সূর্য্যকর দ্বারা উজ্জ্বল, ৩য়াতৎ। বিণ।

সূর্য্য(র্য)কান্ত—মণিবিশেষ, কাচমণি, আতসমণি। সূর্য্যের কান্ত (প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সূর্য্য(র্য)গ্রহণ—রাহু বা পৃথিবীর ছায়া কর্ত্তৃক সূর্য্যের গ্রাস [জ্যোতিষ-মতে চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইলে পৃথিবী হইতে সূর্য্য দৃষ্ট না হওয়াতে সূর্য্যগ্রহণ হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সূর্য্য(র্য)ঘড়ি—ছায়াদ্বারা সময়নিরূপক যন্ত্রবিশেষ (sur.-dial) ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

সূর্য্য(র্য)জ, -তনয়—যম; শনিগ্রহ; মনুবিশেষ; কর্ণ; সুগ্রীব; বালী। সূর্য্য—জন্ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃবা; সূর্য্যের তনয় (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সূর্য্য(র্য)জা, -তনয়া—যমুনা নদী; বিদ্যুৎ। সূর্য্যজ, সূর্য্যতনয়+আপ্। বি; স্ত্রী।

সূর্য্য(র্য)বংশ—(রামায়ণ) সূর্য্য হইতে জাত বংশ (সগর দশরথ শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি সূর্য্যবংশজাত)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সূর্য্য(র্য)মণি—সূর্য্যকান্তমণি; পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। সূর্য্যপ্রিয় মণি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সূর্য্য(র্য)মণ্ডল—সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ মালাকার-বেষ্টনীর অভ্যন্তরভাগ; সূর্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সূর্য্য(র্য)মুখ, -মুখী—পুষ্পবিশেষ। সূর্য্য প্রতি মুখ যাহার, বহুব্রী; পক্ষে ঈপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

সূর্য্য(র্য)লোক—সূর্য্যের জগৎ, সূর্য্যের ভুবন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সূর্য্য(র্য)সারথি—অরুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সূর্য্যা(র্যা)—সূর্য্যপত্নী, সংজ্ঞা; নবোঢ়া স্ত্রী, নববধূ; ঔষধদ্রব্যবিশেষ; তিক্ত অলাবু। সূর্য্য+আপ্। বি; স্ত্রী।

সূর্য্যা(র্যা)ত্মজ—বৈবস্বত মনু; যম; শনি; বালি; সুগ্রীব; কর্ণ। সূর্য্যের আত্মজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সূর্য্যা(র্যা)ত্মজা—যমুনা; তপতী। সূর্য্যের আত্মজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সূর্য্যা(র্যা)র্ঘ্য—সূর্য্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্ঘ্য। সূর্য্যোদ্দিষ্ট অর্ঘ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সূর্য্যা(র্যা)লোক—রৌদ্র। সূর্য্যের আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সূর্য্যা(র্যা)স্ত—দিবাবসানে সূর্য্যের পশ্চিম-দিক্‌চক্রবালের নীচে অন্তর্দ্ধান, সূর্য্যের ডুবিয়া যাওয়া। সূর্য্যের অস্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সূর্য্যা(র্যা)হ্ব—১। তাম্র, তামা। বি; ক্লীব। ২। আকন্দগাছ। সূর্য্য আহ্বা (নাম) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

সূর্য্যে(র্যে)ন্দুসঙ্গ(ংগ)ম—অমাবস্যা। সূর্য্য ও ইন্দু (চন্দ্র), দ্বন্দ্ব; তাঁহাদের সঙ্গম যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

সূর্য্যো(র্যো)দয়—দিবসাগমে সূর্য্যদেবের পূর্ব্বদিক্‌চক্রবাল রেখার উপরে আবির্ভাব, প্রাতঃকালে সূর্য্যের পূর্ব্বাকাশে প্রকাশ। সূর্য্যের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সূর্য্যোপস্থান—বৈদিক সন্ধ্যায় কর্ত্তব্য উপাসনা বিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সৃক্ক, সৃক্কণী—কষ, ঠোঁটের ধার। সৃজ্+কণিন্, পক্ষে+ঈপ্। বি; ক্লীব; স্ত্রী।

সৃজন—সৃষ্টি, নির্ম্মাণ; বর্ষণ। সৃজ্+অনট্ ভাববা। (ব্যাকরণমতে 'সর্জ্জন')। বি; ক্লীব। বিণ—সৃষ্ট।

সৃজনী-শক্তি—উৎপাদন-ক্ষমতা। সৃষ্টি-কারিণী শক্তি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি; স্ত্রী। [কর্ম্মবা। বাং প্র। বিণ।

সৃজিত—সৃষ্ট; উৎপাদিত। সৃজ্+ক্ত

সৃত—গত, বিগত। সৃ+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

সৃতি—১। গমন, গতি; আঘাত-করণ; ক্ষতিকরণ। সৃ+ক্তি ভাববা। ২। বর্ত্ম, পথ। সৃ+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

সৃপ্ত—স্খলিত (slipped). সৃপ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ।

সৃষ্ট—নির্ম্মিত, রচিত, কৃত; পরিত্যক্ত; ভূষিত; যুক্ত, মিলিত; অধিক; নির্ণীত। সৃজ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সৃষ্টি, সৃজন।

সৃষ্টি—১। নির্ম্মাণ, রচনা। সৃজ্+ক্তি ভাববা। ২। জগৎ; স্বভাব; শিল্প। সৃজ্+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী। বিণ—সৃষ্ট।

সৃষ্টিকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ), -কর্ত্তা—১। ভগবান্; ব্রহ্মা। বি; পুং। ২। নির্ম্মাণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

সৃষ্টিকার্য্য(র্য), -ক্রিয়া—নির্ম্মাণরূপ কার্য্য, জগৎসৃষ্টিরূপ কর্ম্ম। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

সৃষ্টিচাতুর্য্য(র্য)—নির্ম্মাণবিষয়ে দক্ষতা; জগৎসৃষ্টিবিষয়ে নৈপুণ্য। ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

সৃষ্টিছাড়া—আজগুবি, কিম্ভূত কিমাকার। ৫মীতৎ (বাং)। বিণ।

সৃষ্টিনাশ, -লোপ—জগতের ধ্বংস, প্রলয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া—সৃষ্ট করিবার প্রণালী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সৃষ্টিরক্ষা—বিশ্বের পালন; জগতের রক্ষা-কার্য্য; জগৎ যাহাতে বর্ত্তমান থাকে তাহার ব্যবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—বিশ্বের উৎপত্তি অবস্থিতি এবং নাশ, নির্ম্মাণ রক্ষণ এবং সংহার। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

সে—বক্তা অর্থাৎ উত্তম পুরুষ ও যাহাকে বলা হইতেছে অর্থাৎ মধ্যম পুরুষ ভিন্ন পুরুষ বা ব্যক্তি। সংস্কৃত 'সঃ' শব্দ হইতে। সর্ব্ব।

সেই—তাহাই; সেই সময় ('—অবধি')। বাং প্র। সর্ব্ব বা বিণ।

সেউনি—সেচনী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সেও—আপেল। হিন্দীমূলক। বি।

সেওয়ার—ব্যতীত, ছাড়া। ফার্সীমূলক। অব্য।

সেঁউতি, -তী—নৌকার জল ফেলিবার জন্য কাঠের বাঁশের বেতের বা লৌহাদিনির্ম্মিত পাত্র, সেচনী। 'সেচনী'-শব্দজ। বি।

সেঁউতি, সেঁওতি—পুষ্পবিশেষ ("এখনো বসিয়া সেঁউতির মালা গাঁথিছে ভোরের তারা"—জসীমউদ্দীন)। 'সেবন্তি'-শব্দজ। বি।

সেঁওলা—শৈবাল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সেঁকা, সেকা—অগ্নিতাপ-প্রয়োগ করা, উত্তাপ দেওয়া; অগ্নিতাপে পাক করা ('রুটি—')। বাং ক্রি।

সেঁকো, শেঁকো, সেঁকোবিষ—শঙ্খবিষ (arsenic). বাং প্র। বি।

সেঁচা—সেচন করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সেঁজতি, সেঁজুতি—সন্ধ্যাদীপ, সাঁঝের বাতি। 'সন্ধ্যাবর্ত্তি'-শব্দজ। বি।

সেঁতান—ভিজা; ভিজান; ঈষৎ আর্দ্র হওয়া; স্যাঁৎসেঁতে হওয়া। 'সিক্ত'-শব্দজ। বাং ক্রি।

সেঁৎসেঁতে—ঈষৎ ভিজা। বাং প্র। বিণ।

সেঁধান—প্রবেশ করা। 'সন্ধি'-শব্দজ। ক্রি।

সেক—১। জলপ্রক্ষেপ; ভিজান। সিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ২। শরীরে তাপ দেওয়া। বাং প্র। বি।

সেকপাত্র—জলসেচনাধার, সেঁউতী প্রভৃতি। সেকের পাত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সেকরা—স্বর্ণজীবী জাতিবিশেষ, সোনা রূপার গহনা নির্ম্মাণকারী। 'স্বর্ণকার'-শব্দজ। বি।

সেকাল—প্রাচীন কাল; অতীত সুখের সময়; যখন অবস্থা অন্তরূপ ছিল সেই সময়। কর্ম্মধা। বি।

সেকালে, সেকেলে—প্রাচীন কালে প্রচলিত অধুনা অপ্রচলিত; প্রাচীন কালের। সেকাল+এ (<ইয়া) ভবার্থে। বিণ।

সেকেণ্ড—এক মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ। ইং second. বি।

সেকেন্দর—আলেকজাণ্ডার। ফার্সী। বি।

সেকেন্দরী—সেকেন্দরের সময়ের; সেকেন্দর-সম্বন্ধীয়। (ফার্সী) সেকেন্দর+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সেক্তা—১। সেচনকর্ত্তা; নিষেককর্ত্তা। বিণ। স্ত্রী—সেক্ত্রী। ২। ভর্ত্তা, স্বামী। সিচ্‌ (সেচন করা)+তৃন্‌ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সেক্রেটারী—সম্পাদক, কার্য্যনির্ব্বাহক। ইং secretary. বি।

সেখ—মহম্মদীয় পুরোহিত; মুসলমান জাতিবিশেষ; বৃদ্ধব্যক্তি; প্রধান ব্যক্তি। আর্বী। বি।

সেখান—সেইস্থান। বাং প্র। অব্য বা বি।

সেখানকার—সেইস্থানের। সেখান+কার। বিণ। [বাং প্র। বি।

সেগুন—বৃক্ষবিশেষ (ইহার কাঠ অতি দৃঢ়)।

সেঙাত, সেঙ্গাত—সাঙ্গাত (তাহা দ্রঃ)।

সেঙ্গিত—ইঙ্গিতযুক্ত। ইঙ্গিতের সহ বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সেচ—জলসেচন। 'সিচ্‌'-ধাতুজ। বি।

সেচক—১। মেঘ। বি; পুং। ২। সেচনকারী। সিচ্‌+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—সেচিকা।

সেচন—সেঁচা; সেক, আর্দ্রীকরণ; ক্ষরণ। সিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—সিক্ত।

সেচনী—সেচনপাত্র, জলসেচনপাত্র। সিচ্‌+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

সেচা—সেচন করা। বাং ক্রি।

সেজ—১। দ্বিতীয়ের পরবর্ত্তী। বাং প্র। বিণ। ২। বিছানা। 'শয্যা'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। ৩। মোমবাতি। প্রাদে। বি।

সেজো—সেজ (তাহা দ্রঃ)।

সেট—দ্রব্যাদির প্রস্থ বা সমবায়; তাসখেলায় প্রতিপক্ষের সহিত জয় বা পরাজয়সূচক পাঁচ ফোঁটা বা ছয় ফোঁটার তাসের সবগুলি ফোঁটা। ইং set. বি।

সেটকান—কুঞ্চিত করা ('নাক—')। 'সঙ্কোচন'-শব্দজ। ক্রি।

সেতখানা—পায়খানা। ফার্সী। বি।

সেতার—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ [সংস্কৃত নাম ত্রিতন্ত্রী। মুসলমানরাজাদিগের রাজত্বকালে সংস্কৃত নামের সহিত ঐক্য রাখিয়া আমীর খসরু এই ত্রিতন্ত্রীকে "সেতার" এই আখ্যা প্রদান করেন। পারস্যভাষায় 'সে' শব্দের অর্থ তিন; তার অর্থাৎ তন্ত্র]। ফার্সী সে (তিন) তার যাহাতে, বহুব্রী।। বি।

সেতু—সাঁকো, পুল; জলবন্ধ, ক্ষেত্রাদির আলি, জাঙ্গাল; মর্য্যাদা। সি (বন্ধন করা)+তুন্‌ করণবা। বি; পুং।

সেতুবন্ধ—ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ প্রবালদ্বীপ-শ্রেণী [কথিত আছে নল নামক বানর রামের আজ্ঞায় এই সেতু বন্ধন করিয়াছিল]; সাঁকো, পুল, সেতু। সেতুই বন্ধ, কর্ম্মধা। বি; পুং। [অব্য।

সেথা, সেথায়—সেখানে, তথায়। বাং প্র।

সেথো—সঙ্গী। সাথ+ও (<উয়া) স্থিতার্থে। বি। [প্র। বি।

সেন—বৈদ্য জাতির উপাধিবিশেষ। বাং

সেনা—সৈন্য; সৈন্যদল। সি (শত্রু-বন্ধন করা)+ন কর্ত্তৃবা+আপ্‌, অথবা ইন অর্থাৎ প্রভুর সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

সেনাগ্র—সৈন্যদলের সম্মুখভাগ (van, vanguard). সেনার অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সেনাঙ্গ—সৈন্যদলের অবয়ব, হস্তী অশ্ব রথ পদাতি—এই চারি। সেনার অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সেনানায়ক—সেনাপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

সেনানিবাস—ছাউনি, শিবির। ৬ষ্ঠীতৎ।

সেনানিবেশ—শিবির, ছাউনি। সেনার নিবেশ ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, সেনার নিবেশ (স্থাপন) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

সেনানী, সেনাপতি—সৈন্যাধ্যক্ষ, কার্ত্তিকেয়। সেনা—নী+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃবা; সেনাদের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সেনাপৃষ্ঠ—সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগ (rear). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সেনাবল—যোদ্ধৃবর্গের দ্বারা গঠিত ক্ষমতা। সেনাই বল, কর্ম্মধা। বি; পুং।

সেনামুখ—৩ হস্তী ৩ রথ ৯ অশ্ব ১৫ পদাতি—এতৎসংখ্যক সৈন্য (অক্ষৌহিণী দ্রঃ); সেনাগ্রভাগ, পুরদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী পথ। সেনার মুখ (সম্মুখাংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

সেনাসমাবেশ—সৈন্যদল একত্রিত করণ। সেনার সমাবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সেপাই—সিপাহী; দেশীয় সৈন্য। ফার্সী 'সিপাহী'-শব্দজ। বি।

সেপ্টেম্বর—ইংরাজী বৎসরের নবম মাস। ইং September. বি।

সেব—১। সেবা। সেব্‌ (সেবা করা)+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ২। সেবা কর। কবিপ্র। ক্রি। ৩। আপেল ফল। হিন্দী। বি।

সেবক—১। চাকর, দাস, ভৃত্য; পরিচারক; সেবাকারী; অনুজীবী। সেব্ (সেবা করা) +ণক কর্তৃবা। ২। সীবনকর্তা, দরজী প্রভৃতি। সিব্ (সেলাই করা)+ণক কর্তৃবা। বি; পুং। স্ত্রী—সেবকা, সেবিকা।

সেবকাধম—চাকর হইতেও হীন। সেবক হইতে অধম, ৫মীতৎ। বিণ।

সেবন—১। উপভোগ; সেবা; উপাসনা। সেব্+অনট্ ভাববা। ২। সীবন, সেলাই। সিব্ (সেলাই করা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—সেবনীয়, সেবমান, সেবিত, সেব্য। [+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সেবনী—সূচী, ছুঁচ। সিব্+অনট্ করণবা

সেবনীয়—সেবনযোগ্য; যাহা সেবন করিতে হইবে এমন। সেব্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—সেবন।

সেবমান—যে সেবা করিতেছে এমন, সেবায় ব্যাপৃত। সেব্+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ। বি—সেবন।

সেবা-১। উপভোগ; পরিচর্য্যা, শুশ্রূষা; আশ্রয়; উপাসনা। সেব্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সেবা করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [রূপ—সেবই, সেবউ (সেবন করুক); সেবিনু, সেবো (সেবা করে)।]

সেবাইৎ, সেবায়ৎ, সেবায়েৎ—পূজারী, পূজক; পাণ্ডা; দেবমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ও পূজাকারী। সেবা+ইৎ, অৎ, এৎ করে অর্থে। বি। [বি।

সেবাতি—সেবাইত, পূজারী। প্রাঃ কবিপ্র।

সেবাদাসী—পরিচর্য্যাকারিণী, ভৃত্যা; সম্প্রদায়-বিশেষের বৈরাগীর রক্ষিতা স্ত্রী। সেবাকারিণী দাসী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সেবাব্রত—১। একনিষ্ঠ ভাবে পরিচর্য্যায় রত। সেবা ব্রত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। পরিচর্য্যারূপ পুণ্যকার্য্য। কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

সেবাব্রতী (-ব্রতিন্)—সেবাকারী; স্বেচ্ছাসেবক। সেবাব্রত+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী,—ব্রতিনী।

সেবায়ৎ, সেবায়েৎ—'সেবাইৎ' দ্রঃ।

সেবিকা—সেবাকারিণী; দাসী। সেবক+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

সেবিত—উপভুক্ত; উপাসিত, আরাধিত; আশ্রিত; রক্ষিত; অভ্যস্ত; ব্যবহৃত। সেব্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—সেবন।

সেব্য—সেবনীয়; আরাধ্য, উপাস্য; অভ্যাস অনুশীলন বা ব্যবহার করিবার উপযুক্ত; যত্ন করিবার যোগ্য; প্রভু। সেব্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—সেবন।

সেব্যমান—আরাধ্যমান, যাহাকে সেবা করা হইতেছে এমন। সেব্+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ। বি—সেবন।

সেমই—ময়দার প্রস্তুত সূত্রাকার খাদ্য-বিশেষ। 'সেবিকা'-শব্দজ। বি।

সেমতি—সেইরূপ ("আমার পরাণ যেমতি করিছে সেমতি হউক সে"—চণ্ডীদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সেমন্তী—সেঁউতী ফুল। সি+মন্ত কর্তৃবা

সেমিকোলন—কমা হইতে দীর্ঘস্থায়ী ছেদ চিহ্নবিশেষ। ইং semi-colon. বি।

সেমিজ—'শামিজ' দ্রঃ।

সেয়াই—লিখিবার কালি। ফার্সী 'সিয়াহি'-শব্দজ। বি।

সেয়ান, সেয়ানা—বয়ঃপ্রাপ্ত; বর্দ্ধিত; চতুর। বাং প্র। বিণ। স্ত্রী—সেয়ানি(নী)।

সের—১। (লীলাবতীতে উক্ত) পরিমাণ-বিশেষ, ওজনবিশেষ, এক মণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। বি; পুং। ২। ব্যাঘ্রী। ফার্সী। বি।

সেরা—শ্রেষ্ঠ। 'শ্রেষ্ঠ'-শব্দজ। বিণ। **সেরার সেরা**—অত্যুত্তম, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সেরা, সেরী—(সংখ্যাবাচক শব্দের পরে যুক্ত হইলে) তত সের ওজনের, তত সের পরিমাণের। সের+আ, ঈ পরিমাণার্থে। বিণ। [বহুব্রী। বিণ।

সেরূপ—সেইরকম। সেই রূপ যাহার,

সেরেফ, স্রেফ—কেবলমাত্র, শুধু। আর্বী 'সির্ফ'-শব্দজ। বিণ।

সেরেস্তা—আফিস, দপ্তর। ফার্সী 'সরিশ্‌তহ্'-শব্দজ। বি।

সেরেস্তাদার—আফিসের বড় কেরাণী। (ফার্সী) সেরেস্তা+দার অধিকৃতার্থে। বি।

সেলাই—সূচীকর্ম্ম, সীবন। হিন্দী। বি।

সেলাখানা—অস্ত্রগৃহ। (আর্বী) সিলহ্+(ফার্সী) খানহ্। বি।

সেলাম—নমস্কার; প্রণাম; শান্তি। আর্বী 'সালাম'-শব্দজ। বি।

সেলাম-আলেকম—নমস্কার, আপনার কুশল হউক। আর্বী। বি।

সেলামৎ—মঙ্গল, নিরাপত্তা। আর্বী। বি।

সেলামী—জমীদারের নিকট হইতে পাট্টা লইবার সময়ে তাঁহাকে যাহা কিছু দেওয়া যায় তাহা। সেলাম+ঈ সহকৃতার্থে। বি। **আক্কেল-সেলামী**—বোকামির জন্য প্রদত্ত দণ্ড।

সেলেখানা—সেলাখানা (তাহা দ্রঃ)।

সেলেট—লিখিবার প্রস্তরফলক। ইং 'slate'-শব্দজ। বি।

সেসন—দায়রা, ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারার্থ জজের অধিবেশন; স্কুল কলেজের অধ্যয়নের নির্দ্দিষ্ট কাল। ইং session. বি।

সেহ, সেহো—সেই; সে-ও, সেই লোকও। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। [বি।

সেহলা, সেহালা—সেওলা। কবিপ্র।

সেহা—খাজনা আদায়ের দৈনিক হিসাব বা হিসাবের খাতা। ফার্সী। বি।

সেহাকুল—কাঁটাযুক্ত লতানিয়া গাছবিশেষ। 'শৃগাল-কেলিকা'-শব্দজ। বি।

সেহানবিশ, -নবীশ—খাজনা আদায়ের হিসাবরক্ষক; উপাধিবিশেষ। ফার্সী। বি।

সেহি—সেই; সে। কবিপ্র। সর্ব্ব।

সৈকত—১। পুলিন, বালুকাময় তট। বি; ক্লীব। ২। বালুকাময় ('—ভূমি'), বালিময়। সিকতা+অণ্ ব্যাপ্ত্যর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সৈকতচর—বালুকাময় নদীতটে বিচরণকারী। উপতৎ; সৈকত—চর্+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চরী।

সৈকতিক—১। সন্ন্যাসী; ক্ষপণক। সিকতা+ইক ব্রক্ষণার্থে। বি; পুং। ২। যাত্রাকালীন বদ্ধ মঙ্গলসূত্র। বি; ক্লীব। ৩। সন্দেহজীবী; ভ্রমজীবী। সিকতা+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সৈনাপত্য—সেনাপতির কর্ম্ম বা পদ। সেনাপতি+যক্ ভাবে, কার্য্যার্থে। বি; ক্লীব।

সৈনিক—১। সৈন্য, প্রহরী, সেনাদলভুক্ত ব্যক্তি, সেপাই; সেনারক্ষক। সেনা+ইক স্বার্থে। ২। সেনাশ্রেণী; মিলিত হস্ত্যশ্বরথপদাতি। সেনা+ইক সমবেতার্থে। বি; পুং। ৩। সেনাসম্বন্ধীয়। সেনা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সৈনিকপুরুষ—যোদ্ধা। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সৈনিকবেশ—যোদ্ধার পোষাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সৈন্ধব—১। অশ্ব, ঘোটক। বি; পুং। ২। সমুদ্রজাত লবণ। বি; ক্লীব। ৩। সিন্ধুদেশীয়; সমুদ্রজাত। সিন্ধু (দেশবিশেষ, সমুদ্র)+অণ্ জাতার্থে, নিবাসার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী।

সৈন্য—১। অস্ত্রধারী সেপাই, সেনা। সেনা +ঞ্য স্বার্থে। বি; পুং। ২। শ্রেণীবদ্ধ যোদ্ধা। সেনা+ষ্যঞ্ সমুদায়ার্থে। বি; ক্লীব।

সৈন্যচালন, -চালনা, -পরিচালন—সেনাদিগকে যুদ্ধার্থ অগ্রসর করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী, ক্লীব।

সৈন্য-সমাবেশ—সেনাদের একত্র হওয়া বা করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সৈন্য-সামন্ত—সেনা এবং অধীন নৃপতিবৃন্দ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

সৈন্যাধ্যক্ষ—সেনাপতি। সৈন্যের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; ক্লীব।

সৈমন্তিক—সিঁদুর। সীমন্ত+ইক হিতার্থে।

সৈয়দ—মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের বংশজ ব্যক্তির উপাধি; প্রধান ব্যক্তি। আর্বী। বি।

সৈরন্ধ্রী, সৈরিন্ধ্রী—পরগৃহবাসিনী

স্বাধীনা শিল্পকারিণী; পরগৃহস্থিতা স্ববশা শিল্পকারিণী; দ্রৌপদী [ইনি বিরাটরাজের ভবনে একবৎসরকাল সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই অবধি ইঁহার নাম সৈরিন্ধ্রী হইয়াছে]। সীরন্ধ্র+অণ্ যোগ্যার্থে =সৈরন্ধ্র (শিল্প কর্ম্ম); সৈরন্ধ্র+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সৈরিক—১। লাঙ্গলিক, লাঙ্গলধারী কৃষক; হেলে গরু। বি; পুং। ২। লাঙ্গল-সম্বন্ধীয়। সীর+ইক চালনার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সো—সে; সেই ("সো বর নাগর রাজ" —যদুনন্দন); সহিত। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব বা অব্য।

সোঁ—বেগে গমন করার অনুকার-শব্দ। বাং প্র। অব্য।

সোঁটা—লাঠি। বাং প্র। বি।

সোঁতা—ক্ষীণ স্রোত ("ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা"—রবীন্দ্রনাথ)। 'স্রোতঃ'-শব্দজ। বি।

সোঁদা—শুষ্ক ভূমিতে জল পড়িলে যে গন্ধ হয় তাহা বা তদ্রূপ গন্ধ। 'সুগন্ধ'-শব্দজ। বি বা বিণ।

সোঁদাল—আরগ্বধ বৃক্ষ। বাং প্র। বি।

সোঁপা—সমর্পণ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [রূপ—সোঁপনু; সোঁপি, সোঁপিত ইত্যাদি]।

সোঙরণ—স্মরণ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সোঙরা—স্মরণ করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [রূপ—সোঙর, সোঙরি; সোঙরনি ইত্যাদি।]

সোঙারা—সংস্কার করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সোচ্ছ্বাস—আবেগযুক্ত; দীর্ঘশ্বাসযুক্ত। উচ্ছ্বাসের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সোচ্ছ্বাসে।

সোজা—সরল, অবক্র, অকুটিল। 'সহজ'-শব্দজ। বিণ। **সোজা করা**—সংশোধন, সরল বা পালন করা; শায়েস্তা করা।

সোজাসুজি—বরাবর। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

সোডা—একপ্রকার ক্ষার (sodium carbonate বা sodium-bi-carbonate). ইং soda. বি।

সোডা-ওয়াটার—কার্ব্বন ডাই অক্সাইড্ নামক বায়বীয় পদার্থপূরিত জল। ইং soda-water. বি।

সোঢ়—যাহা সহ্য করা হইয়াছে এমন। সহ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

সোঢ়া (সোঢ়্)—সহনশীল, সহনকারক; ক্ষমাযুক্ত; শক্ত; সমর্থ। সহ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—সোঢ্রী।

সোন—স্বর্ণকার্য্য। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বি।

সোণা—সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য। 'স্বর্ণ'-শব্দজ।

সোণার—স্বর্ণকার। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সোণ্ণা—স্বর্ণকারের চিম্টা। 'সন্দংশ'-শব্দজ। বি।

সোত—প্রবাহ। 'স্রোতস্'-শব্দজ। বি।

সোৎকণ্ঠ—উৎকণ্ঠাযুক্ত, উদ্বিগ্ন; শোককারী। উৎকণ্ঠার সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সোৎপ্রাস—১। ঈষৎ হাস্যযুক্ত বাক্য; শ্লেষযুক্ত বাক্য। বি; ক্লীব। ২। বৃদ্ধিযুক্ত, অধিক; সোল্লুণ্ঠ (বাক্য)। উৎপ্রাসের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সোৎসাহ—উৎসাহযুক্ত। উৎসাহের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সোৎসাহে।

সোদর, সোদর্য্য(র্য)—একগর্ভজ ভ্রাতা। সহ্ (সমান) উদর (মাতৃগর্ভ) যাহার, বহুব্রী; সমান উদর্য্য, কর্ম্মধা (সমান-স্থানে স)। বি; পুং।

সোদরা, সোদর্য্যা(র্যা)—সহোদরা ভগিনী। সোদর, সোদর্য্য+আপ্। বি; স্ত্রী।

সোদ্বেগ—উৎকণ্ঠাযুক্ত। উদ্বেগের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—সোদ্বেগে।

সোনকুসুম—শণ পাটের ফুল। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সোনা—১। সুবর্ণ। 'স্বর্ণ'-শব্দজ। ২। বাছা; যাদু। প্রাদে। বি। ৩। স্বর্ণবর্ণ। বাং প্র। বিণ। **সোনায় সোহাগা**—যাহা নিজেই উৎকৃষ্ট তাহার সহিত অন্য অধিকতর উৎকর্ষজনক বস্তুর সমাবেশ। **সোনা ফলা**—অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রসূত হওয়া; অত্যধিক অর্থ ও সম্পৎ লাভ হওয়া।

সোনামুখী—সোঁদালপাতা। বাং প্র। বি।

সোনামুগ—একপ্রকার উৎকৃষ্ট মুগ কলাই। বাং প্র। বি।

সোনার-বেনে—স্বর্ণ-বণিক্, হিন্দুজাতিবিশেষ। 'সুবর্ণ-বণিক্'-শব্দজ। বি।

সোনালী—স্বর্ণবর্ণ, সোনার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। সোনা+লী সদৃশার্থে। বিণ।

সোন্ধা—সুগন্ধযুক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সোন্না—স্বর্ণকারের চিম্টা। 'সন্দংশ'-শব্দজ। বি।

সোন্মাদ—উন্মত্ত, পাগল। উন্মাদের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সোপকরণ—ব্যঞ্জনাদি-উপকরণ-সমেত। উপকরণের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সোপপ্লব—রাহুগ্রস্ত (চন্দ্র বা সূর্য্য); বিপদ্‌গ্রস্ত। উপপ্লবের (রাহুর) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সোপরদ্দ, সোপর্দ্দ(র্দ)—বিচারার্থ প্রেরণ বা প্রেরিত ('দায়রায়—')। ফার্সী 'সুপর্দ্'-শব্দজ। বি বা বিণ।

সোপহাস—উপহাসযুক্ত। উপহাসের সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ, —হাসে।

সোপাধিক—উপাধিযুক্ত। উপাধির সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বিণ।

সোপান—সিঁড়ি, আরোহণী। উপ (ঊর্দ্ধ) —অন্ (বাঁচা—এখানে গমন করা)+ঘঞ্ করণবা; উপানের (ঊর্দ্ধগমনপথের) সহিত বর্ত্তমান, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

সোপান-শ্রেণী—সিঁড়িসমূহ, ধাপসকল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সোপানাবলি, -বলী—সোপানশ্রেণী। সোপানের আবলি, আবলী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সোম, সোমা (সোমন্)—১। চন্দ্র; কুবের; যম; বায়ু; জল; অমৃত; পর্ব্বত; বৃক্ষবিশেষ; কর্পূর; বানরবিশেষ; যজ্ঞে প্রস্তুত রসবিশেষ, সোমলতার রস। বি; পুং। ২। সৌম্য, মনোহর। সু (প্রসব করা)+মন্, মনিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

সোমক্ষয়—অমাবস্যা। সোমের (চন্দ্রের) ক্ষয় যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

সোমগর্ভ(র্ব্ভ)—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। সোমের (অমৃতস্বরূপ মোক্ষের) গর্ভ (উৎপত্তিকারণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সোমগিরি—দেবগণেরও অগম্য উত্তর-সমুদ্রস্থ পৌরাণিক পর্ব্বতবিশেষ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সোমজ—১। দুগ্ধ। বি; ক্লীব। ২। গজ; বুধ। বি; পুং। ৩। চন্দ্রজাত। উপতৎ; সোম (চন্দ্র)—জন্+ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

সোমতীর্থ—ভারতবর্ষের পশ্চিম-প্রদেশস্থ পুণ্যস্থানবিশেষ, প্রভাসতীর্থ। সোমপ্রিয় তীর্থ (পুণ্যস্থান), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সোমন্ত—পূর্ণযৌবনবিশিষ্টা; বয়স্কা; স্ফুটযৌবনলক্ষণা। 'সমর্থ'-শব্দজ। বিণ; স্ত্রী।

সোমধারা—আকাশ, অন্তরীক্ষ। সোমের (চন্দ্রের) ধারা (ধারণ) যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

সোমপ, সোমপা—যজ্ঞে সোমরসপানকারী ব্রাহ্মণ। উপতৎ; সোম—পা+ক, ক্বিপ্, কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

সোমপীতী (-তিন্)—যজ্ঞে সোমরসপানকারী ব্রাহ্মণ। সোমরসের পীত (পান), ৬ষ্ঠীতৎ, তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সোমবন্ধু—১। জলজ পুষ্পবিশেষ, কুমুদ। সোম (চন্দ্র) বন্ধু যাহার, বহুব্রী। বি; ক্লীব। ২। সূর্য্য। সোমের বন্ধু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সোমবল্লী—গুড়ূচী; সোমলতা; সোমরাজ। সোমপ্রিয়া বল্লী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সোমবার, -বাসর—সপ্তাহের দ্বিতীয় দিবস। সোমাধিষ্ঠিত বার, বাসর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সোমযাগ—যাহাতে সোমলতারস পান

করিতে হয় এমন; তিন বৎসরে সমাপনীয় যজ্ঞবিশেষ। সোম (সোমপান)-যুক্ত যাগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

সোমযাজী (-যাজিন্)—সোমযাগকর্তা। উপতৎ; সোম—যজ্+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সোমরস—ভেষজ মত্তবিশেষ; সোম-নামক লতার রস [প্রাচীনকালে ঋষিগণ যজ্ঞসময়ে এই মাদক রস পান করিতেন]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সোমরাজী (-রাজিন্)—ওষধিবিশেষ, সোমরাজের গাছ। সোম (চন্দ্র)—রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ণিন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

সোমলতা, -লতিকা—স্বনামপ্রসিদ্ধ মাদকরসযুক্ত লতাবিশেষ। সোমপ্রিয়া বা সোমাখ্যা লতা, লতিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সোমসিদ্ধান্ত—১। শৈবমতাবলম্বী পণ্ডিত-বিশেষ। সোমে (অর্থাৎ চন্দ্রোক্ত শাস্ত্রে) সিদ্ধান্ত (সত্যজ্ঞান) যাহার, বহুব্রী। ২। চন্দ্রপ্রোক্ত জ্যোতিষগ্রন্থবিশেষ। সোমের সিদ্ধান্ত যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

সোমসিন্ধু—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। সোম সিন্ধুতে (সাগরে) যাঁহার, বা, সোমের (চন্দ্রের) সিন্ধু (উৎপত্তিস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সোমসূত্র—জলনিঃসরণ-স্থান। সোমের (জলের) সূত্র (অর্থাৎ তদ্বৎ প্রবাহ) যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। [বি; পুং।

সোমা (সোমন্)—চন্দ্র। সু+মনিন্ কর্তৃবা।

সোমোদ্ভবা—নর্ম্মদা নদী। সোম (চন্দ্র কিংবা সোমরস) হইতে উদ্ভব যাহার, বহুব্রী +আপ্। বি; স্ত্রী।

সোয়—তাহা; সে; তাহাকে। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। [বি।

সোয়াতি—স্বাতী নক্ষত্র। 'স্বাতী'-শব্দজ।

সোয়াতি, সোয়াথ, সোয়াথি, সোয়াস্থ—সোয়াস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [শব্দজ। বি।

সোয়াদ—আস্বাদন; ইচ্ছা। 'স্বাদ' বা 'সাধ'-

সোয়ামী—পতি। স্বামী'-শব্দজ। বি।

সোয়ার—অশ্বারোহী সেনা; আরোহী। ফার্সী। বি।

সোয়ারি, সোয়ারী—যানবিশেষ; আরোহী; আরোহণ; তানপুরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের যে কাষ্ঠখণ্ডের উপরে তার থাকে তাহা; মৃদঙ্গবাদ্যের তালবিশেষ। ফার্সী। বি।

সোয়াল—প্রশ্ন; সওয়াল। ফার্সী। বি।

সোয়াস্তি—সুখ; শান্তি; অবসর। 'স্বস্তি'-শব্দজ। বি।

সোয়াস্থ—'সোয়াতি' দ্রঃ।

সোর, সোরগোল—কোলাহল, হৈ-চৈ। ফার্সী। বি।

সোরপোষ—পাত্র ইত্যাদির আবরণ। ফার্সী। বি।

সোরা—বারুদের উপকরণ লবণ দ্রব্যবিশেষ (nitre). ফার্সী। বি।

সোরাই—জলপাত্রবিশেষ, কুঁজা। ফার্সী 'সুরাহী'-শব্দজ। বি।

সোলা—'শোলা' দ্রঃ। [শব্দজ। বি।

সোলে—আপোষ মীমাংসা। আর্বী 'সুলহ্'-

সোলেনামা—আপোষ-মীমাংসা-পত্র। সোলে+নামা লিপি অর্থে। বি।

সোল্লুণ্ঠ, সোল্লুণ্ঠন—বিদ্রূপাত্মক; ব্যাজ-স্তুতিযুক্ত; পরিহাসপূর্ণ। উল্লুণ্ঠ বা উল্লুণ্ঠনের সহ বর্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সোসর—তুল্য, সদৃশ, সমান; সাহায্যকারী। 'সমস্তর'-শব্দজ। বি বা বিণ।

সোসরি—সদৃশ, সমান; সাহায্যকারী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সোসাইটি—সমিতি, সঙ্ঘ, সমবায়-প্রতিষ্ঠান। ইং society. বি।

সোহই—শোভা পায়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

সোঽহং—ব্রহ্ম ও আমি অভিন্ন; তিনিই আমি। সঃ+অহম্।

সোঽহং-তত্ত্ব—ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্নত্ববোধক মতবাদ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। [ঘোষণা। আর্বী। বি।

সোহরৎ, সোহরত—ঢেঁড়া পিটিয়া ঘোষণা,

সোহাগ—১। আদরকরণ, বাৎসল্যকরণ। 'সৌভাগ্য'-শব্দজ। বি। ২। কন্যার বিবাহ-দিনে এয়োস্ত্রী এবং কুমারীগণের সহিত কন্যার জননীর প্রতিবেশিনীগণের নিকট হইতে তণ্ডুলাহরণ [প্রথমবার পতিগৃহে গমন করিয়া কন্যা এই তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করে]। প্রাদে। বি। **সোহাগ মাগা, সোহাগ সাধা**—সোহাগের তণ্ডুল আহরণ করা।

সোহাগন—আদরযুক্ত; সোহাগযুক্ত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। [বাং প্র। বি।

সোহাগা—স্বর্ণদ্রাবক বস্তুবিশেষ, টঙ্কণ।

সোহাগিনী, সোহাগী—আদরিণী। সোহাগিয়া+ইনী, ঈ। বি বা বিণ।

সোহাগিয়া, সোহাগে—সোহাগকারী; সোহাগপ্রাপ্ত। সোহাগ+ইয়া, এ। বিণ।

সোহাগী—'সোহাগিনী' দ্রঃ। [ক্রি।

সোহায়ল—শোভা করিল। প্রাঃ কবিপ্র।

সোহিনী—১। সোহাগিনী, শোভিনী ("বুঝি আয়লি সোহিনী"—গোবিন্দদাস)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। রাগিণীবিশেষ। বাং প্র। বি।

সোহে—সে। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সোহেন—তাহার মত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সোহেলা—উৎসব; সাময়িক আনন্দজনক গান। হিন্দী। বি।

সৌকর্য্য(র্য)—সুবিধা, অনায়াস; সুসাধ্যতা। সু (সুখে)—কৃ (করা)+খল্ কর্ম্মবা; সুকর (সুসাধ্য)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সৌকুমার্য্য(র্য)—মৃদুতা, সুকুমারতা, কোমলতা; যৌবন। সুকুমার (অতিমৃদু)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—সুকুমার।

সৌখীন—সুখেচ্ছু, বিলাসী; সখের, বিলাসিতার উপযুক্ত। আর্বী। বিণ। বি, -তা।

সৌখীনতা—বাবুগিরি। (আর্বী) সৌখীন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সৌখীন।

সৌখ্য—সুখ; সুখধারা, সুখবিস্তৃতি। সুখ+ষ্যঞ্ স্বার্থে, সমূহার্থে। বি; ক্লীব।

সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য—সুগন্ধ, সৌরভ। সুগন্ধ +অণ্, ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

সৌগন্ধিক—১। নীলোৎপল; বর্ষার পুষ্প-বিশেষ, কহ্লার; পদ্মরাগমণি। বি; ক্লীব। ২। গন্ধক; সুগন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী, গন্ধবণিক্, গন্ধবেণে। সুগন্ধ (মনোহর ঘ্রাণ বা গন্ধদ্রব্য)+ইক আছে অর্থে বা ব্যবহার করে অর্থে। বি; পুং।

সৌচি, সৌচিক—দরজী, সূচীকর্ম্মোপজীবী। সূচী+ইঞ্, ইক জীবিকার্থে। বি; পুং।

সৌজন্য—সাধুতা, সুজনতা, ভদ্রতা, সদ্ব্যবহার। সুজন (সজ্জন)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সৌজাত্য—কৌলীন্য, আভিজাত্য, জন্মের উৎকর্ষ। সুজাত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সৌতি—লোমহর্ষণ ঋষির পুত্র; প্রসিদ্ধ পুরাণ-বক্তা। সূত+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

সৌতিনি—সপত্নী, সতিন। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

সৌত্র, সৌত্রিক—১। ব্রাহ্মণ; (ব্যাকরণ) যে ধাতু গণপাঠে নাই অথচ কোন বিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য সূত্রে উল্লিখিত হয় তাহা। সূত্র+অণ্, ইক ধারণার্থে। বি; পুং। ২। সূত্রসম্বন্ধীয়, সূত্রানুযায়ী; সূত্রে উল্লিখিত। সূত্র+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে, অনুসারার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী, -কী।

সৌদামনী, সৌদামিনী—১। তড়িৎ, বিদ্যুৎ। সুদামন্+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্; পক্ষে অ স্থানে ই (নিপা)। ২। অপ্সরাবিশেষ; ঐরাবত-পত্নী। সুদামন্+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্; পক্ষে অ-স্থানে ই (নিপা)। বি; স্ত্রী।

সৌদায়িক—স্ত্রীধনবিশেষ, পিতা মাতা বা ভর্তার কুল হইতে লব্ধধন। সুদায় (বন্ধুকুলের যৌতুকাদি দান)+ইক আগতার্থে। বি; ক্লীব।

সৌধ—১। রাজসদন, প্রাসাদ; অট্টালিকা, ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত ভবন, হর্ম্ম্য, কোঠাবাড়ী; সুধাধবলিত গৃহ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। চূণকাম-করা। সুধা (চূণ)+অণ্ রঞ্জিতার্থে। বিণ। স্ত্রী—সৌধী।

সৌধকিরীটিনী—বহু উন্নত ও মনোহর অট্টালিকা-পরিশোভিতা ('—নগরী')। সৌধ-রূপ কিরীট (শিরোভূষণ), রূপক কর্ম্মধা; তদুত্তরে ইন আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সৌধচূড়া, -শিখর—প্রাসাদের উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

সৌধময়—১। চূণকাম-করা। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। ২। অট্টালিকাপূর্ণ। সৌধ+ময়ট্ প্রাচুর্য্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

সৌধমালা, -রাজি, -শ্রেণী—প্রাসাদের শ্রেণী, সারি সারি অট্টালিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সৌধ-শিখর—'সৌধচূড়া' দ্রঃ।

সৌধশ্রেণী—'সৌধমালা' দ্রঃ।

সৌন্দর্য্য(র্য)—রূপ, সুন্দরতা, সুশ্রীকতা। সুন্দর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—সুন্দর।

সৌন্দর্য্য(র্য)প্রিয়—শোভার প্রতি অনুরাগী, সৌন্দর্য্যের প্রতি আসক্ত। সৌন্দর্য্য প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—প্রিয়া। বি, —প্রিয়তা।

সৌন্দর্য্য(র্য)ময়—অতিসুন্দর, সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। সৌন্দর্য্য+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

সৌন্দর্য্যা(র্যা)ধার—শোভার আধার, অতি সুন্দর। সৌন্দর্য্যের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সৌন্দর্য্যা(র্যা)নুরাগ—সৌন্দর্য্যের প্রতি আসক্তি, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। সৌন্দর্য্যে অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

সৌপর্ণ—১। গরুড়; মরকত-মণি। সুপর্ণ (গরুড়)+অণ্ স্বার্থে, প্রিয় অর্থে। বি; পুং। ২। সুপর্ণসম্বন্ধীয়। সুপর্ণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—সৌপর্ণী।

সৌপর্ণেয়—১। গরুড়। সুপর্ণী (বিনতা)+এয় অপত্যার্থে। ২। মরকত-মণি। সৌপর্ণ+এয় প্রিয় অর্থে। ৩। গায়ত্রী প্রভৃতি। বি; ক্লীব। ৪। সুপর্ণসম্বন্ধীয়। সুপর্ণ+এয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

সৌপ্তিক—১। রাত্রি-যুদ্ধ, নিশা-রণ; মহাভারতের পর্ব্ববিশেষ। সুপ্ত+ইক কৃত অর্থে, অধিকারার্থে। বি; ক্লীব। ২। সুপ্ত-সম্বন্ধীয়। সুপ্ত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —কী।

সৌবর্চ্চ(র্চ)ল—লবণবিশেষ, ক্ষার; সোরা। সুবর্চ্চল (দেশবিশেষ)+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব।

সৌবর্ণ—স্বর্ণময়, স্বর্ণ-নির্ম্মিত। সুবর্ণ (সোণা)+অণ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—র্ণী।

সৌবস্তিক—১। পুরোহিত। স্বস্তি (মঙ্গল)+ইক কামনা করে অর্থে (ব-স্থানে উব)। বি; পুং। ২। স্বস্তিবাচক; মঙ্গলকারক, হিতজনক। স্বস্তি (মঙ্গল)+ইক করে বা বলে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সৌবিদ—অন্তঃপুর-রক্ষক, কঞ্চুকী। সু-বিদ্+ক কর্ত্তৃবা=সুবিদ; তদুত্তরে অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

সৌবীর, সৌবীর্য্য(র্য)—১। সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী দেশবিশেষ। বি; পুং। ২। বদর, কুল; কাঞ্জিক, আমানী। সুবীর (দেশবিশেষ)+অণ্, ষ্যঞ্ স্বার্থে, ভবার্থে। বি; ক্লীব।

সৌবীরাঞ্জন—অঞ্জনবিশেষ। সৌবীরভব অঞ্জন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সৌভগ—সৌভাগ্যযুক্ত, সৌভাগ্যসূচক। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

সৌভদ্র, সৌভদ্রেয়—সুভদ্রার পুত্র, অভিমন্যু। সুভদ্রা+অণ্, এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

সৌভাগিন্য—ভগিনীদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। সুভগিনী+ষ্যঞ্। বি; ক্লীব।

সৌভাগ্য—১। শুভাদৃষ্ট; মনোহরত্ব; সৌন্দর্য্য; সুভগত্ব; প্রিয়ত্ব; যোগবিশেষ। সুভগ+ষ্যঞ্ ভাবে। ২। রক্তসিসক, সিন্দূর; টঙ্কণ। সুভগ+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

সৌভাগ্যক্রমে—শুভাদৃষ্টবশতঃ, কপালের জোরে। সৌভাগ্যের ক্রম যাহাতে, বহুব্রী, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সৌভাগ্যবশতঃ (-তস্), -বশত—সৌভাগ্যক্রমে। সৌভাগ্যের বশ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে তস্ পঞ্চম্যর্থে। অব্য।

সৌভাগ্যবান্ (-বৎ), -শালী (-শালিন্)—শুভাদৃষ্টযুক্ত, যাহার কপাল ভাল এমন। সৌভাগ্য+মতুপ্ আছে অর্থে; উপতৎ; সৌভাগ্য—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বতী,—শালিনী।

সৌভ্রাত্র—ভাইতে ভাইতে ভালবাসা, সুভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃবর্গের পরস্পরের প্রতি স্নেহ। সুভ্রাতৃ (উত্তম ভ্রাতা)+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সৌমনস্য—প্রীতি; সন্তোষ; ভালবাসা। সুমনস্+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সৌমিত্র, সৌমিত্রি—সুমিত্রা-পুত্র, লক্ষ্মণ; শত্রুঘ্ন। সুমিত্রা+অণ্, ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

সৌম্য—১। শান্তমূর্ত্তি; সুন্দর, মনোজ্ঞ, সুদৃশ্য; প্রসন্ন; সাধু; নিপুণ; সোমদৈবত। সোম+বৎ সদৃশার্থে+অণ্ স্বার্থে; সোম+ট্যণ্ দেবতার্থে। বিণ। স্ত্রী—সৌমী, সৌম্যা। ২। সোমের পুত্র, বুধগ্রহ। সোম+ট্যণ্ অপত্যার্থে। ৩। বিপ্র। সোম+ষ্যঞ্ সদৃশার্থে। ৪। চন্দ্রলোক। সোম দেবতা ইহাতে এই অর্থে, সোম+ষ্যঞ্। বি; পুং।

সৌম্যভাব—প্রশান্তভাব। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সৌম্যমূর্ত্তি(র্তি), সৌম্যাকৃতি—১। প্রশান্ত-আকৃতিবিশিষ্ট; সুন্দর-দেহবিশিষ্ট। সৌম্য মূর্ত্তি, আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। প্রশান্ত আকৃতি, মনোহর দেহ। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

সৌর—১। সূর্য্যসম্বন্ধীয়। সূর্য্য বা সূর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—সৌরী। ২। (পুরাণ) যম; শনি; বালী; সুগ্রীব; কর্ণ। সূর (সূর্য্য)+অণ্ অপত্যার্থে। ৩। সূর্য্যের উপাসক। সূর+অণ্ উপাসক অর্থে। বি; পুং।

সৌরকর, -কিরণ—সূর্য্যরশ্মি, রৌদ্র। কর্ম্মধা। বি; পুং। [বি; পুং।

সৌরকররাশি—সূর্য্যরশ্মিসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ।

সৌরকরলেখা—সূর্য্যরশ্মির রেখা; সূর্য্যরশ্মিসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সৌরকরোজ্জ্বল, সৌরকরোদ্ভাসিত—সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল, রৌদ্রদীপ্ত। সৌরকরদ্বারা উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

সৌরজগৎ—সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী গ্রহগণ এবং তাহাদের পারিপার্শ্বিক—এই সমস্ত (solar system). সৌর জগৎ, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সৌরবৎসর—৩৬৫ দিনে পরিগণিত বৎসর। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সৌরভ—১। সুগন্ধ; সৌন্দর্য্য। সুরভি (সুগন্ধ)+অণ্ ভাবে। ২। কুঙ্কুম; কুকুরবিশেষ। সৌরভ+অচ্ আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

সৌরভময়—সুবাসপূর্ণ। সৌরভ+ময়ট্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

সৌরভশালী (-শালিন্)—সুবাসপূর্ণ। উপতৎ; সৌরভ—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী।

সৌরভান্বিত—সুবাসযুক্ত। সৌরভ দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

সৌরভেয়—১। বৃষ, ষাঁড়। সুরভি (গাভী)+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। সুরভি-সম্বন্ধীয়। সুরভি+এয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

সৌরভেয়ী—গবী, গাই; সুরভিকন্যা। সুরভি+এয় অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সৌরমণ্ডল—সূর্য্যের পরিবেশ। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

সৌরমাস—সূর্য্যের এক রাশিতে স্থিতি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট মাস (অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা দিন গণনা করিয়া যে মাস হয়)। কর্ম্মধা। বি; পুং।

সৌরসেন—কার্ত্তিকেয়। সুর সেনা যাহার, বহুব্রী; সুরসেন+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

সৌরাজ্য—সুরাজত্ব; রাজার সুশাসন। সুরাজন্+ষ্যঞ্ ভাবে, কার্য্যার্থে। বি; ক্লীব।

সৌরাষ্ট্র—১। দেশবিশেষ, সুরাটদেশ। সুরাষ্ট্র+অণ্ স্বার্থে। ২। সুরাটদেশের লোক। সৌরাষ্ট্র+অণ্ অধিবাসী অর্থে। বি; পুং। ৩। কাংস্য। সৌরাষ্ট্র+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লীব।

সৌরাষ্ট্রিক—সুরাষ্ট্রদেশসম্বন্ধীয়। সুরাষ্ট্র (দেশবিশেষ)+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সৌরি—১। যম; শনৈশ্চর; অনসবৃক্ষ। সূর (সূর্য্য)+ইঞ্ অপত্যার্থে। ২। কৃষ্ণ। শূরি+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ৩। সূর্য্য-সম্বন্ধীয়। সূর+ইঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সৌরিক—১। স্বর্গ। সুর (দেবতা)+ইক নিবাসার্থে। ২। মদ্যবিক্রয়কারী। সুরা (মদ্য)+ইক পণ্য ইহার এই অর্থে। বি; পুং। ৩। স্বর্গীয়। সুর+ইক সম্বন্ধার্থে। ৪। মদ্যসম্বন্ধীয়। সুরা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

সৌষ্ঠব—১। সুন্দর গঠন বা সংস্থান; সৌন্দর্য্য, সুন্দরতা; উৎকর্ষ; আধিক্য, প্রাচুর্য্য; লঘুতা; ক্ষিপ্রতা। সুষ্ঠু+অণ্ ভাবে। ২। নাটকের অংশবিশেষ। সৌষ্ঠব+অণ্ আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

সৌষ্ঠবশালী (-শালিন্), **সৌষ্ঠবান্বিত**—সুগঠিত, সৌষ্ঠবযুক্ত, সুন্দর। উপতৎ; সৌষ্ঠব—শাল্—ণিন্ কর্তৃবা; সৌষ্ঠব দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী, —ন্বিতা।

সৌসাদৃশ্য—উত্তমসাদৃশ্য, সম্পূর্ণ মিল। সুসদৃশ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব

সৌহার্দ্দ(র্দ), **সৌহার্দ্দ্য(র্দ্য)**—বন্ধুত্ব, সখ্য, প্রণয়; সৌজন্য। সুহৃদ্ (মিত্র)+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

সৌহিত্য—অতিতৃপ্তি, সন্তোষ; পর্য্যাপ্তি। সুহিত (তৃপ্ত)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

স্কন্দ—১। কার্ত্তিকেয়, ষড়ানন; শরীর, দেহ; নদীতট; নৃপতি, রাজা; বিদ্বান্; দক্ষ; পারদ। স্কন্দ্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃবা। ২। গতি। স্কন্দ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

স্কন্দন—মলমূত্রাদি ত্যাগ; ক্ষরণ; শোষণ; গতি; শৈত্য-প্রয়োগ করিয়া রক্তস্রাব-নিবারণ। স্কন্দ্ (গমন করা, শুষ্ক করা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্কন্ধ—অংস, কাঁধ, কন্ধরা; মূল অবধি শাখা-নির্গম-স্থান পর্য্যন্ত বৃক্ষভাগ, গাছের গুঁড়ি; শরীর; নৃপতি, রাজা; ব্যূহ, সৈন্যরচনা; সৈন্যাধ্যক্ষ; সেনাবিভাগ; যুদ্ধ; সমূহ; পথ; অভিষেক-সামগ্রী; বক, কোঁচবক; চুক্তিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য; পণ্ডিত; শিক্ষক; বিজ্ঞ প্রাচীন মনুষ্য; ককুদ, ষাঁড়ের ঝুঁটি; ছন্দোবিশেষ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ, গ্রন্থের অধ্যায়; পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চবিষয়, রসগন্ধাদি। স্কন্দ্+ঘঞ্ কর্ম্মবা (দ-স্থানে ধ)। বি; পুং।

স্কন্ধদেশ—অংস, কাঁধ, কন্ধরা; হস্তিস্কন্ধ, যে স্থানে মাহুত উপবেশন করে তাহা। স্কন্ধই দেশ (অংশ), কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্কন্ধশাখা—বৃক্ষের প্রধান শাখা। স্কন্ধের (গুঁড়ির) শাখা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্কন্ধাবার—শিবির; রাজধানী; সৈন্য। উপতৎ; স্কন্ধ—আ—বৃ+অন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

স্কন্ধী (স্কন্ধিন্)—১। তরু, বৃক্ষ। বি; পুং। ২। স্কন্ধসম্বন্ধীয়; স্কন্ধযুক্ত। স্কন্ধ (গাছের গুঁড়ি)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—স্কন্ধিনী।

স্কলারশিপ—ছাত্রবৃত্তি; কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদিগকে যে বৃত্তি দেওয়া হয়। ইং scholarship. বি।

স্কুল—বিদ্যালয়। ইং school. বি।

স্ক্রুপ—পেঁচ বা পেরেক। ইং 'screw'-শব্দজ। বি।

স্খলৎ—যে স্খলিত হইতেছে, অথবা স্খলিত হওয়া যাহার স্বভাব এমন। স্খল্+শতৃ কর্তৃবা। বিণ। পুং—স্খলন। স্ত্রী—স্খলন্তী।

স্খলন—ভ্রংশ, পতন; মোচন; হুঁচট খাওয়া; পিছলান; ধর্ম্ম হইতে পতন; প্রতিঘাত; ধাক্কা; ভ্রম হওয়া; ক্ষোভ; বিকৃতি; বাক্যের অর্দ্ধ উচ্চারণ; ভ্রমবশতঃ অনুদ্দিষ্ট বাক্য কথন, অসম্বদ্ধ প্রলাপ; আঘাতাদি দ্বারা চাঞ্চল্য; স্থানচ্যুতি; বিরুদ্ধাচরণ; বিফল হওয়া। স্খল্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—স্খলিত।

স্খলিত—১। পতিত, চ্যুত, ভ্রষ্ট; গত, চলিত; কুণ্ঠিত; অর্দ্ধোচ্চারিত; প্রতিহত; বিকৃত; মত্ত; বিচলিত। স্খল্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—স্খলন। ২। স্খলন; পতন; চলন; যুদ্ধে কূটপ্রয়োগ। স্খল্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

স্খলিতচরণ, **-পদ**—যাহার পা জড়াইয়া পড়িতেছে এমন, যাহার চরণ যথাস্থানে পড়িতেছে না এমন, যাহা পিছলাইতেছে এমন। বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ,—চরণে, —পদে।

স্খলিতবচন—যাহার কথা জড়াইয়া আসিতেছে বা অসম্বদ্ধ হইতেছে এমন, আড়ষ্টবাক্। বহুব্রী। বিণ। ক্রি বিণ, —বচনে।

স্খলিত-বসন—যাহার পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া পড়িয়াছে এমন। বহুব্রী। বিণ।

স্খালন—মোচন, খণ্ডন ('দোষ—'); সরাইয়া দেওয়া, অপসারিত করা। স্খল্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্টীমার—বাষ্পচালিত জাহাজ। ইং steamer. বি।

স্টেশন—রেলগাড়ী প্রভৃতি থামিবার জায়গা। ইং station. বি।

স্ট্যাম্প—চিঠি ইত্যাদির টিকিট। ইং [stamp. বি।

স্তন—মাই, পয়োধর, কুচ। স্তন্+অচ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। **অজাগল স্তন**—ছাগীর গলদেশে যে স্তনাকৃতি মাংসপিণ্ড থাকে তাহা; (তাহা হইতে) নিষ্ফল বা নিরর্থক।

স্তনন—শব্দ, ধ্বনি; মেঘধ্বনি; কাতর-ধ্বনি। স্তন্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্তনন্ধয়—স্তন্যপায়ী, অতি শিশু। স্তন—ধে+খশ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

স্তনমুখ, **-বৃন্ত**, **-শিখা**, **স্তনাগ্র**—মাইয়ের বোঁটা, চুচুক, কুচাগ্র। স্তনের মুখ, বৃন্ত, শিখা, অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, ক্লীব, স্ত্রী, ক্লীব।

স্তনয়িত্নু—মেঘ। স্তন্ (শব্দ করা)+ইত্নু কর্তৃবা। বি; পুং।

স্তনান্তর—স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ, হৃদয়, বক্ষঃ-স্থল; স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগস্থিত চিহ্নবিশেষ। স্তনের অন্তর (মধ্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্তনিত—১। শব্দিত। স্তনি+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। বজ্রধ্বনি; মেঘধ্বনি; রতিশব্দ, মণিত; করতালি-শব্দ। স্তন+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

স্তন্য—মাইদুধ, স্তনদুগ্ধ। স্তন+যৎ উৎপন্নার্থে। বি; ক্লীব।

স্তন্যজীবী (-বিন্), **স্তন্যপায়ী** (-পায়িন্)—যাহারা স্তন্যপান করিয়া বর্দ্ধিত হয় এমন। উপতৎ; স্তন্য (স্তনদুগ্ধ)—জীব্+ণিন্ কর্তৃবা; স্তন্য—পা+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জীবিনী, —পায়িনী।

স্তন্যপান—মায়ের বুকের দুধ খাওয়া, স্তন-দুগ্ধ-সেবন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্তব, **স্তবন**—স্তুতি, প্রশংসা, গুণবর্ণন, গুণ-কথন। স্তু (স্তুতি করা)+অপ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

স্তবক—১। গুচ্ছ, থলো; সমূহ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; কবিতার এক একটি শ্লোক বা অংশ (stanza). স্তু+অবক কর্তৃবা (নিপাতনে)। ২। স্তব। স্তব+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

স্তবকিত—গুচ্ছীকৃত, তোড়া-বাঁধা; যাহার স্তবক হইয়াছে এমন। স্তবক+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। [পুং বা ক্লীব।

স্তবগাথা—স্তুতিপূর্ণ কবিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

স্তবগীতি—স্তুতিপূর্ণ গান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্তবধ—স্তব্ধ; স্তব্ধতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

স্তবন—'স্তব' দ্রঃ।

স্তবস্তুতি—স্তুতি ও অনুনয়বিনয়। একার্থক শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

স্তব্ধ—স্তম্ভিত, জড়ীভূত, নিস্পন্দ; মূর্চ্ছিত;

দৃঢ়ীভূত; বধির। স্তন্‌ভ্‌+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—স্তব্ধতা, স্তম্ভ, স্তম্ভন।

স্তব্ধতা—নিশ্চলতা, স্পন্দনশূন্যতা; দৃঢ়তা। স্তব্ধ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—স্তব্ধ।

স্তব্ধীকৃত—নিস্পন্দীকৃত, যাহাকে স্তব্ধ করা হইয়াছে এমন; দৃঢ়ীকৃত। স্তব্ধ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্তব্ধী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

স্তব্ধীভূত—জড়ীভূত; নিশ্চল, যে নিস্পন্দ হইয়াছে এমন; দৃঢ়ীভূত। স্তব্ধ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্তব্ধী)—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—ভবন, —ভাব।

স্তম্ব—১। ধান্যাদি বৃক্ষের ডাঁটা, কাণ্ড; স্কন্ধহীন বৃক্ষ; ঝাড়, গোছা; তৃণাদির আঁটি; হস্তিবন্ধন-স্তম্ভ। বি; পুং। ২। খুঁটি; থাম। স্থা (থাকা)+অম্বচ্‌ কর্তৃবা (নিপা)। ৩। অজ্ঞান অবস্থা। স্থা+অম্বচ্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্তম্ভ—১। খুঁটি, থাম; বৃক্ষকাণ্ড। স্তন্‌ভ্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। ২। অচঞ্চলতা, স্থিরীভাব; জড়তা; প্রতিবন্ধ, রোধ; রোগাদিহেতু অজ্ঞান অবস্থা; ইন্দ্রজাল দ্বারা শরীরের নড়ন-চড়ন বন্ধ করা; শীতাদি-নিবন্ধন জড়তা। স্তন্‌ভ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ—স্তব্ধ।

স্তম্ভন—১। নিবারণ, থামান; অবরোধ, স্থিরীকরণ; দৃঢ়করণ; জড়ীকরণ; গতিরোধ; স্ত্রীসঙ্গমকালে বীর্য্য নিরোধ; ইন্দ্রজাল দ্বারা চেষ্টারোধ; (তন্ত্র) ষট্‌ কর্ম্মান্তর্গত অভিচার-বিশেষ। স্তন্‌ভ্‌+অনট্‌ ভাববা। ২। জড়ীকরণ-সাধন। স্তন্‌ভ্‌+অনট্‌ করণবা। বি; ক্লীব। ৩। কামদেবের পঞ্চবাণান্তর্গত বাণ। স্তন্‌ভ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃবা। বি; পুং।

স্তম্ভিত—জড়ীকৃত; স্থিরীকৃত; নিবারিত; দৃঢ়ীকৃত; অবরুদ্ধ। স্তন্‌ভ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

স্তর—তবক, থাক, পরৎ; ভাঁজ; ভূমি প্রভৃতির বিভাগবিশেষ; বিছানা, তল্প, শয্যা। স্তৃ (আস্তরণ করা)+অপ্‌ কর্ম্মবা। বি; পুং।

স্তরীভূত—স্তরে পরিণত (stratified). স্তর+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে—ভূ+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

স্তরীভূত শিলা—(ভূগোল) স্তরে স্তরে সজ্জিত পাললিক শিলা (stratified rock).

স্তাবক—স্তুতিকারক, গুণগায়ক। স্তু (স্তব করা)+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—স্তাবিকা।

স্তাবেলা—আস্তাবল। ইং 'stable'-শব্দজ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

স্তিমিত—১। ম্লান; স্থির, জড়; আর্দ্র, ভিজা। স্তিম্‌ (ক্লিন্ন হওয়া)+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। ২। আর্দ্রতা; জড়তা, নিশ্চলতা। স্তিম্‌+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

স্তুত—প্রশংসিত, সংকীর্ত্তিত, যাহার স্তব করা হইয়াছে এমন। স্তু+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

স্তুতি—১। স্তব, প্রশংসা, গুণকথন, গুণবর্ণন। স্তু+ক্তি ভাববা। ২। দুর্গা। স্তু+ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী। বিণ—স্তুত।

স্তুতিপাঠক—রাজাদের যাত্রাকালীন বীরত্বাদির স্তবকর্তা, বন্দী; সূত, মগধজাতি। স্তুতির (স্তবের) পাঠক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্তুতিবাক্য—প্রশংসা-বাক্য। স্তুতিসূচক বাক্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্তুতিবাদ—প্রশংসা-বাক্য। স্তুতির বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বিণ।

স্তুত্য—স্তবের যোগ্য। স্তু+ক্যপ্‌ কর্ম্মবা।

স্তূপ—রাশি, সমূহ; ঢিবী, রাশীকৃত (মৃত্তিকাদি)। স্তূপ্‌ (উন্নত হওয়া, রাশি করা)+অচ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

স্তূপ-পর্ব্ব(র্ব)ত—পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের কোন অংশে যদি দুইটি ফাটল হয় এবং সেই দুই ফাটলের মধ্যবর্ত্তী অংশ সমানভাবে উপরে উঠিয়া যায় তবে তখন তাহাকে স্তূপ-পর্ব্বত (block-mountain) বলে। স্তূপাকার পর্ব্বত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্তূপাকার, স্তূপাকৃতি—গাদা-করা, রাশীকৃত। স্তূপ আকার, আকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্তূপীকৃত—গাদা-করা, রাশীকৃত। স্তূপ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্তূপী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

স্তূয়মান—যাহার স্তব করা হইতেছে এমন। স্তু+শানচ্‌ কর্ম্মবা। বিণ।

স্তেন—১। চৌর, তস্কর; বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ; যে দেবতা প্রভৃতির উদ্দিষ্ট নৈবেদ্য ভক্ষণ করে এমন। স্তেনি (চুরি করা)+অচ্‌ কর্তৃবা। ২। চৌর্য্য, চুরি। স্তেনি+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

স্তেয়—চৌর্য্য, পরস্বাপহরণ। স্তেন+যৎ ভাবে (ন-লোপ)। বি; ক্লীব।

স্তোক—অল্প, ঈষৎ। স্তুচ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বিণ, বা বি; পুং। [বাং প্র। বি।

স্তোকবাক্য—তোষামোদ, প্রীতিপূর্ণ বাক্য।

স্তোতা (স্তোতৃ)—স্তবকর্ত্তা, স্তুতিকারক; সূত, বন্দী। স্তু+তৃচ্‌ বা তৃন্‌ কর্তৃবা। বি; পুং, বা বিণ।

স্তোত্র—স্তব, স্তুতি, আরাধনাবাক্য, প্রার্থনা-বাক্য। স্তু+ষ্ট্রন্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্তোত্রপাঠ—স্তবের আবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্তোভ—স্তম্ভন; বাধা দেওয়া, আটক করা; অসম্মান, অগৌরব, গ্লানি; সামবেদের গানের স্বর-পূরণার্থ নিরর্থক শব্দ। স্তুভ্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

স্তোম—১। রাশি, সমূহ; যজ্ঞ। স্তোম্‌ (প্রশংসা করা ইত্যাদি)+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। ২। স্তব। স্তোম্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ৩। ধন; মস্তক; ভাটক; শস্ত্র; লৌহাগ্রদণ্ড। স্তোম্‌+ঘঞ্‌ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। ৪। বক্র, বাঁকা; নত। স্তোম্‌+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

স্ত্রী—পত্নী, ভার্য্যা; অবলা, নারী [নারী চতুর্ব্বিধা (১) পদ্মিনী, (২) চিত্রিণী, (৩) শঙ্খিনী ও (৪) হস্তিনী]। স্তৈ+ড্রট্‌ কর্ম্মবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

স্ত্রী-আচার—বিবাহকালীন স্ত্রীদিগের ব্যবহারের অঙ্গবিশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ (শ্রুতিকটুতা হেতু সন্ধি-নিষেধ)। বি; পুং।

স্ত্রীচরিত্র—নারীর স্বভাব; নারীর অন্তঃকরণরহস্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্ত্রীচিহ্ন—যোনি, ভগ। স্ত্রীদিগের চিহ্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্ত্রীজনসুলভ, স্ত্রীসুলভ—নারীর পক্ষে স্বাভাবিক, নারীজাতির স্বভাবসিদ্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

স্ত্রীজাতি—নারীজাতি; স্ত্রীলোকমাত্র, স্ত্রীলোকসাধারণ; সমস্ত স্ত্রীলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্ত্রীজিত—স্ত্রীর বশীভূত ('—পুরুষ'), স্ত্রৈণ। স্ত্রী দ্বারা জিত (পরাজিত), ৩য়াতৎ। বিণ।

স্ত্রীত্ব—নারীত্ব, স্ত্রীর ধর্ম্ম; স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রী+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

স্ত্রীদ্বেষী (-দ্বেষিন্‌)—রমণীবিদ্বেষী (misogamist). উপতৎ; স্ত্রী—দ্বিষ্‌+ঘিনুণ্‌ কর্তৃবা। বি; পুং।

স্ত্রীধন—স্ত্রীলোকের স্বত্ববৎ বস্তু; স্ত্রীলোকদের বিবাহকালীন প্রাপ্ত সম্পত্তি। স্ত্রীর ধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্ত্রীধর্ম্ম(র্ম)—ঋতু, রজঃ; স্ত্রীলোকের কর্তব্য-কর্ম্ম। স্ত্রীর ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ত্রীধর্ম্মি(র্মি)ণী—ঋতুমতী, রজস্বলা। স্ত্রীধর্ম্ম+ইন্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

স্ত্রীধর্ষণ—স্ত্রীলোকের উপর বলপ্রয়োগ; বলাৎকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [বিণ।

স্ত্রীনির্জ্জি(র্জি)ত—স্ত্রীর বশীভূত। ৩য়াতৎ।

স্ত্রীপুংধর্ম্ম(র্ম)—স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর কর্তব্য কর্ম্ম; তদ্বিষয়ক বিবাদ। স্ত্রী ও পুমান্‌ ('পুমস্‌'-শব্দ), দ্বন্দ্ব (পুমস্‌-স্থানে পুম্‌); তাহাদের ধর্ম্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ত্রীপুংস—স্ত্রীপুরুষ; মিথুন। স্ত্রী ও পুমান্‌, দ্বন্দ্ব (সমাসান্ত অ প্রত্যয়)। বি; পুং।

স্ত্রীপুংসলক্ষণা—স্ত্রী ও পুরুষের লক্ষণ-যুক্তা স্ত্রী। স্ত্রীপুংসের লক্ষণ যাহার, বহুব্রী+আপ্‌। বি; স্ত্রী। [দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

স্ত্রীপুরুষ—নারী ও পুরুষ; স্বামী ও স্ত্রী।

স্ত্রীপ্রত্যয়—(ব্যাকরণ) কোন শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করা হয় তাহা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্ত্রীপ্রিয়—১। নারীর প্রীতিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত। স্ত্রী প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। আম্রবৃক্ষ; অশোকবৃক্ষ। বি; পুং।

স্ত্রীবুদ্ধি—স্ত্রীলোকের বিবেচনা; স্ত্রীলোকের উপদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ, বা স্ত্রী হইতে লব্ধ বুদ্ধি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

স্ত্রীরত্ন—উত্তমা স্ত্রী, নারীশ্রেষ্ঠ। স্ত্রী মধ্যে রত্ন, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

স্ত্রীলিঙ্গ—১। ব্যাকরণ-সংস্কারযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ; শব্দের স্ত্রীবাচকত্ব। বহুব্রী। বি; পুং। ২। যোনি। স্ত্রীর লিঙ্গ (চিহ্ন ইত্যাদি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্ত্রীলোক—নারীজাতি, নারীমাত্র। কর্ম্মধা। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ত্রীশিক্ষা—মেয়েদের লেখাপড়া শেখা।

স্ত্রীসঙ্গ, -সঙ্গম, -সংসর্গ, -সম্ভোগ—রতিক্রিয়া, রমণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ত্রীসুলভ—'স্ত্রীজনসুলভ' দ্রঃ।

স্ত্রীস্বভাব—১। অন্তঃপুররক্ষক, মহল্লক। স্ত্রীর স্বভাবের ন্যায় স্বভাব যাহার, বহুব্রী। ২। নারীপ্রকৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ত্রীস্বাধীনতা—মেয়েদের পুরুষের অধীন না হইয়া নিজ নিজ ইচ্ছামত চলিবার ক্ষমতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্ত্রৈণ—১। স্ত্রীজিত, স্ত্রীর বশীভূত। বিণ। ২। স্ত্রীত্ব; স্ত্রীস্বভাব; স্ত্রীসমূহ। বি; ক্লীব। ৩। স্ত্রীসম্বন্ধীয়; স্ত্রীলোকের উপযুক্ত। স্ত্রী+নঞ্, অধীন, সমূহ ইত্যাদি অর্থে। বিণ।

স্ত্রৈণতা—স্ত্রীবশতা, স্ত্রীর বশীভূততা। স্ত্রৈণ +তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

স্থ—(অধিকরণবাচক শব্দের পর) যাহা বর্তমান আছে বা রহিয়াছে; অবস্থিত (যেমন—দেহস্থ, আকাশস্থ, গৃহস্থ)। স্থা +ক কর্তৃবা। বিণ।

স্থকিত—স্তব্ধ, নিশ্চল, গতিশূন্য ("মিলায়েছে শিলারাশি স্থকিত হয়েছে শশী"—যদুনাথ)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

স্থগ—ধূর্ত; নির্লজ্জ, ঠগ। স্থগ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

স্থগন—তিরোধান, গোপন, আচ্ছাদন; নিরোধ; সমান। স্থগ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্থগিত—নিবৃত্ত; আবৃত; তিরোহিত; অবরুদ্ধ; যাহা পরে কোন সময়ে করা হইবে বলিয়া এখন বন্ধ করা হইয়াছে এমন। স্থগ্ +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

স্থণ্ডিল—যজ্ঞার্থ প্রস্তুত পরিষ্কৃত ভূমি; সমান ভূমি; সীমা; বালুকাদি-প্রস্তুত হোমার্থ মণ্ডল-বিশেষ। স্থল্+ইলচ্ অধিবা (নিপাতনে)। বি; ক্লীব।

স্থণ্ডিলশায়ী (-শায়িন্), স্থণ্ডিলেশয়—যজ্ঞভূমিতে শয়নকারী ব্রতী। উপতৎ; স্থণ্ডিল—শী (শয়ন করা)+ণিন্ কর্তৃবা, ব্রতার্থে; অলুক্ উপতৎ; স্থণ্ডিলে (যজ্ঞভূমিতে)—শী (শয়ন করা)+অচ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —য়িনী, —শয়া।

স্থপতি—১। শিল্পী; ঘরামি; রাজমিস্ত্রী; নগরে গৃহনির্ম্মাণাদির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক (city architect); সূত্রধর; সারথি; অন্তঃপুররক্ষক, কঞ্চুকী; বার্হস্পত্য-যাগ-কর্তা; অধীশ্বর, অধিপতি; মন্ত্রী; বৃহস্পতি; কুবের। বি; পুং। ২। প্রধান, মুখ্য; সত্তম। স্থর (স্থিতির) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

স্থপতিবিজ্ঞান, -বিদ্যা—ইষ্টকালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণের বিদ্যা বা তৎসম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

স্থপতিশালা—রাজমিস্ত্রি বা ছুতারের কারখানা বা কার্য্যস্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্থবির—১। বৃদ্ধ, বুড়া, প্রাচীন; জীর্ণ; অচল, স্থির। বিণ। বি—স্থাবির, স্থাবির্য্য, স্থবিরত্ব। ২। ব্রহ্মা; বৃদ্ধ ব্যক্তি; বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিবিশেষ। স্থা (বহুকাল থাকা)+কিরচ্ কর্তৃবা (স্থা-স্থানে স্থব)। বি; পুং।

স্থবিরলগুড়ন্যায়—ন্যায়বিশেষ [বৃদ্ধের হাতের লাঠি কখন লক্ষ্যস্থানে পড়ে, কখনও বা নাও পড়ে। সেইরূপ লক্ষ্যস্থানে লক্ষণের প্রবেশ না হওয়া এই ন্যায়ের বিষয়বস্তু]। স্থবিরের লগুড়, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্থবিষ্ঠ, স্থবীয়ান্ (-য়স্)—অতি স্থূল, অতিশয় মোটা। স্থূল+ইষ্ঠ, ঈয়স্ অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, —ষ্ঠা, —য়সী।

স্থল, স্থলী—স্থান, জায়গা; প্রদেশ; জল-শূন্য অকৃত্রিম ভূমি; পাত্র; থলী; থালী; থাল। স্থল্ (স্থিতি করা)+অচ্ কর্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্থলকন্দ—বুনো ওল। স্থলজাত কন্দ, মধ্যপ

স্থলকমল, -কমলিনী—স্থলপদ্ম। স্থল-জাত কমল, কমলিনী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

স্থলচর—যাহারা স্থলে বাস বা বিচরণ করে তাহারা। উপতৎ; স্থল—চর্ (গমন করা)+ ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —চরী।

স্থলজ—স্থলে উৎপন্ন, ডাঙ্গায় জাত। উপতৎ; স্থল—জন্+ড কর্তৃবা। বিণ।

স্থলপথ—ডাঙ্গার রাস্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্থলপদ্ম—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পবিশেষ। বি; ক্লীব। ২। মানকচু। স্থলজাত পদ্ম (২য় পক্ষে তত্তুল্য), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্থলপদ্মিনী—স্থলপদ্মসমূহ; তদ্যুক্ত বৃক্ষ। স্থলপদ্ম+ইন্ সমূহার্থে, আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্থলবায়ু—স্থলভাগ হইতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত বায়ু (land breeze). স্থলাগত বায়ু, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্থলসঙ্ক(ঙ্ক)ট—যোজক, ভূকন্দরা। স্থল-ময় সঙ্কট (অপ্রসর স্থান), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্থলাভিষিক্ত—প্রতিনিধিস্বরূপ, অন্যের স্থলীয়। স্থলে অভিষিক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

স্থলী—'স্থল' দ্রঃ।

স্থলীয়—স্থলসম্বন্ধীয়, স্থানীয়। স্থল+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—স্থল।

স্থাণু—১। মহাদেব, শিবলিঙ্গ ("স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে"—মাইকেল); খোঁটা, কীল, গোঁজা; স্তম্ভ; বর্শা, সড়কি; বল্মীক, উইয়ের ঢিবি। বি; পুং। ২। শাখাশূন্য বৃক্ষ, মুড়োগাছ। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। স্থির; স্থবির। স্থা+নু কর্তৃবা। বিণ।

স্থাণুবৎ—স্থাণুসদৃশ; নিশ্চল, নিস্পন্দ। স্থাণু +বতি তুল্যার্থে। অব্য; বিণ।

স্থাণ্ডিল—স্থণ্ডিলশায়ী; ভিক্ষু। স্থণ্ডিল (ভূমি ইত্যাদি)+অণ্ আশ্রিত অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —লী।

স্থাতব্য—স্থিতিযোগ্য, থাকিবার উপযুক্ত। স্থা (থাকা)+তব্য অধিবা। বিণ।

স্থাতা (স্থাতৃ)—স্থিতিকারী, যে থাকে এমন। স্থা (থাকা)+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী —স্থাত্রী।

স্থান—১। স্থল, জায়গা; পদ; অবকাশ; বাটী, বাড়ী, গৃহ; নিকট; নগর; নগরের মধ্যস্থ পরিষ্কৃত ভূমি; কার্য্য, কর্ম্ম, ব্যবসায়; গ্রন্থসন্ধি; আধার; ভাজন। স্থা (থাকা)+অনট্ অধিবা। ২। অবস্থান, স্থিতি, গমন না করা; স্থৈর্য্য; সন্নিবেশ; সাদৃশ্য। স্থা+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ —স্থানীয়, স্থিত।

স্থানচ্যুত, -ভ্রষ্ট—পদচ্যুত; অবস্থিতির স্থান হইতে বিচলিত। স্থান হইতে চ্যুত, ভ্রষ্ট, ৫মীতৎ। বিণ।

স্থানত্যাগ—কোন স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া; পদত্যাগ, চাকুরী ছাড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, —ত্যাগী (-গিন্)। স্ত্রী, —ত্যাগিনী। [বি; ক্লীব।

স্থানদান—আশ্রয় দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ।

স্থানভ্রষ্ট—'স্থানচ্যুত' দ্রঃ।

স্থানমাহাত্ম্য—কোন স্থানবিশেষ বা তীর্থ-ক্ষেত্রে লক্ষিত দৈব প্রভাব; স্থানের বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ গুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্থানসঙ্কু(ঙ্কু)লান—জায়গা হওয়া; কোন বিশেষ লোকসমষ্টি বা বস্তুসমষ্টিকে ধারণ করিবার মত জায়গা হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

স্থানসন্নিবেশ—স্থাননির্ণয় ও তাহার

সীমাদি-নিরূপণ; স্থান সঙ্কুলান। স্থানের সন্নিবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্থানান্তর—অন্য জায়গা। অন্য স্থান, নিতা। বি; ক্লীব।

স্থানান্তরিত—অন্যস্থানে গত বা নীত। স্থানান্তর+ইতচ্ জাতার্থে, বা, স্থানান্তরকে ইত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

স্থানাভাব—জায়গার অসঙ্কুলান, জায়গা কম পড়া। স্থানের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্থানাভাববশতঃ (-তস্), **-বশত**—পর্য্যাপ্ত স্থান না থাকাতে। স্থানাভাবের বশ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে তস্ হেতু অর্থে। অব্য।

স্থানিক—১। স্থানাধ্যক্ষ। স্থান+ইক অধ্যক্ষার্থে। বি; পুং। ২। স্থানীয়। স্থান+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

স্থানী (স্থানিন্)—স্থানবিশিষ্ট; স্থিতিশীল; অন্যের স্থলবর্ত্তী। স্থান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—স্থানিনী।

স্থানীয়—১। স্থিতিযোগ্য; স্থানস্থিত। স্থা (থাকা) +অনীয় অধিবা। ২। স্থান-সম্বন্ধীয়; কোন বিশেষ স্থানের। স্থান+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—স্থান। **স্থানীয় কাল**—স্থান-বিশেষে সূর্য্যের অবস্থান দৃষ্টে নির্দ্ধারিত সময় (local time). **স্থানীয় বায়ু**—ভূ-পৃষ্ঠের স্থানবিশেষে উত্তাপের তারতম্য হেতু সময়-বিশেষে প্রবাহিত বায়ু (local wind). **স্থানীয় মান**—কোন সংখ্যা একক দশক প্রভৃতি স্থানে থাকার জন্য তাহার যে মূল্য হয় তাহা [local value; যেমন ৪৫ সংখ্যায় ৪এর স্থানীয় মান ৪০ এবং পাঁচের স্থানীয় মান শুধু ৫]।

স্থাপক—সংস্থাপনকারী, যে রাখে এমন; মন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। স্থা+ণিচ্ (স্থাপি=রাখা)+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—স্থাপিকা।

স্থাপত্য—১। স্থপতির কর্ম্ম; রাজমিস্ত্রির কাজ বা বাস্তুবিদ্যা। স্থপতি+ষ্ণ্য কার্য্য অর্থে। বি; ক্লীব। ২। অন্তঃপুররক্ষক। স্থবিগের (অন্তঃপুরচারী ব্যক্তিগণের) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ; স্থপতি+ষ্ণ্য স্বার্থে। বি; পুং।

স্থাপন, স্থাপনা—রাখা; অর্পণ; নিবেশন; নিয়োগকরণ; আরোপণ; পুংসবন; আলয়, আবাস; সমাধি। স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাববা; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—স্থাপনীয়, স্থাপিত, স্থাপ্য।

স্থাপনীয়—স্থাপনযোগ্য। স্থা+ণিচ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—স্থাপন।

স্থাপয়িতা (-য়িতৃ)—স্থাপনকারী। স্থা+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—য়িত্রী।

স্থাপা—রাখা, স্থাপন করা ("স্থাপিলা বিধুরে বিধি"—মাইকেল)। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

স্থাপিত—যাহা রাখা হইয়াছে এমন, অর্পিত; নিবেশিত; গচ্ছিত; ন্যস্ত; আরোপিত; নিশ্চিত। স্থা+ণিচ্ (=স্থাপি) +ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—স্থাপন।

স্থাপ্য—স্থাপনযোগ্য। স্থা+ণিচ্+যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—স্থাপন।

স্থাবর—১। স্থিতিশীল, অচল, স্থায়ী (যেমন পাকাবাড়ী, জমি, বৃক্ষ ইত্যাদি)। বিণ। স্ত্রী,—রা,—রী। ২। পর্ব্বত। বি; পুং। ৩। ধনুকের ছিলা। স্থা (থাকা)+বরচ্ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বি; ক্লীব।

স্থাবরজঙ্গম—চল এবং অচল, স্থিতিশীল ও গতিশীল। দ্বন্দ্ব। বিণ।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক—স্থিতিশীল ও গতিশীল পদার্থে পূর্ণ। স্থাবরজঙ্গম আত্মা যাহার, বহুব্রী (ক সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

স্থাবর-সম্পত্তি—গৃহ ভূমি প্রভৃতি যে সকল সম্পত্তিকে স্থানান্তরিত করা যায় না তাহা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

স্থাবির, স্থাবির্য্য(র্ষ)—স্থবিরত্ব, বৃদ্ধাবস্থা, স্ত্রীলোকের পঞ্চাশের পরবর্ত্তী এবং পুরুষের সত্তরের পরবর্ত্তী অবস্থা। স্থবির (বৃদ্ধ)+অণ, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—স্থাবর।

স্থাম (স্থামন্)—সামর্থ্য, শক্তি, জোর; স্থিরতা। স্থা (থাকা)+মনিন্ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্থায়িতা, স্থায়িত্ব—স্থিরতা, স্থিতিশীলতা। স্থায়িন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—স্থায়ী (স্থায়িন্)।

স্থায়িভাব—শোক রতি হাস্য ক্রোধ উৎসাহ ভয় জুগুপ্সা বিস্ময় শম—শৃঙ্গারাদি রসের এই কয়টি ভাব। স্থায়ী (স্থায়িন্ শব্দ) ভাব (গুণ), কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্থায়িভাবে—চিরকালের জন্য; বহুকাল থাকিবে বলিয়া। স্থায়ী ভাব, কর্ম্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

স্থায়ী (স্থায়িন্)—১। স্থিতিশীল; অচল, স্থির। বিণ। স্ত্রী—স্থায়িনী। বি—স্থায়িতা, স্থায়িত্ব। ২। অলঙ্কারে রসানুকূল রতি হাস্য ইত্যাদি ভাব। স্থা (থাকা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

স্থায়ুক—১। স্থায়ী, স্থিতিশীল। বিণ। ২। গ্রামাধ্যক্ষ, মণ্ডল। স্থা+উকঞ্ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বি; পুং।

স্থাল—পাত্রবিশেষ, থালা। স্থল্+ঘঞ্ অধিবা। বি; ক্লীব।

স্থালী—হাঁড়ী, পাকপাত্র; থালী; পাটলা-বৃক্ষ। স্থাল+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

স্থিত—যাহা রহিয়াছে এমন, বিরাজিত, বিদ্যমান; অবধারিত, স্থির; ঘটিত; উপস্থিত; অভিযুক্ত; আক্রান্ত; দণ্ডায়মান; স্থিতিশালী; প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট। স্থা (থাকা) +ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—স্থান, স্থিতি।

স্থিতি—অবস্থান, থাকা; অবধারণ; স্থিরতা; অবস্থা, দশা; মর্য্যাদা; সীমা; পালন; নিবৃত্তি; নিষ্পত্তি। স্থা+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—স্থিত।

স্থিতিবিদ্যা—কোন স্থির বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল সম্বন্ধীয় বিদ্যা (statics). স্থিতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। বিপরীত—গতিবিদ্যা।

স্থিতিশীল—যাহা একস্থানে থাকে নড়ে না এমন। বহুব্রী। বিণ। বিপরীত—গতিশীল।

স্থিতিস্থাপক—বাহ্যশক্তিবলে অবস্থান্তরিত হইলেও পুনর্ব্বার যাহা স্বভাবতঃ নিজের পূর্ব্ব-রূপ প্রাপ্ত হয় এমন (যেমন—রবার, স্প্রিং প্রভৃতি)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—স্থাপিকা। বি,—তা।

স্থিতিস্থাপকতা—পূর্ব্বস্থানে স্থাপনকারী গুণবিশেষ; আকুঞ্চন প্রসারণ ও অভিঘাতাদি করিলেও বস্তু সকল যে নৈসর্গিক গুণপ্রভাবে পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয় তাহা (elasticity). স্থিতিস্থাপক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

স্থিতীয়—স্থিতিসম্বন্ধীয় (statical); যাহা চলে না ('—বিদ্যুৎ')। স্থিতি+ঈয়। বিণ।

স্থির—যাহা নড়ে না এমন; যাহা ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে এমন; নিয়ত; বিশ্বাসযোগ্য; স্থায়ী; বাক্য মন বা কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চল; নিশ্চিত; ধীর; দৃঢ়, কঠিন। স্থা+কিরচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—স্থিরতা, স্থিরত্ব, স্থৈর্য্য।

স্থিরতর—অতিস্থির; অতিধীর, সুধীর; সুনিশ্চিত; চিরস্থায়ী; দৃঢ়তর। স্থির+তর অতিশয়ার্থে। বিণ।

স্থিরতা, স্থিরত্ব—স্থৈর্য্য; অবধারণ; নিশ্চয়তা; দৃঢ়তা। স্থির+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—স্থির।

স্থিরদৃষ্টি, -নেত্র—১। পলকবিহীন চোখ; অচঞ্চল চক্ষু। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লীব। ২। যাহার চোখ পলকশূন্য এমন; অচঞ্চল-নয়নবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

স্থিরনিশ্চয়—১। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বহুব্রী। বিণ। ২। দৃঢ় সঙ্কল্প। কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্থিরনেত্র—'স্থিরদৃষ্টি' দ্রঃ।

স্থিরপ্রজ্ঞ—ধীরবুদ্ধি, বিবেচক। স্থিরা প্রজ্ঞা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ—দৃঢ়সঙ্কল্প। স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্থিরমতি—১। নিশ্চলা বুদ্ধি। স্থিরা মতি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। অটলবুদ্ধিযুক্ত, দৃঢ়-সংকল্প। স্থিরা মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্থিরযৌবন—১। চিরযৌবনবিশিষ্ট। স্থির

(চিরস্থায়ী) যৌবন (তরুণাবস্থা) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। বিদ্যাধর। বি; পুং।

স্থিরা—১। নিশ্চলা, দৃঢ়া; স্থিতিশীলা। বিণ; স্ত্রী। ২। অচলা, পৃথ্বী; ওষধিবিশেষ, কাকোলী; শিমুলগাছ। স্থির+আপ্। বি; স্ত্রী।

স্থিরায়ুঃ (-য়ুস্), **-য়ু**—চিরজীবী। স্থির (স্থায়ী) আয়ুঃ (জীবন) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্থিরীকরণ—নির্ণয়, অবধারণ, দৃঢ়ীকরণ; নির্দ্ধারণ। স্থির+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=স্থিরী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,-কৃত।

স্থিরীকৃত—যাহা ঠিক করা হইয়াছে, নির্দ্ধারিত; নির্ণীত; দৃঢ়ীকৃত। স্থির+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=স্থিরী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,-করণ।

স্থূল—মোটা, অসূক্ষ্ম, পীবর; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; পুষ্ট; মন্দ; প্রকাণ্ড; মূর্খ। স্থূল+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,-তা,-ত্ব, স্থৌল্য।

স্থূলক—১। স্থূল। বিণ। স্ত্রী—স্থূলিকা। ২। তৃণবিশেষ, উলুখড়। স্থূল+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

স্থূলকায়—১। মোটা শরীর, স্থূলাঙ্গ। কর্ম্মধা। বি; পুং। ২। মোটা-শরীরবিশিষ্ট। বহুব্রী। বিণ।

স্থূলকোণ—সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ (obtuse angle). স্থূল কোণ, কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্থূলচর্ম্মা (-র্ম্মিন্), **-চর্ম্মী, -ত্বক্** (-ত্বচ্)—যে সকল জীবের দেহ স্থূল চর্ম্মে আবৃত থাকে তাহারা (যথা—হস্তী)। স্থূলচর্ম্ম+ইন্ আছে অর্থে; স্থূল ত্বক্ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্থূলচাপ—তুলা পরিষ্কার করিবার ধনুঃ, ধুনুধারা। স্থূল (বৃহৎ) চাপ (ধনুক), কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্থূলতা, -ত্ব—মোটার ভাব; পীনতা; পুষ্টতা; আধিক্য; বৃহত্ত্ব। স্থূল+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—স্থূল।

স্থূলদেহ—ধ্বংসশীল রক্তমাংস অস্থি প্রভৃতি-বিশিষ্ট দেহ। কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। বিপরীত—সূক্ষ্মদেহ।

স্থূলনাস, -নাসিক—১। মোটা নাসিকা-বিশিষ্ট। স্থূলা (বৃহৎ) নাসা, নাসিকা যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। শূকর, বরাহ। বি; পুং।

স্থূলপট্ট—কার্পাস, কাপাসগাছ। স্থূল পট্ট (বস্ত্র) যাহা হইতে, বহুব্রী। বি; পুং।

স্থূলপাদ—হস্তী, হাতী, গজ; গোদা। স্থূল (বৃহৎ, মোটা) পাদ (পা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং, বা বিণ।

স্থূলবুদ্ধি—১। কোন বিষয় গভীর ভাবে বুঝিতে অক্ষম, সূক্ষ্ম বিচারে অসমর্থ; মোটা বুদ্ধিযুক্ত। স্থূলা বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। মোটা বুদ্ধি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

স্থূলভূত—পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু আকাশ—পঞ্চীকৃত এই পাঁচভূত। স্থূল ভূত, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্থূলাঙ্গ—১। যাহার শরীর মোটা এমন। স্থূল অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,-ঙ্গা, -ঙ্গী। ২। মোটা শরীর। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্থূলাস্য—১। যাহার মুখ বড় এমন। বিণ। ২। সর্প। স্থূল (বৃহৎ) আস্য যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

স্থূলোদর—বৃহৎ উদরযুক্ত। স্থূল উদর যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,-রা, -রী।

স্থেম—স্থিরতা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

স্থেয়—১। স্থিরতর; স্থাপনীয়। বিণ। ২। সংশয়নির্ণায়ক; বিবাদ-পক্ষের নির্ণেতা; মধ্যস্থ; জুরি; পুরোহিত। স্থা (ণিজর্থ অন্তর্ভূত=রাখা)+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

স্থৈর্য্য(র্য)—দৃঢ়তা; স্থিরতা; অবধারণ। স্থির+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—স্থির।

স্থৌল্য—মোটা অবস্থা; পুষ্টতা; স্থূলতা, পীনতা। স্থূল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—স্থূল।

স্নাত—যে স্নান করিয়াছে এমন; ধৌত, ক্ষালিত; অভিষিক্ত। স্না (স্নান করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—স্নান।

স্নাতক—আপ্লুতব্রতী গৃহস্থ; ব্রহ্মচর্য্য-সমাধানপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট; ব্রহ্মচর্য্যানন্তর সমাবর্ত্তন-সময়ে স্নানকারী; স্নানার্থী ব্যক্তি ("সরোবরে স্নাতক দেখি না।"—বঙ্কিমচন্দ্র)। স্নাত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

স্নাতকব্রত—স্নাতকের কর্ত্তব্য ব্রত। স্নাতকের ব্রত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্নাতকোত্তর—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম উপাধি-লাভের পরবর্ত্তী (post-graduate). স্নাতক হইতে উত্তর (পরবর্ত্তী), ৫মীতৎ। বিণ।

স্নাতানুলিপ্ত—যে স্নান করার পর শরীরে চন্দনাদি মাখিয়াছে এমন। পূর্ব্বে স্নাত পরে অনুলিপ্ত, কর্ম্মধা। বিণ।

স্নান—নাওয়া, অবগাহন, মজ্জন; সর্ব্বাঙ্গ-ক্ষালন; বারুণ বায়ব্য আগ্নেয় ও ব্রাহ্ম এই চতুর্ব্বিধ স্নান (কোন মতে সপ্তবিধ এবং কোন মতে অষ্টবিধ স্নান)। স্না+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—স্নাত।

স্নানযাত্রা—জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের মহাস্নানরূপ উৎসব। স্নানের যাত্রা (উৎসব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্নানাগার—স্নান করিবার ঘর। স্নানের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্নানীয়—১। স্নানোপযুক্ত, স্নানযোগ্য। বিণ। বি—স্নান। ২। স্নানসাধন; স্নানার্থ জল গন্ধচূর্ণ তৈল-হরিদ্রাদি। স্নান+ঈয় হিতার্থে; বা, স্না+অনীয় করণবা। বি; ক্লীব।

স্নাপক—যে স্নান করায়। স্না+ণিচ্ (=স্নাপি, স্নান করান)+ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—স্নাপিকা।

স্নাপন—স্নান করান। স্না+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,-পিত।

স্নায়বিক—স্নায়ু-সম্বন্ধীয়। স্নায়ু+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,-কী। বি—স্নায়ু।

স্নায়ী (স্নায়িন্)—স্নানকর্ত্তা, যে স্নান করে। স্না+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—স্নায়িনী।

স্নায়ু—দেহবর্ত্তী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম নাড়ী, সর্ব্বশরীরব্যাপী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম শিরাবিশেষ; যাহার দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশসমূহের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ হইতেছে (nerve). স্না+উণ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী। বিণ—স্নায়বিক।

স্নায়ুকেন্দ্র—যে স্থান হইতে সর্ব্বশরীরে স্নায়ু সকল গিয়াছে তাহা; মস্তিষ্ক; মেরুমজ্জা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্নায়ুমণ্ডল—সর্ব্বশরীরব্যাপী স্নায়ুসমূহ। স্নায়ুর মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্নায়ুযুদ্ধ—ভয় দেখাইয়া ঘাবড়াইয়া দেওয়ার যুদ্ধ (war of nerves). স্নায়ুঘটিত যুদ্ধ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্নায়ুশূল—রোগবিশেষ, স্নায়ুকেন্দ্রে অনুভূত তীব্র বেদনা (neuralgia). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্নিগ্ধ—১। কোমল; মধুর; চিক্কণ; স্নেহের পাত্র; নিবিড়; সুশ্রাব্য; শীতলতাকারক; মসৃণ; স্নেহযুক্ত; রম্য। বিণ। বি,-তা, স্নেহ। ২। বয়স্য, সখা; রক্ত এরণ্ড; সরলবৃক্ষ। বি; পুং। ৩। তেজঃ; মোম; ভাতের মাড়; বেধ। স্নিহ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

স্নিগ্ধকর—শীতলতাজনক, স্নিগ্ধতাজনক। উপতৎ; স্নিগ্ধ (স্নিগ্ধতা)—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,-করী।

স্নিগ্ধকান্তি—১। রমণীয় শোভা। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। রমণীয়-লাবণ্যযুক্ত। বহুব্রী। বিণ।

স্নিগ্ধগম্ভীর—স্নেহপূর্ণ অথচ গাম্ভীর্য্যযুক্ত; রমণীয় অথচ গম্ভীর। কর্ম্মধা। বিণ।

স্নিগ্ধতা—চকচকে ভাব; চিক্কণতা; স্নেহ; প্রিয়তা; কোমলতা; শীতলতা। স্নিগ্ধ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—স্নিগ্ধ।

স্নিগ্ধদৃষ্টি—১। মধুরদৃষ্টিসম্পন্ন; স্নেহপূর্ণ চাহনিযুক্ত। বিণ। ২। স্নেহপূর্ণ বা মধুর চাহনি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

স্নুষা—পুত্রবধূ; স্নুহীবৃক্ষ। স্নু+স কর্ত্তৃবা +আপ্। বি; স্ত্রী।

স্নুহি, স্নুহী—সিজগাছ, মনসাগাছ। স্নুহ্ (বমন করা ইত্যাদি)+ই কর্ত্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্নেহ—১। বাৎসল্য; দয়া; প্রেম। স্নিহ্ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ঘঞ্ ভাববা। ২। তৈলাদি; দ্রববস্তু; চিক্কণতা; (ন্যায়) গুণবিশেষ। স্নিহ্ +ঘঞ্ করণবা। বি; পুং। বিণ—স্নিগ্ধ।

স্নেহগর্ভ(র্ত্ত)—স্নেহপূর্ণ; বাৎসল্যপূর্ণ। স্নেহ গর্ভে যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্নেহন—তেল ইত্যাদি মাখা, তৈলাদি-ম্রক্ষণ; স্নেহকরণ। স্নিহ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্নেহপরায়ণ—অধিক বাৎসল্যযুক্ত। স্নেহ [পরায়ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্নেহপরিপ্লুত—স্নেহপূর্ণ; স্নেহমাখা। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্নেহপালিত—বাৎসল্যের সহিত লালিত-পালিত। স্নেহে পালিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

স্নেহপুত্তলি—অত্যধিক স্নেহের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

স্নেহপ্রবণ—স্বভাবতঃ স্নেহশীল। ৭মীতৎ।

স্নেহবতী—স্নেহযুক্তা, বাৎসল্যযুক্তা। স্নেহ-বৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং,—বান্ (—বৎ)।

স্নেহবন্ধন—বাৎসল্যের বাঁধন। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্নেহবান্ (-বৎ)—স্নেহযুক্ত। স্নেহ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

স্নেহভাজন—স্নেহের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; ক্লীব।

স্নেহময়—বাৎসল্যপূর্ণ; তৈলাদিযুক্ত। স্নেহ +ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

স্নেহশালী (-শালিন্)—স্নেহপরায়ণ; বাৎসল্যযুক্ত। উপতৎ; স্নেহ—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শালিনী।

স্নেহশীল—বাৎসল্যপরায়ণ। স্নেহ শীল যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্নেহসিক্ত—বাৎসল্যহেতু আর্দ্র; অত্যধিক স্নেহযুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্নেহহীন—বাৎসল্যশূন্য; প্রীতিশূন্য; স্নেহ-শূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্নেহাশীর্ব্বা(র্বা)দ—স্নেহযুক্ত মঙ্গলকামনা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্নেহার্দ্র—স্নেহহেতু কোমল, স্নেহমাখা। স্নেহ দ্বারা আর্দ্র, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্নেহাস্পদ—স্নেহভাজন; প্রীতির পাত্র। স্নেহের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

স্নেহী (স্নেহিন্)—১। প্রেমিক; স্নেহযুক্ত; তৈলাদিযুক্ত। বিণ। স্ত্রী—স্নেহিনী। ২। বয়স্য, বন্ধু; চিত্রকর। স্নেহ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

স্নেহোপহার—স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত বস্তু বা যৌতুক। স্নেহসূচক উপহার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্পন্দ, স্পন্দন—স্ফুরণ; ঈষৎ কম্পন, নড়া-চড়া; চলন। স্পন্দ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং; ক্লীব। বিণ—স্পন্দিত।

স্পন্দনরহিত, -শূন্য, -হীন—নিঃস্পন্দ; কম্পনশূন্য, নিশ্চল, স্থির। ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী,—রহিতা, —শূন্যা, —হীনা।

স্পন্দিত—১। কম্পিত, স্ফুরিত। স্পন্দ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—স্পন্দন। ২। স্পন্দন, কম্পন। স্পন্দ্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

স্পর্দ্ধ(র্ধ)না, স্পর্দ্ধা(র্ধা)—প্রতিযোগিতা, অন্য ব্যক্তিকে পরাভব করিবার ইচ্ছা; মাৎসর্য্য-প্রকাশ; অহঙ্কার; সাদৃশ্য; সজ্ঘর্ষ; ক্রমশঃ উন্নতি; সদৃশীকরণ; ভিড়। স্পর্দ্ধ্+অন, অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

স্পর্দ্ধি(র্ধি)নী—স্পর্দ্ধাযুক্তা; সদৃশী। স্পর্দ্ধিন্ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—স্পর্দ্ধী (—র্দ্ধিন্)।

স্পর্দ্ধী (স্পর্দ্ধিন্), **স্পর্ধী**—স্পর্দ্ধাযুক্ত; সদৃশ। স্পর্দ্ধা+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, স্পর্দ্ধ্ (স্পর্দ্ধা করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—স্পর্দ্ধিনী।

স্পর্শ—১। স্পর্শন, ছোঁয়া; ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণবিশেষ। স্পৃশ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। বর্গীয় পঞ্চবিংশতি বর্ণ; যোগ; বায়ু; পদার্থ; প্রণিধি। বি; পুং। ৩। স্পর্শকারী। স্পৃশ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

স্পর্শক—স্পর্শকারী, যে ছোঁয় এরূপ। স্পৃশ্ +ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—স্পর্শিকা।

স্পর্শক্রামী (-মিন্), **-ক্রামক**—ছোঁয়াচে (contagious). ৩য়াতৎ। বিণ।

স্পর্শজ্যা—বৃত্তে সংলগ্ন যে সরল রেখা বৃদ্ধি পাইলেও বৃত্তকে পুনরায় স্পর্শ করে না তাহা (tangent). স্পর্শকারিণী জ্যা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

স্পর্শতন্মাত্র—(দর্শন) বায়ুর উপাদানভূত সূক্ষ্ম ভূতবিশেষ। বি; ক্লীব।

স্পর্শন—১। স্পর্শ, ছোঁয়া; গ্রহণ। স্পৃশ্+অনট্ ভাববা। ২। বিতরণ, দান। স্পৃশ্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—স্পৃষ্ট। ৩। বায়ু। স্পৃশ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

স্পর্শবর্ণ—(ব্যাকরণ) ক হইতে ম পর্য্যন্ত অক্ষর। স্পর্শোচ্চারিত বর্ণ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্পর্শবান্ (-বৎ)—সুখস্পর্শ, কোমলস্পর্শ-বিশিষ্ট। স্পর্শ+মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

স্পর্শমণি—পরশ পাথর। স্পর্শপ্রসিদ্ধ মণি (পাথর), মধ্যপ কর্ম্মধা [যাহার স্পর্শমাত্র সুবর্ণজনক]। বি; পুং।

স্পর্শরেখা, স্পর্শিনী—(জ্যামিতি) বৃত্তের পরিধির এক স্থান মাত্র স্পর্শকারী সরল রেখা (tangent). ৬ষ্ঠীতৎ; স্পর্শিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্পর্শসুখ—স্পর্শজনিত আরাম। মধ্যপ

স্পর্শিনী—১। স্পর্শকারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। 'স্পর্শরেখা' দ্রঃ। স্পর্শিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্পর্শী (স্পর্শিন্)—১। স্পর্শকারী। স্পৃশ্ (স্পর্শ করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবা। ২। স্পর্শযুক্ত। স্পর্শ+ইন্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী—স্পর্শিনী।

স্পর্শেন্দ্রিয়—ত্বক্, চামড়া। স্পর্শসম্পাদক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্পষ্ট—স্ফুট, ব্যক্ত, প্রকাশিত। স্পশ্ (পরিষ্কার করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

স্পষ্টবক্তা (-বক্তৃ)—উচিতবক্তা, স্পষ্টভাষী। স্পষ্ট বক্তা, সুপ্‌সুপা। বিণ। স্ত্রী,—বক্ত্রী।

স্পষ্টবাদিতা, -বাদিত্ব—স্পষ্টবাক্য-কথন, স্পষ্টভাষিতা। স্পষ্টবাদিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—বাদী (-বাদিন্)।

স্পষ্টবাদিনী—স্পষ্টভাষিণী, অগোপন-ভাষিণী। স্পষ্টবাদিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্পষ্টবাদী (-বাদিন্)—স্পষ্টভাষী; উচিত-বক্তা। উপতৎ; স্পষ্ট—বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাদিনী। বি,—বাদিতা।

স্পষ্টভাষী (-ভাষিন্)—স্পষ্টবক্তা; উচিত-বক্তা, যে নিঃসঙ্কোচে উচিত কথা বলিতে পারে এমন। উপতৎ; স্পষ্ট—ভাষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী। বি, —ভাষিতা।

স্পষ্টীকৃত—যাহা স্পষ্ট বা বিশদ করা হইয়াছে এমন, স্ফুটীকৃত; ব্যাখ্যাত। স্পষ্ট+অভূত-তদ্ভাবার্থে চ্বি (=স্পষ্টী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—করণ।

স্পিরিট—সুরাসার। ইং spirit. বি।

স্পৃক্ (স্পৃশ্)—১। স্পর্শ। স্পৃশ্+ক্বিপ্ ভাববা (বিকল্পে আপ্ যোগে স্পৃশা)। বি; স্ত্রী। ২। (কর্ম্মবাচক উপপদের পর) যাহা স্পর্শ করে (নভঃস্পৃক্)। স্পৃশ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

স্পৃশ্য—স্পর্শযোগ্য, স্পর্শনীয়। স্পৃশ্+ক্যপ্ কর্ম্মবা। বিণ। বি—স্পর্শ, স্পর্শন।

স্পৃষ্ট—যাহা স্পর্শ করা হইয়াছে এমন, ছোঁয়া; ব্যাপ্ত। স্পৃশ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—স্পর্শ, স্পর্শন।

স্পৃষ্টি—স্পর্শন, ছোঁয়া। স্পৃশ্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—স্পৃশ্য, স্পৃষ্ট।

স্পৃহণীয়—লোভনীয়; বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয়; আশ্চর্য্য; শ্লাঘ্য। স্পৃহ্+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। বি—স্পৃহা।

স্পৃহয়ালু—স্পৃহাবিশিষ্ট, লোভী। স্পৃহ্+আলুচ্ কর্ত্তৃবা, শীলাদ্যর্থে। বিণ।

স্পৃহা—বাঞ্ছা, ইচ্ছা; গ্রহণেচ্ছা; লোভ; লালসা। স্পৃহ্+অঙ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—স্পৃহণীয়।

স্প্রিং—তারের স্থিতিস্থাপক কুণ্ডলী। ইং spring. বি।

স্ফটিক—অতিস্বচ্ছ শুভ্রবর্ণ প্রস্তরবিশেষ, সূর্য্যকান্তমণি, ফটিক। স্ফট্ (ভেদ করা)+ইক কর্ম্মবা। বি; পুং।

স্ফটিকনিন্দিত, -বিনিন্দিত—স্ফটিক হইতেও স্বচ্ছ। স্ফটিক নিন্দিত, বিনিন্দিত যৎ-কর্তৃক, বহুব্রী। বিণ।

স্ফটিকপ্রভ—স্বচ্ছ। স্ফটিকের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্ফটিকময়—স্ফটিকমণিনির্ম্মিত। স্ফটিক+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

স্ফটিকাচল—কৈলাস-পর্ব্বত। স্ফটিকের (সাদা পাথরের) অচল (পর্ব্বত), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ফটিকাধার—স্ফটিকের পাত্র; স্ফটিকের আবরণী। স্ফটিকনির্ম্মিত আধার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্ফটিকারি—ফটকিরি। স্ফটিকের অরি (প্রতিদ্বন্দ্বী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ফটীক—'স্ফটিক' দ্রঃ।

স্ফাটিক—১। স্ফটিকমণি। স্ফটিক+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। স্ফটিকনির্ম্মিত। স্ফটিক+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

স্ফার—১। প্রচুর, বহুল; বৃদ্ধিযুক্ত; বৃহৎ; বিস্তৃত; উচ্চরূপে শব্দিত। স্ফায়্+রক্ কর্তৃবা। বিণ। ২। বিকাশ। স্ফায়্+রক্ ভাববা। বি; পুং।

স্ফারণ—স্ফুরণ, স্ফূর্ত্তি; বিকাশ; কম্পন; আস্ফালন। স্ফার্+ণিচ্ (=স্ফারি, চঞ্চল করা, স্ফূর্ত্তিযুক্ত করা)+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্ফাল—স্ফুরণ, স্ফূর্ত্তি; আস্ফালন। স্ফল্ (স্ফূর্ত্তি পাওয়া, চলিত হওয়া)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

স্ফির—প্রচুর, বহু, অনেক, প্রবৃদ্ধ। স্ফায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কিরচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বিণ।

স্ফীত—ফুলা, ফাঁপা; প্রবৃদ্ধ, বর্দ্ধিত; অধিক, অনেক, পদোন্নতিপ্রাপ্ত; সমৃদ্ধ; হৃষ্ট। স্ফায়্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—স্ফীতি।

স্ফীতি—ফুলিয়া উঠা; প্রবৃদ্ধি, বৃদ্ধি। স্ফায়্+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—স্ফীত।

স্ফীতোদর—১। যাহার পেট ফুলা বা প্রশস্ত। স্ফীত উদর যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। স্থূল পেট বা অভ্যন্তর। কর্ম্মধা। বি।

স্ফুট—স্পষ্ট, ব্যক্ত; বিকসিত; প্রফুল্ল; দীপ্ত, প্রদীপ্ত; নির্ম্মল; বিদীর্ণ, ফুটা; বিশদ; নিশ্চিত; শুভ্র; জ্ঞাত; বিস্তৃত। স্ফুট্+ক কর্তৃবা। বিণ। বি—স্ফুটন।

স্ফুটন—ব্যক্ত বা স্পষ্ট হওয়া; বিকশন; বিদলিত হওয়া। স্ফুট্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—স্ফুটিত।

স্ফুটনাঙ্ক—উত্তাপের যে মাত্রা জলকে ফুটাইয়া তোলে, তাপমান-যন্ত্রের যে চিহ্নে পারদ উঠিলে কোন তরল পদার্থ ফুটিতে আরম্ভ করে তাহা (boiling point). স্ফুটনের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

স্ফুটনোন্মুখ—যাহা শীঘ্রই ফুটিবে এমন; অর্দ্ধবিকশিত। স্ফুটনে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—খা,—খী।

স্ফুটার্থ—১। স্পষ্ট অর্থযুক্ত, যাহার অর্থ সুস্পষ্ট এমন। স্ফুট অর্থ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। স্পষ্ট অর্থ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্ফুটি, স্ফুটী—ফুটিফল; পা ফুলা রোগ। স্ফুট্+ই কর্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্ফুটিত—বিকসিত; ছিদ্রিত, ফুটা; বিদীর্ণ, স্পষ্টীকৃত; বিস্তারিত। স্ফুট্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—স্ফুটন।

স্ফুৎকর—অগ্নি, বহ্নি। স্ফুৎ (অনুকরণশব্দ)—কৃ+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

স্ফুৎকার—ফুঁ দেওয়া, ফুৎকার। স্ফুৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

স্ফুর—১। ফলক, ঢাল। স্ফুর্ (চঞ্চল হওয়া ইত্যাদি)+ক কর্তৃবা। ২। স্ফুরণ; বৃদ্ধি পাওয়া, ফুলা। স্ফুর্+ক ঘঞর্থে ভাববা। বি; পুং।

স্ফুরণ—স্পন্দন, ঈষৎ কম্পন; দীপ্তি; উদ্রেক: প্রকাশ। স্ফুর্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—রিত।

স্ফুরিত—১। কম্পন; উদ্রেক; দীপ্তি; প্রতিবিম্বন। স্ফুর্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। প্রকাশিত, উদ্রিক্ত; কম্পিত; দীপ্ত, উজ্জ্বল; প্রতিবিম্বিত। স্ফুর্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি,—রণ।

স্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, আগুনের ফিন্‌কী। স্ফু—লিন্‌গ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

স্ফুলিঙ্গিনী—অগ্নির সপ্তজিহ্বার অন্তর্গত জিহ্বাবিশেষ। স্ফুলিঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্ফূর্ত্ত(র্ত)—স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত; বিকাশপ্রাপ্ত। স্ফুর্+ক্ত কর্তৃবা (উ-স্থানে ঊ)। বিণ। বি—স্ফূর্ত্তি।

স্ফূর্ত্তি(র্তি)—হর্ষ; কম্প; স্পন্দ; প্রতিভা; বিকাশ। স্ফুর্+ক্তি ভাববা (উ-স্থানে ঊ)। বি; স্ত্রী। বিণ—স্ফূর্ত্ত।

স্ফূর্ত্তি(র্তি)ব্যঞ্জক—আমোদজনক; উৎসাহপ্রদ; আনন্দপ্রদ; আনন্দসূচক। ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ। স্ত্রী,—ব্যঞ্জিকা।

স্ফূর্ত্তি(র্তি)মতী—বিকাশযুক্তা, স্ফূর্ত্তিযুক্তা, প্রতিভাসম্পন্না। স্ফূর্ত্তিমৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্ফূর্ত্তি(র্তি)মান্ (স্ফূর্ত্তিমৎ)—প্রতিভাযুক্ত; বিকাশযুক্ত; স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট। স্ফূর্ত্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—মতী।

স্ফূর্ত্তি(র্তি)লাভ—বিকাশপ্রাপ্তি; আনন্দ পাওয়া; হর্ষপ্রাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ফোট—ফোঁড়া; অর্ব্বুদ বা আঁব; সাপের ফণা। স্ফুট্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

স্ফোটক—ফোঁড়া; আব্। স্ফুট্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

স্ফোটন—বিদারণ; ভঙ্গ; বিকাশন, প্রকাশন। স্ফুট্+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্ফোটনী—বেধনী, ছিদ্রকারক যন্ত্র, তুরপুন প্রভৃতি। স্ফোটি+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্ব—১। আত্মা; আত্মীয়। সর্ব্ব। ২। জ্ঞাতি। বি; পুং। ৩। ধন। স্বন্ (শব্দ করা)+ড কর্তৃবা, কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।

স্বঃ (স্বর্), স্ব—স্বর্গ, সুরলোক; পরলোক; আকাশ; প্রভা, সৌন্দর্য্য; সূর্য্য ও ধ্রুব নক্ষত্রের মধ্যস্থান; নিরবচ্ছিন্ন সুখ। স্বৃ (শব্দ করা)+বিচ কর্তৃবা (ঋ-স্থানে অর্)। অব্য।

স্বকীয়—স্বীয়, নিজ। স্ব (আপন)+ঈয় সম্বন্ধার্থে (ক-আগম)। বিণ।

স্বকৃত—নিজের করা, নিজের অনুষ্ঠিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বকৃতভঙ্গ—স্বয়ং কৌলীন্যপ্রথা-লঙ্ঘনকারী কুলীন। স্বকৃত ভঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বাং প্র। বিণ।

স্বখাত—নিজের খোঁড়া, নিজের খনিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বখাতসলিল—নিজের কাটা জলাশয়ের জল; নিজকৃত কর্ম্মের ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বখাদ—নিজের কাটা খাল ('স্বখাদ সলিল')। 'স্বখাত'-শব্দজ। বি।

স্বগত—১। নিজ সম্বন্ধীয়, আত্মগত, আত্ম-নিষ্ঠ; মনোগত। স্ব (আত্মাকে) গত, ২য়াতৎ। বিণ। ২। অভিনয়কালে কোনও নট অন্যের অগোচরে নিজে নিজে যে উক্তি করে তাহা। স্বকে গত, ২য়াতৎ। বি; ক্লীব।

স্বগতোক্তি—মনে মনে বলা (soliloquy). স্বগতা উক্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

স্বগৃহ—নিজের বাড়ী। স্ব গৃহ, কর্ম্মধা, বা, স্বস্য (নিজের) গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বঙ্গ—সুরূপ, সুন্দর-অঙ্গবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্বচ্ছ—নির্ম্মল, কলুষহীন; প্রতিবিম্বধারণক্ষম (দর্পণ প্রভৃতি); যাহার ভিতর দিয়া আলো জলে বা দেখা যায় এমন; শুভ্র, শুক্ল; সুস্থ, নীরোগ। সু (অতিশয়) অচ্ছ (নির্ম্মল), প্রাদি। বিণ। বি,—তা, —ত্ব। বিপরীত—অস্বচ্ছ। **স্বচ্ছকাগজ**—যে কাগজের মধ্য দিয়া দৃষ্টি চলে (tracing paper).

স্বচ্ছতা, -ত্ব—নির্ম্মলতা; প্রতিবিম্বধারণ-ক্ষমতা, যে গুণ দ্বারা কোন বস্তুর ভিতর দিয়া আলোক আসিতে পারে তাহা। স্বচ্ছ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—স্বচ্ছ।

স্বচ্ছন্দ—১। সুস্থ; স্বাধীন, স্বেচ্ছানুবর্তী, অবাধিত; অযত্নজাত। স্ব ছন্দ (অভিলাষ) যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। স্বেচ্ছা,

স্বেচ্ছাচার। স্ব ছন্দ, কর্ম্মধা, বা, স্বর ছন্দ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বচ্ছন্দচারী (-চারিন্), **-বিহারী** (-রিন্)—ইচ্ছামত বিচরণকারী। স্বচ্ছন্দ—চর্+ণিন্ কর্তৃবা; স্বচ্ছন্দ—বি-হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –চারিণী, –বিহারিণী।

স্বচ্ছন্দচিত্ত—১। নিরুদ্বেগ মন; স্বাধীনভাবযুক্ত মন। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। সুস্থমনাঃ, নিরুদ্বিগ্নমনাঃ। বহুব্রী। বিণ।

স্বচ্ছন্দবিহারী (-রিন্)—'স্বচ্ছন্দচারী' দ্রঃ।

স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তী (-র্ত্তিন্)—আত্মবশ; একগুঁয়ে; ব্যক্তিত্বপূর্ণ। উপতৎ; স্বচ্ছন্দ—অনু—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বর্ত্তিনী। বি, –বর্ত্তিতা।

স্বজন—আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব। স্ব (আপন) জন, কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্বজনপ্রীতি—আত্মীয়জনের প্রতি ভালবাসা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। বিপরীত—স্বজনবিদ্বেষ (৭মীতৎ), স্বজনবিরোধ (সহার্থে ৩য়াতৎ)। [ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্বজনী—আত্মীয়া; অন্তরঙ্গ সখী। স্বজন+

স্বজাতি—নিজশ্রেণী, নিজের জাতি। স্ব (আপন) জাতি, কর্ম্মধা, অথবা, স্বর জাতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বজাতিদ্রোহ—নিজের জাতির অনিষ্টসাধনচেষ্টা; নিজের জাতির প্রতি বিরোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বজাতিদ্রোহী (-হিন্)—নিজের জাতির অনিষ্টসাধনকারী বা বিরুদ্ধাচারী। উপতৎ; স্বজাতি—দ্রুহ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –দ্রোহিণী। বি, –দ্রোহিতা।

স্বজাতিপ্রীতি, -প্রেম (-প্রেমন্)—নিজের জাতির প্রতি ভালবাসা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব।

স্বজাতীয়—নিজের জাতির অন্তর্ভুক্ত, নিজের জাতি সম্বন্ধীয়। স্বজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

স্বতঃ (স্বতস্), **স্বত**—নিজ হইতে, আপনা হইতে, স্বয়ং। স্ব (আপনি)+তস্ (পঞ্চমীস্থানে)। অব্য।

স্বতঃপ্রবৃত্ত—স্বয়ংপ্রবৃত্ত, কাহারও আদেশ বা অনুরোধ ছাড়া স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত। স্বতঃ প্রবৃত্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

স্বতঃসিদ্ধ—যাহা কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে, আপনা হইতেই সিদ্ধ হয় এমন। স্বতঃ সিদ্ধ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত(র্ত)—যাহা আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে এমন। স্বতঃ স্ফূর্ত্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

স্বতন্ত্র—স্বাধীন, আত্মবশ। স্বর তন্ত্র (প্রাধান্য) যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। বি—স্বতন্ত্রতা, স্বাতন্ত্র্য।

স্বতন্তর—স্বতন্ত্র, স্বাধীন। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ। স্ত্রী—স্বতন্তরী।

স্বতন্ত্রতা—স্বাধীনতা; স্বেচ্ছাচারিতা; বিভিন্নতা; পার্থক্য। স্বতন্ত্র+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—স্বতন্ত্র।

স্বত্ব—অধিকার; ধনাদিতে প্রভুত্ব; দাবী, দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়াদিতে বিনিয়োজক ধর্ম্ম। স্ব (আপন)+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

স্বত্বত্যাগ—স্বাধিকার-বর্জ্জন, নিজের অধিকার বা দাবী ছাড়িয়া দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বত্বত্যাগপত্র—বিক্রয়পত্র; দানপত্র। স্বত্বত্যাগসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্বত্বসাব্যস্ত—স্বামিত্বনির্দ্ধারণ, অধিকারস্থিরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

স্বত্বাধিকার—ভোগ-দখলের অধিকার; স্বামিত্ব এবং দখল। স্বত্ব এবং অধিকার, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

স্বত্বাধিকারী (-রিন্)—মালিক, স্বামী; মালিক এবং দখলকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –রিণী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বদেশ—নিজের মাতৃভূমি; নিজের দেশ।

স্বদেশদ্রোহ, -দ্রোহিতা—নিজের জন্মভূমির অনিষ্টাচরণ বা অনিষ্ট করিবার চেষ্টা। ৭মীতৎ; স্বদেশদ্রোহিন্+তা ভাবে। বি; পুং, স্ত্রী। বিণ, –দ্রোহী (-দ্রোহিন্)।

স্বদেশদ্রোহী (-হিন্)—নিজ দেশের অনিষ্টসাধনকারী। উপতৎ; স্বদেশ—দ্রুহ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –দ্রোহিণী। বি, –দ্রোহিতা।

স্বদেশপ্রিয়—জন্মভূমির প্রতি অনুরক্ত। স্বদেশ প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্বদেশ-প্রীতি, -প্রেম (-প্রেমন্), **-বাৎসল্য**—মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লীব, ক্লীব।

স্বদেশপ্রেমিক, -বৎসল—মাতৃভূমির প্রতি অনুরক্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

স্বদেশসেবক, -সেবী (-সেবিন্)—মাতৃভূমির হিতসাধক, নিজ দেশের পরিচর্য্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; স্বদেশ—সেব্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –সেবিকা, –সেবিনী।

স্বদেশসেবা—মাতৃভূমির হিতসাধন, নিজ দেশের পরিচর্য্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বদেশহিতৈষী (-ষিন্)—মাতৃভূমির মঙ্গলকামী। উপতৎ; স্বদেশহিত—ইষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ষিণী।

স্বদেশানুরক্তি, -রাগ—মাতৃভূমির প্রতি আসক্তি, নিজের দেশকে ভালবাসা। স্বদেশে অনুরক্তি, অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

স্বদেশী (-শিন্)—নিজ দেশের অধিবাসী। স্বদেশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –শিনী। বি—স্বদেশিতা।

স্বদেশী—নিজ-দেশ সম্বন্ধীয়, নিজের দেশের। স্বদেশ+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে (বাং)। বিণ।

স্বদেশীয়—নিজের দেশে উৎপন্ন; নিজ-দেশ-সংক্রান্ত। স্বদেশ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

স্বধর্ম্ম(র্ম)—স্বজাতির আচার, নিজ ধর্ম্ম। স্ব ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্বধর্ম্ম(র্ম)ত্যাগ—নিজের ধর্ম্ম বর্জ্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বধর্ম্ম(র্ম)ত্যাগী (-গিন্)—নিজের ধর্ম্মপরিত্যাগকারী। উপতৎ; স্বধর্ম্ম—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ত্যাগিনী।

স্বধর্ম্ম(র্ম)পালন—নিজের কর্তব্যকরণ; নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বধর্ম্ম(র্ম)ভ্রষ্ট—নিজের ধর্ম্ম-বর্জ্জনকারী; নিজের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত। ৫মীতৎ। বিণ।

স্বধা—১। দেবোদ্দেশে হবির্দান; পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডাদি-দান। স্বদ্ (আস্বাদন করা)+আ কর্ম্মবা (দ-স্থানে ধ)। ২। ঘৃত বা পিণ্ড দানের মন্ত্র; পিতৃলোকের ভোজ্যবস্তু, পিণ্ডোদকাদি। স্বদ্+আ করণবা (দ-স্থানে ধ)। অব্য। ৩। দেবীবিশেষ, অগ্নিপত্নী; মাতৃকাদেবীবিশেষ, পিতৃলোকের পত্নী। স্ব (নিজ)—ধা (ধারণ করা)+ক কর্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

স্বন, স্বনন—ধ্বনি, শব্দ, স্বর। স্বন্ (শব্দ করা)+অপ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

স্বনাম (-মন্)—নিজের নাম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বনামখ্যাত—নিজের গুণ এবং কীর্ত্তির জন্য সর্ব্বত্র পরিচিত। স্বনাম দ্বারা খ্যাত, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বনামধন্য—নিজের কীর্ত্তি ও গুণের জন্য প্রশংসনীয়। স্বনাম দ্বারা ধন্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বনিত—১। ধ্বনিত, শব্দিত। স্বন্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। মেঘধ্বনি, বজ্রধ্বনি; শব্দ। স্বন্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

স্বন্ত—যাহার শেষ ভাল এমন। সু (শোভন) অন্ত (শেষ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্বপক্ষ—নিজের পক্ষ, নিজের দল; নিজের মত বা স্বার্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [ক্লীব।

স্বপন—স্বপ্ন। স্বপ্+অনট্ ভাববা। বি;

স্বপ্ন—নিদ্রা; নিদ্রিত ব্যক্তির বিজ্ঞান, নিদ্রাবস্থায় বিষয়ানুভব। স্বপ্+নন্ ভাববা। বি; পুং। [তৎ। বি।

স্বপ্নঘোর—স্বপ্নজনিত মোহ বা ভ্রম। ৬ষ্ঠী-

স্বপ্নতত্ত্ব—স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ; স্বপ্নরহস্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বপ্নদোষ—নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃস্খলন; সুপ্তিস্খলন। স্বপ্নে দোষ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

স্বপ্নভাষিত—স্বপ্নাবস্থায় কথিত বাক্য; স্বপ্নে বলা কথা। ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বপ্নরাজ্য, -লোক—স্বপ্নদৃষ্ট রাজ্য; কল্পিতরাজ্য; অমূলক কল্পনা। স্বপ্নসৃষ্ট বা স্বপ্নদৃষ্ট রাজ্য, লোক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব, পুং।

স্বপ্নলব্ধ—স্বপ্নাবস্থায় প্রাপ্ত; স্বপ্নাবস্থায় দেবতা বা মহাপুরুষ কর্তৃক প্রদত্ত (ঔষধ মাদুলী উপদেশ প্রভৃতি)। ৭মীতৎ। বিণ।

স্বপ্নাদেশ—স্বপ্নাবস্থায় লব্ধ দেবতা বা মহাপুরুষের উপদেশ বা আদেশ। স্বপ্নে আদেশ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

স্বপ্নাদ্য—স্বপ্নলব্ধ; স্বপ্নমূলক। স্বপ্ন আদ্য যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্বপ্নাবস্থা—স্বপ্নদর্শন-সময়; স্বপ্ন দেখার অবস্থা। স্বপ্নের অবস্থা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বপ্নাবিষ্ট—স্বপ্নঘোরে মোহপ্রাপ্ত; স্বপ্নাভিভূত; যে স্বপ্ন দেখিতেছে এমন। স্বপ্নদ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ। বি,—বেশ।

স্বপ্নাবেশ—স্বপ্নের ঘোর; স্বপ্নের আবির্ভাব। স্বপ্নজনিত আবেশ, মধ্যপ কর্ম্মধা, বা, স্বপ্নের আবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ,—বিষ্ট।

স্বপ্নোত্থিত—স্বপ্ন দেখিবার পর বা নিদ্রা হইতে জাগরিত।-স্বপ্ন হইতে উত্থিত, ৫মীতৎ। বিণ। [বিণ।

স্ববশ—স্বায়ত্ত, আত্মবশ। স্বর বশ, ৬ষ্ঠীতৎ।

স্ব বা সি নী—চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যা। উপতৎ; স্ব—বস্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্বভাব—আত্মভাব; প্রকৃতি, স্বরূপ; মেজাজ; স্বাভাবিক অবস্থা; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়। স্ব (আপন) ভাব, কর্ম্মধা, বা, স্বর ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বভাবকুলীন—যাহাতে কৌলীন্যপ্রথা অব্যাহত রহিয়াছে এমন। স্বভাবস্থিত কুলীন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বিণ। [তৎ। বিণ।

স্বভাবগত—স্বাভাবিক, প্রকৃতিগত। ২য়া-

স্বভাবগুণ—স্বভাবের উৎকর্ষ; প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বভাবজ—স্বাভাবিক, স্বভাবজাত। উপতৎ; স্বভাব—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃবা। বিণ।

স্বভাবজাত—স্বভাবজ; প্রকৃতিগত। স্বভাব দ্বারা জাত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

স্বভাবতঃ (-তস্), -ত—স্বা ভা বি ক-রূপে। স্বভাব+তস্ ৩য়া-স্থানে। অব্য।

স্বভাববিরুদ্ধ—স্বভাবের বিপরীত, অস্বাভাবিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

স্বভাবশোভা—প্রা কৃ তি ক সৌন্দর্য্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

স্বভাবসঙ্(ংগ)ত—স্বাভাবিক। ২য়াতৎ।

স্বভাবসিদ্ধ—প্রকৃতিবশে উৎপন্ন, প্রকৃতিনিষ্পন্ন, প্রকৃতিগত। স্ব ভাব, কর্ম্মধা; তদ্দ্বারা সিদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বভাবসুলভ—স্বাভাবিক, স্বভাবজাত। ৭মীতৎ। বিণ।

স্বভাবোক্তি—স্বভাবকথন; কাব্যের অলঙ্কার বিশেষ [কবির সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণমূলক পদার্থের রূপগুণ-অবস্থাদির বর্ণনায় এই অলঙ্কার হয়। যথা—

"শোভে বনমাঝে বিচিত্র তড়াগ
প্রসারি বিপুল কায়,
মেঘের সদৃশ সলিল তাহাতে
দুলিছে মৃদুল বায়।
বারি শোভা করি কমল কুমুদ
কত যে তড়াগে ভাসে।
কত জলচর করি কলধ্বনি
নিয়ত খেলে উল্লাসে।
ভ্রমে রাজহংস সুখে কণ্ঠ তুলি
মৃণাল উগারি খায়;
রৌদ্র সহ মেঘ তড়াগের নীরে
ডুবিয়া প্রকাশ পায়।"
—হেমচন্দ্র]।

স্বভাবের উক্তি (কথন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বভূ—ব্রহ্মা; শ্রীবিষ্ণু; মহেশ্বর; কন্দর্প। স্ব (আপনি)—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

স্বয়ং—'স্বয়ম্' দ্রঃ।

স্বয়ংবর—স্বয়ং অর্থাৎ নিজে পতিকে বরণ, সভা করিয়া তন্মধ্য হইতে কুমারীকর্তৃক স্বয়ং পতিনির্ব্বাচন। স্বয়ম্ (আপনি)—বৃ+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

স্বয়ংবরা—স্বয়ং পতিগ্রাহিণী স্ত্রী। স্বয়ম্ (আপনি)—বৃ (মনোনীত করা)+অচ্ কর্তৃবা+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

স্বয়ংসম্পূর্ণ—আপনা হইতেই সম্পূর্ণ; যাহা সম্পূর্ণ হইতে অন্যের অপেক্ষা রাখে না। সুপ্‌সুপা। বিণ।

স্বয়ংসিদ্ধ—আপনা হইতে সিদ্ধ, কেবল নিজের চেষ্টায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত। সুপ্‌সুপা। বিণ।

স্বয়ঙ্(ংকৃ)ত—১। কৃত্রিমপুত্র। বি; পুং। ২। স্বাভাবিক; অযত্নসিদ্ধ। স্বয়ম্ (আপনা দ্বারা) কৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বয়ম্, স্বয়ং—আপনি, নিজে। সু—অয়্ (গমন করা)+অমু কর্তৃবা। অব্য।

স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভূ—১। ব্রহ্মা; সৃষ্টিবিষয়ে রজোগুণময় ব্রহ্মা পালনবিষয়ে সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু সংহারবিষয়ে তমোগুণময় মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্ত্তি; সময়। বি; পুং। ২। স্বভাবজাত। স্বয়ম্ (আপনি)—ভূ+ডু, ক্বিপ্ কর্তৃবা। বিণ।

স্বয়ম্ভুব—ব্রহ্মা; প্রথমমনু; স্বয়ম্ভু। স্বয়ম্ (আপনি)—ভূ+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

স্বর—স্বন, শব্দ; উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত—এই ত্রিবিধ কণ্ঠধ্বনি; অ আ প্রভৃতি স্বতঃ উচ্চারিত বর্ণ; (তন্ত্র) প্রাণাদি-বায়ুর ব্যাপারবিশেষ; সুর; ষড়্‌জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ—এই সপ্তবিধ গানাঙ্গধ্বনি, স ঋ গ ম প ধ নি; প্রাণাদি বায়ুর কার্য্যবিশেষ; প্রয়োজনবশতঃ বর্ণ বা শব্দবিশেষের গুরু উচ্চারণ। স্বৃ+অপ্ ভাববা। বি; পুং।

স্বরগ্রাম—সঙ্গীতের সুরসপ্তক; সা রে গা মা পা ধা নি। স্বরের গ্রাম (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বরচিত—আত্মকৃত, নিজের তৈয়ারী; নিজের লেখা। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বরধরযন্ত্র—যাহাতে মনুষ্যকণ্ঠোত্থিত বা যন্ত্রোত্থিত স্বরকে গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা অবিকল উৎপাদন করা যায় সেই যন্ত্র (phonograph, gramophone). স্বরের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ; তাদৃশ যন্ত্র, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্বরবর্ণ—(ব্যাকরণ) অ আ হইতে ঔ পর্য্যন্ত অক্ষরসকল। কর্ম্মধা। বি।

স্বরবিজ্ঞান—বায়ুমণ্ডলে কিভাবে কম্পন উপস্থিত হইয়া স্বরের উৎপত্তি হয়—কিরূপে এবং কত দ্রুত স্বরের বিকিরণ হয়—কিভাবে প্রতিধ্বনির উৎপত্তি হয় ইত্যাদি তথ্যসম্বলিত বিদ্যা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্বরবিবর্ত্ত(র্ত)—স্বরকম্পন, স্বরের পরিবর্ত্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বরভঙ্গ—সাত্ত্বিক ভাববিশেষ; ভাবাবেগ অনুরাগ বিরহ বেদনা ইত্যাদির আতিশয্য হেতু গলা ভাঙ্গা; গলা ভাঙ্গা, গলার আওয়াজ বিকৃত হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বরভঙ্গী—স্বরের মাধুর্য্য, সঙ্গীতে স্বরবিস্তার কৌশল; স্বরচাতুরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বরলহরী—তরঙ্গবৎ কম্পমান স্বর; সঙ্গীতস্বর; গিটকারী; তরঙ্গবৎ উত্থানপতনযুক্ত স্বরবিস্তার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বরলিপি—সঙ্গীতস্বরের সাঙ্কেতিক লিপি; কোন গান বা সুরকে সা রে গা মা দ্বারা প্রকাশ করণ। স্বরসূচিকা লিপি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বরস—১। স্বাভিপ্রায়, আপনমত, নিজমত; পেষণজাত রস। স্ব-র রস, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বিলক্ষণ রসবোধ; শিলাপিষ্ট কল্কবিশেষ। স্ব রস যাহাতে বা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

স্বরসন্ধি—(ব্যাকরণ) অত্যধিক সন্নিকর্ষহেতু স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলন এবং তাহাদের স্থানে নূতন স্বরের উৎপত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বরাজ—স্বায়ত্তশাসন; স্বাধীনতা ("স্বরাজ মানে এ দেশের প্রত্যেক নরনারী সমান অধিকার পাইবে এবং তাহাদের নির্দ্দেশে শাসনকার্য্য পরিচালিত হইবে।"—সুভাষচন্দ্র বসু)। 'স্বরাজ্য'-শব্দজ। বি।

স্বরাজ্য—১। নিজের রাজ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রজাগণকর্তৃক শাসিত রাজ্য। স্বশাসিত রাজ্য, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্বরাপগা—স্বর্গে প্রবাহিতা গঙ্গা, সুরধুনী। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গের আপগা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রসচিব—নিজের রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী অমাত্য। স্বরাষ্ট্র-বিষয়ে সচিব, ৭মীতৎ। বি; পুং।

স্বরিত—১। তৃতীয় স্বর, লঘুগুরুমিলিত স্বর, উদাত্ত অনুদাত্তে মিলিত স্বর; খুব চড়াও নয় খুব নীচুও নয় এমন মাঝামাঝি স্বর। বি; পুং। ২। স্বরযুক্ত; উচ্চারিত। স্বর (গানাঙ্গধ্বনি)+ইতচ্ সংজাতার্থে। ৩। আক্ষিপ্ত। স্বর+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ।

স্বরীশ্বর—ইন্দ্র, দেবরাজ। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বরুচি—১। স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাবর্ত্তী। স্বতে রুচি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। স্বেচ্ছা। স্ব-র রুচি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বরূপ—১। প্রকৃতি, স্বভাব; স্বাভাবিক অবস্থা। স্বর রূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। ২। সদৃশ, তুল্য; পণ্ডিত; সুন্দর, মনোজ্ঞ; প্রকৃত, যথার্থ; সত্য। স্ব—রূপ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

স্বরূপতঃ (-তস্), -ত—যথার্থতঃ, প্রকৃত-পক্ষে। স্বরূপ+তস্ ক্রিয়াবিশেষণার্থে। অব্য।

স্বরূপনির্ণয়—প্রকৃত অবস্থা বা রূপ স্থিরী-করণ; যাথার্থ্য-নিরূপণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বরূপযোগ্য—কার্য্যসাধনযোগ্য। স্বরূপে যোগ্য, ৭মীতৎ। বিণ। বি,—তা।

স্বরূপসম্বন্ধ—অভিন্নসম্বন্ধ, তৎস্বরূপতা; কোন কিছুর সঙ্গে অভিন্নভাব। স্বরূপের সম্বন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বরূপে—যথার্থভাবে, ঠিক করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি-বিণ।

স্বরোদয়—শ্বাসপ্রশ্বাসের অবস্থাবিশেষ দ্বারা শুভাশুভ-নির্ণায়ক শাস্ত্র। স্বরের উদয় যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

স্বর্গ—সুরলোক, দেবনগরী; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—এই সপ্ত; নিরবচ্ছিন্ন সুখ। সু (সুখ)—ঋজ্ (পাওয়া)+ঘঞ্ অথবা, অথবা, স্বর্—গৈ (গান করা)+ক কর্ম্মবা। বি; পুং। বিণ—স্বর্গীয়, স্বর্গ্য। **স্বর্গে তোলা**—অতিরিক্ত প্রশংসা বা তোষামোদ করা।

স্বর্গকাম—স্বর্গগমনে অভিলাষী। স্বর্গ কাম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্বর্গগত—পরলোকগত, মৃত। ২য়াতৎ। বিণ।

স্বর্গঙ্গা—মন্দাকিনী, সুরনদী। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গের গঙ্গা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বর্গণিকা—স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গের গণিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বর্গত—যে স্বর্গে গমন করিয়াছে এমন, মৃত। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গকে গত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

স্বর্গতি—স্বর্গে গমন, মৃত্যু; পারলৌকিক সুখ। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গে গতি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। [স্বর্গই ধাম, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্বর্গধাম (-ধামন্)—সুরলোক, স্বর্গ।

স্বর্গপতি—ইন্দ্র, দেবরাজ। স্বর্গের পতি (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বর্গবধূ—সুরবধূ, অপ্সরা। স্বর্গের বধূ (স্ত্রী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বর্গবাস—স্বর্গধাম; স্বর্গে অবস্থান। স্বর্গই বাস, কর্ম্মধা; স্বর্গে বাস, ৭মীতৎ। বি; পুং।

স্বর্গবাসী (-বাসিন্)—সুরলোকে অব-স্থানকারী। উপতৎ; স্বর্গ—বস্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—বাসিনী।

স্বর্গভোগ—স্বর্গে অবস্থান ও তথায় আনন্দ-উপভোগ; স্বর্গীয়-সুখলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বর্গলাভ—স্বর্গে গমন; মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ, (আধুনিক মতে ২য়াতৎ)। বি; পুং।

স্বর্গসুখ—স্বর্গবাসজনিত সুখ; পবিত্র আনন্দ; অত্যধিক আনন্দ। স্বর্গের সুখ, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লীব।

স্বর্গাচল—সুমেরুপর্ব্বত। স্বর্গের অচল (পর্ব্বত), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বর্গাপগা—স্বর্গঙ্গা, স্বর্গে প্রবাহিতা গঙ্গা-নদী। স্বর্গের আপগা (নদী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [২য়াতৎ। বিণ।

স্বর্গারূঢ়—স্বর্গগত; মৃত। স্বর্গকে আরূঢ়,

স্বর্গারোহণ—স্বর্গগমন; মৃত্যু। স্বর্গে আরোহণ, ৭মীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বর্গী (স্বর্গিন্)—১। দেবতা, সুরলোক-বাসী। বি; পুং। ২। মৃত। স্বর্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—স্বর্গিণী।

স্বর্গীয়, স্বর্গ্য—স্বর্গসম্বন্ধীয়; স্বর্গসুখজনক; পবিত্র। স্বর্গ+ঈয়, যৎ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ।

স্বর্ণ—সুবর্ণ, কাঞ্চন, সোনা; সুবর্ণবর্ণ-ধুস্তুর, কনক-ধুতুরা; নাগকেশর। সু (সৌন্দর্য্য)—ঋণ্ (পাওয়া)+অচ্ কর্তৃবা; সু (সুন্দর) অর্ণ (গতি) যাহা দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

স্বর্ণকায়—১। গরুড়। বি; পুং। ২। যাহার শরীর সুবর্ণময়। স্বর্ণসদৃশ বা স্বর্ণময় কায় যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্বর্ণকার—সেকরাজাতি। উপতৎ; স্বর্ণ—কৃ (করা)+অণ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

স্বর্ণ-খচিত—সোণা-বসান। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বর্ণচূড়—পক্ষিবিশেষ, ভাসপক্ষী; কুক্কুট। স্বর্ণবর্ণ চূড়া যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

স্বর্ণদী, স্বর্ণদী—মন্দাকিনী, সুরনদী; গঙ্গা। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গের নদী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বর্ণপক্ষ—গরুড়, সুবর্ণপক্ষশালী। স্বর্ণবর্ণ পক্ষ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

স্বর্ণপদ্মা—স্বর্গঙ্গা, সুরধুনী। স্বর্ণময় পদ্ম যাহাতে, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

স্বর্ণপুষ্প—চম্পকবৃক্ষ; সোঁদাল গাছ; বাবলাগাছ। স্বর্ণবর্ণ পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

স্বর্ণপ্রতিমা—সোনার মূর্ত্তি, সুবর্ণময়ী প্রতি-কৃতি। স্বর্ণনির্ম্মিতা প্রতিমা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

স্বর্ণপ্রসূ—সুবর্ণ-উৎপাদনকারিণী; অতিশয় উর্ব্বরা; প্রচুর-ধনরত্নপ্রসবকারিণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

স্বর্ণবণিক্ (-বণিজ্)—সোনার-বেণে। স্বর্ণ-ব্যবসায়ী বণিক্, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্বর্ণবর্ণ—১। সোনালী রঙের। স্বর্ণের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। সোনালী রঙ্; সোনার রঙ্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বর্ণবিন্দু—সুবর্ণকণা। স্বর্ণের বিন্দু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বর্ণমণ্ডিত—সুবর্ণখচিত; সোনায় মোড়া; সুবর্ণে ভূষিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বর্ণময়—সুবর্ণনির্ম্মিত, কাঞ্চনময়। স্বর্ণ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী,—য়ী।

স্বর্ণমাক্ষিক—উপধাতুবিশেষ। স্বর্ণ সদৃশ মাক্ষিক, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্বর্ণমুদ্রা—গিনি, মোহর। স্বর্ণময়ী মুদ্রা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

স্বর্ণমৃগ—(রামায়ণ) সীতাহরণকালে শ্রীরাম-চন্দ্রের ছলনার্থ মারীচ রাক্ষস কর্তৃক গৃহীত সুবর্ণময় হরিণের রূপ; (রূপকার্থে) প্রলোভন-জনক বস্তু। স্বর্ণনির্ম্মিত মৃগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

স্বর্ণলতা—জ্যোতিষ্মতী, সোনালী লতা।

স্বর্ণসিন্দূর—(বৈদ্যক) মকরধ্বজ-নামক ঔষধ। স্বর্ণঘটিত সিন্দূর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্বর্ণাক্ষর—উজ্জ্বল অক্ষর, গৌরবের পরিচায়ক উজ্জ্বল বর্ণ। স্বর্ণরচিত অক্ষর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্বর্ণাঙ্গুরীয়, স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক—সোনার আঙ্‌টী। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্বর্ণালঙ্কা(ঙ্কা)র—সোনার গহনা। স্বর্ণময় অলঙ্কার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্বর্নদী—'স্বর্ণদী' দ্রঃ।

স্বর্ব্ব(র্ব)ধূ, স্বর্ব্বে(র্বে)শ্যা—অপ্সরা। স্বর্ (স্বর্গের) বধূ, বেশ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বর্ব্বা(র্বা)পী—সুরনদী, গঙ্গা। স্বর্ (স্বর্গের) বাপী (জলাশয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বর্ব্বে(র্বে)শ্যা—'স্বর্ব্বধূ' দ্রঃ।

স্বর্বৈব্ব(র্বৈ)দ্য—স্বর্গের চিকিৎসক, অশ্বিনী-

কুমারদ্বয়। স্বর্ (স্বর্গের) বৈদ্য (চিকিৎসক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বর্ভানু—রাহুগ্রহ। স্বর্ (স্বর্গে) ভানু (দীপ্তি) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

স্বর্য্যা(র্যা)ত—স্বর্গত, মৃত। স্বর্ (স্বর্গকে) যাত, ২য়াতৎ। বিণ।

স্বর্লোক—সুরলোক, স্বর্গ। স্বর্ (স্বর্গই) লোক (ভুবন), কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্বল্প—অতি অল্প; অতি ক্ষুদ্র। সু (অতিশয়) অল্প, প্রাদি। বিণ। বি,—তা, —ত্ব।

স্বল্পকেশী (-শিন্)—অত্যল্প কেশবিশিষ্ট। স্বল্প কেশ, কর্ম্মধা; স্বল্পকেশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কেশিনী।

স্বল্পদৃষ্টি—যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ এমন; অদূরদর্শী। স্বল্প দৃষ্টি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্বল্পভাষী (-ষিন্)—যে অতি কম কথা বলে এমন। উপতৎ; স্বল্প—ভাষ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ভাষিণী।

স্বসা (স্বসৃ)—বোন, ভগিনী। সু—অস্+ঋণ্ কর্ত্তৃবা। বি; স্ত্রী।

স্বস্তি—আশীর্ব্বাদ; ক্ষেম, শুভ, মঙ্গল; পুণ্যাদি; স্বীকার, হাঁ; সন্তোষ। সু (শুভ)—অস্+ক্তি ভাববা। অব্য। **স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা**—কোন ঝঞ্চাট ভয় উদ্বেগ ইত্যাদির অবসানে শান্তি লাভ করা।

স্বস্তিক—১। যোগাঙ্গবিশেষ; সম্মুখে বারান্তা বা চাঁদনিযুক্ত প্রাসাদ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য, পিটুলিনির্ম্মিত মাঙ্গল্য দ্রব্যবিশেষ, স্ত্রী; সর্পফণা; সর্পফণাকৃতি হস্তপাত্র, হাতের ঠোঙা; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা; মাঙ্গলিক চিহ্নবিশেষ, যাহা বস্তু বা দ্রব্যের উপর প্রযুক্ত হইলে উহার শুভোৎপাদন করে এরূপ চিহ্নবিশেষ, চতুষ্ক; আসনবিশেষ; পিষ্টকবিশেষ; লশুন; লম্পট। স্বস্তি+কন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

স্বস্তিকাসন—যোগসাধনে করণীয় আসনবিশেষ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্বস্তিবাচন—মঙ্গলকার্য্যারম্ভে মঙ্গলকথন, স্বস্তি-শব্দের উচ্চারণ করান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বস্তিবাচনিক—স্বস্তিবাচনকারক; স্বস্তিবাচনসম্বন্ধীয়। স্বস্তিবাচন+ইক করে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

স্বস্তিমুখ—১। লেখ, লিপি। স্বস্তি মুখে (আরম্ভে) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। ব্রাহ্মণ; স্তুতিপাঠক। স্বস্তি (এই বাক্য) মুখে যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, —মুখা, —মুখী।

স্বস্ত্যয়ন—গ্রহ-শান্তির নিমিত্ত মঙ্গলকর্ম্মানুষ্ঠান, শুভাবহবিধি; দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ। স্বস্তির (মঙ্গলের) অয়ন (আগমন) যাহা হইতে বা যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

স্বস্থ—১। সুস্থ, নীরোগ; নিরুদ্বিগ্ন, নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্ত; স্থির; বিনায়াসে সুখে অবস্থিত; সন্তুষ্টচিত্ত; সমাহিত-চিত্ত। স্ব—স্থা+ক কর্ত্তৃবা। ২। স্বর্গস্থ, মৃত। স্বর্ (স্বর্গে)—স্থা+ক কর্ত্তৃবা (বিকল্পে—স্বঃস্থ)। বিণ।

স্বস্থান—নিজের জায়গা; নিজের পদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বস্রীয়—১। ভগিনীর পুত্র। স্বসৃ+ঈয় অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। ভগিনীসম্বন্ধীয়। স্বসৃ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

স্বাক্ষর—সহি, দস্তখৎ। স্বর অক্ষর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বাগত—সুখে আগমন; কুশলপ্রশ্ন; শুভাগমন। সু (শুভ) আগত (আগমন), প্রাদি। বি; ক্লীব। [পুং।

স্বাগতপ্রশ্ন—কুশলজিজ্ঞাসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

স্বাচ্ছন্দ্য—সুস্থতা, স্বাস্থ্য; স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা। স্বচ্ছন্দ+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—স্বচ্ছন্দ।

স্বাতন্ত্র্য—স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা। স্বতন্ত্র+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লীব। বিণ—স্বতন্ত্র।

স্বাতি, স্বাতী—নক্ষত্রবিশেষ; সূর্য্যপত্নীবিশেষ; খড়্গ। সু (শোভন)—অৎ (গমন করা)+ইন্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্বাদ—রস, আস্বাদ; রসানুভব, লেহন; প্রীতি। স্বদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

স্বাদগ্রহণ—আস্বাদ লওয়া; খাইয়া বা উপভোগ করিয়া দেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বাদগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—রসানুভবকারী; আস্বাদনকারী। উপতৎ; স্বাদ—গ্রহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

স্বাদন—১। রসগ্রহণ, আস্বাদানুভব। স্বাদি+অনট্ ভাববা। ২। রস। স্বাদি+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। বিণ—স্বাদিত।

স্বাদিত—ভক্ষিত, গৃহীতস্বাদ; আস্বাদিত, লীঢ়; প্রীত। স্বদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—স্বাদন।

স্বাদু—১। মিষ্ট, মধুর, সুস্বাদু; মনোজ্ঞ। বিণ। স্ত্রী—স্বাদু, স্বাদ্বী। ২। মধুররস; ঔষধবিশেষ; জীরক; মধু; গুড়। স্বদ্+উণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

স্বাদুকণ্টক—বিকঙ্কতবৃক্ষ; গোক্ষুরীলতা। স্বাদু কণ্টক যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

স্বাদুপানা—মধুরতা, মিষ্টতা। গ্রাঃ কবিপ্র। বি।

স্বাদুফল—বদরীফল। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্বাদুরসা—ঔষধবিশেষ; কাকোলী দ্রাক্ষা; দ্রাক্ষাজাত সুরা; আমড়া; শতাবরী। স্বাদু রস যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

স্বাদেশিক—স্বদেশীয়; যে মাতৃভূমি ভালবাসে; দেশপ্রেমিক। স্বদেশ+ইক। বিণ। বি—স্বাদেশিকতা।

স্বাধিকার—নিজ অধিকার, নিজ কর্ত্তব্য। স্ব-র অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বাধিকার-বর্জ্জ(র্জ)ন—নিজের অধিকারত্যাগ; নিজের দাবী ছাড়িয়া দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বাধিষ্ঠান—(যোগশাস্ত্র) লিঙ্গমূলস্থ সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত ষড়্‌দল পদ্মবিশেষ। স্বর অধিষ্ঠান যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

স্বাধীন—স্বেচ্ছাচারী, আত্মবশ, যে পরাধীন নয় এমন, স্বতন্ত্র। স্ব-র অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। বি,—তা।

স্বাধীনতা—স্বতন্ত্রতা, আত্মবশতা; স্বেচ্ছাচারিতা। স্বাধীন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—স্বাধীন।

স্বাধীনপতিকা, -ভর্ত্তৃ(র্তৃ)কা—নায়িকাবিশেষ, নায়ক যাহার বশীভূত এমন নায়িকা ("সদা কান্ত করে যার আদেশ পালন। স্বাধীন ভর্তৃকা তারে কহে কবিগণ।"—রসমঞ্জরী)। স্ব-র অধীন (বশ) পতি, ভর্তৃ (স্বামী) যাহার, বহুব্রী (ক-আগম)+আপ্। বি; স্ত্রী।

স্বাধ্যায়—১। বেদাধ্যয়ন, বেদপাঠ। স্ব—অধি—ই+ঘঞ্, অথবা, সু—আ—অধি—ই+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। বেদাংশবিশেষ। সু—আ—অধি—ই+ঘঞ্ কর্ম্মবা। বি; পুং।

স্বাধ্যায়-নিবৃত্ত—যে বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

স্বাধ্যায়-নিরত—বেদপাঠে নিবিষ্ট, বেদাধ্যয়নে আসক্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

স্বাধ্যায়বান্ (-বৎ), **স্বাধ্যায়ী** (-য়িন্)—বেদপাঠক, যে বেদ পড়ে এমন। স্বাধ্যায়+মতুপ্, ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী, —য়িনী।

স্বাপ—১। নিদ্রাবস্থায় বিষয়ানুভব, স্বপ্ন; নিদ্রা; অচৈতন্য; পক্ষাঘাত, স্পর্শশক্তিরাহিত্য। স্বপ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। পক্ষাঘাত রোগ। স্বপ্+ঘঞ্ অধিবা বা করণবা। বি; পুং।

স্বাবমাননা—আত্মাবমাননা; নিজের অপমান (self-contempt). স্ব-র অবমাননা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বাবলম্ব, স্বাবলম্বন—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ান, নিজ প্রয়োজনের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হওয়া, আত্মনির্ভর। স্ব—অব—লম্ব্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা (বর্ত্তমান মতে ২য়াতৎ)। বি; পুং, ক্লীব। বিণ,—লম্বী (-লম্বিন্)।

স্বাবলম্বী (-ম্বিন্)—আত্মনির্ভরশীল। উপতৎ; স্ব—অব—লম্ব্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—লম্বিনী। বি,—লম্বিতা, —লম্বন।

স্বাভাবিক—স্বভাবসিদ্ধ, নৈসর্গিক, স্বভাবজাত; স্বভাবসম্বন্ধীয়। স্বভাব+ইক ভবার্থে। বিণ। বি—স্বভাব।

স্বামিত্ব—প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব; স্বত্ব, অধিকার। স্বামিন্+ত্ব ভাবে। বি; ক্লীব।

স্বামি-বরত—পতির কল্যাণার্থ ব্রত; পাতিব্রত্য ধর্ম্ম। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

স্বামী (স্বামিন্)—১। পতি, ভর্ত্তা; অধিপতি, প্রভু; রাজা; গুরু; কার্ত্তিকেয়; পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু; শিব; বাৎস্যায়ন মুনি; গরুড়; পরমহংস। বি; পুং। ২। প্রভু, অধিকারী। স্ব (ঐশ্বর্য্য)+আমিন্ ঐশ্বর্য্যার্থে। বিণ। স্ত্রী—স্বামিনী। [তৎ। বিণ।

স্বায়ত্ত—নিজের অধীন। স্ব-র আয়ত্ত, ৬ষ্ঠী-

স্বায়ত্তশাসন—নিজের দেশের শাসনকার্য্য নিজেরা চালান। স্বায়ত্ত যে শাসন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্বায়ত্তীকরণ—নিজের বশীভূত করা, স্ববশে আনয়ন। স্বায়ত্ত+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বায়ত্তী)—কৃ+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ,—কৃত।

স্বায়ম্ভুব—১। স্বয়ম্ভু-পুত্র, প্রথম মনু। বি; পুং। ২। স্বয়ম্ভুসম্বন্ধীয়। স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা)+অণ্ অপত্য ইত্যাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—বী।

স্বারাজ্য—১। ঈশ্বরত্ব। স্বরাজ্+ষ্যঞ্ ভাবে। ২। স্বর্গরাজ্য; ইন্দ্রত্ব। স্বরাজ্+ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লীব।

স্বারোচিষ—দ্বিতীয় মনু। স্বরোচিস্+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

স্বার্জ্জি(র্জি)ত—স্বয়ংলব্ধ, নিজের উপার্জ্জিত। স্ব কর্তৃক অর্জ্জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বার্থ—স্বকার্য্য, নিজ প্রয়োজন; নিজের লাভ, নিজের ইষ্ট; স্বীয় অর্থ; লিঙ্গার্থবিশেষ; বিশেষণ। স্ব-র অর্থ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বার্থচিন্তা—নিজের লাভের বিষয় ভাবা; নিজের ইষ্টসিদ্ধির চিন্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বার্থত্যাগ—নিজের লাভ ছাড়িয়া দেওয়া; নিজের ইষ্ট-বিসর্জ্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বার্থত্যাগী (-গিন্)—আপনার ইষ্টবিসর্জ্জনকারী; যে পরার্থে নিজের লাভ বা হিত ত্যাগ করে এমন। উপতৎ; স্বার্থ—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ত্যাগিনী।

স্বার্থপর, -পরায়ণ—স্বকার্য্যসাধনে তৎপর, নিজ ইষ্টসাধনে রত, নিজপ্রয়োজনসিদ্ধিবিষয়ে ব্যগ্র। স্বার্থ পর, পরায়ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি; ক্লীব।

স্বার্থবিসর্জ্জ(র্জ)ন—স্বার্থত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ।

স্বার্থসাধন—শুধু নিজের ইষ্টসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বার্থসাধনতৎপর—শুধু নিজের ইষ্টলাভে যত্নবান্। ৭মীতৎ। বিণ।

স্বার্থসিদ্ধি—নিজের ইষ্টলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বার্থান্ধ—নিজের ইষ্টলাভের চেষ্টায় যে অন্যের ক্ষতিবৃদ্ধি একেবারে ভুলিয়া যায় এমন। স্বার্থদ্বারা অন্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বার্থান্বেষণ—শুধু নিজের ইষ্টানুসন্ধান, শুধু নিজ লাভের খোঁজ করা। স্বার্থের অন্বেষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্বার্থান্বেষী (-ষিন্)—আপনার ইষ্টানুসন্ধানকারী। উপতৎ; স্বার্থ—অনু—ইষ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—ষিণী।

স্বার্থিক—স্বার্থে বিহিত (ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয় যে—রক্ষস্+অণ্=রাক্ষস, এখানে অণ্ স্বার্থে হইয়াছে); নিজ অর্থ দ্বারা সম্পাদিত; স্বার্থপরায়ণ, স্বার্থপর। স্বার্থ+ইক কৃত, রত ইত্যাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

স্বাস্থ্য—সুস্থতা, নীরোগতা, আরোগ্য; সন্তোষ; অনুদ্বেগ, নিরুদ্বেগতা, নিশ্চিন্ততা; সুখ। স্বস্থ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব।

স্বাস্থ্যকর—আরোগ্যজনক, যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এমন। উপতৎ; স্বাস্থ্য—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

স্বাস্থ্যকামী (-মিন্)—আরোগ্যলাভেচ্ছু, যে শরীর সুস্থ রাখিতে চায় এমন। উপতৎ; স্বাস্থ্য—কামি+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কামিনী।

স্বাস্থ্যজনক, -প্রদ—যাহাতে শরীর ভাল থাকে, সুস্থতাসম্পাদক, আরোগ্যকর; স্বাচ্ছন্দ্যজনক। ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; স্বাস্থ্য—প্র—দা+ক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—জনিকা, —প্রদা।

স্বাস্থ্যভঙ্গ—শরীর অসুস্থ বা রোগা হওয়া, সুস্থতা-নাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বাস্থ্যরক্ষা—শরীরকে নীরোগ বা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় রাখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বাস্থ্যহানি—সুস্থতা-নাশ, স্বাস্থ্যভঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [৩য়াতৎ। বিণ।

স্বাস্থ্যহীন—রোগা, অসুস্থ; ভগ্নস্বাস্থ্য।

স্বাহা—১। দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতপ্রদান; তদ্দানের মন্ত্র। সু (সুন্দরভাবে)—আ—হ্বে (আহ্বান করা)+ড করণবা+স্ত্রী আপ্; কিংবা, স্বদ্ (আস্বাদন করা)+ড করণবা (দ-স্থানে হ)। অব্য। ২। দক্ষরাজের কন্যা, অগ্নিদেবের ভার্য্যা; মাতৃকাবিশেষ। সু—আ—হ্বে+ড কর্ম্মবা+আপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বাহানাথ, -পতি, -প্রিয়—অগ্নি।

স্বাহাভুক্ (-ভুজ্)—দেবতা। উপতৎ; স্বাহা—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

স্বিন্ন—স্বেদযুক্ত, ঘর্ম্মযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত; আর্দ্র; পক্ব; ক্লিন্ন। স্বিদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

স্বিন্নকায়, -দেহ—১। ঘর্ম্মাক্তকলেবর, যাহার শরীর ঘামিয়াছে এমন। স্বিন্ন কায়, দেহ যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ঘর্ম্মাক্ত শরীর। কর্ম্মধা। বি; পুং, পুং বা ক্লীব।

স্বীকার—অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা; পরিগ্রহ; প্রতিগ্রহ, গ্রহণ; আয়ত্তীকরণ; বশীকরণ। স্ব (আপন)+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—স্বীকার্য্য, স্বীকৃত।

স্বীকারোক্তি—স্বীকারসূচক বাক্য। স্বীকারের উক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বীকার্য্য(র্য)—যাহা অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে বা লওয়া উচিত এমন। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)—কৃ+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—স্বীকার, স্বীকৃতি।

স্বীকৃত—সম্মত; অঙ্গীকৃত; পরিগৃহীত; প্রতিগৃহীত, গৃহীত; আয়ত্তীকৃত। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)—কৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—স্বীকার, স্বীকৃতি।

স্বীকৃতি—স্বীকার। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)—কৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—স্বীকার্য্য, স্বীকৃত।

স্বীয়—নিজ, স্বকীয়, আপনার, আত্মীয়। স্ব+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

স্বীয়া—১। নায়িকাবিশেষ, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা নায়িকা। বি; স্ত্রী। ২। স্বকীয়া। স্বীয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্বেচ্ছা—আপন ইচ্ছা, যদৃচ্ছা, স্বচ্ছন্দ। স্ব-র ইচ্ছা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বেচ্ছাকৃত—নিজের ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত। স্বেচ্ছায় কৃত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

স্বেচ্ছাক্রম—নিজের ইচ্ছা। স্বেচ্ছার ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ক্রি-বিণ—স্বেচ্ছাক্রমে।

স্বেচ্ছাচার—নিজবাসনারূপ কার্য্যকরণ; স্বাধীনতা; অবাধ্যতা। স্বেচ্ছা—চর্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ,—চারী (-চারিন্)।

স্বেচ্ছাচারিণী—আপন ইচ্ছামত কার্য্যকারিণী; অবাধ্যা; স্বাধীনা, স্বৈরিণী। স্বেচ্ছাচারিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্বেচ্ছাচারিতা—স্বাধীনতা; উচ্ছৃঙ্খলতা; অবাধ্যতা। স্বেচ্ছাচারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—চারী (-চারিন্)।

স্বেচ্ছাচারী (-চারিন্)—স্বাধীন, যে আপন ইচ্ছানুরূপ আচরণ করে এমন; অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল। স্বেচ্ছা—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—চারিণী। বি,—চারিতা।

স্বেচ্ছাধীন—স্বাধীন; আপন ইচ্ছানুযায়ী; স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তী। স্বেচ্ছার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

স্বেচ্ছানুবর্ত্তি(র্তি)তা—স্বেচ্ছাচার, নিজের ইচ্ছামত চলা; অবাধ্যতা। স্বেচ্ছানুবর্ত্তিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,—বর্ত্তী (-বর্ত্তিন্)।

স্বেচ্ছানুবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), -বর্ত্তী—অবাধ্য,

স্বাধীন। উপতৎ; স্বেচ্ছা—অনু—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,–বর্তিনী। বি,–বর্তিতা।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত—নিজের ইচ্ছা দ্বারা প্রবর্তিত; নিজের ইচ্ছায় প্রবৃত্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত—আপন ইচ্ছানুসারে নিযুক্ত। স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

স্বেচ্ছামৃত্যু—১। আপন ইচ্ছায় মরণ। স্বেচ্ছায় মৃত্যু, সুপ্‌সুপা। ২। ভীষ্ম। স্বেচ্ছায় মৃত্যু যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

স্বেচ্ছাসেবক—আপন ইচ্ছায় বিনা বেতনে সেবাকারী (volunteer). স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। স্ত্রী,–সেবিকা।

স্বেদ—১। ঘর্ম, ঘাম; ক্লেদ; তাপ; বাষ্প, উষ্মা। স্বিদ্‌ (ঘর্মাক্ত হওয়া ইত্যাদি)+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। ২। গরম বাষ্পের ভাপ্‌রা; সেক। বাং প্র। বি।

স্বেদজ—ঘাম হইতে উৎপন্ন, উষ্মজাত। উপতৎ; স্বেদ—জন্‌+ড কর্তৃবা। বিণ।

স্বেদন—স্বেদ, ঘর্ম; ঘর্মজনন, ঘর্মোৎপত্তি; ঘর্মনিঃসারণ; ভাপ্‌রা দেওয়া। স্বিদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্বেদনিকা—লৌহময় পাকপাত্র; ভর্জনপাত্র। স্বিদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণবা+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

স্বেদনী—লৌহময় পাকপাত্র। স্বেদি+অনট্‌ করণবা+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

স্বেদস্রুতি, -স্রাব—ঘাম বাহির হওয়া; ঘর্ম নিঃসরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

স্বেদাপ্লুত, স্বেদার্দ্র—ঘামে ভিজা। স্বেদ দ্বারা আপ্লুত, আর্দ্র, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বেদিত—ঘামযুক্ত। স্বেদ+ইতচ্‌ যুক্তার্থে। বিণ।

স্বৈর—১। স্বাধীন, আত্মবশ, স্বচ্ছন্দ,; মন্দ, জড়। স্ব—ঈর্‌+অচ্‌ কর্তৃবা (নিপা)। বিণ। ২। স্বেচ্ছাধীনতা, যথেচ্ছাচার। স্ব—ঈর্‌+অচ্‌ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্বৈরচার, স্বৈরাচার—স্বেচ্ছাচার, যদৃচ্ছা ব্যবহার, যথেচ্ছাচার। স্বৈর—চর্‌, আ—চর্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং। বিণ,–চারী (-চারিন্‌)।

স্বৈরচারপরায়ণ, স্বৈরাচারপরায়ণ—স্বেচ্ছাচারী; ব্যভিচারী; অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল। স্বৈরচার, স্বৈরাচার পরায়ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্বৈরচারিণী, স্বৈরাচারিণী—স্বেচ্ছাচারিণী; ব্যভিচারিণী। স্বৈরচারিন্‌, স্বৈরাচারিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

স্বৈরচারিতা, স্বৈরাচারিতা—স্বেচ্ছাচারিতা; ব্যভিচারিতা। স্বৈরচারিন্‌, স্বৈরাচারিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ,–চারী (-চারিন্‌)।

স্বৈরচারী (-চারিন্‌), **স্বৈরাচারী** (-চারিন্‌)—স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল। উপতৎ; স্বৈর—চর্‌ (গমন করা), আ—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,–চারিণী।

স্বৈরতা, স্বৈরিতা—স্বাধীনতা, যথেচ্ছাচারিতা। স্বৈর, স্বৈরিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—স্বৈরী (-রিন্‌)।

স্বৈরিণী—স্বেচ্ছাচারিণী; অবাধ্যা; ব্যভিচারিণী, চতুঃপুরুষগামিনী। স্বৈরিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

স্বৈরিতা—'স্বৈরতা' দ্রঃ।

স্বৈরিন্ধ্রী—পরগৃহবাসিনী শিল্পকারিণী রমণী। স্বৈর (স্বাচ্ছন্দ্য)—ধৃ+ক কর্তৃবা+ঈপ্‌ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

স্বৈরী (স্বৈরিন্‌)—স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য। স্ব—ঈর্‌+ণিন্‌ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—স্বৈরিণী। বিণ—স্বৈরিতা।

স্বোদরপূর্তি(র্ত্তি)—নিজের পেট ভরা; নিজের স্বার্থসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,–পূরক।

স্বোপার্জ্জি(র্জি)ত—নিজের অর্জ্জিত। স্ব কর্তৃক উপার্জ্জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্ময়—গর্ব, অহঙ্কার, ঈষৎ হাস্য। স্মি+অচ্‌ ভাববা। বি; পুং।

স্মর—১। কামদেব। স্মৃ (স্মরণ করা)+অপ্‌ কর্মবা। ২। স্মরণ। স্মৃ+অপ্‌ ভাববা। বি; পুং। ৩। স্মরণকর্তা। ('জাতিস্মর')। স্মৃ+অচ্‌ কর্তৃবা। বিণ।

স্মরই—স্মরণ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

স্মরকূপক, স্মরকূপিকা, স্মরগৃহ—যোনি, স্ত্রীচিহ্ন। স্মরের (কামদেবের) কূপ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে কন্‌ তুল্যার্থে; ২য় পক্ষে স্ত্রী আপ্‌; স্মরের গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী, ক্লীব।

স্মরগরল—কামবিষ; উৎকট কাম। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [বি; পুং।

স্মরগুরু—শ্রীবিষ্ণু; কন্দর্পের পিতা। ৬ষ্ঠীতৎ।

স্মরণ—ধ্যান, চিন্তা; স্মৃতি, মনে করা, মনে থাকা, পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান। স্মৃ+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বি।—স্মরণীয়, স্মৃত।

স্মরণশক্তি—মনে রাখিবার ক্ষমতা; স্মৃতিশক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্মরণাতীত—যে পর্যন্ত মনে করা যায় তাহারও পূর্ববর্তী, স্মৃতির অতিরিক্ত। স্মরণকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

স্মরণীয়—মনে রাখিবার মত, স্মর্তব্য। স্মৃ+অনীয় কর্মবা। বিণ। বি—স্মরণ, স্মৃতি।

স্মরদশা—মদনাবস্থা, কামদশা; নয়নের প্রীতি, মনের আসক্তি; সঙ্কল্প অনিদ্রা ক্ষীণতা বিষয়বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য লজ্জানাশ উন্মাদ মূর্চ্ছা ও মৃত্যু—এই দশ দশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্মরপ্রিয়া—রতি, কামপত্নী। স্মরের (কামদেবের) প্রিয়া (পত্নী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্মরহর, স্মরারি—শিব। উপতৎ; স্মর (কামদেব)—হৃ+অচ্‌ কর্তৃবা; স্মরের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্মরা—মনে করা; স্মরণ করা ("সশঙ্কে লঙ্কেশ বীর স্মরিলা শঙ্করে"—মাইকেল)। কবিপ্র। ক্রি।

স্মরাঙ্কুশ—নখর, নখ; নায়ক; লম্পট। স্মরের (কামদেবের) অঙ্কুশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্মরাসব—লালা, থুথু। স্মরের (কামদেবের) আসব (মদ্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্মর্ত্ত(র্ত)ব্য—স্মৃতিযোগ্য, স্মরণীয়। স্মৃ (স্মরণ করা)+তব্য কর্মবা। বিণ।

স্মারক—স্মৃতিজনক, যে মনে করাইয়া দেয় এমন। স্মৃ+ণিচ্‌ (=স্মারি, স্মরণ করান)+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—স্মারিকা।

স্মারকলিপি—যে চিঠি বা লেখা দেখিয়া কোন কিছু মনে পড়ে তাহা, কোন বিষয় মনে করাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র (memorandum). কর্মধা। বি; স্ত্রী।

স্মারণ—মনে করাইয়া দেওয়া। স্মৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—স্মারিত।

স্মারিত—যাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে বা হয় এমন। স্মৃ+ণিচ্‌ (=স্মারি, স্মরণ করান)+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—স্মারণ।

স্মার্ত্ত(র্ত)—১। স্মৃতিসম্বন্ধীয়; স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত। বিণ। স্ত্রী—স্মার্ত্তী। ২। স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। স্মৃতি+অণ্‌ জ্ঞাতার্থে, অধীতার্থে। বি; পুং।

স্মিত—১। ঈষৎ হাস্য। স্মি (ঈষৎ হাস্য করা)+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। ২। হসিত; বিস্মিত; বিকসিত। স্মি+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

স্মিতবদন, -মুখ—১। সহাস্য বদন। কর্মধা। বি; ক্লীব। ২। সহাস্যবদনযুক্ত। বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,–বদনা, –মুখা, –মুখী।

স্মিতানন—১। সহাস্যবদন। কর্মধা। বি; ক্লীব। ২। সহাস্যবদনযুক্ত। স্মিত আনন যাহার, বহুব্রী। বিণ।

স্মৃত—স্মরণের বিষয়, যাহার স্মরণ হইয়াছে এমন। স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—স্মরণ, স্মৃতি।

স্মৃতি—১। স্মরণ, পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান। স্মৃ+ক্তি ভাববা। ২। মনু প্রভৃতি মুনিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসংহিতা; ভান; বুদ্ধি; ইচ্ছা। স্মৃ+ক্তি কর্মবা। বি; স্ত্রী। বিণ—স্মরণীয়, স্মৃত, স্মর্তব্য।

স্মৃতিচিহ্ন, -নিদর্শন—যাহা দেখিলে কোন কিছু মনে পড়ে এমন বস্তু। স্মৃতিজনক চিহ্ন, নিদর্শন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্মৃতিপট—স্মরণরূপ আলেখ্য; যাহাতে কোন কিছু অঙ্কিত থাকে। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্মৃতিপথ—স্মরণমার্গ; যে সকল বস্তু মনে উদিত হইতেছে তাহাদের পরম্পরা। রূপক কর্ম্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্মৃতিবার্ষিকী—কোন ঘটনা ঘটিবার তারিখে প্রতি বৎসরে অনুষ্ঠিত উৎসব। ৬ষ্ঠী-তৎ। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

স্মৃতিবিভ্রম—স্মরণশক্তির বিপর্য্যয়, কোন কিছু ঠিক মনে করিতে না পারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বিরুদ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

স্মৃতিবিরুদ্ধ—ধর্ম্মশাস্ত্রের বিপরীত। স্মৃতির

স্মৃতিভ্রংশ—স্মরণশক্তির লোপ, বিস্মৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ বা ৫মীতৎ। বি; পুং।

স্মৃতিমন্দির—মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার্থ নির্ম্মিত মন্দির। স্মৃতিজনক মন্দির, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

স্মৃতিমান্ (-মৎ)—স্মরণযুক্ত, স্মরণকারী; তীক্ষ্মস্মৃতিশক্তিসম্পন্ন। স্মৃতি (স্মরণ) + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মতী।

স্মৃতিরক্ষা—যাহাতে কোন বস্তু বা ব্যক্তির বিষয় লোকের মনে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্মৃতিশক্তি—মনে রাখিবার ক্ষমতা, স্মরণ-শক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্মৃতিশাস্ত্র—মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত প্রভৃতি-কৃত ব্যবস্থা ও নিয়ম-জ্ঞাপক শাস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্মৃতিস্তম্ভ—মৃত ব্যক্তি বা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত স্তম্ভ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

স্মের—ঈষৎ হাস্যযুক্ত; বিকসিত; স্পষ্ট, স্ফুট, ফুট। স্মি (ঈষৎ হাস্য করা) + র কর্ত্তৃবা, শীলার্থে।

স্মেরমুখ—স্মিতমুখ (তাহা দ্রঃ)।

স্মেরানন—স্মিতানন (তাহা দ্রঃ)।

স্যন্দন—রথ; বায়ু; বৃক্ষবিশেষ, তিনিশ-বৃক্ষ। স্যন্দ্ + অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। ক্ষরণ; গতি, গমন; বেগ। স্যন্দ্ + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—স্যন্দিত।

স্যন্দনী, স্যন্দিনী—১। লালা, মুখজাত জল। স্যন্দ্ + অনট্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্; স্যন্দ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। ২। গাভী; যমজ বৎস প্রসব করে এরূপ গাভী। স্যন্দ্ + অন্তর্ভূত ণিচ্ + অনট্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্; পক্ষে ণিন্ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্যন্দী (স্যন্দিন্)—ক্ষরণশীল; গমনশীল। স্যন্দ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—স্যন্দিনী।

স্যাঁৎসেঁতে—ভিজা ভিজা। স্যাঁৎসেঁত (অনুকার অব্যয়) + এ (<ইয়া)। বিণ।

স্যূত—বোনা; সেলাই-করা; রিপু-করা; সূতা-বসান; গ্রথিত। সিব্ (সেলাই করা) + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—স্যূতি।

স্যূতি—১। তন্তুসন্তান, বোনা; সেলাই করা। সিব্ + ক্তি ভাববা। ২। বংশ, সন্ততি; থলিয়া। সিব্ + ক্তি কর্ম্মবা। বি; স্ত্রী।

স্রংসন—অধঃপতন, স্খলন; বিশ্লেষ, বিচ্যুতি। স্রন্স্ (পতিত হওয়া) + অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

স্রংসী (স্রংসিন্)—অধঃপতনশীল; চ্যুতিশীল; স্খলিত, ভ্রষ্ট, পতিত। স্রন্স্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—স্রংসিনী।

স্রক্ (স্রজ্)—মালা, হার। সৃজ্ + কিপ্ কর্ম্মবা (সৃজ্-স্থানে 'স্রজ্')। বি; স্ত্রী।

স্রগ্ধর—মাল্যধারী। স্রকের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। [স্রগ্ধর + আপ্। বি; স্ত্রী।

স্রগ্ধরা—একবিংশত্যক্ষরপাদকচ্ছন্দোবিশেষ।

স্রব, স্রবণ—১। পতন, গলন; ক্ষরণ। স্রু + অপ্, অনট্ ভাববা। ২। উৎস, ফোয়ারা। স্রু + অপ্, অনট্ অপাবা। বি; পুং, ক্লীব।

স্রবন্তী—১। নদী, নির্ঝরিণী; গুল্মস্থান; ওষধিভেদ। স্রু + অন্তি কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষরণশীলা। স্রু + শতৃ কর্ত্তৃবা + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্রবি—গলিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

স্রবে—গলিত হয়, প্রবাহিত হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। [বিণ।

স্রষ্টব্য—সৃষ্টিযোগ্য। সৃজ্ + তব্য। কর্ম্মবা।

স্রষ্টা (স্রষ্টৃ)—১। বিধাতা, ব্রহ্মা; মহাদেব, শিব। বি; পুং। ২। সৃষ্টিকর্ত্তা। সৃজ্ (সৃষ্টি করা) + তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—স্রষ্ট্রী।

স্রস্ত—চ্যুত, ক্ষরিত; বিগলিত; স্থানভ্রষ্ট; বিযুক্তীকৃত; শিথিল। স্রন্স্ + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—স্রংস, স্রংসন।

স্রাব—ক্ষরণ, গলন, পতন; ভ্রংশ। স্রু + ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—স্রুত।

স্রাবক—১। ক্ষরণশীল, যাহা ক্ষরিত হয় এমন; যাহা ক্ষরণ করায় এমন। স্রু অথবা স্রু + ণিচ্ + ণক কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—স্রাবিকা। ২। মরিচ। স্রাবি + ণক কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

স্রুক্ (স্রুচ্), **স্রুচা**—যজ্ঞের অগ্নিতে ঘৃতের আহুতি দিবার কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। স্রু + চিক্ করণবা; পক্ষে + আপ্। বি; স্ত্রী।

স্রুত—গলিত, ক্ষরিত, পতিত। স্রু + ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি,—স্রাব, স্রুতি।

স্রুতি—নিস্যন্দ, ক্ষরণ, গলন; পতন। স্রু + ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—স্রুত।

স্রুব, স্রুবা—যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত-প্রক্ষেপণার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, স্রুক, কাঠের হাতা। স্রু + ক করণবা; পক্ষে + আপ্। বি; পুং; স্ত্রী।

স্রেফ—'সেরেফ' দ্রঃ।

স্রোত, স্রোতঃ (স্রোতস্)—১। জলপ্রবাহ। স্রু + তস্, অসচ্ কর্ত্তৃবা (ত-আগম)। ২। ইন্দ্রিয়। স্রু + তস্, অসচ্ অপাবা। বি; ক্লীব।

স্রোতস্বতী, -স্বিনী—১। নদী। বি; স্ত্রী। ২। স্রোতোযুক্তা। স্রোতস্ + মতুপ্, বিন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্রোতস্বান্ (-স্বৎ), **স্রোতস্বী** (-স্বিন্)—স্রোতোবিশিষ্ট। স্রোতস্ + মতুপ, বিন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—স্বতী, —স্বিনী।

স্রোতোজল—প্রবাহবিশিষ্ট জল। স্রোতের ('স্রোতস্'-শব্দ) জল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

স্রোতোবহা—নদী। স্রোতস্—বহ্ + অচ্ কর্ত্তৃবা + আপ্। বি; স্ত্রী।

স্রোতোবেগ—স্রোতের প্রবলতা; জল-ধারার দ্রুতগতি। স্রোতের ('স্রোতস্'-শব্দ) বেগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্রোতোহীন—প্রবাহশূন্য, স্থির। স্রোত ('স্রোতস্'-শব্দ) দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

[হ]

হ—১। ত্রয়স্ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়; ইহা ঘোষবৎ ও উষ্মবর্ণ]। ২। শ্রীবিষ্ণু; শিব; জল; শূন্য। বি; পুং। ৩। আহ্বান; অস্ত্রশস্ত্র। হা+ক কর্তৃবা, কিংবা, হন্ (বধ করা)+ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব। ৪। সম্বোধন। ৫। অবিশ্বাস-সূচক শব্দ; হাঁ, হ্যাঁ। বাং প্র। ৬। যদিও; তবুও; এবং। প্রাঃ কবিপ্র। ৭। "অ" এবং "ও" এই দুই বর্ণের মহাপ্রাণ উচ্চারণ ("সেহ পলায় ভয়েতে"—কাশীরাম)। কবিপ্র। অব্য।

হইতে—অপেক্ষা, চেয়ে; থেকে; অবধি। বাং প্র। অব্য।

হইয়া—১। হইবার পর। অসক্রি। ২। মধ্য দিয়া (via—যেমন 'কলিকাতা—')। বাং প্র। অব্য।

হওয়া—ঘটা; জমা; পর্য্যাপ্ত হওয়া; শেষ হওয়া; বিদ্যমান থাকা; প্রতিনিধিরূপে থাকা; অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া; সম্বন্ধযুক্ত হওয়া। বাং ক্রি। **হচ্ছে হবে করা**—কোন কাজ নিয়া গড়িমসি করা বা দেরী করা। **হয় হয় করা**—কাহারও কথায় সায় দিয়া যাওয়া। [প্রাঃ কবিপ্র—**হৈঞা**—হৈয়া। **হোই**—হইয়া। **হোয়ত**—হয়। **হোয়ব**—হইবে। **হোয়ল**—হইল।]

হংস—১। হাঁস; তপস্বী। হন্ (বধ করা)+স কর্ম্মবা। ২। শ্রীবিষ্ণু; ব্রহ্মা; শিব; সূর্য্য; পরমাত্মা; পরমব্রহ্ম; অশ্ব; মাৎসর্য্য; মহিষ; গূঢ়মন্ত্রবিশেষ, অজপামন্ত্ররূপবর্ণ; নির্লোভ যতি; নরপতি; গুরু; পর্ব্বত; বৎসর; (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান। হন্ (গমন করা, নাশ করা)+স কর্তৃবা। ৩। ভেষজ। হন্+অচ্ কর্তৃবা (সুক্-আগম)। বি; পুং।

হংসক—১। পাদাভরণবিশেষ, পাঁইজোর, মল, নূপুর। হংস—কৈ (প্রকাশ করা)+ক কর্তৃবা। ২। হংস; রাজহংস; বাদ্যের তালবিশেষ। হংস+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

হংসগামিনী—হাঁসের মত হেলিয়া দুলিয়া গমনকারিণী নারী; ব্রহ্মাণীদেবী। উপতৎ; হংস—গম্+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হংসডিম্ব—হাঁসের ডিম। হংসীর ডিম্ব, ৬ষ্ঠীতৎ (পুংবদ্ভাব)। বি; পুং।

হংসনাদিনী—পরমা সুন্দরী স্ত্রী (যাহার মধ্যভাগ ক্ষীণ, নিতম্বদেশ বিপুল, গমন হস্তীর ন্যায়, স্বরও কোকিলের ন্যায়)। উপতৎ; হংস—নদ্ (শব্দ করা)+ণিন্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হংসবাহন, -রথ—ব্রহ্মা, প্রজাপতি। হংস বাহন, রথ যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

হংসারূঢ়—ব্রহ্মা। হংসকে আরূঢ়, ২য়াতৎ; বা, হংসে আরূঢ়, ৭মীতৎ। বি; পুং।

হংসী—স্ত্রী-হংস; ছন্দোবিশেষ। হংস+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হক—১। যথার্থ, ন্যায্য। বিণ। ২। স্বত্ব। আর্বী। বি। [কর্ম্মধা। বি।

হককথা—উচিত কথা, খাঁটি সত্য বিষয়।

হকদার—ন্যায্য পাওনাদার। আর্বী। বিণ। বি, —দারী।

হকার—১। হ এই বর্ণ। হ+কার স্বার্থে। বি; পুং। ২। ফেরিওয়ালা। ইং hawker. ৩। আহ্বান। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

হকি, হকী—একপ্রকার খেলা, যষ্টি দ্বারা বল খেলাবিশেষ। ইং hockey. বি।

হকিকৎ—সত্যতা; সত্য বিবরণ। আর্বী। বি। [বি।

হকিয়ৎ—স্বত্বসাব্যস্তের মোকদ্দমা। আর্বী।

হকী—'হকি' দ্রঃ।

হজ, হজ্জ—মুসলমানদের মক্কাতীর্থে গমন ও তথায় তীর্থকৃত্য-সমাপন। আর্বী 'হজ্জ্'-শব্দ। বি।

হজম—পরিপাক; আত্মসাৎ করা। আর্বী। বি। **অপমান হজম করা**—অপমানিত হইয়া চুপ করিয়া যাওয়া। **কথা হজম করা**—গোপনীয় কথা কাহারও নিকট না বলিয়া থাকা। [অর্থে। বিণ।

হজমী—পরিপাকজনক। হজম+ঈ কারক

হজরত—প্রভু; মহাপুরুষ; পীর। আর্বী। বি বা বিণ।

হর্জ্জ—'হজ' দ্রঃ।

হজ্জত—তর্কবিতর্ক; ঝগড়া। আর্বী। বি।

হট্—অবিবেকিতা; শীঘ্রতা। বাং প্র। অব্য। **হট্ হট্ করিয়া চলা**—টো টো করিয়া চলা; অশোভন ভাবে ইতস্ততঃ চলা। **হটর হটর করিয়া চলা**—গাড়ী ইত্যাদির হট্ হট্ শব্দ করিয়া দীর্ঘপথ চলা।

হটা, হঠা—পশ্চাৎ গমন করা; পরাস্ত হওয়া; নিরস্ত হওয়া। বাং ক্রি।

হটান—পরাস্ত করা; নিরস্ত করা; পিছনে যাইতে বাধ্য করা। বাং ক্রি।

হট্ট—ক্রয়বিক্রয়স্থান, হাট। হট্ (দীপ্তি পাওয়া)+ট কর্তৃবা। বি; পুং।

হট্টগোল—কোলাহল, হৈ-চৈ। হট্টোচিত গোল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।

হট্টবিলাসিনী—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী।

হট্টমন্দির—(ব্যঙ্গার্থে) বাজারের চালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হঠ—১। বলপ্রয়োগ; বলাৎকার; লুঠ; প্রসভ; পশ্চাদ্গতি। হঠ্+ঘ করণবা। বি; পুং। ২। অবিবেচনা; উপেক্ষা; বিবাদ; পরাজয় ("মদন কৌতুকী দিয়ে হঠ নাহি মান"—বিদ্যাপতি); বলের সহিত অনুষ্ঠিত ("হঠ পরিরম্ভণে নহি নহি বোল"—বিদ্যাপতি)। প্রাঃ কবিপ্র। বি বা বিণ।

হঠকারিতা—অবিমৃষ্যকারিতা, অবিবেকিতা। হঠকারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, —কারী (—কারিন্)।

হঠকারী (-রিন্)—অবিবেকী, অবিমৃষ্যকারী; গোঁয়ার। উপতৎ; হঠ—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —কারিণী। বি, —কারিতা।

হঠবন্দীকরণ—বলপূর্ব্বক কারারুদ্ধ করা। হঠ (বল) দ্বারা বন্দীকরণ, সুপ্সুপা। বি; ক্লীব।

হঠযোগ—নেতি ধৌতি বস্তি প্রভৃতি কৃচ্ছ্র-সাধ্য যোগ-প্রক্রিয়া। হঠসম্পাদ্য যোগ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

হঠাৎ—অকস্মাৎ, দৈবাৎ, আচম্বিৎ; সহসা। হঠ+৫মী ১ব স্থানে আৎ। ক্রি-বিণ। অব্য।

হঠাৎকার—হঠকারিতা। হঠাৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। [বাং ক্রি।

হঠান—পরাস্ত করা, পরাভূত করা।

হড়কা—১। পিচ্ছিল। বিণ। ২। ঝট্‌কা টান। বাং প্র। বি।

হড়কান—পিছলাইয়া যাওয়া। বাং ক্রি।

হড়বড়—ব্যস্ততা। বাং প্র। অব্য।

হড়বড়ে—ব্যস্ততাপরায়ণ, ব্যস্তবাগীশ। হড়বড়+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

হড়হড়ে—পিচ্ছিল; গড়াইয়া যাইবার ভাব-যুক্ত। হড়হড় (পিচ্ছিলতার ভাবপ্রকাশ)+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

হড়িক, হড্ডিক—হাড়িজাতি, ঝাড়ুদার। হড্+ইকক্ কর্তৃবা (নিপা)। বি; পুং।

হড্ড—অস্থি, হাড়। হড্+ড কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

হড্ডিক—'হড়িক' দ্রঃ। [স্ত্রী।

হণ্ডা—হাঁড়ি। হন্+ড কর্তৃবা+আপ্। বি;

হণ্ডিকা, হণ্ডী—মৃৎপাত্রবিশেষ, হাঁড়ী।

হতা+কন্ স্বার্থে+আপ্; হতা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হত—১। বিনাশপ্রাপ্ত, বিনষ্ট; ব্যাহত, প্রতিহত; গুণিত; কুৎসিত; তুচ্ছ; দগ্ধ; মন্দ ('হতভাগ্য')। হন্ (বধ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—হত্যা, হনন, বধ। ২। হনন; গুণন। হন্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

হতক—নীচ; ভীরু, কাপুরুষ; নষ্টপ্রায়; মৃত; হতভাগ্য। হত+কন্ স্বার্থে, সদৃশার্থে। বিণ। স্ত্রী—হতিকা।

হতচেতন—সংজ্ঞাশূন্য, মূর্চ্ছাগত, মূর্চ্ছিত। হতা চেতনা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হতচ্ছাড়া—হতভাগ্য, পাজি; লক্ষ্মীছাড়া। 'হতশ্রী'-শব্দজ। বিণ।

হতজীবিত—মৃত, গতাসু। হত জীবিত (প্রাণ) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হতজ্ঞান—জ্ঞানশূন্য, জ্ঞানহারা। হত জ্ঞান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হতপ্রভ—প্রভাশূন্য, নষ্টপ্রভ। হতা প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হতপ্রায়—প্রায় নিহত; নষ্টপ্রায়। প্রায় হত, সুপ্‌সুপা, অথবা, হতের তুল্য, নিত্য-সমাস। বিণ।

হতবল—১। বলহীন; নষ্টশক্তি। হত বল যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। লুপ্তশক্তি, বিনষ্ট বল। কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

হতবুদ্ধি—স্তম্ভিত, জ্ঞানহারা, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়; ভ্যাবাচেকা। হতা বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হতভম্ব—হতবুদ্ধি। বাং প্র। বিণ।

হতভাগা—ভাগ্যহীন; পোড়াকপালে; গালিবিশেষ। হত ভাগ (ভাগ্য), কর্ম্মধা+আ বিশিষ্টার্থে। বাং প্র। বিণ। স্ত্রী,—ভাগী, —ভাগিনী।

হতমান—অবমানিত, যাহার সম্মান নষ্ট হইয়াছে এমন। হত হইয়াছে মান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হতশ্রদ্ধ—বীতশ্রদ্ধ, যাহার শ্রদ্ধা দূর হইয়াছে এমন। হতা শ্রদ্ধা যাহার, বহুব্রী। বিণ। বি —হতশ্রদ্ধা (অশ্রদ্ধা')।

হতশ্রী—শোভাশূন্য, শ্রীহীন। হতা শ্রী যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হতাদর—১। যাহার প্রীতি বা আদর নষ্ট হইয়াছে এমন; অনাদৃত। হত আদর যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বিণ। ২। অসম্মান, অনাদর, অমর্য্যাদা। হত (বিনষ্ট) আদর, কর্ম্মধা। বি; পুং।

হতাশ—বিগতাশ, আশারহিত; নির্দ্দয়; দুষ্ট; নিষ্ফল, বন্ধ্য; দুর্ব্বল। হতা (বিনষ্টা) আশা (আকাঙ্ক্ষা) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হতাশা—নৈরাশ্য। হতা আশা, কর্ম্মধা।

হতাশ্বাস—১। সান্ত্বনাশূন্য; নিরাশ। হত আশ্বাস যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নৈরাশ্য। হত আশ্বাস, কর্ম্মধা। বি; পুং।

হতি—বধ, হনন; ব্যাঘাত; অপকর্ষ; গুণন। হন্ (বধ করা)+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী। বিণ—হত।

হতে—১। হইতে, থেকে। অব্য। ২। ঘটিতে। অস-ক্রি। **হতে কর্তে**—আগা গোড়া কাজ শেষ হইতে। **হতে পারে**—সম্ভবতঃ।

হতোদ্যম—১। নিরুৎসাহ, ভগ্নোৎসাহ। হত উদ্যম যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। নষ্ট উৎসাহ। কর্ম্মধা। বি; পুং।

হতোঽস্মি—(পুরুষের উক্তি) আমি হত হইলাম। হতঃ (অর্থাৎ বিনষ্ট)+অস্মি (হইলাম)। ক্রিয়াপদ। স্ত্রীর উক্তি—হতাস্মি।

হত্যা—১। বধ, হনন; বিনাশ, হিংসা। হন্ (বধ করা)+ক্যপ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—হত। ২। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বা প্রত্যাদেশ-লাভের জন্য দেবতার মন্দিরে ধর্না ('—দেওয়া')। বাং প্র। বি।

হত্যাকাণ্ড—হত্যারূপ ব্যাপার; মানুষ খুন। কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।

হত্যাকারী (-রিন্)—ঘাতক; প্রাণনাশ-কারী। উপতৎ; হত্যা—কৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—কারিণী।

হত্যাপরাধ—বধজনিত পাপ; বধ করারূপ অপরাধ। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

হদিস—হিসাব; সন্ধান; পাত্তা; হজরত মোহাম্মদের উপদেশাবলী; মহম্মদীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র। আর্বী। বি।

হদ্দ—চূড়ান্ত; শেষ; সীমা; বড় জোর। আর্বী 'হদ্দ্'-শব্দজ। বি বা অব্য।

হদ্দমুদ্দ—বড় জোর। আর্বী। অব্য।

হনন—হত্যা, বধ, মারণ; আঘাত; সঙ্ঘর্ষণ। হন্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব। বিণ—হত।

হনহন—গমনের দ্রুততাবোধক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

হনু—হৈলাম। বাং ক্রি।

হনু, হনূ—১। গণ্ডদেশের উপরিভাগ, চোয়াল। হন্ (বধ করা)+উ কর্ম্মবা, পক্ষে উপ্। বি; পুং বা স্ত্রী, স্ত্রী। ২। রামায়ণ বর্ণিত মহাবীর হনুমান্। কবিপ্র। বি।

হনুমান্ (-মৎ), **হনূমান্** (-মৎ)—একশ্রেণীর বানর; শ্রীরামচন্দ্রের সেবক অঞ্জনাগর্ভজাত বানর। হনু, হনূ+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

হন্ত—খেদ; বিষাদ; অনুকম্পা, করুণা; সম্ভ্রম; বাক্যারম্ভ; হর্ষ। হন্+ত ভাববা। অব্য।

হন্তদন্ত—ব্যস্তসমস্ত। বাং প্র। বিণ।

হন্তব্য—বধযোগ্য, হননীয়। হন্ (বধ করা) +তব্য কর্ম্মবা। বিণ। বি—হত্যা, হনন।

হন্তা (হন্তৃ)—হননকর্তা, বধকারক, যে বধ করে। হন্+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—হন্ত্রী।

হন্তারক—প্রতিবন্ধক; বিঘ্নকারী; হত্যা-কারী। 'অন্তরায়'-শব্দজ। বি বা বিণ।

হন্দর—১। প্রায় ১ মণ ১৫ সের ওজন। ইং 'hundred-weight'-শব্দজ। ২। তাসখেলায় ক্রমিক তাসসমষ্টিবিশেষ। ইং 'hundred'-শব্দজ। বি।

হন্যমান—যাহাকে হনন (বধ) করা হইতেছে এরূপ। হন্ (বধ করা)+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।

হন্যা, হন্যে—ক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ ধাবমান; ক্ষিপ্ত; খুনী; যাহার খুন চাপিয়াছে এমন। 'হন্তা'-শব্দজ। বিণ। [বি।

হপ্তা—সপ্তাহ। ফার্সী 'হফ্‌তাহ্'-শব্দজ।

হব—১। হোম, যজ্ঞ। হু+অপ্ অধিবা, ভাববা। ২। আহ্বান; আজ্ঞা। হ্বে+অপ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। হইব। বাং ক্রি।

হবন—হোম, যজ্ঞ। হু+অনট্ অধিবা, ভাববা। বি; পুং। [ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হবনী—হোমকুণ্ড। হু+অনট্ অধিবা+

হবনীয়—১। যজ্ঞের উপযুক্ত, হোমযোগ্য। হু+অনীয় কর্ম্মবা। বিণ। ২। যজ্ঞার্থ বস্তু। হু+অনীয় করণবা। বি; ক্লীব।

হবিঃ (হবিস্), **হবি**—১। ঘৃত; হব্যঘৃত; হবনীয় দ্রব্যমাত্র; জল। হু (হোম করা)+ইস্ করণবা। ২। হোম। হু+ইস্ ভাববা। বি; ক্লীব।

হবিত্রী—হোমকুণ্ড, হবনী। হু (হোম করা)+ইত্র অধিবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হবির্ভুক্ (-ভুজ্)—অগ্নি; দেবতা। উপ-তৎ; হবিস্—ভুজ্+কিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

হবিষ্য—১। ঘৃতান্ন; নিরামিষ ঘৃতমিশ্রিত আতপান্ন। হবিস্ (ঘৃত)+যৎ যুক্তার্থে। ২। পক্বনবনীত, ঘৃত। হবিস্+যৎ হিতার্থে। বি। **হবিষ্য** (<হবিষ্যি) **করা**—ব্রতাদি উদ্‌যাপনে বা মহাগুরুনিপাতে হবিষ্যান্ন-ভোজন।

হবিষ্যান্ন—ঘৃতমিশ্রিত নিরামিষ আতপ-তণ্ডুলান্ন, হবিষ্যি ভাত। হবিষ্য অন্ন, কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

হবিষ্যাশী (-শিন্)—হবিষ্যান্ন ভোজনকারী। উপতৎ; হবিষ্য—অশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—শিনী।

হবু—যে হইবে এমন, ভাবী (would-be). বাং প্র। বিণ।

হবুচন্দ্র—প্রবাদোক্ত মূর্খ নৃপতিবিশেষ ('হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী')। বাং প্র। বি।

হবো-হবো—যাহা হইবার উপক্রম

হইয়াছে এমন; আসন্ন। বাং প্র। বি বা বিণ।

হব্য—১। ঘৃত, হবিঃ; চরু প্রভৃতি, ঘৃতাদি হবনীয় বস্তু, হোমার্থ দ্রব্য। হু (হোম করা) +যৎ করণবা। ২।-হোম। হু+যৎ ভাববা। বি; ক্লীব। ৩। হোমযোগ্য। হু+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

হব্যকব্য—দেবতা ও পিতৃপুরুষের জন্য পক অন্ন। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব।

হব্যপাক—১। হোমার্থ পক্ব বস্তু, চরু। হব্য (হবনীয় দ্রব্য)—পচ্ (পাক করা)+ঘঞ্ কর্ম্মবা। ২। হবনীয় বস্তুর পাকপাত্র। হব্য—পচ্+ঘঞ্ অধিবা। বি; পুং।

হব্যবাহ, -বাহন—অগ্নি, অনল, বহ্নি। হব্য (হবনীয় দ্রব্য)—বহ্ (বহন করা)+অণ্, বহ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

হব্যাশ—অগ্নি। উপতৎ; হব্য—অশ্ (ভক্ষণ করা)+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

হব্যাশন—অগ্নি। হব্য অশন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

হম্বা, হম্ভা, হম্মা—গোধ্বনি, গরুর ডাক, গরুর শব্দ। হম্—বা+অঙ্ ভাববা+আপ্; হম্ (অনুকরণ-শব্দ)—ভা+অঙ্ ভাববা+আপ্; হম্—মা+অঙ্ ভাববা +আপ্। বি; স্ত্রী।

হয়—১। ঘোড়া, অশ্ব, ঘোটক; ইন্দ্র; সপ্তসংখ্যা, সাত। হয়্ বা হি+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। দুইটি বৈকল্পিক শব্দের প্রথমটির পূর্ব্বে ব্যবহৃত শব্দ [পরের শব্দটির পূর্ব্বে 'নয়' বসান হয়]। বাং প্র। অব্য। **হয়কে নয় করা**—সত্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করা।

হয়গন্ধা—অশ্বগন্ধা; অজমোদা। হয়ের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহুব্রী+আপ্। বি; স্ত্রী।

হয়গ্রীব—দৈত্যবিশেষ; বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ, নৃসিংহ অবতার; রাজর্ষিবিশেষ। হয়ের (ঘোটকের) গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

হয়জ্ঞ—অশ্বশাস্ত্রবেত্তা; অশ্বপালক, সহিস। উপতৎ; হয়—জ্ঞা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

হয়ত, হয়তো—সম্ভবতঃ। বাং প্র। অব্য।

হ-য-ব-র-ল—১। বিশৃঙ্খলা। বি। ২। বিশৃঙ্খল; হতভম্ব। বাং প্র। বিণ।

হয়রান—ক্লান্ত; লাঞ্ছিত। আর্বী। বিণ।

হয়রানি—লাঞ্ছনা, ক্লান্তি; নাকালের হদ্দ। আর্বী। বি।

হয়শীর্ষ—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ; শালগ্রাম-মূর্ত্তি-বিশেষ। হয়ের শীর্ষের ন্যায় শীর্ষ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

হর—১। মহাদেব, শিব; অগ্নি; গর্দ্দভ; ভাজক অঙ্ক, ভগ্নাংশসম্বন্ধীয় রাশি যত সমান অংশে বিভক্ত হয় সেইগুলি (denominator). বি; পুং। ২। বহনকারক, যে লইয়া যায়; হরণকারী। হৃ (হরণ করা, লওয়া)+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। হরণ। হৃ+অপ্ ভাববা। ৪। ভাগ। হৃ+অপ্ কর্ম্মবা। বি; পুং। ৫। হরণকারী; উপশমকারী (কর্ম্ম-বাচক উপপদের পর—যেমন—সন্তাপহর)। হৃ+অচ্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হরা। ৬। অনেক; নানারকমের (হরকিসিম্); প্রত্যেক (হররোজ)। ফার্সী। বিণ।

হরকৎ—বাধা, প্রতিবন্ধক। আর্বী। বি।

হরকরা—পত্রাদিবাহক; চর, দূত। ফার্সী। বি।

হরকসম, -কিসিম—অনেক রকমের। আর্বী 'হর্‌কিস্‌ম্'-শব্দজ। বিণ।

হরখ—হর্ষ। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

হরখি—হৃষ্ট হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

হরগৌরী—১। অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ, শিব-পার্ব্বতীর মূর্ত্তিবিশেষ। হর অথচ গৌরী, কর্ম্মধা, অথবা, হরসহিতা গৌরী, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। শিব এবং পার্ব্বতী। হর এবং গৌরী, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

হরজ—ক্ষতি, লোকসান। ফার্সী। বি।

হরণ—১। অপহরণ, চুরি; গ্রহণ; বহন; ভাগকরণ। হৃ+অনট্ ভাববা। ২। ভুজ, বাহু। হৃ+অনট্ করণবা। ৩। যৌতুক-দান, গুরুদক্ষিণাদি-দান। হৃ+অনট্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব। বিণ—হৃত।

হরতন—লাল রঙের বোঁটাশূন্য পানের আকৃতিযুক্ত তাসের চিহ্ন। ওলন্দাজ 'harten'-শব্দজ। বি।

হরতাল—কোন কিছুর প্রতিবাদকল্পে কাজকর্ম্ম হাটবাজার প্রভৃতি বন্ধ করা। গুজরাটী শব্দ। বি।

হরদম—অনবরত, সর্ব্বদা। ফার্সী। অব্য।

হরনেত্র—১। শিবচক্ষুঃ, অর্দ্ধনিমীলিত এবং উর্দ্ধগততারকাযুক্ত চক্ষু; মৃতের বা মৃতপ্রায় ব্যক্তির চক্ষু। হরের নেত্র (চক্ষু), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সংখ্যাত্রয়। হরের নেত্র (অর্থাৎ নেত্র-সংখ্যা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হরফ—বর্ণমালার অক্ষর; পদাতিক। আর্বী 'হর্‌ফ্'-শব্দজ। বি।

হরবোলা—নানা পশুপক্ষীর শব্দ-অনু-করণে পটু ব্যক্তি। হর (অনেক) বোল (ভাষা) যাহার, বহুব্রী। বি।

হররা—আনন্দসূচক চীৎকার-ধ্বনিবিশেষ। ইং 'hurrah'-শব্দজ। বি।

হরষ—আহ্লাদ, হর্ষ। কবিপ্র। বি।

হরষিত—আনন্দিত, হৃষ্ট। কবিপ্র। বিণ।

হরা—হরণ করা, চুরি করা; ভাগ করা। বাং ক্রি।

হরি—১। শ্রীবিষ্ণু; মহাদেব; ব্রহ্মা; ইন্দ্র; যম; বায়ু; অগ্নি; সূর্য্য; চন্দ্র; সিংহ; অশ্ব; শুকপক্ষী; বানর; রশ্মি; কিরণ; পশু; হংস; সর্প; ভেক; কোকিল; ময়ূর; পৃথি-বীর নববর্ষের মধ্যে একটি বর্ষ; ভর্তৃহরি-পণ্ডিত। বি; পুং। ২। হরিৎবর্ণ; পিঙ্গল-বর্ণ; কপিলবর্ণ। হৃ+ই কর্ত্তৃবা। বিণ। ৩। হরণ করি বা করিয়া। কবিপ্র। ক্রি।

হরিকেলীয়—বঙ্গদেশ। হরি (বিষ্ণু)+কেলি (ক্রীড়া)+ঈয় আছে অর্থে। বি; পুং।

হরিকেশ—১। শিব। হরি (বিষ্ণু) ও ক (ব্রহ্মা), দ্বন্দ্ব; তদ্রূপী বা তৎসমন্বিত ঈশ (প্রভু), মধ্যপ কর্ম্মধা; অথবা হরি (পিঙ্গল-বর্ণ) কেশ যাহার, বহুব্রী। ২। যক্ষবিশেষ। হরিকেশ+অচ্ ভক্ত অর্থে। বি; পুং।

হরিগৃহ—১। হরিমূর্ত্তি-গৃহ; একচক্র; পুরী-বিশেষ। হরিযুক্ত গৃহ, মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। শ্রীবিষ্ণুর আলয়। হরির গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হরিচন্দন—১। দেবতরুবিশেষ। হরি (ইন্দ্র)—চন্দ্ (আহ্লাদিত করা)+অন কর্ত্তৃবা। ২। পীতবর্ণ সুগন্ধ কাষ্ঠবিশেষ, গোশীর্ষনামক শ্বেত চন্দন। হরি (কপিলবর্ণ) চন্দন, কর্ম্মধা; কিংবা, হরির (ইন্দ্রের) চন্দন, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, হরি (ভেক, তদাকারে পর্ব্বতভাগে জাতত্বহেতু)-সদৃশ চন্দন, অথবা, হরিপ্রিয় চন্দন, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। কুঙ্কুম; চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; পদ্মকেশর। হরির চন্দন (আহ্লাদ) যাহাতে, বহুব্রী; বা, হরিকে আহ্লাদিত করে যে এই বাক্যে উপতৎ; হরি—চন্দ্+অন কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব।

হরিজন—অস্পৃশ্য বর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাং প্র। বি।

হরিণ—মৃগ, কুরঙ্গ; শ্রীবিষ্ণু; শিব; সূর্য্য; হংস; জগতের ক্ষুদ্রতর বিভাগবিশেষ; পাণ্ডুবর্ণ। হৃ+ইনন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

হরিণনয়না, -লোচনা—মৃগাক্ষী, হরি-ণের ন্যায় আয়তনয়নবিশিষ্টা। হরিণের নয়নের, লোচনের ন্যায় নয়ন, লোচন যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

হরিণনর্ত্ত(র্ত)ক—কিন্নর, স্বর্গের গায়ক। হরিণসদৃশ নর্ত্তক (নৃত্যকারী), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

হরিণাক্ষী—মৃগনয়নতুল্য-নয়নবিশিষ্টা স্ত্রী; হটবিলাসিনী। হরিণের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহুব্রী (ষচ্ সমাসান্ত)+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

হরিণাঙ্ক—চন্দ্র, মৃগাঙ্ক। হরিণ অঙ্ক (চিহ্ন) বা অঙ্কে (ক্রোড়ে) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

হরিণাশ্ব—বায়ু; পৃষদশ্ব। হরিণ অশ্ব অর্থাৎ তৎসদৃশ বাহন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

হরিণী—১। মৃগী, কুরঙ্গী; পদ্মিনী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধা স্ত্রীর একবিধা স্ত্রী, চিত্রিণী স্ত্রী;

তরুণী; বরস্ত্রী; হরিদ্বর্ণা স্ত্রী; অপ্সরো-বিশেষ; ছন্দোবিশেষ; মঞ্জিষ্ঠা; স্বর্ণযূথী। হরিণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। হরিতবর্ণা, হরিদ্বর্ণা। হরিত+ঈপ্ (ত-স্থানে ন)। বিণ; স্ত্রী।

হরিৎ—১। নীল-লোহিত-মিশ্রিত বর্ণ, সবুজ-বর্ণ; বেগবান্ অশ্ব; সূর্য্য; সূর্য্যের অশ্ব; সিংহ; শ্রীবিষ্ণু। বি; পুং। ২। ঘাস, সবুজবর্ণ দুর্ব্বাদি। বি; পুং বা ক্লীব। ৩। দিক্; হরিদ্রা। বি; স্ত্রী। ৪। হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট। হৃ (লওয়া)+ইৎ কর্ত্তৃবা। বিণ।

হরিত—১। সবুজবর্ণ; সিংহ। বি; পুং। ২। সবুজবর্ণবিশিষ্ট। হৃ+ইতন্ কর্ত্তৃবা। বিণ।

হরিতক—হরিদ্বর্ণ তৃণ; শাক; বৃক্ষের পত্রাদি। হরিত (সবুজবর্ণ)+কন্ আছে অর্থে। বি; ক্লীব।

হরিতা—দূর্ব্বা; জয়ন্তী; কপিলদ্রাক্ষা; হরিদ্রা; নীলদূর্ব্বা। হরিত+আপ্। বি; স্ত্রী।

হরিতাল—১। পীতবর্ণ স্বনামপ্রসিদ্ধ উপ-ধাতু। বি; ক্লীব। ২। পীতবর্ণ পক্ষিবিশেষ, হরিয়াল। হরিত (কপিলবর্ণের) তাল (প্রতিষ্ঠা) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

হরিতালী, -তালিকা—দূর্ব্বাঘাস; দক্ষিণোত্তরব্যাপিনী আকাশস্থ রেখা, ছায়া-পথ; ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থী; ব্রতবিশেষ। হরিতাল+ঈপ্; হরিতাল+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী;

হরিদ্বর্ণ—১। সবুজ রং। হরিৎ বর্ণ, কর্ম্মধা। বি। ২। সবুজ রঙের। হরিৎ বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হরিদ্বার—হিমালয়প্রস্থস্থ নগরবিশেষ। হরির (বিষ্ণুর) দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হরিদ্রা—হলুদ। হরি—দৃ+ক কর্ত্তৃবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

হরিদ্রাঙ্গ—হরিতাল পক্ষী, হলদে পাখী। হরিদ্রা (হলুদবর্ণ) অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

হরিদ্রাভ—১। পীতশাল; কর্পূরক; পীতবর্ণ। হরিদ্রা—আ—ভা+ক কর্ত্তৃবা। বি; পুং। ২। পীতবর্ণ। হরিদ্রাবৎ আভা (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হরিধ্বনি—উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-উচ্চারণ। হরি এই ধ্বনি, কর্ম্মধা। বি; পুং।

হরিনেত্র—১। পেচক, পেঁচা। হরি (হরিদ্বর্ণ) নেত্র (নয়ন) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং। ২। শ্বেতপদ্ম। হরির নেত্র, তুল্যার্থে ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হরিপদী—বিষুবরেখার সহিত অয়ন-মণ্ডলের পশ্চিমদিকের সংযোগস্থল (autumnal point)। হরির পদ যাহাতে, বহুব্রী +ঈপ। বি; স্ত্রী।

হরিপ্রিয়—১। যে ব্যক্তি হরিকে ভালবাসে এমন। হরি প্রিয় যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। কৃষ্ণচন্দন। হরির প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হরিপ্রিয়া—লক্ষ্মী; তুলসী; দ্বাদশীতিথি; পৃথিবী। হরির প্রিয়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হরিবংশ—১। শ্রীকৃষ্ণের সন্তান। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মহাভারতান্তর্গত ব্যাসকৃত গ্রন্থবিশেষ। হরির বংশ (বংশকীর্ত্তন) যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

হরিবর্ষ—পৃথিবীর নববর্ষের এক বর্ষ। হরির (বিষ্ণুর) বর্ষ (পৃথিবীর একদেশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হরিবল্লভা—লক্ষ্মী; জয়া; তুলসী। হরির বল্লভা (প্রিয়া), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হরিবাসর—১। একাদশীযুক্ত দিন; দ্বাদশীর প্রথম পাদ। হরির বাসর (দিন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। (ব্যঙ্গার্থে) সমস্ত দিন উপবাস। বাং প্র। বি।

হরিবোল—হরিধ্বনি, 'হরি' এই কথা। বাং প্র। বি। **গোলে হরিবোল দেওয়া**—গোলমালের সুযোগে কাজে ফাঁকি দেওয়া বা যেন-তেন প্রকারে কাজ সারা।

হরিবোলা—যে সদা সর্ব্বদা হরিনাম উচ্চারণ করে। উপপদতৎ। বাং প্র। বিণ।

হরিভক্ত—হরিসেবক; হরির প্রতি শ্রদ্ধা-যুক্ত। হরির ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

হরিভক্তি—হরির প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

হরিমটর—হরিবাসর (২) (তাহা দ্রঃ)।

হরিমন্দির—বিষ্ণুর মন্দির; একপ্রকার তিলক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হরিয়াল—পারাবতাকৃতি একপ্রকার বন্য পক্ষী। প্রাদে। বি।

হরিলুট—শ্রীহরিকে নিবেদিত বাতাসা ছড়ান বা বিতরণ করা। বাং প্র। বি।

হরিশয়ন—১। শ্রীবিষ্ণুর নিদ্রা। হরির শয়ন, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী অবধি কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারি মাস কাল। হরির শয়ন যাহাতে, বহুব্রী। বি; ক্লীব। [বি।

হরিষ—হর্ষ; আনন্দ। 'হর্ষ'-শব্দজ। কবিপ্র।

হরিসঙ্কী(ৎকী)র্ত্ত(র্ত)ন—শ্রীহরির নামো-চ্চারণ। হরির সঙ্কীর্ত্তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হরিসভা—ভাগবত গ্রন্থপাঠ কথকতা সংকীর্ত্তন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবদের সভা। মধ্যপ কর্ম্মধা। বাং প্র। বি; স্ত্রী।

হরিহর—সংযুক্ত হরিহর মূর্ত্তি। হরিযুক্ত হর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

হরিহরাত্মক—গরুড়; শিবের বৃষ; দক্ষ। হরি এবং হর, দ্বন্দ্ব; তাঁহারা আত্মা যাহার, বহুব্রী+ক সমাসান্ত। বি; পুং।

হরিহরাত্মা—একপ্রাণ, অতিঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা বন্ধুত্ব-যুক্ত। বহুব্রী। বাং প্র। বি বা বিণ।

হরীতকী—বৃক্ষবিশেষ; ফলবিশেষ। হরিকে (পীতবর্ণ) ইত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ+কন্ সংজ্ঞার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হরু—হরণ করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

হরেক—প্রত্যেক; বিবিধ। ফার্সীমূলক। বিণ।

হরেণু—১। কুলস্ত্রী; রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য; দাইল, ডাউল; তাম্রবর্ণ মৃগী। বি; স্ত্রী। ২। লঙ্কাদ্বীপ; গ্রামের সীমাবিচ্ছিন্নকারিণী লতা। হৃ (লওয়া)+এনু কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

হরেদরে—মোটামুটি; মোটের উপর। বাং প্র। ক্রি-বিণ।

হর্ত্তা (হর্ত্তৃ), হর্তা—১। হরণকারক; সংহারকারক; গ্রহণকারক; বহনকারক। বিণ। স্ত্রী,—হর্ত্রী। ২। চৌর; সূর্য্য। হৃ+তৃন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

হর্ত্তা(র্তা)-কর্ত্তা(র্তা)-বিধাতা—সর্ব্বময়-কর্ত্তা, সর্ব্বেসর্ব্বা। বাং প্র। বিণ।

হর্ম্মি(র্মি)ত—দগ্ধ; ক্ষিপ্ত; জৃম্ভিত। হর্ম্মন্+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

হর্ম্ম্য(র্ম্য)—ধনীদের বাসভবন, প্রাসাদ, ইষ্টকাদি-রচিত গৃহ। হৃ (মনকে—হরণ করা) +যক্ কর্ত্তৃবা (ম-আগম)। বি; ক্লীব।

হর্ম্ম্য(র্ম্য)তল—প্রাসাদের তলভাগ, ঘরের মেঝে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হর্ম্ম্য(র্ম্য)শিখর—অট্টালিকার উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হর্য্য(র্য)ক্ষ—সিংহ ("চৌদিকে আইল ধাই হর্য্যক্ষ আস্ফালি পুচ্ছ"—মাইকেল); কুবের। হরি (পিঙ্গলবর্ণ) অক্ষি (চক্ষু) যাহার, বহুব্রী+ষচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

হর্য্য(র্য)শ্ব—ইন্দ্র, হরিহর। হরি (পিঙ্গলবর্ণ) অশ্ব যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

হর্ষ—আনন্দ, সুখ, আমোদ। হৃষ্ (হৃষ্ট হওয়া) +ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—হৃষ্ট।

হর্ষক—১। হর্ষজনক। বিণ। স্ত্রী—হর্ষিকা। ২। পর্ব্বতবিশেষ। হৃষ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

হর্ষণ—১। হর্ষ, আনন্দ। হৃষ্+অনট্ ভাববা। ২। চক্ষুরোগবিশেষ। হৃষ্+ণিচ্+অন• কর্ত্তৃবা। ৩। শ্রাদ্ধ-বিশেষ। হৃষ্+অনট্ অধিবা। বি; ক্লীব। ৪। হর্ষজনক। হৃষ্+ণিচ্+অন কর্ত্তৃবা। বিণ।

হর্ষমাণ—হৃষ্ট, হর্ষযুক্ত। হৃষ্+চানশ্ কর্ত্তৃবা, তাচ্ছীল্যার্থে। বিণ।

হর্ষিত—১। তোষিত, আমোদিত। হৃষ্+ণিচ্ (=হর্ষি, হৃষ্ট হওয়ান)+ক্ত কর্ম্মবা। ২। হৃষ্ট, আনন্দিত। হর্ষ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

হর্ষোচ্ছ্বাস—অত্যধিক আনন্দ; আনন্দ-

জনিত আবেগ। হর্ষের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, হর্ষজনিত উচ্ছ্বাস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং। [বিণ।

হর্ষোৎফুল্ল—আনন্দে প্রফুল্ল। ৩য়াতৎ।

হল্—ব্যঞ্জনবর্ণ। বি; পুং।

হল—১। লাঙ্গল, হাল। হল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। দীর্ঘায়তন কোঠা, ঘেরা দালান। ইং hall. ৩। সোণালী রূপালী প্রভৃতি চাকচিক্যযুক্ত রঙের প্রলেপ। বাং প্র। বি। [বাং প্র। বি।

হলকম, হলকুম—কণ্ঠদেশ; অন্ননালী।

হলকর্ষণ—লাঙ্গল দ্বারা ভূমি চাষ করা। ৩য়াতৎ। বি; ক্লীব।

হলকা—সমূহ, দল; উত্তাপ; ঘোড়ার গলায় পরাইবার চামড়ার বেষ্টনী; ঢেউ; অগ্নিশিখা। আর্বী। বি।

হলকুম—'হলকম' দ্রঃ। [কর্ম্মধা। বি।

হলঘর—লম্বা বড় ঘর, ঘেরা দালান।

হলচালক—কৃষক, চাষী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হলচালন, -চালনা—ভূমিকর্ষণ, লাঙ্গল চালান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

হলদী—হলুদ। 'হলদ্দী'-শব্দজ। বি।

হলদে—হরিদ্রাবর্ণের; গাঢ় পীত বর্ণযুক্ত। হলুদ+এ (ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

হলদ্দী—হরিদ্রা, হলুদ। হলৎ (কৃষক)—দে+ক কর্ত্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হলধর, হলভৃৎ—বলদেব; লাঙ্গলী, কৃষক। ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; হল—ভৃ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

হলন্ত—ব্যঞ্জনান্ত। হল্ (ব্যঞ্জনবর্ণ) অন্তে যাহার, বহুব্রী। বি; পুং, বা বিণ।

হলফ—শপথ, দিব্য। আর্বী। বি।

হলভূতি, হলভৃতি—কৃষিকর্ম্ম, চাষ। হল—ভূ, ভৃ+ক্তি ভাববা, অথবা, হলের ভূতি, ভৃতি (কার্য্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হলভৃৎ—'হলধর' দ্রঃ।

হলহল—ঢিলে অবস্থা। বাং প্র। অব্য।

হলহলা—হর্ষজনিত কলরব। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

হলায়ুধ—বলরাম, বলদেব; গ্রন্থকারবিশেষ। হল (লাঙ্গল) আয়ুধ (অস্ত্র) যাঁহার, বহুব্রী। বি; পুং।

হলাহল—১। বিষবিশেষ, কালকূট। বি; পুং বা ক্লীব। ২। সর্পবিশেষ; সর্প; ব্রহ্ম; অঞ্জনা; বৃক্ষবিশেষ। হল—আ—হল্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং। [বাং প্র। বি।

হলাহলি—অত্যধিক ভালবাসা বা প্রণয়।

হলি—১। হলকৃত রেখা। হল্ (কর্ষণ করা)+ইন্ কর্ম্মবা। ২। কৃষি। হল্+ইন্ ভাববা। ৩। বৃহৎ হল। হল্+ইন্ করণবা। বি; পুং।

হলী (হলিন্)—বলরাম; কৃষক। হল (লাঙ্গল)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

হলীষা—লাঙ্গলদণ্ড। হলের ঈষা, ৬ষ্ঠীতৎ, (হল শব্দের অন্ত্য অ-কারের লোপ)। বি; স্ত্রী।

হলুদ—হলদী (তাহা দ্রঃ)।

হল্কা—অগ্নিশিখা; উত্তাপ। বাং প্র। বি।

হল্য—চাষের উপযুক্ত, কর্ষণযোগ্য। হল+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

হল্লা—গোলমাল, কোলাহল; হৈ-চৈ; আক্রমণ। হিন্দী। বি।

হল্লীষ, হল্লীষক, হল্লীস, হল্লীসক—স্ত্রীলোকদিগের মণ্ডলাকারে নৃত্য, একজন পুরুষ ও আট বা দশজন স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া গান ও নৃত্য, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। হেলা (স্ত্রীলোকের ভাববিশেষ, লীলা)—লষ্, লস্ (নৃত্যবিশেষে পটুত্ব প্রদর্শন করা)+অচ্ ভাববা; (নিপাতনে)+স্বার্থে কন্ যোগে হল্লীষক, হল্লীসক। বি; ক্লীব।

হস, হসন—হাস্য, হাসা। হস্ (হাস্য করা)+অপ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব।

হসন্ (হসৎ)—হাস্যকারী, যে হাসে এমন। হস্ (হাস্য করা)+শতৃ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—হসন্তী।

হসনী, হসন্তী, হসন্তিকা—অঙ্গারধানী, আঙ্গটা, অগ্নিপাত্র; মল্লিকাবিশেষ; শাকিনী-বিশেষ। হস্ (হাস্য করা)+অন কর্ত্তৃবা+ঈপ্; হস্ (হাস্য করা)+শতৃ কর্ত্তৃবা+ঈপ্; হসন্তী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

হসন্ত—১। ব্যঞ্জনান্ত। হস্ (ব্যঞ্জন) অন্তে যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। ্, এই চিহ্ন। বাং প্র। বি। ২। যে হাসিতেছে; প্রস্ফুটিত। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

হসন্তিকা, হসন্তী—১। অঙ্গারধানী, অগ্নিপাত্র; মল্লিকাবিশেষ। বি; স্ত্রী। ২। যে স্ত্রী হাস্য করিতেছে এমন, হাস্যকারিণী। হস্ (হাস্য করা, বিকাশ পাওয়া)+শতৃ কর্ত্তৃবা+ঈপ্, পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

হসিত—১। সহাস্য; বিকসিত। হস্ (হাস্য করা)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। ২। হাস্য। হস্+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।

হস্ত—হাত, কর, মণিবন্ধ অবধি অঙ্গুল্যাগ্র পর্য্যন্ত; হস্তিশুণ্ড; চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমাণ; (কেশবাচক শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) গুচ্ছ। হস্+তন্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

হস্ত, হস্তা—অষ্টাবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত ত্রয়োদশ নক্ষত্র [ইহার আকার হস্তাকার এবং পঞ্চতারাত্মক]; সমূহ। হস্+তন্ কর্ত্তৃবা; পক্ষে+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

হস্তকণ্ডূয়ন, -কণ্ডূতি—হাত চুলকান; কোন কার্য্য করিবার জন্য হস্তের চঞ্চলতা-প্রকাশ; অনুনয়-বিনয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, স্ত্রী।

হস্তকৌশল—হাত চালান বিষয়ে দক্ষতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হস্তক্ষেপ, -ক্ষেপণ—হাত দেওয়া; আরম্ভ করা; হাত চালান; কোন কাজ করিবার জন্য তাহাতে হাত দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লীব।

হস্তগত—আয়ত্ত, অধিকৃত; হস্তে লব্ধ। হস্তকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

হস্তচালনা—কৌশলসাপেক্ষ কার্য্যে হাত চালান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হস্তপক্ষ—যে সকল জীব চর্ম্মযুক্ত হাতের সাহায্যে উড়ে (যেমন, বাদুড় প্রভৃতি)। হস্তই পক্ষ যাহাদের, বহুব্রী। বি; পুং।

হস্তপ্রসারণ—হাত বাড়ান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হস্তবান্ (-বৎ)—হস্তযুক্ত; লঘুহস্ত। হস্ত+মতুপ্ আছে অর্থে, প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

হস্তবুদ—আগেকার ও বর্ত্তমানের হিসাব। ফার্সী 'হস্ত্-ও বুদ্'-শব্দজ। বি।

হস্তরেখা—করতলের রেখা যাহা দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা করা যায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হস্তরেখা-বিচার—হাতের রেখা দেখিয়া অদৃষ্টের শুভাশুভ-নির্ণয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হস্তলাঘব—হাতের কৌশল, হস্তের ক্ষিপ্রতা, হাত-সাফাই। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হস্তলিখিত—হাতে লেখা। ৩য়াতৎ। বিণ।

হস্তলিপি—হাতের লেখা; হস্তাক্ষর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হস্তলেখ—মক্স, পুনঃপুনঃ হাতের লেখা অভ্যাস করা। হস্তের লেখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হস্তসিদ্ধি—ভৃতি, বেতন। হস্তের সিদ্ধি (অর্থাৎ কার্য্যকরণ) যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; স্ত্রী।

হস্তসূত্র—বলয়; হস্তপরিহিত সূত্র। হস্তের সূত্র (সুতা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হস্তা—'হস্ত' (২) দ্রঃ।

হস্তাক্ষর—হাতের লেখা। হস্তলিখিত অক্ষর, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

হস্তান্তর—অন্য হাত; অন্যের অধিকার; জমি প্রভৃতির মালিকের পরিবর্ত্তন। অন্য হস্ত, নিত্য। বি; ক্লীব।

হস্তান্তরিত—যাহা অন্যের হাতে চলিয়া গিয়াছে; অন্য ব্যক্তির অধিকারে প্রদত্ত। হস্তান্তর+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

হস্তাবর্ত্ত(র্ত)ন—হস্তদ্বারা স্পর্শ, হাত বুলান। হস্তের আবর্ত্তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হস্তামলক—করস্থিত আমলকী ফল; বেদান্ত-গ্রন্থবিশেষ। হস্তের আমলক (আমলকী ফল, বা তৎসদৃশ সুখায়ত্ত বস্তু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হস্তার্পণ—হস্তক্ষেপ, হাত দেওয়া; আরম্ভ করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হস্তিকর্ণ—১। এরণ্ডবৃক্ষ। হস্তীর (হস্তিন্ শব্দ) কর্ণ, সদৃশার্থে ৬ষ্ঠীতৎ। ২। উপদেবতা-বিশেষ। হস্তীর কর্ণের ন্যায় কর্ণ যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

হস্তিদন্ত—১। হাতীর দাঁত। হস্তীর (হাতীর) দন্ত (দাঁত), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। নাগদন্তক, দ্রব্যাদি-স্থাপনার্থ ভিত্তিপ্রোথিত কীলক; মূলক, মুলা। হস্তীর (হস্তিন্ শব্দ) দন্ত, সদৃশার্থে ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হস্তিদন্তখচিত—মাঝে মাঝে হাতীর দাঁতবসান। ৩য়াতৎ। বিণ।

হস্তিনাপুর—চন্দ্রবংশীয় হস্তিনামক রাজ-নির্ম্মিত নগর, প্রাচীন দিল্লী নগর। বি; ক্লীব।

হস্তিনী—স্ত্রীজাতীয় হস্তী; চতুর্ব্বিধ স্ত্রী-জাতির অন্যতম, স্থূলকায়া অত্যধিক কামুকী ও ভোজনশীলা স্ত্রী। হস্তিন্+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

হস্তিপ, হস্তিপক—হস্তিপালক, মাহুত। হস্তিন্ (হাতী)—পা (পালন করা)+ক কর্ত্তৃবা; পক্ষে স্বার্থে কন্। বি; পুং।

হস্তিপর্ণী—ওষধিবিশেষ, মোরটা লতা; অলাবুবিশেষ। হস্তীর পর্ণের ন্যায় পর্ণ যাহার, বহুব্রী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হস্তিবাহ—অঙ্কুশ, ডাঙ্গশ। হস্তিন্ (হাতী)—বহ্+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি; পুং।

হস্তিমদ—বন্য বা মত্ত হস্তীর শুণ্ডের ছিদ্রদ্বয় গণ্ডদ্বয় শিশ্ন ও চক্ষুর্দ্বয়—এই সপ্ত স্থান হইতে ক্ষরিত জল। হস্তীর মদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হস্তিমল্ল—১। গণেশ; ঐরাবত হস্তী; শঙ্খ-নামক নাগ। হস্তিসদৃশ মল্ল, মধ্যপ কর্ম্মধা, অথবা, হস্তীই মল্ল, কর্ম্মধা। ২। ভস্মস্তূপ; ধূলিবর্ষণ; হিমানী। হস্তিসদৃশ মল্ল (বিক্রম-শালী), মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

হস্তিমূর্খ—অকাটমূর্খ। হস্তিসদৃশ মূর্খ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

হস্তিশুণ্ডা—১। হাতীশুঁড়ার গাছ। হস্তীর (হাতীর) শুণ্ড (অর্থাৎ তদ্বৎ পুষ্প) যাহার, বহুব্রী+আপ্। ২। হাতীর শুঁড়। হস্তির শুণ্ডা (শুঁড়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হস্তী (হস্তিন্)—হাতী, করী, গজ; সুহোত্র রাজপুত্র [ইহা হইতেই হস্তিনাপুর নাম হইয়াছে]। হস্ত (শুণ্ড)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী—হস্তিনী।

হস্ত্য—হস্তদত্ত; হস্তকৃত। হস্ত+যৎ দত্তা-দ্যর্থে। বিণ।

হস্ত্যারোহী (-হিন্)—যে হাতীর পিঠে চড়িয়াছে এমন; হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ়। উপতৎ; হস্তিন্—আ—রুহ্+ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —রোহিণী।

হা—১। হায়; বিষাদ শোক দুঃখ পীড়া আরাম ইত্যাদি-সূচক বা আনন্দসূচক অব্যয় শব্দ; কুৎসা। হা (ত্যাগ করা)+কা ভাববা। অব্য। ২। পরিত্যাগ। হা+ক্বিপ্ ভাববা। বি; স্ত্রী। ৩। অভাবার্থক শব্দ ('হাভাত', 'হাঘরে')। বাং প্র। অব্য। [বি।

হাই—জৃম্ভণ, মুখব্যাদান। 'হাফিকা'-শব্দজ।

হাই-আমলা—কন্যাকর্ত্তৃক বরের বশী-করণার্থ প্রস্তুত মেথী আমলকী প্রভৃতির পিণ্ড। বাং প্র। বি।

হাইকোর্ট—প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়। ইং High-Court. বি।

হাইফেন—দুইটি সমাসবদ্ধ শব্দের সংযোগ-সাধক চিহ্ন (-)। ইং hyphen. বি।

হাইর, হার, হারি—পরাভব, পরাজয়। বাং প্র। বি। [বি।

হাইল—নৌকাদণ্ড, বহিত্র। বাং প্র।

হাউই—আতসবাজীবিশেষ। ফার্সী। বি।

হাউচাউ, -মাউ—চীৎকারধ্বনি; বহু-লোকের সমবেত আর্ত্তনাদ; হৈ-চৈ। বাং প্র। বি। [চৌকি। আর্বী। বি।

হাওদা—হস্তিপৃষ্ঠে বসিবার আসন বা

হাওয়া—বাতাস, বায়ু; হালচাল। ফার্সী। বি। **হাওয়া খাওয়া**—শরীরে বিশুদ্ধ বাতাস লাগান এবং প্রশ্বাসরূপে গ্রহণ। **হাওয়া বদলান**—স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন।

হাওয়া-অফিস—আবহাওয়ার অবস্থা নির্ণয়ের কার্য্যালয় (Meteorological office). বাং প্র। বি। [বিণ।

হাওয়াই—বায়ু-সংক্রান্ত। হাওয়া+ই।

হাওয়াগাড়ী—মোটরগাড়ী। হাওয়ার ন্যায় দ্রুতগামী গাড়ী, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

হাওর—জলপূর্ণ অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রাদে। বি। [বি।

হাওল—তত্ত্বাবধান, জিম্মা। আর্বীমূলক।

হাওলাৎ—ধার; আমানত। আর্বী 'হাবালৎ'-শব্দজ। বি।

হাওলাতী—যাহা ধার করা হইয়াছে বা নিজের কাছে আমানত রাখা হইয়াছে এমন। হাওলাৎ+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

হাঁ—১। মুখব্যাদান। বি। ২। স্বীকার বা সম্মতিসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

হাইফাঁই—আঁইটাই (তাহা দ্রঃ)।

হাঁক, হাঁকার—দীর্ঘ চীৎকার; ডাক। 'হুঙ্কার'-শব্দজ। বি। ক্রিয়া—হাঁকা, হাঁকারা।

হাঁকডাক—প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি; আস্ফালন-সূচক চীৎকার। দ্বন্দ্ব। বি।

হাঁকপাঁক, হাকুপাঁকু—ব্যস্ততা বা ব্যাকুলতা-প্রকাশ। বাং প্র। অব্য।

হাঁকা—চীৎকার করা, ডাকা। বাং ক্রি।

হাঁকান—চালান ('গাড়ী—')। বাং ক্রি।

হাঁকামানা—অতি বৃহৎ। বাং প্র। বিণ।

হাঁকারা—'হাঁক' দ্রঃ।

হাকাহাঁকি—পুনঃপুনঃ ডাকাডাকি। বাং প্র। বি।

হাঁচা—ক্ষুৎকার করা। বাং ক্রি।

হাঁচি—ক্ষুৎ, হাঁচা। 'হঞ্জি'-শব্দজ। বি।

হাঁটকান—তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা। বাং ক্রি।

হাঁটা—চলা, গমন করা। বাং ক্রি। [বি।

হাঁটাহাঁটি—পুনঃপুনঃ যাতায়াত। বাং প্র।

হাঁটু—জানুসন্ধি। 'অষ্ঠীবৎ'-শব্দজ। বি।

হাঁটুনি—পদব্রজে চলন। বাং প্র। বি।

হাঁট্‌কান—জিনিষপত্র ঘাঁটা; ঘাটি করা। 'উদ্ঘাটন'-শব্দজ। বাং ক্রি।

হাঁড়া—বৃহৎ মৃৎপাত্রবিশেষ। 'হণ্ডা'-শব্দজ। বি। ['হণ্ডিক'-শব্দজ। বি।

হাঁড়ি—মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ। 'হণ্ডী' বা

হাঁড়িকুড়ি—হাঁড়ি এবং অন্যান্য রন্ধন-পাত্র। বাং প্র। বি।

হাঁড়িখাকী—গালিবিশেষ; গোপনে হাঁড়ি হইতে ভোজনকারিণী। ৫মীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

হাঁড়িচাঁচা—পক্ষিবিশেষ। বাং প্র। বি।

হাঁড়িয়া, হেঁড়ে—১। একপ্রকার মদ্য। বি। ২। চওড়া; বৃহৎ। বাং প্র। বিণ।

হাঁতা—আঘাত। 'হস্ত'-শব্দজ। বি।

হাঁদা—বোকা; মোটা। হিন্দীমূলক। বিণ

হাঁদারাম—বোকারাম, বোকার হদ্দ। বাং প্র। বিণ। [বাং প্র। বি।

হাঁপ—শ্বাসত্যাগ; শ্রমজন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস।

হাঁপান—গুরু পরিশ্রমে অত্যধিক ক্লান্ত হওয়া; ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন হওয়া। বাং ক্রি।

হাঁপানি—একপ্রকার শ্বাসরোগ (asthma). হাঁপা+নি ভাববা। বি। [বি।

হাঁপাহাঁপি—ব্যস্ততা; ত্বরা। বাং প্র।

হাঁরে—জিজ্ঞাসাসূচক তুচ্ছ সম্বোধন শব্দ। বাং প্র। অব্য।

হাঁস—মরাল, হংস। 'হংস'-শব্দজ। বি।

হাঁসকল—চৌকাঠের উপরে সংলগ্ন কপাট ঝুলাইবার লৌহদণ্ডবিশেষ। হাঁস-সদৃশ কল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি।

হাঁসপাতাল—বিনাব্যয়ে রোগীদের চিকিৎ-সার স্থান। ইং 'hospital'-শব্দজ। বি।

হাঁসফাঁস—হাঁপানির ভাব। বাং প্র। বি।

হাঁসা, হাঁসান—'হাসা', 'হাসান' দ্রঃ।

হাঁসিয়া—শাল প্রভৃতির কল্কাদার পাড়। বাং প্র। বি।

হাঁসিয়াদার—কল্কাদার পাড়যুক্ত। হাঁসিয়া+দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।

হাঁসুলি, হেঁসো—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কণ্ঠা-ভরণবিশেষ। বাং প্র। বি।

হাকণ্ড—কোলাহল, গোলমাল। প্রাঃ বাং। বি। [বি; স্ত্রী।

হাকিনী—যোগিনী। 'শাকিনী'-শব্দজ।

হাকিম, হাকীম—বিচারক; ইউনানী-মতে চিকিৎসক। আর্বী। বি। ভাববাচক বি—হাকিমী, হাকীমি। বিণ—হাকিমী, হাকীমী।

হাকিমী, হাকীমী—বিচারকের উপযুক্ত ('—চাল'); ইউনানী চিকিৎসা-প্রণালী-সংক্রান্ত ('—দাওয়াই')। হাকিম, হাকীম+ ঈ যোগ্যার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

হাগা—মলত্যাগ করা। বাং ক্রি।

হা-ঘরে—গৃহহীন যাযাবর জাতিবিশেষ; নিরাশ্রয়; অতি দরিদ্র। ঘরের অভাব, অব্যয়ী=হা-ঘর; তদুত্তরে এ (<ইয়া)। বি বা বিণ।

হাঙ্গর—হিংস্র জলজন্তুবিশেষ, লবণাম্বু। হাং—গৃ+অচ্ কর্তৃবা, অথবা, হা (পীড়া) —অঙ্গ—রা+ক কর্তৃবা। বি; পুং।

হাঙ্গা, হাঙ্গামা—দাঙ্গা, লড়াই; গোল-মাল, চীৎকার; ফেসাদ, ঝঞ্ঝাট; আক্রমণ। ফার্সী। বি।

হাজৎ, হাজত—বিচারকাল পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির কারাবাস। আর্বী। বি।

হাজরা—জাতীয় উপাধিবিশেষ; সহস্র সৈন্যের নায়ক। বাং প্র। বি।

হাজরি—উপস্থিতি। হাজির+ই ভাবে। বি।

হাজা—১। জলপ্লাবনে বিনষ্ট। বিণ। ২। জলে ভিজিয়া নষ্ট হওয়া। বাং ক্রি। ৩। বর্ষাহেতু জাত পায়ের ক্ষতবিশেষ। আর্বী 'হজ্জাম্'-শব্দজ। বি।

হাজার—১। সহস্র, দশশত, ১০০০; সহস্র-সংখ্যক। ফার্সী। বি বা বিণ। ২। যথেষ্ট; অত্যধিক; যথাসম্ভব। বাং প্র। ক্রি-বিণ। **হাজার হউক**—বিপক্ষে যত কারণই থাকুক।

হাজার-করা—প্রতি সহস্রে। প্রতি হাজারে, অব্যয়ী। অব্য।

হাজারি, -রী—সহস্র সৈন্যের নায়ক; জাতিগত উপাধিবিশেষ। হাজার+ই, ঈ নায়কার্থে। বি।

হাজি, হাজী—যে মক্কাতীর্থে যাত্রা করি-য়াছে এরূপ; মক্কাতীর্থযাত্রী; মক্কায় তীর্থযাত্রা করিয়া তথা হইতে যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। হজ+ই, ঈ নিষ্পন্নার্থে। বি বা বিণ।

হাজির—উপস্থিত; প্রস্তুত, ইচ্ছুক। আর্বী। বিণ। [বিণ।

হাজিরজবাব—স্পষ্টবক্তা; রসিক। আর্বী।

হাজিরজামিন—যে ব্যক্তি আদালতে অন্য ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করে সে। আর্বী। বি।

হাজিরা, হাজিরি—উপস্থিতির হিসাব-বহি (attendance register); উপ-স্থিতি; এক একবারের ভোজন। হাজির+ আ, ই সম্বন্ধাদি অর্থে। বি।

হাট—বাজার, ক্রয়বিক্রয়-স্থান; নির্দ্দিষ্ট দিবসে বেলায় বা তারিখে যে সাময়িক বাজার বসে তাহা। 'হট্ট'-শব্দজ। বি। **হাট বসান**—অনেকে মিলিয়া গণ্ডগোল করা। **হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা**—গুপ্ত বিষয় সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেওয়া।

হাটক—সোণা; দেশবিশেষ। হট্+ণক কর্তৃবা। বি; ক্লীব।

হাটুরিয়া, হাটুরে—১। হাটের বিক্রেতা। বি। ২। হাটে বিক্রেয় দ্রব্যাদির বহনকারী। হাট+উরিয়া, উরে। বিণ।

হাড়—অস্থি, হড্ড। 'হড্ড'-শব্দজ। বি। **হাড় জুড়ান**—জ্বালাতনকারী ব্যক্তির সঙ্গ হইতে মুক্তিলাভ ইত্যাদি হেতু প্রাণে স্বস্তি অনুভব হওয়া। **হাড় ভাজা-ভাজা হওয়া**—অত্যধিক জ্বালাতন হওয়া; উপদ্রব ইত্যাদিতে জর্জ্জরিত হওয়া। **হাড়ে দূর্ব্বা গজান**—একান্ত আলস্য হেতু অবসাদ আসা। **হাড়ে নাড়ে জ্বালান**—হাড় ও নাড়ি পর্য্যন্ত পোড়ান; অতিশয় জ্বালাতন করিয়া অতিষ্ঠ করা। **হাড়ে হাড়ে**—অত্যধিক মাত্রায় ('—পাজী'); পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, নাড়ীনক্ষত্র-সমেত ('—চেনা')।

হাড়কাট, হাড়িকাট, হাড়িকাঠ—পশু-বলিদানের যূপকাষ্ঠ। 'হড়িকাষ্ঠ'-শব্দজ। বি।

হাড়গিলা, হাড়িগিলা—পক্ষিবিশেষ। হাড় গিলে যে, উপতৎ (বাং)। বি।

হাড়গোড়—অস্থিপঞ্জরাদি। বাং প্র। বি।

হাড়-ভাঙ্গা—যাহাতে অস্থি চূর্ণ হইয়া যায় এমন; অতি কঠোর ('—খাটুনি')। হাড় ভাঙ্গে যাহা, উপতৎ। বিণ।

হাড়হদ্দ—আমূল; নাড়ীনক্ষত্র পর্য্যন্ত। বাং প্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

হাড়হাবাতে—অতি দরিদ্র, সম্পূর্ণ নিঃস্ব। বাং প্র। বিণ।

হাড়াই-ডোমাই—হাড়ি-ডোমের আচরণ, ইতরামি ("হাড়াই-ডোমাই ভাল দেখায় না।"—দীনবন্ধু মিত্র)। বাং প্র। বি।

হাড়ি—জাতিবিশেষ, মেথর; কাষ্ঠযন্ত্র-বিশেষ, হাইড়। 'হড়ি', 'হড়িক' বা 'হড্ডিক'-শব্দজ। বি।

হাড়িকাঠ—'হাড়কাট' দ্রঃ।

হাডুডুডু—গ্রাম্য ক্রীড়াবিশেষ, কপাটী খেলা। বাং প্র। বি।

হাড্ডি—হাড়। 'অস্থি'-শব্দজ। বি।

হাড্ডিসারা—কঙ্কালসার; বিশীর্ণ। বহুব্রী (বাং)। বিণ।

হাণ্ডিয়া—হাঁড়ী। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

হাত—ভুজ, পাণি; ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণ; অভ্যাস, নিপুণতা; কর্তৃত্ব; ক্ষমতা, অধিকার। 'হস্ত'-শব্দজ। বি। **হাত আসা**—অভ্যাস হওয়া। **হাত করা**—বাধ্য বা আয়ত্ত করা। **হাত খালি করা**—হাতের কাজ শেষ করা; হাতের টাকা নিঃশেষে ব্যয় করা। **হাত গুটান**—কার্য্য হইতে নিরস্ত হওয়া। **হাত চালা**—অপহৃত বস্তুর সন্ধানার্থ মন্ত্র-বলে হস্তের চালন। **হাত চালান**—তাড়াতাড়ি করা, ক্ষিপ্রতার সহিত কোন কার্য্য করা। **হাত চুলকান**—কিছু করিবার জন্য হাত নিস্‌পিস্ করা। **হাত যোড় করা**—নমস্কার অনুরোধ বা ক্ষমা-প্রার্থনা করা। **হাত দেখা**—কররেখা দেখিয়া অদৃষ্ট বিচার করা। **হাত দেওয়া**—(কার্য্য) আরম্ভ করা; সাহায্য করা; স্পর্শ করা। **হাত পাতা**—প্রার্থনা করা। ভিক্ষা করা। **হাত-পা বাঁধা থাকা**—কোন কিছু করিবার স্বাধীনতা না থাকা। **হাতে কলমে**—কার্য্যতঃ (practically). **হাতে খড়ি**—শিক্ষার আরম্ভ মাত্র। **হাতে থাকা**—বাধ্য বা আয়ত্ত থাকা; সঞ্চিত থাকা; (অঙ্কে) প্রতিঘরের সংখ্যাসমূহের যোগের বা বিয়োগের পর পরবর্ত্তী ঘরে নিবার জন্য থাকা। **হাতে নাতে ধরা পড়া**—চুরি প্রভৃতি করিবার সময়েই ধরা পড়া। **হাতের পাঁচ**—শেষ সম্বল। **হাতে হাতে**—সদ্যঃ সদ্যঃ; সঙ্গে সঙ্গে।

হাতকড়ি—হস্তবন্ধনের শৃঙ্খল, হাত বাঁধিবার শিকল (hand-cuff). বাং প্র। বি। [বি।

হাতকর্জ্জা(র্জ)—অল্পস্বল্প ধার। বাং প্র।

হাতকষা—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। বহুব্রী। বিণ।

হাতকাটা—কর্ত্তিতবাহু; আস্তীনশূন্য ('—জামা')। হাত কাটা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হাতখরচ—জল খাওয়া পান খাওয়া ইত্যাদির জন্য সামান্য ব্যয়; ব্যক্তিগত ব্যয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

হাতখালি—কপর্দ্দকশূন্য; অর্থহীন; যাহার হাতে কাজ নাই এমন। হাত খালি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হাতছাড়া—আয়ত্তের বহির্ভূত। হাত হইতে ছাড়া, ৫মীতৎ। বিণ।

হাতছানি—হাতের ইশারা। বাং প্র। বি।

হাতছেঁচড়া—যে পাওনাদারকে টাকা দিতে ঘুরায় এমন। বাং প্র। বিণ।

হাতটান—১। চুরি করার অভ্যাস। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি। ২। ব্যয়কুণ্ঠ। হাত টান যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হাতঠার—হাতের ইশারা। ৩য়াতৎ। বি।

হাতড়ান—না দেখিয়া হাতে খোঁজা। বাং ক্রি।

হাততালি—করতালি, উভয় করতলের আঘাতে উৎপন্ন শব্দ। ৩য়াতৎ। বি।

হাততোলা—অনুগ্রহপ্রদত্ত; কৃপা করিয়া দেওয়া জিনিস; খামখেয়ালি মত দেওয়া। ৩য়াতৎ। বিণ বা বি। **হাত-তোলা হইয়া থাকা**—পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকা; একান্ত পরবশ থাকা।

হাত-ধরা—আয়ত্ত; বাধ্য; অনুগত। হাত ধরিয়াছে যে, উপতৎ। বিণ।

হাত-ফের—হাত বদলান। বাং প্র। বি।

হাতব্য—পরিত্যাগযোগ্য। হা+তব্য কর্ম্মবা। বিণ।

হাতভারী—কৃপণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

হাতযশ—দক্ষতা; সফলতার খ্যাতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

হাতল—ধরিবার কড়া; অস্ত্র ও যন্ত্রাদির যে অংশ হাতে বা মুঠাতে ধরা হয় তাহা। বাং প্র। বি।

হাতসই—হস্তপ্রমিত; একহাত মাপের। ৭মীতৎ। বিণ।

হাতসাফাই—ক্ষিপ্রহস্ততা; চমৎকার হস্ত-কৌশল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

হাতা—১। ডাল ইত্যাদি পরিবেষণ করিবার দর্ব্বী; জামার আস্তীন। হাত+আ সদৃশার্থে। ২। আঙিনা; সীমা। আর্বী 'হত্তা'-শব্দজ। বি।

হাতান—হস্তগত করা, বাগান। বাং ক্রি।

হাতাহাতি—১। তাড়াতাড়ির জন্য অনেকে মিলিয়া (কোন কাজ করা)। ক্রি-বিণ। ২। হস্তদ্বারা পরস্পরকে প্রহার। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

হাতিয়ার—যন্ত্র; অস্ত্র। হিন্দী। বি।

হাতিয়ারপাতি—সমস্ত যন্ত্র, যন্ত্রপাতি। বাং প্র। বি।

হাতী—১। গজ, করী। 'হস্তী' (হস্তিন্)-শব্দজ। বি। **হাতীর খোরাক**—যাহার জন্য প্রচুর ব্যয় হয় তাহার ব্যয়। **হাতী পোষা**—অতি ব্যয়সাধ্য কাজ করা। **হাতীর গলায় ঘন্টা**—অতি বৃহতের সঙ্গে অতি ক্ষুদ্রের সংযোগ। ২। (সংখ্যাবাচক শব্দের পরে থাকিলে) ততহস্তপ্রমিত। হাত+ঈ প্রমাণার্থে। বিণ।

হাতীকাঁদা—যাহাতে হাতী কাঁদে অর্থাৎ কাদায় ভরা ('—পথ')। উপতৎ (বাং)। বিণ।

হাতুড়ি, -ড়ী—পেরেক প্রভৃতি ঠুকিয়া বসাইবার যন্ত্রবিশেষ; লোহা প্রভৃতি পিটাইবার জন্য হাতলযুক্ত লৌহ-মুদ্গরবিশেষ। বাং প্র। বি। [বি বা বিণ।

হাতুড়িয়া—মূর্খ বৈদ্য, কুচিকিৎসক। বাং প্র।

হান—নিক্ষেপ কর; প্রহার কর; মারে, প্রহার করে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

হানা—১। অস্ত্রদ্বারা আঘাত; আক্রমণ; বাধা প্রদান; জলস্রোতে উৎপন্ন গর্ত্ত; অমঙ্গল। 'হন্'-ধাতুজ। ২। কণ্ঠদেশ, গলা। ফার্সী। বি। ৩। আঘাত করা; নাশ করা; নিক্ষেপ করা; ক্ষতি করা; হত্যা করা। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি। ৪। ভূতাশ্রিত ('—বাড়ী')। বাং প্র। বিণ।

হানাদার—আক্রমণকারী। হানা+দার করে অর্থে। বি বা বিণ।

হানি—১। ক্ষতি, অপচয়; ত্যাগ; নাশ। হা+নি ভাববা। ২। গতি। হা+ক্তি ভাববা (নিপা)। বি; স্ত্রী।

হানিকর—ক্ষতিকর, অনিষ্টজনক। উপতৎ; হানি—কৃ+ট কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, —করী।

হানী—হননকারী ("পুত্রহানী শত্রু সে দুর্ম্মতি"—মাইকেল)। কবিপ্র। বিণ।

হাপর—ধাতু গলাইবার পাত্র; ভস্ত্রা; সেকরার অগ্নিকুণ্ড; কাদায় ভরা ছোট ডোবা। বাং প্র। বি। [করা। বাং ক্রি।

হাপরান—সশব্দে দধি প্রভৃতি ভক্ষণ

হাপুস—দধি প্রভৃতি ভক্ষণের শব্দ; ফোঁপাইবার শব্দ। বাং প্র। অব্য।

হাফ—অর্দ্ধ। ইং half. বিণ।

হাফ-আখড়াই—আখড়াই অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত গান-বাজনার আসর। কর্ম্মধা। বি।

হাফ-ইস্কুল—বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অর্দ্ধেক শেষ করিয়া ছুটি। ইং half school. বি।

হাফ-টিকিট—দ্বাদশবর্ষাপেক্ষা কমবয়স্ক রেলযাত্রীর অর্দ্ধমূল্যের টিকিট (half ticket). হাফ (অর্দ্ধমূল্যের) টিকিট, কর্ম্মধা। বি।

হাফটোন—আলোকচিত্র-গ্রহণের রীতি-বিশেষ। ইং halftone. বি।

হাফহাতা—কনুই পর্য্যন্ত হাতাযুক্ত ('—জামা')। বহুব্রী। বিণ।

হাফিজ, হাফেজ—কোরাণ পাঠক; যাহার সমগ্র কোরাণ মুখস্থ আছে এমন লোক। আর্বী। বি।

হাব—১। স্ত্রীলোকের শৃঙ্গারভাবজাত বিলাস প্রভৃতি। হু+ঘঞ্ অধিবা বা করণবা। ২। আহ্বান, ডাকা। হ্বে+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। [বিণ।

হাবলা—বোকা, ভেবলা। 'বিহ্বল'-শব্দজ।

হাবশী(সী)—আবিসিনিয়াবাসী। আর্বী। বি বা বিণ। [বাং প্র। বিণ।

হাবা—বোবা; জড়; বোকা; পাগলা।

হাবাত, হাভাত—অত্যধিক অন্নকষ্ট; দারিদ্র্যের চূড়ান্ত। ভাতের অভাব, অব্যয়ী-ভাব। বি।

হাবাতিয়া, হাবাতে—হতভাগা, দুর্ভাগা, মন্দাদৃষ্ট; নির্ধন; যে অন্নাভাবে হা অন্ন হা অন্ন করে। হাভাত+ইয়া, এ। বিণ।

হাবিলদার—ভারতীয় সিপাহীদিগের নায়কবিশেষ। ফার্সী। বি।

হাবুজখানা—জেলখানা, কারাগার ("সে এখন হাবুজখানায় আছে"—বঙ্কিমচন্দ্র)। (আর্বী) 'হব্‌স্'+(ফার্সী) 'খানা'। বি।

হাবুডুবু—নাকানিচোবানি, জলে পুনঃ-পুনঃ ভাসা এবং ডোবা। বাং প্র। বি বা বিণ।

হাবেলী—বাসস্থান। আর্বী। বি।

হাভাত—অত্যধিক অন্নকষ্ট; দারিদ্র্যের চূড়ান্ত। ভাতের অভাব, অব্যয়ী। বি।

হাভাতে—অন্নের কাঙাল, হতভাগা। ভাতের অভাব, অব্যয়ী+এ (<ইয়া) আছে অর্থে। বিণ।

হাম—১। রোগবিশেষ, মিলমিলা রোগ। বাং প্র। বি। ২। আমি। হিন্দি। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব।

হামড়ি—উপুড়; অতিশয় আগ্রহ; হামা-গুড়ি। বাং প্র। বি বা বিণ।

হামবড়া—আত্মাভিমান; আত্মগরিমা। হাম (আমি)+বড়া (প্রধান)। বি।

হামরাই—তত্ত্বাবধানে। ফার্সী 'হম্‌রাহ্'-শব্দজ। ক্রি-বিণ।

হামলা—চড়াও, আক্রমণ। আর্বী। বি।

হামলান—হাম্বা রব করা; বৎসের জন্য উতলা হওয়া। বাং ক্রি।

হামা, হামাগুড়ি—জানু এবং করতলে ভর দিয়া চলা। বাং প্র। বি।

হামানদিস্তা—ঔষধাদি চূর্ণ করিবার লৌহ বা প্রস্তরের উদূখল মুষল। ফার্সী-মূলক। বি।

হামাম—উষ্ণ জলযুক্ত স্নানাগার। আর্বী-'হাম্মাম'-শব্দজ। বি।

হামার—১। আমার (বিকল্পে হামারি)। প্রাঃ কবিপ্র। সর্ব্ব। ২। শস্যের গোলা; রাশি, স্তূপ। প্রাদে। বি।

হামি—সাহায্যকারী; পৃষ্ঠপোষক; রক্ষক ("আমি মলে এ মহলে আর নাই হামি"—রামপ্রসাদ)। আর্বী। বি; পুং। স্ত্রী—হামিয়া।

হামেশা(সা), হামেহাল—সর্ব্বদা, অনবরত; ক্রমাগত; চিরকাল; সর্ব্ব অবস্থায়। ফার্সী। অব্য।

হাম্বা—গাভীর রব। বাং প্র। বি।

হাম্বীর—রাগিণীবিশেষ। বাং প্র। বি।

হায়—খেদপ্রকাশক শব্দ। 'হা'-শব্দজ। অব্য।

হায়ন—১। বৎসর, বর্ষ। বি; পুং বা ক্লীব। ২। ধান্যবিশেষ; অগ্নিশিখা। হা+অনট্ কর্ত্তৃবা (য-আগম, নিপাতনে)। বি; পুং।

হায়রান—হয়রান (তাহা দ্রঃ)।
হায়া—লজ্জা, সরম। আর্বী। বি।
হায়াত—জীবন। আর্বী। বি। **আবি হায়াত**—অমৃত রস।
হার—১। মুক্তাদির মালা। হৃ (মন ইত্যাদি হরণ করা)+ঘঞ্ করণবা। ২। যুদ্ধ; ভাগ। হৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ৩। ভাজক; হারক; বাহক। হৃ+ণ কর্তৃবা। বিণ। ৪। দর ইত্যাদির হিসাব (rate). বাং প্র। ৫। পরাজয়। হার্+ই ভাববা (ই-কার লোপ)। বি।
হারক—১। ভাজক অঙ্ক; কিতব, ধূর্ত; চৌর; গন্ধবিশেষ; বিজ্ঞানবিশেষ; শাখোট-বৃক্ষ। বি; পুং। ২। বাহক; হরণকারী; দ্যূতকার। হৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—হারিকা।
হারমদ, হারমাদ—'হারামদ' দ্রঃ।
হারা—১। (কর্ম্মবাচক উপপদের পরে থাকিলে) যে হারাইয়াছে এমন, বিহীন ("জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত"—রবীন্দ্রনাথ)। বাং প্র। বিণ। ২। অকৃতকার্য্য হওয়া; পরাজিত হওয়া; রোগা হওয়া। বাং ক্রি।
হারাউঁ—হারাই। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
হারাধন, হারানিধি—হারান ধন; হারান প্রিয়পাত্র। কর্ম্মধা। বি।
হারান—১। পরাজিত করা; পরাস্ত করা; অজ্ঞাতসারে হস্তভ্রষ্ট করা; খোয়ান। বাং ক্রি। ২। যাহা হারাইয়া গিয়াছে এমন। হারা+ন কর্ম্মবা বা কর্ম্মকর্তৃবা। বিণ।
হারানিধি—'হারাধন' দ্রঃ।
হারাম—মুসলমানদিগের অস্পৃশ্য জন্তু, শূকর; অসদ্ভাবে উপার্জ্জিত সুতরাং শূকর (মুসলমানদের অখাদ্য)-সদৃশ খাদ্য। আর্বী। বি। **হারাম খাওয়া**—মুসলমানদের গালিতে বা শপথে উক্ত বাক্যবিশেষ।
হারামজাদা—গালিবিশেষ; শূকরের বাচ্চা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—জাদী।
হারামদ, হারমদ, হারমাদ—পোর্তুগীজ জলদস্যু ("রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারামদের ডরে"—কবিকঙ্কণ)। স্পেনীয় 'Armada'-শব্দজ। বি।
হারাকিরি—পেট চিরিয়া আত্মহত্যা। জাপানী শব্দ। বি।
হারাহারি—মোটামুটি ভাগ-বাঁটোয়ারা। বাং প্র। অব্য।
হারি—১। পরাজয়। হার্+ই ভাববা। বাং প্র। বি। ২। যে হারাইয়াছে। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।
হারিকেন—একপ্রকার লণ্ঠন। ইং hurricane. বি।
হারিত—১। পরাজিত; অপহারিত। হৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম্মবা। ২। হরিদ্বর্ণযুক্ত। বিণ। ৩। শুকপক্ষী। হরিত+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।
হারিদ্দ—হরিদ্রা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
হারিদ্র—১। হরিদ্রাবর্ণ। বিণ। স্ত্রী,—দ্রী। ২। কদম্ববৃক্ষ; বিষবিশেষ। বি; পুং। ৩। স্বর্ণ। হরিদ্রা+অণ্ যুক্তার্থে। বি; ক্লীব।
হারী—মুক্তা। হৃ+ইঞ্ কর্তৃবা+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
হারী (-রিন্)—১। (কর্ম্মবাচক পদের পর) হরণকারী; অপহারক; গ্রহণকারী; মনোহর; বাহক। হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। ২। হারবিশিষ্ট। হার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—হারিণী।
হারীত—পশুপক্ষী; ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনিবিশেষ; প্রতারণা, ছলনা। হারি (মনোহর) ইত (গতি) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
হার্দ্দ(র্দ), হার্দ্দ্য(র্দ্য)—১। প্রণয়, হৃদ্যতা, প্রীতি, স্নেহ। হৃদ্ (অন্তঃকরণ)+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। মনোজ্ঞ; হৃদ্গত। হৃদ্+অণ্, ষ্যঞ্ অধিকার করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—হার্দ্দী।
হার্ম্মা(র্মা)দ—হারমদ (তাহা দ্রঃ) ("হার্ম্মাদের নৌকাসঙ্গে হৈল দরশন"—আলাওল)।
হার্ম্মো(র্মো)নিয়াম—বাক্সের আকার বিলাতী সুরযন্ত্রবিশেষ। ইং harmonium. বি।
হার্য্য(র্য)—অপহরণীয়; বহনীয়; গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য; ভাজ্য; নিবার্য্য। হৃ (হরণ করা)+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ।
হাল—১। লাঙ্গল। হল্ (কর্ষণ করা)+ঘঞ্ করণবা। ২। অবস্থা; বর্ত্তমান সময়। বি। ৩। আধুনিক; নূতন। আর্বী। বিণ। ৪। নৌকাদির কর্ণ; লোহার লম্বা পাটি; গাড়ীর চাকার লোহার বেড়। বাং প্র। বি। **হালে পানী পাওয়া**—শেষ রক্ষা করা।
হালখাতা—নব বৎসরের হিসাবের খাতা; নব বৎসরের হিসাবের খাতায় উৎসবানুষ্ঠানপূর্ব্বক লেখা আরম্ভ। কর্ম্মধা। বাং প্র। বি।
হালত—কাঁপিতেছে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
হালৎ—অবস্থা। আর্বী। বি।
হালফিল—ফিলহাল, বর্ত্তমানে, এখন। আর্বীমূলক। অব্য।
হালা—১। সুরা, মদ্য, মদিরা। হালের (বলরামের) প্রিয় ইহা এই অর্থে, হাল+অচ্+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মুষ্টিপরিমিত শস্যের গুচ্ছ। বাং প্র। বি। ৩। শ্যালক। 'শালা'-শব্দের পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রঃ। বি।
হালাক—১। বধ। বি। ২। হয়রান; কাহিল; নষ্ট। আর্বী। বিণ।
হালাল—বৈধ, ধর্ম্মসম্মত; মুসলমানধর্ম্মের নিয়মানুযায়ী পশুপক্ষ্যাদির কণ্ঠচ্ছেদন। আর্বী। বি বা বিণ।
হালাহল—১। কালকূট, বিষবিশেষ। হলাহল+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং বা ক্লীব। ২। কীটবিশেষ। হলাহল (তীক্ষ্ণবিষ)+অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং।
হালি—১। নবোৎপন্ন; এবছরের, নূতন; একেলে। হাল+ই ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে (বাং)। বিণ। ২। নৌকাদণ্ড, বহিত্র; আঁটি, তড়পা। বাং প্র। বি।
হালিক—হলসম্বন্ধীয়; হালিয়া, হেলে; হালবাহক; লাঙ্গলধারী, কৃষক। হল (লাঙ্গল)+ইক বহন করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।
হালুই—মিষ্টান্ন-বিক্রেতা জাতিবিশেষ। আর্বী 'হালবাই'-শব্দজ। বি।
হালুইকর—মিষ্টান্নপ্রস্তুতকারক, মিঠাইওয়ালা। (আর্বী) হালুই+কর স্বার্থে। বি বা বিণ।
হালুয়া—ঘৃত চিনি ও শুজী দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ, মোহনভোগ। আর্বী 'হালুবা'-শব্দজ। বি।
হাল্কা—লঘু, পাতলা। 'লঘুক'-শব্দজ অথবা আর্বী 'হাল্কা'। বিণ।
হাশিয়া—'হাঁসিয়া' দ্রঃ।
হাস—১। হাস্য। হস্ (হাস্য করা)+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। হাসে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
হাসই, হাসত—হাসে। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।
হাসনি—হাস্য। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
হাসপাতাল—হাঁসপাতাল (তাহা দ্রঃ)।
হাসল, হাসিল—কর্ত্তব্যসম্পাদন; সম্পন্ন, নিষ্পাদিত। আর্বী। বি বা বিণ।
হাসাহাসি—কয়েকজনের মিলিত হাস্য-পরিহাস; বিদ্রূপাত্মক হাস্যপরিহাস। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।
হাসি—১। হাস্য, হাস। হাস্+ই ভাববা (বাং)। বি। ২। হাস্য করিয়া। কবিপ্র। অস-ক্রি।
হাসিকা—যে হাসায় সে; নীচা, দাসী। হস্+ণিচ্+ণক কর্তৃবা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
হাসিয়া—হাঁসিয়া (তাহা দ্রঃ)।
হাসিল—লভ্য; উৎপন্ন; আবাদী; নিষ্পাদিত, সিদ্ধ; সম্পন্ন; কার্য্যসিদ্ধি। আর্বী। বিণ বা বি।
হাস্নুহানা, হাস্নাহানা—শ্বেতবর্ণ ছোট সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ। জাপানী শব্দ। বি।
হাস্তিক—১। হস্তিসমূহ। হস্তিন্+ইক সমূহার্থে। বি; ক্লীব। ২। হস্তীতে আরোহণকারী; হস্তিসম্বন্ধীয়। হস্তিন্+ইক আরোহণার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।
হাস্তিন—১। হস্তিনাপুর। হস্তিন্ (এক রাজার নাম)+অণ্ কৃতার্থে। ২। হস্তিপ্রমাণ। হস্তিন্+অণ্ পরিমাণার্থে। বি; ক্লীব।

হাস্য—১। হাসি। হস্+ণ্যৎ ভাববা। বি; ক্লীব। ২। কাব্যের রসবিশেষ (হাস্যরস দ্রঃ)। হাস্য+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং। ৩। পরিহসনীয়, উপহসনীয়। হাস +যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

হাস্যকর—যাহাতে হাসি পায় এমন; উপহাসের উপযুক্ত। উপতৎ; হাস্য—কৃ+ট কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—করী।

হাস্যকৌতুক—হাস্য-পরিহাস, হাসিঠাট্টা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লীব। [স্ত্রী,—জনিকা।

হাস্যজনক—হাস্যকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

হাস্যপরিহাস—হাসি-তামাসা। হাস্য ও পরিহাস, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

হাস্যময়—হাস্যযুক্ত, হাসিতে ভরা। হাস্য+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী,—ময়ী।

হাস্যমুখ—১। হাসি-মাখা বদন। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব। ২। যাহার মুখে হাসি আছে এমন; স্মিতানন। হাস্যপূর্ণ মুখ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—মুখা, —মুখী।

হাস্যরঞ্জিত—হাসিতে রাঙা; হাস্যশোভিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

হাস্যরস—কাব্যের হাস্যজনক রস [ইহাতে স্থায়িভাব হাস্য; হাস্যজনক অঙ্গবিকৃতি ও বাক্যাদি ইহাতে আলম্বন। যথা—
"নামটি আমার গডাচর সবাই ডাকে গডা।
সারা ডিনটা রোডে টো-টো গায়ে ঢুলো কাডা।
ডাডা বল্লে গাটা টুই লিখবি পড়বি নে।
অমনি আমি কেঁদে ডিলুম এঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ"]।
হাস্যনামক রস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

হাস্যরসাত্মক—যাহাতে হাস্যরস আছে এমন; হাস্যরসযুক্ত। হাস্যরস আত্মা (আত্মন্ =স্বরূপ) যাহার, বহুব্রী (সমাসান্ত ক)। বিণ। স্ত্রী,—ত্মিকা।

হাস্যরসিক—হাস্যরসের উত্থাপনে বা পরিবেষণে নিপুণ; যে হাসাইতে পারে এমন। হাস্যরস+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ।

হাস্যসংবরণ—হাসি থামান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হাস্যালাপ—হাস্যপরিহাস; রসালাপ। হাস্যযুক্ত আলাপ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; পুং।

হাস্যাস্পদ—উপহাসের পাত্র। হাস্যের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব, বা বিণ।

হাস্যোদ্দীপক—হাস্যকর; যাহাতে হাসিবার অত্যধিক প্রবৃত্তি হয় এমন। হাস্যের উদ্দীপক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,—পিকা।

হাস্যোদ্দীপন—বাক্য অথবা আচরণাদি দ্বারা হাসির উদ্রেক করা। হাস্যের উদ্দীপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হাস্যোদ্রেক—হাসি পাওয়া। হাস্যের উদ্রেক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হাহা—১। গন্ধর্ব্ববিশেষ, কুবেরানুচরবিশেষ। হা—হা+বিচ্ কর্তৃবা+স্বার্থে ডা। বি; পুং। ২। দুঃখ শোক বিস্ময় ও সম্ভ্রমসূচক শব্দ; খেদজনক শব্দ; শোকধ্বনি; আশ্চর্য্য; শোক; কষ্ট। খেদাদি অর্থে দ্বিরুক্তি। অব্য।

হাহাকার—শোকধ্বনি; কলরব; কাতরতাজন্য কলরব; যুদ্ধকলরব; অশ্বাদিপ্রেরণধ্বনি। হাহা—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।

হিং—বণিক্-দ্রব্যবিশেষ। 'হিঙ্গু'-শব্দজ। বি।

হিংচা, হিঞ্চা, হিঞ্চে—জলজ তিক্ত শাকবিশেষ। 'হিলমোচিকা'-শব্দজ। বি।

হিংলী—একপ্রকার তামাক গাছ এবং তাহার পাতা। বাং প্র। বি।

হিংসক—১। হিংসাকারক, ঘাতক, দ্বেষ্টা। বিণ। স্ত্রী—হিংসিকা। ২। হিংস্রজন্তু; শত্রু; অথর্ব্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণ। হিংস্+ণক কর্তৃবা। বি; পুং।

হিংসন, হিংসা—বধ, হত্যা, হনন; অপকার, ক্ষতি; পরানিষ্টসাধনপ্রবৃত্তি, দ্বেষ; ঈর্ষ্যা। হিন্‌স্+অনট্ ভাববা; হিন্‌স্+অ ভাববা+আপ্। বি; ক্লীব, স্ত্রী। বিণ—হিংসনীয়, হিংসিত, হিংস্ক, হিংস্য।

হিংসাকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), **-কর্ম**—হিংসার কাজ; অভিচার, মারণ মোহন স্তম্ভন বিদ্বেষণ উচ্চাটন বশীকরণ—এই ছয়টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হিংসালু—হিংসাপ্রকৃতিক, ঘাতক; অপকারক, হিংসা করা যাহার স্বভাব এমন। হিন্‌স্+আলুচ্ কর্তৃবা, শীলার্থে। বিণ।

হিংসিত—যাহাকে হিংসা করা হয় এরূপ; হত, বিনাশিত। হিন্‌স্+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—হিংসন, হিংসা।

হিংসুক—হিংসা করাই যাহার স্বভাব এমন; পরশ্রীকাতর। হিন্‌স্+উক কর্তৃবা, শীলার্থে বিণ। বি—হিংসন, হিংসা।

হিংসুটে—পরশ্রীকাতর; যে অন্যের ভাল দেখিতে পারে না। বাং প্র। বিণ।

হিংস্য—হিংসাযোগ্য, বধ্য। হিন্‌স্+ণ্যৎ কর্ম্মবা। বিণ। বি—হিংসন, হিংসা।

হিংস্র, হিংস্রক—১। হিংসা করাই যাহার স্বভাব এমন; হননকারক, ঘাতুক; অনিষ্টকারক, অপকারক। বিণ। স্ত্রী,—স্রা, —স্রিকা। ২। হিংসাকারক জন্তু। হিন্‌স্+র কর্তৃবা, শীলাদ্যর্থে; হিংস্র+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

হিংস্রপ্রকৃতি—অত্যন্ত হিংসুক; মারাত্মক স্বভাববিশিষ্ট; হিংসাশীল। হিংস্রা প্রকৃতি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হিঁচড়ন, হিঁচড়ান—জোরে টানা, বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করা; কেশমার্জ্জন করা। বাং ক্রি। [বি।

হিঁদোর—হিন্দোল, দোলন। প্রাঃ কবিপ্র।

হিঁদু—হিন্দু। ফার্সী 'হিন্দু' (<সিন্ধু)-শব্দজ। বি।

হিঁদুয়ানি—হিন্দুর আচার-ব্যবহার, হিন্দুর চালচলন। হিন্দু+আনি ভাবে। বি।

হিঁয়ালি—গূঢ়ার্থ প্রশ্ন; কূটপ্রশ্ন; যাহার অর্থ করা কঠিন এরূপ শ্লোক (riddle). 'হেয়ালিকা'-শব্দজ। বি।

হিকমৎ, হেকমৎ—ফিকির, চাতুরী; কৌশল; জ্ঞান। আর্বী। বি। বিণ,—তা, —তী।

হিক্কা—রোগের উপসর্গবিশেষ, হেঁচ্‌কী। হিক্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

হিঙ্গু—নির্যাসবিশেষ, হিং। হিম—গম্+ডু কর্তৃবা (নিপা)। বি; পুং বা ক্লীব।

হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি, হিঙ্গুলু—রঞ্জনদ্রব্যবিশেষ; পারা ও গন্ধক মিশান লাল রঙের একপ্রকার পদার্থ। হিঙ্গু—লা+ক, কি, কু কর্তৃবা। বি; পুং বা ক্লীব।

হিজড়, হিজড়া, হিজড়ে—ক্লীব, নপুংসক, খোজা। হিন্দী। বি।

হিজরৎ, হিজরাৎ—পলায়ন (সাধারণতঃ হজরত মোহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়নকে বুঝায়)। আর্বী। বি।

হিজরা—মুসলমানের প্রচলিত সন [হজরৎ মোহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়নের সময় অর্থাৎ ৬২২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই সনের গণনা আরম্ভ হইয়াছে]। (আর্বী) হিজরৎ+আ। বি।

হিজরী—হিজরা। আর্বী। বি।

হিজল—একপ্রকার বৃক্ষ। 'হিজ্জল'-শব্দজ। বি। [বি

হিজলীবাদাম—কাজুবাদাম। বাং প্র।

হিজিবিজি—কালির অর্থহীন এলোমেলো রেখা; আঁকাবাঁকা; বোধাতীত। বাং প্র। বি বা বিণ।

হিজ্জ, হিজ্জল—বৃক্ষবিশেষ, হিজলগাছ। হি+ক্বিপ্ কর্তৃবা; হিৎ জল যাহাতে, বহুব্রী; ১ম পক্ষে হিৎ—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।

হিঞ্চা, হিঞ্চে—'হিংচা' দ্রঃ।

হিঞ্জীর—হস্তপাদবন্ধনরজ্জু বা শৃঙ্খল। হিঞ্জ্—ঈর (প্রেরণ করা)+ক কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

হিড়হিড়—গড়াইয়া পড়িবার বা টানিবার অনুকার-শব্দ। বাং প্র। অব্য।

হিড়িক—আন্দোলন; হুজুগ; সুযোগ; ভিড়, ঠেলা; চাপ; হাঙ্গামা। বাং প্র। বি।

হিড়িম্ব—রাক্ষসবিশেষ। হিন্‌ড্+কিম্ব কর্তৃবা। বি; পুং।

হিড়িম্বা—ভীমপত্নী রাক্ষসীবিশেষ। হিড়িম্ব +আপ্। বি; স্ত্রী।

হিণ্ডন—ভ্রমণ; লেখন, বিলেখন; রমণ। হিন্‌ড্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

হিণ্ডির, হিণ্ডীর—অস্থিবিশেষ ; সমুদ্রাদির ফেন ; বার্ত্তাকু ; পুরুষ। হিণ্ড্ (ঘৃণা করা) + ইর, ঈর কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। [বি।

হিণ্ডোর—দোলনা, হিন্দোল। প্রাঃ কবিপ্র।

হিত—১। উপকারক ; যোগ্য, উপযুক্ত ; প্রিয় ; পথ্য ; গত ; অনুকূল ; ধৃত ; ব্যবহার্য্য। ধা + ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। ইষ্টসাধন ; মঙ্গল ; গমন। হি + ক্ত ভাববা। বি ; ক্লীব।

হিতকর, -কারী (-রিন্)—মঙ্গলজনক, উপকারক। উপতৎ ; হিত (মঙ্গল)—কৃ (করা) + ট, ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –করী, –কারিণী।

হিতকাম—হিতৈষী, মঙ্গলকামী। হিত কাম (ইচ্ছা) যাঁহার, বহুব্রী। বিণ।

হিতবাদী (-বাদিন্)—সৎপরামর্শদায়ক, হিতকথনশীল। উপতৎ ; হিত—বদ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বাদিনী।

হিতাকাঙ্ক্ষা—মঙ্গলকামনা। হিতের আকাঙ্ক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

হিতাকাঙ্ক্ষী (-ঙ্ক্ষিন্)—হিতৈষী, শুভার্থী, মঙ্গলকামী। উপতৎ; হিত—আ—কাঙ্ক্ষ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ঙ্ক্ষিণী।

হিতার্থী (-র্থিন্)—মঙ্গলপ্রার্থী ; শুভানুধ্যায়ী। উপতৎ ; হিত (মঙ্গল)—অর্থ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –র্থিনী।

হিতাশী (-শিন্)—১। পথ্যভোজী। উপতৎ ; হিত—অশ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। স্ত্রী, –শিনী। ২। হিতৈষী ("বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া"—ভারতচন্দ্র)। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ।

হিতাহিত—ন্যায়ান্যায়; ভালমন্দ ; শুভাশুভ। হিত ও অহিত, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লীব, বা বিণ।

হিতৈষণা, হিতৈষা—হিতেচ্ছা, পরের উপকারসাধনের ইচ্ছা। হিতের এষণা, এষা (ইচ্ছা, চেষ্টা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

হিতৈষী (-ষিন্)—শুভানুধ্যায়ী, হিতাভিলাষী। উপতৎ ; হিত (মঙ্গল)—ইষ্ (ইচ্ছা করা) + ণিন্ কর্ত্তৃবা, অথবা, হিতৈষা + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –ষিণী।

হিতোক্তি—প্রিয়বচন, হিতকর বাক্য। হিতা উক্তি (কথন), কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

হিতোপদেশ—১। সৎপরামর্শদান। হিত উপদেশ, কর্ম্মধা। ২। পঞ্চতন্ত্রের অনুকরণে নারায়ণকৃত মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ ও সন্ধি-নামক কথাচতুষ্টয়াত্মক নীতিগ্রন্থবিশেষ। হিত উপদেশ যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

হিন্তাল, হীন্তাল—হেঁতালগাছ। হীন (অধম) তাল, কর্ম্মধা (নিপাতনে)। বি ; পুং। [ফার্সী। বি।

হিন্দি, হিন্দী—উত্তর ভারতের ভাষাবিশেষ।

হিন্দু—জাতিবিশেষ, হিঁদু, বৈদিক ধর্ম্মাচারী ভারতবর্ষবাসী। ফার্সী (<সিন্ধু)। বি।

হিন্দুত্ব—হিন্দুর আচার-ব্যবহার চালচলন প্রভৃতি ; হিন্দুর ভাব। হিন্দু (ফার্সী শব্দ) + ত্ব ভাবে। বি ; ক্লীব।

হিন্দুধর্ম্ম(র্ম)—হিন্দুজাতির আচরিত ধর্ম্ম। হিন্দুসেবিত ধর্ম্ম, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

হিন্দুয়ানি—হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও চালচলন। হিন্দু + আনি। বি।

হিন্দুসমাজ—ভারতের আর্য্যসম্প্রদায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

হিন্দুস্থান—ভারতবর্ষ ; উত্তর ভারত। ফার্সী 'হিন্দুস্তান'-শব্দজ। বি।

হিন্দুস্থানী—১। ভারতবাসী ; উত্তর ভারতের অধিবাসী ; উত্তর ভারতের ভাষাবিশেষ। বি। ২। ভারত-সংক্রান্ত ; উত্তর ভারত-সম্বন্ধীয়। হিন্দুস্থান + ঈ নিবাসাদি অর্থে। বিণ।

হিন্দোল, হিন্দোলা—১। দোলা, ঝুলন ; ঝুলনযাত্রা। হি (অব্যয়শব্দ)—দুল্ (দোলান) + ঘঞ্ ভাববা, অথবা, হিল্লোল্ + ঘঞ্ ভাববা (নিপাতনে) ; পক্ষে আপ্। ২। যানবিশেষ। হি—দুল্ + ঘঞ্ অধিবা, অথবা, হিল্লোল্ + ঘঞ্ অধিবা (নিপাতনে) ; পক্ষে আপ্। ৩। রাগবিশেষ। হি—দুল্ + অচ্ কর্ত্তৃবা, অথবা, হিল্লোল্ + অচ্ কর্ত্তৃবা (নিপাতনে) ; পক্ষে আপ্। বি ; পুং, স্ত্রী।

হিন্দোলক—যানবিশেষ, ডুলি। হিন্দোল + কন্ স্বার্থে। বি ; পুং। [বি ; স্ত্রী।

হিন্দোলী—ডুলী, ঝুলী। হিন্দোল + ঈপ্।

হিবা—দানপত্র। আরবীমূলক। বি।

হিবুক—লগ্নের চতুর্থ স্থান। হিন্ব্ (প্রীত করা) + উকক্ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব। [বি।

হিব্রু—ইহুদীজাতি ; প্রাচীন ইহুদীদের ভাষা।

হিম—১। তুষার ; নীহার ; চন্দন ; চন্দনদ্রব ; শৈত্য, শীতলতা ; শীতলস্পর্শ ; টিন ; মুক্তা ; পথ ; নবনীত। বি ; ক্লীব। ২। হিমগিরি, হিমালয়-পর্ব্বত ; চন্দ্র ; নন্দনবৃক্ষ ; কর্পূর ; ঋতুবিশেষ। বি ; পুং। ৩। শীতল। হন্ (বধ করা) বা হি + মক্ কর্ত্তৃবা (হন্-স্থানে হি)। বিণ।

হিমকটিবন্ধ—উদীচ্যবৃত্ত ও উদীচ্যেতরবৃত্ত হইতে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত দুই ভূভাগ (Arctic Zone). হিম কটিবন্ধ, কর্ম্মধা। বি ; পুং।

হিমকর—১। চন্দ্র ; কর্পূর (চন্দ্রনামত্ব হেতু)। বি ; পুং। ২। শীতস্পর্শবিশিষ্ট। হিম কর যাহার, বহুব্রী। বিণ। [ক্লীব।

হিমকরশীকর—শিশিরবিন্দু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

হিমগিরি—হিমালয়-পর্ব্বত। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

হিমজ—১। মৈনাক-পর্ব্বত। বি ; পুং। ২। হিমালয়-পর্ব্বতে জাত। উপতৎ ; হিম (হিমালয়-পর্ব্বত)—জন্ (জন্মা) + ড কর্ত্তৃবা। বিণ। [বি ; স্ত্রী।

হিমজা—দুর্গা, পার্ব্বতী। হিমজ + আপ্।

হিমদ্রুম—মহানিম্ব। কর্ম্মধা। বি ; পুং।

হিমধামা (-মন্)—চন্দ্র ("হরিণীহীন হিমধামা"—বিদ্যাপতি)। হিম ধাম (রশ্মি) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

হিমনিষ্পত্র—যাহারা শীতকালে পত্রত্যাগ করে এমন। হিমে নিষ্পত্র, ৭মীতৎ। বিণ।

হিমবর্ষী (-র্ষিন্)—যাহা হইতে তুষার বর্ষণ হয় এমন। উপতৎ ; হিম—বৃষ্ + ণিন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বর্ষিণী।

হিমবান্ (হিমবৎ)—১। হিমালয়-পর্ব্বত। বি ; পুং। ২। শীতল, ঠাণ্ডা, শৈত্যগুণযুক্ত। হিম (তুষার, শৈত্য) + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –বতী।

হিমবালুকা—কর্পূর। হিমা বালুকা (তদ্বৎ পদার্থ), কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

হিমবাহ—(ভূগোল) পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া নিম্নে অবতরণশীল বিরাট্কায় বরফস্তূপ (glacier). হিম—বহ্ + অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

হিমমণ্ডল—হিমকটিবন্ধ (তাহা দ্রঃ)। হিমময় মণ্ডল, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

হিমরেখা—(ভূগোল) যে অক্ষরেখার নিম্নে তুষার গলিয়া যায় কিন্তু উপরে সারা বৎসরই তুষারস্তূপ থাকে তাহা (snow-line). হিমজ্ঞাপক রেখা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

হিমশিলা—তুষার, বরফ। হিমের শিলা (কঠিন খণ্ড), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

হিমশৈল—১। হিমালয়-পর্ব্বত। হিমপ্রধান শৈল (পর্ব্বত), মধ্যপ কর্ম্মধা। ২। (ভূগোল) সমুদ্রজলে ভাসমান বিরাট্কায় বরফখণ্ড (ice-berg). হিমের শৈল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

হিমশৈলজ—১। হিমালয়-পর্ব্বতে উৎপন্ন। বিণ। ২। মৈনাক-পর্ব্বত। উপতৎ ; হিমশৈল —জন্ + ড কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

হিমশৈলজা—পার্ব্বতী, দুর্গা। উপতৎ ; হিমশৈল (হিমালয়-পর্ব্বত)—জন্ (জন্মা) + ড কর্ত্তৃবা + আপ্। বি ; স্ত্রী।

হিমসংহতি—হিমানী, বরফের রাশি। হিমের সংহতি (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

হিমসিম—হয়রান ; ক্লান্ত ; জব্দ। বাং প্র। বিণ। **হিমসিম খাওয়া**—বিশেষ পরিশ্রান্ত হওয়া।

হিমাংশু—চন্দ্র, শশী ; কর্পূর (চন্দ্রনামত্ব হেতু)। হিম (শীতল) অংশু (কিরণ) যাঁহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

হিমাগম—শীতকাল ; হেমন্ত ঋতু। হিমের আগম (আগমন) যাহাতে, বহুব্রী। বি ; পুং।

হিমাঙ্ক—তাপমান-যন্ত্রের পারদ যে চিহ্নে আসিলে কোন তরল পদার্থ জমিয়া বরফ হয় তাহা (freezing point). হিমের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

হিমাঙ্গ—১। শীতল অঙ্গ। হিম (শীতল) অঙ্গ (অবয়ব), কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। যাহার শরীর ঠাণ্ডা এমন ; হিমকায়। হিম অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গা, —ঙ্গী।

হিমাচ্ছন্ন—তুষারাবৃত ; বরফে ঢাকা। হিমে আচ্ছন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

হিমাদ্রি—হিমালয়-পর্ব্বত। হিমের অদ্রি, (পর্ব্বত), ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, হিমময় অদ্রি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

হিমাদ্রিজা, হিমাদ্রিতনয়া—পার্ব্বতী, দুর্গা ; ক্ষীরিণী। হিমাদ্রি (হিমালয়-পর্ব্বত) —জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃবা+আপ্ ; হিমাদ্রির তনয়া (কন্যা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

হিমানী—বরফের স্তূপ ; বরফ। হিম (তুষার)+ঈপ্ সংহতি অর্থে (আনুক্-আগম)। বি ; স্ত্রী।

হিমারাতি, হিমারি—ভানু, সূর্য্য ; অগ্নি ; চিত্রকবৃক্ষ ; অর্কবৃক্ষ। হিমের অরাতি, অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

হিমালয়—ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় অবস্থিত পূর্ব্ব-পশ্চিমব্যাপী বিরাট পর্ব্বত। [এই পর্ব্বতের চূড়াসকল সর্ব্বদা হিমে অর্থাৎ বরফে ঢাকা থাকে বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে]। হিমের (তুষারের) আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

হিমিকা—১। শিশির, হিমকণা ; তৃণাদির উপরিভাগে পতিত হিম। হিম (কুয়াসা)+কন্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। ২। কুজ্ঝটিকা। হিম+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

হিম্মত—সাহস, বীরত্ব। আর্বী। বি।

হিম্মতওয়ালা—মনস্বী ; সাহসী। হিম্মত+ওয়ালা বিশিষ্টার্থে। বিণ।

হিম্য—হিমজাত, হিমোৎপন্ন, শীতল। হিম (তুষার)+যৎ জাতার্থে। বিণ।

হিয়, হিয়া—হৃদয়। কবিপ্র। বি।

হির—হীরা। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

হিরণ—সোনা, স্বর্ণ ; বরাটক, কড়ি ; রেতঃ। হৃ (লওয়া)+অন (ক্যু) কর্ম্মবা (ঋ-স্থানে ইর্)। বি ; ক্লীব। [বহুব্রী। বিণ।

হিরণ-কিরণ—স্বর্ণের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট।

হিরণ্ময়—১। স্বর্ণময়। বিণ। স্ত্রী,—য়ী। ২। নববর্ষমধ্যে বর্ষবিশেষ। বি ; ক্লীব। ৩। ব্রহ্মা। হিরণ্য+ময়ট্ বিকারাদ্যর্থে (য-কারের লোপ)। বি ; পুং।

হিরণ্য—স্বর্ণ ; রৌপ্য ; ধন ; বরাটক ; রেতঃ ; ধুস্তূর ; অকুপ্য দ্রব্য ; পরিমাণবিশেষ। হিরণ+যৎ স্বার্থে। বি ; ক্লীব।

হিরণ্যকশিপু—দৈত্যবিশেষ। হিরণ্য (স্বর্ণ) কশিপু (গ্রাসাচ্ছাদন) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

হিরণ্যগর্ভ(র্ব্ভ)—ব্রহ্মা ; শিলাবিশেষ। হিরণ্য (স্বর্ণময় অণ্ড) গর্ভ (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

হিরণ্যদ—সমুদ্র। উপতৎ ; হিরণ্য (স্বর্ণ)—দা (দান করা)+ক কর্তৃবা। বি ; পুং। [স্ত্রী।

হিরণ্যদা—পৃথিবী। হিরণ্যদ+আপ্। বি ;

হিরণ্যবর্ণা—১। নদী, তরঙ্গিণী। বি ; স্ত্রী। ২। স্বর্ণবর্ণা। হিরণ্যতুল্য (সুবর্ণসদৃশ) বর্ণ (রং) যাহার, বহুব্রী+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

হিরণ্যবাহ—শোণ নদ। হিরণ্য (স্বর্ণ)—বহ্ (বহন করা)+অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

হিরণ্যবাহু—শোণ নদ ; শিব। হিরণ্য—বহ্+ঞুণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

হিরণ্যরেতাঃ (-রেতস্), -রেতা—১। অগ্নি। হিরণ্য (স্বর্ণ) রেতঃ (শুক্র) যাঁহার, বহুব্রী। ২। সূর্য্য, শিব ; চিত্রকবৃক্ষ। হিরণ্য-সদৃশ রেতঃ (তেজঃ ইত্যাদি) যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

হিরণ্যাক্ষ—হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা। হিরণ্য (স্বর্ণবর্ণ) অক্ষি যাহার, বহুব্রী+ষচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

হিরাকস—হীরাকস (তাহা দ্রঃ)।

হিলন—১। যে হেলাইয়া অর্থাৎ বক্র হইয়া আছে এমন ("হিলন নটবর সাজ"—যদুনন্দন)। ২। হেলান, ঠেস। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

হিলমোচি, হিলমোচিকা, হিল-মোচী—হিঞ্চাশাক, হেলেঞ্চা। হিল্+ক ভাববা=হিল (কটাক্ষাদি ভঙ্গীকরণ) ; হিল—মুচ্+ই কর্তৃবা ; হিলমোচ+কন্ স্বার্থে+আপ্ ; হিলমোচি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [বি।

হিলায়ত—দোলাইতেছে। প্রাঃ কবিপ্র।

হিলোর—১। আন্দোলিত। বিণ। ২। হিল্লোল ; আন্দোলন, দোলনা। প্রাঃ কবিপ্র। বি। [শব্দজ। বি।

হিলোল—তরঙ্গ, আন্দোলন। 'হিল্লোল'-

হিলোলি—দোলাইয়া, আন্দোলিত করিয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি। [বি।

হিল্লা, হিল্লে—উপায় ; আশ্রয়। আর্বী।

হিল্লোল—১। দোলন। হিল্লোল্ (দোলা) +ঘঞ্ ভাববা। ২। তরঙ্গ, ঢেউ। হিল্লোল্ +অচ্ কর্তৃবা। ৩। রতিক্রিয়ার শয়ন বা অবস্থানবিশেষ অর্থাৎ রতিবন্ধবিশেষ। হিল্লোল্ +ঘঞ্ অধিবা। বি ; পুং।

হি ষ্টি রি য়া, হিস্টিরিয়া—একপ্রকার মূর্চ্ছারোগ। ইং hysteria. বি।

হিসাব, হিসেব—গণনা ; হার ; আয়-ব্যয়াদি-স্থিরীকরণ। আর্বী। বি।

হিসাবনবীশ—জমাখরচ-লেখক। হিসাবের নবীশ (লিপিকার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

হিসাব-নিকাশ—আয়-ব্যয়াদির হিসাব-স্থিরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

হিসাবী, হিসেবী—হি সা ব স ম্ব ন্ধী য় ; বিমৃষ্যকারী ; মিতব্যয়ী। হিসাব+ঈ সম্বন্ধার্থে, শীলার্থে। বিণ।

হিস্টিরিয়া—'হিষ্টিরিয়া' দ্রঃ।

হিস্যা—অংশ, ভাগ। আর্বী। বি।

হিস্যাদার—অংশীদার। হিস্যা+দার আছে অর্থে। বিণ।

হিহি—আহ্লাদসূচক শব্দ, আনন্দসূচক শব্দ, আনন্দসূচক ধ্বনি ; হাস্যশব্দ। অব্য।

হীন—পরিত্যক্ত, বর্জ্জিত ; রহিত, ঊন, শূন্য ; নিন্দনীয় ; অধম, নীচ। হা (পরিত্যাগ করা)+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি,—তা।

হীনচেতাঃ (-চেতস্), -চেতা—নীচমনাঃ, সঙ্কীর্ণমনাঃ। হীন চেতঃ যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বি ; স্ত্রী। বিণ—হীন।

হীনতা—নীচতা ; ক্ষুদ্রতা। হীন+তা ভাবে।

হীনপ্রকৃতি—১। নীচমনাঃ, ক্ষুদ্রাশয়। বহুব্রী। বিণ। ২। নীচ স্বভাব ; নীচ মন। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

হীনপ্রভ—যাহার দীপ্তি কমিয়া গিয়াছে এমন। হীনা প্রভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হীনপ্রাণ—দুর্ব্বল ; নীচমনাঃ, ক্ষুদ্রচেতাঃ। বহুব্রী। বিণ।

হীনবর্ণ—মলিন রঙের ; নিকৃষ্টজাতীয়। হীন বর্ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বিণ।

হীনবল—দুর্ব্বল। হীন বল যাহার, বহুব্রী।

হীনবুদ্ধি—১। নীচবুদ্ধি ; অল্পধী, অল্প-বুদ্ধিবিশিষ্ট। হীনা বুদ্ধি যাহার, বহুব্রী। বিণ। ২। অল্প বুদ্ধি। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

হীনবৃত্তি—১। নীচ ব্যবসায়। কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। নীচস্বভাব ; নীচ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহকারী। হীনা বৃত্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হীনবেশ—১। মলিন বেশ ; দারিদ্র্যের পরিচায়ক বেশভূষা। কর্ম্মধা। বি ; পুং। ২। মলিন-পরিচ্ছদধারী। হীন বেশ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হীনমতি—নীচমনাঃ। হীনা মতি যাহার, বহুব্রী। বিণ। [বহুব্রী। বিণ।

হীনশক্তি—দুর্ব্বল। হীনা শক্তি যাহার,

হীনসত্ত্ব—ভীত ; বিহ্বল ("যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীনসত্ত্ব"—কাশীরাম)। হীন সত্ত্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হীনাঙ্গ—বিকলাঙ্গ, অঙ্গহীন। হীন অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী,—ঙ্গী, —ঙ্গা।

হীনাবস্থ—দরিদ্র, দৈন্যদশাগ্রস্ত। হীনা অবস্থা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হীনিত—বিয়োগচিহ্ন, "—" এই প্রকার চিহ্ন। হীন+ণিচ্ (=হীনি, নামধাতু)+ক্ত করণবা। বি ; ক্লীব।

হীন্তাল—'হিন্তাল' দ্রঃ।
হীয়মান—যাহা হীন হইতেছে এমন, যাহা হ্রাস পাইতেছে এমন। হা (ত্যাগ করা)+শানচ্ কর্মকর্তৃবা। বিণ।
হীর—হীরক। হৃ (লওয়া)+ক কর্তৃবা (ঋ-স্থানে ঈর)। বি; পুং বা ক্লীব।
হীরক—রত্নবিশেষ, বহুমূল্য প্রস্তরবিশেষ, হীরা, হীরে, জহর। হীর+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।
হীরকখচিত—মাঝে মাঝে হীরার টুকরা-বসান। ৩য়াতৎ। বিণ।
হীরকজুবিলি—কোন সম্রাট্ বা সম্রাজ্ঞীর ষাট বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ হইলে তাহার অভিনন্দনার্থ উৎসববিশেষ (diamond jubilee). বাং প্র। বি।
হীরকাঙ্গুরীয়ক—হীরার আঙটি। হীরক-নির্মিত অঙ্গুরীয়ক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লীব।
হীরা—১। রত্নবিশেষ, হীরে। 'হীরক'-শব্দজ। বি। ২। লক্ষ্মী; পিপীলিকা; মৎস্য-বিশেষ; কাশ্মীরী। হীর+আপ্। বি; স্ত্রী।
হীরাকস—বণিগ্‌দ্রব্যবিশেষ; লৌহকাসীস। বাং প্র। বি।
হীরামন, হীরেমন—একজাতীয় শুক-পক্ষী। হিন্দী। বি।
হীহী—আহ্লাদসূচক শব্দ, আনন্দসূচক ধ্বনি, হাস্যধ্বনি। বাং প্র। অব্য।
হীহীকার—উচ্চ হাস্য; শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া হীহী শব্দ করণ ("চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে"—রবীন্দ্রনাথ)। হীহী—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বাং.প্র। বি; পুং।
হুইপ—ব্যবস্থাপক সভায় নিজদলের সভ্য-গণকে কোন বিশেষ মতে মিলিত হইবার জন্য আহ্বানকারী সভ্য; চাবুক। ইং whip. বি।
হুইল—চক্র, চাকা; বড়শি প্রভৃতির সূতা গুটাইবার ধাতুময় চক্র। ইং wheel. বি।
হুঁ—স্বীকার-বোধক শব্দ; সম্মতিসূচক শব্দ; সন্দেহপ্রকাশক শব্দ; প্রতিজ্ঞাসূচক শব্দ; ভয়প্রদর্শনসূচক শব্দ। 'হুম্'-শব্দজ। অব্য।
হুঁকা—তামাকের ধূমপানার্থ যন্ত্র, তাম্রকূট-সেবনের নলিচাযুক্ত নারিকেলের খোল। আর্বী 'হুক্কা'-শব্দজ। বি।
হুঁকারি—তামাকখোর ("বাবুরাম বাবু ঘোর হুঁকারি"—টেকচাঁদ)। হুঁকা+রি আসক্তার্থে। বিণ। [শব্দজ। বি।
হুঁশ, হুঁস—সংজ্ঞা, চৈতন্য। ফার্সী 'হোশ'-
হুঁশিয়ার, হুঁসিয়ার—সাবধান, সতর্ক; চালাক; চেতনাবিশিষ্ট। ফার্সী 'হোশিয়ার'-শব্দজ। বিণ। বি,—য়ারি।
হুক—কোন কিছু আটকাইবার বক্রাগ্র লৌহ; বড়শী। ইং hook. বি।
হুকুম—আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি। আর্বী 'হুক্ম্'-শব্দজ। বি।
হুকুমৎ—প্রভুত্ব। আর্বী। বি।
হুকুমদার—১। আদেশকারী। হুকুম+দার কর্তা অর্থে। বি বা বিণ। ২। কে আসিতেছে [সরকারী কোষাগারের সম্মুখে রাত্রিতে যে পাহারাওয়ালা থাকে সে কোন ব্যক্তিকে নিকটে যাইতে দেখিলেই এই কথা বলে এবং "রাইয়ৎ" বলিয়া উত্তর দিলে তাহাকে যাইতে দেয়, অন্যথা তাহাকে আটক করে অথবা বিপদ্ বুঝিলে গুলি করে]। ইং 'Who comes there' কথার অপভ্রংশ।
হুকুমনামা—আদেশপত্র। হুকুম+নামা লিপি অর্থে। বি। [আর্বী। বিণ।
হুকুমবরদার—আজ্ঞাপালক, আজ্ঞাধীন।
হুঙ্কার, হুঙ্ক(ঙ্ক)ত, হুঙ্ক(ঙ্ক)তি—১। 'হুম্' এইরূপ শব্দ-করণ; বন্যবরাহ-ধ্বনি; গর্জন। হুম্—কৃ+ঘঞ্, ক্ত, ক্তি ভাববা। বি; পুং, ক্লীব, স্ত্রী। ২। গর্জিত। হুম্—কৃ+ঘঞ্, ক্ত, ক্তি, কর্মবা। বিণ।
হুচট, হুচোট—চলিবার সময়ে চরণে অত-র্কিতভাবে আঘাত লাগা। 'উচ্চাট'-শব্দজ। বি।
হুজুক, হুজুগ—সাময়িক গোলযোগ, আন্দোলন; গুজব, মজা প্রভৃতি। আর্বী 'হুজুম্'-শব্দজ। বি।
হুজুকপ্রিয়—যে সহজেই হুজুকে মাতিয়া উঠে এমন; কোন বিষয়ে সাময়িকভাবে অতিরিক্ত হৈচৈ যাহার ভাল লাগে এমন। বহুব্রী। বিণ।
হুজুকে—হুজুকপ্রিয়। হুজুক+এ (<ইয়া) প্রিয়ার্থে। বিণ। [বি।
হুজুর—মনিব, প্রভু। আর্বী 'হুজুর'-শব্দজ।
হুজ্জত—বচসা, তর্ক; কোলাহল ("তুলক্লাম ধূমধাম মহা হুজ্জত"—সত্যেন্দ্রনাথ)। আর্বী। বি।
হুট—অবিবেচনা। বাং প্র। বি।
হুটোপাটি—হুড়াহুড়ি, লাফালাফি; কোলা-হল। বাং প্র। বি।
হুড়—১। মেঘ; চোর-নিবারণার্থ ভূমিতে প্রোথিত লৌহকীলক; সেনাশ্রয়স্থান; রথোপরি মলমূত্র ত্যাগ করিবার শৃঙ্গ। হুড্+ক কর্তৃবা। বি; পুং। ২। ভর্ৎসনা, ঠেলাঠেলি, বিবাদ; ভিড়। বাং প্র। বি।
হুড়কা—১। দ্বার বন্ধ করিবার কাষ্ঠ। 'হুড়ুক্'-শব্দজ। বি। ২। পতিসংসর্গত্যাগিনী, পতি-সংসর্গভীতা। 'উৎকা'-শব্দজ। বিণ; স্ত্রী।
হুড়মুড়—বৃহৎ এবং ভারী বস্তুর পতনাদি-জনিত শব্দ। বাং প্র। অব্য।
হুড়হুড়—বেগে বৃষ্টিজলাদির পতনশব্দ। বাং প্র। অব্য। [বি।
হুড়া, হুড়ো—ঠেলা; তাগাদা। বাং প্র।
হুড়াহুড়ি—ঠেলাঠেলি; মারামারি। বাং প্র। বি। [অস-ক্রি।
হুড়ি—হোঁচট খাইয়া। প্রাঃ কবিপ্র।
হুড়ুক্ক—হুড়্কা; মত্তব্যক্তি; বাদ্যবিশেষ; দাত্যূহপক্ষী, ডাক পাখী। হুড়ু—কৈ+ক কর্তৃবা। বি; পুং।
হুড়ুম—মুড়ি। প্রাদে। বি।
হুণ্ডি, হুণ্ডী—অর্থসম্বন্ধীয় চিঠি; টাকা দিবার বরাতি চিঠি। ফার্সী। বি।
হুত—১। দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত (ঘৃতাদি); তর্পিত। বিণ। ২। হোম-করা অগ্নি। হু+ক্ত কর্মবা। বি; পুং। ৩। হোম। হু+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব।
হুতবহ, -ভুক্ (-ভুজ্)—অগ্নি; চিত্রক-বৃক্ষ। হুত—বহ্+অচ্ কর্তৃবা; হুত—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; পুং। [বি।
হুতাশ—নৈরাশ্য, আতঙ্ক। 'হতাশ'-শব্দজ।
হুতাশ, হুতাশন—অগ্নি, বহ্নি; হোম-ঘৃতাদি-ভক্ষক। হুত—অশ্ (ভোজন করা)+অণ্ কর্তৃবা; হুত অশন যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।
হুতি—হবন, হোম, যজ্ঞে ঘৃতাদি নিক্ষেপ। হু+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।
হুতুম, হুতোম—বৃহদাকার পেচকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। বাং প্র। বি।
হুদ্দা, হুদ্দো—এলাকা, অধিকারের সীমানা। বাং প্র। বি।
হুন—হূণ (তাহা দ্রঃ)।
হুনরি, হুনরী, হুনুরী—সুদক্ষ শিল্পী। ফার্সী 'হুনর্'-শব্দজ। বি।
হুবহু—ঠিক ঠিক; অবিকল; সম্পূর্ণরূপে। আর্বী। ক্রি-বিণ।
হুম্, হুম্—সম্মতি স্বীকার নিষেধ স্মৃতি গান সংশয় অহংতা বিতর্ক প্রশ্ন প্রভৃতিসূচক শব্দ। হ্বে+ডুম্, ডুম্ করণবা। অব্য।
হুমকি—হুঙ্কার; ভয় দেখান, তর্জন। 'হুঙ্কার'-শব্দজ। বি।
হুমড়ি—কিছু লইবার জন্য আগ্রহাতিশয্য দেখান; হামাগুড়ি। 'হেঁটমুণ্ড'-শব্দজ। বি।
হুর, হুরী—১। পরী। আর্বী 'হুর্'-শব্দজ। ২। মাছ ধরিবার একপ্রকার ফাঁদ। বাং প্র। বি।
হুল—সূক্ষ্মাগ্রভাগ; ভ্রমর বোলতা প্রভৃতির সূক্ষ্ম বেধনাস্ত্রবৎ অঙ্গ। 'অল'-শব্দজ। বি।
হুলস্থুল, হুলুস্থুল—গোলযোগ, গোলমাল। বাং প্র। বি।
হুলহুলী—স্ত্রীলোকদের মঙ্গলসূচক মুখ-শব্দ, হুলুধ্বনি। হুলু+ক কর্তৃবা, দ্বিত্ব+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।
হুলা, হুলো—পুরুষজাতীয়; মদ্দা বিড়াল। হোল (মুক্ত)+আ, ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বি বা বিণ।

হুলাস—উল্লাস। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
হুলাহুলি—উলুধ্বনি। প্রাঃ কবিপ্র। বি।
হুলিয়া—পলাতক আসামীর চেহারার বর্ণনা। আর্বী 'হুলায়াহ্'-শব্দজ। বি।
হুলু—স্ত্রীলোকদের মঙ্গলধ্বনি; উলুধ্বনি। 'হুলহুলী'-শব্দজ। বি।
হুলো—'হুলা' দ্রঃ।
হুল্লোড়—দলবদ্ধ ভাবে আমোদ-প্রমোদ ও কোলাহল। বাং প্র। বি।
হুশিয়ার—মনোযোগী; চতুর, বিজ্ঞ, সতর্ক, সাবধান। ফার্সী 'হোশিয়ার'-শব্দজ। বিণ।
হুশিয়ারী—সাবধানতা। ফার্সী 'হোশিয়ার'-শব্দজ। বি।
হুহু, হূহু—(রামায়ণ) গন্ধর্ব্ববিশেষ। হ্বে+ডু কর্ম্মবা (নিপাতনে)। বি; পুং।
হুহুঙ্কা(ংকা)র—হুঙ্কার। হুহুম্—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। [অব্য।
হূ—অবজ্ঞা; আহ্লাদ; শোক, গর্ব্ব। বাং প্র।
হূঙ্কা(ংকা)র, হূঙ্ক(ংক্)ত, হূঙ্ক(ংক্)তি—"হূম্" এই অবজ্ঞাসূচক শব্দ। হূম্—কৃ+ঘঞ্, ক্ত, ক্তি ভাববা। বি; পুং, ক্লীব, স্ত্রী।
হূণ—অসভ্যজাতিবিশেষ। বি; পুং।
হূত—১। যাহাকে ডাকা হইয়াছে; আহূত। হ্বে+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। ২। আহ্বান। হ্বে+ক্ত ভাববা। বি; ক্লীব। [বি; স্ত্রী।
হূতি—আহ্বান, ডাকা। হ্বে+ক্তি ভাববা।
হূয়মান—যাহাকে আহ্বান করা হইতেছে এমন। হ্বে+শানচ্ কর্ম্মবা। বিণ।
হূহূ, হুহু—১। (রামায়ণ) গন্ধর্ব্ববিশেষ। হ্বে (আহ্বান করা)+ডু, ডু কর্ম্মবা, দ্বিত্ব। বি; পুং। ২। যাতনাসূচক ধ্বনি। হ্বে+ডু, ডু ভাববা। অব্য।
হৃৎ (-দ্)—বক্ষঃস্থল; চিত্ত, মনঃ, জীবন। হৃ (হরণ করা)+ক্বিপ্ কর্ম্মবা। বি; ক্লীব।
হৃত—যাহা চুরি করা হইয়াছে এমন, আকৃষ্ট; আনীত; ছিন্ন। হৃ+ক্ত কর্ম্মবা। বিণ। বি—হরণ।
হৃতসর্ব্ব(র্ব)স্ব—যাহার সমস্ত চোরিত হইয়াছে এমন, যাহার সব হরণ করা হইয়াছে এমন। হৃত সর্ব্বস্ব যাহার, বহুব্রী। বিণ।
হৃতি—হরণ, চুরি। হৃ+ক্তি ভাববা। বি; স্ত্রী।
হৃৎকম্প—হৃৎস্পন্দন; ভয়াদি হেতু হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন। হৃদের কম্প, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
হৃৎকমল, -পদ্ম—(আরাধ্য দেবতার চরণস্থাপনোপযোগী) অন্তঃকরণরূপ পদ্ম। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
হৃত্তত্ত্ববিবেক—কোন ব্যক্তির মস্তকের গঠন দেখিয়া তদীয় মনোবৃত্তি-সমুদায় যে শাস্ত্র দ্বারা নিরূপিত হয় তাহা (Prenology). হৃদের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার বিবেক যদ্দ্বারা, বহুব্রী। বি; পুং।
হৃৎপিঞ্জর—(স্নেহভাজনের বিষয় বা অন্য স্মর্তব্য বিষয় আবদ্ধ করিয়া রাখিবার উপযোগী) মনোরূপ পিঁজরা। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
হৃৎপিণ্ড—হৃদয়স্থিত রক্তাদির আধারস্থান। হৃদের পিণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, হৃদ্ই পিণ্ড, কর্ম্মধা। বি; পুং।
হৃদয়—বক্ষঃস্থল; চিত্ত, মনঃ, জীবিত। হৃ+কয়ন্ কর্ম্মবা (দ-আগম)। বি; ক্লীব।
হৃদয়কন্দর—অন্তঃকরণরূপ গুহা। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং বা ক্লীব।
হৃদয়গ্রন্থি—মনের বাঁধন। হৃদয়ের গ্রন্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
হৃদয়গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—মনোহারী, মনোজ্ঞ; যাহা হৃদয়কে ভাব রস আবেগ ইত্যাদিতে আপ্লুত করে; যাহা খুব মনে লাগে এমন। উপতৎ; হৃদয়—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –গ্রাহিণী।
হৃদয়ঙ্গম—হৃদ্য, হৃদয়গত, হৃদ্গত, মনোগত; উপযুক্ত; মনোহর; উপলব্ধ। হৃদয়—গম্+খচ্ কর্তৃবা। বিণ।
হৃদয়জ—১। অন্তঃকরণে জাত। বিণ। ২। স্তন। উপতৎ; হৃদয়—জন্+ড কর্তৃবা। বি; পুং।
হৃদয়তন্ত্রী—(মধুরভাবে বা ভগবানের নামে ঝঙ্কৃত হইবার উপযোগী) অন্তঃকরণরূপ তার। রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
হৃদয়পট—(আরাধ্য দেবতা বা প্রীতিভাজনের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া থাকিবার উপযোগী) অন্তঃকরণরূপ বস্ত্র। রূপক কর্ম্মধা। বি; পুং।
হৃদয়বল্লভ—প্রাণপ্রিয়; পতি; প্রণয়ী, প্রেমাস্পদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।
হৃদয়বান্ (বৎ)—যাহার মনে দয়া সহানুভূতি ইত্যাদি আছে এমন; মনস্বী; সদন্তঃকরণ; প্রশস্তমনা। হৃদয় (অন্তঃকরণ)+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, –বতী।
হৃদয়বিদারক—মর্ম্মান্তিক; মর্ম্মভেদী; অতীব দুঃখজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, –বিদারিকা।
হৃদয়বীণা—অন্তঃকরণরূপ বীণা; হৃদয়তন্ত্রী। রূপক কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।
হৃদয়বেধী (-ধিন্)—অতীব মর্ম্মপীড়াজনক; যাহাতে বুক ফাটিয়া যায় এমন। উপতৎ; হৃদয়—বিদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –বেধিনী।
হৃদয়ভেদী (-দিন্)—মর্ম্মান্তিক, মর্ম্মঘাতী; অতীব দুঃখজনক। উপতৎ; হৃদয়—ভিদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –ভেদিনী।
হৃদয়মন্দির—(আরাধ্য দেবতা বা প্রেমাস্পদের স্থিতিযোগ্য) অন্তঃকরণরূপ দেবালয়। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
হৃদয়রাজ্য—(প্রেমাস্পদের সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্ব করিবার উপযোগী) অন্তঃকরণরূপ রাজত্ব। রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
হৃদয়রাণী—হৃদয়েশ্বরী, প্রিয়তমা। হৃদয়ের রাণী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
হৃদয়সর্ব্ব(র্ব)স্ব—অন্তঃকরণের একমাত্র প্রভু; প্রিয়তম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [ক্লীব।
হৃদয়স্থান—বক্ষঃস্থল, বুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;
হৃদয়স্পর্শী (-র্শিন্)—মর্ম্মস্পর্শী; যাহাতে অন্তঃকরণে করুণাবেগের সঞ্চার হয় এমন। উপতৎ; হৃদয়—স্পৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –স্পর্শিনী।
হৃদয়হীন—নির্দ্দয়; কঠোর-অন্তঃকরণযুক্ত; যাহার অন্তঃকরণে ভাবাবেগ নাই এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।
হৃদয়ালু, হৃদয়িক, হৃদয়ী (-য়িন্)—প্রশস্তচিত্ত, সদন্তঃকরণ, উদারচেতা। হৃদয়+আলুচ্, ইক (ঠন্), ইন্ আছে অর্থে। বিণ।
হৃদয়েশ, হৃদয়েশ্বর—স্বামী; প্রাণেশ্বর; কান্ত, বল্লভ, জীবিতেশ্বর। হৃদয়ের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।
হৃদয়েশা, হৃদয়েশ্বরী—প্রণয়িনী; কান্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।
হৃদাকাশ—অন্তঃকরণরূপ গগন। হৃদ্রূপ আকাশ, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
হৃদি—হৃদয়। কবিপ্র। বি।
হৃদিপট—হৃদয়পট, অন্তঃকরণরূপ ছবি। কবিপ্র। বি। [বি।
হৃদিপদ্ম—হৃদয়কমল, মনরূপ পদ্ম। কবিপ্র।
হৃদিলগ্ন, -সংলগ্ন—হৃদয়ে মিলিত, যাহা মনে লাগিয়া আছে এরূপ। অলুক্ ৭মীতৎ। বিণ।
হৃদ্গত—মনোগত; হৃদয়ঙ্গম; হৃদয়স্থ, চিত্তস্থ। হৃদ্‌কে গত, ২য়াতৎ। বিণ।
হৃদ্বিলাসী (-সিন্), **হৃদ্বিহারী** (-রিন্)—অন্তঃকরণে বিহারকারী; সর্ব্বদা যাহার আনন্দময়ী মূর্ত্তি মনোমধ্যে উদিত হয় এমন। উপতৎ; হৃদ্—বি—লস্, হৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, –সিনী, –রিণী।
হৃদ্য—বাঞ্ছিত; প্রিয়; মনোগত, হৃদ্গত; মনোজ্ঞ। হৃদ্ (অন্তঃকরণ)+যৎ প্রাপ্ত অর্থে। বিণ। বি, –তা।
হৃদ্যতা—প্রণয়, প্রেম; সদ্ভাব, সৌহার্দ্দ্য। হৃদ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—হৃদ্য।
হৃদ্‌যন্ত্র—হৃৎপিণ্ড, হৃদয়। হৃদ্রূপ যন্ত্র, রূপক কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।
হৃদ্রোগ—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাজনিত ব্যাধিবিশেষ (heart-disease). হৃদের রোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
হৃষিক—ইন্দ্রিয় (হৃষিককরণ=ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া)। 'হৃষীক'-শব্দজ। বি।
হৃষিত—প্রীত; আনন্দিত, আহ্লাদিত,

হৃষ্ট ; হর্ষিত, পুলকিত ; প্রণত ; সজ্জিত, বর্দ্ধিত। হৃষ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। [কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

হৃষীক—ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়। হৃষ্+ঈকক্

হৃষীকেশ—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ, পরমাত্মরূপ। হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

হৃষ্ট—আহ্লাদিত, আনন্দিত ; প্রীত, সন্তুষ্ট ; পুলকিত, রোমাঞ্চিত ; বিস্মিত ; বর্দ্ধিত। হৃষ্+ক্ত কর্ত্তৃবা। বিণ। বি—হর্ষ, হৃষ্টি।

হৃষ্টচিত্ত—১। প্রফুল্ল মন, প্রীত মন। কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। প্রফুল্ল-অন্তঃকরণবিশিষ্ট। হৃষ্ট চিত্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ, —চিত্তে।

হৃষ্টপুষ্ট—মোটাসোটা ; আনন্দিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। হৃষ্টও যে পুষ্টও সে, কর্ম্মধা। বিণ।

হৃষ্টমনাঃ (-মনস্), **-মনা**—যাহার মন প্রফুল্ল হইয়াছে এমন ; প্রফুল্লমনাঃ। বহুব্রী। বিণ।

হৃষ্টরোমা (-রোমন্)—পুলকিত, রোমাঞ্চিত। হৃষ্ট রোম যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হৃষ্টান্তঃকরণ—হৃষ্টচিত্ত (তাহা দ্রঃ)।

হৃষ্টি—হর্ষ, পুলক, আনন্দ ; গর্ব্ব। হৃষ্+ক্তি ভাববা। বি ; স্ত্রী। বিণ—হৃষ্ট।

হে—সম্বোধন ; আহ্বানসূচক শব্দ, ওহে। হা+ডে ভাববা। অব্য।

হে—হাঁ। বাং প্র। অব্য।

হেঁচকা—১। ঝাঁকনি, হঠাৎ সজোরে আকর্ষণ। বাং প্র। বি। ২। সহসা এবং সজোরে কৃত ('—টান')। বাং প্র। বিণ।

হেঁচকী—হিক্কা। বাং প্র। বি।

হেঁজিপেঁজি—তুচ্ছ, নগণ্য। বাং প্র। বিণ। ['অধস্তাৎ'-শব্দজ। বিণ।

হেঁট, হেট—অধঃকৃত ; নম্র ; পরাজিত।

হেঁটমুখ—অধোবদন ; লজ্জিত। বহুব্রী। বিণ।

হেঁড়ে—হাঁড়ির মত, প্রকাণ্ড। হাঁড়ি+এ (<ইয়া) সদৃশার্থে। প্রাদে। বিণ।

হেঁতাল—হিন্তাল-বৃক্ষ। 'হিন্তাল'-শব্দজ। বি। [শব্দজ। বি।

হেঁয়ালি—অস্পষ্টার্থ প্রশ্ন। 'প্রহেলিকা'-

হেঁসেল—রন্ধনাগার, রান্নাঘর। 'হাঁড়িশালা'-শব্দজ। বি। [বাং প্র। বি।

হেঁসো—হাঁসুলি ; কাস্তের ন্যায় অস্ত্র।

হেক্কা—হিক্কা, হেঁচ্‌কী। হিক্ক্+অ ভাববা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

হেট—১। 'হেঁট' দ্রঃ। ২। গরু প্রভৃতিকে চালাইবার শব্দ। প্রাদে। অব্য।

হেঠ—বাধা, প্রতিবন্ধক, ক্ষতি। হেঠ্+অচ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং। [বিণ।

হেটমুড়্যা—নত মস্তক। প্রাঃ কবিপ্র।

হেড—প্রধান ('—পণ্ডিত') ; মাথা। ইং head. বি বা বিণ।

হেডক্লার্ক—প্রধান কেরাণী ; অফিসের বড়বাবু। ইং Head clerk. বি।

হেডমাষ্টা(স্টা)র—প্রধান শিক্ষক। ইং headmaster. বি।

হেতি—১। অস্ত্র ; শস্ত্র। বি ; স্ত্রী। ২। সূর্য্যকিরণ ; অগ্নিশিখা ; সাধন ; তেজোমাত্র। হন্+ক্তি কর্ত্তৃবা (নিপাতনে)। বি ; স্ত্রী।

হেতু—কারণ ; প্রয়োজন ; বীজ, মূল ; (ন্যায়মতে) অনুমতিসাধন ; জ্ঞাপক ; অলঙ্কারবিশেষ। হি (গমন করা)+তুন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

হেতুক—১। কারণ। হেতু+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং। ২। হেতুসম্বন্ধীয়। হেতু+কন্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

হেতুতা—কারণতা, হেতুর ধর্ম্ম, হেতুত্ব। হেতু+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

হেতুমান্ (-মৎ)—হেতুবিশিষ্ট ; কার্য্য। হেতু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —মতী। বি, —মত্তা।

হেত্বাভাস—নিকৃষ্ট হেতু ; দুষ্ট হেতু, প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ সাধক বলিয়া যাহাকে বোধ হয় তাহা ; অসিদ্ধি ব্যভিচার বিরুদ্ধতা সৎপ্রতিপক্ষতা বাধ—এই পাঁচ হেতুদোষ। হেতুর আভাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

হেথা—অত্র, এখানে। 'অত্র'-শব্দজ। অব্য।

হেদান—খেদ প্রকাশ করা ; প্রিয়জনের বিরহে কাতরতা প্রকাশ করা। বাং ক্রি।

হেদে—সম্বোধনসূচক অব্যয়, ওহে। বাং প্র। অব্য।

হেন—এমন, ঈদৃশ ; তুল্য। কবিপ্র। অব্য।

হেনস্তা, -স্থা—দুর্দ্দশা ; নাকাল অবস্থা। 'হীনাবস্থা'-শব্দজ। বি।

হেনা—মেহেদি গাছ ; একপ্রকার সুগন্ধি পুষ্প। আর্বী 'হিনা'-শব্দজ। বি।

হেপাজৎ—জিম্মা, তত্ত্বাবধান। আর্বী। বি।

হেবা—দান। আর্বী। বি। [অর্থে। বি।

হেবানামা—দানপত্র। হেবা+নামা লিপি

হেম, হেম (হেমন্)—১। স্বর্ণ, সুবর্ণ, সোণা, ধুস্তুর ; কেশর ; মাষকপরিমাণ। বি ; ক্লীব। ২। কৃষ্ণবর্ণাশ্ব। হি+ম, মনিন্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

হেমকান্তি—১। দারুহরিদ্রা। হেমের কান্তির ন্যায় কান্তি যাহার, বহুব্রী। ২। স্বর্ণ ; সোণার বর্ণের ন্যায় বর্ণ। হেমের কান্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ৩। স্বর্ণবর্ণযুক্ত। হেমের কান্তির ন্যায় কান্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হেমকার—স্বর্ণকার, সেক্‌রা। উপতৎ ; হেম—কৃ+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

হেমকূট—হিমালয়ের উত্তরে স্থিত কিংপুরুষবর্ষস্থ পর্ব্বতবিশেষ। হেমময় কূট যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

হেমন্ত—হিমসময়, হিমঋতু, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণমাস (শাস্ত্রমতে অগ্রহায়ণ পৌষ) ; হিমালয়-পর্ব্বত। হিমের অন্ত যাহাতে, বহুব্রী (নিপাতনে), অথবা, হি+অন্ত কর্ত্তৃবা (ম-আগম)। বি ; পুং বা ক্লীব।

হেমপর্ব্ব(র্ব)ত—সুমেরু-পর্ব্বত। হেমপূর্ণ পর্ব্বত, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

হেমপীঠ—স্বর্ণাসন। হেমনির্ম্মিত পীঠ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব।

হেমপুষ্প—১। অশোকপুষ্প। হেমবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) পুষ্প, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব। ২। চম্পক-বৃক্ষ। হেমবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) পুষ্প যাহার, বহুব্রী। বি ; পুং।

হেমপুষ্পী—স্বর্ণজীবন্তী ; মঞ্জিষ্ঠা ; ইন্দ্রবারুণী ; কণ্টকারী ; মুষলী। হেমপুষ্প+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

হেমফলা—স্বর্ণকদলী। হেমবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) ফল যাহার, বহুব্রী+আপ্ সংজ্ঞার্থে। বি ; স্ত্রী।।

হেমময়—সুবর্ণময়, সোণায় গড়া। হেম+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, —ময়ী।

হেমমালী (মালিন্)—সূর্য্য ; অর্কবৃক্ষ। হেমমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

হেমমুকুলিকা—স্বর্ণবর্ণ পুষ্পকলি, সোণার রঙের ফুলের কুঁড়ি। হেমবর্ণা মুকুলিকা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

হেমল—স্বর্ণকার, সেকরা ; কষ্টিপাথর ; কাঁকলাস। হেম (স্বর্ণ)—লা+ক কর্ত্তৃবা। বি ; পুং।

হেমলক—একপ্রকার বিষবৃক্ষ। ইং hemlock. বি।

হেমলতা—স্বর্ণজীবন্তী। হেমবর্ণা লতা, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; স্ত্রী।

হেমসার—তুঁথ, তুঁতিয়া। হেম—সৃ+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃবা। বি ; ক্লীব।

হেমহার—স্বর্ণহার। হেমনির্ম্মিত হার, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

হেমাঙ্গ—১। স্বর্ণময়দেহবিশিষ্ট ; স্বর্ণকান্তি। হেমবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) অঙ্গ (অবয়ব) যাহার, বহুব্রী। বিণ। স্ত্রী—হেমাঙ্গী ; হেমাঙ্গিনী (বাং)। ২। স্বর্ণবর্ণ-অঙ্গ, সোণার দেহ ; গৌরবর্ণ। হেমবর্ণ (স্বর্ণকান্তি) অঙ্গ, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; ক্লীব।

হেমাদ্রি—সুমেরু-পর্ব্বত। হেমের (স্বর্ণের) অদ্রি (পর্ব্বত), ৬ষ্ঠীতৎ, বা, হেমপূর্ণ অদ্রি, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

হেমাভ—স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট। হেমের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হেয়—ত্যাজ্য ; তুচ্ছ ; ঘৃণার যোগ্য। হা+যৎ কর্ম্মবা। বিণ।

হেয়জ্ঞান—তাচ্ছীল্য ; অবজ্ঞা। হেয় এইরূপ জ্ঞান, সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লীব।

হের—১। মুকুটবিশেষ; হরিদ্রা; আসুরী মায়া। হি (গমন করা)+রক্ কর্তৃবা। বি; ক্লীব। ২। দেখ; অদূরে। কবিপ্র। ক্রি বা ক্রি-বিণ। ৩। জার্মানদিগের উপাধিবিশেষ (Herr). জার্মান শব্দ। বি।

হেরফের—গোলমাল; অদলবদল। হিন্দী-মূলক। বি।

হেরম্ব—গণেশ; মহিষ; গর্ব্বিত বীর; বুদ্ধ-বিশেষ। হে (শিবে)—রম্ব্ (শব্দ করা) +অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

হেরা—দেখা। কবিপ্র। ক্রি [প্রাঃ কবিপ্র— **হেরই**—দেখে; দেখিয়া। **হেরইতে**—দেখিতে, দেখিয়া; দেখিতে। **হেরত**—দেখিতেছে। **হেরব**—দেখিবে; দেখিব। **হেরয়ে**—দেখে; দেখিতে পায়। **হেরল**—দেখিল। **হেরলি**—দেখিল; দেখিলে। **হেরলু, হেরলুঁ**—দেখিলাম। **হেরসি**—দেখিতেছ। **হেরহ**—দেখ। **হেরহু**—দেখ। **হেরিয়ে**—দেখি, দেখা যায়। **হেরিলোঁ**—দেখিলাম ("কি হেরিলোঁ অপরূপ গোরী"—বিদ্যাপতি)। **হেরু**—দেখে, দেখিলাম ("গলার উপর মণিময় হার গগনমণ্ডল হেরু"—চণ্ডীদাস)]।

হেরিণী—দৃষ্টিকারিণী। প্রাঃ কবিপ্র। বিণ; স্ত্রী।

হেলঞ্চা—হিলমোচিকা, হেলাঞ্চা; জলজ তিক্ত শাকবিশেষ। হেল—চি+ড কর্তৃবা+ আপ্ (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

হেলন—অসম্মান, অবজ্ঞা, অনাদর। হেড়্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লীব।

হেলা—১। অবহেলা; অবজ্ঞা; অবলীলা। হেড়্+অ ভাববা+আপ্। ২। লীলা, স্ত্রীলোকের ভাববিশেষ। হিল্+অ ভাববা+ আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। ঝুঁকিয়া পড়া; ঠেস দেওয়া। বাং ক্রি বা বি।

হেলাঞ্চ—হিংচাশাক। 'হেলঞ্চা'-শব্দজ। বি।

হেলান—১। বক্র করা; দোলান। বাং ক্রি। ২। ঠেস। হেল্+আন ভাববা। বি।

হেলাফেলা—১। তুচ্ছ-তাচ্ছীল্যকরণ। বি। ২। তুচ্ছ-তাচ্ছীল্যের উপযোগী। বাং প্র। বিণ। [ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

হেলাহেলি—পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়া।

হেলি, হেলী—হেলা; আলিঙ্গন; হাবভাব। হিল্+ই ভাববা; পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হেলে—১। হেলিয়া, বাঁকিয়া। বাং অস-ক্রি। ২। লাঙ্গল-আকর্ষণকারী। হাল+এ (<ইয়া) আকর্ষণকারী অর্থে। বিণ। ৩। বিষহীন সর্পবিশেষ; সর্পাকৃতি হারবিশেষ; হালের বলদ। বাং প্র। বি।

হেলেঞ্চা—হিংচা (তাহা দ্রঃ)।

হেষা—অশ্বধ্বনি, ঘোড়ার শব্দ, ঘোড়ার ডাক। হেষ্+অ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

হেষানি—ঘোড়ার ডাক ("তোমারে দেখিয়া বাজী জানাবে হেষানি"—ঘনরাম)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

হেস্তনেস্ত—চরম; চূড়ান্ত-নিষ্পত্তি, শেষ মীমাংসা। ফার্সী 'হস্ত্-নিস্ত্'-শব্দজ। বি।

হৈ—সম্বোধন; আহ্বান; নিষেধ; পাদ-পূরণার্থক শব্দ। হা+ডৈ ভাববা। অব্য।

হৈচৈ—কোলাহল, সোরগোল। বাং প্র। বি।

হৈতুক—১। যে ব্যক্তি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সন্দিহান হয় সে। হেতু (কারণ)+ক (ঠক্) আছে অর্থে। বি; পুং। ২। হেতুসম্বন্ধীয়। হেতু+ক (ঠক্) সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

হৈম—১। সোণাসম্বন্ধীয়; সৌবর্ণ, হিরণ্ময়। হেমন্ (স্বর্ণ)+অণ্ সম্বন্ধার্থে, বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—হৈমী। ২। হিমভব জল, শিশির। বি; ক্লীব। ৩। ভূনিম্ব। হিম+ অণ্ ভবার্থে। বি; পুং।

হৈমদ্যুতি—স্বর্ণকান্তি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

হৈমন—১। হেমন্তঋতু; অগ্রহায়ণ মাস। বি; পুং বা ক্লীব। ২। হেমন্তসম্বন্ধীয়; হিমকালীন। হেমন্ত (হিমঋতু)+অণ্ স্বার্থে, আছে অর্থে, ভবার্থে (ত-লোপ নিপা)। বিণ। স্ত্রী,—নী।

হৈমন্তিক—১। শালি ধান্য, আমন ধান। বি; ক্লীব। ২। হিমকালীন; হেমন্তসম্বন্ধীয়। হেমন্ত (হিমঋতু)+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—কী।

হৈমবত—১। ভারতবর্ষ। বি; ক্লীব। ২। হিমালয়সম্বন্ধীয়। হিমবৎ (হিমালয়-পর্ব্বত) +অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—বতী।

হৈমবতী—গৌরী, পার্ব্বতী, দুর্গা; গঙ্গা; হরীতকী; স্বর্ণক্ষীরী; শ্বেতবচা; কপিল-দ্রাক্ষা; অতসী; রেণুকা। হিমবৎ (হিমবান্=হিমালয়)+অণ্ অপত্যার্থে, ভবার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হৈয়ঙ্গব, হৈয়ঙ্গবীন—নবনীত, টাট্‌কা মাখন। হ্যস্ (গত কল্য)—গো+ঈন্ (গত কল্য গো দোহন হইতে জাত)। ১মটি ২য়টির অপভ্রংশ। বি; ক্লীব।

হৈলুঁ—হইলাম। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

হৈহয়, হৈহেয়—দেশবিশেষ; তদ্দেশীয় রাজা কার্ত্তবীর্য্য। হৈহয়, হৈহেয়+অণ্ তদধিপতি অর্থে। বি; পুং। [বি।

হৈ-হল্লা—গণ্ডগোল, কোলাহল। বাং প্র।

হো—সম্বোধনসূচক শব্দ; আহ্বান; সম্বোধন; বিস্ময়। হা+ডো ভাববা। অব্য।

হোই—হইয়া। প্রাঃ কবিপ্র। অস-ক্রি।

হোঁৎকা—'হোৎকা' (তাহা দ্রঃ)।

হোঁদল—যাহার পেট মোটা। বাং প্র। বিণ। **হোঁদলকুৎ-কুৎ**—মোটাসোটা মাংসপিণ্ডবৎ জীব বা মানুষ।

হোগল, হোগলা—একপ্রকার উদ্ভিদ্; ঐ উদ্ভিদের পাতায় নির্ম্মিত ছই। বাং প্র। বি।

হোটেল—মূল্যদান করিয়া ভোজন করিবার কিংবা আহার ও বাস করিবার স্থান। ইং hotel. বি।

হোড়, হোঢ়—১। হড় বা ভড় নৌকা; মৌলিক কায়স্থের উপাধিবিশেষ। হোড়্ (গমন করা)+ঘঞ্ করণবা; ২য় পক্ষে ড়-স্থানে ঢ়। বি; পুং। ২। কাদাময়; জলময়; একাকার; বিশৃঙ্খল। বাং প্র। বিণ।

হোড়াপঞ্চমী—জগন্নাথদেব লক্ষ্মীদেবীকে গুণ্ডিচাবাড়ী না নেওয়ায় অষ্টমী দিনে লক্ষ্মী-দেবী সহচরীবর্গের সঙ্গে তথায় গিয়া তাঁহার সহিত কলহ করেন, সেই পঞ্চমী। বি।

হোতা (হোতৃ)—১। পুরোহিত; যজ্ঞাদি-স্থলে ঋক্‌প্রয়োক্তা; ঋগ্-বেদজ্ঞ; যজমান, যষ্টা। বি; পুং। ২। যজ্ঞকর্ত্তা। হু (হোম করা)+তৃন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী—হোত্রী।

হোৎকা—মূর্খ; গোঁয়ার; মোটা। বাং প্র। বিণ।

হোত্র—১। হোম। হু (হোম করা)+ত্রন্ ভাববা। ২। হবিঃ, যজ্ঞের ঘৃত। হু+ত্রন্ করণবা। বি; ক্লীব।

হোত্রী (হোত্রিন্)—হোমকারক, যাজ্ঞিক। হোত্র (হোম)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

হোত্রী—যজ্ঞকারিণী। হোতৃ+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

হোত্রীয়—১। যজ্ঞঘৃত রাখিবার ঘর। বি; ক্লীব। ২। হোত্রসম্বন্ধীয়। হোত্র (হোম)+ঈয় সম্বন্ধার্থে। ৩। হোতৃসম্বন্ধীয়। হোতৃ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

হোথা—সেখানে, ওখানে। প্রাদে। অব্য।

হোদড়—জানোয়ার বিশেষ। বাং প্র। বি।

হোদল—ভুঁড়েল, স্থূলোদর। বাং প্র। বিণ।

হোম—দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতাদি-ক্ষেপণ; মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় অগ্রভাগ শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণকে দান। হু (হোম করা)+ম ভাববা। বি; পুং।

হোমকুণ্ড—যজ্ঞার্থ কুণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব। [মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

হোমধান্য—তিল। হোমপ্রয়োজনীয় ধান্য,

হোমরাই-চোমরাই—মাতব্বরি, আস্ফালন। আরবীমূলক। বি।

হোমরা-চোমরা—সম্ভ্রান্ত; জাঁকজমক-শালী, মাতব্বর। আরবী 'আমীর-উমরাহ্'-শব্দজ। বিণ।

হোমাগ্নি, হোমানল—যজ্ঞের আগুন। হোমের অগ্নি, অনল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হোমিওপ্যাথি—হানিমান সাহেবের উদ্ভাবিত সদৃশবিধান চিকিৎসা-প্রণালী। ইং Homœopathy. বি।

হোমী (-মিন্)—যজ্ঞকারী। হোম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—হোমিনী।

হোম্য—১। হোমোপযুক্ত ঘৃত। বি; ক্লীব। ২। হোমসম্বন্ধীয়। হোম+যৎ হিতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

হোয়, হোয়ে—হইয়া থাকে; হয়। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি (**হোয়ত**—হয়। **হোয়ব**—হইবে। **হোয়বি**—হইবি। **হোয়ল**—হইল। **হোতি, হোত**—হয়)।

হোর—সম্মুখে, অদূরে; ওহে, হে। প্রাঃ কবিপ্র। অব্য।

হোরা—লগ্ন, আড়াইদণ্ড-পরিমিত কাল; ইংরাজী এক ঘণ্টা; রাশিপরিমাণের অর্দ্ধাংশ; রেখা-শাস্ত্রবিশেষ। হোড়্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃবা+আপ্ (ড-স্থানে র), বা, হু+রন্ অথবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

হোরাবিজ্ঞান—জ্যোতিষিক কালনিরূপণাত্মক শাস্ত্র; সময় ঠিক করিবার শাস্ত্র। মধ্যপ কর্ম্মধা। বি; ক্লীব।

হোরি—হোলী। হিন্দী। বি।

হোল—অণ্ডকোষ। বাং প্র। বি।

হোলা—মালসা ("পান্ত খাবার হোলা গেল একি মনস্তাপ"—কবিকঙ্কণ)। প্রাঃ কবিপ্র। বি।

হোলাকা—বসন্তোৎসব, হোলী। হু+ক্বিপ্ ভাববা=হো; হো—লক্+ঘঞ্ অথবা+আপ্। বি; স্ত্রী।

হোলি, হোলী—দোলযাত্রা, বসন্তোৎসব। 'হোলাকা'-শব্দজ। বি।

হোশ—বুদ্ধি; চৈতন্য, জ্ঞান। ফার্সী। বি।

হৌজ—চৌবাচ্চা; ক্ষুদ্র জলাশয়; পুকুর। আর্বী। বি।

হৌম্য——১। হোমোপযুক্ত ঘৃত। হোম+ষ্ণ্যঞ্ যোগ্যার্থে। বি; ক্লীব। ২। হোমসম্বন্ধীয়। হোম+ষ্ণ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—হৌমী।

হৌস—বাণিজ্যাগার; বণিক্-সমবায়। ইং house. বি।

হ্যঃ (হ্যস্)—গতদিনে, পূর্ব্বদিনে। অহন্=দিন; গত দিনে এই অর্থে নিপাতনে। অব্য।

হ্যস্তন—গতদিবসীয়, পূর্ব্বদিবসীয়। হ্যস্ (পূর্ব্বদিনে)+তন (ট্যুল্+তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী,—নী। [বিণ।

হ্যাংলা—অতিলোভী; জঘন্য। বাং প্র।

হ্যাঁ—সম্মতিসূচক শব্দ, হাঁ। বাং প্র। অব্য।

হ্যাঁগা—সম্বোধনসূচক শব্দ। বাং প্র। অব্য।

হ্যাচকা—হঠাৎ জোরে আকৃষ্ট, ঝট্কা। বাং প্র। বিণ।

হ্যাঁচকান—ঝট্কা মারা, হঠাৎ জোরে টানা। বাং ক্রি। [hat. বি।

হ্যাট—সাহেবদিগের পরিধেয় টুপি। ইং

হ্যাণ্ডনোট—ঋণস্বীকারপত্র। ইং hand-note. বি।

হ্যাদান—ব্যাকুল হওয়া; শোকে অধীর হওয়া। প্রাঃ কবিপ্র। ক্রি।

হ্রদ—অকৃত্রিম সুবৃহৎ জলাশয়; আলোক; রশ্মি। হ্রাদ্+অচ্ কর্তৃবা (নিপাতনে)। বি; পুং।

হ্রদিনী—নদী; বিদ্যুৎ। হ্রদ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হ্রসিমা (হ্রসিমন্)—লঘুতা; ক্ষুদ্রতা; হ্রস্বত্ব। হ্রস্ব+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

হ্রসিষ্ঠ, হ্রসীয়ান্ (-য়স্)—অতি হ্রস্ব, অতি ক্ষুদ্র। হ্রস্ব (খর্ব্ব)+ইষ্ঠ, ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী,—ষ্ঠা, —য়সী।

হ্রস্ব—১। লঘু, ক্ষুদ্র, খর্ব্ব, ছোট, খাটো। বিণ। বি,—তা, —ত্ব। ২। একমাত্রাকালোচ্চার্য্য স্বরবর্ণ; বামন, বেঁটে। হ্রস্+বন্ কর্তৃবা। বি; পুং।

হ্রস্বতা, -ত্ব—খর্ব্বতা, ক্ষুদ্রতা; লঘুতা। হ্রস্ব+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লীব। বিণ—হ্রস্ব।

হ্রস্বতেজাঃ (-তেজস্), **-তেজা**—ক্ষীণদীপ্তিবিশিষ্ট। হ্রস্ব তেজঃ (তেজস্) যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হ্রস্বদীপ্তি—ক্ষীণজ্যোতিঃ, হ্রস্বতেজাঃ। হ্রস্বা দীপ্তি যাহার, বহুব্রী। বিণ।

হ্রস্বদীর্ঘ-জ্ঞান—সাধারণ জ্ঞান, সামান্যমাত্র বিদ্যা। হ্রস্ব ও দীর্ঘ, দ্বন্দ্ব; তাহার জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

হ্রাদ—১। শব্দ, গোলমালধ্বনি। হ্রাদ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। দৈত্যবিশেষ, হিরণ্যকশিপুর পুত্র। হ্রাদ্+অচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

হ্রাদিনী—নদী; বিদ্যুৎ; বজ্র; শল্লকী। হ্রাদ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হ্রাদী (হ্রাদিন্)—শব্দকারক। হ্রাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—হ্রাদিনী।

হ্রাস—ক্ষয়, ক্ষীণতা; অল্পতা; শব্দ। হ্রস্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। বিণ—হ্রস্ব।

হ্রাসপ্রাপ্ত—ক্ষয়প্রাপ্ত, যাহা কমিয়া গিয়াছে এমন। ২য়াতৎ। বিণ। [স্ত্রী।

হ্রাসবৃদ্ধি—কমতি ও বাড়তি। দ্বন্দ্ব। বি;

হ্রিত—১। লজ্জিত; নীত; বিভক্ত। বিণ। ২। অংশ, ভাগ। হ্রী+ক্ত কর্তৃবা (ঈ-স্থানে ই), কিংবা, হৃ+ক্ত কর্ম্মবা (ঋ-স্থানে রি)। বি; ক্লীব।

হ্রী—লাজ; লজ্জা, ব্রীড়া, ত্রপা। হ্রী (লজ্জিত হওয়া)+ক্বিপ্ ভাববা। বি; স্ত্রী।

হ্রীবের—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, সুগন্ধ বালা। হ্রীযুক্ত বের (শরীর) যাহা দ্বারা, বহুব্রী। বি; ক্লীব।

হ্রীমান্ (হ্রীমৎ)—লজ্জাযুক্ত। হ্রী (লজ্জা)+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—হ্রীমতী।

হ্রেষা, হ্লেষা—ঘোড়ার ডাক, অশ্বধ্বনি। হ্রেষ্+অ ভাববা+আপ্ (পক্ষে র-স্থানে ল)। বি; স্ত্রী।

হ্লাদ, হ্লাদন—আহ্লাদ, আনন্দ। হ্লাদ্+ঘঞ্, অনট্ ভাববা। বি; পুং, ক্লীব। বিণ—হ্লাদিত।

হ্লাদিত—আনন্দিত, আহ্লাদিত। হ্লাদ্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ। বি—হ্লাদ, হ্লাদন।

হ্লাদিনী—১। বজ্র; বিদ্যুৎ; শক্তিবিশেষ। বি; স্ত্রী। 'হ্রাদিনী'-শব্দের র-স্থানে ল। ২। আহ্লাদযুক্তা। হ্লাদিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

হ্লাদী (হ্লাদিন্)—আহ্লাদযুক্ত। হ্লাদ্+ইন্ আছে অর্থে, বা, হ্লাদ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী,—হ্লাদিনী।

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

চরিতাবলী

[সংকেত :—রাম = রামায়ণ। ভারত = মহাভারত। হরি = হরিবংশ। ভাগ = শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ। অগ্নি = অগ্নিপুরাণ, কল্কি = কল্কিপুরাণ, বিষ্ণু = বিষ্ণুপুরাণ, কূর্ম্ম = কূর্ম্মপুরাণ, লিঙ্গ = লিঙ্গপুরাণ, শিব = শিবপুরাণ, ব্রহ্মবৈ = ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ইত্যাদি। সং = সংহিতা। অথ = অথর্ব্ববেদ, ঋক্ = ঋগ্‌বেদ ইত্যাদি। ঈশ = ঈশোপনিষৎ, কঠ = কঠোপনিষৎ ইত্যাদি। গ্রীক পুঃ = গ্রীক পুরাণ।]

অ

অংশ—১। দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি। বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য নামে তিনি খ্যাত হন (বিষ্ণু)। ২। অদিতির পুত্র ছয়জন আদিত্যের অন্যতম। এই অদিতি আদিমাতা বা প্রকৃতি (ঋক্)।

অংশু—১। যদুবংশীয় পুরুকুৎসের পুত্র অংশু। অংশুর পুত্র সত্বত (কূর্ম্ম)। ২। রাজপুত্র বিশেষ। পিতা চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুত্বান্, মাতা বিদর্ভরাজকন্যা ভদ্রাবতী। অংশুর পুত্র সত্ব (লিঙ্গ)। [('অসমঞ্জ' দ্রঃ)।

অংশুধর—রাজা অসমঞ্জের অপর নাম।

অংশুমান্—রাজা সগরের পৌত্র। পিতা অসমঞ্জ। যজ্ঞীয় অশ্বের সন্ধানে রত সগরের ষাট হাজার পুত্র পাতালে মহর্ষি কপিলের শাপে ভস্মীভূত হইলে সগর পৌত্র অংশুমান্‌কে সেখানে পাঠাইলেন। পাতালে গিয়া অংশুমান্ কপিল মুনিকে স্তবস্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সেখান হইতে যজ্ঞীয় অশ্ব আনিলে সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। সগরের পর তিনি রাজা হন। পরিণত বয়সে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য তিনি লক্ষ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করেন (বিষ্ণু)।

অক্‌টার্লোনি (Ochterlony, Sir David)—(১৭৫৮—১৮২৫)। বিখ্যাত সেনাপতি। লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ইনি দিল্লীতে লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল ছিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হোলকার দিল্লী আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নেপালী সেনাপতি অমর সিংহকে সন্ধি করিতে বাধ্য করান। কলিকাতার গড়ের মাঠে তাঁহার একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। উহা 'অক্‌টার্লোনি মনুমেন্ট' নামে প্রসিদ্ধ।

অকম্পন—রাবণের সেনাপতি ও মাতুল। পিতা সুমালী; মাতা কেতুমতি। রাবণের মাতা নিকষা বা কৈকসী তাঁহার ভগিনী; কুম্ভীনসী তাঁহার অপরা ভগিনী। প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষ নামে তাঁহার দুই ভ্রাতা ছিল। বানরেন্দ্র হনুমান তাঁহাকে যুদ্ধে বধ করেন (রাম)।

অকৃশাশ্ব, অকৃষাশ্ব—রাজা বিশেষ। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সংহতাশ্বের অন্যতম পুত্র (হরি)।

অক্রূর—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য বলিয়া সাধারণতঃ কথিত হন। তিনি বৃষ্ণিবংশজাত সাধুপুরুষ। পিতা শফল্ক, মাতা গান্ধিনী। ইনি বহুকাল কংসগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের আনিবার জন্য কংস অক্রূরকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। কংসের এই গুপ্ত অভিসন্ধি অক্রূর কৃষ্ণ-বলরামের কাছে প্রকাশ করিয়া দেন। কংসসভায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে কংসের নিধন করেন। অক্রূর পাণ্ডবপক্ষের দূতরূপে দুর্য্যোধনের কাছে যান। তাঁহারই প্ররোচনায় শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাজিতকে বধ করেন ও স্যমন্তক মণি অধিকার করিয়া লন, কিন্তু শেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে অক্রূরকেই তাহা প্রদান করেন। অক্রূর এই মণির সাহায্যে বহু ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় যখন যদুবংশ ধ্বংস হয়, তখন অক্রূরেরও মৃত্যু ঘটে (হরি)।

অক্রোধন—কুরুবংশীয় রাজা। পিতা অযুতায়ু, মাতা কাম্যা (ভারত)।

অক্ষয়কুমার দত্ত—(১০ই জুলাই, ১৮২০—১৮ই মে, ১৮৮৬)। স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক। জন্মস্থান—চুপী, বর্দ্ধমান। পিতা পীতাম্বর দত্ত, মাতা দয়াময়ী। কলিকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েন। পরে দারিদ্র্যের জন্য তাঁহাকে পড়া ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু অদম্য জ্ঞানপিপাসা থাকার জন্য তিনি পড়াশুনা ছাড়েন নাই। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে ও দর্শনে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলাসাহিত্যে

বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধে সার্থক রচনা তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। 'সংবাদ-প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উৎসাহে অক্ষয়কুমার গদ্য রচনা সুরু করেন, আর তিনিই তাঁহাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক পদে নিযুক্ত করিলে বারো বৎসর কাল তিনি ইহার সম্পাদনা করেন। 'চারুপাঠ' (তিন ভাগ), 'ভূগোল', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', 'ধর্মনীতি', 'পদার্থবিদ্যা', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার পৌত্র।

অক্ষয়কুমার বড়াল—(১৮৬০—১৯শে জুন, ১৯১৯)। দরদী কবি। জন্মস্থান—চোরবাগান, কলিকাতা। আদি নিবাস—ফরাসডাঙ্গা। পিতা কালীচরণ বড়াল। হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু স্কুলের শিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি পঠদ্দশায় কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন আর অল্পবয়সেই কবিতা রচনায় কৃতিত্ব দেখান। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা 'পুনর্মিলনে'। ইহা ১২৮৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। সেকালের সকল বিখ্যাত সাময়িক পত্রেই তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হয়। ইহাদের অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়া তাঁহার নানা কাব্যগ্রন্থে পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ', 'এষা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। তাঁহার স্বর্গতা পত্নীর উদ্দেশ্যে 'এষা' নামক কাব্যগ্রন্থ রচিত।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—(১লা মার্চ, ১৮৬১—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০)। বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক। জন্মস্থান—নদীয়া জেলার শিমলা গ্রাম। পিতা মথুরানাথ, মাতা সৌদামিনী। অক্ষয়কুমার রামপুর-বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও কলেজ হইতে যথাক্রমে প্রবেশিকা ও এফ. এ. পরীক্ষা দেন। তারপর কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. ও রাজশাহী কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষা দিয়া রাজশাহীতে ওকালতি করিতে থাকেন। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার প্রণীত 'সিরাজদ্দৌলা', 'সীতারাম রায়', 'মীরকাসিম' ও 'ফিরিঙ্গি বণিক' বিখ্যাত পুস্তক। তিনি বহুকাল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য ছিলেন। 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র প্রতিষ্ঠায় ও পাহাড়পুরের আবিষ্কারকার্য্যে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী—(১৮৫০—৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)। ইনি সাহিত্য-সেবক। জন্ম—আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরীবংশে। পিতা মিহিরচন্দ্র চৌধুরী সে-যুগের একজন য়্যাটর্ণী ছিলেন। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি পড়াশুনা করেন। তিনি এম. এ., বি. এল. ছিলেন। ১৮৭৮ সালে ১৫ই এপ্রিল য়্যাটর্ণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার বিবাহ হয় "বাংলা কথাচিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িত্রী" শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণীর সঙ্গে। অক্ষয়চন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রকে তাঁহার "বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা" বলিয়াছেন। সঙ্গীত ও কাব্যরচনায় অক্ষয়চন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকার ভিত্তিস্থাপনার মূলে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র অন্যতম। 'উদাসিনী', 'সাগরসঙ্গমে', 'ভারতগাথা' এই তিনখানি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—(১১ই ডিসেম্বর, ১৮৪৬—২রা অক্টোবর, ১৯১৭)। কবি ও লেখক। জন্মস্থান—হুগলী জেলার চুঁচুড়া। পিতা গঙ্গাচরণ সরকার। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষা দিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে থাকেন। তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার লেখক ছিলেন। 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' নামে দুইখানি পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ', 'কবি হেমচন্দ্র', 'মহাপূজা', 'সনাতনী', 'গোচারণের মাঠ', 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ', 'রূপক ও রহস্য' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। বহুকাল তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ও উহার সহকারী সভাপতি ছিলেন।

অগস্ত্য—ঋষি বিশেষ। পিতার নাম মিত্রাবরুণ। পূর্ব্ব নাম মান। অগস্ত্য জন্মলাভ করিলে তাঁহার আকার লাঙ্গলের জোয়ালের ন্যায় হইয়াছিল; এই আকার পরিমিত ছিল বলিয়া তাঁহার নাম মান হয়। পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য অগস্ত্য বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া লোপামুদ্রা নামে এক রমণীরত্ন সৃষ্টি করিলেন। বিদর্ভরাজ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া কন্যাটি যৌবনপ্রাপ্তা হইলে ঋষি অগস্ত্য তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এই লোপামুদ্রার গর্ভে ইধ্মবাহ নামে তাঁহার এক পুত্রের জন্ম হয়। অগস্ত্যের অসাধারণ তপোবল ছিল। বাতাপি নামে এক দানবকে তিনি উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলেন। তখন ভীত হইয়া বাতাপির ভ্রাতা ইল্বল তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দেয়। এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিয়া ইনি সমুদ্র-গর্ভে লুক্কায়িত কালকেয়-নামক দৈত্যগণের বিনাশে দেবগণকে সাহায্য করেন। রামচন্দ্রের বনবাসকালে তিনি তাঁহাকে অস্ত্রাদি দান করেন। রাজা নহুষকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া অগস্ত্য তাঁহাকে দশহাজার বছর সর্পরূপ লাভ করিবার অভিশাপ দেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুরু ছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত গর্ব্বিত হইয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিলে দেবতাদের অনুরোধে তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের কাছে যান। বিন্ধ্য গুরুকে প্রণাম করিলে, অগস্ত্য তাহাকে প্রণামরত অবস্থায় থাকিতে বলিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া যান, আর ফিরিয়া আসেন নাই। সেই দিন হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত আর মাথা তুলিয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিতে পারিল না। এই ঘটনা ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে ঘটিয়াছিল। এই কারণে ঐ দিনকে 'অগস্ত্য-যাত্রা' বলা হয় (ভারত)।

অগাষ্টাস (Augustus Gaius Julius Cæsar Octavianus)—(খৃঃ পূঃ ৬৩—খৃষ্টাব্দ ১৪)। রোমের প্রথম সম্রাট্। জুলিয়াস সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র। খৃঃ পূঃ ২৭ অব্দ হইতে অগাষ্টাস মৃত্যু পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে রোম সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

অগাষ্টিন, সেণ্ট (Augustine, St.)—বিখ্যাত খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক। তিনি পোপ গ্রেগরি দি গ্রেটের আদেশে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারের জন্য ব্রিটেনে আসেন। তিনি ক্যানটারবেরির প্রথম 'আর্কবিশপ'। সম্ভবতঃ ৬০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অগ্নি—ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে তিনি পরমপুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভারতের মতে তাঁহার পিতা ধর্ম্ম, মাতা বসুভার্য্যা। কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে, তাঁহার পিতা মহর্ষি কশ্যপ, মাতা অদিতি। তিনি একজন দিক্‌পাল, দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে তাঁহার অবস্থিতি। তিনি স্থূলকায়, লম্বোদর, রক্তবর্ণ; তাঁহার চোখ, ভুরু ও কেশ পিঙ্গলবর্ণ। তাঁহার বাহন ছাগ। তাঁহার হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র আছে। তাঁহার সাতটি জিহ্বা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা। কোথাও এরূপ বর্ণনা আছে যে, অগ্নির তিন পা, সাত হাত ও দুই মুখ। অগ্নির রং প্রভাতসূর্য্যের মত রাঙা। অগ্নির পত্নী স্বাহা। স্বাহার গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। অগ্নির অপর পত্নীর নাম বসুধারা। তাঁহার গর্ভে অগ্নির পঁয়তাল্লিশটি পুত্র হয়। তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে খাণ্ডববন দগ্ধ করেন।

অগ্নিবর্ণ—১। মনুবংশীয় রাজা সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ (রাম)। 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে কালিদাস তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২। ধ্রুবের পুত্র স্যন্দন, স্যন্দন হইতে অগ্নিবর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র (কক্ষি)।

অগ্নিমিত্র—শুঙ্গবংশীয় রাজা। পিতা শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র। পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর অগ্নিমিত্র মগধের রাজা হন (খৃঃ পূঃ ২য় শতক)। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের তিনিই নায়ক।

অগ্নীধ্র—রাজা বিশেষ। পিতা জম্বুদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রত, মাতা কাম্যা; তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা পূর্ব্বচিত্তি নামে এক অপ্সরার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। তাঁহার নয় পুত্র—নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। এই নয় পুত্র জম্বুদ্বীপকে নয়ভাগে ভাগ করেন (ভাগ)।

অঘাসুর—কংসের অনুচর। বকাসুর ও পুতনার কনিষ্ঠ সহোদর। কংস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বধের জন্য প্রেরিত হইয়া এই দানব অজগরের রূপ ধরিয়া মুখ হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। ব্রজবালকগণ পর্ব্বতগুহা ভাবিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ নিজে তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজের দেহ বিস্তার করিতে থাকেন। তাহার ফলে দানব শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে (ভাগ)।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—(১৮৫০—১৯১৫)। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা। জন্মস্থান—ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণগাঁ। গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া তিনি বিলেত যান এবং এডিনবরা হইতে ডি. এস-সি. ও জার্ম্মাণীর বন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে উপাধি লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। হায়দরাবাদে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় এবং সেখানকার শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার প্রচেষ্টা অতুলনীয়।

অঙ্গ—১। বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। বলির পত্নীগর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গের জন্ম। অঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত (হরি)। ২। সূর্য্যবংশীয় উরু নামক রাজার পুত্র। স্বনামখ্যাত বেণ তাঁহারই পুত্র (হরি)।

অঙ্গদ—১। কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ বালীর পুত্র। মাতার নাম তারা। বালী রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হইলে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। তিনি রামচন্দ্রের বানর-বাহিনীর অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি রাবণের সভায় যান এবং সীতাকে ফিরাইয়া না দেওয়ায় তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। সুগ্রীবের মৃত্যুর পর তিনি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হন (রাম)। ২। রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণের পুত্র (রাম)।

অঙ্গিরা—১। ব্রহ্মার মানসপুত্র। তপস্যার প্রভাবে তিনি অগ্নিসদৃশ তেজস্বী হন। অগ্নি নিজেকে নিস্তেজ ভাবিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি সসম্মানে অগ্নির অধিকার প্রত্যর্পণ করেন। অগ্নির বরে তাঁহার বৃহস্পতি নামে পুত্র জন্মে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উতথ্য (ভারত)। ২। একজন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থের নাম 'অঙ্গির সংহিতা'। তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্তর্গত (ঋক্)।

অঙ্গুলিমাল—বুদ্ধদেবের সময়কার প্রসিদ্ধ দস্যু বিশেষ। বুদ্ধের উপদেশে এই দস্যুর জীবনধারা পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি বুদ্ধদেবের শিষ্য হন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—(২রা আশ্বিন, ১৩১১ বঙ্গাব্দ)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। আদিনিবাস নোয়াখালি। নোয়াখালি ও ভবানীপুর হইতে বাল্যে ও কৈশোরে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্. এ, বি. এল. উপাধি গ্রহণ করেন ও মুন্সেফ হন। পরে তিনি সাব-জজ হইয়াছেন। কল্লোল-যুগের তিনি অন্যতম স্রষ্টা। কবি ও ঔপন্যাসিকরূপে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। প্রবাসীতে 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে তাঁহার প্রথম কবিতার প্রকাশ। 'অমাবস্যা', 'প্রিয়া ও পৃথিবী' (কাব্য), 'ইন্দ্রাণী', 'বেদে', 'প্রথম প্রেম', 'নেপথ্য', 'ছিনিমিনি' (উপন্যাস), 'কল্লোলযুগ' তাঁহার লিখিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক। তাঁহার সাম্প্রতিক রচনা 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বাঙলা সাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই গ্রন্থের পর তিনি 'কবি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' নামেও একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

অচ্যুত—১। বিষ্ণুর অপর নাম। ২। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যক্ষগণ যে পঞ্চদশ সেনাপতি পাঠাইয়াছিলেন, অচ্যুত তাঁহাদের অন্যতম (রাম)। ৩। অদ্বৈতপ্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার কৃষ্ণভক্তি অসাধারণ ছিল বলিয়া কথিত আছে।

অজ—১। সূর্য্যবংশীয় রাজা রঘুর পুত্র এবং দশরথের পিতা। বিদর্ভের রাজকন্যা ইন্দুমতী স্বয়ম্বর সভায় অজকে পতিত্বে বরণ করেন। ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথের জন্ম হয়। ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর রাজা অজ আর বিবাহ করেন নাই। দশরথের যৌবনপ্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার হস্তে রাজ্য দিয়া তিনি অনশনে গঙ্গা-সরযুর সঙ্গমস্থলে প্রাণবিসর্জ্জন করেন (রাম)। ২। একাদশ রুদ্রের অন্যতম (ভাগ)।

অজমুখ—দক্ষের অপর নাম। দক্ষযজ্ঞে মহাদেব দক্ষের মস্তক ছেদন করেন এবং পরে দক্ষপত্নীর স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষের প্রাণদান করেন ও কণ্ঠে ছাগমুণ্ড বসাইয়া দেন। সেই হইতে দক্ষের অপর নাম অজমুখ হয় ['দক্ষ' দ্রঃ]।

অজাতশত্রু—১। যুধিষ্ঠিরের নামান্তর। ২। ভোজবংশীয় শমীক রাজার পুত্র (ব্রহ্মবৈ)। ৩। উপনিষদে উক্ত কোনও বেদজ্ঞ পণ্ডিত রাজা। ৪। মগধরাজ। ৫৫৪ খৃঃ পূঃ অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া রাজা হন। অপর নাম কুনিক। আনুমানিক সাতাশ বৎসরকাল তিনি রাজত্ব করেন। লিচ্ছবি মাতার গর্ভে তাঁহার জন্ম এবং তিনি নিজে কোশলরাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তিনি লিচ্ছবিরাজ ও কোশলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন। অজাতশত্রু বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

অজামীল—পাপাচারী ব্রাহ্মণবিশেষ। দাসীসংসর্গে লিপ্ত হন বলিয়া তাঁহার গুণরাজি নষ্ট হইয়াছিল। দাসীর গর্ভে তাঁহার দশটি পুত্র জন্মে। সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম ছিল নারায়ণ। মৃত্যুকালে নারায়ণ (পুত্রের নাম) বলিতে বলিতে মারা যান বলিয়া তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন (ভাগ)।

অঞ্জনা—হনুমানের মাতা। স্বামী কপিরাজ কেশরী। হনুমান কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র। পবনদেবের ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম (রাম)।

অণীমাণ্ডব্য—ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ। তিনি মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিতেন। একদা কয়েকজন চোর তাঁহার আশ্রমে চোরাই মাল রাখিয়া পলায়ন করিতে থাকে। রাজপুরুষগণ কর্তৃক তাহারা ধৃত হয় এবং সেই সঙ্গে অণীমাণ্ডব্যকেও রাজদরবারে চালান দেওয়া হয়। বিচারে তাঁহার শূলদণ্ড হয়। ধ্যানমগ্ন ঋষি এ বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি শূলবিদ্ধ হইয়া অনাহারে বহুকাল জীবিত রহিলেন। তখন রাজা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পান ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঋষি রাজাকে ক্ষমা করিলে রাজা সেই শূল বাহির করিবার জন্য কর্ম্মচারীদের আদেশ দেন। কিন্তু শূল কিছুতেই বাহিরে আসিল না। তখন শূলের বাহিরের অংশ কাটিয়া ফেলা হইল। মুনি অন্তর্গত শূল লইয়া তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহার নাম অণীমাণ্ডব্য হয়। অণীমাণ্ডব্য অর্থে শূলাগ্রবহনকারী মাণ্ডব্য বুঝায়। একদা এই ঋষি যমের নিকটে যান ও নিজের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যমের নিকটে জানিতে পারিলেন যে, তিনি এক পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করাইয়া দেন বলিয়া তাঁহার ঐরূপ শাস্তি হইয়াছে। ইহা লঘুপাপে গুরুদণ্ড। তাই ঋষি যমকে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবার অভিশাপ দিলেন। যম মুনির শাপে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। আর তিনি বিধান দেন যে, চৌদ্দ বছর বয়সের পূর্ব্বে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য কাহাকেও দণ্ডভোগ করিতে হইবে না (ভারত)।

অতীশ দীপঙ্কর—'দীপঙ্কর' দ্রঃ।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—(২২শে নভেম্বর, ১৮৫৭—৭ই অক্টোবর, ১৯০২)। স্বনামখ্যাত নাট্যকার। জন্ম কলিকাতার ঠনঠনিয়ায়। পিতা রাজকৃষ্ণ মিত্র। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। তরুণ বয়সেই তাঁহার নাট্যাভিনয়ের দিকে ঝোঁক যায়। পরে তিনি নাট্যগ্রন্থ রচনার দিকে মনোযোগী হন। তাঁহার রচিত 'নন্দবিদায়' বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। তারপর তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং 'আন্দোলন' নামে একখানি পত্রিকাও পরিচালনা করেন। 'বসুমতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হইয়াও তিনি কিছুকাল সংবাদপত্রের সেবা করিয়াছিলেন। তারপর তিনি রামপুর-বোয়ালিয়ার জমিদারী সেরেস্তায় কিছুকাল কাজ করেন। কিন্তু শেষ জীবনে আবার তিনি রঙ্গালয়ের দিকে ঝুঁকিলেন এবং 'শিরী-ফরহাদ', 'লুলিয়া' প্রভৃতি নাটক লিখিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। 'আসল ও নকল' নামে কৌতুক-নাটিকাটি তাঁহার শেষ রচনা। অতুলকৃষ্ণ 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যরূপ দেন।

অতুলপ্রসাদ সেন—(১২৭৮—১৩৪১ বঙ্গাব্দ)। দরদী কবি ও সংগীতজ্ঞ। সুললিত সঙ্গীত রচনা করিয়া অতুলপ্রসাদ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিক ছিলেন। লক্ষ্ণৌ সহরে তাঁহার কর্ম্মজীবন কাটে। কর্ম্মজীবনে তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি 'উত্তরা' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। 'কয়েকটি গান' নামক পুস্তকখানি তাঁহার রচিত।

অত্রি—১। ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি সপ্তর্ষিগণের মধ্যে অন্যতম। অনুসূয়া তাঁহার পত্নী। অনুসূয়ার পুত্র মহর্ষি দুর্ব্বাসা (কূর্ম্ম)। ২। অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্র নামক পুত্রের উদ্ভব হয় (ভাগ)। ৩। রামচন্দ্র বনবাসকালে অত্রির আশ্রমে কিছুকাল ছিলেন। তাঁহার পত্নী অনুসূয়া সীতাকে নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার দেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিলে অত্রি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলেন (রাম)।

অথর্ব্বা—বৈদিক যুগের ঋষিবিশেষ। ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনিই প্রথমে অগ্নি সৃষ্টি করিয়া আর্য্যদের মধ্যে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রবর্ত্তন করেন। তিনিই ত্রয়ীবেদ হইতে অথর্ব্ববেদকে পৃথক্ করেন। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার দ্বারা পৃথক্ করা বেদের অংশ অথর্ব্ববেদ হয় (অথর্ব্ব)।

অদিতি—মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। তিনি দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা। বামন-অবতারে বিষ্ণু ইঁহার গর্ভে জন্মেন। তিনি ইন্দ্রাদি দ্বাদশ দেবতার জননী। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া যে দুইটি কুণ্ডল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অদিতিকে দেন। পারিজাত লইয়া ইন্দ্র ও কৃষ্ণে যে বিবাদ ঘটে, তাহার সমাধান তিনি করিয়াছিলেন (বিষ্ণু)।

অদ্বৈত, অদ্বৈতাচার্য্য, অদ্বৈতপ্রভু—শ্রীচৈতন্যদেবের তিন প্রধান ভক্তের অন্যতম। জন্মস্থান—শ্রীহট্ট জেলার নবগ্রাম। আনুমানিক ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম। পিতা কুবের পঞ্চানন জন্মভূমি ছাড়িয়া শান্তিপুরে বসবাস করেন। পত্নীর নাম সীতা দেবী ও অষ্টম (সর্ব্বকনিষ্ঠ) পুত্রের নাম অচ্যুত।

অদ্বৈতদাস বাবাজী (পণ্ডিত বাবাজী)—(১২৩৬—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও কীর্ত্তনীয়া। জন্মস্থান—পাবনা জেলার চড়িয়াগ্রাম। প্রকৃত নাম ভীমকিশোর রক্ষিত। প্রথমে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর গরাণহাটি ও মনোহরসাই কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। দশ বৎসরকাল তিনি কাশিমবাজারে কীর্ত্তন শিক্ষা দেন। ৭৫ বৎসর বয়সে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার চেষ্টায় 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ' সংস্কৃত য্যাসোসিয়েশন বোর্ডে পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। তাঁহার সংকলিত অনেক প্রাচীন পুস্তকাদি আছে। বাংলার বহু বিশিষ্ট কীর্ত্তনীয়া কোন-না-কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। নবদ্বীপ ব্রজবাসী তাঁহাদের অন্যতম।

অদ্ভুতাচার্য্য—'অদ্ভুত রামায়ণ' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। এই রামায়ণে সীতা কালীর অবতার। অদ্ভুতাচার্য্য উপাধিবিশেষ। তাঁহার আসল নাম 'বড়ু' নিত্যানন্দ বা নিত্যানন্দ আচার্য্য। পিতার নাম শ্রীনিবাস (পাঠান্তরে কাশী) আচার্য্য, মাতার নাম মেনকা। নিবাস—পাবনা জেলার সোণাবাজু পরগণার বড়বাড়ী। সাঁতোলের রাজার তিনি সভাকবি ছিলেন। কবির জীবৎকাল সপ্তদশ শতকের শেষ। তিনি সাত বৎসর বয়সের পূর্ব্বে গুরুর কৃপায় কুড়ি হাজার শ্লোকবিশিষ্ট রামায়ণ গ্রন্থখানি রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

অধর্ম্ম—১। ভগবান্ ব্রহ্মার পিঠ হইতে অধর্ম্মের জন্ম (ব্রহ্মবৈ)। ২। অধর্ম্মের পত্নী হিংসা, পুত্র অনৃত ও কন্যা নিকৃতি (বিষ্ণু)।

অধিরথ—কর্ণের পালকপিতা। পিতার নাম সত্যবর্ম্মা। তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু সূত বা সারথির কার্য্য করিয়া তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম রাধা (বিষ্ণু) ['কর্ণ' দ্রঃ]।

অনঙ্গ—কন্দর্পের অপর নাম ['কন্দর্প' দ্রঃ]।

অনঙ্গভীমদেব (তৃতীয়)—উড়িষ্যার প্রাচীন রাজা। তিনি ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের কার্য্য তিনি সমাধা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

অনন্ত—নাগরাজ। অপর নাম শেষ, বাসুকি, গোনস। পিতা কশ্যপ, মাতা কদ্রু। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিবার পর কঠোর তপস্যা সুরু করেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন ও নিজ মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিতে বলেন। ব্রহ্মার আদেশে তিনি বসুন্ধরা মস্তকে ধারণ করেন। ব্রহ্মা চিরশত্রু গরুড়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব করিয়া দেন (ভারত)।

অনন্তদাস—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। ষোড়শ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণের অনুমান।

অনসূয়া—১। অত্রিমুনির পত্নী। দক্ষ-প্রজাপতির ঔরসে ও প্রসূতির গর্ভে তাঁহার জন্ম। বনগমনকালে রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ অত্রিমুনির আশ্রমে কিছুক্ষণ অবস্থান করিলে তিনি তাঁহাদের সেবা করেন (রাম)। ২। পিতা কর্দ্দম ও মাতা দেবহূতি (ভাগ)।

অনাথপিণ্ডদ—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ। প্রকৃত নাম সুদত্ত। অনাথকে অন্নদান করিবার জন্য উক্ত নাম হয়। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক শ্রাবস্তীর একজন শ্রেষ্ঠী এবং তাঁহার অন্যতম শিষ্য।

অনিরুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নের পুত্র। তাঁহার প্রথমা পত্নী রাজা রুক্মির পৌত্রী সুভদ্রা (অন্য নাম রোচনা) এবং দ্বিতীয়া পত্নী রাজা বাণের কন্যা উষা। তাঁহার অতুলনীয় রূপে মুগ্ধ হইয়া উষা গান্ধর্ব্বমতে অনিরুদ্ধকে বিবাহ করেন। কিন্তু বাণ এই বিবাহের সংবাদ পাইয়া মায়াযুদ্ধে অনিরুদ্ধকে পরাস্ত ও বন্দী করেন। দ্বারকায় এ সংবাদ পৌঁছিলে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধকে উদ্ধারের নিমিত্ত বাণের রাজ্য শোণিতপুরে আসেন এবং বাণকে পরাজিত করিয়া অনিরুদ্ধ ও উষাকে দ্বারকায় লইয়া যান। যদুবংশ-ধ্বংসের সময় অনিরুদ্ধও নিহত হন (ভাগ, বিষ্ণু)।

অনু—রাজা যযাতির ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্র। তিনি ম্লেচ্ছজাতির জনক বলিয়া কথিত (ভারত)।

অনুরূপা দেবী—(জন্ম ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২)। উপন্যাস-রচয়িত্রী। পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। জন্ম কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে। স্বামীর নাম শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পোষ্যপুত্র', 'মন্ত্রশক্তি', 'মা', 'মহানিশা' প্রভৃতি বহু উপন্যাস রচনা করিয়া অনুরূপা দেবী বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি 'জগত্তারিণী' ও 'ভুবনমোহিনী' পদক লাভ করেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা লেক্‌চারার' হন। তাঁহার 'সাহিত্যে নারী' নামে পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

অনুশল্য—দৈত্যবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের উপরে তাহার প্রবল বিদ্বেষ ছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর এই দৈত্য শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য হস্তিনাপুর অবরোধ করে। ভীম ও অর্জ্জুন এই দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইলে কর্ণের পুত্র বৃষকেতু তাহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আনয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে দৈত্যের ধর্ম্মে মতি হয় ও তপস্যার জন্য বনগমন করে (ভারত)।

অন্ধ (অন্ধক)—অযোধ্যার সরযূতীরবাসী বৈশ্যজাতীয় মুনি। শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি বনে পত্নীর সঙ্গে আশ্রমবাসী ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অন্ধ ছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র পুত্র একদিন কলসীতে জল পূর্ণ করিতেছিলেন। সেই সময় রাজা দশরথ হস্তিভ্রমে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলে শোকে অভিভূত মাতাপিতা হতাশনে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে মুনি দশরথকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে, তিনিও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। মুনির এই বাক্য সফল হইয়াছিল (রাম)।

অন্ধক—দৈত্যবিশেষ। কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে জন্ম। তিনি দেবের অবধ্য ছিলেন। তাঁহার সহস্র বাহু, সহস্র শীর্ষ, দ্বিসহস্র নয়ন এবং দ্বিসহস্র চরণ ছিল। অন্ধ না হইলেও এই দৈত্য অন্ধের মত গমন করিতেন বলিয়া লোকে এই অসুরকে অন্ধক বলিত। এই অসুর দেবতামাত্রেরই উপর অত্যাচার সুরু করাতে মহাদেব মন্দার-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বধ করেন। মহাদেব এই জন্য অন্ধকান্তক নামে খ্যাত হন (হরি)।

অন্নদাশঙ্কর রায়—(১৫ই মার্চ, ১৯০৪)। কবি ও ঔপন্যাসিক। জন্ম—উড়িষ্যার ঢেন্কানল রাজ্যে। শিক্ষালাভ—ঢেন্কানল, কটক ও পাটনা। তিনি ১৯২৫ সালে বি. এ. পরীক্ষায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৭ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯২৭—২৯ সালে লণ্ডনের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ১৯৪০ সালে জেলা জজ হন। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তিনিকেতনে যান। তাঁহার প্রথম রচনা টলস্টয়ের পুস্তকের অনুবাদ 'প্রবাসী' পত্রিকায় বাহির হয়। 'পথে প্রবাসে', 'সত্যাসত্য', 'বিনুর বই', 'ইসারা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

অন্নপূর্ণা—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। একদিন মহাদেব ভগবতীর সঙ্গে কলহ করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন। তাঁহার কাঁধে ঝুলি। কিন্তু ভগবতীর মায়ায় তাঁহার ভিক্ষা কোথাও মিলিল না। এদিকে দেবী ভগবতী অন্নপূর্ণা রূপ গ্রহণ করিয়া কাশীতে জনসাধারণকে অন্ন দান করিতে লাগিলেন। মহাদেব অন্নপূর্ণার নিকট উপস্থিত হইয়া অন্ন গ্রহণ করিলেন। অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি এইরূপ—তিনি পদ্মাসনে সমাসীনা। তাঁহার বাম হাতে অন্নব্যঞ্জনাদির থালা, ডান হাতে হাতা, সামনে মহাদেব ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান। চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে অন্নপূর্ণার পূজা হইয়া থাকে (অন্নদামঙ্গল)।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(?—১৩৪১ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ নাট্যকার। নিবাস—কলিকাতা। পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। মিনার্ভা ও ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজাররূপে কাজ করিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু নাটক আছে। 'কর্ণার্জ্জুন', 'ইরাণের রাণী', 'ছিন্নহার' ইত্যাদি তাঁহার রচিত বিখ্যাত নাটক।

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়—(১২৬৭—১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান—বর্দ্ধমান জেলার চাকটা গ্রামে। পিতা রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কিছুকাল সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিবার পর দামোদর কুণ্ডু নামক কীর্ত্তনাচার্য্যের নিকট কীর্ত্তন গান শিক্ষা করিয়া তাহাতে এমন পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন যে তাঁহার নামে প্রায় সকল কীর্ত্তনগায়ক ও কীর্ত্তনরসিক শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিতেন। তাঁহার কীর্ত্তন গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত গ্রন্থের শ্লোকাদি সহযোগে বিচিত্র পরিবেষণ ভঙ্গী এবং সুর ও তালের বক্রতা দ্বারা রসসৃষ্টি। বর্ত্তমানে তাঁহার দুই শিষ্য শ্রীপঞ্চানন দাস ও শ্রীনন্দকিশোর দাস তাঁহার গীতপদ্ধতির ধারা রক্ষা করিতেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৭ই আগষ্ট, ১৮৭১—৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫১)। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে জন্ম। পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের খুড়া ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। সাহিত্যসেবা ও চিত্রাঙ্কন করিয়াই তাঁহার জীবন কাটে। চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁহার জগৎজোড়া নাম, কথাশিল্পী হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার ভঙ্গিতে চিত্রাঙ্কনই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। 'নির্ব্বাসিত যক্ষ', 'সাজাহানের মৃত্যু', 'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'কচ ও দেবযানী', 'ওমর খৈয়াম' প্রভৃতি তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'নালক', 'বুড়ো আংলা' পুস্তকগুলি তাঁহার সাহিত্যিক অবদান। 'ভারতশিল্প', 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ', 'বাগেশ্বরী-শিল্প প্রবন্ধাবলী' প্রভৃতি কয়েকখানি শিল্প-বিষয়ক পুস্তকেরও যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ১৯০৫ হইতে ১৯১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ ও কিছুকাল অধ্যক্ষ ছিলেন। বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও কলাবিদ্যায় অধ্যাপনা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় 'Indian Society of Oriental Arts' প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবীক্ষিৎ (অবিক্ষিৎ)—রাজা করন্ধমের পুত্র। বিদিশার রাজা বিশালের কন্যা বৈশালিনীকে তিনি স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উপস্থিত রাজাদের বাধাদানে হরণ করিতে না পারিয়া পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তখন রাজা করন্ধম পুত্রকে উদ্ধার করেন। বিদিশার রাজা বিশাল নিজ কন্যাকে তখন অবীক্ষিতের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাহিলেন। বৈশালিনীও অবীক্ষিতের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অবীক্ষিৎ বিবাহ করিতে চাহিলেন না। তখন বৈশালিনী বনে তপস্যা করিতে গেলেন। কিছুকাল পরে এক রাক্ষস তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই সময় বৈশালিনী অবীক্ষিতের নাম উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করেন। অবীক্ষিৎ দৈবক্রমে সেইখানে উপস্থিত হন এবং বৈশালিনীকে উদ্ধার করেন। অতঃপর তাঁহাদের বিবাহ হয়। তাঁহাদের একটি পুত্র হয়। তাহার নাম মরুত্ত (ভাগ, ভারত)।

অভিমন্যু—**১**। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা ইঁহার মাতা। বিরাটরাজকন্যা উত্তরাকে বিবাহ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ষোল বছরের এই বীরের নিকট কৌরবদের প্রধান প্রধান যোদ্ধারা পরাজিত হন। যাহা হউক, দ্রোণ-রচিত চক্রব্যূহে প্রবেশ করিলে কর্ণ, কৃপ ইত্যাদি সপ্তরথী তাঁহাকে অন্যায় সমরে বধ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে পত্নী উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। পাণ্ডবদের সকল পুত্রই নিহত হয় কেবল উত্তরার গর্ভজাত সন্তান পরীক্ষিৎ জীবিত থাকেন। পরীক্ষিৎ হইতেই পাণ্ডবদের বংশরক্ষা হয় (ভারত)। **২**। চাক্ষসমুনির পুত্র। মাতা নবলা (কূর্ম্ম)।

অভেদানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী—(২রা অক্টোবর, ১৮৬৬—৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বনামখ্যাত শিষ্য। পূর্ব্বনাম কালীপ্রসাদ চন্দ্র। পিতা রসিকলাল চন্দ্র, মাতা নয়নতারা। বাল্যজীবনে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পাঠকালে তাঁহার সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের

সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করেন এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন যাত্রা করেন এবং পরবৎসর আমেরিকায় যান। নিউ ইয়র্কে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচারকার্য্য চালাইয়া ১৯২১ সালে ভারতে আসেন। ১৯২৬ সালে 'বিশ্ববাণী' নামে মাসিক পত্রিকার প্রকাশ সুরু করেন এবং ১৯২৯ সালে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা করেন। ১৯৩৭ সালে কলিকাতার টাউন হলে তিনি 'পার্লামেণ্ট অব রিলিজন'-এর উদ্বোধন করেন। 'India and Her People', 'Gospel of Ramkrishna Reincarnation' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

অমর সিংহ—১। হিন্দু কবি। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চাশ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। অনেকের মতে তিনি খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রবাদ, উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। তিনি 'অমরকোষ'-নামক অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। ২। রাজপুত বীর প্রতাপ সিংহের পুত্র। ১৬১৪ সালে রাজকুমার খুর্‌রম (শাহ্‌জাহান) অমর সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। ইহার ফলে তিনি মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ৩। গুর্খা সেনাপতি। ১৯১৫ সালে তিনি সার অক্‌টার্লোনির নিকট পরাজিত হন।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—(১৮৭৬—১৯১৬)। নাট্যকার। তিনি সুনিপুণ নাট্যাধ্যক্ষ ও অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি নাটক ও প্রহসন আছে। তিনি 'রঙ্গালয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রবর্ত্তন করেন। রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে ইহাই প্রথম সাময়িক পত্র। তিনি 'ক্লাসিক থিয়েটার' নামে একটি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি 'নির্ম্মলা', 'প্রণয় না বিষ', 'জীবনে-মরণে' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটিকা লিখিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—(১৮৭৭—৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪০)। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত। পিতা উদয়নাথ ঘোষ মজুমদার। অমূল্যচরণের পালি ও প্রাকৃত ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের জন্য তিনি 'Translating Bureau' ও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য Edward Institution প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক হন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক। তিনি 'বাণী' নামক একখানি বাংলা পত্রিকা ও 'Indian Academy' নামক ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদনাও করিয়াছিলেন। তাহার পর 'পঞ্চপুষ্প' নামক মাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদকও হন। তিনি বহু পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনা করেন। 'জৈনজাতক', 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরূপে তিনি বহুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস সংকলন-কার্য্যে তিনি কিছুকাল নিযুক্ত হন এবং পরে 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে অভিধানখানি সংকলন করিবার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

অমৃত কাউর, রাজকুমারী—(জন্ম ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ১৯৪৭ সালে তিনি এই পদ লাভ করেন। জন্মস্থান লক্ষ্ণৌ। কপুরতলার রাজা হরনাম সিংহ তাঁহার পিতা। বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর সমাজ-হিতকর কাজে নিযুক্ত থাকেন। ষোল বৎসর কাল তিনি মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্ম-সচিব ছিলেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহু স্বাস্থ্য-সংস্থার সহিতও তাঁহার নাম জড়িত আছে। তিনি ১৯৫০ সালে বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার পরিষদের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন। তিনি ভাল টেনিস খেলোয়াড়। নারীর সম্পর্কে তাঁহার কয়েকখানি বইও আছে।

অমৃতলাল বসু—(১৭ই এপ্রিল, ১৮৫৩—২রা জুলাই, ১৯২৯)। প্রসিদ্ধ নাট্যশিল্পী। পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু। কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া অমৃতলাল ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। কখন কখন শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলে শিক্ষকতাও করিতেন। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর অমৃতলাল ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগদান করেন। ইহার পর তিনি গ্রেট ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল, ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। নাট্যজীবনে অমৃতলালের প্রথম গুরু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী। তিনি বাংলা সাহিত্যের গভীর অনুরাগী ছিলেন। প্যারডি বা ব্যঙ্গকাব্য রচনায় তিনি একজন পাকা শিল্পী ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ'। গ্রেট ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটারে অমৃতলাল অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। এই সময় একবার পুলিশের চাকুরী লন, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আবার রঙ্গালয়ে যোগদান করেন। স্বদেশী আন্দোলনেও অমৃতলাল যোগ দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার রচিত অনেক গান আছে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণ পদক দান করেন। রসরচনার জন্য তিনি 'রসরাজ' নামে অভিহিত। তাঁহার রচিত বহু নাটক ও প্রহসন আছে। তাহার মধ্যে 'বিজয় বসন্ত', 'হরিশ্চন্দ্র', 'তরুবালা', 'বিবাহবিভ্রাট', 'অবতার', 'খাসদখল' ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

অমোঘবর্ষ—(?৮১৫—৮৭৭)। রাষ্ট্রকূট-বংশের বিখ্যাত রাজা। পিতা তৃতীয় গোবিন্দ। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সামরিক কীর্ত্তি অপেক্ষা ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রতিই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। সিন্ধু-দেশের আরবগণের সহিত তিনি সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মান্যখেট (বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের মালখেট)।

অম্বরীষ—১। সূর্য্যবংশীয় রাজা। অযোধ্যা তাঁহার রাজধানী ছিল। পিতা নাভাগ। তিনি বিশেষ শক্তিমান রাজা ছিলেন এবং একাকী দশলক্ষ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। পরে শত শত যজ্ঞ করিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন ও স্বর্গলাভ করেন (বিষ্ণু)। ২। তিনি সহস্র বৎসর বিষ্ণুর আরাধনা করেন। ইহাতে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন এবং অম্বরীষকে পরীক্ষার জন্য ইন্দ্ররূপে তাঁহার নিকট আসিয়া বর দিতে চাহিলেন। অম্বরীষ ইন্দ্রের বর লইলেন না। তিনি জানাইলেন বিষ্ণুই তাঁহার আরাধ্য। তখন অম্বরীষ বিষ্ণুরূপ দর্শন করিলেন (লিঙ্গ)। ৩। অম্বরীষের কন্যার নাম শ্রীমতী। তিনি শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য অম্বরীষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদা নারদ ও পর্ব্বত শ্রীমতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্থির হইল, নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহারা আসিবেন। সেই দিন যাঁহার গলায় শ্রীমতী বরমাল্য দিবেন, তাঁহার সহিত বিবাহ হইবে। এদিকে পর্ব্বত ও নারদ উভয়েই বিভিন্ন সময়ে বিষ্ণুর নিকটে গেলেন এবং একজন অপর-জনকে বানরের মত কুৎসিত করিয়া দিতে বিষ্ণুকে অনুরোধ জানাইলেন। বিষ্ণু তাহা-তেই সম্মত হইলেন এবং কাহাকেও কিছু বলিতে নিষেধ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহারা শ্রীমতীর বরমাল্য লাভের আশায় অম্বরীষের প্রাসাদে আসিলেন। শ্রীমতী বরমাল্য লইয়া জানাইলেন যে, তিনি বানরের মুখের মত দুইটি মনুষ্য দেখিতেছেন। আর তাঁহাদের মধ্যে একজন সুন্দর পুরুষ রহিয়া-ছেন। শ্রীমতী সেই সুন্দর পুরুষটির গলায় বরমাল্য দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইলেন। এই সুন্দর পুরুষটি শ্রীকৃষ্ণ। মুনিদ্বয় ভাবিলেন যে অম্বরীষ মায়ার দ্বারা তাঁহাদের ছলনা

করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন। অম্বরীষকে অভিশাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণুচক্র উপস্থিত হইল এবং মুনিদ্বয়ের অনুসরণ করিল। মুনিদ্বয় সুদর্শনের হাত হইতে কোথাও নিষ্কৃতি পাইলেন না। তখন তাঁহারা বিষ্ণুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন (লিঙ্গ)। ৪। কোন কারণে ক্রোধান্বিত হইয়া দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষের বধের ব্যবস্থা করিলে বিষ্ণুচক্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে। শেষ পর্য্যন্ত অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তিনি উহার হস্ত হইতে রক্ষা পান (ব্রহ্মবৈ)।

অম্বা—কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ভীষ্ম তাঁহাকে ও তাঁহার অপর দুই কনিষ্ঠা ভগিনীকে স্বয়ম্বর-সভা হইতে হরণ করিয়া আনেন। অম্বা শাল্বকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন জানিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু শাল্ব অম্বাকে গ্রহণ করিলেন না। পরজন্মে তিনি শিখণ্ডীরূপ ধারণ করিয়া ভীষ্মের প্রাণবধের কারণ হন (ভারত)।

অম্বালিকা, অম্বিকা—কাশীরাজের কনিষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যা। স্বয়ম্বর-সভা হইতে ভীষ্ম তাঁহাদের হরণ করেন। বিচিত্রবীর্য্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয়। অপুত্রক বিচিত্রবীর্য্য মারা গেলে ব্যাসদেব তাঁহাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু নামক পুত্র জন্মে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর উভয়ে তপস্যা করিতে বনগমন করেন।

অম্বিকাচরণ মজুমদার—(১৮৫১—১৯২২)। বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী। জন্মস্থান—ফরিদপুর জেলার সেনদিয়া গ্রাম। অম্বিকাচরণ ফরিদপুরে ওকালতী করিতেন। তিনি মধ্যপন্থী কংগ্রেস নেতা ছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি 'Indian National Evolution' নামে পুস্তকখানির প্রণেতা।

অযুতনায়ী—চন্দ্রবংশীয় কোন রাজা। অযুত নরমেধ যজ্ঞ করিয়া তিনি এই আখ্যা পান। তাঁহার পিতার নাম মহাভৌম, মাতার নাম সুযজ্ঞা (ভারত)।

অযোধ্যানাথ গোস্বামী—'আজু গোঁসাই' দ্রঃ।

অরবিন্দ ঘোষ—(১৫ই আগষ্ট, ১৮৭২—৫ই নভেম্বর, ১৯৫০)। স্বনামখ্যাত দার্শনিক ও সাধক। জন্ম—কলিকাতায়। পিতা ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ। তাঁহার মাতামহ ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। সতেরো বছর বয়সে অরবিন্দ বিলাত যান। আঠার বছর বয়সে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন, কিন্তু অশ্বারোহণে ত্রুটির জন্য তাঁহার চাকরী হয় নাই। ভারতে ফিরিয়া তিনি বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি ঐ কাজ ছাড়িয়া দেন এবং জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। এই সময় তিনি 'বন্দে মাতরম্' নামক পত্রিকাটির সম্পাদনা করিতে থাকেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বিপ্লববাদী বলিয়া অভিযুক্ত করা হয় কিন্তু বিচারে তাঁহার মুক্তি হয়। পরে তিনি 'কর্ম্মযোগিন' নামে একখানি ইংরাজী পত্রিকা বাহির করেন। ক্রমে তাঁহার জীবনে পরিবর্তন আসিতে থাকে এবং তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তায় কাল কাটান। এই সময় তিনি পণ্ডিচেরীতে আশ্রম স্থাপন করেন এবং এইখানেই জীবন কাটাইতে থাকেন। সেখানে 'আর্য্য' নামে একখানি ইংরাজী পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। 'The Hero and the Nymph', 'Urvasie', 'Songs to Myrtilla and other Poems', গীতার ভাষ্য 'The Life Divine' প্রভৃতি তাঁহার নানা গ্রন্থ আছে। পণ্ডিচেরীর আশ্রমে একজন ফরাসী মহিলাকে অরবিন্দ দীক্ষা দেন এবং তিনি 'শ্রীমা' নামে প্রসিদ্ধ।

অরিলিয়াস মার্কাস অ্যান্টোনিনাস (Aurelius Marcus Antoninus)—(১২১—৮০ খৃঃ পূঃ)। রোমক সম্রাট্। তিনি Stoic-দর্শনের মত পোষণ করিতেন। 'Meditations' নামে পুস্তকে তাঁহার চিন্তাধারা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

অরিষ্ট—কংসের অনুচর দানববিশেষ। পিতার নাম বলি। অরিষ্টকে কংস শ্রীকৃষ্ণকে বধের জন্য পাঠান। অরিষ্ট বৃষভ-রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিলে সে রক্ত-বমন করিয়া মারা যায় (বিষ্ণু)।

অরুণ—গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা মহর্ষি কশ্যপ, মাতা বিনতা। তাঁহার সপত্নী কদ্রু সহস্র অণ্ড প্রসব করেন ও প্রত্যেকটি অণ্ড হইতে এক একটি সর্প বাহির হয়। ঈর্ষান্বিতা বিনতা দুইটি অণ্ড প্রসব করেন, এবং অপক্ব অবস্থাতেই একটি ভাঙিয়া ফেলেন। এই অপক্ব ডিম্ব হইতে ঊরুহীন অরুণের জন্ম হয়। তিনি সূর্য্যের সারথি হন। তাঁহার পত্নীর নাম শ্যেনী। সম্পাতি ও জটায়ু তাঁহার দুই পুত্র।

অরুণকুমার সিংহ—(২২শে আগষ্ট, ১৮৮৭)। রায়পুরের দ্বিতীয় ব্যারন। পিতা প্রথম ভারতীয় গভর্নর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ। তিনি ব্যারিষ্টারি পাশ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি লর্ড উপাধি পান। বিলাতের লর্ড সভায় তাঁহার স্থানলাভ লইয়া যে তুমুল আন্দোলন চলে, তাহা স্মরণীয় কালের মধ্যে একটি বিখ্যাত ঘটনা। অবশেষে তিনি লর্ডসভায় স্থানলাভ করিতে সমর্থ হন।

অরুণা—অপ্সরাবিশেষ। কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা কপিলা হইতে অরুণা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণের উদ্ভব হয় (ভারত)।

অরুন্ধতী—১। বশিষ্ঠপত্নী। তিনি প্রজাপতি কর্দ্দম মুনির কন্যা। মাতা দেবহূতি। তিনি পতিব্রতার আদর্শস্থানীয়া বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। বশিষ্ঠের ন্যায় তিনিও নক্ষত্রলোকে স্থান পাইয়াছেন (ভারত)। ২। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী (হরি)।

অরোরা (Aurora)—গ্রীক পুরাণের ঊষা-দেবী। পিতা হাইপেরিয়ন (Hyperion) ও মাতা থিয়া (Thia). স্বামী টিথোনাস (Tithonus).

অর্জ্জুন—তৃতীয় পাণ্ডব। লৌকিক পিতা পাণ্ডু। ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে অর্জ্জুনের জন্ম। বিখ্যাত ধনুর্ব্বিৎ ছিলেন। অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সারথি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবেশে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হন এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। পরে নাগকন্যা উলূপী, মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দ্রৌপদী, উলূপী, সুভদ্রা ও চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁহার যথাক্রমে শ্রুতকর্ম্মা, ইলাবন্ত, অভিমন্যু ও বভ্রুবাহন নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে অর্জ্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করেন। বনবাসকালে তিনি ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে গিয়া মহাদেবের আরাধনা করেন ও তাঁহার নিকট হইতে পাশুপতাস্ত্র লাভ করেন। তিনি অস্ত্রশিক্ষার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে যান। সেখানে উর্ব্বশী অর্জ্জুনকে পাইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে উর্ব্বশী অর্জ্জুনকে অভিশাপ দেন। বিরাটরাজভবনে যখন অর্জ্জুন অজ্ঞাতভাবে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজকন্যা উত্তরাকে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে অর্জ্জুন সেই অশ্ব লইয়া বহু দেশ জয় করেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুনের শক্তি লোপ হয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের তেজেই তিনি শক্তিমান্ ছিলেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণ ও পত্নী দ্রৌপদীর সঙ্গে মহাপ্রস্থান করেন। অর্জ্জুন অবশ্য সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। সুমেরু পর্ব্বতে তাঁহার দেহপাত হয়।

অর্জ্জুনমিশ্র—মহাভারত ও কুসুমাঞ্জলির টীকাকার। তাঁহার রচিত মহাভারতের টীকার নাম 'ভাবদীপ'। ভক্তমাল গ্রন্থ অনু-সারে তিনি জয়দেবের পরবর্ত্তী।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী—(১২৫৮—১৩১৫ বঙ্গাব্দ)। নাট্যশিল্পী। জন্মস্থান—

কলিকাতা। সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষকরূপে বিশেষ নাম অর্জ্জন করেন। ১২৭৯ সালে রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়া সারাজীবন অভিনয় করিয়া কাটান।

অর্ফিউস (Orpheus)—গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। সূর্য্যদেবের কাছে একটি বীণা পাইয়া অর্ফিউস তাহাতে যে সুর তুলিতেন, তাহা বন্যজন্তু ও পর্ব্বতাদি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিত। সুবর্ণ মেষলোম আহরণ করিতে যে সকল বীর গিয়াছিলেন, অর্ফিউস তাঁহাদের অন্যতম। ফেরার পথে তিনি ইউরিডিসিকে বিবাহ করেন। কিন্তু ইউরিডিসিকে সাপে কামড়াইলে অর্ফিউস তাঁহাকে যমের পাতালপুরী হইতে আনিতে যান এবং যম বা প্লুটোকে বীণার ঝঙ্কারে মোহিত করেন। কিন্তু ইউরিডিসিকে আনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

অলক্ষ্মী—লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। অলক্ষ্মী অমঙ্গল ও অধর্ম্মের নিদান। সমুদ্রমন্থনকালে তিনি লক্ষ্মীর পূর্ব্বে উঠিয়াছিলেন। দুঃসহ নামক ঋষির সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (লিঙ্গ)। উদ্দালক ঋষির সহিত অলক্ষ্মীর বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি ঋষির সহিত থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে বিষ্ণু আসিয়া তাঁহার বাসস্থান অশ্বত্থবৃক্ষে ঠিক করিয়া দিলেন (মার্ক)।

অলম্বুষা—১। অপ্সরাবিশেষ। কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা কপিলার গর্ভে জন্ম (ভারত)। ২। রাজা ইক্ষ্বাকুর পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিশাল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে (রাম)।

অলর্ক—১। কীটবিশেষ। সত্যযুগে দংশ নামে মহাসুর ভৃগুমুনির শাপে কীটরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি পরশুরামকে দংশন করিয়াছিলেন। পরে পরশুরামের দৃষ্টিপাতে তাঁহার মুক্তিলাভ হয় (ভারত)। ২। রাজপুত্র। পিতা কুবলয়াশ্ব ও মাতা মদালসা। কুবলয়াশ্ব বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অলর্ককে রাজ্যভার দিয়া যান। অলর্ক বিবিধ তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। কাশীরাজের সহিত যুদ্ধে অবরুদ্ধ হইলে তিনি কাশীরাজকে নানা উপদেশ দেন। তখন কাশীরাজ তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যান। যোগে তিনি প্রাণত্যাগ করেন (মার্ক)।

অলায়ুধ—বকরাক্ষসের ভাই। অলায়ুধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করেন এবং ঘটোৎকচের হাতে নিহত হন (ভারত)।

অশোক—(রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২৭৩—২৩২)। মগধের বিখ্যাত সম্রাট্। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম 'অশোকবর্দ্ধন'। পিতা বিন্দুসার, পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত, মাতা সুভদ্রাঙ্গী। পিতার জীবিতকালে তিনি প্রথমে তক্ষশিলা ও পরে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজা হইবার ১২ বৎসর পরে তিনি কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ কলিঙ্গযুদ্ধে নরহত্যার নিষ্ঠুর লীলা দেখিয়া তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় এবং তিনি উপগুপ্ত নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তখন তিনি রাজ্যবিজয়ের পরিবর্ত্তে 'ধর্ম্ম-বিজয়ে' আত্মনিয়োগ করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। অশোক বহু পান্থশালা ও ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং অসংখ্য কূপ খনন করেন। এই সব কারণে তাঁহার উপাধি হইয়াছিল 'প্রিয়দর্শী'। তাঁহার সময়ে তৃতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম-মহাসভার অধিবেশন হয়।

অশ্বগ্রীব—১। রাজাবিশেষ। পিতা চিত্রক (কূর্ম্ম)। ২। অসুরবিশেষ। কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে জন্ম (কালিকা)।

অশ্বঘোষ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি। তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাজ কনিষ্কের সভাকবি হন। তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরে বৌদ্ধ হন। তাঁহার রচিত প্রায় দ্বাদশখানি গ্রন্থের মধ্যে 'বুদ্ধ-চরিত', 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রম্' প্রভৃতি পুস্তক শ্রেষ্ঠ। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

অশ্বতর—নাগবিশেষ। অশ্বতর ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে যোজিত থাকে। তাঁহার পিতা কশ্যপ, মাতা কদ্রু (বিষ্ণু)।

অশ্বত্থামা—১। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র। মাতার নাম কৃপী। জন্মকালে অশ্বের মত শব্দ করাতে তাঁহার নাম হয় অশ্বত্থামা। অশ্বত্থামা দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষ দিন অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন যে, তিনি পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবেন। কিন্তু অশ্বত্থামা ভুল করিয়া পাণ্ডবগণের পুত্রকে বিনাশ করিলেন। ইহাতে ভীম ও অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে বধ করিবার উদ্দেশে বাহির হন। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অশ্বত্থামা ঐশিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাস সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া উভয়কে নিজ নিজ অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে বলেন। জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন সেই অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে পারিলেন কিন্তু অশ্বত্থামা তাহা পারিলেন না, কারণ তিনি অজিতেন্দ্রিয় ছিলেন। সেই অস্ত্র তখন উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিল। উত্তরা তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে সেই গর্ভ রক্ষা করিলেন। অশ্বত্থামা নিজের মাথার সহজাত মণি প্রদান করিয়া বনে চলিয়া যান। সাতজন অমর ব্যক্তির মধ্যে তিনি একজন। অপর ছয় জনের নাম—বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম। ২। ইন্দ্রবর্ম্মার হস্তী। ইন্দ্রবর্ম্মা পাণ্ডব-পক্ষীয় ছিলেন। তিনি মালবদেশের রাজা ছিলেন। দ্রোণ পাণ্ডবসৈন্য বধ করিয়া চলিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য উপায় খুঁজিতে-ছিলেন। অশ্বত্থামা নামে হস্তী পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ দ্রোণের নিকট খবর পাঠাইলেন যে, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে। কিন্তু দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অমর। তিনি কথাটি বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু বার বার কথাটি বলা হইলে তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই সংবাদ শুনিতে চাহিলেন। যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত' এই কথাটি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, আর 'ইতি গজঃ' বাক্যাংশটি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন। শেষের বাক্যাংশ দ্রোণ শুনিতে না পাইয়া পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সেই সুযোগে দ্রোণকে পাণ্ডবগণ বধ করিলেন (ভারত)।

অশ্বপতি—মদ্রের অধিপতি, সাবিত্রীর জনক (ভারত)।

অশ্বসেন—খাণ্ডববনের সর্প। তিনি তক্ষক-পুত্র। খাণ্ডববন দগ্ধ করিবার সময় তিনি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হন। এই সর্প প্রতিশোধবাসনায় কর্ণের তূণীরে প্রবেশ করিলে অর্জ্জুন কৃষ্ণের উপদেশে মস্তক নত করিয়া রক্ষা পান এবং পরে বাণাঘাতে তাঁহার প্রাণনাশ করেন (ভারত)।

অশ্বিনী—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও চন্দ্রের প্রথমা পত্নী (শিব)। এই নক্ষত্রের আকার অশ্বমুখের ন্যায়, এইজন্য অশ্বিনী নাম দেওয়া হইয়াছে। অশ্বিনীর অপর নাম সংজ্ঞা। এই নক্ষত্র আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে অবস্থান করে বলিয়া ঐ মাসের উক্ত নাম হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমার—যমজ স্বর্গবৈদ্য। সূর্য্যের পত্নী সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহিতে না পারিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান। পিতা ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) ইহাতে কন্যার উপর বিরক্ত হইলে সংজ্ঞা অশ্বিনীরূপ ধরিয়া উত্তরকুরুবর্ষে ভ্রমণ করিতে থাকেন। সূর্য্য ইহা জানিতে পারিয়া অশ্বরূপ ধরেন এবং পত্নীর সঙ্গে সঙ্গত হন। এই সঙ্গমের ফলে অশ্বিনীকুমার দুই-জনের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা পাণ্ডুপত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্রের জন্ম দিয়াছিলেন (ভারত)। অশ্বিনীকুমার দুই-জন 'চিকিৎসা সার-তন্ত্র' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (ব্রহ্মবৈ)।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—(২০শে জানুয়ারী,

১৮৫৬—৭ই নভেম্বর, ১৯২৩)। বরিশালের প্রসিদ্ধ জননেতা, সাহিত্যিক, রাজনীতিক এবং অধ্যাপক। পিতা ব্রজমোহন দত্ত। জন্মস্থান—বাটাজোড়। কৃতিত্বের সহিত এম. এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকাল বরিশালে আইন ব্যবসায় করেন, এবং পরে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করেন। পরে তিনি এই বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে দ্বীপান্তরিত হন। মুক্তিলাভ করিয়া অশ্বিনীকুমার জনসেবায় ও লোকশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার প্রণীত 'ভক্তিযোগ', 'প্রেম' ও 'দুর্গোৎসব-তত্ত্ব' নামক পুস্তকাদি প্রসিদ্ধ।

অশ্মক—কল্মাষপাদ নামক নৃপতির ক্ষেত্রজ পুত্র। এই রাজার মহিষী মদয়ন্তী পতির আদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হন। উহারই ফলে অশ্মকের জন্ম হয়। সাত মাস গর্ভ ধারণ করিয়া মদয়ন্তী ধৈর্য্যচ্যুতা হন এবং একখণ্ড পাথর (অশ্ম) দিয়া নিজের উদর ভেদ করেন। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার নাম হইল অশ্মক (বিষ্ণু)।

অষ্টক—পুণ্যবান্ রাজা। পিতা বিশ্বামিত্র, মাতা যযাতির কন্যা মাধবী। ইন্দ্রের নিকটে যযাতি নিজের গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া অন্যান্য পুণ্যবান্ দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য ও মহর্ষিদের অবমাননা করিয়া ফেলেন। ফলে ইন্দ্রের অভিশাপে তাঁহাকে ক্ষীণপুণ্য হইয়া দেবলোক হইতে পতিত হইতে হয়। রাজা যযাতির যখন স্বর্গ হইতে পতন হইতেছিল, তখন অষ্টক নিজের পুণ্য দান করিয়া রাজাকে পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করেন। এই কর্ম্মফলে অষ্টকও স্বর্গলাভের অধিকারী হন (বায়ু, হরি)।

অষ্টাবক্র—১। প্রকৃত নাম দেবল। মহর্ষি অসিতের পুত্র। একদা গন্ধমাদন-পর্ব্বতের গহ্বরে তিনি যখন তপস্যা করিতেছিলেন তখন রম্ভা সম্ভোগের নিমিত্ত মুনিবরকে অনুরোধ করেন। মুনিবর তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে রম্ভার অভিশাপে তাঁহার দেহ অষ্টাবক্র হয় (ব্রহ্মবৈ)। ২। মহর্ষি উদ্দালকের শিষ্য কাহোড়ের পুত্র। মাতার নাম সুজাতা। গর্ভে অবস্থানকালেই তিনি পিতার বেদ পাঠে ভ্রম প্রদর্শন করিলে কাহোড় ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দেন। ফলে তাঁহার অষ্টস্থান বক্র হয়। এক সময়ে কাহোড় ধনলাভের আশায় জনকরাজের নিকট উপস্থিত হইলে সেখানে সভাপণ্ডিত বন্দী কর্তৃক তর্কে পরাজিত হইয়া সর্ত্তানুসারে কাহোড়কে জলে ডুবিয়া থাকিতে হয়। পিতার নিকট সকল বিষয় জানিয়া অষ্টাবক্র মাতুল শ্বেতকেতুকে লইয়া জনকের রাজসভায় আসেন এবং তর্কে বন্দীকে পরাস্ত করেন। এইভাবে তিনি জলমগ্ন পিতার উদ্ধার সাধন করেন। তখন কাহোড় সন্তুষ্ট হইয়া অষ্টাবক্রকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করিতে বলেন। এই নদীতে স্নানের পর তাঁহার দেহ সুন্দর হয়। অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' নামে খ্যাত (ভারত)।

অসমঞ্জ, অসমঞ্জস—রাজা সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাতা কেশিনী। পাপাচারী ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র অংশুমান্ ('অংশুমান্' দ্রঃ) [রাম]।

অসিতকুমার হালদার—(জন্ম ১৮৯০)। চিত্রশিল্পী। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। রয়্যাল সোসাইটি অব্ আর্ট্স্-এর ফেলো। বর্ত্তমানে তিনি লক্ষ্ণৌয়ের আর্ট্ স্কুলের অধ্যক্ষ।

অস্কার ওয়াইল্ড (Wilde, Oscar Fingal O'Flahertie Wills)—(১৮৫৪—১৯০০)। বিখ্যাত আইরিশ কবি ও নাট্যকার। অক্সফোর্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি এক নূতন শিল্পরীতির প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'Poems'-নামক পুস্তকখানি তিনি প্রথম প্রকাশ করেন। 'The Picture of Dorian Grey' তাঁহার একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে একবার কারাভোগ করিতে হয়। এই সময় 'Ballad of Reading Gaol' ও 'De Profundis' নামে তিনি যে দুইখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'Lady Windermere's Fan', 'A Woman of No Importance', 'Salome' ইত্যাদি তাঁহার অন্যান্য পুস্তক।

অস্টেন, জেন (Austen, Jane)—(১৭৭৫—১৮১৭)। ইংরাজ উপন্যাস-লেখিকা। ইংলণ্ডের হ্যাম্পশায়ারে তাঁহার জন্ম। 'Sense and Sensibility', 'Pride and Prejudice', 'Mansfield Park', 'Emma' ইত্যাদি তাঁহার রচিত উপন্যাস।

অস্তি—মগধরাজ জরাসন্ধের কন্যা। তাঁহার ভগ্নীর নাম প্রাপ্তি। দুই বোনই কংসের পত্নী ছিলেন (বিষ্ণু, হরি)।

অহল্যা—মহর্ষি গৌতমের পত্নী। পিতা বৃদ্ধাশ্ব। রাজর্ষি জনকের পুরোহিত শতানন্দ তাঁহার গর্ভজাত। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরিয়া তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করেন। ইহাতে গৌতম রুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে শাপ দেন। গৌতমের শাপে ইন্দ্র অণ্ডকোষহীন হন। গৌতম অহল্যাকেও অভিশাপ দেন। তাঁহার শাপে অহল্যা বাতভক্ষ্যা, নিরাহারা, অনুশোচনপরায়ণা, ভস্মলিপ্তা ও সকল জীবের অদৃশ্যা হইলেন। কালে রামচন্দ্র যখন আশ্রমে আসিয়া অহল্যাকে এই অবস্থায় দেখিলেন, তখন অহল্যা শাপমুক্তা হইলেন (রাম)। পদ্মপুরাণ মতে অহল্যা পাষাণী হন ও ইন্দ্র ভগাঙ্গ হন।

অহল্যাবাঈ—(১৭৩৫—১৭৯৫)। প্রাতঃস্মরণীয়া মারাঠী মহিলা। ইন্দোররাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য তাঁহার নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি হোলকার বংশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার শ্বশুর মলহর রাও হোলকার ও স্বামী খান্দে রাও। স্বামী ও শ্বশুরের মৃত্যুতে ৩১ বৎসর বয়সে তিনি রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। শাসনকার্য্যের দক্ষতার জন্য তিনি কি ভারতীয়, কি ইংরাজ, সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। তিনি দানধ্যানে ও প্রজার হিতকর কার্য্যে জীবন্ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কাশীর অন্নপূর্ণামন্দির, কলিকাতা হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত রাজপথ ও গয়ার বিষ্ণুপদমন্দির তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি।

অ্যাকিলিজ (Achilles)—অজেয় বীর। শৈশবে তাঁহার মা থেটিস্ স্টাইক্সের জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া গোড়ালী ছাড়া তাঁহার দেহ অভেদ্য হয়। সেই জন্য ট্রোজান যুদ্ধে প্যারিস তাঁহাকে গোড়ালীতে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যাকুইনাস, টমাস (Aquinas, Thomas)—(১২২৫—১২৭৪)। দক্ষিণ ইটালীর দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহার ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র-বিষয়ক বহু পুস্তক আছে। তাঁহাকে নীতি-শাস্ত্রের জনক আখ্যা দেওয়া হয়।

অ্যাক্টীয়ন (Actæon)—বিখ্যাত শিকারী। স্নানরতা ডায়েনাকে দেখিয়া মৃগে পরিণত হন এবং তাঁহার নিজের কুক্কুরগণ দ্বারা বিনষ্ট হন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যাগামেম্নন (Agamemnon)—মেনেলাউসের ভ্রাতা ও আর্গসের রাজা। তিনি ট্রয়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত গ্রীকবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। স্ত্রী ক্লাইটেমেনেস্ট্রা ও তাঁহার প্রেমিক কর্তৃক তিনি নিহত হন।

অ্যাটালান্টা (Atalanta)—বিখ্যাত ব্যাধ রমণী। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য ছিল। অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে চান। তিনি তখন স্থির করেন যে, যে তাঁহাকে দৌড়ে হারাইতে পারিবে, তাহারই গলে তিনি বরমাল্য দিবেন। মিলানিয়ন নামে একজন গ্রীক যুবক দৌড়াইবার কালে পথে ভেনাসপ্রদত্ত স্বর্ণময় আপেল ফেলিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলে, তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যাটিলা (Attila)—(৪০৬—৪৫৩)। হুনদিগের রাজা। রোমকদিগের সঙ্গে

যুদ্ধ করিয়া তাহাদের উপর অনেক অত্যাচার করেন।

অ্যাট্‌লাস (Atlas)—অতিমানব-বিশেষ। পারসিউস গর্গনের মাথা দেখাইয়া তাঁহাকে অ্যাট্লাস পর্ব্বতে পরিবর্ত্তিত করেন। তিনি ভূমণ্ডলের ভার স্কন্ধে বহন করিয়াছেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যাট্‌লি (Rt. Hon. Clement R. Attlie)—(জন্ম ১৮৮৩)। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী। অ্যাট্লির মন্ত্রিত্বকালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৫১ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে অন্যান্য মন্ত্রিসভার সঙ্গে তিনি নানাভাবে যুক্ত থাকেন এবং ১৯২৭-২৮ সালে সাইমন কমিশনের একজন সভ্য নিযুক্ত হন। পূর্ব্বজীবনে তিনি ব্যারিষ্টার ও সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন।

অ্যাডিসন, জোসেফ (Addison, Joseph)—(১৬৭২—১৭১৯)। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক ও কবি। তাঁহার রচিত 'The Campaign' নামক কবিতা বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। তিনি 'Tatler' ও 'Spectator' নামক দুইখানি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কয়েকবার তিনি সরকারী উচ্চপদও পান। প্রাঞ্জল গদ্য লিখিবার জন্য তাঁহার নাম ইংরাজী সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। তাঁহার সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'Coverley Essays' নামে একটি প্রবন্ধ-পুস্তক।

অ্যাডোনিস (Adonis)—একজন রূপবান যুবক। তিনি ভেনাসের প্রিয়পাত্র ছিলেন। একটি বন্য বরাহ কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন। কিন্তু প্রোসার্পাইন তাঁহার সহিত বৎসরে ছয় মাস কাটাইবার সর্ত্তে অ্যাডোনিসকে জীবন দান করেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যান্টনি, মার্ক (Antony, Mark)—(আনুমানিক ৮৩—৩০ খৃঃ পূঃ)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি ও জুলিয়াস সীজারের প্রধান অনুচর। সিজারের মৃত্যুর পর রোমে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহাতে তিনি লিপ্ত হইয়া পড়েন এবং ব্রুটাস ও কেসিয়াস নামক দুই সেনাপতিকে অক্টেভিয়াস অগাষ্টাসের সাহায্যে পরাজিত করেন। তাহার পর মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার রূপমুগ্ধ হইয়া তিনি সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। অক্টেভিয়াস কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন।

অ্যান্টোনিনাস, পিউস (Antoninus, Pius)—(৮৬—১৬১)। রোমক সম্রাট্। ১৩৮ হইতে ১৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণের হিতসাধনে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহারই শাসন-সময়ে রোমক-শাসনাধীন ইংলণ্ডে ফোর্থ হইতে ক্লাইড পর্য্যন্ত বিখ্যাত প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অ্যাণ্ডারসন (Anderson, Hans Cristian)—(১৮০৫—১৮৭৫)। বিখ্যাত দিনেমার লেখক। উপকথা ও রূপকথার রচনায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অ্যাণ্ড্রুজ দীনবন্ধু, সি, এফ,—'দীনবন্ধু' দ্রঃ।

অ্যাণ্ড্রোমেকি (Andromache)—ট্রোজান যোদ্ধা হেক্টরের স্ত্রী। নেপচুন-পুত্র হারকিউলিস তাঁহাকে হত্যা করেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যাণ্ড্রোমেডা—ইথিওপিয়ার রাজা সিফিউসের কন্যা। মাতা ক্যাসিওপীয়া। ক্যাসিওপীয়া সমুদ্র-পরীদের চেয়ে সুন্দরী বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। এই কারণে সমুদ্র-দেবতা পোসাইডন তাঁহার দেশ ধ্বংস করিবার জন্য এক সমুদ্র-রাক্ষসকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার ক্রোধভঙ্গের নিমিত্ত অ্যাণ্ড্রোমেডাকে পাহাড়ের উপরে বাঁধিয়া রাখা হয় এবং রাক্ষসটা তাঁহাকে পীড়ন করে। পার্সিউস অ্যাণ্ড্রোমেডাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অ্যান (Queen Anne)—(১৬৬৪—১৭১৪)। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের কন্যা। ১৭০২—১৪ তিনি ইংলণ্ডের রাণী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ইংরাজী সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

অ্যান বোলিন (Anne Boleyn)—(১৫০৭—১৫৩৬)। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রীর অন্যতমা পত্নী ও রাণী এলিজাবেথের জননী। রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁহার শিরশ্ছেদ হয়।

অ্যানাক্রিয়ন (Anacreon)—বিখ্যাত গ্রীক কবি। অনুমান ৫৬০ হইতে ৪৭৫ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন।

অ্যানাক্‌সাগোরাস (Anaxagoras)—(খৃঃ পূঃ ৫০০—৪২৮)। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক। সক্রেটিস, পেরিক্লিস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

অ্যাপলো (Apollo)—সূর্য্যদেব বলিয়া গ্রীক ও রোমানরা তাঁহার পূজা করিতেন। তিনি সঙ্গীত ও কাব্যের দেবতা বলিয়াও পূজিত।

অ্যাফ্রোডাইট (Aphrodite)—ভেনাসের অন্য নাম।

অ্যাম্পিয়ার (Ampere, Andre' Marie)—(১৭৭৫—১৮৩৬)। বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ। তড়িৎ-বিজ্ঞানে তাঁহার দান অমূল্য। তিনি 'ইলেক্‌ট্রোডাইন্যামিক' (Electro-dynamic) সূত্রের আবিষ্কারক।

অ্যাম্ফিয়ন (Amphion)—থিব্‌স্-দেশীয় রাজপুত্র। তাঁহার বীণাবাদনে পাষাণসমূহ একত্র হইয়া প্রাচীরে পরিণত হইয়াছিল।

অ্যারিথিউসা (Arethusa)—ডায়েনার সহচরী জলকন্যা; জলদেবতা অ্যালফিউস অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁহার অনুসরণ করিলে তিনি নির্ঝররূপ ধারণ করেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যারিয়ন (Arion)—প্রসিদ্ধ সেতার-বাদক। তাঁহাকে নাবিকেরা সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে একটি সমুদ্র-রাক্ষস তাঁহার বাদ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তীরে পৌছাইয়া দিয়াছিল (গ্রীক পুঃ)।

অ্যারিয়্যাডনি (Ariadne)—ক্রীট্‌রাজ মাইনসের কন্যা। ['থিসিউস' দ্রঃ] (গ্রীক পুঃ)।

অ্যারিস্টট্‌ল্ (Aristotle)—(৩৮৪—৩২২ খৃঃ পূঃ)। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ পণ্ডিত। গ্রীসের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্লেটো তাঁহার অধ্যাপক। প্লেটোর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি এথেন্স নগরীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ছাত্রদিগকে ন্যায়শাস্ত্র, অলঙ্কার, রাজনীতি, কবিতা, মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অ্যারিস্টট্‌ল্ মহাবীর আলেক-জাণ্ডারের শিক্ষক নিযুক্ত হন। 'Ethics', 'Poetics', 'Politics' প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক।

অ্যারিস্টাইডিস (Aristides)—(খৃঃ পূঃ ৫৩০—৪৬৭)। এথেনিয়ান সেনাপতি। খৃঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে পারসীকদের সহিত ম্যারাথন ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অত্যন্ত সৎ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'The Just' আখ্যা দেওয়া হয়।

অ্যারিস্টিপাস (Aristippus)—খৃঃ পূঃ ৪২৮—৩৫৬ পর্য্যন্ত তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি মিশরের অধিবাসী ছিলেন; কিন্তু সক্রেটিসের ছাত্র হইয়া এথেন্সে বসবাস করিতেন। আনন্দ উপভোগই জীবনের চরম উদ্দেশ্য—ইহাই ছিল তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের মূল নীতি।

অ্যারিস্টোফেনিস (Aristophanes)—(৪৪৪—৩৮০ খৃঃ পূঃ)। গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন-রচয়িতা। তাঁহার গ্রন্থগুলি গ্রীসের তৎকালীন রাজনীতি ও সমাজনীতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গোক্তিতে পূর্ণ। 'Knights', 'Clouds', 'Peace' ইত্যাদি তাঁহার বহু পুস্তক আছে।

অ্যার্যাক্নি (Arachne)—লিডিয়া-দেশের কুমারী। উত্তম সূচীকার্য্য জানিতেন বলিয়া গর্ব্ব করাতে মিনার্ভা কর্ত্তৃক মাকড়শায় পরিবর্ত্তিত হন।

অ্যাল্‌ফ্রেড, দি গ্রেট (Alfred, the Great)—(৮৪৯—৯০১)। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি ৮৭১-৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

ওয়েস্ট স্যাক্সনদের রাজা ছিলেন। দিনেমারদের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা। তিনি সুশাসক ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তৎকালীন প্রচলিত আইনগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি দেশের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ নৌবহরের পত্তনের জন্য তাঁহাকে 'ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জনক' বলা হয়। তাঁহার সংকলিত 'স্যাংলো-স্যাক্সন ক্রনিক্‌ল' ইতিহাসের দিক দিয়া অতি মূল্যবান্।

অ্যাল্‌সিবিয়াডিস্‌ (Alcibiades)—(আনুমানিক ৪৫০—৪০৪ খৃঃ পূঃ)। এথেন্সের বিখ্যাত রাজনীতিক ও সেনাপতি। তিনি সক্রেটিসের ছাত্র ও বন্ধু ছিলেন।

অ্যাস্‌কুইথ (Asquith, Eart of Oxford and,)—(১৮৫২—১৯২৮)। ১৯০৮ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার মন্ত্রিত্বের কালে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত-শাসন আইন পাকা হয় এবং বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ বাধে।

———

আ

আইও (Io)—দেবীবিশেষ। পিতা ইনেকাস, মাতা ইসমিনি। জুপিটার তাঁহার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া পত্নী জুনোর ভয়ে তাঁহাকে গাভীতে রূপান্তরিত করেন। পরে মিশর-দেশে ভ্রমণকালে পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তিনি তথাকার রাজা অসাইরিসকে বিবাহ করেন (গ্রীক পুঃ)।

আইকেরাস (Icarus)—ডীড্যালাসের পুত্র। তিনি পিতার সহিত ক্রীট্ হইতে সিসিলি দ্বীপে উড়িয়া যাইবার কালে সমুদ্রে নিমজ্জিত হন (গ্রীক পুঃ)।

আইটো, হিরোবুমি (Ito, Hirobumi, Prince)—(১৮২৪—১৯১১)। জাপানের বিখ্যাত রাজনীতিক। উনবিংশ শতকের শেষভাগে তিনি জাপানের সামাজিক জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি চারিবার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

আইনস্টাইন (Einstein, Prof. Albert)—(জন্ম ১৮৭৯)। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। জার্ম্মানীর উলম (Ulm) নামক স্থানে জন্ম। পিতার নাম হেরম্যান আইনস্টাইন। 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' আবিষ্কার করিয়া তিনি বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি বার্লিনের 'The Kaiser Wilhelm Physical Institute'-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি জাতিতে ইহুদি। হিটলার ইহুদি নির্য্যাতন আরম্ভ করিলে তিনি নির্ব্বাসিত হন এবং ১৯৩৩ সাল হইতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির প্রিন্সটন সহরে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। আইনস্টাইন সঙ্গীতজ্ঞ ও নিপুণ বেহালাবাদক। আত্মভোলা অমায়িক লোক বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে।

আইভ্যান, দি গ্রেট—(Ivan, the Great)—(১৪৪০-১৫০৫)। রুষ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। রুষিয়া যখন তাতারগণের অধীন ছিল, তখন তিনি মস্কো শহরের গ্র্যাণ্ড ডিউক (Grand Duke) ছিলেন। ক্রমে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাতারগণের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেন এবং মস্কোর নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলি জয় করিয়া আপনাকে রুষিয়ার স্বাধীন সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন।

আইরিস (Iris)—টমাস ও ইলেক্টার কন্যা। তিনি জুনোদেবীর সংবাদবাহিকা ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা ইন্দ্রধনুতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন (গ্রীক পুঃ)।

আইসিস (Isis)—আইওদেবীর মিশরীয় নাম।

আইসেনহাওয়ার, জেনারেল (Eisenhower, General Dwight D.,)—(জন্ম ১৮৯০)। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতি। ১৯৫০ হইতে ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত তিনি পশ্চিম ইউরোপের মিত্রশক্তির সেনাপতি ছিলেন। গত মহাযুদ্ধে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাধিনায়ক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস নামক রাজ্যের অধিবাসী। সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৯১৪ সালের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ১৯৪৮ সাল হইতে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে (১৯৫৩) তিনি রিপাবলিক্যান দলের সভারূপে প্রেসিডেন্টের পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আউটরাম (Outram, Sir James)—(১৮০৩—১৮৬৩)। বিখ্যাত সেনাপতি। জন্মস্থান ইংলণ্ডের ডার্বিশায়ার। পিতা বেনজামিন আউটরাম। সাধারণ সৈনিকরূপে ভারতে আসিয়া আউটরাম বিভিন্ন রাজপদ পান এবং সিপাহী-বিদ্রোহ দমনে কৃতিত্ব দেখাইয়া লেফ্‌টেন্যান্ট-জেনারেলের পদ পান। তিনি বড়লাটের সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন।

আউলচাঁদ—(১৬৮৬—১৭৬৯)। কর্তা-ভজা-নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। নদীয়া জেলার উলাগ্রামের মহাদেব বারুই-এর পালিত পুত্র। পূর্ব্বনাম পূর্ণচন্দ্র। তিনি ফুলিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বলরাম দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'আউলচাঁদ' নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার ২২ জন শিষ্য ছিল। তিনি শিষ্যদিগকে পরস্ত্রীগমন, পরপীড়ন বা পরহত্যা এবং পরদ্রব্যহরণ প্রভৃতি কার্য্যের ইচ্ছা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিতেন। এছাড়া তিনি শিষ্যগণকে অতিথি-সেবা, বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা, সকাল সন্ধ্যায় ধোয়া কাপড় পরা ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। বোয়ালে গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আউলিয়া মনোহর দাস—(১৬ শতক)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপদ রচয়িতা ও সঙ্কলয়িতা। প্রথমে তিনি বিষ্ণুপুরের রাজার গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন; পরে হুগলী জেলার বদনগঞ্জ নামক স্থানে আগমন করিয়া আমরণ তথায় বাস করেন। তিনি 'পদ-সমুদ্র'-নামক গ্রন্থ সঙ্কলন ও 'দিনমণি চন্দ্রোদয়'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আওরঙ্গজেব—(১৬১৮—১৭০৭)। মোগলসাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্। সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের তৃতীয় পুত্র। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল ১৬৫৯—১৭০৭ খৃঃ। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদার ছিলেন। পরে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া অপর ভ্রাতাদের মধ্যে দারা ও মোরাদকে হত্যা করিয়া তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি পিতা শাহ্‌-জাহানকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্রাট্ হইয়া তিনি আলমগীর নাম ধারণ করেন। তাঁহার সময়ে মোগলসাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন এবং হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া রাজপুতগণ বিদ্রোহী হয়। মারাঠা বীর শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। শিবাজীর মৃত্যুর পর শম্ভুজীকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। সিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান রাজাদের অধিকৃত বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করিতে তাঁহার রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। এইভাবে রাজ্য বিস্তার করিয়াও তিনি মোগলরাজ্যের পতনের কারণ হন। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং সরল জীবনযাত্রা করিতেন। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না।

আকবর—(১৫৪২—১৬০৫)। দিল্লীর তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট্। মোগল সম্রাট্ হুমায়ুন যখন শের খাঁ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন অমরকোট নগরে হুমায়ুন-পত্নী হামিদা বেগমের গর্ভে আকবরের জন্ম হয়। ১৫৫৫—১৬০৫ আকবরের রাজত্বকাল। মন্ত্রী ও অভিভাবক বৈরাম খাঁর সাহায্যে তিনি পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬)

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিমুকে পরাজিত ও বন্দী করেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করিলে তিনি বিদ্রোহী হন; কিন্তু আকবর তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। আকবর রাজপুতদের সহিত বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। শুধু চিতোরের রাণা প্রতাপসিংহকে তিনি স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন নাই। আকবর ক্রমে কাশ্মীর, সিন্ধু, আহম্মদনগর প্রভৃতি স্থান জয় করেন। পরাজিত রাজগণের সহিত তিনি সর্ব্বদাই ভাল ব্যবহার করিতেন। তিনি জিজিয়া কর রহিত করিয়াছিলেন এবং রাজপুতদের রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজস্বসচিব টোডরমল্ল এবং সেনাপতি মানসিংহ বহুকাল বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং নিরক্ষর হইলেও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার সভায় বীরবল, তানসেন, আবুল ফজল প্রভৃতি অনেক গুণীব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন। সুশাসনের জন্য আকবর তাঁহার সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন ভাগে বা সুবায় ভাগ করেন এবং সুবাদার ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। পুত্র সেলিম বিদ্রোহাচরণ করিলেও তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করেন।

আকবর হায়দারী—(৮ই নভেম্বর, ১৮৬৯—৮ই জানুয়ারী, ১৯৪২)। রাজনীতিজ্ঞ ও কর্ম্মবীর। বোম্বের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া ভারতীয় ফিনান্স বিভাগে যোগদান করেন এবং পরে রাজকোষগুলির নিয়ামক (Controller) হন। ১৯৩৭ সালে হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসন-পরিষদের সভাপতিরূপেই তিনি বিখ্যাত হন। পরে অবশ্য তিনি কয়েকমাসের জন্য বড়লাটের শাসন-পরিষদে যোগ দিয়াছিলেন।

আগা খাঁ, সুলতান সার মহম্মদ শাহ্—জন্ম ১৮৭৭। ভারতীয় খোজা মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু। জন্ম করাচীতে। তাঁহার পিতা হুসেন আলি খাঁ পারস্য হইতে আসিয়া ভারতে বসতি করেন। তিনি আফগান যুদ্ধে ও সিন্ধু বিদ্রোহে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সাহায্য করিয়া বংশানুক্রমিক হিজ্ হাইনেস্ (His Highness) উপাধি লাভ করেন। রেসের ঘোড়ার মালিক হিসাবে ও ডার্বি রেসে কয়েকবার জয়লাভ করিয়া তাঁহার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আলিগড় কলেজের উন্নতির জন্য দিল্লীতে যে সভা বসে, তিনি তাহার সভাপতি হন। মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি মুসলমানদের প্রতিনিধি-স্বরূপে বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

আঙ্গিরস—দেবগুরু বৃহস্পতি। অঙ্গিরা মুনির পুত্র।

আজমল খাঁ, হাকিম—(১৮৪২—১৯২৭)। বিখ্যাত চিকিৎসক ও শিক্ষাব্রতী। পিতা হাকিম মামুদ খাঁ। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি দিল্লীর 'ডিব্বিয়া স্কুল'-নামক হাকিমি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। তিনি কয়েকখানি হাকিমি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আলিগড়ে এম. এ. কলেজ ও মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি মোসলেম লীগের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি হন।

আজু গোসাঞি—সাধক কবি। প্রকৃত নাম অযোধ্যানাথ গোস্বামী। তিনি রাম-প্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন।

আণ্টুনি—ফরাসডাঙ্গা-নিবাসী প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। তিনি জাতিতে ফরাসী, (কাহারও মতে) পোর্ত্তুগীজ ছিলেন। কোন ব্রাহ্মণরমণীকে ভালবাসিয়া তিনি হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন এবং উত্তমরূপে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। সে সময়ে তাঁহার রচিত পদগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

আত্মারাম দাস—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ভক্ত। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। স্ত্রী সৌদামিনী। 'প্রেমবিলাস'- রচয়িতা বলরাম দাস (বা নিত্যানন্দ দাস) তাঁহার পুত্র। পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনীয়া হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

আদম (Adam)—বাইবেল ও কোরান অনুসারে মানবজাতির আদিপুরুষ। বিশ্ব-সৃষ্টির পর ঈশ্বর প্রথমে আদমকে এবং পরে তাঁহার পাঁজর হইতে ইভ্ বা হবা বিবিকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা স্বর্গের নন্দন কাননে বাস করিতেন এবং নগ্ন অবস্থায় বিচরণ করিতেন। ঐ কাননে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইতে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে নিষেধ করেন। কিন্তু সর্পরূপী শয়তানের প্ররোচনায় ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ঐ ফল খাইলে আদম ও ইভের নগ্নতার জন্য লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। ঈশ্বর ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে নন্দন কানন হইতে বিতাড়িত করেন এবং পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন।

আদিশূর—বঙ্গদেশের প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ নৃপতি। প্রকৃত নাম বীরসেন বা শূরসেন। বাংলার সেন রাজাগণের আদি রাজা বলিয়া তাঁহার ঐ নাম হয়। ৭০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে তিনি রাজত্ব করিতেন বলিয়া অনুমান। তাঁহার রাজধানী ছিল গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী। তিনি একবার যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহারাই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ এবং তাঁহাদের কায়স্থ ভৃত্যগণ উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ। কিছুকাল পরে তিনি পুত্র লাভের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। তাঁহাদের সঙ্গে যে পাঁচ জন কায়স্থ আসেন, তাঁহারা দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষ বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

আনন্দ—বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা ও সহচর। ভক্তি ও নিঃস্বার্থ সেবার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ।

আনন্দ গিরি—(৯ শতক) শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। তিনি 'শঙ্করবিজয় জয়ন্তী'-নামক গ্রন্থ এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র টীকা প্রণয়ন করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

আনন্দচন্দ্র মিত্র—(১৮৫৪—১৯০৩)। সুকবি। নিবাস ঢাকা-বিক্রমপুরের বজ্র-যোগিনী গ্রাম। পিতা বঙ্গচন্দ্র মিত্র। তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া কাটান। শেষ-জীবনে কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করেন। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'হেলেনা কাব্য', 'ভারতমঙ্গল', 'মিত্রকাব্য' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি কিছু উপন্যাস, নাটক ও পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

আনন্দ চার্লু—(১৮৪২—১৯০৭)। শিক্ষাবিদ্ ও কংগ্রেসসেবক। তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'বিদ্যা-বিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের 'মহাজনসভা' এবং 'পিপলস্ ম্যাগাজিন্' নামক পত্রিকা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের নাগপুর-অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

আনন্দ পাল—ভাতিণ্ডার রাজা, জয়-পালের পুত্র। জয়পাল আত্মহত্যা করিলে তিনি মামুদকে বাধা দেন, কিন্তু পরাজিত হন। পরে তিনি পূর্ব্ব-পঞ্জাবে নন্দন-নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলে মামুদ ঐস্থানও অধিকার করিয়া লন (১০১৪)।

আনন্দ, মুল্ক রাজ—(জন্ম ১৯০৫)। বিখ্যাত ভারতীয় লেখক। পঞ্জাব, লণ্ডন ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ভারতীয় মজুর ও দরিদ্রদের সম্বন্ধে উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। 'Coolie', 'Untouchable', 'Two Leaves and a Bud' ইত্যাদি তাঁহার

প্রসিদ্ধ পুস্তক। 'British Ministry of Information'-এ তিনি চিত্রলিপিকার হিসাবে কিছুকাল কাজ করেন। তিনি একজন শিল্প-সমালোচকরূপেও নাম করিয়াছেন।

আনন্দমোহন বসু—(১৮৪৭—১৯০৬)। শিক্ষাব্রতী ও কংগ্রেসসেবক। জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাতে গমন করেন। কেম্ব্রিজ হইতে গণিতে র‍্যাংলার উপাধি লাভ করিয়া এবং পরে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সদস্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি তাহার নিয়ম-প্রণালীর সংস্কার সাধন করেন। কলিকাতার সিটি কলেজ এবং ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠারও তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। সার জগদীশ বসুর ভবনে এই কর্ম্মবীরের মৃত্যু হয়।

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন—(১৮২৯—১৮৫৯)। আসামী লেখক ও সংস্কারক। গৌহাটীতে তাঁহার জন্ম। তিনি প্রথমে নওগাঁ জেলার য়্যাসিষ্টান্ট কমিশনার ও পরে জেলার কর্ত্তা হন। তাঁহার চেষ্টায় আসামের আফিস আদালতে বঙ্গভাষার পরিবর্ত্তে আসামী ভাষা প্রচলিত হয়। তিনি বহু পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'অসমীয়া লরার মিত্র'-নামক পুস্তকখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আনর্ত্ত—১। বৈবস্বত মনুর বংশধর। তাঁহার ভগ্নীর নাম সুকন্যা। আনর্ত্তের পুত্র রেব। আনর্ত্ত আনর্ত্তদেশের কুশস্থলী নগরে রাজত্ব করিতেন (হরি)। ২। বিভুর পুত্র আনর্ত্ত ও সুকুমার (অগ্নি)।

আনারকলি—অপর নাম নাদিরা বেগম। কথিত আছে, যুবরাজ সেলিমের (পরে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের) দাসী ছিলেন। তাঁহার সহিত সেলিমের প্রণয় ঘটাতে সম্রাট্ আকবর তাঁহাকে জীবন্ত কবর দেন।

আন্সারি—গজনীর রাজসভার একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি কবি ও দার্শনিক ছিলেন। ১০৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আন্সারি, ডাক্তার—(১৮৮০—১৯৩৬)। বিখ্যাত চিকিৎসক। জন্মস্থান বিহার-গাজীপুর। তিনি এডিন্‌বার্গ হইতে এম্. বি. ও সি. এইচ্. বি. উপাধি লাভ করেন। ১৯১২ ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তুরস্কের সাহায্যার্থ 'অল্ ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল্ মিশন' গঠন করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি মোস্লেম লীগের সভাপতির পদ লাভ করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁহার মধ্যে ছিল না। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে তিনি দুইবার কারা-ভোগ করেন।

আপস্তম্ব—১। অষ্টাদশ ধর্ম্মশাস্ত্রকারের অন্যতম। তাঁহার রচিত সংহিতা দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। (আপস্তম্ব-সং)। ২। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আপস্তম্ব ঋষির আশ্রম অগ্নি-দ্বারা দগ্ধ করেন। অর্জ্জুনকে মুনি শাপ দেন যে, ভার্গব রাম তাঁহার শরীর হইতে মস্তক ছিন্ন করিবেন (শিব)।

আফজল খাঁ—বিজাপুরের শাসনকর্ত্তার অধীন বিখ্যাত মুসলমান সেনাপতি। তিনি শিবাজীকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরিত হন এবং শিবাজী কর্ত্তৃক নিহত হন।

আবদুর রজ্জাক—১। মুসলমান রাজত্বের সময়ে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্য হইতে দূতরূপে হিন্দুরাজ্য কালিকটে ও পরে বিজয়-নগরে আসেন। ২। বিজাপুরের বিখ্যাত সেনাপতি। আওরঙ্গজেব তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া সম্রাটের বাহিনীতে কাজ দেন।

আবদুর রহমন—(? ১৮৪৪—১৯০১)। আফগানিস্তানের আমীর। সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হয় এবং দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের শেষে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আমীর বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আফগানিস্তান শক্তিশালী হয়। তাঁহার পুত্র হাবিবুল্লা।

আবদুল কাদের জিলানী, হজরত—(১০৭৮—১১৬৬)। পারস্য দেশের জিলান নামক স্থানে জন্ম। ১৭ বৎসর বয়সে বিদ্যা-শিক্ষার্থ বোগ্দাদ গমনকালে জননী তাঁহার জামার আস্তরণের ভিতর ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। পথে দস্যুগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি নিজের গুপ্তমুদ্রার সন্ধান বলিয়া দিলেন। বালকের সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হইয়া দস্যুগণ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধু জীবন যাপনের সঙ্কল্প করে।

আবদুল গনি, খাজা—(১৮৩০—১৮৯৬)। দানবীর। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কাশ্মীর হইতে ঢাকায় আসিয়া বসতি করেন। পিতা খাজা আলিমুল্লা সাহেব ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। দরিদ্রদিগকে অর্থদান করিবার জন্য তাঁহার নাম বিখ্যাত। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নবাব বাহাদুর উপাধি দেন।

আবদুল গফুর খাঁ, খাঁ—জন্মস্থান—পেশোয়ার। কংগ্রেসসেবী ও মহাত্মা গান্ধীর একজন প্রধান অনুচর। তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দেশহিতকর কাজে যোগ-দান করেন। তাঁহার স্থাপিত একটি জাতীয় বিদ্যালয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দেন। পরে তিনি Rowlatt Act অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর সহিত লক্ষ্ণৌতে তিনি দেখা করেন। তিনি 'খুদা-ই-খিদ্‌মৎগার' নামক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সংগঠক। বৃটিশ রাজত্ব-কালে আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়ে তিনি পেশোয়ারে যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। তিনি সাধারণের নিকট 'সীমান্ত গান্ধী' নামে পরিচিত। 'স্বাধীন পাখ্‌তুন' আন্দোলনের প্রধান সমর্থক বলিয়া তাঁহাকে পাকিস্তান সরকার বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন।

আবদুল লতিফ, নবাব—(১৮২৮—১৮৯৩)। শিক্ষাব্রতী। ফরিদপুর জেলার এক সম্রান্ত মুসলমান বংশে তাঁহার জন্ম। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। বহুকাল তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কলি-কাতায় 'মহমেডান লিটারারি সোসাইটি' স্থাপিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপনে তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সরকার তাঁহাকে নবাব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। কিছুকাল তিনি ভূপাল রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন।

আবদুল হামিদ, সুলতান—(১৮৪২—১৯১৮)। তুরস্কের সুলতান। তিনি ১৮৭৬ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তুরস্কের সুলতান ছিলেন। ১৮৭৭-৭৮ সালে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে তাঁহার বল্কান রাজ্যের অনেকগুলি স্থান হস্তচ্যুত হয়। ১৮৯৭ সালে গ্রীসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ১৯০৯ সালে Young Turks বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করে। বাকী জীবন তাঁহাকে বন্দী হইয়া কাটাইতে হইয়াছিল।

আবদুল্লা—(?—৫৭০)। মুসলমানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মোহাম্মদের পিতা। তাঁহার পত্নীর নাম আমিনা।

আবদুল্লা, শেখ মহম্মদ—(জন্ম ১৯০৫)। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী। জন্মস্থান শ্রীনগরের নিকটে সেউরা নামক স্থানে। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি

এম্. এস্-সি. পাস করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি কাশ্মীর মুসলিম সম্মেলন সংগঠন করেন। ১৯৩৮ সালে উহা জাতীয় সম্মেলনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৬ সালে 'কাশ্মীর ছাড়' এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ও কারারুদ্ধ হন। তিনি নিখিল-ভারত প্রজা সম্মেলনের সভাপতিরূপে কারাগারে যান ও পরে মুক্তিলাভ করেন (১৯৪৭)। রাজ্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা রোধ করিবার জন্য তিনি শান্তিসেনা সংগঠন করেন। ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করিবার পর তিনি ভারতের সহিত কাশ্মীরের যোগসাধনের জন্য আন্দোলন চালান। পাকিস্তানের সাহায্যে উপজাতিরা কাশ্মীর আক্রমণ করিলে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রিরূপে ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পরে "স্বাধীন কাশ্মীর" আন্দোলনের সমর্থক হওয়ায় তিনি সদর-ই-রিয়াসৎ কর্তৃক প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত হন। এখন তিনি বন্দী অবস্থায় আছেন।

আবি—দৈত্যরাজ অন্ধকের পুত্র। অন্ধককে মহাদেব বধ করিলে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আবি ব্রহ্মার তপস্যা করিতে থাকেন। আবির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দেন যে, তিনি রূপ পরিবর্তন না করিলে তাঁহাকে কেহ বধ করিতে পারিবে না। আবি সর্পরূপ ধরিয়া মহাদেবের গৃহে প্রবেশ করেন। সর্প মহাদেবের ভূষণ বলিয়া নন্দী আবিকে যাইতে বাধা দিলেন না। ভিতরে গিয়া আবি উমারূপ ধরিয়া মহাদেবকে বিনাশ করিতে গেলে মহাদেব কর্তৃক নিহত হন। সর্প হইতে উমাতে রূপ পরিবর্তন করিবার জন্য তাঁহার এই অবস্থা ঘটিল।

আবুবকর সিদ্দিক—(৫৭৩—৬৩৪)। প্রথম মুসলমান খলিফা। প্রকৃত নাম আবডেল কাবা। জন্ম মক্কায়। হজরত মোহাম্মদের পত্নী আয়েশার পিতা। মোহাম্মদ তাঁহাকে খলিফা নিযুক্ত করিয়া যান। কিন্তু মোহাম্মদের জামাতা আলি তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করেন। আবুবকরের অনুচরগণ সুন্নী সম্প্রদায় নামে অভিহিত। সত্যবাদিতার জন্য তিনি 'সিদ্দিক' নামে অভিহিত হইতেন।

আবু মাসার—(৮০৫—৮৮৫)। বিখ্যাত আরবীয় জ্যোতির্বিদ্। তাঁহার প্রণীত জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকের নাম 'কিতাব-উল্-উলুফ'। তিনি ঐ বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকগুলি ১৫৮৬ খৃঃ ভিনিস নগরে লাটিন অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ার ওয়াসিদ নামক স্থানে তিনি মারা যান।

আবু-মনসুর জাফরাল স্রফী—(? ৯৫০)। আরবদেশের রসায়ন শাস্ত্র তাঁহার দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। রসায়ন সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন। ৫৮৫ রকম ঔষধের কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা—(জন্ম ১৮৮৯)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী। জন্মস্থান মক্কায়। পিতা মৌলানা মহম্মদ খৈরুদ্দীন। তিনি ১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষে আসেন। মৌলানা আজাদ বহুকাল হইতে কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য। তিনি কায়রোতে 'আল্-আজ্হার' বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ধর্মবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেন এবং 'আল্ হিলাল' নামে একখানি উর্দু পত্রিকা কলিকাতায় প্রকাশ করেন। আজাদ খিলাফৎ আন্দোলনের একজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। ১৯২৩ সালে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ সালে তিনি আবার সভাপতি হন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সভাপতি থাকেন। ১৯৪২ সালে আজাদ শেষবারের মত জেলে যান। ১৯৪৭ সালে সংবিধান সভার সভ্য হন ও ১৯৪৭ সাল হইতে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত আছেন।

আবুল ফজল—(১৫৫১—১৬০২)। ভারতীয় ঐতিহাসিক। জন্মস্থান আগ্রা। পিতার নাম মুবারিক। তিনি সম্রাট্ আকবরের সভাসদ্ ছিলেন। 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরি' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় তাঁহার প্রণীত। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে হত্যা করেন।

আবুল ফৈজী—সম্রাট্ আকবরের প্রধান অমাত্য এবং প্রসিদ্ধ পারসিক কবি। আবুল ফজল তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর।

আবু সীনা—(৯৮৩—১০৩৭)। বিখ্যাত মুসলমান দার্শনিক ও চিকিৎসক। বুখারা নগরে জন্ম। তিনি বাগদাদের সুলতানের চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। তিনি দর্শন, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ক শতাধিক পুস্তক রচনা করেন।

আব্বাস—(৫৬৬—৬৫২)। মুসলমান-ধর্ম-প্রবর্তক মোহাম্মদের পিতৃব্য। প্রথমে তিনি মোহাম্মদের প্রবর্তিত ধর্মের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু পরে সেই মত গ্রহণ করেন। আব্বাসের সমাধিমন্দির মদিনায় বর্তমান আছে। আবুল আব্বাস নামে তাঁহার এক বংশধর বাগদাদে খলিফা হন। জগদ্বিখ্যাত হারুন্-অর্-রশীদ তাঁহারই বংশধর ছিলেন।

আব্বাস, দ্বিতীয়—(১৮৭৪—১৯২৩)। মিশরের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা। ১৮৯২ সালে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন এবং ১৯১৪ সালে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

আমহার্স্ট লর্ড (Amherst, Lord)—(১৭৭৩—১৮৫৭)। ভারতের প্রাক্তন বড়লাট। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রহ্মদেশবাসীর সহিত ইংরাজের যুদ্ধ এবং তাহার ফলে আসাম, আরাকান ও টেনাসেরিম প্রদেশ লাভ, ভরতপুর দুর্গ অধিকার এবং কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা—এই কয়টি তাঁহার সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আমাণ্ডসেন, ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড (Amundsen, Captain Roald)—(১৮৭২—১৯২৮)। নরওয়ে দেশীয় আবিষ্কারক। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি মেরুসমুদ্রের এক অভিযাত্রী দলে যোগদান করেন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের নিমিত্ত গমন করেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর দক্ষিণ-মেরুতে পৌছান। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি উড়ো-জাহাজে উত্তর-মেরুতে পৌছিবার নিমিত্ত যাত্রা করেন এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর-মেরুর উপর দিয়া উড়িয়া যান। নোবাইল অভিযানকারীদের খুঁজিতে গিয়া তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর-মেরুতে মারা যান।

আমানুল্লা—(জন্ম ১৮৯২)। আফগানিস্তানের আমীর বা রাজা। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা আমীর হবিবুল্লা গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলে তাঁহার খুড়া নাসিরুল্লা আমীর হন। কিন্তু অল্পকাল পরে আমানুল্লা সিংহাসন লাভ করেন। তৃতীয় আফগান যুদ্ধে জয়লাভ করায় রাওয়ালপিণ্ডিতে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে তিনি স্বাধীন রাজারূপে গণ্য হন। তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পত্নী সৌরীয়াকে সঙ্গে লইয়া ইউরোপে বেড়াইতে যান এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশে শিক্ষা-বিস্তার ও মেয়েদের পর্দা-প্রথার লোপ প্রভৃতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তাঁহার এই সংস্কার-চেষ্টায় গোঁড়া সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই গোলযোগে বাচ্চা-ই-সাক্কাও নামে এক দস্যুসর্দার তাঁহার সৈন্যকে আক্রমণ ও পরাজিত করে। ১৯২৯ সালে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বর্তমানে তিনি ইটালীতে বাস করিতেছেন।

আমীনচাঁদ (আমীরচাঁদ)—সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ের একজন শিখ। অপর নাম 'উমিচাঁদ'। তিনি তেজারতি ব্যবসায় করিতেন। রাজদ্রোহী ষড়্‌যন্ত্রকারীদের সহিত ক্লাইবের গুপ্তসন্ধির কথা তিনি জানিতেন বলিয়া ক্লাইব প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ

করিতে চেষ্টা করেন। পরে অবশ্য এক জাল সন্ধিপত্রের বলে তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করেন।

আমীন পাশা—(১৮৪০—১৮৯২)। আফ্রিকাদেশীয় বিখ্যাত আবিষ্কারক। কিছুকাল তিনি সুদানের শাসনকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিশর হইতে বিতাড়িত হইয়া আফ্রিকার বাহিরে চলিয়া যান। পরে পুনরায় আফ্রিকায় ফিরিয়া আসিলে আরবেরা তাঁহাকে হত্যা করে।

আমীর আলি, সৈয়দ—(৬ই এপ্রিল, ১৮৪৯—৩রা আগষ্ট, ১৯২৮)। প্রথম ভারতীয় প্রিভি কাউন্সিলার। জন্মস্থান হুগলী জেলার চুঁচুড়া। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এম. এ. পরীক্ষায় এবং পরে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকাল হাইকোর্টে ওকালতী করেন। তারপর সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাতে গমন করেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া পুনরায় হাইকোর্টে যোগদান করেন। ইহার পর বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ ও তাহার পর বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। তিনি কিছুকাল কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কিন্তু পরে আবার হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ঠাকুর-আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯০ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হইয়া বিলাতে যান ও সেইখানেই মারা যান। মুসলমান আইন সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে।

আমীর খুসরু—সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের সভাকবি। তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে সে সময়কার অনেক ঘটনা জানা যায়।

আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci)—(১৪৫১—১৫১২)। ইতালীয় নাবিক। জন্মস্থান ইতালীর ফ্লোরেন্স শহর। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানের বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁহারই নামানুসারে নূতন আবিষ্কৃত মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা।

আম্বেদকর, ডাঃ ভীমরাও রামজী, এম. এ., পি. এইচ-ডি, ডি. এস-সি; বার-এট-ল—(জন্ম ১৮৯৩)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বতন আইনমন্ত্রী ও ভারতীয় সংবিধানের খসড়া-লেখক। বরোদার গাইকোয়াড়ের অর্থসাহায্যে তিনি কলম্বিয়া হইতে অর্থনীতি ও সমাজনীতি অধ্যয়ন করিয়া আসেন এবং গবেষণার জন্য ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়া আফিসের লাইব্রেরিতে প্রবেশ করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি অর্থনীতি ও জাতিভেদ-সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং 'ডিপ্রেষ্ট ক্লাস্ ইনৃষ্টিটিউট' নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯২৩ সালে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। বৃটিশের রাজত্বকালে তিনি অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে বিলাতের গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি স্বাধীন ভারতের আইনমন্ত্রী হন এবং ১৯৪৯ সালে তিনি ভারতীয় সংবিধানের খসড়া রচনা করেন। বর্ত্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় রাজ্য-সভার সদস্য।

আয়ান—বৃন্দাবনবাসী গোপবিশেষ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাতুল ও শ্রীরাধার লৌকিক স্বামী। পূর্ব্বজন্মে তিনি বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে পাইবার বর প্রার্থনা করেন এবং তাহাতে তিনি শ্রীরাধাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। তিনি ক্লীব ছিলেন (হরি)।

আয়ু—চন্দ্রবংশীয় রাজা। পিতা পুরূরবা, মাতা উর্ব্বশী। তিনি চ্যবন ঋষির আশ্রমে পালিত হন। তিনি নহুষাদি চারি পুত্রের জনক (রাম)।

আয়েঙ্গার, গোপালস্বামী—'গোপালস্বামী আয়েঙ্গার' দ্রঃ।

আয়েশা—(?৬১১—৬৭৮)। মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মোহাম্মদের তৃতীয় পত্নী ও হজরত আবুবকরের কন্যা। মুসলমানগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিয়া থাকেন। মাত্র ৯ বৎসর বয়সে মোহাম্মদের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মোহাম্মদের পত্নীগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই কুমারী অবস্থায় বিবাহিত হন বলিয়া তাঁহার পিতার নাম হয় 'আবু-বকর' (কুমারীর পিতা)। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত আলীর বিরোধ হইলে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য আলী তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। মদিনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

আয়োদধৌম্য—বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি-বিশেষ। তাঁহার আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে তিনজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন (ভারত)।

আরবী পাশা—(১৮৩৯—১৯১১)। মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা। প্রকৃত নাম আরবী আমেদ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মিশরীয় বিদ্রোহে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মিশরে সর্ব্বপ্রকার ইউরোপীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ নৌ-সেনার সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি সিংহলে নির্ব্বাসিত হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি মিশরে ফিরিয়া আসেন।

আরুণি—মহর্ষি আয়োদধৌম্যের শিষ্য। নিবাস পাঞ্চালদেশ। তিনি গুরুর আদেশে ক্ষেত্রের জল বন্ধ করিতে যান, কিন্তু বাঁধ দিতে পারিলেন না। তখন শয়ন করিয়া নিজের শরীর দ্বারা জল নিরোধ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে, অথচ আরুণি ফিরিলেন না দেখিয়া গুরু তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আরুণি কাদা-মাখা দেহে আল হইতে উঠিয়া আসিলেন। গুরু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জানাইলেন যে, অতঃপর তাঁহার নাম উদ্দালক হইবে (ভারত)।

আর্করাইট (Arkwright, Sir Richard)—(১৭৩২—১৭৯২)। ইংরাজ আবিষ্কারক। জন্ম ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্তর্গত প্রেষ্টনে। প্রথম জীবনে তিনি নাপিত ছিলেন। তিনি বয়নযন্ত্র-নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতে থাকেন এবং ফলে জলদ্বারা চালিত এক অভিনব বয়নযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বয়নযন্ত্রের প্রথম পেটেন্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

আর্কিমীডীস (Archimedes)—(? ২৮৭—২১২ খৃঃ পূঃ)। প্রসিদ্ধ গ্রীক গণিতবেত্তা। সিসিলি দ্বীপের সাইরাকিউস নগর তাঁহার জন্মস্থান। গণিত ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity)-তত্ত্বের তিনি আবিষ্কার করেন। তাহা ছাড়া 'লিভার' (Lever) এবং 'আর্কিমীডীয়ান্ স্ক্রু' (Archimedean Screw) তাঁহার আবিষ্কৃত। কথিত আছে, একবার কাচ হইতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত করিয়া তিনি সাইরাকিউস-আক্রমণকারী রোমীয় নৌ-বাহিনী ভস্মসাৎ করেন। তারপর রোমীয় সৈন্যগণ খৃঃ পূঃ ২১২ অব্দে সাইরাকিউস অধিকার করে এবং গবেষণানিরত আর্কিমীডীসকে হত্যা করে।

আর্গাস (Argus)—একশত চক্ষুবিশিষ্ট দেবতাবিশেষ। ইনি পর্য্যায়ক্রমে দুইটি করিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেন (গ্রীক পুঃ)।

আর্টাজারক্সেজ (Artaxerxes)—পারস্যে এই নামের তিনজন রাজা রাজত্ব করেন। প্রথম আর্টাজারক্সেজের পিতা সম্রাট্ জারক্সেজ খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে গ্রীস দেশ জয় করেন। শেষ আর্টাজারক্সেজ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মিডিয়া রাজ্য জয় করেন।

আর্নল্ড, এডুইন (Arnold, Sir Edwin)—(১৮৩২—১৯০৪)। ইংরাজ কবি। ইংলণ্ডের গ্রেভ্স্এণ্ড নামক স্থানে জন্ম। লণ্ডনের কিংস্ কলেজ ও অক্সফোর্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি পুনা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতে আসেন এবং পাঁচ বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া গিয়া 'The Daily Telegraph'-নামক পত্রিকায় যোগ দেন। তিনি বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বইগুলির মধ্যে 'লাইট অব এসিয়া' ও 'লাইট্ অব দি ওয়ার্ল্ড' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আর্ণল্‌ড, টমাস (Arnold, Thomas) —(১৭৯৫—১৮৪২)। ইংরাজ স্কুলমাষ্টার। রাগ্‌বি নামক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। কিছুকাল অক্সফোর্ডে আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপনাও করেন। ছাত্রদের চরিত্রগঠন কাজে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আর্ণল্‌ড, ম্যাথু (Arnold, Matthew) —(১৮২২—১৮৮৮)। ভিক্টোরিয়া যুগের প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি ও সমালোচক। পিতা টমাস আর্ণল্ড। বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকরূপে তিনি ত্রিশ বৎসর কাটান এবং কয়েক বছর অক্সফোর্ডে কাব্যের অধ্যাপনা করেন। তাঁহার প্রণীত 'সোরাব এণ্ড রুস্তম'-নামক কাব্যগ্রন্থ এবং 'এসেজ ইন্ ক্রিটিসিজ্‌ম্'-নামক সমালোচনা-গ্রন্থ বিখ্যাত।

আর্থার (Arthur)—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ইংলণ্ডের জনৈক প্রসিদ্ধ রাজা। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তাঁহার সময়ে একশত জন প্রসিদ্ধ নাইট লইয়া 'রাউণ্ড টেবিল' নামক বীর-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল।

আর্ভিং, ওয়াশিংটন (Irving, Washington)—(১৭৮৩—১৮৫৯)। জীবনী-লেখক। জন্মস্থান নিউইয়র্ক শহর। গোল্ড-স্মিথ, ও কলম্বস, মোহাম্মদ ও জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জীবনী লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৪২ হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি স্পেনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন।

আর্য্যভট্ট—(জন্ম ৪৭৬)। প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা গাণিতিক। তিনি পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা জানিতেন। 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' ও 'বীজগণিত'-নামক দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আলতামাস—'ইলতুৎমিস' দ্রঃ।

আলপ্তিগীন—গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথমে খোরাসান ও বোখারার সামানীবংশীয় কোন নৃপতির ক্রীতদাস ছিলেন। আনুমানিক ৯৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি কাবুল ও কান্দাহারের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

আলফন্সো (Alphonso, the Wise) —(১২২১—১২৮৪)। স্পেনের লিঁয় ও কাস্টাইলের প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ নরপতি। তিনি 'আলফন্সো দশম' নামে খ্যাত। তাঁহার রাজত্বকাল ১২৫২ হইতে ১২৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তিনি রসায়ন ও দর্শন শাস্ত্রের অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন, বহু আইন বিধিবদ্ধ করেন এবং তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনের একটি ইতিহাস রচিত হয়।

আলফান্সো দোদে (Alphonsoe Daudet)—(১৮৪০—১৮৯৭)। ফরাসী ঔপন্যাসিক। প্রথম জীবনে তিনি প্যারিসের 'ফিগারো' পত্রিকায় সামান্য সহকারীর কাজ করিতেন। পরে তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। রসরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'Tartarin de Tarascon' লিখিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ হন।

আলবার্ট (Albert, Prince Francis Augustus Charles Emmanuel)—(১৮১৯—১৮৬১)। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। জাতিতে জার্ম্মান হইলেও তিনি ইংরাজ-জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছিলেন এবং ইংরাজ সামাজিক জীবনের অনেক উন্নতিবিধানও করেন। হাইড পার্কে তিনি যে প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মিলনের পথ সুগম করে। বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ও শাসকরূপে তাঁহার সুনাম ছিল।

আলবার্ট (Albert, King of Belgium)—(১৮৭৫—১৯৩৪)। বেলজিয়ামের রাজা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে জার্ম্মানী সন্ধির সর্ত্ত অমান্য করিয়া বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া সৈন্য চালনা করিতে গেলে তিনি বাধা দেন। ইহাই তাঁহার প্রসিদ্ধির কারণ।

আলবুকার্ক (Albuquerque)—(১৪৫৩ —১৫১৫)। পোর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি। তাঁহার চেষ্টায় ভারতবর্ষে গোয়ায় পোর্ত্তুগ্যালের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আরও কয়েকটি স্থান অধিকার করেন।

আলবেরুনি—বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিৎ। তাঁহার অপর নাম আবু রিহান। তিনি সুলতান মামুদের সহিত ভারতে আগমন করেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং দর্শন, জ্যোতিষতত্ত্ব ও গণিত অধ্যয়ন করেন। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি আরবীয় ভাষায় ভারত-সম্বন্ধে এক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন।

আলমগীর ১ম—'আওরঙ্গজেব' দ্রঃ।

আলমগীর ২য়—১৭৫৪ হইতে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে আহ্‌মদ শাহ্‌ আব্দালী দুইবার ভারত আক্রমণ করেন।

আল মনসুর—কয়েকজন আরব রাজার সাধারণ নাম। কথাটির মানে 'বিজয়ী'। ১। **আবু জাফর**—(৭১২—৭৭৫)। আব্বাসবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা। ৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ নগরী স্থাপনের জন্য বিখ্যাত। ২। **আবু তাহির ইসমাইল**—ফতেমা-বংশীয় তৃতীয় খলিফা।

আল-মামুন (ওরফে আবদুল্লা)—(? ৭৮৬—৮৩৩)। আব্বাসবংশীয় সপ্তম খলিফা। তাঁহার রাজত্বকালে মিশরস্থ মুসলমানেরা সিসিলি দ্বীপ আক্রমণ করে। আল-মামুন ক্রীট্ দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন।

আলসিওন (Alcyon)—ইয়োলাসের কন্যা এবং সিসির পত্নী। পতির মৃত্যুতে শোকাতুরা হইয়া তিনি জলে ডুবিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন এবং মাছরাঙা পাখীতে রূপান্তরিত হন (গ্রীক পুঃ)।

আলাউদ্দীন খাঁ (ওস্তাদ)—বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। জন্মস্থান ত্রিপুরা। নিবাস মাইহার রাজ্য। পিতার নাম সদু খাঁ। মাতার নাম সুন্দরী। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, নাম দীননাথ শর্ম্মা। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার গানবাজনায় ঝোঁক ছিল। ত্রিপুরা হইতে অতি অল্প বয়সেই সামান্য সম্বল লইয়া তিনি কলিকাতায় আসেন ও বহু দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া সঙ্গীত সাধনা করেন। শেষে রামপুরে উজীর খাঁর কাছেই তাঁহার চরম শিক্ষা হয়। তিনি বেহালা ও স্বরোদে বিশেষজ্ঞ। তিনি উদয়শঙ্করের নেতৃত্বে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। বিখ্যাত স্বরোদ-বাজিয়ে তিমির-বরণ তাঁহার শিষ্য। বয়স ৮৪ বৎসর।

আলাউদ্দীন খিলিজি—ভারতের প্রসিদ্ধ মুসলমান (তুর্কি-আফগান) সম্রাট্। খুল্লতাত জালালউদ্দীন খিলিজির সেনাপতি হইয়া তিনি দেবগিরি ও মহারাষ্ট্র জয় করেন। খুল্লতাত জালালউদ্দীনের মৃত্যুর পর তিনি সুলতান হন। ১২৯৬ হইতে ১৩১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সুলতান ছিলেন। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গুজরাট জয় করেন এবং ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ ও জয় করেন ('পদ্মিনী' দ্রঃ)। তাঁহার সময়ে মোগলগণ পাঁচবার ভারত আক্রমণের চেষ্টা করিয়া প্রতিহত হয়। ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সুশাসনের জন্য তাঁহার খ্যাতি আছে।

আলাওল সাহেব, সৈয়দ—(সপ্তম শতাব্দী)। বঙ্গীয় মুসলমান কবি। ফরিদপুর জেলার জালালপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। আরাকানের বৌদ্ধ রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি হিন্দী 'পদ্মাবতী' কবিতার বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি 'বর্জ্জউজ্জমাল', 'সপ্তপদিকর', 'দারা সিকন্দর'

প্রভৃতি কয়েকখানি ফার্সী গ্রন্থের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করেন, 'লোকচন্দ্রালী' এবং 'সতী ময়না' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং আরবী 'তাউফা' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। ইহা ছাড়া কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহু কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন।

আলামোহন দাস—(জন্ম ১৮৯৫)। বিখ্যাত ব্যবসায়ী কর্ম্মবীর। দরিদ্রের ঘরে জন্ম। স্কুলের শিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি মুড়ি বিক্রয় আরম্ভ করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের পত্তন করেন। পরে ওজন করিবার যন্ত্রের ও অন্যান্য মেসিনারীর একটি দোকান খোলেন। তিনি 'ভারত জুট মিলসের' প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বর্ত্তমানে তিনি বিধান সভার সভ্য।

আলারিক (Alaric)—(৩৭৬-৪১০)। ড্যানিয়ুব নদীর মোহনায় অবস্থিত দ্বীপে জন্ম বলিয়া অনুমান। তিনি ভিসিগোথদিগের সেনানী হইয়া রোম, গ্রীস ও ইতালী আক্রমণ করেন এবং ৪১০ খৃষ্টাব্দে রোম অধিকার করেন।

আলি ইমাম, সৈয়দ—(১৮৬৯—১৯৩২)। জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্ম্মবীর। জন্মস্থান পাটনার সমীপস্থ নেওরা গ্রাম। ব্যারিষ্টারী তাঁহার পেশা ছিল। তাঁহার চেষ্টায় বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ পৃথক্ হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি অমৃতসর মোসলেম লীগের সভাপতি হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কিছু-কাল তিনি পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে নিজামের পরিষদের সভাপতি হন। ভারতের প্রতি-নিধিস্বরূপে তিনি জাতিসঙ্ঘে যোগদান করেন। কিছুকাল তিনি আলিগড় কলেজের ট্রাষ্টি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। বহুকাল তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন।

আলি, হজরত—(৬০০—৬৬১)। চতুর্থ খলিফা। হজরত মোহাম্মদের শিষ্য এবং জামাতা। তিনি মোহাম্মদের পিতৃব্য আবু-তালিবের পুত্র। তাঁহার ঔরসে মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা বিবির গর্ভে হাসেন ও হোসেন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় খলিফা ওসমানের মৃত্যুর পর ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি খলিফার পদ লাভ করেন এবং ৬৬১ খৃষ্টাব্দে গুপ্তঘাতক কর্ত্তৃক আহত হইয়া মারা যান।

আলীবর্দ্দী খাঁ—(১৬৭৬—১৭৫৬)। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব। তাঁহার মাতামহ। প্রকৃত নাম আল্লাবর্দ্দী খাঁ। প্রথমে ইনি মোগল সম্রাট্ মহম্মদ শাহের অধীনে বিহারের সুবাদার ছিলেন। বাঙ্গালার তৎকালীন সুবাদার সরফরাজ খাঁ, জগৎ শেঠ, আলম চাঁদ ও হাজি মহম্মদ এই তিনজন পিতৃবন্ধুকে অপমান করাতে তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া দিল্লী হইতে আলীবর্দ্দীর নামে বাঙ্গালার সুবাদারি সনন্দ আনয়ন করেন এবং আলীবর্দ্দী তাঁহাদের নিমন্ত্রণে সরফরাজকে আক্রমণ ও নিহত করিয়া বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামা হয়। তিনি চক্রান্ত করিয়া বর্গীনেতা ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণনাশ করেন। ইহাতে বর্গীরা বাঙ্গালায় অমানুষিক অত্যাচার করে। পর বৎসরে বার লক্ষ টাকা চৌথ দিবার অঙ্গীকার করিয়া এবং উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া তিনি বর্গীদিগের হস্ত হইতে বাঙ্গালাকে রক্ষা করেন। তাঁহারই অনুমতিক্রমে কলি-কাতাবাসী ইংরাজগণ বর্গীদের প্রতি-রোধকল্পে 'মারহাট্টা ডিচ্'-নামক খাল খনন করেন।

আলেকজাণ্ডার, দি গ্রেট (Alexander, the Great)—(৩৫৬—৩২৩ খৃঃ পূঃ)। পিতা গ্রীসদেশের অন্তর্গত মাসিডনের রাজা ফিলিপ, মাতা ওলিম্পিয়া। তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অ্যারিস্টটলের নিকট শিক্ষালাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর বিশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পারস্য, ডামস্কস, বেবিলন ও মুসা নগর এবং মিশর অধিকার করেন। টায়ার নগরী, তুরস্কের রাজধানী পার্সিপলিস নগর ধ্বংস করেন, আলেক-জান্দ্রিয়া নগরী স্থাপিত করেন এবং ৩২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে ভারতে আসিয়া পুরুর সহিত যুদ্ধ করেন। পুরু পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করেন এবং তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। অতঃপর সৈন্যগণ স্বদেশ-গমনের জন্য অস্থির হওয়াতে তিনি মগধ-জয়ের কল্পনা ছাড়িয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করেন। পথে বেবিলনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয় (Alexander II, Czar)—(১৮১৮—১৮৮১)। রুশ সম্রাট্। ১৮৬১ সালে তিনি ২ কোটি ৩০ লক্ষ ক্রীতদাসকে মুক্তি দেন। তাঁহার সময়ে পোল্যাণ্ডে যে গণবিদ্রোহ ঘটে, তাহাও তাঁহার রাজত্বকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আল্লাবকস—(১৯০১—১৯৪৩)। প্রসিদ্ধ স্বাধীনচেতা মুসলমান জননেতা। জন্ম শিকারপুরে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুর মন্ত্রিসভা গঠন করেন ও ১৯৪০ সালে পদত্যাগ করেন। ১৯৪১ সালে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় নীতির জন্য তিনি ব্রিটিশ-প্রদত্ত উপাধি বর্জ্জন করিলে পদচ্যুত হন। তিনি আজাদ মুসলিম সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

আশানন্দ ঢেঁকী—খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বীর। জন্মস্থান নদীয়া জেলার শান্তিপুর গ্রাম। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন বলিয়া জমিদারগণ তাঁহার মারফৎ কালেক্টরীতে টাকা পাঠাইতেন। এক-দিন এইভাবে জমিদারের টাকা লইয়া কোন আত্মীয়ের গৃহে রাত কাটাইবার সময় তিনি একদল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঢেঁকীর প্রহারে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। এই জন্য তাঁহার পদবী ঢেঁকী হয়।

আশুতোষ (দেব) মজুমদার—(১৮৬৭—১৯৪৩)। খ্যাতনামা গ্রন্থ-রচয়িতা ও পুস্তক-প্রকাশক। পিতা বরদাপ্রসন্ন (দেব) মজুমদার। এ. টি. দেব লিমিটেড্ নামক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বহু অভিধান ও অর্থপুস্তক প্রকাশ করিয়া তিনি বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—(২৯শে জুন, ১৮৬৪—২৫শে মে, ১৯২৪)। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও শিক্ষাব্রতী। পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জন্ম কলিকাতার ভবানীপুরে। আশুতোষ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গণিতশাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. উপাধি লাভ করেন এবং পরবৎসর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ২৫ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত এবং পর পর চারিবার তাহার ভাইস্-চ্যান্সেলার মনোনীত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য হিসাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হাই-কোর্টের অন্যতম বিচারপতির ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরে বিখ্যাত ডুমরাঁও মামলায় ডুমরাঁওয়ের রাজার পক্ষে নিযুক্ত হইয়া তিনি পাটনায় গমন করেন। সেই সময়ে হঠাৎ অন্ত্রস্ফীতি-রোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। সরল ও অনাড়ম্বর

জীবনযাত্রার জন্য এবং ছাত্রদের প্রতি দরদী মনোভাব সর্ব্বদা পোষণ করিতেন বলিয়া আশুতোষ চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁহার তেজস্বিতাও সকলকে মুগ্ধ করিত। বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের সহিত মতের অমিল হওয়ায় তিনি তখনকার গবর্নর লর্ড লিটনকে এক তেজস্বিতাপূর্ণ চিঠি লিখিয়া 'বাঙ্গালার ব্যাঘ্র' আখ্যা লাভ করেন।

আশ্বলায়ন—১। ঋষিবিশেষ। মহর্ষি কৌশল্যের অপর নাম। পিতা অশ্বল। এই জন্য তাঁহার নাম আশ্বলায়ন হইয়াছে (প্রশ্ন)। ২। বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র (ভারত)।

আসফ আলি—(১৮৮৮—১৯৫২)। বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা। স্বাধীন ভারতের উড়িষ্যার রাজ্যপাল। জন্ম দিল্লীতে। দেশীয় শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি বিলাতে গমন করেন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। 'মোস্লেম ন্যাশন্যালিষ্ট' দলের তিনি একজন অগ্রণী। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে প্রবেশ লাভ করেন। কংগ্রেসে যোগদানের ফলে তাঁহাকে কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

আসফ খাঁ—১। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের একজন প্রিয় অমাত্যের পুত্র। কিছুকাল তিনি দিল্লীর রাজসভায় উজীর ছিলেন। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তিনি দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন নরপতিরূপে রাজত্ব করিতে থাকেন। তিনি বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদের নিজামের পূর্ব্বপুরুষ। ২। নুরজাহানের ভ্রাতা ও শাহ্‌জাহানের শ্বশুর।

আসানুল্লা খাজা, নবাব—(১৮৪৬—১৯০১)। দানবীর। ঢাকার নবাব বাহাদুর খাজা আবদুল গণির পুত্র। তিনি ১১ লক্ষ টাকার অধিক দান করিয়া গিয়াছেন।

আস্তিক, আস্তীক—মুনিবিশেষ। জরৎকারু মুনির পুত্র (মাতার নামও জরৎকারু)। মাতা সর্পরাজ বাসুকীর ভগিনী মনসাদেবী। মনসাদেবী স্বামীর নিকট পুত্র প্রার্থনা করেন। জরৎকারু 'অস্তি' বলিয়া চলিয়া যান। 'অস্তি' কথার অর্থ 'তোমার গর্ভে আমার সন্তান বিদ্যমান'। এই কারণে তাঁহার নাম আস্তিক হইয়াছে। রাজা জনমেজয় তক্ষকদংশনে মৃত পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য সর্পযজ্ঞ করেন। আস্তিক যজ্ঞস্থানে গিয়া পূর্ণাহুতি প্রার্থনা করিয়া সর্পকুলকে রক্ষা করেন। এই কারণে তাঁহার নাম উচ্চারণে সর্পভয় নিবারিত হয় (ব্রহ্মবৈ, ভারত)।

আহমদ নিজাম শাহী, বাহ্‌রি—দাক্ষিণাত্যের আহ্‌মদনগরের নিজাম শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের রাজারা ১০৮ বৎসর রাজত্ব করেন।

আহ্‌মদ শাহ্ আবদালী—সাধারণতঃ তিনি 'শাহ্ দুররানী' নামে পরিচিত। তিনি পারস্যের বিখ্যাত রাজা নাদির শাহের সৈন্য-বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে দিল্লীর সম্রাট আহ্‌মদ শাহের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু দিল্লী জয় করিতে পারেন নাই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি ভারতে আসিয়া মথুরাবাসীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেন এবং বহু মূল্যবান্ দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া যান। তিনি কান্দাহার হইতে লাহোর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তিনি মারাঠাদের পরাজিত করিয়া শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া চলিয়া যান। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহ্‌মদ, সৈয়দ—(১৮১৭—১৮৯৮)। উত্তর প্রদেশের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে চারি বৎসর আহ্‌মদ বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন। আলিগড় কলেজ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

আহুক—প্রাচীনকালে ভোজ নামে এক রাজবংশ মৃত্তিকাবর্ত্ত নগরীতে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে অভিজিৎ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। অভিজিতের দুই যমজ সন্তান জন্মে—পুত্রের নাম আহুক ও কন্যা আহুকী। মহারাজ আহুক ভোজবংশীয় সকল রাজা অপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। আহুকের পত্নীর নাম কাশ্যা। কাশ্যার গর্ভে আহুকের দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে। দেবক শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ ও উগ্রসেন কংসের পিতা ছিলেন (হরি)।

ই

ইউক্লিড (Euclid)—প্রসিদ্ধ গ্রীক জ্যামিতিক। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রথম টলেমির সময়ে (৩২৩—২৮৩ খৃঃ পূঃ) তিনি আলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়াতে বাস করিতেন। তাঁহার রচিত জ্যামিতি পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। তিনি থেলিজ (Thales), পিথাগোরাস (Pythagorus) প্রভৃতি গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞাগুলি সংক্ষিপ্ত ও সহজ করিয়া প্রকাশ করেন।

ইউটার্পি (Euterpe)—সঙ্গীত ও গীতি-কবিতার দেবী (গ্রীক পুঃ)।

ইউফ্রসিনি (Euphrosyne)—সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের অন্যতম দেবী (গ্রীক পুঃ)।

ইউয়ান-শি-কাই (Yuan-Shi-Kai)—(১৮৫৯—১৯১৬)। তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার মন্ত্রী ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে চীনের সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হয় এবং পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীনে বিদ্রোহকালে তিনি বিশেষ কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯১৩ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনা সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি ছিলেন।

ইউরিডিসি (Euridice)—প্রসিদ্ধ বংশীবাদক অর্ফিউসের (তাহা দ্রঃ) পত্নী (গ্রীক পুঃ)।

ইউরিপিডিস (Euripides)—(৪৮০—৪০৬ খৃঃ পূঃ)। প্রাচীনকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক বিয়োগান্ত নাটক-রচয়িতা। তিনি নব্বইখানি নাটক রচনা করেন। তাহার মধ্যে 'মিডিয়া', 'অরিস্টিস', 'ইফিজেনাইয়া য়্যামং দি টাউরি' ও 'অ্যালসেস্টিস' অন্যতম।

ইউরেনাস (Uranus)—আকাশের দেবতা। তিনি পৃথিবীদেবীকে বিবাহ করেন। স্যাটার্ণের পিতা (গ্রীক পুঃ)।

ইউরেনিয়া (Urania)—জ্যোতি-র্বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী (গ্রীক পুঃ)।

ইউরোপা (Europa)—অ্যাগীনরের কন্যা, জুপিটারের প্রণয়পাত্রী। জুপিটার শ্বেত-বৃষের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ক্রীট দ্বীপে লইয়া যান। সেখানে জুপিটারের ঔরসে তাঁহার গর্ভে মাইনস, সারপিডন ও রাড্যা-ম্যান্থাসের জন্ম হয় (গ্রীক পুঃ)।

ইউলিসিস (গ্রীক **ওডিসিউস**)—লায়েটি্সের পুত্র, পেনিলপির স্বামী ও টেলিমেকাসের পিতা। তিনি ইথাকার রাজা ছিলেন। ট্রয়-যুদ্ধের পর তিনি গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা লইয়াই হোমারের 'অডিসী' মহাকাব্য রচিত হয়। গৃহে ফিরিয়া তিনি পেনিলপির প্রণয়াকাঙ্ক্ষিগণকে হত্যা করেন। তিনি সেকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও রাজনীতিবিৎ ছিলেন (গ্রীক পুঃ)।

ইউসুফ আদিল শাহ—প্রকৃত নাম ইউসুফ আদিল খাঁ। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর-রাজ্যের আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাহ্‌মনী-রাজ্যের বিখ্যাত মন্ত্রী মাহ্‌মুদ গাওয়ান তাঁহাকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করেন। ক্রমে তিনি রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। বাহ্‌মনী-রাজ্যের পতন হইলে তিনি বিজাপুর-রাজ্যের গঠন করেন। গোয়া উদ্ধারের জন্য আলবুকার্কের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ সে সময়কার বিশিষ্ট ঘটনা। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি শাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন।

তিনি ৭৪ বৎসর বয়সে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

ইকবাল—'মোহাম্মদ ইকবাল' দ্রঃ।

ইকো (Echo)—পরী। ইকো জুনোকে অন্যমনস্ক রাখিতেন। সেই সুযোগে জুপিটার অন্যান্য পরীদের সহিত প্রেমচর্চ্চা করিতেন। জুনো ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রতিধ্বনিতে পরিণত করেন। এই অবস্থায় ইকো নার্সিসাসকে প্রেম নিবেদন করেন কিন্তু নার্সিসাস প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি গভীর মনোবেদনায় শীর্ণ হইতে হইতে কণ্ঠস্বরে পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

ইক্ষ্বাকু—১। সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা। বৈবস্বত মনুর পুত্র। মাতা শ্রদ্ধা। অযোধ্যার প্রথম রাজা ও রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার পুত্রের নাম কুক্ষি। তিনি মনুর নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করেন (বিষ্ণু)। **২**। সূর্য্যবংশীয় রাজা। তাঁহার ঔরসে ও অলম্বুষার গর্ভে বিশাল নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন (রাম)।

ইক্সাইয়ন (Ixion)—থেসালির রাজা। ডায়াকে বিবাহ করিয়া শ্বশুর ডীয়াইওনিউসকে প্রতিশ্রুত উপহার দেন নাই। এই জন্য শ্বশুর তাঁহার ঘোড়া চুরি করেন। তখন ইক্সাইয়ন শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ এক গর্ত্তে ফেলিয়া দেন। ফলে লোকে ইক্সাইয়নকে ত্যাগ করে। জীউস তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান। কিন্তু সেখানে ইক্সাইয়ন হেরা বা জুনোর সঙ্গে প্রেম করিতে থাকেন। তখন জীউস তাঁহাকে নরকে এক সদাঘূর্ণমান চাকায় বাঁধিয়া রাখিবার আদেশ দেন (গ্রীক পুঃ)।

ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ—কুতুবুদ্দীনের একজন সেনাপতি। পিতার নাম বখ্‌তিয়ার খিলজী। তিনি পালবংশীয় রাজাকে বিতাড়িত করিয়া পূর্ব্ব বিহার এবং লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করিয়া বঙ্গদেশের কিয়দংশ অধিকার করেন।

ইছাই ঘোষ—অজয় নদের তটস্থিত ঢেঁকুর-নামক স্থানের রাজা। তিনি জাতিতে গোয়ালা ও শক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি প্রথমে পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের অধীন ছিলেন, পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে গৌড়েশ্বর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে তাঁহার জয় হয়। ইহার বহুদিন পরে গৌড়েশ্বরের ভাগিনেয় লাউসেনের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। অজয়ের তীরে তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজিও দেখা যায়।

ইজাবেলা অব ক্যাস্টাইল (Isabella of Castille)—(১৪৫১—১৫০৪)। স্পেনের রাণী। তিনি তাঁহার স্বামী পঞ্চম ফার্ডিনাণ্ডের সহিত একযোগে ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে স্পেন উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা-আবিষ্কার, গ্রানাডা-অধিকার, মুরদিগকে স্পেন হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ইড়া—১। বৈবস্বত মনুর কন্যা। বৈবস্বত মনু প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় যজ্ঞার্থ আনীত জলে ঘি, নবনী ও আমিক্ষা দেন। ইহা হইতে এক বছরে ইড়ানাম্নী একটি কন্যার জন্ম হয়। বুধ এই কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম পুরূরবা (পদ্ম)। **২**। দক্ষের অন্যতমা কন্যা। কশ্যপের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইড়া হইতে তৃণ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি জন্মে (বায়ু)।

ইডিপাস (Œdipus)—থিবসের রাজা লেয়াসের পুত্র। মাতা জোকাষ্টা। দৈববাণীতে লেয়াস জানিতে পারেন যে, নিজের ছেলের হাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ইডিপাসকে তিনি গাছে ঝুলাইয়া রাখেন। কিন্তু কোনও মেষপালক তাঁহাকে রক্ষা করে। পরবর্ত্তী জীবনে না জানিয়া ইডিপাস লেয়াসকে হত্যা করেন ও থিবসে আসিয়া স্ফিংক্সের হেঁয়ালীর সমাধান করেন। পরে তিনি নিজ মাতা জোকাস্টাকে বিবাহ করেন। মাতার গর্ভে তাঁহার কয়েকটি সন্তান হয়। পরে সব কথা জানিতে পারিলে ইডিপাস ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া নিজ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলেন এবং জোকাস্টা আত্মহত্যা করেন। এথেন্সের নিকটে কলোনসে তাঁহার মৃত্যু হয় (গ্রীক পুঃ)।

ইনোনি (Œnone)—ইডা পর্ব্বতের এক পরী। প্যারিসের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। প্যারিস যুদ্ধে আহত হইয়া আরোগ্যের জন্য তাঁহার নিকট যান, কিন্তু অত্যন্ত দেরী হওয়াতে ইনোনি স্বামীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্যারিসের মৃত্যু হইলে তিনি আত্মহত্যা করেন (গ্রীক পুঃ)।

ইনোনু—(জন্ম ১৮৮০)। তুরস্কের রাষ্ট্রপতি (President). ১৯৩৮ হইতে তিনি তুরস্কের রাষ্ট্রপতি হন। ১৯২৩ সালে তিনি যুদ্ধমন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী হন। আরও দুইবার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

ইন্দিরা দেবী—সাহিত্যিক। ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। পিতামহ স্বনামপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। স্বামী হুগলীর ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার রচিত পুস্তক 'স্পর্শমণি', 'পরাজিতা', 'স্রোতের গতি', 'প্রত্যাবর্ত্তন', 'সৌধরহস্য', 'নির্ম্মাল্য', 'কেতকী', 'মাতৃহীন' ও 'ফুলের তোড়া'।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—(২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭৩)। জন্ম—বিজাপুরের অন্তর্গত কালাত্‌গীতে। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁহার বাল্যকাল বাহিরে বাহিরে কাটিয়াছিল। ৫।৬ বছর বয়সে তিনি বিলাত যান। ইন্দিরা দেবীর শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত হয় সিমলার অক্‌ল্যাণ্ড স্কুলে—সাত বছর বয়সে। পরে লরেটো ও লা মার্টিনিয়ারে পড়িতে থাকেন। বি. এ.তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি 'পদ্মাবতী পদক' প্রাপ্ত হন। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত, পাশ্চাত্ত্য-সঙ্গীত ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী। তিনি সাহিত্যচর্চ্চা সুরু করেন 'সবুজপত্রে'র মারফতে। 'নারীর উক্তি' তাঁহার একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ। তাঁহার বিবাহ হয় প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের সঙ্গে। তাঁহার সাহিত্যিক অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ভুবনমোহিনী পদক' দেন।

ইন্দুমতী—বিদর্ভরাজকন্যা। অজের স্ত্রী ও দশরথের মাতা। তিনি স্বয়ম্বর-সভায় অজের গলায় মালা দেন। বিবাহের পর একদা তিনি স্বামীর সঙ্গে বাগানে বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় আকাশগামী নারদের বীণা হইতে পারিজাত-মালা তাঁহার গায়ে আসিয়া পড়ে। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রাণত্যাগ করেন এবং অপ্সরা-মূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন।

ইন্দুমতীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত এইরূপ:—তৃণবিন্দু নামে ঋষির কঠোর তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হন। তখন ইন্দ্র অপ্সরা হরিণীকে মুনির তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য পাঠাইলেন। হরিণী মুনির তপোভঙ্গ করিতে গিয়া তাঁহার কোপে পতিত হন। মুনি তাঁহাকে মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ দিলেন। হরিণীর কাতর মিনতিতে মুনি বলেন যে, স্বর্গীয় পুষ্প দেখিলে তিনি শাপমুক্ত হইবেন। মুনির শাপে হরিণী বিদর্ভরাজগৃহে ইন্দুমতী নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (রাম)।

ইন্দ্র—দেবরাজ। মাতা অদিতি, পিতা মহর্ষি কশ্যপ। তিনি পুলোমা দানবের কন্যা শচীকে বিবাহ করেন। ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের অধিপতি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনজন ব্যতীত অন্যান্য সকল দেবতাই তাঁহার অধীন বলিয়া তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলা হয়। তাঁহার রাজ্য অমরাবতী, উদ্যান নন্দন, প্রাসাদ বৈজয়ন্ত, হস্তী ঐরাবত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, রথ বিমান, সারথি মাতলি, ধনু ইন্দ্রচাপ, অস্ত্র বজ্র। পুত্রের নাম জয়ন্ত। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন তাঁহার ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বালিও তাঁহার পুত্র। রাবণের পুত্র মেঘনাদ তাঁহাকে পরাজিত করেন বলিয়া তাঁহার নাম ইন্দ্রজিৎ হয়।

একদা সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই দানব স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে। এই দুই দানবকে বধের জন্য ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমা নামে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীর সৃষ্টি করেন। সুন্দ ও উপসুন্দের নিকটে যাইবার পূর্ব্বে এই রমণী ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতে যান। সেই সময় তিলোত্তমাকে দেখিবার জন্য ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে সহস্র লোচন উৎপন্ন হয়। গৌতমের পত্নী অহল্যার সতীত্ব নাশ করেন বলিয়া গৌতমের অভিশাপে তাঁহার অণ্ডকোষ নষ্ট হয়। ইন্দ্র দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করাইয়া বৃত্রাসুরের সংহার করেন। তিনি বহু অসুর বধ করেন। বারিবর্ষণ ও বজ্রবিদ্যুৎ চালনা ইন্দ্রের দ্বারা ঘটিয়া থাকে (ঋক্, রাম)।

ইন্দ্রজিৎ—রাবণের পুত্র। প্রকৃত নাম মেঘনাদ। দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া মেঘনাদ এই নাম প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রজিতের পত্নীর নাম প্রমীলা। তিনি মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। বিভীষণের সাহায্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইয়া লক্ষ্মণ ইঁহাকে যজ্ঞস্থলে নিহত করেন (রাম)।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—১। পরম বিষ্ণুভক্ত রাজাবিশেষ। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন ও শ্রীক্ষেত্রে বিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন। বিষ্ণু রাজাকে স্বপ্নে বলিলেন যে, তিনি মন্দিরে বিষ্ণুর সনাতনী মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন। রাজা স্বপ্নে এই নির্দ্দেশ পাইলেন যে, সমুদ্রতীরে এক বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দেখা যাইবে। সেই কাষ্ঠখণ্ডকে ছেদন করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন। স্বপ্নের নির্দ্দেশ অনুযায়ী রাজা সমুদ্রতীরে গেলেন এবং কাষ্ঠখণ্ড ছেদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া বিষ্ণু ও বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া উপস্থিত। বিষ্ণুর পরামর্শে রাজা বিশ্বকর্ম্মাকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ভার দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন (বিষ্ণু)। ২। স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি তৈজসের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি শ্বেতদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। কূর্ম্মরূপী ভগবানের মুখে পৌরাণিক কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং শেষে ব্রহ্মে বিলীন হন (কূর্ম্ম)। ৩। জাবালী ঋষির ছেলে ইন্দ্রদ্যুম্ন (ভাল্লবেয়) কেকয়নন্দন অশ্বপতির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেন (ছান্দ্যো)।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৪৯—২০শে মার্চ, ১৯১১)। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক কবি। পিতা পূর্ণিয়ার প্রসিদ্ধ উকীল বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম বর্দ্ধমান জেলার পাণ্ডুগ্রাম। নিবাস—গঙ্গাটিকুরি, কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান। তিনি কিছুদিন হেতমপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রথমে পূর্ণিয়ায় ওকালতি, পরে মুন্সেফি, তাহার পর দিনাজপুরে ওকালতি, পরে হাইকোর্টে ওকালতি, শেষে বর্দ্ধমানে স্থায়িভাবে ওকালতি করেন। তাঁহার শ্লেষব্যঙ্গপূর্ণ রচনা 'পঞ্চানন্দ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। তিনি 'পঞ্চানন্দ' নামে পরিচিত ছিলেন। 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' তাঁহার প্রথম রচনা। 'হাতে হাতে ফল' (প্রহসন), 'পাঁচুঠাকুর', 'খাজানার আইন', 'ক্ষুদিরাম' (গালগল্প) তাঁহার অন্যান্য রচনা।

ইন্দ্রপ্রমতি, ইন্দ্রপ্রমিত—একজন ঋগ্বেদাচার্য্য ঋষি ও পৈলের ছাত্র। পৈল ঋগ্বেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশ মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমতিকে অধ্যয়ন করান। ইন্দ্রপ্রমতি তাঁহার সংহিতার এক অংশ নিজের ছেলে মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করান (বিষ্ণু)।

ইন্দ্রসাবর্ণি—১। চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর, এধ্র প্রভৃতি তাঁহার পুত্র (ভাগ)। ২। ইন্দ্রসাবর্ণি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। নিজের পুত্র সুচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া তিনি বনে গমন করিয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈ)। ৩। দেবসাবর্ণির পুত্র ইন্দ্রসাবর্ণি অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বৃষধ্বজ। এই বৃষধ্বজের আশ্রমে মহাদেব অবস্থান করেন (দেবীভাগ)।

ইন্দ্রসেন—১। নলরাজের পুত্র, দময়ন্তীর গর্ভসম্ভূত (ভারত)। ২। পরীক্ষিতের পুত্র। ৩। সূর্য্যবংশীয় পূর্ণের পুত্র। তাঁহার পুত্রের নাম বীতিহোত্র (ভাগ)।

ইন্দ্রসেনা—১। নলরাজের কন্যা, দময়ন্তীর গর্ভসম্ভূতা। ২। মহর্ষি মুদ্গলের পত্নী। তিনি বীর রমণী ছিলেন (ঋক্)।

ইফিজেনাইয়া (Iphigenia)—আগ্যামেমনন ও ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার কন্যা। পিতা নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অ্যাপলোর পুরোহিতের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহাকে ডায়েনা দেবীর নিকট বলি দিতে যান। কিন্তু ডায়েনা বলির উদ্যত খড়্গের নিম্নে একটি হরিণ রাখিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন এবং পরে তাঁহাকে মন্দিরের পূজারিণী করেন।

ইবন বতুতা—(১৩০৪—)। প্রসিদ্ধ মিশরীয় পর্য্যটক। জন্ম আফ্রিকার মরক্কো দেশে। তিনি মহম্মদ তোগলকের আমলে ভারতে আসেন এবং নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত একখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। মহম্মদ তোগলকের অধীনে আট বৎসর কাজীর কাজ করিয়া তিনি চীনদেশে দূতরূপে যান। তাঁহার লিখিত পুস্তকের নাম 'সফরনামা'।

ইব্‌নে খালদুন—(১৩৩২—১৪০৬)। আফ্রিকাবাসী মুসলমান দার্শনিক। জন্মস্থান টিউনিস নগর। তাঁহার যৌবনকাল মিশরে কাটে। পরে তৈমুরের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ডামাস্কাসের প্রধান বিচারপতি হন। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি মিশরের প্রধান বিচারপতি হন। তিনি আরবীয় পারসিক ও বার্ব্বারী-রাজ্যের লোকদের সম্বন্ধে 'তারিখ-ইব্‌নে খালদুন' নামে এক বিরাট্ ইতিহাস রচনা করেন।

ইব্‌নে খালেকান—(১২১১—১২৮২)। বিখ্যাত কবি, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক। পূর্ণ নাম শামসুদ্দীন আবুল আব্বাস আহম্মদ ইব্‌নে মোহাম্মদ ইব্‌নে আবুবকর ইব্‌নে খালেকান। তাঁহার জন্মস্থান আর্‌বেলা এবং বাসস্থান ডামাস্কাস। তিনি ১২৮১ খৃষ্টাব্দে ডামাস্কাসের প্রধান বিচারপতি হন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'ওয়াফিয়ত-উল-আয়ন'-নামক আরবীয় ভাষায় লিখিত জীবনী-গ্রন্থ ইউরোপের বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

ইব্‌নে রুশিদ—(১১৪৯—১২০৬ ?)। বিখ্যাত দার্শনিক, ফলিত-জ্যোতিষী, বিজ্ঞানবিৎ ও কবি। তাঁহার জন্মস্থান স্পেনের কার্ডোভা। তিনি প্রথমে মুর সম্রাটের অধীনে প্রধান বিচারপতি ও মৌলভী হন। কিছুকাল পরে তাঁহাকে ধর্ম্মমতবিরোধী সন্দেহ করিয়া বন্দী করা হয়। পরে তিনি মুক্ত হইয়া পুনরায় প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন। তিনি গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের পুস্তকগুলির টীকাসহ অনুবাদ করেন। তাঁহার গ্রন্থ ইউরোপের বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

ইব্‌সেন, হেনরিক (Ibsen, Henrik)—(১৮২৮—১৯০৬)। নরওয়েবাসী বিখ্যাত নাট্যকার। তাঁহার নাটকগুলি ইউরোপের বহুদেশে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। 'Brand' ও 'Peer Gynt' তাঁহার রচিত দুইটি বিখ্যাত গীতিনাট্য। ইহার পর তিনি যে কয়টি সমস্যামূলক নাটক লেখেন তাহার মধ্যে 'A Doll's House', 'Ghosts', 'Rosmer Sholm', 'Hedda Gabler', 'When We Dead Awake' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

ইব্রাহিম পাশা—(১৭৮৯—১৮৪৮)। বিখ্যাত মিশরীয় রাজনীতিবিৎ ও সেনাপতি। মহম্মদ আলির পোষ্যপুত্র। তিনি অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত সৈন্যচালনা করিয়া সীরিয়া জয় করেন। মিশরের রাজপ্রতিনিধি হইবার কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম লোদী—লোদী-বংশের শেষ নরপতি। সিকন্দর লোদীর তৃতীয় পুত্র। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দরের মৃত্যু হইলে তিনি

দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে শক্তিশালী ওমরাহ্‌গণ প্রায়ই বিদ্রোহ করিতেন। দেশে অশান্তির অবস্থা দেখিয়া পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী কাবুলের মোগলরাজ বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। ১৫২৬ খৃঃ পানিপথ-নামক স্থানে বাবরের সহিত যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হন।

ইভ (Eve)—(বাইবেল-মতে) সৃষ্টির প্রথম নারী। ইঁহার স্বামী আদম (তাহা দ্রঃ)।

ইমার্সন, রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো (Emerson, Ralph Waldo)—(১৮০৩—১৮৮২)। বিখ্যাত আমেরিকান কবি, প্রবন্ধকার ও দার্শনিক। বোষ্টন নগরে তাঁহার জন্ম। ২৬ বৎসর বয়সে তিনি বোষ্টনে ধর্ম্ম-যাজকের পদে তিন বৎসর কার্য্য করেন। তিনি পরে ইউরোপে গমন করেন এবং স্কচ্‌ মনীষী কার্লাইলের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইমার্সন ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে Representative Men সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা করেন। ১৮৭৬এ তাঁহার 'English Traits' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার পর তিনি 'The Conduct of Life', 'Society and Solitude', 'Letters and Social Aims', 'Essays' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইম্পে, ইলাইজা (Impey, Sir Elijah)—(১৭৩২—১৮০৯)। গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সতীর্থ ও বিখ্যাত বিচারপতি। তিনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের প্রধানবিচারপতিরূপে ভারতে আগমন করেন। তিনি ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নন্দকুমারের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন ('নন্দকুমার' দ্রঃ)। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইম্পেকে দেশে ফিরিয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। সেখানে নন্দকুমারের প্রতি অবিচারের অভিযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু বিচারে তাঁহার কোন শাস্তি হয় নাই।

ইম্যানুয়েল, ১ম (Emmanuel I)—(১৪৯৫—১৫২১)। পোর্ত্তুগালের বিখ্যাত রাজা। তাঁহার সময়ে পোর্ত্তুগাল বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তাঁহার সময়ে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের বাণিজ্যপথ আবিষ্কার করেন, কাব্রাল (Cabral) ব্রেজিল আবিষ্কার করেন এবং আলবুকার্ক তাঁহার দলবলসহ ভারতের নিকটবর্ত্তী বহু স্থান অধিকার করেন।

ইয়ংহাজব্যাণ্ড, কর্ণেল ফ্রান্সিস (Younghusband, Col. Sir Francis)—(১৮৬৩—১৯৪২)। বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রাণ ইংরাজ। ইয়াকুব খাঁ—আফগান আমীর শের আলির পুত্র; ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শের আলি পলায়ন করিলে ইয়াকুব ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আমীর বলিয়া নির্ব্বাচিত হন। ইহার কয়েক মাস পরে ইংরাজ দূত সার লুই ক্যাভাগ্‌নারি তাঁহার দলবলসহ কাবুলে নিহত হন। ফলে পুনরায় ইংরাজদের সহিত আফগানদের যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে ইয়াকুব পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন।

ইয়েট্‌স্‌, উইলিয়াম বাটলার (Yeats, William Butler)—(১৮৬৫—১৯৩৯)। বিখ্যাত আইরিশ কবি, নাট্যকার ও প্রবন্ধলেখক। ডাবলিনের নিকটবর্ত্তী স্যাণ্ডিমাউণ্ট নামক স্থানে জন্ম। তিনি আইরিশ ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক ছিলেন। তিনি ১৯২২ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আইরিশ পার্লামেন্টের সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯২৩-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি তিন বছর শিল্পকলা পাঠ করিয়াছিলেন। গীতিকবিরূপেই তাঁহার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'Poems' ও 'The Wind Among the Reeds'—এই দুইখানির মধ্যে কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সংকলিত হইয়াছে। 'The Secret Rose', 'The Shadowy Waters' প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য পুস্তক।

ইরা—কশ্যপের ধর্ম্মপত্নীগণের মধ্যে একজন। বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও সমস্ত তৃণ ইরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ভাগ, হরি)।

ইরাবতী—১। ভব নামক রুদ্রের পত্নী। ২। উদ্ধবের কন্যা ইরাবতী। তাঁহাকে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ বিবাহ করেন। ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন নামে চারি পুত্র জন্মে (ভাগ)।

ইরাবান্‌ (ইলাবন্ত)—অর্জ্জুনের পুত্র। তিনি নাগরাজকন্যা উলূপীর গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃব্য অর্জ্জুনের প্রতি ক্রোধবশতঃ তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তখন এই পুত্র নাগলোকেই প্রতিপালিত হন। একদিন পিতা ইহলোকে আছেন শুনিয়া সেখানে গিয়া পিতাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। অতঃপর পিতার আদেশে তিনি যুদ্ধে যান এবং আর্য্যশৃঙ্গ রাক্ষস কর্তৃক নিহত হন (ভারত)।

ইরেজমাস, ডেজিডেরিয়াস—(Erasmas, Desiderius)—(১৪৬৬—১৫৩৬)। বিখ্যাত ওলন্দাজ দার্শনিক ও লেখক। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্ম্মজগতে যে বিপ্লব ঘটে, তাহাতে তাঁহার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। খ্রীষ্টানধর্ম্মের মধ্যে যে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাহা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁহারই প্রদর্শিত পথে মার্টিন লুথার ইত্যাদি সংস্কারকগণ ধর্ম্মসংস্কার করিয়াছিলেন। 'Novum Instrumentum', 'Institutio Christiani Principis' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

ইল—বৈবস্বত মনুর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার হস্তে রাজ্যভার দিয়া মনু নন্দনবনে গমন করেন। ইল তখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। এইরূপ ভ্রমণকালে তিনি শিবের শরবণে উপস্থিত হইবামাত্র স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার নাম হয় ইলা। চন্দ্রের পুত্র বুধ তাঁহাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া যান। ইলার গর্ভে বুধের পুরূরবা নামে পুত্র জন্মিল। শেষে ইলের ভ্রাতাদের আরাধনায় মহাদেব সন্তুষ্ট হন এবং এই বর দেন যে, ইল এক মাস স্ত্রী ও এক মাস পুরুষ থাকিবেন। এই অবস্থাকে কিম্পুরুষ বলে। কিম্পুরুষ অবস্থায় তাঁহার নাম সুদ্যুম্ন হয়। পুরুষ অবস্থায় তাঁহার তিন পুত্র জন্মে—উৎকল, গয় ও হরিতাশ্ব। ইলের নামানুসারে তাঁহার বর্ষ ইলাবৃত নামে উক্ত হইয়া থাকে (ভাগ)।

ইলতুৎমিস (আলতামাস)—দিল্লীর দাসবংশীয় অন্যতম সম্রাট্‌। তিনি জাতিতে তুর্কী ছিলেন। রাজত্বকাল ১২১১ হইতে ১২৩৬ খৃষ্টাব্দ। তিনি প্রথমে কুতুবুদ্দীনের ক্রীতদাস ছিলেন ও পরে জামাতা ও সুলতান হন। তিনি মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী অধিকার করেন এবং মহাকালের মন্দির বিধ্বস্ত করেন (১২৩২ খৃঃ)। তিনি বঙ্গ ও সিন্ধুদেশে সাম্রাজ্যের অধিকার সুদৃঢ় করেন এবং ভারতের বহুস্থান অধিকার করেন। তিনি দিল্লীর কুতবী মসজিদ, কুতুবমিনারের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার সময়ে চেঙ্গিস খাঁ ভারতে আসেন।

ইলবিলা—বিশ্রবার পত্নী ও কুবেরের মাতা। অগ্নিপুরাণমতে তাঁহার নাম ইড়বিড়া ও তিনি পুলস্ত্যের পত্নী। তাঁহার সন্তান বলিয়া কুবেরের অপর নাম ঐলবিল (ভাগ)।

ইলা—১। বৈবস্বত মনুর কন্যা। তিনি বিষ্ণুর বরে পুরুষভাবাপন্ন হইয়া সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন ['ইল' দ্রঃ]। ২। সপ্ত কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র ইল কার্ত্তিকের জন্ম-স্থানে গিয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলে তিনি ইলা নামে খ্যাত হন। পরে ভগবতীর পূজা করিয়া এক মাস স্ত্রীভাব ও এক মাস পুরুষভাব পাইলেন ['ইড়া' দ্রঃ]।

ইলাবৃত—অগ্নীধ্রের স্বনামখ্যাত পুত্র। তাঁহার পত্নীর নাম লতা। তিনি পিতার নিকট হইতে ইলাবৃত বর্ষ লাভ করিয়াছিলেন (অগ্নি, ভাগ)।

ইলিয়ট, জর্জ্জ (Eliot, George)—(১৮১৯—১৮৮০)। বিখ্যাত ইংরাজ

উপন্যাস-লেখিকা। মেরিয়ান ইভান্স (Marian Evans) নামে তিনি খ্যাত। 'Adam Bede', 'The Mill on the Floss', 'Silas Marner', 'Middlemarch', 'Daniel Deronda', 'Romola' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস। তাঁহার উপন্যাসে ইংলণ্ডের ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং কৃষক ও ব্যবসাদারদিগের অতুলনীয় লেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি জন ক্রসকে বিবাহ করেন।

ইলিয়ট, টমাস স্টার্নস (Eliot, Thomas Stearns)—(জন্ম ১৮৮৮)। বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত গীতিকবি। যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯২৭ সালে ইংলণ্ডের নাগরিক অধিকার লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'The Waste Land', 'Ash Wednesday', 'Poems' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ; 'Murder in the Cathedral' তাঁহার বিখ্যাত নাটক।

ইলিয়াস শাহ্—বঙ্গের স্বাধীন নরপতি। পূর্ণ নাম সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্। গৌড়ের স্বাধীন নরপতি আলাউদ্দীন আলি শাহের তিনি ধাত্রী-পুত্র। তিনি পিতাকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৩৪২ খৃঃ)। দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন্ তোগলক ও ফিরোজ শাহ্ তোগলক তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। ১৩৫৫-এ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইল্বল—দৈত্যবিশেষ। বাতাপী নামক দানব এই দৈত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা বিপ্রচিত্তি, মাতা সিংহিকা। বাসস্থান মণিমতীপুর। বাতাপী এক ব্রাহ্মণের কাছে ইন্দ্রতুল্য পুত্রের জন্য বর চায়। কিন্তু তাহা না পাইয়া সে এবং তাহার ভাই ইল্বল ব্রাহ্মণবধ করিতে থাকে। বাতাপী মায়াবলে মেষরূপ ধারণ করিত আর তাহাকে কাটিয়া মুনিদের খাওয়ান হইত। তারপর ইল্বল বাতাপীর নাম ধরিয়া ডাকিলে বাতাপী মুনিদের উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিত। কিন্তু অগস্ত্য বাতাপীকে ভক্ষণ করিয়া উদরে জীর্ণ করিয়া ফেলেন। তখন ইল্বল ভীত হইয়া অগস্ত্যকে প্রচুর অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করে (রাম, বিষ্ণু)।

ইসমাইল পাশা—(১৮৩০—১৮৯৫)। মিশরের বিখ্যাত খেদিব। তাঁহার প্রচেষ্টায় মিশর তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান তাঁহাকে খেদিব উপাধি দেন। সুয়েজ খালের পরিকল্পনা ও উহা খনন করার বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি ইংল্যাণ্ডকে তাঁহার সুয়েজ খালের অংশ বিক্রয় করেন। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র তিউফিক রাজা হন।

ইসমাইল, মির্জ্জা মহম্মদ—(জন্ম ২৩শে অক্টোবর, ১৮৮৩)। বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ্। ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি যোগদান করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি মহীশূরের দেওয়ান ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৫১ সালে ইন্দোনেশিয়ান ইউনাইটেড নেশান্সের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

ঈ

ঈওলাস (Aeolus)—হিপ্পোটিসের পুত্র। বায়ু-দেবতা (গ্রীক পুঃ)।

ঈজিয়াস (Aegeus)—এথেন্সের রাজা। থিসিউসের পিতা (থিসিউস দ্রঃ) (গ্রীক পুঃ)।

ঈজিস্থাস [Aegisthus]—আর্গসের রাজা। তিনি অ্যাগ্যামেমননের পত্নী 'ক্লাইটেম্নেষ্ট্রা'র (তাহা দ্রঃ) প্রেমে পড়িয়াছিলেন (গ্রীক পুঃ)।

ঈনিয়াস (Aeneas)—ঈনিড মহাকাব্যের নায়ক, ট্রোজান যোদ্ধা। অ্যান্কিসেস ও ভেনাসের পুত্র। ট্রোজান যুদ্ধশেষে তিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে পলায়ন করেন কিন্তু তাঁহার স্ত্রী হারাইয়া যান। তাঁহার কাহিনী ভার্জিল প্রমুখ বিভিন্ন ল্যাটিন গ্রন্থকারের বিষয়বস্তু।

ঈলিন—পুরুবংশের রাজা তংসুর পত্নী কালিন্দীর গর্ভে ঈলিনের জন্ম। ঈলিনের পত্নী রথন্তরী। দুষ্মন্ত, সুর, ভীম, প্রবসু ও বসু নামে তাঁহার পাঁচ পুত্র (ভারত)।

ঈশপ (Aesop)—(৬২০—? ৫৬০ খৃঃ পূঃ)। প্রসিদ্ধ গ্রীক নীতি-গল্প-লেখক। প্রথম জীবনে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। রাজা ক্রীসাসের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি এক কার্য্য উপলক্ষে ডেলফিতে প্রেরিত হন। তাঁহার শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হইয়া পুরোহিতগণ তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করে।

ঈশা খাঁ—বারভুঁইয়ার সর্ব্বপ্রধান ভুঁইয়া। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পিতামহ কালিদাস গজদানী অযোধ্যা হইতে বাঙ্গালায় আসেন। কালিদাস বা তাঁহার পুত্র মুসলমান হন। পুত্রের নাম হয় সুলেমান খাঁ। ঈশা খাঁ সুলেমানের পুত্র। তিনি সম্রাট্ আকবরের নিকট হইতে সুবর্ণগ্রামের অধিকার পান। বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের অপর পারে শীতলক্ষা নদীর তীরে খিজিরপুর নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি কলাগাছিয়া, হাজিগঞ্জ ও ত্রিবেণীতে দুর্গ তৈয়ারী করেন এবং একডালা ও এগারসিন্দুর দুর্গ সুদৃঢ় করেন। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে আকবর তাঁহার সহিত যুদ্ধের জন্য শাহ্‌বাজ খাঁকে পাঠান (১৫৮৫ খৃঃ)। ঈশা খাঁ প্রথমে পরাজিত হইলেও পরে শাহ্‌বাজকে পরাজিত করেন। যুদ্ধের ফলে রাজধানী খিজিরপুর বিধ্বস্ত হওয়ায় তিনি সুবর্ণগ্রামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি পরে কামরূপ ও ময়মনসিংহ অধিকার করেন এবং কামরূপের রাঙ্গামাটিয়াতে ও ময়মনসিংহের সেরপুর দশকাহনিয়াতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। আকবর পুনরায় মানসিংহকে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন (১৫৯৫ খৃঃ)। ঘোরতর যুদ্ধের পর মানসিংহ তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। তিনি আগ্রায় আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে আকবর তাঁহাকে সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বাইশটি পরগণার আধিপত্য প্রদান করেন। তিনি বারভুঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। কথিত আছে, ঈশা খাঁ বন্ধু বসন্ত রায়কে হত্যা করার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু পরাজিত হন।

ঈশান—১। সুরভির গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে ঈশানের জন্ম। ২। দিক্‌পাল ঈশান দক্ষযজ্ঞে শিবের অনুচর বীরভদ্র কর্ত্তৃক শূলাঘাতে নিহত হন। পরে শিবের দয়ায় জীবনলাভ করেন (লিঙ্গ)। ৩। পূর্ব্বে ঈশান নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ ও শিবের উপাসক ছিলেন। শিবের অনুগ্রহে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। যে শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন তাহা ঈশানেশ্বর নামে খ্যাত (স্কন্দ)।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৫ই মার্চ্চ, ১৮৫৬—১২ই জুন, ১৮৯৭)। কবি। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ। বোর্ড অব রেভেনিউ ও কলিকাতা হাইকোর্টের ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টে তাঁহার কর্ম্মজীবন কাটে। কবিতা-রচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি 'পূর্ণিমা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'চিত্ত-মুকুর', 'বাসন্তী', 'যোগেশকাব্য', 'চিন্তা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

ঈশান নাগর—বৈষ্ণবাচার্য্য অদ্বৈতপ্রভুর

শিষ্য। শ্রীহট্টের লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম (১৪৯২ খ্রিঃ)। তিনি ১২ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতের ছাত্র হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি প্রায় সকল সময়ে অদ্বৈতের সঙ্গে থাকিতেন। তিনি পরে শ্রীহট্টে ফিরিয়া 'অদ্বৈত প্রকাশ'-নামে এক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন (১৫৬৮ খ্রিঃ)। তাঁহার বংশধরেরা বর্তমান গোয়ালন্দের নিকটবর্তী ঝালপাল গ্রামে আছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—(২৫শে ফাল্গুন, ১২১৮—১০ই মাঘ, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। তিনি কাঁচড়াপাড়ার হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। বাল্যকালে তিনি লেখাপড়ায় আদৌ মনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। মাতৃ-বিয়োগের পর তাঁহার জীবন কলিকাতায় জোড়াসাঁকোয় মাতুলালয়ে কাটে। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। পত্নী দুর্গামণি দেবীর সঙ্গে তিনি আজীবন সংসার করেন নাই। তিনি ঠাকুরবাড়ীর যোগেন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সহায়তায় ১২৩৭ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক 'সংবাদ-প্রভাকর' বাহির করেন। ১২৩৯ বঙ্গাব্দে সংবাদপত্রটি উঠিয়া যায়। পরে তিনি ১২৪৩ বঙ্গাব্দে কানাইলাল ঠাকুরের সহায়তায় 'সংবাদ-প্রভাকর'কে বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিনবার)-রূপে বাহির করেন। ১২৪৬ হইতে উহা দৈনিকরূপে বাহির হয়। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। সাময়িক পত্র পরিচালন ব্যাপারেই তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়াও 'সংবাদ রত্নাবলী', 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রভৃতি তাঁহার পরিচালিত সাময়িক পত্রাদি ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর গুরু। তিনি একজন খাঁটি বাঙ্গালী কবি ছিলেন। তিনি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবন-কথা ও তাঁহাদের বহু লুপ্ত কবিতা প্রকাশ করেন। 'প্রবোধপ্রভাকর', 'হিতপ্রভাকর', 'বোধেন্দুবিকাশ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বন্দ্যোপাধ্যায়)—(২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০—২৯শে জুলাই, ১৮৯১)। বাঙ্গালার সর্বজনপূজ্য মহামনীষী। জন্মস্থান মেদিনীপুরের (তখন হুগলীর) বীরসিংহ গ্রাম। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। গ্রাম্য পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনি উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য পিতার সহিত কলিকাতায় আসেন। ১৮২৯ হইতে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়ন করেন। হিন্দু-ল-কমিটি তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে 'বিদ্যাসাগর' এই উপাধি দেখা যায়। উহার তারিখ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে। দারিদ্র্য-হেতু তাঁহাকে বহু কষ্টে লেখাপড়া করিতে হয়। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি বৃত্তি পান। কর্মজীবনের শুরু হয় ১৮৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর। তিনি সে সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি ক্রমে ক্রমে ইংরাজী ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারী হন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় পদত্যাগ করেন। তিনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত করেন। তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান কেরাণী হইয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন। পরে তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হন। তিনি যখন অধ্যক্ষ-হিসাবে ৩০০৲ টাকা বেতন পাইতেছিলেন, সেই সময়ে বিশেষ বিদ্যালয়-পরিদর্শক হইয়া সরকারের নিকট হইতে অতিরিক্ত ২০০৲ টাকা পাইতে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্র বহু চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেন্টের দ্বারা বিধবা-বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লন এবং ইহাই তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। ১৮৫৫—১৮৫৮ সালে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে নূতন ডিরেক্টার ইয়ং-এর সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি চাকুরি ছাড়িয়া দেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসনকে কলেজে পরিণত করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্ত্রী মারা যান। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। 'সীতার বনবাস', 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ-কৌমুদী', 'ঋজুপাঠ', 'শকুন্তলা', 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ আছে। তাঁহাকে আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের জনক বলা হয়। বিদ্যাসাগর বিরাট পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চারিত্রিক বিশেষত্বই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, জনগণের প্রতি দয়া ও প্রেম এবং পাণ্ডিত্যই তাঁহার চরিত্রের শেষকথা নয়, তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব তাঁহার অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্ব।

ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা—(১৭১৮—১৮০২)। কৃষ্ণনগরের অন্যতম রাজা। পিতা শিবচন্দ্র, পুত্র গিরিশচন্দ্র। তিনি অতিশয় সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সভার জ্যোতির্বিৎ বাক্‌পতি 'সারদা-মঙ্গল' নামে একখানি বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন।

ঈশ্বর পুরী—মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ঈস্কাইলাস (Aeschylus)—(৫২৫—৪৫৬ খ্রঃ পূঃ)। বিখ্যাত এথেনিয়ান কবি। বিয়োগান্ত নাটক ও কবিতা লিখিয়া তিনি যশস্বী হন। তাঁহাকে গ্রীক 'বিয়োগান্ত নাটকের জনক' এই আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে সাতখানি মাত্র বর্তমান আছে।

উ

উইক্লিফ, জন (Wyclif, John)—(? ১৩২০—১৩৮৪)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ ধর্ম-সংস্কারক। রোমান ক্যাথলিক ধর্মের দোষ-গুলির বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়মত প্রকাশ করেন। তাঁহার বিখ্যাত বই De Dominio Divino ধর্মজগতে বিপ্লব আনয়ন করে। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তিনিই প্রথম বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

উইলকিন্স, চার্লস (Wilkins, Sir Charles)—(১৭৫০—১৮৩৮)। ইংরাজ শিক্ষাব্রতী। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজে ১৭৭০-এ ভারতে আসেন। ইংরাজদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও শিক্ষার প্রচারে তাঁহার উদ্যম যথেষ্ট ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় গীতা ইংরাজীতে অনূদিত এবং ১৭৮৫-এ ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৯-এ তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা ও পারসী টাইপ তাঁহার দ্বারাই তৈয়ারী হয়। তাঁহার হিতোপ-দেশ ও শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির গঠনে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য ছিল। তিনি 'এসিয়াটিক রিসার্চেস'-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৭৮৬-এ বিলাতে ফিরিয়া যান এবং ১৮০৮-এ আর একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।

উইলকিস, জন (Wilkes, John)—(১৭২৭—১৭৯৭)। উদারনীতিক ইংরাজ রাজনীতিবিৎ। তিনি পার্লামেন্টের সভ্য ছিলেন। তাঁহার পরিচালিত 'The North Briton' পত্রিকায় গভর্ণমেন্টের নীতির তীব্র সমালোচনার ফলে তিনি পার্লামেন্ট হইতে বহিষ্কৃত হন। তিনি আবার মিডলসেক্স-নামক স্থান হইতে তিন-বার নির্বাচিত হন এবং তিনবারই বহিষ্কৃত হন। কিন্তু জনপ্রিয় ছিলেন বলিয়া গভর্ণ-মেন্ট অবশেষে তাঁহার বিরুদ্ধে সমস্ত আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। উইলকিসের

ঘটনা হইতে পার্লামেণ্টে প্রত্যেক সভ্যের মতের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার নীতি প্রবর্ত্তিত হয়। পরে তিনি লণ্ডন সহরের লর্ড মেয়র হন।

উইলবারফোর্স, উইলিয়াম (Wilberforce, William)—(১৭৫৯—১৮৩৩)। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী। তিনি কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৭৮০-এ পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। ১৭৮৯-এ তিনি হাউস-অব-কমন্সে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদমূলক প্রস্তাব আনয়ন করেন। ১৮০৭-এ প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়।

উইলসন, উড্রো (Wilson, Woodrow)—(১৮৫৬—১৯২৪)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯১৩ হইতে ১৯২১ খৃঃ পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি বিগত মহাসমরে ১৯১৭-এ জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই ঐ যুদ্ধের শান্তি-প্রতিষ্ঠা হয়। এই শান্তি-প্রচেষ্টায় উইলসনের চতুর্দ্দশটি সর্ত্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতিসঙ্ঘ বা 'লীগ অব্ নেশনস্'-নামক সঙ্ঘটির গঠনে তিনি বিশেষ সহায়তা করেন।

উইলসন, হোরেস হেম্যান (Wilson, Horace Hayman)—(১৭৮৬—১৮৬০)। সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ একজন ইংরাজ পণ্ডিত। তিনি ১৮১৬ হইতে ১৮৩২ খৃঃ পর্য্যন্ত কলিকাতা টাকশালে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং ১৮১১ হইতে ১৮৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার লিখিত একখানি সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান আছে। তিনি কালিদাসের 'মেঘদূত'-নামক কাব্য এবং 'মৃচ্ছকটিক', 'মালতীমাধব', 'উত্তররামচরিত', 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'রত্নাবলী' ও 'মুদ্রারাক্ষস'—এই কয়খানি সংস্কৃত নাটক ইংরাজীতে অনূদিত করেন। ১৮৪০-এ তিনি হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও দর্শনবিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিনি ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদও করেন। 'থিয়েটার অব্ দি হিন্ডুস্'-নামক গ্রন্থখানি তাঁহার রচিত।

উইলিংডন, ১ম আর্ল অব্ (Willingdon, 1st Earl of)—(১৮৬৬—১৯৪১)। তিনি ১৯১৯—১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯১৩ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের গভর্ণর ছিলেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়া 'লীগ অব্ নেশনসে' যোগদান করেন। ১৯২৬ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কানাডার গভর্ণর-জেনারেল ও ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত ছিলেন।

উইলিয়াম, ১ম (William I)—(১০২৭—১০৮৭)। ইনি বিজেতা উইলিয়ম বা 'William the Conqueror' নামে সুপরিচিত। তিনিই ইংলণ্ডের প্রথম নর্ম্মান অধিপতি। নূতন সামন্তপ্রথার প্রবর্ত্তন ও জমির খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য জমির সঠিক নির্দ্ধারণ তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। [উইলিয়াম নামে আরও তিনজন রাজা ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় উইলিয়াম প্রথম উইলিয়ামের পুত্র। তৃতীয় উইলিয়াম প্রথমে হল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন এবং পরে ইংলণ্ডের রাজা হন। চতুর্থ উইলিয়াম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠতাত।]

উইলিয়াম, ১ম (William I of Prussia)—(১৭৯৭—১৮৮৮)। বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর সংগঠনকারী। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়ার রাজা হন। মন্ত্রী বিস্‌মার্কের সাহায্যে তিনি সমগ্র জার্ম্মাণ রাজ্যকে এক নায়কের অধীনে আনেন এবং ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ সম্রাট্ হন।

উইলিয়াম, ২য় (William II)—(১৮৫৯—১৯৪১)। জার্ম্মাণীর নির্ব্বাসিত সম্রাট্। তিনি 'কাইজার' নামে পরিচিত। গত প্রথম মহাসমরের জন্য তিনিই কতকটা দায়ী। ১৯১৮-এ যখন জার্ম্মাণী যুদ্ধে পরাস্ত হইল এবং সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল, তখন তিনি রাজ্য হইতে পলাইয়া হল্যাণ্ডে যান। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেখানকার ডুর্ণ প্রাসাদে সপরিবারে নির্ব্বাসিত অবস্থায় বাস করিতে থাকেন।

উগ্রচণ্ডা—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। তাঁহার অষ্টাদশ ভুজ। এই মূর্ত্তি ধরিয়া সতী দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমীতে তিনি হিন্দুর গৃহে আবির্ভূতা ও পূজিতা হন ['দক্ষ' দ্রঃ]।

উগ্রতারা—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় দেবতাদের উপর অত্যাচার সুরু করিলে দেবতাগণ মতঙ্গ মুনির আশ্রমে আসিয়া ভগবতীর আরাধনা করিতে থাকেন। দেবী মতঙ্গ মুনির পত্নী মাতঙ্গীর রূপ ধরিয়া উত্থিত হন এবং অসুরদ্বয় বিনাশ করেন। ঋষিগণ এই মূর্ত্তিকে উগ্রতারা নাম দিয়াছেন। মাতঙ্গীর শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া ভগবতীর এই মূর্ত্তির অপর নাম মাতঙ্গী (কালিকা)।

উগ্রসেন—কংসের পিতা। পিতা আহুক, মাতা কাশ্যা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ দেবকের ভ্রাতা। কংস মগধরাজ জরাসন্ধের সাহায্যে উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং নিজে রাজা হন। উগ্রসেন কারারুদ্ধ অবস্থায় দিন কাটান। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পুনরায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন (বিষ্ণু)।

উজ্জ্বল দত্ত—প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি উণাদি-সূত্রের বৃত্তিকার।

উড, মিসেস হেনরী (Wood, Mrs. Henry)—(১৮১৪—১৮৮৭)। ভিক্টোরিয়া যুগের একজন বিখ্যাত ইংরাজ উপন্যাস-লেখিকা। 'Danesbury House', 'East Lynne' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

উতঙ্ক—১। মহর্ষি বেদের শিষ্য। শিষ্যকে গৃহে রাখিয়া গুরু একদা স্থানান্তরে যান। গুরুর অনুপস্থিতিতে গুরুপত্নী উতঙ্ককে এক অসঙ্গত প্রস্তাব করেন। উতঙ্ক ইহাতে রাজী হন না। গুরু গৃহে ফিরিয়া সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং উতঙ্কের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গৃহে যাইতে আদেশ দিলেন। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে গুরু তাঁহার পত্নীর নিকট পাঠাইলেন। গুরুপত্নী পৌষ্য নরপতির স্ত্রীর কানের অলঙ্কার চাহিলেন। উতঙ্ক উহা পৌষ্যরাজার মহিষীর নিকট হইতে আনিলেন বটে, কিন্তু পথে উহা ক্ষপণকবেশী তক্ষক হরণ করিল। দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যে তিনি উহা উদ্ধার করেন এবং গুরুপত্নীকে দেন। এই তক্ষককে বিনাশ করিবার জন্যই তিনি জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞ করিতে বলেন (ভারত)। ২। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে বাসুদেব হস্তিনা হইতে দ্বারকায় যাইতেছিলেন। তাঁহার মুখে উতঙ্ক কৌরবগণের বিনাশের কথা শুনিয়া বাসুদেবকে শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন বাসুদেব তাঁহাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং উতঙ্ককে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। উতঙ্ক প্রার্থনা করিলেন যে, মরুভূমিতে যেন তিনি অনায়াসে জললাভ করিতে পারেন। বাসুদেব সেই বর দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মরুভূমিতে যে মেঘ জলদানের নিমিত্ত উদয় হইবে, উহা উতঙ্ক মেঘ নামে খ্যাত হইবে (ভারত)। ৩। মহর্ষি উতঙ্ক অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিলেন। গুরু গৌতম সর্ব্বদাই তাঁহাকে কাছে কাছে রাখিতেন। দীর্ঘকাল গুরুর কাছে থাকিয়াও তিনি নিজের বয়সবৃদ্ধির কথা বুঝিতে পারেন নাই। যখন উহা বুঝিতে পারিলেন, তখন গুরুর কাছে অনুযোগ করিলেন। তখন গৌতম তাঁহাকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন এবং গুরুর বরে বার্দ্ধক্যে উপনীত উতঙ্কের যৌবন ফিরিয়া আসিল। তখন গৌতম নিজ কন্যার সঙ্গে উতঙ্কের বিবাহ দিলেন (ভারত)। ৪। গুরুপত্নী অহল্যার আদেশক্রমে উতঙ্ক সৌদাস রাজার স্ত্রী মদয়ন্তীর কুণ্ডল লইয়া ফিরিতে-

ছিলেন। এমন সময় ঐরাবত বংশীয় এক নাগ উহা লইয়া নাগলোকে প্রবেশ করে। উতঙ্ক উহা উদ্ধার করিতে অসমর্থ হন। তখন দেব হুতাশন অশ্বরূপ ধারণ করিয়া উতঙ্ককে উহা উদ্ধার করিতে সাহায্য করেন (ভারত)।

উতথ্য—প্রাচীন ঋষি। পিতা অঙ্গিরা, মাতা শ্রদ্ধা। পত্নীর নাম মমতা। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবগুরু বৃহস্পতি। মমতার গর্ভে উতথ্যের এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হন এবং জগতে দীর্ঘতমা নামে খ্যাত হন।

উৎকল—১। ধ্রুবের পত্নী ইলার গর্ভে জন্ম। তিনি পুষ্করতীর্থে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন (ভাগ, ব্রহ্মবৈ)। ২। দানব হয়গ্রীবের পুত্র। তিনি দেবগণকে পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রের রাজ্য অধিকার করেন। মহর্ষি জাজলির শাপে তিনি বকরূপে পরিণত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের হাতে মারা যান (গর্গ-সং)।

উত্তম—রাজা উত্তানপাদের পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের দুই মহিষী—সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচির গর্ভে উত্তমের জন্ম। সুনীতির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম হয়। উত্তম অল্প বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় হিমালয়ের এক বনে মৃগয়ার জন্য যান। সেখানে এক যক্ষ তাঁহাকে হত্যা করে (ভাগ)।

উত্তমৌজা—১। সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। ২। দ্রুপদের পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অশ্বত্থামা কর্তৃক তিনি নিহত হন (ভারত)।

উত্তর—মৎস্যরাজ বিরাটের পুত্র। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে দুর্য্যোধনাদি বিরাটরাজের উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করেন। উত্তর দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় যান, কিন্তু বিশাল কৌরবসৈন্য দেখিয়া রথ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে চাহেন। তখন বৃহন্নলা নামধারী অর্জ্জুন সেই রথের সারথি ছিলেন। তিনি আত্মপরিচয় দিয়া স্বয়ং রথী হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। উত্তর অর্জ্জুনের সারথি হইলেন। তিনি অর্জ্জুনের সাহায্যে জয়লাভ করিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিন উত্তর শল্য কর্তৃক নিহত হন (ভারত)।

উত্তরা—বিরাটরাজার কন্যা। উত্তরের ভগিনী ও অভিমন্যুর পত্নী। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে বৃহন্নলা নামধারী অর্জ্জুন উত্তরাকে চারুশিল্পে শিক্ষাদান করিতেন। পরে অর্জ্জুন অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে তিনি ছয়মাস গর্ভবতী ছিলেন। অশ্বত্থামা সেই গর্ভ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ইষিকাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হইলে শ্রীকৃষ্ণ সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে সেই সন্তানকে রক্ষা করেন (ভারত)।

উত্তানপাদ—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ও হরিভক্ত ধ্রুবের পিতা। তাঁহার দুই পত্নী—সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে পুত্রের জন্ম হয়। সুরুচির মন্ত্রণায় রাজা সুনীতিকে বনবাসে দেন (বিষ্ণু)।

উদয়ন—নৃসিংহ পুরাণমতে তাঁহার পিতার নাম শতানীক। পত্নী বাসবদত্তা। পুত্রের নাম নরবাহন। মতান্তরে তিনি শতানীকের পৌত্র। অপর পত্নীর নাম রত্নাবলী। কৌশাম্বী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। কাহারও কাহারও মতে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষক ছিলেন।

উদয়নাচার্য্য—প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। মিথিলা তাঁহার জন্মস্থান। তিনি 'কুসুমাঞ্জলি'-নামক ন্যায়গ্রন্থের প্রণেতা।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী—খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বারেন্দ্রব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। রাজসাহী (কাহারও মতে ঢাকা জেলা) তাঁহার জন্মস্থান। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি 'কিরণাবলী', 'আত্মতত্ত্ববিবেক', 'কণাদসূত্রের টীকা' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তাঁহার সমসাময়িক। বারেন্দ্র কুলীন-সমাজে তিনি পরিবর্ত্ত-প্রথার প্রবর্তন করেন।

উদয়নারায়ণ (রাজা)—১। রাজসাহীর জমিদার রাজা। তিনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তখন মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার নবাব। রাজা উদয়নারায়ণের জন্ম মুর্শিদাবাদের বড়নগরের নিকটে বিনোদ নামে গ্রামে। বড়নগরই ছিল তাঁহার রাজধানী। রাজসাহী বিভাগের দুই একটি জেলা এবং মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। সাঁওতাল পরগণায় বীরকিটি-নামক স্থানের রাধাগোবিন্দ, বড়নগরের মদনগোপাল এবং বননওগাঁ গ্রামের গিরিধারী মূর্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। নবাবের সঙ্গে উদয়নারায়ণের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজা নবাবের হস্তে বন্দী হন। সেই অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই যুদ্ধে উদয়নারায়ণের পক্ষে গোলাম মহম্মদ ও নবাবের পক্ষে মোহাম্মদ জান (মতান্তরে লহরীমাল) সেনাপতি ছিলেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামকেও নবাব পরে পাঠাইয়াছিলেন। উদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর রাজসাহীর ভার রামজীবনের উপর পড়ে। রামজীবন নাটোরের রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের ভ্রাতা। ২। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই নামে পূর্ববঙ্গের আর একজন রাজা ছিলেন। উকাইল গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান ছিল। তিনি খুব বীরপুরুষ ছিলেন এবং ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতেন।

উদয়শঙ্কর—(জন্ম ১৯০০)। পৃথিবী-বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। পূর্ব্বনাম উদয়শঙ্কর চৌধুরী। যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন। উদয়পুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি লণ্ডনে রয়েল কলেজ অফ্ আর্টসে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রুষ নর্তকী য়্যানা প্যাভলোভা তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। পৃথিবীর সকল স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রাচ্য নৃত্যকলা তাঁহারই প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্বে বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছে। আলমোড়ায় নৃত্যশিল্পের একটি কেন্দ্র স্থাপন ও 'কল্পনা'-নামক ছায়াচিত্র প্রযোজনা তাঁহার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। নৃত্যশিল্পী অমলা দেবী তাঁহার পত্নী।

উদয়সিংহ—মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র এবং রাণা প্রতাপসিংহের পিতা। ১৫৬৭-এ তিনি চিতোরে রাজত্ব করিতেন। বাল্যকালে তাঁহাকে কাকা বনবীর মারিয়া ফেলিতে গেলে পান্না নামে ধাত্রী তাঁহাকে রক্ষা করে বলিয়া কাহিনী প্রচলিত আছে। উদয়সিংহ রাজ্য লাভ করিয়া আকবরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি উদয়পুর-নামক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উদয়াদিত্য—১। যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র। মানসিংহের যশোহর আক্রমণকালে উদয়াদিত্য যুদ্ধে অশেষ বীরত্ব দেখান। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঐ যুদ্ধে মারা যান। ২। মালবের রাজা ভোজরাজের পুত্র। ১০৯২-এ তিনি মালবের রাজা হন। চেদি ও চালুক্যগণ তাঁহার পিতার শত্রু ছিল বলিয়া তিনি তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন।

উদ্দালক—১। মুনি। শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য, পুত্র শ্বেতকেতু। ২। আয়োদধৌম্য ঋষির শিষ্য আরুণি [তাহা দ্রঃ] (ভারত)।

উদ্ধব—কৃষ্ণমাতুল। যাদববিশেষ। তিনি সত্যকের পুত্র ও বৃহস্পতির শিষ্য। তাঁহার আর একটি নাম দেবশ্রবাঃ। তিনি অন্তিম-দশায় বদরিকাশ্রমে অবস্থিতি করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট জ্ঞানোপদেশ বর্ণনা করেন (হরি)।

উদ্ধবদাস—ভক্ত বৈষ্ণব। মুর্শিদাবাদের টেঁয়াগ্রামে ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম। প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। তিনি রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য।

উদ্ধারণ দত্ত—(১৪০৩—১৪৬৩ শকাব্দ)। সপ্তগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীকর দত্ত ও মাতার নাম ভদ্রাবতী। তিনি

চৈতন্যদেবের প্রধান ভক্ত এবং দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। তিনি প্রভু নিত্যানন্দের পারিষদ ছিলেন। তাঁহার লিখিত কোন গ্রন্থ বা পদাবলী নাই। তিনি নিজ অধ্যয়নের নিমিত্ত অনেক শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল জমিদারী ছিল। তাঁহারই নামানুসারে কাটোয়ার নিকটে উদ্ধারণপুর গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। ভক্ত হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট নাম আছে। কথিত আছে, উদ্ধারণ দত্তের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া জগন্মাতা কোন শঙ্খবণিকের নিকট হইতে শাঁখা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন শঙ্খবণিক্ উদ্ধারণ দত্তের নিকট জানিতে পারিল যে, জগন্মাতা তাহার নিকট হইতে শাঁখা লইয়াছিলেন, তখন সে কাঁদিতে থাকে। ইহাতে করুণাময়ী মাতা নদীর মধ্য হইতে শঙ্খযুক্ত হস্তদ্বয় দেখান।

উদ্দ্যোতকর—ন্যায়ের টীকাকার জনৈক পণ্ডিত। তাঁহার টীকা দিঙ্‌নাগকৃত টীকার প্রতিবাদস্বরূপ লিখিত হয়। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর লোক।

উপকীচক—রাজা বিরাটের শ্যালক, কীচকের ছোট ভাই।

উপগুপ্ত—বিশিষ্ট বৌদ্ধধর্ম প্রচারক ও মহারাজ অশোকের দীক্ষাদাতা। তিনি বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের পর কালাশোচের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি শূদ্র ছিলেন। তিনি মথুরায় প্রায় ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দেন।

উপনন্দ—১। বসুদেবের পুত্র। মদিরার গর্ভজাত (ভারত)। ২। গোপপতি নন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (হরি)। ৩। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র। তিনি রাজপুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুহনের সাহায্যে যুবরাজ নন্দের প্রাণবধে যত্ন করেন। ৪। গান্ধারীর শত পুত্রের অন্যতম। ভীমের হস্তে তিনি নিহত হন (ভারত)।

উপবর্ষ—জনৈক ঋষি। কাত্যায়ন, পাণিনি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অধ্যাপক।

উপমন্যু—আয়োদধৌম্য মুনির শিষ্য। তিনি অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুর আদেশে গোচারণ করিতেন এবং ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতেন। প্রতি সন্ধ্যায় গুরুর নিকটে দাঁড়াইতেন। গুরু উপমন্যুকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আহার কর? উপমন্যু ভিক্ষান্নের কথা বলিলেন। গুরু জানাইলেন যে, তাঁহাকে না জানাইয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা শিষ্যের উচিত নয়। সেইদিন হইতে উপমন্যু ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তাহা গুরুকে দিতে লাগিলেন। তাহাতেও উপমন্যুর শরীর কিছু কমিল না দেখিয়া গুরু শিষ্য যাহাতে কোন-প্রকার আহার না পায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। একদিন গোচারণকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উপমন্যু অর্কপত্র খাইয়া ফেলেন। ফলে তাঁহার চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং তিনি কূপের মধ্যে পড়িয়া যান। যথাসময়ে উপমন্যুকে গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া গুরু অন্বেষণ করিতে করিতে শিষ্যকে কূপমধ্যে পাইলেন এবং সকল বিষয় জানিয়া তাঁহাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিতে বলিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি পিষ্টক খাইতে দিলেন। কিন্তু উপমন্যু গুরুকে নিবেদন না করিয়া কিছুই খাইতে চাহিলেন না। তাঁহার গুরুভক্তিতে স্বর্বৈদ্যদ্বয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং চক্ষুরত্ন দান করিলেন। তাঁহারা বর দিলেন যে, সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র উপমন্যুর স্মরণে থাকিবে (কূর্ম্ম, লিঙ্গ, বায়ু)।

উপরিচর—পুরুবংশের রাজা। পুত্রের নাম মৎস্যরাজ, কন্যার নাম মৎস্যগন্ধা। এই মৎস্যগন্ধা ব্যাসদেবের মাতা। মৎস্যরাজ ও মৎস্যগন্ধার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ:—মৃগয়ায় গিয়া একদা রাজার রেতঃস্খলন হয়। সেই রেতঃ তিনি এক শ্যেনপক্ষীকে রাণীর নিকটে লইয়া যাইতে বলেন। শ্যেন উড়িয়া যাইবার কালে উহা নদীর জলে পড়িয়া যায়। তখন মৎস্যরূপা অদ্রি উহা খাইয়া ফেলে। সেই মৎস্যের গর্ভেই মৎস্যরাজ ও মৎস্যগন্ধা জন্মগ্রহণ করেন। উপরিচর ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেন বলিয়া তাঁহার নাম উপরিচর হয় (ভারত)।

উপসুন্দ—১। নরকাসুরের সেনাপতি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। ২। নিকুম্ভনামক দৈত্যের পুত্র। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুন্দ। দুই ভ্রাতা তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার কাছে এই বর পায় যে, একত্র মিলিত থাকিলে তাহাদিগকে কেহ বধ করিতে পারিবে না। তাহাদের বিনাশের জন্য তিলোত্তমা নামে এক অপূর্ব্ব নারীর সৃষ্টি হয়। সেই নারীকে লাভ করিবার জন্য দুই ভ্রাতা পরস্পর মারামারি করিয়া নিহত হয় (ভারত)।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—শিশুসাহিত্যিক। তিনি 'সন্দেশ'-নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরী তাঁহার পুত্র। তিনি 'টুনটুনির বই', 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত' প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—(১২ই অক্টোবর, ১৮৮১)। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। জন্ম ভাগলপুরে। তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাতুল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এল. উপাধি লইয়া ভাগলপুরে ওকালতি করিতে থাকেন। ১৯২৫—৩১ 'বিচিত্রা'র সম্পাদনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। 'রাজপথ', 'অমূল তরু', 'অমলা', 'অভিজ্ঞান', 'দিক্‌শূল' প্রভৃতি তাঁহার রচিত উপন্যাস।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৭৯—৫ই এপ্রিল, ১৯৫১)। বিপ্লবী। চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে জন্ম। বাল্যশিক্ষা চন্দননগরেই আরম্ভ হয়। ডুপ্লে কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় আসেন ও ডাফ কলেজে বি. এ. পড়া শুরু করেন। কিছুকাল সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পর চন্দননগরে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত। তিনি 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় ও বিপ্লবী দল 'যুগান্তরে' যোগ দেন। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ধরা পড়েন। বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ১৯০৯ সালে তাঁহাকে আন্দামানে পাঠান হয়। ১৯২০ সালে তিনি ছাড়া পান এবং স্বরাজ পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালে আবার তিনি জেলে যান। মুক্তিলাভের পর সাংবাদিক জীবন ও লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। হাস্যরসের সঙ্গে বর্ণনা করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা', 'উনপঞ্চাশী পথের সন্ধান' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সার—(১৮৭৫—১৯৪৬)। কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বহু কলেজ ও ভারতের বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অনেক পত্রিকায় তাঁহার সুচিন্তিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় বিবিধ পুস্তক আছে। তিনি কলিকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক এবং 'Indian Institute of Science'এর সভ্য ছিলেন।

উমা—মহাদেবের পত্নী। অপর নাম পার্ব্বতী। হিমালয়ের কন্যা। মেনকা তাঁহার মাতা। পূর্ব্বজন্মে তিনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ছিলেন। দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন ও পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার চেষ্টা করেন। উমার কঠোর তপস্যা দেখিয়া জননী মেনকা —'উঃ মা আর তপস্যা করিও না', এইরূপ বলিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার নাম উমা

হইয়াছে। তাঁহার গর্ভে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়।

উমাপতি ধর—প্রাচীন বঙ্গের একজন খ্যাতনামা কবি। জয়দেবের গীতগোবিন্দে তাঁহার উল্লেখ আছে। তিনি একাধিক সেনরাজের মন্ত্রিত্ব করেন। তাঁহার রচিত কোন কাব্য পাওয়া যায় নাই।

উমিচাঁদ—'আমীনচাঁদ' দ্রঃ।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল—(৩০শে আগষ্ট, ১৮৫২—১৬ই জুলাই, ১৮৯৮)। বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। হুগলী জেলার খানাকুলের অন্তর্গত রামনগর গ্রামে জন্ম। পিতা দুর্গাচরণ বটব্যাল। প্রবেশিকা হইতে প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং এম. এ.-তে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে স্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হন। 'বৈদিক সোম'-নামক গ্রন্থ তাঁহার প্রথম রচনা। 'সাধনা' পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। তাঁহার রচিত 'সাংখ্যদর্শন' পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে উচ্চ-প্রশংসাসূচক পত্র লেখেন, তাহাতেই তাঁহার সাহিত্যিক অবদান নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerji)—(১৮৪৪—১৯০৬)। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও কংগ্রেসসেবক। কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। জন্ম খিদিরপুরে। কিছুকাল অ্যাটর্ণী আফিসে কেরাণীর কাজ করিয়া তিনি বিলাত যান এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় ফেরেন। এদেশের মধ্যে তিনিই প্রথম ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হন। তিনি ১৮৮০ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। বিচারপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যও ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে যে প্রথম জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তিনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইংলণ্ডে কংগ্রেস কমিটি তিনিই স্থাপন করেন। তিনি বিলাতে মারা যান।

উর্ব্ব—মহর্ষিবিশেষ। তিনি নিদারুণ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার সমান তেজস্বী হন। একবার তিনি আগুনে উরু প্রবেশ করাইয়া তপস্যারত ছিলেন। সহসা উরু ভেদ করিয়া এক অনল উঠিল। উহার নাম ঔর্ব্ব অনল। ব্রহ্মা উহা সমুদ্রে ফেলিলেন ['ঔর্ব্ব' দ্রঃ] (পদ্ম)।

উর্ব্বশী—অপ্সরা। বিখ্যাত স্বর্বেশ্যা। উর্ব্বশীর জন্মসম্বন্ধে নানা মত আছে। কাহারও কাহারও মতে তিনি নারায়ণের উরু ভেদ করিয়া বাহির হন, এই কারণে তাঁহার নাম উর্ব্বশী হয়। একদা ইন্দ্রের সভায় উর্ব্বশী নৃত্য করিতেছিলেন। রাজা পুরূরবা সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার দিকে দৃক্‌পাত করিলে উর্ব্বশীর তালভঙ্গ হয়। ইন্দ্র মর্ত্ত্য-বাসিনী হইবার জন্য তাঁহাকে শাপ দেন। হরিবংশ মতে, উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপে মানুষী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন এবং পুরূরবার পত্নী হন। অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে অস্ত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করিতে যান। উর্ব্বশী অর্জ্জুনের প্রতি কামাসক্তা হইয়া নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। অর্জ্জুন উর্ব্বশীকে মাতৃ সম্বোধন করিলে উর্ব্বশী তাঁহাকে নপুংসক হইবার অভিশাপ দেন (ভারত)। মিত্রাবরুণ উর্ব্বশীকে কামনা করেন কিন্তু উর্ব্বশী রাজী না হওয়ায় মিত্রাবরুণের রেতঃ-স্খলন হয়। ঐ রেতের একভাগ হইতে মহামুনি অগস্ত্য ও অপরভাগ হইতে বশিষ্ঠ জন্মলাভ করেন।

উলসী, কার্ডিনাল টমাস (Wolsey, Cardinal Thomas)—(১৪৭১—১৫৩০)। রাজা অষ্টম হেনরীর পরামর্শদাতা। তিনি প্রথমে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন, পরে মন্ত্রী হইয়া প্রজাদের উপরে অত্যাচার করেন। বহুকাল রাজার দক্ষিণহস্তস্বরূপ থাকিয়া পরে রাজা কর্ত্তৃক রাণী ক্যাথারিনকে ত্যাগ করার সম্বন্ধে পোপের অনুমোদন না আনিতে পারায় তিনি রাজার বিরক্তিভাজন হন ও তাঁহার সম্পর্ক ছাড়িতে বাধ্য হন। তিনি 'Balance of Power' নামে রাজনীতির প্রবর্ত্তক।

উলূক (উলুক)—১। শকুনির পুত্র। তিনি ভারতযুদ্ধের পূর্ব্বে কুরুপক্ষ হইতে দূতরূপে যুধিষ্ঠিরাদির নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ তখন বিরাটভবনে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন। তিনি সহদেব কর্ত্তৃক নিহত হন (ভারত)। ২। বৈশেষিক-দর্শন-প্রণেতা। তাঁহার অপর নাম কণাদ। এজন্য বৈশেষিক-দর্শনকে উলুক্য-দর্শন বা কণাদ-দর্শনও বলা হইয়া থাকে।

উলূপী—কৌরব্য-নামক নাগরাজের কন্যা। যুধিষ্ঠিরের নির্দ্দেশে অর্জ্জুন বার বৎসরকাল বনবাস করেন। তিনি গঙ্গাদ্বারে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। একদা অর্জ্জুন স্নান করিয়া গঙ্গা হইতে উঠিতেছিলেন, এমন সময় উলূপী মদন-বাণে পীড়িত হইয়া অর্জ্জুনকে টানিয়া লইয়া নাগভবনে যান। সেখানে অর্জ্জুনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। বভ্রুবাহনের হাতে অর্জ্জুন যুদ্ধে পরাজিত ও চেতনাশূন্য হইলে উলূপী নাগলোক হইতে মৃতসঞ্জীবনী আনাইয়া অর্জ্জুনের চৈতন্য সঞ্চার করেন (ভারত, বিষ্ণু)।

উলফ্, চার্লস্ (Wolfe, Charles)—(১৭৯১—১৮২৩)। আয়ার্ল্যাণ্ডের ধর্ম্মযাজক। 'The Burial of Sir John Moore' নামক কবিতাটি লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

উলফ্, ভার্জ্জিনিয়া (Woolf, Virginia)—(১৮৮২—১৯৪১)। ইংরাজ মহিলা সাহিত্যিক। পিতা সার লেস্‌লি স্টিফেন। আধুনিক ইংরাজী উপন্যাসের নূতন ধারার প্রবর্ত্তক বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। 'Jacob's Room', 'Mrs. Dalloway', 'Orlando' এবং 'The Waves' তাঁহার বিখ্যাত বই।

উশীনর—চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত রাজা। পিতা মহামনা, পুত্র শিবি। জলা ও উপজলা নামে যমুনা নদীর দুই শাখা যেখানে প্রবাহমানা, সেইখানে রাজা উশীনর যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ইন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। তাঁহার ধর্ম্মবল পরীক্ষা করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেনপক্ষিরূপে এবং অগ্নি কপোতরূপে তাঁহার সভায় উপস্থিত হন। কপোত শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে উশীনর তাহাতে সম্মত হন। শ্যেন কপোতকে ফিরাইয়া দিতে বলে। কিন্তু রাজা তাহাতে রাজী না হইয়া কপোতের পরিবর্ত্তে শ্যেনকে গো, বৃষ, মহিষ ইত্যাদি যে কোন আহার্য্য বস্তু চাহিতে বলেন। কিন্তু শ্যেন অন্য কোন আহার্য্যে স্পৃহা নাই জানাইয়া বলিল যে, যদি কপোতের প্রতি রাজার এত মমতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজা আপনার দেহ হইতে কপোত-পরিমাণ মাংস কাটিয়া দিন। কিন্তু বারবার মাংস কাটিয়াও কপোতের পরিমাণ মাংস হইল না। তখন তিনি নিজেই তুলাদণ্ডে উঠিয়া বসিলেন। তখন কপোত ও শ্যেন নিজেদের মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন (ভারত)।

———

ঊ

ঊরু—চাক্ষুষ মনুর দশপুত্রের অন্যতম। পত্নী আগ্নেয়ী। তাঁহার ছয় পুত্রগণের নাম—অঙ্গ, সুমনা, সাত্বতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও নিব (হরি)।

ঊর্জ্জ—দ্বিতীয় মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। বশিষ্ঠের পত্নী ঊর্জ্জা হইতে তাঁহার জন্ম হয় (হরি)।

ঊর্জ্জস্বতী—১। দক্ষের কন্যা, ধর্ম্মের পত্নী। ২। রাজা প্রিয়ব্রতের কন্যা। তিনি শুক্রাচার্য্যের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দেবযানীর জন্ম হয় (ভাগ)।

ঊর্ব্ব—মুনি। তিনি নিজ উরুর উপরে

অগ্নি রাখিয়া অগ্নিসদৃশ এক পুত্র লাভ করেন। তাঁহার পুত্র ঔর্ব্ব। ঔর্ব্ব পৃথিবী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। সেই সময় হইতে ঔর্ব্ব বাড়বানল নামে উক্ত হন [ঔর্ব্ব দ্রঃ] (হরি)।

উর্ব্বশ—ভরতবংশীয় মহাবীর্য্যের পুত্র।

উর্ম্মিলা—মিথিলার রাজা সীরধ্বজ জনকের কন্যা, লক্ষ্মণের পত্নী এবং অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর মাতা (রাম)।

উষা—১। ভব-নামক রুদ্রের পত্নী। ২। বাণের কন্যা, অনিরুদ্ধের পত্নী ['অনিরুদ্ধ' দ্রঃ] (বিষ্ণু)।

ঋ

ঋক্ষ—১। কুরুবংশীয় অরিহ রাজার পুত্র। মাতা সুদেবা। ঋক্ষ তক্ষকের কন্যা জ্বালীকে বিবাহ করেন (ভারত)। ২। পৌরব বিদূরথের পুত্র। ৩। পুরুবংশীয় অজমীঢ় রাজার পুত্র (হরি)।

ঋক্ষরাজ—বানরবিশেষ। ব্রহ্মার যোগাভ্যাসকালে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে পতিত অশ্রুধারা হইতে তাহার উৎপত্তি হয়। একদিন বনে ভ্রমণকালে এই বানর এক সরোবরতীরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে এবং অন্য বানরজ্ঞানে তাহার উপর লম্ফ দিয়া পড়ে। পরে তীরে উঠিয়া দেখিতে পায় যে, তাহার দেহ এক সুন্দরী রমণীমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ঋক্ষরাজ এই অবস্থাতেই সরোবরতীরে বাস করিতে থাকে। তাহার গর্ভে এবং ইন্দ্র ও সূর্য্যের ঔরসে যথাক্রমে বালী ও সুগ্রীবের জন্ম হয়। ইহার পর ঋক্ষরাজ পূর্ব্বের মূর্ত্তি ফিরিয়া পাইল ও দুই পুত্রকে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে আসিল। ব্রহ্মা তাহাকে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন (রাম)।

ঋচীক—ঊর্ব্ব-নামক ঋষির বিখ্যাত পুত্র। পত্নীর নাম সত্যবতী। তাঁহার একশত পুত্র জন্মে; তাহার মধ্যে জমদগ্নি জ্যেষ্ঠ। শুনঃশেফ ও শুনঃপুচ্ছ তাঁহার অপর দুই পুত্র। জমদগ্নির ঔরসে পরশুরামের জন্ম হয় (ভারত)।

ঋতধ্বজ—১। রঘুবংশে রিপুজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ঋতধ্বজ। তিনি কুবলয়-নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া বজ্রকেতুর পুত্র পাতালকেতুকে বধ করেন এবং তৎকর্ত্তৃক অপহৃতা মদালসাকে বিবাহ করেন (রাম)। ২। প্রতর্দ্দনের অপর নাম।

ঋতপর্ণ (বা **ঋতুপর্ণ**)—সূর্য্যবংশীয় রাজা। পিতার নাম অযুতাশ্ব। অযোধ্যানগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। নল রাজা কলি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বাহুকবেশে তাঁহার কাছে আশ্রয় লন। সেখানে ছদ্মবেশী নল অশ্বাধ্যক্ষরূপে কাজ করিতে লাগিলেন। ঋতপর্ণ তাঁহার নিকটে যেমন অশ্ববিদ্যা শিখিতেন, নলও সেইরূপ ঋতপর্ণের নিকটে অক্ষক্রীড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। নলের স্ত্রী দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলে বাহুকবেশী নলের দ্বারা চালিত রথে তিনি বিদর্ভে যাত্রা করিলেন। বিদর্ভে তিনি নলের প্রকৃত পরিচয় পাইলেন (ভাগ)।

ঋভু—১। দেবগণবিশেষ। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার অনুচরেরা দক্ষের লোকদের তাড়াইয়া দেয়। তখন দক্ষের পুরোহিত ভৃগু অগ্নিতে আহুতি দিলে, সেই অগ্নি হইতে ঋভু নামক দেবগণ উদ্ভূত হয় এবং সতীর অনুচরদের তাড়াইয়া দেয়। ২। ব্রহ্মার পুত্র। পুলস্ত্যের পুত্র নিদাঘকে তিনি অদ্বৈততত্ত্ব শিক্ষা দেন (ভাগ)। ৩। মহর্ষিবিশেষ। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কাছে এক সরোবরতীরে ঋভু এক পায়ে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেন। কৃষ্ণ-রাধা তাঁহাকে দর্শন দিলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন (গর্গ)। ৪। সুধন্বার পুত্র ঋভু, বিভু ও বাজ। তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়া সূর্য্যলোকে বাস করিতেন। তাঁহারা মাতা-পিতার পুনরায় যৌবন দান করেন। তাঁহারা উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন শিল্পী ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের জন্য তাঁহারা সুন্দর রথ প্রস্তুত করেন। ইন্দ্রের বাহন বলবান হরি নামক অশ্বদ্বয় নির্ম্মাণ ঋভুগণের কাজ। একবার এক ঋষির গাভী মরিয়া গেলে তাঁহারা একটি গাভী নির্ম্মাণ করিয়া দেন (ঋক্)।

ঋষভ—নারায়ণের দ্বাবিংশতি অবতারের মধ্যে অষ্টম অবতার। তিনি নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা নাভি পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া বদরিকা আশ্রমে গমন করিলেন। তখন ইন্দ্র জয়ন্তী নামে একটি কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। জয়ন্তীর গর্ভে ঋষভের একশত পুত্র জন্মে। তাহার মধ্যে ভরত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ভরতের নামেই ভারতবর্ষ হইয়াছে। তীর্থভ্রমণকালে ঋষভ কর্ণাটপ্রদেশে কুটকাচলের অরণ্যে উপস্থিত হন এবং সেখানকার দাবানলে প্রাণত্যাগ করেন (ভাগ)।

ঋষ্যশৃঙ্গ—মুনিবিশেষ। তাঁহার পিতার নাম বিভাণ্ডক। উর্ব্বশীকে দেখিয়া বিভাণ্ডক মুনির রেতঃপাত হয়। সেই রেতঃ জলে পড়ে। হরিণীরূপী এক দেবকন্যা সেই জল পান করিলে হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। তাঁহার মাথায় শৃঙ্গ ছিল। তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। একসময়ে দশরথের বন্ধু অঙ্গরাজ রোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণগণ বলেন, তাঁহাকে রাজ্যে আনিতে পারিলেই বৃষ্টি হইবে। কতকগুলি গণিকাকে পাঠাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া রাজ্যে আনা হইল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হইল। ইহার পর রোমপাদ পালিতা কন্যা শান্তার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। এই শান্তা রাজা দশরথের কন্যা। দশরথ তাঁহার দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে রামাদি চারি পুত্রের জন্ম হয় (রাম)।

এ

একচূর্ণী—মুনিবিশেষ। তিনি তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদের একখানি টীকা রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

একজটা—চণ্ডীতে বর্ণিত পার্ব্বতীর রূপ বিশেষ। তিনি কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা ও তাঁহার গলায় মুণ্ডমালা বিরাজ করে। তাঁহার দক্ষিণের দুইটি হাতে খড়্গ ও পদ্ম, ও বাম দুইটি হাতে কর্ত্রী ও খর্পর। তাঁহার শিরে জটা। তাঁহার আটটি যোগিনী। দেবগণ যখন অসুরভয়ে মাতঙ্গী মহাবিদ্যার স্তব করেন, তখন এই মূর্ত্তির উদ্ভব হয় (কালিকা)।

একনাথ স্বামী—মহারাষ্ট্রবাসী প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ। মহারাষ্ট্র জাতিকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য তিনি রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ সাধারণের উপযোগী করিয়া অনুবাদ করেন। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

একপর্ণা—হিমালয়ের কন্যা। মাতা মেনকা ও স্বামী অসিত দেবল। তিনি একটি পত্র বা পর্ণ ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিতেন বলিয়া তাঁহার উক্ত নাম হয় ['উমা' দ্রঃ] (হরি)।

একপটলা, একপাটলা—হিমালয়ের কন্যা। তাঁহার মাতা মেনকা, ভগ্নী অপর্ণা ও স্বামী জৈগীষব্য। তিনি প্রত্যহ একটি পাটল ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিতেন বলিয়া তাঁহার উক্ত নাম হয় ['উমা' দ্রঃ]।

একলব্য—ব্যাধরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। তিনি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষার জন্য দ্রোণের নিকটে যান, কিন্তু ব্যাধ বলিয়া দ্রোণ তাঁহাকে শিক্ষা দিতে রাজী হইলেন না। তখন তিনি বনে গমন করিয়া দ্রোণের একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন এবং তাহার সম্মুখে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পকাল পরেই একলব্য ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তারপর একদিন কুরুরাজকুমারগণ শিকারের নিমিত্ত সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের

শিকারী কুকুর একলব্যকে দেখিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। তখন একলব্য সাতটি শর নিক্ষেপ করিয়া কুকুরের শব্দ-শক্তি নষ্ট করিলেন। রাজপুত্রগণ একলব্যের ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। একলব্যের সহিত পরিচয়ে তাঁহারা জানিলেন যে, একলব্য দ্রোণের শিষ্য। গৃহে ফিরিয়া অর্জ্জুন দ্রোণকে বলিলেন, আপনি বলিয়াছিলেন, আমার অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ্ হইবে না। কিন্তু একলব্য আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গুরু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। তখন অর্জ্জুনের সঙ্গে বনে গিয়া একলব্যের সাক্ষাৎ পাইলেন। একলব্য সকল কথা নিবেদন করিলে এবং দ্রোণাচার্য্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলে, দ্রোণ গুরুদক্ষিণা চাহিলেন। একলব্য দক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলে দ্রোণ তাঁহার ডান হাতের একটি আঙ্গুল কাটিয়া দিতে বলেন। ধনুচালনা করিবার শক্তি হারাইতে হইবে জানিয়াও একলব্য তাহাই করিলেন। ইহাতে তাঁহার শর-নিক্ষেপের শক্তি কমিয়া গেল।

এখেনেন্টন (Akhenanton)—প্রায় ১৩৭৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি মিশরের সম্রাট্ (ফেরো) হন। তিনি তৃতীয় য়্যামেনহটেপের পুত্র। সম্ভবতঃ এগার বৎসর বয়সে চতুর্থ য়্যামেনহটেপ নামে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পূর্ব্বকার দেশপ্রচলিত ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্য-পূজার প্রবর্ত্তন করেন।

এজিদ—ইসলামের পঞ্চম খলিফা। হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র এমাম হাসান ও এমাম হোসেনকে নিহত করিয়া তিনি খলিফার পদ লাভ করেন।

এজ্যাক্স (Ajax)—১। স্যালামিসের রাজা। টেলামনের পুত্র। তিনি ট্রোজান যুদ্ধের একজন প্রসিদ্ধ বীর। অ্যাকিলিস প্রাণত্যাগ করিলে তিনি তাঁহার অস্ত্র অধিকার করিতে যান, কিন্তু ইউলিসিস তাহা অধিকার করেন। তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া এক মেষপালককে হত্যা করেন এবং নিজের বুকে ছুরি মারিয়া আত্মহত্যা করেন। ২। অয়েলিউসের পুত্র। তিনি ট্রোজান যুদ্ধে চল্লিশটি জাহাজ লইয়া যান। বাড়ী ফেরার পথে তাঁহার জাহাজডুবি হয় এবং তিনি মারা যান।

এঞ্জেলিকো, ফ্রা (Angelico, Fra)—(?১৩৮৭—১৪৫৫)। বিখ্যাত ইটালিয়ান চিত্রকর। টাস্কানিতে তাঁহার জন্ম। প্রথমে তিনি ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং পরে ধীরে ধীরে চিত্রাঙ্কনে পারদর্শিতা লাভ করেন। 'Madonna of the Linen Weavers', 'Deposition', 'The Last Judgment' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত চিত্র।

এডিসন, টমাস আল্ভা (Edison, Thomas Alva)—(১৮৪৭—১৯৩১)। আমেরিকার সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। প্রথম জীবনে তিনি টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করিতেন, পরে টেলিগ্রাফ ও বৈদ্যুতিক বহু যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। গ্রামোফোন, বৈদ্যুতিক বাতি, সিনেম্যাটোগ্রাফ প্রভৃতি আবিষ্কারের জন্য তিনি চিরকাল বিখ্যাত হইয়া থাকিবেন। প্রায় ১৩০০ যন্ত্র তাঁহার দ্বারা রেজেষ্ট্রীকৃত হয়।

এড্ওয়ার্ড, ১ম (Edward I)—(১২৩৯—১৩০৭)। তিনি ১২৭২ হইতে ১৩০৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। তিনি ওয়েল্স্ প্রদেশ জয় করিয়া নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং শিশু পুত্রকে ওয়েল্সের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। সেই হইতে ইংলণ্ডের যুবরাজ মাত্রেরই নাম Prince of Wales হইয়া থাকে। স্কট্ল্যাণ্ডের রাজা ব্রুসের সঙ্গে তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রুস পরাজিত হন। তিনি অনেক কল্যাণকর আইনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এড্ওয়ার্ড, ৩য় (Edward III)—(১৩১২—১৩৭৭)। বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ফ্রান্স ও স্কট্ল্যাণ্ডের সহিত যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ বাধে, তাহাই ইতিহাসে 'Hundred Years War' নামে অভিহিত। তাঁহারই পুত্রের নাম The Black Prince.

এড্ওয়ার্ড, ৬ষ্ঠ (Edward VI)—(১৫৩৭—১৫৫৩)। দশ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন এবং ষোড়শ বর্ষ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সময়ে তাঁহার পিতা অষ্টম হেনরী কর্তৃক প্রবর্ত্তিত 'Reformation' আন্দোলন বিশেষ অগ্রসর হইয়াছিল।

এড্ওয়ার্ড, ৭ম (Edward, VII)—(১৮৪১—১৯১০)। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাট্ ছিলেন। ১৯০১-এ তিনি সিংহাসন লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ইটালি, স্পেন, আমেরিকা (১৮৬০ খৃঃ), প্যালেষ্টাইন, মিশর, ভারতবর্ষ (১৮৭৫ খৃঃ) প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯০২-এ ৯ই আগষ্ট তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। তিনি সর্ব্বদাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন বলিয়া তিনি সাধারণতঃ 'Edward the Peacemaker' নামে খ্যাত। পরলোকগত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র।

এড্ওয়ার্ড, ৮ম (Edward VIII)—(জন্ম ১৮৯৪)। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৯৩৬-এ ২০শে জানুয়ারী তিনি ইংলণ্ডের রাজা হন। কিন্তু বিবাহব্যাপারে মন্ত্রিসভার সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটায় তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁহার বর্ত্তমান উপাধি ডিউক অব উইণ্ডসর।

এড্ওয়ার্ড দি কন্ফেসর (Edward the Confessor)—ইংলণ্ডের ধার্ম্মিক রাজা। অনুমান ১০০৪ হইতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। ইংলণ্ডে নর্ম্মান-বিজয়ের পূর্ব্বে তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই পরবর্ত্তী রাজা হ্যারল্ডকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উইলিয়াম রাজা হন। 'Westminster Abbey' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তিনি খুব ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন বলিয়া ১০৬১-এ তাঁহাকে 'সাধু' (সেণ্ট) আখ্যা দেওয়া হয়।

এণ্ড্রিয়া ডেল সার্টো (Andrea Dell Sarto)—(১৪৮৭—১৫৩১)। বিখ্যাত ইটালিয়ান চিত্রকর। জন্ম ফ্লোরেন্সে। ফরাসীরাজ প্রথম ফ্রান্সিস কর্তৃক আহূত হইয়া ফরাসীদেশে যান এবং সেখানে 'Charity' নামে বিখ্যাত চিত্র অঙ্কন করেন। সেস্থান হইতে তিনি আর দেশে ফিরিয়া যান নাই। দরিদ্র অবস্থায় প্লেগে আক্রান্ত হইয়া তিনি মারা যান। Madonna di San Francesco তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

এথিনা (Athena)—প্রাচীন গ্রীকদিগের জ্ঞান, যুদ্ধ ও চারুশিল্পের দেবী (গ্রীক পুঃ)।

এপিউস (Epeus)—পোনোপিয়াসের পুত্র—ট্রয়বিজয়সহায়ক কাষ্ঠঘোটকের নির্ম্মাতা (গ্রীক পুঃ)।

এপিকিউরাস (Epicurus)—(খৃঃ পুঃ ৩৪১—২৭০)। বিখ্যাত গ্রীক্ দার্শনিক। বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি পরমাণুবাদী ছিলেন এবং মানসিক শান্তিই জীবনের চরম মঙ্গল বলিয়া মনে করিতেন। ধর্ম্ম ও নীতি হইতেই এইরূপ শান্তি আসে, অতএব ধর্ম্ম ও নীতিই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত, ইহাই তাঁহার উপদেশ।

এপিক্টেটাস্ (Epictetus)—প্রাচীন গ্রীসের একজন বিখ্যাত দার্শনিক। তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। অনেকের ধারণা তিনি খোঁড়া ও দরিদ্র ছিলেন। তিনি নিজে কিছুই লিখিয়া যান নাই। তাঁহার নীতিসূত্রগুলি তাঁহার ছাত্র Arrian কর্তৃক সংকলিত হয়। তাঁহার মতে সহনশীলতা ও সংযমই মানুষের ধর্ম্ম।

এব্রাহাম—ইহুদিজাতির প্রতিষ্ঠাতা। খৃঃ পূঃ ২০০০ হইতে ১৮০০ অব্দের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। বেবিলনের কাল্ডিয়া-নামক নগরের উর-নামক স্থানের তিনি

বাসিন্দা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম টেরা। তাঁহার স্ত্রীর নাম সারা ও পুত্রের নাম আইজাক। ইহুদি ও আরবদের আদি-পুরুষ বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ।

এব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln) —(১৮০৯—১৮৬৫)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মহাপ্রাণ মনীষী। তিনি ১৮৬১-এ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার সময়ে দাসপ্রথা আমেরিকা হইতে উঠিয়া যায় এবং আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বাধে। তাঁহার বিচক্ষণতায় সেই যুদ্ধ সহজেই বন্ধ হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুলি প্রকৃতই যুক্ত হয়। ১৮৬৪-এ তিনি পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, কিন্তু পর বৎসর বুথ নামে একজন লোক তাঁহাকে হত্যা করে।

এব্রাহিম—প্রাচীন আরবের একজন মহা-পুরুষ। তিনি বেবেল-নামক নগরে বাস করিতেন। তিনি একেশ্বরবাদী ও প্রতিমা-পূজার বিরোধী ছিলেন। সারা ও হাজেরা নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিল। সারার গর্ভে ইহুদী-বংশের আদিপুরুষ এসাহক ও হাজেরার গর্ভে মুসলমান-জাতির আদিপুরুষ ইস্‌মাইলের জন্ম হয়। এব্রাহিমের দ্বারাই মক্কা নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে তিনি 'কাবা'-নামক প্রসিদ্ধ মসজিদও স্থাপিত করেন।

এম্‌পিডোক্লিস্ (Empedocles)— বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। খৃঃ পূঃ ৪৪৪ অব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার আবির্ভাব হয়। সিসিলিতে তাঁহার জন্ম। মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি গবেষণা করিতেন। আগ্নেয়গিরি এট্‌নার গহ্বরের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া তিনি আত্মহত্যা করেন বলিয়া কথিত আছে। মিলটন প্রমুখ অনেক ইংরাজ কবি এ সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

এয়ার্ড, জন (Aird, Sir John) —(১৮৩৩—১৯১১)। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। নীলনদের বাঁধ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন।

এরিবাস (Erebus)—কেওসের পুত্র এবং যমপুরীর অন্যতম দেবতা। যমপুরীর মধ্যকার অন্ধকারকে এই নামে অভিহিত করা হয় (গ্রীক পুঃ)।

এর‍্যাটো (Erato)—গীতিকাব্য ও প্রণয়-সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী নয়জন দেবীর অন্যতমা (গ্রীক পুঃ)।

এলিজাবেথ, রাণী (Elizabeth, Queen)—(১৫৩৩—১৬০৩)। ইংলণ্ডের রাণী। ২৫ বৎসর বয়সে ১৫৫৮-এ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ইংলণ্ডের রাজধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়। স্পেনীয় রণতরী 'আর্ম্মাডা'র পরাজয়, স্কট-ল্যাণ্ডের রাণী মেরী ষ্টুয়ার্টের প্রাণদণ্ড, উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা এবং শেক্স্‌পীয়র-প্রমুখ নব সাহিত্যিক-বৃন্দের অভ্যুদয় তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মোগল-সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক। ১৫৯৯-এ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি-পত্র লইয়া প্রথম ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। রাণী এলিজাবেথ বিবাহ করেন নাই।

এলিস, হেনরী হ্যাভলক (Ellis, Henry Havelock)—(১৮৫৯—১৯৩৯)। বিখ্যাত যৌনতত্ত্ববিৎ। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা করিতেন। পরে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; কিন্তু পরে সাহিত্য ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির রচনাকার্য্যেও ব্যাপৃত হন। তিনি যৌন-সম্পর্কীয় বহু প্রামাণিক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

এলিসন, আর্চিবল্ড্ (Alison, Sir Archibold)—(১৭৯২—১৮৬৭)। খ্যাত-নামা ঐতিহাসিক। ১৭৮৯ হইতে ১৮১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ইউরোপের একখানি ইতিহাস তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

এলেনবরা, লর্ড (Ellenborough, Lord)—(১৭৯০—১৮৭১)। ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল। ১৮১৮-এ 'লর্ড' উপাধি পাইয়া তিনি সেই বৎসরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থ বোর্ড অব্ কনট্রোলের সভাপতি হন। তিনি ১৮৪২-এ ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হন। তাঁহার সময়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদের সৃষ্টি হইয়া-ছিল। ১৮৫৮-এ তিনি পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন-বিভাগের মন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

এসিয়া (Asia)—ওশিয়ানাস ও থিটিসের কন্যা। তাঁহার নাম হইতে এসিয়া মহাদেশের নামকরণ হইয়াছে (গ্রীক পুঃ)।

ঐ

ঐতরেয়—১। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকুমার। তিনি বিষ্ণু ভক্তির বলে সকলশাস্ত্রবিশারদ হইয়া-ছিলেন (লিঙ্গ)। ২। মহর্ষি মহীদাসের অপর নাম। তাঁহার জননীর নাম ইতরা ছিল বলিয়া তিনি ঐতরেয় নামে খ্যাত ছিলেন (ছান্দো)।

ঐল—১। মনুবংশীয় নরপতি সুদ্যুম্নের পুত্র। ঐল জন্মিবার পর সুদ্যুম্ন মারা যান (হরি)। ২। মহর্ষি ইলের পুত্র। তিনি ঐল পুরূরবা নামে খ্যাত ছিলেন (ভারত)।

ঐলবিল—১। বিশ্রবা মুনির অপর নাম [বিশ্রবা দ্রঃ] (লিঙ্গ)। ২। ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথের পুত্র। দশরথ ছিলেন মূলকের পুত্র (গরুড়)। ৩। ইক্ষ্বাকুবংশীয় শতরথের পুত্র (বায়ু)।

ও

ও'কনেল, ডেনিয়েল (O'Connel, Daniel)—(১৭৭৫—১৮৪৭)। বিখ্যাত আইরিশ দেশপ্রেমিক, বক্তা ও ব্যারিষ্টার। তিনি বিশেষ সাহসিকতার সহিত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

ওকুমা, প্রিন্স সিগেনবু (Okuma, Prince Shigenobu)—(১৮৩৮—১৯২৩)। জাপানে উন্নত শাসনপ্রণালী প্রচলনের অন্যতম প্রবর্ত্তক। ১৯১৪—১৯১৬-এ তিনি জাপানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

ওঘবতী—১। মনুবংশীয় রাজা ওঘবানের কন্যা। তাঁহার স্বামী রাজা সুদর্শন। ২। একটি পৌরাণিক নদী। দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি রূপে যুদ্ধ করেন। সেই সময় ওঘবতী তাঁহাকে নিজের অনুচরদের দিয়া সাহায্য করেন (বাম)। ৩। মনুবংশীয় রাজা প্রতীকের কন্যার নাম ওঘবতী ছিল (ভাগ)। [দ্রঃ।

ওদিসিউস (Odysseus)—'ইউলিসিস'

ওপ্‌স্ (Ops)—স্যাটার্ণের স্ত্রী। কৃষি-কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ওভিড (Ovid)—(খৃঃ পূঃ ৪৩—১৮)। বিখ্যাত ল্যাটিন কবি। তাঁহার 'Meta-morphoses' ও 'Art of Love' নামক পুস্তক দুইখানি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ওম, জর্জ্জ সাইমন (Ohm, George Simon)—(১৭৮৭—১৮৫৪)। গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক। গবেষণা করিয়া তিনি তড়িৎ-বিজ্ঞানে যে নিয়মের আবিষ্কার করেন, তাহার নাম 'Ohm's Law'। তাঁহার নাম হইতেই বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের 'Ohm' শব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

ওমর, ১ম—(৫৮১—৬৪৪)। হজরত মোহাম্মদের প্রিয় শিষ্য। হজরতের মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় খলিফা হন। তিনি সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, মিশর ও প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশ জয় করেন এবং ৬৩৪—৬৪৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি তাঁহার এক ক্রীতদাসের হস্তে নিহত হন।

ওমর খৈয়াম—পারস্য-দেশীয় বিখ্যাত কবি ও জ্যোতির্বিদ্। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খোরাসানের নৈশাপুরে জন্ম। তাঁহার প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'রুবাইয়াৎ' ১৮৫৯-এ এডওয়ার্ড ফিট্জেরাল্ড কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল।

ওয়াগ্নার, রিচার্ড (Wagner, Wilhelm Richard)—(১৮১৩—১৮৮৩)। জার্মাণ গীতিকবি ও সুরকার। ব্যাভিরিয়ার রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি গীতিকাব্য রচনা করিতে থাকেন। গীতিকাব্য রচনায় তিনি নূতন রীতি প্রবর্তন করিয়া বিখ্যাত হন। প্রথম দিকে ওয়াগ্নারের সম্বন্ধে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বার্ণার্ড শ জীবনে খ্যাতিলাভ করেন।

ওয়াজিদ আলি শাহ্—অযোধ্যার শেষ নবাব। তাঁহার সময়ে অযোধ্যার শাসন-ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এই অজুহাতে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৬-এ অযোধ্যা ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ওয়াজিদ আলিকে বার লক্ষ টাকা বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ওয়াজিদ কলিকাতার মুচিখোলায় বসবাস করিতে থাকেন।

ওয়াজেদ আলী—(৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯০—১১ই জুন, ১৯৫১)। সুপরিচিত বাঙালী সাহিত্যিক। জন্ম হুগলী জেলার তাজপুর গ্রামে। আলিগড় হইতে বি. এ. পড়িয়া কেম্ব্রিজে বি. এ. (অনার্স) দেন ও ১৯১৫-এ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী সুরু করেন। ১৯২৩-এ তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। তাঁহার রচিত গল্প-পুস্তকের মধ্যে 'গুলদস্তা', 'মাশুকের দরবার', 'দরবেশের দোয়া', 'গ্রানাডার শেষ বীর', 'ইরাণ-তুরাণের গল্প' উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁহার নাম ছিল।

ওয়াট, জেম্স্ (Watt, James)—(১৭৩৬—১৮১৯)। বাষ্পচালিত এঞ্জিনের আবিষ্কারক। প্রথমে তিনি গাণিতিক যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার মনোযোগ বাষ্পের কার্য্যকারিতার দিকে আকৃষ্ট হয়। 'ষ্টীম এঞ্জিন' প্রস্তুত করিয়া তিনি ১৭৬৯-এ উহা রেজিষ্ট্রী করিয়া লন। প্রথম ১৬ বৎসর এই এঞ্জিন কয়লার খনিতে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তিনি আরও অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ওয়াট্সন্ (Watson, Admiral)—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমসকার একজন নৌ-সেনাপতি। ইতিহাসে অন্ধকূপ-হত্যা নামে পরিচিত ঘটনার সংঘটনের পর তিনি কয়েকখানি জাহাজ লইয়া সিরাজদ্দৌলার হস্ত হইতে কলিকাতা পুনরধিকারের জন্য মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত হন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস (Warren Hastings)—(১৭৩২—১৮১৮)। কুখ্যাত গভর্ণর-জেনারেল। প্রথমে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরানী হইয়া আসেন, পরে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৭৪-এ ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল হন। তাঁহার শাসনকালে রাজা চৈতসিংহ ও অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি অযথা অত্যাচার করা হয়। তাঁহার সময়ে 'সুপ্রীম কোর্ট' ও 'চীফ-জাষ্টিসে'র পদ গঠিত হয়। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী তাঁহার সময়কার প্রসিদ্ধ ঘটনা। 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র স্থাপন ও বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন তাঁহার সময়েই হইয়াছিল। বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিলে পার্লামেণ্ট তাঁহাকে ঐ সমস্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করে, কিন্তু বিচারে তিনি নিরপরাধ সাব্যস্ত হন।

ওয়ার্ড, রেভারেণ্ড উইলিয়াম (Ward, Rev. William)—(১৭৬৯—১৮২৩)। বিখ্যাত খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক (মিশনারী)। মার্শম্যান ও কেরীর সহিত একযোগে শ্রীরামপুরে তিনি একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনে ছাপাখানার কার্য্যও হইত। এইখানেই তিনি বাইবেলের বাংলাভাষায় অনুবাদ ও কুড়িখানির বেশী খৃষ্টধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশ করেন। ১৮১১-এ তিনি হিন্দুদিগের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও পুরাণবিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ, উইলিয়াম (Wordsworth, William)—(১৭৭০—১৮৫০)। বিখ্যাত ইংরাজ কবি। ইংলণ্ডের ককারমাউথ নামক স্থানে জন্ম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া ১৭৮৭-এ তিনি কেম্ব্রিজে সেণ্ট জন্স কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে ১৭৯১-এ বি. এ. উপাধি গ্রহণ করেন। বি. এ. উপাধি গ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে তিনি পরিভ্রমণ করেন। প্রথম দিকে তাঁহার ফরাসী-বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি থাকিলেও পরে তিনি মত পরিবর্তন করেন। ১৭৯৩-এ 'An Evening Walk' ও 'Descriptive Sketches' নামক দুইটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, কিন্তু উহা সমাদৃত হয় নাই। ইহার পর কবি কোল্রিজের সহিত তাঁহার দেখা হয় এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। তাঁহারা উভয়ে ১৭৯৮-এ 'Lyrical Ballads' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সময় তাঁহার ভগিনী Dorothyও সব সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ইহার পর কবি ভগিনীর সঙ্গে জার্ম্মানী যান এবং Goslar নামক স্থানে কয়েকটি কবিতা লেখেন। সেগুলির মধ্যে 'The Prelude', 'Lucy Gray', 'Ruth' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতাগুলির মধ্যে 'Duty', 'On Intimations of Immortality', 'Excursion' ইত্যাদিও প্রধান। ১৮০২-এ মেরি হাচিন্সনকে তিনি বিবাহ করেন। ১৮৪৩-এ তিনি রাজকবি (Poet Laureate) হন।

ওয়ালপোল, রবার্ট (Walpole, Sir Robert)—(১৬৭৬—১৭৪৫)। অষ্টাদশ শতকের প্রথমাংশের বিখ্যাত ইংরাজ রাজনীতিবিদ্। তিনি উদারপন্থী ছিলেন। বাইশ বছর তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার অবাধ বাণিজ্য-নীতির জন্য ইংলণ্ডের সামুদ্রিক বাণিজ্য বিশেষ প্রসারলাভ করে।

ওয়ালেস, অ্যালফ্রেড রাসেল (Wallace, Alfred Russel)—(১৮২৩—১৯১৩)। বিখ্যাত প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্। তাঁহার 'Travels on the Amazon and Rio Negro' নামক একখানি পুস্তক বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি মালয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়া 'Malaya Archipelago' নামক পুস্তকখানি লেখেন। এই সময় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ক্রমবিকাশের সমস্যা সমাধান করিতে পারে বলিয়া তিনি উহা ডারউইনকে জানান। ইহার ফলেই ক্রমবিবর্তনবাদের উৎপত্তি।

ওয়ালেস, উইলিয়াম (Wallace, Sir William)—(? ১২৭২—১৩০৫)। স্কট্ল্যাণ্ডের স্বদেশপ্রাণ নায়ক। প্রথম এডওয়ার্ডের সহিত তিনি যুদ্ধ করেন এবং তাঁহার স্কট্ল্যাণ্ড-জয়ে অনেক বাধা দেন। পরে তিনি ফলকার্ক নামক স্থানে এডওয়ার্ড কর্তৃক পরাজিত হন। ১৩০৪-এ তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

ওয়ালেস, এডগার (Wallace, Edgar)—(১৮৭৫—১৯৩২)। ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। রোমাঞ্চকর গোয়েন্দাকাহিনী লিখিয়া তিনি বিশেষ নাম করেন। তিনি ১৫০খানি উপন্যাস রচনা করেন। 'The Four Just Men', 'Sanders of the River', 'The Angel of Terror' ইত্যাদি তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা।

ওয়াশিংটন, জর্জ্জ (Washington, George)—(১৭৩২—১৭৯৯)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি (President)। আমেরিকার অন্তঃপাতী ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে তাঁহার জন্ম। যখন ফরাসীদের সহিত আমেরিকার যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই সময় তনি সৈন্য-

বিভাগে প্রবেশ করেন এবং কয়েকটি স্থলে বিশেষ বীরত্ব ও কৌশল প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৭৫৮-এ এক ধনবতী বিধবার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ১৭৬৫-এ আমেরিকার সহিত ইংরাজদিগের কলহের সূত্রপাত হয়। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া সহরে যে কংগ্রেস আহূত হয়, তিনি তাহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। ১৭৭৫-এ ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন এবং ১৭৮৯-এ যখন আমেরিকায় প্রথম গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি তাহার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৭৯৩-এ তিনি পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইনি তৃতীয়বার সভাপতি হইতে অস্বীকার করেন।

ওয়াশিংটন, বুকার টি. (Washington, Booker T.)—(১৮৫৮—১৯১৫)। বিখ্যাত নিগ্রো শিক্ষাব্রতী। নিগ্রো ক্রীতদাসের গৃহে তাঁহার জন্ম। আমেরিকায় দাসত্বপ্রথা উঠিয়া গেলে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং নিজের চেষ্টায় প্রভূত বিদ্যা অর্জ্জন করেন। দাসত্বপ্রথা-সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৮১-এ তিনি নিগ্রোদের জন্য প্রতিষ্ঠিত টাস্কেগী ইন্‌ষ্টিটিউট্ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার লিখিত আত্মজীবনী (Up from Slavery) বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। 'নিগ্রো-জাতির কর্ম্মবীর' নামে এই পুস্তকের একটি বঙ্গানুবাদ আছে।

ওয়াহাব—বিখ্যাত মুসলমান সাধুপুরুষ। তিনি ১৬৯১-এ আরবদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচলিত একটি ধর্ম্মমত আছে। মুসলমানেরা সেই মতকে 'ওয়াহাবী মত' বলেন।

ওয়েবের (Weber, Albrecht Friedrick Von)—(১৮২৫—১৯০১)। সংস্কৃতজ্ঞ জার্ম্মান পণ্ডিত। তিনি শুক্ল যজুর্ব্বেদ ও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুস্তকের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেন। বার্লিনের রাজকীয় পুস্তকালয়ের সংস্কৃত পুস্তকের তালিকাও তিনি প্রকাশ করেন। প্রাকৃত ভাষা, ভারতীয় ইতিহাস, জৈন-ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার পুস্তক ও প্রবন্ধ আছে।

ওয়েব্‌স্টার, নোয়া (Webster, Noah)—(১৭৫৮—১৮৪৩)। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ও অভিধান-সংকলয়িতা। তাঁহার সঙ্কলিত 'Dictionary of the English Language' বিশেষ বিখ্যাত।

ওয়াভেল (Wavell, Sir Archibald, Field Marshall)—(১৮৮৩—১৯৫০)। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট। ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি ভারতের বড়লাট ছিলেন এবং ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি অনেকগুলি বৈঠক করেন। তাঁহার সময়েই ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার (Interim Govt.) গঠিত হয়। তিনি মাউণ্টব্যাটেনের হাতে কার্য্যভার দিয়া যান। ১৯৪১—৪৩-এ তিনি ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যবিভাগে তিনি অত্যন্ত সুনিপুণ সেনাপতি ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হন।

ওয়েলিংটন, ডিউক অব (Arthur Wellesley, Duke of Wellington)—(১৭৬৯—১৮৫২)। ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লির ভ্রাতা। তিনি সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিরূপে ১৭৯৭-এ ভারতে আগমন করেন এবং বিখ্যাত আসাইএর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। অতঃপর তিনি ১৮০৫-এ ইংলণ্ডে ফেরেন এবং ১৮১৫-এ নেপোলিয়নকে ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ১৮২৮-এ তিনি রাজমন্ত্রী হন।

ওয়েলেস্‌লি, মার্কুইস অব (Wellesley, Richard Colley, Marquis of)—(১৭৬০—১৮৪২)। ভারতের গভর্ণর-জেনারেল। তিনি ডিউক অব ওয়েলিংটনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ১৭৮১-এ তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন এবং ১৭৯৭-এ গভর্ণর-জেনারেলরূপে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার শাসনকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব ৭০ লক্ষ হইতে দেড় কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৮০৮-এ তিনি ব্রিটিশদূতরূপে স্পেনে গমন করেন।

ওয়েল্‌স্ (Wells, Herbert George)—(১৮৬৬—১৯৪৬)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্যিক। তিনি অদ্ভুত ও বৈজ্ঞানিক গল্প লিখনে অদ্বিতীয়। সামান্য ব্যবসায়ীর পুত্র হিসাবে তিনি প্রথমে এক কাপড়ের দোকানে কাজ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ও পরে সাহিত্য-সাধনায় জীবন কাটান। তাঁহার 'Outline of History' নামক পুস্তকখানি বিশ্ব-সাহিত্যে অপরূপ দান। তাঁহার উপন্যাস-গুলিকে রমন্যাস, চরিত্রমূলক সরস উপন্যাস ও আলোচনামূলক উপন্যাসে ভাগ করা হয়। 'The Wonderful Visit', 'The History of Mr. Polly', 'Kipps' প্রভৃতি তাঁহার রচিত বিখ্যাত পুস্তক।

ওরাইয়ন (Orion)—বিখ্যাত শিকারী দৈত্য। সিউসের ঈনোপিয়নের কন্যা মেরোপীর পাণিপ্রার্থী হইলে ঈনোপিয়ন বিবাহের পণ-স্বরূপ তাঁহাকে সিউস দ্বীপ হইতে বন্যজন্তু-সমূহ দূর করিতে বলেন। তিনি অতি সহজেই কার্য্য সমাধা করেন, কিন্তু ঈনোপিয়ন কন্যাদানের ভাণ করিয়া তাঁহাকে সুরামত্ত করেন এবং সেই অবস্থায় তাঁহার চক্ষু দুইটি তুলিয়া ফেলেন। তিনি অতঃপর সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইলেই দৃষ্টিশক্তি পুনরায় লাভ করেন এবং ঈনোপিয়নকে শাস্তিদান করেন। মৃত্যুর পর তিনি নক্ষত্রমণ্ডলে স্থান পান। ভারতে এই নক্ষত্রপুঞ্জ 'কালপুরুষ' নামে খ্যাত (গ্রীক পুঃ)।

ওশিয়ানাস (Oceanus)—অতি প্রাচীন সমুদ্র-দেবতা। ইনি নির্ঝর ও নদ-নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের পিতা (গ্রীক পুঃ)।

ওসমান, পাশা (Osman, Pasha)—(১৮৩২—১৯০০)। বিখ্যাত তুরস্ক-সেনাপতি। ১৮৭৬-এ সার্ভিয়ার সহিত যুদ্ধে তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন এবং ১৮৭৭-এ রাশিয়ার আক্রমণ হইতে নিপুণতার সহিত প্লেভ্‌না রক্ষা করেন।

ওসাইরিস (Osiris)—শ্রেষ্ঠ মিশরীয় দেবতা। পিতা সেব (স্বর্গ), মাতা নুট (পৃথিবী), পত্নী আইসিস, পুত্র যমপুরীর বিচারকর্ত্তা হোরাস। সেট তাঁহাকে হত্যা করেন, কিন্তু হোরাস তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন (বৈদেশিক পুঃ)।

ঔ

ঔর্ব্ব—১। ঋষিবিশেষ। প্রাচীনকালে কৃত-বীর্য্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ তাঁহাদের পুরোহিত ভৃগুবংশীয়দের বধ করিতে থাকেন। ভৃগুবংশীয় এক বিধবার ঊরু ভেদ করিয়া এক ঋষির জন্মলাভ হয়। এই ঋষিই ঔর্ব্ব নামে খ্যাত। তিনি রাজপুত্রদের প্রথমে অন্ধ করিয়া দেন। তারপর তিনি সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বাধা দেন। তিনি তাঁহার অগ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। এই অগ্নি বাড়বানল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে (ভারত)। ২। দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিলে হিরণ্য-কশিপুর অনুরোধে ঔর্ব্ব কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন। ফলে সমগ্র জগৎ উত্তপ্ত হইল। মহর্ষিগণ তাঁহাকে তখন বিবাহ করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। তিনি হুতাশনে ঊরু প্রবেশ করাইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। হঠাৎ

সেই উরু ভেদ করিয়া এক অনল উঠিল। এই ঔর্ব্বজাত অগ্নি পৃথিবী ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। এই অগ্নি বাড়বানল (পদ্ম)।

ক

কংস—ভোজবংশীয় রাজা। তিনি মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র। দানবরাজ দ্রুমিলের ঔরসে উগ্রসেনের পত্নীর গর্ভে তাঁহার জন্ম। মগধরাজ জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুই কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তিনি পিতাকে বন্দী করিয়া রাজা হন। তিনি দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিবাহ দেন। নারদ কংসকে বলিয়াছিলেন যে, বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসের বিনাশসাধন করিবেন। এই জন্য কংস দেবকীর গর্ভজাত সন্তানদের একে একে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপে ছয়টি সন্তানকে বিনাশ করা হইল। সপ্তম গর্ভ বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হয়। অষ্টম গর্ভজাত সন্তান শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেব নন্দঘোষের সন্তান যোগমায়ার সঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিয়া আনেন। যোগমায়াকে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া বধ করিবার পূর্ব্বেই তিনি শূন্যে উঠিয়া যান এবং যাইবার সময় বলিয়া যান যে, কংসকে যে মারিবে সে গোকুলে বাড়িতেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বেই রোহিণী বলরামকে প্রসব করেন। শ্রীকৃষ্ণকে বধের জন্য পুতনা নামে রাক্ষসী ও প্রলম্বাদি দৈত্যগণকে কংস পাঠান, কিন্তু তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়। তখন কংস কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় আনিবার জন্য অক্রূরকে পাঠান। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কংস শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন (হরি)।

কংসবতী, কংসাবতী—মথুরার রাজা উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা ['উগ্রসেন দ্রঃ']।

কক, রবার্ট (Koch, Robert)—(১৮৪৩—১৯১০)। প্রসিদ্ধ জীবাণু-তত্ত্ববিদ্। যক্ষ্মা রোগের জীবাণু লইয়া তিনি অনেক মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করেন। এশিয়াটিক কলেরা ও বিউবোনিক প্লেগ সম্বন্ধেও তিনি অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন।

ককার, এডওয়ার্ড (Cocker, Edward)—(১৬৩১—১৬৭৫)। প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্। তাঁহার প্রণীত 'পাটীগণিত' ১১২ বার মুদ্রিত হইয়াছিল।

ককুৎস্থ—সূর্য্যবংশীয় রাজা। অপর নাম পুরঞ্জয়। পিতা শশাদ। দেবগণের সঙ্গে অসুরদের যখন যুদ্ধ হয়, তখন বৃষরূপধারী ইন্দ্রের ককুৎ অর্থাৎ স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ককুৎস্থ হয়। তাঁহার অপর নাম ইন্দ্রবাহ (দেবীভাগ)।

কঙ্ক—১। কংসের ভ্রাতা ও উগ্রসেনের পুত্র (হরি)। ২। বাসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা। তিনি কংসের ভগিনী কঙ্কাকে বিবাহ করেন (হরি)। ৩। মহারাজ যুধিষ্ঠির বিরাটরাজভবনে এক বৎসরকাল কঙ্ক নামে আত্মগোপন করিয়াছিলেন (ভারত)।

কঙ্কা—মথুরাপতি উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার অন্যতমা। যদুবংশীয় শূরের ঔরসে ও মারিষার গর্ভে বসুদেব, কঙ্ক প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কঙ্ক উগ্রসেনের কন্যা কঙ্কাকে বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও মরুজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মে (ভাগ)।

কচ—দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে রাজ্য লইয়া প্রায়ই যুদ্ধ হইত। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রসাহায্যে মৃত্যুমুখে পতিত অসুরদের পুনর্জীবিত করিতেন। তখন দেবতাদের অনুরোধে কচ শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হন। অসুরগণ কচের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বারবার মারিয়া ফেলেন, কিন্তু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য তাঁহার পুনর্জীবন দান করেন। অবশেষে অসুরগণ কচকে পুড়াইয়া ফেলে। কচের অস্থিভস্ম মদের সঙ্গে শুক্রাচার্য্যকে খাওয়ান হয়। দেবযানী ইহা জানিতে পারেন এবং তাঁহার অনুরোধে শুক্রাচার্য্য উদরস্থ কচকে প্রথমে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখাইয়া তাঁহার জীবন দান করিলেন। কচ উদর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিলে শুক্রাচার্য্য মারা যান। তখন কচ মন্ত্রবলে শুক্রাচার্য্যের জীবনদান করিলেন। বিদায়-কালে দেবযানী কচকে স্বামীত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কচ ইহাতে রাজী হন না। তখন দেবযানী কচকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে, সঞ্জীবনীবিদ্যা তাঁহার পক্ষে কোন ফলদায়ী হইবে না। কচও প্রতিশাপ দিলেন যে, দেবযানীকে কোনও ব্রাহ্মণসন্তান বিবাহ করিবে না (ভারত)।

কচু রায়—রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়ের পুত্র। প্রতাপ একবার ক্রুদ্ধ হইয়া বসন্ত রায়কে তাঁহার পরিবারবর্গসহ নিহত করেন। তিনি কচুবনে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হয় 'কচু রায়'। পরে তিনি দিল্লীর সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সভায় গমন করেন এবং জাহাঙ্গীরকে সব কথা জানাইয়া মানসিংহকে লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার মন্ত্রণার ফলে মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী হন। মানসিংহ কচু রায়কে যশোহরের রাজা করিয়া চলিয়া যান।

কটন, হেন্‌রী (Cotton, Sir Henry)—(১৮৪৫—১৯১৫)। ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি। তিনি ১৮৯৬ হইতে ১৯০২ খৃঃ পর্য্যন্ত আসামের চীফ্ কমিশনার ছিলেন। তিনি ভারতের মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 'New India' নামক গ্রন্থ তাঁহার ভারত-হিতৈষিতার পরিচায়ক। ১৯০৪-এ ভারতের জাতীয় মহাসভার বোম্বাইতে যে অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

কঠ—১। ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি (হরি)। ২। বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি (ভাগ)।

কণাদ—প্রাচীন ঋষি। তিনি ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত বৈশেষিক-দর্শনের প্রণেতা। তিনি চালের খুদ (কণা) খাইয়া জীবনধারণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম কণাদ হয়। মতান্তরে তিনি পরমাণুবাদী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই নাম। অবশ্য এই ঋষির প্রকৃত নাম উলুক বা উলূক। এই কারণে কণাদ-দর্শনের অপর নাম ঔলুক্য বা উলুক্য-দর্শন। অনেকের মতে তিনি খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। কণাদ-দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। তাই কণাদকে অনেকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন (কূর্ম, পদ্ম)।

কণিক—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন (ভারত)।

কণ্ডু—মহর্ষি। কণ্বমুনির পুত্র। গোমতীর তীরে তাঁহার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র প্রম্লোচা নামে অপ্সরাকে মহর্ষি কণ্ডুর নিকট পাঠান। ঋষি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত বহুকাল কাটান। অবশেষে গর্ভাবস্থায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া আবার কঠোর তপস্যা সুরু করেন (রাম, বিষ্ণু)।

কণ্ব—পুরুবংশীয় রাজা অপ্রতিরথের পুত্র। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি (হরি)। ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভজাত কন্যা শকুন্তলাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন (রাম)। ['শকুন্তলা' দ্রঃ]।

কতি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। কতি হইতে কাত্যায়নবংশ প্রতিষ্ঠিত (হরি)।

কদ্‌ফিস্, ১ম (Kadphises I)—কুষান রাজা। তিনি গ্রীক্ ও পহ্লবগণকে পরাজিত করিয়া আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অধিকার করেন।

তিনিই ভারতবর্ষে কুষান অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

কদফিস্‌, ২য় (Kadphises II)—প্রথম কদফিসের পুত্র। তিনি ভারতবর্ষের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসী পর্য্যন্ত আগমন করেন।

কদ্রু, কদ্রূ—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। কদ্রুর সহস্র অণ্ড হইতে নাগগণ জন্মগ্রহণ করে। একদিন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের পুচ্ছের বর্ণ কাল কি সাদা ইহা লইয়া সপত্নী বিনতার সহিত কদ্রুর তর্ক উপস্থিত হয়। কদ্রু কাল ও বিনতা ইহাকে সাদা বলেন। উভয়ে পণ রাখিলেন যে যাহার কথা মিথ্যা হইবে সে অপরের দাসী হইবে। কদ্রু নিজ পুত্র নাগদের অশ্বের পুচ্ছে লম্বমান থাকিতে বলিলেন। ফলে উহা কাল দেখাইল। বিনতা কদ্রুর দাসী হইলেন। পরে বিনতার পুত্র গরুড় তাঁহাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করেন (ভারত)।

কন্‌গ্রিভ, উইলিয়াম (Congreve, William)—(১৬৭০—১৭২৯)। ইংলণ্ডের নাট্যকার। বিখ্যাত লেখক সুইফ্‌টের সতীর্থ ছিলেন। ১৬৯৩-এ 'The Old Bachelor'-নামক নাটক লিখিয়া সহসা প্রসিদ্ধ হন। মিলনান্তক নাটক লিখিয়াই তিনি খ্যাতিলাভ করেন। 'The Double Dealer', 'Love for Love', 'The Way of the World' তাঁহার অন্যান্য নাটক। তাঁহার বিয়োগান্ত নাটক 'The Mourning Bride' বিশেষ সাফল্যলাভ না করাতে তিনি নাটক লেখা বন্ধ করিয়া দেন। পোপ, স্টীল ও সুইফ্‌ট তাঁহার বন্ধু ছিলেন।

কন্‌ফিউসিয়াস—(খৃঃ পূঃ ৫৫০ বা ৫৫১—৪৭৮)। চৈনিক রাজনীতিবিদ্‌ ও সংস্কারক। তাঁহার চৈনিক নাম 'কং ফুজি'। দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত চীনা পরিবারে জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি নিম্নশ্রেণীর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরে উচ্চপদে আরোহণ করেন। তিনি বহুস্থান ভ্রমণ করেন এবং চৈনিক ধর্ম্মগ্রন্থসকল মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার মতবাদ ও উক্তিগুলি তাঁহার শিষ্যেরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিজে কিছুই লিখিয়া যান নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রায় ৩৫ কোটি শিষ্য ছিল।

কন্‌রাড, জোসেফ (Conrad, Joseph)—(১৮৫৭—১৯২৪)। পোলদেশীয় বিখ্যাত উপন্যাস-লেখক। তাঁহার পুরা নাম Teodor Josef Konrad Korzeiowski. ইউক্রেনে তাঁহার জন্ম। মাতাপিতার সঙ্গে উত্তর রাশিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। পরে ক্র্যাকোতে বিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়শুনা করিয়া তিনি জাহাজে কাজ নেন। ১৮৮৪-এ তিনি ব্রিটিশ নাগরিক অধিকার পান। ১৮৯৪-এ সামুদ্রিক জীবন ত্যাগ করিয়া সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেন। 'The Nigger of the Narcissus','Lord Jim' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস। কয়েকটি চমৎকার ছোট গল্পও তিনি লিখিয়াছেন।

কন্‌স্ট্যান্‌টাইন, দি গ্রেট (Constantine the Great)—(২৭৪—৩৩৭)। বিখ্যাত রোমক সম্রাট্‌। ৩০৬ খৃঃ হইতে তিনি রোমের সম্রাট্‌ ছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই কন্‌স্ট্যান্‌টিনোপল শহরটির নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার আসল নাম ফ্লেভিয়াস ভ্যালেরিয়াস কন্‌স্ট্যান্টিনাস।

কনিষ্ক—কুষান-বংশীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশোয়ার) তাঁহার রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ তাঁহার রাজত্বকাল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি (Fourth Buddhist Council) আহ্বান করেন। তাঁহার সময়েই মহাযান মতের প্রচলন হয়। তিনি বিদ্যা ও শিল্পের অতিশয় উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তাঁহার সভায় অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, চরক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যমান ছিলেন। অনেকের মতে কনিষ্ক শকাব্দের প্রবর্ত্তক।

কন্দর্প—১। কামদেবের অপর নাম। কন্দর্প ব্রহ্মার মানসপুত্র। কন্দর্পের স্ত্রীর নাম রতি। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব তপস্যানিমগ্ন হন। সেই সময় কন্দর্প মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে যান। ইহাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কপালের আগুন দিয়া কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন (রাম)। ২। বৃহস্পতি-প্রমুখ দেবগণের অনুরোধে কামদেব মহাদেবের তপোভঙ্গ করিয়া ভস্মীভূত হন। শেষে কামদেবের স্ত্রীর অনুরোধে মহাদেব এই বর দেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে কামদেব জন্মগ্রহণ করিবেন। তদবধি রতি মায়া অবলম্বন করিয়া শম্বরের পত্নী মায়াবতী নামে অবস্থান করেন (লিঙ্গ)। ৩। ব্রহ্মার হৃদয় হইতে কামদেবের জন্ম। ব্রহ্মা তাঁহার বাণে জর্জ্জরিত হইয়া নিজ কন্যা শতরূপাতে উপগত হন। সেই জন্য তিনি কামদেবকে মহাদেবের দ্বারা ভস্মীভূত হইবেন বলিয়া শাপ দেন। কামদেবের প্রার্থনায় তিনি বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে ও ভরতবংশের অবসানে মৎস্যরাজের পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন (ভাগ)।

কন্দর্পনারায়ণ রায়—বাঙ্গালার বারভূঁইয়ার অন্যতম। তিনি বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন। তাঁহার পৌনে আট ফুট দীর্ঘ পিত্তল-নির্ম্মিত একটি কামান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা ছিলেন।

কন্দলী—ব্রহ্মার পৌত্রী ও উর্ব্বের কন্যা। কন্দলী পিতার জানু হইতে উৎপন্ন হন। দুর্ব্বাসার সহিত তিনি পরিণীতা হন। দুর্ব্বাসা তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভস্ম করিয়া ফেলেন। কন্দলী প্রাণত্যাগ করিয়া কন্দর জাতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন (ব্রহ্মবৈ)।

কপর্দ্দী—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ঋগ্বেদ-অনুসারে তিনি বায়ুর জনক।

কপালী—১। মহাদেবের নাম। ব্রহ্মার সঙ্গে মহাদেব বিবাদে লিপ্ত হইয়া তাঁহার একটি মস্তক ছেদন করেন। ছিন্নমুণ্ড মহাদেবের হাতে লাগিয়া থাকে বলিয়া তাঁহার নাম কপালী হয় (রাম)। ২। দেবী ভগবতী। তিনি ব্রহ্মার কপাল ধারণ বা জগৎ পালন করেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম কপালী (দেবী)।

কপিল—প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা মুনি। ভাগবত মতে তিনি নারায়ণের পঞ্চম অবতার। পিতা কর্দ্দম প্রজাপতি, মাতা দেবহূতি। ইনি সগর রাজার ষষ্টিসহস্র পুত্রকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন (হরি)। ['অংশুমান' দ্রঃ]।

কপিলা—১। দক্ষের ষাট কন্যার মধ্যে অন্যতমা। মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী। কপিলা হইতে অলম্বুষা প্রভৃতি অপ্সরাগণ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ও গো, অমৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে (ভারত)। ২। মহর্ষি আসুরির পত্নী। তিনি পঞ্চশিখ-নামক এক বালককে নিজের পুত্রের ন্যায় স্তন্যদান করিয়া প্রতিপালন করেন। এই বালক আসুরির শিষ্য ছিল (ভারত)।

কপোত—১। কশ্যপের পত্নী বিনতার গর্ভে যে সকল পক্ষী জন্মে, তাহার মধ্যে কপোত একটি (ভারত)। ২। ঋগ্বেদে কথিত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি (ঋক্‌)।

কবন্ধ—দিতির এক পুত্র। তাঁহার পূর্ব্ব নাম দনু। স্থূলশিরা মুনির শাপে তিনি রাক্ষসে পরিণত হন। পরে তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া দীর্ঘায়ু হইবার বর লাভ করেন। তখন তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইন্দ্র এই রাক্ষসের মস্তক ও জঙ্ঘা কাটিয়া ফেলেন। ইন্দ্রকে অনেক অনুনয়বিনয় করিলে তিনি কবন্ধের জীবন ধারণের জন্য হস্তদ্বয় যোজনবিস্তৃত ও মুখ কুক্ষিমধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দেন। এই অবস্থায় তাঁহার দিন দণ্ডকারণ্যে কাটিত। রামের বনবাসকালে রামলক্ষ্মণের প্রতি তিনি অত্যাচার করিতে যান। তখন রাম এই রাক্ষসের হাত দুইটি কাটিয়া দেন। তখন তাঁহার দিব্যদেহ লাভ

হয়। সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া সীতার উদ্ধার করিতে কবন্ধ রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়াছিলেন (রাম)।

কবিচন্দ্র—'কবিচন্দ্র' উপাধিবিশেষ। এই নামের অনেক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। ১। বৈষ্ণব পদাবলীতে কবিচন্দ্র-কৃত চারিটি পদ আছে। কিন্তু উহা কোন্ কবিচন্দ্রের তাহা জানিবার উপায় নাই। ২। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহদেবের (রাজ্যকাল ১৭১২—৪৮) সভাকবি শঙ্কর চক্রবর্তীর 'কবিচন্দ্র' উপাধি ছিল। পিতা মুনিরাম চক্রবর্তী। নিবাস লেগোর নিকটবর্তী পানুয়া গ্রামে। তাঁহার রচিত 'গোবিন্দমঙ্গল', 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'পাঁচালী' 'রামায়ণ' প্রভৃতি পুস্তক আছে। ৩। বীরসিংহদেবের রাজত্বকালে (১৬৫৬—১৬৮২) দ্বিজ কবিচন্দ্র নামে আর একজন কবি ছিলেন। তিনি 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেন।

কবিরাজ পণ্ডিত—জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেবের সভাপণ্ডিত। 'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামক মহাকাব্য তাঁহার রচিত। কবিরাজ পণ্ডিত গ্রন্থকারের নাম কিংবা উপাধি, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কবীর—(১৫০০ শতক)। রামানন্দের সর্বপ্রধান শিষ্য। মুসলমানের গৃহে কবীরের জন্ম হয়। বস্ত্রবয়ন তাঁহার ব্যবসায় ছিল। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের কোন পার্থক্য নাই —ইহাই তিনি প্রচার করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণকে কবীরপন্থী বলে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় লোকই তাঁহার শিষ্য ছিল। কবীর হিন্দী ভাষায় বহু 'দোঁহা' রচনা করিয়াছিলেন।

কবীর, হুমায়ুন—'হুমায়ুন কবীর' দ্রঃ।

কমলা—লক্ষ্মীদেবীর নামান্তর ['লক্ষ্মী' দ্রঃ]।

কমলাকর পিপ্‌লাই—(৮৯৯—৯১০ ? বঙ্গাব্দ)। চৈতন্যদেবের ভক্ত। জন্মস্থান সুন্দরবনের নিকট 'খালিজুলি' গ্রামে। চৈতন্যভাগবতে তাঁহার নাম কমলাকান্ত পিপ্‌লাই বলা হইয়াছে। স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী মাহেশে আসেন এবং সেখানে তিনি জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাঁহার মিলনের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই।

কমলাকর ভট্ট—বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি ১৫৩৪-এ বর্তমান ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। তাঁহার রচিত 'তত্ত্বকমলাকর', 'পূর্তকমলাকর' প্রভৃতি পুস্তক আছে।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—গীতকার ও পণ্ডিত। তিনি ১২১৬ বঙ্গাব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি তৎকালীন বর্দ্ধমান মহারাজের সাধক সভাপণ্ডিত ছিলেন। বর্দ্ধমান মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি প্রতিবৎসর কোটালহাট-গ্রামে শ্যামাপূজা করিতেন। তাঁহার শ্যামাসঙ্গীত রামপ্রসাদের পদাবলীর মতই সুমিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক।

কমলা দেবী—গুজরাটরাজ ২য় কর্ণদেবের মহিষী। তাঁহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া আলাউদ্দীন খিলজী গুজরাট আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যান। পরে তিনি আলাউদ্দীনের মহিষী হন।

কয়াধু—হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী ও বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের জননী। পিতা জম্ভাসুর। তাঁহার গর্ভে সংহ্লাদ ও হ্লাদ জন্মগ্রহণ করেন। অপর নাম কমলা (ভাগ)।

করন্ধম—মহাত্মা খনীনেত্রের পুত্র। প্রকৃত নাম সুবর্চ্চা। প্রজারা পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সুবর্চ্চাকে রাজা করেন। তাঁহার শত্রুরা তাঁহার প্রতি পীড়ন আরম্ভ করে। তখন একদিন তিনি হাতদুটি যুক্ত করিয়া ফুঁ দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এক অলৌকিক শক্তির বিকাশ হইল। তিনি বিপক্ষদের পরাজিত করিয়া দিলেন। তখন হইতে তাঁহার নাম হয় করন্ধম। করন্ধমের পুত্রের নাম অবীক্ষিৎ (ভারত)।

করমেতি বাঈ—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিশিষ্ট ধার্ম্মিক মহিলা। তিনি পরশুরাম-নামক এক রাজপুরোহিতের কন্যা। তিনি স্বামিসঙ্গ হইতে বিরত থাকিতেন। পরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হন। পরে তাঁহার পিতা যে রাজার পুরোহিত ছিলেন, সেই রাজা তাঁহার জন্য বৃন্দাবনে বাড়ী করিয়া দেন। আজও তাহা বর্তমান আছে।

করম্ভ—১। যদুবংশীয় রাজা। পিতা শকুনি (পদ্ম)। ২। দৈত্যবিশেষ। তাঁহার ভ্রাতা রম্ভ মহিষাসুরের পিতা (রাম)।

করম্ভি—যযাতিবংশীয় রাজা। তাঁহার পিতার নাম শকুনি ও পুত্রের নাম দেবরাত (ভাগ)। [নাম মিত্রা।

করুণা—পুলস্ত মুনির কন্যা। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—(জন্ম ১৯শে নভেম্বর, ১৮৭৭)। দরদী কবি। নদীয়া জেলার শান্তিপুর গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার ছাত্রজীবনের সমাপ্তি হয় বি. এ. পাশ করিয়া এবং ১৯০২-এ কর্মজীবনের সূত্রপাত। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের পরিদর্শকরূপে কাজ করেন। এগারো বছর বয়সে পঞ্চকোটে পার্ব্বত্য পরিবেশের মধ্যে তাঁহার কবিজীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রথম কবিতা-সংগ্রহ 'বঙ্গমঙ্গল' দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত। 'প্রসাদী', 'ঝরা ফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্ব্বা', 'শতনরী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। ১৯৫১-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন।

করেণুমতি—নকুলের স্ত্রী। তাঁহার পুত্রের নাম নিরমিত্র (ভারত)।

করেলি, মেরী (Corelli, Marie)—(১৮৫৪—১৯২৪)। অতি জনপ্রিয় উপন্যাস-লেখিকা। তাঁহার লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'A Romance of Two Worlds', 'The Sorrows of Satan' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কর্কোট, কর্কোটক—নাগবিশেষ। পিতার নাম কশ্যপ, মাতা কদ্রু। নারদের শাপে তিনি দাবানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। এমন সময় কলিগ্রস্ত নল কর্কোটককে উদ্ধার করেন। নলকে তিনি দংশন করিলে পর নলের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তখন তিনি নলকে ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে থাকিবার জন্য উপদেশ দেন। কর্কোটকের দংশনে নলের শরীরস্থ কলি কষ্ট পাইবে বলিয়া তিনি নলকে দংশন করিয়াছিলেন (ভারত)।

কর্ণ—কুন্তীর কানীন পুত্র। সূর্য্যের অনুগ্রহে কুন্তী কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হন। ঘটনাটি গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে কুন্তী কর্ণকে একটি সিন্দুকে রাখিয়া অশ্বনদীর জলে ভাসাইয়া দিলে সূত অধিরথ এবং তাঁহার স্ত্রী রাধা তাঁহাকে লালনপালন করিতে থাকেন। এই জন্য কর্ণের অপর নাম সূতপুত্র ও রাধেয়। কর্ণের আদি নাম ছিল বসুষেণ। দুর্য্যোধন তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করেন এবং অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্মণ-পরিচয়ে পরশুরামের নিকট তিনি অস্ত্রশিক্ষা করেন। একটি অলর্কজাতীয় কীট তাঁহার উরু ভেদ করিয়া গেলেও তাঁহার উরুতে স্থাপিত গুরুর মস্তক তিনি নাড়ান নাই। পরশুরাম তখন জানিতে পারিলেন যে, কর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন; তখন তাঁহাকে পরশুরাম শাপ দেন যে, যুদ্ধের সময় ব্রহ্মাস্ত্র সকলের নাম কর্ণ ভুলিয়া যাইবেন। কর্ণের বিবাহ হয় পদ্মাবতীর সঙ্গে। পদ্মাবতীর গর্ভে কর্ণের বৃষসেন, বৃষকেতু, চিত্রসেন প্রভৃতি পুত্র জন্মে। একবার কর্ণের অতুলনীয় দানশীলতা পরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সন্তান বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণ করিতে চান। কর্ণ তদনুসারে কার্য্য করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্রকে পুনর্জীবন দান করেন। প্রার্থনামাত্রই ইন্দ্র কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল লাভ করিলে ইন্দ্র তাঁহাকে শক্তি-অস্ত্র প্রদান করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অভিমন্যু ও ঘটোৎকচকে বধ করেন। যুদ্ধের ষোড়শ দিবসে তিনি প্রধান সেনাপতিপদে বৃত হন। তিনি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন (ভারত)।

কর্ণপূর, কবি—(১৫২৪—?) বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তা। প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। পিতার নাম শিবানন্দ সেন। নিবাস কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া। চৈতন্যদেব তাঁহাকে পুরীদাস বলিয়া ডাকিতেন। সাত বৎসরের বালক পুরীদাস শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণভূষণের বর্ণনা করেন বলিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে 'কর্ণপূর' আখ্যা প্রদান করেন। তিনি 'চৈতন্য-চরিত', 'অলঙ্কার-কৌস্তভ', 'আর্য্যশতক', 'আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পু', 'গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। কর্ণপূর কয়েকটি মধুর পদও রচনা করিয়াছিলেন।

কর্ণবতী—চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহের রাজকার্য্যনিপুণা বুদ্ধিমতী পত্নী। বাহাদুর শাহ্‌ মালব আক্রমণ করিলে সংগ্রামসিংহ তাঁহাকে বাধা দেন। সেই ক্রোধে তিনি সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর চিতোর অবরোধ করেন। কর্ণবতী তখন সম্রাট্‌ হুমায়ুনের নিকট রাখী প্রেরণ করিয়া তাঁহার সাহায্য চাহেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহ্‌কে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন।

কর্দ্দম—ঋষিবিশেষ। তিনি প্রজাপতিদের অন্যতম। পিতার নাম কীর্ত্তিমান। তিনি মনুর অন্যতমা কন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করেন। দেবহূতির গর্ভে মহাত্মা কপিল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্দ্দমের পুত্র অনঙ্গ সাধু ও প্রজাপালক ছিলেন (ভারত)।

কর্ণওয়ালিস (Cornwallis, Lord)—(১৭৩৮—১৮০৫)। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর-জেনারেল। তিনি ১৭৮৬-এ প্রথম শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি ১৭৯৩-এ জমিদারদিগের সহিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (Permanent Settlement)-নামে রাজস্ববিষয়ক ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তৃতীয় মহীশূর-যুদ্ধ তাঁহারই শাসনকালে সংঘটিত হয়। ১৮০৪-এ তিনি পুনরায় গভর্ণর-জেনারেলরূপে ভারতে আসেন।

কর্ম্মদেবী—চিতোরের রাণা সমরসিংহের অন্যতমা রাণী। মহম্মদ শিহাবুদ্দিন ঘোরীর সহিত তরাই-নামক স্থানের যুদ্ধে সমরসিংহ ও তাঁহার শ্যালক পৃথ্বীরাজ নিহত হইলে মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দীন মেবার আক্রমণ করিতে আসেন। সেই সময় শৌর্য্যবতী ও বুদ্ধিমতী কর্ম্মদেবী পুরুষের বেশে সমগ্র রাজপুতনার সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং কুতুবউদ্দীনকে পরাস্ত করেন। তাঁহার সপত্নী-পুত্রের নাম কর্ণ।

কলম্বস, ক্রিস্টোফার (Columbus, Christopher)—(? ১৪৪৭—১৫০৬)। প্রসিদ্ধ ইটালীয় নাবিক। ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়া নগরে তাঁহার জন্ম হয়। স্পেনের রাজদম্পতি ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলার সহায়তায় তিনি ১৪৯২-এ প্রথম সমুদ্রযাত্রা করেন। প্রথমে তিনি কিউবা, বাহামা প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার করেন এবং ক্রমশঃ জ্যামেকা (১৪৯৮), আমেরিকা ও ত্রিনিদাদ প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি ১৫০২-এ চতুর্থবার সমুদ্রযাত্রা করেন, কিন্তু রোগগ্রস্ত হইয়া ১৫০৪-এ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলা—১। কশ্যপ মুনির মাতা। পিতা মহর্ষি কর্দ্দম, মাতা দেবহূতি (ভাগ)। ২। বিভীষণের কন্যা। সীতা যখন অশোক-বনে অবরুদ্ধা থাকেন, তখন তিনি কলার নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন যে অবিন্ধ্য নামে এক রাক্ষস সীতাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাবণকে অনুরোধ করিয়াছিল (রাম)।

কলাবতী—১। শ্রীরাধিকার মাতা। কান্যকুব্জরাজের যজ্ঞকুণ্ড হইতে এই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কলাবতীর সহিত বৃষভানু রাজার বিবাহ হয় (ব্রহ্মবৈ)। ২। কান্যকুব্জ দেশে দ্রুমিল নামক গোপরাজের স্ত্রী। স্বামীর অনুমতি পাইয়া কলাবতী কশ্যপবংশীয় নারদ মুনির নিকট গমন করেন। এই মিলনে যে পুত্র জন্মে, তিনিই নারদ ঋষি (ব্রহ্মবৈ)।

কলি—যুগপ্রবর্ত্তক দেবতাবিশেষ। কলির পিতা ক্রোধ, মাতা হিংসা, ভগিনী দুরুক্তি স্ত্রী। পুত্রের নাম ভয়, কন্যার নাম মৃত্যু। একবার রাজা পরীক্ষিৎ কলিকে সংহার করিতে গেলে কলি তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে থাকেন। পরে পরীক্ষিৎ স্বদেশ হইতে কলিকে বিতাড়িত করিয়া দেন। কলির অত্যাচারে নিষধরাজ নল পত্নী দময়ন্তীর সঙ্গে অশেষ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন (কল্কি)। ['নল' দ্রঃ]।

কলিঙ্গ—বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। বলিরাজের মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে কলিঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের নাম কলিঙ্গ (রাম)।

কলিন্স, মাইকেল (Collins, Michael)—(১৮৯০—১৯২২)। আয়ার্ল্যাণ্ডের সিন্‌-ফিন্‌ আন্দোলনের প্রধান নেতা। তিনি আইরিশ ফ্রী ষ্টেট সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পরে তিনি রাজস্বসচিব (১৯২১—২২) এবং আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের চেয়ারম্যান (১৯২২ জানুয়ারী—আগষ্ট) হন। তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

কল্কি, কল্কী—১। বিষ্ণুর অবতার। অধর্ম্মের প্রভাবে জগতে ধর্ম্মহানি ঘটিতে থাকায় বিষ্ণু দেবগণের প্রার্থনায় শম্বল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের পত্নী সুমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের সংস্থাপন করিতে সম্মত হন। বিষ্ণু কল্কী নামে এইরূপে জন্মগ্রহণ করিলে, কমলাও সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মা নামে জন্মগ্রহণ করেন। বৈশাখ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে বিষ্ণু অবতীর্ণ হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কল্কি প্রথমে বৌদ্ধপ্রধান কীকটপুর প্রদেশকে ম্লেচ্ছশূন্য করিয়া সনাতন ধর্ম্ম স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি কালকঞ্জ রাক্ষসের পত্নী কুথোদেবীকে সংহার করেন। কল্কি সানুচর কলিকেও বিনাশ করেন। তিনি ভল্লাট নগরীর রাজা শশিধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তাঁহার কন্যা রমাকে বিবাহ করেন। শশিধ্বজ রাজার মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন এবং সেখানে সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন (কল্কি)। ২। বিষ্ণুর দশম অবতার। এই অবতারে ব্রাহ্মণগণ অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধে গমন করিবেন ও শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণকে নিধন করিবেন (ভাগ, অগ্নি)।

কল্মাষপাদ—১। সগরবংশীয় নৃপতি সুদাসের পুত্র। তাঁহার অপর নাম সৌদাস (বায়ু)। ২। বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক একবার বৃথা অভিশপ্ত হইয়া সৌদাস বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিতে যান, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বারণ করাতে তিনি সেই মন্ত্রপূত জল নিজের পায়ে ফেলিয়া দেন। সেই হেতু তাঁহার নাম কল্মাষপাদ (বিচিত্রবর্ণ পাদ) হইল (ভাগ)। ৩। ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যার রাজা। তিনি বশিষ্ঠপুত্র শক্তির শাপে রাক্ষস হইয়া তাহাকে ও বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ভক্ষণ করেন। পরে বশিষ্ঠের বরে শাপমুক্ত হন (ভারত)।

কশ্যপ—সুবিখ্যাত ঋষি। তিনি ব্রহ্মার পৌত্র ও মরীচির মানসপুত্র। অন্যমতে মরীচির ঔরসে কলানাম্নে পত্নীর গর্ভে জন্ম। কাহারও মতে তাঁহার পত্নী সাতটি, কাহারও মতে তেরটি। তিনি দেব, দানব, নাগ, বিহঙ্গ প্রভৃতির জনক বলিয়া কথিত আছেন। বরুণের ধেনু চুরি করার জন্য ব্রহ্মার শাপে তিনি মর্ত্ত্যে বসুদেব নামে জন্মগ্রহণ করেন (হরি)।

কস্‌গ্রেভ, উইলিয়াম (Cosgrave, William)—(জন্ম ১৮৮০-এ)। প্রসিদ্ধ আইরিশ রাজনীতিবিদ্‌। আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৩-এ তিনি রাজস্ব-সচিব ও ১৯২৪-এ দেশরক্ষাবিভাগের সচিব হন। তিনি ডি ভ্যালেরার প্রতিদ্বন্দ্বী।

কস্টা, মাইকেল—(Costa, Sir Michael)—(১৮১০—১৮৮৪)। প্রসিদ্ধ বাদক। তিনি ইটালী হইতে ইংলণ্ডে আগমন করিয়া ইংলণ্ডের সঙ্গীতজ্ঞমহলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন।

কহোড়—মুনিবিশেষ। উদ্দালক মুনির শিষ্য।

উদ্দালকের কন্যা সুজাতাকে তিনি বিবাহ করেন। এই সুজাতার গর্ভে অষ্টাবক্র ঋষির জন্ম হয় (ভারত) ['অষ্টাবক্র' দ্রঃ]।

কহ্লণ—কাশ্মীর-দেশীয় পণ্ডিত। তিনি কাশ্মীর রাজগণের ইতিহাস কবিতায় লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই ইতিহাস-গ্রন্থের নাম 'রাজতরঙ্গিণী'। তিনি ১১৪৯-এ ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তৎকালীন কাশ্মীরাধিপতির মন্ত্রিপুত্র ছিলেন।

কাইরন (Chiron)—দৈত্যবিশেষ। ভেষজ ও সঙ্গীত-বিজ্ঞানে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞান ছিল। তিনি অ্যাকিলিস ও হারকিউলিসের শিক্ষক ছিলেন।

কাউয়ার্ড, নোয়েল (Coward, Noel)—(জন্ম ১৮৯৯)। বিখ্যাত নাট্যকার ও নট। নাটক লিখিয়া এযুগে তিনি বিশেষ নাম করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'Hay Fever', 'Private Lives', 'Cavalcade', 'Bitter Sweet' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাজী নজরুল ইসলাম—'নজরুল' দ্রঃ।

কাটজু, ডাঃ কৈলাসনাথ—(জন্ম ১৭ই জুন, ১৮৮৭)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী। তিনি ১৯১৪-এ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনের উপাধি লইয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করিতে থাকেন। ১৯৩০-এ আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য কারারুদ্ধ হন। ইহার পর তিনি আরও কয়েকবার জেল খাটিয়াছিলেন। ১৯৪৭-এ উড়িষ্যার ও ১৯৪৮-এ পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল হন। কয়েকখানি আইনের বইও তিনি রচনা করিয়াছেন।

কাণ্ট, ইম্মানুয়েল (Kant, Immanuel) —(১৭২৪—১৮০৪)। জার্ম্মানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক। তাঁহার রচিত 'Critique of Pure Reason' এবং 'Critique of Practical Reason' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কাত্যায়ন—১। বৈয়াকরণ মুনি। পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিক তাঁহারই রচিত। তিনি কাত্যায়ন বররুচি নামে খ্যাত (কথা-সরিৎসাগর)। ২। প্রাচীন ভারতের অন্যতম মহর্ষি। পিতা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, মাতা কাত্যায়নী। বেদসূত্রের প্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত (স্কন্দ)।

কাত্যায়নী—১। দেবী দুর্গা। মহিষাসুরের আক্রমণে বিপন্ন দেবগণ হরিহরের শরণাগত হইলে তাঁহাদের মুখমণ্ডল হইতে উগ্র তেজ বাহির হইয়া আসে। সেই তেজ এক কন্যার আকার ধারণ করিয়া কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে পালিতা হন। এই জন্য তাঁহার নাম কাত্যায়নী হয় (রাম)। ২। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী ['কাত্যায়ন' দ্রঃ]।

কানাইলাল দত্ত—(৩১শে আগষ্ট, ১৮৮৭—১০ই নভেম্বর, ১৯০৮)। বিখ্যাত শহীদ। তাঁহার বাল্যজীবনের কিছুকাল কাটে বোম্বাই ও করাচীতে। তারপর তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় চন্দননগরে কাটে। সেখানে তিনি পড়াশুনা করেন এবং সেখানেই বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। তারপর তিনি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের গুপ্তসমিতিতে যোগদান করেন এবং চন্দননগর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। গুপ্তসমিতির বারীন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে কানাইলালও গ্রেপ্তার হন এবং তাঁহাদের জেলে বিচারাধীন অবস্থায় রাখা হয়। এই সময় তাঁহাদের দলের নরেন গোঁসাই নামে একজন যুবক রাজসাক্ষী বা 'য়্যাপ্রুভার' হয়। কানাইলাল এই নরেন গোঁসাইকে জেলে হত্যা করিয়া তাহার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেন। ইতিমধ্যে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু নরেনের হত্যাকাণ্ডের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বি. এ. ডিগ্রি কাড়িয়া লয়।

কানিংহাম, আলেক্জাণ্ডার (Cunningham, Sir Alexander)—(১৮১৪—১৮৯৩)। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি সৈনিক-বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার হইয়া ভারতে আসেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। 'The Book of Indian Eras' তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক।

কান্তবাবু—কাশিমবাজার রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃত নাম রামকান্ত নন্দী। 'কান্তমুদী' নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। কান্তবাবুর একটি মুদীর দোকান ছিল। একবার ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহার কাছে লুকাইয়া জীবনরক্ষা করেন। তারপর যখন হেষ্টিংস বাংলার শাসনকর্ত্তা হইলেন, তখন কান্তবাবুর ভাগ্য ফিরিল। তিনি হেষ্টিংসের কাছে বহু জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রমাতামহ এই কান্তবাবুর পুত্র। রাণী স্বর্ণময়ী এই বংশেরই বধূ।

কাভুর, কাউণ্ট ক্যামিলো বেন্সো—(Cavour, Count Camillo Benso)—(১৮১০—১৮৬১)। বিখ্যাত ইতালীয় রাজনীতিবিদ্। তিনি রাজা ভিক্টর ইম্মানুয়েলের মন্ত্রিরূপে ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন।

কামদেব—ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁহার অপর নাম কন্দর্প।

কামাল পাশা—'কেমাল আতাতুর্ক' দ্রঃ।

কামিনী রায়—(১২ই অক্টোবর, ১৮৬৪—২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩)। মহিলা কবি। পিতার নাম চণ্ডীচরণ সেন এবং স্বামীর নাম কেদারনাথ রায়। আট বৎসর বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৬-এ বি. এ. পাশ করিয়া তিনি বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীরূপে যোগদান করেন। ছোট ছোট কবিতা লিখিতেই নিপুণা ছিলেন বটে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত তাঁহার 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক'-নামক দীর্ঘ কবিতা দুইটিও প্রসিদ্ধ। তিনি 'আলো ও ছায়া', 'দীপ ও ধূপ', 'পৌরাণিকী', 'অশোক-সঙ্গীত', 'জীবনপথে' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

কায়কোবাদ সাহেব—(১৮৬০— ?)। প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি। জন্মস্থান ঢাকা-জেলার অন্তর্গত আগলা-পূর্ব্বপাড়া গ্রাম। ১২-১৩ বৎসর বয়সের সময় তিনি 'বিরহ-বিলাপ' ও 'কুসুম-কানন' নামক দুইখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। পরে 'অশ্রুমালা', 'মহাশ্মশান' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। তিনি ডাক-বিভাগে কার্য্য করিতেন।

কায়কোবাদ, সুলতান—দাসবংশের শেষ রাজা। তিনি গিয়াসুদ্দীন বলবনের পৌত্র ও বঘরা খাঁর পুত্র। জালালউদ্দীন খিলজী তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।

কারমাইকেল (Carmichael, Lord) —(১৮৫৯—১৯১৬)। বাংলার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা। তিনি ১৯১১-এ মাদ্রাজের গভর্ণর হইয়া ভারতে আসেন। বাংলা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইলে তিনি উক্ত প্রদেশের প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন (১৯১২)। তাঁহার শাসনকালে ঢাকায় একটি পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর হয়। তাঁহারই নামানুসারে রংপুরে 'কারমাইকেল কলেজ' ও কলিকাতায় 'কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

কারিয়াপ্পা, জেনারেল কে, এম,—(জন্ম ২৮শে জানুয়ারী, ১৯০০)। ভারতের প্রাক্তন সেনাপতি। জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতের কুর্গ। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি হন। হকি, টেনিস ও ক্রিকেট খেলায় বিশেষ পারদর্শী। ১৯৪৭-এ তিনি মেজর জেনারেল হন। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষ। প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল তিনি সৈন্যবিভাগে কাজ করেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯৪৯-এ তিনি প্রথম ভারতীয় সেনাপতি হন। প্রেসিডেন্ট টু্ম্যান তাঁহাকে 'Legion of Merit' এই উপাধি দেন। বর্ত্তমানে তিনি অষ্ট্রেলিয়ার ভারতীয় হাই কমিশনার।

কার্জন (Curzon, Lord)—(১৮৫৯—১৯২৫)। ভারতের রাজপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার নাম বিশেষ খ্যাত। ১৮৯৯-এ তিনি 'ভাইসরয়' হইয়া ভারতে আসেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন, পুরাতত্ত্ব-বিভাগের কার্য্যের প্রসার ও বঙ্গব্যবচ্ছেদ তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারত-সচিবের সঙ্গে মতের অনৈক্য হওয়াতে তিনি ১৯০৫-এ পদত্যাগ করেন। ১৯১৯-২৪ পর্য্যন্ত তিনি ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।

কার্টরাইট, এডমাণ্ড (Cartwright, Edmund)—(১৭৪৩—১৮২৩)। যন্ত্র-চালিত তাঁতের আবিষ্কর্তা। ১৭৯০-এ তাঁহার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়।

কার্টিয়ে, ঝ্যাক (Cartier, Jacques)—(১৪৯৪—১৫৫৭)। ফরাসী আবিষ্কর্তা। সেন্ট ম্যালো নামক স্থানে জন্ম। কানাডা ও সেন্ট লরেন্স নদী ও উপসাগর সম্পর্কে তাঁহার আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কার্ত্তবীর্য্য—১। হৈহয় দেশের অধিপতি ও বিখ্যাত বীর। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামেই অধিক পরিচিত। মাহিষ্মতী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। একবার রাবণের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে রাবণ পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্যের অনুরোধে কার্ত্তবীর্য্য রাবণকে মুক্তি দেন (রাম)। ২। বিভিন্ন পুরাণে কথিত আছে যে তিনি জমদগ্নি মুনির কামধেনু হরণ করিয়া মুনিকে ও মুনির স্ত্রীকে বধ করেন। এই কারণে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে হত্যা করেন।

কার্ত্তিক, কার্ত্তিকেয়—শিবের পুত্র। মহাদেব পার্ব্বতীর সঙ্গে যখন রমণকার্য্যে নিরত ছিলেন তখন দেবতারা তাঁহার নিকট গেলে তিনি উঠিয়া পড়েন ও বীর্য্য মাটিতে পড়ে। পৃথিবী উহা ধরিতে না পারিয়া অগ্নিতে ফেলেন। অগ্নি হইতে শরবণে উহা নিক্ষিপ্ত হয়। এই বীর্য্য হইতে কার্ত্তিকের উৎপত্তি। এ সময় তাঁহাকে কৃত্তিকাগণ লালনপালন করেন। এইজন্য তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয়। তারকাসুরকে বধ করায় তাঁহার অপর নাম তারকারি। কার্ত্তিক দেব-সেনাপতি। (কার্ত্তিকের জন্মবিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ মহাভারত, মার্কণ্ডেয়, রামায়ণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ইত্যাদি পুরাণে পাওয়া যায়।)

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, দেওয়ান—(জন্ম ১২২৭ বঙ্গাব্দ ?—?)। স্বর্গীয় কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা। তিনি প্রথমত ফার্সী ও পরে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া খাস সেক্রেটারীরূপে কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে নিযুক্ত হন এবং ক্রমশঃ দেওয়ানী পদ লাভ করেন। তিনি কৃষ্ণনগর-রাজবংশের এক ইতিহাস রচনা করেন, ইহা 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত' নামে খ্যাত। সঙ্গীতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 'গীত-মঞ্জরী' নামে সঙ্গীত-পুস্তক তাঁহার রচনা।

কার্নার্ভন, আর্ল অব (Carnarvon, Earl of)—(১৮৬৬—১৯২৩)। ইংরাজ পুরাতত্ত্ববিদ্। তিনি বহু অর্থব্যয়ে মিশরে অনেক কবর খনন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯২৩-এ তিনি রাজা তুতেন খামেনের কবর আবিষ্কার করেন। এই কবর হইতে প্রাচীন মিশরের বহু তৈজসপত্র পাওয়া যায়।

কার্নেগী, এণ্ড্রু (Carnegie, Andrew)—(১৮৩৫—১৯১৯)। দানবীর। জন্ম স্কট্‌ল্যাণ্ডের ডানফার্মলাইনে। তিনি ১৮৪৮-এ পিতার সহিত আমেরিকায় যান। তিনি 'লৌহ-ব্যবসায়ের রাজা' বলিয়া পরিচিত। কারখানায়, টেলিগ্রাফ আফিসে ও রেলওয়ে আফিসে চাকুরী করিবার পর তিনি লৌহ-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং ইহাতেই তিনি অগাধ অর্থ সঞ্চয় করেন। তিনি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭০,০০০,০০০ পাউণ্ড দান করেন। ১৯১৩-এ হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ্ সহরে যে শান্তি-মন্দির (Palace of Peace) প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন হাসপাতালে ও পাঠাগারে প্রচুর অর্থ তিনি দান করিয়া গিয়াছেন।

কার্পেণ্টার, মেরী (Carpenter, Mary)—(১৮০৭—১৮৭০)। জনসেবিকা ও লেখিকা। তিনি অনাথ বালক-বালিকাগণের শিক্ষাবিধানের জন্য একটি বিদ্যালয় ও কয়েকটি সংশোধনাগার স্থাপন করেন। জনহিতকর উদ্দেশ্য লইয়া তিনি চারিবার ভারতে আসেন। 'Last Days of Rammohan Roy' (১৮৬৬) এবং 'Six Months in India' (১৮৬৮) তাঁহার রচিত পুস্তক।

কার্লাইল, টমাস (Carlyle, Thomas)—(১৭৯৫—১৮৮১)। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও লেখক। স্কটল্যাণ্ডের ডামফিশায়ার নামক স্থানে জন্ম। ১৫ বৎসর বয়সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। শিক্ষকরূপে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে 'Sartor Resartus', 'Past and Present', 'French Revolution', 'Frederick the Great' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি নির্ভীক ও শক্তিশালী লেখক ছিলেন।

কালকেতু—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত ব্যাধ। ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর মহাদেবের শাপে পৃথিবীতে ধর্ম্মকেতু-নামক ব্যাধের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই কালকেতু।

কালকেয়—বৃত্রাসুরের অনুচর দৈত্যগণ। তাহারা সমুদ্রে লুকাইয়া থাকিত ও রাত্রি-কালে বাহির হইয়া দেবতাদের উপর অত্যাচার করিত। অগস্ত্য সমুদ্র পান করিয়া এই দৈত্যদের বিনাশ সাধন করেন (রাম, স্কন্দ)।

কালনেমি—১। বিখ্যাত দানব। তিনি দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলে বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হন (রাম)। ২। পাতালবাসী রাক্ষস। তিনি বিষ্ণু কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া সুমালী রাক্ষসের সহিত পাতালে চলিয়া যান (হরি)। ৩। রাবণের মাতুল। হনুমান বিশল্যকরণী আনিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গেলে তিনি হনুমানকে মারিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পরে তাঁহারই হস্তে নিহত হন (কৃত্তিবাস)।

কালপুরুষ—ব্রহ্মার পৌত্র ও সূর্য্যের পুত্র। যম নামেও তিনি অভিহিত। তিনি ব্রাহ্মণের বেশে রামের নিকট গমন করেন এবং তাঁহারা নিভৃতে কথা বলিবার কালে কেহ সেখানে আসিলে রাম তাহাকে ত্যাগ করিবেন, রামকে এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া লন। রাম নিভৃতে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবার সময় লক্ষ্মণ দ্বারে আগত দুর্ব্বাসার আদেশক্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে রাম বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন (রাম)।

কালভৈরব—শিবের অংশে জাত দেবতা। এই ভৈরবের হাতে কাশীরক্ষার ভার ছিল। ব্রহ্মা কাশীর মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি তাঁহার একটি মুখ কাটিয়া লন। সেইদিন হইতে পঞ্চমুখ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হন। সেই মুণ্ড যে স্থানে পড়ে, তাহা কপালমোচনতীর্থ নামে খ্যাত হয় (কূর্ম্ম)।

কালযবন—মহর্ষি গার্গ্যের পুত্র (বিষ্ণু)। তিনি যবনরাজের দ্বারা প্রতিপালিত হন বলিয়া কালযবন নামে খ্যাত হন। মহাদেব মহাত্মা গার্গ্যকে এক পুত্র-বর দিয়াছিলেন, তাহার ফলে কালযবনের জন্ম হয়—হরিবংশে ইহাও কথিত আছে। জরাসন্ধের অনুরোধে শাল্ব যবন-রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং কাল-যবনকে মথুরা আক্রমণ করিতে বলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতী নগরে পলায়ন করেন। কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে নিদ্রিত মুচুকুন্দ রাজার পর্ব্বতগুহায় লইয়া যান। কালযবন মুচুকুন্দ রাজাকে পদাঘাত করিলে তিনি জাগিয়া উঠেন এবং ভস্মীভূত হন। মুচুকুন্দ এই বর পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কেহ জাগাইলেই ভস্মীভূত হইবে (হরি)।

কালাপাহাড়—মুসলমান সেনাপতি। তাঁহার প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ বা রাজনারায়ণ। মুসলমানেরা তাঁহাকে রাজু বলিয়া অভিহিত করিতেন। কাহারও মতে, তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে মুসলমান হন। আবার মুসলমানদিগের মতে তিনি আফগান। 'কালযবন', 'কালানুঠান' নামেই তিনি পরিচিত হইতেন। তিনি অত্যন্ত হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুদের অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির তিনি ধ্বংস করিয়াছেন। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের বহু দেবালয় তিনি ভগ্ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বাংলার নবাব সুলেমান কররানীর, ও পরে দায়ুদের সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৫৬৫-এ উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া জগন্নাথদেবের বিগ্রহ ধ্বংস করেন। 'আকবরনামা' অনুসারে রাজদ্রোহী দায়ুদের দমনের জন্য প্রেরিত মোগল সৈন্যের হস্তে তিনি নিহত হন।

কালিদাস—ভারতবর্ষের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। তাঁহার রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক বিশ্ববিখ্যাত। 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' ও 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তক তাঁহার রচিত। তাঁহাকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের (২য় চন্দ্রগুপ্তের) সভার নবরত্নের মধ্যে অন্যতম বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। কিন্তু অনেকে আবার তাঁহাকে প্রথম কুমারগুপ্তের সমসাময়িক বলেন। কিংবদন্তী আছে যে, তিনি প্রথম জীবনে অত্যন্ত নির্বোধ ছিলেন এবং পরে সরস্বতীর বরে বিদ্বান্ হন। অনেকে বলেন, কালিদাস পশ্চিম মালবের বাসিন্দা ছিলেন এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়—(? ১৭৫০—১৮২০ ?)। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। সাধারণতঃ কালী মির্জ্জা নামে তিনি পরিচিত। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া তাঁহার জন্মস্থান। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কাশী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং উহাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

কালিদাস নাগ—(জন্ম ১৮৯২)। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও সংস্কৃতিবিদ্। স্কটিশ চার্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। ১৯২৩ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক হন। ১৯২১-এ তিনি জেনেভাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতাদি বিশেষ মূল্যবান্। বঙ্গীয় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির তিনি সাধারণ সম্পাদক। ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁহার কয়েকখানি বই আছে।

কালিদাস রায়, কবিশেখর—(৯ই জুলাই, ১৮৮৯)। কবি ও লেখক। নিবাস—বর্দ্ধমান জেলার কড়ুই গ্রাম। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কাব্যজীবনের সূত্রপাত। বি. এ. পাশ করিয়া শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী হন এবং চিরকাল শিক্ষকতাকার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আধুনিক প্রসিদ্ধ কবিগণের অন্যতম। তাঁহার রচিত 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ঋতুমঙ্গল', 'ব্রজবেণু', 'ক্ষুদকুঁড়া', 'রসকদম্ব', 'লাজাঞ্জলি' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক আছে। 'আহরণ' ও 'আহরণী' তাঁহার নির্ব্বাচিত কবিতার চয়নিকা। সমালোচন-সাহিত্যে তাঁহার খ্যাতি আছে। 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়' ও 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' তাহার নিদর্শন।

কালিন্দী—১। মনুবংশীয় রাজা অসিতের অন্যতমা পত্নী। কালিন্দীর পুত্র গর বা বিষের সহিত জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সগর নামে খ্যাত (রাম)। ২। শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, সূর্য্যের কন্যা (ভাগ)।

কালিয়—কালিন্দী হ্রদবাসী নাগ বা সর্প। গরুড়ের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া গিয়া এই নাগ কালিন্দী-হ্রদে বাস করিতে থাকে। সৌভরি ঋষির শাপে কালিন্দীর জল গরুড়ের পক্ষে বিষস্বরূপ হইলে কালিয় উক্ত হ্রদে নির্ভয়ে বাস করে। কালিয়ের বিষে কালিন্দীর জল অপেয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে দমন করেন (ব্রহ্মবৈ)।

কালী—১। ভগবতীর অপর রূপ। তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে দুর্গাদেবীর ললাট হইতে উৎপন্ন হন। তিনি রক্তবীজ দৈত্যের রক্তপান করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। কালী দুর্গার অর্দ্ধাংশস্বরূপা। সর্ব্বদা কৃষ্ণের ভাবনার জন্য তিনি কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছেন (দেবী)। ২। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে শিবের নিঃশ্বাসবায়ু হইতে কালীর উদ্ভব হয় (স্কন্দ)।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—(১৮৪১—১৯০৫)। খ্যাতনামা দানবীর। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশে তাঁহার জন্ম। তিনি আদর্শ জমিদার ছিলেন এবং জনহিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থদান করিতেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত 'বিজ্ঞান-পরিষদে'র উন্নতিকল্পে তিনি প্রভূত অর্থ দান করেন।

কালীকৃষ্ণ দেব—(১৮০৮—১৮৭৪)। সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী। শোভাবাজার রাজবংশে তাঁহার জন্ম হয়। 'Rasselas', 'Gay's Fables' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রচারকল্পে প্রভূত অর্থব্যয় করেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান।

কালীচরণ ঘোষ—(জেনারেল কালু ঘোষ নামে অধিকতর খ্যাত)। বীর সৈনিক। কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি সমরবিভাগে প্রবেশ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সমরবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। তিনি ভরতপুরের যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া সরকার তাঁহাকে তিন হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেণ্ড)—(৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৭—৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী রেজিষ্ট্রার। জন্মস্থান জব্বলপুর। পিতা হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস হুগলী জেলার খলিশান গ্রাম। তিনি অসাধারণ বাগ্মী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের উকীল ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—(৯ই জুন, ১৮৬১—৪ঠা জুলাই, ১৯০৭)। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট লেখক ও কবি। সাংবাদিকরূপেও তিনি প্রখ্যাত। কলিকাতায় অন্তর্গত ভবানীপুরে জন্ম। পিতার নাম রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আদি নিবাস ইছাপুর (২৪ পরগণা)। ভবানীপুরে চড়কডাঙ্গা ও লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পড়িয়া ১৮৭৬-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও পরে লণ্ডন মিশনারী স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তিনি বার বৎসর কাল 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'এন্টি ক্রিস্টিয়ান', 'কস্‌মোপোলিটান' প্রভৃতি পত্রিকারও সম্পাদকতা করেন। তিনি সঙ্গীত ও কবিতারচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সমালোচক-হিসাবে তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন। স্বদেশের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। দেশের কাজে বহুবার তাঁহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁহার গুরু। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'দেশাচার', 'মিঠেকড়া', 'রুচিবিকার', 'স্বদেশ-সঙ্গীত' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রায় বাহাদুর, বিদ্যাসাগর—(২৩শে জুলাই, ১৮৪৩—২৯শে জুলাই, ১৯১০)। প্রসিদ্ধ গদ্য-সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল প্রবন্ধলেখক। ঢাকা

জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম শিবনাথ ঘোষ। বাল্যে কিছু ফারসী ও ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া তিনি বরিশাল গভর্ণমেণ্ট স্কুলে দুই বৎসর পাঠ করেন ও পরে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই ভাবে তাঁহার পড়াশুনা এণ্ট্রান্স ক্লাশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি বহুকাল ভাওয়াল রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। 'বান্ধব'-নামক পত্রিকাখানির তিনি পরিচালক ছিলেন। 'প্রভাত-চিন্তা', 'নিশীথ-চিন্তা', 'নিভৃত-চিন্তা' তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—(২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০—২৪শে জুলাই, ১৮৭০)। লেখক ও বাঙ্গালা গদ্যে মহাভারতকার। জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদারবংশে জন্ম; পিতা নন্দলাল। হিন্দু কলেজে কিছুকাল পড়াশুনার পর তিনি কলেজ ছাড়িয়া দেন। তিনি গৃহে অধ্যয়ন করিয়াই শিক্ষিত হইয়া উঠেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের অন্যতম উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি নিজের বাড়ীতে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'মালতী-মাধব' নামে নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী-পত্রিকা', 'সর্ব্বতত্ব প্রকাশিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' ইত্যাদি পত্রিকা পরিচালন করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিনি সমসাময়িক ছিলেন। 'হুতোম পেঁচার নক্সা' নামক পুস্তকখানি তাঁহার রচিত। তবে সংস্কৃত মহাভারতের বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহার আরও কয়েকখানি বই আছে। নানাবিষয়ে তাঁহার দানও সামান্য নয়।

কালীময় ঘটক—(১২৪১—১৩০১ বঙ্গাব্দ)। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের লেখক। পিতা চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত, জন্মস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা করেন। সেস্থলে তিনি একটি বাংলা বিদ্যালয় ও শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'চরিতাষ্টক' (১ম ও ২য়), 'কৃষিশিক্ষা', 'কৃষিপ্রবেশ', 'ছিন্নমস্তা', 'সর্ব্বাণী' (উপন্যাস) প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

কালী মির্জ্জা—কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (তাহা দ্রঃ) এই নামে পরিচিত।

কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ্গ—(৩০শে আগষ্ট, ১৮৫০—১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)। মহারাষ্ট্রবাসী বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি। তিনি 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি'র বোম্বাই-শাখার সভ্য ছিলেন এবং ১৮৯২-এ উহার সভাপতি হন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়া বিদেশে কাশীনাথ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পণ্ডিতবর ম্যাক্সমুলার তাঁহাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ করিবার ভার প্রদান করেন। মাতৃভাষা মারাঠীর উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ১৮৯২-এ তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাইস্‌চ্যান্সেলার' মনোনীত হন। তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন।

কাশীরাজ—প্রাচীন রাজা। এই রাজা বারাণসী নগরীর অধিপতি ছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা—অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা (ভারত)।

কাশীরাম দাস (দেব)—(১৬শ শতকের শেষার্দ্ধ)। 'ভারত-পাঁচালী' কাব্যের কবি। বাঙ্গালা পদ্যে সংস্কৃত মহাভারতের কিয়দংশ তিনি অনুবাদ করেন। জাতি কায়স্থ, পিতা কমলাকান্ত। জন্ম—বর্দ্ধমান জেলার সিঙ্গি-গ্রাম। কমলাকান্ত সপরিবারে উড়িষ্যাতেই বাস করিতেন। কাশীরামেরা তিন ভাই—কৃষ্ণদাস বা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, কাশীরাম ও গদাধর। তিনজনেই কবি ছিলেন। কাশীরাম আদিপর্ব্ব, সভাপর্ব্ব, বনপর্ব্ব ও বিরাটপর্ব্বের কতকাংশ লিখিয়া মারা যান। কাশীরামের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লেখা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

কাশ্যপ—১। বিখ্যাত মুনি। পুত্র বিভাণ্ডক। বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ (রাম)। ২। মহর্ষি কাশ্যপ বিষবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎকে তিনি তক্ষক-দংশন হইতে রক্ষা করিতে যাইতেছিলেন, পথে ব্রাহ্মণ-বেশী তক্ষক অর্থদানে তাঁহাকে রাজার নিকট যাইতে নিবৃত্ত করেন (ভারত)।

কিউপিড (Cupid)—কামদেব। জুপিটারের ঔরসে ভেনাসের গর্ভে তাঁহার জন্ম।

কিংস্‌লে, চার্ল্‌স্ (Kingsley, Charles)—(১৮১৯—১৮৭৫)। ইংরাজ ধর্ম্ম-যাজক, ঔপন্যাসিক ও কবি। তাঁহার লিখিত 'Westward Ho', 'Hereward the Wake', 'Hypatia' বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'The Heroes' নামে বইখানি শিশুদের জন্য রচনা।

কিচেনার অব খার্টুম, আর্ল (Kitchener of Khartoum, Earl)—(১৮৫০—১৯১৬)। বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি। তিনি ১৯০২ হইতে ১৯০৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চীফ বা প্রধান সেনাপতি ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি বিশেষ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ১৯১১-এ তিনি মিশরের কন্সাল জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। ইউরোপীয় মহাসমরের প্রারম্ভে তিনি সমর-সচিবের পদ লাভ করেন। তিনি উক্ত মহাযুদ্ধে ফিল্ড মার্শালও হন। রাশিয়া যাওয়ার পথে 'হ্যাম্পসায়ার্' জাহাজ টর্পেডোর আঘাতে ডুবিয়া গেলে জলমগ্ন হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

কিড, ক্যাপ্টেন উইলিয়াম (Kidd, Captain William)—(? ১৬৪৫—১৭০১)। বিখ্যাত জলদস্যু। তিনি নামে ইংরাজ-জাহাজের অধ্যক্ষ হইলেও কার্য্যতঃ জলদস্যু ছিলেন। বহু স্থানে দস্যুতা করিবার পর ধরা পড়িলে লণ্ডনে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

কিপলিং, রুডিয়ার্ড (Kipling, Rudyard)—(১৮৬৫—১৯৩৬)। কবি, ঔপন্যাসিক ও লেখক। জন্ম বোম্বাই সহরে। পিতার নাম জন লকউড কিপলিং। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৯ পর্য্যন্ত তিনি সাংবাদিকতা-কার্য্যে ভারতবর্ষে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গল্প-নক্সাদি লিখিয়াই তিনি খ্যাতি-লাভ করেন। অনেকের মতে তিনি আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের অন্যতম। 'The Jungle Book', 'Kim' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। তিনি বহু গ্রন্থের ও কবিতার রচয়িতা।

কিমীরা (Chimæra)—লিডিয়ার প্রসিদ্ধ দৈত্য। তিনি অগ্নি বমন করিতেন। এই দৈত্য বেলেরোফন কর্ত্তৃক নিহত হন।

কিরণচাঁদ দরবেশ—(জন্ম ১২২৫ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খালিয়া গ্রাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী শিষ্য। তিনি একজন সুকবি। 'মন্দির', 'গানের খাতা', 'কাবেরী', 'জপজী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

কির্ম্মীর—বকরাক্ষসের ভ্রাতা। কির্ম্মীর কাম্যকবনে বাস করিতেন। ঐ বনে পাণ্ডবেরা কির্ম্মীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ভীম তাঁহাকে বধ করেন (ভারত)।

কিশোরীচাঁদ মিত্র—(১৮২২—১৮৭৩)। সাহিত্যসেবক। তিনি ১৮৪৬-এ এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী-সম্পাদক হন। 'ক্যালকাটা রিভিউ'-নামক পত্রিকার তিনি প্রথম বাঙ্গালী লেখক। তাঁহার লিখিত 'রামমোহন রায়'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হালিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দেন। তাঁহার অধীনে মাইকেল

মধুসূদন দত্ত দ্বিভাষীর (Interpreter) কার্য্য করিতেন। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'-নামক একখানি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করিতেন। এই পত্রিকাটিতেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ্' প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

কীচক—বিরাটরাজের শ্যালক, কেকয়-রাজের পুত্র। বিরাটের শত্রু ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিরাট-রাজের অত্যন্ত প্রিয় হন। তিনি দ্রৌপদীকে দেখিয়া কামাতুর হইয়া পড়েন। কৌশলে তিনি দ্রৌপদীকে স্বগৃহে লইয়া আসেন। দ্রৌপদী ভয়ে রাজসভায় পলায়ন করিলে তিনি রাজসভায় যান এবং তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া পদাঘাত করেন। পরে ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী তাঁহাকে নাট্যগৃহে যাইতে বলেন। সেখানে স্ত্রীবেশধারী ভীমসেনের সহিত মল্লযুদ্ধে তিনি নিহত হন।

কীট্‌স, জন (Keats, John)—(১৭৯৫—১৮২১)। বিখ্যাত ইংরাজ কবি। লণ্ডনে এক আস্তাবলরক্ষকের পুত্র। তিনি প্রথমে ডাক্তারি পড়িতে চান, কিন্তু পরে উহা ত্যাগ করেন। কবি শেলীর সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহার পুস্তক 'Endymion' সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁহাকে খুব আঘাত দিয়াছিল। তিনি যক্ষ্মারোগে ইটালীতে মারা যান। তাঁহার রচিত বহু কাব্যগ্রন্থ ও নাটক আছে। 'Isabella', 'The Eve of St. Agnes', 'Endymion', 'Hyperion' ও বিভিন্ন Odes তাঁহার রচিত কাব্য। তাঁহাকে 'সৌন্দর্য্যের কবি' বলা হইয়া থাকে।

কীর্ত্তিবর্ম্মা—(একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ)। চন্দেলবংশীয় জেজাকভুক্তি বা বুন্দেলখণ্ডের অধিপতি। চন্দেলবংশের গৌরববৃদ্ধির জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি চেদীরাজ কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কবি-চূড়ামণি কৃষ্ণমিশ্র 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন।

কীর্ত্তিমান—শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তিনি কংস কর্তৃক নিহত হন (অগ্নি)।

কুইলার-কাউচ (Quiller-Couch, Sir Arthur Thomas)—(১৮৬৩—১৯৪৪)। ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধলেখক। ১৯১২-এ তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়) হন। 'কিউ' (Q) এই ছদ্মনামেই তাঁহার অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হয়। 'Dead Man's Rock', 'Troy Town', 'Studies in Literature' ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ।

কুইস্‌লিং (Quisling, Vidkum)—(১৮৮৭—১৯৪৫)। নরওয়ের বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী। প্রথমে তিনি সৈন্যবিভাগে মেজর হন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজে লিপ্ত থাকেন। পরে তিনি নরওয়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হন (১৯৩১—৩৩)। হিটলারের আমলে তিনি নরওয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া জার্ম্মাণীকে দেশ অধিকার করিতে দেন। ঘরের শত্রু বিভীষণ রূপে তাঁহার নাম চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐ অর্থে আজকাল quisling কথাটির প্রচলন আছে।

কুক (Cook, Captain James)—(১৭২৮—১৭৭৯)। অতি সাহসী নাবিক। গ্রেট ব্রিটেনের নামে তিনি স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য স্থান আবিষ্কার করেন। তাঁহার লিখিত 'Voyages Round the World' একখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ পুস্তক।

কুটিলা—১। শ্রীরাধার ননদিনী। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ দেখানোর জন্য তিনি রাধাকে পীড়ন করিতেন। ২। মহাদেবের তেজ হইতে জন্ম। কুটিলা গর্ভবতী হইয়া পর্ব্বতের ধারে শরবণে গর্ভমোচন করেন। নবজাত শিশুকে ছয়জন কৃত্তিকা স্তন্যপান করাইয়াছিলেন (রাম)।

কুণাল—মহারাজ অশোকের পুত্র। পত্নীর নাম কাঞ্চনমালা। রূপবান্ কুণালকে দেখিয়া মহারাজ অশোকের বিমাতা তিষ্যরক্ষা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কুণাল তাহার প্রেমনিবেদন প্রত্যাখ্যান করায় তিষ্যরক্ষা অশোকের নিকট হইতে এক সপ্তাহের জন্য রাজ্যশাসনের অধিকার গ্রহণ করে। তিষ্যরক্ষার আদেশে কুণালের চক্ষু উৎপাটিত হয়। অশোক সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া তিষ্যরক্ষার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন, কিন্তু কুণালের অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা করেন (বুদ্ধচরিত)।

কুনিক—অজাতশত্রুর অপর নাম ['অজাতশত্রু' দ্রঃ]।

কুতব-উদ্দীন আইবেক—দিল্লীর প্রথম মুসলমান সুলতান (রাজত্বকাল ১২০৬—১২১১)। তিনি তুর্কীজাতীয়। প্রথমে তিনি মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন। পরে তাঁহার সেনাপতি ও প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ঘোরীর মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীর স্বাধীন সুলতান হন এবং ক্রমে ভারতের নানাপ্রদেশ আপন রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি ফকীর কুতুব-উদ্দীন উশীর নামে দিল্লীর কুতুবমিনার ও কুতুব মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন।

কুতুবুদ্দিন—যবনদস্যু ও পরম বৈষ্ণব। শ্রীনিত্যানন্দ-গৃহিণী জাহ্নবী দেবী বৃন্দাবনে যাইবার কালে এই দস্যুকর্তৃক আক্রান্ত হন। কুতুবুদ্দিন দেবীর দ্রব্যাদি কোন-ক্রমেই লুণ্ঠন করিতে না পারায় দেবীর মহিমা বুঝিতে পারেন ও দেবীর পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে থাকেন। তিনি পরে সঙ্গিদলের সঙ্গে পরম বৈষ্ণব হইয়া যান।

কুন্তী—পাণ্ডবজননী। পিতা যদুবংশীয় শূরসেন। পিতৃদত্ত নাম পৃথা। রাজা কুন্তিভোজের নিকট পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কুন্তী হয় (হরি)। মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলে কুন্তীর সেবায় তিনি সন্তুষ্ট হন এবং এই বর দেন, যে দেবতাকেই কুন্তী আহ্বান করিবেন, সেই দেবতার প্রভাবে কুন্তীর পুত্র হইবে। কুমারী অবস্থায় কুন্তী সূর্য্যদেবকে স্মরণ করেন এবং তাঁহার ঔরসে কর্ণের জন্ম হয় ['কর্ণ' দ্রঃ]। পরে কুন্তী পাণ্ডুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুর ইচ্ছায় তিনি ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম ও ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুনকে লাভ করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে বনে গমন করেন এবং দাবানলে ভস্মীভূত হন (ভারত)। [দ্রঃ।

কুন্তীভোজ, কুন্তিভোজ—'কুন্তী' তাহা

কুপার, উইলিয়াম (Cowper, William)—(১৭৩১—১৮০০)। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। ওয়েষ্টমিনিষ্টার স্কুল হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি সলিসিটর হন। পরে তাঁহার মস্তিষ্কের কিছু গোলযোগ ঘটে ও আত্মহত্যা করিতে যান। পরে উহা সারিয়া যায় এবং তিনি অবসরে দিন যাপন করিতে থাকেন। ১৭৬৫-এ তিনি মর্লে আনউনের বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার কবিজীবনের সূত্রপাত হয়। তাঁহার লিখিত 'Task' অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তিনি জীবজন্তুদের বিষয়ে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত পত্রাবলী বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কুবলাই খাঁ—(১২১৬—১২৯৪)। বিখ্যাত মোঙ্গল সম্রাট্। চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর। তিনি মোঙ্গল-সাম্রাজ্য প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত করেন। তিনি খুব জাঁকজমকের সহিত থাকিতেন।

কুবলায়শ্ব, কুবলাশ্ব—মনুবংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র। তিনি মহর্ষি উতঙ্কের প্রীতি-কামনায় ধুন্ধু রাক্ষসকে বধ করেন। এই জন্য তিনি ধুন্ধুমার নামে খ্যাত (ভাগ)।

কুবের—১। যক্ষরাজ। পিতা বিশ্রবা, মাতা বরবর্ণিনী। ব্রহ্মার বরে তিনি অমর ও উত্তরদিকের অধিপতি হন। তিনি প্রথমে লঙ্কায় বাস করিতেন, কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলে তিনি হিমালয়ে অলকাপুরীতে বাস

করিতে থাকেন (রাম)। ২। পিতা বিশ্রবা, মাতা ইলবিলা। কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে দুই পুত্র ছিল (ভাগ)। ৩। কুবেরের স্ত্রীর নাম ঋদ্ধি (ভারত)। ৪। বৈশ্রবণের অপর নাম। বিশ্রবণের ঔরসে বরবর্ণিনীর গর্ভে বৈশ্রবণ জন্মগ্রহণ করেন। বৈশ্রবণ অতিশয় কুৎসিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কুবের অর্থাৎ কুৎসিতদেহ হয়। স্ত্রী বৃদ্ধি, পুত্র নলকুবর (স্কন্দ)।

কুবের পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পিতা। পত্নী নাভা দেবী ['অদ্বৈতপ্রভু' দ্রঃ]।

কুব্জা—১। কংসের পরিচারিকা। মাল্য-চন্দন লইয়া রাজবাড়ীতে যাইবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ উহা প্রার্থনা করিলে কুব্জা অত্যন্ত সমাদরে উহা তাঁহাকে দান করেন। কৃষ্ণ কুব্জার বক্রপৃষ্ঠে হাত দিলে উহার বক্রতা নষ্ট হইয়া যায় (হরি)। ২। কুব্জা পূর্ব্বজন্মে শূর্পণখা ছিল। রামকে পাইবার জন্য তপস্যা করিলে ব্রহ্মা তাহাকে বর দেন যে, জন্মান্তরে সে রামরূপী কৃষ্ণকে পাইবে (ব্রহ্মবৈ)।

কুভিয়ে (Cuvier, George)—(১৭৬৯—১৮৩২)। বিখ্যাত ফরাসী প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ ও শরীরতত্ত্ববিদ্। তিনি 'The Animal Kingdom Distributed according to its Organisation' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের রচয়িতা।

কুমার গুপ্ত, মহেন্দ্রাদিত্য—(৪১৪—৪৫৫)। গুপ্তবংশীয় নরপতি। পিতা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তাঁহার শাসনকালে গুপ্তসাম্রাজ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হূণ-আক্রমণে কুমার গুপ্তকে বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়।

কুমারজীব—(৩৩২—৪১৩)। বৌদ্ধ পণ্ডিত। মধ্য এসিয়ায় কুচাদেশে জন্ম। পিতা ভারতীয় কুমারায়ণ ও মাতা কুচাদেশের রাজার ভগ্নী জীবা। পুত্রের নামকরণ হয় পিতামাতার নাম লইয়া। বাল্যকালে তিনি কাশ্মীরে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। কুচায় তুখারভাষায় বহু বৌদ্ধগ্রন্থাদি অনুবাদ করেন। তিনি চীনের সম্রাটের আদেশে ৪৩১ খণ্ডে ৯৮ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত হইতে চীনা-ভাষায় অনুবাদ করেন।

কুমারপাল—গুজরাটের সোলাঙ্কিবংশীয় রাজা। তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে তাঁহার ক্ষমতা পূর্ব্বদিকে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি বহু জৈন ও হিন্দু মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন।

কুমার সিংহ—(১৭৮২—১৮৫৮)। সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। বিহার প্রদেশের বিদ্রোহীদের তিনি নেতা ছিলেন। তিনি সাহাবাদ জেলার জগদীশপুরের জমিদার ছিলেন। আবার খাজনাখানা লুট ও কারাগার হইতে বন্দীদের মুক্তিদান তাঁহার উল্লেখযোগ্য কার্য্য।

কুমারিল ভট্ট—আসামের অধিবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যখন সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সেই সময় তিনি বৈদিকধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। তিনি শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক লোক। পূর্ব্ব-মীমাংসার ভাষ্য ও বৈদিক দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—(জন্ম ১লা [২রা] মার্চ্চ, ১৮৮৩)। আধুনিক শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবিদের অন্যতম। নিবাস—শ্রীখণ্ড, অধুনা কোগ্রাম, বর্দ্ধমান। ১৯০৫-এ বি. এ. পাশ করিয়া 'বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক' পান। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটে। পড়াশুনার শেষে তিনি শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হন। 'শতদল', 'উজানী', 'একতারা', 'নূপুর', 'রজনীগন্ধা', 'দ্বারাবতী', 'বনতুলসী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

কুম্ভ, রাণা—(১৪০৯—১৪৬৯)। মেবারের রাণা হামিরের বংশধর ও মুকুলের পুত্র। তিনি ১৪১৯-এ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মেবার অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। মালবের অধিপতি মামুদ মেবার আক্রমণ করিলে রাণা কুম্ভ মামুদকে পরাজিত ও বন্দী করেন ও পরে ছাড়িয়া দেন। তিনি মেবারে ৩২টি দুর্গ ও বহু বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পৌত্র রাণা সংগ্রাম সিংহ। ১৪৬৯-এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুম্ভকর্ণ—রাবণের মধ্যম ভ্রাতা। পিতা বিশ্রবা, মাতা কৈকসী বা নিকষা। পত্নী দৈত্যরাজ বলির কন্যা বজ্রজ্বালা। ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর দেন যে, তিনি বৎসরে ছয় মাস নিদ্রা যাইবেন, কিন্তু অকালে কেহ নিদ্রাভঙ্গ করিলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। রাম-রাবণের যুদ্ধে লঙ্কা বীরশূন্য হইলে তাঁহাকে জাগান হয় এবং তিনি যুদ্ধে নিহত হন (রাম)।

কুম্ভাণ্ড—১। রাজা বাণের মন্ত্রী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন (ভাগ)। ২। মহাদেব যখন দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন, তখন কুম্ভাণ্ড তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন (লিঙ্গ)।

কুম্ভিনসী, কুম্ভীনসী—১। রাক্ষসী। পিতা রাক্ষসরাজ সুমালী, মাতা কেতুমতী। মতান্তরে, পিতা রাক্ষসরাজ মাল্যবান্, মাতা অনলা (রাম)। ২। বাণাসুরের ভগিনী। বাণের স্ত্রীর প্রতি তিনি বড়ই অত্যাচার করিতেন (মৎস্য)।

কুরি, পিয়ারে (Curie, Pierre)—(১৮৫৯—১৯০৬)। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত একযোগে পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। তিনি ১৯০৩-এ পদার্থবিদ্যায় 'নোবেল পুরস্কার' পান।

কুরি, ম্যাডাম (Curie, Madame Marrie S.)—(১৮৬৭—১৯৩৪)। প্রসিদ্ধ মহিলা বৈজ্ঞানিক। তিনি জাতিতে পোল। তাঁহার সহিত অধ্যাপক কুরির বিবাহ হয়। তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত একযোগে পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯০৩-এ পদার্থবিদ্যায় ও ১৯১১-এ (স্বামীর সহিত একযোগে) রসায়নে 'নোবেল পুরস্কার' পান। ১৯১১-এ তিনি ওয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিওলজির অধ্যাপক হন।

কুরু—১। পুরুবংশীয় রাজা। তিনি প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া কুরুক্ষেত্র নগরীতে বসবাস করিতে থাকেন। কুরুর নামানুসারেই তাঁহার বংশধরগণদের কৌরব বলা হয় (হরি)। ২। অম্বরণ রাজার পুত্র। সূর্য্যের কন্যা তপতী হইতে সম্বরণ রাজার জন্ম হয়। কুরু সমন্ত-পঞ্চক তীর্থের নিকটবর্ত্তী স্থান কর্ষণ করিয়া পবিত্র কুরুক্ষেত্রের পত্তন করেন (রাম)। ৩। মহর্ষিবিশেষ (ভারত)।

কুরোপ্যাট্‌কিন (Kuropatkin, Alexcie Nikoloaivitch)—(১৮৪৮—১৯২১)। বিখ্যাত রুশীয় সেনাপতি। ১৯০৪—০৫-এ জাপানের সহিত রুশিয়ার যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি মাঞ্চুরিয়াস্থ রুশীয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি উত্তর সীমান্তে রুষবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তারপর তুর্কিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

কুল্লূক ভট্ট—(১৩শ শতক)। মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার। পিতার নাম দিবাকর ভট্ট। তিনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও রাজসাহী জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

কুশ—রামচন্দ্রের পুত্র। সীতার বনবাসকালে বাল্মিকীর আশ্রমে তিনি পালিত হন ['রাম' ও 'সীতা' দ্রঃ]। সীতার অন্তর্দ্ধানে রামচন্দ্র কুশকে রাজত্ব করিতে আদেশ দেন।

কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল (হরি)।

কুশধ্বজ—১। মিথিলার নরপতি হ্রস্বরোমনের কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সীরধ্বজ। সীরধ্বজের কন্যা সীতার সহিত রামের ও উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ হইলে কুশধ্বজ নিজের কন্যা মাণ্ডবীর সঙ্গে ভরতের ও শ্রুতকীর্ত্তির সঙ্গে শত্রুঘ্নের বিবাহ দেন (রাম) ['সীরধ্বজ' দ্রঃ]। ২। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র (রাম)।

কুশনাভ—প্রাচীন রাজা। পিতা কুশরাজ, মাতা বৈদর্ভী। কুশনাভের পুত্র গাধি, গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র (রাম)।

কুশিক—১। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতামহ ও গাধিরাজের পিতা (ভারত)। ২। বলাকাশ্ব মুনির তনয় কুশিক। কুশিকের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং গাধি নামে খ্যাত হন (ভারত)।

কুহ্‌লমান, রিচার্ড ফোন (Kuhlman, Richard Von)—(জন্ম ১৮৭৬)। বিখ্যাত জার্ম্মান রাজনীতিক। ১৯১৭-এ তিনি জার্ম্মানির বৈদেশিক সচিব ছিলেন। ১৯০৮—১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি লণ্ডনের জার্ম্মাণ দূতাবাসের কাউন্সিলার ছিলেন। কাইজারের প্রতিনিধি হইয়া তিনি 'হেগ' ও 'স্টক্‌হলমে' গমন করেন।

কূর্ম্ম—বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু কূর্ম্মশরীর ধারণ করেন। কূর্ম্মরূপী ভগবান্ সমুদ্রমন্থনকালে মন্দরশৈল পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন (ভাগ)।

কৃতবর্ম্মা—১। একজন যাদব। হৃদিকের পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি কুরুপক্ষ অবলম্বন করেন। প্রভাসক্ষেত্রে বাসুদেবের খড়্গদ্বারা সাত্যকি তাঁহাকে নিহত করেন (ভারত)। ২। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ (কূর্ম্ম)। ৩। অযোধ্যার রাজা। তাঁহার কন্যা মৃগাবতী। মৃগাবতীকে শতানীকের পুত্র সহস্রানীক বিবাহ করেন (গর্গ)।

কৃতবীর্য্য—১। চন্দ্রবংশীয় রাজা। তিনি মহর্ষি জমদগ্নিকে বধ করেন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করেন (ভারত)। ২। ভৃগুবংশীয়েরা হৈহয়বংশীয় কৃতবীর্য্যের পুরোহিত ছিলেন। কৃতবীর্য্যের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশের সন্তানগণ ভার্গবদের অনেক অর্থ আছে শুনিয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন (ভারত)।

কৃত্তিকা—১। ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রীর গর্ভে ছয়জন কৃত্তিকার জন্ম হয় (ব্রহ্মবৈ)। ২। অগ্নি সপ্তর্ষিগণের পত্নীদের দেখিয়া কামাসক্ত হন। তখন এই ছয়জন কৃত্তিকা সপ্তর্ষিপত্নীদের রূপ ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্নিকে কামাসক্ত করিয়াছিলেন। এই ষট্ কৃত্তিকার পুত্র ষড়ানন ও কার্ত্তিকেয় নামে খ্যাত (রাম)।

কৃত্তিকাগণ—কার্ত্তিকের ধাত্রী ['কার্ত্তিক' দ্রঃ]।

কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়)—প্রসিদ্ধ রামায়ণ পাঁচালীকার। ১৩৮৫-এ নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতামহ মুরারি ওঝা। পিতা বনমালী, মাতা মানিকা (বা মেনকা)। কবিরা ছিলেন ছয় ভাই। তিনি বাল্মিকী রামায়ণের সুললিত পদ্যানুবাদ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। কবি বড়গঙ্গা বা পদ্মা পার হইয়া বরেন্দ্রভূমিতে পাঠ করিতে যান এবং পাঠশেষে গৌড়েশ্বরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন। তিনি তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস রামায়ণের অনুবাদ করেন।

কৃপ—১। গৌতম মুনির পুত্র। গৌতম বা শরদ্বান ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই বিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া ইন্দ্র জানপদী নামে এক দেবকন্যাকে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে পাঠান। এই জানপদীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। জন্মের পর পিতা ও মাতা উভয়েই উহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে মহারাজ শান্তনু উহাদের কৃপাপূর্ব্বক প্রতিপালন করেন। সেই হেতু উহাদের নাম কৃপ ও কৃপী। কৃপ ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন ও পরে কৌরবপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন। কৌরবকুল ধ্বংসের পর তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি পরীক্ষিৎকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন (ভারত)। ২। শরদ্বানের পুত্র শতানন্দ, শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। কোনও এক অপ্সরাকে দেখিয়া সত্যধৃতির তেজ শরবণে পড়ে, তাহা হইতে যমজ পুত্র-কন্যা জন্মে। পরে শান্তনু তাহাদের লালনপালন করেন (হরি)।

কৃপালনী, আচার্য্য—(১৮৮৮ জন্ম)। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ও প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা। জন্ম হায়দরাবাদ (সিন্ধু)। এম. এ. পাশ করিয়া কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহে মহাত্মা গান্ধীর সহিত যোগদান, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের খাসসচিবরূপে নিযুক্তি, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির অধ্যাপনা, আচার্য্যরূপে গুজরাট বিদ্যাপীঠের ভারগ্রহণ তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নয়বার তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৪৫-এ মুক্তি পাইয়া তিনি ১৯৪৬-এ কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বহুদিন তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৭-এ কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া তিনি কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করেন। তিনি সংবিধান-সভার সভ্য ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি লোক-সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য। 'The Gandhian Way', 'The Indian National Congress', 'Gandhi the Statesman' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

কৃপী—কৃপের ভগিনী। দ্রোণাচার্য্যের পত্নী ও অশ্বত্থামার মাতা (ভারত)।

কৃশাশ্ব—একজন মহর্ষি। তিনি দক্ষের জামাতা এবং অর্চি ও ধীষণার স্বামী (হরি)।

কৃষ্ণ—নারায়ণের অষ্টম অবতার (ভাগবতমতে বিংশ অবতার)। পিতা বসুদেব, মাতা কংস-ভগিনী দেবকী। তিনি দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র। দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভাদ্র-রোহিণীনক্ষত্রে তাঁহার জন্ম। কংসের ভয়ে তিনি বসুদেব কর্তৃক নন্দালয়ে নীত হন এবং সেস্থলেই যশোদার পুত্ররূপে পালিত হন। তিনি কংস ও কংসের অনুচরদিগকে নিহত করেন। তিনি কালিয়নামক সর্পকেও দমন করিয়াছিলেন। গোপবালিকাদের সঙ্গে তাঁহার প্রেমের কথা সর্ব্বজন-বিদিত। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণগতপ্রাণা হইয়া উঠেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি। তাঁহাকে যাদবেরা রাজ্য দিতে চাহিলে তিনি গ্রহণ করেন নাই। সান্দীপনি মুনির নিকটে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এই শিক্ষাকালে পঞ্চজন নামক দৈত্যকে বধ করায় তিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাপ্ত হন। তিনি বিদর্ভ-রাজকন্যা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তাঁহার কৌশলে ভীম কর্তৃক মগধরাজ জরাসন্ধ নিহত হন। রাজসূয় যজ্ঞে অর্চ্চনার অর্ঘ্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পিত হইলে শিশুপাল তাঁহার নিন্দা করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার হস্তে তিনি নিহত হন। তাঁহার ভগিনী সুভদ্রা। অগ্নিদেব তাঁহাকে সুদর্শনচক্র ও কৌমোদকী গদা দান করেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে তিনি অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন। জ্ঞাতিবিনাশ করিবার আশঙ্কায় অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে যে সমস্ত উপদেশ দেন, তাহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে আখ্যাত। যদুবংশ-ধ্বংসের পর তিনি বনগমন করেন। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহাকে জরা নামক এক ব্যাধ মৃগভ্রমে শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী—বিখ্যাত পাঁচালী কবি। জন্মস্থান নদীয়া জেলার ভাজনঘাট গ্রাম। পিতা মুরলীধর ঠাকুর। তিনি

জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। নবদ্বীপে তিনি সাহিত্য-শিক্ষা করেন। তাঁহার লিখিত 'নিমাই সন্ন্যাস', 'স্বপ্ন-বিলাস', 'রাই-উন্মাদিনী', 'বিচিত্র-বিলাস', 'ভরত-মিলন', 'সুবল-সংবাদ' প্রভৃতি গীতিকাব্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তিনি শেষ জীবন ঢাকায় কাটান। সেখানে তিনি 'বড়গোঁসাই' নামে পরিচিত ছিলেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য—(১৮৪০—১৯৩২)। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী। নিবাস মালদহ। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক। তিনি কিছুকাল কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন, এবং হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রিপন কলেজের (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) তিনি প্রথম অধ্যক্ষ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ফেলো মনোনীত হন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার ও বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন।

কৃষ্ণকুমার মিত্র—(১৮৫২—১৯৩৭)। সমাজসেবক। নিবাস টাঙ্গাইল মহকুমার বাঘিল গ্রাম। পিতা গুরুচরণ। তিনি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মী ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদকরূপে বিখ্যাত। তিনি নারীরক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। বি. এ. পাশ করিয়া ১৮৭৯-এ সিটি স্কুলে (কলিকাতার) তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন। স্বদেশীযুগে তিনি সরকারী কোপে পড়িয়া নির্ব্বাসিত হন (১৯০৮)। নারীরক্ষার কাজে তিনি জীবনপাত করেন।

কৃষ্ণকুমারী—মেবারের রাণা ভীমসিংহের কন্যা। তিনি বিশেষ সুন্দরী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'রাজস্থানের কুসুম' বলা হইত। মানসিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। তিনি রাজ্যের ও আত্মীয়স্বজনের বিপদ্ দূর করিবার জন্য সহাস্যে বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস—বৈষ্ণব কবি। 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক। তাঁহার অনুবাদ-গ্রন্থের নাম 'বিলাপ-বিবৃতিমালা' (১৭৯৩)।

কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)—বিখ্যাত গায়ক। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ১৩ বৎসর বয়সে তিনি অন্ধ হন। তাহার পর তিনি লেখাপড়া ছাড়িতে বাধ্য হন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি প্রসিদ্ধ গায়ক পরলোকগত শশিমোহন দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট 'টপ্পা', গয়ার মোহিনীপ্রসাদের নিকট 'ঠুংরী' এবং প্রফেসর বদন খাঁ ও কামতুল্লার নিকট 'খেয়াল' শিক্ষা করেন। বর্ত্তমানে তিনি গ্রামোফোন রেকর্ড, রেডিও, রঙ্গমঞ্চ ও সবাক্-চিত্রে গান করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—(১৮৩৭—১৯০৬)। স্বভাবকবি। জন্মস্থান খুলনার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রাম। তিনি যশোহর জেলা-স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'ঢাকা প্রকাশ', 'বিজ্ঞাপনী', 'দ্বৈভাষিকী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকতা করিতেন। তিনি ফার্সীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। হাফিজের কবিতাগুলি অনুবাদ করিয়া তিনি 'সদ্ভাব-শতক' নাম দিয়া একখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁহার অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। 'সদ্ভাবশতক' ব্যতীত তিনি 'রাসের ইতিবৃত্ত', 'মোহভাগ' ও 'কৈবল্যতত্ত্ব' এই কয়খানি পুস্তকও প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজ—(১৭১০—১৭৮০)। নবদ্বীপের রাজা। রাজা রঘুরাম রায় তাঁহার পিতা। তিনি ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর। তিনি প্রজাবৎসল এবং গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন। তাঁহার সভায় নানা পণ্ডিতের সমাবেশ হইত। তিনিই কবি ভারতচন্দ্রকে নিজের সভাকবি করেন। কবি রামপ্রসাদ সেন, জ্যোতির্ব্বিৎ অনুকূল বাচস্পতি ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। গোপাল ভাঁড় তাঁহারই সভায় বিদূষক ছিলেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি 'অগ্নিহোত্র' ও 'বাজপেয়' নামক দুইটি যজ্ঞ করিয়া 'অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র' উপাধি লাভ করেন। তিনি ক্লাইবের পক্ষ হইয়া সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষতা করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—তিনি সাধারণতঃ 'লালাবাবু' নামে পরিচিত। তিনি পাইকপাড়া রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র। তিনি ১৮০৩-এ উড়িষ্যার সরকারী বন্দোবস্তী মহাল সকলের দেওয়ানপদে নিযুক্ত হন। পরে তাহা ছাড়িয়া দেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া মথুরায় যান। লালাবাবু বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া বৃন্দাবনে এক মন্দির স্থাপন করেন এবং তথায় এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন অন্নসত্র "লালাবাবুর কুঞ্জ" নামে খ্যাত।

কৃষ্ণদাস—এই নামে একাধিক কবির নাম বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যায়। ১। কৃষ্ণদাস মিশ্র—অম্বিকাগ্রামে জন্ম। দীন কৃষ্ণদাস এই ভনিতায় তিনি পদরচনা করিতেন। তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য। ২। দুখী কৃষ্ণদাস ভনিতায়ও পদ পাওয়া যায়। তাঁহার নাম শ্যামানন্দ। ৩। 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচকের নাম কৃষ্ণদাস। তিনি কাশীরাম দাসের ভ্রাতা বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর তাঁহার অপর নাম।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—(১৪৯৬—১৫৮৩)। চৈতন্যপ্রভুর বিখ্যাত জীবনীকার। জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রাম। পিতা ভগীরথ, মাতা সুনন্দা। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক চৈতন্যদেবের জীবনচরিত-প্রণেতা হিসাবে তিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন। তিনি রূপ গোস্বামীর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থখানির নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত'। উক্ত গ্রন্থ-রচনা ১৬১৫-এ শেষ হয়।

কৃষ্ণদাস পাল—(১৮৩৮—১৮৮৪)। বাগ্মী ও লেখক। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক পত্রিকার সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধ। জন্ম কলিকাতায়। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পাল। লেখাপড়া তাঁহার বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। ১৮৫৩ খৃঃ পর্য্যন্ত স্কুলে ও পরে হিন্দু মেট্রোপলিটান নামক কলেজে দুই বৎসর পড়েন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি উক্ত এসোসিয়েশনের মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের পরিচালনা করেন। উক্ত পত্রিকায় তাঁহার লিখিত রাজনীতিমূলক প্রবন্ধগুলিই তাঁহার খ্যাতির কারণ। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মত তেজস্বী ও রাজনীতিজ্ঞ সে সময়ে খুব অল্পই ছিল।

কৃষ্ণদাস বাবাজী—হিন্দী 'ভক্তমাল' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক। অপর নাম লালাদাস বাবাজী।

কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া—বিখ্যাত বৈষ্ণব রাজা। প্রকৃত নামদিব্য সিংহ। অদ্বৈত-প্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি কৃষ্ণদাস নাম লইয়া বৈষ্ণব হন। অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যজীবনী 'বাল্যলীলাসূত্রম্' তাঁহার লিখিত। তিনি 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী'রও বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন।

কৃষ্ণদেব রায়, রাজা—(রাজত্বকাল ১৫০৯—১৫২৯)। বিজয়নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি বিজাপুরের রাজাকে পরাজিত করিয়া গুলবার্গ দুর্গ ধূলিসাৎ করেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল। তিনি উৎসাহী ও উদার ছিলেন।

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন—'ব্যাস' দ্রঃ।

কৃষ্ণপান্তী—(১৭৪৯—১৮০৯)। রাণাঘাটের বিখ্যাত 'পাল চৌধুরী' বংশের আদিপুরুষ। প্রথম জীবনে পাণ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া তিনি 'পান্তী' আখ্যা লাভ করেন। ক্রমে তিনি ছোলা, মটর ও লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ক্রোড়পতি হন। তিনি অসাধারণ সত্যবাদী ছিলেন।

কৃষ্ণমিশ্র—(১২শ শতক)। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নামক নাটক তাঁহার রচিত। তিনি চন্দেলরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মনের আশ্রয়ে বাস করিতেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—(২৪শে মে, ১৮১৩—১১ই মে, ১৮৮৫)। প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও ধর্ম্মীয় লেখক। জন্ম কলিকাতায়। পিতা জীবনকৃষ্ণ। তিনি সাধারণতঃ রেভাঃ কে. এম. ব্যানার্জ্জী নামে পরিচিত। হেয়ার সাহেবের স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি হিন্দু কলেজে পড়িতে থাকেন। পরে ডিরোজিও নামক এক ফিরিঙ্গী শিক্ষকের প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে। পরে তিনি ডাফ সাহেবের কাছে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তখন তিনি হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর তিনি মির্জ্জাপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের আচার্য্য হন এবং 'ক্রাইষ্ট চার্চ' নামক গীর্জ্জার ভার প্রাপ্ত হন। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার সহায়তায় খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে তিনি নিজে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ১৮৫২-এ তিনি বিশপ্‌স্ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য হন। ১৮৭৬-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-এল (Honorary) উপাধি দেয়। তিনি ফার্সী, সংস্কৃত, উর্দ্দু, হিন্দী, গ্রীক, হিব্রু, ল্যাটিন, উড়িয়া প্রভৃতি নানা ভাষা জানিতেন। তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র সভাপতি ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য হন। তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন। 'হিন্দু ইউথ', 'সংবাদ সুধাংশু' প্রভৃতি সংবাদপত্র তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন। বাংলায় ও ইংরাজীতে তাঁহার যে সকল বই আছে, তাহার মধ্যে 'ষড়দর্শন সংবাদ', 'উপদেশকথা', 'The Persecuted', 'Dialogues on the Hindu Philosophy' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণরাম দাস—(১৭শ শতকের শেষার্দ্ধ)। প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার। নিবাস ২৪ পরগণার নিমতা গ্রাম। পিতার নাম ভগবতী দাস। 'কালিকামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল', 'ষষ্ঠীমঙ্গল' ও 'শীতলামঙ্গল' কবির লিখিত পাঁচালী। 'রায়মঙ্গল' ১৬০৮ শকে (১৬৮৬ খৃঃ) রচিত হয়।

কৃষ্ণ সিংহ—কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (তাহা দ্রঃ)।

কৃষ্ণা—'দ্রৌপদী' দ্রঃ।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—(১৬—১৭ শতক)। বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক এবং 'তন্ত্রসারসাধক' নামক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের সংগ্রহকার। পিতার নাম গৌড়াচার্য্য মাহেশ্বর। নবদ্বীপে জন্ম। তাঁহার প্রবর্ত্তিত রীতি অনুসারেই শ্যামাপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব, রাগসাগর—তিনি 'রাগকল্পদ্রুম' (১৮৫৩) নামক একখানি রাগ-রাগিণী-সংবলিত সঙ্গীত-পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই 'রাগকল্পদ্রুম' পুস্তকখানি রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে লিখিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—(১৭৯০—১৮৮২)। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পুরুষ। হাওড়া জেলায় জন্ম। তিনি চিরকুমার ছিলেন। ভারতের বহু তীর্থ তিনি ভ্রমণ করেন। পঞ্জাব, রাজপুতানা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ইনি সর্ব্বসমেত ৩২টি কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার চেষ্টায় পঞ্জাবে কালীভক্তি প্রসারলাভ করে।

কেকয়ী—কেকয়বংশের কন্যা, দশরথের মধ্যমা স্ত্রী ('কৈকেয়ী' দ্রঃ)।

কেকাস (Cacus)—দৈত্যবিশেষ। তিনি ভল্কান ও মেডুসার পুত্র। তিনি হারকিউলিসের মেষদলকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া হারকিউলিস তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন (বৈদে পুঃ)।

কেটো, মার্কাস (Cato, Marcus Porcius)—(২৩৪—১৪৯ খৃঃ পূঃ)। রোমক রাজনীতিবিদ্। সুলেখক হিসাবে তিনি যশস্বী ছিলেন। সেকালের বিলাসিতার প্রতি তিনি অত্যন্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেন। সাধারণতঃ 'Cato the Censor' নামে তিনি পরিচিত।

কেতকাদাস—(জীবৎকাল ১৭দশ শতাব্দীর কাছাকাছি)। মনসামঙ্গল পাঁচালীর বিখ্যাত কবি। তিনি 'মনসার ভাসান'-নামক পালা গানের পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ। পিতার নাম শঙ্কর মণ্ডল, ভাই অভিরাম। নিবাস ছিল বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলায়। তিনি ভনিতায় কেতকাদাস (মনসা-দাস) লিখিতেন।

কেতু—১। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম (ভারত)। ২। এক দৈত্যবিশেষ (স্কন্দ)। (জ্যোতিষ)—অন্যতম গ্রহ।

কেদমন (Cædmon)—প্রথম ইংরাজ কবি। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অনেক বয়স পর্য্যন্ত নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু অলৌকিক প্রেরণায় তাঁহার কবিত্বশক্তি স্ফুরিত হয় এবং উত্তরকালে তিনি বাইবেলের কিয়দংশ পদ্যে রচনা করেন। পরিণত বয়সে তিনি 'হুইটবি' নামক স্থানের মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। আনুমানিক ৬৮০-এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

কেদারনাথ দাস, ডাঃ—(১৮৬৭—১৯৩৬)। ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ। পিতা যাদবকৃষ্ণ। নিবাস কলিকাতা। ১৮৯৪-এ এম. ডি. উপাধি পান। ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তিনি ১৯০২-এ নিযুক্ত হন। তিনি Das Forceps নামক প্রসব-যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা। পরে তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ হন। ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ আছে। ধাত্রীবিদ্যায় তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ছিল।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৩—২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৯)। বিখ্যাত হাস্যরসিক ও ঔপন্যাসিক। নিবাস দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগণা। পিতা গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামের বিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়াশুনা করিয়া তাঁহাকে পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে হয় এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার আগেই তাঁহাকে চাকরীজীবন আরম্ভ করিতে হয়। তাঁহার বড়দাদার সাহচর্য্যে প্রথম হইতেই তাঁহার সাহিত্যে ও রচনায় অনুরাগ জন্মে। চাকরীর খাতিরে তাঁহাকে কিছুকাল চীনদেশেও কাটাইতে হয়। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যের সংগঠনে ও 'উত্তরা' মাসিক পত্রিকার সঙ্গে তাঁহার নাম চিরকাল যুক্ত হইয়া থাকিবে। তিনি চাকরী শেষ হইবার পূর্ব্বেই অবসর লন ও শেষ জীবন কাশীতে ও পূর্ণিয়ায় কাটান। তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে 'কাশীর কিঞ্চিৎ' (রসকবিতা), 'কোষ্ঠীর ফলাফল' (উপন্যাস), 'আই হ্যাজ' (উপন্যাস) বিশেষ বিখ্যাত।

কেদার রায়—বিখ্যাত বারভূঁইয়ার অন্যতম চাঁদ রায়ের পুত্র (কাহারও মতে ভ্রাতা)। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যাকে হরণ করিলে তিনি তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তিনি মোগলের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং সন্দীপ নামক স্থান মোগলের হাত হইতে কাড়িয়া লন। ১৬০৩-এ মানসিংহ তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য বাংলায় আসিলে তিনি বহু সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধজাহাজ লইয়া যুদ্ধ করেন, কিন্তু

মানসিংহ কর্তৃক পরাজিত হন এবং পরে একজন হিন্দু কর্তৃক নিহত হন।

কেন, টমাস (Caine, Sir Thomas Henry Hall)—(১৮৫৩—১৯৩১)। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তাঁহার জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির মধ্যে 'The Shadow of a Crime', 'The Eternal City', 'The Prodigal Son' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। তিনি ডি. জি. রসেটির মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কাটাইয়াছিলেন।

কেপলার, জোহান (Kepler, Johann)—(১৫৭১—১৬৩০)। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান জ্যোতির্ব্বিদ্‌। গ্রহগণের গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁহার সেই তথ্যগুলি 'Kepler's Laws' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

কেবলকৃষ্ণ বসু—বাঙ্গালী কবি। নিবাস ময়মনসিংহ জেলার কেদারপুর গ্রাম। 'কাশীখণ্ড' (১৮১৫) ও 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'-প্রণেতা। পিতার নাম বিজয়রাম। তিনি 'শূদ্রপণ্ডিত' নামে খ্যাত ছিলেন।

কেমাল আতাতুর্ক—(১৮৮১—১৯৩৮)। নব্য তুরস্কের নেতা ও সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট। ১৯২২-এ তিনি গ্রীকদিগকে এশিয়া মাইনর হইতে বিতাড়িত করেন এবং ১৯২৩-এ তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন। তাঁহার পরিচালনায় তুরস্ক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা সকল দিকেই আমূল সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি খলিফার পদ তুলিয়া দেন। তাঁহার দেশবাসী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে সম্মানসূচক 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি পূর্ব্বে 'কেমাল পাশা' নামে অভিহিত হইতেন। এখন 'কেমাল আতাতুর্ক' নামে অভিহিত হন।

কেম্পিস, টমাস এ. (Kempis, Thomas A.)—(১৩৮০—১৪৭১)। জার্ম্মান ধর্ম্মযাজক ও লেখক। 'The Imitation of Christ' নামক একখানি মাত্র পুস্তক লিখিয়া তিনি জগদ্বিখ্যাত হন। এই পুস্তকখানি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

কেম্পেনফেল্ট, অ্যাডমিরাল রিচার্ড (Kempenfelt, Admiral Richard)—(১৭১৮—১৭৮২)। ইংরাজ নৌ-সেনাপতি। 'রয়েল জর্জ্জ' নামক জাহাজে তিনি প্রায় ছয়শত নাবিকের সহিত জলমগ্ন হন।

কেরন (Charon)—দৈত্যবিশেষ। লোক মরিয়া গেলে তিনি তাহাকে নরকের পথে স্থিত 'স্টাইক্স' ও 'একিরন' নদীর পারে লইয়া যান (গ্রীক পুঃ)।

কেরি, উইলিয়াম, ডি. ডি. (Carey, William, D. D.)—(১৭৬১—১৮৩৪)। বাংলা গদ্যসাহিত্যের উৎসাহদাতা ইংরাজ মিশনারি। জন্ম ইংলণ্ডে। ১৭৯৪-এ তিনি ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি মালদহে এক নীলকুঠিতে কাজ করিতেন ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ১৭৯৯-এ তিনি শ্রীরামপুরে একটি 'মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ঐস্থলে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তিনি বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা-ইংরাজী অভিধান (১৮২৫) ও রামায়ণের একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তাঁহার চেষ্টায় বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তিনি মহাপ্রাণ ও পরোপকারী ছিলেন।

কেরেন্‌স্কি, আলেক্‌জাণ্ডার (Kerensky, Alexander)—(জন্ম ১৮৮১)। রাশিয়ার বিদ্রোহী নেতা। ১৯১৭-এ জুলাই হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই সময়ে বলশেভিকরা তাঁহাকে বিতাড়িত করে।

কেল্‌কার, এন. সি. (Kelker, N. C.)—(জন্ম ১৮৭৯)। সাংবাদিক। তিনি বালগঙ্গাধর তিলকের ছাত্র ও সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি ১৯২০-এ বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯২৩ ও ১৯২৬-এ তিনি ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য হন। তিনি হিন্দুমহাসভার সভাপতি ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে গমন করেন। তিনি 'কেশরী'-নামক পত্রিকার সম্পাদক।

কেল্‌ভিন, উইলিয়াম টম্‌সন, ব্যারন (Kelvin, William Thomson, Baron)—(১৮২৪—১৯০৭)। স্কটদেশীয় বৈজ্ঞানিক। তিনি গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাপের গতি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা অতি মূল্যবান্‌। আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলদেশে টেলিগ্রাফের তার সংস্থাপনের কার্য্য তাঁহার গবেষণার ফলে সফল হয়। তাহার জন্য তিনি ১৮৬৬-এ 'লর্ড' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি বহুবিধ বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

কেল্‌ভিন, জন (Calvin, John)—(১৫০৯—১৫৬৪)। ইউরোপীয় ধর্ম্মসংস্কারক। জন্ম পিকার্ডিতে। তিনি নিজ ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য প্যারিস হইতে বিতাড়িত হইয়া জেনেভায় যান। তিনি প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মার্টিন লুথারের সমসাময়িক। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের দোষগুলি প্রদর্শন করিয়া নূতন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করেন।

কেল্লগ, ফ্রাঙ্ক বিলিংস (Kellog, Hon. Frank Billings, LL. D.)—(১৮৫৬—১৯৩৭)। রাজনীতিবিদ্‌। তিনি হেগ সহরে প্রতিষ্ঠিত 'Permanent Court of International Justice'এর ১৯৩০ হইতে ১৯৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত বিচারক ছিলেন। তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দূতরূপে গ্রেট ব্রিটেনে যান। 'কেল্লগ চুক্তি' তাঁহারই দ্বারা সম্পাদিত হয়। শান্তির জন্য তিনি ১৯২৯-এ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কেশব কাশ্মীরী—প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তিনি শ্রীনিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী ছিলেন। নিবাস—কাশ্মীর। নবদ্বীপে আসিয়া তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হন এবং প্রভুপদে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক 'বেদান্তভাষ্য' ও 'ভূচক্রদিগ্‌বিজয়ী'।

কেশবচন্দ্র সেন—(১৮৩৮—১৮৮৪)। ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ নেতা। নিবাস হুগলী জেলার গরিফা। জন্মস্থান কলিকাতার কলুটোলা। পিতার নাম প্যারীমোহন সেন, পিতামহ রামকমল সেন। তিনি হিন্দু ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মের দিকে মন ছিল। রাজনারায়ণ বসু-লিখিত 'বক্তৃতা' নামক পুস্তকখানি পড়িয়া তাঁহার মন ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং ১৮৫৭-এ উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত যোগদান করেন, কিন্তু নূতন নিয়ম প্রচলনের চেষ্টা করাতে তাঁহার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, ফলে তাঁহাকে আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিতে হয়। ১৮৬৯-এ তিনি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন ও ইহার মুখপত্র 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামক পত্রিকার পত্তন করেন। ১৮৭০-এ তিনি 'সুলভ সমাচার' নামে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭০-এ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা প্রদান করিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি Indian Reform Association, নৈশ বিদ্যালয়, মাদকতা-নিবারণ সভা প্রভৃতি গঠিত করেন। ১৮৭৫-এ তাঁহার কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজার বিবাহ হয়। এই বিবাহ ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মসমাজে তুমুল কলহের সৃষ্টি হয়। তিনি এই সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন এবং 'নববিধান' নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত করিয়া নূতন ধর্ম্মমত প্রচারে ব্যস্ত হইয়া উঠেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেন। তাঁহার লিখিত ধর্ম্মীয় প্রবন্ধগুলি বাংলা গদ্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌।

'জীবনবেদ' নামক পুস্তকখানি অনেকটা আত্মজীবনীর মত।

কেশব ভারতী—চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু। পূর্ব্বনাম কালীনাথ আচার্য্য। নিবাস—কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী কুলিয়া। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করেন।

কেশিনী—বিদর্ভরাজের কন্যা। তিনি রাজা সগরের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত সন্তান অসমঞ্জস (হরি)।

কেশী—দৈত্যবিশেষ। কংসের অনুচর। কৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য কংস তাঁহাকে ব্রজে পাঠান। কেশী অশ্বরূপ ধরিয়া মুখ হাঁ করিয়া অগ্রসর হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার মুখমধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন (ভাগ, হরি)।

কৈকয়ী, কৈকেয়ী—কেকয়রাজকন্যা। দশরথের মধ্যমা রাণী ও ভরতের মাতা। তিনি দশরথের নিকট হইতে প্রাপ্ত বরের সাহায্যে নিজ পুত্র ভরতকে রাজা ও রামকে বনে নির্ব্বাসিত করেন। ভরত কিন্তু রাজত্ব গ্রহণ করেন নাই। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর কৈকেয়ীর মৃত্যু হয় (রাম)।

কৈকসী—সুমালী রাক্ষসের কন্যা ও বিশ্রবা মুনির পত্নী। রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ তাঁহার তিন পুত্র ও শূর্পণখা তাঁহার কন্যা। নিকষা নামেও তিনি পরিচিতা (রাম)।

কৈটভ—১। নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানবের সৃষ্টি হয়। তাহারা অত্যাচারী ছিল। নারায়ণ তাহাদের ধ্বংস করেন। মধু ও কৈটভের মেদে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর নাম হয় মেদিনী (রাম)। **২**। ব্রহ্মা নারায়ণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া পদ্মপাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার উপরে নারায়ণ দুই বিন্দু জল নিক্ষেপ করেন। উহার এক বিন্দু মধুর মত প্রভাবিশিষ্ট ছিল; ঐ বিন্দু হইতে তমোগুণসম্পন্ন মধু আর অপর বিন্দু হইতে রজোগুণসম্পন্ন কৈটভের উৎপত্তি হয়। এই দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ চুরি করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল। পরে তাহারা নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হয় (ভারত)।

কৈলাসচন্দ্র বসু—(১৮২৭—১৮৭৮)। শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। কলিকাতায় জন্ম। প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ বসু, পিতা হরলাল বসু। সুবক্তা হিসাবেও তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি 'Literary Chronicle'-নামক একখানি পত্রিকা বাহির করেন। 'বেঙ্গল রেকর্ডার', 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি Civil Finance Commission-এর সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি আঠার বৎসর বেথুন সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন।

কোপার্নিকাস, নিকোলাস (Copernicus, Nicolas)—(১৪৭৩—১৫৪৩)। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ও গণিতজ্ঞ। তিনি জাতিতে পোল। পাশ্চাত্য জগতে তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন যে, সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহা ছাড়াও গণিতের বহু তথ্য তিনি আবিষ্কার করেন।

কোমটে, অগস্ট (Comte, Auguste)—(১৭৯৮—১৮৫৭)। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক। তিনি ১৮২১ হইতে ১৮৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত একটি বিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষকরূপে কার্য্য করেন। একাদশ বর্ষকাল পরিশ্রম করিয়া ১৮৪২-এ তিনি ছয়টি বৃহৎ খণ্ডে তাঁহার 'Positive Philosophy' (পজিটিভ ফিলজফি) নামক অমর গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

কোরেশী মাগন—বাংলা চন্দ্রাবতী কাব্যের কবি। তিনি আরাকানের রোসাঙ্গের রাজপুত্র ছিলেন। তিনি জাতিতে মগ। তাঁহার নামের শেষে ঠাকুর এই পদ দেখা যায়। তিনি কবি আলাওলের সমসাময়িক ছিলেন।

কোর্টেস (Cortes Hernando)—(১৪৮৫—১৫৪৭)। স্পেনীয় নেতা। মেক্সিকো-বিজেতারূপে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। তিনি মেক্সিকোর গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কোলব্রুক, হেনরী টমাস (Colbrook, Henry Thomas)—(১৭৬৫—১৮৩৭)। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ১৮০১ এ তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃতের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮০৫-এ তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত করেন। তিনি বেদ, জৈনধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। 'Digest of the Hindu Law on Contracts and Succession' তাঁহারই লিখিত (১৭৯১ খৃঃ)। তিনি ১৮০৭ হইতে ১৮১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

কোলরিজ, স্যামুয়েল টেলর (Coleridge, Samuel Taylor)—(১৭৭২—১৮৩৪)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। কেমব্রিজের Jesus College হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছুকাল সৈন্যবিভাগে কাজ করেন। তিনি Robert Southey ও Wordsworth-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ['ওয়ার্ডসওয়ার্থ' দ্রঃ]। 'Ancient Mariner', 'Kublai Khan' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। কোলরিজের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তকগুলিও বিশেষ বিখ্যাত। তাঁহার লিখিত 'Biographia' নামক সমালোচনা পুস্তক ইংরাজী সাহিত্যে একটি বিশেষ অবদান।

কোল্ট, স্যামুয়েল (Colt, Samuel)—(১৮১৪—১৮৬২)। পিস্তল আবিষ্কারক। তিনি হার্টফোর্ড্ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রিভলভারের উদ্ভাবন করিয়া বিখ্যাত হন।

কৌটিল্য (চাণক্য)—(জীবৎকাল খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী)। মৌর্য্যবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী। তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও অভিহিত হন। তাঁহার সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার রাজ্য উত্তমরূপে শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'অর্থশাস্ত্র' নামে তাঁহার রাজনীতির একটি পুস্তক আছে। তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল অর্থশাস্ত্র ছিল, সেই সকল শাস্ত্র অবলম্বনে ইহা লিখিত। তাঁহার অত্যন্ত কূটনৈতিক জ্ঞান ছিল বলিয়া খ্যাতি আছে।

কৌশল্যা—দশরথের প্রধানা রাণী ও রামচন্দ্রের জননী। দক্ষিণ কোশলের রাজার কন্যা বলিয়া তাঁহার নাম কৌশল্যা হইয়াছে। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর তিনি দেহত্যাগ করেন (রাম)।

কৌশিক—১। মুনিবিশেষ। তিনি মাতাপিতার অনুমতি না লইয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে যান। একদিন একটি বক গাত্রে পুরীষ ত্যাগ করিলে, ক্রোধে তিনি ঐ বককে ভস্ম করিয়া ফেলেন। অতঃপর ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি এক গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষার জন্য আসেন। গৃহিণী পূর্ব্বে স্বামীর সেবা করিয়া তবে তাঁহাকে ভিক্ষা দেন। কৌশিক ক্রুদ্ধ হইলে গৃহিণী তাঁহাকে মিথিলায় ধর্ম্ম ব্যাধের নিকট উপদেশ লাভের জন্য যাইতে বলিলেন। সেখান হইতে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি গৃহে ফিরেন ও মাতাপিতার সেবায় নিযুক্ত হন (ভারত)। **২**। 'বিশ্বামিত্র' দ্রঃ।

কৌশিকী—১। গাধি রাজার কন্যা সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। সত্যবতী পরে কৌশিকী নামে নদী হন (বিষ্ণু, বায়ু)। **২**। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ সুমতির স্ত্রী কৌশিকী (স্কন্দ)।

ক্যাক্সটন, উইলিয়াম (Caxton, William)—(১৪২২—১৪৯১)। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তক। ইংলণ্ডের অন্তর্গত কেণ্টে জন্ম।

তিনি সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন।

ক্যাটিলিনা, লুসিয়াস সার্জিয়াস (Catilina, Lucius Sergius)—(১০৮—৬২ খৃঃ পূঃ)। রোমক রাজনীতিক। তিনি কন্সাল সিসেরোর বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।

ক্যাটুলাস, কেয়স ভ্যালেরিয়াস (Catullus, Caius Valerius)—(৮৭—৫৪ খৃঃ পূঃ)। বিখ্যাত রোমক কবি। গীতিকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে।

ক্যাড্‌মাস (Cadmus)—গ্রীক পুরাণের রাজপুত্র। ফিনিসিয়ার রাজার ছেলে। তাঁহার ভগ্নী ইউরোপাকে জিউস বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গেলে তিনি পিতার আদেশে ভগ্নীকে খুঁজিতে যান। তাঁহার সঙ্গীরা এক দানব কর্ত্তৃক নিহত হয়। তিনি গ্রীক দেবী য়্যাথেনির সাহায্যে সেই দানবটিকে পরাভূত করেন এবং তাহার দাঁত মাটিতে পুঁতিয়া দেন। সেই দাঁত হইতে অসংখ্য সশস্ত্র লোক জন্মগ্রহণ করে। ক্যাড্‌মাস তাহাদের মধ্যে একখণ্ড পাথর ফেলিয়া দিলে তাহারা কাটাকাটি করিয়া মারা পড়ে। কেবল পাঁচজন জীবিত থাকে। এই পাঁচজন ক্যাড্‌মাসকে থিবস্ নগরী প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে। তিনি গ্রীক বর্ণমালার প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত।

ক্যাথারিন অব অ্যারাগন (Catherine of Aragon)—(১৪৮৫—১৫৩৬)। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর প্রথমা পত্নী। পূর্ব্বে হেনরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাকে হেনরী ত্যাগ করিতে চাহিলে পোপ তাঁহার মত দেন নাই। ফলে, হেনরী ইংলণ্ডে 'Reformation' আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। ১৫২৬-এ তাঁহাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

ক্যাথারিন ডি মেডিচি (Catherine de' Medici)—(১৫১৯—১৫৮৯)। ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনরীর রাণী। তিনি অতি শক্তিমতী মহিলা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র নবম চার্ল্‌সের হইয়া তিনি রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি প্রোটেষ্টাণ্ট-মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধতা করায় 'সেণ্ট বার্থলমিউ'র কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়।

ক্যাথারিন, ২য় (Catherine II, Empress of Russia)—(১৭২৯—১৭৯৬)। তিনি রাশিয়ার রাজা তৃতীয় পিটারের রাণী। স্বামীর মৃত্যুর পর রাজ্যের শাসনভার তাঁহার উপর পতিত হয়। তিনি প্রথমে উত্তমরূপে শাসনকার্য্য চালাইলেও পরে অত্যন্ত ব্যভিচারিণী হইয়া উঠেন। তাঁহাকে সেমিরামিস অব দি নর্থ (Semiramis of the North) বলা হয়।

ক্যাথারিন, সেণ্ট্ (Catherine, St.)—অ্যালেকজাণ্ড্রিয়া নগরীর বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রাণা কুমারী। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ৩০৭-এ বিশেষ উৎপীড়িতা হন। তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার পূর্ব্বে লোহার শিক-বিশিষ্ট চাকায় ফেলিয়া যন্ত্রণা দেওয়া হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইহা হইতে 'সেণ্ট্ ক্যাথারিনের চক্র' (St. Catherine's Wheel) নাম হইয়াছে। প্রতি বৎসর ২৫ শে নভেম্বর তাঁহার স্মরণে উৎসব হইয়া থাকে।

ক্যানিউট দি গ্রেট (Canute the Great)—(৯৯৫—১০৩৫)। ডেনমার্কের রাজা। তিনি সৈন্যদলসহ ডেনমার্ক হইতে ইংলণ্ড আক্রমণ করেন এবং ইংলণ্ডের রাজা Ethelred the Unready কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার পিতা সোয়েইনকে রাজা করেন। ১০১৪-এ পিতার মৃত্যুর অনেক দিন পরে তিনি রাজা হন।

ক্যানিং, আর্ল অব (Canning, Earl of)—(১৮১২—১৮৬২)। ভারতবর্ষের প্রথম রাজপ্রতিনিধি (Viceroy)। ক্যানিং ১৮৫৬-এ গভর্ণর-জেনারেল হইয়া ভারতে আসেন। তাঁহার শাসনভার গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যেই সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে ভারতের শাসনকর্ত্তা গভর্ণর-জেনারেল (বড়লাট) ও ভাইসরয় উপাধি লাভ করিলেন। তাঁহার শাসনকালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগরে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ক্যাপিটোলিনাস (Capitolinus)—জুপিটারের অন্য নাম। ক্যাপিটল পর্ব্বতে তাঁহার মন্দির থাকায় তিনি এই নামে পরিচিত হন।

ক্যাবট, সিবাষ্টিয়ান (Cabot, Sebastian)—(১৪৭৪—১৫৫৭)। বিখ্যাত ইতালীয় নাবিক ও আবিষ্কারক। তিনি ইতালীয় নাবিক জন ক্যাবটের পুত্র। ১৪৯৭-এ তিনি লাব্রাদর আবিষ্কার করেন। পরে তিনি আমেরিকার উপকূলভাগের ১৮০০ মাইল জরিপ করেন। তিনি কিছুকাল স্পেনরাজ রাজা পঞ্চম চার্লসের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। ভারতে আসিবার উত্তর-পশ্চিম দিকের পথ তিনি পিতার সাহায্যে এবং ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরীর পৃষ্ঠপোষকতায় আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন। শেষজীবনে তিনি ইংলণ্ডের Grand Pilot পদে নিযুক্ত হন।

ক্যাভেল, এডিথ লুইসা (Cavell, Edith Louisa)—(১৮৬৫—১৯১৫)। বিখ্যাত ইংরাজ নার্স ও মহিলা চর। তিনি বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে আহত বৃটিশ সৈন্যদের বেলজিয়াম হইতে অপসারণের চেষ্টায় সাহায্য করিবার অভিযোগে অভিযুক্তা হন। জার্ম্মানরা তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে।

ক্যামিলাস, মার্কাস ফিউরিয়াস (Camillus, Marcus Furius)—(৪৪৬—৩৬৫ খৃঃ পূঃ)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি। তিনি রোমের গণতন্ত্রের পাঁচবার 'ডিক্টেটর' হন।

ক্যামেরন, ভার্নে লাভেট (Cameron, Varney Lovett)—(১৮৪৪—১৮৯৪)। প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক। তিনিই প্রথম পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে আফ্রিকা অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের আবিষ্কারক। ১৮৭২-এ তিনি লিভিংষ্টোনকে অনুসন্ধান করিতে গমন করেন এবং ১৮৭৩-এ আফ্রিকার কয়েকজন আদিম অধিবাসীকে তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেখেন।

ক্যাম্বেল, জর্জ্জ (Campbell, Sir George)—(১৮২৪—১৮৯২)। বাংলার পঞ্চম গভর্ণর। ১৮৭১-এ তিনি বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। রোডসেস্ নামক কর-প্রথা, কয়েদীদের সশ্রম কারাদণ্ড, প্রেসিডেন্সি কলেজ নির্ম্মাণ, সবডেপুটি কলেক্টরের পদ সৃষ্ট তাঁহার শাসনকালের ঘটনা। তিনি বিদ্রোহী সাঁওতালগণকে এবং সীমান্ত প্রদেশের গারো ও দফলা জাতিকে দমন করেন। তিনি 'Statistics', 'Ethnology', 'A Hand-Book of the Eastern Questions' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন।

ক্যাম্বেল, টমাস (Campbell, Thomas)—(১৭৭৭—১৮৪৪)। ইংরাজ কবি। 'Ye Mariners of England', 'Hohenlinden', 'The Battle of the Baltic' প্রভৃতি কবিতা এবং 'The Pleasures of Hope' নামক কাব্য তাঁহার রচনা।

ক্যাম্বেল, ম্যালকম (Campbell, Sir Malcolm)—(১৮৮৫—১৯৪৮)। দ্রুত মোটরগাড়ী চালনার জন্য প্রসিদ্ধ। ১৯৩২-এ তিনি ডেটোনা সমুদ্রতীরে ঘণ্টায় ২৫৩·৯ মাইল বেগে গাড়ী চালনা করেন। ১৯৩৩-এ তিনি ঘণ্টায় ২৭২·১০৮ মাইল বেগে মোটর চালান। তাঁহার সর্ব্বোচ্চ 'রেকর্ড' ঘণ্টায় ৩০১ ১৩৩৭ মাইল (১৯৩৫)।

ক্যারাকালা, মার্কাস অরিলিয়াস (Caracalla, Marcus Aurelius)—(১৮৬—২১৭)। রোমক সম্রাট্। গলের অধিবাসী। তিনি ২১১-এ পিতা সেভেরাসের পর সম্রাট্ হন। তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন।

ক্যারাক্টেকাস (Caractacus)—প্রাচীন যুগের ব্রিটন বীর রাজা। তিনি ক্লডিয়াসের রাজত্বকালে রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং ৫১-এ বন্দী হইয়া রোমে প্রেরিত হন। তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক ভাবে প্রীত হইয়া রোমান সম্রাট্ তাঁহাকে মুক্তি দেন।

ক্যারিব্‌ডিস (Charybdis)—কলহপ্রিয়া রমণী। জুপিটার কর্তৃক সিসিলীর নিকটে ঘূর্ণাবর্ত্তে পরিণতা হন (গ্রীক পুঃ)।

ক্যারোল (Carroll, Lewis)—(১৮৩২—১৮৯৮)। বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক। প্রকৃত নাম চার্লস লুটাবিজ ডজসন (Dodgson)। তিনি অক্সফোর্ডে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। শিশুদের সঙ্গ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাহাদের জন্য তিনি 'Alice in Wonderland' ও 'Alice through the Looking-glass' রচনা করেন। তাহা ছাড়া তাঁহার আরও পুস্তক আছে।

ক্যালভিন (Calvin, John)—(১৫০৯—১৫৬৪)। ফরাসী ধর্ম্মসংস্কারক। তাঁহার নিবাস ছিল জেনেভা। তিনি রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মমতকে নানা যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত করেন ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম্মমতের পোষকতা করেন। তাঁহার মতাবলম্বী লোকদের ফ্রান্সে 'হিউএনট' বলিত।

ক্যালিগুলা (Caligula, Caius Cæsar)—তৃতীয় রোমক সম্রাট্। তিনি প্রথমে শান্তির সহিত রাজত্ব করেন। শেষে তাঁহাকে নানা অশান্তিতে কাটাইতে হয়। প্রজারা তাঁহার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হয়। পরে তিনি খৃঃ পূঃ ৪১ অব্দে নিহত হন।

ক্যালিপ্সো (Calypso)—জাহাজ জলমগ্ন হইলে ইউলিসিস যে দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি সেই অগিগিয়া দ্বীপের জলদেবী। তিনি ইউলিসিসের প্রেমমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাত বৎসর আটক করিয়া রাখেন (গ্রীক পুঃ)।

ক্যালিওপি (Calliope)—অর্ফিয়ুসের মাতা। তিনি নয়জন সঙ্গীত দেবীর প্রধানা। তিনি কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (বৈদে)।

ক্যালিস্‌টো (Callisto)—ডায়েনা দেবীর সখী। জুপিটারের ঔরসে তাঁহার আর্কাস নামে একটি পুত্র জন্মে। পরে জুপিটার তাঁহাকে তারকায় পরিণত করেন (গ্রীক পুঃ)।

ক্যাসাণ্ড্রা (Cassandra)—প্রায়াম ও হেকিউবার কন্যা। অ্যাপলোর নিকট হইতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা পান। ট্রয় পতনের পর অ্যাগামেমননের কাছে তিনি যান, কিন্তু রাণী ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা তাঁহাকে বধ করেন।

ক্যাসাবিয়াঙ্কা (Casabianca, Louis)—(১৭৫৫—১৭৯৮)। আবুকিরের যুদ্ধে ফরাসী জাহাজ 'লা ওরিয়েন্টে'র কাপ্তেন। ইংরাজদের হাতে যাহাতে জাহাজটি না পড়ে, সেই কারণে তিনি জাহাজটি উড়াইয়া দেন এবং তাঁহার ছোট ছেলেটির সঙ্গে মারা যান। ঐ ছেলেটির নামও ছিল ক্যাসাবিয়াঙ্কা।

ক্যাসিওপি (Cassiope, Cassiopea)—সিফিয়াসের পত্নী ও অ্যাণ্ড্রমিডার জননী। জলপরীদের অপেক্ষা আপনাকে অধিকতর সুন্দরী বলিয়া তিনি গর্ব্ব করিতেন ['অ্যাণ্ড্রমিডা' দ্রঃ] (গ্রীক পুঃ)।

ক্যাসিয়াস (Cassius, Longinus)—(মৃত্যু ৪২ খৃঃ পূঃ)। জুলিয়াস সীজারের সমসাময়িক এবং তৎকালীন বিখ্যাত সেনাপতি। সীজারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত ছিলেন। মার্ক অ্যান্টনি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

ক্যাস্টর (Castor)—তাঁহার পোলাক্স নামে একটি ভ্রাতা ছিল। পোলাক্স ও তিনি যমজ ভ্রাতা। ক্যাস্টর মর ছিলেন, আর পোলাক্স অমর ছিলেন। তাঁহারা জুপিটার কর্তৃক তারকাতে পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

ক্রতু—১। ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি কর্দ্দম পত্নী দেবহূতির গর্ভজাত কন্যা ক্রিয়াকে বিবাহ করেন। ক্রিয়া হইতে ষাট হাজার বালখিল্য ঋষি জন্মগ্রহণ করেন (ভাগ)। ২। ক্রতুর পত্নী সন্নতি। সন্নতি হইতে ষাট হাজার বালখিল্য ঋষির জন্ম হয় (বিষ্ণু)।

ক্রমওয়েল, অলিভার (Cromwell, Oliver)—(১৫৯৯—১৬৫৮)। বিখ্যাত ব্রিটিশ যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ্। তিনি ১৬২৮-এ পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। ইংলণ্ডের প্রথম রাজা চার্লস্ যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করিলে তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পরে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও রাজাকে পরাস্ত করেন। পার্লামেণ্টে 'রাউণ্ডহেড্‌স্' দলের তিনি নেতা ছিলেন। রাজার মৃত্যুদণ্ডের পর তিনি ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তন করেন। ইতিহাসে তাঁহাকে 'লর্ড প্রটেক্টর' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

ক্রম্‌টন, স্যামুয়েল (Crompton, Samuel)—(১৭৫৩—১৮২৭)। বয়ন-যন্ত্রের আবিষ্কারক। তিনি বোল্টনের দরিদ্র তন্তুবায় ছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত বয়ন-যন্ত্রের জন্যই তৎকালে বস্ত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ইহার জন্য পার্লামেণ্ট হইতে তাঁহাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়।

ক্রিমার (Cremer, Sir W. R.)—(১৮৩৮—১৯০৮)। তিনি আন্তর্জ্জাতিক পার্লামেণ্টারী সভার প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৩-এ তিনি বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টার জন্য 'নোবেল পুরস্কার' পান।

ক্রিস্টি (Christie, Sir William Henry Mahoney)—(১৮৪৫—১৯২২)। বিখ্যাত ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদ্। ১৮৭০-এ তিনি রাজকীয় পর্য্যবেক্ষণাগারের (observatory) প্রধান সহকারী নিযুক্ত হন। ১৮৮১—১৯১০ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি রাজ-জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। তাঁহার লিখিত একটি মূল্যবান্ জ্যোতিঃশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় পুস্তক ও আবিষ্কৃত জ্যোতিষিক যন্ত্র আছে।

ক্রিস্টোফার, সেণ্ট (Christopher, St.)—খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট খৃষ্টান সাধু। রোমক ও গ্রীক গীর্জ্জায় তাঁহার উৎসব (রোমক ২৫শে জুলাই তারিখে, গ্রীক ৯ই মে তারিখে) হইয়া থাকে।

ক্রিস্পিন, সেণ্ট (Crispin, St.)—রোমক ধর্ম্মপ্রচারক। তিনি ফ্রান্সে বাস করিতেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রোমে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেন। তিনি জুতা প্রস্তুত করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। ২৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর গলিত সীসার কড়ার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

ক্রীসাস (Crœsus)—(রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৫৬০—৫৪৬)। লিডিয়ার শেষ রাজা। তিনি অগাধ অর্থ সঞ্চয় করেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। পারস্যের রাজা কাইরুস কর্তৃক তিনি পরাজিত হন। তাঁহার রাজধানীতে গ্রীক পণ্ডিত সোলোন আসিয়াছিলেন।

ক্রুক্‌স্ (Crookes, Sir William)—(১৮৩২—১৯১৯)। বিখ্যাত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক। রসায়নশাস্ত্রে ও তড়িৎ-বিজ্ঞানে তাঁহার দান অপূর্ব্ব। রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 'থেলিয়াম' নামক রাসায়নিক পদার্থের তিনি আবিষ্কারক ও 'রেডিওমিটারের' উদ্ভাবক। তিনি ১৯১৩ হইতে ১৯১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত রয়্যাল সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন।

ক্রুগার (Kreuger, Ivar)—(১৮৮০—১৯৩২)। সুইডেনের বিরাট ব্যবসায়ী। প্রথম জীবনে ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ১৯১৩-এ সুইডিস ম্যাচ কোং করিয়া পৃথিবী-বিখ্যাত হন। ৪৩টি দেশের মধ্যে ২৫০টি দেয়াশলাই কারখানা করিয়া তিনি ঐ ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। তিনি আত্মহত্যা করিয়া মারা যান।

ক্রুগার, স্টিফেনাস জোহানেস পলাস (Kruger, Stephanus Johannes Paulus)—(১৮২৫—১৯০৪)। বুয়র নেতা। তিনি ১৮৮১ হইতে ১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত Transvaal গণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন। কেপ কলোনীতে জন্ম। বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা (১৮০০)। ট্রান্সভালের বুয়র যুদ্ধে তাঁহার দায়িত্বহীনতার জন্য তাঁহাকে হল্যাণ্ডে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয় ও সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ক্রুপ (Krupp, Alfred)—(১৮১২—১৮৮৭)। বিখ্যাত জার্মান ইঞ্জিনীয়ার। ইসেন নামক স্থানে তাঁহার স্থাপিত কয়েকটি কামানের কারখানা জগতের বিখ্যাত কারখানাগুলির অন্যতম। তাঁহার পুত্র ফ্রেডারিক আলফ্রেড্ ক্রুপ (১৮৫৪—১৯০২)। এই সময়ে কারখানা সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়। ১৯১৩-এ এখানে ৮০,০০০ লোক কাজ করিত।

ক্রোধ—১। কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কালা হইতে জন্ম (ভারত)। **২**। লোভের পত্নী নিকৃতির পুত্র। ক্রোধ নিজের ভগ্নী হিংসাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কলি নামে পুত্র ও দুরুক্তি নামে কন্যা জন্মে (ভাগ)।

ক্রোধী—দক্ষের কন্যা, কশ্যপের স্ত্রী। তাঁহার গর্ভে পিশাচ, যক্ষ প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল।

ক্রোন্‌জে (Cronje)—(১৮৪০—১৯১১)। প্রসিদ্ধ বুয়র-সেনাপতি। বুয়র যুদ্ধে লর্ড রবার্ট্‌স্ ইংরাজদিগের সেনাপতি ছিলেন ও ক্রোন্‌জে বুয়রদের সেনাপতি ছিলেন। বন্দী হইয়া তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হন। ইংরাজদিগের সহিত বুয়রদের সন্ধি হইলে তিনি মুক্তি পান।

ক্রোপোট্‌কিন, প্রিন্স পিটার (Kropotkin, Prince Peter)—(১৮৪২—১৯২১)। রাশিয়ার বিপ্লবী লেখক। তিনি রাশিয়ার বিদ্রোহে যোগদান করেন এবং শ্রমিকদের উত্তেজিত করার অপরাধে বন্দী হন এবং পলাইয়া ইংলণ্ডে যান। পরে ১৯১৭-এ রাশিয়ায় ফিরিয়া যান। তিনি ভূতত্ত্ব এবং সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 'The French Revolution', 'Memoirs of a Revolutionary' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

ক্র্যান্‌মার, টমাস (Cranmer, Thomas)—(১৪৮৯—১৫৫৬)। ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজক। ৮ম হেনরী ও ৬ষ্ঠ এডওয়ার্ডের সময়ে তিনি ক্যান্টারবারীর আর্চবিশপ ছিলেন। হেনরীর প্রবর্ত্তিত 'Reformation' আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মেরী রাণী হইলে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু সর্ব্বসমক্ষে তাহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে পুড়াইয়া মারিয়া ফেলা হয়।

ক্লডিয়াস, ১ম (Claudius I)—(১০—৫৪)। রোমক সম্রাট্। তাঁহার সময়ে ব্রিটেনের কিছুটা রোমের অধিকারে আসে। তিনি রোমে বহু সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার স্ত্রী অ্যাগ্রিপিনা তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে।

ক্লাইও (Clio)—ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (গ্রীক পুঃ)।

ক্লাইটেম্‌নেস্‌ট্রা (Clytaemnestra)—স্পার্টার রাজা অ্যাগামেমননের পত্নী। টিনডারিউস ও লেডার কন্যা ['অ্যাগামেমনন' দ্রঃ]।

ক্লাইড (Clyde, Collin Campbell, Lord)—(১৭৯২—১৮৬৩)। ইংরাজ সেনাপতি। তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তিনি ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চিফ ছিলেন।

ক্লাইভ, লর্ড (Clive, Lord)—(১৭২৫—১৭৭৪)। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৪২-এ তিনি মাদ্রাজে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরানী হইয়া আসেন। ১৭৪৮-এ তিনি সৈনিক-বিভাগের কর্ম্মচারী হন। আরকটের নবাবের মৃত্যুর পর ফরাসী-মনোনীত চাঁদসাহেব ও ইংরাজ-মনোনীত মহম্মদ আলীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ক্লাইভ আরকট অবরোধ করেন। ফরাসীদের পরাজিত করিয়া তিনি মহম্মদ আলীকে আরকটের সিংহাসনে বসান। ইহার পর আরও কতকগুলি যুদ্ধে তিনি ফরাসীদের পরাস্ত করেন। পরে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া তিনি কলিকাতা উদ্ধার করেন। চন্দননগর অধিকার করিলে তাঁহার সহিত সিরাজ-উদ্দৌলার বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে নবাবের বিরুদ্ধে একটি ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল। সেই ষড়্‌যন্ত্রে তিনি যোগদান করেন। অন্যান্য ষড়্‌যন্ত্রীদের মধ্যে রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই ষড়্‌যন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে পলাশীর যুদ্ধে (২৩শে জুন, ১৭৫৭)। সেই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। নবাবের হত্যার পর ক্লাইভ মীরজাফরকে বঙ্গের নবাবী দিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং 'Baron Clive of Plassey' নামে সম্মানিত হন। ইহার পর তিনি বাংলার গভর্ণর হইয়া এদেশে পুনরায় আগমন করেন। ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া তিনি কোম্পানীর রাজত্ব দৃঢ় করিলেন। তিনি ১৭৬৫-এ দিল্লীর সম্রাট্ শাহ্ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিবার চুক্তিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে ক্লাইভ ভারতে ইংরাজ শাসন সুদৃঢ় করিতে থাকেন। কিন্তু দেশে ফিরিলে তাঁহার বিরুদ্ধে ভারতে নানা কুকার্য্য করিবার জন্য অভিযোগ আনীত হয়। বিচারে তিনি মুক্ত হন। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন।

ক্লিওপেট্রা (Cleopatra)—(খৃঃ পূঃ ৬৮—৩০)। মিশরের প্রসিদ্ধ সুন্দরী রাণী। পিতা মিশরের রাজা টলেমি ঔলেটিজ। তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে তাঁহাকেও রাজ্যের উত্তরাধিকারী করা হয়। জুলিয়াস সীজার তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসে ক্লিওপেট্রার একটি পুত্র জন্মে। পরে মার্ক অ্যান্টনি তাঁহার রূপমুগ্ধ হইয়া মিশরেই তাঁহার সহিত বাস করিতে থাকেন। অগাষ্টাস সীজারের সহিত যুদ্ধে অ্যান্টনির মৃত্যু হইলে তিনি অ্যাস্প নামক বিষধর সর্প নিজের বক্ষে রাখেন এবং এইভাবে আত্মহত্যা করেন।

ক্লেভারিং (Clavering)—(১৭২২—১৭৭৭)। তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি সমরবিভাগে কাজ করিতেন ও ১৭৭৪-এ তিনি বেঙ্গল সৈন্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি হেষ্টিংসের মত পছন্দ করিতেন না।

ক্লেমাঁসো (Clemenceau, Georges Eugene)—(১৮৪১—১৯২৯)। বিখ্যাত ফরাসী রাজনীতিবিদ্ ও বাগ্মী। ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন। তিনি ১৯১৭ হইতে ১৯২০ খৃঃ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সমরসচিব ছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই শান্তিসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

ক্লোথো (Clotho)—ভাগ্যদেবীগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। জীবনসূত্র প্রস্তুত করাই তাঁহার কার্য্য (গ্রীক পুঃ)।

ক্লোরিস (Chloris)—পবনদেবতার স্ত্রী। গ্রীকদিগের ফুলপরী (গ্রীক পুঃ)।

ক্ষপণক—বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের

অন্যতম। বৈয়াকরণ ও আভিধানিক বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী—(জন্ম ১৮৮০)। লেখক ও শিক্ষাবিদ্। তিনি কাশীতে শিক্ষালাভ করেন। তিনি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯০৮-এ তিনি শান্তিনিকেতনে যোগ দেন এবং বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫৩-এ তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য হন। 'কবীর', 'ভারতীয় সাধনার ধারা' ইত্যাদি কয়েকখানি বই তাঁহার রচিত।

ক্ষীরস্বামী—অমরকোষের টীকাকার। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—(১২ই এপ্রিল, ১৮৬৩—৪ঠা জুলাই, ১৯২৭)। পিতার নাম গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি। জন্মস্থান ২৪ পরগণার খড়দহ গ্রাম। তিনি এম্. এ. পাশ করিয়া জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজের (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের) বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলেজে পড়িবার সময় 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' নামে একটি গল্প লিখিতে থাকেন। অধ্যাপনা করিবার সময় তাঁহার প্রথম নাট্যগ্রন্থ 'ফুলশয্যা' অভিনীত হয়। তারপর তিনি কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া নাট্য-সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে থাকেন এবং অনেকগুলি প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন। তিনি 'অলৌকিক রহস্য' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার পুস্তক-গুলির মধ্যে 'আলিবাবা', 'সাবিত্রী', 'বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য', 'প্রমোদরঞ্জন', 'নারায়ণী', 'রঞ্জাবতী', 'পদ্মিনী', 'নন্দকুমার', 'চাঁদবিবি', 'দাদা ও দিদি', 'আলমগীর', 'গুহামুখে', 'নিবেদিতা', 'পতিতার সিদ্ধি' (শেষ তিনটি উপন্যাস) ইত্যাদি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ক্ষুদিরাম বসু—(১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯—১১ই আগষ্ট, ১৯০৮)। বীর-বিপ্লবী। জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার মৌবানি গ্রাম। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ। ক্ষুদিরাম তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট থাকিয়া পড়াশুনা করেন। প্রথমে হামিল্টন স্কুলে ও পরে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া দিন কাটাইতে হয়। ১৯০২-এ মেদিনীপুরে একটি গুপ্তসমিতি গঠিত হয়। সমিতির কর্ত্তা সত্যেন্দ্রনাথ এই সমিতির মধ্যে ক্ষুদিরামকে টানিয়া লইলেন। ১৯০৫—০৬ সালেও ক্ষুদিরাম বিলাতি বর্জ্জন ইত্যাদি আন্দোলনে যোগ দেন ও পুলিসের হাতে কিছু কিছু নিগ্রহ ভোগ করেন। ১৯০৮-এ ক্ষুদিরামকে যুগান্তর আফিসে পাঠান হয় এবং সেখান হইতে মজঃফরপুরে পাঠান হইল। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন প্রফুল্ল চাকী আর উদ্দেশ্য ছিল ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা। ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮ তারিখে ক্ষুদিরাম ও চাকী ভুলবশতঃ অন্য একটি গাড়ীতে বোমা ছোঁড়েন। সে গাড়ীতে ছিলেন মিসেস ও মিস্ কেনেডী। বিচারে তাঁহার ফাঁসী হয়।

ক্ষেমরাজ—কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত। তিনি রাজানক ক্ষেমরাজ নামে পরিচিত। তিনি অভিনব গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। খৃঃ ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি 'স্পন্দনির্ণয়', 'স্পন্দ-সন্দোহ' প্রভৃতি ৭ খানি গ্রন্থ রচনা এবং তাঁহার অধ্যাপকের ৫ খানি গ্রন্থের টীকা করেন।

ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ—'মনসার ভাসান' প্রণেতা কায়স্থ গ্রন্থকার। তাঁহার অপর নাম কেতকাদাস।

ক্ষেমীশ্বর—বঙ্গের রাজা মহীপালের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজার আদেশে তিনি 'চণ্ডকৌশিক' (১০১৫) নামক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন।

ক্ষেমেন্দ্র, ব্যাসদাস—(১০৪০)। কাশ্মীরস্থ হিন্দু কবি। পিতা প্রকাশেন্দ্র। তিনি অভিনব গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। সোমপাদের নিকটে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন। কাশ্মীররাজ অনন্তের সভাপণ্ডিত ও বহু গ্রন্থের রচয়িতারূপে প্রসিদ্ধ। তিনি 'বুদ্ধচরিত', 'অমৃততরঙ্গ', 'নীতিকল্প-তরু', 'দশাবতার', 'মুনিমত মীমাংসা', 'বোধি-সত্ত্বাবদান কল্পলতা' প্রভৃতি ৩৬ খানি সংস্কৃত-গ্রন্থ রচনা করেন।

খ

খগম—মহর্ষিবিশেষ। তাঁহার শাপে সহস্র-পাদ মুনি ঢোঁড়া সাপ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে শান্ত হইয়া এই ব্যবস্থা করেন যে, রুরু মুনির দর্শনে তিনি শাপমুক্ত হইবেন (ভারত)।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর—(জন্ম ১৮৮০)। লেখক ও শিক্ষাব্রতী। যশোহর জেলার খুলগ্রামে জন্ম। পিতা দীননাথ মিত্র। ১৮৯৯-এ দর্শনশাস্ত্রে এম্.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি রাজসাহী, কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকতা করেন (১৯০২—২৮)। পরে ১৯৩২ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যালয়-পরিদর্শক ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাংলা ভাষায়) রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হন। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ, কাউন্সিল অব স্টেট এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। রাধানগর সাহিত্য সম্মিলনে ও বোম্বাই ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসে তিনি সভাপতি হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এবং ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটের তিনি যথাক্রমে সম্পাদক ও কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। শিক্ষিত সমাজে তিনি উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণব-সাহিত্যেও ইনি সুপণ্ডিত। ১৯৩৬-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া নরওয়ের আন্তর্জ্জাতিক ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক মহাসভায় যোগ দেন। 'বিবিবউ', 'কানের দুল', 'সুখদুঃখ', 'পদামৃত মাধুরী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন।

খট্বাঙ্গ, খট্টাঙ্গ—সগরবংশীয় রাজা। অন্য নাম দিলীপ। পিতার নাম বিশ্বসহ। দেবতা-দের নিকট তাঁহার আয়ু মুহূর্ত্তমাত্র ইহা শুনিয়া খট্টাঙ্গ সকল কার্য্য ত্যাগ করেন এবং আনন্দিত মনে ঈশ্বর ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন (ভাগ)।

খনা—মহিলা জ্যোতির্ব্বিদ্। এ সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা এই:—খনা সিংহলের রাজকন্যা। জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহের সিংহল-প্রবাসী পুত্র খনাকে বিবাহ করিয়া উজ্জয়িনীতে আনেন। খনার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে রাজসভার সভাসদ্ করিয়া দেন। বরাহ ঈর্ষ্যান্বিত হন। তিনি পুত্রকে খনার জিহ্বা ছেদন করিতে বলিলে খনা স্বেচ্ছায় নিজের জিহ্বা কাটিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

খর—রাক্ষসবিশেষ। পিতা বিশ্রবা মুনি, মাতা রাকা। খরের অপর ভ্রাতার নাম দূষণ। ভগ্নী শূর্পণখা। শূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে খর রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হন (রাম)।

খলীনেত্র—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিবিংশের পুত্র। তিনি অত্যাচারী রাজা ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার পুত্র সুবর্চ্চাকে রাজা করেন (ভারত)।

খাঁ জাহান (হোসেন কুলি খাঁ)—(১৫৭৬—১৫৭৯)। সম্রাট আকবর বাংলা অধিকার করিলে খাঁ জাহান প্রথম সুবাদার হন। দাউদ খাঁ ও তাঁহার সেনাপতি কালাপাহাড়কে তিনি পরাজিত ও নিহত করেন।

খাকানী—(?—১১৮৬)—প্রসিদ্ধ পারসীক কবি ও গীতিকাব্য-রচয়িতা। প্রকৃত নাম আফজালউদ্দীন ইব্রাহিম বিন্ আলি শের্-

ওয়ানী। শেরওয়ানের রাজা তাঁহাকে 'খাকানী' উপাধি দান করেন। 'তাকাৎ-উল্-ই-রাকিন' তাঁহার প্রণীত একখানি শ্রেষ্ঠ বর্ণনামূলক কাব্য।

খাজা জাহান—(রাজত্বকাল ১৩৯৪—১৪০০)। জৌনপুরের প্রথম স্বাধীন রাজা। দিল্লীর ওমরাহ ছিলেন, পরে ১৩৯৪-এ জৌনপুর রাজ্য অধিকার করিয়া শার্কী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরে তাঁহার পোষ্যপুত্র 'মোবারক শা' রাজ্যলাভ করেন।

খাফি খাঁ—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক। প্রকৃত নাম মোহাম্মদ হালিম। তিনি 'মুন্তাখিব-উল্-লাবাব'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বাবর হইতে মোহম্মদ শাহ্ পর্য্যন্ত সমস্ত মোগল সম্রাটের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ১৭৩২ খৃঃ পর্য্যন্ত উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ না করাতে তাঁহার নাম হয় খাফি খাঁ অর্থাৎ গোপনকারী খাঁ।

খারবেল—প্রাচীন কলিঙ্গের রাজা। খৃঃ পূঃ ২৭ অব্দে কলিঙ্গদেশে (বর্ত্তমান উড়িষ্যা) তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সময়ে কলিঙ্গের সামরিক শক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

খালিদ ইবনুল ওলীদ (?—৬৪২)। আরবের অপরাজেয় বীর। অমুসলিম অবস্থায় তিনি হজরত মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পরে তিনি ৬২৯-এ ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ৬৩৪-এ সীরিয়াতে তিনি ৪০,০০০ মুসলিম সৈন্য লইয়া রোম সম্রাটের ২,৪০,০০০ সৈন্য পরাজিত করিয়া অশেষ বীরত্ব দেখান। পরে ওমর তাঁহাকে প্রধান সেনাপতি হইতে সরাইয়া দেন।

খালিদা আদীব খানম (Halida Adib Hanum)—বিখ্যাত তুর্কী বিদুষী মহিলা। তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি সর্ব্বপ্রথম উপাধিধারিণী মহিলা। বৈপ্লবিক মতবাদের জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি তখন আন্কারার জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি কামাল পাশার এডিকং ছিলেন। উপন্যাস-লেখিকা ও তুরস্কের নারীজাগরণের নেত্রীরূপেও তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তী কালে কামাল পাশার সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি নির্ব্বাসিত হন।

খিজির খাঁ—১। মুলতানের শাসনকর্ত্তা। পরে দৌলত খাঁ লোদীর নিকট হইতে দিল্লী রাজ্য অধিকার করেন (১৪১৪ খৃঃ)। তিনি তৈমুরলঙের নামে রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহার স্থাপিত বংশের নাম সৈয়দ বংশ। ২। দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন খিলিজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং চিতোরের শাসনকর্ত্তা। তিনি আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক গুজরাট বিজয়ের পরে গুজরাটরাজ দ্বিতীয় কর্ণদেবের কন্যা দেবলাকে বিবাহ করেন।

খুররম—'শাহ্জাহান' দ্রঃ।

খুল্লনা—শাপভ্রষ্টা রঙ্গমালা নামে অপ্সরা। পিতা লক্ষপতি সওদাগর এবং পতি ধনপতি সওদাগর। পতি বাণিজ্যের জন্য বিদেশে গমন করিলে তিনি সপত্নী কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা হন। পরে পুত্র শ্রীমন্ত মাতার দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে পিতার অনুসন্ধানে বাহির হয়। ধনপতির প্রত্যাগমনে তাঁহার দুঃখ দূরীভূত হয় (চণ্ডীমঙ্গল কাব্য)।

খুসরু—জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। খুসরু জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং লাহোর অধিকার করেন। এই বিদ্রোহী পুত্রকে জাহাঙ্গীর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। দরবারী ষড়্যন্ত্রের ফলে তাঁহাকে পরে গলায় ফাঁস দিয়া হত্যা করা হয়। এলাহাবাদের খুসরুবাগে তাঁহার কবর বর্ত্তমান আছে।

খুসরু খাঁ (নাসিরউদ্দীন)—আলাউদ্দীনের পুত্র কুতুবউদ্দীন মোবারকের মন্ত্রী। তিনি ১৩২০-এ কুতুবকে হত্যা করিয়া নিজে রাজা হন। তিনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হন। তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গাজি খাঁ তোগলকের পুত্র জুনা খাঁর দ্বারা নিহত হন।

খেলারাম—ধর্ম্মমঙ্গলের প্রণেতা। তাঁহার পুরা নাম খেলারাম চক্রবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মমঙ্গলের রচনাকাল ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ।

খ্যাতি—১। ভৃগুমুনির পত্নী। পিতা মহর্ষি কর্দ্দম, মাতা দেবহূতি। খ্যাতির ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র ও শ্রী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ২। দক্ষের অন্যতম কন্যা (ভাগ)।

গ

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (?—১৯৩৮)। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কিউবিজম', 'ফ্রেস্কো' ও 'ওয়াটার কলার' পেন্টিংএ তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কৌতুক চিত্রাঙ্কনেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'অদ্ভুতলোক', 'বিরূপবজ্র', 'নবহুল্লোড়' নামে তিনি তিনখানি ব্যঙ্গচিত্রের বই লেখেন।

গঙ্গা—১। গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা। মাতা সুমেরুর কন্যা মেনা। মহাদেব গঙ্গার স্বামী (রাম)। ২। গঙ্গা বিষ্ণুর দেহ হইতে উৎপন্ন হন এবং বিষ্ণুরই স্ত্রী (ব্রহ্মবৈ)। ৩। রাজর্ষি জহ্নুর যজ্ঞস্থল প্লাবিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলেন। তখন মহর্ষিগণ গঙ্গাকে তাঁহার কন্যারূপে স্থির করেন। সেই দিন হইতে গঙ্গা জাহ্নবী নামে খ্যাত (হরি)। ৪। গঙ্গার এক নাম বিষ্ণুপদী। গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত নাম। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকামা গঙ্গাকে দেখিয়া রাধিকা তাঁহাকে পান করিতে উদ্যত হন। তখন গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় লন। জলাভাবে সমুদয় ধ্বংস হইবার উপক্রম হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ নখাগ্র হইতে গঙ্গাকে বহির্গত করেন ['ভাগীরথী' দ্রঃ] (ব্রহ্মবৈ)।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য—প্রথম বাঙালী সাংবাদিক। নিবাস শ্রীরামপুরের নিকটে বহরা গ্রাম। তিনি শ্রীরামপুরে মিশনের মুদ্রাযন্ত্রে ছাপাখানার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পরে তিনি কলিকাতায় পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় করেন। ১৮১৬-এ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাহা ছাড়া বাংলা ভাষায় ইংরাজী ব্যাকরণ, 'ভগবদ্গীতা', 'দ্রব্যগুণ ভাষা', 'চিকিৎসার্ণব' তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক। তিনি ১৮১৭-এ বাঙ্গালা প্রেস বা বাংলা যন্ত্র নামে ছাপাখানা স্থাপন করেন ও ১৮১৮-এ 'বাঙ্গালা গেজেট' নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিং, দেওয়ান—(১৭৪৯—১৭৯৩)। পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আদিনিবাস মুর্শিদাবাদের কাঁদি। তিনি গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং রাজস্ব কাউন্সিলারের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র) তাঁহার পৌত্র।

গঙ্গাচরণ সরকার—(১৮২৩—১৮৮৮)। সাহিত্যিক। জন্ম চুঁচুড়ায় ক্যাঁকশিয়ালী গ্রামে। সেরেস্তাদারের কাজে নিযুক্ত হইয়া তিনি জজ পর্য্যন্ত হন। তাঁহার পুত্র কবি অক্ষয়চন্দ্র সরকার। 'ঋতুবর্ণন', 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা' ইত্যাদি তাঁহার পুস্তক আছে।

গঙ্গাদাস—'ছন্দোমঞ্জরী'-নামক সংস্কৃত ছন্দগ্রন্থের রচয়িতা। 'অচ্যুতচরিত' এবং 'গোপালশতক' গ্রন্থদ্বয়ও তাঁহার রচনা।

গঙ্গাধর—বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কাত্যায়ন সূত্র টীকা', 'আধানপদ্ধতি', 'পাকযজ্ঞ পদ্ধতি', 'প্রয়োগ পদ্ধতি', 'স্মার্ত্তপদার্থ', 'সংগ্রহ পদ্ধতি' ও 'সংস্কার পদ্ধতি' উল্লেখযোগ্য।

গঙ্গাধর সেন রায়, কবিরাজ—(১৭৯৮—১৮৮৫)। খ্যাতনামা বিশিষ্ট কবিরাজ। জন্মস্থান যশোহর জেলার মাগুরা গ্রাম। পিতা

ভবানীপ্রসাদ। গঙ্গাধর মুগ্ধবোধের টীকা রচনা করিয়াছিলেন এবং 'লোকালোক-পুরুষীয়' ও 'দুর্গবধকাব্য' নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া চরকের টীকা (টীকা জল্পকল্পতরু), উপনিষদের তিনখানি ভাষ্য, পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য, 'প্রাচ্যপ্রভা' (অলঙ্কারশাস্ত্র), ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যান, পদ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, 'হর্ষোদয়' (চিত্রকাব্য) প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

গঙ্গানাথ ঝাঁ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ—(১৮৭১—১৯৪১)। ভারতীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। এম. এ. পাশ করার পর তিনি ১৯১০-এ ডি. লিট্ ও ১৯২৫-এ এল. এল. ডি. উপাধি পান। তিনি ১৮৯৪—১৯০২ দ্বারভাঙ্গার রাজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি ১৯০২—১৯১৮ মুইর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অতঃপর তিনি কয়েক বৎসর বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হন। ১৯২৬-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি কমলা লেকচার দেন। তাঁহার রচিত দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক বই আছে।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—(১৮৩৬—১৮৮৯)। বিখ্যাত চিকিৎসক এবং স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা। পিতার নাম বিশ্বনাথ। জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত জিরাট-বলাগড় গ্রাম। তিনি বি. এ., এম. বি. পাশ করিয়া ভবানীপুরে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 'মাতৃশিক্ষা', 'চিকিৎসাপ্রকরণ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

গঙ্গারাম, লালা—(১৮৫১—১৯২৭)। পঞ্জাবের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষিবিৎ। তিনি ১৯২৭-এ রাজকীয় কৃষি কমিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ডে গমন করেন। দেশহিতকর কার্য্যের জন্য তিনি বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। তিনি হিন্দু বিধবা-বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার গচ্ছিত টাকায় বিভিন্ন স্থানে বহু বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার স্থাপিত একটি দাতব্য হাসপাতাল আছে।

গঙ্গু (হাসান)—মহম্মদ বিন তোগলকের সমসাময়িক জনৈক আফগান শাসনকর্ত্তা। তিনি দাক্ষিণাত্যের বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়—(১২০০)। মিথিলার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও নব্য ন্যায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার 'তত্ত্বচিন্তামণি' বিখ্যাত গ্রন্থ।

গজাসুর—১। অসুরবিশেষ। দেবাসুর সংগ্রামে তিনি একাদশ রুদ্রের অন্যতম কপিল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হন। ২। মহিষাসুরের অন্যতম পুত্র (স্কন্দ)।

গড্উইন-অস্টেন (Godwin-Austen)—(১৮৩৪—১৯২৩)। ভারতের ভূতত্ত্ব-বিভাগের কর্ম্মচারী ও হিমালয়ের গড্উইন-অস্টেন শৃঙ্গের আবিষ্কর্তা। উক্ত বিভাগে কার্য্যকালে তিনি হিমালয়ের জরিপ করেন। ১৮৬২-এ কারাকোরামের নিকটবর্ত্তী মুস্তাগ পর্ব্বতমালার শ্রেষ্ঠ শিখর তাঁহার নামানুসারে হইয়াছে। উহার উচ্চতা ২৮,২৫০ ফুট।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮৪১—১৮৬৯)। দেশসেবক ও লেখক। পিতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৫৭-এ তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা গঠনে ও চৈত্রমেলা (পরে উহার নাম হিন্দুমেলা হয়) সংগঠনে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই চৈত্রমেলাই জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত। তিনি শক্তিমান্ লেখক ছিলেন। তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' ও 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য' নামে দুইখানি বই আছে। সঙ্গীত রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গণেশ—১। হর-পার্ব্বতীর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। মূষিক তাঁহার বাহন। ব্যাসদেবের মহাভারত রচনায় তিনি লিপিকার ছিলেন। তাঁহার মুখ গজাকৃতি হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন উপাখ্যান প্রচলিত আছে। গণেশের জন্ম হইলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকল দেবতারাই আসিলেন। শনি দৃষ্টিপাত করিতেই গণেশের মস্তক দেহ হইতে খসিয়া পড়িল। তখন বিষ্ণু একটি গজমুণ্ড সুদর্শনচক্রে কাটিয়া আনিয়া গণেশের স্কন্ধে যোজনা করিয়া দিলেন (ব্রহ্মবৈ)। ২। শিব ও পার্ব্বতী গণেশকে দ্বারী রাখিয়া বিহার করিতেছিলেন। এমন সময় পরশুরাম আসেন ও গণেশের সহিত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গণেশের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায় (ব্রহ্মবৈ)। ৩। মহাদেবের হাসি হইতে এক কুমারের উদ্ভব হয়। ঐ কুমারের সৌন্দর্য্যে দেবগণ ও উমাদেবীও মুগ্ধ হন। তখন মহাদেব ঐ কুমারকে শাপ দিলেন যে তাহার মুখ হাতীর মত হইবে (বরাহ)।

গণেশ দাস—(১২৬৫—১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়া। জন্ম নদীয়া জেলার চাঁদঘর গ্রামে। পিতা মহেশ দাস। তিনি প্রথমে পিতার নিকটে পরে দক্ষিণখণ্ডের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া রসিক দাসের নিকট মনোহরসাই কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। মহাজন-পদে মনোহর অলঙ্কার প্রয়োগ তাঁহার গানের বিশেষত্ব। শেষজীবনে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার গড়হুয়ারা গ্রামে গিয়া বাড়ী করিয়াছিলেন।

গণেশ, রাজা—(১৫শ শতকের প্রারম্ভ)। দিনাজপুর ও ভাতুরিয়ার রাজা। মুসলমান ইতিহাসে রাজা 'কানস' নামে পরিচিত। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আদম শাহের (১৩৮৯—৯৬) রাজত্বকালে রাজস্ব ও শাসন-বিভাগের তিনি কর্ত্তা ছিলেন। আদম শাহ গণেশের চক্রান্তে নিহত হন। পরে সুলতান শামসউদ্দীনকে হত্যা করিয়া তিনি রাজা হন। দনুজমর্দ্দনকে অনেকে রাজা গণেশের সঙ্গে অভিন্ন বলেন। তাঁহার পুত্র যদু মুসলমান হন ও জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নামে রাজা হন।

গদাধর চট্টোপাধ্যায়—রামকৃষ্ণ পরমহংসের পূর্ব্বনাম ['রামকৃষ্ণ' দ্রঃ]।

গদাধর দাস বাবাজী—(? ১২৯৩—? বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি দশ বৎসরাধিককাল পণ্ডিত বাবাজীর নিকট গরাণহাটী কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়াছেন।

গদাধর ভট্টাচার্য্য—(? ১৬৫০)। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। পিতা জীবাচার্য্য। জন্মস্থান বগুড়া জেলা। মিথিলায় অধ্যয়নকালে তিনি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়া অধ্যাপকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মিথিলা হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। রচনা—'কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা', 'মুক্তাবলী টীকা', 'তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি', 'দীধিতির ব্যাখ্যা' ও 'ব্রহ্মনির্ণয়'। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার টীকার নাম গদাধরী টীকা।

গদাধর মুখোপাধ্যায়—(১১৫৩—১২০০ ? বঙ্গাব্দ)। ভোলা ময়রা, নীলু পাটুনী, বলরাম বৈরাগী প্রভৃতির দলের প্রসিদ্ধ পঠনদার। তিনি সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ২৪ পরগণায় তাঁহার জন্ম। তাঁহার সখীসংবাদ ও অন্যান্য কয়েকটি গান অতি মধুর।

গবাক্ষ—বানর দলপতি। সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের কথা ঘোষণা করিলে এই বানর-প্রধান বহু সহস্র বানর লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসেন (রাম)।

গভিল—মহর্ষিবিশেষ ['গোভিল' দ্রঃ]।

গয়—১। রাজাবিশেষ। মনুবংশীয় রাজা সুদ্যুম্ন গয়ের পিতা। গয়ের অধিকারে গয়াপুরী ছিল (হরি)। ২। বানর দলপতি। সুগ্রীবের সহিত সীতা উদ্ধারের জন্য মিলিত হন (রাম)। ৩। দৈত্যবিশেষ। পার্ব্বতী তাহার বিনাশ সাধন করেন (স্কন্দ)।

গরুড়—বিখ্যাত পক্ষী। পিতা কশ্যপ, মাতা দক্ষের অন্যতমা কন্যা বিনতা (ভারত)। মহাদেবের বরে গরুড় বিষ্ণুর বাহন

হইয়াছিলেন (কূর্ম) ['অরুণ', 'কাশ্যপ', 'কালীয়' দ্রঃ]।

গর্কী, ম্যাক্সিম (Gorkey, Maxim) —(১৮৬৮—১৯৩৬)। বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক। আসল নাম Alexie Maximovitch Peshkov. বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার প্রায় কিছুই হয় নাই। চাকর-বাকর ও ভবঘুরে জীবনই ছিল তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের জীবন। বিপ্লবী কাজের জন্য একবার তিনি নির্ব্বাসিত হন। তাঁহার প্রথম গল্প ১৮৯২-এ প্রকাশিত হয়। ১৯০৫-এ তিনি একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের তিনি শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রচনা—'মাদার' (Mother), 'মাই চাইল্ডহুড' (My Childhood), 'বাইষ্ট্যাণ্ডার' (Bystander), 'টোয়েন্টি-সিক্স মেন য়্যাণ্ড ওয়ান ওম্যান' (Twenty-six Men and One Woman), 'স্যাটার্ডে নাইট' (Saturday Night) ইত্যাদি বিখ্যাত।

গর্গ—জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ ঋষি। তিনি যাদবগণের কুলগুরু ছিলেন। তাঁহার পুত্র গার্গ্য এবং কন্যা গার্গী।

গল্‌স্‌ওয়ার্দী, জন (Galsworthy, John)—(১৮৬৭—১৯৩৩)। খ্যাতনামা ইংরাজ লেখক। বাল্যে অক্সফোর্ড ও হ্যারোতে শিক্ষালাভের পর তিনি ব্যারিষ্টারি পাশ করেন। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'ফোরসাইট সাগা' (Foresite Saga) বিশেষ বিখ্যাত। গল্‌স্‌ওয়ার্দী নাট্যকার হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে 'জাষ্টিস' (Justice) ও 'ষ্ট্রাইফ' (Strife), 'The Man of Property'র নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২-এ তিনি 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন।

গাজী (ইরাক)—(১৯১২—?)। ইরাকের রাজা। ১৯৩৩-এ তিনি রাজা হন। পিতা রাজা ফৈজল। ১৯৩৫-এ তিনি কিরকুক হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত পেট্রোলের পাইপ নির্ম্মাণ করান।

গাধি—১। রাজা কুশের পুত্র। গাধির পুত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও কন্যা সত্যবতী (রাম)। ২। চন্দ্রবংশীয় রাজা কুশের পুত্র কুশাশ্ব। কুশাশ্বের পুত্র গাধি। ইন্দ্র কুশাশ্বের তপস্যায় প্রীত হইয়া গাধিরূপে জন্মগ্রহণ করেন (বিষ্ণু)।

গান্দিনী—কা শী রা জ ত ন য়া। যদুবংশীয় শফল্কের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিষ্ণুভক্ত অক্রুর গান্দিনীর পুত্র (হরি)।

গান্ধারী—দুর্য্যোধনাদির জননী। গান্ধারদেশের রাজা সুবলের কন্যা। গান্ধারীর ভ্রাতার নাম শকুনি। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারীর বিবাহ হয়। তিনি শতপুত্রের জননী ছিলেন। স্বামী অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারী নিজের চোখ সর্ব্বদা একখণ্ড বস্ত্র দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীর সঙ্গে বনগমন করেন এবং সেখানে দাবানলে প্রাণবিসর্জ্জন দেন (ভারত)।

গান্ধী, মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ—(২রা অক্টোবর, ১৮৬৯—৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮)। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁহাকে 'জাতির জনক' এই আখ্যা দেওয়া হয়। জন্মস্থান গুজরাটের কাথিয়াবারের পোরবন্দর। পিতা করমচাঁদ, মাতা পুতলী বাঈ। ১৮৮৭-এ রাজকোট হইতে এন্‌ট্রান্স পাশ করেন এবং ১৩ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। গান্ধী বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথমে বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন, পরে এক মামলা সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন এবং মামলা শেষ হইলে নাটাল সুপ্রীম কোর্টের অধীনে অ্যাডভোকেট হন। গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তথাকার গভর্ণমেন্ট এসিয়াবাসীদের বহিষ্কারের জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। গান্ধীজী এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী গোরাদের কাছে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ১৮৯৪-এ তিনি নাটালে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৯-এ বুয়র-যুদ্ধের সময় তিনি সৈনিকদের শুশ্রূষার জন্য একটি সেবাদল গঠন করিয়াছিলেন। ১৯০১-এ তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় বোম্বাইয়ে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া যান। ১৯০৪-এ তিনি নাটালে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি এই সময়ে একটি আশ্রম স্থাপনও করেন। জুলু বিদ্রোহে তিনি জুলু আহতদের সেবা করেন আর এই সময়েই তাঁহার জীবনে সত্যাগ্রহের সূত্রপাত হয়। ১৯০৬-এ ট্রান্সভালে 'এসিয়াটিক ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট' অর্ডিনান্স জারি হয়। এই অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার ফলে তিনি তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। টলস্টয় আশ্রমের পত্তন ও শ্রমিকদের লইয়া নাটাল হইতে ট্রান্সভালে গমন করিয়া আইন অমান্য করা তাঁহার আফ্রিকাবাসের পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৫-এ তিনি সস্ত্রীক ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। ভারতে ফিরিবার পর তিনি ১৯১৬-এ চম্পারণ সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদকল্পে তিনি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯২০-এ তিনি মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগ নীতি অনুমোদন করিলে তিনি এই আন্দোলনে যোগ দেন। দেশে ফিরিয়া তিনি আমেদাবাদে সবরমতী আশ্রম স্থাপন এবং 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' (ইংরাজী) ও 'নবজীবন' (হিন্দী) পত্রিকা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় রাজদ্রোহজনক প্রবন্ধ-প্রকাশের অভিযোগে তিনি ১৯২২-এ ৬ বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু দুই বৎসর পরে সরকার তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হইবার পর তিনি খদ্দর-প্রচার, মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন প্রভৃতি সমাজহিতকর নানাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। বেলগাঁওতে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন হইলে তিনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (১৯২৪)। ইহার পর (১৯২৯) পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইলে গান্ধীজী আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি স্বয়ং একদল অনুচর লইয়া ডাণ্ডিতে লবণ-আইন অমান্য করিতে বহির্গত হন (১৯৩০)। আইন অমান্য প্রচারের অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন (১৯৩১)। চুক্তির ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান করা হয় এবং ১৯৩১-এ ভারতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র-স্বরূপ দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ইংলণ্ড গমন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে যারবেদা জেলে কারারুদ্ধ করা হয়। ইহার কিছুকাল পরে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) প্রকাশ করেন। এই রোয়েদাদে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি যে অবিচার করা হয়, তাহার প্রতিবাদকল্পে তিনি প্রায়োপবেশন করেন, এবং ফলে সরকার তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হন। যারবেদা জেলে 'পুনা-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। তারপর তিনি আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করেন ও সবরমতী আশ্রম তুলিয়া দেন। ১৯৩৪-এ কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। কংগ্রেসের সদস্য না হইলেও তিনিই কংগ্রেসের কর্ণধার ও প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায়

বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে আপোষ সম্ভব হয় (১৯৩৭)। ১৯৪২-এ তিনি 'ভারত ছাড়' অভিযান চালান এবং ইহার ফলে কংগ্রেসের সকল নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। ইহার পর যুদ্ধশেষে তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও তিনি রাজনৈতিক সকল সংস্রব প্রায় পরিত্যাগ করেন। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক গোলযোগকালে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধনের জন্য নোয়াখালি সফর তাঁহার অন্যতম প্রধান কাজ। 'My Experiments with Truth' নামক তাঁহার আত্মজীবনী পৃথিবীবিখ্যাত। 'Young India', 'Navajivan', 'Harijan' তাঁহার পরিচালিত পত্রিকা। ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীতে আততায়ীহস্তে তিনি নিহত হন।

গামা (বড়)—প্রসিদ্ধ ভারতীয় মল্লযোদ্ধা। জন্মস্থান পাতিয়ালা (পঞ্জাব)। তিনি পৃথিবীর নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া প্রসিদ্ধ মল্লযোদ্ধাদিগকে পরাজিত করেন। তিনি আমেরিকার মল্লবীর জিসিকোকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হন (১৯২৯)। তিনি জাতিতে মুসলমান।

গায়ত্রী—১। ব্রহ্মার পত্নী। জপে নিরত ব্রহ্মার দেহ ভেদ করিয়া অর্দ্ধ স্ত্রীরূপ ও অর্দ্ধ পুরুষরূপের উদ্ভব হয়। স্ত্রীরূপার্দ্ধ শতরূপা নামে প্রসিদ্ধ। এই শতরূপাই সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রহ্মাণী নামে বিখ্যাত (ভাগ)। ২। গায়ত্রী নামে এক গোপ-কন্যাকে ব্রহ্মা গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়াছিলেন (পদ্ম)। ৩। বেদমাতা গায়ত্রী গানকর্ত্তাকে ত্রাণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম গায়ত্রী (স্কন্দ)।

গারফিল্ড—জেম্‌স্ এব্রাহাম গারফিল্ড ['এব্রাহাম' দ্রঃ]।

গার্গী—১। প্রাচীনকালের বিদুষী মহিলা। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতমা স্ত্রী। ২। অপর নাম বাচক্নবী। বচক্নু ঋষির কন্যা বলিয়া উক্ত নাম। মহর্ষি জনকের সভায় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য নিজেকে প্রচার করেন। গার্গী তখন তাঁহাকে বার বার প্রশ্ন করেন এবং তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, যাজ্ঞবল্ক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ (বৃহদারণ্যক)।

গার্গ্য—মহর্ষিবিশেষ। পিতার নাম অঙ্গিরা (রাম)। তিনি বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার রচিত জ্যোতিষ-গ্রন্থের নাম 'গার্গ্যসংহিতা' (প্রশ্নোপনিষদ্)। গার্গ্য যদুবংশীয় পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কালযবন (হরি) ['কালযবন' দ্রঃ]।

গালব—১। মহর্ষিবিশেষ। তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। গালব বিশ্বামিত্রকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র শশধরের ন্যায় শুক্লবর্ণ, শ্যামকবর্ণ আটশত অশ্ব চাহিলেন। তখন গালব গরুড়ের সাহায্যে রাজা যযাতির নিকট যান। রাজা যযাতি তাঁহার কন্যা মাধবীকে তাঁহার হস্তে দান করিলেন। গালব মাধবীকে প্রথমে রাজা হর্য্যশ্ব, পরে দিবোদাস, অতঃপর ভোজরাজ উশীনরের হস্তে প্রদান করেন এবং বিনিময়ে ছয়শত অশ্ব পান। এই ছয়শত অশ্ব ও মাধবীকে বিশ্বামিত্রের হাতে দিয়া গালব ঋণমুক্ত হইলেন (ভারত)। ২। বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র গালব। ৩। বৈয়াকরণ বিশেষ। পাণিনি সূত্রে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

গালেন (Galen)—(১৩০—২০০)। চিকিৎসাবিদ্যায় গ্রীক পণ্ডিত। জন্ম এশিয়া মাইনরের Pergamum নামক স্থানে। তিনি সম্রাট্ মার্কাস অরিলিয়াসের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন।

গিজো (Guizo)—(১৭৮৭—১৮৭৪)। ফরাসী রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক। তাঁহার 'History of Civilization'-নামক গ্রন্থখানি বিশ্ববিশ্রুত।

গিবন, এডওয়ার্ড (Gibbon, Edward)—(১৭৩৭—১৭৯৪)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক। 'Decline and Fall of the Roman Empire'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

গিয়াসউদ্দীন তোগলক—(রাজত্বকাল ১৩২০—১৩২৫)। দিল্লীর তুগলকবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পূর্ব্বে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। খিলিজীবংশের শেষ সুলতানকে হত্যা করিয়া তিনি সম্রাট্ হন। তাঁহার সময়ে বাংলায় একটি বিদ্রোহ হয়। সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া ফিরিবার পথে তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ তাঁহাকে বিশেষরূপে অভিনন্দিত করেন। অভিনন্দনের জন্য জুনা খাঁ যে তোরণদ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার পতনে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই জুনা খাঁই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহম্মদ বিন তোগলক।

গিয়াসউদ্দীন বলবন—(রাজত্বকাল ১২৬৬—১২৮৭)। দাসরাজবংশের অন্যতম রাজা। আসল নাম উলুঘ খাঁ। সম্রাট্ নাসিরুদ্দীনের শ্বশুর ও সম্রাটের রাজত্বকালে প্রকৃত শাসক। তিনি মোঙ্গলদের আক্রমণ হইতে সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ় করিয়াছিলেন। রাজ্যশাসনে তিনি খুব দৃঢ়তা দেখান। বাংলার শাসক তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ তিনি কঠোরহস্তে দমন করেন। তিনি প্রসিদ্ধ কবি আমীর খসরুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

গিরিকা—কোলাহল গিরির কন্যা, বসুরাজের ভার্য্যা।

গিরিজা—হিমালয়ের কন্যা ও শিবের স্ত্রী। পার্ব্বতীর অন্য নাম (স্কন্দ)।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—(১২৬৮—১৩০৫ বঙ্গাব্দ)। সাহিত্যিক। জন্ম বরিশাল জেলার সিদ্ধিকাটী গ্রামে। প্রথমে বরিশাল ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলির সমালোচক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। 'গৃহলক্ষ্মী', 'হিতকথা' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী—(জন্ম ১৮৮৫)। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্। পৈতৃক বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার ন'পাড়া গ্রাম। পিতা বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ৺ভবানী-কিশোর চক্রবর্ত্তী। প্রথম জীবনে তিনি চিত্রশিল্পী ছিলেন। পরে তিনি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট দশবৎসরাধিককাল সঙ্গীত শিক্ষা করেন। অতঃপর ক্রমে তিনি মহম্মদ আলি খাঁ, নবাব জুম্মন সাহেব, এনায়েৎ হোসেন খাঁ, মুজাফর খাঁ, বাদল খাঁ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট বহুকাল সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি কলিকাতার 'সঙ্গীত-কলা-ভবন'-নামক সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, 'সঙ্গীত-সম্মিলনী'র অধ্যাপক এবং 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা'-নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক।

গিরিধর—গীতগোবিন্দের প্রথম বঙ্গানুবাদ করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। তিনি ১৭৩৬-এ উহা বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করেন।

গিরিয়ন (Geryon)—স্পেনবাসী জনৈক রাজা। হারকিউলিস তাঁহার গোরুগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া যান (গ্রীক পুঃ)।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—১। (১৮৪৪—১৯১২)। বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা। জন্ম কলিকাতায়। পিতা নীলকমল। প্রথমে বাগবাজারে একটি সখের থিয়েটার করেন। পরে উহা ন্যাশনাল থিয়েটার নাম গ্রহণ করে। প্রথমে তিনি অবৈতনিক-অভিনেতৃরূপে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করিয়াছিলেন। পরে তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করেন এবং বিভিন্ন সময় 'ষ্টার', 'মিনার্ভা', 'এমারেল্ড' ও 'ক্লাসিক' থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র প্রায় ৭০ খানি নাটক, প্রহসন ও গীতিনাট্য রচনা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তিনি শেক্স্‌পীয়রের ম্যাকবেথ অনুবাদ করেন। তিনি সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। লোকে তাঁহাকে বাঙ্গালার 'গ্যারিক' বলিত। তিনি 'নিমচাঁদ', 'যোগেশ', 'করুণাময়', 'করিম চাচা' প্রভৃতি চরিত্র অভিনয় করিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত

ছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানী বাবু) এককালে বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার প্রথম পর্ব্ব ছিল অনুবাদ ও গীতিনাট্যের যুগ। এই সময় তিনি 'আগমনী','দোললীলা', 'আশাতরু' প্রভৃতি রচনা করেন। দ্বিতীয় যুগে তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। এসময়ে 'রাবণবধ', সীতার বনবাস', 'সীতাহরণ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ইত্যাদি তিনি রচনা করেন। তৃতীয় পর্ব্ব 'অবতার-মহাপুরুষের' যুগ। 'চৈতন্যলীলা', 'প্রভাসযজ্ঞ', 'বুদ্ধদেবচরিত' এ সময় লেখা হয়। তারপর বিয়োগান্ত নাটক লেখার সূত্রপাত। এ যুগের প্রথম নাটক 'প্রফুল্ল'। দেশ-প্রেম ও প্রাচীন ভারতের আদর্শ কীর্ত্তন তাঁহার নাটক রচনার পঞ্চম পর্ব্ব। 'সিরাজদ্দৌলা' এযুগের নাটক। 'বলিদান', 'মীরকাসিম' প্রভৃতি তাঁহার অনেক নাটক আছে। 'জনা'ই সম্ভবতঃ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক। 'তপোবল' গিরিশচন্দ্রের শেষ নাটক। **২**। (১৮২৯—১৮৬৯)। বিখ্যাত সাংবাদিক। কলিকাতায় জন্ম। তিনি ২০ বৎসর বয়সে 'বেঙ্গল রেকর্ডার' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাখানিই পরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তখনও তিনি তাহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৬১-এ তিনি 'বেঙ্গলী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

গিরিশচন্দ্র বসু—(১৮৫৩—১৯৩৮)। কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজের স্থাপয়িতা ও অধ্যক্ষ। বর্দ্ধমান জেলার বেড়ুগ্রামে জন্ম। তিনি কৃষিশিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করেন এবং দেশে ফিরিয়া চাকুরী গ্রহণ না করিয়া প্রথমে বঙ্গবাসী স্কুল, পরে বঙ্গবাসী কলেজ স্থাপন করেন। তিনি উদ্ভিদ্ ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—(২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২২—৩রা ডিসেম্বর, ১৯০৩)। সংস্কৃত পণ্ডিত। ২৪ পরগণার রাজপুর গ্রামে জন্ম। পিতা রামধন বিদ্যাবাচস্পতি। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৫৬-এ তিনি 'গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র' নামে ছাপাখানা স্থাপন করেন। পুষ্করিণী খনন, দরিদ্রভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে তিনি অর্থব্যয় করিতেন। বাংলা অনুবাদসহ 'দশকুমারচরিত', 'বিধবা বিষম বিপদ' (নাটক), 'শব্দসাগর' (অভিধান) ইত্যাদি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—(১৮ই আগষ্ট, ১৮৫৮—১৬ই আগষ্ট, ১৯২৪)। মহিলা কবি। জন্ম—কলিকাতা ভবানীপুরে। পিতা হারাণচন্দ্র মিত্র। আদিনিবাস পানিহাটি। তিনি মজিলপুরের গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বাল্যে বিদ্যাশিক্ষা করেন। চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। দশ বৎসর বয়সে বহুবাজারের নরেশচন্দ্র দত্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮৪-এ তিনি বিধবা হন। তিনি 'অশ্রুকণা', 'অর্ঘ্য', 'সন্ন্যাসিনী', 'সিন্ধুগাথা', 'স্বদেশিনী', 'ভারতকুসুম' প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 'কবিতা-হার' তাঁহার প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'জাহ্নবী' নামে পত্রিকাখানি তিনি তিন বৎসর পরিচালনা করেন।

গিরীন্দ্রশেখর বসু—(১৮৮৭—১৯৫৩)। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্। জন্ম দ্বারভাঙ্গা। পিতা চন্দ্রশেখর বসু। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা। তিনি ১৯১০-এ এম. বি. ও ১৯১৭-এ মনস্তত্ত্বে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৯-এ তিনি ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৯-এ তিনি অবসরগ্রহণ করেন। তিনি দুইবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনস্তত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। তিনি মানসিক রোগগ্রস্তদের জন্য 'লুম্বিনী পার্ক' নামে হাসপাতাল স্থাপন করেন। তিনি 'Everyday Psycho-analysis', 'পুরাণ-প্রবেশ', 'স্বপ্নতত্ত্ব' ইত্যাদি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

গুটেনবের্গ (Gutenberg) (১৪০০—১৪৬৮)। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কর্তা। জার্ম্মাণীর মেনজ শহরে জন্ম। পিতার নাম গানজ্ ফ্লাইশ। ১৪৫৫-এ তিনি প্রথম লাতিন বাইবেল প্রকাশ করেন।

গুডইয়ার (Goodyear)—(১৮০০—১৮৬০)। রবারশিল্পের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। রবার হইতে তিনিই প্রথম মোটর টায়ার আবিষ্কার করেন। তিনি আমেরিকার লোক। তাঁহার প্রদর্শিত পথে বহু লোক এই শিল্পে প্রতিষ্ঠাবান্ হন।

গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য—'গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য' দ্রঃ।

গুণরাজ খাঁ—'মালাধর বসু' দ্রঃ।

গুরুগোবিন্দ সিংহ—(১৬৬২—১৭০৮)। শিখ-সম্প্রদায়ের দশম বা শেষ গুরু (১৬৭৫)। পিতা নবম গুরু তেগবাহাদুর। জন্ম পাটনায়। শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ উঠাইয়া খালসা-প্রথা প্রবর্ত্তন তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা। এইভাবে শিখদের তিনি একজাতিতে পরিণত করেন। খালসাদের উপাধি সিংহ এবং কেশ, কংঘা, কড়া, কৃপাণ ও কৌপীন ধারণ অবশ্যকর্তব্য। শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেবের' তিনি প্রণেতা। দাক্ষিণাত্যে নান্দের নামক স্থানে এক আফগান কর্তৃক তিনি নিহত হন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৪৪—১৯১৮)। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। তিনি বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপনা করেন। ১৮৭২-এ তিনি কলিকাতা হাই-কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৭৬-এ তিনি ডি এল. উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি ঠাকুর ল-লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৮৮৭-এ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৮৮-এ তিনি অস্থায়ী ভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। পর বৎসর তাঁহাকে এই পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দুই বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কর্ম্ম ও জ্ঞান' এবং 'A Few Thoughts on Education' উল্লেখযোগ্য।

গুরুপ্রসন্ন ঘোষ—(?—১৯০০)। বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি। তিনি জোড়াবাগানের শিবনারায়ণ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪ লক্ষ টাকা দান করেন। এই অর্থ হইতেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মেধাবী ছাত্রকে বিদেশে শিল্পশিক্ষার জন্য পাঠান হইয়া থাকে।

গুরুসদয় দত্ত—ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্ত্তক। শ্রীহট্ট জেলায় জন্ম। পিতার নাম রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী। সিভিলিয়ান হিসাবে তিনি বহুস্থানে কার্য্য করেন। তিনি 'রাইবেঁশে'-লোক-নৃত্য পুনঃ প্রচলন করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ৺সরোজনলিনী দত্ত। তাঁহারই প্রচেষ্টায় 'সরোজনলিনী শিক্ষা-সমিতি' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁহার দ্বারা পুনঃ প্রবর্ত্তিত লোক-নৃত্য 'ব্রতচারী' নৃত্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ভজার বাঁশী', 'পাগলামির পুঁথি' প্রভৃতি শিশুদের জন্য তিনি কবিতা রচনা করেন।

গুলাব সিং (গোলাপ সিংহ)—আধুনিক কাশ্মীররাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। রণজিৎ সিংহের ভ্রাতা তাঁহার পিতামহ। ইংরেজদের ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়া তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে জম্মুর অধিকার প্রাপ্ত হন। এইভাবে কাশ্মীর রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে।

গুস্টেভ ফ্লবার্ট (Gustave Flaubert)—(১৮২১—১৮৮০)। বিখ্যাত ফরাসী

সাহিত্যিক। রুয়েঁ সহরে জন্ম। ১৮৫০ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি 'ম্যাডাম বোভারী' রচনা করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'টেম্প্টেশান অভ সেন্ট এন্টনী' ও 'সালাম্বো'র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ম্যাডাম বোভারী' প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার নামে অশ্লীল উপন্যাস রচনার অভিযোগ আনীত হইয়াছিল।

গুহ, গুহক—নিষাদরাজ। শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র। বনবাসকালে রামচন্দ্র তাঁহার গৃহে অতিথি হন। বনবাস হইতে ফিরিবার কালে রামচন্দ্র গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন (রাম)।

গে, জন (Gay, John)—(১৬৮৫—১৭৩২)। ইংরাজ কবি ও নাট্যকার। তিনি প্রথমে স্টীল কর্তৃক পরিচালিত 'Guardian' নামক পত্রিকায় লিখিতেন। ১৭১৪-এ 'Shepherd's Week' লিখিয়া প্রথম কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। ১৭১৬-এ 'Trivia' নামক কাব্য প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'Fables' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। 'Beggar's Opera' নামক গীতিনাট্যখানি তাঁহাকে প্রসিদ্ধ করে।

গেনসবরো (Gainsborough)—(১৭২৭—১৭৮৮)। ইংরাজ চিত্রকর। প্রতিকৃতি ও দৃশ্যাদি অঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার Dutchess of Devonshire ছবিখানি ১৮৭৬-এ প্রদর্শনী হইতে চুরি যায় ও কয়েক বৎসর পরে আমেরিকায় তাহার উদ্ধার ঘটে।

গোঁজলা গুই—(১৮শ শতক)। প্রাচীনকালের কবিওয়ালা।

গোকুলচন্দ্র নাগ—লেখক। ডক্টর কালিদাস নাগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অতি অল্প বয়সেই তিনি চিত্রাঙ্কন ও সাহিত্যচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 'কল্লোল'-নামক মাসিক পত্রিকাখানির গোকুলচন্দ্র ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। তাঁহার অধিকাংশ রচনা কল্লোলে প্রকাশিত হয়। মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে যক্ষ্মা রোগে দার্জ্জিলিঙে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি 'পথিক' নামে একখানি সুদীর্ঘ উপন্যাস-শেষ করিয়াছিলেন। এই উপন্যাস খানি তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ঝড়ের দোলা' ও 'মায়ামুকুলে'র নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি 'ফটো প্লে সিণ্ডিকেটে'র 'সোল অভ এ শ্লেভ' ছবির প্রযোজনায় সাহায্য ও তাহাতে একটি ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন।

গোকুলানন্দ—১। (১৬৫৩?)। বৈষ্ণব কবি। তাঁহার পদগুলি ব্রজবুলিতে লিখিত। **২**। (১৮শ শতক?)। গোকুল, গোকুলদাস ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়।

গোকুলানন্দ সেন—(১৭—১৮শ শতক)। 'পদকল্পতরু'র সংগ্রহকর্তা। অপর নাম বৈষ্ণবদাস। কাটোয়ার নিকটে টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামের বাসিন্দা।

গোখলে, গোপালকৃষ্ণ—(১৮৬৬—১৯১৫)। রাজনীতিক ও লেখক। জন্মস্থান কোলাপুর। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তিনি পুনার সর্ব্বজনীন সভার ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। সাপ্তাহিক পত্র 'সুধাকর'ও তাঁহার দ্বারা এক সময় পরিচালিত হয়। ১৮৯৫-এ কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশনকালে গোখেল উহার অন্যতম সম্পাদকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৯৭-এ 'ওয়েল্বি কমিশনে' সাক্ষ্য দিয়া তিনি প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহুবার বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারত সরকারের বাজেটের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিয়া তিনি গভীর অর্থনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯০৫-এ তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের বারাণসীর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই বৎসর ভারত সেবক সমিতি (Servants of India Society) তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১-এ যে 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' গঠিত হয়, তিনি তাহার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গোগোল (Gogol)—(১৮০৯—১৮৫২)। প্রসিদ্ধ রুশ সাহিত্যিক। তিনি সেন্টপিটার্স-বুর্গে কিছুকাল কেরানী ছিলেন। ১৮২১-এ তাঁহার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হয়। রুশ সাহিত্যে প্রথম গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার উপন্যাস 'ডেড সোল্‌স্' ও নাটক 'The Inspector-General' বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ অবদান।

গোতম—১। মহর্ষি গোতম ঋক্‌বেদের মন্ত্রচয়িতা। **২**। বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন (ভাগ)।

গোপা—কলিদেশের রাজা দণ্ডপাণির কন্যা, গৌতম বুদ্ধের পত্নী। গৌতম বিবাহের পূর্ব্বে গোপার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গোপাকে অঙ্গুরীয় দান করিয়াছিলেন, পরে নিজের শৌর্য্য ও বিদ্যার পরিচয় দিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে বুদ্ধদেবের রাহুল নামে এক পুত্র জন্মে।

গোপাল—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। ব্রজধামে নন্দালয়ে পালিত বলিয়া তিনি নন্দনন্দনরূপে পরিচিত হন। ব্রজলীলাকালে তিনি সর্ব্বদা গোপবালকগণ ও গোপকন্যাগণ দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। তিনি সর্ব্বদা গোপবেশে বালকের ন্যায় থাকিতেন ['কৃষ্ণ' দ্রঃ]।

গোপাল—(? ৭৬৫—?)—পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গদেশ যখন অরাজক হয়, সেই সময় লোকে তাঁহাকে রাজা করে। পত্নী ভদ্রদেশের কন্যা দেদ্দা দেবী। পুত্র ধর্ম্মপাল বিখ্যাত রাজা ছিলেন।

গোপাল উড়ে—যাত্রাওয়ালা। কটকের জাজপুর গ্রামে জন্ম। গোপাল অল্প বয়সে কলিকাতায় আসিয়া বহুবাজারের রাধামোহন সরকারের প্রতিষ্ঠিত সখের যাত্রাদলে প্রবেশ করেন। সুগায়ক হিসাবে তিনি যাত্রাদলে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাধামোহনের মৃত্যুর পর তিনি নিজেই একটি যাত্রার দল গঠন করেন। ভৈরব হালদার নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার জন্য বহু গান লিখিয়া দিতেন।

গোপাল দাস—পদকর্তা। অপর নাম রামগোপাল রায় চৌধুরী। পিতা শ্যাম রায়। জন্মস্থান বর্দ্ধমানের শ্রীখণ্ড গ্রাম। 'রসকথাবল্লী', 'রসরতি', 'মঞ্জরী', 'রতিশাস্ত্র' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

গোপাল ভট্ট গোস্বামী—(১৫০৩—১৫৭৮)। চৈতন্যদেবের প্রধান ছয়জন ভক্তের অন্যতম। দ্রাবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণ। পিতা বেঙ্কট ভট্ট। তিনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি 'হরিভক্তি বিলাস'-নামক একখানি পুস্তক সংকলন করেন। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের টীকা ও 'বৃন্দাবন যমক' গ্রন্থের তিনি প্রণেতা।

গোপাল ভাঁড়—কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্য। তাঁহার কৌতুককর গল্প রচনা করিয়া বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এই কৌতুকপ্রিয়তার জন্যই তিনি গোপাল ভাঁড় নামে খ্যাত হইয়াছেন। তিনি জাতিতে নাপিত ছিলেন।

গোপালস্বামী আয়েঙ্গার—(৩১শে মার্চ, ১৮৮২—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। জন্ম মাদ্রাজে। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কর্ম্মজীবনে তিনি প্রথমে অধ্যাপক ছিলেন। পরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। পরে কাশ্মীর রাজ্যের তিনি দেওয়ান হন এবং সংবিধান সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন (১৯৪৬)। কাশ্মীর ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করেন (১৯৪৮)। ১৯৪৮-এই যোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী হন এবং সর্দ্দার

প্যাটেলের মৃত্যুর পর ভারতীয় রাষ্ট্র-দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন।

গোপালী—অপ্সরাবিশেষ। মহর্ষি গার্গ্যের পত্নী। গোপালীর গর্ভে ও গার্গ্যের ঔরসে কালযবন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপ্সরা গোপালী পুত্র জন্মিবার পরই চলিয়া যান। কালযবন যবনরাজের নিকট প্রতিপালিত হন ['কালযবন' দ্রঃ]।

গোপীকান্ত দাস—(১৬শ শতক)। বৈষ্ণব পদকর্তা। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার ৪টি পদের মধ্যে তিনটি ব্রজবুলিতে লিখিত।

গোপীচাঁদ—প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত উত্তরবঙ্গের রাজা। পিতা মাণিকচাঁদ, মাতা ময়নামতী। তাঁহার অপর নাম গোবিন্দচন্দ্র। তিনি গোরক্ষনাথ-প্রবর্ত্তিত যোগী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অদুনা ও পদুনা নামে দুই পত্নী ছিল। গোপীচাঁদ সম্বন্ধে লোকগীত রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত। বাংলার বাহিরেও তাঁহার কাহিনী সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে।

গোপীনাথ বড়দলৈ—দেশসেবক ও আসামের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী। ১৯১৫-এ কলিকাতা হইতে এম. এ., বি. এল. পাশ করিয়া গৌহাটিতে আইন ব্যবসায় সুরু করেন। ১৯৩৬-এ তিনি আসামের মুখ্য মন্ত্রী হন। তিনি দুইবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৬-এ তিনি আসামের প্রধান মন্ত্রী হন। সংবিধান সভার তিনি সভ্য ছিলেন। ১৯৫১-এ তিনি মারা যান।

গোপীমোহন ঠাকুর—(?—১৮১৮)। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের মধ্যমপুত্র। তিনি বহুভাষাবিৎ এবং দান-দাক্ষিণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মূলাজোড় গ্রামে দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ ও ব্রহ্মময়ী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার পুত্র।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দীর্ঘকাল বর্দ্ধমান মহারাজের সভা-গায়ক ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরী সম্প্রদায়ের (school) গায়ক হিসাবে পরিচিত। সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য তিনি 'সঙ্গীতনায়ক' উপাধি পান।

গোবর—(জন্ম ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৯৪)। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর। তাঁহার প্রকৃত নাম যতীন্দ্রনাথ গুহ। তিনি গামা ও কালু পালোয়ানের নিকট কুস্তি শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা দেশ হইতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য দেশে কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। তিনি ১৯২১-এ স্যানফ্রান্সিস্কোর মল্লযোদ্ধা অ্যাড্ স্যান্টেলকে পরাজিত করিয়া সেই সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হন। কলিকাতায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি আখড়া আছে।

গোবর্দ্ধন—১। (আচার্য্য)। জয়দেবের পূর্ব্ববর্তী কালের কবি। ভক্ত কবি জয়দেব তাঁহার রচনার বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি 'আর্য্যাসপ্তশতী' নামে একখানি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। উহা আর্য্যা ছন্দে রচিত এবং সাত শত শ্লোকে সম্পূর্ণ। ২। (দাস) বৈষ্ণব পদকর্তা। এই নামে একাধিক পদকর্তা ছিলেন।

গোবিন্দ অধিকারী—(১৮০০—১৮৭২)। প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা, কীর্ত্তনীয়া ও কথক। হুগলী জেলার জঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম। তিনি 'কালীয় দমন' নামে যাত্রার দল গঠন করিয়া নানাস্থানে রাধাকৃষ্ণের লীলাভিনয় করিয়া বেড়াইতেন এবং নিজে দূতী সাজিতেন। শুকসারীর পালা, চূড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি পালাগুলি তাঁহার রচনা।

গোবিন্দ কর্ম্মকার—চৈতন্যদেবের ভৃত্য। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের এক বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দ চৈতন্যদেবের ভৃত্য নিযুক্ত হন। চৈতন্যদেবের তিরোভাব পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার রচিত 'কড়চা'য় শ্রীচৈতন্যের বিবিধ লীলা বর্ণিত হইয়াছে। উহা 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ।

গোবিন্দচন্দ্র দাস—(৪ঠা মাঘ, ১২৬১—১৩ই আশ্বিন, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ)। ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ স্বভাব-কবি। জন্ম ভাওয়ালের জয়দেবপুরে। পিতা রামনাথ দাস। প্রথমে জয়দেবপুর স্কুলে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে প্রবিষ্ট হন। সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত তিনি পড়েন। তিনি কিছু সংস্কৃতও শিখিয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনের প্রথমেই ব্রাহ্মণগ্রামে বঙ্গবিদ্যালয়ে হেড্ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ময়মনসিংহে সুসঙ্গ-দুর্গাপুরে কিছুকাল খাজাঞ্চির কাজেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ভাওয়ালের ম্যানেজার হইয়া আসিলে তাঁহার সহিত মনোমালিন্য ঘটে বলিয়াই তাঁহাকে ভাওয়াল ছাড়িতে হয়। সেরপুরে 'চারুবার্ত্তা'-নামক কাগজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ ও কলিকাতায় 'বিভা'-নামক পত্রিকা প্রকাশ তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জন্মভূমি ভাওয়াল হইতে তাঁহাকে মিথ্যা দোষারোপ দিয়া নির্ব্বাসিত করা হয়, সেই সময় তিনি 'মগের মুলুক' নামে একটি ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের নায়েবরূপেও তিনি কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আজীবন দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যে জীবন যাপন করিতে হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে একবার কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তাঁহাকে আবার ভাওয়ালে ফিরাইয়া আনা হয়। তাঁহার দুই বিবাহ। তাঁহার রচনা—'প্রেম ও ফুল', 'কুঙ্কুম', 'কস্তুরী', 'চন্দন', 'ফুলরেণু' ইত্যাদি।

গোবিন্দচন্দ্র রায়—(১৮৩৮—১৯১৭)। —কবি। পিতা গৌরসুন্দর রায়। নিবাস ফরিদপুর জেলার দক্ষিণপাড় গ্রাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন। কর্ম্মজীবনে তিনি কিছুকাল মাষ্টারি ও কিছুকাল বরিশাল রাজকীয় বিভাগে কেরানীগিরি করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ঢাকায় প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। পরে তিনি কাশী যান এবং সেখান হইতে হোমিওপ্যাথি শিখিয়া আগরায় আসেন ও সেখানে তাঁহার পসার জমে। তিনি "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও", "কতকাল পরে বল ভারত রে, দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে" প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'গীতিকবিতা', 'রোমিও জুলিয়েট', 'ভিষক-দুহিতা' ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

গোবিন্দ দাস—(১৫৩৫—১৬১৩)। বিখ্যাত বৈষ্ণব পদরচয়িতা। জন্মস্থান শ্রীখণ্ড। পিতা চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা। 'সঙ্গীত দামোদরে'র প্রণেতা দামোদর সেন। বড় ভাই রামচন্দ্র। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা মুর্শিদাবাদের তেলিয়াবুধরী গ্রামে গিয়া বাস করেন। গোবিন্দ প্রৌঢ়বয়সে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব কবিতাগুলি ব্যতীত তিনি সংস্কৃতে 'সঙ্গীতমাধব' (নাটক) ও 'কর্ণামৃত' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতির 'প্রেম কি অঙ্কুর' পদটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য গুরু তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন।

গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী—(১৫৮৩ ?)। বৈষ্ণব পদকর্তা। গোবিন্দ দাসের সমকালীন কবি। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পদাবলীর সহিত গোবিন্দদাসের পদাবলী অনেক মিশিয়া গিয়াছে। তবে গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী ব্রজবুলিতে লেখেন নাই, বাংলায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দমাণিক্য—(১৬৫৯)। ত্রিপুরার বিখ্যাত রাজা। পিতা কল্যাণমাণিক্য। তাঁহার সময়ে মোগলেরা ত্রিপুরা অধিকার করে। তিনি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। গোবিন্দমাণিক্য কনিষ্ঠ ছত্রমাণিক্যের চক্রান্তে পড়িয়া কিছুকাল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। [রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' দ্রঃ]।

গোবিন্দ রাণাড়ে—(১৮৪২—১৯০৪)। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, পিতা গোবিন্দ অমৃত রাণাড়ে। গোবিন্দ রাণাড়ে এল-এল. বি. পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান লাভের পর সরকারের শিক্ষাবিভাগে অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে তিনি এড্‌ভোকেট হইবার জন্য পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। ক্রমশঃ তিনি সাব্‌জজ হইতে জজ এবং জজ হইতে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। তিনি বিধবাবিবাহ, রাজস্ব-আইন, রাজা রামমোহন রায় ও মারাঠা জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি পুনার সর্ব্বজনীন সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং ভারতীয় আয়-ব্যয় সমিতির সদস্য হইয়াছিলেন।

গোবিন্দ সিংহ—'গুরু গোবিন্দ' দ্রঃ।

গোভিল—মহর্ষিবিশেষ। তিনি বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ছিলেন। তাঁহার রচিত সংহিতা 'গোভিল গৃহ্যসূত্র' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্র কাত্যায়ন (কাত্যায়ন-সং)।

গোরক্ষনাথ (গোরখনাথ)—(জীবৎকাল ৮ম—১১শ শতাব্দী)। বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ। তাঁহাকে যোগী বা নাথ-সম্প্রদায়ের গুরু বলা হয়। জন্মস্থান জলন্ধর (পঞ্জাব)। এই যোগী সার্ব্বভৌম ধর্ম্মমত প্রচার করেন। পঞ্জাবে ও নেপালে তাঁহার সর্ব্বাধিক শিষ্য। বাংলাদেশের যুগীরা এককালে তাঁহার ধর্ম্মমত পালন করিত। সংস্কৃত ও বাংলায় এই সিদ্ধপুরুষের কাহিনী ও ধর্ম্মমত অবলম্বনে বহু পুস্তক আছে। 'ময়নামতীর গান', 'গোরক্ষ-বিজয়' ইত্যাদি বাংলা পুস্তকে তাঁহার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

গোলাপচন্দ্র সরকার, শাস্ত্রী—(১৮৪৩—১৯১৫)। বিখ্যাত আইনবিদ্। কলিকাতা হাইকোর্টের হিন্দু-আইন-বিশেষজ্ঞ উকীল। তিনি কিছুকাল মেট্রোপলিটান ল' কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইউনিভার্সিটি ল' কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বর্দ্ধমানরাজের দত্তকপুত্রগ্রহণ সম্বন্ধে আইনসংক্রান্ত গোলযোগের সৃষ্টি হইলে তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া দেন।

গোলাম মহম্মদ—(জন্ম ১৮৯৫)। পাকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল। আলীগড় হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ভারতীয় অডিট্ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩২—৩৯-এ তিনি ভারত সরকারের যানবিভাগের Financial Adviser হইয়াছিলেন। ১৯৪০এ Controller General of Purchase ও ১৯৪১-এ সরবরাহ বিভাগের অপর সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৪৫—৪৭-এ তিনি টাটা কোম্পানীর ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। ১৯৪৭-এ পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ও ১৯৫১-এ গভর্ণর-জেনারেল হন।

গোলাম হোসেন খাঁ—মুসলমান ঐতিহাসিক। নিবাস মালদহ জেলা। 'রিয়াজ-উস-সলাতিন' নামে পার্শী ভাষায় তিনি বাংলাদেশের এক ইতিহাস রচনা করেন। এই বইখানি রামপ্রাণ গুপ্ত কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে।

গোল্ডস্টুকার, থিয়োডোর (Goldstucker, Theodore)—(১৮২১—১৮৭২)। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ জার্ম্মান পণ্ডিত। জন্মস্থান জার্ম্মানীর কনিগ্‌স্‌বের্গ। তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটী কলেজে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন এবং সংস্কৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। ১৮৬১-এ তিনি পাণিনি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। তিনি বহু সংস্কৃত পুরাণাদি ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তকের রচয়িতা।

গোল্ড্‌স্মিথ, অলিভার (Goldsmith, Oliver)—(১৭২৮—১৭৭৪)। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক। ১৭৫৬-এ গোল্ড্‌স্মিথ লণ্ডনে আসিয়া সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ডাঃ জন্‌সন্ তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার রচনা—'দি ভাইকার অব ওয়েক্‌ফিল্ড', 'দি ডেজার্টেড ভিলেজ', 'দি ট্রাভেলার' এবং 'সি ষ্টুপ্‌স্ টু কঙ্কার' প্রভৃতি।

গৌড়গোবিন্দ, রাজা—গৌড়ের রাজা। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তিনি গৌড়ে রাজত্ব করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম গৌড়গোবিন্দ হয়। তিনি খুব বীর ছিলেন। অনেকের মতে এই নামে বিশিষ্ট কোন রাজা ছিলেন না। গৌড়ের বিভিন্ন রাজারা এই নাম ব্যবহার করিতেন।

গৌতম—১। মহর্ষিবিশেষ। গোতম মুনির পুত্র। স্ত্রী অহল্যা ইন্দ্রের সঙ্গে ব্যভিচারিণী হওয়ায় স্বামীর শাপে শিলায় পরিণত হইয়া অন্যের অদৃশ্য হন। রামের দর্শনে তিনি শাপমুক্ত হইয়াছিলেন (রাম)। গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ছিলেন। তাঁহার রচিত সংহিতা 'গৌতমসংহিতা' নামে খ্যাত। ২। কৃপাচার্য্যের নামান্তর। তিনি গোতম গোত্রীয় শরদ্বানের পুত্র বলিয়া গৌতম নামে অভিহিত। ৩। ভরদ্বাজ মুনির নামান্তর। মহর্ষি গোতমের পুত্র। তিনি গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

গৌতমী বা গোতমী—১। এক ব্রাহ্মণী। তাঁহার একমাত্র পুত্রকে সর্প দংশন করিলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী ইহা লইয়া প্রশ্ন উঠিলে মীমাংসা হয় যে, কর্ম্মফলেই ছেলেটির মৃত্যু হইয়াছে (ভারত)। ২। শাক্যসিংহের জ্ঞাতিকন্যা। পালি জাতকগ্রন্থে তাঁহার বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি একদা শাক্যসিংহকে দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে গান গাহিয়াছিলেন; শাক্যসিংহ উহার আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাঁহাকে কণ্ঠ হইতে রত্নহার খুলিয়া দেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিলে তিনি তাঁহার নিকট নিজ মৃত পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব কৌশলে তাঁহার ভ্রম-নিরসন করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষীণকায়া ছিলেন; সেজন্য তিনি জাতকগ্রন্থে 'কিশা' বা 'কৃশা গোতমী' নামে পরিচিতা।

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী—শাতবাহন বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে শকদিগকে বিতাড়িত করেন, এবং শকরাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করেন। তাঁহার রাজ্য উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

গৌরমোহন আঢ্য—(১৮০৫—১৮৫৪)। কলিকাতার 'ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী'-নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা (১৮২৩)।

গৌরীদাস—১। গৌরীদাস ঠাকুর, বৈষ্ণব কবি। পিতা কংসারি মিশ্র। নিবাস—অম্বিকা-কালনা। তিনি কাঠখোদাইকর ছিলেন এবং নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। ২। কীর্ত্তনিয়া। নিত্যানন্দের সমসাময়িক।

গৌরীশঙ্কর দে—(১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৫—৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৪)। বিখ্যাত গণিতবিদ্। জন্মস্থান কলিকাতা। তিনি ১৮৬১-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। এম. এ. পরীক্ষাতেও তিনি গণিতশাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এম. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি জেনারাল য়্যাসেম্ব্‌লিজ ইনস্টিটিউটে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৮৮১-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত ও ১৮৮৪-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। গণিতে তাঁহার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য)—(১২০৭—১২৬৫ বঙ্গাব্দ)। খ্যাতনামা সাংবাদিক। জন্মস্থান শ্রীহট্ট। তিনি নবদ্বীপে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের তৎকালীন 'রসরাজ'নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'প্রভাকর' পত্রের সহিত এই পত্রের কবিতাযুদ্ধ চলিত। পরে তিনি স্বয়ং 'সংবাদভাস্কর' নামে একখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। জনহিতকর-প্রচেষ্টার জন্য কয়েকবার তিনি রাজদ্বারে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনা—'গৌরীশঙ্কর ভূগোল', 'জ্ঞান-প্রদীপ' ১ম ও ২য় ভাগ।

গৌরী সেন—(জীবৎকাল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল)। বাঙ্গালার দানবীর-রূপে খ্যাত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। নিবাস বহরমপুর। সামান্য অবস্থা হইতে তিনি ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার সাতখানি নৌকার মাল রূপায় পরিণত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার দান ও দাক্ষিণ্যের অন্ত ছিল না। বোধ হয়, এই জন্যই তাঁহার সম্বন্ধে 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদটি প্রচলিত হইয়াছে।

গ্যয় দ্য মোপাসাঁ (Guy de Maupassant)—'মোপাসাঁ' দ্রঃ।

গ্যানিমিড (Ganymede)—ট্রসের পুত্র। তাঁহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, জুপিটার তাঁহাকে দেবতাদের পানপাত্র-বাহক করিবার জন্য ঈগল পক্ষীর পৃষ্ঠে করিয়া আইডা পর্ব্বতে লইয়া যান (গ্রীক পুঃ)।

গ্যারিক, ডেভিড (Garric, David)—(১৭১৭—১৭৭৯)। ইংলণ্ডের বিখ্যাত অভিনেতা। করুণরসাত্মক নাটকের চরিত্রাভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। Druny Lane থিয়েটারের তিনি মালিক ছিলেন। শেক্‌সপীয়ারের নাটক অভিনয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হন।

গ্যারিবল্ডি (Garibaldi, Giuseppe)—(১৮০৭—১৮৮২)। ইটালীর প্রসিদ্ধ সৈনিক ও দেশপ্রেমিক। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অভিযোগে ১৮৩৪-এ তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় পলায়ন করেন। ১৮৪৮-এ তিনি ইটালীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৫৯-এ ইটালী যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাঁহার উপর একদল সৈন্য পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। তিনি অষ্ট্রীয়ানদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পর বৎসর তিনি এক বিরাট্ সৈন্যবাহিনীর পরিচালকরূপে ইটালীর স্বাধীনতা অর্জ্জন করেন। তাঁহার স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনীর নাম ছিল লালকোর্ত্তা (Redshirt)।

গ্যাল্‌টন (Galton)—(১৮২২—১৯১৯)। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক। বংশানুক্রমিকতা (Heredity) সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তিনি বিখ্যাত। চিকিৎসাবিদ্যায় উপাধি লইয়া তিনি আফ্রিকা ভ্রমণ করেন এবং মানুষের আঙুলের ছাপ যে বিভিন্ন ও অপরিবর্ত্তনীয় তাহা প্রমাণ করেন।

গ্যাল্‌ভানি (Galvani, Luigi)—(১৭৩৭—১৭৯৮)। বিখ্যাত ইটালীয় বৈজ্ঞানিক। তিনি বোলোগ্‌নায় দীর্ঘকাল গবেষণার ফলে জীবদেহে বৈদ্যুতিক শক্তি-ক্রিয়ার ধারা আবিষ্কার করেন। তাঁহারই নাম অনুসারে 'গ্যাল্‌ভানিজ্‌ম্' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

গ্যালিলিও, গ্যালিলি (Galileo, Galilei)—(১৫৬৪—১৬৪২)। বিখ্যাত ইটালিয়ান জ্যোতির্ব্বিদ্। পিসা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পেণ্ডুলামের গতি-নিয়ম নির্ণয় ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর গতি নির্ণয় করিয়া সূর্য্যকে সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র বলিয়া প্রচার করেন। প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী বৈজ্ঞানিক মত প্রচারের জন্য তিনি লাঞ্ছিত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গ্যাসকেল (Gaskell)—(১৮১০—১৮৬৫)। মহিলা ঔপন্যাসিক। তাঁহার 'Mary Bunton', 'Ruth', 'Cranford' ও অন্যান্য গল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। Charlotte Bronteর জীবনী লিখিয়াও তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন।

গ্যেটে, জোহান উল্‌ফ্‌গ্যাং ফোন (Goethe, Johann Woflgang von)—(১৭৪৯—১৮৩২)। বিখ্যাত জার্ম্মান কবি ও নাট্যকার। তিনি 'ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-দি মেন' সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। গ্যেটে প্রথম জীবনে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য ও নানা জটিল বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত নাটক 'ফাউষ্ট' (Faust) রচনা আরম্ভ করেন। উহা শেষ হইতে ৫৮ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। তাঁহার গদ্য রচনা 'Wilhelm Meister's Lehrjahre' শেষ হইতে ৪৪ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। তিনি কালিদাসের 'শকুন্তলা' পাঠে মুগ্ধ হইয়া তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং গোল্ডস্মিথের 'Deserted Village' জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গ্রহবর্ম্মা—(৭ম শতক)। মৌখরি রাজবংশের রাজা ও সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী-পতি। পত্নীর নাম রাজ্যশ্রী। মালবরাজ দেবক গুপ্ত গ্রহবর্ম্মাকে হত্যা ও রাজ্যশ্রীকে বন্দী করিয়াছিলেন।

গ্রাউস, ফ্রেড্‌রিক স্যামন (Growse, Frederic Salmon)—(১৮৩৭—১৮৯৩)। ভারতীয় সিভিলিয়ান। তিনি মথুরার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং ১৮৯৮-এ তুলসীদাসের রামায়ণ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

গ্রাণ্ট (Grant)—(১৮০৭—১৮৯৩)। ব্রিটিশ শাসক ও রাজনীতিক। জন্ম ইংলণ্ড। পিতা সার পিটার গ্রাণ্ট। বিলাতের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি কলিকাতার হাইকোর্টের জজ ছিলেন ও অন্যান্য উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি মধ্যপ্রদেশের ও বাংলার ছোটলাট হন। নীলকরের অত্যাচার ও হাঙ্গামা তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলিকাতা হাইকোর্ট তাঁহার সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তিনি জামাইকার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গ্রিফিথ, আর্থার (Griffith, Arthur)—(১৮৭২—১৯২২)। আয়ার্ল্যাণ্ডের 'সিন্‌-ফিন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও উক্ত আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। জন্ম ডাবলিনে। ১৯২১-এ তিনি 'আইরিশ ফ্রী ষ্টেটে'র প্রেসিডেণ্ট হন।

গ্রিফিথ, রাল্‌ফ (Griffith, Ralph Thomas Hotchkin) (১৮২৬—?)। সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত। তিনি প্রথমে বেনারস কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ও পরে উহার অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন (১৮৭৮—১৮৮৫)। সংস্কৃত রামায়ণের ও অন্যান্য সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ তিনি ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। 'পণ্ডিত' নামক মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার নাম অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্রিফিথ পুরস্কার' দেওয়া হয়।

গ্রিয়ারসন (Grierson)—(১৮৫১—?)। ইংরাজ ভাষাতত্ত্ববিদ্। তিনি সিভিল সার্ভিসে যোগদান করিয়া ভারতে আসেন। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান্। তাঁহার পরিচালনায় Linguistic Survey করা হয়। 'Introduction to Maithili Language', 'Kaithi Character', 'The Languages of India' তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির অন্যতম।

গ্রে, উইলিয়াম—(Gray, Sir William)—(১৮১৮—১৮৭৮)। ১৮৬৭ খৃঃ হইতে ১৮৭১ খৃঃ পর্য্যন্ত বঙ্গের ছোট লাট। পলতা হইতে কলিকাতায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও হাওড়া-পুল নির্ম্মাণ

তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরবর্তী কালে জামাইকার গভর্নর হন।

গ্রেগরি দি গ্রেট (Gregory the Great)—(৫৪০—৬০৪)। প্রাচীন রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক। গ্রেগরি নামে সেকালে ১৬ জন পোপ ছিলেন; তিনি তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম। তিনি স্তোত্র পাঠের বিশেষ একটি পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ গ্রেগরি (১৫০২—১৫৮৫) একপ্রকার দিনপঞ্জীর প্রচলন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রে, টমাস (Gray, Thomas)—(১৭১৬—১৭৭১)। বিখ্যাত ইংরাজ কবি। কর্ণহিলে জন্ম। তাঁহার লিখিত 'এলিজি' (Elegy Written in a Country Churchyard) সুপ্রসিদ্ধ কবিতা। এই কবিতা ১৭৪২-এ লেখা আরম্ভ হয় এবং ১৭৪৯-এ প্রকাশিত হয়। 'ওড টু স্প্রিং' (Ode to Spring), 'হীম' (Hymn), 'ওড টু অ্যাড্‌ভার্সিটী (Ode to Adversity) প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত রচনা।

গ্রেটা গার্বো (Greta Garbo)—(১৯০৫)। সুপ্রসিদ্ধ সুইডিশ অভিনেত্রী। সবাক্ ও নির্ব্বাক্ চলচ্চিত্রে অভিনয় করিয়া তিনি অশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে স্টকহল্‌মের এক দোকানে কাজ করিতেন; প্রযোজক মরিজ স্টীলার তাঁহাকে হলিউডে লইয়া যান। তাঁহার অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে 'ম্যাটা হারি', 'কুইন ক্রিস্টিনা', 'অ্যানা কারেনিনা', 'পেণ্টেড ভেল', 'ফ্লেশ অ্যাণ্ড দি ডেভিল', 'অ্যাফেয়ার্স অব ওম্যান', 'ক্যামিলী' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবাহ করেন নাই।

গ্রোমিকো (Gromyko)—(জন্ম ১৯০৮)। রাশিয়ান কূটনীতিক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তিনি রাজদূত ছিলেন (১৯৪৩—৪৬)। ১৯৪৬—৪৯-এ স্বস্তি পরিষদে তিনি সোভিয়েট প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৯-এ তিনি উপপররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হন।

গ্লকাস (Glaucus)—বিটিয়ান জেলে। তিনি ওশিয়ানাসের কৃপায় সমুদ্রদেবতায় রূপান্তরিত হন এবং অ্যাপলোর বরে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা লাভ করেন (গ্রীক পুঃ)।

গ্ল্যাড্‌স্টোন (Gladstone, Rt. Hon. William Ewart)—(১৮০৯—১৮৯৮)। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্। তাঁহার পিতা লিভারপুলের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮৬৮-এ তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। ১৮৭৪-এর পর তিনি কিছুকাল রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন; কিন্তু বুলগেরিয়ার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইয়া অল্পকাল পরেই আবার রাজনীতিক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮০-এ তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। ছয় বৎসর পরে তিনি তৃতীয়বার ইংলণ্ডের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৮৯৩-এ তিনি দ্বিতীয় হোমরুল বিল উত্থাপন করেন। উহা লর্ড-সভায় অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

———

ঘ

ঘটকর্প্পর—সংস্কৃত কবি। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন বলিয়া খ্যাত।

ঘটোৎকচ—ভীমের রাক্ষসপুত্র। মাতা হিড়িম্বা রাক্ষসী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচ কৌরবদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন। কর্ণ তাঁহাকে বধ করেন। জন্মকালে তাঁহার মস্তক উৎকচ অর্থাৎ কেশহীন ছিল বলিয়া এই নাম হয় (ভারত)।

ঘণ্টাকর্ণ—১। মহাদেবের অনুচরবিশেষ। এই দৈত্য অন্ধকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন (কূর্ম্ম)। ২। দেবাসুর যুদ্ধে মহাদেব ঘণ্টাকর্ণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন (ভারত)। ৩। ঘণ্টাকর্ণ বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন। হরিনাম যাহাতে কানে না যায়, এইজন্য তিনি সর্ব্বদা কানে ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিতেন (হরি)।

ঘণ্টেশ্বর (ঘেঁটু ঠাকুর)—১। মঙ্গলের পুত্র (ব্রহ্মবৈ)। ২। ঘণ্ট নামে মহাদেবের অনুচর এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নাম ঘণ্টেশ্বর (স্কন্দ)। ৩। গ্রাম্য দেবতা।

ঘনরাম—(১৬৬৯—?) প্রাচীন কবি। বর্দ্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা গৌরীকান্ত চক্রবর্তী, মাতা সীতা দেবী। তিনি গুরুর আদেশে 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন (১৭১১)। উপাধি 'কবিরত্ন'। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের তিনি রাজকবি ছিলেন। তাঁহার আদেশেই তিনি 'ধর্ম্মমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। ঘনরাম ভণিতায় অন্যান্য পদ ও কবিতা পাওয়া যায়।

ঘনশ্যাম—বৈষ্ণব কবি। পিতা দিব্যদাস। তিনি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের পৌত্র। তিনি 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' নামক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

ঘনশ্যামদাস বিরলা—(জন্ম ১৮৯৪)। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও জমিদার। জন্ম জয়পুর রাজ্যে। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য এবং ১৯২৪-এ 'Indian Chamber of Commerce'এর সভাপতি হন। তিনি 'Indian Fiscal Commission'এর এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সভ্য হন। তিনি 'Royal Commission'এর সভ্য ছিলেন। ১৯২৭-এ জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলনে তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে তিনি প্রতিনিধি মনোনীত হন। নিখিল ভারত হরিজন সেবক সঙ্ঘের তিনি সভাপতি।

ঘূর্ণিকা—শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর পরিচারিকা (ভারত)। এই পরিচারিকাই দেবযানীর কূপে পড়িবার সংবাদ শুক্রাচার্য্যকে প্রদান করেন (মৎস্য)।

ঘৃতাচী—১। অপ্সরাবিশেষ। রাজা কুশনাভের ঔরসে তাঁহার গর্ভে শত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন (রাম)। ২। এই অপ্সরা হইতে চ্যবন ঋষির পুত্র প্রমতির রুরু নামে এক পুত্র জন্মে। আবার তাঁহার গর্ভে মহর্ষি ভরদ্বাজের ঔরসে দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হয়। ব্যাসদেবের ঔরসে তাঁহার গর্ভে শুকদেব গোস্বামীর জন্ম হয় (ভারত)।

ঘোষা—কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা। ঋক্‌মন্ত্র-রচয়িত্রী। তাঁহার কুষ্ঠরোগ হওয়াতে কেহ তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তুতি করিলে এই রমণী রোগমুক্ত হন এবং তাঁহার বিবাহ হয়। পুত্রের নাম সুহস্তী (ঋক্)।

———

চ

চক্রধ্বজ সিংহ—আসামের রাজা। তিনি অহোমবংশীয়। প্রকৃত নাম সুপুং মুংকা। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জয়ী হন। তাঁহার ভ্রাতা সুন্যংকা ১৬৬৮-এ তাঁহার মৃত্যু হইলে উদয়াদিত্য নামে রাজা হন।

চক্রপাণি দত্ত—বিখ্যাত পণ্ডিত। জন্মস্থান বীরভূম। পিতা নারায়ণ। তিনি 'চক্রদত্ত' নামক একখানি বৈদ্যক গ্রন্থের রচনা করেন। তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

চণ্ড—১। দৈত্যবিশেষ। মহিষাসুরের অমাত্য। চণ্ড ও অপর অমাত্য মুণ্ড কৌশিকী-হস্তে নিহত হন (বামন)। দেবসেনাপতি স্কন্দের অপর নাম। মহাদেবের অন্যতম অনুচর। ২। হাম্বিরের নাতি লখারাণা (লক্ষ্মণের) পুত্র। চণ্ড বিবাহ করেন নাই। বিমাতার ছেলে মুকুল ছোট ছিল বলিয়া তিনি রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু বিমাতা তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। তাই তিনি চিতোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে যখন শত্রুরা চিতোর গ্রাস করিতে

আসে, তখন তিনি মেবারে আসিয়া শত্রুদের হাত হইতে চিতোর উদ্ধার করেন।

চণ্ডকৌশিক—মুনি বিশেষ। কাক্ষীবান্ গৌতমের পুত্র। তাঁহার প্রদত্ত ফলে নরপতি বৃহদ্রথের পত্নী জরাসন্ধকে প্রসব করেন (ভারত)।

চণ্ডাশোক—রাজা অশোকের অপর নাম ['অশোক' দ্রঃ]।

চণ্ডী—দুর্গার অন্য নাম। শুম্ভাসুরের সেনানী চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করিয়া তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন (মার্কণ্ডেয়)।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১২৬৪—১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও লেখক। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী সঙ্কলন করিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। 'কমলকুমার', 'মনোরমার গৃহ', 'পাপীর নবজীবন লাভ' ইত্যাদি পুস্তকগুলি তাঁহার রচিত।

চণ্ডীচরণ সেন—(১৮৪৫—১৯০৬)। সাহিত্যিক। 'Uncle Tom's Cabin'-নামক ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে 'টম কাকার কুটীর'-নামক পুস্তকখানি রচনা করিয়া তিনি বিশেষ নাম করেন। জন্মস্থান—বাসণ্ডা, বাখরগঞ্জ। পিতার নাম নিমচাঁদ। তিনি প্রথমে মুনসেফ ও পরে সাব্‌জজ হন। ১৮৭০-এ তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। 'জীবনগতি নির্ণয়', 'লঙ্কাকাণ্ড', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'ঝান্সীর রাণী', 'অযোধ্যার বেগম', 'এই কি রামের অযোধ্যা', 'চল্লিশ বৎসর' প্রভৃতি তাঁহার লিখিত পুস্তক। 'মহারাজ নন্দকুমার' লিখিয়া তিনি সরকার কর্ত্তৃক দণ্ডিত হন। মহিলা কবি কামিনী রায় তাঁহার কন্যা।

চণ্ডীদাস—(১৪১৭—১৪৭৭)। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। তিনি কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক। বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বিবাহ করেন নাই। তিনি বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজারী ছিলেন। রামী নামে একজন রজককন্যা এই বাশুলী দেবীর মন্দিরের সেবিকা ছিল। তাহার সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেম হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে তাঁহার আর একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। অনেকে বলেন, তিনজন চণ্ডীদাস ছিলেন—বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের চণ্ডীদাসকে বড়ু চণ্ডীদাস বলা হয়। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' রচনা করেন। চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে দীন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয়। তিনি বাশুলীর সেবক ছিলেন। এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ ও আলোচনা দেখা যায়।

চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর—(১৪শ শতক)। বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত। মিথিলার রাজা হরিসিংহদেবের সভায় তিনি অমাত্য ছিলেন। তিনি 'বিবাদ-রত্নাকর' নামে বহু স্মৃতি-গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৩১৪-এ বাঘমতী নদীর তীরে তুলাপুরুষ নামে দানব্যাপার সম্পন্ন করেন। যোদ্ধা ছিলেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি মিথিলারাজের সৈন্যবাহিনীর পরিচালক হইয়া নেপালরাজকে পরাস্ত করেন।

চতুর্ভুজ—করুরি নামক স্থানের রাজা। তাঁহার বৈষ্ণব ভক্তির তুলনা ছিল না। একবার তাঁহার এক বিপক্ষ রাজা একটি ডোমকে বৈষ্ণব-বেশে সাজাইয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ডোম জানিয়াও তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করেন এবং বিদায়কালে তাহাকে একখানি জরীর কাপড়ে একটি কাণাকড়ি বাঁধিয়া দেন। ইহার অর্থ এই যে, ডোমের দাম কাণাকড়ি, কিন্তু ডোমের বৈষ্ণব-বেশের জন্য জরীর কাপড়। বিপক্ষ রাজা ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হন।

চন্দ্র—১। ব্রহ্মার পৌত্র, অত্রির পুত্র। দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়াছিলেন। তারার গর্ভে চন্দ্রের ঔরসে বুধের জন্ম হয় (বিষ্ণু)। দক্ষপ্রজাপতির সাতাশটি কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করেন। তাহার মধ্যে তিনি রোহিণীর প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিলেন বলিয়া অপর কন্যারা পিতার নিকট অভিযোগ করেন। দক্ষ চন্দ্রকে শাপ দেন যে, তিনি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইবেন (ব্রহ্মবৈ)। পরে অবশ্য সকল পত্নীর প্রতি সমান যত্ন দেখানোর ফলে ঐ রোগ পক্ষব্যাপী হয় (পদ্ম)। সেই দিন হইতে চন্দ্রের এক পক্ষে ক্ষয় এবং অপর পক্ষে বৃদ্ধি হয়। ২। সমুদ্রমন্থনকালে চন্দ্রের উদ্ভব হয়, এ মতও আছে।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৩৬—১৯১৩)। বেদজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম ময়মনসিংহের সেরপুরে। পিতার নাম রাধাকান্ত তর্কবাগীশ। তিনি স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিলে পর তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে 'তর্কালঙ্কার' উপাধি দেওয়া হয়। সভাষ্য 'গোভিল গৃহ্যসূত্র' প্রকাশ করিয়া তিনি যশস্বী হন। পরে তিনি ১৮৮৩-এ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। ১৮৯৭-এ তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বেদান্ত ফেলোশিপের প্রথম বক্তৃতা দেন। 'সতীপরিণয়', 'সত্যবতী চম্পূ', 'প্রবোধষট্‌ক', 'যুবরাজ-প্রশস্তি', 'কৌমুদী-সুধাকর', 'আনন্দ-তরঙ্গিনী', 'শ্রাদ্ধকল্প ভাষ্য' ইত্যাদি তাঁহার বহু পুস্তক আছে।

চন্দ্রকীর্ত্তি—বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থকার। তিনি বাংলার অধিবাসী ছিলেন।

চন্দ্রকেতু—১। লক্ষ্মণের পুত্র। অপর ভ্রাতার নাম অঙ্গদ (রাম)। ২। বীর রাজা। তিনি দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন এবং অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন (ভারত)।

চন্দ্রগুপ্ত, ১ম—(জীবৎকাল ৩২০ খৃঃ)। গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাটলিপুত্রের (বর্ত্তমান পাটনা) নিকটে কোনও স্থানের অতি ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি লিচ্ছবিবংশের এক রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের দিন হইতেই গুপ্তাব্দ (৩১৯ বা ৩২০ খৃঃ) আরম্ভ হয়। তাঁহারই পৌত্রের নাম দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য।

চন্দ্রগুপ্ত, ২য়—(রাজত্বকাল ৩৮০—৪১৪)। গুপ্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। তাঁহাকেই গুপ্তবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। তাঁহার সময়ে গুপ্তরাজ্য শক্তি ও সম্পদে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' ও 'শকারি' নামে পরিচিত। তাঁহার রাজধানী প্রথমে ছিল পাটলীপুত্রে, পরে তিনি উজ্জয়িনীতে তাঁহার রাজধানী সরাইয়া লইয়া যান। প্রবাদ আছে, তাঁহার সভায় কালিদাস প্রভৃতি নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া উক্ত সভাকে নবরত্নের সভা বলা হইত। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী রাজা ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য—(জীবৎকাল খৃঃ পূঃ ৩২১ শতক)। মগধের প্রাচীন হিন্দু রাজা ও মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মগধের নন্দবংশীয় রাজার বিদ্বেষভাজন হইয়া তিনি পঞ্জাবে আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনি কূটনীতিক চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া ৩২২ বা ৩২১ খৃঃ পূঃ অব্দে মগধের রাজা হন। তিনি উত্তরকালে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করেন। আলেক্‌জাণ্ডারের প্রধান সেনাপতি সেলুকাস্ পঞ্জাবে গ্রীকদিগের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে পরাস্ত করেন। তিনি ঐ সেনাপতির এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং গ্রীকগণ ভারতের যে অংশ অধিকার করিয়াছিল, তাহা লাভ করেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ও পৌত্র অশোক।

চন্দ্রগোমিন—(৪৭০ আবির্ভাবকাল)। ১। বৌদ্ধ বৈয়াকরণ। পাণিনি ব্যাকরণের পরিবর্তন সাধন করিয়া চান্দ্রব্যাকরণ প্রণীত হয়। ২। বরেন্দ্রভূমিনিবাসী বৈদ্য নৈয়ায়িক।

চন্দ্রনাথ বসু—(১৮৪০—১৯২৪)। সুপ্রসিদ্ধ লেখক। হুগলী জেলার কৈকালা গ্রামে জন্ম। তিনি ১৮৬৬-এ এম. এ. এবং ১৮৬৭-এ বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথম জীবনে হাইকোর্টে ওকালতী করেন ও পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। পরে ঐ পদ ছাড়িয়া তিনি জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৭৭-এ তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হন। অতঃপর তিনি গভর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। 'ফুল ও ফল', 'চন্দ্রকণা', 'শকুন্তলা-তত্ত্ব', 'ত্রিধারা', 'পশুপতি-সংবাদ', 'সাবিত্রী-তত্ত্ব', 'হিন্দুতত্ত্ব', 'কঃ পন্থাঃ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ফরিদপুর জেলায় জন্ম। তাঁহার 'চান্দীপাইতা' নামক একটি ন্যায়ের টিপ্পনী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

চন্দ্রভানু—১। শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী (ভাগ)। ২। রাধিকার অন্যতম দ্বাররক্ষক (ব্রহ্মবৈ)।

চন্দ্রমাধব ঘোষ—(১৮৩৮—১৯১৮)। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্ম। পিতা দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। কিছুকাল তিনি বর্দ্ধমান জেলার সরকারী উকীলের কার্য্য করেন, পরে পদত্যাগ করিয়া ডেপুটি কলেক্টর হন, অতঃপর হাই-কোর্টে ওকালতি করিতে প্রবেশ করিয়া দ্বারকানাথ মিত্রের সহকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ Rent Case পরিচালনা করেন। ১৮৮৪-এ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন এবং ১৮৮৫-এ হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন। কিছুকাল তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের উন্নতির জন্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ চেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রলেখা—তাঁহার অপর নাম চন্দ্ররেখা। অসুররাজ বাণের কুম্ভাণ্ড নামক মন্ত্রীর কন্যা এবং অসুররাজের কন্যা উষার সখী।

চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৩—১৯০২)—বঙ্গ-ভাষার লেখক। জন্ম নদীয়ার উলা গ্রামে। পিতার নাম কালীচরণ। বিদ্যালয়ের লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি দ্বারভাঙ্গা রাজ্যে চাকরী করিতেন। তাঁহার যত্নে বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ—'অধিকারতত্ত্ব', 'বেদান্তপ্রবেশ', 'পরলোকতত্ত্ব' ইত্যাদি।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—(২৭শে অক্টোবর, ১৮৪৯—১৯শে অক্টোবর, ১৯২২)। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। নিবাস নদীয়ায়। পিতা বিশ্বেশ্বর। তিনি খাগড়ায় বাস করিতেন। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। পরে তিনি ভবানীপুর (কলিকাতা) হইতে এফ. এ. ও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন এবং কিছুকাল বহরমপুর কলে-জিয়েট স্কুলে ও পরে পুঁটিয়া ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অবশেষে ১৮৮০-এ তিনি বি. এল. পাশ করিয়া প্রথমে বহরমপুরে ও পরে হাইকোর্টে ওকালতী করিতে থাকেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে পসার না হওয়াতে তাঁহাকে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার পরিচালিত 'উপাসনা' পত্রিকায় সম্পাদনা করিবার জন্য বহরমপুরে আনেন। তিনি সাহিত্যসেবায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। সুবিখ্যাত গদ্যকাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' তাঁহার রচনা। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। অন্যান্য পুস্তক—'মশলা বাঁধা কাগজ', 'স্ত্রী-চরিত্র', 'কুঞ্জলতার মনের কথা' ইত্যাদি।

চন্দ্রশেখর সেন—(জন্ম ১৮৫১)। বিখ্যাত ভূপর্য্যটক। মালদহে জন্ম। পিতা হরিমোহন। কিছুকাল শিক্ষকতা ও ডাক্তারী করিয়া তিনি পরে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৯-এ তাঁহার পৃথিবী ভ্রমণ আরম্ভ হয়। পৃথিবীর বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া তিনি 'ভূ-প্রদক্ষিণ' নামে একখানি বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

চন্দ্রসেন—রাজাবিশেষ। পিতা সমুদ্রসেন। তিনি বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিয়া তিনি দ্রোণাচার্য্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অশ্বত্থামার হস্তে তিনি নিহত হন (ভারত)।

চন্দ্রহাস—কেরল দেশের রাজা। মাতা-পিতৃহীন হইয়া তিনি কুলিন্দ কর্ত্তৃক পালিত হন। পরে কুণ্ডবপতির মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যাকে বিবাহ করেন (গর্গ-সং)।

চন্দ্রাপীড়—১। রাজা জনমেজয়ের পুত্র। মাতা কাশ্যা। তাঁহার অপর ভ্রাতার নাম সূর্য্যাপীড় (হরি)। ২। কাশ্মীরের রাজা (৬৮৪—৬৯৩)। পিতা প্রতাপাদিত্য। পত্নীর নাম প্রকাশা। নিজের ভ্রাতা তারাপীড়ের অনুচর কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন।

চন্দ্রাবতী—(১৫৫০)। ময়মনসিংহের মহিলা কবি। জন্ম কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটবাড়ী। পিতা 'মনসাভাসান' রচয়িতা বংশীদাস, মাতা সুলোচনা। 'রামায়ণ গীত', 'দস্যু কেনারাম' ইত্যাদি রচয়িত্রী। কথিত আছে, জয়চন্দ্র নামে একটি ছেলেকে ভাল-বাসিতেন বলিয়া তিনি কখনও বিবাহ করেন নাই।

চন্দ্রাবলী—শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রিয়সখী গোপী। পিতা চন্দ্রভানু, মাতা বিন্দুমতী। গোবর্দ্ধন মল্ল তাঁহার স্বামী। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন। এজন্য শ্রীরাধার সঙ্গে চন্দ্রাবলীর প্রায়ই বিবাদ হইত (বৃন্দাবনলীলা)।

চমনলাল, দেওয়ান—(জন্ম ১৮৯২)। বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ ও সমাজতন্ত্র-বাদী। তিনি প্রথমে 'Bombay Chronicle'-নামক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯২০-এ ভারতবর্ষীয় ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union) স্থাপিত করেন। ১৯২৮-এ জেনেভার আন্তর্জ্জা-তিক শ্রমিক-সম্মেলনে শ্রমিকদের তরফ হইতে তিনি প্রতিনিধি হইয়া যান। ১৯২৯—১৯৩১-এ ভারতবর্ষের শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য যে Royal Commission আসে, তিনি তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি A. I. T. U. C. ত্যাগ করিয়া 'All India Trade Union Federation' স্থাপন করেন। তিনি ১৯৩৭-এ পঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন। তিনি 'কুলি' নামক পুস্তকের রচয়িতা।

চম্পতিপতি—(১৭শ শতক)। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। তাঁহার উপাধি 'বিদ্যাপতি'। তিনি ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিতেন। তিনি উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন।

চরক—১। মহর্ষি বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মহত্যা পাপনাশক ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম হয় (ভাগ)। ২। সংহিতাবাদী দ্বিজগণ এই নামে অভিহিত হন (বায়ু)। ৩। বিখ্যাত আয়ু-র্ব্বেদিক গ্রন্থ 'চরকসংহিতা'র প্রণেতা। অনন্ত-দেব চররূপে পৃথিবীতে আসিয়া দেখেন যে, লোকে অশেষ ব্যাধিতে ভুগিতেছে। চররূপে নামিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চরক হয়। অত্রিপুত্র ভরদ্বাজের নিকট চরক আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।

চসার, জিওফ্রে (Chaucer, Geoffrey)—(? ১৩৪০—১৪০০)। প্রথম ইংরাজ কবি। তিনি রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের সমসাময়িক ছিলেন। একবার ফ্রান্সে যুদ্ধে যান ও পরে রাজকার্য্যে জীবন কাটে। রাজ-

কর্ম্ম উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁহার বিখ্যাত কাব্য 'ক্যান্টারবেরি টেলস্' (Canterbury Tales).

চাঁদ কবি—(১২শ শতক)। বিখ্যাত হিন্দী কবি। তিনি দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের সভাকবি ছিলেন। 'পৃথ্বী রায় রাসৌ' নামক তাঁহার একটি হিন্দী কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায়।

চাঁদ কাজি—(১৫শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম গোরাই কাজি। তাঁহার 'বাঁশী বাজান জান না' কবিতাটি সুপ্রসিদ্ধ।

চাঁদবিবি—দাক্ষিণাত্যের মুসলমান বীর রমণী। চাঁদ সুলতানা নামেও পরিচিতা। পিতা আহ্‌মদনগররাজ হুসেন নিজাম শাহ্, স্বামী বিজাপুররাজ আলি আদিল শাহ্। তিনি অপূর্ব্ব শৌর্য্যবতী ছিলেন। মুরাদ আহ্‌মদনগর আক্রমণ করিলে তিনি সৈন্য পরিচালনা করিয়া মোগলসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মুরাদ যুদ্ধ জয় করিতে পারিলেন না। পরে আবার তিনি আহ্‌মদনগর আক্রমণ করিলে চাঁদবিবি মোগলদের ঠেকাইতে না পারিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। এইবার তিনি শত্রুহস্তে নিহত হন। কাহারও কাহারও মতে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

চাঁদরায়—১। বারভূঁয়ার অন্যতম। শ্রীপুর তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি অসাধারণ বীর ও নৌ-যুদ্ধে অতীব পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেক শিবমন্দিরের স্থাপনা করিয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা ঈশা খাঁ তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বিধবা কন্যাকে (কাহারও মতে ভগ্নীকে) ঈশা খাঁ কৌশলে হরণ করিয়া লইয়া যান। সেই শোকে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মাতার স্মৃতিস্তম্ভ এবং তাঁহার নির্ম্মিত দীঘি আজিও বিক্রমপুরে দেখা যায়। ২। দস্যু ও জমিদার। তিনি রাজমহলনিবাসী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত অসচ্চরিত্র ছিলেন। শেষে তিনি পাগল হইয়া যান। নরোত্তম দাস ঠাকুরের পরামর্শে তিনি যখন কৃষ্ণমন্ত্র জপিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার উন্মাদ রোগ সারিয়া যায়। তখন তিনি সৎপথগামী ও পরম বৈষ্ণব হইলেন।

চাঁদ সদাগর—চম্পাই নগরের বিখ্যাত বণিক্। তাঁহার পুত্রের নাম লখিন্দর। কিংবদন্তী এই যে, তিনি মনসা-বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া তাঁহার পুত্র বিবাহ-রাত্রিতে সর্পদষ্ট হয়। পুত্রবধূ বেহুলা স্তব করিলে মনসাদেবী তাঁহার পুত্রকে বাঁচাইয়া দেন। সেই দিন হইতে চাঁদ সদাগর মনসার ভক্ত হন (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)।

চাঁদ সাহেব—(১৮শ শতক)। কর্ণাটকের মুসলমান নবাব। ১৭৫১-এ তিনি ফরাসীদের সাহায্যে ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করেন। পরে ক্লাইভ আর্বটের যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। চাঁদসাহেবের মৃত্যু ঘটিলে মহম্মদ আলি কর্ণাটকের নবাব হন।

চাক্ষুষ মনু—১। চতুর্দ্দশ মনুর অন্যতম চক্ষুর পুত্র (ভাগ)। ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ নামে মনু ছিলেন (বিষ্ণু)। ২। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর রিপুর পুত্র (কূর্ম্ম)।

চাটার্টন (Chatterton)—(১৭৫২—১৭৭০)। ইংরাজ কবি। Thomas Rowley এই নামের ১৫শ শতকের এক কবির লেখা বলিয়া নিজের লেখা প্রকাশিত করেন। তিনি আরও অনেক কবিতা লেখেন। ১৭৭০-এ তিনি লণ্ডনে আসেন। তাঁহার প্রহসন 'The Revenge' সেই বছরেই অভিনীত হয়। দারিদ্র্যের জ্বালায় তিনি আত্মহত্যা করেন।

চাণক্য—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের মন্ত্রী ['কৌটিল্য' দ্রঃ]।

চাণুর, চানুর—দৈত্যবিশেষ। তিনি কংসরাজের মল্ল। কংসের ধনুর্যজ্ঞের সময়ে এই দৈত্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন (হরি)।

চামুণ্ডা—১। শক্তির মূর্ত্তিবিশেষ। মহিষাসুরের অমাত্য চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করিয়া এই দেবী তাহাদের মস্তকের মালা গলায় পরেন। এইজন্য তাঁহার নাম হয় চামুণ্ডা (বাম)। ২। মহিষাসুর দৈত্যকে বধ করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়। এই মূর্ত্তি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এই তিন ভাগে বিভক্ত হন। রৌদ্রী মূর্ত্তি রুরু নামে দৈত্যকে বিনাশ করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন (বরাহ)।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৭৭—১৯৩৮)। বিখ্যাত সাহিত্যিক। মালদহ জেলার চাঁচল গ্রামে জন্ম। পিতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মুক্তকেশী দেবী। ১৮৯৯-এ তিনি বি. এ. পাশ করিয়া 'মেঘদূত', 'মাঘ' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর তিনি কিছুকাল 'ভারতী'র সম্পাদকতা করেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মরমের কথা'-নামক একটি গল্প তাঁহার প্রথম গল্প-রচনা। অতঃপর তিনি এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান প্রেসে' চাকরী করেন। এই সময়ে তাঁহার 'পুষ্পপাত্র', 'সওগাত', 'মহাভারত', 'বিষ্ণুপুরাণ' প্রভৃতি বহু পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন। অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক হন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে সম্মানসূচক এম. এ. ডিগ্রী দেওয়া হয়। 'শূন্যপুরাণ' ও 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' পুস্তক দুইটির তিনি সম্পাদক। তিনি অনেক প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের টীকাও রচনা করেন। তাঁহার কতকগুলি পাঠ্য-পুস্তকও আছে। তিনি 'হাইফেন', 'দোটানা', 'মুক্তিস্নান', 'স্রোতের ফুল', 'পরগাছা', 'নষ্টচন্দ্র', 'যমুনাপুলিনে', 'ভিখারিণী', 'চোর-কাঁটা', 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস' ও অন্যান্য বৈষ্ণব 'মহাজন গীতিকা' প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রবিরশ্মি' রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনা-মূলক তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ বই।

চারুচন্দ্র বিশ্বাস—(জন্ম ১৮৮৮)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আইন সচিব। ১৯১০-এ তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসায় সুরু করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তিনি নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৩৬-এ জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য্যও হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি।

চার্চ্চিল, রাইট অনারেবল্, উইন্‌স্‌টন এস্.—(Churchill, Rt. Hon. Winston S.)—(জন্ম ১৮৭৪)। বিখ্যাত ইংরাজ রাজনীতিবিশারদ। তিনি লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চার্চ্চিলের পুত্র। তিনি বুয়র যুদ্ধে গমন করেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি পার্লামেণ্ট সভায় রক্ষণ-শীল সভ্যদের অগ্রণী বলিয়া খ্যাত। ১৯১৬-এ তিনি পার্লামেণ্টের কমন্স সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৮—২১ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি ইংলণ্ডের সমর-সচিব ছিলেন। তিনি ১৯২৪-এ ইংলণ্ডের আয়ব্যয়বিভাগের কর্ত্তা (Chancellor of the Exchequer) হন। ১৯৪০—৪৫-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সুবক্তা। ১৯৫১-এ তিনি আবার প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি পুস্তক দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

চার্ব্বাক—১। নাস্তিক ঋষিবিশেষ। বৃহস্পতির শিষ্য বলিয়া কথিত। চার্ব্বাক মতে আত্মা বা পরলোক বলিয়া কিছু নাই। যাগযজ্ঞ ইত্যাদি শুধুই প্রতারণা। প্রত্যক্ষ ছাড়া কোনো প্রমাণ নাই। ২। রাক্ষসবিশেষ। বদরী তপোবনে তপস্যা করিয়া তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে এই বর লাভ করেন যে, কোনও প্রাণী হইতে তাঁহার ভয় থাকিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণের

নিন্দা করিলে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। এই রাক্ষস দুর্য্যোধনের বন্ধু ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের শেষে তিনি ব্রাহ্মণগণের ক্রোধের উদ্রেক করিয়া নিহত হন (ভারত)।

চাল্‌স্‌, ১ম (Charles I)—(১৬০০—১৬৪৯)। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের পুত্র। পার্লামেণ্টের সঙ্গে বিবাদ তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা। অন্যায়ভাবে করবৃদ্ধি (যেমন, Ship money), ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি ঘটনার জন্য তাঁহার সময়ে গৃহযুদ্ধ ঘটে (১৬৪২)। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

চাল্‌স্‌, ২য় (Charles II)—(১৬৬০—১৬৮৫)। প্রথম চার্ল্‌সের পুত্র। গৃহবিপ্লবের সময় তিনি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর লোকে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনে এবং রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্ত্তন ঘটে। ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধ ও আমেরিকায় রাজ্যলাভ তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা। তাঁহার সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ হয়।

চাল্‌স্‌, ৫ম (Charles V)—(১৫০০—১৫৫৮)। পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের (Holy Roman Empire) সম্রাট্‌। জন্মস্থান বেলজিয়ামের ঘেণ্ট। পিতামহ সম্রাট্‌ ম্যাক্সিমিলিয়ান। স্পেনের ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা তাঁহার মাতামহ ও মাতামহী। তিনি নেদারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও স্পেনের রাজা ছিলেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যকে Holy Roman Empire বলা হইত। তাঁহার শাসনকালে মার্টিন লুথারের ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়।

চার্লিমেন (Charlemagne)—(৭৪২—৮১৪)। ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজা, সেনাপতি ও রাজনীতিবিশারদ। ফ্রান্সের সামান্য রাজা হইতে তিনি সমগ্র রোমকদিগের রাজা হন। তিনি ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, জার্ম্মাণি প্রভৃতি বহু দেশে রাজ্য স্থাপন করেন।

চিকুর—নাগ। পিতার নাম আর্য্যক, পুত্রের নাম সুমুখ। গরুড় এক সময়ে চিকুরকে মারিয়া ফেলিলে মাতলি, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের কৃপায় তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। গরুড় ইহাতে অপমান বোধ করিয়া ইন্দ্রকে ভয় দেখান। সেইজন্য বিষ্ণু গরুড়ের উপরে বাহু রাখিলে গরুড় বিকলাঙ্গ হয়। অতঃপর গরুড় বিষ্ণুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু চিকুরকে গরুড়ের বক্ষোপরি রাখেন। সেইদিন হইতে গরুড় ও চিকুর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন (ভারত)।

চিতু—পিণ্ডারীদের সর্দ্দার। তিনি ইংরাজদের অধীনতা স্বীকার না করিয়া বনে পলাইয়া যান।

চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু)—(৫ই নভেম্বর, ১৮৭০—১৬ই জুন, ১৯২৫)। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ দেশসেবক ও রাজনীতিবিদ্‌। আদি নিবাস ঢাকা জেলার তেলির-বাগ গ্রাম। পিতা ভুবনমোহন দাশ য়্যাটর্ণী ও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসেন। আলিপুর বোমার মামলায় তিনি অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে দাঁড়াইয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। অতঃপর তাঁহার প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। বহু গরীব ছাত্র ও গৃহস্থ তাঁহার দানের উপরেই নির্ভর করিত। তিনি সুকবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'সাগর-সঙ্গীত', 'মালঞ্চ', 'মালা', 'অন্তর্য্যামী' প্রভৃতি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি 'নারায়ণ'-নামক একখানি মাসিক পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনা করিতেন। অবশেষে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৯১৭-এ ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে তিনি সভাপতি হন। পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা-কাণ্ডের পর কংগ্রেস যে তদন্ত-কমিটী নিযুক্ত করে, তিনি সেই সমিতির সদস্য ছিলেন। পরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করেন এবং আদালত পরিত্যাগ করেন। ১৯২১-এ তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২২-এ তিনি গয়া কংগ্রেসের বিশেষ সভাপতি হন। তিনি 'স্বরাজ পার্টি' গঠন করেন ও ফরোয়ার্ড পরে 'লিবার্টি' নামক কাগজ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নূতন দলের মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। তিনি পিতার কৃত চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ দেউলিয়া হওয়ার পরও শোধ দিয়া অপূর্ব্ব সাধুতা ও পিতৃভক্তির পরিচয় প্রদান করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের তিনিই প্রথম মেয়র। তাঁহার ত্যাগ অতুলনীয়। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বাসভবনে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' নামে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চিত্রগুপ্ত—১। যমের প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহার অধীনে নিযুক্ত লোকেরা কর্ম্মানুসারে পরলোকবাসীদের শাস্তি দেন (বরাহ)। ২। ব্রহ্মার অঙ্গজাত পুত্র। তিনি দোয়াত ও কলম হস্তে উদ্ভূত হন। ব্রহ্মার আদেশে চিত্রগুপ্ত যমের বাড়ী যান ও পাপপুণ্যের হিসাব রাখিতে থাকেন। পাপপুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব রাখা হয় বলিয়া তাঁহার এই নাম হয় (ভবিষ্য)। তিনি মানুষের কপালে শুভাশুভ ফল লিখিয়া থাকেন (পদ্ম)।

চিত্রভানু—১। মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি পার্ব্বতীর হস্তে নিহত হন (স্কন্দ)। ২। মণিপুরের রাজা। তাঁহার কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জ্জুন বিবাহ করেন (ভারত)।

চিত্ররথ—১। রাজাবিশেষ। পিতা ধর্ম্ম-রথ। চিত্ররথ বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপান করেন। চিত্ররথের পুত্র লোমপাদ (হরি)। ২। গন্ধর্ব্ব-বিশেষ। পিতা কশ্যপ, মাতা দক্ষকন্যা। প্রকৃত নাম অঙ্গারপর্ণ। তাঁহার নানাবর্ণের রথ থাকাতে তাঁহার নাম হয় চিত্ররথ। পত্নীর নাম কুম্ভীনসী। পাণ্ডবগণের বনবাস-কালে চিত্ররথ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাস্ত ও বন্দী হন। যুধিষ্ঠিরের দয়ায় চিত্ররথ মুক্তিলাভ করেন (ভারত)।

চিত্রলেখা—বাণরাজার কন্যা উষার সহ-চরী। পিতা বাণরাজার মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড। চিত্রলেখার সাহায্যে উষা অনিরুদ্ধকে নিজের গৃহে আনিতে পারিয়াছিলেন (ভাগ) ['অনিরুদ্ধ' দ্রঃ]।

চিত্রসেন—গন্ধর্ব্ববিশেষ। পিতা গন্ধর্ব্ব-রাজ বিশ্বাবসু। অর্জ্জুন চিত্রসেনের নিকট হইতে নৃত্য, গীত ও বাদ্য শিক্ষা করেন। এই গন্ধর্ব্ব দুর্য্যোধনকে তাঁহার ভ্রাতাদের সঙ্গে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের অনুরোধে তাঁহাদের ছাড়িয়া দেন (ভারত)।

চিত্রা—চন্দ্র হইতে ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন এবং চিত্রা হইতে চৈত্র নামে এক পুত্র জন্মে (ব্রহ্মবৈ)।

চিত্রাঙ্গদ—১। শান্তনুর পত্নী সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজা হন। কিন্তু গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি মারা যান (ভারত)। ২। গন্ধর্ব্বরাজবিশেষ।

চিত্রাঙ্গদা—মণিপুর রাজকন্যা। বনবাস-কালে অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে পুত্র জন্মে (ভারত)।

চিনকুলি খাঁ—'আসফ খাঁ' দ্রঃ।

চিন্তা—শ্রীবৎস রাজার পত্নী। ইনি শনিগ্রস্ত পতির সহিত অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া-ছিলেন (ভারত)।

চিন্তামণি, চিররাভবি, যজ্ঞেশ্বর—(জন্ম ১৮৮০)। বিখ্যাত সংবাদপত্রসেবী। এলাহাবাদের 'লীডার'-নামক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। ১৯১৬ হইতে ১৯২৩

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উত্তরপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯২৭-এ পুনরায় উহার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯২১—২৩ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি উত্তর-প্রদেশের শিক্ষা ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি গোল টেবিল বৈঠকের ও ভারতের ভোটাধিকার নির্ণয় কমিটীর সভ্য মনোনীত হন। 'Indian Social Reform', 'Speeches and Writings of Sir Pheroze Shah Mehta' প্রভৃতি পুস্তক তিনি রচনা করেন। ভারতের প্রধান সংবাদপত্রসেবীদের তিনি অন্যতম।

চিয়াং-কাই-শেক (Chiang-Kai-Shek)—(জন্ম ১৮৮৭)। খ্যাতনামা চৈনিক সেনাপতি ও রাজনীতিবিশারদ। নিংপো নামক স্থানে জন্ম। চীনের বিপ্লবী দলে প্রথম হইতেই যুক্ত ছিলেন। সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর তিনি চীনের প্রধান সেনাপতি হন। ১৯২৮ হইতে তিনি চীনদেশের জাতীয় শাসনতন্ত্রের সভাপতিরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কমিউনিষ্টবিরোধী। চীন-জাপান যুদ্ধে তাঁহাকে নেতা করা হয়। পরবর্ত্তী কালে তিনি কমিউনিষ্টদের দ্বারা বিতাড়িত হন। বর্ত্তমানে তিনি ফিলি-পাইন দ্বীপপুঞ্জে আছেন। সেখানেই তাঁহার কুও-মিন-টাং বা চীনা জাতীয় সরকারের তিনি সভাপতি।

চিরকারী—গৌতম-পুত্র। গৌতম-পত্নী একদা ইন্দ্রের সঙ্গে ব্যভিচারিণী হন। গৌতম চিরকারীকে স্ত্রীকে বধের আদেশ দিয়া বনে গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন পুত্র কিংকর্ত্তব্যের মত বসিয়া আছে। তখন তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে ক্ষমা করেন (ভারত)।

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য—তিনি ষোড়শ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় তাঁহার জন্ম। পিতা রাজেন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। তাঁহার প্রকৃত নাম বামদেব। 'বিদ্বোন্মাদ-তরঙ্গিণী' ও 'মাধবচম্পূ' নামে তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ আছে।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা—(১৮ শতক)। বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। তাঁহার প্রকৃত নাম ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল। তিনি ভক্তিরসপূর্ণ কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি রাম-কৃষ্ণ পরমহংসের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। 'গীত-রত্নাবলী', 'অমৃতে গরল', 'ভক্তি-চৈতন্যচন্দ্রিকা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত সঙ্গীত-পুস্তক।

চুণীলাল বসু—(১৮৬১—১৯৩০)। খ্যাত-নামা চিকিৎসক ও রসায়নশাস্ত্রবিদ্। ১৮৮৬-এ বাংলা গভর্ণমেণ্টের সহকারী সার্জেন ও পরে রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার রচিত 'খাদ্য', 'শারীর স্বাস্থ্য-বিধান' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত।

চেঙ্গিস খাঁ—(১১৬২—১২২৭)। বিখ্যাত মোগল সেনাপতি। জন্ম মঙ্গোলিয়ায়। পূর্ব্ব নাম তেমুচিন। প্রথমে তিনি চীন জয় করেন। পরে খারিজম রাজ্য জয় করিয়া তিনি ভারত সীমান্ত পর্য্যন্ত আসেন। সেসময় দাসবংশের দ্বিতীয় রাজা আলতামাস রাজত্ব করিতেন। তিনি ঘোরতর অত্যাচার করিয়া কুকীর্ত্তি অর্জ্জন করেন ও ভারতবর্ষ আংশিক জয় করেন।

চেট্টি, সন্মুখম্—(জন্ম ১৮৯২)। রাজ-নীতিবিদ্। ১৯২০-এ তিনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৩-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ লাভ করেন। ১৯২৬-এ তিনি Empire Parliamentary Associationএর প্রতি-নিধি হইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় যান। ১৯৩২-এ তিনি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় নিয়োগকর্ত্তাদের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ১৯৩২-এ অটোয়ার অর্থনৈতিক সম্মেলনে ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৩-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি হন। ১৯৩৫-এ তিনি কোচিনের দেওয়ান ও ১৯৪৪-এ Bretton Woods Monetary Conferenceএ ভারতের প্রতিনিধি হন। ১৯৪৭—৪৮-এ তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী হন কিন্তু পরে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

চেম্বারলেন, জোসেফ (Chamberlain, Joseph)—(১৮৩৬—১৯১৪)। ইংরাজ রাজনীতিবিদ্। তিনি ১৮৭৬-এ পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন এবং আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা প্রদান সম্পর্কে বিশেষ নাম করেন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌স্টোনের তিনি সমসাময়িক। গ্ল্যাড্-স্টোনের মন্ত্রিত্বের সময়ে তিনি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৩-এ তিনি তৎকালীন প্রচলিত সরকারের অর্থনীতির কিছু সংস্কার সাধন করেন।

চেম্বারলেন, নেভিল (Chamberlain, Neville)—(১৮৬৯—১৯৪০)। ইংরাজ রাজনীতিবিদ্। জোসেফ চেম্বার-লেনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বহুকাল ইংলণ্ডের আয়ব্যয়-বিভাগের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি ১৯৩৭—৪০ খৃঃ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

চেম্‌সফোর্ড, ভাইকাউণ্ট (Chelmsford, Viscount)—(শাসনকাল ১৯১৬—১৯২১)। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট। ইহার পূর্ব্বে তিনি কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড ও নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ নামক দুইটি স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে 'Rowlatt Act' নামক একটি কুখ্যাত আইন বিধিবদ্ধ এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। তাঁহার সময়ে 'Montague-Chelmsford Reform' নামক নূতন শাসন-বিধি গঠিত হয়।

চেস্টারটন, জি. কে. (Chesterton, G. K.)—(১৮৭৪—১৯৩৬)। বর্ত্তমান-যুগের বিখ্যাত লেখক। তিনি বহু উপন্যাস, প্রবন্ধ-পুস্তক ও সরস কবিতা রচনা করিয়া-ছেন। সমালোচক হিসাবেও তাঁহার বিশেষ নাম আছে। রবার্ট ব্রাউনিং ও চার্ল্‌স্ ডিকেন্সের জীবনী ও কাব্যের সম্পর্কে তাঁহার লিখিত রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিখিত গ্রন্থাদি—(উপন্যাস) 'The Napoleon of Notting Hill', 'The Flying Inn', 'Father Brown Stories'; (কবিতা) 'The Ballad of the White Horse', 'Wine, Water and Song', 'Poems'; (প্রবন্ধ) 'Generally Speaking' 'What's Wrong with the World'.

চেস্টারফিল্ড, আর্ল অব (Chesterfield, Earl of)—(১৬৯৪—১৭৭৩)। ইংরাজ রাজনীতিবিদ্। কিন্তু লেখক হিসাবেই তিনি স্মরণীয়। তাঁহার 'Letters to his Son'-এর জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

চৈতন্যদেব—(১৪৮৫—১৫৩৩)। আধু-নিক প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণব মতের প্রবর্ত্তক। পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। জন্মস্থান—নবদ্বীপ। তাঁহার অনেক নাম ছিল; যথা, নিমাই, গৌরাঙ্গ, বিশ্বম্ভর ইত্যাদি। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁহার নাম হয় চৈতন্য। তিনি প্রথম জীবনে নানাশাস্ত্র পাঠ করেন। তাঁহার দুইবার বিবাহ হয়। প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মী, দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া। একুশ বৎসর বয়সের সময় তিনি নিজে চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হন। গয়ায় পিতৃক্রিয়া উপলক্ষে গিয়া তিনি ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা লন। হরিনামই চৈতন্যের সার হইল। তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া হরিভক্তিতে মাতিয়া উঠিলেন। ক্রমে তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া উঠিলেন ও সংসার তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী চৈতন্য শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে গমন করেন এবং সেখানে শচীদেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পরে তিনি নীলাচলে যাত্রা

করেন। এখানে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। পাণ্ডিত্যে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তিনি তাঁহাকে নিজের শিষ্য করিয়া লন। তিনি নীলাচলেই থাকিবার সঙ্কল্প করিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি দুই একজন ভক্তকে দেশে গিয়া হরিভক্তি প্রচার করিতে বলেন। ইহার পর তিনি কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করেন। একদা চন্দ্রালোকে সমুদ্রের নীল জলরাশিকে শ্রীকৃষ্ণের রূপরাশি ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া গেলে তিনি সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিয়া যান। তাঁহার শেষ জীবন নীলাচলেই কাটে।

চৈত্র—চিত্রার গর্ভজাত পুত্র। তিনি সপ্তদ্বীপের রাজা সুরথের পিতামহ (ব্রহ্মবৈ)।

চৈৎ সিং, রাজা—বারাণসীর রাজা। পিতা রাজা বলবন্ত সিংহ। তিনি ইংরাজদিগের অধীন ছিলেন এবং ইংরাজ সরকারকে ২২৷৷০ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর দিতেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস ঐ কর ব্যতীত পাঁচ লক্ষ টাকা বেশী দাবী করেন। এইরূপ আরও দুই একবার কর ব্যতীত তাঁহাকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। একবার হেষ্টিংস ৫০ লক্ষ টাকা দাবী করেন। এই টাকা আদায় করিবার জন্য হেষ্টিংস তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে তিনি পলায়ন করেন। ১৮১০-এ তিনি গোয়ালিয়রে মারা যান।

চোপরা, রামনাথ, ডাঃ—(জন্ম ১৮৮২)। বিখ্যাত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া বিলাত যান। তিনি এম. ডি. ও এফ. আর. সি. পি. উপাধি লাভ করেন। তিনি ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে ছিলেন। কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের তিনি ডিরেক্টর হন। দেশীয় গাছগাছড়ার সম্পর্কে তাঁহার গবেষণার জন্য তিনি বিখ্যাত। বর্ত্তমানে তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের 'ড্রাগ রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র ডিরেক্টর। তাঁহার অনেক বই আছে। তন্মধ্যে 'Indigenous Drugs of India' বিশেষ বিখ্যাত।

চোর কবি—১। প্রসিদ্ধ কবি। তিনি কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধুর পুত্র এবং বর্দ্ধমানরাজ বীরসিংহের জামাতা। তাঁহার প্রকৃত নাম সুন্দর। তিনি বর্দ্ধমান রাজকুমারী বিদ্যার গৃহে সুড়ঙ্গপথে গোপনে গমন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্য তাঁহার রচিত। ২। প্রকৃত নাম বিহ্লন। লক্ষ্মীমন্দির নামক নগরের রাজা মগনাভিরাম ও রাণী মন্দারমালা বিহ্লনকে নিজ কন্যার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া বিহ্লন রাজকুমারীকে শিক্ষা দিতেন। পরে গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করেন। প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেও রাজা কবির কবিত্বের জন্য ক্ষমা করেন।

চ্যবন—মহর্ষিবিশেষ। পিতা ভৃগু মুনি, মাতা পুলোমা। পুলোমা যখন গর্ভবতী, তখন এক রাক্ষস তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সময় চ্যবন জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হওয়ায় তাঁহার নাম চ্যবন হয় (ভারত)। চ্যবন তপস্যা করিতে করিতে একটি বল্মীকে পরিণত হন। রাজা শর্য্যাতির দুহিতা সুকন্যা বল্মীক-ছিদ্রপথে খদ্যোতের ন্যায় জ্যোতি দেখিয়া ঐ স্থান কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিলে সেই স্থান হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। তখন রাজা শর্য্যাতি চ্যবন মুনিকে নানা উপায়ে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সহিত সুকন্যার বিবাহ দিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃপায় চ্যবন চিরযৌবন লাভ করেন। বৈদ্যকশাস্ত্রমতে যে ঔষধ সেবনে তাঁহার চিরযৌবন লাভ হয়, তাহা 'চ্যবনপ্রাশ' নামে বিদিত। চ্যবন ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন (মহা)। তিনি 'জীবনদান' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন (ব্রহ্মবৈ)।

চ্যাটাম, উইলিয়াম পিট—'পিট' দ্রঃ।

চ্যাপমান, জর্জ (Chapman, George)—(? ১৫৫৯—১৬৩৪)। ইংরাজ কবি ও নাট্যকার। তিনি ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। হোমারের কাব্য ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

চ্যাপলিন, চার্লি স্পেন্সার (Chaplin, Charlie Spencer)—১৮৮৯-এ লণ্ডনে জন্ম। প্রসিদ্ধ ইংরাজ ছায়াচিত্রাভিনেতা। রঙ্গমঞ্চে তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন। ছায়াচিত্রের অভিনেতা হিসাবে, বিশেষতঃ হাস্যরসের অভিনয় দ্বারা, তিনি বিশ্ববিখ্যাত। The Gold Rush, The Circus, City Lights, Modern Times প্রভৃতি ছায়াচিত্রে অভিনয় করিয়া তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ চিত্র 'Limelight'. তিনি চার্লি চ্যাপ্লিন নামেই বিখ্যাত।

———

ছ

ছত্রশাল—(১৭শ শতক)। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সামরিক কর্ম্মচারী ও বুন্দেলখণ্ড-নামক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা চম্পৎ রায় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বন্দী হইবার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন। ছত্রশাল হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক হইয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং অনেক যুদ্ধে জয়ী হন। তিনি শিবাজীর সঙ্গেও যোগ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রস্তাবে শিবাজী রাজী হন নাই। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ড-নামক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

ছায়া—সূর্য্যের পত্নী। সূর্য্যের প্রথমা পত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ছায়াকে নিজ দেহ হইতে সৃষ্টি করেন এবং নিজে পিত্রালয়ে চলিয়া যান। তিনি সূর্য্যের সহিত পত্নীভাবে থাকিতে লাগিলেন এবং সংজ্ঞার যমাদি পুত্রদিগকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। নিজের গর্ভে শনি নামে এক পুত্র জন্মিলে ছায়া সপত্নীপুত্রদিগকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। ইহাতে যম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। ছায়া 'পদহীন হও' বলিয়া শাপ দিলে যম সূর্য্যের শরণাপন্ন হন। তখন সকল কথা প্রকাশ হইয়া যায় এবং সূর্য্য সংজ্ঞার অনুসন্ধানে যান (হরি)।

ছিন্নমস্তা—দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। নিজের মস্তক ছিন্ন করিয়া তিনি বাম করে ধরিয়া থাকেন এবং স্কন্ধ হইতে নির্গত রক্তধারা পান করেন (দেবী-ভা)।

———

জ

জং বাহাদুর (Jung Bahadur, Maharaja Sir)—(১৮১৮—১৮৭৭)। নেপালের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী। ১৮৪৪-এ তিনি নেপালের প্রধান সেনাপতি হন। ১৮৪৬-এ তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করেন। ১৮৫০-এ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরাজদিগের বিশেষ সাহায্য করেন। জং বাহাদুরের রাণারাই এ পর্য্যন্ত নেপালের মন্ত্রী হইয়া আসিতেছিলেন।

জখনাচার্য্য—মহীশূরের রাজা ও প্রসিদ্ধ শিল্পী। তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মহীশূরের প্রধান দেবালয়গুলি তাঁহারই নির্ম্মিত।

জগৎকুমার শীল—(জন্ম ১৯০৬)। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ও মুষ্টিযোদ্ধা। পিতা বঙ্কুবিহারী শীল। জন্ম কলিকাতায়। তিনি জে. কে. শীল নামেই বিশেষ পরিচিত। মাদ্রাজে Physical Training Collegeএ তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি আফ্রিকায় মুষ্টিযোদ্ধা Percy Vangerএর সহিত লড়াই করেন এবং ১৯২৮-এ উইল কার্টারকে ও রসকার্লেকে পরাস্ত করেন।

জগৎশেঠ, মহতাব রায়—মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ বণিক্। জগৎশেঠ তাঁহার উপাধি-

মাত্র। পিতা আনন্দচাঁদ, পিতামহ ফতেচাঁদ। ১৭৪৯-এ আলিবর্দ্দী খাঁ ইংরাজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠী আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে বহু লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করেন। সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য থাকাতে জগৎশেঠ ইংরাজদিগের সাহায্যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত মীরজাফরকে পরামর্শ দেন। পরে তিনি মীরকাশিমের হস্তে বন্দী হন। ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা থাকিবার জন্য মীরকাশিম তাঁহাকে হত্যা করেন।

জগদানন্দ—(জীবৎকাল ১৭৮৪)। বৈষ্ণব কবি। জন্মস্থান শ্রীখণ্ড। পিতা নিত্যানন্দ। পরে তিনি বীরভূমের জোকলাই গ্রামে বসতি করেন।

জগদানন্দ রায়—(১৮৬৯—১৯৩৩)। লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞান-লেখক। কৃষ্ণনগর তাঁহার জন্মস্থান। কৃষ্ণনগরের জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম। ১৯০১ সাল হইতে তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে মারা যান। তাঁহার রচিত বহু পুস্তক আছে। 'প্রকৃতি-পরিচয়', 'বৈজ্ঞানিকী', 'প্রাকৃতিকী', 'গ্রহনক্ষত্র', 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার', 'শব্দ', 'আলো' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচিত। সরস ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

জগদিন্দ্রনাথ রায়, মহারাজা—(১৮৬৮—১৯২৬)। নাটোরের (বড় তরফ) মহারাজা। তিনি সুসাহিত্যিক ছিলেন। ১৮৯৫-এ তিনি প্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ১৮৯৭-এ তিনি দ্বিতীয়বার উহার সভ্য হন। এই বছর তাঁহার চেষ্টায় নাটোরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়। ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসে যোগদান। ১৯০১-এ তিনি 'Bengal Landholders' Association' (বঙ্গীয় জমিদার-সমিতি) স্থাপন করেন। কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনাসমিতির তিনি সভাপতি হন। ১৯০৩-এ তিনি বহরমপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি হন। ১৯০৫-এ তিনি বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলনে যোগদান করেন। সাহিত্য, ক্রীড়া, সঙ্গীত প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'-নামক মাসিক পত্রিকাখানির তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯১২-এ মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী গঠিত নূতন কাউন্সিলের সভ্য হন। ১৯১৪-এ তিনি পাবনা সাহিত্যসম্মেলনে এবং ১৯২৫-এ মুন্সীগঞ্জ সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। 'সন্ধ্যাতারা', 'শ্রুতি-স্মৃতি', 'দারার অদৃষ্ট', 'নূরজাহান' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচিত।

জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য—(৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮—২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭)। পৃথিবী-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। ঢাকা জেলার রাঢ়ীখাল-নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে বি. এ. পরীক্ষা দিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং কেম্ব্রিজ হইতে বি. এ. (১৮৮৪) এবং লণ্ডন হইতে বি. এস-সি. পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন (১৮৮৫)। বিদ্যুৎ সম্পর্কে গবেষণাই স্বদেশে-বিদেশে তাঁহার খ্যাতিলাভের কারণ। বিলাতের Royal Society তাঁহার আবিষ্কার স্বীকার করিয়া লন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এস-সি. উপাধি দেয়। বেতারের সম্ভাবনা সম্পর্কে ১৯১৫-এ কলিকাতার টাউন হলে তিনি একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। Royal Instituteএ তিনি অনেক বক্তৃতা দেন। উদ্ভিদের প্রাণ সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান্। এ সম্পর্কে তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্র ক্রেস্‌কোগ্রাফ (Crescograph) নামে পরিচিত। ১৯১৫-এ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতায় আপার সার্কুলার রোডের উপরে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির' (Bose Institute) নামে খ্যাত। ফলতায় গঙ্গার ধারে তাঁহার একটি সুরম্য উদ্যান ও বিজ্ঞানাগার আছে। বঙ্গভাষায় তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার লিখনভঙ্গী অতি চমৎকার। 'Response in the Living and Non-living', 'Plant Response' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক। বাংলায় 'অব্যক্ত' নামে তাঁহার একখানি পুস্তক আছে।

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী—(১৮৫৪—১৮৯৪)। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। পিতার নাম উমাচরণ। তিনি মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া হোমিওপ্যাথিক-মতে চিকিৎসা শুরু করেন। সাধারণের মধ্যে এই চিকিৎসার প্রচলনের জন্য তিনি আটখানি হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক' ও 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রেকর্ড' নামে দুইখানি মাসিক পত্র পরিচালনা করিতেন। তিনি একটি হোমিওপ্যাথিক স্কুলও স্থাপন করেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কার—(১৬—১৭ শতক)। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যে জগদীশ লেখাপড়া করেন নাই। পরে অষ্টাদশ বর্ষ হইতে অল্পদিনমধ্যেই ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি ন্যায় পড়িতে আরম্ভ করেন। ন্যায়শাস্ত্রেও অতি অল্পকালমধ্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 'তর্কালঙ্কার' উপাধি লাভ করেন এবং পরে নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া শিক্ষাদান করিতে থাকেন। 'দীধিতি' গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হন।

জগদীশ্বর গুপ্ত—(১৮৪৬—১৮৯২)। নদীয়ার বৈষ্ণব লেখক। মেহেরপুরে জন্ম। কিছুকাল ওকালতি করিবার পর তিনি মুন্সেফ হন। 'লীলাস্তবক', 'চৈতন্য-লীলামৃত' প্রভৃতি তাঁহার লিখিত পুস্তক। সটীক চৈতন্যচরিতামৃত তিনি প্রকাশ করেন।

জগদ্ধর ঠাকুর—(১৩শ শতক)। প্রসিদ্ধ টীকাকার। সম্ভবতঃ মিথিলায় তাঁহার জন্ম হয়। পিতা রত্নধর। তিনি মিথিলারাজের বিচারক ছিলেন। 'তত্ত্বদীপনী' (বাসবদত্তার টীকা), 'রসদীপিকা' (মেঘদূতের টীকা), 'গীত-প্রদীপ' (ভগবদ্গীতার টীকা), 'মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের দুর্গাটীকা' তাঁহার রচিত। 'মালতীমাধবে'র টীকা তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা।

জগদ্ধাত্রী—একবার দেবতাগণের কয়েকজনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁহারাই ঈশ্বর। তখন ভগবতী দুর্গা জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি একখণ্ড তৃণ লইয়া পবনদেবকে প্রথমে তুলিতে বলেন। পবনদেব তুলিতে পারিলেন না। তখন অগ্নিদেবকে উহা পুড়াইতে বলিলেন। তিনি উহা দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন এই দেবতাগণ তাঁহাকে পরমেশ্বরী বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রীর চারিখানি হাত ও তিনটি চক্ষু এবং তিনি সিংহবাহিনী।

জগদ্বন্ধু ভদ্র—(১৮৪২)। সাহিত্যিক। নিবাস ঢাকা। তিনি যশোহর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মেঘনাদবধের অনুকরণে 'ছুছুন্দরীবধকাব্য' লিখিয়া তিনি যশস্বী হন। 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' নামে বৈষ্ণব পদাবলী ও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর তিনি সম্পাদক।

জগন্নাথ—পুরীক্ষেত্রের পুরুষোত্তম। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি গঠন করিতে থাকেন। বিশ্বকর্ম্মা রাজাকে এই প্রতিজ্ঞা

করাইয়া লন যে, যতদিন তিনি নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, ততদিন যেন রাজা মূর্ত্তি দর্শন না করেন। পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে রাজা কৌতূহলবশে বিশ্বকর্ম্মার অজ্ঞাতে মূর্ত্তি দেখিয়া ফেলিলেন। ইহাতে বিশ্বকর্ম্মা কাজ ছাড়িয়া দিলেন। তখনও মূর্ত্তির হাত পা নির্ম্মিত হয় নাই। ব্রহ্মার আদেশে মূর্ত্তি ঐরূপই রহিল। তদবধি জগন্নাথদেব হস্ত-পদহীন। ঐতিহাসিক মতে জগন্নাথ বৌদ্ধ-বিগ্রহ। মন্দিরস্থিত শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া কথিত মূর্ত্তিত্রয় যথাক্রমে 'বুদ্ধ', 'ধর্ম্ম' ও 'সঙ্ঘে'র প্রতীক। শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই।

জগন্নাথ—বৈষ্ণব কবি। রসময় কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার মাত্র ৯টি পদ আছে।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—(১৬৯৫—১৮০৬)। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ত্রিবেণী গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। অল্পকালের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন ও টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা সুরু করেন। রাজা নবকৃষ্ণ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তিনি 'ব্রহ্মোত্তর' লাভে ধনী হইয়া উঠেন। তিনি 'অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ' ও 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' নামক দুইখানি পুস্তক সঙ্কলন করিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে বহু টাকা প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া, তাঁহার দুই-একখানি সংস্কৃত নাটক ও কয়েকখানি সংগ্রহ-পুস্তক আছে। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

জগন্নাথ পণ্ডিত—(১৬২০—১৬৬০)। অন্ধ পণ্ডিত, আলঙ্কারিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি দিল্লীতে শাহ্‌জাহানের সভায় ছিলেন। পরে তাঁহার জীবন কাশীতে কাটে। 'ভামিনীবিলাস' ও 'রসগঙ্গাধর' (অলঙ্কার শাস্ত্র) তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

জগন্নাথ মিশ্র—(১৫ শতক)। শ্রীচৈতন্য-প্রভুর পিতা। নিবাস নবদ্বীপ, আদি নিবাস শ্রীহট্ট। পিতা নীলকণ্ঠ ও মাতা শোভা দেবী। পত্নী শচী দেবী। তাঁহার ৮টি কন্যার পর বিশ্বরূপ জন্মে। বিশ্বরূপের পর নিমাইয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উৎকলে বাস করিতেন।

জগবন্ধু বসু, ডাক্তার—(১৮৩১—১৮৯৮)। সুবিখ্যাত চিকিৎসক। বসিরহাটের নিকট দণ্ডীরহাট গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা রাধামাধব বসু। কৃতিত্বের সহিত ডাক্তারী পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি G. M. C. B. পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি বর্ম্মার আকিয়াবে 'Seamen's Hospital'এর চিকিৎসার ভার প্রাপ্ত হন। ইহার পরে তিনি মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমির ডিমন্‌-ষ্ট্রেটর ও ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের Materia Medicaর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬৩-এ তিনি এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৮-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও Faculty of Medicineএর সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৮৯ ও ১৮৯০-এ তিনি এম. বি. ও এম. ডি. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ১৮৮৭-এ ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল (বর্ত্তমানে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ) স্থাপিত হয়। ১৮৯৬-এ তিনি মেডিক্যাল ইউনিয়নএর সহকারী সভাপতি হন ও গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চিকিৎসাসম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

জগলুল পাশা—(১৮৫৭—১৯২৭)। মিশরের রাজনীতিক। দরিদ্র কৃষকের ঘরে জন্মলাভ করিয়া তিনি কায়রোর আল-অজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮২-এ তিনি আরবী পাশার সঙ্গে যোগ দেন ও পরে আইনব্যবসায় সুরু করেন। ১৯০৬-এ তিনি মিশরের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইংরাজদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তাঁহার মন্ত্রিত্ব যায় ও দুইবার কারারুদ্ধ হন। অবশেষে মুক্তিলাভ করিয়া ১৯২৪-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী হন।

জটায়ু—পক্ষিবিশেষ। পিতা অরুণ, মাতা শ্যেনী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। দশরথ জটায়ুর বন্ধু ছিলেন। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তিনি তখন বাধা দিতে গিয়া আহত হন। মরণোন্মুখ জটায়ু রামকে সীতাহরণের সংবাদ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন (রাম)।

জটাসুর—রাক্ষসবিশেষ। পাণ্ডবেরা যখন বদরিকাশ্রমে ছিলেন, তখন এই রাক্ষস ব্রাহ্মণের বেশে পাণ্ডবদের নিকটে যায় এবং যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করে। অর্জ্জুন সেই সময় অস্ত্রশিক্ষা করিবার জন্য স্বর্গে গিয়াছিলেন। ভীম পথিমধ্যে তাহাকে এভাবে পাইয়া বধ করেন (ভারত)।

জটিল—হরিভক্ত সাধু। কিংবদন্তী এই যে, তিনি মাতার আদেশে পাঠশালায় যাইবার পথে 'সখে গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করিতেন, আর শ্রীহরি বালক সাজিয়া তাঁহার সহিত খেলা করিতেন। গুরুর পিতৃশ্রাদ্ধদিনে জটিল দধি যোগাইবার ভার লন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি একভাণ্ড দধি লইয়া আসিলে গুরু তাঁহাকে কটূক্তি প্রয়োগ করেন। ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর দেন যে, সখার কৃপায় একভাণ্ড দধিই যথেষ্ট হইবে। বস্তুতঃ তাহাই হইল। তখন গুরু তাঁহার সখাকে দেখিতে যান, কিন্তু দেখা না পাইয়া তপস্যা করিতে বসেন।

জটিলা—গোপী। গোল নামক গোপ তাঁহার স্বামী। তাঁহার গর্ভে আয়ান (শ্রীরাধার লৌকিক স্বামী) ও দুর্ম্মদ নামে দুই পুত্র ও কুটিলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে (বৃন্দাবনলীলা)।

জড়ভরত—পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল রাজা ভরত। একটি পালিত মৃগশাবকের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া তিনি জন্মান্তরে জাতিস্মর মৃগ হন। পুনরায় পরজন্মেও তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্মেও তিনি পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিতেন। পূর্ব্ব জীবনের চিন্তায় তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, সংসারে আসক্তি জন্মিলেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়; অতএব যাহাতে সংসারে আসক্তি না জন্মে, সেই হেতু নির্ব্বাক্ থাকিতে হইবে। ইহা স্থির করিয়া তিনি জড়ের ন্যায় অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম জড়ভরত হয় (বিষ্ণু)।

জন (John)—(১১৬৭—১২১৬)। ইংলণ্ডের রাজা। ২য় হেনরীর পুত্র। তিনি অত্যাচারী ও অপরিণামদর্শী রাজা ছিলেন। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ফরাসীদেশে তাঁহার অধিকার হারান ও পোপের সঙ্গে বিবাদে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হয়। এইসব কারণে দেশের লোক তাঁহার উপরে অসন্তুষ্ট হয় এবং ১২১৫-এ ম্যাগ্‌না কার্টা (Magna Charta) নামক দলিলে তাঁহাকে সই করিতে বাধ্য করে।

জন অন্সট্রুদার, ব্যারনেট (John Anstruther, Sir Baronet)—(১৭৫৩—?) কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি প্রথমে ব্যারিষ্টার ও পরে পার্লামেন্টের সভ্য হন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের মামলার সময়ে তিনি একজন এ্যাসেসর ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে।

জনক—**১**। নিমির পৌত্র, মিথির পুত্র। তিনি বিদেহের 'জনক'-উপাধিধারী রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্রের নাম উদাবসু। **২**। সাধারণতঃ জনক বলিলে সীতার পালক পিতা সীরধ্বজ জনককে (তাহা দ্রঃ) বুঝাইয়া থাকে। (বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত মতে তিনি নিমির পুত্র এবং তাঁহার অপর নাম মিথিল ও বৈদেহ।)

জনদেব—জনকবংশীয় রাজা। মিথিলার

অধিপতি। মহর্ষি পঞ্চশিখের নিকট তিনি অনেক উপদেশ লাভ করেন (ভারত)।

জনমেজয়—অর্জ্জুনের প্রপৌত্র ও পরীক্ষিতের পুত্র। কলিযুগের আরম্ভকালে তিনি রাজত্ব করিতেন। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে তিনি মন্ত্রিগণের সাহায্যে রাজ্য শাসন করেন। তিনি বহু রাজ্য জয় করেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তক্ষক-দংশনে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় বলিয়া তিনি সর্পযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। এই যজ্ঞে বহু সর্প বিনষ্ট হয়। তখন তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের নিকটে লুকাইয়া থাকেন। তক্ষকের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া বাসুকির দ্বারা প্রেরিত হইয়া আস্তিক মুনি রাজাকে শান্ত করিয়া যজ্ঞ রহিত করেন। ফলে তক্ষক ও অবশিষ্ট সর্পগণ অব্যাহতি লাভ করে। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞও আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি বৈশম্পায়ন মুনির নিকটে সমগ্র অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত শ্রবণ করেন (ভারত)।

জনসন, ডাঃ স্যামুয়েল (Johnson, Dr. Samuel)—(১৭০৯—১৭৮৪)। বিখ্যাত অভিধান-সংকলক ও গ্রন্থকার। বিলাতের লিচ্‌ফিল্ড নামক স্থানে জন্ম। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। লণ্ডনে আসিয়া তিনি প্রথমে একটি মুদ্রাকরের আফিসে কাজ নেন। সেখানে প্রকাশিত 'Gentleman's Magazine'-নামক কাগজে তিনি লিখিতেন। এইভাবে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হয়। তাঁহার 'Dictionary' ১৭৫৫-এ প্রকাশিত হয়। তিনি 'Vanity of Human Wishes', 'Rasselas' (১৭৫৯), 'Lives of the Poets' (১৭৮১), 'The Idler' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

জনসন, বেন (Jonson, Benjamin)—(১৫৭২—১৬৩৭)। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। 'বেন জনসন' নামে তিনি পরিচিত। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া প্রথমে তিনি কিছুকাল ব্যবসায় ও পরে যুদ্ধের কাজে কাটান। তিনি সেক্সপিয়ারের বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৬১৯-এ রাজকবি (Poet Laureate) হন। 'Every Man in his Humour' এবং 'The Alchemist' তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক।

জন, সেণ্ট, দি ইভান্‌জেলিস্ট (John, St., the Evangelist)—যীশুর বার জন প্রধান ভক্তের অন্যতম। যীশুর মৃত্যুর পর তিনি প্যাট্‌মন নামক স্থানে চলিয়া যান। তাঁহার পিতা জেবেদি ও ভ্রাতা জেম্‌স। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটে একিসাস নামক স্থানে। তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁহাকে 'Apostle' বলা হয় ও তাঁহার লিখিত উপদেশাবলী 'The Gospel of St. John' নামে খ্যাত।

জন, সেণ্ট, দি ব্যাপ্‌টিস্ট (John, St., the Baptist)—ধর্ম্মপ্রাণ ইহুদি। জন্ম জুডিয়ায়। তিনি যীশুর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তৎকালীন প্রচলিত কুনীতির বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেন বলিয়া তিনি বিলাসী রাজা হিরোদের (Herod) বিরাগভাজন হন। ২৮-এ হিরোদ তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। শিশু যীশুকে জর্ডন নদীর জল দ্বারা তিনিই শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

জন, স্টুয়ার্ট মিল—'মিল, জন ষ্টুয়ার্ট' দ্রঃ।

জনা—নীলধ্বজ রাজার মহিষী ও বিখ্যাত বীর প্রবীরের জননী। প্রবীর পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধৃত করিয়া সমরে নিহত হইলে এবং তাঁহার স্বামী অর্জ্জুনের সঙ্গে আপোষ করিলে তিনি পুত্রশোকে গঙ্গাজলে দেহ বিসর্জ্জন করেন (জৈমিনী-ভারত)।

জনার্দ্দন কর্ম্মকার—প্রাচীনকালের বিখ্যাত বাঙ্গালী কর্ম্মকার। তিনি মুর্শিদাবাদের ২১২ মণ ওজনের ও ১২ হাত দৈর্ঘ্যের বিখ্যাত 'জাহানকোষা' নামক কামানের নির্ম্মাতা। তিনি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন। বাদশাহ্ শাহ্‌জাহানের আমলে জাঁহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) ইসলাম খাঁর শাসনকালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

জব চার্নক—(?—১৬৯২)। কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৫৫—৫৬-এ তিনি ইংলণ্ড হইতে এদেশে আগমন করেন এবং কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ হন। তখন হুগলিতেও ইংরাজদিগের কুঠী ছিল। নবাবের সহিত ইংরাজদিগের সংঘর্ষ বাধিলে তিনি সেস্থান ত্যাগ করেন এবং বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদের নিকট হইতে কালীকোঠা বা কালীঘাট, গোবিন্দপুর ও সুতানটি এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করিয়া কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন। নবাবের সহিত মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি পরে মাদ্রাজ চলিয়া যান। অবশ্য পরবর্ত্তী নবাবের কালে তিনি ফিরিয়া আসেন ও এক হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করেন।

জবহর বাঈ—মেবারের বীর রমণী। শিশোদীয়-বংশীয় বিক্রমজিতের পত্নী। গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ বিক্রমজিতকে আক্রমণ করিয়া অন্যত্র নিযুক্ত রাখেন ও চিতোর আক্রমণ করেন। জবহর বাঈ সেই সময় মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন। পুত্রের নাম উদয়সিংহ।

জবালা—মহর্ষি সত্যকামের মাতা। তিনি যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন। সেই সময়ে সত্যকামের জন্ম হয়। সত্যকাম মহর্ষি গৌতমের কাছে দীক্ষার জন্য গেলে তিনি গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। জবালাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সত্য কথাই বলেন। সত্যকামও সেই কথা গৌতমকে বলিলে তিনি সত্যকামের সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন (ছান্দোগ্য)।

জমদগ্নি—গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনি। তিনি পরশুরামের পিতা। রাজকন্যা রেণুকা তাঁহার স্ত্রী। একদা রাজা চিত্ররথের সঙ্গে জলকেলি করিতে গিয়া রেণুকার চিত্তবিকার হয়। জমদগ্নি ইহা জানিতে পারিয়া প্রত্যেক পুত্রকে মাতার মস্তক ছিন্ন করিতে আদেশ করেন। কেহই সম্মত হন না। কিন্তু পরশুরাম মাতার শিরশ্ছেদন করেন। মুনি বর দিতে চাহিলে পরশুরাম মাতার পুনর্জ্জীবন কামনা করেন। মুনির বরে রেণুকা বাঁচিয়া উঠেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তাঁহার নিকট কামধেনু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে, রাজা তাঁহাকে বধ করেন এবং কামধেনুটি লইয়া যান। ক্ষত্রিয়ের প্রতি পরশুরামের ক্রোধের ইহাই কারণ (ভারত)।

জমান শাহ্—আফগানিস্তানের রাজা। তিনি ১৭৯৬-এ পঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং লাহোর অধিকার করেন। কিন্তু নিজ রাজ্য পারসীকেরা আক্রমণ করিতে আসায় তিনি ফিরিয়া যান। ১৭৯৯-এ রণজিৎসিংহ তাঁহাকে পঞ্জাব অধিকার করিতে সাহায্য করেন। তিনি পঞ্জাবের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া রণজিৎসিংহকে লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান।

জয়—১। বিষ্ণুর একজন পার্শ্বচর। তিনি এবং বিজয় নামে অপর পার্শ্বচর সনকাদি ঋষিগণকে হরি-দর্শনে বাধা প্রদান করেন। ফলে তাঁহাদের শাপে তিনি হিরণ্যাক্ষ, পরে রাবণ ও তৎপরে শিশুপাল হইয়া, এবং বিজয় প্রথমে হিরণ্যকশিপু, পরে কুম্ভকর্ণ ও তৎপরে দন্তবক্র হইয়া সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর এই তিন যুগে জন্মগ্রহণ করেন (ভাগ)। ২। দ্রুপদ রাজার পুত্র। ৩। বিরাটভবনে যুধিষ্ঠিরের ছদ্ম নাম।

জয়কৃষ্ণদাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তা। নিবাস হুগলি-আরামবাগ। পিতা রামমোহন। তাঁহার প্রকৃত নাম কেনারাম। তিনি 'চৈতন্য পরিষদ জন্মস্থান নিরূপণ', 'রসকল্পলতা'

প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। গীতগোবিন্দের তিনি বাংলা অনুবাদ করেন।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—(১৮০৮—১৮৮৮)। উত্তরপাড়ার জমিদার। ভরতপুর দুর্গ অধিকারে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা যথেষ্ট অর্থলাভ করেন। সেই টাকাতে জয়কৃষ্ণ জমিদারী কেনেন। পরে জাল উইলের ব্যাপারে জড়িত হইয়া তাঁহাকে প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত লড়িতে হয়। তিনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হন। উত্তরপাড়ার বহু জনহিতকর কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার নাম জড়িত।

জয়গোপাল গোস্বামী—(১২৩৬—১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। পণ্ডিত ও লেখক। জন্ম শান্তিপুরে। পিতা রামনাথ। শান্তিপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত হন। তাঁহার গ্রন্থাদি—'গণিত বিজ্ঞান', 'সীতাহরণ', 'শৈবলিনী' ও 'রত্নযুগল' (উপন্যাস), 'গোবিন্দদাসের কড়চা' ইত্যাদি। এডুকেশন গেজেটে তিনি ছদ্মনামে লিখিতেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—(১৭৭৫—১৮৪৪)। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। যশোহর জেলার বজরাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। তিনি কাশীতে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮১৩-এ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। কেরি ও মার্শম্যান সাহেব তাঁহারই সাহায্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত করেন। তিনি বিল্বমঙ্গলের রচিত সংস্কৃত কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ এবং পারসী অভিধান সঙ্কলন করেন। তাঁহার রচিত বহু উৎকৃষ্ট কবিতা আছে।

জয়চন্দ্র—প্রকৃত নাম 'জয়চ্চন্দ্র' বা 'জয়চাঁদ'। তিনি কনৌজের অধিপতি। জয়চন্দ্র দিল্লী ও আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে বিষম বিদ্বেষ পোষণ করিতে থাকেন। জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তার সঙ্গে পৃথ্বীরাজের বিবাহ লইয়া যে কাহিনী প্রচলিত, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয় করা যায় নাই। শিহাবুদ্দীন ঘোরী পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিলে জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে কোন সাহায্য করেন নাই। তিনি মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক এটোয়া নামক জেলায় পরাজিত ও নিহত হন (১১৯৪)।

জয়ৎসেন—পাণ্ডুর চতুর্থ পুত্র নকুল বিরাট রাজার আলয়ে ছদ্মবেশে অবস্থানকালে এই নাম গ্রহণ করেন (ভারত)।

জয়দেব—(১২শ শতক)। 'গীতগোবিন্দ'-নামক সুমধুর সংস্কৃত গীতি-কাব্যের রচয়িতা। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতার নাম ভোজদেব। তিনি কিছুকাল লক্ষ্মণসেনের সভায় রাজকবি ছিলেন, পরে উৎকল-রাজের সভাপণ্ডিত হন। তাঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী। কথিত আছে, জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় পদ্মাবতীর পিতা কন্যাকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া চলিয়া যান। পরে পদ্মাবতীর অনুরোধে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার গীতগোবিন্দের 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'—ছত্রটি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রচনা বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

জয়দ্বল—পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব বিরাট-ভবনে অবস্থানকালে এই নাম ধারণ করেন (ভারত)।

জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের অধিপতি। দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পাণ্ডবগণের বনবাসকালে তিনি তাঁহাদের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া দ্রৌপদীকে হরণ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু ভীম ও অর্জ্জুনের হস্তে তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অন্যায় সমরে যখন অভিমন্যু নিহত হন, তখন তিনি কৌরব-গণের বূ্যহদ্বারে থাকিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় বীর-গণকে ব্যূহপ্রবেশে বাধা দেন। এই জন্য অর্জ্জুন জয়দ্রথের মস্তক ছিন্ন করেন। কিন্তু জয়দ্রথ এক বর পান যে, যে কেহ তাঁহার মস্তক মাটিতে ফেলিবে তাহারই মস্তক বিদীর্ণ হইবে। এই কারণে অর্জ্জুন জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক সমন্তপঞ্চক তীর্থে তাঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষেত্রের ক্রোড়ে ফেলিলেন। এইভাবে জয়দ্রথের মৃত্যু হয় (ভারত)।

জয়নারায়ণ ঘোষাল—(১৭৫১—১৮৩৫)। ভূকৈলাসের রাজা। প্রথমে মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে কাজ করেন, পরে কোম্পানীর চাকুরী করিতে থাকেন। হেষ্টিংসের সাহায্যে তিনি 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি পান। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। সৎকর্ম্মে দানের জন্য তাঁহার নাম বিখ্যাত। কাশীতে 'অবৈতনিক জয়নারায়ণ বিদ্যালয়' তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। 'কাশী পরিক্রমা', 'শঙ্করী গীতা', কাশীখণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—(১৮০৬—১৮৭২)। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও অলঙ্কার-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ২৪ পরগণা জেলার মুচাদি-পুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষাও দেন। সংস্কৃত কলেজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি শেষ জীবন কাশীতে অতিবাহিত করেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত ১১ খানি দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ এবং 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

জয়ন্ত—স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রের পুত্র। মাতা শচী। মেঘনাদ ও জয়ন্তের মধ্যে একবার যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে তাঁহার মাতামহ পুলোমা তাঁহাকে পাতালে লইয়া গিয়া রক্ষা করেন (রাম)।

জয়ন্তনাথ চৌধুরী, মেজর জেনারেল—(জন্ম ১৯০৮)। বিশিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ। জন্ম কলিকাতায়। পিতা ব্যারিষ্টার এ. এন. চৌধুরী। তিনি কলিকাতার সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ হইতে পাশ করিয়া বিলাতে সাণ্ডহার্ষ্টের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি কমিশন পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বিভিন্ন স্থানে বদলি হন। পরে ভারতে ফিরিয়া Chief of General Staff হন। ১৯৪৯-এর শেষ পর্য্যন্ত তিনি হায়দরাবাদের সামরিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে সৈন্যবিভাগে একটি বিশিষ্ট পদ পান।

জয়পাল—পঞ্জাব প্রদেশের নৃপতি। সিন্ধুর অপর তীরস্থ পেশোয়ার পর্য্যন্ত ভূভাগ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। গজনীর রাজা সবুক্তিগিনের সহিত তিনি এক যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে সন্ধি স্থাপন করিয়া রাজা স্বীয় রাজধানী লাহোরে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর জয়পাল সন্ধির সর্ত্ত পালন না করিলে সবুক্তিগিন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। এবারেও জয়পাল পরাজিত হন। ইহার কিছুদিন পরে ১০০১-এ সবুক্তিগিনের পুত্র সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করিলে জয়পাল তাঁহার হস্তে বন্দী হন। মামুদ মুক্তিপণ লইয়া জয়পালকে ছাড়িয়া দেন। তিনি তখন রাজ্যভার পুত্র আনন্দপালকে দিয়া নিজে আত্মহত্যা করেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণ—বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা। বিহারের সারণ জেলায় তাঁহার জন্ম। ৮ বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করেন। ১৯৩০-৩২-এ তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৪-এ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। আরও কয়েকবার তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন।

জয়মল্ল—১। চিতোরের রাণা উদয়সিংহের সেনাপতি। ১৫৬৭-এ আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে রাণা উদয়সিংহ উদয়পুরে পলায়ন করেন। জয়মল্ল যুদ্ধ করিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন দেন। আকবর তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি

দিল্লীতে স্থাপিত করেন। ২। জনৈক বিষ্ণুভক্ত রাজা। কোন রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি বিষ্ণুপূজা না করিয়া যুদ্ধ করিতে যান নাই। স্বয়ং বিষ্ণু যোদ্ধ্‌বেশে যুদ্ধ করেন। ফলে বিপক্ষ রাজা পরাভূত হন। বিষ্ণুপূজার পর জয়মল যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলে বিষ্ণুর মহিমা বুঝিতে পারিয়া আক্রমণকারী রাজাও বিষ্ণুভক্ত হন।

জয়সিংহ—১। 'রাজা' উপাধিধারী সেনাপতি। অম্বররাজ মানসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি ছিলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র কুমার মুয়াজমের সঙ্গে তিনি শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনিই শিবাজীকে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগ্রায় আনেন। পুত্র কিরাতসিংহ তাঁহাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেন (১৬৬৭)। ২। (১৬৯৯—১৭৪৩) অম্বরের প্রসিদ্ধ ভূপতি। তিনি গণিত ও জ্যোতিষ বিদ্যার অনুশীলনের জন্য উজ্জয়িনী, বারাণসী, মথুরা ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান জয়পুর নগর নির্ম্মাণ করেন এবং ঐ সময় হইতে অম্বরের পরিবর্ত্তে উহা তাঁহার রাজধানী হয়।

জয়াকর, মুকুন্দ রামরাও—তিলকের রাজনৈতিক শিষ্য ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্। জীবনের প্রারম্ভে বোম্বাই হাইকোর্টে তিনি ব্যারিষ্টারি সুরু করেন। ১৯২৩-এ তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং স্বরাজ্য-দলের নেতা হন। শেষে তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেস ও গভর্ণমেন্টের মিলনের জন্য ১৯৩০-এ বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি Joint Parliamentary Committeeর ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ১৯৩৭-এ দিল্লীর ফেডারেল কোর্টের জজ হন। ১৯৩৯-এ তিনি প্রিভি কাউন্সিলের বিচারসভার সভ্য হন ও ১৯৪২-এ পদত্যাগ করেন। তিনি সংবিধান সভার সভ্য হইয়াছিলেন কিন্তু ১৯৪৭-এই তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৪৮-এ তিনি পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিযুক্ত হন। তিনি বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে একখানি পুস্তকের সম্পাদক।

জয়ানন্দ—(জন্ম ১৫১২)। বৈষ্ণব লেখক। জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রাম। পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। তাঁহার রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য।

জরৎকারু—১। প্রসিদ্ধ মুনি। তিনি প্রথম জীবনে বিবাহ করেন নাই। পরে নিজের নামীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলে তিনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনী মনসাদেবীকে (জরৎকারুকে) বিবাহ করেন। এই জরৎকারুর পুত্র বিখ্যাত আস্তিক মুনি। ২। মনসাদেবী। পিতা কশ্যপ, মাতা কদ্রু। আস্তিক মুনি তাঁহার পুত্র।

জরা—১। রাক্ষসীবিশেষ। তিনি জরাসন্ধের অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় যোজনা করিয়া তাঁহাকে জীবিত করেন (ভারত)। ২। ব্যাধবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ যখন যদুবংশের ধ্বংসের পর বৃক্ষমূলে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহাকে বধ করে। এই ব্যাধ দ্বাপরে অঙ্গদ ছিল (ভাগ)।

জরাসন্ধ—বৃহদ্রথ রাজার পুত্র, মগধের রাজা। বৃহদ্রথের দুই মহিষী ছিল। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। চণ্ডকৌশিক মুনি একটি ফল দিয়া তাঁহার পত্নীকে খাওয়াইতে বলেন। রাজা গৃহে ফিরিয়া ফলটি দুই সমান ভাগে ভাগ করিয়া দুই পত্নীকে খাইতে দিলেন। কালক্রমে প্রত্যেকে অর্দ্ধখণ্ড করিয়া সন্তান প্রসব করেন। রাজার আদেশে খণ্ড দুইটি শ্মশানে ফেলিয়া দেওয়া হয়। জরা নামক রাক্ষসী খণ্ড দুইটি সংযুক্ত (সন্ধিত) করিলে একটি সুন্দর জীবিত বালক গঠিত হয়। রাজাকে উহা প্রদান করিয়া জরা বলে যে, বালকের খণ্ড দুইটি বিভক্ত না হইলে বালক মরিবে না। জরা কর্তৃক যুক্তদেহ হওয়াতেই বালকের নাম 'জরাসন্ধ' হইল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মগধের রাজা হন। তিনি বহু রাজ্য জয় করেন। তিনি কর্ণের নিকট পরাস্ত হন। জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর। কংস নিহত হইলে বহুবার তিনি মথুরা আক্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন। তিনি বহু রাজাকে বন্দী করিয়া রাখেন। তিনি স্বীয় পুরীতে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বন্দী নৃপতিদিগকে বলি দিবার চেষ্টা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনের সহিত তাঁহার পুরীতে যান। ভীম দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাসন্ধকে দুইভাগে বিভক্ত করিলে তাঁহার মৃত্যু হয় (ভারত)।

জর্জ্জ ৩য় (George III)—(১৭৩৮—১৮২০)। গ্রেট ব্রিটেনের রাজা। রাজত্বকাল ১৭৬০—১৮২০। তাঁহার সময়ে উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হয়, ফ্রান্সের সহিত ব্রিটেনের যুদ্ধ বাধে (১৭৯৩—১৮১৫)। নেপোলিয়ন পরাস্ত হন এবং ভারতে বৃটিশ রাজ্য সুদৃঢ় হয়।

জর্জ্জ ৫ম (George V)—(১৮৬৫—১৯৩৬)। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র। মাতা আলেক্জাণ্ড্রা। তিনি ১৯০৫-এ ভারত ভ্রমণ করেন। ১৯১১-এ তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। সেই বৎসর তিনি সম্রাজ্ঞী মেরী সহ ভারতে আগমন করেন। এই সময়ে 'দিল্লীর দরবার' উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৩৫-এ তাঁহার রাজ্যশাসনের রজত-জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হয়।

জর্জ্জ ৬ষ্ঠ (George VI)—(১৯১৫—১৯৫২)। ইংলণ্ডের রাজা। পঞ্চম জর্জ্জের দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা Duke of Windsor (অষ্টম এড্ওয়ার্ড) সিংহাসন ত্যাগ করিলে তিনি ১৯৩৭-এ রাজা হন।

জলধর সেন—(১৩ই মার্চ, ১৮৬০—১৫ই মার্চ, ১৯৩৯)। নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা হলধর সেন। কুমারখালি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া তিনি থার্ড গ্রেড্ জুনিয়ার স্কলারশিপ পান ও ১৮৭৯-এ জেনারেল য়্যাসেম্ব্রীজ্ ইনষ্টিটিউশনে ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তিনি এল. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন। তারপর তিনি গোয়ালন্দ স্কুলে শিক্ষকতা করিতে থাকেন। এর পরে তিনি কিছুকাল প্রবাসজীবন কাটাইয়া মহিষাদলে মাষ্টারি নেন। তিনি প্রথম জীবনে সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' সম্পাদনা করিতেন। উত্তর জীবনে মহিষাদলের মাষ্টারি ছাড়িয়া তিনি 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'হিতবাদী', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হইয়া শেষে তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক হন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদেই ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থ—'প্রবাসচিত্র', 'হিমালয়', 'পথিক', 'বিশুদাদা', 'অভাগী', 'কাঙ্গাল হরিনাথ', 'পাগল', 'দক্ষিণাপথ', 'কিশোর' ইত্যাদি।

জলন্ধর—ইন্দ্র শিবলোকে গিয়া এক ভীমাকৃতি পুরুষকে বজ্রাহত করেন। তখন সেই পুরুষটির কপাল হইতে অগ্নি বাহির হইতে থাকিলে ইন্দ্র তাঁহাকে মহাদেব বুঝিয়া স্তব করেন। মহাদেব এই অগ্নি সমুদ্রে ফেলেন। তখন এক বালকের উদ্ভব হয়। এই বালককে সমুদ্র আপন পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয় ও ব্রহ্মাকে পালন করিতে বলে। ব্রহ্মা তাহাকে কোলে লইলে সে ব্রহ্মার দাড়ি এত জোরে টানে যে ব্রহ্মার চোখ দিয়া জল বাহির হয়। এই জন্য এই শিশুর নাম হয় জলন্ধর। ব্রহ্মার বরে তিনি অসুরের রাজা এবং শিব ভিন্ন অন্য সকলের অবধ্য হন। কালনেমির কন্যা বৃন্দার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ বাধে। তখন দেবগণ শিবের নিকটে গেলে শিব জলন্ধরের প্রাণসংহারের চেষ্টা করেন, কিন্তু বৃন্দা বিষ্ণুর নিকট হইতে স্বামীকে শিবেরও অবধ্য হইবার বর চাহিয়া লন। দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। তখন বিষ্ণু জলন্ধরের বেশে তপস্যা-নিরতা বৃন্দার

নিকটে যাইতেই বৃন্দার তপস্যা ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেই সময়ে জলন্ধরও শিবের হাতে নিহত হইলেন (পদ্ম-লিঙ্গ-বিষ্ণু)।

জলি, জুলিয়াস ই. (Jolly, Julius E.)।—বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত। ১৮৪৯-এ হাইডেলবার্গ নামক নগরে তাঁহার জন্ম। ভাষাতত্ত্ব, প্রাচ্যভাষা ও ব্যবহারশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত। তিনি ১৮৮২-এ কলিকাতায় আসেন এবং 'ঠাকুর-ল' লেকচারারের পদে নিযুক্ত হন। তিনি হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র-বিশারদ। 'মানবধর্ম্ম-শাস্ত্র', 'নারদ-সংহিতা', 'বিষ্ণু-সংহিতা' প্রভৃতি পুস্তকের তিনি অনুবাদ করিয়াছেন।

জসীমউদ্দীন—শক্তিশালী বাঙ্গালী কবি। গ্রাম্যভাষায় পল্লীচিত্র অঙ্কনে তিনি অদ্বিতীয়। 'নক্সীকাঁথার মাঠ', 'রাখালী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিদের তিনি অন্যতম। তিনি পূর্ব্ব-পাকিস্থানে অধ্যাপনা করেন (১৯৫৩)।

জন্ম স্বামী—একজন সাধুপুরুষ। অন্তর্ব্বেদ তাঁহার জন্মস্থান। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং স্বয়ং কৃষিকার্য্য করিতেন। একবার একটি চোর তাঁহার দুইটি বলদ লইয়া যায়। কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল যে, বলদ দুইটি তাহার গৃহেও আছে এবং সাধুর মাঠেও বাঁধা রহিয়াছে, তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং সাধুর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্য হইল (ভক্তমাল)।

জহরফ বেসিল (Zaharoff, Sir Basil)—(১৮৪৯—১৯৩৬)। প্রভাবশালী অর্থবান্ গ্রীক্। তিনি লণ্ডনে বাস করিতেন। তিনি বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু অর্থ দান করেন। তন্মধ্যে লণ্ডনের 'Imperial College of Science'-এ এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমানবিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির জন্য বহু অর্থ দেন। যুদ্ধের সময়ে অস্ত্রাদি আমদানি-রপ্তানি করিয়া তিনি বিশাল অর্থের মালিক হন।

জহরলাল নেহরু, পণ্ডিত—(জন্ম ১৮৮৯)। ভারতের বিশিষ্ট দেশসেবক, জননায়ক ও স্বাধীনতার সূচনা হইতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী। জন্মস্থান এলাহাবাদ। পিতা বিখ্যাত দেশকর্ম্মী ও রাজনীতিক পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। তাঁহারা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যবসায় সুরু করেন এবং ১৯১৮-এ কংগ্রেসের সভ্য হন। তিনি বিভিন্ন সময়ে কারারুদ্ধ হন এবং মোট নয়বার জেলভোগ করেন। ১৯২৯-৩০ ১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৪৬-এ তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের লবণ সত্যাগ্রহ উপলক্ষে তিনি কারাভোগ করেন এবং ১৯৩১-এ মুক্তি পান। পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি ১৯৩২-এ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুক্তি পান। ১৯৩৪-এ আবার তিনি কারারুদ্ধ হন এবং পত্নী কমলা নেহরুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে ১৯৩৫-এ মুক্তিলাভ করেন। ১৯৪২-এ আগষ্ট আন্দোলনে আবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৫-এ কারামুক্ত হইয়া তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ব্যাপার লইয়া লর্ড ওয়েভেল ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হন এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। কমনওয়েলথ কন্ফারেন্সে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হইয়া যান। তিনি বিশ্বভারতীর প্রধান আচার্য্য বা চ্যান্সেলার। ১৯৫১-এ তিনি পুনরায় কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ—'Autobiograpy', 'Glimpses of World History', 'Soviet Russia', 'Discovery of India' উল্লেখযোগ্য।

জহ্নু—১। মুনিবিশেষ। ভগীরথ যখন গঙ্গা আনিতেছিলেন তখন গঙ্গা এই মুনির তপোবন জলে প্লাবিত করেন। জহ্নু সমুদয় জল ক্রোধে পান করিয়া ফেলিলেন। পরে দেবতাদের অনুরোধে তিনি গঙ্গাকে কর্ণ দিয়া বাহির করিয়া ফেলেন। এই জন্য গঙ্গার জাহ্নবী অর্থাৎ জহ্নুকন্যা এই নাম হয় (রাম)। ২। রাজর্ষি। পিতা সোমবংশীয় নরপতি সুহোত্র, মাতা কেশিনী। গঙ্গা একদা জহ্নুকে পতিরূপে পাইবার বাসনা করেন। জহ্নু তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাতে গঙ্গা ঋষির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করেন। ঋষিও গঙ্গাকে পান করেন। তখন মহর্ষিরা গঙ্গাকে জহ্নুর কন্যারূপে স্থির করিয়া দেন (হরি)।

জাঁদরেল কালু—জেনারেল কালু ঘোষ ['কালীচরণ' দ্রঃ]।

জাজলি—ঋষিবিশেষ। বায়ুমাত্র খাইয়া, ও কাষ্ঠ ও স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি তপস্যা করিতেন। এই অবস্থায় তাঁহার জটায় চটক পাখী শাবক উৎপাদন করে। তাহাতে তাঁহার অহঙ্কার জন্মে। এই সময় তিনি শুনিতে পান যে, কাশীর বৈশ্যকুলোদ্ভব এক লোক তাঁহার চেয়ে জ্ঞানী। তিনি কাশীতে গিয়া তাঁহার কাছে জ্ঞানলাভ করেন (ভারত)।

জাতুকর্ণ—ঋষিবিশেষ। তিনি আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা রচনা করেন। তিনি আত্রেয় পুনর্বসুর শিষ্য।

জাতুকর্ণী—কবি ভবভূতির জননী।

জানকী—সীতার অপর নাম। জনক সীরধ্বজের কন্যা ['সীতা' দ্রঃ]।

জানকীনাথ বসু—(১৮৬০—১৯৩৫)। বিশিষ্ট উকিল ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতা। জন্মস্থান চব্বিশ পরগণার হরিনাভি গ্রাম। তিনি ১৮৮৫-এ কটক ডিষ্ট্রীক্ট কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯০৫-এ তিনি সরকারী উকীল হন। তিনি কটক মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন।

জানকীরাম, রাজা—আলিবর্দ্দী খাঁ নাজিম হইলে তিনি প্রথমে দেওয়ান-ই-তন্ পরে প্রধান যুদ্ধ-সচিব হন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আলিবর্দ্দীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আলিবর্দ্দী মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যখন পলায়ন করেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গী ছিলেন এবং নবাবকে তাঁহার দুরবস্থার সময়ে পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন। নবাব তাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। সিরাজ যখন পাটনার ডেপুটি সুবাদার ছিলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনিই ডেপুটি সুবাদারের কার্য্য করিতেন। ১৭৫২-এ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দুর্লভ।

জানপদী—অপ্সরাবিশেষ। গৌতম শরদ্বান্ উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া তাঁহাকে গৌতমের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার রূপ দেখিয়া মুনির চিত্ত মোহিত হয়। জানপদীর গর্ভে শরদ্বানের কৃপ ও কৃপী নামে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয় (ভারত)।

জাফর আলি খাঁ—মীরজাফর (তাহা দ্রঃ)।

জাবালি—১। রাজা দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। রামের বনবাসকালে ভরত যখন রামকে পুনরায় রাজ্যগ্রহণ করিতে বলেন, সেই সময় জাবালিও রামকে অনুরোধ করিবার জন্য যান (রাম)। ২। সত্যকামের অপর নাম ['জেবালা' দ্রঃ]।

জামদগ্ন্য—পরশুরামের অপর নাম।

জামসেদজী টাটা—'টাটা' দ্রঃ।

জামসেদজী টাটা, জীজী ভাই—(১৭৮৩—১৮৫৯)। সুপ্রসিদ্ধ বণিক্। বরোদার নওসরি গ্রামে জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত গরীব ছিলেন। পরে নিজ শ্বশুরের সাহায্যে ব্যবসায় করিয়া অগাধ অর্থ সঞ্চয় করেন। তিনি চীনদেশে ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ২৮ বৎসর ব্যবসায় করিয়া দুই কোটির উপর টাকা সঞ্চয় করেন। তিনি অতিশয় দানশীল ও উদারস্বভাব ছিলেন। তাঁহার অর্থে বোম্বাই শহরে অনেক দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। তিনি জনসাধারণের হিতার্থে পনের লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

জামালউদ্দীন—(জীবৎকাল ১৮৩৮)। রাজনীতিবিদ্ ও দার্শনিক। আফগানিস্তানের সাদাবাদ নামক স্থানে জন্ম। প্রাচ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়া বেড়ান ও 'মিশর মিশরীয়দের জন্য' এই বাণী তিনি প্রথম ঘোষণা করেন। জগলুল পাশা তাঁহার ভাবশিষ্য।

জামি—(১৪১৪—১৪৯২)। প্রসিদ্ধ পারস্য-দেশীয় কবি। পিতা মৌলানা মোহাম্মদ ইস্পাহানি। হিরাটের অন্তর্গত জাম নামক স্থানে জন্ম। এইজন্যই নাম হয় জামি। প্রকৃত নাম নুরউদ্দীন আবদুর রহমান। তিনি যোসেফ ও জালি খাঁর প্রণয়-ব্যাপার লইয়া একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

জাম্ববতী—ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববান্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করিলে জাম্ববান্ স্যমন্তক মণি ও কন্যা জাম্ববতীকে উপহার দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধি করেন। শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে তাঁহার গর্ভে শাম্ব প্রভৃতি দশটি পুত্রের জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলে তিনি জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জন দেন (হরি)।

জাম্ববান্—১। ভল্লুকদিগের রাজা এবং সুগ্রীবের মন্ত্রী। লঙ্কাসমরে তিনি রামচন্দ্রের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন (রাম)। ২। ভল্লুকদিগের শক্তিশালী রাজা ও শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর। একদা স্যমন্তক মণি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং স্যমন্তকসহ নিজ কন্যা জাম্ববতীকে অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন (হরি)।

জারক্সেস (Xerxes)—(খৃঃ পূঃ ৫১৯—৪৬৫ ?)। পারস্যের দিগ্বিজয়ী রাজা ও সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি। পিতা দরায়ুস। খৃঃ পূঃ ৪৮১ অব্দে তিনি গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। থার্মপিলি নামক গিরিসঙ্কটে তিনি গ্রীকদিগকে পরাজিত করেন। কিন্তু স্যালামিস নামক স্থানের নৌ-যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তিনি খৃঃ পূঃ ৪৮৫ হইতে ৪৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

জালালউদ্দীন খিল্‌জী—(রাজত্বকাল ১২৯০—১২৯৬)। দিল্লীর খিলজী রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার শাসনকালে ঠগ দস্যুদের অত্যাচার হইতে দেশ কতকটা নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খিলজী তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা হন বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

জাহাঙ্গীর—(১৫৬৮—১৬২৭)। দিল্লীর সম্রাট। বিখ্যাত মোগল-সম্রাট্ আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজত্বকাল ১৬০৫—১৬২৭। পূর্ব্ব নাম সেলিম। তিনি নুরজাহান নামে এক পারস্যদেশীয়া রমণীর স্বামীকে হত্যা করাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। জাহাঙ্গীর রাজকার্য্য পরিচালনা-বিষয়ে তাঁহার মত লইয়াই চলিতেন। সার টমাস রো, হকিন্স, এড্‌ওয়ার্ডস নামক ইংরেজদের আগমন ও পোর্ত্তুগীজদের ভারতে তামাক আমদানি তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জাহাঙ্গীর, কয়াস্‌জী—(জন্ম ১৮৭৯)। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্, রাজনীতিবিশারদ ও ব্যবসায়ী। ১৯৩০-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন। ১৯০৪—২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাই কর্পোরেশনের সভ্য ছিলেন এবং ১৯১৯—২০-এ ইহার চেয়ারম্যান হন। ১৯৩০—৪৭-এ তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯৩০—৩১—৩২-এ তিনি গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি হন। টাটার লৌহ-কারখানা, টাটার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও 'ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' ইত্যাদির সঙ্গে তিনি যুক্ত।

জাহান-আরা, বেগম (১৬১৪—১৬৮০)। দিল্লীর সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের কন্যা। মাতা মমতাজমহল। তিনি নানা-গুণে বিভূষিতা ও অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী ছিলেন। পিতার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল এবং তিনি বন্দী পিতার সহিত আগ্রায় অবস্থান করেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একবার অগ্নিদগ্ধ হন। সে সময় এক ইংরেজ ডাক্তার তাঁহাকে আরোগ্য করেন। তখন সম্রাট্ শাহ্‌জাহান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দেন।

জাহ্নবী—গঙ্গার অপর নাম ['জহ্নু' দ্রঃ]।

জিউস (Zeus)—জুপিটারের গ্রীক নাম (গ্রীক পুঃ)।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৬০—১৯৩৫)। ব্যারিষ্টার ও ব্যায়াম-বীর। পিতা দুর্গাচরণ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র-নাথের কনিষ্ঠ ভাই। তিনি রিপন কলেজের পরিচালক সভার সভ্য ও পরে সভাপতি হন। ১৯০৬-এ তিনি প্রেসিডেন্সি রাইফেল ব্যাটালিয়নে প্রবেশ করেন। বাঙালী যুবকদের শরীর অনুশীলনের জন্য তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত।

জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৮২—৫ই মার্চ, ১৯৪০)। প্রসিদ্ধ অধ্যা-পক, বাগ্মী ও দেশসেবক। পিতা অনন্ত-নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০২-এ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং ১৯২৪-এ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক হন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কংগ্রেস-সেবক ছিলেন এবং কয়েকবার কারারুদ্ধ হন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

জিন—(খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক)। জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। প্রকৃত নাম বর্দ্ধমান মহাবীর। ইনি চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের একজন। তিনি বৈশালীর রাজার অমাত্যের পুত্র ছিলেন। ১২ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হন। তিনি রিপুসকল জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে জিন বলা হয়। এই জিন হইতেই জৈনধর্ম্মের নামকরণ হইয়াছে। তিনি বিহারের নানাস্থানে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া বেড়ান। বর্ত্তমান পাটনা জেলার পাবা নামক স্থানে তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২৭ (কাহারও মতে ৪৬৭) অব্দে প্রাণত্যাগ করেন ['বর্দ্ধমান' দ্রঃ]।

জিনগুপ্ত—(৬ষ্ঠ শতক)। বৌদ্ধ পণ্ডিত। প্রকৃত নাম কুম্ভ। পিতার নাম ব্রজসার। নিবাস পুরুষপুর। চীনদেশে গিয়া তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

জিনচন্দ্র সুরি—আকবরের সমসাময়িক বিখ্যাত জৈনাচার্য্য। সম্রাট্ আকবর তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া কাম্বে উপসাগরে মৎস্য শিকার ও আষাঢ় মাসে ৮ দিন জীবহত্যা বন্ধ করেন।

জিনোভিভ, গ্রেগরী ই. (Zinoviev, Grigory E. A.)—(১৮৮৩—১৯৩৬)। বলশেভিক শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনকালের বিখ্যাত রুশীয় রাজনীতিক। ১৯১৯-এ তিনি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সংঘের সভাপতি হন। লেনিনের মতবাদের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। কম্যুনিষ্ট দল হইতে ১৯২৬-এ তিনি বিতাড়িত হন। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করার অপরাধে তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

জিন্না, মহম্মদ আলী—(১৮৭৬—১৯৪৮)। প্রসিদ্ধ মুসলমান ব্যারিষ্টার ও রাজনীতিবিদ্। করাচীতে তাঁহার জন্ম হয়। দাদাভাই নওরোজীর তিনি সেক্রেটারী ছিলেন। ব্যারিষ্টারি তাঁহার পেশা ছিল। ১৯১০-এ তিনি Imperial Legislative Councilএর সভ্য হন। অতঃপর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং লর্ড চেম্‌স্‌-ফোর্ড কর্ত্তৃক 'Rowlatt Act' বিধিবদ্ধ হইলে তাহার প্রতিবাদকল্পে ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যের পদ ত্যাগ করেন। হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্পর্কে তাঁহার উদ্ভাবিত চৌদ্দ দফা নামে সর্ত্তাবলী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তিনি গোল টেবিল বৈঠকের সভ্য মনোনীত হন। ১৯৩৪-এ তিনি 'Moslem League'এর সভাপতি হন। পাকিস্তান গঠনের দাবী লইয়া ১৯৪৬-এ তাঁহার কংগ্রেসের সঙ্গে ঘোরতর মতভেদ হয়। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই পাকিস্তান

গঠিত হয়। ১৯৪৭-এ তিনিই পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল হন।

জিয়াউদ্দীন বার্নি—মহম্মদ বিন্‌ তোগলকের সমকালীন ঐতিহাসিক। জন্মস্থান বুলন্দসহর। 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ।

জিহোবা—ইহুদীদের ঈশ্বরের নাম। ঈশ্বর এই নামে মুসার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

জীন্‌স্‌, জেম্‌স্‌ (Jeans, Sir James) —(১৮৭৭—১৯৪৬)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌। তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি 'The Universe Around Us', 'The Mysterious Universe' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তকের রচয়িতা।

জীব গোস্বামী (?—১৬১৮)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। তিনি শ্রীচৈতন্য দেবের প্রসিদ্ধ ষড়্‌গোস্বামীর একজন। বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে জন্ম। তিনি রূপ ও সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ গোস্বামীর পুত্র। তাঁহার প্রকৃত নাম অনুপম। বৃন্দাবনে রূপ সনাতনের নিকটে থাকিয়া তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার মধ্যে 'ষট্‌সন্দর্ভ', 'ক্রমসন্দর্ভ', 'মাধবমহোৎসব' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত তাঁহার দ্বারাই দার্শনিক তত্ত্বের আসনে স্থান পাইয়াছে। রূপ ও সনাতনের পরে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বৃন্দাবনের অভিভাবক ও আচার্য্যের পদে বৃত হন।

জীমূতবাহন—(১২শ শতক)। প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত। মনুসংহিতার ভাষ্যকার হিসাবে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। জন্মস্থান—বর্দ্ধমান জেলার পারিগ্রাম। তাঁহার 'ধর্ম্মগ্রন্থ' নামে একখানি পুস্তক আছে।

জুকভ, মার্শাল—(জন্ম ১৮৯৫)। লালসেনানীর বিখ্যাত সেনাপতি। পুরা নাম Grigory Konstantinovitch. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লালসৈন্যদের তিনি পরিচালনা করিয়া ও বার্লিন জয় করিয়া প্রসিদ্ধ হন। ১৯৪৬-এ তিনি স্থলসৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর উপমন্ত্রী হন।

জুডাস্‌ ইস্‌কারিয়ট (Judas Iscariot)—যীশুখৃষ্টের অন্যতম শিষ্য। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যীশুকে ধরাইয়া দিবার জন্য তাঁহার নাম কুখ্যাত। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন।

জুনো—(Juno) স্বর্গের রাণী, জুপিটারের পত্নী। তিনি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা ছিলেন। মার্স, হিব, লুসিনিয়া, ভল্কান প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। ট্রোজান-যুদ্ধে তিনি গ্রীকদের সাহায্য করেন।

জুপিটার (Jupiter)—স্বর্গের রাজা। পত্নী জুনো। মানুষ ও দেবতাগণের তিনি পিতা। তিনি প্রাচীন রোমের দেবতা ছিলেন। গ্রীক 'জিউস' (Zeus)-এর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য আছে।

জুল, জেম্‌স্‌ প্রেস্‌কট (Joule, James Prescott)—(১৮১৮—১৮৮৯)। ইংরাজ পদার্থতত্ত্ববিদ্‌ বৈজ্ঞানিক। বৈদ্যুতিক শক্তি মাপিবার সূত্র (Joule's Law) আবিষ্কারের জন্য তাঁহার নাম বিখ্যাত।

জুলফিকার খাঁ—বাহাদুর শাহের প্রতিপত্তিশালী অমাত্য। সম্রাট্‌ বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার অন্যতম পুত্র জাহান্দার শাহ্‌কে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করেন।

জুলিয়ান (Julian)—(৩৩১—৩৬৩)। রোমক সম্রাট্‌। প্রথমে তিনি খৃষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং সম্রাট্‌ হইয়া সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই জন্য তাঁহার নাম হয় 'ধর্ম্মত্যাগী জুলিয়ান'। তিনি পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযানকালে এক শরের আঘাতে নিহত হন।

জুলিয়াস সীজার—'সীজার' দ্রঃ।

জেনার, এড্‌ওয়ার্ড (Jenner, Edward)—(১৭৪৯—১৮২৩)। ইংরাজ ডাক্তার। বসন্তের টীকার প্রবর্ত্তক। এই উদ্ভাবনের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাঁহাকে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড প্রদান করিয়াছিল।

জেনো (Zeno)—(খৃঃ পূঃ ৪ শতক)। গ্রীক দার্শনিক। স্টোইক (Stoic)-দর্শনের প্রবর্ত্তক। তিনি সাইপ্রাস দ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন, তাহা 'Painted Porch' নামক স্থানে ছিল। গ্রীক Stoa অর্থে Painted, এইজন্য তাঁহার শিষ্যদের Stoics বলা হইত।

জেনোক্র্যাটিজ (Xenocrates)—(খৃঃ পূঃ ৩৯৬—৩১৪)। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক। তিনি প্লেটোর (Plato) শিষ্য ছিলেন।

জেনোফোন (Xenophon)—(? খৃঃ পূঃ ৪৩০—৩৫৫)। প্রসিদ্ধ গ্রীক সেনাপতি। তিনি সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন। পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া এবং সেস্থান হইতে সসৈন্যে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি বিখ্যাত হন। স্পার্টা ও পারস্যের যুদ্ধের সময়ে তিনি নিজ দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন বলিয়া নির্ব্বাসিত হন। 'Anabasis', 'Hellenica', 'Cyropœdia' তাঁহার লিখিত পুস্তক।

জেপেলিন (Zeppelin, Count Ferdinand von)—(১৮৩৮—১৯১৭)। 'জেপিলিন'-নামক বিখ্যাত উড়োজাহাজের উদ্ভাবক। তাঁহার নাম অনুসারে এই উড়োজাহাজের নাম হয়। গত প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি জার্ম্মান সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য এই জেপেলিন নির্ম্মাণ করেন। ১৯০০-এ তিনি এই নামের উড়োজাহাজে করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যান। তিনি আমেরিকার গৃহ-বিবাদের সময় ও ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান (Franco-Prussian) যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।

জেফাইরাস (Zephyrus)—পশ্চিম-বায়ুর দেবতা, ফ্লোরা দেবীর প্রণয়ী, ঈয়োলাস ও অরোরার পুত্র (বৈদে পুঃ)।

জেফানিয়া (Zephaniah)—(জীবৎকাল ৬৩০ খৃঃ পূঃ ?)। প্রসিদ্ধ হিব্রু কবি। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

জেফারসন, টমাস (Jefferson, Thomas)—(১৭৪৩—১৮২৬)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনিই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি লিপিবদ্ধ করেন (৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬)। একবার ১৮০১-এ ও আর একবার ১৮০৫-এ—এই দুইবার তিনি সভাপতি হন।

জেব্‌উন্নিসা—(১৬৩৯—১৭০৯)। সম্রাট্‌ ঔরঙ্গজেবের দুহিতা। তিনি পারসীক ও আরবীয় ভাষায় বিদুষী ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি কোরানের একখানি টীকা রচনা করেন। তাঁহার হাতের লেখা অতি চমৎকার ছিল। তিনি চিরকুমারী ছিলেন।

জেভিয়ার, সেন্ট (Xavier, St.)—(১৫০৬—১৫৫২)। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক। তিনি 'Ignatius de Loyola'র অনুচর ছিলেন। প্রাচ্যে তিনি ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি 'অবতার' বলিয়া পূজিত হন। চীনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জেম্‌স্‌, ১ম (James I)—(১৫৬৬—১৬২৫)। ইংলণ্ডের রাজা। তিনি প্রথমে স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন। এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ১৬০৩-এ তিনি ইংলণ্ডের রাজা হন। তাঁহার শাসনকালে বহুবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। 'রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি'—এই বাণী তিনি প্রচার করিতেন। বাইবেলের 'Authorised Version' তাঁহার আমলেই প্রকাশিত হয়।

জেম্‌স্‌, ২য় (James II)—(১৬৩৩—১৭০১)। ইংলণ্ডের রাজা। তিনি ১৬৮৫—১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দেখান এবং ধর্ম্মযাজকদের উপর অযথা অত্যাচার করেন বলিয়া দেশস্থ প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তাঁহার সময়েই ১৬৮৮-এ 'Glorious Revolution' হয় এবং ইহার ফলে রাজাও পার্লামেণ্ট মহাসভার অধীন এই নীতি স্বীকৃত হয়।

জেরোম, জেরোম ক্লাপ্‌কা (Jerome, Jerome Klapka)—(১৮৫৯—১৯২৭)। ইংরাজ লেখক ও সংবাদপত্রসেবী। 'Three Men in a Boat' নামক হাস্য-রসপ্রধান পুস্তকখানি লিখিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার বহু উপন্যাস ও নাটক আছে। তিনি 'The Idler' নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

জেলালউদ্দীন রুমি—পারসী কবি। জন্মস্থান খোরাসানের বলখন নগরী। তিনি সুফী কবি ছিলেন। তিনি 'দরবেশ' নামে ফকির সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

জেসন (Jason)—বিখ্যাত বীর। পিতা ঈসন (Aeson)। স্বর্ণ পশম সংগ্রহ করিতে তিনি কলচিস অভিযানে যান। মিডিয়া সাহায্য করাতে তিনি উহা লাভ করেন। মিডিয়াকে তিনি বিবাহ করেন কিন্তু পরে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান (গ্রীক পুঃ)।

জৈগীষব্য—ঋষিবিশেষ। তিনি আদিত্য-তীর্থে অসিতদেবল ঋষির আশ্রমে গিয়া তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি অসিতদেবলকে মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন (ভারত)।

জৈত্রপাল—দেবগিরির রাজা। তিনি শ্রীকৃষ্ণরাজের পিতা। হেমাদ্রি-প্রণীত 'চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি'তে তাঁহার বিবরণ পাওয়া যায়।

জৈমিনি—মুনিবিশেষ। তিনি পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করেন। তিনি বেদ-ব্যাসের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রণীত জৈমিনীয় দর্শন বা পূর্ব্ব-মীমাংসা ও জৈমিনি-ভারত বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত মহাভারতের একমাত্র অশ্বমেধ-পর্ব্বই পাওয়া যায়। তাঁহার নামে বজ্র নিবারণ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে (ভারত, বিষ্ণু)।

জোন্স (Jones, Sir William)—(১৭৪৬—১৭৯৪)। সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত। তিনি ১৭৮৩-এ কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের জজ নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং চিরজীবন উহার সভাপতি ছিলেন। তিনিই প্রথম প্রাচ্য সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজদিগের মধ্যে তাহার প্রচলন করেন। এসিয়াটিক রিসার্চেস নামক গ্রন্থে তিনি প্রাচ্য দেশের সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লেখেন। তিনি 'গীতগোবিন্দ', 'শকুন্তলা', 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি সংস্কৃত পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

জোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc)—(১৪১২—১৪৩১)। প্রকৃত নাম জীন ডার্ক। প্রসিদ্ধ ফরাসী বীরবালিকা। তিনি এক দরিদ্র কৃষকের কন্যা ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্যে ও উদ্দীপনায় ফরাসীরা ইংরাজদিগকে অর্লিয়েন্স হইতে দূর করিয়া দেয় এবং চার্ল্‌স্ রাজা হন (১৪২৯)। পরে রাজ-নৈতিক দল বার্গেণ্ডিরা তাঁহাকে আহত অবস্থায় ধৃত করিয়া ইংরাজদের নিকট বিক্রয় করে। ইংরাজেরা তাঁহাকে নৃশংসভাবে পুড়াইয়া মারে (১৪৩১)।

জোরোয়াস্তার, জরথুষ্ট্র (Zoroaster)—পারসীকদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি প্রথমে 'আবেস্তা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা কেহ বুঝিতে না পারায় পুনরায় 'জেন্দ' নামে আর একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই নিমিত্তই পারসীকদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'জেন্দ আবেস্তা' হইয়াছে। তাঁহার মতাবলম্বীরা অগ্নির উপাসক।

জোলা, এমিলি (Zola, Emile)—(১৮৪০—১৯০২)। বিখ্যাত ফরাসী ঔপ-ন্যাসিক। তাঁহার লিখিত 'নানা', 'ড্রিঙ্ক' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি অতি জনপ্রিয়।

জো লুই, বি (Joe Louis, B.)—(জন্ম ১৯১৪)। আমেরিকার বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা। ১৯৩৭—৪৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি পঁচিশবার মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন।

জোসেফ (Joseph)—**১**। জোসেফ জ্যাকবের পুত্র। ভাইয়েরা জোসেফকে কয়েক-জন বণিকের কাছে বিক্রয় করে। তাহারা আবার তাঁহাকে মিশরের এক রাজকর্ম্ম-চারীর নিকট বেচিয়া দেয়। কোনও কারণে জোসেফের কারাদণ্ড হয়। কিন্তু মিশরের রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি মুক্তি পান ও রাজকর্ম্ম লাভ করেন। দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহার সুব্যবস্থায় লোকে কষ্ট পায় নাই। সেই সময় তাঁহার ভাইয়েরাও আসে। জোসেফ তাহাদের ও তাঁহার পিতাকে মিশরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন (বাইবেল)। **২**। যীশুখৃষ্টের পালক পিতা। তিনি বেথ-লেহেমে বাস করিতেন। তিনি ছুতার ছিলেন।

জোসেফাইন, সম্রাজ্ঞী (Josephine, Empress)—(১৭৬৩—১৮১৪)। নেপো-লিয়ন বোনাপার্টের প্রথমা স্ত্রী। নেপোলিয়ন তাঁহাকে ১৮০৯-এ ত্যাগ করেন। তিনি নেপোলিয়নকে বিবাহের পূর্ব্বে আর একবার বিবাহ করেন এবং সে বিবাহের ফলে তাঁহার দুইটি সন্তান হইয়াছিল।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ—(জন্ম ১৮৯৪)। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। রাসায়নিক হিসাবে তিনি বিশেষ নাম করেন। ১৯২১—৩৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালোরে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হন। ১৯৩১-এ তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি হইয়াছিলেন।

জ্ঞানদাস—(১৫৩০—?)। প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা। বর্দ্ধমান জেলার কাঁদড়া নামক গ্রামে এক মঙ্গল-ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি 'মাথুর' ও 'মুরলীশিক্ষা' নামক দুইখানি সুমধুর গীতিকাব্যের রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম। তাঁহার বহু সুমধুর পদ আছে।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী—বিশিষ্ট গায়ক। জন্ম ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে। পিতা প্রসিদ্ধ গায়ক ও এস্রাজবাদক বিপিনচন্দ্র গোস্বামী। প্রথমে তিনি কনিষ্ঠ খুল্লতাত লোকনাথ গোস্বামীর নিকট সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ৮ বৎসর বয়স হইতে ২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তৃতীয় খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট সঙ্গীত অভ্যাস করেন। বাঙ্গালা গানে খেয়ালের ঢঙ প্রয়োগ তাঁহার সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। তিনি 'রাধিকাপ্রসাদ চতুষ্পাঠী'-নামক সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর—প্রথম বাঙালী ব্যারিষ্টার। পিতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর। তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাকে তাঁহার পিতা ত্যাজ্যপুত্র ও বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যান। কিন্তু মোকদ্দমা করিয়া তিনি সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতেই মারা যান।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—(? ১৮৭২—১৯৩৯)। সাহিত্যসেবক ও বিখ্যাত অভিধানকার। কলিকাতার শিকদার-বাগানে জন্ম। উত্তরপ্রদেশের পুলিশবিভাগে তাঁহার কর্ম্মজীবন অতিবাহিত হয়। প্রবাসী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে সুরু করিয়া তিনি সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত করেন। 'বাংলা ভাষার অভিধান', 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী', 'প্রাণীদের অন্তরের কথা' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

জ্বর—দৈত্যরাজ বাণের সেনাপতি। তাঁহার তিনটি মস্তক, নয়টি চক্ষু, ছয়খানি হস্ত ও তিনখানি পদ। শ্রীকৃষ্ণ বাণের হস্ত হইতে

অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহমধ্যস্থ জ্বরকে বৈষ্ণব জ্বর পরাভূত করিয়া ফেলে। এই জ্বরকে শ্রীকৃষ্ণ মারিয়া ফেলিতেন, কেবল ব্রহ্মার অনুরোধে ক্ষমা করেন (বিষ্ণু)।

জ্বালা—তক্ষকের কন্যা। ঋক্ষ জ্বালাকে বিবাহ করেন (ভারত)।

জ্যান্থিপী (Xanthippe)—গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের স্ত্রী। তিনি অত্যন্ত কোপনস্বভাবা নারী ছিলেন।

জ্যামঘ—যযাতিবংশীয় রাজপুত্র। তাঁহার শৈব্যা নামে পরম বলবতী ও সতী স্ত্রী ছিল। নিঃসন্তান হইলেও তিনি অন্য বিবাহ করেন নাই। একদা এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি উপদানবী (ভাগবত মতে ভোজ্যা) নামে এক কন্যা পান ও শৈব্যাকে বলেন যে, ঐ কন্যা তাঁহার পুত্রবধূ হইবে। ইহার পর শৈব্যার বিদর্ভ নামে পুত্র জন্মে (হরি)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৪ঠা মে, ১৮৪৯—৪ঠা মার্চ, ১৯২৫)। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবি। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভ্রাতা। ১৮৬৪-এ তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল পড়েন। তিনি ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেন এবং বহু ফরাসী লেখকের রচনা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সঙ্গীত-বিজ্ঞানেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি উত্তম সঙ্গীত রচনাও করিতে পারিতেন। কিছুকাল তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' নামক পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। তিনি ফ্রেনলজি বা শিরোমিতি বিদ্যা লইয়া কিছু সাধনা করিয়াছিলেন। পাট ও নীলের ব্যবসা, বরিশালে স্বদেশী ষ্টীমার চালনা ইত্যাদি বিষয়েও তিনি কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 'ভারতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি সংস্কৃত ও ফরাসী নাটকের অনুবাদ। 'অশ্রুমতী', 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—অধ্যাপক ও সাহিত্যসেবক। পিতা প্রমথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরাজীসাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতার বহু কলেজের অধ্যাপক হন এবং বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। 'Indian Nation' ও 'Reis and Rayyat' পত্রিকা দুইটিতে তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি হুগলী ও ঢাকা কলেজেও অধ্যপনা করেন। 'Poems Lay and Devotional' ও 'মানস-লীলা' এই দুইখানি পুস্তক তাঁহার প্রণীত।

জ্যোতিষ্মান্—কুশদ্বীপের নৃপতি। প্রিয়ব্রতের পুত্র (লিঙ্গ)।

ঝ

ঝা, অমরনাথ—(জন্ম ১৮৯৭)। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইতে তিনি উহার উপাচার্য্য হন। হিন্দু বিশ্বালয়ের তিনি কয়েক বৎসর উপাচার্য্য ছিলেন। ১৯৪১-এ তিনি নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

ঝাঁসির রাণী—'লক্ষ্মীবাই' দ্রঃ।

ঝিন্দনকুমারী—পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের মহিষী এবং দলীপ সিংহের জননী। ১৮৪৩-এ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া পুত্রের নাবালক অবস্থায় তিনি তাঁহার অভিভাবিকা হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১ম শিখ-যুদ্ধের পরে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইলে তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করা হয় এবং দলীপ সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পঞ্জাবের শাসনভার ইংরাজ গভর্ণমেন্টের হস্তে যায়। অতঃপর তিনি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হন। ২য় শিখযুদ্ধ তাঁহারই নির্ব্বাসনের ফল। তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার ফলে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে শিখদিগের নিকট ইংরাজগণের পরাজয় হয়। শেষজীবন তিনি ইংলণ্ডে অতিবাহিত করেন। ১৮৬৩-এ লণ্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ট

টড, কর্ণেল জেম্‌স্ (Tod, Col. James)—(১৭৮২—১৮৩৫?)। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের রাজপুতানার রেসিডেন্ট। তিনি ১৮১২—২৩ সাল পর্য্যন্ত রাজপুতানার রেসিডেন্ট ছিলেন। রাজপুতানার ইতিহাস লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থখানির নাম 'Annals and Antiquities of Rajasthan'.

টড্‌হান্টার, আইজাক (Todhunter, Isaac)—(১৮২০—১৮৮৪)। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। তিনি গণিতের বহু পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি কেমব্রিজের শ্রেষ্ঠ 'Wrangler' ছিলেন। 'Researches on the Calculus of Variations' এবং 'History of the Theory of Elasticity and the Strength of Materials' তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক।

টনি, চার্লস্ (Tawney, Charles)—(১৮৩৭—১৯২২)। শিক্ষাব্রতী। প্রথমে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ও তিনবার অস্থায়িভাবে বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং 'উত্তররামচরিত', 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হইয়া তিনি জীবনের শেষভাগ লণ্ডনে যাপন করেন।

টম্‌সন, জেম্‌স্ (Thomson, James)—(১৭০০—১৭৪৮)। স্কট্‌ল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি। তাঁহার রচিত 'The Seasons', 'The Castle of Indolence', 'Liberty', 'Alfred' প্রভৃতি কবিতাগুলি প্রসিদ্ধ। 'Rule Britannia' কবিতাটি 'Alfred' নামক কবিতাপুস্তকে আছে।

টম্‌সন, জোসেফ (Thomson, Sir Joseph)—(১৮৫৬—১৯৪০)। প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্। তিনি কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেনডিশ অধ্যাপক হন। তাঁহার লিখিত পদার্থ-বিজ্ঞান, গতি-বিজ্ঞান ও চুম্বকের আকর্ষণশক্তি সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধসমূহ গভীর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। ১৯০৬-এ তিনি পদার্থবিদ্যায় 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্ত হন।

টম্‌সন, ফ্রান্সিস (Thompson, Francis)—(১৮৫৯—১৯০৭)। ইংরাজ কবি। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহাকে জীবন কাটাইতে হয়। সেই সময় কবি Alice Meynell ও তাঁহার স্বামী টম্‌সনকে সাহায্য করেন। ১৮৯৩-এ তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'Poems' প্রকাশিত হয়। 'Sister Songs' ও 'New Poems' তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

টমাস মান (Thomas Mann)—(জন্ম ১৮৭৫)। বিখ্যাত জার্ম্মান ঔপন্যাসিক। তিনি বহু ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। 'Buddenbrooks' নামক পুস্তকখানি লিখিয়া তিনি ১৯২৯-এ 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্ত হন। জার্ম্মানীর নাৎসিগণ তাঁহার গ্রন্থগুলি ভস্মীভূত করে। তিনি ১৯৩৮-এ যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

টমাস রো (Thomas Roe, Sir)—(১৫৬৮—?)। ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ। তিনি ইংলণ্ডের রাজা জেম্‌সের দূতরূপে ১৬১৬-এ

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজসভায় উপস্থিত হন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সুবিধাজনক সর্ত্তে বাংলা ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন।

টরিসেলি, ইভান্জেলিস্টা (Torricelli, Evangelista)—(১৬০৮—১৬৪৭)। বিখ্যাত ইটালীয় বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক। তিনি গ্যালিলিওর ছাত্র ছিলেন। 'ব্যারোমিটার' বা আবহাওয়া-নিরূপণ যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেন। তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করেন।

টলস্টয়, কাউন্ট লিও (Tolstoi, Count Leo)—(১৮২৮—১৯১০)। রুষিয়ার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও রাজনীতিক। তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন ও পরে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যান। যুদ্ধের বীভৎসতা তাঁহাকে অহিংস করিয়া তুলে। তিনি গ্রন্থরচনায় মন দেন। তিনি বিশাল জমিদারীর মালিক ছিলেন। ভগবানে বিশ্বাস ও মানবপ্রেম তাঁহার সকল রচনার মূলসূত্র। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'War and Peace', 'Anna Karenina', 'The Cossacks', 'Resurrection' প্রভৃতি অতি জনপ্রিয়। এ ছাড়াও তাঁহার লিখিত অনেক বই আছে।

টলেমি (Ptolemy)—আলেক্জাণ্ডারের প্রসিদ্ধ সেনাপতি। আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তিনি মিশরে রাজত্ব করেন (খৃঃ পূঃ ৩২৩—২৮৫)। তাঁহার রাজত্বকালে ইউক্লিড জীবিত ছিলেন।

টলেমি, ক্লডিয়াস টলেমিয়াস—(Ptolemy, Claudius Ptolemœus)—(বর্ত্তমানকাল ১৩৯—১৬১)। মিশরদেশীয় বিখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিদ্। তিনি ১৩ খণ্ডে ভূগোল জ্যোতিষ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। তাঁহার মতে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য্যাদি পরিভ্রমণ করে। কোপারনিকাস এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করেন।

টাইটান (Titan)—দৈত্যবংশ। উরেনাস ও গীর তাহারা সন্তান। সংখ্যায় তাহারা বার জন। ছয়টি পুত্র ও ছয়টি কন্যা (গ্রীক পুঃ)।

টাইটাস (Titus)—(৪০—৮১)। তিনি রোমের সম্রাট্ ভেস্পাসিয়ানের পুত্র। ইহুদিদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি জেরুজালেম ধ্বংস করেন। তিনি ভেস্পাসিয়ানের বৃহৎ রঙ্গভূমির (Colosseum) নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করেন।

টাইরেসিয়াস (Tiresias)—পুরাকালীন একজন প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি থিবসের অধিবাসী এবং অন্ধ ছিলেন।

টাইলার, ওয়াট (Tyler, Wat)—(?—১৩৮১)। কৃষক-বিদ্রোহের নেতা। ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় রিচার্ডের সময় Poll Taxএর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়, তিনি তাহার নেতা ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ১৩৮১-এ প্রায় ১০০,০০০ কৃষক স্মিথফিল্ডে এক সভায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করে। রিচার্ড তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু পরে তিনি এই প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। এই সভায় লণ্ডনের লর্ড মেয়র সার উইলিয়াম ওয়ালওয়ার্থ তরবারির আঘাতে তাঁহাকে নিহত করেন।

টাটা, জামসেদজী—(১৮৩৯—১৯০৪)। জামসেদজী টাটার পুত্র। ১৮৫৮ সাল হইতে তিনি পিতার ব্যবসায় তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে তিনি ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় তুলা রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার গমন করেন এবং সেখান হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ১৮৭৭-এ নাগপুরে 'এম্প্রেস কটন মিল' নাম দিয়া একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেন। দশ বৎসর পরে টাটা স্বদেশী মিল নামে পরিচিত অপর একটি কাপড়ের কল চালাইতে আরম্ভ করেন। ভারতীয় ছাত্রগণের বিদেশে ব্যবসায়-শিক্ষার সুযোগদানের জন্য তিনি দুইটি স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বিপুল অর্থব্যয় করিয়া তিনি বাঙ্গালোরে একটি গবেষণাগার স্থাপন করিবার সংকল্প করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত স্থানে এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাকচীর লৌহ-কারখানা (টাটানগর) তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়। তাঁহার আর একটি কাজ 'লোনাভ্লা হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক স্কীম'। জার্ম্মানীতে তিনি মারা যান।

টাটা, জীজীভাই—'জীজীভাই' দ্রঃ।

টাভার্নিয়ার (Tavernier, Jeane Baptist)—(১৬০৫—১৬৮৯)। ফরাসী বণিক্ ও পরিব্রাজক। প্যারিসে জন্ম। প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। বাণিজ্য-উপলক্ষে তাঁহাকে পৃথিবীর বহুদেশ পর্য্যটন করিতে হয়। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ভারতে অবস্থানকালে তিনি মোগলসাম্রাজ্যের বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

টারকুইন দি এলডার (Tarquin, the Elder)—রোমের পঞ্চম নৃপতি। Ancius Mastiusএর পর তিনি রাজা হন (খৃঃ পূঃ ৬১৫)। তিনি দেশের সকল আইন সংশোধিত করেন। তাঁহার সময়ে রোমনগরী অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। গুপ্তঘাতকের হস্তে তিনি নিহত হন।

টারকুইন, সুপারবাস (Tarquin, Superbus)—রোমের শেষ রাজা। খৃঃ পূঃ ৫১০-এ তিনি রোম হইতে নির্ব্বাসিত হন। তাঁহার সিংহাসনচ্যুতির পর হইতেই রোমে কন্সাল-শাসিত শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হয়।

টার্ণার (Turner, Joseph Mallord William)—(১৭৭৫—১৮৫১)। বিখ্যাত ইংরাজ চিত্রশিল্পী। তিনি লণ্ডনের এক নাপিতের পুত্র। ১৭৮৯-এ তিনি রয়েল একাডেমিতে পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। দৃশ্যাবলীর চিত্র আঁকিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে 'The Sun rising through Vapour', 'Crossing the Brook' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি National Galleryতে তাঁহার তৈলচিত্রগুলি এবং Royal Academyতে ২০,০০০ পাউণ্ড দান করিয়া গিয়াছেন।

টাসো (Tasso, Torquato)—(১৫৪৪—১৫৯৫)। বিখ্যাত ইতালীয় কবি। ভেনিসে জন্ম। 'Jerusalem Delivered' তাঁহার একখানি বিখ্যাত বই।

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ—(১৮৫৮—১৮৯১)। মণিপুরের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র। ১৮৭৮-এ ইংরাজগণের সহিত নাগাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি ঐ যুদ্ধে ইংরাজদিগকে সাহায্য করেন। ১৮৮৪-এ পিতার মৃত্যুর পর তিনি মণিপুরের সেনাপতি হন। ১৮৯০-এ মণিপুরে বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে যুবরাজ কুলচন্দ্র রাজা হন এবং টিকেন্দ্রজিৎ যুবরাজ হন। পর বৎসর ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি ধৃত হন এবং বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়।

টিণ্ডেল, উইলিয়ম (Tyndale, William)—(১৪৯০—১৫৩৬)। ইংরাজ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি লুথারের সহিত মিলিত হন এবং New Testamentএর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। অতঃপর টিণ্ডেল Old Testamentএর অনুবাদে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু উহা শেষ করিতে পারেন নাই। প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধমত প্রচার করার জন্য তাঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। সে সময় ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন অষ্টম হেনরী।

টিণ্ড্যাল (Tyndall, John)—(১৮২০

—১৮৯৩)। বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী। আয়ার্ল্যাণ্ডে জন্ম। জার্ম্মানীতে অধ্যয়ন করিয়া তিনি ইংলণ্ডের Royal Instituteএর অধ্যাপক হন। তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Farадayর সহকর্ম্মী ছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার অনেক রচনা আছে। 'The Glaciers of the Alps' নামক গ্রন্থখানি আল্পস্ পর্ব্বতে তাঁহার গবেষণার ফল।

টিথোনাস (Tithonus)—লাওমেডানের পুত্র এবং প্রায়ামের ভ্রাতা। অরোরা তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তিনি অরোরার নিকট হইতে ভুলক্রমে অক্ষয় যৌবন না চাহিয়া অমরত্ব লাভের বর চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য বৃদ্ধকালে জরাজীর্ণ হইয়া বহু অনুতাপ ভোগ করিয়াছিলেন (বৈদে পুঃ)।

টিপু সুলতান—মহীশূরের রাজা। মহীশূরের সুবিখ্যাত রাজা ও প্রসিদ্ধ সেনাপতি হায়দার আলির পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৭৮২-এ টিপু 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিয়া মহীশূরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ফরাসী সেনাপতি বুসী টিপুর সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে ইংরাজরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। পরে ইংরাজেরা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ইহার পরে টিপু মাঙ্গলোর অভিমুখে অগ্রসর হন। এখানেও ইংরাজেরা পরাজিত হয়। এই সময়ে দুই দিক্ দিয়া দুইদল ইংরাজ সৈন্য টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু ইংরাজদিগের প্রস্তাব অনুসারে এক সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে, অতঃপর উভয়পক্ষই যুদ্ধবিগ্রহ হইতে বিরত হইবেন এবং পরস্পর পরস্পরের বিজিত প্রদেশসমূহ প্রত্যর্পণ করিবেন। এই সন্ধির পরে টিপু আপনার বলবৃদ্ধির নিমিত্ত পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ আক্রমণ করিতে থাকিলে পেশোয়ার সেনাপতি নানাফার্ণবিশ ও হায়দরাবাদের নিজাম মিলিত হইয়া টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিছু দিন যুদ্ধ করিবার পর টিপু বাধ্য হইয়া মারাঠাদের কয়েকটি প্রদেশ ও ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া এক সন্ধি করিলেন (১৭৮৭)। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে টিপু ইংরাজদিগের আশ্রিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। নিজাম ও মারাঠাগণের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইল। যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইল। টিপু নিরুপায় হইয়া গবর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের সহিত সন্ধি করিলেন। টিপুর দুই পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ ইংরাজ শিবিরে থাকিতে হইল। টিপু ইংরাজ, নিজাম ও মারাঠাদিগকে নগদ তিন কোটী টাকা ও রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন। পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস টিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন (১৭৯৯)। টিপু প্রাণপণে রাজধানী রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল উদ্যোগই বিফল হইল। এই যুদ্ধে টিপু নিহত হইলেন এবং তাঁহার রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইল।

টুর্গেনিভ, আইভান সার্ভেভিচ (Turgenev, Ivan Serveyvich)—(১৮১৮—১৮৮৩)। বিখ্যাত রুষ লেখক। তিনি গোগোল ও টলস্টয়ের বন্ধু ছিলেন। কৃষকদের অত্যাচারের কাহিনী লইয়াই তাঁহার উপন্যাসগুলি রচিত। 'Nihilist' কথাটির তিনিই উদ্ভাবক। 'A Nest of Gentlefolk', 'Fathers and Sons', 'Smoke' ও 'Virgin Soil' ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

টেকচাঁদ ঠাকুর—আসল নাম প্যারীচাঁদ মিত্র (তাহা দ্রঃ)।

টেন (Taine, Hippolite Adolphe)—(১৮২৮—১৮৯৩)। শক্তিশালী ফরাসী সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তিনি ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক সুচিন্তিত তথ্যপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

টেনিসন, অ্যালফ্রেড, লর্ড (Tennyson, Alfred, Lord)—(৬ই আগষ্ট, ১৮০৯—৬ই অক্টোবর, ১৮৯২)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। তিনি কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৮২৭-এ ভ্রাতার সহযোগিতায় তিনি 'Poems by Two Brothers' প্রকাশ করেন। 'Timbuctoo' নামে কবিতা লিখিয়া কবি ১৮২৯-এ একটি পদক প্রাপ্ত হন। ১৮৩৩-এ বন্ধু হালামের মৃত্যু তাঁহার কবি-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৪৭-এ 'The Princess' এবং ১৮৫০-এ 'In Memoriam' প্রকাশিত হয়। ১৮৫০-এ তিনি রাজকবি (Poet Laureate) হন। ১৮৫৫-এ তাঁহার প্রণীত 'Maud'-নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে 'The Idylls of the King', 'The May Queen', 'Enoch Arden' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

টেম্পল (Temple, Sir William)—(১৬২৮—১৬৯৯)। ইংরাজ লেখক ও রাজনীতিবিশারদ। দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ইংলণ্ডের রাজদূতরূপে তিনি হেগে প্রেরিত হন। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও সুইডেনের চুক্তি তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুইফ্‌ট্ (Swift) তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক 'Essay upon the Present State of Ireland' ও 'Miscellanea'.

টেরিয়ুস (Tereus)—থে্সদেশীয় রাজা। তিনি এথেন্সের প্যাণ্ডিয়নের কন্যা প্রোকুইকে বিবাহ করেন। পরে রাণীর সহোদরা ফিলোমেলার সহিত ব্যভিচার করেন ও তাহার জিভ কাটিয়া দেন। ফিলোমেলা একটি শালের উপর ঘটনাটি বুনিয়া ভগিনীর গোচর করিলে প্রোকুই ক্রোধে তাহার পুত্রকে কাটিয়া উহার মাংস টেরিয়ুসকে খাইতে দেয়। তারপর দুই ভগিনী পলায়ন করে। টেরিয়ুস উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে দেবতারা উহাদের সকলকে পক্ষীতে রূপান্তরিত করিয়া দেন (গ্রীক পুঃ)।

টেরেন্স (Terence, Publius Terentius Afer)—(? খৃঃ পূঃ ১৯৪—১৫৮)। বিখ্যাত রোমক কবি ও নাট্যকার। প্রথমে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ছয়খানি পুস্তক মাত্র পাওয়া যায়।

টেরেসা, সেণ্ট—(Teresa, St. or Theresa, St.)—(১৫১৫—১৫৮২)। স্পেনীয় সন্ন্যাসিনী। তাঁহার লিখিত কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তক আছে। তন্মধ্যে 'The Way of Perfection' ও 'The Castle of the Soul' বিখ্যাত।

টেল (Tell, William)—(১৩-১৪শ শতক)। সুইজারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ দেশভক্ত বীর। কথিত আছে, রাজার আদেশে তিনি স্বীয় পুত্রের মাথায় একটি আপেল রাখিয়া উহা লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতে বাধ্য হন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতাসংগ্রামের সকল প্রচেষ্টাতেই তিনি যোগদান করেন।

টেলার, জেরেমি (Taylor, Jeremy)—(১৬১৩—১৬৬৭)। একজন প্রতিভাবান্ ও প্রতিপত্তিশালী ইংরাজ ধর্ম্মবেত্তা। তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'Holy Living and Holy Dying' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

টেলার, বেয়ার্ড (Taylor, Bayard)—(১৮২৫—১৮৭৮)। আমেরিকা মহাদেশের একজন প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ও সুলেখক।

টেলার, ব্রুক (Taylor, Brook)—(১৬৮৫—১৭৩১)। বিখ্যাত ইংরাজ গণিতজ্ঞ। 'Taylors Theorem'এর আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

টেলিমেকাস (Telemachus)—ট্রোজান-যুদ্ধের বিজয়ী বীর ইউলিসিসের পুত্র। মাতার নাম পেনিলোপি। ট্রোজান-যুদ্ধের পরে পিতার অনুপস্থিতিকালে তিনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

টোডরমল, রাজা—সম্রাট্ আকবরের রাজস্ব-সচিব। পঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর নগরে তাঁহার জন্ম। ১৫৭৪-এ গুজরাট জয় করিলে আকবর তাঁহাকে রাজস্ব-সচিব করেন। তিনি বিচক্ষণ রাজস্ব-সচিব ছিলেন। ১৫৭৬-এ তিনি বঙ্গবিজয় করেন ও ১৫৮০-এ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার হন। আকবরের সাম্রাজ্যের সমগ্র ভূমি জরিপ করাইয়া তিনি করসংগ্রহের যে নূতন প্রণালী স্থির করেন, তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

টোয়েন, মার্ক (Twain, Mark)—(১৮৩০—১৯১০)। বিখ্যাত মার্কিণ হাস্য-রসাত্মক লেখক। প্রকৃত নাম Samuel Langhorne Clemens. তাঁহার লিখিত 'Tom Sawyer' বিখ্যাত ছেলেদের বই।

ট্যান্টালাস (Tantalus)—জুপিটারের পুত্র। পিতার গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করায় তিনি এই শাস্তি পান যে, সর্ব্বদা অদম্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইবেন এবং সম্মুখে সুমিষ্ট পানীয় ও উপাদেয় খাদ্য দেখিতে পাইবেন, কিন্তু তিনি ধরিতে গেলেই উহা দূরে সরিয়া যাইবে (গ্রীক পুঃ)।

ট্যাস্‌মান (Tasman, Abel J.)—(? ১৬০২—১৬৫৯)। বিখ্যাত ওলন্দাজ নাবিক। ১৬৪২-এ তিনি ট্যাস্‌মেনিয়া নামক দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ইহার কিছু-দিন পরেই তিনি নিউজিল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন। ১৬৪৪-এ তিনি অষ্ট্রেলিয়ার দিকে গমন করেন এবং কার্পেন্টারিয়া নামক উপসাগর আবিষ্কার করেন। তিনি ব্যাটে-ভিয়ায় প্রাণত্যাগ করেন।

ট্যাসিটাস, কেয়াস (Tacitus, Caius Cornelius)—(৫৮—১২০)। প্রাচীন রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'Life of Agricola' ও 'Annales' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ট্যাসিটাস, মার্কাস (Tacitus, Marcus Claudius)—অরিলিয়ানের পর তিনি রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব অল্পকাল স্থায়ী হইলেও ঐ সময় দেশ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।

ট্রট্‌স্কি, লিও (Trotsky, Leon)—(১৮৭৯—১৯৪০)। প্রসিদ্ধ কমিউনিষ্ট নেতা। প্রকৃত নাম Lev Davidovich Bronstein. ১৮৭৯-এ রুষিয়ায় তাঁহার জন্ম হয়। তিনি লেনিনের মতবাদের দৃঢ় সমর্থক। ১৯১৭-এ রুশীয় বিদ্রোহের সময় তিনি পররাষ্ট্রবিভাগের জন্য People's Commissar নিযুক্ত হন। ১৯২৫-এ তাঁহাকে কমিউনিষ্ট সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পরবর্ত্তী বৎসর নির্ব্বাসিত করা হয়। ১৯২৯-এ মেক্সিকোতে তিনি নির্ব্বাসনে থাকেন এবং সেখানেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

ট্রলাপ, অ্যান্থনি (Trollope, Anthony)—(১৮১৫—১৮৮২)। ইংরাজ ঔপন্যাসিক। কর্ম্মজীবনে তিনি পোষ্ট আফিসের কেরাণী ছিলেন। তাঁহার উপন্যাস-গুলির মধ্যে 'Barchester Towers', 'Orley Farn', 'Phineas Finn' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ট্রাইটন (Triton)—সমুদ্রের দেবতা, নেপচুনের পুত্র। তিনি ভেরী বাজাইয়া সমুদ্রের তরঙ্গকে শান্ত করেন (গ্রীক পুঃ)।

ট্রুম্যান (Truman, Harry S.)—(জন্ম ১৮৮৪)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। 'ক্যানসাস সিটি স্কুল অব ল'তে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি ৩৩ বছর চাষ-আবাদের কাজে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৪-এ তিনি সিনেটের সভ্য হন। তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের 'New Deal'এর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ১৯৪৪-এ তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি ও ১৯৪৫-এ রুজভেল্টের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৪৮-এও তিনি রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ঠ

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী—১২০৯ বঙ্গাব্দে নদীয়ায় মাতুলালয়ে জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি পিতা যে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেন, সেই সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ করিতে থাকেন। পরে ২৭।২৮ বৎসর বয়সে ভোলা ময়রা, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিওয়ালাদের সহিত পরিচিত হন এবং কবিগান রচনা করিয়া বিভিন্ন দলে দিতে থাকেন। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঠাকুরদাস দত্ত—(? ১৮০১—১৮৭৬)। পাঁচালীকার। হাওড়ার অন্তর্গত বাঁটরায় তাঁহার জন্ম। পিতা রামমোহন দত্ত। ঠাকুরদাস কবিগান রচনা করিয়া বিভিন্ন কবিওয়ালাকে দিতেন। তিনি এক পাঁচালীর দল গঠন করিয়া তাহাতে গান করিতেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম—'সাহিত্য-মঙ্গল', 'সাতনরী', 'উদ্ভটকাব্য', 'বিজনবালা', 'মালঞ্চ', 'শারদীয় সাহিত্য'।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা। পত্নীর নাম ভগবতী দেবী। মেদিনীপুরের অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে তিনি এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ['ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' দ্রঃ]।

ড

ডগের (Daguerre, Louis Jacques Mande)—(১৭৮৯—১৮৫১)। বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী। তাঁহাকে 'ফটোগ্রাফী'র উদ্ভাবক বলা হয়।

ডগলাস (Douglas, Sir James)—(১২৮৬—১৩৩০)। স্কটল্যাণ্ডের সেনা-নায়ক। তিনি ব্ল্যাক ডগলাস নামেই অধিক পরিচিত। ব্যানকবার্নের যুদ্ধে তিনি স্কটল্যাণ্ডের সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি রবার্ট ব্রুসের দেহাবশেষ জেরুজালেমে লইয়া যাইবার জন্য যাত্রা করেন। স্পেনের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিনি নিহত হন।

ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জ্জী—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (তাহা দ্রঃ)।

ডয়েল, কোনান (Doyle, Sir A. Conan)—(১৮৫৯—১৯৩০)। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক। তিনি ডিটেক্টিভ উপন্যাস লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক ডিটেক্টিভ উপন্যাসে 'শার্ল'ক হোম্‌স' প্রধান চরিত্র। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে তিনি চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এই যুদ্ধের ও মহাসমরের ইতিহাসও তিনি লিখিয়া-ছেন। প্রেতবাদে তিনি বিশ্বাসী। এ সম্পর্কে তাঁহার কয়েকখানি বই আছে।

ডস্টয়েভ্‌স্কি (Dostoievsky, Feodor Mikhailovitch)—(১৮২১—১৮৮১)। বিখ্যাত রুষ ঔপন্যাসিক। জন্মস্থান মস্কো। প্রথমে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গের ইঞ্জি-নীয়ারিং বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৮৪৬-এ তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'Poor People' বাহির হয়। 'Crime and Punishment' তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক। রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের জন্য তিনি ১৮৪৯-এ সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। 'The Idiot', 'The Possessed' ইত্যাদি তাঁহার লিখিত অন্যান্য পুস্তক।

ডাইওক্লিসিয়ান (Diocletian)—(২৪৫—৩১৩)। তিনি ২৮৪ হইতে ৩০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রোমের সম্রাট্ ছিলেন। তিনি খৃষ্টানদিগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার সময়ে রোম সাম্রাজ্য চারি অংশে বিভক্ত হইয়া চারিজন সম্রাটের শাসনাধীন হয়। তিনি পূর্ব্বাংশের অধিপতি হন।

ডাইডো (Dido)—কার্থেজ নগরের প্রতিষ্ঠাতা। রাজা বেলাসের কন্যা। তিনি ট্রয়যুদ্ধের বীর ইনিয়াসের প্রতি অনুরাগিণী হন, কিন্তু ভালবাসার প্রতিদান না পাইয়া আত্মহত্যা করেন।

ডাইয়জেনীজ (Diogenes)—(খৃঃ পূঃ ৪১২—?)। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। কৃষ্ণসাগর-তীরে ইউকসাইন দেশে জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন। পরে অত্যন্ত কঠোর জীবনযাত্রা সুরু করেন। কথিত আছে যে, তিনি একটি মাটির জালার মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহাকে জলদস্যুরা অপহরণ করিয়া লইয়া 'করিন্থ'-এ ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করে, কিন্তু পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এখানেই তাঁহার মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং আলেক্জাণ্ডার তাঁহার জন্য কি করিতে পারেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমার পায়ের উপর যে রৌদ্র আসিয়া পড়িতেছে, তুমি তাহা ছায়া করিয়া আটকাইও না। আলেক্জাণ্ডার মুগ্ধ হইয়া বলেন—আমি যদি আলেক্জাণ্ডার না হইতাম, তাহ'লে আমি ডাইয়জেনীজ হইতাম।

ডাইয়নাইসাস (Dionysus)—'ব্যাকাস'-এর অপর নাম। সুরার অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবতা। জীউস ও সেমিলির পুত্র।

ডাইয়নাইসিয়াস (Dionysius)—১। (? খৃঃ পূঃ ৪৩০—৩৬৭)। সাইরাকিউসের অত্যাচারী রাজা। তিনি সেনাপতি ও রাজনীতিবিশারদ হিসাবেও বিখ্যাত। কাব্যে ও দর্শনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ২। সাইরাকিউসের রাজা ডায়োনিসিয়াসের পুত্র। ইনি এত অত্যাচারী ছিলেন যে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। খৃঃ পূঃ ৩৪৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডাইয়মীডীস (Diomedes)—গ্রীসের অন্তর্গত আর্গসের রাজা। ট্রোজান যুদ্ধে তিনি গ্রীকদের পক্ষে যুদ্ধ করেন। তিনি দেবতাগণের সহিতও যুদ্ধ করিতেন। 'ইলিয়াডে' তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন (গ্রীক পুঃ)।

ডাউটি, চার্ল্‌স্ মণ্টেগু (Doughty, Charles Montagu)—(১৮৪৩—১৯২৬)। ইংরাজ লেখক ও পর্যটক। তিনি ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকার বহু দুর্গম স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি 'Travels in Arabia Deserta' নামক একখানি পুস্তক লেখেন। লিখনশৈলীর জন্য পুস্তকখানি প্রসিদ্ধ। তাঁহার লিখিত কয়েকটি কবিতাও আছে।

ডাউডেন (Dowden, Edward)—(১৮৪৩—১৯১৩)। বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক। ইংরাজ কবিদের সমালোচনা লিখিয়া তিনি বিশেষ যশস্বী হন। তিনি ট্রিনিটি (Trinity) কলেজে ৩৭ বৎসর ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার লিখিত শেক্স্‌পীয়রের নাটকের সমালোচনাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ডাওসন, জন (Dowson, John)—(১৮২০—১৮৮১)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুস্থানীর অধ্যাপক ছিলেন। 'History of India as told by its Historians' বইখানি তিনি সম্পাদনা করিয়া বিখ্যাত হন। 'A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion' তাঁহার অন্য গ্রন্থ।

ডানটন (Danton, Georges Jacques)—(১৭৫৯—১৭৯৪)। ফরাসী-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। জাতীয় সভার তিনি সভ্য ছিলেন। সর্বসাধারণের নিরাপত্তার জন্য যে সমিতি আহ্বান করা হয়, তিনি তাঁহার সভাপতি ছিলেন। কিন্তু পরে Robespiere তাঁহাকে সরাইয়া দেন। তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ডানলপ (Dunlop, John Boyd)—(১৮৪০—১৯২১)। টায়ারের আবিষ্কারক। প্রথম জীবনে তিনি পশুচিকিৎসক ছিলেন। নিউমেটিক টিউব ও টায়ার আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন।

ডাফ (Rev. Dr. Alexander Duff)—(১৮০৬—১৮৭৮)। স্কট্ল্যাণ্ডের মিশনারী। ১৮২৯-এ তিনি কলিকাতায় আগমন করেন ও ১৮৩০-এ ইংরাজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি Free Church Institution নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। খৃষ্টধর্ম-প্রচারের জন্য তিনি অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। 'Calcutta Review' নামক পত্রিকার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিকটে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বৃত্তি আছে।

ডাফ্‌রিন (Dufferin, and Ava, Marquis of)—(১৮২৬—১৯০২)। ব্রিটিশ রাজনীতিক। তিনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। তিনি ব্রহ্মরাজ থিবকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার সহধর্মিণী এদেশের নানাস্থানে স্ত্রী-চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ঐগুলির মধ্যে 'Lady Dufferin Hospital' বিশেষভাবে পরিচিত।

ডায়েনা (Diana)—মৃগয়া ও সতীত্ব-ধর্মের দেবী। তাঁহার পিতা জুপিটার। অ্যাপলো (Apollo) তাঁহার যমজ ভ্রাতা। তাঁহাকে আলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও বলা হয় (গ্রীক পুঃ)।

ডারুইন (Darwin, Charles Robert)—(১৮০৯—১৮৮২)। বিবর্তনবাদ প্রবর্তনের জন্য বিখ্যাত। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী ইরাসমাস ডারুইনের তিনি পৌত্র। ১৮৩১-এ তিনি 'বীগ্‌ল'-নামক জাহাজে চড়িয়া প্রকৃতিবিজ্ঞানীরূপে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন, এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার বিখ্যাত বই 'On the Origin of Species by means of Natural Selection' ১৮৫৯-এ প্রকাশিত হয়।

ডার্ন্‌লে, আর্ল অব (Darnley, Earl of)—(১৫৪৫—১৫৬৭)। স্কট্ল্যাণ্ডের রাণী মেরীর দ্বিতীয় স্বামী। 'মেরী ষ্টুয়ার্ট'-এর সহিত তাঁহার ১৫৬৫-এ বিবাহ হয়। বথ্‌ওয়েলের (Bothwell) সহিত মেরী ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইলে ডার্নলেকে হত্যা করা হয়।

ডার্লিং, গ্রেস (Darling, Grace)—(১৮১৫—১৮৪২)। ফার্ন দ্বীপের একটি লাইট্‌হাউস হইতে তিনি পিতার সহিত একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া ভীষণ ঝটিকার মধ্যে পোতমগ্ন নাবিকদিগকে উদ্ধার করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই ঘটনার চারি বৎসর পরে ক্ষয়রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডালহাউসী (Dalhousie, Marquis of)—(১৮১২—১৮৬০)। ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল (১৮৪৮—১৮৫৬)। তাঁহার শাসন-সময়ে ২য় শিখযুদ্ধ এবং ২য় ব্রহ্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এইরূপ যুদ্ধযাত্রা করিয়া পররাজ্য জয় ও Doctrine of Lapse বা 'পুত্রাদি বংশধরদের অভাবে দত্তকপুত্র রাজ্য পাইবে না' এই নীতি তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও বাংলা পৃথক্ ছোটলাটের অধীন তাঁহার সময়ে হয়। এদেশে টেলিগ্রাফ, ডাকঘর ও রেলপথ স্থাপন তাঁহার প্রধান কীর্তি।

ডাল্টন, জন (Dalton, John)—(১৭৬৬—১৮৪৪)। বিখ্যাত গণিত ও রসায়ন-শাস্ত্রবিদ্। 'New System of Chemical Philosophy' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। এই পুস্তকে তিনি সর্বপ্রথম আণবিক তত্ত্বের গবেষণা করেন।

ডি' আনুনজিও (D' Annunzio, Gabriele)—(১৮৬৩—১৯৩৮)। ইতালীয় কবি ও সাহিত্যিক। তিনি ১৯১৫—১৮-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়া আহত হন। ১৯১৯-এ তিনি বেসরকারী-ভাবে কিউম নামক স্থানে আক্রমণ চালাইয়া

ঐ সহর অবরোধ করেন। মুসোলিনির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে।

ডিউকেলিয়ন (Deucalion)—প্রমিথিউসের পুত্র। তিনি পিরাকে বিবাহ করেন। জুপিটার মানুষের পাপ দেখিয়া সমগ্র পৃথিবী মহাপ্লাবনে ভাসাইয়া দিলেন। ডিউকেলিয়ন তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া একটি নৌকায় আত্মরক্ষা করেন। জল সরিয়া গেলে তিনি দৈববাণীতে আদেশ পান যে তাঁহাদের পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড হইতে নরনারী জন্মিবে। ডিউকেলিয়ন যে প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়িয়াছিলেন, তাহা হইতে পুরুষ ও পিরা যে প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়িয়াছিলেন তাহা হইতে স্ত্রী জন্মলাভ করে (বৈদে পুঃ)।

ডিওয়ার (Dewar, Sir James)—(১৮৪২—১৯২৩)। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক। করডাইট নামে মারাত্মক বিস্ফোরক আবিষ্কারের জন্য তিনি বিখ্যাত। বর্ণালী সম্বন্ধেও তাঁহার অনেক গবেষণা আছে। তিনি থার্মোফ্লাস্ক (thermosflask) আবিষ্কার করেন। বায়ব পদার্থ সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কারও বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর আনিয়াছিল।

ডি কুইন্সি (De Quincey, Thomas)—(১৭৮৫—১৮৫৯)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ প্রবন্ধলেখক ও সমালোচক। অক্সফোর্ডের ওরসেস্টার কলেজে ভর্ত্তি হন কিন্তু কোনও ডিগ্রী নেন নাই। এখানেই তিনি প্রথম আফিম খাইতে শুরু করেন। তিনি অলঙ্কার-পূর্ণ গদ্য রচনা করিতেন। তিনি কোল্‌রীজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সাদে প্রভৃতি কবির বন্ধু ছিলেন। 'Confessions of an Opium-eater' ও 'On Murder as one of the Fine Arts' তাঁহার লিখিত প্রসিদ্ধ পুস্তক।

ডিকেন্স, চার্ল্‌স্‌ (Dickens, Charles)—(১৮১২—১৮৭০)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-রচয়িতা। স্কুলের লেখাপড়া তাঁহার বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি কমন্স সভায় 'Morning Chronicle' নামক কাগজের রিপোর্টার হিসাবে কিছুকাল কাজ করেন। তিনি 'Pickwick Papers', 'A Tale of Two Cities', 'David Copperfield' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ডিগ্‌বি, উইলিয়াম (Digby, William)—(১৮৪৯—১৯০৪)। ভারতহিতৈষী ইংরাজ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক। ইংলণ্ড হইতে তিনি 'Ceylon Observer' নামক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হইয়া সিংহলে আসেন। পরে তিনি 'মাদ্রাজ টাইম্‌স্‌' নামক পত্রিকার সম্পাদক হন। ইংলণ্ডের 'Fortnightly Review' নামক পত্রিকাতে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের হোমরুল (Home-Rule) সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। ভারতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি প্রায় বিশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া ভারতবাসীর সাহায্য করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে 'Prosperous British India' নামক পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ডিজ্‌রেলি, বেঞ্জামিন (Disraeli, Benjamin, Lord of Beaconsfield)—(১৮০৪—১৮৮১)। ইহুদিজাতীয় এক বিখ্যাত ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ। তিনি লর্ড বেকন্‌স্‌ফিল্ড নামেই অধিক পরিচিত। এক সময়ে তিনি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রিরূপে রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'Vivian Grey' একখানি নামজাদা উপন্যাস।

ডিজেল (Diesel, Rudolf)—(১৮৫৮—১৯১৩)। জার্মাণ যন্ত্রবিদ্‌। তিনি ডিজেল ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

ডিফো, ড্যানিয়েল (Defoe, Daniel) (? ১৬৬০—১৭৩১)। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক। জন্ম লণ্ডনে। পিতা জেম্‌স্‌ ফো কসাই ছিলেন। তিনি ডিফো নামে নিজ নাম পরিবর্ত্তন করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীন মত অবলম্বন করায় তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ১৭০৪-এ তিনি 'Review' নামে পত্রিকা পরিচালনা করেন। পরে উহার স্থলে 'Mercator' নামে বাণিজ্য-পত্রিকা চালান। 'রবিনসন ক্রুসো' তাঁহার লিখিত বিখ্যাত বই। এ ছাড়া তিনি প্রায় ২৫০ খানি পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা করেন।

ডি ভ্যালেরা, ইয়ামন (De Valera, Eamon)—(জন্ম ১৮৮২)। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী নেতা। তিনি নিউ ইয়র্কে জন্মলাভ করেন। বি. এ., বি. এস-সি. পাস করিবার পর তিনি সিন্‌ফিন দলের সভাপতি হন। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-ঘোষণার সময় পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আইরিশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন, কিন্তু সে পদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি আইরিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং সেজন্য এক বৎসর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯২২ হইতে ১৯৩২ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যবস্থাপক সভায় (Dail Eireann) বিরুদ্ধবাদীদের নেতা ছিলেন। ১৯৩২—৩৭ তিনি স্বাধীন আয়ার্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ১৯৫১ সালের জুন হইতে তিনি আয়ারের প্রধান মন্ত্রী হন।

ডি মর্গান (De Morgan, William Fraud)—(১৮৩৯—১৯১৭)। ইংরাজ সাহিত্যিক। প্রথম জীবনে চিত্রশিল্পে মনোনিবেশ করেন। পরে 'Joseph Vance'-নামক উপন্যাসখানি লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার লিখিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।

ডিম্বক—প্রাচীন বীরবিশেষ। পিতার নাম ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মার বরলাভে বলদৃপ্ত হইয়া তিনি লোকের প্রতি অযথা অত্যাচার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া তিনি তাঁহার বিরাগভাজন হন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হংসের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে হংস তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কালিন্দীর জলে ঝাঁপ দেন। ভ্রাতাকে জল হইতে উঠিতে না দেখিয়া তিনি শেষে যমুনায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেন (ভারত)।

ডিরোজিও, হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান (Derozio, Henry Louis Vivian)—(১৮০৯—১৮৩১)। ইংরাজ মনীষী ও কবি। কলিকাতায় জন্ম। কিছুকাল তিনি কলিকাতা হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বলিতেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া অনেক বাঙালী ছাত্র নাস্তিকভাবাপন্ন হয়। তিনি অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। 'East Indian' নামে একখানি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করিতেন।

ডিস্‌নে, ওয়াল্ট (Disney, Walt)—(জন্ম ১৯০১)। 'মিকি মাউস' (Mickey Mouse) নামক কার্টুন ফিল্মের আবিষ্কারক। কিছুকাল কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার পর তিনি অঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য চিকাগো সহরে গমন করেন। অবশেষে তিনি কালিফর্নিয়া সহরে গিয়া সিনেমার জন্য 'মিকি মাউসে'র পরিকল্পনা করেন।

ডীড্যালাস (Dædalus)—এথেন্সবাসী বিখ্যাত শিল্পী। তিনি ক্রীটের গোলকধাঁধা নির্ম্মাণ করেন। তিনি দুইটি পাখা প্রস্তুত করিয়া ঈজিয়ান সমুদ্র উড়িয়া পার হইয়াছিলেন।

ডু চেলু, পল (Du Chaillu, Paul)—(১৮৩৫—১৯০৩)। বিখ্যাত পর্য্যটক। তিনি আফ্রিকার বহু দুর্গম স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। গরিলা সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

ডুণ্ডুভ—'খগম' দ্রঃ।

ডুপ্লে (Dupleix, Joseph Francois)—(১৬৯৭—১৭৬৩)। ফরাসী ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর-জেনারেল। ১৭১৫-এ তিনি

ভারতে আসেন ও ১৭২০-এ পণ্ডিচেরীর কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেন। ক্লাইভের সহিত প্রতিযোগিতায় তিনি ভারতে ফরাসী অধিকার বিস্তারে প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু ক্লাইভের সঙ্গে তিনি পারিয়া উঠেন নাই ['ক্লাইভ' দ্রঃ]।

ডুমা, আলেকজাঁন্ড্রে (Dumas, Alexandre)—(১৮০৩—১৮৭০)। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও নাটক-লেখক। সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক রচনাগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার রচিত 'Count of Monte Cristo' নামক উপন্যাসখানি উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাস-জগতের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান।

ডেকার্ট, রেনি (Descartes, Rene) —(১৫৯৬—১৬৫০)। বিখ্যাত ফরাসী দর্শনিক। তিনি গণিতশাস্ত্রেও বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। 'আমি চিন্তা করিতে পারি, অতএব আমার অস্তিত্ব আছে'—ইহাই তাঁহার দর্শনের মূল ভিত্তি। তাঁহার 'Meditations' নামক পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ডেজানিরা (Dejanira)—হারকিউলিসের পত্নী। তিনি নেসাস নামক পৌরাণিক রাক্ষসের রক্তসিক্ত জামা স্বামীকে পরাইলে তাঁহার শরীরে বিষ প্রবেশ করে। হারকিউলিস যন্ত্রণায় পুড়িয়া মারা যান। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন (গ্রীক পুঃ)।

ডেভিড, ১ম (David I)—(১০৮৪—১১৫৩)। স্কটল্যাণ্ডের নৃপতি। ইংলণ্ডের সিংহাসন লইয়া ১ম হেনরীর কন্যা ম্যাটিল্ডার সহিত স্টিফেনের বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি ম্যাটিল্ডার পক্ষে স্টিফেনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

ডেভিড, ২য় (David II)—(১৩২৪—১৩৭১)। রবার্ট ব্রুসের পুত্র। ১৩৩০ হইতে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্কটল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন। ইংরাজ-সেনার বিরুদ্ধে নেভিলস্ ক্রসের যুদ্ধে তিনি রাজ্ঞী ফিলিপা কর্ত্তৃক বন্দী হন।

ডেভিড হেয়ার (David Hare)—(১৭৭৫—১৮৪২)। বিখ্যাত ছাত্রবন্ধু ও ভারতহিতৈষী মনীষী। তিনি স্কটল্যাণ্ডের এক ঘড়ি-নির্ম্মাতার পুত্র। অল্পবয়সে তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আসেন এবং ঘড়ির ব্যবসায় করিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন। কিন্তু এই সমস্ত অর্থই শেষে তিনি এদেশীয় বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। মহাত্মা হেয়ার যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আধুনিক 'হেয়ার স্কুল' অন্যতম। সে সময়কার ছাত্রেরা তাঁহার নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য পাইত। তিনি স্ত্রীশিক্ষার এবং এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের বিশেষ চেষ্টা করেন।

ডেভিস, উইলিয়াম (Davis, William Henry)—(১৮৭১—১৯৪০)। ইংরাজ কবি। প্রথম জীবনে তিনি দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করেন ও ভবঘুরে জীবন যাপন করিতে থাকেন। ৩৪ বৎসর বয়সে তাঁহার কবিজীবনের সূত্রপাত হয়। 'The Autobiography of a Super-tramp' তাঁহার একখানি বিখ্যাত গদ্যপুস্তক। তিনি অনেকগুলি কবিতাও রচনা করেন।

ডেভিস, জন (Davis, John)—(১৫৫০—১৬০৫)। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময়ের এক প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক। তিনি আটলাণ্টিক ও উত্তর মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী 'ডেভিস প্রণালী' আবিষ্কার করেন।

ডেভিস, টি. ডবলিউ. রীস (Davis, T. W. Rhys)—(১৮৪৩—১৯২২)। প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিত। তিনি বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি 'Buddhism' (১৮৭৮), 'Buddhism, its History & Literature' (১৮৯৬) এবং 'Buddhist India' (১৯০২) নামক গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটী কলেজে পালী ভাষা ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন।

ডেভি, হাম্ফ্রি (Davy, Sir Humphry) —(১৭৭৮—১৮২৯)। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক। তিনি লণ্ডনের রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি Safety-lamp ও নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric Oxide) অথবা লাফিং গ্যাস (Laughing gas)-এর আবিষ্কারক।

ডেমিয়েন, ফাদার (Damien, Father)—(১৮৪৯—১৮৮৯)। বেলজিয়ান মিশনারী। হনলুলুতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া তিনি মলোকাই (Molokai) দ্বীপের কুষ্ঠরোগীদের দুঃখে অভিভূত হন এবং উহাদের কল্যাণের জন্য ঐস্থানেই অবস্থান করেন। এখানে কুষ্ঠরোগে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ডেমোক্রিটাস (Democritus)—(খৃঃ পূঃ ৪৬০—৩৫৭ অব্দ)। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক ও পরমাণুতত্ত্বের আবিষ্কারক।

ডেমোস্থিনিস—(খৃঃ পূঃ ৩৮৫—৩২২)। প্রাচীন গ্রীসের প্রসিদ্ধ বক্তা। অধ্যবসায়ের বলে তিনি অতি সাধারণ অবস্থা হইতে গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া গ্রীকগণ ফিলিপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তিনি বিষ পানে আত্মহত্যা করেন।

ডেরিয়াস, ১ম, ২য়, ৩য়—(Darius I, II, III)—'দরায়ুস, ১ম, ২য়, ৩য়' দ্রঃ।

ডে লা মেয়ার, ওয়াল্টার (De La Mare, Walter)—(জন্ম ১৮৭৩)। ইংরাজ লেখক ও কবি। তিনি 'The Return' নামক উপন্যাসখানি লিখিয়া 'Prince Edmund de Polighac Prize' প্রাপ্ত হন। 'Songs of Childhood', 'Henry Brocken' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। এযুগের তিনি একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

ডেলেড্ডা, গ্রেজিয়া (Deledda, Grazia)—ইটালীর বিখ্যাত লেখিকা। তিনি ১৯২৭-এ 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন। তাঁহার 'The Mother' নামক পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ডোমিটিয়ান (Domitian)—(৫২—৯৬)। রোমের সম্রাট। তাঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে নিহত করে।

ড্যানেই (Danae)—জুপিটারের ঔরসে ও তাঁহার গর্ভে পার্সিউসের জন্ম হয়। পার্সিউসের জন্মের পূর্ব্বে দৈববাণী হয় যে, তিনি মাতামহকে হত্যা করিবেন। এই ভয়ে ড্যানেইকে পিত্তল ও দস্তা দ্বারা নির্ম্মিত একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। অতঃপর পার্সিউস জন্মগ্রহণ করিলে মাতা ও পুত্রকে একটি সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সমুদ্রতরঙ্গে তাঁহারা সেরিফাস দ্বীপে নীত হন। এইরূপে তাঁহাদের জীবনরক্ষা হয়।

ড্যাফ্‌নি (Daphne)—পরীবিশেষ। গ্রীকদেবতা অ্যাপলোর প্রণয়িনী। তিনি লরেল বৃক্ষে পরিণত হন।

ড্যামোক্লিজ (Damocles)—সাইরাকিউসের অত্যাচারী রাজা ডাইয়নাইসিয়াসের অনুচর। তিনি ডাইয়নাইসিয়াসকে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি বলেন। তখন রাজা তাঁহাকে একটি মহাভোজে বসাইয়া দেন। ড্যামোক্লিজ দেখিলেন যে, তাঁহার মাথার উপরে মাত্র একগাছি চুলের উপর নির্ভর করিয়া একখানি কোষমুক্ত তরবারি ঝুলিতেছে।

ড্যাম্পির, উইলিয়াম (Dampier, William)—(১৬৫২—১৭১৫)। আবিষ্কারক। তিনি ভৌগোলিক আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে অষ্ট্রেলিয়া উপকূলে শার্ক উপসাগর হইতে ড্যাম্পির দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া ড্যাম্পির প্রণালীর নিকটস্থ নিউ ব্রিটেন আবিষ্কার করেন। তিনি 'Voyages and Descriptions', 'A Voyage to New

Holland' নামক দুইখানি নানাতথ্যপূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

ড্রাইডেন, জন (Dryden, John)—(১৬৩১—১৭০০)। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। ওয়েষ্টমিনিষ্টার ও কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৬৭০ হইতে ১৬৮৮ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি ইংলণ্ডের রাজ-কবি ও রাজকীয় ইতিহাস-লেখক ছিলেন। তিনি ব্যঙ্গ-নাটক লিখিতে পারদর্শী ছিলেন। ভার্জিলের অনুবাদ লিখিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি পার্লামেন্টের সভ্য ও রাজতন্ত্রী (Royalist) ছিলেন। 'All for Love', 'Rehearsal' প্রভৃতি তাঁহার রচিত বহু পুস্তক আছে। তাঁহাকে 'ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার য়্যাবে'তে কবর দেওয়া হয়।

ড্রাকো (Draco)—গ্রীসের প্রথিতনামা আইনকর্ত্তা। তিনি (খৃঃ পূঃ ৬২৩) ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সকল অপরাধের জন্যই মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শনের জন্য একদা এক সাধারণ সভায় জনসাধারণ তাঁহার উপর এত অধিক কোট ও টুপি নিক্ষেপ করে যে, তাহার চাপে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ড্রাকোর মৃত্যুর পরে সোলন (Solon) হত্যা ভিন্ন সকল অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ধারাগুলি উঠাইয়া দেন।

ড্রামণ্ড, হেন্‌রি (Drummond, Henry)—(১৮৫১—১৮৯৭)। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। তিনি গ্লাসগোর ফ্রি চার্চ্চ কলেজের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি 'Natural Law in the Spiritual World' এবং 'The Ascent of Man' নামক দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক।

ড্রেকন (Dracon)—এথেন্সের খ্যাতনামা আইন-প্রণেতা। তাঁহার সময়ে সর্ব্বপ্রথমে এথেন্সের আইনসমূহ পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং লোককে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য অতি কঠোর আইনসকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ড্রেক, ফ্রান্সিস (Drake, Sir Francis)—(১৫৪০—১৫৯৬)। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমসাময়িক ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত নৌ-সেনাপতি। তিনি লুণ্ঠন ও আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে অনেক দ্বীপে গমন করেন এবং বিখ্যাত স্পেনীয় নৌ-বাহিনী আর্ম্মাডার ধ্বংস-সাধনে (১৫৮৮) একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

ড্রেফিউস (Dreyfus, Alfred)—(১৮৫৯—১৯৩৫)। ফরাসী সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারী। সরকারী গোপন সংবাদ বিদেশী সরকারের নিকট প্রকাশ করার জন্য তাঁহার বিচার হয় এবং এই বিচার লইয়া বহু আন্দোলন চলিয়াছিল। এমিলি জোলা এই আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন। তাঁহার দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়। ১৯০৬-এ তিনি পুনরায় সৈন্যবিভাগে কাজ পাইয়াছিলেন।

ত

তক্ষ—ভরতপুত্র। তিনি গান্ধারের রাজা ছিলেন। তক্ষশিলা তাঁহার রাজধানী ছিল (ভারত)।

তক্ষক—স্বনামপ্রসিদ্ধ নাগ। মহর্ষি কশ্যপ পিতা এবং কদ্রু মাতা। খাণ্ডববনে তাঁহার বাসস্থান ছিল। অগ্নিদেব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহায়তায় খাণ্ডববন দগ্ধ করিলে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনন্তর ব্রাহ্মণের অভিশাপে মহারাজ পরীক্ষিৎ তক্ষকের দংশনে প্রাণত্যাগ করিলে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় যখন সর্পযজ্ঞ করেন, তখন তিনি প্রাণভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন। কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে নাগরাজ বাসুকির অনুরোধে আস্তিক মুনি সর্পযজ্ঞ রহিত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন (ভারত)।

তণ্ডি—ব্রহ্মযোগী তণ্ডি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট মহাদেবের সহস্র নাম কীর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই নাম যুধিষ্ঠিরের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন (ভারত)।

তন্ত্রিপাল—ছদ্মবেশী সহদেব। বিরাট-রাজভবনে বাসকালে সহদেব এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন (ভারত)।

তপতী—সূর্য্যকন্যা। রাজা সম্বরণের শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব তাঁহাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। তিনি সাবিত্রীর অনুজা এবং কুরুরাজের মাতা (ভারত)।

তরু দত্ত—(১৮৫৬—১৮৭৭)। বিখ্যাত মহিলা কবি। পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। কলিকাতার রামবাগানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ভারতে অবস্থান করিয়া ইংরাজী, ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি অনেক ফরাসী গীতি-কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'A Sheaf Gleaned from French Fields' তাঁহার রচিত কবিতাগ্রন্থ। তিনি ফরাসীভাষায় একখানি উপন্যাসও রচনা করেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অবিবাহিতা ছিলেন। যক্ষ্মারোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাইমুর লঙ্গ—(১৩৩৫—১৪০৫)। সমর-খন্দের বিখ্যাত বীর ও প্রসিদ্ধ ভারত-আক্রমণকারী। তিনি চেঙ্গিস খাঁর বংশধর। পিতা আমীর তুরাঘাই। জন্ম মধ্য এশিয়ার সগদেনিয়ার কুশনগরে। তিনি সমগ্র এশিয়া মাইনর, স্মার্ণা প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। দিল্লীর সম্রাট্ মাহ্‌মুদ তোগলকের সময় তিনি দিল্লী আক্রমণ করিয়া পথ-ঘাট নররক্তে ভাসাইয়া বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। তিনি খঞ্জ ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে তাইমুর লঙ্গ বলিত।

তাজবিবি—মমতাজ মহল (তাহা দ্রঃ)।

তাড়কা—রাক্ষসী। সুকেতু নামক যক্ষের কন্যা ও সুন্দ নামক অসুরের স্ত্রী। অগস্ত্য ঋষির শাপে সুন্দ নিহত হইলে তাড়কা পুত্র মারীচকে লইয়া ঋষিকে বধ করিতে উদ্যত হয়। তখন অগস্ত্যের অভিশাপে উহারা রাক্ষস হয়। অনন্তর তপোবনে যজ্ঞবিঘ্ন করিতে থাকিলে বিশ্বামিত্রের উপদেশে রামচন্দ্র উহাদিগকে নিহত করেন (রাম)।

তাঁতিয়া তোপী—(১৮১৯—১৮৫৯)। সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় নানাসাহেবের অধীনে তিনি ইংরাজ-দিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করেন। তিনি অতি দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। ঝাঁসীর রাণীর সহিত মিলিত হইয়া তিনি ইংরাজ-সেনার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তাঁহার প্ররোচনায় কানপুরের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বুন্দেলখণ্ডের বনে পলাইয়া যান। মেজর মীডস্ তাঁহাকে বহু চেষ্টার পর গ্রেপ্তার করেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসী হয়।

তাঁতিয়া ভীল—(১৮৪২—?)। ভারতের বিখ্যাত ভীল দস্যু। নিমার জেলার বিরদা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁতিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া যে অর্থ লাভ করিতেন, তাহার সমস্তই দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। ১৮৭৮-এ তিনি একবার ধরা পড়েন, কিন্তু পুলিশের হাত হইতে তিনি পলায়ন করিতে সমর্থ হন। পরে গণপৎ নামে একজন লোক তাঁহাকে আবার ধরাইয়া দেন। ১৮৭৯-এ তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

তানসেন—(১৫৪৮—১৫৯৬)। বিখ্যাত গায়ক। তিনি আকবরের সভার সভ্য ছিলেন। নিবাস গোয়ালিয়র। পূর্ব্বে তিনি হিন্দু ছিলেন। নাম ছিল রত্নাকর পাণ্ডে। পিতার নাম মকরন্দ পাণ্ডে। এক মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়িয়া তিনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি বাঘেলার রাজা রামচন্দ্রের সভার সভ্য ছিলেন। পরে আকবরের সভায় যান।

তারক—অসুরবিশেষ। দেবগণের উপর দৌরাত্ম্য করিতে থাকিলে ব্রহ্মার পরামর্শে

দেবতারা মহাদেবের শরণ লন। অতঃপর মহাদেবের ঔরসে কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিয়া তারকাসুরকে বধ করেন (ভাগ)।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—(৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৩—২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯১)। বিখ্যাত বাংলা ঔপন্যাসিক। 'স্বর্ণলতা' নামে উপন্যাস লিখিয়া তিনি যশস্বী হন। নিবাস যশোহর বনগ্রাম। পিতার নাম মহানন্দ। মেডিক্যাল কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি সরকারী চাকুরী করিতে থাকেন। তাঁহার উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' প্রথমে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'অদৃষ্ট', 'হরিষে বিষাদ', 'ললিত সৌদামিনী' তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ।

তারকনাথ পালিত—(১৮৩১—১৯১৪)। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও বিদ্যোৎসাহী। বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পনর লক্ষ টাকা দান করেন। এই অর্থে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের দুইটি পদের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ পদধারীকে পালিত অধ্যাপক বলা হয়।

তারকনাথ প্রামানিক—(১২২৩—১২৯১ বঙ্গাব্দ)। কলিকাতার ধর্ম্মপ্রাণ ও দানশীল মহাপুরুষ। বাসনের দোকান করিয়া তিনি অগাধ ধনের অধিকারী হন। তিনি অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ও দরিদ্র-সেবক ছিলেন। গরীব ছাত্রের বেতন দিতে বা গরীবের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে তিনি বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তিনি অনেক ইন্দারা ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করেন।

তারকনাথ বিশ্বাস—(১২৬৪—১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। হুগলি জেলার বালোড় গ্রামে জন্ম। পিতা দিগম্বর। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি 'আদরিণী' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। অতঃপর 'Registration Journal' নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকারও তিনি সম্পাদনা করেন। 'মহামায়া', 'রাণা প্রতাপসিংহ', 'The Registration Act' ইত্যাদি ইংরাজী ও বাংলায় মিলিয়া তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ ৬৩ খানি পুস্তক আছে।

তারা—১। বৃহস্পতির ভার্য্যা। চন্দ্র তাঁহাকে হরণ করেন এবং তাঁহার ঔরসে তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয় (হরি)। ২। বালির ভার্য্যা। রামচন্দ্র বালিকে বধ করিলে তিনি দেবর সুগ্রীবকে পতিত্বে বরণ করেন (রাম)। ৩। দশমহাবিদ্যার মূর্তিবিশেষ (স্কন্দ)। ৪। (বৌদ্ধ মতে) বৌদ্ধদেবীবিশেষ। অবলোকিতেশ্বরের স্ত্রী।

তারাকুমার কবিরত্ন—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। ২৪ পরগণার অন্তর্গত চাঙড়িপোতায় জন্ম। পিতা কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। তিনি রাজসাহী ও মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'পঞ্চামৃত', 'তারা মা', 'শিবশতকম্', 'নীতিমালা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। তিনি অনেক পাঠ্য-পুস্তকও রচনা করেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ। কলিকাতায় জন্ম। তিনি মুন্সেফ ছিলেন, পরে বর্দ্ধমানের রাজার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজীতে মনুসংহিতার অনুবাদ করেন এবং একখানি ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশ করেন। 'Quil.' নামক সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া তিনি সরকারের অপ্রীতিভাজন হন। তিনি রামমোহন রায়ের শিষ্য ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

তারাচাঁদ, ডাক্তার—(জন্ম ১৮৮৮)। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও লেখক। ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যাপক। কয়েক বৎসর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে তিনি সেক্রেটারীও ছিলেন। বর্ত্তমানে পারস্যে ভারতের রাষ্ট্রদূত। ভারতের ইতিহাস, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার কয়েকখানি বই আছে।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—(১৮০৬—১৮৮৫)। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অভিধানকার। পিতার নাম কালিদাস সার্ব্বভৌম। নিবাস যশোহর। কাশী ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তিনি 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বহুবিধ ব্যবসায়-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। 'বাচস্পত্য অভিধান' তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তিনি 'শব্দস্তোমমহানিধি', 'আশুবোধ ব্যাকরণ', 'বহুবিবাহবাদ' প্রভৃতি অন্যান্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। 'কাদম্বরী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থেরও তিনি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায় ছিলেন। বহুবিবাহ প্রচলন বিষয়ে তাঁহার সমর্থন ছিল।

তারানাথ, লামা—(১৫৭৩—১৬০৮)। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক। তিব্বতী ভাষায় তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস রচনা করিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহার ইতিহাস জার্ম্মান পণ্ডিত শীফনার জার্ম্মান অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন।

তারাপীড়—অযোধ্যার রাজা। পিতার নাম চন্দ্রাবলোক এবং পুত্রের নাম চন্দ্রগিরি (কূর্ম্ম)।

তারাবতী—ইক্ষ্বাকু রাজার কন্যা। ব্রহ্মাবর্ত্ত-রাজ মহারাজ চন্দ্রশেখরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (কালিকা)।

তারা বাঈ—১। শিবাজীর পৌত্র সাহু বা দ্বিতীয় শিবাজীর অভিভাবক রাজারামের পত্নী। ১৭০০-এ তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার বালকপুত্র রাজা হইয়া তৃতীয় শিবাজী নাম গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহার অভিভাবিকারূপে রাজ্য পরিচালন করেন। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের উৎপীড়নে তাঁহাকে পুত্রসহ দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে আশ্রয় লইয়া বেড়াইতে হয়। শেষে তাঁহার অতুল বীরত্ব ও কৌশলে বহুসংখ্যক দুর্গ তাঁহার অধিকারে আসে। ২। রাজপুত বীরনারী। তোড়াটঙ্কের রাজা রাও সুরতান তাঁহার পিতা। পাঠানেরা তোড়াটঙ্ক অধিকার করিলে তিনি পিতার সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। চিতোরের রাণা জয়মল্লের পুত্র পৃথ্বীরাজ তোড়াটঙ্ক উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই যুদ্ধে পাঠান সর্দ্দার তাঁহার হস্তে নিহত হন। কিছুদিন পরে পৃথ্বীরাজের ভগ্নীপতি পাভুরায় খাদ্যের সহিত বিষ মিশাইয়া পৃথ্বীরাজকে নিহত করিলে তারা স্বামীর চিতায় প্রবেশ করিয়া সহমৃতা হন। ৩। গোয়ালিয়রের রাজা জনকজী সিন্ধিয়ার পত্নী। তিনি লর্ড এলেনবরার মনোনীত ইংরেজ অভিভাবককে গোয়ালিয়রে কর্তৃত্ব করিতে দিতে চান নাই বলিয়া ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন—(?—১৮৫৮)। পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। পিতার নাম মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। নদীয়া জেলার কাঁচকুলি গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। 'কাদম্বরী'র বঙ্গানুবাদ তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তিনি 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা', 'রাসেলাস' তাঁহার অন্যান্য পুস্তক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—(জন্ম ২৩শে জুলাই, ১৮৯৮)। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে জন্ম। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এ. পড়ার সময় রাজনৈতিক কারণে অন্তরীণ হন। বন্দীদশার অবসানে পুনরায় সাউথ সাবার্ব্বান কলেজে (বর্ত্তমানে আশুতোষ কলেজে) পড়িবার ইচ্ছা করেন কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। ১৯২১-এ

অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি কারাবরণ করেন। চাকুরী জীবন স্বল্পস্থায়ী। প্রথমে কলিকাতায় এক কয়লার ব্যবসায় এবং পরে কানপুরে কিছুকাল চাকরী করেন। কাব্য ও নাটক লইয়াই তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম সূচনা। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ত্রিপত্র' (কবিতা সঙ্কলন)। প্রথম উপন্যাস 'দীনার দান' সাপ্তাহিক শিশিরে এবং প্রথম মুদ্রিত গল্প 'রসকলি' কল্লোলে প্রকাশিত হয়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' লিখিয়া তিনি শরৎচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'ধাত্রী দেবতা', 'দুই পুরুষ', 'সন্দীপন পাঠশালা' ইত্যাদি তাঁহার রচিত উপন্যাস। তাঁহার 'কালিন্দী' ও 'দুই পুরুষ' নাটক, 'যাদুকরী', 'তিনশূন্য' প্রভৃতি গল্প প্রসিদ্ধ। তিনি বর্তমানে বিধান পরিষদের সভ্য।

তারিক বিন্ জিয়াদ—বিখ্যাত আরব সেনাপতি। তিনি ৭১১-এ স্পেন দেশ জয় করেন। তিনি ফ্রান্সেরও দক্ষিণাংশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি স্পেনের দক্ষিণভাগে যে স্থানে অবতরণ করেন, তাহার নাম হয় 'জব্‌লুল তারিক'। আধুনিক জিব্রাল্টার এই 'জব্‌লুল তারিক'-এর অপভ্রংশ।

তালবেতাল—তাল ও বেতাল নামক দুইজন যক্ষ। মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্বীয় গুণবত্তা ও সাহসিকতা দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তালবেতালসিদ্ধ হন। তখন তাহারা তাঁহার বশীভূত হইয়া বহু কার্য্য সাধন করে। কথিত আছে, তাহাদের প্রভাবে মহারাজ বিক্রমাদিত্য অনেক আশ্চর্য্য ক্ষমতার অধিকারী হন।

তিতুমীর—(১৭৮২—১৮৩১)। বিখ্যাত লাঠিয়াল। ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া গ্রামে জন্ম। মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। হিন্দু ও নীলকুঠীর সাহেবদের উপর অত্যাচার করিলে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল সাহেব নারিকেলবাড়িয়ায় উপস্থিত হইয়া তিতুর বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করিলে কামানের গোলার আঘাতে তিনি নিহত হন।

তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য—(জন্ম ১৯১০)। বিখ্যাত স্বরোদ-শিল্পী। ওস্তাদ আমীর খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁর তিনি শিষ্য। ১৯৩০-এ তিনি উদয়শঙ্করের সঙ্গে যোগ দেন ও বিদেশে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ঐকতান বাদনে তাঁহার যথেষ্ট নাম আছে।

তিলক, বালগঙ্গাধর—(২৩শে জুলাই, ১৮৫৭—৩১শে জুলাই, ১৯২০)। বিখ্যাত রাজনীতিক ও পণ্ডিত। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত রত্নগিরি নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা গঙ্গাধর রামচন্দ্র। ১৮৭৬-এ ডেকান কলেজ হইতে তিনি বি. এ. পাশ ও ১৮৭৯-এ আইনে উপাধি লাভ করেন। তাঁহারই যত্নে ফার্গুসান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া তিনি 'মারাঠা' ও 'কেশরী'-নামক দুইখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। কোলাপুরের রাজ্য সম্বন্ধে সমালোচনার জন্য তাঁহাকে কারাভোগ করিতে হয়। তিনি শিবাজী উৎসবের প্রবর্ত্তক (১৮৯৭)। ১৯০৭-এ তিনি কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী দল গঠন করেন। ১৯০৮-এ তাঁহাকে রাজদ্রোহাত্মক অপরাধে আবার কারাবরণ করিতে হয়। ১৯১৪-এ তিনি মুক্তিলাভ করেন ও ১৯১৮-এ বিলাত যাইতে মনস্থ করেন কিন্তু পাসপোর্ট পান নাই। পরে অবশ্য পাসপোর্ট পান এবং বিলাতে গিয়া 'Indian Unrest' নামক পুস্তকের গ্রন্থকার চিরোলের নামে মানহানির মোকদ্দমা আনেন। ইহাতে তিনি হারিয়া যান। তাঁহার লিখিত 'গীতারহস্য' ও 'The Arctic Home in the Vedas' এই দুইখানি গ্রন্থ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

তিলোত্তমা—স্বর্গবেশ্যা। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যদ্বয় দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে ব্রহ্মা তিল তিল করিয়া রূপ লইয়া তাঁহাকে সৃষ্টি করেন। তাই তিলোত্তমা নাম হয়। পরে ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে উক্ত অসুরদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তিলোত্তমা উপস্থিত হইলে অসুরদ্বয় তাঁহার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিয়া উভয়েই নিহত হয় (ভারত)।

তুকাজী হোলকার—ইন্দোরের রাজা। তিনি অহল্যা বাঈএর বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন।

তুকারাম—(১৫৮৮—১৬৪৯)। বিখ্যাত মারাঠা সাধু। পুনার নিকটবর্ত্তী দেহুক নামক স্থানে জন্ম। কাহারও মতে তিনি বণিকপুত্র, আবার কাহারও মতে তাঁহার শূদ্র বংশে জন্ম। সাংসারিক দুঃখদুর্দ্দশায় তিনি সর্ব্বদাই বিব্রত থাকিতেন। তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া উঠেন এবং ঐ সময় হইতে ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করেন। অনন্তর অনেকে তাঁহার শিষ্য হয়। তিনি শিবাজীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তুকারামের গীতকে 'অভঙ্গ' বলে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিঠলদেব নামে পূজা করিতেন।

তুঘ্রিল খাঁ—বাংলার শাসনকর্ত্তা। গিয়াসউদ্দীন বলবন্ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন, পরে সুলতানের প্রিয়পাত্র হন। তিনি বিদ্রোহী হইলে বলবন্ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন।

তুতেনখামেন—(? জীবৎকাল খৃঃ পূঃ ১৩৫০)। মিশরের একজন ফেরো (রাজা)। ১৯২২-এ কার্টার সাহেব তাঁহার কবর আবিষ্কার করেন। কবরে এই রাজার দেহ 'মামি'র আকারে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য অনেক আসবাবপত্র ও অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছিল। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

তুম্বুরু—সঙ্গীতজ্ঞ গন্ধর্ব্ববিশেষ। তিনি বিষ্ণুর অতি প্রিয় ছিলেন (ভারত)।

তুর্ব্বসু—যযাতির পুত্র। মাতার নাম দেবযানী (ভারত)।

তুলসী—রাধিকার সখী। রাধিকার শাপে ধর্ম্মধ্বজ রাজার কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে শঙ্খচূড় দৈত্যের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের রূপ ধরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিলে শিব শঙ্খচূড়কে নিহত করেন। অতঃপর সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তিনি সহমৃতা হন। কৃষ্ণের বরে তাঁহার কেশ হইতে তুলসীবৃক্ষের জন্ম হয় (ব্রহ্মবৈ)।

তুলসীদাস (গোস্বামী)—(? ১৫৩৩—১৬২৪)। প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি ও সাধক। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। উত্তরপ্রদেশের বাঁদা জেলার রাজাপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা আত্মারাম দুবে। মাতা হুলসী দেবী। তিনি প্রথমে পত্নীপ্রেমে একান্ত বিহ্বল ছিলেন। পরে পত্নীর মৃদু তিরস্কারে ভগবানে তাঁহার মতি জন্মে। তিনি গৃহত্যাগী হন। তিনি আকবরের সমসাময়িক কবি। তিনি হিন্দীভাষায় রামচরিত রচনা করেন; ইহা 'তুলসীদাস রামায়ণ' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রণীত 'দোঁহাবলী' অতি অমূল্য গ্রন্থ।

তুলাধার—কাশীর একজন সাধুব্যক্তি। তিনি জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। ঋষি জাজলি তাঁহার নিকট হইতে মোক্ষপদপ্রাপ্তির উপদেশ গ্রহণ করেন (ভারত)।

তুলারাম সেনাপতি—(?—১৮৫০) বিখ্যাত যোদ্ধা। কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের তিনি একজন চাপরাশি ছিলেন। পিতা কাচাদিন। পিতা বিদ্রোহী হন বলিয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তিনি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত মিলিত হন এবং কাছাড় আক্রমণ করেন। অতঃপর তিনি উত্তর কাছাড় জয় করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। তখন গোবিন্দচন্দ্র তুলারামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তিনবার পরাস্ত হন। ১৮২৯-এ ইংরাজেরা তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন।

তুষারকান্তি ঘোষ—(জন্ম ১৮৯৯)। বিখ্যাত সাংবাদিক। তিনি 'অমৃতবাজার

পত্রিকা'র সম্পাদক। একবার তিনি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

তৃণবিন্দু—১। বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে তিনি বেদবিভাগ করেন এবং বেদব্যাস নামে খ্যাত হন (বিষ্ণু)। ২। রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য দীর্ঘকাল তপস্যা করেন ও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন (রাম)।

তৃণাবর্ত্ত—কংসের অনুচর দানব। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কংস তাহাকে গোকুলে প্রেরণ করিলে কৃষ্ণ তাহাকে বিনষ্ট করেন (ভাগ)।

তেগ বাহাদুর—সুবিখ্যাত নবম শিখগুরু। পিতা গুরু হরিকিষণ রায়। পুত্র গুরু গোবিন্দ। তিনি আওরঙ্গজেবের কুদৃষ্টিতে পড়েন। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের উপরে আওরঙ্গজেব অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে তিনি প্রতিবাদ করেন। ফলে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। সম্রাট্ তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই বলিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ হয় (১৬৭৫)। তাঁহার বিখ্যাত উক্তি 'শির দিয়া, সের নাহি দিয়া'।

তেন্‌জিং—এভারেষ্ট-শৃঙ্গ বিজয়ী। পুরা নাম শেরপা তেন্‌জিং নরথ। নেপালের সলোকুম্ভে জন্ম। নেপাল হইতে তিনি দার্জিলিংএর তুংসুং বস্তীতে অন্যান্য শেরপাদের সঙ্গে বসবাস করিতে থাকেন। এই জন্য তাঁহাকে বাঙ্গালী বলা হয়। তেন্‌জিং বিভিন্ন বিদেশী অভিযানে গাইডের কাজ করিয়াছিলেন। সুইস অভিযানেও তিনি ছিলেন। শেষে কর্ণেল হাণ্টের অধিনায়কত্বে তিনি এভারেষ্ট-শৃঙ্গে উঠিতে সমর্থ হন (২৯শে মে, ১৯৫৩)।

তেলাঙ্গ—'কাশীনাথ ত্রিম্বক' দ্রঃ।

তৈমুর লঙ্গ—তাইমুর লঙ্গ (তাহা দ্রঃ)।

তৈলঙ্গস্বামী—'ত্রৈলঙ্গ স্বামী' দ্রঃ।

তোডরমল্ল—টোডরমল্ল দ্রঃ।

তোরমন—(৬ষ্ঠ শতক)। হূন নরপতি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন। গুপ্তবংশীয় রাজা বুধগুপ্ত তাঁহাকে সিন্ধুনদের পশ্চিমে বিতাড়িত করেন। তাঁহার পুত্রের নাম মিহিরকুল।

ত্রিজটা—রাক্ষসীবিশেষ। সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা হইলে এই রাক্ষসী তাঁহাকে প্রায়ই সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিত (রাম)।

ত্রিত—১। ব্রহ্মার মানসপুত্র, ঋষিবিশেষ। তিনি অতি তেজস্বী ও মহাতপা ছিলেন (ভারত)। ২। ঋক্‌বেদে বর্ণিত পুরুষবিশেষ।

ত্রিপাদ—বামনদেব। দৈত্যরাজ বলি অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া উঠিলে তিনি বলিকে নিগ্রহের জন্য বামনরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন ('বলি' দ্রঃ)।

ত্রিপুরারি—মহাদেব। তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামক অসুরত্রয় দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে মহাদেব ঐ তিন অসুরের পুরী ধ্বংস করিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন (ভাগ)।

ত্রিলোচন পাল—রাজা জয়পালের পৌত্র ও অনঙ্গপালের পুত্র। অনঙ্গপাল গজনীর সুলতান মামুদের নিকট পরাস্ত হইয়া নন্দন নামক স্থানে পিছাইয়া আসিলে তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন পাল মামুদের সহিত যুদ্ধ করেন। এই স্থানের দুর্গ মামুদের হস্তগত হয়। অতঃপর ১০২১—২২-এ তিনি ঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন।

ত্রিশঙ্কু—অযোধ্যার অধিপতি সূর্য্যবংশীয় নৃপতি। বিশ্বামিত্রের সহায়তায় তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত করেন। ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলে বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবগণ তখন তাঁহাকে নক্ষত্রবেষ্টিত হইয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যপথে অবস্থিতি করিতে দেন (রাম)।

ত্রিশিরা—১। ত্বষ্টা নামে প্রজাপতির পুত্র। তিনি একবদনে বেদাধ্যয়ন, অন্য বদনে সুরাপান ও তৃতীয় বদনে সমুদয় পৃথিবী গ্রাস করিতে যান। তিনি ইন্দ্রপদ লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যায় ব্যাঘাত করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র কয়েকজন অপ্সরা পাঠাইয়া ব্যর্থকাম হইলে তিনি বজ্রদ্বারা তাঁহার বিনাশ সাধন করেন ও কুঠার দ্বারা মস্তক তিনটি কাটিয়া ফেলেন। ত্রিশিরার তিন মস্তক হইতে তখন কপিঞ্জল, কলবিঙ্ক ও তিত্তির পক্ষীর উদ্ভব হইল (ভারত)। ২। খর দূষণের সহচর রাক্ষসবিশেষ (রাম)।

ত্রৈলঙ্গ (তৈলঙ্গ) স্বামী—(১৬০৭—১৮৮৭)। কাশীর প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ও যোগী। দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। মাতৃবিয়োগের পর গৃহত্যাগ করিয়া তিনি সুদীর্ঘকাল যোগাভ্যাসে নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া তিনি ভগীরথ নামক এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং যোগের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হন। সেই হইতে তিনি গণপতি স্বামী নামে অভিহিত হন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামী নামেই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি সুদূর তীর্থগুলি পর্য্যটন করিয়া অবশেষে নেপালরাজ্যে উপস্থিত হন এবং সেখানে যোগসাধনায় রত হন। সেস্থান হইতে তিনি তিব্বত হইয়া মানস সরোবরে গমন করেন। সেখানে তিনি বহুদিন যোগরত অবস্থায় যাপন করেন। সেখান হইতে পুনরায় ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি বহু প্রসিদ্ধ তীর্থ পরিদর্শন করেন। এই সকল স্থানে লোকে তাঁহার অসাধারণ যোগক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইত। তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন এবং সুখদুঃখের অতীত হইয়া অবস্থান করিতেন। যোগবলে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। ২৮০ বৎসর বয়সে কাশীধামে যোগাসনে এই মহাত্মার তিরোধান হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র—(১৮৪৪—১৮৯৫)। বিখ্যাত আইনজ্ঞ। কোন্নগরে জন্ম। পিতা জয়গোপাল মিত্র। ১৮৬৮-এ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কিছুকাল হুগলী কলেজের আইনের ও দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৭৭-এ তিনি ডি. এল. উপাধি পান এবং ১৮৭৯-এ ঠাকুর-আইন অধ্যাপক হন। ১৮৯২-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগের সভাপতি মনোনীত হন। ইংলণ্ডের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির তিনি একজন সভ্য ছিলেন। তিনি কংগ্রেসকর্ম্মীও ছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—(১৮৪৭—১৯১৩)। গ্রন্থকার। শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বিশ্বম্ভর। তিনি প্রথমে সামান্য চাকুরী করিতেন। দেশের শিল্পবাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৮৭৭—৭৮-এ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি গভর্ণমেণ্টকে গাজরের চাষ করিতে পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিলে দুর্ভিক্ষের অনেক উপশম হয়। তিনি ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি 'Visit to Europe' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি 'Art Manufacturers of India' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। 'বিশ্বকোষ' নামক অভিধান তাঁহার প্রচেষ্টাতেই আরম্ভ হয়। বিখ্যাত শিশু-উপন্যাস 'কঙ্কাবতী', 'ভূত না মানুষ', 'ফোকলা দিগম্বর', 'মুক্তামালা', 'ময়না কোথায়' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

ত্র্যম্বক—১। মহাদেবের নামান্তর (বরাহ)। ২। অষ্টবসুর একটি বসু (ভারত)। ৩। অন্যতম রুদ্র। কশ্যপ-পত্নী সুরভি হইতে ত্র্যম্বক প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (হরি)।

থ

থর্নহিল (Thornhill, Sir James)—(১৬৭৬—১৭৩৪)। চিত্রশিল্পী। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জর্জের সময় তিনি বর্তমান ছিলেন। কিছুকাল তিনি পার্লামেন্টের সভ্য ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর হগার্থ (Hogarth) তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

থর্নিক্রফ্‌ট্‌ (Thornycroft, Sir John Isaac)—(১৮৪৩—১৯২৮)। বিখ্যাত জাহাজনির্ম্মাতা। রোমনগরে জন্ম। ১৮৬৬-এ তিনি চিসউইক নামক স্থানে জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য একটি কারখানা স্থাপন করেন। টর্পেডো-বোট, টারবাইন-প্রোপেলার ইত্যাদির প্রবর্ত্তক। মোটর-এঞ্জিন নির্ম্মাণেও তিনি পারদর্শিতা দেখান।

থিউসিডিডিজ (Thucydides)—(খৃঃ পূঃ ৪৭১—৪০১)। গ্রীক ঐতিহাসিক। স্পার্টার সহিত এথেন্সের যুদ্ধে (Peloponnesian War) তিনি একদল সৈন্যের নেতা ছিলেন। কিন্তু সেনানায়কের কাজে যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। অতঃপর তিনি ২০ বৎসর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। 'History of the Peloponnesian War' তাঁহার রচিত ইতিহাস।

থিওক্রিটাস (Theocritus)—(খৃঃ পূঃ ২৮৫—২৪৭)। প্রসিদ্ধ গ্রীক কবি। সাইরাকিউসে তাঁহার জন্ম। তাঁহার 'Idylls' ও 'Epigrams' নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ বিশ্ববিশ্রুত।

থিওডোর পার্কার (Theodore Parker)—(১৮১০—১৮৬০)। বিখ্যাত মানবপ্রেমিক। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের অন্তর্গত লেকসিংটন নামক গ্রামে জন্ম। গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষা এবং বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। দাসব্যবসায় এবং খৃষ্টানধর্ম্মের প্রচলিত ভ্রান্ত মতসমূহের বিপক্ষে তিনি প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুস্তকালয়ে ১১টি ভাষায় লিখিত ৭০০০ পুস্তক বোস্টন নগরের অধিবাসীদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন।

থিওডোর, রাজা (Theodore, King)—(১৮১৮—১৮৬৮)। আবিসিনিয়ার রাজা। তিনি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ও নির্দ্দয় রাজা ছিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধি ক্যামেরনকে তিনি বন্দী করিয়া রাখেন। বিখ্যাত সেনাপতি নেপিয়ার ১৮৬৮-এ মাগডালা দুর্গ ধ্বংস করেন। এই পরাজয়ের দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করেন।

থিওডোরিক দি গ্রেট (Theodoric the Great)—(৪৫৪—৫২৬)। প্রসিদ্ধ রাজা। প্যানোনিয়ায় জন্ম। তিনি ৪৮৮-এ দলবলসহ আল্পস পর্ব্বত পার হন। তাঁহার শাসনপদ্ধতি অতি সুন্দর ছিল। ইটালীর অষ্ট্রোগথিক রাজ্য তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

থিওডোরেট (Theodoret)—(৩৯০—৪৫৭)। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক। তিনি ধর্ম্মবিষয়ে গবেষণা করিতেন। ঐতিহাসিক হিসাবেও তিনি খ্যাত।

থিওফ্রেস্টাস (Theophrastus)—(খৃঃ পূঃ ৩৭২—২৮৭)। তিনি অ্যারিস্টটলের পরে এথেন্সের 'Lyceum'এর সভাপতি হন। 'History of Plants' ও 'Moral Characters' তাঁহার দুইখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক।

থিটিস (Thetis)—বিখ্যাত গ্রীক বীর অ্যাকিলিসের মাতা। তাঁহার বিবাহের সময় কলহদেবী বিবাহ-সভায় একটি আপেল ফেলেন এবং সেই আপেলের উপরে ইহাই লিখিত থাকে যে, যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী তাহারই এই আপেল ফল প্রাপ্য।

থিবো (Thibaut, George Frederick William)—(১৮৪৮—১৯১৫)। সংস্কৃতজ্ঞ জার্ম্মান পণ্ডিত। জার্ম্মানিতে হাইডেলবার্গ নগরে জন্ম। তিনি অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের অধীনে কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৫-এ তিনি বেনারস সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারও হন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজীর অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ লেখেন। বৌধায়ন-প্রণীত শুল্বসূত্র, অর্থসংগ্রহ, বরাহমিহির-প্রণীত সিদ্ধান্তিকা, শাঙ্করভাষ্য সহিত বেদান্তসূত্র, রামানুজ-ভাষ্য সহিত বেদান্তসূত্র ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। তিনি জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধেও অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি গ্রিফিথ সাহেবের সহিত 'বেনারস সংস্কৃত সিরিজ' (Benares Sanskrit Series) সম্পাদন করিয়াছেন।

থিমিস্টক্লিজ (Themistocles)—(? খৃঃ পূঃ ৫২০—৪৪৯)। এথেন্সের বিখ্যাত সেনাপতি ও রাজনীতিবিশারদ। যখন পারসীক রাজা জারক্সেজ (Xerxes) এথেন্স আক্রমণ করেন, সে সময় তিনি গ্রীক নৌ-বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার পরিচালনার জন্যই স্যালামিজে গ্রীকদের জয়লাভ হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অসাধু ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়।

থিসিউস (Theseus)—বিখ্যাত গ্রীক বীর। এথেন্সের রাজা ঈজিউস তাঁহার পিতা। মাতার নাম আইথা। থিসিউস অনেক বীরত্বপূর্ণ কাজ করেন। তন্মধ্যে মাইনোটারকে বধ অন্যতম। এথেন্স প্রত্যাগমনকালে তাঁহার জাহাজে কাল পতাকা দেখিয়া তাঁহার পিতা আত্মহত্যা করেন এবং থিসিউস রাজা হন। আমাজনদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করেন। পার্সিফোনিকে উদ্ধার করিতে গিয়া তিনি বন্দী হন ও পরে হারকিউলিসের সাহায্যে মুক্তি পান (গ্রীক পুঃ)।

থিস্‌বি (Thisbe)—বাবিলনদেশের কুমারী। পিরামাস তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু পিতার বাধার জন্য বিবাহ হয় নাই। অতঃপর তিনি নিনাসের কবরের নিকট প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া স্থির করেন। ঐ স্থানে একটি সিংহকে দেখিয়া তিনি পলায়ন করেন। কিন্তু পলাইবার সময় তাঁহার পোষাকটি ফেলিয়া যান। পিরামাস ভাবিলেন যে, তাঁহার প্রণয়িনীকে সিংহ হত্যা করিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি আত্মহত্যা করিলেন। কিছু পরে থিস্‌বি ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন যে পিরামাস মৃত, তখন তিনিও আত্মহত্যা করিলেন (বৈদে পুঃ)।

থীব, রাজা (Theebaw, King)—ব্রহ্মদেশের রাজা। পিতা মিনডন। ১৮৭৮-এ তিনি রাজা হন। মান্দালয়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। তাঁহাকে ভারতে আনা হইয়াছিল। তিনি উত্তরব্রহ্মে রাজত্ব করিতেন। ১৮৮৬-এ উত্তরব্রহ্ম ব্রিটিশ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়।

থেলাইয়া (Thalia)—প্রহসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি নয়জন সঙ্গীতদেবীর অন্যতমা (বৈদে পুঃ)।

থেলিজ (Thales)—(? খৃঃ পূঃ ৬৪০—৫৮৬)। গ্রীক দার্শনিক। তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও জ্যামিতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি প্রাচীন গ্রীসের সাতজন জ্ঞানী লোকের অন্যতম। খৃঃ পূঃ ৫৮৫ অব্দে যে সূর্য্যগ্রহণ হয়, তিনি তাহা পূর্ব্বেই গণনা করিয়া বলেন। তাঁহার মতে জলই বিশ্বজগতের আদি পদার্থ।

থেস্‌পিস (Thespis)—(৬ষ্ঠ শতক)। গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি অভিনয়ে প্রথমে অভিনেতার প্রবর্ত্তন করেন।

থোরো, হেন্‌রী ডেভিড (Thoreau, Henry David)—(১৮১৭—১৮৬২)। আমেরিকার দার্শনিক ও লেখক। তিনি

প্রথম জীবনে ব্যবসায় করিতেন। অতঃপর সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমেরিকার বনে আদিম যুগের মানুষের মত জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন। তিনি ইমার্সনের বন্ধু ছিলেন। ১৮৪৫ হইতে তিনি নির্জ্জনে বাস করিতে থাকেন। 'Walden' বা 'Life in the Woods' নামক তাঁহার পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

থ্যাকারে, উইলিয়াম মেক্‌পিস (Thackeray, William Makepeace) —(১৮১১—১৮৬৩)। বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক। তিনি কলিকাতায় ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ইংলণ্ডে নীত হন এবং সেখানেই শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়াছিলেন। চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বহু পত্রিকাতে গল্প, প্রহসন প্রভৃতি লিখিতেন। 'Punch'-নামক পত্রিকাতে তাঁহার রচনা প্রায়ই প্রকাশিত হইত। ১৮৪৬ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার 'Vanity Fair' নামক পুস্তকখানি রচিত হইয়াছিল। ইহা লিখিয়াই তিনি উপন্যাস-জগতে নাম করেন। 'Yellow-Papers' ও 'The Book of Snobs' তাঁহার দুইখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

দ

দংশ—অসুরবিশেষ। ভৃগুর পত্নীকে চুরি করার জন্য তিনি কীট হন। ইহার পর তিনি যখন পরশুরামের গৃহে কর্ণের উরু ভেদ করেন, তখন তিনি মুক্ত হন (ভারত)।

দক্ষ প্রজাপতি—ব্রহ্মার পুত্র। স্ত্রীর নাম প্রসূতি। দক্ষের বহু কন্যা ছিল। কনিষ্ঠা কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ হয়। দক্ষযজ্ঞের সময়ে সতী পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। ইহাতে শিব কুপিত হইলে তাঁহার অনুচরগণ দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিয়া তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। অনন্তর প্রসূতির অনুরোধে শিব দক্ষের স্কন্ধে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন (ভাগ)।

দক্ষসাবর্ণি—ব্রহ্মার মানসপুত্র। সংহিতা-শাস্ত্রকার। প্রতি কল্পে যে চৌদ্দজন মনু আবির্ভূত হইয়া পৃথিবী শাসন করেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে নবম। এক্ষণে সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। অতঃপর সাবর্ণির পরে তাঁহার অধিকার প্রবর্ত্তিত হইবে (ভাগ)।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক। রূপকথার কাহিনী লিখিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ নাম করেন। তাঁহার 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' ইত্যাদি উপকথা বিশেষ উপভোগ্য। তাঁহার লিখনভঙ্গি অতি চমৎকার।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা —(১৮১৪—১৮৭৮)। শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্য-সাধক। পাথুরিয়াঘাটার সূর্য্যকুমার ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও (Derozio) সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কর্ম্মজীবনে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স কলেক্টর, বাংলার নবাব নাজিমের দেওয়ান ও বর্দ্ধমানের ডেপুটি কলেক্টরের পদে কার্য্য করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়া রায়বেরিলির অন্তর্গত শঙ্করপুর নামক একটি তালুক পুরস্কার পান। অতঃপর গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার উদ্যোগে 'Oudh Talukdars' Association' নামক সমিতি স্থাপিত হয়। তাঁহারই যত্নে 'লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স্' নামক সংবাদপত্র জমিদার-দিগের মুখপত্র বলিয়া পরিচিত হয়। 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারত পত্রিকা' তিনি প্রকাশ করেন।

দণ্ডী—১। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম (ভারত)। **২**। সূর্য্যের দ্বারপাল। রাবণ সূর্য্যকে পরাস্ত করিতে গেলে তিনি প্রতিরোধ করেন (রাম)। **৩**। অলঙ্কার-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন বিদর্ভদেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কাব্যাদর্শ', 'দশকুমার-চরিত' প্রভৃতি কয়েকখানি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

দত্তাত্রেয়—মুনিবিশেষ। বিষ্ণুর অংশে জন্ম। পিতার নাম অত্রি। দৈত্যপতি প্রহ্লাদ তাঁহার নিকট অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করেন (বিষ্ণু)।

দধিমুখ—সুগ্রীবের মাতুল। তিনি বানর-রাজের অধিকৃত মধুবনের রক্ষক ছিলেন। সীতার সংবাদ পাইবার পরে অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি বানরগণ এই বনে যখন উৎসব করেন, তখন তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া লাঞ্ছিত হন (রাম)।

দধীচি—স্বনামপ্রসিদ্ধ ঋষি। বেদমতে অথর্ব্বা ঋষির পুত্র। পুরাণমতে মহর্ষি ভৃগু বা চ্যবনের পুত্র। তিনি শিবের পরম ভক্ত ছিলেন। দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করিলে তিনি ঐ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তপস্যার প্রভাব দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হন এবং অলম্বুষা অপ্সরাকে তপোভঙ্গ করিতে প্রেরণ করেন। ইহাতে দধীচির চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে পুত্র সারস্বতের জন্ম হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনা অনুসারে বৃত্রবধার্থে তিনি স্বীয় অস্থি দেবতাদের প্রদান করেন। ঐ অস্থি হইতে নির্ম্মিত বজ্রাস্ত্র প্রহারে ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করেন (ভারত)।

দনু—দক্ষকন্যা, কশ্যপের পত্নী। ইঁহার পুত্র-গণ দানব নামে খ্যাত (ভারত)।

দনুজমর্দ্দন—(? জীবৎকাল ১৪১৭)। মুসল-মান শাসনযুগের এক রাজার নাম। তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন। কিন্তু এ অনুমান মাত্র। অনেকের মতে দনুজমর্দ্দন ও রাজা গণেশ অভিন্ন।

দন্তবক্র—তিনি চেদীরাজ দমঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র এবং শিশুপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিলেন। বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবা তাঁহার মাতা। শিশুপালের বধের পর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দহিতা নামক গ্রামে একদিন যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের পদাঘাতে তিনি নিহত হন (ভাগ)।

দমঘোষ—চেদীরাজ। যদুবংশীয় বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে দুই মহাবল পুত্র জন্মে। তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের পক্ষভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে আত্মীয় যাদবগণের সহিত বিবাদ করিতে হয় (হরি)।

দমন—মুনি। তাঁহার বরে বিদর্ভরাজ ভীম দম প্রভৃতি পুত্রগণ এবং দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা লাভ করেন (ভারত)।

দময়ন্তী—নিষধরাজ নলের মহিষী এবং বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। স্বয়ংবরসভায় দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া তিনি নলকে পতিত্বে বরণ করিলে কলি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহার চক্রান্তে দময়ন্তী স্বামীর সহিত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন। অনন্তর বনমধ্যে বিচরণকালে কর্কোটক নামক নাগের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিয়া নল পুনরায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হন (ভারত)।

দয়ানন্দ ঠাকুর—(১৮৮১—১৯৩৭)। বিশ্বশান্তির প্রচারক। তিনি শিলচর অরুণাচল মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জে বামৈগ্রামে জন্ম। সংসারী নাম গুরুদাস চৌধুরী। পিতা গুরুচরণ। ১৯০৮-এ তিনি বিশ্বশান্তির প্রচারে উদ্যত হন। দেওঘরে লীলামন্দির নামে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী—(১৮২৪—১৮৮৩)। বৈদিক ধর্ম্ম-সংস্কারক সন্ন্যাসী। আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। কাথিয়াবাড় প্রদেশে জন্ম। প্রকৃত নাম মূলশঙ্কর। পিতা অম্বাশঙ্কর।

যৌবনে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসী হন এবং বহু তীর্থে ভ্রমণ করিয়া যোগ-শিক্ষা করেন। বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের জন্য তিনি আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭-এ তিনি লাহোরে আর্য্যসমাজের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলিতে বেদের তাৎপর্য্য অতি সরল ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'ঋগ্বেদ-ভাষ্য' ও 'সত্যার্থ-প্রকাশ' নামক দুইখানি গ্রন্থে তাঁহার মতবাদ প্রকাশিত আছে।

দয়ালচন্দ্র সোম—(১৮৪২—১৮৯৯)। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ সোম পরিবারে জন্ম। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম. বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ধাত্রীবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। আগ্রা ও পাটনার মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর তিনি কলিকাতায় ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হন। গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ডাফরিনের সময় হইতে লর্ড এলগিনের শাসনকাল পর্য্যন্ত তিনি রাজকীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট্ সার্জ্জন ছিলেন। তাঁহার রচিত 'Dars-i-Jarahi' নামক উর্দ্দু ভাষায় লিখিত অস্ত্রচিকিৎসার এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক। এই দুইখানি বহুদিন ধরিয়া নানাস্থানে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত ছিল।

দয়ালসিংহ, সর্দ্দার—(১৮৪৯—১৮৯৯)। দাতা ও কর্ম্মবীর। মাজিসিয়া নামক পঞ্জাবের এক প্রসিদ্ধ শিখবংশে জন্ম। পিতা লেনা সিংহ খালসা সৈন্যের নায়ক ছিলেন। তিনি স্বয়ং পঞ্জাব প্রদেশের জাতীয়দলের অধিনেতা ছিলেন। তিনি 'ট্রিবিউন' পত্রিকা ও পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের জন্য একখানি বাড়ী ও নগদ ৬০ হাজার টাকা এবং একটি কলেজের জন্য ১৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

দরায়ুস, ১ম (Darius I)—(? খৃঃ পূঃ ৫৫৮ — ? ৪৮৫)। পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্। তিনি গান্ধার ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থান অধিকার করেন। গ্রীকগণ তাঁহাকে ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাভূত করে।

দরায়ুস, ২য় (Darius II)—তিনি পারস্যরাজ আর্টা জারক্সেজের পুত্র। ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া তিনি খৃঃ পূঃ ৪২৪ হইতে ৪০৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

দরায়ুস, ৩য় (Darius III)—পারস্যের শেষ রাজা। খৃঃ পূঃ ৩৩৬ হইতে ৩৩১ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গ্রীকবীর আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি ঘাতকের হস্তে নিহত হন।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর—পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা জয়রাম ঠাকুর কোম্পানীর কাজ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। দর্পনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জোড়াসাঁকোর নীলমণি ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষ।

দর্পনারায়ণ রায়, দেওয়ান—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খাজুরডিহি গ্রামে জন্ম হয়। বাদশাহ্ সরকার হইতে তিনি প্রধান কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন। পরে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই রাজস্বের আয় প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা বর্দ্ধিত করেন

দলীপ সিংজী—(জন্ম ১৯০৫)। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। নবনগরের জাম সাহেব রঞ্জিৎ সিংজীর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। পৃথিবীর একজন অন্যতম বিখ্যাত ব্যাট্স্‌ম্যান। শিক্ষা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেই ক্রিকেট খেলোয়াড়রূপে তিনি নাম করেন। ১৯৩১—৩২-এ তিনি সাসেক্স কাউন্টি টীমে অধিনায়কত্ব করেন। ইংল্যাণ্ডের হইয়া অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজীল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে খেলেন। নবনগর রাজ্যে তিনি অনেক উচ্চ পদ অধিকার করেন। ১৯৫০-এ অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতের হাই কমিশনার হন।

দলীপ সিংহ, মহারাজ বাহাদুর—(১৮৩৭—১৮৯৩)। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র। মাতার নাম ঝিন্দন-কুমারী (তাহা দ্রঃ)। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পর পঞ্জাব ইংরাজদিগের অধিকৃত হইলে তিনি বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি লইয়া রাজ্যত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। পঞ্জাব প্রদেশ ফিরাইয়া লইবার অধিকার জানাইয়া আন্দোলন করিবার জন্য তিনি শিখদের নিকট একটি বিবৃতি প্রেরণ করেন। এই আন্দোলনের জন্য তিনি ভারতে আসিতে অনুমতি পান নাই। পরবর্ত্তী কালে তিনি পুনরায় শিখধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

দশরথ—অযোধ্যার অধিপতি সূর্য্যবংশীয় নৃপতি। বিষ্ণুর অংশে তাঁহার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চারি পুত্রের জন্ম হয়। সত্যরক্ষার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে প্রেরণ করেন। কিন্তু পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারায় অচিরেই তিনি দেহত্যাগ করেন (রাম)।

দাক্ষায়ণী—দক্ষের কন্যামাত্রেরই দাক্ষায়ণী নাম ছিল। তবে দাক্ষায়ণী নামে দেবমাতা অদিতিকেই বিশেষভাবে বুঝায় (ভারত)।

দাদাজী কোণ্ডদেব—(? —১৬৪৭)। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। শিবাজী বাল্যকালে তাঁহার নিকটে থাকিতেন। তাঁহার কাছে শিবাজী রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিতেন। শিবাজীর উত্তর জীবনে তাঁহার শিক্ষার প্রভাব ছিল।

দাদাভাই নওরোজী (Dadabhai Naoroji)—(১৮২৫—১৯১৭)। বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ। বোম্বাই নগরে এক প্রসিদ্ধ পার্শী পুরোহিত পরিবারে জন্ম। তাঁহার জীবন বহুমুখী প্রতিভার সম্মেলনক্ষেত্র। তিনি এলফিনষ্টোন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময় পার্শী বালিকা বিদ্যালয়, বিধবা-বিবাহ সভা ইত্যাদির তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। 'রস্ত গোফতার' নামে একখানি গুজরাটী সাপ্তাহিক পত্র তিনি পরিচালনা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডে 'Indian Association' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিনের জন্য তিনি বরোদা রাজ্যের দেওয়ান ও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। ১৮৮৬, ১৮৯৩, ১৯০৬-এ তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। 'Grand Old Man of India' বলিয়া লোকে তাঁহাকে অশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। ১৮৯২-এ তিনি ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট মহাসভারও সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হন।

দান্তে (Dante Alighieri)—(১২৬৫—১৩২১)। ইটালির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার 'La Divina Commedia'-নামক পৃথিবী-বিখ্যাত গ্রন্থের বহুবার বহু ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহার প্রণয়িনী 'বিয়াত্রিচ'-এরও নাম জগতে স্মরণীয় হইয়া আছে।

দান্নুন্‌ৎসিও গ্যাব্রিয়েল (D' Annunzio, Gabriele)—'ডি' আনুনজিও' দ্রঃ।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—(১৮৫৩—১৯০৭)। প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক। মাতুল লোহারাম শিরোরত্নের বাড়ীতে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জন্ম। তিনি বহরমপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন। 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রবাহ' পত্রিকার সম্পাদক। তিনি টীকা ভাষ্য ও অনুবাদ সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাসের উপসংহার রচনা করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক ছিলেন। 'মৃণ্ময়ী' তাঁহার প্রথম উপন্যাস। উহা কপালকুণ্ডলার উপসংহার। তাঁহার রচিত 'নবাব-নন্দিনী' বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর

উপসংহার। 'মা ও মেয়ে', 'দুই ভগিনী', 'বিমলা' প্রভৃতি অনেক উপন্যাসের তিনি প্রণেতা।

দায়ুদ খাঁ—(?—১৫৭৬)। বাংলার শাসনকর্তা। মোগলসম্রাট্ আকবরের সময়ে তিনি রাজত্ব করিতেন। সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে আকবর যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁহাকে পাটনায় পরাস্ত করেন। তিনি উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। অতঃপর তিনি আকবরের অধীনতা স্বীকার করিতে রাজী হন। কিন্তু সন্ধির সর্ত রাখিতে না পারায় তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

দারা শিকো—(১৬১৫—১৬৫৯)। দিল্লীশ্বর শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সম্রাটের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার মত অতি উদার ছিল। তিনি ফার্সী ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৬৫৭-এ শাহ্‌জাহানের সঙ্কটজনক পীড়া হইলে সিংহাসনের অধিকার লইয়া সম্রাটের পুত্রগণ বিবাদে প্রবৃত্ত হন। তখন সম্রাটের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব দারাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী ও হত্যা করেন।

দারুক—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সারথি। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তিনি বহু সমরক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত রথ পরিচালনা করিয়াছিলেন (ভাগ)।

দালেম্বার্ট (D' Alembert, Jean le Rond)—(১৭১৭—১৭৮৩)। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। 'Theory of the Winds' এবং 'Precession of the Equinoxes' প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

দাশরথি রায়—(১৮০৪—১৮৫৭)। বিখ্যাত পাঁচালী-লেখক। দাশু রায় নামেই সাধারণ্যে পরিচিত। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাঁদমুড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গান ও ছড়া বাঁধিতে তাঁহার অসামান্য শক্তি ছিল। তাঁহার ৬০খানি পালা মুদ্রিত আছে।

দাহীর—(?—৭১২)। সিন্ধুদেশের রাজা। মহম্মদ-বিন্-কাসিম নামক একজন আরব সেনাপতি যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তিনি তাঁহার হস্তে নিহত হন। তাঁহার রাজ্য মুসলমানেরা অধিকার করে।

দিগম্বর মিত্র, রাজা—(১৮১৭—১৮৭৯)। কলিকাতার প্রথম বাঙ্গালী শেরীফ। হুগলীর অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে জন্ম। হিন্দু কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদে কালেক্টারের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর কাশিমবাজারের রাজ এস্টেটের ম্যানেজার হন। পরে তিনি রাজার নিকট হইতে লক্ষ টাকা পাইয়া নীল ও রেশমের ব্যবসায় করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় জমিদারী কিনিতে লাগিলেন। রেল-বিস্তারের ফলে যে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, একথা তিনিই প্রথমে বলিয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিন বার তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন।

দিতি—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের ভার্য্যা। তাঁহার পুত্রগণ দৈত্য নামে খ্যাত (ভাগ)।

দিনকর ভট্ট—প্রাচীন গ্রন্থকার। তিনি 'ন্যায়মুক্তাবলী'র টীকা রচনা করেন।

দিনকর রাও, রাজা—(১৮১৯—১৮৯৬)। মহারাষ্ট্রীয় নেতা। মহারাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ-বংশে রত্নগিরি জেলায় জন্ম। কিছুদিন গোয়ালিয়রের মহারাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় গোয়ালিয়র রাজসরকার হইতে ইংরাজদিগকে সাহায্য করায় তিনি বেনারস জেলায় একটি জমিদারী পুরস্কার পান। অতঃপর তিনি ঢোলপুর রাজ্যের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছিলেন।

দিনশা এডুলজি ওয়াচা (Dinshaw Edulji Wacha)—পার্শী নেতা। তিনি বোম্বাই কর্পোরেশনের কমিশনার ও কংগ্রেস সভাপতি (১৯০১) হন। ভারতীয় অর্থনীতির সম্বন্ধে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮৮২—১৯৩৫)। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরকার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র ও দীপেন্দ্রনাথের পুত্র। তিনি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তিনি ১৯০৮-এ বিলাতে গিয়া ইউরোপীয় সঙ্গীতে সুপণ্ডিত হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ২৫ বৎসর সঙ্গীতাধ্যাপক ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল গানের সুর দিয়াছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গীতজ্ঞ, এস্রাজ ও পিয়ানো বাদ্যে দক্ষ, সু-অভিনেতা ও কবি ছিলেন। তিনি 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত গান ও কবিতা-পুস্তকের নাম 'বীণ'।

দিবোদাস—১। কাশীরাজ। সুদেবের পুত্র। তিনি বারাণসী নগরীর স্থাপয়িতা। হৈহয়গণ তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদিগের নিকট পরাজিত হন। পরে রাজ্যলাভার্থে পুত্রকামনা করিয়া তিনি এক যজ্ঞ করেন এবং ভরদ্বাজ মুনির কৃপায় প্রতর্দ্দন নামে তাঁহার এক মহাবল পুত্রের জন্ম হয়। প্রতর্দ্দন হৈহয়গণকে পরাভূত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন (ভারত)। ২। চিকিৎসক। তিনি ভাস্করের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি 'চিকিৎসা-দর্শন' নামে একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈ)।

দিব্যসিংহ, রাজা—পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় রাজ্যে জন্ম। অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে দিব্যসিংহ পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া কাশীযাত্রা করেন। কিন্তু মন্ত্রিপুত্র অদ্বৈতের সহিত দেখা করিতে গিয়া শান্তিপুরে অবস্থান করেন। এখানে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং কৃষ্ণদাস নামে অভিহিত হন। তিনি 'বাল্যলীলাসূত্রম্' নামে অদ্বৈতের লীলাত্মক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং বিষ্ণুপুরী কৃত 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী' গ্রন্থের পয়ারে অনুবাদ করেন ['কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া' দ্রঃ]।

দিব্যোক, দিব্য—(১১শ শতক)। প্রসিদ্ধ মাহিষ্য বীর। তিনি পালবংশীয় দ্বিতীয় মহীপালের অন্যতম সচিব ছিলেন। রাজা প্রজাপীড়ন করিতে থাকিলে দিব্য বিদ্রোহী হন এবং মহীপালের পতন ঘটে। উত্তরবঙ্গে তিনি রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রুদ্র, রুদ্রের পুত্র ভীম।

দিলীপ—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি। তিনি সর্ব্বগুণে বিভূষিত আদর্শ ভূপতি ছিলেন। কামধেনু নন্দিনীর সেবা করিয়া তিনি পুত্র রঘুকে লাভ করেন (হরি)।

দিলীপকুমার রায়—(জন্ম ১৮৯৭)। লেখক ও সঙ্গীতজ্ঞ। পিতা স্বনামখ্যাত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সঙ্গীতেই তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ১৯১৭-এ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এস-সি. পাশ করেন। ১৯১৯-এ কেম্‌ব্রিজে গণিত ও আইন শিক্ষার জন্য যান। কিন্তু সেখানে তিনি ঐ শিক্ষা ছাড়িয়া সঙ্গীতবিদ্যা লাভ করিতে থাকেন। ইউরোপে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৯২৭-এ তিনি যোগসাধনার জন্য শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগ দেন। তাঁহার 'সাঙ্গীতিকী' পুস্তকখানি সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য বই। 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী', 'মনের পরশ', 'রঙের পরশ', 'তীর্থঙ্কর', 'অনামী', 'সূর্য্যমুখী' (কাব্য) প্রভৃতি তাঁহার লিখিত পুস্তক।

দিলু—নৃপতিবিশেষ। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে তিনি রাজত্ব করেন। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই স্থান তাঁহার নাম অনুসারে দিল্লী বলিয়া অভিহিত হয়।

দীননাথ সেন—(১৮৩৯—১৮৯৮)।

তিনি পূর্ব্ববঙ্গের স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। 'শিক্ষাদান প্রণালী', 'মানসিক গণনা', 'বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' তাঁহার লিখিত পুস্তক। তিনি ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ (C. F. Andrews)—(১৮৭১—১৯৪১)। ভারতহিতৈষী ও সমাজসেবী। কেম্‌ব্রিজের পেম্‌ব্রোক কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া পেম্‌ব্রোক কলেজ মিশনের নেতা হন। ১৯০৪-এ কেম্‌ব্রিজ ভ্রাতৃ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। পরে ভারতে আসেন ও তিনি দিল্লীর সেন্ট-ষ্টিফেন্স কলেজে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন (১৯০৮—১৩)। ইহার পর তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে যোগ দেন ও স্মাটস-গান্ধী মিলন ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর পরম বন্ধু ছিলেন। ভারতীয় সমাজের সেবার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র—(১৮৩০—১৮৭৩)। প্রসিদ্ধ নাট্যকার। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। নদীয়ার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্ম। দীনবন্ধু বাবু কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তিলাভ করেন। তাহার পর তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এর পরেই তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। প্রথমে তিনি পাটনার পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৭০-এ তিনি সুপারনিউমরি ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হন। ১৮৭১-এ তিনি লুসাই যান। সেখানে ডাকের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। কার্য্যদক্ষতার গুণে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার পদের উন্নতি বা বেতনবৃদ্ধি হয় নাই। তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য এবং কবিত্ব-শক্তি প্রচুর ছিল। তাঁহার লিখিত 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ হয় এবং ইহার ফলে নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার বহু পরিমাণে নিবারিত হয়। তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমসাময়িক। তাঁহার সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রে তাঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রণীত 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী', 'কমলে কামিনী', 'লীলাবতী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' প্রভৃতি পুস্তক আছে। দীনবন্ধুবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

দীনেন্দ্রকুমার রায়—(২৬শে আগষ্ট, ১৮৬৯—২৭শে জুন, ১৯৪৩)। সাহিত্যিক, বিশেষতঃ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। নদীয়া জেলার মেহেরপুরে এক সম্ভ্রান্ত তিলি পরিবারে তাঁহার জন্ম। পিতা ব্রজনাথ। শিক্ষাজীবনে তিনি কাকার নিকট মহিষাদলে থাকিতেন এবং সেখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন (১৮৮৮)। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি রাজসাহী জেলা জজের কর্ম্মচারী ছিলেন। তারপর তিনি বরোদা রাজ্যে শ্রীঅরবিন্দের বাংলা শিক্ষক হইয়া যান। পরে সাপ্তাহিক 'বসুমতী'র সহকারী সম্পাদক ও 'নন্দনকাননে'র সম্পাদক হন। 'ভারতী' ও 'বালকে'র পাতাতেই তাঁহার রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি 'রহস্যলহরী' নামে গোয়েন্দা-কাহিনীর সম্পাদক। ঐ সিরিজে ২১৭ খানি উপন্যাস মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট', 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীকথা', 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ', 'নানা সাহেব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীনেশচন্দ্র গুপ্ত—(?—১৯৩১)। শহীদ যুবক। ১৯৩০-এ রাইটার্স বিল্ডিংএ কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ সিম্পসনকে হত্যা করার অপরাধে তাঁহাকে বিনয় বসুর সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। ইংরেজ সরকার তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া বাঁচাইয়া তোলে। দলের খবর জানিবার জন্য তাঁহার উপরে নির্ম্মম অত্যাচার করা সত্ত্বেও তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হয় নাই। আলীপুরের প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁহার ফাঁসী হয়।

দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর—(৩রা নভেম্বর, ১৮৬৬—২০শে নভেম্বর, ১৯৩৯)। নিবাস সুয়াপুর, ঢাকা। পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র। বি. এ. পাশ করিবার পর তিনি কিছুকাল কুমিল্লার শম্ভুনাথ স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন। এই সময় তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে থাকেন। ১৮৯৬-এ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বেই তিনি বঙ্গভাষার লেখক ছিলেন। তাঁহার লিখিত 'বেহুলা', 'সতী', 'ফুল্লরা', 'রামায়ণী কথা' প্রভৃতি পুস্তকগুলি বঙ্গ ভাষার সম্পদ্ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ও প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের লৌকিক গীতিকাব্যগুলি তিনি যত্নের সঙ্গে প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সম্মানজনক (অনারারি) ডি. লিট. উপাধি পান।

দীনেশচরণ বসু—(১৮৫১—১৮৯৮)। কবি। জন্মস্থান ঢাকা-মাণিকগঞ্জ, শ্রীবাড়ী। পিতা অভয়াচরণ। জন্ম পূর্ণিয়ায়। ভাগলপুরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িতে থাকেন কিন্তু পড়া সাঙ্গ না করিয়াই দেশে ফেরেন। সেখানে তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় মাতিয়া উঠেন। কিছুকালের জন্য তিনি 'চারুবার্ত্তা' ও 'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদনা করেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার রচিত 'কবিকাহিনী', 'মহাপ্রস্থান', 'কুলকলঙ্কিনী', 'নিরাশ-প্রণয়' (উপন্যাস) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ—(৯৮০—? ১০৫৩)। বিক্রমশীলার জগদ্বিখ্যাত মহাবিহারের অধ্যক্ষ। বিক্রমপুরে জন্ম। পিতার নাম কমলশ্রী, মাতার নাম প্রভাবতী। শৈশবের নাম চন্দ্রগর্ভ। অল্প বয়সেই তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী হন। ওদন্তপুরীর মহাসাঙ্ঘিকাচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর তিনি 'শ্রীজ্ঞান' আখ্যায় প্রসিদ্ধ হন। জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অধিপতি ১ম মহীপাল দেবের রাজত্বকালে তিনি বিক্রমশীলার মহাবিহারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ১০৪২ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে তিনি তিব্বত গমন করেন ও সেখানকার প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করেন। তিব্বতের লাসা হইতে কিছু দূরে এক স্থানে তিনি মারা যান। তাঁহার প্রণীত বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক বহু গ্রন্থ অদ্যাপি স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্প্রতি তিব্বতে তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। সেখানে তিনি 'অতীশ' নামে পরিচিত ছিলেন।

দীর্ঘতমা—বৃহস্পতির ভ্রাতা উতথ্যের পুত্র। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন, কিন্তু তপস্যার প্রভাবে ধর্ম্মবিষয়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গৌতম প্রভৃতি ঋষির জনক। তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয় নাই বলিয়া স্ত্রী প্রদ্বেষী তাঁহাকে নদীতে ভাসাইয়া দেন। বলি রাজা তাঁহাকে সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন (ভাগ)।

দুঃখী শ্যামদাস—(১৬শ শতক)। কবি। জন্মস্থান মেদিনীপুরে হরিহরপুর গ্রাম। পিতার নাম শ্রীমুখ। শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুরী বর্ণনা করিয়া তিনি 'গোবিন্দমঙ্গল' নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদও জনসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

দুঃশলা—ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা, দুর্য্যোধনের ভগিনী। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জয়দ্রথ নিহত

হইলে তিনি শিশুপুত্র সুরথের অভিভাবিকা হইয়া রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর সুরথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তিনি অবসর গ্রহণ করেন (ভারত)।

দুঃশাসন—ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র, দুর্য্যোধনের ভ্রাতা। তিনি পাণ্ডবগণের বিপক্ষে দুর্য্যোধনকে অসৎ মন্ত্রণা দান করিতেন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে তিনি দুর্য্যোধনের আদেশে দ্রৌপদীকে কেশে ধরিয়া রাজসভায় আনয়ন করেন এবং বিবস্ত্রা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার এই অপরাধের নিমিত্ত ভীম কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া নিহত করেন ও তাঁহার রক্ত পান করেন (ভারত)।

দুন্দুভি—১। অসুরবিশেষ। দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন (লিঙ্গ)। ২। শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে আট কোটি অনুচরের সহিত উপস্থিত ছিলেন (লিঙ্গ)।

দুর্গ—অসুরবিশেষ। মহামায়া ভগবতী তাঁহাকে নিধন করিয়া 'দুর্গা' নামে খ্যাত হন (স্কন্দ)।

দুর্গা—মহামায়া ভগবতী। পুরাণে তিনি দশভুজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দশ হস্তে তিনি দশ প্রহরণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। দুর্গাসুরকে বধ করিয়া তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন। রাজা সুরথ সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পূজা পৃথিবীতে প্রচলিত করিয়াছেন। তারপর রামচন্দ্র রাবণ বধের নিমিত্ত শরৎকালে তাঁহার অর্চ্চনা করেন। সে সময় হইতে তিনি শারদীয়া নামে অভিহিত হইয়া শরৎকালে পূজিতা হইয়া থাকেন (স্কন্দ)।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার—(১৮১৯—১৮৭০)। চিকিৎসক। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাকপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ডাক্তারীবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হয় এবং তিনি প্রায় ১০ বৎসর মাত্র এই ব্যবসায় করিয়া লক্ষাধিক মুদ্রা অর্জ্জন করেন। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দেশসেবক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পুত্র।

দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজ—(১৮২৩—১৯০৪)। সুবর্ণবণিক্ বিখ্যাত ধনী। জন্ম চুঁচুড়ায়। পিতা প্রাণকৃষ্ণ। ব্যবসায় করিয়া পিতা ধনী হন। তিনি পিতার ব্যবসায় বাড়ান ও জমিদারী কেনেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন। তিনি কলিকাতার শেরিফের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম পোর্টকমিশনার হন এবং দুইবার 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র সভাপতি হন।

দুর্গাদাস—বিখ্যাত রাজপুত বীর। আওরঙ্গজেব যখন যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী ও শিশুপুত্র অজিতসিংহকে বন্দী করিবার চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার প্রচেষ্টায় তাঁহারা পলায়ন করিতে সমর্থ হন।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৯২—১৯৪৩)। জনপ্রিয় নট। ২৪ পরগণার কালিকাপুরের জমিদারবংশে জন্ম। চিত্রশিল্পীরূপে ষ্টার থিয়েটারে যোগ দেন ও পরে রঙ্গমঞ্চে ও পর্দায় নটরূপে খ্যাতিলাভ করেন। ৫১ বছর বয়সে মারা যান।

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ—বিখ্যাত নৈয়ায়িক। পিতা বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তিনি 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' ও 'কবিকল্পদ্রুমে'র টীকা প্রণয়ন করেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী—(১২৬০—১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। সাহিত্যসেবী। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চক ব্রাহ্মণগড়িয়া গ্রামে জন্ম। সুধারাম লাহিড়ীর পুত্র। তিনি 'অনুসন্ধান' নামে একখানি পত্র বহুদিন পরিচালিত করেন। কিছুদিন তিনি 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'পৃথিবীর ইতিহাস', 'স্বাধীনতার ইতিহাস', 'রাণী ভবানী', 'শিখযুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৪০ খণ্ডে বেদের মূল, ভাষ্য, ব্যাখ্যা প্রকাশ তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—(১৯শ শতকের প্রথমার্দ্ধ)। বিখ্যাত কবি। নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম আত্মারাম। তাঁহার স্ত্রী স্বপ্নাদিষ্ট হইলে তিনি 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেন।

দুর্গাবতী, রাণী—(১৬শ শতক)। সুপ্রসিদ্ধ বীর নারী। তিনি চন্দেল রাজপুত মাহোবা-রাজের কন্যা এবং গড়মণ্ডলের অধিপতি দলপত শা'র পত্নী। তিনি বিবাহের অল্প পরেই বিধবা হন। অনন্তর শিশুপুত্রের অভিভাবিকা হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। আকবরের সৈন্যগণ রাজধানী সিংহগড় আক্রমণ করিলে তিনি অসামান্য বীরত্বের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত দুইটি শরে তাঁহার একটি চক্ষু বিদ্ধ ও গণ্ডস্থল আহত হইলে সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিল। তিনি প্রাণপণ যত্ন করিয়াও তাহাদের গতি-রোধ করিতে পারিলেন না। তখন জয়াশা বিসর্জ্জন দিয়া একখানি ছুরিকার সাহায্যে এই বীররমণী প্রাণত্যাগ করেন।

দুর্গামোহন দাশ—(১৮৪১—১৮৯৭)। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা। জন্ম ঢাকা-বিক্রমপুরের তেলিরবাগ। পিতা কাশীশ্বর। দুর্গামোহন কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজ বিমাতার বিবাহ দেন এবং নিজেও বৃদ্ধবয়সে এক বিধবাকে বিবাহ করেন। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার এক জামাতা ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। এস. আর. দাস (বিখ্যাত ব্যারিষ্টার) তাঁহার অন্যতম পুত্র।

দুর্ব্বাসা—স্বনামপ্রসিদ্ধ ঋষি। পিতা মহর্ষি অত্রি। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা এক অযুত ছিল। তিনি অতিশয় ক্রোধপরায়ণ বলিয়া কুখ্যাতি ছিল। তিনি পত্নী কন্দলীকে অভিশাপে ভস্ম করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের উপকারের জন্য তিনি পাণ্ডবদের বিরোধী হন, কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে তাঁহার প্রচেষ্টা বিফল হয়। তাঁহারই কারণে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হন এবং দুর্ব্বাসার ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়াই যদুবংশ ধ্বংস হয় (ভারত)।

দুর্ম্মুখ—অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্রের গুপ্তচর। তাঁহারই প্রদত্ত সংবাদ অনুসারে সীতাদেবী নির্ব্বাসিতা হন (রাম)।

দুর্য্যোধন—ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি অত্যধিক অভিমানী ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া পাণ্ডু রাজা হন। পরে দুর্য্যোধন ও পাণ্ডবদের মধ্যে রাজ্য ভাগ হয়। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরকে হারাইয়া দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের বারো বৎসর বনবাসে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে পাঠান এবং তাঁহাদের রাজ্য ভোগ করিতে থাকেন। ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডবেরা রাজ্য চান। কিন্তু বিনা যুদ্ধে দুর্য্যোধন রাজ্য দিতে অস্বীকার করেন। ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। কৌরবেরা পরাজিত হইলে দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে পালান, কিন্তু ভীম তাঁহাকে গদাযুদ্ধে অন্যায়ভাবে গুরুতর আহত করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি মারা যান। দুর্য্যোধনের দুই স্ত্রী ছিলেন—চিত্রাঙ্গদা ও ভানুমতী। তাঁহার লক্ষ্মণ নামে পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে কন্যা ছিল (ভারত)।

দুর্ল্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—১২১৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় জন্ম। পিতা নন্দলাল বিদ্যারত্ন। ১৩০০ বঙ্গাব্দ হইতে তিনি মুরারি গুপ্তের নিকট মৃদঙ্গবাদ্য (পাখোয়াজ) শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান যুগে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গবাদক ছিলেন।

দুষ্মন্ত, দুষ্যন্ত—চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি। মৃগয়া উপলক্ষে একবার বনে গিয়া তিনি কণ্বমুনির আশ্রমে বিশ্রামের জন্য উপস্থিত হন। সেখানে কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। অতঃপর

গান্ধর্ব্ববিধানে তাঁহাদের বিবাহ হইলে শকুন্তলা গর্ভবতী হন। কিছুদিন পরে রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি শকুন্তলার কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। অনন্তর শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া স্বামীর নিকটে গেলে দুষ্মন্ত তাঁহার কথা স্মরণ করিতে না পারিয়া শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে দৈববাণী হইলে সকল বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল এবং তিনি ভার্য্যা ও পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করিলেন (ভারত)।

দূষণ—রাক্ষসবিশেষ। তিনি রাবণের মাসীর পুত্র ছিলেন। তিনি খর নামক রাক্ষসের সহিত মিলিত হইয়া দণ্ডকারণ্যে শূর্পণখার রক্ষক নিযুক্ত হন। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসাকর্ণ কাটিয়া দিলে তিনি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন এবং তাঁহার হস্তে নিহত হন (রাম)।

দেবক—১। মাল্যবান্ নামে অসুরের পুত্র (ঋক্)। ২। শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ (হরি)। ৩। যুধিষ্ঠিরের ঔরসে পৌরবীর দেবক নামে পুত্র জন্মে (ভাগ)।

দেবকী, দৈবকী—'কৃষ্ণ', 'কংস', 'উগ্রসেন' দ্রঃ।

দেবকুমার রায় (মিঃ ডি. কে. রায়)—(১৯০৫—১৯৩৫)। প্রসিদ্ধ বৈমানিক। পিতা দীনেশচন্দ্র রায় ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। দেবকুমার কটকে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর বিমান চালনায় দক্ষতা অর্জন করিয়া তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। দমদমের সন্নিকটে গৌরীপুর গ্রামে বিমানের ক্রীড়া-কৌশল দেখাইতে গিয়া অপর একখানি বিমানের সহিত সংঘর্ষের ফলে বিমানসমেত ভূপতিত হইয়া তিনি মারা যান।

দেবকুমার রায় চৌধুরী—(১৮৮৪—১৯২৯)। কবি ও সাহিত্যিক। বরিশাল জেলার লাখুটিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা রাখালচন্দ্র। গদ্যে ও পদ্যে তাঁহার সমান কৃতিত্ব ছিল। তিনি জমিদার ছিলেন। 'অরুণ', 'মাধুরী', 'দেবদূত', 'ধারা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। তাঁহার 'দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী' একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

দেবদত্ত—বুদ্ধদেবের জ্ঞাতিভ্রাতা। বুদ্ধদেব কর্তৃক বৌদ্ধসংঘ স্থাপিত হইলে তিনি তাহার বিশ বৎসর পরে সংঘে প্রবেশ করেন। তিনি পরে সংঘাচার্য্য হইবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলে সংঘভেদের চেষ্টা করেন ও নূতন সম্প্রদায় গঠন করেন।

দেবপাল—(৮১৫—৮৫৪)। পালবংশের তৃতীয় নৃপতি। পিতার রাজত্বকালে পালসাম্রাজ্য সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি উৎকল, দ্রাবিড় ও গুর্জ্জরগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন।

দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—(১৮৬২—১৯৩৫)। বিখ্যাত মনীষী। হাওড়া জেলার বামুনপাড়া গ্রামে জন্ম। সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর দ্বিতীয় পুত্র। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম. এ. পাশ করিবার পর তিনি য়্যাটর্নীশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্রমে তিনি ল-ফ্যাকাল্‌টি ও সিণ্ডিকেটের সদস্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়-কংগ্রেসে যোগদানের জন্য ইংলণ্ডে গমন করিলে এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি. এল. উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'ইউরোপে তিন মাস' নামে তাঁহার লিখিত একখানি গ্রন্থ আছে।

দেবযানী—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত কলহ হইলে শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহাকে এক বনমধ্যে শুষ্ক কূপে ফেলিয়া দিলেন। মহারাজ যযাতি মৃগয়ার্থ ঐ বনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। শুক্রাচার্য্য এই সকল জানিতে পারিয়া বৃষপর্ব্বার রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে দৈত্যরাজ নিজ কন্যাকে দেবযানীর দাসীরূপে দান করিয়া গুরুর ক্রোধশান্তি করিলেন। অতঃপর যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ হইলে শর্ম্মিষ্ঠাও রাজার সহিত গমন করেন। রাজা গোপনে শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে তিনটী পুত্রের জন্ম হয়। এই সংবাদ তিনি অবগত হইলে ক্রোধে সকল বিষয় পিতার গোচর করেন। তাহার ফলে শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে অকালে জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ দেন। দেবযানীর গর্ভে যযাতির দুই পুত্র জন্মে (ভারত)।

দেবল—ঋষি। তিনি অসিত ঋষির পুত্র। তিনি জৈগীষব্যের সহিত একই আশ্রমে যোগাভ্যাস করিতেন। দেবল জৈগীষব্যকে আপনার অগ্রে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (ঋক্)।

দেবলাদেবী—গুজরাট রাজকন্যা। পিতা করণরায়। মাতা কমলাদেবী। দেবলাদেবীর সহিত খিজির খাঁর (আলাউদ্দীন খিলজীর পুত্র) বিবাহ হয়। খিজির খাঁ বন্দীভাবে বাস করিতে থাকিলে দেবলাদেবী স্বামীর সহিত বাস করেন ও পরে স্বামীকে আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া নিহত হন।

দেবসেনা—প্রজাপতির কন্যা এবং কার্ত্তিকেয়ের ভার্য্যা। অপর নাম ষষ্ঠী। কেশী দৈত্য তাঁহাকে অপহরণ করিলে ইন্দ্র তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া উদ্ধার করেন (ভারত)।

দেবহূতি—স্বায়ম্ভুব মনু পিতা এবং কর্দ্দম প্রজাপতি পতি। তিনি কপিল এবং অরুন্ধতী প্রভৃতি নয়টী কন্যার জননী (ভারত)।

দেবাপি—চন্দ্রবংশীয় মহারাজ শান্তনুর ভ্রাতা। তাঁহার পিতার নাম প্রতীপ। তপস্যার বলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন (ভারত)।

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—(১৮৫৩—১৯২১)। সাহিত্যসেবক। ফরিদপুরের অন্তর্গত উলপুর গ্রামে জন্ম। পিতা রামচন্দ্র। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি কিছুকাল মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিলেন। তিনি সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি 'ভারত-সুহৃদ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কিছুকাল 'নব্যভারত'-নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী ও প্রবন্ধ-পুস্তক আছে। ফরিদপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

দেবীপ্রসাদ, মুন্সী—ভাষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতী। জন্মস্থান শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী আখালিয়া গ্রাম। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুন্সী ছিলেন। নানা ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁহার রচিত 'পলিগ্লট গ্রামার' (Polyglot Grammar) পুস্তকে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, আর্বী, ফার্সী, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার সমাবেশ আছে।

দেবীবর ঘটক—(১৬শ শতক)। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের মেল বন্ধন করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। সর্ব্বানন্দ ঘটকের পুত্র। কুলীনগণের মধ্যে ব্যভিচার ও অনাচারের প্রশ্রয় দেখিয়া তিনি সমাজসংস্কারে ব্রতী হন।

দেবী সিংহ, মহারাজ বাহাদুর—(?—১৮০৫)। নদীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পাণিপথ হইতে আগমন করিয়া এদেশে বাস করিয়াছিলেন। দেবী সিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনসময়ে রাজস্ব-বিভাগের ইজারাদার ছিলেন। প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া তিনি কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রংপুরের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইলে তিনি প্রজাপীড়নের অপরাধে অভিযুক্ত হন, কিন্তু বিচারে অধিকাংশ অপরাধ হইতেই মুক্তিলাভ করেন। তিনি বিস্তৃত জমিদারী ও প্রভূত অর্থের অধিকারী ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি—(১৫ই মে, ১৮১৭—১৯শে জানুয়ারি, ১৯০৫)। স্বনামপ্রসিদ্ধ মনীষী। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের পিতা। রামমোহন রায়-

প্রবর্ত্তিত য়্যাংলো-হিন্দু স্কুলে তিনি প্রথম জীবনে পড়েন ও ১৮৩১-এ তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে তিন চারি বৎসর পড়িয়াছিলেন। পরে তাঁহার পিতৃদেব 'কার ঠাকুর য়্যাণ্ড কোম্পানী' নামক তাঁহার ব্যবসায়ে তাঁহাকে লইয়া আসেন। এই ব্যবসায় পরে ফেল পড়িলে, দেবেন্দ্রনাথ সকল দেনা পরিশোধ করেন। দেবেন্দ্রনাথের মনে প্রথম হইতেই ধর্ম্মভাব ছিল। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' নামে সভা, পাঠশালা ও মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসভায় উপাসনার প্রবর্ত্তন হয়। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সকল সম্প্রদায়ের ও দলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'মহর্ষি' আখ্যা দেওয়া হয়। জনশিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান যথেষ্ট। তিনি বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। শান্তিনিকেতন আশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

দেবেন্দ্রনাথ দাস—(১৮৫৬—১৯০৮)। শিক্ষাবিদ্। প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র। ছাত্রজীবনে তিনি বহু বৃত্তি এবং প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিবিধ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি কিছুকাল ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া কয়েক বৎসর সিটি কলেজে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপকের কার্য্য করিবার পর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থিগণের জন্য একটি ক্লাস ও সেঞ্চুরী স্কুল ও সেঞ্চুরী কলেজ স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি বরিশাল ব্রজমোহন ইন্‌ষ্টিটিউসন, সিটি কলেজ ও রিপন কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করেন। তিনি এফ. এ. ও বি. এ. পাঠ্যপুস্তকের বহু নোট প্রণয়ন করেন। 'পাগলের কথা' নামে তাঁহার একখানি বই আছে।

দেবেন্দ্রনাথ সেন—(১৮৫৮—২১শে নভেম্বর, ১৯২০)। কবি। উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে জন্ম। পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। আদি নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। ১৮৮৬-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. ও ১৮৯৩-এ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাইভেটে এম. এ. দেন। তাহার পর তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী সুরু করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি। তিনি কলিকাতায় অধুনালুপ্ত বিখ্যাত হাই স্কুল 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা'র প্রতিষ্ঠা করেন। 'গোলাপগুচ্ছ', 'অশোকগুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যপুস্তক।

দৈত্যসেনা—প্রজাপতির কন্যা এবং কেশী নামক দানবের ভার্য্যা। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই কেশীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। দেবসেনার তিনি ভগিনী (ভারত)।

দোস্ত মোহাম্মদ—(১৭৮৩—১৮৬৩)। আফ্‌গানিস্তানের রাজা। তিনি শাহ্‌ শুজাকে বিতাড়িত করিয়া রাজা হন। শাহ্‌ শুজার সহিত ইংরাজেরা মিলিত হন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড শাহ্‌ শুজাকে সৈন্যসামন্ত দিয়া সাহায্য করিলে তিনি মোহাম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হন। কিন্তু আফ্‌গানেরা শাহ্‌ শুজাকে পছন্দ করিল না। তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল এবং দোস্তকে রাজা করিল।

দৌলৎ কাজী—(১৭শ শতক)। মুসলমান কবি। 'সতী ময়না' ও 'লোরচন্দ্রাণী' ('চন্দ্রাণী' অপপাঠ) নামে দুইখানি সুললিত কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। রোসাঙ্গের (আরাকান) রাজা 'শ্রীসুধর্ম্মা' বা 'থিরি-থু-ধর্ম্মা'র আশ্রয়ে তিনি বাস করিতেন। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

দৌলত খাঁ লোদী—(১৩শ শতক)। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সময়ে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা। তাঁহারই আমন্ত্রণে বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। পরে দৌলত বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—(২০শে এপ্রিল, ১৮৪৪—২৭শে জুন, ১৮৯৮)। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কর্ম্মবীর। ঢাকা জেলার মাগুরখণ্ড গ্রামে জন্ম। পিতা কৃষ্ণপ্রাণ গাঙ্গুলী। তিনি গ্রামের কালীপাড়া স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, কিন্তু সফল হন নাই। কিছুকাল ঢাকা ও ফরিদপুরে শিক্ষকতা করেন। পরে লোনসিংহে শিক্ষকতা করিবার কালে তাঁহার 'অবলাবান্ধব' প্রচারিত হয়। 'অবলা-বান্ধব' পত্রিকা লইয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিয়া স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার পণ্ডিত নিযুক্ত হন। উহা উঠিয়া গেলে তিনি বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ভারতসভা স্থাপনে, 'সঞ্জীবনী' পরিচালনায়, জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি সম্পাদক হন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। "না জাগিলে সব ভারত ললনা" গানটি তাঁহার রচিত। 'পদ্যমালা', 'জাতীয় সঙ্গীত', 'কবিগাথা', 'কবিতামালা' তাঁহার লিখিত কাব্যগ্রন্থ এবং 'সুরুচির কুটীর' তাঁহার লিখিত উপন্যাস।

দ্বারকানাথ গুপ্ত—(১৮২৩—?)। কবি ও সাহিত্যিক। যশোহর জেলার ইতিনা গ্রামে জন্ম। পিতা নীলমণি। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'হেমপ্রভা' (১২৬৪ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থ লিখিয়া তিনি 'Vernacular Literature Society' হইতে পুরস্কার পান। 'বিক্রমোর্ব্বশী' নামক নাটক অবলম্বনে তিনি 'বিক্রমোর্ব্বশী' গ্রন্থ (১২৬৮ বঙ্গাব্দ) রচনা করেন। তাঁহার 'ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। তাঁহার 'ষড়ধাতুস্তোত্র' নামেও একখানি পুস্তক আছে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রিন্স—(১৭৯৪—১৮৪৬)। বিখ্যাত মনীষী। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি ঠাকুরের পুত্র। তিনি কিছুকাল ইংরাজদিগের অধীনে কার্য্য করিয়া 'কার ঠাকুর য়্যাণ্ড কোং' নামক একটি সওদাগরী আফিস খুলেন। এই আফিস খুলিয়া একদিকে তিনি যেমনি অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তেমনি তিনি নানা জনহিতকর কার্য্যেও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও জমিদার সভা তাঁহারই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত ব্যাঙ্ক বাঙালীর প্রথম ব্যাঙ্ক। ১৮৪২-এ তিনি ইউরোপ গমন করেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর দুইখানি তৈলচিত্র চাহিয়া লন। এই দুইখানি চিত্র বর্ত্তমানে টাউন হলে আছে। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে ১৮৪৫-এ আবার যখন লণ্ডনে গমন করেন, তখন মহারাণী তাঁহাকে তাঁহার ও প্রিন্স এলবার্টের ক্ষুদ্র আকারে চিত্রিত মূর্ত্তি উপহার দেন। তাঁহার লণ্ডন শহরে মৃত্যু হয়। কেন্‌সাল্‌ গ্রীন নামক স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহাকে 'Indian Prince' এই আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতের মধ্যে তিনিই প্রথম 'Justice of the Peace'. তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৌত্র কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধু ও ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে সহযোগী ছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—(১৮২০—১৮৮৪)। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সংবাদপত্রসেবী। চব্বিশ পরগণা জেলার চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে জন্ম। পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ান্ ও পরে ব্যাকরণের অধ্যাপক হন। তিনি 'রোম ও গ্রীসের ইতিহাস', 'নীতিসার', 'বিশ্বেশ্বর-বিলাপ',

'ভূষণসার ব্যাকরণ' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৫৮-এ তিনি 'সোমপ্রকাশ'-নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি উহার সম্পাদক হন। লর্ড লিটনের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি মুচলেকা দিতে অসম্মত হন এবং 'সোমপ্রকাশ' বন্ধ করিয়া দেন। পরে উক্ত আইন রহিত হইলে তিনি আবার 'সোমপ্রকাশ' বাহির করেন। 'কল্পদ্রুম' নামে তিনি আর একখানি মাসিকও প্রকাশ করিতেন।

দ্বারকানাথ মিত্র—(১৮৩৩—১৮৭৪)। কলিকাতার বিখ্যাত বিচারপতি। হুগলি জেলার আগুন্সী গ্রামে জন্ম। কিছুকাল দ্বিভাষীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ১৮৬২-এ হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। 'Rent Case' নামক বিখ্যাত মোকদ্দমার সময় তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৮৬৭-এ তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। সাত বৎসর তিনি বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 'অসতী' মোকদ্দমায় হাইকোর্টের রায়-সম্বন্ধে ফুলবেঞ্চের পুনর্ব্বিচারকালে তিনি ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন। তিনি দানশীল এবং শিক্ষানুরাগী ছিলেন। গণিত ও বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি দার্শনিক কোমতের মতানুসারে প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন।

দ্বারকানাথ সেন, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৪৫—১৯০৯)। আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও বিখ্যাত কবিরাজ। ফরিদপুরের থান্দারপাড়া গ্রামে জন্ম। প্রথমে তিনি কিছুকাল টোলে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া তিনি কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি মেবারের যুবরাজকে চিকিৎসা করিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৯০৬-এ কবিরাজদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায় প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১১ই মার্চ, ১৮৪০ —১৯শে জানুয়ারি, ১৯২৬)। কবি ও সাধক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ। দুই বছর সেন্ট পল্‌স্ স্কুলে পড়িয়া তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু এখান হইতে পাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। প্রথম জীবনে তাঁহার কবিতা-রচনায় ও চিত্রাঙ্কনে ঝোঁক ছিল। তিনি কুড়ি বৎসর বয়সে মেঘদূতের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। স্বদেশীমেলার তিনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে চিরকাল যুক্ত ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী' এবং 'ভারতী' পত্রিকা তাঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'র তিনি প্রথম সম্পাদক। 'হিতবাদী' পত্রিকার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৪-এ তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। 'মেঘদূত', 'স্বপ্নপ্রয়াণ', 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন', 'কাব্যমালা' ইত্যাদি তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল. রায়)— (১৯শে জুলাই, ১৮৬৩—১৭ই মে, ১৯১৩)। কবি ও নাট্যকার। রসরচনায় সিদ্ধহস্ত। কৃষ্ণনগরে জন্ম। পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়। ১৮৮৪-এ এম. এ. পাশ করিবার পর সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বিলাত যান। সেস্থান হইতে ফিরিয়া তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ১৮৮৩-এ নভেম্বর মাসে 'নব্যভারত' পত্রিকায় 'শ্মশান-সঙ্গীত' নামে যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তাহাই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা। কিন্তু তাঁহার নাটক, স্বদেশ-সঙ্গীত ও হাসির গান বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'হাসির গান', 'আষাঢ়ে', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'পুনর্জ্জন্ম', 'পরপারে' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। ইংরাজীতেও তিনি 'Lyrics of Ind' ও 'Crops of Bengal' নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। 'পূর্ণিমা মিলন'-নামক সাহিত্যিকদের সম্মেলন এবং 'ভারতবর্ষ'-নামক মাসিক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

দ্বিবিদ—বানরবিশেষ। সুগ্রীবের অধীনে তিনি একজন সেনানায়ক ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে কলিযুগ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে বলেন। তিনি নরকাসুরের বন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে হত্যা করিলে তিনি যাদবদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন। একদা বলদেব রৈবতকে সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন। তিনি সেস্থানে উপদ্রব করিলে বলদেব তাঁহাকে বধ করেন (ভাগ)।

দ্বিমাতৃক—জরাসন্ধের অপর নাম ['জরাসন্ধ' দ্রঃ]।

দ্বৈপায়ন—ব্যাসদেবের অপর নাম। দ্বীপে জন্ম হয় বলিয়া তিনি এই নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন (ভারত)।

দ্যুমৎসেন—শাম্বদেশের অধিপতি, সত্যবানের পিতা ['সত্যবান', 'সাবিত্রী' দ্রঃ]।

দ্রুপদ—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি। দ্রৌপদীর পিতা। দ্রোণ-শিষ্য অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি দ্রোণকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিতে বাধ্য হন। উত্তরকালে অর্জ্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়া তাঁহার কন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে দ্রোণ তাঁহাকে নিহত করেন (ভারত)।

দ্রোণ—ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। তিনি অশ্বত্থামার পিতা। পরশুরামের নিকট তিনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। একদা তিনি বাল্যবন্ধু পঞ্চালরাজ দ্রুপদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে দ্রুপদ তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। অনন্তর তিনি কুরু ও পাণ্ডব বালকগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। শিক্ষাশেষে শিষ্যগণ গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে তিনি পঞ্চালরাজকে বাঁধিয়া আনিতে আদেশ করেন। অতঃপর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দ্রুপদ দ্রোণকে স্বীয় অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তিনি দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার কালে কৃষ্ণের কৌশলে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হন (ভারত)।

দ্রৌপদী—পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা এবং পাণ্ডবরাজ-মহিষী। দ্রুপদ কুরুবংশ ধ্বংসের নিমিত্ত যজ্ঞ করিলে তিনি সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে উত্থিত হন। স্বয়ংবর-সভায় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়া তাঁহাকে লাভ করেন। পরে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কপটপাশায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া দুর্য্যোধন প্রকাশ্য রাজসভায় তাঁহার অবমাননা করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ কামনায় দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীম কুরুকুল নির্ম্মূল করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। পাণ্ডবগণের বনবাসকালে তিনি তাঁহাদের সহিত বনে গমন করেন এবং অজ্ঞাতবাসের সময়ে বিরাটরাজভবনে সৈরিন্ধ্রীর বেশে অবস্থান করিয়া রাজমহিষীর পরিচর্য্যা করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাণ্ডবগণের হস্তে কৌরবগণ নিহত হইলে তিনি পতিগণের সহিত কিছুদিন রাজ্যসুখ ভোগ করেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করিলে তিনি তাঁহাদের অনুগমন করিয়া স্বর্গের পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন (ভারত)।

ধ

ধনঞ্জয়—১। 'দশরূপকম্' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ১০২৮-এ বর্ত্তমান ছিলেন। ২। অর্জ্জুনের অপর নাম ['অর্জ্জুন' দ্রঃ]।

ধনপতি—প্রসিদ্ধ বণিক্। তিনি উজানি নগরে বসবাস করিতেন। খুল্লনা ও লহনা নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিল। তিনি বাণিজ্যের জন্য বহু দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেন।

রাজা বিক্রমকেশরী একবার বাণিজ্যের জন্য তাঁহাকে সিংহলে পাঠান। সেখানে তিনি কালীদহে 'কমলে কামিনী' দর্শন করিয়া সিংহলের রাজাকে সে বিষয় অবগত করান। সিংহলরাজ 'কমলে কামিনী' দর্শনের জন্য কালীদহে আসেন, কিন্তু উহা দেখিতে না পাইয়া ধনপতিকে মিথ্যাবাদী ভাবিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। বহুকাল পরে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত রাজাকে 'কমলে কামিনী' দর্শন করাইলে তিনি মুক্তি পান (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)।

ধনিক—'কাব্য-নির্ণয়'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা। পিতার নাম বিষ্ণু। তিনি 'ধনঞ্জয়'-প্রণীত 'দশরূপকম্'-নামক পুস্তকের টীকা রচনা করেন। এই টীকার নাম 'দশরূপকাব্যালোক'।

ধন্বন্তরী—১। দেবতাদিগের চিকিৎসক। সমুদ্রমন্থনের সময় তিনি উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি শঙ্কর ও গরুড়ের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ভাস্করের নিকট তিনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। 'চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান' তাঁহার প্রণীত পুস্তক (ভাগ, ব্রহ্মবৈ)। ২। একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম। নবরত্নের নামের আদিতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

ধন্যমানিক্য—ত্রিপুরার অধিপতি। পত্নী কমলাদেবীর নামে তিনি কৈলাসগড়ে কমলাসাগর নামে একটি দীঘি খনন করান।

ধর্ম্মদাস সুর—(১৮৫২—১৯১০)। নাট্যশিল্পী। বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপটাদি প্রবর্তনের জন্য তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফি, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহার সমসাময়িক।

ধর্ম্মধ্বজ—সত্যযুগে মিথিলার রাজা ছিলেন। পঞ্চশিখ নামক ঋষি তাঁহাকে ধর্ম্ম-বিষয়ে শিক্ষা দেন। সুলভা নামে এক ব্রহ্মচারিণী তাঁহার নিকটে আসিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন (ভারত)।

ধর্ম্মপাল—(রাজত্বকাল ৭৭০—৮১০)। পালবংশীয় দ্বিতীয় রাজা। তিনি পূর্ব্বদিকে কামরূপ পর্য্যন্ত রাজ্যের বিস্তার-সাধন করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম-মতাবলম্বী ছিলেন।

ধর্ম্মপুত্র—যুধিষ্ঠিরের অপর নাম। ধর্ম্মরাজ যমের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার নাম ধর্ম্মপুত্র হয়।

ধর্ম্মব্যাধ—মিথিলাবাসী ব্যাধ। তিনি মাত্র মাতাপিতার সেবা করিয়া ধার্ম্মিক পুরুষ হন। কৌশিক নামে এক গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে ধর্ম্মশিক্ষা করিতে আসেন। তিনি সেই ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। তখন ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া জনক-জননীর সেবায় নিযুক্ত হন (ভারত)।

ধর্ম্মমাণিক্য—ত্রিপুরার অধিপতি। কুমিল্লায় ধর্ম্মসাগর নামে এক দীঘি তিনি খনন করান।

ধান্যমালিনী—রাবণের অন্যতমা পত্নী (রাম)।

ধাবক—কবি। তিনি কালিদাসের পূর্ব্ববর্তী কবি। কালিদাস-রচিত মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি যত্ন ও চেষ্টায় কবিত্বশক্তি অর্জ্জন করেন। অতঃপর একশত সর্গে 'নৈষধ-চরিত' রচনা করেন। তিনি 'রত্নাবলী' নাটকেরও রচয়িতা।

ধারাপাল—বৈদিশনগরের রাজা। তিনি পূর্ব্বজন্মে শিবের অনুচর ছিলেন। অন্য রমণী সহবাসে শিবকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পার্ব্বতী কর্তৃক অভিশপ্ত হন ও জম্বুকযোনিতে জন্মলাভ করেন (শিব)।

ধীমান্—১। চিত্রশিল্পী। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। রাজা ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাস্কর্য্যেও তিনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ২। পুরূরবার পুত্র। মাতা অপ্সরা উর্ব্বশী (ভারত)।

ধুন্ধু—অসুরবিশেষ। মধুকৈটভের পুত্র। তিনি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে এই বর লাভ করেন যে, তিনি দেবদানবের অবধ্য হইবেন। এই বরে গর্ব্বিত হইয়া তিনি দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন এবং উতঙ্ক মুনির তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তখন উতঙ্ক মুনি কুবলয়াশ্ব রাজাকে এই অসুর বধ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই রাজা কর্তৃক তিনি নিহত হন (ভাগ)।

ধুন্ধুমার—রাজা কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুকে মারিয়া এই নামে অভিহিত হন। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র (ভারত)।

ধূমাবতী—দুর্গার অপর নাম। তিনি দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। একবার পার্ব্বতী শিবের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু খাদ্য দিতে শিবের বিলম্ব হয়। তখন পার্ব্বতী শিবকেই গ্রাস করিয়া ফেলেন। শিবকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে পার্ব্বতীর শরীর হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে। সেই হইতে পার্ব্বতীর নাম ধূমাবতী হইয়াছে (বৃহদ্ধর্ম্ম)।

ধূম্রলোচন—অসুরবিশেষ। দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি। শুম্ভের দূত যখন অম্বিকাকে আনিতে অকৃতকার্য্য হয়, তখন তিনি ধূম্রলোচনকে প্রেরণ করেন। অম্বিকার সহিত ধূম্রলোচনের যুদ্ধ হইলে তিনি নিহত হন (রাম)।

ধূম্রাক্ষ—রাবণের রাক্ষস সেনাপতি। সুমালীর অন্যতম পুত্র। লঙ্কাযুদ্ধে তিনি হনুমান কর্তৃক নিহত হন (রাম)।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—(জন্ম ১৮৯৪)। সাহিত্যিক-সমালোচক ও সঙ্গীতের সমঝদার। পূর্ব্বে তিনি লক্ষ্ণৌতে ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌ফরমেশন ও প্রেস অ্যাডভাইজর ছিলেন। বর্তমানে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ। 'প্রবন্ধাবলী', 'ছোট গল্প', 'ত্রিধারা' (উপন্যাস) বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অবদান। ইংরাজীতে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার রচনা আছে।

ধৃতবর্ম্মা—ত্রিগর্তের রাজা সূর্য্যবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অর্জ্জুন যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হন, তখন ধৃতবর্ম্মার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ধৃতবর্ম্মা সেই যুদ্ধে হত হন।

ধৃতরাষ্ট্র—দুর্য্যোধনাদির পিতা ও যুধিষ্ঠিরাদির জ্যেষ্ঠতাত। ব্যাসদেবের ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের স্ত্রী অম্বিকার গর্ভজাত পুত্র। জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু রাজা হন। স্ত্রী গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রের জন্ম হয়। তিনি দুর্য্যোধনকে গৌণভাবে সর্ব্ববিষয়ে সমর্থন করিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তাঁহার এই অন্ধ স্নেহের ফল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইলে ভীমকে তিনি তাঁহার নিকটে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে তাঁহার নিকট লৌহভীম পাঠান হয়। এই লৌহভীম আলিঙ্গন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলেন। পরে তিনি যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে ১৫ বৎসর বাস করেন। অতঃপর সস্ত্রীক বনে যান। সেখানে দাবাগ্নিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে (ভারত)।

ধৃষ্টকেতু—শিশুপালের পুত্র। শিশুপালের মৃত্যুর পর তিনি চেদিরাজ্যের রাজা হন। শুক্তিমতী নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন এবং দ্রোণের হস্তে নিহত হন (ভারত)।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—রাজা দ্রুপদের পুত্র। দ্রোণ-বধের নিমিত্ত দ্রুপদ যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয়। দ্রোণের নিকট তিনি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্রে তিনি পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করেন। অশ্বত্থামা হত হইয়াছে মনে করিয়া দ্রোণ যখন বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়েন, সেই সময়ে তিনি তাঁহাকে খড়্গাঘাতে হত্যা করেন। পরে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেন (ভারত)।

ধেনুক—অসুরবিশেষ। বৃন্দাবনে তাহার বাস ছিল। যমুনাতীরে একটি সুন্দর ফলবন ছিল। ফল খাইবার জন্য একদিন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সেই বনে যান। সেই বনের রক্ষক ধেনুক

তখন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। বলরাম তাহাকে বধ করেন (বিষ্ণু, ব্রহ্মবৈ)।

ধোয়ী—(১২শ শতক)। কবি। তিনি জয়দেবের সমসাময়িক ছিলেন। 'পবনদূত'-নামক কাব্য তিনি রচনা করেন। কবি বাঙ্গালী ছিলেন মনে হয়।

ধৌম্য—অসিত ঋষির পুত্র। তিনি উৎকোচক-নামক তীর্থে আশ্রম করিয়া তপস্যা করেন। এইখানে অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অর্জ্জুন তাঁহাকে পুরোহিত করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসিয়া ধৌম্যকে প্রধান পুরোহিতের পদে বরণ করিয়াছিলেন (ভারত)।

ধ্যানচাঁদ—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি প্রথম শ্রেণীর হকি খেলোয়াড় বলিয়া গণ্য হইতেছেন। তিনি ১৯২৬-এ ইণ্ডিয়ান আর্মি টিমের পক্ষভুক্ত হইয়া অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে গমন করেন। ১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৬-এ অলিম্পিক খেলায় তিনি ভারতীয় হকি টিমের অধিনায়ক হইয়া গমন করেন। তিনি সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলিয়া থাকেন। ১৯৩২-এর অলিম্পিকে তিনি ১০১ গোল করেন। তাঁহাকে 'হকির যাদুকর' বলা হয়।

ধ্যান সিংহ, রাজা—পঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের মন্ত্রী। রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়্গ সিংহের অভিভাবক ও শিক্ষক হন। কিন্তু খড়্গ সিংহ তাঁহাকে অবিশ্বাস করায় তিনি তাঁহাকে বন্দী করেন। অতঃপর খড়্গ সিংহ ও তাঁহার পুত্র মারা গেলে রাণী চাঁদকুমারী রাজ্যের ভার লন। তিনি রাণীকেও পদচ্যুত করেন এবং সের সিংহকে রাজ্য দেন। রাণীর বিপক্ষতার জন্য তিনি সের সিংহের সহিত যুক্তি করিয়া রাণীকে মারিয়া ফেলেন। পরে তিনি অজিত সিংহ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন।

ধ্রুব—রাজা উত্তানপাদের পুত্র ও শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত। তিনি সুনীতির গর্ভজাত। সুরুচির গর্ভজাত উত্তমকে পিতা বেশী ভালবাসেন দেখিয়া তাঁহার মনে দুঃখ হয় এবং মাতার পরামর্শে তিনি ঈশ্বরের চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। একদিন রাত্রিতে পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব বাড়ীর বাহির হইলেন এবং বনে বনে হরির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অতঃপর নারদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার নিকট তিনি হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং তাঁহারই উপদেশে তিনি মধুবনে তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। এই তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া হরি তাঁহাকে দেখা দেন এবং ইচ্ছানুরূপ বর দেন। ধ্রুব গৃহে ফিরিলে রাজা উত্তানপাদ তাঁহাকে সিংহাসন দান করিলেন। রাজা ধ্রুবের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে যক্ষেরা মারিয়া ফেলিলে তিনি যক্ষদের সহিত যুদ্ধ করেন। ইলা ও ভ্রমি নামে তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। দেহত্যাগের পর তিনি ধ্রুবলোকে গমন করেন (ভাগ, বিষ্ণু)।

ন

নকিব খাঁ—(?—১৬১৪)। পারস্যদেশীয় পণ্ডিত। আসল নাম গিয়াসউদ্দীন আলী। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নিবাস পারস্যের অন্তর্গত বেগয়াজবিন্। পিতার নাম আবদুল লতিফ। সম্রাট্ আকবর সংস্কৃত মহাভারতের ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করিলে তিনি সে বিষয়ে অধ্যক্ষতা করেন।

নকুল—চতুর্থ পাণ্ডব। পাণ্ডুপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জন্ম। মাতা মাদ্রী পিতার সহিত সহমৃতা হইলে তিনি বিমাতা কুন্তী কর্তৃক পালিত হন। কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্য তাঁহার অস্ত্রগুরু। দ্রৌপদীর গর্ভে তাঁহার শতানীক নামে পুত্র হয়। অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটভবনে তিনি গ্রন্থিক নামে অশ্বাধ্যক্ষের কার্য্য করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধান্তে রাজ্যভোগ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তিনি মহাপ্রস্থান করেন, কিন্তু নিজ রূপের গর্ব্ব করিতেন বলিয়া সশরীরে স্বর্গগমন করিতে অসমর্থ হন (ভারত)।

নখিন্দর—চাঁদ সদাগর বা চন্দ্রধরের পুত্র। মাতা সনকা ও পত্নী বেহুলা। পিতার সহিত মনসাদেবীর বিবাদের ফলে বাসরগৃহে কালনাগের দংশনে তাঁহার মৃত্যু হয়। পতিব্রতা বেহুলা তাঁহার শবসহ ভেলায় আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে দেবলোকে গমন করেন এবং নৃত্যগীতে দেবগণের মনোরঞ্জন করিয়া ও স্তবস্তুতিতে মনসাদেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন (মনসামঙ্গল)।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—(১৮৬১—১৯৪০)। বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক। জন্মস্থান বিহারের মোতিহারী। পিতা মথুরানাথ গুপ্ত। আদি নিবাস হালিশহর, ২৪ পরগণা। ১৮৭৮-এ জেনারেল য়্যাসেম্ব্লীজ ইন্‌ষ্টিটিউশন হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। ১৮৮৪-এ তিনি করাচীতে 'ফিনিক্স' (Phœnix) পত্রিকার সম্পাদক হন। ইহার পর তিনি লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক হন (১৮৯১—৯২)। এই সময় হইতে তাঁহার নাম সাংবাদিকরূপে প্রসিদ্ধ হয়। ১৯০৫-এ 'Indian People' ও পরে 'লীডারে'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। 'প্রদীপ' ও 'প্রভাত' নামে দুইটি বাংলা পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার নাম বাংলার বাহিরেই ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি আমরণ সভ্য ছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি আছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'পর্ব্বতবাসিনী', 'অমরসিংহ', 'লীলা', 'জীবন ও মৃত্যু' ইত্যাদি। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কিছুকাল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর খাস কর্ম্মসচিব ও টাটার তেল-কলের সেক্রেটারী ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—(১৮৫৪—১৯০৯)। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। N. N. Ghose নামে অধিকতর পরিচিত। পিতা হাইকোর্টের উকীল ভগবতীপ্রসন্ন ঘোষ। বি. এ. পড়িবার সময় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গমন করেন; কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া ব্যারিষ্টারি পড়িয়া আসেন। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হন এবং শেষে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। কিছুকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন এবং 'Indian Echo' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'Indian Nation' নামক সাপ্তাহিক পত্রের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ইংরাজী জ্ঞান ছিল। তাঁহার রচিত 'England's Work in India' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক ছিল। তিনি দাতা নবকৃষ্ণের জীবনী লেখেন। তিনি রাধাস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—(১৮৬৬—১৯৩৮)। সুপণ্ডিত। 'বিশ্বকোষ'-নামক গ্রন্থের সম্পাদক হিসাবেই বিশেষ পরিচিত। জন্ম কলিকাতায়। প্রথম জীবনে তিনি 'তপস্বিনী' ও 'ভারত' নামে মাসিকপত্রের সম্পাদনা করেন। অতঃপর তিনি 'লাউসেন', 'শঙ্করাচার্য্য' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। তিনি বহুকাল 'সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা'র এবং 'কায়স্থ পত্রিকা'র সম্পাদনা করিয়াছেন। বহু প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া 'রসমঞ্জরী', 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' উপাধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'বিশ্বকোষ' ও 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'। ময়ূরভঞ্জের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার নিযুক্ত হইয়া তিনি গবেষণাপূর্ব্বক 'Archæological Survey of Mayurbhanj' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

নগেন্দ্রনাথ সোম, কবিশেখর,

কাব্যালঙ্কার—(১৮৭০—১৯৪০)। সাহিত্যিক। পিতা মহেন্দ্রনাথ। জন্মস্থান হুগলির সরিষা গ্রাম। 'মধুস্মৃতি'-নামক মাইকেলের জীবনচরিত, 'বারাণসী'-নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং 'প্রেমপ্রকৃতি' ও 'শ্মশানসন্ধ্যা'-নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

নগ্নজিৎ—কোশলের রাজা ও শ্রীকৃষ্ণের পত্নী নাগ্নজিতীর (সত্যা) পিতা। তাঁহার রক্ষিত সপ্ত মহাবৃষ মারিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে বিবাহ করেন (ভাগ)।

নচিকেতা—'নাচিকেতা' দ্রঃ।

নজরুল ইস্‌লাম, কাজী—(২৪শে মে, ১৮৯৯)। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। বর্দ্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৯১৬-এ তিনি সৈনিক হন। সৈনিকরূপে তাঁহাকে নওশেরা, করাচী, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। তিনি ক্রমে হাবিলদার হন। পরে ১৯২১-এ তিনি কার্য্যত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়াই তিনি সাহিত্য-রচনা সুরু করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙ্গল' প্রভৃতি পত্রিকা রাজরোষে পড়িয়া অকালে বন্ধ হইয়া যায়। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রাজদ্রোহ-জনক রচনা প্রকাশের জন্য তিনি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুজঃফর আহ্‌মদের সহায়তায় তিনি বাংলায় সর্ব্বপ্রথম কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন করেন এবং উহার প্রথম সভাপতি হন। তিনি পরে রাজনীতিক কার্য্যকলাপ ত্যাগ করিয়া সঙ্গীত-রচনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার রচনা :—ছোটগল্প—'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন'; উপন্যাস—'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা'; নাটক—'আলেয়া', 'ঝিলিমিলি'; কবিতাগ্রন্থ—'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট'; গীতিগ্রন্থ—'বুলবুল' প্রভৃতি। তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। একখানি পুস্তক রচনার জন্য তাঁহাকে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতেও হয়। প্রথম যৌবনে তিনি 'বিদ্রোহী' নামে কবিতা লিখিয়া বিখ্যাত হন এবং সেই কারণেই তাঁহাকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হইত। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি মস্তিষ্ক রোগে ভুগিতেছেন। সাহিত্যিক প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ ভারত-সরকার (ও পূর্ব্ব পাকিস্তান-সরকার) তাঁহার এই দুরবস্থায় তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে চিকিৎসার জন্য তিনি সস্ত্রীক বিদেশে আছেন।

নটেশন (Natesan, G. A.)—(জন্ম ১৮৭৪)। বিখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনীতিক। তিনি মান্দ্রাজের লোক। 'Indian Review' নামে মাসিকের সম্পাদক। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। ১৯২১, ১৯২৭, ১৯৩৩-এ তিনি কাউন্সিল অব্ স্টেটের সদস্য হন। National Liberal Federation এর সম্পাদক। তিনি ১৯৩৩—৩৪-এ টারিফ বোর্ডের সভ্যও হন।

ননীলাল বসু—(জন্ম ১৮৮৭) বিখ্যাত অসি-খেলোয়াড়। ২৪ পরগণা জেলার বেণীপুর গ্রামে জন্ম। আব্বাস নামক এক মুসলমানের কাছে তিনি লাঠিখেলা শেখেন। সরলা দেবী চৌধুরাণীর গৃহে বীরাষ্টমী উৎসবে লাঠিচালনার অভিজ্ঞতায় অসিচালনা প্রদর্শন করিয়া তিনি পদক লাভ করেন। কলিকাতা মল্লিক লেনে তিনি 'আর্য্যকুমার সমিতি' নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া লাঠি ও অসিচালনা শিক্ষা দেন। শিবনারায়ণ পরমহংস নামক এক রাজপুতের নিকট তিনি অসিচালনার অনেক অভিনব কৌশল শিক্ষা করেন।

নন্দ—১। ব্রজগোপগণের অধিপতি ও শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা। তিনি বসুদেবের মিত্র ছিলেন। সেই জন্য বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার আশ্রয়ে রাখেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সন্তান বলিয়া জানিতেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে তাঁহারা অত্যন্ত কাতর হন। শেষ জীবন তিনি ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন (ভাগ)। **২**। মগধের নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পূর্ণ নাম মহাপদ্ম নন্দ। শিশুনাগ-বংশীয় মহানন্দীর ঔরসে শূদ্রা দাসীর গর্ভে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম। তাঁহার আটটি পুত্র ছিল। **৩**। বসুদেবের পুত্রবিশেষ। মাতা মদিরা।

নন্দকিশোর দাস, লীলাগীতি সুধাকর—(জন্ম ১৩১৭ বঙ্গাব্দ)। মুর্শিদাবাদ জেলার দুপুখুরিয়াবাজার নামক গ্রামে জন্ম। পিতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস একজন শ্রীখোল-বিশারদ। মাতা রজরাণী দেবীর আগ্রহে তিনি প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট কীর্ত্তন গান ও 'বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত' গ্রন্থাদি পাঠের জন্য শক্তিপুর কীর্ত্তন চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করেন এবং ষোল বৎসর কীর্ত্তন ও ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। মধুর কণ্ঠ, সাবলীল বাগ্‌ভঙ্গী ও বিচিত্র পরিবেষণ পদ্ধতির জন্য তিনি সারা বাঙ্গালায় এবং ভারতের অন্যান্য বহু স্থানে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন।

নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু—(১৮৩৫—১৮৬২)। বিখ্যাত পণ্ডিত। নৈহাটীর ভট্টাচার্য্য-বংশে জন্ম। পিতা রামকমল ন্যায়রত্ন। তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি মাত্র এগার বৎসর বয়সে ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন। ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য তিনি 'ন্যায়চুঞ্চু' উপাধি পান। ১৯২০ বৎসর বয়সে তিনি নবদ্বীপের বড় বড় পণ্ডিতবর্গকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহাকে 'তর্করত্ন' উপাধি দেওয়া হয়।

নন্দকুমার রায়, মহারাজ—(১৭০৪—১৭৭০)। নিবাস বীরভূম জেলার ভদ্রপুর। পিতা পদ্মনাভ রায়। তিনি প্রথমে আলিবর্দ্দী খাঁর অধীনে আমিনী করিতেন। পরে সিরাজউদ্দৌলার অধীনে হুগলীর দেওয়ান হন। সিরাজের পতনের পর তিনি ক্লাইভের মুন্সীপদে নিযুক্ত হন। দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধি প্রদান করেন। ক্লাইভের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'The Black Colonel' বলিত। কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংসের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ ঘটে। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। পরে হেষ্টিংস মোহনপ্রসাদকে দিয়া নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনেন। এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং তখনকার আইন মত নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার বিচার হইয়াছিল। সার ইলাইজা ইম্পে ছিলেন প্রধান বিচারপতি।

নন্দলাল বসু—(জন্ম ১৮৮৩)। বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ ও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। আদি নিবাস—হাওড়া, বাণীপুর গ্রাম। পিতা পূর্ণচন্দ্র। ১৯০৫-এ তিনি অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র হন। ১৯১৯-এ শান্তিনিকেতনে ও ১৯২৪-এ বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ হন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বহুস্থান ঘুরিয়াছেন। তাঁহার চিত্রখ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি একজন উচ্চাঙ্গের শিল্পী। ভারতের চিত্রকলার ভিত্তিচিত্র অঙ্কন প্রথা তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নন্দিনী—বশিষ্ঠের কামধেনু। মাতা সুরভি। অপর নাম শবলা। রাজা দিলীপ সস্ত্রীক তাঁহার সেবা করিয়া পুত্রলাভ করেন। পত্নীর প্ররোচনায় দ্যু নামক বসু অন্য বসুগণের সাহায্যে তাঁহাকে হরণ করিয়া বশিষ্ঠের অভিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মানবজন্ম প্রাপ্ত হয়। একদা রাজা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিলে বশিষ্ঠ তাঁহাকে নন্দিনীর সাহায্যে সৎকার করেন। ইহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র নন্দিনীকে প্রার্থনা করিলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বল প্রকাশ করেন। তখন নন্দিনীর দেহ-নিঃসৃত সৈন্যগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে পরাস্ত করে (ভারত)।

নন্দিবর্দ্ধন—১। মগধরাজ উদয়াশ্বের পুত্র। **২**। জনকবংশীয় উদাবসুর পুত্র। পুত্রের নাম সুকেতু (বিষ্ণু)।

নন্দী—শিবের প্রধান অনুচর ও দ্বারপাল। শালঙ্কায়ন মুনির দক্ষিণ অঙ্গ হইতে তিনি উৎপন্ন হন। দধীচি মুনি তাঁহার গুরু। দক্ষ যজ্ঞকালে শিবনিন্দা করিয়া তাঁহারই অভিশাপে ছাগবদন হন। গুরুর বরে তিনি শিবের পার্শ্বচররূপে গৃহীত হন (স্কন্দ, কূর্ম্ম)।

নফরচন্দ্র কুণ্ডু—(?—১৯০৭)। আত্মত্যাগী। কলিকাতার অন্তর্গত ভবানীপুরনিবাসী সামান্য ব্যক্তি। ১৯০৭-এ আফিসে যাইবার সময় পথিমধ্যে নর্দ্দমায় পতিত দুইটি কুলির প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরোধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার নামে ঐ স্থানে 'নফর কুণ্ডু লেন' নামে একটি রাস্তা ও একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর—(১৭৩২—১৭৯৮)। কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা রামচরণ। তিনি অল্প বয়সেই ওয়ারেন হেষ্টিংসকে ফার্সী ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। লর্ড ক্লাইভ তাঁহার ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে কোম্পানীর মুন্সী করেন। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্লাইভকে সাহায্য করার জন্য তাঁহার নাম কুখ্যাত। লর্ড ক্লাইভের সুপারিশে তিনি দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে রাজা বাহাদুর ও মনসব দশ হাজারী উপাধি ও ৩০০০ অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার লাভ করেন এবং পরে ষষ্ঠ হাজারী উপাধি ও আরও ১০০০ সৈন্য বেশী রাখিবার অধিকার লাভ করেন। লর্ড ক্লাইভ তাঁহাকে সুতানুটীর জমিদারী প্রদান করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সময় তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের অভিভাবক ও তাঁহার ষ্টেটের ম্যানেজার হইয়াছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত অনেক ফার্সী ও সংস্কৃত পুঁথি ছিল।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—(২৯শে এপ্রিল, ১৮৫৯—৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। কবি। জন্ম হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার নিকটবর্ত্তী নারিট গ্রামে। পিতা রাজনারায়ণ তর্কবাচস্পতি। তিনি সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েন। প্রথম হইতেই তাঁহার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। 'সোমপ্রকাশ', 'এডুকেশন গেজেট', 'নববিভাকর', 'পাক্ষিক সমালোচক' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রথমে কবিতা লিখিতে সুরু করেন। প্রথম কবিতা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির প্রশংসা করেন। ইহার পর 'প্রচার' নামক পত্রিকায় তাঁহার 'গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল' কবিতাটি বাহির হয়। সকল বড় বড় পত্রিকাতেই তিনি লিখিতেন। কিন্তু তাঁহার সবচেয়ে কৃতিত্ব শিশু-সাহিত্য রচনায়। 'ছেলেখেলা', 'টুকটুকে রামায়ণ', 'ছবির ছড়া', 'পুষ্পাঞ্জলি' তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

নবগোপাল মিত্র—হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতা। জাতীয়তাবোধ জাগরণের চেষ্টায় তিনি এই মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শরীরচর্চ্চা, শিল্পোন্নতি ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা হইত। 'National Paper' নামে একটি পত্রিকা তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালনা করিতেন।

নবদুর্গা—কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমর্দ্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী—এই নয় জন নবদুর্গা। দক্ষযজ্ঞ বিনাশের সময় তাঁহারা বীরভদ্রের সঙ্গে যান (স্কন্দ)।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী—(?—১৯৫২)। বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া। পিতৃদত্ত নাম পূরণচন্দ্র ব্রজবাসী। জন্ম বৃন্দাবনধামে। পিতা প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী। ৭ বৎসর বয়সে তিনি পিতার নিকট খোলবাজনা শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে পণ্ডিত বাবাজীর নিকট তিনি 'গরাণহাটী' ও 'মনোরসাই' কীর্ত্তন অভ্যাস করেন। প্রেমানন্দ গোস্বামী তাঁহার দীক্ষাগুরু। ১৩২০ বঙ্গাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করিলে তাঁহার গীতবাদ্যে মুগ্ধ হইয়া রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত সমাজে কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেন।

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮২৪—১৮৯৬)। সাহিত্যিক। নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া গ্রামে জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং তথায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের সহিত পরিচিত হওয়ায় তিনি সাহিত্য-সেবায় মনোযোগী হন। তিনি ছয় বৎসরকাল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি 'প্রাকৃত-তত্ত্ববিবেক' ও 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে দুইখানি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রণীত 'কর সংক্রান্ত আইনের নজীর'-নামক পুস্তক দেখিয়া তখনকার ছোটলাট তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে বলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি অস্বীকৃত হন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সংস্রবে থাকিয়া দুর্ভিক্ষের সময় এবং নীলকরের অত্যাচারের সময় দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং 'এডুকেশন গেজেট' নামক পত্রিকা দুইটির সম্পাদকতা করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্র দাস, কবি-গুণাকর—(২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩—২১শে ডিসেম্বর, ১৯১৪)। জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার আলমপুর গ্রাম। পিতা মাগন দাস। তিব্বত-ফেরত শরৎচন্দ্র দাসের তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ, বি. এল. পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। পরে রংপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য ১৯০৬-এ নবদ্বীপ হইতে 'কবি-গুণাকর' উপাধি দেওয়া হয়। তিনি 'আকাশ-কুসুম'-নামক কাব্যগ্রন্থ ও 'রঘুবংশম্', 'কিরাতার্জ্জুন', 'শিশুপাল-বধ' প্রভৃতি গ্রন্থের বাংলা পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। পঠদ্দশায় 'বিভাকর' ও 'প্রভাত' নামে দুইটি পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(৫ই জুলাই, ১৮৫৩—২৮শে আগষ্ট, ১৯২২)। কবি। জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার বুড়া গ্রাম। পিতা ঠাকুরদাস। বাল্যে কিছু লেখাপড়া শিখিয়া তিনি বিভিন্ন স্থানে কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান। পরে নসীপুরে আসিয়া তাঁহার কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ হয়। তিনি 'ভুবনমোহিনী দেবী' এই নামে লিখিতেন। 'সাধারণী' পত্রিকায় তাঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'আর্য্যসঙ্গীত' ও 'সিন্ধুদূত' উল্লেখযোগ্য।

নবীনচন্দ্র সেন—(১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৭—২৩শে জানুয়ারি, ১৯০৯)। বাঙ্গালার স্বনামধন্য কবি। জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রাম। পিতার নাম গোপীমোহন। ১৮৬৮-এ বি. এ. পাশ দিয়া কিছুদিন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি কবিতাপ্রিয় ছিলেন। চাকুরী পাইবার পর 'এডুকেশন গেজেট'-নামক পত্রিকায় তিনি স্বরচিত কবিতাবলী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা-পুস্তকের নাম 'অবকাশরঞ্জিনী'। ১৮৭৬-এ তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ'-নামক কাব্য প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ 'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক', 'প্রভাস', 'অমিতাভ', 'রঙ্গমতী' প্রভৃতি কাব্য এবং 'আমার জীবন', 'প্রবাসের পত্র', 'গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ'।

নভগ—বৈবস্বত মনুর পুত্র। বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থান করাতে ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সংসারত্যাগী মনে করিয়া পৈতৃক ধন আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। অতঃপর গৃহে

আগমন করিয়া তিনি পিতৃনির্দ্দেশক্রমে অঙ্গিরা ঋষির যজ্ঞে বিশ্বদেবের স্তুতি পাঠ করিয়া রুদ্রপ্রাপ্য যজ্ঞাংশ লাভ করেন। অতঃপর রুদ্রদেব নিজের অংশ চাহিলে তিনি তাঁহার প্রসাদ মাত্র প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রদেব প্রীত হইয়া আপনার সমস্ত যজ্ঞাংশ তাঁহাকে প্রদান করেন (ভাগ)।

নভস্বতী—পৃথুবংশীয় অন্তর্দ্ধানের পত্নী (ভাগ)।

নমুচি—১। দানববিশেষ। পিতা কশ্যপ, মাতা দনু। ইন্দ্র তাঁহাকে বধ করেন (ভারত)। ২। বিপ্রচিত্তি নামক দানবের পুত্র। মাতা হিরণ্যকশিপুর ভগ্নী সিংহিকা। সমুদ্রমন্থনের পর দেবাসুরে যুদ্ধ হইলে তিনি ইন্দ্র-হস্তে নিহত হন।

নয়চন্দ্র সূরি—বিশিষ্ট জৈন পণ্ডিত। তিনি 'হম্মীর'-নামক মহাকাব্য রচনা করেন।

নয়নানন্দ দাস—বৈষ্ণব কবি। পিতা বাণীনাথ মিশ্র। আদি নাম ধ্রুবানন্দ। নিবাস ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার রচিত ২৫টি পদ আছে।

নয়পাল—(রাজত্বকাল ১০৪০—১০৫৫)। পালবংশীয় রাজা। তিনি বাংলার পাল রাজাদের মধ্যে দশম। পিতা ১ম মহীপাল। তাঁহার রাজ্য মগধ ও উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত ছিল। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নয়পালের অনুরোধে বিক্রমশিলার মহাচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন।

নয়েস (Noyes, Alfred)—(জন্ম ১৮৮০)। বিখ্যাত ইংরাজ কবি ও সমালোচক। সমুদ্র-সম্বন্ধীয় কবিতা লিখিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক। তাঁহার 'The Loom of Years' মাত্র একুশ বৎসর বয়সের রচনা। 'A Salute from the Fleet' নামক তাঁহার একখানি বিখ্যাত পুস্তক আছে।

নর—১। ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুর অবতার নর ও নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন (ভাগ)। ২। নররূপী দেব হইতে জলের উদ্ভব হয়। এইজন্য জলকে নারায়ণ বলে।

নরক—১। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা। পত্নী বিদর্ভরাজনন্দিনী মায়া। তাঁহার গর্ভে ভগদত্ত, মহাবীর্য, মদবন্ত ও সুমালী নামে নরকের চারি পুত্র জন্মে। তিনি বাণ ও কংসের সহিত মিলিত হইয়া ষোড়শ সহস্র দিব্যাঙ্গনাকে হরণ করেন এবং দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ঐ ষোড়শ সহস্র দেবকন্যার পাণিগ্রহণ করেন (ভাগ)। ২। ভয়ের পুত্র। মাতা মৃত্যু এবং পত্নী স্বসহোদরা যাতনা। ৩। অনৃতের পুত্র। মাতার নাম নিকৃতি (বায়ু)।

নরনারায়ণ—১। বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। ধর্ম্মের স্ত্রী মূর্ত্তি হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন (ভাগ)। শরভরূপধারী মহাদেবের দন্তাঘাতে বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নর ও নারায়ণ নামে ঋষিদ্বয়ের উৎপত্তি হয় (কালিকা)। ২। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকেও নারায়ণ বলা হয়।

নরনারায়ণ সিংহ—(রাজত্বকাল ১৫২৫—১৫৮৪)। কামরূপের রাজা। অত্যধিক বলশালী বলিয়া তাঁহার অন্য নাম ছিল মল্ল-নারায়ণ। তিনি কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত কামাখ্যাদেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

নরসিংহ—বিষ্ণুর (চতুর্দ্দশ?) অবতার। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে হিরণ্যকশিপু-নামক বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্য দেবগণের অবধ্য ছিলেন। তিনি নিজ বিষ্ণুভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে কোন প্রকারে বিনাশ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার সম্মুখস্থ স্ফটিকস্তম্ভে বিষ্ণু আছেন কি না। প্রহ্লাদ, ঐ স্তম্ভে বিষ্ণু আছেন, বলাতে হিরণ্যকশিপু সেই স্তম্ভে পদাঘাত করিবামাত্র অর্দ্ধ-নর ও অর্দ্ধ-সিংহের মূর্ত্তিধারী বিষ্ণু তাহা হইতে বহির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুর প্রাণবধ করেন (ভাগ)। মতান্তরে তিনি চতুর্থ অবতার।

নরসিংহ দেব—আলাউদ্দীন খিলজির সময়ের উৎকলদেশীয় নৃপতিবিশেষ। তিনি গৌড় নগর অবরোধ করিয়া সেখানকার মুসলমানদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করেন। এই নামে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় চারিজন রাজার নাম পাওয়া যায়।

নরসিংহ বসু—(১৮শ শতক)। 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের কবি। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার রাখাবি। পিতা ঘনশ্যাম। বীরভূমের রাজনগরের রাজা আসফু-ল্‌-লার উকীল ছিলেন। নরসিংহ ১৭৩৭-এ 'ধর্ম্মমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন।

নরসিংহ বালাদিত্য গুপ্ত—(?৬ষ্ঠ শতক)। গুপ্তবংশীয় রাজা। তিনি ৫২৮-এ হূন সর্দ্দার মিহিরগুলকে পরাজিত করেন।

নরসিংহ শালুব—(১৫শ শতক)। বিজয়নগরের শালুববংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি চন্দ্রগিরির শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৪৮৭-এ সঙ্গমবংশ ধ্বংস করিয়া তিনি বিজয়নগরের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে বিজয়নগর বাহমনী সুলতানের ও উড়িষ্যারাজ পুরুষোত্তম গজপতির আক্রমণে বিপন্ন হয়।

নরহরি চক্রবর্ত্তী—(১৮শ শতক)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। 'ভক্তিরত্নাকর', 'গীতচন্দ্রোদয়', 'ছন্দঃসমুদ্র', 'প্রক্রিয়াপদ্ধতি', 'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক বহু পদাবলী তিনি রচনা করিয়াছেন। তিনি বিনয়-প্রকাশের নিমিত্ত নিজেকে 'নরহরি দাস' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

নরহরি সরকার, ঠাকুর—(১৪৭১—১৫৪০)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। পিতার নাম নারায়ণ। জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রাম। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর ছিলেন এবং সখীভাবে তাঁহার ভজনা করিতেন। 'ভক্ত-অমৃতাষ্টক' ও 'ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল' নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার প্রণীত। শ্রীখণ্ডের গৌরনিতাই বিগ্রহ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। 'চৈতন্যমঙ্গল'-প্রণেতা লোচনদাস তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মহারাজা বাহাদুর, সার—(১৮২২—১৯০৩)। কলিকাতা শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৌত্র এবং মহারাজ রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তিনি কয়েকবার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং বহুদিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে গভর্ণমেন্টের মনোনীত সদস্য ছিলেন। তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদে অনেকদিন পর্য্যন্ত অতিরিক্ত সভ্য হন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত—'বিবেকানন্দ' দ্রঃ।

নরেন্দ্রনাথ সেন, রায় বাহাদুর—(১৮৪৬—১৯১১)। বিখ্যাত সাংবাদিক। তিনি কলিকাতা কলুটোলার হরিমোহন সেনের পুত্র। য়্যাটর্ণি আফিসে কাজ করিবার সময় তিনি 'Indian Field' নামক পত্রিকার প্রবন্ধলেখক ছিলেন। পরে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক সংবাদপত্রেও প্রবন্ধ লিখিতেন। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি য়্যাটর্ণি হইয়া হাইকোর্টে যোগদান করেন। কিছুকাল পরে তিনি দৈনিক পত্রে পরিণত 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র সম্পাদক হন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তিনি সভ্য হন। তাঁহার পরিচালনায় 'সুলভ সমাচার' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। তিনি কিছুদিন 'গীতাসভা'র সভাপতি ছিলেন এবং 'বেঙ্গল থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি'র নেতা ছিলেন।

নরেন্দ্রাদিত্য—কাশ্মীররাজ গোকর্ণের পুত্র। তিনি বহু দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পরে এই নামের আরও রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছেন।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—(জন্ম ১৮৮৩)। বিশিষ্ট সাহিত্যিক। জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায়। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল এবং বঙ্গভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। রিপন, সিটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

তিনি অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা আইন কলেজেও তিনি অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যক্ষ হন। আইন সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি মূল্যবান্ পুস্তক আছে। কথাসাহিত্যিকরূপে তিনি যথেষ্ট সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'অগ্নিসংস্কার', 'শাস্তি', 'সর্ব্বহারা', 'পাপের ছাপ', 'বিপর্য্যয়' ও 'রাজগী' প্রভৃতি পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নরোত্তম দাস—(? ১৫৪০—১৬০৭?)। বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। বৈষ্ণবসাহিত্যে নরোত্তম দাস, নরোত্তম দাস-ঠাকুর বা দাস-ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ। জন্মস্থান রাজসাহী জেলার খেতরী গ্রাম। পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ এবং মাতার নাম নারায়ণী। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি বৃন্দাবনধামে গমন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করেন। জীব গোস্বামী তাঁহাকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বঙ্গদেশে প্রচারের জন্য স্বপ্রণীত গ্রন্থসমূহ নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের তত্ত্বাবধানে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু পথিমধ্যে গ্রন্থসমূহ দস্যুকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। অতঃপর নরোত্তম খেতরীতে গমন করেন এবং কিছু-কাল গৃহে অবস্থানের পর নবদ্বীপে গিয়া চৈতন্যদেবের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দর্শন লাভ করেন। অতঃপর তিনি নীলাচল এবং তথা হইতে শ্রীখণ্ড এবং শ্রীখণ্ড হইতে কাটোয়ায় গমন করেন। অতঃপর পুনরায় তিনি খেতরীতে ফিরিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহ স্থাপন করেন। নরোত্তম 'হাটপত্তন', 'প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা', 'প্রার্থনা', 'স্মরণমঙ্গল', 'কুঞ্জবর্ণন' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। •তিনি 'গরাণহাটী' কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক।

নল—১। নিষধদেশের রাজা। পিতা বীরসেন। বিদর্ভ রাজকুমারী দময়ন্তী তাঁহাকে বিবাহ করেন ['দময়ন্তী' দ্রঃ]। নিজের ভাই পুষ্কর কর্ত্তৃক তিনি পাশাখেলায় হারিয়া যান। ফলে স্বামী-স্ত্রী বনবাসী হন। বনে নল নিদ্রিতা দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। অনলে পতিত কর্কোটক নাগকে তিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন। কর্কোটক নলকে দংশন করিলে নল বিবর্ণ হইয়া যান এবং বাহুক নাম ধরিয়া রাজা ঋতুপর্ণের সারথি হন। দময়ন্তী এ সময়ে পিতৃগৃহে পৌঁছাইয়া নলের খোঁজ পান। অবশ্য কলি নলের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার এই দুর্দ্দশা হয় ['কলি' দ্রঃ]। দময়ন্তী আবার স্বয়ম্বরা হইবেন বলিয়া জনরব উঠিলে রাজা ঋতুপর্ণ নলকে সারথিরূপে লইয়া আসেন। এ সময় কর্কোটকের দংশনের জন্য নলের যে বিবর্ণতা ছিল, তাহা দূর হয়। ফলে দময়ন্তী নলকে চিনিতে পারিলেন। অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের কাজে নল পাশাখেলায় দক্ষ হইয়া আসেন। তিনি ভ্রাতা পুষ্করকে খেলায় হারাইয়া আবার রাজ্য ফিরিয়া পান (ভারত)। ২। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল নামে বানর। ব্রহ্মা যখন মানস সরোবরের তীরে সন্ধ্যা করিতেন, তখন চঞ্চলস্বভাব নল প্রত্যহ তাঁহার কোষা জলে নিক্ষেপ করাতে নূতন নূতন কোষা সৃষ্টি করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মা বলিলেন যে, নলের স্পর্শে শিলা প্রভৃতি জলে ভাসিয়া থাকিবে। এই নল পরে রামচন্দ্রের লঙ্কা গমনের জন্য সমুদ্র বন্ধন করে (রাম)।

নলকূবর—কুবেরপুত্র। অপ্সরা রম্ভা তাঁহাকে ভালবাসে। একদা নলকূবর এবং তাঁহার ভ্রাতা মণিগ্রীব নগ্ন ও সুরাপানোন্মত্ত হইয়া নারীগণের সহিত জলকেলি করিবার সময় দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া তাঁহার সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। সেই অপরাধে নারদের শাপে উভয় ভ্রাতা বৃন্দাবনে দুই অর্জ্জুন-বৃক্ষরূপে পরিণত হন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শে শাপমুক্ত হন (ভাগ)। কবিবর ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তাঁহার সম্বন্ধে এক নূতন আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়াছেন—পদ্মিনী ও চন্দ্রা নামে দুই পত্নীর সহিত সুরাপানে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণবেশী অন্নদার মর্য্যাদা না করাতে তাঁহার শাপে তিনি ভবানন্দ মজুমদার নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ দুইজন পত্নী পদ্মমুখী ও চন্দ্রমুখী।

নলিনীরঞ্জন সরকার—(১৮৮৮—২০শে জানুয়ারি, ১৯৫৩)। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও রাষ্ট্রনীতিক। জন্ম ময়মনসিংহ-সাজুড়া। হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ বীমা কোম্পানীতে সাধারণ কেরাণী হইয়া প্রবেশ করেন, পরে উহার সভাপতি হন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। ১৯৩৪—৩৫-এ কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন। স্বরাজ্য পার্টির সম্পাদক ও প্রধান হুইপ ছিলেন। বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্য ছিলেন; ১৯৪২-এ পদত্যাগ করেন। ১৯৪৫-এ ভারতীয় শিল্পপতি মিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গমন করেন। প্রায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ছিলেন।

নশরত শাহ্—(শাসনকাল ১৫১৯—১৫৩৩)। বাঙ্গালার রাজা হোসেন শাহ্‌র পুত্র। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। পিতা আয়ু, মাতা স্বর্ভানবী। পত্নী বিরজার গর্ভে যযাতি প্রভৃতি তাঁহার ছয় পুত্র জন্মে। নহুষ ইন্দ্রপত্নী শচীকে কামনা করিলে বৃহস্পতির উপদেশে শচী তাঁহাকে ঋষিবাহিত যানে তাঁহার নিকট যাইতে বলেন। নহুষ সপ্তর্ষি-বাহিত শিবিকায় যাইবার কালে অগস্ত্যমুনির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার শাপে সর্পরূপ প্রাপ্ত হইয়া দ্বৈতবনে বাস করেন। তাঁহার অনুনয়ে অগস্ত্য বলিলেন, 'যে ব্যক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, তাহার দ্বারাই তোমার মুক্তি হইবে।' অতঃপর একদা ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে যুধিষ্ঠির সর্পরূপী নহুষের উত্তর দেন। ফলে নহুষের শাপমুক্তি ঘটে।

নাইওবি (Niobe)—ট্যাণ্টালাসের কন্যা ও থিবসের রাজা অ্যাম্ফিয়নের পত্নী। সাতটি পুত্র ও সাতটি কন্যার জননী হইয়া তিনি অ্যাপলো ও ডায়েনার জননী ল্যাটোনাকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়া অ্যাপলো ও ডায়েনা তাঁহার সন্তানগণকে বিনাশ করেন এবং জুপিটার তাঁহাকে প্রস্তরে পরিণত করেন (বৈদে পুঃ)।

নাইটিঙ্গেল, ফ্লোরেন্স (Nightingale, Florence)—(১৮২০—১৯১০)। বিখ্যাত মহিলা মানবহিতৈষী। ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে জন্ম হওয়াতে তাঁহার নাম হয় ফ্লোরেন্স। জনকজননী ইংরাজ। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সৈনিকদের শুশ্রূষার জন্য তিনি এক সেবা-সঙ্ঘ গঠন করিয়া সৈনিক-শিবিরে গমন করেন। তাঁহার মহান্ আদর্শে পৃথিবীর সমস্ত দেশে সেবা-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে ও তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। পুরস্কারস্বরূপে লক্ষ ৫০,০০০ পাউণ্ড দ্বারা তিনি নারীগণের সেবা-শিক্ষার জন্য 'নাইটিঙ্গেল হোম' নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

নাইডু, সি. কে., মেজর (Nayudu, Cottari Kankaiyu, Major)—(জন্ম ১৮৯৫)। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। নাগপুরে জন্ম। পৃথিবী-বিখ্যাত 'ব্যাট্স্-ম্যান'দের তিনি অন্যতম। তিনি 'মোদী ক্রিকেট্ ক্লাবের' অধিনায়কত্ব করেন। ১৯১৬ হইতে তিনি 'বোম্বে কোয়াড্-র্যাঙ্গুলার টুর্নামেন্টে' (Bombay Quadrangular Tournament) বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। তিনি ভিজিয়ানা-গ্রামের টীমের সহিত অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষীয় জিমখানা টীমের নেতা হইয়া তিনি ইংলণ্ডে যান। তিনি সকল প্রকার ক্রীড়াতেই অভিজ্ঞ।

নাগর ঈশান—'ঈশান নাগর' দ্রঃ।

নাগার্জ্জুন—(৭ম শতক)। মহারাজ কনিষ্কের সময়ের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য। তিনি মহাযান মত ও বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রবর্ত্তক। তাঁহাকে সিদ্ধ নাগার্জ্জুন বলা হয়। রাজা

শালিবাহন বরাহমূল পর্ব্বতে তাঁহার আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

নাগেশ ভট্ট—(১৭শ—১৮শ শতক)। সুবিখ্যাত বৈয়াকরণ পণ্ডিত। পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষা বিবরণাদিযুক্ত 'পরিভাষেন্দু-শেখর' ও 'লঘুশব্দেন্দুশেখর' নামক গ্রন্থদ্বয় লেখেন।

নাচিকেতা, নচিকেতা—১। উদ্দালক ঋষির পুত্র। উদ্দালক একদা নদীতীরে ফলপুষ্পাদি ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। পুত্রকে তিনি উহা আনিতে বলেন কিন্তু সে পায় নাই। খালি হাতে তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া ঋষি তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার যম দর্শন হউক।" সঙ্গে সঙ্গে নাচিকেতা বিগতপ্রাণ হইলেন। তাঁহার শব কুশাসনে পড়িয়া রহিল। এক দিন ও এক রাত্রি পরে উহাতে প্রাণসঞ্চার হয়। পিতার অভিশাপে যমদর্শন হইলে যমের আদেশে তিনি ফিরিয়া আসেন। নাচিকেতা যমালয়ে পুণ্যলোক দেখিয়া ফিরেন (ভারত)। ২। গৌতম-বংশীয় বাজশ্রবার পুত্র। বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদিগকে ধনরত্ন দিবার সময় বালক নাচিকেতা পিতার নিকট তিনবার প্রার্থনা করেন যে, তাঁহাকে দান করা হউক। বিরক্ত হইয়া পিতা বলিলেন, "তোমাকে যমের হাতে অর্পণ করিলাম।" তিনি যমসদনে উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্রি অনাহারে কাটাইবার পর যমের দর্শন পাইলেন। যম তাঁহাকে তিনটি বর দিতে চান। নাচিকেতা প্রথম বরে প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার পিতা যেন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। দ্বিতীয় বরে নাচিকেতা স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ অগ্নির স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয় বরে তিনি পরলোকতত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। যম তখন নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে নিবৃত্ত করিতে চান। কিন্তু নাচিকেতা শেষ পর্য্যন্ত পরলোকতত্ত্ব জানিয়া তবে ফিরিলেন (কঠ)।

নাজিমুদ্দিন, খাজা—(জন্ম ১৮৯৪)। পাকিস্তানের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী। অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা-সচিব, স্বরাষ্ট্র-সচিব ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আলিগড় ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি হন। ১৯৪৭-এ পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ও ১৯৫১-এ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হন। প্রধান মন্ত্রী হইবার সময়ে তিনি পাকিস্তানের গবর্ণর-জেনারেল পদে বৃত হন। ১০ বৎসর তিনি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। পরে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত হন।

নাদির শাহ্—(১৬৬৮—১৭৪৭)। দিগ্বিজয়ী পারস্য সেনাপতি। প্রথম জীবনে তিনি পশুপালক ছিলেন। পারস্যের রাজা তমাস্প আফগানদের দ্বারা বিতাড়িত হইলে তিনি তমাস্পকে সিংহাসনে স্থাপন করেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তমাস্পকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং 'শাহ্' উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭৩৮)। ক্রমে তিনি কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। ১৭৩৮-এ তিনি ভারত আক্রমণ করেন এবং কর্নাল নামক স্থানে দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্‌কে পরাভূত করিয়া তাঁহার সহিত দিল্লীতে প্রবেশ করেন। পরদিন তিনি মারা গিয়াছেন এই মিথ্যা গুজব রটিলে দিল্লীবাসীরা বিদ্রোহী হয়। ফলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিবার আদেশ দেন। বহু সহস্র লোককে হত্যা করা হয়। তখন মহম্মদ শাহ্ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়। ৩০ কোটির অধিক স্বর্ণমুদ্রা ও ময়ূরসিংহাসন প্রভৃতি গ্রহণপূর্ব্বক সিন্ধুর পশ্চিমে অবস্থিত সমগ্র মোগল রাজ্যের অধিকার পাইয়া নাদির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন (১৭৩৯)। উৎপীড়িত দেশবাসিগণ কর্তৃক তিনি নিহত হন।

নানক—(১৪৬০—১৫৩১)। গুরু নানক নামে প্রসিদ্ধ। শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। জন্মস্থান লাহোরের নিকটবর্ত্তী তালবণ্ডী (আধুনিক নানকানা) গ্রাম। পিতার নাম কালু, মাতার নাম ত্রিপতা। বাল্যকালে তিনি বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত এবং কুতবুদ্দিন মোল্লার নিকট ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। প্রথম হইতেই নানকের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। পিতা তাঁহাকে একটি দোকানের ভার দেন। কিন্তু নানকের বিষয়াদিতে মন ছিল না। ২০ বৎসর বয়সে তিনি ভগিনীপতির নিকট গমন করেন এবং তাঁহার চেষ্টায় কিছুকাল পরে চৌনী নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। অতঃপর তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করেন। কথিত আছে, তিনি মক্কা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বদেশে ফিরিয়া তিনি আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। সদ্গুরুর উপদেশ অবলম্বনই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূলনীতি। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই শিখধর্ম্ম।

নানসেন (Nansen, Fridtjof)—(১৮৬১—১৯৩০)। নরওয়ে দেশের প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক। দুই তিন বার গ্রীন্ল্যাণ্ডে অভিযানের পর ১৮৯৩-এ উত্তর-মেরু আবিষ্কারে যাত্রা করেন। তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি 'Farthest North' নামক গ্রন্থে তাঁহার আবিষ্কার-কাহিনী প্রকাশ করেন। ১৯২১-এ রুশিয়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯২২-এ 'শান্তি' বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

নানা ফড়নবিশ—(১৭৪১—১৮০০)। রাজনীতিবিশারদ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। প্রকৃত নাম বালাজী জনার্দ্দন। তাঁহাকে সকলে 'নানা' বলিয়া ডাকিত। পেশোয়ার অধীনে তিনি ফর্দনবিশের কাজ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম নানা ফড়নবিশ হয়। ৫ম পেশোয়া নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়া তাঁহার খুড়া রঘুনাথ পেশোয়া হন। কিন্তু নানা নারায়ণ রাওএর পুত্র মাধব রাওকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। রঘুনাথ ইংরাজদের সাহায্য লইলে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ বাধে (১৭৭৫—৮২)। এই সময় নানা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে ইংরাজের সহযোগিতা করিয়া নানা মহীশূর রাজ্যের কিছুটা লাভ করেন। ১৭৯৬-এ পেশোয়ার মৃত্যু হইলে রঘুনাথ রাওএর পুত্র ২য় বাজী রাওয়ের কালে তাঁহার প্রতিপত্তি কমিয়া যায়। তাঁহার জীবদ্দশায় পেশোয়া ইংরাজদের অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance) মানিয়া লন নাই।

নানাসাহেব—সিপাহী-বিদ্রোহের প্রধান নেতা। প্রকৃত নাম ধুন্ধুপন্থ। তিনি ২য় পেশোয়া বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর নানাসাহেব ইংরাজদের 'Doctrine of Lapse' নীতি অনুসারে পৈত্রিক বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হন। এই কারণে তিনি বিদ্রোহী সিপাহীগণের সহিত মিলিত হন এবং পেশোয়া উপাধি গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যার বেগম ও বেরেলীর নবাবের সঙ্গে যোগদান করেন। বিদ্রোহের শান্তি হইলে তিনি নেপালে পলায়ন করেন, কিন্তু তথায় আশ্রয় না পাইয়া ইংরাজের ভয়ে অরণ্যবাসী হন। তাঁহার মৃত্যুকাল অজ্ঞাত।

নাভাগ—১। মহারাজ দিষ্টের পুত্র। বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হয় এবং তিনি জনৈক মুনির বরে পুনরায় ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করেন (মার্ক)। ২। সূর্য্যবংশীয় যযাতি রাজার পুত্র। তাঁহার পুত্রের নাম অজ (রাম)। ৩। বিষ্ণুপুরাণমতে ভগীরথের পুত্র ও মৎস্যপুরাণমতে ভগীরথের পৌত্র।

নাভাজী—(১৬শ শতক)। হিন্দী লেখক। দাক্ষিণাত্যের কোন ডোমের ঘরে জন্ম। দুর্ভিক্ষের সময় মাতাপিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

হইয়া এক বৈষ্ণব কর্তৃক তিনি প্রতিপালিত হন এবং অগর দাসের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিয়া ১০৮ শ্লোকে ব্রজভাষায় 'ভক্তমাল' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নামদেব—'ভক্তমাল' গ্রন্থে উক্ত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত। তিনি বামদেবজীর দৌহিত্র। মাতামহ একদা গ্রামান্তরে গমনকালে কৃষ্ণ-বিগ্রহকে দুগ্ধ নিবেদন করিতে বলিয়া যান। তিনি আকুল ভাবে ঠাকুরকে দুগ্ধপান করিতে বলেন এবং শেষে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া দুগ্ধ-পান করেন। বাদশাহ্ এই বিবরণগুলির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে আপন সভায় লইয়া যান। তথায় তিনি একটি মৃত বৎসের প্রাণদান করেন। স্বর্ণদানার্থী কোন বণিক্‌কে তিনি কৃষ্ণনামযুক্ত তুলসীপত্রের তুল্য পরিমিত স্বর্ণ দান করিতে বলায় ঐ বণিক্ তাহাতে অপারগ হইয়া কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন।

নারদ—ব্রহ্মার মানসপুত্র ও দেবর্ষি। পিতা কর্তৃক প্রজাসৃষ্টির আদেশ অমান্য করাতে পিতৃশাপে তিনি গন্ধর্ব্ব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া উপবর্হণ নামে খ্যাত হন এবং চিত্ররথের পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করেন। রম্ভার নৃত্য দর্শনে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য হওয়াতে ব্রহ্মার শাপে গন্ধর্ব্ব হইতে তিনি মানব জন্ম প্রাপ্ত হন। দ্রুমিল নামক গোপের পত্নী কলাবতীর গর্ভে কাশ্যপ-নারদের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। মাতার আদেশে ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার হরিভক্তি হয় এবং তিনি ঋষিগণ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিয়া শাপমুক্ত হন (ব্রহ্মবৈ)। শ্রীমদ্ভাগবত-মতে তিনি ভগবানের তৃতীয় অবতার। একদা মায়ার স্বরূপ বুঝিবার জন্য বিষ্ণু কর্তৃক তিনি নারীতে রূপান্তরিত হইয়া রাজা তালধ্বজের পত্নী এবং পঞ্চাশটি পুত্রের জননী হইয়াছিলেন। তুম্বুর গন্ধর্ব্বের গান শুনিয়া ঈর্ষ্যা হওয়াতে তিনি বহুকাল উলূকেশ্বরের নিকট সঙ্গীত অভ্যাস করেন এবং তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পত্নী জাম্ববতী, সত্যভামা ও রুক্মিণীর নিকট এবং শেষে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বেদে নারদের উল্লেখ আছে। তাঁহার কৃত গ্রন্থের নাম 'নারদ পঞ্চরাত্র'। নারদ যে কলহকারী ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে কথিত হয়, উহা লোকাপবাদ মাত্র—উহা কোন পুরাণে নাই (ভাগ)। নারদ পিতৃ-লোককে নার বা পানীয় দান করেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম।

নারায়ণ—১। বিষ্ণুর একটি নাম। ২। অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্র। বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ ['নর-নারায়ণ' দ্রঃ]।

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ—(?—১৯২৭)। পণ্ডিত ও ঔপন্যাসিক। জন্মস্থান হুগলী জেলার পোলাগ্রাম। পিতার নাম পীতাম্বর। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি'র মূল ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বহু উপন্যাস ও গল্প প্রণয়ন করিয়াছেন।

নারায়ণ রাও—(মৃত্যু ১৭৭৩)। ৫ম পেশোয়া। পেশোয়া মাধব রাওএর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মাধব রাওএর পরে তিনি পেশোয়া হন এবং খুড়া রঘুনাথ রাওকে কারারুদ্ধ করেন। কতিপয় ষড়্যন্ত্রকারীর সহিত মিলিত হইয়া রঘুনাথ তাঁহাকে হত্যা করেন।

নারায়ণ স্বামী—(১৭৮০—১৮২৯)। নারায়ণী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। জন্মস্থান অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী চুপিয়া গ্রাম। পিতার নাম হরিপ্রসাদ। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ঘনশ্যাম। দশ বৎসর বয়সে মাতাপিতৃহীন হইয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কুনাগড়ের নিকটবর্ত্তী শ্রীলোজ গ্রামে গমন করিয়া তিনি রামানন্দ স্বামীর শিষ্য হন এবং 'নারায়ণ স্বামী' নাম লাভ করেন। তিনি অসংখ্য ব্যক্তিকে দীক্ষা দেন। 'শিক্ষা-পত্র' ও 'সৎসঙ্গজীবন' নামে দুইখানি ধর্ম্মগ্রন্থের প্রণেতা। গুজরাটে অদ্যাপি তাঁহার সত্র এবং সম্প্রদায় বর্ত্তমান।

নার্সিসাস (Narcissus)—জনৈক সুরূপ যুবা। পিতা সেফিসাস, মাতা লিরিয়োপী। তাঁহার রূপমুগ্ধা ইকো প্রত্যাখ্যাত হইলে কুপিতা ভেনাসের প্রভাবে তিনি ঝরণার জলে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিশীর্ণ দেহে প্রাণত্যাগ করেন এবং নার্সিসাস নামে পুষ্পে পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

নাসিরুদ্দীন—দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতান। ১২৪৬ হইতে ১২৬৬ খৃঃ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্ব-কাল। তাঁহার মন্ত্রী গিয়াসুদ্দীন বলবনই রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নাসিরুদ্দীনের সভায় মিনহাজ-ই-সিরাজ নামক পণ্ডিত 'তবকত-ই-নাসিরি' নামক ইতিহাসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কথিত আছে, তিনি রাজকোষের অর্থ গ্রহণ না করিয়া স্বহস্তলিখিত কোরান বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন।

নিউটন (Sir Isaac Newton)—(১৬৪২—১৭২৭)। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ইংলণ্ডের অন্তর্গত উল্‌সথর্প নামক স্থানে জন্ম। ১৬৬৮-এ তিনি কেম্ব্রিজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৬৭০-এ ট্রিনিটি কলেজের গণিতের অধ্যাপক হন। ঐ সময় তিনি স্বহস্তে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন এবং ল্যাটিন ভাষায় আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া এফ. আর. এস্. উপাধি লাভ করেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রতিনিধিস্বরূপে কয়েক বৎসর পার্ল'া-মেন্টের সভ্য ছিলেন। ১৬৮৬-এ তিনি গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে ল্যাটিন ভাষায় 'প্রিন্সিপিয়া' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৭০৩-এ তিনি রয়াল সোসাইটির সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পর রাণী অ্যান তাঁহাকে 'নাইট' উপাধি প্রদান করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। কথিত আছে, বৃক্ষ হইতে আপেল ফলের পতন দেখিয়া তিনি মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের আবিষ্কার করেন।

নিউফিল্ড, লর্ড (Nuffield, Lord)—(জন্ম ১৮৭৭)। বিখ্যাত মোটরকার-নির্ম্মাতা। পূর্ব্ব নাম স্যার উইলিয়াম মরিস। তিনি মরিস (Morris) মোটরকার কোম্পা-নীর সভাপতি। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া তিনি বাইসাইকেল নির্ম্মাতারূপে জীবন আরম্ভ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

নিউবোল্ট (Newbolt, Sir Henry)—(১৮৬২—১৯৩৮)। বিশিষ্ট ইংরাজ কবি। কয়েক বৎসর তিনি কাব্যের অধ্যাপক ছিলেন। সমুদ্র-কবিতা লিখিয়া বিশেষ যশস্বী হন। তাঁহার যুদ্ধ-কবিতাগুলিও প্রসিদ্ধ।

নিউমা পম্পিলিয়াস (Numa Pompilius)—রোমের দ্বিতীয় রাজা। তিনি 'রোমান সেরিমোনিয়াল ল' প্রবর্ত্তন করেন।

নিউম্যান (Newman, John Henry, Cardinal)—(১৮০১—১৮৯০)। ইংরাজ মনীষী, ধর্ম্মযাজক ও লেখক। তিনি অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। রোমান ক্যাথলিক মতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে তিনি ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং ধর্ম্মযাজকের জীবন যাপন আরম্ভ করেন। তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি এবং "Lead Kindly Light" ও "Dream of Gerontius" নামক স্তবগাথাদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিকলস, বেভারলি (Nichols, Beverley)—(জন্ম ১৮৯৮)। ইংরাজ সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক। মার্লবরো ও বেলিয়ল কলেজে শিক্ষালাভ। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। তিনি বিবিধ বিষয়ে লিখিয়া থাকেন। 'The Fool Hath Said', 'Uncle Samson', 'Down the Garden Path' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। তাঁহার আত্মচরিত 'Twenty-five' তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

নিকষা—রাক্ষসরাজ রাবণের মাতা (রাম)।

নিকুম্ভ—১। অসুরবিশেষ। ব্রহ্মদত্ত নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ নষ্ট করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করেন (হরি)। ২। কুম্ভকর্ণের পুত্র। মাতার নাম বজ্রজ্বালা (রাম)।

নিকোলাস, ১ম (Czar Nicholas I)—(১৭৯৬—১৮৫৫)। রুষিয়ার ক্ষমতাশালী সম্রাট্। পিতা সম্রাট্ পল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ইংল্যাণ্ডের সহিত মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন, পরে ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ান।

নিকোলাস, ২য় (Czar Nicholas II)—(১৮৬৮—১৯১৮)। রুষীয় সম্রাট্। ১৮৯৪-এ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে তিনি ইংরাজ ও ফরাসীর সহিত মিত্রতা করেন। সম্রাজ্ঞী এলিক্স ও মন্ত্রিমণ্ডলের নির্ব্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার ফলে ১৯১৭-এ রুষিয়ায় যে রাষ্ট্রবিপ্লব হয় তাহাতে তিনি রাজ্যচ্যুত হন এবং পর বৎসর সপরিবারে নিহত হন। তাঁহারই সময় ভণ্ড সন্ন্যাসী অর্দ্ধ উন্মাদ রাসপুটিন রাজসভায় আধিপত্য বিস্তার করে।

নিকোলাস, সেণ্ট (Nicholas, St.)—(? ৪র্থ শতক)। রুষিয়ার বিখ্যাত সাধু। তিনি সাণ্টা ক্লস (Santa Claus) নামে পরিচিত।

নিখিলনাথ রায়—(১৮৬৫—১৯৩২)। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। জন্মস্থান ২৪ পরগণা জেলার পুঁড়া গ্রাম। পিতার নাম জানকীনাথ। পুঁড়া হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া ১৮৭৯-এ বহরমপুরে আসেন ও খাগড়া মিশনারী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এ সময় তিনি 'রাজপুতকুসুম' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। ১৮৮৭-এ বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে এন্ট্রান্স দেন। পরে ঐ কলেজ হইতেই এফ. এ. ও বি. এ. এবং বি. এল. দেন। বি. এ. পরীক্ষার পর তিনি 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' লিখিতে আরম্ভ করেন ও বাংলা ১৩০৪ (ইংরাজী ১৮৯৭)-এ তিনি উহা প্রকাশ করেন। তিনি বহরমপুরে, কলিকাতার হাইকোর্টে ও ছোট আদালতে ওকালতী করেন। পরে কাশিমবাজার এষ্টেটের নায়েব হন। তিনি ছাত্রজীবনে 'মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী', 'সাহিত্য', ও 'নব্যভারতে' লিখিতেন। 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'শাশ্বতী' ও 'পল্লীবাণী' পত্রিকাগুলি তিনি সম্পাদনা করেন। 'অশ্রুহার' (কাব্য), 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী', 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', 'প্রতাপাদিত্য', 'জগৎশেঠ' (ঐতিহাসিক চিত্র), 'সমাধান' (উপন্যাস) ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

নিজাম-উদ্দীন আউলিয়া—(১২৩৮—১৩২৫)। বিখ্যাত দরবেশ। প্রকৃত নাম মোহম্মদ ইব্‌নে আহম্মদ ইব্‌নে আলী বুখারী আল বদাযুনী। জন্ম বদাযুনে। তিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দরবেশদিগের মধ্যে একজন। দিল্লীতে যে স্থানে তিনি থাকিতেন সেই স্থানকে 'নিজামুদ্দীন আউলিয়া কি বস্তী' বলে। 'ফাওয়ায়ে দুল ফুয়াদ' ও 'রাহাতুল মুহিব্বীন' তাঁহার দুইখানি বই।

নিজাম-উল-মুলক, চিন কিলিজ খাঁ—(১৬৪৫—১৭৪৮)। হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি একটি সেনাবাহিনীর নায়ক হন। ২০ বছর বয়সে তিনি 'চিন কিলিজ খাঁ' উপাধি লাভ করেন। সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্-এর শাসনকালে তিনি অযোধ্যার সুবাদার হন। ১৭১৩-এ তিনি নিজাম-উল-মুলক উপাধি ও দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী লাভ করেন। ১৭২৩-এ তিনি দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি আসফ খাঁ নামেও পরিচিত।

নিজামি গাঞ্জাবী—ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ পারসীক কবি। তিনি ১০।১১ খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে 'সেকেন্দরনামা' প্রসিদ্ধ।

নিতাই বৈরাগী—(১৭৫১—১৮২১)। প্রসিদ্ধ ঢোলবাদক ও কবিগান রচয়িতা। প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দাস। জন্মস্থান ফরাসডাঙ্গা, চন্দননগর। প্রথমে নীলু ঠাকুরের দলে কিছুকাল থাকিয়া পরে তিনি স্বয়ং দল করেন। সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। ভবানী বেণের সহিত তিনি কবিতা-যুদ্ধ করিতেন।

নিত্যানন্দ—১। (১৪৭৩—১৫৩২)। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রসিদ্ধ সহচর। বীরভূমের একচক্রা গ্রামে জন্ম। পিতা হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। আদি নাম কুবের। অল্পবয়সেই তিনি সংসার ত্যাগ করেন। বৃন্দাবনে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি নিত্যানন্দকে চৈতন্যদেবের কাছে পাঠান এবং এইভাবে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। 'নিতাই-গৌর' বলিলে নিত্যানন্দকে বুঝায় ['চৈতন্য' দ্রঃ]। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে তিনি তাঁহার জননী শচীদেবীর নিকট পুত্ররূপে অবস্থান করেন। গোবর্দ্ধন নামক বৈষ্ণবের অনুরোধে তিনি শালি গ্রামের পণ্ডিত সূর্য্যদাসের বসুধা ও জাহ্নবী নামে কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন এবং বীরভদ্র ও গঙ্গা নামে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। খড়দহের গোস্বামিগণ তাঁহার বংশধর। ২। 'শীতলামঙ্গল' গ্রন্থের রচয়িতা। ৩। 'অদ্ভুত রামায়ণ'-প্রণেতা ['অদ্ভুতাচার্য্য' দ্রঃ]।

নিৎসে (Nietzsche, Friedrich Wilhelm)—(১৮৪৪—১৯০০)। বিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক। 'Thus Spake Zarathustra', 'Beyond Good and Evil' ইত্যাদি তাঁহার পুস্তক (ইংরাজী অনুবাদ)। তাঁহার পুস্তকগুলি ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। মৃত্যুর ১১ বৎসর পূর্ব্বে তিনি উন্মাদ হইয়া যান।

নিধিরাম কবিচন্দ্র—বিখ্যাত কবি। তিনি বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'গোবিন্দলাল', 'দাতা কর্ণ' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

নিধুবাবু—(১৭৪১—১৮৩৪)। আসল নাম নিধিরাম গুপ্ত বা রামনিধি গুপ্ত। জন্মস্থান হুগলী জেলার চাঁপতা গ্রাম। কলিকাতার কুমারটুলীতে অবস্থান করিয়া তিনি কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিতেন এবং গীত রচনা করিতেন। টপ্পা জাতীয় গান রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহারই রচিত গীতসমূহ 'নিধুবাবুর টপ্পা' নামে প্রসিদ্ধ।

নিনাস (Ninus)—অ্যাসিরিয়ার রাজা ও নিনেভা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। পত্নীর নাম সেমিরামিস।

নিনিয়াস (Ninyas)—অ্যাসিরিয়ার রাজা নিনাসের পুত্র।

নিবাতকবচ—হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদের ঔরসজাত সাগরগর্ভবাসী তিন কোটি দৈত্য। বরপ্রভাবে দেবগণের অবধ্য হইয়া তাহারা দেবগণের উপর অত্যাচার করিত। শেষে অর্জ্জুনের হস্তে তাহারা নিহত হয় (ভারত)।

নিবেদিতা, ভগিনী—(২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭—১৩ই অক্টোবর, ১৯১১)। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত শিষ্যা। জন্মস্থান ডাঙ্গানন, ব্রিটেন। পূর্ব্ব নাম মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। ১৮৯৬-এ স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ড গমন করিলে তিনি তাঁহার শিষ্যা হন এবং উক্ত নাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া বোসপাড়ার একটি বাড়ীতে অবস্থান করেন। তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে শিক্ষা দিতেন। ভারতের ধর্ম্ম, সমাজনীতি, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। দার্জিলিংএ জগদীশচন্দ্র বসুর গৃহে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি 'The Master as I Saw Him', 'The Cradle Tales of Hindusthan', 'An Indian Study of Love and Death' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নিমাই—চৈতন্যদেব (তাহা দ্রঃ)।

নিমি—সূর্য্যবংশের নৃপতি। পিতা ইক্ষ্বাকু। একদা তিনি যজ্ঞার্থ বশিষ্ঠকে পুরোহিত বরণ করিলেন। বশিষ্ঠ পূর্ব্বেই ইন্দ্রযজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সুরলোকে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তিনি অন্য দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাইলেন। বশিষ্ঠ আসিয়া ইহা জানিতে পারিলেন এবং আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া তাঁহাকে মরিয়া যাইতে অভিশাপ দেন। তাঁহার মৃতদেহ মন্থনে মিথিলা বা বিদেহের উৎপত্তি হয় (ভাগ)।

নিম্বার্ক—বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তক। অন্য নাম নিম্বাদিত্য। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী আবির্ভাবকাল। জয়দেব গোস্বামী তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি পুস্তক আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক দগ্ধ হয়।

নিয়তি—অদৃষ্টদেবী। তিনি মেরুর কন্যা ও বিধাতার পত্নী (ভাগ)।

নিরিউস (Nereus)—জলদেবতাবিশেষ। পিতা ওশিয়ানাস, মাতা টেরা এবং পত্নী ডোরিস। তাঁহার পঞ্চাশটি কন্যা জন্মে। তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা এবং ঈজিয়ান সাগরবাসী (গ্রীক পুঃ)।

নিরুপমা দেবী—বিখ্যাত লেখিকা। 'দিদি' লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' তাঁহার প্রথম উপন্যাস। তাঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তক আছে।

নিরো (Nero, Claudius Cæsar)—(৩৭—৬৮)। রোমের এক অত্যাচারী লম্পট সম্রাট্। তিনি নিজের জননী, দুই পত্নী এবং অন্যান্য বহু লোককে হত্যা করেন। রোম নগর দগ্ধ করাতে তিনি বহু খৃষ্টানকে হত্যা করেন এবং নূতন করিয়া রোম নগর নির্ম্মাণ করেন। তিনি রোম হইতে পলায়ন করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা করেন।

নির্ঋতি—১। সমস্ত রাক্ষসের অধিপতি ও পাপকর্ম্মের ফলদাতা (কূর্ম্ম)। ২। অধর্ম্মের পত্নী হিংসার নির্ঋতি নামে কন্যার জন্ম হয় (মার্ক)। ৩। রুদ্রবিশেষ। ব্রহ্মার ঔরসে সুরভির গর্ভে জন্ম। ব্রহ্মা এইরূপ একাদশ রুদ্রের জন্ম দেন। তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার কাছে যায় বলিয়া তাহাদের নাম হয় রুদ্র (হরি)।

নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র—(১৮৮৮—১লা মার্চ, ১৯৫৩)। দেশসেবক ও আইনব্যবসায়ী। তিনি এম. এ., বি. এল. পাশ করিয়া সলিসিটর হন। ১৯৫২-এ তিনি কলিকাতার মেয়র হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে যে পাঁচজন স্বরাজ্য পার্টি স্থাপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।

নিশুম্ভ—দৈত্যরাজ শুম্ভের অনুজ। পিতা কশ্যপ, মাতা দনু। দেবীযুদ্ধে রক্তবীজের পরে এই দৈত্য নিহত হয় (রাম, চণ্ডী)।

নিশ্চল দাস—সাধুবিশেষ। দিল্লীর অষ্টাদশ ক্রোশ পশ্চিমে কিহড়োলী গ্রামে জন্ম। পিতা তরুজী, মাতা লছমী। তুলসীদাসের সমসাময়িক ও রামচন্দ্রের উপাসক এবং দাদুপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত। একাদশ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু পর বৎসর সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'বিচার সঙ্কার', 'বৃত্তি-প্রভাকর', 'আত্মজ্ঞানবোধ' ও 'কঠোপনিষদে'র টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নীল—১। মাহিষ্মতীপুরীর রাজা। অগ্নিদেব তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে সহদেব তাঁহার নগর আক্রমণ করিয়া অগ্নিবেষ্টিত হন, পরে স্তবে অগ্নিদেবকে তুষ্ট করিয়া নীলের নিকট বর লাভ করেন (ভারত)। ২। সুগ্রীবের কপিবাহিনীর অন্তর্গত রামচন্দ্রের সাহায্যকারী বানর। অগ্নিতেজে তাঁহার জন্ম হয় (রাম)।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—(১৮৬১—১৯১৩)। প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার ধরণীগ্রাম। গোবিন্দ অধিকারীর দলে ঢুকিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরে ঐ দল ভাঙ্গিয়া দুইটি দল হইলে তিনি একটি দলের নেতা হন। নারায়ণের মৃত্যুর পর নীলকণ্ঠই সমস্ত দলের মালিক হন। তাঁহার ভক্তিমাখা গান সর্ব্বজনপ্রিয় ছিল।

নীলমণি বসাক—(? ১৮০৮—৬ই আগষ্ট, ১৮৬৪)। সুপ্রসিদ্ধ গদ্য লেখক। জন্ম রামবাগান, উমেশ দত্ত লেনে। পিতা রাজচন্দ্র বসাক। প্রথমে হুগলি কোর্টে কেরাণীর পদ লাভ করিয়া পরে বর্দ্ধমানের কমিশনারের পার্সনাল য়্যাসিষ্টাণ্ট হন। তাঁহার গদ্যরচনা বঙ্গসাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার রচিত 'নবনারী' বিখ্যাত পুস্তক। এ ছাড়া 'পারস্য ইতিহাস', 'পারস্য উপন্যাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

নীলরতন সরকার—প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। জন্মস্থান ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ ন্যাতড়া গ্রাম। মেডিকেল কলেজ হইতে এম্. বি. পাশ করেন। যৌবনেই ব্রাহ্ম হন। তিনি নানা শিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ন্যাশনাল ট্যানারীর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৯—১৯২১ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন।

নীলরত্ন হালদার—(?—১৮৫৫)। গ্রন্থকার ও কবি। তিনি চুঁচুড়ানিবাসী নীলমণি হালদারের পুত্র। তিনি 'বঙ্গদূত' (Bengal Herald) নামক একটি পত্রিকা এক বৎসর সম্পাদনা করেন। তিনি সল্ট বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবিতা-রত্নাকর', 'অদৃষ্ট প্রকাশ', 'বহুদর্শন', 'দম্পতী-শিক্ষা', 'সর্ব্বামোদ তরঙ্গিণী' ইত্যাদি।

নূরজাহান—(?—১৬৪৬)। মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের মহিষী। বাল্যনাম মেহেরউন্নিসা। পিতা মির্জ্জা ঘিয়াস পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। পারস্য হইতে ভারতে আসিবার পথে কান্দাহারের এক মরুভূমিতে তাঁহার এক কন্যা জন্মে। ঘিয়াসের অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় তিনি কন্যাকে এক বণিকের হস্তে প্রদান করিতে বাধ্য হন। তারপর ঐ বণিক্ কন্যার মাতাকেই ধাত্রী নিযুক্ত করেন। এই সওদাগরের সহিত বাদশাহ আকবরের পরিচয় ছিল। সওদাগর আগ্রায় অবস্থানকালে মেহেরউন্নিসা তাঁহার সহিত কখন কখন বাদশাহের প্রাসাদে যাইতেন। যুবরাজ সেলিম মেহেরউন্নিসাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বাদশাহ আপত্তি করেন এবং আলিকুলী শের আফ্গান খাঁর সঙ্গে মেহেরউন্নিসার বিবাহ দেন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইয়া কোন আততায়ীর দ্বারা শের আফ্গানকে নিহত করাইয়া মেহেরউন্নিসাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। ইহার চারি বৎসর পরে মেহেরউন্নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময় মেহেরউন্নিসা 'নূরজাহান' বা জগজ্জ্যোতি উপাধিতে ভূষিত হইয়া সম্রাটের মহিষী হন। জাহাঙ্গীরের জীবিতকালে প্রকৃতপক্ষে তিনিই সাম্রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার সকল আধিপত্য লোপ পায়।

নৃগ—১। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। ভুলক্রমে এক ব্রাহ্মণের গরু চুরি করেন বলিয়া তিনি পরজন্মে কৃকলাস হইয়া জন্মান। পরে বসুদেবের অনুগ্রহে তিনি শাপমুক্ত হন (ভারত)। ২। সূর্য্যবংশীয় নৃপতি। তিনি ষড়্দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের সমসাময়িক।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ—(১৮৬২—১৯১১)। কুচবিহারের রাজা। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি প্রসিদ্ধ শিকারী এবং টেনিস প্রভৃতি ক্রীড়ায় সুদক্ষ ছিলেন। টিরা যুদ্ধে সৈনিক কর্ম্মচারী হইয়া তিনি ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৩টি তোপধ্বনি

দ্বারা সম্মানিত হইবার মর্য্যাদা প্রদান করেন। ইংলণ্ডের অন্তর্গত বগ্নহিল নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের আদেশে সামরিক প্রথায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত শোভাযাত্রা পরিচালিত হয়।

নৃসিংহ—'নরসিংহ' দ্রঃ।

নৃসিংহদেব—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান মানভূম। 'পদ-সমুদ্র'-নামক সঙ্কলন-গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ আছে। তিনি তোটক ছন্দে বহু মধুর পদ রচনা করিয়াছেন।

নেকস (Nechos)—মিশরের প্রাচীন নৃপতি-বিশেষ। লোহিত সমুদ্র ও ভূমধ্য সাগরের সংযোগ করিতে গিয়া তিনি বার হাজার শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ হন।

নেগুইব, জেনারেল (Neguib, General)—(জন্ম ১৯০০)। মিশরের বিখ্যাত সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী। জন্মস্থান খার্তুম। খার্তুমের রাজকীয় মিলিটারী কলেজে শিক্ষালাভ। ১৯৪৮-এ সিনাই মরুভূমিতে তিনি একটি গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। পদাতিক সৈন্যদের শিক্ষা-কেন্দ্রের তিনি অধ্যক্ষ। ১৯৫২-এ জুলাই মাসে যে বিদ্রোহ হয়, তিনি তাহার নেতা ছিলেন। তাহার ফলে রাজা ফারুকের পতন ঘটে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পর তিনি মিশরের প্রধান মন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতি (১৯৫৩) হন।

নেপচুন (Neptune)—সমুদ্রের রাজা এবং অশ্বগণের দেবতা। পিতা স্যাটার্ণ, মাতা রিয়া। জুপিটার এবং প্লুটো তাঁহার ভ্রাতা। তিনি শুশুক এবং অন্যান্য কতিপয় জন্তুর রূপ ধরিয়া অ্যাম্ফিট্রাইটের সহিত প্রেম করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে একটি ত্রিশূল থাকিত। পিত্তলের খুরযুক্ত অশ্বগণ সমুদ্রের উপর দিয়া তাঁহার রথ আকর্ষণ করে (গ্রীক পুঃ)।

নেপিয়ার, চার্ল্‌স্ (Napier, Sir Charles James)—(১৭৮২—১৮৫৩)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ সেনাপতি। স্পেনদেশে করুনার যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। সিন্ধুর আমিরগণের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি আমিরদিগের বিপক্ষে এক রিপোর্ট প্রদান করেন। ইহার ফলে তাঁহাদের রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। তাঁহার অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হইলে নেপিয়ার সিন্ধুযুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া হায়দরাবাদ অধিকার করেন। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসির সহিত মতানৈক্য হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Napoleon Bonaparte)—(১৭৬৯—১৮২১)। মহাবীর ফরাসী সম্রাট্। করসিকার অন্তর্গত এজাসো সহরে জন্ম। মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিনি সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৭৯৬-এ প্যারিস শহরের বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁহার অধিনায়কত্বে ইটালী ও মিশরে ফ্রান্স আধিপত্য স্থাপিত হয়। তিনি 'কন্সাল' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ফ্রান্সের প্রধান রাজকীয় পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৪-এ তিনি ফ্রান্সের রাজা হন। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রায় সমগ্র ইউরোপের অধীশ্বর হন। প্রথমা পত্নী জোসেফাইন, দ্বিতীয়া পত্নী মেরিয়া লুইসা। ১৮১২-এ রুষিয়া জয় করিতে গিয়া দারুণ বিপর্য্যয় ভোগ করিয়া মস্কো হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। ইহার পর বিভিন্ন দেশের রাজারা সম্মিলিত হইয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া এলবা দ্বীপে চলিয়া যান (১৮১৪)। এক বৎসর পরে তিনি এলবা হইতে ফিরিয়া আসেন এবং বিনা রক্তপাতে সম্রাট্ হন। ১৮১৫-এ তিনি জার্ম্মান-সৈন্য বিপর্য্যস্ত করিয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করেন এবং ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। পরে তাঁহাকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তথায় নির্ব্বাসিত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

নেপোলিয়ন, ৩য় (Napoleon III)—(১৮০৮—১৮৭৩)। হল্যাণ্ডের রাজা লুই বোনাপার্টের পুত্র, প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র। ফ্রান্সের সিংহাসন লাভের জন্য তিনি আন্দোলন উপস্থিত করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮-এ ফ্রান্সে যে বিদ্রোহ হয়, তিনি সেই বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া ফরাসী গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হন। অতঃপর ১৮৫২-এ তিনি নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি অনেক যুদ্ধ করেন। প্রাসিয়ার সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধই তাঁহার পতনের কারণ। অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

নেমেসিজ (Nemesis)—দেবী। রাত্রির কন্যা। মানুষকে তিনি সুখ বা দুঃখ দেন, আর যাহারা বড় উদ্ধত তাহাদের শাস্তি দেন (গ্রীক পুঃ)।

নেল্‌সন, হোরেসিও, ভাইকাউণ্ট (Nelson, Horatio, Viscount)—(১৭৫৮—১৮০৫)। ইংলণ্ডের বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি। ইংলণ্ডের অন্তর্গত নরফোক নামক স্থানে জন্ম। একবার তিনি অভিযান-কারীদের সহিত উত্তরমেরুতে গমন করেন। অতঃপর এক যুদ্ধে তিনি আমেরিকায় প্রেরিত হন। ক্যালভির যুদ্ধে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু এবং স্যাণ্টাক্রুজের যুদ্ধে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত নষ্ট হয়। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। কর্ডোভার জলযুদ্ধে তিনি স্পেনীয়দিগকে এবং নীলনদের যুদ্ধে ফরাসীদিগকে পরাস্ত করেন। সুপ্রসিদ্ধ ট্রাফালগার যুদ্ধে তিনি ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া বিজয়লাভ করেন, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে আহত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

নেস্টর (Nestor)—বুদ্ধিমত্তা এবং বাগ্মিতার জন্য খ্যাত। গ্রীসের অন্তর্গত পাইলসের রাজা। পিতা নেপচুনের পুত্র লিলিয়স্ এবং মাতা ক্লোরিস। হারকিউলিস তাঁহার পিতাকে নিহত করেন। ট্রয়যুদ্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া গ্রীকগণ বিশেষ লাভবান হয় (গ্রীক পুঃ)।

নোবেল, আল্‌ফ্রেড (Nobel, Dr. Alfred Bernhard)—(১৮৩৩—১৮৯৬)। সুইডেনের বিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত ও যন্ত্রশিল্পী। ডিনামাইট নামক বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন, কিন্তু ঐ পদার্থ বহু-লোকের প্রাণনাশের কারণ হওয়াতে অনুতাপযুক্ত হইয়া তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় সম্পত্তির অধিকাংশ পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও শান্তিবাণী প্রচারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে প্রতিবৎসর পুরস্কার দিবার জন্য দান করিয়া যান। এই পুরস্কারই 'নোবেল পুরস্কার' নামে পৃথিবীবিখ্যাত।

নোয়া (Noah)—ইহুদিদের মতে লামেখের পুত্র। ঈশ্বরের আদেশে তিনি মহাপ্লাবন (the Deluge) ঘটিবার পূর্ব্বেই এক বিরাট নৌকা প্রস্তুত করেন এবং তাহাতে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর একজোড়া করিয়া লইয়া যান। প্রলয়ের শেষে তাঁহার পুত্রাদি হইতে মানব জাতি ও ঐ প্রাণীগুলি হইতে জীবজগতের উৎপত্তি হয় (বৈদে পুঃ)।

প

পওহারী বাবা—(১৮৪০—১৮৯৮)। প্রসিদ্ধ যোগী। জৌনপুর জেলার প্রেমারপুর গ্রামে জন্ম। পিতা অযোধ্যা তেওয়ারী। বেদান্তদর্শনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বদরিকাশ্রম হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি বিল্ব-পত্রের রস ও দুগ্ধ পান করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'পওহারী বাবা' বলিয়া ডাকিত। ৫০টি লঙ্কা বাঁটিয়া রস করিয়া তাহা তিনি পান করিতেন। তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া পনর বৎসর ছিলেন। তিনি বহু সন্ন্যাসীকে

নিমন্ত্রণ করিয়া একটি মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং যজ্ঞাগ্নিতে দেহ বিসর্জন দেন। কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন।

পঁয়কারে, রেমণ্ড নিকোলাস ল্যাণ্ড্রি (Poincare, Raymond Nicolas Landry)—(১৮৬০—১৯৩৪)। বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রনীতিক। ১৯১৩ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯১২, ১৯২২—১৯২৪ এবং ১৯২৬ হইতে ১৯২৯-এ তিনি ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯১২ এবং ১৯২২ হইতে ১৯২৪-এ তিনি বৈদেশিক মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৪, ১৯০৬ এবং ১৯২৬ হইতে ১৯২৮-এ তিনি রাজস্বসচিব পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক এবং সুদক্ষ বাগ্মী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। বিগত মহাসমরের সময়ে তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

পক্ষধর মিশ্র—(১৫শ শতক)। মিথিলাবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত। যথার্থ নাম জয়ধর মিশ্র তর্কালঙ্কার। শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য লক্ষিত হইত। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

পঙ্কজ গুপ্ত—(জন্ম ১৮৯৯)। সাংবাদিক ও খেলোয়াড়। বি. এ. পাশ। সব রকম খেলাতেই তিনি প্রায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। রেফারী ও খেলার পরিচালনায় বিশেষ নাম আছে। খেলার সম্পর্কে বহুবার বিদেশে যান। আই. এফ. এ. শীল্ডের প্রথম ভারতীয় রেফারী। ক্রীড়াজগতের সাংবাদিক হিসাবেও বিখ্যাত।

পঞ্চজন—অসুরবিশেষ। হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদ পিতা ও মতি মাতা। সান্দীপনি মুনির পুত্রকে তিনি হরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ নিজের পুত্রের উদ্ধার প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ এই অসুরকে হত্যা করেন। তাহার অস্থি হইতেই শ্রীকৃষ্ণের 'পাঞ্চজন্য শঙ্খ' প্রস্তুত হয় (ভাগ)।

পঞ্চশিখ—১। মুনিবিশেষ। তিনি আসুরি নামে এক ঋষির শিষ্য। তিনি আসুরির পত্নী কপিলার স্তন্যপানে পুষ্ট হন, এই জন্য তাঁহাকে কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামে অভিহিত করা হয়। তিনি জনকবংশীয় মিথিলার রাজা জনদেবের আচার্য্য। পঞ্চশিখ হইতে সাংখ্যদর্শনের মতবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় (ভারত)।

পঞ্চানন তর্করত্ন—(১৮৪৬—১৯৪০)। ভট্টপল্লী-নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত। পিতা নন্দলাল বিদ্যারত্ন। তিনি অল্প বয়সেই সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দ হইতে তিনি বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিবার ভার লন। তিনি বঙ্গবাসী কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর পূর্ণিমা টীকা', 'অমরমঙ্গল', 'ধর্ম্মসিদ্ধান্ত' প্রভৃতি অনেক পুস্তক রচনা করেন। 'ভট্টপল্লী পরীক্ষাসমাজে'র তিনিই সম্পাদক ছিলেন।

পতঞ্জলি—(? জীবৎকাল খৃঃ পূঃ ১৫০)। বিখ্যাত যোগশাস্ত্র-প্রণেতা ও দার্শনিক। পাতঞ্জল দর্শন নামক যোগশাস্ত্রের রচয়িতা। পাণিনির প্রসিদ্ধ মহাকাব্যও তিনিই রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, পাণিনি-ভাষ্যকার পতঞ্জলি ও যোগশাস্ত্র-সূত্রকার পতঞ্জলি একই লোক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি পুষ্পমিত্র সুঙ্গের সমসাময়িক।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৬৮—১৯৩৯)। শ্রীহট্টবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত। কিছুকাল শিলং সেক্রেটারিয়েটে কাজ করিয়া তিনি গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি শিলং সাহিত্য-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীহট্টের ইতিহাস গবেষণার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রকাশের জন্য তিনি পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। সরকার হইতে তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রাপ্ত হন।

পদ্মনাভ—১। নাগবিশেষ। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি গোমতীর তীরে 'নাগপুর' নামক পুরীতে বাস করিতেন। তিনি অতিথিসেবা করিতেন এবং প্রাণীদিগের হিতসাধনে রত থাকিতেন। ধর্ম্মারণ্য নামে এক মহর্ষির নিকট ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া তিনি গার্হস্থ্য জীবনেই ধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন (ভারত)। ২। 'সুপদ্ম'-ব্যাকরণ প্রণেতা।

পদ্মবর্ণ—মহারাজ যদুর পুত্র। তিনি নাগকন্যা মুচুকুন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (হরি)।

পদ্মাবতী—১। কবি জয়দেবের পত্নী। ২। কর্ণের পত্নী। ৩। নিত্যানন্দ প্রভুর মাতা।

পদ্মিনী—(১৩শ শতক) বিখ্যাত রাজপুত-সতী। পিতা হামির শঙ্খ, স্বামী মেবারের রাণা রত্নসিংহ। তাঁহার সৌন্দর্য্যের কাহিনী শুনিয়া সুলতান আলাউদ্দীন খিলিজী তাঁহাকে পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন। চিতোর অবরোধ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি বলিয়া পাঠান যে, দর্পণে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিয়াই চলিয়া যাইবেন; কিন্তু পদ্মিনীর রূপরাশি দর্পণের মধ্য দিয়া দেখিয়া আলাউদ্দীন একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া যান। রত্নসিংহকে দুর্গের বাহিরে আনিয়া আলাউদ্দীন তাঁহাকে বন্দী করেন। স্বামীর উদ্ধারের জন্য তিনি আলাউদ্দীনকে আত্মদান করিবেন বলিয়া সংবাদ দেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সাতশত শিবিকা আলাউদ্দীনের শিবিরে উপস্থিত হয়। এই সমস্ত শিবিকায় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া রাজপুত যোদ্ধারা ছিল। তাহাদের সহিত পাঠানদের যুদ্ধ বাধে এবং রত্নসিংহ উদ্ধার পান। এই অপমানের জন্য পরে আলাউদ্দীন আবার চিতোর আক্রমণ করেন। কিন্তু এবার চিতোর বিধ্বস্ত হয়। পদ্মিনী ও অন্যান্য রাজপুত মহিলারা সতীত্ব রক্ষার জন্য জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেন। ঐ কাহিনীর অবশ্য কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। টডের কাহিনীর সঙ্গেও ইহার মিল নাই।

পবন—বাতাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দেবতাগণের মধ্যে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী। অঞ্জনার গর্ভে তাঁহার পুত্র হনুমান, কুন্তীর গর্ভে তাঁহার পুত্র ভীম জন্মে। তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকের রাজা। উনপঞ্চাশ বায়ু তাঁহার অধীন (রাম)।

পম্পে দি গ্রেট (Pompey the Great)—(খৃঃ পূঃ ১০৬—৪৮)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি। তিনি সীজারের সহিত মিলিত হইয়া রোমের শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। রোমে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইলে তিনি সীজার কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মিশরে পলায়ন করেন এবং তথায় নিহত হন।

পরমানন্দ, কবিকর্ণপুর—(১৫২৪—?)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ['কর্ণপুর' দ্রঃ]।

পরমানন্দ, স্বামী—(?—১৯৪০)। বিখ্যাত সন্ন্যাসী। তিনি ১৯০৬-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করেন। তিনি বেদান্ত সোসাইটিও স্থাপন করেন। তিনি অনেক গ্রন্থের প্রণেতা ও 'Vedanta Monthly' নামে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

পরমার্থ—(৬ষ্ঠ শতক)। বৌদ্ধ ভিক্ষু। পূর্ব্বনাম কুলনাথ। তিনি উজ্জয়িনীর শ্রমণ ছিলেন। বহুদেশ ঘুরিয়া তিনি পাটলীপুত্রে আসেন। সেই সময় চীনদেশ হইতে পণ্ডিতের খোঁজে লোক আসিলে সম্রাট্ কুমারগুপ্ত তাঁহাকে পাঠান। চীনদেশে গিয়া তিনি ৭০ খানি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করিয়াছিলেন।

পরমেশ্বর—(১৫শ শতক)। 'পরাগলী মহাভারতে'র প্রণেতা। গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে আঠার পর্ব্ব মহাভারত রচনা করেন বলিয়া তাঁহার মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামে

পরিচিত। তিনি মূল মহাভারতকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নাই। 'পরমেশ্বর-দাস', 'কবীন্দ্র' ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিত।

পরমেশ্বর দাস—(১৫শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। জন্ম কেতু বা কাউগ্রামে। তিনি চৈতন্যদেবের সমকালীন কবি। নিত্যানন্দ প্রভুর নিকটে দীক্ষা লইয়া খড়দহে বাস করেন। তিনি জাহ্নবী ঠাকুরাণীর আদেশে তড়াআটপুর গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহের সেবা করেন। ঐ বিগ্রহের নাম বর্ত্তমানে শ্যামসুন্দর।

পরশুরাম—১। প্রসিদ্ধ মুনি। পিতা জমদগ্নি, মাতা রেণুকা। পরশুরাম তাঁহাদের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রথমে তাঁহার নাম ছিল রাম। পরশু অস্ত্র ধারণ করিবার জন্য তাঁহার নাম হয় পরশুরাম। পিতার আদেশে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেন ['জমদগ্নি' দ্রঃ]। মাতৃহত্যা-পাপের অপরাধে পরশুরামের হস্ত হইতে কুঠার স্খলিত হইল না। তখন তিনি সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নান করিলে তাঁহার হাত হইতে কুঠার পড়িয়া যায়। জমদগ্নি মুনির একটি কামধেনু ছিল। রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তাহা মুনির নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি উহা দিতে অস্বীকার করেন। তখন রাজা মুনিকে হত্যা করেন, রেণুকাকে একবিংশতিবার প্রহার করেন এবং কামধেনু লইয়া পলাইয়া যান। পরশুরাম তখন প্রবাসে ছিলেন। পরে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি শিবের নিকটে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্যা করেন। ইহার পর তিনি শিবের নিকটে যান, কিন্তু সে সময়ে হরগৌরী অন্তঃপুরে ছিলেন এবং গণেশ দ্বাররক্ষা করিতেছিলেন। গণেশ পরশুরামকে যাইতে দিলেন না। গণেশের সঙ্গে পরশুরামের যুদ্ধ হইল। তিনি গণেশের প্রতি পরশু নিক্ষেপ করিলে গণেশের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু গণেশ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন। নিহত ক্ষত্রিয়গণের রক্তে সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে পাঁচটি শোণিত-সরোবর নির্ম্মিত হয়। এই সরোবরে তিনি পিতৃপুরুষের তর্পণ করেন। অতঃপর গুরু কশ্যপকে তিনি সমস্ত পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যা করিতে গমন করেন। বহুকাল পরে শ্রীরামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গের সংবাদ শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসেন এবং নিজে বৈষ্ণবধনুতে শরযোজনা করিতে বলেন। কিন্তু রামচন্দ্র তাহাতে সমর্থ হইলে তিনি অপমানিত হইয়া পুনরায় মহেন্দ্র পর্ব্বতে চলিয়া যান। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ তাঁহার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। একবার ভীষ্মের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। তিনি সে যুদ্ধে পরাজিত হন (ভারত)। ২। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখক ['রাজশেখর বসু' দ্রঃ]।

পরাশর—১। পরাশরের পিতা বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তি, মাতা অদৃশ্যন্তী। শক্তি রাক্ষস-হস্তে নিহত হইবার পর তিনি ভূমিষ্ঠ হন। বশিষ্ঠের নিকট পিতার মৃত্যুবৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি এক রাক্ষসবধের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন (ভারত)। ২। পরাশর হইতে মৎস্যগন্ধার (সত্যবতী) গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন (লিঙ্গ)। পরাশর এক সংহিতা রচনা করেন। তাহা 'পরাশর সংহিতা' নামে বিদিত (পরাশর সং)।

পরীক্ষিৎ—অর্জ্জুনের পৌত্র। পিতা অভিমন্যু, মাতা উত্তরা। কৃপাচার্য্য তাঁহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে চলিয়া গেলে তিনি হস্তিনাপুরের রাজা হন। তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন বনে শিকার করিতে গিয়া শমীক নামক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। শমীক তখন ধ্যাননিরত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া জল প্রার্থনা করেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়ায় তিনি মুনির গলায় একটি মৃত সর্প ঝুলাইয়া চলিয়া যান। অতঃপর মুনির পুত্র শৃঙ্গী আশ্রমে আসিয়া তাহা দেখিয়া এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে, যে লোক এইরূপ কাজ করিয়াছে, সে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে মরিবে। তিনি এই অভিশাপের কথা শুনিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং মুক্তিলাভের জন্য হরিনাম শুনিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। সপ্তম দিবসের শেষভাগ পর্য্যন্তও মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে একসময়ে একটি ফল তাঁহার নিকট আনীত হয়। আহারের নিমিত্ত সেই ফলটি কাটা হইলে তাহার মধ্য দিয়া তক্ষক বাহির হয় এবং তাঁহাকে দংশন করে। সেই দংশনেই তাঁহার মৃত্যু হয় (ভারত)। কথিত আছে, তিনি শুক মুনির কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে নিয়তি বরণ করিয়া লন।

পরেশনাথ ঘোষ—(১৮৫৬—১৯২৩)। পূর্ব্ব বাঙ্গালার বিখ্যাত মল্লবীর। ঢাকা জেলার শুভাঢ্যা গ্রামে জন্ম। পিতা সীতানাথ ঘোষ। তিনি কলিকাতার সিটি কলেজ হইতে আই. এ. পাশ করেন। প্রথম জীবন হইতেই তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার ওজন ছিল চারি মণেরও উপর।

পরেশলাল রায় (পি. এল. রায়)—বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা। বাখরগঞ্জের লাখুটিয়া গ্রামে জন্ম। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ইংলণ্ডে থাকিবার কালেই তিনি সেখানে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা করেন এবং দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন এবং 'লেফ্‌টেন্যাণ্ট' পদ প্রাপ্ত হন।

পর্ব্বগুপ্ত—কাশ্মীরের রাজা উন্মত্তবন্তীর মন্ত্রী। তিনিই রাজাকে পিতৃহত্যা করিতে পরামর্শ দেন। উন্মত্তবন্তীর মৃত্যুর পর শূরবর্ম্মা ও শূরবর্ম্মার পরে যশস্কর রাজা হন। তাঁহার পর পর্ব্বগুপ্ত সংগ্রামদেবকে রাজপদে স্থাপিত করেন। তারপর তিনি প্রজাদিগের বিশেষ প্রিয় হন। পরে তিনি রাজাকে হত্যা করিয়া নিজে রাজা হন। রাজা হইবার এক বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

পল, ১ম (Paul I)—(১৭৫৪—১৮০১)। রুশিয়ার জার। তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য অমাত্যেরা তাঁহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন। তিনি নেপোলিয়নের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

পল, সেণ্ট (Paul, Saint)—যীশুর বারজন শিষ্যের তিনি অন্যতম। এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত তার্স্ন নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি যীশুর অনুচরদিগের উপরে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন, পরে যীশুর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে বহুস্থানে ভ্রমণ করেন।

পলিক্লিটাস (Polycletus)—(খৃঃ পূঃ ৪৫২—৪১২)। গ্রীক ভাস্কর ও স্থাপত্য-শিল্পী। বিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়াস (Phidias) তাঁহার বন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। তিনি গ্রীসের আর্গস নগরে বাস করিতেন। তাঁহার নির্ম্মিত ডোরিফোরাসের মূর্ত্তি মানবদেহের গঠন-সৌন্দর্য্যের চরম নিদর্শন।

পলিফেমাস (Polyphemus)—নেপচুনের পুত্র এবং সাইক্লোপদিগের সর্দ্দার। ইট্না পর্ব্বতের গুহায় এই দৈত্য বাস করিত। তাহার একটিমাত্র চক্ষু ছিল। ইউলিসিস ও তাঁহার বারজন সঙ্গী তাহার গুহায় গমন করেন। এই দৈত্য তাঁহাদের মধ্যে ছয় জনকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে ইউলিসিস তাহার একটি চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া পলাইয়া যান (গ্রীক পুঃ)।

পলিহিম্নিয়া (Polyhymnia)—খণ্ড-কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (গ্রীক পুঃ)।

পশুপতি—শিবের অপর নাম। তিনি সর্ব্বদা পশুগণকে পালন করেন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া করেন এবং পশুদিগের উপরে আধিপত্য করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহার নাম পশুপতি হইয়াছে (রাম)।

পসাইডোন (Poseidon)—সমুদ্রদেবতা নেপচুনের অন্য নাম (গ্রীক পুঃ)।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—(২০শে ডিসেম্বর, ১৮৬৬—১৫ই নবেম্বর, ১৯২৩)। সুবিখ্যাত সাংবাদিক। জন্মস্থান ভাগলপুর। পৈতৃক বাসস্থান ২৪ পরগণা জেলার হালিসহর। পিতা বেণীমাধব। ২০ বৎসর বয়সে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্যবিষয়ে পরীক্ষা দেন এবং তাহাতেও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। প্রথমে তিনি গভর্ণমেণ্ট আফিসে কাজ করিতেন, পরে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তিনি সংবাদপত্র-সম্পাদনা আরম্ভ করেন। 'বসুমতী', 'বঙ্গবাণী', 'হিত-বাদী', 'নায়ক', 'সাহিত্য' ও 'রঙ্গালয়' পত্রিকা তিনি সম্পাদন করেন। তিনি বহু জনহিতকর সভাসমিতির সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন এবং একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-নামক বৈষ্ণব গ্রন্থের এক-খানি সংস্করণ এবং 'আইন-ই-আকবরী'-নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ তিনি প্রকাশ করেন। 'রূপলহরী', 'উমা' প্রভৃতি উপন্যাসগ্রন্থ, 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' ইত্যাদি তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ।

পাক—অসুরবিশেষ। এই অসুরকে হত্যা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র 'পাকশাসন' নামে আখ্যাত হইয়াছেন (রাম)।

পাণিনি—(খৃঃ পূঃ ৩য় শতক?)। বিখ্যাত বৈয়াকরণ। পঞ্জাবের অন্তর্গত শলাতুর গ্রামে জন্ম। এই কারণে তাঁহাকে শলাতুরীয় বলা হইত। পিতার নাম দেবল, মাতার নাম দাক্ষী দেবী। এই কারণে তিনি দাক্ষীপুত্র বা দাক্ষেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। শিক্ষা-লাভের উদ্দেশ্যে তিনি পাটুলিপুত্র নগরে আসেন। সেথায় বহু উপাধ্যায়ের নিকট তিনি অধ্যয়ন করিতেন। কিংবদন্তী আছে, এই অধ্যয়নে তিনি বিশেষ তৃপ্ত হইতে না পারিয়া হিমালয় প্রদেশে মহাদেবের নিকট গমন করেন এবং মহাদেবের নিকটে ব্যাকরণ পাঠ করিয়া বিশেষ উন্নতিলাভ করেন। তাহার পর তিনি একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। সেই ব্যাকরণই পাণিনি-ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ। 'ধাতুপাঠ', 'গণপাঠ-শিক্ষা' ইত্যাদিও তাঁহারই প্রণীত।

পাণ্ডু—যুধিষ্ঠিরাদির পিতা। লৌকিক পিতা বিচিত্রবীর্য্য, মাতা অম্বালিকা। ব্যাসদেবের ঔরসে তাঁহার জন্ম। ব্যাসদেবের ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেন। এই কারণে গর্ভজাত পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং পুত্রের নাম পাণ্ডু হয়। তিনি জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া তিনি রাজা হন। কুন্তী ও মাদ্রী নামক তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। তিনি মৃগয়া করিতে করিতে মৃগরূপী তিমিন্দক নামে ঋষিকুমারকে মৃগ ভাবিয়া শরবিদ্ধ করেন। তখন তিনি মৃগরূপিণী ভার্য্যার প্রতি আসক্ত ছিলেন। ঋষিকুমার পাণ্ডুকে শাপ দেন যে, স্ত্রীসহবাসকালে তাঁহারও মৃত্যু হইবে। ফলে পত্নীসঙ্গ তিনি ত্যাগ করেন এবং দেবগণের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। পরে এক সময়ে তিনি মাদ্রীর সহিত যখন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ভুলক্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন; ফলে তাঁহার মৃত্যু হয় (ভারত)।

পাতাউদি, নবাব (Pataudi, Nawab of)—(১৭ই মার্চ, ১৯১০—৫ই জানুয়ারি, ১৯৫২)। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। তিনি ১৯২৭-এ বিদ্যাশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড যাত্রা করেন। ১৯৩৪-এ তিনি অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেষ্ট ম্যাচ খেলেন। ১৯৩৬-এ তিনি ভারতীয় খেলোয়াড়দলের নেতা হইয়া বিলাত যান।

পান্না—স্বার্থত্যাগিনী রাজপুত রমণী। তিনি সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয়সিংহের ধাত্রী ছিলেন। উদয়সিংহ বনবীর কর্ত্তৃক নিহত হইতে পারে ভাবিয়া তিনি নিজের পুত্রের প্রাণ দিয়া উদয়সিংহের প্রাণ বাঁচান।

পামারস্টন, ভাইকাউণ্ট হেন্‌রী জন টেম্পল (Palmerston, Viscount Henry John Temple)—(১৭৮৪—১৮৬৫)। ইংরাজ রাজনীতিবিশারদ। তিনি ১৮০৭-এ পার্লামেণ্ট মহাসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং প্রায় আমরণ সেই সভার সভ্য ছিলেন। প্রথমে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন, পরে উদারপন্থী হন। তিনি ১৮৫৫ ও ১৮৫৯-এ প্রধান মন্ত্রী হন।

পার্ক, মাঙ্গো (Park, Mungo)—(১৭৭১—১৮০৬)। বিখ্যাত ব্রিটিশ পর্য্যটক। তিনি আফ্রিকা দেশে ভ্রমণ করেন। 'Travels in the Interior of Africa' নামক তাঁহার রচিত পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পার্থ—অর্জ্জুনের অপর নাম। কুন্তীর প্রকৃত নাম পৃথা। পৃথার গর্ভে জন্ম বলিয়া পার্থ বলিতে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এই তিনজন-কেই বুঝাইতে পারে। কিন্তু পার্থ বলিলে সাধারণতঃ অর্জ্জুনকেই বুঝাইয়া থাকে (ভারত)।

পার্নেল, চার্লস স্টুয়ার্ট (Parnell, Charles Stewart)—(১৮৪৬—১৮৯১)। বিখ্যাত আইরিশ রাজনীতিবিশারদ। আইরিশ জাতীয় সংগ্রামের নেতা। তাঁহারই নেতৃত্বে আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রথম জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়। তিনিই আয়ার্ল্যাণ্ডে স্বরাজ (Home Rule) প্রবর্ত্তনের বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি একাধিক বার কারারুদ্ধ হন এবং সে সময়ে যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী নিহত হন, তাহার জন্য ইংরাজেরা তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করে। কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি পান এবং মিথ্যা অভিযোগ প্রচারের জন্য 'টাইম্‌স'-এর নিকট পাঁচ হাজার পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ আদায় করেন (১৮৯০)। পরে কুচরিত্রের অভিযোগে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

পার্ব্বতী—দুর্গার অপর নাম। হিমালয় পর্ব্বতের কন্যা বলিয়া তাঁহার অপর নাম পার্ব্বতী হইয়াছে।

পার্শ্বনাথ—(? জীবৎকাল খৃঃ পূঃ ৮০০)। জৈন তীর্থঙ্করদিগের অন্যতম এবং জৈনধর্ম্মের প্রকৃত প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত। ইক্ষ্বাকুবংশীয় কাশীরাজ বিশ্বসেনের ঔরসে ব্রাহ্মীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া যান এবং দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। অতঃপর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া প্রায় ১০০ বৎসর বয়সে পরেশনাথ পর্ব্বতে দেহত্যাগ করেন। তিনি আত্মাকে 'কেবল' অর্থাৎ জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য বলিয়া ঘোষণা করেন এবং শিষ্যগণকে জীবহিংসা ত্যাগ করিতে, সত্যবাদী হইতে, চুরি না করিতে এবং পার্থিব সম্পদ্ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন।

পার্সিউস (Perseus)—পিতা জুপিটার, মাতা ডেন্মাই। তিনি মেডুসা নামক দৈত্যের মাথা কাটিয়া নিজের বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি অ্যাণ্ড্রোমিডাকে জলরাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া বিবাহ করেন (গ্রীক পুঃ)।

পাস্কাল, ব্লেইজ (Pascal, Blaise)—(১৬২৩—১৬৬২)। বিখ্যাত ফরাসী দার্শ-নিক ও গণিতজ্ঞ। তাঁহার রচিত 'Provincial Letters' একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক।

পাস্তুর, লুই (Pasteur, Louis)—(১৮২২—১৮৯৫)। বিখ্যাত ফরাসী রসায়নশাস্ত্রবিদ্। উদ্ভিজ্জরস গাঁজাইয়া উঠিবার কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি প্রথমে প্রসিদ্ধ হন। কলেরা ও অন্যান্য রোগেরও জীবাণু সম্বন্ধে তিনি অনেক গভীর গবেষণা করেন। ১৮৮২-এ তিনি 'Academy of France'-এর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। শেষ জীবনে তিনি 'পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট' (Pasteur Institute) স্থাপন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

পিকক, বার্নস্ (Peacock, Sir Barnes)—কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের শেষ বিচারপতি। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টেরও প্রথম ও প্রধান বিচারপতি হন। ১৮৫২—

১৮৫৯ পর্য্যন্ত তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের আইন-সদস্য ছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি লিপিবদ্ধ করেন।

পিগ্‌মেলিয়ন (Pygmalion)—সাইপ্রাস (Cyprus) দ্বীপের একজন বিখ্যাত ভাস্কর। তিনি হস্তিদন্ত দ্বারা একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। স্বহস্তে নির্ম্মিত সেই প্রতিমূর্ত্তিটিকে তিনি ভালবাসেন। দেবী ভেনাস (Venus) এই মূর্ত্তিটিতে প্রাণসঞ্চার করিয়া দেন। পরে এই প্রাণময়ী মূর্ত্তিকে তিনি বিবাহ করেন (গ্রীক পুঃ)।

পিজারো, ফ্রান্সিস্কো (Pizarro, Franciscoo)—(১৪৭৫—১৫৪১)। দুঃসাহসিক স্পেনীয় সেনাপতি। কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইলে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করেন এবং পেরু নামক স্থানের অধিপতি হন। তিনি তাঁহার অধীন লোকদিগের উপরে অত্যন্ত নিষ্ঠুর অত্যাচার করেন। অবশেষে তিনি নিজেরই সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন।

পিট, উইলিয়াম (Pitt, William)—(১৭৫৯—১৮০৬)। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মন্ত্রী। পিতা আর্ল অব চ্যাটাম। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং বক্তৃতা দিয়া তিনি সকলকে মুগ্ধ করেন। ১৭৮২-এ তিনি রাজস্বসচিব হন। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। তাঁহারই সময়ে ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটে। প্রথম দিকে তিনি উদার মত পোষণ করিতেন। কিন্তু ফরাসী-বিদ্রোহ বাধিলে তিনি সে মত পরিত্যাগ করেন। অনেকে তাঁহাকে ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বলিয়া থাকেন। তাঁহার সময়েই আইন করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের ক্ষমতা ইংলণ্ডের রাজার হাতে আনা হয়।

পিটম্যান, সার আইজাক (Pitman, Sir Isaac)—(১৮১৩—১৮৯৭)। পিটম্যান নামক শর্টহ্যাণ্ড লিপিপদ্ধতির উদ্ভাবক। তাঁহার পরিকল্পিত শর্টহ্যাণ্ড-বিজ্ঞান এখন সর্ব্বত্র সমাদৃত।

পিণ্ডার (Pindar)—(খ্রীঃ পূঃ ৫২২—৪৪২)। প্রাচীন গ্রীসের কবি। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গ্রীসের জাতীয় মেলায় কাব্য রচনার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান। 'Epinicia' কাব্যখানি ছাড়া তাঁহার অধিকাংশ কাব্যই লুপ্ত।

পিয়াজি, গুইসেপ্পি (Piazzi, Giuseppe)—(১৭৪৬—১৮২৬)। ইতালীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌। 'সিরিজ'-নামক গ্রহ তিনি আবিষ্কার করেন।

পিয়ারী, রবার্ট এডুইন (Peary, Robert Edwin)—(১৮৫৬—১৯২০)। আমেরিকান আবিষ্কারক। তিনি উত্তরমেরু প্রদেশে আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯১—১৮৯২-এ মেরুপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ ও পরে মেরুপ্রদেশে গমন করিয়া বিখ্যাত হন। ৬ই এপ্রিল ১৯০৯-এ তিনি উত্তরমেরুবিন্দুতে পৌছান।

পিলপ্‌স্‌ (Pelops)—ট্যাণ্টালাসের পুত্র। দেবতাদের আহারের জন্য তিনি পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হন, কিন্তু জুপিটার তাঁহার জীবন দান করেন। সিরিস (Ceres) তাঁহার ঘাড় খাইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া জুপিটার সেই ঘাড়ের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে একটি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত ঘাড় প্রদান করেন (বৈদে পুঃ)।

পিলসুড্‌স্কি (Pilsudski, Marshal Joseph)—(১৮৬৭—১৯৩৫)। পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত রাজনীতিক। তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে মরণকাল পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তিনি ১৯২৬-এ পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেন ও তাহার ফলে পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ও সমরসচিব নিযুক্ত হন। যোদ্ধা হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

পীটার গ্রাণ্ট (Peter Grant, Sir John)—(১৮০৭—১৮৯৩)। বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর। স্কট্‌ল্যাণ্ডে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ১৮২৭-এ তিনি ভারতে সিভিলিয়ান হিসাবে আসেন এবং ১৮৫৯-এ বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর হন। নীলচাষীদের বিদ্রোহ, সাবডিভিসান বা মহকুমার সৃষ্টি ও ওকালতী পরীক্ষার নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

পীটার দি গ্রেট (Peter the Great)—(১৬৭২—১৭২৫)। রুশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্‌। বাণিজ্য-জাহাজ নির্ম্মাণ, নৌ-সৈন্য গঠন, দেশের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, সেণ্ট পিটার্সবার্গ নগরীর পত্তন (১৭০৩) ইত্যাদি তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি ছদ্মবেশে ইংলণ্ডে গিয়া জাহাজ-নির্ম্মাণ-বিদ্যা শিখিয়া আসেন। তিনি ফিন্‌ল্যাণ্ড, লিভোনিয়া প্রভৃতি স্থান জয় করেন। জন্মভূমির উন্নতির জন্য তিনি প্রকৃত চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'পীটার দি গ্রেট' আখ্যা দেওয়া হয়।

পীটার দি হার্মিট (Peter the Hermit)—(? ১০৫০—১১১৫)। ফরাসী ধর্ম্মযাজক। তাঁহার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া লোকে প্রথম ক্রুসেডের যুদ্ধ আরম্ভ করে। জেরুজালেম খৃষ্টানদের দ্বারা অধিকৃত হইবার পর তিনি মারা যান।

পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ—কামরূপরাজের সভাপণ্ডিত। তিনি প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। 'শ্রাদ্ধকৌমুদী', 'তিথি-কৌমুদী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। 'দায়-কৌমুদী'-নামক পুস্তকখানি টোল পরীক্ষায় আজিও পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পীথাগোরাস (Pythagoras)—(? খৃঃ পূঃ ৫৮২—৫০০)। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। আত্মা একদেহ হইতে অন্যদেহে গমন করিয়া থাকে, এই মতবাদের প্রবর্ত্তক। তাঁহার জ্যোতিষের মতবাদ কোপার্নিকাসের মতবাদের অনুরূপ। তাঁহার গণিতের প্রতিজ্ঞাও সুপ্রসিদ্ধ।

পীরন, ইভা (Peron, Eva)—(১৯১৯—১৯৫২)। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জ্জেন্‌টাইনা রাজ্যের রাষ্ট্রপতির পত্নী। শ্রমিকদের উপর তাঁহার অভূতপূর্ব্ব প্রভাব থাকাতে তিনি রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অতি ক্ষমতাশালিনী হন। মা ছিলেন এক মহিষের মেয়ে, বাবাও ছিলেন সামান্য ভূস্বামী। অতি দুঃখে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয় এবং তিনি ষোল বছরে রঙ্গমঞ্চে নামিতে রাজধানীতে চলিয়া আসেন। সেই সময় কর্ণেল পীরনকে তিনি বন্ধুভাবে পান। পরে কর্ণেল পীরন যখন কারারুদ্ধ হন, ইভা বা ইভিটা ৫০,০০০ শ্রমিক লইয়া তখনকার প্রেসিডেন্টের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং কর্ণেলকে মুক্ত করেন। ইহার চার দিন পরেই তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার পর বৎসর (১৯৪৬) কর্ণেল প্রেসিডেণ্ট হইলে ইভা সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হন। শ্রমিক ও জনসাধারণের তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

পীল, রবার্ট (Peel, Sir Robert)—(১৭৮৮—১৮৫০)। বিখ্যাত ইংরাজ রাজনীতিবিদ্‌। একুশ বৎসর বয়সে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৩৪-এ তিনি প্রথম প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৮৪১-এ পুনরায় ঐ পদে নিযুক্ত হন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি নূতন শান্তি-রক্ষণ প্রথা (Police System) প্রবর্ত্তন করেন। এই শান্তিরক্ষণ প্রথা তাঁহার নামের সহিত যুক্ত। তিনি আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্কের হার বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। অর্থনীতির দিক্‌ দিয়া তিনি ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বলিয়া গণ্য হন।

পীল, লরেন্স (Peel, Sir Lawrence)—(১৭৯৯—১৮৮৪)। কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। সুপ্রীম কোর্টের

এড্‌ভোকেট জেনারেল হইয়া ভারতে আগমন করেন এবং ১৮৪২-এ প্রধান বিচারপতি হন। তিনি পরে ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সভার ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্ট ও ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশ্যাল কমিটির সদস্য হন। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ তিনি দানেই ব্যয় করিতেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র আছে।

পুকিনি, জিয়াকোমো (Puccini, Giacomo)—(১৮৫৮—১৯২৪)। ইতালীয় গীত-রচয়িতা। 'La Tosca' ও 'Madame Butterfly' তাঁহার দুইখানি প্রসিদ্ধ গীতি-নাট্য।

পুণ্ডরীক—প্রাচীনকালের বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। তিনি প্রথমে অসংযমী ও যথেচ্ছাচারী ছিলেন। পরে বন্ধু অম্বরীষের সহিত তিনি তীর্থপর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। অবশেষে তিনি নীলাচলে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে মোক্ষ-লাভের বর দেন (পদ্ম)।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বৈষ্ণবভক্ত। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও পরম রসজ্ঞ ভক্ত। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার। নবদ্বীপেও তাঁহার বাড়ী ছিল। পিতা বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী, মাতা গঙ্গা দেবী। শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করেন। মেখলাতে তাঁহার বংশধরদের বাস আছে।

পুত্ত—(১৬শ শতক)। প্রসিদ্ধ রাজপুত-বীর। ১৫৬৭-এ আকবর চিতোর আক্রমণ করেন এবং উদয়সিংহ, জয়মল্ল প্রভৃতি বীরপুরুষদের মৃত্যু হইলে চিতোর প্রায় মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই সময় পুত্তের বয়স মাত্র ষোড়শ বৎসর। তাঁহার বীরত্ব ও সাহস অপূর্ব্ব ছিল। তিনি মোগল-সৈন্যের সম্মুখীন হন। মাতা কর্ম্মদেবী পুত্রকে রণসাজে সাজাইয়া হাসিমুখে বিদায় দেন। পুত্ত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। যুদ্ধে মৃত্যু হইলেও তাঁহার বীরত্ব-কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

পুরঞ্জয়—সূর্য্যবংশীয় রাজা। অপর নাম ককুৎস্থ (বিষ্ণু) ['ককুৎস্থ' দ্রঃ]।

পুরন্দর মিশ্র—গৌরাঙ্গদেবের পিতৃদেব। অপর নাম জগন্নাথ মিশ্র।

পুরু—১। চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত রাজা। পিতা যযাতি, মাতা শর্ম্মিষ্ঠা। যযাতি জরা-গ্রস্ত হইলে তিনি নিজের যৌবন পিতাকে দান করিয়া নিজে পিতার জরা গ্রহণ করেন। বহুকাল পরে তিনি পিতার নিকট হইতে নিজ যৌবন প্রাপ্ত হন। যযাতি পুত্রের উপর সন্তুষ্ট হইয়া অপর চারি পুত্রকে সিংহাসন না দিয়া তাঁহাকেই সিংহাসন দান করেন (ভারত, হরি)। ২। ভারতবর্ষীয় বীর রাজা। তিনি শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের যুদ্ধ হয়। তিনি পরাজিত হইলেও গ্রীকবীর তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

পুরুকুৎস—মান্ধাতার তনয়। ইন্দুমতীর গর্ভে জন্ম। তাঁহার পত্নী শাপগ্রস্ত হইয়া নদী হন। সৌভরি মুনি তাঁহার পঞ্চাশটি ভগিনীকে বিবাহ করেন। নর্ম্মদা নদীর উত্তরস্থিত দেশের তিনি রাজা ছিলেন। নর্ম্মদার গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। নর্ম্মদার অনুরোধে তিনি পাতালে গমন করিয়া অনেক গন্ধর্ব্ব বিনাশ করেন (হরি)।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ—কামরূপীয় পণ্ডিত। তিনি রাজা নরনারায়ণের সম-সাময়িক। তাঁহার রচিত 'প্রয়োগ-রত্নমালা' একখানি ব্যাকরণ।

পুরূরবা—চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা। চন্দ্রের পুত্র বুধ পিতা, ইলা মাতা। ইন্দ্র তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উর্ব্বশী শাপগ্রস্ত হইয়া মানবী হইলে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন। উর্ব্বশীর গর্ভে তাঁহার ছয়টি পুত্র জন্মে। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন এবং বিষ্ণুকে আরাধনা করিতেন (হরি, ভারত)।

পুরোচন—দুর্য্যোধনের মন্ত্রী। তিনি জাতিতে যবন ছিলেন। বারণাবতে পাণ্ডব-গণকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হন এবং তথায় জতুগৃহ নির্ম্মাণ করেন। বিদুর ইহা জানিতে পারিয়া পাণ্ডবগণকে সতর্ক করিয়া দেন। তখন ভীম জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করেন। সেই অগ্নিতেই তিনি পুড়িয়া মারা যান (ভারত)।

পুলকেশী, ২য়—দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ শক্তিশালী রাজা। হর্ষ যে সময় উত্তর ভারতের একচ্ছত্র রাজা, তিনি তখন দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি ৬০৮—৬৪২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। নাসিক তাঁহার রাজ-ধানী ছিল। তিনি হর্ষকে দাক্ষিণাত্যে আসিতে বাধা প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। চৈনিক পর্য্যটক হিউ-য়েনসাং তাঁহার রাজধানী পরিদর্শন করিয়া-ছিলেন।

পুলস্ত্য—সপ্তর্ষির অন্যতম। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি সুমেরু-শিখরের নিকটে তপস্যা করিতেন। তথায় অপ্সরা প্রভৃতির গীতবাদ্যে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন ঘটিত। সেই-জন্য তিনি এই অভিশাপ দেন যে, যে রমণী তাঁহার নয়নপথে আসিবে, তাহার গর্ভ হইবে। তিনি তৃণবিন্দু ঋষির আশ্রমের নিকটে থাকিতেন। তৃণবিন্দুর কন্যা হবির্ভূ তাঁহার নয়নগোচর হইলে তিনি গর্ভবতী হন। তখন তিনি তৃণবিন্দু ঋষির অনুরোধে হবির্ভূকে বিবাহ করেন। এই হবির্ভূর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র হয়। তাঁহার নাম বিশ্রবাঃ। এই বিশ্রবাঃ রাবণের পিতা (রাম)।

পুলহ—সপ্তর্ষির অন্যতম। তিনি কপিল মুনির ভগিনী গতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তাঁহার সহিষ্ণু প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে (ভাগ)।

পুলিনবিহারী দাস—প্রসিদ্ধ লাঠি-য়াল। জন্ম ঢাকায়। তিনি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ 'মার্তাজা'-নামক মুসলমান গুরুর নিকট লাঠিখেলা শিক্ষা করেন। লাঠি ছাড়া তিনি অসি, ছোরা ও যুযুৎসু খেলিতেও বিশেষ পারদর্শী হন। তাঁহার চেষ্টায় ও উদ্যোগে বঙ্গদেশে লাঠিখেলার আবার প্রচলন হয়।

পুলোমা (পুলোমন্)—মুনিবিশেষ। কশ্যপ মুনির পুত্র। কন্যা ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবী। রাবণের পুত্র মেঘনাদের সহিত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের যুদ্ধকালে তিনি জয়ন্তকে পরাজিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করেন। পুলোমার মত লইয়া অনুহ্লাদ শচীকে হরণ করেন। এই কারণে ইন্দ্র তাঁহাকে নিহত করেন (রাম)।

পুলোমা—ভৃগুমুনির পত্নী ও চ্যবন ঋষির জননী। এক সময়ে ভৃগুমুনির অনুপস্থিতিতে তিনি এক রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃত হন। সেই সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পথে তাঁহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। মাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া সেই সদ্যোজাত শিশু রাক্ষসকে ব্রহ্মতেজে পুড়াইয়া ফেলেন। সেই শিশুপুত্রই চ্যবন ঋষি (ভারত)।

পুষ্কর—রাজা নলের ভ্রাতা ['নল' দ্রঃ]।

পুষ্পদন্ত—১। শিবের অনুচর। একদা তিনি গোপনে হরপার্ব্বতীর কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন বলিয়া পার্ব্বতীর শাপে তিনি মর্ত্ত্যলোকে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণের নাম সোমদত্ত। সোমদত্তের এই পুত্রের নাম কাত্যায়নবররুচি (কথাসরিৎসাগর)। ২। পুষ্পদন্ত নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিল। তাহার পুত্রের নাম মাল্যবান্ (পদ্ম)।

পুষ্যমিত্র সুঙ্গ—(খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক)। মগধের রাজা। সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তিনি

মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন বিশেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম অগ্নিমিত্র।

পূতনা—এক দানবী। কংস শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য তাহাকে ব্রজধামে পাঠান। এই দানবী নিজ স্তনে বিষ মাখাইয়া শিশু কৃষ্ণকে পান করিতে দেয়। শ্রীকৃষ্ণ সেই স্তন্য এমন জোরে আকর্ষণ করেন যে দানবী মারা যায় (ভাগ)।

পূর্ণানন্দ পরমহংস—১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত কাটিহালি গ্রামে জন্ম। পূর্ণানন্দ পরমহংস গুরুপ্রদত্ত নাম। গার্হস্থ্য নাম জগদানন্দ। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া মাতার অভিভাবকতায় তিনি বড় দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গুরু ব্রহ্মানন্দ স্বীয় গুরু প্রকাশানন্দকে অবমাননা করিয়া অভিশাপগ্রস্ত হন। পরে প্রকাশানন্দ বলেন যে, উপযুক্ত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া কামাখ্যাতীর্থের উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে শাপমুক্ত হইয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ব্রহ্মানন্দ বহুকাল ঘুরিয়া অবশেষে জগদানন্দকে শিষ্য করেন। প্রথমে তাঁহাকে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়াইয়া দীক্ষাপ্রদান এবং পূর্ণানন্দ নাম প্রদান করেন। পূর্ণানন্দ গুরুর পূর্ব্বেই সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহারা গুরুশিষ্যে তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিয়া কামাখ্যাতীর্থের উদ্ধার সাধন করেন। 'যোগ চিন্তামণি', 'শ্যামারহস্য', 'শাক্তক্রম', 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' ও 'তত্ত্বানন্দ-তরঙ্গিণী'-নামক তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সাধন গ্রন্থ আছে।

পৃথা—১। কুন্তীর অপর নাম। ২। দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের ভগিনী। তাঁহার সহিত চিতোরের রাণা সমরসিংহের বিবাহ হয়।

পৃথু—১। বেণ রাজার পুত্র। তিনি বাহুবলে পৃথিবীর সকল রাজাকে পরাস্ত করেন। তাঁহার দ্বারা পৃথিবী প্রোথিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি পৃথু নামে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রবলপ্রতাপ ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন (ভারত)। ২। রাজা বেণ অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলে পৃথুর জন্ম হয়। পৃথু রাজা হইয়া প্রজাদের সন্তোষবিধান করেন। তিনি ধনুর্বাণ দ্বারা পাহাড় কাটিয়া পৃথিবীকে সমতল করিয়াছিলেন (হরি)। ৩। রাজা বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিলে পৃথু নামে পুত্র ও অর্চ্চি নামে কন্যার জন্ম হয়। পৃথু অর্চ্চিকেই বিবাহ করেন। তিনি মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবী দোহন করেন। এইরূপ দোহন করার জন্য ধরিত্রী পৃথিবী বা পৃথ্বী এই নামে অভিহিত হয়। তাঁহার পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া তিনি বৃদ্ধবয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন (ভাগ)।

পৃথ্বীরাজ (**পৃথ্বীরায়**)—(১১৫৯—১১৯২)। দিল্লীর সর্ব্বশেষ হিন্দু রাজা। পিতা আজমীরের চৌহানবংশীয় ভূপতি বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বর। মাতামহ দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল। অনঙ্গপাল ও সোমেশ্বরের মৃত্যুতে তিনি আজমীর ও দিল্লীর রাজা হন। তাঁহার ভগিনী পৃথার সহিত চিতোরের রাণা সমরসিংহের বিবাহ হয়। কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্র তাঁহার মাসতুত ভ্রাতা ছিলেন। দিল্লীতে তিনি একটি বিশাল দুর্গ গঠন করেন। সেই দুর্গও 'রায় পিথোরা' নামে পরিচিত। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞও সম্পন্ন করেন। ইহার পর ভারতে আর কোন অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় নাই। জয়চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার অসদ্ভাব ছিল [জয়চন্দ্র দ্রঃ]। পৃথ্বীরাজ যখন দিল্লীর রাজা, তখন মহম্মদ ঘোরী দিল্লী জয় করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীর সহিত মিলিত হইলেন। মহম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করিলেন। ১১৯১-এ থানেশ্বরের নিকটে তরাইন প্রান্তরে দুই সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হয়। মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। পর বৎসর মুসলমানেরা আবার দিল্লী আক্রমণ করে। এবারে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হন।

পৃশ্নি, পৃশ্নি—শ্রীকৃষ্ণের জননী দেবকীর অন্য নাম (ভাগ)।

পেগাসাস (Pegasus)—পক্ষিরাজ অশ্ববিশেষ। পার্সিউস মেডুসার মস্তক ছেদন করিলে পর যে রক্ত নির্গত হয়, সেই রক্ত হইতে তাঁহার উৎপত্তি। তিনি অলিম্পাস-পর্ব্বতে গমন করিয়া জুপিটারের বজ্র ও বিদ্যুৎ বহন করিবার ভার প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি জুপিটার কর্ত্তৃক তারকায় পরিণত হন।

পেট্রার্ক, ফ্রান্সেস্কো (Petrarch, Francesco)—(১৩০৪—১৩৭৪)। প্রসিদ্ধ ইতালীয় কবি। 'To Laura' নামক তাঁহার কাব্যগ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থখানি পৃথিবীর বহুভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার 'সনেট' বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

পেট্রি (Petrie, Sir William Mathew Flinders)—(১৮৫৩—১৯৪৬)। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কলেজের মিশরের পুরাতত্ত্ব বিষয়ের এডওয়ার্ডস অধ্যাপক ছিলেন। মিশরের খননকার্য্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। প্রাচীন মিশরের আবিষ্কারের সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি পুস্তক আছে।

পেনেলোপি (Penelope)—গ্রীকবীর ইউলিসিস (Ulysses)এর পত্নী। তিনি অত্যন্ত পতিগতপ্রাণা ছিলেন। স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিকালে বহু গ্রীকবীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে আসেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের এড়াইবার জন্য বলেন যে, একটি বুনানির কাজ শেষ হইয়া গেলেই তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজনকে গ্রহণ করিবেন। তিনি দিনে যতটুকু বুনিতেন, রাত্রে তাহা খুলিয়া ফেলিতেন। ২০ বৎসর পরে স্বামী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন (গ্রীক পুঃ)।

পেরিক্লিস (Pericles)—(খৃঃ পূঃ ৪৯৫—৪২৯)। এথেন্সের বিখ্যাত সেনাপতি ও রাজনীতিবিশারদ। তিনি সুবক্তা ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে এথেন্স স্থাপত্যকলায়, ভাস্কর্য্যশিল্পে ও সাহিত্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। এথেন্স নগর তাঁহার সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সে সময়ে এথেন্স তাঁহারই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হইয়াছিল। তাঁহারই সময়ে এথেন্সে সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্র (Democracy) প্রতিষ্ঠিত হয়।

পো, এডগার অ্যালান (Poe, Edgar Allan)—(১৮০৯—১৮৪৯)। মার্কিণ কবি। বোস্টনে জন্ম। ইংলণ্ডে আসিয়া তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। এক বৎসরের জন্য ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি শিক্ষালাভ করেন। 'Tamberlane, and other poems' তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কবিতা রচনায় বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি সাংবাদিকতার দিকে দৃষ্টি দিলেন। 'The Raven' (কবিতা), 'The Bells', 'The Masque of the Red Death' ইত্যাদি তাঁহার লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

পোপ, আলেক্জাণ্ডার (Pope, Alexander)—(১৬৮৮—১৭৪৪)। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি। তিনি গ্রীক কবি হোমারের কাব্যগ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তিনি লণ্ডনের এক বস্ত্র-ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি 'Pastorals' লিখিয়া বিশেষ ছন্দনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। 'Essay on Criticism', 'Essay on Man' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

পোলীবিয়াস (Polybius)—(খৃঃ পূঃ ২০৪—১২২)। গ্রীক ঐতিহাসিক। তিনি চল্লিশটি খণ্ডে একটি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম পাঁচটি খণ্ড ও অন্যান্য খণ্ডের কিয়দংশ এখন পাওয়া যায়।

পোলো, মার্কো (Polo, Marco)—(১২৫৪—১৩২৪)। ইতালীয় পর্য্যটক। ভেনিসের উচ্চবংশে জন্ম। পোপের দৌত্য-কার্য্যে পিতা ও খুড়ার সঙ্গে তিনি 'কুবলাই খাঁ'র দরবারে গমন করেন এবং ১২৭৫-এ সাং-টুতে পৌছান। কুবলাই খাঁর দরবারে তিনি ১৭ বৎসর কাজ করেন। ২৪ বছর পরে আবার তিনি ভেনিসে ফিরিয়া আসেন। তিনি জেনোয়াবাসীদের দ্বারা বন্দী হন। বন্দী-অবস্থায় তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সঙ্কলন করেন।

পৌণ্ড্রক—অসুররাজ নরকের বন্ধু। তিনি করূষদেশের রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরককে নিহত করিলে তিনি এক রাত্রিকালে দ্বারকা-পুরী অবরোধ করেন। সে সময় শ্রীকৃষ্ণ অনুপস্থিত ছিলেন। প্রাতঃকালে কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে বধ করেন (ভাগ)।

প্যাঙ্খার্স্ট, এমিলিন—(Pankhurst, Emmeline)—(১৮৫৮—১৯২৮)। প্রগতি-বাদিনী ইংরাজ নারী। তিনি ম্যাঞ্চেস্টার-বাসী রবার্ট গোল্ডেনের কন্যা। স্ত্রীলোক-দিগের ভোটাধিকার লইয়া তিনি বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তিনি ঐ আন্দোলনের একজন অক্লান্তকর্ম্মী ছিলেন।

প্যাট্রিক, সেন্ট (Patric, St.)—(৩৭৩—৪৬৩)। আইরিশদিগের দেবর্ষি-বিশেষ। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তিনি আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে সর্পকুল দূর করেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রতি বৎসর ১৭ই মার্চ্চ 'প্যাট্রিক দিবস' প্রতিপালিত হয়।

প্যাট্রোক্লাস (Patroclus)—অ্যাকি-লিসের বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি অ্যাকিলিসের বর্ম্ম চাহিয়া লইয়া গ্রীকদের হইয়া ট্রোজান যুদ্ধে গমন করেন। হেক্টর কর্তৃক তিনি নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে অ্যাকিলিস যুদ্ধে গমন করেন (গ্রীক পুঃ)।

প্যাডারেভ্স্কি (Paderewski, Ignace Jan)—(১৮৬০—১৯৪১)। পোল্যাণ্ড-বাসী রাজনীতিবিশারদ। তিনি ১৯১৮—১৯-এ পোল্যাণ্ডের গণতন্ত্র স্থাপন ও নেতৃপদ গ্রহণ করেন। ১৯১৯-এ তিনি পোল্যাণ্ডের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯২০-এ তিনি পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিস্বরূপ জাতিসঙ্ঘে (League of Nations) গমন করেন। পরে তিনি রাজনীতি ছাড়িয়া আবার গীত-রচনায় মনোনিবেশ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁহাকে নির্ব্বাসনে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

প্যাণ্ডোরা (Pandora)—জুপিটারের আদেশে ভল্‌কান কর্তৃক সৃষ্ট পরমা সুন্দরী প্রথমা নারী। জুপিটার একটি পাত্রে সকল রকম দুর্ব্বিপাক আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পাত্রটি প্রদান করেন। তিনি কৌতূহলী হইয়া তাহা দেখিতে গেলে সমস্তই বাহির হইয়া পড়ে, কেবলমাত্র আশা পাত্রের মধ্যে থাকে। এই কারণে মানুষের জীবনে বহু দুর্ব্বিপাক আছে আর তার সঙ্গে মানুষের জীবনে আশাও আছে (গ্রীক পুঃ)।

প্যান (Pan)—মেষপালকগণের দেবতা। তিনি মধুমক্ষিকা-রক্ষক এবং মৎস্য ও পক্ষী শিকারের পৃষ্ঠপোষক। তিনি শৃঙ্গধারী, ছাগের ন্যায় পদ ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট মানব (গ্রীক পুঃ)।

প্যাবলো পিকাসো (Pablo Picasso)—(জন্ম ২৫শে অক্টোবর, ১৮৮১)। বিখ্যাত চিত্রকর। জন্ম স্পেনের মালাগা নামক স্থানে। ৮ বৎসর বয়স হইতেই তিনি চিত্রাঙ্কনে নিপুণতা দেখান। ১৮ বছর বয়সে ফরাসী দেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাইতে হয়। 'কিউবিজম' নামক চিত্রাঙ্কনের তিনি অন্যতম স্রষ্টা। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকররূপে প্রসিদ্ধ।

প্যাভ্‌লোভা, অ্যানা (Pavlova, Anna)—(১৮৮৫—১৯৩১)। রুষিয়ার বিখ্যাত নর্ত্তকী। তিনি বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ভারতের বিখ্যাত নর্ত্তক উদয়শঙ্করের সহযোগে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন।

প্যারিস (Paris)—ট্রয়রাজ প্রায়ামের পুত্র। জুনো, মিনার্ভা ও ভেনাসের রূপ প্রতি-যোগিতায় ভেনাসকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলায় তিনি তাঁহার সাহায্যে প্রধানা রূপসী হেলেনকে হরণ করিয়া লইয়া যান। এই হেলেন হরণেই ট্রোজান যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (গ্রীক পুঃ)।

প্যারীচরণ সরকার—(১৮২৩—১৮৭৫)। প্রসিদ্ধ ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। কলিকাতা চোরবাগানে জন্ম। ১৮৫৪-এ তিনি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। তারপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হন। তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। সুরাপান নিবারণের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করেন। ইহা ছাড়া, তিনি এই উদ্দেশ্যে 'ওয়েল উইশার' নামে একখানি ইংরাজী ও 'হিতসাধক' নামে একখানি বাংলা মাসিক পত্র পরিচালনা করেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্নসত্র খুলিয়া অন্নদান করেন। তিনি কিছুকাল 'এডুকেশন গেজেট'-নামক এক-খানি সরকারী সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন, কিন্তু সরকারের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় ঐ পদ ত্যাগ করেন। তিনি শিশু-পাঠ্য ইংরাজী পুস্তক 'First Book', ও 'Second Book' রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র—(২২শে জুলাই, ১৮১৪—২৩শে নভেম্বর, ১৮৮৩)। বিখ্যাত প্রাচীন লেখক। টেকচাঁদ ঠাকুর নামে বিখ্যাত। 'আলালের ঘরের দুলাল'-নামক উপন্যাসের লেখক। কলিকাতার নিমতলায় জন্ম। পিতা রামনারায়ণ। তিনি কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। পরে তিনি ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ'-নামক ইংরাজী পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'মাসিক পত্রিকা'-নামক একখানি মাসিক পত্রের তিনি সম্পাদনা করিতেন। প্রেত-তত্ত্বে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারই প্রচেষ্টায় পশুক্লেশ নিবারণ বিষয়ক আইন পাশ হয়। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই কল্পিত নামেই তিনি অধিক পরিচিত। 'আলালের ঘরের দুলাল', 'মদ খাওয়া বড় দায়', 'জাত থাকার কি উপায়', 'আধ্যাত্মিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

প্যারীমোহন কবিরত্ন—(বঙ্গাব্দ ১২৪১—১২৮২)। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা-ভিজ্ঞ গীত-রচয়িতা। বর্দ্ধমান জেলার সাহানুই গ্রামে জন্ম। তিনি নিজে একজন সুগায়ক ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাবচাঁদ তাঁহাকে 'কবিরত্ন' উপাধি দেন।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা—(?—১৯২২)। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। পিতা উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এম. এ., বি. এল. পাশ করিয়া তিনি কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। তিনি ১৮৭৯-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ১৮৮৪ ও ১৮৮৬-এ বড়-লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য হন। 'Bengal Tenancy Bill' পাশ হইবার সময় তিনি যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দেন। তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন।

প্যারী, স্যর (Parry, Sir William Edward)—(১৭৯০—১৮৫৫)। সুপ্রসিদ্ধ নৌ-সেনাপতি ও আবিষ্কারক। তিনি সুমেরু প্রদেশে বহুবার অভিযান করেন এবং অনেক স্থান আবিষ্কার করেন।

প্যালগ্রেভ (Palgrave, Francis Turner)—(১৮২৪—১৮৯৭)। ইংরাজ

কবি ও সমালোচক। 'Idylls and Songs' (১৮৫৪), 'Essays on Art' (১৮৬৬), 'Lyrical Poems' (১৮৭১) ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক। তিনি অপরের রচিত বহু কবিতা গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করেন। সেগুলির মধ্যে 'Golden Treasury of English Songs and Lyrics' (১৮৬১) প্রসিদ্ধ।

প্যালাডিও, অ্যান্ড্রিয়া—(Palladio, Andrea)—(১৫১৮—১৫৮০)। বিখ্যাত ইতালীয় স্থাপত্য-শিল্পী। তাঁহার স্থাপত্য-শিল্প 'প্যালাডিয়ান' স্থাপত্য-শিল্প নামে অভিহিত। ভেনিসে 'Church of the Redeemer' তাঁহার স্থাপত্যের চরম নিদর্শন।

প্যালিসার (Palliser, Sir William)—(১৮৩০—১৮৮২)। 'প্যালিসার'-নামক কামানের উদ্ভাবক। ১৮৭০-এ ইহা প্রচলিত হয়। তিনি যে গোলার উদ্ভাবন করেন, তাহাও 'প্যালিসার গোলা' নামে খ্যাত।

প্রকাশম্, টি (Prakasham, T.)—মাদ্রাজের বিশিষ্ট দেশকর্ম্মী। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দেন। ১৯২৬-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন এবং ১৯৩০-এ ঐ পদ ত্যাগ করেন। তিনি কয়েকবার কারাবাস করিয়াছেন। ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশ গঠন আন্দোলনের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা। স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হওয়ায় তিনি উহার মুখ্য মন্ত্রী হন (১৯৫৩)।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—বেদান্ত-দর্শনবিদ্ পণ্ডিত। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তিনি কাশীবাসী ও মায়াবাদী ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া ভক্ত করেন।

প্রকাশানন্দ স্বামী—(১৮৭৪—?)। বিবেকানন্দের শিষ্য। পিতা আশুতোষ চক্রবর্ত্তী। তিনি বিবেকানন্দের নিকটে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পূর্ব্বনাম সুশীলচন্দ্র। তিনি কিছুকাল মায়াবতীর উত্তরে পর্ব্বত-গুহায় অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। এখানে কিছুকাল ধর্ম্ম-সাধনের পর তিনি ১৯০৬-এ বেদান্ত প্রচারের জন্য আমেরিকায় গমন করেন। তিনি আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কোর হিন্দু-মন্দিরের অধ্যক্ষ এবং 'Voice of Freedom' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

প্রচেতা—১। ঋষিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার পুত্র। ২। বরুণের এক নাম।

প্রণবানন্দ আচার্য্য স্বামী—(১৮৯৬—১৯৪০)। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দু জাতি সংগঠন ও সমাজ-সংস্কারক। আজন্ম কঠোর তপস্বী, ব্রহ্মচারী ও আত্মসমাহিত পুরুষ ছিলেন। কৈশোরেই গৃহত্যাগ করিয়া তিনি গোরক্ষপুরে যান ও বাবা গম্ভীরনাথজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯১৮-এ তিনি নিজ গ্রাম ফরিদপুরের বাজিতপুর গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেবা ও গঠনমূলক কার্য্যসূচী লইয়া লোকসমাজে দাঁড়ান। তিনি প্রায় একশত কর্ম্মী সংগ্রহ করিয়া ফেলেন। তারপর বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানেও তাঁহার সেবার কাজ চলিতে থাকে। জীবনের শেষ পাঁচ বছর তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ও হিন্দু সংগঠনে কাটান। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৫০০ শত মিলন-মন্দির স্থাপন করেন ও ৩৫০০০ হিন্দু তাঁহার সেবাব্রত গ্রহণ করে।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—(?—১৯২১)। ঔপন্যাসিক। 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী লইয়া উপন্যাসটি লেখা। তিনি উনবিংশ শতকের একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—(১৮৪০—১৯০৫)। কেশবচন্দ্রের সমসাময়িক ধর্ম্ম-প্রচারক। জন্মস্থান হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রাম। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের বন্ধু এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রধান সহায়ক ছিলেন। ২৫ বৎসর বয়স হইতে তিনি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি বাঙ্গালা ও হিন্দীতে বক্তৃতা করিতেন। পরে ভালরূপ ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তিনি ভারতের সকল প্রদেশে, ইউরোপে, আমেরিকায় এবং জাপানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর 'Interpreter'-নামক মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। 'Heartbeats', 'Spirit of God', 'Oriental Christ' এবং 'Life and Teachings of Keshab Chandra Sen' নামক তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ—(১৮৬১—১৯২২)। স্বনামধন্য চিকিৎসক। জন্মস্থান নদীয়া জেলার চাপড়া গ্রাম। কুমারখালি বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ডাক্তারি পাশ করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ীর বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৪২ বৎসর বয়সে তিনি আমেরিকার 'World Columbian Exposition'-নামক চিকিৎসক-মহাসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন এবং নিজ গবেষণা এবং বিদ্যার প্রভাবে ঐ সভার সহকারী সভাপতি হন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথিক কলেজ এবং হাসপাতাল আছে।

প্রতাপচন্দ্র রায়—(১৮৪১—১৮৯৫)। মহাভারতের অনুবাদক। জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার সাঁকো গ্রাম। কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকটে চাকরী করিয়া ও বইয়ের দোকান করিয়া কিছুকাল কাটান। তারপর তিনি সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন এবং ইহার প্রতি খণ্ড ৪২ টাকায় বিক্রয় করিয়া পরে এক সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিলাইয়া দেন। তিনি অন্যান্য পুরাণেরও বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদও করিয়াছিলেন।

প্রতাপনারায়ণ দেব—(?—১৯১৩)। লক্ষ্মীপুরের জমিদার। সেখানে 'প্রতাপনারায়ণ সংস্কৃত কলেজ' এবং 'প্রতাপকেন্দ্র' তাঁহারই স্থাপিত। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কলেজ পরিচালনার জন্য তিনি ১১০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। পাণিনি ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ তাঁহারই প্রদত্ত সাড়ে নয় হাজার টাকা হইতে মেডেল ও স্বর্ণ কেয়ূর প্রাপ্ত হয়। ভুবনেশ্বরী মঠও তাঁহার কীর্ত্তি।

প্রতাপ রুদ্র—(১৪শ শতক)। ১। কাকতেয় বংশের রাজা। ওরঙ্গল নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। বাহমনিরাজ আহম্মদ শাহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি মারা যান। ২। উড়িষ্যা দেশের স্বাধীন রাজা। পিতা পুরুষোত্তম দেব, মাতা পদ্মাবতী। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। চৈতন্যদেব পুরীধামে পুরুষোত্তম দর্শন করিতে গেলে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা লন। তাঁহারই প্রযত্নে উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রসার লাভ করে। 'শ্রীসরস্বতীবিলাস', 'প্রতাপমার্ত্তণ্ড', 'নির্ণয়সংগ্রহ' ও 'কৌতুকচিন্তামণি' তাঁহার রচিত গ্রন্থ। কয়েকটি বাংলা পদও তিনি রচনা করিয়াছেন।

প্রতাপসিংহ—(?—১৫৯৭)। মেবারের প্রসিদ্ধ মহারাণা। পিতা উদয়সিংহ। তিনি পিতার সহিত উদয়পুরে গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি আকবরের অধীনতা অস্বীকার করেন। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ একবার তাঁহার অতিথি হন। কিন্তু মানসিংহ মোগলদের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপসিংহ তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। সেইজন্য তিনি আহারের সময় নিজে উপস্থিত না থাকিয়া পুত্র অমরসিংহকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে মানসিংহ অপমান বোধ করেন এবং এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। অতঃপর তিনি

হল্‌দীঘাট নামক গিরিসঙ্কটে মোগল-সৈন্যের সম্মুখীন হন। মানসিংহ মোগল-সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। এই যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হন। মোগল-সৈন্য রাজধানী ও দুর্গ সকল অধিকার করিলে তিনি সপরিবারে গুটিকতক বিশ্বস্ত সহচর লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে থাকেন, তথাপি মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন না। এই সময় তাঁহাকে অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। ক্রমে পরিবারবর্গের ক্লেশ সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। তিনি সন্ধির জন্য আকবরের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু সন্ধি করা হয় নাই। বিকানীরের রাজা তাঁহাকে একটি উৎসাহপূর্ণ পত্র লেখেন। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া তিনি আবার মোগল-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ক্রমে অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়েন। কিন্তু আকবরের অধীন হওয়া অপেক্ষা দেশ ত্যাগ করা তিনি শ্রেয়স্কর মনে করেন। সিন্ধু-প্রদেশের অভিমুখে যখন তিনি যাত্রা করেন, সেই সময় ভীম শাহ নামে একজন অমাত্য তাঁহাকে তাঁহার সঞ্চিত অগাধ অর্থ দান করিয়া আবার যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন। তিনি পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ১৫৭৭—১৫৮০ পর্য্যন্ত তিনি যুদ্ধ করিয়া পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ধার করেন। তিনি এই সময়ে মানসিংহের রাজ্য জয়পুর বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার শত্রুতার প্রতিশোধ লন। চিতোর উদ্ধার তাঁহার পণ ছিল। কিন্তু তিনি তাহা পারিয়া উঠেন নাই। তাঁহার একটি প্রিয় অশ্ব ছিল। তাহার নাম চৈতক। রাণা প্রতাপের ন্যায় স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি জগতের ইতিহাসে বিরল।

প্রতাপাদিত্য রায়—(১৬শ শতক)। যশোহরের সুবিখ্যাত বীর রাজা। পিতা বিক্রমাদিত্য রায়। তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে রাজার ন্যায় বসবাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন এবং মোগল-সম্রাটকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। ইহা শুনিয়া আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বাংলার সুবাদারকে আদেশ করেন। তিনি মোগল-সৈন্য পরাস্ত করেন। গৌড় সে সময় বাংলার রাজধানী ছিল। সেই গৌড়ের যশঃ অপহরণ করার জন্য প্রতাপের রাজধানী 'যশোহর' নামে আখ্যাত। তিনি তাঁহার পিতৃব্য বসন্ত রায়কে হত্যা করেন বলিয়া শুনা যায়। বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায় দিল্লীতে পলায়ন করেন। তাঁহারই পরামর্শে জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে বাংলায় পাঠাইয়া দেন। কচু রায়ের মন্ত্রণায় মানসিংহ তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় তিনি মারা যান। প্রতাপের রাজধানী এখন সুন্দরবন-নামক মহারণ্যে পরিণত।

প্রতিবিন্ধ্য—যুধিষ্ঠিরের ঔরসে জাত দ্রৌপদীর পুত্র। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অতঃপর অশ্বত্থামার নৈশহত্যাকাণ্ডের সময় তিনি সুপ্ত অবস্থায় তাঁহার হস্তে নিহত হন (ভারত)।

প্রতীপ—এক রাজা। পিতার নাম শান্তনু।

প্রতুলচন্দ্র সরকার (যাদু-সম্রাট্ পি. সি. সরকার)—(জন্ম ১৯১৩)। বিখ্যাত যাদুকর। ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল নামক স্থানে জন্ম। পিতার নাম ভগবানচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স লইয়া তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্য হইতেই তিনি যাদুবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন, কারণ তিনি যাদুবিদ্যায় পারদর্শী পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া তিনি যশস্বী হন। তিনি নিউ ইয়র্ক শহর হইতে যাদুবিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'Sphinx' পান এবং এ পর্য্যন্ত তিনি ছাড়া আর কেহ দুইবার পান নাই। জার্ম্মানীতেও তিনি অনেক পুরস্কার লাভ করেন। টোকিওর যাদুকরের ক্লাবের তিনি সদস্য। প্যারিসে চোখে রুমাল বাঁধিয়া তিনি (১৯৫০) সাইকেলে চড়িয়া যান এবং তাঁহার এই প্রদর্শনী আমেরিকা ও ইংলণ্ডে টেলিভিসনে চিত্রিত হয়। তাঁহার ১৬ খানি যাদুসম্বন্ধে পুস্তক আছে।

প্রদ্যুম্ন—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। তিনি রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মে তিনি কামদেব ছিলেন। শিবের তপোভঙ্গ করিতে গিয়া তিনি তাঁহার শাপে ভস্মীভূত হন বলিয়া তাঁহাকে অনেকে কন্দর্প বলেন। তিনি যখন মাত্র ছয় দিনের পুত্র, তখন শম্বর নামক একটি অসুর তাঁহাকে চুরি করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেন। সমুদ্রের মৎস্য তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে। সেই মৎস্য ধৃত হইয়া মায়াবতীর নিকটে নীত হয়। মায়াবতী তাঁহাকে পাইয়া লালন পালন করিতে থাকেন। যখন তাঁহার বয়স যোল বৎসর, তখন মায়াবতীর নিকটে নিজ পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি শম্বর অসুরের প্রাণ বিনাশ করেন এবং মায়াবতীকে লইয়া দ্বারকায় যান। কৃষ্ণ তাঁহার সহিত মায়াবতীর বিবাহ দেন। তাঁহার পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ। তিনি মহাবীর ছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বহু যুদ্ধে যান। যদুবংশের ধ্বংসের সময় তিনি নিহত হন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ডাঃ সার পি. সি. রায়)—(১৮৬১—১৯৪৪)। সুবিখ্যাত রসায়নবিদ্ ও দেশসেবক। জন্ম খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, পরে (১৯১৫—৩৭) বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ হন। রাসায়নিক গবেষণার জন্য তিনি এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস্-সি. উপাধি পান। বেঙ্গল কেমিক্যাল রসায়ন কারখানার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কর্ম্মযোগী ছিলেন। সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ আদর্শই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। দেশের সেবা ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতিও তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সুলেখক ছিলেন। সেবাকার্য্য ও সঙ্কট ত্রাণ সমিতি গঠনে তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। বাঙ্গালীর শিল্প ও বাণিজ্যে যাহাতে উৎসাহ আসে, সেজন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' তাঁহার একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' এবং 'অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকার' তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ।

প্রফুল্ল চাকী—স্বাধীনতার প্রথম শহীদ। নিবাস রংপুর। রংপুর জেলা স্কুলে যখন পড়িতেন, সেই সময় বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। ১৯০৬—১৯০৮, এপ্রিল যত গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্ম্মতৎপরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটির সঙ্গেই প্রফুল্ল চাকীর যোগাযোগ ছিল। ১৯০৬-এর মধ্যভাগে রংপুরে সর্ব্বপ্রথম ডাকাতির চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৬-এ বৈপ্লবিক গুপ্ত-হত্যার চেষ্টাও করা হয়। লক্ষ্য ছিল পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট ফুলার সাহেব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এর পর আরও কয়েকটি গুপ্তহত্যা ও ডাকাতির চেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন ও পরে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া মিসেস্ ও মিস্ কেনেডিকে হত্যা করেন। পুলিসের হাতে তিনি ধরা না দিয়া ১৯০৮-এর ১লা মে আত্মহত্যা করেন।

প্রবর—ইন্দ্রের বন্ধু। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মার বরে তিনি স্বর্গপুরে গমন করেন এবং সকলের অবধ্য হন। ইন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কৃষ্ণ যখন পারিজাত হরণ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রের পক্ষে যুদ্ধ করেন। তিনি সাত্যকিকে পরাস্ত করিয়া গরুড়ের উপরিস্থিত পারিজাত গ্রহণ করিতে গেলে গরুড় পক্ষের আঘাতে তাঁহাকে ফেলিয়া দেয়। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলেন। ষট্‌পুরের দানবগণকে যখন শ্রীকৃষ্ণ দমন করিতে যান, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যুদ্ধ করেন (ভাগ)।

প্রবীর—নীলধ্বজ রাজার পুত্র। তিনি

অর্জ্জুনের অশ্ব ধরিলে তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে প্রবীর নিহত হন (ভারত)।

প্রবোধকুমার সান্যাল—(জন্ম ১৯০৭)। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। প্রথম জীবনে তিনি সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলি বিশেষ জনপ্রিয়। 'প্রিয় বান্ধবী', 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'সরল রেখা', 'নদ ও নদী' ইত্যাদি তাঁহার রচিত উপন্যাস। ছোট-গল্পও তাঁহার কিছু আছে। উপরি-উক্ত বই কয়খানির মধ্যে প্রথম কয়েকখানি চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হইয়াছে।

প্রবোধচন্দ্র মজুমদার—(১৮৯৯—১৯২৮)। বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও গ্রন্থকার। পৈতৃক নিবাস হাওড়া জেলার পাতিহাল গ্রাম। কলিকাতার ঝামাপুকুরে জন্ম। ষোড়শ বৎসরে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হন। তিনি মেধাবী ও প্রতিভা-শালী ছিলেন। দানশীল হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও বিলাসব্যসনশূন্য ছিলেন। তিনি বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশকদের অন্যতম। 'দেব-সাহিত্য-কুটীর' নামে প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।

প্রবোধানন্দ—বৈষ্ণব দার্শনিক। তাঁহার প্রকৃত নাম প্রকাশানন্দ সরস্বতী। চৈতন্যদেব তাঁহার 'প্রবোধানন্দ' নাম দেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—(৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩—৫ই এপ্রিল, ১৯৩২)। প্রখ্যাত গল্প-লেখক। জন্মস্থান ধাত্রীগ্রাম, বর্দ্ধমান। আদি নিবাস হুগলী জেলার গুরুপ। পিতা জয়গোপাল। তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া প্রথমে দার্জ্জিলিং ও রঙ্গপুর, পরে গয়ায় আইন ব্যবসায় করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে আমরণ অধ্যাপনাও করেন। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র তিনি বহুকাল সম্পাদকতা করেন। 'ভারতী' পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার 'সিন্দুর-কৌটা', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'সত্যবালা', 'গল্পবীথি', 'দেশী ও বিলাতি' প্রভৃতি বহু পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত।

প্রভাবতী—বজ্র-নামক অসুরের কন্যা। তিনি কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ভালবাসেন। প্রদ্যুম্ন বজ্রপুরে আসিলে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন। পরে তাঁহার গর্ভ হইলে অসুরগণ সমস্ত জানিতে পারিয়া প্রদ্যুম্নের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। তিনি পত্নীর অনুমতি লইয়া অসুর-বংশ সবংশে নিহত করেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র বজ্রপুরের রাজা হন (ভাগ)।

প্রমথ চৌধুরী—(১৮৬৮—১৯৪৬)। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক। বঙ্গ-সাহিত্যে 'বীরবল' নামে প্রখ্যাত। পাবনা জেলা আদি বাসস্থান। ঐ জেলার হরিপুর গ্রামে জন্ম। তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করার বহুকাল পরে 'সবুজ পত্রে'র সম্পাদক হন। আইন কলেজের অধ্যাপকও ছিলেন। সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁহার অবদান চির-স্মরণীয়। তিনি কথ্যভাষায় একটি মার্জ্জিত লেখ্যরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'নানাকথা', 'পদচারণ', 'চারইয়ারী কথা', 'আহুতি' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ—প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তিনি উদার মতের পরিপোষক। তাঁহার লিখিত বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ আছে।

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—(১৮৭২—১৯৪৯)। সুকবি। ময়মনসিংহ জেলার সন্তোষ নামক স্থানের জমিদার ছিলেন। তিনি বৈদেশিক আচার এবং বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। বঙ্কিম-সাহিত্য এবং সাহিত্যিক গৃহ-শিক্ষকের নিকট হইতেই তিনি সাহিত্য এবং কাব্যচর্চ্চায় প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। 'গৈরিক', 'পদ্মা' ও 'গৌরব-গীতিকা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার প্রণীত। তিনি 'ভাগ্যচক্র', 'জয়পরাজয়', 'চিতোরোদ্ধার' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা।

প্রমথেশ বড়ুয়া—(২৪শে অক্টোবর, ১৯০৩—২৯শে নভেম্বর, ১৯৫১)। সুবিখ্যাত চিত্রপরিচালক। জন্ম আসামের গৌরীপুরে। পিতা গৌরীপুররাজ প্রভাত বড়ুয়া। ১৯২৪-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এস্-সি. পাশ করেন ও ১৯২৮-এ আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় তিনি দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের চীফ হুইপ ছিলেন। ১৯৩০-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৮-এ ইউরোপ পরিভ্রমণকালে প্যারিসে ফক্স স্টুডিওতে প্রবেশ করেন ও ক্যামেরার টেক্‌নিক শিখিয়া আসেন। প্রখ্যাত প্রযোজক ও পরিচালক হিসাবে তাঁহার নাম চলচ্চিত্র-জগতে অমর হইয়া থাকিবে। 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'মুক্তি' প্রভৃতি তাঁহার ছবি। ঘরের মধ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে ছবি তুলিবার পদ্ধতি ভারতে তিনি প্রথম সূত্রপাত করেন। ভারতে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা ও তথ্যমূলক ছবি তুলিবার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টাও স্মরণীয়।

প্রমদ্বরা—রুরু মুনির পত্নী। পিতা গন্ধর্ব্ব-রাজ বিশ্বাবসু, মাতা অপ্সরা মেনকা। স্থূল-কেশ নামক মুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। অতঃপর রুরুর সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্তা স্থির হয়। একদা সর্প-দংশনে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। রুরু ভাবী পত্নীর মৃত্যুতে অত্যন্ত বিমর্ষ হন। তখন দেবদূতের পরামর্শে তিনি নিজ আয়ুষ্কালের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে দিতে রাজী হইলে তিনি জীবিত হন। অনন্তর তাঁহার সহিত রুরুর বিবাহ হয় (ভারত)।

প্রমিথিউস (Prometheus)—প্রাচীন কবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী মানব। তিনি মাটির মানবমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া স্বর্গ হইতে আহৃত অগ্নি দ্বারা তাহাতে জীবনীশক্তি প্রদান করিতেন। মানব-সমাজের হিতসাধনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। জুপিটার ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ককেসাস পর্ব্বতে বাঁধিয়া রাখিয়া শকুনিকে তাঁহার যকৃৎ-প্রদেশ খাওয়াইতে মার্কারিকে আদেশ করেন (গ্রীক পুঃ)।

প্রমীলা—রাবণের পুত্রবধূ, মেঘনাদের পত্নী (রাম)।

প্রলম্ব—দানববিশেষ। তিনি গোপবেশ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও অন্যান্য গোপগণের সহিত ভাণ্ডির বনে খেলা করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রলম্বের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন। স্থির হয় যে, খেলায় যে হারিবে, সে বিজয়ীকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। বলরামের সহিত তিনি মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইলে বলরামকে তিনি অন্যত্র বহন করিয়া লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবার মতলব করেন। কিন্তু তাঁহাকে বলরামের মুষ্টির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হয় (বিষ্ণু, ভাগ)।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ—(জন্ম ১৮৯৩)। সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও বৈজ্ঞানিক। ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া কেম্‌ব্রিজে যান এবং ট্রাইপস্ লাভ করেন। ১৯১৭-এ তিনি অধ্যাপক হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি বিশ্বভারতীর সম্পাদক ছিলেন (১৯২১—৩১)। বিভিন্ন সময়ে গঠিত পরিসংখ্যান কমিটি-সমূহের তিনি উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি এফ. আর. এস. হন (১৯৪৫) ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন (১৯৫০)। 'সাংখ্য' পত্রিকা তিনি কয়েক বৎসর সম্পাদনা করেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—(১৮০৩—১৮৬৮)। বিদ্যোৎসাহী ও দাতা। লেখকরূপেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার গোপী-মোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি প্রথমে

সরকারী উকীল ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় সরকারের লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিবার আইন রহিত হয়। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম Clerk Assi-tant এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদের প্রথম ভারতীয় সভ্য। সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। মৃত্যুকালে উইল করিয়া তিনি ৩ লক্ষ টাকা আইন-শিক্ষার জন্য দিয়া গিয়াছেন। ঐ টাকাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর-ল-লেক্‌চারের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। তিনি মূলাজোড়ের সংস্কৃত বিদ্যালয়ের জন্য ৩৫ হাজার টাকা, ঐ স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা, আত্মীয়দের জন্য ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা এবং নিজের কর্ম্মচারিগণের জন্য ১ লক্ষ টাকা উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি 'অনুবাদক' নামে একখানি বাঙ্গালা এবং 'রিফরমার' নামে একখানি ইংরাজী পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত দায়ভাগ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' তাঁহার যত্নে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি তাহার দ্বিতীয় সভাপতি। উইল্‌সন সাহেবের অনূদিত 'উত্তরচরিতে'র প্রথমাঙ্ক এবং 'জুলিয়াস সীজারে'র পঞ্চম অঙ্ক তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে তাঁহার একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

প্রসন্নকুমার রায়—(ডাক্তার পি. কে. রায়)—বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। জন্ম ১৮৪৯। জন্মস্থান ঢাকা জেলার শুভাঢ্যা গ্রাম। ঢাকার পগোস স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও পরে গিল্‌ক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ পূর্ব্বক বিলাত গমন করেন। তথায় ১৮৭৩-এ বি. এস্‌-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭৬-এ এডিনবরা ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় পাশ করিয়া ডি এস্‌-সি. উপাধি লাভ করেন। তাঁহার এবং আনন্দমোহন বসুর চেষ্টাতেই বিলাতে ব্রাহ্মসমাজ, 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' ও একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি প্রথমে পাটনা কলেজের অধ্যাপক ও পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হন। ইহার ন্যূনাধিক ১০ বৎসর পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হইয়াছিলেন। পরে কিছুদিন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষপদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনন্তর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ-পরিদর্শক নিযুক্ত হন।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—(১৮২৫—১৮৮৬)। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্। জন্মস্থান হুগলী জেলার রাধানগর গ্রাম। পিতার নাম যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী। কলিকাতা হিন্দু কলেজে তিনি কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হন। সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চার উপকারিতা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়া তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যাপক হন এবং পরে রাজা সীতানাথ সর্ব্বাধিকারীর চেষ্টায় মুর্শিদাবাদ রাজ-সরকারের উচ্চপদ লাভ করেন। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট সংস্কৃত শিখিতেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইংরাজী শিখাইতেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই বন্ধুত্বের ফলে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক এবং ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল ইনস্‌পেক্টর ছিলেন। তারপর তিনি বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্য, গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা গণিত-গ্রন্থ ও গণিত-পরিভাষা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বদান্য, ছাত্রবৎসল ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন।

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (মহামহোপাধ্যায়)—(১৮৪২—১৯১৪)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। জন্মস্থান বিক্রমপুরের আটপাড়া। পিতার নাম স্বরূপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া কোলা-সমাজের সদাশিব চক্রবর্ত্তীর নিকট কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে আরও কিছু সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা ও নর্ম্মাল পরীক্ষা পাশ করিয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হন। পরে ঢাকা কলেজে সংস্কৃত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। তিনি ঢাকা সারস্বত সমাজের সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বঙ্গীয় সংস্কৃত পরীক্ষা-সমিতির তিনি একজন সভ্য ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন।

প্রসার্পিন (Proserpine)—কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'সিরিজ' (Ceres)-এর কন্যা। সিসিলির অন্তর্গত এক উপত্যকায় তিনি যখন পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, সেই সময় নরকের অধিপতি প্লুটো (Pluto) তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। পরে জিউসের মধ্যস্থতায় ঠিক হয় যে, তিনি ছয় মাস পৃথিবীতে ও বাকী ছয় মাস প্লুটোর সঙ্গে থাকিবেন (গ্রীক পুঃ)।

প্রসূতি—অপর নাম মেনকা। সতীর জননী। পিতা স্বায়ম্ভুব মনু, মাতা শতরূপা, স্বামী দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষের ঔরসে তাঁহার গর্ভে ষষ্টি কন্যার জন্ম হয়। সতী সর্ব্বকনিষ্ঠা (কূর্ম্ম, বিষ্ণু) ['দক্ষ' দ্রঃ]।

প্রসেন—রাজাবিশেষ। পিতা নিম্ন, ভ্রাতা সত্রাজিত (ভাগ)। তাঁহারা দ্বারকাপুরীতে বাস করিতেন। প্রসেন সমুদ্র হইতে এক মণি পান; সেই মণি সত্রাজিত ব্যবহার করিতেন। একদা সেই মণি লইয়া তিনি মৃগয়া করিতে যাইয়া সিংহের দ্বারা নিহত হন। তখন জাম্ববান্ উহা লন (হরি) ['জাম্ববান' দ্রঃ]।

প্রসেনজিৎ—১। রাজা সত্রাজিতের পুত্র (ব্রহ্মবৈ)। ২। যদুবংশীয় রাজা সত্রাজিতের ভ্রাতা। নামান্তর প্রসেন (ভাগ)। ৩। রাজা প্রসেনজিতের বক্ষঃস্থিত স্যমন্তক মণি নর্ম্মদার তীরে নিক্ষিপ্ত হইলে জাম্ববান্ সেই মণি গ্রহণ করেন (স্কন্দ)।

প্রহ্লাদ—বিষ্ণুভক্ত বালক। পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু। তিনি বাল্যকাল হইতেই হরিভক্ত ছিলেন। সর্ব্বদাই হরিনাম কীর্ত্তন করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন বলিয়া পুত্র প্রহ্লাদের এইরূপ আচরণ পছন্দ করিতেন না। তাঁহাকে হরিনাম ছাড়াইবার জন্য হিরণ্যকশিপু তাঁহার গুরুকে আদেশ দেন। কিন্তু গুরু কোনক্রমেই তাঁহাকে হরিনাম ছাড়াইতে পারেন নাই। তখন হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। বালক প্রহ্লাদ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সর্ব্বদাই হরিনাম করিতে থাকেন। তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য খড়্গাঘাত, হস্তিপদতল, অগ্নিকুণ্ড, সাগরগর্ভ, পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ, বিষপ্রদান প্রভৃতি বহুবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু প্রহ্লাদ কোনক্রমেই মরিলেন না দেখিয়া দৈত্যরাজ তাঁহাকে নিজমতে ফিরাইবার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু তিনি হরিনাম কিছুতেই ছাড়েন না। তখন হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে হরির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। প্রহ্লাদ উত্তরে বলেন যে, হরি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। নিকটস্থ একটি প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভে হরি আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় বালক প্রহ্লাদ বলেন যে, সেখানেও হরি আছেন। রাগে হিরণ্যকশিপু সেই স্তম্ভে পদাঘাত করেন। স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া যায় এবং স্তম্ভের মধ্য হইতে নরসিংহ মূর্ত্তি বাহির হইয়া হিরণ্যকশিপুর প্রাণসংহার করেন। তারপর প্রহ্লাদ রাজা হন। রাজা হইয়াও তিনি কোনদিনই হরিনাম ছাড়েন নাই (ভাগ)।

প্রাচীনবর্হি—রাজাবিশেষ। পিতা হবির্দ্ধন। তিনি প্রজাপতি উপাধি পান। তাঁহার দশ পুত্রকে প্রচেতা বলে (ভাগ)।

প্রাবা—দক্ষরাজের এক কন্যা। কশ্যপ মুনি

তাঁহার স্বামী। তাঁহারই গর্ভে অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন (হরি)।

প্রায়াম (Priam)—শেষ ট্রয়রাজ। তিনি লেওমেডনের পুত্র এবং হেক্টর, প্যারিস প্রভৃতির পিতা ও হেকুবার স্বামী (গ্রীক পুঃ)।

প্রিন্সেপ, জেম্‌স্‌ (Prinsep, James) —(১৭৯৯—১৮৪০)। পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌। কুড়ি বছর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসেন। প্রথমে ট্যাঁকশাল আফিসে একটি উচ্চপদে চাকরী করেন। ইহার পরবর্তী দশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি বেনারস ট্যাঁকশাল আফিসের ডেপুটি 'এসে মাষ্টার' ছিলেন। অতঃপর ১৮৩০ হইতে ১৮৩২ পর্য্যন্ত কলিকাতা ট্যাঁকশাল অফিসের 'ডেপুটি এসে মাষ্টার' ও পরে ১৮৩৮ পর্য্যন্ত ইহার 'এসে মাষ্টার'-রূপে কার্য্য করেন। ১৮৩২ হইতে ১৮৩৩ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষও ছিলেন। গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি যশস্বী হন। তিনি রসায়নশাস্ত্রে খনিজতত্ত্বে ও মুদ্রাতত্ত্বে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। অশোকের বহু শিলালিপির পাঠ তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বেনারসে একটি ট্যাঁকশাল, একটি গির্জ্জা ও একটি সেতু নির্ম্মাণ করেন। কলিকাতার প্রিন্সেপ ঘাট তাঁহার নামানুসারে হইয়াছে।

প্রিয়ব্রত—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। কর্দ্দমের কন্যা কাম্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কাম্যার গর্ভে তাঁহার দুই কন্যা ও দশটি পুত্র জন্মে।

প্রিয়ম্বদা—শকুন্তলার সখী। তিনি ও অনসূয়া নাম্নী আর একজন সখী রাজা দুষ্মন্তের নিকট শকুন্তলার মনের কথা নানা ছলে জানাইয়া দেন।

প্রিয়ম্বদা দেবী—সুপ্রসিদ্ধা মহিলা কবি। তাঁহার কবিতাগুলি সরল ও সরস। 'রেখা', 'পত্রপুষ্প', 'রেণু' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার রচিত।

প্রিস্ট্‌লে, জে. বি. (Priestley, J. B.) —(জন্ম ১৮৯৪)। বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক। তাঁহার লিখিত বহু উপন্যাস আছে। 'The Good Companions' নামক তাঁহার উপন্যাসখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

প্রিস্ট্‌লে, জোসেফ (Priestley, Joseph)—(১৭৩৩—১৮০৪)। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি অম্লজান (Oxygen) বাষ্প উদ্ভাবন করেন। 'A History of Electricity' নামক তাঁহার লিখিত পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দার—(?—১৯৩২)। বীর মহিলা শহীদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের তিনি অন্যতম নায়িকা ছিলেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাষ্টার-দার (সূর্য্য সেন) কাছে বৈপ্লবিক শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁহারই নেতৃত্বে এই বীর রমণী চট্টগ্রামের ইউরোপীয় ক্লাবের উপরে বোমা ফেলিয়া পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দেন।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—(১৮০৬—১৮৬৭)। বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। বর্দ্ধমান জেলার শাকনাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা রাম নারায়ণ। সংস্কৃত কলেজে তিনি অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। এডুকেশন কমিটি তাঁহাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধি প্রদান করেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। অনুবাদ কার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া তিনি উইল্‌সন সাহেবের প্রিয় ছিলেন। ভারতের পুরাতত্ত্ব-সঙ্কলনে তিনি জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপকে অনেক সাহায্য করেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ—বোম্বাইএর এক শিক্ষানুরাগী দানশীল ব্যক্তি। শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। মৌলিক গবেষণার জন্য এই টাকা হইতে বৃত্তি দান করা হয়। এই বৃত্তিই 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি নামে খ্যাত।

প্রেমদাস—(১৭শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। আদি নাম পুরুষোত্তম মিশ্র। পদবী ছিল সিদ্ধান্তবাগীশ। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র। তিনি ষোল বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন এবং প্রেমদাস নাম গ্রহণ করেন। তিনি ১৭১২-এ কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটকের পদ্যানুবাদ করেন। ১৭১৬-এ তিনি 'বংশীশিক্ষা'-নামক কাব্য রচনা করেন। ইহাই তাঁহার মৌলিক কাব্য। পদাবলী রচনাতেই তাঁহার কৃতিত্ব বেশী।

প্রেমানন্দ ভারতী—(১৮৫৭—১৯১৪)। হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক। প্রকৃত নাম সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় গমন করেন। আমেরিকায় তিনি 'লাইট অব ইণ্ডিয়া' নামক একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদনা করিতেন। তিনি দুইবার ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গমন করেন। 'প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ' নামে তিনি একখানি ইংরাজী পুস্তক রচনা করেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র—(জন্ম ১৯০৪)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট কবি। নিবাস কলিকাতা। কাশী ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ। কল্লোলযুগের তিনি অন্যতম প্রবর্ত্তক। ছোটগল্প, কবিতা ও উপন্যাস লিখিয়া তিনি আধুনিক জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। চিত্রপরিচালকরূপেও তাঁহার খ্যাতি আছে। 'উপনয়ন', 'কালো-ছায়া', 'ভাবীকাল', 'ড্রাগনের নিশ্বাস', 'দাবী', 'পঞ্চশর', 'বেনামী বন্দর' (গল্পগুচ্ছ), 'মিছিল', 'বাঁকা লেখা' ; 'ফেরারী ফৌজ' (কাব্যগ্রন্থ) ; 'ভয়ঙ্কর' (শিশু উপন্যাস) ; 'সরস ও বিরস নাটক' (বার্ণার্ড শ'র অনুবাদ) ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রোটিয়াস (Proteus)—ভবিষ্যদ্বক্তা সমুদ্র-দেবতাবিশেষ। তিনি ইচ্ছামত যে কোনও মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিতেন (গ্রীক পুঃ)।

প্রোট্যাগোরাস (Protagoras)—গ্রীক দার্শনিক। তিনি নাস্তিক ছিলেন।

প্লিনি (Pliny)—প্লিনি দুইজন। বড় জন প্রাচীনকালের বিখ্যাত স্বভাবতত্ত্ববিদ্‌। তিনি ২৩ হইতে ৭৯ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। ছোট জন বড়রই একজন আত্মীয় ; তিনি কয়েকটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক পত্র লেখেন। এই পত্রগুলি সে সময়কার বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশে পূর্ণ।

প্লুটার্ক (Plutarch)—(? ৫০—১২০)। বিখ্যাত জীবনী-লেখক। তিনি গ্রীসে জন্মগ্রহণ করিলেও জীবনের অধিকাংশ সময় রোমে অতিবাহিত করেন। তাঁহার লিখিত 'Lives' নামক পুস্তকখানি অপূর্ব্ব। শেক্‌স্‌পীয়র প্রমুখ বহু লেখক তাঁহার নিকট ঋণী।

প্লুটাস (Plutus)—ঐশ্বর্য্যের দেবতা (গ্রীক পুঃ)।

প্লুটো (Pluto)—পাতালপুরীর অধীশ্বর। তিনি স্যাটার্ন ও ওপ্‌সের পুত্র। তিনি জুপিটার ও নেপচুনের ভ্রাতা এবং প্রোসারপাইনের স্বামী ছিলেন (গ্রীক পুঃ)।

প্লেটো (Plato)—(খৃঃ পূঃ ৪২৯—৩৪৭)। বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক দার্শনিক। তাঁহার প্রকৃত নাম 'অ্যারিষ্টক্লিস' (Aristocles)। তিনি 'সক্রেটিসে'র শিষ্য ও অ্যারিষ্টটলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার 'Republic' ও 'Dialogues' নামক দুইখানি বই আছে।

—·—

ফ

ফকনার (Falconer, William)—(১৭৩২—১৭৬৯)। স্কট্‌ল্যাণ্ডের জনপ্রিয় কবি। এডিনবরায় জন্ম। তিনি 'The Shipwreck' নামক কবিতাগ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হন।

ফক্‌নার (Falkner or Faulkner, William)—(জন্ম ১৮৯৭)। দক্ষিণ আমেরিকার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নোবেল পুরস্কারধারী। জন্ম মিসিসিপি রাজ্যের নিউ অ্যালবানি।

সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া তিনি প্রথমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া পোষ্ট-আফিসে কাজ পান। এই সময় তিনি গল্প লিখিতে সুরু করেন। 'Soldiers' Pay' (কবিতা), 'The Sound and the Fury', 'Sanctuary', 'Sartoris' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক। 'Sanctuary' গ্রন্থখানি ১১ লক্ষ কপি বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালের নোবেল পুরস্কার তাঁহাকে দেওয়া হয়।

ফক্স, গি (Fawks, Guy)—(১৫৭০—১৬০৬)। ইংরাজ ষড়যন্ত্রকারী। তিনি স্পেনীয় সৈন্যদলের যোদ্ধা ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ 'Gunpowder plot'-এর অন্যতম সহায়ক। ১৬০৫-এ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভীষণ নির্য্যাতনের পর দোষ স্বীকার করিলে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয়।

ফক্স, চার্লস্ (Fox, Charles James)—(১৭৪৯—১৮০৬)। ইংরাজ রাজনীতিবিদ্। তিনি আমেরিকার উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ও ফরাসী বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন। তিনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অন্যতম অভিযোক্তা। ১৮০৬-এ তিনি পররাষ্ট্রসচিব হন।

ফজলল করিম—(জন্ম ১৮৮২)। রঙ্গপুরের কাকিনা গ্রামনিবাসী কবি। 'লয়লা-মজনু' তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাঁহার 'আফগানিস্থানের ইতিহাস'-নামক একখানি ইতিহাসও আছে। তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনকল্পে 'বাসনা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করিতেন।

ফজলুল হক, আবুল কাসেম—(জন্ম ১৮৭৩)। রাজনীতিবিদ্। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেল। জন্ম বরিশালে। এম. এ., বি. এল. পাশ করিয়া হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৯০৪)। তিনি কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের তিনি ভূতপূর্ব্ব মেয়র ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি। অবিভক্ত বাংলার তিনি মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন (১৯৩৭—৪৩)। কৃষক প্রজা পার্টির তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)—(১৮৮০—১৯৪২)। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তিনি বহুবৎসর পাবনা ও কাশীতে ন্যায় ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তিনি কিছুকাল ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমানে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের তিনি অন্যতম।

ফতেমা বিবি—মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহাম্মদের কন্যা এবং সুপ্রসিদ্ধ হাসান হোসেনের জননী।

ফতে সিং বাহাদুর—(১৮৪৮—?)। উদয়পুরের মহারাণা। তিনি ১৮৮৪-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মেবারের প্রাচীন শিশোদীয়বংশপ্রসূত। তিনি উদার, নিষ্ঠাবান্ ও নীতিকুশল এবং হিন্দু-সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

ফনাস (Faunus)—প্রাচীন ইতালীয় দেবতা, কৃষি ও মেষপালকের রক্ষক। তাঁহাকে গ্রীক 'প্যানে'র সহিত তুলনা করা হয়।

ফয়েষ্টোয়াঙ্গের, ডাঃ লায়ন (Feuchtwanger, Dr. Lion)—(জন্ম ১৮৮৪)। জার্ম্মানীর প্রসিদ্ধ লেখক। জাতিতে ইহুদী। তিনি বহু কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। নাৎসী গভর্ণমেণ্টের আদেশে তিনি জার্ম্মানী হইতে ১৯৩৩-এ বহিস্কৃত হন। 'Jew Suss', 'The Ugly Dutchess', 'The False Nero' তাঁহার লিখিত উপন্যাস।

ফর্চুনা (Fortuna)—অন্ধরূপে কল্পিতা ভাগ্যদেবী। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ ও দারিদ্র্য এবং সুখ ও দুঃখ পাওয়া যাইত (গ্রীক পুঃ)।

ফশ, ফার্ডিন্যাণ্ড (Foch, Ferdinand)—(১৮৫১—১৯২৯)। মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে অবস্থিত মিত্রশক্তির সৈন্যদলের অধিনায়ক (১৯১৮, মার্চ্চ)। তাঁহার নিকট জার্ম্মানী ভীষণভাবে পরাজিত হয়। তিনি পূর্ব্বে উত্তর ফরাসী সৈন্যদলের কমাণ্ডার-ইন-চিফ ছিলেন। ১৯১৯-এ তিনি ব্রিটেনের ফিল্ড-মার্শাল হন। যুদ্ধ-সম্পর্কে তাঁহার দুইটি পুস্তক আছে।

ফস্‌ফরাস (Phosphorus)—'লুসিফারে'র (প্রভাতী তারা) গ্রীক নাম (গ্রীক পুঃ)।

ফারার (Farrar, Frederic William)—(১৮৩১—১৯০৩)। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধর্ম্মযাজক ও লেখক। তাঁহার কতিপয় রচনা জনসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। 'The Life of Christ', 'Early Days of Christianity', 'The Life and Works of St. Paul' তাঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

ফারেন্‌হাইট (Fahrenheit, Gabriel Daniel)—(১৬৮৬—১৭৩৬)। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক। ডান্‌জিগে জন্ম। তিনি তাপনির্ণয় যন্ত্রে (Thermometer) পারদ ব্যবহার করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত তাপনির্ণয় যন্ত্রকে 'ফারেন্‌হাইট থার্ম্মোমিটার' বলে।

ফার্গুসন, উইলিয়ম (Ferguson, Sir William)—(১৮০৮—১৮৭৭)। অস্ত্র-চিকিৎসাবিশারদ প্রসিদ্ধ ইংরাজ চিকিৎসক। তিনি অস্ত্রচিকিৎসাবিষয়ে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি 'কিংস্ কলেজে'র অধ্যাপক (১৮৪০—১৮৭০) ও 'রয়্যাল কলেজ অব্ সার্জ্জনসে'র সভাপতি ছিলেন।

ফার্গুসন, জেম্‌স্ (Ferguson, James)—(১৭১০—১৭৭৬)। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক। তিনি মেষপালকের পুত্র ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যায়, গণিত শাস্ত্রে এবং চিত্রাঙ্কনে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। অবশেষে তিনি বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও রয়েল সোসাইটির সভ্য হন।

ফার্ডিন্যাণ্ড, পঞ্চম (Ferdinand V)—(১৪৫২—১৫১৬)। স্পেনের রাজা। স্পেনের রাজকুমারী ইসাবেলাকে বিবাহ করেন। তিনি স্পেনে বহু বৎসর রাজত্ব করেন। কলম্বসের আমেরিকা-অভিযান ও আবিষ্কার তাঁহার রাজত্বকালের সবচেয়ে বড় ঘটনা। তিনি স্পেন হইতে মুরদিগকে দূরীভূত করেন।

ফার্নাণ্ডেজ, জুয়ান (Fernandez, Juan)—স্পেনীয় নাবিক। দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে তিনি যে দ্বীপগুলি আবিষ্কার করেন, সেইগুলির নাম 'জুয়ান ফার্নাণ্ডেজ'। এই দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে আলেক্‌জাণ্ডার সেল্‌কার্ক বাস করিতেন।

ফার্মি (Fermi, Eurico)—(জন্ম ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯০১)। সুবিখ্যাত ইতালীয় পদার্থবিদ্। জন্ম রোমে। পিসা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২২-এ ডিগ্রী লইয়া তিনি ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ লন। পরে তিনি মুসোলিনীর রোম হইতে যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যান ও সেখানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। আণবিক গবেষণা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। তিনিই প্রথম অণু বিভক্ত করিয়া ১৯৪২-এ আণবিক বোমার নির্ম্মাণ সম্ভব করেন। এই অণু-বিভাগ সমগ্র পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছে।

ফা হিয়েন (Fa Hien)—(৪র্থ-৫ম শতক)। চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। তিনি ৩৯৯ হইতে ৪১৫ পর্য্যন্ত ভারত পর্য্যটন করেন। তিনি একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, ঐখানির নাম 'ফো-কুওকি' (Fo-Kuoki)। উহা ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। তাঁহার বৃত্তান্ত অত্যন্ত মূল্যবান্ ঐতিহাসিক সম্পদ্ বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি উত্তর ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় তাঁহার রাজ্যে ৪০৫—৪১০ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। তিনি এই রাজ্যের শাসনপ্রণালী ও সাধারণ সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ফিক্‌টে (Fichte, Johann Gottlieb) —(১৭৬২—১৮১৪)। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক। জেনা ও এরলানগেনে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টর হন। তাঁহার মতবাদ হেগেলের দার্শনিক তত্ত্বকে পূর্ণতা দান করে।

ফিজ্‌রয়, রবার্ট (Fitzroy, Robert) —(১৮০৫—১৮৬৫)। আবহাওয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। ঝটিকাসতর্কবাণী বা Storm-warningএর প্রবর্ত্তক।

ফিট্‌জেরাল্ড, এড্‌ওয়ার্ড (Fitzgerald, Edward)—(১৮০৯—১৮৮৩)। ইংরাজ কবি। পিতা জন পার্সেল (John Purcell); তিনি পত্নীর ফিট্‌জেরাল্ড উপাধি গ্রহণ করেন। পারসীক কবি ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াৎ' অনুবাদ করিয়া তিনি যশস্বী হন।

ফিডিয়াস (Phidias)—বিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর। খৃঃ পূঃ ৪৯০ হইতে ৪৩২ পর্য্যন্ত তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার ভাস্কর্য্যের নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত গ্রীক মন্দিরের (Perthenon) ভগ্নাবশেষ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভগ্নাবশেষ 'Elgin Marbles' নামে অভিহিত।

ফিড্রা (Phædra)—এথেন্সের বীর রাজকুমার থিসিউসের পত্নী। তিনি সপত্নীপুত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড ঘটান। পরে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে আত্মহত্যা করেন (গ্রীক পুঃ)।

ফিন্‌সেন, (Finsen, Niels Ryberg) —(১৮৬১—১৯০৪)। বিখ্যাত চিকিৎসা-শাস্ত্রের পণ্ডিত। ডেনমার্কে তাঁহার নিবাস। আলোকের সাহায্যে 'Lupus' নামক যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা বাহির করিয়া তিনি যশস্বী হন। কোপেনহেগেন সহরে তিনি এই রোগ আরোগ্যের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

ফিবাস (Phœbus)—অ্যাপলো (Apollo) দেবের অপর নাম (গ্রীক পুঃ)।

ফিবি (Phœbe)—ডায়েনার অপর নাম। এই নামে ডায়েনাকে শুধু চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুঝায়। তিনি সূর্য্যের বা 'ফিবাস' (Phœbus)এর ভগিনী (গ্রীক পুঃ)।

ফির্‌দৌসী—(৯৩১—১০২০)। গজনীর মামুদের সভাকবি। পূর্ব্বনাম মুহম্মদ আবুল কাসিম। 'ফির্‌দৌসী' কবির উপাধি। উহার অর্থ স্বর্গীয়। ইরাণের অন্তর্গত তুস্ নামক স্থানে জন্ম। ইরাণ তখন আরবের অধীন ছিল। তাই প্রাচীন ইরাণের গৌরবময় কাহিনী লইয়া তিনি 'শাহ্‌নামা' নামে বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন। এই 'শাহ্‌নামা' লইয়াই তিনি মামুদের (গজনীর সুলতান) কাছে যান। মামুদ প্রতি শ্লোকের জন্য একটি স্বর্ণমুদ্রা পারিশ্রমিক দিতে চান, কিন্তু পরে অন্যের প্ররোচনায় মামুদ ৬০,০০০ শ্লোকের জন্য ৬০,০০০ রজতমুদ্রা কবিকে দিতে চাহিলে কবি ঘৃণায় উহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং একখানি ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। তারপর কবি বেরিস্তানের শাসনকর্ত্তার কাছে যান। তিনি ঐ ব্যঙ্গকবিতা একলক্ষ রৌপ্য দিয়া কিনিয়া উহা ধ্বংস করেন। তারপর তিনি বোগদাদের খলিফার দরবারে যান ও তাঁহার আদেশে 'ইউসুফ্-জুলেখা' নামে একখানি প্রেমের কাব্য লিখিয়া স্বদেশে ফেরেন। পরে সুলতান নিজের ভুল বুঝিয়া যখন কাব্যের যোগ্য পারিশ্রমিক পাঠাইয়া দেন, তখন আর কবিবর ইহলোকে ছিলেন না।

ফিরোজ তোগলক (মোয়াজ্জিম ফিরোজউদ্দিন তোগলক)—(১২৯৮—১৩৮৮)। দিল্লীর সুলতান। দিল্লীর প্রসিদ্ধ পাঠান সম্রাট্ মহম্মদ তোগলকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ১৩৫১-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য অনেক কার্য্য করেন। ফিরোজ শাহ্ বঙ্গদেশে প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের ও তাঁহার পুত্র সিকন্দরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পারিয়া উঠেন নাই। তিনি তাঁহাদের বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতিরূপে স্বীকার করিয়া লন। তিনি উড়িষ্যা, পঞ্জাবের কাঙ্গড়া অঞ্চল, সিন্ধুদেশ ইত্যাদিও আক্রমণ করিয়াছিলেন। সামরিক অভিযানে তাঁহার সাফল্য না হইলেও তিনি শাসনসংস্কারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। জায়গীর প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন, রাজস্বের হার কমান, নির্ম্মম শাস্তি দান রহিত করা তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ধর্ম্মব্যাপারে তিনি অনুদার ছিলেন।

ফিলিপ, ২য় (Philip II)—(১১৮০—১২২৩)। ফ্রান্সের রাজা। তৃতীয় ক্রুসেড (Crusade) নামক যে ধর্ম্মযুদ্ধ হয়, তিনি সেই ধর্ম্মযুদ্ধে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ডের সহিত যোগদান করেন। অতঃপর তিনি রিচার্ডের বিরুদ্ধে 'জনের' সহিত যোগদান করেন। জন ইংলণ্ডের রাজা হইলে তিনি জনের নিকট হইতে ইংরাজ অধিকৃত স্থানগুলি কাড়িয়া লন।

ফিলিপ, ২য় (Philip II)—(খৃঃ পূঃ ৩৮২ —৩৩৬)। গ্রীসের ম্যাসিডোনিয়া নামক স্থানের রাজা। প্রথম জীবনে তিনি বন্দী-রূপে গ্রীসের তৎকালীন প্রসিদ্ধ রাজ্য থিব্‌সে নীত হন। তিনি সেখানে থাকিয়া অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি দেশে ফিরিয়া রাজা হন এবং বহু যুদ্ধযাত্রা করেন। অবশেষে সমস্ত গ্রীস তাঁহার পদানত হয়। সমগ্র গ্রীস জয় করিয়া পারস্যে যাইবার কল্পনা করিলে তিনি গোপনে নিহত হন। বিশ্ব-বিখ্যাত বীর আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহার পুত্র।

ফিলিপ, ২য় (স্পেন-সম্রাট্) (Philip II of Spain)—(১৫২৭—১৫৯৮)। স্পেনের সম্রাট্। তিনি পঞ্চম চার্ল্‌সের পুত্র। তাঁহার অন্যতমা পত্নী মেরী ইংলণ্ডের রাণী হইয়াছিলেন। মেরীর মৃত্যুর পর তিনি ইংলণ্ডের চিরশত্রু হইয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ 'আর্মাডা' (The Spanish Armada) অভিযান করিয়া ইংলণ্ডকে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করেন কিন্তু পরাজিত হন।

ফিলিপ, ৫ম (Philip V)—(১৬৮৩—১৭৪৬)। স্পেনের রাজা। তিনি ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুইয়ের পৌত্র এবং স্পেনের রাণী মেরিয়া টেরেসার পুত্র। দ্বিতীয় চার্ল্‌স অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে রাজ্য দিয়া যান। 'War of the Spanish Succession' নামক যুদ্ধের ইহাই কারণ।

ফিলিপ্‌স্, স্টিফেন (Phillips, Stephen)—(১৮৬৪—১৯১৫)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি ও নাট্যকার। 'Herod', 'Ulysses', 'Nero' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

ফিলেমন (Philemon)—ফ্রিজিয়া-নিবাসী অতিথিবৎসল ব্যক্তি। তাঁহার অতিথিবৎসলতায় প্রীত হইয়া জুপিটার (Jupiter) ও মার্কারি (Mercury) ছদ্মবেশে তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার কুটীর প্রাসাদে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। মৃত্যুর পর তিনি সস্ত্রীক বৃক্ষরূপে পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

ফিলোমেলা (Phelomela)—এথেন্স-রাজ প্যানিয়নের কন্যা। তিনি নাইটিঙ্গেল পক্ষীতে পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

ফিল্‌ডিং, হেন্‌রী (Fielding, Henry) —(১৭০৭—১৭৫৪)। খ্যাতনামা ইংরাজ ঔপন্যাসিক। ঈটন হইতে পাশ করিয়া তিনি লেডেনে আইন পড়েন। প্রথম দিকে তিনি নাটক ও প্রহসন লিখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি সাংবাদিকতাও করেন। 'Tom Jones' ও 'Amelia' তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস।

ফুকস (Fuchs, Klaus)—আণবিক বিজ্ঞানী। জন্ম জার্ম্মানীর ফ্র্যাঙ্কফোর্ট-এর নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র সহরে। পিতা এমিল ফুক্‌স কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। লাইপজিগ্ ও কিয়েলে অধ্যয়ন করেন। নাৎসীবাদের বিরুদ্ধতার জন্য তিনি লণ্ডনে চলিয়া আসেন ও ব্রিস্টল ও এডিনবরা

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যথাক্রমে পি-এচ. ডি. ও ডি. এস্-সি. উপাধি নেন। তিনি আণবিক গবেষণা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রেও যান। প্রকাশ, তিনি অন্তরে কমিউনিজম্-নীতি পোষণ করিতেন বলিয়া সমস্ত আণবিক তথ্য রুশিয়ার নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁহার চৌদ্দ বছর জেল হয়। বর্ত্তমানে তিনি কারারুদ্ধ আছেন।

ফুট (Foote, Samuel)—(১৭২০—১৭৭৭)। প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার। তিনি বহু নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে 'The Mayor of Garrett' উল্লেখযোগ্য।

ফুয়াদ, আহমেদ (Fuad, Ahmed)—(১৮৬৮—১৯৩৭)। ইসমাইল পাশার পুত্র এবং মিশরের রাজা। তিনি ১৯১৭-এ মিশরের সুলতান হন। তিনি ইটালীতে শিক্ষালাভ করিয়া ইটালিয়ান সেনাবিভাগে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯২২ হইতে তিনি মিশরের রাজা হন।

ফুল্টন, রবার্ট (Fulton, Robert)—(১৭৬৫—১৮১৫)। আমেরিকাবাসী ইঞ্জিনীয়ার। বাষ্প দ্বারা প্রথম জাহাজ চালাইয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। ১৮০৭-এ তিনি হাড্‌সন নদীতে 'Clermont' নামক জাহাজ বাষ্প দ্বারা চালিত করেন। তিনি 'ফুল্টন' নামে একটি বাষ্পীয়পোতও নির্ম্মাণ করেন।

ফেবিয়াস (Fabius, Maximus)—(?—খৃঃ পূঃ ২০৩)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি। তিনি কার্থেজের বীর যোদ্ধা হানিবলের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে তিনি বিশেষ দক্ষতা ও চাতুরী প্রদর্শন করেন। অবশেষে হানিবল পরাস্ত হন। তাঁহার নাম হইতে 'Fabian Policy' কথাটি আসিয়াছে। 'Fabian Policy' বলিতে বিলম্বে কোন কাজ করিবার নীতি অনুসরণ করা বুঝায়।

ফেয়ারব্যাঙ্কস্, ডগলাস (Fairbanks, Douglas)—(১৮৮৩—১৯৩৯)। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা। দর্শকদের নিকটে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ঐতিহাসিক বা উপকথা-মূলক চিত্রনাট্যে অভিনয় করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার পুত্রও (ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্, জুনিয়ার) চিত্রতারকা।

ফেরার (Ferrer, Francisco)—(১৮৫৯—১৯০৯)। তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তক। এই শিক্ষাপদ্ধতির বিস্তারের জন্য তিনি একটি আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের স্থাপনা করেন। বার্সিলোনা বিদ্রোহের জন্য তিনি দায়ী বলিয়া তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ফেরিস্তা—মুসলমান ঐতিহাসিক। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। আকবরের সময় পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের একখানি ইতিহাস তিনি রচনা করেন।

ফৈজল (Feisal Al Husain)—(১৮৮৩—১৯৩৩)। ইরাকের ভূতপূর্ব্ব রাজা। রাহাব নামক স্থানে জন্ম। পিতা হেজাজের রাজা হুসেন আলি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবদের নেতৃত্ব করেন এবং ইংরাজদের সহিত সহযোগিতা করেন। ইংরাজ কর্তৃত্বাধীনে তাঁহাকে ইরাকের রাজা (২৩শে আগষ্ট, ১৯২১) বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তিনি কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন।

ফৈজী—প্রখ্যাত পারসীক কবি। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আকবরের রাজত্ব-সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি আকবরের সভাকবি ছিলেন। তিনিই মুসলমানদের মধ্যে সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ভাস্করাচার্য্যের 'বীজগণিত' ও 'লীলাবতী' এবং কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রের ফার্সীভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য বহু গ্রন্থের অনুবাদেও তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন।

ফোর্ড, জন (Ford, John)—(১৫৮৬—১৬৪০)। খ্যাতনামা ইংরাজ নাট্যকার। তিনি কয়েকখানি নাটক রচনা করেন, তাহার মধ্যে 'Perkin Warbeck' প্রসিদ্ধ।

ফোর্ড, হেন্‌রী (Ford, Henry)—(১৮৬৩—১৯৪৭) ফোর্ড নামে মোটর-কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর। তিনি নিজ চেষ্টায় সামান্য অবস্থা হইতে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি করেন। তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন।

ফ্যারাডে, মাইকেল (Faraday, Michael)—(১৭৯১—১৮৬৭)। খ্যাতনামা ইংরাজ বৈজ্ঞানিক। তিনি 'রয়াল ইনষ্টিটিউশনে'র রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। পদার্থবিদ্যায় ও রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য। বিদ্যুৎ (Electricity) সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া তিনি অনেক নূতন তথ্য প্রচার করেন। তিনি বহু রাসায়নিক তথ্যও আবিষ্কার করেন।

ফ্রবিশার, মার্টিন (Frobisher, Sir Martin)—(১৫৩৫—১৫৯৪)। ব্রিটিশ নাবিক। প্রথম ভারতবর্ষে আসিবার উত্তর-পশ্চিমের পথ তিনি আবিষ্কার করেন। তাঁহার স্মরণার্থ বেফিন দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত প্রণালীকে ফ্রবিসার প্রণালী কহে। স্পেনীয় রণতরী আর্ম্মাডার সহিত যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন বলিয়া তিনি 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন।

ফ্রয়েড, সিগ্‌মুণ্ড (Freud, Sigmund)—(১৮৫৬—১৯৩৭)। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্। তিনি অষ্ট্রিয়াবাসী। মানবের স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যশস্বী হন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯০২—১৯১৮ পর্য্যন্ত অধ্যাপক ছিলেন। পরে অষ্ট্রিয়া ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের অধিবাসী হন। Royal Society-তে ১৯৩৬-এ সদস্য নির্ব্বাচিত হন। মনঃ-সমীক্ষণ বিজ্ঞানের তিনি প্রবর্ত্তক। তাঁহার বহু পুস্তক রহিয়াছে—তাহার মধ্যে 'Interpretation of Dreams' উল্লেখযোগ্য।

ফ্রাই, এলিজাবেথ (Fry, Elizabeth)—(১৭৮০—১৮৪৫)। নরওয়েবাসিনী রমণী। তিনি কারাগার-সংস্কার কার্য্যে জীবনের সমস্ত সময় অতিবাহিত করেন। তিনি 'Society of Friends'-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ফ্রাঙ্কো (Franco, General)—(জন্ম ১৮৯২)। বিখ্যাত স্পেনীয় সৈনিক ও রাষ্ট্রনায়ক। তিনি মরক্কো অভিযানের স্পেনীয় সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন (১৯২০—২৩) ও স্যারাগোসায় সামরিক বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ হন। ১৯৩৬—৩৯-এ স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে তিনি জাতীয় বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন। ১৯৩৯ হইতে তিনি স্পেনের রাষ্ট্রপতি।

ফ্রান্স, আনাতোলে (France, Anatole)—(১৮৪৪—১৯২৪)। ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণের অন্যতম। তাঁহার প্রকৃত নাম Jacques Anatole Thibault. তাঁহার চরিত্র-চিত্র অতি মনোরম। তাঁহার সকল রচনাই ইংরাজী ও অন্যান্য বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। 'থেই', 'রেড্ লিলি' প্রভৃতি তাহার বিখ্যাত পুস্তক।

ফ্রাবেল (Frœbel, Friedrich)—(১৭৮২—১৮৫২)। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান শিক্ষা-সংস্কারক। তিনি কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তক। তিনি ১৮২৮-এ 'The Education of Man' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

ফ্রিক্সস (Phrixus)—অর্চো-মেনোসের (Orcho-menos) রাজা আথ্যামাসের পুত্র। তাঁহার বিমাতা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে দেবতার নিকট বলি দিবার ব্যবস্থা করিলে নেপচুনদেবের অনুগ্রহে স্বর্ণমেষে আরোহণ করিয়া শূন্যে উঠিয়া যান ও পরে কল্‌কিস্ (Colchis) দেশে গমন করিয়া জীবন রক্ষা করেন (গ্রীক পুঃ)।

ফ্রান্সিস, ফিলিপ (Francis, Sir Philip)—(১৭৪০—১৮১৮)। ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল হেষ্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য। ১৭৭৪-এ তিনি ভারতে

আসেন। তিনি পদে পদে হেষ্টিংসকে বাধা দেন। একবার হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার পিস্তলের সাহায্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। তিনি ১৭৮০-এ ভারত ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যান এবং তথায় 'Letters of Junius' নামে কতকগুলি বেনামী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

ফ্রুড (Froude, James Anthony)—(১৮১৮—১৮৯৪)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি অক্সফোর্ড ওরিয়েল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার সঙ্গে কার্লাইলের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহার লিখিত ইতিহাস 'History of England from the Fall of Wolsely to the Defeat of the Spanish Armada'-এর বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়। তিনি বিখ্যাত লেখক কার্লাইলের জীবনকথা লেখেন। ১৮৯২-এ তিনি অক্সফোর্ডে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ফ্রেজার (Frazer, Sir James George)—(১৮৫৪—১৯৪১)। খ্যাতনামা ইংরাজ নৃতত্ত্ববিদ্। তাঁহার নৃতত্ত্ব (Anthropology) সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ পুস্তক আছে, তাহার মধ্যে 'The Golden Bough' প্রসিদ্ধ।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট (Frederick the Great)—(১৭১২—১৭৮৬)। প্রুশিয়ার প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি ১৭৪০ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজা ছিলেন। তিনি কূটনীতি, দূরদর্শিতা ও সমর-দক্ষতার বলে স্বীয় রাজ্যের শক্তি বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অন্ততঃ ত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ৭ বৎসর ধরিয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করেন।

ফ্র্যাঙ্কলিন, বেঞ্জামিন (Franklin, Benjamin)—(১৭০৬—১৭৯০)। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি 'Poor Richard's Almanac' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রথম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার পর তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত থাকিয়া 'Lightning Conductor' আবিষ্কার করেন। তিনি আমেরিকার 'General Assembly' বা সাধারণ পরিষদের দশ বৎসর ধরিয়া সভ্য ছিলেন এবং আমেরিকার দূত হইয়া প্রায় ১৮ বৎসর ইংলণ্ডে ছিলেন। পরে আমেরিকায় প্রত্যাগত হইয়া তিনি স্বদেশের (যুক্তরাষ্ট্রের) সংবিধান রচনায় যোগদান করেন।

ফ্লবার্ট, গুষ্টেভ—'গুস্টেভ ফ্লবার্ট' দ্রঃ।

ফ্লিন্‌ডার্স্, ম্যাথিউ (Flinders, Matthew)—(১৭৭৪—১৮১৪)। দুঃসাহসী পর্যটক ও নাবিক। তিনি অষ্ট্রেলিয়া ও তাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে অনেক নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন। তিনি বাস (Bass Strait)-এর মধ্য দিয়া জাহাজ চালাইয়া যান। তাঁহার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ফ্লেচার, জন (Fletcher, John)—(১৫৭৯—১৬২৫)। ইংরাজ কবি ও নাট্যকার। তিনি Francis Beaumont নামে এক নাট্যকারের সঙ্গে মিলিয়া বহু নাটক রচনা করেন। তাঁহাদের সময়ে তাঁহাদের রচনা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল।

ফ্লেমিং, আলেক্‌জাণ্ডার (Fleming, Sir Alexander)—(জন্ম ১৮৮১)। ব্রিটিশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও পেনিসিলিনের আবিষ্কারকরূপে খ্যাত। জন্ম স্কট্‌ল্যাণ্ডের ডাবভেন নামে এক স্থানে। ১৯০৬-এ ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও ছিলেন। St. Mary's হাসপাতালে যুক্ত থাকিয়া তিনি তাঁহার গবেষণা করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি লাইসোজাইম নামে এক বিষঘ্ন ঔষধ আবিষ্কার করেন। পরে পেনিসিলিনের মূল দ্রব্যের আবিষ্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। অন্যান্য আরও দুইজন চিকিৎসকের সঙ্গে তিনি ১৯৪৫-এ 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন।

ফ্লেমিং, অ্যাম্‌ব্রোজ (Fleming, Sir Ambrose)—(১৮৪৯—১৯৪৫)। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক। ল্যাঙ্কাস্টারে জন্ম। তিনি Thermionic Valve আবিষ্কার করেন। তাহাতেই বেতারবার্তা ও টেলিফোন প্রবর্তন সম্ভবপর হয়। ১৮৮৫—১৯২৬ পর্যন্ত তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

ফ্লোরা (Flora)—পুষ্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার গ্রীক নাম ক্লোরিস (Chloris) (বৈদে পুঃ)।

ব

বংশীদাস চক্রবর্তী—(১৬শ শতক ?)। 'মনসামঙ্গলের' গীতিকার। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটবাড়ী বা পাতুয়ারী গ্রামে নিবাস। পিতা যাদবানন্দ। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং তাঁহার পেশা ছিল মনসার 'ভাসান' গীত গাওয়া। 'মনসামঙ্গল পাঁচালী'র কোনও বই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কন্যার নাম চন্দ্রাবতী (তাহা দ্রঃ)।

বংশীবদন—(১৫০৫—?)। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবি। পদকর্তা হিসাবে বিখ্যাত। জন্মস্থান নবদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়া-পাহাড়পুর। পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। 'দীপকোজ্জ্বল' ও 'দীপান্বিতা'-নামক দুইটি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া অনুমিত হয়।

বক—১। কংসানুচর দৈত্যবিশেষ। পূতনার ভ্রাতা। বিশালকায় বকরূপে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে গিয়া নিহত হয় (ভাগ)। **২**। একচক্রা নগরের নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী রাক্ষসবিশেষ। নগরবাসিগণ প্রত্যহ এক একটি মনুষ্যসহ তাহার আহার্য্য পাঠাইবার প্রতিশ্রুতিতে তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়। একদা এক ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হইলে তাঁহার পরিবারের সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করে। কুন্তী পুত্রদের সঙ্গে তখন সেখানে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন। তিনি ভীমকে পাঠাইয়া দেন ও ভীমের হাতে বক নিহত হয় (ভারত)।

বখ্‌তিয়ার খিলিজি—বঙ্গবিজেতা ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মহম্মদের পিতা।

বখ্‌রা খাঁ—(১৩শ শতক)। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে বসিতে সম্মত না হওয়াতে তাঁহার পুত্র কায়কোবাদ সম্রাট্ হন (১২৮৭)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(২৬শে জুন, ১৮৩৮—৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪)। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক। জন্মস্থান নৈহাটির নিকটবর্তী কাঁঠালপাড়া। পিতা ডেপুটী কালেক্টর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিছুকাল গ্রামে ও মেদিনীপুরে (পিতার কর্ম্মস্থল) পড়িয়া তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৫৪-এ জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। এই বৎসরই তাঁহার প্রথম কবিতা 'সংবাদ-প্রভাকরে' মুদ্রিত হয়। ১৮৫৩-এ তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা ও মানস' রচিত হয়। ১৮৫৬-এ তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। তারপর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন বিভাগে পড়িতে প্রবেশ করেন ও ১৮৫৭-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান লাভ করেন। পরে কর্ম্মজীবনেই তিনি বি. এল. (১৮৬৯) পরীক্ষা দেন। ছাত্রজীবন শেষ করিয়াই তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন এবং ১৮৯১-এ অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার অবদান অতুলনীয়।

তাঁহাকে বাঙ্গালার সাহিত্যসম্রাট্ বলা হয়। প্রথমে তিনি 'সংবাদপ্রভাকর' নামক মাসিকপত্রে কবিতা লিখিতেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহার প্রথম উপন্যাসগ্রন্থ। 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাস, 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধ পুস্তক তাঁহার রচিত। তিনি 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা। 'বঙ্গদর্শন' নামক পত্রিকা তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'Rajmohan's Wife' তাঁহার রচিত ইংরাজী গ্রন্থ (১৮৬৪)। ইহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য রচনা। 'প্রচার' নামে একটি পত্রিকাও তিনি কিছুকাল প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বঙ্গ—চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। তাঁহার রাজ্যের নাম বঙ্গ।

বজ্র—যদুবংশীয় রাজা। পিতা অনিরুদ্ধ, মাতা সুভদ্রা। যদুবংশ ধ্বংসের পর তিনি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে নীত ও তথাকার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন (ভাগ)।

বজ্রজ্বালা—বলির দৌহিত্রী। রাবণ তাঁহাকে চুরি করিয়া কুম্ভকর্ণের সহিত বিবাহ দেন (রাম)।

বজ্রনাভ—ব্রহ্মার বরে দেবগণের অবধ্য দেবপীড়ক দৈত্য। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন অনুচরগণসহ গোপনে তাহার পুরীতে গিয়া তাহার কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার অনুচরগণ অন্যান্য দেবকন্যাকে বিবাহ করে। ক্রমে বজ্রনাভ সমস্ত জানিতে পারিয়া তাহাদের বধ করিতে উদ্যত হইলে প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হয় (হরি)।

বজ্রবাহু—রাক্ষস। লঙ্কাসমরে কুম্ভকর্ণ তাহাকে বধ করিয়া খাইয়া ফেলেন (ভারত)।

বটকৃষ্ণ পাল—(১৮৩৫—১৯১৪)। সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-ব্যবসায়ী। জন্ম শিবপুরে (হাওড়া)। শৈশবে জনক-জননীর মৃত্যু হওয়াতে তিনি কলিকাতায় মাতুলালয়ে (বেনেটোলা ষ্ট্রীট) প্রতিপালিত হন। বার বৎসর বয়সে তিনি মাতুলের মশলার দোকানে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। পরে একুশ বৎসর বয়সে নিজে সামান্য পুঁজিতে খেঙ্গরাপট্টীতে একটি মশলার দোকান খুলেন। পরে জোড়াসাঁকোর মাধবচন্দ্র দাঁকে অংশীদার করিয়া তাঁহার দোকান হইতে জিনিসপত্র আনিতেন। ঐ দোকানেই তিনি কিছু কিছু করিয়া বিলাতী ঔষধ রাখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ-বিক্রেতা হইয়া প্রচুর অর্থ লাভ করেন। তিনি দয়ালু ও দাতা ছিলেন। নিজের জন্মস্থানে তিনি একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বেনেটোলাতেও তিনি বালকদিগের জন্য একটি এবং বালিকাদিগের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সার হরিশঙ্কর পাল তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন।

বড়বামুখ—নারায়ণ একবার বড়বামুখ নামে তপস্বীর বেশ ধরিয়া সুমেরু পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময় তিনি সমুদ্রকে ডাকেন কিন্তু সমুদ্র তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। সেইজন্য তিনি সমুদ্রকে তাহার জল অপেয় হইবে বলিয়া শাপ দেন। সেই দিন হইতে সমুদ্রের জল অপেয় হইয়াছে (ভারত)।

বত্তিচেলি (Botticelli, Sandro)—(১৪৪৪—১৫১০)। ইটালীর প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। তাঁহার অঙ্কিত 'The Adoration of the Magi', 'The Birth of Venus', 'The Virgin with the Pomegranate' প্রভৃতি চিত্র জগদ্বিখ্যাত।

বৎসরাজ—১। প্রাচীন রাজা। পিতা কিস্মুক্ষ। শত্রুরা তাঁহাকে পরাস্ত করিলে তিনি বশিষ্ঠের আশ্রমে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বশিষ্ঠের পরামর্শে তিনি নৃসিংহ দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান্ নরসিংহ দেবের নিকট হইতে এক চক্রাস্ত্র লাভ করেন। এই অস্ত্র সাহায্যে তিনি হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন (বরাহ)। ২। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় আগত এক রাজা।

বৎসাচার্য্য—বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। রাজসাহী জন্মস্থান। তিনি পুঁটিয়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ।

বৎসাসুর—কংসের অনুচর দৈত্য। বৎসরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিধন চেষ্টায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয় (ভাগ)।

বদরুদ্দীন তায়াবজী—(১৮৪৪—১৯০৯)। বোম্বাইয়ের প্রথম ব্যারিষ্টার ও কংগ্রেস-সেবক। তায়াবজী ভাই মিঞাসাহেব নামে আরবদেশের অধিবাসী এক ধনী ব্যক্তি তাঁহার পিতা। তিনি বোম্বাই সহরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। বদরুদ্দীন বাল্যে সামান্য উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়া এলফিন্‌ষ্টোন ইন্‌ষ্টিটিউশনে যোগদান করেন। পরে তিনি লণ্ডন হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন এবং ২৩ বৎসর বয়সে নিউটেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস করিতে থাকেন। তিনি আজীবন মুসলমান সমাজের সংস্কারের জন্য এবং মুসলমান সমাজে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। অবরোধ-প্রথার তিনি বিরোধী ছিলেন। ১৯০৩-এ বোম্বাইয়ে মুসলমান শিক্ষা-কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হন। তিনি বোম্বাইএর 'আঞ্জুমান ইসলামিয়া'র সেক্রেটারী এবং ক্রমে প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৮২-এ বোম্বাই কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮৭-এ তিনি ভারতের জাতীয় মহাসভার মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি হইয়া মুসলমানগণকে উক্ত সভায় যোগদানের উপদেশ দেন। ১৮৯৫-এ তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারকের পদ লাভ করেন।

বনবিহারী কাপুর—বর্দ্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদের পিতা। তিনি পঞ্জাবদেশীয় ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদের তৃতীয় ভ্রাতার দত্তক পুত্র। ১৮৫৬-এ ৩ বৎসর বয়সে তিনি দত্তকস্বরূপে গৃহীত হন। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি বর্দ্ধমানরাজের কাউন্সিলের ভাইস্‌প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ ও ১৯০৫-এ এই দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৮৫-এ তিনি বর্দ্ধমান রাজের জয়েণ্ট ম্যানেজারের পদ লাভ করেন।

বপ, ফান্‌সিস (Bopp, Francis)—(১৭৯১—১৮৬৭)। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিদ্ জার্ম্মান পণ্ডিত। জন্মস্থান সেণ্ট্‌স্ নগর। প্যারিসে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ৩০ বৎসর বয়সে বার্লিন বিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচ্য ভাষার অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ১৮২৩-এ তিনি "Analytical Comparison of the Sanskrit, Latin and Teutonic Languages" নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি অনেকগুলি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার মধ্যে 'Comparative Grammar' নামক পুস্তক ইংরাজীতে অনূদিত হয়।

বভ্রুবাহন—মণিপুরের রাজা। পিতা অর্জ্জুন, মাতা চিত্রাঙ্গদা। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন অশ্বসহ মণিপুরে গমন করিলে পিতাপুত্রে যুদ্ধ হয় এবং অর্জ্জুন তাঁহার বাণে হতচেতন হন। অতঃপর তাঁহার বিমাতা উলূপী সঞ্জীবনী মণিদ্বারা অর্জ্জুনকে পুনর্জ্জীবিত করেন (ভারত)।

বয়েড-অর (Boyd-orr, John)—(জন্ম ১৮৮০)। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও কৃষিকার্য্যে সুপণ্ডিত। তিনি অ্যাবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন (১৯৪২)। পরে বিশ্ব-খাদ্য ও কৃষি-সংস্থার (F. A. O.) সর্ব্বাধ্যক্ষ হন (১৯৪৫—৪৮)। অতঃপর গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হইয়াছেন। ১৯৪৯-এ তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।

বয়েল, রবার্ট (Boyle, Robert)—

(১৬২৭—১৬৯১)। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। তিনি 'Air Pump' যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন এবং 'Boyle's Law' নামক বাষ্পবিষয়ক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন।

বর (Bohr, Niels Henrik David)—(জন্ম ১৮৮৫)। প্রখ্যাত পদার্থবিদ্। আধুনিক আণবিক তত্ত্বের জনক। জন্মস্থান কোপেনহাগেন, ডেনমার্ক। কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ্. ডি. (১৯১১) লইয়া তিনি ইংলণ্ডে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আসেন। এখানে তিনি লর্ড রাদারফোর্ড-এর সঙ্গে ১৯১৬ পর্য্যন্ত 'নিউক্লিয়ার' পদার্থ-বিদ্যাসম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। পরে কোপেনহাগেনে ফিরিয়া পদার্থবিভাগের অধ্যাপক হন। আণবিক তথ্য সম্বন্ধে আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯২২-এ নোবেল পুরস্কার পান। পরে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করেন (১৯৩৮—৩৯)। তিনিই আবিষ্কার করেন যে, ইউরেনিয়াম (U—235) চূর্ণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল যে অণু চূর্ণ করা গিয়াছে, কিন্তু কোন্ অণু চূর্ণ করা হইয়াছে তাহা তিনিই আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলেই আণবিক বোমা আবিষ্কার সম্ভব হয়।

বরদাচরণ মিত্র—(১৮৬২—১৯১৫)। সাহিত্য-সমালোচক। পিতা কলিকাতা কুমারটুলির মিত্রবংশের বেণীমাধব মিত্র। পূর্ব্বপুরুষের নিবাস নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রাম। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফলে তাঁহার জন্ম হয়। ২০ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষা পাশ করেন এবং ২৪ বৎসর বয়সে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া ষ্টাটুটারী সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। ১৮৯৪-এ তিনি দায়রা জজের পদ প্রাপ্ত হন। পঠদ্দশাতেই তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনী রচনা করেন। তিনি 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদ এবং 'অবসর'-নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৮৫-এ 'ক্যালকাটা রিভিউ' নামক পত্রিকায় 'The English Influence on Bengali Literature'-নামক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়া পরিগণিত হন।

বরদাপ্রসাদ মজুমদার—(১৮৩২—১৯১২)। বিশিষ্ট পুস্তকব্যবসায়ী। পিতা হাওড়া জেলার পাতিহালনিবাসী উমাচরণ মজুমদার। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া মাতা ব্রহ্মময়ীর সহিত তিনি কাশীতে বাস করেন, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি বি. পি. এম. প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় তিনি 'কাব্য প্রকাশিকা' নাম দিয়া সংস্কৃত পুস্তকসমূহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ব্যাখ্যা-পুস্তকের তিনিই প্রবর্ত্তক।

বররুচি—১। পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তিকার কাত্যায়নের নামান্তর। ২। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। তিনি একখানি সংস্কৃত অভিধান, 'প্রাকৃত প্রকাশ'-নামক ব্যাকরণ এবং 'নীতিরত্ন' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বরাহ—ভগবান্ বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। মহাপ্রলয়কালে পৃথিবী জলমগ্ন হইলে স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার নিকটে থাকিবার স্থান প্রার্থনা করেন। তখন ব্রহ্মা তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার নাসিকা হইতে সহসা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক বরাহ নির্গত হইল। উহা ব্রহ্মার সম্মুখেই হস্তীর ন্যায় বৃহৎ আকার ধরিল। পরে এই বরাহ ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্তাগ্রভাগে বিদীর্ণ করিল ও জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিল (ভাগ)।

বরাহ, বরাহমিহির—উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত। তিনি আর্য্যভট্টের নির্ণীত পৃথিবীর আহ্নিকগতি স্বীকার করেন নাই। তিনি অবন্তীনগরবাসী ছিলেন ['খনা' দ্রঃ]।

বরুণ—১। সমুদ্রের এবং পশ্চিমদিকের অধিপতি দেবতা। অগ্নি তাঁহার সখা। সেইজন্য খাণ্ডবদাহের সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শনচক্র ও কৌমোদকী গদা এবং অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ রথ দান করেন। তাঁহার জলবেষ্টিত ভবন ধবল বর্ণ ও চিরসুখের আবাস। তাঁহার ভবনে কামধেনু সুরভি অবস্থান করে। একদা উর্ব্বশীকে দেখিয়া তাঁহার এবং মিত্রের (সূর্য্যের) কামোদ্রেক হওয়াতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ নামক ঋষিদ্বয়ের জন্ম হয়। তিনি রাজর্ষি দেবরাতকে হরধনু প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও রামচন্দ্রের নিকট হইতে পরশুরামের বৈষ্ণব ধনু প্রাপ্ত হন। তাঁহার কন্যার নাম বারুণী (ভাগ, ভারত)। ২। আর্য্য ঋষিদের এক প্রধান দেবতা। নৈশ আকাশকেই তাঁহারা বরুণ বলিয়া পূজা করিতেন। অনেক স্থলে মিত্র ও বরুণকে একত্রে মিত্রাবরুণ নামে পূজা করা হয়। বরুণ অদিতির পুত্র। বরুণের পুত্র ভৃগু (ঋক্)।

বর্ণুফ, ইউজিনী (Burnouf, Eugene)—(১৮০২—১৮৫২)। প্যারিস নগরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

বর্ণুফ, এমিলি লুই (Burnouf, Emele Louis)—প্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিদ্ ফরাসী পণ্ডিত। তিনি এবং লিউপল নামক পণ্ডিত মিলিত হইয়া ১৮৬৫-এ সংস্কৃত হইতে ফরাসী ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন।

বৰ্দ্ধমান—(? খৃঃ পূঃ ৫২৭ বা ৪৬৮)। জৈন-ধর্ম্মের সর্ব্বশেষ বা চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর। তাঁহার বাল্যকালের নাম বর্দ্ধমান। পরে তাঁহার নাম হয় মহাবীর। তিনি উত্তর বিহারে (বর্ত্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত) বৈশালীনগরীর নিকটে জন্মলাভ করেন। তাঁহার জন্ম জ্ঞাতৃক নামে ক্ষত্রিয়বংশে। তাঁহার পত্নীর নাম যশোদা। তাঁহার একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবার পর তিনি সংসার ত্যাগ করেন। বারো বৎসর বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন ও দুশ্চর তপস্যা করিয়া তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। এই সময় তিনি 'জিন' (বা রিপুজয়ী) এবং 'নিগ্রন্থ' (বা সংসারবন্ধন বিমুক্ত) নামে পরিচিত হন। 'মহাবীর' নামেও এই সময়ে অভিহিত হন। ইহার পর তিনি আরও ত্রিশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি মগধ, কোশল ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। বর্ত্তমান পাটনা জেলার অন্তর্গত পাবা নামে এক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য এবং বেদান্তসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' প্রণেতা। জয়পুরের মন্দিরসমূহ হইতে বাঙ্গালী সেবায়েতগণ অসম্প্রদায়ী বলিয়া সেবাচ্যুত হন। তখন তিনি জয়পুরে গিয়া তর্কে বিপক্ষদের পরাজিত করেন এবং 'গলিতা' নামে পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাঙ্গালীদের আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি 'বিজয়গোপাল' বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। 'গোবিন্দভাষ্য' ছাড়াও তিনি ষট্‌সন্দর্ভের টীকা, 'সিদ্ধান্তদর্পণ', 'সাহিত্য কৌমুদী', 'ছন্দঃ-কৌস্তুভ' ইত্যাদি বহু পুস্তক রচনা করেন।

বলবন, গিয়াসুদ্দীন—(রাজত্বকাল ১২৬৬—১২৮৬)। দিল্লীর দাসবংশীয় পাঠান সম্রাট্। প্রথমে তিনি ইল্‌তুৎমিসের ক্রীতদাস ছিলেন। ক্রমে ক্ষমতা লাভ করিয়া নাসিরুদ্দীনের রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্য-শাসন করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনে উপবেশন করেন। বিদ্রোহী মেওয়াটীগণের দমন এবং বাঙ্গালার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা তুঘ্রিলের দমন তাঁহার শাসন-কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বলরাম—বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। পিতা বসুদেব, মাতা রোহিণী। তিনি প্রথমে দেবকীর গর্ভে জন্মান। কিন্তু কংসের ভয়ে তাঁহাকে যোগনিদ্রার প্রভাবে দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে লইয়া যাওয়া হয়। এইজন্য তাঁহার আর এক নাম সঙ্কর্ষণ। কংসভয়ে বসুদেব তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে নন্দালয়ে রক্ষা করেন। তিনি সান্দীপনি মুনির শিষ্য, লাঙ্গল তাঁহার অস্ত্র। ভীম ও দুর্য্যোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। কংসের ধনুর্যজ্ঞে তিনি ও কৃষ্ণ নীত হইলে উভয়ে কংসকে বিনাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহকালে রাজা রুক্মীর সহিত পাশক-ক্রীড়ায় রত হইয়া ছলনাকারী রুক্মীকে তিনি পাশকপ্রহারে হত্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্ব দুর্য্যোধন কর্তৃক বন্দী হইলে তিনি হস্তিনা ধ্বংস করিতে উদ্যত হন। তখন দুর্য্যোধন কন্যা লক্ষ্মণাকে শাম্বের পত্নীরূপে দান করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর তিনি যোগবলে দেহত্যাগ করেন। তিনি বলভদ্র নামেও পরিচিত (বিষ্ণু, ভাগ)।

বলরাম ঠাকুর—(? ১৬৫৫—?)। সুবিখ্যাত বৈষ্ণব। তাঁহার উপাধি গোস্বামী। পিতা তাঁরাচাদ ভাগ্যবন্ত। আদি নিবাস ঢাকা জেলার বলদাখান। পরে নিবাস পাবনা জেলার ভুঁইখালি। তিনি বাল্যকালে গৌর-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৃহত্যাগ করেন ও তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট 'শ্রীশ্রীকেশব রায়' নামে এক শ্রী বিগ্রহ সর্ব্বদাই থাকিত। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তির পাত্র ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহাকে প্রথমে 'বোরে' নামে এক জমিদারী দিতে চান। কিন্তু তিনি তাহা লন নাই। পরে তিনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত এক স্থানের মাত্র কুড়ি বিঘা জমি লন। পরে তিনি নাটোরের মহারাজার অনুরোধে পাবনা জেলার ভুঁইখালি গ্রামে বাস করেন।

বলরাম দাস—(১৫৩৭—?)। বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক বলরামের নাম পাওয়া যায়। 'প্রেমবিলাস'-প্রণেতা নিত্যানন্দ দাসই সম্ভবতঃ এই নামের পদাবলী রচয়িতা হিসাবে খ্যাত। পিতা আত্মারাম দাস, বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামের গোবিন্দ দাস তাঁহার মাতুল। অনুমান হয়, তাঁহার বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলার দোগাছিয়া গ্রামে। তিনি জাহ্নবী ঠাকুরাণীর শিষ্য। 'প্রেমবিলাস', 'রসকল্পসার', 'গৌরাঙ্গাষ্টক', 'কৃষ্ণলীলামৃত', 'বীরচন্দ্র-চরিত', 'হাটবন্দনা' প্রভৃতি তাঁহার রচনা।

বলরাম ভজা—(১৯শ শতক)। বলরাম ভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। মেহেরপুর গ্রামের এক হাড়ী বংশে জন্ম। জমিদার পদ্মলোচন মল্লিকের বাড়ীতে চাকুরী করিবার সময় দেবমূর্ত্তির অলঙ্কার চুরির অভিযোগে নিগৃহীত হইয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি বৌদ্ধ মতে যোগসাধন আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার অনেক শিষ্য হয়। শিষ্যগণ তাঁহাকে রামচন্দ্রের বা বলরামের অবতার বলিয়া মনে করে।

বলাইদাস চাটার্জ্জী—(জন্ম ১৯০০)। জন্ম হুগলী জেলার ডুমুরদহ গ্রামে। প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা ও খেলোয়াড়। ১৯১৯-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৮-এ 'এরিয়ান ক্লাবে' ফুটবল খেলা আরম্ভ করেন। পরে তিনি মোহনবাগান ফুটবল ক্লাবে Centre Half খেলিয়া বিশেষ নাম করেন। তিনি লং জাম্প, বক্সিং প্রভৃতিতেও বিশেষ খ্যাত। ১৯২৬-এ সার্জ্জেন্ট ডে নামক প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় নিহত হন। তিনি নানাস্থান হইতে ৭০টি কাপ, ২১০টি রৌপ্য-পদক ও ৪০টি স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছেন।

বলাই বৈষ্ণব—(?—১৭৯৪ ?)। ভোলা ময়রার সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। জন্মস্থান হুগলী জেলার পিয়াস-পাড়া গ্রাম। কৌলিক উপাধি সরকার। প্রপিতামহ বংশীবাদক কবিওয়ালা 'মান', 'মাথুর' প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণলীলা গান করিতেন বলিয়া তাঁহার বৈষ্ণব উপাধি লাভ হইয়াছে।

বলি—দানবীর দৈত্য। পিতা বিরোচন, পিতামহ প্রহ্লাদ। তপঃপ্রভাবে তিনি ত্রিভুবন জয় করিলে বামনরূপী বিষ্ণু তাঁহার নিকট গমন করিয়া ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলে বিষ্ণু দুই পদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য আবৃত করিয়া নাভি-নির্গত তৃতীয় পদ তাঁহার মস্তকে স্থাপন করেন এবং তাঁহাকে পাতালে প্রেরণ করেন। তাঁহার ভক্তির প্রভাবে বিষ্ণুকে একবার তাঁহার দৌবারিক হইতে হইয়াছিল (ভাগ)।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৬ই নভেম্বর, ১৮৭০—২০শে আগষ্ট, ১৮৯৯)। বিখ্যাত সাহিত্যিক। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবংশে জন্ম। পিতা বীরেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র। ১৮৮৬-এ তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। স্বদেশী বস্ত্রের কারবার ও আর্য্যসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মিলনের প্রচেষ্টা তাঁহার কর্ম্মজীবনের একমাত্র পরিচয়। অল্পবয়স হইতেই বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। জীবদ্দশায় তিনি মাত্র তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। 'চিত্র ও কাব্য' (নিবন্ধ), 'মাধবিকা' (কাব্য), 'শ্রাবণী' (কাব্য) তাঁহার গ্রন্থ। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। প্রবন্ধ-সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথ এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বল্‌ডুইন (Baldwin, Rt. Hon. Stanley)—(১৮৬৭—১৯৪৭)। বিশিষ্ট ইংরাজ রাজনীতিক। ১৯১৭-এ তিনি প্রথম ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯২১—১৯২২-এ বোর্ড অব ট্রেডের সভা-পতি এবং ১৯২২—১৯২৩-এ রাজস্বসচিব হন। ১৯২৩-এ তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। আবার ১৯২৪—১৯২৯ ও ১৯৩৫—১৯৩৭-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন। "On England and Service of Our Lives" নামে গ্রন্থের তিনি লেখক।

বল্লভ গোস্বামী—বিখ্যাত বৈষ্ণব ভক্ত। জীব গোস্বামীর পিতা। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও বল্লভ গোস্বামী—তিন সহোদর ভ্রাতা।

বল্লভ ভট্ট (বল্লভাচার্য্য)—(১৬শ শতক)। বৈষ্ণব ও বল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। নিবাস তৈলঙ্গদেশে। পিতা লক্ষ্মণ। মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রয়াগে আড়াইল গ্রামে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি নিজ মত প্রচারের জন্য দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করেন এবং শেষে পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় নেন।

বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দ্দার—(১৮৭৫—১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০)। বিশিষ্ট দেশকর্ম্মী ও রাজনীতিক। প্রথমে তিনি গোধারা নামে এক ক্ষুদ্র সহরে ওকালতী করিতেন। পরে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। আমেদা-বাদে আইন-ব্যবসায় করিবার সময় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। তাঁহাকে কয়েকবার কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। তিনি কয়রা সত্যাগ্রহ, বরদৌলী সত্যাগ্রহ ইত্যাদিতে যোগ দেন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৪২-এ 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় ও তিনি ১৯৪৫ পর্য্যন্ত কারাগারে থাকেন। ১৯৪৬-এ 'অন্তর্বর্ত্তীকালীন সরকার' গঠিত হইলে তিনি তাহার সভ্য হন। ১৯৪৭ হইতে তিনি স্বাধীন ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী হন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ পদেই ছিলেন। সহকারী প্রধান মন্ত্রী রূপে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিকরণ তাঁহার প্রধানতম কাজ। অসাধারণ দৃঢ়চিত্ততার জন্য তিনি 'লৌহ-মানব' নামে খ্যাত ছিলেন।

বল্লভাচার্য্য—'মাধবাচার্য্য' দ্রঃ।

বল্লাল সেন—(১২শ শতক)। বঙ্গের সেন-বংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা। পিতা বিজয় সেন, মাতা বিলাস দেবী। কথিত আছে, তিনি আচার, বিনয়, বিদ্যা ইত্যাদি গুণানুসারে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। রাঢ় (বর্দ্ধমান বিভাগ), বরেন্দ্র (রাজসাহী বিভাগ), বাগড়ি (প্রেসিডেন্সী বিভাগ), বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) এবং মিথিলা এই পাঁচ ভাগে স্বীয় রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া এবং নবদ্বীপ, রামপাল ও গৌড় এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি ১১১৮ (?) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষির অন্যতম। নিমিকে দেহনাশের অভিশাপ দিয়া তাঁহার শাপে বশিষ্ঠের চৈতন্য লোপ হয়। সুতরাং ব্রহ্মার উপদেশে পুনরায় মিত্রাবরুণের ঔরসে তাঁহাকে জন্ম লইতে হয়। পত্নী অরুন্ধতীর গর্ভে তাঁহার শক্তি প্রভৃতি শত পুত্রের জন্ম হয়। নন্দিনী নামে ধেনু লইয়া বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। তাহার ফলে শক্তির অভিশাপে রাক্ষসরূপে পরিণত রাজা কল্মাষপাদ বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় তাঁহার শত পুত্রকে গ্রাস করেন। বশিষ্ঠ শোকে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীকে অন্তঃসত্ত্বা জানিয়া শোক সম্বরণ করেন। অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশরের জন্ম হয়। বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু কর্তৃক সূর্য্যবংশের পুরোহিত নিযুক্ত হন। 'বশিষ্ঠ সংহিতা' তাঁহার প্রণীত (ভারত)। ঋগ্‌বেদে তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

বসওয়েল, জেম্‌স্—(Boswell, James) —(১৭৪০—১৭৯৫)। স্কটিশ লেখক। তাঁহার 'The Life of Dr. Johnson' একটি অত্যুৎকৃষ্ট জীবনী-গ্রন্থ। তিনি এই পুস্তকখানি লিখিবার জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ড হইতে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন।

বসন্ত রায়—১। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং পদাবলী রচয়িতা। কাহারও মতে তিনি প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। 'পদকল্প-তরু'তে তাঁহার ৫১টি পদ আছে। ২। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। তিনি এবং প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য উভয়ে মিলিয়া রাজ্যাধিকারের সনন্দ লাভ করেন। পরে দৈবক্রমে তিনি প্রতাপাদিত্যের হস্তে নিহত হন। কথিত আছে, কালীঘাটের কালীমন্দির তাঁহার নির্ম্মিত।

বসু—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি। তিনি ব্রাহ্মণো-চিত তপস্যায় নিরত হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে আকাশগামী রথ ও বৈজয়ন্তীমালা প্রদান করিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করেন। তিনি চেদিরাজ্য জয় করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার পত্নীর নাম গিরিকা; আকাশগামী রথ লাভ করিয়া তাঁহার উপরিচর নাম হয়। মৎস্যরূপা অপ্সরার গর্ভে তাঁহার মৎস্যগন্ধা নামে কন্যা ও একটি পুত্রের জন্ম হয় (ভারত) ['উপরিচর' দ্রঃ]।

বসুদেব—শ্রীকৃষ্ণের জনক। পত্নী রোহিণীর গর্ভে তাঁহার বলরাম এবং দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। দেবকী মথুরারাজ কংসের পিতৃব্য-কন্যা। দৈবজ্ঞমুখে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান দ্বারা নিজের বিনাশ হইবে জানিয়া কংস, বসুদেব ও দেবকীকে কারা-রুদ্ধ করেন এবং তাঁহাদের সাতটি সন্তানকে নিহত করেন। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে যোগনিদ্রার প্রভাবে নিদ্রিত পুরী হইতে বসুদেব তাঁহাকে লইয়া গোপনে নন্দালয়ে রাখিয়া নন্দের সদ্যোজাতা শিশু কন্যাকে লইয়া আসেন। পরে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কংসের ধনুর্যজ্ঞে আসেন এবং কংসকে বধ করিয়া জনকজননীকে কারামুক্ত করেন। বসুদেব যদুবংশ ধ্বংসের পর যোগবলে দেহত্যাগ করেন (ভাগ) ['কংস' দ্রঃ]।

বসুধা—১। পৃথিবীর অপর নাম। বসু অর্থাৎ ধনরত্ন ধারণ করেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হয়। বসুধার অপর নাম পৃথিবী। পৃথিবী প্রজাগণকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম হয় বসুন্ধরা (বায়ু)। ২। বসুধা দৈত্যভারে পীড়িতা হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে যান এবং দেবগণকে তাঁহার ভার লাঘবের জন্য বলেন। তখন দেবগণ পৃথিবীর ভার হরণের জন্য স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন (মার্ক)।

বসুমিত্র—মৌর্য্যরাজা। পুষ্পমিত্রের বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও দশ বৎসর রাজত্ব করেন। পিতা অগ্নিমিত্র (বিষ্ণু)।

বাক (Bach, Johann Sebastian)—(১৬৮৫—১৭৫০)। বিশ্ববিশ্রুত সুরকার। লাইপজিগের দুইটি গির্জ্জায় তিনি বহুকাল সঙ্গীতাধ্যক্ষ ছিলেন। এখানেই তিনি তাঁহার প্রায় সব সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত সঙ্গীতই ধর্ম্মসম্বন্ধীয়।

বাক, পার্ল (Buck, Pearl Sydenstricker)—(জন্ম ১৮৯২)। বিখ্যাত মার্কিণ মহিলা সাহিত্যিক। তাঁহার শৈশব চীনদেশে কাটে। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া তিনি আবার চীনদেশে ফিরিয়া যান এবং নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয়। তাঁহার তৃতীয় উপন্যাস 'The Good Earth'. চিত্রনাট্য হিসাবে ১৯৪০-এ ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি হয়, এবং এই বই লিখিয়া তিনি Pullitzer Prize পান। ১৯৩৮-এ তাঁহাকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

বাক্সটার, জর্জ্জ (Baxter, George)—(১৮০৪—১৮৬৭)। ইংরাজ শিল্পী। তিনি তৈলের সাহায্যে মুদ্রণের উপায় উদ্ভাবন করেন। মুদ্রণ-বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম ছিল।

বাঘা যতীন—'যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়' দ্রঃ।

বাজশ্রবা—গৌতমবংশীয় মহর্ষি। নচিকেতা তাঁহার পুত্র ['নচিকেতা' দ্রঃ]।

বাজী রাও, ১ম—(১৭২০—১৭৪০)। মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় পেশোয়া। পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার পিতা। পেশোয়া-গণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ভারতবর্ষে 'হিন্দু পাদশাহী' স্থাপনের সংকল্প করেন। তিনি মালব ও গুজরাট জয় করেন ও বুন্দেলারাজ ছত্রসালের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তিনি বার বার গঙ্গা-যমুনা দোয়াব আক্রমণ করেন ও ১৭৩৭-এ দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহের অনুরোধে নিজাম বাজী রাওএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে ভুপালের নিকট নিজাম পরাজিত হন (১৭৩৮)। মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

বাজী রাও, ২য়—(১৭৯৬—১৮১৮)। মহারাষ্ট্রের অষ্টম বা শেষ পেশোয়া। ১৮০২-এ যশোবন্ত হোলকারের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি ইংরাজের সহিত সন্ধি করেন এবং ব্যয়ের জন্য রাজ্যের কিয়দংশ ইংরাজকে ছাড়িয়া দেন। পরে তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে তৃতীয় মারাঠাযুদ্ধ (১৮১৭—১৯) ঘটে এবং ঐ যুদ্ধে বাজী রাও কোরেগাঁও ও অষ্টির যুদ্ধে (১৮১৮) পরাজিত হন। পরে তিনি ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইয়া কানপুরের নিকটে বিঠুরে বাস করিতে থাকেন। ১৮৫২-এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাটা (Bata, Thomas)—(১৮৭৬—১৯৩১)। বিখ্যাত পাদুকা-ব্যবসায়ী। তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসী ছিলেন। বাল্যে তিনি পৈতৃক ব্যবসায় মুচির কাজ আরম্ভ করেন এবং ১৮৯৪-এ একটি জুতার দোকান খোলেন। তাঁহার যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে ঐ ক্ষুদ্র দোকানই কালে বিশ্ববিখ্যাত 'বাটা' কারখানায় পরিণত হয়। সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার কার-খানা স্থাপিত হয়। ১৯৩৩-এ বাটার কারখানার ভারতীয় শাখা স্থাপিত হয়।

বাট্‌লার, স্যামুয়েল (Butler, Samuel)—(১৮৩৫—১৯০২)। ভিক্টোরিয়া যুগের প্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্যিক। প্রথম জীবনে তিনি নিউ জীল্যাণ্ডে যান এবং সেখানে মেষ উৎপাদনের ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৮৬৪-এ তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন ও ১৮৭২-এ তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'Ere Whon' নামে ব্যঙ্গরচনা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও বিতর্কপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এগুলিতে তিনি ডারুইনের মতবাদ খণ্ডন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 'The Way of All Flesh' তাঁহার আত্মকথামূলক উপন্যাস।

বাণ—বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজধানী শোণিত-পুর। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। মহাদেবকে সহায় পাইয়াও তাঁহার পরাজয় হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বরে তিনি মহাকাল নামে মহাদেবের পার্শ্বচর হন ['উষা' ও 'অনিরুদ্ধ' দ্রঃ]।

বাণভট্ট—(৭ম শতাব্দী)। প্রসিদ্ধ কবি। তিনি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' প্রসিদ্ধ।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার—নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। জন্মস্থান হুগলী জেলার গুপ্তপল্লী গ্রাম। পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। তিনি অন্য কয়েকজন পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের জন্য 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক স্মৃতি-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তিনি মুখে মুখে বহু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

বাতাপি—ইল্বলের ভ্রাতা ['ইল্বল' দ্রঃ]।

বাৎস্যায়ন—১। ঋষি। তিনি ভৃগুবংশীয় ছিলেন। সম্ভবতঃ কামসূত্র তিনিই রচনা করেন। ২। কণ্বপবংশীয় ঋষি (মৎস্য)। তাঁহার কন্যার নাম ধর্ম্মিষ্ঠা।

বানিয়ান, জন (Bunyan, John)—(১৬২৮—১৬৮৮)। শক্তিশালী ইংরাজ লেখক। টিনকর্ম্মকারের পুত্র বলিয়া তিনি প্রথমে টিনের কাজেই নিযুক্ত থাকেন। তিনি ১৬৪৫-এ ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে পার্লামেন্টের পক্ষে যোগদান করেন। অতঃপর ধর্ম্মীয় পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হন। বিনা অনুমতি-পত্রে ধর্ম্মপ্রচার নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় (১৬৬০) এবং তাঁহাকে বারো বৎসর কারাভোগ করিতে হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'The Pilgrim's Progress' এবং 'The Holy War' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বান্দা—(১৮শ শতক।) বিখ্যাত শিখ নেতা। গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর তিনি শিখ-দিগের নেতা হন। গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁহাকে শুধু শিখদিগের সেনাপতিই করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধর্ম্মীয় ব্যাপারের নেতৃত্ব দিয়া যান নাই। কারণ গুরু গোবিন্দ সিংহ গুরুর পদ উঠাইয়া দেন। মোগল সম্রাট্ বাহাদুর শার নিকট পরাস্ত হইয়া তিনি নিজের গিরিদুর্গ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১৭১৫-এ তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করেন এবং ফর্‌রুখ্‌ সিয়রের মোগল বাহিনী কর্ত্তৃক গুরুদাসপুরের দুর্গে অবরুদ্ধ হন। দিল্লীতে আনিয়া তাঁহাকে সদলে এবং সপুত্রক নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয় (১৭১৬)।

বান্‌সেন (Bunsen, Robert Wilhelm von)—(১৮১১—১৮৯৯)। জার্ম্মান রসায়নবিদ্। তিনি 'সিজিয়াম' ও 'রুবি-ডিয়াম' নামক ধাতুর আবিষ্কর্ত্তা (১৮৬০) এবং বান্‌সেন বার্ণার, ব্যাটারী ও পাম্পের উদ্ভাবক।

বাপুদেব শাস্ত্রী—(১৮২১— ?)। বোম্বাই-এর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ ও গণিত-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। জন্ম পুনা সহরে। পিতার নাম সীতারাম দেব বেদবিৎ। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি পিতার সহিত নাগপুরে আসিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সেহোরের পলিটিক্যাল এজেন্ট এল. উইল্‌কিন্সন তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সেহোরে লইয়া যান এবং হিন্দী বিদ্যালয়ের গণিতশিক্ষক ও সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। পরে তিনি কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন (১৮৪২)। তিনি হিন্দী ভাষায় বীজগণিত ও সংস্কৃত ভাষায় ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গ্রন্থ এবং ইংরাজীতে সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনুবাদ রচনা করেন। ১৮৬৪-এ তিনি বিলাতের রয়েল এশিয়াটিক সোসা-ইটির সভ্য হন এবং ১৮৬৮-এ কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য পদ লাভ করেন। ১৮৬৯-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন।

বাপ্পা রাও—চিতোরের রাণা বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা ভীলরাজ নাগাদিত্য বিদ্রোহী ভীলদের হস্তে নিহত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করেন এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্যে পরাশর অরণ্যে গমন করেন। তথায় তিনি ব্রাহ্মণদের গো-চারণে নিযুক্ত হন এবং ক্রীড়াচ্ছলে একদিন শোলাঙ্কী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া রাজার কোপে পতিত হন। অতঃপর পলায়ন করিয়া চিতোরে স্বীয় মাতুল মানসিংহের আশ্রয়ে গমন করিয়া তাঁহার সেনাপতি হন। গজনীর রাজা সেলিমকে পরাজিত করিয়া তিনি তাঁহার স্থানে এক রাজপুতকে স্থাপন করেন। অতঃপর মাতুলকে বিতাড়িত করিয়া তিনি চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেষ বয়সে তিনি খোরাসান জয় করিয়া তথাকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। একশত বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাবর—(১৪৮২—১৫৩০)। দিল্লীর প্রথম মোগল সম্রাট্। পিতা তৈমুরলঙ্গের বংশীয় মধ্য এসিয়ার ফরগণা নামক স্থানের অধিপতি ওমর সেখ মির্জ্জা। চেঙ্গিস খাঁর বংশ তাঁহার মাতৃকুল। পিতার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে তিনি সমরখন্দ অধিকার করেন। পরে বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া কাবুলে বাস করেন। পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলৎ খাঁর নিমন্ত্রণে তিনি সসৈন্যে ভারতে আগমন করিয়া পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর পাঠান সম্রাট্ ইব্রাহিম লোদীকে পরাভূত ও নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫২৬)। পরবৎসর ফতেপুর সিক্রী নামক স্থানে চিতোরাধিপতি সংগ্রামসিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তাহাতেও তিনি জয়লাভ করেন। তিনি অতিশয় সুশাসক, বীর এবং উদারচেতা ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে তিনি খোদার নিকটে এই প্রার্থনা করেন যে খোদা তাঁহার পুত্রকে বাঁচাইয়া তাঁহার প্রাণ গ্রহণ করুন। ইহার পর হইতে ক্রমে হুমায়ুন আরোগ্যলাভ করেন এবং কিছুকাল পরে বাবর মারা যান।

বাবা শ্রীঠাকুরদাসজী—(?—১৩২৭)। উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রধান সিদ্ধ মহাপুরুষ। তিনি চাম্পা নগরীর একজন রাজ-পুরোহিতের মানত সন্তান। বার বৎসর বয়সে তিনি গুরু ঈশ্বর দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ভারতের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। গয়া জেলার অন্তঃপাতী ধনিয়াপাহাড়ীতে তাঁহার বিরাট আশ্রম রহিয়াছে। গুরু নানকের তিরোধানতিথিতে এই স্থানে এক বিরাট মহোৎসব হয়। সাধুসন্ন্যাসিগণ মর্য্যাদাস্বরূপ এই আশ্রমে লোটা ও কম্বল পাইয়া থাকেন এবং যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারেন। কথিত আছে, একবার আশ্রমে আগুন লাগিলে তিনি শিষ্যদিগকে তাহা নিভাইতে নিষেধ করেন। সমস্ত আশ্রম পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হয়। কিন্তু পরদিন বাবার নিকট তাঁহার ভস্মীভূত মোহরপূর্ণ বাটুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। রামেশ্বর সিং নামক ভক্তের চেষ্টায় অল্প সময়েই আশ্রম পুনর্নিম্মিত হয়। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে ভক্তি করিত। তাঁহার কৃপায় বহু লোক বহু বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে।

বামদেব—১। ঋষিবিশেষ। পিতা

অঙ্গিরা, মাতা সুরূপা। তিনি রাজা দশরথের ঋত্বিক ছিলেন (রাম)। ২। বিদিশা দেশের রাজা। তিনি জরাসন্ধের সেনাপতি ছিলেন। তিনি জরাসন্ধের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন (হরি)।

বামন—১। বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি। দেবপীড়ক ও দানগর্বিত বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে পাতালে প্রেরণ করেন (বাম) ['বলি' দ্রঃ]। ২। পাণিনি ব্যাকরণের 'কাশিকা বৃত্তি' নামক টীকার প্রণেতা।

বামা ক্ষেপা—(১২৪১—১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান বীরভূম জেলার তারাপুর গ্রাম। পিতা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার প্রকৃত নাম বামাচরণ। বাল্যকাল হইতেই তিনি একটু পাগলাটে ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে সংসার চালাইবার জন্য কালীবাড়ীর পূজারী হন এবং পরে নিজ গ্রামের নিকটে তারাপুরের তারাপীঠে পৌরোহিত্য আরম্ভ করেন। লোকে ক্রমে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতে পারে।

বায়রন (Byron, George Gordon, Lord)—(১৭৮৮—১৮২৪)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। তাঁহার বহু কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'Childe Harold's Pilgrimage' ও 'Don Juan' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সারা ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত পুস্তকখানির উপাদান সংগ্রহ করেন। তিনি গ্রীকদের স্বাধীনতার যুদ্ধে সহায়তার জন্য গ্রীসে গমন করেন।

বায়েজিদ, ১ম—(রাজত্বকাল ১৩৮৯—১৪০৩)। তুরস্কের বিখ্যাত সুলতান। তিনি বুলগেরিয়া, ম্যাসিডনিয়া ও থেসেলি জয় করেন এবং শেষে তৈমুরলঙ্গের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।

বায়েজিদ, ২য়—(রাজত্বকাল ১৪৮১—১৫১২)। তুরস্কের সম্রাট্। পিতা ২য় মোহাম্মদ ও পুত্র ১ম সেলিম। তিনি পুত্র কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হন।

বারওয়েল, রিচার্ড (Barwell, Richard)—ওয়ারেন হেষ্টিংসের মন্ত্রণাসভার অন্যতম সভ্য। ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইলে (১৭৭৪) বারওয়েল মন্ত্রণাসভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৭৫৮ হইতে তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি হেষ্টিংস-এর পক্ষসমর্থন করিতেন।

বারীন ঘোষ—সুবিখ্যাত বিপ্লবী নেতা। পিতা কে. ডি. ঘোষ। তিনি অরবিন্দ ঘোষের ছোট ভাই। তাঁর জন্ম হয় জাহাজে। তাই বারীন্দ্র এই নাম। কৈশোরে তিনি ঋষি রাজনারায়ণের কাছে দেওঘরে মানুষ হন। পরে তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। এ সময় তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাণিকতলার মুরারিপুকুর লেনে তাঁহার কেন্দ্র ছিল। তিনি 'যুগান্তর' নামে কাগজখানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিংসফোর্ডকে হত্যার পর তিনি ধরা পড়েন এবং বিচারে শেষ পর্য্যন্ত আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সাংবাদিকতা করিতে থাকেন। তিনি 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক।

বার্ক, এডমাণ্ড (Burke, Edmund)—(১৭২৯—১৭৯৭)। বিখ্যাত আইরিশ রাজনীতিক ও বাগ্মী। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৭৫০-এ 'মিড্ল টেম্পল'-এ প্রবেশ করেন। তিনি বহুবার পার্লামেন্টের সদস্য হন। 'On American Taxation' নামে তাঁহার বক্তৃতা ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ আনয়ন বার্কের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। দাস-ব্যবসায় রহিতের ব্যাপারে তাঁহার প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'Reflections on the French Revolution' তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক।

বার্কেনহেড (Birkenhead, Earl of)—(১৮৭২—১৯৩০)। ইংরাজ রাষ্ট্রনীতিক। ১৯২৪ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত ভারত-সচিব ছিলেন। ১৯১৯—১৯২২-এ তিনি ইংলণ্ডের Lord Chancellor ছিলেন। ১৯০৬—১৯১৮ তিনি পার্লামেন্টের সভ্য ছিলেন। ভারতসচিবরূপে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

বার্গস (Bergson, Henri)—(১৮৫৯—১৯৪১)। সুবিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা দিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। তাঁহার দার্শনিক মতবাদকে Vitalism বা প্রাণবাদ বলা হয়। কর্ম্মই চরম মঙ্গল—এই নীতি তিনি পোষণ করেন। French Academy-র তিনি সদস্য ছিলেন (১৯৪১)। সাহিত্যের জন্য ১৯২৭-এ নোবেল পুরস্কার পান। 'Matter and Memory', 'Creative Evolution' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

বার্টন (Burton, Sir Richard Francis)—(১৮২১—১৮৯০)। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ আবিষ্কর্ত্তা। তিনি আফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ড, ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা ও ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদ আবিষ্কার করেন। তিনি ডামস্কাস, ট্রিয়েষ্ট প্রভৃতি স্থানের কনসাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬ খণ্ডে আরব্য উপন্যাস ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বার্টিলন (Bertillon, M. Alphonse)—(১৮৫৩—১৯১৪)। প্যারিসের পুলিশ বিভাগস্থ কর্ম্মচারী। তিনি অপরাধী ধরিবার জন্য এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন। তাঁহার সেই উদ্ভাবিত উপায়ে আজকাল বহু অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাকে 'Anthropometric Method' বলা হয়।

বার্ণার্ড শ—'শ' দ্রঃ।

বার্নার্ড, সেণ্ট (Bernard, St.)—(১০৯১—১১৫৩)। সুবিখ্যাত ধর্ম্মযাজক। ১১৪৬-এ ধর্ম্মযুদ্ধের (Crusade) একজন সংগঠনকারী। তিনি এক বিশিষ্ট যাজক সম্প্রদায় গঠন করেন। এই যাজক সম্প্রদায় 'Bernardines' নামে খ্যাত।

বার্নিয়ে, ফ্রাঁশোয়া (Bernier, Francois)—(১৬২০—১৬৮৮)। প্রসিদ্ধ ফরাসী পরিব্রাজক ও চিকিৎসক। জন্মস্থান ফরাসীদেশের মাঞ্জুপ্রদেশের জোই নামক স্থান। ৩২ বৎসর বয়সে চিকিৎসাবিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া তিনি ইউরোপ, মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া ১৬৫৮-এ পশ্চিম ভারতের সুরাট নগরে আগমন করেন। সম্রাট্ শাহ্জাহানের পুত্র দারার আমেদাবাদে পলায়নকালে তিনি তাঁহার পত্নীকে চিকিৎসা করেন। ১৬৬৩-এ তিনি দিল্লীতে আসিয়া মোগল সম্রাটের গৃহ-চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গদেশে আগমন করিয়া কিছুকাল কাশিমবাজারে অবস্থান করিয়াছিলেন। ভারতের প্রায় সকল স্থান তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৬৬৭-এ তিনি স্বদেশে গমন করেন এবং স্বীয় ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে মোগলসাম্রাজ্যের বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় এবং মোগল অন্তঃপুরের বিষয়ও জানা যায়।

বার্ন্স্, রবার্ট (Burns, Robert)—(১৭৫৯—১৭৯৬)। স্কটল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি। গৃহে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি চাষের কাজে নিযুক্ত হন। প্রথম হইতেই তাঁহার কাব্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। গীতিকাব্য রচনা করিয়া তিনি ইংরাজী সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ব্যঙ্গ-রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার লিখিত 'The Cotter's Saturday Night' প্রসিদ্ধ।

বার্ন্হার্ট, সারা (Bernhardt, Sarah)—(১৮৪৪—১৯২৩)। প্রসিদ্ধ ফরাসী অভিনেত্রী। ১৮৬২-এ তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ে তিনি সর্ব্বপ্রধানা ছিলেন। ১৮৯৯-এ তিনি স্বয়ং এক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

বার্বারা, সেণ্ট (Barbara, St.)—(৩য় শতক)। মহিলা সন্ন্যাসিনী। প্রাচীন

যুগের খৃষ্টানদিগের মধ্যে ধর্মার্থ জীবন-বিসর্জন-কারিণী মহিলা। তাঁহার পিতা তাঁহার মুণ্ড ছেদন করেন। কন্যাকে নিহত করিবার পর-মুহূর্তেই পিতা বজ্রাঘাতে নিহত হন।

বার্লো (Barlow, Sir George)—রাজনীতিক। তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন-পরিষদের সভ্য ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর লর্ড মিন্টোর আগমন পর্যন্ত (১৮০৫ হইতে ১৮০৭) বড়লাট হইয়াছিলেন। হোলকারের সহিত সন্ধি ও ভেলোরে বৃটিশ সিপাহীগণের বিদ্রোহ তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বালখিল্য—১। অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ ষাট হাজার ঋষি। কশ্যপ পুত্রকামনায় যজ্ঞ করিলে কাষ্ঠ আহরণে গমন করিয়া তাঁহারা গোষ্পদে মগ্ন হওয়াতে ইন্দ্র তাঁহাদিগকে উপহাস করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারা দ্বিতীয় ইন্দ্রের সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলে কশ্যপের অনুরোধে তাঁহারা শান্ত হন এবং তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে কশ্যপপত্নী বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড়ের উৎপত্তি হয় (ভারত)। ২। শঙ্করের বিবাহকালে উমাকে দেখিয়া ব্রহ্মার বীর্য্যপাত হয়। তিনি ঐ বীর্য্য বালুকামধ্যে নিক্ষেপ করেন। তাহা হইতে অষ্টাশীতি সহস্র ঋষির জন্ম হয়। তাঁহারাই বালখিল্য (রাম)।

বালাকি—ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ। পিতা গর্গবংশীয় বলাকা। পিতার নাম অনুসারে তাঁহার নাম বালাকি হয়। অল্পবয়সেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে পণ্ডিত হন এবং বাগ্মী বলিয়াও খ্যাতি হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠেন। একদা তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুর সভায় ব্রহ্মবিদ্যা দিবার জন্য যান। কাশীরাজ নিজেও সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিৎ ছিলেন। বালাকি কিন্তু রাজাকে উপদেশ দিতে গিয়া নিজেই অপদস্থ হন। তখন বালাকি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (বৃহদারণ্যক)।

বালাজী বাজী রাও—(শাসনকাল ১৭৪০—১৭৬১)। তৃতীয় পেশোয়া। তিনি প্রথম বাজী রাও-এর পুত্র। তিনি মারাঠারাজ শাহুর নিকট হইতে সাম্রাজ্যের চরম শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন (১৭৪৯)। তাঁহার সময়ে মারাঠারাজ্য সবচেয়ে বিস্তার লাভ করে। তিনি নিজামকে পরাজিত করেন (১৭৬০)। তাঁহার ভাই রঘুনাথ রাও পঞ্জাব আক্রমণ করিয় আহ্‌মদ শাহের পুত্রকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তারপর আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী ভারত আক্রমণ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে তিনি নিজ পুত্র বিশ্বাস রাওকে পাঠান (১৭৫৯), কিন্তু পানিপথের ৩য় যুদ্ধে এই সেনাদল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। দুঃখে ও মর্ম্মবেদনায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

বালাজী বিশ্বনাথ, পেশোয়া—কঙ্কণবাসী ব্রাহ্মণ এবং পেশোয়া-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথম পেশোয়া (১৭১৪—২০)। মহারাষ্ট্র-রাজ শাহুর মন্ত্রিস্বরূপেই তিনি 'পেশোয়া' উপাধি লাভ করেন। তিনি সমগ্র দক্ষিণ দেশ হইতে চৌথ আদায় করিবার সূত্রে মোগল সম্রাট্ ফরুখ্-সিয়রের নিকট হইতে অনুমতিপত্র আদায় করেন। ১৭২০-এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

বালি, বালী—ইন্দ্রের ঔরসজাত কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বানর। পত্নী তারা, পুত্র অঙ্গদ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব। লঙ্কাধিপতি রাবণ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহাকে লেজে বাঁধিয়া চারি সমুদ্রের জল খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি দুন্দুভি নামক অসুরকে হত্যা করিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে নিক্ষেপ করাতে মতঙ্গ মুনির ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং মুনি তাঁহাকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গেলেই মৃত্যু হইবে বলিয়া অভিশাপ দেন। পরে দুন্দুভির পুত্র মায়াবী তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সুড়ঙ্গপথে পাতালে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া সুড়ঙ্গমুখে পাথর চাপা দিয়া সুগ্রীব সিংহাসনে উপবেশন করেন। পরে তিনি আসিয়া সুগ্রীবের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করেন। সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রামচন্দ্রের সহিত মিত্রতা করিয়া সীতার উদ্ধার-সাধনে প্রতিশ্রুত হন। রামচন্দ্র অলক্ষ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিয়া হত্যা করেন (রাম)।

বাল্‌জাক্, হনরী ডি (Balzac, Honore de)—(১৭৯৯—১৮৫০)। প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক। তিনি আশী-খানিরও বেশী উপন্যাস রচনা করেন। চরিত্র-অঙ্কনে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। 'The Chouans' (১৮২৯), 'The Wild Ass's Skin' (১৮৩১) প্রভৃতি তাঁহার রচিত। 'The Human Comedy' তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

বাল্মীকি—১। 'রামায়ণ'-প্রণেতা ভারতের আদি কবি। পিতা চ্যবন মুনি। যৌবনে তাঁহার নাম ছিল রত্নাকর এবং তিনি দস্যুবৃত্তি দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন। একদা তিনি ব্রহ্মা ও নারদকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা জানিতে চাহেন যে, রত্নাকরের পাপের ভাগী কেহ হইবে কি না। পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া রত্নাকর যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পাপের ভাগী কেহ হইবে না, তখন তিনি অনুতপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে বলেন। তিনি পাপহেতু তাহাতে অসমর্থ হইয়া 'মরা মরা' বলিতে থাকেন। এইরূপে উল্টাভাবে রাম নাম উচ্চারণ করিয়া বহুকাল সেই স্থানে বসিয়া তাহা জপ করিতে করিতে শেষে তাঁহার গাত্রে উইসকল বল্মীক (ঢিবি) প্রস্তুত করে। অতঃপর ইন্দ্র বৃষ্টিপাত দ্বারা তাঁহাকে বল্মীক হইতে বহির্গত করেন। এখন তাঁহাকে নারদ 'রামায়ণ' গ্রন্থ প্রণয়নের উপদেশ দেন (কৃত্তিবাস রামায়ণ)। ২। কৃণু নামে কোন মুনি দীর্ঘকাল দুশ্চর তপস্যা করেন। এইরূপ তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার দেহ বল্মীক-মৃত্তিকায় আচ্ছন্ন হয়। এইজন্য তিনি বল্মীক নামে খ্যাত হন। রামায়ণকার বাল্মীকি তাঁহার পুত্র (স্কন্দ)। ৩। পিতা সুমতি নামে ভৃগু-বংশীয় বিপ্র, মাতা কৌশিকা। পূর্ব্ব নাম অগ্নিশর্ম্মা। তিনি দস্যুবৃত্তি করিতেন, পরে অত্রি মুনির উপদেশে অগ্নির ধ্যান করিতে থাকেন। ধ্যান করিতে করিতে তিনি বল্মীকে আচ্ছন্ন হন। এই হেতু উক্ত নাম (স্কন্দ)। ৪। কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধশরে নিহত হইতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে ব্যাধকে অভিশাপ দিলে সেই অভিশাপবাণী শ্লোকাকারে উচ্চারিত হয়। অতঃপর তিনি কবিতায় (অনুষ্টুপ্‌ছন্দে) রামায়ণ রচনা করেন। সীতা তাঁহার আশ্রমে নির্ব্বাসিত হইয়া লব ও কুশ নামক যমজ সন্তানদ্বয় প্রসব করেন। ঐ পুত্রদ্বয় তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা ও রামায়ণ গান অভ্যাস করে (রাম)।

বাসবদত্তা—উজ্জয়িনী-রাজ প্রদ্যোতনের কন্যা ও কৌশাম্বীরাজ উদয়নের পত্নী। প্রদ্যোতন উদয়নকে অতিশয় হিংসা করিতেন এবং একবার কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসেন। অতঃপর একটি যবনিকার অন্তরাল হইতে তাঁহাকে সঙ্গীতশিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রদ্যোতন উদয়নকে নিযুক্ত করেন। পরে তাঁহার সহিত উদয়নের সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে পলায়ন করেন। অতঃপর স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গিয়া উদয়ন তাঁহাকে বিবাহ করেন।

বাসিরিস (Busiris)—মিশরের পৌরাণিক রাজা। তিনি পোসাইডনের পুত্র। তাঁহার দেশে আগত প্রত্যেক বিদেশীকেই তিনি বধ করিতেন। হারকিউলিস তাঁহাকে হত্যা করেন (বৈদে পুঃ)।

বাসুকি, বাসুকেয়—পাতালের সর্প-রাজ। পিতা কশ্যপ, মাতা কদ্রু। তাঁহার রাজধানী ভোগবতী। তিনি সমুদ্রমন্থনকালে মন্থনরজ্জু হইয়া হলাহল উদ্গিরণ করিয়াছিলেন। মায়ের অভিশাপে সর্পকুলের ভয়ে

দেবগণের উপদেশে ভগিনী মনসাকে জরৎকারু মুনির সহিত বিবাহ দিয়া তৎপুত্র আস্তিক দ্বারা তিনি সর্পকুলকে রক্ষা করেন (ভারত) ['আস্তিক' দ্রঃ]।

বাসুদেব কাণ্ব—তিনি শুঙ্গবংশের শেষ রাজার মন্ত্রী ছিলেন এবং আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৭ অব্দে তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার বংশ কাণ্ব বংশ নামে খ্যাত।

বাসুদেব ঘোষ—শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। তমলুকে তাঁহার বাসস্থান আছে। তাঁহার পদাবলী সুমধুর। 'গৌরাঙ্গ-চরিত' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' নামে দুইখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মেদিনীপুরের ইতিহাসে লিখিত আছে।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম—১। (১০শ শতক)। শ্রীচৈতন্যদেব ও পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির শিক্ষক, নদীয়ার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য। বাসুদেব মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের শিষ্য। মিথিলা হইতে 'চিন্তামণি' ও 'কুসুমাঞ্জলি' নামক ন্যায়শাস্ত্রগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া আসেন এবং নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী খুলিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব ইতিহাসে লিখিত আছে যে 'কুসুমাঞ্জলি' কণ্ঠস্থ না হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়ে। শলাকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে তিনি সসম্মানে 'সার্ব্বভৌম' উপাধি লাভ করেন। তাঁহাকে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেব রাজসভার পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'সার্ব্বভৌম-নিরুক্ত' তাঁহার রচনা। ২। পুরীধামনিবাসী প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নীলাচলে গমন করিলে তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে বলেন। চৈতন্যদেব নীরবে বসিয়া তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বৈত-মতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। তিনি কোনরূপ শব্দ করেন না দেখিয়া বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত তাঁহাকে এ নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্যদেব বলিলেন যে ভাগবতের শ্লোকগুলির অর্থ তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা মোটেই বুঝিতে পারিতেছেন না। তখন বাসুদেব ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থংভূতগুণো হরিঃ" শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে শুনান। কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই চৈতন্যদেবের মনঃপূত না হওয়াতে তিনি তাহার আঠার রকম ব্যাখ্যা করেন। বাসুদেব চৈতন্যদেবের ঐরূপ অমানুষিক ধীশক্তি দর্শনে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (চৈতন্যচরিতামৃত)।

বাহাদুর শাহ্, ১ম—(রাজত্বকাল ১৭০৭—১৭১২)। দিল্লীর সপ্তম মোগল সম্রাট্। অপর নাম শাহ্ আলম। তিনি আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। পূর্ব্বনাম মুয়াজ্জম। তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা শিখ-নেতা বান্দার সহিত যুদ্ধ ও মারবাড়, মেবার ও অম্বরের রাজগণের সঙ্গে সংঘর্ষ। তাঁহার রাজ্যশাসনে বিশেষ যোগ্যতা ছিল না বলিয়া তাঁহাকে 'শাহ্-ই-বেখার' (অসাবধান নৃপতি) বলা হইত।

বাহাদুর শাহ্, ২য়—(শাসনকাল ১৮৩৭—১৮৫৮)। শেষ মোগল সম্রাট্। বিদ্রোহী সিপাহীগণ ১৮৫৭-এ দিল্লীতে ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করে। বিদ্রোহ দমিত হইলে তিনি রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হন।

বাহু—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। তাঁহার পুত্র সগর (হরি)।

বাহুক—ঋতুপর্ণ রাজার সারথি-বেশধারী নল রাজা (ভারত)।

বাহ্‌রাম—ইল্‌তুৎমিসের পুত্র। সুলতানা রিজিয়ার পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১২৪০)।

বিকর্ণ—দুর্য্যোধনের ধর্ম্মপ্রাণ ভ্রাতা। তিনি দুর্য্যোধনের অন্যায় কার্য্যাবলীর প্রতিবাদ করিতেন (ভারত)।

বিকর্ত্তন—সূর্য্যদেব। পত্নী সংজ্ঞা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে অক্ষম হওয়াতে সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার তেজ কুন্দদ্বারা খণ্ড খণ্ড করেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে (স্কন্দ)।

বিকুক্ষি—সূর্য্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র। শ্রাদ্ধের নিমিত্ত মাংস আনিতে পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি মৃগয়ায় গমন করেন এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া মৃগয়ালব্ধ কিঞ্চিৎ মাংস ভক্ষণ করেন। পিতা বশিষ্ঠের কাছে ইহা শুনিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তখন তাঁহার শশাদ নাম হয়। পরে পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্য লাভ করেন (হরি, ভাগ, বিষ্ণু)।

বিক্রমাদিত্য—১। উজ্জয়িনী বা অবন্তীর প্রসিদ্ধ রাজা ও বিক্রম সংবৎ-নামক বর্ষগণনার প্রবর্ত্তক। তাঁহার সভায় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পিতা গন্ধর্ব্ব সেন। পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে ভ্রাতা শঙ্কুকে হত্যা করিয়া তিনি রাজা হন এবং পরে পত্নীকে ভ্রষ্টা সন্দেহ করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভর্তৃহরিকে রাজ্যদান করেন এবং সংসার হইতে চলিয়া যান। পরে তাল-বেতাল সিদ্ধ হইয়া পুনরায় আসিয়া স্বরাজ্য গ্রহণ করেন। কথিত আছে, তাঁহার সিংহাসনে যে উপবেশন করিত সে-ই তাঁহার ন্যায় বিচারবুদ্ধি লাভ করিত। এই সিংহাসনই বত্রিশ সিংহাসন নামে খ্যাত (পুরাণ)। গুপ্তবংশের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবত এই বিক্রমাদিত্য (ইতিহাস)। ২। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের পিতা। তাঁহার উপাধি ছিল 'রায়'।

বিগ্রহপাল—পালবংশীয় রাজা। তিনি দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নারায়ণপালের পিতা। বাংলায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম টাকা চালাইতে চেষ্টা করেন।

বিচিত্রবীর্য্য—কুরুবংশীয় নৃপতিবিশেষ। পিতা শান্তনু, মাতা সত্যবতী। চিত্রাঙ্গদ তাঁহার অগ্রজ। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভীষ্মদেব কাশীরাজের অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে কন্যা দুইজনকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন। অগ্রজের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন লাভ করেন। যক্ষ্মা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইলে, ব্যাসদেবের ঔরসে তাঁহার পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয় (ভারত)।

বিজয়—ভ্রাতা জয়ের সহিত তিনি বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক ছিলেন। বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎকামী সনকাদি ঋষিগণকে বাধা দিয়া তাঁহাদের শাপে তাঁহাকে সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু, ত্রেতাযুগে কুম্ভকর্ণ ও দ্বাপরে দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় (ব্রহ্মবৈ)।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—(১৮৪১—১৮৯৯)। বিখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্ম্মপ্রচারক। নদীয়া জেলার শান্তিপুরে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের বংশে জন্ম। পিতার নাম আনন্দকৃষ্ণ। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। বাল্যে শান্তিপুরের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সাঁতরাগাছিতে চৌধুরীদের গৃহে থাকেন। এই সময় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। পরে কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটিলে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে আবার গয়াধামে এক যোগীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপবীত গ্রহণ করেন। শেষে আবার উপবীত পরিত্যাগ করেন। শেষ জীবন তিনি পুরীধামে অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে তিনি পরম হরিভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'প্রশ্নোত্তর' নামে একখানি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ আছে।

বিজয়গুপ্ত—'মনসামঙ্গল' রচয়িতা কবি। সম্ভবতঃ তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি। তাঁহার নিবাস ছিল বাখরগঞ্জ জেলার গৈলা গ্রামের কাছে ফুল্লশ্রী নামে এক স্থানে।

তাঁহার 'মনসামঙ্গল' প্রথম ছাপা হয় বরিশালে (১৮৯৬)।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—(১৮৬১—১৯৪২)। কবি। ফরিদপুর জেলার খানাকুল গ্রামে জন্ম। তিনি তামিল, তেলেগু, উড়িয়া প্রভৃতি বহু ভাষা জানিতেন। তিনি সুকবি, ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তিনি বহুকাল সম্বলপুরে ছিলেন ও একবার চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। শেষে তিনি অন্ধ হন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। 'যজ্ঞ ও তপস্যার ফল', 'গীতগোবিন্দ', 'থেরীগাথা' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচিত।

বিজয়চাঁদ মহাতাব—বর্দ্ধমানের মহারাজা। পিতা রাজা বনবিহারী কাপুর। তিনি বর্দ্ধমানের রাজা আফতাবচাঁদের দত্তক পুত্র। শিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। 'Studies', 'বিজয়-গীতিকা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। তাঁহার রচিত একখানি ভ্রমণ-কাহিনীও আছে। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন (১৯০৮)। তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং 'ইম্পিরিয়াল লীগ'-নামক সভার সভাপতি ছিলেন। বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন (১৯১৫)।

বিজয় মার্চেন্ট—(জন্ম ১৯১১)। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। বোম্বাই প্রদেশে জন্ম। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে দুই শতাধিক রান্ করেন। ১৯৩২-এ তিনি ১৭০০ রান্ করেন। জার্ডিনের এম. সি. সি. টিমের বিরুদ্ধে তিনি তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলেন। ১৯৩৬-৩৭-এ তিনি ভারতীয় টিমের পক্ষে ইংলণ্ডে খেলেন এবং 'ব্যাটিং'এ ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান লাভ করেন। ইহার পরে বহু খেলায় তিনি ভারতীয় টিমের অধিনায়ক হন।

বিজয়রত্ন সেন, কবিরঞ্জন, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৫৮—১৯১১)। সুবিখ্যাত কবিরাজ। জন্মস্থান ঢাকা জেলার কাঁচাদিয়া গ্রাম। পিতার নাম জগচ্চন্দ্র। কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করেন। চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তিনি কুমারটুলীতে ঔষধালয় স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের বিষয় দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ছড়াইয়া উহা ইউরোপ ও আমেরিকায় পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁহাকে সর্ব্বদা চিকিৎসার জন্য আহ্বান করিতেন। আয়ুর্ব্বেদীয় 'অষ্টাঙ্গহৃদয়'-নামক গ্রন্থ মূল ও টীকাসহ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিজয় সিংহ—বাংলার রাজা (কাহারও মতে গুজরাটের রাজা) সিংহবাহুর পুত্র। তিনি যৌবনে অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। তিনি জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন। তিনি লঙ্কাদ্বীপে গিয়া অনার্য্য জাতিদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তথাকার রাজা হন। তাঁহার কোন সন্তানাদি না থাকায় মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। সিংহবংশের রাজ্য বলিয়া লঙ্কার নাম 'সিংহল'। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিংহলেও উহা প্রচার করেন।

বিজয় সেন—(শাসনকাল ১০৯৫—১১৫৮)। বঙ্গের সেন-বংশীয় রাজা। পিতা হেমন্ত সেন, মাতা যশোদেবী। তাঁহার পিতামহ সামন্ত সেন কর্ণাট হইতে বাঙ্গালায় আসেন। তিনি পালবংশীয় শেষ নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া গৌড় অধিকার করেন এবং কলিঙ্গ, কামরূপ, ত্রিহুত প্রভৃতি জয় করিয়া বিজয়পুর নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শূর-বংশীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। প্রসিদ্ধ বল্লাল সেন তাঁহার পুত্র।

বিজলী খাঁন—(১৫শ-১৬শ শতক)। বিখ্যাত পাঠান বৈষ্ণব। তিনি অত্যন্ত ধনী এক মুসলমানের পুত্র ছিলেন। এই সময় চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে আসিতেছিলেন। পথে বাঁশী শুনিয়া প্রভু অচৈতন্য হইয়া পড়েন। সেই সময় বিজলী খাঁন পাঠান ভৃত্যদের লইয়া যাইতেছিলেন। প্রথমে রামদাস নামে এক ভৃত্য প্রভুর কৃপায় উদ্ধার হন। ইহা দেখিয়া বিজলী খাঁনও প্রভুর ভক্ত হন।

বিট্‌ঠলনাথ (বিট্‌ঠলেশ্বর)—(?—১৫৮৬)। বল্লভী সম্প্রদায়ের কর্ত্তা ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব। পিতা বল্লভাচার্য্য। বৃন্দাবনে বিট্‌ঠলনাথ শ্রীশ্রীগোপালজীর সেবা করিতেন। তিনি প্রেমামৃত রসায়নের টীকা ও 'বিদ্বন্মণ্ডল' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিঠলদাস জবেরি প্যাটেল (V. J. Patel)—(২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩—২২শে অক্টোবর, ১৯৩৩)। বিখ্যাত দেশকর্ম্মী। জন্ম নদীয়াদে। তিনি সর্দ্দার প্যাটেলের ভাই। ১৮৭৮-এ করমসাদে তিনি গ্রাম্যস্কুলে ভর্ত্তি হন ও ১৮৯১-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেন। পরে তিনি বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টারি পাশ করেন ও ব্যারিষ্টারি করিতে সুরু করেন (১৯০৫)। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে তিনি ভীষণ সংগ্রাম করেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাকে দুইবার বিলাতে যাইতে হয়। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করেন এবং পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কর্তৃক স্বরাজ্য দল গঠিত হইলে তাহাতে যোগ দিয়া তিনি আবার ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করেন এবং তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি সরকারের পাব্‌লিক সেফ্‌টি বিল উপস্থাপনে আপত্তি করেন এবং পরিষদে পুলিশের প্রবেশ বন্ধ করেন। ১৯৩০-এ কংগ্রেসের নেতৃগণ কারারুদ্ধ হইলে তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। কারাভোগের ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কিছুকাল পরে চিকিৎসার জন্য তিনি ভিয়েনায় যান (১৯৩৩) এবং পরে ইংলণ্ডের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। একটু সুস্থ হইয়া তিনি আমেরিকায় যান, আবার ভিয়েনায় আসেন এবং সেখানে মারা যান (১৯৩৩)। দেশের জন্য তিনি দুই লক্ষ টাকা উইল করিয়া সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট দিয়া যান। কিন্তু (সর্দ্দার) প্যাটেল সেই টাকার ব্যাপারে মোকদ্দমা চালান এবং সুভাষবাবুর হাত হইতে নিজে উহা লইয়া কংগ্রেসে দেন।

বিড (Bede)—(৬৭৩—৭৩৫)। ইংরাজ ধর্ম্মযাজক ও ঐতিহাসিক। তাঁহার লিখিত ইতিহাস হইতে ইংলণ্ডের অনেক প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বিডন (Beadon, Sir Cecil)—(শাসনকাল ১৮৬২—১৮৬৯)। বঙ্গের তৃতীয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর। পিতার নাম রিচার্ড বিডন। চৈত্র-সংক্রান্তিতে সন্ন্যাসীদের চড়কে আরোহণ বন্ধ করা, এদেশে জুরির বিচারের প্রবর্ত্তন, বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটি এবং কলিকাতায় জলের কলের প্রতিষ্ঠা, হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বিদুর—রাজা বিচিত্রবীর্য্যের দাসীর গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসে জন্ম। অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্ম্মরাজ বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবকরাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ও শান্তস্বভাব ছিলেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার ষড়্‌যন্ত্র করিলে তিনি ম্লেচ্ছ-ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সাবধান করিয়া দেন এবং খনক পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনবাসী হইলে কুন্তী তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থান করেন। যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ফিরাইয়া দিবার উপদেশ দেওয়াতে একবার ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে বিতাড়িত করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধন-প্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভিক্ষালব্ধ খুদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বানপ্রস্থ অবলম্বনকালে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন (ভারত)।

বিদুলা—শাশ্বত-বংশীয়া রাজকন্যা। তাঁহার স্বামী সৌবীররাজ এবং পুত্র সঞ্জয়। স্বামীর মৃত্যুর পর সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক রাজ্য অধিকৃত হইলে এই বীরাঙ্গনার উৎসাহবাক্যেই পুত্র সঞ্জয় শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন (ভারত)।

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য—কৃতী বাঙ্গালী। পিতার নাম সন্তোষরাম। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়া তিনি জয়পুর-রাজ্যের মন্ত্রিপদ লাভ করেন এবং জয়পুর সহর নির্ম্মাণের নক্সা প্রস্তুত করিয়া দেন।

বিদ্যাপতি—(? ১৪০০—১৫০৬)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি। অনেকের মতে তিনি মিথিলা-প্রবাসী বাঙ্গালী। তিনি পদাবলী মৈথিলী বাংলায় রচনা করিতেন। তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। এই জন্য তাঁহার পদাবলীর ভণিতায় শিবসিংহ ও তাঁহার পত্নী লছিমাদেবীর নাম যুক্ত হইয়াছে। অনেকের মতে বিদ্যাপতি নামে একাধিক কবি বর্ত্তমান ছিলেন। 'পুরুষ-পরীক্ষা', 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী', 'বিবাদ-সার' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার প্রণীত। তাঁহার 'রাধা-কৃষ্ণ'-বিষয়ক পদাবলী বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন।

বিদ্যাপতি, কবিরঞ্জন—(১৬শ শতক)। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবকবি। রঘুনন্দন ঠাকুর তাঁহার গুরু। তিনি 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে প্রসিদ্ধ। বোলপুরের নিকট-বর্ত্তী রূপপুর গ্রামে তাঁহার সমাধি আছে।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—কালকেয়-বংশীয় রাক্ষস-বিশেষ। রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা তাঁহার পত্নী। পাতাল-বিজয়কালে ভুল করিয়া রাবণ তাঁহাকে বধ করেন (রাম)।

বিধানচন্দ্র রায়—(জন্ম ১৮৮২)। সুবিখ্যাত ডাক্তার ও রাজনীতিক। জন্মস্থান বাঁকীপুর, পাটনা। আদি নিবাস খুলনা জেলার টাকি-শ্রীপুর। পিতা প্রকাশচন্দ্র রায়। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন (১৮৯৭)। বাঁকীপুর কলেজ হইতে অঙ্কে অনার্স লইয়া তিনি ডিগ্রী-উপাধি লাভ করেন (১৯০১)। তারপর কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি অত্যন্ত মেধার পরিচয় দিয়া-ছিলেন। পদক ও অন্যান্য পুরস্কার তিনি প্রতি পরীক্ষাতেই পাইতেন। ১৯০৮-এ তিনি এম্. ডি. উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি ক্যাম্বেল স্কুলে ঔষধ-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে বিলাতে গিয়া এল্. আর. সি. পি., এম্. আর. সি. পি. ইত্যাদি পরীক্ষা দিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি আবার ক্যাম্বেল স্কুলে ও পরে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। এই সময় রোগ-নির্ণয়ের জন্য তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হয় এবং তাঁহাকে রোগী দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। তিনি ভারতীয় মেডিকেল অ্যাসো-সিয়েশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। ১৯১৬ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ও পরে উহার উপাচার্য্য হন (১৯৪২—৪৪)। ১৯২০-২১ হইতে তাঁহার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাব। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রবর্ত্তিত স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোটে পরাজিত করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। কিছু-কাল দিল্লীতে ও কিছুকাল আলিপুর প্রেসি-ডেন্সী জেলে তাঁহাকে থাকিতে হয়। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, ও কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভ্য। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের গঠন বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি অবিবাহিত। তিনি Shillong Hydro-electric Ltd., Oriental Mercantile Co. Ltd., Riverside Electric Co. Ltd., Hindusthan Insurance Society Ltd., ইত্যাদি বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান অনুসারে তিনি পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী নিযুক্ত হন (১৯৫১)।

বিনতা—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, কশ্যপের পত্নী, অরুণ ও গরুড়ের মাতা ['অরুণ' ও 'গরুড়' দ্রঃ]।

বিনয়কুমার দাস—(১৮৯১—১৯৩৫)। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈমানিক। বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে বিমান চালনা শিক্ষা করেন (১৯২৯)। ১৯৩০-এ তিনি 'ভি-টি-এ বি' নামক একটি বিমান ক্রয় করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং বিমানের অবতরণের কয়েকটি উত্তম স্থান আবিষ্কার করেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে বিমান অব-তরণের স্থান আবিষ্কৃত হয়। বিমানের খেলা দেখাইয়া তিনি ৫টি পদক উপহার পাইয়া-ছিলেন। তিনি প্রথমে জাহাজে কার্য্য করিতেন, এবং ১৮ বৎসর বয়সে ডাক জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার হইয়া জাপানে গমন করিয়াছিলেন। রেলগাড়ীর কলকব্জা-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি 'ব্যাটরা ইঞ্জি-নিয়ারিং ওয়ার্ক্‌স্' নামে কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন। বিমান-প্রতিযোগিতায় দমদমের নিকটবর্ত্তী গৌরীপুর গ্রামে ডি. কে. রায় নামে বৈমানিকের বিমানের সহিত তাঁহার বিমানের সংঘর্ষের ফলে তিনি মারা যান।

বিনয়কুমার সরকার—শিক্ষাব্রতী ও লেখক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি 'ধন-বিজ্ঞান পরিষদে'র প্রতিষ্ঠাতা ও 'আর্থিক উন্নতি'-নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। 'নিগ্রো-জাতির কর্ম্মবীর', 'বর্ত্তমান জগৎ', 'চীনা সভ্যতার অ আ ক খ', 'Creative India' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

বিনয়কৃষ্ণ দেব, রাজা বাহাদুর—(১৮৬৬—১৯১২)। সুসাহিত্যিক ও জমিদার। পিতা মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব। প্রপিতামহ মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব। 'শোভাবাজার বেনেভোলেন্ট সোসাইটি' এবং 'সাহিত্য-সভা' তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। তিনি কিছুকাল 'ক্যাল-কাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি'র সহকারী সভাপতি ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনে সরকার কর্ত্তৃক সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার 'আর্লি হিস্টরি অ্যাণ্ড গ্রোথ অব ক্যালকাটা'-নামক পুস্তক তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীল-তার পরিচায়ক।

বিনোবা ভাবে, আচার্য্য—(জন্ম ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫)। বিখ্যাত দেশহিতৈষী ও জননায়ক। জন্ম মহারাষ্ট্রে। বরোদা কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন (১৯১৫) ও মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে আসেন (১৯১৬)। গান্ধী-বাদ প্রচার, ও জনসাধারণের উন্নতির জন্য গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে "সর্ব্বোদয়" আন্দোলন তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাজ। ১৯৫১-এ তিনি 'ভূদান' যজ্ঞের সূচনা করেন।

বিন্দুসার, অমিত্রঘাত—(৩য় শতক খৃঃ পূঃ)। মগধের রাজা। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পিতা এবং অশোক তাঁহার পুত্র। তাঁহার উপাধি ছিল অমিত্রঘাত বা শত্রুহন্তা। ইহাতে বুঝা যায় যে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তাঁহার রাজত্ব-কাল বা শাসন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। দাক্ষিণাত্যে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রসার সম্ভবতঃ তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি ছিল। সিরিয়ার গ্রীক রাজা তাঁহার সভায় ডেইমেকস নামে দূত প্রেরণ করেন।

বিন্ধ্য—ভারতের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতরাজ। তাঁহার কথায় সূর্য্য সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাকেও প্রদক্ষিণ না করাতে তিনি স্বমস্তক উন্নত করিয়া সূর্য্যের গতিরোধ করেন। পরে দেবগণের অনুরোধে তাঁহার গুরু অগস্ত্য তাঁহার নিকটে গেলে তিনি প্রণত হইলেন। তখন নিজের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রণত

অবস্থায় থাকিতে বলিয়া অগস্ত্য চলিয়া গেলেন আর ফিরিলেন না (পদ্ম) ['অগস্ত্য' দ্রঃ]।

বিপিনচন্দ্র পাল—(১৮৫৫—১৯৩২)। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ দেশনেতা ও বিশিষ্ট বক্তা। জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলায়। ইংরাজী এবং বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বহু সংবাদপত্রের সম্পাদনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে *Bengalee* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মী ছিলেন। যাঁহারা ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন জাগাইয়াছেন, বিপিনচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন।

বিবেকানন্দ, স্বামী—(১২ই জানুয়ারি, ১৮৬৩—২রা জুলাই, ১৯০২)। সুবিখ্যাত ধর্ম্ম-প্রচারক ও সন্ন্যাসী। জন্ম কলিকাতায় বিখ্যাত দত্ত পরিবারে। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরী। শৈশবের নাম ছিল বীরেশ্বর বা বিলে। অন্নপ্রাশনের সময় নাম রাখা হয় নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৭৯)। তাহার পূর্ব্বেই তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের ভাল ভাল বই পড়িয়াছিলেন। ১৮৮৩-এ তিনি এফ. এ. পড়িতে থাকেন। ১৮৮৪-এ তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে আইন পড়িতে থাকেন। পিতার মৃত্যু হইলে (১৮৮৫) নরেন্দ্রনাথকে ভীষণ অভাবের মধ্যে পড়িতে হয় এবং মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে উভয়কে দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং তিনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর তিনি মঠের সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের পরিচালক হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। পরে তিন বছর তিনি পায়ে হাটিয়া কুমারিকা হইতে হিমালয় পরিভ্রমণ করেন। পরে তথা হইতে গমন করিয়া মাদ্রাজে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ১৮৯৩-এ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি স্বরূপে আমেরিকায় শিকাগো শহরে 'Parliament of Religions'-নামক ধর্ম্ম-মহাসভায় যোগদান করেন। তাঁহার তৎকালীন বক্তৃতায় আমেরিকাবাসীরা মুগ্ধ হইয়া যায় এবং মিঃ স্যাণ্ডবার্গ ও মাদাম লুই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৯৬-এ তিনি ইংলণ্ডে যাইলে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ম্যাক্সমুলারের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং মিস্ মার্গারেট নোবল্ (সিস্টার নিবেদিতা) তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর দেশে ফিরিয়া তিনি বেলুড়মঠ ও আলমোড়া ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং 'রামকৃষ্ণ মিশন' গঠন করেন। ১৮৯৯-এ চিকিৎসার জন্য পুনরায় আমেরিকায় গমন করিয়া স্যানফ্রান্সিস্কো নগরে তিনি একটি বেদান্ত-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০০-এ প্যারী নগরীর ধর্ম্ম মহাসভায় যোগদান করিয়া তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'বেনারস ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম', 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 'Re-incarnation', 'জ্ঞানযোগ', 'রাজযোগ' প্রভৃতি বহু পুস্তক তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বিভাণ্ডক—ঋষি। মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। এক মৃগীর গর্ভে তাঁহার যে পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ (ভারত) ['ঋষ্যশৃঙ্গ' দ্রঃ]।

বিভীষণ—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা বিশ্রবা, মাতা কৈকসী। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি ধর্ম্মে অচলা মতি লাভের বর প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে অমর হইবার বর দেন। তিনি সীতাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে বলায় রাবণ কর্ত্তৃক পদাহত হন এবং রামের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁহারই মন্ত্রণায় রাম রাবণকে সবংশে নিধন করিতে সমর্থ হন। গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুষের কন্যা পত্নী সরমার গর্ভে তরণীসেন নামে তাঁহার পুত্র হয়। ঐ পুত্র লঙ্কাসমরে বিভীষণেরই মন্ত্রণায় নিহত হয়। রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণ লঙ্কার রাজা হন (রাম)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪—১লা নভেম্বর, ১৯৫০)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও গল্পলেখক। জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়া-হালিসহরের নিকটে মুরাতিপুর গ্রাম। পিতা মহানন্দ কথকতা ও পৌরোহিত্য করিতেন। মাতা মৃণালিনী দেবী। আদি নিবাস যশোহরের বনগ্রাম। দারিদ্র্যময় জীবনের মধ্যে তাঁহার বাল্যকাল কাটে। প্রবেশিকা পরীক্ষা (১৯১৪) দিয়া রিপণ কলেজ হইতে বি. এ. (১৯১৮) পাশ করেন। কর্ম্মজীবনে তিনি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি কিছুকাল গোরক্ষিণী সভার ভ্রাম্যমাণ প্রচারক ও ভাগলপুর জমিদারী এস্টেটের নায়েব তহশিলদার ছিলেন। পরে আবার স্কুলের শিক্ষকতা সুরু করেন। ১৯৪০-এ তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা 'উপেক্ষিতা' নামে একটি গল্প। উহা ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে বাহির হয়। 'পথের পাঁচালী'কার হিসাবেই তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি। 'পথের পাঁচালী' ছাড়া 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'অনুবর্তন', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'ইচ্ছামতী' ইত্যাদি তাঁহার পুস্তকও উল্লেখযোগ্য।

বিম্বিসার—১। (জীবৎকাল ৫৮২ খৃঃ পূঃ)। মগধের শিশুনাগ-বংশের পঞ্চম রাজা। তিনি বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন। তিনি কোশলের রাজা প্রসেনজিতের ভগিনী কোশলদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অন্য এক রাণীর গর্ভে তাঁহার অজাতশত্রু নামে এক পুত্র জন্মে। অজাতশত্রু তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা হন (পুরাণ)। ২। (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক)। হর্য্যঙ্কবংশীয় বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা। তিনি মগধে রাজত্ব করিতেন। রাজগৃহে তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। বিহারের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত অঙ্গরাজ্য জয় তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। পুরাণের উক্তি ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন নাই।

বিয়ট লিংক (Boht Lingk Otto von) —(১৮১৫—১৯০৪)। প্রাচ্য ভাষাবিদ্ পণ্ডিত। জন্মস্থান সেন্ট্ পিটার্স্‌বার্গ। আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পাণিনি-ব্যাকরণ, শকুন্তলার একটি সংস্করণ এবং সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। উক্ত অভিধান প্রণয়নে রথ সাহেব এবং ওয়েব সাহেব তাঁহার সহযোগী ছিলেন।

বিরজা—১। রাজা যযাতির মাতা (হরি)। ২। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোপী। শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থানকালে পুত্রগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শাপে সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয়। আর একবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থানকালে শ্রীরাধার আগমনে ভয়ে তিনি নদীতে পরিণত হন (দেবীভাগ)।

বিরাট—মৎস্যদেশের রাজা। পত্নী সুদেষ্ণা, পুত্র উত্তর, কন্যা উত্তরা, শ্যালক কীচক। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে তাঁহার ভবনে অবস্থান করেন। পরাক্রান্ত শ্যালক কীচকের মৃত্যুর পর ত্রিগর্ত্তরাজ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলে ছদ্মবেশী ভীম তাঁহার উদ্ধার করেন। কৌরবগণ উত্তর-গোগৃহ আক্রমণ করিলে উত্তরের সারথি হইয়া বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। অজ্ঞাতবাসের পর উত্তরার সহিত অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে দ্রোণাচার্য্যের হস্তে তিনি নিহত হন (ভারত)।

বিরাধ—দণ্ডকারণ্যের এক রাক্ষস। ব্রহ্মার বরে তিনি অস্ত্রদ্বারা অবধ্য হন। পঞ্চবটী বন হইতে সীতাকে এবং পরে রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া পলাইতে গেলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ভগ্ন করিয়া পদচাপে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করেন (রাম)।

বিরোচন—প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র। বিরোচনের পুত্র দানবীর বলি (ভাগ)।

বিল্বমঙ্গল—দাক্ষিণাত্যবাসী প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ। তিনি 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'বিল্বমঙ্গল'-নামক গ্রন্থের রচয়িতা। যৌবনে তিনি দুশ্চরিত্র ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে বারাঙ্গনা চিন্তামণির নিকট গমন করিলে তাহার তিরস্কারে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় এবং সোমগিরি-নামক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া পরম সাধুপুরুষ বলিয়া খ্যাত হন।

বিশাখদত্ত—(১০ম-১১শ শতক)। রাজা পৃথুর পুত্র। প্রসিদ্ধ 'মুদ্রারাক্ষস'-নামক নাটক তাঁহার প্রণীত।

বিশাখা—শ্রীরাধার সহচরী। তিনি শ্রীরাধাকে চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখান ও যমুনাতীরে কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখান। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার অনুরাগ বর্দ্ধন করেন (বৃন্দাবনলীলা)।

বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, স্বামী—(১৮২০—১৮৯৯)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সন্ন্যাসী। তিনি কনোজীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার গার্হস্থ্য-নাম বংশীধর। বাল্যে ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি নিজামরাজ্যে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি অশ্বচালনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু একবার অশ্বচালন প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া মনোদুঃখে গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণ এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পাণিনি-ব্যাকরণে এবং দর্শনশাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিন বৎসর হরিদ্বারে অবস্থানের পর তিনি কাশীতে আগমন করেন এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক বিশুদ্ধানন্দ নাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আমরণ অহল্যাবাঈ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মপুরীর গৌড়স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা—দেবশিল্পী। পিতা অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাস ও মাতা বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণিনী। তাঁহার দুই কন্যা ছায়া ও সংজ্ঞাকে সূর্য্য বিবাহ করেন। বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের বিমান-নির্ম্মাতা ও সহস্র প্রকার শিল্পের কর্ত্তা ছিলেন (ভাগ, হরি)।

বিশ্বদেব—এক প্রকার বৈদিক দেবতাবর্গ (ঋক্)।

বিশ্বনাথ কবিরাজ—(১৫শ শতক)। সুপ্রসিদ্ধ 'সাহিত্য-দর্পণ'-নামক সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র-প্রণেতা।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—(? ১৬৬৪—?)। জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার দেবগ্রামে। পিতার নাম রামনারায়ণ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী' টীকা তাঁহারই রচিত। জয়পুররাজের সভায় তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'মাধুর্য্য-কাদম্বিনী', 'স্তবামৃতলহরী', 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত', 'চমৎকারচন্দ্রিকা', 'ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী', 'উজ্জ্বল কিরণ', 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা', 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব—(১৮৫৭—১৯১২)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত। জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার খানাকুল। পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহারই সহোদর ছিলেন। তিনি বাগাটে রামচন্দ্র তর্কভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ ও কোঁড়কদীর কৈলাসচন্দ্র তর্করত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পিতার নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। পরে তিনি 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা'র প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্তৃক পঞ্জিকাকার নিযুক্ত হন। নবদ্বীপের দুর্গাদাস বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর নদীয়ার জজ কর্তৃক তিনি হাইকোর্টের পঞ্জিকাকার নিযুক্ত হন। বোম্বাই-এ পঞ্জিকা-সংস্কার-সভায় তিনি বঙ্গদেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের প্রতিনিধি স্বরূপে গমন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি অতি চমৎকার প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির অনুমতিক্রমে 'বিদগ্ধতোষিণী' এবং 'রবিসিদ্ধান্ত-মঞ্জরী'-নামক দুইখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বিশ্বরূপ—১। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। তিনি ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন (রাম)। ২। শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ। কিশোর বয়সেই তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন-পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন। ৩। দেবগণের পুরোহিত। ত্বষ্টা নামে বৈদিক যুগের অসুরের পুত্র। বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল। একটি দ্বারা তিনি সোমপান, একটি দ্বারা সুরাপান ও তৃতীয়টি দ্বারা অন্ন ভোজন করিতেন। ইন্দ্র তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। তখন বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক যথাক্রমে কপিঞ্জল পক্ষী, কলবিঙ্ক পক্ষী ও তিত্তির পক্ষীতে পরিণত হইল (তৈত্তিরীয়)।

বিশ্বসিংহ—কামরূপের কোচবংশীয় রাজা। বাল্যনাম বিশু। পিতা হারিয়া, মাতা জিরা। তিনি মৃত্তিকা খনন করিয়া কামরূপের শক্তিপীঠ আবিষ্কার করেন এবং তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বিশ্বাবসু—গন্ধর্ব্বরাজ। তিনি খুব ভাল বীণা বাজাইতে পারিতেন। তিনি একবার রাজা দিলীপের যজ্ঞে বীণা বাজান (ভারত)।

বিশ্বামিত্র—রাজা গাধির পুত্র। বশিষ্ঠাশ্রমে অবমানিত হইয়া ['নন্দিনী' দ্রঃ] তিনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মার নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা লাভ করিয়া বশিষ্ঠের প্রতি তাহার প্রয়োগ করেন। কিন্তু ব্রহ্মতেজের দ্বারা বশিষ্ঠ তাহার প্রতিরোধ করেন। অতঃপর পুনরায় তিনি তপস্যায় নিরত হইয়া রাজর্ষি হন এবং তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে নক্ষত্রলোকে প্রেরণ করেন। পুনরায় তিনি পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া তপোমগ্ন হন। একবার অযোধ্যারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে বলির জন্য গৃহীত ঋচীক-পুত্র শুনঃশেফকে অগ্নিমন্ত্র দান করিয়া তাহাকে রক্ষা করেন এবং পুনরায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। একবার মেনকা নামে অপ্সরা ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করে এবং তাঁহার ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। পরে চৈতন্য হইলে পুনরায় তপস্যা করিয়া তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপরীক্ষা করেন ['হরিশ্চন্দ্র' দ্রঃ]। তিনি রামকে মন্ত্রবিদ্যা শিখান। রামলক্ষ্মণকে মিথিলায় লইয়া গিয়া তাঁহাদের পরিণয় সংঘটন করান (রাম, ভারত)।

বিশ্রবা—মুনিবিশেষ। পিতা পুলস্ত্য, মাতা হবির্ভূ। পত্নী ইলবিলার গর্ভে তাঁহার পুত্র কুবেরের জন্ম হয় এবং কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম হয়। রাকা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে তাঁহার খর-নামক পুত্র জন্মে (রাম)।

বিষ্ণু—১। জগৎপালনকর্ত্তা। পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি। পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি তাঁহার দশ অবতার। ২। স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিবিশেষ। 'বিষ্ণুসংহিতা' তাঁহার প্রণীত।

বিষ্ণুগুপ্ত—চাণক্যের অপর নাম ['চাণক্য' দ্রঃ]।

বিষ্ণুপুরী—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি। তিনি 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—গৌরাঙ্গদেবের দ্বিতীয়া পত্নী। পিতা সনাতন মিশ্র। মতান্তরে তিনি দুর্গাদাস মিশ্রের কন্যা।

বিষ্ণুশর্ম্মা—'পঞ্চতন্ত্র'-গ্রন্থের রচয়িতা। চারিটি রাজপুত্রের শিক্ষাকল্পে তিনি মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ প্রভৃতি পাঁচটি বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক নীতিপূর্ণ 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থ রচনা করেন। বিদর্ভ তাঁহার জন্মস্থান।

বিষ্ণুস্বামী—(১৫৭৮ ?)। বেদের ভাষ্যকার বিশেষ। তিনি 'রুদ্রসম্প্রদায়'-নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

বিস্‌মার্ক (Bismark, Prince Otto Eduard Leopold von)—(১৮১৫—১৮৯৮)। প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ এবং বর্ত্তমান জার্ম্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম জীবনে তিনি প্রুসিয়ায় সরকারী চাকুরীতে (Civil Service) নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৬২-এ তিনি প্রুসিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৮৬৬-এ অস্ট্রিয়াকে এবং ১৮৭০-এ ফ্রান্সকে পরাভূত করিয়া তিনি নূতন জার্মান রাজ্যের সংগঠন করেন এবং উইলিয়াম ও ফ্রেডারিকের রাজত্বকাল ব্যাপিয়া ঐ রাজ্যের চ্যান্সেলার বা প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী—(২১শে মে, ১৮৩৫—২৪শে মে, ১৮৯৪)। আধুনিক গীতি-কাব্যের জনক ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। কবির শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই। দশ হইতে পনেরো বছর বয়সের মধ্যে তিনি কয়েক মাসের জন্য জেনারেল য়্যাসেমব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে গমনাগমন করেন এবং অনুমান তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে পড়েন। এই সময়ে তিনি গান শিক্ষা ও রচনা করিতে আরম্ভ করেন। পাঠ্য পুস্তকে ঝোঁক না থাকিলেও তিনি ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য ভাল-ভাবেই চর্চ্চা করেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। তিনি প্রকাশের সুবিধার জন্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি 'পূর্ণিমা', 'সাহিত্য-সংক্রান্তি', 'অবোধ-বন্ধু' ইত্যাদি কয়েকখানি পত্রিকা পরিচালন করেন। 'সঙ্গীত-শতক', 'বঙ্গসুন্দরী', 'সারদা-মঙ্গল' ইত্যাদি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—(১৮৪০—১৯০১)। প্রসিদ্ধ নাট্যকার এবং অভি-নেতা। জন্মস্থান কলিকাতা তারক চ্যাটার্জ্জির লেন। তিনি ১৮৬৩-এ বেঙ্গল থিয়েটারের (পরে রয়াল বেঙ্গল) ম্যানেজার হন। তাঁহার প্রথম দুইটি রচনা 'মেঘনাদবধ ব্যঙ্গকাব্য' (১৮৭৮) এবং 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' (১৮৮০) নাদাপেটা হাঁদারাম এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। 'প্রভাসমিলন', 'সীতা-স্বয়ংবর', 'বাণযুদ্ধ', 'নন্দবিদায়' প্রভৃতি কয়েক-খানি নাটক তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

বিহারীলাল সরকার—(১৮৫৫—১৯২১)। সাহিত্য-সেবক। জন্মস্থান হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রাম। পিতার নাম উমাচরণ। এফ. এ. পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসে প্রেস-পরিদর্শকের কার্য্য গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকুরী আরম্ভ করেন এবং ৩০ বৎসরকাল ঐ কার্য্য করেন। তিনি অন্ধকূপহত্যা-নামক ঘটনাটি মিথ্যা প্রমাণ করিতে চাহিয়া-ছিলেন। তিনি 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'তিতুমীর', 'বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত', 'ইংরাজের জয়' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বিহ্লণ—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি। তিনি মহাপঞ্চালের রাজা মদনাভিরামের কন্যা যামিনীপূর্ণতিলকার শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে উভয়ের গন্ধর্ব্ব-মতে বিবাহ হয়। রাজা এই বিষয় জানিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে তিনি মশানে দ্ব্যর্থক শ্লোকে কালীর স্তব (অন্য অর্থে রাজকন্যার রূপগুণের বর্ণনা) করেন। তাহাই 'চৌর পঞ্চাশৎ কাব্য' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে 'দ্বিতীয় চৌর কবি' বলা হয়।

বীচি, ফ্রেডারিক উইলিয়াম (Beechey, Frederick William)—(১৭৯৬—১৮৫৬)। আবিষ্কারক। তিনি ১৮১৮-এ ফ্রাঙ্কলিনের সহিত সুমেরুপ্রদেশ আবিষ্কার করিতে যান। অতঃপর স্বীয় চেষ্টাতেই আরও কয়েকবার উক্ত প্রদেশে গমন করেন। তাঁহারই নামানুসারে 'বীচি' দ্বীপের নাম হইয়াছে।

বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ (Beachcroft, Charles Porten)—(১৮৭১—?)। সুবিখ্যাত বিচারক। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত বিচারক ছিলেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯২-এ তিনি ভারতে আগমন করেন এবং ১৯০০-এ বিচারকের পদ লাভ করেন। আলিপুর সেসন জজ হইয়া তিনি প্রসিদ্ধ মুরারিপুকুর বোমার মোকদ্দমার বিচার করেন। তাঁহার বিচারে অরবিন্দ ঘোষ এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন। ১৯১২-এ তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

বীটপাল—(৯ম শতাব্দী)। বাঙ্গালী চিত্র-শিল্পী। পিতা ধীমান্‌। তিনিও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। ধর্ম্মপাল ও দেবপাল নামক রাজার সময়ে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। ভাস্কর-হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

বীতহব্য—হৈহয় রাজ্যের রাজা ['দিবো-দাস' ও 'প্রতর্দ্দন' দ্রঃ]।

বীরবল, রাজা—১। সম্রাট্‌ আকবরের সভাকবি ও প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক। পূর্ব্ব নাম মহেশদাস। 'রাজা' উপাধি লাভ করিবার পর পঞ্চ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া তিনি ইউসুফজাই-বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া নিহত হন। তাঁহার জন্মস্থান ছিল কাল্পী এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ২। সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম।

বীরবাহু—রাবণের পুত্র। রামের সহিত যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয় (রাম)।

বীরভদ্র—দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে ক্রুদ্ধ মহাদেবের ছিন্ন জটা হইতে তাঁহার উদ্ভব হয় এবং তিনি দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন (ভাগ)।

বীর হাম্বীর—বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের রাজা। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার নাম রাখেন 'শ্রীচৈতন্যদাস'। তিনি শ্রীকালাচাঁদ-বিগ্রহ স্থাপন করেন। পূর্ব্বে তিনি বড় অত্যাচারী রাজা ছিলেন। পদাবলী-সাহিত্যে তাঁহার রচিত দুইটি পদ পাওয়া যায়।

বীরেশ্বর পাঁড়ে—(১৮৪২—১৯১১)। শিক্ষাব্রতী। জন্মস্থান যশোহর জেলার কামরা গ্রাম। পিতার নাম মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট্‌ আকবরের সময়ে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে মোহনচন্দ্র চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণাদি শিক্ষা করেন। তিনি নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু এবং সুসাহিত্যিক ছিলেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তিনি লীলাবতী বা গণিতবিজ্ঞান নামক পুস্তক রচনা করেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' কাব্যের প্রতিবাদ হিসাবে তিনি 'ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত'-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রণীত বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক আছে। তিনি অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়াছেন। মানবতত্ত্ব গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ রচনা করিয়া তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করেন। কাশীতে শিবমন্দির স্থাপন ও 'ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্ত্তব্য বিচার' নামে পুস্তক রচনা তাঁহার অন্যতম কাজ।

বুথ, "জেনারেল" উইলিয়াম (Booth, "General" William)—(১৮২৯—১৯১২)। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক। তিনি ১৮৭৮-এ খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক সঙ্ঘ গঠন করিয়া ঐ সঙ্ঘকেই পরে Salvation Army (মুক্তিফৌজ) নাম দিয়া তাহার সেনাপতি হন।

বুদ্ধদেব—(?—৫৪৪ বা ৪৮৬ ?)। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। পুরাণমতে তিনি বিষ্ণুর নবম অবতার। তিনি শাক্যবংশে কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। কপিলবস্তুর নিকটে লুম্বিনি (বর্ত্তমান নেপালের অন্তর্গত রুম্মিন-দেঈ) গ্রামের উদ্যানে ভূমিষ্ঠ হন। মাতা মায়া দেবী। বিমাতা ও মাতৃষ্বসা গৌতমী তাঁহাকে লালনপালন করেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। পত্নীর নাম যশোধরা। পুত্রের নাম রাহুল। তাঁহার বাল্যনাম সিদ্ধার্থ, গৌতম ও শাক্যসিংহ। কথিত আছে, একদা ভ্রমণকালে একটি রোগী, একটি বৃদ্ধ ও একটি মৃতদেহ দেখিয়া তিনি ব্যথিত হন এবং মানবের এইরূপ কর্ম্মভোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে পুত্র, পত্নী প্রভৃতির মায়া কাটাইয়া ২৯ বৎসর বয়সে সংসারত্যাগী হন। প্রথমে তিনি বৈশালী নগরীর অড়ার পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে গিরিগুহাবাসী রুদ্রক মুনির

শিষ্য হন। পরে তিনি বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার নিকটে উরুবিল্ব নামক স্থানে যাইয়া কঠোর তপস্যা করেন। পরে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ-মূলে গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া পরতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া 'বুদ্ধ' নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার মতে অহিংসা, পরোপকার প্রভৃতি সচ্চেষ্টা দ্বারা আত্মোৎকর্ষ লাভ করিয়া নির্ব্বাণ-প্রাপ্তিই মানবের পরমার্থ। তিনি রাজগৃহে গমন করিলে রাজা বিম্বিসার ও তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহার শিষ্য হন। পরে তাঁহার পত্নী, পুত্র প্রভৃতিও তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কুশী নগরে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়।

বুদ্ধদেব বসু—(জন্ম ১৯০৮)। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি। জন্মস্থান কুমিল্লা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজীতে এম্. এ. পাশ করিয়া তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলিকাতায় তিনি কিছুকাল সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ—সব রচনাতেই তিনি সিদ্ধ-হস্ত। তিনি ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁহার রচিত 'এরা ও ওরা' অশ্লীলতার অভিযোগে একদা বাজেয়াপ্ত হয় (১৯৩৩)। 'অসূর্য্যম্পশ্যা', 'সাড়া', 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'সমুদ্রতীর', 'বন্দীর বন্দনা', 'মনের মত মেয়ে', 'তুমি কি সুন্দর', 'ক্ষণিকের বন্ধু' ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। 'কবিতা ভবন' নামে তিনি একটি প্রকাশনী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা।

বুধ—গ্রহবিশেষ। চন্দ্রের ঔরসে বৃহস্পতি-পত্নী তারার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। তিনি চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ।

বৃত্র—শিব-বরে অজেয় দৈত্যবিশেষ। তাঁহার পত্নীর নাম ঐন্দ্রিলা। তিনি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে দেবগণ ব্রহ্মার উপদেশে দধীচি মুনির নিকট গমন করেন। দধীচি স্বীয় দেহপাত করিলে তাঁহার অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক বজ্র নির্ম্মিত হয় এবং ইন্দ্র তাহার দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন (পদ্ম, ভারত)।

বৃন্দা—১। শ্রীরাধার সখী। তিনি শ্রীরাধার বার্ত্তা লইয়া মথুরায় কৃষ্ণসকাশে গমন করিয়াছিলেন। ২। 'জলন্ধর' দ্রঃ।

বৃন্দাবন দাস, ঠাকুর—(১৫০৭—১৬০৯)। প্রসিদ্ধ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থ-প্রণেতা। জন্ম হালিসহরের নতিগ্রাম। তিনি বর্দ্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে বাস করিতেন। আদি নিবাস শ্রীহট্ট। পিতার নাম বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র, মাতা শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য। 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল ১৫৩৫ (?)। বইটির নাম প্রথমে 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল, পরে উহার নাম 'চৈতন্যভাগবত' হয়। 'নিত্যানন্দ-বংশ-বিস্তার', 'চৈতন্যলীলামৃত', 'ভক্তিচিন্তামণি', 'ভজন-নির্ণয়' ইত্যাদি তাঁহার প্রণীত পুস্তক। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার রচিত ৩০টি পদ আছে।

বৃষকেতু—কর্ণের পুত্র। মাতার নাম পদ্মাবতী। একাদশীর পারণার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া কর্ণের নিকট তাঁহার মাংস প্রার্থনা করিলে কর্ণ ও তাঁহার পত্নী বৃষকেতুর মস্তক ছেদন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে তিনি পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হন (ভারত)।

বৃষপর্ব্বা—দৈত্যরাজ্। শর্ম্মিষ্ঠার পিতা (ভারত)।

বৃষভানু—শ্রীরাধার পিতা (ভাগ)।

বৃষ্ণি—যদুবংশীয় অনমিত্রের পুত্র (ভাগ)।

বৃহদ্বল—সূর্য্যবংশীয় রাজা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তিনি অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন (ভারত)।

বৃহদ্রথ—মগধের রাজা। তিনি কাশীরাজের যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন। চণ্ডকৌশিক নামে ঋষির প্রদত্ত ফল খাইয়া তাঁহার দুই পত্নী যে সন্তান প্রসব করেন, তাহার নাম হয় জরাসন্ধ (ভারত) ['জরাসন্ধ' দ্রঃ]।

বৃহন্নলা—ছদ্মবেশী অর্জ্জুন ['অর্জ্জুন' দ্রঃ]।

বৃহস্পতি—দেবগুরু। অঙ্গিরা তাঁহার পিতা। তিনি 'বৃহস্পতি-সংহিতা' প্রণয়ন করেন। পত্নী তারার গর্ভে তাঁহার কচ ও ভরদ্বাজ নামে দুই পুত্র হয়। চন্দ্র তাঁহার পত্নীকে হরণ করিলে তিনি দেবগণের সাহায্যে যুদ্ধায়োজন করেন। কিন্তু ব্রহ্মা আসিয়া তারাকে প্রত্যর্পণ করিলে তিনি শান্ত হন।

বেকন, ফ্রান্সিস (Bacon, Francis)—(১৫৬১—১৬২৬)। সুবিখ্যাত ইংরাজ রাজনীতিক ও লেখক। পিতা সার নিকোলাস বেকন। আইন-ব্যবসায়ে তিনি লিপ্ত ছিলেন ও পরে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন (১৫৮৪)। তিনি অতঃপর অ্যাটর্নি-জেনারেল (১৬১৩) ও লর্ড চ্যান্সেলার (১৬১৮) হন। ঘুষ লওয়া ও অন্যান্য অপরাধে পরে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইলে তিনি বন্দী হন। বাকী জীবন সাহিত্যে ও দর্শনশাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করেন। 'The Advancement of Learning', 'Novum Organum', 'Essays' ইত্যাদি তাঁহার বিখ্যাত রচনা।

বেকন, রোজার (Bacon, Roger)—(? ১২১৪—১২৯৪)। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তিনি ফ্রায়ার বেকন ('Friar Bacon) নামেও পরিচিত। তিনি অতসী কাচ, বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র এবং বারুদের ন্যায় একপ্রকার পদার্থের উদ্ভাবক। বাষ্পীয় পোত এবং দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল। ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রের জনক বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করা হয়। তিনিই প্রথম অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুঝিয়া লইবার উপর বিশেষ জোর দেন।

বেকার, বেঞ্জামিন (Baker, Sir Benjamin)—(১৮৪০—১৯০৭)। বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার। মিশরের আস্যুয়ান (Assouan) বাঁধ, স্কটল্যাণ্ডের ফোর্থ (Forth) সেতু (সার জন ফাউলারের সহযোগে) এবং 'সেন্ট্রাল লণ্ডন টিউব রেলওয়ে' নির্ম্মাণ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বেকার, স্যামুয়েল হোয়াইট (Baker, Sir Samuel White)—(১৮২১—১৮৯৩)। পর্য্যটক ও লেখক। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৯ পর্য্যন্ত তিনি সিংহলে ছিলেন এবং ঐ দ্বীপ সম্বন্ধে দুইখানি মনোরম পুস্তক লিখেন। ১৮৬০ হইতে ১৮৬৯ পর্য্যন্ত তিনি মধ্য-আফ্রিকাদেশে পরিভ্রমণ করেন এবং আলবার্ট নায়েঞ্জা-নামক হ্রদ আবিষ্কার করেন। ১৮৬৬-এ তিনি 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৯-এ দাস-ব্যবসায় রোধ করিবার জন্য তিনি সৈন্যসহ মধ্য-আফ্রিকায় গমন করেন। মিশরের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে ঐ দেশের গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করেন।

বেকেট, টমাস (Becket, Thomas)—(১১১৮—১১৭০)। ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদ্ ধর্ম্মযাজক। রাজা দ্বিতীয় হেন্‌রী তাঁহাকে ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ নিযুক্ত করেন। ১১৬৪-এ রাজার সঙ্গে বিরোধের ফলে আত্মরক্ষার্থ তাঁহাকে ফ্রান্সে গমন করিতে হয়। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। কথিত আছে, রাজার আদেশে চারিজন 'নাইট' তাঁহাকে গির্জ্জার মধ্যে হত্যা করিয়াছিল।

বেটোভেন (Beethoven, Ludwig von)—(১৭৭০—১৮২৭)। সুবিখ্যাত সুরকার। জার্ম্মানীর বন সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সুর-শিল্প জগদ্বিখ্যাত। তিনি বিখ্যাত বাদক ও গীত-রচয়িতা মোজার্টের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

বেডেন-পোয়েল (Baden-Powell, Lord)—(১৮৫৭—১৯৪১)। 'Boy Scout' আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। ১৯০৮-এ তিনি ইহার প্রবর্ত্তন করেন।

বেণ—অঙ্গরাজের পুত্র। মাতার নাম সুনীথা। তিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্ম গ্রহণ ও স্বরাজ্যে পূজাদি নিষেধ করিলে

ব্রাহ্মণগণ কুশদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ বাহু হইতে পৃথুর উৎপাদন করেন ও তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করেন (হরি. ভাগ)।

বেণ্টলী, জন (Bentley, John)—উনবিংশ শতাব্দীর জনৈক শ্রেষ্ঠ ইংরাজ প্রাচ্য-ভাষাবিৎ ও গণিতবিৎ। তিনি 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত'কে অতি আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহার যথেষ্ট প্রতিবাদ হয়। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। 'হিস্টরিক্যাল ভিউ অব হিণ্ডু এস্ট্রনমি' এবং 'প্রিন্সিপ্যাল্ এরাজ এণ্ড্ ডেট্‌স্ অব দি এন্‌শ্যেণ্ট হিণ্ডুজ' তাঁহার প্রণীত দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

বেন্টিঙ্ক, লর্ড উইলিয়াম (Bentinck, Lord William)—(১৭৭৪—১৮৩৯)। ভারতের প্রসিদ্ধ গভর্ণর-জেনারেল (১৮২৮—১৮৩৫)। পূর্ব্বে তিনি মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন। রাজকোষে অর্থাভাব হওয়াতে তিনি অধিকাংশ লাখেরাজ সম্পত্তির উপর কর নির্দ্ধারণ করেন, শাসনব্যয় দেড়কোটি টাকা কমাইয়া দেন এবং মালবে উৎপন্ন অহিফেনের উপর শুল্ক স্থাপন করেন। কর্ণেল স্লীমানের সহকারিতায় তিনি ঠগী দস্যুদিগকে দমন করেন। তিনি আইন করিয়া সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, উড়িষ্যাবাসীর ধরিত্রীদেবীর উদ্দেশ্যে নরবলি এবং রাজপুত-দিগের কন্যানিধন প্রভৃতি কুপ্রথা রহিত করেন। ১৮৩৫-এ কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ তিনি স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ লেখক মেকলে তাঁহার আইন-সচিব ছিলেন এবং সমাজ-সংস্কার বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। কুর্গ ও কাছাড় রাজ্য অধিকার, মহীশূরের উচ্ছৃঙ্খল রাজাকে বৃত্তিদান করিয়া অপসারণ ভিন্ন দেশীয় রাজার সহিত তাঁহার আর কোন সংঘর্ষ হয় নাই। তাঁহার সময় প্রভিন্সিয়াল কোর্ট উঠিয়া যায় এবং কয়েকটি জেলা লইয়া যে এক একটি বিভাগ গঠিত হয়, তাহাতে এক একজন রেভিনিউ কমিশনার নিযুক্ত হন।

বেতালভট্ট—রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' ও 'নীতিপ্রদীপ'-নামক গ্রন্থ দ্বয় তাঁহার প্রণীত।

বেথুন (Bethune, John Elliot Drinkwater)—(১৮০১—১৮৬২)। সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী। প্রথমে তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টার ছিলেন। পরে বড়লাটের আইন-সচিব হইয়া তিনি ভারতে আসেন। তিনি শিক্ষা-সমিতির সভাপতি হইয়া এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে মন দেন এবং 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। কালে উহাই 'বেথুন কলেজে' রূপান্তরিত হয়।

বেদবতী—মহারাজ কুশধ্বজের কন্যা। শুম্ভ-নামক দৈত্যের হস্তে কুশধ্বজ নিহত হইলে তিনি বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার আশায় তপস্যা আরম্ভ করেন। রাবণ তাঁহার উপর বলপ্রয়োগ করিতে চাহিলে তিনি চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করেন এবং জন্মান্তরে রাবণের ধ্বংসের কারণ সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন (রাম)।

বেনেট, আর্নল্ড (Bennett, Enoch Arnold)—(১৮৬৭—১৯৩১)। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক। কিছুকাল তিনি 'Woman' পত্রিকা সম্পাদন করেন। তাঁহার 'The Old Wives' Tales', 'A Man from the North' প্রভৃতি পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য।

বেন্থাম, জেরিমি (Bentham, Jeremy)—(১৭৪৮—১৮৩২)। বিখ্যাত রাজনীতি-শাস্ত্রবিদ্ ও দার্শনিক। যে কাজ সবচেয়ে বেশীসংখ্যক লোকের সবচেয়ে বেশী মঙ্গল আনে সেই কাজই ভাল (the greatest happiness of the greatest number) এই নীতি প্রচার করিয়া তিনি বিখ্যাত হন। তাঁহার প্রচারিত নীতিকে Utilitarianism বা উপযোগবাদ বলে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহারই ভাবশিষ্য। তাঁহার লিখিত 'A Fragment on Government', 'Introduction to the Principles of Morals and Politics' পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য।

বেফিন, উইলিয়াম (Baffin, William)—(১৫৮৪—১৬২২)। বিখ্যাত নাবিক ও আবিষ্কর্তা। উত্তর আমেরিকা ও গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যস্থিত সমুদ্রপথটি তিনি আবিষ্কার করেন বলিয়া ঐ উপসাগরের নাম 'বেফিন উপসাগর' হইয়াছে।

বেয়ার্ড (Baird, John L.)—(১৮৮৮—১৯৪৬)। টেলিভিসন যন্ত্রের উদ্ভাবক। ১৯২৩-এ তিনি তাড়িতের সাহায্যে চিত্র প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি Alexander Palaceএ ১৯৩৬-এ একটি 'Television Station' প্রতিষ্ঠা করেন।

বেরিং, এমিল ফোন (Behring, Emil von)—(১৮৫৪—১৯১৭)। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক। তিনি ষ্টাস্‌বার্গে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। ডিপ্‌থিরিয়া ও যক্ষ্মা রোগের নূতন চিকিৎসা-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

বেরিং, ভিটাস (Behring, Vitus)—(১৬৮০—১৭৪১)। ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ নাবিক ও আবিষ্কারক। রুশিয়ার নৌবিভাগে চাকুরী করিবার সময়ে তিনি বেরিং প্রণালী আবিষ্কার করেন।

বেল, আলেক্‌জাণ্ডার গ্র্যাহাম (Bell, Alexander Graham)—(১৮৪৭—১৯২২)। টেলিফোনের আবিষ্কারক। এডিনবরায় জন্ম। শারীরবিদ্যার অধ্যাপক-রূপে তিনি আমেরিকায় গমন করেন। তিনি 'ফটোফোন'-নামক যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। বধিরদের শিক্ষার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৮৭৬-এ তিনি যে যন্ত্রটির উদ্ভাবন করেন, টেলিফোন যন্ত্র তাহারই পরিণতি।

বেল, চার্লস্ (Bell, Sir Charles)—(১৭৭৪—১৮৪২)। বিখ্যাত শরীরগঠন-তত্ত্ববিদ্। সংজ্ঞাবহা (sensory) ও চেষ্টাবহা (motor) বাতনাড়ীর বিশিষ্ট কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি বহু তথ্য আবিষ্কার করেন।

বেলক (Belloc, Joseph Hilaire Pierre)—(জন্ম ১৮৭০)। সাহিত্যিক। ফরাসীদেশে জন্ম। অক্সফোর্ড বেলিয়ল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ে রচনা আছে। 'The Path to Rome' তাঁহার একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। 'Cautionary Tales' (কবিতা), 'A Change in the Cabinet' (উপন্যাস), 'The Four Men' (অপরূপ ভ্রমণ-কাহিনী), 'Nothing', 'Something', 'Everything' (প্রবন্ধ) তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

বেলজনি, জিওভ্যানি (Belzoni, Giovanni B.)—(১৭৭৮—১৮২৩)। বিখ্যাত আবিষ্কারক। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বাস করিতেন। তিনি প্রথমে নীলনদের জল উত্তোলন কার্য্যের জন্য মিশর সরকারের অনুমতি লইতে মিশরে গমন করেন। অতঃপর তিনি মিশরের প্রাচীন বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত হন।

বেলশাজার (Belshazzar)—ব্যাবিলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। প্রাচীরগাত্রে লেখা হইতে তাঁহার ধ্বংসের কথা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারা গিয়াছিল। ব্যাবিলন ধ্বংসের সময় তিনি নিহত হন (৫৩৮ খৃঃ পূঃ)।

বেল, হেনরী (Bell, Henry)—(১৭৬৭—১৮৩০)। ইংরাজ আবিষ্কারক। ১৭৯১-এ বাষ্পচালিত জাহাজের উদ্ভাবন করিয়া তিনি 'কমেট'-নামক জাহাজে গ্লাসগো হইতে গ্রীকে গমন করেন।

বেলিয়ল, জন (Baliol, John)—(১২৪৯—১৩১৫)। স্কটদেশীয় রাজা। তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের সিংহাসন দাবী করিয়া রবার্ট ব্রুসের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এড্‌ওয়ার্ড তাঁহার স্বপক্ষে মত দেন। মাত্র চারি বৎসর রাজত্বের পর তিনি এড্‌ওয়ার্ড কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হন।

বেলেরোফোন (Bellerophon)—ইফিরিয়ার রাজা গ্রকাসের পুত্র। বেলেরাসকে হত্যা করিয়া তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন। মিনার্ভার সাহায্যে তিনি কিমীরাকে পরাভূত করেন। পেগাসাসের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বর্গগমনকালে তিনি জুপিটার কর্তৃক ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া অন্ধ হন (গ্রীক পুঃ)।

বেলোনা (Bellona)—গ্রীক দেবতা। মার্সের ভগিনী। তিনি যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পিতা ফরুসিস্, মাতা সিটো (গ্রীক পুঃ)।

বেশান্ত, মিসেস অ্যানি (Besant, Mrs. Annie)—(১লা অক্টোবর, ১৮৪৭—১৯৩৩)। ভারতহিতৈষিণী ইংরাজ রমণী ও ব্রহ্মবাদিনী। পিতার নাম উইলিয়ম পেজ্ উড। ২০ বৎসর বয়সে রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক বেশান্তের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। কিন্তু বিবাহের ৫ বৎসর পরেই তিনি বিবাহসূত্র ছিন্ন করিয়া ব্রাড্লাফ সাহেবের সহিত মিলিত হন এবং নাস্তিকমত ও সাধারণতন্ত্রবাদ অবলম্বন করেন। পরে ম্যাডাম ব্লাভাস্কি-প্রণীত 'সিক্রেট্ ডক্‌ট্রিন' নামক পুস্তকের অনুবাদ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া পুনরায় তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস আসে এবং তিনি ম্যাডাম ব্লাভাস্কির শিষ্যা হন ও তাঁহার সমর্থিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিতে থাকেন। তিনি কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৯৮)। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তাঁহার যথেষ্ট প্রচেষ্টা ছিল। ১৯০৭-এ কর্ণেল অলকটের মৃত্যুর পরে তিনি থিয়জফিক্যাল্ সোসাইটির সভাপতি হন এবং 'থিয়জফিষ্ট'-নামক মাসিক পত্রের সম্পাদনা করিতে থাকেন। 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে আর একখানি পত্রও তিনি সম্পাদন করিতেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতির আসন লাভ করেন (১৯১৭)।

বেসেমার (Bessemer, Sir Henry)—(১৮১৩—১৮৯৮)। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। গলিত লৌহ হইতে ইস্পাত তৈয়ারী করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি যশস্বী হন। এইরূপে ইস্পাত তৈয়ারী করিবার প্রণালীকে 'বেসেমার' প্রণালী বলে।

বেহুলা—মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরের পত্নী। সায় সদাগর তাঁহার পিতা ['লখিন্দর' দ্রঃ]।

বৈরাম খাঁ—(?—১৫৬১)। মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনের বন্ধু ও পরে নাবালক সম্রাট্ আকবরের অভিভাবক। তিনি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন এবং হিমুকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া হত্যা করেন। পরে বিদ্রোহী হইয়া তিনি বন্দী হন। আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া ও বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া মক্কায় প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে মুবারিক খাঁ লোহানি কর্তৃক তিনি নিহত হন (১৫৬১)।

বৈশম্পায়ন, বৈশাম্পায়ন—ব্যাসদেবের শিষ্য। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে তিনি মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন (ভারত)। একদা ব্রহ্মবধ-জনিত পাপ মোচনের জন্য তিনি শিষ্যগণকে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বলিলে শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাহা অস্বীকার করিয়া তাঁহার অধ্যাপিত বেদমন্ত্র সকল তিত্তিরপক্ষিরূপে বমন করিয়া দেন। তাহাই অন্য শিষ্যগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া 'তৈত্তিরীয়' উপনিষদ্' নামে খ্যাত হয় (বিষ্ণু, বায়ু)।

বোকাচিও, জিওভানি (Boccaccin, Giovanni)—(১৩১৩—১৩৭৫)। প্রসিদ্ধ ইতালীয় গ্রন্থকার। তাঁহাকে উপন্যাস-রচনার জনক বলা হয়। তাঁহার লিখনভঙ্গী অতি সুন্দর ছিল। 'Decameron' তাঁহার একখানি বিখ্যাত পুস্তক। শেক্‌স্পীয়র হইতে কীট্‌স্ পর্য্যন্ত অনেক লেখক ও কবি তাঁহার রচনা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

বোথা, লুই (Botha, Louis)—(১৮৬২—১৯১৯)। বুয়র-যুদ্ধের প্রসিদ্ধ সেনাপতি। তিনি ১৯০৭-এ ট্রান্সভালের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং ১৯১০-এ দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্য লইয়া যুদ্ধে যোগদান করেন এবং আফ্রিকার জার্ম্মান রাজ্যের অধিকাংশ জয় করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যে শান্তি-সজ্ঞ হয়, তিনি সেই কমিটিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন।

বোনাপার্ট—'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট' দ্রঃ।

বোপদেব—(৭-৮ম শতক)। 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ প্রণেতা। তাঁহার পিতা ভিষক্ কেশব বগুড়া জেলার মহাস্থানের অধিবাসী ছিলেন। কাহারও মতে তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। মতান্তরে তিনি দেবগিরিরাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষ ও ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বাল্যে জড়বুদ্ধি ছিলেন। পরে অধ্যবসায়গুণে পরম পণ্ডিত হন। তিনি 'মুগ্ধবোধ', 'বোপদেব-শতক', 'সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ', 'কাব্যকামধেনু', 'হরিলীলা', 'শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বোমণ্ট, ফ্রান্সিস (Beaumont, Francis)—(১৫৮৪—১৬১৬)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ নাট্যকার। জন ফ্লেচারের সহযোগিতায় তিনি 'The Woman Hater', 'The Maid's Tragedy' এবং 'The Knight of the Burning Pestle' প্রভৃতি নাটক প্রণয়ন করেন।

বোয়াডিসিয়া (Boadicea)—ইংলণ্ডের রাণী। তিনি ব্রিটনদিগকে রোমকদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া রোমকদিগকে পরাজিত করেন। ৬১ খৃঃ সুইটোনিয়াস পলিনিয়াস কর্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

বোরিয়াস (Boreas)—উত্তর-পূর্ব্ব বায়ুর দেবতা। পিতা অ্যাষ্ট্রিয়াস, মাতা অরোরা। তিনি অরিথাইয়াকে হরণ করিয়া থ্রেশদেশের হিমাস পর্ব্বতে লইয়া যান (গ্রীক পুঃ)।

বোলিন, অ্যান—'অ্যান বোলিন' দ্রঃ।

বোস্তামী, বায়েজিদ—বিশিষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারক। মধ্য এসিয়ার বোস্তাম নামক স্থানে জন্ম। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হইয়া শিক্ষকের নিকট জানিলেন যে, আল্লার এবং জনকজননীর সেবা করাই মানুষের পরমধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম তিনি আজীবন নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র তাঁহার গুরু। একদা এক দুষ্ট যুবক বাদ্যযন্ত্র দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করাতে যন্ত্রটি ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি তাহাকে কিছু না বলিয়া পরদিন ঐ যুবককে বাদ্যযন্ত্রের মূল্য এবং তাহার সঙ্গে কিছু মিষ্টান্ন প্রদান করেন। ৪০ বৎসর তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

ব্যাকাস (Bacchus)—রোমকদের মদ্য-দেবতা। গ্রীক নাম ডাইওনিসাস। পিতা জুপিটার, মাতা সেমেলি। থিসিউস অ্যারিয়াড্‌নিকে পরিত্যাগ করিলে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন। তিনি যখন মাতৃ-গর্ভে, তখন বিদ্বেষপরায়ণা জুনো তাঁহার মাতাকে হত্যা করিলে তিনি পিতা কর্তৃক রক্ষিত ও ইনো কর্তৃক প্রতিপালিত হন (বৈদে পুঃ)।

ব্যাঙ্ক্‌স্, জোজেফ (Banks, Sir Joseph)—(১৭৪৩—১৮২০)। বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানবিদ্। ১৭৬৮-এ ক্যাপ্টেন কুক যখন দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করেন, সেই সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডলে শুক্রগ্রহের গতি দর্শন করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক অনেক মূল্যবান্ সংগ্রহ রাখিয়া গিয়াছেন।

ব্যাটেন, জিন (Batten, Jean)—(জন্ম ১৯১০)। বিখ্যাত মহিলা-বৈমানিক। তিনি ছয় বৎসর বিমান শিক্ষা করেন। ১৯৩৬-এ তিনি দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বিমানে চড়িয়া দক্ষিণ অতলান্তিক পার হন ও ১৯৩৬-এ ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া একাকী বিমানে করিয়া গিয়া পূর্ব্বের সকল

রেকর্ড ভঙ্গ করেন। অবশ্য এই রেকর্ড পরে অন্যে ভাঙ্গিয়াছিলেন।

ব্যাড়ি—গুণাঢ্যের সমসাময়িক বিন্ধ্যাচলবাসী পণ্ডিত। তিনি একখানি সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন।

ব্যান্টিং, ফ্রেডারিক গ্র্যান্ট (Banting, Frederick Grant)—(১৮৯১—১৯৪১)। বিখ্যাত চিকিৎসক ও ইনসুলিনের আবিষ্কারক। আমেরিকার কানাডাদেশে জন্ম। তিনি বহুমূত্র-রোগের এক অভিনব চিকিৎসা-প্রণালী (Insulin treatment) আবিষ্কার করেন।

ব্যারি, জেম্‌স্ ম্যাথু (Barrie, Sir James Matthew)—(১৮৬০—১৯৩৭)। সুবিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক। প্রথম জীবনে তিনি সাংবাদিক ছিলেন। নাট্যকাররূপে তাঁহার সবচেয়ে মৌলিক গ্রন্থ 'Quality Street' (১৯০১)। পরে 'Peter Pan' লিখিয়া তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হন। 'Sentimental Tommy', 'My Lady Nicotine', 'Peter and Wendy' তাঁহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ব্যারেন্ট্‌জ্, উইলেম (Barents, Willem)—ওলন্দাজ আবিষ্কারক। সাগর-পথে উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কারের জন্য তিনি তিনবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থকাম হন। তাঁহার নাম অনুসারে নোভায়া জেম্‌লিয়ার উত্তরাংশকে 'ব্যারেন্ট্‌জ্ ল্যাণ্ড' বলে এবং আর্কটিক সমুদ্রের এক অংশকে 'ব্যারেন্ট্‌জ্ সী' বলে।

ব্যালফুর, আর্ল অব (Balfour, Earl of)—(১৮৪৮—১৯৩০)। সুবিখ্যাত ইংরাজ রাজনীতিক। তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯০২—৫)। প্রথমে তিনি কিছুকাল আয়ার্ল্যাণ্ডের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯১৭-এ তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং ঐ রাজ্যের কংগ্রেসে বক্তৃতা দেন। যুদ্ধশান্তির জন্য তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৯২১—১৯২২-এ ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে (Washington Conference) তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া যান। ১৯২২-এ তিনি 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন। 'Defence of Philosophic Doubt' ও 'Foundations of Belief' তাঁহার লিখিত পুস্তক।

ব্যালবোয়া, ভাস্কো নুনেজ ডি (Balboa, Vasco Nunez de)—(১৪৭৫—১৫১৭)। স্পেনীয় আবিষ্কারক। মেক্সিকো-বিজেতা কর্টেজের সঙ্গী। ১৫১৩-এ তিনিই ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন।

ব্যাসদেব—মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ-প্রণেতা এবং বেদবিভাগকর্তা মুনি। তিনি কৃষ্ণদ্বীপে ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধার (সত্যবতী) গর্ভে পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদ্বীপে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার নাম কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন এবং বেদ বিভাগ করাতে তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। তাঁহার ঔরসে বিচিত্রবীর্যের পত্নীদ্বয়ের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর এবং দাসীগর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। তাঁহার বরে সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বিবরণ বলেন। তাঁহারই যোগপ্রভাবে কুরুস্ত্রীগণ যুদ্ধের পর মৃত আত্মীয়গণকে দেখিতে পায়। তিনি গণেশকে মহাভারত লিখিতে আমন্ত্রণ করিলে গণেশ বলেন যে, কোন সময়ে তাঁহার লেখা বন্ধ হইলে তিনি আর লিখিবেন না এবং না বুঝিয়া কিছুই লিখিবেন না। এইজন্য ব্যাসদেব মহাভারতের স্থানে স্থানে ব্যাসকূট নামে দুর্বোধ্য শ্লোক সকল রচনা করিয়াছেন (ভারত)।

ব্যোমকেশ মুস্তোফী—(১৮৬৮—১৯১৬)। প্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফীর পুত্র। তিনি 'তপস্বিনী' ও 'ভারত'-নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বিশ্বকোষ'-সঙ্কলনে নগেন্দ্রনাথ বসুকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদকরূপে তিনি ইহার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯১—৩রা অক্টোবর, ১৯৫২)। সুবিখ্যাত গবেষক-লেখক সাহিত্যিক। জন্মস্থান হুগলী বালীকাঠগড়া লেনের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা উমেশচন্দ্র। তিনি বাল্য ও কৈশোর কায়ক্লেশে হুগলীতে কাটান। ব্যাণ্ডেলের এক কন্‌ভেন্ট স্কুলে মাইনর পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি চুঁচুড়া ইউনাইটেড্ ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশনের এণ্ট্রান্স স্ট্যাণ্ডার্ডের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েন। পরে উহা ছাড়িয়া কলিকাতায় টাইপরাইটিং শেখেন ও উহার ছয় মাসের মধ্যেই চাকরী পান। ১৯০৮—২৮ তিনি কলিকাতার বিভিন্ন আফিসে প্রথমে টাইপিষ্ট ও পরে ষ্টেনোগ্রাফার হইয়া কাজ করেন। তারপর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৯২৯)। গবেষণামূলক রচনার জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তিনি সম্পাদক ছিলেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' প্রভৃতি তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম. এ, পি-এইচ. ডি., ডি. এস্-সি.—(১৮৬৪—১৯৩৮)। সুবিখ্যাত দার্শনিক। ১৮৮৪-এ তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. উপাধি লাভ করেন এবং কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৮৯৯-এ তিনি রোমের International Congress of Orientalists সভাতে ভারতীয় শাখার উদ্বোধন করেন এবং পরে ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি বহুকাল মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। তাঁহার আদর্শ চরিত্রের জন্য দেশবাসী তাঁহাকে "আচার্য্য" বলিয়া অভিহিত করে।

ব্রহ্মগুপ্ত—শ্রীচাপবংশীয় রাজা শ্রীব্যাগার-মুখের সময়কার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ৬২৮-এ তিনি 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত'-নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন।

ব্রহ্মদত্ত—প্রাচীন রাজা। তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও পবিত্রস্বভাব ছিলেন। একদা গৌতম নামে কালরূপী ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে অতিথি হন। রাজা তাঁহাকে যে খাদ্য দেন, তাহাতে মাংস মিশ্রিত ছিল। এই কারণে রাজাকে তিনি গৃধ্র হইবার শাপ দেন। পরে রাজার অপরাধ অজ্ঞানতাপ্রসূত জানিয়া তিনি বলেন যে, রামচন্দ্র তাঁহাকে স্পর্শ করিলেই তিনি শাপমুক্ত হইবেন (রাম)।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—(১৮৬১—১৯০৭)। বিখ্যাত সাংবাদিক ও দেশ-সেবক। পিতা দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মস্থান কলিকাতা। বাল্যনাম ভবানীচরণ। প্রথমে তিনি কেশবচন্দ্রের শিষ্য হন। পরে সিন্ধু দেশে গমন করিয়া পাদ্রীদের সঙ্গে মিশিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'Twentieth Century' প্রভৃতি কয়েকখানি সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন। ইউরোপের নানাস্থানে তিনি বেদান্ত-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঞ্চানন তর্করত্নের উপদেশে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় তিনি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং দেশসেবায় যোগ দেন। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-কালে তিনি 'সন্ধ্যা'-নামক দৈনিক পত্র বাহির করেন।

ব্রহ্মা—জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রলয়ের শেষে ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে প্রলয়ের অন্ধকার দূর হয় ও কারণবারিতে সৃষ্টিবীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া সুবর্ণময় অণ্ডের উৎপত্তি হয়। ঐ অণ্ড বিভক্ত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীর উৎপত্তি হয় এবং তাহার ভিতর হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। সাবিত্রী তাঁহার পত্নী এবং দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তাঁহার কন্যা। মরীচি, অত্রি,

অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ তাঁহার এই দশজন মানসপুত্র সৃষ্টিকার্য্যের জন্য আদিষ্ট হন এবং নারদ অস্বীকৃত হইয়া তাঁহার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মানন্দ, স্বামী—(২১শে জানুয়ারি, ১৮৬৩—১২ই এপ্রিল, ১৯২২)। বিখ্যাত সন্ন্যাসী ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সভাপতি। পূর্ব্ব নাম রাখালচন্দ্র ঘোষ। সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার নাম হয় ব্রহ্মানন্দ। জন্ম বসিরহাট মহকুমার শিকরা-কুলীন গ্রামে। পিতা আনন্দমোহন ঘোষ। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় ট্রেনিং একাডেমীতে ভর্ত্তি হন (১৮৭৫) এবং এইখানে বিবেকানন্দের (তখন নরেন্দ্রনাথ) সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বিবাহের পর তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিতে থাকেন। এইভাবে তাঁহার সন্ন্যাসজীবনের সূচনা হয়। সঙ্ঘ গঠন করিয়া বিবেকানন্দই তাঁহাকে সঙ্ঘনায়কের পদ দেন। পুরী ও ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মানন্দ জীবনের অনেক সময় কাটান। পুরীতে তিনি মঠ স্থাপন করেন।

ব্রাইট, জন (Bright, John)—(১৮১১—১৮৮৯)। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ও বক্তা। তাঁহার চেষ্টায় ইংলণ্ডে অবাধ-বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন হয়।

ব্রাউনিং, এলিজাবেথ ব্যারেট (Browning, Elizabeth Barrett)—(১৮০৬—১৮৬১)। ইংরাজ মহিলা কবি। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা লিখিবার অভ্যাস ছিল। ১৮৪৬-এ কবি রবার্ট ব্রাউনিংএর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। 'Sonnets from the Portuguese', 'The Cry of the Children' এবং 'Aurora Leigh' প্রভৃতি কাব্য ও কবিতা-গ্রন্থ তাঁহার লিখিত।

ব্রাউনিং, রবার্ট (Browning, Robert)—(১৮১২—১৮৮৯)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। ১৮৪৬-এ তিনি এলিজাবেথ ব্যারেট নামে মহিলা কবিকে বিবাহ করেন। 'Christmas Eve', 'Man and Woman', 'Pippa Passes', 'Pauline', 'Dramatis Personae' প্রভৃতি কাব্য তাঁহার রচিত। মনস্তত্ত্বমূলক কবিতা লিখিবার জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল।

ব্রিজেস রবার্ট (Bridges Robert Seymour)—(১৮৪৪—১৯৩০)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। ১৯১৩-এ তিনি ইংলণ্ডের রাজকবি হন। তাঁহার বহু কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'The Testament of Beauty' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

ব্রুটাস, মার্কাস জুনিয়াস (Brutus, Marcus Junius)—(৮৫—৪২ খৃঃ পূঃ)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি সীজারের অন্যতম সহকারী। গৃহযুদ্ধে (৪৯ খৃঃ পূঃ) তিনি পম্পের সঙ্গে যোগদান করেন এবং কার্মেলিয়ার যুদ্ধের পর সীজার তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তাহা হইলেও গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তনের আশায় তিনি সীজারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা সীজারকে হত্যা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রুটাস অন্যতম। পরে অক্টেভিয়ান ও অ্যান্টনির সঙ্গে ফিলিপির (৪২ খৃঃ পূঃ) যুদ্ধে ব্রুটাস আত্মহত্যা করেন। কেটোর কন্যা পোর্শিয়া তাঁহার পত্নী ছিলেন।

ব্রুটাস, লুসিয়াস জুনিয়াস (Brutus, Lucius Junius)—প্রাগৈতিহাসিক যুগের রোমের প্রথম কন্‌সাল। টার্কুইনিয়াস সুপার্বাস, লুক্রেশিয়া নামে রমণীর সতীত্বনাশ করিলে তিনি রোম হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া রোমে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। টার্কুইন আধিপত্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করাতে তিনি নিজ পুত্রদ্বয়কে হত্যা করেন।

ব্রুস, রবার্ট (Bruce, Robert)—(১২৭৪—১৩২৯)। প্রথমে তিনি ক্যারিকের আর্ল (জমিদার) ছিলেন। পরে স্কট্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-যুদ্ধে যোগ দিয়া তিনি ১৩০৬-এ স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা হন। ১৩১৪-এ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি জয়ী হন। ১৩২৮-এ ইংল্যাণ্ড স্কট্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে।

ব্রুস্টার, ডেভিড (Brewster, Sir David)—(১৭৮১—১৮৬৮)। স্কট্‌ল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। তিনি 'Edinburgh Encyclopædia' সম্পাদন করেন।

ব্রেনান, লুই (Brennan, Louis C. B.)—(১৮৫৩—১৯৩২)। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হিসাবে তাঁহার নাম খ্যাত। তাঁহার আবিষ্কৃত টর্পেডোর জন্য তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে ১১০,০০০ পাউণ্ড প্রাপ্ত হন। তিনি 'Gyroscope Railway'রও উদ্ভাবক।

ব্র্যাগ, উইলিয়াম হেনরী (Bragg, Sir William Henry)—(১৮৬২—১৯৪২)। রসায়ন ও পদার্থশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক। তিনি পুত্রের সহিত একযোগে পদার্থশাস্ত্রে 'নোবেল প্রাইজ' পান (১৯১৫)। তিনি অধ্যাপকরূপে অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন। ১৯১৫-এ তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। ১৯২৩-এ তিনি রসায়নশাস্ত্রের ফুলারিয়ান (Fullerian) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'এক্স-রে'-নামক কিরণের পরিমাপের প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করেন। স্ফটিকের গঠন সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেন।

ব্র্যাড্‌ম্যান, ডোনাল্ড জি (Bradman, Donald G.)—(জন্ম ১৯০৯)। অষ্ট্রেলিয়াবাসী বিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড়। তিনি সিড্‌নীর নিকটবর্ত্তী কুটামুণ্ডা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় টিমে খেলিয়া তিনি বাল্যকালে একটি ইনিংসে ৩০০ রান করেন। নিউ সাউথ ওয়েলস-এর হইয়া খেলিয়া তিনি 'নট-আউট' অবস্থায় ৪৫২ রান করেন। ১৯৩০-এ টেস্ট ম্যাচ খেলায় ৫টি খেলার মধ্যে ৪টিতে যথাক্রমে তিনি ১৩১, ২৫৪, ৩৩৪ ও ২৩২ রান করেন। ১৯৩০-এ লীডস-এ ৩৩৪ রান করেন। ১৯৩৫—৩৭, ১৯৩৮ এবং ১৯৪৬—৪৭-এ তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় এবং ১৯৪৮-এ ইংলণ্ডের কাপ্তেন নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৮-এ মে মাসে দ্বিতীয়বার তিনি হাজার রান লাভ করেন। ১৯৪৭-এ তিনি একশততম সেঞ্চুরী করেন। শেষবারের জন্য তিনি ১৯৪৮-এ খেলেন। তাঁহার দল কখনও পরাজিত হয় নাই। তিনি ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ম্যাচ ক্রীড়ার সমালোচক হন (১৯৫৩)। কোম্পানীর কাগজের ও শেয়ারের তিনি দালালি করেন।

ব্লকম্যান, হেন্‌রী ফার্ডিনাণ্ড (Blockmann, Henry Ferdinand)—প্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ এবং আর্বী ও ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি ড্রেস্‌ডেন নগরের এক মুদ্রাকরের পুত্র। সৈন্যবিভাগে চাকুরী লইয়া তিনি ভারতে আসেন এবং ক্রমে আর্বী ও ফার্সী শিক্ষা করিয়া কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপক হন। ১৮৬১-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্. এ. উপাধি লাভ করেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্ববিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি 'The Prosody of the Persians' প্রণয়ন করেন এবং 'আইন-ই-আকবরী'র ইংরাজী অনুবাদ প্রভৃতি প্রকাশ করেন।

ব্লুচার (Blucher, Field-Marshal L. von)—(১৭৪২—১৮১৯)। প্রুশিয়ার বিখ্যাত সেনাপতি। তিনি বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের সহযোগে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

ব্লেক, উইলিয়াম (Blake, William)—(১৭৫৭—১৮২৭)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার কিছু ছিল না। তিনি অল্পবয়সেই এক খোদাইকরের নিকটে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হন। 'Poetical Sketches' নামে পুস্তকে তাঁহার প্রথম

কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে। তাহাতেই তাঁহার মরমী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'Songs of Innocence' (১৭৮৯) নামে কাব্যগ্রন্থে তিনি নিজেই ছবি আঁকিয়াছেন। 'Songs of Experience' তাঁহার আর একখানি অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ। পূর্ব্বের গ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থখানির বিশেষ পার্থক্য আছে। 'Tiger! Tiger! burning bright' নামে কবিতাটি শেষোক্ত পুস্তকের অন্তর্গত। শেষ জীবনের কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি সুন্দর গীতিকবিতা আছে।

ব্লেক, রবার্ট (Blake, Robert)—(১৫৯৯—১৬৫৭)। ক্রমওয়েলের প্রসিদ্ধ নৌসেনানী। তিনি জার্সি ও সিসিল দ্বীপ অধিকার করেন এবং ওলন্দাজগণের সহিত কয়েকবার যুদ্ধ করেন। ১৬৫৭-এ তিনি টেনেরিফের নিকট স্পেনীয় নৌবাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন।

ব্লেরিও, লুই (Bleriot, Louis)—(১৮২৭—১৯৩৬)। ফরাসী বৈমানিক। তিনি সর্ব্বপ্রথম ৩১ মিনিটে ক্যালে হইতে ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়া বিমানযোগে ডোভারে যান (২৫শে জুলাই, ১৯০৯)।

ব্ল্যাক প্রিন্স (Black Prince)—(? ১৩৪০—১৩৭৬)। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের পুত্র। তিনি অতিশয় সাহসী ছিলেন এবং মাত্র ষোল বৎসর বয়সে ১৩৫৬-এ ১২০০০ সৈন্য লইয়া পইটিয়ার্সের যুদ্ধে ফরাসীদিগের ৬০০০০ সৈন্যকে পরাজিত করেন।

ব্ল্যাকমুর, রিচার্ড ডডরিজ (Blackmore, Richard Doddridge)—(১৮২৫—১৯০০)। ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও কবি। 'Lorna Doone', 'Clara Vaughan', 'Springhaven' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহার রচিত।

ব্ল্যাভাস্কি (Blavatsky, Helena Petrovna)—(১৮৩১—১৮৯১)। সুবিখ্যাত ব্রহ্মবাদী। জন্মস্থান রুশিয়া। ১৭ বৎসর বয়সে এক বৃদ্ধের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং কিছুকাল পরে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। তিনি ভারত পর্য্যটন করিয়া ১৮৭৩-এ আমেরিকায় উপস্থিত হন এবং কিছুকাল প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিয়া কর্ণেল অলকটের সহযোগিতায় 'থিয়জফিক্যাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে অবস্থান করেন। তাঁহার অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখিয়া বহু লোক তাঁহার শিষ্য হয়। ১৮৮৭-এ তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া 'Lucifer the Light Bringer'-নামক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'Secret Doctrine', 'Isis Unveiled' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

ভ

ভগৎ সিং—সুবিখ্যাত শহীদ্। জাতিতে তিনি পাঞ্জাবী ছিলেন। 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা'য় তিনি বটুকেশ্বর দত্তের সহিত জড়িত হইয়া পড়েন (১৯২৯)। ১৯৩০-এ তাঁহার ফাঁসী হয়।

ভগদত্ত—কামরূপের রাজা। পিতা নরকরাজের নিকটে প্রাপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্রপ্রভাবে তিনি সকলের অজেয় ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সময় আট দিন যুদ্ধ করিয়া তিনি অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে তিনি অর্জ্জুনের উপর বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিফল করেন। শেষে অর্জ্জুনের হস্তেই তিনি নিহত হন (ভারত)।

ভগবান্ দাস, রাজা—মোগল সম্রাট্ আকবরের সময়ের এক রাজপুত রাজা। পিতা অম্বররাজ বিহারী মল্ল। তিনি আকবরের সহিত নিজ ভগিনীর বিবাহ দিয়া তাঁহার অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা মানসিংহ তাঁহার দত্তকপুত্র ছিলেন।

ভগীরথ—দিলীপের পুত্র ও অংশুমানের পৌত্র। কপিলশাপে ভস্মীভূত সগরপুত্রগণের উদ্ধারের জন্য তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। এই কারণে গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী (রাম) ['অংশুমান্' দ্রঃ]। ভগীরথ অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর অর্থ দান করিতেন (ভারত)।

ভট্টনারায়ণ—আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম এবং কৃষ্ণনগরের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। তিনি সংস্কৃত 'বেণীসংহার' নামে প্রসিদ্ধ নাটকের রচয়িতা।

ভট্টি—প্রসিদ্ধ 'ভট্টিকাব্যে'র ('রাবণ-বধ' মহাকাব্য) রচয়িতা। এই নামধারী একাধিক পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ভরত মল্লিকের মতে রাজা ভর্তৃহরি আর ভট্টি এক ব্যক্তি। ভট্টির পিতার নাম শ্রীধর স্বামী। জন্মের পরই তাঁহার মাতা মারা যান ও পিতা সংসারত্যাগী হন। অতঃপর বলভীর রাজা ধরসেন তাঁহাকে পালন ও শিক্ষাদান করিয়া নিজপুত্রগণের শিক্ষার্থ নিযুক্ত করেন। কথিত আছে, একদা তিনি ফটকের এক পার্শ্বে থাকিয়া অন্য পার্শ্বে অবস্থিত ছাত্রগণকে পড়াইতেছেন এমন সময়ে একটি হস্তী গুরু ও শিষ্যগণের মধ্যস্থান দিয়া চলিয়া গেল। এই অশুভ ব্যাপারে তিনি এক বৎসর পর্য্যন্ত বেদাঙ্গ-স্বরূপ পাণিনি-ব্যাকরণের অধ্যাপনা স্থগিত রাখিয়া পাণিনিসূত্রের উদাহরণ-মূলক প্রসিদ্ধ 'ভট্টিকাব্য' রচনা করিয়া রাজকুমারদিগকে শিক্ষাদান করেন।

ভট্টোজী দীক্ষিত—পাণিনি-ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ বৃত্তিকার। পিতা লক্ষ্মীধর সূরি, পুত্র ভানুজী দীক্ষিত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলিকে তিনি নূতনভাবে সাজাইয়া তাহার 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' নাম প্রদান করিয়াছেন। তিনি সমুদয়ে ৩৪ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার 'প্রৌঢ়মনোরমা', 'আহ্নিক-কারিকা', 'অশৌচ-নির্ণয়', 'তিথি-নির্ণয়', 'ধাতুপাঠ', 'মাস-নির্ণয়', 'লিঙ্গানুশাসন সূত্রবৃত্তি' প্রভৃতি পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভদ্রকালী—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। দক্ষযজ্ঞে দেবীর ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তিনি দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন।

ভদ্রা—১। শ্রীকৃষ্ণের পত্নীবিশেষ। ২। কাক্ষীবানের কন্যা ও ব্যুষিতাশ্বের পত্নী। ৩। সূর্য্যের কন্যা। তাঁহার জননীর নাম ছায়া।

ভবদেব ভট্ট—১। প্রসিদ্ধ মৈথিলী পণ্ডিত। পিতা কৃষ্ণদেব মিশ্র। তিনি 'পাতঞ্জল সূত্রে'র একজন ভাষ্যকার। তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। ২। রাঢ়দেশীয় প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত (অন্য নাম বালবলভীভুজঙ্গ)। তিনি রাজা হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গোবর্দ্ধন। তিনি জন্মস্থানে বহু জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দির ও বিন্দু সরোবর তাঁহার কীর্ত্তি। তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ' নামে একখানি এবং দশবিধ সংস্কার বিষয়ক একখানি পুস্তক রচনা করেন।

ভবভূতি, শ্রীকণ্ঠ—(৮ম শতক)। সংস্কৃত ভাষার প্রসিদ্ধ নাট্যকার। পিতা নীলকণ্ঠ, পিতামহ গোপাল ভট্ট, মাতা জাতুকর্ণী; জন্মস্থান দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদর্ভ প্রদেশের পদ্মপুর নগর। সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞাননিধি নামক এক পণ্ডিতের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। পরে নিজে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধি লাভ করেন। ভবভূতি কনোজরাজ যশোবর্ম্মন্-এর সভাকবি ছিলেন এবং পরে কাশ্মীরের রাজা

ললিতাদিত্যের সভাকবি হইয়াছিলেন। 'গৌড়বহ' কাব্যপ্রণেতা কবি বাক্‌পতিরাজ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'মালতীমাধব', 'বীরচরিত' এবং 'উত্তরচরিত'-নামক তিনখানি নাটক পাওয়া যায়। ঐগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

ভবানন্দ—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত রায় রামানন্দের পিতা ['রামানন্দ রায়' দ্রঃ]।

ভবানন্দ মজুমদার—কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা ভট্টনারায়ণের বংশজাত রামচন্দ্র। বাল্যে সংস্কৃত ও আর্বী ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি নবাব সরকারে কানুনগোর পদ লাভ করেন এবং মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রতাপাদিত্যের দমনের জন্য আগত মানসিংহের সৈন্য ঝড়-বৃষ্টিতে বিপন্ন হইলে তিনি আহার্য্য প্রদান করিয়া সৈন্যদিগের প্রাণরক্ষা করেন এবং তাহাতেই প্রীত হইয়া সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বাঙ্গালার চতুর্দ্দশ পরগণার ফরমান প্রদান করেন (১৬০৬)। পরে তিনি মাটীয়ারি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

ভবানন্দ রায়—ঢাকা জেলার দোহারের প্রসিদ্ধ রায়বংশের পূর্ব্বপুরুষ। তিনি আকবরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার সময় হইতে দোহারে দুর্গোৎসব চলিতেছে।

ভবানী বনিক্—বর্দ্ধমান জেলার সাতগেছে গ্রামের কবিওয়ালা। তিনি জাতিতে গন্ধবণিক্ ছিলেন। তিনি বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা নিতাই দাসের সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার প্রতিযোগিতা হইত এবং এই প্রতিযোগিতাকে 'বাঘ মহিষের লড়াই' বলা হইত। তিনি সখীসংবাদবিষয়ক এবং ভক্তিমূলক বহু মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

ভবানী, রাণী—(১৮ শতক)। নাটোরের জমিদার রামকান্তের পত্নী। পিতা রাজসাহী (বর্ত্তমান বগুড়া) জেলার ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরী, মাতা কস্তুরী দেবী। ১১৫৩ বঙ্গাব্দে ৩২ বৎসর বয়সে স্বামী মারা গেলে তিনি বার্ষিক দেড় কোটি টাকা আয়ের বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হন। তিনি সাধারণ হিন্দু বিধবার ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। দানে এবং মন্দির ও পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় তিনি ৫০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছেন। তিনি অনেক সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা তারা বালবিধবা হইয়া মায়ের নিকটে অবস্থান করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহার বাহারবন্দ নামক জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া কান্তবাবুকে প্রদান করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র মহাসাধক রামকৃষ্ণ তাঁহার জীবিতকালেই মারা যান। ৭৯ বৎসর বয়সে বড়নগরে রাণী ভবানীর মৃত্যু হয়। কাশীর ভবানীশ্বর শিব, দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুণ্ড, পঞ্চক্রোশী রাস্তা, বড়নগরের ভবানীশ্বর-মন্দির এবং বহু ধর্ম্মশালা তিনি স্থাপন করিয়াছেন এবং বহু পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন।

ভরত—১। অযোধ্যার রাজা দশরথের কৈকেয়ী-গর্ভজাত পুত্র। তিনি ভ্রাতৃভক্তি ও সাধুতার আদর্শ। পত্নী রাজর্ষি জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী, পুত্র তক্ষ ও পুষ্কর। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন এবং পিতার মৃত্যুর সময় তিনি নন্দীগ্রামে মাতুলালয়ে ছিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অযোধ্যাবাসিগণ সহ চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন, কিন্তু শেষে রামচন্দ্রের উপদেশে নন্দীগ্রামে সিংহাসন রাখিয়া তাহার উপর রামচন্দ্রের পাদুকা রাখেন এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন করেন। রামচন্দ্র বনবাস হইতে অযোধ্যায় ফিরিলে তিনি তাঁহাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেন। রাম সরযূতে দেহ-বিসর্জ্জন করিলে তিনিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন (রাম)। ২। চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের পুত্র। শকুন্তলা তাঁহার জননী ['শকুন্তলা' দ্রঃ]। তিনি বিদর্ভরাজের তিন কন্যাকে বিবাহ করেন। পিতার স্বর্গগমনের পরে তিনি রাজ্যলাভ করেন। তাঁহারই শাসিত দেশ 'ভারতবর্ষ' নামে খ্যাত (ভারত)। ৩। রাজা প্রিয়ব্রতের বংশজাত জনৈক রাজা। জন্মান্তরে তাঁহার নাম ছিল জড়ভরত (তাহা দ্রঃ)।

ভরত মল্লিক—বিখ্যাত সংস্কৃত টীকাকার ও বৈয়াকরণ। পিতার নাম গৌরাঙ্গ মল্লিক। তিনি ১৭৫৮ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকের মধ্যে 'মুগ্ধবোধ', 'ভট্টিকাব্য', 'কিরাতার্জ্জুনীয়', 'নলোদয়' ও 'কুমারসম্ভবে'র টীকা এবং 'উপসর্গবৃত্তি' ও 'দ্রুতবোধ ব্যাকরণ' সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভরদ্বাজ—১। সুপ্রসিদ্ধ মুনি। বৃহস্পতির ঔরসে তিনি জন্মলাভ করেন। তাঁহার জন্ম হইলে বৃহস্পতির ভ্রাতৃপত্নী মমতা বৃহস্পতিকে বলেন যে, ভরস্ব (পালন কর) দ্বাজম্ (জারজ)। এই জন্য তাঁহার 'ভরদ্বাজ' নাম হয়। পরে ভরদ্বাজ রাজা ভরতের গৃহে প্রতিপালিত হন (বিষ্ণু, বায়ু)। ২। ভরদ্বাজের এক পুত্র দ্রোণ ['দ্রোণাচার্য্য' দ্রঃ]।

ভর্তৃহরি—'শৃঙ্গারশতক', 'নীতিশতক' ও 'বৈরাগ্যশতক' নামে তিনটি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বিক্রমাদিত্যের পিতা গন্ধর্ব্বসেনের দাসীপুত্র। কিছুকাল উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়া পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং তিনটি গ্রন্থের রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন ভর্তৃহরিরই সংক্ষিপ্ত নাম ভট্টি। পতঞ্জলির পাণিনি মহাভাষ্যের 'বাক্যপ্রদীপ' নামক টীকা তাঁহার রচিত ['ভট্টি' দ্রঃ]।

ভল্টেয়ার (Voltaire, Francois Marie Arouet de)—(১৬৯৪—১৭৭৮)। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক ও লেখক। তাঁহার প্রথম রচনা ফ্রান্সের তৎকালীন শাসনকর্তৃপক্ষ মোটেই পছন্দ করেন নাই বলিয়া তিনি ১৭২৬—১৭২৮ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন। সেখানে তিনি কয়েকখানি নাটক প্রণয়ন করেন। ফ্রান্সে পুনরাগমন করিয়া তিনি 'Philosophical Letters'-নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহা প্রকাশ করিয়া তিনি ফ্রান্সের ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন। ফ্রান্সের একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা Marquise du Chatelet তাঁহার দুর্গে তাঁহাকে বাস করিতে অনুরোধ করেন। পনর বৎসরকাল সেইস্থানে থাকিয়া ভল্টেয়ার 'Discourses on Man', 'Essay on the Morals and Spirit of Nations' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। 'ফ্রেডারিক দি গ্রেট'-এর আমন্ত্রণে তিনি বার্লিনে গমন করিয়া ১৭৫০—১৭৫৩ পর্য্যন্ত তথায় বাস করেন।

ভাণ্ডারকর, রামকৃষ্ণ গোপাল—(?—১৯১৫)। দাক্ষিণাত্যের স্বনামধন্য অধ্যাপক। পিতা বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর। সংস্কৃত ও ইংরাজীতে এম্. এ. পাশ করিয়া তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। পরে তিনি গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন (১৮৮৫) এবং পর বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ভিয়েনা কংগ্রেসে প্রেরিত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য মনোনীত হন (১৮৮৭)। কয়েক বৎসর পরে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক ও দাক্ষিণাত্যের একখানি পুরাবৃত্তও রচনা করিয়াছিলেন।

ভাতখণ্ডে, বিষ্ণুনারায়ণ—(১৮৬০—১৯৩৬)। সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। বোম্বাই-এর নিকটবর্ত্তী বালকেশ্বর-নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। বাল্যকাল হইতেই তিনি অপূর্ব্ব সঙ্গীত-প্রতিভা প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ ও ১৮৮৭-এ যথাক্রমে তিনি বি. এ. ও আইন

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি প্রথমে করাচীতে পরে বোম্বাইএ ওকালতী করেন। বি. এ. পাশ করিয়া তিনি শেঠ বল্লভদাসের নিকট সেতার বাদন শিক্ষা করেন। পরে তিনি 'গায়ান উত্তেজক মণ্ডল'-নামক সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন এবং রাওজিবোয়া বেলবাগকারের নিকট ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন। তিনি উন্নতপ্রণালীর বিশেষ সঙ্গীতধারা ও স্বরলিপির প্রবর্ত্তক। তাঁহারই চেষ্টায় বরোদায়, দিল্লীতে, কাশীতে ও লক্ষ্ণৌতে যথাক্রমে ১৯১৫, ১৯১৮, ১৯১৯ ও ১৯২৫—২৭-এ নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। তিনি 'অষ্টোত্তর শততাল-লক্ষণম্', 'অভিনব-তালমঞ্জরী' প্রভৃতি বহু সঙ্গীতগ্রন্থের সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সঙ্গীতগ্রন্থের রচনা ও প্রচারকল্পে একটি ট্রাস্ট গঠন করিয়া গিয়াছেন।

ভানুমতী—১। ভোজরাজের কন্যা ও বিক্রমাদিত্যের পত্নী। তিনি যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। এইজন্য যাদুবিদ্যার কৌশল-প্রদর্শনকে ভানুমতীর খেলা বলা হয়। **২**। দুর্য্যোধনের পত্নী। তাঁহার গর্ভে লক্ষ্মণ নামে পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে কন্যার জন্ম হয় (ভারত)। **৩**। যদুবংশীয় ভানুর কন্যা। তিনি নিকুম্ভ নামক দৈত্য কর্তৃক হৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া সহদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন (ভাগ)।

ভাম সাহ—প্রসিদ্ধ রাজপুতবীর প্রতাপ-সিংহের বৃদ্ধ মন্ত্রী। দারুণ অর্থাভাবে প্রতাপ মোগল সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া দেশত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া নিজের সারা জীবনের ও পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত বিপুল অর্থ প্রতাপকে দান করেন।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর—(১৭১২—১৭৬০)। সুবিখ্যাত কবি। পৈতৃক নিবাস ভুরশিট পরগণায় পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রাম। তাঁহারা মুখুজ্জে বামুন, জমিদার বংশ। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ, মাতা ভবানী। অল্প-বয়সে তিনি ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করেন এবং দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুনসীর আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষা করেন। এইখানেই তাঁহার কবিজীবনের সূচনা। রামচন্দ্রের অনুরোধে তিনি দুইটি ছোট সত্যনারায়ণ পাঁচালী লিখিলেন। ঘর ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব্বেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ঘরে ফিরিয়া বিষয়কর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের ইজারা-তালুক খাস করিয়া লইলেন। বর্দ্ধমানে উহা নাকচ করাইতে আসিয়া তিনি কারারুদ্ধ হন। পরে পলাইয়া কটকে ও পরে পুরীতে যান। এবার তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৈরাগীর বেশে বৃন্দাবনের পথ ধরিলেন। পথে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি শ্বশুরবাড়ী হইয়া ঘরে ফিরিলেন। কিছুকাল পরে আবার গৃহত্যাগ করিলে ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করেন। সেই স্থান হইতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে রাজসভার সভাকবি করেন এবং মুলাজোড়ে জায়গা-জমি দিয়া তাঁহাকে স্থিত করাইলেন। তাঁহার আদেশেই কবি 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'অন্নদা-মঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' শ্রবণে প্রীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে 'রায় গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। তিনি 'রসমঞ্জরী'-নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভারবি—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' নামে প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ তাঁহার প্রণীত। অর্থগৌরব তাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভার্জিনিয়া (Virginia)—রোমক সুন্দরী। পিতা ভার্জিনিয়াস লিউসিয়াস। তাঁহার সৌন্দর্য্যে রোমক ম্যাজিষ্ট্রেট এপিয়াস ক্লডিয়াস প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। এপিয়াস ক্লডিয়াস তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিলে ভার্জিনিয়ার পিতা নিজে ভার্জিনিয়াকে হত্যা করিয়া তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করেন।

ভার্জিল (Virgil)—(খৃঃ পূঃ ৭০—১৯)। বিখ্যাত রোমীয় কবি। বিখ্যাত 'ইনিড' কাব্য তাঁহার রচিত। তাঁহার অন্য দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Georgics' ও 'Ecloges'। প্রথম জীবনে তিনি কৃষক ছিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার ভূমি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে তিনি দেশত্যাগী হইয়াছিলেন।

ভার্টাম্নাস (Vertumnus)—ঋতুর (বিশেষতঃ বসন্ত) ও তৎকালে উৎপাদিত ফল-পুষ্পের অধিদেবতা। তিনি পমোনার প্রণয়ী ছিলেন (গ্রীক পুঃ)।

ভার্ডি (Verdi)—(১৮১৩—১৯০১)। ইতালীর বিখ্যাত গীত-রচয়িতা। 'Ernani', 'Aida' ইত্যাদি তাঁহার লিখিত প্রসিদ্ধ গীতিনাট্য।

ভার্নে, জুলে (Verne, Jules)—(১৮২৮—১৯০৫)। ইউরোপের জনপ্রিয় অদ্ভুত গল্প-লেখক। 'Five Weeks in a Balloon', 'Twenty Thousand Leagues under the Sea' এবং 'Round the World in Eighty Days' প্রভৃতি গল্পপুস্তক লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

ভাল্কান (Vulcan)—ধাতুদ্রব্যশিল্পি-গণের ও অগ্নির দেবতা। পিতা জুপিটার, মাতা জুনো। তিনি আগ্নেয়গিরিরূপ কর্ম্ম-শালায় বসিয়া দেবগণের জন্য বর্ম্ম প্রস্তুত করেন। তাঁহার গ্রীক নাম হেফেস্টস (বৈদে পুঃ)।

ভাস—(? চতুর্থ শতক)। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার। তিনি কালিদাসের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। তিনি দশখানি নাটক প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা' শ্রেষ্ঠ। ভাস রচিত নাটকগুলিতে গ্রন্থকারের কোনো নাম নাই।

ভাস্কর পণ্ডিত—(১৭শ-১৮শ শতক)। সু-বিখ্যাত মারাঠা সেনাপতি। তিনি নাগপুর-রাজ রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান ছিলেন। নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর সময়ে তিনি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন এবং জগৎশেঠের আড়াই কোটি টাকা লুণ্ঠন করেন। আলীবর্দ্দি দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহের শরণাপন্ন হইলে সম্রাটের অনুরোধে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও চেষ্টা করিয়া কিছুকালের জন্য ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁহার বর্গীবাহিনীকে নিবৃত্ত রাখেন। পরে রঘুজী এবং পেশোয়ার মধ্যে গোলযোগ নিষ্পত্তির পর ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় বাঙ্গালা দেশে লুণ্ঠন আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষে আলীবর্দ্দির কৌশলে গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হন।

ভাস্করাচার্য্য—(? ১১১৪)। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। দাক্ষিণাত্যের বীজ্জলবীড় গ্রামে জন্ম হয়। পিতা মহেশ দৈবজ্ঞ। তিনি 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার বিদুষী কন্যা লীলাবতীর নামে এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের নাম দেন 'লীলাবতী'। 'গোলাধ্যায়'-নামক গ্রন্থে তিনি পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

ভাস্করানন্দ, স্বামী—(১৮৩৩—১৮৯৯)। সুপ্রসিদ্ধ সাধক ও যোগী। জন্মস্থান কানপুর জেলার মৈথিলীপুর গ্রাম। গার্হস্থ্য নাম মতিরাম। ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তিনি নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া উজ্জয়িনীতে গমন করেন এবং তথায় এক অধ্যাপকের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৮৬০-এ তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভাস্করানন্দ নাম গ্রহণ করেন এবং কিছুকালের জন্য মৌনী হইয়া থাকেন। সহিষ্ণুতা অভ্যাসের জন্য তিনি অনাবৃত মস্তকে রৌদ্রে ভ্রমণ করিতেন। সন্ন্যাসের পর কিছুকাল তিনি হরিদ্বারে অবস্থান করিয়া গীতা ও উপনিষদ্ পাঠ করেন এবং পরে কাশীধামে আমরণ বেদান্ত চর্চ্চা করেন। বহু খ্যাতনামা ভারতীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

ভাস্কো ডা গামা (Vasco da Gama)—(১৪৬০—১৫২৪)। সুপ্রসিদ্ধ পোর্ত্তুগীজ

নাবিক। তিনি ১৪৯৭-এ পোর্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন নগর হইতে সমুদ্রযাত্রা সুরু করেন। ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি একাদশ মাস সাগরের উপরে থাকেন। অতঃপর আফ্রিকার দক্ষিণস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া তিনি ১৪৯৮-এ ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে পৌছান। তিনি কালিকটের জামোরিন উপাধিধারী রাজার নিকট হইতে ভারতে ব্যবসায় করিবার জন্য এক সনন্দ-পত্র লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৫২৪-এ তিনি পুনরায় কালিকটে আগমন করেন এবং তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন।

ভিক্টর ইমান্যুয়েল, ২য় (Victor Emmanuel II)—(১৮২০—১৮৭৮)। সার্ডিনিয়ার রাজা। তিনি ১৮৪৯ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত সার্ডিনিয়ার রাজা ছিলেন। পরে সার্ডিনিয়ার সেনেটের নির্দ্ধারণ অনুসারে তিনি ১৮৭০-এ ইটালীর রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালেই ইটালীর রাজ্যসমূহ সম্মিলিত হয়। ইতিহাসে ইহাই Unification of Italy (ইটালীয় ঐক্য) বলিয়া খ্যাত।

ভিক্টর হিউগো—'হিউগো, ভিক্টর' দ্রঃ।

ভিক্টোরিয়া, অ্যালেক্‌জেণ্ড্রিনা (Victoria, Alexandrina)—(১৮১৯—১৯০১)। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধা রাণী। পিতা এড্‌ওয়ার্ড (ডিউক অব কেণ্ট), মাতা ভিক্টোরিয়া লুইসা। পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়ম নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৮৩৭)। তিন বৎসর পরে প্রিন্স অ্যালবার্টের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে তিনি ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৬১-এ তাঁহার পতিবিয়োগ হয়। ১৮৭৭-এ তিনি 'ভারতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ করেন। পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডে সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ উন্নতি হয়। বুয়র-যুদ্ধ, ভারতীয় সিপাহী-বিদ্রোহ, ক্রিমিয়া-যুদ্ধ তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভিটাস, সেণ্ট (Vitus, St.)—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর রোমান ক্যাথলিক সাধু। তিনি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেন। ১৫ই জুন তাঁহার স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে তাঁহার ভক্তগণ এই বিশ্বাসে নৃত্য করে যে, এই নৃত্যের ফলে এক বৎসরকাল দেহ নীরোগ থাকিবে। ইহা হইতেই স্নায়বিক ব্যাধিবিশেষের নাম হইয়াছে 'Vitus dance'.

ভীম, ১ম—(রাজত্বকাল ১০২২—১০৬৪)। গুজরাটের বিখ্যাত রাজা। তিনি চৌলুক্য বংশের প্রথম পরাক্রান্ত রাজা। তিনি অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে পরমাররাজ ভোজকে পরাজিত করেন। কিন্তু সুলতান মামুদ যখন সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন, তখন তাঁহাকে বাধা দিতে পারেন নাই।

ভীম ভবানী—(১২৯৮—১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। প্রকৃত নাম ভবেন্দ্র। পিতা কলিকাতার বীডন ষ্ট্রীটনিবাসী উপেন্দ্রনাথ সাহা। প্রায় ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ও দুর্ব্বল বলিয়া সকলের উপহাসের পাত্র ছিলেন। পরে দর্জ্জিপাড়ার ক্ষেতু বাবুর আখড়ায় ব্যায়াম করিয়া তিনি বিপুল শক্তি সঞ্চয় করেন এবং রসরাজ অমৃতলালের নিকট 'ভীম ভবানী' নাম লাভ করেন। নানাস্থানে সার্কাস দেখাইয়া তিনি ১২০টি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করেন। তিনি তিনখানি মোটর গাড়ী রোধ করিতে পারিতেন ও বুকের উপর বিশাল হস্তী ধারণ করিতে পারিতেন।

ভীমসেন—দ্বিতীয় পাণ্ডব। পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে পবনদেবের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অযুত হস্তীর বল ধারণ করিতেন। দুর্য্যোধন বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্য তাঁহার অস্ত্রগুরু। তাঁহার গদা-শিক্ষার গুরু বলরাম। তিনি দুর্য্যোধন-নির্ম্মিত জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া জননী ও ভ্রাতৃগণকে নিজে বহন করিয়া পলায়ন করেন। হিড়িম্ব ও বক নামক রাক্ষস তাঁহার হস্তে নিহত হয়। হিড়িম্বভগিনী হিড়িম্বাকে তিনি বিবাহ করেন। ঐ হিড়িম্বার গর্ভে মহাবল ঘটোৎকচের জন্ম হয়। কৃষ্ণ কর্তৃক আক্রান্ত উর্ব্বশীসহ পলায়মান রাজা দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে তিনি জরাসন্ধকে নিহত করেন। পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্বান্ত হইলে ও দ্রৌপদী সভা-মধ্যে লাঞ্ছিতা হইলে তিনি দুঃশাসনের রক্ত-পান ও দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। বনবাসকালে তিনি বক, হিড়িম্ব, কিম্মীর প্রভৃতি রাক্ষসকে নিহত করেন এবং দ্রৌপদীহরণকারী জয়দ্রথের লাঞ্ছনা করেন। বিরাটভবনে বল্লভ নামে সূপকাররূপে অবস্থানকালে তিনি দ্রৌপদীর অবমাননাকারী কীচকের প্রাণনাশ করেন। বিরাটরাজ্য আক্রমণকারী ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা তাঁহার নিকট পরাজিত হন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভোগের পর তিনি তাঁহার সঙ্গে মহাপ্রস্থান করিয়া অতিভোজন পাপে সশরীরে স্বর্গগমনে অক্ষম হইয়া সুমেরু-শিখরে পতিত হন (ভারত)।

ভীষ্ম—রাজা শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জন্ম। পূর্ব্বজন্মে দ্যু-নামক বসু ছিলেন; বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীকে হরণ করিয়া বশিষ্ঠশাপে তিনি মানবজন্ম প্রাপ্ত হন। প্রকৃত নাম দেবব্রত। পিতা ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধার রূপে মুগ্ধ হইলে তিনি ধীবররাজের নিকট গমন করিয়া নিজে চিরকুমার থাকিবেন ও রাজ্যের দাবী করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পিতার সহিত মৎস্যগন্ধার বিবাহ দেন। এই সময় তাঁহার নাম হয় ভীষ্ম এবং পিতার বরে ইচ্ছামৃত্যু হন। পরে মৎস্যগন্ধার পুত্র বিচিত্রবীর্য্য এবং তাঁহার বংশধরগণের রক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন। কাশীরাজের কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ করিয়া শেষোক্ত দুইজনকে বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দেন ['অম্বা' দ্রঃ]। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তিনি কৌরবপক্ষের সর্ব্ব-প্রথম সেনাপতি ছিলেন। দশম দিবসে অর্জ্জুন স্বীয় রথাগ্রে শিখণ্ডীকে স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করাতে ভীষ্ম নপুংসকের শরীরে অস্ত্রাঘাত হইবার ভয়ে বাণনিক্ষেপে বিরত হন এবং শরবিদ্ধ হইয়া রথ হইতে পতিত ও শরশয্যায় শয়িত হন। পিতৃবরে মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল বলিয়া উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন। সে সময় তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশাবলী প্রদান করেন (ভারত)।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়—সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। জন্ম কলিকাতায়। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ। ১৯২৬-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিছুকাল তিনি পণ্ডিচেরীতে ছিলেন। বয়স ৪৪ বৎসর।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১৮৪২—১৯১৬)। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম দক্ষিণ-বারুইপুর শাসন গ্রামে। তিনি বাল্যে মিশনারী স্কুলে পড়েন। অতঃপর বারুইপুর সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলে কিছুকাল শিক্ষক নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মাতৃভাষায় গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি 'পরিদর্শক', 'সোমপ্রকাশ', 'সংবাদ-প্রভাকর' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন। 'সংবাদ-প্রভাকরে'র তিনি সহকারী সম্পাদক হন। 'বসুমতী' সাপ্তাহিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিলে তিনি উহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'সমাজ-কুচিত্র', 'ঠাকুরপো', 'বিলাতী গুপ্তকথা', 'স্বদেশ বিলাস', 'রামকৃষ্ণ

চরিতাষ্টক', 'বাবুচোর', 'লণ্ডন রহস্য' (অনুবাদ) ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

ভুবনমোহন দাশ—(১৮৪৪—১৯১৪)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা। তিনি স্বদেশপ্রেমিক এবং সুলেখক ছিলেন। তিনি 'ব্রাহ্ম পাব্‌লিক ওপিনিয়ন' ও 'বেঙ্গল পাব্‌লিক ওপিনিয়ন'-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি জীবনের শেষাংশ পুরুলিয়ায় বাস করিয়া ধর্মচর্চায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্তরঞ্জন ও কনিষ্ঠ পুত্র বসন্তরঞ্জন (পি. আর. দাস)।

ভুবনমোহন রায় চৌধুরী—(১২৩০—১৩০১ বঙ্গাব্দ)। কবি ও পণ্ডিত। পিতার নাম কাশীচন্দ্র, মাতার নাম ভগবতী দাসী। জন্মস্থান খুলনা জেলার শ্রীপুর গ্রাম। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হন। পরে হাইকোর্টে ওকালতী করেন। কবি হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি 'চন্দ্রচূড়' ও 'পাণ্ডবচরিত' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'পাণ্ডবচরিত' নাটকের ছায় সর্গবদ্ধ এবং বিভিন্ন ছন্দে রচিত কাব্য।

ভুলাভাই জীবনজী দেশাই—(১৮৭৭—১৯৪৬)। বিখ্যাত আইনজীবী ও দেশকর্মী। গুজরাটের এক ক্ষুদ্র গ্রামে দরিদ্র পরিবারে জন্ম। পিতা জীবনজী। এম্‌. এ. এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং ক্রমে এড্‌ভোকেট জেনারেল হন। ১৯২৮-এ তিনি ব্রুমফিল্ড কমিটিতে বার্দৌলী সত্যাগ্রহে যোগদানকারী কৃষকদের পক্ষে ওকালতী করেন। ১৯৩২-এ আইন-অমান্য-আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ক্রমে ইহার সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সভাপতি হন। তিনি গুজরাট নির্বাচনকেন্দ্র হইতে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় আইন-সভায় তিনি বিরোধীদলের (কংগ্রেস) নেতা ছিলেন। জেনারেল তুলকার্কারের আজাদ হিন্দ ফৌজের শাহ্‌, সেহগল, ধীলন ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিটিশ গভর্ণমেণ্টের সামরিক বিচারালয়ে বিচারের সময় তিনি তাঁহাদের পক্ষে যে ওকালতী করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—(১৮২৭—১৮৯৪)। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যসেবক। জন্মস্থান কলিকাতা। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। আদি নিবাস হুগলি জেলার নতিবপুর গ্রাম। আত্মীয়স্বজন তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। প্রথমে সংস্কৃত কলেজে কিছুকাল পড়িয়া তিনি হিন্দু কলেজের জুনিয়র শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে তিনি কয়েকটি পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে দুই বৎসর পড়েন (১৮৪৩) ও ১৮৪৫-এ কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রথমে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তিনি শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন। তিনি মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ক্রমে উন্নতিলাভপূর্বক বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ লাভ করেন। কিছুকাল তিনি বঙ্গের Director of Public Instruction ছিলেন। ১৮৮২-এ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন এবং পরবৎসর সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'পুষ্পাঞ্জলি' ও বিদ্যালয়পাঠ্য 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', 'ক্ষেত্রতত্ত্ব', 'পুরাবৃত্তসার', 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' এবং 'রোমের ইতিহাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিছুকাল তিনি 'এডুকেশন গেজেট' ও 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদ সার' পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি পিতার নামে যোলাঙ্কিত অর্থদ্বারা স্থাপিত 'বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফাণ্ড' দ্বারা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং পিতা ও মাতার নামে 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' ও 'ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়' স্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তাঁহার নামে অদ্যাপি 'ভূদেব-বৃত্তি' পরিচালনা করিতেছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—(১৮৮০— ?)। দার্শনিক ও লেখক। জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। জন্ম কলিকাতায়। বাল্যে তিনি কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইন্স্‌টিটিউশনে অধ্যয়ন করিতেন। পরে তিনি স্বাধীন দেশের সহায়তায় 'যুগান্তর' পত্র প্রকাশ করিয়া ২৭ বৎসর বয়সে এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারামুক্তির পর তিনি আমেরিকায় গমন করেন এবং ১৯১২-এ নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ. উপাধি লাভ করেন। পরবৎসর ব্রাউন্ স্কলারশিপের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমাজতত্ত্ব (Sociology) বিষয়ে এম. এ. উপাধি লাভ করেন এবং পরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি জার্মানীতে গমন করেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্থ্রোপোলজি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও পরে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু—(১৮৫৯—১৯২৪)। সুবিখ্যাত রাজনীতিক। পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর। কর্মজীবনে তিনি অ্যাটর্নি ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার এবং সভাপতি হন। ১৮৯৮-এ সরকারের কার্যের প্রতিবাদকল্পে সুরেন্দ্র ব্যানার্জি প্রমুখ ২৭ জন কমিশনার সহ তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন ত্যাগ করিয়া জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ময়মনসিংহ প্রাদেশিক কনফারেন্স (১৯০৫) এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসের (১৯১৪) তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা কংগ্রেসের (১৯১১) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯১৫-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হন এবং তাহার দুই বৎসর পরে ভারত-সচিবের মন্ত্রণাসভার বে-সরকারী সদস্য হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং পরে সহকারী ভারত-সচিবের পদ লাভ করেন। ১৯২২-এ তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে জেনেভার জাতীয় বৈঠকে যোগদান করেন। তিনি মণ্টেগু সাহেবের শাসন-সংস্কার আইন-প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং ১৯২৩-এ ষ্টোন কমিশনের সদস্য হইয়া উচ্চ রাজকার্যে অধিকতর ভারতবাসী নিয়োগের মত দেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনেও তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। হ্ণ্টার কমিশনের কার্য শেষ হইলে তিনি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের (Executive Council) সদস্য হন। আশুতোষ মুখার্জির মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইয়াছিলেন।

ভূরিশ্রবা—কুরুবংশীয় রাজপুত্র। রাজা সোমদত্তের পুত্র। যদুবংশীয় সাত্যকিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পদাঘাত করিতে পারে—এইরূপ পুত্রের বর মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করেন। কুরুক্ষেত্রে পক্ষে যুদ্ধ করিয়া তিনি সাত্যকিকে পরাজিত ও পদাহত করিলে অর্জুন তাঁহার বাহুচ্ছেদ করেন এবং অতঃপর সাত্যকি তাঁহাকে হত্যা করেন (ভারত)।

ভৃগু—ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষিবিশেষ। পত্নী দক্ষকন্যা খ্যাতির গর্ভে তাঁহার ধাতা ও বিধাতা নামে পুত্রদ্বয় ও লক্ষ্মীনাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তিনি ভৃগুশিক্ষার প্রবর্তক। অতিরিক্ত রাজা বীতিহব্যকে ব্রাহ্মণ্য দান করিয়া তিনি শত্রুর অবধ্য করেন। একদা তিনি ব্রহ্মা ও শিবের নিকট গমন করিয়া ইচ্ছাপূর্বক তাঁহাদেরই অমর্যাদা করেন এবং তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাদিগকে স্তব দ্বারা শান্ত করেন। কিন্তু বিষ্ণুর নিকট

গমন করিয়া তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলে কোমল পদে আঘাত লাগিল ভাবিয়া বিষ্ণু উঠিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতে আরম্ভ করেন। বিষ্ণু সেই পদাঘাত-চিহ্ন চিরকাল বক্ষে ধারণ করেন এবং ভৃগুও বিষ্ণুকে সর্বদেবশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন ['পুলোমা' দ্রঃ]।

ভেনাস (Venus)—রোমকদের প্রণয় ও সৌন্দর্যের দেবী। তাঁহার গ্রীক্ নাম অ্যাফ্রোডাইট। পিতা জুপিটার, মাতা ডায়োনি। পতি ভালকানের ঔরসে তাঁহার কিউপিড ও ইনিস নামে পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করে। প্যারিসের বিচারে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া পরিগণিতা হন (বৈদে পুঃ)।

ভেরোনিকা, সেণ্ট (Veronica, St.)—জেরুসালেমবাসিনী সন্ন্যাসিনী। যিশুখ্রিষ্ট যখন ক্রুশ-বিদ্ধ হইতে ক্যালভারিতে যাইতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে আপনার রুমাল প্রদান করিলে তিনি ইহাতে নিজের মুখ মুছেন। তখন রুমালে তাঁহার মুখচ্ছবি অঙ্কিত হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ঠা তারিখে ভেরোনিকার স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ভেস্টা (Vesta)—গৃহ এবং মেষপাল প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। স্যাটার্ন তাঁহার পিতা ও জুপিটার তাঁহার ভ্রাতা (গ্রীক পুঃ)।

ভেস্পার (Vesper)—অ রো রা র (কাহারও মতে অ্যাটলাসের) পুত্র। তিনি তারকায় পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

ভেস্পাসিয়ান (Vespasian)—(৯—৭৯)। রোমক সম্রাট। তিনি দশ বৎসর রাজত্ব করেন। এক সময়ে তিনি ব্রিটেন অধিকার করিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার পুত্রের নাম টাইটাস।

ভেসপুচি, আমেরিগো—'আমেরিগো ভেসপুচি' দ্রঃ।

ভোজদেব—১। (রাজত্বকাল ১০১০—১০৫৫)। প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি মালবের রাজা ছিলেন। তিনি পরমারবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন ও তিনি কোঙ্কণ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল ধারানগরী। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ২। (রাজত্বকাল ৮৩৬—৮৮৫)। কনৌজের রাজা মিহির। ভোজ নামেই অধিক পরিচিত। গুর্জর-প্রতিহার বংশের গৌরব তিনি পুনরুদ্ধার করেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ও রাষ্ট্রকূটরাজ তাঁহাকে পরাজিত করেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপাল ঐ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

ভোরনফ (Voronoff, Serge)—(১৮৬৬—?)। বিখ্যাত রুশীয় চিকিৎসক। প্যারিসের রুশীয় হাসপাতালে তিনি প্রধান চিকিৎসক হন। অতঃপর প্যারিসের মিলিটারী হাসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। মানুষের দেহে বানর মাংসগ্রন্থি প্রবেশ করাইয়া নবযৌবন সঞ্চার এবং যৌবনকে অধিককাল স্থায়ী করার জন্য অস্ত্রোপচার বিদ্যায় তিনি অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ভোলা ময়রা—(১৮৮৯ ?)। কলিকাতা বাগবাজারের প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। পিতা কৃপারাম, মাতা গঙ্গামণি। বাগবাজারে তাঁহার মিঠাই-এর দোকান ছিল। তিনি পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া করিলেও সংস্কৃত, ফার্সী এবং হিন্দীভাষায় তাঁহার চলনসই জ্ঞান ছিল এবং হিন্দুপুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রের আখ্যানসমূহ তিনি জানিতেন। তিনি কবির দল করিবার পূর্বেও বহু রসপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

ভোল্টা (Volta, Count Alessandro)—(১৭৪৫—১৮২৭)। তড়িৎ-বিজ্ঞানী। তিনি কোমো এবং প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তড়িৎ-বিষয়ক গবেষণার ফলে তিনি 'ভোল্টাইক পাইল' এবং 'ভোল্ট'-নামক বৈদ্যুতিক এককের উদ্ভাবন করেন।

ভ্যাঙ্কুভার, জর্জ (Vancouver, George)—(১৭৫৮—১৭৯৮)। ক্যাপ্টেন কুকের অধীন ইংরাজ নাবিক। তিনি ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপ, জর্জিয়া উপসাগর প্রভৃতি আবিষ্কার করেন।

ভ্যান ডাইক (Van Dyck or Vandyke, Sir Anthony)—(১৫৯৯—১৬৪১)। সুবিখ্যাত চিত্রকর। অ্যাণ্টোয়ার্পে জন্ম। তিনি ইটালীতে গিয়া চিত্রকর হিসাবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্ তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া 'নাইট' উপাধি দান করেন এবং তাঁহার প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

ভ্যালেন্টিন, সেণ্ট (Valentine, St.)—সম্রাট ক্লডিয়াসের রাজত্বকালে তিনি খ্রীষ্টধর্মের জন্য প্রাণ দেন (২৭০ ?)। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার স্মরণার্থ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ম

মইনুদ্দিন চিশ্তি—(১১৪২—১২৩৬)। প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু। জন্মস্থান সিস্তান। তিনি ভারতে আসিয়া আজমীরের রাজার আদরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে শিহাবুদ্দীন ঘোরী তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান ও নিহত করেন। অদ্যাপি আজমীরে তাঁহার মর্মর-সমাধি বর্তমান।

মওলা বক্স—(১৮৩৩—১৮৯৬)। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিৎ। ভিওয়ানীর এক ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম। প্রথমে ঘসীটে খাঁ নামক প্রসিদ্ধ গায়কের নিকট কণ্ঠ-সঙ্গীত শিক্ষা করিবার পর তাঞ্জোরে গিয়া এক ব্রাহ্মণ বীণাবাদকের নিকট তিনি বীণাবাদন শিক্ষা করেন। অতঃপর মহীশূর ও বরোদার রাজদরবারে পরম সম্মান লাভ করেন। পরে তিনি কলিকাতায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট আসেন ও পরে বরোদা দরবারে নিযুক্ত হন।

মকরাক্ষ—রাবণের সেনাপতি ও খরের পুত্র। রাম-রাবণের যুদ্ধে কুম্ভ-নিকুম্ভ হত হইলে তিনি রাবণ কর্তৃক যুদ্ধে প্রেরিত হন এবং রামের হস্তে নিহত হন (রাম)।

মঁগলফিয়ে, জোজেফ মাইকেল (Montgolfier, Joseph Michael)—(১৭৪০—১৮১০)। বিখ্যাত ফরাসী বৈমানিক। ভ্রাতার নাম Montgolfier, Jacques Etienne. তিনি ভাইয়ের সঙ্গে বেলুনে করিয়া আকাশে উড়িতেন। বেলুন যে গরম বাতাসে পূর্ণ করিয়া আকাশে উড়ান যায়, ইহা তিনিই প্রথম হাতে-কলমে দেখাইয়া দেন। তাঁহাকে বর্তমান বিমান-বিদ্যার জনক বলা হয়।

মঙ্গলদাস নাথুভাই—(১৮৩২—১৮৯০)। বোম্বাই-এর বিখ্যাত দানবীর ও শিক্ষাব্রতী। পিতার নাম নাথুভাই রামদাস। জন্মস্থান বোম্বাই। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি 'জাস্টিস অব দি পীস্' পদ প্রাপ্ত হন। শিক্ষার উন্নতিকল্পে বোম্বাই শহরে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং গ্রাজুয়েটদের বৃত্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ হাজার টাকা দান করেন। তাঁহারই চেষ্টায় 'বম্বে এসোসিয়েশন' পুনরুজ্জীবিত হয়। তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা এবং লাট-সাহেবের শাসন-পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি' এবং 'রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি'র তিনি সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে উইল করিয়া তিনি কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

মণিগ্রীব—ধনপতি-দেবতা কুবেরের অন্যতম পুত্র। নারদের শাপে তিনি অর্জুনবৃক্ষরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে মুক্ত হন ['যমলার্জুন' দ্রঃ]।

মণি বেগম—(?—১৮১৩)। মীরজাফরের অন্যতমা পত্নী। মহারাজ নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মণি বেগমের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনেন। এই অভিযোগের ব্যাপারেই মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসীর ষড়যন্ত্র হয়।

মণিমান্—কুবেরের বন্ধু। একবার তিনি কুবের ও অনুচরদের সহিত কুশস্থলীতে যাইতেছিলেন। যাইবার সময় তিনি ভ্রমক্রমে তপস্যানিরত অগস্ত্য মুনির মস্তকে থুথু ফেলেন। মুনি তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে, তিনি মানব-হস্তে নিহত হইবেন। পাণ্ডবগণ যখন বনবাসী ছিলেন, সেই সময় ভীম পঞ্চবর্ণ পুষ্প আনয়ন করিতে গেলে তাঁহার সহিত কলহ উপস্থিত হয়। সেই কলহের ফলে তিনি ভীমের হস্তে নিহত হন (ভারত)।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—বিখ্যাত ছোট-গল্পলেখক। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। তিনি অধুনালুপ্ত 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'জলছবি', 'মনে মনে', 'মহুয়া', 'জাপানী ফানুস' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা—(১৮৬০—১৯৩০)। কাশিমবাজারের বিখ্যাত দানশীল জমিদার। কলিকাতার শ্যামবাজার-পল্লীতে জন্ম। পিতা নবীনচন্দ্র নন্দী। তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের ভাগিনেয়। ১৮৯৮-এ তিনি 'মহারাজা' উপাধি পান। ৩৮ বৎসর বয়সে তিনি সম্পত্তির অধিকারী হন। ১৯০৭-এ তাঁহারই প্রযত্নে কাশিমবাজারের রাজবাড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। তাঁহারই অর্থে টাউন হল এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গৃহ নির্মিত হয়। ১৯১০-এ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। শিল্পশিক্ষার বিস্তারের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। তিনি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

মণ্টফোর্ট, সাইমন ডি (Montfort, Simon de)—(১২০৬—১২৬৫)। ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ। তিনি ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় হেনরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং তাঁহাকে পার্লামেণ্ট গঠন করিবার জন্য বাধ্য করেন। ইহাই প্রথম ইংরাজ পার্লামেণ্ট। পরে মণ্টফোর্ট যুদ্ধে নিহত হন।

মণ্টেগু (Montague, Edwin Samuel)—(১৮৭৯—১৯২৪)। বিখ্যাত ইংরাজ রাজনীতিবিদ্। পিতা লর্ড সোয়েদলিং। ১৯০৬-এ তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি প্রধান মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করেন ও পরে ভারত-সচিবের আণ্ডার-সেক্রেটারী হন। নূতনভাবে ইণ্ডিয়া আফিস গঠনে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯১৫-এ তিনি প্রিভি কাউন্সিলে যোগদান করেন এবং ঐ বৎসরই আবার অর্থসচিবের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি পরে ভারত-সচিব (১৯১৭) হন। ঐ সময় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতের বড়লাট ছিলেন। তিনি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সহিত একযোগে 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড' নামক নূতন শাসনতন্ত্রপ্রণালী দশ বৎসরের জন্য রচনা করেন। এই আইনে ভারতবাসীকে কতকগুলি বিষয়ে নূতন অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। খেলাফতের পক্ষেও তিনি পার্লামেণ্টে যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন।

মণ্টেসরি, ডাঃ মেরিয়া (Montessori, Dr. Maria)—(১৮৭২—১৯৫৩)। অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তনকারিণী। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিশু-হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার নিযুক্ত হন (১৮৯৭)। ১৯০৯-এ তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর পুস্তক 'The Montessori Method' প্রকাশ করেন। শিশুশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার প্রণালী আজকাল সর্ব্বজনস্বীকৃত হইয়াছে।

মতঙ্গ—মুনিবিশেষ। ঋষ্যমূক পর্ব্বতে তাঁহার আশ্রম ছিল। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালি দুন্দুভি-নামক এক অসুরকে হত্যা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে তাহার শবদেহ হইতে রক্ত নির্গত হইয়া তাঁহার দেহে পতিত হয়। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি বালিকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আগমন করিলেই তাঁহার মৃত্যু হইবে (রাম)।

মতিলাল ঘোষ—(১২৫২—১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। জন্মস্থান যশোহর জেলার অমৃতবাজার-নামক গ্রাম। তিনি এবং তাঁহার অগ্রজ স্বর্গীয় শিশির-কুমার ঘোষ উভয়ে মিলিয়া নিজ গ্রামে ১২৭৫-এ উক্ত পত্রিকা সাপ্তাহিক বাঙ্গালা পত্রিকারূপে বাহির করিতে আরম্ভ করেন। অত্যাচারী বড়লোক এবং সরকারী চাকুরিয়াদের দোষের সমালোচনা করিতে ভ্রাতৃদ্বয় বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। এই কারণে এক ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী একবার মানহানির মোকদ্দমা আনিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করেন। অবশ্য মোকদ্দমায় তাঁহাদেরই জয় হইল। অতঃপর (১৮৬২) ভ্রাতৃদ্বয় কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালা এবং ইংরাজী ভাষায় এই পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে লর্ড লিটন যখন বাঙ্গালা পত্রিকার দমনকল্পে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' নামক আইন করেন, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহারা ইংরাজীতেই ঐ পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। মধ্য-ভারতের সার লেপেল গ্রিফিন্ নামক অত্যাচারী রাজপুরুষ তাঁহাদের লেখার ফলেই পদত্যাগ করেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতিতে চরমপন্থী রাষ্ট্রনীতিক হিসাবে যোগদান করিয়া নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করেন।

মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত—(৬ই মে, ১৮৬১—৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১)। প্রসিদ্ধ দেশ-সেবক ও আইনজীবী। জন্মস্থান দিল্লী। স্বনাম-খ্যাত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁহার পুত্র। তিনি কাশ্মীরী সারস্বতবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সমগ্র উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারা-জীব বলিয়া পরিগণিত হন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে তিনি আইন ব্যবসায় করিতেন। 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড' শাসনসংস্কার প্রকাশিত হইলে তিনি জাতীয় আন্দোলন শুরু করেন। ইহার ফলে তিনি জাতীয় পত্রিকা 'Independent'-এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯২৩-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্য পার্টির নেতা ছিলেন। ১৯২৮-এ তিনি 'নেহেরু রিপোর্ট' প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টে অবিলম্বে স্বায়ত্ত শাসনের (ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস) দাবী করা হয়। ১৯২৯-এ ভাইসরয় উহা অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত হইলে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন আরম্ভ হয়। পরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে যে আইন-অমান্য আন্দোলন করা হয়, তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন মতিলাল। তিনি দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হন—একবার অমৃতসরে ও আর একবার কলিকাতায় (১৯১৯, ১৯২৮)। তিনি ১৯২১-এ ও ১৯৩০-এ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য তাঁহাকে শেষবার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

মতিলাল রায়—১। (১৮৪২—১৯০৮)। কবি ও নাট্যকার। পিতা মনোহর রায়। বর্দ্ধমান জেলার ভাতশালা গ্রামে জন্ম। তিনি জেনারেল পোষ্ট আফিসে চাকুরী করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত-সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখিতেন। তিনি নাট্যকারও ছিলেন। নবদ্বীপে যাত্রার দল গঠন করিয়া তিনি প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। 'সীতাহরণ', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'কর্ণবধ', 'ভীষ্মের শরশয্যা' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গীতাভিনয়।

২। প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। চন্দননগরে তিনি প্রথম জীবনে বিপ্লবী ছিলেন। পরে তিনি উক্ত সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন।

মতিলাল শীল—(১৭৯১—১৮৫৪)। দানবীর। পিতা চৈতন্যচরণ। জন্মস্থান কলিকাতার কলুটোলা। তিনি জাতিতে

সুবর্ণবণিক্ ছিলেন। ইস্টার্ণ রেলওয়ের বেলঘরিয়া ষ্টেশনের অতিথিশালা ও কলিকাতা 'শীলস্ ফ্রি কলেজ' তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাজ। প্রথমে তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে কেরাণী ছিলেন। পরে বোতল ও কর্কের ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ক্রমে তিনি তিনটি ইউরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

মৎস্য—বিষ্ণুর প্রথম অবতার। প্রলয়জলে বিশ্ব নিমগ্ন হইলে হয়গ্রীব নামে দৈত্য বেদ অপহরণ করে। নিদ্রিত অবস্থায় ব্রহ্মার নিকট হইতে সে বেদ গ্রহণ করিয়াছিল। এই বেদ উদ্ধারের জন্য ভগবান্ মৎস্য অবতার-রূপে অবতীর্ণ হন। একদা বৈবস্বত মনু কৃতমালা নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন। এমন সময় একটি ক্ষুদ্র মৎস্য তাঁহার হাতে উঠিয়া আসে। উহাকে পুনরায় জলে ফেলিয়া দিতে গেলে মৎস্য আশ্রয় ভিক্ষা করে। তখন মনু উহাকে কলসীর মধ্যে রাখেন। ক্রমে তাহার শরীর বাড়িতে থাকিলে মনু তাহাকে কূপ হইতে পুকুর, পুকুর হইতে নদী, ও পরে সাগরে রাখিলেন। সাগরে নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মৎস্য লক্ষ-যোজন বিস্তীর্ণ মহান্ আকার ধারণ করিল। তখন মনু তাঁহাকে অনন্তপুরুষ বলিয়া জানিলেন। বিষ্ণু আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন যে, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য তিনি মৎস্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, সাত দিন পরে সমস্ত জগৎ জলে প্লাবিত হইলে একটি নৌকা আসিবে। তুমি উহাতে চড়িয়া আমার সঙ্গে বাঁধিয়া দিবে। সাত দিন পরে তাহাই ঘটিল। মৎস্যাবতারে বিষ্ণু মনুর নিকট মৎস্যপুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মৎস্যরূপে বিষ্ণু হয়গ্রীবকে নিধন করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করেন। মৎস্যাবতারে বিষ্ণুর শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শোভিত চারিটি বাহু, বর্ণ শ্যাম, মস্তক শৃঙ্গধারী মৎস্যসদৃশ, সর্ব্ব-গাত্রে পদ্মচিহ্ন, নাভির নিম্ন হইতে মৎস্যাকৃতি এবং কণ্ঠ পর্য্যন্ত মনুষ্যাকৃতি (অগ্নি, ভারত, রাম)।

মৎস্যগন্ধা—'সত্যবতী' দ্রঃ।

মথুরেশ—নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। নিবাস গুপ্তিপাড়া। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে 'মহাকবি' উপাধি দান করিয়া-ছিলেন। তিনি একটি হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোক দ্বারা এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—(১৮১৭—১৮৫৮)। বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত। নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে জন্ম। পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায়। তিনি সংস্কৃত কলেজে নানা শাস্ত্র পাঠ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি নানাস্থানে শিক্ষকতা করিয়া শেষে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। অতঃপর মুর্শিদাবাদে জজ-পণ্ডিতের কার্য্য করেন। অবশেষে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। 'শিশুশিক্ষা'-নামক পুস্তকখানি তাঁহার রচিত। রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা' তাঁহার আরও দুইখানি কাব্যগ্রন্থ।

মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত—(২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৬১—১২ই নবেম্বর, ১৯৪৬)। প্রসিদ্ধ দেশনেতা। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁহার বিরাট্ কীর্ত্তি। এলাহাবাদ শহরে জন্ম। পিতা পণ্ডিত ব্রজনাথ 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র একটী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদিনিবাস মালব দেশ। সংস্কৃত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি এলাহাবাদ জেলা স্কুলে পড়িতে যান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। ১৮৮৪-এ তিনি এলাহাবাদের মুইর সেন্ট্রাল কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। কর্ম্মজীবনে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথমে শিক্ষক হইয়া প্রবেশলাভ করেন (১৮৮৫) ও পরে ১৮৮৯-এ এলাহাবাদে আইন পড়া আরম্ভ করেন। তিনি এল. এল. বি. পরীক্ষা দেন (১৮৯১) ও হাইকোর্টে ওকালতী সুরু করেন (১৮৯৩)। আইন-ব্যবসায়ে তিনি আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি 'হিন্দুস্থান', 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' ও হিন্দী 'অভ্যুদয়' নামে পত্রিকাগুলির সম্পাদনা করিয়াছিলেন (১৮৮৫—১৯০৭)। ১৮৮৬-এ তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯০২-এ উত্তরপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। ১৯০৯-এ তিনি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯১৬-এ তিনি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। রাওলাট আইনের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৮-এ দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতি হন। ঐ কংগ্রেসের পর পঞ্জাবে সরকারী সৈন্যের অত্যাচারের তদন্তের জন্য তিনি এক কমিটি গঠন করেন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের ভীষণ হত্যাকাণ্ড প্রকাশ করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি ১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হইলে তিনি ন্যাশনালিষ্ট পার্টি গঠন করেন। তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতিও হইয়াছিলেন (১৯২০, ১৯২৪, ১৯৩৬)। ১৯৩২-এ তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতৃগণের সহিত ইংলণ্ডে যাইয়া গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৩৩-এ তিনি কারারুদ্ধ হন। শুদ্ধি সংগঠন, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন এবং সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

মদনিকা—গরুড়বংশীয় কন্ধরের পত্নী। এই মদনিকার গর্ভে দুর্ব্বাসা মুনির শাপগ্রস্ত বহু নামে অপ্সরা জন্মগ্রহণ করে (মার্ক)।

মদালসা—গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা। তিনি ঋতধ্বজের পত্নী ছিলেন। তাঁহার ঔরসে মদালসার অলক নামে পুত্র জন্মে (মার্ক, রাম)।

মধু—১। দৈত্যবিশেষ। তিনি প্রলয়-পয়োধিশায়ী বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত হন। তিনি সহজাত কৈটভের সহিত বিষ্ণুকে আক্রমণ করেন এবং শেষে উভয়েই বিষ্ণুর হস্তে নিহত হন। তাঁহাদের মেদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পৃথিবীর নাম হইয়াছে মেদিনী (বিষ্ণু, রাম)। ২। বিষ্ণুর নাভি হইতে জাত পদ্মে ব্রহ্মা বসিয়াছিলেন। মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিলে মহামায়া বিষ্ণুর শরীর হইতে নির্গত হন। বিষ্ণুর সহিত এই দুই দৈত্যের যুদ্ধ বাধিলে দৈত্যদ্বয় নিহত হন (মার্ক)। ৩। যদুবংশের এক রাজা। তাঁহার নামানুসারেই তাঁহার বংশধরদের নাম মাধব হয়। ৪। রাক্ষস-বিশেষ। তাঁহার রাজধানীর নাম মধুপুর। তিনি রাবণের মাসতুত ভগিনী কুম্ভীনসীকে হরণ করেন। তখন রাবণ তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করেন। অতঃপর কুম্ভীনসীর মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি তপে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক অমোঘ শূল প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র লবণ ও কন্যা মধুমতী (রাম)।

মধুকৈটভ—দুইটি বিখ্যাত অসুর ['মধু' দ্রঃ]।

মধুমতী—১। ইক্ষ্বাকুবংশীয় হর্য্যশ্ব-নামক রাজার পত্নী। তিনি মধু-নামক অসুরের কন্যা। ২। রাধিকার এক নাম।

মধুসূদন কিন্নর (মধু কান)—(১২২৫—১২৮০ বঙ্গাব্দ)। সঙ্গীতজ্ঞ। পিতার নাম তিলকচন্দ্র। জন্মস্থান যশোহর জেলার উলুশিয়া গ্রাম। তিনি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। মান, মাথুর প্রভৃতি বিষয়ক গানের যেগুলিতে 'সূদন' এইরূপ ভণিতা আছে, সেইগুলিই তাঁহার রচিত। তাঁহার সঙ্গীতগুরু ঢাকার ছোট খাঁ বড় খাঁ এবং তাঁহার ঢপশিক্ষক রাধামোহন বাউল। তাঁহার ঢপ গানের কতকগুলি বিশিষ্ট সুর আছে।

মধুসূদন দত্ত, মাইকেল—(২৫শে জানুয়ারি, ১৮২৪—২৯শে জুন, ১৮৭৩)। বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক

বিখ্যাত কবি। যশোহরের সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ, মাতা জাহ্নবী। ১৮৩৭-এ তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৪৩-এ তিনি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এই সময় হইতেই মধুসূদনের উপাধি 'মাইকেল' হয়। ১৮৪৮-এ তিনি বিশপ স্ কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া মাদ্রাজে যান এবং সেখানে 'Madras Circulator', 'Athæneum', 'Hindoo', 'Madras Spectator' নামক চারিখানি পত্রিকা অতি কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করেন। এস্থলে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতাও করেন। এই সময়ে তিনি রেবেকা ম্যাকটাভিস্ নামে একটি খৃষ্টান কুমারীকে বিবাহ করেন। সাত বৎসর পরে তিনি এই পত্নীকে ত্যাগ করিয়া এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়া নামে একটি কুমারীকে বিবাহ করেন। ১৮৫৬-এ তিনি কলিকাতায় আসিয়া পুলিস আদালতের হেড কেরাণী ও পরে দোভাষী হন। ১৮৫৮-এ তিনি পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে 'রত্নাবলী'-নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ করিয়া তিনি তৎকালীন সকল মান্যগণ্য লোকের প্রশংসার পাত্র হন। পরে তিনি 'শর্ম্মিষ্ঠা'-নাটক রচনা করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম বাংলা রচনা। এই নাটক পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। ইহারও তিনি ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই 'শর্ম্মিষ্ঠা'-নাটক রচনার পর তিনি বঙ্গভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। 'শর্ম্মিষ্ঠা'-নাটক-রচনার পর তিন বৎসরের মধ্যে তিনি 'পদ্মাবতী নাটক', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য' 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। এই সমস্ত রচনা প্রকাশ করিয়া তিনি তৎকালীন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বিবেচিত হন। ১৮৬১-এ তিনি একরাত্রে 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। ১৮৬২-এ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৩-এ তিনি ভার্সাই (Versailles) নগরে যান এবং সেখানে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন ও তাহা প্রকাশের জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। বঙ্গভাষায় তিনিই প্রথম সনেট (sonnet) রচনা করেন। এই সময়ে ফ্রান্সে তিনি অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাঁহাকে অর্থসাহায্য করেন। পরে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া কলিকাতায় আসেন (১৮৬৭)। হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ে তিনি বিফলকাম হন। অতঃপর তিনি Examiner of the Privy Council Records নিযুক্ত হন। ১৮৭২-এ তিনি পঞ্চকোটের মহারাজের আইন-উপদেষ্টা (legal adviser) হন, কিন্তু ঐ কার্য্য অল্পকাল পরেই পরিত্যাগ করেন। মনোমোহন ঘোষ ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দুরবস্থায় হাসপাতালে মারা যান। তাঁহার রচিত বাংলা ও ইংরাজী গ্রন্থ :—শর্ম্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, হেক্‌টর-বধ, মায়া-কানন ; The Captive Ladie, The Anglo-Saxon and the Hindu, Ratnavali, Sarmista, Nil Durpun or the Indigo Planting Mirror.

মধ্বাচার্য্য—(? ১২১৯— ?)। বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈষ্ণবদের ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। অপর নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ। প্রথম নাম বসুদেবাচার্য্য। জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের তুলব-নামক স্থান। পিতার নাম মধিজী ভট্ট। বাল্যকালে অনন্তেসরের মঠে শিক্ষালাভ করেন ও নয় বৎসর বয়সে অচ্যুত প্রজ্ঞাচার্য্যের নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। পরে সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন' তাঁহার প্রণীত দার্শনিক গ্রন্থ। তিনি 'গীতাভাষ্য', 'ঋগ্‌ভাষ্য', 'সূত্রভাষ্য', 'তন্ত্রসার' প্রভৃতি ৩৭ খানি গ্রন্থ ও অসংখ্য টীকার রচয়িতা।

মনসা—১। কশ্যপ ঋষির মানসী কন্যা। বাসুকীর ভগিনী ও আস্তিকের মাতা। তিনি মনুষ্যগণের মনে ক্রীড়া করেন বলিয়া মনসাদেবী নাম প্রাপ্ত হন। জরৎকারু মুনির ন্যায় তাঁহার দেহ ক্ষীণ ছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নাম জরৎকারু রাখেন। তিনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি নাগেশ্বরী নামেও পরিচিত (দেবীভা)। ২। মনসার অপর নাম জরৎকারু। জরৎকারু নামে এক মুনিও ছিলেন। তিনি মনসাকে বিবাহ করেন (ভারত) ['জরৎকারু' দ্রঃ]।

মনসুর হাল্লাজ—মুসলমানদের সুফি সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন সাধুপুরুষ। কাহারও মতে তিনি যাদুকর ছিলেন। শেষোক্ত কারণে ৯২২-এ বাগদাদের খলিফা তাঁহাকে নৃশংসরূপে হত্যা করেন।

মনিয়ার-উইলিয়ামস্ (Monier-Williams, Sir)—(১৮১৯—১৮৯৯)। প্রাচ্য ভাষার বিখ্যাত পণ্ডিত। জন্মস্থান বোম্বাই। পিতা বোম্বাই-এর তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল কর্ণেল মনিয়ার-উইলিয়ামস্। তিনি সংস্কৃত এবং অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি হেলিবেরি কলেজ ও অক্সফোর্ড কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট তাঁহার স্থাপিত। তিনি ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রে জ্ঞানলাভার্থ তিনবার ভারতে আগমন করেন। 'Brahminism', 'Hinduism', 'Buddhism', 'Indian Epic Poetry', 'Indian Wisdom', একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ, একখানি ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধান ও একখানি সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান তিনি রচনা করেন।

মনু—১। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন। এইরূপ এক দিনের পর পর চৌদ্দজন মনু পৃথিবীতে রাজত্ব করেন। এক এক মনুর অধিকারকালকে মন্বন্তর বলে। এক এক মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মনু, সপ্তর্ষিগণ, দেবগণ, ইন্দ্র ও মনুপুত্রগণ আবির্ভূত হন। মন্বন্তরের শেষে দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, মনু, ইন্দ্র, মনুপুত্রগণ সকলেই বিলুপ্ত হন এবং নূতন করিয়া দেবাদির জন্ম হয় (বিষ্ণু)। ২। কশ্যপের পৌত্র ও বিবস্বতের পুত্র। তিনি প্রজাপতি নামেও খ্যাত। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা (রাম)। ৩। বিভিন্ন পুরাণে মনুর নাম ও সংখ্যা বিভিন্ন দেওয়া আছে। (ক) স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত—এই সাতজন। অতীত এবং সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য—এই সাতজন ভবিষ্যৎ। মোট চৌদ্দজন (বিষ্ণু)। (খ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত এই সাতজন ও পরে মেরুসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি প্রভৃতি তিনজন এবং ভৌত্য ও রৌচ্য মনু (হরি)। ৪। দক্ষের অন্যতমা কন্যা। তিনি কশ্যপের পত্নী ছিলেন (রাম)।

মনোমোহন ঘোষ—(১৮৪৪—১৮৯৬)। জন্মস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। পিতা রামলোচন ঘোষ। অতি অল্প বয়সেই তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আই. সি. এস. পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি বিলাতে গমন করেন, কিন্তু উক্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং পড়া শেষ করিয়া স্বদেশে আগমনপূর্ব্বক কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট প্রসার-প্রতিপত্তি হয়। তিনি স্বদেশের উপকারার্থ বঙ্গের প্রতিনিধিস্বরূপে চারিবার ইংলণ্ডে গমন করিয়া-

ছিলেন। বিচার এবং শাসন-বিভাগের কার্য্য পৃথক্ করিবার জন্য তিনি বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলেন। জাতীয় সমিতির তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুই পুত্র তাঁহারই সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়া সরকারী চাকুরী প্রাপ্ত হয়।

মনোমোহন বসু—(১৪ই জুলাই, ১৮৩১—৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯১২)। নাট্যকার ও কবি। জন্ম যশোহর জেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রাম। পিতা দেবনারায়ণ বসু। নিবাস চব্বিশ পরগণা জেলার ছোট জাগুলিয়া গ্রাম। তিনি হেয়ার স্কুলে ও জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার প্রবন্ধ লিখিয়া পুস্তক ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'প্রভাকর' পত্রিকার প্রবন্ধলেখক ছিলেন। পরে নিজেই 'সংবাদ-বিভাকর'-নামক পত্রিকা বাহির করেন। কিছুকাল পরে 'মধ্যস্থ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তাহার পর ঐ পত্রিকাকে পাক্ষিক ও মাসিকে পরিবর্ত্তিত করেন। 'দুলীন'-নামে ঐতিহাসিক নবন্যাসে তিনি রণজিৎ সিংহের বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ করেন। 'রামাভিষেক', 'প্রণয়পরীক্ষা' ও 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি নাটক এবং 'পদ্যমালা' প্রভৃতি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক তাঁহার রচিত। তিনি বাউল, কীর্ত্তন ও যাত্রার গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

মনোরমা—১। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পত্নী। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিলে তিনি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজা তাহা না শুনাতে তিনি পতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া অগ্রেই প্রাণত্যাগ করেন। ২। প্রজাপতি রুচির পত্নী। পিতা পুষ্কর, মাতা প্রম্লোচা। রুচির ঔরসে তাঁহার গর্ভে রৌচ্য মনুর জন্ম হয়।

মন্থরা—দশরথের দ্বিতীয়া পত্নী কৈকেয়ীর দাসী। তাহার পিঠে একটি বড় কুঁজ ছিল বলিয়া তাহার নাম কুঁজী। তাহারই কুপরামর্শে কৈকেয়ী স্বামীর নিকট বর চাহিয়া রামকে বনে পাঠান এবং স্বীয় পুত্র ভরতকে রাজা করিতে চাহেন। শত্রুঘ্নের নিকট মন্থরা ভীষণভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিল (রাম)।

মন্দপাল—জনৈক মহর্ষি। সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে তপস্যাসত্ত্বেও তিনি ঈপ্সিত লোক প্রাপ্ত হন নাই, তজ্জন্য তিনি শারঙ্গক পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া জরিতা ও লপিতা নামে দুই শারঙ্গী-গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন (মনুসংহিতা)।

মন্দোদরী—রাবণের পত্নী। ময়দানবের ঔরসে ও হেমা নামে অপ্সরার গর্ভে জন্ম। পুত্র মেঘনাদ। রাবণের মৃত্যুর পর তিনি বিভীষণকে বিবাহ করেন (রাম)।

মন্মথনাথ ঘোষ—প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও লেখক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র।

মন্মথ ভট্ট—'নৈষধচরিত'-রচয়িতা কবি শ্রীহর্ষের মাতুল এবং স্বয়ং প্রসিদ্ধ 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের রচয়িতা। ভাগিনেয়ের কাব্য পড়িয়া তিনি বলেন যে উহা কাব্যদোষে পরিপূর্ণ।

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য—(১৮৬৩—১৯০৮)। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল। জন্মস্থান হুগলী জেলার নারীট গ্রাম। পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়া 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গণিতে এম্. এ. পরীক্ষা পাশ করিয়া গভর্ণমেন্টের হিসাব-বিভাগে চাকুরী লইয়া কলিকাতা, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং ও নাগপুর প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া পরিশেষে ১৯০৮-এ পঞ্জাবের অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেলের পদ লাভ করেন।

মন্মথ রায়—(জন্ম ১৮৯৯)। সুবিখ্যাত নাট্যকার। জন্ম বালুরঘাটে। একাঙ্ক নাটকের তিনি প্রবর্ত্তক। তিনি প্রথম কর্ম্মজীবনে বালুরঘাটে ওকালতী করিতেন (১৯২৬)। পরে নাট্যরচনায় মনোযোগ দেন। তাঁহার রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটিকা 'মুক্তির ডাক' (১৯২৪) স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। 'ভাণ্ডার' ও 'Bengal Co-operative Journal'-এর তিনি ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। তাঁহার 'কারাগার' নাটকটি একদা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। তাঁহার রচিত 'অভিনয়', 'রাজনর্ত্তকী' ইত্যাদি ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হয়। তাঁহার 'Court Dancer' ভারতে প্রস্তুত প্রথম সবাক্ ইংরাজী চিত্র। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-প্রযোজক (১৯৫২)। তাঁহার লিখিত নাটকগুলির মধ্যে 'চাঁদ সদাগর', 'অশোক', 'কারাগার', 'মীরকাসিম', 'রাজনটী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মন্রো, জেম্‌স্ (Monroe, James)—(১৭৫৮—১৮৩১)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম সভাপতি। তিনি দুইবার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হন। তিনি 'Monroe Doctrine'-নামক নীতির প্রবর্ত্তক। এই নীতির মর্ম্ম এই যে, কোনও ইউরোপীয় জাতি দক্ষিণ বা উত্তর আমেরিকার কোন রাজ্যসম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে, আর আমেরিকাও ইউরোপের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে।

মন্রো, টমাস (Munro, Sir Thomas)—(১৭৬১—১৮২৭)। ব্রিটিশ সৈনিক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে তিনি সামরিক কাজ লইয়া ভারতে আসেন (১৭৮০)। হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধযাত্রায় গিয়াছিলেন। পরে তিনি বেসামরিক শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত হন ও মাদ্রাজে রায়োতারী (Ryotwari) চুক্তি সম্পাদন করেন। পিণ্ডারী যুদ্ধে (১৮১৭) তিনি পিণ্ডারীদের দমন করেন ও যুদ্ধশেষে তিনি মাদ্রাজের গভর্ণর হন (১৮১৯—১৮২৭)।

মমতাজমহল—মোগল সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা ভার্য্যা। তাঁহারই সমাধির উপর জগদ্বিখ্যাত তাজমহল নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার পিতা নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ। তাঁহার বাল্য নাম আর্জ্জমন্দবানু। প্রথমে জামাল খাঁ নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পরে স্বামী সন্দেহের বশে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে সম্রাট্ শাহ্‌জাহান তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া মমতাজমহল নাম প্রদান করেন। শাহ্‌জাহানের ঔরসে তাঁহার গর্ভে জাত সন্তানদের মধ্যে দারা, সুজা, মোরাদ ও ঔরংজেব নামে চারি পুত্র এবং জাহান-আরা ও রৌ-অসনারা নামে দুই কন্যা বিখ্যাত।

মম, সামারসেট (Maugham, William Somerset)—(জন্ম ১৮৭৪)। সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। প্রথম জীবনে চিকিৎসকরূপে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু উহা ছাড়িয়া তিনি বস্তী-জীবনের সম্বন্ধে 'Liza of Lambeth'-নামক প্রথম উপন্যাস লিখিয়া বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করেন। 'Human Bondage', 'Cakes and Ale' প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

মমসেন, থিওডোর (Momsen, Theodore)—(১৮১৭—১৯০৩)। বিখ্যাত জার্ম্মান ঐতিহাসিক ও লেখক। তিনি বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশংসার সহিত অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯০২-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'Roman History', 'History of the Roman Coinage' এবং 'Roman Provinces' তাঁহার বিখ্যাত রচনা।

ময়দানব—দানবশিল্পী। রাবণ-পত্নী মন্দোদরীর পিতা। মায়াবী ও দুন্দুভি নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তিনি খাণ্ডববন দাহনকালে অর্জ্জুন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবদিগের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (ভারত)।

ময়রা, আর্ল অব (Moira, Earl of)—(১৭৫৪—১৮২৬)। ভারতের প্রাক্তন

বড়লাট (১৮১৩—১৮২৩)। তিনি মার্কুইস অব হেষ্টিংস নামে অধিক পরিচিত। গুর্খা-যুদ্ধের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ঐ উপাধি পান। তাঁহার সময়ের প্রধান ঘটনা নেপালযুদ্ধ, মারহাট্টাযুদ্ধ ও পিণ্ডারী-দমন এবং এই তিনটি ঘটনাই ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে।

ময়ূর ভট্ট—৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগের এক সংস্কৃতকাব্যরচয়িতা। 'কাদম্বরী'-প্রণেতা বাণভট্ট তাঁহার জামাতা। কিংবদন্তী আছে—তিনি স্বীয় কন্যা সম্বন্ধে আদি-রসাত্মক কাব্য রচনা করিয়া কন্যার শাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন এবং পরে 'সূর্য্য-শতক' নামে সূর্য্যদেবের স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত হন।

মরিস, উইলিয়াম (Morris, William)—(১৮৩৪—১৮৯৬)। ইংরাজ কবি। তিনি 'Earthly Paradise'-নামক কাব্য-গ্রন্থ লিখিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মরীচি—সপ্তর্ষির অন্যতম। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র মহামুনি কশ্যপ।

মরু—১। জনকবংশীয় হর্য্যশ্বের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রতিবন্ধক (রাম)। ২। ইক্ষ্বাকুবংশীয় শীঘ্রের পুত্র। তিনি ম্লেচ্ছ বিধর্ম্মীদিগকে বধ করেন। তিনি কল্কির সঙ্গে ম্লেচ্ছ দমনে যান এবং শক ও কম্বোজ-দিগকে পরাজিত করেন (কল্কি)।

মরুত—১। যদুবংশীয় করন্ধমের পুত্র (গরুড়)। ২। ধর্ম্মের ঔরসে সুরভীর গর্ভে মরুতের জন্ম হয় (হরি)।

মরুৎ—বায়ু বা পবনদেবের এক নাম।

মরুৎ-গণ—কশ্যপ হইতে উৎপন্ন দেবগণ। কশ্যপ দক্ষকন্যা দিতিকে বিবাহ করেন। ভগিনী অদিতির পুত্র ইন্দ্রকে দেখিয়া তিনি সেইরূপ বীর্য্যবান্ এক পুত্রের কামনা করেন। তখন কশ্যপ দিতির গর্ভাধান করিয়া তাঁহাকে শুচিভাবে থাকিতে বলিয়া যান। অদিতি দিতির এই গর্ভের বিষয় জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে ঐ গর্ভ নষ্ট করিতে আদেশ দেন। ইন্দ্র দিতির অশুচি অবস্থার সুযোগ লইয়া তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করেন এবং বজ্রদ্বারা গর্ভস্থ সন্তানকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করেন। বজ্রাহত সন্তান কাঁদিতে লাগিলে ইন্দ্র তাহাকে "মা রোদীঃ, মা রোদীঃ" (রোদন করিও না) বলিতে বলিতে আবার প্রত্যেক খণ্ডকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করেন। ঐ উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত দিতির সন্তান মরুৎ-গণ নামে পরিচিত (দেবীভাগ)।

মরুত্ত—চন্দ্রবংশীয় রাজা। তিনি অবিক্ষিতের পুত্র। জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে গুরু "মরুৎ তব" এই বাক্য বারবার উচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করেন। এই কারণে তাঁহার নাম হয় মরুত্ত। তিনি খুব বীর ছিলেন ও শতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সপ্তদ্বীপ তাঁহার অধিকারে ছিল (মার্ক)।

মর্ফিউস (Morpheus)—নিদ্রা-দেবতা। তাঁহাকে স্বপ্নের দেবতাও বলা হয় (গ্রীক পুঃ)।

মর্লি, ভাইকাউন্ট, অব ব্ল্যাকবার্ন (Morley, Viscount, of Blackburn)—(১৮৩৮—১৯২৩)। বিখ্যাত ইংরাজ রাজনীতিবিদ্। তিনি ভারত-সচিব ছিলেন (১৯০৫—১৯১০)। তিনি তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মিন্টোর সহযোগে ভারতের শাসন-প্রণালীর সংস্কার সাধন করেন। ভারতের সেই নবপ্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী 'Morley-Minto Reforms' নামে অভিহিত। ইহা ১৯০৯-এ বিধিবদ্ধ হয়। লেখক-হিসাবেও তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'Morning Star', 'Fortnightly Review', 'Pall Mall Gazette' ইত্যাদি পত্রিকার তিনি সম্পাদকতা করেন। তিনি ১৮৮৩-এ পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। 'The Life of Gladstone', 'The Life of Cobden' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। ১৯১৭-এ তাঁহার আত্মজীবনী বাহির হয়।

মর্স, স্যামুয়েল ফিন্‌লে বি (Morse, Samuel Finley B.)—(১৭৯১—১৮৭২)। প্রসিদ্ধ আমেরিকান বৈজ্ঞানিক। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফিতে কতকগুলি হ্রস্ব দীর্ঘ শব্দ সমবায়ের সাহায্যে (টরে টক্কা) বার্ত্তা প্রেরণ করিবার সঙ্কেত তিনি উদ্ভাবন করেন। এই প্রণালীতে টেলিগ্রাফ প্রেরণ করাকে মর্স-প্রথা বা Morse Code বলে।

মলহর রাও হোলকার—(?—১৭৬৫)। বিখ্যাত মারাঠা বীর। তিনি পেশোয়া প্রথম বাজী রাওএর অধীনে কর্ম্মচারী ছিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ মালবদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার পুত্র কুন্দ রাও মারা যান। অতঃপর তিনি রাজ্যের শাসনভার তাঁহার পুত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বাঈ-এর হস্তে দান করেন।

মলিসন, এমি (Mollison, Amy)—(১৯০৪—১৯৪১)। বিখ্যাত মহিলা বৈমানিক। তিনি শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করেন। তিনি প্রথম একা বিমানযোগে ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন। এই বিমান-চালনায় তিনি ৬ দিনে ইংলণ্ড হইতে করাচীতে আগমন করিয়া রেকর্ড স্থাপন করেন। বিখ্যাত বৈমানিক জে. এ. মলিসন তাঁহার স্বামী। তিনি একা ৪ দিন ৬ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটে ইংল্যাণ্ড হইতে কেপ্-টাউনে উড়িয়া যান। তিনি স্বামীর সহিত বহুবার বিমানযোগে নানাস্থানে গমন করিয়াছেন।

মলোটভ (Molotov, Vyachestav Mikhailovich)—(জন্ম ১৮৯০)। বিখ্যাত রাশিয়ান রাজনীতিবিদ্। কুকারা গ্রামে জন্ম। কাজানের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার সময়েই তিনি (১৫ বছরে) বিপ্লবী-দলে যোগ দেন। ১৯০৫-এর বিদ্রোহে তিনি যোগ দেন ও ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করেন। ঐ সময় তিনি গ্রেপ্তার হন। তিনি 'প্রাভ্‌দা'-নামক পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি উহার সম্পাদক হন ও বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য হন (১৯১৯)। ১৯১৭-এর বিপ্লবে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৪-এ পলিটব্যুরোর সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৩০-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী হন, পরে স্তালিন তাঁহার নিকট হইতে ঐ পদ নিজে ১৯৪১-এ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৯—৪৯ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। স্তালিনের মৃত্যুর পর তিনি সহকারী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন (১৯৫৩)।

মল্লিনাথ—(১৪শ শতক ?)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাকার। প্রকৃত নাম কোলাচল মল্লিনাথ। ডাকনাম পেডড ভট্ট। তিনি কাব্য, বেদ, ব্যাকরণ, উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি 'ভট্টিকাব্য', 'শিশুপাল-বধ', 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' এবং 'অমরকোষের' টীকাকার। 'রাজমৃগাঙ্ক'-নামক বৈদ্যশাস্ত্রটীকা, 'একাবলী'-নামক অলঙ্কারশাস্ত্রটীকা এবং 'তার্কিক রক্ষা'-নামক ন্যায়শাস্ত্রটীকাও তাঁহার প্রণীত। তাঁহার পিতার নাম নরসিংহ ভট্ট, মাতার নাম নাগম্মা এবং জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের ত্রিভুবন নামক নগর। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নৃসিংহ সন্ন্যাসী হন এবং 'সরস্বতীকাব্যতত্ত্ব প্রকাশে'র টীকা প্রণয়ন করেন।

মসন, ডগ্‌লাস (Mawson, Sir Douglas)—(১৮৮২—?)। ব্রিটিশ আবিষ্কারক। ১৯১১-এ অষ্ট্রেলিয়ান কুমেরু-অভিযানের তিনি নেতা ছিলেন। ১৯২৯—১৯৩১-এ তিনি পুনরায় কুমেরু-অভিযানে বহির্গত হন। Adelaide বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভূতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। 'স্যাকল্‌টন'-অভিযানে তিনি পদার্থবিজ্ঞানবিদ্, ভূতত্ত্ববিদ্ ও ফটোগ্রাফার হিসাবে গমন করেন। ১৯১১-এ দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার মাউণ্ট পেণ্টারে তিনি রেডিয়ামের খনি আবিষ্কার করেন।

মহম্মদ (হজরত)—(৫৭০—৬৩২)। ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আরবদেশের মক্কা নগরে সুপ্রসিদ্ধ কোরেশ-বংশে জন্ম।

পিতা আবদাল্লা, মাতা আমিনা। ছয় বৎসর বয়সে মাতৃহীন হইয়া তিনি পিতামহ আবদুল মত্তালেব কর্তৃক প্রতিপালিত হন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা মারা যান। ত্রয়োদশ বৎসর হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি পিতৃব্য আবুতালেবের সহিত বাণিজ্যের জন্য সিরিয়া, আবিসিনিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশে গমন করিতেন। অতঃপর খাদিজা নামে এক ধনবতী বিধবাকে বিবাহ করিয়া তিনি ধর্ম্মচর্চ্চায় মন দেন। সে সময়ে আরবেরা প্রতিমা-পূজা করিত বলিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। নির্জ্জন গিরিগুহায় সর্ব্বদাই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি স্বর্গীয় দূত জিব্রায়েলের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করেন। সেই ধর্ম্মকথা লিপিবদ্ধ আকারে 'কোরান-শরীফ' নামে প্রকাশিত হয়। ৪০ বৎসর বয়সের সময় তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন নাই। এমন কি বিরুদ্ধবাদিগণের বিরোধিতায় তাঁহার জীবন-সংশয় হইল। ফলে ৬২২-এ তিনি মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন। ঐ সময় হইতে হিজিরাব্দ গণনা করা হয়। মদিনার লোকে তাঁহার নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তিনি দলবল সহ পুনরায় মক্কায় গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত মক্কাবাসীদিগের যুদ্ধ হয়। আরবেরা ক্রমে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় সমগ্র আরব ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

মহম্মদ আলি, মৌলানা—সুবিখ্যাত খিলাফত-নেতা। তিনি বিলাতে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া ১৯০২-এ ভারতে আসেন এবং বরোদা রাজ্যের শাসনবিভাগে কিছুকাল চাকুরী করেন। তিনি 'কমরেড'-নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধনই ঐ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। মোসলেম লীগের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আগা খাঁর সহিত মিলিত হন। অসহযোগ-প্রচারের জন্য তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। ১৯১৫-এ গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে অন্তরীণ করেন। মুক্তি পাইয়া পুনরায় আন্দোলনে যোগ দিলে তিনি আবার দুই বৎসর কারাভোগ করেন। খেলাফৎ কনফারেন্স লইয়া আন্দোলন ইহার কারণ। তিনি কোকনদের কংগ্রেসের সভাপতি হন।

মহম্মদ ইকবাল—(১৮৭৬—১৯৩৮)। প্রসিদ্ধ স্বভাবকবি ও অধ্যাপক। জন্মস্থান শিয়ালকোট। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ. ডিগ্রী লইয়া তিনি লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপক হন ও পরে সরকারী কলেজে দর্শন ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হন। অতঃপর তিনি কেম্ব্রিজে গিয়া দর্শন-শাস্ত্রে উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং জার্ম্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফার্সী দর্শনে 'ডক্টর অব ফিলজফি' উপাধি লাভ করেন। পুনরায় তিনি লণ্ডনে গিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা পাশ করিবার পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্বী ভাষার প্রধান অধ্যাপক হন। লাহোর হাইকোর্টে তিনি আইন-ব্যবসায় করিতেন। তিনি রাজনীতিক হিসাবেও খ্যাতিলাভ করেন। এলাহাবাদের লীগ অধিবেশনে তিনিই প্রথম 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' পেশ করেন। সেই অধিবেশনে (১৯৩০) তিনি সভাপতি হন। সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক্ স্বাধীন বাসভূমির কথা তিনিই প্রথম উত্থাপন করেন এবং জিন্না তাহাকে রূপ দেন। ইকবালের রচনাগুলি ভক্তিরসাত্মক। তাঁহার ফার্সী কবিতা 'আসরার-ই খুদী' (আত্মার রহস্য) রচনা করিয়া তিনি দেশেবিদেশে প্রসিদ্ধ হন। Dr. Nicholson-কৃত উহার ইংরাজী অনুবাদ আছে।

মহম্মদ ঘোরী—(১২শ শতক)। ইতিহাসে তিনি শিহাবুদ্দীন বা মুইজুদ্দীন মহম্মদ-বিন-সাম নামেও পরিচিত। তিনি ঘোররাজ আলাউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ৬ বার ভারত আক্রমণ করেন। প্রথম বার তিনি মুলতান আক্রমণ করেন, দ্বিতীয়বার পঞ্জাবের উচ নগর জয় করেন এবং তৃতীয়বার গুজরাট আক্রমণ করিয়া রাজা কুমার পাল কর্তৃক বিতাড়িত হন। চতুর্থবার লাহোর আক্রমণ করিয়া রাজা খুসরুকে পরাজিত ও বন্দী করেন (১১৮৬) এবং পঞ্চমবার আজমীর-পতি তৃতীয় পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাভূত ও বিতাড়িত হন (১১৯১)। ষষ্ঠবার তিরৌরীর যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহকে পরাভূত ও নিহত করেন (১১৯২) এবং ভারতে মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া কুতবউদ্দীন আইবেককে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর কনৌজ-পতি জয়চাঁদকে পরাভূত ও নিহত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন (১১৯৪)। তিনি দেশে ফিরিয়া পঞ্জাবের একটি বিদ্রোহ দমন করিতে পুনরায় ভারতে আসেন এবং ফিরিবার সময় সিন্ধুনদের তীরে অসভ্যজাতি কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হন।

মহম্মদ বিন কাসিম—ভারত আক্রমণকারী প্রথম মুসলমান সেনাপতি। তিনি জাতিতে আরব। তিনি ৭১২-এ মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। সিন্ধুরাজ দাহীরের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। অতঃপর স্বদেশের শত্রুগণের ষড়্যন্ত্রে খলিফার আদেশে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয়।

মহম্মদ বিন তোগ্‌লক—(রাজত্বকাল ১৩২৫—১৩৫১)। তোগ্‌লকবংশীয় দিল্লীর সুলতান। রাজা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম জুনা খাঁ ছিল। দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্ত্তন, তামার নোটের প্রবর্ত্তন, খোরাসান ও ইরাক জয়ের চেষ্টা তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি একদিকে যেমন বিদ্বান্, সুবক্তা ও দানশীল ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি অত্যন্ত খাম-খেয়ালি ছিলেন। ইব্‌নবাতুতা নামক পর্য্যটক তাঁহার দরবারে বহুদিন কাটাইয়া যান।

মহম্মদ মহসীন, হাজী—(১৭৩২—১৮১২)। দানশীল উদারপ্রাণ মুসলমান। হুগলী নগরীতে জন্ম। তিনি আর্বী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার হস্তলিখিত একখানি কোরান আছে। তিনি নিজ বৈপিত্রেয় ভগিনী মন্নুজানের বিশাল সম্পত্তি ও অর্থ প্রাপ্ত হন। সেই অর্থ নিজের বিলাস-ব্যসনের জন্য কিছুমাত্র ব্যয় করিতেন না। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন। মক্কা ও মদিনা দর্শন করিয়া তিনি 'হাজী' উপাধি পান। ১৮০৬-এ তিনি এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকা আয়ের এক সম্পত্তি শিক্ষার উন্নতির জন্য উইল করিয়া দেন। তাঁহার অর্থে হুগলীর ইমামবারা, হুগলী কলেজ, মাদ্রাসা, মহসীন-বৃত্তি প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে।

মহম্মদ শাহ্—(রাজত্বকাল ১৭১৯—১৭৪৮)। আওরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী ৬ষ্ঠ মোগল সম্রাট্। রাজদরবারের দুইজন প্রতিপত্তিশালী ওমরাহ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের তিনি বিনাশসাধন করেন। চীনকুলি খাঁ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার সময়ে হায়দরাবাদ রাজ্য ও রোহিলখণ্ডে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। বঙ্গ-বিহারের আলীবর্দ্দী খাঁ-ও কার্য্যতঃ স্বাধীন হন। গুজরাটে ও মালবে মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। পঞ্জাবে শিখগণ প্রবল হইয়া উঠে এবং নাদির শাহের আক্রমণের ফলে কাবুল হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদশাহের হস্তচ্যুত হয়।

মহম্মদ সফি—মুসলমান রাজনীতিক। লাহোরের ভগবান্‌পুরা গ্রামে জন্ম। ১৮৯২-এ তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের তিনি একজন প্রধান ব্যারিষ্টার বলিয়া গণ্য হন। তিনি ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য (১৯১১), ভারত সরকারের

শিক্ষাসচিব (১৯১৯) ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য (১৯২৩) হন। তাঁহার উদ্যোগেই মোসলেম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৩-এ লক্ষ্ণৌ নগরে তিনি নিখিল ভারতীয় মোসলেম লীগের সভাপতি হন।

মহাতাব চাঁদ—(১৮২০—১৮৭৯)। বর্দ্ধমানের মহারাজা। তিনি বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের দত্তকপুত্র। তিনি বহু কবি-পণ্ডিতের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি রামায়ণের পদ্যানুবাদ, রামায়ণ-মহাভারতের গদ্যানুবাদ, 'চাহার দরবেশ', 'হাতেম তাই' ইত্যাদি ফারসী গল্পের বঙ্গানুবাদ করান। তাঁহার রচিত বিবিধ বিষয়ক গান প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাদাজী সিন্ধিয়া—(?—১৭৯৪)। মারাঠা সামন্ত রাজগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা। তিনি পাণিপথের ৩য় যুদ্ধে অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করেন। পেশোয়া প্রথম মাধব রাও-এর আমলে তিনি উত্তর-ভারতে মারাঠা বাহিনীর অন্যতম নায়ক ছিলেন। ১ম মারাঠা যুদ্ধে তিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁহার মাধ্যমে সলবইর সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটে। পরে তিনি মধ্যভারতে, রাজপুতানায় ও দিল্লী অঞ্চলে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। দিল্লী-আগ্রা অধিকার করিয়া তিনি সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে আশ্রয় দেন। পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি হোলকারকে পরাজিত করেন (১৭৯৩)।

মহাদেব—তিনজন শ্রেষ্ঠ দেবতার অন্যতম। তিনি ভগবানের সংহাররূপ। মহামুনি অত্রি তাঁহার গুরু। তিনি যোগিবেশ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেন। সর্প তাঁহার উত্তরীয়স্বরূপ। ভস্ম তাঁহার বিভূতি। নন্দী তাঁহার অনুচর। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্। তাঁহার অস্ত্র ত্রিশূল, তাঁহার ধনু পিনাক। তাঁহার পাশুপত অস্ত্রও বিখ্যাত। তিনি যুদ্ধে অজেয়। তিনি ত্রিপুরাসুরকে হত্যা করিয়া 'ত্রিপুরারি' নাম গ্রহণ করেন। সমুদ্রমন্থনকালে তিনি দ্বিতীয়বার সমুদ্র মন্থন করিতে আদেশ করিলে হলাহল উঠে। তিনি সেই হলাহল পান করেন। উহা তাঁহার গলায় থাকিয়া যায় বলিয়া তাঁহার নাম হয় নীলকণ্ঠ। তিনি অল্পে সন্তুষ্ট হন বলিয়া তাঁহার অপর নাম আশুতোষ। পরশুরাম তাঁহার কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেন। অর্জ্জুনের সহিত তিনি ব্যাধবেশে যুদ্ধ করেন। তাঁহার পত্নী দক্ষরাজকন্যা সতী। সতী শিবহীন যজ্ঞে দক্ষালয়ে প্রাণত্যাগ করিলে তিনি বীরভদ্র নামক অসুরের উৎপত্তি করিয়া দক্ষরাজকে নিহত করেন এবং সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া ভ্রমণ করেন। এদিকে তিনি মহাযোগে নিমগ্ন হন। মদন মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে গিয়া ভস্মীভূত হন। অতঃপর পার্ব্বতী তপস্যা করিয়া মহাদেবকে স্বামিরূপে পাইলেন। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গাকেও মহাদেব বিবাহ করেন।

মহানন্দী, মহানন্দিন্—(৪১০ খৃঃ পূঃ?)। শৈশুনাগ বংশের দশম বা শেষ রাজা। তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না (মৎস্য)।

মহাপদ্ম নন্দ—১। মগধের রাজা ও নন্দ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পুরাণে তাঁহাকে শূদ্র-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জৈন ও গ্রীক লেখকদের মতে তিনি নাপিতের পুত্র ছিলেন। তিনি শৈশুনাগবংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজ্যশাসকরূপে মহাপদ্ম নন্দ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পুরাণে তাঁহাকে 'একরাট্' (বা একচ্ছত্র সম্রাট্) এবং 'সর্ব্বক্ষত্রান্তক' (সকল ক্ষত্রিয়ের বিনাশকারী) বলা হইয়াছে। তিনি সম্ভবতঃ পঞ্জাবের পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইতি-পূর্ব্বে ভারতের আর কোন রাজা এত বড় সাম্রাজ্য গঠন করেন নাই। তিনিই ভারতের প্রথম সার্ব্বভৌম সম্রাট্। ২। শৈশুনাগবংশীয় শেষ রাজা মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। তিনি মগধের প্রথম শূদ্র রাজা হন। তিনি ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বারজন পুত্র ৮ বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ বারজনের শেষ রাজার নাম নন্দ (বায়ু)।

মহাবৎ খাঁ—জাহাঙ্গীরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি। নূরজাহানের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে। তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কাবুলের পথে তিনি জাহাঙ্গীরকে বন্দী করিয়া নূরজাহানকে জব্দ করিতে চেষ্টা করেন। নূরজাহান তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও যখন সুবিধা করিতে পারিলেন না, তখন কোন কৌশলে জাহাঙ্গীরকে মুক্ত করেন। অতঃপর তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়া বিদ্রোহী শাহ্‌জাহানের সহিত যোগদান করেন।

মহাবীর—'বর্দ্ধমান' দ্রঃ।

মহামায়া—বুদ্ধদেবের মাতা।

মহাসিংহ—পঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের পিতা।

মহিষমর্দ্দিনী—দেবী ভগবতী বা দুর্গার অপর নাম। তিনি মহিষাসুরকে বধ করিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হন ['মহিষাসুর' দ্রঃ]।

মহিষাসুর—রম্ভ-নামক অসুরের পুত্র। সুমেরু-পর্ব্বতে অযুত বর্ষকাল তপস্যা করিয়া মহিষাসুর ব্রহ্মার নিকটে এই বর পান যে, পুরুষজাতীয় কোন জীব তাঁহাকে বধ করিতে পারিবে না। এই বর পাইয়া মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে দেবগণ উহার প্রতিকারের জন্য বিষ্ণু ও শিবের নিকট সমবেত হন। তখন দেবগণের তেজ হইতে দেবী ভগবতী উৎপন্ন হইয়া যুদ্ধে মহিষাসুরকে নিহত করেন (দেবীভাগ)।

মহীপাল—১। প্রথম মহীপাল—(রাজত্বকাল ৯৮৮—১০৩৮)। পালবংশীয় দশম রাজা। তিনি পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তার করেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি বাংলাদেশের সর্ব্বত্র তাঁহার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। দাক্ষিণাত্যের রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোলের এক সেনাপতি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন (১০২১—১০২৩), কিন্তু মহীপালের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই। ২। দ্বিতীয় মহীপাল (রাজত্বকাল ১০৭০—১০৭৫)। পালবংশীয় ত্রয়োদশ রাজা। তাঁহার সময়ে কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্য বা দিব্বোক উত্তরবঙ্গের প্রজাগণের অধিনায়ক হইয়া বিদ্রোহী হন এবং মহীপালকে নিহত ও পরাজিত করিয়া উত্তরবঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন।

মহেন্দ্র—মহারাজ অশোকের ভ্রাতা। কাহারও মতে তিনি অশোকের পুত্র। অশোক কন্যা সংঘমিত্রার সহিত তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত সিংহলে প্রেরণ করেন।

মহেন্দ্রনাথ দাশ মজুমদার—(১২৮৫—১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ও সার্কাসওয়ালা। জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের নয়না গ্রামে। পিতা ভগবানচন্দ্র দাশ মজুমদার। বজ্রযোগিনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া ব্যায়ামচর্চায় মন দেন ও বিখ্যাত কুস্তিগীর পরেশনাথের কাছে ব্যায়াম শিক্ষা করেন। তিনি 'রয়েল বেঙ্গল সার্কাসে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—(?—১৯১২)। সাহিত্য-সেবক। জন্মস্থান হুগলী জেলার রাধানগর গ্রাম। তিনি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসভার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি 'নব্যভারত' ও 'অনুসন্ধান'-নামক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি কিছুদিন 'পুরোহিত' ও 'অনুশীলন'

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অক্ষয়-কুমার দত্ত এবং স্যামুয়েল হানিমানের জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি হাওড়া জেলার ব্যাটরা স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার—(১৮৩৩—১৯০৪)। বিখ্যাত চিকিৎসক। এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন। এই চিকিৎসা করিয়া তিনি যশস্বী হন। হোমিও-প্যাথির প্রচারকল্পে তিনি 'ক্যালকাটা জার্ণাল অব মেডিসিন' (Calcutta Journal of Medicine) নামে একটি পত্রিকা বাহির করিতেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ও জ্যোতিষে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। বিজ্ঞানের প্রতি বঙ্গবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি (কলিকাতা) 'Indian Association for the Cultivation of Science' নামে শিক্ষালয় স্থাপিত করেন। তিনি কলিকাতার সেরিফ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরক্ত ছিলেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ (মহেশ কাণা)—(?১৮০৩—১৮৫৮)। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। তিনি জন্মান্ধ বলিয়া মহেশ কাণা বলিয়া পরিচিত। জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসতের নিকটবর্ত্তী মহেশপুর। জন্মান্ধতা এবং পিতার দারিদ্র্য বশতঃ বাল্যশিক্ষার সুযোগ না পাইলেও বাটীর নিকটবর্ত্তী টোলে ছাত্রদের পাঠ শুনিয়া তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও অমরকোষ মুখস্থ করিয়া ফেলেন। তাঁহার কবিগান এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৩৬—১৯০৬)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত। জন্মস্থান হাওড়া জেলার নারীট গ্রাম। পিতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত। তিনি প্রথমে মেদিনীপুর জেলার ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে কলিকাতার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে কাশীতে গিয়া বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাশী হইতে ফিরিয়া শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আশ্রয়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন (১৮৬৩)। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৮৬৪)। এই সময় তিনি ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বার বৎসর এই পদে থাকিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনিই সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার প্রবর্ত্তক। তিনি কৃষ্ণ চতুর্ব্বেদ, মীমাংসা দর্শন এবং কাব্যপ্রকাশের টীকা প্রণয়ন করেন। নিজের গ্রামে তিনি একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার—(১৫৮২—?)। শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। পিতার নাম মুকুন্দ বিশারদ। তিনি কাব্যপ্রকাশের 'ভাবার্থ চিন্তামণি' নামক টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি 'বর্ণ-ধর্ম্মপ্রদীপ', 'দায়প্রদীপ', 'বিচার-প্রদীপ' ও 'সংসার-প্রদীপ' প্রভৃতি স্মৃতিসম্বন্ধীয় আটাশখানি প্রদীপগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

মাইকেলএঞ্জেলো (Michaelangelo Buonarroti)—(১৪৭৫—১৫৬৪)। ইতালীর প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। জন্মস্থান ফ্লোরেন্স। ১৫০৮-এ তিনি রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীরগাত্রের (ফ্রেস্কো) চিত্রশিল্পী বলিয়া খ্যাত হন। লরেঞ্জো ডি মেডিসি নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ভাস্কর্য্য-শিল্পে উৎসাহ দিয়া নিজের ভাস্কর্য্য-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া লন। তথায় তিনি তিন বৎসরকাল ভাস্করের কার্য্য শিক্ষা করেন। তিনি ফ্লোরেন্স নগরের সভাগৃহ সজ্জিত করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৪৯৬-এ তিনি রোমনগরে গমন করেন এবং দুইজন বন্ধুর জন্য কিউপিড, ব্যাকাস এবং মৃত যীশুখৃষ্টের উপর রোরুদ্যমানা মেরীর চিত্র অঙ্কন করেন।

মাইডাস (Midas)—ফ্রিজিয়ার রাজা। তিনি উৎসবের দেবতা। ব্যাকাসকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর পাইয়াছিলেন যে, তিনি যাহা স্পর্শ করিবেন, তাহা স্বর্ণ হইয়া যাইবে। অ্যাপলো অপেক্ষা প্যান ভাল বাজাইতে পারে ইহা বলায় অ্যাপলোর অভিশাপে তাঁহার কর্ণদ্বয় গর্দ্দভের কর্ণের মত হইয়া যায় (গ্রীক পুঃ)।

মাইনস (Minos)—ক্রীটের রাজা। তিনি প্যাসিফেয়িকে বিবাহ করেন। তাঁহার ঔরসে প্যাসিফেয়ির গর্ভে কতকগুলি পুত্র হয়। বৃষের ঔরসে প্যাসিফেয়ির গর্ভে মিনোটর নামে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে তিনি এক গোলকধাঁধার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই মিনোটরকে থিসিউস বধ করেন। সিসিলির রাজা ককেলাস কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন (গ্রীক পুঃ)।

মাও-সে-তুং (Mao-Tse-Tung)—(জন্ম ১৯শে নভেম্বর, ১৮৯৩)। লাল চীনের রাষ্ট্রনায়ক। হুনান প্রদেশে জন্ম। চাষার ছেলে। পিকিং-এ জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে তিনি বলশেভিক বিপ্লব সম্বন্ধে সচেতন হন এবং সাম্যবাদে (১৯১৯) দীক্ষা নেন। তিনি চীন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন (১৯২১)। ১৯২৪-এ তিনি পোলিট ব্যুরোর সভ্য হন। স্তালিনের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় তিনি পরে (১৯২৭) পোলিট ব্যুরো হইতে বিতাড়িত হন। ১৯৩৪-এ তিনি চীনে কমিউনিষ্ট সৈন্য সংগঠন করিয়া Yeman নামক স্থানে নূতন সোভিয়েট-সরকার স্থাপন করেন। পরে তিনি চিয়াং-এর জাতীয় সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া ১৯৪৯-এর (অক্টোবরে) লাল চীনে কমিউনিষ্ট শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের নাম The People's Republic of China. তাঁহার নেতৃত্বাধীনে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

মাঘ—প্রসিদ্ধ 'শিশুপালবধ'-নামক কাব্যের রচয়িতা। জন্মস্থান গুর্জ্জর দেশের ভিন্নমালব গ্রাম। পিতার নাম শ্রীদত্তক সর্ব্বাশ্রয়। কাহারও মতে তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর এবং কাহারও মতে নবম শতাব্দীর লোক। তিনি ধারা নগরীর রাজা ভোজদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কঠোর দারিদ্র্যপীড়নে অনাহারে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

মাণিকচাঁদ—প্রথমে বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়ান ছিলেন এবং পরে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর অধীনে কার্য্যলাভ করিয়াছিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদের হাত হইতে কলিকাতা কাড়িয়া লইয়া উহা রক্ষা করিবার ভার তাঁহার উপর দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে কলিকাতা ইংরাজদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলায়ন করেন।

মাণিক্যনন্দী—জৈন দার্শনিক। জৈনদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার অনেক গ্রন্থ আছে।

মাণ্ডবী—ভরতের পত্নী। তিনি রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ সহোদর কুশধ্বজের কন্যা। ভরতের ঔরসে তাঁহার গর্ভে তক্ষ ও পুষ্কর নামে দুই পুত্র জন্মে (রাম)।

মাণ্ডব্য—অণীমাণ্ডব্য (তাহা দ্রঃ)।

মাতঙ্গ—মতঙ্গ মুনির পুত্র। দুন্দুভি রাক্ষসের রক্ত মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে পড়িলে মাতঙ্গ মুনি বালিকে শাপ দেন। সেই শাপের ভয়ে বালি মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে যাইত না (রাম)।

মাতঙ্গিনী হাজরা—সুবিখ্যাত মহিলা বিপ্লবী। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। মেদিনীপুরে তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে সহস্র সহস্র জনগণকে চালনা করিয়া অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন।

মাতলি—দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি। সুধর্ম্মা তাঁহার ভার্য্যা। তাঁহার কন্যা গুণকেশী। রাবণবধের দিন তিনি রামকে সাহায্য করিবার জন্য রথ লইয়া যান।

মাৎসিনি (Mazzini, Giuseppe)—(১৮০৫—১৮৭২)। ইটালীর বিখ্যাত দেশসেবক। জন্ম জেনোয়াতে। তিনি আইন পড়িতে পড়িতে দেশসেবায় নিযুক্ত হন। তিনি কার্বনারি নামে দেশপ্রেমিকের

দলে ভর্ত্তি হন (১৮২৭) এবং সন্দেহে তাঁহাকে গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসিত করা হয়। অতঃপর তিনি মার্সেলিসে অবস্থান করিয়া 'ইয়ং ইটালী' নামে দেশসেবকের দল গঠন করেন। পরে ১৮৩৭-এ ইংলণ্ডে গমন করিয়া তৎকালীন ইটালীর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখনী চালাইতে থাকেন। ১৮৪৯-এ তিনি রোমে প্রত্যাগমন করেন এবং রোমীয় সাধারণতন্ত্রের ডিক্টেটর নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু এই পদে তিনি অধিক দিন প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। রোমক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাসীরা যুদ্ধযাত্রা করিলে তিনি লণ্ডনে পলাইয়া যান। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন ইটালীয় সীমান্তে লুগানো নামক স্থানে কাটে। ইতালীর স্বাধীনতা অর্জ্জনে তাঁহার রচনাগুলি অতিশয় মূল্যবান্।

মাদ্রী—রাজা পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী। তিনি মদ্রদেশের রাজকন্যা। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে তাঁহার গর্ভে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে তিনি নিজ পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে অর্পণ করিয়া স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করেন।

মাধব—'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল' গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার পিতা কালিদাস বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা সনাতনের সহোদর ভাই। তিনি আচার্য্য ও কবিবল্লভ উপাধি পান।

মাধবদাস বাবাজী (মাধো বাবাজী)—(১৮২৪—১৯০০)। ভক্ত সাধুপুরুষ। প্রয়াগে জন্ম। পিতা সাধুচরণ। তিনি ১৮৩৩-এ এলাহাবাদের একটি ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখানে তিনি লুই সাহেবের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও বীজগণিত শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি লক্ষ্ণৌ মানমন্দিরে কাজ করেন (১৮৪৪—৪৯)। তিনি অযোধ্যার ট্রেজারিতেও কিছুকাল কাজ করেন। ইহার পরে তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা ও যোগবিদ্যা শিক্ষা করেন। সকল ধর্ম্মের লোকই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি যেস্থানে থাকিতেন, তাহা 'মাধো কুঞ্জ' নামে খ্যাত। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সহিত এই কুটীরে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি কখনও কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি 'The Unitarian' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

মাধব দেব—(১৪৮৮—১৫৯৬)। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। পিতার নাম গোবিন্দ। জাতিতে কায়স্থ। জন্মস্থান নারায়ণপুর। তিনি প্রথমে বৈদান্তিক ছিলেন কিন্তু পরে শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন। তিনি বহু সূত্র স্থাপন করিয়াছেন। 'নাম ঘোষা' প্রভৃতি ষোলখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

মাধব রাও, রাজা—(১৮২৮—১৮৯১)। বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় দেওয়ান। তিনি প্রথমে ত্রিবাঙ্কুর ও হোলকার রাজ্যের দেওয়ান হন। অতঃপর তিনি বরোদার গাইকোয়াড়ের দেওয়ান ও প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তা হন (১৮৭৫)। তিনি 'Hints on the Training of Native Children' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মাধবাচার্য্য, বিদ্যারণ্য—বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পম্পা নগরীতে জন্ম। বিজয়নগরের রাজা বুক্কন রায়ের তিনি গুরু ছিলেন। পিতার নাম সায়ন, মাতার নাম শ্রীমতী। বেদের টীকাকার। বিখ্যাত সায়নাচার্য্য তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তিনি পরাশর সংহিতার একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। 'পরাশর মাধব' নামে এই ভাষ্য পরিচিত। 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' নামে তাঁহার একখানি পুস্তক আছে।

মাধবেন্দ্র পুরী—খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। "অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ" এই সংস্কৃত শ্লোকের রচয়িতা। এই শ্লোক বলিতে বলিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর এবং অদ্বৈতাচার্য্যের গুরু।

মাধাই—চৈতন্যদেবের বিখ্যাত শিষ্য। প্রকৃত নাম মাধা। তিনি নদীয়ায় বাস করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে এমন পাপ কাজ নাই যাহা করেন নাই। জগাই তাঁহার ভাই। একবার দুই ভাইয়ে মিলিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি একজন পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠেন।

মানকড়, ভিনু—সুবিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। জন্মস্থান পঞ্জাব কিন্তু বোম্বাই সহরে তিনি বাস করেন। ক্রিকেট খেলায় তিনি অদ্বিতীয়।

মানকুমারী বসু—(১৮৬৩—১৯৪৩)। মহিলা কবি। জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি, যশোহর। পিতা আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী। অল্পবয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। বৈধব্যের পর তিনি একান্তভাবেই সাহিত্য ও সমাজসেবা লইয়া পড়েন। তিনি 'বামাবোধিনী' ও 'সখা' পত্রিকায় লিখিতেন। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি', 'সোণার সাথী' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ছোটগল্প রচনা করিয়া তিনি 'কুন্তলীন-পুরস্কার' পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সর্ব্বপ্রথম ভুবনমোহিনী সুবর্ণপদক (১৯৩৯) ও জগত্তারিণী সুবর্ণপদক (১৯৪১) লাভ করেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায়—বিখ্যাত বামপন্থী নেতা ও র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্ব নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ১৯০৩-এ রাজনৈতিক ডাকাতির মামলায় জড়িত হন। পরে (১৯১৫) আমেরিকায় যান ও 'কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালে'র সদস্য হন। তিনি মস্কোর ইষ্টার্ণ ইউনিভারসিটির ভারতীয় শাখার সদস্য হন (১৯২৭)। রুষিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া পরে ভারতে আসেন ও কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর কংগ্রেসে যোগ দেন কিন্তু পরে (১৯৪০) কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তিনি সাংবাদিকের জীবন যাপন করিতেছেন।

মানসিংহ—অম্বরের রাজা ভগবান্ দাসের ভ্রাতা জগৎসিংহের পুত্র এবং ভগবান্ দাসের দত্তকপুত্র। সম্রাট্ আকবর তাঁহার পিসীকে এবং যুবরাজ সেলিম তাঁহার ভগিনীকে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি হইয়া বঙ্গদেশ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। উদয়পুরের রাণা প্রতাপসিংহ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া তিনি হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপসিংহকে পরাভূত করেন। তিনি বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন (১৫৮৯—১৬০৬)। তিনি কুচবিহারের রাজাকে পরাভূত করেন এবং যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত ও বন্দী করেন। রাজমহল শহরটি তাঁহারই স্থাপিত।

মান্ধাতা—১। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা যুবনাশ্বের পুত্র। মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ (হরি)। ২। যুবনাশ্ব পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। সেই সময় তিনি পিপাসায় আকুল হইয়া মহর্ষিগণের মন্ত্রপূত জল পান করিয়া ফেলেন। ফলে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয়। যথাকালে তাঁহার বাম কুক্ষি ভেদ করিয়া এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই সময়ে ইন্দ্র তাঁহার তর্জ্জনী বালকের মুখে দিয়া বলেন 'মাং ধাস্যতি' অর্থাৎ আমার তর্জ্জনীর রস পান করিবে। এই কারণে তাঁহার নাম মান্ধাতা হয়। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। রাবণের সহিত যুদ্ধে তুল্যবল প্রমাণিত হওয়ায় তাঁহার সহিত তিনি বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হন। তিনি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অমরাবতীতে গমন করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে লবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মধুবনে যাইতে বলেন। মধুবনে গমন করিলে তিনি লবণ কর্ত্তৃক নিহত হন (রাম)।

মামুদ, সুলতান—(৯৭১—১০৩০)। গজনীর রাজা ও বিখ্যাত সেনাপতি। পিতা

সবুক্তগীন। মুসলমান ইতিহাসে তিনিই প্রথম 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সর্বশুদ্ধ সতের বার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি পরপর লাহোরের রাজা জয়পাল, তাঁহার পুত্র আনন্দপাল ও পৌত্র ত্রিলোচনপালকে পরাজিত করেন। ১০২৪-এ গুজরাটের সোমনাথদেবের মন্দির ধ্বংস করিয়া তিনি বহু মূল্যবান্ দ্রব্য লুন্ঠন করিয়া লইয়া যান। তিনি অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী ছিলেন। কবি ফিরদৌসী ও আন্সারী এবং বিখ্যাত পণ্ডিত আলবেরুণী তাঁহার রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন।

মায়াদেবী—বুদ্ধদেবের জননী।

মায়াবতী—রতির অপর নাম। কামদেব ভস্মীভূত হইলে তিনি অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিতে থাকেন্। তখন দৈববাণী হয় যে, কামদেব শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং সেই কৃষ্ণপুত্রকে শম্বর-নামক দৈত্য হরণ করিবে। ইহা শুনিয়া রতি মায়াবতী নামে শম্বর দৈত্যের গৃহে থাকেন। অতঃপর কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন জন্মের ষষ্ঠ দিবসে শম্বর দৈত্য কর্তৃক হৃত ও সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন। একটি মৎস্য শিশুকে গিলিয়া ফেলে এবং পরে ঐ মৎস্য দৈত্যগৃহে নীত হয়। মায়াবতী মৎস্যের মধ্য হইতে শিশু স্বামীকে গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিতে থাকেন। পরে প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি প্রদ্যুম্নকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন এবং গান্ধর্ব্ব মতে তাঁহাদের বিবাহ হয়। অতঃপর তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট গমন করেন।

মায়াবী—দুন্দুভি-নামক অসুরের পুত্র। বালী তাঁহার পিতাকে হত্যা করেন। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করেন। বালী তাঁহাকে তাড়া করিলে তিনি ভূ-গর্ভে প্রবেশ করেন। বালী সেই ভূ-গর্ভে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন (রাম)।

মারা, জিন পল (Marat, Jean Paul)—(১৭৪৩—১৭৯৩)। ফরাসী-বিপ্লবের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা। বিপ্লবের পূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ডে ডাক্তারী করিতেন। পরে বিপ্লবে যোগদান করিয়া বিরুদ্ধবাদীদের হত্যা করিবার পক্ষপাতী হন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন।

মারীচ—এক রাক্ষস। পিতা সুন্দ, মাতা তাড়কা রাক্ষসী। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে এই রাক্ষস বড়ই বিঘ্ন ঘটাইত। সেই কারণে রাম-লক্ষ্মণ তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেন। এই রাক্ষস রাবণের আদেশে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে। রাম সীতার মনস্তুষ্টির জন্য তাহাকে ধরিতে যান। রাক্ষস 'হা লক্ষ্মণ' বলিয়া প্রাণত্যাগ করে। রামের বিপদ্ মনে করিয়া সীতা লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। সেই সুযোগে রাবণ সীতাকে হরণ করে (রাম)।

মারুত—'মরুৎগণ' দ্রঃ।

মার্ক অ্যাণ্টনি—'অ্যাণ্টনি, মার্ক' দ্রঃ।

মার্কণ্ড—মৃকুণ্ড নামে ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি স্বল্পায়ু হইবেন বলিয়া এক জ্যোতিষী জানাইয়া যান। তখন পিতা পুত্রকে ব্রাহ্মণ দেখিলেই অভিবাদন করিতে বলেন। একদিন মার্কণ্ড কয়েকজন মহর্ষিকে অভিবাদন করেন। মহর্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মার্কণ্ডকে 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ যখন বলিলেন যে বালক স্বল্পায়ু হইবে এইরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তখন পাছে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ বিফল হয় এই ভয়ে ব্রহ্মার নিকট হইতে মার্কণ্ডের জন্য মহর্ষিগণ দীর্ঘজীবনের বর চাহিয়া লন (পদ্ম)।

মার্কণ্ডেয়—সুবিখ্যাত ঋষি। পিতা মৃকণ্ড, মাতা দমোর্ণা (ভারত), মূর্দ্ধনা (বায়ু); পুত্র বেদশিরা। তিনি নিজ নামে পরিচিত পুরাণ কীর্ত্তন করেন। মার্কণ্ডেয় মহর্ষির ন্যায় আর কেহ এত দীর্ঘজীবী ছিলেন না। তিনি বিষ্ণুর নিকট হইতে বর লাভ করিয়া জীবিত ছিলেন। তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন তাহা যুধিষ্ঠিরকে কীর্ত্তন করেন (স্কন্দ)। পুরাণাদি বিষয়ে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তিনি সেই সন্দেহ দূর করিতেন। অন্যান্য মুনিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি কালিকাপুরাণ কীর্ত্তন করেন (কালিকা)।

মার্কাম (Markham, Sir Clements Robert)—(১৮৩০—১৯১৬)। আধুনিক বিখ্যাত আবিষ্কারকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৮৯৩—১৯০৫ পর্য্যন্ত তিনি 'রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি'র সভাপতি ছিলেন। ১৮৫০—১৮৫১-এ সুমেরু অভিযানে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আবিসিনিয়া-অভিযানে তিনি ভূগোলবিদ্ ছিলেন (১৮৬৭—৬৮)। পেরু হইতে তিনি ভারতবর্ষে 'সিন্‌কোনা' বৃক্ষ আনয়ন করেন। এই 'সিন্‌কোনা' বৃক্ষ হইতেই কুইনাইন উৎপন্ন হয়।

মার্কারি (Mercury)—জুপিটারের অন্যতম পুত্র। তিনি জুপিটারের দূত ছিলেন। তাঁহাকে দস্যু, পর্য্যটক, মেষপালক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতিদেরও দেবতা বলা হয়। তিনি অন্যান্য দেবতাগণের নিকট হইতে দ্রব্যাদি চুরি করিয়া বেড়ান। তিনি ভেনাসের মেখলা, মার্সের তরবারি, জুপিটারের দণ্ড ও নেপচুনের যষ্টি চুরি করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার মাথায় একটি পক্ষযুক্ত টুপি আছে; পায়ে পাখা আছে। তিনি বাতাসের মত বেগে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যান (গ্রীক পুঃ)।

মার্কাস অরিলিয়াস (Marcus Aurelius)—'অরিলিয়াস, মার্কাস' দ্রঃ।

মার্কেটর, গার্হার্ড (Mercator, Gerhard)—(১৫১২—১৫৯৪)। বিখ্যাত ভূগোলতত্ত্ববিদ্। তিনি 'গ্লোব' (Globe)-এর উদ্ভাবক। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার সাহায্যে ম্যাপ আঁকিবার পন্থা তিনিই আবিষ্কার করেন।

মার্কোনি, সিনেটর জি (Marconi, Senator G.)—(১৮৭৪—১৯৩৭)। বিখ্যাত ইতালীয় তড়িৎ-বিজ্ঞানবিদ্। বলোন নগরে জন্ম। তাঁহার মাতা আইরিশ ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া সার উইলিয়াম প্রীসের সহিত একত্র গবেষণা করেন এবং ১৮৯৬-এ একটি বেতার-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৯০২-এ তিনি আটলান্টিক মহাসমুদ্রের অপর পারেও বেতারে খবর পাঠাইতে সমর্থ হন। ১৯০৭-এ তিনি সাধারণের জন্য একটি বেতার টেলিগ্রাফ-ষ্টেশন খুলেন। ১৯০৯-এ তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' পান।

মার্কো পোলো—'পোলো, মার্কো' দ্রঃ।

মার্ক্‌স্, কার্ল (Marx, Heinrich Karl)—(৫ই মে, ১৮১৮—১৪ই মার্চ্চ, ১৮৮৩)। কমিউনিজ্‌ম্ বা সাম্যবাদের জনক। জার্ম্মানীর ট্রেভ্‌স্-এ জন্ম। ইহুদি বংশে তাঁহার জন্ম। বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া তিনি 'The Rhenish Gazette' নামে একটি উদার মতবাদের পত্রিকার সম্পাদক হন (১৮৪২)। পরে প্যারিসে যান ও এঙ্গেল্‌স্-এর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। এখানে ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। পরে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি ব্রাসেল্‌স্-এ যান ও এঙ্গেল্‌স্-এর সহযোগে 'Manifesto of the Communist Party' খসড়া করেন। ১৮৪৮-এ তিনি পুনরায় জার্ম্মানীতে ফেরেন ও সেখানে বিপ্লবাত্মক কাজে যোগ দেন এবং New Rhenish Gazette প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া লণ্ডনে (১৮৪৯) পরবর্তী জীবন কাটান। 'Critique of Political Economy' এইখানে লেখেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'Das Capital' তাঁহার জীবদ্দশায় বাহির হয় নাই। উহা এঙ্গেল্‌স্ পরে প্রকাশ করেন।

মার্গারেট, সেন্ট (Margaret, St.)—

(১০৪৭—১০৯৩)। স্কট্ল্যাণ্ডের রাণী। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণা নারী ছিলেন। তিনি অনেক সৎকার্য্য করেন বলিয়া ১২৫০-এ তাঁহাকে একজন 'সেণ্ট' বলিয়া গণ্য করা হয়।

মার্টিন, সেণ্ট (Martin, St.)—(৩১৬—৪০০)। বিখ্যাত ফরাসী সন্ন্যাসী। তিনি Tours-নামক স্থানের বিশপ ছিলেন।

মার্ডক, উইলিয়াম (Mardock, William)—(১৭৫৪—১৮৩৯)। গ্যাসের আবিষ্কারক। জন্ম স্কট্ল্যাণ্ডের এক নগণ্য পল্লীতে। প্রথম জীবনে গরু চরাইতেন। পরে বার্মিংহামের এক কারখানায় ভর্ত্তি হন। কয়লা লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি গ্যাসের আবিষ্কার করেন। গ্যাসের আলোও তিনি আবিষ্কার করেন।

মার্লো, ক্রিস্টোফার (Marlowe, Christopher)—(১৫৬৪—১৫৯৩)। বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যকার। তিনি শেক্স্পীয়ারের সমসাময়িক। 'Dr. Faustus', 'Edward II', 'The Jew of Malta' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত রচনা।

মার্শাল, জর্জ্জ (Marshall, George)—(জন্ম ১৮৮০)। বিখ্যাত মার্কিন রাজনীতিক ও 'মার্শাল পরিকল্পনা'র রচয়িতা। পেন্সিল্ভ্যানিয়ার ইউনিয়ন টাউনে জন্ম। প্রথম জীবনে বহুকাল সৈন্যবিভাগে কাজ করেন। পরে চীনদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন (১৯৪৫—৪৭)। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিব (১৯৪৭—৪৯) ও প্রতিরক্ষা-সচিব (১৯৫০—৫১) ছিলেন। সমগ্র ইউরোপকে অর্থ দিয়া সাহায্যের জন্য তিনি যে পরিকল্পনার খসড়া করেন, উহা 'মার্শাল প্ল্যান' নামে পৃথিবী-বিখ্যাত।

মার্শ্ম্যান (Marshman, John Clark)—(১৭৯৪—১৮৭৭)। মিশনারী ও প্রাচ্য-পণ্ডিত। পিতা রেভারেণ্ড ডক্টর যোশুয়া মার্শ্ম্যানের সহিত ৫ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে আগমন করেন এবং শিক্ষা-সমাপনান্তে ২৫ বৎসর বয়সে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্র 'দিগ্দর্শন' বাহির করেন (১৮১৮) এবং সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার-দর্পণের' প্রতিষ্ঠা করেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'-নামক ইংরাজী পত্র, শ্রীরামপুর কলেজ, কলিকাতা লালবাজারের গির্জ্জা ও বেনিভোলেণ্ট ইনস্টিটিউসন তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। 'হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া', 'দি লাইফ য়্যাণ্ড টাইম্স্ অব কেরী মার্শ্ম্যান য়্যাণ্ড ওয়ার্ড', 'গাইড টু সিভিল ল ইন দি প্রেসিডেন্সি অব ফোর্ট উইলিয়াম' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি বহুদিন গভর্ণমেণ্টের অনুবাদক ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এক্ষণে 'ষ্টেট্স্ম্যানে'র সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

মার্স (Mars)—রণদেবতা। জুনো ও জুপিটারের পুত্র। তিনি ভেনাস দেবীকে ভালবাসিতেন বলিয়া অ্যাপলো ও ভল্কান তাঁহার সহিত শত্রুতা করেন। জুপিটারের সহিত টাইটানদিগের যুদ্ধকালে তিনি বন্দী হন। অতঃপর মার্কারির মধ্যস্থতায় তিনি মুক্তি পান। ট্রোজান-যুদ্ধে তিনি ট্রোজানদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। রোমকদিগের মতে তিনি রোমিউলাসের (Romulus) পিতা (বৈদে পুঃ)।

মালাধর বসু—(১৬শ শতক)। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের মন্ত্রী এবং রূপ সনাতনের নিয়োগকর্ত্তা। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ভাগবতের প্রথম স্কন্দের অনুবাদ বাহির করেন (১৫৭৩)। কবিত্বের জন্য হুসেন শাহ্ তাঁহাকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

মালাবারী, বাহারামজী মারওয়ানজী—(১৮৫৩—১৯১২)। প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী এবং সমাজ-সংস্কারক পার্শী। ১৮৮০-এ তিনি 'ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার' নামক সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ২০ বৎসর ইহার পরিচালনা করেন। তিনি কিছুকাল 'ঈস্ট এণ্ড ওয়েস্ট' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'দি ইণ্ডিয়ান প্রোরেম', ম্যাক্সমুলার প্রণীত 'অরিজিন য়্যাণ্ড গ্রোথ অব রিলিজিয়ানে'র গুজরাটী অনুবাদ, এবং 'গুজরাট য়্যাণ্ড দি গুজরাটী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের জন্য এবং সহবাস-সম্মতি-বিষয়ক আইন প্রণয়নের জন্য তাঁহার যথেষ্ট উদ্যম ছিল।

মালিক অম্বর—মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি দাক্ষিণাত্যে আহ্মদনগরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি জাতিতে হাবসী ছিলেন। তিনি আহ্মদনগরের রাজধানী কিরকীতে স্থানান্তরিত করেন এবং রাজ্যের কর নির্দ্ধারণ প্রণালীর উন্নতি-বিধান করেন। জাহাঙ্গীর আহ্মদনগরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলে তিনি দক্ষতার সহিত মোগল-আক্রমণ প্রতিহত করেন। অবশেষে যুবরাজ খুরম আহ্মদনগর জয় করেন।

মালিক কাফুর—আলাউদ্দীনের প্রসিদ্ধ সেনাপতি। তিনি প্রথমে গুজরাটের রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেবের ক্রীতদাস ছিলেন। গুজরাট জয় করিয়া আলাউদ্দীন এই রূপবান্ খোজাকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আলাউদ্দীনের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বহুদিন দাক্ষিণাত্য জয়ের কাজে নিযুক্ত থাকেন (১৩০২—১১)।

মাল্যবান্—এক রাক্ষস। পিতা সুকেশ, মাতা বেদবতী। এই রাক্ষস ব্রহ্মার বরে লঙ্কায় বাস করে, কিন্তু পরে বিষ্ণু কর্তৃক পাতালে বিতাড়িত হয় এবং পুনরায় রাবণের মন্ত্রী হইয়া লঙ্কায় আগমন করে ও লঙ্কাযুদ্ধে নিহত হয় (রাম)।

মাস উদি—(—৯৫৬ ?)। আরবদেশের ঐতিহাসিক ও পর্য্যটক। জন্ম বাগদাদে। তিনি ভারতবর্ষ, লঙ্কা, চীনদেশ, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করিয়া 'মদান্-উল-জওয়াহির' নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কায়রোতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মাসুম আলী শাহ্—দাক্ষিণাত্যের সৈয়দ আলী রেজার শিষ্য এবং সুফি সম্প্রদায়ের উপদেষ্টা। করিম্ খাঁর শাসনকালে তিনি সিরাজে গমন করিয়া ৩০ হাজার লোককে শিষ্য করেন। তিনি ইস্পাহানের পীরমানশা নামক স্থানে উপাসনাকালে গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হন।

মাস্পিরো (Maspero, Sir Gaston Camille Charles)—(১৮৪৬—১৯১৬)। বিখ্যাত ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ্। তিনি মিশরের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন। তিনি মিশরের 'কলেজ ডি ফ্রান্সে'র পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বহুকাল বুলাকের মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ছিলেন। মেম্পিস, কার্নাক, স্যাকারা প্রভৃতি স্থানে তিনি অনেক খননকার্য্য করেন। মিশরের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক ১৮৯৪—৯৬-এ বাহির হয়।

মাহ্মুদ গাওয়ান—দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণিরাজ হুমায়ুনের (১৪৫৭—৬১) মন্ত্রী। তিনি পরবর্ত্তী সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহেরও মন্ত্রী ছিলেন। সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তারূপে তিনি বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি বেলগাঁও দুর্গ জয় করেন (১৪৭৩) ও গোয়ার পুনরুদ্ধার করেন। পরে এই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে (তিনি পারস্যদেশীয় ছিলেন) দাক্ষিণাত্যের কুচক্রীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। রাজদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

মিডিয়া (Medea)—এক গ্রীক রাজকন্যা। তিনি জেসনকে স্বর্ণময় মেষলোম গ্রহণ করিতে সাহায্য করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার পত্নী হন। কিন্তু জেসন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে এবং অন্য বিবাহ করিলে তিনি জেসনের অপরা পত্নীকে ও তাহার গর্ভজাত সন্তানদিগকে মারিয়া ফেলেন এবং পরে এথেন্সে পলায়ন করেন (গ্রীক পুঃ)।

মিডিয়ুসা (Medusa)—দানবীবিশেষ। তিনি পার্সিয়ুস (Perseus) কর্তৃক নিহত হন (গ্রীক পুঃ) ['পার্সিউস' দ্রঃ]।

মিন্টো, লর্ড (Minto, Lord)—১। (১৭৫১—১৮১৪)। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট (১৮০৭—১৮১৩)। প্রকৃত নাম জর্জ এলিয়ট্। ওলন্দাজের অধিকৃত জাভা-দ্বীপের বাটাভিয়া সহর দখল, রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন, বুন্দেলখণ্ডে শান্তিস্থাপন, কালঞ্জরদুর্গ অধিকার, কোলহাপুর ও সামন্তবাড়ীর দস্যুবৃত্তি-পরায়ণ রাজাদিগের দমন, কলিকাতা হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত ট্রাঙ্ক রোড নির্ম্মাণ, কোম্পানীর নূতন সনন্দ লাভ, দেশীয় লোকদিগের শিক্ষাকল্পে কোম্পানীর কোষাগার হইতে বাৎসরিক একলক্ষ টাকা দান, খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্ম্মপ্রচারে অধিকার প্রদান এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার লোপ তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২। (১৮৪৫—১৯১৪)। ভারতের বড়লাট (১৯০৫—১৯১০)। প্রথমে তিনি সমরবিভাগে কার্য্য করিতেন। কিছুকাল তিনি ক্যানাডার গভর্ণর-জেনারেলের মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলেন এবং পরে ক্যানাডার গভর্ণর-জেনারেল হইয়াছিলেন। যুবরাজ পঞ্চম জর্জ্জের সস্ত্রীক ভারতে আগমন, বিস্ফোরক পদার্থ ও রাজদ্রোহ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার এবং তাহাতে অধিকসংখ্যক ভারতবাসীকে গ্রহণ এবং ভারত সরকারের শাসন-পরিষদে সার এস্. পি. সিংহকে সচিবরূপে নিয়োগ তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লর্ড মিন্টোর নিমন্ত্রণে ১৯০৭-এ আফগানিস্তানের আমির হবিবুল্লা ভারতে আগমন ও ভারত ভ্রমণ করেন।

মিনার্ভা (Minerva)—জ্ঞান, যুদ্ধবিগ্রহ ও চারুশিল্পের দেবী। পিতা জুপিটার। তিনি দেবদাসী ও চিরকুমারী। প্রেমের সহিত তাঁহার চিরবিরোধ (বৈদে পুঃ)।

মিনোটর (Minotaur)—বৃষের ন্যায় মস্তক ও মানবের ন্যায় দেহবিশিষ্ট দৈত্য। এই দৈত্য ক্রীটের গোলকধাঁধায় রক্ষিত হইয়া নরমাংস ভক্ষণ করিত। দৈত্যটি থিসিউস কর্তৃক নিহত হয় (গ্রীক পুঃ) ['থিসিউস' দ্রঃ]।

মিল, জন স্টুয়ার্ট (Mill, John Stuart)—(১৮০৬—১৮৭৩)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক। তিনি ফরাসী দার্শনিক কোঁতের (Comte) মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বেন্থামের প্রয়োগবাদের (utilitarianism) উন্নতিসাধন করেন। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকমধ্যে 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব পোলিটিক্যাল ইকনমি' এবং 'এসে অন লিবার্টি' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৮৪৩-এ তিনি তাঁহার বিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৫-এ শ্রমিক-পক্ষ হইতে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ডিজ্‌রেলির 'উৎকোচ-নিবারণ' বিলের সমর্থন করিয়াছিলেন।

মিল্টন, জন (Milton, John)—(১৬০৮—১৬৭৪)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। ১৬৩২-এ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজ হইতে এম্. এ. পাশ করেন। ইহার পরই তিনি পাঁচ বৎসর মধ্যে 'কোমাস', 'লিসিডিয়াস', 'লালেগ্রো' এবং 'ইল্‌পেন্সোরেসো' নামক কয়টি কাব্য রচনা করেন। অতঃপর তিনি কিছুকাল দেশভ্রমণ করেন। তিনি কিছুকাল প্রধান মন্ত্রী ক্রমওয়েলের ল্যাটিন সেক্রেটারী ছিলেন। ১৬৫২-এ তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হন। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তিনি রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিচারে কিছুকাল কারাভোগ করেন। কারামুক্ত হইয়াই তিনি প্রসিদ্ধ 'প্যারাডাইজ লষ্ট', 'প্যারাডাইজ রিগেণ্ড' এবং 'স্যাম্‌সন্ য়্যাগোনিস্টেস' নামক তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক, 'Areopagitica' (১৬৪৫) বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মিহিরভোজ—'ভোজ' দ্রঃ।

মীর কাসিম—(শাসনকাল ১৭৬০—১৭৬৪)। বাঙ্গালার নবাব। নবাব মীর জাফরের জামাতা। ইংরাজের সাহায্যে তিনি নবাবী লাভ করেন। তিনি ইংরাজকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী প্রদান করেন। তিনি ইংরাজের কর্তৃত্ব পছন্দ করিতেন না এবং ইংরাজকে বিতাড়িত করিবার ইচ্ছায় মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। মীর জাফরের সময় হইতেই কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিতে থাকে। ইহাতে তিনি ব্যবসায়ীদের শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দেন। কোম্পানী এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহারা মীর কাসিমের সর্ব্বনাশ সাধনের ইচ্ছায় পাটনা সহর অধিকার করে। তখন মীর কাসিম যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি তিনবার পরাজিত হন। তিনি ইংরাজের সঙ্গে যে সকল যুদ্ধ করেন তন্মধ্যে উধুয়ানালার যুদ্ধ অন্যতম। অতঃপর তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোগল-সম্রাট্ শাহ্ আলমের সঙ্গে মিলিত হইয়া ১৭৬৪-এ বক্সারে পুনরায় ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করেন। ঐ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তিনি নিরুদ্দেশ হন।

মীর জাফর—(শাসনকাল ১৭৫৭—১৭৬০)। পলাশীর যুদ্ধের পরে মুর্শিদাবাদের নবাব। তিনি প্রথমে নবাব সিরাজদ্দৌলার সিপাহশালার ছিলেন। পরে ক্লাইভের সহিত চক্রান্ত করিয়া পলাশীর যুদ্ধে যোগদান না করিয়া এবং নবাব-সৈন্যের যুদ্ধবিরতির পরামর্শ দিয়া সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ করিয়া বাঙ্গালার নবাব হন (১৭৫৭)। কিন্তু ইংরাজদিগের ক্ষতিপূরণ করিতে এবং ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে অর্থদান করিতে তিনি নিঃস্ব হইয়া প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। ক্লাইভ ইংলণ্ডে গেলে তিনি বড়ই অসহায় অবস্থায় পতিত হন। কোম্পানীকে অর্থদানে সন্তুষ্ট রাখা তখন তাঁহার সাধ্যাতীত হয়। ফলে ১৭৬০-এ তাঁহার নবাবী যায় ['মীর কাসিম' দ্রঃ]। ১৭৬৩-এ মীর কাসিমের সহিত ইংরাজদের বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি পুনরায় নবাব হইয়া অনতিকাল পরেই মারা যান।

মীর জুমলা—(?—১৬৬৩)। পারস্য-দেশীয় বণিক্। বাণিজ্য ব্যাপারে ভারতে আসিয়া সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র হন এবং তদীয় সেনাপতির পদ লাভ করেন। পরে তিনি বাঙ্গালার সুবাদার হন।

মীর মদন—সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি। মোহনলাল তাঁহার সহকারী ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে এই বীর যুবক প্রাণদান করেন।

মীর মশার্‌রফ হোসেন—(১৩ই নভেম্বর, ১৮৪৭—১৯১১ ?)। বিখ্যাত সাহিত্যিক। জন্মস্থান লাহিনীপাড়া, নদীয়া। পিতা মুয়াজ্জম হোসেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। কাঙাল হরিনাথ তাঁহার সাহিত্যগুরু। তিনি উনিশ শতকের মুসলমান সাহিত্যিক-গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যশিল্পী। সংবাদপত্র সমালোচনাতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বিষাদসিন্ধু'। এ ছাড়া 'জমিদার দর্পন' (নাটক), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (উপন্যাস) ইত্যাদি গ্রন্থ আছে।

মীরাবাঈ—(১৫শ শতক)। ধর্ম্মপরায়ণা রাজপুত রমণী। তিনি রাঠোরবংশের কন্যা। তিনি অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। মেবারের রাজা রাণা কুম্ভের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ঐশ্বর্য্যবিলাস তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না। তিনি সর্ব্বদাই বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। মেওয়ারের রাজারা শক্তির উপাসক হইলেও তিনি পরম কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। ফলে রাজপরিবারে বিরোধের জন্য তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গরীবদুঃখীদের সেবা করিয়া দিন কাটাইতে

হয়। অতঃপর তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া তিনি দ্বারকায় আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনি একজন সুগায়িকা ছিলেন। তাঁহার রচিত ভজনগানগুলি ভক্তজনের আদরের সামগ্রী।

মীরা বেন (Mira Ben)—(জন্ম ১৮৯২)। মহাত্মা গান্ধীর ইংরাজ শিষ্যা। প্রকৃত নাম মিস্ ম্যাডেলিন স্লেড (Madeleine Slade)। পিতা অ্যাড্‌মিরাল এড্‌মণ্ড স্লেড (Edmond Slade)। তিনি রোমা রোলাঁর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার লিখিত 'মহাত্মা গান্ধী' নামক পুস্তক পাঠ করিয়া গান্ধীজীর শিষ্যা হন। আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য কয়েকবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৬-এ তিনি নিজে একটি আশ্রম গঠন করেন। উন্নয়ন কাজের জন্য তিনি উত্তর-প্রদেশের সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন (১৯৪৭—৫০)।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কবিকঙ্কণ—(১৬শ—১৭শ শতক)। চণ্ডীকাব্য রচয়িতা। বর্দ্ধমানের দামুন্যা গ্রামে জন্ম। পিতা হৃদয় মিশ্র। তিনি বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরের আঁড়রার রাজা বাঁকুড়া দেবের নিকট গমন করেন। এখানে তিনি বাঁকুড়া দেবের পুত্রের শিক্ষক হন। এখানেই তিনি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। এই রাজার নিকট হইতেই তিনি 'কবিকঙ্কণ' উপাধি পান। তাঁহার কাব্য 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' নামে খ্যাত।

মুকুন্দ রায়—(১৬শ শতক ?)। ফরিদপুরের নিকটে ভূষণার বিখ্যাত বীর রাজা। তাঁহার জন্মবিবরণ বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি খুব বীর ছিলেন ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তাঁহার জীবনের শেষভাগে কেদার রায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পুত্রের নাম শত্রুজিৎ বা শত্রজিৎ।

মুকুলজি—মেবারের রাণা লক্ষের পুত্র। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চণ্ড। সত্যরক্ষার জন্য চণ্ড সিংহাসন ত্যাগ করিলে তিনি পিতার মৃত্যুর পর মেবারের রাণা হন।

মুচুকুন্দ—মান্ধাতার পুত্র। দেবাসুরের যুদ্ধের সময় তিনি দেবতাগণকে সাহায্য করেন। দেবতারা প্রীত হইয়া এই বর প্রদান করেন যে, তিনি নিদ্রিত হইলে যদি কেহ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাকে তিনি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। তিনি এক পর্ব্বতগুহায় ঘুমাইতে আরম্ভ করেন। বহুযুগ কাটিয়া গেল, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে পড়িয়া কালযবন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে তিনি তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। তিনি গুহা হইতে বাহির হইয়া জানিতে পারেন যে, যুগের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। দুঃখিত মনে তিনি হিমালয় প্রদেশে চলিয়া যান এবং সেখানে যোগে সমাহিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন (ভারত)।

মুঞ্জে, ডাঃ বি. এস. (Moonje, Dr. B. S)—হিন্দু নেতা ও দেশকর্ম্মী। তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। তিনি আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কিছুকালের জন্য কারাভোগ করেন। হিন্দুদের সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়।

মুডী, হেলেন উইলস্ (Moody, Helen Wills)—(জন্ম ১৯০৬)। বিখ্যাত মহিলা টেনিস খেলোয়াড়। ক্যালিফর্নিয়ার বার্বলে নামক স্থানে জন্ম। মাত্র পনের বৎসর বয়সে তিনি প্যাসিফিক কোস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ১৯২৭-এ উইম্বলডনে সিঙ্গেল্‌স্ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া, আরও সাতবার উইম্বলডনে সিঙ্গেল্‌স্ চ্যাম্পিয়নশিপ পান। তিনি মিস্ হেলেন জ্যাকব্‌স্-এর সঙ্গে খেলিয়া একবার (১৯৩৩) পরাজিত ও একবার (১৯৩৮) জয়লাভ করেন।

মুধোলকার, রঙ্গনাথ নরসিংহ—(জন্ম ১৮৫৭)। দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ স্বদেশসেবক নেতা। জন্মস্থান ধুলিয়া নামক গ্রাম। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মুধোল-নামক জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মুধোলকার উপাধি হইয়াছে। ৩১ বৎসর বয়সে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ৩৩ বৎসর বয়সে কংগ্রেসের প্রতিনিধি-স্বরূপে বিলাতে গমন করেন (১৮৯০)। ১৯১২-এ তিনি পাটনা কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯০৯-এ তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য হন। তিনিই মধ্যপ্রদেশের প্রাদেশিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয় শিল্পসভার সম্পাদক হইয়া তিনি দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন।

মুর—দৈত্যবিশেষ। এই দৈত্য বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হয়।

মুর, জন (Moore, Sir John)—(১৭৬১—১৮০৯)। বিখ্যাত স্কটিশ সেনাপতি। তিনি হল্যাণ্ডে ও মিশরে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৮০৮-এ তিনি 'করুনা'র (Coruna) যুদ্ধে ফরাসীদিগকে পরাস্ত করেন। পর বৎসর যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মুরজা—কুবেরের পত্নী।

মুর, টমাস (Moore, Thomas)—১। (১৭৭৯—১৮৫২)। আয়ার্ল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ইংলণ্ডের কবি লর্ড বায়রনের বন্ধু ছিলেন। তিনি লর্ড বায়রনের জীবনীও লেখেন। 'Irish Melodies', 'The Epicurian' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। ২। (More, Sir Thomas)—(১৪৭৮—১৫৩৫)। ইংরাজ রাজনীতিক। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রীর আমলে Lord Chancellor হন কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে রাজার কর্ত্তৃত্ব শপথ করিয়া স্বীকার করেন নাই বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। 'Utopia' নামে তাঁহার রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থখানি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

মুরাদ—আকবরের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি দাক্ষিণাত্যের আহ্‌মদনগরের চাঁদবিবিকে শাস্তি দিবার জন্য আকবর কর্ত্তৃক প্রেরিত হন কিন্তু বিফলমনোরথ হন। অতঃপর চাঁদবিবির মৃত্যুর পর তিনি আহ্‌মদনগর অধিকার করেন। পিতার জীবিতকালেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুরাদ বক্স—শাহ্‌জাহানের কনিষ্ঠ পুত্র। শাহ্‌জাহান পীড়িত হইলে তাঁহার চারিটি পুত্র সিংহাসনের জন্য কলহ করেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে নিজের দলভুক্ত করিয়া দারার সহিত যুদ্ধ করেন। পরে আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং পরে মারিয়া ফেলেন।

মুরারি গুপ্ত—বিখ্যাত গৌরভক্ত কবি। শ্রীহট্টে তাঁহার জন্ম। পিতা অচ্যুতানন্দ। তিনি নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের সহপাঠী ও সঙ্গী ছিলেন। তিনি 'চৈতন্য-চরিত' বা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' গ্রন্থ রচনা করেন (১৪৩৫ শক)।

মুরারি মিশ্র—তিনি 'অনর্ঘরাঘবম্' নামে একখানি সংস্কৃত নাটক প্রকাশ করেন।

মুরারিমোহন গুপ্ত—(? ১২২৮—১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান মণিপুর। প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক। পিতা কবিরাজ মধুসূদন গুপ্ত। তিনি শ্রীরামপুর কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি লালা কেবল কিষণের শিষ্য শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী ও নিমাই চক্রবর্ত্তীর নিকট বহুকাল মৃদঙ্গবাদন অভ্যাস করেন। প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহারই ছাত্র ছিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ—(—১৭২৫ ?)। মুসলমান যুগে বাংলার সুবাদার। তিনি বাদশাহ্ শাহ্‌জাহানের আমলে দাক্ষিণাত্যের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন সুবাদার আওরঙ্গজেবের নির্দ্দেশে সেখানকার রাজস্ববিভাগের সুবন্দোবস্ত করেন। আওরঙ্গজেব বাদশাহ্ হইলে তিনি বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। পরে তিনি কার্য্যতঃ প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (১৭০৩—

০৪)। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন।

মুসা (মোজেস—Moses)—(খৃঃ পূঃ ১৫৭১—১৪৫১)। ইহুদীদের ধর্ম্মপ্রচারক। মিশরে তাঁহার জন্ম। তিনি মেষপালক ছিলেন। ইহুদীদিগকে লইয়া প্যালেস্টাইনে যাইতে ঈশ্বর তাঁহাকে আদেশ করেন। তিনি ঈশ্বরের আদেশে সিনাই পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করেন। পর্ব্বতে আরোহণ করিলে ঈশ্বর তাঁহাকে ইহুদীদিগের পালনের জন্য কতকগুলি ধর্ম্মবিধি বলিয়া দেন। ইহাই বাইবেলে দশাজ্ঞা (Ten Commandments) নামে খ্যাত।

মুসোলিনী, সিনর বেনিটো (Mussolini, Signor Benito)—(২৯শে জুলাই, ১৮৮৩—১৯৪৫)। ইটালীর ডিক্টেটার ও ফ্যাসিস্ট দলের নেতা। ইটালীর ভেরিয়ার প্রিদাপ্পিও গ্রামে জন্ম। পিতার নাম আলেসান্দ্রো। তিনি কর্ম্মকার ছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁহার মায়ের পরিচালিত একটি স্কুলে পড়াশোনা করিয়া তিনি ফায়েনজার কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে তাঁহার ভাল লাগিত না। এখানে ছয় বৎসর পড়িয়া তিনি গ্রামে ফিরিলেন ও পরে স্কুলমাষ্টারের কাজ লইয়া বাহির হইলেন। স্কুলে কাজ করিবার সময় তাঁহার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া হয়, ফলে তাঁহার কাজ যায়। কিছুকাল অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ডে কাটাইতে হইল। পরে 'Il Popolo' নামে একটি কাগজের সঙ্গে যুক্ত হন (১৯০৮)। এ সময়ে তিনি অষ্ট্রিয়ায় ছিলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অষ্ট্রিয়া হইতে তিনি নির্ব্বাসিত হন। ১৯১০-এ তিনি বিখ্যাত পত্রিকা 'La Lotta di Classi' বাহির করেন। ইহাতে বিদ্রোহাত্মক বহু রচনা থাকিত। শীঘ্রই তিনি খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। ১৯১১-এ পাঁচ মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন এবং মুক্তি পাইয়া সমাজতন্ত্রীদের পত্রিকা 'Avanti'-র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯১৭-এ তিনি ফ্যাসিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯২২-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। বিপক্ষদল তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করে। ১৯৩৩-এ তিনি যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী হন। ১৯৩৫-এ আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দেন। তাঁহার প্ররোচনায় ইটালী আবিসিনিয়া অধিকার করে। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগদান করে। ১৯৪০-এ তাঁহার নির্দ্দেশে ইটালী জার্ম্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরে তিনি মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হন। অতঃপর তিনি পদচ্যুত ও বন্দী হন (২৫শে জুলাই, ১৯৪৩), কিন্তু কিছুকাল পরেই জার্ম্মাণগণ কর্তৃক মুক্ত হইয়া ইটালীর শাসনভার গ্রহণ করিলে ইটালীর রাজা পলায়ন করেন। দুই বৎসর পরে তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।

মুস্তাক আলী—(জন্ম ১৯১৩)। প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড়। ১৯২৮ পর্য্যন্ত তিনি নাইডুর নিকট খেলা শিক্ষা করেন। মুস্তাক বাম হাতে নানা কায়দায় বল করিয়া থাকেন। ১৯২৯-এ রাজা ধনরাজগিরির হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের সম্মিলিত দলের বিপক্ষে খেলিয়া ৫ রানে ৫ জনকে আউট করেন। ১৯৩০-এ তিনি বিজয়নগরের মহারাজকুমারের টিমের হইয়া হব্‌স্ ও সাট্‌ক্লিফের সহিত ভারতের সকল প্রদেশে ক্রিকেট খেলেন। তিনি উক্ত বৎসরে বাঙ্গালার গভর্ণরের দলের বিরুদ্ধে ৩৫ রানে ৬, ও ৩৮ রানে ৫ জনকে আউট করিয়া বিশেষ ক্রীড়াকুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। বাম হাতে বল করিলেও তিনি ডা'ন হাতে ব্যাট্ করেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়া এবং এম. সি. সি. টিমের বিপক্ষে খুবই ভাল খেলিয়াছেন।

মৃকণ্ডু—মার্কণ্ডেয় মুনির পিতা।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—(?—১৮১০)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরাজদিগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিতেন। উক্ত কলেজে পাঠ্য করিবার জন্য তিনি 'বত্রিশ সিংহাসন' ও বিদ্যাপতি-প্রণীত 'পুরুষ পরীক্ষা'র বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি 'রাজাবলী' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামক দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মেকলে, টমাস ব্যাবিংটন, লর্ড (Macaulay, Thomas Babington, Lord)—(১৮০০—১৮৫৯)। ভিক্টোরিয়া-যুগের বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক। ভারতের বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের সদস্য ছিলেন। 'Essays', 'Lays of Ancient Rome', 'History of England' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। তিনি অত্যন্ত ভারত-বিদ্বেষী ছিলেন।

মেকিয়াভেলি, নিকোলো (Machiavelli, Niccolo)—(১৪৬৯—১৫২৭)। ফ্লোরেন্স নিবাসী বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ ও ঐতিহাসিক। তাঁহার লিখিত 'The Prince' নামক পুস্তকখানি জগদ্বিখ্যাত। তিনি ফ্লোরেন্সেরও একটি ইতিহাস লেখেন।

মেগাস্থিনিস (Megasthenes)—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সভায় প্রেরিত আলেক্‌জাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের দূত। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অবগত হওয়া যায়।

মেঘনাদ—ইন্দ্রজিৎ (তাহা দ্রঃ)।

মেঘনাদ সাহা, ডাঃ—(জন্ম ১৮৯৩)। সুবিখ্যাত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক। ঢাকা জেলায় জন্ম। পিতা যোগেন্দ্রনাথ। ঢাকার কিশোরীলাল জুবিলি বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষালাভ করেন। পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আসেন। সে সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু অধ্যাপনা করিতেন। তিনি তাঁহাদের কাছে পড়িয়া অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স-এ প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হইয়া ডিগ্রীলাভ করেন (১৯১৫)। এম্. এস্‌-সি. পরীক্ষাতেও তিনি ঐ পদ পান। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে মন না বসায় তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করেন এবং 'ইলেক্‌ট্রোডায়ানামিক্স-এ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া (১৯১৯) ডি. এস্‌-সি. ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯২০-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। পরে লণ্ডনে ও মিউনিকে গিয়া গবেষণা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি Khaira Professor of Physics হন। তারপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৩—৩৮) অধ্যাপনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পালিত অধ্যাপক' হন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি (১৯৩৪) ও 'সায়েন্স য্যাণ্ড কাল্‌চার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। তিনি লোকসভার সভ্য হন (১৯৫১)।

মেচনিকফ, ইলিয়া (Mechnikov, Ilya)—(১৮৪৫—১৯১৬)। বিখ্যাত রুশীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্। ১৯০৮-এ তিনি ভৈষজ্যতত্ত্বের গবেষণা করিয়া 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্ত হন।

মেটকাফ, চার্লস্ (Metcalfe, Sir Charles)—(১৭৮৫—১৮৪৬)। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট (১৮৩৫)। তিনিই দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার স্মরণার্থ মেটকাফ হল নামে একটি পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছিল। বড়লাট লর্ড কার্জ্জন তাহারই নাম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী রাখিয়াছিলেন। বড়লাট হইবার পূর্ব্বে এবং কিছুকাল পরে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

মেটা, ফিরোজশা মেহের বজিজী, সার—(১৮৪৫—১৯১৫)। দেশকর্ম্মী ও শিক্ষাব্রতী। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পার্শী এম. এ. এবং ভারতীয় পার্শী-

জাতির মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যারিষ্টার। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতিরূপে তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহারই ফলে আজ বোম্বাই নগরীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। বোম্বাই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়া তিনি অতি সারগর্ভ ও ওজস্বিনী ভাষায় দেশের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে তিনি প্রবেশ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি একজন সুযোগ্য সদস্য ছিলেন।

মেটারনিক-উইনিবার্গ, প্রিন্স ফোন (Metternich-Winneburg, Prince von)—(১৭৭৩—১৮৫৯)। অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ। ১৮১৫-এ যে ভিয়েনা কংগ্রেস হয়, তাহাতে নির্দ্ধারিত সর্ত্তগুলির তিনি প্রায় সব কয়টিই অগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করেন। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে বিনষ্ট করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। নেপোলিয়নকে ধ্বংস করিবার জন্য তিনি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হন।

মেটারলিঙ্ক, কাউণ্ট মরিস (Maeterlinck, Count Maurice)—(১৮৬২—১৯৪৯)। বেলজিয়ামের প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার। তাঁহাকে বেলজিয়ামের শেক্‌স্‌পীয়র বলা হইয়া থাকে। 'The Blue Bird' তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ নাটক। ১৯১১-এ তিনি 'নোবেল প্রাইজ' পান। ১৯৩২-এ তিনি 'কাউণ্ট' উপাধি লাভ করেন।

মেণ্টর (Mentor)—ইউলিসিসের পুত্র টেলিমেকাসের শিক্ষক। ইউলিসিস্ যখন ট্রোজান যুদ্ধে গমন করেন, তখন তিনি টেলিমেকাসের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন (গ্রীক পুঃ)।

মেনকা—পার্ব্বতীর মাতা ও গিরিরাজের পত্নী (লিঙ্গ)।

মেনা হাতী—রাজা সীতারাম রায়ের মহাবল সেনাপতি। নবাব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

মেনেলাউস (Menelaus)—স্পার্টার রাজা। তাঁহার ভ্রাতা অ্যাগামেম্‌নন (Agamemnon)। তিনি হেলেনের স্বামী। হেলেন প্যারিসের সহিত ট্রয় নগরে চলিয়া গেলে তিনি ট্রোজান যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি হেলেনকে ক্ষমা করেন ও পুনরায় গ্রহণ করেন (গ্রীক পুঃ)।

মেনেলিক, ২য় (Menelik II)—(১৮৪২—১৯১৩)। আবিসিনিয়ার নিগ্রো-সম্রাট্। আবিসিনিয়ার সম্রাট্‌গণের মধ্যে তাঁহার নাম অতি বিখ্যাত। ১৮৯৯-এ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বীরত্ব ও পরাক্রম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

মেমনন (Memnon)—তিনি অরোরার পুত্র এবং ইথিওপিয়ার রাজা। ট্রয়যুদ্ধে তিনি একিলিস কর্ত্তৃক নিহত হন (গ্রীক পুঃ)।

মেয়ো, লর্ড (Mayo, Lord)—(১৮২২—১৮৭২)। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট। তাঁহার সময় প্রাথমিক শিক্ষার অনেক প্রসার হয়। আজমীর কলেজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। ১৮৬৯-এ আফগানিস্তানের আমীর শের আলি তাঁহার নিমন্ত্রণে আম্বালার দরবারে আসিয়া যোগ দেন। ১৮৭২-এ তিনি আন্দামানে গমন করেন এবং শের আলি-নামক এক অন্তরীণ মুসলমান কর্ত্তৃক ছুরিকা-ঘাতে নিহত হন। তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে সমাধির জন্য আয়ার্লাণ্ডে প্রেরিত হয়।

মেরিডিথ, জর্জ্জ (Meredith, George)—(১৮২৮—১৯০৯)। বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক। তিনি মৌলিক কবিতা রচনার জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'Ordeal of Richard Feverel', 'The Egoist', 'Diana of the Crossways', 'The Amazing Marriage' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

মেরিয়া টেরেসা (Maria Theresa)—(১৭১৭—১৭৮০)। জার্ম্মানীর সম্রাজ্ঞী। তাঁহার পিতা ষষ্ঠ চার্লস্। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন পান। সিংহাসন লইয়া তাঁহার সহিত অন্যান্য রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহা 'War of the Austrian Succession' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালিনী রাজ্ঞী ছিলেন।

মেরিয়া, লুইসা (Maria, Louisa)—(১৭৯১—১৮৪৭)। অষ্ট্রিয়ার রাজা ১ম ফ্রান্সিসের কন্যা। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

মেরিয়াস কেয়াস (Marius Caius)—(খৃঃ পূঃ ১৫৫—৮৬)। রোমের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি ও কন্‌সাল। তিনি ছয়বার কন্‌সাল হন। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ১১৪ অব্দে স্পেনের Propraetor নিযুক্ত হন।

মেরী (Mary, Queen of Scots)—(১৫৪২—১৫৮৭)। স্কটল্যাণ্ডের রাজকন্যা ও রাণী এলিজাবেথের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। স্কটল্যাণ্ডের ৫ম জেম্‌সের কন্যা। ২য় ফ্রান্সিসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং ফলে তিনি ফ্রান্সের রাজমহিষী হন। এলিজাবেথ টিউডারের মৃত্যুর পর তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত হন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি স্কটল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসেন (১৫৬০)। তথায় লর্ড ডার্নলের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ডার্নলে নিহত হইলে (১৫৬৭) তিনি লর্ড বথওয়েলকে বিবাহ করেন, ইহাতে সম্ভ্রান্তসমাজ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি কৌশলে পলাইয়া ইংলণ্ডে উপনীত হন। এখানে এলিজাবেথ তাঁহাকে সুদীর্ঘ উনিশ বৎসরকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। অতঃপর 'ব্যাবিংটন ষড়্‌যন্ত্রে' লিপ্ত ছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন (১৫৮৬)।

মেরী, ১ম (Mary I)—(১৫১৬—১৫৫৮)। ইংলণ্ডের রাণী। অষ্টম হেন্‌রীর ঔরসে ক্যাথারিণের গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ১৫৫৩-এ তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্পেনের রাজা ২য় ফিলিপের সহিত পর বৎসর তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি যে অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ সময়ই প্রোটেস্টাণ্টদিগের উপর তিনি অমানুষিক অত্যাচার করেন। সেই হেতু তাঁহার নাম হয় 'Bloody Mary' (শোণিতপ্রিয়া মেরী)।

মেরী, ২য় (Mary II)—(১৬৬২—১৬৯৪)। তিনি ইংলণ্ডের রাণী ও ২য় জেম্‌সের কন্যা। প্রিন্স অব অরেঞ্জ উইলিয়মকে বিবাহ করিয়া তিনি ১৬৮৮-এ স্বামীর সহিত গ্রেট বৃটেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বামীর অনুপস্থিতির সময়ে তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

মেরী, আণ্টোয়ানেট (Marie, Antoinette)—(১৭৫৫—১৭৯৩)। ফরাসী-সম্রাট্ ষোড়শ লুই-এর পত্নী। তিনি সম্রাট্ ১ম ফ্রান্সিসের কন্যা। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ধৃত হইয়া তিনি নিহত হন।

মেরী, কুমারী (Mary, Virgin)—খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যীশুখৃষ্টের মাতা। কুমারী অবস্থায় তাঁহার গর্ভে ঈশ্বরের তেজে যীশুর জন্ম হয়। খৃষ্টের আত্মোৎসর্গের পর তিনি কিছুকাল জীবিত ছিলেন। যীশু তাঁহাকে আত্মীয়গণের তত্ত্বাবধানে বাস করিবার উপদেশ দিয়া যান। জেরুসালেম নগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মেস্‌ফিল্ড, জন এড্‌ওয়ার্ড (Masefield, John Edward)—(জন্ম ১৮৭৮)। ইংরাজ কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি ১৯৩০-এ রাজকবি হন। তাঁহার 'Salt Water Ballads', 'The Everlasting Mercy' প্রভৃতি রচনা প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'Good Friday', 'Pompey the Great' নামক নাটক এবং 'Captain Margaret', 'The Hawbucks' প্রভৃতি উপন্যাস প্রসিদ্ধ।

মেস্‌মের, ফ্রিডরিক আনটোম (Mesmer, Friedrich Antom)—(১৭৩৩—১৮১৫)। জার্মান ডাক্তার। তিনি সম্মোহনবিদ্যার উদ্ভাবন করেন এবং এই বিদ্যার সাহায্যে বহু রোগ আরোগ্য করেন।

মেহেদি, ইমাম—(৮৬৯—?)। দ্বাদশ বা সর্ব্বশেষ ইমাম। বাগ্দাদের অন্তর্গত সরমানরাই নামক স্থানে জন্ম। সিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, তিনি কোথাও লুকাইয়া আছেন। যীশুখৃষ্ট দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে মেহেদিও ইলায়াসের সহিত আসিয়া কাফেরদিগকে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষা দান করিবেন।

মেহের উন্নিসা—নূরজাহানের বাল্যনাম ['নূরজাহান' দ্রঃ]।

মৈনাক—পর্ব্বতবিশেষ। তাঁহার পিতা হিমালয় এবং মাতা মেনকা। পূর্ব্বে পর্ব্বতগুলির পক্ষ ছিল বলিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ সর্ব্বদা ঐসকল পর্ব্বতের ভয়ে থাকিতেন। তখন ইন্দ্র তাহাদের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছিলেন। কেবল পবনদেব মৈনাককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করেন। হনুমানের সাগর লঙ্ঘনকালে মৈনাক তাঁহাকে নিজ শিখরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে বলেন (রাম)।

মোজার্ট, উল্‌ফ্‌গাঙ অ্যামেডিউস (Mozart, Wolfgang Amadeus)—(১৭৫৬—১৭৯১)। অস্ট্রিয়াবাসী সুপ্রসিদ্ধ সুরকার ও গীত-রচয়িতা। জন্ম সালজবুর্গ নামক স্থানে। পিতা সুরকার ছিলেন বলিয়া তিনি শৈশব হইতে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শিশুকালেই তিনি যে একটি বিরাট সঙ্গীত-প্রতিভা তাহা প্রতিপন্ন করেন। উত্তরকালে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাজদরবারে যান ও বিশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন। সালজবুর্গের গির্জ্জায় তিনি কিছুকাল কাজ করেন ও পরে ভিয়েনায় যান ও সম্রাট্ কর্ত্তৃক জার্ম্মাণ অপেরা রচনা করিবার কাজ পান। তাঁহাকে সারাজীবন অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইতে হয়। The Impresario, The Marriage of Figass ইত্যাদি তাঁহার বিখ্যাত সুর-রচনা।

মোস্‌লে, অস্‌ওয়াল্ড (Mosley, Sir Oswald)—(জন্ম ১৮৯৬)। ইংরাজ ফ্যাসিস্ট-নেতা। তিনি ১৯২৪-এ শ্রমিকদল-ভুক্ত হন ; কিন্তু ১৯৩১-এ শ্রমিকদলের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিয়া ব্রিটিশ ফ্যাসিস্টদলের নেতা হন।

মোহনচাঁদ বসু—(১৩শ শতক ?)। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। হাফ আখড়াই গানের স্রষ্টা। প্রসিদ্ধ টপ্পা-গায়ক এবং আখড়াই-গায়ক নিধুবাবুর সমসাময়িক। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'প্রভাকর' পত্রিকায় মোহনচাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মোহনপ্রসাদ—ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ের লোক। তিনি মহারাজ নন্দকুমারের নামে জাল করার অভিযোগ আনয়ন করেন।

মোহনলাল, মহারাজ—(১৮শ শতক)। সিরাজদ্দৌলার অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি। তিনি একজন সামান্য লোক ছিলেন। সিরাজদ্দৌলা যখন বাংলার মসনদে বসেন নাই, তখন হইতে মোহনলালের তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হয়। সিরাজদ্দৌলা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলে সাধারণ সৈনিক হইতে তিনি অন্যতম সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত হন। ইহার পর সওকতজঙ্গ (পূর্ণিয়ার নবাব) বিদ্রোহী হইলে, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে দমন করেন। পরে মোহনলাল পলাশীর যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। মীর মদন আহত হইলে মোহনলাল অগ্রসর হন। কিন্তু এই সময় সিরাজদ্দৌলা মীর জাফরকে সেনাপতিত্বে বরণ করেন। মীর জাফর মোহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিলে ইংরাজসৈন্য তাঁহার সৈন্যদলকে পিছন হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। পরে তিনি শত্রুহস্তে বিনষ্ট হন।

মোহন সরকার—ওরফে মোহনদাস বৈরাগী। জন্মস্থান যশোহর জেলার গোপালনগর গ্রাম। তিনি ছুট সঙ্গীত রচনায় এবং গানে অদ্বিতীয় ছিলেন।

মোহিতলাল মজুমদার—(১৮৮৮—১৯৫২)। সুবিখ্যাত কবি ও সাহিত্য-সমালোচক। জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়া। পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার বলাগড়। তিনি বলাগড় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা (১৯০৪) ও বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি. এ. (১৯০৮) দেন। কিছুকাল শিক্ষকতা করেন ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক হন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। 'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', 'সাহিত্য-বিতান', 'রবি-প্রদক্ষিণ', 'কবি শ্রীমধুসূদন' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

মোঁপাসা (Maupassant, Guy de)—(১৮৫০—১৮৯৩)। প্রখ্যাত ফরাসী কথা-সাহিত্যিক ও গল্পলেখক। তিনি ফ্লবার্ট, জোলা ও দোঁদের বন্ধু ছিলেন। ইউরোপীয় সকল ছোটগল্প-লেখকদের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 'Boule de Suit' তাঁহার ছোটগল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। Bel Ami, Une Vie ইত্যাদি তাঁহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা।

মৌনী বাবা—পূর্ব্বনাম প্যারীলাল ঘোষ। নদীয়া জেলায় আবুদিয়া গ্রাম তাঁহার পৈতৃক নিবাস। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে হিন্দুধর্ম্মমতে যোগসাধনায় নিরত হইয়া তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের এক নির্জ্জন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় মৌনী বাবা নামে অভিহিত হন।

ম্যাক্‌ডোনাল্ড, র‍্যাম্‌জে (MacDonald, Ramsay)—(১৮৬৬—১৯৩৭)। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী। তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের লোক। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯০৬-এ পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। ১৯১১—১৪ এবং পুনরায় ১৯২২—৩১ পর্য্যন্ত তিনি পার্লামেন্টে শ্রমিকদলের নেতা ছিলেন। ১৯২৪-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। শ্রমিকদল হইতে এই প্রথম প্রধান মন্ত্রী হয়। ১৯২৯-এ তিনি পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হন। কিন্তু ১৯৩১-এ শ্রমিক সরকারের পতন ঘটে। অতঃপর তিনি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া ১৯৩৫ পর্য্যন্ত উহার প্রধানমন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৩৫-এ তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। শ্রমিকদের সম্বন্ধে তিনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'Socialism and Society', 'The Awakening of India', 'Parliament and Revolution' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ম্যাকেঞ্জি, আলেক্‌জাণ্ডার (Mackenzie, Sir Alexander)—(১৭৭৫—১৮২০)। বিখ্যাত ভৌগোলিক আবিষ্কারক। স্কট্‌ল্যাণ্ডের ইন্‌ভার্নেস নামক স্থানে জন্ম। ক্যানাডা দেশের ম্যাকেঞ্জি নামক নদী তাঁহার দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম 'Rocky Mountains' অতিক্রম করিয়া 'কেপ মেঞ্জিসে'র (Cape Menzies) নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে উপনীত হন।

ম্যাক্‌বেথ (Macbeth)—(?—১০৫৭)। স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা। তিনি ডান্‌কানকে হত্যা করিয়া রাজা হন (১০৪০)। তিনি সিওয়ার্ড (আর্ল অব নরদাম্‌ব্রিয়া) কর্ত্তৃক ১০৫৪-এ পরাজিত হন এবং ডান্‌কানের পুত্র তৃতীয় ম্যালকল্‌ম (Malcolm) কর্ত্তৃক নিহত হন।

ম্যাক্স বিয়ার (Max Bear)—বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা। তিনি ইটালীর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা প্রাইমো কার্নেরাকে হারাইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত

হন। তাঁহার পূর্ব্বে কার্নেরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিবীর ছিলেন। একবার চলচ্চিত্র অভিনয়ে কার্নেরার সহিত লড়িবার সুযোগ পাইয়া তিনি তাঁহাকে হারাইয়া চ্যাম্পিয়নশিপ পান। নক্ আউটে কার্নেরাকে হারাইবার পর তিনি লুইএর নিকট নক্ আউটে হারিয়া যান।

ম্যাক্সমূলার—(১৮২৩—১৯০০)। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ জার্ম্মান পণ্ডিত। পূর্ণ নাম ফ্রেড্রিক ম্যাক্সিমিলান মূলার (Friedrich Maximilian Muller)। Dessaw নগরে জন্ম। তিনি কিছুকাল জার্ম্মানীতে ও কিছুকাল প্যারিসে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ১৮৬৮ হইতে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড নগরে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি সায়নাচার্য্যের ভাষ্য সহিত ঋগ্বেদের একখানি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি অক্সফোর্ডে আধুনিক ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। 'History of Ancient Sanskrit Literature', 'Sacred Books of the Past', 'Science of Languages' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

ম্যাক্সিম গর্কী—'গর্কী, ম্যাক্সিম' দ্রঃ।

ম্যাগেলান, ফার্ডিন্যাণ্ড (Magellan, Ferdinand)—(১৪৮০—১৫২১)। বিখ্যাত পোর্ত্তুগীজ নাবিক। ১৫১৯-এ যে অভিযাত্রীর দল জাহাজে করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসে, তিনি সেই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন।

ম্যাটিল্ডা (Matilda)—(১১০২—১১৬৪)। ইংলণ্ডের রাণী। তিনি ১ম হেন্‌রীর কন্যা। হেন্‌রীর মৃত্যুর পর তাঁহারই ইংলণ্ডের সিংহাসন পাইবার কথা ছিল, কিন্তু হেন্‌রী দেহত্যাগ করিলে ১১৩৫-এ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্টিফেন সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। ১১৪১-এ তিনি লিঙ্কনের যুদ্ধে স্টিফেনকে পরাজিত করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করেন।

ম্যাডান, জে. এফ. (Madan, J. F.) —(১৮৫৫—১৯২৩)। প্রসিদ্ধ পার্শী দানবীর এবং চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী। জন্মস্থান বোম্বাই। পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন। ১০ বৎসর বয়সে ৪ টাকা বেতনে তিনি থিয়েটারের অভিনেতার কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৯ বৎসর বয়সে পিতামাতার সহিত তিনি কলিকাতায় আসেন এবং চলচ্চিত্র ও অন্যান্য ব্যবসায়ে ক্রোড়পতি হন। তাঁহার দান ছিল যথেষ্ট (প্রায় ২০ লক্ষ টাকা)। চলচ্চিত্রের প্রসারের জন্য তাঁহার নাম স্মরণীয়।

ম্যালেনকভ (Malenkov, Georgy M.)—(জন্ম ১৯০২)। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী। উরাল পর্ব্বতের নিকটে অরেনবার্গ নামক স্থানে জন্ম। ১৯১৭-এ তিনি উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পরে লালসৈন্যে যোগদান করেন। পরে তিনি সৈন্যবিভাগ ছাড়িয়া টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে যোগ দেন। কিন্তু তাঁহার রাজনীতিক কাজকর্ম্ম এত ভাল ছিল যে তিনি স্তালিনের খাস-সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হন এবং 'পলিটব্যুরো'র সদস্য হন (১৯৪৬)। স্তালিনের মৃত্যুর পর তিনি সহকারী প্রধান মন্ত্রী হইতে প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন (১৯৫৩)।

ম্যাসারিক, টমাস (Masaryk, Thomas)—(১৮৫০—১৯৩৭)। চেকোশ্লোভেকিয়ার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। তিনি একজন গাড়োয়ানের পুত্র ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তিনি ২৯ বৎসর বয়সে প্রাগ নামক সহরে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। তিনি টলস্টয় ও ওয়াল্ট হুইটম্যান এই উভয় মনীষীর মতবাদে বিশেষ আস্থাস্থাপন করেন। তিনি অস্ট্রিয়ার পার্লামেন্টে প্রবেশ করিয়া চেক দলের নেতা হন। ১৯১৭-এ তিনি রুশিয়ায় গমন করেন এবং চেকোশ্লোভাক সৈন্যদল গঠনে অনুপ্রেরণা দেন। চেক গণতন্ত্রের তিনিই প্রথম সভাপতি (১৯১৮)। ১৯৩৫-এ তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন।

য

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৫৯—১৯২৫)। পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার বেলেশিখিরা গ্রাম। বার বৎসর বয়সে তিনি 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় 'সমর শেখর' নামক উপন্যাস প্রকাশিত করেন। তিনি বি. এ. পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি 'চারুবার্ত্তা' পত্রিকা সম্পাদনার্থ সেরপুর (ময়মনসিংহ) নামক স্থানে প্রেরিত হন। 'হিতবাদী' পত্রিকার আরম্ভ হইতে বহুকাল তিনি তাহার সম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল তিনি মুর্শিদাবাদের 'উপাসনা'-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি টডের 'রাজস্থানের' বঙ্গানুবাদ, কাশীখণ্ড, মহাভারত, নারদীয় পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও বরাহপুরাণের বঙ্গানুবাদ, 'বীরমালা', 'রক্তদন্তা বা আমাদনগর পতন', 'জয়াবতী' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

যতীন্দ্রনাথ দাস—(১৯০৪ ১৩ই সেপ্টেম্বর, —১৯২৯)। সুবিখ্যাত দেশসেবক। পিতা বঙ্কিমবিহারী দাস। ১৯২০-এ ম্যাট্রিক পাশ করিবার পরই তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন, পরে ১৯২৮-এ বিপ্লবী দলে যোগ দিয়া পরবৎসর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে কারারুদ্ধ হন। কারারুদ্ধ বিপ্লবীদের কতকগুলি দাবী কর্তৃপক্ষ মানিয়া না লওয়াতে অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে তিনি অনশন আরম্ভ করেন এবং ৬৩ দিন একটানা উপবাসে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার শবদেহ কলিকাতায় আনিয়া ১৫-৯-২৯ তারিখে গঙ্গাতীরে সৎকার করা হয়। তাঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি হাজরা পার্কে (কলিকাতা) স্থাপিত হইয়াছে।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)—(৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮০—১৯১৫)। সুবিখ্যাত বিপ্লবী। কুষ্টিয়া মহকুমার কয়া গ্রামে জন্ম। পিতা উমেশচন্দ্র। তিনি কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন (১৮৯৮)। পরে কলিকাতায় আসিয়া কিছুকাল সেন্ট্রাল কলেজে এফ. এ. পড়েন। পরে উহা ছাড়িয়া শর্টহাণ্ড ও টাইপরাইটিং শিখিতে থাকেন। কর্ম্মজীবনে তিনি প্রথমে Amhuty Co.-তে ও পরে মজঃফরপুরে কেনেডি সাহেবের স্টেনোগ্রাফার হন। পরে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে কাজ লইয়া কলিকাতায় আসেন। প্রায় এই সময় হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক জীবনের সূত্রপাত। ১৯০৫-এর আন্দোলনে ক্রমে তিনি লিপ্ত হইয়া পড়েন। যে সময় তিনি বাংলা সরকারের সেক্রেটারি Mr. Wheeler ও Mr. Omally র স্টেনোগ্রাফার ছিলেন, সেই সময় তিনি কুষ্টিয়ায় ছোরার আঘাতে একটি বাঘ মারেন বলিয়া তাঁহার নাম 'বাঘা যতীন' হয়। কানাইলালের ফাঁসির পর যখন বারীন্দ্র-প্রমুখ দল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় বিপ্লবীদের অবশিষ্ট প্রধান কর্ম্মীদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথই পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব করেন। এই সময় যতীন্দ্রনাথ হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় জড়াইয়া পড়িয়া কারারুদ্ধ হন। অবশ্য বিচারে তিনি খালাস পান (১৯১১)। মুক্তি পাইয়া তাঁহাকে ঠিকাদারীর কাজে যশোহর, ঝিনাইদহ ইত্যাদি স্থানে ঘুরিতে হইত। কিন্তু গুপ্তচর সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। ইহার পর হইতেই সর্ব্বভারতীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি গোপনে চুক্তিবদ্ধ হইয়া ও জাপান ও জার্ম্মানী হইতে অস্ত্রাদি আনিয়া ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিবার পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তখন সর্ব্ববাংলার বৈপ্লবিক নেতা। ঠিক হইল, 'মেভারিক' নামক জার্ম্মাণ জাহাজে তিনি বালেশ্বরে থাকিয়া মাদ্রাজ রেল লাইনের ভার লইবেন, যাহাতে বাহির হইতে ইংরাজ-সৈন্য কলিকাতায় না আসিতে পারে। কিন্তু

পুলিশ সকল পরিকল্পনাই ধরিয়া ফেলে এবং বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথ যেখানে চারিজন সঙ্গীর সঙ্গে ছিলেন, তাহা ঘেরাও করিয়া ফেলে। এখানে যতীন্দ্রনাথ ট্রেঞ্চে থাকিয়া পুলিশের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাই কোপতিপোদার যুদ্ধ নামে খ্যাত। এইস্থলে আহত হইয়া তিনি বালেশ্বর হাসপাতালে মারা যান।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা, সার—(১৮৩১—১৯০৮)। দানবীর ও বিদ্যোৎসাহী রাজা। কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদারবংশে জন্ম। পিতা হরকুমার ঠাকুর, মাতা শিবসুন্দরী দেবী। তিনি পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমস্ত সম্পত্তি পাইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং বড়লাটের ব্যবস্থা-পরিষদের অতিরিক্ত সভ্য হন। তিনি মেয়ো হাসপাতালে, দাতব্য সভায় এবং বিধবাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য বহু অর্থ দান করেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই এদেশে প্রথম থিয়েটারের সূত্রপাত হয়। 'Settled Estates Act' তাঁহার উৎসাহেই এদেশে প্রচলিত হয়। তাঁহার উৎসাহেই মাইকেল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করেন এবং তিনিই সেই কাব্য নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করেন। তাঁহার অনেক পুস্তকের সংগ্রহ আছে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী—(২৭শে নভেম্বর, ১৮৭৮—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)। সুবিখ্যাত কবি। নিবাস জমসেরপুর, নদীয়া। অল্পবয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করিয়া প্রসিদ্ধ হন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের তিনি একজন শক্তিশালী কবি। কাহিনীমূলক কবিতা লিখিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'মহাভারতী', 'কাব্য-মালঞ্চ', 'নাগকেশর' ইত্যাদি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—(১৮৮৫—১৯৩৩)। বিখ্যাত দেশকর্ম্মী। জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রাম। পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত, মাতা বিনোদিনী দেবী। তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯০২) ও বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যান (১৯০৪)। তিনি কেম্ব্রিজ হইতে বি. এ. (১৯০৮) পাশ দিয়া ১৯০৯-এ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরই তিনি নেলী গ্রে নামে এক ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করেন। দেশে ফিরিয়া ১৯১০-এ তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। ১৯১২-এ এবং ১৯২২-এ চট্টগ্রামে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯২১-এ তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করেন। ঐ বৎসর তিনি বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ধর্ম্মঘটে এবং আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘটে শ্রমিকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সস্ত্রীক গ্রেফ্‌তার হন। তিনি রেলওয়ের ১৪ হাজার কর্ম্মত্যাগী শ্রমিকের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ১৪০০০ টাকা ঋণ করেন। তিনি কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দল গঠন করিলে তিনি তাহাতে যোগ দেন। ১৯২৫—৩০ পর্য্যন্ত তিনি পাঁচবার কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর হইতে ১৯২৯ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯১৮-এ তিনি কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯৩০, ২৬শে জানুয়ারি তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি রেঙ্গুনে (১৯৩০) আপত্তিকর বক্তৃতা দিবার জন্য ও জালিয়ানওয়ালাবাগে বক্তৃতা দিয়া কারারুদ্ধ হন। পরে কারামুক্তির পর গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে তিনি বিলাতে গমন করেন এবং ফিরিবার সময় জাহাজে বন্দী হন (১৯৩২)। প্রথমে যারবেদা জেলে, পরে দার্জ্জিলিংএ ও তৎপরে রাঁচিতে তাঁহাকে রাখা হয়। রাঁচিতেই তিনি মারা যান।

যদু—মহারাজ যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র। মাতা দেবযানী। তিনি যাদবদিগের আদিপুরুষ (ভারত)।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—(১২৪৬—১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ কবি ও শিশু-পাঠ্য-পুস্তক-প্রণেতা। হুগলী জেলার কোন্নগরে জন্ম। তাঁহার সঙ্কলিত 'পদ্য-পাঠ' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যদুনন্দন—(? ১৫৩৭—১৬০৮)। মালিহাটিনিবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য। তিনি 'কর্ণানন্দ' নামে ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং 'বিদগ্ধমাধব' ও 'গোবিন্দলীলামৃতে'র বাংলা পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ কবিতার ভণিতায় 'যদুনাথ দাস' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

যদুনাথ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পিতা বিপ্রদাস। নিবাস পাছপাড়া। তাঁহারই ধান্যগোলাতে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি পাওয়া যায় ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর উহা খেতুরীতে প্রতিষ্ঠা করেন।

যদুনাথ মজুমদার—(১৮৫৯—?)। পৈতৃক বাসস্থান যশোহর জেলার লোহাগড়া গ্রাম। তিনি প্রথমে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া'-নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি 'ট্রিবিউন'-পত্রিকায় সম্পাদকের পদ লাভ করিয়া লাহোর গমন করেন। তথায় কিছুকাল কার্য্য করিবার পর তিনি নেপালের দরবার স্কুলের শিক্ষকস্বরূপে নেপাল গমন করেন। কিন্তু নানা কারণে অল্পকাল পরেই নেপাল হইতে ফিরিয়া পুনরায় 'ট্রিবিউন'-পত্রিকার সম্পাদনা করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি কাশ্মীর-রাজের রাজস্ব-সচিবের পদ লাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৎপরে যশোহর জজকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনি অত্যাচারী নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার নিবারণ করেন। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, উর্দ্দু, ফার্সী, মারাঠী, তেলেগু প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। 'হিন্দু পত্রিকা' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। 'শাণ্ডিল্য সূত্রে'র ইংরাজী টীকা এবং 'আমিত্বের প্রসার' তাঁহার দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার—(১২৪৬—১৩০০ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ ডাক্তার। জন্মস্থান শান্তিপুর। পিতার নাম কালিদাস। তিনি ধাত্রী-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 'ধাত্রীশিক্ষা', 'উদ্ভিদ্-বিচার', 'শরীরপালন', 'সরল জ্বরচিকিৎসা' তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক। রাণাঘাট হইতে তিনি কিছুকাল 'চিকিৎসা-দর্পণ'-নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কলিকাতায় থাকিতে 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার'-নামক সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

যদুনাথ সরকার—(জন্ম ১৮৭০)। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক। জন্মস্থান রাজসাহী জেলার করচমাড়িয়া গ্রাম। পিতার নাম রাজকুমার। যদুনাথ ২২ বৎসর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষা পাশ করেন এবং মওয়াট সুবর্ণপদক ও গ্রিফিথ রিসার্চ বৃত্তি লাভ করেন। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া পর বৎসর (১৮৯৮) প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন। তাহার পর তিনি পাটনায় বদলী হন। দুই বৎসর (১৯১৭—১৯১৯) তিনি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এবং অতঃপর ৪ বৎসর (১৯২৩ পর্য্যন্ত) কটক রাভেন্‌শ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে পুনরায় তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন

করেন এবং ১৯২৬-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়া আসেন। তিনি পাঁচ খণ্ডে আওরঙ্গজেবের বৃহৎ জীবনী এবং শিবাজীর জীবনী প্রণয়ন করিয়া অশেষ কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। ১৯২৩-এ তিনি বিলাতের 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্য হন। 'Fall of the Mughal Empire' ইত্যাদি তাঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তক আছে।

যম—ধর্ম্মরাজ। পিতা সূর্য্য, মাতা সংজ্ঞা। তিনি দক্ষিণদিকের অধিপতি। তিনি জীবের পাপপুণ্যের ফলদানকারী। তাঁহার বাহন মহিষ ও অস্ত্র দণ্ড বা গদা। তিনি বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষ প্রজাপতির শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, মূর্ত্তি প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের গর্ভে তাঁহার সত্য প্রসাদ, অভয়, শম, হর্ষ, গর্ব্ব, নর ও নারায়ণ এই কয়টি পুত্র জন্মে। কুন্তীর গর্ভে তাঁহার ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয় ['ছায়া' ও 'অনীমাণ্ডব্য' দ্রঃ]।

যমলার্জ্জুন—কুবেরের দুইটি পুত্র নারদের শাপে বৃন্দাবনে দুইটি অর্জ্জুনবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিলেন ['নলকূবর' দ্রঃ]।

যযাতি—রাজা নহুষের পুত্র। রাজা হওয়ার পর একদা মৃগয়ায় গিয়া তিনি শর্ম্মিষ্ঠা কর্তৃক কূপে নিপাতিত দেবযানীকে (শুক্রাচার্য্যের কন্যা) উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। শর্ম্মিষ্ঠা ঐ অপরাধে দেবযানীর দাসী হইয়া যযাতির ভবনে আসেন। পরে যযাতি গোপনে শর্ম্মিষ্ঠাকেও বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র জন্মে। দেবযানী এই বিষয় জানিতে পারিয়া পিতাকে জানাইলে শুক্রাচার্য্যের শাপে যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হন। তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে ইচ্ছামত ঐ জরা অন্যকে প্রদান করিবার ক্ষমতা দেন। পুত্র পুরু তাঁহার জরা গ্রহণ করেন। বহুকাল রাজ্য সুখাদি ভোগ করিবার পর পিতৃভক্ত পুরুকে সিংহাসন দান করিয়া তিনি জরা ফিরাইয়া লন এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন (রাম, ভারত, ভাগ. বিষ্ণু)।

যযাতি কেশরী—(৫ম শতক)। উড়িষ্যার কেশরীবংশীয় রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

যশোদা—গোপরাজ নন্দের পত্নী। গোকুলে তাঁহার নিবাস ছিল। কংসের ভয়ে বসুদেব সদ্যোজাত পুত্র কৃষ্ণকে তাঁহার নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার কোলে রাখিয়া যান ও যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাকে লইয়া যান। যশোদা কৃষ্ণকেই পুত্ররূপে পালন করিতে থাকেন (ভাগ, বিষ্ণু)।

যশোধর্ম্মন্—(৬ষ্ঠ শতক)। মালবের বিখ্যাত রাজা। তিনি মালবের অন্তর্গত দশপুর বা মন্দোসরে রাজত্ব করিতেন। হুনদিগের রাজা মিহিরগুলকে তিনি গুপ্তরাজ বালাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া করুর নামক স্থানে পরাস্ত করেন। ইহাই তাঁহার রাজত্বকালের অক্ষয় কীর্তি।

যশোবন্ত রাও, হোলকার—(১৮শ—১৯শ শতক)। ইন্দোরের সুবিখ্যাত মারাঠা রাজা। ১৭৯৫-এ অহল্যাবাঈ মারা গেলে তুকোজী হোলকার ইন্দোর রাজ্যের অধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুকাল দৌলত রাও সিন্ধিয়া ইন্দোর রাজ্যের প্রভাব বিস্তার করেন। অবশেষে তুকোজী হোলকারের অন্যতম পুত্র যশোবন্ত রাও হোলকার ইন্দোর রাজ্যে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন এবং পুনার যুদ্ধে (১৮০২) পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে (১৮০৩—১৮০৫) তিনি প্রথমদিকে নিরপেক্ষ ছিলেন, পরে যোগদান করেন। তিনি ইংরেজ সেনাপতি মনসনকে পরাজিত করেন কিন্তু দীগের যুদ্ধে নিজে পরাজিত হন।

যশোবন্ত সিংহ, রাজা—(১৭শ শতক)। মাড়বারের অন্তর্ভুক্ত যোধপুরের বিখ্যাত রাজা। সম্রাট শাহজাহানের তিনি একজন বীর সেনাপতি ছিলেন। আওরঙ্গজেবের অধীনে কাজ করিবার সময়ে তিনি কাবুলে নিহত হন এবং তাঁহার বিধবা পত্নী ও শিশু পুত্র অজিত সিংহ আওরঙ্গজেবের হস্তে পতিত হন। কিন্তু দুর্গাদাস সিংহের বীরত্বে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

যশোবর্ম্মন্—(রাজত্বকাল ৭২৫—৭৫২)। কান্যকুব্জের বিখ্যাত রাজা। তিনি গৌড় জয় করেন। ৭৩১-এ তিনি চীন সম্রাটের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। কবি ভবভূতি বাক্‌পতিরাজ তাঁহার সভাকবি ছিলেন।

যশোরাজ খাঁ—বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি। ব্রজবুলিতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পদ রচনা করেন। 'রসমঞ্জরী'তে তাঁহার পদ আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য—ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা যজুর্বেদ-বক্তা ঋষিবিশেষ। তিনি ঋষি বৈশম্পায়নের শিষ্য ['বৈশম্পায়ন' দ্রঃ]।

যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য—(? ১১১০—১১৬৬ বঙ্গাব্দ)। তিনি বীরভূম কচুগোড়ের রাজা রুদ্রচন্দ্র রায়ের গুরু ছিলেন। তিনি শাক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোষ্ঠলীলা বিষয়ক কতিপয় পদ রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৫০—১৯২৪)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত। জন্মস্থান রংপুর জেলার ইটাকুমারী গ্রাম। তিনি কাশীতে পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির নিকট বৈশেষিক দর্শন এবং বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট যোগ ও বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে বেনারস কুইন্স কলেজের অধ্যাপক গ্রিফিথ সাহেবের সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। প্রাচ্য-ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়ারসন সাহেবের 'লিঙ্গুয়িষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'-নামক গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে রংপুর হাই স্কুলের পণ্ডিত ও পরে রংপুর কলেজ স্থাপিত হইলে তাহার অধ্যাপক হইয়াছিলেন। রংপুরে কারমাইকেল কলেজ স্থাপনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি 'শিবস্তোত্র', 'চন্দ্রদূত', 'সুভদ্রাহরণ', 'প্রশান্ত কুসুম', 'রত্নকোষ কাব্যম্', 'ভারতগাথা' প্রভৃতি সংস্কৃত গদ্য ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যামিনী গাঙ্গুলী—সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী। প্রাচ্য চিত্রকলার অনুসরণে তিনি চিত্রাঙ্কন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি চিত্র-সমালোচক হিসাবেও খ্যাত।

যামিনীভূষণ রায়, কবিরাজ—(১৮৭৯—১৯২৬)। কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ এবং 'যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজে'র প্রতিষ্ঠাতা। জন্মস্থান খুলনা জেলার পয়োগ্রাম। পিতার নাম পঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি। তিনি বি. এ. পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। সঙ্গে সঙ্গে এম. এ. পাশ করিয়া তিনি পিতার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি বিজয়রত্ন সেনের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন এবং যথাকালে মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া 'বগলা মাড়ওয়ারী হাসপাতালে' ৪০ টাকা বেতনে কবিরাজের পদ লাভ করেন। কিছুকাল-মধ্যেই কবিরাজী ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-প্রণালী একযোগে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ' স্থাপনে প্রয়াসী হন এবং কলিকাতার মনোমোহন পাঁড়ে নামক এক ধনীর নিকট তদুপযোগী ভূমি প্রাপ্ত হন। অতঃপর স্বোপার্জ্জিত এবং দানলব্ধ অর্থে তিনি উক্ত কলেজের গৃহ-নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন।

যীশু খৃষ্ট (Jesus Christ)—খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। প্যালেষ্টাইনে বেথলেহেম নামক গ্রামে জন্ম। তাঁহার মাতা মেরী ও

পিতা জোসেফ। জোসেফ ন্যাজারেথের একজন ছুতার ছিলেন। জুডিয়া প্রদেশের অন্তর্গত এই স্থানে জোসেফ যখন ফিরিতেছিলেন, তখন বেথলেহেমে এক আস্তাবলে যীশুর জন্ম হয়। পরে তিনি ন্যাজারেথে (গ্যালিলির মধ্যে) ছুতারের কাজ করিয়া জীবন যাপন করেন। তিনি জনের নিকট জর্ডনের জলে দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার করেন। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়—এই বিশ্বাস, মানবের প্রতি ভ্রাতৃভাব, ক্রোধহীনতা প্রভৃতি তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের মূলনীতি। এই ধর্ম্মপ্রচারে ইহুদি পুরোহিতগণ তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হয়। তাঁহার অলৌকিক কার্য্যাবলীতে তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই। পরে জুডাস ইস্কেরিয়ট নামে যীশুর একজন বিশ্বাসঘাতক শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় গেথসিমেন নামক স্থানে তিনি বন্দী হন এবং রোমক রাজা হিরোদের অধীন শাসনকর্তা পাইলটের আদেশে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জন্মদিন হইতে খৃষ্টাব্দের গণনা হয়।

যুধিষ্ঠির—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। যমের ঔরসে, পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে জন্ম। পরম ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মরাজ নাম হয়। কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্য তাঁহার অস্ত্রগুরু। দুর্য্যোধন হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া কুরুবংশের সিংহাসনে তাঁহারই অধিকার ছিল। এই ব্যাপারে দুর্য্যোধনের সহিত বিবাদের ফলেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে ভ্রাতৃগণসহ বারণাবতের জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া মারিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়াতে তাঁহারা রক্ষা পাইয়া পলায়ন করেন। অতঃপর দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবার ['দ্রৌপদী' দ্রঃ] পরে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের পরিচয় পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আনিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করেন। পরে শকুনির সহিত পাশাখেলায় হারিয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন এবং খেলার সর্ত্ত অনুযায়ী বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা হয়। তিনি দ্বাদশ বৎসর ভ্রাতৃগণসহ দ্বৈতবনে বাস করিয়া কঙ্ক নামে বিরাটের সভাসদ্‌রূপে তাঁহার গৃহে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। অজ্ঞাতবাসের পরও তিনি রাজ্য না পাওয়াতে কুরুক্ষেত্রে আঠার দিন ধরিয়া মহাসমর হয় এবং তাহাতে জয়ী হইয়া তিনি রাজ্য লাভ করেন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তিনি বহুকাল রাজত্ব করেন। শেষে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্য দান করিয়া ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ তিনি মহাপ্রস্থান করেন। দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ হিমালয়ে পতিত হন। অতঃপর ইন্দ্র তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য রথ লইয়া আসিলে তিনি পশ্চাতের কুকুররূপী ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইতে অস্বীকৃত হন। পরে ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করেন এবং তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। দ্রোণাচার্য্যকে বধ করাইবার জন্য 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই কপট বাক্য বলিবার অপরাধে তাঁহাকে একবার মাত্র নরক দর্শন করিতে হয় (ভারত)।

যুবনাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় রাজা। পিতা প্রসেনজিৎ। মান্ধাতা তাঁহার পুত্র। তিনি ব্রাহ্মণের হাতে সমুদয় রত্ন, প্রিয়তমা পত্নী ও অতি রমনীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন (ভারত)।

যুযুৎসু—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের একজন। তিনি বয়স অনুযায়ী দ্বিতীয় ছিলেন। এক বৈশ্যা দাসীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে তিনি জন্মান। তিনি পাণ্ডবদের অনিষ্ট চিন্তা করিতেন না, বরং তিনি পাণ্ডবদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে অনুরোধ করিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন (ভারত)। যুযুৎসুর মাতার নাম সৌবলী (দেবীভা)।

যোগমায়া—যশোদার কন্যা। এই কন্যাকেই দেবকীর স্বামী বসুদেব চুরি করিয়া দেবকীর কাছে রাখিয়া দেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার কাছে রাখিয়া আসেন। কংস তাঁহাকে দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া পাষাণে নিক্ষেপ করিলে তিনি শূন্যে উঠিয়া কংসকে এই বলিয়া সাবধান করেন যে, যিনি তাঁহাকে বধ করিবেন তিনি গোকুলে বাড়িতেছেন (বিষ্ণু)।

যোগীন্দ্রনাথ বসু, কবিভূষণ—(১৮৫৭—১৯২৭)। জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার নিতাড়া গ্রাম। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও সুকবি ছিলেন। তাঁহার লিখিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', 'পৃথ্বীরাজ', 'অহল্যাবাঈ', 'পতিব্রতা', 'শিবাজী', 'তুকারাম', 'দেববালা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—(১৮৮৩—১৯২৮)। ঐতিহাসিক লেখক। জন্মস্থান যশোহর জেলার কচুবাড়িয়া গ্রাম। পিতা বিপিনবিহারী। বঙ্গবাসী ও প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি প্রথমে টাঙ্গাইল কলেজের ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক হন। পরে ইকনমিক্স (অর্থশাস্ত্র) ও ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া হাজারিবাগে গমন করেন। ইহার পর তিনি গভর্ণমেণ্ট কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া পাটনায় যান। তিনি 'রয়াল হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', 'রয়াল ইকনমিক্যাল সোসাইটি', 'রয়াল সোসাইটি অব আর্ট্‌স্' এবং 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি'র সভ্য হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার 'হিস্টরিক্যাল সোসাইটি' এবং 'হিস্টরিক্যাল রয়াল কমিশনে'র সদস্য ছিলেন। পাটনায় থাকিবার সময় তিনি 'প্রত্নতত্ত্ব বারিধি' এবং 'প্রত্নতত্ত্ববাগীশ' উপাধি লাভ করেন। পাটনা মিউজিয়ম তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয়। তিনি পাটনায় নিজের এবং ছাত্রদের জন্য একটি বিরাট্ গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'সমসাময়িক ভারত' (নয় খণ্ড), 'গ্লোরিজ অব মগধ', 'অর্থনীতি', 'সাহিত্য-পঞ্জিকা', 'ইংরাজের কথা', 'চতুর্ব্বেদ' (গল্প), 'পঞ্চবাণ' (গল্প), 'দেশভক্তি' (গল্প), 'ইকনমিক কনডিশন অব এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', 'ইকনমিক হিস্টরি অব বিহার' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার—(?—১৯৩৭)। প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিক। বিখ্যাত চিকিৎসক সার নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠ সহোদর। প্রথমে তিনি কলিকাতার এক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি 'মুকুল'-নামক শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি 'সিটি বুক সোসাইটি'-নামক পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রণীত 'বনে-জঙ্গলে', 'রাঙা ছবি', 'পশুপক্ষী', 'হাসিরাশি', 'হিজিবিজি', 'জীবজন্তু' ও 'হাসিখুসী' প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গালার শিশুদের আনন্দের খনি।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—(১৮৫৪—১৯০৫)। সাংবাদিক ও লেখক। জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার ইলসবা গ্রাম (মাতুলালয়)। পৈতৃক বাসস্থান বেড়ুগ্রাম। পিতার নাম মাধবচন্দ্র বসু। এফ. এ. পরীক্ষা দিবার পর তিনি কিছুকাল স্কুলমাষ্টারের কার্য্য করেন (জনাই স্কুল)। পরে 'সাধারণী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৮০-এ তিনি কলিকাতায় আসিয়া 'বঙ্গবাসী'-পত্রিকা বাহির করেন। ইংরাজী 'টেলিগ্রাফ'-পত্রিকা এবং হিন্দী 'বঙ্গবাসী'-পত্রিকাও তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। 'রাজলক্ষ্মী', 'মডেল ভগিনী', 'নেড়া হরিদাস', 'বাঙ্গালী চরিত' প্রভৃতি পুস্তকগুলিও তাঁহার প্রণীত।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(১৮৫৮—১৯০৯)। সাহিত্যিক। জন্মস্থান হুগলি জেলার বাবাণ্ডা গ্রাম। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। এফ. এ. পর্য্যন্ত পড়িয়াই তিনি কলেজ ছাড়িয়া 'সুধাকর' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র সম্পাদক হইয়াছিলেন। 'অনুসন্ধান' এবং 'সুধাকর' পত্রিকায় তাঁহার উপন্যাসগুলি বাহির হয়। 'বড় ভাই'

'আমাদের ঝি', 'বিমাতা' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহার প্রণীত।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—(১৮৪৫—১৯০৪)। সুবিখ্যাত সাহিত্য-সেবক। জন্ম রাণাঘাট মহকুমার শিমহাট গ্রামে। পিতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস নদীয়া জেলার সুবর্ণপুর। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপে প্রবেশিকা (১৮৬৫), এফ. এ. (১৮৬৭), বি. এ. (১৮৭১) ও এম. এ. (১৮৭২) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা করিয়া তিনি ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন ও ১৮৮০-এ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তিনি 'আর্য্যদর্শন'-নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি তাঁহার প্রণীত—'ম্যাটসিনির জীবন-বৃত্ত', 'গ্যারিবল্ডির জীবনবৃত্ত', 'জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত', 'কীর্ত্তিমন্দির', 'আইন-সংগ্রহ', 'মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনবৃত্তান্ত', 'সমালোচনামালা', 'আত্মোৎ-সর্গ', 'প্রাণোচ্ছাস' ইত্যাদি। তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এক বিধবার পাণিগ্রহণও করিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ সেন—(১৮৮৩—১৯১৬)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত বাঙালী সৈনিক। জন্মস্থান চন্দননগর। পিতার নাম সারদা-প্রসন্ন। সিটি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯১০-এ ইংলণ্ডে লিড্‌স্ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি. এস্-সি. পাস করেন। পরে তিনি লিড্‌স্ সিটি কর্পোরেশনে ইলেক্‌ট্রিক বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৯১৪-এ তিনি 'লিড্‌স্ সিটি ব্যাটেলিয়ান্'-নামক সেনাদলে প্রবেশ করিয়া পরে 'ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার' সেনাদলের অধীনে মিশরে গমন করেন। তথা হইতে ফ্রান্সে গিয়া শত্রুপক্ষের গুলিতে তিনি নিহত হন। তাঁহার মৃতদেহ সামরিক রীতি অনুসারে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সম্বন্ধে এই উক্তি করা হইয়াছিল—He died like a soldier doing his duty and doing it well.

যোগেশ্বর পণ্ডিত—তাঁহার বংশ হইতে খড়দহমেলের উৎপত্তি হইয়াছে।

যোজনগন্ধা—ব্যাসদেবের মাতা সত্যবতী। তাঁহার অপর নাম মৎস্যগন্ধা ['সত্যবতী' দ্রঃ]।

যোশী, এন. এম. (Joshi, N. M.)—(জন্ম ১৮৭১)। রাজনীতিক ও শ্রমিক-নেতা। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য ছিলেন। তিনি শ্রমিকদের প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যবস্থা-পরিষদে সরকার কর্তৃক বহুবার মনোনীত হন। ১৯২৯—৩১-এ 'শ্রমিক কমিশনে'র (Labour Commission) তিনি সভ্য হন। ১৯৩০—৩২-এ গোল-টেবিল বৈঠকে তিনি প্রতিনিধি মনোনীত হন। জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘে তিনি বহুবার ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়া গমন করেন। I. N. T. U. C. প্রতিষ্ঠানের তিনি সাধারণ সম্পাদক (১৯৪০)। তিনি 'People's War' নামক কাগজের সম্পাদক ছিলেন।

যোসেফাস, ফ্লেবিয়াস (Josephus, Flavius)—(? ৩৭—১০০)। বিখ্যাত ইহুদি ঐতিহাসিক। তিনি 'History of the Jewish War', 'Antiquities of the Jews' প্রভৃতি ইতিহাস-গ্রন্থ লেখেন। তাঁহার লিখিত ইতিহাস হইতে বাইবেলের অনেক ঘটনার সত্যাসত্য প্রমাণ করা হয়।

র

রক্তবীজ—শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি এক দৈত্য। দেবী-যুদ্ধে ইহার প্রত্যেক বিন্দু রক্ত হইতে এক একটি রক্তবীজের উৎপত্তি হইয়াছিল। অবশেষে দেবী চামুণ্ডা রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই স্বীয় জিহ্বা দ্বারা উহা পান করিতে থাকেন। এইরূপে নূতন অসুরের জন্ম নিবারণ করিয়া দেবী তাহাকে চামুণ্ডামূর্ত্তিতে ধ্বংস করেন (রাম, দেবীভা, মার্ক)।

রক্‌ফেলার, জন ডি. (Rockefeller, John D.)—(১৮৩৯—১৯৩৭)। আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। নিউইয়র্ক স্টেটের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র কারখানায় তিনি ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। অতঃপর ক্লিভ্‌ল্যাণ্ডে গমন করিয়া এক অফিসের কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে এখানে পরিস্রুত তৈলের ব্যবসায় করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৭০-এ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত 'ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল ট্রাষ্ট' গঠিত হয় এবং ১৮৯২-এ উহার মূলধন ২ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিংএ পরিণত হয়। তিনি শিক্ষা ও দাতব্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বহু কোটি ডলার দান করিয়া গিয়াছেন।

রঘু—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি মহারাজ দিলীপের পুত্র। তাঁহার নাম অনুসারে অযোধ্যার সূর্য্যবংশ রঘুবংশ নামে খ্যাত হয়। তিনি দিগ্বিজয় করিয়া বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। শেষে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব দান করেন (রাম)।

রঘুজী ভোশলে—(১৭শ—১৮শ শতক)। মহারাষ্ট্রীয় নেতা। নাগপুরের ভোঁশলে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শাহুর নিকট-আত্মীয় ছিলেন। ১৭৫১-এ তিনি কটক জয় করেন এবং বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দাবী করেন।

রঘু ডাকাত—বঙ্গের বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার। সুবিখ্যাত কাঞ্চন সর্দ্দার তাঁহার শিষ্য। কথিত আছে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রায় সমুদয় অংশই তিনি দুঃখীর দুঃখমোচনে ব্যয় করিতেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী—(১৭শ—১৮শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মাড়ো গ্রামে জন্ম। পিতা কিশোরীমোহন। তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের বংশে উৎপন্ন। রঘুনন্দন স্বীয় বংশের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া 'রাম-রসায়ন' নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য লিখিয়াছিলেন। 'শ্রীগৌরাঙ্গচম্পূ', 'শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী', 'গীতমালা', 'দেশিক-নির্ণয়' ইত্যাদি তাঁহার প্রণীত বহু গ্রন্থ আছে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য—(১৫শ শতক)। বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত। নবদ্বীপে জন্ম। মুসলমান-শাসনাধীনে হিন্দুসমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তিনি 'নব্যস্মৃতি' নামে অভিহিত সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। পিতা হরিহর ভট্টাচার্য্য। 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' নামে তাঁহার বিরাট স্মৃতিগ্রন্থ আছে।

রঘুনন্দন, রায় রায়ান—(১৮শ শতক)। নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ান ছিলেন। রঘুনন্দন স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে রাজসাহী, ভূষণা প্রভৃতি বহু স্থানের বিস্তৃত জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে 'রায় রায়ান' উপাধি প্রদান করেন।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী—(১৪১৯—১৪২০ বা ২৮—১৫০৪ শকাব্দ)। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত বৈষ্ণব কবি। ইনি বৈষ্ণবদের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। হুগলী জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্ম। পিতা গোবর্দ্ধন, তিনি সপ্তগ্রাম তালুকের বারলক্ষ টাকার জমিদার ছিলেন। দীক্ষাগুরু—যদুনন্দন আচার্য্য। তিনি নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিকট গিয়া শ্রীস্বরূপ দামোদরের আনুগত্য করেন। তাঁহার রচনা—'স্তবাবলী', 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি', 'দানকেলিচিন্তামণি' ও 'মুক্তাচরিত'।

রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপে—(জন্ম ১৮৭৬)। বোম্বাই নগরে জন্ম। দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের পুত্র। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা র‍্যাঙ্গলারশিপ পরীক্ষাতেও তিনি সর্ব্বপ্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি ফার্গুসান কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। অনন্তর

তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং শিক্ষাসচিবের পদে মনোনীত হন। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য্য।

রঘুনাথ ভট্ট (ভট্ট রঘুনাথ)—(১৫০৫—১৫৭৯)। সুবিখ্যাত বৈষ্ণব। পিতা তপন মিশ্র। তিনি বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন। তিনি ২৮ বৎসরে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। প্রথমে মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে ছিলেন, পরে বৃন্দাবনে যান। ভাগবত পাঠ করিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল।

রঘুনাথ রাও—'রাঘোবা' দ্রঃ।

রঘুনাথ শিরোমণি—(? ১৪৭২—১৬শ শতকের মধ্যভাগ)। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে উপাধি লাভের নিমিত্ত তিনি মিথিলায় গিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া তিনি 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম নবদ্বীপ হইতে ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি দানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব-কৃত ন্যায়শাস্ত্রের টীকাটি রঘুনাথ-কৃত ন্যায়শাস্ত্রের টীকার প্রসারের জন্য গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয়। 'লীলাবতী টীকা', 'চিন্তামণি-দীধিতি', 'প্রামাণ্যবাদ' প্রভৃতি ৩৮ খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন।

রঘুপতি উপাধ্যায়—(১৪শ—১৫শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। তিনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল ত্রিহুত জেলায়। তিনি মহাপ্রভুর সহিত বল্লভাচার্য্যের গৃহে আলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি শ্লোক আছে।

রঙ্গচার্লু, চেটিপনিয়ম বীরবল্লী—(১৮৩১—১৮৮২)। মাদ্রাজের বিখ্যাত দেওয়ান। মাদ্রাজের অন্তর্গত চিংলেপট গ্রামে জন্ম। পিতার নাম চেটিপনিয়ম রাঘব আচারিয়ার। ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি মহীশূর রাজ্যের কণ্ট্রোলার পদে নিযুক্ত হন। এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি নানা বিষয়ের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। 'মহীশূরে ইংরেজ শাসন' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। পরে মহীশূর রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী দেওয়ান বা মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮২৭—১৮৮৭)। কবি। বর্দ্ধমান জেলার বাকুলিয়া গ্রামে জন্ম। তিনি রামেশ্বরপুরের রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। কিছুকাল তিনি 'এডুকেশন গেজেটে'র সহকারী সম্পাদক এবং 'রসসাগর' নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্ম্মদেবী', 'কাঞ্চীকাবেরী' ও 'শূরসুন্দরী' অতি উচ্চশ্রেণীর কবিতা-পুস্তক। এতদ্ভিন্ন তিনি 'বিরহ-বিলাপ'-নামক একখানি ইংরাজী কাব্যের অনুবাদগ্রন্থ এবং প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক রচনাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ইন্‌কম্ ট্যাক্সের এসেসর ছিলেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—(১৮৪৩—?)। ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে জন্ম। পিতা বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। তিনি 'হরিদাস সাধু', 'বিজ্ঞান-দর্শক' প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থের লেখক। সুবৃহৎ অভিধান 'বিশ্বকোষে'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশের তিনি সম্পাদক ছিলেন। গান ও পাঁচালী লিখিয়াও তিনি কিছু নাম করেন। তাঁহার 'চিত্তচৈতন্যোদয়' (১৮৬৭) ও 'বৈরাগ্যবিপিনবিহার' তত্ত্বচিন্তামূলক কাব্য।

রঙ্গানন্দ মুদালিয়ার—(১৮৪৭—১৮৯১)। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য হইয়া তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত—(১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৯—১৩ই জুন, ১৯০০)। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক। ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে নিবাস। জন্ম মাণিকগঞ্জ মহকুমার মতুগ্রামে। পিতা কমলাকান্ত। তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েন। বঙ্গভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সংকল্প লইয়াই তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। তিনি 'এডুকেশন গেজেট' ও 'বঙ্গবাসী'তে লিখিতে সুরু করেন। প্রথমে তিনি 'জয়দেব-চরিত' লিখিয়া ৫০৲ টাকা পুরস্কার পান। 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস', 'আর্য্যকীর্ত্তি', 'বীরমহিমা', 'ভারত-প্রসঙ্গ', 'প্রতিভা' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুস্তকসমূহ তাঁহার রচিত।

রজনীকান্ত সেন—(২৬শে জুলাই, ১৮৬৫—১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯১০)। পাবনা জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্ম। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন। শৈশব হইতেই তিনি কবিতারচনা ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। বি. এল. পাশ করিবার (১৮৯১) পর হইতেই রজনীকান্ত রাজসাহী কোর্টে ওকালতি করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকালে তাঁহার রচিত গানগুলি লোকের প্রাণে এক অপূর্ব্ব জাতীয়তাভাবের সাড়া জাগাইয়া দিয়াছিল। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" বিখ্যাত গানটি তাঁহার রচনা। 'বাণী', 'কল্যাণী' প্রভৃতি কবিতা ও সঙ্গীতপুস্তকসমূহ তাঁহার রচনাশক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি কান্ত কবি নামে লোকসমাজে খ্যাত।

রজি—পুরূরবার পুত্র আয়ু। আয়ুর পুত্র রজি (হরি)। রজি তপস্যা করিয়া নারায়ণকে সন্তুষ্ট করেন এবং দেবদানবের ও মানুষের অজেয় হইবার বর পান। একবার দেবাসুরে একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হয়। সেই সংগ্রামে প্রহ্লাদ ও ইন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিতেছিলেন না। সে সময় ব্রহ্মা বলেন যে, যে পক্ষে রজি যোগদান করিবে সেই পক্ষ জিতিবে। রজি দেবতাদের পক্ষে যোগদান করিলে দেবগণ জয়লাভ করিলেন। তখন ইন্দ্র রজির পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। রজি ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য দিয়া তপস্যার জন্য চলিয়া যান (পদ্ম, ভাগ)।

রজিয়া—'রিজিয়া, সুলতানা' দ্রঃ।

রণজিৎ সিং, কুমার শ্রী—(১৮৭২—১৯৩৩)। প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড়। নবনগরের মহারাজা জাম সাহেব। কাথিয়াবাড়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি সাসেক্স ও ইংলণ্ডের হইয়া খেলেন। ক্রিকেট খেলায় নৈপুণ্য দেখাইয়া তিনি ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে তিনি 'রঞ্জী' নামে খ্যাত।

রণজিৎ সিং—(১৭৮০—১৮৩৯)। 'পঞ্জাব-কেশরী' নামে পরিচিত বিখ্যাত শিখ রাজা। তিনি পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরান্‌ওয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহাসিংহ একটি মিসিলের অধিনায়ক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতা তাঁহার অভিভাবিকা নিযুক্ত হন। বাল্যকালে বসন্তরোগের আক্রমণে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়। তিনি লেখাপড়া শিখিবার বিশেষ সুযোগ পান নাই বটে, কিন্তু তিনি অসাধারণ মেধাবী ও কার্য্যকুশল ছিলেন। তিনি শিখদিগের বিভিন্ন মিসিলগুলি একত্র করিয়া এক শক্তিশালী জাতি গঠন করেন। পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া রণজিৎ পঞ্জাব প্রদেশ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। অতঃপর লাহোরে রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করেন এবং স্বনামে মুদ্রার প্রচলন করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিতে থাকেন। তাঁহার

সৈন্যদল ইউরোপীয় আদর্শে সম্পূর্ণ নূতনভাবে গঠিত ছিল এবং তিনি খালসা নামে একদল পরাক্রান্ত সৈন্য গঠন করিয়াছিলেন। এই সকল সৈন্যের সাহায্যে তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই পেশোয়ার হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি শতদ্রুর পূর্ব্বদিকস্থ শিখরাজ্যগুলি আক্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঐ সকল রাজ্যের রাজারা ইংরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রণজিৎ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ বিবাদের অবসান করেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সন্ধি রক্ষা করিয়াছিলেন।

রণ্টজেন (Rontgen, Conrad Wilhelm)—(১৮৪৫—১৯২৩)। বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক। ১৮৯৫-এ তিনি রণ্টজেন-রশ্মি (রঞ্জন-রশ্মি) আবিষ্কার করেন। এই রশ্মিকেই 'এক্স-রে' বলা হয়।

রতি—কামপত্নী। প্রজাপতি দক্ষের ঘর্ম্ম হইতে জন্ম (কালিকা)। তাঁহার স্বামী হরকোপানলে দগ্ধ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিতে যান (স্কন্দ) ['মায়াবতী', 'প্রদ্যুম্ন' দ্রঃ]।

রত্নাবলী—গন্ধর্ব্বকন্যা। পূর্ব্বজন্মে নাম ছিল কলাবতী। শিবের দয়ায় তিনি এই বর পান যে, স্বপ্নাবস্থায় তিনি যাহাকে দেখিবেন তাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। তিনি স্বপ্নে শঙ্খচূড়ের পুত্র রত্নচূড়কে দেখেন এবং রত্নচূড়ের সহিতই তাঁহার বিবাহ হয় (স্কন্দ)।

রথ্‌স্‌চাইল্ড, আন্‌সেল্‌ম মেয়ার (Rothschild, Anselm Meyer)—(১৭৪৩—১৮১২)। রথ্‌স্‌চাইল্ড-নামক বিখ্যাত বংশের প্রতিষ্ঠাতা। 'ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-দি-মেইন'-এ তাঁহার জন্ম। প্রথমে কিছুকাল ব্যাঙ্কের কেরাণী ছিলেন। অতঃপর তেজারতি ব্যবসা করেন ও একটি ব্যাঙ্ক খুলেন। এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই উপার্জ্জন করেন। তিনি ইউরোপের বহুস্থানে তাঁহার ব্যাঙ্কের শাখা খুলেন। তাঁহার এক পুত্র ন্যাথান মেয়ার রথ্‌স্‌চাইল্ড লণ্ডন ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লায়োনেল ডি রথ্‌স্‌চাইল্ড (১৮০৮—১৮৭৯) হাউস অব কমন্সের প্রথম ইহুদি সভ্য।

রন্তিদেব—ভরতবংশীয় সংকৃতির পুত্র (ভাগ)। রন্তিদেব তপস্যা করিয়া ইন্দ্রের কাছে এই বর পান যে, তাঁহাকে যেন কাহারও নিকট প্রার্থী না হইতে হয়। তিনি গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (ভারত)।

রব রয় (Rob Roy)—(১৬৭১—১৭৩৪)। বিখ্যাত ব্রিটিশ দস্যুসর্দ্দার। প্রকৃত নাম রবার্ট ম্যাকগ্রীগর (Robert McGregor)। তিনি স্কটল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত দস্যু। তিনি গ্রামের ধনী ও কৃষকদের নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা আদায় করিতেন। এই টাকা লওয়ার বিনিময়ে তিনি সেই সমস্ত লোকদিগকে অপর ডাকাত বা অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা করিতেন।

রবি বর্ম্মা, রাজা—(১৮৪৮—১৯০৭)। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ত্রিবান্দ্রম শহরের নিকট কিলিমানুর নামক স্থানে জন্ম। ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবারে তিনি বিবাহ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই চিত্রশিল্পের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। বহু প্রদর্শনীতে চিত্র প্রদর্শন করিয়া তিনি অসংখ্য প্রশংসা-পত্র ও নানাবিধ উপহার-দ্রব্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় চিত্রবিদ্যার এক নূতন রূপ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৭ই মে, ১৮৬১—৭ই আগষ্ট, ১৯৪১)। আধুনিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, ও পৃথিবীর সর্ব্বযুগের কবি-সমাজের অন্যতম প্রধান কবি। কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্ম। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সাহিত্য, নাটক, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি বাংলাভাষার সকল বিভাগেই তাঁহার প্রতিভা সমভাবে পরিস্ফুট। গীতিকবিতা রচনায় তিনি অদ্বিতীয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নিজের গলার মালা পরাইয়া সম্বর্দ্ধিত করেন। তিনি তিনশতেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্য ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হইলে পাশ্চাত্যজগতে তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হয় এবং ১৯১২-এ তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্ত হন (১৯১৩)। ঐ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং পর বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'নাইট' (সার) উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ইহা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী মস্কো, বার্লিন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, মিউনিক ও বার্মিংহাম প্রদর্শনীতে উচ্চ-প্রশংসা লাভ করে। প্রধানতঃ তাঁহারই অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা-বানানের সংস্কার সাধন করেন। তিনি অতিশয় স্বদেশভক্ত ছিলেন। স্বদেশী যুগের জাতীয়-আন্দোলনের তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেম ছিল না। জাতীয়তার সঙ্গে আন্তর্জাতীয়তার মিলন ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম আদর্শ। তাই তাঁহাকে বিশ্বপ্রেমিক বলা হইত। ১৯৩৫-এর ভারত-শাসন আইনে বাংলার হিন্দুদের উপর যে অবিচার করা হয়, তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। মৃত্যুর চার মাস পূর্ব্বে জন্মদিনে পঠিত তাঁহার 'সভ্যতার সংকট' আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সত্যপথে চলিবার নির্দ্দেশ দিয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'জীবন-স্মৃতি' তাঁহার আত্মচরিত।

রমণ, চন্দ্রশেখর বেঙ্কট—(জন্ম ৭ই নবেম্বর, ১৮৮৮)। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ত্রিচিনপল্লীতে জন্ম। পিতা চন্দ্রশেখর আয়ার। ভিজাগাপটামে হিন্দু কলেজে ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন ও বি. এ. পরীক্ষা দিয়া (১৯০৪) পদার্থবিজ্ঞানে একটি পদক লাভ করেন। তিন বৎসর পরে এম. এ. পরীক্ষায় তিনি পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম হন। অতঃপর রাজস্ববিভাগীয় পরীক্ষায় প্রথম হন (১৯০৭) ও অ্যাসিষ্টাণ্ট অ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেলরূপে কাজ করেন। পরে (১৯০৯) কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে লিপ্ত হন। অতঃপর ১৯১৭-এ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থশাস্ত্রের পালিত-প্রফেসারের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৮-এ তিনি আলোক ও পরমাণু বিষয়ে গবেষণা করিয়া যে অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন, তাহা 'Raman Effect' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি ১৯৩০-এ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালোরের 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়েন্সের' ডিরেক্টর ছিলেন। বাঙ্গালোরে 'রমণ রিসার্চ্চ প্রতিষ্ঠান' নামে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে উদ্যোগী হন (১৯৪৩)। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯২৮) হন ও আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন পদক (১৯৪১) পান। এ ছাড়া তিনি বিদেশীয় ও স্বদেশীয় বহু সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন।

রমা—১। লক্ষ্মীর এক নাম ['লক্ষ্মী' দ্রঃ]। ২। হিরণ্যকশিপুর কন্যা ও মহর্ষি ত্বষ্টার পত্নী। তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া সর্ব্বগুণসম্পন্ন এক পুত্র লাভ করেন। তাহার নাম রাখা হয় বৃত্র (স্কন্দ)।

রমানাথ ঠাকুর, মহারাজা—(১৮০০—১৮৭৭)। সাংবাদিক ও লেখক।

তিনি স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন এবং এই ধর্ম্মের প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপনে তাঁহার বিশেষ উদ্যম ছিল। তিনি 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' পত্রিকার পরিচালক এবং অন্যান্য বহু পত্রিকার লেখক ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রায়তগণের স্বার্থ-সংরক্ষণে যত্ন করিয়া তিনি রায়তের বন্ধু বলিয়া সম্মানিত হন। অতঃপর তিনি গভর্ণর-জেনারেলের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

রমাবাঈ, পণ্ডিতা—(১৮৫৮—১৯২১)। বিশিষ্ট মহিলা শিক্ষাব্রতী। পিতা অনন্ত শাস্ত্রী মাঙ্গালোর জেলার অধিবাসী ছিলেন। বালিকাবয়সে মাতা ও পিতার মৃত্যু হইলে তিনি ভ্রাতার সহিত ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাতু নামক গ্রামের বিপিনবিহারী দাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিতেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। অতঃপর কিছুকাল তিনি চেল্‌টেনহামে 'Ladies College'এ সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। হিন্দু বিধবার কল্যাণসাধনের জন্য তিনি আমেরিকায় 'রমাবাঈ এসোসিয়েশন' এবং বোম্বাই নগরে একটি বিধবা নিবাস স্থাপন করেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত—(১৩ই আগষ্ট, ১৮৪৮—৩০শে নভেম্বর, ১৯০৯)। কলিকাতার অন্তর্গত রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্ম। পিতার নাম ঈশানচন্দ্র দত্ত। আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি শাসন-বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং শেষে বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত হন। তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাতে পাশ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার লিখিত 'মাধবীকঙ্কণ', 'বঙ্গবিজেতা', 'জীবনপ্রভাত', 'জীবনসন্ধ্যা' প্রভৃতি পুস্তক বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ্। 'Civilisation of Ancient India' তাঁহার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি ঋগ্বেদের একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। চাকুরী হইতে অবসর লইবার পর তিনি কিছুদিন লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ স্থাপিত হইলে তিনিই তাহার প্রথম সভাপতি হন। মৃত্যুর কিছু-কাল পূর্ব্বে তিনি বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার—(জন্ম ১৮৮৮)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক। তিনি প্রথম জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯১৪—১৯) ছিলেন ও পরে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন (১৯২১—৩৬)। ১৯৩৭-এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে বাংলা-দেশের ইতিহাসের সংকলন তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

রমেশচন্দ্র মিত্র—(১৮৪০—১৮৯৯)। সুবিখ্যাত বিচারপতি। পিতা রামচন্দ্র মিত্র। রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্ম। বি. এল. পাশ করিয়া কিছুদিন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিবার পর তিনি প্রায় ১২ বৎসর হাইকোর্টে বিশেষ প্রশংসার সহিত ওকালতি করিয়া-ছিলেন। অতঃপর তিনি হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে নিযুক্ত হন। তিনি দুইবার প্রধান বিচারপতির পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিছুদিন তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অন্যতম সভ্য ছিলেন। দাতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। মৃত্যুকালে তিনি ৬০,০০০ টাকা উইল করিয়া দান করিয়া যান।

রম্ভা—১। একজন অপ্সরা। তিনি বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য যান, কিন্তু তাঁহার শাপে শিলায় পরিণত হইয়া-ছিলেন (ভারত)। ২। রম্ভা ক্ষীরোদ-সাগর মন্থনে উৎপন্ন হন (স্কন্দ)। ৩। তিনি একদা জাবালী মুনির তপোভঙ্গ করেন। মুনির ঔরসে তাঁহার গর্ভে ফলবতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে (স্কন্দ)।

রশিদ-উদ্দীন, আমীর—(১২৪৭—১৩১৮)। পারস্যের বিখ্যাত চিকিৎসক ও ঐতিহাসিক। তিনি 'জামা-উৎ-তারিখ'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি পারস্য-সুলতানের প্রধান উজিরের পদ লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সুলতানের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

রস, কর্নেল রোণাল্ড (Ross, Colonel Sir Ronald)—(১৮৫৭—১৯৩২)। বিখ্যাত চিকিৎসক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগের সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি Indian Medical Serviceএ কাজ করিতেন। ১৯০২-এ তিনি ঔষধ-বিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন।

রস, জন (Ross, Sir John)—(১৭৭৭—১৮৫৬)। বিখ্যাত মেরু অভি-যাত্রী। কয়েকবার মেরুপ্রদেশে অভিযান লইয়া যান।

রস, জেম্‌স্ ক্লার্ক (Ross, Sir James Clark)—(১৮০০—১৮৬২)। সুমেরুপ্রদেশে অভিযানকারী হিসাবে তাঁহার নাম খ্যাত। তিনি ক্যাপ্টেন পেরী ও জন রসের সঙ্গে অভিযানে গমন করেন। ১৮৩১-এ তিনি 'North Magnetic Pole' আবিষ্কার করেন। ১৮৩৯—১৮৪৩-এর অভিযানের তিনি নেতা ছিলেন।

রসময় মিত্র—(? ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। বর্দ্ধমান জেলার চানক গ্রামে জন্ম। শিক্ষাকার্য্যে তিনি একজন সুদক্ষ ব্যক্তি বলিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। বিভিন্ন স্কুলে কার্য্য করিবার পর তিনি কলিকাতা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে ১৯১৫-এ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার লিখিত অনুবাদের গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

রসিকচন্দ্র রায়—(১২২৭—১৩০০ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ও পাঁচালী রচয়িতা। পালাড়া গ্রামে জন্ম হয়। তিনি কবি দাশরথি রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। ১১খানি পাঁচালীপুস্তক এবং বহু গান রচনা করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ হন। 'বিজ্ঞান সাধুর বচন', 'হরিভক্তি চন্দ্রিকা' আদি রসাত্মক ও বহুজন-পাঠ্য 'জীবনতারা' তাঁহার রচিত পুস্তক।

রসিকলাল দাস—(১২৪৮—১৩২২ বঙ্গাব্দ)। বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণখণ্ড গ্রামের প্রসিদ্ধ মনোহরসাঁই কীর্ত্তনীয়া। পিতা শ্রীখোলবাদক ও কীর্ত্তনীয়া অনুরাগী দাস। তিনি কতকগুলি অভিনব তাল, সুর এবং চালের সৃষ্টি করিয়া মনোহরসাঁই কীর্ত্তনের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রাধাশ্যাম দাসও একজন শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া। প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক গণেশ দাস তাঁহার ছাত্র।

রসিনি, জিয়োয়াচিনো অ্যাণ্টো-নিও (Rossini, Gioachino Antonio)—(১৭৯২—১৮৬৮)। আধুনিক ইটালীয় বিখ্যাত গীত-রচয়িতাদের অন্যতম। গীতিনাট্য রচনার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ।

রসেটি, ক্রিশ্চিনা জর্জিনা (Rossetti Christina Georgina)—(১৮৩০—১৮৯৪)। বিখ্যাত ইংরাজ মহিলা-কবি। তিনি দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটির ভগিনী। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Goblin Market and Other Poems' ১৮৬২-এ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁহার 'The Prince's Progress', 'Sing-Song', 'Monna Innominata' অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রসেটি, দান্তে গ্যাব্রিয়েল (Rossetti, Dante Gabriel)—(১৮২৮—১৮৮২)। বিখ্যাত ইটালীয় কবি ও চিত্রকর। পিতা

গ্যাব্রিয়েল রসেটী। তিনি ইটালী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইংলণ্ডে বাস করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই চিত্রশিল্পের অনুরাগী ছিলেন। 'Beatrix', 'Lillith', 'Dante's Dream' প্রভৃতি তাঁহার অঙ্কিত বিখ্যাত চিত্র। কবি হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট নাম ছিল। 'Ballads and Sonnets' তাঁহার একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

রহিমতুল্লা, মহম্মদ সায়ানী—(১৮৪৭—১৯০২)। কংগ্রেসকর্ম্মী। বোম্বাই নগরে জন্ম। ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে তিনিই প্রথম এম. এ. তিনি একজন খ্যাতনামা সলিসিটর ছিলেন। ১৮৮৫-এ মুসলমানদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম সেরিফ নিযুক্ত হন। ১৮৯৬-এ কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইলে তিনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং মুসলমানদিগকে এই সমিতিতে যোগদান করিতে আহ্বান করেন।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায়—(১২৩৬—১৩২১ বঙ্গাব্দ)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত। ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভট্টপল্লী গ্রামে জন্ম। পিতার নাম সীতানাথ বিদ্যাভূষণ। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি 'অদ্বৈতবাদখণ্ডনম্', 'মায়াবাদনিরাসঃ', 'তত্ত্বসারঃ', 'জীবতত্ত্ব-নিরূপণম্' প্রভৃতি বহু দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—(১২৯২—১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক। প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ের তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। বহু ঐতিহাসিক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্রই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। 'কনিষ্ক' বিষয়ে তিনি যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদেশীয় ঐতিহাসিকগণ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। বাংলার পালরাজগণের রাজত্বকালের অনেক ঘটনাও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়েও তিনি অনেক উৎকৃষ্ট ও অভিনব প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 'ধর্ম্মপাল', 'শশাঙ্ক', 'ময়ূখ', 'পাষাণের কথা' প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থও তাঁহার রচনা। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সুবিখ্যাত মাহেঞ্জোদড়ো এবং হারাপ্পা গ্রাম খনন করাইয়া বহু প্রাচীনকালের অতি অভিনব বস্তু এবং সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন জগতের সমক্ষে প্রচার করেন।

রাঘোবা—(শাসনকাল ১৭৭৩—১৭৭৪)। ১ম বাজী রাওয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রকৃত নাম রঘুনাথ। ১৭৫৮-এ তিনি পঞ্জাব জয় করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়া তিনি পেশোয়ার সিংহাসন দাবী করেন। এই উপলক্ষে নারায়ণের মৃত্যুর পরে জাত তাঁহার শিশুপুত্রের পক্ষসমর্থকগণের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। ১ম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পর তিনি ইংরাজদিগের নিকট বৃত্তিপ্রাপ্ত হন।

রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী—(১৮৩৯—১৯১১)। দেশকর্ম্মী ও সাংবাদিক। হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর তাঁহার জন্মস্থান। কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর তিনি 'পেট্রিয়ট' পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর-আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার লিখিত জমিদারী এবং হিন্দুদিগের উত্তরাধিকার বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ অদ্যাপি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার, কাপ্তেন—বিখ্যাত যন্ত্রবিৎ। হাওড়ার দফরপুর গ্রামে জন্ম। পিতা মাধবচন্দ্র। শৈশব হইতেই নানা কল-কারখানায় কার্য্য করিয়া তিনি সবিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পরে কামান ও বন্দুক নির্ম্মাণেও বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। নেপালের মহারাজা ও কাবুলের আমীর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া তিনি ঐ দুই রাজ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কলের সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম বন্দুক, কামান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। নেপালে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রচলন করেন। মহারাজ তাঁহাকে 'কাপ্তেন' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। আফগানিস্থানের আমীরও তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য দিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—(৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৫—১০ই অক্টোবর, ১৮৮৬)। সুবিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক। নদীয়ার গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা আনন্দচন্দ্র। তিনি ১৮৬১-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও এম. এ. (১৮৬৭) ও বি. এল. (১৮৬৮) দিয়া চাকুরী সুরু করেন। তিনি সকল পরীক্ষাতেই অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে জেনারেল য্যাসেম্ব্রিজ, ইনষ্টিটিউসনে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। পরে কিছুকাল ওকালতী করিয়া পাটনা কলেজে, কটক ল-কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি 'বেঙ্গলী' পত্র সম্পাদনা করিয়াছিলেন (১৮৭৭—৭৮ ?)। অতঃপর প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপক (১৮৭৮) হন। পরে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাংলা গভর্ণমেন্টের বাংলা অনুবাদক ছিলেন। 'যৌবনোদ্যান', 'মিত্রবিলাপ' ও অন্যান্য কবিতাবলী, 'কাব্য-কলাপ', 'মেঘদূত', 'নানা প্রবন্ধ' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা ও পুস্তকও আছে। 'বঙ্গদর্শনে' তিনি সর্ব্বপ্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বাংলাদেশে বিদ্যাপতির পরিচয় দেন। তিনি বঙ্কিমবাবুর বন্ধু ছিলেন।

রাজকৃষ্ণ রায়—(২১শে অক্টোবর, ১৮৪৯—১১ই মার্চ, ১৮৯৪)। সুবিখ্যাত লেখক ও নাট্যকার। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্ম। তাঁহার প্রাথমিক রচনা 'আর্য্যদর্শন', 'বঙ্গমহিলা' ইত্যাদি পত্রিকায় বাহির হয়। তিনি প্রথমে উপার্জ্জনের আশায় নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে (নিউ বেঙ্গল প্রেসে) যোগদান করেন। পরে 'আলবার্ট' প্রেসের ম্যানেজার হন। তিনি কবিতা-রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার মত অবিশ্রান্ত লেখক তখন আর কেহ ছিল না। সাহিত্যের পথে প্রথম তিনিই রোজগার করিয়া গিয়াছেন। কাব্য, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস ও গল্প তিনি সবই রচনা করিয়া যান। তিনি 'বীণা' ও 'সমাজ-দর্পণ' নামে একখানি মাসিক ও বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ—'পতিব্রতা', 'নাট্যসম্ভব', 'তরণীসেন-বধ', 'লয়লা-মজনু', 'দ্বাদশ গোপাল' (১৮৭৮), 'বামনভিক্ষা' (১৮৮৫), 'হিরণ্ময়ী', 'কিরণ্ময়ী' (উপন্যাস) ইত্যাদি। তিনি রামায়ণের (১৮৭৭—৮৫) ও মহাভারতের (১৮৮৬—৯১) পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। 'গিরি-সন্দর্শন', 'আগমনী', 'নিভৃত-নিবাস' ইত্যাদি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষরের তিনি অন্যতম স্রষ্টা।

রাজনারায়ণ বসু—(১৮২৬—১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯)। প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-লেখক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তিনি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত রচনাসমূহ লইয়া ভারতে ও ইংলণ্ডে বহুবার বহু আলোচনা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচার করিতে থাকেন এবং আপন দুই ভ্রাতাকে বিধবা-বিবাহে প্রবৃত্ত করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরাজী-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া প্রায় দুই বৎসরকাল প্রশংসার সহিত উক্ত কার্য্য করেন। অতঃপর তিনি মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। শেষ জীবনে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি বৈদ্যনাথে গমন করেন এবং মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। Science of

Religion, Religion of Love ও উপনিষদ্-সমূহের ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার রচিত গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

রাজবল্লভ সেন, মহারাজ—(১৬৯৮—১৭৬৩)। পূর্ব্ববঙ্গের কুখ্যাত রাজা। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বলদারণীয়া নামক স্থানের জমিদার ছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলার সহিত তাঁহার মিল হয় নাই। মীর জাফর নবাব হইলে তিনি তাঁহার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর দিল্লীর সম্রাট্ শাহ্ আলম তাঁহাকে 'মহারাজ রায় রায়ান সালারজঙ্গ বাহাদুর' উপাধি দিয়া মুঙ্গেরের সুবাদার নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে নূতন নবাব মীর কাসেম তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁহার গলায় বালুকাপূর্ণ থলি বাঁধিয়া মুঙ্গেরের নিকটস্থ গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। তাঁহার বিক্রমপুরস্থ রাজভবন এখন পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। পদ্মার এই অংশ এই কারণে কীর্ত্তিনাশা নামে খ্যাত।

রাজরাজ, ১ম—(? রাজত্বকাল ৯৮৫—১০১৮)। চোল নরপতি। তিনি সিংহল ও পেগু জয় করিয়া ঐ দুই স্থান নিজের অধিকারে আনেন। চোলবংশের প্রসিদ্ধ নরপতি প্রথম রাজেন্দ্র চোল তাঁহার পুত্র।

রাজশেখর—(৮ম—৯ম শতক)। প্রাচীন-কালের এক প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার। 'কর্পূরমঞ্জরী', 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা', 'বালভারত', 'বালরামায়ণ' ও অপর দুইখানি বৃহৎ নাটক তিনি রচনা করেন। কবিতা রচনায়ও তাঁহার সবিশেষ নিপুণতা ছিল।

রাজশেখর বসু—(জন্ম ১৮৮০)। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিৎ। জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রাম। পিতা চন্দ্রশেখর বসু। তিনি রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. ও আইন পরীক্ষা দেন। কর্ম্মজীবনে তিনি বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস্-এর পরিচালক হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। সাহিত্যজগতে 'পরশুরাম' এই ছদ্মনামে তিনি রসরচনায় যুগান্তর আনেন। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। 'চলন্তিকা'-নামে ক্ষুদ্র অথচ বিখ্যাত অভিধান সঙ্কলন করিয়া তিনি বঙ্গভাষাতত্ত্বের আলোচনায় নূতন দিক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাংলা বানান সংস্কারে তিনি অগ্রণী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত বানান-সংস্কার সমিতির তিনি সভাপতি হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা-সংসদেরও তিনি সভাপতি হন (১৯৪৮)।

রাজসিংহ, রাণা—(১৭শ শতক)। মেবারের মহারাণা। ১৬৫৪-এ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর হইতে রাজপুত জাতির গৌরব ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাঁহার সময় আবার সেই লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনর্বিকাশ হইতে আরম্ভ করে। যশোবন্তের পুত্র অজিতসিংহ ও তাঁহার মাতাকে বন্দী করিতে আওরঙ্গজেব চেষ্টা করিলে তিনি তাঁহাদের আশ্রয় দেন। তাঁহার সহিত আওরঙ্গজেবের বিরোধ ঘটিলে তিনি সসৈন্যে পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। তিনি বীর ও স্বদেশহিতৈষী নৃপতি ছিলেন। আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদপ্রান্তে গোমতী নদীর স্রোত রুদ্ধ করিয়া তিনি 'রাজসমুদ্র' নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

রাজাগোপাল আচারিয়ার—(জন্ম ১৮৭৯)। বিখ্যাত কংগ্রেস-সেবী। ১৯০০-এ তিনি ওকালতী আরম্ভ করেন। অতঃপর উহা ত্যাগ করিয়া তিনি ১৯১৯-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ও বহুবার কারারুদ্ধ হন। মহাত্মা গান্ধীর পরিচালিত 'New India'-নামক পত্রিকার তিনি সম্পাদকতা করেন। ১৯২১—২২-এ তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হন। মাদ্রাজে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বকালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন (১৯৩৭—৩৯)। তিনি কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন (১৯৪১, ১৯৪৬)। একবার (১৯৪২) তিনি মত-বিরোধের ফলে কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও পরে (১৯৪৫) আবার যোগদান করেন। তিনি অন্তর্বর্ত্তীকালীন সরকারে যোগদান করেন (১৯৪৬—৪৭)। বাংলার রাজ্যপাল হন (১৯৪৭—৪৮)। ১৯৪৮—৫০ তিনি ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হন ও পরে স্বরাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৯৫১)। কিছুকাল অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি আবার রাজনীতি-ক্ষেত্রে যোগদান করেন এবং ১৯৫১-এ মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী হন। সক্রেটিস, মার্কাস অরিলিয়াস, ভগবদ্গীতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার তামিল ভাষায় বই আছে। ইংরাজীতেও তাঁহার কয়েকখানি বই আছে, তাহার মধ্যে 'Prohibition Manual' বিখ্যাত। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তিনি অতি বিচক্ষণ বলিয়া খ্যাতি আছে।

রাজারাম—(?—১৭০০)। শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র। মাতার নাম সয়িরা বাঈ। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী আওরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী ও নিহত হইলে তিনি মহারাষ্ট্র জাতির নেতা হন। আওরঙ্গ-জেব তাঁহাকে কিছুতেই দমন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী তারাবাঈ নিজ পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীকে রাজা করিয়া দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

রাজীবলোচন রায়—মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান। ঢাকা জেলার তিল্লিগ্রাম জন্মস্থান। পিতার নাম রামলোচন রায়। তিনি কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান হইয়া ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেন এবং উক্ত রাজ এস্টেটের সম্পত্তি রক্ষা করেন। তাঁহারই কর্ম্ম-দক্ষতায় কাশিমবাজার এস্টেট ঋণমুক্ত হয়।

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী—(১৮৫৯—১৯১৯)। বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি ইংরাজী ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ন্যায়দর্শনের 'ভাষা-পরিচ্ছেদ'-নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের গ্রন্থা-গারিক ছিলেন।

রাজেন্দ্র চোল, ১ম—(১১শ শতক)। দাক্ষিণাত্যের চোলবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি। তাঁহার পিতার নাম রাজরাজ। সুপ্রসিদ্ধ রামানুজ স্বামী তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গোপসাগরে তাঁহার একাধিপত্য ছিল।

রাজেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা—(১৮৮৩—১৯৪৫)। প্রসিদ্ধ ব্যায়াম-শিক্ষক ও ব্যায়ামবীর। বরিশাল জেলায় বানরীপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বসন্তকুমার গুহ ঠাকুরতা। তিনি যখন বি. এম স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে পড়েন, তখন তিনি সার্কাসের দলে যোগদান করেন। এ সময়ে তাঁহার মাত্র বার বৎসর বয়স। শেষে বিবিধ ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া নিজেই একটি সার্কাসের দল গঠন করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতার সিটি কলেজ ও ল-কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি বুকের উপর হাতী, গরুর গাড়ী, রোলার লওয়া এবং মোটর থামান প্রভৃতি কসরৎ দেখাইয়া প্রভূত যশ লাভ করিয়াছেন। 'All Bengal Physical Culture'-নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে শরীরচর্চ্চা প্রচলিত করিতে তিনি আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও লেখক। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুকাল সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। 'কালিদাস', 'শ্রীকণ্ঠ', 'ভবভূতি' প্রভৃতি তাঁহার রচিত অমূল্য গ্রন্থ।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—(২৩শে জুন, ১৮৫৪—১৯৩৬)। বিখ্যাত ব্যবসায়ী। ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার ভাবলা গ্রামে জন্ম। পিতা ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছয় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি মাতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায়, পরে বারাসতের ইংরাজী স্কুলে পড়েন। ম্যালেরিয়ার জন্য পরে তাঁহাকে মাতুলালয়ে আশ্রয় যাইতে হয়। পনের বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পাশ করেন। অতঃপর তিনি গভর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তিন বৎসর পড়েন, পরে উহা ছাড়িয়া দেন। এই সময় স্বাধীন ব্যবসায়ে উন্নতি করিবার চেষ্টায় তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে কর্পোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ব্রাডফোর্ড লেসলির সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার সাহায্যে ঠিকাদারি কার্য্য পান। এই সময় হইতে তাঁহার জীবনে উন্নতির সূত্রপাত হয়। কলিকাতার কলের জল যে স্থান হইতে সরবরাহ হয়, সেই 'পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস্' তাঁহার নির্ম্মিত। এই কাজের পরেই তিনি মার্টিন কোম্পানীর সহিত যুক্ত হন। ১৯১১-এ তিনি কলিকাতার সেরিফ হন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল তাঁহার নির্ম্মিত। ইহা ছাড়া, তিনি বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কয়েকবার বিলাত গমন করেন। জন্মভূমি বসিরহাটের উন্নতির জন্য তিনি অনেক অর্থ দান করেন। মার্টিন কোম্পানীর ট্রেনের সহিতও তাঁহার নাম চিরকাল যুক্ত থাকিবে। তিনি বার্ণ কোম্পানী (Burn Co.) কিনিয়া লন। নানারকম ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, রাজা—(১২৬৫—১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত জয়দেবপুরের জমিদার ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কবিরাজ কৃষ্ণরায় তাঁহারই অর্থানুকুল্যে সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—(জন্ম ৩রা ডিসেম্বর ১৮৮৪)। বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। বিহারের সারণ জেলায় জিরাদেই গ্রামে জন্ম। ১৯১০-এ বি. এল. পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তথায় ১৯১৬ পর্য্যন্ত ওকালতি করেন এবং পরে পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে যান। ১৯২৫-এ তিনি এম্. এল্. পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন আইন-কলেজে অধ্যাপনা করেন। ওকালতি ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট পসার হইয়াছিল। ১৯১৭-এ তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে চম্পারণের সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ১৯২০-এ তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ওকালতি ছাড়িয়া দেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কয়েকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি দুইবার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হন (১৯৩৪ ও ১৯৪৭)। ১৯৪২-এ আগষ্ট আন্দোলনে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৪৫-এ মুক্তি পান। ভারতীয় সংবিধান সভার তিনি সভাপতি হন (১৯৪৬—৪৯)। ভারতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন (১৯৫০)। 'India Divided' তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

রাজেন্দ্র মল্লিক, রাজা বাহাদুর—(১৮১৯—?)। দানবীর ধনী। তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নীলমণি মল্লিকের দত্তকপুত্র ছিলেন। ১৮৬৬-এ উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্নসত্র খুলিয়া কলিকাতায় সমাগত দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীকে অন্নদান করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অদ্যাপি বহু নিরন্ন ব্যক্তি তাঁহার বাটীতে অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। তাঁহার চোরবাগানস্থ মর্ম্মর প্রাসাদ এখনও কলিকাতার একটি দর্শনীয় বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা—(১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৪—২৬শে জুলাই, ১৮৯১)। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও লেখক। ২৪ পরগণার শুঁড়ায় জন্ম। পিতা জনমেজয়। প্রথমে ফার্সী শিখিয়া তিনি গোবিন্দ বসাকের পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। পরে ১০ বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িবার জন্য প্রবেশ করেন। পরে কিছুকাল আইন পড়েন। অবশেষে তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় মন দেন। তিনি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থরক্ষক ছিলেন (১৮৪৬) ও পরে গভর্ণমেণ্ট ওয়ার্ডের ডিরেক্টর হন (১৮৫৬)। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফার্সী, উর্দ্দু, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জার্ম্মান প্রভৃতি বহু ভাষায় তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ১২৮ খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'মিবারের রাজেতিবৃত্ত', 'শিবাজীর জীবনী', 'রহস্য সন্দর্ভ', 'ব্যাকরণ-প্রবেশ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বুদ্ধগয়া ও উড়িষ্যার প্রাচীনতা বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। রাজেন্দ্রলাল ১৮৮৫-এ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন।

রাজ্যপাল—(১০ম শতক)। কনৌজের রাজা। সুলতান মামুদ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে রাজ্যপালের যুদ্ধ হয়. সেই যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। রাজ্য ছাড়িয়া তিনি গঙ্গার অপর পারে গমন করেন।

রাজ্যবর্দ্ধন—(৭ম শতক)। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীকে মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে গিয়া তিনি বঙ্গরাজ শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। সেই যুদ্ধে শশাঙ্কের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজ্যশ্রী—(৭ম শতক)। প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা ও মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী। কান্যকুব্জের রাজা গ্রহবর্ম্মার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মালবরাজ দেবগুপ্ত তাঁহার স্বামীকে নিহত ও তাঁহাকে বন্দী করেন। তাঁহার ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন তাঁহাকে মুক্ত করিতে গিয়া নিহত হন। অতঃপর হর্ষবর্দ্ধন রাজা হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তৎপূর্ব্বে মুক্তি পাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যান। অনেক অনুসন্ধানের ফলে তাঁহাকে বিন্ধ্য-পর্ব্বতের অরণ্যমধ্যে পাওয়া যায়। তিনি যে সময় আগুনে ঝাঁপ দিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে রক্ষা করেন।

রাট্‌লেজ, হিউ (Ruttledge, Hugh)—১৯৩৩ ও ১৯৩৬-এর এভারেষ্ট অভিযানের নেতা। ১৯৩২-এ তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

রাণাডে, মহাদেব গোবিন্দ—(১৮৪২—১৯০১)। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দ অমৃত রাণাডে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অনেক উপাধি লাভ করায় 'উপাধিধারিগণের রাজা' নামে অভিহিত হন। তিনি বহুবার বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন।

রাদারফোর্ড, আর্নেস্ট (Rutherford, Sir Earnest)—(১৮৭১—১৯৩৭)। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ১৮৭১-এ নিউ জিল্যাণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি রসায়নশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত। তাঁহার আণবিক গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক আণবিক গবেষণা চলিয়াছিল। ১৯২৩-এ তিনি 'ব্রিটিশ

এসোসিয়েশনে'র সভাপতি হন। ১৯০৮-এ তিনি রসায়নশাস্ত্রে 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন।

রাধা—১। কর্ণের পালিকা মাতা। তিনি অধিরথ নামক এক সূত্রধর জাতীয় সারথির পত্নী। কুন্তীর কুমারী অবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে কর্ণের জন্ম হইলে তিনি তাঁহাকে লোকলজ্জা-ভয়ে জলে ভাসাইয়া দেন। অধিরথ শিশুটিকে জল হইতে উদ্ধার করিলে তিনি তাঁহাকে পুত্রবৎ পালন করেন (ভারত)। ২। রাধিকার চলিত নাম [তাহা দ্রঃ]।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—(জন্ম ১৮১০)। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। পাটনা, পঞ্জাব, নাগপুর, মাদ্রাজ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিশেষ অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দেন। অনেক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন (১৯১৭)। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি—'বাঙলা ও বাঙালী', 'পল্লীসেবক', 'দরিদ্রের আহ্বান', 'দরিদ্রের ক্রন্দন' ইত্যাদি।

রাধাকান্ত দেব—(১৭৯৩—১৮৬৭)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক বিখ্যাত অভিধানের সংকলক। তাঁহার পিতার নাম রাজা গোপীমোহন দেব। শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি ডেভিড হেয়ারের সহযোগে 'স্কুলবুক সোসাইটী' স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া তিনি 'শব্দকল্পদ্রুম'-নামক সুবৃহৎ সংস্কৃত শব্দকোষ প্রকাশিত করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর' ও 'কে. সি. এস্. আই.' উপাধি প্রদান করেন। শেষ জীবনে তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করেন এবং এখানেই দেহত্যাগ করেন। 'হিন্দু স্কুল' স্থাপনের জন্য তিনি ডেভিড হেয়ারের সহিত বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়—(জন্ম ১৮৮৪)। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি ইতিহাস শিরোমণি নামে আখ্যাত হন। বঙ্গীয় আইন-পরিষদের তিনি ভূতপূর্ব্ব সদস্য। তিনি বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশনেরও সদস্য ছিলেন (১৯১৮—১৯)। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। তিনি রাজ্য পরিষদের অন্যতম মনোনীত সদস্য।

রাধাকৃষ্ণন, সর্ব্বপল্লী—(জন্ম ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮)। সুবিখ্যাত দার্শনিক। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি (১৯৫০)। জন্ম অন্ধ্রে। তেলেগু মাত্রেই তাঁহার জন্মস্থানের নাম উপাধির আগে বসান। এই কারণে তাঁহার নামও 'সর্ব্বপল্লী' হইয়াছে। মাদ্রাজ, মহীশূর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন-শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হন (১৯৩১)। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও উপাচার্য্য হইয়াছিলেন (১৯৩৯—৪৮)। শিকাগো ও অক্সফোর্ডে ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রে তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হন (১৯৫০)। 'Indian Philosophy', 'The Hindu View of Life', 'Kalki', 'India and China', 'The Philosophy of Rabindranath Tagore' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

রাধানন্দ দেব—(১৫৩৮—১৬০৬ শক)। বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কবি। পিতা রসিকানন্দ প্রভু। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত 'শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্য' তাঁহার রচিত।

রাধানাথ শিকদার—(১৮১৩—১৮৭০)। কলিকাতার শিকদারপাড়ায় তাঁহার জন্ম হয়। পিতা তিতুরাম শিকদার। তিনি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৩২-এ তিনি সার্ভে আফিসে কর্ণেল এভারেস্টের অধীনে কম্পিউটরের কাজে নিযুক্ত হন। পরে ঐ আফিসে সর্ব্বপ্রধান কম্পিউটর হন। তিনি সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের সহিত তিনি 'মাসিক পত্রিকা'-নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। তিনিই হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা মাপিয়া ২৯,০০২ ফুট স্থির করেন। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার-জেনারেল এভারেস্ট সাহেবের নামানুসারে চূড়াটির নাম 'মাউণ্ট এভারেস্ট' হয়।

রাধাবল্লভ দাস—বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। তাঁহার পুরা নাম রাধাবল্লভ মণ্ডল। পিতা সুধাকর মণ্ডল। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রাম তাঁহার নিবাস। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও কিঙ্কর ছিলেন। তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন এবং সনাতন গোস্বামীর 'সূচক' ও 'সহজতত্ত্ব' পুস্তকের অনুবাদ করেন। বাংলা ও ব্রজবুলি রচনায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তাঁহার কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠকবিসুলভ ব্যঞ্জনাও পাওয়া যায়।

রাধামোহন ঠাকুর—(? ১৬৯৮—১৭৬৮?)। বৈষ্ণব কবি। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ও মহারাজ নন্দকুমারের গুরু। পিতা জগদানন্দ ঠাকুর। জন্ম বর্দ্ধমান জেলার মালিহাটী গ্রামে। তিনি 'পদামৃত-সমুদ্রে'র সংগ্রহকর্তা। তিনি ব্রজবুলি ও সংস্কৃত পদ রচনা করেন।

রাধাশ্যাম দাস—(৩০শে আশ্বিন, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়া। পিতা রসিকদাস [তাহা দ্রঃ]। ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি গানে তিনি বিশেষ পারদর্শী। বাদ্যযন্ত্র বাদনেও তাঁহার নাম আছে।

রাধিকা—লক্ষ্মীরূপিণী ব্রজ-গোপিকা। তাঁহার পিতার নাম বৃষভানু এবং মাতার নাম কলাবতী। আয়ান ঘোষ তাঁহার পতি ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম জানিয়া তাঁহাতে স্বীয় চিত্ত সমর্পণ করেন (ভাগ)।

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী—(১৮৬১—১৯২৫)। সঙ্গীতজ্ঞ। পিতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক জগচ্চন্দ্র গোস্বামী। বাল্যে তিনি যদু ভট্টের নিকট সঙ্গীতশিক্ষা করেন, পরে কলিকাতার গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকট খেয়াল ও শিবনারায়ণ মিশ্রের নিকট ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন। ১৯০৫ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত তিনি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অনুরোধে কাশিমবাজারে থাকিয়া ছাত্রদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন।

রাবণ—লঙ্কার রাক্ষসরাজ। বিশ্রবা মুনি তাঁহার পিতা এবং নিকষা রাক্ষসী তাঁহার মাতা। তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেবদানবের অবধ্য ও অজেয় হইবার বর প্রাপ্ত হন। তিনি রাম-পত্নী সীতাকে হরণ করিয়া অশোককাননে বন্দিনী করিয়া রাখেন কিন্তু নলকুবরের শাপ-ভয়ে পরস্ত্রী-ধর্ষণে আপনার মৃত্যু হইবে জানিয়া তাঁহার ধর্ম্মনাশে সাহসী হন নাই। সীতা-হরণের ফলে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার মহা-সমর উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে তাঁহার সবংশে নিধন ঘটে (রাম)।

রাবেয়া—(৭৫২ বা ৭৫৩?)। মুসলমান ধর্ম্মে সুফী সম্প্রদায়ের ভক্ত মহিলা। তিনি দরিদ্র পিতার কন্যা। পিতার নাম ইসমাইল। আরবের মরুভূমির একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্ম। রাবেয়াকে ১৬-১৭ বৎসর বয়সে দস্যুদল চুরি করিয়া এক বিলাসী ধনীর কাছে বিক্রয় করে এবং সেখানে রাবেয়াকে প্রমোদ-ভবনের নানা কুৎসিত কাজ করিতে হইত। কিন্তু সেই প্রমোদ-ভবনে অনেক বিদ্বানেরও সমাগম হইত। একদিন এক পণ্ডিত একটি অস্থি-গ্রন্থি হইতে মাংস গ্রহণ করিবার সময় সেই গ্রন্থি-সংস্থান দেখিয়া মানুষের শরীরেও

অনুরূপ প্রবৃত্তি আছে কি না জানিবার জন্য উৎসুক হন। রাবেয়া সেই সময় পরিবেষণের থালা লইয়া উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তাঁহার জঙ্ঘা কাটিয়া দেখা হইল। এই অসহ্য যন্ত্রণার সময় রাবেয়ার মুখ হইতে প্রথম বাহির হইল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তাঁহার অন্তরে নিষ্কাম প্রেম ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার প্রভুও ক্রমে তাঁহার সান্নিধ্যে ঈশ্বরের প্রেমমহিমা বুঝিলেন। তিনি সকল দাসদাসী সমেত রাবেয়াকে মুক্তি দিলেন। তিনি বসোরাতে স্বাধীনভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমাধি জেরুসালেমের পূর্ব্বাংশে জেবেল-এৎ-তওর পর্ব্বতের উপর বর্ত্তমান। উহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

রাম—বিষ্ণুর এক অবতার। তিনি অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কৌশল্যা তাঁহার মাতা। তিনি প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবনে বহু রাক্ষস ও রাক্ষসীকে বধ করিয়া মুনিগণের যজ্ঞবিঘ্ন দূর করিয়াছিলেন। অতঃপর বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলে তিনি জনকের কন্যা সীতার বিবাহপণ হরধনুর্ভঙ্গ সম্পাদন করিয়া সীতাকে লাভ করেন। সেখান হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার পথে রাম পরশুরামের দর্প চূর্ণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাত্রা করেন। পতিব্রতা সীতা ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহার সহিত অরণ্যে গমন করেন। অনন্তর রামশোকে রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করেন। বনে থাকিবার সময় লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া যান। রাম-লক্ষ্মণ বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহার সৈন্য সাহায্যে লঙ্কা অবরোধ করেন এবং রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন। অনন্তর চৌদ্দ বৎসর শেষ হইলে দেশে ফিরিয়া রাম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি অতি প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন। প্রজারঞ্জনের জন্য তিনি নিজ ভার্য্যা আদর্শ সতী সীতাকেও বনে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কুশ ও লব নামে তাঁহার দুই পরাক্রমশালী পুত্র ছিল। তাঁহাদের উপর রাজ্যের ভার দিয়া তিনি পরিণত বয়সে সরযূর জলে আত্মবিসর্জ্জন করেন (রাম)।

রামকমল সেন—(১৭৮৩—১৮৪৪)। শিক্ষাব্রতী। তিনি 'Bank of Bengal'-এর দেওয়ান ছিলেন। পরে তিনি 'Council of Education'-এর সভ্য হন। তিনি সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৩৪-এ একটি প্রকাণ্ড ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন।

রামকান্ত মুন্সী—(১৭৪১—১৮০১)। তিনি টাকীর রায়চৌধুরী-বংশীয় জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ। হেস্টিংসের অনুগ্রহে তিনি 'রেভিনিউ বোর্ডে'র মুন্সীপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সার জন শোরের শাসনকাল পর্য্যন্ত তিনি বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

রামকুমার নন্দী, মজুমদার—(১২৪০ বঙ্গাব্দ—?)। শ্রীহট্টের অন্তর্গত বেজুরা গ্রামে জন্ম। সঙ্গীত-সাহিত্যে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিভা ছিল। অল্প বয়স হইতেই তিনি যাত্রার পালা ও পাঁচালীর পুস্তক লিখিয়া কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ আচার্য্য—বৈষ্ণব ভক্ত। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমে 'গোয়াস' গ্রামে নিবাস। পিতার নাম শিবাজী। পিতা ঘোর শাক্ত ছিলেন। একদা দুর্গাপূজার সময় ছাগল কিনিতে যাইবার কালে নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ও তিনি তাঁহার চরণে আশ্রয় পান।

রামকৃষ্ণ পরমহংস—(২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫—১৬ই আগষ্ট, ১৮৮৬)। সুবিখ্যাত কালী-সাধক। হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতা চন্দ্রমণি দেবী। পিতামাতার প্রদত্ত নাম গদাধর। শৈশবে লেখাপড়া বিশেষ করেন নাই। সঙ্গীতে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের উপাখ্যান শুনিতে ভালবাসিতেন। রাণী রাসমণি তাঁহাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর মন্দিরের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। সেখানে অবস্থান করিয়া তিনি কালীসাধনায় ব্রতী হন এবং সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি অন্যান্য ধর্ম্মমতেও সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি মান অপমান ও কামিনী-কাঞ্চন সকলই বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এ কারণ তিনি 'পরমহংস' নামে অভিহিত হন। তিনি বলিতেন—মানুষের চেষ্টায় কিছুই হয় না, মানুষের শক্তিই বা কতটুকু; ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কোন কার্য্য হয় না; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার ধর্ম্মমত অত্যন্ত উদার ছিল। আচারে-ব্যবহারে ও ধর্ম্মবিশ্বাসে তাঁহার কোন গোঁড়ামি ছিল না। তিনি অতি সরল ভাষায় লোককে উপদেশ দিতেন। কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ তখনকার প্রায় সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার নিকটে ধর্ম্মকথা শুনিতে যাইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রধানতম ও প্রিয়তম শিষ্য।

রামকৃষ্ণ রায়, মহারাজ—(?–১৭৯৫)। সুবিখ্যাত রাণী ভবানীর দত্তক-পুত্র। তিনি রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্তের ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। তিনি কালী-উপাসক ছিলেন এবং নিয়ত ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার ঔদাসীন্যের ফলে তাঁহার বহু সম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হইয়া যায়।

রামগতি ন্যায়রত্ন—(১২৩৮—১৩০১ বঙ্গাব্দ)। সাহিত্য-সমালোচক। হুগলি জেলার অন্তর্গত ইলছোবা গ্রামে জন্ম হয়। তিনি হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-নামক গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস।

রামগোপাল ঘোষ—(১৮১৫—১৮৬৮)। বিখ্যাত ধনী ও জনসেবক। জন্মস্থান কলিকাতা। তিনি ডিরোজিও সাহেবের অন্যতম ছাত্র ছিলেন। বিবিধ দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা বক্তা ছিলেন। একবার তিনি ছোটলাটের শাসন পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি অনেক লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ—(? ১৫০৬—১৬১২)। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। জন্মস্থান শ্রীখণ্ড গ্রাম। তিনি মুর্শিদাবাদে তিলিয়া-বুধুরী গ্রামে বাস করিতেন। রামচন্দ্রের গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার কবিত্ব দেখিয়া 'কবিরাজ' উপাধি দেন। তিনি অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। তাঁহার রচিত 'স্মরণদর্পণ', 'সাধনচন্দ্রিকা' ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনচরিত আছে।

রামচন্দ্র খাঁন—১। চৈতন্যপ্রভুর সুবিখ্যাত ভক্ত। কৌলিক উপাধি ঘোষ। আদি নিবাস হাওড়া জেলার বালী গ্রামে। তিনি গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ্ কর্ত্তৃক 'খাঁন' উপাধি পান। তিনি হোসেন শাহের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ছত্রভোগের (বর্ত্তমান ২৪ পরগণার মথুরাপুর থানায়) অধিকারী বা শাসনকর্ত্তাও নিযুক্ত হন। পরে শের শাহের আমলে তিনি সুবাদার হন। এই সময় তিনি একবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে তিনি কারামুক্তির পর যখন ছত্রভোগের শাসনকর্ত্তা, তখন নীলাচলে যাইবার পথে মহাপ্রভুর সহিত দেখা হয় এবং তিনি চৈতন্যদেবের চরণে আশ্রয় লাভ করেন। ২। হোসেন শাহের বাল্যবন্ধু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। বেনাপোল কাগজ-পুখুরিয়া গ্রামে জন্ম। প্রকৃত নাম শান্তিধর। উপাধি খাঁন। তিনি ব্রাহ্মণ জমিদার

ছিলেন। তিনি হরিদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দ-প্রভুকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছিলেন। ৩। (১৬শ শতক) কবি। তিনি মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্ব লেখেন। উহা জৈমিনি সংহিতার মর্ম্মানুবাদ। এই কবি (১) রামচন্দ্র খাঁন হওয়াই সম্ভব।

রামচন্দ্র দত্ত—(১২৫৮—১৩০৫ বঙ্গাব্দ)। রামকৃষ্ণ-ভক্ত। কলিকাতার নারিকেল-ডাঙ্গায় জন্ম। পিতার নাম নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশসমূহ ও সাধনপদ্ধতি কয়েকখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর তাঁহার দেহাবশেষ বিভূতি তাঁহারই কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার এই উদ্যান এক্ষণে এক তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ—(১৮৬২—১৯০২)। চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিষয়ক লেখক। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমার-খালি নামক গ্রামে জন্ম। তিনি প্রবেশিকা, এফ এ., সংস্কৃত ও আয়ুর্ব্বেদ—সকল পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এলোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁহার নিপুণতা ছিল। তাঁহার অসাধারণ রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা ছিল। তাঁহার প্রণীত 'দ্রব্যগুণ-বারিধি' ও 'আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসা' আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ।

রামতনু লাহিড়ী—(১৮১৩—১৩ই আগষ্ট, ১৮৯৮)। ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষার আদর্শে তিনি এদেশের সমাজ-সংস্কারে উদ্যোগী হন। পরে তিনি কিছুদিন কেশবচন্দ্র সেনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু প্রচলিত কোন বিশেষ ধর্ম্মমতে তাঁহার আস্থা ছিল না।

রামদাস—চতুর্থ শিখ-গুরু। তিনি অমৃতসর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন (১৫৩৪)।

রামদাস পাঠান—'বিজলী খাঁন'এর বৈষ্ণব নাম। মহাপ্রভু এই নাম রাখিয়া-ছিলেন ['বিজলী খাঁন' দ্রঃ]।

রামদাস সেন, ডাঃ—(১০ই ডিসেম্বর, ১৮৪৫—১৯শে আগষ্ট, ১৮৮৭)। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্। জন্মস্থান বহরমপুর। পিতা লালমোহন সেন। তিনি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ফ্লোরেন্স নগরের ওরিয়েণ্ট্যাল একাডেমী হইতে তিনি 'ডাক্তার' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি বহরমপুর কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টি ছিলেন। 'তত্ত্বসংগীত লহরী', 'বিলাপ তরঙ্গ', 'ঐতিহাসিক রহস্য' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

রামদাস স্বামী (সমর্থ রামদাস)—(১৬০৮—১৬৮১)। দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক ও ধর্ম্মপ্রচারক। গোদাবরী নদীর তীরস্থ জম্বুক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী তাঁহার পরামর্শ অনুসারে সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। শিবাজীর সাহায্যে ভারতে এক মহাপরাক্রান্ত জাতি সৃষ্টি করিয়া অধর্ম্মের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

রামদুলাল সরকার—(১৭৫২—১৮২৫)। দমদমের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের ধনী ও সহৃদয় ব্যক্তি। পিতা বলরাম সরকার। বর্গীর হাঙ্গামার সময় পথিমধ্যে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইলে তিনি মাতামহীর সঙ্গে মদন-মোহন দত্ত নামে এক ধনীর নিকট থাকেন। তাঁহার মাতামহী সেই বাড়ীর পাচিকা ছিলেন। পরে রামদুলাল মদনমোহনের সরকার হন। একদিন রামদুলাল এক জলমগ্ন জাহাজ নীলামে কিনিতে গমন করেন। কিন্তু নীলাম-অফিসে গিয়া সেই জাহাজখানি তাঁহার সেখানে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বেই নীলাম হইয়া গিয়াছে শুনিতে পান। তখন তিনি আর একখানি জাহাজ নীলামে খরিদ করেন। ঐ জাহাজখানি কিনিবার কিছুক্ষণ পরেই এক সাহেব উহা তাঁহার নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা লাভ দিয়া কিনিয়া লয়। রামদুলাল মনিবকে এই লক্ষ টাকা সহ সমস্ত টাকাই ফিরাইয়া দেন এবং তাঁহার বিনানু-মতিতে এই ক্রয়বিক্রয়ের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু মদন-মোহন অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এই লক্ষ টাকা রামদুলালকে দান করেন। অতঃপর রামদুলাল এই মূলধন লইয়া নানা কারবার করিয়া কোটিপতি হন। তিনি দয়াবান ছিলেন এবং তাঁহার স্থাপিত বেলগাছিয়ার অতিথিশালায় প্রত্যহ প্রায় সহস্র লোক আহার করিত।

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত—বিখ্যাত নৈয়া-য়িক। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র শিবচন্দ্রের সমকালীন। বনমধ্যে নির্জ্জন স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'বুনো রামনাথ' নামে পরিচিত হন। তৎকালে নবদ্বীপে তাঁহার তুল্য কোন নৈয়ায়িক বিদ্যমান ছিলেন না। তিনি অতি উদারহৃদয় ও নিঃস্পৃহ ছিলেন।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—(২৬শে ডিসেম্বর, ১৮২২—১৯শে জানুয়ারি, ১৮৮৬)। সর্ব্বপ্রথম আধুনিক নাট্যকার। তিনি "নাটুকে রামনারায়ণ" এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পিতা রামধন শিরোমণি। ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে জন্ম। তিনি সংস্কৃত কলেজে (১৮৪৩—১৮৫৩) সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল পড়িয়াছিলেন। বৃত্তি-প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁহার নাম ছিল। ইহার পরেই তিনি মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এখানে দুই বৎসর অধ্যাপনার পর তিনি সাতাশ বৎসরকাল (১৮৫৫—১৮৮২) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার রচনার মধ্যে নাটক ও প্রহসনের সংখ্যাই বেশী। তাঁহার প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৪) বাংলার আদি নাটক বলিয়া মর্য্যাদা পায়। 'বেণীসংহার নাটক', 'রত্নাবলী নাটক', 'অভি-জ্ঞান শকুন্তল নাটক', 'নব-নাটক', 'মালতী-মাধব নাটক' প্রভৃতি তাঁহার বাংলা ও 'আর্য্যা-শতকম্', 'দক্ষযজ্ঞম্' ইত্যাদি তাঁহার সংস্কৃত রচনা।

রামনিধি গুপ্ত—'নিধুবাবু' দ্রঃ।

রামপাল—(১১শ শতক)। পালবংশের শেষ রাজা। তিনি উত্তর বিহার জয় করেন।

রামপ্রসাদ সেন, "কবিরঞ্জন"—(১৭২৩—১৭৭৫)। সুবিখ্যাত সাধক কবি। নিবাস হালিসহরের পাশে কুমারহট্ট গ্রামে। পিতার নাম রামরাম। তাঁহার মন সর্ব্বদাই শ্যামাবিষয়ক চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। রামপ্রসাদ কলি-কাতায় এক ধনশালী ব্যক্তির গৃহে কার্য্য করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণতা দেখিয়া তাঁহার প্রভু তাঁহাকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক গান অদ্যাপি বাংলার সর্ব্বত্র সাদরে গীত হইয়া থাকে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। তাঁহার রচিত 'বিদ্যাসুন্দর-কাব্য' ও 'কালীকীর্ত্তন' নামে গ্রন্থ সুপরিচিত। 'কবিরঞ্জন' এই ভণিতা তাঁহার কাব্যের শেষে দেখা যায়।

রামপ্রাণ গুপ্ত—(১৮৬৯—১৯২৭)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ময়মনসিংহের অন্তর্গত কেদারপুর নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লিখিত বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আধুনিক অনেক বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'মোগল বংশ', 'প্রাচীন ভারত', 'পাঠান রাজবৃত্ত', 'ইসলাম কাহিনী' প্রভৃতি কয়েক-খানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন।

রাম বসু—(১৭৮৬—১৮২৮)। প্রসিদ্ধ কবি-ওয়ালা। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শালিখায় তাঁহার জন্ম। প্রথমে তিনি নীলু ঠাকুর, ভবানী বেণে প্রভৃতি কবিওয়ালাদের দলে গান করিতেন। অতঃপর নিজেই একটি

কবির দল গঠন করেন। তিনি বৈষ্ণবসঙ্গীতও রচনা করিতে পারিতেন।

রামমূর্ত্তি নাইডু—(১৮৭৯—১৯৩৮)। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। মাদ্রাজ প্রদেশে জন্ম হয়। পিতার নাম নারায়ণ স্বামী। স্যাণ্ডোর প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে ব্যায়াম করিয়া আশানুরূপ ফললাভ করিতে না পারিয়া শেষে দেশীয় প্রথায় ব্যায়ামানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। পরে তিনি সবিশেষ কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে ও বিদেশে বহু আশ্চর্য্য ব্যায়ামকৌশল ও কীর্ত্তির পরিচয় দিয়া বিখ্যাত হন।

রামমোহন বসু—(১৭৮৬—১৮২৯)। গীতিকবি। হাওড়া জেলার অন্তর্গত শালিখা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বঙ্গভাষায় রচিত তাঁহার বিরহবিষয়ক গানগুলি অতি মধুর ও বহুল প্রচারিত।

রামমোহন রায়, রাজা—(১০ই মে, ১৭৭৪—২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩)। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নবীন ভারতের মহামন্ত্রদাতা। হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্ম। প্রকৃত উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আরবী ও বাংলা পড়েন ও পরে আরবী শিখিবার জন্য মাত্র নয় বৎসর বয়সে পাটনা যান। তিনি আরবীতে সুপণ্ডিত হন। পরে বার বৎসর বয়সে তিনি কাশীতে সংস্কৃত শিখিতে যান ও বেদান্তাদি পাঠ করিয়া কাশীর পণ্ডিতদের সঙ্গে গোঁড়ামির জন্য যুক্তিতর্ক করেন। তখন তাঁহার মাত্র ষোল বৎসর বয়স। তিনি কাশীতে নাস্তিক ও বিধর্ম্মীরূপে পরিচিত হইলেন। গৃহে ফিরিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন তিনি তিব্বতে (১৬ বৎসর বয়সে) নিজের মতবাদ প্রচার করিতে যান এবং জীবন বিপন্ন হইলে ফিরিয়া আসেন। গৃহে তখন আশ্রয় পান। এই সময়ে তিনি ইংরাজী, উর্দ্দু, হিব্রু, ফরাসী, গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিখিয়া বৈদেশিক ধর্ম্মগ্রন্থ সকল হইতে নানা প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় অনূদিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই উদারহৃদয় মহাপুরুষ হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, কন্যাপণ ও সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন করেন ও পরে বাড়ী হইতে আবার বিতাড়িত হন। তিনিই সতীদাহ প্রথা আইনদ্বারা রহিত করেন। জাতিভেদ প্রথা বর্জ্জন করিবার আন্দোলন তিনিই প্রথম করিয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনে তিনি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ১৩।১৪ বৎসর রংপুর কালেক্টরি অফিসের সেরেস্তাদারের কার্য্য করেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসেন ও তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয়। মাণিকতলায় বাড়ী কিনিয়া সেখানে প্রথমে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা করেন। উহার উদ্দেশ্য ছিল পরমব্রহ্মের উপাসনা। এর পর জোড়াসাঁকোয় একটি বাড়ী ভাড়া করা হয় এবং সেখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি 'ব্রাহ্মণ পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন ও 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেট' নামে একখানা ইংরাজী পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি নিজ ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য প্রায় ৭০ খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৩০-এ তিনি দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি হিসাবে বিলাত যান। মহাসভায় তিনি আইন বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও ভারত সম্রাট্ বাদশাহ্-প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি স্বীকার করিয়া লন। ১৮৩২-এ তিনি ফরাসীদেশে যান, এবং সেখান হইতে ব্রিস্টলে আসিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামরাজা—(১৬শ শতক)। তিনি বিজয়নগরের রাজা সদাশিব রায়ের মন্ত্রী। তিনি দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজাদের সহিত যুদ্ধ করেন। বিজাপুর, আহ্মদনগর, গোলকুণ্ডা, বিদর প্রভৃতি রাজ্য বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। এই যুদ্ধ তেলিকোটার যুদ্ধ নামে খ্যাত। ১৫৬৫-এ এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলে রামরাজা বন্দী ও নিহত হন।

রামরাম বসু—(১৭৫৭—১৮১৩)। জন্মস্থান চুঁচুড়া ও শিক্ষাস্থল ২৪-পরগণার নিমতা গ্রাম। তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনারী জন্ টমাসের মুন্সী নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৭৮৭)। ১৭৯১-এ তিনি নবদ্বীপে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আসেন। ইহার পর তিনি কেরীর মুন্সী হন। তিনি মিশনারীদের জন্য একাধিক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'খৃষ্টবিবরণামৃতং' ও 'হরকরা' (গস্পেল মেসেঞ্জার) মিশনারীদের ইচ্ছাক্রমেই রচিত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী করেন। এই সময় রামরাম বসুকে দিয়া কেরী যে পুস্তকখানি রচনা করান, তাহাই 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'লিপিমালা' (১৮০২) কয়েকটি পত্রের সমষ্টি। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পণ্ডিতী করিয়া যান।

রাম রায়—বিখ্যাত শিখগুরু। তিনি গুরু হররায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দিল্লীর সম্রাট্ গুরু হররায়কে বন্দী করিলে তিনি রাম রায়কে জামিন রাখিয়া মুক্তিলাভ করেন। হররায়ের মৃত্যুর পর শিখেরা প্রথমে তাঁহার পুত্র হরকিষণকে গুরুপদে বরণ করে। হরকিষণ মারা গেলে তাহারা প্রথমে তেগবাহাদুর ও পরে গোবিন্দ সিংহকে গুরুপদে বরণ করে। রাম রায়ের গুরু হইবার আশা একেবারেই নষ্ট হয়। তিনি তখন আওরঙ্গজেবের সহায়তায় গাড়ওয়ালরাজের নিকট হইতে দেরাদুনে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া লন। এখানে বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল। অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। নানকের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম 'উদাসী' ও 'নির্ম্মলা' এই দুই শাখায় বিভক্ত। তিনি উদাসী শাখার অন্তর্গত 'রামরায়'-নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার মতে গুরুই একমাত্র উপাস্য দেবতা; গুরুর উপরে কেহ নাই। গুরু গোবিন্দ এই 'রামরায়ি' সম্প্রদায়কে সমাজচ্যুত করিয়া 'অকালী' নামে এক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। রাম রায় যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন।

রাম শর্ম্মা (নবকৃষ্ণ ঘোষ)—(১৮৩৭—?)। প্রসিদ্ধ কবি। কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশে জন্ম। কর্ম্মজীবনে তিনি অল্প বেতনের কেরানীর কার্য্য হইতে স্বীয় অধ্যবসায়ের বলে বঙ্গদেশের এসিস্ট্যাণ্ট একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। 'জ্যোতিষপ্রকাশ' নাম দিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় জ্যোতিষের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার অনেক ইংরাজী কবিতা রঙ্গলাল অনুবাদ করেন। রাম শর্ম্মা এই নামে লিখিতেন।

রাম শাস্ত্রী—চতুর্থ পেশোয়া মাধব রাওয়ের প্রসিদ্ধ মিত্র ছিলেন। তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ ও সৎসাহসী বিচারপতি ছিলেন। পেশোয়া রঘুনাথ রাওএর সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করেন।

রাম সরস্বতী—আসামের বিখ্যাত কবি। কামরূপ জেলার পচারিয়া গ্রামে জন্ম। তিনি শঙ্করদেব ও মাধবদেবের সমসাময়িক। তিনি মূল সংস্কৃত মহাভারত আসামী ভাষায় পদ্যাকারে অনুবাদ করেন। তিনি রামায়ণ ও কতিপয় পুরাণেরও অনুবাদ করেন।

রামস্বামী মুদালিয়ার—(১৮৫২—১৮৯২)। মাদ্রাজের বিখ্যাত রাজনৈতিক বক্তা। মাদ্রাজের সালেম নামক নগরে জন্ম। ১৮৭৬ হইতে তিনি সালেমে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনি ১৮৮৫-এ বিলাতে গমন করিয়া পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে বক্তৃতা প্রদান করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। বাগ্মী হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাত ছিলেন।

রামানন্দ—(১৪শ শতক)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত ও ধর্ম্মপ্রচারক। তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি অতি সরল হিন্দী ভাষায় উপদেশ দান

করিতেন বলিয়া আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহার কথা সহজে বুঝিতে পারিত। কবীর তাঁহার শিষ্য। 'ভক্তমাল' গ্রন্থে তাঁহার জীবনী আছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—(১৮৬৫—১৯৪৩)। বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। বাঁকুড়া জেলায় জন্ম। পিতার নাম শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি 'প্রবাসী', 'দি মডার্ণ রিভিয়ু' (The Modern Review) ও 'বিশাল ভারত' নামক তিনখানি সুপ্রসিদ্ধ বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী মাসিক পত্রিকার প্রকাশক ও পরিচালক ছিলেন। তিনি ১৮৮৭-এ বি. এ. পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স লইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি 'ধর্ম্মবন্ধু' ও 'প্রদীপ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কিছুকাল এলাহাবাদে কায়স্থ কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। সাহিত্যচর্চ্চা ভিন্ন বিবিধ সামাজিক ও জনহিতকর কার্য্যের সহিতও তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১০ হইতে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারী ও তাহার পর উহার সভাপতি হন। তিনি জাতিসঙ্ঘের আহ্বানে ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন (১৯২৬)।

রামানন্দ বসু—(১৬শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। বর্দ্ধমান জেলায় জন্ম। পিতা সত্যরাজ। দ্বারকায় তাঁহার সহিত চৈতন্যদেবের পরিচয় হয়। তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়বিধ রচনাতেই বিশেষ নিপুণ ছিলেন।

রামানন্দ রায়—(?—১৫৩৪)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব। রায় রামানন্দ নামে তিনি সাধারণতঃ পরিচিত। তিনি বিদ্যানগরের (মাদ্রাজ) রাজা ভবানন্দ রায়ের পুত্র। তিনি উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এতাদৃশ ভক্ত ছিলেন যে, চৈতন্যদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিদ্যানগরে গমন করেন। 'জগন্নাথ-বল্লভ'-নামক তাঁহার নাটকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত অনেক শ্লোক 'পদ্যাবলী' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

রামানুজ—(১১শ শতক)। দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ্যে শ্রীপরম্বদুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি একজন বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক। রামানন্দ এবং কবীর তাঁহারই ধর্ম্মমত অনুসরণ করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার ৪৭খানি পুস্তক আছে। তাঁহার প্রচারিত দর্শনশাস্ত্রের নাম 'রামানুজদর্শন'।

রামী—(জীবৎকাল ১৪৫০?)। নাম রামমণি বা রামতারা। তিনি জাতিতে রজক ছিলেন। চণ্ডীদাস নান্নুর গ্রামে বাশুলী-দেবীর পূজারী ছিলেন। তিনি সেই মন্দিরের পরিচারিকা ছিলেন। চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেমে পড়েন এবং সহজ সাধনার নায়িকারূপে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তিনি চণ্ডীদাসের কবিত্বের মূল উৎস ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাকে বঙ্গের আদি মহিলা কবি বলা হয়। কিন্তু এবিষয়ে মতদ্বৈধ আছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—(২০শে আগষ্ট, ১৮৬৪—৬ই জুন, ১৯১৯)। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ও বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক। পিতা গোবিন্দসুন্দর। নিবাস টেঞা-বৈদ্যপুর, মুর্শিদাবাদ। তিনি এম্. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানে (পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে) প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রথমে রিপণ কলেজের অধ্যাপক ও পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সাধনাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধপূর্ণ পুস্তক আধুনিক বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদিগের তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁহার রচিত 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্ম্মকথা', 'চরিত-কথা', 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ', 'নানা কথা' ইত্যাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার উন্নত চরিত্রের জন্য দেশবাসীরা তাঁহাকে 'আচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত করে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য—(১৮শ শতক)। বিশিষ্ট কবি। পৈতৃক নিবাস মেদিনীপুর জেলার বরদাবাটী পরগণার যদুপুর গ্রামে। পরে তিনি মেদিনীপুর সহরের নিকটে কর্ণগড়ে বাস করেন। পিতার নাম লক্ষ্মণ। কবির প্রথম রচনা সত্যনারায়ণ পাঁচালী। তখন তিনি যদুপুরে থাকেন। কিন্তু 'শিবায়ন' রচনাকালে তিনি কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন।

রায় বাঘিনী—(১৬শ শতক)। বঙ্গ-বীরাঙ্গনা। রায় বাঘিনী তাঁহার উপাধি। আকবর যখন বাদশাহ্, তখন এই বীর রমণী পশ্চিম বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম ছিল 'রাণী ভবশঙ্করী'। তাঁহার পিতা দীননাথ চৌধুরী পেঁড়োর গড়ের ভুরশুটরাজের অধীন একজন সর্দ্দার ছিলেন। দীননাথ ছিলেন নিপুণ যোদ্ধা ও অস্ত্রবিশারদ। মাতৃহীনা কন্যা ভবশঙ্করীও বাপের সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া সকল অস্ত্র চালনায় ও অশ্বারোহণে বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিবাহ হয় ভুরশুট রাজ্যের মহারাজ রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই রুদ্রনারায়ণ মারা যান। মহারাজ রুদ্রনারায়ণ পাঠানদের বিপক্ষে থাকিয়া মোগলদের পক্ষে লড়িতেন বলিয়া পাঠানদের এই রাজ্যের উপর রাগ ছিল। পাঠানদলের সর্দ্দার ওসমান এই সুযোগে রাণী ভবশঙ্করী ও তাঁহার শিশুপুত্রটির উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা করিল। ওসমানের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাণী বিশাল বর্শা হস্তে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া বিজয়িনী হন। সেই যুদ্ধস্থল 'রায় বাঘিনীর গড়' নামে পরিচিত (তারকেশ্বর হইতে চার পাঁচ মাইল দূরে)। এই যুদ্ধে বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া আকবর তাঁহাকে 'রায় বাঘিনী' উপাধি দেন।

রায়মল্ল—মেবারের রাণা কুম্ভের পুত্র। তিনি অতিশয় বীর ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—রাণা সঙ্গ (সংগ্রামসিংহ), পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল।

রাসপুটিন, গ্রেগরি এফিমোভিচ (Rasputin, Gregory Efimovitch)—(১৮৭১—১৯১৬)। অর্দ্ধোন্মাদ, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি রুশীয় ধর্ম্মযাজক। তিনি নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাসের পত্নীর এবং ধর্ম্মের ও রাজ্যের উপরে অবাঞ্ছনীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকেন। তাহার ফলে তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়।

রাসবিহারী ঘোষ—(১৮৪৫—১৯২১)। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ও দানবীর। বর্দ্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডি. এল., Honours in law প্রভৃতি আইনের দুরূহ পরীক্ষাগুলিতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ ব্যক্তি অতি অল্পই ছিলেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য হইয়া তিনি স্বদেশের হিতকর আইন প্রণয়নে গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা এবং প্রতিকূল বিষয়ের বিরোধিতা করিয়া যথেষ্ট তেজস্বিতা ও স্বদেশহিতৈষিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফণ্ডে তিনি বহু লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। উহার আয় হইতে কৃতবিদ্য বিদ্যার্থিগণকে বৃত্তি দান করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজেও তাঁহার অর্থ নিয়োগ করা হয়।

রাসবিহারী বসু—(১৮৮০—১৯৪৪)। বিপ্লবী দেশসেবক। নিবাস বর্দ্ধমান। লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে তিনি হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি পুলিসের হাত এড়াইয়া জাপানে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয়দের লইয়া ভারতের স্বাধীনতাকামী এক সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলেন। পরে ইহার নাম হয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। পরে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ঘটে। তিনি আজাদ হিন্দ্ সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর (কীর্ত্তন পণ্ডিত)—(১২৭১ বঙ্গাব্দ ?)। জন্মস্থান বীরভূম জেলার ময়নাডালে। পিতা অটলবিহারী মিত্র ঠাকুর। তিনি সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুরের নিকট মনোহরসাই এবং বৈষ্ণবচরণ ব্রজবাসীর নিকট গরাণহাটী কীর্ত্তন শিক্ষা করেন।

রাসমণি, রাণী—(?—১৮৬১)। ত্রিবেণীর নিকটস্থ কোনা নামক গ্রামে এক কৃষকের গৃহে জন্ম। পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। কলিকাতায় প্রীতিরাম মাড়ের পুত্র রাজচন্দ্র মাড়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৩৬-এ রাজচন্দ্রের মৃত্যু হইলে রাসমণি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হন। দরিদ্রের ঘরে জন্মিলেও তিনি অতি তেজস্বিনী ছিলেন। দুঃখীর দুঃখমোচনে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবতী ছিলেন। দেবদেবী ও ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। দক্ষিণেশ্বরের প্রসিদ্ধ দেবালয় ও অতিথিভবন তাঁহারই কীর্ত্তি ও দয়ার নিদর্শন।

রাসু—(১৭৩৮—?)। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। গোন্দলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সহোদর নৃসিংহের সহিত কবির দল গঠন করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তাঁহাদের রচিত গীতগুলি উভয় ভ্রাতারই যুক্তনামে প্রচলিত হয়।

রাসেল, বার্ট্রাণ্ড আর্থার উইলিয়াম (Russell, Bertrand Arthur William)—(জন্ম ১৮৭২)। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। পৃথিবীর চিন্তাশীল লেখকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। জন্ম ইংলণ্ডের ট্রেলেক নামক স্থানে। পিতা ভাইকাউণ্ট অ্যাম্বারলে। তিনি কেম্ব্রিজ হইতে বি. এ. পাশ করেন (১৮৯৪), পরে জার্ম্মাণীতে কিছুকাল রাজনীতি পড়েন। 'Mysticism and Logic', 'Principia Mathematica', 'The Analysis of Matter', 'Marriage and Morals' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক।

রাস্কিন, জন (Ruskin, John)—(১৮১৯—১৯০০)। বিখ্যাত সমালোচক ও দার্শনিক। তিনি জাতিতে ইংরাজ। পিতা জন জেম্স্। তাঁহার চারুশিল্পবিষয়ক সমালোচনাগুলিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনা ইংরাজী সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া, তাঁহার ধর্ম্ম, যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়েও বহু সমালোচনা-পুস্তক আছে। 'Modern Painters', 'The Seven Lamps of Architecture', 'The Stones of Venice' প্রভৃতি তাঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

রাহুল—তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৫১১ অব্দে বুদ্ধদেবের ঔরসে তৎপত্নী গোপার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সপ্তম রজনীতে বুদ্ধদেব সংসারের মায়া কাটাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অনন্তর বুদ্ধদেব জন্মভূমি কপিলবাস্তুতে পুনরায় আসিলে তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স কুড়ি বছর ছিল।

রিচার্ড, ১ম (Richard I)—(১১৫৭—১১৯৯)। ইংলণ্ডের রাজা। তিনি Lion-hearted-নামে খ্যাত। তিনি দ্বিতীয় হেনরীর পুত্র ছিলেন। 'ক্রুসেড'-নামক ধর্ম্মযুদ্ধগুলির 'তৃতীয় ক্রুসেডে'র তিনি অন্যতম নায়ক ছিলেন। ১১৯২ হইতে ১১৯৪ পর্য্যন্ত তিনি জার্ম্মানীতে কারারুদ্ধ ছিলেন। নর্ম্মাণ্ডিতে Chaluz-নামক দুর্গ অবরোধ করিবার সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

রিচার্ড, ২য় (Richard II)—(১৩৬৭—১৪০০)। ইংলণ্ডের রাজা ও ব্ল্যাক প্রিন্সের পুত্র। তাঁহার রাজত্বকাল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে অতিরিক্ত করভারে প্রপীড়িত হইয়া প্রজারা বিদ্রোহী হয় এবং ১৩৮১-এ প্রসিদ্ধ ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে এক ভীষণ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। অবশেষে হেন্‌রী ল্যাঙ্কাষ্টার তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ইহার অনতিকাল পরেই সম্ভবতঃ তিনি নিহত হন।

রিচার্ড, ৩য় (Richard III)—(১৪৫২—১৪৮৫)। ইংলণ্ডের রাজা। ৫ম এড্‌ওয়ার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তিনি ইংলণ্ডের রাজা হন। কথিত আছে, তিনি এড্‌ওয়ার্ডের ভ্রাতার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নৃপতিকে নিহত করেন। বস্‌ওয়ার্থে তিনি নিহত হন।

রিজিয়া, সুলতানা—(রাজত্বকাল ১২৩৬—১২৪০)। দিল্লীর সুলতানা। তিনি ছাড়া আর কোন নারী দিল্লীর সিংহাসনে বসেন নাই। তাঁহার পুরা নাম রজিয়ৎ-উদ্-দীন। তিনি সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা। ইলতুৎমিস তাঁহাকে সিংহাসনে মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু ওমরাহগণ ইলতুৎমিসের পুত্র রুকনুদ্দীনকে রাজা করেন। তিনি রাজকার্য্য চালাইতে অসমর্থ হওয়ায় রিজিয়াই পরে সিংহাসন লাভ করেন এবং সুলতানা নামে অভিহিত হন। তিনি পুরুষবেশে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রাজোচিত সকল গুণই তাঁহার ছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। তিনি এক হাবসী কর্ম্মচারীর প্রতি অনুগ্রহ দেখান বলিয়া তাঁহার তুর্কী ওমরাহগণ তাঁহার উপর বিরক্ত হন। চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। তিনি অলতুনিয়া নামে এক বিদ্রোহী নেতাকে বিবাহ করিলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে ও তাঁহার স্বামীকে পরাজিত ও নিহত করিল।

রিপন, লর্ড (Ripon, Lord)—(১৮২৭—১৯০৯)। ভারতবর্ষের অন্যতম গভর্ণর-জেনারেল। তিনি ১৮৮০ হইতে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি ভারত-সচিব ও অন্যান্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ২য় আফগান যুদ্ধ শেষ হয়। এদেশের উন্নতির জন্য তিনি শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন।

রিভেরা, প্রাইমো ডি (Rivera, Primo de)—(১৮৭০—১৯৩০)। স্পেনীয় ডিক্টেটার। ১৯২৩-এ বিদ্রোহের পর রাজা তাঁহাকে সামরিক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি নিযুক্ত করেন। এই সভা বিলুপ্ত হইলে তিনি প্রধান সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ১৯৩০-এ রাজা তাঁহাকে ঐ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

রিমাস (Remus)—রোমিউলাসের ভ্রাতা ['রোমিউলাস' দ্রঃ]।

রিসলু, আর্ম্মাণ্ড জিন, কার্ডিনাল (Richelieu, Armand Jean, Cardinal)—(১৫৮৫—১৬৪২)। প্রসিদ্ধ ফরাসী রাজনীতিবিশারদ্। তিনি ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুইয়ের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রথমে ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিনি আঠার বৎসরকাল মন্ত্রিত্ব করেন। সেই সময়ে তিনি রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রোটেষ্টাণ্টদের নিকট হইতে সকল ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। লা রোশেল (La Rochelle) অবরোধের সময় তিনি ফরাসী সৈন্যের অধিনায়কত্ব করেন। অতঃপর ইউরোপের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য অষ্ট্রিয়ার ক্ষমতা হরণ করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন।

রুকনুদ্দীন—(১২৩৬)। দাস সুলতান আলতমাসের পুত্র ['রিজিয়া' দ্রঃ]।

রুক্মিণী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের দুহিতা, স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা। লোকমুখে কৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ সকলেই কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা চেদিরাজ শিশুপালের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সমস্ত বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট বিবাহ-রাত্রিতে বিদর্ভে আসিয়া তাঁহাকে হরণ করেন এবং যুদ্ধার্থে সমাগত রাজগণকে পরাজিত করিয়া রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া যান এবং সেখানে তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ পুত্র এবং চারুমতী

নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণের দেহাবসানে তিনি চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন (ভাগ, হরি)।

রুক্মী—ভীষ্মকরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি স্বভাবতঃ কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। কৃষ্ণ যখন তাঁহার ভগিনী রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যান তখন তিনি তাঁহার পথরোধ করেন। কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় লজ্জায় পিতৃরাজ্যে আর প্রত্যাগত না হইয়া ভোজকট নামক এক নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। অনন্তর বলরাম ভোজকট নগরে আগমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত পাশা খেলিতে গিয়া ছলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাতে বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া অক্ষাঘাত করিলে তাঁহার মৃত্যু হয় (ভাগ)।

রুচি—১। অন্যতম প্রজাপতি। তিনি আকূতির স্বামী এবং যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামক যমজ পুত্র-কন্যার পিতা (ভাগ)। ২। দেবশর্ম্মা নামে ব্রাহ্মণের সুন্দরী স্ত্রী। তিনি তপস্যা করিতে যাইবার সময় তাঁহার শিষ্য বিপুলের উপর রুচির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান। এই সময় ইন্দ্র অসদুদ্দেশ্যে সেই আশ্রমে আসেন। বিপুল ইন্দ্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া যোগবলে রুচির শরীরে প্রবেশ করেন ও ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেন (ভারত)।

রুজভেল্ট, থিওডোর (Roosevelt, Theodore)—(১৮৫৮—১৯১৯)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি। প্রথম জীবনে তিনি বহু রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৯০০-এ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী সভাপতি হন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতি ১৯০১-এ নিহত হইলে তিনি দুইবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বিশ্ব-শান্তির প্রচেষ্টার জন্য তাঁহাকে ১৯০৬-এ 'নোবেল প্রাইজ' দেওয়া হয়। তিনি এই টাকা সাধারণের হিতার্থে দান করেন। তিনি একজন শক্তিশালী বাগ্মী ছিলেন। ১৯১৪-এ তিনি ব্রেজিলের অরণ্যানী সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ঐ সময়ে তিনি একটি নদীও আবিষ্কার করেন।

রুজভেল্ট, ফ্রাঙ্কলিন ডি (Roosevelt, Franklin D.)—(১৮৮২—১৯৪৫)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি। ১৯০৭-এ তিনি ব্যারিষ্টার হন। ১৯১০-এ নিউইয়র্ক প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। চারি বৎসর ধরিয়া তিনি নিউইয়র্কের গভর্ণর ছিলেন। ১৯৩২-এ তিনি প্রথম সভাপতি হন। তিনি 'National Recovery'-নামক যে পরিকল্পনা করেন, তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৯৩৩ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ছিলেন। এ পর্য্যন্ত আর কোন সভাপতি দুইবারের বেশী নির্ব্বাচিত হন নাই। 'New Deal' আন্দোলন ও 'Lend-Lease' নীতি তাঁহাকে বিশেষ প্রসিদ্ধি দান করিয়াছে।

রুট, ইলিহু (Root, Elihu)—জন্ম ১৮৪৫। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশারদ্। ১৮৯৯—১৯০৪ পর্য্যন্ত তিনি সমরসচিব ছিলেন। ইহার পর তিনি বহু রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। ওয়াশিংটন কংগ্রেসের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ১৯১২-এ যুদ্ধশান্তির প্রচেষ্টার জন্য তিনি 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন।

রুদ্র—১। ব্রহ্মার ললাট হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয়। জন্মিবামাত্রই রোদন করিতে করিতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রুদ্র নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে রোদন হইতে নিবৃত্ত করেন। অতঃপর তিনি একাদশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সূর্য্য প্রভৃতিতে অবস্থান করেন (বায়ু, অগ্নি)। ২। মহাদেবের অপর নাম।

রুদ্রসিংহ—অহোম রাজগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৬৯৫-এ তিনি রাজা হন। পঞ্জাব, কাশ্মীর, অযোধ্যা ও বঙ্গদেশের নৃপতিগণের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল। তিনি 'জয়সাগর' নামে এক সুবৃহৎ দীঘি খনন করান। ১৮ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করিবার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

রুবেন্স, পিটার পল (Rubens, Sir Peter Paul)—(১৫৭৭—১৬৪০)। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। বেলজিয়ামের অন্তর্ভুক্ত ফ্লাণ্ডার্স নামক প্রদেশে নিবাস। তিনি ইটালীতে অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর দেশে ফিরিয়া চিত্রাঙ্কনে মনোযোগ দেন। তিনি মেরী ডি মেডিচির দ্বারা লাক্সেমবার্গ প্রাসাদের চিত্র অঙ্কন করিবার জন্য নিযুক্ত থাকেন (১৬২০—২৩)। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের চিত্র আঁকিবার জন্য তিনি ১৬২৯-এ ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার সময়ে ফ্লেমিস চিত্র উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল।

রুমা—সুগ্রীবের ভার্য্যা। বালী সুগ্রীবকে পরাজিত করিলে তিনি কিছুকাল বালীর আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর রাম বালীকে নিহত করিলে তিনি পুনরায় স্বামীর সহিত মিলিত হন (রাম)।

রুরু—জনৈক ব্রাহ্মণ। চ্যবনপুত্র প্রমতি তাঁহার পিতা এবং অপ্সরা ঘৃতাচী তাঁহার মাতা। তিনি মেনকার কন্যা প্রমদ্বরাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই সর্পদংশনে ঐ কন্যার প্রাণবিয়োগ হয়। তখন তিনি নিজ পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাদের বিবাহ হয় (দেবীভা, ভারত)।

রুসো, জিন-ঝ্যাক (Rousseau, Jean-Jacques)—(১৭১২—১৭৭৮)। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক লেখক। জেনেভা নগরে জন্ম। তিনি এক ঘড়িনির্ম্মাতার পুত্র ছিলেন। তুরিণে এক পাঠশালায় প্রথমে শিক্ষালাভ করেন ও পরে দশ বৎসর এক মহিলার নিকটে প্রতিপালিত হন। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি অভিযুক্ত হন। এজন্য তাঁহাকে বহুকাল আত্মগোপন করিয়া নানাদেশে ভ্রমণ করিতে হয়। তাঁহার মতবাদ ফরাসী-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলা হয়। তাঁহার রচিত 'Social Contract', 'Confessions' ইত্যাদি পুস্তক আছে। শেষোক্ত পুস্তকখানি তাঁহার আত্মচরিত।

রূপ গোস্বামী—(১৪৮৯—১৫৫৮)। সুবিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য্য ও কবি। ইনি ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম। নিবাস রামকেলি গ্রাম। পিতা মুকুন্দ। বিখ্যাত সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা। উভয়ে একত্র রূপ-সনাতন নামে খ্যাত। রূপ গোস্বামী চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৪—১৫২১) তিনি উজীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দবীরখাস নামে অভিহিত হইতেন। প্রথম হইতেই তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার মিলন হইলে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। চৈতন্যদেবের আদেশে তিনি ৪৩ বৎসর বৃন্দাবনে বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনাদি কার্য্যে রত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'উদ্ধবদূত', 'গঙ্গাষ্টক', 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' নাটক, 'শ্রীরূপ চিন্তামণি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'কারিকা' নামে একখানি গদ্যগ্রন্থও আছে।

রেগুলাস, মার্কাস অ্যাটিলিয়াস (Regulus, Marcus Atilius)—বিখ্যাত রোমক সেনাপতি। খৃঃ পূঃ ২৬৭—২৫৬ অব্দে তিনি রোমের দুইবার শাসনকর্ত্তা (Consul) নিযুক্ত হন। তিনি কার্থেজের বিরুদ্ধে রোমক সৈন্য চালনা করেন। কার্থেজে তাঁহাকে পাঁচ বৎসর বন্দী করিয়া রাখা হয়। অতঃপর কতকগুলি প্রস্তাব রোমক ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিবার জন্য তিনি মুক্তি পাইয়া রোমে আসেন। সেই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা রোমের পক্ষে মানহানিকর ছিল বলিয়া তিনি 'সেনেট'কে ঐগুলি অস্বীকার করিতে বলেন। 'সেনেট' উহা করিলে তিনি পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার অনুসারে কার্থেজে ফিরিয়া যান। সেখানে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

রে, জন (Rae, John)—(১৮১৩—

১৮৯৩)। সুপ্রসিদ্ধ উত্তরমেরু-অভিযাত্রী প্রত্নতত্ত্ববিদ্। 'King William's Land' যে একটি দ্বীপ, তিনিই প্রথমে তাহা আবিষ্কার করেন। পরে তিনি আইস্‌ল্যাণ্ড ও গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের পথে সমুদ্রের নিম্ন দিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইনের সংযোগ স্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

রেজা খাঁ—তিনি জাফর আলী খাঁর মৃত্যুর পর ইংরাজ কোম্পানীর অনুমতিতে বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন (১৭৬৪)। তাঁহার আমলেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়।

রেজা শাহ্ পহ্লবী—পারস্যের রাজা। ১৯২৫-এ তিনি পারস্যের রাজা হন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় বর্ত্তমান পারস্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯৪১-এ ইংরাজ ও রুশসৈন্য পারস্য আক্রমণ করিলে তিনি পুত্রহস্তে রাজ্যভার দিয়া আমেরিকায় চলিয়া যান।

রেডিং, লর্ড (Reading, Lord)—লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের পরে ভারতের বড়লাট হইয়া তিনি এদেশে আসেন। ১৯২১ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন।

রেণুকা—পরশুরামের মাতা। তিনি প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা এবং জমদগ্নি মুনির পত্নী। একদা নদীতে স্নানকালে অপ্সরাদিগের কামকেলি দেখিয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এই অপরাধে স্বামী জমদগ্নির আদেশে পুত্র পরশুরামের হস্তে তাঁহার শিরশ্ছেদ হয়। অনন্তর জমদগ্নি প্রীত হইয়া বর দান করিতে চাহিলে পরশুরাম তাঁহার জীবন প্রার্থনা করেন। তদনুসারে তিনি স্বামীর বরে পুনর্জীবিতা হন। রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কর্ত্তৃক জমদগ্নি নিহত হইলে পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। পুত্রের এই প্রতিজ্ঞায় তৃপ্তিলাভ করিয়া স্বামীর চিতায় তিনি আত্মবিসর্জ্জন করেন (কালিকা)।

রেবত—কুশস্থলী নগরীর রাজা। আনর্ত্তরাজের পুত্র। রেবতী নামে তাঁহার এক রূপবতী কন্যা জন্মে। ব্রহ্মার উপদেশে তিনি তাঁহাকে বলরামের সহিত বিবাহ দেন (ভারত)।

রেবতী—রেবত রাজার কন্যা ও বলরামের পত্নী ['রেবত' দ্রঃ]।

রেমব্রাঁ (Rembrandt)—(১৬০৬—১৬৬৯)। প্রসিদ্ধ ওলন্দাজ চিত্রকর। তাঁহার চিত্রে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সজীব ভাবগুলি বেশ পরিস্ফুটভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

রেলে, ব্যারন (Rayleigh, Baron)—(১৮৪২—১৯১৯)। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানবিদ্‌দের অন্যতম। তিনি শব্দ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন। সার উইলিয়াম র‍্যামসের সহিত তিনি 'আর্গন' (Argon) বাষ্প আবিষ্কার করেন। ১৯০৪-এ তিনি পদার্থবিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' পান।

রোজ্‌বেরী, আর্ল অব (Rosebery, Earl of)—(১৮৪৭—১৯২৯)। ইংরাজ রাজনীতিবিদ্। তিনি ইংরাজদিগের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোনকে অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ১৮৯৪-এ তিনি গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের পরে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। তিনবার তাঁহার ঘোড়া ডার্বি রেসে জিতিয়াছে। তাঁহার কতকগুলি পুস্তক আছে। সেগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিট (Pitt), পিল (Peel), নেপোলিয়ন (Napoleon) প্রভৃতি জীবনী-বিষয়ক রচনা বিশেষ বিখ্যাত।

রো, টমাস (Roe, Sir Thomas)—'টমাস রো' দ্রঃ।

রোঠ, রুড্‌লফ ফোন (Roth, Rudolph von)—(১৮২১—১৮৯৫)। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান পণ্ডিত। বৈদিক সাহিত্য ও বৈদিক যুগের ইতিহাস রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার সংস্কৃত ও জার্ম্মাণ অভিধানও উল্লেখযোগ্য।

রোড্‌স্, সিসিল জন (Rhodes, Cecil John)—(১৮৫২—১৯০২)। ইংরাজ রাজনীতিবিদ্। আফ্রিকায় বৃটিশের অধিকার বিস্তার করিতে তিনি সবিশেষ মনোযোগী হন। তিনি বেচুয়ানাল্যাণ্ডের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন এবং কেপ কলোনির প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

রোব্‌স্‌পিয়ার (Robespierre)—(১৭৫৮—১৭৯৪)। ফরাসী-বিপ্লবের অন্যতম নেতা। ফরাসী-বিপ্লবের সময় তিনি 'জ্যাকোবিন' সম্প্রদায়ের সভ্য হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেন। কারাগৃহে অবস্থানকালে পিস্তলের গুলিতে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয় এবং গিলোটিন অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহাকে বধ করা হয়।

রোমিউলাস (Romulus)—চিরকুমারী সিল্‌ভিয়ার পুত্র। তিনি ও রিমাস উভয়ে যমজ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের মাতাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয় এবং এই দুই ভ্রাতাকে টাইবার নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বালক দুইটি রক্ষা পায় এবং একটি স্ত্রী-নেকড়ে বাঘ উহাদের রক্ষা করে। এক মেষপালক শিশু দুইটিকে লইয়া লালন-পালন করে। অতঃপর দুই ভ্রাতা নগর সংস্থাপনের জন্য সংকল্প করেন। কিন্তু কোথায় নগর করিবেন, এই লইয়া উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। এই কলহে তিনি রিমাসকে নিহত করিয়া রোম নামক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন (বৈদে পুঃ)।

রোয়েরিক (Rœrich, Nicholas Constantinovich)—(১৮৭৪—?)। বিখ্যাত রুশীয় চিত্রশিল্পী। জন্ম সেন্ট্ পিটার্স্‌বার্গে। তিনি ১৯২৩-এ ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার বহু চিত্র শান্তিনিকেতনের ও কলিকাতার বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। 'মহাকাল', 'কল্কি অবতার' প্রভৃতি তাঁহার অঙ্কিত প্রসিদ্ধ চিত্র। তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থ আছে।

রোলাঁ, রোমাঁ (Rolland, Romain)—(১৮৬৬—১৯৪৪)। বিখ্যাত ফরাসী লেখক। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১৫-এ তিনি সাহিত্যে 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন। তিনি কয়েকটি নাটকও লিখিয়াছেন। 'জাঁ ক্রিস্তফ' (Jean Christophe)-নামক তাঁহার পুস্তকখানি বিশ্ববিশ্রুত। এই উপন্যাসখানি দশ খণ্ডে সমাপ্ত। তিনি অনেক গায়ক ও বাদকের জীবনী লিখিয়াছেন। বিশ্ব-শান্তি প্রচেষ্টার জন্য তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী লিখিয়াছেন।

রোশন উদ্দৌলা রুস্তম জঙ্গ—(?—১৭৭০)। মহম্মদ শাহের একজন ওমরাহ। প্রকৃত নাম জাফর খাঁ। তিনি দিল্লীর নিকট সোনেরী নামে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন (১৭২২)। পরে তিনি আর একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন (১৭২৫)। উহা সোনার পাতে মোড়া ছিল। ঐ মস্‌জিদের উপরে দাঁড়াইয়া নাদির শাহ্ দিল্লীবাসীকে হত্যা করিতে বলেন।

রোশেন আরা (বেগম)—মোগলসম্রাট্ শাহ্‌জাহানের কনিষ্ঠা কন্যা। তাঁহার দিল্লীতেই মৃত্যু ঘটে (১৬৬৯)।

রোস্ট, ডাক্তার রাইন্‌হোল্ড (Rost, Dr. Reinhold)—(১৮২২—১৮৯৬)। জনৈক বহুভাষাভিজ্ঞ জার্ম্মান পণ্ডিত। তিনি ডি. এল্. ও এম. ডি. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ৩০টি প্রাচ্যভাষা জানিতেন।

রোস্তম—পারস্যের প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ। তাঁহার পত্নীর নাম তাহ্‌মিনা। দৈব দুর্ব্বিপাকে স্বীয় একমাত্র পুত্র সোরাব তাঁহার হস্তেই নিহত হয় (শাহ্‌নামা)।

রোহিণী—১। তিনি চন্দ্রের পত্নী এবং দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। চন্দ্র রোহিণীর নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন বলিয়া দক্ষের শাপে চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন (কালিকা) ['চন্দ্র' দ্রঃ]। ২। বসুদেবের স্ত্রী। বলরাম তাঁহার

পুত্র। কশ্যপ-পত্নী সুরভীর অংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন (হরি)।

রোহিতাশ্ব—অযোধ্যার মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র। অপর নাম রোহিত। সত্যরক্ষার্থ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনিকে সর্ব্বস্ব দান করিলে শৈশবে তিনি কিছুকাল মাতার সহিত কাশীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করেন। তথায় এক ব্রাহ্মণের অভিশাপে সর্পদংশনে তাঁহার প্রাণান্ত হয়। অতঃপর মাতা কর্তৃক শ্মশানে তাঁহার মৃতদেহ নীত হইলে উক্ত শ্মশানের রক্ষক হরিশ্চন্দ্র তাঁহাদিগকে দেখিতে পান। পুত্রশোকে তাঁহার মাতা ও পিতা চিতায় প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় জীবিত করেন। অতঃপর তিনি মাতাপিতার সহিত অযোধ্যায় গমন করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর তথায় রাজা হন (বিষ্ণু)।

র‍্যাডাম্যান্থাস (Rhadamanthus)—জুপিটার ও ইউরোপার পুত্র। তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি পাতালপুরীর একজন বিচারক নিযুক্ত হন (গ্রীক পুঃ)।

র‍্যাফেল, স্যানজিও (Raphæl, Sanzio)—(১৪৮৩—১৫২০)। বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর। অধিকাংশ সময়ই তিনি রোমে কাটাইয়াছিলেন। তিনি পোপের প্রাসাদে বহু অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করেন। 'The Madonna', 'The Transfiguration' ইত্যাদি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ চিত্র। তাঁহার চিত্রে লিওনার্দো দা ভিন্সি ও মাইকেল এঞ্জেলোর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

র‍্যাফ্‌ল্‌স্ (Raffles, Sir Thomas Stamford)—(১৭৮১—১৮২৬)। সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্। তিনি লণ্ডনের Zoological Society প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

র‍্যাবেলে, ফঁ্রশোয়া (Rabelais, Francois)—(? ১৪৯৪—১৫৫৩)। ফরাসী লেখক। তিনি বিদ্রূপাত্মক রচনা লিখিয়া যশস্বী হন। প্রথমে তিনি ধর্ম্মযাজক ছিলেন, অতঃপর চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করেন। তাঁহার রচিত 'Gargantua' ও 'Pantagruel' বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক রচনা।

র‍্যালে, ওয়াল্টার (Raleigh, Sir Walter)—(১৫৫২—১৬১৮)। সুপ্রসিদ্ধ সৈনিক, নাবিক ও রাজনীতিবিদ্। ভার্জিনিয়ার ও সুদূর পশ্চিমের উপনিবেশগুলির তিনি আবিষ্কর্তা। কথিত আছে, তিনি ইংলণ্ডে গোল আলুর গাছ আনয়ন ও তামাকের প্রচলন করিয়াছেন।

ল

লংফেলো, হেন্‌রী ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ (Longfellow, Henry Wodsworth)—(১৮০৭—১৮৮২)। প্রসিদ্ধ মার্কিন কবি। তিনি বোডোইন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। বোডোইনে (Bowdoin) তিনি আধুনিক ভাষার অধ্যাপক হন ও পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন (১৮৩৬)। হার্ভার্ডে অধ্যাপনা করিবার পূর্ব্বে তিনি ইউরোপের বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁহার গদ্যে লিখিত রমন্যাস 'Hyperion' (১৮৩৯) প্রথমে প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রকাশিত কবিতা-পুস্তক 'Voices of the Night' ও 'Ballads and Other Poems' (১৮৪১) সুবিখ্যাত। তাঁহার বিখ্যাত কবিতাগুলি ঐগুলির মধ্যেই আছে। 'Christus' (১৮৭২) তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক।

লং, রেভারেণ্ড জেম্‌স্ (Long, Reverend James)—(১৮১৪—১৮৮৭)। তিনি ১৮৪২-এ চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটি কর্তৃক প্রচারক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষা ভালভাবে শিখিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালীকে অতিশয় ভালবাসিতেন। ১৮৬১-এ তিনি দীনবন্ধু মিত্র কৃত 'নীলদর্পণ' নাটকের একটি ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা লেখেন। ইহাতে নীলকরগণ মানহানির অভিযোগ আনয়ন করেন। সেই অভিযোগে তিনি এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি ১৮৭২-এ ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। তিনি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

লক, জন (Locke, John)—(১৬৩২—১৭০৪)। সুবিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক। প্রথম জীবনে অক্সফোর্ডে নানারূপ অধ্যাপনার কাজ করেন। হল্যাণ্ডে বাস করিবার সময় তাঁহার সহিত প্রিন্স উইলিয়াম অব অরেঞ্জের পরিচয় হয়। উইলিয়ামের (৩য়) রাজত্বকালে তিনি উচ্চ রাজপদ পান। তাঁহাকে বিশ্লেষণমূলক দর্শনশাস্ত্রের জনক বলা হয়। তাঁহার বিখ্যাত বই 'Essay Concerning Human Understanding' ১৬৯০-এ প্রকাশিত হয়। 'Treatises of Government', 'On Education' ইত্যাদিও তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে উদার মতের পোষক ছিলেন।

লকি, উইলিয়াম জন (Locke, William John)—(১৮৬৩—১৯৩০)। ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। 'Stella Maris', 'The Fortunate Youth', 'The Beloved Vagabond' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা।

লক্ষ, রাণা—(? ১৩৮৩)। লক্ষসিংহ নামেও অভিহিত। মিবারের রাণা। রাণা ক্ষেত্রসিংহের পুত্র। তাঁহার সময়ে মিবারে অনেক বড় বাড়ী ও দীঘি নির্ম্মিত হয় এবং রাজ্যের সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ড (প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত) স্বেচ্ছায় রাজ্যের উত্তরাধিকার বর্জ্জন করেন এবং পিতৃসত্য রক্ষা ও রাজ্যের কল্যাণ কামনায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুলজীকে সিংহাসন প্রদান করেন। গয়াতীর্থে মুসলমানের উপদ্রব নিবারণ করিতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

লক্ষ্মণ—১। অযোধ্যার মহারাজ দশরথের পুত্র। ভ্রাতৃভক্তি ও বীরত্বের জন্য তিনি চিরস্মরণীয়। রামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার জন্য বনে গমন করিলে তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার অনুগমন করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর তপস্বীর ন্যায় বনে বিচরণ করিয়া তিনি অগ্রজের সকল দুঃখের ভাগ গ্রহণ করেন। লঙ্কার মহাসমরে তিনি দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করেন। রামচন্দ্র রাক্ষস-বধের জন্য যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় সকলগুলিই তিনি তাঁহার সাহায্যেই জয় করিতে সমর্থ হন। রামচন্দ্রের আদেশে তিনি সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসেন। অতঃপর দুর্ব্বাসার নিকট প্রদত্ত-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে রামচন্দ্র তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তিনি সরযূতে দেহত্যাগ করেন (রাম)। ২। দুর্য্যোধনের পুত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন।

লক্ষ্মণ ভট্ট—১। গীতগোবিন্দের টীকাকার। ২। কাব্যপ্রকাশের টীকাকার। চণ্ডীদাসের একজন বন্ধু ছিলেন।

লক্ষ্মণমাণিক্য—(১৬শ শতক)। বাংলার প্রসিদ্ধ বারভুঁইয়ার একজন। ভুলুয়াতে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি রাজা কন্দর্পনারায়ণের সমসাময়িক। লক্ষ্মণমাণিক্য চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র কর্তৃক কারারুদ্ধ ও নিহত হন।

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৭৮—১৯৩২)। দ্রাবিড়ের বিশিষ্ট বৈদান্তিক। বেদান্তদর্শনে তাঁহার পাণ্ডিত্য অতি গভীর ছিল। তিনি কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ১৯১১—১৯২১ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। তিনি সমসাময়িক বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের অগ্রণী ছিলেন। বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসঙ্ঘের তিনি একজন প্রকৃষ্ট উদ্যোগী কর্ম্মী ছিলেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল।

লক্ষ্মণ সেন—(শাসনকাল ১১১৯—১২০৩)। বাংলার সেনবংশীয় রাজা। পিতার নাম বল্লাল সেন। তিনি বাংলার শেষ হিন্দু রাজা। নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার সভায় জয়দেব, শূলপাণি, হলায়ুধ, ধোয়ীকবি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আসর জমাইতেন। তিনি নিজেও একজন সুকবি ছিলেন। কথিত আছে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের আক্রমণের সময় তিনি পলায়ন করেন।

লক্ষ্মণা—দুর্য্যোধনের কন্যা। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব তাঁহাকে স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ করেন। কৌরবেরা শাম্বকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করে। বলরাম শাম্বকে মুক্ত করিয়া লক্ষ্মণার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন (ভাগ)।

লক্ষ্মী—সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি বিষ্ণুর পত্নী। পিতা মহর্ষি ভৃগু, মাতা খ্যাতি। দুর্ব্বাসার অভিশাপে ত্রিলোক শ্রীহীন হইলে তিনি সমুদ্রে নিমজ্জিতা হন এবং পরে সমুদ্র-মন্থনে উত্থিতা হন (ব্রহ্মবৈ)।

লক্ষ্মী বাঈ—(শাসনকাল ১৮৫৩—১৮৫৮)। ঝাঁসির রাণী। স্বামী গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর তিনি দত্তকপুত্রের পক্ষে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ রেসিডেণ্ট তাহাতে আপত্তি করেন এবং পরে রাজ্য তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় (১৮৫৩)। তিনি পরে ঝাঁসি উদ্ধারের জন্য ১৮৫৭-এ সিপাহী-বিদ্রোহে বিদ্রোহী-পক্ষে যোগদান করেন ও ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তিনি ইংরাজ-দিগকে পরাজিত করিয়া ঝাঁসি পুনরধিকার করেন। পরে সার হিউ রোজ ঝাঁসি অবরোধ করেন। তখন তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। পরে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সৈন্যদের সাহায্যে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার পুনরায় যুদ্ধ বাধে। অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি ১৮৫৮-এ গোয়ালিয়র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

লজ, অলিভার (Lodge, Sir Oliver) —(১৮৫১—১৯৪০)। বিখ্যাত পদার্থবিদ্। ১৯১০-এর পর হইতে তিনি প্রেতবিদ্যার গবেষণা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'Faith and Science', 'The Survival of Man', 'The Reality of a Spiritual World' তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক।

লব—শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। সীতাদেবী তপোবনে নির্ব্বাসিতা হইয়া যমজপুত্র প্রসব করেন; কুশ জ্যেষ্ঠ, লব কনিষ্ঠ। সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশের পর রামচন্দ্র পুত্রদিগকে গ্রহণ করেন। লব লবকোটে (বর্ত্তমান লাহোরে) স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন (রাম)।

লবণ—রাক্ষসবিশেষ। কুম্ভীনসী-গর্ভে মধু-রাক্ষসের ঔরসে তাঁহার জন্ম। তিনি তেজোদৃপ্ত হইয়া যাজ্ঞিকগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে রামচন্দ্রের আদেশে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন তাঁহাকে সংহার করেন (রাম)।

লয়েড জর্জ্জ, ডেভিড (Lloyd George, David)—(১৮৬৩—১৯৪৫)। ওয়েলস্-নিবাসী রাজনীতিবিদ্। তিনি ১৯১৬ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পার্লামেণ্টের বহু সংস্কার সাধন করিয়াছেন। ইউরোপের মহাসমরে তিনি অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। লর্ড কিচেনার (Lord Kitchener)-এর মৃত্যুর পর তিনি সমর-সচিব হন। তাঁহারই দক্ষতায় ইংলণ্ড যুদ্ধে জয়ী হয়। ১৯২৯ হইতে তিনি হাউস অব কমন্‌সের সদস্য হন। এক সময়ে তিনি বৃটিশ উদারনৈতিকদলের নেতা ছিলেন।

লরেন্স, টমাস এডওয়ার্ড (Lawrence, Thomas Edward)—(১৮৮৮—১৯৩৫)। ইংরাজ সৈনিক ও আবিষ্কারক। ১৯১০-এ তিনি সিরিয়ায় গমন করেন। এই-খানে তিনি আরবদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি ১৯১৪-এ যুদ্ধ-বিভাগের অধীনে ভৌগোলিকের কার্য্য করেন এবং ১৯১৫-এ তিনি আরবে প্রেরিত হন। তাঁহারই বুদ্ধি-চাতুর্য্যে আরবে তুরস্কের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। 'Revolt in the Desert' তাঁহার একখানি বিখ্যাত পুস্তক। তিনি 'লরেন্স অব আরেবিয়া' রূপে প্রসিদ্ধ।

লরেন্স, ডেভিড্ হারবার্ট (Lawrence, David Herbert)—(১৮৮৫—১৯৩০)। আধুনিক শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। কয়লার খনির এক শ্রমিকের ঘরে জন্ম। নিজের চেষ্টায় তাঁহাকে লেখা-পড়া করিতে হয়। সতেরো হইতে একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খনির শ্রমিকদের একটি প্রাথমিক পাঠশালায় শিক্ষকতা করেন। পরের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। তারপর ক্রয়ডনে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। জীবনে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি অনেক লিখিয়াছেন। 'The White Peacock' তাঁহার প্রথম রচনা। 'Sons and Loves', 'Lady Chatterley's Love', 'The Escaped Cock', ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী, হাস্যরসিক ও লেখক। তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। হাস্যরসাত্মক রচনায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা দৃষ্ট হইত। বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। 'ফোয়ারা', 'পাগলা ঝোরা', 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা', 'বানানসমস্যা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি শিশুদের উপযোগী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন।

ললিতা—১। শ্রীরাধার প্রধান অষ্টসখীর একজন (ব্রহ্মবৈ)। ২। যিনিই ললিতা তিনিই দুর্গা ও রাধিকা (পদ্ম)।

ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়—(৭২৩—৭৬০)। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ রাজা। হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে দুর্লভবর্দ্ধন নামে একজন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। ললিতাদিত্য তাঁহারই পৌত্র। তিনি তিব্বতীয় এবং অন্যান্য অনেক জাতিকে পরাস্ত করেন। তিনি মালব, বঙ্গ, কামরূপ এবং কলিঙ্গও জয় করেন। তিনি কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মাকে পরাস্ত ও নিহত করেন।

লাইকারগাস (Lycurgus)—(জীবৎ-কাল ৮৪৪ খৃঃ পূঃ)। স্পার্টার বিখ্যাত আইন-প্রণেতা। তিনি কতকগুলি বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এই বিধি-অনুযায়ী প্রত্যেক স্পার্টান স্ত্রী ও পুরুষ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষালাভ করিত।

লাইখার্ডট (Leichardt, Friedrich Wilhelm Ludwig)—(১৮১৩—১৮৪৮?)। জার্ম্মান আবিষ্কারক। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্স্‌ল্যাণ্ড-নামক স্থানের সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। ১৮৪৮-এর পর হইতে তাঁহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুকাল বা স্থান অজ্ঞাত।

লাই, ট্রাইগভি (Lie, Trygve)—(জন্ম ১৮৯৬)। বিখ্যাত রাজনীতিক ও রাষ্ট্রসংঘের (U. N. O.) সেক্রেটারি-জেনারেল। জন্ম নরওয়ের অসলো সহরে। পিতা ছুতার ছিলেন এবং মাতা বোর্ডিং হাউস চালাইতেন। তিনি নরওয়ের জাতীয় শ্রমিকদলের সভ্য ছিলেন। তিনি অসলো বিদ্যালয় হইতে বি. এ. উপাধি লইবার পরেই ঐ দলের সেক্রেটারী হন এবং ৩১ বৎসরে পার্লামেণ্টের (নরওয়ের) সভ্য হন। ১৯৩৫-এ তিনি বিচার-মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। ১৯৫০-এ তিনি দ্বিতীয়বার উনো সেক্রেটারি-জেনারেল পদে নির্ব্বাচিত হন।

লাইব্‌নিৎস, গোট্‌ফ্রিড উইলহেল্ম (Leibniz, Gottfried Wilhelm)—(১৬৪৬—১৭১৬)। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক। নিউটনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও Infinitesimal Calculus আবিষ্কার করেন। তিনি বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়া সুবিখ্যাত

হন। ত্রিশ বৎসর ব্যাপী ইউরোপীয় যুদ্ধের পরবর্তী জার্মানী দেশে যে নূতন সংস্কৃতির যুগ আসে, তিনি তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন।

লাও-ৎসি (Lao-tzse)—(৬ষ্ঠ শতক খৃঃ পূঃ)। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক দার্শনিক ও ধর্ম-সংস্কারক। তাও-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকরূপে তিনি জগদ্‌বিখ্যাত। তিনি কন্‌ফিউসিয়াসের সমসাময়িক ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার ধর্ম্মমত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

লাগেরলফ, সেল্‌মা (Lagerloff, Selma)—(২০শে নভেম্বর, ১৮৫৮—১৬ই মার্চ, ১৯৪০)। সুইডেননিবাসিনী প্রসিদ্ধ উপন্যাস রচয়িত্রী। জন্মস্থান সুইডেন। তিনি ১৯০৯-এ সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন। 'Gosta Berling's Saga', 'Tale of a Manor' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা।

লাজপৎ রায়, লালা—(১৮৫৬—১৯২৮)। পঞ্জাবের ব্যবহারাজীব ও সুপ্রসিদ্ধ দেশসেবক। পঞ্জাবের জাগরাঁও গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা মুন্সী রাধাকিষণ। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য এবং ষড়্‌যন্ত্রের সন্দেহে তিনি ১৯০৮-এ মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত হন, কিন্তু সেই বৎসরেই মুক্তিলাভ করেন। তিনি বহুবিধ দেশহিতকর কার্য্য করেন। তিনি কয়েক বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া ১৯১৯-এর শেষে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং দেশের কার্য্যে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৯-এ কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯২১ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯২৮-এ সাইমন কমিশন বর্জ্জনের তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি আর্য্যসমাজের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তক আছে। তাহার মধ্যে মিস্ মেয়োর লিখিত 'Mother India' পুস্তকের উত্তর 'The Unhappy India' পুস্তকখানি বিখ্যাত। সাইমন কমিশন বর্জ্জন প্রসঙ্গে তিনি পুলিসের লাঠিতে আহত হন এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লাপ্লেস্ (Laplace, Marquis de)—(১৭৪৯—১৮২৭)। ফরাসী গণিতজ্ঞ। জ্যোতিঃশাস্ত্রেও তাঁহার কিছু গবেষণা ছিল।

লা ফন্টেন (La Fontaine, Jean de)—(১৬২১—১৬৯৫)। ফরাসী কবি ও গল্পলেখক। ফরাসী কথাসাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়। তাঁহার রচিত 'Fabliaux' ও 'Contes' সুপ্রসিদ্ধ।

লাফায়েৎ (Lafayette, Marquis de)—(১৭৫৭—১৮৩৪)। ফরাসী রাজনীতিবিদ্ ও বিশিষ্ট সেনানায়ক। তিনি আমেরিকান বিদ্রোহের সময় ওয়াশিংটনকে সাহায্য করেন। স্বদেশেও রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে তিনি বহুবিধ কার্য্য করেন। তিনি নেপোলিয়নের অধীনেও যুদ্ধ করেন এবং পরিশেষে ১৮৩০-এর বিপ্লবের সময়েও ন্যাশনাল গার্ডের পরিচালনা করিয়াছিলেন।

লাভাল, পিয়ারে (Laval, Pierre)—জন্ম ১৮৮১। ফরাসী রাজনীতিবিদ্। তিনি সমাজতন্ত্রবাদী। ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত তিনি ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ও ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত পররাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৫-এ আবিসিনিয়ার সম্পর্কে তিনি ইটালীর পক্ষপাতী ছিলেন।

লালচাঁদ—(?—১৮৫২)। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এক হিন্দু কবি। তিনি পারস্য ভাষায় একখানি 'দিবান্' রচনা করেন।

লালচাঁদ বড়াল—(১৮৭৫—১৯০৭)। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। জন্মস্থান কলিকাতা। পিতা প্রেমচাঁদ বড়ালের পুত্র নবীনচাঁদ বড়াল। সেণ্ট জেভিয়াস' কলেজের সান্ধ্য সম্মিলনীতে তিনি প্রথমে পিয়ানো শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল তিনি মুরারি গুপ্তের নিকট মৃদঙ্গবাদন অভ্যাস করেন। তিনি জলতরঙ্গও বাজাইতে পারিতেন। পরে তিনি বিশ্বনাথ রাও, জগৎকরণ মিশ্র ও কাশীনাথ মিশ্রের নিকট ধ্রুপদ এবং নান্দে খাঁ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকট খেয়াল গান শিক্ষা করেন। ১৮৯৫-এ তিনি কাস্টম হাউসের কোষাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন।

লালবিহারী দে, রেভারেণ্ড—(১৮২৬—১৮৯৪)। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি হুগলী কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ১৮৫৫—১৮৫৭ পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন। তাঁহার রচিত দুইখানি পুস্তক 'Bengal Peasant Life' বা 'Govinda Samanta' এবং 'Folk Tales of Bengal' তাঁহার ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়।

লালবিহারী সাহা—(১৮৬২—১৮৯২)। বাংলা 'ব্রেলের' প্রবর্ত্তক। মিশনারীদের স্কুলে পড়িয়া বি. এ. পাশ করেন। পাদরী জীবনে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ। কিছুদিন তিনি শিক্ষকতাও করেন। বেহালা অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে বিখ্যাত। তিনি অন্ধদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে অন্ধ হইয়া যান বলিয়া খ্যাতি আছে।

লালমোহন ঘোষ—(?—১৯০৯)। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এবং শক্তিশালী বক্তা বলিয়া তিনি সুপরিচিত। ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে ভারতের দাবী ইংলণ্ডের সম্মুখে তিনি নির্ভীকভাবে উপস্থিত করেন।

লালমোহন বিদ্যানিধি—(১৮৩৬—১৯১৬)। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। নদীয়া জেলার শান্তিপুরে তাঁহার জন্ম। 'সম্বন্ধ-নির্ণয়'-নামক গ্রন্থ তিনিই সংগ্রহ করেন।

লালাবাবু—কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (তাহা দ্রঃ)।

লালি, টমাস আর্থার (Lally, Thomas Arthur)—(১৭০২—১৭৬৬)। ফরাসী সেনাপতি। তিনি ১৭৫৮-এ ভারতে আসেন ও ইংরাজদের সহিত কিছুকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। ১৭৬৬-এ তিনি বহু নির্য্যাতন ভোগ করিয়া বিচারে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সাব্যস্ত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

লালু নন্দলাল—(১৮শ শতক)। এক কবিওয়ালা। জন্মস্থান কাহারও মতে চুঁচুড়া আবার কাহারও মতে বীরভূম। তিনি গোঁজলা গুঁইয়ের সঙ্গীত-শিষ্য ছিলেন। 'সখী-সংবাদ', 'কৃষ্ণকালী', 'আগমনী' ইত্যাদি তাঁহারই রচিত গান। তাঁহার রচিত অনেক লহর ও খেউড় গানও আছে। অনেকে বলেন, লালু নন্দলাল দুইজন কবির যুক্ত ভণিতা, লালচাঁদ ও নন্দলাল দুই ভাই ছিলেন।

লাসেন, ক্রিশ্চিয়ান (Lassen, Christian)—(১৮০০—১৮৭৬)। নরওয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত। সংস্কৃতে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি বহু বৎসর বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। তিনি কয়েকখানি পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত পুস্তকের সংস্করণ বাহির করেন। তিনি 'হিতোপদেশ', 'সাংখ্যদর্শন', 'গীতগোবিন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থেরও সংস্করণ বাহির করেন। তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া মহাভারতের আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-মূলক অধ্যয়নের প্রবর্ত্তন করেন।

লিউনা (Luna)—চন্দ্রের দেবী (গ্রীক পুঃ)।

লিওনার্দো দ্য ভিন্সি (Leonardo da Vinci)—(১৪৫২—১৫১৯)। ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর। তিনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলিয়া বর্ণিত। তাঁহার প্রতিভা ও নৈপুণ্য অসামান্য ছিল। যীশু খৃষ্টের 'শেষ ভোজ' (Last Supper) চিত্র তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁহার 'The Virgin of the Rocks', 'Mona Lisa' সুপ্রসিদ্ধ চিত্র।

লিওনিডাস (Leonidas)—(?—৪৮০ খৃঃ পূঃ)। স্পার্টার রাজা। থারমোপিলি গিরিবর্ত্মে পারস্যের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া প্রসিদ্ধ হন। তিনি নিজের কোনও অনুচরের বিশ্বাস-ঘাতকতায় সসৈন্যে নিহত হন।

লিওপোল্ড, ১ম (Leopold I)—(১৬৪০—১৭০৫)। **১**। রোমের ধার্ম্মিক সম্রাট্। তিনি ৩য় ফার্ডিনাণ্ডের পুত্র। তাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ কাল চতুর্দ্দশ লুইয়ের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহেই অতিবাহিত হয়। ইহা ভিন্ন হাঙ্গেরী এবং বোহিমিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ প্রশমন করিতেও তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। পুত্রের অনুকূলে স্পেনের সিংহাসন লাভ করিবার জন্য তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। **২**। (১৭৯০—১৮৬৫)। বেলজিয়ামের রাজা। তিনি নেপোলিয়নের সহিত সংগ্রাম করেন। তাঁহার যত্নে বেলজিয়ামের সমৃদ্ধি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয় এবং সকল দিকেই রাজ্যের উন্নতি লক্ষিত হয়।

লিঙ্কন, এব্রাহাম—'এব্রাহাম লিঙ্কন' দ্রঃ।

লিটন, এড্‌ওয়ার্ড বুল্‌ওয়ার, লর্ড (Lytton, Edward Bulwer, Lord)—(১৮০৩—১৮৭৩)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক। সাত বৎসর বয়স হইতে তিনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বহুবিধ রচনার মধ্যে কয়েকখানি উপন্যাস অতি মনোরম। কয়েকখানি নাটকও তিনি রচনা করেন, সেগুলির প্রচুর সমাদর হইয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে 'Eugene Aram', 'The Last Days of Pompeii' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর-জেনারেল আর্ল অব লিটন তাঁহার পুত্র।

লিটন, এড্‌ওয়ার্ড রবার্ট, লর্ড (Lytton, Edward Robert, Lord)—(১৮৩১—১৮৯১)। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়। তিনি ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত ভারতের বড়লাট ছিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত-রাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ ও দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ। তিনি আইন করিয়া দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা বিনষ্ট করেন। বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখাও তিনি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করেন।

লিটন, লর্ড (Lytton, Lord)—(১৮৭৭—?)। বঙ্গের শাসনকর্তা। পিতা ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড লিটন। তিনি ১৯২২ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি একজন রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ্। তাঁহার সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হয়।

লিট্‌ভিনোফ, ম্যাক্সিম—(Litvinoff, Maxim)—(১৮৭৬—১৯৫১)। রুশিয়ার নির্ভীক রাজনীতিবিদ্ ও রাষ্ট্রদূত। তিনি ইউরোপের মহাসমরে খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং পরে রুশিয়ার বলশেভিক গভর্ণমেন্টের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ান। কূটনৈতিক হিসাবে তাঁহার নাম বিখ্যাত ছিল। তিনি কিছুকাল রুশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন। পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রুশ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি রুশিয়ার স্বরাষ্ট্র-সচিব হইয়াছিলেন।

লিডা (Leda)—স্পার্টার রাজা টিন্‌ডেরাসের মহিষী। তিনি দেবরাজ জুপিটারের প্রণয়িনী ছিলেন। জুপিটারের ঔরসে তাঁহার হেলেন (Helen) নামে কন্যা এবং ক্যাষ্টর ও পোলাক্স (Castor and Pollux) নামে পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করে (গ্রীক পুঃ)।

লিণ্ডবার্গ, কর্ণেল চাল্‌স্ অগাস্টাস (Lindbergh, Colonel Charles Augustus)—(১৯০২—?)। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকাবাসী বৈমানিক। তিনি ১৯২৭-এ বিমানযোগে ৩৩½ ঘণ্টায় নিউইয়র্ক হইতে প্যারিসে গমন করিয়া বিখ্যাত হন। ১৯৩২-এ তাঁহার শিশুপুত্র অপহৃত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

লিনিয়াস, কার্ল ফোন (Linnaeus, Carl von)—(১৭০৭—১৭৭৮)। সুইডেনের বিখ্যাত ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক। বর্ত্তমানে প্রচলিত উদ্ভিদ্‌বিদ্যার তিনিই প্রবর্ত্তক। জাতি (Genera) ও শ্রেণী (Species) বর্ণনা করিবার পদ্ধতি তাঁহার দ্বারাই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। 'Systema Naturœ' তাঁহার লিখিত সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক।

লিন্‌লিথগো, মার্কোয়েস অব (Linlithgow, Marquess of)—(১৮৮৭—১৯৫২)। তিনি ১৯৩৬-এ ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল হন। তিনি ১৯২২ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত 'Civil Lord of the Admiralty' ছিলেন। ১৯৩৫-এ তিনি প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন। তৎপূর্ব্বে তিনি ভারতীয় কৃষি কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের পদ তিনি ১৯৪৩-এ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

লিবিগ, জুস্‌টুস ব্যারোন ফোন (Liebig, Justus Baron von)—(১৮০৩—১৮৭৩)। জার্ম্মাণ রসায়নশাস্ত্রবিদ্। তিনি রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ঐ শাস্ত্রে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। একপ্রকার মাংসের নির্য্যাস তাঁহার একটি বিশেষ আবিষ্কার।

লিভি (Livy)—(খৃঃ পূঃ ৫৯—১৭ অব্দ)। রোমক ঐতিহাসিক। তাঁহার লিখিত 'History of Rome' ১৪২টি খণ্ডে সমাপ্ত। তাঁহার ভাষা অতি সরল।

লিভিংস্টোন, ডেভিড (Livingstone, David)—(১৮১৩—১৮৭৩)। প্রসিদ্ধ স্কটিশ ধর্ম্মযাজক, আবিষ্কারক ও পর্য্যটক। আফ্রিকায় তাঁহার বহু আবিষ্কার ভৌগোলিক গবেষণাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তিনি ১৮৪০-এ 'লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী'র উদ্যোগে দক্ষিণ আফ্রিকার বেচুয়ানাল্যাণ্ডে গমন করেন এবং ১৮৪৯-এ আফ্রিকার দুর্গম স্থানে পরিভ্রমণ আরম্ভ করেন। তিনি ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত এবং নিয়াসা ও অন্যান্য হ্রদ আবিষ্কার করেন। নীলনদের উৎসের সন্ধানে যাত্রাই তাঁহার শেষ পরিভ্রমণ। ১৮৭১-এ ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের নিকটে স্যর হেন্‌রী মর্টন স্ট্যানলী তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

লিয়াকৎ আলী খাঁ—(১৮৯৫—১৯৫১)। পাকিস্থানের রাজনৈতিক। তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অক্সফোর্ড হইতে আইনের উপাধি লইয়া ভারতে ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য আসেন। তিনি ১৯২৩-এ মুসলীম লীগে যোগদান করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের প্রথম ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আততায়ী কর্ত্তৃক গুলিবিদ্ধ হইয়া মারা যান।

লিস্টার, জোসেফ (Leister, Joseph)—(১৮২৭—১৯১২)। বিখ্যাত ইংরাজ সার্জ্জন ও বৈজ্ঞানিক। তিনি বিষ প্রতিষেধক প্রণালীর (antiseptic system) উদ্ভাবন করিয়া চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

লি হুং চ্যাং (Li Hung Chang)—(১৮২৩—১৯০১)। প্রসিদ্ধ চৈনিক রাজনীতিবিশারদ। তিনি বিশেষ পণ্ডিত ও কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা হইতে তিনি চীনের প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি চীনের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন।

লীলাবতী—বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের পত্নীর নাম লীলাবতী। তিনি 'লীলাবতী' নামে একখানি বীজগণিত প্রণয়ন করেন। ভাস্করাচার্য্যও 'লীলাবতী' নামে একখানি অঙ্কশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

লীলা রাও, মিস—(জন্ম ১৯১১)। বিখ্যাত ভারতীয় মহিলা টেনিস খেলোয়াড়। তিনি জাতিতে মারাঠী। ১৯৩১-এ অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি জয়ী হন। প্যারিস ও ইংলণ্ডে খেলিয়াও তিনি বিশেষ নাম করেন।

লী, সিড্‌নী (Lee, Sir Sidney)—(১৮৫৯—১৯২৬)। শেক্‌স্‌পীয়রের বিখ্যাত সমালোচক। 'Dictionary of National Biography'-র তিনি ও লেজ্‌লী স্টিফেন যুগ্ম সম্পাদক। ১৯১২-এ এই পুস্তকের যে

পরিশিষ্ট বাহির হয় তাহাতে সপ্তম এডওয়ার্ডের নামে তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ ইংলণ্ডে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

লুই, ৯ম (Louis IX)—(১২১৪—১২৭০)। ফ্রান্সের রাজা। ইংলণ্ডের রাজা ৩য় হেনরীর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১২৪৮—১২৫৪ পর্য্যন্ত তিনি ক্রুসেড যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের আইন সংস্কার করেন এবং বিচার-বিভাগেরও যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন।

লুই, ১৩শ (Louis XIII)—(১৬০১—১৬৪৩)। ফ্রান্সের রাজা, ৪র্থ হেনরীর পুত্র। তাঁহার মন্ত্রী রিস্লুই প্রধানতঃ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রিস্লুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং হিউগেনট্‌দিগের বিদ্রোহ তাঁহার রাজত্বকালকে বিশেষভাবে অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

লুই, ১৪শ (Louis XIV)—(১৬৩৮—১৭১৫)। ফ্রান্সের রাজা, ত্রয়োদশ লুই-এর পুত্র। তিনি সুদীর্ঘ ৭২ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়ে রাজনীতি, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, সুরুচি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েরই যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রাজত্বের প্রথমভাগে তিনি ফ্রান্সের সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং ভার্সাই ও অন্যান্য অনেক মনোহর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন।

লুই, ১৬শ (Louis XVI)—(১৭৫৪—১৭৯৩)। ফ্রান্সের রাজা। তিনি ১৫শ লুইয়ের পৌত্র। তাঁহার সময় হইতে রাজ্যের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে এবং ১৭৮৯ হইতে বিপ্লব আরম্ভ হয়। ১৭৯১-এ তিনি প্যারিস হইতে পলায়ন করেন কিন্তু কিছুদিন পরে ধৃত হইয়া পুনরায় তথায় আনীত হন। অতঃপর রাজপদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং গিলোটিন অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

লুইপাদ—(১০ম—১১শ শতক)। বাঙ্গালী কবি-পণ্ডিত। তিনি সিদ্ধাচার্য্যদিগের আদিগুরু ছিলেন। তাঁহার রচিত চর্য্যানীতি 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে' আছে।

লুই ব্রেল (Louis Braille)—(১৮০৯—১৮৫২)। ফরাসী শিক্ষাবিদ্ মহিলা। তিনি অন্ধদের শিক্ষাদান করিতেন। তিনি তিন বৎসর বয়সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। অন্ধদের শিক্ষার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালী জগদ্বিখ্যাত।

লুইস্, সিন্‌ক্লেয়ার (Lewis, Sinclair) —(জন্ম ১৮৮৫)। আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তাঁহাকে ১৯৩১-এ সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি 'Babbitt', 'Main Street', 'Dodswarth', 'Mantrap', 'Our Mr. Wrenn', 'The Trail of the Hawk' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

লুক্রিসিয়া (Lucretia)—রোমের সম্ভ্রান্ত মহিলা। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি লুসিয়াস টারকুইনাসের পত্নী ছিলেন। তাঁহার সচ্চরিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল। তদানীন্তন রোম সম্রাট সেকসাস টার্কুইনাস তাঁহাকে নির্য্যাতন করার ফলে রাজ্যচ্যুত হন এবং তখন রোমে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহার কাহিনী মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রের 'Rape of Lucretia'-নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

লুক্রিসিয়াস (Lucretius)—(? খৃঃ পূঃ ৯৮—৫৫ অব্দ)। রোমক কবি। তিনি একাধারে কবি ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁহার অনেক রচনাই গভীর বৈজ্ঞানিক-গবেষণামূলক। রসায়নশাস্ত্রে ও পদার্থবিদ্যায় তাঁহার দান অসামান্য।

লুথার, মার্টিন (Luther, Martin) —(১৪৮৩—১৫৪৬)। জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক। খৃষ্টধর্ম্মে বহুবিধ আবিলতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিলে তিনি তাহার সংস্কারের জন্য বীরের মত তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি এক নূতন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করেন, তাহার নাম প্রোটেস্টান্ট মত। এইজন্য তাঁহাকে প্রথমতঃ বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। তাঁহার মতবাদ উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং পরে ঐ যুদ্ধ সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার ধর্ম্মমত বহুস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

লেওড্যামাইয়া (Laodamia)—প্রোটেসিলাউসের পত্নী। তাঁহার প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া দেবগণ তাঁহার মৃত স্বামীকে তিন ঘণ্টার জন্য পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন। পরে তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান (গ্রীক পুঃ)।

লেওমেডন (Laomedon)—ট্রয়-যুদ্ধের প্রসিদ্ধ ট্রয়রাজ প্রায়ামের পিতা। নেপচুনদেব তাঁহার জন্য ট্রয়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে পুরস্কার না দেওয়ায় তিনি তাঁহাকে শাস্তি দেন। বারান্তরে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ফলে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিসের হস্তে নিহত হন (গ্রীক পুঃ)।

লেক, লর্ড (Lake, Lord)—দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে তিনি একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৮০৫-এ ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন।

লেনিন, ভ্লাডিমির ইলিইচ উল্-ইয়ানোভ (Lenin, Vladimir Ilyich Ulianoff)—(১০ই এপ্রিল, ১৮৭০—২১শে জানুয়ারী, ১৯২৪)। রুশ রাষ্ট্রনায়ক। সোভিয়েৎ-রাষ্ট্রের জনক। তিনি সিম্‌বিরস্ক নামে গ্রামে এক সম্ভ্রান্তের ঘরে জন্মলাভ করেন। তিনি সিম্‌বিরস্ক জিম্‌ন্যাসিয়াম বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়েই কার্ল মার্ক্‌স্-এর ভাবশিষ্য হন। তিনি ভাল ছাত্রই ছিলেন কিন্তু ১৮৮৭-এ তাঁহার ভ্রাতা বৈপ্লবিক কারণে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের এক বিক্ষোভ-আন্দোলনে যোগদান করার জন্য তিনি নির্ব্বাসিত হন (১৮৮৭) ও দেশে ফিরিতে আদেশ পাইলে তিনি সেন্ট্ পিটার্সবার্গে কয়েক বৎসর আইন-ব্যবসায় করেন। বৈপ্লবিক কাজে ও পত্রিকা সম্পাদনে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য কারাভোগ (১৮৯৫) করিতে হয় এবং তিন বৎসরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। এই নির্ব্বাসনকালেই তিনি নাদেজদা নামে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। মুক্তিপ্রাপ্তির পর তিনি মিউনিকে ফিরিয়া আসেন এবং 'ইস্ক্রা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন (১৯০১)। ১৯০২-এ ট্রট্‌স্কির সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৯০৩-এ তিনি জেনেভায় যান এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসর তিনি আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান করিয়া চূড়ান্ত বিপ্লবী বলিয়া খ্যাত হন। ১৯০৩-এ লণ্ডনের কংগ্রেসে তিনি বলশেভিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৫-এ জাপানের নিকটে রাশিয়ার পরাজয় ঘটিলে তিনি পিটার্সবার্গে ফিরিয়া আসেন এবং 'New Life' নামে সমাজতন্ত্রী পত্র প্রথম প্রকাশ্যে প্রকাশ করেন। তাঁহাকে আবার নির্ব্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়। পরে বার বৎসরকাল সুইজারল্যাণ্ডে থাকেন। ১৯১৭-এ তিনি রাশিয়ায় আগমন করেন। পরে উদারনীতিকদলের পতনের পর তিনি সুযোগ বুঝিয়া স্বীয় মত দৃঢ়তার সহিত সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন এবং কেরেনস্কি মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটান। এই সময় অবশ্য তাঁহাকে ফিন্‌ল্যাণ্ডে পলাইয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার মতবাদের ফলে স্থলসৈন্য ও নৌসৈন্য বিদ্রোহী হয় এবং তিনি ফিরিয়া আসিয়া জনগণের প্রতিনিধি লইয়া নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করেন (১৯১৭, ৮ই নভেম্বর)। এই সময় ১ম বিশ্বযুদ্ধের জন্য রাশিয়ার অবস্থা শোচনীয় ছিল। তাহার চারিদিকে শত্রু। কিন্তু তিনি লালসৈন্যের সাহায্যে তাহা হইতে উদ্ধার পান। ১৯২১

হইতে তিনি গঠনমূলক কাজে হাত দেন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার পক্ষাঘাত ধরে ও তাহাতেই তিনি মারা যান। আরকে রক্ষিত তাঁহার দেহ মস্কোর রেড স্কোয়ারে সমাধি-মন্দিরে রাখা হয়।

লেভারিয়ার, আরবেন (Leverrier, Urbain)—(১৮১১—১৮৭৭)। ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্। জন কাউচ আডম্‌স্-এর সহিত মিলিত হইয়া তিনি নেপচুন নামক গ্রহের আবিষ্কার করেন।

লেয়াণ্ডার (Leander)—গ্রীক যুবক। তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে সমুদ্র সন্তরণ করিয়া স্বীয় প্রেমিকা হেরোর নিকট গমনাগমন করিতেন। একদিন হেরোর প্রদর্শিত আলোক নির্ব্বাপিত হওয়ায় তিনি পথভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। হেরোও এই সংবাদে সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন (গ্রীক পুঃ)।

লেষ্টার, আর্ল অব (Leicester, Earl of)—(? ১৫৩১—১৫৮৮)। রাণী এলিজাবেথের সভাসদ্। তিনি রাণীর প্রিয়-পাত্র ছিলেন। ১৫৮৫-এ তিনি সৈন্যসহ নেদারল্যাণ্ডস (Netherlands)-এ প্রেরিত হন এবং ১৫৮৮-এ স্পেনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি টিলবেরি (Tilbury) নামক স্থানে সংগৃহীত সৈন্যদিগের অধিনায়কত্ব করেন। 'কেনিলওয়ার্থ' নামক স্কটের উপন্যাসের তিনি একজন প্রধান চরিত্র।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী—(১৭৩০—১৮৯০)। চব্বিশ পরগণার চৌরাশী-কলা গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি কমলাদেবীর গর্ভে, রামনারায়ণ ঘোষালের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। বহুদেশ পর্য্যটনের পর তিনি ঢাকা জেলায় বারদী নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। তদবধি তিনি 'বারদীর ব্রহ্মচারী' বলিয়া পরিচিত। তিনি ভগবান-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। অতিমানব সাধু বলিয়া তিনি সাধারণে পরিচিত ছিলেন। ১৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লোকমান হাকিম—ধর্ম্মশীল ব্যক্তি। ইহুদীদিগের রাজা ডেভিডের তিনি সমসাময়িক। তিনি যীশু খৃষ্টের এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার বিবরণ কোরাণে লিখিত আছে। তিনি একজন ঈশ্বরপরায়ণ লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

লোচনদাস (ত্রিলোচন দাস)—(১৫২৩—১৫৮৯)। বৈষ্ণব সাধক কবি। বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের অন্তর্গত কোগ্রামের বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম। পিতা কমলাকর ঠাকুর। নরহরি দাসের তিনি মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার কৃত 'চৈতন্য-মঙ্গল' গ্রন্থ (১৫৩৭) সুপ্রসিদ্ধ। তিনি অন্যান্য গ্রন্থ ও বহু পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভণিতায় তিনি 'লোচনদাস' নাম ব্যবহার করিতেন। তিনি বাংলা কথ্য ভাষায় সাহিত্য-রচনার এবং মাত্রা-বৃত্ত ছন্দের প্রবর্ত্তক।

লোতি, পীয়ারে (Loti, Pierre)—(১৮৫০—১৯২৩)। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক। তাঁহার বহু উপন্যাস ইংরাজী এবং অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার 'Le Marriage de Loti', 'La Galilee' প্রভৃতি পুস্তক প্রসিদ্ধ।

লোপা (লোপামুদ্রা)—মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী। কথিত আছে, অগস্ত্য পত্নীকামনায় এই অসামান্যা সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া যথাকালে তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার অনুরোধে অগস্ত্য দৈত্যরাজ ইল্বলের প্রভূত ধনরাশি আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন (ভারত)।

লোমপাদ—অঙ্গদেশের নৃপতি। তিনি অযোধ্যাপতি দশরথের মিত্র ছিলেন। দশরথ স্বীয় কন্যা শান্তাদেবীকে দত্তক কন্যা স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা যজ্ঞ করাইলে রাজ্যে বৃষ্টির অভাব দূরীভূত হয়। পরে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার বিবাহ দেন (রাম)।

লোমশ—মুনিবিশেষ। যুধিষ্ঠির বনবাসকালে এই মুনির নিকটে সকল তীর্থের কথা শুনিয়াছিলেন (ভারত)।

লোমহর্ষণ—১। মুনিবিশেষ। ব্যাসদেবের শিষ্য সূতের পুত্র। তিনি ব্যাসদেবের প্রণীত সমস্ত পুরাণ লোকশিক্ষার জন্য সর্ব্বত্র শুনাইতেন। তাঁহার পুত্র পুরাণবক্তা 'সূত' বা লোমহর্ষণ বলিয়া পরিচিত (বিষ্ণু)। ২। লোমহর্ষণকে বলরাম নিহত করেন (কল্কি)।

ল্যাং, এনড্রু (Lang, Andrew)—(১৮৪৪—১৯১২)। সুপ্রসিদ্ধ স্কটিশ লেখক। তাঁহার কয়েকখানি সুন্দর কবিতাপুস্তকও আছে। তিনি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক-গণের অন্যতম। 'Grass of Parnassus', 'History of Scotland', 'A Monk of Fife', 'Letters to Dead', 'Books and Bookmen' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক। তিনি এনড্রুল্যাং রূপে সমধিক পরিচিত।

ল্যাংল্যাণ্ড, উইলিয়াম (Langland, William)—(? ১৩৩০—১৪০০)। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি। তাঁহার 'Visions of Piers Plowman' নামক কবিতা সুপ্রসিদ্ধ।

ল্যাটোনা (Latona)—গ্রীক দেবরাজ জুপিটারের প্রণয়িনী। তিনি দেবরাজপত্নী জুনোর ভয়ে পর্ব্বতে লুকাইয়া থাকেন। তথায় তাঁহার গর্ভে অ্যাপলোদেব ও ডায়েনা-দেবীর জন্ম হয় (গ্রীক পুঃ)।

ল্যাণ্ডর, ওয়াল্টার স্যাভেজ—(Landor, Walter Savage)—(১৭৭৫—১৮৬৪)। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত লেখক ও প্রতিভাশালী কবি। তাঁহার বহু রচনা-মধ্যে 'Imaginary Conversations' অতি প্রসিদ্ধ।

ল্যান্সডাউন, মার্কোয়েস অব (Lansdowne, Marquess of)—(১৮৪৫—১৯১০)। তিনি ১৮৮৮ হইতে ১৮৯১ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি কানাডার গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি কিছুদিনের জন্য সমরবিভাগের সহকারী সচিব ছিলেন। মণিপুরের যুদ্ধ এবং সহবাস-সম্মতি-আইন তাঁহার ভারত-শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ল্যাভইজিয়ে, অ্যাণ্টয়নে লরেণ্ট (Lavoisier, Antoine Laurent)—(১৭৪৩—১৭৯৪)। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক। প্যারিসে তাঁহার জন্ম হয়। দহনক্রিয়া যে রাসায়নিক ব্যাপার ইহা তিনিই প্রথম প্রমাণিত করেন। তাঁহাকে বর্ত্তমান রসায়ন-শাস্ত্রের জনক বলা হয়।

ল্যাম্ব, চার্ল্‌স্ (Lamb, Charles)—(১৭৭৫—১৮৩৪)। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধলেখক। তিনি গল্পের আকারে মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকাবলীর একটি প্রাঞ্জল সংস্করণ বাহির করেন। এই শেষোক্ত ব্যাপারে তাঁহার ভগিনী মেরী তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। 'Essays of Elia' তাঁহার রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধ-পুস্তক।

শ

শকারি—রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদিগকে দমন করিয়া 'শকারি' উপাধি ধারণ করেন ['দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত' দ্রঃ]।

শকুনি—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক, গান্ধারীর ভ্রাতা। পিতা গান্ধাররাজ সুবল। তিনি স্বীয় ভাগিনেয় দুর্য্যোধনকে সদাই কুযুক্তি দিতেন এবং তাহারই ফলে দুর্য্যোধন কুপথে চালিত হইয়া পরিণামে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন। তিনি পাশাখেলায় অসাধারণ নিপুণ ছিলেন এবং দুর্য্যোধনকে দিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ছলে পরাজিত

করেন। তাঁহার এই আচরণের জন্য অন্যতম পাণ্ডব সহদেব পরে তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করেন (ভারত)।

শকুন্তলা—চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের মহিষী। তিনি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকা-নাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মিয়া মহর্ষি কণ্ব কর্তৃক লালিত হন। পরে তপোবনে মহারাজ দুষ্মন্ত তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া কণ্ব মুনির অনুপস্থিতিতেই তাঁহাকে বিবাহ করেন। পরে তাঁহাকে মুনি রাজভবনে পাঠাইয়া দিলে রাজা তাঁহাকে প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, কিন্তু পরে দৈববাণী শুনিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তাঁহার বিবরণ অবলম্বন করিয়া মহাকবি কালিদাস অমর নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' রচনা করেন। এই শকুন্তলার গর্ভেই মহারাজ ভরতের জন্ম হয়। ভরতবংশীয় রাজগণের বিবরণপূর্ণ বলিয়াই মহাভারতের ঐ নাম হয় (ভারত)।

শক্তি—সূর্য্যবংশের কুলপুরোহিত ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের পুত্র। রাজা কল্মাষপাদের সহিত তাঁহার কলহ হওয়ায় তিনি তাঁহাকে রাক্ষস হইবার নিমিত্ত অভিসম্পাত করেন। রাজাও রাক্ষস হইয়া তাঁহাকেই গ্রাস করেন। তৎকালে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে মহামুনি পরাশর ছিলেন, তিনিই প্রসিদ্ধ মুনি বেদব্যাসের জনক (রাম)।

শঙ্কর—মহাদেবের অপর নাম।

শঙ্করণ নায়ার—(?—১৯৩৪)। মাদ্রাজের দেশহিতৈষী ব্যবহারাজীব। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি কয়েকবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতির কার্য্য করেন। তিনি ১৮৯০-এ মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। তিনি অমরাবতীতে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (১৮৯৭)। ভারতবাসীর দারিদ্র্য ও অন্যান্য দুঃখ-দুর্দ্দশা, বিদেশীয়গণের অন্যায়ভাবে শোষণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া তিনি বহু সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৫-এ তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদে শিক্ষাসচিব হন। তিনি তখন শিক্ষাবিস্তারকল্পে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। পঞ্জাবে ১৯১৯-এ যে হত্যাকাণ্ড ও সামরিক আইন জারী করা হয়, তাহার প্রতিবাদকল্পে তিনি পদত্যাগ করেন।

শঙ্কর দেব—(১৪৪৯—১৫৬৮)। আসামের বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক। আসামের বারভূঞা বংশে বরদোয়া নামক স্থানে জন্ম। প্রথমে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। অতঃপর ১৯ বৎসর বয়স হইতেই ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি কুচবিহারে আসিলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যায় বিরক্ত হইয়া রাজা নরনারায়ণের নিকট নালিশ করেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া শাস্তি দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন। তিনি তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া শিষ্য মাধবদেবকে লইয়া তীর্থপর্য্যটনে বাহির হন। শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি দেশে ফিরেন এবং ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হন। তিনি ২৯ খানি ধর্ম্মপুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে 'কীর্ত্তনঘোষা' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শঙ্করাচার্য্য—(৭৮৮—৮২০)। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি দাক্ষিণাত্যের মালাবার প্রদেশে কালাদি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন (অনেকের মতে ৬৮৬-এ শঙ্করের আবির্ভাবকাল)। পিতা শিবগুরু, মাতা সতীদেবী (অন্য মতে আর্য্যাম্বা)। পঞ্চম বর্ষে তাঁহার উপনয়ন হয়। অষ্টম বর্ষে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি উত্তর ভারতে গমন করেন এবং গোবিন্দপাদের শিষ্য হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি কুমারিলের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও কাশ্মীরে গিয়া মণ্ডন মিশ্রের সহিত তর্কযুদ্ধ করেন। পরে জগন্নাথক্ষেত্র, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া তিনি কৈলাসে গমন করেন। তিনি অপরাজেয় তার্কিক ও তীক্ষ্ণ মেধাবী পণ্ডিত ছিলেন। বেদান্তশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার প্রণীত 'শারীরকভাষ্যম্' গ্রন্থ বেদব্যাসের উত্তর মীমাংসার ভাষ্য। তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'অধ্যাত্ম-প্রকাশ', 'আর্য্যাসপ্তটি', উপনিষদ ও গীতার ভাষ্য, 'ভট্টিকাব্যটীকা', 'মোহমুদ্গর', 'শিবানন্দ-লহরী', 'স্বাত্মপূজা' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ শাঙ্কর গ্রন্থ হিসাবে খ্যাত।

শঙ্খ—১। জনমেজয়ের পুত্র (ভারত)। ২। উগ্রসেনের পুত্র (ভাগ)। ৩। তিনি বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম।

শঙ্খচূড়—এক দৈত্য। সুদামা নামে গোপ শ্রীমতী রাধিকার শাপে দৈত্যবংশে জন্মান ও শঙ্খচূড় নামে খ্যাত হন। তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর নিকট কবচ বর পাইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং তুলসীদেবীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন। দেবগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইলে তুলসীদেবীর পুণ্যবলে ও বিষ্ণুর বরে তাঁহার বিনাশ অসম্ভব হইয়া উঠে। পরে বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশে ঐ কবচ চাহিয়া লন ও শঙ্খচূড়ের রূপ ধরিয়া তুলসীর সতীত্ব নাশ করেন। তখন মহাদেব শূল দ্বারা শঙ্খচূড়কে হত্যা করেন ['তুলসী' দ্রঃ]।

শচী—১। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী। তিনি দানবপতি পুলোমার কন্যা। পুত্রের নাম জয়ন্ত। তিনি সমস্ত বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিয়া তথাকার সর্ব্ববিধ অমঙ্গল প্রতিহত করেন, এইরূপ বর্ণিত আছে (রাম, হরি)। ২। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জননী। তাঁহার পিতার নাম নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। তাঁহাকে শ্রীহট্টের জগন্নাথ মিশ্র বিবাহ করেন এবং প্রসিদ্ধ নিমাই পণ্ডিত বা শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। পরে নিমাইএর সন্ন্যাসে প্রথমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন, এবং শেষ জীবনে পুত্রের মহিমায় অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন।

শ', জর্জ বার্নার্ড (Shaw, George Bernard)—(১৮৫৬—১৯৫২)। বিশ্ববিশ্রুত ব্রিটিশ লেখক ও নাট্যকার। তিনি ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৬ হইতে তিনি লণ্ডনে হার্টফোর্ডশায়ারে বাস করিতেন। প্রথমে তিনি ঔপন্যাসিকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া পরে সাংবাদিক ও সমালোচক হিসাবে বিখ্যাত হন। গ্রন্থ, চিত্র, সঙ্গীত ও নাটকের সমালোচনা তখন তাঁহার একমাত্র কাজ ছিল। ইতিমধ্যে তিনি সমাজতান্ত্রিক দলে প্রবেশ করিয়া উহার অন্যতম নেতা হন এবং 'ফেবিয়ান সোসাইটি'কে তিনি বিখ্যাতি দান করেন। এ সময় তিনি ছোট ছোট পুস্তিকা লিখিতে ও রাস্তায় ও মাঠে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে সুরু করেন। তিনি ইবসেন ও ওয়াগনার-এর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৯২-এ তিনি নাটক লিখিতে সুরু করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। ১৯২৫-এ তিনি 'নোবেল' পুরস্কার পান। তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে 'Widowers' Houses' (১৮৯৩), 'Plays Pleasant and Unpleasant' (১৮৯৮), 'Man and Superman' (১৯০৩), 'The Doctor's Dilemma' (১৯১১), 'Androcles and the Lion' (১৯১৬), 'Heartbreak House' (১৯১৯), 'Back to Methuselah' (১৯২১), 'An Intelligent Woman's Guide to Socialism' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শতদলবাসিনী বিশ্বাস—(১৮৮৩—১৯১১)। এই মহিলাটি ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিয়াও 'বেহুলা', 'বাঙ্গালার ব্রতকথা' প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন।

শতবলী—বানরের দলপতি। সাবর্ণি মেরু পর্ব্বতে তাঁহার বাসস্থান ছিল। রাবণ যখন সীতাহরণ করেন তখন তিনি তাঁহার

অনুসন্ধানে উত্তরদিকে গমন করেন (রাম)।

শতরূপা—ব্রহ্মার কন্যা (ভাগ)।

শতানন্দ—বিদেহরাজ জনক ঋষির কুল-পুরোহিত। তিনি সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে দান করিবার সময় পৌরোহিত্য করেন। তিনি মহর্ষি গৌতম ও অহল্যার পুত্র। গৌতম কর্তৃক মাতৃবধে আদিষ্ট হইয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া যান, কিন্তু পরে দৈববশতঃ সত্য বৃত্তান্ত জানিবার পর পিতার ক্রোধের উপশম হইলে পিতা স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করেন এবং পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন (রাম)।

শতানীক—১। ব্যাসের পুত্র। ২। দ্রৌপদীর গর্ভজাত নকুলের পুত্র (ভারত)।

শত্রুঘ্ন—রামায়ণের কথানায়ক শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি সুমিত্রাগর্ভজাত। তিনি সর্ব্বদাই ভরতের অনুগত ছিলেন এবং রামের বনবাসকালে ভরতের সহিত নন্দী-গ্রামে গিয়া বাস করেন। পরে রামচন্দ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি লবণ নামক অসুরকে বধ করিয়া মুনিগণের তপোবিঘ্ন দূর করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি রাম প্রভৃতির সহিত সরযূতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন (রাম)।

শনি—(Saturn). নবগ্রহের অন্যতম সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে জন্ম। ধ্যানমগ্ন শনি একদা সজ্জিতা স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই বলিয়া তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, তিনি যেদিকেই চাহিবেন, তাহা বিনষ্ট হইবে। এই কারণে শনি গণেশের জন্ম হইলে তাঁহাকে দেখিতে যান নাই। শেষে পার্ব্বতীর অনুরোধে তাঁহাকে দেখেন ও সঙ্গে সঙ্গে গণেশের মুণ্ড ছিন্ন হয় (ব্রহ্মবৈ)। জ্যোতিষ মতে তিনি আড়াই বৎসরে এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করেন। তিনি ধীরে ধীরে গমন করেন বলিয়া তাঁহার নাম শনৈশ্চর।

শবরী—দণ্ডকারণ্যের এক সিদ্ধশ্রমণা। শ্রমণী নামেও তিনি পরিচিত। বনবাসকালে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে তিনি তাঁহাকে আতিথ্যে তৃপ্ত করেন এবং অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন (রাম)।

শমীক—এক শমপরায়ণ ঋষি। একদিন রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার জন্য বনে গমন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার শরে বিদ্ধ মৃগ কোন্ পথে গিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি সমাধিস্থ থাকায় উত্তর দেন না, কিন্তু রাজা কুপিত হইয়া তাঁহার গলদেশে মৃত সর্প ঝুলাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করেন। তিনি ক্রুদ্ধ হন না বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্র পরে পিতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া রাজাকে শাপ দেন যে, এই পাপে সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তিনি ধ্যানভঙ্গের পর পুত্রকে শাপের জন্য তিরস্কার করেন। কিন্তু পরীক্ষিতের সর্পাঘাতেই মৃত্যু হয় (ভারত)।

শম্বর—অসুরবিশেষ। তিনি কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের হস্তে নিজ মৃত্যু জানিয়া জন্মের পরই তাঁহাকে অপহরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু প্রদ্যুম্ন আশ্চর্যরূপে মৎস্যগর্ভে রক্ষা পান এবং পরে আসুরী মায়ায় শিক্ষিত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশ করেন (হরি)।

শম্বুক (শম্বূক)—এক শূদ্র তপস্বী। তিনি ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে রাজ্যে পাপ সঞ্চার হয়, ফলে এক ব্রাহ্মণপুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মহারাজ রামচন্দ্র এই সংবাদ শুনিয়া এই শূদ্রতপস্বীকে নিহত করেন। রামহস্তে নিহত হইয়া তিনি দিব্যগতি প্রাপ্ত হন, এবং ব্রাহ্মণকুমারও বাঁচিয়া উঠে (রাম)।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার—(১৮৩৯—১৮৯৪)। বিখ্যাত সাংবাদিক। ভবানীপুরের মথুরামোহনের পুত্র। তিনি কিছুদিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদনা করেন। তিনি কিছুদিন 'সমাচার হিন্দুস্থান' পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের নাজিমের দেওয়ান, কাশীপুরের রাজার ও রামপুরের নবাবের সেক্রেটারীরূপে কার্য্য করেন। ১৮৭৭-এ তিনি ত্রিপুরার রাজার মন্ত্রী হন। ১৮৮২ হইতে মরণকাল পর্য্যন্ত তিনি 'Reis and Rayyet' পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি 'Indian League'-নামক একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শেষ জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। তিনি উত্তম ইংরাজী ভাষা বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। তাঁহার কয়েকখানি ঐতিহাসিক ইংরাজী গ্রন্থ আছে।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত—(১৮২০—১৮৬৭)। খ্যাতনামা আইনজীবী। ভবানীপুরে (কলিকাতায়) জন্ম। আদি নিবাস কাশ্মীর। তিনি প্রথমে ডিক্রীজারির মোহরের রূপে কার্য্য করেন, কিন্তু সেই অবস্থাতেই তিনি আইনসম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়া প্রচলিত আইনের দোষ দেখান। তাঁহার বুদ্ধি ও প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট ঐ আইন সংশোধিত করেন। পরে তিনি ওকালতী করেন। ১৮৬১-এ তিনি সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের অধ্যাপক হন। পরবৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার নামে ভবানীপুরে একটি রাস্তা ও হাসপাতাল আছে।

শরচ্চন্দ্র দাস, রায় বাহাদুর—(১৮৪৯—১৯১৭)। তিব্বতী ভাষার বিখ্যাত পণ্ডিত ও পর্য্যটক। নিবাস আলমপুর, চট্টগ্রাম। তিনি দার্জ্জিলিঙে ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তৎকালে তিব্বতীয় ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পরে তিনি সিকিম এবং তিব্বতে ভ্রমণ করেন এবং অনেক ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি কলিকাতায় 'Buddhist Text Society' স্থাপন করিয়া বৌদ্ধ-সাহিত্যের আলোচনা করিবার সুযোগ দিয়াছেন। তিনি ১৯০২-এ 'Tibetan English Dictionary' রচনা করেন। তিনি তিব্বতীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন।

শরৎকুমার রায়—(১৮৭৮—১৯৩৫)। সাহিত্য-সেবক। বরিশালের তারপাশা গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা হরকুমার রায়। তিনি 'হিতবাদী', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' ইত্যাদি পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি', 'শিখগুরু ও শিখজাতি', 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' তাঁহার রচিত পুস্তক।

শরৎকুমার লাহিড়ী—(১৮৫৯—১৯১৪)। প্রসিদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ী। S. K. Lahiri নামে খ্যাত। মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর পুত্র। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে মাতৃপ্রদত্ত অতি সামান্য মূলধন লইয়া ব্যবসায় করিয়া ক্রমশঃ ব্যবসায়ে প্রচুর উন্নতি করেন। তিনি 'কটন প্রেস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্রালয়ও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী—(১৫ই জুলাই, ১৮৬১—১১ই এপ্রিল, ১৯২০)। মহিলা সাহিত্যিক। নিবাস প্রথমে কলিকাতার চোরবাগানে, পরে লাহোরে। লাহোরেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার রচিত 'শুভবিবাহ' নামে পুস্তকখানি সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান।

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬—১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮)। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তাঁহাকে কথা-সাহিত্য-সম্রাট্ বলা হয়। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম। পিতা মতিলাল। এখানেই তিনি প্রথম গল্পরচনা করেন। ভাগলপুরে তাঁহার প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার

বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। এফ্. এ. পড়িতে পড়িতে তিনি পাঠ সমাপ্ত করিতে বাধ্য হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে রেঙ্গুনে গমন করেন এবং সেখানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসে একটি কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। এই ব্রহ্মপ্রবাসেই তাঁহার প্রকৃত সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়। অতঃপর রেঙ্গুন ত্যাগ করিয়া বাংলায় ফিরিয়া আসেন। চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে তিনি উপন্যাস রচনা করেন। ঐ সময়ে তাঁহার 'কাশীনাথ' নামক উপন্যাসখানি রচিত হয়। প্রথম মুদ্রিত রচনা 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকের 'মন্দির' গল্প। চৌদ্দ হইতে বাইশ বৎসরের মধ্যে তিনি 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' রচনা করেন। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯০৭) 'বড়দিদি' গল্পের জন্য তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত হন। ইহাই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক (১৯১৩)। তিনি 'যমুনা' নামে পত্রিকাতেও গল্প লিখিতেন। 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দ্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে' তাঁহার ৩৬ বৎসর বয়সে রচিত হয়। অন্যান্য উপন্যাস ছত্রিশ বৎসর বয়সের পরের রচনা। সমাজে যাহারা অবহেলিত, অবজ্ঞাত, তাহাদের কথা, বিশেষ করিয়া বাঙালী রমণীর দুঃখবেদনার কথা, তিনি যেরূপ দরদের সহিত তাঁহার রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ প্রকাশ করেন নাই। নারীর মূল্য নিরূপণ করিতে তিনি 'নারীর মূল্য'-নামে পুস্তকখানি ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। তাঁহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং মর্ম্মস্পর্শী। 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', 'নববিধান', 'শেষ প্রশ্ন', 'পথের দাবী' ইত্যাদি তাঁহার বহু গ্রন্থ আছে।

শরৎ চন্দ্র বসু—(৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯—২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০)। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও স্বদেশসেবক। নিবাস প্রথমে কটক, পরে কলিকাতা। পিতা জানকীনাথ। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্. এ. ও আইন পাশ করিয়া তিনি প্রথমে হাইকোর্টে উকীল হিসাবে ভর্ত্তি হন। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি ১৯১১-এ কটকেই আইন-ব্যবসায় সুরু করেন। ১৯১৮-এ তিনি ব্যারিষ্টারি পাশ দিয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। ব্যারিষ্টার হিসাবে তিনি অত্যন্ত সুনাম অর্জ্জন করেন। তারপর দেশবন্ধু যখন স্বরাজ্য দল গঠন করেন, তখন হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়। তিনি কয়েকবার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি এবং বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির নেতার পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় আইন-সভারও বিরোধী দলের (কংগ্রেসের) নেতা হইয়াছিলেন। তিনি রাজনৈতিক কারণে কয়েকবার কারারুদ্ধ হন।

শরদ্বান—গৌতমের পুত্র। কৃপ ও কৃপী তাঁহার পুত্র-কন্যা (ভারত)।

শরভঙ্গ—এক মুনি। তিনি উগ্রতপা ছিলেন। বনবাসে গমন করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার দেখা পান। রামকে দেখিয়া অতিথি-সৎকারের জন্য তিনি তাঁহাকে নিজ পুণ্যবলে জিত দেবলোক প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। তখন মুনিবর মন্ত্রপূত করিয়া নিজ তনু অনলে আহুতি দেন এবং দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া দিব্যলোকে প্রবেশ করেন (রাম)।

শর্ম্মিষ্ঠা—দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা। তিনি পিতার আদেশে দৈত্যগুরুকন্যা দেবযানীর দাসী হইতে বাধ্য হন। পরে দেবযানী মহারাজ যযাতির সহিত পরিণীতা হইলে তিনিও তাঁহার সহিত যযাতির গৃহে গমন করেন। যযাতি গোপনে তাঁহারও পাণি-গ্রহণ করেন। দেবযানী পরে ইহা জানিতে পারিয়া রোষবশতঃ পিতার নিকট অভিযোগ করেন এবং ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যগুরু যে অভিসম্পাত দেন তাহাতে যযাতি জরা-গ্রস্ত হন। অতঃপর দৈত্যগুরুর প্রসাদে যযাতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুতে জরা সঞ্চারিত করিয়া কিছুকাল রাজ্যভোগ করেন এবং পরে পুরুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন (ভারত)।

শর্য্যাতি—বৈবস্বত মনুর পুত্র, এক রাজা। কথিত আছে, তিনি একদা স্বীয় সৈন্যসহ চ্যবন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, সমাধিস্থ মুনিকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার কন্যা চাপল্যবশতঃ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিদ্ধ করেন, পরে তিনি স্বীয় কন্যা মুনিকে প্রদান করিয়া মুনির ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পান (ভারত)।

শল্য—মদ্রদেশীয় এক রাজা। তিনি পাণ্ডু-রাজের দ্বিতীয় মহিষী মাদ্রীদেবীর ভ্রাতা। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের দলে যোগদানার্থ গমন করেন, কিন্তু পথিমধ্যে দুর্য্যোধনের আমন্ত্রণে তৎপক্ষেই যোগ দেন। পরে তিনি কর্ণের সারথি হন এবং কর্ণের মৃত্যুর পর নিজে সেনাপতি হইয়া যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন (ভারত)।

শশাঙ্ক—(৭ম শতক)। প্রাচীন বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ নামক স্থানে। তিনি মালব-রাজের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার সহিত যোগ দিয়া থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি ৬১৯ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করেন। আনুমানিক ৬৩৭-এর কিছু পূর্ব্বে কামরূপরাজ ভাস্কর বর্ম্মা তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।

শশিশেখর—(১৬শ শতক)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। বর্দ্ধমান জেলার পরাণ গ্রামে জন্ম। তিনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। 'গোপাল বিজয়' তাঁহার রচনা।

শশীশেখর বসু—(জন্ম ১৮৭৪)। সুবিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যরসিক। জন্ম দ্বারভাঙ্গায়। পিতা চন্দ্রশেখর। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা রাজশেখর বসু (পরশুরাম)। আদি নিবাস উলা (নদীয়া)। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। ইংরাজী ভাষায় নানাবিধ সমালোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। রসরচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। 'Pioneer', 'Englishman', 'Statesman' প্রভৃতি পত্রিকাতেও লিখিয়া যশস্বী হন। তিনি সাধারণের নিকটে S. S. Bose এই নামেই পরিচিত।

শাকটায়ন—(খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। তিনি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। পাণিনির সূত্রে (লঙ্, শাকটায়নস্য) তাঁহার নাম দেখা যায়। তাঁহার রচিত একখানি ব্যাকরণ পাওয়া গিয়াছে।

শাক্যসিংহ (শাক্যমুনি)—বুদ্ধদেবের নামান্তর ['বুদ্ধদেব' দ্রঃ]।

শাণ্ডিল্য—জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি চারিবেদ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাহাতেও পরমার্থ লাভ হয় না দেখিয়া তিনি 'ভক্তিসূত্র' প্রণয়ন করেন।

শাতকর্ণী—গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী (তাহা দ্রঃ)।

শাতাতপ—জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা ঋষি।

শান্তনু—চন্দ্রবংশীয় হস্তিনাপুরের সুবিখ্যাত রাজা। গঙ্গাদেবী অষ্টবসুর প্রতি কৃপা-পরায়ণা হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া তাঁহার পত্নী হইয়া বসুগণকে গর্ভে ধারণ করেন। বিবাহকালে রাজার সহিত গঙ্গা-দেবীর এই সর্ত্ত ছিল যে, তাঁহার কোন কার্য্যে আপত্তি করিলে দেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন। এক একটি করিয়া সাতটি সন্তান জন্মের অব্যবহিত পরেই গঙ্গাদেবী জলে ভাসাইয়া দেন, কিন্তু অষ্টম পুত্র দেবব্রতের সময় মহারাজ বাধা দেন। এই পুত্রই পরে ভীষ্ম নামে খ্যাত হন। গঙ্গাদেবী তাঁহাকে পূর্ব্বের অঙ্গীকার মত পরি-ত্যাগ করেন। শান্তনু ধীবরকন্যা সত্য-বতীকে বিবাহ করেন এবং সেই উপলক্ষে

ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া গঙ্গাপুত্র দেবব্রত 'ভীষ্ম' নামে খ্যাত হন (ভারত)।

শান্তা—দশরথের কন্যা ও ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী। তিনি দশরথ কর্তৃক সখা লোমপাদের নিকট পোষ্যপুত্রিকারূপে প্রেরিত হন (রাম)।

শামসুল হুদা, নবাব—(১৮৬২—১৯২২)। রাজনীতিক। ত্রিপুরার গোকর্ণ গ্রামে জন্ম। তিনি একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী ছিলেন। তিনি কিছুদিন হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। অতঃপর বঙ্গীয় শাসন-পরিষদের সদস্যরূপে কিছুদিন কার্য্য করেন। পরে মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হন। কিছুদিন তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদেরও সদস্য ছিলেন।

শাম্ব—শ্রীকৃষ্ণের মহিষী জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র। তিনি বলরামের অস্ত্রশিষ্য ছিলেন। দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিতে গিয়া তিনি বন্দী হন, পরে বলদেব তাঁহাকে হস্তিনাপুর হইতে মুক্ত করেন এবং ঐ কন্যার সহিত বিবাহ দেন (ভাগ)।

শায়েস্তা খাঁ—(১৭শ শতক)। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মাতুল। তিনি সম্রাটের একজন বিশিষ্ট সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৬৫৮-এ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হন। পরে মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীকে দমন করিবার জন্য সম্রাট্ তাঁহাকে প্রেরণ করেন এবং তিনি শিবাজীর বহু দুর্গ জয় করেন। একদিন নৈশ আক্রমণে শিবাজী তাঁহার পুনাস্থিত দুর্গে হানা দেন এবং অল্পের জন্য তিনি জীবন লইয়া পলায়নে সমর্থ হন। পরে তিনি বহু বৎসর (১৬৬৩—১৬৮৯) বাঙ্গালাদেশ শাসন করেন। ঢাকা তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি পর্তুগীজদিগকে দমন করেন। তাঁহার আমলে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার শাসনকালে ইংরাজরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠেন।

শালিবাহন—শকজাতীয় রাজা। তাঁহার প্রবর্ত্তিত অব্দ 'শক' নামে অভিহিত।

শাল্ব—১। এক অসুর। তিনি শিশুপালের পরম মিত্র ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার শত্রুতা ছিল। তিনি মহাদেবকে তপস্যা করিয়া দেবগণেরও অভেদ্য একটি যান প্রাপ্ত হন, এবং তাহাতে চড়িয়া তিনি যাদবদের ধ্বংস করিতে যান। যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তিনি নিহত হন (ভাগ)। ২। মেরুপ্রদেশের রাজা। তিনি কাশীরাজ-কন্যা অম্বার স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং অম্বা মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বীরবর ভীষ্ম স্বীয় ভ্রাতার জন্য অম্বা ও তাঁহার ভগিনীগণকে বলপূর্ব্বক লইয়া যান। পরে অম্বা ভীষ্মকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি তাঁহার নিকট অম্বাকে পাঠান, কিন্তু তিনি হৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন (ভারত)।

শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী—(রাজত্বকাল ১৭০৮—১৭৪৯)। শিবাজীর পৌত্র। পিতার নাম সাম্ভাজী। আওরঙ্গজেব কর্তৃক পিতা নিহত হইলে তিনি মোগলশিবিরে বন্দীভাবে দিনযাপন করিতে থাকেন। তখন তিনি শিশু। অতঃপর আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ্ সম্রাট্ হইলে তিনি মুক্তি পান এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় শিবাজীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তিনি সাতারা নামক স্থানে রাজত্ব করিতে থাকেন। বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

শাহ্ আলম—(১৭২৮—১৮০৬)। দিল্লীর সম্রাট্ ও দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র। আলী গৌহার তাঁহার পূর্ব্ব নাম। ১৭৫৯-এ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৭৬৫-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলার দেওয়ানি সনন্দ দান করেন। এই সময় তিনি এলাহাবাদে থাকিতেন এবং জেনারেল স্মিথ তাঁহার রক্ষকস্বরূপ ছিলেন। তিনি দিল্লীতে পলায়ন করিলে ১৭৮৮-এ রোহিলা সর্দ্দার গোলাম কাদির খাঁ তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া রাখেন এবং তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করেন। অতঃপর সিন্ধিয়ারাজ তাঁহাকে পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শাহ্ জলাল, পীর—(১৪শ শতক)। মুসলমান সাধু। তিনি আরবদেশের 'এমন' প্রদেশে 'কনিয়া' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে আসেন। সম্রাট্ আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ তোগলকের দুই সেনাপতি যখন শ্রীহট্ট বিজয় করিতে যান, তিনি তখন তাঁহাদের অনেক পরামর্শ দান করেন। তিনি শ্রীহট্টেই মারা যান।

শাহ্জাহান—(রাজত্বকাল ১৬২৭—১৬৫৮)। দিল্লীর মোগল-সম্রাট্। দিল্লীর মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পুত্র। তিনি ১৬২২-এ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু পরাজিত হন। পরে পিতার মৃত্যুর পর ১৬২৮-এ সম্রাট্ হন। তাঁহার শাসনকালে যদিও প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত, তথাপি রাজত্ব সমৃদ্ধির চরমসীমায় উঠিয়াছিল। তিনি স্বীয় পত্নী মমতাজমহলের সমাধির উপর বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল নির্ম্মাণ করেন। বিখ্যাত মতি মসজিদও তাঁহারই কীর্ত্তি। তাঁহার ময়ূরসিংহাসন জগতে অতুলনীয়। তিনি শেষ জীবনে পুত্র আওরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হইয়া থাকেন (১৬৫৮—১৬৬৬)।

শাহ্ মীর—কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান অধিপতি। তিনি কাশ্মীরের রাজা রঞ্জনদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রঞ্জনদেবের পুত্র আনন্দদেবেরও তিনি মন্ত্রী হন। অতঃপর আনন্দদেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাজা হত হন। রাণীর নামে রাজকার্য্য চলিতে থাকে। তিনি রাণীকে বিবাহ করেন এবং শাহ্ মীর সামাস্উদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হন। মতান্তরে রাজা আত্মহত্যা করিলে তিনি রাজা হন।

শাহ্ সুফী—বিখ্যাত মুসলমান সাধু। সম্রাট্ আকবরের সময় তিনি ভারতবর্ষে আসেন। তিনি চান্দোয়ার রাজ্যে এক বনমধ্যে বাস করিতেন। ঐ রাজ্য গ্রহণ করিতে গিয়া আকবর বিপদে পড়িলে তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দেন এবং রাজ্যজয় করিতে সহায়তা করেন। এই কার্য্যের জন্য সম্রাট্ তাঁহাকে অর্দ্ধেক গ্রাম দান করেন। সেই গ্রাম সুফীপুর নামে খ্যাত।

শিখণ্ডী—পঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র। কথিত আছে, অম্বা ভীষ্মের উপর প্রতিশোধ গ্রহণার্থ ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করেন ['অম্বা' দ্রঃ]। তিনি ক্লীব ছিলেন বলিয়া ভীষ্মদেব তাঁহাকে দেখিলেই অস্ত্রত্যাগ করিতেন। এই সুযোগ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁহাকে সম্মুখভাগে রাখিয়া অর্জ্জুন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ভীষ্মকে নিরস্ত্রাবস্থায় বাণবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করেন। পরে তিনি অশ্বত্থামার হাতে নৈশ আক্রমণে প্রাণ হারান (ভারত)।

শিনি—যদুবংশীয় রাজা। তিনি যদুবীর সাত্যকির পিতামহ ছিলেন (কূর্ম্ম)।

শিব—হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা। শিব বিনাশের কর্তা বলিয়া পুরাণে বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বা শিবের মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কোন কোন পুরাণে শিবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আবার একই পুরাণে বিভিন্ন মত দেখা যায়।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—(১৮৬০—১৯১৪)। ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা। নবদ্বীপে কুমারখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ তান্ত্রিক ছিলেন। 'ভগবতীতত্ত্ব' তাঁহার রচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি তন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মোদ্‌ঘাটন কল্পে স্বীয় সমুদয় উদ্যম ও শক্তি নিয়োগ করেন। তিনি তন্ত্র ও পূজা সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ—বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। রাজসাহীর অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামে জন্ম। তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বেদাদি শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। শ্রুতিধর হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 'সিদ্ধান্ত পত্রিকা',

'সুধাসিন্ধু' প্রভৃতি তাঁহার রচিত সংস্কৃত পুস্তক। 'বিধবা-বিবাহ-খণ্ডন' তাঁহার বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তক।

শিবনাথ শাস্ত্রী—(১৮৪৭—১৯১৯)। বিশিষ্ট লেখক ও ব্রাহ্মসমাজের নেতা। চব্বিশ পরগণায় চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম হয়। তিনি ছাত্রজীবনে মহাত্মা কেশব সেনের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, পরে তাহাতে দীক্ষিত হইয়া তিনি ধর্ম্মসভার একজন উৎসাহী সভ্য হন। তিনি যোগ্যতার সহিত কিছুদিন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি কলিকাতায় কয়েকটি স্কুলে যোগ্যতার সহিত শিক্ষকতা করেন। পরে কেশবচন্দ্রের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া নূতন একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং উহার সভাপতি হন। ১৮৮৮-এ তিনি ইংলণ্ড পর্য্যটন করিয়া আসেন এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন। তিনি যাহা অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহা সাধারণে অকপটে প্রচার করিতেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, সরলবিশ্বাস ও ঐকান্তিকতা অতীব মনোহর ছিল। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সেবক ছিলেন। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস ব্যতীত তিনি 'রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত'-নামক একখানি উৎকৃষ্ট জীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। বহু পত্রিকায় তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অসংখ্য প্রবন্ধও বাহির হয়। তিনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন।

শিবরতন মিত্র—সাহিত্যসাধক। বীরভূমে বড়রা গ্রামে জন্ম। তাঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র। তিনি বহু প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। বাংলা সাহিত্য-সেবায় ও প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'রতন লাইব্রেরী'তে বাংলাভাষায় প্রাচীন ও অপ্রকাশিত সহস্রাধিক হস্তলিখিত ও দ্বিসহস্রাধিক মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক' গ্রন্থে প্রায় দুই সহস্র প্রাচীন গ্রন্থকারের জীবনী ও রচনার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন।

শিবসিংহ—১। আসামের আহোম রাজা। তাঁহার নাম স্বর্গদেব শিবসিংহ। তিনি আহোম-রাজ রুদ্রসিংহের পুত্র। তিনি কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাকে কামাখ্যা শৈলে থাকিতে অনুমতি দেন। তাঁহারই চেষ্টায় কামাখ্যা মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তিনি গৌরীসাগর ও শিবসাগর দীর্ঘিকা খনন করেন। এই দীর্ঘিকার নাম অনুসারে জেলার নাম শিবসাগর হয়। তিনি 'কানুগাঁ'র মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি শাক্তধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির সহিত তাঁহার রাণীর প্রতিমূর্ত্তিও মুদ্রাতে অঙ্কিত হইত। ২। মিথিলার রাজা ও কবি। বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষকরূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পত্নীর নাম লছিমা দেবী।

শিবাজী—(১৬২৭ বা ১৬৩০—১৬৮০)। মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পুনা জেলার শিবনের নামক পার্ব্বত্য দুর্গে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা শাহজী আহম্মদনগরের অন্যতম সেনানায়ক ও জায়গীরদার ছিলেন। মাতার নাম জীজাবাঈ। শিবাজী দাদাজী কোণ্ডদেব নামক এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে থাকিতেন। তিনি সম্ভবতঃ লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। কিন্তু অস্ত্রবিদ্যা, অশ্বচালনা, সৈন্যচালনা প্রভৃতি কার্য্যে তিনি অল্পবয়সেই পরিপক্ক হইয়া উঠেন। তিনি মাওলি নামে এক পার্ব্বত্য জাতিকে নিজ সমরকৌশলে শিক্ষিত করিয়া লন এবং পরে তাহাদের সাহায্যে মুসলমান অধিকারে অল্পবিস্তর লুটপাট করিয়া দুর্গ ও অর্থাদি হস্তগত করেন। ১৬৪৬-এ তিনি তোরণা দুর্গ অধিকার করেন। ১৬৪৭-এ বিজাপুর-রাজের সঙ্গে তাঁহার কলহ হয়। ১৬৪৮-এ বিজাপুরের সুলতান শাহজীকে কারারুদ্ধ করেন, অবশ্য পরবৎসর তিনি মুক্তি পান। পরবৎসর শিবাজী পুনরায় রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন এবং পুরন্দর দুর্গ ও জাউলী রাজ্য তাঁহার অধিকারে আসে। ১৬৫৭—১৬৫৯-এ তিনি কোঙ্কণের উত্তরাংশ অধিকার করিয়া লন। বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁ শিবাজীকে দমন করিতে গিয়া নিহত হন ['আফজল খাঁ' দ্রঃ]। তখন শিবাজীর সৈন্যদল কোঙ্কণের দক্ষিণাংশ এবং কোলাপুর অধিকার করে। পরে অবশ্য বিজাপুরের সৈন্যদল শিবাজীকে পাহ্নালা দুর্গে অবরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কৌশলে পলায়ন করিলেন (১৬৬০)। ঔরংজীব সম্রাট্ হইলে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শিবাজীকে দমন করিতে শায়েস্তা খাঁকে পাঠান। তিনি প্রথমে জয়যুক্ত হন বটে কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্রিতে শিবাজী পুনাদুর্গে হানা দিয়া শায়েস্তা খাঁকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। ১৬৬৪-এ তিনি সুরাট লুণ্ঠন করেন। ইহার পর ঔরংজীবের সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁর সহিত শিবাজীর যুদ্ধ হয় এবং জয়সিংহ জয়লাভ করিলে তিনি পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫) করিতে বাধ্য হন। পরে সদ্ভাব দেখাইবার জন্য তিনি সম্রাটের রাজধানীতে সপুত্র গমন করিলে সম্রাট্ ছলে তাঁহাকে বন্দী করেন, কিন্তু তিনি কৌশলে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সম্রাটের রাজ্যে উৎপাত ও লুণ্ঠন আরম্ভ করেন এবং সন্ধি করিতে সম্রাট্‌কে বাধ্য করেন। ১৬৭৪-এ রায়গড়ে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। তিনি 'ছত্রপতি' ও 'গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক' উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইহার পরেও সম্রাটের সহিত তাঁহার আবার যুদ্ধ হয়। কিন্তু তিনি বহুস্থানে জয়লাভ করেন এবং প্রায় সর্ব্বত্রই সম্রাট্‌কে নানারূপে বিব্রত করিয়া তোলেন। শেষ পর্য্যন্ত বীরত্ব ও সম্মানের সহিত রাজত্ব করিয়া তিনি অপরিণতবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার শাসনপ্রণালী, অধ্যবসায়, প্রতিভা, ঐকান্তিক দেশভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, সর্ব্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা, উপস্থিত বুদ্ধি, সকলই অসাধারণ ছিল।

শিবি—প্রাচীন দানশীল রাজা। উশীনর রাজার পুত্র। তাঁহার বদান্যতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র ও অগ্নি, শ্যেন ও পারাবতের রূপ ধরিয়া তাঁহাকে ছলনা করিতে আসেন। পারাবত শ্যেনভয়ে তাঁহার নিকট জীবন রক্ষার্থ গমন করে। শ্যেন আহার দাবী করিলে তিনি নিজ দেহ হইতে পারাবতের সমপরিমাণ মাংস প্রদানে স্বীকৃত হন। তুলাদণ্ডে অল্প অল্প করিয়া তিনি সম্পূর্ণ দেহকে পারাবতের সমপরিমাণ করিয়া শ্যেনকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে দেবগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। [মহাভারতে অপর এক স্থলে এই বিবরণ তাঁহার পিতা উশীনরের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।]

শিলাদিত্য—১। হর্ষবর্দ্ধনের অপর নাম ['হর্ষবর্দ্ধন' দ্রঃ]। ২। রাজপুতদের আদি-পুরুষ, সূর্য্যদেবের বরপুত্র ও বাপ্পাদিত্যের পিতা।

শিলার (Schiller, Johann Christolph Friedrich)—(১৭৫৯—১৮০৫)। খ্যাতনামা জার্ম্মাণ কবি ও নাট্যকার। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'উইলহেল্‌ম্ টেল' (Wilhelm Tell) ১৮০৪-এ প্রকাশিত হয়। ক্রমশঃ তাঁহার গ্রন্থ বহু ভাষায় অনূদিত হয় এবং তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়।

শিশিরকুমার ঘোষ—(১৮৪০—১০ই জানুয়ারি, ১৯১১)। সুবিখ্যাত সাংবাদিক। এই মহাত্মা যশোহর জেলার পলুয়া-মাগুরা গ্রামে জন্মলাভ করেন। পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ। ঐ স্থানটির বর্ত্তমান নাম অমৃতবাজার। ১৮৫৭-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও পরে এঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। কিছুকাল তিনি শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তিনি বিখ্যাত

'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রথম সম্পাদনা করেন। তখন ইহা বাংলা সাপ্তাহিক ছিল। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ প্রচার করেন, তন্মধ্যে 'অমিয় নিমাই চরিত', 'Lord Gouranga', 'কালাচাঁদ গীতা' প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শেষজীবনে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম আলোচনায় ও সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার ত্যাগ, নিষ্ঠা ও ভক্তি অতীব প্রবল ছিল। সংবাদ-পত্রে স্বদেশসেবা করিয়াও তিনি যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র তুষারকান্তি ঘোষ।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী—(জন্ম ১৮৮৭)। বাংলার খ্যাতনামা অভিনেতা। প্রথম জীবনে তিনি ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সাধারণের নিকট সুপরিচিত হন। অতঃপর বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া ছিলেন। ইহার পর তিনি অধ্যাপনা ছাড়িয়া ম্যাডান থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতৃরূপে যোগদান করেন। শেষে ইহাও ছাড়িয়া নিজস্ব একটি অভিনেতৃসঙ্ঘ গঠন করেন এবং নিজ পরিচালিত সেই সঙ্ঘদ্বারা অভিনীত বহু নাটকে অভিনয় করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯৩১-এ তিনি আমেরিকায় ভারতীয় নাট্যকলা প্রদর্শন করিতে গমন করেন। তিনি নির্ব্বাক্ ও সবাক্ বহু চলচ্চিত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অভিনয়প্রণালী অভিনব ও কলাসম্মত। 'সীতা'য় রাম, 'আলমগীর'-এ আলমগীর, 'ষোড়শী'তে জীবানন্দ এবং 'দিগ্বিজয়ী'তে নাদির শাহের ভূমিকা অভিনয় তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। পরবর্ত্তী কালে তিনি 'শ্রীরঙ্গম্' নামে একটি রঙ্গমঞ্চ গঠন করিয়া তাহার উন্নতিকল্পে অভিনয় করিতে থাকেন।

শিশুনাগ—১। তিনি কাশীর রাজা ছিলেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৬৪২ অব্দে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তিনি যে বংশ স্থাপন করেন, তাহা শিশুনাগ বংশ নামে খ্যাত। ঐ বংশের পঞ্চম রাজা বিম্বিসার (মৎস্য)। ২। (৬ষ্ঠ শতক)। মগধের হর্য্যঙ্ক বংশীয় শেষ রাজার মন্ত্রী। ঐ বংশের পতনের পর তিনি রাজা হন। শিশুনাগ অবন্তীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া মগধের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন (ইতিহাস)।

শিশুপাল—চেদিবংশীয় এক রাজা। তিনি দমঘোষের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বসা তাঁহার মাতা। পিতৃষ্বসার নিকট শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুত ছিলেন, শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। শিশুপাল দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিলেও এবং তাঁহার বহুবার শত্রুতা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া চলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে তাঁহার উপদ্রব ও লাঞ্ছনায় শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে বধ করেন (ভারত)।

শিহাবুদ্দীন—১। তিনি মহম্মদ ঘোরী ও মইজুদ্দিন নামেও খ্যাত ['মহম্মদ ঘোরী' দ্রঃ]। ২। তিনি ফিরোজ শাহ্ তোগ্লকের মৃত্যুর পর মালবের রাজা হন। তিনি তৎকালীন দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিলেন না। ১৪০১-এ তিনি মালবের সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। চার বৎসর পরেই তিনি মারা যান। ৩। আকবরের একজন রাজকর্ম্মচারী।

শিহ্লন—তিনি কাশ্মীরের দ্বিতীয় চোর কবি বিহ্লনের সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি 'শান্তি-শতক' নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

শীলভদ্র—(৭ম শতক)। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সময় তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সমতট নামে রাজ্যের রাজপুত্র ছিলেন। জ্ঞানার্জ্জনের আশায় তিনি গৃহত্যাগ করেন। নালন্দা এই সময় সমগ্র ভারতের শাস্ত্রালোচনার প্রকৃষ্ট স্থান ছিল। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল। শীলভদ্র দক্ষিণদেশীয় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরে তিনি মহাস্থবির শীলভদ্র নামে বিখ্যাত হন। প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ তাঁহার ছাত্র হইয়া কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণে তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

শুক—১। রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী (রাম)। ২। বেদব্যাসের পুত্র এক মহর্ষি। তিনি মুক্তপুরুষ ছিলেন। তিনি বাল্যকালেই তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার তপোবিঘ্ন ঘটাইবার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি স্থির থাকেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইলে তিনি তাঁহাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে 'শ্রীমদ্ভাগবত' শ্রবণ করান (ভারত)।

শুক্রাচার্য্য—দৈত্যগণের আচার্য্য। তিনি মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। তাঁহার ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুইটি পুত্র ও দেবযানী নামে এক কন্যা জন্মে। বলিরাজের দানে বাধা দেওয়ায় বামন কর্ত্তৃক তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়; তাহাতে তাঁহাকে 'কাণা শুক্র' বলা হয়। তিনি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে মৃত দৈত্যগণকে বাঁচাইতেন। তাঁহার কন্যা দেবযানীকে মহারাজ যযাতি বিবাহ করেন। পরে যযাতির আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি শাপপ্রভাবে তাঁহাকে জরাগ্রস্ত করেন। পরে প্রীত হইয়া জরা অন্যত্র সংক্রমণের বর দেন। তাঁহার অপর কন্যা অরজার প্রতি বলপ্রয়োগ করায় তিনি দণ্ডক রাজাকে ভস্মীভূত করেন (রাম, ভারত)।

শুজা—সম্রাট্ শাহ্জাহানের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত ছিলেন। আওরঙ্গজেব যখন পিতাকে বন্দী করিয়া রাজ্য হস্তগত করেন, তখন তিনি বাংলায় ছিলেন। তিনি বীর, বিদ্যোৎসাহী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের কূটনীতিতে তিনি ১৬৬০-এ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তিনি আরাকানের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার আচরণে তিনি আত্মহত্যা করেন, অথবা তাঁহাকে রাজা সপরিবারে হত্যা করেন, এই সম্বন্ধে ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তাহার পর আর তাঁহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শুজা উদ্দৌলা—(১৭৩১—১৭৭৫)। ১৭৫৪-এ তিনি অযোধ্যার নবাব হন। শাহ্ আলম যখন বাংলা আক্রমণ করেন, তখন তিনি তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি ১৭৬৪-এ মীরকাশেমকে আশ্রয় দেন ও পাটনায় ইংরাজের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হন। অবশেষে বক্সার ও অন্যান্য স্থানে পরাজয় ও নিগ্রহের পর তিনি ১৭৬৫-এ ইংরাজের সহিত সন্ধি করেন এবং অযোধ্যা প্রদেশ ফিরিয়া পান। তিনি মীরকাশেমকে আশ্রয় দিয়া পরে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তাঁহার সকল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন।

শুদ্ধানন্দ স্বামী—রামকৃষ্ণ মিশনের এক সন্ন্যাসী। পূর্ব্বাশ্রমের নাম সুধীর চক্রবর্ত্তী। কলিকাতায় জন্ম। তিনি কলেজে অধ্যয়নকালে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন এবং সংসার ত্যাগ করেন। তিনি বহুদিন 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্বামীজীর ইংরাজী গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ করিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

শুদ্ধোদন—(খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। বুদ্ধদেবের পিতা, কপিলবস্তুর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়ক। তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী মহামায়া দেবীর গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।

শুনঃশেফ—১। বেদের এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি মহর্ষি অজীগর্ত্তের তনয় (ঋক্)। ২। শুনঃশেফ দেবরাত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দেবযজনে রাত (প্রদত্ত) হওয়ায় তাঁহার ঐ নাম হয়। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে জ্যেষ্ঠপুত্রের সম্মান দান করেন (ভাগ)। ৩। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র শুনঃশেফকে বন্ধন করিয়া যজ্ঞস্থলে আনেন। বরুণদেবের প্রীতির জন্য তাঁহার নিজ পুত্র

রোহিতাশ্বের বিনিময়ে শুনঃশেফকে তিনি বলি দিতে গেলে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে এক বরুণমন্ত্র দেন। বরুণ আসিয়া শুনঃশেফকে মুক্তি দেন। বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে নিজ আশ্রমে লইয়া যান (দেবীভা)।

শুবার্ট, ফ্রান্স্ (Schubert, Franz) —(১৭৯৭—১৮২৮)। বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্। তাঁহার রচিত প্রায় ৬০০ গান পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সবগুলিই অতি উচ্চশ্রেণীর। তিনি একাধারে সঙ্গীত-কুশল ও সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার অতি অল্প বয়সে মৃত্যু হইলেও তিনি সঙ্গীত-জগতে অতীব সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন।

শুভঙ্কর—বিখ্যাত বাঙ্গালী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। প্রকৃত নাম ভৃগুরাম দাস। উপাধি ছিল 'শুভঙ্কর'। তিনি গণিতের অনেক জটিল নিয়ম সুগম সরল আর্য্যায় পরিণত করিয়া প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। ঐগুলি 'শুভঙ্করী আর্য্যা' নামে পরিচিত।

শুম্ভ—এক দেবদ্বেষী অসুর। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভ অতীব দুর্দ্দান্ত হইয়া দেবগণের স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া লন। দেবগণ দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হন এবং তিনি স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য অসুরগণকে বধ করেন (চণ্ডী)।

শূদ্রক—'মৃচ্ছকটিকম্'-নামক একখানি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকের প্রণেতা এক রাজা। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, কোনও পণ্ডিত রাজার নামে ঐ নাটক রচনা করেন। যাহা হউক, তিনি বিদিশার রাজা ছিলেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তিনি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং কলাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি শতবর্ষ জীবিত ছিলেন। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকখানি সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ও বিবিধ রসপূর্ণ বলিয়া সমধিক উপভোগ্য। ইহাতে প্রেম, দান, ত্যাগ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের অতি সুনিপুণ চিত্র অঙ্কিত আছে।

শূরসেন—যদুবংশীয় রাজা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ। তাঁহার এক কন্যা কুন্তী পাণ্ডবগণের জননী; অপর কন্যা শ্রুতশ্রবা শিশুপালের জননী ছিলেন (ভারত)।

শূর্পণখা—রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী। রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ বনে গমন করিলে তিনি তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করিলে সীতার উপহাসে অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে গমন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহার নাক ও কান কাটিয়া দেন। তখন তিনি খর ও দূষণকে প্রতিশোধ গ্রহণার্থ আহ্বান করেন। রাম কিন্তু সেখানকার সমুদায় রাক্ষসকে অবলীলাক্রমে বধ করেন। এই ব্যাপারে রাবণরাজ নিতান্ত অপমানিত ও ব্যথিত হন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু করিতে সাহস না পাইয়া ছলে সীতাকে হরণ করেন। ফলে সকল রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হয়। মূলতঃ শূর্পণখাই সমুদয় রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হওয়ার কারণ (রাম)।

শূলপাণি—প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত। তিনি মনু-সংহিতার ভাষ্যের রচয়িতা।

শৃঙ্গী—এক মুনি। মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ার জন্য বনে গিয়া তাঁহার পিতা শমীকের গলদেশে মৃত সর্প ঝুলাইয়া দেন। তিনি গৃহে ফিরিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পরীক্ষিতকে শাপ দেন যে, সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে (ভারত)।

শেক্স্‌পীয়র, উইলিয়াম (Shakespeare, William)—(১৫৬৪—১৬১৬)। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তিনি পৃথিবীর সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। তাঁহার জন্ম হয় এভন নদীর তীরে স্ট্র্যাটফোর্ড গ্রামে (Stratford-on-Avon). প্রথম জীবনে তিনি লণ্ডনের এক নাট্যশালায় কাজ নেন। পরে তিনি নাটক লেখা সুরু করেন। বিশ বৎসরে তিনি ছত্রিশটি নাটক রচনা করেন। উনপঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি অবিশ্রান্ত লিখিয়া যান। তারপর হঠাৎ তাঁহার লেখা বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার শেষ রচনা 'টেম্পেষ্ট' নামক নাটক। তিনি ৩৮ খানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক, মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত, সব রকমই আছে। তাঁহার বিয়োগান্ত নাটক-গুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার লিখিত কতক-গুলি ক্ষুদ্র চতুর্দ্দশপদী কবিতাও (Sonnets) আছে। তাহা ছাড়া 'Rape of Lucretia'-নামক একখানি কাব্যও আছে। তাঁহার প্রত্যেকটি নাটক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছিল।

শেকভ (Chekhov, Anton Pavlovich) —(১৮৬০—১৯০৪)। রুশীয় নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁহার প্রথম রচিত নাটক 'Ivanov' (১৮৮৭)। ইহার পর 'The Seagull', 'The Three Sisters', 'The Cherry Orchard' ইত্যাদি নাটক প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত নাটকখানি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া বিবেচিত হয়। ছোট গল্প ও উপন্যাসও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

শেখর—(১৬শ শতক)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। তাঁহার অনেকগুলি রচনা বিদ্যাপতির বলিয়া চলিত আছে অথবা বিদ্যাপতিরই অপর নাম। আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। পিতা চতুর্ভুজ। 'কবিশেখর-রায়' তাঁহার ছদ্ম-নাম। ভণিতায় তিনি কবিশেখর, শেখর, শেখর রায়, রায়-শেখর ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়বিধ পদ রচনায় তিনি নিপুণ ছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। সংস্কৃতে ও বাংলায় কাব্য, নাটক ও পাঁচালী লিখিয়া তিনি নাম করেন। তাঁহার 'দণ্ডাত্মিকা' নামে গ্রন্থ পদাবলীতে পূর্ণ। সংস্কৃতে লেখেন 'গোপালচরিত' মহাকাব্য এবং 'গোপীনাথবিজয়' নাটক, আর বাংলায় লেখেন 'গোপালের কীর্ত্তন অমৃত' ও 'গোপালবিজয়' পাঁচালী।

শের-আফগান খাঁ—তাঁহার প্রকৃত নাম আলিকুলী; তাঁহার উপাধি ছিল 'শের-আফগান খাঁ' (ব্যাঘ্র-নিক্ষেপকারী)। সম্রাট্ আকবরের তিনি একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি মেহেরউন্নিসাকে বিবাহ করেন। আকবরের জীবদ্দশায়ই জাহাঙ্গীর মেহেরের রূপে আকৃষ্ট হন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বিবাহ করিবার সুযোগ পান নাই। অতঃপর তিনি শের-আফগানকে নিহত করান এবং মেহেরকে স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম নূরজাহান হয়। শের-আফগান একজন প্রকৃত বীর ও আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলেন।

শের আলি—(রাজত্বকাল ১৮৬৮—১৮৭৯)। আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদের পুত্র। ১৮৬৮-এ তিনি আমীর হন। তিনি রুশীয়দিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতেছেন এই সন্দেহে তখনকার ভারতের গভর্নর-জেনারেল লিটন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি পরাজিত হইয়া মাদারী শরিফ-নামক স্থানে পলায়ন করেন ও কিছুকাল পরেই প্রাণত্যাগ করেন।

শেরশাহ্—(রাজত্বকাল ১৫৪৩—১৫৪৮)। দিল্লীর পাঠান সম্রাট্। তিনি বাহুবলে হুমায়ুনের নিকট হইতে দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লন। আফগানের সুরবংশে তাঁহার জন্ম। তিনি একটি ব্যাঘ্র স্বহস্তে নিহত করায় শের উপাধি পান। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল ফরিদ। সম্রাট্ হওয়ার পর তিনি 'শেরশাহ্' নাম গ্রহণ করেন। তিনি ১৫৪০-এ কনৌজে হুমায়ুনকে পরাভূত করেন এবং ক্রমশঃ দিল্লী অধিকার করিয়া ১৫৪৩-এ নিজকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৫৪৮-এ তিনি কালিঞ্জরের দুর্গ জয় করিতে গিয়া বারুদে অগ্নিসংযোগ হওয়ায় নিহত হন। তিনি মাত্র ৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সংক্ষিপ্ত রাজ্যশাসন-কালেই তিনি বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড'-নামক

প্রসিদ্ধ রাস্তার আংশিক নির্ম্মাণ করেন। ঘোড়ার ডাকের তিনি প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহার শাসনপ্রণালী অতি সুসংযত এবং সুশৃঙ্খল ছিল। তিনি সর্ব্বতোভাবে একজন শক্তিশালী সম্রাট্ ছিলেন।

শেরিডান, ব্রিন্‌স্‌লে (Sheridan, Richard Brinsley Butler)—(১৭৫১—১৮১৬)। ব্যঙ্গনাট্যরচনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজ নাট্যকার। ডাবলিনে জন্ম। তাঁহার প্রথম নাটক 'The Rivals' খুব জনপ্রিয় হয়। তাঁহার অসংখ্য নাটক আছে, তন্মধ্যে 'The School for Scandal' শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। তিনি বাগ্মিতায়ও প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং পার্লামেন্টে কোন কোনও বিষয়ে মন্ত্রিরূপেও কার্য্য করেন।

শেলিং ফ্রিড্‌রিক (Shelling Friedrich)—(১৭৭৫—১৮৫৪)। সুবিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক। তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেলের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন।

শেলী, পার্সি বিশ (Shelley, Percy Bysshe)—(১৭৯২—১৮২২)। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরাজ কবি। তিনি ইটন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি 'The Necessity of Atheism' নামক পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কলেজ হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার রচনায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যের মধ্যে 'Adonais' এবং 'Revolt of Islam' প্রথম শ্রেণীর। তিনি কয়েকখানি নাটকও রচনা করেন। তাঁহার রচিত অতি মনোহর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে। কবি বাইরন তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮১৮-এ ইংলণ্ড ছাড়িয়া ইটালীতে যান, এবং বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি 'Prometheus Unbound' নামে তাঁহার বিখ্যাত গীতিকাব্য রচনা করেন। পিসায় থাকিবার সময় তিনি 'Ode to the West Wind', 'To a Skylark', 'The Cloud' প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা রচনা করেন। 'Defence of Poetry' (১৮২১) তাঁহার আর একখানি বিখ্যাত পুস্তক। ১৮২১-এ তিনি Spezia উপসাগরের তীরবর্ত্তী Lericia নামক স্থানে যান ও ১৮২২-এর ৮ই জুলাই Speziaতে নৌকা করিয়া বেড়াইবার সময় জলমগ্ন হইয়া মারা যান।

শেষাদ্রি আয়ার—(১৮৪৫—১৯০১)। মহীশূরের বিখ্যাত দেওয়ান। মালাবার জেলার কুমারপুরম্ স্থানে তাঁহার জন্ম। তিনি মাদ্রাজের প্রথম বি. এ. উপাধিধারী। আইন পরীক্ষা দিয়া তিনি রাজ-সরকারে নানাবিধ কার্য্য করেন এবং ১৮৭৯-এ তুমকুর জেলার ডেপুটী কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট হন। অতঃপর তিনি ১৮৮৩-এ মহীশূরের দেওয়ান হন। তিনি মহীশূরের রেলপথ অনেক বর্দ্ধিত করেন। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি ৩৫৫ বর্গমাইল খাল খনন করান। তিনি শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে রাজ্যের মধ্যে শিক্ষার নানা বিভাগ স্থাপন করিয়া মহীশূর রাজ্যের অশেষ কল্যাণ করেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান্ লোক ছিলেন।

শৈব্যা—রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাণী। হরিশ্চন্দ্র যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সর্ব্বস্ব দান করেন, তখন দক্ষিণা শোধ করিবার জন্য শৈব্যাকে হরিশ্চন্দ্র এক ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র রোহিতাশ্ব মারা যান। রোহিতাশ্বের শব শ্মশানে লইয়া শৈব্যা ক্রন্দন করিতে থাকেন। সেই শ্মশানে রাজাও ডোমের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। স্ত্রীর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া রাজা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণের বরে রোহিতাশ্বও পুনর্জ্জীবন লাভ করেন এবং তিনি স্বামি-পুত্র লইয়া রাজ্যে ফিরিয়া যান (দেবীভা, মার্ক)।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—(জন্ম ১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক। শরৎ চন্দ্রের পর গল্প-লেখক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কয়লার খনির কাহিনী লইয়া তিনি বঙ্গ সাহিত্যে অবতীর্ণ হন। পরে গল্প ও উপন্যাস লেখা ছাড়িয়া তিনি চিত্রনাট্য রচনা করিতে থাকেন এবং চিত্রপরিচালকরূপে প্রসিদ্ধ হন। 'ঝোড়ো হাওয়া', 'অভিশাপ', 'সহর থেকে দূরে', 'ব্লাইণ্ড লেন' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক ও চিত্রনাট্য।

শৈলূষ—এক গন্ধর্ব্বরাজ। রাক্ষসরাজ রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের শ্বশুর ও সরমার জনক।

শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer, Arthur)—(১৭৮৮—১৮৬০)। প্রখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক। দুঃখবাদ (Pessimism) প্রচার করিয়া তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। 'The World as Will and Representation' তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ঈশ্বর ও আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনের তিনি অনুরক্ত ছিলেন।

শোভা সিংহ—(১৭শ শতক)। চেতোয়া বরদার ভূস্বামী। ইব্রাহিম খাঁর সুবাদারীর সময় তিনি উড়িষ্যার সর্দ্দার রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হন এবং হুগলী অধিকার করেন। ঔরংজীবের পুত্র তাঁহাকে দমন করিয়াছিলেন।

শোর, জন (Shore, Sir John)—(শাসনকাল ১৭৯৩—১৭৯৮)। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট। তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন-পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। নিজামের সহিত মারাঠার যুদ্ধ, অযোধ্যার নবাবী লইয়া কলহ ও বাংলার ইংরাজ কর্ম্মচারীদের বিদ্রোহ তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা। রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি ব্যক্তিগত সততার জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা—(১৮৪০—১৯১৪)। সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যানুরাগী। হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র, কলিকাতায় তাঁহার নিবাস। তিনি বাংলা সাহিত্যসেবিগণের অন্যতম। বাল্যেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। ষোড়শবর্ষে তিনি 'মুক্তাবলী' নামে একখানি নাটিকা প্রণয়ন করেন। তিনি বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং হিন্দু সঙ্গীতের পুনরায় অভ্যুত্থানের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। এই সম্পর্কে তিনি বহু অর্থব্যয় ও বহু পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি 'Bengal Academy of Music' প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি Philadelphia ও Oxford বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'Doctor of Music' উপাধি পান। স্বদেশে তিনি 'রাজা' ও 'সার' উপাধি প্রাপ্ত হন।

শ্বেত—বিদর্ভের রাজা। শেষ জীবনে কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর রাজ্যভার দিয়া তিনি বনে গিয়া কঠোর তপস্যা করেন। ফলে তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লেশ বোধ করেন। পরে জানিতে পারেন, আহার করিবার পর তপস্যা করায় ঐরূপ হইয়াছে। পরে মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শন পাইবার নিমিত্ত তিনি মর্ত্ত্যলোকে গমন করেন এবং তাঁহার দর্শনে মুক্তিলাভ করেন (রাম)।

শ্বেতকি—এক যজ্ঞপরায়ণ ধর্ম্মশীল রাজা। তিনি এত যজ্ঞ করেন যে, ঋষিযাজকেরা অসামর্থ্য প্রকাশ করিলে তিনি শিবের আদেশে দুর্ব্বাসা মুনিকে অনুরোধ করিলে তিনি একশত বৎসর তাঁহার যজ্ঞ করেন। কথিত আছে, যজ্ঞে এত দীর্ঘকাল ঘৃত ভোজনের ফলে অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইয়াছিল (ভারত)।

শ্বেতকেতু—মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র। তিনি মাতাকে পিতার সমক্ষেই অন্য পুরুষ গ্রহণ করিতে দেখিয়া এই নিয়ম প্রচার করেন, যে স্ত্রী বা পুরুষ পতি বা পত্নী ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত সংসর্গ করিবে, সেই স্ত্রী বা পুরুষ ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে (ভারত)।

শ্যাক্‌ল্‌টন, আর্নেস্ট হেন্‌রী

(Shackleton, Sir Ernest Henry) —(১৮৭৪—১৯২২)। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ পর্য্যটক ও নাবিক। ১৯০৭—১৯০৯-এ যে Antarctic অভিযান হয়, তিনি উহার নেতৃত্ব করেন। পরে ১৯১৪—১৭-এর অভিযানেরও তিনিই নেতা ছিলেন। তিনি ১৯২১-এ পুনরায় Antarctic অভিযানে বহির্গত হন এবং পথে ১৯২২-এ ইনফ্লুয়েঞ্জায় প্রাণ হারান। তিনি নিজের ১৯১৪—১৯১৭-এর অভিযান বর্ণনা করিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্যাড্‌ওয়েল, টমাস (Shadwell, Thomas)—(১৬৪০—১৬৯২)। ইংলণ্ডের লব্ধকীর্ত্তি নাট্যকার। তিনি বহু নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি মহাকবি Dryden-এর পর Poet Laureate হন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী—(১৮৬৯—১৯২৯)। সাংবাদিক ও দেশকর্ম্মী। পাবনা জেলায় বারেঙ্গ গ্রামে জন্ম। তিনি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্য-সেবী এবং দেশসেবক ছিলেন। বহু সংবাদ-পত্রের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন; তন্মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' ও 'বেঙ্গলী' এবং 'সার্ভেন্ট' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া ১৯২২-এ একবার কারাবরণ করেন। মুক্তির পর পুনরায় দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৫৮—১৯১৮)। বিখ্যাত মল্লবীর ও যোগী। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আড়িয়ল গ্রামে জন্ম। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতা। প্রথমে কিছুকাল গ্রাম্য স্কুলে পড়িয়া তিনি তখনকার ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন। এই সময় তিনি কলেজের বিশাল ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে ব্যায়াম করিতে শুরু করেন। পরে তিনি লক্ষ্মীবাজারের অধর ঘোষের নিকট কুস্তী শিখিতে থাকেন। পরে দুই বৎসর ত্রিপুরার মহারাজের পার্শ্বচর নিযুক্ত হন। এখান হইতে তিনি বরিশাল জেলা স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষক হন। বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া এসময় তিনি বেশ নাম করেন। পরে পাটনার নবাবের বাঘিনী 'বেগম'কে বশ করিয়া তিনি ঐ বাঘিনী ও দুই হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১৮৯৪-এ তিনি ১৫০০৲ টাকা মাহিনায় ফ্রেড্‌কুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাইবার জন্য নিযুক্ত হন। এক বৎসর পরে তিনি উহা ছাড়িয়া নিজের সার্কাস দল গঠন করেন। তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বুকে পাথর ভাঙ্গা দেখাইয়া নাম করেন। তাঁহার পিতৃদেব মারা গেলে, তিনি ৪২ বৎসরে কাশীতে 'তিব্বতী বাবা'র নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন ও শ্যামাকান্ত সোঽহংস্বামী নামে পরিচিত হন। ১৯০৪-এ বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া তিনি হিমালয়ের ভাওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম স্থাপন করেন। 'সোঽহং গীতা', 'সোঽহংতত্ত্ব', 'সোঽহংসংহিতা', 'বিবেকগাথা', 'Truth' ইত্যাদি কয়েকখানি বই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্যামাদাস কবিরাজ, বাচস্পতি—(১৮৬৫—১৯৩৪)। কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ। বর্দ্ধমান জেলায় চুপী গ্রামে জন্ম। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর চিকিৎসা-ব্যবসায় করেন এবং কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে তিনি একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, উহার নাম 'বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ'। এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

শ্যামানন্দ—বৈষ্ণব কবি। তাঁহার নিবাস ধারেন্দা গ্রামে ছিল। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি অনেকদিন বৃন্দাবনে থাকিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উড়িষ্যায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারই তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ ছিল। তাঁহার বংশধরগণ গোস্বামী বলিয়া পরিচিত।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—(১৯০১—২৩শে জুন, ১৯৫৩)। সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী, রাজনীতিজ্ঞ ও জননেতা। জন্ম কলিকাতায় (ভবানীপুরে)। পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন (১৯২৩) ও আইন পরীক্ষা দিয়া ব্যারিষ্টারি পড়িতে বিলাত যান। পরে তিনি কলিকাতা ও কাশী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯২৪-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নিযুক্ত হন। ১৯২৯-এ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস যোগদান করিবে না এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ ত্যাগ করেন, কিন্তু ১৯৩০-এ পুনরায় সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৪-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিযুক্ত হন। অত অল্প বয়সে এ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হন নাই। ১৯৩৬-এ পুনরায় তিনি উপাচার্য্য হন। তিনি স্নাতকোত্তর (Post Graduate) বিভাগের অধ্যক্ষ পদেও ঐ সময় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব ও নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ছিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের প্রথম ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা লইয়া মন্ত্রিসভার সহিত তাঁহার গুরুতর মতবিরোধ ঘটে এবং ১৯৫০-এর এপ্রিল মাসে তিনি পদত্যাগ করেন। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর তিনি হিন্দু মহা-সভা ত্যাগ করেন। ১৯৫০-এ তিনি নিখিল ভারত জনসংঘের সংগঠন করেন ও উহার সভাপতি হন। ১৯৫১-এ তিনি লোকসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীর-জম্মু প্রজা-পরিষদের দাবী লইয়া মৃত্যুর কিছু-কাল পূর্ব্ব হইতেই আন্দোলন চালান এবং কাশ্মীরে যান। সেখানে আবদুল্লা সরকার তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে। কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি মারা যান। ভারতে বাগ্মিতায় যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী—(১৮৫৫—১৯২৬)। আর্য্যসমাজের একনিষ্ঠ ও উদ্যোগী প্রচারক। পঞ্জাবের জলন্ধর জেলায় জন্ম। তিনি কিছুদিন ওকালতি করিয়া স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যুর পর আর্য্যসমাজে প্রবেশ করেন এবং ক্রমশঃ উহার নেতা হন। তিনি রাউলাট বিল পাশের সময় জোর আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং পঞ্জাবের গোলযোগের সময় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি খিলাফত-আন্দোলনেও যোগ দেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মে জাতিচ্যুত বা অপর সম্প্রদায়ভুক্ত লোককে হিন্দুধর্ম্মে আনিবার জন্য শুদ্ধি-প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। এই ব্যাপারে মুসলমানগণের এক সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি অতীব বিরক্ত হন। আবদুল রসিদ নামে এক ব্যক্তি জলপানের অছিলায় তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া রিভলভারের গুলিতে তাঁহাকে নিহত করে। তাঁহার নামে কলিকাতার মির্জাপুর পার্কের নূতন নামকরণ হয় শ্রদ্ধা-নন্দ পার্ক।

শ্রীকৃষ্ণ—'কৃষ্ণ' দ্রঃ।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—দায়ভাগের টীকা, কাব্যপ্রকাশের টীকা এবং শ্রাদ্ধবিবেকের টীকার তিনি রচয়িতা। 'চন্দ্রদূত'-নামক একটি খণ্ডকাব্যও তিনি রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র—মতান্তরে তাঁহার নাম কেশব মিশ্র। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-নামক সংস্কৃত নাটকের তিনি রচয়িতা।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম—(১৮শ শতক?)। বাংলার এক স্মার্ত্ত পণ্ডিত। তিনি সাহিত্য-রচনায় নিপুণ ছিলেন, সংস্কৃত খণ্ডকাব্য 'পদাঙ্কদূত' তাঁহার রচিত (১৭২৩ শক)। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ নবদ্বীপ-

রাজ রামজীবনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা নামেও পরিচিত।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক—বিদ্যোৎসাহী দাতা। কলিকাতার পটলডাঙ্গায় জন্ম। তিনি বেদান্তশিক্ষার উন্নতিকল্পে বহু টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়া যান।

শ্রীচন্দ্র—উদাসীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-বিশেষের প্রবর্ত্তক, শিখ-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু শ্রদ্ধেয় নানকের পিতা। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করেন। বহুলোক পরে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইরূপে উদাসীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

শ্রীদাম—বৃন্দাবনের গোপ বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের সাতজন প্রধান সহচরের একজন। শ্রীদাম বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে বলিলেন। শ্রীদাম সেখানে গেলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করেন এবং বন্ধুর কাপড়ে বাঁধা চিড়াগুলি খাইতে থাকেন। শ্রীদাম ঐ চিড়া শ্রীকৃষ্ণের জন্যই আনিয়াছিলেন। পরের দিন শ্রীদাম ফিরিয়া আসিয়া দেখেন তাঁহার কুটির প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে ও তাঁহার স্ত্রী অলঙ্কারে ভূষিতা। বন্ধুর কৃপায় ইহা হইয়াছে জানিয়া তিনি বন্ধুর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন (ভাগ)। তিনি সুদামা বিপ্র বলিয়াও কথিত হন। গোপাল ভট্ট তাঁহার গুরু।

শ্রীধর আচার্য্য—১। এক অতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্ত পাদভাষ্যের 'ন্যায়-কন্দলী' নামে একটি টীকা রচনা করেন। ঐ টীকাটি অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ। হুগলী জেলার বলদেবাচার্য্যের ঔরসে অচ্ছোকাদেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ২। প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ৩। (৭৫০) গণিতজ্ঞ। বীজগণিতে তাঁহার প্রণালীকে অদ্যাপি শ্রীধরাচার্য্যের প্রণালী বা হিন্দু প্রণালী (Sridharacharyya's Method or Hindu Method) বলা হয়।

শ্রীধর কথক—বিশিষ্ট কথক ও সঙ্গীত-রচয়িতা। তিনি নিধুবাবুর সমসাময়িক। হুগলী জেলায় বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জন্ম। পিতা লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ বিশিষ্ট কথক ছিলেন। তিনি অল্পবয়সে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং সঙ্গীত ও কবিতার প্রতি স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি যৌবনে পাঁচালী ও কবি গাহিতেন। পরে কথকতা শিক্ষা করিয়া ঐ কার্য্যে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক ও কৃষ্ণবিষয়ক অনেকগুলি গান পাওয়া যায়। 'ভালবাসিবে বল্যে ভালবাসিনে' এই গানটি তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গানগুলির অন্যতম।

শ্রীধর স্বামী—(১৪শ শতক)। গুজরাটের বলভী নগরে এই ক্ষণজন্মা পণ্ডিতের জন্ম হয়। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার টীকা লিখিয়া অমর হইয়াছেন। কথিত আছে, ভট্টিকাব্য রচয়িতা ভর্তৃহরি তাঁহারই পুত্র।

শ্রীনিবাস (আচার্য্যঠাকুর)—(১৫১৯ ?)। প্রসিদ্ধ গৌরাঙ্গভক্ত। নদীয়া জেলার চাকন্দী গ্রামে জন্ম। পিতা চৈতন্যদাস। গোপাল ভট্ট তাঁহার গুরু। পদাবলী সাহিত্যে তাঁহার কয়েকটি পদ আছে। তিনি চতুঃশ্লোকীর ভাষ্য করেন। বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল আনিবার সময় বীর হাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুদল কর্ত্তৃক তাহা লুণ্ঠিত হয়। তখন শ্রীনিবাস বীর হাম্বীরকে দীক্ষা দেন এবং গ্রন্থসমূহ উদ্ধার করেন ['বীর হাম্বীর' দ্রঃ]।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার—(১৮৭৪—?)। প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী ও আইনজ্ঞ। ১৯২৬—২৭-এ তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯১৬ পর্য্যন্ত তিনি মাদ্রাজের অ্যাড-ভোকেট জেনারেল ছিলেন। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন। 'Law and Law Reform', 'Swaraj Constitution for India' তাঁহার লিখিত দুইখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—(১৮৬৯—১৯৪৬)। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দেশসেবক। মাদ্রাজের অন্তঃপাতী কুম্ভকোণমের নিকটে তাঁহার জন্ম। পিতা বলাঙ্গিমান শঙ্করনারায়ণ। তিনি সরকারী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া স্কুলমাষ্টারি করেন। ১৯০৬-এ পদত্যাগ করেন ও ১৯০৭-এ তিনি তাঁহার 'ভারত সেবক' দলভুক্ত হন। তিনি ১৯১৩-এ মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯১৭-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হন। তিনি রাউলাট বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন। ১৯২০-এ তিনি কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য হন। তিনি সাম্রাজ্য বৈঠকে যোগ দিবার নিমিত্ত বিলাত গমন করেন এবং পরে সেখানে প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৯২১-এ তিনি ভারতের প্রতিনিধি হইয়া জাতিসঙ্ঘে যোগ দেন এবং পরে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকেও যোগদান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত তিনি বহুবার সেখানে গমন করেন। কিছুদিন তিনি তথায় এজেণ্ট জেনারেলের পদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৭-এ তিনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯৩৫—৪০ পর্য্যন্ত তিনি আন্নামালাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার 'Post-Puberty Marriage of Brahman Girls' ও আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

শ্রীপতি দত্ত—কলাপ ব্যাকরণের পরিশিষ্ট রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হন।

শ্রীবৎস—অযোধ্যার রাজা। তাঁহার নিকট কলহপরায়ণ শনি ও লক্ষ্মী উপস্থিত হইলে তিনি লক্ষ্মীকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিলে শনি কুপিত হইয়া তাঁহার রাজ্যনাশ ও তাঁহাকে বহু কষ্ট প্রদান করেন। পরে স্বীয় পুণ্যবলে ও শনির ভোগ শেষ হওয়ায় তিনি পুনরায় স্বীয় রাজ্য, পত্নী ও অন্যান্য সুখসম্পদ্ সকলই ফিরিয়া পান (ভারত)।

শ্রীবাস পণ্ডিত—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক। প্রথমে তাঁহার বাস ছিল নবদ্বীপে, পরে তিনি কুমারহট্টে গিয়া বাস করেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল জলধর পণ্ডিত। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি কুমারহট্টে যান।

শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী—(১৮৫৮—১৯১২)। সুপণ্ডিত সাংবাদিক। কিছুদিন তিনি 'নেশান' (Nation)-নামক সাপ্তাহিক পত্র পরিচালনা করেন। পরে তিনি 'Hindu Patriot' পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

শ্রীহর্ষ—১। প্রাচীন কবি। তিনি কান্যকুব্জদেশীয় ব্রাহ্মণ। পিতার নাম শ্রীহরি এবং মাতার নাম মামল্লদেবী। 'নৈষধচরিত' নামে তিনি এক মনোরম ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ মহাকাব্য লেখেন। ২। 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ'-নামক নাটক দুইটির রচয়িতা এক পণ্ডিত। কাহারও মতে, সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন এই পুস্তকগুলি রচনা করেন।

শ্রুতকীর্ত্তি—দশরথপুত্র শত্রুঘ্নের পত্নী ও কুশধ্বজ জনকের কন্যা (রাম)।

শ্রুতশ্রবা—শিশুপাল নামক রাজার জননী এবং শূরসেন নামক যদুবংশীয় নৃপতির কন্যা (ভারত)।

ষ

ষণ্ড—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্র, মহারাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরু (হরি)।

ষষ্ঠীবর সেন—(১৬শ শতক)। বাঙ্গালী কবি। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সমগ্র মহাভারত ছন্দে রচনা করেন। তাহা ছাড়া, তিনি রামায়ণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা সুললিত ও প্রাঞ্জল ছিল।

স

সংগ্রাম সিংহ—(১৬শ শতক)। সুবিখ্যাত রাজপুত বীর। তিনি মেবারের রাণা ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহাকে রাণা সঙ্গ বলা হয়। বাবর যখন ১৫২৬-এ ভারতবর্ষ হইতে আহূত হইয়া পাঠান-সম্রাট্ ইব্রাহিম লোদীকে আক্রমণ করেন, তখন তিনি হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আশায় বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই। কিন্তু বাবর স্থায়ী রাজ্য স্থাপনের ব্যবস্থা করিলে তাঁহার সহিত বাবরের বিরোধ উপস্থিত হয়। খানুয়ার যুদ্ধে বাবর সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করেন (১৫২৭)। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি মারা যান।

সংজ্ঞা—'ছায়া' দ্রঃ।

সংবরণ—চন্দ্রবংশীয় রাজা। তিনি প্রসিদ্ধ কুরুবংশের প্রতিষ্ঠাতা, কুরুর পিতা। কথিত আছে, তিনি সূর্য্য-কন্যা তপতীকে বিবাহ করেন। তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হয় (ভারত)।

সংবর্ত্ত—অঙ্গিরার পুত্র। তাঁহার অগ্রজ বৃহস্পতি তাঁহাকে ঈর্ষা করিতেন বলিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিয়া নানাদেশ ভ্রমণ করেন, এবং স্বীয় তপঃপ্রভাবে মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সম্পাদন করেন। দেবগণ বাধা দেওয়ার শত চেষ্টা করিলেও কোন ফল হয় না (ভারত)।

সংযুক্তা (সংযোগিতা)—(১১৭০—১১৯৩)। কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা ও পৃথ্বীরাজের মহিষী। কথিত আছে, জয়চন্দ্রের সহিত পৃথ্বীরাজের শত্রুতা ছিল এবং সংযোগিতাকে পৃথ্বীরাজ স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ নিহত হইলে তিনি সহমৃতা হন।

সংসার সেন—(১৮৪৬—১৯০৯)। কৃতী বাঙ্গালী। জন্মস্থান আগ্রা। তিনি জয়পুরের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও পরে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। জয়পুরের তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া যান।

সক্রেটিস (Socrates)—(খৃঃপূঃ ৪৬৯—৩৯৯ অব্দ)। বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি দেখিতে কুশ্রী ছিলেন ও তাঁহার স্ত্রী জ্যান্থিপি ছিলেন অত্যন্ত মুখরা স্ত্রীলোক। সৎ নাগরিক হইতে হইলে কোন্ কোন্ গুণের অধিকারী হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা সুরু করেন। জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাদের মতের ভুল দেখাইয়া দিতেন। এইভাবে তিনি অনেকের শত্রু হন এবং মেলিটাস নামে একজন লোক তাঁহার বিরুদ্ধে নাস্তিকবাদ প্রচারের অভিযোগ আনে। বিচারে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয় এবং তাঁহাকে হেমলক নামে বিষ পান করিতে দেওয়া হয়। স্বনামখ্যাত দার্শনিক প্লেটো তাঁহার শিষ্য।

সখারাম গণেশ দেউস্কর—(১৮৬৯—১৯১২)। বাংলাভাষার মহারাষ্ট্রীয় লেখক। বৈদ্যনাথে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রজাতীয় হইলেও চিরকালই বাঙ্গালায় কাটান। বাল্য হইতেই তিনি বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। ক্রমশঃ তিনি একজন প্রধান লেখক হইয়া উঠেন। ১৯০৫-এ তিনি 'হিতবাদী'র সম্পাদক হন। তাঁহারই উদ্যোগে বাঙ্গালায় 'শিবাজী-উৎসব' প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। তিনি অনেক পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বালগঙ্গাধর তিলকের ভক্ত ও রাজনারায়ণ বসুর বন্ধু ছিলেন।

সগর—সূর্য্যবংশীয় এক রাজা। কথিত আছে, গর্ভাবস্থায় তাঁহার মাতাকে বিষ খাওয়াইলেও তিনি জীবিত থাকেন। তাঁহার একটি পত্নীর গর্ভে ষষ্টি সহস্র পুত্র ও অপর পত্নীর গর্ভে অসমঞ্জ নামে একটি পুত্র জন্মে। পুত্রেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। অশ্বমেধ যজ্ঞার্থ অশ্বরক্ষার নিমিত্ত পুত্রদের নিয়োগ করিলে ইন্দ্র তাঁহার অশ্ব অপহরণ করিয়া পাতালে কপিলমুনির নিকট রাখেন। তাঁহারা পৃথিবী খনন করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়া কপিলমুনিকে মারিতে উদ্যত হইলে তাঁহার শাপে ভস্মীভূত হন। পরে তাঁহাদের বংশের ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিলে তাঁহার স্পর্শে তাঁহাদের মুক্তি হয়, পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে। রাজা সগরের নাম হইতেই সমুদ্রের নাম 'সাগর' (রাম)।

সচ্চিদানন্দ সিংহ—(?—১৯৫০)। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, রাজনীতিবিশারদ ও সংবাদপত্র-সেবী। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তিনিই প্রথম ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। ১৯২১—২৬-এ তিনি বিহার-উড়িষ্যার প্রথম ভারতীয় রাজস্ব-সচিব মনোনীত হন। ১৯২১—২২-এ তিনি ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি হন। ১৯৩৬-এ তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হন। 'The Hindusthan Review'-নামক পত্রিকা তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। 'Indian Nation'-নামক পত্রিকার তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৩৩-এ তিনি 'Joint Parliamentary Committee'-তে যোগদান করেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন।

সজনীকান্ত দাস—(জন্ম ২৫শে আগষ্ট, ১৯০০)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি ও সমালোচক। ১৯৫২ হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে। পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রাম। পিতা হরেন্দ্রলাল। তিনি দিনাজপুর জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া (১৯১৮) প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশাধিকার পান। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তিনি এখানে না পড়িয়া বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশনারী কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে আই. এস্-সি. ও কলিকাতা স্কটিশ চার্চেস কলেজ হইতে বি. এস্-সি. পাশ করেন (১৯২২)। পরে এম্. এস্-সি. পড়িবার সময় তাঁহার তখনকার 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং তিনি ঐ পত্রিকায় যোগদান করেন। ইহার অষ্টম সংখ্যা হইতে তিনি 'ভাবকুমার প্রধান' নামে লিখিতে থাকেন। একাদশ সংখ্যা হইতে তিনি উহার সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং উক্ত আফিসে নানাভাবে কাজ করেন। তিনি কিছুকাল মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ-এ কার্য্যাধ্যক্ষ ও 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদকরূপেও কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার গুণে তাঁহার পরিচালিত শনিরঞ্জন প্রেস, রঞ্জন প্রকাশালয় ও 'শনিবারের চিঠি' ক্রমে ক্রমে প্রসারলাভ করিতে থাকে। তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য বহু গান ও অনেক চলচ্চিত্র-নাট্যও রচনা করিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি'র ৮ম সংখ্যায় 'আবাহন' ও ১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে 'জাগরণ' নামে কবিতা দুইটি তাঁহার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা। 'অজয়' (উপন্যাস), 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' (গীতিকাব্য), 'মনোদর্পণ' (ব্যঙ্গকবিতা), 'কেড্‌স্ ও স্যাণ্ডাল' (ব্যঙ্গকবিতা), 'পঁচিশে বৈশাখ' (কবিতা), 'রাজমোহনের স্ত্রী' (অনূদিত উপন্যাস), 'কলিকাল' (সচিত্র হাসির গল্প), 'বাংলার কবিগান', 'মৃত্যুদূত' (অনূদিত উপন্যাস), 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (গদ্যের প্রথম যুগ), 'ভাব ও ছন্দ' (কাব্য) ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'ও তাঁহার রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে।

সঞ্জয়—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বর্ণনা দিবার নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসদেব তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করেন, তাহাতে তিনি যুদ্ধের সম্যক্ বর্ণনা মহারাজের নিকট প্রদান করেন। যুদ্ধান্তে সাত্যকি তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে ব্যাসদেব নিষেধ করেন। শেষজীবন তিনি তপস্যায় অতিবাহিত করেন (ভারত)।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(১৮৩৪—১৮৮৯)। সুবিখ্যাত লেখক। ঔপন্যাসিক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। জন্ম কাঁঠালপাড়ায়। পিতা যাদবচন্দ্র। তাঁহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র নামই প্রচলিত। প্রথম জীবনে কিছুকাল মেদিনীপুর ও কিছুকাল হুগলী কলেজে পড়েন ও পরে বারাকপুরের ডিস্ট্রিক্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে Junior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রবিষ্ট হন, কিন্তু ভাগ্যচক্রে সে পরীক্ষাও তাঁহার দেওয়া হয় নাই। এখানেই তাঁহার লেখা-পড়ার সমাপ্তি ঘটে। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি প্রথমে বর্দ্ধমান কমিশনার অফিসে একটি কেরাণীগিরি করেন। কিছুকাল পরে তিনি উহা ছাড়িয়া দেন। তাহার পর তিনি 'Bengal Ryot' নামে পুস্তকখানি লিখিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফলে সরকার তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ডেপুটিগিরির পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বলিয়া সরকার তাঁহাকে বারাসতে Special Sub-Registrar নিযুক্ত করেন। তাঁহার 'পালামৌ' গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। তিনি কিছুদিন 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক, পরে সত্ত্বাধিকারী হন। তাঁহার রচিত 'জাল প্রতাপচাঁদ' একদিন বঙ্গসমাজে বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি 'ভ্রমর' নামে একখানি পত্রিকাও কিছুকাল সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

সতী—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, শিবের পত্নী। তাঁহার পিতা শিব-বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, পরন্তু সতীর সমক্ষে তাঁহার নিন্দা করেন। পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করেন। শিবের নিকট এই দুঃসংবাদ গেলে তিনি দক্ষ-প্রজাপতির যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দেন। পরে সতী শৈলরাজ হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে শিব তাঁহার পাণি-পীড়ন করেন, এইরূপ কথিত আছে। তিনি হিন্দুরমণীগণের আদর্শ (শিব)।

সতীনাথ ভাদুড়ী—(জন্ম ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬)। প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক। জন্মস্থান পূর্ণিয়া, বিহার। পিতার নাম ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী। তিনি পূর্ণিয়া জেলা স্কুল হইতে ম্যাট্রিক (১৯২৪) ও পাটনা কলেজ হইতে এম্. এ. (১৯৩০) ও আইন পরীক্ষা দেন (১৯৩১)। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ণিয়ায় ওকালতী করেন (১৯৩২—৩৯)। পরে ওকালতী ছাড়িয়া তিনি কংগ্রেসে সাধারণ কর্ম্মীরূপে যোগদান করেন (১৯৩৯) এবং ১৯৪১-এ পূর্ণিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে গঠনমূলক কাজে লিপ্ত হন। এই সময়ে তিনি হাজারিবাগ জেলে দুইবারে দুই বৎসর (১৯৪০—৪১) ও ভাগলপুর জেলে দুই বৎসর (১৯৪২—৪৪) রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে আটক থাকেন। ১৯৪৮-এ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া সমাজতন্ত্রী দলে যোগদান করেন। তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাস 'জাগরী' ভাগলপুর জেলে থাকিবার সময় রচিত হয়। ১৯৪৯-এ তিনি প্যারিসে যান কিন্তু ছাড়পত্র না থাকার দরুণ তিনি স্পেনে ও রাশিয়ায় যাইতে পারেন না। ফ্রান্স, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড ও জার্ম্মানি পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ১৯৫০-এ দেশে ফেরেন। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' এ সময় লেখা। তাঁহার অন্যান্য রচনা—'গণনায়ক', 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' ও 'ঢোড়াই চরিতমানস' (১ম ও ২য় চরণ)। তিনি অবিবাহিত। 'জাগরী' ১৯৫০-এ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। উহা ঐ সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রচনা বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৭০—১৯২০)। নবদ্বীপ-নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। তিনি পালি, তিব্বতীয় ও জার্ম্মান ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯০০-এ তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন এবং ১৯০২-এ প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১১-এ তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার 'পালি ব্যাকরণ' ও ন্যায়-দর্শনের ইংরাজী অনুবাদ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

সতীশচন্দ্র রায়—(১লা কার্ত্তিক, ১২৭৩—৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। নিবাস ঢাকা জেলার ধামগড়। সংস্কৃত কলেজ হইতে এম. এ. পাশ করিবার পর তিনি কিছুকাল ঢাকা জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। পরে তিনি প্রায় ৪০ বৎসর বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চ্চা করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি ১০টি গ্রন্থ ও প্রায় ৪০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৬।৭টি প্রবন্ধ হিন্দীতে লিখিত। বহুকাল তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত জড়িত ছিলেন ও শেষে সহ-সভাপতি হইয়াছিলেন।

সত্যচরণ শাস্ত্রী—(১৯শ শতক)। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত। ঐতিহাসিক তত্ত্বানু-সন্ধানের নিমিত্ত তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁহার প্রণীত ইতিহাসে প্রচলিত অনেক ঐতিহাসিক পুস্তকের ভুল দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত' (১৮৯৫), 'বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত' (১৮৯৬), 'মহারাজ নন্দকুমার চরিত', 'ক্লাইভ চরিত' এবং 'ভারতে অলিকসন্দর' তাঁহার রচিত বিশিষ্ট গ্রন্থ। তিনি বহু-ভাষাবিদ্ ছিলেন।

সত্যবতী—মহর্ষি ব্যাসদেবের জননী। তিনি পূর্ব্বে ধীবররাজের কন্যা ছিলেন এবং তাঁহার দেহে মৎস্যের গন্ধ ছিল। এই কারণে তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল মৎস্যগন্ধা। তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া পরাশর মুনি তাঁহাকে বর দেন, তাহাতে তাঁহার দেহে মৎস্যগন্ধের পরিবর্ত্তে পদ্মগন্ধ আবির্ভূত হয়। পরাশরের ঔরসে কন্যা-কালেই তাঁহার গর্ভে ব্যাসদেবের জন্ম হয়। পরে তিনি কুরুরাজ শান্তনুকে বিবাহ করেন। বিবাহের এই সর্ত্ত ছিল যে, সত্যবতীর পুত্র রাজা হইবেন। এই প্রসঙ্গে শান্তনুর পুত্র ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি চিরকুমার থাকিবেন। বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে সত্যবতীর দুই পুত্র জন্মে। পরাশরের বরে তিনি চিরযৌবনা ছিলেন (ভারত)।

সত্যবান্—এক রাজকুমার। পিতা দ্যুমৎ-সেন। তাঁহার পিতা দৈববশতঃ অন্ধ ও নির্ব্বাসিত হন। মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার বিবাহের পরবৎসরই মৃত্যুযোগ ছিল, কিন্তু সব জানিয়াও সাবিত্রী তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। পরে সাবিত্রীর তেজঃপ্রভাবে তাঁহার মৃত্যুর পর যমরাজ তাঁহাকে জীবলোকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন (ভারত)।

সত্যব্রত সামশ্রমী—(১৮৪৬—১৯১১)। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। পাটনায় জন্ম। বহুদেশে পণ্ডিতবৃন্দের সহিত বিচারে জয়লাভ করিলে কাশ্মীরের মহারাজ রণবীর সিংহ তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তিনি 'বিব্লিয়থিকা ইণ্ডিকা'র জন্য সামবেদ সম্পাদনা করেন। তাঁহার প্রকাশিত সামবেদ প্রচারিত আছে। তিনি বৈদিক নিরুক্ত প্রণয়ন করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন বেদের অধ্যাপক ছিলেন।

সত্যভামা—শ্রীকৃষ্ণের মহিষী এবং সত্রা-জিতের কন্যা। তাঁহার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে স্বর্গ হইতে পারিজাত আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন (হরি)।

সত্যমূর্ত্তি—(১৮৮৭—১৯৪৩)। বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী। তিনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কংগ্রেস আন্দোলনকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯১৯-এ কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি লণ্ডনে গমন করেন। দেশের কাজের জন্য তিনি বহুবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত

হন। তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসীদলের নেতা (১৯৩৭) ছিলেন।

সত্যেন বসু—(১৮৮২—১৯০৮)। সুবিখ্যাত বিপ্লবী ও অগ্নিমন্ত্রের সাধক। জন্ম মেদিনীপুরে। পিতা অভয়চরণ, ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভাই। মেদিনীপুর স্কুল হইতেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও পরে মেদিনীপুর কলেজে এফ. এ. পড়েন। বি. এ. পরীক্ষা সিটি কলেজ হইতে দিবার কথা ছিল, কিন্তু শরীর খারাপ হওয়াতে তিনি ওয়ালটেয়ারে চলিয়া যান ও ১৯০২-এ মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসেন। মেদিনীপুরে অরবিন্দ যে গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার নায়ক হইলেন সত্যেন্দ্রনাথ। এই সমিতিতে বৈপ্লবিক শিক্ষাকার্য্যের ব্যবস্থা হইত। এই সময় তিনি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তারপর তিনি ক্ষুদিরামকে দলে আনেন এবং কিংসফোর্ড হত্যার মামলায় ক্ষুদিরাম ধরা পড়িলে পুলিস তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করে। জেলের মধ্যে নরেন গোঁসাইকে হত্যার প্রথম পরিকল্পনা তিনিই করিয়াছিলেন। জেলের মধ্যে তিনি ও কানাইলাল তাহাকে হত্যা করেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসির হুকুম হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১লা জুন, ১৮৪২ —৯ই জানুয়ারি, ১৯২৩)। সুবিখ্যাত রাজকর্ম্মচারী ও সাহিত্যসেবক। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। ১৮৫৭-এ সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও স্বদেশে যাত্রা করেন (১৮৬৪)। তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সিভিলিয়ান। বোম্বাই তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল। তিনি আমেদাবাদে অ্যাসিষ্টান্ট কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত হইয়া সাতারার জজ ও সেসন্ জজ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। "মিলে সবে ভারত সন্তান" নামে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীতটি তাঁহার রচিত। অবসরগ্রহণের পর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজেরও আচার্য্য ও সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি পঠদ্দশা হইতেই মাতৃভাষায় অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা', 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক', 'বোম্বাই চিত্র', 'বৌদ্ধধর্ম্ম', 'নবরত্নমালা', 'আমার বাল্যকথা' ও 'আমার বোম্বাই প্রবাস' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—(১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২—২৫শে জুন, ১৯২২)। সুপ্রসিদ্ধ কবি। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। নিবাস—চুপী, বর্দ্ধমান। তিনি পরে দর্জিপাড়ায় (কলিকাতা) আসিয়া বাস করেন। তিনি বি. এ. পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পাশ করেন নাই। তিনি জীবনে কোনও চাকরী বা ব্যবসায় করেন নাই। সাহিত্যই তাঁহার পেশা ছিল। ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' প্রকাশিত হয়। 'জন্মদুঃখী' (অনূদিত উপন্যাস), 'চীনের ধূপ' (নিবন্ধ), 'রঙ্গমল্লী' (অনূদিত নাটকাবলী) ও 'ধূপের ধোঁয়ায়' নাটিকা ছাড়া তিনি বাকী পনেরখানি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। তিনি আধুনিক বাংলা পদ্যে নানা অভিনব ছন্দের প্রবর্তক। বৈদেশিক ভাষার কবিতা অনুবাদে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। 'তীর্থসলিল', 'অভ্র-আবীর', 'কুহু ও কেকা' ইত্যাদি তাঁহার রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু—(জন্ম ১৮৯৪)। সুবিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী। তিনি ১৯০৯-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে এম. এস্-সি. পরীক্ষা দিয়া (১৯১৫) প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯১৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার (১৯২১) ও পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯২৭) হন। গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁহার অনেক মূল্যবান্ গবেষণা আছে। তাঁহার "বসু-আইনস্টাইন তথ্য" আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি (১৯৪৪) হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের খৈর অধ্যাপক।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, লর্ড—(১৮৬৩ —১৯৩০)। সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ ও প্রথম ভারতীয় গভর্ণর। বীরভূম জেলার রায়পুরে জন্ম। তিনি ১৮৮৬-এ ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ১৯০৬-এ Advocate General হন। পরে ১৯০৯-এ তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন-সচিব (Law Member) হন। তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (১৯১৫)। মহাযুদ্ধের সময় তিনি 'War Conference'-এর সদস্য হইয়া ইংলণ্ডে যান এবং যুদ্ধের অবসানে তাঁহাকে লর্ড উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। তখন তিনি সহকারী ভারত-সচিব নিযুক্ত হন। এরূপ সম্মান ভারতবাসীর ভাগ্যে এই প্রথম। ১৯২০-এ শাসন-সংস্কার (Montague-Chelmsford Reform) অনুসারে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন।

সত্রাজিৎ—যদুবংশীয় নিঘ্নের পুত্র। তাঁহার কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণ বিবাহ করেন। তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব তাঁহাকে অমূল্য 'স্যমন্তকমণি' দান করেন (ভাগ)।

সনক—পৌরাণিক ঋষি, ব্রহ্মার মানসপুত্র।

সনৎকুমার—প্রাচীন ঋষি, ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি শিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া শিবের শাপে মনুষ্যেতর জীবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁহার কাতর প্রার্থনায় তিনি শিবের অনুগ্রহে নিজরূপ প্রাপ্ত হন (শিব)।

সনন্দ—ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া কথিত এক পৌরাণিক মুনি।

সনাতন—(?—১৫৫৮)। খ্যাতনামা বৈষ্ণব ঠাকুর। তিনি গৌড়ের মুসলমান রাজার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত ধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ (বৈষ্ণব ধর্ম্মসম্বন্ধীয়) আছে। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ সাধক ও পণ্ডিত বৈষ্ণব বিরল। বিখ্যাত রূপ গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতা।

সফোক্লেজ (Sophocles)—(? খৃঃ পূঃ ৪৯৫—৪০৬ অব্দ)। সুবিখ্যাত গ্রীক নাট্যকার। তিনি প্রায় ১০০ খানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৭ খানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম রচনা 'Triptolemus'। তাঁহার রচনার মধ্যে যে কয়খানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় তন্মধ্যে 'Antigone', 'Oedipus Tyrannus' এবং 'Oedipus at Colonus' সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনি স্বীয় নাটকের মধ্য দিয়া কর্ম্মফলের গরিমা প্রচার করেন। তাঁহার অধিকাংশ নাটক বিয়োগান্ত।

সবুক্তগীন, আমীর—(শাসনকাল ৯৭৭ —৯৯৮)। ৯৭৭-এ তিনি গজনীর রাজা হন। প্রথমে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। রাজা হইয়া তিনি 'আমীর' উপাধি গ্রহণ করেন। পরে তিনি খলিফার নিকট হইতে নাসিরউদ্দীন নাম প্রাপ্ত হন। ৯৮৬—৯৮৭-এ তিনি পঞ্জাবের রাজা জয়পালের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে তিনি জয়ী হন। পুত্রের নাম সুলতান মামুদ।

সমরসিংহ—চিতোরের রাণা। তিনি বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি ছিলেন। পৃথ্বীরাজের সহিত তিনি মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও দ্বিতীয়বারে পরাজিত ও নিহত হন।

সমরু—(১৭২০—১৭৭৮)। মীর কাসিমের এক সৈনিক। তিনি একজন জার্ম্মান কসাইএর পুত্র বলিয়া বর্ণিত। তিনি ভারতের

ফরাসী সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া Sumroo নাম গ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম ছিল Walter Reinhard. তিনি পরে বহুস্থানে সৈনিকরূপে কর্ম্ম করিয়া সরধানা প্রদেশে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। নবাব মীর কাসিমের অধীনে যখন তিনি কর্ম্ম করেন, তখন বহু ইংরাজের প্রাণনাশ তাঁহার হস্তেই ঘটে।

সমরু, বেগম—এক খৃষ্টান রমণী। তিনি জার্ম্মান সৈনিক সমরুর সহিত সরধানা দুর্গে বাস করিতেন। সমরুর মৃত্যুর পর তিনি Levassoult-নামক এক ফরাসী সৈনিককে বিবাহ করেন। তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বীয় সৈন্যদল লইয়া ১৮০৩-এ একবার যুদ্ধ করেন ও পরাভূত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার বিপুল সম্পদের অধিকাংশই তিনি খৃষ্টধর্ম্মের উন্নতির জন্য ব্যয় করিয়া যান।

সমরেন্দ্র সিংহ—ইতিহাসে শক্তসিংহ বলিয়া পরিচিত। তিনি বীরশ্রেষ্ঠ চিতোরের রাণা প্রতাপসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কথিত আছে, তিনি হলদীঘাটে প্রতাপের বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হন এবং যদিও তিনি প্রতাপ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তথাপি প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈন্যগণের প্রাণ-সংহার করিয়া তাঁহার জীবনরক্ষা করেন। পরে উভয় ভ্রাতার পুনরায় মিলন হয়।

সমুদ্র গুপ্ত—(রাজত্বকাল ৩৩০—৩৭৫)। গুপ্তবংশের দ্বিতীয় সম্রাট্। পিতার নাম চন্দ্রগুপ্ত ও মাতার নাম কুমারদেবী। তিনি গুপ্তবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সামরিক কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলা হয়। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষই জয় করিয়াছিলেন, কেবল দাক্ষিণাত্যে তিনি নিজ শাসন বিস্তৃত করেন নাই। তবে সেখানকার রাজারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার অনুগত ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তিনি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কবি হরিষেণ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন।

সম্পাতি—জটায়ুর ভ্রাতা। অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা জটায়ু সূর্য্যের অভিমুখে ধাবিত হইলে তাঁহার পক্ষ দগ্ধ হয়। পরে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রশ্রবণে তাঁহার পুনরায় পক্ষোদ্গম হয় (রাম)।

সরফরাজ খাঁ—(শাসনকাল ১৭৩৯—১৭৪০)। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র। তিনি দুশ্চরিত্র ও দারুণ অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহার শাসনে নির্য্যাতিত ও বিরক্ত হইয়া বাংলার বড় বড় লোক আলিবর্দ্দী খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। দিল্লীশ্বর আলিবর্দ্দী খাঁকে বাঙ্গালায় নবাবীর সনদ দেন। ১৭৪০-এ আলিবর্দ্দীর সহিত যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন।

সরমা—গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের কন্যা, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের পত্নী। তিনি স্বামীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। সীতা অশোকবনে অবস্থানকালে একমাত্র তাঁহাকেই পরম সখী ও হিতকারিণীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাবণ বধের পর তিনি স্বামী বিভীষণের সহিত লঙ্কায় বাস করেন (রাম)।

সরলা দেবী চৌধুরাণী—(১৮৭৩—১৯৫০)। মহিলা সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট দেশকর্ম্মী। প্রসিদ্ধ মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। পিতা জানকীনাথ ঘোষাল। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা। তাঁহার সমালোচনা সুখপাঠ্য। অতি অল্প-বয়স হইতেই তিনি সাহিত্য-রচনা আরম্ভ করেন। কালিদাসের নাটকের সমালোচনা লিখিয়া তিনি বেশ নাম করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসাবেও তাঁহার নাম ছিল। মাত্র সতের বৎসর বয়সে ইংরাজীতে অনার্স লইয়া তিনি বি. এ. পাশ করেন। সঙ্গীতেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। বাংলার অগ্নিবিপ্লবের যুগে তিনিও ছিলেন একজন মহিলা কর্ম্মী। 'মাতৃ-ভাণ্ডার' নামে একটি দোকানের পশ্চাতে তিনি যুবকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন এবং 'বীরাষ্টমী ব্রত' নামে যুব-আন্দোলনের পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার কবিতায় স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা পাওয়া যায়। তিনি কিছুদিন 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি একজন একনিষ্ঠা দেশ-সেবিকা। তাঁহার স্বামী পরলোকগত রামভুজ দত্ত চৌধুরী। তিনি পঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। শেষজীবনে তিনি বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষার জন্য 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করেন ও 'ভারত-স্ত্রী-শিল্প-সদন' গঠন করেন।

সরোজনলিনী দত্ত—প্রসিদ্ধ মহিলা কর্ম্মী। তিনি বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ও তাহাদের শিল্পকার্য্য শিখাইয়া স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। 'সরোজনলিনী শিক্ষা-মন্দির' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। গুরুসদয় দত্ত (ব্রতচারী নৃত্যের পুনঃপ্রবর্ত্তক) তাঁহার স্বামী ছিলেন।

সরোজিনী নাইডু—(১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯—১লা মার্চ্চ, ১৯৪৯)। বিখ্যাত বাঙ্গালী মহিলা কবি, রাজনীতিক ও দেশকর্ম্মী। হায়দরাবাদে জন্ম। পিতার নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি বার বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। পরে তিনি লণ্ডনে ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কিছুদিনের পরই দেশে ফিরিতে বাধ্য হন। তিনি আজীবন পিতার সহিত হায়দরাবাদে বাস করেন। তিনি ডাঃ এম্. জি. নাইডু নামক একজন মাদ্রাজীকে বিবাহ করেন। প্রথম হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে পারিতেন। ইংলণ্ডে আসিয়া তিনি তিন-খানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৯৮-এ তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। কিছুকাল গার্হস্থ্য জীবন কাটাইয়া তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৯২৫-এ তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির কানপুরের অধিবেশনে সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হন। তাঁহার বাগ্মিতা সমধিক প্রশংসনীয়। তিনি ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। তিনি ১৯৩২, ১৯৪০, ১৯৪২-এ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হইলে তিনি উত্তর প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হন। আমাদের দেশে তিনিই প্রথম মহিলা গভর্ণর। তাঁহার কবিতাপুস্তক-গুলির মধ্যে 'The Bird of Time', 'The Golden Threshold', 'The Broken Wing', 'Leili' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সর্ব্বধর্ম্মাচার্য্য—কলাপ ব্যাকরণের প্রণেতা। রাজা শালিবাহনকে সহজ উপায়ে বিদ্যাশিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি কলাপ ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

সল (Sol)—সূর্য্যদেবতা। প্রাচীনকালে ইতালীয়রা তাঁহাকে ঐ নামে অভিহিত করিতেন (বৈদে পুঃ)।

সলিম চিস্তি—(১৪৭৮—১৫৭১)। বিখ্যাত মুসলমান ফকির। দিল্লীতে জন্ম। আকবর তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাঁহারই নামানুসারে আকবর নিজ পুত্রের নাম 'সলিম' রাখেন। ফতেপুর সিক্রির নিকটবর্ত্তী এক পাহাড়ে তিনি বাস করিতেন। আকবর তাঁহার জন্য ঐ পাহাড়ে একটি প্রকাণ্ড মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিনি ২৪ বার মক্কায় গমন করেন।

সলোমন (Solomon)—(মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৯৩৭ অব্দ)। বাইবেল-বর্ণিত ইহুদীদের রাজা। পিতা ডেভিডের মৃত্যুর পর আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৯৭৪ অব্দে তিনি রাজা হন। তিনি বুদ্ধিমত্তা, সুবিচার ও সুশাসনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। জেরুসালেম প্রভৃতি স্থানে তিনি সুবৃহৎ প্রাসাদ ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বহু প্রবাদবাক্য ও সঙ্গীত প্রভৃতির রচয়িতা বলিয়া তাঁহাকে বর্ণনা করা হয়।

সল্‌স্‌বেরি (Salisbury, Robert Cecil, Lord)—(১৮৩০—১৯০৩)। প্রসিদ্ধ রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ্। তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন (১৮৮৫)। প্রসিদ্ধ মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের সহিত তাঁহার বহুবার বিরোধ ঘটে। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে বুয়র-যুদ্ধ হয়।

সহজী বাঈ—রাজপুতানার ডুসরকুল নামক স্থানের একজন পরম ভক্ত মহিলা। তিনি শব্দযোগী ছিলেন। তিনি চরণদাস নামক মহাযোগীর শিষ্যা। তাঁহার বহু দোঁহা প্রচলিত আছে।

সহদেব—১। মহারাজ পাণ্ডুর পঞ্চমপুত্র, মাদ্রীর গর্ভজাত। অশ্বিনীকুমারের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ নিপুণ ছিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে তাঁহার শ্রুতকীর্ত্তি নামে পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল বলিয়া স্বর্গারোহণকালে পথিমধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল (ভারত)। ২। মগধরাজ জরাসন্ধের পুত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন (ভারত)।

সাইনন (Sinon)—ট্রোজান যুদ্ধের সময়কার একজন গ্রীক। তিনি ইচ্ছা করিয়া ট্রোজানদের হস্তে বন্দী হন। অতঃপর নগরের মধ্যে একটি কাঠের ঘোড়া প্রবেশ করাইবার জন্য তিনি ট্রোজানদের পরামর্শ দেন। এই কাঠের ঘোড়ার মধ্যে বহু গ্রীক যোদ্ধা ছিল (ইলিয়াড)।

সাইবেলি (Cybele)—গ্রীক দেবী-বিশেষ। তিনি ফ্রিজিয়ার জননী (গ্রীক পুঃ)।

সাইমন, জন (Simon, Sir John Allsebrook)—(জন্ম ১৮৭৩)। ইংরাজ রাজনীতিবিদ্ ও ব্যবহারাজীব। তিনি ১৯১৫-এ ইংলণ্ডের স্বরাষ্ট্র-সচিব হন। তিনি ভারতে যে রয়্যাল কমিশন আসে, উহার সভাপতি হইয়া ১৯২৭-এ ভারতে আগমন করেন। ঐ কমিশন সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। ভারতবাসীরা ঐ কমিশন বর্জ্জন করে। ১৯৩১-এ তিনি পররাষ্ট্র-সচিব হন। তিনি ইউরোপের শান্তির জন্য উল্লেখযোগ্য বহু প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের রাজস্ব-সচিব পদে কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯৩৭)। পরে তিনি লর্ড চ্যান্সেলার হন (১৯৪০—১৯৪৫)। তাঁহার লিখিত একটি আত্মচরিত আছে।

সাইলিনাস (Silenus)—উৎসবের দেবতা ব্যাকাসের সহচর। তিনি যখন মাতাল হন কিংবা নিদ্রিত থাকেন, তখন যদি তিনি পুষ্পদ্বারা পরিবৃত থাকেন, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন (গ্রীক পুঃ)।

সাউথ্‌কট, জোয়ানা (Southcott, Joanna)—(১৭৫০—১৮১৪)। ধর্ম্ম-পরায়ণা নারী। তিনি এতদূর ধর্ম্মপাগল হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রচার করেন ১৮১৪-এর ১৯শে অক্টোবর আর একজন যীশু জন্মাইবেন এবং তিনিই তাঁহার মাতা।

সাউদি, রবার্ট (Southey, Robert)—(১৭৭৪—১৮৪৩)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক ও কবি। বেতমারার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ওয়েস্টমিনিষ্টার স্কুল হইতে বিতাড়িত হন, ও পরে অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে লেখাপড়া করিতে থাকেন। ১৮১৩-এ তিনি ইংলণ্ডের রাজকবি হন। কোলরীজের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। 'Thalaba', 'Madoc', 'All for Love', 'Wat Tyler' (নাটক) ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক। গদ্যে ও পদ্যে সমভাবে তাঁহার লেখনী চলিত। তাঁহার রচিত 'Life of Nelson' (প্রসিদ্ধ নৌসেনাধ্যক্ষ নেল্‌সনের জীবনী) প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

সাত্যকি—যদুবংশীয় বীর, শিনির পৌত্র, সত্যকের পুত্র। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অস্ত্রশিষ্য ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে তিনি পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসকালে তিনি প্রাণ হারান (ভারত)।

সাদৎ—একজন মুসলমান কবি। প্রকৃত নাম মীর সাদৎ আলী। তিনি 'সইলি সেথি ওঁ' নামে কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তিনি অমরোহাবাসী ছিলেন।

সাদৎ আলি—(মৃত্যু ১৭৩৯)। অযোধ্যার মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খোরাসানবাসী একজন বণিক্ নাশির খাঁর পুত্র। আদি নাম মহম্মদ আমীন। মহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রারম্ভে তিনি রেচনার ফৌজদার ছিলেন। তিনি ১৭২৪-এ অযোধ্যাপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি বুর্হান্ উল্-মুলক উপাধি লাভ করেন। নাদির শাহের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাদির শাহের নৃশংস নরহত্যার পূর্ব্বরাত্রেই তিনি মারা যান।

সাদৎ আলি খাঁ—(মৃত্যু ১৮১৪)। অযোধ্যার মুসলমান নবাব। প্রকৃত নাম যেমেন উদ্দৌলা। ইংরাজ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক তিনি অযোধ্যার নবাব পদে নিযুক্ত হন (১৭৯৮)। সাদৎ আলির সঙ্গে ইংরাজদের চুক্তির ফলে ইংরাজগণ বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা করস্বরূপ পান ও অযোধ্যায় দশ হাজার ইংরাজ সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা পান।

সাদী (শেখ)—(১১৭৪—১২৯২)। বিখ্যাত পারসিক কবি। সিরাজ নগরে জন্ম। তিনি সাধারণ্যে শেখ মস্‌লাহ উদ্দীন্ সাদী অল্ সিরাজী নামে পরিচিত ছিলেন। বাল্যে বিদ্যাশিক্ষার পর যৌবনে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং হিন্দু ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ট্রিপোলী নগরে তিনি খৃষ্টানদের দ্বারা বন্দী হন। পরে একটি রমণীকে বিবাহ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। তিনি ১৪ বার মক্কা গিয়াছিলেন। তিনি সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আবদুর কাদের গিলানীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বহু কবিতা, গাথা, গীত আছে। তাহার মধ্যে 'গুলিস্তান' ও 'বোস্তান' তাঁহার রচিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

সান ইয়াৎ সেন, ডাঃ (Sun Yat Sen, Dr.)—(১৮৬৬—১২ই মার্চ্চ, ১৯২৫)। বিশ্ববিশ্রুত চীনদেশীয় রাজনীতিবিদ্ ও নব্যচীনের জন্মদাতা। ক্যান্টনের চোয়হাঙ গ্রামে জন্ম। বাল্যকালে নাম ছিল ওয়েন। তিনি হনলুলুতে খ্রীষ্টান মিশনারী স্কুলে প্রথমে পড়েন (১৮৭৭), ও পরে হংকঙে কুয়িন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন ও পরে সেখান হইতে পাক্‌টাশি মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারী পড়েন ও ১৮৯২-এ পাশ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার বিপ্লবী জীবনের আরম্ভ। ১৮৯৫-এর বিদ্রোহে নেতৃত্ব করিয়া বিফলকাম হইয়া তিনি বহুদেশ পর্য্যটন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। ১৯১১-এর বিদ্রোহের ফলে মাঞ্চুবংশের পতন হয়। পরে তিনি কিছুদিন চীন গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হন। মতভেদের ফলে তিনি কিছুকাল পরে পদত্যাগ করেন, কিন্তু ১৯১৭-এ দক্ষিণ চীনে সামরিক গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট হন। বহু বিপর্য্যয়ের পর অবশেষে ১৯২৩-এ তিনি ক্যান্টনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় হইতেই কুওমিন্‌টাং দলের অভ্যুত্থান হয়। রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁহার সেক্রেটারি ছিলেন চিয়াং-কাইশেক।

সান্দীপনি—কৃষ্ণ-বলরামের গুরু এক ঋষি। প্রভাসতীর্থে স্নানকালে তাঁহার পুত্রকে এক দৈত্য অপহরণ করে। কৃষ্ণ-বলরাম গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলে তিনি পুত্রের উদ্ধার কামনা করেন। তাঁহারা দৈত্যের বিনাশ সাধন করিয়া মুনিপুত্রের উদ্ধার করেন (বিষ্ণু)।

সাপ্রু, তেজ বাহাদুর—(১৮৭৫—১৯৪৯)। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও উদারনৈতিক নেতা। তিনি উত্তর-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯১০-এ তিনি কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯২০—১৯২২ পর্য্যন্ত তিনি বড়লাটের আইন-সদস্য ছিলেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে তিনি সভ্য মনোনীত হন। তিনি প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। গান্ধী-আরউইন

চুক্তির সময় তিনি ও ডাঃ জয়াকর মধ্যস্থতার অংশ গ্রহণ করেন।

সাফী ইমাম—(৭৬৭—৮২০)। প্যালেস্টাইনের ঘাজা নগরে জন্ম। প্রকৃত নাম আবু আবদুল্লা মোহাম্মদ বিন ইদ্রিস। তিনি সুন্নি সম্প্রদায়ের তৃতীয় শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসক-হিসাবে তাঁহার বিশেষ নাম ছিল। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ছিলেন।

সাফো (Sappho)— (জীবৎকাল খৃঃ পূঃ ৭ম শতক)। বিখ্যাত গ্রীক মহিলা কবি। Lesbor-নামক স্থানে জন্ম। খণ্ডকাব্য-রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রেমের প্রতিদান পান নাই বলিয়া জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন।

সাবর্ণ (সাবর্ণি)—সূর্য্যপুত্র, অষ্টম মনু। প্রতি মন্বন্তরের প্রবর্ত্তক এক একজন মনু থাকেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

সাবিত্রী—মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা ও সত্যবানের পত্নী। সতীত্বের জন্য তাঁহার খ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ। সত্যবানের বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইবে, ইহা জানিয়াও তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং মৃত্যুর পর নিজ সতীত্বতেজের প্রভাবে যমরাজের নিকট হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন এবং শ্বীয় শ্বশুরের চক্ষু ও হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইবার ব্যবস্থা করেন (ভারত)।

সাভারকর, বিনায়ক দামোদর, বীর—(জন্ম ১৮৮৩)। প্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী ও হিন্দু নেতা। জন্ম নাসিকে। তিনি পুনার ফারগুসন কলেজে শিক্ষালাভ করেন ও ব্যারিষ্টারি পাশ করেন। ১৯০৫-এ তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। বিলাতে গিয়া তিনি 'ইণ্ডিয়া হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালান। তিনি ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্যারিষ্টারি করিবার অনুমতি পান নাই। ১৯০৭-এ ইংরাজগণ যখন সিপাহী-বিদ্রোহে জয়লাভের জুবিলী উৎসব পালন করেন, সেই সময় সাভারকর "ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ" নাম দিয়া তাহার জুবিলী অনুষ্ঠান ও তাহার সঙ্গে নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী, লক্ষ্মীবাঈ ইত্যাদি বিদ্রোহীদের স্মরণোৎসব পালন করেন। তিনি ইংলণ্ডে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন ও তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে ধরিয়া যখন ভারতে আনা হইতেছিল সেই সময় তিনি লাফ দিয়া ভূমধ্যসাগরে পড়েন এবং ফ্রান্সে উঠেন। পরে হেগের আন্তর্জাতিক বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে ফরাসী সরকার তাঁহাকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে দেন। তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে ১৫ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হন। অতঃপর আন্দামান হইতে ১৪ বৎসর পরে তাঁহাকে রত্নগিরিতে আনিয়া আটক রাখা হয়। ১৯৩৭-এ বোম্বাই-এর অন্তর্বর্ত্তীকালীন সরকার তাঁহাকে মুক্তি দেন। মুক্ত হইয়া তিনি আবার রাজনীতিক কাজে যোগদান করেন এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি পর পর সাতবার ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন। তিনি নানা ভাষাবিদ্ ও কবি। গান্ধী-হত্যা মামলায় অন্যতম আসামী হিসাবে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি পান।

সাভোনারোলা, গিরোলামো (Savonarola, Girolamo)—(১৪৫২—১৪৯৮)। ইতালীর সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অতীব প্রবল ছিল। ফলে তিনি ইউরোপের ধর্ম্মগুরু পোপের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। তাঁহার উপর অশেষবিধ নির্য্যাতন চলিতে থাকে এবং ১৪৯৮-এ তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। তাঁহার ন্যায় দৃঢ়চিত্ত ও সত্যনিষ্ঠ সংস্কারক অতি বিরল।

সামন্ত সেন—কর্ণাটের সামন্ত রাজা। তিনি কর্ণাটের রাজার কোপে পড়িয়া বাংলায় পলায়ন করেন এবং নবদ্বীপে রাজত্ব করেন। তিনি গৌড়ের সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজা হেমন্ত সেনের পিতা ও বিজয় সেনের পিতামহ।

সামারভিল, মেরী (Somerville, Mary)—(১৭৮০—১৮৭২)। বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্রী। বিজ্ঞানে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। অতি সহজ সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি লিখিবার তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। 'Physical Geography', 'Molecular and Microscopic Science' তাঁহার রচিত পুস্তক।

সাম্ভাজী, ১ম—(রাজত্বকাল ১৬৮০—১৬৮৯)। মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে শিবাজী তাঁহাকে কিছুদিন পানালা-দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। সেখান হইতে পলায়ন করিয়া তিনি মোগলপক্ষে যোগ দেন কিন্তু কিছুকাল পরে পিতার নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন। আওরঙ্গজেব অবশেষে আমোদ-প্রমোদে রত অবস্থায় তাঁহাকে কঙ্কণ প্রদেশে বন্দী করেন এবং পরে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ও জিহ্বা উৎপাটন করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত করেন।

সাম্ভাজী, ২য়—(রাজত্বকাল ১৭১২—১৭৬০)। মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর পৌত্র এবং রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি রাজপদ লাভ করিয়া শাহুর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন। পরে শাহু তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলে তিনি কোলাপুরে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। দ্বিতীয় সাম্ভাজীর মাতা রাজসবাঈ এখানে কর্তৃত্ব করিতেন।

সায়নাচার্য্য—(মৃত্যু ১৩৮৭)। বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার। মাধবাচার্য্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার নাম সায়ন। তিনি দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের মহারাজ ২য় সঙ্গম, ১ম বুক ও ২য় হরিহরের আমলে রাজমন্ত্রী ছিলেন। সায়নাচার্য্য বিষ্ণুসর্ব্বজ্ঞ ও শঙ্করানন্দের শিষ্য ছিলেন। 'অষ্টকটীকা', 'আচার মাধবীয়', 'কর্ম্মকাল নির্ণয়' ইত্যাদি বহু পুস্তকের তিনি প্রণেতা। তিনি বিজয়নগরের রাজার মন্ত্রী ছিলেন।

সায়েস্তা খাঁ—(মৃত্যু ১৬৯৪)। বাংলার মোগল শাসনকর্ত্তা। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মাতুল। তাঁহার সময়ে ঢাকা রাজধানী ছিল। তাঁহার আদেশে ঢাকায় ছোট কাটারা ও সপ্তগম্বুজ মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। তাঁহার সময়ে ইংরাজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করে। ইংরাজেরা ১৬৬৮-এ ঢাকায় কুঠী নির্ম্মাণ করে। তিনি এক সময়ে শিবাজীকে দমন করিতে গিয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসেন ['শিবাজী' দ্রঃ]।

সারণ—লঙ্কাধিপতি রাবণের অন্যতম মন্ত্রী (রাম)।

সারদাচরণ মিত্র—(১৮৪৮—১৯১৭)। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। তিনি পরে হাইকোর্টে ওকালতী করেন। ১৯০২—৩-এ তিনি হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৪ হইতে তিনি স্থায়ী বিচারপতি হন। ১৯০৮-এ পদত্যাগ করিয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে অনেক পরিশ্রম করেন। তিনি 'বিদ্যাপতি'র পদাবলীর একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।

সারদারঞ্জন রায়—কলিকাতার বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম ময়মনসিংহ জিলার মসুয়া গ্রামে। তাঁহার গণিতে ও সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আলিগড়, বহরমপুর ও ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করিয়া পরে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার গণিতে বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে। পরে তিনি সংস্কৃতে মনোনিবেশ করিয়া বহু স্কুল ও কলেজপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণিনি ব্যাকরণের

সম্পূর্ণ ইংরাজী সংস্করণ তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

সারে, হেন্‌রী হাউয়ার্ড (Surray, Henry Howard, Earl of)—(১৫১৬—১৫৪৭)। অষ্টম হেন্‌রীর সভাসদ্ ও একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি (সনেট) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি এবং Wyatt উভয়ে ইংরাজী ভাষায় 'সনেট' প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি কলহপ্রিয় ছিলেন এবং ফলে বহুবার কারারুদ্ধ হন। তিনি অন্যায়ভাবে রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সার্দ্দো, ভিক্টোরিয়ে (Sardou, Victorien)—(১৮৩১—১৯০৮)। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফরাসী নাট্যকার। তাঁহার সময়ের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটকও আছে। তিনি শেষ জীবনেই সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিখ্যাত অভিনেত্রী সারা বার্নাডের জন্য কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। 'La Tosca' তাহাদের অন্যতম।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—'বাসুদেব সার্ব্বভৌম' দ্রঃ।

সার্সি (Circe)—তিনি ইয়া দ্বীপের রাণী। যাদুকরী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ওডিসিয়স তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় এই দ্বীপে আসিলে তিনি যাদুবিদ্যাবলে তাঁহার সঙ্গীদের শূকররূপে পরিণত করেন, কিন্তু পরে তাঁহাদিগকে পুনরায় মানুষ করিয়া দিতে বাধ্য হন (গ্রীক পুঃ)।

সালাদীন—(১১৩৮—১১৯৩)। মিশরের সুলতান। তিনি ১১৭৫-এ নিজকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি উত্তর সিরিয়া জয় করিয়া পরে ক্রমশঃ জেরুজালেম জয় করেন (১১৮৭)। তাঁহার শাসনকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা একর অবরোধ (Siege of Acre). খৃষ্টানগণ দুই বৎসর অবরোধের পর ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ডের নেতৃত্বে তাঁহাকে পরাভূত করেন। পরে সন্ধি হয়। তিনি সাহসী বীরগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি ইস্‌লামের একজন প্রধান রক্ষক বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত।

সালারজঙ্গ—(১৮২৯—১৮৮৩)। তিনি হায়দরাবাদের নিজামের প্রধান উজীর ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাঁহারই পরিচালনায় হায়দরাবাদ নিরপেক্ষ থাকে এবং ফলে বিদ্রোহ সফল হইতে পারে না। এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ইংরাজ সরকার তাঁহাকে বিবিধ সম্মানে ভূষিত করেন। বিলাতে নিমন্ত্রিত হইলে সেখানে গিয়াও তিনি বহু সম্মানজনক উপাধি লাভ করেন।

সালিবাহন—হিন্দু রাজা। তিনি শালিবাহন বা সাতবাহন নামেও পরিচিত ছিলেন।

সাসুন সীগফ্রীড (Sassoon Siegfried)—(জন্ম ১৮৮৭)। বর্ত্তমান যুগের একজন শক্তিশালী ইংরাজ কবি। তিনি কেম্ব্রিজের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৪-এ যুদ্ধে যোগদান করেন ও যুদ্ধবিষয়ক কবিতা লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ১৯২৯-এ 'The Memoirs of a Foxhunting Man'-নামক গ্রন্থ লিখিয়া 'Hawthornden' পুরস্কার লাভ করেন।

সাহেব ধনী—একটি ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক জনৈক উদাসীন ফকির। তিনি স্বীয় ধর্ম্মের ভিতর হিন্দু মুসলমান উভয়কেই গ্রহণ করিতেন। এই মতাবলম্বীদের একটি সম্মেলন প্রতি বৎসর অগ্রদ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়।

সিংহবাহু—বাংলার এক রাজা। তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। তাঁহার বিতাড়িত পুত্র বিজয় সিংহ লঙ্কাদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তদবধি লঙ্কার নাম 'সিংহল' হয়।

সিংহিকা—১। এক রাক্ষসী। হনুমান্ সাগর পার হইবার সময় এই রাক্ষসী তাঁহাকে বাধা দিলে তাহাকে তিনি সংহার করেন (রাম)। ২। রাহু-দৈত্যের জননী। ৩। দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা। মহর্ষি কশ্যপ তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে গন্ধর্ব্বগণের জন্ম হয়।

সিকন্দর—'আলেকজাণ্ডার' দ্রঃ।

সিকন্দর আদিল শাহ—(শাসনকাল ১৬৭২—১৬৮৬)। বিজাপুর রাজ্যের শেষ রাজা। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন।

সিক্রপস্ (Cecrops—তিনি অ্যাটিকা নগরীর প্রথম রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি এথেন্‌স্ নগরী স্থাপন করেন (গ্রীক পুঃ)।

সিড্‌নী, ফিলিপ (Sidney, Sir Philip)—(১৫৫৪—১৫৮৬)। তিনি একাধারে কবি, রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে 'Arcadia' শ্রেষ্ঠ। তিনি ১৫৮৬-এ জুট্‌ফেনের যুদ্ধে নিহত হন।

সিতাব রায় (সেতাব রায়)—(১৮শ শতক)। মুসলমান শাসনের শেষ যুগে প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী। শকসেনবংশীয় কায়স্থ জাতিতে জন্ম। তিনি দিল্লীতে মুসলমান পরিবারের মধ্যে প্রতিপালিত হন। পরে আগা সুলেমান নামে এক বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর অধীনে কাজ করেন। ইহার পর তাঁহাকে কখনও নবাবের অধীনে, কখনও ইংরাজের অধীনে কার্য্য করিতে হয়। সম্রাট্ শাহ্ আলমের সঙ্গে ১৭৬১-এ ইংরাজের যখন যুদ্ধ হয়, তাহার পূর্ব্বে ইংরাজেরা সিতাব রায়কে সন্ধির প্রস্তাব দিয়া সম্রাটের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। মীর কাসিমের সঙ্গেও সিতাব রায়ের সংঘর্ষ হয়। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার কাছেও তিনি চাকরী করেন। ইহার পর তিনি 'রাজা' উপাধি পান এবং সম্রাটের অধীনে বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত হন ও অযোধ্যার নবাবের অনুগ্রহে আজিমগড় ও জৌনপুরের অন্তর্গত লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর পান। সম্রাট্ ও ইংরাজদের মধ্যে তিনি বহুবার মধ্যস্থ হন। এর পর তিনি আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা হন (১৭৬৬)। পরে ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে তিনি ইংরাজদের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। কিছুদিন তাঁহাকে কলিকাতায় নজরবন্দী করিয়া রাখা হয় এবং বিচারে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলে তিনি আজিমাবাদে পুনর্নিযুক্ত হন এবং ইহার পরই ১৭৭৩-এ মারা যান।

সিন্থিয়া (Cynthia)—ডায়েনা দেবীর অপর নাম। তাঁহার জন্মস্থান সিন্থাস পর্ব্বতের নাম হইতে তাঁহার এই নাম হয় (গ্রীক পুঃ)।

সিন্ধু—অন্ধক মুনির পুত্র। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দশরথ হরিণ-ভ্রমে শব্দভেদী বাণে তাঁহাকে বধ করেন (রাম)।

সিমেন্স, উইলিয়াম (Siemens, Sir William)—(১৮২৩—১৮৮৩)। বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক। তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তাপ ও তড়িৎ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

সিম্‌সন, জেম্‌স্ ইয়ং (Simpson, Sir James Young)—(১৮১১—১৮৭০)। বিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ক্লোরোফর্ম্মের যে বোধশক্তি নষ্ট করিবার শক্তি আছে, তাহা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

সিরাজউদ্দৌলা—(১৭৩০—১৭৫৮)। বাংলার নবাব। তিনি নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দৌহিত্র। পিতা জইনউদ্দীন, মাতা আমিনা বেগম। তিনি ১৭৫৬-এ আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ও স্বাধীনতাপ্রিয় হইলেও দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন বলিয়া বিশ্বাসঘাতকগণকে দৃঢ়হস্তে দমন করিতে পারেন নাই। এই দোষেই বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর ও উমিচাঁদ প্রভৃতির ষড়্‌যন্ত্রে পলাশীর যুদ্ধে

রবার্ট ক্লাইবের সামান্য সৈন্যের নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটে এবং তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং ধৃত হইয়া নৃশংসভাবে নিহত হন। তিনিই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।

সিরিজ (Ceres)—কৃষিকার্য্যের দেবী। তিনি জুপিটারের ভগিনী এবং প্রসার্পিনের মাতা (গ্রীক পুঃ)।

সিলা (Scylla)—দৈত্যবিশেষ। তিনি ইটালী ও সিসিলির মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতে বাস করেন (গ্রীক পুঃ)।

সিসেরো (Cicero, Marcus Tullius)—(খৃঃ পূঃ ১০৬—৪৩ অব্দ)। রোমের বাগ্মিশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিত। খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দে তিনি রোমের কন্‌সাল হন, কিন্তু পরে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পুনরায় দেশবাসীদের আহ্বানে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন। জুলিয়াস সীজার যখন রোমের সর্ব্বেসর্ব্বা হন, তখন তিনি রোমে সীজারের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু সীজারের হত্যার পর তাঁহাকে ষড়্‌যন্ত্রকারীদের দলভুক্ত মনে করিয়া নিহত করা হয়।

সিস্টার নি বে দি তা—'নিবেদিতা, ভগিনী' দ্রঃ।

সিস্‌মণ্ডি, লিওনার্ড (Sismondi, Leonard de)—(১৭৭৩—১৮৪২)। সুইজারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তাঁহার রচিত 'History of the Italian Publics' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি আরও বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সীউকীউইচ, হেন্‌রীক (Siewkiewicz, Henryk)—(১৮৪৬—১৯১৬)। পোলাণ্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। তিনি ১৯০৫-এ সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'Quo Vadis' ত্রিশটি বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়। এই পুস্তকখানি নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হইয়া বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করে।

সীজার, জুলিয়াস (Cæsar, Julius)—(খৃঃ পূঃ ১০০—৪৪)। রোমের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনেতা ও সেনাপতি। তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত সমরকুশল সেনানায়ক ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি কুশলী ছিলেন এবং বাগ্মিতাও তাঁহার অসাধারণ ছিল। খৃঃ পূঃ ৬০ অব্দে তিনি রোমের বিখ্যাত ত্রয়ীর (Triumvirate) একজন ছিলেন। ত্রয়ীর অন্যতম Pompeyর সহিত তখন তাঁহার সদ্ভাব ছিল। খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দে তিনি গল (বর্ত্তমান ফ্রান্স) ও পরে ব্রিটেন জয় করেন। তাহাতে তাঁহার খ্যাতি বাড়িয়া যায়। তাহাতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া Pompey তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। বহু গৃহযুদ্ধের পর খৃঃ পূঃ ৪৮ অব্দে Pompey পরাভূত হইয়া মিশরে পলায়ন করেন। Pompeyর মৃত্যুর পর তিনি রোমের একরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা হন। অতঃপর তিনি মিশরে উপস্থিত হন। মিশরের রাণী তরুণী ক্লিওপেট্রার রূপ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। তিনি রোমে সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একটি ষড়্‌যন্ত্র হয় এবং সেই ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন।

সীঞ্জ, জন মিলিংটন (Synge, John Millington)—(১৮৭১—১৯০৯)। আয়ার্লাণ্ডের প্রসিদ্ধ নাট্যকার। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন ও প্যারিসে তাঁহার প্রথম জীবন কাটান। কবি ঈয়েট্‌স্‌-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি কবির পরামর্শ অনুসারে আইরিশদের কৃষক-জীবন সম্বন্ধে লিখিতে থাকেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটকের মধ্যে 'The Shadow of the Glen', 'The Playboy of the Western World' প্রভৃতি অন্যতম।

সীতা—মহারাজ রামচন্দ্রের মহিষী ও মিথিলারাজ মহর্ষি জনকের পালিতা কন্যা। জনকরাজ ভূমিকর্ষণকালে তাঁহাকে লাভ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সীতা' রাখা হয়। তাঁহার স্বয়ম্বরসভায় জনকরাজের আমন্ত্রণে পৃথিবীর রাজগণ প্রায় সকলেই আসেন, কিন্তু কেবল রামচন্দ্রই হরধনু ভঙ্গ করিতে সমর্থ হওয়ায় তাঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পিতার সত্যপালনের জন্য রামচন্দ্র বনে গেলে তিনি স্বামীর অনুগামিনী হন, কিন্তু ছলনা করিয়া লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে হরণ করেন। তিনি রাবণের আলয়ে অশোকবনে কিছুদিন কষ্ট পান, কিন্তু রামচন্দ্র পরে রাবণকে বধ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। লোকচক্ষে আপনাকে শুদ্ধা প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসেন। তথাপি অযোধ্যার লোকের সম্পূর্ণ সন্তোষ হয় নাই বুঝিতে পারিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে বাল্মীকির তপোবনে নির্ব্বাসিতা করেন। সেখানে অনতিকাল পরেই তাঁহার যমজ পুত্র কুশ ও লব জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাদশবর্ষ পরে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে রামচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, কিন্তু সভাস্থলে তাঁহাকে আবার আত্মশুদ্ধির জন্য পরীক্ষা দিতে বলা হয়। তখন অভিমানে তিনি জননী পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তিনি সতী রমণীদের আদর্শ বলিয়া চিরকাল পূজিতা হইয়া আসিতেছেন (রাম)।

সীতারাম রায়—(১৬৫৮—?)। মহম্মদপুরের রাজা। উহা ভূষণার অপর পারে মধুমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তাঁহার পিতার নাম ছিল উদয়নারায়ণ। তিনি আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন এবং বাংলা ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কথিত আছে, তিনি দিল্লীতে গিয়া সম্রাট্ বাহাদুর শাহের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি লইয়া আসেন। প্রথমে তাঁহার সঙ্গে ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাবের সংঘর্ষ বাধে। এক যুদ্ধে আবু তোরাব নিহত হইলে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতি নিহত হন। তিনি বন্দী হন ও নবাবের আদেশে মুর্শিদাবাদে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

সীল (Scheele, Karl Wilhelm)—(১৭৪২—১৭৮৬)। সুইডেনের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার অনেক দান আছে। তিনি দুগ্ধে ক্লোরীন (chlorine), আর্সীন (arsine), কপার আর্সেনিট (copper arsenite) এবং ল্যাক্‌টিক এসিড (lactic acid) আবিষ্কার করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার বহু মূল্যবান্ আবিষ্কার আছে।

সীল্‌ভাঁ লেভি (Sylvan Levy)—(১৮৬৩—১৯৩৫)। প্রাচ্যশাস্ত্রবিদ্। প্যারিসে তাঁহার জন্ম হয়। কলেজ অব ফ্রান্সের তিনি অধ্যাপক হন। 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি'র তিনি অবৈতনিক সভ্য হন। আমেরিকার ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট থাকেন। বিজ্ঞান চর্চ্চা সম্বন্ধে তিনি ভারতবর্ষ, জাপান প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন (১৯২১—১৯২৩)। সাহিত্য ও দর্শনের মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন। বিশ্বভারতীর সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেন। ১৯২১-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি. লিট্. উপাধি পান।

সুইন্‌বার্ন, অ্যালজার্‌নন্ চার্ল্‌স্ (Swinburne, Algernon Charles)—(১৮৩৭—১৯০৯)। খ্যাতনামা ইংরাজ কবি। তিনি স্বাধীন-চিন্তাশীল কবিগণের অগ্রণী। তাঁহার রচনার মধ্যে গীতিকবিতাগুলিই (Lyric) উৎকৃষ্ট। তাঁহার কয়েকখানি নাটকও আছে। 'Atalanta in Calydon' নামে পুস্তকখানি লিখিয়া তিনি প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সুইফ্‌ট্‌, জোনাথান (Swift, Jonathan)—(১৬৬৭—১৭৪৫)। শক্তিশালী ইংরাজ লেখক। গালিভারের ভ্রমণকাহিনী

লিখিয়া তিনি বিশ্ববিশ্রুত হন। তিনি ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানের সবচেয়ে ভাল স্কুল কিলকোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং চোদ্দ বৎসর বয়সে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে ভর্ত্তি হন ও চার বৎসর পরে সেখান হইতে বি. এ. পরীক্ষা দেন। তিনি সার উইলিয়াম টেম্পলের সেক্রেটারি হন (১৬৮৯)। ১৭০১-এ ডাবলিন হইতে D. D. দেন ও বেনামে 'A Tale of a Tub' ও 'The Battle of the Books' রচনা করেন। তিনি St. Patrick গির্জ্জার ধর্ম্মাধ্যক্ষ (Dean) হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি চারি বৎসর উন্মত্তের মত হইয়া যান। 'Gulliver's Travels' ১৭২৬-এ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ও পরে ১৭৩৫-এ উহা পরিবর্ত্তিত আকারে দেখা দেয়। উহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

সুকন্যা—চ্যবনের পত্নী ও রাজা শর্য্যাতির কন্যা। তিনি কৌতুহলবশতঃ সমাধিস্থ চ্যবনমুনির চক্ষুর্দ্বয় শলাকাবিদ্ধ করিয়া দেন। ফলে মুনির শাপে রাজসৈন্যমধ্যে মহা ক্লেশ উপস্থিত হয়। অতঃপর রাজা মুনিবরের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহার রোষ শান্ত করেন। পরে তিনি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আরাধনা করিয়া স্বামীর চক্ষুঃ ও যৌবন ফিরাইয়া পান এবং তাঁহার সহিত সুখে বাস করিতে থাকেন (ভাগ)।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য—(৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৩—২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪)। নূতন যুগের কবি। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে সুরু করেন ও দরদী কবি বলিয়া পরিচিত হন। অতি অল্প বয়সেই তিনি মারা যান। ইংলণ্ডের বালককবি চাটার্টনের মত তাঁহার কবিতাতেও বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। তাঁহার রচিত 'ছাড়পত্র' কবিতাগুচ্ছ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

সুকেতু—তাড়কা রাক্ষসীর পিতা (রাম)।

সুকেশ—এক ধার্ম্মিক রাক্ষস। তাঁহার মাল্যবান, সুমালী ও মালী নামক তিনটি পুত্র ছিল (রাম)।

সুগ্রীব—মহারাজ রামচন্দ্রের বন্ধু এক বানররাজ। সূর্য্যের ঔরসে জন্ম। তিনি অগ্রজ বালীকে প্রতারণা করিয়া রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন বালী তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ বনগমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন করেন এবং তাঁহার অনুরোধে রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসান। তিনিও রামচন্দ্রকে লঙ্কাসমরে প্রাণপণে সহায়তা করেন। তদবধি তাঁহারা চিরমিত্র (রাম)।

সুদামা—কৃষ্ণ-বলরামের বাল্যসখা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেন, কিন্তু তিনি চিরদরিদ্রই রহিয়া গেলেন। তখন তিনি পত্নীর উপদেশে কৃষ্ণের দর্শনার্থ গমন করেন। কৃষ্ণ বাল্যবন্ধুকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁহার কৃপায় সুদামার দারিদ্র্য দূর হয় (ভাগ)।

সুদেরমান, হেরমান (Sudermann, Hermann)—(১৮৫৭—১৯২৮)। শক্তিশালী জার্ম্মান লেখক। পূর্ব্ব-প্রুশিয়ায় তাঁহার জন্ম। তাঁহার প্রথম রচনা 'Die Ehre'তে তাঁহার কীর্ত্তি ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'Frau Sorge' ইংরাজীতে অনূদিত হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার ১২৫ সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে 'Magada' অন্যতম।

সুধন্বা—এক রাজকুমার। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরিয়া তিনি অর্জ্জুনের সহিত বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া সম্মুখসমরে প্রাণ দিয়াছিলেন (ভারত)।

সুনীতি—ভক্তবর ধ্রুবের জননী, মহারাজ উত্তানপাদের মহিষী। সুনীতি ও তাঁহার পুত্র ধ্রুবকে রাজা উত্তানপাদ অপরা মহিষী সুরুচির ভয়ে সম্যক্ আদর করিতেন না। ধ্রুব পরে ভগবান শ্রীহরির অনুগ্রহলাভে ধন্য হন (বিষ্ণু)।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ—(জন্ম ১৮৯০)। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক। বাংলাভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুকাল অধ্যাপনা করিয়া তিনি ইউরোপে যাত্রা করেন। ১৯২৭-এ তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গমন করেন। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'The Origin and Development of the Bengali Language'খানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'বৃহত্তর ভারত' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' এই দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সমিতির তিনি সহ-সভাপতি।

সুন্দ—১। তাড়কা রাক্ষসীর স্বামী (রাম)। ২। উপসুন্দের ভ্রাতা জনৈক দৈত্য। তাঁহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া দেবগণ চক্রান্ত করিয়া তিলোত্তমা নামে এক সুন্দরী অপ্সরাকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করেন। অপ্সরাটি বলেন, যিনি শ্রেষ্ঠ বীর, তিনি তাঁহার স্বামী হইবেন। ফলে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া উভয়েই নিহত হন (হরি)।

সুন্দর—'চোর কবি' দ্রঃ।

সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ—(১৮৫৭—১৯৪৮)। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও জনসেবক। জন্ম শ্রীহট্টে। ১৮৮২ সালে ডাক্তারী পরীক্ষার পর তিনি কিছুকাল কর্পোরেশনে কাজ করেন, পরে আর. জি. কর ও ক্যাম্বেলে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তিনি ৩০ বৎসর ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান কলেজের জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ও জনহিতকর কার্য্যে তিনি সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতেন।

সুপার্শ্ব—১। রাবণের এক ধার্ম্মিক মন্ত্রী। রাবণ ইন্দ্রজিতের শোকে ক্ষিপ্ত হইয়া সীতাবধে উদ্যত হইলে তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করেন (রাম)। ২। সম্পাতির পুত্র। সম্পাতিকে তিনি প্রত্যহ বিন্ধ্যাচলে আহার যোগাইতেন (রাম)।

সুবল—১। গান্ধাররাজ্যের রাজা। তিনি দুর্য্যোধনের মাতামহ ছিলেন। সুবলের পুত্র শকুনি ও কন্যা গান্ধারী (ভারত)। ২। গোলোকে রাধিকার অন্যতম দ্বাররক্ষক (ব্রহ্মবৈ)। ৩। শ্রীকৃষ্ণের সখা (গর্গ)। ৪। 'বাসবদত্তা' নামক কাব্যের লেখক। তিনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম বররুচির ভাগিনেয়।

সুব্বিলুলিউমা—(Subbiluliuma)—(মৃত্যু খৃঃ পূঃ ১৩৪৫?)। দিগ্বিজয়ী হিটাইট্ সম্রাট্। তিনি আলেক্‌জাণ্ডারের মত অসাধারণ সমরকুশল সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার বিজয়কীর্ত্তি-স্মারক বহু শিলা ও মুদ্রা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সুব্রহ্মণ্য আয়ার—(১৮৫৬—১৯১৬)। মাদ্রাজের একনিষ্ঠ স্বদেশ-সেবক। তিনি মাদ্রাজ হিন্দুসভা, এবং 'হিন্দু' সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 'স্বদেশমিত্রন্' পত্রিকাও প্রচার করেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন এবং রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হন, কিন্তু পরে ঐ অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের তিনি একজন সেবক ছিলেন। ১৮৮৫-এ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। 'Welby Commission'-এ সাক্ষ্য দিতে তিনি ইংলণ্ডে যান। তিনি বিধবা-বিবাহের সমর্থক ছিলেন এবং নিজ বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী এবং অর্জ্জুনের অন্যতমা পত্নী। অর্জ্জুন তাঁহাকে কৃষ্ণের পরামর্শে অপহরণ করিয়া বিবাহ করেন। এই উপলক্ষে যাদবগণ অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগ করেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে

নিরস্ত করেন। তাঁহার গর্ভে বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যুর জন্ম হয়। তিনি বীর রমণী, বীর-পত্নী ও বীরজননী ছিলেন (ভারত)।

সুভাষচন্দ্র বসু—(২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯৭—২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৫?)। বাংলার একনিষ্ঠ স্বদেশসেবক ও আজাদ হিন্দ্ সরকারের সংগঠক ও অধিনায়ক। তাঁহার পিতা জানকীনাথ বসু কটকে সরকারী উকীল ছিলেন, সেখানেই তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ছাত্র হিসাবে অসাধারণ কৃতী ছিলেন। যোগ্যতার সহিত আই. সি. এস্. পাশ করেন এবং ইংরাজী রচনায় প্রথম হন। ১৯২০-এ তিনি আই. সি. এস্. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় এবং ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি উচ্চ সরকারী কর্ম্ম গ্রহণে অসম্মত ও কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যে ব্রতী হন। তাঁহার কার্য্যকলাপে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯২১-এ ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ড দেন। মুক্তি পাইয়া তিনি পুনরায় পূর্ণোদ্যমে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪-এ তিনি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার ও পরে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হন। কয়েকমাস পরে তাঁহাকে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। অন্তরীণ অবস্থায় তাঁহার যক্ষ্মা ব্যাধির সূত্রপাত দেখা যায় এবং গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯২৭-এ মুক্তি দিতে বাধ্য হন। মুক্তি পাইয়া তিনি পুনরায় দেশ-সেবা আরম্ভ করেন। ১৯২৮-এ তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন। সেই অবস্থায় তিনি একবার কারারুদ্ধ হন। পরে তাঁহাকে আবার নির্ব্বাসিত করা হয়, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাইতে দেন। বহু দেশ ঘুরিয়া অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মানীতে চিকিৎসা করাইয়া তিনি অনেকটা সুস্থ হন। যতদিন তিনি রোগশয্যাতে ছিলেন, ততদিনও তিনি মুহূর্ত্তমাত্র দেশসেবা ত্যাগ করেন নাই। বিদেশে তিনি যে প্রচারকার্য্য করেন, তাহা অতীব মূল্যবান্। তিনি রোগমুক্ত হইয়া দেশে ফিরিতে চান, কিন্তু অনুমতি পান না। অবশেষে ১৯৩৬-এ তাঁহাকে দেশে ফিরিতে অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু বাংলায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। বোম্বায়ে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুনরায় রাজবন্দী (State prisoner) করা হয়। অতঃপর মুক্ত হইয়া তিনি স্বাস্থ্য-লাভের জন্য ডালহৌসী নামক স্থানে গমন করেন। ইহার পর তিনি আবার ইউরোপে যান। লণ্ডনে তাঁহাকে বিরাট সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এখানে থাকিয়া তিনি শুনিতে পান যে তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৩৮-এর ২৪শে জানুয়ারী তিনি দেশে ফিরিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসের পর ধীরে ধীরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীর দ্বন্দ্ব বাড়িয়া চলিতে লাগিল কিন্তু তাহা হইলেও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মনোনীত ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহার পর গান্ধীজী, জহরলাল ও অন্যান্য দলপতিদের পরামর্শে সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ইহার পর সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ইহার পর ১৯৪০-এ হলওয়েল মনুমেণ্টের অপসারণ লইয়া তিনি আন্দোলন করেন এবং গ্রেপ্তার হন। পরে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি নিজের গৃহেই অন্তরীণ হন ও ১৯৪১-এ ২৬শে জানুয়ারী নিখোঁজ হন। ১৯৪২, ১৫ই জানুয়ারী হইতে ২৭শে মার্চ্চের মধ্যে তিনি কাবুলে যান, উত্তমচাঁদের নিকট আশ্রয় পান ও পরে মস্কোর পথে বার্লিন গিয়া উপস্থিত হন। এইবার বার্লিনে তিনি যুদ্ধ-বন্দীদের লইয়া Indian National Army গঠন করেন। তাহার পর জাপানে গিয়া (১৯৪৩) তিনি আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিছুকাল পরে তাঁহার "দিল্লী চলো" অভিযান কিছুটা সার্থক হয় ও তিনি ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন (কোহিমা, ১৯৪৪)। তারপর ১৯৪৫-এ জাপানী সৈন্যদের হটিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সরিয়া আসিতে হয়। তিনি ইন্দোচীনের তৌরেনে আসেন ও পরে টোকিও যাত্রা করেন। ইহার পরই খবর পাওয়া যায় যে তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি এমিল সেঙ্কেল নামে একটি য়ুরোপীয় রমণীকে বিবাহ করেন। তাঁহার একটি সন্তান আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের গুরু।

সুমালী—সুকেশ নামক এক ধার্ম্মিক রাক্ষসের পুত্র। তাঁহার জন্য বিশ্বকর্ম্মা স্বর্ণলঙ্কা নির্ম্মাণ করেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা মাল্যবান্ ও মালী তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রীত করিয়া তাঁহার বরে তেজোদৃপ্ত ও অজেয় হইয়া উঠিলে দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু সুমালীকে পরাজিত করিয়া রাজধানী লঙ্কা হইতে দূর করিয়া দেন। তাঁহার কন্যা নিকষা রাবণের জননী। সুমালী পরে রাবণের আশ্রয়ে লঙ্কায় কিছুদিন বাস করেন, কিন্তু রাবণের স্বর্গ জয়কালীন যুদ্ধে তিনি নিহত হন (রাম)।

সুমিত্রা—মহারাজ দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী। তিনি কৌশল্যা ও কৈকেয়ী উভয়ের নিকট হইতে যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দুইটি যমজ পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। রাম ও লক্ষ্মণের বনবাস-কালে তিনি নিতান্ত কষ্টে কাল কাটান। তাঁহার শেষ জীবন সুখে কাটে (রাম)।

সুমুখ—সর্পবিশেষ। তিনি দেবরাজ-সারথি মাতলির কন্যাকে বিবাহ করেন। গরুড়ের ভয়ে তিনি মাতলির সাহায্যে ইন্দ্রালয়ে যান এবং ইন্দ্র তাঁহাকে দীর্ঘায়ু হইবার বর দেন। গরুড় ইন্দ্রলোকে গিয়া বল-পরীক্ষা করিতে চাহিলে তথায় উপস্থিত ভগবান্ তাঁহাকে দমন করেন এবং সুমুখ-নাগের সহিত তাঁহাকে মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া দেন।

সুযোধন—ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির হীনার্থক দুঃশব্দ উচ্চারণ করিতেন না বলিয়া পিতৃব্যপুত্র দুর্য্যোধনকে সুযোধন নামে অভিহিত করিতেন (ভারত)।

সুরথ—চৈত্রবংশীয় রাজা। কোলা তাঁহার অন্যতম রাজধানী। রাজ্য শত্রুহস্তগত হইলে তিনি মেধা মুনির আশ্রমে যান এবং চণ্ডী-দেবীর উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রাজ্যাদি ফিরিয়া পান (মার্ক)।

সুরভি—দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা। মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি পাতালে বরুণালয়ে অবস্থিতি করেন। তাঁহার স্তনধারা হইতে ক্ষীর নিয়ত প্রবাহিত হইয়া ক্ষীর-সমুদ্র সৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহার সন্তানগণের অনেকে অনেক মুনির আশ্রমে কামধেনুরূপে ছিলেন, তন্মধ্যে বশিষ্ঠের 'নন্দিনী' ধেনু অন্যতমা।

সুরসা—এক নাগরমণী। তিনি নাগকুলের জননী বলিয়া বর্ণিত। হনুমান্ যখন সাগর লঙ্ঘন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে রাক্ষসী-রূপে ছলনা করেন ও পরে প্রীতা হইয়া তাঁহাকে বর দিয়া চলিয়া যান (রাম)।

সুরুচি—রাজা উত্তানপাদের মহিষী। তিনি ভক্তবর ধ্রুবের বিমাতা। তাঁহার ঈর্ষ্যা ও বাক্য-বাণে আহত হইয়াই ধ্রুব তপস্যার জন্য বনগমন করেন এবং পরে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল উত্তম (ভাগ)।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)—(১৮৬৮—১৯৩০)। বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশ ঘোষের পুত্র। তিনি অতীব উচ্চ শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। কলিকাতায় বাগবাজারে তাঁহার জন্ম। তিনি বাল্যকাল হইতে পাড়ার ছেলেদের লইয়া সিন আঁকিয়া অভিনয় করিতেন। কিশোর বয়সে তিনি এমারেল্ড (Emerald) থিয়েটারে অভিনয়

করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর তিনি থিয়েটারে প্রবেশ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার হন। পরে তিনি মনোমোহন থিয়েটারের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার অভিনীত সমস্ত ভূমিকাতেই অভিনবত্ব ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। হাস্য, বীর, করুণ —সর্ব্ববিধ রসের ভূমিকা অভিনয়েই তিনি নিপুণ ছিলেন। তিনি ছায়াচিত্রে 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে অভিনয় করেন।

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—(১৮৮৭—১৯৫২)। প্রখ্যাত দার্শনিক-অধ্যাপক। চট্টগ্রাম কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তিনি ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। তিনি ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আমেরিকায় ও ইউরোপে অনেক বক্তৃতা দেন। লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ধর্ম্ম-সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন (১৯৩৬)। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার লিখিত সাহিত্য ও দর্শন-বিষয়ক অনেকগুলি পুস্তক আছে, তাহার মধ্যে 'History of Indian Philosophy' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১০ই নভেম্বর, ১৮৪৮—৬ই আগষ্ট, ১৯২৫)। কলিকাতা-নিবাসী ডাক্তার দুর্গাচরণের পুত্র। তিনি একজন প্রসিদ্ধ দেশ-সেবক ও খ্যাত-নামা বাগ্মী ছিলেন। ১৮৭১-এ তিনি বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে আসিয়া শ্রীহট্টের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হন। কিন্তু আদালতের নথিপত্র নষ্ট করার অজুহাতে তাঁহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। ইহার পর তিনি কলিকাতার কয়েকটি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য্যে ব্রতী হন। পরে ১৮৮২-এ স্বপ্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৮-এ তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রের স্বত্ব কিনিয়া লন ও উহার সম্পাদকতা করেন। তিনি সাধারণের মঙ্গলের জন্য কয়েকটি নবপ্রবর্ত্তিত আইনের বিরোধিতা করেন। লিটনের সংবাদপত্র দমনমূলক আইন তন্মধ্যে অন্যতম। ১৮৭৬-এ তিনি 'Indian Association' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বহুদিন উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৬-এ তিনি মিউনিসিপ্যাল সভায় প্রবেশ করেন। ১৮৯৯-এ মতবিরোধ হওয়ায় তিনি অপর ২৭ জনের সহিত উহার সংস্রব ত্যাগ করেন। ১৮৯৩-এ মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিরূপে তিনি আইন-সভায় প্রবেশ করেন এবং ১৮৯৭-এ নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনের বিরোধিতা করেন। জাতীয় মহাসমিতি স্থাপনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং ১৮৯৫-এ পুনা অধিবেশনের তিনি সভাপতি হন। ১৯০২-এ অষ্টাদশ অধিবেশনে (আমেদাবাদে) তিনি পুনরায় সভাপতি হন। ১৮৯৭-এ তিনি রয়্যাল কমিশনে যে সাক্ষ্য দেন, তাহাতে তাঁহার গভীর রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গবিচ্ছেদ-আন্দোলনের তিনি এক-জন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। ১৯০৬-এ বরিশালে ঐ আন্দোলন উপলক্ষে তিনি গ্রেপ্তার হন কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে তাঁহার কোন শাস্তি হয় নাই। তিনি ১৯০৯-এ 'Press Conference' উপলক্ষে ইংলণ্ডে যান। তিনি চিরকাল নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার সহিত বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া জনমত প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ১৯১৮ হইতে মডারেট দলে যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করেন। তদবধি রাজনৈতিক মহলে তাঁহার সুনামের হ্রাস হয়। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারবিধি প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করেন এবং ১৯২০-এ তিনি বাংলা গভর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যকালে সুপ্রসিদ্ধ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (Local Self-Government Act) প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তক 'A Nation in the Making' সে যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের নিখুঁত চিত্র।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—(১৮৩৮—১৮৭৮)। কবি ও প্রবন্ধকার। জন্ম যশোহরের জগন্নাথপুর গ্রাম। পিতা প্রসন্ন-নাথ। স্কুল কলেজের শিক্ষালাভ বেশী না করিয়াও তিনি পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সবিতা সুদর্শন' (কাব্য), 'বর্ষবর্ত্তন' (কাব্য), 'ষড়ঋতুবর্ণন' (কাব্য), 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত', 'বিশ্বরহস্য' প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, কর্নেল—(১৮৬১—১৯০৫)। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বীর। নদীয়া জেলার নাথপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি অল্পবয়সেই কলিকাতায় London Missionary স্কুলে অধ্যয়ন করার সময় খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি একখানি জাহাজে ষ্টুয়ার্ড হইয়া লণ্ডনে যান এবং ল্যাটিন, গ্রীক এবং রসায়ন ও গণিত কিছু কিছু শিক্ষা করেন। পরে তিনি একটি সার্কাস কোম্পানীতে যোগ দিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই উপলক্ষে তিনি জার্ম্মানী এবং আমেরিকা (১৮৮৫) ভ্রমণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র হইতে তিনি ব্রেজিলে যান ও রাজধানী রাইও-ডি-জেনেরিয়োর রাজকীয় পশুশালায় অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তথায় কিছুদিন পরে তিনি সেনাবিভাগে যোগ দেন (১৮৮৭)। ১৮৯৩-এ একটি বিদ্রোহ দমনে তিনি অসম সাহস দেখান এবং প্রথম লেফটেন্যাণ্টের পদে উন্নীত হন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি কর্নেলের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯০৫-এ রাইও-ডি-জেনেরিয়ো নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি স্বীয় যুদ্ধ-বিদ্যায় নৈপুণ্যের দ্বারা বাঙ্গালী যে যুদ্ধবিদ্যায় সুযোগ পাইলে কৃতী হইতে পারে, তাহার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—(১৮৭০—১৯২২)। সাংবাদিক ও লেখক। কলিকাতায় তাঁহার জন্ম, পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলায় আঁশমালী গ্রামে। পিতা গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র, (তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর পুত্র)। বাল্যকাল হইতেই তিনি বাংলা লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে 'সমাচার পত্রিকা' প্রভৃতিতে লেখেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকার সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি সেই পত্রিকার (পরে 'সাহিত্য' নাম দেওয়া হয়) তিনি আজীবন সম্পাদক ছিলেন। তিনি যোগ্যতার সহিত ব্যঙ্গ রচনার সাহায্যে স্পষ্টকথা সর্ব্বত্র বলিতে পারিতেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট বাগ্মীও ছিলেন। 'রণভেরী', 'ইউরোপের মহাসমর', 'ছিন্নহস্ত', 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ—(১৮৬৫—১৯২০)। কলিকাতার প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসাবিশারদ ডাক্তার। হুগলী জেলার ভুরহুট-বামুনপাড়া গ্রামে জন্ম। তিনি মেডিক্যাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এম্. বি. ও পরে এম্. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। সকল পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। তাঁহার কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া এক অধ্যাপক তাঁহাকে নিজ ব্যয়ে বিলাতে পাঠাইয়া I. M. S. পরীক্ষা দিতে বলেন, কিন্তু মায়ের অমত থাকায় তিনি তাহাতে রাজী হন নাই। তিনি স্বাধীন ব্যবসায় করিয়া প্রসিদ্ধ হন। রোগ-চিকিৎসা ও অস্ত্র-চিকিৎসাতেও তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের প্রবর্ত্তক-গণের অন্যতম। তিনি সেখানে বিনা পারিশ্রমিকে অস্ত্র-চিকিৎসা করিতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং

সিন্ডিকেটের সভ্য ছিলেন। ইউরোপীয় মহাসমরে মেসপটেমিয়ার আহতগণের শুশ্রূষার জন্য 'বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর' (Bengal Ambulance Corps) নামে সেবকবাহিনী গঠন তাঁহারই উদ্যোগের ফল।

স্থূলা, লুসিয়াস (Sulla, Lucius)—(খ্রঃ পূঃ ১৩৮—৭৮ অব্দ)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি। কয়েক বৎসরের জন্য তিনি রোমের সর্বময় কর্তা নিযুক্ত হন। তিনি বহু আইন বিধিবদ্ধ করেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের হস্তে ক্ষমতা দেওয়াই তাঁহার আইনগুলির উদ্দেশ্য ছিল।

সুশর্ম্মা—ত্রিগর্ত্তের রাজা। তিনি বিরাটের সেনাপতি কীচকের নিকট পরাজিত হইয়া দুর্য্যোধনের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কীচক ভীমহস্তে নিহত হইলে দুর্য্যোধনকে বিরাটের গোধন অপহরণ কার্য্যে প্ররোচিত করেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনার অধিনায়ক হইয়া অর্জ্জুনহস্তে নিহত হন (ভারত)।

সুশ্রুত—চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি। ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে বিবিধ রোগের চিকিৎসার কথা বলিয়াছিলেন (অগ্নি)। তাঁহার রচিত 'সুশ্রুত-সংহিতা' নামে গ্রন্থ আছে।

সুষেণ—কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানর-দলপতি। তিনি কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর শ্বশুর ছিলেন। লঙ্কাসমরে তিনি আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি লঙ্কাসমরেও উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুন্মালী নামক প্রসিদ্ধ রাক্ষস নরপতিকে তিনি বধ করেন (রাম)।

সুত—এক প্রাচীন ঋষি। তিনি মহামুনি বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে সাধারণ্যে পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন (বিষ্ণু)।

সু, মেরি জোজেফ ইউজিন (Sue, Marie Joseph Eugene)—(১৮০৪—১৮৫৭)। প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক। তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে 'Les Mysteres de Paris' প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'Les Mysteres de Peuple' রাজদ্রোহকর বলিয়া ফ্রান্সে নিষিদ্ধ হয়। তিনি রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৮৫১-এ নির্ব্বাসিত হন।

সুরদাস—প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক ও বেদান্ত ভাষ্যকার বল্লভাচার্য্যের শিষ্য। তিনি অন্ধ ছিলেন। তিনি প্রায় এক লক্ষ গীত রচনা করিয়া 'সুরসাগর' নামে হিন্দী গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন।

সূর্য্য—আদিত্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেব। কশ্যপমুনির ঔরসে, অদিতির গর্ভে তাঁহার জন্ম। তাঁহার দুই পত্নী—সংজ্ঞা ও ছায়া। সংজ্ঞার গর্ভে মনু ও যম নামে পুত্রদ্বয় এবং যমুনা নামে কন্যা হয়। পরে ছায়ার গর্ভে শনি নামে পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা জন্মে। অতঃপর সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। কুন্তীর গর্ভে তাঁহার কর্ণ নামে এক পুত্র জন্মে (ভারত)। সুগ্রীবও তাঁহার পুত্র (রাম)।

সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী (ডাঃ গুডিভ চক্রবর্ত্তী)—(১৮২৪—১৮৭৪)। খ্যাতনামা বাঙ্গালী চিকিৎসক। তিনি মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মিঃ গুডিভের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং পরে তাঁহারই উদ্যোগে বিলাতে গিয়া এম্. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহারই প্রভাবে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সাধারণের নিকট তিনি ডাঃ গুডিভ চক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত। তিনি প্রথমে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হন, পরে বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে নিযুক্ত হন।

সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী—(১৮৩২—১৮৯৪)। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাব্রতী। হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্ম। তিনি মেডিক্যাল কলেজ হইতে উচ্চ উপাধি লইয়া বাহির হন। পরে সরকারী কার্য্য লইয়া ক্রমশঃ তিনি সৈনিকবিভাগের চিকিৎসক হন। অতঃপর তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কর্ম্ম করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সতর্ক করিয়া দেন। পরে তিনি সৈনিকবিভাগের ব্রিগেড সার্জ্জন হন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সৈনিকদের চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু পরে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় সুরু করেন। চিকিৎসাব্যবসায়ে তিনি বেশ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভ্য ছিলেন। ফ্যাকালটি অব্ মেডিসিনের তিনি প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগে ও পরহিতব্রতে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। মধুপুরে তাঁহার দেহ-ভস্মের উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে।

সূর্য্যবর্ম্মা—ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পাণ্ডবদিগের হস্তে নিহত হন। অর্জ্জুনের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল (ভারত)।

সূর্য্য সেন—(?—২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২)। দুঃসাহসিক বিপ্লবী বীর। তিনি 'মাষ্টার-দা' নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। ১৯২৯-এর ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের তিনি নায়ক ছিলেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দার, লোকনাথ বল এবং আরও অনেকে তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি ধরা পড়েন ও বিচারে তাঁহার ফাঁসী হয়।

সেকেন্দর লোদী—(রাজত্বকাল ১৪৮৮—১৫১৭)। পাঠান নৃপতি বহ্‌লুল লোদীর পুত্র। তিনি ১৪৮৮-এ পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হিন্দুদ্বেষী ছিলেন। তিনি ১৪৯৪-এ বিহার প্রদেশ জয় করেন।

সেকেন্দর শাহ্—১। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বাংলার স্বাধীন মুসলমান নৃপতি সামসুদ্দিন ইলিয়াসের পুত্র। তিনি ১৩৬১-এ পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং গৌড় হইতে পাণ্ডুয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার আমলে বহু মুসলমান পীর এদেশে আসেন এবং বহু হিন্দু ঐ সময় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তিনি পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত 'আদিনা মসজিদ' নির্ম্মাণ করেন। বৃদ্ধাবস্থায় বিদ্রোহী পুত্রের সহিত যুদ্ধে তাঁহার জীবনান্ত হয়। ২। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতে এই নামে প্রসিদ্ধ ['আলেকজাণ্ডার' দ্রঃ]।

সেণ্ট ক্লেয়ার, ডেভিল (Sainte Claire, Deville)—(১৮১৮—১৮৮১)। প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক। রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার গবেষণা মূল্যবান্। তিনি নাইট্রোজেন পেণ্টক্সাইড (Nitrogen Pentoxide) আবিষ্কার করেন।

সেণ্ট পিয়র (St. Pierre)—(১৭৩৭—১৮১৪)। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক। তিনি প্রসিদ্ধ রুসোর বন্ধুত্ব অর্জ্জন করেন। তাঁহার রচনার মধ্যে 'Paul et Virginne' সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার কয়েকখানি রচনা অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

সেণ্ট বাভ (St. Beuve)—(১৮০৪—১৮৬৯)। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক। তিনি ভিক্টর হিউগোর বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বহুবিধ রচনার মধ্যে ১৮৫৭-এ লিখিত 'Premiers Sundis' প্রভৃতি ২৮ খণ্ডে সমাপ্ত পুস্তকাবলী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

সেনানায়ক (Senanayake, Don Stephen)—(২০শে অক্টোবর, ১৮৮৪—২২শে মার্চ, ১৯৫২)। সিংহলী রাজনীতিবিদ্। তিনি ১৯২২-এ সিংহল ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হন। তিনি সংযুক্ত জাতীয় দলের নেতা ছিলেন। ১৯৪৭-এ সিংহল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাইলে তিনি উহার প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁহার পুত্র ডাড্‌লি সেনানায়ক তাঁহার পর মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

সেনেকা, লুসিয়াস অ্যানিয়াস (Seneca, Lucius Annius)—(? খ্রঃ পূঃ ৪—৬৫ খ্রঃ)। রোমের দার্শনিক ও লেখক। তিনি কুখ্যাত সম্রাট্ নীরোর প্রিয়পাত্র ও শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি সম্রাটের কু-নজরে পড়েন এবং ষড়্‌যন্ত্রের অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহাকে আত্মহত্যা

করিতে বাধ্য করা হয়। তিনি বহুবিধ বিষয়ে রচনা রাখিয়া গিয়াছেন।

সেন্যাকেরিব (Sennacherib)—(রাজত্বকাল ৭০২—৬৮০ খৃঃ পূঃ)। অ্যাসিরিয়ার (Assyria) রাজা। তিনি নিনেভে (Nineveh) নামক স্থানে একটি অতি রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। প্যালেষ্টাইন আক্রমণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাঁহার ১৬৫,০০০ সৈন্য ঈশ্বরের ক্রোধে বিনষ্ট হয়।

সেমিরামিস (Semiramis)—(জীবৎকাল খৃঃ পূঃ ২১৮২)। অ্যাসিরিয়ার (Assyria) রাণী। তিনি 'নিনেভে' (Nineveh) নগরের প্রতিষ্ঠা করেন।

সেমেলি (Semele)—গ্রীক-দেবতা ব্যাকাসের (Bacchus) জননী। তিনি জুপিটারের প্রণয়পাত্রী ছিলেন। জুনো ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটান। তখন তাঁহার গর্ভে Bacchus ছিলেন। জুপিটার নিজ-শক্তিবলে Bacchusকে বাঁচাইয়া রাখেন।

সেলিম শাহ্‌ শূর—(রাজত্বকাল ১০৪৫—১০৫৪)। শের শাহের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ইস্‌লাম শাহ্‌ শূর নামেও পরিচিত। শের শাহের পরে তিনি রাজা হন।

সেল্‌কার্ক, আলেক্‌জাণ্ডার (Selkirk, Alexander)—(১৬৭৬—১৭২১)। স্কটিশ নাবিক। ১৭০৩-এ তিনি উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ারের অধীনে দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করেন, কিন্তু কাপ্তেনের কথার অবাধ্য হওয়ার জন্য তাঁহাকে 'জুয়ান ফার্নাণ্ডেজ' নামক স্থানে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হয়। তিনি সেই স্থানে চারি বৎসরের উপর থাকেন। এই ঘটনা হইতেই প্রসিদ্ধ লেখক 'ডিফো' (Defœ) 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো'র গল্প রচনা করেন।

সৈয়দ আহ্‌মদ—'আহ্‌মদ' দ্রঃ।

সৈয়দ মর্ত্তুজা—(১৬শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। তিনি একজন মুসলমান ফকির ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর বালিয়াঘাটায় জন্ম। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার একটি পদ পাওয়া যায়। তিনি তান্ত্রিক সাধনা করিতেন। তাঁহার রচনা সরল, ছন্দোবদ্ধ ও অলঙ্কারশূন্য। জঙ্গীপুরের প্রান্তে সূতী নামক স্থানে তাঁহার সমাধি আছে।

সৈরিন্ধ্রী—রাজ-অন্তঃপুরে যে সকল পরিচারিকা নারীদের কেশ-সংস্কার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, তাহাদের সৈরিন্ধ্রী বলা হইত। দ্রৌপদী পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাট রাজ-অন্তঃপুরে ঐভাবে বাস করিতেন (ভারত)।

সোদী, ফ্রেডারিক (Soddy, Frederick)—(জন্ম ১৮৭৭)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক। তাঁহার রেডিও সম্বন্ধে মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে। তিনি ১৯২১-এ রসায়নশাস্ত্রে 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন।

সোবিয়েস্কি, জন (Sobieski, John)—(১৬২৪—১৬৯৬)। পোল্যাণ্ডের রাজা। ১৬৭৪ হইতে তিনি রাজত্ব করেন। কসাক, তাতার ও তুর্কী প্রভৃতি জাতিদিগের আক্রমণ হইতে তিনি দেশকে রক্ষা করেন।

সোম—১। চন্দ্রের এক নাম ['চন্দ্র' দ্রঃ]। ২। প্রাচীন ঋষি। পিতা অত্রি। তিনি বিষ্ণুর তপস্যা করিয়া বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করেন। বিষ্ণু বর দিতে চাহিলে তিনি নিখিল গ্রহ, নক্ষত্র, ওষধি ও দ্বিজগণের আধিপত্য চান। কিন্তু বিষ্ণু তাহা দিতে অসম্মত হন। তখন সোম আবার তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে তৃতীয়বারে বিষ্ণু উক্ত বর দেন (স্কন্দ)।

সোমদত্ত—প্রাচীন রাজা। তাঁহার পুত্রের নাম ভূরিশ্রবা। তিনি যদুবংশীয় বীর শিনির নিকট লাঞ্ছিত ও পদাহত হন। মনোদুঃখে তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং মহাদেবের নিকট এই বর লাভ করেন যে তাঁহার পুত্র শিনির পৌত্রকে পরাজিত ও পদাহত করিবে। পরে কৌরবসমরে তাঁহার পুত্র শিনির পৌত্র সাত্যকিকে পরাস্ত ও অপমানিত করেন বটে, কিন্তু পরে অন্যায়ভাবে অর্জ্জুন তাঁহার হস্তচ্ছেদ করিলে সাত্যকি তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত করেন (ভারত)।

সোমদেব ভট্ট—(১০০০ শক?)। 'কথাসরিৎসাগর'-নামক সংস্কৃত আখ্যায়িকার রচয়িতা। তিনি কাশ্মীরের রাজা অনন্তদেবের রাণী সূর্য্যবতীর চিত্তবিনোদনের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সোমেশচন্দ্র বসু—(জন্ম ১৮৮৮)। অসাধারণ মানসশক্তিসম্পন্ন ধীমান্ গণিতজ্ঞ। তাঁহার নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। তাঁহার খ্যাতি ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একশত অঙ্কের সংখ্যাকে একশত অঙ্কের সংখ্যা দিয়া তিনি অত্যল্প সময়ের মধ্যে মুখে মুখে গুণফল বলিয়া দিতে পারেন। তিনি বহু দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করেন, তন্মধ্যে আমেরিকা অন্যতম। তাঁহার অমানুষিক শক্তি ও বিদ্যা দেখিয়া আমেরিকায় তাঁহাকে ১৫০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি রাজী হন নাই। তিনি বলেন, চিন্তা, একাগ্রতা, পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা অনেকেই অল্পবিস্তর এইরূপ দুরূহ গণনা-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারেন। গণিত ও মানস-গণনা সম্বন্ধে তিনি বহুদেশে, বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজে, বহু বক্তৃতা দিয়াছেন।

সোয়ান, জন (Soane, Sir John)—(১৭৫৩—১৮৩৭)। প্রসিদ্ধ স্থপতি। তিনি নিজস্ব যাদুঘর, গ্রন্থাগার, চিত্রাবলী প্রভৃতি উইল করিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া যান। 'সার জন সোয়ান' যাদুঘর তাঁহার নিজ বসতবাটীতেই অবস্থিত।

সোরাব—ইরাণ দেশের বিখ্যাত বীর। পিতার নাম রুস্তম, মাতার নাম তাহ্‌মিনা। বিবাহের পর তাহ্‌মিনার গর্ভাবস্থায় রুস্তম ইরাণে চলিয়া যান। রুস্তম চলিয়া গেলে তাহ্‌মিনার যে পুত্র হয়, সেই পুত্রই সোরাব নামে পরিচিত। অতএব, পুত্র পিতাকে দেখিলেন না, পিতা পুত্রকে চিনিলেন না। সোরাব বড় হইয়া একদিন পিতাকে দেখিবার জন্য আকুল হইলেন। পিতাকে দেখিবার জন্য পথে আসিতে আসিতে তিনি ইরাণ দেশের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে আগত একদল সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে রুস্তমও ইরাণী সৈন্যের সেনাপতিরূপে বিরুদ্ধ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি রুস্তমের হস্তে আহত হইলেন। পরে মাতৃদত্ত প্রমাণ দেখাইলে রুস্তম নিজ পুত্রকে চিনিলেন। তিনিও পিতাকে চিনিলেন। অতঃপর পিতার ক্রোড়েই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সোলোন (Solon)—(খৃঃ পূঃ ৬৩৮—৫৫৮ অব্দ)। এথেন্সের বিজ্ঞ-সপ্তকের অন্যতম এবং আইনজ্ঞ পণ্ডিত। সালামিস দ্বীপে জন্ম। তিনি জ্ঞানার্জ্জনার্থ নানাদেশে পর্য্যটন করেন। প্রথমতঃ সালামিস দ্বীপ এথেন্সের হস্তচ্যুত হওয়ায় তিনি একটি উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা রচনা করেন। তাহার ফলে তাঁহারই নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং সালামিস পুনরধিকৃত হয়। তিনি আইনশাস্ত্রে কতকগুলি বিধি প্রবর্ত্তিত করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার বিপুল যশোলাভ হয়। তিনি অতঃপর বহুদেশে ভ্রমণ করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। তিনি দেশে ও বিদেশে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সৌকৎ আলি, মৌলানা—(১৮৭৩—?)। প্রসিদ্ধ রাজনীতিক। রামপুর রাজ্যে জন্ম। সরকারের আবগারি-বিভাগে তিনি পনর বৎসর কাজ করেন। যুদ্ধের সময় তিনি অন্তরীণ হন। ১৯১৯—২০-এ তিনি খিলাফৎ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনেও যোগদান করেন। পরে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া তিনি ভারতীয় মোস্লেম লীগের নেতা হন। গোলটেবিল বৈঠকে তিনি প্রতিনিধি হইয়া গমন করেন। ১৯৩৪-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন।

সৌদাস—কল্মাষপাদের অপর নাম ['কল্মাষপাদ' দ্রঃ]।

সৌভরি—প্রাচীন মুনি। তিনি জলমধ্যে থাকিয়া অযুত বর্ষ তপস্যা করেন। জলের মধ্যে অবস্থানকালে তিনি মৎস্যগণের গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি মহারাজ মান্ধাতার শতকন্যাকে বিবাহ করেন। সৌভরি যখন জলমধ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, সে সময় গরুড় মৎস্যরাজকে বধ করেন। তাহা দেখিয়া মুনির দুঃখ হয় এবং তিনি গরুড়কে শাপ দেন যে, সে যদি মৎস্যগণের অনিষ্ট করে তবে তাহার প্রাণনাশ হইবে (ভাগ)।

স্কট, ক্যাপ্টেন (Scott, Captain Robert Falcon)—(১৮৬৮—১৯১২)। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ নাবিক ও পর্য্যটক। তিনি ১৯০০ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত কুমেরু-অভিযানের নেতৃত্ব করেন। তিনি অতীব দুঃসাহসী ও সুনিপুণ নাবিক ছিলেন। এক সময়ে তিনি Ross দ্বীপ ও Edward VII দ্বীপ অধিকার করেন। অতঃপর পোল-অভিযানে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন। দ্বিতীয় বার পোল-অভিযানে তিনি সফলকাম হন কিন্তু ফিরিবার পথে সঙ্গীদের সহিত মেরুপ্রদেশের দুঃসহ শীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্কট, ওয়াল্‌টার (Scott, Sir Walter)—(১৭৭১—১৮৩২)। স্কট্‌ল্যাণ্ডের অতি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও কবি। ঔপন্যাসিক হিসাবে সে সময় কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহার বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে 'Waverly Novels' অন্যতম। তাঁহার কবিতাগ্রন্থের মধ্যে 'Lady of the Lake' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট।

স্কন্দ—দেব-সেনাপতি। তিনি অগ্নির ঔরসে স্বাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ভারত) ['কার্ত্তিকেয়' দ্রঃ]।

স্কন্দগুপ্ত—(রাজত্বকাল ৪৫৫—৪৬৭)। গুপ্তবংশীয় রাজা। পিতা প্রথম কুমারগুপ্ত। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। রাজ্যলাভের পূর্ব্বে পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রাজ্য রক্ষা করিতে হয়। রাজ্যলাভ করিয়া তাঁহাকে দুর্দ্দান্ত হূণ জাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইয়াছিল। বৈদেশিক আক্রমণ রোধ করিয়া যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্কন্দগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্কেল্‌টন, জন (Skelton, John)—(১৪৬০—১৫২৯)। ইংরাজ কবি। প্রথমতঃ তিনি অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতা রচনা করেন, কিন্তু পরে ব্যঙ্গ-কবিতা দ্বারা প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার ব্যঙ্গ-গ্রন্থের মধ্যে 'Why Came ye not to Courte' অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

স্টাইন, অরেল (Stein, Sir Mark Aurel)—(২৬শে নভেম্বর, ১৮৬২—২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৩)। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্। বুডাপেষ্টে জন্ম। পিতা নিকোলাস। ড্রেসডেনে ও বুডাপেষ্টে শিক্ষালাভ। পরে ভিয়েনায় প্রাচ্যভাষা ও প্রত্নতত্ত্ব শেখেন। তিনি লাহোরে Oriental College-এর অধ্যক্ষ ছিলেন ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল হন। উত্তর চীনে তিনি খননকার্য্য চালাইয়া নানা গবেষণা করেন এবং এই খননকার্য্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি 'The Thousand Buddhas', 'Chronicle of Kings of Kashmir' (কহ্লণ প্রণীত রাজতরঙ্গিণীর আক্ষরিক অনুবাদ) প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন।

স্টালিন (Stalin)—(২১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৯—৫ই মার্চ, ১৯৫৩)। সোভিয়েৎ রাশিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রনেতা। পূর্ব্বনাম জোসেফ ভিসারিওনোভিচ জুগাস্‌ভিলি। ইস্পাতের মত কঠিন ছিলেন বলিয়া লেনিন নাকি তাঁহাকে স্টালিন নাম দেন বলিয়া কথিত আছে। জর্জ্জিয়া-অঞ্চলে গোরী নামক সহরে জন্ম। পিতা চাষী হইলেও মুচির কাজ করিতেন। তিনি পনেরো হইতে উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে পড়েন। পরে ১৯১৭ পর্য্যন্ত তিনি ঘোর বিপ্লবী ছিলেন। ১৯১২-এ তিনি ডুমাতে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলের বলশেভিকদের নেতার কাজ করেন। ১৯১৩-এ তিনি 'প্রাভদা'র সম্পাদক হন। পরে তিনি কারারুদ্ধ হইয়া সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। ১৯১৭-এ বিপ্লব-আন্দোলনের সফলতার ফলে তিনি নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসেন, এবং ১৯২১-এ লেনিন তাঁহাকে কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি-জেনারেল করেন। লেনিনের মৃত্যুর পর তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মসচিব হন (১৯২৪—৪১)। ১৯৪১-এ জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করিলে তিনি উহার প্রতিরোধ করেন। ১৯৪২-এ চার্চ্চিল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি 'Council of People's Commissar'-এর সভাপতি। ১৯৪৩-এ সামরিক কার্য্যকৌশলের জন্য তাঁহাকে 'মার্শাল' উপাধি দেওয়া হয়। চার্চ্চিল, রুজভেল্ট ও ট্রুম্যানের সঙ্গেও তিনি আরও দু'একবার রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দেন।

স্টিফেন, লেজ্‌লি (Stephen, Sir Leslie)—(১৮৩২—১৯০৪)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক, সমালোচক ও জীবনী-সংগ্রাহক। তিনি বহু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং 'Hours in a Library'-নামক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'Dictionary of National Biography' তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

স্টিফেন্‌সন, জর্জ্জ (Stephenson, George)—(১৭৮১—১৮৪৮)। লোকোমোটিভ এঞ্জিন-নির্ম্মাতা। James Watt-এর স্টীম এঞ্জিনের পরেই তিনি লোকোমোটিভ এঞ্জিন নির্ম্মাণ করিয়া বিখ্যাত হন। ১৮২৪-এ তিনি যে এঞ্জিনের দ্বারা গাড়ী চালান, উহা ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে ৩৮ খানি গাড়ী লইয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছিল।

স্টিভেন্‌সন, রবার্ট (Stevenson, Robert)—(১৭৭২—১৮৫০)। আলোক-গৃহের নির্ম্মাতা হিসাবে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। জন্ম গ্লাসগোয়। বেল রক্ নামক পাহাড়ে নির্ম্মিত আলোকগৃহটি তাঁহার কীর্ত্তির পরিচায়ক। তিনি সমুদ্রে আলো ফেলিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে ফ্ল্যাশিং সিষ্টেম (Flashing system) বলা হয়।

স্টিভেন্‌সন, রবার্ট লুই (Stevenson, Robert Louis)—(১৮৫০—১৮৯৪)। সুবিখ্যাত স্কট্‌ল্যাণ্ডদেশীয় কবি ও লেখক। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া (১৮৬৭) তিনি এঞ্জিনিয়ারিং পড়েন এবং উহা ত্যাগ করিয়া আইন পড়িতে থাকেন। ফুস্‌ফুসের রোগ থাকায় তিনি ভ্রমণ করিতে সুরু করেন এবং বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। পরিণত বয়সে (১৮৮৮) তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের ধারে স্যামোয়া নামক স্থানে Vailima নামে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বসবাস করেন। সেখানকার অধিবাসীরা তাঁহাকে Tusitala (গল্প-লেখক) এই নামে ডাকিত। 'Kidnapped', 'Treasure Island', 'Dr. Jekyll and Mr. Hyde' (রমন্যাস), 'A Child's Garden of Verses' (কবিতা) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ।

স্টেণ্টর (Stentor)—চারণ বিশেষ। তিনি হোমরের কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। পঞ্চাশজন ব্যক্তির মিলিত কণ্ঠস্বরের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল।

স্টেফ্যান্‌সন (Stefansson, Vilhjalmur)—(জন্ম ১৮৭৯)। বিখ্যাত মেরু-অভিযানকারী। নিবাস আইস্‌ল্যাণ্ড। তাঁহার পিতা প্রথমে ক্যানাডায়, পরে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন। তিনি ১৯০৬-এ উত্তরমেরুর দিকে যাত্রা করেন এবং সারা শীতকাল এস্কিমোদের সহিত বাস করেন। এইখানে

বাসকালে তিনি ডাঃ এণ্ডার্সনের সহিত উত্তরমেরুতে চারি বৎসর কাটান।

স্টৌ, মিসেস হ্যারিয়েট বীচার (Stowe, Mrs. Harriet Elizabeth Beecher)—(১৮১১—১৮৯৬)। সুবিখ্যাত মার্কিন মহিলা ঔপন্যাসিক। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার বিখ্যাত দাসপ্রথাবিরোধী উপন্যাস 'Uncle Tom's Cabin' ('টম কাকার কুটির'—চণ্ডীচরণ সেন অনুদিত) ১৮৫১—৫২-এ প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা রহিত করিতে এই পুস্তক অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল।

স্ট্যাণ্ডিস, মাইলস (Standish, Miles)—(১৫৮৪—১৬৫৬)। ল্যাঙ্কাশায়ার-নিবাসী এক অভিযানকারী। তিনি 'Mayflower' নামক জাহাজে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় গমন করেন এবং তথায় 'New England'-নামক নগর স্থাপন করেন।

স্টুয়ার্ট, ডুগাল্ড (Stewart, Dugald)—(১৭৫৩—১৮২৮)। দার্শনিক লেখক। দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার বহু রচনা আছে। তন্মধ্যে মৌলিক রচনা অধিক না থাকিলেও অতি নিপুণ সমালোচনা বহু আছে।

স্ট্র্যাচে, গিলস লিটন (Strachey, Giles Lytton)—(১৮৮০—১৯৩২)। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তিনি 'Queen Victoria', 'Eminent Victorians' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

স্ট্রিণ্ডবার্গ, জোহান অগাস্ট (Strindberg, Johan August)—(১৮৪৯—১৯১২)। সুইডেনের উচ্চাঙ্গের লেখক ও নাট্যকার। তাঁহার রচনার মধ্যে প্রচুর মৌলিকত্ব আছে।

স্তালিন—'স্টালিন' দ্রঃ।

স্পিক, ক্যাপ্টেন (Speke, Capt. John Hanning)—(১৮২৭—১৮৬৪)। আবিষ্কারক। ১৮৬২-এ ক্যাপ্টেন গ্রান্টের সহিত শ্বেত নীলের প্রধান উৎপত্তিস্থল 'কাগেরা' (Kagera) আবিষ্কার করেন। তিনি আফ্রিকার 'ট্যাঙ্গানিইকা' হ্রদ (১৮৫৬) ও 'ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা' হ্রদ (১৮৫৮) আবিষ্কার করেন।

স্পিনোজা, বারুক (Spinoza, Baruch)—(১৬৩২—১৬৭৭)। বিখ্যাত দার্শনিক। আমস্টার্ডাম নগরে ইহুদীবংশে তাঁহার জন্ম। তিনি যে দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন, তাহা ইহুদী ধর্ম্মের বিরোধী। এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হয়। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। 'Ethics' তাঁহার লিখিত পুস্তক।

স্পেন্সর, এডমাণ্ড (Spenser, Edmund)—(১৫৫২—১৫৯৯)। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি। তিনি 'Shepherd's Calendar' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া রাণী এলিজাবেথের দৃষ্টিপথে পতিত হন। তাঁহাকে পরে আয়র্ল্যাণ্ডের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির কিয়দংশ প্রদান করা হয়। ঐস্থানে থাকার সময় তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'Faerie Queene' রচনা করেন। ১৫৯৮-এ তাঁহার সম্পত্তি ও দুর্গ পোড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

স্পেন্সার, হার্ব্বার্ট (Spencer, Herbert)—(১৮২০—১৯০৩)। বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক। তিনি প্রথম জীবনে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে 'Principles of Psychology' এবং 'The System of Synthetic Philosophy' প্রসিদ্ধ। তিনি ক্রমবিবর্ত্তনবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

স্ফিংক্স (Sphinx)—এক রাক্ষস। এই রাক্ষস থিবসের নিকটে বসবাস করিত। ইহার নারীর ন্যায় মস্তক, সিংহের ন্যায় দেহ ও পক্ষীর ন্যায় পক্ষ ছিল। এই রাক্ষস পথিকগণকে হেঁয়ালী জিজ্ঞাসা করিত, উত্তর দিতে না পারিলে তাহাদিগকে গ্রাস করিত। ঈডিপাস একটি হেঁয়ালীর উত্তর দেয়। ইহাতে এই রাক্ষস আত্মহত্যা করে। মিশরে এই প্রাণীর একটী প্রস্তরময় মূর্ত্তি বিখ্যাত (গ্রীক পুঃ)।

স্বর্ণকুমারী দেবী—(?১৮৫৫—৩রা জুলাই, ১৯৩২)। বাংলার বিদুষী উপন্যাস-রচয়িত্রী। জন্ম কলিকাতায়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সহোদরা। স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল। পিতৃগৃহে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি বোম্বাইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। তিনিই বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম যোগ্য মহিলা ঔপন্যাসিক। তিনি বহু উপন্যাস প্রণয়ন করেন এবং 'ভারতী'-নামক মাসিক পত্র বহুদিন সম্পাদনা করেন। কবিতা ও নাট্যরচনাও তিনি করিয়াছিলেন। তবে উপন্যাস-গল্পেই তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্ব্বাণ' (১৮৭৬)। 'ছিন্নমুকুল', 'মিবাররাজ', 'কাহাকে?', 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী' ও 'মিলনরাত্রি' তাঁহার অন্যান্য রচনা। 'স্নেহলতা' তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সাহিত্যসাধনার জন্য তিনি কিছু পুরস্কার লাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক লাভ করেন ও ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী হন (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)।

স্বর্ণময়ী, মহারাণী—(১৮২৭—১৮৯৭)। বাংলার অন্তর্গত কাশিমবাজারের প্রসিদ্ধ ভূস্বামিনী। তিনি অতি দরিদ্র পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামে। সুলক্ষণা বলিয়া কাশিমবাজার-রাজের কুমার কৃষ্ণনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি দুইটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন, কিন্তু তাহারা বাল্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। ১৮৪৫-এ তাঁহার স্বামী আত্মহত্যা করেন এবং উইলে স্ত্রীধন ব্যতীত সমুদায় সম্পত্তি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করিয়া যান। পরে তিন বৎসর মোকদ্দমার পর স্বর্ণময়ী প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইলেন যে তাঁহার স্বামী উইল করার সময় প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, সুতরাং উইল অসিদ্ধ। অতঃপর তিনি এই বিপুল জমিদারী অতীব শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করেন। তাঁহার দান ও পরোপকার লোকপ্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'মহারাণী' উপাধি দেন। জনশিক্ষা বিস্তারে, জলকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ নিবারণে তাঁহার দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি জনহিতকর কার্য্যে আরও বহু দান করিয়া গিয়াছেন।

স্বামিজী, মহারাজ—(১৮১৮—১৮৭৮)। এক সাধক। পূর্ব্বাশ্রমে নাম ছিল শিবদয়াল সিংহ। তিনি বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরারাধনাপরায়ণ ছিলেন এবং ঐ বিষয়ে একখানি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ ফার্সীতে রচনা করেন। তিনি প্রথমতঃ কিছুদিন ডাকবিভাগে কার্য্য করেন; কিন্তু সাধনার ব্যাঘাত হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি বল্লভগড়ে রাজবাটীর গৃহশিক্ষক হইয়া কিছুদিন ছিলেন। অতঃপর সে কর্ম্মও পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি নির্জ্জন সাধনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত মতের নাম রাধাস্বামী মত। সত্যানুরাগ, সত্যনাম, সত্যগুরু এবং সৎসঙ্গ এই চারিটি তাঁহার মূলমন্ত্র। ইহার অপর নাম সন্তমত। তিনি ৬০ বৎসর বয়সে স্বেচ্ছায় সমাধিবলে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ আছে, 'সারবচন নজম্' এবং 'সারবচন নস্‌র'।

স্বায়ম্ভুব (মনু)—'মনু' দ্রঃ।

স্বারোচিষ (মনু)—'মনু' দ্রঃ।

স্বাহা—১। অগ্নিপত্নী। তিনি দক্ষের অন্যতমা কন্যা ছিলেন (ভাগ, পদ্ম)। ২। যজ্ঞস্থলে ঋষিপত্নীদের দেখিয়া অগ্নি কামাসক্ত হন। স্বাহা ইহা বুঝিতে পারিয়া ঋষিপত্নীদিগের রূপ ধারণ করেন ও অগ্নির সহিত মিলিত হন। সেই মিলনের ফলে দেবসেনাপতি স্কন্দের জন্ম হয় (ভারত)।

স্মলেট, টোবিয়স জর্জ্জ (Smollett, Tobias George)—(১৭২১—১৭৭১)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঔপন্যাসিক। তাঁহার প্রণীত বহু উপন্যাস রঙ্গরসের খনি। তন্মধ্যে 'Roderick Random', 'Humphry Clinker' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

স্মাইল্‌স্‌, ডক্টর স্যামুয়েল (Smiles, Dr. Samuel)—(১৮১২—১৯০৪)। ইংরাজ লেখক। তিনি প্রথমতঃ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু পরে 'Self-help', 'Character' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হন। তিনি নিজের একখানি জীবনীও লিখিয়া গিয়াছেন।

স্মাট্‌স্‌, জেনারেল (Smuts, General Jan Christian)—(২৪শে মে, ১৮৭০—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০)। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা এবং প্রসিদ্ধ সৈনিক। তিনি জাতিতে বুয়র। তিনি ১৯১৯ হইতে ১৯২৪ পর্যান্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বুয়র যুদ্ধে একজন অগ্রণী ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তি-রক্ষার জন্য নিজের সমুদায় শক্তি প্রয়োগ করেন। ১৯৪৮-এ তিনি ডাঃ মালানের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সাধারণ নির্ব্বাচনে পরাজিত হন।

স্মিথ, অ্যাডাম (Smith, Adam)—(১৭২৩—১৭৯০)। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও অর্থনৈতিক মনস্বী। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে 'Wealth of Nations' সমধিক প্রসিদ্ধ এবং জগতের সর্ব্বত্র সমাদৃত। তাঁহার অর্থনীতিক মন্তব্যসমূহ অর্থনীতিজগতে বিপ্লব আনয়ন করে।

স্মিথ, ক্যাপ্টেন জন (Smith, Captain John)—(১৫৮০—১৬৩১)। দুঃসাহসী ইংরাজ নাবিক। তিনি ১৬০৫-এ ভার্জ্জিনিয়ার একটি অভিযানে গমন করেন এবং Jamestown নামক নগর স্থাপন করেন।

স্মিথ, জর্জ্জ (Smith, George)—(১৮৪০—১৮৭৬)। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌। তিনি একজন অ্যাসিরীয় পুরাতত্ত্ব-অনুশীলনকারী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার পরে বহু গবেষণায় সাহায্য করিয়াছে।

স্মেটন, জন (Smeaton, John)—(১৭২৪—১৭৯২)। লৌহ গলাইবার জন্য তিনি বাতাস দিবার একটি উন্নত প্রণালীর যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এডিস্‌টোন আলোক-স্তম্ভ পুড়িয়া গেলে তিনি তাহা পুনরায় নির্ম্মাণ করেন।

স্যাক্‌ভিল-ওয়েষ্ট, ভিক্টোরিয়া (Sackville-West, Victoria)—(জন্ম ১৮৯২)। ইংলণ্ডের মহিলা-ঔপন্যাসিক। আধুনিক যুগের তিনি অন্যতম প্রতিভা-শালিনী সাহিত্যিক। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'The Land' ১৯২৭-এ হথর্ণডেন পুরস্কার লাভ করে। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'The Edwardians' (১৯৩০)।

স্যাটার্ণ (Saturn)—রোমকদের প্রাচীন-তম দেবতাবিশেষ। তিনি স্বীয় পুত্রদিগকে জন্মিবামাত্র খাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রিয়া (Rhea) তাঁহাকে পুত্রের পরিবর্ত্তে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড খাইতে দিতেন। এইরূপে কয়েকটি পুত্র মৃত্যুর হাত এড়াইয়া বাঁচিয়া রহিলেন, তন্মধ্যে জুপিটার, নেপচুন ও প্লুটো ছিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে তাঁহার পুত্র জুপিটার পরে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন (বৈদে পুঃ)।

স্যাড্‌লার, মাইকেল (Sadler, Sir Michael)—(৩রা জুলাই, ১৮৬১—১৪ই অক্টোবর, ১৯৪৩)। বিখ্যাত ইংরাজ শিক্ষাব্রতী। জন্মস্থান বার্ণস্লে। পিতা টমাস। তিনি অক্সফোর্ডের রাগবি ও ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের তিনি 'মাষ্টার' ছিলেন (১৯২৩—৩৪)। মধ্যশিক্ষা সম্বন্ধে যে রয়েল কমিশন বসে তিনি তাহার সদস্য হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কমিশন বসে তিনি তাহার সভাপতি ছিলেন (১৯১৭—১৯)। তাঁহার লিখিত বই 'Moral Instruction and Training', 'Our Public Elementary Schools' ইত্যাদি।

স্যাণ্টস-ডিউমণ্ট, অ্যালবার্টো (Santos-Dumont, Alberto)—(১৮৭৩—১৯৩২)। প্রসিদ্ধ বৈমানিক। তিনি প্যারিস ও মণ্টি কার্লো নগরে আকাশে উড়িয়া নাম করেন।

স্যাণ্ড, জর্জ্জ (Sand, George)—(১৮০৪—১৮৭৬)। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখিকা। তাঁহার প্রকৃত নাম আর্ম্মান্দিন লুসিল (Armandine Lucile)। তাঁহার প্রথম রচনা 'Rose et Blanche'. তাঁহার 'Manprat', 'Indiana' প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় একশত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের একখানি জীবনীও লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যানুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্যাণ্ডো, ইউজীন (Sandow, Eugene)—(১৮৬৭—১৯২৫)। বিখ্যাত জার্ম্মান কুস্তিগীর। তিনি ব্যায়ামবীর বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৯১-এ তিনি পৃথিবীর ভারোত্তোলন-প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। তিনি নিজ রচনাদ্বারা ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেক প্রচারকার্য্য করেন। ব্যায়াম-জগতে তাঁহার দান অতুলনীয়। তিনি ৪৮ ইঞ্চি হইতে ৬২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বক্ষ বিস্তৃত করিতে পারিতেন।

স্যালাস্ট (Sallust)—(খৃঃ পূঃ ৮৬—৩৪ অব্দ)। রোমের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তাঁহার বহু গ্রন্থের মধ্যে দুইখানি মাত্র সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। কয়েকখানির কিয়দংশমাত্র পাওয়া যায়।

স্লীমান, উইলিয়াম (Sleeman, Sir William)—ভারতের ঠগী দস্যুদের দমনকারী কর্ম্মচারী। তিনি ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সময়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ঠগী-নামক দস্যুদিগের দমন করেন। তাঁহার লিখিত একখানি পুস্তক আছে। তাহার নাম 'A Journey through the Kingdom of Oudh in 1849—50'. তিনি ১৮৪৯—৫৬ লক্ষ্ণৌয়ে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ছিলেন।

স্লোন, হান্স (Sloane, Sir Hans)—(১৬৬০—১৭৫৩)। চিকিৎসক ও প্রকৃতিবিদ্‌ হিসাবে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। আয়ার্লাণ্ডে জন্ম। 'রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্‌স্‌' (Royal College of Physicians)-এর তিনি কিছুকাল সভাপতি ছিলেন। সার আইজাক নিউটনের পরে তিনি রয়্যাল সোসাইটির (Royal Society) সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার গ্রন্থাগারে ৫০,০০০ হাজার পুস্তক ছিল। পাণ্ডুলিপি ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য বহু দ্রব্যাদিও ছিল। এই সকল পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ও দ্রব্যাদির দাম ৫০ হইতে ৮০ হাজার পাউণ্ড হইবে। উহা দেশের উন্নতির জন্য ২০,০০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এই সমস্ত পুস্তকাদি লইয়াই ব্রিটিশ মিউজিয়াম স্থাপিত হয়।

হ

হংস—শাল্বদেশের রাজপুত্র। পিতা রাজা ব্রহ্মদত্ত। তাঁহার ভ্রাতা ডিম্বক। শিবের নিকট হইতে অজেয় হইবার বর প্রাপ্ত হইয়া তিনি অত্যাচারী হইয়া উঠেন। ক্রমে তাঁহার অত্যাচার চরমে উঠে। তিনি দুর্ব্বাসার কৌপীন ছিন্ন করিলে দুর্ব্বাসা দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিযোগ করেন। পরে তিনি পিতার রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে কর দিতে বলিলে তিনি অসম্মত হন। ফলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধে। শ্রীকৃষ্ণ সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাকে বধ করেন (হরি)।

হটী বিদ্যালঙ্কার—(?—১৮১০)। সংস্কৃত অধ্যাপিকা। জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার সোঞাই গ্রাম। পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণাদিতে সুপণ্ডিত করেন। বিধবা হইলে তিনি কাশী যান ও সেখানে নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। পরে সেখানে চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি দেওয়া হয়।

হটু বিদ্যালঙ্কার—(বঙ্গাব্দ ১১৮২—১২৮২)। মহিলা পণ্ডিত। প্রকৃত নাম রূপমঞ্জরী। মড়াঞ্চে সন্তান বলিয়া ঐ নামে ডাকা হইত। পিতা নারায়ণ দাস। তিনি ১৬।১৭ বৎসরে এক বৈয়াকরণিকের গৃহে থাকিয়া ব্যাকরণাদি ও পরে গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের নিকট সাহিত্য শিক্ষা করেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যাও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

হথর্ন, ন্যাথানিয়েল (Hawthorne, Nathaniel)—(১৮০৪—১৮৬৪)। প্রসিদ্ধ আমেরিকান ঔপন্যাসিক। তিনি ১৮৫৩—১৮৫৭ পর্য্যন্ত লিভারপুলের কন্সাল ছিলেন। 'The Scarlet Letter', 'The Horse of the Seven Gables' প্রভৃতি তাঁহার রচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

হনুমান্—বানরজাতীয় মহাবীর। অঞ্জনা নামে বানরী তাঁহার মাতা, পবনদেব তাঁহার পিতা। বাল্যকালে তিনি সূর্য্যকে ভক্ষণ করিতে যান কিন্তু তথায় রাহুকে দেখিতে পাইয়া রাহুকেই গ্রাস করিতে গমন করেন। তখন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাঁহাকে মারিলে তিনি সুমেরুশিখরে পড়িয়া যান। তিনি সুগ্রীবের বন্ধু। সুগ্রীব বালী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতে থাকিলে তিনি তাঁহার সঙ্গে যান। তিনিই সুগ্রীবের সহিত রামের মিলন ঘটান। সীতার সন্ধান করিবার জন্য তিনি লঙ্কায় গমন করেন, এবং অশোকবনে সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইন্দ্রজিতের নাগপাশে স্বেচ্ছায় বন্দী হইয়া দুর্গের মধ্যে গমন করিলে দুষ্ট রাক্ষসগণ তাঁহার লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করে। এই অগ্নিযুক্ত লাঙ্গুল দিয়া তিনি সমস্ত লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করেন। তিনি লঙ্কা-সমরে অনেক রাক্ষসের প্রাণবধ করেন। তিনি লক্ষ্মণের জন্য বিশল্যকরণী ঔষধ আনিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করেন। তিনি রামের নিকট চিরায়ু হইবার বর পান এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতে থাকেন। দ্বাপরযুগে ভীমকে তিনি নিজ লাঙ্গুল তুলিয়া ধরিতে বলেন কিন্তু ভীম অক্ষম হন (রাম)।

হপ্‌কিন্স (Hopkins, Sir Frederick Gowland)—(১৮৬১—১৯৪৭)। সুবিখ্যাত ইংরাজ চিকিৎসাবিদ্। তিনি একজন বিখ্যাত বাইয়ো-কেমিষ্ট (Bio-chemist)। উক্ত বিদ্যার গবেষণার জন্য তাঁহাকে ১৯১৮-এ 'Albert Medal' দেওয়া হয়। ১৯১৪ হইতে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন এবং ১৯২৯-এ 'নোবেল প্রাইজ' পান। খাদ্যপ্রাণ ঘ (Vitamin D) আবিষ্কারের জন্য তিনি উক্ত পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

হবিবুল্লা খাঁ, আমীর—(১৮৭২—১৯১৯)। তিনি ১৯০১-এ কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার নাম আমীর আব্দুর রহিম খাঁ। তিনি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন।

হয়গ্রীব—১। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দৈত্য। এই দৈত্য বেদ হরণ করায় ভগবান্ মৎস্য-অবতাররূপে তাঁহাকে সংহার করেন (মৎস্য)। ২। দানববিশেষ। সে চক্রবান্ পর্ব্বতে বাস করিত। বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন (রাম)। ৩। ঐ নামে একজন প্রজাপালক রাজা ছিলেন (ভারত)।

হরগৌরীশঙ্কর জ্যোতির্বিনোদ—(১৮৭২—১৯১৮)। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিত। মেদিনীপুরের গড়বেতা গ্রামে জন্ম। সরকারী জ্যোতিষ-পরীক্ষায় তিনিই প্রথম ছাত্র। তিনি গুপ্তপ্রেস, পি. এম. বাগচী, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রভৃতি পঞ্জিকার গণনাকার্য্যে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার 'জ্ঞানদা' চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্রকে জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়—(৬ই ডিসেম্বর, ১৮৫৩—১৭ই নবেম্বর, ১৯৩১)। বাঙ্গালার বিখ্যাত পণ্ডিত। নিবাস নৈহাটি, ২৪ পরগণা। পিতার নাম কমললোচন ন্যায়রত্ন (ভট্টাচার্য্য)। নিতান্ত দরিদ্র ও নিঃসহায় অবস্থায় তিনি বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকজন দয়ার্দ্র ব্যক্তির আনুকূল্যে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি তিন বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ছিলেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি. লিট্. উপাধি পান। অতঃপর তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র ও 'বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী'র প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মসচিব নিযুক্ত হন। প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ১৩২১ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, পালি, জার্ম্মান, তিব্বতীয় প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পালি ভাষায় তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ ছিল তিনি নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম হইতেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। অতি সহজ এবং সুমধুর বাঙ্গালা ভাষায় বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' তাঁহারই আবিষ্কার। 'বাল্মীকির জয়', 'ভারতমহিলা', 'মেঘদূত' (বঙ্গানুবাদ), 'বেণের মেয়ে' ইত্যাদি তাঁহার লিখিত গ্রন্থ।

হরবিলাস সর্দ্দা—(১৮৬৭—?)। বিখ্যাত আইনজ্ঞ। আজমীরে জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। অতঃপর আজমীর-মারওয়ারার বিচার-বিভাগে কাজ করিতে থাকেন। ১৯২২-এ তিনি আজমীর-মারওয়ারার জেলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত হন। ১৯২৪-এ তিনি প্রথম ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৫-এ তিনি বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করেন এবং উহা ১৯২৯-এর ১লা অক্টোবর বিধিবদ্ধ হয়। 'Hindu Superiority' নামক পুস্তকখানি তাঁহার রচিত।

হরিদাস গোস্বামী—বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তিনি দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর। তিনি 'শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও 'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত', 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকাদি গ্রন্থের প্রণেতা।

হরিদাস (ঠাকুর) সাধু—১। মুসলমান-জাতীয় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব। যশোহর জেলার বুড়ন গ্রামে জন্ম। (কাহারও মতে তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুমতি। শৈশবে মাতাপিতার মৃত্যু হইলে প্রতিবেশী মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত হন বলিয়া যবন-হরিদাস এই নাম হয়)। একমনে হরিনাম করিবার জন্য তিনি ফুলিয়া গ্রামে কুটীর নির্ম্মাণ করেন এবং ভক্ত অদ্বৈতের নিকট ভক্তি-বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করেন। মুসলমান হইয়াও হিন্দুধর্ম্মে আসক্ত দেখিয়া কাজি তাঁহার বিরুদ্ধে নবাবের কাছে নালিশ করেন। তাঁহার উপরে বাইশ হাজার বেত্রাঘাত করিবার হুকুম হয়। ঐরূপ করা হইলেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন না। নবাব তখন তাঁহাকে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফলকাম হন এবং পরে নিজেই হরিভক্ত হইয়া উঠেন। হরিদাসের সহিত চৈতন্যদেবেরও সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারই সমক্ষে তিনি পুরীধামে পরলোকগমন করেন। ২। (১৭শ—

১৮শ শতক)। মহারাষ্ট্রীয় সাধু পুরুষ। তিনি কোনও এক সন্ন্যাসীর নিকট ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যোগ শিক্ষা করেন। অতঃপর বহু তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হন। পঞ্জাবে তখন রণজিৎ সিংহ তাঁহার যোগবল পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে একবার চল্লিশ দিন, আর একবার দশ মাস মাচার তলায় লোহার সিন্দুকের মধ্যে পুঁতিয়া রাখেন। তিনি জীবন্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁহাকে বহু অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেই অর্থে তিনি মঠ ও মন্দির তৈয়ারী করাইয়া দেন। স্বেচ্ছায় যোগবলে আশী বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ৩। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে পুরীতে থাকিতেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন। একদিন তিনি চৈতন্যদেবের জন্য মাধবীদাসীকে ভিক্ষালব্ধ মোটা চাউল দিয়া সরু চাউল আনিতে বলেন। তাহাতে নারী সম্ভাষণ জন্য চৈতন্যদেব তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তিনি প্রয়াগে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায়—(জন্ম ২৪শে অক্টোবর, ১৮৭৬)। সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম ফরিদপুর-কোটালিপাড়ায় উনশিয়া গ্রামে। পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার। তিনি পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। ১১ বৎসর বয়সে কলাপ ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন ও ১৫ বৎসর বয়সে তিনি ব্যাকরণের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'শব্দাচার্য্য' উপাধি পান। ঐ সময় তিনি 'কংসবধ' নামে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। পরে তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়েন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণের উপাধি-পরীক্ষায় পাশ করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর নকীপুরে সেখানকার জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অধ্যাপনা করিতে থাকেন ও পরে কলিকাতায় আসিয়া একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। 'স্মৃতিচিন্তামণি' (স্মৃতিগ্রন্থ), 'বঙ্গীয় প্রতাপ' (নাটক), 'কাব্যকৌমুদী' (অলঙ্কারগ্রন্থ), 'মিবার প্রতাপ' (নাটক) ইত্যাদি বহু পুস্তক তিনি রচনা করেন। মহাভারতের (মূল, বঙ্গানুবাদ ও টীকাসহ) এক বিরাট সংস্করণ প্রকাশই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

হরিদাস স্বামী—(১৬শ শতক)। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভক্ত। মুলতানের অন্তর্গত কোন গ্রামে (মতান্তরে উচ্ছাগ্রামে) জন্ম। ২৫ বৎসরে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তিনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি গন্ধর্ব্ব কৃষ্ণদত্ত নামে এক মহাত্মার নিকটে নাদবিদ্যা লাভ করেন ও তানসেন তাঁহার কাছে এই বিদ্যা লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ হন। কথিত আছে, আকবরও তানসেনের সঙ্গে বৃন্দাবনে তাঁহাকে দেখিতে যান। 'সাধারণ সিদ্ধান্ত' ও 'রসকে পদ' নামে দুইটি হিন্দী ভাষায় লিখিত বই তাঁহার নামে পাওয়া যায়।

হরিনাথ দে—(১৮৭৭—১৯১১)। বিখ্যাত ভাষাবিদ্। আড়িয়াদহে তাঁহার জন্ম। পিতা ভূতনাথ দে। তিনি বহু ভাষায় এম্. এ. পরীক্ষা পাস করেন। তিনি বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। তিনি 'স্টেট্স্ স্কলারশিপ' লইয়া বিলাতে গমন করেন এবং আই. সি. এস. পরীক্ষা দেন। তিনি সিংহলে কিছুকাল জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি বহু গভর্ণমেন্ট কলেজে অধ্যাপক হন। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল (বর্ত্তমানে ন্যাশনাল) লাইব্রেরীর তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী লাইব্রেরীয়ান। চীনদেশের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার গৃহে আগমন করেন। এই সম্মান তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন ভারতবাসীর পক্ষে ঘটে নাই। তিনি প্রায় একলক্ষ টাকার স্কলারশিপ পান। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার পুস্তকাগারে প্রায় ষাট হাজার পুস্তক ছিল। তিনি সর্ব্বসমেত ৩৪টি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'Boswel's Life of Johnson' ও অন্যান্য অনেকগুলি পুস্তকের নোট তৈয়ারী করেন। তিনি তিব্বতীয় ও চৈনিক ভাষায় লিখিত 'নাগার্জ্জুনীয়ম্' ও 'তাঞ্জোর' নামক পুঁথির অনুবাদে নিযুক্ত ছিলেন।

হরিনাথ মজুমদার—(১৮৩৩—১৮৯৬)। সুবিখ্যাত সাহিত্য-সাধক। তিনি 'কাঙ্গাল হরিনাথ' নামে পরিচিত ছিলেন। জন্মস্থান নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রাম। পিতা হলধর। প্রথম জীবনে তিনি গ্রামে একটি পাঠশালা পরিচালনা করেন। পরে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'-নামে তিনি একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। 'বিজয়-বসন্ত', 'দক্ষ-যজ্ঞ', 'বিজয়া', 'মাতৃমহিমা', 'পরমার্থগাথা' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁহার বাউল-সঙ্গীতগুলি "কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ ফকীরের গীতাবলী" নামে প্রকাশিত হয়।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। হাওড়া জেলার কল্যাণপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা প্রেমচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। 'জয়দেব', 'পদ্মিনী', 'খনাদেবী', 'জয়মতী' প্রভৃতি বহু নাটক তিনি প্রণয়ন করেন। তিনি 'শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়' স্থাপন করিয়া ভাগবত, উপনিষদ্ ও নানা সংস্কৃত পুস্তকও প্রকাশ করেন।

হরিরাম আচার্য্য—সুবিখ্যাত বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রশিষ্য ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য। গোয়াস গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। পিতা শিবাই আচার্য্য। একদা পিতার আদেশে দুর্গাপূজার জন্য ছাগ ও মহিষ কিনিতে গিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কবিরাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা নেন। পরে তাঁহার পিতা মিথিলা হইতে মুরারি পণ্ডিতকে আনিয়া পুত্রের সঙ্গে শাস্ত্র-যুদ্ধে নিযুক্ত করেন, কিন্তু পুত্রের জয় হয়।

হরিশ্চন্দ্র—ত্রিশঙ্কু রাজার পুত্র। প্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরে না, ইহা শুনিয়া বিশ্বামিত্র তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য সমগ্র রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য ও দক্ষিণা প্রার্থনা করেন। হরিশ্চন্দ্র অম্লানবদনে সমগ্র রাজ্যসম্পদ্ দান করেন এবং দক্ষিণার জন্য স্ত্রী শৈব্যাকে বিক্রয় করিয়া ও নিজে এক চণ্ডালের নিকট বিক্রীত হইয়া ঐ অর্থ দক্ষিণা বাবদ বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করেন। পরে পুত্র রোহিতাশ্ব সর্পদষ্ট হইয়া মারা গেলে শৈব্যা মৃত পুত্রসহ শ্মশানে উপস্থিত হন। সেইখানে স্বামীর সহিত তাঁহার দেখা হয়। এদিকে বিশ্বামিত্র সেখানে আসিয়া রোহিতাশ্বকে জীবিত করেন এবং দানবীর হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্য ফিরাইয়া দেন।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র—(? ১৮৩৮—১৮৭২)। বিখ্যাত কবি ও প্রহসন-লেখক। পিতা অভয়াচরণ। হাওড়া জেলার সালিখায় জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি ঢাকাতেই থাকিতেন। 'নির্ব্বাসিতা সীতা', 'পদ্ম-কৌমুদী', 'বীরবাক্যাবলী', 'কবিরহস্য', 'ম্যাও ধরবে কে', 'জানকী-নাটক' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১৮২৪—১৮৬১)। বিখ্যাত দেশ-সেবক। কলিকাতায় (ভবানীপুরে) জন্ম। পিতা রামধন। বিদ্যাশিক্ষা সেরূপ না হইলেও তাঁহার ইংরাজী লিখিবার যথেষ্ট শক্তি ছিল। তিনি 'মিলিটারী অডিটার জেনারেল' অফিসে ২৫৲ টাকা মাহিনায় প্রবেশ করেন এবং পরে উহার অ্যাসিষ্ট্যান্ট, মিলিটারী অডিটর হইয়া ৪০০৲ টাকা মাহিনা পান। তিনি 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' নামক পত্রিকাখানির পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই কাগজে লিখিয়াই তিনি প্রমাণ করেন যে, বাঙ্গালী রাজদ্রোহী নয়। তাঁহার শক্তিবলেই দেশে নীলকরদের অত্যাচার কমিয়া যায়। নীলকরদের বিরুদ্ধে লিখিয়া তাঁহাকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

হরিশ্চন্দ্র সাহু—(১৮৫৯—১৮৮৫)। উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক।

'সুন্দরী-তিলক', 'কবিবচনসুধা' প্রভৃতি শতাধিক পুস্তক রচনা করেন। তিনি 'হরিশ্চন্দ্রিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ কর্তৃক তিনি 'ভারতেন্দু' উপাধিতে ভূষিত হন।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—(১৮৬২—১৯৩৮)। ঔপন্যাসিক। জন্মস্থান খিদিরপুর ভূকৈলাসে। আদিনিবাস শান্তিপুর। পিতা গিরিশচন্দ্র। ১৮৮২-এ হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং কিছুকাল সিটি কলেজে পড়েন। তিনি সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রথমে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'প্রচারে' লেখেন। পরে বাংলাদেশের সকল বিখ্যাত পত্রিকাতেই তাঁহার লেখা বাহির হইত। তাঁহার লিখিত বহু উপন্যাসের মধ্যে 'রঙ্গমহাল', 'শীশ্‌মহল', 'নূরমহল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

হরি সিং গৌর—(১৮৭২—?)। বিখ্যাত আইনজ্ঞ। ১৯১৮—১৯২২ পর্য্যন্ত তিনি নাগপুর মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। 'জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি' ও 'জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি'র তিনি সভ্য মনোনীত হন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রথম ভাইস্‌-চ্যান্সেলার। তিনি কতকগুলি আইন-বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। 'Penal Law of India', 'Law of Transfer of Property' তাঁহার রচিত আইন-পুস্তক।

হরু ঠাকুর—(১১৫৪—১২১৯ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত গীত-রচয়িতা। তাঁহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। কলিকাতা সিমুলিয়ায় তাঁহার জন্ম। পিতা কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। কবির দল গঠন করিয়া তিনি জীবিকার্জ্জন করিতেন। তাঁহার সমস্যা পূরণেরও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি রাজা নবকৃষ্ণের সভায় সমস্যা পূরণ করিয়া বহু অর্থ ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি সখী-সংবাদ গানে বিশেষ নিপুণ ছিলেন।

হরেকৃষ্ণ মহতাব—(জন্ম ১৯০০)। উড়িষ্যার রাজনীতিক ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী। কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। বালেশ্বর জেলা বোর্ডের তিনি সভাপতি হন (১৯২৪—২৮) ও আইন-অমান্য আন্দোলনেও যোগদান করেন। তিনি কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলেন (১৯৩৮—৪৬)। ১৯৪৬ হইতে উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী হন ও পরে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। 'প্রজাতন্ত্র' ও 'রচনা' নামে দুইখানি পত্রিকার তিনি ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—(জন্ম ২৫শে চৈত্র, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ)। পিতা বনওয়ারীলাল। জন্মস্থান কুড়মিঠা, বীরভূম। বর্ত্তমান বাঙ্গালায় বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্যতম বিশেষজ্ঞরূপে সুপরিচিত। তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য শিক্ষিত সমাজে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস' পদাবলী ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগিতায় সম্পাদন করিয়াছেন। তিন খণ্ড 'বীরভূম বিবরণে' বীরভূম জেলার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' এবং 'পদাবলী পরিচয়' এই দুইখানি গ্রন্থ তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—(জন্ম ৩রা অক্টোবর, ১৮৭৭)। প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও রাজনীতিক। তিনি এম্‌. এ. পরীক্ষায় (ইংরাজীতে) প্রথম বিভাগে প্রথম হন (১৮৯৮)। প্রথম দিকে তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন (১৮৯৯—১৯১৪)। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন ও ১৯৪১ পর্য্যন্ত কলেজসমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। তিনি নিখিল ভারতীয় খৃষ্টান সভার দুইবার সভাপতি হন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন (১৯৩৭—৪২) ও ভারতীয় সংবিধান সভার উপ-সভাপতি হন। ১৯৫১-এ তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন।

হর্নিম্যান, বি. জি (Horniman, B. G.)—(১৮৭৩—?)। বিখ্যাত সংবাদপত্রসেবী। ১৯০৬-এ তিনি কলিকাতার 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯১২—১৯ পর্য্যন্ত 'Bombay Chronicle'-নামক পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন। লর্ড লয়েড কর্তৃক তিনি 'Defence of India Act' অনুসারে অন্তরীণে প্রেরিত হন। তিনি কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সভ্য। ১৯২৬-এ তিনি 'Indian National Herald' নামক পত্রিকা ও ১৯৩০-এ 'Weekly Herald' নামক পত্রিকা স্থাপিত করেন। ১৯৩১-এ তিনি 'Daily Herald'-নামক পত্রিকার সম্পাদক হন। তিনি 'Bombay Sentinel'-নামক পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা।

হর্য্যশ্ব—পঞ্চালের একজন রাজা। তাঁহার পঞ্চ পুত্র ছিল। এই পঞ্চপুত্র দ্বারা স্থাপিত স্থান পঞ্চাল নামে খ্যাত হয় (হরি)।

হর্ষদেব—কাশ্মীরের রাজা। তিনি ১১১৩ হইতে ১১২৫ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রত্নাবলী'র প্রণেতা।

হর্ষবর্দ্ধন—(রাজত্বকাল ৬০৬—৬৪৭)। ভারতবর্ষীয় সুবিখ্যাত রাজা। পিতা পুষ্যভূতি বংশীয় প্রভাকরবর্দ্ধন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন রাজা হন। কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইলে হর্ষবর্দ্ধন রাজা হইলেন। তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রী এ সময় নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন বলিয়া তিনি আগে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং পরে শশাঙ্ককে দমন করেন। তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। কবি বাণভট্ট তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজেও 'রত্নাবলী' নামে নাটক রচনা করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি কনৌজের ধর্ম্ম-সম্মেলনে মহাযান মতের পক্ষপাতিত্ব করেন। তিনি প্রজারঞ্জকও ছিলেন।

হলবাইন, হান্‌স্‌ (Holbein, Hans)—(? ১৪৯৭—১৫৪৩)। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান চিত্রকর। তিনি ইংলণ্ডেই জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। রাজা অষ্টম হেন্‌রী কর্তৃক তিনি কয়েকখানি ছবি আঁকিতে অনুরুদ্ধ হন। অনেকের মতে 'The Triumph of Poverty' ও 'The Triumph of Riches' তাঁহার বিখ্যাত চিত্র। তিনি টমাস ক্রমওয়েলের চিত্রও অঙ্কিত করেন। তিনি রাজচিত্রকর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

হলায়ুধ—(১১শ—১২শ শতক)। বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি কবি জয়দেবের সমসাময়িক। তিনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অতঃপর তিনি ধর্ম্মাধিকরণক হন। 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব', 'কবি-রহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। কথিত আছে তিনি বিমাতৃ-গমনের চেষ্টার জন্য তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

হস্‌দ্রুবল (Hasdrubal)—(?—২০৭ খৃঃ পূঃ)। কার্থেজের বীর সেনাপতি হানিবলের কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি রোমীয়দের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনা করেন এবং স্পেনে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি স্পেন হইতে ইতালীতে আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া গমন করেন। তিনি কোন রোমীয় সেনাপতি

কর্তৃক অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া মারা যান।

হাইমেন (Hymen)—বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (গ্রীক পুঃ)।

হাইয়াসিন্থাস (Hyacinthus)—এই যুবকটির সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল। তিনি অ্যাপলো দেবের হস্তে দৈবক্রমে ক্রীড়ার সময় নিহত হন। তাঁহার শোণিত হইতে হাইয়াসিন্থ্ (Hyacinth) লতার উদ্ভব হয় (গ্রীক পুঃ)।

হাইলে সেলাসি, রাস তাফারি—(জন্ম ১৮৯১)। আবিসিনিয়ার রাজা। ১৯৩০-এ আবিসিনিয়ার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৫-এ তিনি ইটালীর নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তিনি বীরত্বের সহিত শক্তিশালী ইটালীর সহিত দেড় বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৯৪১-এ তিনি পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

হাউটন, লর্ড (Houghton, Lord)—(১৮০৯—১৮৮৫)। ইংরাজ কবি ও রাজনীতিবিশারদ। তিনি কতকগুলি বিশেষ 'ভাবগর্ভ' কবিতা প্রকাশ করেন। রাজনীতিক হিসাবে তিনি উদারমত পোষণ করিতেন। তিনি টেনিসন, থ্যাকারে প্রভৃতি বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের বন্ধু ছিলেন। 'Palm Leaves', 'Monograph Personal and Social' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

হাউপ্টমান, গেরহার্ট (Hauptmann, Gerhart)—(১৮৬২—১৯৪৬)। জার্ম্মান নাট্যকার। সাইলেসিয়ায় তাঁহার জন্ম। তিনি বহু নাটক রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি ১৯১২-এ সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' পান। 'Reconciliation', 'The Sunken Bell', 'Lonely Lives' প্রভৃতি তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনা।

হাউয়ার্ড, ক্যাথারিন্ (Howard, Catherine)—(১৫২২—১৫৪২)। অষ্টম হেন্‌রীর পঞ্চম স্ত্রী। ১৫৪০-এ হেন্‌রী তাঁহাকে গোপনে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের পরেই তাঁহাকে অন্যায় আচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

হাউয়ার্ড, জন (Howard, John)—(১৭২৬—১৭৯০)। বিখ্যাত বিশ্বপ্রেমিক। ইংলণ্ডের 'হ্যাকনি' নামক স্থানে জন্ম। তিনি কয়েদীদের দুর্দ্দশামোচনের জন্য অশেষ ক্লেশ সহ্য করেন। কারাগারের নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য তিনি পার্লামেণ্টে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তাঁহার চেষ্টাতেই 'কারাগার সংস্কার আইন' বিধিবদ্ধ হয়। কয়েদীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার নাম 'বিশ্বপ্রেমিক হাউয়ার্ড' বা 'Howard the Philanthropist' হয়। তিনি হাসপাতালের অবস্থা সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করেন এবং সেখানকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্পর্কেও আন্দোলন করেন।

হাক্স্‌লে, অল্‌ডাস (Huxley, Aldous)—(জন্ম ১৮৯৪)। ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধলেখক। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। ইটন ও বেলিয়ল কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি টমাস হাক্সলের পৌত্র। তাঁহার গ্রন্থাদির মধ্যে 'Point Counter-point' ও 'Eyeglass in Gaza' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাক্স্‌লে, জুলিয়ান সরেল (Huxley, Julian Sorrell)—(জন্ম ১৮৮৭)। সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্। টমাস হাক্সলের জ্যেষ্ঠপুত্র। অক্সফোর্ডে ইটন ও বেলিয়ল কলেজে শিক্ষালাভ। তিনি নিউডিগেট প্রাইজ লাভ করেন। ১৯২১-এ তিনি স্পিট্‌স্‌বার্গেন অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কিংস কলেজে তিনি দুই বৎসর অধ্যাপনা করেন ও Zoological Society-র তিনি প্রাক্তন কর্ম্মসচিব। তিনি এফ. আর. এস. (১৯৩৮) হন। UNESCO-র তিনি ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন (১৯৪৬—৪৮)। ১৯৪৯-এ হাক্স্‌লে মেমোরিয়াল মেডেল পান। জীববিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকখানি মূল্যবান্ পুস্তক আছে।

হাক্সলে, টমাস হেনরী (Huxley, Thomas Henry)—(১৮২৫—১৮৯৫)। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও লেখক। চেয়ারিং ক্রস হাসপাতাল হইতে শিক্ষালাভ করিয়া 'Rattlesnake' নামক জাহাজে তিনি সহকারী সার্জ্জেন নিযুক্ত হন। তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি ডারুইনের মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তাঁহার বহুবিধ বিষয়ে সুগভীর গবেষণাপূর্ণ নিবন্ধ আছে। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাদির মধ্যে 'Man's Place in Nature', 'Lay Sermons, Addresses and Reviews', 'Essays upon Some Controverted Questions' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাগিন্স, উইলিয়াম (Huggins, Sir William)—(১৮২৪—১৯১০)। আধুনিক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের অন্যতম। তিনি ১৮৭৬—৭৮ পর্য্যন্ত 'রয়েল অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল সোসাইটি'র, ১৮৯১-এ 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে'র ও ১৯০০-এ 'রয়্যাল সোসাইটি'র সভাপতি হন।

হাড্‌সন, হেন্‌রী (Hudson, Henry)—(? ১৫৫০—১৬১১)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ নাবিক ও আবিষ্কারক। তিনি কয়েকটি নদী ও জলপথ আবিষ্কার করেন। পরে ঐগুলি হাড্‌সন উপসাগর, হাড্‌সন নদী ও হাড্‌সন প্রণালী নামে পরিচিত হয়।

হাণ্ট, উইলিয়াম হল্‌ম্যান (Hunt, William Holman)—(১৮২৭—১৯১০)। প্রসিদ্ধ ইংরাজ চিত্রকর। ১৮৪৮-এ তিনি রসেটি প্রভৃতি চিত্রকরদের 'Pre-Raphælite' নামক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করেন। 'The Light of the World', 'The Finding of Christ in the Temple' প্রভৃতি তাঁহার চিত্র।

হাণ্ট, লে (Hunt, Leigh)—(১৭৮৪—১৮৫৯)। ইংরাজ কবি, রাজনীতিক ও প্রবন্ধ-লেখক। ১৮১৩-এ তিনি প্রিন্স রিজেণ্টের নামে কুৎসারোপ করিবার অপরাধে ৫০০ পাউণ্ড জরিমানা দেন এবং দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাগারে তিনি 'The Story of Rimini' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

হাণ্টার, উইলিয়াম (Hunter, Sir William)—(১৮৪০—১৯০০)। স্কট্‌দেশীয় সাংবাদিক ও লেখক। তিনি ১৮৭১-এ 'Director General of Statistics'-এর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৮১—৮৭ পর্য্যন্ত বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্য ছিলেন। ১৮৮৬-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হন। ১৮৮২—৮৩-এ তিনি 'Education Commission'-এর সভাপতি হন। ভারতীয় ভাষার শব্দগুলি ইংরাজী অক্ষরে প্রতিলিপি করিবার যে প্রণালী তিনি উদ্ভাবিত করেন তাহা 'Hunterian System of Transliteration' নামে খ্যাত। 'Annals of Rural Bengal', 'Statistical Account of Bengal', 'Local Gazetteers' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

হানিবল (Hannibal)—(খৃঃ পূঃ ২৪৭—১৮৩ অব্দ)। কার্থেজ নগরের সুপ্রসিদ্ধ বীর। তিনি দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাল্যকালে পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন রোমের বিরুদ্ধাচরণ করেন। খৃঃ পূঃ ২১৮ অব্দে তিনি 'আল্‌স্' অতিক্রম করিয়া ইটালী আক্রমণ করেন। পরে ইটালিয়ানরা কার্থেজ আক্রমণ করিলে তিনি স্বদেশ রক্ষার্থে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি জামা'র যুদ্ধে 'Scipio' কর্ত্তৃক পরাজিত হন এবং নির্ব্বাসনে থাকিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল।

হানিমান, স্যামুয়েল (Hahnemann, Samuel Christian Friedrich)—(১৭৫৫—১৮৪৩)। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আবিষ্কর্তা। স্যাক্সনের অন্তর্গত মাইসেন নগরে তাঁহার জন্ম। তিনি ১৭৭৯-এ এম্. ডি. উপাধি লাভ করেন। তিনি 'Cullen's Materia Medica'র অনুবাদ করিবার সময় পেরুভিয়ান বার্কের সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী গুণের বর্ণনা দেখিয়া প্রচলিত চিকিৎসা-প্রণালীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। পরে ১৭৯৬-এ নিজের চিকিৎসা-বিষয়ক মত প্রকাশ করেন। এই চিকিৎসা-প্রণালী প্রচার করিতে গিয়া জার্ম্মানদের নিকট হইতে তিনি বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন ও অবশেষে লাইপ্‌জিগ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার প্রবর্ত্তিত মত স্থাপন করিয়া তিনি চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে 'অর্গ্যানন' (Organon) সুপ্রসিদ্ধ।

হাফিজ—(১৪শ শতক)। বিখ্যাত পারসিক কবি। তাঁহার প্রকৃত নাম সামসুদ্দিন মহম্মদ। তিনি মুসলমানদের সুফী সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। ঐ সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্বের আভাস তাঁহার কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কবিতাগুলিতে ইন্দ্রিয়সুখের চিত্রও পরিস্ফুট। ৭৯৪ হিজরীতে জন্মস্থান সিরাজ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'দেওয়ান হাফিজ' তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ।

হাফেজ আলি—(জন্ম ১৮৮০)। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রামপুরের নবাবের সভায় গাইয়ে-বাজিয়ে ছিলেন। সুতরাং বংশের ধারা হিসাবে গান-বাজনায় তাঁহার জন্মগত অধিকার। বর্ত্তমানে (১৯৫৩) তিনি গোয়ালিয়র স্টেটের কোর্ট-মিউজিশিয়ন। ভারত সরকারও তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

হামিদা বানু, বেগম—দ্বিতীয় মোগল বাদশাহ্ হুমায়ুনের পত্নী এবং বাদশাহ্ আকবরের মাতা। হুমায়ুন যখন শেরশাহের ভয়ে ভারত ত্যাগের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি গর্ভবতী অবস্থায় স্বামীর অনুগমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে অমরকোটে তাঁহার পুত্র আকবরের জন্ম হয়।

হামীর (হাম্বীর)—চিতোরের রাণা ও ভীমসিংহের পৌত্র। মুসলমানগণ মেবার অধিকার করিলে তিনি স্বীয় বাহুবলে চিতোর পুনরুদ্ধার করেন।

হাম্বোল্ট (Humboldt, Barone Friedrich Heinrich Alexander von)—(১৭৬৯—১৮৫৯)। বিখ্যাত জার্ম্মাণ পর্য্যটক ও প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্। বার্লিনে জন্ম। তিনি খনিসমূহের মূল্যনিরূপক (assessor) ছিলেন (১৭৯২)। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অনেক মৌলিক রচনা আছে। তিনি বিজ্ঞানের সর্ব্ববিষয় লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন এবং 'Kosmos' নামে তাঁহার একখানি বৃহৎ পুস্তক আছে।

হায়দার আলি—(১৭২২—১৭৮২)। পিতা ফতে মহম্মদ মহীশূর রাজ্যের একজন সামান্য সিপাহী ছিলেন। হায়দার অশ্বারোহী সৈন্যদলে যোগদান করিয়া উন্নতিলাভ করেন এবং ১৭৫৫-এ দিণ্ডিগলের ফৌজদার হন। তিনি মহীশূরের প্রধানমন্ত্রী নন্দরাজকে ও খণ্ডেরাও নামে অপর একজন পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে বন্দী করিয়া রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। তিনি নিজে সিংহাসন গ্রহণ করেন নাই। পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের পরাজিত করিয়া তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দেন। বেদনোর রাজ্য তাঁহার হস্তগত হয়। মারাঠাদের সঙ্গে তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। প্রথম ও দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ তাঁহার সময়ে হয়। ১৭৮১-এ তিনি ইংরাজদের কাছে 'পোর্টোনোভো'র যুদ্ধে পরাজিত হন।

হায়াসী, কাউণ্ট (Hayashi, Count)—(১৮৫০—১৯১৩)। প্রসিদ্ধ জাপানী রাজনীতিবিশারদ্। সাকুরা নামক স্থানে জন্ম। বিলাতে শিক্ষালাভ করেন ও ১৯০০-এ তিনি সেণ্ট জেম্‌সের কোর্টে বিশিষ্ট রাজদূতরূপে গমন করেন। ছয় বৎসরের পর তিনি লণ্ডন ত্যাগ করেন। ১৯০৬—০৮ পর্য্যন্ত তিনি জাপানের পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন।

হারকিউলিজ (Hercules)—গ্রীসের বিখ্যাত বীর। জুপিটার তাঁহার পিতা, অ্যাল্কমিনি তাঁহার মাতা। তিনি বাল্যকাল হইতেই অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন (গ্রীক পুঃ)।

হারগ্রিভ্‌স্, জেম্‌স্ (Hargreaves, James)—(১৭২০—১৭৭৮)। তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। জাতিতে তিনি ইংরাজ। ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। এই যন্ত্রটির প্রচলন করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। পরিশেষে তিনি সফলকাম হন।

হারাণ চক্রবর্ত্তী, কবিরাজ, প্রাণাচার্য্য—(১৮৪৬—১৯৩৫)। খ্যাতনামা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। পাবনার অন্তর্গত নাকালিয়ায় জন্ম। নিবাস পাবনা জেলার ঘোড়ামারা। পিতা আনন্দচন্দ্র। তিনি মুর্শিদাবাদের স্বনামধন্য গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র। তিনি রাজসাহীতে বহুদিন চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়া শেষ জীবনে প্রায় ১৫ বৎসর কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও নিপুণতা অতি অল্প দিনের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনি কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। তিনিই আধুনিক আয়ুর্ব্বেদীয় শল্য-চিকিৎসার প্রবর্ত্তক। তিনি সুশ্রুত সংহিতার একখানি টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাজসাহীতে একটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ৭০ হাজার টাকা ও বার্ষিক ৪২০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত—(১৯শ শতক)। ঔপন্যাসিক। ২৪ পরগণার মজিলপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম হরিদাস রক্ষিত। তিনি শেক্‌স্পীয়রের গ্রন্থরাজি অনুবাদ করেন। তিনি 'কর্ণধার' নামক একখানি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'রাণী ভবানী', 'বঙ্গের শেষ বীর', 'মন্ত্রের সাধন', 'সাহিত্য-সাধনা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

হারুন-অল্-রশিদ—(৭৬৬—৮০৯)। বোগদাদের প্রসিদ্ধ খলিফা। পত্নীর নাম জোবায়েদা। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ও শক্তিমান্ সম্রাট্ ছিলেন। গ্রীক্‌রাজ নাইসিফোরাসকে তিনি পরাস্ত করেন এবং জার্ম্মান সম্রাট্ শার্লিমেন ও চীন সম্রাটের সহিত সখ্য স্থাপন করেন। তাঁহার সুবিচার ও বদান্যতার খ্যাতি নানা উপাখ্যানে বর্ণিত আছে।

হার্ডিঞ্জ অব পেন্‌শার্স্ট, লর্ড (Hardinge of Penshurst, Lord)—(১৮৫৮—১৯৪৪)। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি ও গভর্ণর-জেনারেল। ১৯১০—১৬-এ তিনি ভারতের রাজপ্রতিনিধি বা বড়লাট নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে দ্বিধা-বিভক্ত বঙ্গ পুনরায় সংযুক্ত হয়, কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এবং বিহার ও উড়িষ্যা বাংলা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহার সময়ে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ এদেশে আসেন এবং সেই উপলক্ষে শোভাযাত্রার সময় তাঁহার উপরে বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি আহত হন।

হার্ডিঞ্জ, লর্ড (Hardinge, Lord)—(১৭৮৫—১৮৬৭)। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল। ইংলণ্ডে জন্ম। তিনি প্রথম জীবনে ডিউক অব ওয়েলিংটনের অধীনে যুদ্ধ করেন। অতঃপর ১৮২৫-এ তিনি প্রথমতঃ যুদ্ধ-বিভাগের সেক্রেটারী ও পরে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধান সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন। ১৮৪৪—৪৮-এ তিনি ভারতের বড়লাট ছিলেন। প্রথম জীবনে যুদ্ধে তাঁহার একটি হাত কাটা যায় বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'হাতকাটা গভর্ণর' বলিত। শিখদিগের সহিত যুদ্ধ তাঁহার শাসনকালের প্রধান

ঘটনা। তিনি ১৮৫২-এ ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি ও ১৮৫৫-এ ফীল্ড মার্শালের পদ পান।

হার্ডি, টমাস (Hardy, Thomas)—(১৮৪০—১৯২৮)। সুবিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও কবি। প্রথম জীবনে স্থাপত্যবিদ্যায় শিক্ষিত হন, পরে সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। 'Far from the Madding Crowd', 'Mayor of Casterbridge', 'Jude the Obscure', 'A Pair of Blue Eyes', 'Desperate Remedies' ইত্যাদি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস ও রম্যন্যাস। 'The Dynasty' নামে তাঁহার একটি নাটক সুপ্রসিদ্ধ।

হার্ডি, টমাস মাস্টারম্যান (Hardy, Sir Thomas Masterman)—(১৭৬৯—১৮৩৯)। ইংরাজ নাবিক। নীলনদের যুদ্ধে ও ট্রাফালগারের যুদ্ধে তিনি নেলসনের সহিত ছিলেন। 'Victory' নামক জাহাজের তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। এই জাহাজেই নেলসন মারা যান।

হার্ভে, উইলিয়াম (Harvey, William)—(১৫৭৮—১৬৫৭)। ইংরাজ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক। তিনি দেহ-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৬১৬-এ তিনি রক্ত সঞ্চালন (Circulation of the blood) আবিষ্কার করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

হার্মিজ—গ্রীকদেবতা মার্কারির অপর নাম (গ্রীক পুঃ)।

হার্শেল, উইলিয়াম (Herschel, Sir William)—(১৭৩৮—১৮২২)। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ও দূরবীক্ষণ-যন্ত্র প্রস্তুতকারক। তিনি একটি নূতন গ্রহের আবিষ্কার করেন; সেই গ্রহটিকে আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে হার্শেল (ইউরেনাস নামে পরিচিত) বলা হয়। তিনি বহু নীহারিকা এবং যুগ্মতারকা আবিষ্কার করেন। তাঁহার ভগিনী ক্যারোলিনা লুক্রেসিয়া হার্শেল (Caroline Lucretia Herschel) [১৭৫০—১৮৪৮] আকাশের নক্ষত্ররাজির একটি মূল্যবান্ তালিকা প্রস্তুত করেন।

হার্শেল, ফ্রেডারিক (Herschel, Sir John Frederick)—(১৭৯২—১৮৭১)। ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত। তিনি ৫০০ নেবুলা (তারকাপুঞ্জ) ও প্রায় ৪০০০ যুক্ত-নক্ষত্র আবিষ্কার করেন।

হাস, জন (Huss, John)—(১৩৬৯—১৪১৫)। বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক। বোহিমিয়া জন্মভূমি। নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দিবার আদেশ হয়। মৃত্যুদণ্ড কিংবা নূতন ধর্ম্ম ভুল বলিয়া স্বীকার করা—এই দুইটি আদেশ তাঁহার প্রতি করা হয়। তিনি প্রথমটিই গ্রহণ করেন।

হাসান, ইমাম সৈয়দ—(১৮৭১—১৯৩৩)। সুবিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ। পাটনা জেলার নেওয়া নামক গ্রামে জন্ম। ১৮৯২-এ তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফেরেন। ১৯১১-এ তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। ১৯১৩-এ তিনি বিচারপতির পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ১৯১৭-এ তিনি বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হন। তিনি নারীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সচ্চিদানন্দ সিংহের সহযোগিতায় তিনি 'সার্চ্চ্‌-লাইট' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (১৯১৮)। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে ভারতের শাসন-সংস্কার ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করার বিরুদ্ধেও তীব্র আন্দোলন চালান।

হাসান, এমাম—(? ৬২৫—৬৬৯)। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা হুসেন, হজরত মহম্মদের কন্যা ফতেমা বিবির পুত্র। তাঁহার পিতা আলির মৃত্যুর পর খলিফা-পদের জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এজিদ তাঁহার অন্যতমা স্ত্রীর দ্বারা বিষাক্ত জল পান করাইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটায়, এইরূপ প্রবাদ আছে। শিয়াসম্প্রদায়ের পক্ষে এই ভ্রাতৃদ্বয় অতীব শ্রদ্ধার পাত্র।

হাসান সুরাবর্দ্দী—প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী। ১৮৮৪-এ ঢাকায় জন্ম। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ভাইস্-চ্যান্সেলার। তিনি ১৯৩১-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা হইয়া ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। তিনি ১৯২৩-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট হন। তিনি ভারতের বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁহার রচিত বহু পুস্তক আছে।

হিউগো, ভিক্টর মেরি (Hugo, Victor Marie)—(২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮০২—২২শে মে, ১৮৮৫)। প্রথিতযশা ফরাসী কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি রাজনীতিকও ছিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের চিত্র তিনি অতি সুনিপুণ হস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন। 'Les Miserables', 'Cromewell', 'Notre Dame de Paris' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা। ১৮৩১-এ 'Notre Dame de Paris' রচনা করিয়া তিনি ইউরোপে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তখনও দেশে তিনি কবি হিসাবেই বিখ্যাত। শেষ বয়স তাঁহার নানা কষ্টে কাটিলেও তিনি প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

হিউম, ডেভিড (Hume, David)—(১৭১১—১৭৭৬)। সুবিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ও রাজনৈতিক লেখক। জন্ম এডিনবরায়। 'Enquiry Concerning Human Understanding' ও 'History of Great Britain' তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হিউয়েন সাঙ্—(৭ম শতক)। বিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি যখন ভারতে আগমন করেন তখন হর্ষবর্দ্ধন উত্তর ভারতের রাজা। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধদর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি যে ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে ভারতের তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। তখন ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তিনি প্রায় সকলগুলি রাজ্যই পরিদর্শন করেন। ৬২৯ হইতে ৬৪৫ তাঁহার ভ্রমণকাল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

হিকিউবা (Hecuba)—ট্রয়রাজ প্রায়ামের পত্নী ও বীরশ্রেষ্ঠ হেক্‌টরের জননী। তিনি বহু পুত্রের জননী ছিলেন, কিন্তু শত্রুহস্তে তাঁহার স্বামী ও পুত্রগণের মৃত্যু হয় (গ্রীক পুঃ)।

হিট্‌লার, হের আডোল্‌ফ (Hitler, Herr Adolf)—(২০শে এপ্রিল, ১৮৮৯—১৯৪৫)। জার্ম্মানীর চ্যান্সেলার ও প্রেসিডেণ্ট। জন্মস্থান উত্তর অষ্ট্রীয়া। প্রথম জীবনে চিত্রাঙ্কনের দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল। মাতাপিতার মৃত্যুর পর কপর্দ্দকশূন্য হইয়া তিনি ভিয়েনায় যান ও কখনও রাজমিস্ত্রি কখনও অঙ্কনের কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ইউরোপের মহাসমরের সময় তিনি একজন সামান্য সৈনিক ছিলেন। তিনি যুদ্ধে আহত হন। পরে মাত্র ৫জন লোক লইয়া German Workers Party নামে একটি দল গঠন করেন। ইহাই পরবর্ত্তী কালে নাৎসী দল বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হয়। তিনি ১৯২৪-এ তাঁহার কর্ম্মসূচী রচনা করেন ও পাঁচ বৎসর কাল নজরবন্দী থাকিবার সময় তাঁহার বিখ্যাত বই 'Mein Kampf' (My Struggle) রচিত হয়। কালক্রমে তিনি প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের সর্ত্তে সম্মত হইয়া চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করেন (জানুয়ারী, ১৯৩৩)। ১৯৩৪-এ হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর তিনি

প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলার হন এবং ফলতঃ জার্মানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়েন। তিনি জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে লাগিয়া যান ও জার্মানীর বৈদেশিক দেনা শোধ করিতে অসম্মতি জানান। তিনি জাতিসংঘ হইতে সরিয়া আসেন ও জার্মানীকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করিয়া তোলেন। পরে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া রাজ্য অধিকার করেন ও ১৯৩৯-এ পোল্যাণ্ড অধিকৃত ড্যান্‌জিগ্‌ সহর চাহিলে পোল্যাণ্ড উহা দিতে অস্বীকার করে ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে। তিনি এই যুদ্ধে প্রথম দিকে প্রায় সমগ্র ইউরোপ জয় করেন ও রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে তিনি প্রথম দিকে ইঙ্গ-মার্কিন ও সোভিয়েৎ-বাহিনীকে পরাজিত করিলেও পরে পরাজিত হন। তিনি পুড়িয়া মারা যান বলিয়া কথিত আছে।

হিড়িম্ব—এক রাক্ষস, হিড়িম্বার ভ্রাতা। পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিলে পথে এই রাক্ষস তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে। বীরবর ভীম দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (ভারত)।

হিড়িম্বা—বিখ্যাত রাক্ষস হিড়িম্বের ভগিনী। ভীমসেনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবপক্ষে প্রবল যুদ্ধ করিয়া নিহত হন (ভারত)।

হিণ্ডেনবুর্গ, প্রেসিডেণ্ট (Hindenburg, President Marshal Paul von)—(১৮৪৭—১৯৩৪)। পোসেনে জন্ম। ১১ বৎসর হইতে তিনি সৈন্যদলে প্রবেশ করেন ও প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বিশেষ নাম করেন। ১৯১৬-এ তিনি সমগ্র জার্মান সৈন্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯১৯-এ ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৯২৫ হইতে ১৯৩৪ পর্য্যন্ত তিনি জার্মানীর রাষ্ট্রীয়-সভার সভাপতি ছিলেন।

হিপেরিয়ন (Hyperion)—অন্যতম টাইটান। তিনি সূর্য্য, চন্দ্র ও উষার জনক। তাঁহার মাতা গী ও জনক ইউরেনাস (গ্রীক পুঃ)।

হিপোক্রেটিজ (Hippocrates)—(খৃঃ পূঃ ৪৬০—৩৫৭ অব্দ)। বিখ্যাত গ্রীক্‌ চিকিৎসক। থেসালী তাঁহার জন্মভূমি। এথেন্সে তিনি চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকে ঔষধের জনক বলা হয়।

হিবি (Hebe)—জুপিটার ও জুনোর কন্যা। তাঁহার অপর নাম জুভেনটাস। তিনি যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বর্ণিত হন (গ্রীক পুঃ)।

হিমালয়—তিনি পর্ব্বতদিগের রাজা। তাঁহার সহিত ব্রহ্মার মানসকন্যা মেনকার বিবাহ হয়। তাঁহার কন্যা উমা ও গঙ্গা, পুত্রের নাম মৈনাক।

হিমু—(?—১৫৫৬)। তিনি জাতিতে হিন্দু বেনিয়া। শেরশাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজা হন। হিমু পরে মহম্মদ আদিল শাহের মন্ত্রী ছিলেন। রাজার হাত হইতে তিনিই সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লন। আকবর যখন রাজা হন, তিনি তখন দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া 'রাজা বিক্রমজিৎ' নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত আকবরের পানিপথের বিখ্যাত ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

হিম্যান্স, ফেলিসিয়া ডোরোথিয়া (Hemans, Felicia Dorothea)—(১৭৯৩—১৮৩৫)। বিখ্যাত ইংরাজ মহিলা-কবি। ওয়াল্টার স্কট, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবি তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার ছোট ছোট কবিতাগুলি জনপ্রিয়। 'Casabianca', 'The Homes of England' ও 'The Better Land' নামে কবিতা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হিরণ্যকশিপু—বিখ্যাত দৈত্যরাজ। তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বিষ্ণু নিহত করায় এই দৈত্য রাজ্যমধ্যে হরিনাম উচ্চারণ বন্ধ করিয়া দেন। প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লাদ নামক তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রহ্লাদ হরিভক্ত বলিয়া দৈত্যরাজ তাঁহার উপর অশেষ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। পরে ভক্তের নির্য্যাতনে ভগবান্‌ নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া এই দৈত্যরাজকে বধ করেন (হরি, বিষ্ণু)।

হিরণ্যাক্ষ—প্রসিদ্ধ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সহোদর। দেবতাদের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া এই দৈত্য অযথা সর্ব্বজীবের উপরে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। পৃথিবীকে হরণ করিয়া পাতালে লইয়া গেলে ভগবান্‌ বরাহরূপে তাহাকে সংহার করিয়া পৃথিবীদেবীকে উদ্ধার করেন (হরি)।

হিরো (Hero)—সেস্টসের একজন পূজারিণী। লিয়াণ্ডার নামক কোনও যুবক তাঁহার প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়া রাত্রে সমুদ্র সন্তরণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, কিন্তু দৈবাৎ একরাত্রে ডুবিয়া যান। তখন শোকে ক্ষিপ্তা হইয়া তিনিও সমুদ্রে ডুবিয়া মরেন (গ্রীক পুঃ)।

হিরোডোটাস (Herodotus)—(? খৃঃ পূঃ ৪৮৪—৪২৪ অব্দ)। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক। তাঁহাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তিনি বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া পারস্য, লিডিয়া ও মিশর সম্বন্ধে ৯খানি ইতিহাস রচনা করেন।

হিরোদ দি গ্রেট (Herod the Great)—(৭৩ বা ৭৪ খৃঃ পূঃ)। জুডিয়ার রোমক রাজা। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি গ্যালিলির রাজা হন; পরে তাঁহাকে জুডিয়ার রাজা করা হয় (৪০ খৃঃ পূঃ)। তাঁহারই রাজত্বকালে যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন।

হিরোহিতো (Hirohito)—(জন্ম ১৯০১)। জাপানের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্‌। ১৯২৬-এ তিনি রাজ্যলাভ করেন। তাঁহার শাসনকালে দেশের অনেক সংস্কার সাধন করা হয়, বিশেষ করিয়া বয়স্ক পুরুষগণকে ভোটাধিকার দান উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ ও জাপানের পতন তাঁহার রাজত্বকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা।

হীরা—জমিদার রামচন্দ্র খাঁনের রক্ষিতা। তিনি রামচন্দ্রের লক্ষ মুদ্রা আহরণ করিয়া লক্ষহীরা নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সাধনা ভঙ্গ করিতে গিয়া তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে বৈষ্ণবী হন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—(১৮৬৮—১৯৪২)। দার্শনিক পণ্ডিত। কলিকাতার চোরবাগানে জন্ম। পিতা দ্বারকানাথ দত্ত। ১৮৯৪-এ তিনি হাইকোর্টের এটর্নির কাজে নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 'Foundation Member'. তিনি কয়েক বৎসর উহার সম্পাদক ছিলেন এবং ১৩৩২ বঙ্গাব্দে উহার সভাপতি হন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যাদবপুরের বিজ্ঞান-বিদ্যালয় এই শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্গত। 'বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি'র তিনি সভাপতি এবং মাদ্রাজের উক্ত সভার সদস্য ছিলেন। 'গীতায় ঈশ্বরবাদ', 'বেদান্ত পরিচয়', 'শিক্ষা না সেবা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। প্রবন্ধলেখক হিসাবেও তাঁহার বিশেষ নাম আছে।

হুইট্‌ম্যান, ওয়াল্‌ট্‌ (Whitman, Walt)—(১৮১৯—১৮৯২)। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি। ১১ বৎসর বয়সে এক অফিসে তিনি বালকভৃত্যের কাজ করেন ও পরে মুদ্রাকর, ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক ও বিভিন্ন পত্রিকার লেখক হন। গদ্যকবিতা লিখিয়া তিনি পৃথিবীবিখ্যাত হন। 'Leaves of Grass', 'Drum Taps', 'Democratic Views' তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা।

হুড, টমাস (Hood, Thomas)—(১৭৯৯—১৮৪৫)। ইংরাজ কবি। তিনি হাস্যরসাত্মক ও গম্ভীর ভাবের কবিতা রচনা করিতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। 'The Song of the Shirt', 'The Dream of Eugene Aram' ও 'The Bridge of Sighs' প্রভৃতি কবিতায় তাঁহার গম্ভীরভাবের

পরিচয় পাওয়া যায়। এই কবিতাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হুভার, হার্বার্ট ক্লার্ক (Hoover, Herbert Clark)—(জন্ম ১৮৭৪)। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। আইওয়া নগরে জন্ম। খনির কাজে তিনি পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন। ১৮৯৯-এ চীনে খনির অধ্যক্ষ হন। যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট উইলসনের অধীনে তিনি আমেরিকার খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহের নিয়ামক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট হার্ডিংএর অধীনে কিছুকাল কার্য্য করেন। অতঃপর ১৯২৯-৩৩ পর্য্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ছিলেন।

হুমায়ুন—(রাজত্বকাল ১৫৩০-৩৯, ১৫৫৫-৫৬)। দ্বিতীয় মোগল সম্রাট্। তাঁহার পিতা বাবর ও পুত্র আকবর। বাবরের মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৩৫-এ তিনি গুজরাটের রাজা বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ১৫৩৭-এ বিহারের আফগান নায়ক শের খাঁ বঙ্গদেশ জয় করিলে তিনি তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। বক্সারের নিকটবর্ত্তী চৌসা নামক স্থানে তিনি শের খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন (১৫৩৯)। তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর কিছু-কাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি মারবাড় রাজ্যে গমন করেন। সেখানে আশ্রয় না পাইয়া তিনি ফিরিয়া যান। মারাবাড় হইতে প্রস্থানের পথে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত অমরকোট নামক স্থানে আকবরের জন্ম হয়। অবশেষে তিনি পারস্যরাজের সভায় আশ্রয় পান। তাঁহার সাহায্যে তিনি পুনরায় রাজ্য উদ্ধার করেন (১৫৫৫)।

হুমায়ুন কবীর—(জন্ম ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬)। কবি ও অধ্যাপক। পিতা কবীরউদ্দিন আমেদ। ছাত্রাবস্থায় তিনি বিদ্যালয় হইতে বহু পুরস্কার ও পদক পান। তিনি কলিকাতা ও অক্সফোর্ডের এম্. এ. উপাধিধারী কৃতী ছাত্র। কলিকাতা ও অন্ধ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন। ট্রেড্ ইউনিয়নের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি কৃষক দলের নেতা হন। ১৯৪৭-এ তিনি Indian Railway Enquiry Committee-র সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি ১৯৫২-এ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-মন্ত্রকের সেক্রেটারি হন। 'স্বপ্ন-সাধ', 'ইমানুয়েল কাণ্ট', 'ধারা-বাহিক', 'বাংলার কাব্য' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

হুসেন, ইবন আলি—(১৮৫৬—১৯৩১)। আরব শাসনকর্তা। ১৯০৮-এ তিনি আমীর হন। ১৯১৬-এ তিনি আরবের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও অটোমান শাসনের অবসান ঘটান। অতঃপর আরব সেনাবাহিনী সংঘবদ্ধ করিয়া তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে মিত্র-শক্তির পক্ষে যোগদান করেন। ১৯১৬-এ তিনি মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক হেদাজের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন। ওয়াহিরা মক্কা অধিকার করিলে তিনি ১৯২৪-এ পদত্যাগ করেন।

হুসেন, এমাম—(৬২৯—৬৮০)। মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের কন্যা ফতেমা বিবির পুত্র। তিনি তাঁহার ভ্রাতা হাসানের হত্যার পর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান, কিন্তু কারবালার প্রান্তরে শত্রুহস্তে অন্যায়-ভাবে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যু-দিবস শিয়াসম্প্রদায়ের মুসলমানগণের অতীব শোকের দিন। এই দিবস তাঁহাদের মহরম নামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্ব-দিবস।

হুসেন বিলগ্রামি, সৈয়দ—গয়া জেলার সাহেবগঞ্জ নগরে জন্ম। ১৮৬৮-এ তিনি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের আরবী ভাষার অধ্যাপক হন। ১৮৭৩-এ তিনি হায়দরাবাদের প্রধান উজীর স্যার সালার-জঙ্গের প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। অতঃপর তিনি হায়দরাবাদের শিক্ষাসচিব হন। কিছু-কাল তিনি নিজামের প্রাইভেট সেক্রেটারীও ছিলেন। হায়দরাবাদে তিনি স্ত্রী-বিদ্যালয়, শ্রম শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় ও আরবী গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য একটি সমিতি স্থাপন করেন। ১৯০৩-এ তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশনের সদস্যপদে নিযুক্ত হন। ১৯০৭-এ তিনি ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের তিনিই সর্ব্বপ্রথম মুসলমান সদস্য।

হুসেন শাহ্—বঙ্গের পাঠান রাজা। ১৪৯৩—১৫১৮ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান রাজা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব—বিখ্যাত জ্যোতি-র্ব্বিদ্। তিনি ভবানন্দ মজুমদারের সভাসদ্ ছিলেন। গণিত ও ফলিত উভয়প্রকার জ্যোতিষেই তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। 'জ্যোতিঃসারসংগ্রহ'-নামক পুস্তকখানি তিনি রচনা করেন।

হৃষীকেশ লাহা, রাজা—(১৮৫২—১৯৩৫)। বিখ্যাত জমিদার ও ব্যবসায়ী। চুঁচুড়াতে জন্ম। মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা তাঁহার পিতা। তিনি প্রথমে মেসার্স কেলী অ্যাণ্ড কোম্পানীতে শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করেন। এস্থলে আমদানি ও রপ্তানি সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া মেসার্স প্রাণকৃষ্ণ লাহা অ্যাণ্ড কোম্পানীতে নিযুক্ত হন। অতঃপর কৃষ্ণদাস লাহা অ্যাণ্ড কোং নামে একটি নূতন ফার্ম স্থাপন করেন। তিনি চব্বিশ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বেসরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ২৬ বৎসর বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও কলিকাতার শেরিফ হন। বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি চুঁচুড়া ওয়াটার ওয়ার্কসে ১ লক্ষ টাকা ও হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ৭৫ হাজার টাকা দান করেন।

হেকেটি (Hecate)—ত্রিমূর্ত্তি দেবত'-বিশেষ। তিনি যাদুবিদ্যা ও মন্ত্রতন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ত্রিলোকে তাঁহার ত্রিরূপে অবস্থিতি। স্বর্গে তিনি 'লুনা', মর্ত্ত্যে 'ডায়েনা' এবং নরকে 'হেকেট' বা 'প্রসারপিন' (গ্রীক্ পুঃ)।

হেক্টর—ট্রয়রাজ প্রায়ামের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম হিকিউবা। তিনি ট্রয়যুদ্ধে ট্রোজানদের সেনাপতি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। তিনি বীরোচিতভাবে যুদ্ধ করিয়া একিলিসের হস্তে নিহত হন (গ্রীক পুঃ)।

হেগেল (Hegel George Wilhelm Friedrich)—(১৭৭০—১৮৩১)। খ্যাত-নামা জার্ম্মান দার্শনিক। স্টাটগার্টে জন্ম। টিউবিনগেন বিদ্যালয়ে তিনি ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং ১৭৯৩-এ পি-এইচ. ডি. উপাধি পান। বার্ণে তিনি কিছুকাল গৃহ-শিক্ষকতা করেন। পরে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক হন (১৮০১)। তিনি হাইডেলবার্গ ও বার্লিনেও অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার দার্শনিক গবেষণায় উনবিংশ-শতাব্দীতে জার্ম্মান চিন্তাধারাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে। 'Phaenomenology of the Spirit', 'Logic', 'Philosophy of Right' তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ।

হেড্‌ন্, ফ্রাঞ্জ জোসেফ (Haydn, Franz Josef)—(১৭৩২—১৮০৯)। অষ্ট্রীয়াবাসী গীত-রচয়িতা। 'The Creation', 'The Seasons' প্রভৃতি তাঁহার রচিত উচ্চশ্রেণীর গীতিপুস্তক।

হেডিন, স্বেন (Hedin, Sven)—(জন্ম ১৮৬৫)। বিখ্যাত সুইডেনবাসী পর্য্যটক। মধ্য এশিয়ায় তিনি আবিষ্কারকার্য্য চালনা করেন। তাঁহার আবিষ্কারের সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে। তাহার মধ্যে 'Through Asia', 'Trans Himalaya' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

হেণ্ডারসন, আর্থার (Henderson, Rt. Hon. Arthur)—(১৮৬৩—১৯৩৫)। বিখ্যাত ব্রিটিশ রাজনীতিক। জন্ম গ্লাসগোতে। ১৯৩১—৩২-এ তিনি শ্রমিকদলের নেতা হন। ১৯৩২—৩৩-এ তিনি 'World Disarmament Conference'-এর সভাপতি হন।

বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার জন্য তিনি ১৯৩৩-এ কার্নেগী পরিষদ্ হইতে ২,২০০ পাউণ্ড পুরস্কার পান এবং ১৯৩৪-এ উক্ত কাজের জন্য 'নোবেল প্রাইজ' পান।

হেন্‌রী (Henry)—(১৩৯৫—১৪৬০)। পোর্তুগালের রাজকুমার। তাঁহাকে 'Navigator' বলা হইত। তিনি একটি মানমন্দির (observatory) নির্মাণ করেন। তিনি নৌবিদ্যার অনেক উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন।

হেন্‌রী, ১ম (Henry I)—(১০৬৮—১১৩৫)। ইংলণ্ডের রাজা। তিনি প্রথম উইলিয়ামের তৃতীয় পুত্র। তাঁহাকে ইংরাজ বিচার-প্রথার প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে।

হেন্‌রী, ২য় (Henry II)—(১১৩৩—১১৮৯)। ইংলণ্ডের রাজা। ১১৫৪-এ তিনি ইংলণ্ডের রাজা হন। তিনি দেশের আইনের কিছু সংস্কার সাধন করিতে যান। এই সংস্কারকার্য্য হইতেই তাঁহার সহিত টমাস্ বেকেটের কলহ হয় ['টমাস বেকেট' দ্রঃ]।

হেন্‌রী, ৩য় (Henry III)—(১২০৭—১২৭২)। ইংলণ্ডের রাজা। তিনি ব্যারণদের সহিত মিলিত হইয়া শাসনকার্য্য চালাইতে অক্ষম হন। ফলে তিনি লোকের বিরাগভাজন হন। সাইমন ডি মণ্ট্‌ফোর্ট তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লন এবং পার্লামেণ্টের সূত্রপাত করেন।

হেন্‌রী, ৪র্থ (Henry IV)—১। (১৩৬৭—১৪১৩)। ইংলণ্ডের রাজা। তিনি দ্বিতীয় রিচার্ড কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন। কিছুকাল পরে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং যুদ্ধে রিচার্ডকে পরাস্ত করিয়া রাজা হন। ল্যাঙ্কাষ্ট্রীয়ান্‌বংশীয় রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম। ২। (১৫৫৩—১৬১০)। ফ্রান্সের রাজা। তিনি প্রথমে পোপের বিরুদ্ধবাদীদের দলভুক্ত ছিলেন, অতঃপর রোমান ক্যাথলিক বলিয়া নিজেকে জাহির করেন। 'এডিক্ট অব্ ন্যাণ্ট্‌স্' (Edict of Nantes) দ্বারা তিনি প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিতে অনুমতি দেন। ১৬১০-এ তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

হেন্‌রী, ৫ম (Henry V)—(১৩৮৭—১৪২২)। ইংলণ্ডের রাজা। ১৪১৫-এ তিনি এজিনকোর্টের যুদ্ধে জয়ী হন এবং নর্ম্মাণ্ডি জয় করেন। ১৪২০-এ ফ্রান্সের রাজা তাঁহাকে সিংহাসন দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলে তিনি 'ট্রয়েস' (Troyes)-এর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

হেন্‌রী, ৬ষ্ঠ (Henry VI)—(১৪২১—১৪৭১)। ইংলণ্ডের রাজা। ১৪২২-এ তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজা হন। তাঁহারই সময়ে 'গোলাপের যুদ্ধ' (Wars of the Roses)-নামক গৃহবিবাদ ঘটে। ১৪৫৩-এ তিনি উন্মাদ হইয়া যান। ১৪৫৫-এ গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়। ১৪৬০-এ তিনি বন্দী হন। তিনি লণ্ডন টাওয়ারে মারা যান।

হেন্‌রী, ৭ম (Henry VII)—(১৪৫৭—১৫০৯)। ইংলণ্ডের রাজা। বস্‌ওয়ার্থের যুদ্ধে তিনি তৃতীয় রিচার্ডকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন দাবী করেন। তিনি 'টিউডর' বংশের স্থাপন করেন। তিনি দেশের রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন, বাণিজ্যের উৎসাহ দেন, ব্যারণদের ক্ষমতা কাড়িয়া লন এবং দেশে শান্তি রক্ষা করেন।

হেন্‌রী, ৮ম (Henry VIII)—(১৪৯১—১৫৪৭)। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত টিউডর রাজা। তাঁহার রাজত্বকাল ১৫০৯—১৫৪৭। পোপের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ ও ধর্ম্মবিপ্লবে ইংলণ্ডের যোগদান তাঁহার সময়কার প্রসিদ্ধ ঘটনা। যে সকল ধর্ম্মমন্দির পোপকে মানিত, তিনি তাহাদের ধ্বংসসাধন করেন। তিনিই ইংলণ্ডের ধর্ম্মগুরু বলিয়া প্রচার করেন। তিনি ব্যারণদের ও পার্লামেণ্টকে দমন করেন। তাঁহার ছয় স্ত্রী ছিল। তাহার মধ্যে দুইজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(৬ই বৈশাখ, ১২৪৫—১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত স্বভাবকবি। হুগলী জেলার গুলিটা নামক গ্রামে জন্ম। পিতা কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বি. এ. ও বি. এল. পাশ করিয়া কিছুদিন মুন্সেফ হন ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া যান (১৮৯৭ খৃঃ)। অগাধ অর্থ রোজগার করিলেও তিনি দানশীল ছিলেন বলিয়া পরে দরিদ্রতাবশতঃ বিশেষ কষ্ট পান। 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'বৃত্রসংহার কাব্য', 'বীরবাহু কাব্য', 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। তিনি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের টীকা রচনা ও সমালোচনা করেন।

হেমচন্দ্র সূরি—(১১শ শতক)। বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত। গুজরাটে জন্ম। পিতা চাচিঙ্গ, মাতা পাহিনী। পূর্ব্বে তাঁহার নাম চংদেব ছিল। আট বৎসর বয়সে তিনি জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর তিনি উদয়ন মন্ত্রীর নিকটে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বিশেষ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। এই সময় হইতেই তাঁহার নাম হেমচন্দ্র হয়। ইহার পর তিনি রাজা কুমারপালের নিকটে থাকেন। রাজা কুমারপালের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'প্রাকৃত ব্যাকরণ', 'সিদ্ধ শব্দানুশাসন', 'অভিধান-চিন্তামণি' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

হেমলতা দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা। তিনি অর্দ্ধকালীরূপে বিখ্যাত। পরিবেষণকালে মাথার ঘোমটা খসিয়া পড়িলে তাঁহার কাঁধ হইতে আর দুইটি হাত বাহির হয় ও ঘোমটা যথাস্থানে স্থাপিত করে।

হেমা—লঙ্কার রাজা রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর মাতা ও ময় দানবের স্ত্রী (রাম)।

হেমিংওয়ে (Hemingway, Ernest)—(জন্ম ২১শে জুলাই, ১৮৯৮)। প্রখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েস রাজ্যে ওক পার্কে জন্ম। প্রথম জীবনে 'Kansas City Star' নামক পত্রিকার রিপোর্টার হন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'The Sun Also Rises', 'A Farewell to Arms', 'For Whom the Bell Tolls', 'The Snows of Kilimanjero' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার—(১৮৯৭—১৯৪৮)। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তিনি পাতিয়ালার রাজা কর্ত্তৃক রাজশিল্পী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি দেশ-বিদেশে প্রশংসা পাইয়াছে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—(২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬)। বঙ্গের বিশিষ্ট সাংবাদিক। তিনি কয়েকখানি উপন্যাসও লিখিয়াছেন। যশোহর জেলার চৌগাছা গ্রামে জন্ম। তাঁহার পিতার নাম গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তিনি ১৮৯৯-এ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তাহার কিছুকাল পরে সংবাদপত্র-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে তাঁহার সাংবাদিক জীবনের গুরু বলা যাইতে পারে। তিনি লণ্ডনের 'ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ জার্ণালিষ্টের' সদস্য এবং 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৭-এ তিনি সাংবাদিক মণ্ডলীর সহিত মেসোপোটেমিয়ায় এবং ১৯১৮-এ ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবীদের প্রতিনিধি হিসাবে মহাযুদ্ধের সঠিক বিবরণ অবগত হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'দগ্ধ হৃদয়', 'অধঃপতন', 'নাগপাশ', 'তুষানল', 'কংগ্রেসের ইতিহাস' এবং 'The Famine of 1770' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হেমেন্দ্রলাল রায়—(১৮৯২—১৯৩৫)। প্রসিদ্ধ কবি ও গল্পলেখক। পাবনা জেলার ফুলকোচা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম ব্রজদুলাল রায়। তিনি প্রথমে অধুনালুপ্ত 'হিন্দুস্থান' নামক পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক হন। তিনি 'বাঁশরী', 'মহিলা' ও 'রাষ্ট্রবাণী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

সাহিত্য-পরিচয়

অ

অকাল বোধন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ক্ষুদ্র গীতিনাট্য। ইহাতে লেখকের ছদ্মনাম ছিল 'মকুটচরণ মিত্র'। রাবণবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্র দুর্গার যে অকাল বোধন করেন, তাহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকখানি 'গৈরিশ ছন্দে' রচিত।

অগস্তিমতম্—মহর্ষি অগস্তি। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। হীরক, মুক্তা, মরকত প্রভৃতি রত্নের উৎপত্তি, লক্ষণ, গুণ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত আছে।

অগ্নিপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

অগ্নিবীণা—কাজী নজরুল ইসলাম। কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু', 'কামালপাশা', 'আনোয়ারা', 'রণ-ভেরী', 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী' ও 'মহরম' এই ১২টি কবিতা আছে। 'কামালপাশা', 'আনোয়ার' ও 'রণ-ভেরী' তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়গান; শেষের কবিতা দুইটি মুসলমানসমাজের ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পর্কে রচিত। 'প্রলয়োল্লাস' ও 'বিদ্রোহী' প্রভৃতি কবিতাগুলি গভীর দেশাত্মবোধ ও সংস্কার-মুক্ত মনের পরিচায়ক। এই 'বিদ্রোহী'-কবিতা লিখিয়াই কবি 'বিদ্রোহী-কবি' নামে অভিহিত হন।

অঙ্গিরঃ-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অঙ্গুরীয়-বিনিময়—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস। আকারে বড় গল্পের মত। আরংজেবের কন্যা রোসিনারা শিবাজীর হস্তে বন্দী হন ও তাঁহারা পরস্পর আসক্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের মিলন হয় নাই। কাহিনীতে ঐতিহাসিক পরিবেশ আছে কিন্তু ভাষা কঠিন ও বর্ণনা রসহীন। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের প্রভাব আছে।

অচলায়তন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপক নাটক। অচলায়তন প্রচলিত বিধি-বিধানের প্রতীক। অচলায়তন নামে প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা প্রাচীন সংস্কারকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে করিত। কিন্তু কালক্রমে অচলায়তনের কর্ম্মী ও শিষ্যগণের মনে সন্দেহ, সংশয় এবং বিদ্রোহ দেখা দেয়। পঞ্চক ও দাদাঠাকুরের চেষ্টায় কর্ম্মীদের এই বিদ্রোহ ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করে। শেষ পর্য্যন্ত অচলায়তনের কর্ম্মীরা বুঝিতে পারে যে, হৃদয়হীন সংস্কার-বিধি পালন অপেক্ষা মানবধর্ম্ম পালন করা শ্রেয়ঃ। নাটকান্তর্গত অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে মহাপঞ্চক, আচার্য্য ও উপাচার্য্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতসী—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গল্পপুস্তক। গ্রন্থখানিতে ছয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে—'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা', 'ব্যানার্জ্জি', 'জামাতা বাবাজীউ', 'বাজিকর', 'আলো আঁধারি' এবং 'আদুরাণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে'। 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গ্রন্থের প্রথম গল্প; কলিকাতার একটি ব্যারাক বাড়ী ও বস্তির জীবনযাত্রার প্রণালীকে কেন্দ্র করিয়া এই গল্পটি রচিত। অতসীর শেষ গল্প 'আদুরাণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে' বীরভূম অঞ্চলের পল্লীজীবনের উজ্জ্বল চিত্র।

অতসী মামী—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পপুস্তক। ইহাতে 'অতসী মামী', 'নেকী' ইত্যাদি কয়েকটি গল্প আছে। প্রথম গল্প অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

অত্রিসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অথর্ব্বোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

অদ্ভুত-রামায়ণম্—অদ্ভুতাচার্য্য প্রণীত। ২৭ সর্গে বিভক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে মহর্ষি বাল্মীকি ভরদ্বাজ মুনির নিকট গল্পচ্ছলে রামসীতার জন্মবৃত্তান্ত, অম্বরীষের অভিশাপ-

কাহিনী, রামসীতার বিবাহ, রামচন্দ্রের বনবাস, সীতাহরণ প্রভৃতি বর্ণনার পর, সীতাদেবী কিরূপে কালিকামূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করেন সেই সকল অদ্ভুত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

অধিকার-তত্ত্ব—চন্দ্রশেখর বসু। ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। অধিকারভেদে ধর্ম্মানুষ্ঠান গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আধ্যাত্মিক বিষয়ক প্রবন্ধ-পুস্তক। পরলোকবাসীর সহিত ইহলোকবাসীর আলাপচ্ছলে ইহাতে নানা জটিল আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

অধ্যাত্ম-রামায়ণম্—মহর্ষি বাল্মীকি। সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত সংস্কৃত কাব্য। প্রায় চারি হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ এই কাব্যগ্রন্থ বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, যুদ্ধ এবং উত্তরকাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে ধর্ম্ম, রাজনীতি, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। 'রামগীতা' এই পুস্তকের শেষ কাণ্ডের পঞ্চম সর্গ।

অন দি ইভ (On the Eve)—আইভান টুর্গেনিফ। রুশীয় উপন্যাস। হেলেন তাহার গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া সুখ পাইতেছিল না। সে তাহার 'ডায়েরী'তে লিখিয়াছিল—'কেবল ভাল হইয়া লাভ নাই, ভাল কাজ করা প্রয়োজন।' কিন্তু তখন পর্য্যন্ত যে দুইটি লোকের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছিল, হেলেনের মানসিক অতৃপ্তি দূর করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। ইহাদের একজন 'স্থবিন', অপর ব্যক্তি 'বার্সেনেফ', একজন লঘুচরিত্র শিল্পী এবং আর একজন অন্যমনস্ক অধ্যাপক। ইহার কিছুকাল পরে হেলেনের জীবনে তৃতীয় পুরুষের আবির্ভাব হইল। এই লোকটির নাম বুলগ্যারেফ, কোন এক বুলগেরিয়ান দেশপ্রেমিক। একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু বুলগ্যারেফ যেই বুঝিতে পারিল যে, হেলেনকে সে ভালবাসিয়াছে, তখনই স্থির করিল যে হেলেনের নিকট হইতে তাহাকে পলায়ন করিতে হইবে, নহিলে তাহার ব্রতভঙ্গ হইবে। বুলগ্যারেফ যখন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় হেলেন ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তাহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করে এবং বুলগ্যারেফের সাধনাকে নিজের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করে। টুর্গেনিফের পূর্ব্বে আর কোন রুশ সাহিত্যিক মহিলাদের রাজনীতিক আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনেন নাই এবং সেদিক্ দিয়া 'হেলেন' সর্ব্বপ্রথম।

অনর্ঘরাঘবম্—মুরারি মিশ্র। সংস্কৃত নাটক। ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা হইতে রাবণ-বধের পর রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত আখ্যানভাগ স্থান পাইয়াছে। শ্রীরুচি মুখোপাধ্যায়-কৃত ইহার একখানি টীকা আছে।

অনামী—দিলীপকুমার রায়। কবিতাগ্রন্থ। গ্রন্থখানি—অনামী, রূপান্তর, পত্রগুচ্ছ ও অঞ্জলি—এই চারিখণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে দিলীপকুমারের স্বরচিত কতকগুলি কবিতা এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির কতকগুলি ইংরাজী কবিতার মর্ম্মানুবাদ স্থান পাইয়াছে। পত্রগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং কয়েকজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষীর পত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য লেখকের সহিত তাঁহাদের এই সকল পত্র বিনিময় হইয়াছিল।

অনুগীতা—মহর্ষি বেদব্যাস। মহাভারতের অংশ বিশেষ। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়-নিধন-কাতর অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উত্তরার গর্ভরক্ষা, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ এবং উতঙ্কের উপাখ্যান ইহাতে আছে।

অনুপ্রাস—অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যগ্রন্থ। চলিত কথায়, সাহিত্যে এবং ধর্ম্মে অনুপ্রাস কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, গ্রন্থখানিতে লেখক সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সরস ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন।

অন্তঃশীলা—ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। খগেন্দ্র তাঁহার স্ত্রী সাবিত্রীকে কোন দিন ভালবাসেন নাই, তিনি ভালবাসিয়াছিলেন নিজ অন্তরের আদর্শকে। বুদ্ধিজীবী খগেন্দ্র সাবিত্রীকে যেভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই, বরং সে চেষ্টা সাবিত্রীর মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব সৃষ্টি করিত এবং এই বিরোধের ফলেই সাবিত্রী একদিন আত্মহত্যা করে। সাবিত্রীর মৃত্যুর পর খগেন্দ্রনাথের সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সহিত পরিচয় ঘটে। রমলা আধুনিক রুচিসম্পন্না মহিলা। রমলার প্রতি তিনি একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলেন ; কিন্তু সাবিত্রীর মৃত্যুর ফলে তাঁহার মনে যে সংশয় সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মীমাংসার জন্য অন্তর্মুখীন সাধনায় মগ্ন হইবার চেষ্টায় তিনি রমলার নিকট হইতে দূরে কাশীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে এক সাধুর সহিত খগেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। কাশীতে থাকিবার সময় খগেন্দ্রনাথ রমলার সঙ্গে পত্রালাপ করেন। ইহাতে পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত হয়। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরে খগেন্দ্রনাথ সেই সন্ন্যাসীর সহিত নিরুদ্দিষ্ট হন। সংবাদ পাইয়া রমলা খগেন্দ্রনাথের সন্ধানে বাহির হন। সুজন রমলা ও খগেন্দ্রের বন্ধু। নিরুদ্দেশ যাত্রার পূর্ব্বে খগেন্দ্র তাহার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি উহাতে বুদ্ধিবাদের হার স্বীকার করেন।

অন্তর্য্যামী—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ক্ষুদ্র কাব্য। অন্তর্যামীর কবিতাগুলি ভক্তিভাবের নিবিড় অনুভূতিতে স্নিগ্ধ।

অন্নদামঙ্গল (বা অন্নপূর্ণামঙ্গল)—কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। কাব্যগ্রন্থ। কাব্যটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ শিবায়ন ও দেবীমঙ্গল, দ্বিতীয় ভাগ কালিকামঙ্গল ও তৃতীয় ভাগ মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান অর্থাৎ অন্নপূর্ণা পূজা প্রচার উপলক্ষে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশপ্রশস্তি। রচনাকাল ১৭৫২—৫৩।

অন্নপূর্ণা—দামোদর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। উপন্যাসচ্ছলে লেখক ইহাতে নানা নীতিকথার অবতারণা করিয়াছেন। ইহা তাঁহারই 'যোগেশ্বরী' উপন্যাসের পরিশিষ্ট। চণ্ডীচরণ, যোগেশ্বরী, নবীনকৃষ্ণ, ভবসুন্দরী, হরকুমার, ঘনানন্দ, করুণাময়ী, শ্যামলাল ও বিধুমুখীর চরিত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্নপূর্ণার মন্দির—নিরুপমা দেবী। সামাজিক উপন্যাস (১৩২১)। সম্ভবতঃ ইহা লেখিকার প্রথম উপন্যাস। তারাপুর গ্রামের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য রুগ্ণ এবং প্রায় অকর্ম্মণ্য হইলেও অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দুই কন্যা—সতী ও সাবিত্রী। পল্লীর ধনি-সন্তান বিশ্বেশ্বর ও তাঁহার মাসিমা অন্নপূর্ণা এই দুঃখী পরিবারের অভাবের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। এক সময় অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের সহিত সতীর বিবাহের প্রস্তাব করেন। বিশ্বেশ্বর তাহাতে অসম্মত হন। তখন রামশঙ্কর বৃদ্ধ তিনকড়ি লাহিড়ীর সহিত সতীর বিবাহ দেন। কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার অল্পকাল পরেই সতী বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে। তাহার পর গ্রামের জমিদারের জামাতা নরেন্দ্র ভাদুড়ী সতীকে নানা প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করে। তখন সতী আত্মহত্যা করে। ইহার পর অন্নপূর্ণা সাবিত্রীদের সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন এবং সাবিত্রীর সহিত বিশ্বেশ্বরের বিবাহ হয়। এই বিবাহের পর অন্নপূর্ণার মৃত্যু হয়। তাহার পর বিশ্বেশ্বর মাসিমার স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই 'অন্নপূর্ণার মন্দির' নামে খ্যাত হয়।

অপরাজিত—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। ইহা গ্রন্থকার রচিত 'পথের পাঁচালী'র অনুস্মৃতি। 'পথের পাঁচালী'র নায়ক অপূর্ব্বই এই গ্রন্থের নায়ক। এই গ্রন্থে তাহার ছাত্রজীবন হইতে

ফিজি যাত্রার কাহিনী পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতায় চাকুরী করিবার সময় অপূর্ব্ব এক সহপাঠী বন্ধুর সহিত পূর্ব্ববঙ্গে এক জমিদার-বাড়ীতে যায়। বিবাহ উপলক্ষে তাহারা তথায় গিয়াছিল। পাত্রী অপূর্ব্বর বন্ধুর ভাগ্নী। কিন্তু বিবাহের রাত্রিতে দেখা গেল বর পাগল। বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায় দেখিয়া অপূর্ব্বর সহিত মেয়েটির বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের কিছুকাল পরে অপূর্ব্ব স্ত্রীকে তাহার মায়ের জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ীতে আনিয়া রাখে এবং নিজে কলিকাতায় থাকিয়া চাকুরী করিতে থাকে। পত্নী গর্ভবতী হইলে অপূর্ব্ব তাহাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আসে। কিন্তু পুত্র-সন্তান প্রসবের পর অপূর্ব্বর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। অপূর্ব্বর পুত্র কাজল চার পাঁচ বৎসর মামার বাড়ীতেই থাকে। ইতিমধ্যে অপূর্ব্ব মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসে। ইহার পর সে কাজলকে তাহার পিতৃ-পিতামহের স্মৃতিসুরভিত জন্মপল্লী নিশ্চিন্তপুরে তাহার বাল্যসঙ্গিনী রাণুদির আশ্রয়ে রাখিয়া ফিজিতে চলিয়া যায়। অপূর্ব্বর আর এক বাল্যসঙ্গিনী লীলার ইতিমধ্যে চরিত্র নষ্ট হয় এবং অনুতপ্ত হইয়া অবশেষে সে আত্মহত্যা করে। [অপূর্ব্বর প্রথম জীবনের ঘটনার জন্য 'পথের পাঁচালী' দ্রষ্টব্য]। সাধারণ উপন্যাসের মত অপরাজিত ঘটনাবিন্যাস নহে। অপূর্ব্বর দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলির সহিত তাহার মানসিক অবস্থার ক্রমপরিণতি যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে একটি হইতে আর একটিকে পৃথক্ করিবার উপায় নাই। বাহিরের ঘটনা গৌণ। প্রকৃতির সহিত অপূর্ব্বর মনের নৈকট্যবোধ কাহিনীর মধ্যে মুখ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে। গাছপালা, কীটপতঙ্গ, বন-জঙ্গল, পাহাড় ও নদী সবাই যেন এই গ্রন্থের এক একটি বিশিষ্ট চরিত্র এবং অপূর্ব্ব তাহাদের দরদী বন্ধু।

অ প রা জি তা—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। কবিতাগ্রন্থ। এই গ্রন্থে কবির স্বরচিত কতকগুলি কবিতা এবং কতকগুলি ইংরাজী কবিতার পদ্যানুবাদ আছে। কবিতাগুলি ভাবে ও ভাষায় স্নিগ্ধ ও মধুর।

অপূর্ব্ব নৈবেদ্য—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কবিতা-গ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। কবিতাগুলি ভক্তি-ভাবাত্মক। অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশে বিরচিত। এই জন্যই তাহা অপূর্ব্ব।

অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কাব্যগ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে লেখকের মাইকেলের উদ্দেশে বন্দনা এবং 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী', 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলী', 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জা' ও 'লক্ষ্মণের প্রতি ঊর্ম্মিলা'—এই চারিটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থখানি অমিত্রাক্ষর-ছন্দে রচিত।

অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কাব্যগ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'প্রার্থনা', 'বাঁশরী', 'সখী', 'প্রতিধ্বনি', 'পৃথিবী', 'কৃষ্ণচূড়া' ও 'বসন্তে'—এই কয়টি কবিতা আছে।

অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কাব্যগ্রন্থ। শিশুদের সম্বন্ধে রচিত হাস্য ও করুণরসের কতকগুলি কবিতা-সমষ্টি। এই গ্রন্থখানিও ১৩১৯-এ লেখকের 'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য', 'অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা' প্রভৃতির সহিত প্রকাশিত হয়।

অবকাশরঞ্জিনী—নবীনচন্দ্র সেন। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বইটিতে দুইটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে ২২টি ও দ্বিতীয় ভাগে ৪৩টি কবিতা আছে। 'চট্টগ্রামের সৌভাগ্য', 'পিতৃহীন যুবক', 'বিধবা কামিনী', 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী', 'আকাঙ্ক্ষা' প্রভৃতি প্রথম ভাগের কবিতায় কবির নিজের কথাই আছে। দ্বিতীয় ভাগের কবিতার বিষয় প্রায়ই সাময়িক ঘটনা। 'ভারত-উচ্ছ্বাস', 'ক্লিওপেট্রা' ইত্যাদি দ্বিতীয় ভাগে আছে।

অবসরসরোজিনী—রাজকৃষ্ণ রায়। কবির সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ কবিতাগ্রন্থ। গ্রন্থে কবির রচিত দুই শতাধিক কবিতা স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে 'খণ্ডকাব্য', 'ভিখারিণী', 'কৃষ্ণের মুরলী', 'কমলে কমল', 'অশনি পতন', 'এই সেই ভস্মরাশি', 'জাগ্রত স্বপন', 'সারস্বত-নদী', 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত', 'অগস্ত্যগণ্ডূষ', 'কালের শৃঙ্গবাদন', 'মহাভিক্ষা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'মহাভিক্ষা' কবিতাটি 'প্রেস-আইন' প্রয়োগ সম্পর্কে রচিত।

অবোধবন্ধু—বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত পত্রিকা। ইহা ১২৭০ হইতে ১২৭৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার 'প্রেম-প্রবাহিণী' সম্পূর্ণরূপে ও 'বঙ্গসুন্দরী' অংশত বাহির হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক কবি 'অবোধবন্ধু'র নিয়মিত লেখক ছিলেন।

অব্যক্ত—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে আকাশ-স্পন্দন ও আকাশসম্ভব জগৎ, উদ্ভিদের জন্মমৃত্যু, ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে, অদৃশ্য আলোক প্রভৃতি কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে।

অভয়া—কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। কতকগুলি ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতসমষ্টি। এই গ্রন্থের অধিকাংশ সঙ্গীতই কবি রোগশয্যায় পড়িয়া লিখিয়াছিলেন।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—মহাকবি কালিদাস। সংস্কৃত নাটক। একদা মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়া কণ্বমুনির তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হন। মুনিপালিতা শকুন্তলা প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে লইয়া এই তপোবন আনন্দকলরোলে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় আসিলে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দুষ্মন্ত তাঁহাকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কণ্বমুনি তখন আশ্রমে ছিলেন না। শকুন্তলার জন্ম-ইতিহাস এইস্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। কিন্তু পিতামাতা তাঁহাকে অতি শৈশবে পরিত্যাগ করায় কণ্ব তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া আসিয়া প্রতিপালন করেন। সে যাহাই হউক, বিবাহের পর দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে তপোবনে রাখিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এদিকে পতিবিরহে কাতরা শকুন্তলা একদিন অন্যমনস্ক হইয়া অতিথি দুর্ব্বাসার যথোচিত সৎকার না করায় দুর্ব্বাসা তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া যান। কণ্বমুনি আশ্রমে আসিয়া দৈববাণীতে শকুন্তলার পরিণয় কাহিনী জানিলেন এবং গর্ভবতী শকুন্তলাকে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামক শিষ্যদ্বয় ও ভগিনী গৌতমীর সহিত দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বাসার অভিশাপে দুষ্মন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। অপ্সরা মেনকা সহসা আবির্ভূত হইয়া শকুন্তলাকে মরীচির আশ্রমে লইয়া যান। সেখানে ভরত নামক পুত্র প্রসূত হয়। ইহার কিছুকাল পরে, শকুন্তলার হারান নিজের দেওয়া আংটী পাইয়া দুষ্মন্তের সকল কথা মনে পড়ে। দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মরীচির আশ্রমে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন ঘটে। এই কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া কালিদাস যে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থখানি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হিন্দী, বাঙ্গালা, জার্ম্মাণ, ইংরাজী, ফরাসী ও বিশ্বের অপরাপর বহু ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' রামনারায়ণ তর্করত্নের বাংলা ভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য অনুবাদ।

অভিধান-চিন্তামণিঃ—জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরি। সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহা প্রামাণিক কোষগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ইহা দেবাদিদেব-কাণ্ড, দেবকাণ্ড, মর্ত্ত্যকাণ্ড, ভূমিকাণ্ড, তির্য্যক্-কাণ্ড ও সামান্যকাণ্ড—এই ছয় ভাগে বিভক্ত।

অভিনয় শিক্ষা—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাতে অভিনয়কলার নানাদিক্ সরল বাঙ্গালা ভাষায় আলোচিত হইয়াছে।

আকৃতি, অঙ্গভঙ্গি, রূপসজ্জা, রঙ্গমঞ্চে আলোকসম্পাত, চলচ্চিত্রাভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অভিশাপ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরাণিক গীতিনাট্য। বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ রাজার পরমা সুন্দরী কন্যা শ্রীমতীকে বিবাহ করিতে না পারিয়া পর্ব্বত ও নারদ রাজাকে অভিশাপ দেন। 'অদ্ভুত রামায়ণ'-বর্ণিত এই কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া নাটকখানি রচিত।

অভিষেক-নাটকম্—মহাকবি ভাস। পৌরাণিক নাটক। নাটকখানি সাত অঙ্কে সমাপ্ত ও বীররসপ্রধান। কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনাসমূহ ইহাতে সংক্ষেপে অভিনয়ের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অভেদী—টেকচাঁদ ঠাকুর। রূপক উপন্যাস। গ্রন্থের নায়কের নাম অন্বেষণচন্দ্র। গল্পচ্ছলে ইহাতে নানা আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও সামাজিক দোষত্রুটির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

অমরকোষ—অমরসিংহ প্রণীত ও সরল পদ্যে রচিত সংস্কৃত অভিধান। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান্। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, ভুবনচন্দ্র বসাক ও হরগোবিন্দ রক্ষিত প্রভৃতি কর্তৃক ইহার নানা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ভানুজী দীক্ষিত ইহার প্রসিদ্ধ টীকাকার।

অমরসিংহ—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাস। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কুমার সিংহের সহিত ইংরাজের যুদ্ধের ব্যাপার লইয়া এই উপন্যাসখানি রচিত।

অমরাবতী—দামোদর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। গ্রন্থের নায়ক বীরেন্দ্রনাথ উচ্চ-শিক্ষিত যুবক। বীরেন্দ্র সরোজিনীকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পিতা সরোজিনীর সহিত বীরেন্দ্রের বিবাহে মত না দেওয়ায় বীরেন্দ্র আর একজনকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। সরোজিনী কিন্তু বীরেন্দ্র ব্যতীত আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বীরেন্দ্রের অভাবে চিরকুমারী হইয়া থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কালক্রমে বীরেন্দ্রের পত্নীর মৃত্যু হয় এবং তিনি তখন সরোজিনীকে বিবাহ করেন।

অমরু-শতকম্—কবি অমরু। একশত আদিরসাত্মক শ্লোকে রচিত কাব্যগ্রন্থ।

অমলা—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। অমলা অল্পবয়সে বিধবা হইবার পর যথোচিত শিক্ষালাভের ফলে তাহার চরিত্র সুগঠিত করিয়া তোলে। পরে প্রমথ নামে এক যুবকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। প্রমথ নানা কৌশলে অমলার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে কুলত্যাগিনী হইবার পরামর্শ দেয়; কিন্তু অমলা এ কথায় সচেতন হয় এবং প্রমথকে প্রত্যাখ্যান করে।

অমাবস্যা—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। চতুর্দ্দশ-পদী কাব্যগ্রন্থ। অমাবস্যার কবিতাগুলি বিরহাত্মক। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের মধুর ও করুণ মুহূর্ত্তগুলি বিভিন্ন কবিতার মধ্যে রস-রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কবিতাগুলি প্রধানতঃ 'কল্লোল' ও 'প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

অমিতাভ—নবীনচন্দ্র সেন। বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। বুদ্ধদেবের অপর একটি নাম 'অমিতাভ'।

অমিয়-নিমাই চরিত—শিশিরকুমার ঘোষ। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাল্যলীলা, কৈশোর-লীলা, পাঠাবস্থা, সন্ন্যাসগ্রহণ, হরিনাম প্রচার প্রভৃতি লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। পুস্তকখানি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থকার ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদও (Lord Gowranga) প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অমূল তরু—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপন্যাস। সুবোধ আর বিনোদ একই মেসে থাকিত। সুবোধ অবিবাহিত, বিনোদ বিবাহিত। একদিন সুবোধ বিনোদের শ্বশুরবাড়ী যায়। বিনোদের চোদ্দ বছরের শালা যোগেশ থিয়েটারে ফিমেল পার্ট করিত। তাহার তরুণীবেশ দেখিয়া সুবোধ তাহাকে বিনোদের শালী সুনীতি বলিয়া ভাবিল। সত্যকার সুনীতি প্রথমে এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাগিয়া আগুন! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন কাল্পনিক সুনীতির নামে সুবোধ পত্র লিখিতে লাগিল, তখন আড়াল হইতে আসল সুনীতি এই প্রেমান্ধ ছেলেটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল এবং সুবোধের পীড়ার সময় তাহার সেবা করিবার জন্য একদিন সোজা তাহাদের মেসে গিয়া উঠিল। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া সুবোধ ও সুনীতির প্রেম গভীর হয় এবং পরে সুনীতির দাদামহাশয় রামদয়ালবাবুর সাহায্যে দুজনের বিবাহ ঠিক হয়।

অমৃত—রজনীকান্ত সেন। অষ্টাদশপদী কবিতা-পুস্তক। 'অমৃতে' কবির কতকগুলি ভক্তিরসাত্মক কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি কবির রোগশয্যায় রচিত।

অমৃত-মদিরা—অমৃতলাল বসু। কবিতা-পুস্তক। সমাজ, ভক্তিতত্ত্ব, গৃহ-জীবন প্রভৃতির নানা বিষয়ে শ্লেষ-কৌতুক-রসাত্মক ৬০টি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

অযোধ্যার বেগম—চণ্ডীচরণ সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইংরাজ রাজত্বের সূচনায় অযোধ্যার বেগমদের প্রতি যে অত্যাচার হয়, এই গ্রন্থে সবিস্তারে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'অযোধ্যার বেগম' নামে একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সে নাটক এককালে রঙ্গালয়ে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

অরক্ষণীয়া—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। গ্রন্থের নায়িকা জ্ঞানদা বাঙ্গালা দেশের অতি সাধারণ একটি মেয়ে। তাহার রূপ ছিল না; উপরন্তু, সে অপরের গলগ্রহ। শত লাঞ্ছনার মধ্যে জ্ঞানদার বয়স বাড়িয়া উঠিল এবং সে অতুলকে ভাল-বাসিয়া ফেলিল। অতুল তাহার জ্যেঠাইমার বোনের ছেলে। জ্ঞানদার মা আশা করিয়া-ছিলেন যে অতুল হয়তো জ্ঞানদাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে মেয়েকে আর ঘরে রাখা চলে না। কিন্তু হতশ্রী মেয়েকে কে বিবাহ করিবে? নানা চিন্তায় অস্থির হইয়া জ্ঞানদার মা ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন। তাঁহার শব লইয়া অপর পাঁচজনের সঙ্গে অতুলও শ্মশানে গিয়াছিল। চিতাগ্নিশিখার আলোকে অতুলের হঠাৎ যেন রূপ-তৃষ্ণা ঘুচিয়া গেল, জ্ঞানদাকে তাহার ভাল লাগিল। অতুল জ্ঞানদাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিল এবং তাহার ভার গ্রহণ করিল। এই কাহিনীর মধ্যে বাঙ্গালার কন্যাদায় সমস্যার একটি করুণ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অরণ্যবাস—অবিনাশচন্দ্র দাশ। উপন্যাস। কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি. এ. পাশ করিবার পর পৈতৃক ব্যবসা করিতে গিয়া ঋণজালে জড়িত হন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত বল্লভপুর গ্রামে গিয়া সেইখানে সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন। কৃষকসাধারণের সহিত ভূস্বামীর ঘনিষ্ঠতা, কৃষকদিগের সুখ-দুঃখ প্রভৃতি এই গ্রন্থে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

অর্ঘ্য—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। কবিতা-পুস্তক। ইহাতে কবির 'অর্ঘ্য', 'যমুনাস্নানে', 'তৃষ্ণা', 'ডিটেক্‌টিভ', 'ধূলা' প্রভৃতি কবিতা-গুলি স্থান পাইয়াছে। ইহা ১৩০৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

অর্ম্মুলাম, দি (Ormulum, The)—সেন্ট অগস্তাঁ-পন্থী সন্ন্যাসী অর্ম্ম বা অর্ম্মিন-রচিত দীর্ঘ কবিতা। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে লিখিত দশহাজার পঙ্‌ক্তি সম্বলিত কবিতা। খৃষ্টের বাণী অবলম্বনে কবিতাটি রচিত। এলফ্রিক্, বীড এবং অগস্তাঁ

যে ভাবে খৃষ্টের বাণী ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি এই কবিতা রচনায় যথেষ্ট সাহায্য পান। খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য যে সকল সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে এটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া পরিগণিত।

অর্‌লাণ্ডো ফিউরিওসো (Orlando Furioso)—বিখ্যাত ইতালীয়ান মহাকাব্যের কবি আরিয়স্টো লিখিত কাব্য (১৫৩২)। শার্লেমেনের রাজত্বকালে সারাসেন ও খৃষ্টানদের যুদ্ধ বাধে। আফ্রিকার রাজা আগ্রামান্টের সাহায্য লইয়া সারাসেনগণ পারিস অবরোধ করে। অরলাণ্ডো নামে শার্লেমেনের এক যোদ্ধা এঞ্জেলিকার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্য ভুলিয়া তাহাকে অনুসরণ করে। এঞ্জেলিকা নানা বিপদে পড়ে এবং শেষে এক আহত মুর যুবককে শুশ্রূষা করিতে গিয়া তাহার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করে। অরলাণ্ডো ইহা শুনিয়া পাগল হইয়া যায় এবং উলঙ্গ অবস্থায় ছুটিতে থাকে। শেষে শার্লেমেনের শিবিরে ফিরিয়া আসে এবং এক বিরাট যুদ্ধে আগ্রামান্টকে বধ করে। এই কাব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজী অনুবাদ জন হারিংটনের।

অলক—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। বাংলা কবিতা-পুস্তক। ইহাতে কবির 'ছায়া', 'মন্ত্রহীনা' এবং কালিদাস-রচিত কুমারসম্ভবের অংশবিশেষের পদ্যানুবাদ স্থান পাইয়াছে।

অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট (All Quiet on the Western Front)—এরিক মারিয়া রেমার্ক। উপন্যাস। মূল উপন্যাসখানি জার্ম্মান্ ভাষায় রচিত। উহার নাম Im Westen Nichts Neues. গ্রন্থখানি ১৯২৯-এর জানুয়ারী মাসে জার্ম্মানীতে প্রথম প্রকাশিত এবং দুই মাস পরে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯২৯-এ ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পুস্তকখানির ২১টি সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। জার্ম্মান যুদ্ধের সময় সৈনিকদের জীবন লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। পল্ বমার ছাত্রজীবন শেষ হইতে না হইতে ফৌজে প্রবেশ করেন। রণক্ষেত্রে কাজিনস্কি, মূলার, জাডেন প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাঁহারা একত্র সৈনিকজীবনের হাজার রকমের সুখ-দুঃখ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। শেষ পর্য্যন্ত পলের প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে কেহ রণক্ষেত্রে প্রাণ দেয়, কাহারও স্নায়বিক বিকার ঘটে এবং কেহ বা বিকলাঙ্গ হইয়া যুদ্ধ-বিরতির পর ঘরে ফিরিয়া আসে। এই সামান্য কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া লেখক সামরিক জীবনের একখানি ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মানুষের মনের উপর সামরিক জীবনের প্রতিক্রিয়া কি ভাবে দেখা দেয়, এই গ্রন্থে তাহাও অনবদ্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। গ্রন্থের চিত্ররূপ আছে।

অলঙ্কার-কৌস্তভম্—কবি কর্ণপুর। অলঙ্কার-গ্রন্থ। গ্রন্থখানি চারিভাগে বিভক্ত এবং সহস্রাধিক শ্লোকে সম্পূর্ণ। অলঙ্কার শাস্ত্রের বিবিধ রীতি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

অলিভার টুইস্ট (Oliver Twist)—চার্লস্ ডিকেন্স। উপন্যাস। অলিভার টুইস্ট আশ্রমের কর্তৃপক্ষদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া অতি শৈশবকালে লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হয়। অপরিচিত লণ্ডন শহরে আসিয়া অলিভার একদল বদমায়েসের হাতে পড়ে। এ দলটির আড্ডা ছিল 'জেকব্‌স্ আইলাণ্ড' নামে পরিচিত লণ্ডনের ভয়াবহ এবং অপরিচ্ছন্ন এক পল্লীতে। ফেগিন ছিল এ দলের সর্দ্দার। দলে পড়িয়া লণ্ডনের দুর্ব্বৃত্তদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে বালক অলিভার যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে, তাহা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হইলেও গ্রন্থবর্ণিত আরও দুইটি চরিত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি নারী-চরিত্র, অপরটি পুরুষের। ন্যান্সি নামে এক তরুণী ঐ কদর্য্য আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও তাহার অনেক সদ্গুণ ছিল। শেষ পর্য্যন্ত সে এক বদমায়েসকে ভালবাসে এবং তাহারই কোলে রক্তাক্ত দেহ রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পুরুষ-চরিত্রটি সাইক্‌সের। এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। এক সময় এ দুটি চরিত্র লইয়া সাহিত্যিক ও সমালোচকগণের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিয়াছিল।

অলীক বাবু—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামাজিক প্রহসন। অলীকপ্রকাশ নামে এক যুবক বহুলোকের নিকট নিজের নানা দুঃসাহসের মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করিয়া ও অন্যান্য উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিত। শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবে তাহার জুয়াচুরির কথা ফাঁশ হয়, তাহাই গ্রন্থের আখ্যানবস্তু। মিথ্যাবাদী নায়কের নাম অনুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ হইয়াছে। প্রহসনখানি দীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। 'Master Liar' নামে ইহা চলচ্চিত্রেও অভিনীত হইয়াছিল।

অল্‌স্ ওয়েল ছাট এণ্ড্‌স্ ওয়েল (All's Well that Ends Well)—মহাকবি শেক্সপীয়র। মিলনান্ত নাটক (১৬০৬)। হেলেনার পিতা বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হেলেনা রুশিলনের কাউন্টেসের আশ্রয়ে মানুষ হইতে থাকে। ক্রমে সে কাউন্টেসের পুত্র বার্ট্রামকে ভালবাসিয়া ফেলে। কিন্তু ভালবাসার পাত্রকে পাইবার সহজ কোন উপায় ছিল না। তাই সে বার্ট্রামকে পাইবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে। ফ্রান্সের রাজাকে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য করিয়া সে তাহার বিনিময়ে মনোমত পতি নির্ব্বাচনের অধিকার প্রার্থনা করে। রাজা তাহাতে সম্মত হন। বার্ট্রামও হেলেনাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু বিবাহের পর ফ্রান্স ছাড়িয়া সে ফ্লোরেন্সে পলায়ন করে। স্বামি-পরিত্যক্তা হেলেনা তীর্থযাত্রার নাম করিয়া কাউন্টেসের আশ্রয় ত্যাগ করে এবং কিছুকাল পরে সর্ব্বত্র নিজের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া দেয়। বার্ট্রাম ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়; কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই হেলেনা আত্মপ্রকাশ করে এবং দুইটি অঙ্গুরীয় উপলক্ষ করিয়া স্বামীর সহিত তাহার মিলন ঘটে।

অশোক—সম্রাট্ অশোকের জীবনী লইয়া নাটক লিখিয়াছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও মন্মথ রায়।

অশোকগুচ্ছ—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কবিতা-পুস্তক (১৩১৯)। ইহাতে কবির 'অশোকগুচ্ছ', 'আমি কে', 'দীপহস্তে যুবতী', 'যুবতীর হাসি', 'খোঁপা-বাঁধা', 'বিধবার আরসী', 'কৌটার সিন্দুর', 'ঘোমটা খোলা', 'লক্ষ্মৌয়ের আতা', 'আলতামোছা', 'ডায়মনকাটা মল' প্রভৃতি কতকগুলি অপূর্ব্ব সরস কবিতা আছে। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'রাণীর বিয়ে' কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথের লিখিত নয়। উহা গ্রন্থ-প্রকাশক প্রকাশচন্দ্র দত্তের রচিত। ভাবসামঞ্জস্যের জন্য কবি এই কবিতাটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন।

অশোকচরিত—কৃষ্ণবিহারী সেন। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ একখানি জীবনীগ্রন্থ। লেখকের ইতিহাস-নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় ইহাতে আছে।

অশোক সঙ্গীত—কামিনী রায়। কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে কয়েকটি সনেট আছে। পুত্রশোকে কাতরা জননীর ব্যথার প্রকাশ পাইয়াছে এই সনেটগুলিতে।

অশোকানুশাসন—চারুচন্দ্র বসু ও ললিতমোহন বসু। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মহারাজ অশোক প্রজাদিগের কল্যাণ সাধনের জন্য রাজ্যের নানাস্থানে পর্ব্বতগাত্রে, গুহামধ্যে এবং শিলাস্তম্ভে যে সকল উপদেশ ও আদেশ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহার অনেকগুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শিলালিপিগুলির মর্ম্মানুবাদও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত (১৩৫৫)—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত। অশ্বঘোষ ছিলেন

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ভারতীয় কবি। ইহা তাঁহার লিখিত বুদ্ধচরিতের বাংলা তর্জমা। ইহাই প্রথম বাংলা ও (হিন্দী ছাড়া) ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ। কাব্য হিসাবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত রসিক ও পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদৃত ছিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা অনুবাদ মূল কাব্য অনুসরণ করিয়াছে এবং ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল। প্রথম তিন সর্গের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ নিজে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

অশ্রুকণা—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। বাঙ্গালা কবিতা-পুস্তক। ইহাতে 'উপহার', 'কবিতা', 'পূর্ব্ব-ছায়া', 'হায় কেন ?', 'মরীচিকা', 'পরিশিষ্ট' প্রভৃতি কতকগুলি করুণ-রসাত্মক কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি মানব-হৃদয়ের শোক-দুঃখের অনুভূতি লইয়া রচিত বলিয়া গ্রন্থের নাম 'অশ্রুকণা' হইয়াছে।

অশ্রুমতী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক। রাণা প্রতাপ সিংহের কন্যা অশ্রুমতী মহারাজ মানসিংহের চক্রান্তে চিতোর হইতে অপহৃতা হন। মানসিংহ এক মুসলমানের সহিত অশ্রুমতীর বিবাহ দেন। কিন্তু পরে তিনি যুবরাজ সেলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শেষ পর্য্যন্ত প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ অশ্রুমতীকে উদ্ধার করিয়া চিতোরে লইয়া আসেন এবং অশ্রুমতী কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া কালাতিপাত করেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয়—বাগ্‌ভট্ট। আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন অরুণ দত্তের টীকা সহ ইহার একখানি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অষ্টাবক্র-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অহল্যাবাই—যোগীন্দ্রনাথ বসু। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মালবদেশের রাণী অহল্যাবাই-এর ইহা জীবনচরিত। এই গ্রন্থে অহল্যাবাই-এর রাজনীতি-জ্ঞান ও বিপুল দয়াদাক্ষিণ্যের সবিস্তার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অ্যাংলো-স্যাক্সন ক্রনিক্‌ল, দি (Anglo-Saxon Chronicle, The)—প্রাচীন ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক বিবরণ-সংবলিত গ্রন্থ। উইনচেস্টার, ক্যান্টারবেরি ও পিটারবরোর ধর্ম্মযাজকগণ বিভিন্ন সময়ে এই বিবরণ সংকলন করেন। খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভ হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ঘটনাসমূহ এই ঐতিহাসিক বিবরণে সংকলিত আছে। ৮৯২ পর্য্যন্ত প্রথম দিকের বিবরণীতে রাজা অ্যাল্‌ফ্রেডের হাত ছিল।

অ্যাজ ইউ লাইক ইট (As you like it)—উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়ার। মিলনান্তক নাটক। ডিউকের রাজ্য তাঁহার ভাই ফ্রেডারিক অন্যায়ভাবে অধিকার করেন। ডিউক কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে 'আর্ডেন'-এর বনে বাস করিতে থাকিলেন। এদিকে ফ্রেডারিকের মেয়ে সিলিয়া ও ডিউকের মেয়ে রোজালিণ্ড রাজদরবারেই বাস করিতে লাগিলেন। সার রোল্যাণ্ডের পুত্র অরল্যাণ্ডো এক কুস্তি প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিলে রোজালিণ্ড তাঁহার প্রতি আসক্ত হন এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জন্মে। অতঃপর রোজালিণ্ডকে তাঁহার খুড়া ফ্রেডারিক বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন এবং সিলিয়াও রোজালিণ্ডের সঙ্গে যান। রোজালিণ্ড এক গ্রাম্য লোকের পোষাক পরেন ও গানিমীড্‌ এই নাম নেন। তাঁহার ভগ্নী সিলিয়া অ্যালিয়ানা নামে পরিচিত হন। তাঁহারা ফরেস্ট অব আর্ডেনে যান এবং সেখানে অরল্যাণ্ডোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। অরল্যাণ্ডোর বড় ভাই অলিভার অরল্যাণ্ডোর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাঁহাকে মারিতে বনে যান। কিন্তু এক সিংহী অলিভারকে মারিতে আসিলে অরল্যাণ্ডো বড় ভাইকে রক্ষা করে। তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। পরে অলিভারের সঙ্গে সিলিয়ার ও অরল্যাণ্ডোর সঙ্গে রোজালিণ্ডের বিবাহ হয়। ফ্রেডারিকেরও মনের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তিনি ডিউককে রাজ্য ফিরাইয়া দেন। উপরি-উক্ত চরিত্রগুলি ছাড়াও জ্যাক্‌স্ ও টাচস্টোনের চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অ্যাটালাণ্টা ইন ক্যালিডন (Atalanta in Calydon)—কবি সুইনবার্ণ। নাট্যকাব্য। সুললিত ছন্দে রচিত এই কাব্যখানি প্রকাশিত হইবার পরেই কবি প্রসিদ্ধ হন। কাব্যখানি গীতি-নাট্য-রচনা-পদ্ধতিতে রচিত। ডায়না ক্যালিডনে যে বন্য-বরাহ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা কি ভাবে নিহত হইল তাহাই এই কাব্যের পটভূমিকা। তরুণ বীর মিলিগার এই বরাহ বধ করিয়া তাহার প্রণয়িনী অ্যাটালাণ্টাকে উহার চর্ম্ম উপহার দেয়। ইহাতে অন্যান্য শিকারীরা ক্ষুব্ধ হয়। তাহারা অ্যাটালাণ্টাকে মিলিগার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। মিলিগার শিকারীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করে, কিন্তু নিজেও নিহত হয়। 'অ্যাটালাণ্টায়' প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনায় সুইনবার্ণ অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

অ্যাডোনেইস (Adonais)—শেলী। 'এলিজি' বা শোকগাথা (১৮২১)। ১৮২১-এ ২৪ বৎসর বয়সে রোমে শেলীর কবিবন্ধু কীট্‌সের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু উপলক্ষে শেলী যে সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন, তাহাই 'অ্যাডোনেইস' নামে খ্যাত।

অ্যাড্‌ভান্স্‌মেণ্ট অব লার্নিং (Advancement of Learning)—ইংরাজ লেখক ফ্রান্সিস বেকন। প্রবন্ধ-পুস্তক। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে বিদ্যার মর্য্যাদাকে যাঁহারা ভ্রমবশতঃ আঘাত করিয়াছে বা করে, তাহাদের মত লেখক যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারক, রাজনীতিবিদ্ এবং অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিদ্যাশিক্ষার দোষ হিসাবে যে সব কারণ দেখাইয়া থাকেন, বেকন সুচিন্তিত যুক্তির দ্বারা সেই সব মতের ভ্রম ও অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সব দোষের বীজ বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে নাই, মানুষের স্বভাবের মধ্যে আছে। বিদ্যাশিক্ষার লক্ষ্য উচ্চ ও পবিত্র, তাহার মধ্যে কোনও প্রকার পাপের স্থান নাই। দ্বিতীয় অংশে বিদ্যাশিক্ষা কিরূপে হওয়া উচিত, সেই সব বিষয় লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানির রচনাভঙ্গি কিঞ্চিৎ জটিল। যুক্তির সুন্দর অবতারণা বেকনের অনন্যসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন।

অ্যাণ্টনী অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা (Antony and Cleopatra)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। নাটক। জুলিয়াস সীজারের মিশর-অভিযানের পর দিগ্বিজয়ী মার্ক অ্যাণ্টনী মিশর-অভিযানে বাহির হন। ক্লিওপেট্রা তখন নীলনদের দেশের রাণী। মিশর জয় করিতে গিয়া অ্যাণ্টনী ক্লিওপেট্রার রূপের মোহে তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। নীলনদের বক্ষে প্রমোদতরণীতে রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। এদিকে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার উপক্রম—ঘরে বাহিরে বিদ্রোহ ও ষড়্‌যন্ত্রের আভাস। কিন্তু অ্যাণ্টনী তখন ক্লিওপেট্রার রূপের মোহে আচ্ছন্ন। তিনি বলিলেন, টাইবার শুকাইয়া যায় যাক, তিনি ক্লিওপেট্রাকে ভুলিতে পারিবেন না। শেষ পর্য্যন্ত অক্টেভিয়াস সীজার আসিয়া মিশর অধিকার করেন। যুদ্ধে অ্যাণ্টনী নিহত হন এবং অক্টেভিয়াস সীজার ক্লিওপেট্রাকে বন্দিনী করিয়া আনিবার আদেশ দেন। কিন্তু সীজারের অনুচরগণ প্রভুর আদেশ পালন করিবার পূর্ব্বেই ক্লিওপেট্রা বিষধর সর্প দ্বারা বক্ষঃস্থল দষ্ট করাইয়া মৃত্যু বরণ করেন।

অ্যাণ্ড্রোক্লীজ অ্যাণ্ড দি লায়ন (Androcles and the Lion)—জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'। সুবিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক নাটক।

প্রচলিত গল্পটি নাট্যাকারে সাজাইতে অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রও অবতারিত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহার ভূমিকাটি মূল্যবান্‌।

অ্যানাল্‌স্‌ অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিজ অব রাজস্থান (Annals and Antiquities of Rajasthan)—কর্ণেল জেম্‌স্‌ টড। রাজস্থান বা রাজপুতানার ঐতিহাসিক কাহিনী। রাণা প্রতাপ, সংগ্রামসিংহ, পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী, কৃষ্ণকুমারী, বাদল প্রভৃতির বীরত্ব ও ত্যাগের কাহিনী এই বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থ অবলম্বনে 'রাজস্থান' নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অ্যারেন্‌মেন্ট অব প্যারিস, দি (Arraignment of Paris, The)—রেনেসাঁ যুগের নাট্যকার জর্জ্জ পীলের (George Peele) প্রথম নাটক। 'Pastoral' বা 'Masque'-এর ধরণে ইহা রচিত; ছন্দের বৈচিত্র্যে ও ভাষার মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ পীলের প্রথম গ্রন্থ হইলেও তাঁহার বিশেষত্বগুলি ইহাতে পরিস্ফুট।

অ্যারোস্মিথ, মার্টিন (Arrowsmith, Martin)—সিন্‌ক্লেয়ার লিউইস। ইংরাজী উপন্যাস (১৯২৫)। এই উপন্যাসখানি 'পুলিটজার প্রাইজ' লাভ করে, কিন্তু সিন্‌ক্লেয়ার তাহা গ্রহণ করেন নাই। অ্যারোস্মিথ ছিলেন একজন বীজাণুতত্ত্ববিদ্‌। মানবসমাজকে রোগমুক্ত করিবার বাসনা লইয়া তিনি নব নব আবিষ্কারের সাধনায় মগ্ন ছিলেন। কর্ম্মসূত্রে তাঁহাকে সেন্ট হুবার্ট নামে এক পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপে যাইতে হয়। সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্লেগ ব্যাধি দেখা দেয়। তাঁহার স্ত্রী সেই রোগে মারা যান। তিনি ঔষধ প্রয়োগে ব্যর্থকাম হইয়া নিউ ইয়র্কে ফেরেন ও এক ধনবতী মহিলাকে বিবাহ করিয়া আবার বীজাণুসম্পর্কীয় গবেষণায় কাল কাটাইতে থাকেন।

অ্যালিসেস অ্যাড্‌ভেঞ্চার্স ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড (Alice's Adventures in Wonderland)—লিউইস ক্যারল প্রণীত। রূপকথা। এলিস অল্পবয়স্কা বালিকা। একদিন সে হঠাৎ এক খরগোসের গর্ত্তের মধ্য দিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত জীবজন্তুর রাজ্যে গিয়া পড়ে এবং তথায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। লিউইস ক্যারল ইহার একখানি উপসংহারও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার নাম 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস'।

অ্যাস্‌ট্রোফেল অ্যাণ্ড স্টেলা (Astrophel and Stella)—স্যার ফিলিপ সিড্‌নী। কয়েকটি সনেট ও গানের বই। ১৫৯৩-এ ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম আর্ল অব এসেক্সের কন্যা এসথারকে তিনি ভালবাসিতেন। মেয়েটির লর্ড রিচের সহিত বিবাহ হওয়ায় কবি নিদারুণ নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং সেই হতাশ প্রেমই এই পুস্তকের আখ্যানভাগ। ফিলিপ সিড্‌নী নিজেকে অ্যাস্‌ট্রোফেল এবং আর্ল অব এসেক্সের কন্যাকে স্টেলা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

আ

আইন-ই-আকবরি—আবুল ফজল। মোগল সম্রাট্‌ আকবরের সমসাময়িক ভারতবর্ষের প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থ। উত্তরকালে এই গ্রন্থখানি তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

আইভান্‌হো (Ivanhoe)—স্যার ওয়াল্‌টার স্কট। ইংরাজী উপন্যাস (১৮১৯)। উইল্‌ফ্রেড্‌ অব আইভান্‌হো ছিলেন উচ্চ স্যাক্সন বংশের ছেলে। তাঁহার বাবা সিড্রিক রোয়েনা নামে একটি বড় ঘরের মেয়েকে প্রতিপালন করিতেন। আইভান্‌হো ও রোয়েনা পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু সিড্রিক ইহা পছন্দ করিতেন না বলিয়া পুত্রকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। আইভান্‌হো গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড দি লায়নহার্টের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগ দেয় এবং তাঁহার স্নেহভাজন হয়। ইতিমধ্যে রিচার্ডের অবর্ত্তমানে তাঁহার ভ্রাতা ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করে। এই পটভূমিকার উপরে গল্পটির ভিত্তি। দুইটি প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। আশবির টুর্ণামেন্টে রিচার্ডের সহায়তায় আইভান্‌হো জনের দলের সকলকেই, বিশেষতঃ গিলবার্টকে পরাজিত করে। নর্ম্মান যোদ্ধারা সিড্রিক, আইভান্‌হো, রোয়েনা, ইহুদি আইজাক ও তাঁহার সুন্দরী কন্যা রেবেকাকে টরকিলষ্টোন দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলে সেই দুর্গ অবরুদ্ধ হয়। রবিনহুড্‌ ও রাজা রিচার্ড এই দুর্গ হইতে বন্দীদের উদ্ধার করেন। কিন্তু গিলবার্ট রেবেকাকে লইয়া পলাইয়া যায়। এই সময়ে রেবেকার বিরুদ্ধে ডাইনিবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়। স্থির হয়, রেবেকার পক্ষে গিলবার্টের সঙ্গে যুদ্ধে রেবেকার পক্ষ হারিয়া গেলে রেবেকার মৃত্যুদণ্ড হইবে। আইভান্‌হো রেবেকার পক্ষ অবলম্বন করাতে রেবেকা জয়লাভ করিলেন। গিলবার্ট মারা গেল। রোয়েনা ও আইভান্‌হোর মিলন হইল। রেবেকা আইভান্‌হোর প্রতি তাঁহার গোপন ভালবাসা দমন করিয়া পিতার সহিত ইংলণ্ড ত্যাগ করিলেন।

আউট-কাস্ট, দি (Out-cast, The)—সুইডেনের মহিলা ঔপন্যাসিক সেল্‌মা লেজারলফ্‌। বিখ্যাত উপন্যাস (১৯২০)। বইটির প্রথম নাম 'Bannlyst'. নায়ক সেভেন এল্‌ভারসনকে (Seven Elversson) ইংলণ্ডের ধনী Springfield-পরিবার পালন করিবে বলিয়া লইয়া যায়। প্রায় ১৬ বৎসর পরে উত্তর মেরুর এক অভিযানে সে যোগদান করে। সেখানে তাহাদের জাহাজ ভাঙ্গে এবং তাহারা সেখানে থাকিতে বাধ্য হয়। পরে ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা একজন সঙ্গীর মৃতদেহ ভক্ষণ করে। দেশে ফিরিবার পর ঘটনাটি প্রকাশ পাইলে Springfield-পরিবার তাহাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলে। দেশে সে পিতামাতার কাছে ফিরিয়া আসে। কিন্তু সেখানকার লোকেরাও তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করে। সে-কিন্তু হাসিমুখে সমস্তই সহ্য করিত। ইহার কিছুদিন পরে এক ইংরাজ নাবিকের মৃতদেহ ভাসিতে দেখিয়া সে তাহা লইয়া আসে। তাহার নিকট একটি অসমাপ্ত চিঠি পাওয়া যায়। চিঠি পড়িয়া জানা যায় লোকটি সে অভিযানে ছিল এবং সে স্বীকার করিয়া লিখিয়াছে যে সেভেন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং কখনও সে নরমাংস ভক্ষণ করে নাই। এই প্রমাণ এবং সেভেনের পরহিতব্রত লোকচক্ষুর সম্মুখে তাহাকে দেবতা করিয়া তুলিল। স্বয়ং পাদরী তাহার জয়গানে চতুর্ম্মুখ হইয়া ওঠেন। কিন্তু এত সুখ সহ্য হইল না; পাদরী যখন চার্চ্চে বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেই সময় সে অজ্ঞানের মত হইয়া যায় এবং ক্রমে মারা যায়। ওদিকে Springfield-পরিবার সঠিক খবর জানিতে পারিয়া তাহাকে আবার সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন এবং নিজেদের সম্পত্তি তাহার নামে লিখিয়া যান। সেভেনের মৃত্যু হইলে তাহার পিতা Joel Elversson সে টাকা সেভেনের পরহিতব্রত যাহাতে আরও ভাল করিয়া চলে সেই জন্য পাদরীর হাতে দেন। এ গ্রন্থে লেখিকা দেখাইতে চাহিয়াছেন যে যুদ্ধবিগ্রহ পাপ, সেই পাপ একমাত্র দয়া ও প্রীতি-ভালবাসায় দূরীভূত হইতে পারে।

আওরঙ্গজিব, হিস্টরি অব (Aurangzib, History of)—যদুনাথ সরকার। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থ রচনায় লেখকের গবেষণাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয়

পাওয়া যায়। আওরঙ্গজিবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যান্ত বিরাট্ মোগল সাম্রাজ্যের নানা স্থানে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যেমন ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে, আওরঙ্গজিব সম্বন্ধে প্রচলিত বহু ভ্রান্ত ধারণারও তেমনই নিরাকরণ হইয়াছে। আওরঙ্গজিব ও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদের লিখিত প্রায় পাঁচ শত চিঠিপত্র এই গ্রন্থে প্রমাণস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। আওরঙ্গজিব কেবল অত্যাচারী শাসক ছিলেন না—নিষ্ঠুর পীড়ননীতি সত্ত্বেও তিনি যে মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেন, তাহার পরিচয়ও এই বিরাট্ গ্রন্থে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। নানাপ্রকার ফার্সী, মারাঠী ও ইংরাজী ঐতিহাসিক কাগজপত্র অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত।

আঁকা-বাঁকা—প্রবোধকুমার সান্যাল। উপন্যাস (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। কঙ্কর ও মীনাক্ষী উভয়েই উচ্চশিক্ষিত। উভয়ের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ-বন্ধুত্ব। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বের পর্দ্দা খসিয়া পড়ে নাই। কোন পরিস্থিতিতেই তাহাদের উভয়ের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গে নাই। অবশেষে একদা পাহাড়ের কোলে বেড়াইতে গিয়া উভয়ে সংযমের বাঁধ হারাইল। ভাষা বেশ সুন্দর ও সাবলীল।

আঁধি—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। জমিদার অভয়াশঙ্কর পত্নী লীলার মৃত্যুর পর সুষমাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সুষমাকে তিনি ভালবাসিতে পারেন নাই। প্রথম পক্ষের সন্তান নিখিলকে তিনি সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতেন। সুষমা ও নিখিলের মধ্যে যথেষ্ট স্নেহ থাকিলেও পাছে লীলার অমর্য্যাদা হয় এই ভয়ে অভয়শঙ্কর তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। নিখিলের সঙ্গে সোনা নামে একটি মেয়ের আলাপ হয়। নিখিল বাপের শাসনে সোনাদের বাড়ী যাইতে পায় না। তারপর একদিন সোনা নিখিলকে দেখিতে আসে। বাপের শাসন আরও কড়া হয়। উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইল। পরে সোনা রোগে মারা যায়—বালক নিখিল যায় শ্মশানে সোনার সন্ধানে—দারুণ দুর্য্যোগ নামে—নিখিলকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়—তারপর নিখিলের হয় দুরন্ত ব্যাধি—সে ব্যাধি সারে সুষমার একান্ত সেবায়। অভয়শঙ্কর তখন নিখিলকে দান করেন সুষমার হাতে।

আকবরনামা—আবুল ফজল। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আবুল ফজল আকবরের মন্ত্রী ছিলেন। সেই হেতু তাঁহার আকবরকে রাজা ও মানুষ হিসাবে জানিবার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছিল। সেই অভিজ্ঞতাই তিনি ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে আকবরের জীবন-চরিত বলা যায়।

আক্কেল সেলামী—প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী। ব্যঙ্গ-নাটিকা। এদেশে বিলাতী সভ্যতা প্রবর্ত্তিত হইবার পর একদল বাঙ্গালী স্বদেশ ভুলিয়া উৎকট সাহেবীয়ানায় মাতিয়া উঠেন। এই পরানুকরণপ্রিয়তার পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত 'আক্কেল সেলামী'র প্রতিবাদ।

আঙ্কল টমস্ কেবিন (Uncle Tom's Cabin)—মিসেস্ হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বীচার স্টৌ। মার্কিণ উপন্যাস (১৮৫২)। আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাস টম। তিনি শেলবী নামে এক দয়ার্দ্র লোককে মনিবরূপে পান। টম তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানদের লইয়া সুখেই এ মনিবের আশ্রয়ে দিন কাটাইতেছিলেন। কিন্তু শেলবী হঠাৎ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, ফলে টমকে বিক্রয় করিতে তিনি বাধ্য হন। হেলি নামে এক নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ী টমকে কিনিল। জর্জ্জ শেলবীর একমাত্র সন্তান, টমকে সে খুব ভালবাসিত এবং তাঁহাকে 'কাকা' বলিত। কিন্তু টমকে সকলের মায়া কাটাইয়া যাইতে হইল। পরে অবশ্য সেন্ট ক্লেয়ার নামে এক ধনী টমকে কিনিয়া লন, কারণ টম তাঁহার কন্যা ইভাকে জলে নিমজ্জমান অবস্থা হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু সেন্ট ক্লেয়ার মারা গেলে টমকে লেগ্রি নামে এক কুৎসিত নিষ্ঠুর দাস-ব্যবসায়ীর কাছে যাইতে হইল এবং তাঁহার জীবনে চরম দুঃখকষ্ট ও নির্য্যাতন সুরু হইল। নির্য্যাতনের ফলে একদিন টম অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সেই সময় শেলবীর ছেলে জর্জ্জ শেলবী তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসে। কিন্তু উদ্ধার করিবার পূর্ব্বেই টমের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কেবল একবার জর্জ্জের স্নেহের ডাকে চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিলেন। আমেরিকায় দাস-ব্যবসায় রহিত করিতে এই উপন্যাসখানির প্রভাব কম ছিল না।

আখ্যানমঞ্জরী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পাঠ্যপুস্তকজাতীয় কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি।

আচারদীপ—নাগদেব ভট্ট। হিন্দুর আচার-বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি সংস্কৃত পদ্যে রচিত, উহাতে সর্ব্বসমেত ৮৫টি শ্লোক আছে।

আচার-প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ধর্ম্ম-কৃত্য সম্বন্ধে পুস্তক। হিন্দুর প্রাতঃকৃত্য, পূর্ব্বাহ্ণকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য এবং অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন ও রাত্রিকৃত্য এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু শৈশব, কৈশোর ও যৌবন-সংস্কার, শ্রাদ্ধকৃত্য ও বিবিধ ব্রতাচরণ-পদ্ধতিও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

আজব বই—হবিনয় রায়চৌধুরী-সম্পাদিত গল্প, কবিতা, বৈজ্ঞানিক ও বিবিধ বিষয়ের সংগ্রহ (১৩৪২)। যে সমস্ত বিষয় সাধারণতঃ অল্পপরিচিত বা অজ্ঞাত, সেই সব বিষয়ের ইহা সমাবেশ এবং অসংখ্য চিত্রে গ্রন্থটি পূর্ণ। নানারকম অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। অনেক অদ্ভুত গল্প বা ঐতিহাসিক কাহিনীও ইহাতে লিখিত হইয়াছে। বইখানি শিশুদের উপযোগী করিয়া সম্পাদনা করা হইয়াছে। বইখানিতে নানা সাহিত্যিকের মোট ৩৯টি রচনা আছে।

আণ্ডার দি গ্রীনউড ট্রী (Under the Greenwood Tree)—টমাস হার্ডী। মিলনান্ত উপন্যাস (১৮৭২)। পল্লী-জীবনের চিত্র লইয়া ইহা রচিত। ডিক ডিউই নামক একটি যুবক ও ফ্রান্সিস ডের প্রেম ও মিলন ইহার বিষয়বস্তু। মিস ডে ছিল গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। বড়দিনের সময় একদিন ডিকদের বাড়ীতে নাচের আসরে তাহার সহিত ডিকের আলাপ হয়। ডিক তাহার প্রেমে পড়ে, কিন্তু কিছুতেই নিজের মনোভাব প্রথমে প্রকাশ করিতে পারে না। এদিকে গ্রামের পাদরী আর্থার মেবোল্ড (Arthur Maybold) মিস ডের প্রেমে পড়ে এবং বিবাহের প্রস্তাব করে, কিন্তু শেষে ডিক ও ডের ব্যাপার জানিতে পারিয়া নিবৃত্ত হয়। মিস ডে তাহাকে প্রথমে কথা দেয়, কিন্তু পরে বিবাহ করিতে পারিবে না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখে এবং পত্র লেখার আগের দিন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ডিকের নিকট গোপন রাখিতে অনুরোধ করে। শেষে ডিক ও মিস ডের বিবাহ হয়, এবং সেই ঘটনার কথা গোপন থাকিয়া যায়। ইহা হার্ডীর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ।

আত্মচরিত—১। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। ইংরাজীতে রচিত এই গ্রন্থখানির নাম Autobiography. পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পুত্র, ভারতের অন্যতম জননায়ক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু নৈনী জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিবার কালে এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। গ্রন্থখানি প্রথমে লণ্ডনের পুস্তক-প্রকাশক জর্জ্জ আনউইন লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরে উহা বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৯৩৬-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য—পণ্ডিত নেহেরু কেবল রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় না দিয়া ইহাতে আত্মবিশ্লেষণের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। ২। শিবনাথ শাস্ত্রী। জীবনী-গ্রন্থ (১৩২৫)। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে নিজের জীবনের কাম্য, আদর্শ ও পরিণতির ধারাবাহিক বর্ণনার সঙ্গে লেখক

সরল সরস ভাষায় দক্ষিণ-বাঙলার (১৮৬১—৬২ হইতে) মনোজ্ঞ ইতিহাস আঁকিয়াছেন।

আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ। এই পুস্তকে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস, ন্যায়দর্শন অনুযায়ী জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ, ন্যায়দর্শনমতে নাস্তিকদিগের মত খণ্ডন, অদৃষ্ট, পূর্ব্বজন্ম, মুক্তি, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বিষয় বিশেষ যুক্তির সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

আত্মতত্ত্ববিবেক—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দার্শনিক গ্রন্থ। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই এই গ্রন্থে মহর্ষি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আদর্শ হিন্দু হোটেল—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। হাজারী নামে এক ব্রাহ্মণসন্তানের আদর্শ এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। সে এক হোটেলে কাজ করিত। কিন্তু হোটেলের মালিক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে তাহার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। এমন কি তাহাকে চুরি অপবাদ দিয়া জেলে পর্য্যন্ত পাঠানো হয়। পরে সে ধার করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করে এবং সেই টাকায় সে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' করে। তাহার রান্নার প্রশংসা পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এখন সে নিজে হোটেল করিয়াছে শুনিয়া লোকে অন্য হোটেল ছাড়িয়া তাহার হোটেলেই আসিতে থাকে। অন্য হোটেলগুলি উঠিয়া যায়। সে আগের মনিবকে তাহার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে। কিন্তু তাহার সুমধুর নিরভিমান চরিত্রটুকু সে কখনও হারায় নাই। সাধুতার সে ছিল জ্বলন্ত নিদর্শন।

আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমালোচনা-গ্রন্থ। ষোলটি প্রবন্ধ লইয়া ইহা গ্রথিত। আধুনিক যুগের সাহিত্যবিষয়ক এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-শক্তির নিদর্শন।

আধুনিকী—নলিনীকান্ত গুপ্ত। প্রবন্ধ-পুস্তক। সমাজ, সাহিত্য এবং আধুনিক কালের নরনারীর মনোজগতে যে নূতন চিন্তাস্রোত বহিতেছে, গ্রন্থকার ইহাতে দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থে নয়টি প্রবন্ধ আছে। একটি প্রবন্ধে ফ্রান্সের বিদ্রোহী কবি বদলেয়ারের জীবনকাহিনী ও পরিচয় দিয়া লেখক আধুনিক সমাজের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন।

আধ্যাত্মিকা—প্যারীচাঁদ মিত্র। রূপক উপন্যাস। আধ্যাত্মিকা একজন ব্রাহ্মণের কন্যা। কি প্রকারে আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান ও চরম শান্তিলাভ ঘটে, সেই বিষয় এই ব্রাহ্মণ-কন্যাকে উপলক্ষ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সংসারী লোকদিগের সম্বন্ধেও স্থানে স্থানে তুলনাস্বরূপ নানা আলোচনা করা হইয়াছে।

আনন্দবিদায়—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্যারডি-নাটিকা। প্যারডি অর্থে লালিকা বা ব্যঙ্গকাব্য বুঝায়। ইহা প্রথমে সংক্ষিপ্তরূপে 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে উহাকে পরিবর্দ্ধিত করা হয়। বইখানিকে লেখক প্যারডি বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা অনেকটা ব্যক্তিগত স্যাটায়ার। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষভাব এই রচনাটিতে প্রকাশ। কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারডি আছে। প্লট ভাল নয়। বইটির প্রথম অভিনয় রাত্রেই দর্শকের দল উত্তেজিত হইয়া উঠিলে অভিনয় বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দেশাত্মবোধমূলক উপন্যাস। ১৭৭০-এ এবং তাহার পরে বাংলাদেশে যে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহাকে ভিত্তি করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বাঙ্গালা যখন শ্মশান হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় স্ত্রী কল্যাণী ও শিশুকন্যা সুকুমারীকে লইয়া পদচিহ্ন গ্রামের জমিদার মহেন্দ্রনাথ গ্রাম ত্যাগ করেন। পথে একদল দস্যু তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে হরণ করে। কল্যাণী বহুকষ্টে কন্যাসহ তাহাদের নিকট হইতে পলায়ন করেন। সেই সময় ব্রহ্মচারী সত্যানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সত্যানন্দ 'সন্তান-সম্প্রদায়' নামে পরিচিত দেশহিতব্রতী দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের আশ্রমের নাম 'আনন্দমঠ'। কল্যাণী ও সুকুমারীকে মঠে রাখিয়া সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য শিষ্য ভবানন্দকে প্রেরণ করেন। একদল সিপাহী মহেন্দ্রকে দস্যু মনে করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। ভবানন্দ তাহাদের কবল হইতে মহেন্দ্রকে কৌশলে মুক্ত করিয়া মঠে আনেন। মহেন্দ্র মঠে আসিয়া সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। 'সন্তান'দের পক্ষে স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন নিষিদ্ধ। এই কারণে স্থির হইল, দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে স্ত্রী ও কন্যাকে মহেন্দ্র পদচিহ্ন গ্রামে রাখিয়া আসিবেন। পদচিহ্ন গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সুকুমারী একটি বিষের বড়ি মুখে দিয়া ফেলে। কন্যার মৃত্যু অনিবার্য্য মনে করিয়া কল্যাণীও বিষের বড়ি খাইয়া ফেলেন। সেই সময়ে 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' গাহিতে গাহিতে তথায় সত্যানন্দের আবির্ভাব হয়। কিন্তু কল্যাণী ও সুকুমারীর জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বেই বিদ্রোহী মনে করিয়া মহেন্দ্র ও সত্যানন্দকে একদল সিপাহী আসিয়া বন্দী করে। সত্যানন্দের সঙ্কেতে তাঁহার অপর এক শিষ্য জীবানন্দ কল্যাণী ও সুকুমারীকে দেখিতে পান। সুকুমারীকে ভগিনীর আশ্রয়ে রাখিতে গিয়া জীবানন্দ পত্নী শান্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহাতে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিবার বাসনা লইয়া জীবানন্দ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য শান্তি পুরুষবেশে মঠে প্রবেশ করিয়া সত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কল্যাণীর রূপে সন্ন্যাসী ভবানন্দের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কল্যাণী তাঁহার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিলে ভবানন্দ মৃত্যুবরণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন সঙ্কল্প করেন। সন্তান-সম্প্রদায় বন্দী মহেন্দ্র ও সত্যানন্দকে উদ্ধার করিলে কল্যাণীর মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া মহেন্দ্র সন্তান-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় ইংরাজের সহিত সন্তান-দলের যুদ্ধ বাধে এবং ভবানন্দ সে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন। ইংরাজ সে যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্যার সাক্ষাৎলাভ করেন। তাহাদের লইয়া তিনি পদচিহ্ন গ্রামে ফিরিয়া আসেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন ইংরাজদের সহিত সন্তানদলের আবার যুদ্ধ বাধে এবং যুদ্ধে জীবানন্দের মৃত্যু হয়। শান্তি বহু চেষ্টায় হতাহতের মধ্যে স্বামীর মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করেন এবং সেই সময় একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া জীবানন্দকে পুনর্জ্জীবিত করেন। জীবানন্দ তপস্যার জন্য শান্তিকে লইয়া হিমালয়ে চলিয়া যান এবং সেই মহাপুরুষ সত্যানন্দের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে বর্ত্তমানে হিন্দুরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সত্যানন্দও তাঁহার সহিত হিমালয়ে চলিয়া যান। 'আনন্দমঠ'কে বাঙ্গালার দেশাত্মবোধ-উদ্বোধক সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস বলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'বন্দেমাতরম্' গীত এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং অরবিন্দ ঘোষ কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে।

আনন্দময়ী—কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। ভক্তিরসাত্মক খণ্ড-কবিতার সমষ্টি। এই পুস্তকের সকল কবিতাই হর-পার্ব্বতী সম্বন্ধীয়।

আনন্দ রহো—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। লেখকের প্রথম নাটক। ইহা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। নাটকটি ঐতিহাসিক বলিয়া লিখিত হইলেও ইহাতে আকবর, মানসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি নাম ছাড়া আর কোনো ঐতিহাসিকত্ব নাই। নাটকত্বেরও যথেষ্ট অভাব আছে। কাহিনী

ধারাবাহিক নয়। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বেতালের বুলি 'আনন্দ রহো'।

আন্‌টু দিস্‌ লাস্ট (Unto this Last)—রাস্কিন। অর্থনীতি সম্বন্ধে চারিটি প্রবন্ধের সমষ্টি। তিনি প্রথমে বেতন ও নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং প্রকৃত অর্থের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বইখানি মহাত্মা গান্ধীর জীবনে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

আন্‌ফরচুনেট ট্রাভ্‌লার, দি (Unfortunate Traveller, The)—টমাস ন্যাশ। অ্যাড্‌ভেঞ্চারমূলক কাহিনী (১৫৯৪)। ইহার নায়ক দুঃসাহসী ব্যক্তি। ইউরোপের অর্দ্ধেকের উপর স্থানে তাহার জীবনের ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে এবং সেগুলি ঘটিয়াছে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে। ইটালীতে উপন্যাসের ঘটনার শেষ হয়।

আনা কারেনিনা (Anna Karenina)—রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয়। বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস। উপন্যাসখানি দুই খণ্ডে রচিত। সুন্দরী আনা কারেনিনা রুশিয়ার এক পদস্থ কর্ম্মচারীর স্ত্রী। বৃদ্ধ স্বামীকে আনা ভালবাসিতে পারে নাই। এই সময় সৈন্য-বিভাগের পদস্থ তরুণ কর্ম্মচারী ভ্রন্‌স্কির সহিত তাহার পরিচয় হয়। সে পরিচয় ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। আনার স্বামী ইহাতে আনাকে ভর্ৎসনা করিলে সে সংসার ছাড়িয়া ভ্রন্‌স্কির নিকট গমন করে। বিবাহের ফলে আনার একটি সন্তান জন্মিয়াছিল। ভ্রন্‌স্কির সহিত বনবাসের সময়েও আনার সমস্ত চিত্ত পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিত। একদা পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইয়া আনা লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে যায়। কিন্তু তাহার স্বামী কুৎসা-রটনার ভয়ে তাহাকে তাড়াইয়া দেন। এদিকে ভ্রন্‌স্কির প্রণয়াবেগও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে এবং একদিন সে আনাকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। ঘর ও বাহিরের সকল আকর্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া আনা তখন ট্রেনের তলায় পড়িয়া আত্মহত্যা করে। ১৮৭৫—১৮৭৬-এ টলস্টয় এই উপন্যাস রচনা শেষ করেন।

আপস্তম্ব-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

আবুল হাসান—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ঐতিহাসিক নাটক। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-অভিযানের সময় ফকির আবুল হাসান অল্পবয়েক দিনের জন্য গোলকুণ্ডার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহাসনের মোহ তাঁহাকে অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি গোলকুণ্ডা ছাড়িয়া আবার সাধারণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

আবু হোসেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গীতিবহুল কৌতুক-নাট্য। আরব্য উপন্যাসের একটি কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। বাগদাদ-নিবাসী আবু হোসেনের বাসনা ছিল যে, একদিনের জন্যও বাদশা হইতে পারিলে ইমামকে সে শাস্তি দিবে। বাগদাদের খলিফা হারুণ অল্‌ রশিদ তাহার সে বাসনা অবগত হইয়া তাহাকে ছদ্মবেশে নিজ প্রাসাদে লইয়া গিয়া একদিনের মত বাদশা করিয়া দেন। আবু ইমামকে শাস্তি দেয় বটে, কিন্তু সেই একটি দিনেই বেগমের স্নেহের বাঁদী রোশেনাকে ভালবাসিয়া ফেলে। আবুর বাদশাহী একদিন পরে ফুরাইয়া যায়, কিন্তু বাদশাহ ও বেগম রোশেনার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া আবু হোসেনকে আপন করিয়া লন।

আভাষ—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। কবিতা-পুস্তক। 'পুষ্পনারী', 'প্রকৃতি', 'বাদল', 'প্রভাতে', 'জলাক্ষেত্র', 'নিদাঘে', 'কামিনী-গুচ্ছ বা বালিকা বিধবা', 'বিস্থা' প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক বহু কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিস্থা'-কবিতার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

আমরা ও তাহারা—ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধ-পুস্তক। প্রবন্ধগুলির নাম 'সুরের কথা', 'বিরোধের কথা', 'সঙ্গীতের কথা', 'স্ত্রীপুরুষের কথা' ও 'দেশের কথা'। শিল্প ও সমাজে পাশ্চাত্য নরনারীর সহিত আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষের প্রভেদ কোথায় এবং কতখানি তাহা এই গ্রন্থে সরস ভাষায় আলোচিত হইয়াছে।

আমরা কি ও কে—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। লিপি-চিত্র (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)। সাবলীল সরল ভাষায় আমরা কি ও কে, আনন্দময়ী-দর্শন, দেবী-মাহাত্ম্য, পুরসুন্দরী, মুক্তি, ভগবতী-পলায়ন, আমাদের সন্‌ডে-সভা, লকো এবং বিবর্ত্তন এই নয়টি রস-রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলিকে ছোট গল্প বলা চলে। গল্প ছাড়া এ রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, রসের গল্পগুলিতে বাঙালী-চরিত্রের ধারাগুলি বেশ জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে।

আমার জীবন—কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের স্বরচিত জীবনচরিত (১৩১৪—২০ বঙ্গাব্দ)। নবীনচন্দ্রের এই আত্মজীবনী পাঁচখণ্ডে বিভক্ত। সরস ভাষায় লিখিত। এ গ্রন্থে কবির পরিচয় ও সেই সঙ্গে সমসাময়িক বাঙলা দেশের বহু পরিচয় পাওয়া যায়।

আমিত্বের প্রসার—যদুনাথ মজুমদার। দার্শনিক গ্রন্থ। বেদান্তশাস্ত্রের সারতত্ত্ব লইয়া ইহা লিখিত। প্রথম খণ্ডে পঞ্চমযজ্ঞ, চতুরাশ্রম এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যের শাস্ত্রস্মৃতিসম্মত অতি সুন্দর ও বিশদ ব্যাখ্যা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রেয় ও প্রেয়, দেবাসুর সংগ্রাম, প্রাণায়াম, কুকুরের স্বর্গারোহণ, কোকিলের অভিশাপ ইত্যাদি অনেক প্রবন্ধ আছে। আমিত্বের প্রসার এবং আমিত্বের সংহার যে একই বস্তু এবং ভেদজ্ঞান ও অভিমানই মানুষকে নষ্ট করে, এই গ্রন্থে লেখক তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন এবং সত্য আত্মপ্রচার কিরূপে লাভ করা যায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন—অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী। আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, আয়ুর্ব্বেদের সহিত আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের সম্বন্ধ, ধাতুর যৌগিকতা সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণের ধারণা প্রভৃতি এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আরব্য উপন্যাস—'আলেফ লয়লা' দ্রঃ।

আরণ্যক—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভ্রমণকাহিনীমূলক পুস্তক। উপন্যাসের আকারে লেখা। পূর্ণিয়ার আশেপাশে বনভূমির সৌন্দর্য্য ও ভয়ঙ্করতা, বনবাসী লোকদের সুখ ও দুঃখ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। ভাষা মধুর ও প্রাঞ্জল।

আরোগ্য-নিকেতন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। ১৩৫৯ সালের ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

আর্কেডিজ (Arcades)—জন মিল্টন রচিত 'মাস্ক'। ইহাই তাঁহার 'মাস্ক' লেখার প্রথম প্রচেষ্টা। সম্ভবতঃ ১৬৩৩-এ ইহা রচিত এবং ডার্বির কাউণ্টেস এলিস স্পেন্সরের সম্মুখে অভিনীত হয়। তাঁহার বাড়ীতে উৎসবের সময় যখন 'মাস্কে'র অভিনয় হইত, তখন তাঁহার পৌত্রেরা সম্রাটের প্রধান সঙ্গীতকার হেন্‌রী লাওয়েসকে (Henry Lawes) ডাক দিত। হেন্‌রী তাঁহার বন্ধু মিল্টনকে রচনার জন্য অনুরোধ করায় মিল্টন আর্কেডিজ রচনা করেন। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং ইহাতে ছোট ছোট তিনটি গান আছে।

আর্কেডিয়া, দি (Arcadia, The)—সার ফিলিপ সিড্‌নী। গদ্যে লিখিত রমন্যাস (১৫৯০)। আর্কেডিয়ার মনোরম বনভূমিতে রাজা ব্যাসিলিউস তাঁহার দুই কন্যা প্যামেলা ও ফিলাক্লিয়া সহ বাস করিতেন। জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে মিউসিডোরাস ও পাইরোক্লিশ নামে দুই রাজপুত্র সেখানে আসেন এবং অনেকপ্রকার বিপদে পতিত হন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাজকন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিতে সমর্থ হন। আর্কেডিয়ার সঙ্গে কয়েকটি কবিতাও মুদ্রিত আছে।

আর্মস্‌ অ্যাণ্ড দি ম্যান (Arms and the Man)—বার্নার্ড শ'। নাটক। ১৮৯৮-এ ইহা আরও তিনটি নাটকের সহিত 'Plays Pleasant and Unpleasant' নামে একত্র

প্রকাশিত হয়। রেইনা মেজর পেট্‌কফের কন্যা। তাহার প্রেমিক সারজিউস যুদ্ধে যায়। একদিন রাত্রে একটি পলাতক সৈন্য ব্লান্ট্‌স্‌লি (Bluntschli) জানালার ভিতর দিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করে। রেইনা তাহাকে লুকাইয়া রাখে। ব্লান্ট্‌স্‌লি যুদ্ধের বিষয়ে রেইনার উচ্চধারণা ও অহেতুক ভাববিলাসের কঠোর সমালোচনা করে। ফলে রেইনা নিজের অনেক ভ্রান্ত ধারণা বদলাইতে বাধ্য হয়। তারপর রেইনার মা ব্লান্ট্‌স্‌লিকে সরাইতে বাধ্য হন। রেইনার পিতা মেজর পেট্‌কফ বাড়ী আসেন এবং পলাতক সৈনিকটির বিষয় তাহাদের সব কিছু বলেন। কিন্তু ব্লান্ট্‌স্‌লিকে কে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারেন না। সারজিউস যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লুকা (Louka) নাম্নী এক কৃষককন্যার প্রেমে পড়ে। রেইনাকে আর সে ভালবাসিতে পারে নাই, কারণ সে তাহার নিকট বড় বেশী রোমান্টিক মনে হইত। ব্লান্ট্‌স্‌লি এই সময় ফিরিয়া আসে এবং তাহার সহিত রেইনার প্রেম হয়। সারজিউস এই সময় লুকাকে বিবাহ করিতে চায় এবং ব্লান্ট্‌স্‌লি রেইনাকে চায়। পৈতৃক সম্পত্তি পাওয়াতে ব্লান্ট্‌স্‌লির অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছিল; সুতরাং রেইনার পিতামাতা এই বিবাহে কোনরূপ অমতের কারণ পাইলেন না। এই মিলনের সহিত নাটকও শেষ হয়।

আর্য্যগাথা—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সঙ্গীত-পুস্তক। ইহা দুই খণ্ডে সমাপ্ত—প্রথম খণ্ডের নাম 'প্রকৃতি-পূজা'; দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'কুহু ও পিউ'। গ্রন্থের নামেই প্রকাশ যে, প্রথম খণ্ডের গানগুলি প্রকৃতিবিষয়ক এবং দ্বিতীয় খণ্ডের গানগুলি প্রণয়সঙ্গীত। দ্বিতীয় খণ্ডে কতকগুলি ইংরাজী, স্কচ ও আইরিশ-সঙ্গীতের অনুবাদ আছে।

আলমগীর—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ঐতিহাসিক নাটক (১৩২৮)। মহারাণা রাজসিংহের সহিত আওরঙ্গজেবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাট্যকার ইহাতে বিশ্ববিজয়ী আলমগীরের এক নূতন রূপ ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে যে আলমগীর প্রণয়দ্বন্দ্বে কাতর, নিশীথচিন্তায় উন্মাদ এবং হৃদয়-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই তিনি এই নাটকে বেশ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। উদিপুরী বেগম এবং কামবক্স—এই নাটকে গ্রন্থকারের দুইটি উজ্জ্বল চরিত্রসৃষ্টি।

আলাদিন—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। নৃত্যগীতবহুল নাটিকা। আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে নাটিকাটি লেখা। এ নাটিকার অভিনয় হয় ষ্টার থিয়েটারে। আলাদিনের কাহিনী লইয়া গিরিশচন্দ্র ঘোষও পূর্ব্বে একখানি কৌতুক-নাটিকা লেখেন। গিরিশচন্দ্রের আলাদিনের অভিনয় হয় মিনার্ভা থিয়েটারে।

আলালের ঘরের দুলাল—টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)। উপন্যাস। বইখানি লেখকের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনা। মতিলাল বৈদ্যবাটীর জমিদার বাবুরামের পুত্র। বড়লোকের ঘরের একটি মাত্র ছেলে বলিয়া মতিলালকে কেহ কোন দিন শাসন করা প্রয়োজন মনে করে নাই। ক্রমশঃ সংসর্গ-দোষে তাহার নৈতিক অবনতি ঘটে এবং সে তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। শেষ পর্য্যন্ত মতিলাল কাশী চলিয়া যায় এবং সেখানে তাহার মতিগতির পরিবর্তন ঘটে। কাহিনীর ধারাবাহিকতা উপন্যাসের মত হইলেও ইহাকে ঠিক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলা চলে না। প্লট কেমন খাপছাড়া। ইহাকে চিত্রোপন্যাস বলা হয়। "অবান্তর আখ্যান-গুলির মনোজ্ঞতা এবং ভূমিকা চিত্রগুলির বর্ণোজ্জ্বলতা" এইরূপ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। নায়ক মতিলালের জীবনেতিহাস হইলেও ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে প্রধানত ঠক্‌চাচার দ্বারা। ঠক্‌চাচার চরিত্র অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সেদিক দিয়া ঠক্‌চাচাই আসল নায়ক। প্যারীচাঁদ অত্যন্ত সহজবোধ্য, সরল ভাষায় এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া খাঁটি বাঙ্গালা গদ্য প্রচলনের চেষ্টা করেন। ইহাই গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। অস্‌ওয়েল সাহেব গ্রন্থখানি ইংরাজী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন।

আলিবাবা—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। জনপ্রিয় গীতিনাট্য। আরব্য রজনীর 'আলিবাবা ও চল্লিশ জন দস্যু'র কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া নাটিকাখানি রচিত। বাঁদী 'মর্জ্জিনা' ও বান্দা 'আবদাল্লা' নাট্যকারের অননুকরণীয় সৃষ্টি। দস্যু-গুহা হইতে কাঠুরিয়া আলিবাবার হঠাৎ প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ এবং মর্জ্জিনা ও আলিবাবার পুত্র হুসেনের প্রেম ও পরিণয়ের সেই অতি-পরিচিত কাহিনীকে নাট্যকার রূপে, রসে, রঙ্গে, ব্যঙ্গে, সংলাপে ও গানে অতি সুন্দর রূপ দিয়াছেন।

আলফ-লয়লা—পারস্য ভাষায় রচিত বিচিত্র উপকথা। এই গ্রন্থখানিই সাধারণের নিকট 'আরব্য উপন্যাস' বা একাধিক সহস্র রজনীর গল্প বলিয়া পরিচিত। পারস্যের রাজা শারিয়ার নারীজাতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রত্যেক রাত্রে এক একটি রমণীকে বিবাহ করিতেন এবং রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মস্তক ছেদনের আদেশ দিতেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রিকন্যা শাহারজাদি তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করেন এবং এক হাজার এক রাত্রি ধরিয়া নানা বিচিত্র কাহিনী শুনাইয়া রাজাকে মুগ্ধ করেন। একাধিক সহস্র রজনীর এই গল্পগুলিতে তদানীন্তন সমাজজীবন, নরনারীর লাম্পট্য, শাসকদের অত্যাচার প্রভৃতি নানা-বিষয় জীবন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ দে বহুকাল পূর্ব্বে 'আরব্য উপন্যাস' নাম দিয়া এই গল্পগুলির বাঙ্গালায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে হেমেন্দ্রলাল রায় এবং দীনেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক অনূদিত হইয়া 'আরব্যরজনী' নামে এই গ্রন্থের দুইটি সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

আলো ও ছায়া—কামিনী রায়। কবিতা-গ্রন্থ। কবিতাগুলি ১৮৮৯-এর পূর্ব্বের রচনা। ইহাতে 'আঁধারে', 'আলোকে', 'থাম অশ্রু থাম', 'বিধবার কাহিনী', 'চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ', 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছে। ইহাতে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ভূমিকা আছে।

আলোচনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। অধিকাংশ প্রবন্ধে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। স্বদেশ ও সমাজ সমস্যা বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ ইহাতে আছে।

আশা-কানন—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপক কাব্য। স্বপ্নঘোরে একদা মোহময়ী আশার সহিত কবির পরিচয় ঘটে। আশা তাঁহাকে বলেন, মানবের দুঃখে অমরাপতি তাঁহাকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে একটি দর্পণ দিয়া বলেন—'দেখিবে ইথে যবে মুখ পাবে সুখ ততক্ষণ'। তদবধি আশা ভূমণ্ডলে মনোহর কানন রচনা করিয়া বাস করিতেছেন। কবি তাঁহার সহিত কর্ম্মক্ষেত্র, আকাঙ্ক্ষাভবন, যশঃ-শৈল, পরিণয়-সেতু, প্রণয়োদ্যান, স্নেহ-উপবন, সতী-নির্ঝ'র প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

আষাঢ়ে—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কবিতাপুস্তক। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি প্রথমে 'সাধনা', 'সাহিত্য' ও 'প্রদীপে' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আষাঢ়ে'র প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের নাম ছিল 'আষাঢ়ে বা গুটিকতক ব্রহ্মগল্প'। ইহা হইতেই গ্রন্থখানির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বাঙালী জীবনের কয়েকটি কৌতুক-চিত্র কবিতার আকারে নানা ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কেরানী, শ্রীহরি গোস্বামী, বাঙ্গালী-মহিমা, অদলবদল, বৃদ্ধা কুমারীর কাহিনী, ভট্টপল্লীতে সভা, হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা, ডেপুটী কাহিনী, নন্দীরাম পালের বক্তৃতা ও কলিযজ্ঞ, এই কয়টি সরস কবিতা স্থান

পাইয়াছে। কবিতাগুলি হাস্য-কৌতুকে অপরূপ।

আসমুদ্র—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। উপন্যাস (১৩৪১)। সৌম্যর সঙ্গে শিপ্রার বিবাহ হয়। দুজনের সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু শিপ্রার আধুনিকা আত্মীয়া বনানী তাহাদের বাড়ীতে চাকরী করিতে আসিল। তখন বনানীর উপর সৌম্যর অনুরাগ হয়। শিপ্রা হিংসায় জ্বলিয়া মরে। তাহার রোগ হয়। শিপ্রা সন্দেহ প্রকাশ করিলে বনানী অন্যত্র গিয়া থাকে। বনানীকে সৌম্য ঘর ছাড়িবার পরামর্শ দেয়। বনানী সে প্রস্তাবে সম্মত হয় না। তারপর বনানী শিপ্রার সঙ্গে দেখা করে। শিপ্রা বনানী ও সৌম্যর মিলন প্রস্তাব করিলে বনানী চলিয়া যায়। তাহার আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

আহুতি—১। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নাটক। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর শাক্তদের অত্যাচার এবং ধর্ম্মমতের জন্য প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর আত্মত্যাগ এই নাটকের বিষয়বস্তু। বিখ্যাত ইংরাজী নাটক 'সাইন অফ্ দি ক্রস' অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত।

২। প্রমথ চৌধুরী। গল্প-সমষ্টি। প্রথম গল্পের নাম অনুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ হইয়াছে। গল্পটির আখ্যানভাগ বিচিত্র। জমিদার-বংশের মেয়ে রত্নময়ীর তিন বৎসরের ছেলেকে চক্রান্ত করিয়া 'পথ' দেওয়া হয়। তাহার ফলে রত্নময়ী পাগল হইয়া যান। নিজের ঘরে আগুন দিয়া তিনি প্রজাদের সাহায্যে পুত্র-হন্তাদের বিনাশ সাধন করেন। আগুন যখন সমগ্র গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে, নিহত ব্যক্তিদের দেহ জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রত্নময়ীর অট্টহাস্যে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাম ভস্মীভূত হয় এবং রত্নময়ী সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। গ্রন্থের অন্যান্য গল্পগুলির নাম—বড়ঠাকুর, একটি সাদা গল্প, ফরমায়েসী গল্প, ছোট গল্প, রাম ও শ্যাম।

আহ্নিক-তত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। গৃহস্থের দৈনিক ক্রিয়াকর্ম্ম কিরূপে সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়, তাহার ব্যবস্থা গ্রন্থকার এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ই

ইউটোপিয়া (Utopia)—টমাস মুর। লাটিন ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-পুস্তক (১৫১৬)। সবচেয়ে সুন্দর শাসনতন্ত্রের অনুসন্ধান এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। র‍্যাফেল নামে এক পথিকের সঙ্গে মুরের আন্তোয়ার্প নগরে দেখা হয়। র‍্যাফেল ইউটোপিয়া বা 'অজানা দেশ' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে দেশে সাম্যবাদ সাধারণ নিয়ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এবং ধর্ম্মবিষয়ে প্রত্যেকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে।

ইউফিউস (Euphues)—জন লিলি। ইহা দুইভাগে বিভক্ত—Euphues: the Anatomy of Wit (১৫৭৯) এবং Euphues and his England (১৫৮০)। এথেন্সবাসী যুবক ইউফিউস অসংযমের দোষে জগতের পাপ-সংসর্গে ও অসৎ স্ত্রীলোকের প্রেমপ্ররোচনায় জড়িত হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ নিজের বন্ধুর সহিত প্রবঞ্চনা করে। রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া নির্ব্বাসনে কাল-যাপনের সময় দুঃখভোগের ভিতর দিয়া তাহার জ্ঞান হয় এবং সেই সময় স্ত্রীলোকের নিকট হইতে সতর্ক হইবার জন্য ও বিদ্যা-লয়ের নিয়ম প্রভৃতি সংযমের উপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করে। পুস্তকটি সেই সময়ের সামাজিক ধর্ম্ম ও যৌবনসুলভ অসংযমের বিরুদ্ধে অভিযান-স্বরূপ। লিলি-লিখিত এই গদ্য রমন্যাসখানি রচনার গুণে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। অলঙ্কারের ভারে রচনাটি ভারাক্রান্ত। ইহাতে প্রযুক্ত অলঙ্কার হইতেই Euphuigus এই অলঙ্কারের নাম হইয়াছে। ইংরাজী উপন্যাসের ক্রমবিকাশে পুস্তকখানি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

ইউলিসিস (Ulysses)—James Joyce নামে আইরিশ গ্রন্থকার লিখিত বাস্তবধর্ম্মী সুবিখ্যাত উপন্যাস। প্যারিস হইতে ১৯২২-এ প্রকাশিত। ডাবলিনের অধিবাসী Stephen Dedalus ও Leopold Bloom নামে দুইজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আইরিশ লোকের একটি দিনের জীবন-কাহিনী অতি সূক্ষ্মভাবে এই কাহিনীতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। যতিচিহ্নের স্বল্পতা, মাঝে মাঝে শব্দলোপ, ভাষার মধ্যে পরিপূর্ণ খোলাখুলিভাব এবং নীচতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি জীবনের সব কিছু বাস্তবধর্ম্মই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া পরিগণিত।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ—সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক পিয়ের লোটীর গ্রন্থের তর্জ্জমা। ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লইয়া পিয়ের লোটী এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া-ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদ করেন। ফরাসী পর্য্য-টকের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ কিরূপ লাগিয়াছিল, ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থে সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দরাবাদ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা আছে।

ইংরেজের জয়—বিহারীলাল সরকার। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। লর্ড ক্লাইভের আর্কট অবরোধের কথা ও পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। সিরাজ-উদ্দৌলা যে অন্ধকূপ হত্যা করেন নাই, সে বিষয়েও এই পুস্তকে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইংলিশ বার্ডস্ অ্যাণ্ড স্কচ রিভিয়ু-য়ার্স (English Bards and Scotch Reviewers)—লর্ড বায়রন। ব্যঙ্গকাব্য। তাঁহার 'Hours of Idleness'কে বিদ্রূপ করিয়া 'Edinburgh Review'এ একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তাহার প্রতিবাদস্বরূপ বায়রন এই ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। তখনকার কবিদের মধ্যে সাদে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং আরও অনেককে বিদ্রূপ করিতে তিনি ছাড়েন নাই। পরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিত যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন বৃদ্ধ কবির সহিত আলাপ করিয়া বিদ্রোহী কবির মত বদলায়। তাহার পর তিনি এই ব্যঙ্গকাব্য আর প্রকাশিত হইতে দেন নাই।

ইছামতী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপ-ন্যাস (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)। যশোহর জেলার মধ্য দিয়া ইছামতীর যে অংশ গিয়াছে, তাহারই ধারে মোল্লাহাটি গ্রাম। এখানকার নীলচাষ ও নীলকরদের বিদ্রোহের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। রাজারাম নীলকুঠির দেওয়ান। সাহেবদের সঙ্গে যোগ দিয়া সে গ্রামে অত্যাচার করিত। বিদ্রোহীদের হস্তে সে-ও খুন হয়। তাহার তিন বোন—তিলু, বিলু, নীলু। তাহাদের বিবাহ হয় ভবানী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে। ইহা ছাড়া প্রসন্ন আমীন, রামকানাই কবিরাজ ও গয়া মেম ইত্যাদি চরিত্র কাহিনীর মধ্যে ভিড় করিয়া আছে। লেখকের মৃত্যুর পরে গ্রন্থখানি রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫০—৫১) লাভ করে।

ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ (India in Bondage)—জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড। পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক চিত্র। এই পুস্তক প্রকাশ করার জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া (১৯২৯) ১০০০৲ অর্থদণ্ড অনাদায়ে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ইণ্ডিয়া বণ্ড অর ফ্রী (India Bond or Free)—ডাক্তার আনি বেশান্ত। প্রবন্ধ-পুস্তক। ভারতে স্বরাজ-আন্দোলন যখন প্রবল উদ্যমে চলিতেছিল, সেই সময় বেশান্ত এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি ইহাতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষকে বহু অসুবিধা ও অধীনতা ভোগ করিতে হইলেও আধ্যাত্মিক

সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সভ্যতা আজও অপরাজিত রহিয়াছে।

ইতি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। গল্প-পুস্তক (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'অরণ্য', 'ধন্বন্তরি', 'যে-কে-সে', 'দিনের পর দিন' ও 'ইতি' এই পাঁচটি গল্প আছে।

ইতিকথা—নিখিলনাথ রায়। ঐতিহাসিক গল্পগুচ্ছ। টডের রাজস্থান প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ অবলম্বনে কতকগুলি ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া ইহা রচিত।

ইতিহাসমালা—উইলিয়ম কেরী সম্পাদিত ইতিহাসের কাহিনী (১৮১২)। বিবিধ বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সমষ্টি। ইহাতে ইতিহাস অল্পই আছে। গল্পগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত। সকলগুলিই অনুবাদ। ইহার ভাষা প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্যরচনার একটা বিশেষ ভঙ্গীও ইহাতে আছে। গল্পগুলির অধিকাংশই ব্যঙ্গপ্রধান, বত্রিশ সিংহাসনের টুকরা টুকরা গল্পের মত।

ইন্দিরা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। ইন্দিরা জমিদারের মেয়ে। শ্বশুরবাড়ী যাইবার পথে একদল ডাকাত তাঁহার বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে বনের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। ইন্দিরা তখন এক ব্রাহ্মণের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণের অনুরোধে কৃষ্ণদাস বাবু তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। কৃষ্ণদাসের কন্যার বাড়ীতে ইন্দিরা পাচিকা নিযুক্ত হন এবং সেখানে তিনি কুমুদিনী নামে পরিচয় দেন। এই বাড়ীতেই ঘটনাক্রমে স্বামী উপেন্দ্রনাথের সহিত ইন্দিরার সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু ইন্দিরা নিজের পরিচয় গোপন রাখেন। উপেন্দ্র কুমুদিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি ঠিক করিলেন কুমুদিনীকে বাড়ী লইয়া গিয়া অপহৃতা ইন্দিরা বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিবেন। শেষ পর্য্যন্ত কুমুদিনীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায় এবং উপেন্দ্র ইন্দিরাকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার শ্বশুর ও শাশুড়ী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন।

ইন্দ্রাণী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সামাজিক উপন্যাস। ইন্দ্রাণী উচ্চশিক্ষিতা তরুণী। সুদর্শন নামে এক বেকার যুবককে বিবাহ করিয়া ভয়ানক অর্থকষ্টে পড়ে। ফলে তাহাকে দিনাজপুরে এক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হইতে হয়। সুদর্শনও তাহার সহিত দিনাজপুরে যায়। কলিকাতায় থাকিবার সময় সে স্বামীকে সেবা-যত্ন করিত। কিন্তু দিনাজপুরে থাকিবার সময় সে স্বামীকে দেখিবার সময় পাইত না। সুদর্শন অনেক দুঃখে কলিকাতায় চলিয়া আসে এবং শেষ পর্য্যন্ত একটি চাকরী জোগাড় করিয়া পাটনার দিকে চলিয়া যায়। কয়েক দিন পরেই ইন্দ্রাণী নিজের অভাব উপলব্ধি করে এবং ভুল বুঝিয়া স্বামীর নিকট গিয়া তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

ইভ অব সেণ্ট অ্যাগ্‌নিস, দি (Eve of St. Agnes, The)—জন কীট্‌স্‌। দীর্ঘ কবিতা। ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া পরিগণিত হয়। 'সেন্ট্‌ অ্যাগ্‌নিস ইভে'র উপরিস্থিত দুর্গে সুন্দরী মাডেলিন বন্দী থাকিবার সময় স্বপ্নে প্রেমিকের সাক্ষাৎ পাইতেন। তাঁহার প্রেমিক পরফাইরো (Porphyro) নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া চুপি চুপি সেখানে যায় এবং প্রেয়সীর কক্ষে লুকাইয়া থাকে। দুর্গের চারিদিকে ঘুমন্ত ড্রাগনরা থাকিত, যে কোন মুহূর্তে তাহার জীবন-নাশ হইবার ভয় ছিল। পরে যখন মাডেলিন ঘুম হইতে উঠিলেন এবং নিজের প্রেমিককে সশরীরে পাইলেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। কাব্যটি 'স্পেন্সেরিয়ান' ছন্দে লেখা এবং ১৮১৯-এ লিখিত হয়।

ইলিয়ড, দি (Iliad, The)—মহাকবি হোমার-রচিত মহাকাব্য। ইলিয়ডের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ট্রোজান যুদ্ধের ভিত্তির উপর রচিত। পারিস স্পার্টার অধিপতি মেনেলাউসের আতিথ্য গ্রহণ করিবার পর তাঁহার অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী হেলেনকে লইয়া ট্রয়ে পলায়ন করে। তাহার পর মেনেলাউসের আহ্বানে ইউলিসিস, আকিলিজ, আগামেমনন প্রভৃতি গ্রীক বীরগণ কি ভাবে এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যত হন, তাহা এই কাব্যে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ইসলাম কাহিনী—রামপ্রাণ গুপ্ত। গ্রন্থখানিতে মুসলমান সমাজের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব, মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার, মহরম বা কারবালার রক্তরঞ্জিত করুণ কাহিনী ও হারুণ-অল্‌-রশিদের বৃত্তান্ত প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঈ

ঈনিড (Aenied)—ভার্জ্জিল-রচিত মহাকাব্য। ট্রয়ের অধিবাসী বীর ঈনিয়াস এই কাব্যের নায়ক। ট্রয়ের পতনের পর ঈনিয়াস তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে পৃষ্ঠে লইয়া শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া উপকূল অভিমুখে পলায়ন করেন। এই সময় হইতে অডিসিয়াসের মত তিনিও নানাস্থানে ভ্রমণ করেন এবং একদা ঝড়বৃষ্টিতে বিপন্ন হইয়া আফ্রিকার উপকূলে আসেন। এই স্থানে কার্থেজের রাণী ডাইডো তাঁহাকে প্রণয় নিবেদন করেন, কিন্তু ঈনিয়াস তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান। সেই দুঃখে ডাইডো আত্মহত্যা করেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি লাটিয়ামের রাজার কন্যা লাভিনিয়াকে বিবাহ করেন। লাভিনিয়ার প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী টার্ণাসের সহিত ঈনিয়াসের যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে টার্ণাস নিহত হন।

ঈশপ্‌স্‌ ফেব্‌ল্‌স্‌ (Æsop's Fables)—ঈশপ-রচিত নীতিমূলক গল্পসমষ্টি। খৃষ্টপূর্ব্ব ছয় শতাব্দীর রচনা। গল্পগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কাহিনীগুলি সমস্তই ঈশপ রচনা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ আছে।

ঈশানী—জলধর সেন। উপন্যাস। লক্ষ্মী কাঞ্চনপুরের রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। একদিন রাত্রে পল্লীর কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় অপহরণ ও তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। ফলে, কুমারী অবস্থায় লক্ষ্মী গর্ভবতী হয়। লক্ষ্মীর পিতামাতা তখন সমাজের মুখ চাহিয়া গর্ভবতী লক্ষ্মীকে কাশীতে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে রাখিয়া আসেন। সেখানে লক্ষ্মীর এক কন্যা হয়। ঐ কন্যার নাম ঈশানী। ঈশানী বড় হইলে সন্ন্যাসী তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভুবন মুখোপাধ্যায়ের সুদর্শন শিক্ষিত পুত্র বিশ্বনাথের সহিত ঈশানীর বিবাহ দেন। তিনি বলেন, অসহায় কুমারীকে ধর্ষণের ফলে ঈশানীর জন্ম হইলেও ভগবানের দৃষ্টিতে সে হেয় হইতে পারে না। গ্রন্থখানি গ্রন্থকার ১৯১৯-এ রোগশয্যায় পড়িয়া রচনা করেন।

ঈশোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

উ

উইড্‌সিথ (Widsith)—প্রাচীন ইংরাজী সাহিত্যের কাব্যগ্রন্থ। ১৪৩টি পংক্তি আছে। উইড্‌সিথ একজন ভ্রাম্যমান্‌-চারণ। সে তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও যে সমস্ত রাজার কথা শুনিয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে গান গাহিয়া বেড়ায়। সাত বা তাহার পূর্ব্বের কোন শতাব্দীতে কাহিনীর ঘটনাকাল বলিয়া অনুমান করা হয়।

উজানী—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন 'উজানী'র কবিতাগুলি তাঁহার পল্লীর কতকগুলি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। উজানী একখানি ছোট গ্রাম, বর্তমানে উহা কোগ্রাম নামে পরিচিত। সেই গ্রামের নাম অনুসারে

এই কবিতাপুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩২টি কবিতা আছে। তন্মধ্যে 'রায়মশায়', 'চণ্ডালী', 'ছিরু', 'ঘোষাল-পুকুর', প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পুস্তকখানি সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পালের ইংরাজী সমালোচনা উল্লেখযোগ্য।

উজ্জ্বল নীলমণি—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থ। পঞ্চদশ প্রকরণে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থখানি গদ্যে ও পদ্যে রচিত। শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাতে বিবিধ ভাব, রস ও আলঙ্কারিক বস্তু নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে।

উৎকল-খণ্ড—ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, কাকচতুর্ভুজের বিবরণ, মার্কণ্ডেয় হ্রদের বিবরণ ইত্যাদি বিষয় লইয়া ইহা রচিত। জগন্নাথ দেবের পর্ব্বাদি এই গ্রন্থের ব্যবস্থানুসারে নির্ব্বাহিত হয়।

উত্তরগীতা—'পঞ্চগীতা' দ্রঃ।

উত্তররাম-চরিতম্—মহাকবি ভবভূতি। সংস্কৃত নাটক। গ্রন্থখানি রামায়ণের শেষ-ভাগ অর্থাৎ সীতার বনবাস হইতে ধরণী-গর্ভে প্রবেশ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত। ঈশ্বরচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' এই নাটকটি অবলম্বনে লেখা।

উৎসর্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি ১৩২১ সালে রচিত। ইহাতে 'আমি চঞ্চল হে', 'ধুপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' প্রভৃতি কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে।

উদাসীর মাঠ—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। গল্প-পুস্তক। ইহাতে 'উদাসীর মাঠ', 'ক্যান্‌ভাসার', 'হোঁদল কুৎকুতে', 'জুয়াড়ী', 'উর্দ্ধ-রেখা' ও 'ট্যারা'—এই ছয়টি গল্প আছে। 'হোঁদল কুৎকুতে' গল্পটি একটি প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

উদ্বাহতত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। শাস্ত্রীয় বিবাহের বিবিধ বিধান, পাত্রপাত্রীবিচার, কাল নিরূপণ প্রভৃতি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। গদ্যকাব্য। এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাঙ্গালায় পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। পত্নীবিয়োগবিধুর স্বামীর মনোবেদনা এই গ্রন্থে অত্যন্ত সুললিত ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বর্ষা, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুসমাগমে প্রিয়জনবিরহে স্বামীর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত; সেই ক্ষতমুখ হইতে উৎসারিত কারুণ্যের স্রোত বাঙ্গালা সাহিত্যে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'কে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই গ্রন্থের শ্মশান-বর্ণনা তৎকালীন বাঙ্গালা গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

উপনিষৎ—বৈদিকযুগের ধর্ম্মীয় সাহিত্য। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্বন্ধে ইহাতে গভীর তত্ত্ব-কথা আছে। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের আধ্যাত্মিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। প্রধান উপনিষদ্ ১০খানি। অর্ব্বাচীন উপনিষদ্ একত্র করিলে সংখ্যা হয় প্রায় ১৫০। শঙ্করাচার্য্য ১২খানি উপনিষদের ভাষ্য লেখেন। ঐ ১২খানি প্রামাণিক বলিয়া অনেকে মনে করেন। রাজা রামমোহন উপনিষদের বহুল প্রচলন করেন। সকল শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই উপনিষদের অনুবাদ আছে। প্রধান ১২খানি উপনিষদের নাম:—(১) ঋক্‌বেদীয়—(ক) ঐতরেয়, (খ) কৌশীতকী। (২) সামবেদীয়—(ক) ছান্দোগ্য, (খ) কেন। (৩) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়—(ক) তৈত্তিরীয়, (খ) কঠ, (গ) শ্বেতাশ্বতর। (৪) শুক্লযজুর্ব্বেদীয়—(ক) বৃহদারণ্যক, (খ) ঈশ, (গ) প্রশ্ন, (ঘ) মুণ্ডক ও (ঙ) মাণ্ডুক্য। অবশিষ্টগুলি অথর্ব্ববেদীয়। দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত বাংলা ভাষায় উপনিষদের টীকা ও অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। উপনিষদ্ শাস্ত্র বেদের অন্ত্য বা শেষভাগ বলিয়া মূলতঃ ইহা বেদান্ত নামে পরিচিত।

(১) ঈশোপনিষৎ—দান ও কর্ম্ম, ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে জীবনে কি ভাবে অনুসরণ করিতে হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

(২) কঠোপনিষৎ—পিতৃসত্য পালনের জন্য নচিকেতার যমালয়ে গমন, যমের নিকট বিবিধ তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।

(৩) কেনোপনিষৎ—ব্রহ্মই যে একমাত্র ইন্দ্রিয়ের শক্তি তাহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। দেবগণের ব্রহ্মদর্শন ও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি ইহার বিষয়বস্তু।

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ—ইহাতে পিপ্পলাদ ঋষি শিষ্যগণের প্রশ্নের উত্তরে ছয়টি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে ইহাতে আদিভূত, আদিচৈতন্য, দেবযান, পিতৃযান, শরীরধারক শক্তিসমূহের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব, সুপ্তিকালে মন, বিষয় ও জীবাত্মার সংযোগ, ওঙ্কারের আংশিক ও পূর্ণ সাধনের ফল এবং ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষ ও পরম পুরুষে উহার লয় প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ—ইহাতে পরা ও অপরা বিদ্যা, কর্ম্মকাণ্ডের ফলে নশ্বর স্বর্গ-প্রাপ্তি, ব্রহ্মের স্বরূপ, প্রণবযোগ, ব্রহ্মসাধন ও ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভের পন্থা বর্ণিত হইয়াছে।

(৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ—ওঙ্কারের ব্যাখ্যা-চ্ছলে ইহাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুপ্তির অবস্থা এবং এই তিন অবস্থার অতীত চতুর্থ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

(৭) ঐতরেয়োপনিষৎ—সৃষ্টিতত্ত্ব, জন্মান্তর-রহস্য এবং অমৃতত্ব ব্যতীতও ব্রহ্ম যে সকল জিনিসের আধার তাহা ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৮) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—ইহার প্রথম অধ্যায় শিক্ষাবল্লীতে ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ক কতকগুলি ধ্যান ও উপদেশ আছে। দ্বিতীয় অধ্যায় ব্রহ্মানন্দবল্লীতে পঞ্চকোষের বর্ণনা এবং ব্রহ্মানন্দের পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায় ভৃগুবল্লীতে বরুণ ও ভৃগুর কথোপকথনচ্ছলে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ তপস্যার প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হইয়াছে।

(৯) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—ব্রহ্মের বিশ্বাতীত নির্গুণ ভাব, বিশ্বরূপ সগুণ ভাব, ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ, ব্রহ্মদর্শন ও সাধনপ্রণালী প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—দম, দান ও দয়ার প্রকৃত তাৎপর্য্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী ও মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মজ্ঞান, বালাকির দর্পনাশ ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

(১১) ছান্দোগ্যোপনিষৎ—প্রাণের প্রকৃত তাৎপর্য্য, জাবালী সত্যকাম ও গুরু গৌতমের কাহিনী, অশ্বপতি রাজার নিকট ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ইত্যাদি বহু বিষয় আছে।

উপপুরাণ—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। সংখ্যা আঠার। নাম—সনৎকুমার, নারসিংহ, স্কন্দ, শৈবধর্ম্ম, দৌর্ব্বাসষ, নারদীয়, কাপিল, বামন, ঔশনস, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, সাম্ব, সৌর, পরাশর, মারীচ ও ভার্গব।

উল্কা—অনুরূপা দেবী। উপন্যাস। শৈলেন তাহার স্ত্রীকে লইয়া তাহার কর্ম্মস্থল বাঁকীপুরে বাস করিত। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও তাঁহার এক যজমানের অনাথা কন্যা লক্ষ্মীকে আশ্রয় দান করে। বাল্যবন্ধু মন্মথর সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে শৈলেন মন্মথকে পত্র লিখিয়া বাঁকীপুরে আনে। মন্মথ বাঁকীপুরে আসিয়া লক্ষ্মীর সহিত শৈলেনের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া মনে করিল, শৈলেন লক্ষ্মীর অনুরাগী, সে তাহাকে বিবাহ করিবে। কথাটা সে চিররুগ্‌ণা তড়িতাকে বলে এবং তাহার ফলে তড়িতা দুঃখে বেদনায় প্রাণত্যাগ করে। পরে নিজের ভুল বুঝিয়া মন্মথ সংসারত্যাগ করে। শৈলেন পত্নীর স্মৃতি বুকে লইয়া বাঁকীপুরে থাকিয়া গেল। লক্ষ্মী কুমারী হইয়াও বিধবার বেশ ধারণ করিয়া অনাথ-আশ্রমের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। মন্মথ উল্কার মত আসিয়া শৈলেনের সুখের সংসার জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিল।

ঊ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত—বীরেশ্বর পাঁড়ে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক', 'প্রভাস' ও 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের সমালোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে আর্য্যগণ যে ভারতের আদিম অধিবাসী এবং ব্রাহ্মণগণ

যে তাঁহাদের স্বার্থ সাধনের জন্য বর্ণভেদ প্রথা প্রচার করেন নাই, লেখক ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলিতে ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

ঊশনঃসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

ঋ

ঋগ্বেদ সংহিতা—রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক অনূদিত এবং ভাষ্য, সংক্ষিপ্ত টীকা ও মর্ম্মানুবাদসহ প্রকাশিত ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতির জন্য যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে সেইগুলি স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন ভারতের রীতিনীতি এবং আচার-ব্যবহারের আভাসও এই শ্লোকগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

ঋণং কৃত্বা—প্রমথনাথ বিশী। সামাজিক প্রহসন। সনৎকুমার একরকম ঋণ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহার চারিদিকে পাওনাদারের ভিড়। ধনী সুরদাস বাবুও তাহার একজন পাওনাদার। সনৎকুমার সঙ্গীতবিদ্যায় পটু। নিরুপায় হইয়া সে ঋণশোধের এক উপায় স্থির করে। ছদ্মবেশে সে সুরদাস বাবুর নাতনী মঞ্জরীর গানের মাষ্টার নিযুক্ত হয় এবং ক্রমে মঞ্জরী তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে। শেষ পর্য্যন্ত সুরদাস বাবু মঞ্জরীর সহিত সনতের বিবাহ এবং পাওনা টাকা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

ঋতু-রঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতি-মাল্যে রচিত অপরূপ নাটিকা। নানা ঋতুর উদয়, আবির্ভাব এবং অস্তগমনের যে বৈচিত্র্য তাহা অপূর্ব্ব সুরে ও গানে ফোটান হইয়াছে।

ঋতু-সংহার—মহাকবি কালিদাস। সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নর-নারীর মনে যে সকল বিচিত্র ভাবের উদয় হয়, তাহা এই কাব্যগ্রন্থে সুললিত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই আদিরসাত্মক। অসিতকুমার হালদার বাঙ্গালা ভাষায় মধুর ছন্দে এ কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন।

ঋদ্ধি—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। অর্থনীতি ও অর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম গ্রন্থ (১৩১৫ বঙ্গাব্দ)।

ঋষির মেয়ে—ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৌরাণিক নাটক। আপস্তম্ব ঋষির আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস-কালে চারুদত্ত তাঁহার কন্যার প্রতি আসক্ত হয়। এই সময় ঋষি উগ্রশ্রবা অথর্ব্ববেদের প্রচার আরম্ভ করিলে চারুদত্ত তাঁহার কাছেও গোপনে শিক্ষালাভ করে। আপস্তম্ব অথর্ব্ববেদকে ঘৃণা করিতেন, সুতরাং তিনি চারুদত্তের বিষয় জানিতে পারিয়া কন্যাকে ও তাহাকে আপন আলয় হইতে তাড়াইয়া দিলেন। চারুদত্ত তাহাকে লইয়া চলিয়া যায়। পথে অপর রাজ্যের রাজশ্যালক অগ্নিবর্ণ তাহাদিগকে দস্যুকবল হইতে উদ্ধার করে এবং ক্রমে ঋষিকন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। শেষ পর্য্যন্ত ঋষিকন্যার মনোভাবের পরিচয় পাইয়া অগ্নিবর্ণের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। অতঃপর আপস্তম্ব ও তাঁহার পত্নী শাশ্বতী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং জামাতাকে ক্ষমা করেন। নাটকখানির মধ্যে বৈদিক যুগের রীতিনীতি ও আবহাওয়ার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

এ

একতারা—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কবিতাগ্রন্থ। ইহাতে ইন্দ্রজাল, পাখি মারা, শরাহত পঁচিশটি কপোত, নৌকাপথে, বিধবা, পুত্রহারা প্রভৃতি কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবির প্রসিদ্ধ কবিতা 'মাঝি, তরী হেথা বাঁধবো নাকো আজকে সাঁঝে, ভিড়ায়ো নাকো চলুক তরী ঐ নদীর মাঝে' এই পুস্তকেরই অন্তর্ভুক্ত।

একাক্ষরকোষ—পুরুষোত্তম দেব-কৃত অভিধান। ইহাকে গ্রন্থকার-রচিত 'একাবলীকোষে'র পরিশিষ্ট বলা চলে। আবার কেহ কেহ বলেন যে 'একাবলীকোষ'ই ইহার পরিশিষ্ট।

একাবলীকোষ—পুরুষোত্তম দেব-কৃত অভিধান। ইহাতে ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ক্রমপঠিত বর্ণগুলির প্রত্যেক বর্ণে কেবল এক এক স্বরবর্ণ-যোগ করিয়া তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে।

একার অব গ্রীন গ্রাস্, অ্যান্ (Acre of Green Grass, An)—বুদ্ধদেব বসু। সমালোচনা-গ্রন্থ। ইংরাজী ভাষায় লেখা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খানিকটা পরিচয় দিবার চেষ্টা ইহাতে আছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎ চন্দ্র, নজরুল ইসলাম, আধুনিক বাংলা কাব্য ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস এই কয়টি প্রতিপাদ্য বিষয়।

একেই কি বলে সভ্যতা?—মাইকেল মধুসূদন। প্রহসন (১৮৫৯?)। নবলব্ধ ইংরাজী শিক্ষাভিমানী যুবকদের প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার এ প্রহসনের বিষয়বস্তু। নববাবু 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী' সভার সভ্য। এই সভায় জ্ঞান বিতরণের পরিবর্তে মদ্য বিতরণ চলিত। সদস্যদের সকলেই মদ্য ও বেশ্যাসক্ত। নববাবু পিতার নিকট ব্যাপারটা নানা কৌশলে গোপন রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একদিন তিনি মত্ত অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়েন এবং তাঁহার পিতা তখন সকল কথা বুঝিতে পারেন। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া হরকামিনী বলিয়াছিলেন—"মদ মাংস খেয়ে ঢলাঢলি করলেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?" নাটকে উপাখ্যান বলিতে তেমন কিছু নাই। হরকামিনীর উক্তিই লেখকের ভাষ্য।

এক্সোডাস (Exodus)—ব্যাডম্যান-রচিত দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ। ইহাতে সৃষ্টির আদি হইতে ফেরোদের (Pharaohs) অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধে মিশরের ফেরোদের পরাজয় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

এটা কোন্ যুগ—সখারাম গণেশ দেউস্কর। গবেষণামূলক পুস্তক। মনুসংহিতার মত অনুযায়ী কলিযুগ বারোশত বৎসর ব্যাপিয়া থাকিবে। পঞ্জিকাকারদের মতে পাঁচ হাজার বৎসর গত হইয়াছে। অতএব বর্তমানে কোন্ যুগ চলিতেছে, ইহাই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়।

এড্ওয়ার্ড দি সেকেণ্ড (Edward II)—ক্রিস্টোফার মার্লো। পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া পরিগণিত।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা—প্যারীচাঁদ মিত্র। সামাজিক আলোচনা-গ্রন্থ। পূর্ব্বে আর্য্য-রমণীদের ব্যবস্থা, ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইত, লেখক এই গ্রন্থে কতকগুলি পুরাকালের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এন্‌ডিমিয়ন (Endymion)—জন কীট্‌স। চারিখণ্ডে সমাপ্ত দীর্ঘ কবিতা (১৮১৮)। গ্রীক পুরাণের সুন্দর মেষপাল এডিমিয়নের কাহিনী কবির কল্পনায় সার্থক হইয়াছে। কবিতার মধ্যে রূপকের আভাস পাওয়া যায়। আদর্শ, সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতার উদ্দেশে কবি আকুল ভাবে ছুটিয়াছেন, কিন্তু মানব সৌন্দর্য্যের দ্বারা তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছেন। ইহা প্রকাশিত হইলে Blackwood's Magazine এবং Quarterly পত্রিকায় ইহার অত্যন্ত কঠোর এবং বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির হয়।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা—ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ। প্রথমে ইহা স্কটল্যাণ্ড হইতে প্রকাশিত হয় (১৭৬৮—৭১)। সম্পাদক ছিলেন মুদ্রাকর William Smellie. তখন ইহা কলা ও

বিজ্ঞানের একটি অভিধান ছিল। পরে কনস্টেবল কোম্পানি ইহার প্রকাশনার ভার গ্রহণ করে (১৮১২)। পরে এই কোম্পানীর হাত হইতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ইহার ভার গ্রহণ করে এবং ১৯১০—১১-এ ইহার একাদশ সংস্করণ ২৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার চতুর্দশ সংস্করণ ১৯২৯-এ J. L. Garvinএর সম্পাদনায় বাহির হয়।

এনক আর্ডেন—আলফ্রেড্ টেনিসন। সমুদ্রতীরে এক ছোট সহরে এনক আর্ডেন, ফিলিপ রে ও অ্যানী লী বাস করিত। এনক ও ফিলিপ উভয়েই অ্যানীকে ভালবাসে, কিন্তু এনকই অ্যানীর হৃদয় জয় করিতে পারে। এই সময় সে জাহাজের কাজ লইয়া চলিয়া যায় ও দশ বৎসর তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে ফিলিপ অ্যানীকে জয় করিয়া তাহাকে বিবাহ করে। একদিন এনক ফিরিয়া আসিল; এবং অ্যানীকে স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে সুখে আছে দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে চিরজীবনের মত চলিয়া গেল। তাহার আগমনের কথা না জানাইবার সংকল্প সে গ্রহণ করিয়াছিল।

এভ্রি ম্যান ইন হিজ হিউমর (Every Man in his Humour)—বেন জন্‌সনের প্রথম মিলনান্ত গ্রন্থ। ইহার প্রধান চরিত্র ক্যাপ্টেন বোবেডিল, কিট্‌লে ও নোওয়েল ও তাহার চাকর ব্রেন-ওয়ার্থ। বিদ্রূপাত্মক রচনায় মানুষের যে সব দুর্ব্বলতাকে ঠাট্টার ছলে জন্‌সন 'Humour' নাম দিয়াছিলেন, ইহার প্রথম চরিত্রে তাহার প্রকাশ লক্ষিত হয়। বোবেডিল জন্‌সনের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া খ্যাত। বোবেডিলের মত, সে এবং অন্য উনিশ জন মিলিয়া ৪০০০০ হাজার শত্রুকে বিনষ্ট করিতে পারে। উপায়ও অত্যন্ত সহজ—শত্রুপক্ষ হইতে একসময় ২০ জনকে যুদ্ধে আহ্বান করা ও বিনষ্ট করা। এইরূপে সমস্ত শত্রুকে ধ্বংস করা মোটেই কষ্টকর বলিয়া তাহার মনে হয় না এবং এই অদ্ভুত ধারণার জন্য জন্‌সনের বোবেডিল সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বইটি জন্‌সন বিশ বৎসর বয়সে লেখেন এবং ইহার অভিনয়ে শেক্‌স্‌পীয়র অভিনেতারূপে যোগদান করেন।

এমিল (Emile)—রুশো। ঔপন্যাসিক রচনা। রুশোর জীবিতকালে ফ্রান্সে শিক্ষা-বিষয়ে নানাপ্রকার অব্যবস্থা ছিল। সেগুলি দূর করিয়া দেশে কিভাবে নূতন শিক্ষা-নীতি প্রবর্ত্তন করা সম্ভব, তাহাই এই গ্রন্থে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর আলোচনা ও আলাপচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে।

এরিয়েল (Ariel)—সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মরোয়া। জীবনীগ্রন্থ। ইহাতে ইংরেজ কবি শেলীর বিচিত্র জীবন-কাহিনী উপন্যাসের আকারে বর্ণিত হইয়াছে। শেলীর সর্ব্ববন্ধনমুক্ত আত্মাকে চরিতকার 'এরিয়েল' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এরেহন (Erewhon)—ইংরাজ লেখক সামুয়েল বাটলার-রচিত গ্রন্থ (১৮৭২)। বিদ্রূপাত্মক রমন্যাস হিসাবে ইহা ইংরাজী সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। কথক সুদূর এক দেশের (নিউজীল্যাণ্ড) পর্ব্বতমালা পার হইয়া এরেহন (কোথাও না) নামে দেশে আসেন। এখানকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনায় লেখকের দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পরে কথক একটি বেলুনে চড়িয়া সে দেশ হইতে পলায়ন করেন। বাট্‌লারের পরবর্ত্তী পুস্তক Erewhon Revisited-এ কথক (হিগস্ নামে ঐ দেশে পরিচিত) পুনরায় সেই দেশে যান এবং সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা সম্পূজিত হন।

এষা—অক্ষয়কুমার বড়াল। কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থ কবির স্ত্রীবিয়োগ বেদনার করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী অভিব্যক্তি।

ঐ

ঐতরেয় আরণ্যক—গ্রন্থখানি ৫ ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ঐতরেয় উপনিষদ্ আছে। ইহাতে জগতের উৎপত্তি, জীবের জন্ম, পরব্রহ্মের তত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ইহা প্রধানতঃ পদ্যে রচিত। ইহাতে দুই চারিটি গদ্য গল্প পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে হরিশ্চন্দ্র-শুনঃশেফের কাহিনী মূল্যবান্। এই পুস্তকে মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ঠের কাহিনীও অতিশয় চিত্তাকর্ষক। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-নামক দুইটি কাহিনী ইহাতে আছে। সবক্তগিন প্রথমে দাস ছিলেন পরে রাজ্যাধিপতি হন। 'সফল স্বপ্ন' এই বিষয় লইয়া লিখিত। 'রোমান্স অব হিস্ট্রী'-নামক ইংরাজী গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত ['অঙ্গুরীয় বিনিময়' দ্রঃ]।

ঐতিহাসিক-রহস্য—রামদাস সেন। ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের বিবরণ, প্রাচীনকালে হিন্দুদের নাট্যাভিনয়পদ্ধতি, বেদপ্রচার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ও

ওডিসি (Odyssey)—হোমার-রচিত মহাকাব্য। ওডিসি হোমারের প্রসিদ্ধ কাব্য ইলিয়াডের উপসংহার। ইহাতে ট্রয়ের যুদ্ধ শেষ হইবার পর বীর ওডিসিউস (গ্রীক নাম) বা ইউলিসিসের ভাগ্যবিপর্য্যয় এবং নানা দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ট্রয়ের যুদ্ধ শেষ হইলে ইউলিসিস বাড়ী ফিরিবার জন্য জাহাজে চড়িলেন। তিনি পথে আফ্রিকার সমুদ্রতীরে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং লোটাস-ঈটার্সের দেশে আসিলেন। এখানে সাইক্লোপ্‌স্ পলিফেমাসের হাত হইতে অতি অল্পের জন্য রক্ষা পান। পরে তিনি পবনদেবতা ঈওলাসের নিকট হইতে এক থলে বায়ু পান ও সার্সি কর্ত্তৃক এক বৎসর ও কালিপ্সো কর্ত্তৃক সাত বৎসর অবরুদ্ধ থাকেন। পরে তিনি টাইরিসিয়াসের সঙ্গে পরামর্শ করিতে নরকে যান। ফিনিসিয়ানদের দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি রসিকা ও তাহার পিতা কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন এবং পরে কুড়ি বৎসর অনুপস্থিতির পর আপন রাজ্য ইথাকায় ফেরেন। স্বদেশে ফিরিয়া দেখেন তাঁহার পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া একদল লোক তাঁহার বাসভবন পর্য্যন্ত ঘিরিয়া রাখিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ইউলিসিস ও তাঁহার পুত্র টেলিমেকাস মিলিত হইয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পেনেলোপি ও ইউলিসিসের মিলন ঘটে।

ওড্‌স্ (Odes)—জন কীট্‌স্-রচিত কয়েকটি গাথা-কবিতার সংগ্রহ। Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian Urn, Ode on Melancholy এবং Ode to Autumn নামক কবিতাগুলি কীট্‌সের কবি-প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ওথেলো (Othello)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। বিয়োগান্ত নাটক (১৬০৪)। বীরযোদ্ধা ওথেলো জাতিতে মুর। সুন্দরী ডেস্‌ডেমোনাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত এবং তাহাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিল। কেসিও নামে এক যুবককে লেফ্‌টেনান্টের পদে ওথেলো উন্নীত করে। ইহার ফলে

ইয়াগো নামে একজন সৈনিক মনঃক্ষুণ্ণ হয়। ইয়াগো পুরাতন সৈনিক। ঐ পদের জন্য তাহার দাবীই আগে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল বলিয়া ইয়াগোর ধারণা। ফলে সে ওথেলোর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। প্রথমে সে কেসিও যে একজন অপদার্থ সৈনিক তাহা ওথেলোকে দেখায়। ফলে কেসিও পদচ্যুত হয়। তখন কেসিওকে ইয়াগো ডেস্‌ডেমোনার কাছে যাইতে বলে এবং ডেস্‌ডেমোনাকে কেসিওর হইয়া ওথেলোকে বলিতে পরামর্শ দেয়। এবার ইয়াগো ওথেলোকে জানায় যে কেসিওর সঙ্গে ডেস্‌ডেমোনা অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত এবং এমন ব্যবস্থা করে যে ডেস্‌ডেমোনার রুমাল কেসিওর কাছে পাওয়া যায়। তখন ওথেলো ডেস্‌ডেমোনাকে গলা টিপিয়া হত্যা করে। পরে সব চক্রান্ত জানা গেলে সে নিজেও অনুতাপে আত্মহত্যা করে। দেবেন্দ্রনাথ বাবু বাঙ্গালা ভাষায় এ নাটকখানির চমৎকার অনুবাদ করিয়াছেন। সে অনূদিত নাটকখানি ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

ওমর খৈয়াম (ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ)—কবি ওমর খৈয়ামের কবিতাগুচ্ছ। এই চারিপদী কবিতাগুলি প্রথমে (১৮৫৯) এডওয়ার্ড ফিট্‌জেরাল্ড ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। পরে (১৮৬৮, ১৮৭২, ১৮৭৯) সেগুলি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। ইহার বাংলা অনুবাদগুলির মধ্যে কান্তি ঘোষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ওম্যান অব নো ইম্পর্ট্যান্স, এ (Woman of No Importance, A)—অস্কার ওয়াইল্ড। সামাজিক নাটক (১৮৯৪)। লর্ড ইলিংওয়ার্থ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী ও অসাধারণ বাক্‌পটু ব্যক্তি। পিতার কনিষ্ঠ সন্তান হইলেও ভ্রাতাদের মৃত্যুর পর অধিক বয়সে লর্ড হইয়াছিলেন। তিনি জেরাল্ড আর্বুথনট নামে এক যুবককে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু তাহার পর ঘটনাচক্রে প্রকাশ পায়, এই জেরাল্ড তাঁহারই পুত্র। জেরাল্ডের জননী মিসেস আর্বুথনটের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার পুত্রকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে তিনি ইলিংওয়ার্থকে নিষেধ করেন। ইলিংওয়ার্থ যৌবনকালে জেরাল্ডের জননীকে ভালবাসিয়াছিলেন, তখনও তিনি লর্ড হন নাই। মিসেস আর্বুথনটের কুমারী অবস্থায় জেরাল্ডের জন্ম হয়। ইলিংওয়ার্থ পূর্ব্বপ্রণয়িনীর নিকট পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে, মিসেস আর্বুথনট তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং পুত্রের নিকট ইলিংওয়ার্থের পরিচয় গোপন রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিন ইলিংওয়ার্থ জেরাল্ডের প্রণয়িনীর প্রতি আসক্তির পরিচয় প্রদান করায়, জেরাল্ড ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। তখন মিসেস আর্বুথনট পুত্রের নিকট ইলিংওয়ার্থের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত করিতে বাধ্য হন। নাটকের শেষ দৃশ্যে ইলিংওয়ার্থ মিসেস আর্বুথনটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া হাতের দস্তানা ফেলিয়া যান। জেরাল্ড বাড়ী ফিরিয়া কে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, জননীর নিকট তাহা জানিতে চায়। মাতা পুত্রকে উত্তর দেন, 'তেমন উল্লেখযোগ্য কেহ নয়'।

ওম্যান কিল্ড উইদ্ কাইণ্ডনেস (Woman Kilde with Kindnese, A)—টমাস্ হেউড। প্রেমমূলক একখানি অপূর্ব্ব নাটক। ১৬০৩-এ প্রথম অভিনীত হয়। ফাঙ্কফোর্ড নামে গ্রামবাসী এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম আন। ওয়েন্ডল নামে এক অতিথিকে স্বামী অত্যন্ত আদরযত্ন করে, কিন্তু সে আনের সহিত অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়। ফাঙ্কফোর্ড আনকে এক নির্জ্জন পল্লীকুটিরে বাস করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয় এবং তাহাকে তাহার সন্তানাদির সঙ্গে দেখা করিতে বারণ করিয়া দেয়। আন অনুতাপে দগ্ধ হইয়া মারা যায়। মৃত্যুশয্যায় সে কেবল ক্ষমা চাহিবার জন্য ফাঙ্কফোর্ডকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। এই পুস্তকখানি হেউডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হয়।

ওম্যান্‌স্ সোল, এ (Woman's Soul, A)—ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মোপাসাঁ। উপন্যাস। নায়িকা জ্যাঁ অভিজাত বংশের মেয়ে। তাহার পিতামাতা অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন, জমিদারীর অনেক অংশ সেই জন্য বিকাইয়া যায়। জ্যাঁর সহিত জুলিয়ান নামক এক যুবকের প্রেম ও পরে বিবাহ হয়। জুলিয়ান ছিল অত্যন্ত কোপনস্বভাব এবং অসচ্চরিত্র। জ্যাঁর পরিচারিকা রোজালীর সহিত তাহার অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং জ্যাঁ তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত আঘাত পায়। জ্যাঁর একমাত্র সন্তান পলও ক্রমশঃ কুসংসর্গে পড়িয়া অসচ্চরিত্র হইয়া ওঠে। সে এক অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকের সংসর্গে পড়ে এবং তাহার পর হইতে ক্রমশঃই অধঃপাতে যাইতে থাকে। জ্যাঁর পিতা এবং স্বামী ইহার মধ্যে মারা যান এবং সে ও রোজালী টাকার অভাবে তাহাদের প্রাসাদ ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য হয়। পল বৃদ্ধা মাতার কোন খোঁজ লইত না, প্যারিসে এক স্ত্রীলোকের সহিত থাকিত এবং টাকার প্রয়োজন হইলে মাতার নিকট চিঠি লিখিত। একদিন জ্যাঁ নিজে প্যারিসে তাহার সহিত দেখা করিতে যায়, কিন্তু দেখা না পাইয়া চলিয়া আসে। পরে রোজালী সেখানে যায় এবং পলের এক শিশুকন্যাকে লইয়া ফিরিয়া আসে। শিশুর মাতা তখন মারা গিয়াছে। ষ্টেশন হইতে ফিরিবার সময় শিশুকে দেখিয়া জ্যাঁর মনে আবার বাৎসল্যভাবের উদয় হয় এবং সে শান্তি পায়।

ওয়াইল্ড ডাক, দি (Wild Duck, The)—হেন্‌রিক ইবসেনের বিখ্যাত পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত নাটক। মিষ্টার ভার্লীর স্ত্রী মারা যাওয়ার সময় এক নার্স আসে, তাহার সহিত তাঁহার অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মিষ্টার এক্‌ডাল নামক তাঁহার বন্ধুপুত্রের সহিত তিনি এই নার্সের বিবাহ দেন, এবং তাঁহার সেই অসৎকার্য্যের কথা কেহ জানিতে পারে না। মিষ্টার ভার্লীর পুত্র জর্জ্জ ভার্লী কিন্তু ইহা জানিত। সে আদর্শ জীবনের স্বপ্ন দেখিত। মিষ্টার এক্‌ডাল ছিল তাহার বন্ধু। সে ভাবিয়া স্থির করিল, ব্যাপারটি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে খোলাখুলি আলোচিত হওয়া উচিত, নহিলে আদর্শ সংসার কখনও হইবে না। সে বন্ধুকে তাহার স্ত্রীর কীর্ত্তির বিষয় জানায় এবং উভয়ের সব কিছু পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে। ফল ভাল হওয়া দূরে থাক, আরও মন্দ হইল। লজ্জায় পড়িয়া তাহাদের কন্যা হেড্‌ভিগ আত্মহত্যা করিল।

ওয়ান ওয়ার্ল্ড (One World)—ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি (Wendell Wilkie) লিখিত সুবিখ্যাত রাজনীতিক গ্রন্থ (১৯৪৩)। গ্রন্থখানিতে লেখক বলিয়াছেন,—পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন মানবজাতি প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন এবং নানা বন্ধনে আবদ্ধ। বিশ্বরাষ্ট্র গঠনেই জগতের শান্তি বিরাজ করিবে। ইহার একটি বঙ্গানুবাদ আছে।

ওয়ার অ্যাণ্ড পীস (War and Peace)—লিও টলস্টয়। উপন্যাস। ১৮০৫ হইতে ১৮১২-এর মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাশিয়ায় যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ১৮০৫-এ রুশ সৈন্যগণ অষ্ট্রীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিখ্যাত অস্টারলিজের রণক্ষেত্রে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। নেপোলিয়নের যুদ্ধকৌশলে সংযুক্ত বাহিনী হারিয়া গেল। বিজয়ী নেপোলিয়ন তারপর রুশিয়া আক্রমণ করিলেন। তিনি সসৈন্যে অবাধে মস্কো-প্রবেশ করিলেন। কিন্তু মস্কোতে সামরিক বা বেসামরিক কোন লোক তখন ছিল না; সহর একেবারে খালি। এমন সময়ে নগরে

আগুন লাগে। মজুত শস্য সব পুড়িয়া গেল। রসদের অভাবে নেপোলিয়নকে বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল। ফিরিবার পথে অনাহারে, পথশ্রমে, দারুণ শীতে ও শত্রুদের গুপ্ত আক্রমণে নেপোলিয়নের অজেয় বাহিনী বিব্রত হইয়া পড়িল। শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিরাট 'গ্র্যাণ্ড আর্মি'র অল্প সৈন্যই ফরাসী-দেশে ফিরিয়া আসিল। প্রায় শতাধিক চরিত্র লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত এবং প্রত্যেকটি চরিত্রের বর্ণনা নিখুঁত। তন্মধ্যে নেপোলিয়ন, আলেক্‌জান্দার, ব্যাগবাটিয়ন, বুটুজফ, কাউন্টেস রটফ ও কারাটেফ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিরাট উপন্যাসের ভিতর দিয়া টলস্টয় যুদ্ধের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন এবং মানবসমাজে শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন।

ওয়ে অব অল ফ্লেশ, দি (Way of all Flesh, The)—সামুয়েল বাটলার। রম্য রচনা (১৯০৩)। ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে মানুষ ইশ্বর কুরুপ প্রদর্শন করাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। উপন্যাসের নায়ক ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি; মানুষের সাধারণ হৃদয়প্রেরণাকে ধর্মের শুষ্ক নিয়মের দ্বারা বাঁধিয়া রাখাতেই ছিল তাঁহার আনন্দ। একবার এক মেলায় এক অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকের কুহকে পড়িয়া তাঁহার সর্বস্ব নষ্ট হয়। তাঁহার অফিসের কাগজপত্র, অর্থ, সব কিছু সেই মেয়েটি চুরি করে। তাঁহার প্রকাণ্ড দাড়ি ছিল, মেয়েটির কবলে পড়িয়া তিনি দাড়ি কামাইতে বাধ্য হন; এবং তাহার পর সমস্ত রাত্রি তাহার সহিত অতি জঘন্য ভাবে কাটান। ফলে তাঁহার নিজের সুনাম, অর্থ ইত্যাদি সমস্তই নষ্ট হয়। শেষে ভিক্ষা করিয়া তিনি নিজের জীবিকা অর্জন করিতে থাকেন। পরে নিজের ছেলে-দের সহিত দেখা হয়, কিন্তু নিজের পরিচয় না দিয়া তিনি পলাইয়া আসেন। কাহিনীটি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে প্রোজ্জ্বল।

ওয়েলথ্‌ অব নেশন্‌স্‌ (Wealth of Nations)—আদাম স্মিথ। অর্থনীতি সম্বন্ধে ইহাই প্রথম বিশদ গ্রন্থ। সামাজিক উন্নতির সঙ্গে কোন জিনিষের দর, বেতন, লাভ ও খাজনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বেতন, লাভ ও খাজনা সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে লেখক আলোচনা করিয়াছেন।

ওয়েস্ট্‌ওয়ার্ড হো (Westward Ho)—চার্লস্‌ কিংসলে। উপন্যাস (১৮৫৫)। ডেভনশায়ার এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল। আমিয়াস লে এই উপন্যাসের নায়ক। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ড্রেক প্রভৃতি বিখ্যাত নাবিকগণ পৃথিবীর নব নব দেশ আবিষ্কারের সন্ধানে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন, সেই সময়ের কতকগুলি ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাসখানি রচিত। তরুণ বীর আমিয়াস লে ক্যাপ্টেন অক্সেন্‌হেমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়া কি ভাবে তাঁহার শ্রদ্ধা অর্জন করেন, তাহা এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তুর প্রধান অঙ্গ।

ওল্ড কিউরিয়োসিটি শপ (Old Curiosity Shop)—চার্লস্‌ ডিকেন্স। উপন্যাস। এ-গ্রন্থে এক দোকানদারের আশ্রিতা বালিকার দুঃখ-দুর্যোগময় জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বালিকার নাম নেল। একদিন রাত্রে লণ্ডনের উপকণ্ঠে হঠাৎ এক ব্যক্তির সহিত নেলের দেখা হয়। নেল পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ভদ্রলোক তাহাকে দোকানদারের নিকট দিতে গিয়া ক্রমে তাহার জীবনের নানা রহস্য উদ্ঘাটন করেন।

ক

কঙ্কাবতী—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। ব্রাহ্মণকন্যা কঙ্কাবতী প্রতিবেশী খেতুকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পিতা অর্থলোভে এক বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। ফলে, মানসিক আঘাত পাইয়া কঙ্কা অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং রোগের ঘোরে বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করে। খেতুর সহিত পরে তাহার বিবাহ হয়।

কজ্জলী—রাজশেখর বসু ওরফে 'পরশু-রাম'। গল্পপুস্তক। ইহাতে 'বিরিঞ্চি বাবা', 'জাবালি', 'দক্ষিণরায়', 'কচিসংসদ' ও 'উল্টা পুরাণ' এই পাঁচটি গল্প স্থান পাইয়াছে। গল্পগুলি হাস্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক। কজ্জলীর প্রথম গল্প 'বিরিঞ্চি বাবা' এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর কাহিনী। লোকটির মুখে কোন মিথ্যা কথা বাধিত না; যীশুখৃষ্ট হইতে বৈবস্বত মনু পর্যন্ত সকলকে সে তাহার সমসাময়িক বলিয়া ভক্ত-মহলে বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক করিত এবং তাহার এক চেলা দেবতাদের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কতকগুলি সরলবিশ্বাসী নরনারীকে বিস্ময়ে বিহ্বল করিয়া তুলিত। অবশেষে কি উপায়ে তাহার এই প্রকাণ্ড ধাপ্পা ধরা পড়িল, তাহাই লেখক এই গল্পে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

কঠোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

কড়ি ও কোমল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক। ইহাতে 'প্রাণ', 'পুরাতন', 'নূতন', 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' প্রভৃতি কবিতা এবং 'চুম্বন', 'বাহু', 'চরণ' প্রভৃতি সনেট স্থান পাইয়াছে।

কণিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে কবির কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা স্থান পাইয়াছে। কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের মধ্য দিয়া গভীর তত্ত্ব-কথা প্রকাশ করাই কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য। ইহাতে 'গৃহভেদ', 'উদারচরিতানাম্‌', 'ভক্তি-ভাজন' প্রভৃতি বহু কবিতা আছে।

কণ্ঠমালা—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। ইহা গ্রন্থকারের রচিত অপর উপন্যাস 'মাধবীলতা'র পরিশিষ্ট। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বভাবদোষে কষ্ট পায়, ইহাই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। 'কথা'য় কবির 'দেবতার গ্রাস', 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'বন্দী বীর' প্রভৃতি ২৪টি কবিতা আছে।

কথা ও কাহিনী—কথা ও কাহিনীর একত্র সংস্করণ ['কাহিনী দ্রঃ']।

কথাসরিৎ-সাগরম্‌—কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ-দেবের পত্নীর চিত্তবিনোদনের জন্য কবি সোমদেব ভট্ট বহু বৃহৎ কাহিনীর সার সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। ইহাতে বৎসরাজ উদয়নের পুত্র নরবাহন দত্তের জন্ম-বৃত্তান্ত ও জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি এই সংস্কৃত গল্পগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

কথোপকথন—উইলিয়ম কেরী। মৌখিক বাংলাভাষা শিখিবার পুস্তক (১৮০১)। সে যুগে কেরী এইরূপ একখানি পুস্তক সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

কনকাঞ্জলি—অক্ষয়কুমার বড়াল। কতক-গুলি প্রেমের কবিতার সমষ্টি।

কন্‌ফেশন্‌স্‌ (Confessions)—রুশো-রচিত আত্মচরিত। ইহাতে রুশো তাঁহার জীবনের সুপরিচিত ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অত্যন্ত অকপটভাবে তাঁহার চরিত্রগত নানাবিধ দুর্বলতা, নানাপ্রকার অসাধু আচরণ, লোভ, মোহ, কামপ্রবৃত্তি প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্যে তাঁহাকে অর্থাভাবে কিরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, জীবিকা অর্জনের জন্য অসুস্থ দেহ লইয়াও তাঁহাকে কি ভাবে নানাপ্রকার হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা এই গ্রন্থে বিশদভাবে লিখিত আছে। ডার্বিশায়ারের অন্তর্গত উটনে অবস্থানকালে ১৭৭৬-এর শেষভাগে রুশো এই গ্রন্থ রচনা করেন।

কন্‌ফেশান্‌স্‌ অব অ্যান্‌ ইংলিশ অপিয়াম-ইটার (Confessions of an English Opium-Eater)—ডি কুইন্সী। আত্মজীবনী (১৮২২)। বাল্য-জীবনের কাহিনী বর্ণনার পর লেখক

করিয়া আফিম ধরিলেন এবং তাহা কেন ধীরে ধীরে বাড়াইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এখানে আছে। আট বৎসর ধরিয়া তাঁহার আফিম খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সে সময় তিনি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিতেন। পরে মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া তিনি এই অভ্যাস জয় করিবার সংকল্প করিলেন।

কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন যুবক যাত্রি-নৌকায় গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিতেছিলেন। পথে রসুলপুরের মোহানার নিকটে সমুদ্রের পশ্চিম তীরে নৌকা বাঁধা হয়। নবকুমার রন্ধনাদির জন্য কাঠ আনিতে যান। কাঠ আনিতে দেরী হওয়াতে সঙ্গীরা তাঁহাকে সেই বনে ফেলিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর নবকুমার বনের মধ্যে এক কাপালিকের সন্ধান পান। কাপালিক তাঁহাকে বধ করিবার বাসনা করেন। কাপালিকের পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে হিজলীর ভবানী-মন্দিরের পুজারী অধিকারীর নিকট লুকাইয়া রাখেন। এখানে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের বিবাহ হয়। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া দেশে গমন করেন। পথে মতিবিবি নামে মুসলমান-রমণীর বেশধারিণী এক স্ত্রীলোকের সহিত নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার পরিচয় হয়। এই মতিবিবি নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। তাঁহার মাতাপিতা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় স্বামী পদ্মাবতীকে ত্যাগ করেন। পদ্মাবতী স্বামীকে চিনিলেন, কিন্তু কোন পরিচয় দিলেন না। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া সপ্তগ্রামে নিজ বাসভবনে ফিরিলেন। ইহার এক বৎসর পরে পদ্মাবতীও সেখানে গিয়া সকল কথা প্রকাশ করেন ও স্বামীকে পাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি নিজে পুরুষবেশ ধারণ করিয়া কপালকুণ্ডলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই সময়ে কপালকুণ্ডলা নিকটবর্ত্তী বনে ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর জন্য ঔষধ আনিতে গিয়াছিলেন। নবকুমার ইহা গোপনে দেখেন। কপালকুণ্ডলার ঘরে নবকুমার পুরুষের হস্তলিখিত চিঠিও পান। পরদিন রাত্রেও কপালকুণ্ডলা বাহির হইলে নবকুমার তাঁহার অনুসরণ করেন। কাপালিকের সহিত এই সময় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কাপালিক নবকুমারকে মদ খাওয়াইয়া উত্তেজিত করেন এবং পুরুষবেশধারিণী মতিবিবির সহিত কপালকুণ্ডলার গোপন মিলন দেখান। তখন কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার প্রস্তাব করেন এবং তাঁহাকে স্নান করাইবার জন্য নবকুমারকে আদেশ করেন। স্নান করাইতে গেলে কপালকুণ্ডলা জলে ভাসিয়া যান। নবকুমারও কপালকুণ্ডলাকে উদ্ধার করিতে গিয়া ডুবিয়া যান। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। লেখকের ইহা দ্বিতীয় উপন্যাস। ইংরাজী ও জার্ম্মান ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে।

কবি—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবিখ্যাত উপন্যাস। অনেকের মতে ইহা লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। স্বভাব-কবি 'নিতাই কবিয়াল'। 'ঠাকুরঝি' নামে এক বিবাহিতা দুগ্ধ-পসারিণী তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু কবি তাহাকে ত্যাগ করিয়া একটি ঝুমুরের দলের প্রধান কবির পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। সেখানে 'বসন' বা 'বসন্ত' নামে একটি মেয়ে নিতাইকে ভালবাসে। মেয়েটির মৃত্যু ও পরে 'ঠাকুরঝি'র মৃত্যুতে এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণ)-প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। সতী হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর পার্ব্বতীর কার্ত্তিক ও গণেশ নামে দুই পুত্র হয়। অতঃপর তিনি কৈলাস ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে নিজ পূজা প্রচারের বাসনা করেন। কালকেতুর গৃহে দেবী গোধিকারূপে গমন করেন। কালকেতুকে দেবী দর্শন দেন। কালকেতু স্তবস্তুতি করেন ও দেবীর বরে অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। কলিঙ্গরাজের হস্তে কালকেতু বন্দী হইলে তিনি দেবীর পূজা করেন। দেবী তাঁহার মুক্তি দেন। অতঃপর দেবী রমণীদের নিকট পূজা পাইবার বাসনা করেন। ধনপতি নামক বণিকের ভার্য্যা খুল্লনা সতীন লহনা কর্ত্তৃক বহু যন্ত্রণা পান। চণ্ডীর পূজা করিলে খুল্লনার ভাগ্য ফেরে। ধনপতি চণ্ডীকে অগ্রাহ্য করায় অনেক কষ্ট পান এবং সিংহলে বন্দী হন। পুত্র শ্রীমন্ত চণ্ডীর প্রসাদে পিতাকে মুক্ত করেন।

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে পুস্তকখানি প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত। ইহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। মূল সংস্কৃত, পূজারী গোস্বামীকৃত বালবোধিনী নামে সংস্কৃত টীকা ও বাংলা অনুবাদ এই পুস্তকের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহার সবচেয়ে আকর্ষণ হইতেছে ইহার মূল্যবান্ ভূমিকা।

কবিতাবলী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে কবির ভারত-বিষয়ক, রহস্য-বিষয়ক ও ব্যঙ্গাত্মক প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি ও কতকগুলি প্রসিদ্ধ ইংরাজী কবিতার অনুবাদ স্থান পাইয়াছে। 'ভারত-ভিক্ষা', 'ভারত-বিলাপ', 'ভারত-সঙ্গীত', 'বিধবা-রমণী' প্রভৃতি কবিতাগুলি কবির গভীর দেশাত্মবোধের পরিচায়ক এবং 'নেভার, নেভার', 'বাজিমাৎ', 'দেশলাইএর স্তব' প্রভৃতি কবিতাগুলি ব্যঙ্গকৌতুক ও বিদ্রূপে উজ্জ্বল।

কবিতা-সংগ্রহ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহাতে গুপ্ত কবির সামাজিক, ব্যঙ্গ-রসাত্মক এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বিষয়ক বিবিধ কবিতা স্থান পাইয়াছে।

কবিতা-হার—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। কাব্যগ্রন্থ (১২৭৯ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'ঊষা-বর্ণন', 'বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা', 'লর্ড মেয়োর অপমৃত্যু' প্রভৃতি কবিতা আছে।

কবিরহস্যম্—হলায়ুধ-প্রণীত সংস্কৃত ধাতুরূপ গ্রন্থ। ইহাতে কবিতার আকারে বিবিধ ধাতুরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ শ্লোকের মধ্যে একই বিভক্তিতে একটি ধাতুর কত প্রকার রূপান্তর হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার। জীবনী ও আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার কাব্যসমূহের বিস্তৃত আলোচনা আছে। হেমচন্দ্রের কাব্যের বৈশিষ্ট্য, হেমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি নানা বিষয় গ্রন্থকার ইহাতে আলোচনা করিয়াছেন। হেমচন্দ্র-রচিত গ্রন্থাবলীর ধারাবাহিক তালিকাও ইহাতে আছে।

কমলাকান্তের দপ্তর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রসরচনা। কমলাকান্তের দপ্তর 'বঙ্গদর্শন' হইতে পুনর্মুদ্রিত হয় (১৮৭৫)। ডি কুইন্সীর 'কনফেশনস্ অব অ্যান্ ওপিয়াম-ঈটার'-এর অনুসরণে কমলাকান্তের দপ্তরের পরিকল্পনা। কমলাকান্তের দপ্তরে যে সব রচনা স্থান পাইয়াছে, সেগুলি বঙ্গসাহিত্যে অমূল্য রত্ন। কমলাকান্ত আফিঙ খাইত; কিন্তু আফিঙের ঝোঁকেই সে যে সব কথা বলিয়াছে, তাহা দিব্যদৃষ্টি লাভ না করিলে বলা যায় না। ইহাতে একা, মনুষ্যফল, ইউটিলিটী বা উদর-দর্শন, পতঙ্গ, আমার মন, চন্দ্রালোকে, বসন্তের কোকিল, স্ত্রীলোকের রূপ, ফুলের বিবাহ, বড়বাজার, একটি গীত, বিড়াল ও কমলাকান্তের জবানবন্দী আছে।

কমলে কামিনী—১। দীনবন্ধু মিত্র। মিলনান্ত নাটক (১২৮০)। ব্রহ্মদেশের রাজা বীরভূষণের সহিত কাছাড়ের সিংহাসন লইয়া মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিংহের বিবাদ এবং অবশেষে ব্রহ্মরাজকন্যা রণকল্যানী ও মণিপুরের রাজপুত্র শিখণ্ডিবাহনের প্রণয় ও বিবাহ এবং

উভয় পরিবারের বিবাদের অবসান এই নাটকের মূল আখ্যানবস্তু। মণিপুরাধিপতি রণকল্যাণীর নাম দিয়াছিলেন 'কমলে কামিনী'। ২। গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরাণিক নাটক (১২৯০)। কবিকঙ্কণ-বর্ণিত ধনপতি সদাগরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ['কবিকঙ্কণ' দ্রঃ]।

কমেডি অব এরস্, দি (Comedy of Errors, The)—উইলিয়ম শেক্স্পীয়র। মিলনান্তক নাটক (১৬২৩)। সিরাকিউস ও এফিসাসের মধ্যে শত্রুতা ছিল। এফিসাসে যদি কোন সিরাকিউসের লোককে দেখা যাইত, তাহা হইলে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। অবশ্য হাজার মার্ক মুক্তিপণ দিলে তার মুক্তি মিলিত। ঈজিয়ন নামে সিরাকিউসের এক সওদাগর এফিসাসে ধরা পড়ে এবং ডিউকের কাছে সে এফিসাসে কেমন করিয়া আসিল, তাহার একটি বিবরণ দেয়। তাহার ও তাহার স্ত্রী আমেলিয়ার যমজ সন্তান হয়, নাম আন্টিফোলাস। আবার তাহাদের ড্রোমিও নামে দুই যমজ ক্রীতদাস দেখাশোনা করিত। ঈজিয়ন একবার জাহাজডুবিতে পড়ে। সেই সময় ছোট ছেলে ও তাহার এক ক্রীতদাস ড্রোমিওর সঙ্গে আমেলিয়া এবং অন্য ছেলে ও ক্রীতদাসের ছাড়াছাড়ি হয়। ছোট ছেলে বড় হইয়া তাহার ক্রীতদাসকে লইয়া মা ও ভাইয়ের সন্ধান করিতে গিয়াছে। কিন্তু তাহার খবর না পাইয়া ঈজিয়ন ঘুরিতে ঘুরিতে এফিসাসে আসিয়া উপস্থিত। ডিউক এ কাহিনী শুনিয়া মুক্তিপণ সংগ্রহ করিবার জন্য ঈজিয়নকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দেন। এখন বড় আন্টিফোলাস জাহাজডুবির পর এফিসাসে আসিয়া সেখানেই বিবাহাদি করিয়া বাস করিতেছিল। সেখানে ছোট আন্টিফোলাস আসিলে দুই ভাইয়ের চেহারার মিলের জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি, তাহাই নাটকের প্রধান ঘটনা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সকলের মিলন হয় এবং ঈজিয়নের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়।

করমেতি বাই—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটক (১৩০২ বঙ্গাব্দ)। উত্তর-পশ্চিমের ভক্তিময়ী নারী করমেতি বাই-এর জীবনকাহিনী লইয়া এই নাটক রচিত। এই নাটকে ভক্তিরসের অত্যন্ত প্রাবল্য দেখা যায়।

কর্ণার্জুন—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সুপ্রসিদ্ধ নাটক। কর্ণার্জুনের কাহিনী লইয়া রচিত এই নাটকখানি বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

কর্পূরমঞ্জরী—'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'-র চ রি তা রাজশেখর-প্রণীত সংস্কৃত নাটক। নাটকখানি প্রাকৃত ভাষায় রচিত। ভৈরবানন্দ ধ্যানে কর্পূরমঞ্জরীকে তাহাদের দেশের রাণীর সম্মুখে আনয়ন করেন। পরে জানা যায়, কর্পূরমঞ্জরী রাণীর মাসতুত বোন। রাজা কর্পূরমঞ্জরীকে ভালবাসিয়া ফেলেন। শেষ পর্যন্ত ভৈরবানন্দের চেষ্টায় কর্পূরমঞ্জরীর সহিত রাজার বিবাহ হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকখানির বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

কর্ম্মকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। দার্শনিক প্রবন্ধ-সমষ্টি। প্রবন্ধগুলিতে কর্ম্মে মানুষের অধিকার, মুক্তি, কর্ম্মের নিকট বিজ্ঞানের পরাজয় প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

কর্ম্মদেবী—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ (১৮৬২)। ঔরিণ্টপতির কন্যা কর্ম্মদেবী রাঠোর-রাজের পুত্র অরণ্যকমলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া যশল্মীরের রাজকুমার সাধুকে বিবাহ করেন। কর্ম্মদেবী যখন শ্বশুরগৃহ অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় অরণ্যকমল সাধুকে আক্রমণ করে এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে সাধুর মৃত্যু হয়। কর্ম্মদেবী তখন একটি বাহু কাটিয়া পিতৃকুলের কবির নিকট এবং অপর বাহু শ্বশুরের নিকট পাঠাইয়া চিতারোহণ করেন। রাজপুত ইতিহাসের এই প্রসিদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে চারি সর্গময় এই কাব্যখানি রচিত। দেশপ্রেমের আদর্শ কাব্যটিতে সুস্পষ্ট।

কল্কি অবতার—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। নাট্যকারের প্রথম প্রহসন (১৩০২ বঙ্গাব্দ)। সমাজবিভ্রাট দেখিয়া একদিকে পণ্ডিত ও গোঁড়ার দল এবং অপরদিকে বিলাত-ফেরত নব্য হিন্দুগণ ও এক স্বেচ্ছাচারী রাজা পৃথক্ দুইটি দল গড়েন। বিদ্যানিধি ছিলেন রাজার কুলপুরোহিত। পণ্ডিত আর গোঁড়ার দল একদিন রাজাকে সৎপথে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখেন, বিদ্যানিধি তাঁহাদের সহিত ভোজে বসিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাঁহারা বাহিরে গিয়া সভার আয়োজন করিলেন, সে সভাও পণ্ড হইল। ইতিমধ্যে রাজা হঠাৎ বিলাত চলিয়া যান। এই সময় বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার নিকট গোঁড়া, নব্য হিন্দু, ব্রাহ্ম ও বিলাত-ফেরতের বিচার হয়। ছড়ার মত ছন্দে প্রহসনটি রচিত। কয়েকট হাসির গানও আছে।

কল্কি-পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

কল্পনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে কবির 'বর্ষামঙ্গল', 'মদনভস্মের পূর্ব্বে', 'মদনভস্মের পর' প্রভৃতি কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে।

কাউণ্ট অব্ মন্টিক্রিস্টো, দি (Count of Monte-Cristo, The)—ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক আলেকজান্দার ডুমার বিখ্যাত উপন্যাস। এড্‌মণ্ড ডান্টেস নামে এক নাবিকের কাহিনী লইয়া উপন্যাসটি রচিত। তাহার বিবাহের ঠিক আগে পুলিশ তাহাকে নেপোলিয়নের গুপ্তচর বলিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। দুষ্ট লোকের হিংসায় মিথ্যা সাক্ষ্যের চক্রান্তে সে হারিয়া যায় এবং Chateau d'Ifএর দুর্গ-কারাগারে বন্দিরূপে তাহাকে বহুকাল কাটাইতে হয়। পরে অন্য একজন বন্দী মৃত্যুকালে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহার নিকটে আসে ও একখণ্ড কাগজ দিয়া যায়। উহাতে মন্টিক্রিস্টো নামে এক দ্বীপে গুপ্তধনের কথা ও তাহা কি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, তাহার বৃত্তান্ত লিখিত ছিল। ডান্টেস কারাগার হইতে পলাইয়া সেই গুহায় যায় এবং অগাধ ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে সে বিখ্যাত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যাহারা তাহার অনিষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের উপর প্রতিশোধ লওয়া। নিজের ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতার জোরে সে তাহা করিতে সমর্থ হয়।

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী—হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ)। গীতিপুস্তক। এই পুস্তকের গানগুলি বৈরাগ্য ও পরমার্থ-বিষয়ক। গানগুলি বাউলসুরে রচিত। কবি 'কাঙ্গাল' ও ফিকিরচাঁদ ভণিতায় পারমার্থিক সঙ্গীত রচনা করিতেন।

কাঞ্চনমালা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহা 'বঙ্গদর্শনে' ১২৯০-এ ও পুস্তকাকারে ১৩২১-এ বাহির হয়। অশোকের পুত্র কুণাল ও পুত্রবধূ কাঞ্চনমালার প্রেম ও ত্যাগের কাহিনী এই উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ [চরিতাবলীতে 'কুণাল' দ্রঃ]।

কাঞ্চী-কাবেরী—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ (১৮৭৯)। উড়িষ্যার ইতিহাসের এক রম্য কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমদেবের বিবাহ স্থির হয় কাঞ্চী-রাজকন্যা পদ্মাবতীর সহিত। কাঞ্চীর রাজা পাত্র দেখিতে আসিলেন। তখন রথযাত্রা। প্রথা-অনুসারে রথের আগে আগে রাজাকে পথে ঝাঁট দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতে হয়। তাহা দেখিয়া কাঞ্চীরাজ ভাবিলেন, ইহা তো চাঁড়ালের কাজ। চাঁড়ালের হাতে মেয়ে দেওয়া চলে না ভাবিয়া তিনি চলিয়া যান। পুরুষোত্তমদেব অপমান বোধ করিয়া কাঞ্চীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে হারাইয়া দিলেন এবং চণ্ডালের হাতে সমর্পণ করিবার

জন্য পদ্মাবতীকে নিজের প্রাসাদে আনিয়া রাখিলেন। কিন্তু একদিন পদ্মাবতীকে দেখিয়া তাঁহার মন বিমুগ্ধ হইল। অথচ তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পদ্মাবতীকে চাঁড়ালের হাতে দিবেন। রাজা তখন রথ-যাত্রায় জগন্নাথের রথের আগে আগে সোনার ঝাঁটা লইয়া চলিলেন। এমন সময় মন্ত্রী আসিয়া পদ্মাবতীকে তাঁহার হাতে হাত মিলাইয়া দিলেন। চাঁড়ালের হাতেই রাজ-কন্যাকে সমর্পণ করা হইল। পুরুষোত্তম-পদ্মাবতীর পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব। ভক্তিরস ও সুললিত ছন্দ কাব্যখানিকে হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে।

কাত্যায়ন-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

কাদম্বরী—বাণভট্ট। সংস্কৃত গদ্যকাব্য। এক অদ্ভুত শুকপক্ষী রাজা শূদ্রকের নিকট নানা বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করে; সেই কাহিনীগুলি এই-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্রাপীড় ও গন্ধর্ব্বকন্যা কাদম্বরী এবং বৈশম্পায়ন ও মহাশ্বেতার প্রণয়কাহিনী সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরীর প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখার নীরব প্রেমের ইতিহাস বিশ্ব-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। তারাশঙ্কর তর্করত্ন 'কাদম্বরী'র বাঙ্গালায় ভাবানুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে পত্রলেখা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। জীবনীগ্রন্থ। কান্তকবি রজনী-কান্ত সেনের জীবন-কাহিনী এই গ্রন্থে সহজ ভাষায় আলোচিত হইয়াছে।

কাব্য-কুসুমাঞ্জলি—মানকুমারী বসু। কবিতা-সংগ্রহ (১৮৯৬)। কবিতাগুলি লিখিয়া মহিলা কবি সে যুগে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন।

কাব্য-জিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। সাহিত্যগ্রন্থ। কাব্য-জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলি ১৩৩৩-এ 'সবুজ পত্রিকা'র এবং পরে ১৩৩৫-এর আশ্বিন মাসে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে লেখক অভিনব গুপ্তের রচনা ও সাহিত্য-দর্পণ অব-লম্বনে কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতামত অবলম্বনে কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি মূল প্রসঙ্গের আলোচনা করা হইয়াছে। যথা,—ধ্বনি, রস, কথা, ফল।

কাব্য-নির্ণয়—পণ্ডিত লালমোহন ভট্টাচার্য্য। অলঙ্কারগ্রন্থ। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র অনুসরণে রচিত এই গ্রন্থে লেখক অলঙ্কার, কাব্যের দোষ, গুণ ও বাঙ্গালা কবিতার বিভিন্ন ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

কাব্য পরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। রবীন্দ্র সমালোচনা-গ্রন্থ (১৩৫১)। 'জীবন দেবতা', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র', 'ধর্ম্মসংগীত', 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতি-মাল্য' এই কয়টি প্রবন্ধ ইহাতে আছে।

কাব্যসঞ্চয়ন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা-সংগ্রহ। ইহাতে কবির শ্রেষ্ঠ মৌলিক কবিতাগুলি এবং কতকগুলি বিদেশী কবিতার বঙ্গানুবাদ আছে। ইহাতে প্রথমেই সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ-রচিত কবিতাটিও আছে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানির নামকরণ রবীন্দ্রনাথের।

কাব্যসুধা—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সমালোচনা-গ্রন্থ (১৩২৯)। গ্রন্থে বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ আছে।

কায়স্থের বর্ণনির্ণয়—নগেন্দ্রনাথ বসু। গবেষণামূলক পুস্তক। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং তাহারা চিত্রগুপ্তের বংশ হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, ইহাই এই গ্রন্থের প্রামাণ্য বিষয়। ইহাই প্রতিপাদন করিতে প্রাচীন ও নব্য স্মৃতি, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্য, নাটক, ইতিহাস, শিলালিপি ও অন্যদেশীয় কায়স্থ-সমাজের অবস্থা হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

কারসর মুণ্ডি (Cursor Mundi)—কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে ৩০,০০০ পংক্তি আছে। উত্তরাঞ্চলের মধ্য ইংরাজী ভাষায় লিখিত। রচনাকাল চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগ। ইহাতে মোটামুটি বাইবেলের ইতিহাস লিখিত আছে। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত।

কারা-কাহিনী—অরবিন্দ ঘোষ। মাণিক-তলায় বোমা-প্রাপ্তি সম্পর্কে পুলিশ ১৯০৮-এ সন্দেহ করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে। বিচারকালে তাঁহাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখা হয়। এক বৎসর পরে তিনি বেকসুর খালাস পান। এই এক বৎসরের অভিজ্ঞতা আলোচ্য পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। কারাগারে অবস্থান-কালে অরবিন্দের মনে ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়া ওঠে। তাঁহার এই আধ্যাত্মিক চেতনার ইতিহাস ইহাতে মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

কাল-পরিণয়—রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক নাটক। বিবাহ-ব্যাপারে অপরিণামদর্শিতার ফলে সংসারে কিরূপ অশান্তির উৎপত্তি হয়, তাহা এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকখানি এক সময় সুখ্যাতির সহিত বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার আখ্যানবস্তু সবাক্ ও নির্ব্বাক্‌চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

কালপেঁচার দু'কলম—বিনয় ঘোষ। রসরচনা (১৩৫৭)। রস-সাহিত্যে পুস্তক-খানি অপূর্ব্ব অবদান। নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া প্রবন্ধগুলি রচিত। পরিচিত-অপরিচিত বিবিধ বিষয়ের উপরে লেখকের এ রচনা বেশ হৃদয়গ্রাহী।

কালাচাঁদ গীতা—শিশিরকুমার ঘোষ। কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি ধর্ম্মমূলক। মরিলেই স্ত্রী-পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে, অতএব পূর্ব্বে হইতেই সমস্ত মায়ার বন্ধন ছেদন করা ভাল—এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবানের আরাধনার জন্য এক ব্যক্তি বন-গমন করেন। অতঃপর এই জড় পৃথিবী যে ঈশ্বরের বিকাশ, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, আত্মার সহিত পরমাত্মার ও জীবের কিরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

কালিকাপুরাণ—'উপপুরাণ' দ্রঃ।

কালিদাস—১। বিজয়চন্দ্র মজুমদার। প্রবন্ধ-পুস্তক। লেখক এই গ্রন্থে কালিদাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া একটি স্বতন্ত্র মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, মহাকবি কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক; তিনি গুপ্তরাজবংশের কুমারগুপ্তের রাজত্ব-কালে জীবিত ছিলেন। ২। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। বাঙ্গালা সমালোচনাগ্রন্থ। গ্রন্থকার ইহাতে কালিদাসের বিভিন্ন কাব্য ও নাটক সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। কালিদাসের চরিত্র-বিচার এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কালিদাস ও ভবভূতি—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সমালোচনা-পুস্তক। দ্বিজেন্দ্রলাল অধুনালুপ্ত 'সাহিত্য'পত্রে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' ও 'উত্তররাম-চরিতে'র বিস্তৃত সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রবন্ধগুলি 'কালিদাস ও ভবভূতি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই আলোচনা-গ্রন্থে কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র-লালের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

কালিন্দী—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। রায়েরা রায়হাটের প্রাচীন জমিদারবংশ। রায়হাটের প্রান্তে কালিন্দী নদী। সেই নদীর ওপারে চর জাগিলে সেই চর লইয়া সরিকে-সরিকে বিবাদ বাধিল। একপক্ষে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রধান—কূটবুদ্ধি এবং দাম্ভিকতার অবতার। অপর পক্ষে প্রধান ইন্দ্র রায়। রামেশ্বরের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিলেন ইন্দ্র রায়ের ভগ্নী। গুজবে বিশ্বাস করিয়া স্ত্রীর চরিত্রে রামেশ্বরের সন্দেহ হয় এবং সেই সন্দেহবশে তিনি স্ত্রীকে গলা টিপিয়া

হত্যা করেন। সেই সময় স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার যে সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহাকেও হত্যা করেন। হত্যা করিয়া তাঁহাদের চরে গর্ত খুঁড়িয়া পুঁতিয়া ফেলেন। এমন কি রায় চরের দিকে কেহ যাহাতে না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকেন। তারপর দ্বিতীয় পক্ষে তিনি বিবাহ করেন সুনীতিকে। সুনীতির গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র হয়—মহীন্দ্র এবং অহীন্দ্র। প্রথমা স্ত্রীকে হত্যা করিবার পর হইতেই দারুণ মনোবিকারে রামেশ্বর কেমন হইয়া পড়েন। স্ত্রীহত্যা করিয়া রামেশ্বর প্রচার করেন—দুশ্চরিত্রা স্ত্রী কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্র রায় এ কথা বিশ্বাস করেন নাই—তাঁর মনে বরাবর সন্দেহ ছিল রামেশ্বর নিশ্চয় স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছেন। এই কারণে রামেশ্বরের উপর তাঁহার আক্রোশ হয়। তারপর মহীন্দ্র খুন করিয়া ফাঁসি যায়, অহীন্দ্র সন্ত্রাসবাদীর দলে মিশিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। রামেশ্বর ভাবেন—তাঁহার পাপের জন্য এ সব দুর্গতি হইতেছে। তারপর চর জাগিতে ইন্দ্র রায় তাঁহার অংশ দেন এক কোম্পানীকে লীজ—কোম্পানী সেখানে কারখানা তৈয়ার করে। ইহাতে রামেশ্বরের আতঙ্ক হয়—পাপ এবার প্রকাশ হইবে! তখন বিবাদ-বিসংবাদ বেশ ঘোরালো হইয়া উঠে। রামেশ্বরের জীবনের পরিণাম যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে নাটকীয় উৎকর্ষের চরম বিকাশ দেখা যায়। সুদীর্ঘ উপন্যাসে সেকালের জমিদারী দম্ভ, তেজ—সেই সঙ্গে সাঁওতালী প্রজাদের মায়ামমতা ভক্তি-আনুগত্য এবং বাড়ীর মেয়েদের আপোষ মিলনের চেষ্টা—সুবৃহৎ পটভূমিকায় বেশ কৃতিত্বের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। বাংলা দেশের একাংশের যে ছবি ফুটিয়াছে তাহা বাস্তব হইলেও রসে-রূপে সমৃদ্ধ।

কালীকান্ত—পঞ্চানন তর্করত্ন-অনূদিত স্কন্দপুরাণের অংশ-বিশেষের বঙ্গানুবাদ। ইহাতে বারাণসী-রহস্য, দুর্গাসুর-বৃত্তান্ত, শিবলিঙ্গের উৎপত্তির বিবরণ, বাসপাপ উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

কালী-কীর্ত্তন—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। রামপ্রসাদ সেনের গানগুলি ঈশ্বরচন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত ও সংশোধিত হইয়া ১৮৩৩-এ প্রকাশিত হয়। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রথম গ্রন্থ।

কাশীনাথ—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গল্প-পুস্তক। প্রথম গল্প 'কাশীনাথ' হইতেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। কাশীনাথ ব্যতীত ইহাতে 'আলো ও ছায়া', 'বোঝা', 'মন্দির', 'অনুপমার প্রেম', 'বাল্যস্মৃতি' ও 'হরিচরণ' এই ছয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে। 'মন্দির', গল্পটি প্রথমে ছদ্মনামে কুন্তলীন পুরস্কারে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলি গ্রন্থকারের অল্প-বয়সের রচনা। টোলে পড়া ব্রাহ্মণ যুবক কাশীনাথের সহিত জমিদার-কন্যা কমলার বিবাহের ফলে কমলার মনে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। কাশীনাথকে ঘর-জামাই করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাশীনাথ অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক হইলেও কমলার কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ইহা লইয়া স্বামি-স্ত্রীর মনোমালিন্য ও শেষে উভয়ের বিরোধের অবসান 'কাশীনাথ' গল্পের আখ্যানবস্তু।

কাশী-পরিক্রমা—জয়নারায়ণ ঘোষাল। কাব্যগ্রন্থ। নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের কাশীর অবস্থা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। সম্পাদক কর্তৃক লিখিত একটি পরিশিষ্ট আছে। তাহাতে কাশীর পুরাবৃত্ত লিখিত হইয়াছে।

কাস্‌ল্ ডেঞ্জারাস (Castle Dangerous)—ওয়াল্টার স্কট্। উপন্যাস (১৮৩২)। স্কটের 'Tales of My Landlord'-নামক গ্রন্থের শেষ কাহিনী।

কাহাকে?—স্বর্ণকুমারী দেবী। উপন্যাস। শিক্ষিতা যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার ফলে বাংলা দেশে যে প্রথম জটিলতার সৃষ্টি হয়, তাহার চিত্র।

কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ। ইহাতে 'পতিতা', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'নরকবাস' প্রভৃতি কতকগুলি কবির প্রসিদ্ধ কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি ১৩০৬ সালের রচনা।

কিং জন (King John)—শেক্‌স্‌পীয়রের ঐতিহাসিক নাটক (১৫৯৮)। রাজা জনের সুকৌশলে রাজ্যলাভের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

কিং লিয়ার (King Lear)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়র। বিয়োগান্ত নাটক। বৃটেনের রাজা লিয়ারের তিন কন্যা—গনেরিল, রিগান ও কর্ডেলিয়া। তিনটি মেয়ের মধ্যে রাজা কর্ডেলিয়াকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। গনেরিলের সহিত ডিউক অব আলবানি এবং রিগানের সহিত ডিউক অব কর্ণওয়ালের বিবাহ হইয়াছিল। কনিষ্ঠা কর্ডেলিয়া অবিবাহিতা—ফ্রান্সের রাজা এবং ডিউক অব বারগাণ্ডি কর্ডেলিয়ার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। রাজা লিয়ার তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, তিন কন্যার মধ্যে যে তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসে সেই অনুযায়ী তিনি তাঁহার রাজ্য তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা গনেরিল বলিল, পিতা তাহার নিকট তাহার চক্ষু অপেক্ষা প্রিয়। রিগান বলিল, পিতাকে সে গনেরিল অপেক্ষাও অধিক ভালবাসে। রাজা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্যের তিন ভাগের দুই ভাগ তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। তাহার পর ডাক পড়িল কর্ডেলিয়ার। কর্ডেলিয়া আসিয়া বলিল, কন্যার পক্ষে পিতাকে যতখানি ভালবাসা উচিত, পিতাকে সে ঠিক ততখানি ভালবাসে—তাহার এতটুকু কম নয়, বেশীও নয়। উত্তর শুনিয়া রাজা ক্ষুব্ধ হইলেন। কর্ডেলিয়াকে তিনি রাজ্যের অংশ হইতে বঞ্চিত করিলেন। সমস্ত রাজ্য গনেরিল ও রিগানের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। রাজা সর্ত্ত করিলেন যে, তিনি পালা করিয়া এক এক মাস এক এক কন্যার নিকট একশত অনুচরসহ বাস করিবেন। এদিকে কর্ডেলিয়া রাজ্যের অংশ হইতে বঞ্চিতা হইলেও ফ্রান্সের রাজা তাহাকে বিবাহ করিলেন। লিয়ার কিন্তু প্রথম দুই কন্যার নিকট বাস করিতে গিয়া যথেষ্ট অপমানিত হইলেন। মনের দুঃখে তিনি রাজ্য ছাড়িয়া বনবাস আরম্ভ করিলেন। ক্রোধে, দুঃখে, কন্যাদ্বয়ের ঔদাসীন্যে তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন। পিতার দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া কর্ডেলিয়া পিতাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভগিনীদের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে কর্ডেলিয়ার পরাজয় ঘটিল, তিনি ভগিনীদের হস্তে বন্দিনী হইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইল এবং লিয়ারও মনোবেদনায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে গনেরিল ও রিগান উভয়েই এড্‌মণ্ড নামে একই ব্যক্তিকে ভালবাসিয়াছিল। গনেরিল বিদ্বেষবশে রিগানকে বিষ পান করাইয়া হত্যা করিল। গনেরিলের স্বামী সকল কথা অবগত হইয়া স্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিলে, সে কারাগারে আত্মহত্যা করিল। ডিউক অব কর্ণওয়ালের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং ডিউক অব এলবানি একমাত্র উত্তরাধিকাররূপে বৃটেনের রাজা হইলেন।

কিঞ্চিৎ জলযোগ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। একাঙ্ক প্রহসন (১৮৭২)। ইহা ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগীদের আচরণে অসঙ্গতির ও আতিশয্যের সুন্দর চিত্র। কেশবচন্দ্র সেন নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। খ্রীষ্টান উপাসনা-রীতির অনুকরণও এই সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সকলের উপর কটাক্ষ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই প্রথম নাট্য রচনা করেন। চারিত্রিক অসঙ্গতি অপেক্ষা ঘটনা-সংস্থানের বৈচিত্র্যই ইহাতে কৌতুক-রসের সৃষ্টি করিয়াছে।

কিড্ন্যাপ্ট্ (Kidnapped)—রবার্ট লুই স্টিভেনসন। উপন্যাস (১৮৮৬)। ডেভিড

ব্যালফুর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে খুড়া এভেনেজার কর্ত্তৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়। তাহার খুড়া তাহাকে চুরি করাইয়া এক জাহাজে করিয়া কারোলিনাতে পাঠাইয়া দেন। পথে এক জলমগ্ন জাহাজ হইতে অ্যালান ব্রেককে তুলিয়া লওয়া হয়। জাহাজটি ডুবি হইলে ডেভিড ও অ্যালান একসঙ্গে ভ্রমণ করে। অতঃপর কলিন ক্যামবেলের হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইলে তাহাদের উপর সন্দেহ পড়ে। স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ের উপরে কিছুকাল বিপজ্জনকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর তাহারা ফোর্থ পার হয় এবং পরে ডেভিড তাহার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করে।

কিনু গোয়ালার গলি—সন্তোষকুমার ঘোষ। উপন্যাস (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের নিপুণ রূপায়ণ। কলিকাতার একটি অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, পাশাপাশি চারিটা "শরীর গলে কি গলে না এমন গলি"। ৬১নং বাড়ীর কাহিনী—সেখানে বিভিন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের ভিড়। মণীন্দ্র ও শান্তির চরিত্রের বর্ণনা নিখুঁত। এছাড়া কবি ইন্দ্রজিৎ, লালা ইত্যাদি বহু চরিত্র ইহাতে আছে।

কিম্ (Kim)—রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং। উপন্যাস (১৯০১)। কিমের প্রকৃত নাম কিম্‌বল ও'হারা। আইরিশ সৈন্যদলের এক অনাথ ছেলে সে। বাল্যকালে সে ভবঘুরের মত লাহোরে ঘুরিয়া বেড়ায়। পরে তিব্বতের এক বৃদ্ধ লামার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাহার সঙ্গে পর্য্যটন করিতে থাকে। সে তাহার পিতার পূর্ব্বতন সৈন্যদলের মধ্যে পড়ে এবং গোপন কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এবিষয়ে দেশীয় লোক হরি বাবুর অধীনে কাজ করিতে হয়। ভারতীয় জীবনের নিখুঁত একটি চিত্র পাওয়া যায়।

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্—মহাকবি ভারবি প্রণীত সংস্কৃত কাব্য। ইহাতে পাশুপত অস্ত্রলাভের জন্য অর্জ্জুনের তপস্যা এবং কিরাতবেশী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ মনোহর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস এবং মতিলাল বিদ্যালঙ্কার ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কুসুম—গোবিন্দচন্দ্র দাস। কবিতাপুস্তক। ইহাতে সন্নিবিষ্ট দাম্পত্য প্রেম-মূলক কবিতাগুলি অতি মনোরম।

কুমারসম্ভবম্—কবি কালিদাস-রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। কুমারসম্ভবের স্থূল বৃত্তান্ত এইরূপ—তারকাসুর ব্রহ্মদত্ত বরে বলীয়ান্ হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। ইহাতে দেবতারা বিপন্ন হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলে তিনি বলেন, পার্ব্বতীর গর্ভে শিবের পুত্র জন্মিলে তিনি তারকাসুরের প্রাণবধ করিয়া স্বর্গ উদ্ধার করিতে পারিবেন। অতঃপর দেবতারা হরগৌরীর মিলন ঘটাইবার জন্য কন্দর্পকে নিযুক্ত করেন। কন্দর্প ধ্যানমগ্ন শঙ্করের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়া রুদ্রের ক্রোধবহ্নিতে ভস্মীভূত হন। পরে গৌরীর দুশ্চর তপস্যায় মহাদেব প্রীত হন এবং হরগৌরীর মিলন সংঘটিত হয়। কুমারসম্ভব কাব্যখানি সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গ সুপ্রচলিত। অবশিষ্ট দশ সর্গ অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায়। পণ্ডিতগণের মতে ইহার সকল অংশ সম্ভবতঃ কালিদাস রচিত নহে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা 'রঘুবংশে'র পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাব্যের সাতটি সর্গ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য 'কুমারসম্ভবম্' অবলম্বনে একখানি বাঙ্গালা নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহা ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যখানি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র—নবীনচন্দ্র সেন। পৌরাণিক কাব্য (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। কাব্যখানি ধর্ম্মক্ষেত্র, জীবন-সঙ্গীত, নারী-ধর্ম্ম, মাতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, কুরুক্ষেত্র, পুতুলখেলা, দাবাগ্নি সূর্য্যমুখী, কৃষ্ণনাম, ব্যাধ, শোকে শান্তি ও মহাভারত—এই কয়টি অধ্যায়ে বা সর্গে বিরচিত। কুরুক্ষেত্র পৃথক্ কাব্য হইলেও গ্রন্থকার-রচিত 'রৈবতকে'র সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। নবীনচন্দ্র গ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই বলিয়াছিলেন যে, 'কুরুক্ষেত্র' পাঠের পূর্ব্বে 'রৈবতক' পাঠ করা প্রয়োজন।

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব—রামনারায়ণ তর্করত্ন। বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক বলিয়া কথিত (১৮৫৪)। কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা করাই নাটকখানির উদ্দেশ্য। এই নাটক রচনার জন্য রংপুরের কুণ্ডী গ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী রামনারায়ণকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দেন। নাটকটিতে সংস্কৃত নাটকের ধরণে নান্দী-প্রস্তাবনা আছে। প্লট বিশেষ কিছু নাই, কয়েকটি কৌতুকাবহ ব্যঙ্গচিত্র মাত্র আছে। নায়ক-নায়িকা বলিয়াও কিছু নাই। নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ফলারের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে।

কুহু ও কেকা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কবিতাপুস্তক। এই কবিতাগ্রন্থখানি কবির অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)।

কূর্ম্মপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

কৃপণের ধন—অমৃতলাল বসু। প্রহসন। হলধর অত্যন্ত কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ভগিনী মৃত্যুকালে দশ হাজার টাকা ও নিজ কন্যার ভার তাঁহাকে অর্পণ করিয়া যান। কিন্তু টাকা খরচের ভয়ে হলধর ভাগিনেয়ীর বিবাহের নাম করিতেন না। মধু নামে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রচুর টাকা আদায় করিয়া তাঁহার ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেয়। এই প্রহসনখানি কলসী-উৎসর্গ নামে রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে।

কৃষ্ণকান্তের উইল—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস (১৮৭৮)। হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় তাঁহার উইলে পুত্র হরলালকে তাঁহার সম্পত্তির মাত্র তিন আনা অংশ এবং অবশিষ্ট অংশ ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলাল প্রভৃতিকে দিবার মানস করেন। হরলাল ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিধবা বিবাহ করিবার ভয় দেখাইলে কৃষ্ণকান্ত তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন এবং তদনুযায়ী উইলও পরিবর্ত্তিত হয়। হরলাল তখন উইল লেখক ব্রহ্মানন্দকে দিয়া একখানি জাল উইল তৈয়ারী করাইলেন। ব্রহ্মানন্দের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী রোহিণী রাত্রে কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত উইলখানি অপহরণ করিয়া জাল উইলখানি তাহার স্থানে রাখিয়া আসিলেন। কিন্তু হরলাল শেষ পর্য্যন্ত রোহিণীকে বিবাহ করিতে সম্মত না হওয়ায় রোহিণী প্রকৃত উইলখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করে নাই। রোহিণী ইহা যথাস্থানে রাখিয়া আসিবার জন্য আর একবার কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিল, কিন্তু সেবার ধরা পড়িয়া গেল। গোবিন্দলালের অনুরোধে কৃষ্ণকান্ত রোহিণীকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবাসিল, কিন্তু গোবিন্দলালকে পাইবার আশা নাই দেখিয়া বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে গেল। গোবিন্দলাল তাহাকে রক্ষা করিলেন। এমনি করিয়া গোবিন্দলালও রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার শেষ উইলে গোবিন্দলালের অংশ তাঁহার স্ত্রী ভ্রমরকে দিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করেন। মনঃকষ্টে ভ্রমর পীড়িত হইল। গোবিন্দলাল তখন রোহিণীকে লইয়া প্রসাদপুরে গোপনে বাস করিতেছিলেন। ভ্রমরের পিতৃবন্ধু নিশাকর কৌশলে রোহিণীকে বাড়ীর বাহিরে আনিলে গোবিন্দলাল সন্দেহবশে রোহিণীকে হত্যা করেন। মোকদ্দমায় অব্যাহতি লাভের পর গোবিন্দলাল নিরুদ্দিষ্ট হন। ভ্রমরের মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একবার গ্রামে ফিরিয়াছিলেন, পরদিন আবার তিনি নিরুদ্দিষ্ট হন। বারো বৎসর পরে গোবিন্দলাল

ভ্রমরের প্রতিমূর্ত্তি দেখিবার জন্য আর একবার তাঁহার সাধের উদ্যানে আসিয়াছিলেন। উপন্যাসখানি নাটকাকারে সুখ্যাতির সহিত বহুকাল বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনীত এবং চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৮৯৫-এ মিসেস নাইট কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হয়।

কৃষ্ণকুমারী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটক (১৮৬১)। কৃষ্ণকুমারী নাটকের মূলকথা হইতেছে—ধনলোভী কপট পুরুষের উপর নারীর প্রতিহিংসা এবং তাহার ফলে এক নিরপরাধ তরুণীর আত্মবিসর্জ্জন। জয়পুরের রাজা জয়সিংহকে উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণে লুব্ধ করিয়া দিয়া চাটুকার ধনদাস অর্থলাভ ও রাজার অনুরক্ত গণিকা বিলাসবতীর শক্তি নাশ করিতে চাহিল। বিলাসবতীর সখী মদনিকা ধনদাসের চাতুরী বুঝিতে পারিল। সে কৌশলে মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থিরূপে দাঁড় করাইল এবং কৃষ্ণকুমারীকেও মানসিংহের অনুরক্ত করিয়া তুলিল। উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহ মহা মুস্কিলে পড়িলেন। জয়সিংহ বা মানসিংহ কাহারও সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। মন্ত্রী তাহাই জানাইলেন। রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের উপর কৃষ্ণকুমারীর হত্যার ভার পড়িল। বলেন্দ্রসিংহ যখন হত্যা করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণকুমারী নিজেই নিজের বক্ষে তরবারি হানিলেন। ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে নাটক লেখা বাংলায় এই প্রথম এবং ইহা বাঙ্গালায় প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি। নাটকটি গদ্যে রচিত। ইহাতে পাঁচটি গান আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী—ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনীগ্রন্থ। 'সদ্ভাবশতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা এই পুস্তকে লিখিত আছে।

কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৌরাণিক আলোচনা-গ্রন্থ। ইহা প্রথমে 'প্রচার' নামে পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৮৯২-এ দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল। কৃষ্ণলীলা-কাহিনীকে ঐতিহাসিক আলোচনা দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া অলৌকিক ও অযৌক্তিক অংশকে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই চরিত্র-বিশ্লেষণে বঙ্কিমের উপরে কঁতের (Comte) মনুষ্যত্ববাদের প্রভাব পড়িয়াছে।

কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত—মুরারি গুপ্ত। ইহাই শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য। সংস্কৃতে লেখা। এই সর্গবদ্ধ মহাকাব্যটি 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা আনুমানিক ১৫২০-এর কাছাকাছি সময়ে লিখিত হইয়াছিল। রচনা সরল ও প্রাঞ্জল।

কেদার রায়—অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন কেদার রায় শ্রীপুরের রাজা চাঁদরায়ের পুত্র; কেহ বলেন, তিনি চাঁদরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি আকবরের রাজত্বকালে শ্রীপুরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে কালের একদল বিদেশী জলদস্যু তাঁহার বিশেষ অনুগত ছিল। যুদ্ধে জয়ী হইবার পর কেদার রায় এক হিন্দুর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

কেনিল্ওয়ার্থ (Kenilworth)—সার ওয়াল্টার স্কট। ইংরাজী উপন্যাস। মহারাণী এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর আর্ল অব লিস্টার এবং লর্ড সাসেক্স এলিজাবেথের পাণিগ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। লর্ড সাসেক্স পীড়িত হইলে লিস্টার মনে করেন, এইবার তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে। তিনি এলিজাবেথের প্রণয়লাভের জন্য বিশেষ ভাবে যত্নবান্ হন। এমি রবস্হার্টের সহিত পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল—সে কথা গোপন করিয়া তিনি রাজসভায় আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময় এলিজাবেথ কেনিল্ওয়ার্থ পরিদর্শনে আসেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ক্রন্দনরতা এমির প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া এলিজাবেথ ক্রোধে ও ক্ষোভে অস্থির হন। এলিজাবেথের সঙ্গে লিস্টারের বিবাহ হইবার আশা বিনষ্ট হয়। এই ঘটনার পর ভার্নে-নামক এক দুর্ব্বৃত্ত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া সরলা এমিকে 'কাম্‌নার প্রাসাদে' লইয়া যায় ও সেখানে তাহাকে হত্যা করে। এই প্রাসাদটি সেই হইতে 'লেডি ডাড্‌লের প্রাসাদ' নামে অভিহিত হয়।

কেনোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

কোরান শরীফ—মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদ স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের মুখে খোদাতা'লার যে বাণী প্রাপ্ত হন, তাহা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা—হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ৬৩৫-এ মোহাম্মদের শিষ্যগণের নিকট হইতে এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে ঈশ্বর যে এক, ইহাই বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে। ইহাতে মদ্যপান, জুয়াখেলা ও কতকগুলি বিশেষ মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কোরিওলেনাস (Coriolanus)—শেক্‌স্‌পীয়ার। ঐতিহাসিক নাটক। রোমান যুগের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। রোমান সেনাপতি কেয়াস মারসিয়াস ভলসিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনেক বীরত্ব দেখান. এবং কোরিওলি নামে সহরটি দখল করেন। এই জন্য তাঁহার উপাধি হয় কোরিওলেনাস।

কোষ্ঠীর ফলাফল—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রসরচনা। কাহিনী অনেকটা আত্মজীবনী। গ্রন্থখানি উপন্যাসের আকারে লিখিত। এক ভদ্রলোকের কোষ্ঠীতে লেখা ছিল, চিরকাল তাঁহাকে ঘুরিয়া মরিতে হইবে। তাঁহার অল্প বয়স হইতেই কোষ্ঠীর ফল ফলিতে সুরু করে। চাকরি লইয়া সতের বৎসর তাঁহাকে নানাস্থানে ঘুরিতে হয়। চীন ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া তিনি দেখেন, তাঁহার কোষ্ঠী উই-এ খাইয়াছে। তিনি ভাবিলেন, এইবার বুঝি রক্ষা পাইবেন, কিন্তু সেখানে কয়েকদিন থাকিবার পরেই তাঁহাকে পূর্ণিয়া যাইতে হইল। কাশী হইতে পূর্ণিয়া যাইবার পথে নানা কৌতুককর ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাগুলি লইয়াই উপন্যাসখানি রচিত। মধ্যে তাঁহাকে কয়েকদিন দেওঘরে থাকিতে হয়। তাঁহার সঙ্গী জয়হরি প্রকাণ্ড জোয়ান, আহারে ভীষণ পটু। তাহাকে লইয়া ভদ্রলোক কয়েকবার বিপদে পড়েন এবং শেষ পর্য্যন্ত অতি কষ্টে পূর্ণিয়ায় গিয়া পৌছেন। ভদ্রলোকের বাল্যবন্ধু মানব ও তাহার কাবুলী দোস্ত আজিজের বন্ধুত্বের কাহিনী এই গ্রন্থের বিশিষ্ট অঙ্গ।

কৌতুক-যৌতুক—অমৃতলাল বসু। রসরচনা। এ গ্রন্থে গদ্যে পদ্যে লেখকের কুড়িটি রস-রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। আর এই রচনাগুলিতেই অমৃতলালের অননুকরণীয় ব্যঙ্গ-কৌতুক দীপ্ত বর্ণে ফুটিয়াছে। পতিত ডাক্তার, কৌশিক দুর্গোৎসব, গোয়েন্দা, বিষ্ঠা অমূল্য ধন, মাতৃভক্তি, হিন্দুর নব নামকরণ, গো-গোলযোগ, নলের নবকলেবর, বিষম সমস্যা, থিয়েটারের কিছু—রচনাগুলিতে লেখক ব্যঙ্গ-কৌতুক পরিবেশন ও সামাজিক দোষ-ত্রুটির ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ক্যাটিলিন (Catiline)—রোমের কাহিনী অবলম্বনে জনসন-রচিত বিয়োগান্ত নাটক। ১৬১১-এ ইহা প্রথম অভিনীত হয়। খৃঃ পূঃ ৬৪ সময়ের ঘটনার উপর নাটকটির ভিত্তি। ঐ সময়ে ক্যাটিলিন বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেন, তাহাই নাটকটির বিষয়বস্তু।

ক্যাণ্টারবেরী টেলস্, দি (Canterbury Tales, The)—ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি জিওফ্রি চসার-লিখিত বিখ্যাত কাব্য। কাব্যটি ১৩৮৭-এ পরিকল্পিত ও প্রায় ১৭,০০০ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। প্রধান ভূমিকাটি সেকালের জীবনযাত্রার

নিখুঁত ছবি বলিয়া বিশেষ চিত্তাকর্ষক। ক্যান্টারবেরীর বেকেটের সমাধি দেখিবার জন্য ২৯জন তীর্থযাত্রী (কাহারও মতে ৩১ জন) সাউথওয়ার্কের ট্যাবার্ড ইনে সমবেত হইয়াছে এবং কবি ইঁহাদের প্রত্যেকের চিত্র চমৎকার-ভাবে আঁকিয়াছেন। নৈশভোজনের পর গৃহস্বামী প্রস্তাব করেন যে, তাহারা প্রত্যেকে যাইবার ও ফিরিবার পথে একটি গল্প বলিয়া পথের ক্লান্তি দূর করিবে। কিন্তু কাব্যটি সমাপ্ত হয় নাই। মাত্র ২৩টি গল্প আছে।

ক্যান্‌ডিডা (Candida)—জর্জ বার্নার্ড শ'-রচিত নাটক। ১৮৯৪-এ ইহা প্রকাশিত হয়। নায়িকা ক্যানডিডা ছিল মরেল নামক এক পাদ্রীর স্ত্রী। মার্শব্যাঙ্কস্ নামে অভিজাত-বংশের একটি ছেলে ক্যান্‌ডিডার প্রেমে পড়ে। সে ছিল কবি এবং অদ্ভুত প্রকৃতির। বয়সে সে ক্যান্‌ডিডার চেয়ে অনেক ছোট ছিল। তাহার ধারণা ছিল, ক্যান্‌ডিডা মরেলকে ভালবাসে না। একদিন মরেলকে সে এই কথা বলে। উভয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি হয় এবং মরেল স্থির করে যে, ক্যান্‌ডিডাকে সব কথা বলা হইবে এবং সে যাহাকে সত্য-সত্য ভালবাসে, সে-ই তাহাকে লাভ করিবে। ক্যান্‌ডিডা সব কথা শুনিয়া মরেলের প্রতি নিজের প্রেম স্বীকার করে এবং মার্শব্যাঙ্কস্ নিজের ভুল বুঝিতে পারে। নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ক্যান্‌ডিডার পিতা বার্জেস ও মরেলের টাইপিস্ট প্রসারপিন উল্লেখযোগ্য। নাটকটি তিন অঙ্কে বিভক্ত এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে, মাত্র একদিনের ঘটনা লইয়া ইহা লিখিত। নাট্যকারের 'Plays, Pleasant and Unpleasant' নামক পুস্তকের ইহা একটি সরস (pleasant) নাটক।

ক্যাবেজেস্ অ্যাণ্ড কিংস্ (Cabbages and Kings)—উইলিয়ম সিড্‌নী পোর্টার। (O. Henry এই ছদ্মনামে অধিক পরিচিত)। উপন্যাসের আকারে কয়েকটি গল্পসমষ্টি। লেখকের ইহাই প্রথম পুস্তক। আমেরিকার বিদ্রোহ ও দুঃসাহসিক অভিযানমূলক কয়েকটি গল্প।

ক্যামিল বা 'লেডি অব দি ক্যামি-লিয়া' (Lady of the Camilias)—আলেক্‌জান্দার ডুমা। ফরাসী উপন্যাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্যারিসের একটি করুণ সামাজিক কাহিনী। মার্গারেট গতিয়ে ছিল প্যারিসের রূপোপজীবিনী। একদা এক রঙ্গ-শালায় আর্মাণ্ড ডুভাল নামে এক সুন্দর সুপুরুষ যুবার সহিত তাহার পরিচয় হয়। খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থের মোহ ছাড়িয়া আর্মাণ্ডের সহিত মার্গারেট প্যারিস হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু পুত্রের গতিবিধির সংবাদ পাইয়া আর্মাণ্ডের পিতা মঁসিয়ে ডুভাল মার্গারেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি মার্গারেটকে আর্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। মার্গারেট তাহাতে সম্মত হয়। সে এক ধনীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া আর্মাণ্ডকে ভুলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু একদিন সেই ধনী লোক-টার সম্মুখেই দুজনের আবার দেখা হয়। মার্গারেট তাহাকে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া আসি-য়াছে মনে করিয়া আর্মাণ্ড তাহাকে ও সেই ধনী লোকটাকে অপমান করে। মার্গারেট নিঃশব্দে সে অপমান সহ্য করে এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়রোগে তাহার মৃত্যু হয়। ক্যামিল ফুল মার্গারেট ভালবাসিত—সেই ফুলের নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

ক্যো ভেডিস (Quo Vadis)—সিয়েঙ্কিউইজ (Sienkiewiez)-রচিত উপ-ন্যাস। সম্রাট্ নিরোর সময় রোমে অত্যাচার ও বিলাসলীলা যখন চরমে উঠিয়াছে, সেই সময়কার ইতিহাসের পটভূমিকার উপর ভিত্তি করিয়া কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে। অত্যাচারী সম্রাট্ নিরো এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান চরিত্র। নিরোর অত্যাচার ও বিলাস-আড়ম্বরের মধ্যে মার্কাস ভেনিয়াস ও লিজিয়ার প্রণয়কাহিনীও এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। রোম যখন বিলাসলীলায় মগ্ন তখন সেণ্ট পিটার্স একদিন উপাসনায় বসিয়া দেখিতে পান যে, খৃষ্টের ছায়ামূর্তি রোমের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, 'Quo Vadis Domini' (প্রভু, তুমি কোথায় চলিয়াছ) ? উত্তরে খৃষ্ট বলেন,—'To Rome to be crucified again' অর্থাৎ রোমের বিলাস-লীলার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সেখানে ভক্ত-দিগের উপর অত্যাচার চলিতেছে, আমি সেইখানেই আবার ক্রুশবিদ্ধ হইতে চলিয়াছি। ইহার পরেই রোমনগরী পুড়িয়া ছাই হয়। এই কাহিনী অনুযায়ী গ্রন্থের নাম হইয়াছে 'ক্যো ভেডিস' বা কোন্ পথে ?

ক্রাইম অব সিল্‌ভেস্টার বনার্ড (Crime of Sylvestre Bonard)—আনাতোল ফ্রাঁস-রচিত ফরাসী উপন্যাস। লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই গ্রন্থের নায়ক সিল্‌ভেস্টার বনার্ড পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি ; তিনি প্যারিসে বাস করিতেন এবং সর্বদা পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকিতেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রন্থমালাই ছিল তাঁহার জীবনে আনন্দ ও ঐশ্বর্য। বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ তিনি তাঁহার পাঠাগারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্যারিসকেও তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। এই প্যারিসে বসিয়াই তিনি একদিন সন্ধান পাইলেন যে, তাঁহার যৌবন-দিনের প্রণয়িনীর পৌত্রী এই সহরেই বাস করিতেছে। সন্ধান পাইবার পর তাহার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। এই মেয়েটির নাম জীন। তাহার হৃদয়হীন অভিভাবক তাহাকে এক বোর্ডিংএ রাখিয়া দিয়াছিল এবং সেই বোর্ডিংএ জীন নিত্য লাঞ্ছনা ভোগ করিত। সন্ধান পাইয়া জীনকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি বোর্ডিংএ গমন করেন ; কিন্তু বোর্ডিংএর কর্তৃপক্ষ সাহায্য-গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। অতঃপর বনার্ড বোর্ডিংএর কর্তৃ-পক্ষের অজ্ঞাতসারে জীনকে বোর্ডিং হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে বাধ্য হন। অবশেষে তিনি মনোমত পাত্রের সহিত জীনের বিবাহ দেন এবং তাঁহার দীর্ঘদিনের সঞ্চিত পুস্তক-গুলি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ নববিবাহিত দম্পতিকে যৌতুকস্বরূপ অর্পণ করেন।

ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশ্‌মেণ্ট (Crime and Punishment)—ডস্টয়েভ্‌স্কি-রচিত বিশ্ববিখ্যাত রুশ উপন্যাস। রাস্‌কল্‌নিকোফ এই গ্রন্থের নায়ক। রাসকল্‌নিকোফ লেখা-পড়া করিত এবং তাহার ভগিনী ও জননীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার ভগিনী এক ধনী বৃদ্ধকে বিবাহ করিতে উদ্যত হয়। এই বিবাহ রাস্‌কল্‌নিকোফের অভিপ্রেত ছিল না। সে ইহাতে বাধা দিতে প্রস্তুত হয়। এই সময় সোনিয়ার সহিত তাহার আলাপ হয়। সোনিয়ার পিতা মাতাল এবং তাহাদের অবস্থাও ভাল নহে। চতু-র্দিকের এই দুরবস্থার প্রতিকার করিবার আশায় রাস্‌কল্‌নিকোফ এক ধনবতী বৃদ্ধাকে হত্যা করে। তাহার এই অপরাধের কথা কেহ জানিত না। কিন্তু এই দুষ্কৃতির জন্য তাহার মানসিক শান্তি ঘুচিয়া গেল। এক মুহূর্তের জন্য সে নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে করিতে পারিত না ; শেষে অবস্থা এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া পারিল না। এই গ্রন্থের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, রাস্‌কল্‌নিকো-ফের অদ্ভুত চরিত্র-বিশ্লেষণ। সে ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য কিছুই মানিত না ; ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু যেদিন সে অন্যায় করিল, সেইদিন হইতেই তাহার মনের বল ঘুচিয়া গেল। সংশয়, সন্দেহ ও দ্বিধায় তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইল। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশ্‌মেণ্ট' বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু-তান্ত্রিক উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত।

ক্রাউন অব্ ওয়াইল্‌ড্ অলিভ, দি (Crown of Wild Olive, The)—রাস্কিন-লিখিত চারিটি প্রবন্ধ। ১৮৬৬-এ এইগুলি বক্তৃতাকালে প্রদত্ত হয়। চারিটি

প্রবন্ধ—'War', 'The Future of England', 'Work' এবং 'Traffic' (কেনা-বেচা অর্থে)।

ক্লারিসা হারলো (Clarissa Harlowe)—ইংরাজ ঔপন্যাসিক সামুয়েল রিচার্ডসন-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। ইহার প্রকাশকাল ১৭৪৭—১৭৪৮। কাহিনী চিঠির সাহায্যে বলা হইয়াছে। নায়িকা ক্লারিসা তাহার বন্ধু মিস্ হো' কে ও আর একটি প্রধান চরিত্র রবার্ট লাভলেস তাহার বন্ধু জন বেলফোর্ডকে পত্র লেখেন। এই পত্রগুলির মধ্যে কাহিনী পরিস্ফুট। সং-বংশের মেয়ে ক্লারিসাকে অসচ্চরিত্র সৌখীন যুবক লাভলেস বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু কন্যাপক্ষ এ বিবাহে বাধা দেয়। তখন লাভলেস ক্লারিসাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। লজ্জায় সে মারা যায় এবং লাভলেসকে ক্লারিসার সম্পর্কিত ভাই কর্ণেল মর্ডেন এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করে।

ক্ষণিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। ইহাতে সেকাল, কবির বয়স, জন্মান্তর, আষাঢ়, নববর্ষা, কৃষ্ণকলি, কল্যাণী প্রভৃতি কবির প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে। কবিহৃদয়ের ক্ষণিক আনন্দের অনুভূতি-গুলি এই গ্রন্থে কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়াই গ্রন্থখানির নাম ক্ষণিকা। 'ক্ষণিকা'র অধিকাংশ কবিতাই ১৩০৬-এর রচনা।

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতি—প্রফুল্লকুমার সরকার। সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধ-পুস্তক। হিন্দু-জাতির অধঃপতন ও দুর্দ্দশা, ইহার কারণ, এবং ইহার সমাধানের উপায় নিপুণভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত— কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় সঙ্কলিত। ঐতিহাসিক নিবন্ধ। ইহা একটি মূল্যবান্ পুস্তক। ইহাতে নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

———

খ

খনা—মন্মথ রায়। নাটক। সিংহল-রাজদুহিতা খনার সহিত মিহিরের বিবাহ; বিবাহের পর পিতৃপরিত্যক্ত মিহিরের পিতার নিকট আগমন প্রভৃতি খনা-সম্বন্ধীয় বিবিধ কিংবদন্তী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। নাটকের গানগুলি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত।

খাদ্য—ডাঃ চুনীলাল বসু। স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে বিবিধ খাদ্যের গুণাগুণ, শরীরের অবস্থাভেদে খাদ্য-পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা, পরিমিত ভোজনের প্রয়োজন প্রভৃতি সহজ ভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। খাদ্য সম্বন্ধে বাংলাভাষায় সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম বিজ্ঞান-সম্মত পুস্তক।

খাদ্য-বিশ্লেষণ—বীরেশ গুহ। খাদ্য সম্বন্ধে এমন নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। ১৩৫৯-এর ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

খাসদখল—অমৃতলাল বসু। সামাজিক রঙ্গনাট্য। মোক্ষদা লোকেনের আধুনিক-ভাবাপন্না স্ত্রী। মোক্ষদার স্তাবকদের মধ্যে কবিযশঃপ্রার্থী মোহিতের উপদ্রব ছিল একটু বেশী। মোহিত বাল্যে গিরিবালাকে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু কোনদিন তাহাকে লইয়া ঘর করে নাই। সেই গিরিবালা ঘটনাচক্রে মোক্ষদার আশ্রয়ে আসিয়া পড়ে। এই সময় একদিন হঠাৎ সংবাদ প্রচারিত হয় যে, লোকেনকে বাঘে খাইয়াছে। মোহিত উল্লসিত হইয়া সদ্যোবিধবা মোক্ষদাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। কিন্তু পরে জানা যায় যে, লোকেনের সত্যই মৃত্যু হয় নাই এবং মোক্ষদার আশ্রিতা গিরিবালাই মোহিতের স্ত্রী। তখন সকল দিক্ রক্ষা পায়। খাসদখলের নিতাই-চরিত্রও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিতাই মনে মনে দেবদ্বিজকে ভক্তি করিত, কিন্তু পাছে সভ্য সমাজের কেহ তাহাকে ঠাট্টা করে বলিয়া মনোভাব দমন করিয়া 'আধুনিক' হইবার চেষ্টা করিত। সে যখন-তখন ভুল ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করিত। তাহার 'is the' মুদ্রাদোষ নাট্যসাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে।

খেয়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের কাব্য-রচনায় যে Mysticism-এর চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়, 'খেয়া'য় তাহার সূচনা। সেই হিসাবে রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যে 'খেয়া'র বিশেষ মূল্য আছে। ইহার কবিতাগুলি ১৩১২-এর রচনা। ইহাতে শুভক্ষণ, আগমন, দান, বালিকাবধূ, অনাবশ্যক, কৃপণ, কূয়ার ধারে, দিনশেষে, দীঘি, প্রতীক্ষা, প্রচ্ছন্ন এবং অন্যান্য কবিতা স্থান পাইয়াছে।

খেয়ালের খেসারৎ—মণিলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়। ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রবন্ধ গল্পের নামে পুস্তকের নাম।

———

গ

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—চণ্ডীচরণ সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কি উপায়ে প্রভূত অর্থের অধিকারী এবং মনিবের প্রিয়পাত্র হন তাহা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী—দুর্গাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ। সগররাজার ষষ্টিসহস্র পুত্র কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত হয়। সেই বংশের রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আনিয়া পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার উভয় পার্শ্বের গ্রাম-নগরাদির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও এই কাব্যে লিখিত হইয়াছে।

গঙ্গামঙ্গল—দ্বিজ মাধব-রচিত প্রাচীন কাব্য। ইহাতে সুপণ্ডিত মাধব আচার্য্য ধরাতলে গঙ্গাবতরণ ও গঙ্গামাহাত্ম্য সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

গড্ডলিকা—'পরশুরাম' (রাজশেখর বসু)। গল্পপুস্তক। গল্পগুলি হাস্যকৌতুক ও শাণিত ব্যঙ্গে উজ্জ্বল। ইহাতে 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'লম্বকর্ণ', 'মহাবিদ্যা', 'ভুশণ্ডীর মাঠে' ও 'চিকিৎসা-সঙ্কট'—এই কয়টি গল্প আছে। 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' এক ধাপ্পাবাজ ব্যক্তির সন্ন্যাসী সাজিয়া ভুয়া লিমিটেড কোম্পানী ফাঁদিবার কাহিনী। 'চিকিৎসা-সঙ্কট' গল্পটি 'Among the Doctors' নামে ইংরেজী গল্প অবলম্বনে রচিত। ইহাতে এক বিপত্নীক ভদ্রলোককে পাঁচজনের পরামর্শে নিতান্ত সামান্য কারণে যথাক্রমে এলোপাথ, হোমিওপাথ, কবিরাজ ও হাকিমের শরণা-পন্ন হইয়া বিস্তর অর্থদণ্ড দিতে হয়। শেষে এক লেডি ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা করাইতে গিয়া তিনি তাহার প্রেমে পড়িয়া যান এবং উভয়ে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া চিকিৎসা-সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করেন। গল্পগুলি সচিত্র এবং চিত্রগুলি প্রসিদ্ধ শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন-অঙ্কিত।

গণেশগীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

গন উইদ দি উইণ্ড (Gone with the Wind)—মার্গারেট মিচেল। উপন্যাস (১৯৩৬)। পুস্তকখানি ১৯৩৭-এ পুলিট্জার পুরস্কার লাভ করে। টারা নামে এক সুবিস্তীর্ণ আবাদের মালিক জেরাল্ড ও'হারার মেয়ে স্কারলেট। মার্কিণ গৃহযুদ্ধের সময়ে তাহার বয়স মাত্র ষোল। সে প্রতিবেশী আস্‌লিকে ভালবাসিত। কিন্তু আস্‌লি মেলানীকে বিবাহ করিবার মতলব করাতে স্কারলেট ঈর্ষাবশে মেলানীর ভাই চার্লসকে বিবাহ করিল। যুদ্ধে চার্লস নিহত হয়। যুদ্ধের জন্য স্কারলেটও অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়ে ও তাহার খুড়ীর সঙ্গে আট্‌লান্টায় বাস করিতে থাকে। এখন স্কারলেটের মা মারা গিয়াছেন, বাপের মাথার ঠিক নাই। তাহাকেই সংসার চালাইতে হইবে। সে টাকার জন্য ফ্রাঙ্ক কেনেডি নামে একটি

লোককে বিবাহ করিয়া আটলান্টায় বিরাট ব্যবসায়ে কোটিপতি হইল এবং অ্যাস্‌লিকে তাহার একটি কলের ম্যানেজার করিল। ফ্রাঙ্ক মারা গেলে স্কারলেট (এখন সাতাশ বছর) যুদ্ধে ধনী রেট্ বাটলারকে বিবাহ করে। কিন্তু স্কারলেটকে সে পরে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। মেলানীর মৃত্যুর পর আস্‌লি স্কারলেটকে অগ্রাহ্য করে এবং যখন স্কারলেট জানিতে পারে যে বাটলারকে সে সত্য ভালবাসিয়াছিল, তখন প্রতিবিধানের কোন উপায় ছিল না।

গরুড় পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্প-সংগ্রহ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের ১২৯১ সাল হইতে পরবর্তী কালের রচনাসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী তিন খণ্ডে 'গল্পগুচ্ছ' বাহির করেন।

১ম খণ্ডে—ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, দেনাপাওনা, পোষ্টমাষ্টার, গিন্নি, রামকানাইএর নির্ব্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়, ত্যাগ, একরাত্রি, একটা আষাঢ়ে গল্প, জীবিত ও মৃত, রীতিমত নভেল, স্বর্ণমৃগ, জয়পরাজয়, কাবুলিওয়ালা, ছুটী, শুভা, দানপ্রতিদান, মহামায়া, সম্পাদক, মধ্যবর্ত্তিনী, অসম্ভব কথা, শাস্তি, একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প, সমাপ্তি, সমস্যাপূরণ, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, প্রতিবেশিনী ও খাতা এই কয়টি গল্প আছে। এই খণ্ডের 'পোষ্টমাষ্টার', 'কঙ্কাল', 'কাবুলিওয়ালা', 'জয়পরাজয়', 'দালিয়া', 'মুক্তির উপায়' ও 'জীবিত ও মৃত'—এই কয়টি গল্প সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

২য় খণ্ডে—অনধিকার প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, নিশীথে, আনন্দ, দিদি, শুভদৃষ্টি, মানভঞ্জন; ঠাকুর্দ্দা, প্রতিহিংসা, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি, দুরাশা, পুত্রযজ্ঞ, ডিটেক্‌টিভ, অধ্যাপক, রাজটীকা, মণিহারা, দৃষ্টিদান, উদ্ধার, দুর্ব্বুদ্ধি, ফেল, সদর অন্দর, নষ্টনীড়, দর্পহরণ, মাল্যদান—এই কয়টি গল্প আছে। এই খণ্ডের 'বিচারক', 'মানভঞ্জন', 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'নষ্টনীড়' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'নষ্টনীড়' অনতিদীর্ঘ উপন্যাস [উহা দ্রঃ]।

৩য় খণ্ডে—কর্ম্মফল, গুপ্তধন, মাষ্টার মশায়, রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা, হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাই-ফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা, তপস্বিনী, পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী, নামঞ্জুর গল্প আছে।

১৩০৭-এ রবীন্দ্রনাথের গল্পধারা খণ্ডে খণ্ডে 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ' নামে বাহির হয়। পরে ১৩১১ সালে হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে যে 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' (গদ্যাংশ) প্রকাশিত হয়, তাহাতে গল্পগুলি 'সংসারচিত্র', 'সমাজচিত্র', 'রঙ্গচিত্র', 'বিচিত্র চিত্র'—এই কয়েকটি পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে 'গল্পগুচ্ছ' নামে পাঁচটি খণ্ড ১৯০৮—০৯-এ বাহির হয়।

গল্পস্বল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কয়েকটি গল্প আছে।

গল্পাঞ্জলি—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গল্পপুস্তক। ইহাতে 'বাল্যবন্ধু', 'রসময়ীর রসিকতা' প্রভৃতি ছয়টি গল্প আছে।

গান—১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ বাল্যাবধি অজস্র সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সেগুলির অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া 'গান' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'মায়ের খেলা' প্রভৃতি গীতিনাট্যের গানগুলিও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ২। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতগুলিও 'গান' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, দেশাত্মবোধক গান ও বিবিধ নাটকের গানগুলিও স্থান পাইয়াছে।

গালিভার্স ট্রাভেল্‌স্ (Gulliver's Travels)—জোনাথন সুইফ্‌ট। ইংরাজী ব্যঙ্গকাহিনী। ল্যামুয়েল গালিভার এই গ্রন্থের নায়ক। জাহাজ নষ্ট হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাহাকে প্রথমে বামনদের দেশ লিলিপুটে অবতরণ করিতে হয়। দ্বিতীয়বার জাহাজডুবির ফলে, Brobdingnag ও Houyhnhmsদিগের মধ্যে তাহাকে নানাপ্রকার কৌতুককর অবস্থার মধ্যে পড়িতে হয়। এই কাহিনীর ভিতর দিয়া সুইফ্‌ট বিভিন্ন দিক্ হইতে মানুষের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গালিভার্সের লিলিপুট ভ্রমণের কাহিনীর মধ্যে মানুষই বামনরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ব্রবডিংনাগের অতিকায় মানুষগুলির মধ্যে গালিভার্সের ভ্রমণ-অভিযানের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। উহাতে ব্রবডিংনাগের অতিকায় মানুষগুলির মহানুভবতার পার্শ্বে মানুষের আচরণ অকিঞ্চিৎকর করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। রাজনীতিক ও যোদ্ধাদের ব্যঙ্গ করাও গালিভার্সের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

গীতগোবিন্দম্—জয়দেব গোস্বামি-বিরচিত সংস্কৃত গীতিগ্রন্থ। গ্রন্থের অন্তর্গত গানগুলি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা লইয়া রচিত এবং সেইজন্যই গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। 'গীতগোবিন্দে'র সঙ্গীতগুলি কবি কালিদাস রায় প্রভৃতি কবিগণ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। সার এডুইন আর্ণল্ড সঙ্গীতগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া কবিতার আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গীতা—মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অংশবিশেষ, হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়-নিধন-বিমুখ অর্জ্জুনকে শত্রুনিধনে উৎসাহিত করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সকল অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহাই 'গীতা' নামে আখ্যাত। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গীতা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। সার এডুইন আর্ণল্ড ইংরাজীতে গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর গীতার উপরে ভাষ্য আছে।

গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের ১৩১৭-এর রচনা। ইহাতে কবির 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ', 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' প্রভৃতি বিশ্বপ্রসিদ্ধ কবিতা ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলি স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তকখানির জন্য ১৯১৩-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

গীতাপাঠ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধপুস্তক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফলে গীতার মর্ম্ম যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই ইহাতে বিশদভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গীতায় ঈশ্বরবাদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। দার্শনিক আলোচনা-পুস্তক। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত দর্শনের সম্বন্ধ কি, গীতায় এই সকল গ্রন্থের দার্শনিক মতবাদের কি ভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে, চিন্তাশীল লেখক তাহাই এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন।

গীতাসার—'নবগীতা' দ্রঃ।

গীতিমাল্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। গীতিমাল্যের কবিতাগুলি প্রধানতঃ ১৩১৯ সালের রচনা। ইহাতে কবির 'সুন্দর', 'চরম মূল্য', 'দেহ' প্রভৃতি কবিতা এবং 'ওগো শেফালী বনের মনের কামনা' প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত স্থান পাইয়াছে।

গুড্ আর্থ, দি (Good Earth, The)—পার্ল বাক। উপন্যাস (১৯৩১)। উপন্যাসখানি পুলিটজার প্রাইজ পায় (১৯৩২)। ওয়াং লুং নামে এক চীনা চাষী ধনী জমিদার হইয়া ওঠেন। কিন্তু সারা জীবন তাঁহার মাটির উপর টান ছিল। তিনি ও-লানকে বিবাহ করেন। ও-লানেরও ছিল জমির

প্রবন্ধ—'War', 'The Future of England', 'Work' এবং 'Traffic' (কেনা-বেচা অর্থে)।

ক্লারিসা হারলো (Clarissa Harlowe)—ইংরাজ ঔপন্যাসিক সামুয়েল রিচার্ডসন-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। ইহার প্রকাশকাল ১৭৪৭—১৭৪৮। কাহিনী চিঠির সাহায্যে বলা হইয়াছে। নায়িকা ক্লারিসা তাহার বন্ধু মিস্ হো' কে ও আর একটি প্রধান চরিত্র রবার্ট লাভলেস তাহার বন্ধু জন বেলফোর্ডকে পত্র লেখেন। এই পত্রগুলির মধ্যে কাহিনী পরিস্ফুট। সৎ-বংশের মেয়ে ক্লারিসাকে অসচ্চরিত্র সৌখীন যুবক লাভলেস বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু কন্যাপক্ষ এ বিবাহে বাধা দেয়। তখন লাভলেস ক্লারিসাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। লজ্জায় সে মারা যায় এবং লাভলেসকে ক্লারিসার সম্পর্কিত ভাই কর্ণেল মর্ডেন এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করে।

ক্ষণিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। ইহাতে সেকাল, কবির বয়স, জন্মান্তর, আষাঢ়, নববর্ষা, কৃষ্ণকলি, কল্যাণী প্রভৃতি কবির প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে। কবিহৃদয়ের ক্ষণিক আনন্দের অনুভূতি-গুলি এই গ্রন্থে কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়াই গ্রন্থখানির নাম ক্ষণিকা। 'ক্ষণিকা'র অধিকাংশ কবিতাই ১৩০৬-এর রচনা।

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতি—প্রফুল্লকুমার সরকার। সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধ-পুস্তক। হিন্দু-জাতির অধঃপতন ও দুর্দশা, ইহার কারণ, এবং ইহার সমাধানের উপায় নিপুণভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত — কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় সঙ্কলিত। ঐতিহাসিক নিবন্ধ। ইহা একটি মূল্যবান্ পুস্তক। ইহাতে নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

———

খ

খনা—মন্মথ রায়। নাটক। সিংহল-রাজদুহিতা খনার সহিত মিহিরের বিবাহ; বিবাহের পর পিতৃপরিত্যক্ত মিহিরের পিতার নিকট আগমন প্রভৃতি খনা-সম্বন্ধীয় বিবিধ কিংবদন্তী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। নাটকের গানগুলি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত।

খাদ্য—ডাঃ চুণীলাল বসু। স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে বিবিধ খাদ্যের গুণাগুণ, শরীরের অবস্থাভেদে খাদ্য-পরিবর্তনের আবশ্যকতা, পরিমিত ভোজনের প্রয়োজন প্রভৃতি সহজ ভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। খাদ্য সম্বন্ধে বাংলাভাষায় সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম বিজ্ঞান-সম্মত পুস্তক।

খাদ্য-বিশ্লেষণ—বীরেশ গুহ। খাদ্য সম্বন্ধে এমন নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। ১৩৫৯-এর ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

খাসদখল—অমৃতলাল বসু। সামাজিক রঙ্গনাট্য। মোক্ষদা লোকেনের আধুনিক-ভাবাপন্না স্ত্রী। মোক্ষদার স্তাবকদের মধ্যে কবিযশঃপ্রার্থী মোহিতের উপদ্রব ছিল একটু বেশী। মোহিত বাল্যে গিরিবালাকে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু কোনদিন তাহাকে লইয়া ঘর করে নাই। সেই গিরিবালা ঘটনাচক্রে মোক্ষদার আশ্রয়ে আসিয়া পড়ে। এই সময় একদিন হঠাৎ সংবাদ প্রচারিত হয় যে, লোকেনকে বাঘে খাইয়াছে। মোহিত উল্লসিত হইয়া সদ্যোবিধবা মোক্ষদাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। কিন্তু পরে জানা যায় যে, লোকেনের সত্যই মৃত্যু হয় নাই এবং মোক্ষদার আশ্রিতা গিরিবালাই মোহিতের স্ত্রী। তখন সকল দিক্ রক্ষা পায়। খাসদখলের নিতাই-চরিত্রও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিতাই মনে মনে দেবদ্বিজকে ভক্তি করিত, কিন্তু পাছে সভ্য সমাজের কেহ তাহাকে ঠাট্টা করে বলিয়া মনোভাব দমন করিয়া 'আধুনিক' হইবার চেষ্টা করিত। সে যখন-তখন ভুল ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করিত। তাহার 'is the' মুদ্রাদোষ নাট্যসাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে।

খেয়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের কাব্য-রচনায় যে Mysticism-এর চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়, 'খেয়া'য় তাহার সূচনা। সেই হিসাবে রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যে 'খেয়া'র বিশেষ মূল্য আছে। ইহার কবিতাগুলি ১৩১২-এর রচনা। ইহাতে শুভক্ষণ, আগমন, দান, বালিকাবধূ, অনাবশ্যক, কৃপণ, কূয়ার ধারে, দিনশেষে, দীঘি, প্রতীক্ষা, প্রচ্ছন্ন এবং অন্যান্য কবিতা স্থান পাইয়াছে।

খেয়ালের খেসারৎ—মণিলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়। ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রবন্ধ গল্পের নামে পুস্তকের নাম।

———

গ

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—চণ্ডীচরণ সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কি উপায়ে প্রভূত অর্থের অধিকারী এবং মনিবের প্রিয়পাত্র হন তাহা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী—দুর্গাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ। সগররাজার ষষ্টিসহস্র পুত্র কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত হয়। সেই বংশের রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আনিয়া পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার উভয় পার্শ্বের গ্রাম-নগরাদির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও এই কাব্যে লিখিত হইয়াছে।

গঙ্গামঙ্গল—দ্বিজ মাধব-রচিত প্রাচীন কাব্য। ইহাতে সুপণ্ডিত মাধব আচার্য্য ধরাতলে গঙ্গাবতরণ ও গঙ্গামাহাত্ম্য সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

গড্ডলিকা—'পরশুরাম' (রাজশেখর বসু)। গল্পপুস্তক। গল্পগুলি হাস্যকৌতুক ও শাণিত ব্যঙ্গে উজ্জ্বল। ইহাতে 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'লম্বকর্ণ', 'মহাবিদ্যা', 'ভুশণ্ডীর মাঠে' ও 'চিকিৎসা-সঙ্কট'—এই কয়টি গল্প আছে। 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' এক ধাপ্পাবাজ ব্যক্তির সন্ন্যাসী সাজিয়া ভুয়া লিমিটেড কোম্পানী ফাঁদিবার কাহিনী। 'চিকিৎসা-সঙ্কট' গল্পটি 'Among the Doctors' নামে ইংরেজী গল্প অবলম্বনে রচিত। ইহাতে এক বিপত্নীক ভদ্রলোককে পাঁচজনের পরামর্শে নিতান্ত সামান্য কারণে যথাক্রমে এলোপাথ, হোমিওপাথ, কবিরাজ ও হাকিমের শরণা-পন্ন হইয়া বিস্তর অর্থদণ্ড দিতে হয়। শেষে এক লেডি ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা করাইতে গিয়া তিনি তাহার প্রেমে পড়িয়া যান এবং উভয়ে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া চিকিৎসা-সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করেন। গল্পগুলি সচিত্র এবং চিত্রগুলি প্রসিদ্ধ শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন-অঙ্কিত।

গণেশগীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

গন উইদ দি উইণ্ড (Gone with the Wind)—মার্গারেট মিচেল। উপন্যাস (১৯৩৬)। পুস্তকখানি ১৯৩৭-এ পুলিট্জার পুরস্কার লাভ করে। টারা নামে এক সুবিস্তীর্ণ আবাদের মালিক জেরাল্ড ও'হারার মেয়ে স্কারলেট। মার্কিণ গৃহযুদ্ধের সময়ে তাহার বয়স মাত্র ষোল। সে প্রতিবেশী আস্‌লিকে ভালবাসিত। কিন্তু আস্‌লি মেলানীকে বিবাহ করিবার মতলব করাতে স্কারলেট ঈর্ষাবশে মেলানীর ভাই চার্লসকে বিবাহ করিল। যুদ্ধে চার্লস নিহত হয়। যুদ্ধের জন্য স্কারলেটও অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়ে ও তাহার খুড়ীর সঙ্গে আট্‌লান্টায় বাস করিতে থাকে। এখন স্কারলেটের মা মারা গিয়াছেন, বাপের মাথার ঠিক নাই। তাহাকেই সংসার চালাইতে হইবে। সে টাকার জন্য ফ্রাঙ্ক কেনেডি নামে একটি

লোককে বিবাহ করিয়া আট্‌লান্টায় বিরাট ব্যবসায়ে কোটিপতি হইল এবং অ্যাস্‌লিকে তাহার একটি কলের ম্যানেজার করিল। ফ্রাঙ্ক মারা গেলে স্কারলেট (এখন সাতাশ বছর) যুদ্ধে ধনী রেট্ বাটলারকে বিবাহ করে। কিন্তু স্কারলেটকে সে পরে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। মেলানীর মৃত্যুর পর অ্যাস্‌লি স্কারলেটকে অগ্রাহ্য করে এবং যখন স্কারলেট জানিতে পারে যে বাটলারকে সে সত্য ভালবাসিয়াছিল, তখন প্রতিবিধানের কোন উপায় ছিল না।

গরুড় পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্প-সংগ্রহ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের ১২৯১ সাল হইতে পরবর্তী কালের রচনাসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী তিন খণ্ডে 'গল্পগুচ্ছ' বাহির করেন।

১ম খণ্ডে—ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, দেনাপাওনা, পোষ্টমাষ্টার, গিন্নি, রামকানাইএর নির্ব্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারা-প্রসন্নের কীর্ত্তি, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়, ত্যাগ, একরাত্রি, একটা আষাঢ়ে গল্প, জীবিত ও মৃত, রীতিমত নভেল, স্বর্ণমৃগ, জয়পরাজয়, কাবুলিওয়ালা, ছুটী, শুভা, দানপ্রতিদান, মহামায়া, সম্পাদক, মধ্যবর্ত্তিনী, অসম্ভব কথা, শাস্তি, একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প, সমাপ্তি, সমস্যাপূরণ, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, প্রতিবেশিনী ও খাতা এই কয়টি গল্প আছে। এই খণ্ডের 'পোষ্টমাষ্টার', 'কঙ্কাল', 'কাবুলিওয়ালা', 'জয়পরাজয়', 'দালিয়া', 'মুক্তির উপায়' ও 'জীবিত ও মৃত'—এই কয়টি গল্প সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

২য় খণ্ডে—অনধিকার প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, নিশীথে, আনন্দ, দিদি, শুভদৃষ্টি, মানভঞ্জন; ঠাকুর্দ্দা, প্রতিহিংসা, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি, দুরাশা, পুত্রযজ্ঞ, ডিটেক্‌টিভ, অধ্যাপক, রাজটীকা, মণিহারা, দৃষ্টিদান, উদ্ধার, দুর্ব্বুদ্ধি, ফেল, সদর অন্দর, নষ্টনীড়, দর্পহরণ, মাল্যদান—এই কয়টি গল্প আছে। এই খণ্ডের 'বিচারক', 'মানভঞ্জন', 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'নষ্টনীড়' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'নষ্টনীড়' অনতিদীর্ঘ উপন্যাস [উহা দ্রঃ]।

৩য় খণ্ডে—কর্ম্মফল, গুপ্তধন, মাষ্টার মশায়, রাসমনির ছেলে, পণরক্ষা, হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাই-ফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা, তপস্বিনী, পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী, নামঞ্জুর গল্প আছে।

১৩০৭-এ রবীন্দ্রনাথের গল্পধারা খণ্ডে খণ্ডে 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ' নামে বাহির হয়। পরে ১৩১১ সালে হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে যে 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' (গদ্যাংশ) প্রকাশিত হয়, তাহাতে গল্পগুলি 'সংসারচিত্র', 'সমাজচিত্র', 'রঙ্গচিত্র', 'বিচিত্র চিত্র'—এই কয়েকটি পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে 'গল্পগুচ্ছ' নামে পাঁচটি খণ্ড ১৯০৮—০৯-এ বাহির হয়।

গল্পস্বল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কয়েকটি গল্প আছে।

গল্পাঞ্জলি—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গল্পপুস্তক। ইহাতে 'বাল্যবন্ধু', 'রসময়ীর রসিকতা' প্রভৃতি ছয়টি গল্প আছে।

গান—১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ বাল্যাবধি অজস্র সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সেগুলির অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া 'গান' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'মায়ের খেলা' প্রভৃতি গীতিনাট্যের গানগুলিও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ২। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতগুলিও 'গান' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, দেশাত্মবোধক গান ও বিবিধ নাটকের গানগুলিও স্থান পাইয়াছে।

গালিভার্স ট্রাভেল্স্ (Gulliver's Travels)—জোনাথন সুইফ্‌ট। ইংরাজী ব্যঙ্গকাহিনী। ল্যামুয়েল গালিভার এই গ্রন্থের নায়ক। জাহাজ নষ্ট হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাহাকে প্রথমে বামনদের দেশ লিলি-পুটে অবতরণ করিতে হয়। দ্বিতীয়বার জাহাজডুবির ফলে, Brobdingnag ও Houyhnhmsদিগের মধ্যে তাহাকে নানাপ্রকার কৌতুককর অবস্থার মধ্যে পড়িতে হয়। এই কাহিনীর ভিতর দিয়া সুইফ্‌ট বিভিন্ন দিক্ হইতে মানুষের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গালিভার্সের লিলিপুট ভ্রমণের কাহিনীর মধ্যে মানুষই বামনরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ব্রবডিংনাগের অতিকায় মানুষগুলির মধ্যে গালিভার্সের ভ্রমণ-অভিযানের উদ্দেশ্য অনুরূপ। উহাতে ব্রবডিংনাগের অতিকায় মানুষগুলির মহানুভবতার পার্শ্বে মানুষের আচরণ অকিঞ্চিৎকর করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। রাজনীতিক ও যোদ্ধাদের ব্যঙ্গ করাও গালিভার্সের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

গীতগোবিন্দম্—জয়দেব গোস্বামি-বিরচিত সংস্কৃত গীতিগ্রন্থ। গ্রন্থের অন্তর্গত গান-গুলি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা লইয়া রচিত এবং সেইজন্যই গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। 'গীতগোবিন্দে'র সঙ্গীতগুলি কবি কালিদাস রায় প্রভৃতি কবিগণ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। সার এডুইন আর্ণল্ড সঙ্গীতগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া কবিতার আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গীতা—মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অংশবিশেষ, হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়-নিধন-বিমুখ অর্জ্জুনকে শত্রুনিধনে উৎসাহিত করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সকল অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহাই 'গীতা' নামে আখ্যাত। পণ্ডিতগণ কর্তৃক গীতা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। সার এডুইন আর্ণল্ড ইংরাজীতে গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর গীতার উপরে ভাষ্য আছে।

গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের ১৩১৭-এর রচনা। ইহাতে কবির 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ', 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' প্রভৃতি বিশ্বপ্রসিদ্ধ কবিতা ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলি স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তকখানির জন্য ১৯১৩-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

গীতাপাঠ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধপুস্তক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফলে গীতার মর্ম্ম যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই ইহাতে বিশদভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গীতায় ঈশ্বরবাদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। দার্শনিক আলোচনা-পুস্তক। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত দর্শনের সম্বন্ধ কি, গীতায় এই সকল গ্রন্থের দার্শনিক মতবাদের কি ভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে, চিন্তাশীল লেখক তাহাই এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়া-ছেন।

গীতাসার—'নবগীতা' দ্রঃ।

গীতিমাল্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। গীতিমাল্যের কবিতাগুলি প্রধানতঃ ১৩১৯ সালের রচনা। ইহাতে কবির 'সুন্দর', 'চরম মূল্য', 'দেহ' প্রভৃতি কবিতা এবং 'ওগো শেফালী বনের মনের কামনা' প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত স্থান পাইয়াছে।

গুড্ আর্থ, দি (Good Earth, The)—পার্ল বাক। উপন্যাস (১৯৩১)। উপন্যাস-খানি পুলিটজার প্রাইজ পায় (১৯৩২)। ওয়াং লুং নামে এক চীনা চাষী ধনী জমিদার হইয়া ওঠেন। কিন্তু সারা জীবন তাঁহার মাটির উপর টান ছিল। তিনি ও-লানকে বিবাহ করেন। ও-লানেরও ছিল জমির

প্রতি তীব্র আকর্ষণ। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া অনেক দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া অনেক জমি করেন। তিনটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে তাঁহাদের হয় এবং তাঁহারা বেশ আরামে দিন কাটাইতে থাকেন। ওয়াং লুং দ্বিতীয়বার এক সুন্দরী গণিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ও-লান মৃত্যু পর্য্যন্ত সাংসারিক কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করেন। ছেলেরা বড় হইল। বড় দুইটি বাপের সম্পত্তি দেখাশোনা করিত, কিন্তু ছোটটি বিদ্রোহী নেতারূপে দেখা দিল। তিনজনেই শেষে জমি ও চাষবাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং ওয়াং লুং-এর জীবনে যে সার্থকতা আসিয়াছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

গুরুগীতা—'পঞ্চগীতা' দ্রঃ।

গুরু গোবিন্দ সিং—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু গোবিন্দ সিং-এর এবং নানক প্রভৃতি শিখ গুরুদিগের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে।

গৃহদাহ—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি কয়েক বৎসর ধরিয়া 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

সুরেশ ও মহিম বাল্যবন্ধু। সুরেশ ধনীর সন্তান, দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক। মহিম গরীবের ছেলে—শান্ত ও সংযত এবং ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। মহিম কেদার বাবুর শিক্ষিতা, রূপসী কন্যা অচলাকে ভালবাসিয়াছিল। সুরেশও অচলাকে দেখিয়া প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। অচলা ছিল অত্যন্ত অব্যবস্থিত প্রকৃতির মেয়ে। সুরেশকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল। মহিমের সহিত অচলার বিবাহ হইয়া গেলে মহিম তাহাকে তাহাদের পল্লীভবনে লইয়া যায়। সুরেশ হঠাৎ সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই সময় একদিন রাত্রিতে আগুন লাগিয়া মহিমের কুটীর ভস্মীভূত হয়। সুরেশ অচলাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করে। অচলা মনে মনে ইহাতে সুরেশের উপর অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করে। শেষ পর্য্যন্ত সুরেশ একদিন অচলাকে ভুলাইয়া ট্রেণে তুলিয়া ডিহ্‌রি-অন-শোনে লইয়া যায়। সেখানে তাহারা স্বামি-স্ত্রীর মত বাস করিতে থাকে। সুরেশ নিজের প্রবৃত্তিকে জয় করিতে শেখে নাই, কিন্তু লোকের বিপদ্ ঘটিলে সকলের আগে তাহাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইত। তাই পল্লী-অঞ্চলে যখন মহামারীরূপে প্লেগ দেখা দিল, তখনও বিপন্নদের সেবার জন্য অগ্রসর হইতে সে কুণ্ঠিত হইল না। এমনই করিয়া একদিন সেও প্লেগে আক্রান্ত হইল এবং সেই রোগেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। সুরেশের মৃত্যুর সময় মহিম সংবাদ পাইয়া ডিহ্‌রিতে গিয়া পৌঁছায় এবং অনুতপ্ত সুরেশ কৃতকর্ম্মের জন্য বন্ধুর নিকট ক্ষমা চাহিতে চাহিতে প্রাণত্যাগ করে। এই গ্রন্থের দুইটি পার্শ্বচরিত্র—মৃণাল ও রাক্ষুসী লেখকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

গৃহপ্রবেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাটক। ভাবপ্রবণ, কল্পনাবিলাসী যতীন তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া বাড়ী তৈরী করিয়াছিল, কিন্তু গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। যতীন স্ত্রীর মন পায় নাই—যতীনের অসুখ দেখিয়াও তাহার স্ত্রী বাপের বাড়ী চলিয়া যায়। যতীনের মাসী ও ভগিনী হিমি কথাটা যতীনের নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু একদিন কথাটা যখন ব্যক্ত হইয়া গেল, তখন যতীনকে আর ইহলোকে ধরিয়া রাখা গেল না। তাহার স্ত্রী যখন আসিয়া সত্যই তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, তখন যতীন পরলোকের পথে।

গৈরিক পতাকা—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ঐতিহাসিক নাটক। মোগল সম্রাট্ ঔরংজীবের সহিত মারাঠা রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর সংঘর্ষের কাহিনী লইয়া এই নাটকখানি রচিত। রামদাস স্বামীর নির্দ্দেশে 'গৈরিক পতাকা' বা 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা' মারাঠার জাতীয় পতাকারূপে ব্যবহৃত হইত; তদনুসারে গ্রন্থের নাম 'গৈরিক পতাকা' হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনায় নাট্যকার প্রধানতঃ সার যদুনাথ সরকার-প্রণীত ঔরংজীবের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং জীজাবাই, ঔরংজীব, ঘোড়পোড়ে প্রভৃতির চরিত্র-সৃষ্টিতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যলাভ করে। গ্রন্থের গানগুলি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত।

গোপালচম্পূ—জীবগোস্বামী। সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহার প্রথম খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কালিয়দমন, পূর্ব্বরাগ, অন্নভিক্ষা, গোবর্দ্ধনধারণ, দানলীলা, শঙ্খচূড়বধ প্রভৃতি এবং শেষ খণ্ডে নরকবধ, পারিজাতহরণ, ব্রজানুরাগ, অক্রূরের সঙ্গে মথুরা গমন, উদ্ধব সংবাদ, ব্রজে পুনরাগমন, রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রথম খণ্ড পূর্ব্বচম্পূ ও শেষখণ্ড উত্তরচম্পূ নামে অভিহিত হইয়াছে। গদ্যে ও পদ্যে রচিত এই গ্রন্থখানি ১৫১০ শকের রচনা।

গোবিন্দদাসের কড়চা—জয়গোপাল গোস্বামীর সঙ্কলিত পদ্য-গ্রন্থ (১৮৯৫)। অনেকে গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যের জীবনের কয়েক বর্ষের একখানি প্রামাণ্য বিবরণী বলিয়া মনে করেন। গোবিন্দ কর্ম্মকার কিংবা গোবিন্দ ঘোষ ইহা লইয়া মতভেদ আছে। তাছাড়া কড়চায় লিখিত ভাষা আলোচনা করিয়া অনেকে বলেন যে ইহা জয়গোপাল গোস্বামীর স্বকপোলকল্পিত।

গোরা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস। গোরা আইরিশ বালক। কৃষ্ণদয়াল ও তাঁহার স্ত্রী আনন্দময়ী গোরার মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে নিজের পুত্রের মত প্রতিপালন করেন। গোরা বড় হইয়াও তাহা জানিতে পারেন নাই। বিনয় গোরার বন্ধু। তিনি ব্রাহ্ম পরেশ বাবুর কন্যা ললিতাকে বিবাহ করেন। গোরা স্বয়ং আইরিশম্যান জানিবার পর পরেশ বাবুর পালিত কন্যা রাধারাণী ওরফে সুচরিতাকে বিবাহ করেন। আরও কতকগুলি গৌণ ঘটনা উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। যথা—সুচরিতার মাসী হরমোহিনী সুচরিতার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবার নানারূপ চেষ্টা করেন। আর্ত্তরক্ষার জন্য গোরা জেলে যান, ললিতা বিনয়ের সহিত ষ্টীমারে চড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসে এবং ব্রাহ্মসমাজের চাঁই হারাণ বাবু সুচরিতাকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার বহু উদ্যম ব্যর্থ দেখিয়া সেই রাগে ব্রাহ্মসমাজে ভীষণ আন্দোলন করেন। গোরার চরিত্রের মধ্য দিয়া হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ও আনন্দময়ীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

গোর্‌বডাক (Gorboduc)—ইংরাজী সাহিত্যে ইহা প্রথম বিয়োগান্ত নাটকের অন্যতম। সেনেকার প্রভাবে ইটালিয়ান আদর্শে ইহা রচিত হয়। 'গোর্‌বডাক' বা 'ফেরেক্স অ্যাণ্ড পরেক্স' (Ferrex and Porrex)-এর প্রথম তিন অঙ্ক টমাস নর্টন ও শেষ দুই অঙ্ক টি. স্যাক্‌ভিল কর্ত্তৃক লিখিত হয়। ১৫৬১, ১৭ই জানুয়ারী রাণী এলিজাবেথের সম্মুখে গ্র্যাণ্ড খৃষ্টমাস উৎসব উপলক্ষে ইনার টেম্পলের (Inner Temple) সভ্যদের দ্বারা ইহা প্রথম অভিনীত হয়। বৃটেনের রাজা গোর্‌বডাক নিজের জীবিতাবস্থায় তাঁহার রাজ্য দুই পুত্র ফেরেক্স ও পরেক্সের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। পুত্রদের মধ্যে বিবাদ সুরু হয় এবং কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে হত্যা করে। তাহাদের মা জ্যেষ্ঠপুত্রকে অধিক ভালবাসিতেন, সুতরাং প্রতিহিংসার বশে তিনি ছোটটিকে হত্যা করেন। আলবানির ডিউক রাজ্য অধিকার করিতে চেষ্টা করে। ফলে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া উঠে। কোনও ঘটনা মঞ্চের উপর প্রদর্শিত হয় নাই, ক্লাসিক্যাল নাটকের রীতি অনুসারে নেপথ্যে সেগুলি অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহার বর্ণনা দূতের মুখে

দর্শকবৃন্দ শুনিতে পায়। ইহা অমিত্রাক্ষর-ছন্দে লিখিত। নাটকটির ঘটনা জিওফ্রি মন্মাউথ্ (Geoffrey Monmouth)-এর Chronicle হইতে লওয়া হইয়াছে।

গোলাপগুচ্ছ—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কবিতাপুস্তক। কবিতাবধূর প্রতি কুরুচি, শ্যামাঙ্গী, গৌরী, প্রথম চুম্বন, ভালবাসার জয়, বঙ্গবধূ, অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর, অপূর্ব্ব রাঙ্গামেয়ে, অদ্ভুত রাঙ্গামেয়ে, চিরযৌবনা, শ্রীভগবানের প্রতি, চাঁদ প্রভৃতি ৭৩টি প্রকৃতি, প্রেম ও ভক্তি-বিষয়ক কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গোলেবকাওলী—পারস্যের উপকথা। শার্কাস্তানের রাজা গণনায় অবগত হন যে তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে তাহার মুখ দর্শন করিলেই তাঁহাকে অন্ধ হইতে হইবে। ফলে, রাজা মহিষীকে নগরের বহির্ভাগে এক বাটীতে রাখিয়া দেন। তথায় তাজুলমুলুক নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু দৈবাৎ তাহার সহিত দেখা হওয়ায় রাজা অন্ধ হন। তাজুলমুলুক বড় হইয়া এক দৈত্যের সাহায্যে বকাওলী নামে এক পরীর উদ্যান হইতে 'বকাওলী' পুষ্প আহরণ করিয়া আনেন এবং তাহার নির্য্যাস লেপনে রাজা চক্ষু ফিরিয়া পান। বকাওলী তাজুলমুলুককে ভালবাসিয়া ফেলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাজুলমুলুক বকাওলীকে বিবাহ করেন। এই উপকথাটির বাঙ্গালা নাট্যরূপ দেন কুঞ্জবিহারী বসু।

গোল্ডেন ট্রেজারি অব সংস্ অ্যাণ্ড লিরিক্স্ (Golden Treasury of Songs and Lyrics)—ফ্রান্সিস টার্ণার পাল্‌গ্রেভ কর্তৃক সংগৃহীত ইংরাজী কবিতাবলী। এলিজাবেথান যুগ হইতে ভিক্টোরিয়ান যুগ পর্য্যন্ত যত শ্রেষ্ঠ কবিতা বা গান আছে, এই সংগ্রহের মধ্যে সেইগুলির প্রায় সবই স্থান পাইয়াছে। ১৮৬১-এ ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

গোল্ডেন লিজেণ্ড, দি (Golden Legend, The)—উইলিয়াম ক্যাক্সটন-প্রকাশিত মধ্যযুগের ধর্ম্মকথা। সম্ভবতঃ ১৪৯৩-এ ইহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে সাধুসন্ন্যাসীদের জীবনী, গির্জ্জার উপাসনাদির ব্যাখ্যা ও টীকা ইত্যাদি আছে। এই নামে কবি লংফেলোর কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য।

গোস্টস্ (Ghosts)—ইব্‌সেন। বিখ্যাত নাটক (১৮৮১)। মিসেজ আলভিং-এর স্বামী ছিল অসচ্চরিত্র মাতাল। বাড়ীর পরিচারিকার সহিত তাহার অবৈধ সম্বন্ধের ফলে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মিসেজ আলভিং যখন ইহা প্রথম জানিতে পারে, তখন সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া ম্যাণ্ডার্স্ নামক এক সচ্চরিত্র উচ্চহৃদয় পাদরীর নিকট আশ্রয় লয়। এই পাদরীটির পরামর্শে মিসেজ আলভিং বাড়ী ফিরিয়া আসে এবং পাদরীর কথামত সব সহ্য করিয়া চলিতে থাকে। স্বামীর সমস্ত গর্হিত চালচলনের জন্য সে কিছুই বলিত না, বরং তাহার সমস্ত কার্য্য নীরবে সহ্য করিত এবং পাছে বাহিরে কেহ জানিতে পারিলে স্বামীর আত্মসম্মান নষ্ট হয় সেজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। ছেলেটি পাছে এই সংসর্গে খারাপ হইয়া যায়, সেইজন্য সে তাহাকে প্যারিসে পাঠাইয়া দেয় এবং তাহার স্বামীর উপপত্নীগর্ভজাত কন্যাটিকে স্নেহের সহিত প্রতিপালন করিতে থাকে। ম্যাণ্ডার্স্ তাহার এই সুন্দর স্বভাবে এতদূর সন্তুষ্ট হয় যে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে। এই সময় ম্যাণ্ডার্স্ মারা যায়। ছেলে প্যারিস হইতে ফিরিয়া তাহার পিতার উপপত্নীর কন্যাটির সহিত প্রেম শুরু করে। বাড়ীতে সে থাকিতে রাজি হয় না, কারণ বাড়ীর আব্‌হাওয়া তাহার বড়ই নীরস লাগিত। উপরন্তু, সে মাকে জানায় যে তাহার জন্মগত কুৎসিত ব্যাধি আছে এবং তাহার জন্য তাহার পাগল হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। সে আরও বলে যে, সে নিজের কাছে সর্ব্বদা বিষ রাখে, সময় আসিলেই নিজের জীবন নিজেই শেষ করিয়া দিবে। ইহা শুনিয়া তাহার মা অত্যন্ত বিচলিত হয় এবং তাহাকে কোথাও না যাইয়া সেইখানেই থাকিতে বলে। তাহার যাহা ইচ্ছা সে করিতে পারে, কেহ তাহাতে বাধা দিবে না, ইত্যাদি কথার দ্বারা ছেলেটিকে সে শান্ত করিতে যায়। ছেলেকে লইয়া আদর্শ জীবনযাত্রার সাধ তাহার আর মিটিল না। ইহার পরই ছেলেটির মাথা খারাপ হইল। তাহার পিতৃদত্ত কুৎসিত ব্যাধির চরম ফল ফলিল।

গৌড়রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে যাঁহারা রাজত্ব করিতেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদের ইতিহাস-সম্মত কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। গৌড়ের রাজাদিগের উত্থান ও পতনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। পুস্তকখানি গবেষণামূলক।

গৌড়লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ। রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় গৌড়ের ইতিহাস সংক্রান্ত যে সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাতে সে-গুলির ব্যাখ্যা ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাল রাজাদের সময়ের কয়েকখানি খোদিত লিপির প্রতিচিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গৌতম সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

গ্যামার গার্টন্‌স্ নীড্‌ল (Gammer Gurton's Needle)—ইংরাজী সাহিত্যে কাব্যে রচিত ইহা দ্বিতীয় কমেডি (১৫৭৫)। র‍্যাল্‌ফ রয়েষ্টার ডয়েষ্টরের প্রথম কমেডি। কেম্‌ব্রিজে ক্রাইষ্ট্‌স্ কলেজে ইহার প্রথম অভিনয় হয় (১৫৬৬)। ইহার গ্রন্থকার অজ্ঞাত, তবে জন স্টিভেন্স নামে একজনকে গ্রন্থকার বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। ইহা ল্যাটিন কমেডির রীতিতে রচিত হইলেও বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলি ইংরাজী। টিউডরদের (Tudors) সময়ের ইংলণ্ডের পল্লীসৌন্দর্য্য ও জীবনধারা ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। এই নাটকটি জন হেউডের (John Heywood) 'ইণ্টার্‌-লুডে'রই একটি বিস্তৃত ও বিশদ অভিব্যক্তি। শ্রীমতী গার্টন (Mrs. Gurton) তাঁহার চাকর হজের (Hodge) প্যাণ্ট সেলাই করিবার সময় সুচটি হারাইয়া ফেলেন। ভিক্ষুক ডীকন (Diccon, the Bedlam beggar) প্রতিবেশিনী শ্রীমতী চেট্টকে মিছামিছি চুরির দায়ে দায়ী করে এবং মিথ্যা কথা দ্বারা ভীষণ গণ্ডগোল বাধায়। শেষ পর্য্যন্ত সুচটি হজের ট্রাউজারের মধ্যেই রহিয়াছে দেখা যায় এবং সমস্ত দ্বন্দ্বের একটি হাস্যকর নিষ্পত্তি হয়।

গ্রাম্য বিভ্রাট—অমৃতলাল বসু। সামাজিক রঙ্গনাট্য। ইহাকে শিক্ষাত্মক প্রহসন বলা হয়। এক গ্রামে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন উপলক্ষ করিয়া উকীল, স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি গ্রাম্য মোড়লদের মধ্যে প্রচণ্ড দলাদলি বাধে। শ্বশুর-জামাইয়ের বিবাদের ফলে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া যায়। পল্লীগ্রামে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের প্রবর্ত্তনে ভোটাভুটির ফলে যে বিচ্ছেদ এবং শত্রুতা দেখা যায় গ্রন্থখানি তাহারই একখানি কৌতুকনাট্য। বাঙালী ভদ্রলোকের মধ্যে সর্ব্বদা যে অসন্তোষের ভাব দেখা যায়, নাট্যকার এই গ্রন্থে তাহাও দেখাইয়াছেন।

গ্রেট হাঙ্গার, দি (Great Hunger, The)—যোহান বোয়ার-রচিত নরওয়েজিয়ান উপন্যাস (১৯১৮)। পীয়ার হোম্‌স্ জারজ সন্তান বলিয়া পরিচিত ছিল, বাল্যে জেলেদের মধ্যে তাহার দিন কাটিত। পিতার মৃত্যুর পর সে ক্রিশ্চিয়ানায় আসে। সে ভাবিয়াছিল যে, পিতা তাহাকে প্রচুর সম্পত্তি দিয়া যাইবেন; কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই দিয়া যান নাই। জগতের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া সে অতিকষ্টে লেখাপড়া করিতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার হইয়া মিশরে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন

করে। মিশর হইতে ফিরিয়া সে মার্থে উথংকে বিবাহ করে। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন এবং পারিবারিক সুখশান্তি সত্ত্বেও তাহার সমস্ত চিত্ত বৃহত্তর সুখশান্তির জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। মহত্তর জীবনকে উপলব্ধি করিবার জন্য পীয়ারের এই পরম তৃষ্ণাই তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ইহার কিছুকাল পরে মানসিক চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে না পারিয়া সে ইউফ্রেতিসের বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে যায় এবং তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হয়। আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সে পত্নীকে লইয়া নিভৃত পল্লী অঞ্চলে গিয়া সামান্য কামাররূপে জীবিকা অর্জ্জন করিতে থাকে। তথায় তাহাদের কনিষ্ঠ পুত্র প্রতিবেশীর চক্রান্তে এক বৃহদাকার কুকুর কর্তৃক নিহত হয়। কিন্তু পীয়ার তখন মানসিক শান্তির সন্ধান পাইয়াছে। পুত্রের মৃত্যুর বেদনা তাহাকে চঞ্চল করিতে পারিল না,—সে উপলব্ধি করিল, মানুষের জন্মমৃত্যুর ইতিহাসে লাভক্ষতির জমাখরচের খাতায় যাহার যতটুকু দেনা তাহাকে তাহা দিতে হইবে। উপন্যাসের মধ্য দিয়া মানবাত্মার জয়ঘোষণা করায় বোয়ার 'গ্রেট হাঙ্গারে'র জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

গ্রোথ অব দি সয়েল (Growth of the Soil)—নুট হামসুন। বিখ্যাত উপন্যাস। ইহা লিখিয়া তিনি নোবেল প্রাইজ পান। একটি লোক আসিয়া জঙ্গলে নিজ হস্তে গৃহ নির্ম্মাণ করে, নিজে বসবাস করিবে বলিয়া। সে আশেপাশে প'ড়ো জমিতে চাষ শুরু করে এবং জঙ্গলের কাঠ কাটিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী লইয়া গৃহস্থালী পাতে। লোকটির নাম আইজাক। আইঙ্গার নামে একটি মেয়ে সাহায্যার্থে তাহার কাছে আসে এবং উভয়ে সংসার পাতিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে সুরু করে। ক্রমে তাহাদের এলসিউস ও সাইভার্ট নামে দুই পুত্র এবং লিওপোলডাইন ও রেবেকা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ছোট সংসার বড় হইতে থাকে। তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য অনেক লোক সেখানে জমি কিনিয়া বসবাস সুরু করে এবং জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি ক্রমে বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রামে পরিণত হইতে থাকে। পাহাড়ের কোলে তামার খনি আবিষ্কৃত হয় এবং পয়সার লোভে কয়েকজন সুইডিশ মহাজন তাহা ক্রয় করে। কয়েকদিন বেশ কাজ চলিতে থাকে, কিন্তু ব্যবসায়টি লাভজনক না হওয়ায় খনিটি আবার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহাতে যাহারা জমিচাষ ছাড়িয়া রাতারাতি ধনী হইবার আশায় ছিল, তাহাদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। কিন্তু আইজাকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তাহার 'সেল্লান্‌রা' ক্রমশঃই বিস্তৃত ও শস্যসম্পদে পূর্ণ হইতে থাকে। গ্রন্থটিতে আধুনিক যান্ত্রিকতাকে জুয়াখেলা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। জমির ভিতর দিয়াই যে আদর্শ ও চিরস্থায়ী সুখ লাভ হয়, গ্রন্থকার তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। হামসুনের রচনাভঙ্গি স্বচ্ছ ও সুন্দর; অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে গেস্‌লীয়ার, ওলীন্‌, অ্যাক্সেল, বারব্রো, ব্রীড ওস্‌লীন, অ্যানড্রেসন ও অ্যারোসনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঘ

ঘরে বাইরে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসখানি প্রথম 'সবুজপত্রে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিমলা বড় ঘরের বউ; তাহার স্বামী নিখিলেশ বাক্যে, চিন্তায় ও কর্ম্মে অত্যন্ত সংযত পুরুষ। সুখে তাহাদের দিন কাটিতেছিল, এমন সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে দেশপ্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিখিলেশের বাল্যবন্ধু সন্দীপ প্রখর ব্যক্তিত্বের ছটা লইয়া তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। উদারপ্রকৃতি নিখিল বিমলার সহিত সন্দীপের পরিচয় করাইয়া দিল। বিমলা সন্দীপের ব্যক্তিত্বের যাদুতে ভুলিল। সন্দীপ তাহাকে স্তবস্তুতি করিয়া, 'মক্ষীরাণী' উপাধি দিয়া মন্ত্রমুগ্ধ করিল। তাহারই প্ররোচনায় বিমলা একদিন দেশের কাজে লাগিবে মনে করিয়া, স্বামীর সিন্দুক খুলিয়া ছয় হাজার টাকার গিনি আনিয়া সন্দীপের হাতে তুলিয়া দেয়। পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া বিমলা নিজের বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি খুলিয়া বিক্রয় করিবার জন্য অমূল্য নামে একটি ছেলের হাতে অর্পণ করে। অমূল্য বিমলাকে দিদি বলিয়া ডাকিত। অমূল্য গহনাগুলি বিক্রয় না করিয়া, নিখিলেরই এক কাছারির তহবিল লুঠ করিয়া টাকাটা বিমলাকে আনিয়া দেয়। গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করে নাই শুনিয়া বিমলা তাহাকে টাকাগুলি ফিরাইয়া দিয়া আসিতে বলে। অমূল্য টাকা ফিরাইয়া দিতে গিয়া ধরা পড়ে। তখন সব কথাই ব্যক্ত হয়। এদিকে সন্দীপের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইয়া স্থানীয় মুসলমান প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সন্দীপকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয় এবং নিখিল ও অমূল্য প্রজাদের শান্ত করিবার জন্য যাত্রা করে। প্রজাদের শান্ত করিতে গিয়া নিখিল আহত হয় এবং বুকে গুলী লাগিয়া অমূল্য মারা যায়। এই কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধের নানাদিক লেখক তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই উপন্যাসটি কাহিনীর অন্তর্গত পাত্রপাত্রীর আত্মকথার ভিতর দিয়া রচিত হইয়াছে।

চ

চক্রবাক—কাজী নজরুল ইস্‌লাম। কবিতা-পুস্তক। ইহাতে 'চক্রবাক', 'তোমায় পড়িছে মনে', 'বাদলরাতের পাখী', 'শীতের সিন্ধু', '১৪০০ সাল' প্রভৃতি কতকগুলি সুমিষ্ট প্রেম-কবিতা স্থান পাইয়াছে। '১৪০০ সাল' কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতা 'আজি হতে শত বর্ষ পরে'র উত্তর বলা যাইতে পারে।

চক্ষুদান—রামনারায়ণ তর্করত্ন। সামাজিক প্রহসন। ইহাতে কতকগুলি হাস্যকর ঘটনার সাহায্যে পরকীয়া প্রেমের অসারতা পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে। স্বামী পরকীয়া প্রেমে মগ্ন হইলে তাঁহার স্ত্রী স্বামীকে শিক্ষাদানের জন্য অপরের প্রতি আসক্তির ভাণ করিলেন; স্বামী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহার চক্ষু ফুটিল।

চণ্ডকৌশিক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাটক। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। ইহা আর্য্য ক্ষেমীশ্বরের সংস্কৃত নাটক চণ্ডকৌশিকের মর্ম্মানুবাদ।

চণ্ডী— 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' দ্রঃ।

চতুরঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্পপুস্তক। ইহাতে একটি কাহিনী চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি খণ্ডে স্বতন্ত্র গল্পের উপাদান আছে এবং প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সহিত জড়িত। গল্পগুলির নাম—জ্যেঠা মহাশয়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। গল্পগুলি মূলতঃ প্রণয়মূলক, কিন্তু সেগুলির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহি-চিত্তের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অন্যত্র দুর্লভ। সর্ব্বসংস্কারবিরোধী জ্যেঠা মহাশয়ের চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। জ্যেঠা মহাশয় একটি পথভ্রষ্টা রমণীকে ঘরে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া পল্লীতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হন নাই। তাঁহারই শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশ সেই রমণীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হয়। অবশেষে সেই রমণী আত্মহত্যা করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কবিতা-গ্রন্থ (১৮৬৬)। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবির কতকগুলি চতুর্দ্দশপদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা স্থান পাইয়াছে। ইহা লেখা হইয়াছিল ফ্রান্সে, ভার্সাই সহরে। ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। ইহাতে 'বঙ্গভাষা', 'শকুন্তলা', 'সমাপ্তে' ইত্যাদি ১০২টি কবিতা আছে।

চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঐতিহাসিক নাটক। চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক মৌর্য্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এই নাটকের বিষয়বস্তু হইলেও গ্রন্থকারের রচনা-কৌশলে মন্ত্রী চাণক্যই এই নাটকের প্রধান চরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ ব্রাহ্মণ চাণক্যকে অপমানিত এবং ভ্রাতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। চাণক্য প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নন্দের মন্ত্রী কাত্যায়নের সাহায্যে নন্দকে হত্যা ও চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এক দস্যু চাণক্যের কন্যা আত্রেয়ীকে অপহরণ করিয়াছিল; অবশেষে চাণক্য তাহাকে ফিরিয়া পান এবং রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

চন্দ্রনাথ—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। তরুণ জমিদার চন্দ্রনাথ কাশীভ্রমণে আসিয়া তাঁহার পিতার পাণ্ডা হরদয়ালের বাসায় উঠিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে এক ব্রাহ্মণ বিধবা রন্ধন করিতেন। তাঁহার এক সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার নাম সরযূ। চন্দ্রনাথ সরযূকে বিবাহ করিয়া বাড়ী লইয়া আসেন। কিন্তু পরে প্রকাশ পায় যে, সরযূর মাতার চরিত্র ভাল ছিল না। চন্দ্রনাথ তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্তঃসত্ত্বা সরযূকে ত্যাগ করেন। সরযূর মা তখন নিরুদ্দেশ, সরযূ কাশীতে আসিয়া সংসারত্যাগী ব্রাহ্মণ কৈলাস খুড়োর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে সরযূর একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। কৈলাস খুড়ো এতকাল দাবা খেলায় মত্ত ছিলেন এবং সরযূর ছেলে এখন তাঁহার খেলার সাথী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতে চন্দ্রনাথ নিজের ভুল বুঝিয়া স্ত্রী ও ছেলেকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। ছোট খেলার সাথী দাদুটির বিরহে কৈলাসের জীবন শূন্য হইয়া গেল। কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

চন্দ্রশেখর—বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। কাহিনীটি বঙ্গদর্শনে ১২৮০—৮১-এ বাহির হয়, এবং পরে ১২৮২-এ পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রতাপ ও শৈবলিনী অল্প বয়সে পরস্পরকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞাতিসম্বন্ধের জন্য উভয়ের বিবাহ অসম্ভব জানিয়া দুইজনে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ করে। গঙ্গায় নামিয়া প্রতাপ ডুবিল, কিন্তু শৈবলিনী ভয়ে ফিরিয়া আসিল। পণ্ডিত চন্দ্রশেখর প্রতাপকে উদ্ধার করেন। পরে শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের বিবাহ হয়; প্রতাপও রূপসীকে বিবাহ করিয়া মুঙ্গেরে চলিয়া যান। ফস্টর নামে এক ইংরেজ শৈবলিনীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে তাহার শ্বশুরালয় হইতে হরণ করে। চন্দ্রশেখর মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করেন। মীরকাসিম তখন বাঙ্গালার নবাব। নবাবমহিষী দলনীর ভ্রাতা, মীর কাসিমের সেনাপতি গুরগন ইংরাজের সহিত নবাবের যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছিল। গুরগনকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য দলনী গুরগনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, কিন্তু গুরগন তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করে। দলনী ফিরিয়া দেখেন, দুর্গদ্বার রুদ্ধ। সেই সময় চন্দ্রশেখর দলনীকে দেখিতে পাইয়া প্রতাপের বাসায় আনিয়া রাখেন। শৈবলিনী হরণের সংবাদও প্রতাপের কাণে আসিয়া পৌছায়, তিনি ফস্টরের কবল হইতে শৈবলিনীকে উদ্ধার করেন। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর আসক্তি প্রকট হইয়া উঠে। ইংরাজ সৈন্য প্রতাপের বাসা আক্রমণ করিয়া প্রতাপকে ও শৈবলিনীভ্রমে দলনীকে ধরিয়া লইয়া যায়। এদিকে নবাবের অনুচরগণ শৈবলিনীকে দলনী মনে করিয়া নবাবের নিকট লইয়া গেল। শৈবলিনী সব কথা নবাবকে খুলিয়া বলে এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রতাপকে উদ্ধারের জন্য ইংরাজের নৌকার অনুসরণ করে। নৌকায় উঠিয়া সে প্রতাপকে শৃঙ্খলমুক্ত করে এবং তাহারা দুইজনে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। উভয়ে রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। চন্দ্রশেখরের গুরু রামানন্দ স্বামী তাহাদের আশ্রয় দেন। শৈবলিনী তখন কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত। চন্দ্রশেখর সকল কথা শুনিয়া তাহাকে ক্ষমা করেন। এদিকে নবাবের লোকের আক্রমণের ভয়ে ফস্টর দলনীকে নৌকা হইতে এক নির্জ্জন স্থানে নামাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। রামানন্দ স্বামী তাঁহাকে দেখিয়া তকি খাঁর নিকট পাঠাইয়া দেন। তকি খাঁ নবাবকে সংবাদ দিল যে, দলনী ইংরাজের নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া দলনীকে বিষপান করাইয়া হত্যা করিবার আদেশ দেন। দলনী মনের দুঃখে বিষ পান করিয়া মৃত্যু বরণ করেন। নবাবের সহিত ইংরাজের প্রবল যুদ্ধ বাধিল। প্রতাপ নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সময় শৈবলিনী প্রতাপকে জানাইল যে, প্রতাপ জীবিত থাকিতে সে সুখী হইতে পারিবে না। উদারহৃদয় প্রতাপ তখন যুদ্ধে প্রাণ দিয়া শৈবলিনীর সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিলেন।

চমৎকার-চন্দ্রিকা, শ্রী—পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। সংস্কৃত গ্রন্থ। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। কবি কৃষ্ণদাস এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করেন।

চরক-সংহিতা—চরক মুনি। সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানিকে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল বলা চলে। ইহাতে শরীর-সংস্থান, শাস্ত্রীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি, ঋতুবিশেষে স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি, রোগনিদান ও গাছগাছড়ার গুণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

চরিতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। জীবনীগ্রন্থ। দেশীয় ও বিদেশীয় বহু লোকের জীবনীসমূহ ইহাতে লেখা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনীগুলি অপেক্ষা এই পুস্তকে লিখিত জীবনীগুলিতে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়।

চরিতাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই পুস্তকখানি ১৮৪৯ হইতে ১৮৬৯ মধ্যে রচিত হয়।

চরিত্রহীন—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। প্রথমে এই উপন্যাসখানি 'যমুনা' নামক মাসিক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সতীশ কলিকাতায় থাকিয়া হোমিওপ্যাথি পড়িত। মেসের ঝি সাবিত্রী তাহাকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল। সতীশও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সতীশের বাল্যবন্ধু উপেন্দ্র পশ্চিমে থাকিতেন। উপেন্দ্র তাঁহার রুগ্ন-বন্ধু হারাণের চিঠি পাইয়া কলিকাতায় আসেন এবং সতীশকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। হারাণের পত্নী সুন্দরী কিরণময়ী উপেন্দ্রকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি উপেন্দ্রকে সব কথা খুলিয়া বলেন। উপেন্দ্র ছিলেন দেবচরিত্র মানুষ, পত্নী সুরবালাকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। কিরণময়ীর প্রস্তাব তিনি ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন। উপেন্দ্রের আত্মীয় তরুণ যুবক দিবাকর কিরণময়ীদের বাসায় থাকিয়া কলিকাতায় লেখাপড়া করিত। উপেন্দ্রের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য কিরণময়ী দিবাকরকে লইয়া রেঙ্গুণে চলিয়া যায়। এদিকে উপেন্দ্র একদিন হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া সতীশের বাসায় সাবিত্রীকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ভাবে সতীশের সংস্রব ত্যাগ করেন। ইহার কিছুকাল পরে সুরবালার মৃত্যু হয়, উপেন্দ্রও ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হন। সাবিত্রী তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করে; উপেন্দ্র তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন। কিন্তু সতীশ সরোজিনী নামে

এক শিক্ষিতা মহিলার সহিত পরিচিত হয়। সাবিত্রী উপেন্দ্রের অনুরোধে এবং নিজের সামাজিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সতীশকে সরোজিনীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখী হইতে বলে। ওদিকে সুদূর রেঙ্গুণে কিরণময়ী ও দিবাকর তখন চরম দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে। সতীশ বর্ম্মায় গিয়া তাহাদের লইয়া আসে। কলিকাতায় ফিরিয়া কিরণময়ীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। কয়েকদিন পরেই উপেন্দ্রের মৃত্যু হয়, কিন্তু কিরণময়ীর তখন সে বিষয় চিন্তা করিবার মত অবস্থা নহে; উপেন্দ্রের মৃত্যুর মুহূর্ত্তে সে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারচিত্তে নীচের ঘরে ঘুমাইতেছিল। বইখানি নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

চর্য্যাপদ—বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া গ্রন্থখানির মূল্য অশেষ। এই গ্রন্থখানি আবিষ্কারের ইতিহাস এইস্থানে উল্লেখযোগ্য। ১৩২৩ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে আনীত 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-নামক একখানি পুঁথি অন্য তিনখানি পুঁথির সহিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থখানির বিশেষ একটি স্থান আছে। ইহাতে প্রায় পঞ্চাশটি গান আছে। এই গানগুলিকে চর্য্যা বা চর্য্যাপদ বলে। এই গানগুলির ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুষ্ঠান ও সাধন গানগুলির বিষয়বস্তু; কিন্তু হেঁয়ালীর ভাবে রচিত বলিয়া সহজে সেগুলির অর্থভেদ করা যায় না। এই গানগুলি সিদ্ধাচার্য্যের দ্বারা রচিত হইয়াছিল, তাঁহারা ৯৫০ হইতে ১২০০-এর মধ্যে জীবিত ছিলেন। কতকগুলি পদ বাংলায়, এবং কতকগুলি অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠে লিখিত।

চাইল্ড হ্যারল্ডস্ পিলগ্রিমেজ (Childe Harold's Pilgrimage)—লর্ড বায়রণ-লিখিত কাব্য। কাব্যগ্রন্থটি চারিটি সর্গে বিভক্ত। কোনও এক যাত্রীর ভ্রমণকাহিনী ও চিন্তাধারা এই কাব্যটির বিষয়বস্তু। সে আমোদপ্রমোদের জীবন-যাপনে বিরক্ত হইয়া বিদেশ ভ্রমণে যাইতে ইচ্ছা করে। প্রথম দুই সর্গে পর্তুগাল, স্পেন, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আলবেনিয়ার ভ্রমণ-কাহিনী আছে। গ্রীসের পরাধীনতা সম্বন্ধে কবির বিলাপে কাব্যটির এই দুই সর্গ শেষ হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে যাত্রী বেলজিয়াম, রাইন প্রদেশ, আল্পস প্রদেশ ও জুরাতে পরিভ্রমণ করেন ও সেখানকার ঐতিহাসিক কাহিনীর কথা কাব্যের বিষয়বস্তু হয়। চতুর্থ সর্গে কবি তাঁহার কল্পিত এই যাত্রীটির মুখোস ফেলিয়া স্বরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন এবং ভেনিস, পেট্রার্ক, বোকাৎসিও ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।

চাঁদবিবি—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ইতিহাসকাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত রোমান্টিক নাটক। আহম্মদনগরের সুলতান ইব্রাহিম খাঁর সহিত বিজাপুরের সুলতান আদিল শার মনোমালিন্য চলিতেছিল। আদিল শা ও তাঁহার খুল্লতাতপত্নী চাঁদবিবি আহম্মদনগর আক্রমণের জন্য উদ্যত হইলে আহম্মদনগরের উজীর দেশরক্ষার অজুহাতে মোগল সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করেন। চাঁদবিবি দেখিলেন, মোগল সৈন্য আহম্মদনগরে প্রবেশ করিতে উদ্যত, তিনি শত্রুতা ভুলিয়া আহম্মদনগর রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের পর বিশ্বাসঘাতক উজীরের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে তিনি নিহত হন। ইহাতে কিছু রোমান্টিকতার বাড়াবাড়ি আছে।

চাঁদ সদাগর—মন্মথ রায়। নাটক। মনসার প্রতি চাঁদ সদাগরের অশ্রদ্ধা, তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় এবং লক্ষ্মীন্দর ও সতী বেহুলার কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। শিবপূজায় চাঁদ সদাগরের নিষ্ঠা ও তাঁহার চরিত্রবল নাটকখানির মধ্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাটকের গানগুলি নরেন্দ্র দেব-রচিত।

চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে—অমৃতলাল বসু। বিশুদ্ধ প্রহসন (১৮৮৬)। ভবতারিণী দুই-জনকে একটি ঘর ভাড়া দিয়াছিল। ভাড়াটিয়াদের একজন বাঁড়ুয্যে, আর একজন চাটুয্যে। বাঁড়ুয্যে রাত্রিতে কোন ছাপাখানায় কাজ করিত এবং চাটুয্যে দিনে রিপুকর্ম্ম করিয়া বেড়াইত; সুতরাং একজনের সহিত আর একজনের দেখাসাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু ক্রমশঃ উভয়ের সন্দেহ হইতে থাকে এবং শেষে প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত হয়।

চার অধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্নি-যুগের উপন্যাস (১৩৪১)। বঙ্গবিচ্ছেদের সময়ে যে অগ্নিযুগের সূচনা হইয়াছিল, সেই অগ্নিযুগের এক নর ও নারীর প্রেমকাহিনী লইয়া এই উপন্যাস রচিত। বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রনাথ এক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুন্দরী ও শিক্ষিতা এলাকে তিনি এই দলে ভর্ত্তি করেন। এলা চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। এমন সময় অতীন্দ্র আসিয়া দলে প্রবেশ করে। অতীন্দ্রের কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কাজ করিতে সে আসে নাই, সে আসিয়াছিল এলাকে কাছে পাইবার জন্য। কিন্তু ইন্দ্রনাথ যখন কথাটা জানিতে পারিলেন, তখন অতীন্দ্রকে তিনি দূরে সরাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। এলাও একদিন সমিতির নিয়মবন্ধন ছিন্ন করিয়া অতীন্দ্রের কাছে গিয়া হাজির হইল এবং ইন্দ্রনাথ সেখানে আসিয়া তাহাদের মিলনে বাধা ঘটাইলেন। অতীন্দ্রকে দলের কাজ লইয়া আবার পলাইতে হইল। এমনি করিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও সে দলের বন্ধন কাটাইতে পারিল না। হৃদয় বলি দিয়া সে সর্ব্বনাশ বরণ করিয়া লইল।

চার-ইয়ারী কথা—প্রমথ চৌধুরী। গল্প-পুস্তক। এক মেঘান্ধকার রাত্রিতে চার বন্ধুতে ক্লাবে বসিয়া নিজ নিজ জীবনের ঘটনা হইতে চারিটি গল্প করেন। গল্প কয়টিতে নারীচরিত্রের নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গল্পগুলি ফরাসী গল্পের ধাঁজে রচিত।

চারুপাঠ—অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রবন্ধ-পুস্তক। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের প্রকাশকাল ১৮৫৩। ইহার প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন ইংরাজী পুস্তক হইতে সংকলিত হয়।

চার্ব্বাক-দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

চাহার দরবেশ—উর্দ্দু উপকথা। কনস্টান্টিনোপ্‌লের সুলতান আজাদ একদিন রাত্রিতে সমাধিক্ষেত্রে বসিয়া চারজন দরবেশের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি কিছু-দূরে বসিয়া তাহাদের মধ্যে দুই জনের জীবন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। পরদিন প্রভাতে তাহাদিগকে সভায় আহ্বান করিয়া তিনি অবশিষ্ট দুইজনের জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। রায় জলধর সেন বাহাদুর উপকথাটি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

চিত্রা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি প্রধানতঃ ১৩০২ সালের রচনা। ইহাতে চিত্রা, সুখ, প্রেমের অভিষেক, এবার ফিরাও মোরে, মৃত্যুর পরে, সাধনা, ব্রাহ্মণ, পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, আবেদন, উর্ব্বশী, স্বর্গ হইতে বিদায়, বিজয়িনী, জীবনদেবতা, ১৪০০ সাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি আছে।

চিত্রাঙ্গদা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্যকাব্য। মণিপুররাজসুতা চিত্রাঙ্গদা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অর্জ্জুনকে তিনি কামনা করেন, কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যান। অতঃপর বসন্ত ও মদনের সাহায্যে চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত এক বৎসর বাস করেন। এই সময়ে

চিত্রাঙ্গদার দেহে ও মনে যে দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অনবদ্য ভাষায় কবি রূপ দিয়াছেন। এই পুস্তকখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইহার বিরুদ্ধে প্রাচীন-পন্থীরা তীব্র সমালোচনা করেন।

চিত্রে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতাবলী। ইহাতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বহু প্রামাণ্য কবিতার সঙ্গে অপরাপর বৈষ্ণব কবিদের পদ স্থান পাইয়াছে। চিত্রের সাহায্যে কবিতাগুলির রূপায়ণ ও বিশেষ গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত পদকর্তাদের জীবনী এই সংস্করণটির বৈশিষ্ট্য।

চিন্তা ও কল্পনা—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রবন্ধপুস্তক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবির নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে—প্রেম কি উন্মত্ততা, নূতন ও পুরাতন, ইংরাজী ও বাঙ্গালা পোষাক, ইংরাজী ও হিন্দুসঙ্গীত, জাতিভেদ, মানভিক্ষা, উপমা, বাঙ্গালার রঙ্গভূমি, গল্পের নমুনা, গোরার সমালোচনা, বক্তৃতার সমালোচনা, নবীনচন্দ্র, বক্তৃতার নমুনা ও খুকুমণির ছড়া।

চিন্তাতরঙ্গিণী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ। এক জমিদারের পুত্রকে তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ বিষয় রক্ষার জন্য জালিয়াতি করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাতে অসমর্থ হইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। কাব্যখানি এই করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

চিরকুমার-সভা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রহসন। পূর্ণ, শ্রীশ ও বিপিন চিরকুমার-সভার সদস্য। তাঁহারা বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। চিরকুমার বৃদ্ধ চন্দ্রবাবু ছিলেন এই সভার সভাপতি। সভার ভূতপূর্ব সদস্য অক্ষয়ের দুই শ্যালিকা ছিল—নীরবালা ও নৃপবালা। চন্দ্রবাবুর এক ভাগিনেয়ী ছিল, তাহার নাম নির্মলা। কিছুকাল পরে সভার সদস্যত্রয় পঞ্চশরে বিদ্ধ হইয়া এই তিনটি কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণ না করিয়া পারিলেন না। চিরকুমার-সভা ভাঙ্গিয়া গেল। প্রহসনখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও সবাক্ চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

চীনের ড্রাগন—দীনেন্দ্রকুমার রায়। রোমাঞ্চকর উপন্যাস। চীনের মাঞ্চু রাজবংশের বিখ্যাত ড্রাগন অপহরণ ও উদ্ধার এবং মাঞ্চু রাজবংশের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত।

চৈতন্য—সার যদুনাথ সরকার। ইংরাজী জীবনীগ্রন্থ। ইহাতে চৈতন্যদেবের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে অত্যন্ত সুসম্বদ্ধভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পূর্বভারতের—বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসামের নরনারীর ধর্মজীবনে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহারও পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের যে জীবনী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত। ইহার অনুবাদও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত—প্রবোধানন্দ সরস্বতী। সংস্কৃত কাব্য। তিনি যে সময় কাশীতে ছিলেন, সেই সময় শ্রীচৈতন্য-কাশীধামে উপস্থিত হন। দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রবোধানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের ঘোরতর তর্ক আরম্ভ হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া তিনি যে স্তুতি রচনা করেন, তাহাই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। গ্রন্থখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়—কবি কর্ণপুর-রচিত সংস্কৃত নাটক। নাটকখানি ১৪৯৪ শকে রচিত হয়। ১৬৩৪ শকে প্রেমদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ বাঙ্গালা কবিতায় গ্রন্থখানির অনুবাদ করেন। এই নাটকে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃত—কবি কর্ণপুর-রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। ইহা চৈতন্যদেবের প্রামাণ্য জীবনী বলিয়া স্বীকৃত। বইটির রচনাকাল ১৫৪২

চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রী—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রণীত চৈতন্যদেবের জীবনী-গ্রন্থ। ইহাই চৈতন্যজীবনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুলিখিত এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণবমতের দার্শনিক বিচার ও বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে সুনিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতেই কেবল শ্রীচৈতন্যের শেষ বারো বৎসরের জীবনকথা পাওয়া যায়। ইহাতে তিনটি খণ্ড আছে—আদিলীলা, মধ্য-লীলা ও অন্ত্যলীলা। আদিলীলা সতের, মধ্যলীলা পঁচিশ ও অন্ত্যলীলা কুড়ি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ত্রিপদী ও পয়ার এই দুইটি ছন্দেই গ্রন্থখানি রচিত। ইহা শুধু চৈতন্যজীবনীই নয়, ইহাতে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্বের যথাযথ বিবরণ ও বিশ্লেষণও আছে। ভাষা বাংলা—তবে প্রাচীন বাংলা ও হিন্দী ভাষার সামান্য সংমিশ্রণ আছে। মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা ও কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বনে ১৫৭২—৮২-এর মধ্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়।

চৈতন্য ভাগবত, শ্রী—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। চৈতন্যদেবের জীবনী-গ্রন্থ। পূর্বে ইহার নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে এবং অন্য কয়েকটি গ্রন্থে ইহা চৈতন্যমঙ্গল বলিয়া উল্লিখিত। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদি খণ্ডে পনেরো অধ্যায় চৈতন্যদেবের গয়াধামে গমন পর্যন্ত, মধ্য খণ্ডে সাতাশ অধ্যায় শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণেই সমাপ্তি এবং অন্ত্য খণ্ডে নীলাচল গমন পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তগণের রীতি অনুযায়ী ইহাতে চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। আনুমানিক ১৫৩৫-এ গ্রন্থখানি রচিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থে ভক্তিরসের প্রচুর উপাদান আছে এবং সমসাময়িক ও ঐতিহাসিক নানা তথ্যও ইহাতে পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবত মোটামুটি পয়ার ছন্দে রচিত। সত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত চৈতন্যভাগবত এই গ্রন্থের একটি প্রামাণিক সংস্করণ।

চৈতন্যমঙ্গল, শ্রী—লোচনদাস ঠাকুর-প্রণীত বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ। পয়ার ছন্দে রচিত এই গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ ১৫৩৭-এ রচিত হইয়াছিল। ইহা সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড—এই চারিখণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থে ভগবানের চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্বাভাস হইতে অন্ত্যলীলা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। লোচনদাস গুরু নরহরি সরকারের আজ্ঞায় গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

চৈতালী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। এই গ্রন্থে কবির উৎসর্গ, বৈরাগ্য, মধ্যাহ্ন, দুর্লভ জন্ম, খেয়া, ঋতুসংহার, মেঘদূত, দিদি, পরিচয়, ক্ষণমিলন, সঙ্গী, করুণা, বঙ্গমাতা, মানসী, কুমারসম্ভব গান প্রভৃতি কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি প্রধানতঃ ১৩০৩ সালের রচনা।

চোখের বালি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামাজিক উপন্যাস। মহেন্দ্রের বিধবা জননী রাজলক্ষ্মীর আত্মীয়-কন্যা বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের একবার বিবাহের কথাবার্তা হয়। কিন্তু অনেক কারণে সে বিবাহ হয় নাই। অপরের সহিত বিনোদিনীর বিবাহ হইয়া-ছিল এবং বিবাহের অল্পকাল পরেই সে বিধবা হয়। এদিকে মায়ের অনিচ্ছাসত্ত্বে মহেন্দ্র আশালতাকে বিবাহ করিয়া সুখে ঘর করিতেছিল। সেই সময় মহেন্দ্রের জননী বিনোদিনীকে আনিয়া কলিকাতায় নিজ বাড়ীতে রাখেন। বিনোদিনী আশার সহিত 'চোখের বালি' সই পাতায় এবং তাহার স্বামী মহেন্দ্রের উপর মোহ বিস্তার করে। এই 'চোখের বালি' নাম বিনোদিনীর ঈর্ষার সূচক কিন্তু সরলা আশা তাহা বুঝে নাই। মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারী আশা ও মহেন্দ্রকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু তাহাতে

কোন ফল হয় না। আশা কিছুকালের জন্য কাশীতে পিতৃব্যের নিকট গমন করিলে সেই সুযোগে মহেন্দ্র বিনোদিনীর মায়াজালে ধরা দিলে বিনোদিনী প্রতিশোধ লওয়া সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে জানিয়া বিহারীকে জয় করিবার জন্য মনোনিবেশ করে। মহেন্দ্র তখন বিনোদিনীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অনুতপ্ত হন—পতিপত্নীর পুনর্মিলন ঘটে। এই সময় রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। বিহারী বিনোদিনীর ভার গ্রহণ করে ও তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে। কিন্তু বিনোদিনী তাহাতে অসম্মত হইয়া কাশী চলিয়া যায়।

চোরের উপর বাটপাড়ি—অমৃতলাল বসু। বিশুদ্ধ প্রহসন। ইহার আখ্যানবস্তু সুরুচিসঙ্গত নয়। এক দুশ্চরিত্র বিষয়ী ভদ্রলোক একটি যুবকের সাহায্যে পাড়ার এক মহিলাকে ফুসলাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহার নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই যুবকটির যোগাযোগ হয়। ইহাতে বোকাৎসিয়ো-রচিত 'ডেকামেরন' পুস্তকের একটি গল্পের ছায়া আছে।

চৌরপঞ্চাশৎ—কবিতা-সমষ্টি। পঞ্চাশটি শ্লোকে এই কাব্যগ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। গ্রন্থের মূল শ্লোকগুলি সংস্কৃতে রচিত। সেগুলি চোর নামক কবির লিখিত। চোর কবির ছদ্ম নাম। তাঁহার প্রকৃত নাম বিহ্লন। ভারতচন্দ্র রায় বিহ্লন-রচিত এই কবিতাগুলির বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। কবিতাগুলির এক অর্থ আদি-রসাত্মক ও দ্বিতীয়ার্থ ভক্তি-রসাত্মক।

ছ

ছত্রপতি শিবাজী—সত্যচরণ শাস্ত্রী। ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহাতে মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে শিবাজীকে দস্যু-শ্রেণীর মানুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইত। এই গ্রন্থে সে ধারণা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক 'ছত্রপতি' এই গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা। উহা ১৩১৪ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

ছবি ও গান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। ইহাতে 'রাহুর প্রেম' প্রভৃতি কবিতা ব্যতীত কতকগুলি গানও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলির অধিকাংশ ১২৯০ সালে রচিত।

ছাড়পত্র—সুকান্ত ভট্টাচার্য্য। কবিতাগ্রন্থ (১৩৫৪)। নূতন যুগের সার্থক কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে 'ছাড়পত্র', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'খবর', 'চিল', 'প্রার্থী' ইত্যাদি কবিতা আছে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিতাগুলি রচিত। ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৭-এর মধ্যে এই যুগসন্ধিক্ষণে কবিতাগুলি রচিত।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

ছায়াময়ী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ (১৮৮০)। এক বৃদ্ধের পরলোকগতা কন্যা একদিন ছায়ামূর্ত্তিরূপে তাহার পিতাকে দেখা দেয় এবং বৃদ্ধ তাহার সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নরকের ভীষণ দৃশ্য দর্শন করে এবং পরলোক-বৃত্তান্ত অবগত হয়—কাব্যখানির ইহাই বিষয়বস্তু। দান্তের বিখ্যাত ডিভিনা কমিডিয়া অবলম্বনে ইহা রচিত। গ্রন্থখানি সাত 'পল্লবে' বিভক্ত। ছন্দে বৈচিত্র্য আছে। প্রস্তাবনায় ভয়ানক রসের উদ্বোধন আছে।

ছিন্নমুকুল—স্বর্ণকুমারী দেবী-প্রণীত উপন্যাস। ইহা লেখিকার দ্বিতীয় উপন্যাস (১৮৭৯)। ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহ লইয়া রচিত এই উপন্যাসটি রোমান্সে নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছে।

ছিন্নহস্ত—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। রোমাঞ্চকর উপন্যাস। গ্রন্থখানি ইংরাজী পুস্তক-অনুসরণে রচিত। 'ভারতবর্ষে'র প্রথম বৎসরে (১৩২০-২১) ইহা উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ছেলেদের বিবেকানন্দ—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। জীবনী। বিবেকানন্দের বিরাট জীবনের বিশাল কর্ম্মপ্রবাহ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে রূপ দেওয়া হইয়াছে। স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভাষায় ইহা ছোটদের উপযোগী করিয়া রচিত।

ছোটদের গল্পসঞ্চয়ন—গিরিজাকুমার বসু ও সুনির্ম্মল বসু-সম্পাদিত ছেলেদের গল্প-সংগ্রহ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি বহু যশস্বী লেখকের গল্প আছে। গ্রন্থখানি বিবিধ চিত্রে শোভিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩৫টি গল্প আছে। ইহা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ছোটদের চয়নিকা—গিরিজাকুমার বসু ও সুনির্ম্মল বসু-সম্পাদিত কবিতা-সংগ্রহ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া কামিনী রায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি অনেক কবির শিশুপাঠ্য কবিতা আছে। বইখানি বহুচিত্রে শোভিত। ১৩৩৮ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

জ

জগৎশেঠ—নিখিলনাথ রায়-প্রণীত বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে মাণিকচাঁদ ও ফতেচাঁদ প্রভৃতি শেঠদের কাহিনী সঙ্কলিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেঠগণ কিরূপে বঙ্গদেশে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করেন এবং কিরূপে সম্পত্তিনাশের পর তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থার উৎপত্তি হয়, এই গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য—অনুরূপা দেবী-প্রণীত ধর্ম্মালোচনা-গ্রন্থ।

জনা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক (১৮৯৪)। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে নীলধ্বজ রাজার পুত্র প্রবীর পিতার নিষেধ সত্ত্বেও বীর জননী জনার উৎসাহে যজ্ঞাশ্ব ধরিয়া রাখেন। ফলে প্রবীরের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে প্রবীর নিহত হন। প্রবীরজননী মর্ম্মাহতা জনা গঙ্গাগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন দেন। এই নাটকের বিদূষক-চরিত্র গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্রের ইহা শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক।

জনান্তিক—বিনয় মুখোপাধ্যায় (যাযাবর)। উপন্যাসের আকারে রচিত রম্য রচনা।

জন্মান্তর-রহস্য—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। আলোচনামূলক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। আত্মার জটিল রহস্য এবং মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায় ও তাহার পক্ষে জন্মান্তরগ্রহণ সম্ভব কি না তাহা এবং প্রেতাত্মা সম্বন্ধীয় বহু কাহিনী এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধার করিয়া আলোচিত হইয়াছে।

জয়দেব—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ভক্তি-রসাত্মক নাটক। ভক্তকবি 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা জয়দেবের জীবনচরিত অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। রাজা লক্ষ্মণসেনের পুত্রের রোগমুক্তির জন্য এক কাপালিক এক শিশুকে বলিদানের উদ্যোগ করে। ভক্ত-কবি জয়দেবের প্রচেষ্টায় এই অত্যাচার নিবারিত হয়। এই কাহিনী ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' রচনার ইতিহাস নাটকের মূল বিষয়বস্তু। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত জয়দেবের একটি অপূর্ব্ব সংস্করণ আছে।

জাঁ ক্রিস্তফ (Jean Christophe)—ফরাসী লেখক রোমাঁ রোলাঁ-রচিত উপন্যাস। উপন্যাসখানি বার খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম চার খণ্ডে ক্রিস্তফের বাল্য ও কৈশোর, দ্বিতীয় চার খণ্ডে তাহার যৌবন ও তৃতীয় চার খণ্ডে পরিণতবয়স্ক ক্রিস্তফের বৃহত্তর জীবন এবং সুখ ও শান্তির জন্য তাহার আকুলতা বর্ণিত হইয়াছে। ক্রিস্তফ ভাবপ্রবণ, সঙ্গীতকলানুরাগী মানুষ—সমগ্র জীবন ধরিয়া শুধু সুন্দরের

উপাসনা করিয়া গিয়াছে। সে কদর্য্যতা, কপটতার আব্‌হাওয়া ও যুদ্ধবিগ্রহ সহ করিতে পারিত না। তাহার চরিত্রের মধ্য দিয়া থক সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির বাণী প্রচার রিয়াছেন এবং সেই জন্যই এই গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। গ্রন্থখানি ১৯০৪ হইতে ১৯১২-এর মধ্যে রচিত হয়। ইহার একটি বঙ্গানুবাদ আছে।

জাগরী—সতীনাথ ভাদুড়ী। ১৯৫০-এর রবীন্দ্রপুরস্কার-প্রাপ্ত। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিকায় এই উপন্যাসখানি রচিত। একটি পরিবারের সকলেই স্বাধীনতা-আন্দোলনে লিপ্ত। পরিবারের কর্তা লেখক স্বয়ং। তিনি বিহারের পূর্ণিয়া জেলে মাষ্টারী করিতেন, এখন উহা ছাড়িয়া দিয়া গান্ধীজীর শিষ্য হইয়াছেন। তাঁহার দুই ছেলে—বিলু ও নীলু ও তাঁহাদের মাতা দেশের কাজে যোগদান করিয়াছেন। বিলু এবং নীলুর মত ও পথ ভিন্ন। বিলু ফাঁসীর আসামী। নীলু জেলের বাইরে। নীলুর বাবা ও মা-ও জেলে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিছু জানেন না। সকলেই আপন আপন চিন্তায় ভারাক্রান্ত। সেই চিন্তাধারার বিবরণীই কাহিনীর বিষয়বস্তু।

জাঙ্গল, দি (Jungle, The)—আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার। উপন্যাস (১৯০৬)। শিকাগো কসাইখানার দুর্নীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালী এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। উপন্যাসখানির প্রভাবে একদা আমেরিকার লোকেরা শিকাগো হইতে আনীত মাংস খাইতে অস্বীকার করে। উক্ত কসাইখানার কর্ম্মচারীদের সামাজিক অবস্থার এক চমৎকার চিত্রণ।

জাঙ্গল বুক, দি (Jungle Book, The) —রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং-রচিত গল্পকাহিনী। ইহার পরিপূরক উপন্যাস 'দি সেকেণ্ড জাঙ্গল বুক' (১৮৯৪—৯৫)। মৌগলি নামে একটি শিশু নেকড়ে বাঘ কর্তৃক পালিত হয়। ভল্লুক বলু ও কৃষ্ণবর্ণ চিতাবাঘ কর্তৃক সে জঙ্গলের আইনকানুনে শিক্ষিত হয়। গল্পের ইহাই বিষয়বস্তু।

জাতক—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের বিশ্বাস—ভগবান্‌ বুদ্ধ, গৌতমরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, বিবিধ জীব ও মানবরূপে বহুবার ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অহিংসা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারই বিভিন্ন জন্মের কাহিনী জাতক নামে অভিহিত। পালিভাষায় ৫৪৭টি জাতক আছে। ঈশানচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালা ভাষায় (৬ খণ্ড) ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

জামাই বারিক—দীনবন্ধু মিত্র। প্রহসন। কেশবপুরের কুলীন জমিদার বিজয়বল্লভের অনেকগুলি জামাই ছিল। তাহারা শ্বশুরের আশ্রয়েই বাস করিত। তিনি তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান করাইয়া দেন। জামাইদের এই বাসস্থান 'জামাই বারিক' নামে পরিচিত। শ্বশুরবাড়ীতে জামাইদের অনেক লাঞ্ছনা সহ করিতে হইত। তাহারা ইচ্ছামত স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত না। এই জামাইদের মধ্যে বেলেডাঙ্গার অভয়কুমার নামে একজন জামাই ছিল। সে স্ত্রী কামিনী কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যায়। ইহাতে কামিনী অনুতপ্তা হয় এবং ময়রাণী ভবী ও তাহার স্বামী ময়রা বুড়াকে লইয়া বৃন্দাবনে যায়। সেখানে বৈষ্ণবীর বেশে অভয়কুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে কণ্ঠী বদল করিয়া বিবাহ করে। পরে অভয়কুমার স্ত্রীকে চিনিতে পারে। কলিকাতার কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জামাই পোষার প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্রহসনের বিশিষ্ট অংশটি লিখিত। দুই সতীনের ঝগড়াটি বাস্তব ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া লিখিত।

জাল প্রতাপচাঁদ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১৮৮৩)। ২৮ বৎসর বয়সে বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হয়। কিন্তু লোকে তাঁহার মৃত্যুর কথায় বিশ্বাস করে নাই। ১৫ বৎসর পরে বর্দ্ধমানে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। সকলে সেই সন্ন্যাসীকে প্রতাপচাঁদ মনে করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করে। ফলে, পরলোকগত তেজচন্দ্রের দত্তক পুত্র মহাতাপচন্দ্রের সঙ্গে মামলা হয় এবং মামলায় সন্ন্যাসী হারিয়া যান। আলোচ্য গ্রন্থে প্রতাপচাঁদের কাহিনী এবং মামলার বিবরণ স্থান পাইয়াছে।

জালিয়াৎ ক্লাইভ—সত্যচরণ শাস্ত্রী। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা সূচনায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কেরাণীরূপে এদেশে আসিয়া রবার্ট ক্লাইভ স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য কিরূপে নানা অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, লেখক এই গ্রন্থে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

জাস্টিস (Justice)—জন গল্‌স্‌ওয়ার্দি। নাটক। ১৯১০-এ ইহা প্রকাশিত ও অভিনীত হয়। নায়ক ফাল্‌ডার (Falder) ছিল এক সলিসিটারের আফিসের কেরাণী। রুথ হনিওয়েল নাম্নী এক মহিলাকে তাহার স্বামীর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পলায়নের নিমিত্ত সে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে যায়। ইহার জন্য সে আফিসের একটি চেক্‌ বদলায়, কিন্তু ধরা পড়ে এবং আফিসের কর্তার চেষ্টায় নির্জ্জনে কারাবাস ভোগ করিতে বাধ্য হয়। আসলে সে ছিল নির্দ্দোষ এবং পরে চেকের টাকা ফেরত দিবার উদ্দেশ্যই তাহার ছিল, কিন্তু ভাগ্যের এই বিড়ম্বনায় তাহার সমস্ত আশাভরসা নষ্ট হইয়া যায়। উপরন্তু, নির্জ্জন কারাবাসের ফলে সে পাগলের মত হইয়া যায়। আফিসের ম্যানেজার কক্‌সনের মুখে নাট্যকার কারাবাসের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গভীর চিন্তাপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করাইয়াছেন। এই নাটকটি প্রকাশিত হইবার পর লোকে এতদূর বিচলিত হয় যে, গভর্ণমেণ্ট কারাবাসের কয়েকটা নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

জিজ্ঞাসা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। প্রবন্ধসমষ্টি। জ্যোতির্বিদ্যা, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৩১০ সালে প্রকাশিত হয়।

জীবনপ্রভাত—রমেশচন্দ্র দত্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঔরংজীবের রাজত্বকালে মারাঠা শিবাজী মুসলমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কিভাবে দক্ষিণ-ভারতে মারাঠা-আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহাই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। শিবাজীর প্রতি দেবী ভবানীর আদেশ ছিল যে তিনি হিন্দুর সহিত যুদ্ধ করিলে পরাজিত হইবেন। সুতরাং ঔরংজীবের সেনাপতি জয়সিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে তিনি যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করেন। ঔরংজীব শিবাজীকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করেন। শিবাজী মোগলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুনরায় তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই সময় জয়সিংহের মৃত্যু হওয়ায় শিবাজীর জয়লাভের পথ প্রশস্ত হয়। মারাঠাদের জাতীয় জীবন উদয়ারুণ-রাগে রঞ্জিত হয়।

জীবনবেদ—কেশবচন্দ্র সেন। আত্মচরিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মমত ও সাধনার কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ও কেশবচন্দ্রের জীবনে তাঁহার প্রভাবের পরিচয়ও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

জীবনসন্ধ্যা—রমেশচন্দ্র দত্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৭৯)। মোগল সম্রাট্‌ আকবরের সহিত মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের সংঘর্ষ এবং যুদ্ধে রাণা প্রতাপের পরাজয়ের কাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত।

জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থখানি ঠিক রবীন্দ্রনাথের আত্মচরিত নহে; ইহাতে কবির জীবনের কতকগুলি ঘটনা—যাহা

স্মৃতির পটে জাগরূক হইয়া আছে,—স্থান পাইয়াছে। শিক্ষারম্ভ হইতে দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা এবং 'কড়ি ও কোমল' রচনাকাল পর্য্যন্ত কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনা কবির অননুকরণীয় ভাষায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

জীবন্মুক্তি গীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

জুড্ দি অবস্কিয়োর (Jude the Obscure)—টমাস হার্ডি। ইংরাজী উপন্যাস (১৮৯৫)। টমাস হার্ডি ইহাতে মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে যে চিরন্তন সংগ্রাম চলিতেছে তাহারই চিত্র আঁকিয়াছেন। জুড প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা ও অসীম অধ্যবসায় সত্ত্বেও জীবনের কোন ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। বাল্যে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষালাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। প্রথম যৌবনে সে আরাবেল্লা ডন্‌কে বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু বিবাহের পর সে দেখিল, সে বিবাহের মূলে প্রেম নাই, আছে কামনা। তাহাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার পর জুড সুশানাকে ভালবাসিল। কিন্তু সুশানা বিবাহ করিল স্কুলমাষ্টার ফিল্‌ট্‌সনকে। সুশানা এই বিবাহে সুখী হইতে পারে নাই। কিছুকাল পরেই সে স্বামীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া জুডের সহিত বাস করিতে আসে। জুডের প্রথম পক্ষের পত্নীর গর্ভজাত পুত্রও এই সময় তাহাদের নিকট বসবাস করিতে থাকে। কিন্তু একদিন রাত্রিতে হঠাৎ সে এবং সুশানার পুত্রগণ আত্মহত্যা করে। ইহাতে তাহাদের মিলন ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে মনে করিয়া সুশানা জুডকে ছাড়িয়া যায়। ইহার পর আরাবেল্লার সহিত জুডের আবার সাক্ষাৎ হয়। আরাবেল্লা তাহাকে আবার বিবাহ করে। কিন্তু জুড তখন দুরবস্থার শেষ সীমায়।

জুলিয়াস সীজার (Julius Cæsar)—শেক্সপীয়রের বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক। ১৫৯৯-এ ইহা অভিনীত হয়। নর্থ কৃত প্লুটার্কের 'লাইভস্'-এর অনুবাদ অবলম্বনে ইহা রচিত। সীজারের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য সন্দিহান হইয়া কেসিয়াস ও কাস্‌কা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। তাহারা ব্রুটাসকে তাহাদের দলে লইল। তিনিও গণতন্ত্রের প্রতি কর্ত্তব্যবশতঃ তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সীজার ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা সেনেট-হাউসে নিহত হইলেন। সীজারের অনুগত বন্ধু অ্যান্টনি সীজারের সমাধিস্থলে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বক্তৃতার সাহায্যে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। জুলিয়াস সীজারের ভাইপো অক্টেভিয়াস, অ্যান্টনি ও লেপিডাস এই তিনজনে ব্রুটাস ও কেসিয়াসের সৈন্যদলের সম্মুখীন হন। ব্রুটাস ও কেসিয়াস ফিলিপির যুদ্ধে পরাজিত হন (খৃঃ পূঃ ৪২) এবং আত্মহত্যা করেন। ব্রুটাসের স্ত্রী পোর্শিয়ার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্রুটাস ও কেসিয়াসের মধ্যে কলহ ও মিলন এই নাটকটির অন্যতম সুন্দর দৃশ্য।

জেন আয়ার (Jane Eyre)—ইংরাজ মহিলা ঔপন্যাসিক শার্লট ব্রোণ্টে (Charlotte Bronte)-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৪৭)। নায়িকা জেন আয়ার অতি দীনহীনা ও অনাথা। সে মাসী মিসেস্ রীডের কাছে আশ্রয় পায়। পরে মাসী তাহাকে এক দাতব্য শিক্ষালয়ে পাঠাইয়া দেন। পরে সেখানে জেন শিক্ষয়িত্রীরূপে কাজ করে। অতঃপর জেন থর্ণফিল্ড হলে Mr. Rochester-এর ছোট মেয়েকে পড়াইতে যায় এবং Mr. Rochester তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু যখন জানা গেল যে Rochester-এর পূর্ব্ব পত্নী উন্মাদ এবং থর্ণফিল্ড হলেই নির্জ্জনে আটক অবস্থায় আছেন, তখন জেন পলাইয়া যায় ও John Rivers নামে এক যাজকের আশ্রয় গ্রহণ করে। Rivers-কে জেন বিবাহ করিতে সম্মত হয় এবং সে তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে আসে। কিন্তু হঠাৎ তাহার মনের পরিবর্ত্তন হয়। থর্ণফিল্ডে ফিরিয়া সে জানিতে পারে যে স্থানটি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে এবং Rochester তাঁহার পত্নীকে আগুন হইতে রক্ষা করিতে গিয়া অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়েন। উন্মাদিনী পত্নীর জীবন রক্ষা হয় নাই। Rochester-এর এইরূপ দুঃস্থ অবস্থা দেখিয়া সে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সুখী করে।

জেনেসিস—বাইবেলের প্রথম অধ্যায়। কথাটির অর্থ সৃষ্টি বা উৎপত্তি। ইহাতে পৃথিবীর উৎপত্তির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন ইংরাজীতে লেখা এ সম্বন্ধে একটি কাব্য কেড্‌মনের বলিয়া প্রচলিত।

জেন্দ্-আবেস্তা (Zend-Avesta)—জরথুষ্ট্র-রচিত পারসীকদের ধর্ম্মগ্রন্থ (খৃঃ পূঃ ৬০০—২৫০)। গ্রন্থখানি বহুকাল মুখে মুখে চলিবার পর দ্বিতীয় শাহ্-পুহরের সময় (৩০৯—৩৩৮) বর্ত্তমান আকারে সঙ্কলিত হয়। অনেকের মতে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল খৃঃ পূঃ ১৮০০, আবার কাহার মতে খৃঃ পূঃ ১০০০। জরথুষ্ট্র প্রথমে পারসীকদের জন্য 'জেন্দ্' (সংস্কৃত জ্ঞা ধাতু হইতে) নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন; কিন্তু ইহা সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায় তিনি 'আবেস্তা' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া উহাতে সহজ ভাবে ও ভাষায় তাঁহার ধর্ম্মমত ব্যক্ত করেন। মতান্তরে আগে 'আবেস্তা' ও পরে 'জেন্দ্' রচিত হয়। পরে উভয় গ্রন্থ একত্রে সঙ্কলিত হইয়া 'জেন্দ্-আবেস্তা' নামে পরিচিত হইয়াছে। জেন্দ্-আবেস্তা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম দুই খণ্ডে পারসীকদিগের উপাসনাপদ্ধতি, তৃতীয় খণ্ডে পারসীকদিগের পৌরাণিক কাহিনী ও হিতোপদেশ, চতুর্থ খণ্ডে ধর্ম্মসঙ্গীত এবং পঞ্চম খণ্ডে প্রার্থনার মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে।

জেলের খাতা—বিপিনচন্দ্র পাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ধৃত হইয়া কারাগারে অবস্থানকালে দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। ইহাতে কারাগারের অভিজ্ঞতা যৎকিঞ্চিৎ স্থান পাইয়াছে এবং সেই সঙ্গে বহু দার্শনিক বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে।

জৈমিনি দর্শন—স্মৃতিগ্রন্থ। গ্রন্থখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহা মীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা নামেও পরিচিত। ইহাতে ৭০০ সূত্র আছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের দার্শনিক ব্যাখ্যা ইহাতে আছে। শবর স্বামীর ব্যাখ্যাই মীমাংসাদর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকৃত হয়।

জৈমিনি ভারত—ব্যাসদেবের শিষ্য মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত পৌরাণিক গ্রন্থ। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। রোহিণীনন্দন সরকার ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জ্ঞান ও কর্ম্ম—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধপুস্তক। গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম ভাগে অন্তর্জ্জগৎ, জ্ঞানের সীমা প্রভৃতি বিবিধ জটিল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে পুত্রকন্যার প্রতি পিতার কর্ত্তব্য প্রভৃতি নানা সামাজিক বিষয়ে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

জ্ঞানদাস—রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত বৈষ্ণব পদগ্রন্থ। এই গ্রন্থে কবি জ্ঞানদাসের জীবনকাহিনী ও তাঁহার রচিত অধিকাংশ কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। কবিতাগুলি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত ও ভক্তিভাবে পূর্ণ।

জ্যোতির্ম্ময়ী—১। হারাণচন্দ্র রক্ষিত। ঐতিহাসিক উপন্যাস। মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহানের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত। নূরজাহান প্রথমে শের আফগানের পত্নী ছিলেন; তাহার পর তাঁহার রূপে মুগ্ধ জাহাঙ্গীর কি ভাবে শের আফগানকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে স্বীয় অন্তঃপুরে লইয়া আসেন, সে কাহিনী এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ২। রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত সামাজিক উপন্যাস।

কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার জামাতার অর্থ-পিশাচ পিতা কর্তৃক লাঞ্ছনা ও প্রবঞ্চনার চেষ্টা এবং তাহার বিষময় ফল ইহাতে দেখান হইয়াছে।

———

ঝ

ঝড়—ইলিয়া ভারনবুর্গের ষ্টালিন পুরস্কার-প্রাপ্ত 'Storm' গ্রন্থের অশোক গুহ কৃত বঙ্গানুবাদ। উক্ত গ্রন্থ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত।

ঝড়ের পাখী—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সামাজিক উপন্যাস। লীলার জন্মের ইতিহাসে কলঙ্ক ছিল। সে বোর্ডিংএ থাকিয়া লেখাপড়া করে। বোর্ডিং হইতে বাহির হইবার পর লীলার বিবাহ হয় এবং তাহার পর লীলার জন্মের ইতিহাস তাহার স্বামী সুকুমার জানিতে পারিলে তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। পরে লীলার জীবন সার্থক হইয়া উঠে সুকুমারের বন্ধু অরুণের আশ্রয়ে ও ভালবাসায়। অরুণ লীলার জন্মকথা জানিলেও তাহাকে কোনও গঞ্জনা দেয় নাই।

ঝলমল—সুনির্ম্মল বসু-সম্পাদিত মৌলিক রচনা-সংগ্রহ। ইহাতে ছেলেদের উপযোগী সর্ব্বসমেত ৩৯টি রচনা আছে। গল্প, কবিতা, নাটক, গান ও স্বরলিপি সমস্ত বিষয়েরই রচনা ইহাতে আছে। রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শৈলজানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগের রচনায় পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। বহু চিত্রেও পুস্তকখানি শোভিত। ইহা ১৩৪১ বঙ্গাব্দে বাহির হয়।

ঝান্সীর রাণী—চণ্ডীচরণ সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ঝান্সীর রাণী বীর রমণী লক্ষ্মীবাইএর জীবনকাহিনী গ্রন্থের বিষয়বস্তু। লক্ষ্মীবাই অল্পবয়সে বিধবা হইবার পর ইংরাজের হস্ত হইতে ঝান্সী রক্ষা করিবার জন্য যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, ও ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এই মহীয়সী মহিলার চরিত্রে অন্যায়ভাবে কলঙ্ক লেপনের যে চেষ্টা করেন, তাহাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। 'ঝাঁসির রাণী' নামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি গ্রন্থ আছে। উহা মারাঠী হইতে অনুদিত।

———

ট

টটেল্‌স্ মিস্‌লেনি (Tottel's Miscellany)—রিচার্ড টটেল গ্রিমল্ড (Grimald) নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি সপ্তম হেন্‌রীর সভাসদদের লিখিত কবিতা সংগ্রহ করিয়া ১৫৫৭-এ প্রকাশিত করেন। ইহাতে Sir Thomas Wyatt এবং Earl of Surrey প্রভৃতির কবিতা আছে। ইংরাজী সাহিত্যে রেনেসাঁসের যুগের ইহাই প্রথম কাব্য।

টমকাকার কুটীর—মিসেস্ বীচার ষ্টো-প্রণীত Uncle Tom's Cabin-নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের চণ্ডীচরণ সেন-কৃত বঙ্গানুবাদ ['আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন' দ্রঃ]।

টম্ ব্রাউনস্ স্কুলডেজ্ (Tom Brown's Schooldays)—টমাস হিউস। একটি স্কুলের ছাত্রের কাহিনী (১৮৫৭)। রাগবিতে যখন Dr. Arnold প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সে সময়ে একটি সাধারণ ছেলের বিদ্যালয়ের দিনগুলি এই গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। স্কুলের বড় বড় ছেলেদের অত্যাচার সেই ছেলেটিকে কীভাবে সহ্য করিতে হইত, এবং পরে সে সেই অত্যাচারের হাত হইতে প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় কী করিয়া মুক্তিলাভ করে তাহার নিখুঁত চিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা একটি শিক্ষাপ্রদ গল্প।

টাইমন অব এথেন্স (Timon of Athens)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। নাটক (১৬০৭)। গল্পের বিষয়বস্তু কতকাংশে প্লুটার্কের 'অ্যাণ্টনি' হইতে গৃহীত। টাইমন ছিলেন এথেন্সবাসী এক ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি উদারহস্তে বন্ধুবান্ধবদের অর্থদান করিয়া নিজে দুরবস্থায় পতিত হন। এই অবস্থায় তিনি সকলের নিকটে সাহায্যের জন্য যান, কিন্তু একদা তাঁহার অনুগৃহীত সকল ব্যক্তিই তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে অস্বীকৃত হন। তখন তিনি সহর ছাড়িয়া এক পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে থাকেন। তিনি এখানে নির্জ্জনে দিন যাপন করেন এবং মানববিদ্বেষী হইয়া উঠেন। এখানে তিনি একদিন মাটির তলায় কিছু সুবর্ণ সঞ্চিত দেখিতে পান। কিন্তু উহার মূল্য আর তাঁহার কাছে কিছুই ছিল না। এথেন্সের সিনেটরগণ (Senators) অ্যানসিবিয়াডিস্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কাছে সাহায্যের জন্য আসেন এবং তাঁহাকে সহরে ফিরাইয়া লইতে চান, কিন্তু তখন তিনি তাঁহার ডুমুর গাছটি তাঁহাদের দেন এবং বলেন ইহাতে ঝুলিয়া মরিলেই সকল দুঃখের অবসান হইবে। তারপর সমুদ্রতীরে তাঁহার কবর দেখা যায় এবং তাহার উপরে সমাধিস্তম্ভে মানববিদ্বেষ-সূচক লেখা দেখা যায়।

টাকার কথা—অনাথগোপাল সেন। অর্থ-নীতিবিষয়ক পুস্তক। বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতি-ক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সেগুলির মূল কারণ কি, বিনিময়ব্যবস্থা, মুদ্রামূল্য নিরূপণ, স্বর্ণমান, কারেন্সী ও ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি অর্থ ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিবিধ জটিল বিষয় এই গ্রন্থে সহজবোধ্য বাঙ্গালায় বর্ণিত হইয়াছে।

টার্টারিন ভ টারাস্কন (Tartarin de Tarascon)—আল্‌ফান্সো দোদে-রচিত ফরাসী চরিত্রচিত্র। দক্ষিণ ফ্রান্সের অধিবাসীদের ভিতর হইতে 'ডন কুইক্সোট' ও 'মিঃ পিক্‌উইক' (ডিকেন্স) শ্রেণীর কতকগুলি চরিত্র লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত। টার্টারিনের সাহায্যে দোদে সেকালের ফরাসী সমাজের কতকগুলি কৌতুককর রাজনীতির সহিত জনসাধারণকে পরিচিত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

টালিসম্যান, দি (Talisman, The)—ওয়ালটার স্কট। উপন্যাস (১৮২৫)। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড জেরুসালেমে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিতে গিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেই পটভূমিকার উপরে কাহিনী রচিত। সার কেনেথের সঙ্গে স্যালাডিনের বন্ধুত্ব জন্মে। স্যালাডিন ডাক্তারের ছদ্মবেশে খৃষ্টান শিবিরে আসেন এবং রিচার্ডকে সুস্থ করিয়া তোলেন। ইতিমধ্যে সার কেনেথকে রাত্রিতে ইংলণ্ডের পতাকা রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু তিনি এডিথ্ প্লাণ্টাজেনেটের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে শুনিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য ছাড়িয়া চলিয়া যান। এডিথের সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত প্রণয় ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার শিকারী কুকুর আহত হয় এবং পতাকা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়। রিচার্ডের আদেশে কেনেথের প্রাণদণ্ড হইত, কিন্তু এক মুর ডাক্তার কেনেথকে ক্রীতদাসরূপে গ্রহণ করে। পরে কৃষ্ণবর্ণ মূক অনুচররূপে কেনেথ রিচার্ডকে আততায়ীর হস্ত হইতে বাঁচান। কিন্তু রিচার্ড তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং কে পতাকা ছিন্ন করিয়াছিল তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বলেন। শিকারী কুকুরের সাহায্যে মণ্টসেরাটকে ধরা হয়। তখন মণ্টসেরাটের সঙ্গে কেনেথের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মণ্টসেরাট আহত হয় এবং সার কেনেথ যে স্কটল্যাণ্ডের রাজকুমার ডেভিড তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়ে।

টু জেণ্টল্‌মেন অব ভেরোনা (Two Gentlemen of Verona)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। হাস্যরসাত্মক নাটক (১৫৯৪—৯৫)। ভ্যালেণ্টাইন ও প্রোটিউস ভেরোনার দুই ভদ্রলোকের বন্ধু। প্রোটিউসের সঙ্গে জুলিয়ার প্রেম হয় আর ভ্যালেণ্টাইন মিলানে যায় এবং সেখানকার ডিউকের মেয়ে সিল্‌ভিয়াকে সে ভালবাসে। এদিকে প্রোটিউস জুলিয়াকে ছাড়িয়া মিলানে আসে

ও ডিউককে জানায় যে ভ্যালেন্টাইন সিল্‌ভিয়াকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবার মতলব করিতেছে। ভ্যালেন্টাইনকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দেওয়া হয় আর প্রোটিউস সিল্‌ভিয়ার কাছে প্রেম নিবেদন করিতে থাকে। জুলিয়া প্রোটিউসের কাছে পুরুষের বেশে আসে ও তাহার বালকভৃত্য সাজিয়া কাজ করে। সিল্‌ভিয়া থুরিও নামে বাপের পছন্দ করা বরের হাত এড়াইবার জন্য পলাইয়া যায় ও ডাকাতের হাতে পড়ে। প্রোটিউস সিল্‌ভিয়াকে রক্ষা করে। এ সময় ভ্যালেন্টাইন আসে। ডিউকও আসিয়া পড়েন। পরে জুলিয়ার সঙ্গে প্রোটিউস ও ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে সিল্‌ভিয়ার মিলন হয়।

টু লীভ্‌জ্‌ অ্যাণ্ড এ বাড্‌ (Two Leaves and a Bud)—মুল্ক রাজ আনন্দ। ইংরাজীতে লেখা ভারতীয় উপন্যাস। চা-বাগানের মালিকদের অত্যাচারের কাহিনী এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' নামে ইহার বাংলা অনুবাদ আছে।

টুয়েলভ্‌থ নাইট (Twelfth Night) —মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। হাস্যরসাত্মক নাটক। অপর নাম "হোয়াট ইউ উইল"। সিবাস্‌টিয়ান ও ভায়োলা ছিল যমজ ভাই-বোন। তাহারা দেখিতে প্রায় একরূপ ছিল। জাহাজডুবিতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ভায়োলাকে তীরে তোলা হয়। সে যুবক সীজারিওর ছদ্মবেশে ডিউক অরসিনোর কাছে বালকভৃত্যের কাজ করে। অরসিনো অলিভিয়াকে ভালবাসিত। এদিকে সীজারিও ডিউককে ভালবাসিয়া ফেলে। অলিভিয়া আবার সীজারিওকে ভালবাসিয়া ফেলে। এই সময় সিবাস্‌টিয়ান ও তাহাকে উদ্ধারকারী কাপ্তেন অ্যান্টোনিও সেই দেশে (ইলিরিয়া) উপস্থিত হয়। অলিভিয়া সিবাস্‌টিয়ানের সহিত মিলিত হইলে তাহাকে সীজারিও বলিয়া ভাবে এবং তাহাকে অবিলম্বে বিবাহ করে। অরসিনো অলিভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আরও কয়েকটি হাস্যকর ঘটনা ঘটে এবং শেষ পর্য্যন্ত অরসিনোর সঙ্গে ভায়োলার (সীজারিও) বিবাহ হয়। প্রধান চরিত্রগুলি ছাড়াও অ্যাণ্ড্রু, এণ্ডরিক, টবি বেল্‌চ প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা কবি প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন।

টেমিং অব দি শ্রু, দি (Taming of the Shrew, The)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। হাস্যরসাত্মক নাটক। ব্যাপ্‌টিস্‌টা নামে পাডুয়ার এক ধনী ভদ্রলোকের বড় মেয়ের নাম ক্যাথারিনা। সে কলহপ্রিয়া গেছো মেয়ে। ভেরোনার পেট্রাচিও নামে এক ভদ্রলোক তাহার প্রকৃতির কথা জানিয়াও উপযাচক হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চান। বিবাহের সময় হইতেই তিনি চাকর-বাকরদের প্রতি এমন রুক্ষ ও উগ্র ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন যে তাহাতে ক্যাথারিনার উগ্রতা অনেকটা দমিয়া যায়। নিজ বাড়ীতে নববধূকে নিয়া তিনি বিছানা ও খাদ্য তাঁহার পত্নীর অনুপযুক্ত বলিয়া তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। ফলে দুই এক দিন ক্যাথারিনার মোটেই খাওয়া হয় নাই। স্বামীর এই উগ্রতার কাছে তাহার উগ্রতা একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। পরে এক ভোজসভায় 'যাহার স্ত্রী সবচেয়ে স্বামীর বাধ্য' সেই স্বামীর প্রাপ্য পুরস্কার পেট্রাচিও লাভ করেন।

টেম্পেস্ট (Tempest)—শেক্‌স্‌পীয়ার। মিলনান্ত নাটক। মিলানের ডিউক প্রস্‌পেরো তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অ্যান্টোনিয়োর হস্তে অর্পণ করিয়া পার্থিব চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অ্যান্টোনিও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া নেপ্‌লসের রাজার সাহায্যে প্রস্‌পেরোকে অধিকারচ্যুত করেন এবং প্রস্‌পেরো ও তাঁহার তিন বৎসরের কন্যা মিরাণ্ডাকে এক পুরান জাহাজে করিয়া সমুদ্রে ছাড়িয়া দেন। জাহাজ ভাসিতে ভাসিতে এক নির্জ্জন দ্বীপে আসিয়া লাগে। প্রস্‌পেরো তাঁহার কন্যাকে লইয়া দ্বাদশ বৎসর তথায় অতিবাহিত করেন। সাইকোরাক্স নামে এক ডাকিনী বহু আত্মাকে এই দ্বীপের গাছে গাছে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। প্রস্‌পেরো ভোজবিদ্যাবলে তাহাদের মুক্তিদান করেন। বার বৎসর পরে নেপ্‌লসের রাজা, তাঁহার পুত্র ফার্ডিনাণ্ড, অ্যান্টোনিয়ো প্রভৃতি একদিন জাহাজে চড়িয়া এই দ্বীপের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। জাহাজ যখন মাঝ সমুদ্রে, প্রস্‌পেরো তখন ভোজবিদ্যাবলে ঝড় তুলিলেন। জাহাজ ডুবিবার উপক্রম হইল,—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা নিরাপদে তীরে আসিয়া ভিড়িল। প্রস্‌পেরোর আদেশে এরিয়েল (প্রেত) যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ডকে সুন্দরী মিরাণ্ডার সম্মুখে উপস্থিত করিল। মিরাণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডকে ভালবাসিলেন এবং ফার্ডিনাণ্ডও মিরাণ্ডাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন ও তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। নেপল্‌সের রাজা তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিলেন। প্রস্‌পেরো ভ্রাতাকে ক্ষমা করিলেন। উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারে ফার্ডিনাণ্ড ও মিরাণ্ডার বিবাহ হইয়া গেল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'নলিনীবসন্ত' টেম্পেস্ট অবলম্বনে রচিত।

টেল অব টু সিটিজ, এ (Tale of Two Cities, A)—চার্ল্‌স্‌ ডিকেন্স। বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৫৯)। দুই সহর হইতেছে ফরাসী-বিদ্রোহের সময়ে প্যারিস ও লণ্ডন। ডক্টর ম্যানেট নামে প্যারিসের এক চিকিৎসক এভারমোণ্ড উপাধিধারী দুই ভাই-এর চক্রান্তে ১৮ বৎসর ব্যাস্টিল নামে কারাগারে থাকিতে বাধ্য হয়। তাহার কন্যা লুসি ম্যানেট ইংলণ্ডে মানুষ হয়। পরে তাহার পিতা বাঁচিয়া আছে জানিতে পারিয়া সে জার্‌ভিস লরীর সহিত প্যারিসে যায় এবং ডিফার্জ-নামক ডাক্তারের এক পুরাতন ভৃত্যের বাটী হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনে এবং লণ্ডনে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করে। এই সময় সিড্‌নী কার্টন এবং চার্ল্‌স্‌ ডার্নে নামে দুইটী যুবকের সহিত তাহাদের আলাপ হয়। চার্ল্‌স্‌ ছিল এভারমোণ্ডের জমিদারের ভাইপো, কিন্তু প্রাচীন ফরাসী আভিজাত্যের প্রতি ঘৃণাবশতঃ সে ইংলণ্ডে আসিয়াছিল। চার্ল্‌স্‌ ও লুসির মধ্যে ভালবাসা হয় এবং উভয়ে ডাক্তারের অনুমতিতে বিবাহ করে। ফরাসী-বিদ্রোহের বিভীষিকার যুগে চার্ল্‌স্‌ ফ্রান্সে ফিরিলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার উপর মৃত্যুদণ্ড হইল। সিড্‌নী কার্টন-এর সঙ্গে চার্ল্‌স্‌-এর দেহের অপূর্ব্ব সাদৃশ্য ছিল। শেষ মুহূর্ত্তে সে চার্ল্‌স্‌-এর স্থান গ্রহণ করিয়া চার্ল্‌স্‌কে জেল হইতে বাহির করিয়া আনিল এবং পরের দিনই কার্টন-এর প্রাণদণ্ড হইল। কার্লাইল-এর 'The French Revolution' নামে পুস্তকটির অনুকরণে পুস্তকখানি সেই যুগে প্যারিসের একখানি নিখুঁত ছবি। ঘোড়ার গাড়ীর প্রথম দৃশ্যটি ডিকেন্সের লিখিত শ্রেষ্ঠ দৃশ্যাবলীর অন্যতম।

টেল্‌স্‌ (Tales)—গোগোল-রচিত রুশ গল্পপুস্তক (১৮৩৬)। গোগোল-রচিত বিশ্ববিখ্যাত গল্প 'The Overcoat' এই গ্রন্থেই সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গল্পটি এক দরিদ্র কেরাণীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই লোকটি শীতে ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিল। দীর্ঘকাল কষ্টভোগের পর সে সঞ্চিত অর্থ দিয়া একটি ওভারকোট ক্রয় করে, কিন্তু প্রথম দিনেই উহা চুরি যায়। ফলে অসহ্য মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়া লোকটি মারা যায় এবং তাহার প্রেতাত্মা মোহমুক্ত হইতে না পারিয়া পথে পথে ঘুরিতে থাকে।

টেস অব দি ডার্‌বার্‌ভিল্‌স্‌ (Tess of the D'urbervilles)—টমাস হার্ডি। উপন্যাস (১৮৯১)। টেস ডারবিফিল্ড,

ব্ল্যাকমুর ভেলের এক নির্ব্বোধ দরিদ্র গ্রামবাসীর মেয়ে। আলেক নামে সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের এক ছেলের উপাধি ছিল ডার্‌বার্‌ভিল্‌। সে টেসকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। আলেক ও টেসের মেলামেশার ফলে তাহাদের একটি সন্তান জন্মে ; সন্তানটি মারা যায়। ইহার পর টেস এঞ্জেল ক্লেয়ার নামে এক তরুণকে ভালবাসে এবং বিবাহ করে। বিবাহের পর টেস সব কথা এঞ্জেলকে খুলিয়া বলিলে এঞ্জেল তাহাকে ছাড়িয়া ব্রেজিলে চলিয়া যায়। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এবং ঘটনাচক্রে তাহাকে পুনরায় আলেক ডার্‌বার্‌ভিল্‌সের আশ্রয় লইতে হয়। এই সময় এঞ্জেল অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। নিজের কদর্য্য অতীতকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য টেস আলেক ডার্‌বার্‌ভিল্‌স্‌কে হত্যা করিয়া এঞ্জেলের সহিত চলিয়া যায়। পরে নরহত্যার অপরাধে টেসকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হয়।

টোয়েন্টি-সিক্স মেন অ্যাণ্ড এ গার্ল (Twenty-six Men and A Girl)—ম্যাক্সিম গর্কী। গল্প-পুস্তক। প্রথম গল্পের নাম অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

ট্যাম্বুর্‌লেন দি গ্রেট্‌ (Tamburlaine the Great)—ক্রিস্টোফার মার্‌লোয়্‌ (Christopher Marlowe) প্রথম নাটক (১৫৯০)। স্পেনিস গ্রন্থকার পেড্‌রো মেক্সিয়ার (Pedro Mexia) রচিত তৈমুরলঙ্গের জীবনীর (১৫৭২-এ ইহা ইংরাজীতে অনূদিত হয়) উপর নির্ভর করিয়া মার্‌লো এই নাটক রচনা করেন। সিদিয়ার মেষপালক-দস্যু ট্যাম্বুর্‌লেনের প্রথম ক্ষমতালাভের কথা নাটকের প্রথমভাগে বর্ণিত। ট্যাম্বুর্‌লেনের ছিল অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তিনি ছিলেন ভয়ানক নিষ্ঠুর। কিন্তু জেনোক্রেট্‌ নামে এক বন্দিনীর প্রতি প্রেমই ছিল তাঁহার নিষ্ঠুর প্রকৃতির মধ্যে সামান্য কোমলতা। দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাবিলন পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। তিনি ট্রেবিজন্ড, সোরিয়া প্রভৃতি রাজাদের দ্বারা আকৃষ্ট রথে ব্যাবিলনে প্রবেশ করেন। জেনোক্রেট্‌ ও ট্যাম্বুর্‌লেনের মৃত্যুকাহিনীতে এই অংশ শেষ হইয়াছে।

ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা (Troilus and Cressida)—জিওফ্রি-চসার-লিখিত প্রেমোপাখ্যান। ইটালীয়ান কবি বোকাৎসিও (Boccaccio)-লিখিত Filostrato-নামক উপাখ্যানের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। ১৩৭২—৮৬ ইহার রচনাকাল। রোমানযুগে প্রচলিত এক কাহিনীই এই সব গল্পের বিষয়বস্তু। বোকাৎসিয়োতে ক্রেসিডা স্থলে গ্রীসিডা (Greseida) আছে ও চসারে গ্রীসিডা রূপান্তরিত হইয়া ক্রীসিড (Cryseyde) হইয়াছে। গল্পটি এইরূপ—প্রায়ামের ছেলে ট্রয়লাস পুরোহিত কলকাসের কন্যা ক্রেসিডাকে প্রেম নিবেদন করে। ক্রেসিডা ও ট্রয়লাসের প্রেমের ব্যাপারে প্যাণ্ডারাস দূতরূপে কাজ করে। বন্দী বিনিময় ঘটিলে ক্রেসিডাকে গ্রীকশিবিরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে ডয়মীড ক্রেসিডাকে প্রেম নিবেদন করে এবং শেষ পর্য্যন্ত ডয়মীডকে ক্রেসিডা পছন্দ করে। ট্রয়লাস ও ডয়মীড যুদ্ধে সম্মুখীন হয়, কিন্তু কেহ কাহাকেও বধ করে না। অবশেষে ট্রয়লাস অ্যাকিলীড্‌ কর্ত্তৃক নিহত হন। বোকাৎসিয়োর কাহিনীকে চসার আরও উন্নত করেন। প্যাণ্ডারেসের হাস্যরসিকতা ও ক্রেসিডার চরিত্রের উন্নতিবিধান চসারের নিজস্ব। শেক্‌স্‌পীয়ারের অঙ্কিত ক্রেসিডার চরিত্র নূতনভাবে দেখা গিয়াছে। সে একটি চঞ্চল বালিকা, নিতান্তই অবিবেচনাবশতঃ সে ট্রয়লাসের সঙ্গে প্রেমে পতিত হয়। সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকখানি সম্ভবতঃ ১৬০২-এ অভিনীত হয়। দুই প্রেমিক নাম দিয়া দেব দেব ভট্টাচার্য্য ইহার একটি বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

ট্রেজার আইল্যাণ্ড—রবার্ট লুই স্টিভেনসন। অ্যাড্‌ভেঞ্চার-মূলক উপন্যাস (১৮৮৩)। কাহিনীটি জিম হকিন্স নামে একটি ছেলে বলিয়া চলিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে সে পশ্চিম ইংলণ্ডের উপকূলে এক সরাইতে বাস করিত। তাহার মা ছিলেন সেই সরাইখানার মালিক। এক পুরান জলদস্যু সেখানে থাকিতে আসে। তাহার সিন্দুকে ছিল একটি হস্তলিখিত নক্সা। ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের ধনরত্ন কোথায় লুকান আছে তার খবর ছিল এই নক্সায়। ফ্লিন্টের অনুচর দস্যুরা এই নক্সা লাভ করিবার জন্য সরাইখানায় আসে, কিন্তু জিম উহা হাতাইয়া লইয়া জমিদার ট্রিলনীকে দেয়। জমিদার ট্রিলনী ডাক্তার বন্ধু লিভেসীর সঙ্গে একখানা জাহাজের বন্দোবস্ত করিয়া গুপ্তধনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সঙ্গে অবশ্য জিমও গেল। নাবিকদের মধ্যে কয়েকজন ছিল জমিদারের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। কিন্তু অধিকাংশ নাবিকই ছদ্মবেশে পুরাতন দস্যু। জাহাজ অধিকার করিয়া জমিদারের দলবলকে মারিয়া ফেলিবার তাহাদের চক্রান্ত জিম ধরিয়া ফেলে, কিন্তু রোমাঞ্চকর সংঘর্ষের পর তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং জমিদার আটক-পড়া জলদস্যু বেনগানের সাহায্যে ধনরত্ন লাভ করিতে সমর্থ হন।

———

ঠ

ঠগীকাহিনী—প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ঐতিহাসিক গল্পগ্রন্থ। পুস্তকখানি কর্ণেল মেডোজ টেলর-প্রণীত 'কন্‌ফেসান্স অব এ ঠগ' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থে ঠগীদের অন্যতম প্রধান দলপতি দস্যু আমীর আলির দস্যুবৃত্তি ও অত্যাচারের কাহিনী গল্পাকারে বর্ণিত হইয়াছে।

ঠাকুরমার ঝুলি—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত বাঙ্গালা রূপকথা-সমষ্টি। পূর্ব্বে রাজপুত্র, কোটালপুত্র, পক্ষিরাজ ঘোড়া ও রাজকন্যাদের লইয়া ঠাকুমার দল মুখে মুখে যে সব রূপকথা রচনা করিতেন, এখন সেগুলি দুর্ল্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইরূপ কতকগুলি কাহিনী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

———

ড

ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড, দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব (Doctor Jekyll and Mr. Hyde, The Strange Case of)—আর. এল. স্টিভেন্‌সন। বিচিত্র উপন্যাস। ডাক্তার জেকিল একপ্রকার ঔষধ আবিষ্কার করেন, যাহা পান করিলে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিতে পারে। তিনি নিজে এই ঔষধ সেবনের পর এক ভীষণদর্শন কদাকার মনুষ্যে পরিণত হন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির পরিচয় দিতে থাকেন। এই সময় তিনি মিঃ হাইডরূপে সকলের নিকট পরিচিত হন। নিজের স্বাভাবিক আকৃতি ও প্রকৃতি ফিরাইতে না পারিয়া অবশেষে তিনি আত্মহত্যা করেন।

ডক্টর ফাউস্টাস্‌ (Doctor Faustus)—ক্রিষ্টোফার মার্‌লো। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক (১৬০৪?)। মধ্যযুগের প্রচলিত একটি কাহিনী লইয়া ইহা রচিত। ফাউস্টাস্‌ ষোড়শ শতকের একজন অপরসায়নবিৎ ছিলেন। চব্বিশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও অসীম ক্ষমতার আশায় তিনি তাঁহার আত্মা শয়তানের নিকট বিক্রয় করেন। চুক্তি হয় যে এই সময়ের মধ্যে দুষ্ট আত্মা মেফিস্‌টোফিলিস তাহার যাহা দরকার হইবে তাহা দিবে। তারপর কয়েকটি দৃশ্য পর পর উদ্‌ঘাটিত হয়। প্যারিস ও হেলেনকে পুনর্জীবিত করার দৃশ্যটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শয়তানের হাতে আত্মাকে তুলিয়া দিবার সময় যতই আগাইয়া আসিতে লাগিল, ততই ফাউস্টাসের মনে তীব্র অনুশোচনা হইতে লাগিল। ফাউস্টাসের মানসিক

যন্ত্রণার বর্ণনাটুকু চমৎকারভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

ডক্টর্‌স্ ডিলেমা, দি (Doctor's Dilemma, The)—বার্নার্ড শ'-রচিত নাটক। কলেন্‌সো রিজন (Colenso Ridgeon) নামে বিখ্যাত ডাক্তার যক্ষ্মাকাশের জন্য একটি টীকা আবিষ্কার করেন। তাঁহার কাছে দুইটি লোক চিকিৎসার নিমিত্ত আসে। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল সাধুপ্রকৃতির এক ডাক্তার, অপর জন ছিল অসচ্চরিত্র কিন্তু খুব বড় চিত্রকর। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডাক্তারের কাছে মাত্র একজনের স্থান ছিল। সেই সময় প্রশ্ন উঠিল যে ইহাদের মধ্যে কাহাকে তাঁহার ত্যাগ করা উচিত,—সচ্চরিত্র নীতিবাগীশকে অথবা অসচ্চরিত্র চিত্রকরকে। শ' ইহার কোনও সোজা জবাব না দিয়া ঘটনাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তার সেই চিত্রকরের স্ত্রীর সহিত প্রেমে পড়েন এবং তাহাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে তাহার স্বামীর উপযুক্ত চিকিৎসা করেন নাই। সাহিত্যের দিক দিয়া এই নাটকটির বিশেষ মূল্য না থাকিলেও শ'র প্রতিভার ইহা একটি বিশেষ উদাহরণ।

ডন কুইক্সোট ডি লা মাঞ্চা (Don Quixote de la Mancha)—স্পেনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সার্ভেন্টিস-রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। ইহার প্রথম খণ্ড ১৬০৫-এ এবং দ্বিতীয় খণ্ড তাহার দশ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। ডন কুইক্সোট স্পেনের অন্তর্গত লা মাঞ্চা-নামক স্থানের একজন খামখেয়ালী 'নাইট' ছিলেন। পুরাকালের 'নাইট'দিগের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার নানাবিধ রোমাঞ্চকর কাহিনী পাঠ করিয়া তিনি তাহাদের ন্যায় জীবন যাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। তিনি একটি জরাজীর্ণ অশ্ব (Rosinante) ও কতকগুলি ভোঁতা অস্ত্র লইয়া অভিযানে বাহির হন। সাঙ্কো পাঞ্জা নামে এক কৃষককে তিনি তাঁহার সঙ্গী করিয়া লন। ডাল্‌সিনি ডেল টোবোসো (Dulcinee del Toboso) নামে এক অপরিচিতা সরলা পল্লীবালাকে নিজ প্রণয়িনীরূপে খাড়া করেন। কিন্তু মেয়েটি এ বিষয়ে কিছুই জানিত না। এইভাবে সর্ব্বাঙ্গীন আয়োজন করিয়া তিনি বাহির হন এবং প্রত্যেক স্থানে তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ হাস্যকর ঘটনায় পর্য্যবসিত হয়। অবশেষে স্যামসন ক্যারাস্‌কো নামে তাঁহার এক অবিবাহিত বন্ধু নাইটের ছদ্মবেশে ডন কুইক্সোটকে পরাজিত করে এবং তাহাকে এক বৎসর দুঃসাহিক অভিযান হইতে বিরত থাকিতে বলে। এই সময়ে ডন কুইক্সোট মেষপালকরূপে জীবনযাপন করেন। কিন্তু গ্রামে ফিরিয়া অসুখে পড়েন ও কয়েকদিন পরে মারা যান। বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক 'ডন কুইক্সোট'-এর "অদ্ভুত দিগ্বিজয়" (প্রথম খণ্ড ১৮৭৭) ইহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা অনুবাদ। ডন কুইক্সোটের উইণ্ডমিলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাওয়ার কাল্পনিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া দুঃসাহস বা বীরত্ব দেখাইবার দৃষ্টান্তরূপে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

ডন জুয়ান (Don Juan)—লর্ড বায়রণ-রচিত কাব্যগ্রন্থ। কাব্যটি (অসমাপ্ত) ষোলটি সর্গে সমাপ্ত (১৮১৯—২৪)। স্পেনীয় এক কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। সেভিলের এক যুবকের নাম ডন জুয়ান। অতি অল্পবয়সেই ডনা পুলিয়া নাম্নী এক সম্রান্ত ব্যক্তির পত্নীর প্রণয়ভাজন হইয়া তাঁহার শয্যাসঙ্গিরূপে সে ধরা পড়ে এবং আত্মরক্ষার জন্য ১৬ বৎসর বয়সে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে এবং সমুদ্রযাত্রাকালে জাহাজডুবি হইয়া কোনও এক গ্রীক দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হয়। এক গ্রীক জলদস্যুর সুন্দরী কন্যা হাইডী তাহার প্রাণদান করে। পরে উভয়ের ভালবাসা হয়। হাইডীর পিতা ফিরিয়া আসিয়া ডন জুয়ানকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া জাহাজে রাখিয়া দেয়। মেয়েটি পাগল হইয়া মারা যায়। জুয়ানকে কন্‌স্টান্টিনোপলে সুলতানার কাছে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়। সুলতানার সঙ্গে তাহার প্রেম হয়। কিন্তু তাহার প্রেমের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সুলতানার সন্দেহ জাগে। জুয়ান রাশিয়ান সৈন্যদলে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করে। বীরত্ব দেখানর জন্য জুয়ানকে সরকারী সংবাদ-সহ সেন্ট পিটার্সবার্গে পাঠান হয় এবং সেখানে সে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের প্রসাদভাজন হয়। রাণী তাহাকে দৌত্যকার্য্যে ইংলণ্ডে পাঠান। শেষ কয়েকটি সর্গে ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থার উপর কবির বিদ্রূপ-কটাক্ষ আছে। প্রচলিত ডন জুয়ানের সঙ্গে নায়কের পার্থক্য আছে। কবির নায়ক নীতিবিবর্জ্জিত সুন্দর যুবক; যে কোন সুন্দরী নারীর সহিত প্রেম করিতে সে তৎপর।

ডল্‌স্ হাউস, দি (Doll's House, The)—হেন্‌রিক ইব্‌সেন (Henrik Ibsen) রচিত বিখ্যাত সমাজসমস্যামূলক নাটক (১৮৭৯)। নায়িকা নোরা হেল্‌মারের (Nora Helmer) বিশ্বাস ছিল, সে আদর্শ স্ত্রী ও মাতা; তাহার স্বামীও তাহার ধারণায় আদর্শ স্বামী ও পিতা ছিল। স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য নোরা পিতার সই জাল করিয়া হ্যাণ্ড-নোটে এক মহাজনের নিকট টাকা ধার করে। নোরা নকলনবীশের কার্য্য করিয়া ঋণের অধিকাংশ শোধ করিয়া দেয়। এই সময় তাহার স্বামী, যে ব্যাঙ্কে কাজ করিত, সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়। মহাজনটি সুযোগ বুঝিয়া হ্যাণ্ডনোটের জোরে নোরাকে ভয় দেখাইয়া সেই ব্যাঙ্কে তাহার স্বামীকে দিয়া তাহাকে একটি চাকরী করিয়া দিতে পীড়াপীড়ি করে। নোরা লোকটিকে ঘৃণা করিত। সুতরাং সে যে কাজ করিয়াছে তাহা রাজদ্বারে দণ্ডনীয়, লোকটির এইরূপ ভয়ের কথা সে আমল দিত না, তাহাকে সে তাড়াইয়া দিত। কিন্তু তাহার হুঁস হইল, যখন সে স্বামীর মন জানিতে পারিল। তাহার স্বামী বলিত যে, অসৎ ব্যবসাবুদ্ধি. দায়িত্বহীন মাতাদের প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া নোরা বুঝিল যে, স্ত্রী এবং মাতার কার্য্যে সে ঠিক উপযোগী নহে। হ্যাণ্ড্‌নোট পরিশোধ করিবার জন্য সে তাহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে টাকা ধার লয় এবং তাহার সহিত খুব অন্তরঙ্গের মত কথাবার্ত্তা কহিতে থাকে। ফলে সেই বন্ধুটি তাহার প্রেমে পড়ে এবং কিছুদিন পরে তাহাকে সমস্ত কথা জানায়। তখন নোরার হুঁস হয়। সে বুঝিতে পারে যে, তাহার আদর্শ গৃহচিত্রের ধ্বংস হইয়াছে। ইহার পর সে স্ত্রী বা মাতারূপে থাকিতে পারে না। কিন্তু তখনও সে স্বামীকে অবিশ্বাসী বলিয়া ভাবে নাই। কিন্তু যখন তাহার স্বামী এই সব ঘটনা শুনিল, তখন সে বলিল, এইভাবে ধার লইয়া তাহার সম্মান ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। নোরাকে সে এই বলিয়া অপমান-জনক কথাবার্ত্তা বলিল, ফলে নোরা তাহার আদর্শ স্বামীর স্বরূপ দেখিতে পাইল। ইহার পর সে স্বামী ও পুত্রদের ছাড়িয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। তাহার মতে যতদিন না সে আদর্শ নারী হইতে পারে ততদিন সেখানে প্রবেশ করিবে না। স্বামী বেচারী ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু পরে সব বুঝিতে পারিয়াও নোরাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য এক সম্মানজনক প্রস্তাব করে। কেলেঙ্কারী নিবারণ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু নোরার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সুতরাং সে তাহাতে স্বীকৃত হইল না। শেষে স্বামী সমস্ত বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ কখনও স্থাপিত হইবে কি না, তাহা উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। নোরা সত্য উপলব্ধি করিবার পর তাহার সংসার পুতুলের সংসারের ন্যায় মিথ্যা ও হাস্যকর বলিয়া প্রতিভাত হয়; সেইজন্য বইটির নাম 'The Doll's House' রাখা হয়। নাটকটি ইব্‌সেনের প্রতিভার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ডাকঘর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপক নাট্য। অবশ্য এ ধরণের নাটক বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। গল্পাংশ :—মাধব দত্ত সংসারী লোক। সে স্ত্রীর গ্রাম সম্পর্কে ভাইপো অমলকে পোষ্য

লইয়াছে। ছেলেটি রুগ্‌ণ। বাহিরে যাইতে না পারিয়া তাহার মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। সে তাহার বাড়ির জানালার নিকটে বসিয়া থাকে। রাস্তা দিয়া দইওয়ালা দই হাঁকিয়া চলে। তাহার কত কথা মনে হয়। সে ডাকঘর হইতে রাজার চিঠি পাইবার জন্য ব্যাকুল। ছেলেটির মৃত্যুতে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ঠাকুরদাদা, মোড়ল ও সুধার চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডিক্যামেরন, দি (Decameron, The)—বোকাৎসিয়ো-রচিত গল্প-সংগ্রহ। ১৩৪৮—১৩৫৮-এর মধ্যে লিখিত ও বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত। ১৩৪৮-এ ফ্লোরেন্সে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সেই সময় সাতটি যুবতী ও তিনজন যুবক সহর ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী গ্রামে যায় এবং দশদিনের মধ্যে প্রত্যেক দিনের কিছুটা সময় প্রত্যেকে গল্প বলিয়া চিত্তবিনোদন করে। দশদিনের গল্প বলিয়া উক্ত নাম হয়।

ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অব দি রোম্যান এম্পায়ার, দি (Decline and Fall of the Roman Empire, The)—গিবন-রচিত ইতিহাস। ইহা ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্ববৃহৎ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও তিন ভাগে বিভক্ত। তের শতাব্দীর ইতিহাস ইহাতে আছে।

ডিনাস্টস্‌, দি (Dynasts, The)—ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও কবি টমাস হার্ডির রচিত বিরাট্‌ এপিক-নাট্য। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। ১৯০৩, ১৯০৬ এবং ১৯০৮-এ তিনটি ভাগ পর পর প্রকাশিত হয়। নেপোলিয়নের সহিত ইউরোপের মিলিত শক্তির দ্বন্দ্বের বিষয় লইয়া ইহা রচিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ১৯টি অঙ্ক ও ১৩৬টি দৃশ্য আছে।

ডিফেন্স অব পোয়েসি (Defence of Poesy)—সার ফিলিপ সিড্‌নী-রচিত সমালোচনা-গ্রন্থ (১৫৯৫)। কাব্যকলা সম্বন্ধে পুস্তকখানি একটি ধারাবাহিক আলোচনা। লেখকের সময়ে ইংরাজী কাব্যের সমালোচনামূলক আলোচনাই ছিল এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। লেখক বিভিন্ন প্রকার কবিতার শ্রেণীবিভাগ করেন এবং চসার হইতে লেখকের সমসাময়িক কবিদের কাব্য লইয়া আলোচনা করেন। বিয়োগান্তক ও মিলনান্তক নাটকের কী নীতি হওয়া উচিত ইত্যাদিও গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

ডিভিনা কমেডিয়া (Divina Commedia)—দান্তে-রচিত মধ্যযুগের বিরাট্‌ কাব্যগ্রন্থ। ১৩০০-এর কাছাকাছি সম্ভবতঃ ইহা আরম্ভ করা হইয়াছিল। সেই সময়ে ইস্টার পর্ব্বদিনের প্রাতঃকালে এক বনের মধ্যে ভ্রমণকালে ভার্জ্জিলের সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়। ভার্জ্জিল তাঁহার শিষ্যকে অভিবাদন করিয়া বলেন যে, 'ব্লেসেড ভার্জ্জিন' (মেরী), সেন্ট লুসি এবং বিয়াত্রিচ তাঁহার উপর কবিকে পরলোকের পথে লইয়া যাইবার ভার দিয়াছেন। তদনুযায়ী ভার্জ্জিল তাঁহাকে প্রথমে নরকে (Inferno), তাহার পর যমলোকে (Purgatorio) এবং তথা হইতে স্বর্গে (Paradiso) লইয়া যান। এই সকল স্থানের বিচিত্র দৃশ্যগুলি কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। বহু রাজা, যোদ্ধা, কবি ও পোপ প্রভৃতির সহিত এই সকল স্থানে দান্তের সাক্ষাৎ হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি নরক ও যমালয়ে কি ভাবে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে, তাহার ভয়াবহ দৃশ্য দান্তে নরক ও যমপুরীতে দর্শন করেন। নরকের সর্ব্বনিম্ন গহ্বরে শয়তান তুষার-রাজ্যে চিরদিনের মত আবদ্ধ রহিয়াছে, ইহাও দান্তে দর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে বিয়াত্রিচ আসিয়া দান্তেকে ভগবানের সম্মুখে লইয়া যান। এই বিয়াত্রিচই কবি দান্তের প্রণয়িনী।

ডিস্‌মিস—অমৃতলাল বসু। বিশুদ্ধ প্রহসন। স্বামিস্ত্রীর কলহ এবং সেই কলহের মধুর মিলনান্ত পরিসমাপ্তি এই ক্ষুদ্র প্রহসনের আখ্যানবস্তু। প্রমদা কৃষ্ণের স্ত্রী। তিনি ঘোমটা দিতে ভালবাসিতেন না। ইহা লইয়া স্বামিস্ত্রীর মধ্যে কলহ হয়। তারপর কৃষ্ণ বিপদে পড়িয়াছেন শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রমদার সব রাগ নিমিষে দূর হয় এবং পতি-পত্নীর মিলন ঘটে। কাহিনীর মূল বিদেশী।

ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া—জহরলাল নেহেরু। ইহা জেলে রচিত। ইংরাজী ভাষায় রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইহার এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হইয়াছে।

ডেড সোল্‌স্‌ (Dead Souls)—প্রসিদ্ধ রুশ ঔপন্যাসিক গোগোল-রচিত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস। চিচিকফ এই গ্রন্থের নায়ক। তাহার মনে চমৎকার একটি ফন্দীর উদয় হয়। সেকালে রুশ ভূস্বামীদের কতকগুলি করিয়া ক্রীতদাস (Serf) থাকিত; তাহাদের 'Souls' বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত। দশ বৎসর অন্তর এই ব্যবস্থার একটা হিসাব নিকাশ ও সংস্কার হইত। ইতিমধ্যে যাহাদের মৃত্যু হইত তাহাদের জন্য ভূস্বামীদের একপ্রকার কর দিতে হইত। চিচিকফ এই ক্রীতদাসগুলির নামের স্বত্ব ভূস্বামীদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া সেগুলি সেন্ট পিটার্স্‌বার্গের ব্যাঙ্কে বন্ধক দিবার ব্যবস্থা করে। এইভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সে নিজে কতকগুলি ক্রীতদাস খরিদ করিবার কল্পনা করিয়াছিল। চিচিকফ যখন এইভাবে মৃত মানুষের নাম খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য রাশিয়ার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, তখন নানা শ্রেণীর নর-নারীর সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। তাহাদের সহিত চিচিকফের আলাপ-পরিচয় এই গ্রন্থের একটা প্রধান অঙ্গ। লেখক উপন্যাসখানি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

গোগোলের এই উপন্যাসখানি বিশ্বসাহিত্যে অমর হইয়া আছে। ইংরাজী ভাষাভাষী জগতে 'Dead Souls'-এর ইংরাজী অনুবাদ হইতেই গোগোল বিশেষ পরিচিত হন।

ডেভিড অ্যাণ্ড বাথ্‌শেবা (David and Bethsabe)—জর্জ্জ পীল-রচিত নাটক। ১৫৯৯-এ মুদ্রিত এই নাটকটি পীলের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। বাইবেলের কাহিনী লইয়া ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। পুরা নাম David and Bethsabe, The Love of King.

ডেভিড কপার্‌ফিল্ড (David Copperfield)—চার্ল্‌স্‌ ডিকেন্স-রচিত সুবৃহৎ ইংরাজী উপন্যাস। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫০-এর মধ্যে রচিত। ডেভিড কপার্‌ফিল্ডের বাল্যকাল হইতে পরবর্তী জীবনের ঘটনা-সমূহ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কতকাংশে ডিকেন্সের আত্মচরিত। পিতার মৃত্যুর পর ডেভিড সাফোকে জন্মগ্রহণ করে। দুর্ব্বল, শান্তপ্রকৃতির তার মা ক্লারা নিষ্ঠুরপ্রকৃতির মার্ডস্টোনকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কঠোরতার ছদ্মবেশে তাহার নিষ্ঠুরতা ও ননদ মিস্‌ মার্ডস্টোনের বাক্যযন্ত্রণা ক্লারাকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। অকালে ক্লারা প্রাণত্যাগ করেন। ডেভিডকে স্কুলে পাঠান হয়। সেখানে হেড্‌মাষ্টার ক্রীক্‌ল তাহার উপর অত্যাচার করে। কিন্তু স্টীয়ারফোর্থ ও ট্রাড্‌ল্‌স্‌ নামে সে দুইটি পরম বন্ধু লাভ করে। পরে লণ্ডনে এক মদের কারবারে তাহাকে কাজ করিতে হয়। এখানে অবশ্য মিকবারের সাহচর্য্যে তাহার দুঃখময় জীবনে খানিকটা শান্তি আসিয়াছিল। মিকবার দরিদ্র, দেনদার, সংসার-ভারাক্রান্ত এক ভদ্রমহোদয়। সেখান হইতে ডেভিড ডোভারে যায় এবং বাপের পিসী বেট্‌সী ট্রট্‌উডের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখন ডেভিড ক্যাণ্টারবেরিতে পড়াশুনা করিতে থাকে, এবং বেট্‌সীর উকীল উইক্‌ফিল্ডের বাড়ীতে বাসা করে। উইক্‌ফিল্ডের মেয়ে অ্যাগ্‌নিস তাহার পরবর্তী জীবনে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তারপর মিঃ স্পেনলোর কাছে ডেভিড শিক্ষানবীশ-রূপে কাজ করিতে থাকে। এই সময় স্টীয়ারফোর্থের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। তাহার সাহায্যে স্টীয়ারফোর্থ ডেভিডের

পূর্ব্বতন ধাত্রী পেগটির পরিবারে পরিচিত হয়। এই পরিবারে মিঃ পেগটি, তাহার ভাইপো হাম ও ক্ষুদ্র এমিলি ছিল। স্টীয়ারফোর্থ এমিলিকে লইয়া পলায়ন করে। যাহা হউক, ডেভিড ডোরা স্পেনলোকে বিবাহ করিয়া সুখী হয় নাই। বিবাহের কিছুকাল পরে সে মারা যায়। এদিকে অ্যাগ্‌নিস তাহার পিতার কেরাণী ইউরিয়া হীপের চক্রান্তে পড়িয়া পিতাকে লইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে থাকে। তখন মিকবারের বুদ্ধিতে হীপের সকল চক্রান্ত প্রকাশ হয়। মিকবার হীপের কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। এ সময় ট্রাড্‌লস্ (ব্যারিষ্টাররূপে) মিকবারকে সাহায্য করিয়াছিল। হীপের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। মিকবার অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া উন্নতি করিতে থাকে।

ঢ

ঢাকার ইতিহাস—যতীন্দ্রমোহন রায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে ঢাকার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুরাকালে গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের সময় ঢাকা জিলা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত কি ভাবে জড়িত ছিল, তাহা এই গ্রন্থে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ঢোঁড়াই চরিত মানস—সতীনাথ ভাদুড়ী। উপন্যাস (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)। দুইটি চরণ বা ভাগে সমাপ্ত। লেখকের ইহা দ্বিতীয় উপন্যাস। উত্তর বিহারের এক অখ্যাত অঞ্চলের তথাকথিত নিম্নবর্গের অধিবাসী তাৎমাদের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বইয়ের বিষয়বস্তু। ঢোঁড়াই তাৎমাদের বংশের লোক। সেই নায়ক।

ত

তত্ত্বকুসুমাঞ্জলি—শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের উপদেশগুলি স্থান পাইয়াছে। শশিভূষণ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক উপদেশগুলি বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ও অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত ধর্ম্মীয় পত্রিকা। ১৬ই আগষ্ট ১৮৪৩-এ ইহা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে ধর্ম্মবিষয় ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্বাদির আলোচনা থাকিত।

তন্ত্রসারঃ—মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত ধর্ম্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে পূজা, দীক্ষা, হোম, ব্রতাচার ও যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়মাবলী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

তপতী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাটক। মাইকেলী ছন্দে রচিত 'রাজা ও রাণী'র ইহা নাট্যরূপ। এই নাটকেও 'রাজা ও রাণী'র ['রাজা ও রাণী' দ্রঃ] মত রাজা বিক্রমের বিপুল প্রেম ও রাণী সুমিত্রার বিরাট কর্ত্তব্যবোধের দ্বন্দ্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে সুমিত্রার ভ্রাতা কুমার সেন ও তাহার প্রণয়িনী ইলার কাহিনীকে 'রাজা ও রাণী'র ন্যায় প্রাধান্য প্রদান করা হয় নাই। মোটের উপর স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধের সীমারেখা কোথায়, যেন তাহাই নির্দ্দেশ করিবার জন্য কবি তাঁহার পূর্ব্বের রচনাকে এইভাবে নূতন রূপ দিয়াছেন। গ্রন্থে গানগুলিও নূতন করিয়া রচিত।

তপোবন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার রচিত ইহা শেষ নাটক (১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। বৌদ্ধযুগের ও পূর্ব্বেকার বৈদিক যুগের কাহিনী লইয়া লিখিত। বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের বিরোধ 'তপোবনের' আখ্যানবস্তু। তপস্যার উপর ক্ষমাগুণের প্রাধান্যই প্রতিপাদ্য।

তরুবালা—অমৃতলাল বসু। সামাজিক নাটক (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)। স্বাধীন ও পবিত্র প্রেম বা free love-এর অসারতা প্রতিপন্ন করাই নাটকখানির উদ্দেশ্য। অখিল এই পবিত্র প্রেমের স্বপ্নে মত্ত হইয়া তরুণী স্ত্রী তরুবালার প্রেম উপেক্ষা করিয়া পারুল নামে এক বারবনিতার প্রতি আসক্ত হয় এবং তাহার উদ্দেশে নানাবিধ কবিতা রচনা করিয়া প্রায় পাগল হইয়া উঠে। শেষে এক দিন তাহার ঘরে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে দেখিয়া তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার পর তরুবালার সহিত তাহার পুনর্মিলন হয়।

তাও-তেহ্-কিং (Tao-Teh King)—চৈনিক 'তাও' ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক লাও-জে-রচিত ধর্ম্মগ্রন্থ। কন্‌ফুশিয়াসের জন্মের ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া লাও-জে 'তাও' ধর্ম্মমত প্রচার করেন। এই গ্রন্থে বিনয়, ভদ্রতা ও মিতব্যয়িতা ধর্ম্মাচরণের অঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং আত্মার জন্মান্তর-গ্রহণ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের মতে লাও-জে খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও এই গ্রন্থে 'Sermon on the Mount'-এর মত নীতিগাথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

তাজ্জব ব্যাপার—অমৃতলাল বসু। বিশুদ্ধ প্রহসন। স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করা হইলে পুরুষজাতির অবস্থা সত্যই কিরূপ হইত, তাহারই কাল্পনিক চিত্র।

তান্তিয়া ভীল—প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। জীবনী-গ্রন্থ। দস্যুদলপতি তান্তিয়া ভীলের জীবনকাহিনী লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। তান্তিয়া প্রথম জীবনে চাষবাস করিত, কিন্তু পুলিশ ও অন্যান্য লোকের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় এবং সে নিজে একটি পরাক্রান্ত দস্যুদল গঠন করে। প্রায় এক যুগ পরে বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে তাহাকে কিভাবে ধরা পড়িতে হয় এবং কিভাবে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহা এই গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

তাসের দেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নৃত্য-নাট্য। ইহার সঙ্গে স্বরলিপি আছে। নিয়মতান্ত্রিকতা ও প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে নবজীবনের অভিযান ও পরিশেষে অন্ধ-সংস্কারের উপর নূতনের জয়লাভ এই নাট্য-পুস্তকটির মূল আখ্যান।

তিতুমীর—বিহারীলাল সরকার। ঐতিহাসিক জীবনী-গ্রন্থ। তিতুমীর জাতিতে মুসলমান। এক ফকীরের প্ররোচনায় সে নারিকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অবশেষে ইংরাজ-সৈন্যের হস্তে তিতুমীর নিহত হয়। তিতুমীরের অত্যাচারের কাহিনী এই গ্রন্থে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

তিথিডোর—বুদ্ধদেব বসু। সুবৃহৎ উপন্যাস (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)। নাগরিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার-জীবনের ইতিহাসচিত্রণ। চাকুরীসর্ব্বস্ব রাজেনবাবু ও তাঁহার শ্বেতা-স্বাতী প্রভৃতি পাঁচ মেয়ের কাহিনী এই উপন্যাসের মোট বিষয়বস্তু।

তিথিতত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ। তিথিভেদে ব্রতাচারের নিয়ম, জন্মতিথি, গ্রহণ, সংক্রান্তি প্রভৃতির ফলিত অর্থ এই গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। হৃষীকেশ শাস্ত্রী গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

তিলোত্তমা—দামোদর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র উপসংহার এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র নায়িকার নাম অনুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ হইয়াছে। ইহার একটি ছোটদের সংস্করণ আছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সর্ব্বপ্রথম কাব্য। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে ১৮৬০-এ গ্রন্থখানি রচিত হয় এবং তিনি গ্রন্থখানি মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন।

কাব্যের বিষয়বস্তু সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্য-দ্বয়ের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বিশ্বকর্মা বিশ্বের সৌন্দর্য্য তিলে তিলে আহরণ করিয়া তিলোত্তমা নাম্নী রমণী-রত্ন সৃষ্টি করেন। তাহাকে লইয়া সুন্দ ও উপসুন্দের মধ্যে বিবাদ বাধে এবং সেই বিবাদের ফলে উভয়ে নিহত হয় এবং তাহাদের কবল হইতে দেবগণ স্বর্গ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। কাব্যটি বর্ণনাত্মক ও লিরিকপ্রধান।

তীর্থসলিল—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কবিতা-পুস্তক। ইংরাজী, চৈনিক, জাপানী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় রচিত বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার মর্ম্মানুবাদ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদে মূলের ভাব ও ভাষাগত সৌন্দর্য্যের সহিত ছন্দের বৈশিষ্ট্যও যথাসাধ্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কবিতা-গুলি 'প্রবাসী', 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইবার পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

তুচ্ছ—প্রবোধকুমার সান্যাল। উপন্যাস (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)। অনেকের মতে ইহা লেখকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

তোষণী—সনাতন গোস্বামী। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দের টীকা (১৪৭৬ শকাব্দ)। দশম স্কন্দের যে সকল অংশের অর্থ শ্রীধর স্বামীর টীকায় সহজবোধ্য হয় নাই, সেইগুলি বিশেষ-রূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। জীবগোস্বামীর 'লঘুতোষণী' এই গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। 'তোষণী' বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ গ্রন্থ।

ত্রিপিটক—পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য প্রদত্ত যাবতীয় ধর্ম্মোপদেশ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুত্ত (সূত্র), বিনয় এবং অভিধম্ম (অভিধর্ম্ম)—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত বলিয়া উহার নাম ত্রিপিটক হইয়াছে। 'সুত্ত' খণ্ডে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের মোক্ষ লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। 'বিনয়' খণ্ডে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের আচার ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার উপায় এবং 'অভিধম্ম' খণ্ডে দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। বুদ্ধের তিরো-ধানের বহুকাল পরে গ্রন্থখানি সিংহল হইতে উদ্ধার করা হয়।

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত—কৈলাসচন্দ্র সিংহ। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ত্রিপুরার শিক্ষা, সভ্যতা ও রাজবংশের পরিচয় এবং অন্যান্য ঐতি-হাসিক তথ্য এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

ত্রিবেণী—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কবিতা-গ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'শ্মশান সন্ধ্যা' (দেওঘরে সন্ধ্যা দেখিয়া), সমুদ্র, রমণীর মুখ, বিবাহের উপহার প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র বঙ্কিম মিত্র 'কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি'-শীর্ষক যে কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং উহার উত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কবিতা রচনা করেন, তাহাও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

উপরের কবিতাগুলি ব্যতীত 'ত্রিবেণী'তে কতকগুলি ব্যঙ্গ কবিতাও স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের কবিতাগুলি তিন রকম ছন্দে রচিত এবং তিন ভাগে বিভক্ত। 'মিত্রাক্ষর', 'মাত্রিক' ও 'দশপদী' ছন্দ অনুযায়ী কবিতাগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

ত্রিলোচন কবিরাজ—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। গল্পপুস্তক। ইহাতে ত্রিলোচন কবিরাজ, অল্-স্টার ট্র্যাজেডি, নারী-নির্য্যাতন, জোয়ার, সংস্কারক, একটি আধুনিক গল্প ও শেষ পৃষ্ঠা—এই ছয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে। প্রথম গল্প অনুসারে গল্পের নামকরণ হইয়াছে।

থ

থিয়েটারের গুপ্তকথা—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্দ্দার অন্তরালে রঙ্গ-গৃহে যে সকল কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সেইগুলির পরিচয় দেওয়াই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য। নটীদের সম্বন্ধে ধনীর দুলালদের অসঙ্গত কৌতুহল এবং তাহাদের সান্নিধ্যলাভের নানাবিধ হাস্যকর প্রচেষ্টা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

থেই (Thais)—ফ্রান্সের সুবিখ্যাত সাহি-ত্যিক আনাতোল ফ্রান্স-রচিত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস। মিশরের একটি প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত। থেই অসামান্য সুন্দরী রূপোপজীবিনী। এক সন্ন্যাসী থেইকে তাহার উচ্ছৃঙ্খল জীবন হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য তাহার সহিত মিলিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল যে, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইতে তাহার মন বিচ্যুত হইয়াছে। ক্রমে থেইএর অসামান্য রূপের অগ্নিশিখায় তাহার সন্ন্যাসীর আবরণ পুড়িয়া গেল। সন্ন্যাসীকে দেখা গেল প্রেমিকের মূর্ত্তিতে। থেইএর দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'দেহ ছাড়া প্রেম নাই'। কিন্তু সন্ন্যাসী প্রথম প্রথম তাহাকে যে উপদেশ দান করিত, তাহার ক্রিয়া তখন থেইএর মনে সুরু হইয়াছে। ক্রমে থেইএর সত্যই পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং এমনই করিয়া যে সাধু ছিল সে পাপের পঙ্কে তলাইয়া গেল এবং যে পাপের মধ্যে বাস করিতেছিল সে পুণ্যের আলোক দেখিল। শেষ পরিচ্ছেদে থেইএর যখন মৃত্যু হইল, তখন থেইএর ভগ্নীরা সেই সন্ন্যাসীকে অপবিত্র মনে করিয়া তাহাকে থেইএর নিকটেও যাইতে দিল না। দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধার দ্বন্দ্বই এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

থেরীগাথা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। কাব্য-গ্রন্থ। পালি হইতে অনূদিত এই কাব্যগ্রন্থ-খানি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

থ্রী মাস্কেটীয়ার্স (Three Muske-teers)—আলেক্জাণ্ডার ডুমা। সুবিখ্যাত উপন্যাস (১৮৪৪)। এই গ্রন্থের নায়ক ডি'আর্টাগ্নান তরবারি-চালনায় নিপুণ, দুঃ-সাহসিক, রহস্যপ্রিয় যোদ্ধা। তাঁহার তিনটি বন্ধু ছিল—পোরথস, এথস ও এরামিস। পোরথস ছিলেন দাম্ভিক, আনন্দপ্রিয় ও স্থূলকায়। এথস তাঁহাদের মধ্যে প্রবীণতম এবং অভিজাতবংশীয়। এরামিস প্রথমে ধর্ম্মযাজক হইবার জন্য শিক্ষালাভ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দলে ভিড়িয়া পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেও তাঁহার কুণ্ঠা হয় নাই। এই চারি বন্ধুতে মিলিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ ও উপদ্রব করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কার্ডিনাল রিচ্লুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মূল মন্ত্র ছিল 'one for all and all for one' (সবার জন্য এক এবং একের জন্য সব)। 'TwentyYears after', 'The Vicomte de Bragelonue' প্রভৃতি ডুমা-রচিত আরও কয়েকটি গ্রন্থে এই বন্ধুত্রয়ের কীর্ত্তিকাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়।

থ্রী মেন ইন এ বোট (Three Men in a Boat)—ইংরাজ সাহিত্যিক জেরোম কে. জেরোম (Jerome K. Jerome)। হাস্যরসাত্মক কাহিনী (১৮৮৯)। তিনটি বাতিকগ্রস্ত লোক ছিল; তাহাদের মধ্যে একজন সব রকম অসুখের স্বপ্ন দেখিত। সে যে রোগের বিষয় পড়িত, তাহার মনে হইত তাহারও সেই রোগ হইয়াছে। কয়েক দিন পরামর্শ করিয়া তাহারা একটি নৌকায় করিয়া টেম্‌স্ নদীতে বেড়াইতে বাহির হয়। তাহাদের ভ্রমণের সেই ঘটনাগুলি হাস্যরসে পূর্ণ এবং অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

থ্রু দি লুকিং গ্লাস (Through the Looking Glass)—লিউয়িস ক্যারোল। ছোটদের গ্রন্থ (১৮৭২) ['অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' দ্রঃ]। অ্যালিস স্বপ্নে আয়নার মধ্য দিয়া আয়না-বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং সেখানে সে দাবার রাজা ও রাণীকে জীবন্ত দেখিতে পায়। সেখানে টুইড্‌লডাম, টুইড্‌লডী, হাম্পটি-ডাম্পটি প্রভৃতির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। কয়েকটি সুপরিচিত কবিতা ইহার মধ্যে আছে।

দ

দক্ষযজ্ঞ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরাণিক নাটক (১২৯০ বঙ্গাব্দ)। দক্ষের যজ্ঞস্থলে পতিনিন্দায় ব্যথিতা সতীর তনুত্যাগের পুরাণপ্রসিদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। এই নাটকের অন্তর্গত তপস্বিনীর চরিত্র উল্লেখযোগ্য।

দক্ষসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

দত্তা—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। বনমালীর বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী জগদীশ নিঃস্ব হইয়া পড়িলে, বনমালী জগদীশের পুত্র নরেন্দ্রকে গোপনে অর্থসাহায্য করেন ও ডাক্তারী পড়িবার জন্য বিলাত পাঠাইয়া দেন। তাহার পর জগদীশের মৃত্যু ঘটে এবং বিপত্নীক বনমালী একমাত্র কন্যা বিজয়াকে রাখিয়া মারা যান। তখন হইতেই বিজয়ার তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে বনমালীর আর এক বন্ধু ও সহপাঠী রাসবিহারীর উপর। বনমালী ও রাসবিহারী উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বনমালী প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। রাসবিহারী সেই অর্থের উপর কর্তৃত্ব লাভের আশায় বিজয়ার সহিত তাঁহার পুত্র দাম্ভিক বিলাসের বিবাহ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র ডাক্তার হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিল এবং বিজয়ার সহিত তাহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইল। রাসবিহারী ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া দেনার দায়ে নরেন্দ্রের বাস্তুভিটাটুকু পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া তাহাকে গ্রামছাড়া করিবার উদ্যোগ করিলেন। সেই বাড়ীতে ধর্ম্মমন্দির স্থাপিত হইল। ধর্ম্মনিষ্ঠ দয়ালের উপর মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল। বিজয়া নরেন্দ্রকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কিছুই বলিতে পারিল না। ইতিমধ্যে দয়াল একদিন পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বনমালীর লেখা দুইখানি পুরাতন চিঠি আবিষ্কার করিলেন। এই চিঠিতে বনমালী বিজয়ার সহিত নরেন্দ্রের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। চিঠি প্রাপ্তির পর দয়াল উদ্যোগ করিয়া নরেন্দ্রের সহিত বিজয়ার বিবাহ দেন; রাসবিহারীর চক্রান্ত নিষ্ফল হয়। এই উপন্যাসখানি 'বিজয়া' নামে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

দর্শন—হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি ২০০ হইতে ৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লেখা হয়। দর্শনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। সাংখ্য, মীমাংসা ও ন্যায়। নিরীশ্বর আর সেশ্বর ভেদে সাংখ্য, পূর্ব্ব আর উত্তর ভেদে মীমাংসা, ন্যায় আর বৈশেষিক ভেদে ন্যায়কে ধরিয়া দর্শন ছয় প্রকার। ষড়্‌দর্শনই ভারতের গৌরব। পরে দর্শনগুলির নানা শাখা সৃষ্ট হয়।

(১) **বেদান্ত দর্শন**—মহর্ষি বেদব্যাস। উত্তর মীমাংসা হইতেছে বেদান্ত দর্শন। ইহার মতে, একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে সত্ত্বাদি ত্রিগুণের উৎপত্তি হয়। এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি মায়া ও অবিদ্যা রূপে দ্বিধা বিভক্ত হন। মায়াশ্রিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর এবং অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্যের নাম জীব। অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইলেই জীব মুক্তিমার্গে উপনীত হয়। অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র পথ জ্ঞান। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ইহার একটি সটীক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এই দর্শনের সূত্রগুলিকে ব্রহ্মসূত্র বলে। ইহার প্রাচীন ভাষ্য হইতেছে শঙ্করাচার্য্যের।

(২) **সাংখ্য দর্শন**—মহর্ষি কপিল। সাংখ্যের মতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটিলেই মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। প্রকৃতি পৃথিবীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। সাংখ্যের মতে প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব আছে; ঐগুলির সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়। কপিলমুনি ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু স্বীকার করেন নাই বলিয়া তাঁহার মত নিরীশ্বর। সাংখ্যমতের সব চেয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ ঈশ্বর কৃষ্ণ-কৃত সাংখ্যকারিকা।

(৩) **পাতঞ্জল দর্শন**—মহর্ষি পতঞ্জলি। যোগ দর্শন পাতঞ্জল দর্শন নামেই খ্যাত। ইহার মত অনেকটা সাংখ্যের মত। ইহাতে ঈশ্বরকে মানা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। কাহারও মতে, এই দর্শন ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি রচনা করেন, কাহারও মতে তাহা নয়।

(৪) **ন্যায় দর্শন**—অক্ষপাদ গৌতম। এই মতে পদার্থ ষোড়শ প্রকার। যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। ষোড়শ পদার্থ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মুক্তি হয়। পরমেশ্বর সকলের কর্তা এবং জীবাতিরিক্ত। অনুমান ও শ্রুত্যাদি ঈশ্বরের প্রমাণ।

(৫) **বৈশেষিক দর্শন**—কণাদ। এই মতে পদার্থ (দ্রব্যগুণ প্রভৃতি) সাতটি। কণাদের মতে, দুঃখবোধ দূর হইলেই মানুষ মুক্ত হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই মুক্তি হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখদুঃখের উৎপত্তির কারণ।

(৬) **মীমাংসা দর্শন**—মহর্ষি জৈমিনি। শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিরোধস্থলগুলির মীমাংসা করাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। ইহা পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন নামেও খ্যাত। ইহাতে প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত অধিকরণ নামে অভিহিত হইয়াছে। জৈমিনির মতে দেবগণ শরীরী নহেন; মন্ত্রের মধ্যেই তাঁহাদের অস্তিত্ব। বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাভ হয়। শবর স্বামীর লেখা ইহার সবচেয়ে প্রাচীন ভাষ্য। সমস্ত দর্শনের চেয়ে এই দর্শন আকারে বড়। ইহার দুইটি শাখা—একটি কুমারিলভট্টের ও অন্যটি প্রভাকরভট্টের।

(৭) **চার্ব্বাক্‌দর্শন**—বৃহস্পতি শিষ্য চার্ব্বাক। চার্ব্বাকদর্শন ভোগবাদের নামান্তর। দেহ হইতে অভিন্ন মানুষের আত্মা বলিয়া কিছু নাই। ইহাতে জন্মান্তর, পরলোক, মুক্তি, স্বর্গ, নরক কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। জগৎকর্তা বলিয়া কেহ নাই—জগৎ স্বভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এইরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে। ইহার নীতি 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'।

(৮) **বৌদ্ধদর্শন**—বৌদ্ধদর্শনে জীবন ক্ষণভঙ্গুর, সকল বস্তু ক্ষণিক এবং আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানরূপ বলিয়া মত প্রচার করা হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শনের মতে তত্ত্ব চতুর্ব্বিধ—দুঃখ, আয়তন, সমুদায় ও মার্গ। মার্গতত্ত্বই মোক্ষ। বাহ্যবস্তুগুলি অলীক এবং বিজ্ঞানরূপ আত্মা সত্য।

(৯) **আর্হত দর্শন**—আর্হত দর্শনের মতে আত্মা ক্ষণস্থায়ী নহে, শাশ্বত বস্তু। অর্হংই পরমেশ্বর। তিনি রাগদ্বেষবর্জ্জিত, সর্ব্বজ্ঞ। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র দ্বারাই নির্ব্বাণ লাভ হয়।

(১০) **রামানুজদর্শন**—রামানুজের মতে পদার্থ তিনপ্রকার—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। ঈশ্বর আরাধনা ও ঈশ্বর প্রাপ্তি জীবের লক্ষ্য। অচেতন, জড়, ভোগ্য ও জগৎ অচিৎ। ঈশ্বর সর্ব্ববস্তুর নিয়ামক এবং হরিরূপে উপাস্য। চিৎ ও অচিৎ সবই তাঁহার শরীরস্বরূপ। তিনি লীলাবশতঃ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ভক্তগণ তাঁহার শ্রীচরণ লাভ করিলে জীবকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

(১১) **পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন**—এই দর্শনের মতে, জীব হৃস্ব এবং ঈশ্বর-সেবক, বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। প্রমাণ তিনপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করা যায়। পুরুষার্থ চারিটি—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত মোক্ষ

এবং জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করা যায় না। রামানুজদর্শনের সহিত এই দর্শন গ্রন্থের কতক পরিমাণে সাদৃশ্য আছে।

(১২) **নকুলীশ পাশুপত দর্শন**—এই দর্শনের মতে মহাদেব পরমেশ্বর এবং জীবগণ পশু। পশুপতি জীবের অধীশ্বর এবং সর্ব্বকার্য্যের কারণ-স্বরূপ। মুক্তি দুই রূপ—চরম-দুঃখ-নিবৃত্তি ও পরমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তির পথ সুগম হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার উপায় অতঃপর বর্ণিত হইয়াছে।

(১৩) **শৈবদর্শন**—পাশুপত দর্শনের ন্যায় ইহাতেও শিবই পরমেশ্বর এবং জীবগণ পশুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। পতি, পশু এবং পাশ এই ত্রয়ই পদার্থরূপে অভিহিত। শিবপদ প্রাপ্তির উপায়সমূহ পতিপদবাচ্য। জীবাত্মা পশুপদবাচ্য। মন, কর্ম্ম, মায়া ও বোধশক্তি চারি পাশরূপে অভিহিত হইয়াছে।

(১৪) **প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন**—ইহাতেও মহাদেবকেই জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। ভ্রমবশতঃ মানুষের এই বিষয়ে ভেদজ্ঞান জন্মে। জীব যখন তাহার মধ্যে শিবত্ব উপলব্ধি করে, তখনই তাহার মধ্যে পূর্ণ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

(১৫) **রসেশ্বরদর্শন**—ইহাতেও মহাদেব পরমেশ্বররূপে স্বীকৃত এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেহের স্থৈর্য্যসম্পাদনের পর যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন হইলে জীবের মুক্তিলাভ ঘটে। পারদরসের দ্বারা দৈহিক স্থৈর্য্য আনয়ন সম্ভব; কারণ মহাদেব হইতে উৎপন্ন পারদ সকল ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দর্পচূর্ণ—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। উচ্চশিক্ষিতা ইন্দুর সহিত তাহার পিতার বন্ধুপুত্র নরেন্দ্রের বিবাহ হয়। স্বামীকে ভালবাসিলেও সে স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে না এবং স্বামীর অসচ্ছলতা সত্ত্বেও সে বিলাসিতায় অযথা অর্থব্যয় করে। নরেন্দ্র নীরবে তাহা সহ্য করে। ননদ বিমলার স্বামিগৃহ নিকটেই। বিমলা ও ইন্দুতে খুব ভাব। কিন্তু বিমলা স্বামীর অনুগতা আর ইন্দু স্বাধীন। সে স্বামীর অনচ্ছলতায় বিরক্ত হইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলে, কিছুকাল মধ্যে নরেন্দ্র দেনার দায়ে জেলে যায়। ভগিনী বিমলা পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়া গহনা বন্ধক দিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। ইন্দুও পিত্রালয়ে বাস করার হীনতা উপলব্ধি করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসে। এইভাবে তাহার দর্পচূর্ণ হয়।

দশকুমারচরিতম্—আচার্য্য দণ্ডী। সংস্কৃত গদ্যকাব্য। দশটি কুমারের বিচিত্র জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৌরাণিক কাব্যগ্রন্থ। দক্ষযজ্ঞস্থলে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব বিলাপ করিতে করিতে চৈতন্য হারাইয়া ফেলেন। তাহার পর তিনি চেতনা ফিরিয়া পাইয়া নারদকে আকাশ-মধ্যে সিংহ, কন্যা, মেষ, তুলা প্রভৃতি দশটি রাশির স্থানে দশটি মহাপুরীতে দশমহাবিদ্যা দেখাইয়া বলেন যে, তিনি সতীর বিভিন্ন রূপ দর্শন করিতেছেন। কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রায়শঃ মাত্রাছন্দের ব্যবহার।

দানকেলি-কৌমুদী—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত একাঙ্ক নাটক (১৪৭১ শক)। এইরূপ নাটক সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে 'ভাণ' নামে পরিচিত। যমুনাতটে শ্রীরাধা ও তাঁহার সহচরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ 'পারানি' আদায় করিবার জন্য যে কৌতুক-লীলা করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বনে এই কাব্যখানি রচিত।

দায়ভাগ—জীমূতবাহন। সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতি এই গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

দিদি—নিরুপমা দেবী। সামাজিক উপন্যাস। জমিদারপুত্র অমরনাথ বন্ধু দেবেন্দ্রের সঙ্গে তাহাদের গ্রামে যায় এবং সেখানে চারু নামে একটি মেয়েকে ভালবাসে। কিন্তু অমরনাথের বাবা তাহার সঙ্গে সুরমার বিবাহ দেন। এদিকে চারুর মা মৃত্যুকালে চারুকে অমরনাথের হাতে সঁপিয়া দিয়া যান। অমরনাথ চারুকে বিবাহ করিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করে ও ডাক্তারী পাশ করে। অমরনাথের বাবা মৃত্যুকালে পুত্রকে ক্ষমা করেন। স্বামীর সঙ্গে সুরমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু চারুর ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে সুরমা চারুকে ভালবাসিতে লাগিল এবং সকলেই একসঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

দীপনির্ব্বাণ—স্বর্ণকুমারী দেবী। লেখিকার ইহা প্রথম উপন্যাস (১৮৭৬)। পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

দুই পুরুষ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া প্রাচীন ও তরুণদের মধ্যে যে বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া দেখা গিয়াছে তাহারই রূপায়ণ। বইখানি রঙ্গমঞ্চে ও পর্দ্দায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

দুই বোন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। শশাঙ্ক, শর্ম্মিলা, ঊর্ম্মিমালা ও নীরদ—এই চারটি মাত্র লোককে লইয়া ইহার ঘটনা গড়িয়া উঠিয়াছে। শর্ম্মিলা শশাঙ্কের স্ত্রী, ঊর্ম্মি তাহার বোন। তাহাদের পিতা রাজারাম বাবু ছিলেন মস্ত বড় জমিদার। উপযুক্ত পুত্র হেমন্তের অকাল-মৃত্যুতে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন। হেমন্তের বন্ধু নীরদ ছিল সদ্য পাশকরা ডাক্তার, নিরবচ্ছিন্ন কাজই ছিল তাহার একমাত্র লক্ষ্য। হেমন্তের মৃত্যুর পর নীরদ রাজারামের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হইয়া উঠে ও এই পরিবারের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হয়। রাজারাম বাবু মৃত্যুর আগে ঠিক করিয়া যান যে, হেমন্তের উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাহার নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ঊর্ম্মি ও নীরদ তাহার ভার গ্রহণ করিবে। উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথা পাকা হইয়া যায়। এই সময় রাজারাম বাবু মারা যান এবং ঊর্ম্মির শিক্ষার ভার নীরদ গ্রহণ করে। কিছুকাল পরে নীরদ উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত চলিয়া যায় এবং ঊর্ম্মিমালা নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার ইচ্ছামত কাজ করিতে থাকে। এদিকে শর্ম্মিলার এই সময় কঠিন ব্যাধি হয়। শশাঙ্ক ছিল নিতান্ত অগোছাল লোক। চাকুরি ছাড়িয়া তখন সে মধুর মামার সহিত ভাগে ইঞ্জিনিয়ারীং কাজ করিতেছে। তাহার কাজের ও স্বাস্থ্যের ক্ষতির ভয়ে শর্ম্মিলা ঊর্ম্মিকে নিজের কাছে ডাকিয়া পাঠায় এবং ঊর্ম্মি তথায় উপস্থিত হয়। ঊর্ম্মি আসিবার পর হইতে শশাঙ্কের পরিবর্ত্তন সুরু হয় এবং উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। শর্ম্মিলার কষ্ট হইলেও স্বামীর সুখে সে বাধা দিতে চাহিত না। শেষে সে স্থির করে, শশাঙ্কের সহিত ঊর্ম্মির বিবাহ দিয়া সকলে একত্রে থাকিবে। নীরদ বিলাতে অন্যের সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়াতে চিঠি লিখিয়া ঊর্ম্মিকে মুক্তিদান করে। এদিকে ব্যবসায় ঠিকমত না দেখিয়া ঊর্ম্মির সহিত সময় নষ্ট করার দরুণ শশাঙ্কের সমস্ত টাকা ডুবিয়া যায়। শশাঙ্ক তখন নেপালে সরকারী চাকুরী লইয়া তথায় থাকিবে স্থির করে। শর্ম্মিলা এই সময় এক সন্ন্যাসি-প্রদত্ত ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে। ঊর্ম্মি এই ব্যবস্থায় প্রথমে বাধা না দিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা মানিয়া লইল না; কোনও খবর না দিয়া সে বিলাতে ডাক্তারি পড়িতে চলিয়া গেল। যাইবার পথে চিঠি দিয়া সমস্ত কিছু জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গেল। মনস্তত্ত্বের বিচিত্র প্রকাশের দিক্ দিয়া এই উপন্যাসটি অমূল্য।

দুঃখের দেওয়ালী—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্প-পুস্তক (১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে মূল্যদান, নন্দোৎসব, বিচিত্রা, লক্ষ্মীছাড়া, ব্যথার ব্যথী, কালী ঘরামি, রেল-দুর্ঘটনা, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে, জাগৃহি, সভিকল, নিষ্কৃতি ও শান্তিজল—এই কয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে।

দুর্গাদাস—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঐতিহাসিক নাটক। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেব রাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা মহিষী ও সন্তানকে বন্দী করিবার জন্য রাজপুতদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে রাজপুতবীর দুর্গাদাস তাহাতে বাধা দিয়া বারংবার মোগল সৈন্যকে পরাস্ত করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই; স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মকে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিরাট্ স্বার্থত্যাগ ও বিপুল দেশপ্রেম সত্ত্বেও মহৎ চরিত্রের এই যে ব্যর্থতা, তাহার প্রতি দৃষ্ট আকর্ষণ করাই নাটকের উদ্দেশ্য।

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী—দ্বিজ রামনিধি। ইহা দেবী ভাগবত অবলম্বনে লিখিত।

দুর্গেশনন্দিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৮৬৫)। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। গড়মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা সঙ্গিনী বিমলাকে (বীরেন্দ্রসিংহের ছদ্ম পরিচারিকা-রূপিণী স্ত্রী) লইয়া শৈলেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন। অপরাহ্ণকালে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হওয়ায় বাদশাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ সেই মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিলোত্তমা ও জগৎসিংহ উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে বিমলা জগৎসিংহকে দুর্গের গুপ্তদ্বার দিয়া তিলোত্তমার নিকট লইয়া যান। বিমলা দুর্গের গুপ্তদ্বার বন্ধ করিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেই মুক্তদ্বারপথে পাঠান-সেনাপতি ওসমান পাঠান সৈন্যসহ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন এবং জগৎসিংহ, বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা ও তিলোত্তমাকে বন্দী করিয়া পাঠান-দুর্গে লইয়া যান। তথায় কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা আহত জগৎসিংহের শুশ্রূষা করিতে গিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। কতলু খাঁর আদেশে মোগল পক্ষাবলম্বী বীরেন্দ্রসিংহ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি মৃত্যুকালে বিমলাকে ইহার প্রতিশোধ লইতে বলিয়া যান। আয়েষা গভীরভাবে জগৎসিংহকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন, এবং একথা আয়েষার প্রণয়প্রার্থী ওসমান জানিতে পারিলেন। এই সময় কতলু খাঁর জন্মতিথি উৎসবে বিমলা কতলু খাঁকে হত্যা করিয়া তিলোত্তমাকে লইয়া দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া অভিরাম স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কতলু খাঁ মৃত্যুকালে জগৎসিংহকে মুক্ত করিয়া দেন ও সন্ধির প্রস্তাব করেন। অতঃপর অভিরাম স্বামীর মধ্যস্থতায় জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহ হয়। আয়েষা ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সামলাইয়া লন। চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসখানি 'The Chieftain's Daughter' নাম দিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

দৃষ্টিপাত—বিনয় মুখোপাধ্যায়। 'যাযাবর' ছদ্মনামে সুপরিচিত। রম্যরচনা। নয়া দিল্লীর পটভূমিকায় উচ্চ অফিসার মহলের দিকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রচিত কাহিনীর ছাঁচে রচনা। অপূর্ব্ব লিখনশৈলী বইটির বিশেষত্ব।

দৃষ্টিপ্রদীপ—উপন্যাস। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি দুঃস্থ পরিবারের জীবন-কাহিনী। দিনপঞ্জী হিসাবে এই কাহিনী লিখিত।

দেনাপাওনা—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। জীবানন্দ চৌধুরী এক ধনী জমিদারের উচ্ছৃঙ্খল ভাগিনেয়। যৌবন-কাল তাহার নানা অত্যাচার ও অনাচারের মধ্যে কাটিয়াছিল। কিন্তু অপুত্রক মাতুলের মৃত্যুর পর সে-ই তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। চণ্ডীপুর গ্রাম জীবানন্দের জমিদারীর অন্তর্গত। এই গ্রামে চণ্ডীর মন্দির ছিল। মন্দিরের সেবিকা ষোড়শী ভৈরবী নামে পরিচিতা ছিলেন। অত্যাচারী জীবানন্দ তাঁহাকে কাছারী বাড়ীতে ধরিয়া আনে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে বুঝিতে পারে যে, এই ষোড়শী ভৈরবী আর কেহ নহে, তাহারই স্ত্রী অলকা। কলিকাতায় অবস্থান-কালে ঘটনাচক্রে এই অলকাকেই সে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পরেই তাহাকে একটি স্ত্রীলোকের গলার হার চুরি করিবার অপরাধে জেলে যাইতে হয়। জেল হইতে বাহির হইয়া সে আর অলকার সন্ধান পায় নাই। ইহার পর অলকার আর একবার বিবাহ হয় এবং সেই স্বামীকেও তিন দিন পরে বিতাড়িত করিয়া অলকার পিতা অলকাকে ভৈরবীপদে নিয়োগ করে। সেই হইতে অলকার নাম ষোড়শী। দীর্ঘকাল পরে সেই পরিণীতা পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর ঘোর অত্যাচারী জীবানন্দের মধ্যে পরিবর্ত্তনের সূচনা হয় এবং ষোড়শীও জীবানন্দকে উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। এদিকে জীবানন্দ তখন অতিরিক্ত অমিতাচারের ফলে কঠিন রোগে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। ষোড়শী ইহাতে বিচলিত হয় এবং জীবানন্দকে লইয়া চণ্ডীপুর ও সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবীবৃত্তি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এই উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে 'ষোড়শী' নামে একখানি নাটক রচিত হইয়াছে। উহাতে শেষ পর্য্যন্ত জীবানন্দের মৃত্যু দেখান হইয়াছে।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—চণ্ডীচরণ সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১৮৮৬) ['গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' দ্রঃ।]

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। উপন্যাসের মত সরস ভ্রমণকাহিনী। দেবরাজ ইন্দ্র একদিন বরুণের মুখে কলিকাতা মহানগরী ও ইংরাজ রাজত্বের বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বরুণকে লইয়া মর্ত্ত্যে আগমন করেন। তাঁহারা হরিদ্বার, বৃন্দাবন, দিল্লী প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া ট্রেণে কলিকাতায় আসেন এবং দার্জ্জিলিং হইয়া স্বর্গে ফিরিয়া যান। বিভিন্ন নগর ভ্রমণকালে তাঁহারা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং বিবিধ দ্রষ্টব্য বিষয়ের বিবরণ শ্রবণ করেন। পৃথিবীতে অত্যাচার ও অনাচার দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং স্বর্গে সভা করিয়া পৃথিবী ধ্বংস করিবার জন্য ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি দূতগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

দেবদাস—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। জমিদারের ছেলে দেবদাসের সঙ্গে গ্রামের মেয়ে পার্ব্বতীর ছেলেবেলা হইতেই প্রণয় ঘটে। কিন্তু পার্ব্বতীরা ছোট ঘর বলিয়া দেবদাসের বাবা পার্ব্বতীর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন না। তারপর একদিন এক বিপত্নীক জমিদারের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ হইল। পরে দেবদাস কলিকাতায় আসে ও চন্দ্রমুখী নামে এক বেশ্যার সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। চন্দ্রমুখী তাহাকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু দেবদাস তাহাকে ভালবাসে নাই। সে ভালবাসিয়া-ছিল মদ। পরে সে অসুখে পড়িল। চন্দ্রমুখী সেবাশুশ্রূষা করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। দেবদাস স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় পশ্চিমে গেল। কিন্তু পরিচিত জনের মুখের কথা মনে পড়াতে সে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে ছিল বৃদ্ধ ও পুরাতন ভৃত্য ধর্ম্মদাস। ট্রেণে নিদ্রিত ধর্ম্মদাসকে ফেলিয়াই সে পার্ব্বতীর শ্বশুরবাড়ী যাইবার ষ্টেশনে নামিয়া পড়িল এবং গরুর গাড়ীতে করিয়া তাহার বাড়ী যাইবার পথে তাহার মৃত্যু ঘটিল। পার্ব্বতী ইহা শুনিয়া পাগলের মত ছুটিয়া যায়।

দেবী চৌধুরাণী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রোম্যান্টিক উপন্যাস। জমিদার হরবল্লভ রায়ের পুত্র ব্রজেশ্বর তিনটি বিবাহ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার তিন পত্নীর নাম—প্রফুল্ল, নয়নতারা ও সাগর। তিনজনের মধ্যে প্রফুল্ল অমূলক অপবাদের জন্য স্বামীর গৃহে স্থান পান নাই। কিন্তু বাপের বাড়ীর দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন তিনি জননীর সহিত শ্বশুরালয়ে আসিয়া পৌছেন। শ্বশুর প্রফুল্লকে স্থান দিতে অসম্মত হন। কিন্তু রাত্রি গভীর, সেদিন তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া

হইল না। সাগরবৌএর চেষ্টায় এবং আগ্রহে সে রাত্রির মত তিনি স্বামিসঙ্গ লাভ করিলেন। বিদায়কালে ব্রজেশ্বর তাঁহাকে নিজের নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করেন। সেই স্মৃতিচিহ্ন লইয়া প্রফুল্ল পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুকাল পরে প্রফুল্লর মাতার মৃত্যু হয়। ঘটনাচক্রে প্রফুল্ল বনে আসিয়া এক বৈষ্ণব প্রদত্ত প্রচুর গুপ্ত ধনসম্পত্তি লাভ করেন। এই সময় দস্যুসর্দার ভবানী পাঠকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং ভবানীর শিক্ষায় কালক্রমে তিনি দস্যুদলের নেত্রী দেবী চৌধুরাণী নামে পরিচিতা হন। এই সময় ব্রজেশ্বর একদিন পিতার আদেশে সাগরবৌএর পিতার নিকট টাকা ধার করিতে যান; কিন্তু টাকা না পাওয়ায় তাঁহাকে ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। ফিরিবার সময় দস্যুদল দেবী চৌধুরাণীর আদেশে ব্রজেশ্বরের নৌকা লুঠ করে এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া দেবীর বজরায় আটক করে। সাগরবৌও এই বজরায় ছিলেন। দেবী চৌধুরাণী ব্রজেশ্বরকে বহু সমাদর করিয়া ৫০ হাজার টাকা ধার দেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় তাঁহাকে দান করেন। বাড়ী ফিরিবার পথে অঙ্গুরীয় দেখিয়া ব্রজেশ্বর বুঝিতে পারেন যে প্রফুল্লর মৃত্যু হয় নাই, এই দেবী চৌধুরাণীই প্রফুল্ল। দেবী চৌধুরাণী যে টাকা ব্রজেশ্বরকে ধার দিয়াছিলেন, তাহা বৈশাখী শুক্লা সপ্তমীতে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল; কিন্তু ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভ রায় টাকা প্রত্যর্পণের কোন ব্যবস্থা না করিয়া রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেবের সাহায্যে দেবীকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। তিনি লেফ্‌টেনান্ট ব্রেনানকে সঙ্গে করিয়া দেবীকে ধরাইয়া দিতে আসেন। তাহার পূর্ব্বে ব্রজেশ্বর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন। দেবী কৌশলে ব্রেনান সাহেবকে বজরায় আনিয়া বন্দী করেন। দেবীকে সনাক্ত করিবার জন্য হরবল্লভ রায়ও আসিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় ঝড় ওঠে। সেই ঝড়ের সময় দেবীর বজরা সিপাহীদের বিপর্য্যস্ত করিয়া বায়ুবেগে অন্তর্হিত হয়। পরদিন ব্রেনান সাহেব মুক্তি লাভ করেন। দেবীর সহচরী নিশি হরবল্লভকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া স্বীয় ভগিনীর সহিত ব্রজেশ্বরের বিবাহের ব্যবস্থা করে এবং তাহার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার পর দেবী দস্যুদলের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং ব্রজেশ্বরের সহিত নববধূরূপে শ্বশুরালয়ে আসিয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে থাকেন। সমালোচকগণের মতে গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য।

দেবীপুরাণ—সংস্কৃত উপপুরাণ। ইহাতে বশিষ্ঠ বক্তা এবং ঋষিগণ শ্রোতা। ইহাতে ভগবতীর সহিত ঘোর দৈত্যের যুদ্ধ, দেবী কর্তৃক ঘোর দৈত্য হত্যা, দেবীর পূজাবিধান, দেবীর স্বরূপ নিরূপণ, তিথিবিশেষে দেবীপূজা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

দেবী ভাগবত—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থ। শক্তির লীলা-বৈচিত্র্যের পরিচয় প্রদান করাই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য। গ্রন্থখানি অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে সমাপ্ত। পঞ্চানন তর্করত্ন গ্রন্থখানির বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন।

দেয়ার আর ক্রাইম্‌স্ অ্যাণ্ড ক্রাইম্‌স্ (There are Crimes and Crimes)—সুইডেনের বিখ্যাত নাট্যকার অগস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ-লিখিত মিলনান্তক নাটক (১৮৯৯)। নায়ক মরিস ছিল নাট্যকার; জেন নামক একটি স্ত্রীলোকের সহিত তাহার ভালবাসা হয়। তাহাদের একটি কন্যা ছিল, নাম মারিয়ন। মরিস এক নূতন নাটক লিখিয়া খুব নাম করে। হেন্‌রিয়েটা নামে একটি স্ত্রীলোকের সহিত প্রথম অভিনয় রজনীতে তাহার আলাপ হয়। অভিনয়ের পর তাহারা বেড়াইতে যায় এবং সেখানে পরস্পর অবৈধ সম্বন্ধে জড়িত হইয়া পড়ে। পরে তাহার কন্যা মারিয়ন মারা যায়। সন্দেহের বশে সকলে মরিসকে দোষী বলিয়া মনে করে এবং চারিদিকে তাহার কুৎসা রটে। পরে নির্দ্দোষ প্রমাণ হইলে সে মুক্তি পায়, দুঃখের মেঘ কাটিয়া যায় এবং আবার সকলের মিলনের ভিতর দিয়া নাটকটি শেষ হয়। জগতে এমন পাপও আছে যাহার উল্লেখ আইনের মধ্যে নাই, নাট্যকার ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন।

দেশী ও বিলাতী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গল্প-পুস্তক (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে নিম্নলিখিত গল্পগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—আমার উপন্যাস, বিবাহের বিজ্ঞাপন, আধুনিক সন্ন্যাসী, একদাগ ঔষধ, স্বর্ণসিংহ, প্রতিজ্ঞাপূরণ, উকীলের বুদ্ধি, হাতে হাতে ফল, খালাস, ফুলের মূল্য, পুনর্মূষিক, প্রবাসিনী ও ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর। ইংলণ্ডে কতকগুলি গল্পের ঘটনা সংস্থাপন করা হইয়াছে—অন্যান্য গল্পগুলি এদেশের সামাজিক কাহিনী। এই কারণেই 'দেশী ও বিলাতী' নামে গ্রন্থখানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেশে বিদেশে—সৈয়দ মুজতবা আলি। রম্যরচনা (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)। ভ্রমণকাহিনী হইলেও ইহা রম্যরচনারূপে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে। এযুগের ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। দিল্লী হইতে ইহা 'নরসিংহদাস প্রাইজ' লাভ করিয়াছে।

দোটানা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। হৈমবতী ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা। বিধবা হইবার পর সে বাপের বাড়ীতে বাস করিতেছিল। তরল নামে এক প্রতিবেশী যুবকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সেই ঘনিষ্ঠতার ফলে হৈম অন্তঃসত্ত্বা হয়। তরল হৈমকে বিবাহ করিতে চাহিলে হৈমর পিতা রাজী হন না। তরল গ্রাম ছাড়িয়া যায় এবং সংবাদ রটে যে ট্রেণে এক দুর্ঘটনায় সে মারা গিয়াছে। মনের দুঃখে হৈম পুষ্করিণীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে যায়; কিন্তু তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করে গ্রামের বিপত্নীক পটুয়া গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন হৈমকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে এবং লোকলজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য হৈমকে বিবাহ করে। অতঃপর হৈমর গর্ভস্থ শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং সেও গোবর্দ্ধনের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকে। ইহার কিছুকাল পরে হঠাৎ কলিকাতায় তরলের সহিত একদিন হৈমর সাক্ষাৎ হইল। তরল মরে নাই—ট্রেণ-দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছিল মাত্র। ক্রমে গোবর্দ্ধন তরলের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিল এবং তরলকে বলিল, হৈমবতীর দুইজন প্রণয়ীর বাঁচিয়া থাকা চলে না। একজনকে মরিতে হইবে। সে নিজেই মরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই গোবর্দ্ধনকে রক্ষা করিবার জন্য হৈমবতী আত্মহত্যা করিল।

দোললীলা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গীতিনাট্য (১৮৭৮)। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রার বিষয় লইয়া নৃত্যগীত-বহুল নাটিকা।

দোহাকোষ—প্রবোধচন্দ্র বাগচী সঙ্কলিত। সিদ্ধাচার্য্যগণের বিভিন্ন দোহা ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

দ্বন্দ্বে মাতনম্‌—অমৃতলাল বসু। বিদ্রূপাত্মক প্রহসন-নক্সা (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)।

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা—মহাকবি কালিদাস। উপাখ্যানমালা। ইহার সূচনায় ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য ও বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন-প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্য মহেন্দ্রের নিকট হইতে একটি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। উহাতে ৩২টি পুত্তলিকা বসান ছিল। এক একটি পুত্তলিকা এক একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করে এবং সেই জন্যই গ্রন্থখানির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

ধ

ধনবিজ্ঞান—গিরীন্দ্রকুমার সেন। অর্থনীতি-বিষয়ক পুস্তক। কিরূপে ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন হইতে ধনাগম হয়, কেমন করিয়া বিনিময়, কাটতি ও সরবরাহ হয়,

কেমন করিয়া ধন, বেতন, খাজনা প্রভৃতি কি উপায়ে পরিবণ্টন করা হয়, ইত্যাদি বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ধার, ধনভোগ প্রভৃতি সম্বন্ধেও লেখা হইয়াছে।

ধম্মপদ—পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ। হিন্দুদের নিকট যেমন ভগবদ্‌গীতা, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট তেমনই ধম্মপদ। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ জ্ঞান প্রভৃতি কি উপায়ে লাভ করা সম্ভব, ইহাতে বুদ্ধ তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। বুদ্ধ ঘোষ এই গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করেন। চারুচন্দ্র বসু বঙ্গভাষায় গ্রন্থখানির অনুবাদ করিয়াছেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্ম এবং পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহাতে ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদের মতবাদ সম্বন্ধে, এবং সুখ, দুঃখ, ভক্তি ও কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের তাৎপর্য্য কি তাহাও এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা—রাজনারায়ণ বসু। ধর্ম্ম-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কি তাহাই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সত্যনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা প্রদর্শন করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক—রাজনারায়ণ বসু। ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থ। দার্শনিক মতবাদ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সত্যধর্ম্ম ইহাই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি সাধারণের কাছে যাহাতে বোধগম্য হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি রচিত।

ধর্ম্মনীতি—অক্ষয়কুমার দত্ত। নীতিবিষয়ক গ্রন্থ (১৮৫৬)। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কর্ত্তব্য, হিন্দু নরনারীর দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, বালকবালিকাদের চরিত্র গঠনের জন্য কিরূপ শিক্ষাদান-প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, গৃহকর্ম্ম ও গৃহধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় নানা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপাল—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধের গুপ্ত রাজবংশের লোপ হয়। এই সময় পালবংশের প্রথম রাজা গোপাল-দেবকে প্রজাবৃন্দ গৌড়ের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্মপাল এই গোপালদেবের পুত্র। তিনি রাষ্ট্রকুটের রাজা তৃতীয় গোবিন্দের সহিত মিলিত হইয়া আশ্রয়প্রার্থী চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান ও আর্য্যাবর্ত্তের সার্ব্বভৌম অধিকার লাভ করেন। আলোচ্য উপন্যাসখানি এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

ধর্ম্মপূজা-বিধান—রামাই পণ্ডিত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধীয় পুস্তক। এই পুস্তক-খানি ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এসিয়াটিক সোসাইটির একখানি তালপাতার পুঁথি অবলম্বন করিয়া সম্পাদনা করেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উত্থান-পতনের ইতিহাস এই পুস্তকে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম বিভিন্নকালে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে, সেই বিষয় লইয়া ইহার ভূমিকা রচিত।

ধর্ম্মমঙ্গল, শ্রী—প্রাচীন কাব্য। ধর্ম্মদেবের সেবক লাউসেন প্রাচীন বাঙ্গালার একজন লোকপ্রিয় বীর ছিলেন। 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ঢেকুরগড়ের ইছাই ঘোষ, গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ধর্ম্মপালের সেনাপতি কর্ণসেনের ছয় পুত্র ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দেয়। পরে গৌড়ের রাজার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ হয়। লাউসেন ইহাদের পুত্র। লাউসেনের বাল্য ও যৌবন-বৃত্তান্ত, তাঁহার মাতুল ধর্ম্মপাল রাজার পাত্র মাহুদ্যা বা মহামদ কর্ত্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে নানা ষড়্‌যন্ত্র, শেষে ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ ও ইছাই ঘোষের মৃত্যু এবং লাউসেনের নানা সংগ্রামে জয়লাভ ও নানা অলৌকিক কাহিনী সেকালের লোকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিত। এই উপাখ্যানগুলি লইয়া অনেক কবি বাঙ্গালায় ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য লিখিয়া যান। তন্মধ্যে মাণিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ধর্ম্মমঙ্গল একখানি প্রাচীন কাব্য। ইহার রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর কাছাকাছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। উহাও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ধ্বন্যালোক—আনন্দবর্দ্ধন প্রণীত সংস্কৃত অলঙ্কার ও কাব্যশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে কাব্য সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা রহিয়াছে।

ধ্বন্যালোক ও লোচন—সুবোধ সেন-গুপ্ত। অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে অতি-আধুনিক পুস্তক (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)।

ধাত্রীদেবতা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। লেখকের বৈশিষ্ট্য এই যে, পুস্তকে কোনও নায়ক নাই। নায়ক বলিতে এখানে একটি গ্রামকে বুঝাইতেছে।

ন

নকুলীশ পাশুপত দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

নদ ও নদী—প্রবোধকুমার সান্যাল। উপন্যাস। ইহা চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হইয়াছে।

নদী ও নারী—হুমায়ুন কবীর। উপন্যাস। ইহার ইংরাজীও আছে।

নন্দকুমার—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ইতিহাসকাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত রোমাণ্টিক নাটক (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)। নন্দ-জীবনচরিত অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত।

নবকথা—গল্পসমষ্টি। প্রভাতকুমার মুখো-পাধ্যায়। 'অঙ্গহীনা', 'হিমানী', ইত্যাদি কয়েকটি গল্প ইহাতে আছে। একটি 'রৌপ্য মুদ্রার জীবনচরিত'। গল্পটি লেখকের প্রথম প্রকাশিত গল্প।

নবগীতা—ভূধর চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ধর্ম্ম-গ্রন্থ। ইহাতে নিম্নলিখিত নয়টি গীতার মূল ও অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—গণেশগীতা, যমগীতা, জীবন্মুক্তিগীতা, হংসগীতা, পাণ্ডবগীতা, গীতাসার, নারদগীতা, পিতৃগীতা ও সপ্তশ্লোকী গীতা।

নবনাটক—রামনারায়ণ তর্করত্ন। সামাজিক নাটক। এই নাটক রচনার মূলে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে জোড়াসাঁকোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ'-পত্রে বহুবিবাহ বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দেন। পরে ঐ বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করা হয় এবং রাম-নারায়ণের উপর নাটক রচনার ভার অর্পিত হয়। তিনি ইহা লিখিয়া দুইশত টাকা পুরস্কার পান। নাটকখানির আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ :—

এক প্রবীণ জমিদার স্ত্রীপুত্র বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ করিতে না পারিয়া প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র দেশত্যাগী হয় এবং প্রথমা পত্নী আত্মহত্যা করেন। শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রদত্ত বশীকরণের ঔষধ সেবনের ফলে স্বয়ং জমি-দারকেও প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

নববাবুবিলাস—ভবানীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়। উপন্যাসের আকারে উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গচিত্র (১৮২৫)। পুস্তকে 'প্রমথনাথ শর্ম্মণ' এই ছদ্মনাম আছে। লেখকের ইহা প্রথম রচনা। পুস্তকের নায়ক একজন কলিকাতার ধনী, কিন্তু অশিক্ষিত ভদ্র-সন্তান। এইরূপ ধনী অশিক্ষিত ব্যক্তিদের

নৈতিক চরিত্র সংশোধনের জন্য পুস্তকখানি রচিত হয়। এক হিসাবে ইহাই বাংলা-ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস। ইহা 'আলালের ঘরের দুলালে'র বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ইহা নাটকাকারেও রূপান্তরিত হইয়াছিল।

নববিধান—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। বিদেশীয় জীবনযাত্রার কি দোষ তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। নায়ক শৈলেশ কলিকাতার এক নামজাদা কলেজের অধ্যাপক। বেতন আটশত। তিনি প্রথম পক্ষের স্ত্রী উষাকে বিবাহ করিয়া ত্যাগ করেন—কারণ উষার ছিল অত্যন্ত গোঁড়া মনোবৃত্তি ও হিঁদুয়ানী। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী একটি মাত্র পুত্র রাখিয়া মারা যান। তৃতীয় পক্ষ করিবার পূর্ব্বে তিনি উষাকে গৃহে আনেন এবং অনেক মনোমালিন্যের পর উষার হিঁদুয়ানীকে শৈলেশ মানিয়া লয়। উষার চরিত্রটি সুন্দর। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে শৈলেশের বোন বিভা ও তাহার স্বামী ক্ষেত্রমোহনের নাম উল্লেখযোগ্য।

নবাব (Nabob or Nobab)—ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আলফান্সো দোদে (Alphonse Daudet)-রচিত উপন্যাস। বার্নার্ড জাঁসুলে প্রথমে অত্যন্ত গরীব ছিলেন কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় পরে লক্ষপতি হন। ধনপ্রাপ্তির পর তিনি দশজনের একজন হইবার আশায় প্যারিসে আসেন। সেখানে ডাক্তার রবার্ট জেঙ্কিন্স ও অনুরূপ অন্যান্য অসৎ লোকের হস্তে পড়িয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসেন। টাকা খরচ না করিলে নাম হয় না, তাহারা তাঁহাকে ইহা বুঝাইয়া অগাধ টাকা লইয়া নিজেদের স্বার্থপূর্ণ করিতে থাকে। এই সময় পল গেরি নামক এক যুবক তাঁহার সেক্রেটারী হয়। সে ছিল অত্যন্ত সৎপ্রকৃতির। সে প্রতিজ্ঞা করে জাঁসুলেকে এই সব রক্তশোষকদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্যারিসের শিক্ষিত সমাজ তাঁহাকে কিছুদিন মাতাইয়া তারপর ছাড়িয়া দিল। যাহারা বন্ধুরূপে আসিয়াছিল তাহারা শত্রু হইল এবং অতি জঘন্য উপায়ে তাঁহাকে ধ্বংসের মুখে লইয়া চলিল। শেষ-পর্য্যন্ত জাঁসুলে একদিন থিয়েটারে এক নূতন নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে যান, কিন্তু সেখানকার ব্যক্তিদের বিদ্রূপ ও অযথা কটাক্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া অজ্ঞান হইয়া যান। সে অজ্ঞানতা আর ভাঙ্গে নাই।

নবাবনন্দিনী—দামোদর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। ইহার অপর নাম আয়েষা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র ইহা পরিশিষ্ট বা উপসংহার। ছোটদের জন্য ইহার একটি সংস্করণ সম্প্রতি দেব-সাহিত্য কুটির হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

নবীন তপস্বিনী নাটক—দীনবন্ধু মিত্র। নাটক (১৮৬৩)। রাজা রমণীমোহন জননী ও ছোটরাণীর কথায় যখন তখন বড়রাণী প্রমদাকে লাঞ্ছিত করিতেন। কিন্তু গোপনে গোপনে স্ত্রীর সহিত মেলামেশাও চলিত। এইভাবে বড়রাণী গর্ভবতী হন, কিন্তু রাজা তাঁহার সহিত সহবাসের কথা অস্বীকার করিয়া তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেন। বড়রাণী মনের দুঃখে স্বামীর সংসার ত্যাগ করেন। ইহার কিছুকাল পরে ছোটরাণীর মৃত্যু হয় এবং রাজার শুভাকাঙ্ক্ষিগণ পুনরায় তাঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টা করেন। কামিনী বলিয়া একটি মেয়ের সহিত রাজার বিবাহের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু রাজা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এই সময় তাঁহার অনুচর-বর্গ বিজয় নামে এক তরুণ যুবাকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া বলে যে এই যুবক কামিনীকে ভুলাইয়া তাহার তপস্বিনী জননীর নিকট লইয়া গিয়াছিল। তখন কামিনী ও তপস্বিনী দুই জনকেই রাজসভায় আনয়ন করা হয়। রাজা তপস্বিনীকে দেখিয়া বড়রাণী বলিয়া চিনিতে পারেন। সেই তরুণ যুবক রাজারই পুত্র। তাহার নাম বিজয়। রাজা বিজয়ের সহিত কামিনীর বিবাহ দেন। এই নাটকের অন্তর্গত রাজমন্ত্রী জলধর ও তাহার স্ত্রী জগদম্বার চরিত্র উল্লেখযোগ্য। জলধর রতিকান্ত সওদাগরের স্ত্রী মালতীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল এবং এজন্য তাহার মুখরা স্ত্রীর নিকট প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হইত।

নবীন যাত্রা—মনোজ বসু। উপন্যাস (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)। এক গ্রামের জমিদারের বিধবা ইন্দ্রাণী দেবীর উচ্চ আদর্শ ছিল। শহর হইতে তিনি গ্রামে ফিরিলেন। তিনি গ্রামকে শিক্ষাদীক্ষায় আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর। সেই গ্রামের অপর অংশে নির্ম্মল নামে এক অগ্নিবিপ্লবী নিজের চেষ্টায় গঠনমূলক বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছে। ইন্দ্রাণী দেবীর সহিত তাহার বিরোধ বাঁধে ও পরে সমন্বয় ঘটে। ভাষা সহজ।

নবীন যুবক—প্রবোধকুমার সান্যাল। সামাজিক উপন্যাস। গ্রন্থের নায়ক সোমনাথ জমিদারের ছেলে। সে কলিকাতা হইতে লেখাপড়া করিয়া গ্রামে যায় এবং ভগবতী নামে একটি মেয়েকে গ্রামের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার এক আশ্রমে লইয়া আসে। এখানে বঙ্কিম নামে এক যুবকের সঙ্গে ভগবতীর প্রেম হয় এবং সে গর্ভবতী হয়। বঙ্কিম সরিয়া পড়ে। সোমনাথ তখন তাহাকে বিবাহ করিয়া লজ্জা হইতে নিষ্কৃতি দেয়।

নয়শো রূপেয়া—শিশিরকুমার ঘোষ। সামাজিক নাটক। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণসমাজের কন্যা-বিক্রয় প্রথার বিরুদ্ধে এই নাটকখানি রচিত। ইহা নাটক-প্রহসন।

নরমেধযজ্ঞ—রাজকৃষ্ণ রায়। ভক্তিরসাত্মক নাটক (১২৯৮ বঙ্গাব্দ)। পিতৃভক্তির সঙ্গে মানবিকতার বিরোধ নাটকটির বীজ। যযাতির চরিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। ভক্তি-রসাত্মক নাটক হইলেও ভক্তিরসের বাড়া-বাড়ি নাই।

নলদময়ন্তী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরাণিক নাটক। নল ও দময়ন্তীর পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। নাটক-খানি গৈরিশ ছন্দে রচিত।

নলোদয়—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। মহাভারতে বর্ণিত নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বনে মহাকবি কালিদাস কর্তৃক রচিত। হংসদূত-মুখে নলের কাহিনী শ্রবণ করিয়া দময়ন্তীর মনে প্রেম সঞ্চার হইতে, তাঁহাদের বিবাহ, নলের উপর কলির কোপ, নল-দময়ন্তীর নানা দুর্ভোগ এবং পরিশেষে ঋতুপর্ণের সহিত নলের বিদর্ভ রাজ্যে আগমন ও দময়ন্তীর সহিত পুনর্মিলন পর্য্যন্ত এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

নষ্টনীড়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বড় গল্প। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের রচনা। ভূপতি কাজের লোক; সে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহারই কাজের নেশায় মত্ত ছিল। ইতিমধ্যে ভূপতির তরুণী স্ত্রী চারু তাহার দূরসম্পর্কীয় দেবর অমলকে ভাল-বাসিয়া ফেলে। অমলও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু কিছুকাল পরে সে লেখা-পড়ার জন্য বিলাত চলিয়া যায়। ইহাতে চারুর নিকট সংসারযাত্রা দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে। এদিকে ভূপতির কাগজ উঠিয়া যায় এবং ক্লান্ত ভূপতি তখন সান্ত্বনালাভের আশায় চারুর নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় সে বুঝিতে পারে যে, চারুর মন বহুদূর অমলের কাছে ঘুরিয়া মরিতেছে। তখন সে দক্ষিণ ভারতের একটা সংবাদপত্রের সম্পাদনভার লইয়া চলিয়া যায়। যাইবার সময় চারু তাহার সঙ্গে যাইতে চায়, কিন্তু ভূপতি তাহাতে আপত্তি করে। শেষ পর্য্যন্ত ভূপতি বুঝিতে পারে যে, অমলকে ভুলিবার জন্য চারু তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। তখন সে চারুকে সঙ্গে লইতে সম্মত হয়; কিন্তু চারু তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। আধুনিক বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যের বীজ এই 'নষ্টনীড়ে'ই উপ্ত হইয়াছিল।

নসীরাম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বিয়োগান্ত নাটক (১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। ভক্তপ্রবর নসীরামের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইহাতে গৌড়াধিপতি যোগেশনাথের পুত্র অনাথনাথের সহিত বিরজা নামে কামিনীর প্রণয়ের কাহিনীও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। অনাথনাথ একজন কাপালিকের হস্তে পতিত হন। কিন্তু সোণা নামে এক রমণীর দ্বারা সেই কাপালিক নিহত হয় এবং হরিভক্ত নসীরামের আদর্শে সকলে হরিপ্রেমে মত্ত হন। নসীরাম হরিনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে সোণাও তাঁহার চিতায় আরোহণ করেন। নসীরামের ভূমিকায় পরমহংসদেবের কিছু প্রতিবিম্ব আছে।

নাগানন্দ—হর্ষদেব-প্রণীত সংস্কৃত নাটক। বিদ্যাধররাজপুত্র জীমূতবাহন সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রচুর সাপের হাড় দেখিতে পাইয়া জানিতে পারেন যে উহা গরুড়ের ভুক্তাবশেষ। প্রত্যহ একটি করিয়া সর্প গরুড়ের নিকট আত্মাহুতি দেয়। পরদিবস শঙ্খচূড় নামে সাপ আগমন করিলে জীমূতবাহন নিজ জীবনদানে শঙ্খচূড়ের জীবন রক্ষাকল্পে রক্তবস্ত্র পরিয়া বধ্যশিলায় উপবেশন করেন। গরুড় আসিয়া তাঁহার রক্ত পান করিতে থাকে। কিন্তু ইহাতে তিনি ব্যথিত না হইয়া পরার্থে জীবন দান করিতেছেন ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। গরুড় ইহাতে অত্যধিক বিস্মিত হয়। এই সময় জীমূতবাহনের পিতামাতা, পত্নী মলয়াবতী প্রভৃতি বিলাপ করিতে থাকেন। জীমূতবাহন তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে গরুড়ের নির্ব্বেদ হওয়ায় সে নাগহিংসা পরিত্যাগ করে। পরে জীমূতবাহনের মাতাপিতা, পত্নী প্রভৃতি অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে দেবী গৌরী আসিয়া তাঁহাদের নিবৃত্ত করিয়া জীমূতবাহনকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ইহাই নাগানন্দের আখ্যানভাগ।

নারদগীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

নারদীয় পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

নারায়ণী—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। উপন্যাস (১৩১১ বঙ্গাব্দ)। ছোটনাগপুরের অনন্তপুর গ্রামে বীরচন্দ্র সাহীদেব নামে এক রাজা ইংরাজের অধীনে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পৌত্রী নারায়ণীকে লইয়া তিনি সেই শোক কিছুটা নিবারণ করিলেন। আনন্দদেব নামে রাজকর্ম্মচারী রাজাকে বাতুল প্রতিপন্ন করিয়া ইংরাজের নিকট হইতে সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন ও তাঁহার পুত্রের সহিত নারায়ণীর বিবাহের উদ্যোগ করেন। রাজার অনুগত রতন নামে এক ব্রাহ্মণ তুলসী নামে এক বীরবালাকে নারায়ণীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করেন। তুলসী স্বীয় স্বামী সদাশিবের সহিত নারায়ণীর বিবাহ দেন। তুলসীর পিতা ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদের জন্য গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে সেই ষড়্‌যন্ত্র নিষ্ফল হইলে তাঁহার মৃত্যু হয়। নারায়ণী জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করেন। নারায়ণীর উদ্ধারের জন্য রাজাও জলমগ্ন হন। বিদ্রোহের নেতা বলিয়া সদাশিব ধৃত ও নিহত হন। রতন বৈরাগ্য অবলম্বন করেন।

নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৮৬৯)। ইহাতে নারীজাতির স্বভাব, শিক্ষার আবশ্যকতা, শিক্ষার অভাবে বিষময় ফল, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার নানা ঐতিহাসিক কাহিনী ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নারীর মূল্য—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালী মেয়েদের সমাজে মূল্য নির্দ্ধারণই লেখকের এই প্রবন্ধ-পুস্তকের উদ্দেশ্য।

নিকোলাস নিকলবি (Nicholas Nickelby)—চার্লস্ ডিকেন্স। উপন্যাস (১৮৩৮—৩৯)। উনিশ বছরের ছেলে নিকোলাস। বাপের মৃত্যুর পর সে তার মা ও বোন কেটিকে লইয়া খুড়া রালফের কাছে যায়। খুড়া ছিলেন কুসীদজীবী। নিকোলাসের স্বাধীনচেতা ভাব দেখিয়া তিনি তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। ডোথবয়েজ হলে তাহাকে কাজ করিতে পাঠান হয়। সেখানে তাহার উপর অত্যাচার করা হয়। স্মাইক নামে একটি ছেলেও সেখানে ছিল। সে স্মাইককে লইয়া পালায় ও যাত্রার দলে যোগদান করিয়া নিজের ও তাহার জীবিকা অর্জ্জন করে। পরে চীয়ারিবল্ নামে এক কারবারে যোগদান করিয়া সুখী হয়। ইতিমধ্যে কেটি এক পোষাকনির্ম্মাতার অধীনে কাজ করিতে গিয়া অপমানিতা হয়। নিকোলাস তাহাকে সেই অপমান হইতে রক্ষা করে এবং মা ও বোনকে লইয়া আলাদা বাসা করে। মেডলিন ব্রে নামে একটি মেয়েকে নিকোলাস ভালবাসে। ইহাকে রালফ গ্রাইড নামে একটি দুষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহ দিতে চান। কিন্তু নিকোলাসের ফন্দীতে তাঁহার সব মতলব ফাঁসিয়া যায়। পরে রালফ জানিতে পারেন যে স্মাইক তাঁহার পুত্র। স্মাইক ইতিমধ্যে মারা গিয়াছিল। তখন রালফ গলায় দড়ি দেন। নিকোলাস ব্রেকে বিবাহ করে ও কেটি চীয়ারিবল্‌দের এক ভাগ্নে ফ্র্যাঙ্ককে বিবাহ করে।

নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর—বিনয়কুমার সরকার। জীবনী-গ্রন্থ। আমেরিকার প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর বুকার টি. ওয়াশিংটনের জীবনী। ওয়াশিংটন নিগ্রো ক্রীতদাসের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজ অধ্যবসায় গুণে উন্নত ও জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯০১-এ লিখিত তাঁহার আত্মজীবনী হইতে বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে।

নিদান—মূলগ্রন্থ মাধব কর-বিরচিত সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে ইহা সঙ্কলিত। ইহাতে রোগের উৎপত্তির কারণ ও তাহার পরিণামের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নিভৃতচিন্তা—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৮৮৩)।

নিমাইসন্ন্যাস—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটক। 'চৈতন্যলীলা'র দ্বিতীয় ভাগরূপে ইহা লিখিত হয়।

নির্ব্বাসিতের বিলাপ—শিবনাথ শাস্ত্রী। লেখকের প্রথম কাব্য (১৮৬৮)। কাব্যখানি চারি কাণ্ডে বিভক্ত। আন্দামানে নির্ব্বাসনগামী দণ্ডিতের খেদোক্তি গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অগ্নিযুগের বিপ্লবী-বীর এই লেখকের নির্ব্বাসনের কাহিনী লইয়া রচিত। লিখনভঙ্গি চমৎকার। হাস্যরস বইখানির মধ্যে অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নিশীথচিন্তা—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। প্রবন্ধ-পুস্তক। কতকগুলি চিন্তাপূর্ণ ভাবময় প্রবন্ধের সমষ্টি। অনবদ্য গদ্য ভাষায় ইহা রচিত।

নিষ্কৃতি—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালা উপন্যাস। গিরিশ ও হরিশ দুই সহোদর খুড়তুত ভাই রমেশের সহিত একান্নবর্ত্তী পরিবারে ছিলেন। গিরিশ কলিকাতার ও হরিশ পশ্চিমের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব। গিরিশ ও তাঁহার স্ত্রী দেবতুল্য। দাদার টাকা লইয়া কারবারে ফেল করিয়া রমেশ ও তাহার স্ত্রী শৈলজা ভাইএর অন্ন ধ্বংস করিতেছিল। শৈলজার উপর সংসারের যাবতীয় ভার। কিছুদিন পরে হরিশ, তৎ-পত্নী নয়নতারা ও পুত্রকন্যাসহ কলিকাতায় আসে। শৈলজার একাধিপত্য সহ্য করিতে না পারিয়া নয়নতারা শান্তির সংসারে অশান্তির স্রোত বহাইল। ফলে রমেশ স্ত্রীপুত্রাদি সহ গিরিশের কৃত দেশের বাড়ীতে গমন করে। হরিশ রমেশকে পল্লীর বাটী হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য মামলা রুজু করে। গিরিশের কোন বিষয়ে লক্ষ্য নাই। শৈলজার গহনা মামলায় প্রায় শেষ হইয়াছে—এমন সময় আত্মীয়-কন্যার বিবাহ উপলক্ষে গিরিশ দেশের বাটীতে আসিয়া শৈলজাকে নিরাভরণ দেখিয়া

রমেশকে জব্দ করিবার জন্য শৈলজার নামে পল্লীর সম্পত্তি লিখিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। হরিশ অগ্রজের কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। মামলারও যবনিকাপাত হইল।

এই গল্পের গিরিশের দেবচরিত্র ও সহজ সরল স্বাভাবিকতা পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করে।

নিসর্গ-সন্দর্শন—বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী। কাব্যগ্রন্থ। 'চিন্তা', 'সমুদ্রদর্শন', 'বীরাঙ্গনা', 'নভোমণ্ডল', 'ঝটিকার রজনী' নামক কবিতাগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

নীলদর্পণ—নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। বিয়োগান্ত নাটক। পত্নী সাবিত্রী ও পুত্রদ্বয় নবীনমাধব ও বিন্দুমাধবকে লইয়া স্বরপুরে গোলোকচন্দ্র বসু নামে জনৈক মধ্যবিত্ত লোক বাস করিতেন। নবীনমাধব নীলকরগণের অত্যাচার হইতে প্রজাদের রক্ষা করিত বলিয়া নীলকুঠীর বড় সাহেব আই. আই. উড্ ইহাকে শাসন করিবার জন্য নিরীহ গোলোককে মিথ্যা ফৌজদারীতে কারারুদ্ধ করে। গোলোক কারাগারে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। ছোট সাহেব পি. পি. রোগ প্রজা সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণিকে স্বীয় কুঠীতে আনিয়া বলাৎকারের চেষ্টা করিলে, নবীন মুসলমান প্রজা তোরাপের সাহায্যে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করে। গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে রোগ সাহেব ঘুসি মারায় গর্ভস্রাব হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। নীলবপন লইয়া বিবাদ হইলে উড্ সাহেব নবীনকে অপমানসূচক কথা বলে। ক্রুদ্ধ নবীন সাহেবকে পদাঘাত করিলে, সাহেব তাহার মস্তকে লগুড়াঘাত করে—তাহাতেই নবীনের মৃত্যু হয়। সাবিত্রী পতিপুত্র-শোকে উন্মাদিনী হইয়া কনিষ্ঠা পুত্রবধূর গলায় পা দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলেন। পরে চৈতন্য হইলে স্বীয় কর্ম্মের জন্য শোকে প্রাণত্যাগ করেন। 'নীলদর্পণ' গ্রন্থকারের প্রথম নাটক। ইউরোপের অনেক ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর কথায়, 'এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই'।

নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ক্ষুদ্র উপন্যাস। 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী'র মালিক মদনলাল। তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না বলিয়া তাহার বাবা যমুনাগাঁয়ের শ্রীমন্তলাল তাহার বিবাহ দেয় নীহারিকা ওরফে নেড়ীর সঙ্গে। কিন্তু মদন দেশ ও বউ ছাড়িয়া পালায় ও বউও বাহির হইয়া যায়। মদন ফিরিয়া 'বউ'এর নামে ঐ কোম্পানী করে। পরে অন্ধ কুঞ্জবিহারীর কন্যার ধর্ম্মনাশ করে। তাহার ব্যবসায়েও মন্দা পড়ে ও দুরবস্থায় পতিত হয়।

নূতন চাঁদ—নজরুল ইসলাম। নজরুলের কবিতাগুচ্ছের নূতন সংস্করণ (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)। এই কাব্যগ্রন্থে মোট কুড়িটি কবিতা আছে। প্রত্যেকটি কবিতা অগ্নি-আভায় দীপ্ত। 'নৌজোয়ান', 'দুর্ব্বার যৌবন', 'উঠরে চাষী', 'ঈদের চাঁদ' ইত্যাদি কবিতায় বাজিয়া উঠিয়াছে কবির তাণ্ডব সুর।

নেড়া হরিদাস—'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। ব্যঙ্গ উপন্যাস (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। অনেক জুয়াচোর পরম বৈষ্ণব সাজিয়া লোকচক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় উদরপূর্ত্তি করে। নেড়া হরিদাসও পাকা জুয়াচোর বৈষ্ণব ছিল। ইহার ভণ্ডামির কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

নৈবেদ্য—১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। কয়েকটি দেশভক্তিমূলক ও ভগবদ্ভক্তিমূলক কবিতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। নৈবেদ্যের প্রথম অংশে কবির ধ্যানজীবনের আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় অংশে কর্ম্মজীবনের। নৈবেদ্যের শতসংখ্যক কবিতার মধ্যে আটাত্তরটি হইতেছে চতুর্দ্দশপদী। প্রথম একুশটি কবিতা গানের ধরণে লেখা রবীন্দ্রনাথের সনেট রচনাপদ্ধতি এই গ্রন্থে আছে। ২। জলধর সেন প্রণীত গল্পগ্রন্থ। ইহাতে পাঁচটি গল্প আছে।

নোটার ডেম ডি প্যারিস (Notre Dame de Paris)—ভিক্টর হিউগো। বিখ্যাত উপন্যাস। ১৪৮২-এর প্যারিসকে লইয়া ইহার ঘটনা গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্লড ফ্রোলো (Claude Frollo) ছিল নোটার ডেম নামক বিখ্যাত গির্জ্জার প্রধান ধর্ম্মযাজক। এস্মারেল্ডা (Esmeralda) নামে এক জিপ্সী (যাযাবর) মেয়ের সহিত সে প্রেমে পড়ে। কোয়াসিমোডো (Quasimodo) নামে এক বামন গির্জ্জায় থাকিত। সে ছিল কানা, কালা এবং অত্যন্ত কুৎসিত। গির্জ্জার ঘণ্টা বাজানো ছিল তাহার কাজ। ধর্ম্মযাজকের সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। ফ্রোলো কোয়াসিমোডোকে মেয়েটিকে চুরি করিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলে ফীবাস (Phoebus) নামে এক ক্যাপ্টেন মেয়েটিকে উদ্ধার করে এবং মেয়েটি ও ক্যাপ্টেনের প্রেম হয়। ধর্ম্মযাজক ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে। কিন্তু অপরাধ গিয়া পড়ে মেয়েটির উপর। ফলে তাহার প্রতি ফাঁসীর হুকুম হয়। বামন মেয়েটিকে গির্জ্জার উপর লইয়া যায়। এই সময় যাজক মেয়েটিকে লইয়া যায় এবং তাহাকে বিবাহ করিতে বলে। বামন তখন যাজককে গির্জ্জার উপর হইতে ফেলিয়া দেয়।

নোভাম অরগ্যানাম (Novum Organum)—ফ্রান্সিস্ বেকন। ল্যাটিন ভাষায় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থ (১৬২০)। জ্ঞান অর্জ্জনের পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখক এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃতির বিষয়সমূহ জানিবার জন্য কিভাবে জ্ঞানানুসন্ধান করা উচিত তাহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভ করিবার উৎস লেখক ইহা প্রদর্শন করেন।

নৌকাডুবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস। হিন্দু যুবক রমেশ ব্রাহ্ম কুমারী হেমনলিনীকে ভালবাসিত। রমেশের পিতা হিন্দু বালিকা সুশীলার সহিত তাহার বিবাহ দেন। বালিকা-বধূ সহ নৌকায় বাড়ী আসিবার সময় ঝড়ে তাহার নৌকা ডুবিয়া যায়। রমেশ ভাসিতে ভাসিতে এক চরে আসিয়া পড়ে। ঝড় থামিলে একটি নবোঢ়া বালিকাকে দেখিয়া রমেশ তাহাকে আপন পত্নী ভাবিয়া বাড়ী আনে। কিন্তু পরে স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বালিকার অগোচরে তাহার আত্মীয়স্বজনের অনুসন্ধান করিল। বালিকা ব্রাহ্মণ-কন্যা ও নাম কমলা—ইহা ছাড়া আর কিছুই রমেশ বালিকার নিকট জানিতে পারিল না। নিরুপায় রমেশ কলিকাতার কমলাকে নিজ পত্নী পরিচয়ে বোর্ডিং-স্কুলে রাখিয়া হেমনলিনীর অনুরাগ লাভের চেষ্টায় রহিল। কিন্তু রমেশের প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী অক্ষয় কমলার ঠিকানা খোঁজ করিয়া কমলাকে রমেশের পত্নী বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিল। রমেশ ঘৃণায়, লজ্জায়—সত্য ঘটনা বলিবার অবসর না পাইয়াই, কমলাকে লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গাজীপুর গিয়া বসবাস করিতে লাগিল। রমেশ নিজ চরিত্র ও কমলার ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যেরূপভাবে চলিতে লাগিল, তাহাতে বালিকার বিষম সন্দেহ হইল; কিন্তু সরলা কমলা প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইতে পারিল না। কমলা একদিন আসল কথা জানিতে পারিল। রমেশ হেমনলিনীকে ভুলে নাই। তাহাকে সমস্ত সত্য ঘটনা লিখিয়া দৈবক্রমে চিঠি ডাকে দিতে ভুলিয়া যায়। কমলা ঐ পত্র পাঠে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া লজ্জিতা হয় ও রমেশের আশ্রয় হইতে পলায়ন করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হয়। সেখানে নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর কমলা তাহার প্রকৃত স্বামীর দর্শন পায়। আর তাহাকে নিষ্কলঙ্ক জানিয়া কমলার স্বামী তাহাকে পত্নীভাবে সাদরে গ্রহণ করে।

ন্যায় দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

প

পঞ্চগীতা—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ভূধর চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত। গুরুগীতা, ভগবতীগীতা, রামগীতা, শিবগীতা ও উত্তরগীতা এই পঞ্চগীতার সমষ্টি। আত্মতত্ত্বনিরূপণই বিভিন্ন গীতার উদ্দেশ্য।

পঞ্চতন্ত্রম্—১। সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। বিষ্ণুশর্ম্মা। গল্প ও উদাহরণ-চ্ছলে ইহাতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহার-নীতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চম শতাব্দী বা তাহারও পূর্ব্বে রচিত। ২। সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত একটি রম্য রচনা (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)।

পঞ্চদশী—সংস্কৃত উপনিষৎ। শ্রীমদ্ভাগবত বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম চরাচরের উৎপত্তি, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের স্বরূপ নির্ণয়, বিজ্ঞানময়াদি কোষপঞ্চকের নিরূপণ, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার দ্বারা পরমাত্মার অদ্বৈতস্বরূপ নির্ণয়, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বিচার, চিত্রপটের অবস্থান্তরের ন্যায় পরমাত্মার বিশ্বরূপে পরিণতি, আত্মজ্ঞান লাভে তৃপ্তি, আত্মতত্ত্বনির্ণয়, কূটস্থ বিচার, অব্যক্ত পরমাত্মাকে সাকাররূপে ধ্যান ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আলোচনা-পুস্তক। কবি আপনাকে বক্তা ও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতকে প্রশ্নকর্ত্তা বা শ্রোতা কল্পনা করিয়া ইহাতে মানব-চরিত্র এবং মানবীয় নীতি ও ব্যবহারের আলোচনা করিয়াছেন।

পঞ্চরাত্র—মহাকবি ভাস। সংস্কৃত নাটক। মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

পঞ্চস্তোত্র—ইহাতে শঙ্করাচার্য্য-রচিত নিরঞ্জনাষ্টক স্তোত্র, অন্নপূর্ণাস্তোত্র, হরিস্তুতি, শিবস্তোত্র ও যমুনাষ্টক স্তোত্র—এই পাঁচটি স্তোত্র স্থান পাইয়াছে।

পঞ্চানন্দ—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রসপ্রধান পত্র ও সমালোচন' (১৮৮০)। ইহাতে সম্পাদকের অধিকাংশ রচনা বাহির হয়।

পড়তে মজা—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ছোটদের বই (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)।

পণ্ডিত মশাই—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। কুঞ্জ বোষ্টমের সহোদরা কুসুমের পাঁচ বছর বয়সে বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ হয়। বৃন্দাবনের বিবাহের পর কুসুমের মাতার মিথ্যা দুর্নাম রটাতে বৃন্দাবনের পিতা তাহার আবার বিবাহ দেন। সাত বছরের কুসুমকে লইয়া অন্যত্র কুসুমের মাতা কণ্ঠীবদল করিয়াছে বলিয়া গুজব উঠে। ইহার কিছুকাল পরে কুসুমের মাতার মৃত্যু হয়—কুসুম বিধবার ন্যায় কুঞ্জের সংসারে রহিল। কিছুকাল পরে বৃন্দাবনের পিতা মারা যায় এবং চরণ নামে একটি পুত্র রাখিয়া বৃন্দাবনের দ্বিতীয়া স্ত্রীও মারা যায়। বৃন্দাবন বাটীতে অবৈতনিক পাঠশালায় স্বয়ং ছাত্রদের শিক্ষাদান করে। বৃন্দাবন কুসুমকে গ্রহণ করিতে চাহিলে, কুসুম তাহাতে রাজী হইল না। ইহার পর চরণের পীড়ার সংবাদে ও শাশুড়ীর মৃত্যুর খবরে ব্যাকুল হইয়া কুসুম স্বেচ্ছায় বৃন্দাবনের বাড়ীতে আসিল। চরণ মারা গেলে বৃন্দাবন সংসার ত্যাগ করে, কুসুমও সঙ্গে যায়।

পতিব্রতোপাখ্যান—রামনারায়ণ তর্করত্ন। পতিব্রতার "ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পবিত্রতা, চরিত্রচিহ্নাদি বিষয়ে" গ্রন্থ (১৮৫৩)। ইহা লিখিয়া লেখক ৫০্ টাকা পুরস্কার পান।

পথনির্দ্দেশ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ছোট উপন্যাস।

পথে প্রবাসে—অন্নদাশঙ্কর রায়। ভ্রমণ-কাহিনী। লেখক আই. সি. এস. পরীক্ষা দিবার আগে ও পরে ইয়োরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। সেই ভ্রমণের কাহিনী লইয়া গ্রন্থখানি রচিত।

পথের দাবী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথমে অধুনালুপ্ত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় বাহির হয়। বিপ্লবযুগের কয়েকটি বাঙ্গালীজীবনের কাহিনী লইয়া রচিত। অপূর্ব্ব ব্রহ্মদেশে চাকরী করিতে যায় এবং সেখানে তাহার ভারতীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ভারতীর মারফৎ তাহার ক্রমে সব্যসাচী, তলোয়ারকর প্রভৃতির সহিত পরিচয় হয় এবং সেও বিপ্লবাত্মক কার্য্যে যোগ দেয়। ইহাই মূল কাহিনী। অপূর্ব্বর সঙ্গে ভারতীর প্রেম ও অপূর্ব্বর মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি বহু দৃশ্য বইখানিকে সুপাঠ্য করিয়াছে। ইহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও চিত্রনাট্যেও রূপান্তরিত হইয়াছে।

পথের পাঁচালী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। অপূর্ব্বর বাল্য ও কৈশোর জীবন লইয়া 'পথের পাঁচালী' রচিত হয়। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের ব্রাহ্মণপণ্ডিত হরিহরের ছেলে অপূর্ব্বর জীবনকাহিনী উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। হরিহরের সংসারের মধ্যে আছে তাহার স্ত্রী সর্ব্বজয়া, ছয়বছরের একটি মেয়ে দুর্গা ও দূরসম্পর্কীয়া এক দিদি ইন্দির ঠাকরুণ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অপুর পাঠশালায় পড়িতে যাওয়া, ও গ্রামের বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার কাহিনী লইয়া উপন্যাসটি গড়িয়া উঠিয়াছে। রাণুদি ও নিজের বোন দুর্গা তাহার জীবনের পরম বন্ধু ছিল। দুর্গা মারা গেল আর রাণুদিকে ছাড়িয়া অপু নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ত্যাগ করিল। অপুর পরবর্ত্তী জীবনকাহিনী গ্রন্থকারের অন্য গ্রন্থ 'অপরাজিত' উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে (উহা দ্রঃ)। গ্রন্থখানি 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রের প্রথম বর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পথের শেষে—নিশিকান্ত বসু। উপন্যাস। জমিদার দুর্গাশঙ্কর একমাত্র পুত্র নলিনীকে ভাগ্নে যোগেশের চক্রান্তে ত্যাজ্যপুত্র করেন। কারণ নলিনী ইচ্ছার বিরুদ্ধে পারুল নামে একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিল। পরে যোগেশ দুর্গাশঙ্করকে হত্যার চেষ্টা করে। সে ধরা পড়ে এবং জেলে যায়। জমিদার নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নলিনীকে ফিরাইয়া আনিতে যান, কিন্তু নলিনী তখন সপরিবারে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে।

পথের সাথী—অনুরূপা দেবী। লেখিকার ইহা একখানি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস। 'মা' ও 'পোষ্যপুত্রের' মতই ইহা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

পদকল্পতরু, শ্রীশ্রী—বৈষ্ণবদাস (আসল নাম গোকুলানন্দ সেন) সংকলিত। ইহাকে বৈষ্ণবপদাবলীর মহাভারত বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইহা সংকলিত হইয়াছিল। প্রকৃত নাম গীতকল্পতরু। গায়কের মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া পদকল্পতরু হইয়া গিয়াছে। ইহা চারি শাখায় এবং প্রত্যেক শাখা কয়েকটি পল্লবে বিভক্ত। ইহাতে ১৩০ জনেরও বেশী কবির লেখা ৩০০০ হাজারের উপর পদ সংকলিত আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত সংস্করণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও তথ্যপূর্ণ।

পদকল্পলতিকা—গৌরমোহন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বৈষ্ণব-গ্রন্থ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে প্রাচীন কবিগণের পদ গ্রহণ করিয়া ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

পদচিহ্ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। একটি গ্রামের পটভূমিকায় ও কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে বিরাট সম্ভাবনাময় এক যুগসন্ধির রূপায়ণ এই কাহিনী। ঘটনার কেন্দ্রস্থল একটি গ্রাম। ধ্বংসোন্মুখ জমিদার স্বর্ণকমলবাবু ও বিত্তশালী বণিক্ গোপীচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লইয়া উপন্যাসটি রচিত। কিন্তু ইহার মাঝখানে রাধাকান্ত ও তাহার স্ত্রী। 'কাশীর বউ' চরিত্র গ্রন্থখানিতে ট্র্যাজেডির সুর আনিয়া দিয়াছে।

পদাঙ্কদূতম্—শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম। সংস্কৃত কাব্য। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে বিরহবিধুরা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ককে দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে

অনুরোধ করেন। এই ঘটনা লইয়া এই কাব্য লিখিত।

পদামৃতমাধুরী—বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী সঙ্কলিত চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহাতে বহু অপ্রকাশিত পদ রহিয়াছে, এবং প্রতি খণ্ডের ভূমিকায় বহু তথ্য সংযোজিত হইয়াছে।

পদামৃতসমুদ্র—রাধামোহন ঠাকুর সংকলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই সংগ্রহ সংকলিত হয়। পদসংখ্যা ৭৪৬, তাহার মধ্যে সংকলয়িতার নিজের পদ ২২৮। পদগুলির টীকা অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

পদ্মা—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। সচিত্র কাব্যগ্রন্থ। ইহা প্রেম, প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয়ের কতকগুলি কবিতার সমষ্টি।

পদ্মাপুরাণ—বিজয় গুপ্ত। অপর নাম মনসামঙ্গল (১৪১৬)। পদ্মা বা মনসা-দেবীর জন্ম, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ, চাঁদের নানাবিধ দুরবস্থা, অবশেষে চাঁদ কর্ত্তৃক মনসার পূজা গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। বংশীদাস, নারায়ণদেব ও রাধানাথ চৌধুরী এই কাহিনী লইয়া পৃথক্ পৃথক্ পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন।

পদ্মাবৎ—হিন্দী কবি জায়সী। পদ্মিনী উপাখ্যান লইয়া রচিত। আলাওলের পদ্মাবতী-পাঁচালী ইহা অবলম্বনে রচিত।

পদ্মাবতী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মিলনান্ত নাটক। একদিন ইন্দ্রপত্নী শচী, কুবেরপত্নী মুরজা ও মদনপত্নী রতির ভ্রমণ করিবার কালে নারদ আসিয়া একটি স্বর্ণপদ্ম তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে গ্রহণ করিতে বলিয়া যান। কে বেশী সুন্দরী ইহা লইয়া যখন তাঁহারা বিবাদ করিতেছিলেন, সেই সময় বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীল সেখানে আসিয়া রতিকেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলেন। ইহাতে শচী ও মুরজা ক্রুদ্ধা হন। রতির কৃপায় পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীল পরস্পর আকৃষ্ট হন এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের বিবাহ হয়। এদিকে শচী ও মুরজার অনুরোধে কলি পদ্মাবতীকে হরণ করিয়া ইন্দ্রনীলের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ তাহাকে বলে। পতির মৃত্যুসংবাদে পদ্মাবতী আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে রতি কাঠুরিয়াপত্নী বেশে তাহাকে রক্ষা করিয়া মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে রাখে। এই সময় মুরজা জানিতে পারেন যে, পদ্মাবতী তাঁহারই শাপভ্রষ্টা আত্মজা। ইন্দ্রনীল পদ্মাবতীকে খুঁজিতে খুঁজিতে অঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাবতীর সহিত মিলিত হন। শচী ও মুরজা নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করেন।

পদ্মাবতী-পাঁচালী—আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচনা। জায়সীর 'পদ্মাবতী' কাব্যের অনেকটা অনুবাদ। চিতোরের পদ্মিনী-উপাখ্যান বিষয়বস্তু।

পদ্মিনী—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ঐতিহাসিক নাটক (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। প্রচলিত পদ্মিনী-উপাখ্যান লইয়া নাটকটি রচিত।

পদ্মিনী-উপাখ্যান—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইহা প্রথম কাব্য। বিষয় চিতোরের পতন। টডের 'রাজস্থান' হইতে গৃহীত। মামুলি কবিতা হইতে ইহা বিভিন্ন। ঐতিহাসিক বিষয়, নিসর্গবর্ণনা ও রোমান্টিক দেশপ্রেম—গতানুগতিকতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া কাব্যের গতি ভিন্নমুখী করিয়াছিল। ব্যক্তিনিরপেক্ষ প্রকৃতিবর্ণনা এই কাব্যেই প্রথম পাওয়া গেল। কাব্যটি বর্ণনাত্মক ও ঘটনাবহুল।

পদ্যপাঠ—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। কবিতাপুস্তক (১৮৬৮—৬৯)। তিন ভাগে বিভক্ত। সরল শিশুপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পদ্যমালা—মনোমোহন বসু। কবিতা-গুচ্ছ (১৮৭০)।

পদ্যাবলী—রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত কোষ-কাব্য। প্রবাদ যে, রূপ গৌড়ের বাদসাহের মন্ত্রিত্ব করিবার কালে যে সব পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা সংগৃহীত হয়। কৃষ্ণমহিমা, ভজনমাহাত্ম্য, ভক্তগরিমা, অষ্টবিধ নায়িকা, দানলীলা, নন্দ-প্রণাম প্রভৃতি ইহাতে আছে।

পরপারে—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সামাজিক নাটক। ইহা একটি রোমান্টিক মেলোড্রামার আকার ধারণ করিয়াছে। সংলাপ অত্যন্ত অসঙ্গত।

পরমকল্যাণ গীতা—পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামি-কৃত। ইহাতে সৃষ্টি, জীব, ঈশ্বর, অবিদ্যা, দ্বৈতজ্ঞান প্রভৃতি বিচার করিয়া পূর্ণ পরমব্রহ্ম প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ও তৎপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সাকার নিরাকারভেদ, সৎসঙ্গ, গুরু, মন্ত্র, যোগ, চন্দ্রমা সূর্য্য ও নারায়ণের বিবরণ, তীর্থাদির বিবরণ, একাদশী ও ব্রতাদির ব্যাখ্যা, বেদে অধিকারী ও অনধিকারীর নিরূপণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের জীবনী-গ্রন্থ (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। রামকৃষ্ণের জীবনী অনবদ্য ভাষায় লেখা। সহজ, সরল ভাষায় লিখিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই জীবনীখানি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেকটি জীবনী অপেক্ষা জনপ্রিয়। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত।

পরলোকতত্ত্ব—চন্দ্রশেখর বসু। আধ্যাত্মিক পুস্তক। ইহাতে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ, শরীররূপ প্রকৃতি ও প্রলয় সৃষ্টি, মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা, পরলোক, পরলোকের পথ, স্বর্গ ও নরক, সপ্তলোক, মুক্তি, সগুণ মুক্তি, যম-নচিকেতা সংবাদ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পরলোকরহস্য—কালীবর বেদান্তবাগীশ। পরলোকে যাঁহারা অবিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সন্দেহনিবারণ-কল্পে বহুবিধ বৈদিক প্রমাণ সহ পরলোকের অস্তিত্ব ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে।

পরাশর সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

পরিণীতা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। গরীব কেরাণী গুরুচরণের পাঁচটি কন্যা ও বিবাহযোগ্যা ভাগিনেয়ী ললিতা। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহে সে প্রতিবেশী নবীন রায়ের কাছে নিজ বাড়ী বন্ধক দেয়। নবীন রায়ের পুত্র তরুণ অ্যাটর্নী শেখর ললিতার অধ্যাপনার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। শেখরের মাতা ললিতাকে নিজ কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। একদিন ক্রীড়াচ্ছলে ললিতা ও শেখরের মালা বদল হয়—সেইটাই ললিতা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। গুরুচরণের ব্রাহ্ম প্রতিবেশিনী মনোরমার ভাই, ধনী সৎ ও সুশিক্ষিত গিরীন্দ্র ললিতাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হয় ও গুরুচরণকে ঋণমুক্ত করে। গুরুচরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে ও মুঙ্গেরে গিরীন্দ্রের বাড়ীতে সপরিবারে যায়। সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। ললিতাকে গিরীন্দ্র বিবাহ করিতে চাহিলে সে পরিণীতা শুনিয়া গুরুচরণের কন্যা কালীকে বিবাহ করে। পরে কয়েকটি ঘটনার পর ললিতার সঙ্গে শেখরের বিবাহ হয়।

পরিব্রাজক—বিবেকানন্দ স্বামীর ভ্রমণ-কাহিনী। কলিকাতা হইতে ফ্রান্সে গমনকালে পথিমধ্যে তাঁহার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটে, সেইগুলি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

পলাতকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। কবিতাগুলি অসম ছন্দে রচিত। ইহাতে 'মুক্তি', 'ফাঁকি', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি কবিতাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলি ১৩২৩ সালের রচনা। অধিকাংশ কবিতাই গার্হস্থ্য চিত্র লইয়া রচিত।

পলাশির যুদ্ধ—নবীনচন্দ্র সেন। ঐতিহাসিক গাথাকাব্য (১৮৭৬)। পাঁচটি সর্গে লেখা। প্রথম সর্গে সিরাজের বিরুদ্ধে জগৎশেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির মন্ত্রণা। দ্বিতীয় সর্গে কাটোয়ায় ব্রিটিশ শিবিরে ক্লাইবের চিন্তা ও দেবী ব্রিটানিয়া কর্ত্তৃক আশ্বাসদান। তৃতীয় সর্গে যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রে পলাশীর মাঠে

বিলাসমগ্ন সিরাজের আতঙ্ক এবং ক্লাইবের মনে সংশয়। চতুর্থ সর্গে পলাশীর যুদ্ধ, মীরজাফরের নিমকহারামির জন্য পরাজয় ও মরণাপন্ন মোহনলালের খেদোক্তি। পঞ্চম সর্গে বিজয়ী ইংরাজের উৎসব ও সিরাজের হত্যা বর্ণনা।

পল্লী-বৈচিত্র্য—দীনেন্দ্রকুমার রায়। পল্লীগ্রামে কালীপূজা হইতে চড়ক পর্য্যন্ত যে সমস্ত পূজা-পার্ব্বণ হয়, তাহারই চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।

পল্লী-সমাজ—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। বলরাম মুখুয্যে বন্ধু বলরাম ঘোষালের সহিত পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করিয়া কুঁয়াপুকুরে বসবাস আরম্ভ করে। সেখানে মুখুয্যে স্বীয় উদ্যমে প্রচুর জমিদারী অর্জ্জন করে। কালক্রমে ঘোষালের সহিত তাহার বিবাদ হয়—এমন কি মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়। কিন্তু মুখুয্যের মৃত্যুর পর দেখা যায় সে স্বীয় সম্পত্তি ঘোষাল ও মুখুয্যে পরিবারের মধ্যে সমানভাবে দান করিয়া গিয়াছে। পরিবারে একটি নাবালক পুত্র ও তাহার অভিভাবিকা বালবিধবা বুদ্ধিমতী সহোদরা রমা। ঘোষাল পরিবারে বড় তরফে ভাইপো বেণী ও ছোট তরফে তারিণী। মামলা-মোকদ্দমায় দলাদলিতে বৃদ্ধ তারিণী একা—বেণী ও রমা বিরুদ্ধাচারী। তারিণীর পুত্র রমেশের সহিত রমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তারিণী অপদস্থ হয়। রমার অন্যত্র বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে সে বিধবা হয়। এদিকে হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় প্রবাসী রমেশ বাধ্য হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। বেণী ও রমার চক্রান্তে সরল উদারহৃদয় পল্লীহিতকারী রমেশের জেল হয়। রমার ইহাতে অত্যন্ত অনুতাপ হয় এবং সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। জেল হইতে রমেশ প্রত্যাগমন করিলে রমা নাবালক ভাইএর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার রমেশকে দিয়া বেণীর মাতা বিশ্বেশ্বরীর সহিত কাশীধামে প্রস্থান করে।

পাঁচালী (১ম ও ২য় খণ্ড)—দাশরথি রায়ের রচনা। ইহাতে কৃষ্ণকালী অক্রূর-সংবাদ, রুক্মিণীহরণ, শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন, কুরুক্ষেত্র, প্রহ্লাদ-চরিত্র, শিব-বিবাহ ও আগমনী পালা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পাঁচু ঠাকুর—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রূপাত্মক পুস্তক। ভণ্ডধার্ম্মিক, দেশহিতৈষী, সমাজহিতৈষী, সামাজিক বহুবিধ আচার-ব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাতে শ্লেষপূর্ণ কৌতুককর অনেকগুলি গদ্য ও পদ্য নিবদ্ধ হইয়াছে।

পাখনা—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। উপন্যাস। দরিদ্র মুচির মেয়ে তুকানি। সে সব ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। মেয়েটির জীবনসংগ্রামের করুণ রঙীন কাহিনী উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

পাঠান রাজবৃত্ত—রামপ্রাণ গুপ্ত। গজনীপতি সুলতান মাহমুদ হইতে দিল্লীর পাঠান সম্রাট্‌গণের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

পাণিনি দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

পাণ্ডবগৌরব—গিরিশ চন্দ্র ঘোষ। নাটক। দুর্ব্বাসা মুনির শাপে উর্ব্বশী দিবসে অশ্বিনী ও রাত্রে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বনে থাকিতেন। একদা মহারাজ দণ্ডী মৃগয়ায় আসিয়া এই অপূর্ব্ব অশ্বিনীকে লইয়া যান। নারদমুখে সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ অশ্বিনী প্রার্থনা করিয়া বিমুখ হন ও জোর করিয়া লইতে চান। দণ্ডী প্রাণভয়ে অশ্বিনীসহ ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া কোথাও আশ্রয় না পাইয়া গঙ্গায় আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন। অর্জ্জুনপত্নী সুভদ্রা দণ্ডীকে আশ্রয় দেন। ইহাতে কুরুপাণ্ডবদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে অষ্টবজ্র একত্র হইলে উর্ব্বশীর শাপ-বিমোচন হওয়ায় তিনি স্বর্গে গমন করেন।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটক। দ্যূতক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের নিকট হারিয়া গিয়া পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর বিরাটের গৃহে অজ্ঞাতবাসে বাধ্য হন। সেই কাহিনী লইয়া নাটকখানি রচিত।

পাতঞ্জল দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

পাথার—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। কাব্য। সাগরকে সম্ভাষণ করিয়া ইহা রচিত। সাগরের নানাভাব ও রঙ কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

পাপের ছাপ—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সামাজিক উপন্যাস। মেঘনাদ টাঙ্গাইলের সরকারী ডাক্তার। তিনি উচ্চ আদর্শবাদী, অবিবাহিত এবং জীবনে মিথ্যা কথা বলিতে জানিতেন না। এক সময় মনোরমা নাম্নী এক শ্যামাঙ্গী তরুণীর সহিত তাঁহার বিবাহের কথা হইয়াছিল। তখন তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। পরে এই তরুণীর উপর এক গ্রাম্য মুসলমান জমিদারের জামাতা পাশবিক অত্যাচার করে। পরীক্ষার জন্য মনোরমাকে মেঘনাদের নিকট লইয়া আসা হয়। এই সময় মেঘনাদের মনে হয় যে তিনিই মনোরমার এই লাঞ্ছনার জন্য দায়ী। পরে মনোরমা এক কুৎসিত খুনের মোকদ্দমায় জড়াইয়া পড়ে। মেঘনাদ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আদালতে মিথ্যা কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন না এবং এইভাবে মনোরমার প্রভাবে তিনি আদর্শভ্রষ্ট হন। এই গ্রন্থে লেখক মানুষের মনের অপরাধ-প্রবণতার চিত্র দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

পায়ের ধুলো—হেমেন্দ্রকুমার রায়। সামাজিক উপন্যাস। গ্রামের এক দুশ্চরিত্র জমিদারের কৌশলে গৃহস্থবধূ মুকুলমালা এক বেশ্যালয়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। রাধারাণী নামে আর একটি মহিলা ডাকাত কর্তৃক অপহৃত হয়। সেও তখন সেই বেশ্যালয়ে আসিয়া পড়িয়াছে। ব্যায়ামবীর আলোক-নাথ তাহাদের উদ্ধার করে। সংসারে স্থান না হওয়ায় আশ্রমে তাহাদিগকে থাকিতে হয়। আলোকের নামে কুৎসা রটে এবং তাহার সহিত মঞ্জরীর বিবাহ বন্ধ হয়। মিথ্যা অভিযোগে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। জেল হইতে বাহির হইবার পর আলোকের শরীর খুব খারাপ হইয়া পড়ে। রাধারাণীর পরামর্শে সকলে পশ্চিমে বায়ু-পরিবর্তন করিতে যায়। তথায় মুকুলের সহিত তাহার স্বামীর পুনর্মিলন হয়। এদিকে আলোক ও রাধারাণী পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলে। রাধারাণী আলোককে বলে যে দৈহিক মিলন সুখের নহে, মানসিক মিলন তাহার কাম্য। আলোকনাথও সেই আদর্শই গ্রহণ করে।

পারিজাতগুচ্ছ—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কবির অন্যতম প্রধান কাব্যগ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)।

পারিবারিক প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। সামাজিক নীতিগ্রন্থ। বাল্যবিবাহ, দাম্পত্যপ্রণয়, বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, সতীর ধর্ম্ম, নারীর লজ্জাশীলতা, গৃহিণীপনা, একান্নবর্ত্তিতা, দলাদলি, বহুবিবাহ, বৈধব্য-ব্রত প্রভৃতি প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

পার্থপরাজয়—মনোমোহন বসু। নাটক। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব মণিপুরে প্রবেশ করিলে, চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত অর্জ্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনের হস্তে যুদ্ধে অর্জ্জুন সসৈন্যে নিহত হন। পরে অর্জ্জুনের পত্নী উলুপী নাগলোক হইতে মৃত-সঞ্জীবনী মণি আনিয়া সকলকে জীবিত করেন। ইহাতে ২৯টি গান আছে।

পালামৌ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভ্রমণ-কাহিনী। ইহা 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮৭-৮৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। ছোটনাগপুরের পাহাড়, নদী, অরণ্য ও মানুষের চিত্র লেখক এই ভ্রমণকালে যেভাবে লিখিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই উপভোগ্য। ভ্রমণকাহিনী লইয়া সাহিত্যসৃষ্টি ইহার পূর্ব্বে আর হয় নাই।

পাষাণী—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। গীতিনাটিকা (১৯০০)। মহর্ষি গৌতমের পত্নী অহল্যার পাষাণে পরিণত হওয়ার পৌরাণিক কাহিনী

লইয়া রচিত। ইহা অমিত্রাক্ষরে লেখা। রামায়ণ বা পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে অবশ্য ইহার মিল নাই।

পাষাণের কথা—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঘেলখণ্ডে বেরুট নামক স্থানে একটী প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল,—বৌদ্ধদ্বেষীদের অত্যাচারে সে স্তূপের অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কানিংহাম সাহেব রেলিংএর যে অংশ অভগ্ন ছিল, তাহা আনিয়া কলিকাতার বড় যাদুঘরে সেইরূপ খাটাইয়া রাখিয়াছেন। সেই স্তূপের একখানি পাথরের মুখ দিয়া লেখক ভারতের প্রাচীন যুগের এক অধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন।

পিক্‌উইক পেপারস্, দি (Pickwick Papers, The)—চার্লস্ ডিকেন্স। বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৩৭)। স্যামুয়েল পিক্‌উইক নিজের নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য সভ্যদের সহিত তিনি ইংলণ্ডের সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহার ভ্রমণের অদ্ভুত ও হাস্যরসপূর্ণ ঘটনাগুলি লইয়া এই গ্রন্থ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কোন কেন্দ্রীয় প্লট নাই। উপন্যাসের চরিত্রগুলি নামে, কর্ম্মে ও সর্ব্ববিষয়ে অদ্ভুত। ট্রেসি টাপম্যান, স্নডগ্রাস, ন্যাথানিয়েল উইঙ্কল ইত্যাদি এই ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদের নাম।

পিয়ার্স প্লাউম্যান (Piers Plowman, The Vision Concerning,)—উইলিয়াম ল্যাংল্যাণ্ড (William Langland)। বিখ্যাত গ্রন্থ। ইহার তিনটি সংস্করণ বর্ত্তমান আছে। প্রোফেসর স্কীট (Prof. Skeat) এইগুলিকে 'A' text, 'B' text এবং 'C' text নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ সম্ভবতঃ ১৩৬২-এ রচিত হয়। ইহাতে 'পিয়ার্স দি প্লাউম্যানে'র স্বপ্ন একটি প্রস্তাবনা ও আটটি সর্গে (Canto) বর্ণিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া Dowel, Do-bet এবং Do-bestএর স্বপ্নও একটি প্রস্তাবনা ও তিনটি সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণটি আরও বড় এবং ইহাতে ইন্দুর ও বিড়ালের কাহিনী বর্ণিত হয় (১৩৭৭)। তৃতীয় সংস্করণটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ (১৩৯৮)। তিনটি বিষয়ের জন্য ইহা বিশেষ মূল্যবান্। প্রথম, দেশের অবস্থা ও সমসাময়িক সমাজের চিত্রবর্ণন ইহার একটি বিশেষ গুণ। সর্ব্বপ্রকার মানুষের জীবনযাত্রা, তাহাদের চরিত্র ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে পরিস্ফুট। দ্বিতীয়তঃ, সেই সময়কার সমাজের নৈতিক অবনতি ও ধর্ম্মের প্রতি বিরাগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রূপবাণ-বর্ষণ ইহার প্রধান লক্ষ্য। তৃতীয়তঃ, ইহা জীবনের একটি রূপক। ইহাতে প্রথমে বর্ত্তমান জগতের সত্য অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পরে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের বাণী মানিয়া চলিলে ইহার অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

পিলগ্রীম্‌স্ প্রোগ্রেস, দি (Pilgrim's Progress, The)—জন বানিয়ান। বিখ্যাত রূপকগ্রন্থ (১৮৭৮)। পুরা নাম 'The Pilgrim's Progress from this world to that which is to come'. ইহার প্রথম অংশ লেখক বেডফোর্ড জেলে থাকিবার সময় রচনা করেন। নায়কের নাম ক্রিশ্চান। একদিন সে একস্থানে ঘুমাইয়া পড়ে এবং এই যাত্রার স্বপ্ন দেখে। বহুপ্রকার প্রলোভন, ভ্রম ইত্যাদি জয় করিয়া সে কেমন করিয়া এই আদর্শ জগতে আসিয়া পৌছাইল এই রূপকগ্রন্থটির তাহাই বিষয়বস্তু। ইহার দ্বিতীয় অংশে ক্রিশ্চানের স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সেই একই যাত্রা, একই ভয় ও বিপদে পড়া ও সেই একই জগতে উপনীত হইবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

পুতুল ও প্রতিমা—প্রেমেন্দ্র মিত্র। গল্পপুস্তক (১৯৩২)। ইহাতে 'সাগরসঙ্গমে', 'হয়ত', 'সংক্রান্তি', 'শকুন্তলা', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'দিবাস্বপ্ন', 'লজ্জা' ও 'সত্যমিথ্যা' এই কয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে।

পুনর্জ্জন্ম—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রহসন (১৯১১)। ইংরাজী হইতে গৃহীত লঘু রচনা।

পুনশ্চ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত গদ্যছন্দে রচিত। ইহাতে 'পুকুরধারে', 'ছেলেটা', 'ক্যামেলিয়া' প্রভৃতি কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে।

পুরশ্চরণ-বোধিনী—হরকুমার ঠাকুর-সঙ্কলিত সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। বহুবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে ইহার ব্যবস্থা ও প্রমাণাদি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে পুরশ্চরণের লক্ষণ, ফল, তিথ্যাদি নিরূপণ, গৃহনির্ণয়, ভোজনবিধি, পূজা-বিধি, জপরহস্য, মন্ত্র-চৈতন্য, মাল্যসংস্কার, হোম-বিধি, তর্পণ, অভিষেক, কুমারীপূজা, গ্রহণ পুরশ্চরণ, সংক্রান্তি ও ধাতুভেদে পুরশ্চরণ-বিধি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাণ—(খৃঃ পূঃ ৬০০ হইতে ৪০০)। সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক রচিত। ১৮টি মহাপুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণ আছে বলিয়া সাধারণতঃ স্বীকৃত। অবশ্য ঐগুলি ছাড়াও অনেক পুরাণ ও উপপুরাণের নাম পাওয়া যায়। পুরাণে সৃষ্টির কথা, বড় বড় রাজবংশের কথা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত-নিয়মের কথা আছে। নিম্নে মহাপুরাণগুলির বিবরণ দেওয়া হইল।—

(১) **ব্রহ্মপুরাণ**—পূর্ব্ব ও উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে দেবাসুর প্রভৃতির উৎপত্তির বিবরণ, পার্ব্বতী ও শিবের বিবাহ, যমলোকের বিবরণ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যাখ্যা এবং উত্তরভাগে শ্রীকৃষ্ণচরিত, যোগকথন, ব্রহ্মনির্ণয় প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে।

(২) **পদ্মপুরাণ**—সৃষ্টি, ভূমি, স্বর্গ, পাতাল ও উত্তর এই পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত। সৃষ্টিখণ্ডে পৃথিবীর আদি অবস্থা হইতে গ্রহপূজা প্রভৃতি; ভূমিখণ্ডে শিবশর্ম্মা, বৃত্র, পৃথু, বেণ, নহুষ ও যযাতি প্রভৃতির উপাখ্যান; স্বর্গখণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, কাশী কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থের বিবরণ ও সমুদ্রমন্থনের বিবরণ; পাতালখণ্ডে রামচন্দ্র, জগন্নাথ ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী, গৌতম ও দধীচির কাহিনী প্রভৃতি এবং উত্তরখণ্ডে সাগর, গঙ্গা, বিষ্ণু, ভাগবত ও ভৃগু প্রভৃতির মহিমা স্থান পাইয়াছে।

(৩) **বিষ্ণুপুরাণ**—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সৃষ্টির আদি অবস্থা, ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও প্রিয়ব্রত রাজার উপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনলীলা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিধান ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ব্রতাচার, বেদান্ত এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা।

(৪) **বায়ুপুরাণ**—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে স্বর্গাদির লক্ষণ, রাজবংশ নিরূপণ, দান-মাহাত্ম্য, রাজধর্ম্ম, ব্রতাচার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে নর্ম্মদা, রেবা ও সাগর-মাহাত্ম্য প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে।

(৫) **ভাগবত**—দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। প্রথম স্কন্ধে ব্যাস ও পরীক্ষিৎ-কথা; দ্বিতীয় স্কন্ধে পরীক্ষিৎ-শুক-সমাচার; তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরোপাখ্যান; চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুব ও পৃথুর উপাখ্যান প্রভৃতি; পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রত রাজার উপাখ্যান ও নরক বর্ণনা প্রভৃতি; ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল, দক্ষ, বৃত্রাসুর প্রভৃতির উপাখ্যান; সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদচরিত্র ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি; অষ্টম স্কন্ধে গজেন্দ্র মোক্ষণ, মন্বন্তর নিরূপণ, সমুদ্রমন্থন ও মৎস্যাবতার-কাহিনী প্রভৃতি; নবম স্কন্ধে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের উৎপত্তির বিবরণ; দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, যৌবন ও কৈশোর লীলা; একাদশ স্কন্ধে কর্ম্ম, ভক্তি ও মুক্তির লক্ষণ এবং দ্বাদশ স্কন্ধে কলিযুগ বর্ণনা, পরীক্ষিতের মোক্ষলাভ ও মার্কণ্ডেয়ের তপস্যা প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ আর শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

(৬) **নারদীয় পুরাণ**—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ধর্ম্ম, মোক্ষ ও ব্রতচারণপদ্ধতি প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় ভাগে বশিষ্ঠ, মান্ধাতা, রুক্মাঙ্গদ রাজা ও গৌতম প্রভৃতির উপাখ্যান

এবং প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

(৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ—ইহাতে বলরাম, হরিশ্চন্দ্র, হৈহয়, মদালসা, মনু, ইক্ষ্বাকু, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ প্রভৃতির উপাখ্যান এবং মনু-বিবরণ ও যোগধর্ম্ম প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে।

(৮) অগ্নিপুরাণ—ইহাতে নানা যাগযজ্ঞ-মাহাত্ম্য এবং ক্রিয়াকর্ম্মপদ্ধতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। হোমবিধি, দীক্ষাবিধি, প্রলয়-লক্ষণ, ছন্দঃশাস্ত্র প্রভৃতি এই পুরাণের অন্তর্গত।

(৯) ভবিষ্য পুরাণ—আদিত্যচরিত, সৃষ্টি ও সংস্কার-লক্ষণ, বৈষ্ণব, শৈব ও সৌর প্রভৃতিদের তিথিবিচার প্রভৃতি এই পুরাণের অন্তর্গত।

(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সৃষ্টিনিরূপণ, নারদ ও ব্রহ্মার বিবাদ ইত্যাদি; দ্বিতীয় খণ্ডে নারদ কর্তৃক কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন প্রভৃতি; তৃতীয় খণ্ডে গণেশ ও পরশুরামের উপাখ্যানাদি এবং চতুর্থ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার বিভিন্ন লীলাকাহিনী স্থান পাইয়াছে।

(১১) লিঙ্গপুরাণ—এই পুরাণে প্রধানতঃ মহাদেবের বিবিধ লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, শিবনৃত্য প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত ইহাতে লিঙ্গের উৎপত্তি, লিঙ্গপূজাপদ্ধতি ও গায়ত্রী-মহিমা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(১২) বরাহপুরাণ—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে গৌরীর উৎপত্তির বিবরণ, রুদ্র-গীতা, মহিষাসুর বধের জন্য ত্রিশক্তি হইতে দেবীর উৎপত্তি, পাপের প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতি এবং বিবিধ তীর্থ ও ব্রতমাহাত্ম্য স্থান পাইয়াছে। শেষভাগে পুলস্ত্য-কুরুরাজ সংবাদ, ধর্ম্মলক্ষণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৩) স্কন্দপুরাণ—সাত খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে দক্ষযজ্ঞ, সমুদ্রমন্থন, তারকাসুর-যুদ্ধ, মহিষাসুরবধ প্রভৃতি; দ্বিতীয় খণ্ডে পৃথ্বী, বরাহ, কুলাল, পুরুষোত্তম, অম্বরীষ ও ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রভৃতির উপাখ্যান এবং তীর্থমাহাত্ম্য প্রভৃতি; তৃতীয় খণ্ডে গালবোপাখ্যান, রাম-চরিত এবং জাতিভেদ ও স্মৃতি-ধর্ম্ম নির্ণয় প্রভৃতি; চতুর্থ খণ্ডে কাশী ও গঙ্গামাহাত্ম্য, গৃহী ও যোগীর ধর্ম্মনির্দেশ প্রভৃতি; পঞ্চম খণ্ডে লিঙ্গসংখ্যা ও ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান প্রভৃতি; ষষ্ঠ খণ্ডে হরিশ্চন্দ্র ও বৃত্রাসুর উপাখ্যান প্রভৃতি এবং সপ্তম খণ্ডে শাম্ব-আদিত্য সংবাদ এবং বিভিন্ন তীর্থকথা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৪) বামনপুরাণ—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদ ও নারায়ণের যুদ্ধ, কৌশিক উপাখ্যান, জাবালি-চরিত প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় ভাগে মাহেশ্বরী, ভাগবতী, সৌরী এবং গাণেশ্বরী সংহিতা স্থান পাইয়াছে।

(১৫) কূর্ম্মপুরাণ—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জগতের উৎপত্তির বিবরণ, কৃষ্ণচরিত্র, যুগধর্ম্ম প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় ভাগে ঈশ্বরগীতা, ব্যাসগীতা, তীর্থমাহাত্ম্য, বিপ্রাদি চারিবর্ণের বৃত্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৬) মৎস্যপুরাণ—মনু-মৎস্য-সংবাদ, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, মন্বন্তর নিরূপণ, চন্দ্রবংশ-কীর্ত্তন, ভৃগুশাপে বিষ্ণুর পৃথিবীতে জন্মের বিবরণ, সাবিত্রী উপাখ্যান, বামন-মাহাত্ম্য প্রভৃতি এই পুরাণের অন্তর্গত।

(১৭) গরুড় পুরাণ—প্রথম খণ্ডে ন্যাসাদি-পদ্ধতি, দেবপ্রতিষ্ঠা, গ্রহযাগ, অশৌচবিধি, রামায়ণ, হরিবংশ, আয়ুর্ব্বেদ, নিত্যকর্ম্ম, যুগধর্ম্ম প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, যমলোকের পথ, যমপুরী, প্রেতত্বের কারণ, বৃষোৎসর্গ মাহাত্ম্য ও সপ্তলোকবিবরণ প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে।

(১৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—ব্রহ্মার জন্ম, লোক-সৃষ্টি, কল্প ও মন্বন্তর, ঋষিসৃষ্টি, সপ্তদ্বীপ ও অধোলোকের বিবরণ, পৃথিবী দোহন, ঋষি-বংশ নিরূপণ, যযাতি, কার্ত্তবীর্য্য ও মনুর উপাখ্যান, দেবাসুর যুদ্ধ, প্রলয়, কালপরিমাণ, চতুর্দ্দশলোক ও নরক বর্ণন, শিবপুরী বর্ণন, ব্রহ্মবস্তু প্রভৃতি এই পুরাণের অন্তর্গত।

পুরাণপ্রবেশ—গিরীন্দ্রশেখর বসু। বিভিন্ন পুরাণের কথা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিৎ লেখক পুরাণের কথা আলোচনা করিয়াছেন।

পুরাবৃত্তসার—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মনুষ্যসমাজ যে নিয়ত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনশীল—এই বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিমে মিশর হইতে পূর্ব্বে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রাচীন জাতির বিবরণ আছে। ইহার ২য় ও ৫ম সংস্করণে যথাক্রমে গ্রীক ও রোমক জাতির বিবরণ সংযুক্ত হয়।

পুরুবিক্রম—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চাঙ্ক নাটক (১৮৭৪)। সেকেন্দর শা'র (আলেকজাণ্ডারের) ভারত-আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত কাহিনী। সেকেন্দর পঞ্জাব আক্রমণ করিলে পুরুর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। কুলু পর্ব্বতের স্বাধীন অবিবাহিতা রাণী ঐলবিলা পুরুকে ভালবাসে কিন্তু রাজা তক্ষশিল ভালবাসে ঐলবিলাকে। এইজন্য সে এ যুদ্ধে উদাসীন থাকে। তক্ষশিলের ভগিনী অম্বালিকা কিন্তু সেকেন্দরকে ভালবাসিয়াছে, এবং সেই এই নাটকের প্রধান চরিত্র। পুরু যুদ্ধে আহত হইয়া শিবিরে ছিলেন। সেই সময় তক্ষ-শিলের হাতে বন্দিনী ঐলবিলাকে অম্বালিকা নিজ ভ্রাতার জন্য তাহার কাছে ওকালতী করে। ইহাতে ঐলবিলা অম্বালিকাকে অপমানিতা করে। অম্বালিকাও পুরুর শিবিরে জাল চিঠির সাহায্যে খবর পাঠায় যে ঐলবিলা তক্ষশিলকে ভালবাসে। ইহার পর তক্ষশিল নিহত হয়। সেকেন্দর অম্বালিকার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন। তখন অম্বালিকা পুরুকে সকল কথা জানাইলে উহাদের মিলন ঘটে। পুরুকে রাজ্য দিয়া সেকেন্দর চলিয়া যান।

পুরুষপরীক্ষা—বিদ্যাপতি-লিখিত সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। শিবসিংহ নরপতির আজ্ঞানু-সারে ইহাতে গল্পচ্ছলে দান, দয়া, সত্যধর্ম্ম, বিদ্যা প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। হরপ্রসাদ রায় ইহার বাংলা অনুবাদ (১৮১৫) করেন।

পুষ্পাঞ্জলি—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। রূপক-গ্রন্থ। ইহাতে স্বদেশানুরাগকে বেদব্যাস, জ্ঞানসঙ্কয়কে মার্কণ্ডেয় রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে।

পুষ্পবাণ-বিলাস—মহাকবি কালিদাস। আদিরসাত্মক খণ্ডকাব্য।

পূরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে কবির 'তপোভঙ্গ', 'লীলাসঙ্গিনী', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা স্থান পাইয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটক (১২৯৪ বঙ্গাব্দ)। শালিকোটরাজ শালিবাহন এক চামার-কন্যার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করেন ও তাহারই চক্রান্তে প্রথমা পত্নীর পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে বিনাশার্থ কূপে নিক্ষেপ করেন। যোগী গোরক্ষনাথ তাহাকে রক্ষা করিয়া শিষ্য করেন। গুরুর আদেশে পূর্ণচন্দ্র পঞ্চ-নদের অধীশ্বরী সুন্দরাকে বিবাহ করে। চামার-কন্যার ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশ হওয়ায় রাজা তাহাকে ত্যাগ করেন।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ—বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর। ইতিহাসগ্রন্থ। পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পাল উপাধিধারী এক রাজবংশ রাজত্ব করিত। তাঁহাদেরই কীর্ত্তি-কলাপ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পৃথ্বীরাজ—যোগেন্দ্রনাথ বসু। কাব্য। ভারতের শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজকে লইয়া এই কাব্য রচিত। পৃথ্বীরাজ, গোবিন্দ, মহম্মদ ঘোরী, সংযুক্তা প্রভৃতির চরিত্র কবি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

পেঙ্গুইন আইল্যাণ্ড (Penguin Island)—আনাতোল ফ্রান্সের বিখ্যাত ব্যঙ্গ-রচনা। খৃষ্টানধর্ম্মের প্রথম যুগে কাহিনীটি

সুরু হইয়াছে। সেন্ট মাএল (St. Mæl) নামে ধর্ম্মপ্রচারক পাথরের ভেলায় সমুদ্রভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ভেলাটি তাঁহাকে দেশ-বিদেশে লইয়া যাইত এবং তিনি সেখানকার আদিম অধিবাসীদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। এইরূপে সাঁইত্রিশ বৎসরে তিনি দুইশত আঠারটী ধর্ম্মমন্দির এবং ছিয়াত্তরটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৮ বৎসর বয়সেও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের ইচ্ছা কমে না। কিন্তু এবার তিনি তাঁহার ভেলায় পাল ও হাল লাগান। ঈশ্বরে তাঁহার এই অবিশ্বাসের জন্য তিনি বরফের সমুদ্রে গিয়া পড়েন এবং ক্রমে পেঙ্গুইনদের আবাসভূমিতে উপনীত হন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি তখন অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল; তিনি পেঙ্গুইনদের ভুল করিয়া মানুষ মনে করেন এবং তাহাদের কোমল কণ্ঠ শুনিয়া তাহাদের খৃষ্টান গুণবিশিষ্ট কোনও মূর্ত্তি-উপাসকের দল বলিয়া ধরিয়া লন এবং তাহাদের খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দিবেন স্থির করেন। কিন্তু পক্ষীদের দীক্ষা দিলে কোনও ফল হয় না, এই প্রবচন সত্য কি না ইহা লইয়া তখন স্বর্গে তর্ক সুরু হয়। ফলে দেবদূত রাফায়েলকে পাঠাইয়া এই পাখী-গুলিকে মানুষে পরিণত করাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া স্থির হয়।

পেরিক্লিজ (Pericles)—মহাকবি শেক্স্পীয়ার। রোমান্টিক নাটক (১৬০৮)। টায়ারের রাজকুমার পেরিক্লিজ গ্রীক সম্রাট অ্যান্টিওকাসের কুমন্ত্রণার খবর পাইয়া নিজ রাজ্য মন্ত্রী হেলিকেনাসের উপর অর্পণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করেন। জাহাজডুবি হইলে তিনি পেণ্টাপোলিস-এ আসেন ও থেইসাকে বিবাহ করেন। অ্যান্টিওকাস মারা গেলে তিনি টায়ারের দিকে স্ত্রীকে লইয়া যাত্রা করেন। জাহাজে থেইসা একটি কন্যাকে জন্ম দিয়া মৃতবৎ হইয়া পড়েন। একটি সিন্দুকে করিয়া থেইসাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এফিসাসে সিন্দুকটি সমুদ্রতীরে পতিত হইলে এক ডাক্তার তাঁহার জীবনদান করেন এবং থেইসা ডায়ানা দেবীর মন্দিরে পুরোহিতের কাজ করিতে থাকেন। পেরিক্লিজ কন্যা মেরিনাকে টারসাসের শাসনকর্ত্তার নিকট রাখিয়া আসেন। অতঃপর কয়েকটি ঘটনাবৈচিত্র্যের পর পেরিক্লিজের সঙ্গে থেইসা ও কন্যার মিলন ঘটে।

পোকামাকড়—জগদানন্দ রায়। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। ইহাতে যাবতীয় পোকামাকড়ের বিষয় সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে।

পোষ্যপুত্র—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। উপন্যাস। জমিদার চন্দ্রকান্তের একমাত্র পুত্র মাতৃহীন বিনোদ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল। রজনীনাথ নামে এক দরিদ্র বালক চন্দ্রকান্তের সাহায্যে লেখাপড়া শিখিয়া কলিকাতায় ওকালতি করিতেছিল। রজনীনাথের কাছে থাকিয়া বিনোদ উচ্চশিক্ষা লাভ করিল ও বিলাত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। চন্দ্রকান্ত সম্মত না হইয়া রজনীনাথের কন্যা শান্তির সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিনোদ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে। পিতা তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি ভাইপো হেমেন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এদিকে বিনোদ বৃন্দাবনে যায় ও সেখানে শিবানী নামে একটি মেয়েকে বিবাহ করে। কিন্তু শিবানীর কটুবাক্যে সে মাদুরায় আসিয়া তাঁতশালা খোলে ও শিবানীকে সংবাদ দেয় যে সে মৃত্যু-শয্যায়। মাদুরায় যোগেনের সঙ্গে বিনোদের বন্ধুত্ব হয়। যোগেনের সঙ্গে রজনীনাথের আত্মীয়তা থাকাতে সে এখানে শান্তিকে লইয়া বেড়াইতে আসে। রজনীনাথ বিনোদকে (ছদ্মনাম নারদ) চিনিল। শান্তিকে বিনোদ প্রেম নিবেদন করে কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়। হেমেন্দ্রের সহিত শান্তির বিবাহের কিছুকাল পরে চন্দ্রকান্ত শান্তির সহিত তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া বৃন্দাবনে শিবানীদের বাটীর নিকট আসেন। বিনোদের আংটি ও তাহার মাতার ছবি শিবানীর নিকট পাইয়া চন্দ্রকান্ত শিবানীকে পুত্রবধূ জানিয়া দেশে আনেন। হেমেন্দ্র সরিক দেখিয়া স্ত্রীকে লইয়া বাড়ী ছাড়িল ও শিবানী যে বিনোদের স্ত্রী নয় তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। বিনোদ সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী আসে। সেখানে শান্তির সহিত তাহার দেখা হয়। শান্তি কঠিন রোগে পড়িলে তার পাইয়া রজনীনাথ ও চন্দ্রকান্ত সেখানে আসিল। বিনোদ ছদ্মনামে আর টিকিল না। হেমেন্দ্র চন্দ্রকান্তের নিকট ক্ষমা চায়। বিনোদের সঙ্গে শিবানীর ও চন্দ্রকান্তের মিলন হয়।

পৌরাণিক কথা—পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। ধর্ম্মগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুসারে ইহাতে কালনির্ণয়, সৃষ্টি-প্রকরণ, অবতার, ধ্রুব, ভরতাদি মহাত্মার চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, বৃন্দাবনতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

পৌরাণিক পঞ্চরং—বৈকুণ্ঠনাথ বসু। প্রহসন। মদন ও বসন্ত কৌতুকচ্ছলে সিংহলের সেনাপতি রণবীর ও তাঁহার ভৃত্যের রূপ ধরিয়া সেনাপতি রণবীরের বাড়ীতে আসেন। এদিকে রণবীরও সেদিন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। এই দুই রণবীরকে লইয়া বিভ্রাট বাধিল। অনেক কৌতুকের পর মদন ও বসন্ত আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভ্রাটের অবসান করিলেন।

প্যান্‌ডোস্টো (Pandasto)—গ্রীনের লিখিত রম্যরচনা (১৫৮৮)। শেক্স্পীয়ারের 'The Winter's Tale' এই রম্যরচনার উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত।

প্যামেলা (Pamela)—ইংরাজ ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল রিচার্ডসনের প্রথম উপন্যাস। ইহার প্রথম ভাগ ১৭৪০-এ ও দ্বিতীয় ভাগ ১৭৪১-এ প্রকাশিত হয়। প্যামেলা দাসী ছিল। গৃহস্বামিনীর মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র প্যামেলার নিকট কুপ্রস্তাব করে। কিন্তু প্যামেলা কিছুতেই রাজী না হওয়াতে সে তাহাকে বিবাহ করে। প্যামেলার বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের ইহাই প্রথম চরিত্র-বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। গল্পটি নায়িকা প্যামেলার পত্রাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্যারাডাইস লস্ট (Paradise Lost) —মহাকবি মিল্টনের প্রসিদ্ধ মহাকাব্য। ১৬৫৮-এ তিনি এই মহাকাব্য রচনা সুরু করেন এবং ১৬৬৩-এ তাহা শেষ হয়। ১৬৬৭-এ ইহা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে ইহা দশটি সর্গে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমানে ইহা বারোটি সর্গে বিভক্ত। প্যারাডাইস লস্টের প্রথম সর্গ সুরু হইয়াছে নরকের দৃশ্য লইয়া। শয়তান বিদ্রোহী হইলে ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া নরকে অবস্থান করে। অনুচরদের লইয়া শয়তান এক সভা আহ্বান করে ও শয়তানের প্রাসাদে প্যাণ্ডিমোনিয়াম অর্থাৎ শয়তান-পরিষদ্ নির্ম্মিত হয়। দ্বিতীয় সর্গ—শয়তান নবনির্ম্মিত পৃথিবী দেখিতে যাত্রা করিল। তৃতীয় সর্গ—স্বর্গ হইতে ঈশ্বর তাহাকে দেখিয়া তাঁহার পুত্রকে তাহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যের কথা বলিলেন এবং বলিলেন যে পতিত মানব একমাত্র কোনও ত্রাণকর্ত্তার দ্বারাই উদ্ধার পাইতে পারে। পুত্র ইহা শুনিয়া নিজে ত্রাণকর্ত্তা হইয়া মানবের উদ্ধারের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হন। ঈশ্বর তাঁহাকে এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করিলেন। ইহাতে স্বর্গে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। এদিকে শয়তান স্বর্গদূতের ছদ্মবেশে ইউরিয়েল (Uriel) নামক দেবদূতের সাহায্যে নবনির্ম্মিত পৃথিবীতে নিফেটিস পর্ব্বতের (Mt. Niphatesএর) উপর আসিয়া বসিল। চতুর্থ সর্গে ইডেন উদ্যানের বর্ণনা আছে। শয়তান ইডেন উদ্যানে গমন করিল এবং আদম ও ইভকে প্রথম দেখিল। অতঃপর শয়তান তাহাদের নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইভকে স্বপ্নে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু স্বর্গদূত গ্যাব্রিয়েল (Gabriel) জানিয়া ফেলায় তাহাকে পলাইতে হয়। পঞ্চম সর্গে

র‍্যাফেল (Raphael) আসিয়া আদম ও ইভ্‌কে সাবধান করিয়া যায়। ষষ্ঠ সর্গে র‍্যাফেল (Raphael) কর্তৃক পূর্ব্ব ঘটনার বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। শয়তানের সহিত ঈশ্বরের তিন দিন যাবৎ যুদ্ধ ও পরাজয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম সর্গে ঈশ্বরের পুত্রের দ্বারা জগৎ নির্ম্মাণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম সর্গে আদম দেবদূতের সঙ্গে নরনারীর সম্বন্ধের কথা আলোচনা করে। র‍্যাফেল চলিয়া যায়। নবম সর্গে শয়তান সাপের রূপে আসিয়া ইভ্‌কে ঈশ্বরের নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ায় এবং ইভ্ পরে তাহা আদমকে খাইতে দেয়। এইরূপে তাহাদের প্রথম পাপ সুরু হয়। শয়তান নরকে ফিরিয়া গিয়া তাহার সাফল্যের কথা বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ও তাহার সঙ্গী সকলে সর্পে পরিণত হয়। দশম ও একাদশ সর্গে ঈশ্বরের আজ্ঞায় পৃথিবীর সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে হরণ করিয়া লওয়া হয় এবং আদম ও ইভের কষ্টের জীবন সুরু হয়। মাইকেল আসিয়া আদম ও ইভ্‌কে ইডেন উদ্যান হইতে চলিয়া যাইতে বলে এবং আদমকে এক উচ্চ পর্ব্বতে লইয়া যায় ও প্রথম জলপ্লাবন পর্য্যন্ত জগতের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া ঈশ্বরের পুত্রের দ্বারা তাহাদের উদ্ধারের কথা জানাইয়া আশ্বাস প্রদান করে। শেষ সর্গে প্লাবনের পর ইস্রায়েলদের ইতিহাস, খৃষ্টের আগমন এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া মাইকেল আদম ও ইভ্‌কে ইডেনের দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দেয়। আদম ও ইভ্ খৃষ্টের দ্বারা নিজেদের উদ্ধারের আশা লইয়া দুঃখিত চিত্তে উদ্যান হইতে চলিয়া যায়। এই পুস্তকের পর মিল্টন যীশুখৃষ্টের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া প্যারাডাইস রিগেণ্ড (Paradise Regained) নামক কাব্য রচনা করেন।

প্রকৃতিপরিচয়—জগদানন্দ রায়। বিজ্ঞান-গ্রন্থ। ইহাতে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রধান আবিষ্কারগুলি সহজপাঠ্য করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রকৃতির পরিশোধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্যকাব্য (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। হৃদয়বৃত্তির নিরোধ করিয়া দুঃখকে এড়ান, সংসার হইতে দূরে থাকিয়া দুঃখসুখকে সমানভাবে দেখা ইত্যাদি তত্ত্বকথা এই নাট্যকাব্যতে বলা হইয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলনেই মানুষ জীবন্মুক্তি লাভ করে—ইহাই নাট্যটির মূল বাণী।

প্রণয়পরীক্ষা—মনোমোহন বসু। নাটক (১৮৬৯)। বহুবিবাহের দোষ গ্রন্থের উপপাদ্য। মানগড়ের জমিদার শান্তবাবু দুই স্ত্রী মহামায়া ও সরলাকে সমানভাবে ভালবাসিতেন। স্বামী কাহাকে অধিক ভালবাসেন জানিবার জন্য মহামায়া বেদেনীর নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া স্বামীকে খাওয়ায়। নিদ্রাঘোরে শান্তবাবু সরলার গৃহের দিকেই যান। ঈর্ষ্যায় মহামায়া সরলাকে ব্যভিচারিণী প্রমাণ করে, কিন্তু পরে মহামায়ার ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইলে শান্তবাবু অনুসন্ধানে সরলাকে পুনঃপ্রাপ্ত হন। মহামায়া ভয়ে পলাইয়া যাইবার কালে পথে ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হয়। মরিবার আগে সে সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া যায়। মূল অংশ কথ্য ভাষায় সরল গদ্যে লেখা। তেরোটি গান আছে।

প্রতাপসিংহ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঐতিহাসিক নাটক (১৩১২ বঙ্গাব্দ)। আকবরের সহিত রাণা প্রতাপের যুদ্ধকাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই নাটকে প্রতাপের ভ্রাতা শক্ত সিংহ ও আকবরের সভাসদ রাজকবি পৃথ্বীরাজের পত্নী জোষীর চরিত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জোষীর চরিত্র খুসরোজের বৃত্তান্তে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'রাণা প্রতাপ' নামে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

প্রতাপ সিংহ—এই নামে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস আছে।

প্রতাপাদিত্য—১। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। নাটক। ইহাতে বঙ্গবীর যশস্বী প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ২। নিখিলনাথ রায়-রচিত বাঙ্গালা ইতিবৃত্ত। যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী ও কীর্ত্তিকথার প্রকৃত তত্ত্ব ইহাতে বিবৃত করা হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্—মহাকবি ভাস-রচিত সংস্কৃত নাটক। কৌশাম্বীরাজ উদয়ন ও অবন্তীরাজ মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তার কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে ['বাসবদত্তা' দ্রঃ]।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

প্রথমা—প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবিতাগ্রন্থ। এই পুস্তকে ছন্দ ও ভাবগৌরবে শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলিতে আধুনিক যন্ত্রযুগের কামনা, বাসনা, ব্যর্থতা, আশা ও নৈরাশ্য সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

প্রদীপ—অক্ষয়কুমার বড়াল। কাব্য। প্রকৃতি ও প্রেম সম্বন্ধীয় কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রফুল্ল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বিয়োগান্ত নাটক। নিজের চেষ্টায় কেরাণী যোগেশচন্দ্র ঘোষ যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। মধ্যম ভ্রাতা রমেশ ছিল অ্যাটর্নি। কনিষ্ঠ সুরেশ বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ না দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। যোগেশ জানিতে পারে, যে ব্যাঙ্কে তাহার টাকা জমা ছিল তাহা ফেল হইয়াছে। রমেশের পরামর্শে বেনামীতে বাড়ী রাখিয়া পাওনাদারকে ফাঁকি দিতে বাধ্য হওয়ায় যোগেশের সুনাম নষ্ট হয়। ফলে সে মদ ধরে। এই সময় খবর আসে ব্যাঙ্ক ফেল হয় নাই। কিন্তু চতুর রমেশ এ সংবাদ গোপন করিয়া যোগেশের নিকট সমস্ত সম্পত্তি লিখাইয়া লয়। রমেশের চক্রান্তে চুরির অপরাধে সুরেশের জেল হয়। রমেশ কারামুক্তির প্রলোভনে তাহার অংশ লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিলে সে অসম্মত হইল। বাড়ী বিক্রী হওয়ায় যোগেশের স্ত্রী জ্ঞানদা পুত্র যাদব ও শাশুড়ী সহ ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিতে থাকে। সুরেশের কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া মাতা উন্মাদিনী হইলেন; রমেশের স্ত্রী প্রফুল্ল তাহাকে নিজের কাছে রাখিল। যোগেশ মদ্যপায়ী হইয়া স্ত্রীপুত্রের উপর অত্যাচার করিতে থাকে। পথে তাহার মৃত্যু ঘটে। রমেশ যাদবকে মারিবার চেষ্টা করে। প্রফুল্ল বাধা দিলে রমেশ তাহাকে হত্যা করে। এমন সময় সুরেশ পুলিশ সহ সেখানে আসিলে রমেশ ধরা পড়ে। এইভাবে যোগেশের "সাজান বাগান" শুকাইয়া গেল।

প্রবাসচিত্র—জলধর সেনের ভ্রমণকাহিনী। হিমালয় ভ্রমণের কতকগুলি চিত্র ইহাতে আছে।

প্রবাহিণী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানের বই (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

প্রবোধচন্দ্রিকা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লিখিত বাঙ্গালা আখ্যান-গ্রন্থ (১৮৩৩)। বিক্রমাদিত্যতনয় বৈজ-পালের পুত্র শ্রীধরকে আচার্য্য প্রভাকর বর্ণপরিচয় হইতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের বহু উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক হিতোপদেশ প্রদানাভিপ্রায়ে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় নানা কথা সমন্বিত বহু উপাখ্যান বর্ণনা করেন। এই গ্রন্থে সেই উপাখ্যান ও গল্পসমূহ নিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানি সেকালে কলেজে সিনিয়র বিভাগে পাঠ্য ছিল।

প্রবোধচন্দ্রোদয়—কৃষ্ণ মিশ্র। সংস্কৃত নাটক। ইহা একটি রূপক (allegorical) নাটক।

প্রবোধপ্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। দুঃখে ক্লেশানুভব হেতুই লোকে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, লৌকিক উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, সুখ অস্থায়ী, তত্ত্বজ্ঞানই অবিনশ্বর সুখলাভের একমাত্র উপায়—ইত্যাদি শাস্ত্রীয় মীমাংসা-সমূহ ইহাতে পিতাপুত্রের কথোপকথন-ছলে

লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের অংশই অধিক।

প্রভাতচিন্তা—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৮৭৭)।

প্রভাতসঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতার বই। মানব-হৃদয়ের ভাব ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলম্বনে ইহাতে অনেক কবিতা লিখিত হইয়াছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রভৃতি কবিতাগুলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

প্রভাস—নবীনচন্দ্র সেন। কাব্য। ইহাতে কৃষ্ণচরিত্রের তিনটি অংশ আছে—রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্রে মধ্যলীলা ও প্রভাসে অন্তলীলা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইলে সবাই কৃষ্ণ-নাম গান করিতে লাগিল। দুর্ব্বাসা মুনির তাহা সহ্য না হওয়ায় তাঁহার চক্রান্তে যাদব-গণ প্রভাসক্ষেত্রে অহেতুক নিজেদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিয়া যদুবংশের ধ্বংস ঘটায়। যদুবংশ ধ্বংসের পর অনার্য্য রমণী কারুর শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলেন।

প্রভুপাদ—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী সম্পর্কে মৌলিক গ্রন্থ।

প্রমিথিউস আনবাউণ্ড (Prometheus Unbound)—শেলী-লিখিত বিখ্যাত নাট্যকাব্য। ১৮১৮-এ বায়রণের সহিত এস্টে (Este) থাকিবার সময় তিনি ইহা রচনা সুরু করেন। ইহা চারি অঙ্কে বিভক্ত। প্রমিথিউস মানুষের জন্য আগুন চুরি করিয়া আনেন, তাহাতে জিউস (Zeus) ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক পর্ব্বতগাত্রে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করিয়া রাখেন। শেলীর কাব্য এই দৃশ্যে সুরু হইয়াছে। এই দেবদূতটিকে অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। নানারূপ বীভৎস ছায়া ও দৈত্য তাঁহার চারিপাশ ঘিরিয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিত। শেষ পর্য্যন্ত মানুষ, পৃথিবী, জলদেবী ইত্যাদির পূজায় ও প্রার্থনায় তিনি মুক্তিলাভ করেন।

প্রশ্নোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস (Pride and Prejudice)—জেন অষ্টেন। উপন্যাস (১৮১৩)। উল্লেখযোগ্য চরিত্র এলিজাবেথ, ডার্সি ও কলিন্স।

প্রাকৃতিকী—জগদানন্দ রায়। বিজ্ঞান-বিষয়ক গল্প। ইহাতে বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তগুলি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—হরিহর শেঠ। ইতিহাসগ্রন্থ। এই বৃহৎ গ্রন্থ-খানিতে লেখক প্রাচীন কলিকাতার পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দু যুগে বা মুসলমান শাসন-কালে এই মহানগরীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইংরেজ, ফরাসী ও ডাচ বণিক্‌দের দ্বারাই এই নগরীর পত্তন হয়। নগরীর গোড়ার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৮০ পর্য্যন্ত ইহার ইতিহাস আছে। নানা তথ্যে গ্রন্থখানি পূর্ণ। কলিকাতার পথঘাটের নামোৎপত্তির কথা, সাধারণ মন্দির, মস্‌জিদ, গির্জা, কলিকাতার পুরাতন ছড়া ও কবিতা, সেকালের ইংরেজ সমাজ, বিখ্যাত লোকদের বাসভবন, সেকালের প্রসিদ্ধ অধিবাসী ইত্যাদি অধ্যায়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন ভারত—রামপ্রাণ গুপ্ত। ইতিহাস। প্রাচীনকালে ভারতের অবস্থা, সভ্যতা, বৈদেশিক বাণিজ্য, যুদ্ধ, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বৈদেশিক ভ্রমণকারী মেগাস্থিনিস, প্লিনি, ষ্ট্রাবো, টলেমি, ফা-হিয়ান, হিউয়েন্‌থ সঙ্ প্রভৃতির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীন মুদ্রা (১ম ভাগ)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতে মুসলমান-বিজয়কাল পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন মুদ্রাসমূহের ইতিহাস-সম্মত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রাচীন সভ্যতা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ইহাতে প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, তুরস্ক, চীন ও ভারতের এবং অন্যান্য স্থানের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা আছে।

প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি চিত্র ও প্রবন্ধ (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)। 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'কাদম্বরীচিত্র', 'তপোবন' প্রভৃতি এই গ্রন্থের প্রবন্ধ।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার—রজনীনাথ দত্ত-সম্পাদিত। হিন্দুরা যে প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যার্থে সমুদ্রযাত্রা করিয়া পৃথিবীর নানাদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইতিহাসের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহাতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—স্বামী বিবেকানন্দ। প্রবন্ধ-পুস্তক। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জগতের যাহা কিছু ভাল ও গ্রহণীয় এবং মন্দ ও বর্জ্জনীয় তাহার নিরপেক্ষ সমালোচনা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রান্তিক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে কবির কয়েকটি আধুনিক কবিতা স্থান পাইয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চাঙ্ক নাটক (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-অবলম্বনে রচিত। নাটকটিতে মূলকাহিনী অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা রবীন্দ্রনাথের শেষ বিশুদ্ধ মানবভূমিক নাটক। প্রায়শ্চিত্তের সংস্কৃত রূপ চতুরঙ্ক 'পরিত্রাণ' (১৯২৯)। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রাণ ধনঞ্জয় বৈরাগী। বসন্তরায়ের নাটকে প্রাধান্য নাই। প্রতাপাদিত্যের ভূমিকা সাধারণ মানুষের মত অথচ রাজোচিত মহিমা খর্ব্ব হয় নাই। ['বৌঠাকুরাণীর হাট' দ্রঃ]।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-লিখিত সংস্কৃত স্মৃতি ও শাস্ত্র। ইহাতে প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ, গঙ্গামাহাত্ম্য, গোবধাদি পাপ ও তৎপ্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণের টীকাসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিজনার অব জেণ্ডা, দি (Prisoner of Zenda, The)—অ্যান্থনি হোপ। উপন্যাস (১৮৯৪)। Rudolf Rasendyl নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোকের Ruritantia নামে এক স্থানের দুঃসাহসিক কাহিনী। সেখানে সে রাজার অভিষেককালে রাজার রূপ ধরিয়া কি করিয়া রাজাকে তাড়াইবার চক্রান্ত বিফল করিয়াছিল তাহার বর্ণনা আছে।

প্রিন্সেস, দি (Princess, The)—আলফ্রেড টেনিসনের বিখ্যাত কাব্য (১৮৪৭)। প্রতিবেশী রাজা গামার কন্যা রাজকুমারী ইডার সঙ্গে এক রাজকুমারের বাল্যকালেই বিবাহ সম্বন্ধ হয়। কিন্তু মেয়েটি হঠাৎ এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে এবং এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। রাজকুমার ও তাঁর দুই বন্ধু মেয়ের ছদ্মবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। কিন্তু রাজকুমারী এই প্রতারণা ধরিয়া ফেলে এবং তিন বন্ধুরই জীবন বিপন্ন হয়। তখন রাজকুমারের পরিচালিত পঞ্চাশ জন যোদ্ধার সঙ্গে রাজা গামার পুত্র আরাক-পরিচালিত পঞ্চাশ জন যোদ্ধার যুদ্ধ হয়। রাজকুমার ও তাহার দুই বন্ধু আহত হয় ও বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে পরিণত হইয়া যায়। রাজকুমারী এইবার রাজকুমারের প্রেমে পড়ে। গানগুলি পরবর্ত্তী সংযোজনা।

প্রিয়দর্শিকা—প্রাচীন কবি শ্রীহর্ষদেব। সংস্কৃত নাটক। রাজা দৃঢ়বর্ম্মা কন্যা প্রিয়-দর্শিকাকে বৎসরাজের হস্তে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করিলে, প্রত্যাখ্যাত কলিঙ্গরাজ ক্রোধে তাঁহাকে বন্দী করেন। কঞ্চুকী বিজয় সেন প্রিয়দর্শিকাকে অরণ্যরাজ বিন্ধ্যকেতুর গৃহে রাখিলে বৎসরাজসৈন্য বিন্ধ্যকেতুকে পরাস্ত করিয়া তাহার কন্যা আরণ্যকা ভাবিয়া প্রিয়-দর্শিকাকে লইয়া যায়। মাসীর মেয়ে হইলেও বৎসরাজপত্নী বাসবদত্তা প্রিয়-দর্শিকাকে চিনিতে না পারিয়া তাহাকে দাসী স্বরূপে রাখিয়া দেন। আরণ্যকার প্রতি বৎসরাজের অনুরাগ হইলে বাসবদত্তা

তাহাকে বন্দী করেন। আরণ্যকাও রাজার প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন,—এখন রাজাকে পাইবার উপায় নাই দেখিয়া বিষভক্ষণ করেন। ঠিক এই সময় প্রকাশ পাইল যে আরণ্যকাই প্রিয়দর্শিকা। রাজার শুশ্রূষায় আরণ্যকা জীবন লাভ করিলে বাসবদত্তা উভয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। এই নাটকে 'রত্নাবলী'র ছায়া দৃষ্ট হয়।

প্রিয়া ও পরকীয়া—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা। মৌলিক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশের সময় পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

প্রিলিউড, দি (Prelude, The)—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থটি কবির জীবন-আলেখ্য।

প্রেম—অশ্বিনীকুমার দত্ত। উপদেশ-গ্রন্থ। ছাত্রগণকে কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করা উচিত তাহাই গ্রন্থের উপপাদ্য।

প্রেম ও ফুল—গোবিন্দচন্দ্র দাস। কাব্য-গ্রন্থ (১৯২৪)।

প্রেমপ্রবাহিনী—বিহারিলাল চক্রবর্তী। কাব্যগ্রন্থ (১৮৭০)। ইহা পয়ারে লেখা। পাঁচটি সর্গে ইহা বিভক্ত। সংসারে আসল প্রেমের মর্যাদা নাই বুঝিয়া কবি যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তখন কবিচিত্তে দেবী আনন্দ-উপলব্ধি আসে। কবিচিত্তের প্রথম জাগরণের ইতিহাস ইহাতে আছে।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—নরোত্তম-দাস ঠাকুর। সাধনভজন-বিষয়ক নিবন্ধ। সরল ভাষায় সুললিত ত্রিপদী ছন্দে বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার মূলকথা ইহাতে ব্যক্ত।

প্লেজ, প্লেজান্ট অ্যাণ্ড আন্‌প্লেজান্ট (Plays, Pleasant and Unpleasant)—জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'। সাতটি নাটকের সমষ্টি (১৮৯৮)। নাটকগুলি প্রেমেন্দ্র মিত্র অনুদিত 'সরস ও বিরস নাটক'রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। (সরস নাটক)—'আর্মস অ্যাণ্ড দি ম্যান', 'ক্যাণ্ডিডা', 'দি ম্যান অব ডেস্টিনি', 'ইউ ক্যান নেভার টেল' ও (বিরস নাটক)—'উইডোয়ার হাউসেস', 'দি ফিলাণ্ডারার' ও 'মিসেস ওয়ারেনস প্রোফেশান'।

ফ

ফরাসীপ্রসূন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কতকগুলি ফরাসী গল্পের অনুবাদ। ইহাতে মোঁপাশা, বাল্‌জাক প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিকের প্রসিদ্ধ গল্পের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার (Fall of the Mughal Empire)—যদুনাথ সরকার। ইতিহাস। কয়েকটি বিশাল খণ্ডে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। ইহা মোগল সাম্রাজ্যের পতন বিষয়ক অতি প্রামাণিক ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ।

ফাউস্ট (Faust)—জার্ম্মানীর বিশ্वবিখ্যাত নাট্যকার গ্যেটে (Goethe)-রচিত অমর নাট্যকাব্য। ইহাই গ্যেটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। গ্যেটে বাল্যে এই রচনা আরম্ভ করিলেও উহা যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন গ্যেটের বয়স ৫৭ বৎসর। 'ফাউস্টে'র আখ্যানভাগ প্রচলিত পুরাতন কাহিনীর রূপান্তর। ফাউস্ট ছিলেন নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত। যৌবনকাল তিনি নানা অত্যাচারে অতি-বাহিত করেন এবং এইভাবে দেহে ও মনে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়েন। কিন্তু তখনও তাঁহার কামনা চরিতার্থ হয় নাই। কামনার চরিতার্থতার জন্য তিনি শয়তানের (Devil) নিকট আত্ম-বিক্রয় করেন। মার্গারেট নামে সুন্দরী তরুণীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহার জন্য মার্গারেটকে অশেষ দুঃখ-দুর্দ্দশা সহ্য করিতে হয়। শয়তান এই গ্রন্থে 'মেফিস্টোফিস' নামে পরিচিত।

ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড (Far from the Madding Crowd)—টমাস হার্ডি। উপন্যাস (১৮৭৪)। মেষপালক গ্যাব্রিয়েল ওক বহুকাল বাথসেবার সেবা করিয়াছিল। সার্জেন্ট ট্রয় ফ্যানি রবিনকে ত্যাগ করিয়া বাথসেবাকে বিবাহ করে এবং তাহার উপর অত্যাচার করিতে সুরু করে। ফার্মার বোল্ডউড বাথসেবার প্রতি তীব্র প্রেম বশতঃ ট্রয়কে খুন করে। বোল্ডউড পরে পাগল হইয়া যায় এবং গ্যাব্রিয়েল ও বাথসেবার শেষ পর্য্যন্ত মিলন ঘটে।

ফাল্গুনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপক-নাট্য (১৩২১ বঙ্গাব্দ)। নাটকে গল্পাংশের বদলে গানের প্রাধান্য আছে। যেটুকু গদ্যাংশ আছে, উহা যেন রূপক-ব্যাখ্যা। "জন্মমৃত্যুর দিবারাত্রির মধ্য দিয়া যে জীবলীলা চলিয়াছে তাহারই রসানুভূতির রূপক হইতে ফাল্গুনীর যৎকিঞ্চিৎ কথাবস্তু।"

ফেয়ারি কুইনী, দি (Faerie Queene, The)—ইংলণ্ডে রেনেসাঁস যুগের প্রথম বিখ্যাত কবি এডমাণ্ড স্পেন্সার-রচিত বিরাট কাব্য। ১৫৮৯-এ ইহার প্রথম তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৫৯৬-এ পরবর্তী তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ভূমিকা হইতে বুঝা যায় কবি 'গৌরব'কে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন ও তাহাই রূপ দিয়াছেন রাণী এলিজাবেথের রূপে। রাণীর বারজন যোদ্ধা বারটি বিভিন্ন গুণের উদাহরণ। রাজা আর্থার 'ফেয়ারী কুইনী'কে ভালবাসেন। 'ফেয়ারী কুইনী' হইতেছেন রাণী এলিজাবেথ। আর্থারকে মহানুভবরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। চরিত্রগুলি এক একটি 'টাইপ' হইয়া উঠিয়াছে। রূপকের প্রভাবে তাহারা জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা নয় পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত পদে রচিত হইয়াছে। ইহাকে স্পেন্সেরিয়ান পদ বলা হয়। কাব্যটি রচনার জন্য কবির ২০ বৎসরের উপর কাটিয়া যায়। তিনি মাত্র ৬টি ভাগ রচনা করিয়া গিয়াছেন, উহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ফোকলা দিগম্বর—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। সরস রোমান্টিক উপন্যাস (১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। বিয়েপাগলা দিগম্বরের কাহিনী লইয়া রচিত। দিগম্বরীর চরিত্রবর্ণনা চমৎকার।

ফোরসাইট সাগা, দি (Forsyte Saga, The)—জন গল্‌স্‌ওয়ার্দী। বিখ্যাত উপন্যাস। ছয়টি খণ্ডে ইহা সম্পূর্ণ, যথা—'দি ম্যান অব প্রপার্টি' (১৯০৬), 'ইন চ্যান্সারি', 'টু লেট্', 'দি হোয়াইট মঙ্কি', 'দি সিলভার স্পুন' এবং 'সোয়ান সং'। বৃদ্ধ হোলিয়ান ফোরসাইটের নিজস্ব সম্পত্তির মোহ প্রবল। এমন কি ধনসম্পত্তির সহিত নিজের স্ত্রীর মনকেও সম্পত্তির মধ্যে সে পরিগণিত করিত। সোম্‌স্‌কে তাহার স্ত্রী আইরীন ভালবাসে না, কিন্তু সোম্‌স্ ভাবিয়া পায় না যে সমস্ত কিছু পাইয়াও এবং কোনওরূপ অত্যাচার ইত্যাদি না হইলেও স্ত্রী কেন তাহাকে ভালবাসে না। ক্রমশঃ তাহাদের ছাড়াছাড়ি হয়। বোসিনে, আইরীনের প্রথম প্রেমিক বাস চাপা পড়িয়া মারা যায়। ইহার পর সোম্‌সের খুড়তুতো ভাই জেলিয়ানের সহিত তাহার প্রেম ও পরে বিবাহ হয়। সোম্‌স্ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা রোধ করিতে পারে না। পরে সে অ্যানেট নামে এক ফরাসী মহিলার প্রেমে পড়ে ও তাহাকে বিবাহ করে। অ্যানেটের মা'র লণ্ডনে একটি হোটেল ছিল। অ্যানেটের গর্ভে ফ্লোর নামে তাহার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইহার পর হইতে নূতন যুগ সুরু হয়। পুরাতন ধনতন্ত্রবাদ আধুনিক সাম্যবাদে পরিণত হইতে থাকে। এই নূতন আব-হাওয়ার মধ্যে আমরা সোম্‌স্‌কে একান্ত নির্জ্জন খাপছাড়ারূপে দেখিতে পাই। শেষ খণ্ড সোয়ান সংএ সোম্‌সের মৃত্যুর ভিতর দিয়া গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে।

ফ্রায়ার বেকন অ্যাণ্ড ফ্রায়ার বাঙ্গে (Frier Bacon and Frier Bungay)—ইংলণ্ডের রেনেসাঁস যুগের নাট্যকার রবার্ট গ্রীন্-রচিত নাটক। ইহা পদ্য ও গদ্যে লিখিত। বেকন ফ্রায়ার বাঙ্গের সাহায্য লইয়া পিতলের একটি মাথা তৈয়ার করে এবং শয়তানকে আনিয়া ইহাকে কথা কওয়ায়।

তিন সপ্তাহ রাতদিন লক্ষ্য করিবার পর বেকন উহা মাইলস নামে চাকরের কাছে দিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। মাথাটি দুইটি কথা বলে—"সময় হয়"। মাইলস বেকনকে জাগায় নাই। এদিকে মাথাটি আবার কথা কহিল—সময় ছিল এবং শেষে বলিল, সময় গত হইয়াছে। এই বলিয়া উহা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। বেকন জাগিয়া উঠিয়া মাইলসকে অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহার সঙ্গে অন্য একটি মধুর গল্প যোজনা করা হইয়াছে—রাজকুমার এডওয়ার্ড ও লর্ড লেসির ফ্রেসিং-ফিল্ডের মেয়ে মার্গারেটের প্রতি প্রেমের কাহিনী।

ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন, দি (French Revolution, The)—টমাস কার্লাইল্-রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১৮৩৭)। ২০ খণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত। কার্লাইল তাঁহার বন্ধু জন স্টুয়ার্ট মিলকে ইহা পড়িতে দেন। মিল আবার তাহা মিসেস্ টেলারকে দেন। তাঁহার চাকর পাণ্ডুলিপিটি পুড়াইয়া ফেলে এবং কার্লাইলকে আবার প্রথম হইতে লিখিতে হয়। ফরাসী বিদ্রোহের ইহা একটি নিখুঁত চিত্র। গ্রন্থের বিখ্যাত চরিত্রের মধ্যে Robespierre, Danton, Barras, Marat ইত্যাদির চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি কার্লাইলের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডিকেন্সের 'A Tale of Two Cities'-এ এই গ্রন্থের প্রভাব আছে।

ফ্র্যাঙ্কেন্‌স্টাইন (Frankenstein)—মেরী শেলী। রোমাঞ্চকর ভীতিপ্রদ কাহিনী (১৮১৮)। ইহার অন্য নাম 'The Modern Prometheus'. বায়রণ ও শেলী পরিবার একদা সুইজারল্যাণ্ডে ভূতের গল্প করিয়া কিছু সময় অতিবাহিত করিতেন। স্বামীর ইঙ্গিতে একটি কাহিনী মেরী শেলী কর্তৃক বড় গল্পে রূপান্তরিত হয়। ফ্র্যাঙ্কেন্‌স্টাইন মড়াকে কি করিয়া জীবন্ত করিল ও পরে সেই মড়া ফ্র্যাঙ্কেন্‌স্টাইনকে কি করিয়া হত্যা করিল তাহাই ইহাতে বর্ণিত।

ব

বঙ্কিমচন্দ্র—১। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। সমালোচনা। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এবং সেই সকল উপন্যাসের চরিত্রসমূহ বিশ্লেষণ সহকারে সমালোচনা করা হইয়াছে। ২। সুবোধ কুমার সেন গুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অতি আধুনিক সমালোচনা-গ্রন্থ।

বঙ্কিমজীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জীবনীগ্রন্থ। বঙ্কিমবাবুর জীবনী হইতে তাঁহার কবিতা, উপন্যাস ও অপ্রকাশিত রচনাসমূহ ও বঙ্গভাষার পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থার বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গদর্শন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত সুবিখ্যাত পত্রিকা। তিনি ইহা কিছুকাল চালান। পরে সঞ্জীবচন্দ্র ইহা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গবাসী—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু-প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত পত্রিকা।

বঙ্গবিজেতা—রমেশচন্দ্র দত্ত। প্রথম উপন্যাস (১৮৭৪)। আকবরের সময়ের পটভূমিকায় কল্পিত। টোডরমল্লের শাসন-কালে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়,—কিন্তু টোডরমল্লের চেষ্টায় শীঘ্রই তাহার সমাপ্তি ঘটে। সেই সময় ইন্দ্রনাথ নামে এক বাঙালী যুবক অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাকে লইয়া এই উপন্যাস-খানি রচিত। উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র—মহাশ্বেতা ও বিমলা।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম ভাগ)—দীনেশচন্দ্র সেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ইহাতে আদিম উৎপত্তিকাল হইতে ইংরাজপ্রভাব কাল পর্যন্ত বঙ্গভাষার অবস্থা, ক্রমোন্নতি প্রভৃতি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত-ভাষার সহিত ইহার সামঞ্জস্য, বৌদ্ধযুগে ভাষার অবস্থা, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ, গৌড়ীয় যুগে ও শ্রীচৈতন্যের সময় বঙ্গভাষার অবস্থান্তর ও শ্রীবৃদ্ধি. প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি ও বহু অজ্ঞাতনামা কবি ও কাব্যের আলোচনা হইয়াছে।

বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত গ্রন্থ। ইহাতে আদিযুগ হইতে বঙ্গভাষায় লেখকদের বিবরণ আছে।

বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য হইতে উদ্ধৃতি। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

বঙ্গসাহিত্যে নারী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহমালার পুস্তক (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)। মিশনারীদের চেষ্টায় কি করিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রসারলাভ করে, কি ভাবে কখন বঙ্গমহিলা-রচিত সর্ব্বপ্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার উল্লেখ করিয়া লেখক কয়েকজন প্রসিদ্ধ মহিলা সাহিত্যিকের জীবনী ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছেন।

বঙ্গসুন্দরী—বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী। বাঙ্গালা কাব্য। দেবী, চিরপরাধীনা, করুণাময়ী, বিষাদিনী, প্রিয়সখী বিরহকাতরা, প্রিয়তমা ও অভাগিনী, বঙ্গরমণীর এই আট মূর্ত্তি অসাধারণ দক্ষতা ও কবিত্বের সহিত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গাধিপ-পরাজয়—প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। উপন্যাস। ইহাতে বঙ্গের প্রতাপাদিত্যের চরিত্র, তখনকার বাঙ্গালার অবস্থা, প্রতাপের রাজ্যগঠন, মানসিংহের হস্তে তাঁহার পরাজয় ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। বইখানি একান্ত-ভাবে বর্ণনাত্মক। কাহিনী কোথাও জমাট বাঁধিয়া উঠে নাই।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গবেষণাপূর্ণ রচনা। ইহাতে নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস নিখুঁতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক—শিবরতন মিত্র-সঙ্কলিত বাঙ্গালা জীবন-কথা। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক মৃত সাহিত্যিকবৃন্দের জীবনী বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

বত্রিশ সিংহাসন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। গল্পগ্রন্থ (১৮০২)। ইহা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকরূপে লিখিত হয়। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার মুখে দ্বাত্রিংশৎটি গল্প শ্রবণ করিয়া ভোজরাজ সিংহাসন আরোহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। সেই মনোহর গল্পগুলি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' অবলম্বনে ইহা লিখিত। কালীপ্রসাদ কবিরাজ-রচিত এই নামে কাব্য আছে। 'গন্ধর্ব্ব-বিবাহ' নামে ইহার একটি সংস্করণ আছে।

বধূবরণ—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গল্প-পুস্তক। ইহাতে 'বধূবরণ', 'অতি ঘরন্তি না পায় ঘর', 'ভঙ্গুর', 'মৃত্যুভয়', 'চক্ষুদান' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প আছে। প্রথম গল্পটির বিষয়বস্তু এইরূপ:—ননীমাধব বাল্যে মামার বাড়ীতে মানুষ হইয়াছিল। সেখানে বাসন্তী, মালতী প্রভৃতি অনেকগুলি মেয়ের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার পর নারীজাতির প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে। ইহার পর তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু সন্দেহ ও সংশয়ে তাহার বিবাহিত জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। কিছুকাল পরে সে রেলওয়ে ষ্টেশনে স্ত্রীকে ফেলিয়া পলায়ন করে। গল্পটিতে মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈলজানন্দের ইহা একটী বিশিষ্ট গল্প।

বরাহ পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বর্ত্তমান ভারত—স্বামী বিবেকানন্দ। প্রবন্ধ-পুস্তক। জাতিগঠনের জন্য স্বামীজী বিভিন্ন সময়ে যে সকল বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন, সেইগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বলাকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক (১৯১৬)। ইহাতে 'বলাকা', 'শাজাহান', 'ছবি' ও 'সবুজের অভিযান' প্রভৃতি

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এক নূতন পর্য্যায়ের সূত্রপাত করে। "বলাকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের আত্মার মধ্যে অতীত-ভবিষ্যতের সমগ্র মানবাত্মার, এমন কি চরাচরাত্মার আকৃতি অনুভব করিয়াছেন।" ইহার কেন্দ্রীয় কবিতা 'বলাকা'।

বলিদান—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সামাজিক নাটক। কেরাণী করুণাময় বসুর তিন কন্যা। নিজের বাড়ী বাঁধা দিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়াও তিনি জামাতা ও তাহার মাতার মন পাইলেন না। কন্যাটিকে অসহ্য যন্ত্রণা দেওয়ায় সে শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে পলাইয়া আসে। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ অর্থাভাবে এক বৃদ্ধ বিপত্নীকের হস্তে দেন—ফলে, কিছুদিন পর মেয়েটি বিধবা হইয়া আত্মহত্যা করে। করুণাময়ের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে—কপট প্রতিবেশী ধনবান্ রূপচাঁদ তাহার অকালকুষ্মাণ্ড পুত্রের বিবাহের জন্য অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল ও কনিষ্ঠ কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিল। ইহার পর করুণাময় ও তাহার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। পণপ্রথার শোচনীয় পরিণাম দেখানই নাটকখানির উদ্দেশ্য।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ইহাতে শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করিয়া ও তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া বহুবিবাহের দোষ বর্ণিত হইয়াছে।

বাইবেল, দি (Bible, The)—খৃষ্টানদের বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ। ইহা দুইটি খণ্ডে বিভক্ত: 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' এবং 'নিউ টেস্টামেণ্ট'। ওল্ড টেস্টামেণ্টে সৃষ্টির আদি হইতে খৃষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। খৃষ্টের বাণী ও তাঁহার শিষ্যদের প্রচারবার্তা 'নিউ টেস্টামেণ্ট' একত্রিত করা হইয়াছে। ওল্ড টেস্টামেণ্ট হিব্রু ভাষায় ও নিউ টেস্টামেণ্ট গ্রীক ভাষায় লিখিত ছিল। ইংলণ্ডে উইক্লিফ নামে এক ধর্মযাজক সাধারণের মধ্যে বাইবেলের প্রচার নিমিত্ত ল্যাটিন হইতে ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন। ১৬১১-এ এই দুই গ্রন্থের Authorized Version প্রকাশিত হয়। ইহা পরে সংশোধিত হইয়া ১৮৮৫-এ অধুনাতন প্রচলিত বাইবেলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলা প্রবাদ—সুশীলকুমার দে। বাংলা ছড়া ও প্রবাদ-সংগ্রহ। বিষয়বস্তু অনুসারে প্রবাদগুলির আলোচনা ও সেই প্রবাদগুলির মধ্যে বাংলার সামাজিক জীবনের চিত্রাঙ্কন গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য। ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান্।

বাংলা ব্যাকরণ—উইলিয়ম কেরী। ইহা হালহেডের আদর্শে সম্পূর্ণ ইংরাজীতে লেখা বাংলা ব্যাকরণ (১৮০১)। ইউরোপীয়দের বাংলা শিক্ষার জন্য ইহা রচিত হয়। ব্যাকরণটি 'বর্ণপরিচয়', 'যুক্তবর্ণ', 'শব্দ ও তাহার বিভিন্ন রূপ' ইত্যাদি এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল।

বাগ্‌দত্তা—অনুরূপা দেবী। উমাকান্ত সার্ব্বভৌমের পুত্র শচীনাথ কমলাকে ভালবাসে, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই কমলাকে কাশী চলিয়া যাইতে হয়। শচীনাথের বন্ধু মনীশের সঙ্গে কমলার সেখানে ভালবাসা হয় কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এদিকে শচীনাথ কমলার সন্ধান পাইয়া সেখানে যায় ও তাহাকে বিবাহ করে। কমলা কিন্তু শচীনাথকে ভালবাসিতে পারে নাই, সে ভালবাসিয়াছিল মনীশকে। পরে কমলার ইঙ্গিতে শচীনাথ অগ্নিকুণ্ড হইতে এক রমণীকে রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ দেয় ও মনীশ চিরকৌমারব্রত গ্রহণ করে।

বাঙ্গাল গেজেটি—বাঙ্গালী-পরিচালিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র। সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। ইহা ১৮১৮-এ প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। প্রথম পরিচ্ছেদে ভাষা ও অক্ষরের প্রবর্তনকাল, দ্বিতীয়ে ভাষা সম্বন্ধে কালবিভাগ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা, ভাষার অবস্থা, ছন্দের নিয়ম প্রভৃতি, তৃতীয়ে চৈতন্য, বৃন্দাবন দাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রভৃতির জীবনী ও গ্রন্থালোচনা, চতুর্থে ভারতচন্দ্র রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাভেদে তিনটী কাল কল্পিত হইয়াছে,—আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন। চৈতন্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আদ্য, চৈতন্যের পর হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্য ও ভারতচন্দ্র হইতে বর্ত্তমান—ইদানীন্তন।

বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম ভাগ)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বাঙ্গালার বেগম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনীগ্রন্থ। লুৎফন্নিসা, আমিনা, মণিবেগম, ঘসিটি, জিন্নতুন্নিসা ও আলিবর্দ্দী-বেগমের কীর্তিকাহিনী ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার মসনদ—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ইতিহাসকাহিনী অবলম্বনে লেখা রোমাণ্টিক নাটক (১৩১৭ বঙ্গাব্দ)। সরফরাজই বাঙ্গালার মসনদের নায়ক। নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বে নাট্যরস জমাইবার চেষ্টা আছে।

বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়। যদুনাথ সরকারের ভূমিকাসহ। ইহার মূল সংস্করণ দুইটি পর্ব্বে বিভক্ত। বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে ইহা একখানি প্রামাণ্য পুস্তক। ইহার একটি কিশোর সংস্করণও আছে। পুস্তকখানি রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালীর গান—দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত সঙ্গীত-পুস্তক। ইহাতে রামপ্রসাদ সেন হইতে আধুনিক সঙ্গীতরচয়িতাদিগের জীবনী ও গান প্রদত্ত হইয়াছে।

বাজীরাও—সখারাম গণেশ দেউস্কর। ইতিহাসগ্রন্থ। মারাঠাগণ যে শুধুই লুণ্ঠতরাজ করিত, এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য, পেশওয়া বাজীরাওএর জীবনী ও মারাঠাদিগের প্রজাপালন-প্রথা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

বাড়তির পথে বাঙ্গালী—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। প্রবন্ধ-পুস্তক। অর্থনীতির সমস্যা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। অর্থনীতির সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতও ইহাতে আছে।

বাণিজ্য—গিরীন্দ্রকুমার সেন। ব্যবসায়-বিষয়ক পুস্তক। বাণিজ্যিক বিষয়সমূহের নাম ও সংজ্ঞাদি ব্যতিরেকে বাণিজ্যবিষয়ক সমস্ত বিষয় নিখুঁতভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যবসাদারী চলিত ভাষায় বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী ও ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদও ইহাতে আছে।

বাবু—অমৃতলাল বসু। বিদ্রূপাত্মক প্রহসন-নক্সা (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। পলিটিক্যাল ও ধর্মঘটিত আন্দোলনের পিছনে যে ভণ্ডামি ও ভীরুতা লুকান থাকে, তাহাই 'বাবু' নাটকে উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে। কটাক্ষের বিশেষ লক্ষ্য নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। দুর্গতদের সাহায্যের চাঁদা যে উদ্যোক্তাদের দ্বারা আত্মসাৎ করা হয় লেখক সে সকল কথাও এই নাটকে বলিয়াছেন।

বামন-পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বামাবোধিনী পত্রিকা—মাসিক পত্রিকা (১৮৬০)। ইহা সম্পাদনা করিতেন মজিলপুরের উমেশচন্দ্র দত্ত। এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদায় বিষয় লিখিত হইত।

বামুনের মেয়ে—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। কুলীন, জমিদার ও সমাজনেতা চাটুজ্যে স্ত্রীর মৃত্যুর পর বালবিধবা শালী জ্ঞানদার অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া তাহার উপর অত্যাচার করে। ফলে জ্ঞানদার

গর্ভ হয়। সে ভ্রূণহত্যা করিতে চাহিল না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রিয় মুখুজ্যের বিদুষী কন্যা সন্ধ্যাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া চাটুজ্যে প্রিয় মুখুজ্যের মায়ের নামে দুর্নাম রটাইয়া তাহার বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয়। তখন প্রিয় মুখুজ্যে সন্ধ্যাকে লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। সঙ্গে জানদাও যায়। চাটুজ্যে আর একটি কুলীন-কন্যা বিবাহ করে।

বায়রন (Byron)—প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মরোয়া-লিখিত বায়রণের জীবনী। ইংলণ্ডের বিদ্রোহী কবি বায়রণের সম্বন্ধে দীর্ঘকাল সাধারণের মনে একটা প্রতিকূল ধারণা ছিল। এই গ্রন্থে মরোয়া সেই ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি শুধু কবি হিসাবে বায়রণকে বিচার করেন নাই—মানুষ হিসাবেও তাঁহার বিচার করিয়াছেন।

বায়ু-পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধ-গ্রন্থ। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, ধর্ম্ম, রাজনীতি প্রভৃতি উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

বাল্মীকি-প্রতিভা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতিনাট্য (১৮৮১)। দস্যুরাজ বাল্মীকি একটি বালিকাকে বলির জন্য আনয়ন করিলে, ঐ বালিকার ক্রন্দন শুনিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হয় ও তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দেন। এই দয়া হইতে প্রেম ও প্রেম হইতে কবিতার উৎপত্তি। দস্যু বাল্মীকির এইরূপ পরিবর্তন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বাল্মীকির জয়—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রবন্ধ-পুস্তক (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)। বশিষ্ঠ চাহিলেন বিদ্যাবলে পৃথিবী এক করিতে, বিশ্বামিত্র চাহিলেন বাহুবলে পৃথিবী এক করিতে। কিন্তু বাল্মীকি প্রেমবলে পৃথিবী এক করিলেন। এক বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হইয়া বাল্মীকির জয় ঘোষণা করিল। আর. আর. সেন 'The Triumph of Vålmiki' নাম দিয়া ১৯০৯-এ এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ)—রাজশেখর বসু। ইহা মূল বাল্মীকি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। কিন্তু ইহাতে সংক্ষেপের প্রয়োজনে কোনও মুখ্য বিষয় বাদ দেওয়া হয় নাই। বাল্মীকির রচনা-বৈশিষ্ট্য এবং মূল শ্লোকার্থ ইহাতে যথাসম্ভব বজায় রাখা হইয়াছে। গাঢ়বন্ধ গদ্যে ইহা অনূদিত। মূল রচনার সঙ্গে পাঠকদের কিছু সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটাইবার মানসে লেখক স্থানে স্থানে নমুনাস্বরূপ মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাহার স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দিয়াছেন। বাংলা ভাষায় মূলানুগ এইরূপ সার-সঙ্কলন ইহাই প্রথম।

বাসবদত্তা—মদনমোহন তর্কালঙ্কার। কাব্যগ্রন্থ (১৮৩৭)। কবি সুবন্ধুর মূল সংস্কৃত গদ্যকাব্য হইতে ইহা পয়ারাদি ছন্দে রচিত। মহেন্দ্রনগরের রাজপুত্র কন্দর্পকেতু কুসুমপুরের রাজকন্যা বাসবদত্তাকে স্বপ্নে দেখিয়া পাগল হন এবং বাসবদত্তাও স্বপ্নে কন্দর্পকেতুকে দেখেন। শুক-শারিকার সাহায্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হয় এবং বাসবদত্তাকে লইয়া কন্দর্পকেতু বিন্ধ্যারণ্যে পালান। সকালে বাসবদত্তাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে থাকিলে আকাশবাণীর সাহায্যে তিনি বাসবদত্তার প্রস্তররূপ দেখিতে পান। মুনির শাপে তাঁহার ঐ রূপ হইয়াছিল। কন্দর্পকেতুর স্পর্শে বাসবদত্তার শাপমোচন হয়। মদনমোহনের ইহা অবিকল অনুবাদ নহে। ভাব ও ভাষা মদনমোহনের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার (১ম ও ২য় খণ্ড)—অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৮৫১—৫৩)। জর্জ্জ কুম সাহেব লিখিত 'কন্সটিটিউশান অব ম্যান' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা রচিত। জগদীশ্বরের জগৎ পালনের নিয়মপ্রণালী, কোন্ নিয়মে চলিলে মানুষের উপকার ও কোন্ নিয়মে অপকার হইবে ইহাতে লিখিত হইয়াছে। এই দুই খণ্ড পুস্তকের শেষে সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরাজী অর্থ দেওয়া আছে।

বিক্রমোর্ব্বশী—১। কালিদাস-রচিত সংস্কৃত নাটক। কুবেরভবন হইতে ফিরিবার সময় উর্ব্বশী কেশী-দানব কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পুরূরবা তাঁহাকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী দেব-সভায় অভিনয়কালে অসাবধানে পুরূরবার নাম উচ্চারণ করায় নাট্যাচার্য্য ভরতের শাপে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া পুরূরবার সহিত কালযাপন করিতে থাকেন। হরেস্ হেম্যান উইল্‌সন ইংরাজীতে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। ২। কালীপ্রসন্ন সিংহ। কালিদাসের সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ (১৮৫৭)। লেখক ইহা মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বিচিত্রিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পিগণের ছবি সমেত ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা আছে। ছবি ও কবিতার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গ্রন্থখানি কাব্যজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিজয়-বসন্ত—অমৃতলাল বসু। নাটক (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। ইহার অপর নাম 'বিমাতা'। বৃদ্ধবয়সে জয়পুরের রাজা জয়সেন রূপমুগ্ধ হইয়া দুর্জ্জয়মরীর পাণিগ্রহণ করেন ও প্রথমা স্ত্রীর পুত্র বিজয় ও বসন্তকে উপেক্ষা করিতে থাকেন। দুর্জ্জয়মরী বিজয়ের প্রতি আসক্ত হইলে বিজয় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে—ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে বিজয়ের নামে রাজার নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, বিজয় তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী এবং বসন্ত তাহার সাহায্যকারী। রাজা পুত্রদ্বয়ের মস্তক ছেদনের আদেশ দিলে উভয়ের অস্ত্রশিক্ষক বলবন্ত উহাদের গোপনে ছাড়িয়া দিলেন। বিজয়ের মৃত্যুসংবাদে দুর্জ্জয়মরী আক্ষেপ সহকারে পাপবাসনা ব্যক্ত করিয়া আত্মহত্যা করিল। অনুতপ্ত রাজা বহু অনুসন্ধানের পর বিজয় ও বসন্তকে পাইয়া তাহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই নামে হরিনাথ মজুমদারেরও একটি গ্রন্থ (১৮৭৯) আছে। এই গদ্যকাহিনীতে একটি প্রচলিত রূপকথা রূপ পাইয়াছে।

বিদগ্ধমাধবম্—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত নাটক। বৃন্দাবনস্থ কেশী তীর্থে নানাদেশাগত ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে গোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশ হেতু এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনম্—বসন্তকুমার কবিরাজ। কৌতুক ও রহস্যপূর্ণ কতকগুলি সংস্কৃত কবিতা টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা—কবি রাজশেখরের সংস্কৃত নাটিকা। ত্রিলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধরের গুপ্ত প্রেমলীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা চিত্রশালায় মৃগাঙ্কাবলীর চিত্র ও একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির সন্দর্শনে মুগ্ধ হন এবং পরে মৃগাঙ্কাবলীকে বিবাহ করেন।

বিদ্যাদর্শন—অক্ষয়কুমার দত্ত-পরিচালিত মাসিক পত্র। ১৮৪২-এর জুন মাসে প্রথম প্রকাশ। ইহার মাত্র ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যাপতি—নগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত। বিদ্যাপতির পদাবলীর বিরাট ও প্রামাণিক সংস্করণ মৈথিলী পণ্ডিতের সহায়তায় সম্পাদিত।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস (ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন-গীতিকা)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত বৈষ্ণব-কবিতা-সংগ্রহ। ইহাতে বহু বৈষ্ণব কবিতা পাদটীকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকটির ভূমিকা ও পরিশিষ্টে কবিপরিচয় কাব্যবোধের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভূমিকায় বাংলা ভাষা

ও বৈষ্ণব কবিতার লালিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে অনেক বৈষ্ণব কবির জন্মের স্থানকালাদির সম্বন্ধে গবেষণা আছে।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। নেপালের পুঁথি ও গ্রীয়ার্সন প্রভৃতি মনীষীগণের রচনার উপর ভিত্তি করিয়া ইহা লেখা। ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান্। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক তথ্যই তাহাতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতি-পদাবলী—কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ-সম্পাদিত ও বিদ্যাপতি-লিখিত। বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষার সম্মিলিত পদ্যে ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। টীকায় মূলের দুর্বোধ শব্দের অর্থ ও ভাব দেওয়া আছে। বিদ্যাপতির জীবনী ও মৈথিলীর বর্ণমালাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার। জীবনী-গ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী ও কার্য্যকলাপ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। শম্ভুচরণ বিদ্যারত্ন এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিদ্যাসাগরের জীবনী লিখিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দর—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়-প্রণীত কাব্য। বর্দ্ধমানরাজ বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যিনি তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিবেন, তিনিই তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। অনেক রাজপুত্র বিচারে পরাজিত হইল। কাঞ্চীরাজপুত্র সুন্দর বিদ্যা লাভের আশায় গোপনে বর্দ্ধমানে আসিয়া হীরা নামে মালিনীর গৃহে অবস্থান করেন। হীরা বিদ্যাকে ফুল যোগাইত। একদিন সুন্দর অদ্ভুত একটি মালা গাঁথিয়া বিদ্যার নিকট পাঠাইলে তিনি মুগ্ধ হইলেন। সুন্দর কালীমন্ত্রের প্রভাবে সুড়ঙ্গ করিয়া বিদ্যার নিকট গেলেন। বিদ্যার সহিত তাঁহার গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইলে তিনি প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করিতে থাকেন এবং তাহার ফলে বিদ্যার গর্ভ হয়। সুন্দর বিদ্যার ঘরে ধরা পড়িলে রাজ-আজ্ঞায় তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। মশানে কালী আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। রাজা সুন্দরের প্রভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনুসন্ধানে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিলেন এবং বিদ্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই কাব্য কবিকৃত অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত। বররুচি এই গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন। তিনি উজ্জয়িনীই ইহার ঘটনাস্থল বলিয়া নির্দেশ করেন। নিমতার কৃষ্ণরামের রচনায় বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই, রামপ্রসাদের গ্রন্থে আছে। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের গ্রন্থ অবলম্বনে এই কাব্য লিখেন। কৃষ্ণরামের মালিনী বিমলা। রামপ্রসাদ বিধু ব্রাহ্মণী নামে একটি চরিত্রের সৃষ্টি করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমক্ষে গায়ক নীলমণি কণ্ঠাভরণ কর্তৃক গীত হয়। ১৮১৬-এ ইহা প্রথম ছাপা হয়। রামপ্রসাদ, কৃষ্ণরাম প্রভৃতি আরও কয়েকজন বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত একটি মূল্যবান্ সংস্করণ আছে। এই সংস্করণে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিদ্যাসুন্দরের বিভিন্ন কাহিনীর অনুবাদ এবং গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, মধুসূদন, কবীন্দ্র, ভারতচন্দ্র, রাধাকান্ত ও রামপ্রসাদ লিখিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনী সংকলিত হইয়াছে।

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা—কালীপ্রসন্ন সিংহ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২০শে এপ্রিল, ১৮৫৫। ইহা মাসিক পত্রিকা ছিল। ইহাতে কালীপ্রসন্নের রচনাবলী, বিশেষতঃ যে সকল প্রবন্ধ তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে পাঠ করিতেন তাহা মুদ্রিত থাকিত।

বিদ্রোহ—স্বর্ণকুমারী দেবী। উপন্যাস (১৮৯০)। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি মেবারের আদিরাজ গুহের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র নাগাদিত্যের সময়ে যে ভীষণ ভীলবিদ্রোহ হয় তাহাই লইয়া ইহা রচিত।

বিধবাবিবাহ নাটক—উমেশচন্দ্র মিত্র। বিয়োগান্ত নাটক (১৮৫৬)। কীর্ত্তিরাম ঘোষের বিধবা কন্যা সুলোচনার সহিত প্রতিবেশী রামকান্ত বাবুর পুত্র মন্মথের গুপ্ত প্রণয় হয়। একথা প্রকাশ পাইলে সুলোচনা লজ্জায়, অনুতাপে আত্মহত্যা করে। একাদশীর দিন বলিয়া কেহ তাহাকে এক ফোঁটা জলও পান করিতে দেয় নাই। গ্রন্থখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত। বাঙ্গালা ভাষায় এইখানি প্রথম বিয়োগান্ত নাটক বলিয়া পরিগণিত।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সামাজিক গ্রন্থ। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বিন্দুর ছেলে—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গল্পপুস্তক। ইহাতে 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' ও 'পথ-নির্দ্দেশ' এই তিনটি গল্প স্থান পাইয়াছে। যাদব ও মাধব দুই বৈমাত্র ভাই। যাদবের ছেলে অমূল্য। মাধবের কোনও পুত্র-সন্তান হয় নাই। তাহার স্ত্রী বিন্দুবাসিনী অমূল্যকে লইয়া থাকে এবং তাহাকে আদর্শ ছেলে হিসাবে গড়িতে চায়। কিন্তু যাদবের ভাগ্নে নরেন এ বাড়ীতে আসিয়া পড়াতে অমূল্য তাহার সংস্পর্শে বিন্দুর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অশান্তির সৃষ্টি হয় ও বিন্দু পিত্রালয়ে চলিয়া যায়। সেখানে তাহার অসুখ করে এবং সে মরণপণ করিয়া ঔষধপত্র কিছুই খায় না। শেষে অমূল্য, যাদব ও তাহার স্ত্রী অন্নপূর্ণা আসিলে গল্পের উপসংহার ঘটে।

বিপ্রদাস—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। দ্বিজদাস ও কল্যাণীর বৈমাত্রেয় বড় ভাই বিপ্রদাস। দ্বিজদাসের মাতা দয়াময়ী। বিপ্রদাসের স্ত্রী সতী। কল্যাণীর বিবাহ হয় শশধর নামে দ্বিজদাসের এক বন্ধুর সঙ্গে। সতীর বিলাত-ফেরত কাকার কন্যা বন্দনা। প্রাচীন আচারপদ্ধতি-সম্পন্ন এই পরিবারে একদিন বন্দনার আবির্ভাব ঘটিল, কিন্তু এই প্রাচীন পরিবেশে থাকিতে না পারিয়া বন্দনা কলিকাতায় চলিয়া আসে। দ্বিজদাসের সঙ্গে বন্দনার বিবাহ দিবার ইচ্ছা দয়াময়ীর ছিল কিন্তু ঘটিয়া উঠিল না। এদিকে বিপ্রদাসের সঙ্গে দয়াময়ীর সামান্য মনোমালিন্য ঘটায় বিপ্রদাস স্ত্রী ও পুত্র বাসুকে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হয় এবং সতী মারা গেলে দেশে ফিরিয়া আসে। পরে দ্বিজদাসের সঙ্গে বন্দনার বিবাহ হয় এবং সে বাসুর ভার গ্রহণ করে। বিপ্রদাস ও দয়াময়ী তীর্থে চলিয়া যান।

বিবাহ-বিভ্রাট—অমৃতলাল বসু। শিক্ষাত্মক প্রহসন (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। ইহা অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। ঋণের দায়ে গোপীনাথ সরকারের ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বন্ধক পড়িয়াছিল; তিনি পুত্র নন্দলালের বিবাহ দিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। মন্মথ মিত্রের কন্যার সহিত নন্দলালের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহ-রাত্রিতে নন্দলাল চার হাজার টাকার উপর পণ আদায় করিল। কিন্তু সে টাকা পিতাকে না দিয়া সে সাহেবী ভাবাপন্ন মিঃ সিং ও তাঁহার উচ্চশিক্ষিতা পত্নী বিলাসিনী কারফর্মার পরামর্শে সেই টাকা লইয়া বিলাত যাত্রার উদ্যোগ করিল। নন্দলাল বাসরঘর হইতেই টাকা লইয়া পলায়ন করে। তাহার পিতা বাধাদানের চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের বিলাতে গিয়া সাহেব হইবার নেশা, বাঙ্গালী মেয়ের ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া মেম সাজিবার ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ করিয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছিল।

বিবিধ-প্রবন্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধ-পুস্তক। দুইটি ভাগে বিভক্ত। সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ (১২৯৪ বঙ্গাব্দ) প্রথম ভাগে ও ধর্ম্ম-ইতিহাস-অর্থনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে (১৮৯২) সংকলিত হয়। এগুলি পূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হইয়াছিল।

বিবিধার্থসংগ্রহ—মাসিক পত্রিকা (১৮৫১)। সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইহাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীব-সংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্যদ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস" ইত্যাদি বিষয়ে ইহাতে আলোচনা থাকিত।

বিবেকচূড়ামণি—শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত দার্শনিক গ্রন্থ। জগৎ যে মায়ামাত্র এবং তত্ত্বজ্ঞানলাভই যে সংসারে সুখলাভের একমাত্র উপায়, তাহা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বিমলা—দামোদর মুখোপাধ্যায়। বিমলা ও যোগেশের প্রেমকাহিনী উপন্যাসটির বিষয়-বস্তু (১৮৭৭)।

বিয়ে পাগলা বুড়ো—দীনবন্ধু মিত্র। সামাজিক রঙ্গনাট্য। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজীব মুখোপাধ্যায় বিপত্নীক হইবার পর পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য পল্লীর ছেলেরা ষড়্‌যন্ত্র করে। তাহারাই রাজীবের সম্বন্ধ আনে এবং তাহাদের উদ্যোগে রাজীবের বিবাহের ব্যবস্থা হয়। রাজীব বিবাহের পর বৌকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া দেখেন যে, ছেলেরা অতি বৃদ্ধা পেঁচোর মার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছে।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ভক্তিমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক (১২৯৩ বঙ্গাব্দ)। বিল্বমঙ্গল ধনী যুবক। তিনি বারাঙ্গনা চিন্তামণিকে ভালবাসিয়াছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে বিল্বমঙ্গল অন্ধকার রাত্রিতে কাষ্ঠভ্রমে মৃতদেহের উপর ভর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে নদী পার হন এবং সেই অবস্থায় চিন্তামণির নিকট আসিয়া পৌঁছান। তাঁহার এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া চিন্তামণি তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং এই আগ্রহ ঈশ্বরে নিবেদন করিতে বলেন। তখন হইতে বিল্বমঙ্গলের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি গৃহত্যাগ করেন। ইহার পর বিল্বমঙ্গল এক বণিকের অতিথি হন এবং বণিক্‌কে তাঁহার স্ত্রীকে পাঠাইয়া অতিথি সৎকার করিতে বলেন। পরে তিনি নিজের রূপমোহের বিষয় বুঝিতে পারেন এবং নিজের চক্ষু তুলিয়া ফেলেন। ভক্তমালে বর্ণিত বিল্বমঙ্গলকাহিনীর সঙ্গে সুরদাসের জীবনী মিলাইয়া নাটকটির আখ্যানভাগ গঠিত। এই নামে কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটি নাটক (১৮৮৭) রচনা করিয়াছিলেন।

বিশ্বকোষ—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় অনুজ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ইহার প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। বিখ্যাত ডাকাত সর্দ্দার বিশ্বনাথ বা 'বিশে ডাকাতে'র জীবনকাহিনী। বঙ্গে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম দিকে বিশ্বনাথের কীর্ত্তি-কলাপে সমস্ত বাঙ্গালা সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণনগর হইতে দশ মাইল দূরে আশা গ্রামে তাহার জন্ম হয়। সে কালনার গদী হইতে একবার দশ হাজার টাকা লুঠ করে। আর একবার সে নীলকর ফেডী সাহেবের কুঠী লুঠ করিয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব তাহাকে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিশ্বনাথ ডাকাত হইলেও দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল।

বিশ্বপরিচয়—১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিজ্ঞানের কাহিনী লইয়া রচিত পুস্তক। ২। এই নামে দেব সাহিত্য কুটিরের একটি বিরাট ইতিহাসগ্রন্থও আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস ছোটদেরও উপযোগী করিয়া ইহাতে মনোরম ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বহু চিত্রে সমৃদ্ধ।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে বিখ্যাত লেখকগণ কর্তৃক রচিত গ্রন্থ। প্রায় একশতখানি এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ'। বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সঙ্গে শিক্ষিত মনের যোগ-সাধন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থগুলি লিখিত।

বিষবৃক্ষ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। ইহা তাঁহার চতুর্থ উপন্যাস। ১২৭৯ সালে 'বঙ্গদর্শনে' ইহা প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্র দত্ত নামে গোবিন্দপুরের এক জমিদার কুন্দনন্দিনী নামে একটি অনাথা কন্যাকে জ্ঞাতিভ্রাতা তারাচরণের সঙ্গে বিবাহ দেন। কিন্তু কুন্দ বিধবা হইয়া নগেন্দ্রের কাছে ফিরিয়া আসে ও উহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। নগেন্দ্রের স্ত্রী সূর্য্যমুখী ইহা দেখিয়া তাঁহার স্বামীর সঙ্গে কুন্দর বিবাহ দিয়া গৃহত্যাগ করেন। পরে তিনি ফিরিয়া আসেন ও কুন্দ বিষপানে আত্মহত্যা করে। দেবেন্দ্র, কমলমণি ও হীরা ঝি গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র।

বিষাদ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কাল্পনিক নাটক। অযোধ্যার রাজা অলর্ক কাশীরাজের বোন সরস্বতীকে বিবাহ করেন। কিন্তু অলর্ক উজ্জ্বলা নামে এক গণিকাকে লইয়া মত্ত থাকেন। তখন সরস্বতী পুরুষের বেশে উজ্জ্বলার গৃহে ভৃত্যরূপে কাজ করে ও বিষাদ নামে আত্মপরিচয় দেয়। এইভাবে সে স্বামীর সঙ্গসুখ অনুভব করিত। রাজাকে উজ্জ্বলা কারারুদ্ধ করিলে বিষাদের চেষ্টায় অলর্ক রক্ষা পান, কিন্তু বিষাদ নিহত হয়। কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র মাধব। তাহার বুঝিবার দোষেই নাটকের এই পরিণতি।

বিষাদ-সিন্ধু—মীর মশাররফ হোসেন। ইহা তিন পর্ব্বে বিভক্ত। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে মীর সাহেব ইহা রচনা করেন। মহরমের মূল ও মর্ম্মকাহিনী অর্থাৎ এজিদের সঙ্গে খলিফার পদ লইয়া হজরত মহম্মদের দুই দৌহিত্র হাসান ও হোসেনের প্রতি-দ্বন্দ্বিতা এবং মৃত্যুবরণের কাহিনী লইয়া গ্রন্থখানি রচিত, কাজেই করুণ ও ভক্তিরসের যথেষ্ট প্রাবল্য ইহাতে আছে।

বিষ্ণুপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বিষ্ণুসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

বিসর্জ্জন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট নাটক (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)। ইহার অনেকগুলি সংস্করণ হয়। প্রত্যেক সংস্করণে পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে পঞ্চম বা শেষ সংস্করণ চলিত আছে। ইহার আখ্যানভাগ 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ লইয়া পরিকল্পিত।

বীথিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। 'অতীতের ছায়া', 'উদাসীন' ইত্যাদি কবিতা আছে। 'মিলনযাত্রা', 'গল্প-কবিতা', 'আধুনিকা ও পত্র' ছড়া কবিতা ও 'নিমন্ত্রণ' নামে একটি সরস ও ভাবগম্ভীর কবিতা আছে।

বীরবলের হালখাতা—প্রমথ চৌধুরী। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৯১৭)। ইহাতে লেখকের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। লেখকের গদ্যরচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

বীরবাহু কাব্য—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বদেশপ্রেমমূলক কাল্পনিক উপাখ্যান (১৮৬৪)। বীরবাহু কান্যকুব্জের যুবরাজ। পাঠানদের সহিত যুদ্ধে তিনি আহত হন এবং পাঠানরা তাঁহার পত্নী হেমলতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। আরোগ্য লাভ করিয়া বীরবাহু প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দিল্লী যাত্রা করেন এবং নানা দুর্বিপাকের মধ্য দিয়া দিল্লীতে পৌঁছিয়া পাঠানরাজকে হত্যা ও হেমলতাকে উদ্ধার করেন।

বীরাঙ্গনা কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কাব্যগ্রন্থ (১৮৬২)। ওভিডের 'হিরোইক এপিস্‌লসে'র ধাঁজে রচিত। গ্রন্থের কবিতা-গুলি পত্রচ্ছলে রচিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত ১১টি পত্র আছে; যথা—দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের

প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা, অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী ও নীলধ্বজের প্রতি জনা।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সামাজিক রঙ্গনাট্য (১৮৫৯)। ভক্তপ্রসাদ নামে এক ভণ্ড বৈষ্ণব জমিদার তাহার প্রজা হানিফ গাজীর স্ত্রী ফতেমার রূপে মুগ্ধ হইয়া এক অন্ধকার রাত্রিতে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিয়া তাহাকে একটি ভগ্ন শিবমন্দিরের নিকট লইয়া আসে, কিন্তু হানিফ ও পল্লীর শীর্ষস্থানীয় বাচস্পতি তখন সেই মন্দিরের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল; তাহারা সেই সময় আত্মপ্রকাশ করিয়া বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদকে লাঞ্ছনা করে।

বুদ্ধদেব-চরিত—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'অবতার মহাপুরুষ' নাটক (১৮৮৭)। ইহা এডুইন আর্ণল্ডের 'লাইট অব এসিয়া' কাব্য অবলম্বনে রচিত।

বৃত্রসংহার—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকাব্য। ইহা দুই খণ্ডে বাহির হয় (১৮৭৫, ১৮৭৭)। কাব্যটিতে ২৪টি সর্গ আছে। মহাদেবের বরপ্রাপ্ত অসুররাজ বৃত্র কর্ত্তৃক স্বর্গ অধিকার হইতে দধীচির দেহাস্থি-নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা তাহার নিধনের কাহিনী কাব্যটির বিষয়বস্তু।

বৃহৎকথা—প্রাকৃত ভাষায় লেখা প্রকাণ্ড গল্পের বই। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গুণাঢ্য নামে এক পণ্ডিতের রচনা। সোমদেব ভট্টের সংস্কৃত অনুবাদটির নাম—কথা-সরিৎসাগর।

বৃহৎ বঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে আদি কাল হইতে পলাশী যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গের বিভিন্ন রাজবংশের পরিচয় ও কীর্ত্তি-কাহিনী ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বৃহৎ-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—বেদের 'আরণ্যকে'র যে ছয় অধ্যায়ে সংসারত্যাগিগণের অরণ্যাশ্রমের নিভৃত চিন্তায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নির্দ্দেশসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই আরণ্যক। জ্ঞানসম্পদে এবং আকারে বিপুল ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার নাম বৃহদারণ্যক। ইহা উপনিষদের মূল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মহেশচন্দ্র পাল সর্ব্বপ্রথম এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য এই গ্রন্থের একখানি বিস্তৃত টীকা রচনা করেন। তাহার উপর সুরেশ্বরাচার্য্য 'বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক' নামে একখানি টীকা রচনা করেন। সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা ফার্সীভাষায় এবং জার্ম্মাণ দার্শনিক ডয়সন জার্ম্মাণ ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বৃহদ্ভাগবতামৃতম্—সনাতন গোস্বামিকৃত সংস্কৃত বৈষ্ণব-গ্রন্থ। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে এই গ্রন্থখানিই অবলম্বন-স্বরূপ। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড—'ভগবৎ কৃপাভার নির্দ্ধারণ'; দ্বিতীয় খণ্ড—'গোলোক-মাহাত্ম্য'। মুক্তির উপায়স্বরূপ ভক্তি কি ভাবে অর্জ্জন সম্ভব, তাহা এই গ্রন্থে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃহস্পতি সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

বেঙ্গল পেজ্যাণ্ট লাইফ (Bengal Peasant Life)—লালবিহারী দে। অপর নাম 'গোবিন্দ সামন্ত' (১৮৭৪)। ইহাতে বর্দ্ধমানের উত্তর অঞ্চলের চাষীঘরের নিখুঁত চিত্র আছে।

বেণী সংহার—ভট্টনারায়ণ-প্রণীত সংস্কৃত পৌরাণিক নাটক। ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে দুর্য্যোধনের বক্ষোরক্ত দিয়া তিনি দ্রৌপদীর বেণী সংহার অর্থাৎ বন্ধন করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া তিনি কি ভাবে কৌরবদিগের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার বাংলা অনুবাদ করেন।

বেণু ও বীণা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ইহাই কবির প্রথম সার্থক কাব্যগ্রন্থ (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। ইহা কতকগুলি সুমধুর কবিতার সমষ্টি।

বেণের মেয়ে—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বৌদ্ধযুগে বাংলার একটি চিত্র ইহাতে অঙ্কিত। সাতগাঁয়ের বণিক বিহারী দত্তের কন্যাকে অবলম্বন করিয়া কাহিনীটি বিবৃত। লেখকের ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

বেতাল পঞ্চবিংশতি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রূপকথা-গ্রন্থ। গ্রন্থখানি হিন্দী 'বেতাল পচিশি' কিংবা শিবদাস ভট্ট-রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশক' অবলম্বনে রচিত। একদা এক সন্ন্যাসী মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে শ্মশান হইতে এক মৃতদেহ লইয়া আসিতে বলে। বিক্রমাদিত্য যখন শব লইয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় শবস্থিত বেতাল তাঁহাকে ২৫টি উপাখ্যান শুনাইয়া ২৫টি প্রশ্ন করে। মহারাজ যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে বেতাল তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলে যে, মহারাজকে হত্যা করাই সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য। অতঃপর মহারাজ বেতালের উপদেশে সন্ন্যাসীকে হত্যা করেন।

বেদপ্রকাশিকা—উমেশচন্দ্র বটব্যাল। প্রবন্ধ-গ্রন্থ। ইহাতে বেদের বিবিধ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনম্—'দর্শন' দ্রঃ।

বেদৌরা—ক্ষীরোদপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতিনাট্য (১৩০৯ বঙ্গাব্দ)। আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত চীনরাজকন্যা বেদৌরার সহিত দৈত্য ও পরীর চেষ্টায় কারারুদ্ধ খাদেমান রাজ্যের রাজপুত্র কমরলজমানের প্রেম ও বিবাহের কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত।

বেন-হুর (Ben-Hur)—লিউ ওয়ালেস। উপন্যাস (১৮৮০)। পুরা নাম Ben-Hur, A Tale of the Christ. ইহা ১৮৯৯-এ নাট্যাকারে লিখিত হয়। জুডিয়ার রোমক শাসকের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে জুডা বেন-হুর অভিযুক্ত হন। তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পরে তিনি পলায়ন করেন ও রোমক রাজকর্ম্মচারীরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময় যে বন্ধু মেসালার অভিযোগে তিনি দণ্ডিত হইয়াছিলেন, সেই মেসালার সঙ্গে গাড়ী চালানর প্রতিযোগিতায় নামেন। মেসালা আহত হয় ও পরে তাহার স্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত হয়। বেন-হুরের মা ও ভগিনীও জেলে ছিলেন। বেন-হুর তাঁহাদের উদ্ধার করেন। তাঁহারা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন। পরে যীশুখ্রীষ্টের দয়ায় তাঁহাদের রোগ সারিয়া গেলে তাঁহারা তিনজনেই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

বেয়োউল্‌ফ্‌ (Beowulf)—ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। তিন হাজার কুড়ি ইহার পঙ্‌ক্তিসংখ্যা। বেয়োউল্‌ফ্‌ খুব বড় যোদ্ধা, সুইডেনের গাটল্যাণ্ডে (Gautland) তাহার বাস; জীল্যাণ্ডের (Zealand) হ্রথ্‌গার (Hrothgar) নামে এক রাজার সাহায্যার্থে তাহাকে যাইতে হয়। কারণ গ্রীণ্ডেল (Grendel) নামক এক ভীষণ দৈত্য রাজ প্রাসাদের হল হেরোটে (Heorot) আসিয়া অত্যন্ত উৎপাত করিত। গ্রীণ্ডেল থাকিত সমুদ্রের ধারে এক জলাভূমিতে। বেয়োউল্‌ফ্‌ যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত ও নিহত করে, কিন্তু তাহার পর তাহাকে গ্রীণ্ডেলের মার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। জলের নীচে যুদ্ধ হয় এবং অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর বেয়োউল্‌ফ্‌ জয়লাভ করে। ইহার পর বেয়োউল্‌ফ্‌ প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করে। শেষে এক দুর্দ্ধর্ষ ড্রাগনের সহিত তাহাকে লড়িতে হয়। ড্রাগনটি নিহত হয়, কিন্তু তাহার দেহের বিষ বেয়োউল্‌ফের দেহে প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে সে মারা যায়। এই গ্রন্থে তখনকার সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার বিষয় অনেক কিছু জানা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইহার এক পাণ্ডুলিপি প্রথম পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপিটি আনুমানিক দশম শতকের।

বৈকুণ্ঠের উইল—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উপন্যাস (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। বৈকুণ্ঠ মজুমদারের একটি দোকান ছিল। সে দোকানদারী করিয়া অগাধ অর্থ সঞ্চয় করে। তাহার প্রথমা স্ত্রীর পুত্র গোকুল, দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্র বিনোদ। বিনোদ কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিতে যায় ও পিতার মৃত্যুকালে আসে নাই। পিতা সমস্ত সম্পত্তি গোকুলকে দিয়া যান। গোকুল কিন্তু বিমাতা ভবানী ও বিনোদকে পূর্ব্বের মত ভালবাসে। কিন্তু তাহার শ্বশুর আসিলে সংসারে অশান্তি দেখা দেয় এবং বিনোদ ও ভবানী বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তখন গোকুল সমস্ত বুঝিতে পারিয়া শ্বশুরকে তাড়ায় এবং বিমাতা ও ভাইকে ফিরাইয়া আনে।

বৈকুণ্ঠের খাতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস (১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ দুই ভাই। বৈকুণ্ঠের নেশা ছিল গান রচনা করা ও তাহার গানের একটি খাতাও ছিল। অবিনাশকে বিবাহ দিবার পর তাহার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাহার বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে ও তাহার উপর দৌরাত্ম্য করে। তখন অবিনাশ তাহাদের তাড়াইয়া দেয় এবং বৈকুণ্ঠ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে চায়। শেষ পর্য্যন্ত সে অবশ্য থাকিয়া যায় ও গানের সাধনা করিতে থাকে। বিপিন বলিয়া একটি পার্শ্বচরিত্র মনোরম।

বৈতরণীর তীরে—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে 'বনফুল'। উপন্যাস। এক সরকারী ডাক্তার নিত্য মড়া কাটিতেন। তাঁহারই অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। ডাক্তার যেন শবব্যবচ্ছেদাগারে বসিয়া আছেন এবং যে সকল ব্যক্তির মৃতদেহে তিনি অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন তাহারা রাত্রির অন্ধকারে তাঁহার নিকট আসিয়া নিজ নিজ কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে।

বৈশেষিকদর্শনম্—'দর্শন' দ্রঃ।

বৈরাগ্যশতকম্—ভর্তৃহরি প্রণীত একশত শ্লোকে রচিত কাব্য। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় সংসারের অসারতা।

বোধেন্দুবিকাস—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। নাটক (১২৭০ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্' অবলম্বনে এই নাটকখানি গদ্যে পদ্যে রচিত।

বোধোদয়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পাঠ্য-পুস্তক।

বোম্বাই চিত্র—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বইখানি সচিত্র (১৮৮৯)। রাজকার্য্যে লেখক বোম্বাইয়ে অনেকদিন ছিলেন। সেই সময়ে ইহা রচিত। ইহাতে তুকারাম, প্রবাসপত্র, বোম্বাই রায়ত, সিন্ধু কাহিনী, বিজাপুর, বোম্বাই সহর, সিংহলে ভ্রমণ বৃত্তান্ত (বাল্য রচনা), ভারতবর্ষীয় ইংরাজ ইত্যাদি কয়েকটি প্রবন্ধ আছে।

বৌঠাকুরাণীর হাট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য এবং কন্যা বিভা প্রতাপের পিতৃব্য বসন্ত রায়ের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। প্রতাপ ইহা পছন্দ করিতেন না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। প্রতাপ একবার জামাতা রামচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। কিন্তু উদয়াদিত্যের চেষ্টায় তিনি রক্ষা পান। ইহাতে প্রতাপ পুত্রকে কারারুদ্ধ করেন। কিছুকাল পরে উদয়াদিত্য রাজ্যত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিয়া কাশী চলিয়া যান। বিভাও স্বামিগৃহে যাত্রা করেন। কিন্তু রামচন্দ্র বিভাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। বিভা কাশীতে গিয়া উদয়াদিত্যের নিকট রহিলেন। চন্দ্রদ্বীপে যে বাজারের নিকট বিভার নৌকা থামিয়াছিল, তাহা 'বৌঠাকুরাণীর হাট' নামে প্রসিদ্ধ হয় বলিয়া গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

বৌদ্ধ গান ও দোহা (হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ও সঙ্কলিত। প্রাচীন বাঙ্গালায় লেখা চর্য্যাগীতি। এগুলি ভারতীয় আর্য্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

বৌদ্ধ দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

ব্যাক্ টু মেথুসেলা (Back to Methuselah)—জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'-রচিত বিরাট্ পঞ্চনাট্যচক্র (১৯২১)। ইহা পাঁচটি অংশে বিভক্ত। প্রথম—'ইন দি বিগিনিং' (4004 A. D.), দৃশ্য—ইডেন উদ্যান ; দ্বিতীয়—'দি গস্‌পেল অব দি ব্রাদার্স বারণাবাস', দৃশ্য—আধুনিক কাল; তৃতীয়—'দি থিং হ্যাপেন্স' (A. D. 2170) ; চতুর্থ—'ট্র্যাজেডি অব এ্যান এল্ডার্লি জেণ্টল্‌ম্যান' (A. D. 3000) ; পঞ্চম—'এ্যাজ্ ফার্ এ্যাজ্ থট্ ক্যান রীচ' (A. D. 13,1920). এই নাটকে শ' তাঁহার মহামানবের আদর্শবাদ পরিপূর্ণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং জগতের ভবিষ্যতে কিরূপ পরিবর্তন হইবে, তাহার এক কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

ব্যাচিলর অব্ আর্ট্‌স, দি (Bachelor of Arts, The)—আর. এন. নারায়ণ। ইংরাজীতে লেখা ভারতীয় উপন্যাস (১৩৬০)।

ব্যাবিট (Babbit)—সিনক্লেয়ার লুইস। মার্কিণ উপন্যাস (১৯২২)। বর্ত্তমান শতাব্দীর জেনিথ নামে এক সমৃদ্ধিশালী মার্কিণ শহরের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এখানে মানুষের মনও যন্ত্রের মত কাজ করে। এই পটভূমিকায় জর্জ্জ ব্যাবিট নামে এক দালালের জীবনযাত্রাপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাস-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য—মধুসূদন দত্ত। কাব্য-গ্রন্থ (১৮৬১)। বংশীধ্বনি, জলধর, ময়ূরী প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকার হৃদয়ে যে আকুলতা উপস্থিত হয়, ইহাতে তাহাই কবিতায় রূপ পাইয়াছে।

ব্রতমালা—রামপ্রাণ গুপ্ত। কতকগুলি ব্রতকথার সমষ্টি। ইহাতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত কতকগুলি ব্রতকথা স্থান পাইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ব্রহ্মসূত্র—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ ভগবদ্ ব্যাসদেব। সংস্কৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বহু নাম প্রসিদ্ধ, যথা—বেদান্তদর্শন, ব্রহ্মসূত্র, ব্যাসসূত্র, উত্তরমীমাংসা ইত্যাদি। জীব-জগৎ ঈশ্বর মুক্তি এবং তাহার সাধন প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়ে বেদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্তভাবে লিপিবদ্ধ করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ধর্ম্মগ্রন্থ (১৮৬১)। ইহাতে উপনিষদের কতকগুলি সূত্রের সাহায্যে ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিই ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

ব্রুট অব্ লায়ামন্ (Brut of Layamon)—Worcestershireএ Arley Regisএর ধর্ম্মযাজক লায়ামন্ এই ইতিহাস গ্রন্থটি লেখেন। Wace নামক লেখকের রচনা এই ঐতিহাসিক কাহিনীর ভিত্তি। ইহাতে প্রাগৈতিহাসিক ব্রুটাস হইতে কাড্‌ওয়ালডার পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকে আর্থার ও কিং লীয়ার প্রভৃতির কাহিনী প্রথম বর্ণিত হইয়াছে।

ব্লিক হাউস (Bleak House)—চার্লস্ ডিকেন্স। ইংরাজী উপন্যাস (১৮৫২—৫৩)। বিচারবিভাগীয় অন্যায়সমূহকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত।

ব্লু বার্ড, দি (Blue Bird, The)—বেলজিয়ামের বিখ্যাত নাট্যকার মরিস মেটারলিঙ্ক-প্রণীত প্রসিদ্ধ রূপক নাটক। তিতিল ও মিতিল দুই দুঃসাহসী বালক বালিকা। নীলপাখী তাহাদের আনন্দের উৎস। নীলপাখী ধরিবার জন্য তাহারা নানা দুঃসাহসিক কাজ করে ; কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। অবশেষে বাড়ী ফিরিয়া তাহারা বুঝিতে পারে যে, মানসিক আনন্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ ; তাহার জন্য বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া কোন লাভ নাই।

ভ

ভক্তমাল গ্রন্থ—লালদাস বাবাজীর (নামান্তর কৃষ্ণদাস) বৈষ্ণব চরিত-গ্রন্থ (১৮৫৮)। এই গ্রন্থে দুইটি বিভাগ আছে,—চরিত্র ও তাত্ত্বিক। চরিত্র বিভাগে ভক্ত-জীবনী ও তাত্ত্বিক বিভাগে তত্ত্বকথা আছে। এই গ্রন্থখানি নাভাজী-কৃত হিন্দী 'ভক্তমাল' ও প্রিয় দাস-কৃত তাহার টীকা অবলম্বনে রচিত হয়।

ভক্তিবিলাস—শ্রীমৎ গোপাল কর্তৃক সংগৃহীত ধর্ম্মকার্য্য ব্যবস্থাপক সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহার নামান্তর 'হরিভক্তিবিলাস'। বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিযোগ—অশ্বিনীকুমার দত্ত। ভক্তি কি, ভক্তির অধিকারী কে, কাম-ক্রোধাদি রিপু দমনের উপায়, চৈতন্যদেব-কথিত পঞ্চাঙ্গসাধন প্রভৃতি ইহাতে আছে। বাহ্যতঃ ভেদ থাকিলেও মূলতঃ সকল ধর্ম্মই এক ও সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর, আর ভক্তিই এই ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা প্রমাণ করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ভক্তিরত্নাকর—নরহরি চক্রবর্ত্তী। গোপাল ভট্ট, নরোত্তম, লোকনাথ, শ্যামানন্দ ও সন্তোষ দত্তের বিবরণ; সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীর বংশাবলী ও চরিত্র; শ্রীনিবাসের জন্ম ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ও শ্রীনিবাসের মাতাপিতার বিবরণ; বীরহাম্বীর রাজার কথা; গৌরীদাস ও হৃদয় চৈতন্যের কথা; শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের কীর্ত্তন ও ভক্তসম্মিলন; জাহ্নবী, ঈশ্বরী ও বড় গঙ্গাদাসের বিবরণ; নিত্যানন্দের বিবাহ; মুরারি গুপ্তের কথা; অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থানের কথা; জীব গোস্বামীর লিখিত সংস্কৃত পত্রাবলী, মুর্শিদাবাদে বহুলা, বুধরী বোরাকুলীর রাধাবিনোদ-সেবা, জয়গোপাল দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কথা, রামচন্দ্র কবিরাজের কথা, হরিরাম, রামকৃষ্ণাচার্য্য ও মোহন রায়ের কথা; বালুচরের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কথা প্রভৃতি ইহাতে আছে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, এই চারি বিভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বে ভক্তি, সাধন, প্রেম, ভাব প্রভৃতি; পশ্চিমে শান্ত, দাস্যাদি ভাব; দক্ষিণে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব ও উত্তরে গৌণ ও মুখ্য রসবিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস এবং রসাভাসাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিসাধন—বিপিনচন্দ্র পাল। ইহা মার্কিন সাধু থিওডোর পার্কারের উপদেশাবলীর অনুবাদ। ভক্তি ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, প্রার্থনার নিয়ম কি, সত্য ও জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্—মহর্ষি বেদব্যাসের সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি বিষয়ে ইহাতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জ্জুন যখন আত্মীয়বধে বিরত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, তাহাই ভগবদ্‌গীতা। এড্‌উইন আর্ণল্ড 'The Song Celestial' নাম দিয়া ইংরাজী পদ্যে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

ভগ্ন-হৃদয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির ইহা বৃহত্তম গাথাকাব্য (১৮৮১)। চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত। নাটকের মত সংলাপের আকারে লেখা। প্রধান নায়ক কবি। মুরলা কবিকে ভালবাসে। কিন্তু কবি নলিনী নামে একটি বিলাসিনী তরুণীকে দেখিয়া মুগ্ধ। ভগ্নহৃদয়ে মুরলা নিরুদ্দেশ হইলে কবি তাহার অন্বেষণে বাহির হন এবং মৃতপ্রায় মুরলার সহিত তাঁহার মিলন হয়। মুরলার ভাই অনিল ও তাহার স্ত্রী ললিতার কাহিনীও এই সঙ্গে গ্রথিত।

ভ ব বো ধি নী—পণ্ডিত মালুরকর। মীমাংসা-সূত্রের টীকা। এই গ্রন্থটি ১৩০৯-এ প্রকাশিত।

ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের সমালোচনা-পুস্তক। ভবভূতির জন্মস্থান, পরিচয়, জীবনী এবং ধর্ম্ম-সমাজ প্রভৃতির অবস্থা তখন দেশে কিরূপ ছিল, সে সময় তান্ত্রিকমত কিরূপ ছিল, ভবভূতির কাব্যের আদর, বাল্মীকি ও ব্যাসের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব নিরূপণ, কালিদাসের সহিত ভবভূতির তুলনা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ভাগবতপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ভাগের পূজা—শৈলবালা ঘোষজায়া, বিজয়রত্ন মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি ষোলজন লেখক-লেখিকা কর্তৃক লিখিত উপন্যাস। কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রসাদ। গ্রামের গয়লাবধূ মালতীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করাতে প্রসাদের মা তাহাকে আশ্রয় দেন। প্রসাদ গয়লাবধূকে ভালবাসে। কিন্তু গয়লাবধূ প্রসাদের মোহ হইতে মুক্তিলাভের আশায় তাহার বিবাহের প্রস্তাব করে। এদিকে প্রসাদ এলাহাবাদে চপলা নামে একটি মেয়েকে ভালবাসিয়া মালতীকে ভোলে ও তাহার সহিত প্রসাদের বিবাহ হয়। গ্রামে ফিরিলে প্রসাদ দেখে যে গ্রামে দীঘির জলে মালতীর মৃতদেহ ভাসিতেছে। আর কয়েকটি চরিত্র ইহাতে ভিড় করিয়া আছে।

ভানুমতী—নবীনচন্দ্র সেন। গদ্য আখ্যায়িকা। মধ্যে মধ্যে পদ্যও আছে। চট্টগ্রামের জমিদার অনাথনাথ সপরিবারে সুবর্ণ দ্বীপে গিয়াছিলেন—দৈববশে ঝড় ও জলপ্লাবনে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র ভাসিয়া যায়। তিনি অতি কষ্টে রক্ষা পান। বেদের পালিতা কন্যা ভানুমতী পুত্রটিকে উদ্ধার করে,—কিন্তু ভাসমান অবস্থায় আঘাত পাইয়া পুত্রটির প্রাণবিয়োগ হয়। অতঃপর অনাথনাথ ভানুমতীকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পর তিনি জানিতে পারিলেন যে ভানুমতী তাঁহারই ঔরসজাতা কন্যা,—এক সিদ্ধ বৈরাগী জলমগ্ন অবস্থায় তাহাকে উদ্ধার করিয়া প্রতিপালন করেন। অতুল ধনের অধীশ্বরী হইয়াও সে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে। অনাথনাথও ভানুমতীর উপদেশানুসারে সমস্ত সম্পত্তি সৎকার্য্যে দান করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পনেরোটি পুরাতন ও ছয়টি নূতন কবিতা লইয়া ইহা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে (১৮৮৪)। প্রথম কবিতা 'সজনি গো—শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা' ও দ্বিতীয় ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে'।

ভারত উদ্ধার—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যঙ্গকাব্য (১৮৭৭)। পঞ্চসর্গাত্মক ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। ইহাতে তখনকার দিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের কৃত্রিমতার দিকটি ফুটান হইয়াছে। ইহাতে নায়ক বিপিনকৃষ্ণের ভারত-উদ্ধারের চেষ্টা ব্যক্ত হইয়াছে। ভারত-উদ্ধারের সংকল্প, মন্ত্রণা, উদ্যোগ ও শেষে ভারত-উদ্ধার শেষ চারিটি সর্গের বিষয়। প্রথম সর্গে প্রস্তাবনা আছে।

ভারত কথা—শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালচারী। মহাভারতের কাহিনীর মূল গ্রন্থ তামিল ভাষায় লেখা। শ্রীযুক্ত শেষাদ্রি কর্তৃক বাংলায় অনূদিত। ইহাতে মহাভারত হইতে ঘটনা ও কাহিনী এমনভাবে চয়ন করা হইয়াছে যে সমগ্র মহাভারতের মূল ইতিকথাই পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্ত ১০৭টি অধ্যায়ে মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র, কাহিনী, ঘটনা ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত। ধর্ম্মীয় পুস্তক (১৮৭০,

১৮৮৩)। এই পুস্তক দুইভাগে বিভক্ত। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি উপাসক সম্প্রদায় ও ভেদাভেদ প্রভৃতির নির্দ্দেশ ইহাতে আছে। হিন্দুজাতির মধ্যে কিরূপে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হয়, বহু প্রমাণ দ্বারা অতি বিস্তৃতভাবে তাহা আলোচিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন, বৌদ্ধধর্ম্ম, পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রধান প্রধান মতবাদসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। মোটামুটি ইহা উইলসনের 'Essays and Lectures on the Religion of the Hindus' অবলম্বনে লিখিত।

ভারতমঙ্গল—আনন্দচন্দ্র মিত্র। কাব্য-গ্রন্থ (১৮৯৪)। ধর্ম্মের পুত্র জ্ঞান ও ভাব এবং কন্যা ইচ্ছা একদিন মর্ত্তে ভ্রমণ করিতে আসেন। অধর্ম্মাসুর চিন্তিত হইয়া ভণ্ডাসুর দ্বারা তাঁহাদিগকে কৌশলে বন্দী করিলেন। দেবগণ ইঁহাদের উদ্ধার করিয়া, উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মোপাসনায় রত হন। এই উপাসনার ফলে দামোদরতীরে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। ইনি সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতের মঙ্গল সাধন করেন—ইহাই এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

ভারতরহস্য—রামদাস সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১২৯২ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে প্রাচীন ভারতে সোমযাগ কিরূপে সম্পন্ন হইত, প্রমাণসমেত আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র, কামান-বন্দুকের প্রচলন প্রভৃতি—কামান ও বারুদ প্রস্তুত-প্রণালী, ধনুর্ব্বিদ্যা, অসিবিদ্যা, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, যুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতললনা—রামপ্রাণ গুপ্ত। ঐতিহাসিক নিবন্ধ-গ্রন্থ। ইহাতে বিদুষী, বীর্য্যবতী ও বুদ্ধিমতী কতিপয় ভারতীয় রমণীর পুণ্যকাহিনী আলোচিত হইয়াছে। ভদ্রা, ঋষিদাসী, খনা, লীলাবতী, ধাত্রী পান্না, অহল্যাবাই প্রভৃতির জীবনীও ইহাতে আছে।

ভারতীয় নাট্যরহস্য—রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইহাতে সংস্কৃত সঙ্গীত ও অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী নাট্যপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতীয় বিদুষী—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক নিবন্ধ-গ্রন্থ। বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বিদুষীগণের একটী সুশৃঙ্খল বর্ণনা ইহাতে দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভারতের ভ্রমণবৃত্তান্ত—নবীনচন্দ্র সেনের ভ্রমণকাহিনী। দার্জ্জিলিং হইতে রাজপুতানা ও হিমালয় হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া লেখক স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, তাহাই ইহাতে লিখিয়াছেন। ইহাতে ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিশেষ বিবরণ, নানাবিধ কিংবদন্তী ও গল্প আছে।

ভাষাপরিচ্ছেদ—বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত সংস্কৃত ন্যায়-দর্শনবিষয়ক ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত। ভাষাপরিচ্ছেদের সহিত উহার টীকা 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী'রও অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ, আত্মা প্রভৃতির নিরূপণই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভিকার অব্ ওয়েক্ফিল্ড, দি (Vicar of Wakefield, The)—অলিভার গোল্ড্স্মিথ। ইংরাজী উপন্যাস (১৭৬৬)। ধর্ম্মযাজক ডাক্তার প্রিমরোজের সাংসারিক ও ধর্ম্মজীবনের কাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত হয়। তিনি সংসারে দায়িত্বও যেমন হাস্যমুখে প্রতিপালন করিতেন, ওয়েক্ফিল্ডের নরনারীর প্রতিও তেমনি নির্ব্বিকার ভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। উপন্যাসের সমস্ত কাহিনী মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে।

ভিজন্ অব্ মির্জা, দি (Vision of Mirza, The)—অ্যাডিসন। ইহা একটি রূপক কাহিনী। স্বপ্নে মির্জা মানবজীবনকে সেতুরূপে দেখিতে পায়। এই সেতুর উপর দিয়া বহু লোক যাতায়াত করিতেছে। এই সেতুর উপর হইতে গুপ্ত ফাঁদের মধ্য দিয়া নীচের জলে কেহ কেহ পড়িয়া যাইতেছে। অক্ষয়কুমারের 'স্বপ্নদর্শন' এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

ভিভিয়ান গ্রে (Vivian Grey)—ডিজ্রেলী। ইংরাজী উপন্যাস (১৮২৬-২৭)। একুশ বৎসরে লিখিত এই উপন্যাসখানি লেখকের প্রথম উপন্যাস।

ভূতপত্রীর দেশ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্পচিত্র (১৩২২ বঙ্গাব্দ)। ইহা অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ছড়ার ছন্দ ও রূপকথার ইঙ্গিত এই গল্পচিত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

ভ্যাগাবণ্ড্স্ (Vagabonds)—ক্নুট হামসুন-প্রণীত নরওয়েজিয়ান উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ। গ্রন্থখানি যাযাবর জীবনের নিখুঁত চিত্র। এডেভার্টের বয়স যখন ১৩ বৎসর, সেই সময় তাহাদের গ্রামে একদল ভবঘুরে গায়ক আসিয়াছিল। তাহারা এডেভার্টের মনের উপর গভীর রেখাপাত করে। ইহার পরে অগস্ট নামে এক নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারীর সহিত তাহার আলাপ হয়। অগস্টের নিকট নাবিক-জীবনের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী এবং দেশদেশান্তরের বিবরণ শ্রবণ করিয়া সে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ সেও যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করে। এডেভার্ট বহু রমণীর ভালবাসা পাইয়াছিল। কিন্তু কোথাও সে দীর্ঘকাল স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না। হঠাৎ একদিন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সে যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। আধুনিক সাহিত্যে যে যাযাবর মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এই গ্রন্থখানিতেই তাহার সূচনা।

ভ্যানিটি ফেয়ার (Vanity Fair)—উইলিয়াম মেক্পীস্ থ্যাকারে। বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৪৭—৪৮)। বেকি শার্প ও অ্যামিলিয়া এই দুইটি মেয়ের জীবন লইয়া কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। বেকি ছিল অত্যন্ত চালাক মেয়ে। অপরকে জয় করাই ছিল তাহার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে হার মানিতে হয়। অ্যামিলিয়া ছিল বোকা; চিরকাল হার মানাই তাহার ভাগ্যে ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় সে সম্পূর্ণ হার মানিলেও ধ্বংসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে লর্ড স্টেইন, রাওডেন ক্রলে, জোসেফ সিড্লে ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভ্রান্তি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। রোমান্টিক নাটক (১৩০৯ বঙ্গাব্দ)। মুরশিদকুলি খাঁর আমলে রাজসাহীতে উদয়নারায়ণ ও রাজমহলে শালিগ্রাম রায় নামক দুই জমিদার ছিলেন। শালিগ্রামের পুত্র নিরঞ্জন বন্ধু পুরঞ্জনসহ রাজসাহীতে শিকার করিতে গেলে উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরী ও পালিতা কন্যা লতিকাকে দেখিয়া—নিরঞ্জন ললিতাকে ও পুরঞ্জন মাধুরীকে ভালবাসিয়া ফেলিল। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া উদয়নারায়ণ ও শালিগ্রামের সঙ্গে কলহ হয়। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিকতা নগণ্য। নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের বন্ধু রঙ্গলাল এবং নর্ত্তকী গঙ্গা কেন্দ্রীয় ভূমিকা।

ভ্রা ন্তি বি নো দ—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। সামাজিক আলোচনা-গ্রন্থ (১৮৮১)। ইহাতে এই দেশের কতকগুলি প্রচলিত প্রথার ত্রুটির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

ভ্রান্তিবিলাস—ঈশ্বরচন্দ্র বি দ্যা সা গ র। সোমদত্ত বণিকের অভিন্ন আকৃতির দুই যমজ পুত্র ছিল। ঐ সময় প্রতিবেশিনী এক দুঃখিনী রমণীও দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। সোমদত্ত তাহাদের প্রতিপালন করেন। নিজের পুত্রদ্বয়ের নাম চিরঞ্জীব ও পালিত দুইটি পুত্রের নাম কিঙ্কর রাখা হয়। জাহাজডুবিতে এক পুত্র, কিঙ্কর ও স্ত্রী সোমদত্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। সোমদত্ত অন্য পুত্র ও কিঙ্করসহ দেশে আসিলে কিছু দিন পরে সেই পুত্র কিঙ্করসহ মাতা ও ভ্রাতার অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। এদিকে নিরুদ্দিষ্ট পুত্র ঘটনাক্রমে জয়স্থলে

আনীত হইয়া, এক শ্রেষ্ঠিকন্যাকে বিবাহ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য পায়। দৈবযোগে অন্বেষণকারী চিরঞ্জীব এই নগরে উপস্থিত হইলে সকলেই তাহাকে নগরবাসী জ্ঞান করে ও তাহার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিতে থাকে। এমন কি শ্রেষ্ঠিকন্যাও স্বীয় স্বামী বোধে তদ্রূপ আচরণ করিতে লাগিল। ইহাতে নগরে ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। সেদিন উঁহাদিগের পিতাও নগরে ছিলেন। রাজার সমক্ষে বিচার আরম্ভ হইলে সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হয় ও সোমদত্ত স্বীয় স্ত্রীপুত্রের সহিত মিলিত হয়। গ্রন্থখানি শেক্‌স্‌পীয়র রচিত 'কমেডি অব্ এরারস্' গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত।

ম

মডেল ভগিনী—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। উপন্যাস (১৮৮৪—৮৬)। অত্যধিক ইংরাজী ভাবাপন্না কমলিনীর সহিত এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বিবাহ হয়। অসন্তুষ্টা কমলিনী নিজের শিক্ষক ও তাহার বন্ধুবান্ধবের সহিত পবিত্র প্রণয়ে লিপ্ত হয়। এই প্রণয়ের ভীষণ পরিণামে অনুতপ্তা কমলিনী মৃত্যুকালে ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা চাহিল। ব্রাহ্মণের ক্ষমা লাভ করিয়া কমলিনীর মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণ তপস্যার্থে বনগমন করেন।

মনি-দীপা—হেমেন্দ্রলাল রায়। সচিত্র কবিতা-পুস্তক। প্রধানতঃ হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে কবিতাগুলি অনূদিত।

মনিমঞ্জুষা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কাব্যগ্রন্থ (১৩২২ বঙ্গাব্দ)।

মনিমালা—রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ রত্নবিষয়ক পুস্তক। সংস্কৃত অভিধান, বৈদ্যক, পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে ইহার মূলভাগ সংগৃহীত ও হিন্দী, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত। ইংরাজী, ফরাসী, পারসী, আরবী গ্রন্থ হইতে প্রধান নবরত্ন ও উপরত্ন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইউরোপে এই পুস্তকের এত কদর যে, কেহ রত্নবিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করিতে চাহিলে অনেকাংশ ইহা হইতে গ্রহণ করেন।

মথুরামাহাত্ম্য—রূপ গোস্বামী। মথুরার সংস্থান ও মাহাত্ম্য ইহাতে পৌরাণিক রচনা অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়—টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র। গদ্যকাহিনী (১৮৫৯)। মদ্যপানের বিষময় ফল ও তদ্দ্বারা সমাজের দুর্গতি, ভণ্ডদের অখাদ্য ভোজন ও সমাজে সগর্ব্বে বিচরণ প্রভৃতি গল্পচ্ছলে ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু। জীবনী-গ্রন্থ (১৮৯৩)। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিস্তৃত জীবনী ও তাঁহার কাব্য নাটকাদির সমালোচনা ইহাতে আছে।

মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম। জীবনী-গ্রন্থ। বাঙ্গালা ভাষায় জীবনীবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ইহা অদ্বিতীয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুবিস্তৃত জীবনী, সমসাময়িক বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্ত, মাইকেলের অপ্রকাশিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা ও পত্রাবলী ইহাতে আছে।

মনসাবিজয়—বিপ্রদাস পিপিলাই। ইহা সর্ব্বপ্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্য (১৭শ—১৮শ শতক)। কবি কাব্যকে প্রায়ই 'মনসা-বিজয়' এবং কচিৎ 'মনসামঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মনসামঙ্গল—মনসাদেবীর জয়গান করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত বিপ্রদাস অন্যতম। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল প্রথম ছাপা হয় বরিশালে (১৮৯৬)।

মনসার ভাসান—ক্ষেমানন্দ (কেতকা দাস)-লিখিত মনসামঙ্গল (১৭শ শতক) পাঁচালী। চাঁদসদাগরের মনসার প্রতি বিদ্বেষ ও পরে তাঁহাকে পূজা ও বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনী গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

মনুসংহিতা—সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে—সৃষ্টি-প্রকরণ, কালনির্ণয়, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম; দ্বিতীয়ে—ধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য দেশাদি, জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিধি, ব্রতাচারাদি এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য; তৃতীয়ে—বিবাহ, পঞ্চযজ্ঞ, দানফল, অতিথি-সৎকার, শ্রাদ্ধাদি ও নিত্যকার্য্য; চতুর্থে—চারিবর্ণের জীবিকা-বিধি, গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; পঞ্চমে—শ্রাদ্ধ, খাদ্যাখাদ্যবিচার, শৌচাশৌচ, শুদ্ধাশুদ্ধি, স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে; ষষ্ঠে—বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস-বিধি; সপ্তমে—রাজধর্ম্ম; অষ্টমে—ব্যবহার-বিধি; নবমে—স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম, দায়ভাগ, দণ্ডবিধি ও শূদ্রধর্ম্ম; দশমে—বর্ণ-সঙ্করোৎপত্তি, ব্রাহ্মণাদির আপৎকালে জীবিকার নির্দ্দেশ; একাদশে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং দ্বাদশে—শুভাশুভ কর্ম্মের ফল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্ম, কর্ম্মজন্য জন্মান্তর, বৈদিক ধর্ম্ম, পরমাত্মজ্ঞান ও মোক্ষসাধন নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার ভাষ্য ও অনুবাদযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মন্ত্রশক্তি—অনুরূপা দেবী। উপন্যাস। কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধারাণী ও অম্বরনাথ। জমিদার-কন্যা রাধারাণীর পালটি-ঘর না পাওয়া যাওয়াতে পিতা রামবল্লভ রাধারাণীকে পুরোহিত অম্বরনাথের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাধারাণী অম্বরের প্রতি একান্ত বিরাগযুক্ত ছিল বলিয়া এই সর্ত্তে অম্বরনাথকে বিবাহ করে যে, সে বিবাহের পর সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। অম্বরনাথ আসামে চলিয়া যায় ও সেখানে প্রতিপত্তি লাভ করে। এদিকে বিবাহের মন্ত্রশক্তির প্রভাবে রাধারাণীর মনে স্বামীর মূর্ত্তি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে। কালান্তরে পড়িয়া অম্বরনাথ কলিকাতায় আসে এবং অজ্ঞান অবস্থা হইতে অম্বরনাথ চোখ খুলিলে রাধারাণী তাহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে রাজী হয়। পার্শ্বচরিত্র মৃগাঙ্ক ও তাহার স্ত্রী অজা। মৃগাঙ্কের সহিতই প্রথম রাধারাণীর বিবাহের কথা হইয়াছিল।

ময়নামতীর গান—প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ। ইহার সবচেয়ে পুরাতন আখ্যান দুর্লভ মল্লিকের গীত (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। এই কাহিনীর অপর কবি হইতেছেন ভবানী দাস ও সুকুর মামুদ। রাজা মাণিকচাঁদের পত্নী ময়নামতী যোগবলে জানিতে পারেন যে, তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্যত্যাগ না করিলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। ইহা জানিয়া তিনি পুত্রকে পুত্রবধূদ্বয় অদুনা ও পদুনার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণে বাধ্য করেন। সন্ন্যাসীর অবস্থায় গোবিন্দচন্দ্রের নানাস্থানে ভ্রমণ ও দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে ফিরিয়া ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত মিলন, ইহাই এই কাব্যের আখ্যানবস্তু। গোবিন্দচন্দ্র গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্রের নামেও প্রচলিত। হাড়িপা নামে সিদ্ধ যোগী এই কাহিনীর অন্যতম প্রধান চরিত্র।

ময়মনসিংহগীতিকা—দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত [মৈমনসিংহগীতিকা' দ্রঃ]।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ—জগবন্ধু ভদ্র। বৈষ্ণব গীতিকবিতার সর্ব্বপ্রথম সংগ্রহ (১৮৭৪)।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—মন্মথনাথ ঘোষ। জীবনী-গ্রন্থ। 'মহাভারত' অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী ও অতীত যুগের বাঙ্গালার একটি মনোজ্ঞ চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।

মহানাটকম্—উইলসন সাহেবের মতানুযায়ী দামোদর মিশ্র-রচিত সংস্কৃত নাটক। রামচরিত লইয়া ইহা লিখিত।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। উপাসনা, গৃহকর্ম্ম, দায়ভাগ, অনুষ্ঠান-প্রণালী,

শক্তি উপাসনা, সাকার ও নিরাকার উপাসনার ভেদ প্রভৃতি ইহাতে লিখিত আছে।

মহানিশা—অনুরূপা দেবী। উপন্যাস। রাধিকাপ্রসন্ন একমাত্র কন্যা শশিবালাকে ত্যাগ করে, কিন্তু বিধবা নাতনী সৌদামিনী ও তাহার কন্যা অপর্ণাকে গ্রহণ করে। রাধিকার বিহারী নামে এক সরকার ছিল। সে-ই সব তত্ত্বাবধান করিত। নির্ম্মল নামে একটি ছেলের সঙ্গে সৌদামিনী ও অপর্ণার পরিচয় ছিল। সে অপর্ণাকে বিবাহ করিবে বলিয়া রেঙ্গুণে চলিয়া যায় এবং পিতৃবন্ধু মুরলীধরের অন্ধ কন্যা ধীরাকে বিবাহ করে। ধীরা স্বামীর ভালবাসা পায় নাই বলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করে। নির্ম্মল দেশে ফিরিয়া অপর্ণাকে বিবাহ করে। সৌদামিনী তখন অপর্ণাকে লইয়া বিহারীর সঙ্গে ত্রিবেণীতে বাস করিত। রাধিকার মৃত্যুতে তাহারা সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিল।

মহাপূজা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইহা নাট্যকারের রূপক নাট্য (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)।

মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল। উপন্যাসের আকারে ভ্রমণকাহিনী। যে পথ দিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা স্বর্গের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহাই মহাপ্রস্থানের পথ বলিয়া পরিচিত। কেদারবদরী, লছমনঝোলা প্রভৃতি দুর্গম তীর্থগুলি এই পথে পড়ে। লেখক একদিন পদব্রজে এই পথে যাত্রা করেন। ইহাতে তীর্থস্থানের বর্ণনা প্রধান হইয়া উঠে নাই, পথে নানা শ্রেণীর নর-নারীর বিশেষতঃ রাণীর সহিত লেখকের পরিচয় এবং পথযাত্রার নানা বিচিত্র কাহিনী এই গ্রন্থে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহা চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

মহাবংশ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ইতিহাস। পালি ভাষায় লিখিত। বঙ্গদেশীয় নৃপতি সিংহবাহুপুত্র বিজয়সিংহকে নির্ব্বাসিত করিলে, তিনি সাতশত অনুচরসহ সিংহলে গমন করিয়া পাণ্ডববংশীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় রাজ্যস্থাপন করেন।

মহাবীরচরিতম্—ভবভূতি-প্রণীত সংস্কৃত নাটক। রামের বিবাহ হইতে রাবণবধ ও রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তবে রামায়ণবর্ণিত ব্যাপারের কোন কোন স্থানে ভিন্ন রূপ দেওয়া হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইহার বঙ্গানুবাদ আছে।

মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ। মূল সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা গদ্যে অনুবাদ। ইহা একটি বিরাট গ্রন্থ ['মহাভারতম্' দ্রঃ]।

মহাভারতম্—মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। জনমেজয় ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্তিলাভের আশায় ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহা অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত। বর্তমান মহাভারতে প্রাচীন লেখার সঙ্গে অপ্রাচীন লেখার যোগ আছে। মহাভারতের তিনরকম সংস্করণ আছে—দক্ষিণ ভারতীয়, উত্তর ভারতীয় আর মালাবারী। মালাবারের মহাভারত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উত্তর-দক্ষিণের মহাভারতের অনেক অংশ পরে যোগ করা। মহাভারতের পর্ব্বগুলির নাম, যথা—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ। ৭০।৮০ হাজার শ্লোকে গ্রন্থখানি সমাপ্ত। ষোড়শ শতকে কাশীরাম দাস বাঙ্গালা পদ্যে ইহার কয়েকটি পর্ব্ব অনুবাদ করেন। কাশীরামের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা মহাভারতের অনুবাদ করেন :—সঞ্জয় (পরাগল খাঁর আদেশে); কবীন্দ্র পরমেশ্বর (ছোটী খাঁর আদেশে); শ্রীকর নন্দী (শুধু অশ্বমেধপর্ব্ব); শৃষ্টিধর সেন; রাজেন্দ্র দাস (আদিপর্ব্ব); গোপীনাথ দত্ত (দ্রোণপর্ব্ব); গঙ্গাদাস সেন (আদি ও অশ্বমেধপর্ব্ব)। প্রতাপচন্দ্র রায় বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় ইহার পদ্যানুবাদ করেন। বর্তমান কালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মূল মহাভারত (ভাবপ্রদীপ টীকা, তাঁহার নিজের টীকা এবং বঙ্গানুবাদ সহ) অনেকটা গবেষণামূলক।

মহামতি রাণাডে—সখারাম গণেশ দেউস্কর। জীবনী-গ্রন্থ। বোম্বাইবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সংস্কারক ও বিচারপতি মহাদেব রাও গোবিন্দ রাণাডের জীবনী ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

মহারাজ নন্দকুমার—চণ্ডীচরণ সেন। রাজা নন্দকুমারের জীবনচরিত (১৮৮৫)। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণেরও 'মহারাজ নন্দকুমারচরিত' নামে বই আছে (১৮৯৯)।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। জীবনী-গ্রন্থ।

মহারাজা রাজবল্লভ—রমেশচন্দ্র মজুমদার। ইতিহাস (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। মহারাজা রাজবল্লভের জীবনকাহিনী। সরকারী কাগজপত্র, দলিল ইত্যাদি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই জীবনী রচিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—রমেশচন্দ্র দত্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৭৮)। ইহার আখ্যানবস্তু আরংজেবের সঙ্গে শিবাজীর সংঘর্ষ। ছোটদের একটি সংস্করণ সম্প্রতি বাহির হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র-পুরাণ—গঙ্গারাম দত্ত। পুরাণের ছাঁদে রচিত দীর্ঘ কবিতা (১৭৫১)। ইহাতে সাক্ষাৎ-দৃষ্ট ঘটনার বিবরণ আছে। ১২৪৯—৫০ সালে মারাঠা বর্গীদের পশ্চিমবঙ্গ লুণ্ঠন, আলীবর্দ্দির পরাভব ও অবশেষে জনসাধারণের বিরোধিতায় ভাস্কর পণ্ডিতের পরাভব ও নিধন ইহার বিষয়বস্তু।

মহুয়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। মহুয়ার কবিতাগুলির মধ্যে 'পথের বাঁধন', 'নাগরিকা', 'দায়মোচন', 'নির্ভয়', 'সাগরিকা', 'মহুয়া', 'নাম্নী', 'বাসরঘর', 'বিদায়', 'নৈবেদ্য', 'প্রণতি' প্রভৃতি কবিতাগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহেশ—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বড় গল্প। গফুর ও তাহার ছয় বছরের মা-মরা মেয়ে আমিনা তাহাদের অনেক দিনের পোষা ষাঁড় মহেশকে লইয়া থাকে এক হিন্দু জমিদারের হিন্দুপ্রধান গ্রামে। তাহার জমিটুকু জমিদার নীলাম করিয়া লইলে, নিজেদের খাওয়া-পরা চালান দায় হইয়া উঠে, কাজেই অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ মহেশকে লইয়া গফুরকে নানা সমস্যা ও ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হইতে হয়। শেষে একদিন আমিনার বহু কষ্টে সংগ্রহ করা তৃষ্ণার জল পিপাসার্ত্ত মহেশ নষ্ট করিয়া ফেলিলে হঠাৎ রাগের বশে গফুর লাঙ্গলের এক আঘাতে তাহার পুত্রাধিক মহেশকে হত্যা করে। তখন সে রাত্রিযোগে কন্যার সহিত গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করে।

মা—অনুরূপা দেবী। উপন্যাস (১৩২৭ বঙ্গাব্দ)। অরবিন্দ মনোরমাকে বিবাহ করে। কিন্তু অর্থপিশাচ পিতার ইচ্ছায় পরে সে অন্তঃসত্ত্বা মনোরমাকে ত্যাগ করিয়াছিল। পিত্রালয়ে থাকিতে মনোরমার একটি পুত্র জন্মায়। তাহার নাম অজিত। অজিত একবার 'মা' নামে কবিতা লিখিয়া এক সভায় অরবিন্দের হাতেই পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কার দিয়া অরবিন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায় ও রোগে শয্যাগত হয়। অজিতের মা মনোরমাও শয্যাশায়িনী ছিলেন। অরবিন্দর দ্বিতীয়া স্ত্রী ব্রজসুন্দরী অরবিন্দর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া মনোরমার কাছে আসে। মনোরমা ব্রজসুন্দরীর হাতে ছেলেকে সমর্পণ করিয়া মারা যান।

মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং (Much Ado About Nothing)—শেক্স্পীয়ার। হাস্যরসাত্মক নাটক (১৬০০)। প্রেমের একটি কাহিনী লইয়া ইহা রচিত।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

মাদার (Mother)—ম্যাক্সিম গর্কি-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। নায়ক প্যাভেল ও তাহার জননী ছিল নির্য্যাতিতা রাশিয়ার প্রতীকস্বরূপ। তাহার পিতার অত্যাচারে

তাহারা কখনও সুখ পায় নাই। প্যাভেল ছিল সৎপ্রকৃতির ছেলে; জননীর দুঃখ সে মনে প্রাণে অনুভব করিত। সেই সময় রাশিয়ায় বিপ্লববাদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। প্যাভেল সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া তাহাতে যোগদান করে। তাহার ঘরে গোপনে মন্ত্রণা-সভা বসিত। কাগজে বিদ্রোহের কথা লিখিয়া গোপনে তাহা বিলি করা হইত। প্যাভেলের জননী সব কিছু জানিয়া মনে প্রাণে ইহার অনুমোদন করেন এবং নিজে বৃদ্ধবয়সে ইহাতে পূর্ণোদ্যমে যোগদান করেন। সন্তানের জীবনের মায়া, অশান্তি অত্যাচারের ভয় কিছুই তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। তিনি দলের সকলের 'Mother' (মা) হইয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ পুলিশ সন্দেহ করিতে লাগিল এবং প্যাভেল ও আরও অনেকে একদিন ধরা পড়িল। বিচারে তাহাদের সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসনদণ্ড স্থির হয়। বৃদ্ধা জননী তখন কাপড়ের পুঁটলীর মধ্যে প্যাভেলের লিখিত প্রচারপত্র লইয়া বিলি করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু রেলষ্টেশনে দুর্ঘটনা বশতঃ তিনি ধরা পড়েন। সেইস্থানে ষ্টেশনের উপর বিরাট্ জনতার সম্মুখে বৃদ্ধার জ্বালাময়ী কথাগুলি অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী। প্যাভেলের এই বৃদ্ধা মাতার ভিতর দিয়া গর্কি সমগ্র রাশিয়ার নির্য্যাতিত আত্মাকে রূপ দান করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় শ্রীঅশোক গুহ অনুদিত ইহার একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আছে।

মাধবনিদানম্—মাধব কর-প্রণীত সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক। ব্যাধির লক্ষণসমূহ,—জ্বর-নিদান, অতিসার-নিদান প্রভৃতি বিষয় ইহাতে লিখিত আছে।

মাধবীকঙ্কণ—রমেশচন্দ্র দত্ত। উপন্যাস (১৮৭৭)। নরেন্দ্রের জমিদারী দেওয়ান নবকুমার আত্মসাৎ করে এবং নিজকন্যা হেমলতার সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রেম হইলে শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকে। নরেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীশের কলহের ফলে নরেন্দ্র সংসার হইতে বিতাড়িত হয়। যাইবার সময় সে হেমলতার হাতে প্রণয়চিহ্নস্বরূপ মাধবীলতার একটি কঙ্কণ পরাইয়া দেয়। সে আগরায় চলিয়া যায় ও মোগল সৈন্যদলে কাজ করিতে থাকে। এ সময় শাহজাহানের কন্যা জুলেখা তাহার প্রেমে পড়ে। ইতিমধ্যে শ্রীশের সঙ্গে হেমলতার বিবাহ হয় এবং মথুরায় গোলোকনাথের মন্দিরে হেমলতার সঙ্গে নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। হেমলতা মাধবীকঙ্কণটি ফিরাইয়া দেয়। নরেন্দ্র যমুনায় কঙ্কণ ফেলিয়া দিয়া সন্ন্যাসী হয়। হেমলতা স্বামী ও পুত্রকন্যা লইয়া সংসারে সুখী হয়। শ্রীশচন্দ্রের ভগিনী শৈবলিনীর আবির্ভাব ক্ষণিক হইলেও তাহার চরিত্রটি বড় মধুর। 'The Slave girl of Agra' নাম দিয়া ১৯০৯-এ লেখক নিজেই ইংরাজীতে ইহার অনুবাদ করেন।

মাধবীলতা—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৮৮৪)। ইহার রোমান্টিক আখ্যানবস্তুতে দেশীয় রূপকথার ছাপ কিছু আছে। ইহার পিতম-চরিত্র উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।

মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। নাটক। বেকার যুবক ও যুবতী মানসমোহন মুখোপাধ্যায় ও নীহারিকা গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার দামোদর চৌধুরীর স্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর (স্বামি-স্ত্রী হওয়া চাই) জন্য বিজ্ঞাপন দেখিয়া, মিথ্যা স্বামি-স্ত্রী সাজিয়া উভয়ে দরখাস্ত করিল। নিয়োগ-পত্র আসিলে উভয়ে গিয়া কার্য্যে যোগ দিল। এইবার উভয়ের মধ্যে স্বামি-স্ত্রী অভিনয়ের খেলা সুরু হইল। পরে কী অবস্থার মধ্যে এই অভিনয় সত্যে পরিণত হইল তাহাই কাহিনীর বিষয়বস্তু।

মানসী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'গুপ্তপ্রেম', 'ব্যক্তপ্রেম', 'বর্ষার দিনে', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা স্থান পাইয়াছে।

মানুষের ধর্ম্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কমলা বক্তৃতামালার বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে সন্নিবিষ্ট। ইহার একটি হিন্দী সংস্করণ আছে।

মায়াকানন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বিয়োগান্ত নাটক। গান্ধার রাজকন্যা ইন্দুমতী ও সিন্ধুর যুবরাজ 'মায়াকাননে' গিয়া এক পাষাণময়ী দেবীর নিকট পুষ্পাঞ্জলি দিবার কালে উভয়ে উভয়কে ভাবী পতি-পত্নী মনে করিয়া প্রণয়াসক্ত হন। কিন্তু পরে ঘটনাচক্রে পড়িয়া ইন্দুমতী সেই দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া আত্মহত্যা করেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া অজয়ও আত্মহত্যা করেন। মায়াকাননের সেই প্রস্তরমূর্ত্তিটী ছিল এক অভিশপ্তা রাজকন্যার পাষাণমূর্ত্তি। কথা ছিল যে, তাঁহার অপেক্ষা কোন অধিকতর রূপসী তাঁহার সম্মুখে আত্মহত্যা করিলে তিনি মুক্তি পাইবেন। ইন্দুমতী আত্মহত্যা করায় তিনি শাপমুক্ত হন। নাটকে অরুন্ধতী নামে এক তপস্বিনী নারীর চক্রান্ত ঘটনাচক্রকে পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে। অরুন্ধতীর কৌশলেই ইন্দুমতী-অজয়ের মিলন ব্যর্থ হয়। 'মায়াকানন' গ্রন্থকারের শেষ রচনা। উহা ১৮৭৪-এ রচিত হয়।

মায়াতরু—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গীতিনাট্য (১৮৮১)। ইহাতে রামতারণ সান্যাল গান ও সুর সংযোগ করেন।

মায়াবসান—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সামাজিক নাটক (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)। ভ্রাতৃবিরোধ এবং তাহার ফলে উকীল-অ্যাটর্ণি করিয়া গৃহস্থ সংসারের ধ্বংস নাটকের বিষয়বস্তু।

মায়ার খেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতিনাট্য। নাটকের আদ্যোপান্ত 'গানে'র সাহায্যে রচিত। এক নববসন্তযামিনীতে মায়াকুমারীগণ যখন মায়ার খেলা খেলিতেছিলেন, সেই সময় অমর তাঁহার মানসীর সন্ধানে বাহির হন। তাঁহার অনুরাগিণী শান্তাকে উপেক্ষা করিয়া তিনি প্রমদার প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি শান্তার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। কবির মতে, "মায়ার খেলা নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার উপকরণ।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—['চণ্ডী' দ্রঃ]। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 'চণ্ডী' বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

মার্চ্চেন্ট অব ভেনিস, দি (Merchant of Venice, The)—শেক্‌স্‌পীয়র-রচিত বিখ্যাত মিলনান্তক নাটক (১৫৯৬)। ব্যাসানিও ছিল ধনী বণিক্ অ্যান্টনিওর অন্তরঙ্গ বন্ধু। বেলমোণ্ট নগরের পোর্শিয়া নামে এক ধনিকন্যাকে সে ভালবাসে। তাহার নিকট যাইবার জন্য ব্যাসানিও অ্যান্টনিওর কাছে টাকা ধার চায়। অ্যান্টনিওর হাতে তখন টাকা ছিল না বলিয়া তাহারা শাইলক নামে এক ইহুদীর কাছ হইতে ৩০০০ 'ডাকাট্‌স্' ধার লয়। শাইলককে অ্যান্টনিও অত্যন্ত ঘৃণা করিত। শাইলক এই সর্ত্তে টাকা ধার দিল যে, নির্দ্ধারিত তিন মাসের মধ্যে অ্যান্টনিও যদি টাকা না ফেরত দিতে পারে তাহা হইলে সে অ্যান্টনিওর দেহ হইতে এক পাউণ্ড মাংস শাস্তিস্বরূপ কাটিয়া লইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে অ্যান্টনিওর বাণিজ্য-জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল না এবং সে টাকা শোধ করিতে পারিল না। বিচারালয়ে শাইলক কাহারও কোনও কথা শুনিল না; মাংস কাটিতে বদ্ধপরিকর হইল। ব্যাসানিও তখন বেলমোণ্টে। পোর্শিয়া ও ব্যাসানিওর বিবাহের পর অ্যান্টনিওর দুর্ভাগ্যের কথা তাহাদের নিকট পৌঁছায়। ব্যাসানিও তখনই ভেনিস অভিমুখে যাত্রা করে। পোর্শিয়া তখন উকীলের পরামর্শ লইয়া নিজের পরিচারিকা নেরিসাকে লইয়া ভেনিস যাত্রা করে। সেখানে যাইয়া উকীলের ছদ্মবেশে অ্যান্টনিওকে বাঁচায়। শাইলককে সে বলে যে, তুমি সর্ত্তানুযায়ী এক

পাউণ্ড মাংসই পাইতে পার, কিন্তু এক ফোঁটা রক্তও নষ্ট করিতে পারিবে না; কারণ তাহা সর্ত্তে নাই। এইরূপে শাইলক হারিয়া যায়। নরহত্যার অভিসন্ধি করিবার অভিযোগে তাহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং তাহাকে খৃষ্টান হইতে বাধ্য করা হয়। ইহাই কাহিনীর প্রধান ঘটনা। অন্যান্য চরিত্র গ্র্যাসিয়ানো ও জেসিকা ও ডিউক।

মালঞ্চ—চিত্তরঞ্জন দাশ। কয়েকটি সুমধুর ও সরস কবিতাসমষ্টি।

মালতীমাধবম্—মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত সংস্কৃত নাটক। ভূরিবসু ও দেবরাত বিদর্ভ-দেশের রাজার দুই মন্ত্রী। তাঁহারা পরস্পরের পুত্রকন্যার বিবাহ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। মাধব দেবরাতের পুত্র, মালতী ভূরিবসুর কন্যা। পরিব্রাজিকা কামন্দকীর চেষ্টায় তাঁহাদের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার আদেশে মালতীর সহিত আর এক-জনের বিবাহের আয়োজন হয়। মালতী মনোদুঃখে গৃহত্যাগ করিলে অঘোরঘণ্ট নামে এক কাপালিক তাঁহাকে ধরিয়া শ্মশানে লইয়া যায়। মাধব আসিয়া কাপালিককে মারিয়া মালতীকে উদ্ধার করেন। ইহার পর কামন্দকীর আশ্রমে মালতী ও মাধবের গোপনে বিবাহ হয়। কিন্তু নিহত কাপা-লিকের শিষ্যা কপালকুণ্ডলা মালতীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। কামন্দকীর এক শিষ্যা মালতীকে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া মাধবের নিকট প্রেরণ করেন। নাটকখানি সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। লোহারাম শিরোরত্ন বাঙ্গালা পদ্যে ইহার অনুবাদ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইহার একখানি অনুবাদ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্—মহাকবি কালি-দাস-প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। পণ্ডিতগণ ইহাকে কালিদাসের দ্বিতীয় রচনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে কালিদাস ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় কেবল 'বিক্রমোর্ব্বশী' রচনা করিয়াছিলেন। বিদিশা-পতি অগ্নিমিত্র এই নাটকের নায়ক। বিদর্ভের মাধবসেন অগ্নিমিত্রের সাহায্যে বিদর্ভে আপনার প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে সহোদরা মালবিকাকে লইয়া বিদিশা অভি-মুখে অগ্রসর হন। সেই সময় পথে নানা গোলযোগ ঘটে। এই ঐতিহাসিক পট-ভূমিকার উপর মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত।

মালিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্যকাব্য (১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। কাশ্যপের নিকট শিক্ষা পাইয়া রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরাগিণী হয়। তখন সে রাজ-অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া বিশাল বিশ্বে বাহির হইল। ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয় দুইটি পুরুষ চরিত্র মালিনীর চরিত্রকে বিকাশের পথে লইয়া গিয়াছে।

মিঠেকড়া—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ওরফে 'শ্রীরাহু'-প্রণীত ব্যঙ্গকবিতাপুস্তক। রবীন্দ্র-নাথের 'কড়ি ও কোমলের' কতকগুলি কবি-তাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য ইহা লিখিত হয়।

মিড্‌সামার নাইট্‌স্ ড্রিম্ (Mid-summer Night's Dream)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়র। রূপকথামূলক মিলনান্তক নাটক (১৬০০)। হার্মিয়া (Hermia) ভালবাসে লিস্তাণ্ডারকে (Lysander) আর হেলেনা (Helena) ভালবাসে ডিমেট্রিয়াসকে (Demetrius), কিন্তু হার্মিয়ার পিতার আদেশ হার্মিয়ার ডিমেট্রিয়াসকেই স্বামিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই হার্মিয়া ও লিস্তাণ্ডার পরীদের এক বনে পলাইয়া গেল। সন্ধান পাইয়া অপর প্রণয়িযুগলও তাহাদের অনুসরণ করিল। এদিকে পরীদের রাজা অবেরনের অনুচর ঘুমন্ত ডিমেট্রিয়াস ও লিস্তাণ্ডারের চোখে এমন এক যাদুকরী ফুলের রস দিল যে দুইজনেই ঘুম হইতে উঠিয়া হেলে-নার প্রেমে পড়িল এবং তাহাদের ভীষণ কলহ আরম্ভ হইল। এদিকে পরীদের রাজা ও রাণীর কলহ মিটিয়া যাওয়ায় রাজার আদেশে অন্য ঔষধ দ্বারা প্রণয়ীদিগকে তাহাদের পূর্ব্ব প্রণয় ফিরাইয়া দেওয়া হইল। এই সময় হার্মিয়ার পিতা এবং ডিউক সেখানে আসিয়া প্রণয়ীদের বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন।

মিত্রবিলাপ কাব্য—রাজকৃষ্ণ মুখো-পাধ্যায়। পরলোকগত বন্ধুর উদ্দেশে রচিত শোকগাথা।

মিসেস্ ওয়ারেন্‌স্ প্রফেসান (Mrs. Waren's Profession)—বার্ণার্ড শ'। একখানি বিরস (Unpleasant) নাটক। ইহা শ'র 'Plays, Pleasant and Unpleasant' নামক নাটকের অন্তর্গত। মিসেস্ ওয়ারেনের দেহবিক্রয়ই পেশা ছিল—তাহা লইয়া কাহিনী গঠিত।

মীমাংসা-দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

মীরকাশিম—১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। বাঙ্গালার নবাব মীরকাশিমের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ইহার কেন্দ্রীয় চরিত্র উদাসিনী তারার ভূমিকা ঐতিহাসিক মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছে। ২। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। নানা ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বনে গ্রন্থকার ইহাতে মীরকাশিমের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলোচনা ও ইংরাজ রাজত্বকালে তাঁহার পরাজয়ের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত।

মীরাবাঈ—রাজকৃষ্ণ রায়। ভক্তিমূলক নাটক (১২৯৬ বঙ্গাব্দ)। মেবারের রাণা কুম্ভের রূপবতী ও সুগায়িকা স্ত্রী মীরাবাঈ অমূলক সন্দেহের বশে স্বামি-পরিত্যক্তা হন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমচিন্তায় বিভোর হইয়া সংসার ত্যাগ ও বৃন্দাবনে গমন করেন ও রূপ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই নাটক-খানি রচিত।

মুকুট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছেলেদের জন্য লেখা গল্প (১২৯২ বঙ্গাব্দ)। কাহিনী স্বাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস হইতে গৃহীত। ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃবিদ্বেষ গল্পটির উপজীব্য বিষয়। এই গল্পটিই অভিনয়ের জন্য 'মুকুট' (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) নামে নাট্যে প্রকাশিত হয়।

মুক্তধারা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জাতি ও রাষ্ট্রগত সমস্যা লইয়া রচিত নাটক। সঙ্কীর্ণ জাতীয় মনোভাব ও বণিকবুদ্ধি মানুষের কল্যাণবুদ্ধির নিকট পরাজিত হইবে, ইহা নাটকটির মর্ম্মকথা।

মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্—বোপদেব গোস্বামিকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণ। ইহাতে সংস্কৃত শব্দ ও ধাতুরূপ, সংজ্ঞা, সূত্র, আদেশ, প্রত্যয় প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রসরচনা। মুচিরাম একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি। চাটুকার বৃত্তির গুণে কিভাবে সে উন্নতি লাভ করে, তাহা এই গ্রন্থে সরস ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

মুণ্ডকোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

মুদ্রারাক্ষসম্—বিশাখদত্ত। সংস্কৃত নাটক। পণ্ডিত চাণক্য গভীর রাজনীতিজ্ঞানের ফলে কিভাবে নন্দবংশ ধ্বংস ও চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য্য-বংশ স্থাপনে সাহায্য করেন, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর ইহার বঙ্গানুবাদ করেন।

মুরারি গুপ্তের কড়চা—মুরারি গুপ্ত। ইহাই শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য (১৫২০)। ইহার নাম 'কৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' ও সংস্কৃতে লেখা।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী—নিখিলনাথ রায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীর নবাবী বাংলার ইতিহাসের বহু বিচিত্র কাহিনী ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। 'আলীবর্দ্দী বেগম', 'রাজা উদয়নারায়ণ', 'মহারাজ নন্দ-কুমার' ইত্যাদি ১৭টি কাহিনী ইহাতে আছে।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—নিখিলনাথ রায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থেও মুর্শিদাবাদের প্রাচীন ও আধুনিক বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদে কিভাবে বঙ্গসাহিত্যের চর্চা হইত তাহার পরিচয়ও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

মৃচ্ছকটিকম্—কবি শূদ্রক-রচিত সংস্কৃত নাটক। ব্রাহ্মণ যুবক চারুদত্তের সহিত রাজনটী বসন্তসেনার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। 'বসন্তসেনা' সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নাটকখানি খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের ধারণা।

মৃণালিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৮৬৯)। মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্রের সহিত মথুরার এক শ্রেষ্ঠিকন্যা মৃণালিনীর প্রণয় ও বিবাহ হয়। এই সময় হেমচন্দ্রের পিতৃরাজ্য যবন সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলজি কর্তৃক অধিকৃত হয়। হেমচন্দ্রের হিতৈষী গুরু মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে দেশরক্ষায় অনুপ্রাণিত করিবার জন্য মৃণালিনীকে অপর শিষ্য হৃষীকেশ শর্ম্মার গৃহে গোপন করিয়া রাখেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সন্ধানের জন্য গিরিজায়াকে নিযুক্ত করেন। এদিকে মৃণালিনী মিথ্যা অপবাদে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলে তিনি গিরিজায়ার সাহায্যে হেমচন্দ্রের সন্ধান করিতে থাকেন। লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকরণিক পশুপতি মুসলমানপক্ষে যোগদান করিয়া হেমচন্দ্রকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। হেমচন্দ্র পশুপতির চরের অস্ত্রাঘাতে আহত হন। ইহার পর মৃণালিনীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া হেমচন্দ্র তাঁহাকে ত্যাগ করেন। কিন্তু পরে তিনি জানিতে পারেন যে মৃণালিনীর সম্বন্ধে অপবাদ অমূলক; তখন পতিপত্নীর মিলন হয়। পশুপতি কৃতঘ্নতার পুরস্কারস্বরূপ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং পরে আগুনে পুড়িয়া মারা যান। হেমচন্দ্র গুরুর আদেশে দক্ষিণ দেশে গিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন।

মেঘদূতম্—মহাকবি কালিদাস-রচিত সংস্কৃত কাব্য। প্রভুর আদেশে কুবেরপুরী হইতে বিতাড়িত এক যক্ষ রামগিরি পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছিল। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নবমেঘোদয় দেখিয়া তাহার বিরহিচিত্ত প্রিয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন সে মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করিয়া অলকাপুরীতে প্রিয়ার নিকট প্রেরণ করে। অলকাপুরী যাইবার পথে দূতরূপী মেঘের চক্ষুতে যে সকল মনোহর দৃশ্য পড়িবার সম্ভাবনা, সেগুলি এবং যক্ষের হৃদয়বেদনা ইহাতে মনোহর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বাংলায় ইহার বহু অনুবাদ আছে। কাব্যটিতে উত্তর মেঘ ও পূর্ব্ব মেঘ এই দুই অংশ আছে।

মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কাব্যগ্রন্থ। রচনাকাল ১৮৬১। রাবণের পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর হইতে ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ বধ এবং তাহার পর রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের শক্তিশেলে বিদ্ধ হওয়া, পিতৃদর্শনার্থে রামচন্দ্রের প্রেতপুরীতে গমন, লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন লাভ ও মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া এই কাব্যখানি রচিত হয়। ইহাতে নয়টি সর্গ আছে।

মেজবউ—শিবনাথ শাস্ত্রী। সামাজিক উপন্যাস (১৮৭৯)। মেজবউ প্রমদার চরিত্রের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার আদর্শ রমণীচিত্র সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন।

মেজার ফর মেজার (Measure for Measure)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। মিলনান্তক নাটক (১৬২৩)।

মেদিনীকোষম্—সংস্কৃত কোষগ্রন্থ। ইহাতে সংস্কৃত শব্দসমূহের অর্থ, এক শব্দের বিভিন্ন অর্থ, লিঙ্গ প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মেন স্ট্রীট্ (Main Street)—সিনক্লেয়ার লুই রচিত উপন্যাস (১৯২০)। আমেরিকার এক ক্ষুদ্র সহরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় পীড়িত মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী ইহাতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মেবার পতন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঐতিহাসিক নাটক (১৩১৫ বঙ্গাব্দ)। রাণা প্রতাপের পুত্র অমরসিংহের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। অমরসিংহের শাসনকালেই মোগল সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ মেবার অধিকার করিয়া উহার পতন ঘটান। মহব্বৎ খাঁ সগরসিংহের পুত্র; তিনি মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন, মোগল সম্রাটের সৈনাপত্য গ্রহণ ও মেবার আক্রমণ করেন।

মে য়ে দে র ব্রতকথা—আশুতোষ মজুমদার। প্রচলিত ব্রতকথাগুলির সংকলন আরও দু'একটি হইলেও ইহাই প্রথম সুসম্বদ্ধ সংকলনের প্রচেষ্টা।

মেরি ওয়াইভস্ অব উইণ্ডসোর, দি (Merry Wives of Windsor, The)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। মিলনান্তক নাটক (১৬২৩)। উইণ্ডসোর নিবাসী ফোর্ড ও পেজ-এর স্ত্রীদের সঙ্গে ফল্‌স্টাফ প্রেম করিতে মনস্থ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

মৈমনসিংহ-গীতিকা—রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সঙ্কলিত। বাঙ্গালার মৈমনসিংহ অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ও প্রচারিত কতকগুলি কাব্যের সমষ্টি (১৯২৩)। কাব্যগুলির নাম—মহুয়া, মলুয়া, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, কেনারাম, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ানা মদিনা। 'মহুয়া'র আখ্যানভাগ এইরূপ—মহুয়া বেদের পালিতা মেয়ে। তাহার অপহারক ও পালক-পিতা বেদে জাতীয় হুমড়া দলবল লইয়া নদ্যাপুরে তামাসা দেখাইতে আসিয়াছিল। সেখানে মহুয়া নদেরচাঁদ ঠাকুরকে ভালবাসিয়া ফেলে এবং শেষ পর্য্যন্ত নদেরচাঁদ মহুয়াকে লইয়া পলায়ন করে। বেদের দল প্রেমিক-প্রেমিকার পশ্চাদ্ধাবন করে। ধরা পড়িবার পূর্ব্বে মহুয়া নিজের বক্ষে ছুরি বসাইয়া আত্মহত্যা করে এবং হুমড়ার আদেশে বেদের দল নদেরচাঁদকেও হত্যা করে। কিন্তু শেষে ইহাদের গভীর প্রণয়ের কথা ভাবিয়া হুমড়া অনুতপ্ত হয়। 'মহুয়া' চন্দ্রাবতী নামে এক কবির রচিত ও কতকাংশে তাঁহার আত্মকাহিনী বলিয়া কথিত।

মোগলবংশ—রামপ্রাণ গুপ্ত। ঐতিহাসিক পুস্তক। ইহাতে চেঙ্গিস খাঁ, বাবর এবং অন্যান্য মোগলদের কাহিনী লিখিত আছে। ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের অবসানকাল পর্য্যন্ত বর্ণনার পর মোগল শাসনকালে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বিশদ বর্ণনা ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

ম্যাক্‌বেথ (Macbeth)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার-রচিত নাটক। ম্যাক্‌বেথ স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা ডান্‌কানের সেনাপতি ছিলেন। একদা তিনি ও অন্যতম সেনাপতি ব্যাঙ্কো যখন যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিতেছিলেন, সেই সময় তিনটি ডাকিনী ম্যাক্‌বেথকে নরপতি বলিয়া অভিহিত করে। ইহাতে ম্যাক্‌বেথের মনে রাজ্যলিপ্সা জাগরিত হয় এবং লেডী ম্যাক্‌বেথের প্ররোচনায় তিনি রাজাকে হত্যা ও সিংহাসন অধিকার করেন। অতঃপর রাজার দুই পুত্র ইংলণ্ডে পলায়ন করেন এবং ইংলণ্ডের রাজার সাহায্যে ম্যাক্‌বেথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ম্যাক্‌বেথের পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। নরহত্যার পূর্ব্বে ও পরে ম্যাক্‌বেথের মনে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহা এই নাটকের মূল উপজীব্য। পরে ম্যাক্‌বেথ ব্যাঙ্কোকেও হত্যা করেন। পরে অবশ্য তিনি ডান্‌কানের পুত্র ম্যালকম কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইহার বঙ্গানুবাদ করেন।

ম্যাডাম বোভারি (Madame Bovary)—ফ্লবার্ট (Flaubert)-এর প্রধান পুস্তক।

ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান (Man and Super-Man)—জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'-রচিত মিলনান্ত নাটক (১৯০১—০৩)। মৃত্যুকালে মিঃ হোয়াইট্‌ফিল্ড তাঁহার বন্ধু মিঃ র‍্যাম্‌সডেন

ও মিঃ ট্যানারকে তাঁহার কন্যা অ্যান হোয়াইটফিল্ডের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া যান। মিঃ ট্যানারের মন ছিল বিদ্রোহের তেজে পূর্ণ; সমস্ত জিনিষই সে সত্যের আলোকে দেখিতে চেষ্টা করিত। 'দি রিভলিউশনিস্ট্‌স্ হ্যাণ্ডবুক' নামে একটি বই সে প্রকাশ করে। তাহাতে সমাজের প্রচলিত নিয়ম ও আদর্শগুলিকে অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সত্য বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করে। এই পুস্তকটির জন্য সে মিঃ র‍্যাম্‌স্‌ডেন ও অনুরূপ অনেক লোকের বিরাগভাজন হয়। মিঃ হোয়াইটফিল্ডের আর একটি প্রিয়পাত্র ছিল। তাহার নাম মিঃ রবিন্‌সন। সে অ্যানকে ভালবাসিত এবং অনেকে আশা করিত তাহাদের বিবাহ হইবে। কিন্তু অ্যানের মন আসলে ছিল ট্যানারের দিকে। শেষ পর্য্যন্ত তাহার প্রেমফাঁদে ট্যানারকে ধরা দিতে হয় এবং মিলন ও হাস্যের ভিতর দিয়া যবনিকা নামিয়া আসে। নাট্যকার এই গ্রন্থে তাঁহার মহামানবের আদর্শবাদ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেই দিক্ দিয়া নাটকটি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়।

য

যৎকিঞ্চিৎ—টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র-রচিত ধর্ম্মগ্রন্থ (১৮৬৫)। গল্পচ্ছলে ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মবিজ্ঞান বিষয়ে বহু উপদেশ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা—গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী করেন।

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতের বই। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাচীন ওস্তাদগণের রচিত অনেকগুলি 'গৎ' ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। ইংরাজী সঙ্গীতের স্বরসংযোগ (Harmony) হিন্দু সঙ্গীতে কিরূপে ব্যবহার করা যায় তাহা ইহাতে দেখান হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দের তাল সঙ্গত হইয়া গৎ-এর অলঙ্কাররূপে কি কৌশলে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহাও দেখান হইয়াছে।

যমগীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

যমসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

যমালয়ে জীবন্ত মানুষ—দীনবন্ধু মিত্রের কৌতুকোপন্যাস। লোচনপুর ও প্রমাদপুরের জমিদারের মধ্যে দাঙ্গা হওয়ায় প্রমাদপুরের নায়েব হত হইলে, ইহার মৃতদেহ লোচনপুরের জমিদার গোপন করিয়া রাখেন। যমরাজ মৃত ব্যক্তিকে আনিতে আদেশ করিলে,—মৃত নায়েব মনে করিয়া লোচনপুরের নায়েব কুড়রাম দত্তকে যমদূতেরা লইয়া যায়। শিবের নাম জাল (??) করিয়া কুড়রাম যমকে পদচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হয়। যম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের শরণাপন্ন হইলে, যম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যমালয়ে যাইয়া সবিশেষ বিবরণ অবগত হন ও কুড়রামকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া যমকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

যাত্রী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভ্রমণকাহিনী (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। ১৯২৪—২৫-এ কবি ইউরোপ হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় এবং ১৯২৭-এ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও শ্যামে যান। এই দুই পর্য্যটনের সময়ে লেখা দিনপঞ্জী ও চিঠিপত্র 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' এবং 'জাভাযাত্রীর পত্র' নামে সংকলিত হইয়া ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

যুগলাঙ্গুরীয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অ্যাড্‌ভেঞ্চার জাতীয় বড় গল্প (১৮৭৩)। ধনদাস শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ীর সহিত শচীসুত শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুরন্দরের বিবাহ ঠিক হইবার কিছুকাল পর ধনদাস কন্যাদান করিতে অসম্মত হইলে পুরন্দর বাণিজ্যোপলক্ষে সিংহলে চলিয়া যায়। তিন বছর পর ধনদাস গুরু আনন্দস্বামীর আদেশে কাশীধামে চক্ষু আবদ্ধ অবস্থায় এক যুবকের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ দেয় ও উভয়কে এক একটী অঙ্গুরীয় দিয়া বলে যে পাঁচ বছর পরে এই অঙ্গুরীয়ের সাহায্যে উভয়ের মিলন হইবে। পাঁচ বছর পরে হিরণ্ময়ীর সহিত পুরন্দরের সাক্ষাৎ হইলে অঙ্গুরীয় সাহায্যে জানা গেল যে উভয়ে স্বামিস্ত্রী। আনন্দস্বামী জানিতে পারিয়াছিলেন পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বামিসন্দর্শন হইলে হিরণ্ময়ীর বৈধব্য ঘটিবে, সেইজন্য তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার পর উভয়ের মিলনের আর কোন বাধা রহিল না।

যেদিন ফুটলো কমল—বুদ্ধদেব বসু। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীলতা এবং পার্থপ্রতিম একসঙ্গে এম্. এ. পড়িত। শ্রীলতা অভিজাত বংশের মেয়ে; পার্থপ্রতিম সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে। পার্থপ্রতিম প্রথমাবধি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল এবং সেইজন্য লেখাপড়ার বিষয়ে শ্রীলতার সহিত তাহার ভীষণ প্রতিযোগিতা হইত। কিন্তু শ্রীলতা প্রথম স্থান অধিকার করিত। পরে শ্রীলতাদের বাড়ী হইতে শ্রীলতার সহিত পার্থপ্রতিমের বিবাহের প্রস্তাব আসে। পার্থপ্রতিম সোজাসুজি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরে অবশ্য পুরীতে গিয়া উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং উভয়ে উভয়কে ভালবাসে।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—রামনারায়ণ তর্করত্ন। ক্ষুদ্র প্রহসন। এক কুলস্ত্রীর নিকট দুই ব্যক্তি কুপ্রস্তাব করিলে স্বীয় পতির সহিত পরামর্শ করিয়া সেই কুলললনা তাহাদের যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণম্—বশিষ্ঠ-কথিত ও রামচন্দ্র-শ্রুত সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। যোগ ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় কূট বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইহা বৈরাগ্য, মুমুক্ষু-ব্যবহার, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম, নির্ব্বাণ—এই ছয় প্রকরণে বিভক্ত। বৈরাগ্যে—সংসার ও বিষয়াদির অনিত্যতা; মুমুক্ষুতে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ ও মুমুক্ষু ব্যক্তির কার্য্যাদি; উৎপত্তিতে—জগতের উৎপত্তি, চিত্তের অবস্থা, সুখদুঃখ, ভোক্তৃভোগ্য এবং প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ উপাখ্যান; স্থিতিতে—মনোমধ্যে কিরূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা ও তদুপলক্ষে শুক্র ও অপ্সরার উপাখ্যান ইত্যাদি; উপশমে—চিত্তদমন, সঙ্গবিচার, ইন্দ্রিয়ানুশাসন প্রভৃতি; নির্ব্বাণে—অবিদ্যা ও তন্মাহাত্ম্য ও উহার নিরাকরণোপায়, ভুশুণ্ডোপাখ্যান, সমাধি, পরমার্থযোগ, বাহ্যপূজা, বিভূতিযোগ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, চূড়ালা-উপাখ্যান, বৈরাগ্যবর্ণন, নাস্তিক্যবাদ নিরাকরণ, কর্ম্মনিরূপণ, জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের বর্ণন, সিদ্ধ নির্ব্বাণ কথন, ব্রহ্মাণ্ড ও সপ্তদ্বীপাদি বর্ণন প্রভৃতি বহু উপাখ্যান সহকারে আলোচিত হইয়াছে।

যোগাযোগ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামাজিক উপন্যাস (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। স্বামিস্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক মিল না হইলে যে ট্রাজেডি ঘটে, সেই ট্রাজেডির ইহা রূপায়ণ। কুমুর শিক্ষা ও সংস্কারের সঙ্গে মধুসূদনের শিক্ষা ও সংস্কারের কোন মিল ছিল না বলিয়া সে স্বামীর ঘর করিতে পারিল না। দাদা বিপ্রদাসের কাছে শিক্ষালাভ করিয়া সে স্থূল মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন স্বামীকে ভালবাসিতে পারে নাই। ইহাই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু।

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মলিয়েরের 'ল্ আমুর মেদিস্যাঁ'র ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে লেখা।

র

রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির ইহা শেষ রূপকনাট্য (১৯২৪)। "রক্তকরবীতে ধনের উপর ধান্যের, শক্তির উপর প্রেমের এবং মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গান

গীত হইয়াছে।" রাজা শুষ্কজ্ঞান লইয়া আবদ্ধ—নন্দিনী জীবনের সহজ আনন্দ। বিলর ভূমিকা কবির অন্যান্য রূপকনাট্যের ঠাকুর্দা বা বৈরাগীর স্থান অধিকার করিয়াছে।

রঘুবংশম্—মহাকবি কালিদাস-কৃত সংস্কৃত মহাকাব্য। শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ রঘুর বংশ-বর্ণনা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। রঘুর পিতা দিলীপ হইতে রামচন্দ্রের অধস্তন ২১শ পুরুষের পর্য্যন্ত বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৯শ সর্গে বিভক্ত এবং রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত।

রঘুবীর—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। নাটক। রঘুবীর ভীলসন্তান। অনন্তরাম তাহাকে বাল্যকাল হইতে মানুষ করিয়াছিলেন। প্রথমে সে সাধারণ মানুষের মত শান্তশিষ্টভাবে বাস করিত; কিন্তু অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা জাফরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া সে তাহাকে হত্যা করে এবং তদবধি সে 'রঘুয়া' নামে পরিচিত হয়। অনন্তরামের প্রতি তাহার ভক্তি এবং ভীলসন্তানের সাহস ও কর্ত্তব্যবোধ 'রঘুবী'রে'র মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

রঙ্গমতী—নবীনচন্দ্র সেন। বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গমতীরাজ মুকুট রায়ের পুত্র বীরেন্দ্র কুসুমিকাকে ভালবাসেন। তিনি দিল্লীতে আওরঙ্গজেবের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলে, শিবাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শিবাজী স্বীয় অসি বীরেন্দ্রকে দান করিলে বীরেন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়া মোগল-হস্ত হইতে ভারত উদ্ধারের চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি সায়েস্তা খাঁর সহিত যোগ দিয়া পর্ত্তুগীজ দস্যু বেঞ্জামিনকে পরাজিত করেন। কুসুমিকার অন্তস্থলে বিবাহ স্থির হওয়ার সংবাদ পাইয়া বীরেন্দ্র আসিয়া কুসুমিকাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কুসুমিকা সংজ্ঞালাভ করিয়া বীরেন্দ্রের মৃতদেহ দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এমন সময় বেঞ্জামিন রঙ্গমতী আক্রমণ করিয়া শ্মশানে পরিণত করিল।

রঙ্গমল্লী—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ইহাতে কবির কয়েকটি ক্ষুদ্র নাট্যরচনার অনুবাদ আছে (১৩২০ বঙ্গাব্দ)।

রজনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাসের আকারে বড় গল্প [illegible]২৮৪ বঙ্গাব্দ)। পাত্র-পাত্রীর জবানীতে ইহা লেখা। [illegible] ধনী রামসদয়ের গৃহে জন্মান্ধ গরীব রজনী [illegible] ফুল বেচিত। রামসদয়ের দ্বিতীয়া পত্নী লবঙ্গল[illegible] রামসদয়[illegible] রজনীকে খুব স্নেহ করিতেন। [illegible] রজনীর প্রথম পক্ষের পুত্র শচীন্দ্রের স্পর্শে রজনী [illegible] প্রতি অনুরক্তা হয়। রামসদয়ের কর্ম্মচারীর [illegible] তাহার পুত্র গোপালের সহিত তাহার বিবাহ [illegible]স্থির হইলে, গোপালের প্রথম পক্ষের স্ত্রী চাঁপা আসিয়া তাহাকে তাহার ভাই হীরালালের সহিত পলায়ন করিতে পরামর্শ দেয়। হীরালাল তাহাকে একটি চড়ায় নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করে। রজনী আত্মহত্যা করিবার জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। পরে অমরনাথ নামে এক যুবক তাহাকে উদ্ধার করেন এবং অনুসন্ধানে জানেন যে রজনীর সম্পত্তি রামসদয় ভোগ করিতেছেন। রামসদয় সম্পত্তি রক্ষার্থে রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রজনীর সঙ্গে তখন অমরনাথের বিবাহ হইবার কথা প্রায় পাকাপাকি। শেষে মহানুভব অমরনাথ রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহ দিয়া, সমস্ত সম্পত্তি উভয়কে দান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। এক সন্ন্যাসীর ঔষধের গুণে রজনীর অন্ধতা ঘুচিল; সে স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসার করিতে লাগিল। নাম ভূমিকা লীটনের নীডিয়ার স্মরণে কল্পিত।

রত্নাবলী—কাশ্মীররাজ হর্ষদেব-রচিত সংস্কৃত নাটিকা (?১২শ শতাব্দী)। বৎসরাজ উদয়নের সহিত সিংহলরাজ নিজ কন্যা রত্নাবলীর বিবাহার্থ তাহাকে মন্ত্রিসহ প্রেরণ করেন। পথে ঝড়বৃষ্টিতে নৌকাডুবি হইলে, বৎসরাজমন্ত্রী রত্নাবলীকে পাইয়া তাহার পরিচয় অবগত হইয়া মহিষী বাসবদত্তার নিকটে তাহাকে লুকাইয়া রাখিলেন। বৎসরাজ ও রত্নাবলী উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হওয়ায় বাসবদত্তা রত্নাবলীকে ভয়ানক যন্ত্রণা দেন। সিংহলরাজ-মন্ত্রী বৎসদেশে উপস্থিত হইয়া রত্নাবলীকে চিনিতে পারিলে বাসবদত্তা স্বীয় স্বামী সহ রত্নাবলীর বিবাহ দেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরাজীতে ইহার অনুবাদ করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার বঙ্গানুবাদ করেন।

রবিন্‌সন ক্রুশো (Robinson Crusoe, The Life and Strange Surprising Adventures of)—ইংরাজ সাহিত্যিক ড্যানিয়েল ডিফো রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ (১৭১৯)। নায়ক রবিন্‌সন ক্রুশো ছিল অসীম সাহসী এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী। জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে এক নির্জ্জন দ্বীপে সে আসিয়া পড়ে। সেখানকার রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলি লইয়া এই গ্রন্থ রচিত। সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রুসোর আবার সংসার গড়িতে হইল, তাহার চরিত্রের এই বিকাশই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ।

রমলা—মণীন্দ্রলাল বসু। উপন্যাস। (এই নামে একখানি ইংরাজী উপন্যাস আছে। লেখক জর্জ্জ ইলিয়ট)। তরুণ শিল্পী রজত যোগেশচন্দ্রের নিমন্ত্রণ পাইয়া হাজারিবাগে রওনা হয়। যোগেশবাবুর কন্যা মাধবী ও মুসলমান সাধক কাজী সাহেব ছাড়া যোগেশবাবুর সংসারে অন্য কেহ ছিল না। রজত হাজারিবাগে আসিলে মাধবীর বান্ধবী রমলার সহিত পরিচিত হয় ও উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মাধবীও রজতকে ভালবাসে। রজতের বন্ধু ইঞ্জিনীয়ার যতীনের সহিত মাধবীদের পরিচয় হইলে সেও রমলার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও বিবাহের প্রস্তাব করে। রমলা হাসিমুখে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। পরে রজতের সঙ্গে রমলার ও যতীনের সঙ্গে মাধবীর বিবাহ হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে রজতের জীবনে অভাব-অনটন আসিয়া পড়ে এবং উহাদের দুঃখে দিন চলে। এই সময় যতীন ও মাধবী উহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করে। একদিন রমলার প্রতি যতীনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। রমলা যতীনকে চলিয়া যাইতে বলে। তখন যতীন ও মাধবী নিরুদ্দেশ হয়। এদিকে রজত শিল্পী হিসাবে বিখ্যাত হইয়াছে। অর্থের আর অভাব নাই। সে কাজী সাহেবের কাজে হাজারিবাগে আছে। আর যতীন ও মাধবী দেশে ফিরিয়া সুন্দরবনে অনেক জমি কিনিয়া নূতন আদর্শে গ্রাম বসাইল ও দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিল। এই উপন্যাসখানি এযুগের নব্য রোমান্টিক সম্প্রদায়ের লেখকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

রসকদম্ব—কবিবল্লভ। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থ (১৫৯৯)। প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে। বাইশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে একটি করিয়া রস বর্ণিত। যদুনন্দনেরও ঐ নামে একখানি গ্রন্থ আছে। তাহার অপর নাম 'রাধাকৃষ্ণলীলা রসকদম্ব'।

রসতরঙ্গিনী—মদনমোহন তর্কালঙ্কার। কাব্যগ্রন্থ (১৮৩৪)। ইহাতে বহু সংস্কৃত কবিতার মূল ও পদ্যে অনুবাদ আছে। ইহাতে কবি বিচিত্র কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

রসমঞ্জরী—ভারতচন্দ্র রায়। কবিতা-গ্রন্থ। ইহাতে নায়ক-নায়িকার লক্ষণভেদ, শৃঙ্গার-রসের প্রকারভেদ, পদ্মিনী, শঙ্খিনী প্রভৃতি চারি জাতীয়া রমণীর বৈশিষ্ট্য কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি অলঙ্কারগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

রসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। প্রাচীনকালে হিন্দুগণ রসায়ন শাস্ত্রে কিরূপ অসাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন, সে সময় জারণ মারণ ও ঔষধ প্রণয়ন সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অন্যান্য দেশের শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছিল।

রাইকমল—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্প-পুস্তক। ইহাতে 'রাইকমল' প্রভৃতি কতকগুলি গল্প আছে। গল্পগুলি পল্লী-জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী। 'রাইকমল' গল্পটি এক বৈষ্ণবীর প্রণয়কাহিনী।

রাজকাহিনী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বীরপ্রসূ রাজপুতানা ও বীরপ্রসূন রাজপুতদের কথা। বাংলা ভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী-দের জন্য অনুমোদিত হয়। ইহাতে 'শিলাদিত্য', 'গোহ', 'বাপ্পাদিত্য', 'পদ্মিনী', 'হাম্বির', 'হাম্বিরের রাজ্যলাভ', 'চণ্ড', 'কুম্ভ', সংগ্রামসিংহ'—এই কয়টি কাহিনী আছে।

রাজগী—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সামাজিক উপন্যাস। পূর্ববঙ্গের এক ধনিবংশের সন্তান দ্বিজেশ সমাজতত্ত্ববিদ্ নরেনবাবুর সংস্পর্শে আসে। সমাজতত্ত্ব আলোচনার ফলে তাহার সম্পত্তি ভোগের মোহ ঘুচিয়া যায়। সে সম্পত্তি নরেনবাবু ও স্ত্রী সাবিত্রীকে দান করে। সাবিত্রীও তাহার সম্পত্তি নরেন-বাবুকে দান করে। কিন্তু নরেনবাবু উহা না লইয়া ফিরাইয়া দেন। দ্বিজেশ ও সাবিত্রী সাধারণ মানুষের মত বাস করিয়া প্রজাদের হিতসাধনে জীবনোৎসর্গ করে। প্রকারান্তরে ইহাতে সমাজতন্ত্রবাদের অবতারণা করা হইয়াছে। বোধ হয় বাঙ্গালা উপন্যাসে এইরূপ চেষ্টা ইহাই প্রথম।

রাজতরঙ্গিণী—চারি খণ্ডে সমাপ্ত সংস্কৃত ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহার প্রথমাংশ কহ্লন পণ্ডিত, দ্বিতীয়াংশ বেণরাজ, তৃতীয়াংশ শ্রীধর পণ্ডিত এবং শেষাংশ প্রাজ্যভট্ট-রচিত। ইহাতে পৌরাণিক কাল হইতে শাহ আল-মের সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশের পরিচয় ও কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ষ্টিন সাহেব ও রণজিৎ পণ্ডিত কহ্লন-কৃত 'রাজতরঙ্গিণী'র ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

রাজমালা—কোচবিহারের মহারাণী বৃন্দেশ্বরী প্রণীত ত্রিপুরা রাজকাহিনী (১২৬৬ বঙ্গাব্দ)। ইহা গাথা-কবিতা। সংস্কৃত রাজমালার অনুবাদক ছিলেন দুর্গামণি ঠাকুর।

রাজমোহনস্ ওয়াইফ (Rajmohan's Wife)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইংরাজী উপন্যাস (১৮৬৪)। ইহা কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' নামক সাপ্তাহিকে বাহির হইয়াছিল। রাধাগঞ্জ গ্রামের জমিদার বংশীবদন ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন ছেলে—রমাকান্ত, রামকানাই ও রামগোপাল জমিদার হয়। মথুর ও মাধব যথাক্রমে পূর্ব্ব দুইজনের ছেলে, রামগোপাল নিঃসন্তান। রামগোপাল তাহার সম্পত্তি মাধবকে দিয়া যাইলে মথুর মাধবের নামে উইল জালের নালিশ করে এবং ডাকাতি করাইয়া উইল চুরি করিবার চেষ্টায় থাকে। উইলচোর ডাকাতের দলে ছিল মাধবের বড় শালী মাতঙ্গিনীর স্বামী গুণ্ডা রাজমোহন। পরে পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়া রাজমোহনের দ্বীপান্তর হয় আর মাতঙ্গিনী পিতার আশ্রয় লয়। বইখানি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজর্ষি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস (১৮৮৭)। এই উপন্যাসটির ২৬শ পরি-চ্ছেদ 'বালক'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া-ছিল। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য একটি অনাথা বালিকার কথায় বিচলিত হইয়া ভুবনেশ্বরী মন্দিরে বলিদান প্রথা বন্ধ করিয়া দেন। পুরোহিত রঘুপতি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া রাজাকে হত্যা করিবার জন্য গোবিন্দ-মাণিক্যের ভাই নক্ষত্ররায়কে উত্তেজিত করেন। কিন্তু নক্ষত্ররায় শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে অসমর্থ হন। তিনি রাজার পালিত পুত্র ধ্রুবকে বলি দিবার জন্য মন্দিরে লইয়া যান। সংবাদ পাইয়া রাজা নক্ষত্ররায় ও রঘুপতিকে নির্ব্বাসিত করেন। রঘুপতি নির্ব্বাসিত হইয়া মোগলদিগকে এবং নক্ষত্ররায়কে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। রাজা সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হন এবং সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া নক্ষত্রকে রাজ্য দিয়া বনবাসে গমন করেন। রঘুপতি নক্ষত্ররায় কর্তৃক অপ-মানিত হইয়া আবার রাজার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' নাটক এই কাহিনীর প্রথম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে রচিত।

রাজসিংহ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস। মেবারপতি রাজ-সিংহের সহিত মোগল-সম্রাট্ আওরংজিবের সংঘর্ষই ইহার ভিত্তি। রূপনগরের রাজকন্যা একদা আওরংজিবের ছবিতে পদাঘাত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ এই সংবাদ অবগত হইয়া স্থির করেন যে, রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করিয়া তিনি তাহাকে দিয়া উদিপুরী বেগমের তামাকু সাজাই-বেন। সম্রাটের পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া সেনাপতি মবারক রূপনগরে যায়। এই মবারক সম্রাট্‌দুহিতা জেব্‌উন্নিসার প্রণয়ী। চঞ্চলকুমারী সম্রাটের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাজসিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রাজসিংহ অনুগত ভৃত্য মাণিকলালকে সন্ধির প্রস্তাব সহ বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। চঞ্চলকুমারীও মাণিকলালের পত্নী নির্ম্মল-কুমারীকে তাহার সহিত প্রেরণ করেন। নির্ম্মলের হস্তে তিনিও একখানি পত্র পাঠাইয়া দেন। উহাতে উদিপুরী বেগমকে তামাকু সাজিয়া দিবার জন্য পাল্টা আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বাদশাহ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে মেবার আক্রমণ করেন। আওরং-জিব যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন উদিপুরী ও জেব্‌উন্নিসাও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মেবারে গিয়া সম্রাট্ সসৈন্যে এক গিরিবর্ত্মের মধ্যে অবরুদ্ধ হন। রাজসিংহ উদিপুরী ও জেব্-উন্নিসাকে বন্দী করেন। ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত সম্রাট্ রাজসিংহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন এবং জেব্‌উন্নিসা ও উদিপুরী মুক্ত হইলেন। মুক্তিলাভের পূর্ব্বে উদিপুরীকে দিয়া চঞ্চলকুমারী তামাকু সাজাইয়া লন। ইহার পর আওরংজিব আবার রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে মোগল সৈন্য আবার পরাজিত হয়। যুদ্ধশেষে রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করেন।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত—বরদাকান্ত মিত্র কর্তৃক অনুদিত কর্ণেল টডের লিখিত রাজ-স্থানের ইতিহাস। অঘোরনাথ বরাট এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'রাজস্থান' নাম দিয়া এই পুস্তকের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত করেন।

রাজহংস—সজনীকান্ত দাস। কবিতা-পুস্তক। ইহাতে 'শেখভের ডার্লিং', 'বিষামৃত', 'আকাশ-সাগর', 'পাদপাদপ' প্রভৃতি লেখকের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা স্থান পাইয়াছে। স্বর্গত রবীন মৈত্র সম্বন্ধেও একটি কবিতা আছে। কামনা ও প্রেমের দ্বন্দ্ব কয়েকটি কবিতার বিষয়বস্তু।

রাজা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপক নাট্য (১৩১৭ বঙ্গাব্দ)। কাহিনী পালি সাহিত্যের 'কুশজাতক' গল্পের সূত্র অবলম্বনে পরিকল্পিত। নাটকের নায়ক রাজা, নায়িকা সুদর্শনা। সুদর্শনা রাজার বাল্যবিবাহিত স্ত্রী, কিন্তু তাঁহাদের চাক্ষুষ মিলন হয় নাই। সুদর্শনা রাজবেশী সুরূপ সুবর্ণকে দেখিয়া একবার রাজা বলিয়া ভাবেন, কিন্তু পরে ভুল বুঝিতে পারেন। প্রাসাদে আগুন লাগিলে রাজা আসিয়া সুদর্শনাকে রক্ষা করেন—আগুনের দীপ্তিতে রাজার কালো মুখ তিনি দেখিতে পান এবং তাঁহাকে ভালবাসেন। ইহার পর কয়েকটি ঘটনা ঘটে ও রাজার সহিত সুদর্শনার মিলন হয়। এই মিলনের মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির, ব্রহ্ম ও জীবের মিলন-অভিসারের তত্ত্বটুকু ধরা পড়ে। এই নাটকের অভিনয়-যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপরতন' (১৯২০)।

রাজা ও রাণী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্যকাব্য। ইহা পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজিক নাটক (১২৯৬ বঙ্গাব্দ)। জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব ও রাণী সুমিত্রার মধ্যে মনকষাকষি ছিল। বিক্রমদেবের প্রেম অবুঝ। সুমিত্রার প্রেম সংযত ও শান্ত। স্বামী কর্ত্তব্যের অবহেলা করিতেছিলেন। তাঁহার ত্রুটি সংশোধনের জন্য সুমিত্রা স্বামীকে ছাড়িয়া পিত্রালয়ে গমন

করেন। তখন রাণীর ভ্রাতা কুমার সেনের সহিত বিক্রমের সংঘর্ষ বাধিল। কাশ্মীররাজের সাহায্য না পাওয়ায় বিক্রমের হস্তে বন্দী হইবার ভয়ে কুমার ও সুমিত্রা অবশেষে বনে পলায়ন করেন। শেষে প্রজাদের উপর অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া কুমার আত্মজীবন বলি দেন এবং সুমিত্রা কুমারের ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া রাজাকে উপহার দেন ও আত্মহত্যা করেন। এই নাটকখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এই নাটকের মূল কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'তপতী' নামে একখানি নাটক (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) রচনা করেন। উহার আদ্যন্ত গদ্যে রচিত, তবে কয়েকটি চমৎকার গান আছে।

রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত—রামরাম বসু। জীবনী-গ্রন্থ (১৮০১)।

রাজাবলি—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কলির সূচনা হইতে ভারতে ইংরাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাট্‌গণের ইতিহাস। তন্মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্য, ভর্তৃহরি, বিক্রমপাল, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন এবং বাদশাহ আওরংজিব, নবাব আলিবর্দ্দী প্রভৃতির বিবরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা শ্রীরামপুর হইতে ১৮০৮-এ মুদ্রিত হয়। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইহাই প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস।

রাজা বসন্ত রায়—কেদারনাথ চৌধুরী। ইহা রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র নাট্যরূপ।

রাজা বাহাদুর—অমৃতলাল বসু। রঙ্গনাট্য। 'রাজা বাহাদুর' খেতাব লাভের জন্য এক জমিদারের নানাবিধ হাস্যকর প্রচেষ্টা এই প্রহসনে বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য—রাজকৃষ্ণ রায়। অপৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক (১৮৮৪)। নাটকটির একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা আদ্যোপান্ত "পদ্য-পঙ্‌ক্তি গদ্য"-এ অর্থাৎ ছন্দঃস্পন্দিত গদ্যে লেখা।

রাণী দুর্গাবতী—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৮৯২)। বইখানিকে বটতলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যায়।

রাধারাণী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ প্রেমের গল্প (১৮৭৫)। রাধারাণী সম্পন্ন ঘরের মেয়ে। জ্ঞাতিদের সহিত মামলা চলিতেছিল বলিয়া তাহাদের এক সময় অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িতে হয়। সেই সময় রাধারাণী অর্থ সংগ্রহের জন্য মাহেশের রথের মেলায় বনফুলের মালা বিক্রয় করিতে যায়। মালা বিক্রয় না হওয়ায় রাধারাণী যখন ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই সময় রুক্মিণীকুমার নামে এক ভদ্রলোক দুই টাকা দিয়া মালাছড়াটি ক্রয় করেন এবং রাধারাণীকে তাহাদের কুটীরের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া যান। ইহার পর মামলায় রাধারাণীদের জয় হয় এবং তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু রাধারাণীর বিবাহের বয়স হইলে রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিতে সে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পরে রুক্মিণীকুমারের সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং তখন সকলে জানিতে পারেন যে রুক্মিণীকুমারও একজন মহাধনবান্ ব্যক্তি। বিপত্নীক হইবার পর তিনি ছদ্মবেশে এবং ছদ্মনামে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

রামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টারমশাই ওরফে শ্রীম)-কথিত বিশ্ববিশ্রুত বাঙ্গালা ধর্মগ্রন্থ। ভক্তমণ্ডলীর নিকট রামকৃষ্ণ পরমহংস সরল ভাষায় আত্মতত্ত্ববিষয়ক যে সব উপদেশ দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়, প্রেমের লক্ষণ কি, ভক্তিজ্ঞান যোগ কাহাকে বলে ইত্যাদি বহু তত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্মকথা সরল অনাড়ম্বর ভাষায় উপদেশচ্ছলে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বিভিন্ন দেশী বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

রামগীতা—'পঞ্চগীতা' দ্রঃ।

রামচরিত মানস—তুলসীদাস রচিত। মহাকাব্য। তুলসীদাসী রামায়ণ নামে ইহা অধিক পরিচিত। মূল রামায়ণের মত এই হিন্দী কাব্যে সাতটি কাণ্ডই আছে।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী। রামতনু লাহিড়ীর জীবনী (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রমুখ তৎকালীন মনীষীদের কথাও আলোচিত হইয়াছে।

রামপ্রসাদ—ভক্তকবি রামপ্রসাদের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত, বৈকণ্ঠ বসু-প্রণীত ভক্তিমূলক নাটক। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতগুলি গ্রন্থের অমূল্য সম্পদ্।

রামরসায়ন, শ্রী—রঘুনন্দন গোস্বামী। গ্রন্থখানি রামচরিত অবলম্বনে লিখিত হইলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত ইহার পার্থক্য যথেষ্ট। রামের জন্ম হইতে সীতা উদ্ধারের পর রামের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

রামানুজ—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। অপৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটক (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। রামানুজের জীবনী অবলম্বনে লেখা।

রামানুজদর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

রামাবদানম্—নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন-প্রণীত সংস্কৃত নাটক (? ১৮৪১)। রামচরিত অবলম্বনে নাটকখানি লিখিত।

রামায়ণম্—মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত সংস্কৃত মহাকাব্য ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। কাব্যখানি সাত খণ্ডে বিভক্ত—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড। কৃত্তিবাস পণ্ডিত, ষষ্ঠীধর সেন, দুর্গারাম অবধূতাচার্য্য, জগৎরাম ও রামমোহন প্রভৃতি বহু ব্যক্তি বঙ্গভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণই সর্ব্বাধিক প্রচারিত। উহাতে মূলের সহিত কোথাও কোথাও পার্থক্য দেখা যায়। রামায়ণ গ্রিফিথ সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী কবিতায় অনূদিত হয়।

রামায়ণী কথা—দীনেশচন্দ্র সেন। আলোচনা-গ্রন্থ। ইহা রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কৌশল্যা প্রভৃতি রামায়ণের বিশিষ্ট চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ ও বিচার।

রামারঞ্জিকা—প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর-রচিত উপদেশাত্মক গ্রন্থ (১৮৬০)। এই গ্রন্থে স্ত্রী-শিক্ষা, সন্তানপালন, স্ত্রীলোকের সাহস ও সংযম, পতিব্রতার কর্ত্তব্য, পতিব্রতার লক্ষণ, স্বামীর কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, স্ত্রীর পতিসেবা প্রভৃতি স্ত্রীশিক্ষামূলক বিষয় লেখা আছে।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট—সঞ্জীবচন্দ্রের গল্প। ইহা 'ভ্রমর' মাসিক পত্রিকায় বাহির হয় ১৮৭৭-এ। ইহা পুস্তিকাকারে আত্মপ্রকাশ করে।

রাশিয়ার চিঠি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাশিয়ার ভ্রমণকাহিনী (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)।

রাসপঞ্চাধ্যায়—ভাগবতাচার্য্য-প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-বিষয়ক গ্রন্থ। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে ইহার অনুবাদ করেন।

রাসলীলা—কৃষ্ণলীলাবিষয়ক নাটক। মনোমোহন বসুর নাটক (১৮৮৯)। তাঁহার বইখানির নাম ছিল 'রাসলীলা নাটক'। রামতারণ সান্যালের বইখানির নাম কাবু 'রাসলীলা' (১৮৮০)।

রা. সের ইতিবৃত্ত—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। আত্মকাহিনী (১৮৬৮)। কৃষ্ণচন্দ্রের গুপ্ত নাম—রাসচন্দ্র দাস। আদ্য ও শেষ অক্ষর লইয়া 'রা স' হইয়াছে। ভাষা দুর্ব্বোধ্য। ইহাতে তিনি শৈশব হইতে 'বিজ্ঞাপনী'র সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বহু ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

রাসেলাস (Rasselas)—১। ডক্টর জন্‌সন-রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ (১৭৫৯)। 'Rasselas, Prince of Abyssinia, The History of' পুরা নাম। আবিসিনিয়ার রাজার ছেলে রাসেলাস। সে ভগিনী ও দার্শনিক ইম্‌লাকের সঙ্গে মিশরে যায়

এবং সেখানকার জীবনযাত্রা-প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া আবিসিনিয়ায় ফিরিয়া আসে। কাহিনীর মধ্যে মানবীয়তা ও সরসতার জন্য গ্রন্থখানি মূল্যবান্। ২। ইহা অবলম্বন করিয়া তারাশঙ্কর তর্করত্ন একখানি মর্মানুবাদ প্রকাশ করেন (১৮৫৭)।

রিং অ্যাণ্ড দি বুক, দি (Ring and the Book, The)—রবার্ট ব্রাউনিং-রচিত কবিতা-গ্রন্থ (১৮৬৮—৬৯)। অনেকের মতে ইহাই ব্রাউনিং-এর শ্রেষ্ঠ রচনা। পম্পিলিয়া ক্যাপনসাক্কি নামক এক যুবক ধর্মযাজকের সহিত অবৈধ সম্পর্কে জড়িত হইয়া পড়ে। তাহার স্বামী গুইডো জানিতে পারিয়া তাহাকে হত্যা করে। এই কাব্যে ব্রাউনিং-এর কবিতার অদ্ভুত ছন্দ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

রিচার্ড থ্রি (Richard III)—মহাকবি শেক্স্পীয়ার। ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক (১৫৯৭)।

রিচার্ড দ্বিতীয়, কিং (Richard II, King)—মহাকবি শেক্স্পীয়ার। ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক (১৫৯৭)।

রিটার্ন অব দি নেটিভ, দি (Return of the Native, The)—টমাস হার্ডীর বিখ্যাত উপন্যাস। টমাসিন ইউব্রাইট (Thomasin Yeobright) নামে একটি সরল সুন্দর মেয়ের ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ড্যামন ওয়াইল্ডিভের (Damon Wildeve) সহিত বিবাহ হয়। ইউস্টেসিয়া ভাই (Eustacia Vye) মেয়েটি ছিল চঞ্চল-প্রকৃতি ও সুন্দরী; গ্রামের মধ্যে সে ছিল এক ক্লিওপ্যাট্রা বিশেষ। ওয়াইল্ডিভের সহিত তাহার প্রথমে ভালবাসা হয়, কিন্তু ক্লাইম ইউব্রাইট প্যারিস হইতে নিজের জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিলে ওয়াইল্ডিভকে ছাড়িয়া সে ইউব্রাইটের সহিত প্রেমে পড়ে। ডিগরী ভেন (Diggory Venn) লাল রঙ বেচিয়া বেড়াইত। সে টমাসিনের প্রেমে পড়ে এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মে এবং শেষে ওয়াইল্ডিভ জলে ডুবিয়া মারা গেলে তাহাকে স্ত্রীরূপে লাভ করে। এই গ্রন্থে লেখক এগ্‌ডন হীথকে প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ যেন কোনও গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ; উপন্যাসের দুঃখের ছায়াকে এই অদ্ভুত এগ্‌ডন হীথ আরও গাঢ় ও রহস্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। হার্ডীর বর্ণনভঙ্গির অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণ ক্ষমতা এই গ্রন্থে বিশেষ পরিস্ফুট।

রিপ ভ্যান উইঙ্কল (Rip Van Winkle)—আরভিং-রচিত কাহিনী (১৮২০)। মুখরা স্ত্রীর নিকট হইতে অলসপ্রকৃতি রিপ একাকী ক্যাট্সকিল পর্বতমালায় গিয়া সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, এবং সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে। কুড়ি বৎসর পরে জাগিয়া উঠিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখে তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে, বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীর রূপই পাল্টাইয়া গিয়াছে। তাহার একটি বিবাহিতা মেয়ের সন্ধান পাইয়া সে তাহারই নিকট বসবাস করে।

রিপাব্লিক, দি (Republic, The)—গ্রীক দার্শনিক প্লেটো-লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ। ইহা দশ খণ্ডে বিভক্ত। ন্যায়বিচার সম্বন্ধে আলোচনাকালে সক্রেটিস প্লেটোর নিকট হইতে আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ জানিয়া লন। তাহাই ইহাতে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত।

রিফ্লেক্শন্স অন দি রিভলিউশন ইন ফ্রান্স (Reflections on the Revolution in France)—এড্‌মণ্ড বার্ক-রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১৭৯০)। লেখক ইহাতে বিপ্লববাদকে আঘাত করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি বার্কের সুন্দর ও অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন লিখনভঙ্গির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

রিভোল্ট অব ইস্‌লাম, দি (Revolt of Islam, The)—শেলী-রচিত বিখ্যাত কাব্য (১৮১৮)। নেপোলিয়নের পতনের পর দরিদ্র জনগণের মধ্যে যে অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা ঘটে, তাহাতে শেলীর বিদ্রোহী আত্মা বিক্ষুব্ধ হয়। সেই সময় এই রূপক কাহিনীর রচনা। Cythna (সিথ্‌না) নামে এক বীর কুমারী ল্যাওন-এর সঙ্গে যুক্ত হইয়া ইসলাম জনগণের মধ্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য বিদ্রোহের আগুন জ্বালে। প্রথমে বিপ্লবীরা জয়ী হইলেও শেষে তাহারা পরাজিত হয় এবং Cythna ও Laonকে পুড়াইয়া মারা হয়।

রুবাইয়াৎ—'ওমর খৈয়াম' দ্রঃ।

রিলিজন অব ম্যান, দি (Religion of Man, The)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ধর্ম-সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা। ইহা 'বিবার্ট' লেকচার্'।

রেজারেক্শন (Resurrection)—লিও টল্‌স্টয়-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৯৯)। ইহা একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। কাটুসা মাস্‌লোভা ছিল সরল প্রকৃতির গ্রাম্য মেয়ে। তাহার ধর্মমাতা সোফিয়া আইভ্যানোভার নিকট সে থাকিত। ডিমিট্রি নামে সোফিয়ার এক ভ্রাতুষ্পুত্র একবার তাহাদের নিকট বেড়াইতে আসে। সে কাটুসার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত অবৈধ সম্বন্ধে লিপ্ত হয়। ফলে কাটুসা গর্ভবতী হয়। ইহা জানিতে পারিয়া তাহার ধর্মমাতা ও তাহার ভগিনী তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। কাটুসার সন্তান জন্মের পরেই মারা যায় এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া পতিতা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। একবার একটি লোকের হত্যার ব্যাপারে সে ধৃত হয় এবং বিচারের জন্য আদালতে আনীত হয়। আদালতে জুরীদের মধ্যে ডিমিট্রিও ছিল। সে কাটুসাকে দেখিয়া চিনিতে পারে কিন্তু কাটুসা তাহাকে চিনিতে পারে নাই। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া ডিমিট্রির মনে দারুণ অনুতাপ হয়। সে বুঝিতে পারে তাহার জন্যই কাটুসার এই দশা হইয়াছে। বিচারে কাটুসাকে মুক্তি দিবার জন্য তখন সে প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু কোনও লাভ হয় না। বিচারে কাটুসা দোষী সাব্যস্ত হয় ও সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হয়। ডিমিট্রির মন পূর্ব্বকৃত অপরাধের গ্লানি ও অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। কাটুসার সহিত সে দেখা করে এবং নিজের দোষ স্বীকার করে। পরে সে স্থির করে কাটুসাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে পতন হইতে উদ্ধার করিবে। কয়েদীদের সঙ্গে সঙ্গে সে সাইবেরিয়ায় যায় এবং সামান্য বেশে তাহাদের সহিত মিশিতে থাকে ও নিজের অগাধ জমিদারী কৃষাণদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। এইরূপে তাহার ভিতরে যাহা কিছু নিন্দনীয় তাহা নষ্ট হইয়া যাহা কিছু উচ্চ ও মহৎ তাহা জাগিয়া উঠে।

রৈবতক—নবীনচন্দ্র সেন। কাব্যগ্রন্থ (১৮৮৬)। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা-কাহিনী অবলম্বনে কাব্যখানি রচিত। তন্মধ্যে ধর্ম-রাজ্য স্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রচেষ্টা, সুভদ্রা-হরণ প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাব্য-গ্রন্থে বিশটি সর্গ আছে।

রোগশয্যায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)। অধিকাংশ কবিতা মিলহীন।

রোমাবতী—রামগতি ন্যায়রত্ন। আদি-রসাত্মক পুরানো রোমান্টিক আখ্যায়িকা (১৮৬৩)। রোমাবতী কৈরাতরাজ পুরঞ্জয়ের কন্যা। তিনি প্রাসাদশিখর হইতে এক অপরিচিত পুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে মনে মনে পতিরূপে কামনা করেন। কিন্তু বাস্তবজগতে সেই পুরুষটির কোন সন্ধান না পাইয়া তিনি এক পর্ব্বতে গিয়া তপস্বিনীর বেশে তপস্যা আরম্ভ করেন। তথায় সেই লোকটির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এক রাজপুত্র, নাম রঞ্জন। অতঃপর রঞ্জনের

বয়স্ত মাধবের চেষ্টায় তাঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট (Romeo and Juliet)—১। মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার-রচিত শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক (১৫৯৭)। বহুকাল আগে ভেরোনা সহরে ক্যাপুলেট ও মণ্টেগু পরিবারের বাস ছিল। দুই পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমে শত্রুতা চলিতেছিল। রোমিও লর্ড মণ্টেগুর পুত্র এবং জুলিয়েট লর্ড ক্যাপুলেটের একমাত্র সুন্দরী কন্যা। রোমিওর সহিত জুলিয়েটের এক ভোজ-সভায় সাক্ষাৎ হয় এবং প্রথম দর্শনেই তাঁহারা পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলেন। ধর্ম্মযাজক লরেন্সের সাহায্যে তাঁহারা গোপনে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই রোমিও হত্যাপরাধে নির্ব্বাসিত হন। রোমিও নির্ব্বাসিত হইবার অল্পকাল পরেই লর্ড ক্যাপুলেট কাউণ্ট প্যারিসের সহিত জুলিয়েটের বিবাহ দিবার আয়োজন করেন। জুলিয়েট যাজক লরেন্সের পরামর্শ গ্রহণ করিলে লরেন্স তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপনের পরামর্শ দিলেন এবং এক শিশি ঔষধ দিয়া বলিলেন যে বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে এই ঔষধ জুলিয়েটকে সেবন করিতে হইবে। ঔষধ সেবনের ফলে জুলিয়েট ৪২ ঘণ্টা অচৈতন্য হইয়া থাকিবেন, —তখন মৃতা মনে করিয়া তাঁহার সমাধির ব্যবস্থা করা হইবে। ইতিমধ্যে লরেন্স রোমিওকে সংবাদ দিবেন এবং রোমিও তাঁহাকে সমাধিক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবেন। সেইরূপে কাজ হইল, কিন্তু তাহার পরিণাম হইল শোচনীয়। রোমিও আসিয়া জুলিয়েটকে মৃতা মনে করিয়া নিজে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। এদিকে ৪২ ঘণ্টার পরে জুলিয়েটের দেহে চৈতন্য সঞ্চার হইল; কিন্তু রোমিওকে মৃত দেখিয়া তিনি রোমিওর ওষ্ঠাধরলিপ্ত বিষ সেবন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার ফলে ক্যাপুলেট ও মণ্টেগু পরিবারের দীর্ঘ বিরোধের অবসান হইল। ২। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেক্‌স্‌পীয়ারের গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ করিয়া একটি নাটক রচনা করেন।

র্যাল্‌ফ্ রয়েস্টার ডয়েস্টার (Ralph Roister Doister)—নিকোলাস ইউডাল্ (Nicholas Udall)-রচিত মিলনান্ত নাটক। রচনাকাল ১৫৫৩। প্রকাশকাল ১৫৬৭। ইংরাজী সাহিত্যে ইহাই প্রাচীনতম মিলনান্তক নাটক বলিয়া জানা যায়। নিকোলাস ইউডাল্ ইটনে যখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই সময় সম্ভবতঃ ইহা অভিনীত হয়। মিলযুক্ত পদ্যে রচিত কাহিনীটি এই—Custance নামে এক ধনী বিধবা Goodluck নামে এক ব্যবসায়ীর বাগ্‌দত্তা ছিল। Merygreeke নামে একজন লোক Roister নামে এক নির্ব্বোধকে Custance-এর কাছে প্রেম নিবেদন করিতে বলে। Roister প্রস্তুত হয় এবং প্রবাস হইতে Goodluck ফিরিয়া আসিলে Custance-এর সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়।

———

ল

লক্ষহীরা—রাজকৃষ্ণ রায়। ভক্তিমূলক নাটক (১৮৯১)।

লয়লা-মজনু—রাজকৃষ্ণ রায়। নাটক। আখ্যায়িকাটি ফারসী গল্প অবলম্বনে পরিকল্পিত। এই নামে মহেশচন্দ্র মিত্রের গ্রন্থও (১৮৫৫) আছে।

ললিতমাধব—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত নাটক (১৫৩৭)। ইহা স্বরূপচরণ গোস্বামী কর্তৃক 'প্রেমকদম্ব' নামে অনূদিত হইয়াছিল।

লাইফ অব স্যামুয়েল জন্‌সন (Life of Samuel Johnson)—ডক্টর জন্‌সনের বন্ধু এবং ভক্ত জেম্‌স্ বস্‌ওয়েল (James Boswell)-রচিত তাঁহার জীবনী। ইহাতে ডক্টর জন্‌সনের মনের সত্যরূপ, তাঁহার পরদুঃখকাতরতা ইত্যাদি মহৎ গুণগুলি তিনি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির সহিত লিখিয়া মানুষ জন্‌সনকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে জীবনচরিতগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

লাইভ্‌স্ অব দি পোয়েট্‌স্, দি (Lives of the Poets, The)—ডক্টর স্যামুয়েল জন্‌সন (Dr. Samuel Johnson)-রচিত জীবনীগ্রন্থ (১৭৭৯-৮১)। আব্রাহাম্ কাওলে (Abraham Cowley) হইতে তাঁহার নিজ সময় পর্য্যন্ত বিখ্যাত কবিদের জীবনী ও কাব্যসমালোচনা। ইহাতে ৫২ জন কবির জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।

লালমাটি—নারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসিদ্ধ উপন্যাস। ১৩৫৯—৬০-এর ইহা অন্যতম প্রধান রচনা।

লাস্ট ডেজ অব পম্পিয়াই, দি (Last Days of Pompeii, The)—বালওয়ার লিটন (Boulwer Lytton)। উপন্যাস (১৮৩৪)। পম্পিয়াই সহরের ধ্বংসের পূর্ব্বের ঘটনা। Glaucus ও Ione—দুইজন গ্রীকের প্রেম এবং Arbaces নামে বালিকাটির অভিভাবকের ষড়যন্ত্র গল্পের বিষয়বস্তু।

লাস্ট লীফ, দি (Last Leaf, The)—আধুনিক আমেরিকান লেখক ও. হেন্‌রী (O. Henry)-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। একটি অসুস্থা তরুণী ভাবিত, তাহার জানালার বাহিরে যে গাছ আছে, তাহার শেষ পাতা ঝড়িয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যাইবে। ইহা জানিতে পারিয়া তাহার প্রেমিক শেষ পাতাটি তার দিয়া গাছের সহিত বাঁধিয়া দেয়, যাহাতে তাহা পড়িয়া না যায়। এই অদ্ভুত ও বিচিত্র কাহিনী লেখক সুন্দর ও মনোরম ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

লিখিতসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

লিঙ্গপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

লিপিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কথিকা-সমষ্টি (১৯২৩)। ইহাতে 'পায়ে চলার পথ', 'মেঘলাদিনে', 'বাণী', 'মেঘদূত', 'মীনু', 'রাজপুত্তুর', 'কর্ত্তার ভূত', 'রথযাত্রা', 'সওগাত', 'শরীর পরিচয়', 'স্বর্গ-মর্ত্ত্য' প্রভৃতি কথিকা আছে। এই সব কথিকাতে কোনটিতে একটি বিশেষ ভাবরস ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, কোনটিতে বা ব্যঙ্গের বা রূপকের সাহায্যে একটি মত প্রতিপাদন করা হইয়াছে, কোথাও বা ছোটগল্পের আংশিক লক্ষণ আছে।

লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্ (Lyrical Ballads)—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলেরিজ ১৭৯৮-এ এই কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই বৎসর হইতে ইংরাজী সাহিত্যে 'রোমাণ্টিক্ রিভাইভ্যালে'র যুগ সুরু হয়। ইহাতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিরিকের (গীতি-কবিতা) বিষয়ে তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করেন ও সেই মতানুযায়ী অনেকগুলি কবিতা ইহাতে যুক্ত করেন।

লীলাকমল—রাধারাণী দত্ত (পরে দেবী)। কবিতাগ্রন্থ (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে লেখিকার 'লীলাকমল', 'বিকাশ', 'অভিসারিণী', 'আসন্ন আষাঢ়', 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ', 'মধুসন্ধানী', 'মধ্যাহ্ন-স্বপ্ন' প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা আছে।

লীলাবতী—দীনবন্ধু মিত্রের মিলনান্ত নাটক। কাশীপুরের ধনী হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের কাশীধামে অবস্থানকালে জ্যেষ্ঠা কন্যা তারা অপহৃতা হইলে ও পুত্র অরবিন্দ গৃহত্যাগ করিলে, তিনি ললিতমোহনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করেন। কনিষ্ঠা কন্যা লীলাবতীর সহিত ললিতের প্রণয় হয়। যোগজীবন নামক এক সন্ন্যাসী অরবিন্দ পরিচয়ে অরবিন্দের স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনীর প্রশ্নের জবাব দিয়া গৃহে স্থান লাভ করে। ললিতের বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কাশীতে গিয়া প্রকৃত অরবিন্দের পরিচয় পায় ও যোগজীবনের আগমনের তিন

দিন পরে অরবিন্দসহ আসিয়া উপস্থিত হয় ও তখন প্রকাশ পায় যে যোগজীবন হরবিলাসের রক্ষিতার কন্যা চাঁপা—সে পুরুষ নহে। অরবিন্দ একদিন পত্নীভ্রমে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে অসতী অপবাদে সে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হয়। হরবিলাস পোষ্য গ্রহণে উদ্যত হইলে,—সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তাহা রহিত করিবার জন্য সে গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। আরও প্রকাশ পায় যে ভোলানাথ চৌধুরী তারাকে বিবাহ করিয়াছে। সে এখন অহল্যা নামে পরিচিতা। পুত্র, কন্যা ও চাঁপাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া হরবিলাস আনন্দিত হইয়া লীলার সহিত ললিতের বিবাহ দিলেন। নদেরচাঁদ নামে আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র আছে। তাহার সঙ্গে লীলার বিবাহের কথা হইয়াছিল।

লেখন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থখানি কবির স্বহস্তলিপিতে ছাপা। ইহাতে 'কণিকা'র ধরণের অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা আছে। ইহাতে 'কণিকা'র মত স্পষ্ট নীতি বা উপদেশ নাই।

লেডি চ্যাটার্লিস্ লাভার (Lady Chatterley's Lover)—ডেভিড হারবার্ট লরেন্স। উপন্যাস (১৯২৮)। Lady Chatterley নামে এক মহিলা পঙ্গু স্বামীর নিকট হইতে যৌনক্ষুধা মিটাইতে না পারিয়া স্বামীর বাগানের মালীর সহিত সহবাস করিয়াছিল এবং তাহার ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু।

লেভিয়েথান (Leviathan)—ইংরাজ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্ টমাস হব্‌স্ (Thomas Hobbes)-রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (১৬৫১)। তাঁহার মতে, দেশের শাসক বা শাসকমণ্ডলীর সর্ব্বক্ষমতাশালী হওয়া প্রয়োজন, নহিলে প্রজাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী।

লে মিজারেব্‌ল্‌স্ (Les Miserables)—বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভিক্টর হিউগো-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। নায়ক জিন ভাল্‌জিন (Jean Valjean) ছিল অত্যন্ত গরীব। পেটের দায়ে দোকান হইতে একটি রুটি লইবার অপরাধে তাহাকে বন্দী করা হয় ও জাহাজে দাঁড় টানিবার শাস্তি দেওয়া হয়। সেখান হইতে খালাস পাইয়া সে দেশে আসে, কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পাইয়া এক বিশপের (ধর্ম্মযাজক) কাছে যায়। বিশপ তাহাকে আশ্রয় দান করেন। কিন্তু মধ্যরাত্রে উঠিয়া সে বিশপের দুইটি রৌপ্য-নির্ম্মিত বাতিদান চুরি করিয়া পলায়ন করিবার সময় পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু বিশপ তাহাকে রক্ষা করেন এবং বাতিদান দুইটি তাহাকে উপহার দেন। বিশপের প্রভাবে সে ক্রমশঃ নূতন মানুষ হইয়া যায়। পরের উপকার করাই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়ায়। এই সময় কসেট্ নাম্নী একটি সুন্দরী বালিকার সহিত তাহার পরিচয় হয়। কসেট্ একটি হোটেলে অসহ্য অত্যাচার সহিয়া থাকিত। এই সময় জিন ভাল্‌জিন একটি নূতন কার্য্য-পন্থা আবিষ্কার করিয়া কয়েকটি কারখানার বিশেষ সাহায্য করে। ক্রমে সে বিখ্যাত হইয়া পড়ে এবং সেই সহরের মেয়র নির্ব্বাচিত হয়। তাহার ছদ্মনাম, ভদ্র বেশ, অসাধারণ বিনয় ও সৎচরিত্রের জন্য লোকেরা তাহাকে দাগী আসামী বলিয়া চিনিতে পারিত না ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার আফিসের কর্ম্মচারী ও সহরের পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট তাহাকে সন্দেহ করে। কিন্তু সন্দেহ করিয়া জ্যাভার্ট কিছু করিতে পারে না। অন্য একটি পাগল গোছের লোককে সে জিন ভাল্‌জিন ভাবিয়া ধরে। সেই লোকটির চেহারার সহিত ভাল্‌জিনের অত্যন্ত সাদৃশ্য ছিল। তাহার বিচার সুরু হয়। এদিকে কসেটের মাতা ফ্যান্টিন মৃত্যুকালে কসেট্‌কে অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়া যায়। জিন ভাল্‌জিন বিচারালয়ে গিয়া নিজের সত্য নাম ও কাহিনী প্রকাশ করিয়া নিরপরাধ লোকটিকে উদ্ধার করে। কসেট্‌কে একটি কন্‌ভেণ্টে রাখিয়া আসিয়া সে পুলিসের হাতে ধরা দেয় এবং আবার জাহাজে দাঁড় টানিবার নিমিত্ত প্রেরিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে সেখান হইতে সে পলাইয়া আসে। অতঃপর কসেট্‌কে সে নিজের কন্যার মত পালন করিতে থাকে। কিন্তু জ্যাভার্ট তখনও তাহার পিছনে সন্দেহের বশে ঘুরিতে থাকে; তাহাকে কোথাও শান্তিতে থাকিতে দেয় না। এই সময় একটি বিপ্লববাদী যুবক ছাত্রের সহিত কসেটের আলাপ হয়। তাহাদের মধ্যে ভালবাসা হয় এবং অনেক দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া তাহারা পরস্পর মিলিত হয়। পরে তাহারা শান্তিতে থাকিবার জন্য দেশ ছাড়িয়া ইংলণ্ডে গিয়া থাকিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে লিখিত।

লোকরহস্য—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিদ্রূপাত্মক রস-রচনা। কৌতুকরসের জন্য এই রচনা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহাতে ইংরাজস্তোত্র, বসন্ত ও বিরহ, হনুমদ্বাবু-সংবাদ, ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, Theory, New year's Day ইত্যাদি প্রবন্ধ আছে।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা—বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিষয়ক পুস্তক-সংগ্রহ। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের পরিপূরক। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দেওয়া হইল—"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য"।

লোর চন্দ্রাণী—দৌলৎ কাজী। লোর-চন্দ্রাণী অপপাঠ ['সতী ময়না' দ্রঃ]।

শ

শকুন্তলা—মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রণীত শকুন্তলার কাহিনী। ইহা ১৮৪৯—৬৯-এর মধ্যে রচিত হয়।

শকুন্তলা-তত্ত্ব—চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনা-গ্রন্থ (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-নাটকের সৌন্দর্য্য ও প্রধান চরিত্রগুলি ইহাতে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। পরিশেষে মহাভারতীয় শকুন্তলার সহিত নাটকীয় শকুন্তলার প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

শকুন্তলারহস্য—বিহারীলাল সরকার। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের সমালোচনা।

শঙ্কর-বিজয়—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সঙ্কলিত বাঙ্গালা জীবনী-গ্রন্থ। ইহাতে শঙ্করাচার্য্যকে শিবের অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিবরণ ইহাতে আছে।

শঙ্করাচার্য্য—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটক। শঙ্করাচার্য্য ইহাতে শিবাবতাররূপে চিত্রিত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জন্ম হইতে সাধনার কাহিনী পর্য্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য-চরিত—শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী। জীবনী-গ্রন্থ। ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের জীবনী বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শঙ্খ—অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত গম্ভীর ও ভাবগর্ভ গীতিকাব্য।

শতনরী—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে 'দ্বিপ্রহরে', 'বাসনা', 'শেফালী', 'স্বপ্নলোকে' ইত্যাদি কয়েকটি সুন্দর কবিতা আছে।

শতবর্ষ—রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্গবিজেতা-মাধবীকঙ্কণ-জীবনপ্রভাত-জীবনসন্ধ্যা—এই চারিখানি ইতিহাসঘটিত উপন্যাসের ঘটনাগুলি মোগল শাসনের একশত বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল বলিয়া চারিখানি একত্রে 'শতবর্ষ' নামে সঙ্কলিত হয় (১৮৭৯)।

শব্দকল্পদ্রুমঃ—রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর-সম্পাদিত সংস্কৃত অভিধান। শব্দকল্পদ্রুমঃ সম্পাদন ও প্রচার রাধাকান্ত দেবের বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ফল। ইহার প্রথম

খণ্ড ১৮১৯-এ ও শেষ (সপ্তম) খণ্ড ১৮৫১-এ প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্ট প্রকাশিত হয় ১৮৫৮-এ। অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের যাবতীয় শব্দসমূহের অর্থ, প্রতি-শব্দ, বুৎপত্তি, ধাতু প্রভৃতি ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

শব্দতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্যাকরণ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পুস্তক (১৯০৯)।

শরৎ-সরোজিনী—উপেন্দ্রনাথ দাস। ছয়টি অঙ্কের নাটক। রিষড়ার জমিদার শরৎকুমারের গৃহে ভগিনী সুকুমারী ও আশ্রিতা সরোজিনী ছিল। সরোজিনী শিক্ষিতা ও সুন্দরী। প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার মতিলালের গৃহে বিনয়-নামক একটি বালক প্রতিপালিত হইত। তাহার পিতা মতিলালের নিকট আট হাজার টাকা দিয়া মারা যান। মতিলাল সেই টাকা আত্মসাতের নিমিত্ত তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে অপমানিত হয় ও সেইজন্য শরতের অনিষ্ট ঘটাইবার চেষ্টা করে। শরৎ বিনয়কে কলিকাতা হইতে পাঠাইয়া দেয়। এই সময় বিনয় ও সুকুমারীর প্রণয় হয়। সরোজিনীও শরৎকে ভালবাসিত। মতিলাল সুকুমারীকে হরণের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হয়। শরৎকে পাইবার আশা নাই দেখিয়া সরোজিনী গৃহত্যাগ করিলে শরৎও তাহার সন্ধানে বহির্গত হয়। সেই সময় মতিলাল সুকুমারী ও বিনয়কে হরণ করিয়া,—জাল দলিল দ্বারা শরতের বিষয় অধিকারের চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁহার উপপত্নী ভ্রাতৃজায়া ভুবনমোহিনীর চেষ্টায় তাহা ব্যর্থ হয় ও তাহারই হস্তে মতিলালের মৃত্যু হয়। নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শরৎ ও সরোজিনী প্রত্যাগমন করিলে উভয়ের বিবাহ হয়। বিনয়ের সহিত সুকুমারীরও বিবাহ হয়।

শর্ম্মিষ্ঠা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মিলনান্ত নাটক (১৮৫৯)। বাংলা ভাষার ইহা প্রথম ভাল নাটক। শুক্রাচার্য্য-কন্যা দেবযানীকে দৈত্যরাজ-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা কূপে নিক্ষেপ করিলে রাজা যযাতি তাহাকে উদ্ধার করেন। মহাভারতের আদি পর্ব্বে (৭৮—৮৫ অধ্যায়) উক্ত গল্প হইতে নাটকের কাহিনী লওয়া হইয়াছে। অবশ্য মধুসূদন কাহিনীটিকে হুবহু অনুসরণ করেন নাই।

শশাঙ্ক—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস। গৌড়াধিপ শশাঙ্কর চরিত্র লইয়া মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস অবলম্বনে ইহা লিখিত।

শাণ্ডিল্য-সূত্র—স্বপ্নেশ্বরবিদ-রচিত ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত বাঙ্গালা ভাষ্য ও অনুবাদসহ সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র। আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি-যোগ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ইহা লিখিত।

শাতাতপ-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

শান্তি—দামোদর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৯০৩)।

শাপাবসানম্—নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন-লিখিত সংস্কৃত নাটক (১৮৯০ ?)। শাপান্তে অভিমন্যুর চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির আখ্যান অবলম্বনে রচিত।

শাস্তি—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সামাজিক উপন্যাস (১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। গোপা নামে এক বিবাহিতা নারীর শাস্তির কাহিনী স্বদেশীযুগের পটভূমিকায় অঙ্কিত। গোপা রাজনীতিক কার্য্যকলাপে জড়িত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। জেলে এক স্বামিঘাতিনীর কুৎসিত সংস্রবে তাহার মনে একটি রাজনৈতিক যুবক বন্দীর প্রতি আসক্তি জন্মে। পরে সহসা একদিন এক গোলযোগের সুযোগে ঐ যুবকের সহিত সে পলায়ন করে। কিন্তু একদিন সামান্য একটু দুর্ব্বলতা দেখাইলেও শেষ পর্য্যন্ত গোপা আত্মরক্ষা করে। এবং একদিন স্বামীর নিকট গিয়া নিজেকে অপরাধিনী বলিয়া আত্মসমর্পণ করে। স্বামী গুরুর উপদেশে তাহার জন্য কঠোর সংযমের ব্যবস্থা করেন। ফলে ক্রমে তাহার ভিতরে নারীত্বের বিলোপ ঘটে। এই তাহার শাস্তি।

শাস্তি কি শান্তি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক (১৩১৫ বঙ্গাব্দ)। ধনী প্রসন্নকুমারের ভুবনমোহিনী ও প্রমদা নামে দুই কন্যা ও শুদ্ধাচারিণী এক বিধবা পুত্রবধূ ছিল। ভুবনমোহিনীর স্বামীর মৃত্যুর সময় তিনি সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করিয়া বন্ধু প্রকাশকে একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়া যান। ভুবনমোহিনীর সহিত প্রকাশের গুপ্ত প্রণয় হয়। প্রমদা বিবাহরাত্রিতেই বিধবা হয়। ভুবনমোহিনীর অধঃপতন দেখিয়া প্রসন্নকুমার প্রমদার পুনরায় বিবাহ দেন। কিন্তু স্বামীর অত্যাচারে প্রমদা সুখী হইল না। ভুবনমোহিনীর গর্ভ হইলে প্রকাশ চলিয়া যায়। প্রসন্নকুমারের স্ত্রী এই দুর্ঘটনা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রসন্নকুমারও ভুবনমোহিনীকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করেন।

শাহ্‌নামা—কবি ফিরদৌসী। কাব্যগ্রন্থ (১০ম শতক)। প্রাচীন ইরাণের গৌরবময় বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী লইয়া এই কাব্যটি রচিত। [চরিতাবলীতে 'ফিরদৌসী' দ্রঃ]।

শিখ-ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। কানিংহাম সাহেবের 'History of the Sikhs' অবলম্বনে ইহা লিখিত। শিখ-জাতির উৎপত্তি হইতে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ও ইংরাজদের পাঞ্জাব অধিকার প্রভৃতি ইহাতে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে।

শিখা—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। গীতিকাব্য। ইহাতে প্রেম, শোক, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি ও কয়েকটী উৎকৃষ্ট অন্যান্য কবিতা আছে।

শিবগীতা—'পঞ্চগীতা' দ্রঃ।

শিবাজী—সার যদুনাথ সরকার। ঐতিহাসিক ইংরাজী গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি মারাঠা রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী সম্বন্ধীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, সংস্কৃত ও মারাঠি পুঁথিপত্র প্রভৃতি অবলম্বনে এই গ্রন্থে শিবাজীর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়া গ্রন্থকার অসীম পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। 'বৃটিশ মিউজিয়ম' এবং প্যারিসের 'বিব্‌লিওথিক ন্যাশনেল' হইতে সংগৃহীত কতকগুলি অমূল্য চিত্রের প্রতিলিপিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মারাঠাদের অভ্যুত্থানের কাহিনী এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিক অবস্থার পরিচয়ও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। উপসংহারে শিবাজীর কার্য্যাবলীর আনুক্রমিক সূচীও প্রদত্ত হইয়াছে।

শিবাজীর জীবনচরিত—সত্যচরণ শাস্ত্রী। জীবনীগ্রন্থ। সভাসদ, চিটনীস, পবাড়াসংগ্রহ প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থ ও কতকগুলি হিন্দী, ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্যে—শিবাজীর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ও রামদাস স্বামী, তুকারাম ও বামনের বৃত্তান্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

শিবোপনিষৎ—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। সমাধি, বৈরাগ্য, কর্ম্ম প্রভৃতি যোগ, জীবের সুখদুঃখবিচার, আশু সিদ্ধিলাভের উপায়, মৃত্যু বিবরণ, মুক্তি প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

শিরী-ফরহাদ—অতুলকৃষ্ণ মিত্র। নাটক (১২৯৫ বঙ্গাব্দ)। শিরী-ফরহাদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

শিলাচক্রার্থবোধিনী—হরকুমার ঠাকুর-সঙ্কলিত ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-প্রকাশিত সংস্কৃত ব্যবস্থা-গ্রন্থ। বহুবিধ পুরাণ তন্ত্রাদি অবলম্বনে ইহাতে শালগ্রামশিলার উৎপত্তি, শিলালক্ষণ, পূজ্যাপূজ্য শিলা, চিহ্নানুসারে শিলার নাম, পূজাবিধি, মহাস্নান প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে।

শিশু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিশুদের সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা লইয়া এই গ্রন্থটি সঙ্কলিত (১৩১০ বঙ্গাব্দ)। কবিতাগুলিকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে,—বাৎসল্যতত্ত্বাশ্রিত—('জন্মকথা', 'খোকার রাজ্য' ও 'ভিতরে ও বাহিরে') ; তত্ত্ব ও রসঘটিত—('খেলা',

'খোকা', 'ঘুমচোরা', 'অপযশ', 'বিচার', 'চাতুরী', 'নির্লিপ্ত','কেন মধুর'); শিশুবোধ—('প্রশ্ন', 'সমব্যথী', 'ব্যাকুল', 'সমালোচক', 'জ্যোতিষশাস্ত্র', 'বৈজ্ঞানিক') এবং শিশুকল্পনা—('বিচিত্র', 'মাষ্টারবাবু', 'বিজ্ঞ', 'ছোট-বড়', 'বীরপুরুষ', 'বনবাস', 'মাতৃবৎসল', 'লুকাচুরি', 'রাজার বাড়ি', 'মাঝি', 'নৌকা-যাত্রা', 'ছুটির দিন', 'দুঃখহারী' ও 'বিদায়')। প্রথম দুই শ্রেণীতে কবির কথা ও শেষ দুই শ্রেণীতে শিশুর কথা আছে।

শিশু ভোলানাথ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। কবির ভূমিকা—"আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম।··· প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়েই সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোক-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।" 'শিশু ভোলানাথ', 'শিশুর জীবন', 'দূর', 'দুই আমি', 'বাউল' ইত্যাদি কবিতা ইহাতে আছে।

শিশুশিক্ষা—মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তিন ভাগে সমাপ্ত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। 'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল' কবিতাটি ইহারই অন্তর্গত।

শীতে উপেক্ষিতা—'রঞ্জন' এই ছদ্মনামে লিখিত রম্য রচনা। লঘু প্রবন্ধ, ইংরাজীতে ইহাকে Belles-lettres বলে। কোন এক শীতে লেখক ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই অকাল ভ্রমণের কাহিনী 'শীতে উপেক্ষিতা'র বিষয়বস্তু। ভাষা সংযত ও সুন্দর। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিও মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক।

শুক্রনীতি—মহর্ষি শুক্রাচার্য্য। সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। ইহাতে রাজনীতি, প্রজাপালন, সামন্তাদি রাজা, দণ্ডবিধি, আয়ব্যয়-ব্যবস্থা, শাসনপত্র, ভাগপত্র প্রভৃতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

শুদ্ধিতত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। সংস্কৃত স্মৃতি-গ্রন্থ। অশৌচবিধি, সহমরণ, যোগ-সিদ্ধি প্রকরণ, নিত্যকর্ম্মের বর্জ্জনীয়তা, দ্রব্যশুদ্ধি, কুশপত্রদাহ ব্যবস্থা, তর্পণ বিধি, বৃষোৎসর্গাদি কর্ম্ম, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে।

শুভ-বিবাহ-তত্ত্ব—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধগ্রন্থ। বিবাহের উদ্দেশ্য, পাত্রী-মনোনয়ন, সহধর্ম্মিণীর সহ ব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়া ফুলশয্যা, বৌভাত, প্রীতি-উপহার ইত্যাদি বিষয় লিখিত আছে। কুলনির্ণয়, জ্যোতিষোক্ত বিধি, বিবাহমন্ত্রের অনুবাদ, বিবাহ সংস্কার, পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাস, মনু, চরক প্রভৃতি আর্য্য ঋষিগণের ও ডারুইন, স্পেন্সার, সক্রেটীস প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের মত আছে।

শূন্যপুরাণ—রামাই পণ্ডিতের কাব্য। শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্মের উৎপত্তি, ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর উদ্ভব, ধর্ম্মের ঘর্ম্ম হইতে প্রকৃতির জন্ম, জলপ্লাবন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপূজা, যমরাজের বৃত্তান্ত, বারমাসি, মুক্তিস্নান প্রভৃতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে।

শূরসুন্দরী—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ (১৮৬৮)। মানসিংহ অপমানকারী উদয়পুরাধিপতিকে পরাস্ত করিয়া, দিল্লীর অন্তঃপুরে 'নৌরোজা' স্থাপন করেন। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই রমণী। এই বাজারে উক্ত রাণার ভ্রাতৃকন্যা ও পৃথ্বীরায়ের পত্নী শূরসুন্দরীকে আনিয়া সম্রাট্ তাঁহার উপর অবৈধ অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিলে শূরসুন্দরী সম্রাট্‌কে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। বাদশাহ তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া আর কোন রাজপুত রমণীকে অন্তঃপুরে আনিবেন না বলিয়া অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেন।

শেষ প্রশ্ন—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থখানি 'ভারতবর্ষ' পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি জটিল মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সমস্যায় পূর্ণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের আদর্শ সংঘাতের ফলে এই দেশের আধুনিক নর-নারীর মধ্যে যে নব মনোভাব দেখা যাইতেছে তাহার ব্যাখ্যা, বিচার ও বিশ্লেষণ গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য। আশু গুপ্ত বিলাতফেরত প্রাচীন লোক। তিনি আত্মভোলা প্রকৃতির বিপত্নীক ব্যক্তি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিকেই বক্ষে ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল কাটাইয়া দিয়াছেন এবং কন্যা মনোরমাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী অজিতের সহিত মনোরমার বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইবার পর আশুবাবু কন্যাকে লইয়া আগ্রায় বাস করিতে আসেন। আগ্রায় আসিবার পথে শিবনাথ নামে এক প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। শিবনাথ একাধারে কবি, সুগায়ক ও শিক্ষিত। সে প্রথমে আগ্রাতেই অধ্যাপনা করিত, পরে তাহাকে উহা ছাড়িয়া দিতে হয়। কলেজ ছাড়িয়া যে সময় সে একটি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল সেই সময় আশুবাবুর সহিত তাহার আলাপ। শিবনাথ রুগ্‌ণা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া কমল নামে এক অপরূপ সুন্দরী দাসীকন্যাকে শৈবমতে বিবাহ করে। এই বিবাহ ব্যাপারে শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু শিবনাথ ইহার জন্য আদৌ লজ্জিত ছিল না। সে পরিচয়ের পর হইতে নিয়মিত-ভাবে আশুবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করিল এবং তাহার প্রখর ব্যক্তিত্বের যাদুতে মনোরমা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ইতিমধ্যে অজিত ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আগ্রায় আসিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল, মনোরমার চিত্তে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই সময় অজিত কমলকে দেখিল। কমল ও শিবনাথের প্রেমে তখন ভাঙ্গন ধরিয়াছে। অজিত বিদুষী ও অসামান্যা সুন্দরী কমলকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। ইহার কিছুকাল পরেই শিবনাথ ও কমলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল। আর্টিষ্ট শিবনাথ, প্রেমিক শিবনাথ মনোরমাকে লইয়া মত্ত হইল। কমল ইহার জন্য বিন্দুমাত্র অভিযোগ করিল না। পরে জানা গেল যে মনোরমা ও শিবনাথ বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অজিত ও কমল অজিতের অমৃতসরের বাড়ীতে গিয়া থাকিবার সংকল্প করিল। ইহার মধ্যে অধ্যাপক অবিনাশের বিধবা শ্যালিকা নীলিমা ও পরহিতব্রতী রাজেনের চরিত্রও পার্শ্বচরিত্র হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শেষ রক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্ণাঙ্গ নাটক (১৯২৮)। 'গোড়ায় গলদ' ভাঙিয়া এই নাটকখানি রচিত হয়।

শেষ সপ্তক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। এই কাব্যগ্রন্থের সব রচনাই গদ্যকবিতা।

শেষের কবিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রোমান্টিক উপন্যাস (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। এই উপন্যাসে অবশ্য রোমান্সের উপর কাব্যধর্ম্ম ছাপাইয়া উঠিয়াছে। আধুনিকতাবাদী অমিত রায়ের সঙ্গে লাবণ্যের পরিচয় হয় শিলং পাহাড়ে। মোটরে মোটরে ধাক্কা লাগায় সেই পরিচয়ের সূত্রপাত। সেই পরিচয় ক্রমশঃ গভীর ভালবাসায় পরিণত হইল। অমিত 'নিবারণ চক্রবর্ত্তী' ছদ্মনামে আধুনিক কবিতা লিখিত। সে নানা কবিতা রচনা করিয়া লাবণ্যকে শুনাইতে লাগিল। অমিত লাবণ্যর নাম দিল 'বন্যা', লাবণ্য অমিতর নাম দিল 'মিতা'। ক্রমশঃ লাবণ্য ও অমিতর মধ্যে বিবাহের কথা হইল। এই সময়ে অমিতর কোন বন্ধুর অত্যুগ্র আধুনিকতাবাদী ভগিনী কে. টি. মিত্তির দলবল লইয়া শিলংএ আসিয়া পৌছিল। তাহাদের সহিত অমিতকে চেরাপুঞ্জি যাইতে হইল। চেরাপুঞ্জি হইতে ফিরিয়া অমিত আর লাবণ্যর কোন সন্ধান পাইল না। শেষ পর্য্যন্ত জানা গেল যে, লাবণ্য শোভনলাল নামে তাহার এক গুণমুগ্ধকে বিবাহ করিয়াছে। শোভনলালের

সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। পূর্ব্বে লাবণ্য তাহাকে উপেক্ষা করিলেও, শেষে তাহাকেই সে বিবাহ করিল। লাবণ্য চিঠি লিখিয়া অমিতকে এই সংবাদ দিল। চিঠির সহিত একটি দীর্ঘ কবিতা ছিল। লাবণ্যের কবিতাটিতে লাবণ্য লিখিয়াছিল, বিবাহিত জীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে সে তাহার ও অমিতর প্রেমকে ম্লান করিতে পারিবে না, সেইজন্যই সে আর একজনকে বিবাহ করিল।

শৈশব-সঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। মধ্যকৈশোর কালের কয়েকটি মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ছোট ছোট গাথা।

শোধবোধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্য। 'কর্ম্মফল' নামক কবির গল্প অবলম্বনে ইহা রচিত।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

শ্যামলী—১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি প্রায় সবই গদ্যকবিতা। ২। নিরুপমা দেবী। উপন্যাস (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)। একটি বোবা-কালা মেয়ের বিবাহিত জীবনের জীবনালেখ্য। স্বামীর প্রেম এই মেয়েটির জীবনকে কীভাবে সফল করিয়া তুলিয়াছে তাহার নিপুণ রূপায়ণ এই উপন্যাসখানি। বইখানি নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছে।

শ্যামা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নৃত্যনাট্য (১৯৩৯)। কবির একটি পূর্ব্ব কবিতা অবলম্বনে ইহা রচিত।

শ্রাদ্ধতত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-কৃত সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। শ্রাদ্ধনিয়ম ও শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ভবভূতির উত্তরচরিত, বীরচরিত ও মালতী-মাধব—এই তিনখানি কাব্য ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীকান্ত—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সুবৃহৎ উপন্যাস। ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত।

১ম পর্ব্ব—খেলার মাঠে শ্রীকান্তের সহিত ইন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। একদিন রাত্রে মাছ চুরি করিবার কারণ ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করায় সে তাহাকে অন্নদা দিদির কথা জানায়। ভগিনীকে হত্যা করিয়া তাহার স্বামী ফেরার হয়, পরে সে মুসলমান হইয়া সাপ-খেলা দেখাইয়া বেড়ায়। ইহার পর ইন্দ্রনাথ নিরুদ্দেশ হয় ও অন্নদার স্বামীর মৃত্যু হয়। শ্রীকান্ত ইহার পর রাজপুত্র বন্ধুর প্রমোদ-সভায় যায়। সেখানে পিয়ারী বাইজী তাহাকে বাড়ী ফিরিতে অনুরোধ জানায়। পিয়ারী তাহাদের গ্রামের রাজলক্ষ্মী। শ্রীকান্ত একদিন খেলা-চ্ছলে বৈঁচির মালা দিয়া তাহাকে বরণ করিয়াছিল, সে প্রেম আজও সে ভুলিয়া যায় নাই। শ্রীকান্ত সন্ন্যাসীর দলে ভিড়িল। কিন্তু ছোটবাঘিয়া গ্রামের রামবাবুর সহিত পরিচয় হইলে, এবং তিনি হঠাৎ পীড়িত হইলে, বাধ্য হইয়া তাহাকে সন্ন্যাসীদের দল ত্যাগ করিতে হইল। শ্রীকান্ত পীড়িত হওয়ায় পিয়ারী খবর পায় ও শ্রীকান্ত বাঁচিয়া যায়।

২য় পর্ব্ব—রেঙ্গুণে চাকুরী পাইয়া শ্রীকান্ত জাহাজে যাইবার কালে তাহার সহিত অভয়া ও তাহার গ্রামের লোক রোহিণীর পরিচয় হয়। অভয়া স্বামীর অন্বেষণে চলিয়াছিল। রেঙ্গুণে খুঁজিয়া প্রথমে অভয়ার স্বামীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পরে তাহার সন্ধান পাওয়া গেল এবং সে শ্রীকান্তর ভয়ে অভয়াকে লইতে স্বীকৃত হইল। বাঙ্গালায় ফিরিয়া কিছুদিন রাজ-লক্ষ্মীর সহিত পাটনা, প্রয়াগ, কাশী ঘুরিয়া শ্রীকান্ত দেশে ফিরিল। পরদিন রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে ফিরাইয়া লইতে গ্রামে আসে।

৩য় পর্ব্ব—পাটনায় আসিয়া কিছুদিন জ্বরভোগের পর শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর জমিদারী গঙ্গামাটিতে আসিল। সেখানে সবাই ছোট জাত। সেখানে এক তরুণ সন্ন্যাসীকে রাজ-লক্ষ্মীর খুব ভাল লাগে। কিন্তু সন্ন্যাসী একদিন চলিয়া গেল। নায়েব কুশারী মহাশয়রা দুই ভাই। ছোট ভাই যদুনাথ হঠাৎ শিক্ষককন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া ফিরিল। কিন্তু সুনন্দা যে মুহূর্ত্তে শুনিল সমস্ত সম্পত্তি পাপার্জ্জিত, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সে অন্যত্র সংসার পাতিল। অবশেষে রাজলক্ষ্মী ইহাদের মিলন ঘটাইল। রাজলক্ষ্মী তীর্থে বাহির হইলে শ্রীকান্ত অভিমানবশতঃ অন্যত্র চলিল। পথে বন্ধু ব্যাঙের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সে পীড়িত হইলে বাধ্য হইয়া শ্রীকান্তকে সেখানে থাকিতে হইল। কিন্তু ব্যাঙ্ বাঁচিল না। শ্রীকান্ত সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া অসুস্থ হইল। সেই সময় তরুণ সন্ন্যা-সীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সে তাহাকে রাজ-লক্ষ্মীর নিকট পাঠাইয়া দিল। কিন্তু বার বছরের গাড়ীর চালক পথ না জানায় তাহাকে বাধ্য হইয়া দরিদ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে আশ্রয় লইতে হইল, শেষে সে সুস্থ হইয়া ফিরিল। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের অভিমান বুঝিল। তাহার উপর, রেঙ্গুণ হইতে চাকুরীর জন্য শ্রীকান্তকে পুনরায় ডাকিয়াছে শুনিয়া সে আর অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিল না।

৪র্থ পর্ব্ব—কাশী হইতে ফিরিবার পথে গ্রামসম্পর্কে রাঙা ঠাকুর্দ্দার সহিত দেখা। তাহার প্রতি অত্যধিক আদরযত্নের কারণ সে পরে বুঝিল—যখন তাহার নাতনী পুঁটুকে বিবাহবন্ধনে বাঁধিতে চাহিল। এ যাত্রায়ও রাজলক্ষ্মী টাকা দিয়া পুঁটুর বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকান্তকে বাঁচাইল। আবার পথে—বন্ধু কবি গহরের সহিত দেখা। সে তাহার সহিত কমললতা বৈষ্ণবীর আলাপ করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী শুনিল ও কমললতাকে দেখিয়া খুসী হইতে পারিল না। গহরের অসুস্থ-তার সংবাদে শ্রীকান্ত গহরের নিকট আসিল, কিন্তু কমললতার অক্লান্ত সেবা সত্ত্বেও গহর বাঁচিল না। মুসলমানকে সেবা করার অপরাধে কমললতা আশ্রমচ্যুত হইল। ভব-ঘুরে শ্রীকান্তকে এসব ব্যাপারে অভিভূত করিয়াছিল। কিন্তু সে আরো বেশী ব্যথা পাইল—যখন সে শুনিল, কমল তাহাকে ভাল-বাসে। কমলকে বৃন্দাবনের ট্রেণে তুলিয়া দিয়া তাহার সহিত সাঁইথিয়া পর্য্যন্ত গিয়া শ্রীকান্ত আবার ফিরিল। এই রচনাখানি লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া পরিগণিত। ইহা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন—বাশুলী-সেবক বড়ু চণ্ডী-দাসের রচিত ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়—মালাধর বসু। কাব্য। ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্রের রূপ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীবাৎস্যচরিতম্—জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যা-বিনোদ। চট্টগ্রামের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে রাঢ় দেশ হইতে আগমন করিয়া-ছিল, তাহাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—['গীতা' দ্রঃ]। ছয়টি অধ্যায়ে এক একটি ষট্‌ক হইয়াছে। প্রথম ষট্‌কে কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগ ও তৃতীয়ে ভক্তিযোগ লিখিত হইয়াছে। দামোদর মুখোপাধ্যায় নয়টী টীকা ও ভাষ্য এবং অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামী কৃষ্ণপ্রসন্ন শাঙ্করভাষ্য ও ভাষ্যের ব্যাখ্যাসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য। 'The Song Celestial' নামে ইংরাজী ভাষায় গীতার একখানি পদ্যানুবাদ Sir Edwin Arnold প্রকাশ করেন। বাল-গঙ্গাধর তিলক গীতার স্বকৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতম্—বেদব্যাস-কৃত সংস্কৃত পুরাণ-গ্রন্থ। ইহার বঙ্গানুবাদ বঙ্গবাসী কার্য্যা-লয় হইতে প্রকাশিত হয়। প্যারীমোহন সেন ইহার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত ['ভাগবত পুরাণ' দ্রঃ]।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ। দুইটি খণ্ডে সমাপ্ত। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের জীবনী এই পুস্তকে আছে।

শ্রী শ্রী রা জ ল ক্ষ্মী—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। রোমান্টিক উপন্যাস (১৩১২—১৯ বঙ্গাব্দ)। বোধ হয় ইহা বাংলা সাহিত্যের সর্ব্ববৃহৎ উপন্যাস ও লেখকের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রায় একশত বর্ষ পূর্ব্বে দেশে ও বিদেশে বাঙ্গালী-জীবনের ছবি ইহাতে জীবন্তরূপে ফুটিয়াছে। কর্ত্তা শঙ্করীপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানীপ্রসাদ পরিবারবর্গের দুঃখে বিচলিত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। প্রভুভক্ত গোয়ালা ভৃত্য রঘুদয়াল শঙ্করী-প্রসাদের পত্নী কাত্যায়নী, পুত্রবধূ যশোদা, কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ ও যশোদার কন্যা লক্ষ্মীর ভার গ্রহণ করে; কিন্তু শত্রুপক্ষের চক্রান্তে তাহাকে জেলে যাইতে হয় এবং স্বর্গীয় জমিদারের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির দুঃখের অবধি থাকে না। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা বাড়ী হইতে বিতাড়িত হন। নানা দুরবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহারা কাশীতে উপনীত হইয়া ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতে থাকেন। এদিকে ভবানীপ্রসাদ তখন পশ্চিমের এক সওদাগরের সহিত ভাগাভাগিতে ব্যবসায় করিয়া ঐশ্বর্য্য-শালী হইয়া উঠেন। তিনি কাশীতেই ছিলেন। এই সময় পশ্চিমে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ভবানীপ্রসাদ অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। স্বর্গীয় জমিদারের পরিবারবর্গ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ঘটনাচক্রে ভবানীপ্রসাদ তাঁহাদের দেখিতে পান। তখন সকলে সুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। কাত্যায়নী একবার লক্ষ্মীর ঝাঁপি হইতে শেষ সম্বল মোহর বাহির করিয়া অতিথি-সৎকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এতদিনে তাহার ফল ফলিল।

ষ

ষড়্দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

ষোড়শী—১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি গল্পের সমষ্টি (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। প্রথম গল্পের নামে গ্রন্থের নাম হইয়াছে। ২। এই নামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেনাপাওনা' নামে উপন্যাসটি নাট্যরূপে রূপান্তরিত হয়।

স

সংকীর্ত্তনামৃত—পদকর্ত্তা দীনবন্ধু দাস সংকলিত বৈষ্ণব পদাবলী। ইহাতে দীনবন্ধুর নিজের ২৭০টি পদ এবং চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য কবিদের পদ আছে। মাঝে সংস্কৃত শ্লোক ও পয়ার যোজনা করিয়া রসের পর্য্যায় অব্যাহত রাখা হইয়াছে। ১৬৯৩ শকাব্দের লিখিত এক পুঁথি দেশবন্ধু কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে প্রদত্ত হয় এবং অমূল্য বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক তাহা সম্পাদিত হয়।

সংবাদপত্রে সেকালের ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থে লেখক প্রাচীন বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্র অবলম্বনে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, রীতিনীতি ও নানা ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। প্রথমে ইহা সাপ্তাহিক-রূপে প্রকাশিত হয় (২৮শে জানুয়ারি, ১৮৩১)। ১৪ই জুন, ১৮৩৯ হইতে পত্রিকা-খানি দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। সে যুগে ইহা একটি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বহু সাহিত্যিকের রচনা ইহাতে প্রকাশিত হয়।

সংসার—রমেশচন্দ্র দত্ত। উপন্যাস। 'The Lake of the Palms' নাম দিয়া গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার ইংরাজী অনুবাদ বাহির করেন। বিধবাবিবাহের অনুকূলে কয়েকটি সাংসারিক ঘটনা লইয়া ইহা রচিত।

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি আঠার জন ঋষির প্রণীত সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। তাহা ছাড়া ঋগ্বেদ-সংহিতা, যজুর্ব্বেদ-সংহিতা ইত্যাদিও সংহিতা নামে উক্ত।

(১) **অত্রি-সংহিতা**—বক্তা অত্রি, শ্রোতা মুনিগণ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির কর্ম্মভেদ, প্রায়শ্চিত্ত, ব্রত, দান, ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) **বিষ্ণু-সংহিতা**—বক্তা বিষ্ণু, শ্রোতা পৃথিবী। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্মভেদ, রাজনীতি, রাজদণ্ড ব্যবস্থা, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ ব্যবস্থা, সাক্ষ্য, অগ্নি-পরীক্ষা, দ্বাদশবিধ পুত্রের বিবরণ, ধনবিভাগ, প্রেতকৃত্য, ভার্য্যা-নিরূপণ, স্ত্রীধর্ম্ম, পাপ ও নরক পরিচয়, প্রায়শ্চিত্ত ও শ্রাদ্ধবিধি এবং দানমাহাত্ম্য প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) **হারীত-সংহিতা**—বক্তা হারীত, শ্রোতা মুনিগণ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্বরূপ ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৪) **যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা**—বক্তা যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রোতা মুনিগণ। চতুরাশ্রম, রাজকার্য্য, দায়ভাগ, ধর্ম্মাধিকরণ ও রাজদণ্ডের ব্যবস্থা, বানপ্রস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্য, ধান্যাদি নির্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত, আপদ্ধর্ম্ম, সীমানিরূপণ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) **উশনঃ-সংহিতা**—বক্তা উশনাঃ, শ্রোতা মুনিগণ। চতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্য, শৌচা-শৌচ নিরূপণ, পাঠাভ্যাসকাল, শ্রাদ্ধ, ভোজন, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রেতকার্য্যবিধি প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৬) **অঙ্গিরঃ-সংহিতা**—চতুর্ব্বর্ণের প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৭) **যম-সংহিতা**—ইহাতে পাপ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

(৮) **আপস্তম্ব-সংহিতা**—বক্তা আপস্তম্ব, শ্রোতা ঋষিগণ। অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৯) **সম্বর্ত্ত-সংহিতা**—বক্তা সম্বর্ত্ত, শ্রোতা মুনিগণ। মানব কিরূপে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে পারে, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) **কাত্যায়ন-সংহিতা**—নিত্যকার্য্য-পদ্ধতি, শ্রাদ্ধ, হোম, সান্ধ্যোপাসনা, পঞ্চযজ্ঞ, বলি, অন্ত্যেষ্টি, প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১১) **বৃহস্পতি-সংহিতা**—বক্তা বৃহস্পতি, শ্রোতা ইন্দ্র। দানের অসীম মাহাত্ম্য ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১২) **পরাশর-সংহিতা**—বক্তা পরাশর, শ্রোতা মুনিগণ। কলিযুগের চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম, অশৌচ ও বিবাহবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, গোপালন, পাপমুক্তির উপায়, অগম্যাগমন প্রায়শ্চিত্ত, অভক্ষ্য ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৩) **ব্যাস-সংহিতা**—বক্তা বেদব্যাস, শ্রোতা মুনিগণ। সংস্কারবিধি, নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি, দানমাহাত্ম্য প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৪) **শঙ্খসংহিতা**—চতুর্ব্বর্ণের কার্য্যবিধি, দশবিধ সংস্কার, অতিথিসেবা, ব্রহ্মচর্য্য, তর্পণ, মন্ত্রনিরূপণ, আচমনব্যবস্থা, স্থানভেদে দানের ফলে তারতম্য, অশৌচবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, ব্রতাচার প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৫) **লিখিত-সংহিতা**—জলাশয়খনন ও পিণ্ডদান মাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধকার্য্য, পতিত শবস্পর্শ ও শ্রাদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহবিধান, শুদ্ধিব্যবস্থা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৬) **দক্ষ-সংহিতা**—দ্বিজগণের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য, কার্য্যাকার্য্যনিরূপণ, স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম, শৌচ, অশৌচ, ইন্দ্রিয়জয় ব্যবস্থা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৭) **গৌতম-সংহিতা**—ব্রাহ্মণের পালনীয় বিবিধ বিধান, চতুরাশ্রমের পার্থক্য, বর্ণসঙ্করোৎপত্তি, বেদাধ্যয়ন, স্নাতক ব্রতধারীর কর্ত্তব্য, চতুর্ব্বর্ণের কার্য্যভেদ, দণ্ডবিধি, অধ্যয়নের নিষিদ্ধ কাল, পাপ ও তদনুযায়ী ব্যাধি, সংসর্গনিরূপণ, প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা, দায়ভাগ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৮) **শাতাতপ-সংহিতা**—পাপকর্ম্ম অনু-

যায়ী ব্যাধির উৎপত্তি, প্রায়শ্চিত্ত, পাপ অনুযায়ী মৃত্যু, দৈবক্রমে নিহত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য দানের ব্যবস্থা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৯) বশিষ্ঠ-সংহিতা—ধর্ম্মনিরূপণ, রাজার কর নিরূপণ ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ কার্য্য, সুদগ্রহণ ব্যবস্থা, দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি, সপিণ্ড, অশৌচ, ঋতুমতী নারীর নিষিদ্ধ কার্য্য, পরিব্রাজকের কর্ত্তব্য, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন, উপনয়নবিধি, দত্তকগ্রহণ ব্যবস্থা, ব্যবহারশাস্ত্র, দ্বাদশ প্রকার কার্য্য, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(২০) মনু-সংহিতা—যথাস্থানে দ্রঃ।

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা-পুস্তক (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)।

সঙ্গীততরঙ্গ—রাধামোহন সেন। সঙ্গীত-বিজ্ঞান। ইহাতে বাংলা পদ্যে রাগ-রাগিণী গ্রাম, সঙ্গীতের প্রকারভেদ, মাত্রা ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্র অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে।

সঙ্গীত-দামোদরম্—শুভঙ্কর-প্রণীত দুর্লভ সংস্কৃত সঙ্গীত-শাস্ত্র। ইহাতে বিবিধ রাগ-রাগিণীর রূপ, লক্ষণ ও তালসমূহের তালাঘাত ও মাত্রা নির্ণয় প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। বাচস্পত্য অভিধান ও শব্দকল্পদ্রুমে ইহা হইতে বহু প্রামাণিক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

সঙ্গীতপারিজাতম্—অহোবল প্রণীত সঙ্গীত শাস্ত্র। ইহাতে রাগ-রাগিণীর রূপ-লক্ষণ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। তালাধ্যায়টি কাহারও মতে প্রক্ষিপ্ত।

সঙ্গীত-রত্নাকরম্—সারঙ্গদেব (অথবা শার্ঙ্গী)-রচিত বৃহৎ সংস্কৃত সঙ্গীত-শাস্ত্র। উক্ত গ্রন্থে মার্গী ও দেশী সঙ্গীতের প্রকারভেদ, রাগরাগিণীর রূপলক্ষণ, তাললক্ষণ ও প্রস্তাব প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী এই বিরাট্ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। বোম্বাই হইতে ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সঙ্গীতসার—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। সঙ্গীতগ্রন্থ। ঔপপত্তিক (Theoretical) ও ক্রিয়াসিদ্ধ (Practical), এই দুই ভাগে এই গ্রন্থ বিভক্ত। সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্র অবলম্বনে আর্য্যসঙ্গীতের বিশেষত্ব ও মূলতত্ত্ব বিশদভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিবরণ, বিবিধ গানের পার্থক্য, সেতার শিক্ষা ও পরিশেষে স্বরলিপির সাহায্যে রাগরাগিণীর আলাপ ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

সতী কি কলঙ্কিনী?—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটক। অপর নাম 'কলঙ্ক-ভঞ্জন'।

সতী-নাটক—মনোমোহন বসু। পৌরাণিক নাটক। প্রজাপতি দক্ষ জামাতা শিবের প্রতি রুষ্ট হইয়া শিবহীন যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। এই পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে ইহা লিখিত। ইহাতে শান্তিরাম নামে এক ভক্ত পাগলের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

সতী-ময়না—দৌলৎ কাজী। কিছু অংশ কবি আলাওলের রচনা। আনুমানিক ১৬৩৮ রচনাকাল। তিনটি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে রাজা লোর সুন্দরী স্ত্রী ময়নাবতীকে ছাড়িয়া 'চন্দ্রানী'র (বিবাহিতা স্ত্রী) কাছে যায় এবং উভয়ের বিবাহ হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নার বিরহবর্ণনা। তৃতীয় খণ্ডে লোরের ময়নার কাছে প্রত্যাগমন।

সদ্ভাবশতক—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। কবিতা-গ্রন্থ। প্রকৃতি, সুনীতি, ধর্ম্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে ইহাতে একশতটী কবিতা আছে। প্রথম সংস্করণে কবিতা-সংখ্যা একশত থাকিলেও পঞ্চম সংস্করণে উহা দাঁড়ায় ১৩৬টি। অনেকগুলি কবিতাই পারসীক কবি হাফেজের মর্ম্মানুবাদ।

সধবার একাদশী (নাটক)—দীনবন্ধু মিত্র। সামাজিক নাটক (১৮৬৬)। ধনিপুত্র অটলবিহারী স্ত্রী কুমুদিনীকে উপেক্ষা করিয়া মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং কাঞ্চন নামে এক বেশ্যার প্রতি আসক্ত হয়। উচ্চশিক্ষিত মাতাল নিমচাঁদ দত্ত তাহার এই সকল কার্য্যের সহায়ক। অটল একদিন মেয়েদের মজলিসের মধ্য হইতে গোকুলবাবুর স্ত্রী অনঙ্গ-মঞ্জরীকে ধরিয়া আনিবার জন্য এক হিজড়াকে নিযুক্ত করিলে সে ভ্রমক্রমে কুমুদিনীকেই ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া আসে। এই ঘটনার ফলে নিমচাঁদ ও অটল প্রহৃত হয়। অতঃপর তাহারা বাগানে পলায়ন করে এবং তথায় অটল মদ্যপান করিতে চাহিলে নিমচাঁদ বলে—"মাতালের মান তুমি গণিকার গতি, 'সধবার একাদশী' তুমি যার পতি"। নিমচাঁদের অদ্ভুত চরিত্রই এই গ্রন্থের প্রধান সম্পদ্। সে জ্ঞানপাপী। উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কিরূপ অধঃপতন ঘটে তাহা দেখানই নিমচাঁদ ও অটলের চরিত্রসৃষ্টির উদ্দেশ্য।

সন্দীপন পাঠশালা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। ইহা গ্রামের শিক্ষক-জীবনের নিপুণ আলেখ্য।

সন্ধ্যাসঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১৮৮২)। কবির ইহা নবযৌবন যুগের কাব্য। প্রথম সংস্করণে ইহাতে পঁচিশটি কবিতা ছিল। "স্থান কাল এবং কবিচিত্তের অবস্থা অনুসারে সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতাগুলিতে চারিটি স্তর দেখা যায়।"

সন্ন্যাসিনী (বা মীরাবাই)—গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী। নাট্যকাব্য। রাণা কুম্ভ বিষ্ণুপ্রেমমুগ্ধা মীরাকে বিবাহ করিয়া কাত্যায়নীর পূজা করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিলে তিনি সন্ন্যাসিনী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, পরে কুম্ভ শ্রুতিকে বিবাহ করেন। শ্রুতি রত্নসিংহের প্রতি অনুরক্তা ছিল। উদয়সিংহ পিতা কুম্ভকে হত্যা করিলে সহমরণে যাইবার কালে শ্রুতির সহিত রত্নসিংহের সাক্ষাৎ হয়। রত্নসিংহ প্রণয়ে হতাশ হইয়া দেহত্যাগ করে। ইহাতে কতকগুলি সুন্দর গীত আছে।

সপ্তশতী—চণ্ডীগ্রন্থের অপর নাম। কারণ ইহার শ্লোক-সংখ্যা ৭০০।

সপ্তশ্লোকী গীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

সবুজপত্র—প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত মাসিক-পত্রিকা। প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৩২১ বৈশাখে।

সমাজ—রমেশচন্দ্র দত্ত। সামাজিক উপন্যাস। 'সংসার' ও 'সমাজ'—লেখকের এই দুইটি সামাজিক উপন্যাস।

সমাজ-তত্ত্ব—পূর্ণচন্দ্র বসু। সামাজিক আলোচনা-গ্রন্থ। হিন্দুসমাজের সহিত পাশ্চাত্য সমাজের সমালোচনা করিয়া হিন্দু-সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ হইতে কিরূপে নানা জাতির উদ্ভব হয়, আর্য্য-সমাজের কৌলীন্য, কুললক্ষণ, বিবাহ, শিশুবিবাহের উপকারিতা ও অনুপ-কারিতা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সম্বন্ধ নির্ণয়—লালমোহন বিদ্যানিধি। ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহাতে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বিবরণ, কৌলীন্য ও শ্রোত্রিয় লক্ষণ, মনুবংশাবলী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সঙ্কর, নবশাখ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি, অগ্রদানীর বিবরণ, বংশমর্য্যাদা, কৌলীন্যের দোষ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

সম্বর্ত্ত-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

সরোজিনী নাটক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঐতিহাসিক নাটক। এক মুসলমান চতুর্ভুজার মন্দিরে লুক্কায়িত থাকিয়া চিতোররাজ লক্ষ্মণসিংহকে বলে যে, তাঁহার কন্যা সরোজিনীকে দেবীর নিকট বলি দিলে ও দ্বাদশপুত্র যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে চিতোরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই আদেশ যে মুসলমানদের ষড়্যন্ত্রপ্রসূত তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি আদেশ অনুযায়ী সরোজিনীকে বলি দিতে উদ্যত হন। কিন্তু বিজয়সিংহ নামক এক রাজপুত যুবক সরোজিনীকে উদ্ধার করেন। এই ঐতিহাসিক কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া নাটকখানি রচিত।

সাংখ্যকারিকা—ঈশ্বরকৃষ্ণ-প্রণীত সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র। মহর্ষি কপিলের সাংখ্য-দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে আছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবি

দুঃখ নিরাকরণের উপায়, প্রকৃতি হইতে পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি, বিচার দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ হইলে দুঃখ-নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি হয়—ইহাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

সাংখ্য-দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার—যতীন্দ্রমোহন সিংহ। আলোচনা-গ্রন্থ। সাকার উপাসনার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইহাতে বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতির অভিমতের সাহায্যে নিরাকারবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

সাকী ও সুরা—ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। মানবমনের সূক্ষ্মানুভূতির বিশ্লেষণমূলক কাব্যগ্রন্থ। বর্ত্তমান যুগের জড়বাদদর্শন ও বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাব ইহাতে পরিস্ফুট হইলে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ মনীষিগণ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিয়াছেন।

সাগর-সঙ্গীত—চিত্তরঞ্জন দাশ। কাব্য। সাগরের অনন্ত রূপে মুগ্ধ কবি—সাগর সম্বন্ধীয় কতকগুলি কবিতা ইহাতে লিখিয়াছেন। 'Hindu Review'তে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ইংরাজীতে ইহার ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করেন।

সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। নাটক। কবির ইহাই শ্রেষ্ঠ নাটক। বৃদ্ধ পিতা সম্রাট্ সাজাহানকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করিয়া, ভাই-দিগকে হত্যা করিয়া আওরঙ্গজেব সিংহাসন অধিকার করেন। কন্যা জাহানারা সাজা-হানের সেবায় জীবনপাত করেন—এই ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক লিখিত।

সানাই—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'অনসূয়া' নামে একটি বিখ্যাত কবিতা আছে।

সাবাস আটাশ—অমৃতলাল বসুর প্রহসন। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় অপমানিত আটাশ জন মিউনিসিপাল কমিশনর কার্য্য ত্যাগ করেন। ইঁহাদের প্রশংসা ও যাঁহারা কার্য্য ত্যাগ করেন নাই তাঁহাদের ব্যঙ্গ করিয়া ইহা লিখিত।

সাবিত্রী-তত্ত্ব—চন্দ্রনাথ বসু। মহাভারতের সাবিত্রী-চরিত্র অবলম্বনে সাবিত্রীর জন্ম হইতে যমের সহিত কথোপকথন ইত্যাদি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে সংযম, পতিভক্তি প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

সামাজিক প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধসমষ্টি (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখক ইয়োরোপের সামাজিক রীতি-নীতির তুলনায় এতদ্দেশীয় সমাজ-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সামুদ্রিক শিক্ষা—রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থ। সামুদ্রিক লক্ষণ ও চিহ্ন দেখিয়া লগ্ন নির্ণয়, হস্ততল ও রেখা দর্শনে ফল-বিচার প্রভৃতি গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সারদাতিলক—শঙ্কর-প্রণীত সংস্কৃত 'ভাণ' জাতীয় গ্রন্থ (১২শ শতক ?)।

সারদামঙ্গল—বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী। কাব্য-গ্রন্থ (১২৮৬ বঙ্গাব্দ)। বিহারিলালের ইহাই শ্রেষ্ঠ কাব্য। অন্তরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মীকে অন্তরে বাহিরে বিচিত্র কল্পনায় কবি যেভাবে ও যেরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই গ্রন্থে আঁকা হইয়াছে। ইহা একান্তভাবে আত্মগত কাব্য। পাঁচটি সর্গ আছে।

সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে কবির ১১টি মূল প্রবন্ধ আছে, তাহার মধ্যে 'সাহিত্যের তাৎপর্য্য' 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্যের বিচারক' ইত্যাদি প্রবন্ধ আছে। ইহার একটি সংযোজন ও গ্রন্থপরিচয়ও আছে।

সার্ভে অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি, এ (Survey of Indian History, A)—সর্দ্দার পানিক্কর। ইতিহাস-গ্রন্থ। প্রাগৈতি-হাসিক যুগ হইতে আধুনিক বৃটিশ যুগ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বছরের ভারতের ইতিহাসের একটা খসড়া এই গ্রন্থটিতে করা হইয়াছে। মাত্র তিনশ' পৃষ্ঠায় রচিত বলিয়া প্রত্যেকটি যুগের আলোচনা স্থানে স্থানে ব্যাহত হইয়াছে। ভাষা ও বর্ণনার গুণে ইতিহাসটি সুখপাঠ্য।

সাহিত্যদর্পণম্—বিশ্বনাথ কবিরাজ। সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থ। কাব্যের লক্ষণ, ব্যঞ্জনা, অভিধা, নায়কাদির লক্ষণ, কাব্য, মহাকাব্য, দৃশ্যকাব্য প্রভৃতির পার্থক্য; কাব্যের বৈদর্ভী, গৌড়ী প্রভৃতি রীতি ও দোষ, গুণ, অলঙ্কার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

সাহিত্যসাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। খ্যাতনামা লেখক, লেখিকা ও কবির জীবনী। এক একজন সাহিত্যিক বা কবির জীবনী এক এক পুস্তিকায় প্রকাশিত। কয়েকটি জীবনী একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। এইরূপ আটটি খণ্ড আছে। সজনীকান্ত দাসের লিখিত ইহাতে কয়েকটি জীবনী আছে।

সিন্ধুগাথা—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। গীতি-কবিতা। ডলফিন্স্ নোজ, বঙ্কিমচন্দ্র, আয়েষা, শিখা, সমুদ্রস্নানে, সিন্ধু প্রভৃতি ৪৮টী কবিতা ইহাতে আছে।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস—রজনীকান্ত গুপ্ত। লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতিই যে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ, এবং মূলরাজের নির্য্যাতন, ঝিন্দনের নির্ব্বাসন, ছত্রসিংহের অবমাননা, ঝান্সী প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যে হস্তক্ষেপ প্রভৃতি সিপাহীবিদ্রোহের কারণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা—১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। বাঙ্গালার নবাব সিরাজ-দ্দৌলার জীবন-কথা। ইংরাজ ঐতিহাসিকের কৃপায় এদেশের অধিকাংশ নরনারী সিরাজদ্দৌলাকে দুষ্টপ্রকৃতির লোক বলিয়া জানিত। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বিবিধ ঐতিহাসিক পুঁথিপত্রের সাহায্যে এই গ্রন্থে সেই ধারণা দূর করিয়া সিরাজকে নিষ্কলঙ্ক ও শুদ্ধচরিত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন এবং অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ২। এই নামে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ একখানি নাটক রচনা করেন। উহাতে সিরাজের চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ৩। লক্ষ্মী-নারায়ণ চক্রবর্ত্তীও সিরাজের জীবনকাহিনী অবলম্বনে একখানি নাটক রচনা করেন।

সীতা—১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে মিত্রাক্ষরে রচিত নাটক (১৩০৯ বঙ্গাব্দ)। এই পঞ্চাঙ্কক নাট্যকাব্যটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। গান নাই। ২। যোগেশ চৌধুরী। তাঁহার নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

সীতার বনবাস—১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরাণিক নাটক। রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত। সীতার বনবাস হইতে পাতাল-প্রবেশ পর্য্যন্ত ঘটনা ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ২। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' উত্তররামচরিত অবলম্বনে লিখিত গদ্যগ্রন্থ।

সীতারাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। ভূষণার জমিদার সীতারাম রায়ের তিন পত্নী ছিল—শ্রী, নন্দা ও রমা। শ্রীর কোষ্ঠিতে 'প্রিয়প্রাণ-হন্ত্রী হইবে' এইরূপ ফল থাকায় সীতারামের পিতা তাহাকে গৃহে আশ্রয় দেন নাই। শ্রীর অনুরোধে সীতারাম তাহার ভ্রাতা গঙ্গারামকে উদ্ধার করেন। ইহার পর সীতারাম শ্রীকে গ্রহণ করিতে চান, কিন্তু সে জ্যোতিষবাক্য স্মরণ করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া যায়। অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে পাওয়া গেল না। সীতারাম এই সময় মহম্মদপুর নামে একটি নগর স্থাপন করিয়া গঙ্গারামের উপর নগররক্ষার ও চন্দ্রচূড় ঠাকুরের উপর শাসনের ভার দিয়া দিল্লী গমন করেন। সুযোগ বুঝিয়া ভূষণার ফৌজদার নগর আক্রমণ করিতে আসিলে গঙ্গারাম রমার পরামর্শে নগর ছাড়িয়া দিতে চায়। ওদিকে জয়ন্তী নামে এক সন্ন্যাসিনীর সহিত মিশিয়া শ্রী সন্ন্যাসিনী হয়। যে দিন নগর আক্রান্ত হয়, সেইদিন তাহারা তথায় গুরুদেবের আদেশে উপস্থিত হয় এবং জয়ন্তী

নগর অরক্ষিত দেখিয়া গঙ্গারামের কাছে যায় ও ভয় দেখাইয়া একগাড়ী গোলা-বারুদ লইয়া আসে। ইতিমধ্যে সীতারাম আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় মুসলমানেরা পরাজিত হয়। বিচারে গঙ্গারাম শূলদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু শ্রীর সাহায্যে মুক্তি পাইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। শ্রী আসিয়া সীতারামের সহিত চিত্তবিশ্রামে বাস করিতে সুরু করে। ফলে রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা হওয়ায় জয়ন্তী শ্রীকে স্থানান্তরিত করে। সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া জয়ন্তীকে প্রকাশ্য রাজসভায় বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করিতে আদেশ দেন। কিন্তু নন্দা আসিয়া তাহাকে রক্ষা করে। সীতারাম হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া কুলনারীদের উপর অত্যাচার সুরু করেন। রাজ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ফৌজদার আবার নগর আক্রমণ করে। শ্রী, জয়ন্তী, সীতারাম, নন্দা, সন্তানদের সঙ্গে ভগবানের নাম করিতে করিতে মোগলসেনা ভেদ করিয়া চলিতে থাকেন। গঙ্গারাম বিপক্ষ দলে ছিল। সে সীতারামের পথরোধ করিলে তরবারির আঘাতে মারা পড়ে। শ্রীর কোষ্ঠিফল এই ভাবে ফলে। শ্রী, জয়ন্তী, নন্দা ও সন্তানগণসহ সীতারাম মোগলসেনা ভেদ করিয়া অদৃশ্য হন। তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হয়।

সীতারাম রায়—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ইতিহাস-গ্রন্থ। মুসলমান শাসনের কথা, সভাসিংহের বিদ্রোহ, সীতারামের জীবনী, কীর্ত্তি, রাজ্যস্থাপন ও পতন প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় জনপ্রবাদের আলোচনাসহ বর্ণিত হইয়াছে।

সুরধুনী-কাব্য—দীনবন্ধু মিত্রের কাব্য। হিমালয়-কন্যারূপে গঙ্গাকে বর্ণিত করিয়া, যে সব পথ দিয়া গঙ্গা স্বামী সাগরের সহিত মিলিতা হইবার জন্য চলিয়াছেন, সেই সব পথের প্রসিদ্ধ স্থান ও ব্যক্তির পরিচয়।

সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়—ঈষৎ ব্যঙ্গ ও কৌতুকের সুরে বঙ্গীয় সমাজ ও সাহিত্যের আলোচনা। অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত। দুই খণ্ডে সমাপ্ত (১৯৩৩—৩৪)।

সুরুচির কুটীর—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শিক্ষাত্মক উপন্যাস (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। আত্মসংযম, গৃহস্থালী, সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষার প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে।

সুরেন্দ্রবিনোদিনী—উপেন্দ্রনাথ দাস। নাটক। সুরেন্দ্র ও বিনোদিনী যৌবনের প্রারম্ভে উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। বিনোদিনীর পিতামহ উভয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। বিনোদিনীর পিতৃস্বসৃপুত্র হরিপ্রিয় কৌতুকক্রমে উভয়ের মনে সন্দেহ জাগাইয়া দিলে চিরবিচ্ছেদের উপক্রম হয়। পরে সন্দেহ দূর হইলে উভয়ের বিবাহ হয়।

সুশ্রুতসংহিতা—নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-সম্পাদিত চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে বিবিধ ব্যাধি ও সেগুলির চিকিৎসার উপায়-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

সৃষ্টি—চন্দ্রশেখর বসু-সংগৃহীত ধর্মগ্রন্থ। ইউরোপীয় সিদ্ধান্তের সহিত এক করিয়া ইহাতে অব্যক্ত হইতে স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সৃষ্টিবিবরণ, সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রথমে অচেতন পরে উদ্ভিদ্, শেষে মানুষ সৃষ্টির বিবরণ, ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য, পরমেশ্বর এই সৃষ্টির নিয়ন্তা, প্রেততত্ত্ববাদীদিগের কথিত আধ্যাত্মিক শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর একই পদার্থ প্রভৃতি বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সেঁজুতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)।

সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৮৭৪)। ইউরোপীয় সভ্যতা আমদানির পূর্ব্বে এদেশের সামাজিক অবস্থা ও রীতিনীতি কিরূপ ছিল এবং পরানুকরণ-মোহে এখনই বা তাহা কিরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে তাহাই ইহাতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

সোনার তরী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। ইহার অনেকগুলি কবিতায় রূপকথার ও রূপকের স্পর্শ আছে। 'সোনার তরী', 'শৈশব-সন্ধ্যা', 'বিম্ববতী', 'নিদ্রিতা', 'হিং টিং ছট্', 'পরশ-পাথর', 'যেতে নাহি দিব', 'অনাদৃত', 'পুরস্কার' ইত্যাদি কবিতাগুলি আছে।

সোমপ্রকাশ—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৫ই নভেম্বর, ১৮৫৮ সোমবার। ইহা সে যুগের একখানি অতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল।

সো মেনি হাঙ্গারস্ (So Many Hungers)—ভবানী ভট্টাচার্য্য। ইংরাজীতে লেখা উপন্যাস। যুদ্ধোত্তর ভারতে যে প্রতি-ক্রিয়া ঘটিয়াছিল তাহার জীবন্ত চিত্র।

স্কন্দপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেণ্টস্ উইদ ট্রুথ, দি (Story of My Experiments with Truth, The)—মহাত্মা গান্ধী-রচিত আত্মজীবনী (১৯২৪)। ইহা দুই খণ্ডে সমাপ্ত। ইহার বঙ্গানুবাদ আছে।

স্ত্রীচরিত্র—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। সামাজিক গ্রন্থ। স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃতির সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে যে বিশ্বকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহা ছাড়া স্ত্রীজাতির স্বভাব, কার্য্যাদি, দয়া, ধর্ম্ম, প্রতিহিংসা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

স্নেহলতা—স্বর্ণকুমারী দেবী। বাঙ্গালী মহিলা-রচিত সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস। স্বর্ণলতা অল্পবয়সে মাতাপিতৃহীনা হয় এবং তাহার মেসোমশাই জগৎবাবু তাহাকে তদবধি পালন করেন। স্নেহলতার মাসীমা কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতেন না। জগৎবাবু নিজ পুত্রের সহিত স্নেহলতার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী তাহাতে সম্মত হন নাই। অবশেষে কুঞ্জবাবুর পুত্র মোহনের সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে তাহাকে নানাবিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। তখন মোহন স্নেহলতাকে জগৎবাবুর নিকট রাখিয়া রুড়কিতে ইঞ্জি-নিয়ারিং পড়িতে চলিয়া যায়। ইহার কিছুকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয়। আধুনিকতার সমস্যা লইয়া ইহাই প্রথম উপন্যাস রচনা।

স্বদেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধ-পুস্তক। স্বদেশকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে উহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহাই রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

স্বদেশ ও সাহিত্য—শরৎ চন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়। প্রবন্ধ-গ্রন্থ। 'আমার কথা', 'স্বরাজ সাধনায় নারী', 'শিক্ষার বিরোধ ও সামাস্য' এই তিনটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া তিনি এই গ্রন্থে সাহিত্য ও সমাজের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

স্বদেশী সমাজ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধ-পুস্তক। বর্ত্তমান সমাজ ও ধর্ম্মের বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দেশবাসীকে দেশের উন্নতির জন্য একতা গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে।

স্বপন পসারী—মোহিতলাল মজুমদার। কাব্যগ্রন্থ।

স্বপ্নপ্রয়াণ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১৮৭৫)। এই কাব্যটিতে রূপকথার সঙ্গে রূপক জড়াইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ইহা "একটি রূপকের রাজপ্রাসাদ"। মনোরাজ্য প্রয়াণ, নন্দনপুর প্রয়াণ, বিলাসপুর প্রয়াণ, বিষাদপুর প্রয়াণ, রসাতল প্রয়াণ, সমর-প্রয়াণ, শান্তি-প্রয়াণ ইত্যাদি সাতটি সর্গে কাব্যটি বিভক্ত। এখানে সুপ্তিমগ্ন কবি-চিত্ত নিরুদ্দেশের সন্ধানে বাহির হইয়া প্রথমে মনোরাজ্যে গেলেন।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস—ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রণীত কাল্পনিক রচনা। পাণিপথের যুদ্ধে আহম্মদ শাহ জয়লাভ না করিয়া যদি পরাজিত হইতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে কিভাবে হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ইতিহাস কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইত—তাহাই কল্পনা করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হয়।

স্বর্ণলতা—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পারিবারিক উপন্যাস। শশিভূষণ ও বিধুভূষণ দুই ভাই। সরলা বিধুভূষণের পত্নী, শশিভূষণের পত্নী প্রমদা। সরলা শান্তস্বভাবা; প্রমদা মুখরা, স্বার্থপরায়ণা। প্রমদার চক্রান্তে উভয় ভ্রাতা পৃথক্ হইলে বিধুভূষণকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় যাইতে হয়। বিধুভূষণ কলিকাতায় চাকুরী করিয়া অর্থ পাঠাইতেন; কিন্তু সে টাকা সরলার হাতে পড়িত না। প্রমদার ভ্রাতা গদাধরচন্দ্র সরলার পুত্র গোপালের নাম সহি করিয়া সেই টাকা আত্মসাৎ করিত। এদিকে দুঃখে কষ্টে সরলা প্রাণত্যাগ করিলেন। বিধুভূষণ পুত্র গোপালকে আনিয়া কলিকাতার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন এবং নিজে কর্ম্মসূত্রে ঢাকায় গমন করেন। কলিকাতার ধনিপুত্র হেমের সহিত গোপালের পরিচয় হয়। গোপাল ও স্বর্ণলতা পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলিল। পরে উভয়ের বিবাহ হয়। এদিকে শশিভূষণ তহবিল তছরূপের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। প্রমদা টাকা দিয়া শশিভূষণকে বাঁচাইতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করিল না। শশিভূষণের জেল হইল; প্রমদাও স্থানান্তরে যাইবার সময় নৌকাডুবি হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইল। এই উপন্যাসের গদাধর ও গ্রাম্য বেহালা-বাদক নীলকমলের চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার কতকাংশ 'সরলা' নামে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ইহার চিত্ররূপ আছে।

স্বর্ণসন্ধ্যা—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কবিতা-সংগ্রহ। ইহাতে কবির কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা আছে। তাহার মধ্যে অস্পৃশ্যের আবেদন, ভৃত্য, পল্লীশ্রী, শেষ চিঠি, বন্যা ইত্যাদি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী। ইতিহাস-গ্রন্থ। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা, স্পেন, ইটালী, ফিলিপাইন, শ্যাম প্রভৃতি দেশের ইতিহাস ও ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ান প্রভৃতির জীবনী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

স্বামী—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। সৌদামিনীর মামা সৌদামিনীর শিক্ষার কোন ত্রুটি রাখেন নাই। জমিদারপুত্র নরেন্দ্র সৌদামিনীর মাতুলের সহিত দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে তর্ক করিতে আসিত। এই সময় সৌদামিনী নরেন্দ্রকে ভালবাসে। সৌদামিনীর সহিত বিপত্নীক পরম বৈষ্ণব ঘনশ্যামের বিবাহ হয়। স্বামীর প্রতি সৌদামিনীর অনাসক্তির সংবাদ পাইয়া নরেন্দ্র সৌদামিনীকে লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করিল। অনুতপ্তা সৌদামিনী প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া বিহ্বলা হইল। নরেন্দ্র সৌদামিনীর স্বামিভক্তি দেখিয়া ও নিজের ভুল বুঝিয়া ঘনশ্যামকে কলিকাতায় আনাইল। ঘনশ্যাম সৌদামিনীকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিল। গ্রন্থখানি সৌদামিনীর আত্মকাহিনীরূপে লিখিত।

স্মর-গরল—মোহিতলাল মজুমদার। কাব্য-গ্রন্থ। ইহাতে কবির কয়েকটি সুবিখ্যাত কবিতা আছে।

স্মরণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩১০ বঙ্গাব্দ)। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে কবিপত্নীর মৃত্যু হইলে ইহার কবিতাগুলি লেখা হয়। 'মিলন', 'নব পরিণয়', 'সন্ধান', 'বসন্ত', 'সম্ভোগ' ইত্যাদি কবিতা আছে।

———

হংসগীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

হজরত মোহাম্মদ—রামপ্রাণ গুপ্ত। জীবনীগ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদের জীবনী ও তৎকর্তৃক ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

হরতত্ত্বদীধিতিঃ—হরকুমার ঠাকুর। সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। বিবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতাদি হইতে সঙ্কলন করিয়া ইহাতে শৈব শাক্তাদি পঞ্চোপাসকের উপাসনা, দীক্ষা, গুরুলক্ষণ, নিত্যকর্ম্ম, শিবলিঙ্গ পূজা, আচমন, পূজা, ন্যাসাদি, ধ্যান, নিত্যহোম, জপ, আশ্রমবিধি প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে কথিত হইয়াছে।

হরিদাস সাধু—রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। জীবনী-গ্রন্থ (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে হরিদাস সাধু নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারই জীবনী ও কার্য্যাদি ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

হরিভক্তিবিলাস—গোপাল ভট্ট-কৃত বৈষ্ণব স্মৃতি-গ্রন্থ। ২০টী বিলাস অর্থাৎ অধ্যায়ে ইহা সম্পূর্ণ। সনাতন গোস্বামী সংক্ষেপে ইহা রচনা করিয়া গোপাল ভট্টকে প্রদান করিলে, তিনি পুরাণাদির মত উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃত ভাবে ইহা প্রচার করেন। ইহার অন্য নাম ভগবদ্ভক্তিবিলাস। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের কার্য্য, ধর্ম্মাদি লিখিত হইয়াছে।

হরিভক্তি-রসামৃতসিন্ধু—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রান্তর্গত ভক্তিগ্রন্থ (১৪৬৩ শকাব্দ)। বহু শাস্ত্রের প্রমাণ ও উদাহরণ দ্বারা এই গ্রন্থের প্রত্যেক বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। কবি কর্ণপুর 'কৌস্তুভালঙ্কারে' অলঙ্কারের দশটী অবশ্যলেখ্য বিষয় থাকিতেও ভক্তিরসকে পল্লবিত না করায় গ্রন্থকার উক্ত রসকে শাখা-প্রশাখাসহ পল্লবিত করিয়াছেন।

হরিমঙ্গল—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কাব্যগ্রন্থ (১৩১১ বঙ্গাব্দ)। কতিপয় সংস্কৃত স্তব, ইংরাজী কবিতা ও অন্যান্য লোকের কবিতাসহ কবিরও কয়েকটী কবিতা ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র—অমৃতলাল বসু। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। সংস্কৃত 'চণ্ডকৌশিক' নাটকাবলম্বনে ইহা রচিত। ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। মনোমোহন বসুও এই নামে একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

হসন্তিকা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ইহা একটি সরস কবিতার বই (১৩২৪ বঙ্গাব্দ)।

হস্তামলক—সংস্কৃত আত্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক শঙ্করভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। জীব ও পরমাত্মা যে এক, শুধু মোহবশে বদ্ধ ও পৃথক্ প্রতীয়মান হয়, তাহা ও আত্মার স্বরূপ ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৫৯—৬০ সালের বিখ্যাত রচনা।

হাঙ্গার (Hunger)—ক্নুট হামসুন-রচিত সুবিখ্যাত উপন্যাস।

হাতেমতাই (আরায়েশমাহফিল)—পারস্যের রূপকথা গ্রন্থের অনুবাদ। ইমনের রাজপুত্র হাতেমতাই একটী স্ত্রীলোকের সাতটী সমস্যা পূরণের জন্য বহুবিধ ক্লেশ ভোগান্তে কি ভাবে সমস্যা পূরন করেন, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

হাম্বির—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। ঐতিহাসিক নাটক। রাজপুতবীর হাম্বিরের কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত।

হারানিধি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সামাজিক নাটক (১৮৯০)। মোহিনীমোহনের সঙ্গে হরিশের বন্ধুত্ব ছিল। হরিশ জামিন হইয়া মোহিনীকে দশ হাজার টাকা আনিয়া দেয়। কিন্তু মোহিনীমোহন সে টাকা ফেরত না দিয়া নীলামে হরিশের সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। হরিশের জামাতা অঘোর চুরি করিয়া নিজের মৃত্যুসংবাদ প্রচার দ্বারা ছদ্মবেশে ভ্রমণকালে হরিশের অন্নে প্রতিপালিত নবর সহিত পরিচিত হয়। হরিশকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য অঘোর ও নব পরামর্শ করে। মোহিনীর রক্ষিতা কাদম্বিনীকে মোহিনী তাড়াইয়া দিলে সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে হরিশের পুত্র নীলমাধব তাহাকে রক্ষা করে। কাদম্বিনী আসিয়া নব ও অঘোরের সহিত যোগ দিলে মোহিনীর চৈতন্যোদয় হয় ও সে সমস্ত সম্পত্তি হরিশকে ফিরাইয়া দিয়া নিজ

কন্যার সহিত নীলমাধবের বিবাহ দেয়। হরিশের কন্যা সুশীলাও স্বামীকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

হারীতদর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

হারীত-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

হাসুবানু—প্রবোধকুমার সান্যাল। উপন্যাস। হিন্দু-মুসলমান মিলনের পটভূমিকায় রচিত। ১৩৫৯—৬০ সালের ইহা অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস।

হিতপ্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। গদ্য ও পদ্যে রচিত হিতোপদেশ। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ অবলম্বনে লিখিত। ইহা প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর পুস্তকখানি তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

হিতে বিপরীত—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রহসন। কৃপণ ভজহরি, ৬০ বৎসর বয়সে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হয়। পৌত্র কুঞ্জবিহারী কিছুতেই বৃদ্ধের নিকট হইতে টাকাকড়ি বাহির করিতে না পারিয়া, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য, যাত্রার দলে একটী বালককে পাত্রী সাজাইয়া বিবাহ দিল। সেই বালক চাবি সংগ্রহ করিয়া টাকাকড়ি কুঞ্জকে দিলে বৃদ্ধের ভুল ভাঙ্গিল। কুঞ্জ সেই টাকা লইয়া আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিল।

হিতোপদেশম্—নারায়ণ বা কাহারও মতে বিষ্ণুশর্ম্মা। সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি, এই চারিটী বিষয় গল্পচ্ছলে কোন রাজার পুত্রচতুষ্টয়কে শিক্ষাদানকল্পে গ্রন্থকার প্রধানতঃ পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

হিন্দু আচারব্যবহার—মনোমোহন বসু। সামাজিক গ্রন্থ। হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল ও নব্য শিক্ষাপ্রভাবে কিরূপ হইয়াছে এবং ইহার প্রতিবিধানের উপায় প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুত্ব—চন্দ্রনাথ বসু। সামাজিক গ্রন্থ। হিন্দুধর্ম্মের তাৎপর্য্য, 'সোঽহং' কথার অর্থ, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা ও প্রতিমা পূজার তাৎপর্য্য প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা—রাজনারায়ণ বসু-কৃত বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—ইহাও আলোচিত হইয়াছে।

হিমালয়—জলধর সেন। ভ্রমণকাহিনী। হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত ভ্রমণ-কাহিনী ও গন্তব্য স্থানের বিবরণ ইহাতে সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

হিস্টরি অব বেঙ্গল (History of Bengal)—রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত বৃহৎ ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহা দুইখণ্ডে সমাপ্ত।

হীরকচূর্ণ নাটক—অমৃতলাল বসু। নাট্যকাব্যের প্রথম নাটক (১২৮২ বঙ্গাব্দ)। ইহা গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয়। প্রথম সংস্করণে নাম ছিল না।

হীরোজ অ্যাণ্ড হীরো ওয়ারশিপ (Heroes and Hero-worship)—কার্লাইল-রচিত কয়েকটি বক্তৃতা (১৮৪১)।

হুগলীর ইমামবাড়ী—স্বর্ণকুমারী দেবী। উপন্যাস। মহম্মদ মহসীন ও তদীয় বৈপিত্রেয়ী ভগিনী মন্নুর চরিত্র ইহাতে বর্ণিত।

হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা—কালীপ্রসন্ন সিংহ। বাঙ্গালা ব্যঙ্গ-কাব্য (১৮৬২—৬৩)। কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষায় লিখিত। ইহাতে পূর্ব্বকালের চড়ক, কবির গান, জামাই-তামাসা প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সমাজের দূষিত চিত্র প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। বঙ্গসাহিত্যের প্রথমাবস্থায় ইহা রচিত।

হেনরী, অষ্টম (Henry VIII)—শেক্‌স্‌পীয়ার-রচিত ঐতিহাসিক নাটক।

হেনরী, চতুর্থ (Henry IV, Parts I and II)—শেক্‌স্‌পীয়ার-রচিত ঐতিহাসিক নাটক।

হেনরী, পঞ্চম (Henry V, King)—শেক্‌স্‌পীয়ার-রচিত ঐতিহাসিক নাটক।

হেনরী, ষষ্ঠ (Henry VI, King, Parts I, II and III)—শেক্‌স্‌পীয়ার-রচিত বলিয়া অনুমিত ঐতিহাসিক নাটক।

হোমশিখা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কবিতা-গ্রন্থ। কতকগুলি অতি উচ্চশ্রেণীর কবিতা-সমষ্টি ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

হোয়াট আই ও টু ক্রাইস্ট (What I owe to Christ)—মিঃ সি. এফ্. এণ্ড্রুজ-লিখিত। এণ্ড্রুজ তাঁহার জীবনে যীশুখৃষ্টের প্রভাব কতখানি অনুভব করিয়াছেন, তাহা সুন্দর সরল ভাষায় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। দয়াধর্ম্মের দিক দিয়া খৃষ্টধর্ম্ম যে জগতের মধ্যে প্রধান, তাহাই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন।

হ্যাম্‌লেট (Hamlet)—শেক্‌স্‌পীয়ার-রচিত বিয়োগান্ত নাটক (১৬০৩—০৪)। হ্যাম্‌লেট ছিল ডেন্‌মার্কের যুবরাজ। তাহার পিতাকে তাহার কাকা ক্লডিয়াস বিষ দিয়া গোপনে হত্যা করেন এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হ্যামলেটের বিধবা মাতা Gertrude দেবরকে বিবাহ করিয়া রাণী হন। এই সময় হ্যাম্‌লেটের মৃত পিতার প্রেতাত্মা আসিয়া তাহাকে নিজের মৃত্যুর বিষয় সব কিছু বলে ও ইহার প্রতিশোধ লইতে আদেশ করে। হ্যাম্‌লেট আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞা করে। সে পাগল সাজে এবং লর্ড চেম্বারলেনের কন্যা Opheliaর প্রেমেই সে পাগল বলিয়া জানায়। পরে সে রাজার সামনে একটি নাটক অভিনয় করিয়া পিতার প্রেতাত্মা-প্রদত্ত কাহিনী যাচাই করিয়া লয়। রাজা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলেন। পরে হ্যাম্‌লেট রাজাকে মারিতে গিয়া Poloniousকে মারিয়া ফেলে। রাজা হ্যাম্‌লেটকে বিদেশে রাজনৈতিক কাজের অছিলায় পাঠান কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল তাহাকে মারিয়া ফেলা। কিন্তু জলদস্যুরা তাহাকে ধরে ও ডেনমার্কে পাঠাইয়া দেয়। ফিরিয়া আসিয়া হ্যাম্‌লেট দেখে Ophelia পাগল হইয়া ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার ভাই Laertes পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য দেশে ফেরে এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে হ্যাম্‌লেটকে বিষাক্ত তরবারি দ্বারা আহত করে। মৃত্যুর আগে হ্যাম্‌লেট Laertes ও রাজাকে নিহত করে। Gertrude বিষপানে মারা যান। এই কাহিনী অবলম্বনে নাট্যকার ও অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত হরিরাজ নামক বাংলা নাটক রচনা করিয়াছেন।

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

বিবিধ জ্ঞাতব্য

(১) সাধারণ

অ

অইনু—জাপানের আদিম জাতি। বর্ত্তমানে উত্তর জাপানে, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে ও সাখালিন দ্বীপে এই জাতির লোকদের দেখা যায়। পুরুষে দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখে, মেয়েরা উল্কি পরে। মাছ ধরিয়া এই জাতি জীবন ধারণ করে। ইহাদের সহিত আচারে ব্যবহারে ও ভাষায় জাপানীদের অনেক পার্থক্য আছে। জাপানীরা এই জাতিকে পরাভূত করিয়া জাপানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

অওঘর—সম্প্রদায়বিশেষ। গুজরাট অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের লোকদের দেখা যায়।

অংকোট—আঁকোড় গাছ। হুগলি ও মেদিনীপুর অঞ্চলে জন্মায়। গুঁড়িতে কাঁটার ন্যায় শাখা থাকে। ঔষধের কাজে ব্যবহার হয়।

অক (Auk)—একজাতীয় পাখী। পূর্ব্বে এই পাখীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারভেদে দুইটি শ্রেণী ছিল। তাহার মধ্যে বৃহদাকার অক বর্ত্তমানে আর নাই। এই বৃহদাকার অক মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ পালকযুক্ত রাজহাঁসের ন্যায় ছিল এবং উড়িতে পারিত না।

অকা—আসামের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের প্রেতপূজক অসভ্য জাতি। ১৮২৮-এ ইংরাজদের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। ধনুর্ব্বাণ প্রধান অস্ত্র। পরণে সামান্য মাত্র বস্ত্র। তাহারা উল্কি পরে, গলায় পাথর ও হাড়ের মালা দেয়। মাথায় পাখীর পুচ্ছ ধারণ করে। তাহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা মড়া পোড়ায় না, কবর দেয়।

অকাল্টেশন (Occultation)—(জ্যোতিষ) একটি জ্যোতিষ্ক কর্ত্তৃক অন্য কোন জ্যোতিষ্কের আবৃত হওয়াকে 'সমাবরণ' বা 'অকাল্টেশন' বলে। চাঁদ কর্ত্তৃক তারার সমাবরণ ঘটিয়া থাকে।

অক্টার্লোনি মনুমেণ্ট (Octerlony Monument)—কলিকাতায় গড়ের মাঠে অবস্থিত জেনারেল অক্টার্লোনির স্মৃতিরক্ষার্থ স্মৃতিস্তম্ভ। ৩৫০০ পাউণ্ড ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা ১৩৫ ফুট উচ্চ। এই স্তম্ভের মধ্যে সিঁড়ি আছে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট হইতে পাশ লইয়া উপরে উঠিতে হয়।

অক্টোপাস (Octopus)—মৎস্যশ্রেণীভুক্ত। জলজন্তুবিশেষ। ইহাদের শুণ্ড আটটি। ঐ সকল শুণ্ড দ্বারা ইহারা রক্তশোষণ করিতে পারে। ইহাদের চক্ষু বৃহৎ। ইহারা পারিপার্শ্বিকতার সহিত খাপ খাওয়ানোর জন্য নিজের গায়ের রং অনেকাংশে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। ইহারা অতি হিংস্র-প্রকৃতি এবং মনুষ্য কিংবা অন্য কোন বধ্যপ্রাণীকে শুঁড়ের সাহায্যে ধরিয়া মারিয়া ফেলে। প্রশান্ত মহাসাগরে সবচেয়ে বড় অক্টোপাস দেখা যায়। বাহু ৩৪ ফুট লম্বা হয়।

অক্টোবর (October)—ইংরাজী দশম মাস। কিন্তু প্রাচীন রোমকগণ ইহাকে অষ্টম মাস বলিতেন। 'অক্টো' শব্দের অর্থ অষ্টম। এই মাস রণদেবতা 'Mars' বা মঙ্গল কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে প্রসিদ্ধি আছে।

অক্ষরেখা—শব্দাংশে দ্রঃ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (Oxford University)—ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বেলিয়ল, মার্টন, ট্রিনিটি, হার্টফোর্ড

প্রভৃতি বহু কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন।

অক্সাইড (Oxide)—কোন মৌলিক পদার্থের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন মিশ্রিত হইলে ঐ মিশ্রিত পদার্থকে অক্সাইড বলে।

অক্সালিক অ্যাসিড (Oxalic acid)—একপ্রকার জৈবাম্ল বা organic acid. দেখিতে স্বচ্ছ ও সাদা। কাঠের গুঁড়ার সঙ্গে কস্টিক সোডা ও পটাশ মিশাইয়া ইহা তৈয়ারী হয়। কাপড়-চোপড় রং করিতে ইহার দরকার হয়।

অক্সিজেন (Oxygen)—একপ্রকার বায়বীয় মৌলিক পদার্থ। ইহার বাংলা পরিভাষা 'অম্লজান'। প্রাণিগণের পক্ষে ইহা অত্যধিক প্রয়োজনীয়। ইহা বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং স্বাদহীন। জীবগণের ইহা প্রাণবায়ু-স্বরূপ। ইহা বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ, পৃথিবীর মৃত্তিকাংশের এক-তৃতীয়াংশ এবং সমগ্র জলভাগের নয়ভাগের আটভাগ গঠন করিয়াছে। অন্যান্য পদার্থের সহিত যুক্ত হইলে ইহা অন্য আকার ও অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে। অক্সিজেন ভিন্ন জ্বলন-ক্রিয়া হইতে পারে না।

অগস্ত্য-যাত্রা—শব্দাংশে 'অ গ স্ত্য যা ত্রা' এবং চরিতাবলীতে 'অগস্ত্য' ও 'বিন্ধ্য' দ্রঃ।

অগ্নিপ্রস্তর—ইহাকে অরণি-প্রস্তর বা চক্‌মকি পাথরও বলা হয়। ইহা একপ্রকার খনিজ পদার্থ। সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ অগ্নিপ্রস্তরের সাহায্যেই আগুন জ্বালাইত। ইউরোপে মধ্যযুগে গির্জ্জা এবং প্রাসাদাদির প্রাচীরে এই প্রস্তর বসান হইত।

অগ্ন্যুৎপাতের তালিকা (Volcanic Eruptions)—অজোর্স দ্বীপপুঞ্জ—১৫৯১, ১৬৩৮, ১৭১৯, ১৮০৮, ১৮১১, ১৮৪১।

কোটাপাক্সি (ইকোয়েডর)—১৬৯৮, ১৭৬৮, ১৮৭৭, ১৮৮০।

কাটমাই (আলাস্কা)—১৯১২।

এট্না (সিসিলি)—১১৬৯, ১৬৬৯, ১৬৯৩, ১৭৯২, ১৮৩০, ১৮৩২, ১৮৫২, ১৮৬৫, ১৮৭৯, ১৮৮৬, ১৮৯২, ১৯২৩, ১৯২৯।

ভিসুভিয়াস—খৃঃ পূঃ ৭৯।

হেক্‌লা (আইসল্যাণ্ড)—১৭৬৬, ১৭৮৪—৮৫, ১৮৪৫—৪৬, ১৮৭৮।

ক্রাকাতোয়া—১৮৮৩, ১৯০২।

পেলি (Mont Pelee) মার্টিনিক—১৭৬০, ১৮৫১, ১৯০২ (এপ্রিল—আগষ্ট)।

স্থুফ্রিয়ের (সেন্ট ভিনসেন্ট দ্বীপ)—১৭১৮, ১৮১২, ১৯০২।

স্ট্রম্বলি—১৮৯৩।

তারাবেরা (নিউজীল্যাণ্ড)—১৮৮৬।

সমবোরা (Sumbaura, মালয় দ্বীপপুঞ্জ)—১৮১৫।

অঙ্গারাম্লজান—ইংরাজীতে ইহাকে কার্ব্বনিক অ্যাসিড বা কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড বলা হয়। ইহার রাসায়নিক সঙ্কেত CO_2। ইহা বর্ণহীন ও গন্ধহীন। সোডা-ওয়াটার, শ্যাম্পেন ও বিয়ার প্রভৃতি মদ্য উক্ত বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। ইহা ১২ ভাগ কার্বন এবং ৩২ ভাগ অক্সিজেনের সমবায়ে গঠিত। ইহা অদাহ্য কিন্তু এই পদার্থের জন্য খনিতে প্রায়ই বিস্ফোরণ হইয়া থাকে। অঙ্গারাম্লজান অত্যন্ত ভারী। অনেক সময় পুরাণো জীর্ণ কূয়া ইত্যাদিতে ইহা জমা হইয়া থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাহাতে নামিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যবদ্বীপের বিষ-উপত্যকা ইহার জন্য কুখ্যাত।

অজগর—ইংরাজীতে এই বৃহদাকার সাপের নাম Python বা Boa Constrictor. ময়াল ও বোড়া এই দুই প্রধান জাতিতে বিভক্ত। ১০।১৫ হাত হইতে এই সাপ ৩০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। অজগর ছাগল, গরু, হরিণ, বাঘ ইত্যাদি জড়াইয়া ধরিয়া পিষিয়া ফেলে ও পরে ধীরে ধীরে গিলিতে থাকে। Reticulated Python পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সাপ।

অজন্তা (অজণ্টা)—হায়দরাবাদ রাজ্যে ঔরঙ্গাবাদ জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। জলগাঁ ষ্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। অজণ্টা পর্ব্বত পশ্চিমঘাটের শাখা পর্ব্বত। এখানকার গুহামন্দির পৃথিবীবিখ্যাত। খৃঃ পূঃ ২—৭ শতাব্দীর মধ্যে গুহাগুলি ক্ষোদিত ও চিত্রশোভিত হয়। এখানে পর্ব্বতগাত্র ক্ষোদিত করিয়া ২৫টি বিহার ও ৫টি চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের গৌরবে এই গুহাগুলি বিশেষ সমৃদ্ধ। বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী, জাতকে বর্ণিত বিষয় সকল এবং অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা বা সামাজিক বিষয় চিত্রিত হইয়াছে। ১৮১৭-এ ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ১৮৪৩-এ ফার্গুসন সাহেব একটি প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকর্ষণ করেন। দুইবার চিত্রগুলির অনুলিপি প্রস্তুত হয়। কিন্তু লণ্ডনের ও কেন্‌সিংটন প্যালেস দগ্ধ হইলে ঐ অনুলিপিগুলি নষ্ট হয়। শেষবারে কয়েকখানি রক্ষা পাইলে গ্রিফিথস উহা সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার পর লেডি হেরিংহাম ঐ চিত্রগুলির অনুলিপি প্রকাশ করেন। নিজাম সরকারের চেষ্টাতেও সব ছবি প্রকাশিত হয়। গুহার সংখ্যা ৩৯টি। গুহাগুলির তিনটি ভাগ—বারান্দা, উপাশ্রয় গৃহ (hall) ও গর্ভগৃহ।

অজ্ঞাতরাশি—সমীকরণস্থিত যে অক্ষরটির এক বা একাধিক মান সমীকরণের উভয় পক্ষকে সমানমানবিশিষ্ট করে, সেই অক্ষরটিকে সমীকরণের অজ্ঞাতরাশি বলে।

অঞ্জনক—ইংরাজী নাম Stibium বা Antimony. একপ্রকার ধাতব পদার্থ, মাটিতে পাওয়া যায়। হরফ তৈয়ারীর কাজে, ঔষধে প্রযুক্ত হয়।

অটোক্রোম প্লেট (Autochrome Plate)—ফটোগ্রাফের প্লেটবিশেষ। এই প্লেটের সাহায্যে রঙীন ফটোগ্রাফ তোলা যায়। প্রত্যেক পদার্থের স্বাভাবিক বর্ণ ইহার সাহায্যে তোলা যায়।

অটোগ্রাফ (Autograph)—অনেকে বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই স্বাক্ষর সংগ্রহকেই 'অটোগ্রাফ' বলে।

অটোয়া-চুক্তি—(১৯৩২) ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য-চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে বাহিরের দেশ অপেক্ষা উক্ত দেশগুলি বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা পাইবে। অটোয়া নগরে এই চুক্তি হয়। ১৯৩৬-এ ভারতবর্ষ ইহা বাতিল করে।

অট্টালিকা ও গির্জ্জা, অত্যুচ্চ—পৃথিবীতে, বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, উচ্চ অট্টালিকা বহু আছে। তন্মধ্যে যেগুলি অত্যুচ্চ সেগুলিকে ইংরাজীতে বলে স্কাই-স্ক্রেপার (sky-scraper)। নিম্নে উচ্চ অট্টালিকা, গির্জ্জা প্রভৃতির কতকগুলির নাম দেওয়া হইল। মস্কোর সোভিয়েৎ প্রাসাদ (১৩০০ ফুট)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে—এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিং (১২৪০ ফুট), ক্রিস্‌লার বিল্ডিং (১০৪৬ ফুট), ব্যাঙ্ক অব ম্যান্‌হাটান (৯২৫ ফুট), উলওয়ার্থ (৭৯২ ফুট), টার্মিন্যাল টাওয়ার (৭০৮ ফুট), মেট্রোপলিটান বিল্ডিং (৭০০ ফুট), ক্যানিন টাওয়ার (৬৮০ ফুট), লিঙ্কন বিল্ডিং (৬৩৮ ফুট) ; ফ্রান্সে—ঈফেল টাওয়ার (৯৮৪ ফুট), রুয়ে ক্যাথিড্রাল (৪৮৫ ফুট) ; জার্ম্মানীতে—আলম্ ক্যাথিড্রাল (৫২৯ ফুট), কলোন ক্যাথিড্রাল (৫১২ ফুট), স্ট্রাস্‌বার্গ ক্যাথিড্রাল (৪৬৮ ফুট) ; মিশরে—মিশররাজ কিয়োপের পিরামিড (৪৮১ ফুট) ; রোমে—সেন্ট্ পিটার্স গির্জ্জা (৪৪৮ ফুট) ; ভিয়েনায়—সেন্ট্ ষ্টিফেন্‌স্ ক্যাথিড্রাল (৪৪১ ফুট)।

অতলান্তিক মহাসাগর—ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী বিরাট্ মহাসাগর। ইহা প্রায় ৯০০০ মাইল দীর্ঘ, স্থানবিশেষে ১৬০০ হইতে ৫০০০ মাইল পর্য্যন্ত চওড়া ['সমুদ্র প্রধান' দ্রঃ]।

অতলান্তিক সনদ—১৯৪১-এ ১৪ই আগষ্ট ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ও

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মিঃ রুজভেল্ট অতলান্তিক মহাসমুদ্রে এক জাহাজে বসিয়া এক যুক্ত ইস্তাহার রচনা ও ঘোষণা করেন। ইহাতে এই ঘোষণা করা হয় যে, (১) কোনও দেশকে আক্রমণ করা হইবে না, (২) জনগণের ইচ্ছা ছাড়া কোনও স্থানের ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন করা হইবে না, (৩) প্রত্যেক জাতিরই নিজ নিজ শাসনতন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইবার অধিকার থাকিবে, (৪) যাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা আবার ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, (৫) পৃথিবীতে সকল স্থানে ব্যবসায় করিবার সকলের পূর্ণ অধিকার থাকিবে, (৬) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার সুযোগ দান ও (৭) নাৎসীবাদ ধ্বংসের পর সমগ্র জগতে পূর্ণ শান্তি আনয়ন। চার্চ্চিল পরে ঘোষণা করেন যে ভারতের পক্ষে এই সনদ প্রযুক্ত হইবে না।

অতি-বেগুনী আলো—'আল্‌ট্রা ভাই-ওলেট রে' দ্রঃ।

অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance)—ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি দেশীয় রাজাদিগের নিকট এই মর্ম্মে প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা যদি স্ব স্ব স্বাধীনতা বর্জ্জন করিয়া কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে কোম্পানী অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন। ইহার সর্ত্তানুসারে সর্ত্তগ্রাহী কোন দেশীয় রাজা বাহিরের কোন শক্তির সহিত সন্ধি করিতে পারিবেন না এবং তাঁহাকে আপন ব্যয়ে একদল ইংরেজ সৈন্য তাঁহার রাজ্যে রাখিতে হইবে। ইহাকেই অধীনতামূলক মিত্রতা বলা হয়। হায়দরাবাদের নিজাম এই প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রথম রাজি হন।

অনার্য্য জাতি—আর্য্যেতর জাতিকে অনার্য্য বলা হয়। আর্য্য বা সংস্কৃতজ ভাষা-ভাষী লোক ছাড়া অপর ভাষাভাষী লোককে অনার্য্য এই নাম দেওয়া হইয়া থাকে। বেদে অনার্য্য শব্দ জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অনার্য্য শব্দ আজকাল দ্রাবিড় ও মুণ্ডারীভাষী প্রাক্-আর্য্যদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। আর্য্যেতর লোক প্রাচীন ভারতে বশ্যতা স্বীকার করিয়া দাস-জাতিভুক্ত হয়। অথবা শত্রুতা করিয়া দস্যু নামে অভিহিত হইয়াছিল। অনার্য্য শব্দটি সাংস্কৃতিক পার্থক্য নির্দ্দেশ করিত, জাতি বা বর্ণগত পার্থক্য বুঝাইত না। পরে জাতিগত পার্থক্য হিসাবে অনার্য্য শব্দ ব্যবহৃত হয় ও শূদ্রের সমনাম হয় অনার্য্য।

অনুক্রমনিকা—বেদের প্রাচীনতম সূচী বা নির্ঘণ্ট। ইহাতে প্রত্যেক সামের ১ম শব্দ, সামের সংখ্যা, ঋষির নাম, দেবতার নাম, ছন্দ ইত্যাদি লিখিত আছে।

অনুবাত পার্শ্ব—যে পাশে বাতাস লাগে না সেই দিক্‌। ইংরাজীতে ইহাকে Lee-ward wind বলে।

অন্ধকূপ হত্যা—নবাব সিরাজদ্দৌলার নিষেধ সত্ত্বেও ইংরাজেরা কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম্ দুর্গ সুদৃঢ় করিতে থাকে এবং কৃষ্ণনাথ নামে এক পলাতক প্রজাকে নবাবের প্রার্থনা সত্ত্বেও নবাবের হস্তে ফিরাইয়া দেয় নাই। তখন নবাব কলিকাতা আক্রমণ ও দখল করেন (১৭৫৬)। এই সময় ১৪৬ জন ইংরাজকে বন্দী করা হয়। মাণিকচাঁদ নামক এক কর্ম্মচারীর উপর বন্দীদিগের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। তিনি তাহাদিগকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। নিদারুণ গ্রীষ্মে ও পিপাসায় ১২৩ জন বন্দীর মৃত্যু হয়; অবশিষ্ট ২৩ জনকে পরদিন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বাহির করা হয়। এই ঘটনাই 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে খ্যাত। এই ঘটনা হলওয়েল নামে এক সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন এবং প্রায় দেড় শত বৎসরের মধ্যে কেহ এ ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' নামক গ্রন্থে নানা প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে ইহা অবিশ্বাস্য ও মিথ্যা বলিয়া প্রথম ঘোষণা করেন। হলওয়েলের বর্ণনা ছাড়া আর কোথাও এই ঘটনার উল্লেখ নাই। মৃতদের নামের তালিকা অসম্পূর্ণ। ১৮ ফুট স্থানে ১৪৬ জন লোককে কোন প্রকারে ধরান যায়। ডালহাউসী স্কোয়ারে 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' বা 'অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ' ছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় সিরাজ-চরিত্রের মিথ্যা-কলঙ্কলিপ্ত এই স্মৃতিস্তম্ভ অপসারিত হয়।

অপেরা (Opera)—গীতি-নাট্য। যে সকল নাট্যাভিনয়ে সঙ্গীতেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেইগুলিকে 'অপেরা' বলে।

অপ্টোফোন (Optophone)—এক-প্রকার যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে অন্ধগণ পাঠাভ্যাস করিতে পারে। এই যন্ত্র ১৯১৪-এ E. Fournier d'Able কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

অফ্‌থালমিয়া (Ophthalmia)—শিশু-দিগের চক্ষুরোগবিশেষ। যে সকল শিশুর পিতা অথবা মাতার গণোরিয়া প্রভৃতি যৌন ব্যাধি থাকে, তাহাদেরই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই রোগে আক্রান্ত শিশুদিগের চক্ষু অন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অব্‌জার্‌ভেটরি (Observatory)—ইহার বাঙ্গালা নাম 'মান-মন্দির'। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য এই সকল মান-মন্দিরে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা টেলিস্কোপ বসান থাকে। দার্জ্জিলিঙে এক স্থানে এইরূপ একটি মান-মন্দির আছে। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মান-মন্দির কালিফোর্ণিয়ায় অবস্থিত। এই মান-মন্দিরের নাম Mount Wilson Observatory. ইহা ছাড়া শিকাগো, গ্রীন্‌উইচ প্রভৃতি স্থানের মান-মন্দিরও বিশেষ বিখ্যাত। সুদূর অতীতেও মান-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। উজ্জয়িনী নগরীতে এইরূপ একটি মান-মন্দির ছিল। প্রাচীন যুগে ব্যাবিলন ও মিশরেও মান-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩০০ অব্দে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টলেমি সোটার (Pto-lemy Soter) মিশরের আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরে একটি বিখ্যাত মান-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অবাল (Atoll)—বলয় আকারে প্রবাল দ্বীপকে অবাল কহে। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে অবাল দেখা যায়।

অভিজিৎ নক্ষত্র (Vega)—লিরা নক্ষত্র-পুঞ্জের তারকা। ইহার দূরত্ব ২৬ আলোক-বর্ষ। সূর্য্য হইতে ইহা ৫০ গুণ উজ্জ্বল। ব্যাস ২,০৭৮,৪০০ মাইল। সূর্য্য হইতে ১৬০৮ ও পৃথিবী হইতে ১৮,০০০,০০০ গুণ বড়।

অভ্র—খনিজ পদার্থ। ইহা ম্যাগ্‌নেশীয় পদার্থ মিশ্রিত মৃত্তিকাবিশেষ। খুব তাপেও অভ্র গলে না, তবে বিশিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গলানো যায়। কাচের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে অভ্রের ব্যবহার আছে। ইলেক্‌ট্রিকের কাজে ইহার বিশেষ ব্যবহার আছে। ছোট-নাগপুর, নেলোর প্রভৃতি স্থান অভ্রের খনির জন্য বিখ্যাত।

অমৃতবাজার পত্রিকা—কলিকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা। যশোহর জেলার অমৃতবাজার নামে গ্রাম হইতে ইহা প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয় (১৮৬৮ ফেব্রুয়ারী)। তখন সম্পাদক ছিলেন শিশির-কুমার ও হেমন্তকুমার ঘোষ। ১৮৭২-এ কলিকাতা হইতে উহা ইংরাজী ও বাংলায় বাহির হইতে থাকে। ১৮৭৮-এ উহা শুধুমাত্র ইংরাজী ভাষায় বাহির হইতে থাকে। ১৮৯১ হইতে ইহা দৈনিক কাগজে রূপান্তরিত হয়।

অমৃতসরের সন্ধি—১৮৬৪-এ ইংরাজ এবং শিখদিগের মধ্যে লাহোরে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে ইংরাজগণ কাশ্মীর লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই সর্দ্দার গোলাব সিং কাশ্মীরের স্বত্ব ক্রয় করিয়া উক্ত (অমৃতসরের) সন্ধির সর্ত্তানুসারে পুরুষানুক্রমে কাশ্মীরের শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন।

অম্লজান—অক্সিজেন (তাহা দ্রঃ)

অরনি-প্রস্তর—'অগ্নিপ্রস্তর' দ্রঃ।

অরোরা পোলারিস (Aurora Polaris)—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকট রাত্রি ও দিন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। রাত্রিকালে মেরুমণ্ডলের দিক্‌-চক্রবালে একরকম উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই আলোক সাধারণতঃ চঞ্চল এবং গোলাকৃতি, কিন্তু সময় সময় অচঞ্চলও থাকে। নরওয়ের উত্তরাংশ হইতে উহা স্পষ্ট দেখা যায়। এই আলোকের নাম অরোরা পোলারিস বা মেরুজ্যোতি। উত্তরমেরুর আলোককে 'উদীচ্য ঊষা' বা 'অরোরা বোরিয়ালিস' এবং দক্ষিণ-মেরুর আলোককে 'অরোরা অষ্ট্রেলিস' বলা হয়।

অর্গ্যান (Organ)—সম্ভবতঃ খৃষ্টের জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে গির্জ্জাতে সমবেত সঙ্গীতের সহিত ইহার বাদন প্রচলিত হয়। নিম্নে পৃথিবীর কতক-গুলি বৃহৎ অর্গ্যানের বিবরণ দেওয়া হইল :—৬০ স্টপার ও ৮০০০ পাইপযুক্ত হার্লেমের অর্গ্যান, ১১০ স্টপারযুক্ত সেন্ট্ জর্জ্জেস হলের অর্গ্যান, ১৫০ স্টপারযুক্ত আমেরিকার সেন্ট্ লুইর অর্গ্যান, এ. সিড্‌নে টাউন হলের ১২৬ স্টপারযুক্ত অর্গ্যান।

অর্থনীতি বা ধনবিজ্ঞান (Economics, Political Economy)—যে শাস্ত্রে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি বা অধোগতির বিশ্লেষণ করা যায়, সেই শাস্ত্রকে অর্থনীতি বলে। অর্থ-নীতিতে উৎপাদন (Production), বণ্টন (Distribution) ও বিনিময় (Exchange)—এই কয়টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

অর্থশাস্ত্র—রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে চাণক্য বা কৌটিল্যের রচিত গ্রন্থ। ১৯০৫-এ মহীশূরের পণ্ডিত শ্রীশ্যাম শাস্ত্রী এই গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। গ্রন্থে ১৫টি খণ্ড, ১৫০টি অধ্যায় ও ৬০০০ সূত্র আছে। গ্রন্থরচনার কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। কাহারও মতে এই গ্রন্থ চাণক্যের রচিত, অন্যমতে ইহা ৪র্থ শতকের রচনা।

অলিম্পিক-ক্রীড়া (Olympic Games)—প্রাচীন গ্রীসের চারসালী ক্রীড়াবিশেষ। গ্রীসদেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ দেবতা Zeus-এর সম্মান উপলক্ষে প্রতি পঞ্চম বৎসরে একটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতেন। ইহাতে সাহিত্য, শিল্প, নাটক, অলঙ্কার, গীতিবাদ্য এবং দৈহিক ক্রীড়াদির প্রতিযোগিতা হইত। অলিম্পিয়া দক্ষিণ গ্রীসের অন্তর্গত স্থান। এখানে জিউস অলিম্পিয়াস দেবতার মন্দির ছিল এবং মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে উৎসবাদি হইত বলিয়া ঐ নাম হয়। অনুমান খৃঃ পূঃ ৭৭৬ অব্দে এই ক্রীড়া প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রাচীন অলিম্পিক-ক্রীড়ার অনুকরণে ১৮৯৬-এ এথেন্সে এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার পুনরনুষ্ঠান হয়। এই অলিম্পিক-ক্রীড়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসিগণ যোগদান করিয়া থাকেন। তারপর ইহা আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে এবং প্রতি চার বৎসর অন্তর এক একটি বিশিষ্ট নগরীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অল্ডারম্যান (Alderman)—মিউনি-সিপ্যালিটির সাধারণ সদস্যগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত বিশেষ সদস্য। প্রাচীন ইংরাজীতে ealdorman বা মুখ্য নাগরিক হইতে কথাটি আসিয়াছে।

অশোকস্তম্ভ—মহারাজ অশোক বুদ্ধের উপদেশ প্রচারের জন্য নানাস্থানে স্তম্ভ প্রস্তুত করাইয়া উহাতে উপদেশগুলি খোদিত করাইয়া দিতেন। এই স্তম্ভগুলিই অশোকস্তম্ভ নামে খ্যাত। সারনাথে যে অশোকস্তম্ভ আছে, উহার মাথায় একখানি পাথরে তিনটি সিংহমূর্ত্তি খোদিত করাইয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার ত্রিসিংহমূর্ত্তি ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের জাতীয় প্রতীক। এই স্তম্ভের নিম্নে অশোকচক্রটি ভারতীয় জাতীয় পতাকার মধ্যস্থলে ব্যবহৃত হয়।

অশ্বশক্তি—৫৫০ পাউণ্ড ওজনের কোন বস্তুকে এক সেকেণ্ডে এক ফুট উচ্চে তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন তাহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'অশ্বশক্তি' বা Horse-power বলে। এঞ্জিন প্রভৃতির শক্তির পরিমাপ করিতে হইলে অশ্বশক্তিকে একক (unit) রূপে ধরা হয়।

অশ্বিনীনক্ষত্র—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের প্রথম। ঘোটকের মুখের ন্যায় ইহার আকৃতি বলিয়া ইহার এই নাম। এই নক্ষত্রে জন্ম-গ্রহণ করিলে জাতক ধনবান্, সুশীল, বিনয়ী এবং শ্রীবশ হয় বলিয়া জ্যোতিষীরা বলিয়া থাকেন।

অসবর্ণ বিবাহ (Intercaste Marriage)—হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের বিধি ছিল না বলিয়া ডাঃ গৌর ১৯১৭-এ ব্যবস্থা-পরিষদে অসবর্ণ বিবাহের জন্য আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেন। হিন্দু কোড বিলে ইহার পুনরায় ব্যবস্থা হইয়াছে।

অসহযোগ আন্দোলন (Non-violent Non-co-operation Movement)—ইহার পুরা নাম 'অহিংস অসহ-যোগ আন্দোলন'। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ভারতের স্বাধীনতা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি (All India Congress Committee) কর্তৃক ১৯২০-এর অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা বন্ধ করিতে হইবে। ভারতীয়গণ যদি সম্পূর্ণভাবে ভারত গভর্ণমেন্টের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন, তবে উহা সম্পূর্ণ অচল হইবে। এই কার্য্যে কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র হিংসার ভাব পোষণ করিলে এই আন্দোলন সফল হইতে পারিবে না। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ছিলেন।

অস্কার (Oscar)—একটি মূর্ত্তিবিশেষের নাম। হলিউডের Academy of Motion Picture, Arts and Sciences এই মূর্ত্তিটি সবচেয়ে ভাল নট বা নটীকে, কিংবা সবচেয়ে ভাল চলচ্চিত্রের জন্য পুরস্কার দিয়া থাকে।

অস্তগিরি—প্রাচীন কবিদের কল্পিত পর্ব্বত। সূর্য্য ও চন্দ্র যখন পশ্চিমদিক্‌-চক্রবালরেখার নীচে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করে, তখন মনে হয় যেন একটি পর্ব্বতের অন্তরালে তাহারা অন্তর্হিত হইতেছে। ঐ কল্পিত পর্ব্বতই অস্তগিরি।

অস্পৃশ্য জাতি—যাহাদের কাংসাদি-নির্ম্মিত ভোজনপাত্র ধৌত করিলেও আর ব্রাহ্মণের ভোজনপাত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে না তাহারাই অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া উক্ত। মাদ্রাজে অস্পৃশ্য জাতিগণের ছায়াস্পর্শেই ব্রাহ্মণগণ স্নান করিতেন। বঙ্গদেশে বিশেষ-ভাবে নমঃশূদ্র জাতি অস্পৃশ্য; কারণ তাহাদের ক্ষৌরকর্ম্ম করা পর্য্যন্ত পরামাণিকের নিষিদ্ধ। মহাত্মা গান্ধী এইরূপ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে অস্পৃশ্য জাতির সব বিষয়েই অধিকার আছে।

অস্‌মোসিস (Osmosis)—জল মাটি হইতে মূলরোম দিয়া উদ্ভিদে প্রবেশ করে। মূলরোমের অতি পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া রোমের মধ্যে জলের প্রবেশ ও রোমের মধ্য হইতে জলের বহিরাগমন করাকে অস্‌-মোসিস বলে।

অহোম—জাতিবিশেষ। আদি নিবাস ব্রহ্মদেশের উত্তরে শান্ দেশে ছিল বলিয়া প্রবাদ। এই জাতির খুনলুং ও খুনলাই নামে দুই রাজপুত্র পাতকোই পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে মুং রি মুং রাম নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের চুকাফা নামে রাজা ১২২৯-এ কামরূপ রাজ্যের সৌমার পীঠে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের বংশধরেরা অহোম। এই বংশের চুহুম্‌ফা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্য্যন্ত অহোম রাজ্য স্বাধীন ছিল। পরে উহা বর্ম্মারাজ ও তাহার পরে ইংরাজদের হাতে আসে।

অ্যাটর্নী (Attorney)—মোকদ্দমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে যিনি অন্যের জন্য কাগজপত্র দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি ঠিক করেন এবং কোন ব্যারিষ্টার বা অ্যাড্‌ভোকেটের অধীনতায় মোকদ্দমা রুজু (file) করেন। মক্কেলের কাগজপত্র অ্যাটর্নী উকীলকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহাদিগকে অ্যাটর্নী এ্যাট্‌ ল বা সলিসিটরও বলা হয়। কোন অ্যাটর্নীর অধীনে শিক্ষানবিশী করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অ্যাটর্নীর সনন্দ পাওয়া যায়। আর এক রকমের অ্যাটর্নী আছেন, যাঁহারা কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ হইতে আম-মোক্তারনামা (Power of Attorney) লাভ করিয়া ঐ ব্যক্তি বা সঙ্ঘের পক্ষে ব্যবসায় ও মামলা মোকদ্দমা পরিচালন প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারেন।

অ্যাট্‌লান্টিক চার্টার—'অতলান্তিক সনদ' দ্রঃ।

অ্যাটল—'অবাল' দ্রঃ।

অ্যাড্‌ভোকেট (Advocate)—হাই-কোর্টের উকীলদিগকেই অ্যাড্‌ভোকেট বলা হয়। কোন অ্যাড্‌ভোকেটের অধীনে এক বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়া বা কোন নিম্ন আদালতে অন্ততঃ ৫ বৎসর ওকালতী করিয়া হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশনের নিকট একটি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে ইহার সনন্দ লাভ করা যায়। অ্যাড্‌ভোকেটের দুই শ্রেণী—এ (A) শ্রেণী ও বি (B) শ্রেণী। প্রথমে বি শ্রেণীর সনন্দ পাওয়া যায় এবং তাহাতে শুধু আপীলের মোকদ্দমায় মক্কেলের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার জন্মে। ১০ বৎসর পরে এ শ্রেণীর সনন্দ লাভে অধিকার হয় এবং তাহাতে প্রাথমিক এবং আপীলসংক্রান্ত, উভয়প্রকার মোকদ্দমায় প্রতিনিধিত্ব করিবারই অধিকার জন্মে। হাইকোর্টের অধীন যে কোন আদালতে তাঁহারা মক্কেলের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন।

অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল (Advocate General)—গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত অ্যাড্‌ভোকেট-বৃন্দের প্রধান। সাধারণতঃ সরকার পক্ষের দেওয়ানী মোকদ্দমায় তাঁহারা নিযুক্ত হন। অন্য মক্কেলের পক্ষেও তাঁহারা সওয়াল-জবাব ও আর্গুমেণ্ট করিতে পারেন। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না।

অ্যানুইটি (Annuity)—জীবনবীমা কোম্পানীকে কেহ একযোগে বা কয়েক বৎসর ধরিয়া কিছু টাকা দিয়া তাহার একটি বার্ষিক উপস্বত্ব আজীবন ভোগ করিতে চায়। অ্যানুইটির টাকা সাধারণতঃ আবশ্যিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট দশ পনর বা বিশ বৎসর পর্য্যন্ত এবং এই সময়ের পরও বীমার স্বত্বভোগী যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিন পায়।

অ্যান্টি-টক্‌সিন (Anti-toxin)—রোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে একপ্রকার বিষ (toxin) শরীরে সৃষ্টি হয়। দেহও উহা প্রতিরোধের জন্য একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে। উহাকে অ্যান্টি-টক্‌সিন বলে। বসন্তের টীকা দিলে যে প্রতিষেধমূলক বিষ শরীরে উৎপন্ন হয়, তাহাতে ব্যাধিবিষ দেহে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে না।

অ্যান্টিমনি (Antimony)—একপ্রকার ধাতু। ইহা দানার আকারে থাকে এবং সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। সীসার সহিত অ্যান্টিমনি মিশাইয়া ছাপার হরফ তৈয়ারি করা হয়। অ্যান্টিমনি-ঘটিত সকল পদার্থই অতিশয় বিষাক্ত।

অ্যাথেনিয়াম (Athenaeum)—গ্রীসীয় দেবী অ্যাথেনার ভক্তগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দির। পরবর্ত্তী কালে এই শব্দটি মত বা সম্প্রদায় বিশেষের বিদ্যালয়বাচক হয়। রোমের অ্যাথিনিয়াম ১৩৫-এ রাজা হ্যাড্রিয়ান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

অ্যানাকোণ্ডা—দক্ষিণ আমেরিকার বৃহৎ-কায় সর্প-বিশেষ। ইহারা অতিশয় শক্তিশালী ও ভয়ানক। আমাদের দেশের অজগর জাতীয় সাপের অন্তর্ভুক্ত।

অ্যা পা র্ট হে ড্‌—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আলাদা স্থান নির্দ্দেশের জন্য শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক যে আন্দোলন তাহাই অ্যাপার্টহেড্‌ নীতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অ্যামিনো-অ্যাসিড (Amino-acid)—প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পদার্থবিশেষ।

অ্যামিবা—খাদ্যপ্রাণী বিশেষ। ইহাদের দেহ একটিমাত্র কোষে গঠিত। দেহের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। উহা বর্ণহীন একটু পিচ্ছিল পদার্থ মাত্র। জীবনের লক্ষণ পরিপোষণ। শ্বাসপ্রশ্বাস, উত্তেজনা, বংশবৃদ্ধি, গতিশক্তি ইত্যাদি দেহের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইহারা বংশ-বৃদ্ধি করে। ইহাদের জলে বাস।

অ্যামোনিয়া (Ammonia)—একটি উগ্রগন্ধ ও শ্বাসরোধক মিশ্র গ্যাস। ইহাতে তিনভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ নাইট্রোজেন আছে ($N_1 H_3$). এই গ্যাস পূর্ব্বে হরিণের শিং ও খুর হইতে প্রস্তুত করা হইত।

অ্যাম্পিয়ার (Ampere)—তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাপের ব্যবহারিক একক (unit)। ইহার প্রবর্ত্তনকারী অঁাম্রে অ্যাম্পিয়ারের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

অ্যাম্প্লিফায়ার (Amplifier)—শব্দ-বিবর্দ্ধক যন্ত্র। রেডিও বা গ্রামোফোনে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা বাড়াইবার জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ইংরাজী নাম।

অ্যাম্ফিথিয়েটার (Amphitheatre)—ডিম্ব বা বৃত্তাকার রঙ্গস্থল-বিশেষ। রোমে প্রচলিত ছিল। একটি উন্মুক্ত স্থানের চতুর্দ্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া স্তরে স্তরে গ্যালারীর আকারে সজ্জিত আসন থাকিত। সেই সকল আসনে বহুসংখ্যক দর্শক বসিয়া বন্যজন্তুর ক্রীড়া প্রভৃতি দেখিত। রোমের একটি অ্যাম্ফি-থিয়েটারে প্রায় ৯০,০০০ দর্শকের বসিবার স্থান ছিল এবং উহার আয়তন ছিল প্রায় ৫ একার।

অ্যাম্বুলেন্স (Ambulance)—১। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল। যুদ্ধে আহত সৈনিকগণকে এখানে অস্ত্রোপচারাদি দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। ২। আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিদিগকে বহন করিবার গাড়ী।

অ্যারোরুট (Arrowroot)—রোগীদের খাদ্য, বার্লিজাতীয় পদার্থ-বিশেষ। আলুর ও অ্যারাম (arum) বৃক্ষের গ্রন্থির শ্বেতসার হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

অ্যালবামা সমস্যা (Albama Question)—মার্কিন সরকারের গৃহযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ-রাজ্যসমূহের জন্য 'অ্যালবামা' জাহাজ ইংলণ্ডে নির্ম্মিত হয়। এই জাহাজ উত্তর-রাজ্যসমূহের বাণিজ্যের খুব ক্ষতি করে। এই ব্যাপারে ইংরাজ সরকারকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। পরে সালিসী আদালতের নির্দ্দেশে ইংরাজ সরকারকে প্রায় ৪৫ কোটি পাউণ্ড খেসারৎ দিতে হয়।

অ্যালাবাস্টার (Alabaster)—সালফেট অব লাইম নামে দানাদার একপ্রকার পদার্থ। কারুকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। খুব চকচকে করা যায়। Tuscanyতে সবচেয়ে ভাল অ্যালাবাস্টার পাওয়া যায়।

অ্যালিউমিনিয়াম (Aluminium)—একপ্রকার নীলাভ শ্বেতবর্ণ, লঘু ও নমনীয় ধাতু। ইহার বায়ুর রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতি-রোধ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী বলিয়া উড়ো-জাহাজ প্রভৃতি ইহা দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহার বাসনপত্র আজকাল খুব চলতি। ইহা ফটকিরির একটি উপাদান। নাইট্রিক অ্যাসিড ইহাকে দ্রব করিতে পারে না।

অ্যাল্‌কোহল (Alcohol)—কার্ব্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণে প্রস্তুত সুরাসার। সাধারণতঃ গাঁজলান তরলপদার্থ পরিস্রুত করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। ক্লোরোফরম্‌, ইথার, বিবিধ সুগন্ধি-দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। Wood-spirit বা কাষ্ঠ-সুরার সহিত

মিশ্রিত করিলে ইহার নাম হয় 'মেথিলেটেড স্পিরিট' (Methylated Spirit).

অ্যালবার্ট মেড্যাল (Albert Medal) —১। সোসাইটি অব আর্টস্ প্রতিবৎসর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকর্তাকে উক্ত নামের পদক পুরস্কার দেন। ২। স্থলে বা জলে বিপন্নরক্ষা প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যের জন্য উক্ত নামের একটি পদক পুরস্কার দেওয়া হয়।

অ্যালবার্ট হল—কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারের অট্টালিকা। পূর্ব্বে এখানে কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি একটি বাড়ী ও কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে উহা নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়।

অ্যালবিউমেন (Albumen)—জীবদেহ সংগঠনের উপাদানবিশেষ। পাখীর ডিমের শ্বেতাংশে ইহা বিশুদ্ধ আকারে বর্ত্তমান। তাপ লাগিলে অথবা অ্যাসিড কিংবা অ্যালকোহলের সংস্পর্শে ইহা জমিয়া যায়।

অ্যাসিটিলিন (Acetylene)—ক্যাল্সিয়াম্ কার্ব্বনেটের সহিত জলের মিশ্রণে এই গ্যাস তৈয়ারী হয়। ইহার আলো দিনের মত উজ্জ্বল। অক্সিজেন (অম্লজান) যোগে ইহা হইতে যে তাপ পাওয়া যায় তাহাতে খুব কঠিন ধাতু গলান হয়।

অ্যাসিড (Acid)—যে অম্লপদার্থ জলে গলে তাহাকে সাধারণতঃ অ্যাসিড বলা হয়। ক্ষারপদার্থ আর অম্লপদার্থ বিপরীত। সকল অ্যাসিডেই হাইড্রোজেন থাকে। আর বেশীর ভাগ অ্যাসিডে অক্সিজেন থাকে। যে অ্যাসিডে অক্সিজেন নাই, সেই অ্যাসিডগুলিকে হাইড্রোক্লোরিক আর যে অ্যাসিডে অক্সিজেন আছে সেগুলিকে Perchloric অ্যাসিড বলে।

অ্যাস্প (Asp)—একপ্রকার ছোট সাপ। দক্ষিণ ইউরোপে ইহাদের এক শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, মিশরের বিখ্যাত রাণী ক্লিওপেট্রা একটি অ্যাস্প দ্বারা আপনাকে দংশন করাইয়া জীবন ত্যাগ করেন।

অ্যাস্বেস্টস (Asbestos)—অগ্নিনিবারক খনিজ পদার্থ-বিশেষ। ইংলণ্ড, স্কট্ল্যাণ্ড, স্যাভয়, কানাডা ও টাসমেনিয়ায় প্রচুর পরিমাণে ইহা পাওয়া যায়।

আ

আই. এ. এস্. (I. A. S.)—Indian Administrative Serviceএর সংক্ষিপ্ত নাম। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর আই. সি. এস্. উঠিয়া যায় এবং তাহার স্থলে উচ্চ কর্ম্মচারী গ্রহণের জন্য এই চাকুরী-প্রথার প্রবর্তন হয় ['আই. সি. এস্.' দ্রঃ]।

আই এফ. এ. (I. F. A.)—ভারতে যে সমস্ত ফুটবল খেলা হয়, সেই সমস্ত ফুটবল খেলার নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তনের জন্য একটি সমিতি আছে। উক্ত সমিতিকে ভারতীয় ফুটবল সমিতি (Indian Football Association) বলে। উহারই সংক্ষিপ্ত নাম 'আই এফ. এ.' কলিকাতায় ইহার কার্য্যালয়। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে দুইটি প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়—একটি 'লীগ' ও অপরটি 'শীল্ড'।

আইন অমান্য আন্দোলন—বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতবিরোধ হইলে আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Movement) আরম্ভ হয়। গান্ধীজী ১৯৩০-এর ১১ই মার্চ সবরমতী হইতে ডাণ্ডি ২৫০ মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া ৬ই এপ্রিল লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন ভাঙ্গেন। ঐদিন ভারতের বিভিন্ন স্থানে লবণ-আইন ভাঙ্গা হয়। এই আইনভঙ্গের অপরাধে ১৯৩০-এর ৪ঠা মে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩০-এ এই আন্দোলনের জন্য ৫৪,০৪৯ জনের দণ্ড হয়। পরে ১৯৩১-এ গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্পাদিত হইলে এই আন্দোলন থামিয়া যায়।

আইবেক্স—পার্ব্বত্য অঞ্চলের একজাতীয় ছাগ। ইউরোপের আল্পস্ পর্ব্বতমালায় এবং ভারতের হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

আইভরি (Ivory)—সাধারণতঃ হস্তিদন্তকেই 'আইভরি' বলা হয়। হস্তীর দন্ত ওজনে প্রায় ৫০ সের পর্য্যন্ত হয় এবং উহা লম্বায় আট নয় ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

আইয়োডিন (Iodine)—মূল্যবান্ রাসায়নিক মৌলিক পদার্থবিশেষ। নানাপ্রকার ঔষধে ও আলোক-চিত্র অঙ্কনে ইহার দরকার হয়। সোডিয়াম্ নাইট্রেট্ (sodium nitrate) হইতে ইহা সংগৃহীত হয়। তরল আইয়োডিনে অ্যালকোহল মিশ্রিত থাকে।

আইয়োডোফর্ম (Iodoform)—আইয়োডিন মিশ্রিত পদার্থ। ইহার বর্ণ হলুদে। বিষপ্রতিষেধকরূপে ইহার ব্যবহার হয়।

আইরিশ ফ্রী স্টেট (Irish Free State)—'আয়ার্ল্যাণ্ড' দ্রঃ।

আই. সি. এস্. (I. C. S.)—সরকারী চাকুরীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চাকুরী ছিল। 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্' (Indian Civil Service)-এর ইহা সংক্ষিপ্ত রূপ। আই. সি. এস্. পরীক্ষা দিয়া লোকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য উচ্চপদ পাইত। ইহার স্থলে বর্ত্তমানে আই. এ. এস্. হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বপ্রথম আই. সি. এস্. রবীন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আউল—মহাত্মা আউলচাঁদ বা তৎপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। [চরিতাবলীতে 'আউলচাঁদ' দ্রঃ]।

আকাশ—আকাশ নীল। সূর্য্যের আলোর ছোট ছোট তরঙ্গ আমাদের চোখে নীল রঙের বোধ জন্মায়। আকাশে ভাসমান অসংখ্য বস্তুকণার মধ্য দিয়া আলো আসিবার সময় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। আর ছোট ছোট আলোর ঢেউ আমাদের চোখে লাগে আর আমরা দেখি আকাশ নীল।

আগ্নেয়গিরি—যে সমস্ত পর্ব্বতের শিখর দিয়া সময় সময় ধূম, অগ্নিশিখা, গলিত ধাতু, উত্তপ্ত ভস্ম ও প্রস্তর বাহির হয়, সেই সমস্ত পর্ব্বতকে আগ্নেয়গিরি বলে। কতকগুলি বিখ্যাত আগ্নেয়গিরির নাম—বিসুবিয়স, এট্না, ষ্ট্রম্বোলি, হেক্লা, কোটাপাক্সি ইত্যাদি। বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতেই ইটালীর হার্কিউলেনিয়াম ও পম্পিআই নগরীদ্বয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ['অগ্ন্যুৎপাত' দ্রঃ]।

আগ্নেয় শিলা (Igneous rock)—পৃথিবীর অভ্যন্তর উত্তপ্ত বলিয়া সেখানকার প্রস্তর গলিত অবস্থায় থাকে। ঐ প্রস্তর মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়া বাহিরে আসে ও ঠাণ্ডায় জমাট হইয়া যায়। গ্রানাইট পাথরও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তাপের ফলে সৃষ্ট হয়। এই সব পাথরকে আগ্নেয় শিলা বলে।

আঙ্কোরভট্ট (Ankor Vot)—কাম্বোডিয়ায় আবিষ্কৃত নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত প্যাগোডা জাতীয় বৌদ্ধমন্দির। বর্ত্তমানে লুপ্ত ক্মের সভ্যতার নিদর্শনমূলক চিত্র-সমন্বিত এই মন্দিরগুলি অতি উচ্চ ভাস্কর্য্যশিল্পের পরিচায়ক। ৫টি মন্দির আছে। ৭৯৬ ফুট লম্বা ও ৫৮৮ ফুট প্রস্থ স্থান বেড়িয়া এইগুলি আছে। সর্ব্বোচ্চ মন্দির ভিত্তিপ্রস্তর হইতে ২৫০ ফুট উচ্চ।

আতসবাজি—চীনদেশে আতসবাজির উৎপত্তি। ভারতবর্ষে উড়িষ্যায় 'বাণুয়া' নামে এক জাতির ব্রাহ্মণেরা অগ্নিবাণ বা হাউই প্রস্তুত করিত।

আদম স্থমারি—লোকসংখ্যা গণনার নাম আদম স্থমারি বা সেন্সাস (Census)। প্রাচীন রোমে সমস্ত নাগরিক, তাহাদের পরিবারবর্গ, পুত্র-কন্যা, ক্রীতদাস-দাসী প্রভৃতির পূর্ণ বিবরণ যে খাতায় লিখিত হইত তাহাকে সেন্সাস বলিত। সেই প্রথা হইতে বর্ত্তমান সেন্সাস বা আদম স্থমারির প্রচলন হইয়াছে। সভ্যদেশ মাত্রেই ৫ বা ১০ বৎসর অন্তর লোকগণনা করার পদ্ধতি আছে। ভারতে লোকগণনা প্রথম আরম্ভ হয়

১৮৭২-এ। তারপর হয় ১৮৮১-এ। ইহার পর প্রতি দশ বৎসর পর সেন্সাস হয়। ১৯৫১-এ সর্ব্বশেষ লোকগণনা হইয়াছে।

আদিনা মসজিদ—সুলতান সামসুদ্দীনের পুত্র সুলতান সেকেন্দার গৌড়ের হিন্দু-মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া পাণ্ডুয়া নামক স্থানে এক বিচিত্র মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। উহাই আদিনা মসজিদ নামে খ্যাত।

আদিমযুগের মানব—ক্রমবিকাশের মতে বানরজাতীয় জীব হইতে মানবজাতির উৎপত্তি। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ৫ হইতে ৭ লক্ষ বছরের মধ্যেই মানুষ জন্ম লয়, এবং গত ষাট হাজার বৎসরের মধ্যে মানুষের আকারের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিভিন্ন যুগে মানুষের দেহের এক এক রকম পরিবর্ত্তন হয়। সেই সমস্ত যুগ ও মানুষগুলি নিয়ে বর্ণিত হইল:—প্লাইওসিন যুগের (৫ হইতে ৭ লক্ষ বৎসর) মানুষকে 'পিথ্‌কেন্‌থ্রপাস' বলে। উহার পরবর্ত্তী মানব 'পিকিং' মানব। 'পিকিং' মানব প্লাইওসিন যুগের শেষভাগের মানব। যখন মানবের চেহারার পরিবর্ত্তন হইল, তখন মানুষের নাম হইল 'ম্যান এপ্'। ম্যান এপের পরে 'হিলেনবার্গ মানব', তৎপরে 'নিন্‌ডেরথাল' এবং তাহার পরে 'পিলটডাউন' মানবের উৎপত্তি হয়। পিলটডাউন মানবের পর 'ক্রোমাগ্‌নন' মানব। শেষোক্ত মানব ষাট হইতে কুড়ি হাজার বছর পূর্ব্বে জীবিত ছিল। এই ক্রোমাগ্‌নন হইতেই বর্তমান মানবজাতির অভ্যুদয় হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক তারিখ-রেখা (International Date-line)—১৮০° দ্রাঘিমার নিকট যে রেখা অতিক্রমকালে পৃথিবীর সর্ব্বজাতির সম্মতিক্রমে যে নাবিক তারিখ পরিবর্ত্তন করে, সেই রেখার নাম।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—সমায়তন জলের তুলনায় কোন বস্তুর ওজন যত গুণ সেই বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) তত। এক ঘন-ফুট পারার ওজন এক ঘন-ফুট জলের ওজনের সাড়ে তেরো গুণ। অতএব পারার আঃ গুঃ ১৩½ বলা হয়।

আপেক্ষিকতত্ত্ব (Theory of Relativity)—আইনস্টাইন এই তত্ত্বের প্রচার করেন। ১৯০৫-এ ইহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব অত্যন্ত দুরূহ ছিল। তৎকালে অতি অল্প লোকই ইহা বুঝিতেন। সময়, শূন্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণার পরিবর্ত্তন করে।

আফগান-যুদ্ধ—আফগানিস্তানের সহিত ইংরাজদের তিনবার যুদ্ধ হয়। প্রথম আফগান-যুদ্ধ (১৮৩৯—৪২) হয় লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের সময়। দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় (১৮৭৮—৮১) লর্ড লীটনের সময় ও তৃতীয় যুদ্ধ ঘটে (১৯১৯) লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের শাসনকালে।

আফিম যুদ্ধ (Opium War)—ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনদেশে ভারত হইতে আফিম আমদানী করিত। ১৮০০-এ এই ব্যবসায় আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইংরাজেরা ব্যবসায় চালাইতে থাকে। ফলে ১৮৪০-এ ইংরাজদের সহিত চীনাদের যুদ্ধ বাধে এবং ১৮৪২-এ ইহার Treaty of Nankin দ্বারা শেষ হয়। এই সন্ধি অনুযায়ী চীন ইংলণ্ডকে হংকং দিতে বাধ্য হয়। এইভাবে চীনদেশে ইংলণ্ডের আধিপত্য শুরু হয়।

আফ্রিদী—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্ব্বত্য উপজাতি। ধর্ম্মে মুসলমান। ভাষা পস্তু। ইংরাজের সঙ্গে ইহাদের বহুবার সংঘর্ষ বাধে।

আবলুস (Ebony)—একপ্রকার গাছ ও কাঠ। বাংলায় কেন্দু ও সংস্কৃতে কিন্দুক। আফ্রিকায়, সেনিগালে পাওয়া যায়। হিব্রু eben>গ্রীক ebenos>আরবী আবনুস >বাং আবলুস।

আবহচিত্র—আবহাওয়ার অবস্থার দৈনিক তথ্যজ্ঞাপক নক্সা (weather chart).

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক—

১২৮৫	চশমা	আলেক্‌জাণ্ডার ডি স্পাইনা
১৫৯০	অণুবীক্ষণ যন্ত্র	জানসেন
১৬০৮	দূরবীক্ষণ যন্ত্র	লিপারশি
১৬৪৪	ব্যারমিটার	টরিচেলি
১৬৫৭	দোলকযুক্ত ঘড়ি	হায়গেন্স (Hygens)
১৭২১	থারমমিটার	ফারেনহাইট
১৭৬৯	বাষ্প এঞ্জিন	ওয়াট
১৭৭৯	গ্যাসের আলো	মার্ডক
১৭৮৩	বেলুন	মোগলফির
১৭৯৬	বসন্ত রোগের টীকা	জেনার
১৮১৪	রেল গাড়ীর ইঞ্জিন	ষ্টিফেনসন
১৮১৯	ন্যাপথলিন	গার্ডেন
১৮৩১	ডায়নেমো	ফ্যারাডে
১৮৩৫	টেলিগ্রাফ	মর্স
১৮৩৫	রিভলভার	কোল্‌ট
১৮৩৭	দিয়াশলাই	ওয়াকার ও ফিলিপস্
১৮৩৯	ফটোগ্রাফী	লুইডগার
১৮৩৯	ফটোগ্রাফী নেগেটিভ	ট্যালবট
১৮৪০	রবার ভলকানাইজ করিবার পদ্ধতি	গুডইয়ার
১৮৪৩	টাইপরাইটার	থার্ব্বার
১৮৪৪	সেফটি ম্যাচ	প্যাশ্
১৮৪৬	সেলাই-এর কল	হাউ (Howe)
১৮৪৭	সিলিণ্ডার প্রিন্টিং প্রেস	হো (Hoe)
১৮৫৩	এলিভেটর বা লিফ্‌ট	ওটিস
১৮৫৫	বার্ণার	বুনসেন
,,	ইস্পাত প্রস্তুতের পদ্ধতি	বেসিমার
,,	বাইসাইকেল	মিশো (Michaux)
১৮৬৭	ডিনামাইট	নোবেল
,,	অ্যান্টিসেপ্‌টিক্ সার্জ্জারি	লিস্টার
১৮৬৯	এয়ার ব্রেক	ওয়েষ্টিংহাউস
১৮৭৪	কোয়াড্রুপ্লেক্স টেলিগ্রাফ	এডিসন
১৮৭৬	টেলিফোন	গ্রেহাম বেল
১৮৭৭	ফোনোগ্রাফ	এডিসন
১৮৭৭	মাইক্রোফোন	বার্লিনার
১৮৭৯	ইলেক্‌ট্রিক আলো	এডিসন
১৮৮২	যক্ষ্মার জীবাণু	কোখ (Koch)
১৮৮৪	ঝর্ণা কলম	ওয়াটারম্যান
১৮৮৫	ক্ষেপা কুকুর কামড়ানর টীকা	পাস্তুর (Pasteur)
১৮৮৭	ফটোগ্রাফের ফিল্ম্	ইষ্টম্যান
,,	চলচ্চিত্র	এডিসন
১৮৮৮	বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আবিষ্কার (বেতার বিভাগের সূত্রপাত)	হার্‌জ (Hertz)
১৮৯০	গ্যাসোলিন অটোমোবাইল	ডেমলার
১৮৯১	প্রথম মোটর গাড়ী	ডুরিয়া (Dureya)
১৮৯৫	এক্স-রে	রণ্টজেন
১৮৯৬	বেতার টেলিগ্রাফ	মার্কনি
১৮৯৮	রেডিয়াম	কুরি-দম্পতি
১৯০০	ডুবোজাহাজ	হল্যাণ্ড
১৯০৩	এরোপ্লেন	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়
১৯০৫	আপেক্ষিকতত্ত্ব	আইনস্টাইন
১৯০৯	হেলিকপ্‌টার	ব্রেগেট (Breguet)
১৯১১	আণবিক তত্ত্ব	রাদারফোর্ড
১৯১৩	ইলেক্‌ট্রন তত্ত্ব	বর
১৯২২	ইনস্যুলিন	ব্যান্টিং
১৯২২	কালাজ্বরের ঔষধ (ইউরিয়া ষ্টিবামাইন)	ইউ. এন. ব্রহ্মচারী
১৯২৫	টেলিভিশন	বেয়ার্ড
১৯২৯	পেনিসিলিন	আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং
১৯৩২	সালফা ড্রাগস	Domagk (ডোমাক্)
১৯৩৪	অণু চূর্ণীকরণ	কার্সি
১৯৩৮	ইউরেনিয়াম ভঙ্গ	হান
১৯৪৩	স্ট্রেপটোমাইসিন	ওয়াক্‌স্‌ম্যান
১৯৪৬	সিনথেটিক পেনিসিলিন	Dr Vignead (ডাঃ ভিগ্‌নীড্)
	ক্রেস্কোগ্রাফ, স্পেষণগ্রাফ, কুঞ্চনমান যন্ত্র	জগদীশচন্দ্র বসু

আবিসিনিয়ার যুদ্ধ—'ইটালি-আবিসিনিয়ার যুদ্ধ' দ্রঃ।

আমেদাবাদ—'আমেদাবাদ' দ্রঃ।

আমেন (Amen)—খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীরা

প্রার্থনার শেষে এই কথাটি ব্যবহার করেন। এই কথাটির অর্থ 'তাহাই হউক'।

আমেরিকার আবিষ্কারক—কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন বলিয়া কথিত। উহার প্রকৃত আবিষ্কারক লাইফ এরিকসন নামে একজন আইসল্যাণ্ডবাসী। নরওয়ে হইতে গ্রীণল্যাণ্ড যাইবার সময় লাইফের জাহাজ পথভ্রষ্ট হয় এবং তিনি সেই দেশে আসিয়া পড়েন যাহা বর্ত্তমানে নোভাস্কোটিয়া নামে খ্যাত।

আয়ন বায়ু (Trade winds)—এই বায়ু বৎসরের সকল সময় প্রবাহিত হয়। অয়ন শব্দের অর্থ পথ। দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র বাহির হওয়ার পূর্ব্বে নাবিকেরা ইহার সাহায্যে দিক্ বা পথ ঠিক করিত বলিয়া এই নাম। আবার বায়ুর সাহায্যে পালতোলা জাহাজ চলিত ও তাহাতে বাণিজ্যের সুবিধা হইত বলিয়া ইহাকে বাণিজ্যবায়ুও বলা হয়। এই বায়ু উত্তর গোলার্দ্ধে দক্ষিণ দিকে ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বাম দিকে হেলিয়া বহে।

আয়ব্যয় (Finance)—সরকারী কাজ পরিচালনার জন্য টাকার দরকার। কারণ সরকারকে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য ব্যয় করিতে হয়। সরকারের আয় হয় প্রজাদের উপর কর হইতে।

আয়ুষ্কাল—কতকগুলি জন্তু-জানোয়ারের মোটামুটি জীবনকাল দেওয়া হইল :—

জন্তু	বৎসর
হাতী	৬০
গণ্ডার	৫০
হিপো	৪০
ভালুক	৩৫
উট	২৮
চিতাবাঘ	২১
ঘোড়া	২০
সিংহ	২০
বাঘ	২০
গরু	২০
বানর	১৫
কাঠবিড়ালী	১৫
ছাগল	১৫
বিড়াল	১৫
জিরাফ	১৪
ভেড়া	১৩
বলদ	১৩
কুকুর	১০
খরগোস	৬
নেংটি	২-৬
বেঙ	১০
কচ্ছপ	১০০
কুমীর	৪০
অজগর	৪০
রাজহংসী	৬৫
কাক	৩০
পাইক মাছ	৭০

আরব লীগ—আরব রাষ্ট্রসমূহের এই সঙ্ঘ ১৯৪৫-এর ২২শে মার্চ্চ সংগঠিত হয়। এই লীগের সদস্য হইতেছে মিশর, ইরাক, জর্ডন, সৌদি আরব, সিরিয়া, লেবানন ও ইয়েমেন। পরস্পর প্রতিরক্ষা ও আয়ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা এই লীগের উদ্দেশ্য।

আর্কটিকা-অভিযান—'উত্তর মেরু অভিযান' দ্রঃ।

আর্ক-ল্যাম্প (Arc-lamp)—একটি বৈদ্যুতিক তারের দুইটি মুখ একসঙ্গে জুড়িয়া রাখিলে উহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মুখ দুইটিতে যদি অল্প একটু কয়লা আঁটিয়া দেওয়া যায়, তবে প্রথম কয়লাখণ্ড হইতে দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যুৎ-প্রবাহ এত বেগে লম্ফপ্রদান করে যে, উহা প্রথম খণ্ডের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা বহিয়া লইয়া যায়। ঐ টুকরাগুলি যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহের পক্ষে তারটির দুই মুখের সেতুর কাজ করে। কিন্তু পথিমধ্যে বায়ুতে এরূপ বাধার সৃষ্টি করে যে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কয়লাখণ্ডগুলি জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্র শ্বেতবর্ণ আলোক সৃষ্টি করে। এইরূপ যে সকল ইলেকট্রিক লাইটের তারমুখে কয়লা জুড়িয়া অতি তীব্র আলোক সৃষ্টি করা হয়, তাহাকে বলে আর্ক-ল্যাম্প। Sir Humphry Davy ইহা আবিষ্কার করেন।

আর্কিমিডিসের সূত্র—'ইউরেকা' দ্রঃ।

আর্গন (Argon)—বর্ণহীন বাষ্পীয় পদার্থ-বিশেষ। ইহার গন্ধও নাই। ইহা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয় না।

আর্গো—১। দক্ষিণ আকাশের বৃহত্তম তারকাপুঞ্জ। অগস্ত্য (ক্যানোপস) ইহার সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা। ২। গ্রীক পুরাণে জেসন নামে এক বীর সোণালী পশম আনিতে আর্গো নামে এক জাহাজে যায়।

আর্টেজীয় কূপ—একপ্রকার কূপ। ইহা ফরাসীদেশে আর্তোয়া (Artois) নামে বিভাগে প্রথম খনন করা হইয়াছিল বলিয়া ঐ নাম। ভূগর্ভে যদি কোন প্রবেশ্য স্তর দুইটি অপ্রবেশ্য স্তরের দ্বারা বেষ্টিত থাকে, এবং প্রবেশ্য স্তরের এক বা দুই ধার বাঁকিয়া ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছায় ও সেই দিক্ দিয়া বৃষ্টির জল প্রবেশ্য স্তরে পৌঁছায়, তাহা হইলে অপ্রবেশ্য স্তরে কূপ খনন করিলে, প্রবেশ্য স্তরের বাঁকের মধ্যস্থ অপ্রবেশ্য স্তরের অংশেও জল পাওয়া যাইবে।

আর্ডভার্ক (Aardvark)—দক্ষিণ আফ্রিকার একপ্রকার প্রাণী। দেখিতে অনেকটা শূকরের মত। জিভ খুব লম্বা। দিনের বেলায় গর্ত্তে থাকে, রাত্রিতে বাহির হয়। উই ও পিঁপড়া খাইয়া বাঁচে।

আর্মাডা, স্পেনীয় (Armada, Spanish)—স্পেনের রাজা ২য় ফিলিপ ১৫৮৮-এ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১২৯ খানি জাহাজ বোঝাই করিয়া ১৯,০০০ স্পেনীয় সৈন্য আমদানী হয়। ৮০০০ জন নাবিক ঐগুলি লইয়া আসে। উহাতে ২০০০ কামান এবং ৫০,০০০ লোকের ৬ মাসের উপযোগী খাদ্য ছিল। এই বিরাট্ বাহিনীকে বলা হইত আর্মাডা। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ইহার বিরুদ্ধে মাত্র ৮০ খানি যুদ্ধজাহাজ পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। স্পেনীয় জাহাজগুলি ৭ মাইল লম্বা অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে ইংলণ্ডের দিকে আসিতে থাকে। কিন্তু এই সময় উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবাহিত একটি প্রবল ঝড়ে জাহাজগুলি ছিন্নভিন্ন ও বিনষ্ট হয়।

আর্মাডিলো (Armadillo)—দক্ষিণ-আমেরিকার একপ্রকার প্রাণী। ইহারা পিপীলিকা খায়। ইহার পিঠের উপর একখানি শক্ত আবরণ থাকে। ইহাদের মুখ সূচাল এবং আকৃতি অনেকটা ইঁদুরের মত।

আর্মিস্টিস ডে (Armistice Day)—যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত যুদ্ধ-বিরতি দিবস। ১৯১৪-এ ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বন্ধ হয় ১৯১৮-এ। ঐ বৎসর ১১ই নভেম্বর তারিখে যুদ্ধে শান্তি স্থাপন হইয়াছিল। ঐদিন বেলা ১১টার সময় ২ মিনিট কাল কাজ থামাইয়া সকলেই ঐ বিষয়টিকে স্মরণ করে।

আর্য্য—আর্য্যজাতির সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। এরূপ কোন বিশিষ্ট জাতি ছিল বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না। কয়েকটি জাতিকে আর্য্য বলা হয় তাহাদের ভাষার মিল দেখিয়া। ঐরূপ ভাষাভাষী লোকদের Indo-European বা Indo-Germanic বলা হয়। টিউটনিক, কেল্টিক, ইতালীয়-লাতিন, গ্রীক, বাল্টিক-শ্লাভিক, আলবানিয়ান, আরমেনিয়ান ও ইন্দো-ইরানীয় আর্য্যভাষা। শেষের ভাষার মধ্যে আবার পারসী, সংস্কৃত ইত্যাদি পড়ে। আর্য্যদের আদি বাস আগেকার মতে মধ্য এসিয়া, আধুনিক মতে রাশিয়ার দক্ষিণ উকরায়েন।

আর্য্যভাষা—প্রাচীন আর্য্যজাতি এবং আধুনিক আর্য্যবংশধরদিগের ব্যবহৃত ভাষা। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান, গ্রীক, স্লাভ, কেল্ট, রুষ প্রভৃতি জাতি এবং পারসীক ও হিন্দুদিগের ব্যবহৃত ভাষাই আর্য্যভাষা নামে অভিহিত হইতে পারে। পারসীকদিগের ভাষা হইতে

পারসী, বেলুচী ও পুশ্তু ভাষার উদ্ভব হইয়াছে এবং ভারতীয় আর্য্যদিগের ভাষা হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। ঐ সকল ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মাগধী, মারাঠী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আর্য্যসমাজ—দয়ানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক স্থাপিত ধর্ম্মসমাজ (১৮৭৫)। বোম্বাইতে প্রথম স্থাপিত হয়, পরে ইহার একটি কেন্দ্র খোলা হয়। হরিদ্বারে গুরুকুলে ইহার একটি আশ্রম আছে। উহা আর্য্যসমাজের বিশ্ববিদ্যালয়। আর্য্যসমাজের লোকেরা একেশ্বরবাদী ও বেদকে অভ্রান্ত বলেন। সমাজ সংস্কার ও হিন্দু সংগঠন ইহাদের প্রধান কাজ। এই সমাজভুক্ত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন করিয়া আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

আর্ষপ্রয়োগ—ব্যাকরণের নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া ঋষিদের শব্দ ব্যবহার। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ঋষি-প্রণীত গ্রন্থাদিতে স্থানে স্থানে এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

আর্সেনিক (Arsenic)—রাসায়নিক দ্রব্য। ইহার বাষ্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৫০। শ্বেত আর্সেনিককেও ($As_4 O_6$) আর্সেনিক বলা হইয়া থাকে।

আলকাতরা—পাথুরে কাঁচা কয়লা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে বহু জিনিস তৈয়ারী হয়, তাহার মধ্যে স্যাকারিণ অন্যতম।

আলকুশী—শিমজাতীয় উদ্ভিদ্। এই গাছের শাঁস ও লোম ঔষধের কাজে লাগে।

আলুবোখরা—কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের একপ্রকার গাছ। ইহার ফল কুলের ন্যায় মিষ্ট। কাবুলীরা বোখারা হইতে ইহা আনিত। সেই জন্য নাম হয় বোখরার আলু বা আলু বোখরা। ইহার আঁটি হইতে একপ্রকার তেল হয়। ফল চাটনীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

আলোক—'ঈথার' নামে একরকম অদৃশ্য পদার্থের অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ আলোক। ঈথারের ঢেউগুলি চোখে আঘাত করিয়া আমাদের মনে যে অনুভূতি জাগায়, তাহাকে আমরা আলোক বলি। আলোক সোজা চলে। বিভিন্ন রঙের আলোক-তরঙ্গ বিভিন্ন মাপের হয়। আলো নিজে অদৃশ্য। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে ৮½ মিনিট লাগে। নিউটন প্রথম আবিষ্কার করেন যে সূর্য্যের আলো ত্রিপার্শ্ব কাচের (Prism) মধ্য দিয়া আসিবার সময় সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সাতটি রঙ—লাল, নারাঙ্গী, হলদে, সবুজ, আসমান, নীল ও বেগুনি (Vibgyor).

আলোকগৃহ বা আলোকস্তম্ভ—'লাইট-হাউস' দ্রঃ।

আলোকচিত্র—ফটোগ্রাফ বা আলোক-চিত্র। আলোকের সাহায্যে তোলা হয়। আলোকচিত্র তুলিবার যন্ত্র ক্যামেরার মধ্যস্থিত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সিক্ত প্লেটে বা ফিল্মে ছবি উঠে। আলোকচিত্র তুলিবার পন্থা প্রথম ড্যাওয়ের নামক একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সিক্ত কাচখণ্ডে কিংবা 'ফিল্ম' নামক দ্রব্যে ছবি উঠিতে পারে। সেই প্লেটে বা ফিল্মে তোলা ছবি রাসায়নিক উপায়ে ধৌত করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে 'নেগেটিভ' ও ঐ ধাবন বিধিকে 'ডেভেলপিং' বলে। পরে ঐ 'নেগেটিভ' ছবিকে বিশিষ্ট কাগজে ছাপা হয়। এই কাগজে মুদ্রিত ছবিই আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি। 'নেগেটিভ'এ আলো ছায়ার মত ও ছায়া আলোর মত দৃষ্ট হয়।

আলোকবর্ষ (Light year)—আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল চলে। এক বছরে এই আলোকরশ্মি যতদূর যায়, তাহাকে আলোকবর্ষ বলে। ১,৮৬,০০০×৬০×৬০×২৪×৩৬৫¼=৫৮,৭৬,০৬,৮৮,৮০,০০০ মাইল। একটি নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব ২,৩০,০০০ আলোকবর্ষ বলিয়া অনুমিত। পৃথিবী হইতে ধ্রুবনক্ষত্রের দূরত্ব ৩৬ আলোকবর্ষ।

আলট্রা-ভায়লেট রশ্মি—সূর্য্যরশ্মি সাতটি রঙ দ্বারা গঠিত; এই সাতটি রঙ—লাল (Red), কমলা (Orange), হলুদ (Yellow), সবুজ (Green), গাঢ় নীল (Blue), পাতলা নীল (Indigo) এবং বেগুনী (Violet). পরকলা-কাচ (Prism) দিয়া দেখিলে এই সাতটি রঙই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের স্থূল দৃষ্টির বাহিরে বেগুনী বা Violet রঙের পরেও একপ্রকার রঙ আছে। উহাকে বলে 'অতিবেগুনী আলো' বা Ultra-Violet Ray. সূর্য্যালোকের এই রশ্মিই মানুষের অনেক রোগ নষ্ট করিয়া থাকে। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কৃত্রিম Ultra-Violet Ray সৃষ্টি করিয়া Action-therapy ও Helio-therapy-তে ব্যবহার করা হইতেছে।

আলপাকা (Alpacca)—দক্ষিণ আমেরিকার একশ্রেণীর চতুষ্পদ লোমশ প্রাণী। ইহাদের লোম দেখিতে কালো অথবা ধূসরবর্ণ। তাহাতে অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি নির্ম্মিত হয়।

আলহাম্ব্রা—স্পেন দেশ মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হইলে, সেখানকার মুর নামক মুসলমানজাতীয় রাজা আলহমর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ স্পেনের গ্রানাডা পাহাড়ে সারি সারি যে অপরূপ সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন তাহার নাম আলহাম্ব্রা। নির্ম্মাণকাল ১৪শ শতক।

আসন—আরাধনার উপযোগী উপবেশন-ভঙ্গী। ইহা পঞ্চবিধ, যথা—(১) **পদ্মাসন**—ডান উরুর উপর বাম পায়ের পাতা ও বাম উরুর উপর ডান পায়ের পাতা পাশাপাশি রাখিয়া সোজা হইয়া বসিবার ভঙ্গীকে পদ্মাসন বলে। (২) **বজ্রাসন**—হাঁটু ভাঙ্গিয়া গোড়ালি পরস্পর সমান্তরাল রাখিয়া পায়ের পাতা মুড়িয়া গোড়ালির উপর বসিতে হইবে। পরে উরুদ্বয়ের উপর হাত দুইটি রাখিতে হয়। (৩) **স্বস্তিকাসন**—দুই পদতল জানু ও উরুর মধ্যে রাখিয়া সরলরেখার মত হইতে হইবে। এইরূপ (৪) **ভদ্রাসন** ও (৫) **বীরাসন**।

আসামী ভাষা ও সাহিত্য—১৮৪৬-এ 'অরুণোদয়' নামে পুস্তকের প্রকাশ হইতেই আধুনিক আসামী সাহিত্যের ও ভাষার পত্তন। লক্ষ্মীকান্ত বৈজবড়ুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, হিতেশ্বর বরবড়ুয়া—ইঁহারাই অতীত ও বর্ত্তমান শতাব্দীর যোগসূত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের লেখকগণের মধ্যে ছোটগল্পে মহি বরা, রাম দাস, বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া নাম করেন; উপন্যাসে নাম করেন দৈবচন্দ্র তালুকদার ও দণ্ডিনাথ কলিতা; গীতিকবিতায় নাম করেন রঘুনাথ চৌধুরী, অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী, নলিনীবালা দেবী ইত্যাদি। ১৯৪২-এর পর যে সব লেখক নাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আবদুল মালিক, হেমকান্ত বড়ুয়া ও প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী প্রসিদ্ধ। আধুনিক অসমীয়া কবিতা, সাহিত্য অরুপ্রেম, মণিরাম দেওয়ান, অসমীয়া-কথাসাহিত্য ইত্যাদি আধুনিক আসামী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

প্রাচীনকালে অহোম রাজাদের চেষ্টায় আসামী সাহিত্য ও ভাষার উন্নতি হয়। অসমীয়া বুরঞ্জী নামে ইতিহাসগ্রন্থ বিখ্যাত ছিল। পরে আসামী কবিতায় সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থাদির অনুবাদ হয়। প্রাচীন আসামী ও বাংলা সাহিত্যের পার্থক্য ছিল উপভাষাগত, এখন আসামী সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

আহ্নিক গতি (Diurnal Rotation)—পৃথিবী আপনার মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে। এইরূপ আবর্ত্তনকে (rotation) পৃথিবীর 'আহ্নিক' বা দৈনিক গতি বলে। এই আহ্নিক গতির ফলেই দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে অংশ যখন সূর্য্যের দিকে থাকে, তখন সেই অংশে দিন এবং অপর অংশে রাত হয়।

———

ই

ইউক্যালিপ্‌টাস (Eucalyptus)—একজাতীয় লম্বা বৃক্ষ। এই গাছগুলি সাধারণতঃ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই জন্মে। এই বৃক্ষের পত্র হইতেই প্রসিদ্ধ ঔষধ ইউ-ক্যালিপ্‌টাস তৈল হয়।

ইউ-চি—ঐতিহাসিক জাতিবিশেষ। ইহারা মধ্য-এসিয়ায় বাস করিত। ইহারা যাযাবর ছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতকে অপর এক জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইহারা আদিম বাসস্থান ত্যাগ করে এবং কাবুল ও ব্যাক্ট্রিয়ায় বাস করিতে থাকে। ইহাদের একটি শাখা 'কুশান' নামে খ্যাত। কুশানগণ উত্তর ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ['কুশান' দ্রঃ]।

ইউনাইটেড নেশান্‌স্‌ (United Nations)—আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা ও সকল জাতির মধ্যে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতি বিধান করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বাংলায় আমরা ইহাকে রাষ্ট্রসংঘ বলি। ইহার সাধারণ পরিষদ্‌ (General Assembly) ও নিরাপত্তা পরিষদ্‌ (Security Council) নামে দুইটি সভা আছে। ইহার প্রথম সূত্রপাত হয় মস্কোতে ১৯৪৩-এ এবং ১৯৪৪-এ আমেরিকার ডাম্বারটন ওকস নামক স্থানে। ১৯৪৫-এ সানফ্রান্সিস্‌কোতে ইহার পরিকল্পনা রূপ পায়। ৫১টি রাষ্ট্র ইহাতে যোগদান করে।

ইউনিকর্‌ন্‌ (Unicorn)—একরূপ কাল্পনিক জীব। ইহার মুখ ঘোড়ার মত, কিন্তু লেজটি সিংহের মত, আবার মাথায় গণ্ডারের নাকের খড়্গের মত একটি শিং। ইংলণ্ডের পতাকায় ও অনুরূপ অন্যান্য বস্তুতে একটি সিংহমূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

ইউনিফর্‌ম্‌ (Uniform)—উর্দ্দি। পুলিশ, সৈন্য, স্বেচ্ছাসেবক, খেলোয়াড় প্রভৃতি যে এক এক ধরণের পোষাক ব্যবহার করে, তাহা।

ইউনিয়ন জ্যাক (Union Jack)—ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকার নাম।

ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board)—গ্রাম্য সমিতিবিশেষ। কয়েকটি গ্রামের অধিবাসিগণ আপনাদের অঞ্চলের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পথ-ঘাট, পানীয় জল, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য আপনাদের নির্ব্বাচিত কয়েকজন সভ্য দ্বারা যে সমিতি গঠন করেন, সেই সমিতিকে Union Board বলে। প্রতি চারি বৎসর অন্তর ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যনির্ব্বাচন হইয়া থাকে।

ইউরিয়া ষ্টিবামাইন (Urea Stibamine)—কালাজ্বরের বিখ্যাত ঔষধ-বিশেষ। ডাক্তার সার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী ইহার আবিষ্কারক (১৯২২)।

ইউরেকা (Eureka)—একটি নবনির্ম্মিত মুকুটে স্বর্ণকার কি পরিমাণ খাদ মিশাইয়াছে, তাহা সাইরাকিউসের রাজা গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসকে জিজ্ঞাসা করেন। এই বিষয়টি ভাবিতে ভাবিতে আর্কিমিডিস একদিন স্নানের নিমিত্ত একটি চৌবাচ্চায় নামিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু জল উপচাইয়া পড়িল এবং আর্কিমিডিসও জলমধ্যে নিজের দেহ কিঞ্চিৎ হাল্কা বোধ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার দেহটি যে পরি-মাণে হালকা বোধ হইতেছে, ঠিক সেই পরি-মাণে জল চৌবাচ্চা হইতে উপচিয়া পড়ি-য়াছে। অমনি তিনি জল হইতে 'ইউরেকা', 'ইউরেকা' (অর্থাৎ আমি পাইয়াছি, আমি পাইয়াছি) বলিতে বলিতে বাহির হইলেন এবং সেই অবস্থাতেই রাজসভায় গিয়া হাজির হইলেন। অতঃপর তিনি রাজাকে আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়া মুকুটে কি পরিমাণ খাদ মিশ্রিত ছিল, তাহা বুঝাইয়া দিলেন ['আপেক্ষিক গুরুত্ব' দ্রঃ]।

ইউরেনাস (Uranus)—একটী বৃহৎ গ্রহ। সূর্য্য হইতে দূরত্ব অনুযায়ী ইহার স্থান গ্রহগণের মধ্যে সপ্তম। (দূরত্ব ১৭৮, ১৯, ৯৪,০০০ মাইল)। ইহার ব্যাস পৃথিবীর প্রায় চতুর্গুণ, এবং আয়তন পৃথিবীর চেয়ে ৬৪ গুণ বেশী। ইহার চারিটী উপগ্রহ আছে। সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে আমাদের অনুযায়ী ৮৪ বৎসর লাগে। গ্রহের নিজ দিনরাত আমাদের ঘড়ির হিসাবে ১০ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। ইহার আকাশ গাঢ় বাষ্পে আচ্ছন্ন। সার উইলিয়ম হর্শেল ১৭৮১-এ এই গ্রহটী আবিষ্কার করেন। তদনুসারে ইহার আর এক নাম 'হর্শেল'।

ইউরেনিয়াম (Uranium)—মৌলিক ধাতুবিশেষ। ১৭৮৯-এ ইহা ক্লাপরথ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইহা দেখিতে শ্বেতবর্ণ, কিন্তু বাতাসে থাকিলে সহজেই কাল হইয়া যায়। পূর্ব্বে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল বস্ত্রশিল্পে। ইউরেনিয়াম বিভিন্ন প্রকার হয়। ইউরেনিয়াম (U-235) চূর্ণ করিবার ফলে আণবিক বোমার আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে।

ইংরাজ জাতি (The English)—ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ইংরাজ জাতি নামে খ্যাত। উত্তর জার্ম্মানীর শ্লেস্‌উইগ (Schleswig) প্রদেশের অ্যাঙ্গ্‌ল্‌ জাতি (Angles) এবং হল্‌ষ্টাইন (Holstein) প্রদেশের স্যাক্সন জাতি (Saxons) ইংলণ্ড অধিকার করিবার পর তাহাদের সংমিশ্রণে অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন (Anglo-Saxon) বা ইংরাজ জাতির (English) উদ্ভব হয়। এই অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন জাতি ও উত্তর ফ্রান্সের নর-ম্যাণ্ডি (Normandy) প্রদেশের নরম্যান্‌ জাতি (Normans) বর্ত্তমান ইংরাজদের পূর্ব্বপুরুষ।

ইচ্ছা—মনোবিজ্ঞানমতে ইহা একটি মানসিক শক্তি। কোন কর্ম্ম করিবার অভিলাষ জাগিলে মনের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হয় তাহাই ইচ্ছা।

ইঞ্চ্‌কেপ কমিটি (Inchcape Committee)—১৯২২-এ ভারত সরকার শাসন-বিভাগের ব্যয় কমানোর জন্য যে কমিটি বসান, তাহাই ইঞ্চ্‌কেপ কমিটি নামে প্রসিদ্ধ। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আর্ল অব ইঞ্চ্‌কেপ।

ইটালী-আবিসিনিয়া-যুদ্ধ—১৯৩৫-এ ৩রা অক্টোবর এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আবিসিনিয়ার সম্রাট্‌ হাইলে সেলাসি স্বয়ং এই যুদ্ধে যাইয়াও ইটালীয় সৈন্যের হস্তে ভীষণভাবে পরাজিত হন। তিনি রাজধানী আদ্দিস আবেবায় ফিরিয়া রেলপথে ফরাসী-অধিকৃত জিবুতি বন্দরে পলাইয়া যান, এবং পরে সেখান হইতে ইংলণ্ডে আসেন। এই যুদ্ধের ফলে ইটালীর রাজা তৃতীয় ভিক্টর এম্‌মানিউয়েল আবিসিনিয়ার সম্রাট্‌ হইয়া-ছিলেন। ১৯৪১-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্তির সাহায্যে আবিসিনিয়া আবার স্বাধীনতা লাভ করে।

ইডিপাস কম্‌প্লেক্স (Oedipus Complex)—মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা। মাতার প্রতি শিশুপুত্রের যে যৌনবোধ তাহাকে ইডিপাস কম্‌প্লেক্স বলা হয়। ডাঃ ফ্রয়েড্‌ এই তত্ত্বের কথা প্রথম জানান। এখানে যৌন শব্দটির ব্যাপক অর্থ লওয়া হইয়াছে।

ইণ্ডিয়া আফিস (India Office)—ভারতবর্ষ যখন ইংলণ্ডের অধীন ছিল, সেই সময় ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য এই আফিস ছিল। ভারতসচিবের ইহা ছিল খাস দপ্তরখানা। ইণ্ডিয়া আফিসে হাই কমিশনারের আফিস আছে। তাহা ছাড়া এখানে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সুবৃহৎ লাইব্রেরী আছে। এখানকার সংস্কৃত লাইব্রেরীও বিখ্যাত। এই আফিসের বাড়ীটি ১৯৩০-এ নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৩২৪,০০০ পাউণ্ড খরচ হয়। প্রাচীন চিত্রগুলি বাঙালী শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত।

ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরী (India

Office Library)—১৯৪৭-এর আগষ্টের পূর্ব্বে এই নাম ছিল। বর্ত্তমানে ইহার নাম Library of the Commonwealth Relations Office. ইহাতে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত পুঁথিপত্র, হাতে লেখা চিঠিপত্র ও দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকাদি আছে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ইহা ১৮০১-এ স্থাপিত হয়। এখানে ১২,০০০ পুঁথি আছে। ১০০০-এর উপর আরবী পুঁথি; ৩০০০-এর উপর মোগল সম্রাটদের দপ্তর হইতে সংগৃহীত পুঁথি। এ ছাড়া সংস্কৃত, আর্বী, পারসী, বর্মী প্রভৃতি নানা প্রাচ্য ভাষায় মুদ্রিত পুঁথি আছে। ২।০ লক্ষের উপর মুদ্রিত পুস্তক আছে—ইহার অধিকাংশই প্রাচ্য ভাষায় মুদ্রিত। এ ছাড়া অঙ্কিত চিত্র ও আলোকচিত্রেরও সংগ্রহ আছে।

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট (Indian Independence Act)—এই আইন ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক করা হয়। এই আইন অনুযায়ী ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষে পাকিস্তান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নামে দুইটি 'ডোমিনিয়ন' গঠন করা হয়। এই আইনে কী প্রকারের শাসনতন্ত্র এই দুই দেশে প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা বলা হয় নাই। সংবিধান সভার (Constituent Assembly) উপর শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (Indian Association)—রাজনৈতিক সভা। ইহা ১৮৭৬, ২৬শে জুলাই তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি মনীষী এই সভা স্থাপন করেন। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সভাপতি যথাক্রমে শ্যামাচরণ সরকার ও রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দমোহন ছিলেন ইহার প্রথম সম্পাদক।

ইণ্ডিয়া রাবার (India Rubber)—উষ্ণপ্রধান দেশে জাত একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা লব্ধ পদার্থবিশেষ। যাবতীয় দ্রব্যের ভিতর ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্প্রসারণশীল (elastic) পদার্থ বলিয়া পরিজ্ঞাত। ইহা দ্বারা জুতা, ওয়াটারপ্রুফ প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয় এবং ইহারই কল্যাণে পৃথিবীতে মোটর-যানের সংখ্যা হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। সিংহল, জাভা এবং প্রণালী উপনিবেশেই ইহার চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

ইথার (Ether)—১। বর্ণহীন, উদ্বায়ী, দাহ্য তরল পদার্থবিশেষ। ইহা সুরাসারের সহিত সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। ২। সারা বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান পদার্থ-বিশেষ। ইহার সত্তার স্বরূপ আজিও অজ্ঞাত। কতকগুলি প্রাকৃতিক ক্রিয়ার (যেমন আলোকরশ্মির গমনাগমন ইত্যাদি) ব্যাখ্যা প্রদানকল্পে বৈজ্ঞানিকগণ এই অজ্ঞাত অমীমাংসিত সত্ত সূক্ষ্ম বস্তুর বিদ্যমানতার কল্পনামাত্র করিয়া লইয়াছেন।

ইদল ফেতর—মুসলমানদিগের পর্ব্ব-বিশেষ। প্রতি বৎসর রমজানের (মুসলমান চান্দ্র বৎসরের নবম মাস) রোজার অন্তে মুসলমানদিগের এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রমজান মাসে স্বর্গদূত জিব্রায়েল কর্তৃক হজরত মোহাম্মদের নিকট কোরাণ শরীফ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

ইদুজ্জোহা—মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ পর্ব্ব-বিশেষ। মুসলমানী ১০ই জিলহিজ্জা তারিখে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। হজরত এব্রাহিম খলীলুল্লাহ্ খোদাতায়ালার সন্তোষার্থ তৎ-কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু স্বীয় পুত্র ইস্‌মাইলকে অস্ত্রমুখে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইলে বিধাতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রের পরিবর্তে একটি দুম্বা উৎসর্গ করিতে প্রত্যাদেশ করেন। তদবধি প্রতি বৎসর উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনে মুসলমানগণ কোরবানি অনুষ্ঠান দ্বারা ইদুজ্জোহা উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

ইনার্শিয়া (Inertia)—নিউটনের আবি-ষ্কৃত বস্তুধর্ম্ম বিশেষ। জড়পদার্থ মাত্রই, চালাইয়া না দিলে, চিরকাল অচলভাবে থাকে; কিন্তু চালাইয়া দিলে এবং কোনরূপে বিন্দুমাত্র বাধা না পাইলে উহা চিরকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। এইরূপ, চালক বা রোধক শক্তি সংবৃত হইলেও বস্তুর যে ধর্ম্ম উহাকে অচালিত অবস্থায় চির-অচল এবং চালিত অবস্থায় চির-সচল রাখে, তাহাই 'ইনার্শিয়া' বা তদবস্থ স্থিতিপ্রবণতা।

ইন্দ্রকীল পর্ব্বত—শব্দাংশে দ্রঃ।

ইন্দ্রধনু—'রামধনু' দ্রঃ।

ইন্দ্রধ্বজ—শব্দাংশে দ্রঃ।

ইন্সিওরেন্স (Insurance)—বাংলায় ইহাকে বীমা বলে। বীমা বিবিধ—জীবন-বীমা, অগ্নিবীমা, পোতবীমা ইত্যাদি। আকস্মিক অথবা ক্ষেত্রবিশেষে অপরিহার্য্য দুর্ব্বিপাকজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য ইন্সিওর করা হইয়া থাকে। কতকগুলি কোম্পানী তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক প্রিমিয়াম পাইয়া তাহাদের পক্ষে উক্তরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে 'ইন্সিওরেন্স কোম্পানী' বলে।

ইন্সুলিন (Insulin)—বহুমূত্র রোগের ঔষধ। কানাডার ডাক্তার F. G. Banting ইহা আবিষ্কার করেন (১৯২২)।

ইন্সুলেটর (Insulator)—যে সব জিনিসের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ বা তাপ পরি-চালিত হয় না, তাহাদের বিদ্যুৎ বা তাপের ইন্সুলেটর বলে। কাঁচ, সিল্ক ইত্যাদি বিদ্যুতের ও উল, কাঠ, কাগজ ইত্যাদি তাপের ইন্সুলেটর।

ইফেল টাওয়ার (Eiffel Tower)—এই টাওয়ারটী ১৮৮৭—৮৯-এ প্যারিসে নির্ম্মিত হয়। ইহার উচ্চতা ৯৮৫ ফুট। ইহা নির্ম্মাণে দুই লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডার ইফেল নামে এক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার এই তোরণটি নির্ম্মাণ করেন।

ইমাম—অভিধানে ইহার অর্থ নেতা। ইসলামী পরিভাষায় নিম্নের অর্থে ব্যবহার হয়—(ক) সমস্ত মুসলিম জগতের নেতা খলিফাগণ, (খ) যিনি সমস্ত নমাজীদের নেতৃত্ব করেন, (গ) ইসলামের বিভিন্ন ধর্ম্মমতের নেতাগণ, (ঘ) শিয়াদের ধর্ম্মনেতার নাম।

ইমামবারা—যে বাড়ীতে মহরমের তাজিয়া রাখা হয় তাহাকে ইমামবারা বলে। হুগলির ইমামবারা বিখ্যাত। উহা মহম্মদ মহসীন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ইমিউনিটি (Immunity)—রোগ প্রতি-রোধ-শক্তি। শরীরে রোগের বীজাণু প্রবেশ করিলেই রোগ হয় না। শরীরে নিহিত সহজাত প্রতিরোধশক্তির জন্য ঐ বীজাণু কোন রোগ উৎপাদন করিতে পারে না। দুইরকম ইমিউনিটি আছে—স্বাভাবিক ও অর্জ্জিত। শরীরের মধ্যে টীকা লইয়া ইমিউনিটি অর্জ্জন করা হয়। শরীরের উভয় প্রকারের প্রতিরোধ-শক্তি নষ্ট হইলে শরীরে রোগ হয়।

ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্স (Imperial Conference)—বৃটিশ উপনিবেশ-সচিবদের সভার নাম। এই সভা (১৯১৭) স্থির করে যে চার বৎসর অন্তর এই সভা ডাকা হইবে। ১৯১৭-এ ভারতবর্ষ এই সভায় যোগদানের অধিকার পায় ও সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ (S. P. Singha) ইহার অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। ১৯২৬-এ বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ-সচিবদের সভা হয়। তাহাতে 'ডোমিনিয়ন' কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়। তখন হইতেই বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থলে বৃটিশ কমনওয়েলথ কথাটির ব্যবহার হইতেছে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—'ন্যাশনাল লাইব্রেরী' দ্রঃ।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—মহাত্মা গান্ধী-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র (১৯২২)। ইহা আমেদাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত।

ইয়াক—তিব্বতীয় ষণ্ডবিশেষ। ইহারা প্রায় ২০০০০ ফুট উচ্চ মালভূমিতে বিচরণ করে। ইহাদের পায়ে তীক্ষ্ণ খুর আছে বলিয়া ইহারা উচ্চ পর্ব্বতে উঠিতে পারে। ইহারা সাধারণতঃ বনচারী; কিন্তু পোষও মানিয়া থাকে। ইহাদের গায়ে প্রচুর ঘন লোম শীত নিবারণের সাহায্য করে। তিব্বতীয়েরা ইহাদের পৃষ্ঠে চড়ে বা ইহাদের দ্বারা মাল বহন করায়।

ইয়াঙ্কী (Yankee)—আমেরিকার 'New England States'-এর নাগরিকদিগকে 'ইয়াঙ্কী' বলা হয়। সাধারণতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিমাত্রকেই 'ইয়াঙ্কী' বলা হইয়া থাকে।

ইরিডিয়াম (Iridium)—সাদা গুরুভার মৌলিক ধাতুবিশেষ। ইহা সচরাচর প্ল্যাটিনামের (Platinum) সহিত মিশ্রিত থাকে। খুব স্থায়ী ধাতু বলিয়া ইহা দ্বারা বাটখারা (weight) তৈয়ারি হয় এবং অন্যান্য ধাতুর সহিত খাদ দিবার জন্য ইহার যথেষ্ট ব্যবহার হয়।

ইল (Eel)—বাইন্ জাতীয় মাছ। ইহা সাধারণতঃ দুই হাতের বেশী দীর্ঘ হয় না। দক্ষিণ আমেরিকায় বৈদ্যুতিক ইল (Electric eel) বৈদ্যুতিক কম্পন সঞ্চরণ করিতে পারে।

ইলবার্ট বিল (Ilbert Bill)—লর্ড রিপনের শাসনকালে এইরূপ একটি আইন প্রণীত হয় যে, ফৌজদারী মোকদ্দমায় কোনরূপ জাতিগত বৈষম্য চলিবে না। ইহার ফলে, ইউরোপীয় অপরাধীদিগেরও ভারতীয় বিচারকের নিকট ভারতীয়দিগের ন্যায় বিচার করিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ইউরোপীয়গণ প্রবল ভাবে ইহার বিরুদ্ধতা করিতে থাকে। তাহার ফলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ইউরোপীয় অপরাধীদের ইউরোপীয় জুরীর দ্বারা বিচার করা হইবে। মিঃ ইলবার্ট নামক এক রাজকর্ম্মচারী এই বিলের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইহার ঐরূপ নামকরণ হয়।

ইলেকট্রন্ (Electron)—বৈ দ্যু তি ক পরমাণু। কোন পদার্থ বিশ্লেষণের সর্ব্বশেষ ফলস্বরূপ বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কতকগুলি বৈদ্যুতিক পরমাণুর সমবায়ে ঐ বিদ্যুৎ উৎপাদিত। ঐসকল পরমাণুকে ইলেকট্রন্স্ বলে।

ইলেক্ট্রিসিটি (Electricity)—'তড়িৎ' দ্রঃ।

ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং (Electroplating)—বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াবিশেষ। তামা, লোহা ইত্যাদি অল্প মূল্যের ধাতুতে মরিচা ধরে। উহাতে যদি রূপা ও সোণার প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ মরিচা ধরিতে পারে না। এই ধাতুর প্রলেপ দেওয়া কাজ বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে করা হয়।

ইলোরা গুহা—'ভূকোষ' অংশে দ্রঃ।

ইসমাইলি সম্প্রদায়—মুসলমান শিয়া সম্প্রদায়ের এক শাখা। শিয়াদের নবম ইমাম জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইল হইতে এই শাখা-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

ইস্পাত (Steel)—ইহা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মিশ্র ধাতু। পোর্তুগীজ এস্প্যাডো (Espado) কথা হইতে শব্দটি আসিয়াছে। কল-কব্জা, ছুরি, কাঁচি, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি ইস্পাতে তৈয়ারী হয়। লৌহ ও অঙ্গার (carbon) ইহার প্রধান উপাদান। লৌহের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় অঙ্গার, সিলিকন (silicon), ম্যাঙ্গানিজ (manganese), সালফার (sulphur) ও ফস্‌ফরাস (phosphorus) মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমানে 'বেসেমার প্রণালী' (Bessemer process) অনুসারে ঢালা লৌহের অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে পোড়াইয়া ফেলিয়া তাহার সহিত পুনরায় উপযুক্ত মাত্রায় অঙ্গার মিশাইয়া ইস্পাত তৈয়ারী হয়।

ইস্‌লাম—এই শব্দটী দ্বারা সাধারণতঃ 'মুসলমানজগৎ'কে বুঝাইয়া থাকে। আরবী ভাষায় ইহার অর্থ 'হজরত মোহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত'।

ইহুদী—জাতিবিশেষ। ইহারা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্য জাতি। ইহাদের আদি বাস ছিল বাবিলোন, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানে। বহুকাল ধরিয়া এই জাতির কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না বলিয়া ইহাদের 'বিক্ষিপ্ত জাতি' বা Scattered Nation বলা হইত। ইহুদী জাতির ইতিহাস অতি গৌরবময়। খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশু খৃষ্ট ইহুদী ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের মধ্যে যোসেফ, মোজেজ, সলোমন, ডেভিড প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ জন্মিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন ও মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড্ এই ইহুদী জাতির লোক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ। ১৮৯৭-এ জিওনিষ্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য উহাদের আদি নিবাস প্যালেষ্টাইনে প্রত্যাবর্ত্তন। ইহার ফলে ১৯৪৮-এর ১৩ই মে প্যালেষ্টাইনে ইসরায়েল বা ইহুদীদের রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে।

ঈ

ঈগল পক্ষী—এক জাতীয় অতিকায় শিকারী পাখী, ইহারা দিবাচর। প্রায় দশ-জাতীয় ঈগল পাখী দেখা যায়ঃ—গোল্ডেন, রাশিয়ান, ইম্পিরিয়্যাল, বল্ড ঈগেল ইত্যাদি। এসিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা এই তিনটী মহাদেশেই ঈগল পাখীর বাস, কিন্তু গোল্ডেন ঈগল একমাত্র আমেরিকায়ই দৃষ্ট হয়।

ঈজিয়ান সভ্যতা (Aegean Civilization)—ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপে ও চারিদিকের দেশে যে সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঈজিয়ান সভ্যতা নামে ইতিহাসে খ্যাত। ক্রীট দ্বীপে, এসিয়া মাইনরে প্রাচীন নগরী, গৃহ, প্রাচীর-চিত্র ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

ঈশান বৃত্তি (Ishan Scholarship)—যে হিন্দু ছাত্র বি. এ. পরীক্ষায় সমস্ত অনার্স বিষয়ে প্রথম হয় ও এম্. এ. পড়ে, সে এই বৃত্তি পায়। ইহা প্রথম ১৮৬৬-এ দেওয়া হয়। এই বৃত্তি ঈশানচন্দ্র বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে যে ১২০০০ টাকা দিয়াছিলেন, তাহার সুদ হইতে প্রদত্ত হয়।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (East India Company)—এই নামে মোট চারিটি কোম্পানী ছিল,—(১) ইংরাজ, (২) ওলন্দাজ, (৩) দিনেমার এবং (৪) ফরাসী। (১)—১৫৯৯-এর শেষভাগে কয়েকজন ইংরাজ বণিক্ মিলিয়া ইংলণ্ডে এক বণিক্-সমিতি গঠন করেন। ১৬০০-এ এই কোম্পানীকে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ পৃথিবীর পূর্ব্বখণ্ডে অর্থাৎ এসিয়াখণ্ডে বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। শুধু 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' বলিতে এই কোম্পানীই বুঝায় এবং ইহারাই কালক্রমে ভারতবর্ষ জয় করে। ১৮৫৮-এ মহারাণী ভিক্টোরিয়া উহাদের হাত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের অধিকার গ্রহণ করেন। (২)—১৬০২-এ ওলন্দাজ কোম্পানী গঠিত হয়। (৩)—১৬১৬-এ দিনেমারদিগের কোম্পানী গঠিত হয়। (৪)—১৬৬৪-এ ফরাসী কোম্পানী গঠিত হয়।

ঈস্টার (Easter)—খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক যীশু খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে পর এই-দিনে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া কবর হইতে উঠিয়া শিষ্যদিগকে দেখা দিয়াছিলেন। এই দিনটি স্মরণীয় করিবার জন্য খৃষ্টানগণ উৎসব করেন। ঈস্টার সাধারণতঃ পড়িত ২২শে মার্চ্চ হইতে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে। নামটি বসন্ত-দেবী Eostre হইতে উৎপন্ন।

শুক্রবারে যীশুর কবর হয়। ঐ দিনটিকে বলা হয় গুড্ ফ্রাইডে (Good Friday)। সোমবার তিনি কবর হইতে উঠেন। সেই কারণে সোমবারও পবিত্র দিন।

উ

উই—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কীট। মাটির মধ্যে মৌমাছির চাকের মত বাসা বাঁধে। মাটির উপরে ঢিবি অনেক সময় ২০ ফুট পর্যান্ত উঁচু হয়। রাজা ও রাণী আছে। রাণীরা দেখিতে বড়। বাকী উইরা সৈন্ত বা চাকর। বাদলাপোকা ডান ওয়ালা উইপোকা। ইহা কাঠের জিনি পেত্রাদি ও পুস্তকাদি কাটিয়া ফেলে।

উইটান সভা (Witan Moot)—ইংলণ্ডে অ্যাংলো-স্থাক্সনদের জ্ঞানীদের সভা। উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজক ও জমিদারদের লইয়া ইহা গঠিত হইত। ইহা অনেকটা আজকালকার 'হাউস অব লর্ডস্'এর অনুরূপ ছিল। নর্ম্মান বিজয়ের পর ইহা উঠিয়া যায়।

উচ্চতম অট্টালিকাদি—

সোভিয়েট প্রাসাদ, মস্কো	১৩০০ ফুট
এম্পায়ার স্টেট, নিউ ইয়র্ক	১২৪৮ ,,
ক্রাইসলার ,,	১০৪৬ ,,
ইফেল টাওয়ার, প্যারিস	৯৮৫ ,,
মানহাট্টান ব্যাঙ্ক, নিউইয়র্ক	৯২৫ ,,
উলওয়ার্থ, নিউইয়র্ক	৭৯২ ,,
মেট্রোপলিটান লাইফ, নিউইয়র্ক	৭০০ ,,
লিঙ্কন, নিউইয়র্ক	৬৩৮ ,,
ওয়ালডর্ফ-অ্যাস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক	৬২৬ ,,
উল্‌ম্ ক্যাথিড্রাল, জার্ম্মানী	৫২৯ ,,
কলোন ক্যাথিড্রাল, জার্ম্মানী	৫১২ ,,
বাল্টিমোর ট্রাস্ট	৫০০ ,,
রুয়ঁ্যা ক্যাথিড্রাল, ফ্রান্স	৪৮৫ ,,
ক্যানাডিয়ান ব্যাঙ্ক অব কমার্স, টোরোন্টো	৪৭৬ ,,
স্ট্র্যাট্‌স্‌বার্গ ক্যাথিড্রাল, জার্ম্মানী	৪৬৮ ,,
পিরামিড (চিওপস), মিশর	৪৫০ ,,
সেন্ট স্টিফেন্‌স্ ক্যাথিড্রাল, ভিয়েনা	৪৪১ ,,
সালিসবারি ক্যাথিড্রাল	৪০৪ ,,
জেনোয়া নিউ বিল্ডিং	৩৮০ ,,
সেন্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল	৩৬৫ ,,

উচ্চতম নগরী—দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে প্যাস্‌কো নামে রৌপ্য খনির নগর ১৩,৭২০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। তিব্বতের জুংলাকে শহর ১৩,৬০০ ফুট ও বলিভিয়ার লা পাজ ১১,৮০০ ফুট।

উচ্চতম পর্ব্বত—'পর্ব্বত' দ্রঃ।

উচ্চতম বাঁধ—হুভারড্যাম, যুক্তরাষ্ট্র ৭২৬ ফুট।

উচ্চতম বৃক্ষ—কালিফোর্ণিয়ার জায়েণ্ট সিকোইয়া ৩৬৪ ফুট।

উচ্চতম মূর্ত্তি—স্ট্যাচু অব লিবার্টি, নিউইয়র্ক ১৫১ ফুট।

উজবেগ—সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত সমরখন্দের নিকটবর্ত্তী স্থানের যাযাবর জাতিবিশেষ। খিভা, বোখারা প্রভৃতি স্থানে ইহাদের সংখ্যা প্রবল। সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ।

উটপক্ষী—বৃহত্তম পক্ষী। উড়িতে পারে না কিন্তু অতি দ্রুত দৌড়াইতে পারে। মরুভূমিতে বাস এবং তরমুজ প্রভৃতি ফল খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের পালক অতি মূল্যবান্।

উড়ুক্কু মৎস্য (Flying fish)—এক জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য। ইহাদের পাখা আছে। ইহারা সময় সময় লাফাইয়া জল ছাড়িয়া উপরে উঠে এবং সেই পাখায় ভর করিয়া কিয়দ্দূর গমন করে বলিয়া ইহাদিগকে 'উড়ুক্কু' মাছ বলা হয়।

উত্তর অতলান্তিক চুক্তি—এই চুক্তি ১৯৪৯-এর ৪ঠা এপ্রিল বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যাণ্ড, ইটালী, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যাণ্ডস্ নরওয়ে, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য (U. K.) ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা পরস্পর সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

উত্তরাধিকার কর আইন (Estate Duty Act)—১৯৫৩-এর অক্টোবর মাসের ১৫ই তারিখ হইতে ভারতে উত্তরাধিকার কর আইন বলবৎ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে, যদি কেহ ভারতের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টাকার মূল্যের বেশী সম্পত্তি রাখিয়া মারা যান, তাহা হইলে সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিগণ সম্পত্তি দখল করার পূর্ব্বে সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী ভারত সরকারকে একটি নির্দ্দিষ্ট হারে কর দিবেন। মোটামুটি হিসাবে প্রথম পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর (বাংলাদেশে প্রথম ১ লক্ষ টাকার উপর) কোন কর দিতে হইবে না।

উদজান (Hydrogen)—একটি বায়বীয় মৌলিক পদার্থ। এই গ্যাসটি সকল গ্যাস অপেক্ষা হাল্কা। ইহা একটি অত্যন্ত দাহ্য গ্যাস। ইহা জলেরও একটি প্রধান উপাদান। দুই ভাগ উদজান ও এক ভাগ অম্লজান (H_2O)-এর রাসায়নিক মিশ্রণে জলের সৃষ্টি হয়।

উদাসী সম্প্রদায়—নানকপন্থী সন্ন্যাসিদলবিশেষ। ইহারা নানকের 'গ্রন্থসাহেবে'র পূজা করিয়া থাকে। সকল শ্রেণীর লোক এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ইহারা সাধারণতঃ মঠে বাস করে।

উদীচ্য ঊষা (Aurora-Borealis)—মেরুমণ্ডলে সময় সময় এক অত্যাশ্চর্য্য নৈসর্গিক ব্যাপার দৃষ্ট হয়। সূর্য্যাস্তের ২।৩ ঘণ্টা পরে কখন কখন তথায় সহসা আকাশ হইতে আলোক-সম্পাত হয়। এই আলোক অবিরত সঞ্চালিত হইতে থাকিলেও কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। আলোকের উজ্জ্বলতা যখন অত্যধিক হয়, তখন ইহা রক্ত, পীত, হরিতাদি বর্ণ ধারণ করে। ইহারই নাম উদীচ্য ঊষা।

উপগ্রহ—যে সমস্ত ছোট ছোট গ্রহ বড় গ্রহগুলির চারিদিকে ঘোরে তাহারা উপগ্রহ। চন্দ্রই পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। স্যাটার্ণের আ টা উপগ্রহ আছে।

উপনিবেশ—মাতৃভূমির লোক দলবদ্ধ হইয়া স্বদেশের শাসনকর্ত্তার অধীন অপর কোন দেশে গিয়া বসবাস করিলে শেষোক্ত স্থানকে উক্ত ব্যক্তিদিগের উপনিবেশ বলে।

উপসাগরীয় স্রোত (Gulf Stream)—উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরের স্রোত। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা উত্তর-পশ্চিমমুখী হইয়া মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে এবং ফ্লোরিডা প্রণালীর মধ্য দিয়া বাহির হইয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতে মিশিয়াছে ও উত্তর-পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

উষ্ণ-প্রস্রবণ—যে প্রস্রবণ বা ফোয়ারায় উষ্ণ জল উত্থিত হয়, তাহাকে উষ্ণ-প্রস্রবণ বলে। মুঙ্গেরের 'সীতাকুণ্ড' একটি বিখ্যাত উষ্ণ-প্রস্রবণ।

ঊ

ঊর্দ্ধপাতন—চোলাই করিবার একপ্রকার প্রক্রিয়া (Distillation). তরল পদার্থকে উত্তাপ প্রয়োগে প্রথমে বাষ্পে পরিণত করিয়া পরে বকযন্ত্রের ভিতর দিয়া চালিত সেই বাষ্পকে পুনরায় শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা তরলীকরণ।

ঊর্দ্ধবাহু—যে সকল শৈব সন্ন্যাসী সর্ব্বদা একবাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখেন, তাঁহাদিগকে ঊর্দ্ধবাহু বলে। ইঁহারা ভিক্ষাজীবী এবং বাসস্থানশূন্য। ইঁহাদের কেহ দিগম্বর কেহ বা গৈরিকাম্বর। ইঁহারা মস্তকে জটা ধারণ করেন।

ঋ

ঋণশালিসী বোর্ড (Bengal Agricultural Debtors' Act, 1935: Bengal Act VII of 1936)—ঋণগ্রস্ত কৃষক ইত্যাদিকে মহাজনের চড়া সুদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাংলা সরকার একটি আইন করেন। এই আইন অনুযায়ী একটি ঋণশালিসী বোর্ড গঠন করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট খাতকদের নিকট হইতে দরখাস্ত পাইলে ইউনিয়নের মধ্যে বা কয়েকটি ইউনিয়ন লইয়া একটি বোর্ড গঠন করেন। যে পাঁচজন লোক লইয়া এই বোর্ড গঠিত হয়, তাহাদের মধ্যে মহাজন পক্ষের প্রতিনিধি, খাতকদের প্রতিনিধি, দু'একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই বোর্ডে থাকেন।

এ

এ. আর. পি. (A. R. P.—Air Raid Precaution)—কোন নগর শত্রুবিমানের দ্বারা আক্রান্ত হইলে যে সকল কর্ম্মী হতাহতের সেবা করে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত নাম।

একোনাইট (Aconite)—একপ্রকার বিষাক্ত গাছের নির্য্যাস; ইহা একটী তীব্র বিষ।

এক্স-রে (X-Ray)—জার্ম্মানির অন্তর্গত হুর্ৎসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম রোন্টজেন বা রঞ্জন ১৮৯৫-এ একটি আলোকরশ্মির আবিষ্কার করেন। ঐ আলোক জীবদেহের চর্ম্মমাংস ভেদ করিয়া দেহভ্যন্তরস্থ অস্থি বা দেহমধ্যে প্রবিষ্ট বন্দুকের গুলি কিংবা অন্য কোন কঠিন পদার্থকে প্রতিভাত করিয়া তুলে। এই ধর্ম্মবিশিষ্ট আলোককেই বলে এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মি। দেহের অভ্যন্তরে ক্ষতাদি হইলে অথবা হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে এই আলোকের সাহায্যে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই আলোকের আবিষ্কারের পর হইতেই অস্ত্রচিকিৎসার অতিশয় উন্নতি হইয়াছে।

এজিনকোর্টের যুদ্ধ—শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অন্যতম যুদ্ধ (১৫১৫)। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরী ফরাসী সৈন্যগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য সংখ্যায় ইংরেজ সৈন্যের সাতগুণ ছিল।

এনজাইম (Enzyme)—ইহা একপ্রকার পদার্থ। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকিয়া ইহা উহাকে বিশ্লেষণ ও পাকে সাহায্য করে। জৈব পদার্থে এনজাইম প্রায় দেখা যায় না।

এনামেল (Enamel)—কাচের ন্যায় চক্‌চকে উজ্জ্বল পদার্থবিশেষ। ইহার প্রলেপ দ্বারা বিশেষ বিশেষ পাত্রাদি ব্যবহারোপযোগী করা হয়। প্রলেপের পরে এনামেল কঠিনতাপ্রাপ্ত হয়। দাঁতের উপরকার চকচকে আস্তরণকেও এনামেল বলে।

এপ্রিল (April)—ইংরেজী চতুর্থ মাস। এই সময়ে ইউরোপে বৃক্ষাদি ফলফুল প্রসব করিতে থাকে বলিয়া ইহার নাম এপ্রিল (<Aprilis=to open)।

এপ্রিল-ফুল (April-Fool)—১লা এপ্রিল তারিখে লোক ঠকানর একটি প্রথা প্রচলিত আছে। ঐ দিনটিকে All Fool's Day বলা হয়।

এভারেস্ট-অভিযান—বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক হইতেই এভারেস্টে উঠিবার চেষ্টা হইতেছে। নীচের তালিকা হইতে বিভিন্ন অভিযানের বিবরণ পাওয়া যাইবে:—

১৯২১ নেতা—হাওয়ার্ড বারী (এই অভিযাত্রীদল কিছুদূর উঠিয়াই ফিরিয়া আসে।)

১৯২২ নেতা—ব্রিঃ চার্লস্ ব্রুস (এই দল সাতাশ হাজার ফুটের কিছু উপরে শেষ শিবির স্থাপন করে।)

১৯২৪ নেতা—কর্ণেল নর্টন (এই অভিযানের দুইজন সদস্য, ম্যালরি ও আরভিন ২৮,২৩০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই।)

১৯৩৩-৩৪ বৃটিশ নেতা—হাফ রুটলেজ (আবহাওয়ার জন্য অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।)

১৯৩৫ নেতা—এরিক শিপটন (তিনি এভারেস্টে পৌছাইতে পারেন নাই, কিন্তু হিমালয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন।)

১৯৩৬ নেতা—হাফ রুটলেজ।

১৯৩৮ „—এচ. টিলম্যান।

১৯৫১ „—এরিক শিপটন (তুষার-মানব সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করেন।)

১৯৫২ নেতা—এড্‌ওয়ার্ড ওয়াইজ-ডুনাণ্ট গ্যাব্রিয়েল শেভালি (এই দল আটাশ হাজার ফুটের উপরে উঠিয়াছিল।)

১৯৫৩ নেতা—কর্ণেল জন হাণ্ট (এই দলের শেরপা তেনজিং ও মিঃ হিলারী ২৯শে মে, ১৯৫৩ এভারেস্ট শৃঙ্গে পদার্পণ করেন।)

সমস্ত দলের নেতাই ব্রিটিশ। কেবল ১৯৫২-এরদল ছিল সুইস।

এমডেন (Emden)—জার্ম্মান যুদ্ধজাহাজ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এই জাহাজ বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত আসে। ১৯১৪, ৯ই নভেম্বর ইহা ধরা পড়ে ও বিনষ্ট হয়। শোনা যায় ভারতীয় স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী দলকে এই জাহাজযোগে অস্ত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এম. সি. সি. (M. C. C.)—মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব (Marylebone Cricket Club) নামক ইংলণ্ডের একটী বিখ্যাত খেলোয়াড়দলের সংক্ষিপ্ত নাম। এই দল অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়দের সহিত ক্রিকেট খেলায় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

এমু (Emu)—অস্ট্রেলিয়াবাসী একজাতীয় উটপক্ষী। পাখা আছে। খুব দৌড়াইতে পারে।

এয়ার-গান (Air-gun)—ইহার অপর নাম 'হাওয়া-বন্দুক'। বন্দুকের মধ্যে বাতাস চাপিয়া সেই চাপা বাতাসের জোরে এই বন্দুকের গুলি ছোড়া হয়। মোট কথা, এই বন্দুকে বারুদের কাজ হাওয়ায় করে।

এয়ার-পাম্প (Air pump)—বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র। ইহার দুইটি ভাগ,—একটি 'রিসিভার' ও অপরটি 'পাম্প'। যাহার মধ্য হইতে বায়ু বাহির করিতে হইবে তাহার সহিত রিসিভারের মুখটি লাগাইয়া রাখিতে হয় এবং পাম্পের সাহায্যে 'রিসিভার' হইতে বায়ু টানিয়া বাহির করিতে হয়। এই যন্ত্র ১৬৫০-এ আবিষ্কৃত হয়, এবং বৈজ্ঞানিক কাজে বিশেষ উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

এয়ারশিপ (Airship)—এরোপ্লেনের মত ইহার পাখা নাই। ইহা দেখিতে অনেকটা বেলুনের মত। এরোপ্লেন বাতাস অপেক্ষা ভারী, কিন্তু ইহা বাতাস অপেক্ষা হাল্কা। ইহাকে জেপেলিনও কহে। জার্ম্মানির কাউণ্ট জেপেলিন (Zeppelin) ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন (১৯০০)।

এল ডোরাডো (El Dorado)—কাল্পনিক একটী স্থান। দক্ষিণ আমেরিকায় কোথাও ইহা অবস্থিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। ইহাও লোকের ধারণা ছিল যে, এই স্থানে প্রচুর স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি আছে। প্রাচীন স্পেনীয় আবিষ্কারকদের মধ্যে অনেকেই ইহার অনুসন্ধানে যাত্রা করিত। সার ওয়াল্টার র‍্যালেও ইহার অনুসন্ধানে বহির্গত হন। প্রচুর ধনসম্পদ্-বিশিষ্ট স্থানকে বর্ত্তমানে 'এল ডোরাডো' বলা হয়।

এল. বি. ডব্লিউ. (L. B. W.)—ক্রিকেট খেলায় প্রযোজ্য 'Leg before wicket' কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ।

এলাহাবাদের সন্ধি—ইংরাজের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব শুজা-উদ্দৌলার নিকট আশ্রয় লন। ইহাতে শুজাউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধে। ১৭৬৪-এ বক্সারের যুদ্ধে শুজাউদ্দৌলা পরাস্ত হন। কিন্তু তথাপি যুদ্ধ একেবারে বন্ধ হয় নাই। অবশেষে ইংরাজ গভর্ণর ক্লাইব শুজাউদ্দৌলার সহিত এক সন্ধি করেন। ঐ সন্ধি অনুসারে শুজাউদ্দৌলা ইংরাজদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদ ও কোরা জেলা ছাড়িয়া দিলেন। ইহাই 'এলাহাবাদের সন্ধি' নামে খ্যাত।

এসিয়াটিক সোসাইটি (Asiatic Society)—ভারতের ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার। ইহা কলিকাতার ১নং পার্ক ষ্ট্রীটে অবস্থিত। ১৭৮৪-এ সার উইলিয়াম জোন্স ইহা স্থাপন করেন। এখানে অসংখ্য মূল্যবান্ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি আছে। এশিয়ার ইতিহাস, নৃতত্ব, প্রাণীতত্ত্বের নিদর্শন সংগ্রহ ও আলোচনার উদ্দেশ্যেই ইহা স্থাপিত হয়।

এসেন্স (Essence)—তরল সুগন্ধ দ্রব্য-বিশেষ। অগুরু, চন্দন, পুষ্প প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ইহা তৈয়ারী হয়।

এসোসিয়েটেড প্রেস (Associated Press)—সংক্ষিপ্ত রূপ এ. পি. ভারতের সংবাদ সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য এই কোম্পানী ছিল। ১৯৪৭-এর আগষ্ট মাসে ইহা প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এই নামে বিদেশী সংবাদ সংগ্রহ প্রতিষ্ঠানও আছে। উহার পূর্ণ নাম Associated Press of America.

এস্. ও. এস্. (S. O. S.)—সমুদ্রে বিপদ্-জ্ঞাপক ধ্বনি। ইহা 'Save Our Souls' কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ।

এস্কিমো (Eskimo)—মেরুপ্রদেশবাসী অসভ্য মানবজাতি। ইহারা সাধারণতঃ উত্তরমেরু ও তাহার সন্নিহিত উত্তর-রুশিয়া, উত্তর-কানাডা, ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাস করে। ইহারা সীল, তিমি প্রভৃতি জলচর প্রাণী বধ করিয়া তাহার কাঁচা মাংস খায় এবং চর্ব্বি দিয়া আলো জ্বালে। ইহারা শীত-কালে বরফের ঘরে এবং গ্রীষ্মকালে চামড়ার তাঁবুতে বাস করে। ইহারা বল্গা-হরিণ ও এক রকম কুকুর পুষিয়া থাকে। ঐ দুইটি প্রাণী এস্কিমোদের চাকাশূন্য স্লেজগাড়ী বরফের উপর দিয়া টানিয়া থাকে। এস্কিমোরা বল্গা-হরিণের দুধ খায়।

ঐ

ঐকিক নিয়ম (Unitary Method)—গণিতের নিয়ম-বিশেষ। বিশেষ বিশেষ গাণিতিক প্রশ্নের উত্তর বাহির করিতে হইলে উহাকে ১ সংখ্যার অনুপাতে আনিয়া, পুনরায় সেই সেই ১-এর অনুপাত হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় পৌছানর নাম 'ঐকিক নিয়ম'। যেমন—

(প্রশ্ন)—৫টি গরুর মূল্য ১০০৲ হই-ল ১৩টি গরুর মূল্য কত ?—

(উত্তর)—

৫টি গরুর মূল্য ১০০৲

∴ ১টি গরুর মূল্য $\frac{১০০}{৫}$ = ২০ টাকা

∴ ১৩টি „ „ ২০ × ১৩

= ২৬০ টাকা।

ঐতিহাসিক যুগ—যে সময় হইতে লিপি-বদ্ধ ঘটনা পাওয়া যায়, সেই সময় হইতে ঐতিহাসিক যুগ গণনা করা হয়। অতীত কালের যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না, তাহাদিগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা বলে। খৃঃ পূঃ ছয়শত বৎসর হইতে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হই-য়াছে বলা যায়।

ও

ওক (Oak)—ইউরোপের বিরাট্‌কায় বৃক্ষ-বিশেষ। ইহা ভারতের বটবৃক্ষের সহিত তুলনীয়। এই বৃক্ষের তক্তা দিয়া জাহাজের পাটাতন তৈয়ারী হয়। প্রাচীন ব্রিটনদিগের ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর এই বৃক্ষকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসেন। ইহার গায়ে 'মিস্‌লটো' (mistletoe) নামক চিরহরিৎ পরগাছা জন্মে, নববর্ষে তাহা দিয়া আপন ঘর সাজান হয়। প্রায় ৩০০ শ্রেণীর ওকবৃক্ষ আছে। তন্মধ্যে বৃটিশ ওক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ওকাপি (Okapi)—আফ্রিকার এক-প্রকার গলা-লম্বা আশ্চর্য্য জন্তু। ইহা জিরাফ-জাতীয় ও তৃণভোজী; কিন্তু ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গলা জিরাফের মত বড় নয়। ১৮৯৯-এ সার হ্যারি জনসন মধ্য-আফ্রিকার আলবার্ট ও এড্‌ওয়ার্ড হ্রদের মধ্যস্থ অরণ্যে এই জন্তুর প্রথম সন্ধান পান। ১৯১৯-এ প্রথম এই জন্তু এন্টোয়ার্পের চিড়িয়াখানায় লইয়া যাওয়া হয়। ওকাপি বংশ ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

ওকালতনামা (Power of Attorney)—আইন সংক্রান্ত কাজ করিবার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেওয়া। ইহা সাধারণ ও বিশেষ হইতে পারে। সাধারণ ওকালতনামায় কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি অপর ব্যক্তির আইন বিষয়ক সকল কাজই করিতে পারেন। দ্বিতীয় প্রকারের ওকালতনামায় কোনও ব্যক্তি অপরের বিশেষ একটি কোন কাজ করে, যেমন মামলা চালান।

ওজোন (Ozone)—অক্সিজেনের ঘনী-ভূত রূপান্তর। তিন পরমাণু (atom) অক্সি-জেন লইয়া এক অণু (molecule) ওজোন প্রস্তুত হয়। ইহার ফর্মুলা O_3. ইহা বর্ণ-হীন, কিন্তু ইহার একটি বিচিত্র গন্ধ আছে। বায়ু ও জলের শোধন-কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের বায়ুতে ইহা অধিক মাত্রায় থাকে, জনাকীর্ণ শহর-গুলিতে ইহা বিন্দুমাত্রও থাকে না।

ও-ডি-কোলন (Eau-de-Cologne)—জার্ম্মানীর কোলন সহরে এই সুগন্ধি প্রথম প্রস্তুত হয় (১৭০০)। প্রস্তুতকারক ছিলেন জোহন মেরিয়া ফেরিনা। ইহা লেবু, কমলা হইতে প্রস্তুত হয়। কয়লার উপজাত হইতেও হয়। এখন সর্ব্বত্রই ইহা প্রস্তুত হইতেছে।

ওপোসাম (Opossum)—অষ্ট্রেলিয়ার বৃক্ষবাসী জন্তুবিশেষ। ইহাদের আকৃতি বিড়ালের মত এবং ইহারা গাছের পাতা ও ফল খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ক্যাঙ্গারুর মত ইহাদের পেটের নীচে একটি থলি থাকে; তাহার মধ্যে ভরিয়া ইহারা শাবক বহন করে। ইহাদের লেজ দিয়া ইহারা গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ইহাদের রেশ-মের মত কোমল চামড়া দিয়া ব্যাগ তৈয়ারী হয়। অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০০০০ ওপোসামের চামড়া ইংলণ্ডে রপ্তানী করা হয়।

ওম (Ohm)—বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত একক বিশেষের (unit) নাম। জার্ম্মান বৈজ্ঞা-নিক ওমের নামানুসারে এই এককের নাম 'ওম' হইয়াছে। ওমের সূত্র (Ohm's Law) তড়িৎ বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট নিয়ম।

ওম্‌নিবাস (Omnibus)—'বাস' দ্রঃ।

ওয়াই. এম. সি. এ. (Y.M.C.A.)—খৃষ্টানদিগের একটি সামাজিক মিলন-সঙ্ঘ। 'Young Men's Christian Association'-এর ইহা সংক্ষিপ্ত রূপ। ইহার প্রতি-ষ্ঠাতা সার জর্জ্জ উইলিয়াম্‌স। ইহা ১৮৪৪-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ১৬,০০০ স্থানীয় শাখা আছে এবং ২৫ লক্ষ বালক-বালিকা সভ্য আছে।

ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ. (Y.W.C A.)—পুরুষদিগের জন্য যেমন ওয়াই. এম. সি.

এ. ইহাও তেমনি মেয়েদের একটি মিলন-সঙ্ঘ। 'Young Women's Christian Association'-এর ইহা সংক্ষিপ্ত রূপ। ব্রিটেনেই ইহার সভ্য-সংখ্যা ৪৫,০০০।

ওয়াক্‌ফ (Wakf) এস্‌টেট—মুসলমানদের ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য দান-করা সম্পত্তিকে ওয়াক্‌ফ এস্‌টেট বলে। সরকারের আইনে এই সব বিভাগ দেখিবার জন্য এই বিভাগ আছে।

ওয়াফ্‌দ (Wafd)—জগলুল পাশা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মিশরের জাতীয় দল। জগলুল পাশার মৃত্যুর পর এই দল সাদিষ্ট ও কোট্‌লা দলে বিভক্ত হয়। নাহাশ পাশা এই দলভুক্ত ছিলেন।

ওয়ার্ড এস্‌টেট (Ward Estate)—অভিভাবকশূন্য বালকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সরকার করিয়া থাকেন। সাবালক হইলে সেই সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ সম্পত্তিকে ওয়ার্ড এস্‌টেট বলে। অনেক অপব্যয়ী ঋণগ্রস্ত জমিদারও এই ওয়ার্ড এস্‌টেট-এর আওতায় আসেন।

ওয়ালেস রেখা (Wallace's Line)—এশিয়া মহাদেশ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অস্ট্রেলেশিয়ার উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌ ওয়ালেস এই সকল দ্বীপসমূহের মধ্যে একটি কাল্পনিক রেখা টানিয়া অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার সীমা নির্দ্ধারণ করেন। এই কাল্পনিক রেখাকে ওয়ালেস রেখা বলে।

ওয়াশিংটন সম্মেলন—১৯২১-এ প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং-এর অধিনায়কত্বে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিবার জন্য যে সভা আহূত হয়, তাহাকে ওয়াশিংটন সম্মেলন (Washington Conference) বলে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রশক্তি এই সভায় যোগদান করেন।

ওয়াহাবী সম্প্রদায়—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে আব্দুল ওয়াহাব নামে এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি আরব দেশের নেজ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে 'ওয়াহাবী সম্প্রদায়' বলে। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত সুন্নী মতটিকে আব্দুল ওয়াহাব সাহেব কিঞ্চিৎ সংস্কৃত করিয়া চালান। তিনি বলিতেন,—'এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং হজরত মোহাম্মদের অতিমাত্রায় গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার মহিমা ক্ষুণ্ণ করিও না। মূর্ত্তিপূজা, আমোদ-উৎসব এবং উপবাসাদি বর্জ্জন করিবে এবং তরবারির সাহায্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচার করিবে।'

ওয়েসিস (Oasis)—বিস্তৃত মরুভূমির স্থানে স্থানে বৃক্ষলতাদিপূর্ণ স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে জলপূর্ণ প্রস্রবণ, ফলবান্‌ বৃক্ষ এবং বিবিধ লতাগুল্মে পূর্ণ কুঞ্জবন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানকে 'ওয়েসিস' বা 'মরূদ্যান' বলা হয়। মরুভূমির যাত্রীরা অনেক সময় এখানে বিশ্রাম করে এবং বেদুইন প্রভৃতি মরুচারী জাতিরা এখানে বাস করে।

ওয়েস্টমিন্‌স্টার অ্যাবি (Westminster Abbey)—ওয়েস্টমিন্‌স্টারের বিখ্যাত গির্জ্জা। ইহার সমাধিক্ষেত্রে বহু রাজা, রাণী, খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, যোদ্ধা প্রভৃতির সমাধি ও স্মৃতি-স্তম্ভ রহিয়াছে। এই সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হওয়া বিশেষ গৌরবের বিষয়।

ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক হাই কমিশন (Western Pacific High Commission)—পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের যে সমস্ত দ্বীপের উপর অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির অধিকার নাই, বা যাহা অন্যান্য কোন শক্তির অধিকৃত নয়, সেই সমস্ত দ্বীপগুলি এই কমিশনের দ্বারা শাসিত। ইহা বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত। এই দ্বীপগুলি হইতেছে—গিলবার্ট ও এলিস দ্বীপ, ব্রিটিশ সলোমন দ্বীপ, টংগা, নিউ হেব্রাইডিস ও পিটকেয়ার্ণ।

ওরাং-উটাং (Orang-Utang)—বৃহত্তম মনুষ্যাকৃতি বানর। ইহারা কেবল সুমাত্রা ও বোর্ণিওতে বাস করে। ইহাদের হস্ত অতিশয় দীর্ঘ। ইহারা প্রধানতঃ গাছেই বাস করে এবং ফলাদি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

ওলাবিবি—মুসলমানদিগের আরাধ্য পয়গম্বরীবিশেষ। ইঁহার আরাধনা করিলে ওলাউঠার ভয় থাকে না, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস।

ওস্‌মিয়াম (Osmium)—প্ল্যাটিনাম নামক দুর্ম্মূল্য ধাতু হইতে ইহা পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ভারী। ইহা আজ পর্য্যন্ত গলান যায় নাই। ইহা সাধারণতঃ ফাউণ্টেন পেনের নিবের সম্মুখভাগে সামান্য একটু দেওয়া থাকে।

———

ঔ

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন—যে সকল লোক আপনার দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া স্থায়িভাবে বাস করে ও তথায় ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করে, তাহাদিগকে বলে 'ঔপনিবেশিক'। ঔপনিবেশিকগণ প্রথমতঃ জন্মভূমির শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের অধীন থাকে, কিন্তু কালক্রমে সবল হইয়া উপনিবেশ শাসনের ভার আপনারা গ্রহণ করে। জন্মভূমির শাসকগণের নিকট হইতে এই অধিকার ঔপনিবেশিকগণকে কখনও যুদ্ধে, কখনও বা আপোষে লাভ করিতে হয়। পরিশেষে উভয় দলের সম্মতিক্রমে উপনিবেশে যে নূতন শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, উহাকে বলে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন'। উপনিবেশের শাসনকর্ত্তৃগণ পূর্ব্বোক্ত শাসকগণের অধীন থাকেন। কিন্তু উপনিবেশ শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে থাকে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে। কার্য্যতঃ ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন।

———

ক

কংগ্রেস (Congress)—১। ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক মহাসভা। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে মিঃ হিউমের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৫-এ বোম্বাই নগরীতে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerji) সভাপতি হইয়াছিলেন। পরাধীন ভারতবাসীদিগের মধ্যে আত্মচেতনা ও স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগাইবার জন্য এই মহাসভা একদা আহূত হয়। অহিংস অসহযোগ, সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য আন্দোলন সেই প্রচেষ্টার অঙ্গ ছিল। কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেয়।

ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভার বিভিন্ন অধিবেশনের স্থান ও সভাপতিদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

স্থান	সভাপতি
বোম্বাই (১৮৮৫)—	মেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা (১৮৮৬)—	দাদাভাই নওরোজি
মাদ্রাজ (১৮৮৭)—	বদরুদ্দিন তায়াবজী
এলাহাবাদ (১৮৮৮)—	জি. ইউল
বোম্বাই (১৮৮৯)—	সার ডবলিউ. ওয়েডারবার্ণ
কলিকাতা (১৮৯০)—	সার পি. মেটা
নাগপুর (১৮৯১)—	পি. আনন্দ চার্লু
এলাহাবাদ (১৮৯২)—	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
লাহোর (১৮৯৩)—	দাদাভাই নওরোজি
মাদ্রাজ (১৮৯৪)—	এ. ওয়েব
পুনা (১৮৯৫)—	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা (১৮৯৬)—	আর. এম. সিয়ানি
অমরাবতী (১৮৯৭)—	সি. শঙ্করণ নায়ার
মাদ্রাজ (১৮৯৮)—	আনন্দমোহন বসু
লক্ষ্ণৌ (১৮৯৯)—	রমেশচন্দ্র দত্ত
লাহোর (১৯০০)—	এন. জি. চন্দ্রবরকর
কলিকাতা (১৯০১)—	ডি. ওয়াচা
আমেদাবাদ (১৯০২)—	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপা- [ধ্যায়

মাদ্রাজ (১৯০৩)—লালমোহন ঘোষ
বোম্বাই (১৯০৪)—সার হেনরী কটন
বেনারস (১৯০৫)—জি. কে. গোখেল
কলিকাতা (১৯০৬)—দাদাভাই নওরোজি
সুরাট (১৯০৭)—রাসবিহারী ঘোষ
মাদ্রাজ (১৯০৮)—রাসবিহারী ঘোষ
লাহোর (১৯০৯)—মদনমোহন মালব্য
এলাহাবাদ (১৯১০)—সার ডবলিউ. ওয়েডারবার্ণ
কলিকাতা (১৯১১)—বিষেণ, এন. দার
পাটনা (১৯১২)—আর. এন. মুধোলকার
করাচী (১৯১৩)—নবাব সৈয়দ মহম্মদ
মাদ্রাজ (১৯১৪)—ভুপেন্দ্রনাথ বসু
বোম্বাই (১৯১৫)—সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
লক্ষ্ণৌ (১৯১৬)—অম্বিকাচরণ মজুমদার
কলিকাতা (১৯১৭)—অ্যানি বেশান্ত
দিল্লী (১৯১৮)—মদনমোহন মালব্য
বোম্বাই (বিশেষ) (১৯১৮)—হাসান ইমাম
অমৃতসর (১৯১৯)—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
নাগপুর (১৯২০)—লাজপৎ রায়
কলিকাতা (বিশেষ) (১৯২০)—সি. বিজয়-রাঘবচারিয়ার
আমেদাবাদ (১৯২১)—হাকিম আজমল খাঁ
গয়া (১৯২২)—চিত্তরঞ্জন দাশ
কোকনদ (১৯২৩)—মহম্মদ আলি
দিল্লী (বিশেষ) (১৯২৩)—আবুল কালাম আজাদ
বেলগাঁও (১৯২৪)—মহাত্মা গান্ধী
কানপুর (১৯২৫)—মিসেস সরোজিনী নাইডু
গৌহাটী (১৯২৬)—শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
মাদ্রাজ (১৯২৭)—এম. এ. আন্‌সারী
কলিকাতা (১৯২৮)—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
লাহোর (১৯২৯)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
করাচী (১৯৩১)—বল্লভভাই প্যাটেল
দিল্লী (১৯৩২)—শেঠ রণছোড়লাল
কলিকাতা (১৯৩৩)—শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা
বোম্বাই (১৯৩৪)—বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ
লক্ষ্ণৌ (১৯৩৫)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
ফৈজপুর (১৯৩৭)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
হরিপুরা (১৯৩৮)—সুভাষ বসু
ত্রিপুরী (১৯৩৯)—সুভাষ বসু
রামগড় (১৯৪০)—আবুল কালাম আজাদ
(১৯৪৬)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
মীরাট (১৯৪৬)—আচার্য্য কৃপালনী (পদত্যাগ করেন)
(১৯৪৭)—বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ
জয়পুর (১৯৪৮)—সীতারামাইয়া
নাসিক (১৯৫০)—ট্যাণ্ডন (পদত্যাগ করেন)
(১৯৫১)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

বিশেষ বিবরণ—'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' দ্রঃ।

২। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সভার নামও Congress. যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে ইংরাজদের অধীন ছিল। কিন্তু ইহার অধিবাসিগণ অস্ত্রবলে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেন। যে রাজনৈতিক সমিতি গঠন করিয়া আমেরিকাবাসীরা স্বাধীনতালাভের জন্য যুদ্ধ করিতেন তাহাই Congress. স্বাধীনতালাভের পর ১৭৮৯-এর ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। জর্জ্জ ওয়াশিংটন উহার সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমানে কংগ্রেসই যুক্তরাষ্ট্রের আইন-কানুন প্রস্তুত করিয়া থাকে। House of Representatives ও Senate নামে ইহার দুইটি বিভাগ আছে। কংগ্রেস-সভাপতি সমগ্র দেশে রাজার তুল্য সম্মান পাইয়া থাকেন।

ককেশীয় জাতি—পৃথিবীর মানবজাতিকে যে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, তাহাদের অন্যতম। ইহাদের অঙ্গ সুগঠিত, বর্ণ উজ্জ্বল-শ্বেত, নাসিকা উন্নত এবং মুখে প্রচুর গোঁফ-দাড়ি জন্মে। জলবায়ুভেদে গাত্রবর্ণের প্রভেদ দেখা যায়। হিন্দু, পারসীক, ইংরাজ, জার্ম্মান, ফরাসী প্রভৃতি জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে ইহাদের সংখ্যা ৭৭ কোটির উপর।

কড মাছ (Cod)—বিখ্যাত সামুদ্রিক মৎস্য। ইংলণ্ড এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার যকৃৎ ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কথাকলি—দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন নৃত্য। প্রধানতঃ কেরলে ইহার প্রচলন অধিক। রূপসজ্জা এই নৃত্যের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। ইহাতে মুখোস ও নানারূপ রঙ্ ব্যবহার করা হয়। ইহাতে ৬৪টি মুদ্রা এবং মস্তকের ৯টি, চোখের ৮টি, ভ্রূর ৬টি এবং গলার ৪টি ভঙ্গি ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই নৃত্যে বীররসের প্রাধান্য বেশী। ইহার আরম্ভ হয় প্রণয় অথবা প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে এবং সমাপ্তি হয় সংহারলীলায়।

কন্‌ক্রীট (Concrete)—রাস্তা, ইমারত প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য জমাট বাঁধাইবার মসলা। চুণ, বালি, বিলাতী মাটি, ইট, পাথরের টুক্‌রা প্রভৃতি মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

কন্‌ফিউসিয়াসের ধর্ম্ম—চীন দেশের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কন্‌ফিউসিয়াসের ধর্ম্মমত। কন্‌ফিউসিয়াস পূর্ব্বপুরুষগণের আরাধনা এবং দেহ হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবর্ত্তক। ইহার মতাবলম্বীদের আনুমানিক সংখ্যা ৩৫ কোটি।

কন্‌ভোকেশন (Convocation)—ইংলণ্ডে এই শব্দে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পরিষদকে বুঝায়। ক্যান্টারবেরিতে এবং ইয়র্কে দুইজন প্রধান বিশপের অধিনায়কত্বে দুইটি পরিষদ্ রহিয়াছে। এদেশে (ভারতে) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক উপাধিবিতরণ বা সমাবর্ত্তন সভাকেই উক্ত নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিবৎসর গভর্ণর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার অধ্যক্ষ হিসাবে উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া বি. এ., এম্. এ., বি. এল্., এম্. বি. প্রভৃতি উপাধিপত্র সেই সেই পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদিগকে দান করেন। উপাধিগ্রহণের জন্য উক্ত সভায় যোগদান করিতে হইলে বিশেষ একপ্রকার গাউন ও টুপি পরিধান করিয়া যাইতে হয়।

কন্‌সাল (Consul)—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশের বৈদেশিক রাজদূতগণকে কন্‌সাল বলে। বৈদেশিক ব্যবসায়ী, বাসিন্দা, পরিব্রাজক প্রভৃতির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই সব সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়। প্রাচীন রোমান্ গণতন্ত্রে প্রতিবৎসর যে দুইজন প্রধান শাসনকর্ত্তা (Chief Magistrates) নিযুক্ত করা হইত, তাঁহাদিগকে কন্‌সাল বলিত। ইহা হইতেই কন্‌সাল শব্দের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ফরাসী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে নেপোলিয়ন ১৭৯৯—১৮০৪ পর্য্যন্ত তাহার প্রথম কন্‌সাল ছিলেন।

কন্যাকুমারী (কুমারিকা অন্তরীপ)—বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ও কথিত কাহিনী হইতে জানা যায়, সূর্য্য বংশের রাজা অগ্নিধ্রের পুত্রগণ দক্ষিণ দ্বীপে শাসন চালাইত। তখন ইহার নাম ছিল ভরতখণ্ড। ভরতের সাত পুত্র ও এক কন্যা ছিল। কন্যার নাম ছিল কুমারী। রাজা ভরত রাজ্যকে আট ভাগ করিয়া দক্ষিণের শেষ প্রান্ত মেয়েকে দিয়া যান। তখন হইতে এই অংশের নাম কন্যা কুমারী হয়।

কমনওয়েলথ—পরস্পরের সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ কয়েকটি স্বাধীন দেশের সংস্থা। যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত।

কমিউনিষ্ট পার্টি—মার্কস-পন্থী সমাজতন্ত্রীদের বিশ্বসংস্থা। 'কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যাল' বা 'কমিনটার্ণ'এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্নজাতীয় শাখার মধ্য দিয়া ইহার কার্য্যকলাপ ব্যক্ত ছিল। বর্ত্তমানে কমিনটার্ণ উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে কমিনফর্ম হইয়াছে।

কমিনফর্ম (Cominform)—ইউরোপের প্রধান প্রধান কমিউনিষ্ট দল কর্ত্তৃক গঠিত সংস্থা। ১৯৪৭-এ ইহা বেলগ্রেডে গঠিত হয়।

কম্পাস (Compass)—ইহাকে বাঙ্গালায় দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র বলে। ইহা দেখিতে অনেকটা চিৎ-করা ঘড়ির মত। ইহার টে

উত্তরদিকে থাকে। ইহারই সাহায্যে নাবিকগণ অনন্ত সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিতে পারে।

করদ ও মিত্ররাজ্য—ভারতের ইংরাজাধীন সামন্তরাজ্য। এই সমস্ত রাজ্যের রাজগণ স্বয়ং নিজ নিজ আইন অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে ইঁহাদের কর দিতে হইত; একজন করিয়া ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ইঁহাদের সভায় থাকিতেন। ভারতে কমবেশী ৭০০ শত ঐরূপ রাজ্য ছিল। নিম্নে প্রধান প্রধান কতকগুলির নাম দেওয়া হইল; যথা—ভুপাল, ইন্দোর, ময়ূরভঞ্জ, বরোদা, ছোট উদয়পুর, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, কপূরতলা, পাতিয়ালা, ভরতপুর, জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, সিকিম, মণিপুর, কুচবিহার, ত্রিপুরা, কাশী, আলোয়ার, দেওয়াস। এই সব রাজ্যের আর পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর উহারা কোন না কোন বৃহত্তর রাজ্য সমবায়ে যোগ দিয়াছে [স্ব স্ব স্থানে দ্রঃ]।

করোনার (Coroner)—যে সকল নরহত্যার ব্যাপার আদালতে উপস্থাপিত হয়, সেগুলির শব পরীক্ষার জন্য যে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকেন তাঁহাকেই বলে করোনার।

কর্কট-ক্রান্তি—বিষুবরেখা হইতে ২৩½ ডিগ্রি উত্তরে যে অক্ষরেখা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে কর্কট-ক্রান্তি বলে।

কর্কট রাশি—(জ্যোতিষ) দ্বাদশ রাশির ৪র্থ রাশি। ইহা পুনর্ব্বসুর শেষ পাদ ও পুষ্যা এবং অশ্লেষার যোগে হইয়া থাকে। কুলীরক ইহার অধিদেবতা। তিনি পৃষ্ঠোদয়, শ্বেতবর্ণ, কফপ্রকৃতি, স্নিগ্ধ, জলচর, বিপ্রবর্ণ, উত্তরদিক্-স্বামী, বহুস্ত্রীসঙ্গ ও বহু-সন্তান। ইহাতে জন্মিলে জাতক ভোগী, সর্ব্বজনপ্রিয় এবং সজ্জনভক্ত হয়।

কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়—বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। ঘোষপাড়া-নিবাসী রামশরণ পাল নামক এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক; কিন্তু মহাত্মা আউলচাঁদই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের লোকেরা আউলচাঁদকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করে। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে 'জয় কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন করিত; এই জন্য এই সম্প্রদায়ের নাম কর্ত্তাভজা হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের গুরুকে বলে 'মহাশয়' এবং শিষ্যকে বলে 'বরাতী'। দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যকে 'গুরু সত্য' এই মন্ত্র শিক্ষা দেন। শিষ্যকে গুরু চুরি না করিতে, সত্য কথা বলিতে ইত্যাদি উপদেশ দেন। ইন্দ্রিয়-সংযম তাহাদের ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আজকাল এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার প্রবেশ করিতেছে। কর্ত্তাভজাদের মতে কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউলচন্দ্র,—তিনেই এক, একেই তিন।

কর্দ্দলার যুদ্ধ—বর্ত্তমান আহ্‌মদনগর জেলায় অবস্থিত কর্দ্দলা নামক স্থানে মারাঠাদের সহিত হায়দরাবাদের নিজামের ১৭৯৫-এ একটি যুদ্ধ হয়। নানা ফড়নবিশের পরিচালনা-গুণে মারাঠাগণ ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করে।

কর্পোরেশন (Corporation)—রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সংস্থা। বর্ত্তমানে কয়েকটি বড় বড় সহরের পৌর সভাকেই কর্পোরেশন বা পৌর নিগম বলে। কয়েকজন নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্য লইয়া এই সভা গঠিত হয় এবং সহরের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, হাসপাতাল ইত্যাদি বিষয়ে এই সভার দায়িত্ব থাকে।

কলম্বো পরিকল্পনা—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথভুক্ত দেশগুলির একটি পরিকল্পনা। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালয়, ব্রিটিশ বোর্ণিও—এই দেশগুলি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ছয় বৎসরের জন্য এই পরিকল্পনা অনুমোদিত (১৯৫১—৫৭)।

কলা—সংস্কৃত সাহিত্যে ও অন্যত্র কলাবিদ্যা বা Fine Arts কথাটির প্রচলন আছে। বাৎস্যায়ন ও ভাগবতকার কলার সংখ্যা ৬৪ ধরিয়াছেন। জৈন গ্রন্থে সংখ্যা আছে ৭২। 'ললিতবিস্তরে' ৬৪ লিখিত থাকিলেও ৮৬টি আছে। যশোধর কামসূত্রের টীকায় ৫১২টি কলার সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। 'শব্দকল্পদ্রুমে' ললিতবিস্তরে লিখিত ৬৪ কলার উল্লেখ আছে—আমরা উহাই দিলাম। যথা—(১) নৃত্য, (২) গীত, (৩) বাদ্য, (৪) নাট্য, (৫) আলেখ্য, (৬) কপালে পরিবার জন্য নানারকম ছাঁদে পাতা কাটা, (৭) পূজার জন্য তণ্ডুলকণা ও নানাবর্ণের পুষ্প নানারূপ উপায়ে সজ্জিত করা, (৮) দন্ত, বস্ত্রাদি ও দেহ রঞ্জিত করা, (৯) পুষ্পাস্তরণ, (১০) মণি দিয়া ঘরের মেঝে বাঁধান, (১১) শয্যা-রচন, (১২) জলের উপর বাজনা বাজান, (১৩) জল ছুঁড়িয়া মারা, (১৪) চিত্র অঙ্কনাদি, (১৫) মাল্যগ্রন্থন, (১৬) শেখর ও আপীড় নামে দুইরকম শিরোভূষণ ব্যবহারের রীতি, (১৭) রঙ্গমঞ্চে অভিনয়, (১৮) কানের অলঙ্কার, (১৯) বিভিন্ন দ্রব্যাদি দিয়া গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা, (২০) ভূষণ-যোজন, (২১) ইন্দ্রজাল, (২২) নবযৌবন লাভের ব্যবস্থা, (২৩) যাদুবিদ্যা দেখাইবার জন্য হাতের কৌশল, (২৪) ঔষধ ও মন্ত্রাদির সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে দুর্ব্বল করিবার বিদ্যা, (২৫) পানক-রস প্রভৃতি মদ্য প্রস্তুত করা, (২৬) সূচীবাপকর্ম্মাদি, (২৭) সূত্রক্রীড়া, (২৮) প্রহেলিকা, (২৯) প্রতিমালা নামে খেলা বিশেষ [এই খেলায় এক ব্যক্তি কোন একটি শ্লোক বলিবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি উক্ত শ্লোকের শেষ অক্ষর দিয়া আরম্ভ করিয়া আর একটি শ্লোক বলিবে], (৩০) শ্রুতিকটু অক্ষর দিয়া সাজান শ্লোক দিয়া একপ্রকার খেলা, (৩১) পুস্তকরচন, (৩২) নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন, (৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণ, (৩৪) বেত, নলখাগড়া ইত্যাদি দিয়া বসিবার আসন নির্ম্মাণ পদ্ধতি, (৩৫) তর্কুকর্ম্মাদি, (৩৬) তক্ষণ, (৩৭), বাস্তুবিদ্যা, (৩৮) রূপ্যরত্ন-পরীক্ষা, (৩৯) ধাতুবাদ, (৪০) মণিরাগজ্ঞান, (৪১) আকরজ্ঞান, (৪২) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ, (৪৩) মেষ-কুক্কুট-শাবকযুদ্ধবিধি, (৪৪) শুক-সারিকা-প্রপালন, (৪৫) হাত-পা-মাথা টিপিয়া দিবার কৌশল, (৪৬) কেশমার্জ্জন-কৌশল, (৪৭) মুষ্টিবদ্ধ হাতে কি আছে তাহা বলিবার কৌশল বা কোন অক্ষরসমষ্টির অর্থ বাহির করা, (৪৮) সংস্কৃত হইতে বিজাতীয় ভাষা সকলের পার্থক্য-নির্দ্দেশ, (৪৯) দেশভাষাজ্ঞান, (৫০) পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান সংক্রান্ত বিজ্ঞান (Floriculture), (৫১) ভারী জিনিস এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার, জল তুলিবার ও যুদ্ধাদির জন্য যন্ত্রনির্ম্মাণ, (৫২) জ্ঞান বিষয়সমূহ মনে রাখিবার বিজ্ঞান, (৫৩) কোন শ্লোক একবার শুনিয়াই সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করা, (৫৪) অনুস্বার ও বিসর্গ মাত্র দিয়া মনে মনে শ্লোক রচনা করিতে দিবার খেলা, (৫৫) বস্তুসমূহের নির্ম্মাণ ও ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান, (৫৬) ঠকাইবার কৌশল, (৫৭) কোষচ্ছন্দোজ্ঞান, (৫৮) বস্ত্র-গোপনাদি, (৫৯) দ্যূত, (৬০) আকর্ষ ক্রীড়া, (৬১) বালক-ক্রীড়নক, (৬২) শিক্ষাদান প্রণালীতে জ্ঞান, (৬৩) বিজয়লাভের কৌশল-সমূহে জ্ঞান, (৬৪) বৈতালিকী বিদ্যা।

কলিকাতা কর্পোরেশন—৭৫টি নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে কলিকাতা বিভক্ত। এখান হইতে ৭৫ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। কলিকাতা উন্নয়ন সংঘ (Calcutta Improvement Trust) একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সহরের গণমান্য ব্যক্তিদের মধ্য হইতে ৫ জন অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত হন। এইভাবে ৮১ জন সদস্য কলিকাতা কর্পোরেশনের ভার গ্রহণ করেন। সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত করেন। কাজের সুবিধার জন্য সাতটি স্থায়ী সমিতি (Standing Committee) আছে। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে 'কমিশনার' ও উপপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে 'ডেপুটি কমিশনার' বলে।

কলিঙ্গ যুদ্ধ—আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭২

(বা ২৭৩) অব্দে মহারাজ অশোক মগধের সিংহাসনে বসেন এবং তাহার প্রায় ১২ বৎসর পর (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬০-৬১ অব্দে) তিনি কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। অসংখ্য কলিঙ্গবাসীকে হত্যা করিয়া তিনি ঐ দেশ জয় করেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হন এবং আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। বস্তুতঃ, কলিঙ্গ যুদ্ধই অশোকের জীবনে প্রথম ও শেষ যুদ্ধ।

কলোসাস (Colossus)—এই শব্দে বিরাট্ প্রতিমূর্ত্তিকে বুঝায়, তবে সাধারণতঃ ইহা দ্বারা রোডস্ দ্বীপের অ্যাপলোর পিত্তল-মূর্ত্তিকে বুঝাইয়া থাকে। ইহা প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৮০ অব্দে বিজিত শত্রু-পক্ষের মৃত সৈন্যদের উরস্ত্রাণ ও শিরস্ত্রাণের পিত্তল দ্বারা এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। খৃঃ পূঃ ২২৪ অব্দে এক ভূমিকম্পে মূর্ত্তিটি নষ্ট হইয়া যায়। ঐ দ্বীপের একটি পোতাশ্রয়ের উপর পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া ইহা দণ্ডায়মান ছিল এবং ঐ পদদ্বয়ের ভিতর দিয়া বড় বড় জাহাজ চলাচল করিতে পারিত। ইহার উচ্চতা ছিল ৭০ হাত।

কলোসিয়াম (Colosseum)—রোমের একটি প্রাচীন অ্যাম্ফিথিয়েটার। ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন ভেস্পাসিয়ান এবং ৮০-এ ইহা শেষ করেন টাইটাস্। ইহার দৈর্ঘ্য ৬০৭ ফুট, প্রস্থ ৫১২ ফুট এবং উচ্চতা ১৫৭ ফুট ছিল। নীচ তলায় ইহার ৮০টী খিলানযুক্ত ফটক ছিল। ৮৭০০০ লোকের বসিবার উপযুক্ত মঞ্চ ইহাতে ছিল। প্রাচীন-কালে ইহার মধ্যস্থ রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধক্রীড়াদি প্রদর্শিত হইত।

কাইজার (Kaiser)—ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মান-সম্রাট্‌দিগের উপাধি। সম্রাট্ সীজারের (Cæsar) নাম হইতে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। চার্লিমেন দি গ্রেট (Charlemagne the Great) প্রথম এই উপাধি গ্রহণ করেন। জার্ম্মানি ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট্‌গণ ১৯১৮ পর্য্যন্ত 'কাইজার' উপাধি ধারণ করিয়াছেন। জার্ম্মানির কাইজার উইল্‌হেল্‌মের রাজ্যত্যাগের পর হইতেই ইহা লোপ হইয়াছে।

কাকতীয়—দাক্ষিণাত্যের মধ্যযুগীয় স্বাধীন হিন্দু রাজবংশের অন্যতম। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বাংশে ইহাদের রাজ্য ছিল। অনুমাকোণ্ডা ও ওয়ারঙ্গলে ইহাদের রাজধানী ছিল। দুর্জ্জয় নামে এক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের প্রথম খ্যাতনামা নৃপতি প্রোলরাজ কল্যাণের চালুক্য-রাজকে পরাজিত করেন। প্রোলের পুত্র রুদ্র (? ১১৬৩) দেবগিরির যাদববংশীয় নৃপতির হস্তে পরাস্ত হন। এই বংশের শেষ রাজা প্রতাপরুদ্র ১৩০৮-এ মুসলমানদের হস্তে পরাজিত হন। তিনি ১৩১৬ পর্য্যন্ত কাঞ্চীতে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

কাকাতুয়া—অস্ট্রেলিয়া ও মালয়দ্বীপজাত গৃহপালিত পক্ষিবিশেষ। ইহার মাথায় একটি ঝুঁটি আছে। ক্রোধ হইলে ঐ ঝুঁটি সোজা হইয়া উঠে। ইহা নানা বর্ণের হয়।

কাকোরী ষড়যন্ত্র—লক্ষ্ণৌ জেলার সহর কাকোরী। ১৯২৫, ৯ই আগষ্ট অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের কাকোরী স্টেশনে ৮নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণটি আটক করিয়া বহু টাকা লুট করা হয়। ঐ ঘটনা অবলম্বনে যে ষড়যন্ত্রের মামলা হয় তাহা এই নামে খ্যাত। ইহা এক রাজনৈতিক মামলা।

কাগজ—কাগজ আবিষ্কারের পূর্ব্বে গাছের ছাল, তালপাতা প্রভৃতিতে লেখা হইত। প্রাচীন মিশরীয়গণ পেপিরাস বৃক্ষের ত্বকে লিখিত বলিয়া কাগজকে ইংরাজীতে পেপার বলা হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীন দেশের লোক প্রথম কাগজের আবিষ্কার করে। মুসলমানগণ তাহাদের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করে। প্রথমে কাগজ প্রস্তুত হইত তুলা হইতে, পরে ক্রমে তুলার সহিত ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা মিশান হইত। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময় হইতে পাট, ছেঁড়া-কাপড়, গাছের ছাল প্রভৃতিকে দ্রাবক পদার্থ দ্বারা তরল করিয়া তাহাতে চীনামাটি, শিরিস ও ভাতের মাড় মিশাইয়া যন্ত্রদ্বারা ইহাকে বিস্তৃত করিয়া ও শুকাইয়া কাগজ প্রস্তুত করা হয়। বঙ্গদেশে টিটাগড় ও শ্রীরাম-পুরে কাগজের কল আছে। বিভিন্ন আকারানুসারে কাগজের নাম; যথা—ফুলস্ক্যাপ—১৭×১৩½ ইঞ্চি; ক্রাউন ২০×১৫ ইঞ্চি; ডিমাই ২২½×১৮ ইঞ্চি; মিডিয়াম ২৩×১৮ ইঞ্চি; রয়্যাল ২৫×২০ ইঞ্চি; সুপার রয়্যাল ২২×১৮ ইঞ্চি। এতদ্ভিন্ন অ্যান্টিক, ইমিটেশন আর্ট, আর্ট পেপার, ক্র্যাফ্‌ট্ প্রভৃতি নামে ভালমন্দ বিভিন্ন রকমের কাগজ আছে।

কাচ—খৃঃ পূঃ ষোড়শ শতাব্দীতে মিশরে প্রথম কাচ নির্ম্মিত হয়। কাচ নির্ম্মাণের মুখ্য উপাদান হইতেছে শোধিত বালি, পটাশিয়াম অক্‌সাইড, জিংক অক্‌সাইড ইত্যাদি। বালুকা, ক্ষার ও অন্যান্য বস্তু প্রথমে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে ভাল করিয়া মিশ্রিত করিতে হয়। পরে সেই মিশ্রিত দ্রব্যকে মুচি ইত্যাদিতে উচ্চ তাপে গলাইলে কাচ তৈয়ারী হয়। হস্তকৌশলে, যন্ত্রসাহায্যে বা ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া ফুৎকার দিয়া ইহাকে নানা আকার দেওয়া হয়।

কাণ্ব-বংশ—শুঙ্গবংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসুদেব এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের নাম 'কাণ্ব-বংশ'। অন্ধ্র বা শাতবাহন বংশের জনৈক রাজা কাণ্ব-বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া উহার উৎসাদন করেন। কাণ্ব-বংশের রাজারা খৃঃ পূঃ ২৭ (বা ২৮) অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কানাড়ী—দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষা। ইহা অনার্য্য ভাষা নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনে করেন—ইহা দ্রাবিড়দিগের ভাষা এবং তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষার সমজাতীয়।

কাপালিক—বামাচারী তান্ত্রিক। ইঁহারা গায়ে চিতাভস্ম লেপন করেন, কপালে অঙ্গারের দাগ দিয়া থাকেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেন, হস্তে নরকপালের অর্দ্ধাংশ ধারণ করেন এবং তাহার দ্বারা ভোজনপাত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সর্ব্বদা ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ইঁহারা কালী ও ভৈরবের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

কাফি (Coffee)—একপ্রকার গুল্ম। প্রথমে ইহা আবিসিনিয়ায় ও আরবে উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমানে ব্রেজিল, মধ্য আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানেও প্রচুর পরিমাণে ইহার চাষ হয়। ইহার বীজচূর্ণ হইতে চা'র মত একপ্রকার উত্তেজক পানীয় প্রস্তুত হয়। আরব হইতে 'মোচা' নামে যে কাফি আসে তাহাই সর্ব্বোত্তম। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের লোক ইহা পান করিতে আরম্ভ করে।

কাফের—মুসলমানধর্ম্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে কাফির বা কাফের বলা হয়। কাফিরিস্থানের অধিবাসীরা প্রথমতঃ এই নামে অভিহিত হইত। কালক্রমে এই শব্দ সকল অ-মুসলমানের উপরই প্রযুক্ত হইতে থাকে।

কাফ্রী—দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী।

কাবা শরীফ—মক্কার বিখ্যাত মসজিদের অভ্যন্তর-ভাগ। ভক্ত মুসলমানগণকে ইহা বৎসরে মাত্র তিনবার দেখান হয়। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে একখানি কৃষ্ণপ্রস্তর আছে। কথিত আছে, উহা হজরত আদমের সহিত স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ:—বেহেস্তে ফেরেস্তাগণ 'বয়তুল মামুর' নামক স্বর্গীয় মসজিদের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া নামাজ পড়েন। হজরত আদম স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভূতলে আসিলে আল্লাহ্‌র নিকট ঐরূপ

উত্তরদিকে থাকে। ইহারই সাহায্যে নাবিকগণ অনন্ত সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিতে পারে।

করদ ও মিত্ররাজ্য—ভারতের ইংরাজাধীন সামন্তরাজ্য। এই সমস্ত রাজ্যের রাজগণ স্বয়ং নিজ নিজ আইন অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে ইঁহাদের কর দিতে হইত; একজন করিয়া ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ইঁহাদের সভায় থাকিতেন। ভারতে কমবেশী ৭০০ শত ঐরূপ রাজ্য ছিল। নিম্নে প্রধান প্রধান কতকগুলির নাম দেওয়া হইল; যথা—ভুপাল, ইন্দোর, ময়ূরভঞ্জ, বরোদা, ছোট উদয়পুর, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, কপূরতলা, পাতিয়ালা, ভরতপুর, জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, সিকিম, মণিপুর, কুচবিহার, ত্রিপুরা, কাশী, আলোয়ার, দেওয়াস। এই সব রাজ্যের আর পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর উহারা কোন না কোন বৃহত্তর রাজ্য সমবায়ে যোগ দিয়াছে [স্ব স্ব স্থানে দ্রঃ]।

করোনার (Coroner)—যে সকল নরহত্যার ব্যাপার আদালতে উপস্থাপিত হয়, সেগুলির শব পরীক্ষার জন্য যে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকেন তাঁহাকেই বলে করোনার।

কর্কট-ক্রান্তি—বিষুবরেখা হইতে ২৩½ ডিগ্রি উত্তরে যে অক্ষরেখা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে কর্কট-ক্রান্তি বলে।

কর্কট রাশি—(জ্যোতিষ) দ্বাদশ রাশির ৪র্থ রাশি। ইহা পুনর্বসুর শেষ পাদ ও পুষ্যা এবং অশ্লেষার যোগে হইয়া থাকে। কুলীরক ইহার অধিদেবতা। তিনি পৃষ্ঠোদর, শ্বেতবর্ণ, কফপ্রকৃতি, স্নিগ্ধ, জলচর, বিপ্রবর্ণ, উত্তরদিক্-স্বামী, বহুস্ত্রীসঙ্গ ও বহু-সন্তান। ইহাতে জন্মিলে জাতক ভোগী, সর্ব্বজনপ্রিয় এবং সজ্জনভক্ত হয়।

কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়—বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। ঘোষপাড়া-নিবাসী রামশরণ পাল নামক এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক; কিন্তু মহাত্মা আউলচাঁদই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের লোকেরা আউলচাঁদকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করে। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে 'জয় কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন করিত; এই জন্য এই সম্প্রদায়ের নাম কর্ত্তাভজা হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের গুরুকে বলে 'মহাশয়' এবং শিষ্যকে বলে 'বরাতী'। দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যকে 'গুরু সত্য' এই মন্ত্র শিক্ষা দেন। শিষ্যকে গুরু চুরি না করিতে, সত্য কথা বলিতে ইত্যাদি উপদেশ দেন। ইন্দ্রিয়-সংযম তাহাদের ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আজকাল এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার প্রবেশ করিতেছে। কর্ত্তাভজাদের মতে কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউলচন্দ্র,—তিনেই এক, একেই তিন।

কর্দ্দলার যুদ্ধ—বর্ত্তমান আহ্মদনগর জেলায় অবস্থিত কর্দলা নামক স্থানে মারাঠাদের সহিত হায়দরাবাদের নিজামের ১৭৯৫-এ একটি যুদ্ধ হয়। নানা ফড়নবিশের পরিচালনা-গুণে মারাঠাগণ ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করে।

কর্পোরেশন (Corporation)—রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সংস্থা। বর্ত্তমানে কয়েকটি বড় বড় সহরের পৌর সভাকেই কর্পোরেশন বা পৌর নিগম বলে। কয়েকজন নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্য লইয়া এই সভা গঠিত হয় এবং সহরের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, হাসপাতাল ইত্যাদি বিষয়ে এই সভার দায়িত্ব থাকে।

কলম্বো পরিকল্পনা—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথভুক্ত দেশগুলির একটি পরিকল্পনা। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালয়, ব্রিটিশ বোর্ণিও—এই দেশগুলি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ছয় বৎসরের জন্য এই পরিকল্পনা অনুমোদিত (১৯৫১—৫৭)।

কলা—সংস্কৃত সাহিত্যে ও অন্যত্র কলাবিদ্যা বা Fine Arts কথাটির প্রচলন আছে। বাৎস্যায়ন ও ভাগবতকার কলার সংখ্যা ৬৪ ধরিয়াছেন। জৈন গ্রন্থে সংখ্যা আছে ৭২। 'ললিতবিস্তরে' ৬৪ লিখিত থাকিলেও ৮৬টি আছে। যশোধর কামসূত্রের টীকায় ৫১২টি কলার সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। 'শব্দকল্পদ্রুমে' ললিতবিস্তরে লিখিত ৬৪ কলার উল্লেখ আছে—আমরা উহাই দিলাম। যথা—(১) নৃত্য, (২) গীত, (৩) বাদ্য, (৪) নাট্য, (৫) আলেখ্য, (৬) কপালে পরিবার জন্য নানারকম ছাঁদে পাতা কাটা, (৭) পূজার জন্য তণ্ডুলকণা ও নানাবর্ণের পুষ্প নানারূপ উপায়ে সজ্জিত করা, (৮) দন্ত, বস্ত্রাদি ও দেহ রঞ্জিত করা, (৯) পুষ্পাস্তরণ, (১০) মণি দিয়া ঘরের মেঝে বাঁধান, (১১) শয্যা-রচন, (১২) জলের উপর বাজনা বাজান, (১৩) জল ছুঁড়িয়া মারা, (১৪) চিত্র অঙ্কনাদি, (১৫) মাল্যগ্রন্থন, (১৬) শেখর ও আপীড় নামে দুইরকম শিরোভূষণ ব্যবহারের রীতি, (১৭) রঙ্গমঞ্চে অভিনয়, (১৮) কানের অলঙ্কার, (১৯) বিভিন্ন দ্রব্যাদি দিয়া গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা, (২০) ভূষণ-যোজন, (২১) ইন্দ্রজাল, (২২) নবযৌবন লাভের ব্যবস্থা, (২৩) যাদুবিদ্যা দেখাইবার জন্য হাতের কৌশল, (২৪) ঔষধ ও মন্ত্রাদির সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে দুর্ব্বল করিবার বিদ্যা, (২৫) পানক-রস প্রভৃতি মদ্য প্রস্তুত করা, (২৬) সূচীবাপকর্ম্মাদি, (২৭) সূত্রক্রীড়া, (২৮) প্রহেলিকা, (২৯) প্রতিমালা নামে খেলা বিশেষ [এই খেলায় এক ব্যক্তি কোন একটি শ্লোক বলিবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি উক্ত শ্লোকের শেষ অক্ষর দিয়া আরম্ভ করিয়া আর একটি শ্লোক বলিবে], (৩০) শ্রুতিকটু অক্ষর দিয়া সাজান শ্লোক দিয়া একপ্রকার খেলা, (৩১) পুস্তকরচন, (৩২) নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন, (৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণ, (৩৪) বেত, নলখাগড়া ইত্যাদি দিয়া বসিবার আসন নির্ম্মাণ পদ্ধতি, (৩৫) তর্ক্কর্ম্মাদি, (৩৬) তক্ষণ, (৩৭), বাস্তুবিদ্যা, (৩৮) রূপ্যরত্ন-পরীক্ষা, (৩৯) ধাতুবাদ, (৪০) মণিরাগজ্ঞান, (৪১) আকরজ্ঞান, (৪২) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ, (৪৩) মেষ-কুক্কুট-শাবকযুদ্ধবিধি, (৪৪) শুক-সারিকা-প্রপালন, (৪৫) হাত-পা-মাথা টিপিয়া দিবার কৌশল, (৪৬) কেশমার্জ্জন-কৌশল, (৪৭) মুষ্টিবদ্ধ হাতে কি আছে তাহা বলিবার কৌশল বা কোন অক্ষরসমষ্টির অর্থ বাহির করা, (৪৮) সংস্কৃত হইতে বিজাতীয় ভাষা সকলের পার্থক্য-নির্দ্দেশ, (৪৯) দেশভাষাজ্ঞান, (৫০) পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান সংক্রান্ত বিজ্ঞান (Floriculture), (৫১) ভারী জিনিস এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার, জল তুলিবার ও যুদ্ধাদির জন্য যন্ত্রনির্ম্মাণ, (৫২) জ্ঞান বিষয়সমূহ মনে রাখিবার বিজ্ঞান, (৫৩) কোন শ্লোক একবার শুনিয়াই সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করা, (৫৪) অনুস্বার ও বিসর্গ মাত্র দিয়া মনে মনে শ্লোক রচনা করিতে দিবার খেলা, (৫৫) বস্তুসমূহের নির্ম্মাণ ও ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান, (৫৬) ঠকাইবার কৌশল, (৫৭) কোষচ্ছন্দোজ্ঞান, (৫৮) বস্ত্র-গোপনাদি, (৫৯) দ্যূত, (৬০) আকর্ষণ ক্রীড়া, (৬১) বালক-ক্রীড়নক, (৬২) শিক্ষাদান প্রণালীতে জ্ঞান, (৬৩) বিজয়লাভের কৌশল-সমূহে জ্ঞান, (৬৪) বৈতালকী বিদ্যা।

কলিকাতা কর্পোরেশন—৭৫টি নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে কলিকাতা বিভক্ত। এখান হইতে ৭৫ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। কলিকাতা উন্নয়ন সংঘ (Calcutta Improvement Trust) একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সহরের গণমান্য ব্যক্তিদের মধ্য হইতে ৫ জন অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত হন। এইভাবে ৮১ জন সদস্য কলিকাতা কর্পোরেশনের ভার গ্রহণ করেন। সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত করেন। কাজের সুবিধার জন্য সাতটি স্থায়ী সমিতি (Standing Committee) আছে। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে 'কমিশনার' ও উপপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে 'ডেপুটি কমিশনার' বলে।

কলিঙ্গ যুদ্ধ—আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭২

(বা ২৭৩) অব্দে মহারাজ অশোক মগধের সিংহাসনে বসেন এবং তাহার প্রায় ১২ বৎসর পর (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ২৬০-৬১ অব্দে) তিনি কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। অসংখ্য কলিঙ্গবাসীকে হত্যা করিয়া তিনি ঐ দেশ জয় করেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হন এবং আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। বস্তুতঃ, কলিঙ্গ যুদ্ধই অশোকের জীবনে প্রথম ও শেষ যুদ্ধ।

কলোসাস (Colossus)—এই শব্দে বিরাট্ প্রতিমূর্ত্তিকে বুঝায়, তবে সাধারণতঃ ইহা দ্বারা রোডস্ দ্বীপের আপলোর পিত্তল-মূর্ত্তিকে বুঝাইয়া থাকে। ইহা প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৮০ অব্দে বিজিত শত্রুপক্ষের মৃত সৈন্যদের উরস্ত্রাণ ও শিরস্ত্রাণের পিত্তল দ্বারা এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। খৃঃ পূঃ ২২৪ অব্দে এক ভূমিকম্পে মূর্ত্তিটি নষ্ট হইয়া যায়। ঐ দ্বীপের একটি পোতাশ্রয়ের উপর পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া ইহা দণ্ডায়মান ছিল এবং ঐ পদদ্বয়ের ভিতর দিয়া বড় বড় জাহাজ চলাচল করিতে পারিত। ইহার উচ্চতা ছিল ৭০ হাত।

কলোসিয়াম (Colosseum)—রোমের একটি প্রাচীন অ্যাম্ফিথিয়েটার। ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন ভেস্পাসিয়ান এবং ৮০-এ ইহা শেষ করেন টাইটাস্। ইহার দৈর্ঘ্য ৬০৭ ফুট, প্রস্থ ৫১২ ফুট এবং উচ্চতা ১৫৯ ফুট ছিল। নীচ তলায় ইহার ৮০টী খিলানযুক্ত ফটক ছিল। ৮৭০০০ লোকের বসিবার উপযুক্ত মঞ্চ ইহাতে ছিল। প্রাচীনকালে ইহার মধ্যস্থ রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধক্রীড়াদি প্রদর্শিত হইত।

কাইজার (Kaiser)—ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মান-সম্রাট্‌দিগের উপাধি। সম্রাট্ সীজারের (Cæsar) নাম হইতে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। চার্লিমেন দি গ্রেট (Charlemagne the Great) প্রথম এই উপাধি গ্রহণ করেন। জার্ম্মানি ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট্‌গণ ১৯১৮ পর্য্যন্ত 'কাইজার' উপাধি ধারণ করিয়াছেন। জার্ম্মানির কাইজার উইল্‌হেল্মের রাজ্যত্যাগের পর হইতেই ইহা লোপ হইয়াছে।

কাকতীয়—দাক্ষিণাত্যের মধ্যযুগীয় স্বাধীন হিন্দু রাজবংশের অন্যতম। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বাংশে ইহাদের রাজ্য ছিল। অনুমাকোণ্ডা ও ওয়াড়ঙ্গলে ইহাদের রাজধানী ছিল। দুর্জ্জয় নামে এক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের প্রথম খ্যাতনামা নৃপতি প্রোলরাজ কল্যাণের চালুক্য-রাজকে পরাজিত করেন। প্রোলের পুত্র রুদ্র (? ১১৬৩) দেবগিরির যাদববংশীয় নৃপতির হস্তে পরাস্ত হন। এই বংশের শেষ রাজা প্রতাপরুদ্র ১৩০৮-এ মুসলমানদের হস্তে পরাজিত হন। তিনি ১৩১৬ পর্য্যন্ত কাঞ্চীতে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

কাকাতুয়া—অস্ট্রেলিয়া ও মালয়দ্বীপজাত গৃহপালিত পক্ষিবিশেষ। ইহার মাথায় একটি ঝুঁটি আছে। ক্রোধ হইলে ঐ ঝুঁটি সোজা হইয়া উঠে। ইহা নানা বর্ণের হয়।

কাকোরী ষড়যন্ত্র—লক্ষ্ণৌ জেলার সহর কাকোরী। ১৯২৫, ৯ই আগষ্ট অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের কাকোরী স্টেশনে ৮নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণটি আটক করিয়া বহু টাকা লুট করা হয়। ঐ ঘটনা অবলম্বনে যে ষড়যন্ত্রের মামলা হয় তাহা এই নামে খ্যাত। ইহা এক রাজনৈতিক মামলা।

কাগজ—কাগজ আবিষ্কারের পূর্ব্বে গাছের ছাল, তালপাতা প্রভৃতিতে লেখা হইত। প্রাচীন মিশরীয়গণ পেপিরাস বৃক্ষের ত্বকে লিখিত বলিয়া কাগজকে ইংরাজীতে পেপার বলা হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীন দেশের লোক প্রথম কাগজের আবিষ্কার করে। মুসলমানগণ তাহাদের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করে। প্রথমে কাগজ প্রস্তুত হইত তুলা হইতে, পরে ক্রমে তুলার সহিত ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা মিশান হইত। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময় হইতে পাট, ছেঁড়া-কাপড়, গাছের ছাল প্রভৃতিকে দ্রাবক পদার্থ দ্বারা তরল করিয়া তাহাতে চীনামাটি, শিরিস ও ভাতের মাড় মিশাইয়া যন্ত্রদ্বারা ইহাকে বিস্তৃত করিয়া ও শুকাইয়া কাগজ প্রস্তুত করা হয়। বঙ্গদেশে টিটাগড় ও শ্রীরামপুরে কাগজের কল আছে। বিভিন্ন আকারানুসারে কাগজের নাম; যথা—ফুলস্ক্যাপ—১৭×১৩½ ইঞ্চি; ক্রাউন ২০×১৫ ইঞ্চি; ডিমাই ২২½×১৮ ইঞ্চি; মিডিয়াম ২৩×১৮ ইঞ্চি; রয়্যাল ২৫×২০ ইঞ্চি; সুপার রয়্যাল ২২×১৮ ইঞ্চি। এতদ্ভিন্ন অ্যান্টিক, ইমিটেশন আর্ট, আর্ট পেপার, ক্রাফ্‌ট্ প্রভৃতি নামে ভালমন্দ বিভিন্ন রকমের কাগজ আছে।

কাচ—খৃঃ পূঃ ষোড়শ শতাব্দীতে মিশরে প্রথম কাচ নির্ম্মিত হয়। কাচ নির্ম্মাণের মুখ্য উপাদান হইতেছে শোধিত বালি, পটাশিয়াম অক্‌সাইড, জিংক অক্‌সাইড ইত্যাদি। বালুকা, ক্ষার ও অন্যান্য বস্তু প্রথমে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে ভাল করিয়া মিশ্রিত করিতে হয়। পরে সেই মিশ্রিত দ্রবাকে মুচি ইত্যাদিতে উচ্চ তাপে গলাইলে কাচ তৈয়ারী হয়। হস্তকৌশলে, যন্ত্রসাহায্যে বা ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া ফুৎকার দিয়া ইহাকে নানা আকার দেওয়া হয়।

কাণ্ব-বংশ—শুঙ্গবংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসুদেব এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের নাম 'কাণ্ব-বংশ'। অন্ধ্র বা শাতবাহন বংশের জনৈক রাজা কাণ্ব-বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া উহার উৎসাদন করেন। কাণ্ব-বংশের রাজারা খৃঃ পূঃ ২৭ (বা ২৮) অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কানাড়ী—দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষা। ইহা অনার্য্য ভাষা নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনে করেন—ইহা দ্রাবিড়দিগের ভাষা এবং তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষার সমজাতীয়।

কাপালিক—বামাচারী তান্ত্রিক। ইঁহারা গায়ে চিতাভস্ম লেপন করেন, কপালে অঙ্গারের দাগ দিয়া থাকেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেন, হস্তে নরকপালের অর্দ্ধাংশ ধারণ করেন এবং তাহার দ্বারা ভোজনপাত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সর্ব্বদা ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ইঁহারা কালী ও ভৈরবের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

কাফি (Coffee)—একপ্রকার গুল্ম। প্রথমে ইহা আবিসিনিয়ায় ও আরবে উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমানে ব্রেজিল, মধ্য আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানেও প্রচুর পরিমাণে ইহার চাষ হয়। ইহার বীজচূর্ণ হইতে চা'র মত একপ্রকার উত্তেজক পানীয় প্রস্তুত হয়। আরব হইতে 'মোচা' নামে যে কাফি আসে তাহাই সর্ব্বোত্তম। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের লোক ইহা পান করিতে আরম্ভ করে।

কাফের—মুসলমানধর্ম্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে কাফির বা কাফের বলা হয়। কাফিরিস্তানের অধিবাসীরা প্রথমতঃ এই নামে অভিহিত হইত। কালক্রমে এই শব্দ সকল অ-মুসলমানের উপরই প্রযুক্ত হইতে থাকে।

কাফ্রী—দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী।

কাবা শরীফ—মক্কার বিখ্যাত মসজিদের অভ্যন্তর-ভাগ। ভক্ত মুসলমানগণকে ইহা বৎসরে মাত্র তিনবার দেখান হয়। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে একখানি কৃষ্ণপ্রস্তর আছে। কথিত আছে, উহা হজরত আদমের সহিত স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ:—বেহেস্তে ফেরেস্তাগণ 'বয়তুল মামুর' নামক স্বর্গীয় মসজিদের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া নামাজ পড়েন। হজরত আদম স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভূতলে আসিলে আল্লাহ্‌র নিকট ঐরূপ

মসজিদ প্রার্থনা করায় আল্লাহ্‌র আদেশে ফেরেস্তাগণ পৃথিবীতে উহার নূরানী নক্‌সা (আলোকময় প্রতিবিম্ব) ফেলিলেন। আদমের পুত্র শীস ঐস্থানে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। নূহের সময় জলপ্লাবনে তাহা নষ্ট হইলে ইব্রাহিম ও তৎপুত্র ইসমাইল ইহা পুনর্নির্ম্মিত করেন। এই কাবা শরীফকে সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত মুসলমানদের নামাজ পড়িতে হয়।

কামাখ্যা—কামরূপে অবস্থিত দেবীমূর্ত্তি। ইহা কামরূপ জেলার কামাখ্যা পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে, এখানে দুর্গা মহাদেবের সহিত নীলকূট পর্ব্বতে কামার্থ আসিয়া গুপ্তভাবে অবস্থিতা হইয়া কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী ও কামাঙ্গনাশিনী নামে খ্যাত হইয়াছেন এবং সেই হেতু 'কামাখ্যা' নামেও খ্যাত হইয়াছেন।

কার্টুন ছবি—কোনও বস্তুকে যথাযথভাবে চিত্রিত না করিয়া যদি হাস্যরস উৎপাদনের নিমিত্ত ভিন্নরূপে অঙ্কিত করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'কার্টুন ছবি' বলা হইয়া থাকে। চলচ্চিত্রে যে 'কার্টুন ছবি' দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে জীবন্ত কার্টুন (Animated Cartoon) বলা হয়। শেষোক্ত 'কার্টুন ছবি' হস্তে অঙ্কিত করিয়া 'ফটোগ্রাফে'র সাহায্যে চলৎ-শক্তি-বিশিষ্ট করা হইয়া থাকে।

কার্ণাটিক বা কর্ণাটের যুদ্ধ—এখানে তিনবার যুদ্ধ হয়। প্রথমবার ১৭৪৬-এ ফরাসীদের সঙ্গে কর্ণাটের নবাব আনোয়ার-উদ্দীন যুদ্ধ করেন। ইহাতে নবাব পরাস্ত হন। পরে ফরাসীরা মাদ্রাজ ইংরাজদের হস্তে সমর্পণ করে। দ্বিতীয়বার ১৭৪৮-এ যুদ্ধ হয়। কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া চাঁদ সাহেব ও আনোয়ারউদ্দীনের মধ্যে বিবাদ বাধে। ফরাসী সেনাপতি ডুপ্লে চাঁদ সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করেন। আনোয়ারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলী ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করেন। ফলে ইহা ফরাসী ও ইংরাজের যুদ্ধে পরিণত হয়। তৃতীয়বার ১৭৫৬ হইতে ১৭৬৩ পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ হয়। প্রত্যেকবার ইংরাজেরা জয়ী ও ফরাসীরা পরাজিত হয়।

কার্ত্তুজ—বন্দুকের টোটা। ইহাতে পেস্ট-বোর্ডের এবং কাগজের আবরণ থাকে। যে মাথায় ক্যাপ (অর্থাৎ যাহাতে ঘোড়াকলে আঘাত করিলে গুলি ছুটে তাহা) থাকে সেই মাথা পিতলের বা তামার পাতে মোড়া থাকে। ইহার ভিতর বারুদ এবং অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্যের সহিত সীসার গুলি থাকে। সব কার্ত্তুজে গুলি থাকে না; সেগুলি দ্বারা ফাঁকা আওয়াজ করা হয়। অনেক কার্ত্তুজে একটি গুলি না থাকিয়া পক্ষী প্রভৃতি মারিবার উপযোগী ছোট ছোট অনেক গুলি থাকে। সেগুলিকে চলিত কথায় বলে ছর্‌রা।

কার্নিভাল (Carnival)—প্রমোদক্রীড়া-বিশেষ। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী দেশ-গুলিতেই ইহার প্রচলন বেশী। ইস্টারের পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০ দিনকে 'লেণ্ট' (Lent) বলে। লেণ্ট আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন দিন এই উৎসব চলিয়া থাকে। সময় সময় এই উৎসবে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়।

কার্বন (Carbon)—একটি মৌলিক পদার্থ। ইহা হীরক, কয়লা, ঝুল, কৃষ্ণসীস (graphite), পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতিতে বিশুদ্ধরূপে বর্ত্তমান। ইহা সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ জগতে বিস্তৃত রহিয়াছে।

কার্বন পেপার (Carbon Paper)—এক পিঠে কালি মাখানো একপ্রকার কাগজ। দুইখানি সাদা কাগজের মধ্যে ইহা রাখিয়া উপরের কাগজখানিতে পেন্সিল দিয়া লিখিলে নীচের কাগজেও দাগ পড়িয়া লেখা হইয়া যায়।

কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস (Carbonic Acid Gas)—'অঙ্গারাম্লজান' দ্রঃ।

কার্বলিক অ্যাসিড (Carbolic Acid)—কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সংমিশ্রণে প্রস্তুত তরল রাসায়-নিক পদার্থবিশেষ। কোল-টার (Coal-tar) পরিস্রুত করিলে ইহা পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা স্বচ্ছ ও প্রায় বর্ণহীন দেখায়। ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র। ইহা পচন-নিবারক কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে বিষের ন্যায় কার্য্য করে। ইহা অতিশয় তীব্র এবং অগ্নির ন্যায় দাহক।

কার্বিউরেটার (Carburettor)—পেট্রোলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ বাতাস মিশাইবার যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র মোটর-গাড়ীর ইঞ্জিনে থাকে। পেট্রোলের সহিত উপযুক্ত বাতাস মিশিলে তবে পেট্রোলের কার্য্যকরী শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

কালপুরুষ (Orion)—তারকাপুঞ্জ। ভরত (Rigel), আর্দ্রা (Betalgeuse), কৃত্তিকা (Bellatrix) এবং ৪৫টি নক্ষত্র এই পুঞ্জে আছে। গড় দূরত্ব ৬০০ আলোকবর্ষ। গ্রীক পুরাণ মতে ওরায়ন একজন শিকারী।

কাশ্মীর (ইতিহাস)—১৪শ শতকে রেণ্টচেন শাহ্‌ নামে তিব্বতের এক পলাতক বৌদ্ধ কাশ্মীরে ক্ষমতা লাভ করে এবং হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চায়। ব্রাহ্মণগণ ইহাতে রাজী না হওয়াতে সে ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণদের বধ করিতে আরম্ভ করে। তাহার পর দুই শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান সুলতানগণ কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইহার পর মোগলেরা আসে। ১৭৫০-এ আফগানেরা ক্ষমতা অধিকার করে। ১৮১৯-এ শিখেরা আফগানদের তাড়াইয়া দেয়। বর্ত্তমান শাসক করণ সিংহের বৃদ্ধ প্রপিতামহ গুলাব সিং ১৮৪৬-এ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি রণজিৎ সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে চুক্তির ফলে কাশ্মীরে তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হয়। এই চুক্তিকে ইতিহাসে 'অমৃতসরের চুক্তি' বলে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে শেখ আবদুল্লা আন্দোলন চালান। ২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৭ কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। যুবরাজ করণ সিং ২০শে জুন, ১৯৪৯ নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপে কাজ করিতে থাকেন। ১৯৫১-এ ইহার গণপরিষদ্‌ বসে ও ১৯৫১, ২০শে কাশ্মীরে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন হয়। ১৯৫৩-এ শেখ আবদুল্লার পদচ্যুতিতে গোলাম মহম্মদ বকসী প্রধান মন্ত্রী হন।

কিংস কাপ (King's Cup)—নৌকা-চালন এবং বিমানচালন প্রতিযোগিতায় প্রদত্ত পুরস্কারবিশেষ। ঐ বিমান-প্রতি-যোগিতায় ৭০০ বা ৭৫০ মাইল বিমান চালনা করিতে হয়। নৌকা-প্রতিযোগিতাটি হয় ইংলণ্ডের কোয়েস-(Cowes)-নামক স্থানে।

কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten)—শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ। এই প্রণালী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রিড্‌রিক ফ্রোবেল (Friedrich Froebel) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে শিশুদিগকে পুতুল, ক্রীড়া, সঙ্গীত এবং অন্যান্য শিশুচিত্তাকর্ষক বস্তু ও বিষয়ের সাহায্যে শিক্ষাদান করা হয়।

কিনেম্যাটোগ্রাফ (Kinematograph)—বায়স্কোপ বা চলচ্চিত্রের নামান্তর ['চলচ্চিত্র' দ্রঃ]।

কিরকির যুদ্ধ—ইহার অপর নাম তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। পেশোয়া বাজীরাও ইংরাজের শাসন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ১৮১৭-এর ১৩ই নবেম্বর কিরকিতে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি পরাস্ত হন।

কিরাতজাতি—প্রাচীন অনার্য্য জাতির অন্যতম শাখা। ইহাদের অপর নাম 'কিরাতি'। যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা তিব্বতীয় ব্রহ্মজাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহারা পর্ব্বত-গুহায় বাস করিত।

কুইনাইন (Quinine)—সিঙ্কোনা বৃক্ষের ত্বক্ হইতে প্রাপ্ত চূর্ণজাতীয় জ্বরপ্রতিষেধক তিক্ত ঔষধবিশেষ। ম্যালেরিয়া জ্বরের ইহা প্রধান প্রতিষেধক।

কুওমিন্টাং—বিখ্যাত চীন-রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদ্ ডাঃ সান্ ইয়েট্ সেন কর্তৃক ১৯০৫-এ গঠিত রাজনৈতিক দল। ইহা জাতীয়তাবাদী দল। এই দল বর্তমানে খাস চীন হইতে বহিষ্কৃত।

কুকী-বাংলা দেশের এক শ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতি। ইহারা পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় বাস করে। ইহারা হিংস্রপ্রকৃতি ও অসভ্য। ইহাদের কেহ কেহ উলঙ্গ থাকে, কেহ বা মোটা চাদর দিয়া শরীর ঢাকিয়া রাখে। ইহারা মাথায় বড় বড় চুল রাখে। মেয়েরা খোঁপা বাঁধে। ইহারা শিকার করিয়া নিহত পশুর মাংস খায়। ইহারা পাহাড়ের উপর 'ঝুম' প্রণালীতে চাষ করিয়া লাউ, কুমড়া, তরমুজ, ফুট, তিল, কার্পাস ও নানাবিধ তরকারী উৎপাদন করে। ইহারা কাঠ ও বাঁশের খুঁটি দিয়া উঁচু করিয়া মাচা বাঁধে এবং তাহার উপর বাঁশ, খড় প্রভৃতি দিয়া ঘর তৈয়ারী করিয়া থাকে।

কুড়াপন্থী-সম্প্রদায়—তুলসীদাস নামক জনৈক গন্ধবণিক্-জাতীয় সাধুপুরুষ প্রবর্ত্তিত উপাসক-সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ের অনেকে একত্র হইয়া এক 'কুড়ায়' (একপ্রকার পাত্রে) সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া আহার করে বলিয়া ইহাদিগকে 'কুড়াপন্থী' বলে। ইহারা মূর্ত্তি-পূজা না করিয়া কেবল ইষ্টমন্ত্র জপ করে।

কুতুব মসজিদ—দিল্লীর সম্রাট কুতব-উদ্দীন ১১৯৩ হইতে ১১৯৮ মধ্যে দিল্লীর নিকটে এই মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হয় তদীয় জামাতা ইলতুৎমিস কর্তৃক। ইহার নিকটে কুতুব-উদ্দীন উশাই নামক ফকীরের সমাধি আছে বলিয়া ইহাকে কুতুব মসজিদ বলা হয়।

কুতুব মীনার—দিল্লীর বিখ্যাত স্তম্ভ। দাস-বংশের প্রথম সুলতান কুতবউদ্দীন পারস্যের উশ-নিবাসী খাজা কুতুবুদ্দীন-নামক ফকীরের স্মৃতিরক্ষার্থ একটি মসজিদ ও এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করান। সেই ফকীরের নাম অনুসারেই ইহার নাম হয় কুতুব মীনার। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নাই। ইহার উচ্চতা ২৪০ ফুট। সুলতান কুতবউদ্দীন ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেও তিনি উহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার জামাতা ইলতুৎমিস উহা সমাপ্ত করেন।

কুমেরু—ইহার অপর নাম দক্ষিণ মেরু (South Pole), পৃথিবীর সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্ত-স্থিত ভূভাগ। ইহা আকারে প্রায় অস্ট্রেলিয়ার সমান। ইহার পৃষ্ঠদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯০০০ ফুট উচ্চ। এখানে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন। এখানে বৎসরের সকল সময়েই শীত বর্ত্তমান থাকে। সুদীর্ঘ মেরু-রজনীতে এখানে 'মেরু জ্যোতি' দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে 'পেঙ্গুইন' এবং 'স্কুয়া-গাল' নামক পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। জলে কেবল 'সীল' দেখিতে পাওয়া যায়।

কুমেরু-অভিযান—১৯০১-এ কাপ্তেন স্কট কুমেরু আবিষ্কার করিতে যান, কিন্তু বিফলমনোরথ হন। লেঃ শ্যাক্লটন ১৯০৮-এ যাত্রা করেন এবং ১৯০৯, ৯ই জানুয়ারী তারিখে কুমেরুর ১১১ মাইল দূর হইতে ফিরিয়া আসেন। ১৯১০-এ কাপ্তেন স্কট পুনরায় যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ডাঃ উইল্সন, কাপ্তেন ওট্স্, বাওয়ার্স ও ইভান্স। ১৯১২, ১৮ই জানুয়ারী তাঁহারা দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হন। কিন্তু ফিরিবার পথে সকলেই মারা যান। ইহার পূর্ব্বে নরওয়েবাসী কাপ্তেন আমাণ্ডসেন ১৯১১, ১৪ই ডিসেম্বর অর্থাৎ স্কটের প্রায় এক মাস আগে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। ১৯২৯-এ রিচার্ড বার্ড (Byrd) দক্ষিণ মেরুতে বিমানে করিয়া পৌঁছান।

কুমেরুবৃত্ত—দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু হইতে ১৫০০ মাইল উত্তরে যে কল্পিত গোলাকার রেখা পূর্ব্ব-পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহার নাম কুমেরুবৃত্ত।

কুম্ভমেলা—পুণ্যযোগ বিশেষে সন্ন্যাসি-সম্মেলনবিশেষ। রবিবারযুক্ত পূর্ণিমায় মকর-রাশিতে সূর্য্য এবং বৃহস্পতি মিলিত হইলে কুম্ভযোগ হয় এবং তাহাতে প্রয়াগ ও হরি-দ্বারে গঙ্গাস্নান পুষ্করস্নানতুল্য পুণ্যপ্রদ হয়। দ্বাদশ বৎসর অন্তর অন্তর উক্ত দুই স্থানে কুম্ভমেলা হয়। প্রয়াগে হয় মাঘ মাসে এবং হরিদ্বারে হয় মহাবিষুব সংক্রান্তিতে। হরি-দ্বারে প্রতিবৎসর অর্দ্ধকুম্ভমেলা হয়।

কুম্ভরাশি—(জ্যোতিষ) দ্বাদশ রাশির মধ্যে একাদশ রাশি। ইহা ধনিষ্ঠার শেষার্দ্ধ, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদের প্রথম পাদত্রয় সংযোগে সংঘটিত হয়। কলসধারী পুরুষ ইহার অধিদেবতা। ইহা শীর্ষোদর, চরণশূন্য, মধ্য-মণ্ডল, মধ্যমগ্রীসঙ্গী, কর্ব্বুরবর্ণ, বনচারী, বায়ুরাশি, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অর্দ্ধস্বর, বাতপিত্তকফ-প্রকৃতি, শূদ্রবর্ণ, পশ্চিমদিক্স্বামী এবং হ্রস্বাঙ্গ। ইহাতে জন্মিলে জাতক ধনবান্, অলস, দণ্ডপীড়াযুক্ত, স্নেহশূন্য, অন্যসুতপ্রিয়, কৌশলী, অতি বিচক্ষণ, সভায় মানযুক্ত, চঞ্চলচিত্ত, অতি সদয়, সত্ত্বকায় ও মহাস্থী হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—হস্তিনাপুর রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশাখেলায় পরাস্ত করিয়া তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা দুর্য্যোধন তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন এবং ভ্রাতৃগণসহ যুধিষ্ঠিরকে বার বৎসরের জন্য বনবাস এবং এক বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাসে প্রেরণ করেন। সর্ত্ত থাকে যে, ত্রয়োদশ বৎসর পরে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের রাজ্য ফিরিয়া পাইবেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কাল পরে পাণ্ডবগণ আসিয়া রাজ্য ফেরত চাহিলে দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে রাজ্য ছাড়িতে অস্বীকার করিলেন। তখন কুরু-ক্ষেত্র নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধে। উভয় পক্ষে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধ করে এবং আঠার দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলে। কৌরব-বংশ প্রায় নির্ম্মূল হয় এবং পাণ্ডব-গণ বিজয়ী হইয়া রাজ্য পুনরধিকার করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কতদিন আগে ঘটিয়াছিল, সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে মহাভারতে ঐ ঘটনার সম্বন্ধে যে সকল জ্যোতিষিক বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা বিচার করিয়া কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে ঐ যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪৪৯ অব্দের ১৪ই অক্টো-বর তারিখে অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

কুরুবংশ—১। আর্য্যগণ যখন ভারতে আগমন করেন, তখন তাঁহারা সকলে এক-সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ দল বা বংশে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন। তৎ-কালে আর্য্যদিগের মধ্যে ভারত ও পুরু—এই দুইটি বংশই অধিকতর প্রবল ছিল। কালক্রমে এই দুইটি বংশ এক হইয়া 'কুরু'-বংশ নাম ধারণ করে। ২। মহাভারত অনুসারে চন্দ্রবংশীয় রাজা সম্বরণের ঔরসে সূর্য্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরু নামক রাজার জন্ম হয়। ইঁহার বংশধরগণ কুরুবংশ নামে খ্যাত। পুরাণখ্যাত কৌরব ও পাণ্ডবগণ এই কুরুবংশের সন্তান।

কুলিনান হীরক (Cullinan Diamond)—জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক। ১৯০৭-এ ইহা আফ্রিকায় ট্রান্সভালে আবি-ষ্কৃত হয় এবং সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডকে উপহার প্রদত্ত হয়। ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া একটি তাঁহার রাজদণ্ডে অন্যটি রাজ-মুকুটে বসান হয়। ইহার ওজন ৩০৩০ ক্যারাট (carat).

কুশান-বংশ—ইউ-চি জাতির একটি শাখা। ইউ-চি জাতি যাযাবর অভ্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহস্থবৃত্তি অবলম্বন করিলে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়; তন্মধ্যে এই শাখাই প্রধান। ইহারা সমগ্র ইউ-চি জাতিকে বশীভূত করিয়াছিল এবং গ্রীক ও পারসীক-

গণের নিকট হইতে আফগানিস্তান কাড়িয়া লইয়াছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কনিষ্ক (তাহা দ্রঃ)।

কৃষ্ণ-মড়ক (Black Death)—খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে এক মহামারী দেখা দেয়। ইহাতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের গায়ে কালো দাগ ফুটিয়া উঠিত। এই মহামারীর ফলে ইউরোপের লক্ষ লক্ষ লোকের এবং ইংলণ্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের প্রাণনাশ ঘটে। সাধারণতঃ কদর্য্য ও অপুষ্টিকর খাদ্যই এই রোগের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত এই রোগ আর দেখা দেয় নাই।

কেউটে—ফণাযুক্ত বিষধর সাপ। নানা বর্ণের ও আকৃতির হয়। কেউটে 'কোবরা' জাতীয় অর্থাৎ ফণাধারী সাপের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণতঃ ইহাদের মাথায় একটি করিয়া গোলাকার দাগ থাকে। কাল কেউটে, আল কেউটে ইত্যাদি নানা নাম আছে।

কেল্ট জাতি (Celt)—প্রাচীন ব্রিটনদের নাম। ইহারা প্রাচীন আর্য্য জাতিরই একটি শাখা। ইহারা সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার জানিত। ইহারা পশুপালন, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। ইহারা নানা দেবদেবীর পূজা করিত। ইহাদের পুরোহিতদের নাম ছিল ড্রুইড। যুদ্ধের সময় ইহারা নীল রঙ মাখিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিত। বিখ্যাত রোমবীর সীজার প্রথম ইহাদিগকে পরাজিত করেন।

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি (Co-operative Credit Society)—সমবায়-ঋণদান-সমিতি। দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার নিমিত্ত এই সকল সমিতি গঠিত হয়। গ্রামের বহু লোক মিলিয়া এই ঋণদান-সমিতি গঠন করেন। যে গ্রামে এই সমিতি স্থাপিত হয়, তাহার অধিবাসিগণ কিছু কিছু টাকা জমা রাখিয়া (অর্থাৎ 'শেয়ার' কিনিয়া) ইহার সভ্য হন। সভ্যগণ আপনাদের মধ্য হইতে পাঁচজন উপযুক্ত ব্যক্তির উপর সমিতি-পরিচালনের ভার দেন। সেই পাঁচজনের মধ্য হইতে আবার একজন সম্পাদক ও আর একজন সভাপতি হন। প্রধানতঃ সম্পাদকই সমিতির কার্য্য পরিচালনা করেন। এই সমিতি হইতে কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। সুদের টাকার সিকি অংশ গচ্ছিত তহবিলে রাখা হয়। উহাকে রিজার্ভ ফাণ্ড বলে। ঐ জমা টাকা বাদে অবশিষ্ট লভ্যাংশ সভ্যদের মধ্যে 'শেয়ার'-এর পরিমাণে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সমিতির সভ্যগণ মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া মিলিত হইয়া সমিতির বিষয়ে আলোচনাদি করেন এবং মাঝে মাঝে গভর্ণমেন্টের হিসাব পরীক্ষক আসিয়া সমিতির হিসাবপত্র দেখেন।

কোকেন (Cocaine)—একপ্রকার মাদক দ্রব্য। ইহা কোকো-নামক শণ জাতীয় বৃক্ষের নির্য্যাস। ঐ বৃক্ষ বলিভিয়া এবং পেরুতে জন্মে। শরীরের স্থানবিশেষে 'কোকেন' ইন্‌জেক্‌শান করিলে তাহা অসাড় হয়।

কোকো (Cocoa or Cacao)—একপ্রকার বৃক্ষ। ইহার বীজচূর্ণ দ্বারা চায়ের ন্যায় উত্তেজক পানীয় প্রস্তুত হয়। সিংহল, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, মধ্য আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ হয়।

কোয়েটার ভূমিকম্প—১৯৩৫-এ একটি প্রবল ভূমিকম্পের ফলে সমগ্র কোয়েটা শহরটী বিধ্বস্ত হয় এবং প্রায় ৬০,০০০ লোকের প্রাণনাশ হয়।

কোরাম (Quorum)—কোন সভা বা সমিতির অধিবেশনের জন্য আবশ্যক সর্ব্বনিম্ন সদস্যসংখ্যা। বিলাতের হাউস অব কমন্স-এর ৪০ এবং হাউস অব লর্ড্‌স্-এর ৩০ জন দ্বারা কোরাম হইতে পারে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে 'কোরাম' বলিতে সদস্যদলের সংখ্যাধিক্য বুঝায়; যথা—যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস।

কোরিয়ার যুদ্ধ—১৯৫০-এ এই যুদ্ধ বাধে। কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থিত উত্তর কোরিয়া আমেরিকার আশ্রিত দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রসংঘ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরে চীনের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীও এই যুদ্ধে যোগদান করে। তবে চীন যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। এই যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়, বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্র কোরিয়ার সাধারণ লোকের। পরে ১৯৫৩-এ এই যুদ্ধের সাময়িক বিরতি ঘটে এবং যুদ্ধবন্দীর বিনিময় কাজ চলে।

কোরেশ-বংশ—প্রাচীন আরবের একটি সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশ। হজরত মোহাম্মদ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই বংশের লোকেরা কাবা শরীফের কৃষ্ণপ্রস্তরখানি রক্ষা করিত। হজরত মোহাম্মদ ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকিলে ইহারা তাঁহার ঘোর বিরোধিতা করিতে থাকে; কিন্তু পরিশেষে মোহাম্মদ এবং তাঁহার সঙ্গীদের হস্তে পরাজিত হয়।

কোলজাতি—ভারতীয় অনার্য্য জাতির একটি শাখা। ইহারা নূতন প্রস্তরযুগের (New Stone Age) লোক। দক্ষিণ ভারতে এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ইহাদের চিহ্নসমূহ পাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলসমূহে যে সকল কোল বা মুণ্ডা জাতি বাস করে, ইহারা তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অনুমিত।

কোহিনুর—পৃথিবী-বিখ্যাত হীরকখণ্ড। যতদূর জানা যায়, প্রথমে ইহা মালবের হিন্দু রাজার অধিকারে ছিল। আলাউদ্দীন খিলিজী মালব অধিকার করিলে ইহা তাঁহার হস্তগত হয়। পরে ইহা গোয়ালিয়রের মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অধিকারে যায়। তাঁহার নিকট হইতে মোগল সম্রাট্ বাবর ইহা প্রাপ্ত হন। তদবধি ইহা মোগল বাদশাহদিগের অধিকারেই থাকে। ১৭৩৯-এ ইহা নাদির শাহের হাতে আসে। নাদির শাহ্‌ই ইহার নাম রাখেন 'কোহ্-ই-নূর'। অতঃপর ইহা যথাক্রমে নাদিরের পুত্র, আহ্‌মদ শাহ্ ও শাহ্ শুজার অধিকারে আসে। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ কাবুল হইতে পলায়িত শাহ্ শুজার নিকট হইতে বিস্তৃত জায়গীরের পরিবর্ত্তে ইহা হস্তগত করেন। রণজিতের পুত্র দলীপ সিংহের নাবালক অবস্থায় গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাবের কোষাগারে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহা অধিকার করেন ও ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। বর্ত্তমানে ইহা ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটমণিরূপে শোভা পাইতেছে। এই হীরকখণ্ডের পূর্ব্ব আকার আর নাই; উহাকে কাটিয়া ছোট করা হইয়াছে। উহার বর্ত্তমান ওজন ১০৩ ক্যারাট।

কৌলীন্য-প্রথা—বঙ্গের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা-বিশেষ। জনসাধারণের বিশ্বাস—মহারাজ বল্লালসেন এই প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া যান। কিন্তু বল্লালসেনের রচিত কোন গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ নাই দেখিয়া অনেকে এ বিষয়ে সন্দেহ করেন।

ক্যাঙ্গারু (Kangaroo)—অস্ট্রেলেসিয়া ও নিউগিনির অধিবাসী একপ্রকার বিচিত্র চতুষ্পদ প্রাণী। এই প্রাণী পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। ইহাদের সামনের পা দুইখানি খুব খাটো এবং পিছনের পা দুইখানি খুব লম্বা। ইহারা কেবল পিছনের পা দুইটিতে ভর দিয়া লাফাইয়া চলে। ইহাদের লেজ খুব মোটা ও শক্ত; ইহারা এই লেজের উপর ভর দিয়া বসে। ইহাদের পেটের নীচে একটি করিয়া থলি থাকে। ইহারা পালে পালে বেড়ায়। এক এক লাফে ২০ হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত ডিঙ্গাইয়া ইহারা অতি দ্রুত চলিতে পারে। ইহাদের পুরুষগুলির দৈর্ঘ্য ৮ ফুট এবং স্ত্রীগুলির দৈর্ঘ্য ৬ ফুট পর্য্যন্ত হয়। ইহা-

দের চামড়া অতিশয় মূল্যবান্ সামগ্রী এবং প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে দেশবিদেশে রপ্তানি হয়।

ক্যাথলিক ধর্ম—খৃষ্টান-ধর্মের সম্প্রদায়-বিশেষ। ইহাকে অন্য কথায় বলে 'রোমান ক্যাথলিক ধর্ম'; কারণ ইহা রোমের পোপের অনুশাসন মানিয়া চলে। এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ—বিশ্বভ্রাতৃত্ব, প্রাচীনত্ব ও একত্ব। পোপের এই কর্তৃত্বের বিরোধিতা করিয়াই মার্টিন লুথার প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায় গঠন করেন।

ক্যামুফ্লেজ (Camouflage)—যুদ্ধের সময় শত্রু-বিমান যাহাতে লক্ষ্য বস্তু স্থির করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে, তাহাকে প্রতারিত করিবার জন্য, আসল লক্ষ্য বস্তুকে এমন ভাবে আচ্ছাদিত বা সজ্জিত করা হয় যে, তাহা পারিপার্শ্বিক স্বাভাবিক বস্তুসমূহের সঙ্গে মিশিয়া যায়। বিমান হইতে তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে সহজে চেনা যায় না। অনেক সময় নকল লক্ষ্য বস্তুও তৈয়ারী করিয়া রাখা হয়। শত্রু-বিমানকে প্রতারিত করিবার এই সব কৌশলকে বলে ক্যামুফ্লেজ বা আত্মগুপ্তি।

ক্যামেরা (Camera)—আলোকচিত্র বা ফটো তুলিবার বাক্সসদৃশ যন্ত্র। ঐ বাক্সের একদিকে একটি উন্নতোদর পরকলা (convex lens) সংলগ্ন থাকে এবং অপরদিকে প্রতিচ্ছবিগ্রাহী কাচফলকের স্থান থাকে। ঐ পরকলার ভিতর দিয়া কাচফলকের উপর অভীষ্ট পদার্থের উল্টা ছায়া পতিত হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা হইতে ফটো তোলা হয়। বাংলা নাম চিত্রধর।

ক্যামেলিয়া (Camellia)—চীন ও জাপান দেশের একপ্রকার ছোট ফুলগাছ। নানাজাতীয় ক্যামেলিয়া ফুল আছে। তন্মধ্যে কোন কোন জাতি ইংল্যাণ্ড ও স্কট্ল্যাণ্ডে দেখা যায়। তবে বেশী শীতে ইহা ভাল জন্মে না, ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফুল।

ক্যালসিয়াম (Calcium)—পীতবর্ণের ধাতুবিশেষ। অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ইহা পাওয়া যায়। অগ্নির উত্তাপে ইহা উজ্জ্বল লালবর্ণ হইয়া দগ্ধ হয়। চূণা-পাথর, মার্কেল, চক প্রভৃতি ক্যালসিয়াম ও কার্বনের মিশ্রিত রূপ।

ক্রাউন কলোনি (Crown Colony)—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত উপনিবেশ। এইরূপ উপনিবেশে রাজার (ইংলণ্ডের) আইন প্রণয়নের উপরে কিছু ক্ষমতা থাকে।

ক্রাল (Kraal)—আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের কুঁড়ে ঘর বা পল্লী।

ক্রিকেট (Cricket)—গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া-বিশেষ। ইহাতে প্রতি পক্ষে ১১ জন করিয়া খেলোয়াড় থাকে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এই ক্রীড়ার প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। বর্তমান কালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের যে টেস্ট ম্যাচ (দুই দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলা) নামক প্রতিযোগিতা হয়, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচও সমধিক প্রসিদ্ধ।

ক্রিপ্টোগ্রাফি (Cryptography)—একপ্রকার গোপনীয় লিখন-প্রণালী। যুদ্ধাদির সময় সংবাদাদি প্রেরণকালে শত্রুপক্ষের দুর্বোধ্য এই লিপিসঙ্কেত ব্যবহৃত হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ—১৮৫২-এ জেরুসালেমের অধিকার লইয়া রুশিয়ার সহিত তুরস্কের বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরাজ ও ফরাসীরা তুরস্কের সহিত যোগ দেয়। ১৮৫৪, ২৮শে মার্চ্চ তারিখে যুদ্ধ ঘোষিত হইয়া ১৮৫৬ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। কৃষ্ণসাগরের ক্রিমিয়া উপদ্বীপে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মিত্রশক্তি জয়লাভ করে। ১৮৫৬, ৩০শে মার্চ্চ তারিখে প্যারিসে এক সন্ধি হয় এবং তাহার ফলে যুদ্ধ বন্ধ হয়। এ সময় সিবাস্টোপোল-এর যুদ্ধ বিখ্যাত। বালাক্লাভার যুদ্ধও বিখ্যাত। এই যুদ্ধে ইংরাজ রণবিভাগের অনেক গলদ দেখা যায়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এখানে আসিয়া প্রথম সেবাকার্য্য সুরু করেন।

ক্রিসেন্থিমাম্ (Chrysanthemum)—চীনদেশজাত ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ। বর্তমানে ইউরোপেও ইহা উৎপন্ন হয়। দুই জাতীয় ক্রিসেন্থিমাম আছে। এক জাতি দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অপর জাতি বৎসরকাল মাত্র স্থায়ী হয়।

ক্রীতদাসত্ব-প্রথা—পূর্ব্বে মনুষ্যও বিক্রীত ও ক্রীত হইত। ক্রীতদাসদিগের প্রভুরাই ছিলেন তাহাদের সর্ব্বময় কর্তা। ইচ্ছা করিলে ক্রীতদাসদিগের উপর তাঁহারা যে কোনওরূপ অত্যাচার এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। বিখ্যাত ইহুদী যোসেফ এবং বিখ্যাত গাল্লিক ঈশপ ক্রীতদাস ছিলেন। ভারতে দাস সুলতানগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এরূপ উন্নতিলাভের সৌভাগ্য অল্প ক্রীতদাসের ভাগ্যেই ঘটিত। অধিকাংশ ক্রীতদাসই তাহাদের প্রভুদের নিকট হইতে অমানুষিক অত্যাচার লাভ করিত। মধ্যযুগে ইউরোপীয়গণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগকে ধরিয়া আনিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিতেন। তখন ইহা একটি লাভজনক ব্যবসায় ছিল। কালক্রমে ইহার কুফল অনেক মহাত্মা ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহারা এই প্রথার বিলোপ-সাধনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। তন্মধ্যে ইংলণ্ডের উইলিয়াম উইল্বারফোর্স এবং আমেরিকার এব্রাহাম লিঙ্কনের নাম উল্লেখযোগ্য। উইল্বারফোর্সের চেষ্টায় ইউরোপে এবং এব্রাহামের চেষ্টায় আমেরিকায় এই প্রথার বিলোপ ঘটে। ১৮৩৩-এ সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই প্রথা আইনতঃ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ক্রুশ (Cross)—মহাত্মা যীশু খৃষ্টকে '+' এইরূপ আকারের কাষ্ঠখণ্ডে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। সেই হেতু খৃষ্টানগণ এই চিহ্নটিকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এইরূপ আকারের পদার্থকে 'ক্রুশ' বলে। বিভিন্ন আকারের ক্রুশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রুসেড (Crusade)—খলিফা ওমরের সময় যীশুখৃষ্টের জন্মস্থান জেরুসালেম মুসলমান-রাজ্যভুক্ত হয়। মুসলমানদের অধিকার হইতে পবিত্র তীর্থস্থান জেরুসালেম উদ্ধার করিবার জন্য পিটার দি হার্মিট নামক এক ব্যক্তি এক আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং ঐ সময় হইতে ১২৭১ পর্য্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন খৃষ্টান রাজা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ঐ সকল যুদ্ধ 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রথম যুদ্ধযাত্রা হয় ১০৯৫-এ। যোদ্ধারা 'ক্রুশ চিহ্ন' ধারণ করিত বলিয়া এই যুদ্ধাভিযানের নাম 'ক্রুসেড' হয়। ইউরোপীয়গণ কর্তৃক মোট নয়বার জেরুসালেমে যুদ্ধাভিযান চালান হয়। প্রথম যুদ্ধ হয় ১০৯৫-এ। জেরুসালেম খৃষ্টানদের দ্বারা অধিকৃত হয়। তৃতীয় ক্রুসেডে (১১৮৭) ইংরেজ রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড ও তুর্কীদের রাজা সালাদীন অংশ গ্রহণ করেন। ১২৯১-এ জেরুসালেমে খৃষ্টানদের সকল প্রভুত্ব ধ্বংস হয়।

ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph)—স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক যন্ত্র। উদ্ভিদাদির উপর আঘাতের চিহ্ন ইহা দ্বারা রেকর্ড করা হয়। পরে এই চিহ্নগুলি বড় করিয়া দেখান হয়।

ক্রোমিয়াম (Chromium)—একপ্রকার কঠিন পীতবর্ণ ধাতু। ইহার আস্তরণ থাকিলে লৌহ প্রভৃতি ধাতু সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মোটরের চকচকে অংশগুলি এই ধাতুর পাতলা পাতে মোড়াই করা থাকে।

ক্লোরাইড (Chloride)—একশ্রেণীর যৌগিক পদার্থ। ক্লোরিনের সহিত অন্য কোন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্লোরাইড বলে। আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য লবণ সোডিয়ামের ক্লোরাইড (Sodium Chloride—NaCl).

ক্লোরিন (Chlorine)—রাসায়নিক পদার্থ। ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের সহিত হাইড্রো-

ক্লোরিক অ্যাসিড মিশাইলে ইহা উৎপন্ন হয়। জল জীবাণুমুক্ত করিতে এবং রং তুলিবার (bleaching) কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform)—সংজ্ঞাহারক তরল পদার্থ। ইহা বর্ণহীন এবং আপনা হইতে বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা ক্লোরাইড অব লাইম (chloride of lime), জল এবং অ্যালকোহল মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়; কিন্তু ক্লোর্যাল (chloral) পরিস্রুত করিলে ইহা অধিকতর নির্দ্দোষরূপে পাওয়া যায়। ইহা শুঁকিলেই অনুভূতি-শক্তি লোপ পায়। বিখ্যাত জার্মান ডাক্তার য়ুস্টুস বারোন ফোন লিবিগ (Justus Baron von Liebig) ইহার আবিষ্কার করেন এবং সার জেম্‌স্ ইয়ং (Sir James Young) ইহা চিকিৎসাকার্য্যে প্রথম ব্যবহার করেন।

ক্ষয় রোগ—'যক্ষ্মা' দ্রঃ।

ক্ষার—ইংরাজী নাম Alkali. এই রাসায়নিক পদার্থ জলে গলে। পাথুরে চুণের জলে ক্ষার আছে। সোডা বা সাজিমাটিতে ক্ষার আছে। সাবানের অন্যতম পদার্থ ক্ষার। ক্ষারজাতীয় পদার্থ অম্ল (এসিড্) জাতীয় পদার্থকে নষ্ট (neutralise) করে।

ক্ষীরোদ সমুদ্র—পৌরাণিক সপ্ত সমুদ্রের অন্যতম। ইহা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। ইহার জল ছিল শরৎকালের শাদা মেঘের ন্যায়। নারায়ণ শেষ শয্যায় এখানে শয়ান ছিলেন। অমৃতলাভের জন্য এই সমুদ্র সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক মন্থন করা হইয়াছিল। অন্য মতে, আরাল হ্রদ।

ক্ষেত্রমিতি (Mensuration)—জ্যামিতির শাখা। ক্ষেত্র মাপিবার রীতি ও পদ্ধতি। বাংলায় ক্ষেত্র মাপিবার কাঠাকালি, বিঘাকালি ইত্যাদি ক্ষেত্রমিতির অন্তর্গত।

খ

খড়ি—চূণাপাথরবিশেষ। ইংলণ্ডে খড়ির পাহাড় আছে। খড়ির মধ্যে চকমকি পাথর আছে। খড়ি পুড়াইলে পাথুরে চুণ হয়। লিখিবার খড়ি কৃত্রিম উপায়ে চুণ হইতে তৈয়ারী হয়।

খনার বচন—বঙ্গদেশে প্রচলিত পদ্যাকারে রচিত কতিপয় প্রবাদ বচন। 'খনার বচন' বলিতে খনা-নামক কোন নারীবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। বিভিন্ন খনার বচনের রচনা-রীতির অসামঞ্জস্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উহার মধ্যে অনেক ব্যক্তির রচনা প্রক্ষিপ্ত আছে। কাহারও কাহারও মতে খনার বচনগুলির মধ্যে কতকগুলি কবি জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। পরে যুগে যুগে বিভিন্ন লোক আপন আপন রচনা খনার নামে চালাইয়া দিয়াছে। [চরিতাবলীতে 'খনা' দ্রঃ। 'প্রবচন সংগ্রহ' দ্রঃ।]

খনি, পৃথিবীর—বহু যুগ হইতে মানুষ লোহা, সোনা, কয়লা, মাটি খুঁড়িয়া সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে খনি হইতে খনিজ পদার্থ কিছু বৈজ্ঞানিক উপায়ে তুলিবার ব্যবস্থা আছে। খনিতে নামিবার জন্য খাঁচার মত জিনিস আছে। কলের সাহায্যে সেই খাঁচা লইয়া লোক ওঠানামা করে। খনিতে আজকাল দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। খনিবিদ্যা শিক্ষার জন্য ধানবাদে মাইনিং বিদ্যালয় আছে। সবচেয়ে গভীর খনি হইতেছে ব্রেজিলে। উহা ৮০০০ ফুট। পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়েকটি খনিজ পদার্থ ও তাহাদের খনি নিম্নে দেওয়া হইল:—(১) অ্যালুমিনিয়াম—যুক্তরাষ্ট্র। (২) অ্যাস্‌বেস্টস—কানাডার কুইবেক। (৩) কয়লা—যুক্তরাষ্ট্র (সর্ব্বাপেক্ষা বেশী), কানাডা, মেক্সিকো, ইংলণ্ড, ওয়েলস্, বেলজিয়াম, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, স্পেন, রাশিয়া ইত্যাদি পৃথিবীর বহু স্থান। (৪) কেরোসিন ও পেট্রোল—পারস্য, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ককেশিয়া, পেরু, জাঞ্জিবার, পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়া ইত্যাদি। কালিফোর্ণিয়া, ককেশিয়ার বাকু ও মেক্সিকোয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। (৫) গন্ধক—ইটালী, জাপান, চিলি। দামী পাথর—সিংহলে চুনি, নীলমণি, মেক্সিকোতে ওপ্যাল পাথরের খনি। (৬) টিন—মালয়, ইংলণ্ড, বলিভিয়া, আলজিরিয়া, নাইজিরিয়া। মালয়ে সবচেয়ে বেশী টিন আছে। (৭) তামা—যুক্তরাষ্ট্র ও স্পেনের সিয়েরা মরেণায় তামা সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। (৮) দস্তা—বলিভিয়া, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানী, স্পেন, ইন্দোচীন, মালয়। (৯) নিকেল—নরওয়ে, কানাডার অন্টারিও (এখানে সবচেয়ে বেশি নিকেল পাওয়া যায়)। (১০) পারদ—মেক্সিকো, ইটালী, অস্ট্রিয়া, মালয়। যুক্তরাষ্ট্র ও স্পেনের সিয়েরা মরেণায় সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। (১১) প্লাটিনাম—মেক্সিকো, উরাল পর্ব্বতশ্রেণী। উরাল পর্ব্বতশ্রেণীতে পৃথিবীর ১০ ভাগের ৯ ভাগ প্লাটিনাম পাওয়া যায়। (১২) রূপা—উত্তর আমেরিকা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, পেরু, বলিভিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলস, মালয়, স্পেন। মেক্সিকো প্রথম ও যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়। (১৩) লোহা—কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, রাশিয়া, বেলজিয়াম, স্পেন, সুইডেন, চীন, জাপান ইত্যাদি। সুইডেন ও স্পেনের বিলবাও নামক স্থানের লোহা সবচেয়ে ভাল। যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী লোহা পাওয়া যায়। (১৪) সীসা—যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, বেলজিয়াম, জার্ম্মানী, স্পেন, অস্ট্রিয়া, মালয় ইত্যাদি। যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী সীসা পাওয়া যায়। (১৫) সোনা—ট্রান্সভাল, প্রিটোরিয়া, মাদাগাস্কার, গ্যাম্বিয়া, গোল্ডকোস্ট, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, নোভাস্কোসিয়া, অন্টারিও, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা ও গিয়ানা, অস্ট্রেলিয়া, সাইবেরিয়া, চীন, মালয় উপদ্বীপ, ভারত ইত্যাদি। স্বর্ণ উৎপাদনে ট্রান্সভাল প্রথম ও যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়। নোভাস্কোশিয়ার স্বর্ণ সবচেয়ে বিশুদ্ধ। (১৬) হীরা—দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লে।

খনি, ভারতের—অভ্র-খনি—বিহার প্রদেশের হাজারিবাগ অঞ্চলে এবং মাদ্রাজের নেলোর জেলায় অভ্রের খনি আছে।

কয়লার খনি—বিহার প্রদেশের ঝরিয়া, গিরিডি প্রভৃতি অঞ্চলে, বাঙ্গালার রাণীগঞ্জ ও আসানসোলে, মধ্য ভারতে ও বিন্ধ্যপ্রদেশে অনেক কয়লার খনি আছে।

কেরোসিন তেল ও পেট্রোলিয়ামের খনি—উত্তর-পূর্ব্ব আসামে কেরোসিনের খনি আছে।

চূণের খনি—আসামের খাসিয়া, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পর্ব্বতে চূণের খনি আছে।

লবণের খনি—পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের খনিতে সৈন্ধব ও করকচ লবণ পাওয়া যায়।

লোহার খনি—উড়িষ্যার সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে, মাদ্রাজের সালেম অঞ্চলে এবং বিন্ধ্যপ্রদেশের স্থানে স্থানে লৌহ-খনি আছে।

সোনার খনি—মহীশূরের কোলার এবং অনন্তপুরে স্বর্ণখনি আছে।

খয়রা অধ্যাপক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ। বিহারের সারণ জেলার খয়রা নামক স্থানের মহিলা জমিদার বাগেশ্বরী ও কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ৫টি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয় তাহাকে খয়রা অধ্যাপক পদ বলা হয়। এই পাঁচটি পদ হইতেছে—ভারতীয় সুকুমার শিল্প, ভাষাতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও কৃষি। ১৯২১-এ এই পদগুলি সৃষ্টি হয়।

খরোষ্ঠি লিপি—খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে প্রচলিত একপ্রকার লিপি। মধ্য-এশিয়া ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইহা প্রচলিত ছিল। ইহা আরবী পারসীর মত ডান দিক্ হইতে বাম দিকে লেখা হইত। এই সব পুঁথির ভাষা ছিল প্রাকৃত ও পালি।

বর্তমানে এই অক্ষর দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে এবং সমস্ত পালি গ্রন্থ রোমান (ইংরাজী) লিপিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

খলিফা—ইসলামের ধর্মগুরু ও আরবের ভূতপূর্ব্ব রাজা। হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর যে সকল ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত পদগৌরব লাভ করেন, তাঁহাদের উপাধি ছিল 'খলিফা'। খলিফা শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী। প্রথম খলিফা হন মোহাম্মদের শ্বশুর আবুবকর। দ্বিতীয় খলিফা হন মোহাম্মদের শ্বশুর ওমর। তৃতীয় খলিফা ওসমানের পর খলিফার পদ লইয়া মোহাম্মদের জামাতা আলি হায়দার এবং তাঁহার এক শিষ্য মাবিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ইহার পর মাবিয়ার পুত্র এজিদ খলিফা হন। এজিদের বংশ প্রায় একশত বৎসর খলিফার পদ অধিকার করিয়াছিল। অতঃপর মোহাম্মদের এক জ্ঞাতি আব্বাসের একজন বংশধর উক্ত পদ পান। আব্বাস-বংশীয় খলিফাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হারুণ-অর্-রশিদ। ৬৩২—৬৬১ পর্য্যন্ত মদিনায় ৪ জন, ৬৬১—৭৫০ পর্য্যন্ত দামস্কসে ১৩ জন এবং ৭৫০—১২৫৮ পর্য্যন্ত বাগদাদে ৩৭ জন খলিফা রাজত্ব করেন। অতঃপর তুরস্কের সুলতান বলপূর্ব্বক খলিফার পদ অধিকার করেন। তদবধি তুরস্কের সুলতান-গণই ঐ পদ অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন। মোস্তাফা গাজী কামাল আতাতুর্ক সুলতানের পদ উঠাইয়া দিলে খলিফার পদও লোপ পায়।

খাকসার আন্দোলন—আল্লামা ইনায়েতুল্লাহ মাসবেরী কর্তৃক ১৯৩২-এ প্রবর্ত্তিত আন্দোলন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল কোরাণের শিক্ষার দিকে প্রত্যা-বর্ত্তন। প্রকৃত ইসলামের প্রচার ও ভারতীয় মুসলিমদের শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। খাকসারদের পোষাক ছিল খাকি উর্দ্দি, পেশোয়ারি চটি ও খাকি পাগড়ি।

খাজুরাহোর মন্দির—প্রাচীন জেজক-ভুক্তির (বা আধুনিক বুন্দেলখণ্ডের) চন্দেল্ল-বংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি যশোবর্ম্মার নির্ম্মিত কতিপয় বিখ্যাত মন্দির। শিল্প-সৌন্দর্য্যের জন্য মন্দিরগুলি বিখ্যাত।

খাজোয়ার যুদ্ধ—শাহ্ জাহানের দ্বিতীয় পুত্র শুজার সহিত তাঁহার তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের ১৬৫৯-এ খাজোয়া নামক স্থানে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আওরঙ্গজেব নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিজয়ী হন এবং তাঁহার সেনাপতি মীর জুমলা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া শুজা আরাকানে পলায়ন করেন।

খাণ্ডব-দাহ—মহাভারতে কথিত আছে, একবার অগ্নিদেব শ্বেতকী রাজার দীর্ঘকাল-ব্যাপী যজ্ঞের হবিঃ ভোজন করিয়া উদরাময়-রোগে আক্রান্ত হন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মার উপদেশে মাংসভক্ষণের জন্য খাণ্ডব বন দগ্ধ করিতে যান। কিন্তু বনটি ইন্দ্রদেবের রক্ষিত ছিল; সুতরাং তিনি বৃষ্টি দ্বারা আগুন নিবাইয়া দিলেন। অতঃপর অগ্নিদেব কৃষ্ণার্জ্জুনের শরণ লইলে কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অগ্নিকে খাণ্ডবদহনে সাহায্য করেন। অগ্নিদেবও অতঃপর নিরাময় হন এবং অর্জ্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয়তূণীর ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করেন।

খাদ্যপ্রাণ—দেহের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ প্রতিষেধের জন্য এই জাতীয় উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজন। ইহার কয়েকটি শ্রেণী-বিভাগ আছে :—

কড্ লিভার অয়েল, দুধ, ডিম, টাট্‌কা তরিতরকারী, বাঁধাকপি, পালং শাক প্রভৃতিতে 'এ' খাদ্যপ্রাণ থাকে। ইহার অভাবে শরীর পুষ্ট হয় না এবং 'জেরো-অফ্থ্যালমিয়া' নামক চক্ষুঃপীড়া দেখা দেয়। উত্তাপে ইহা নষ্ট হয়।

অঙ্কুরিত ছোলা, মটর, মুগ, টমেটো প্রভৃতিতে 'বি' খাদ্যপ্রাণ প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহা জলে গলিয়া যায়। ইহার অভাবে বেরি-বেরি ও পেলাগ্রা নামক চর্ম্মরোগ জন্মে।

পাতিলেবুর রস, দুধ, টাট্‌কা তরিতরকারী, ফলমূল প্রভৃতিতে 'সি' খাদ্যপ্রাণ প্রচুর পরি-মাণে থাকে। ইহাও জলে গলিয়া যায়। ইহার অভাবে স্কার্ভি ও রিকেট্ রোগ জন্মে।

ডিমের কুসুম, কড্ লিভার অয়েল, ডাইল এবং দুধে প্রচুর পরিমাণে 'ডি' খাদ্যপ্রাণ থাকে। ইহাতে শক্তিবৃদ্ধি করে; ইহার অভাবে দাঁতের পুষ্টি হয় না এবং রিকেট্ রোগ জন্মে।

চাউল, গম, যব, আটা, ডিমের কুসুম প্রভৃতিতে 'ই' খাদ্যপ্রাণ প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহার অভাবে শরীরের বৃদ্ধি হয় না।

নানাপ্রকার উদ্ভিদ্‌কোষে ও আলফালফা নামে একপ্রকার তৃণে 'কে' জাতীয় খাদ্যপ্রাণ থাকে। ইহার অভাবে রক্তপাত হইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া রক্তপাত হয়।

'পি' জাতীয় খাদ্যপ্রাণ 'সি' জাতীয় খাদ্যপ্রাণের সঙ্গে থাকে।

'বি' জাতীয় খাদ্যপ্রাণ বহুপ্রকারের আছে। ইহাকে 'বি-সমষ্টি' (Vatamin B-Complex) বলে।

খানুয়ার যুদ্ধ—১৫২৭-এ মহারাণা সংগ্রাম সিংহের সহিত বাবরের খানুয়া (বা কানোয়া) নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। তাহাতে বাবর জয় লাভ করেন।

খাল—পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত খালগুলি ও তাহাদের পরিসর নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্বেতসাগর খাল	—	১৫২ মাইল
সুয়েজ খাল (মিশর)	—	১০০ "
মস্কো-ভল্গা খাল (রাশিয়া)	—	৮০ "
আলবার্ট খাল (বেলজিয়াম)	—	৮০ "
কিয়েল খাল (জার্ম্মানি)	—	৬১ "
পানামা খাল (আমেরিকা)	—	৫০ "
এল্‌ব্ খাল (জার্ম্মানি)	—	৪১ "
ম্যাঞ্চেষ্টার খাল (ইংলণ্ড)	—	৩৫ "
ওয়েল্যাণ্ড খাল (কানাডা)	—	২৬ "
অ্যাম্‌স্টার্ডাম খাল (হলাণ্ড)	—	১৬ "

খালসা—চরিতাবলীতে 'গোবিন্দ সিংহ' দ্রঃ।

খালসা-সৈন্য—পঞ্জাবের বিখ্যাত শিখ-নৃপতি রণজিৎ সিংহ 'খালসা' নামে একটি প্রবল সৈন্যদল গঠন করেন। ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে এই সৈন্যবল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়।

খাসিয়া জাতি—পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের এক শ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতি। ইহাদের রং হলুদে, চোখ সরু ও টানা এবং গালের হাড় উঁচু। ইহারা জীব-জন্তু শিকার করিয়া তাহাদের মাংস খায়। ইহারা তীর, ধনু, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করে। চাউল ও শুঁট্‌কী মাছ ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা ধুতি, জামা, চাদর এবং চূড়া-বাঁধা পাগড়ী পরিয়া থাকে। ইহারা কুঁড়ে ঘরে বাস করে। ইহারা মৃতদেহ প্রথমে পোড়াইয়া অস্থি সংগ্রহ করে; পরে ঐ অস্থি মাটিতে পুঁতিয়া চিতার কাছে মোরগ বলি দেয়। ইহাদের কোন লিখিত ভাষা নাই। ইহাদের সমস্ত কথাই একাক্ষর।

খিলজী-বংশ—জালালউদ্দীন খিলজী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশকে খিলজী-বংশ বলা হয়। খিলজী-বংশ দিল্লীতে ১২৯০ হইতে ১৩২০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহারাই দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুসলমান-জয়ের সূচনা করেন।

খিলাফৎ আন্দোলন—প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হইলে ও খলিফাদের সাম্রাজ্য নষ্ট হইলে ভারতের মুসলমানগণ ১৯২০-এ এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল খলিফার হৃত-গৌরব উদ্ধার করা। কামাল পাশা খলিফার পদ তুলিয়া দিলে ঐ আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায়।

খৃষ্টান ধর্ম্ম—যীশু খৃষ্ট কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত। New Testament নামক ধর্ম্ম-গ্রন্থে ইহার বিশদ বিবরণ লিখিত আছে। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক

খৃষ্টান। বর্তমানে এই ধর্মমতের অনুবর্তিগণ Catholic ও Protestant এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

খৃষ্টাব্দ—খৃষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশু খৃষ্টের জন্মদিবস হইতে গণিত বৎসর। বর্তমানে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে খৃষ্টের জন্মের অন্ততপক্ষে তিন চারি বৎসর পর হইতে খৃষ্টাব্দ গণনা করা হইয়াছিল। A. D. অর্থ Anno Domini অর্থাৎ The Year of the Lord বা প্রভু বা খৃষ্টের বৎসর। B. C. বলিলে Before Christ বা খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ববর্তী বৎসর বুঝায়।

খেদিভ—মিশরের সুলতানের উপাধি।

খোকর জাতি—মধ্য-পঞ্জাবের একটি প্রাচীন শক্তিশালী জাতি। ইহারা ১২০৫-এ সুলতান মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তিনি কঠোর হস্তে উহাদিগকে দমন করেন।

খোদা-ই-খিদমদগার—এই শব্দটির অর্থ হইতেছে—'ঈশ্বরের সেবক'। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জননেতা ও প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-কর্ম্মী খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ এই নামে একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। এখন ঐ দলের অস্তিত্ব নাই।

খোন্দ জাতি—উড়িষ্যার একটি অসভ্য জাতি। ইহারা পূর্ব্বে নরবলি দিত। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা দণ্ডনীয় করিয়া ইহার লোপ করেন।

গ

গঙ্গ-বংশ—১। উড়িষ্যার বিখ্যাত রাজবংশ। ইহা 'পূর্ব্ব গঙ্গ-বংশ' নামে খ্যাত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই বংশের রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২। ইহা 'পশ্চিম গঙ্গ-বংশ' নামে খ্যাত। মহীশূরে এই বংশের রাজারা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গণ্ডোয়ানার যুদ্ধ—মধ্য-ভারতে নর্মদা-তীরে গণ্ডোয়ানা নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ ১৫৬৪-এ ঐ রাজ্য আক্রমণ করিলে রাণী দুর্গাবতীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাণী পরাজিত হন।

গণ্ডোলা (Gondola)—ইহা ইটালী দেশীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র প্রমোদ-তরী। ইহা ভিনিসে বিশেষ প্রচলিত। ইহার একটিমাত্র দাঁড়।

গথ জাতি (Goths)—ইউরোপের বিখ্যাত ঐতিহাসিক জাতি। ইহারা প্রাচীন টিউটন জাতিরই একটি শাখা। ইহারা ইহাদের আদিম বাসস্থান বাল্টিক প্রদেশ হইতে মধ্য-ইউরোপে চলিয়া আসে। ৪১০-এ ইহারা গ্রীস ও রোম জয় করে এবং খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য-ইউরোপে বিরাট্ প্রভাব বিস্তার করে। ক্রমে ক্রমে অষ্টম শতকের মধ্যে ইহারা স্পেনীয়দের সহিত মিশিয়া যায়।

গরিলা—লাঙ্গুলবিহীন বৃহত্তম বানর। ইহারা দেখিতে কতকটা মানুষের মত। ইহারা আফ্রিকার গভীর অরণ্যে বাস করে। ইহারা অতিশয় বলশালী; বলে হস্তীকেও ইহারা পরাস্ত করিতে পারে। ইহারা উচ্চতায় ৬ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; পূর্ণবয়স্ক গরিলার বুক ৮০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। ইহারা বৃক্ষে বাস করে এবং ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করে।

গরিলা-যুদ্ধ (Guerilla warfare)—সাধারণ যুদ্ধের নিয়মকানুনবর্জ্জিত যুদ্ধ। সাধারণতঃ আক্রান্ত দেশের কিছু লোক যখন আক্রমণকারী সৈন্যদের উপর গুপ্ত স্থান হইতে সহসা বাহির হইয়া মাঝে মাঝে আক্রমণ চালায়, এবং প্রয়োজন মত আবার আত্মগোপন করে তখন এইরূপ আক্রমণকে গরিলা-যুদ্ধ বলা হয়।

গল (Gaul)—ফ্রান্সের প্রাচীন নাম। উহার অধিবাসীদিগকেও প্রাচীনকালে 'গল' বলা হইত।

গল্ফ্ (Golf)—একপ্রকার খেলা। মাথা-বাঁকান দণ্ড ও শক্ত বল দিয়া ইহা খেলিতে হয়। এই খেলার জন্য কিছু দূরে দূরে পর পর কয়েকটি তৃণাচ্ছাদিত সমতল ছোট ছোট মাঠ সজ্জিত থাকে; ঐগুলিতে এক একটি গর্ত থাকে। দণ্ড দিয়া বল মারিয়া একে একে ঐ সকল গর্তে ফেলিয়া খেলা শেষ করিতে হয়। যে সবচেয়ে কম আঘাত করিয়া খেলা শেষ করে, সে-ই জয়ী হয়।

গলা-ভাঙা—গলার যে পেশীর সাহায্যে স্বর বাহির হয়, ধাক্কা প্রভৃতিতে তাহাতে আঘাত লাগিলে, গলা ভাঙ্গিয়া যায়।

গাইসার—পৃথিবীর গর্ভে কোন কোন স্থানে জল জমিয়া উষ্ণ হয় এবং পরে বেগে উপরে উঠে। ইহাকে গাইসার (Geyser) বলে। যুক্তরাষ্ট্রে ইয়েলোষ্টোন পার্কে ওল্ড ফেথফুল নামে গাইসারের জল ৬৫ মিনিট অন্তর ১০০ ফুট উচ্চে উঠে। Giant G হইতে শুঁড়ের মত গরম জল ২৫০ ফুট উঁচুতে উঠে ও ৯০ মিনিট স্থায়ী হয়। আইসল্যাণ্ডে সবচেয়ে বেশী গাইসার আছে।

গান্ধার—(সঙ্গীত) ১। রাগ-বিশেষ। ইহা সৈন্ধবী, ধানশ্রী, তোড়ী বা দেবগিরি, আশাবরী, গৌরী, ভৈরব ও সিন্ধু অথবা ভৈরব, দেশী ও সিন্ধু যোগে উৎপন্ন। ২। স্বরবিশেষ। ইহা সপ্তস্বরের তৃতীয়; ইহা ছাগস্বর তুল্য এবং নাভি-সমুত্থিত বায়ুর কণ্ঠ ও শীর্ষে আঘাত দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহার দুই শ্রুতি, —ক্রোধী ও রৌদ্রী। ইহা কোমলরূপেও ব্যবহৃত হয়।

গান্ধী-আরুইন চুক্তি—লর্ড আরুউইন যে সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন, সেই সময় তাঁহার সহিত কংগ্রেসের মুখপাত্র-স্বরূপে মহাত্মা গান্ধীর একটি চুক্তি হয়। উহাতে গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের কয়েকটি প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মহাত্মা গান্ধীও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। এই চুক্তি ১৯৩১-এ ৫ই মার্চ্চ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখে।

গায়কোয়াড়—বরোদার প্রাক্তন মহারাষ্ট্র রাজার উপাধি।

গারো—গারো পাহাড়ের অধিবাসী খর্ব্বকায় পার্ব্বত্য জাতি-বিশেষ। ইহাদের গায়ের রং কালো, মুখ গোল ও নাক চেপ্টা। ইহারা বেশী লম্বা হয় না। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন। কুকুর ছাড়া অন্য কোন জীব ইহারা পোষে না। ইহারা সূর্য্য এবং নানাবিধ গাছের পূজা করিয়া থাকে। ইহারা তামাক, তুলা, ধান প্রভৃতি ফসলের চাষ করে, কাপড় বোনে, বাঁশের ঝুড়ি তৈয়ারী করে এবং জঙ্গল হইতে হাতীর দাঁত সংগ্রহ করে।

গাহড়বাল-বংশ—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কনোজে গারহোয়ার নামক রাজপুত জাতির একটি শাখা রাজ্য স্থাপন করে। ইহাই পরে 'রাঠোর' নামে খ্যাত হয়। এই বংশের রাজা গোবিন্দচন্দ্র অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন; তাঁহার পৌত্র জয়চাঁদ এই বংশের শেষ রাজা।

গিনি (Guinea)—১। বিলাতে প্রচলিত মুদ্রাবিশেষ। ইহার মূল্য ২১ শিলিং। ১৬৬৩ হইতে ১৮১৭ পর্য্যন্ত ইহা প্রচলিত ছিল। আফ্রিকার গিনি উপকূল হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণ হইতে ইহা প্রথমতঃ প্রস্তুত হইত বলিয়া ইহার নাম হয় 'গিনি'।

গিনি-পিগ (Guinea-pig)—শশক-জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণিবিশেষ। দক্ষিণ আমেরিকা ইহাদের বাসভূমি। ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য ইহাদের ব্যবহার আছে।

গিবন (Gibbon)—দীর্ঘবাহু, লাঙ্গুলহীন বানর-জাতীয় জীব। সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলিতেই ইহাদের দেখা যায়।

গিরিয়ার যুদ্ধ—মুর্শিদাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে একটি বিশাল প্রান্তরের নাম গিরিয়া। ইহার মধ্যস্থিত গিরিয়া নামে একটি প্রসিদ্ধ পল্লী হইতে এই নাম হইয়াছে। ইহার

আয়তন পলাশীর প্রান্তর অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাকে অনেকে মুর্শিদাবাদের পাণিপথ বলেন। ১৭৪০-এ এখানে গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁ আলিবর্দ্দী খাঁর কাছে পরাজিত হন।

গিলোটিন (Guillotine)—ফরাসী-বিপ্লবের সময় নরহত্যার জন্য ব্যবহৃত যূপ-অস্ত্রবিশেষ। ১৭৮৯-এ ডাঃ গিলোটিন French National Council-এ ইহার প্রচলনের প্রস্তাব করেন। তাঁহারই নাম হইতে ইহার নাম 'গিলোটিন' হয়।

গুপ্তবংশ—ভারতের প্রসিদ্ধ রাজবংশ। এই বংশের রাজারা ৩২০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ও পৌত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত এবং পৌত্র স্কন্দগুপ্তের সময় হূনগণ ভারত আক্রমণ করে। হূনেরাই গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। এই বংশের শেষ সম্রাট্ বুধগুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত-সাম্রাজ্য একরকম লোপ পায়। বাংলার রাজা শশাঙ্কও (৭ম শতাব্দী) পরবর্ত্তী গুপ্তদেরই বংশধর (পিতা মহাসেন গুপ্ত)। গুপ্ত রাজারা বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজত্বকালে দেশের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। এই জন্য ঐ সময়কে ভারতের ইতিহাসে 'স্বর্ণ-যুগ' বলে।

গুর্খা—নেপালের দক্ষিণ অংশকে 'গোরখা' বলে। প্রথমে সেই স্থানের অধিবাসীকেই 'গোর্খা' বা 'গুর্খা' বলা হইত। এখন নেপালীদিগকে সাধারণ ভাবে 'গুর্খা' বলা হয়।

গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশ—গুর্জ্জরগণ সম্ভবতঃ হূনদিগের সহিত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই গুর্জ্জরগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রতীহারগণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতীহারগণ আপনাদিগকে রামায়ণের বীর লক্ষ্মণের বংশধর বলিয়া দাবী করিত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রতীহার বংশের সাম্রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষভাগেই এই বংশের গৌরব ও সাম্রাজ্য লোপ পায়। প্রথম ভোজদেব, প্রথম মহেন্দ্রপাল, প্রথম মহীপাল প্রভৃতি এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা।

গোগুণ্ডার যুদ্ধ—'হলদীঘাটের যুদ্ধ' দ্রঃ।

গোমতেশ্বর—জৈন ঋষি গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি। ইহা মহীশূর রাজ্যে শ্রবণবেলগোলা সহরের নিকটে অবস্থিত। মূর্ত্তিটি ৫৭ ফুট উচ্চ এবং পাহাড়ের উপরে একটিমাত্র পাথর কুঁদিয়া নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ ২০০০ বৎসরের পুরাণ।

গোল গম্বুজ—বিজাপুরের মোহাম্মদ আদিল শাহের সমাধিমন্দির। পৃথিবীর মধ্যে ইহা দ্বিতীয় বৃহত্তম গম্বুজ। ১৬৫৬-এ ইহা নির্ম্মিত হয়। গম্বুজটি মেজে হইতে ১৯৮ ফুট উচ্চে নির্ম্মিত। ইহা স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যের জন্য অতিশয় বিখ্যাত।

গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference)—ভারতের নূতন শাসন-প্রণালী রচনা করিবার জন্য লণ্ডনে ভারতীয় ও বৃটিশ রাজনীতিকগণের তিনটি বৈঠক বসে। ইহাই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক নামে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩১) মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের মুখপাত্রস্বরূপ যোগদান করিয়া ভারতের স্বাধীনতার দাবী জগৎসমীপে ঘোষণা করেন।

গোলাপের যুদ্ধ (Wars of the Roses)—ইংরাজদের ঘরোয়া যুদ্ধ (১৪৫৫—৮৫)। ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কেস্টার-পরিবারের চিহ্ন ছিল লাল গোলাপ ফুল এবং ইয়র্ক-পরিবারের চিহ্ন ছিল সাদা গোলাপ ফুল। ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের অধিকার লইয়া এই দুই পরিবারে যে যুদ্ধ বাধে, তাহাই 'গোলাপের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। ইহা রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের সময় আরম্ভ হয় এবং তৃতীয় রিচার্ডের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়।

গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড (Gold Standard)—যখন কোন দেশ স্বর্ণমুদ্রার সাহায্যে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং মুদ্রা ও পণ্য-মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তখন উহা গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড বা 'স্বর্ণমান' অবলম্বন করিয়াছে বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে স্বর্ণমান অনুযায়ী লেনদেন বন্ধ থাকে এবং ১৯২৫-এ ইংলণ্ড স্বর্ণমান আবার গ্রহণ করে; কিন্তু ১৯৩১ হইতে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ইহা পরিত্যক্ত হয়।

গ্যালিনা (Galena)—গন্ধক মিশ্রিত খনিজ সীসক। ইহাতে ৮০% সীসা আছে।

গ্যাস (Gas)—বায়বীয় পদার্থ। ইহা উত্তাপে বর্দ্ধিত হইয়া বৃহত্তম স্থানকেও পূর্ণ করিতে পারে এবং তাপের অভাবে প্রবল চাপের অধীনে তরল আকারও ধারণ করিতে পারে। মৌলিক ও যৌগিক—এই দুই শ্রেণীর গ্যাস আছে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মৌলিক গ্যাস এবং কার্ব্বন মনোক্সাইড, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি যৌগিক গ্যাস।

গ্রহ—যে সকল জ্যোতিষ্ক সর্ব্বদা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, তাহাদিগকে গ্রহ বলে। বুধ (সূর্য্য হইতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে), শুক্র (৬ কোটি ৭০ লক্ষ), পৃথিবী (৯ কোটি ৩০ লক্ষ), মঙ্গল (১৫ কোটি ৩০ লক্ষ), বৃহস্পতি (৪৮ কোটি ২০ লক্ষ), শনি (৮৮ কোটি ৬৮ লক্ষ), ইউরেনাস (১৭৮ কোটি ২০ লক্ষ), নেপচুন (২৭৯ কোটি ২০ লক্ষ)—এই গ্রহগুলি প্রধান। আর একটি নবাবিষ্কৃত গ্রহের নাম প্লুটো (৩৮০ কোটি)।

গ্রহণ—চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর সমরেখায় আসিয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হয়, তখন পৃথিবীর একাংশের নিকট উহা সূর্য্যের কিয়দংশ আড়াল করে; ইহাকে বলে 'সূর্য্যগ্রহণ'। আবার যখন উহা ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর বিপরীত দিকে সূর্য্য ও পৃথিবীর সমরেখায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হইয়া উহাকে অন্ধকার করে। ইহাকে বলে 'চন্দ্রগ্রহণ'।

গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids)—সিরিস নামে একটি ছোট গ্রহ পিয়াজি কর্ত্তৃক ১৮০১-এ আবিষ্কৃত হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে ১৫০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার হয়। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ একত্রে গ্রহাণুপুঞ্জ নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ গ্রহের ব্যাস ৫০ মাইলের মধ্যে। সিরিস (ব্যাস ৪৮০ মাইল), প্যালাস (৩০৬), ভেস্টা (২৪৬) ও জুনো (১২১) ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম বলিয়া এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রহাণুপুঞ্জ সূর্য্য হইতে ২৮ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত।

গ্রামোফোন—Record বা গোলাকার স্বরধর চাকতি যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দে পুনরায় স্বর প্রকাশ ও বিবর্দ্ধন করে তাহাকে গ্রামোফোন বলে। ইহা E. Berliner কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত।

গ্রীকজাতি—ইউরোপের গ্রীসদেশের অধিবাসী। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্য জাতি। ইহারা প্রথমে প্রকৃতি-উপাসক পৌত্তলিক ছিল, পরে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। দৈহিক গঠন-সৌন্দর্য্যে, বীরত্বে এবং ভাস্কর্য্যেও ইহারা অতুলনীয় ছিল। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রীক-সভ্যতার নিকট ঋণী। কালক্রমে রোমকদিগের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকদিগের পতন আরম্ভ হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডল—কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তির মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে গ্রীষ্মমণ্ডল বলে।

গ্রেট বেয়ার (Great Bear)—উত্তর আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল নামক তারকাপুঞ্জের ইংরাজী নাম ['সপ্তর্ষি মণ্ডল' দ্রঃ]।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক প্যাসিফিক রেলওয়ে (Grand Trunk Pacific Railway)—কানাডার বিখ্যাত রেলপথ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬০০ মাইল।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—হাওড়া হইতে দিল্লী

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারতের দীর্ঘতম রাস্তা। ইহা শের শাহ্ কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। অবশ্য পরে ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

গ্র্যাফাইট (Graphite)—বাংলায় ইহাকে 'কৃষ্ণ সীসক' (black lead) বলে। কিন্তু ইহা আদৌ সীসক নহে। ইহা একপ্রকার কার্বন, এবং লেড-পেন্সিল তৈয়ারি করিতে ব্যবহৃত হয়।

গ্লিসারিন (Glycerine)—একপ্রকার বর্ণহীন, তৈলাক্ত পদার্থ। ইহার স্বাদ মিষ্ট। ঔষধে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

গ্ল্যাণ্ড (Gland)—দেহের অভ্যন্তরস্থ যে সকল মাংসগ্রন্থি হইতে বিভিন্ন প্রকার রস নির্গত হয়, তাহাদিগকে 'গ্ল্যাণ্ড' বলে। গ্ল্যাণ্ড-গুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যে সকল গ্ল্যাণ্ড হইতে রস নির্গত হইয়া রক্তস্রোতে মিশিয়া যায়, তাহাদিগকে অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ড (gland of internal secretion) বলা হয়, আর যে সকল গ্ল্যাণ্ডের রস অন্য কোন দেহাংশে চালিত হয়, তাহাদিগকে বহিঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ড (gland of external secretion) বলে। বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ডের কাজও বিভিন্ন। লালাগ্রন্থি (salivary gland) হইতে লালা, হৃৎপিণ্ড হইতে দুগ্ধ ও যকৃৎ হইতে পিত্তরস প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঘ

ঘড়ি, প্রসিদ্ধ—(১) লণ্ডনের পার্লামেণ্ট ভবনের মাথার ঘড়ি (Big Ben) ৩৬০ মণ ওজনের। রাস্তা হইতে ১৮০ ফুট উচ্চ। মিনিট-কাঁটা ১৪ ফুট লম্বা ও কুণ্ডটির ওজন ৪ হন্দর। ডায়াল ২৩ ফুট চওড়া। দোলক ১৩ ফুট লম্বা। ইহা ১৮৫৬-এ প্রথম প্রস্তুত হয়। (২) Shell Mex Ltd.-এর ঘড়ি Big Ben হইতেও বড়। (৩) স্ট্রাসবুর্গের গির্জ্জার ঘড়িও অদ্ভুত। এই ঘড়িতে প্রতি ঘণ্টায় একজন দুইজন করিয়া বারোজন খৃষ্টের শিষ্য ঘণ্টা বাজান। মূর্ত্তিগুলি ধাতুর দ্বারা তৈয়ারী। ১৫৭৪-এ ইহা নির্ম্মিত হয়।

ঘণ্টা, বড়—পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘণ্টা-গুলির নাম ও তাহাদের মোটামুটি ওজন নিম্নে দেওয়া হইল।

ঘণ্টা	ওজন
মস্কোর বৃহৎ ঘণ্টা (পৃথিবীর বৃহত্তম)	২০০ টন
ব্রহ্মদেশের মিনগুনের বড় ঘণ্টা	১২৫ ,,
পিকিং-এর বড় ঘণ্টা	৫৫ ,,
রুশিয়ার নভোগোরোডের ঘণ্টা	৩১ ,,
কোলোন গির্জ্জার ঘণ্টা	২৬ ,,
লেনিনগ্রাডের সেণ্ট আইজাকের গির্জ্জার ঘণ্টা	২২ ,,
অস্ট্রিয়ার আউলমুজের ঘণ্টা	১৮ টন
প্যারিসের নোদরদামের ঘণ্টা	১৮ ,,
ভিয়েনার ঘণ্টা	১৮ ,,
লণ্ডনের সেণ্ট পল গির্জ্জার ঘণ্টা	১৭ ,,
ফ্রান্সের সিউসের ঘণ্টা	১৩ ,,
মণ্ট্রিয়লের (রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা) ঘণ্টা	১৩ ,,
ইয়র্কের ঘণ্টা	১২ ,,
ওয়েস্টমিনস্টারের বিগবেন	১১ ,,
সাইলেসিয়ার গোরলিজ	১০ ,,
ব্রাগস্	১০ ,,

মস্কোর ঘণ্টাটি ১৭৩৩-এ প্রস্তুত হয়। ইহা ২১ ফুট উচ্চ এবং ইহার ব্যাস ২১ ফুট।

চ

চড়ক পূজা—চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজার উৎসবকে চড়কপূজা বলা হয়। অপর নাম গাজন। পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গে বাণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শিবের ভক্ত ছিলেন। শিবকে প্রীত করিবার জন্য তিনি নাচগান করিয়া নিজের দেহের রক্ত বাহির করিয়া মহাদেবকে দিতেন। ইহা হইতেই গাজন বা চড়ক উৎসবের উৎপত্তি। এই উৎসবের অঙ্গস্বরূপ শরীরের স্থানবিশেষ বেঁধা হইত। ১৮৬৩-এ আইন করিয়া ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

চন্দেল্ল-বংশ—প্রতীহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে যে কয়টি রাজবংশ প্রাধান্য লাভ করে, তাহাদের মধ্যে জেজকভুক্তির চন্দেল্ল-বংশ অন্যতম। মহোবা, খাজুরাহো ও কালিঞ্জর দুর্গ এক এক সময়ে ইহাদের শক্তিকেন্দ্র ছিল। নান্নুক নামে এক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু রাজা যশোবর্ম্মার সময়েই ইহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়। এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি পরমার্দ্দিদেবকে প্রথমে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ পরাস্ত করেন এবং ১২০২-এ কুতবুদ্দীন আইবাক তাঁহাকে একেবারে ধ্বংস করেন।

চন্দ্র—পৃথিবীর উপগ্রহ। ইহার পরিধি প্রায় ৬৭৯ মাইল এবং ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল। ইহা পৃথিবী হইতে প্রায় ২,৩৮,০০০ মাইল দূরে আছে। ইহা প্রাণিশূন্য, জলশূন্য, বায়ুশূন্য, শীতল, প্রস্তরময় গোলক। ইহা ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসে।

চম্পারণ-সত্যাগ্রহ—চম্পারণের দরিদ্র কৃষকদের উপর নীলকরগণ অত্যাচার করিত। মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭-এ প্রজাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। কয়েক সপ্তাহ কার্য্য করিবার পরই তিনি সফলতা লাভ করেন। ভারতে ইহাই প্রথম প্রজা-সত্যাগ্রহ।

চলচ্চিত্র—অভিনয়াদি প্রদর্শনের উপযোগী আলোকচিত্রবিশেষ। ১৮৮৯-এ এডিসন প্রথম ইহার প্রবর্ত্তন করেন। ফিল্ম (film) নামক একপ্রকার অর্দ্ধস্বচ্ছ পদার্থের কয়েক সহস্র ফুট দীর্ঘ একটি ফিতার উপর অসংখ্য আলোকচিত্র গৃহীত হয় এবং তীব্র আলোকের সম্মুখে ধরিলে ঐ সকল চিত্র বৃহত্তররূপে প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের সম্মুখস্থিত শুভ্র পটে দৃষ্ট হয়। ফিল্মের ফিতাটির বিস্তার অনধিক এক ইঞ্চি, কিন্তু উহার দৈর্ঘ্য দশ সহস্র ফুট কিংবা তাহারও অধিক হইয়া থাকে। ফিল্মের উপর গৃহীত আলোকচিত্রগুলি তীব্র আলোকের সম্মুখে দ্রুতবেগে সঞ্চালিত করিলে পটোপরি চিত্রগুলির হস্তপদ সঞ্চালনের ন্যায় দৃষ্ট হয়। লস্ এঞ্জেলিসের অন্তর্গত 'হলিউড' পৃথিবীর চলচ্চিত্র-শিল্পের বৃহত্তম কেন্দ্র। চলচ্চিত্র উৎপাদনে আমেরিকার পরেই ভারতের স্থান। ১৯৫২-এ ভারতে আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়। এই উৎসব সরকারী প্রচারবিভাগের অধীন ফিল্ম ডিভিসনের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়।

চা—একপ্রকার গাছের পাতা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা প্রধানতঃ চীন, জাপান, ভারতবর্ষ ও সিংহলে উৎপন্ন হয়। ভারতের উত্তরবঙ্গ, আসাম, হিমালয়ের পাদদেশে কতিপয় স্থানে এবং নীলগিরি পাহাড়ে জন্মে। ইহা সাধারণতঃ উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে জন্মে। গাছগুলি হইতে যথাসময়ে পাতাগুলি সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর ঐসকল পাতা শুকাইয়া এবং নানারূপ মিশ্রণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যবহারযোগ্য করা হয়।

চাঁদ মীনার—দৌলতাবাদের বিখ্যাত স্তম্ভ। ইহাতে ইরাণীয় স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

চাকমা জাতি—পূর্ব্ববঙ্গের একটি পার্ব্বত্য জাতি। ইহারা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড়ে বাস করে। ইহাদের দেহ সবল, মুখ গোল এবং নাক চ্যাপ্টা। ইহারা বেশ সাহসী শিকারী। ইহারা বিচিত্র জমকাল পোষাক পরিয়া থাকে। পচা মাংস, শুঁটকী মাছ ও মদ ইহাদের প্রিয় খাদ্য। পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ম ইহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়।

চান্দোয়ার যুদ্ধ—১১৯৪-এ মহম্মদ ঘোরীর সৈন্যদল কনোজাধিপতি জয়চন্দ্রকে চান্দোয়ার নামক স্থানে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন।

চান্দ্রায়ণ ব্রত—শিশু, যতি, যবমধ্য ও

পিপীলিকামধ্য—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ব্রতবিশেষ। শিশু চান্দ্রায়ণে প্রাতঃকালে চারি গ্রাস এবং সূর্য্যাস্তকালে চারি গ্রাস অন্নভোজন করিতে হয়; যতি চান্দ্রায়ণে সংযতভাবে মধ্যাহ্নে আট গ্রাস অন্ন ভোজন করিতে হয়; যবমধ্য চান্দ্রায়ণে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত দৈনিক এক গ্রাস করিয়া অন্ন কমাইয়া পূর্ণিমাতে উপবাস করিতে হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে প্রত্যহ এক এক গ্রাস বাড়াইয়া চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ভোজন করিতে এবং প্রত্যহ তিনবার স্নান করিতে হয়। পিপীলিকামধ্য চান্দ্রায়ণ যবমধ্যের বিপরীত; ইহাতে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লপক্ষে ব্রত শেষ করিতে হয়।

চালুক্য-বংশ—আ নু মা নি ক ৫৫০-এ প্রথম পুলকেশী বাতাপী (বর্ত্তমান বিজাপুরের অন্তর্গত বাদামি) নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পৌত্র ২য় পুলকেশী এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি পল্লবরাজ নরসিংহবর্ম্মন কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে চালুক্য-বংশের প্রভাব নষ্ট হয় (৬৪২)। পরে অষ্টম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট-বংশের অভ্যুদয়ে এই বংশের ক্ষমতা খর্ব্ব হয়। কল্যাণীর চালুক্য-বংশ বাতাপির চালুক্য-বংশের এক শাখা। রাষ্ট্রকূট রাজ্য ধ্বংস করিয়া তৈল দশম শতাব্দীর শেষভাগে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সোমেশ্বর আহবমল্ল ও ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৬—১১২৬) এই বংশের বিখ্যাত রাজা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement)—লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারদিগের সহিত ব্যবস্থা করেন যে, গভর্ণমেণ্টকে নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজানা দিয়া জমিদারগণ চিরদিনের জন্য জমি ভোগদখল করিতে পারিবেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খাজানা দিতে না পারিলে জমিদারী নীলামে বিক্রয় হইয়া যাইবে। ইহার নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ইহা ১৭৯৩-এ বঙ্গ ও বিহার এবং তাহার দুই বৎসর পরে বারাণসী প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে (১৯৫৩) আইন করিয়া এই ব্যবস্থা লোপ করা হইয়াছে। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে ইহার বিলোপ সাধন হইয়াছে।

চিলিয়ানবালার যুদ্ধ—ইহা দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৮৪৯, ১৩ই জানুয়ারী তারিখে শিখনেতা শের সিংহের সহিত ইংরেজ সেনাপতি লর্ড গফের যুদ্ধ উক্ত যুদ্ধ নামে অভিহিত। ইহাতে ইংরেজরা জয়লাভ করিতে পারে নাই।

চীনের প্রাচীর (The Great Wall of China)—উত্তর চীন ও মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত বরাবর ১৪০০ মাইল লম্বা প্রাচীর। ১০ গজ অন্তর ৪০ ফুট উচ্চ দুর্গ আছে। ২১৪ খৃঃ পূঃ ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

চীফ কমিশনার (Chief Commissioner)—দিল্লী, আজমীর, মারবার, কুর্গ-মারকারা, আন্দামান ও নিকোবর এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের শাসনকর্ত্তাদিগকে চীফ কমিশনার বলা হইত।

চুম্বক-প্রস্তর—ইহা আদৌ প্রস্তর নহে, একরূপ অক্সিজেন-যুক্ত লৌহ (Oxide of iron). ইহা সাধারণ লৌহ আকর্ষণ করিতে পারে।

চেদি-বংশ—ইহার অপর নাম হৈহয় বা কলচুরি-বংশ। প্রথম কোকল নামে এক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। চেদিগণ দহল রাজ্যে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করে এবং তাহাদের রাজধানীর নাম হয় ত্রিপুরি (আধুনিক তেওয়ার)। এই বংশের একটি শাখা বিলাসপুর জেলার রতনপুরে রাজধানী স্থাপন করে। চেদিরাজগণ রাষ্ট্রকূটবংশীয়দিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কোকলের প্রপৌত্র লক্ষ্মণরাজ সোমনাথ হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। আবার তাঁহার প্রপৌত্র গাঙ্গেয়দেব 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন এবং উত্তরে তিরহুত হইতে দক্ষিণে কানাড়ী রাজ্য পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করেন। এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা যশঃকর্ণের (? ১১২০—২১) মৃত্যুর পর এই রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং দেবগিরির যাদবরাজ কৃষ্ণ উহা একেবারে ধ্বংস করেন।

চেম্বার অব কমার্স (Chamber of Commerce)—বণিক্-সমিতি বা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতি সাধনের জন্য বণিক্-সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'দি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স', 'বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্স', 'ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স', 'দি বোম্বে চেম্বার', 'দি মাদ্রাজ চেম্বার অব কমার্স' প্রভৃতি এ দেশীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান।

চের—ইহার অপর নাম কেরল (তাহা দ্রঃ)।

চৈত্ররথ—রামায়ণে বর্ণিত গঙ্গা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে উদ্যান।

চোল-বংশ—এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বিজয়ালয়। তাঁহার পুত্র আদিত্য (? ৮৭১—৯০৭) কাঞ্চীর পল্লব-রাজগণের ক্ষমতা বিনষ্ট করেন। তৎপুত্র পরন্তক (১ম) সমগ্র তামিল দেশ অধিকার করিয়া সিংহল আক্রমণ করেন। এই বংশের রাজরাজ (১ম) প্রবল নৌ-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত পুত্র রাজেন্দ্র চোল (১ম) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঞ্জোর এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাজেন্দ্র চোলের পুত্র প্রথম রাজাধিরাজ ও দৌহিত্র দ্বিতীয় রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ এই বংশের অন্যান্য রাজা। তাঁহার মৃত্যুর পর চোলরাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে (১১২২)। ১৪শ শতকে আলাউদ্দীন খিলজীর আক্রমণে ইহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

চৌকী—যেখানে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট নাই, কেবল দেওয়ানী মামলা বিচারের জন্য মুন্সেফ থাকেন, তাহাকে চৌকী বলে।

চৌথ—শিবাজীর আমলে রাজস্বের এক-চতুর্থাংশকে চৌথ বলা হইত। সর্ব্বত্রই যে এক-চতুর্থাংশ ছিল, তাহা নহে। স্থানভেদে ইহার পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইত। শিবাজীর পূর্ব্বেও ইহা বর্ত্তমান ছিল। রামনগরের (আধুনিক ধরমপুর) রাজা দমনের পোর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে চৌথ আদায় করিতেন।

চৌরিচৌরার ঘটনা—চৌরিচৌরা উত্তর প্রদেশের একটি গ্রাম। ১৯২২-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই গ্রামের উন্মত্ত জনতা ২১ জন পুলিস ও চৌকিদারকে আক্রমণ করিয়া ও তাহাদের ঘর পুড়াইয়া হত্যা করে। গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় ঐ ঘটনা ঘটিলে তিনি উহা মুলতুবী করেন।

চৌলুক্য-বংশ—এই বংশের অপর নাম সোলঙ্কি-বংশ। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মূলরাজ গুজরাটের অনাহিলপটকে (আধুনিক পটন) একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার প্রপৌত্র প্রথম ভীমদেবের শাসনকালে গজনীর সুলতান মাহমুদ সোমনাথদেবের মন্দির ধ্বংস করেন। এই বংশের দ্বিতীয় ভীমদেবের রাজত্বকালে চালুক্য-বংশের গৌরব ও ক্ষমতা লোপ পায়। পরিশেষে বাঘেলা-বংশ রাজক্ষমতা অধিকার করে।

চৌসার যুদ্ধ—গঙ্গা ও কর্ম্মনাশার সঙ্গমস্থলে চৌসা নামক স্থানে ১৫৩৯-এ শের খাঁর সহিত হুমায়ুনের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হন।

চৌহান-বংশ—ইহার প্রকৃত নাম চাহমান-বংশ। ইহারা প্রথমে রাজপুতনার সাম্ভর অঞ্চলে ও পরে দিল্লী ও আজমীরে রাজত্ব করিত। এই বংশের চন্দন নামে বীরপুরুষ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে তোমর-বংশীয় নৃপতিকে দমন করিয়া প্রবল হইয়া উঠেন। এই বংশের বিখ্যাত রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ করেন। অতঃপর চৌহান-বংশীয় নৃপতিগণ মধ্য-ভারতের রণস্তোর (রণস্তম্ভপুর) দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ছ

ছন্দ—ব্যাপকভাবে ছন্দের অর্থ "গতি-সৌন্দর্য্য", নৃত্যে, চলনে, সন্তরণে ও অন্যান্য গতিশীল ব্যাপারে ইহা প্রযোজ্য। সঙ্কীর্ণ অর্থে ছন্দ হইতেছে ভাষার অন্তর্গত প্রবহণ-শীল ধ্বনি-সৌন্দর্য্য। সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ অর্থই গ্রহণীয়।

ভাষার ছন্দ দ্বিবিধ—গদ্যছন্দ ও পদ্য-ছন্দ। ভাষা রচনায় ধ্বনি-প্রবাহগত সঙ্গতি (harmony) থাকিলে গদ্যছন্দ এবং সম্মিতি (symmetry) থাকিলে পদ্যছন্দ বলা হয়। সংস্কৃত ভাষায়, বিশেষ করিয়া 'কাদম্বরী' কাব্যে এবং বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনা বিশেষে গদ্যছন্দ দেখা যায়। যথা—"অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠেছে রজনীগন্ধা—বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নব-বধূর মতো।—কোন্‌খানে ফুটল ভোর-বেলাকার কনকচাঁপা?—জাগল কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ—ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা!"—'সন্ধ্যা ও প্রভাত' (রবীন্দ্রনাথ)।

পদ্য শব্দের অর্থ পদ-যুক্ত। নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ধ্বনি-প্রবাহই পদ বা চরণ। পদ্য-ছন্দ সুপ্রাচীন। বৈদিক যুগের সূচনা হইতেই পদ্যছন্দ দেখা যায়। বেদের ভাষার নামই 'ছান্দস' বা ছন্দোময়ী ভাষা। বেদে সাধারণতঃ সাতটি ছন্দ—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। ইহাদের মধ্যে একমাত্র গায়ত্রী ছন্দই ত্রিপাদ, অন্যান্য ছন্দ চতুষ্পাদ। গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটী ছন্দের চরণ যথাক্রমে ৮, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ অক্ষরে (syllable) রচিত। যথা, গায়ত্রী—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।

প্রতি চরণে মাত্রা-সমতা বিধানই লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় নূতন বৈশিষ্ট্য। অক্ষরের ধ্বনিগত কাল পরিমাণই মাত্রা। হ্রস্ব অক্ষর এক মাত্রার ও দীর্ঘ অক্ষর দুই মাত্রার। অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত এবং যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বরও দ্বিমাত্রিকা। এই শ্রুতিগত কাল সামঞ্জস্যের ফলে সংস্কৃত ছন্দ বৈদিক ছন্দ অপেক্ষা অধিকতর শ্রুতিমধুর।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ছন্দ দ্বিবিধ। অক্ষরবৃত্ত (বা বৃত্ত) ছন্দ এবং মাত্রাবৃত্ত (বা জাতি) ছন্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চরণে কেবল যে অক্ষর-সংখ্যার সমতা থাকে তাহা নহে, প্রতি চরণে বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘ অক্ষর সমাবেশ করিয়া প্রতি চরণে মাত্রার সমতাও রক্ষা করা হয়। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে চরণের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘ অক্ষর সমাবেশের আবশ্যকতা নাই, চরণে চরণে অক্ষর সমতারও প্রয়োজনীয়তা নাই। কেবল প্রতি চরণে মাত্রাসমতা রক্ষণীয়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বহুবিধ দৃষ্টান্তের বহুপ্রকার নাম আছে। পিঙ্গলাচার্য্যের গণনায় তাহা এক কোটিরও বেশী। তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এবং গীতি, পাদাকুলক, গাথা প্রভৃতি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত। যথা—

মালিনী—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ, কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা, লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা, সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

গাথা—

রতিসুখসারে গতমভিসারে
মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর
তং হৃদয়েশম্॥

[তোটক—প্রতি চরণে বারটি অক্ষর। তাহার মধ্যে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১২শ অক্ষর গুরু, বাকী লঘু:—

রতি রঙ্গ রণে মাতিল দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দে ভণে॥

ভুজঙ্গপ্রয়াত—প্রতি চরণে বারটি অক্ষর। প্রথম লঘু স্বরযুক্ত অক্ষরত্রয়কে 'য' বলে। এইরূপ চারিটি 'য'-তে ভুজঙ্গপ্রয়াতের এক একটি চরণ হয়:—

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥]

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সহিত বাংলা ভাষার সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য উচ্চারণে বল বা শ্বাসাঘাত (accent) প্রয়োগ, কাজেই বাংলায় সংস্কৃতের মত কেবল যে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বর্ত্তমান তাহা নহে, বাংলায় বলবৃত্ত নামে নূতন এক ছন্দের আবির্ভাব দেখা যায়। বাংলা উচ্চারণবিধির বৈশিষ্ট্য অনুসারে সংস্কৃতের অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দও বাংলায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় মাত্রাবিচার সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে হইতে পারে না—বাংলা সাধারণতঃ আ, ঈ, ঊ সংস্কৃতের মত টানিয়া টানিয়া দীর্ঘরূপে উচ্চারণ করা হয় না—হ্রস্বরূপেই উচ্চারিত হয়। তাহাছাড়া, চরণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বা পর্ব্ববিভক্ত করিয়া উচ্চারণ করা বাংলার আর একটি বৈশিষ্ট্য। চরণস্থ পর্ব্বগুলি সাধারণতঃ সমান দৈর্ঘ্যের হইয়া থাকে। পর্ব্বদৈর্ঘ্যের অনুসারেই মাত্রাবৃত্ত, বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচিত হয়।

মাত্রাবৃত্ত—এই ছন্দে ৪, ৫, ৬ বা ৭ অক্ষরের পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়। যুক্ত বর্ণের ধ্বনিকে দুই অক্ষরে টানিয়া উচ্চারণ করা এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য।

চার অক্ষরের পর্ব্ব—

(সখি) পাতিস্ নে | শিলাতলে |
পদ্ম পা | তা
(সখি) দিস্ নে গো | লাব ছিটে |
থাস্ লো মা | থা

পাঁচ অক্ষরের পর্ব্ব—

সাগর জলে | সিনান করি | সজল
এলো | চুলে
বসিয়াছিলে | উপল উপ | কূলে |

ছয় অক্ষরের পর্ব্ব—

কাগজের বুকে | বিঁধে কলমের | রূপ
নখর,
আমার অশ্রু | হল আজ ভাই | কালো
অথর

সাত অক্ষরের পর্ব্ব—

বেলা যে পড়ে এলো | জলকে চল—
পুরাণ সেই সুরে | কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে ছায়া সখি | কোথা সে জল।—

বলবৃত্ত—এই ছন্দে সাধারণতঃ চার অক্ষরের পর্ব্ব ব্যবহৃত হয় এবং প্রতি পর্ব্বের প্রথম অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত (accent) দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, এবং এই শ্বাসাঘাত নির্দ্দেশক অন্ততঃ একটি হলন্ত অক্ষর প্রতি পর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে। যথা—

চাঁদের্ পানে | চাইতে আছে |
বাদশাজাদী। গো
তোমার্ পানে | চাইতে মানা | তাইতো
কাঁদি | গো।

বাংলায় ছেলেভুলানো ছড়া ও মেয়েলি ছড়া এই বলবৃত্ত ছন্দে রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কেহ কেহ ছড়ার ছন্দ বলিয়া থাকেন।

অক্ষরবৃত্ত—এই ছন্দে সাধারণতঃ ৮ বা ১০ অক্ষরের পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়। শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরের ধ্বনিকে টানিয়া দুই অক্ষরে উচ্চারণ করা এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য। অক্ষরবৃত্তের অন্তর্গত কয়েকটি বিশিষ্ট ছন্দের প্রচলিত নাম আছে। যথা—

পয়ার—মহাভারতের কথা | অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান্।

মহাপয়ার—

দ্বিধায় জড়িত পদে | কম্প্রবক্ষে নম্র
নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল | সলজ্জিত বাসর
শয্যাতে।

মধুসূদনীয় দীর্ঘ ত্রিপদী—

হবে হবে হবে জয় | হে দেবী করিনে ভয়
হব আমি জয়ী
তোমার আহ্বান বাণী | সফল করিব
রাণী হে মহিমাময়ী॥

দীর্ঘ ত্রিপদী—

অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি | কোন ক্ষণে চক্ষু বুঁজি
স্পর্শ লভেছিল যার | একপল ভর
বাকি আছে অর্দ্ধ প্রাণ | আবার করিছে
দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই | পরেশ পাথর ॥

অমিত্র ছন্দ—যে পয়ার বা মহাপয়ারের চরণে চরণান্তিক ছন্দোযতির সহিত অর্দ্ধগত ছেদের মিত্রতা বা একত্র অবস্থান অবশ্যম্ভাবী হয় না, সেই পয়ার বা মহাপয়ারের বিশেষ নাম অমিত্রছন্দ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রছন্দের প্রবর্ত্তক। যথা—

কৌটা খুলি রক্ষোবধূ | যত্নে দিল ফোঁটা ॥
সীমন্তে | * * সিন্দুর বিন্দু | শোভিল
ললাটে ॥
গোধূলি ললাটে আহা | তারারত্ন যথা * ॥
ফোঁটা দিয়া পদধূলি | লইলা সরমা ** ॥
ক্ষম লক্ষ্মি * ছুঁইনু ও | দেব-আকাঙ্ক্ষিত ॥
তনু * * কিন্তু চিরদাসী | দাসী
ও চরণে। ** ॥

[উল্লিখিত * চিহ্নে ছেদ ও | চিহ্নে যতি বুঝিতে হইবে।]

ছায়াপথ—অন্ধকার রাত্রিতে মেঘমুক্ত আকাশে সাদা মেঘের ন্যায় যে আলোক-বলয় দেখা যায়, তাহাকেই ছায়াপথ (Milky-Way) বলে। ইহা বহুদূরবর্ত্তী অসংখ্য জ্যোতিষ্কের সমষ্টি। কাছাকাছি দেখাইলেও ছায়াপথের নক্ষত্রগুলি পরস্পরের কাছ হইতে লক্ষ লক্ষ মাইল তফাতে আছে। অনেক জ্যোতির্বিদ্ বলেন যে সূর্য্য এই ছায়াপথের একটি তারকামাত্র।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—১১৭৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৭৭০) বঙ্গদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাকেই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলা হয়। বাংলাদেশে তখন কার্টিয়ার সাহেব ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর এবং রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। দেশের প্রায় ⅓অংশ লোক অনাহারে ও মড়কে মারা যায়। অজন্মা হইয়াছিল, অথচ রাজকর আদায় করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' ইহার জলন্ত বিবরণ আছে।

জ

জড়পদার্থ—'পদার্থ' দ্রঃ।

জড়বাদ (Materialism)—পাশ্চাত্য দর্শনে জড়কে জীবের আদি কারণ বলা হয়। জড়ই জীবের কারণ, এই মতকে জড়বাদ বলে। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্গণ বলেন যে জীবনের আদি উপাদান প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (Protoplasm) জড়ের কয়েকটি অণুর সমাবেশে সৃষ্ট। কিন্তু কয়েকটি জড়ের অণু দ্বারা জীবিত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ সৃষ্টি করা যায় না। হিন্দু দর্শনে জড়ই জগতের আদি কারণ ইহা চার্ব্বাক দর্শন ব্যতীত কোথাও বলা হয় নাই।

জতুগৃহদাহ—পাণ্ডবদের বধ করিবার উদ্দেশ্যে দুর্য্যোধন বারণাবতে জতু (লাক্ষা) নামক একপ্রকার অতি দাহ্য পদার্থ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাদিগকে তথায় বাসার্থ প্রেরণ করেন। বিদুর পাণ্ডবদের সাবধান করিয়া দেন। পাণ্ডবরা গৃহ হইতে নদী পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ করিয়া রাখেন এবং আগুন লাগাইয়া পলাইয়া যান। তাহাতে দুর্য্যোধনের প্রেরিত পুরোচন এবং পঞ্চপুত্র সহ এক নিষাদী দগ্ধ হয়।

জন্ বুল (John Bull)—দৃঢ়োন্নত-দীর্ঘায়ত দেহ ইংরাজ পুরুষদিগকে জন্ বুল আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। আরবুথনটের History of John Bull-নামক পুস্তক হইতেই এই নাম লওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ 'জন্ বুল' শব্দদ্বারা বৈদেশিকগণ ইংরাজমাত্রকেই বুঝিয়া থাকেন।

জ ন সং খ্যা—পৃথিবীর জনসংখ্যা ২,৩৫৪,১২৮,০০০। এইরূপ অনুমান করা হয় যে পাঁচ শত বছর আগে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫ কোটি। মোট জনসংখ্যা বাড়িতেছে। এই কারণে জন্মশাসনের দিকে আজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই সমস্যা অত্যন্ত জটিল। খাদ্যের অনুপাতে জনসংখ্যা বেশী হইলে জনসংখ্যা বাড়িতেছে বলিতে হইবে।

জবা—এই ফুল বারমাস ফোটে। ইহা সাধারণতঃ লাল, তবে শাদা জবা এবং পঞ্চমুখী জবাও আছে। জবা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী (Joint Stock Company)—যৌথ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান। কতিপয় বা বহু ব্যক্তির নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে মূলধন গৃহীত হইয়া এই জাতীয় যৌথ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অংশীদারগণকে পরস্পরের ভিতর চুক্তিপত্র (Memorandum of Association) রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে হয় অথবা এইরূপ কোম্পানীসংক্রান্ত সরকারী আইন মান্য করিয়া চলিতে হয়। যাহাতে অংশীদারগণ পরস্পরকে কোনরূপ প্রতারণা না করে, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

জল—জল যৌগিক পদার্থ। ইহা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুইটি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। বিশ্লেষণে দেখা যায়, জলে হাইড্রোজেনের আয়তন অক্সিজেনের দ্বিগুণ। ক্যাভেণ্ডিস নামে এক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথম ১৭৮১-এ এই অনুপাত নির্ণয় করেন। বিশুদ্ধ জলের কোন বর্ণ নাই। ইহা গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ তরল পদার্থ। বিশুদ্ধ জল জমিবার ও ফুটিবার তাপ-মাত্রা তাপমান-যন্ত্রের যথাক্রমে 0°C. (32° F.) ও 100° C. (212° F.) নির্দ্দেশ করে।

জলপ্রপাত—পর্ব্বত হইতে নদী যখন প্রবল বেগে নীচে পড়ে, তখন জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। কাবেরী জলপ্রপাত ৪০০ ফুট উচ্চ হইতে পড়িতেছে। সমতলে নদীপ্রপাত (cataract, rapids) সৃষ্টি হয়। নদীখাতে কঠিন শিলার পরেই যদি কোমল শিলা থাকে, তবে ক্রমশঃ কোমল শিলা ক্ষয় হইয়া যায় ও জলরাশি কঠিন শিলা হইতে কোমল শিলায় পড়ে। জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়। মহীশূরের কাবেরী ও আমেরিকার নায়েগ্রা প্রপাত হইতে বিদ্যুৎশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভেনিজুয়েলায় এঞ্জেল নামে জলপ্রপাত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। ইহা ৩০০০ ফুট উচ্চস্থান হইতে পড়িতেছে।

জহর ব্রত—রাজপুতানার মহিলারা আত্মসম্মান রক্ষার্থে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। এইরূপ আত্মাহুতিকে জহর ব্রত বলে।

জাইরোপ্লেন (Gyroplane)—একপ্রকার বিমান (aeroplane). দ্য ল্যা সিভেয়া কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত 'অটো-জাইরো' নামে পরিচিত বিমানে সাধারণ বিমানে আবদ্ধ পাখা দুইটীর বদলে একটী উন্নত দণ্ডের সহিত পাখাগুলি আটকান থাকে এবং বিমান চলিবার সময়ে সেগুলি অবাধে ঘোরে। এই বিমান শূন্যে নিশ্চল ভাবে থাকিতে পারে না; ইহা ধীর গতিতে অবতরণ করে।

জাইরোস্কোপ (Gyroscope)—১। পৃথিবীর আবর্ত্তনের ধারার ব্যাখ্যাকল্পে ব্যবহৃত একপ্রকার যন্ত্র। ২। যন্ত্রবিশেষ। ইহার ক্রিয়া-প্রণালী লাটিম ঘূর্ণনের প্রণালীর অনুরূপ। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াই Louis Brennan-এর উদ্ভাবিত Gyroscope Railway নামক একবত্ম´ রেলপথ নির্ম্মিত হয়, জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং টর্পেডো সংস্থাপন করা হয়।

জাগুয়ার—দক্ষিণ আমেরিকার গেছো চিতা। ইহার সর্ব্বাঙ্গে চিতাবাঘের মত ফুট-কাটা, এবং ইহা তাহারই মত হিংস্র বন্য জন্তু। দিনের বেলা ইহারা গাছের উপর বাস করে। ঘোড়া, গরু ইত্যাদি ইহারা শিকার করে। পাঁচ ছয় হাত দীর্ঘ।

জাঠ—ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলের, প্রধানতঃ পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশের একটি প্রাচীন জাতি। খৃষ্টীয় ৫ম—৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্য-এসিয়ার হুন, গুর্জ্জর প্রভৃতি যে সমস্ত ভারত-আক্রমণকারী জাতি ভারতবর্ষে বসবাস করিয়া কালক্রমে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই শেষে এই জাঠ, রাজপুত প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ শিখ সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এই জাঠ জাতির লোক। পঞ্জাবের পাতিয়ালা, ভরতপুর, ঢোলপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজারা জাতিতে জাঠ।

জাতিসঙ্ঘ (League of Nations)—আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা সংরক্ষণকল্পে ১০ই জানুয়ারি ১৯২০-এ জাতিসঙ্ঘ সংগঠিত হয়। মহাযুদ্ধের পরে যে সকল রাষ্ট্র ভার্সাই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল, প্রথমে তাহারাই জাতিসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর ৫৩টী রাষ্ট্র এই সঙ্ঘে স্থান গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েৎ রাশিয়া ইহাতে যোগদান করে নাই। ১৯৩৪-এ সোবিয়েৎ রাষ্ট্র যোগদান করে। ১৯২৬—১৯৩৩ জার্ম্মানী ইহার সদস্য ছিল। জেনেভায় ইহার কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। এখানে ১৯৪৬-এর এপ্রিল ৮ই হইতে ১৮ই তারিখের মধ্যে শেষ অধিবেশন হয়। রাষ্ট্রসংঘ (U. N.) ইহার স্থলবর্তী হইয়াছে।

জাতীয় চিহ্ন (National Emblems):—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—স্বর্ণদণ্ড (Golden rod). আয়ার্ল্যাণ্ড—শ্যামরক গাছ (Shamrock). ইংলণ্ড—গোলাপ (Rose). ইতালি—শ্বেত স্থলপদ্ম (White Lily). ওয়েল্‌স্—লীক বা ড্যাফোডিল (Leek or Daffodils). কানাডা—ম্যাপ্‌ল (Sugar Maple). গ্রীস—ভাইয়োলেট ফুল (Violet). চীন—নার্‌সিসাস ফুল (Narcissus). জাপান—ক্রিস্যান্থেমাম ফুল (Chrysanthemum). জার্ম্মানি—কর্নফ্লাওয়ার (Cornflower). পারস্য—গোলাপ (Rose). প্রুসিয়া—লিন্‌ডেন (Linden). ফ্রান্স—স্থলপদ্ম (Fleur-de-lis=the flower of the lily). ভারত—পদ্ম (Lotus). পাকিস্তান—অর্দ্ধচন্দ্র (Crescent). মেক্সিকো—ক্যাক্‌টাস (Cactus). সুইজারল্যাণ্ড—(আলপ্‌স্ পর্ব্বতমালার) শ্বেত ডেজীফুল (Edelweiss). স্কট্‌ল্যাণ্ড—থিস্‌ল্ (Thistle). স্পেন—ডালিম (Pomegranate).

জাতীয় পতাকা—ডেনমার্ক—ইউরোপের মধ্যে ইহা সবচেয়ে বড় জাতীয় পতাকা। রক্তপতাকার মধ্যে সাদা ক্রুশ চিহ্ন। ফ্রান্স—পাশাপাশি কালো, সাদা ও লাল। ১৭৮৯-এ ফরাসী বিপ্লবের সময় ইহার প্রচলন হয়। ইতালি—পাশাপাশি সবুজ, সাদা ও নীল। মিশর—সবুজ পতাকা; ছয়টি শ্বেত অর্দ্ধচন্দ্র ও ৫টি শ্বেত তারকা। ভারত—সবুজ, সাদা, গেরুয়া, মাঝখানে চরকা। পাকিস্তান—গাঢ় সবুজ; মাঝে শ্বেত অর্দ্ধচন্দ্র ও ৫টি তারা। সোবিয়েৎ—লাল পতাকা, কাস্তে ও হাতুড়ির উপরে তারা। ব্রিটিশ—ইউনিয়ন জ্যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—৭টি লাল ও ৬টি সাদা লাইন এবং ৪৮টি তারা। রাষ্ট্রসঙ্ঘ—নীল পতাকায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের চিহ্ন আঁকা।

জানুয়ারী (January)—ইংরেজী বৎসরের প্রথম মাস। রোমক পুরাণের দ্বিমুখ দেবতা Janus-এর নাম অনুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে।

জাম সাহেব—তুর্কি উপাধি। ভারতে হিন্দু মুসলমান শাসকদের মধ্যে এই উপাধির ব্যবহার দেখা যায়। বেলুচিস্তানের লাস বেলার নবাব ও কাথিয়াবাড়ের নবনগরের নবাবকে 'জাম সাহেব' বলা হইত।

জার্ম্মান সিল্‌ভার (German Silver)—একজাতীয় উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ মিশ্র ধাতু। তামা ১০০ ভাগ, দস্তা ৬০ ও নিকেল ৪০ ভাগ মিশাইয়া এই ধাতু নির্ম্মিত হয়। সাধারণতঃ ইহা দ্বারা বাসনপত্রাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড—লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের আমলে রাউলাট আইন পাশ হয়। ইহার বিরুদ্ধে চারিদিকে গণ-আন্দোলন হয়। পাঞ্জাবেও এই আন্দোলন সম্পর্কে জালিয়ানাবাগ নামক স্থানে যে প্রতিবাদ-সভা হয়, তাহার উপর গুলি চালাইয়া ব্রিটিশ সরকার বহু লোকের হত্যা সাধন করেন। এই হত্যাকাণ্ডকে জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড বলে। ও'ডায়ার নামে ইংরাজ সেনাপতি গুলি চালায়। এই ঘটনায় সরলাদেবী চৌধুরাণীর স্বামী রামভুজ দত্ত চৌধুরী মারা যান এবং রবীন্দ্রনাথ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করেন।

জাহানকোষ (-কোষা)—মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত কামান। ওজন ২১২ মণ। ১২ হাত লম্বা, ৩ হাত ব্যাস। ১৬৩৭-এ জনার্দ্দন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক ঢাকায় নির্ম্মিত হয়।

জিজিয়া—মুসলমান-যুগে ভারতের মুসলমান শাসনকর্তারা অমুসলমান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে মাথা পিছু নির্দ্দিষ্টহারে একটী কর আদায় করিতেন। ইহাকে 'জিজিয়া' বলা হইত। সমদর্শী সম্রাট্ আকবর এই ধর্ম্মবিদ্বেষমূলক কর তুলিয়া দেন, কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহার শাসনসময়ে ১৬৭১-এ ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন।

জিপ্‌সী মথ (Gypsy Moth)—১। ইউরোপের মথ পোকা; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আনীত হইয়া ইহা বন ও ফলের বাগানের উৎপাতস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ২। এক রকম ছোট ছোট মনোপ্লেন বিমানকে জিপ্‌সী মথ বলে।

জিয়ন আন্দোলন (Zeonist Movement)—১৮৯৭-এ প্যালেস্টাইনে ফিরিয়া আসিবার জন্য ইহুদীদের মধ্যে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের ফলে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রায়েল স্থাপিত হইয়াছে (১৯৪৮)।

জিরাফ (Giraffe)—বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় পশুর ভিতর জিরাফই উচ্চতায় শ্রেষ্ঠ। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইহারা ১৮ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়। ইহার গ্রীবা অতিশয় দীর্ঘ। শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ক্রমশঃ অবনত। জিরাফের রং মলিন হরিদ্রাভ।

জিহোভা (Jehovah)—হিব্রুগ্রন্থে ইহা বিশ্বকর্তা পরমেশ্বরের নামান্তর। হিব্রুদিগের বংশধর ইহুদীগণ এই পবিত্র নামটীর প্রতি অতীব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং সচরাচর ইহার তুল্যার্থবোধক Adonai ও Elohim শব্দদ্বয় ব্যবহার করে।

জুন (June)—ইহা ইংরাজী বৎসরের ৬ষ্ঠ মাস; গ্রীকদেবতা জুনোর নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই মাসটী ৩০ দিনে হয়।

জুপিটার—'বৃহস্পতি' দ্রঃ।

জুম—ভারতবর্ষের গারো, কুকী প্রভৃতি পাহাড়িয়া জাতির জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে অবলম্বিত কৃষি-প্রথা; ইহারা পাহাড়ের উপরের জঙ্গল আগুনে পোড়াইয়া সেই স্থান কাটারি দিয়া অল্প অল্প খুঁড়িয়া একসঙ্গে তুলা, ধান, তিল, ভুট্টা, তরমুজ ইত্যাদি সকল রকমের বীজ পুতিয়া রাখে। সময়মত যে ফসল আগে পাকে, তাহাই আগে কাটিয়া লয়। এই রকম চাষকে জুম-চাষ বলে।

জুম্মা মস্‌জিদ—দিল্লীস্থিত প্রসিদ্ধ মুসলমান ভজনালয়-বিশেষ। শাহ্‌জাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে ছয় বৎসরে ১৬৩১-এ এই বৃহদায়তন মস্‌জিদের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। ভারতের কুত্রাপি এত বড় মস্‌জিদ নাই। ইহার বহুলাংশই রক্তপ্রস্তরশোভিত এবং গম্বুজগুলি শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত। প্রতি শুক্রবারে বাদশাহ্ স্বজনসহ এইস্থানে সাধারণের সঙ্গে ভজনে যোগদান করিতেন।

জুলাই (July)—খৃষ্টীয় বৎসরের সপ্তম মাস। জুলিয়াস সীজারের নামানুসারে নামকরণ হইয়াছে। এই মাস ৩১ দিনে হয়।

জুলু-ইংরাজ যুদ্ধ—জুলুগণ আফ্রিকার জুলুল্যাণ্ডের অধিবাসী। এই প্রদেশ অধুনা

নেটাল উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। জুলুগণ অতি সাহসী যোদ্ধা। ১৮৭৯-এ ইহাদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। পরবর্ত্তী যুদ্ধগুলিতে অতিকষ্টে ইংরেজগণ জয়লাভ করে। জুলু-সর্দ্দার সীতুয়াও বন্দী হন এবং এই প্রদেশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জেনারেল পোস্ট অফিস (General Post Office)—প্রত্যেক রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান পোস্ট অফিসকে 'জেনারেল পোস্ট অফিস' বলা হইয়া থাকে।

জেপেলিন (Zeppelin)—ইচ্ছামত চালাইবার উপযোগী প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ (airship); ইহার আকার অনেকটা চুরুটের মত। ইহা সম আয়তনের বাতাস অপেক্ষা হাল্কা, এবং ইহাতে চালাইবার যন্ত্র থাকে। জার্ম্মানির কাউন্ট জেপেলিন ইহা উদ্ভাবন করিয়াছেন (১৯০০) বলিয়া, তাঁহার নাম অনুসারে ইহার এই নাম হইয়াছে। ১৯১৪-এর ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষই এই উড়োজাহাজ ব্যবহার করিয়াছিল। 'গ্রাফ্ জেপেলিন' গ্রীষ্মকালে নিয়মিতভাবে জার্ম্মানি হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় উড়িয়া যায় ও আসে।

জেবু (Zebu)—প্রকাণ্ড ঝুঁটি ও ছোট ছোট শিংওয়ালা একজাতীয় ষাঁড়। ইহারা ফিকে ধূসরবর্ণ, এবং বেশ পোষ মানে।

জেব্রা (Zebra)—আফ্রিকার একজাতীয় অরণ্যচর চতুষ্পদ পশুবিশেষ। ইহাদের রং মলিন ধূসর, মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা কালো রেখা আছে। ইহারা গাধার চেয়ে বড় ও বেশ দৌড়াইতে পারে।

জেলখানা—পূর্ব্বে জেলখানার অবস্থা শোচনীয় ছিল। ইংলণ্ডে জন হাওয়ার্ডের চেষ্টায় জেলখানার প্রথম সংস্কার সুরু হইয়াছিল। গত একশত বছরের মধ্যে এ বিষয়ে বহু আইন পাশ হইয়াছে। ভারতবর্ষের জেলগুলি ১৮৯৪-এ আইন করিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এখানে তিন শ্রেণীর জেল আছে—সেন্ট্রাল জেল, ডিষ্ট্রিক্ট জেল ও অতিরিক্ত জেল।

জেলাবোর্ড (District Board)—জেলার স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, প্রাথমিক শিক্ষা, পথঘাট সংরক্ষণ ও সংস্কার ইত্যাদির জন্য গঠিত সমিতি। সাধারণতঃ ১৮ হইতে ৩৩ জনের মধ্যে ইহার সভ্যসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই সংখ্যা কখনও নয় জনের কম হইতে পারিবে না। বোর্ডের এক-তৃতীয়াংশ সভ্য সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত ও দুই-তৃতীয়াংশ লোকাল বোর্ডের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। ইহার একজন চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান থাকেন। বোর্ডের প্রধান আয় রোডসেস্ বা পথকর।

জৈনধর্ম্ম—মহাবীর-প্রচারিত ধর্ম্মমত। জৈনদের মতে মহাবীর একজন জিন ছিলেন। এইজন্যই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম জৈনধর্ম্ম নামে অভিহিত। এই ধর্ম্ম অনেকাংশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই অনুরূপ। অহিংসা এই ধর্ম্মেরও মূলমন্ত্র।

জোয়ার ভাঁটা—পৃথিবীর প্রতি চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণের প্রভাবেই পৃথিবীতে জোয়ার ভাঁটা হয়। নিউটন প্রথমে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

ঝ

ঝটিকা-বাহিনী (Storm Troopers)—জার্ম্মানির উগ্র স্বদেশ-প্রেমিক বে-সরকারী নাৎসী সৈন্যবাহিনীর নাম। হের হিট্লারের বিখ্যাত সহকর্ম্মী জেনারেল গোয়েরিং (General Goering) ১৯২৩-এ এই সৈন্যবাহিনী গঠন করেন।

ঝিন্ঝিনিয়া—একরকম কাঁপুনি রোগ। রোগীর মস্তকে অজস্র জল ঢালাই ইহার প্রতীকার। বিগত ১৯৩৫-এ এই রোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি রোগ নহে, বাতিক বিশেষ।

ঝুমকা—লতা গাছ। পাতা তিনকোণা। ফুল সুগন্ধ, অধিকাংশ নীলবর্ণ। পাঁচটি দল। ফুলের মধ্যে সারি সারি ঝুমকার মত দেখিতে কেশর থাকে বলিয়া এই নাম।

ট

টক্সিন (Toxin)—রোগজীবাণুর বিষকে বলে টক্সিন। জীবাণুর শরীর হইতে এই বিষ বাহির হইলে তাহার নাম হয় একসো টক্সিন, আর বাহির না হইলে তাহার নাম হয় এন্ডোটক্সিন। এই বিষ অনুসারে রোগ টক্সিক বা সেপ্টিক হয়। ডিপ্থিরিয়া টক্সিক রোগ, কারণ ইহার রোগজীবাণু স্থান-বিশেষে কেন্দ্রস্থ। কিন্তু নিউমোনিয়া সেপ্টিক। কারণ জীবাণু রক্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় ও বিষ নিজের মধ্যে রাখে।

টর্ণা দুর্গ—মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ। ১৬৪৬-এ শিবাজী এই দুর্গ জয় করেন।

টর্পেডো (Torpedo)—চুরুটের আকৃতি-বিশিষ্ট বোমা। সমুদ্রে জাহাজ ধ্বংস করিতে ইহার ব্যবহার হয়। ইহা সাধারণতঃ ডুবোজাহাজ হইতে বায়ুর চাপের সাহায্যে ছোঁড়া হয়। নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হইয়া উহাকে ভীষণ আঘাতে বিদীর্ণ করিয়া ইহা মুহূর্ত্তের মধ্যে বড় বড় জাহাজকে ডুবাইয়া দেয়। ১৮৭০-এ ইহা হোয়াইটহেড্ কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ইহার মধ্যে দুইটি যন্ত্র থাকে। একটিতে উহা অগ্রসর হয় ও আর একটিতে উহা ৬।৭ ফুট জলের তলায় থাকে। ইহা ৩।৪ মাইল যাইতে পারে।

টাইটানিক জাহাজ (Titanic)—ইহা এককালে পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ জাহাজ ছিল। ইহার উচ্চতা ছিল, জলের উপর ১৬৪ ফুট ও দৈর্ঘ্যে ছিল ১০০০ ফুট। ২২০৬ জন আরোহী লইয়া এই সুবিশাল জাহাজটী ১৯১২, ১৩ই এপ্রিল নিশীথকালে বরফ-স্তূপে আহত হইয়া ইংলণ্ড হইতে নিউইয়র্কের পথে আটলান্টিক মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়।

টাইপ (Type)—সীসা ও অ্যান্টিমনি দিয়া তৈয়ারী হয়। ইহার নানা আকার—পাইকা, স্মল পাইকা ইত্যাদি। 'পয়েন্ট' বলিলে বড় বা ছোট আকারের টাইপ বুঝায়। উর্দ্ধসংখ্যা বলিলে টাইপ বড় বুঝিতে হয়। ১৭৭৮-এ উইলকিন্স্ সাহেব পঞ্চানন কর্ম্মকারকে দিয়া প্রথম বাংলা টাইপ করান। টাইপ তৈয়ারী করিবার কারখানা (Foundry) আছে, যেমন—বরদা টাইপ ফাউণ্ডারি।

টাইফুন (Typhoon)—প্রবল ঝটিকা। শরৎকালে চীন সমুদ্রে এই প্রবল বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। চীনা শব্দ 'তাইফুন' হইতে শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে।

টাউন হল (Town Hall)—কোন শহরের সভা, সমিতি প্রভৃতি সাধারণ সম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদ। কলিকাতার টাউন হল লাট সাহেবের প্রাসাদের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা ১৮১৩-এ ৭ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া নির্ম্মিত হয়। ইহা গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণে নির্ম্মিত। লর্ড ওয়েলেসলির সময় এই টাকা লটারি করিয়া তোলা হয়।

টাওয়ার অব্ পিসা—'পিসার টাওয়ার' দ্রঃ।

টাওয়ার অব্ লণ্ডন (Tower of London)—টেম্স্ নদীতীরে অবস্থিত রাজকীয় প্রাসাদ। পূর্ব্বে ইহা দুর্গ ছিল। ১০৭৮-এ বিজয়ী উইলিয়ম ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তী রাজগণ ইহার গঠনকার্য্য সমাধা করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকালমধ্যে এই দুর্গে ইংলণ্ডের বহু রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বন্দী হইয়া কালযাপন করেন। ষষ্ঠ হেন্‌রী এবং পঞ্চম এডওয়ার্ড এখানে নিহত হন। ইহার অস্ত্রশালা ১৮৪১-এ পুড়িয়া যায় ও ১৮৫০-এ নূতন বাড়ী তৈয়ারী হয়।

টাওয়ার অব্ সাইলেন্স (Tower of Silence)—বোম্বাইতে পারসীদের সমাধি-ক্ষেত্র। একটি বেষ্টিত স্থানের মধ্যে পারসীরা মৃতদেহ রাখিয়া আসে। চিল, শকুনি ঐ দেহ ভক্ষণ করে।

টানেল (Tunnel)—পর্ব্বত ভেদ করিয়া, নদী বা শহরের তলা দিয়া যে সুড়ঙ্গ কাটা হয় তাহাকে টানেল বলে। কয়েকটি দীর্ঘ টানেলের নাম :—তান্না, জাপান (১৩ মাঃ ৮৮০ গঃ), সিমপ্লন, আল্পস্ (১২ মাঃ ৫৭০ গঃ), আপেনাইন্স, ইতালি (১১ মাঃ ৮৮০ গঃ), লোৎশবের্গ, আল্পস্ (৯ মাঃ ৪৪০ গঃ) ইত্যাদি। ইংলণ্ডে সেভার্ণ নদীর ও টেম্স্ নদীর টানেল উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষেও ছোট ছোট টানেল আছে, পূর্ব্বের আসাম-বেঙ্গল রেলপথে লামডিং অঞ্চলে রেল যাইবার টানেল ছিল।

টিউব রেলওয়ে (Tube Railway)—নলাকৃতি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া নির্ম্মিত রেলপথ। লৌহপাত এবং গলিত সিমেণ্ট দিয়া এই সুড়ঙ্গটী সুরক্ষিত হইয়াছে। ১৮৯০-এ লণ্ডনে প্রথমে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। এক্ষণে এই রেলপথের সুড়ঙ্গটীর দৈর্ঘ্য ১৬½ মাইল হইয়াছে এবং ইহাই পৃথিবীর রেলপথসমূহের সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে দীর্ঘতম। এই সুড়ঙ্গের গভীরতা গড়ে ৬০ হইতে ৭০ ফুট; লণ্ডনের সিঙ্গ্‌ল্ টানেল রেলওয়ে সুড়ঙ্গপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩০ মাইল। লণ্ডনে সর্ব্বশুদ্ধ ৬টী টিউব রেলওয়ে আছে। উহাদের নাম ব্যাকারল্, সেণ্ট্রাল লণ্ডন, দি পিকাডিলি, দি হ্যাম্পস্টেড, দি সিটি অ্যাণ্ড সাউথ লণ্ডন এবং দি ওয়াটার্লু অ্যাণ্ড সিটি।

টিকা—কোন রোগের মৃত জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া শরীরে রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি বাড়ানকে টিকা বলে। বসন্তের টিকা গো-বসন্তের বীজ হইতে দেওয়া হয়। এইরূপ কলেরা প্রভৃতির টিকাও আছে ['আবিষ্কার ও আবিষ্কারক' দ্রঃ]।

টিন (Tin)—উজ্জ্বল শ্বেতাভ ধাতুবিশেষ। মালয় স্টেট্স্, বলিভিয়া, ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (Dutch East Indies), নাইজিরিয়া, চীন এবং শ্যাম প্রভৃতি দেশের খনি হইতে এই ধাতু প্রচুর পরিমাণে আহৃত হয়।

টেনিস, উইম্বল্ডন (Tennis, Wimbledon)—উইম্বল্ডন ইংলণ্ডের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এইখানে যে টেনিস খেলা হয় তাহা উইম্বল্ডন টেনিস নামে খ্যাত। এই টেনিস খেলাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টেনিসের প্রতিযোগিতা।

টেনেসি ভ্যালি অথরিটি (Tennesse Valley Authority)—ভুকোবে 'টেনেসি' দ্রঃ।

টেব্‌ল্ টেনিস (Table Tennis)—ঘরের মধ্যে বসিয়া টেবিলের উপর খেলিবার এক রকম টেনিস খেলা। ইহা দুইজনে খেলে। পূর্ব্বে ইহাকে 'পিং-পং' (Ping-Pong) খেলা বলিত। এই খেলার সরঞ্জাম :—(১) একখানি টেবিল, (২) একটি জাল (net), (৩) একটি বল ও (৪) দুইটি র‍্যাকেট (racket). ২১ পয়েন্টে গেম হয়। র‍্যাকেট দিয়া বল মারিয়া খেলা আরম্ভ করিতে হয়। যে পক্ষ খেলা আরম্ভ করিবে, বলটী প্রথম তাহার ক্ষেত্র স্পর্শ করিয়া জালের উপর দিয়া বিপক্ষের ক্ষেত্রে পড়িবে। প্রত্যেক পাঁচ পয়েন্টের পরই অন্য পক্ষ খেলা আরম্ভ করিবে। সরঞ্জামগুলি বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়।

টেম্স্ নদীর সুড়ঙ্গ (The Tunnels of the Thames)—ইংলণ্ডে টেম্স্ নদীর উভয়তীরস্থ লণ্ডন নগরের মধ্যে নদীর নীচ দিয়া লোহা, ইট, পাথর প্রভৃতির বড় বড় চোঙ বা সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চলাচল করে। যাত্রীদিগকে লিফ্‌টে করিয়া নীচে নামান এবং উপরে উঠান হয়। এইরূপ তিনটি সুড়ঙ্গ-রেলপথ টেম্স্ নদীর উত্তর ও দক্ষিণ দিক যুক্ত করে।

টেলিগ্রাফ (Telegraph)—সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরণের যন্ত্রবিশেষ। একটী বৈদ্যুতিক তারের দুই দিকে দুইটী যন্ত্র সংলগ্ন থাকে। তাহাতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অল্প আঘাত করিলে একপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয় এবং তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে যন্ত্রের অপর প্রান্তে অনুরূপ স্থানে প্রতিধ্বনিত হয়। টেলিগ্রামে 'টরে' ও 'টক্কা' নামক দুইটী ধ্বনির সাহায্যে বর্ণগুলি সাঙ্কেতিক হয় এবং শব্দগ্রাহক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া শেষে একটী বাক্যে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে যে সাঙ্কেতিক বর্ণমালার ব্যবহার হয় তাহাকে 'মর্স কোড' বলে। ইহার আবিষ্কর্ত্তা আমেরিকার স্যামুয়েল মর্স (Samuel Morse). প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অ্যাম্পিয়ার, গস, ওয়েবার, মর্স প্রভৃতির চেষ্টায় টেলিগ্রাফে বার্ত্তা প্রেরণ কার্য্যকরী হয়। টেলিগ্রাফ—যন্ত্র। টেলিগ্রাম—টেলিগ্রাফে বাহিত সংবাদ। ১৮৩৮—৩৯-এ ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফের তার বসান হয়। ১৮৪০-এ R. S. Newell জলের তলায় তার (কেব্‌ল্) তৈয়ারী করেন। ১৮৭৩-এ অতলান্তিক সমুদ্রের তলা দিয়া আমেরিকার সঙ্গে যোগ স্থাপন হয়। ভারতে ১৮৫৮-এ টেলিগ্রাফ লাইন বসান হয়।

টেলিপ্রিণ্টার (Teleprinter)—এই যন্ত্র-সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্যত্র টাইপ করা সংবাদ পাঠান হয়। টেলিগ্রাফ প্রেরক-যন্ত্রে টাইপরাইটারের চাবির বোর্ড এমনভাবে যুক্ত থাকে যাহাতে দূরে অবস্থিত অন্য একটি টাইপরাইটারও চলিতে পারে। ফলে দূরের সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে টাইপে লেখা হইয়া পাওয়া যায়। খবরের কাগজের অফিসে এইরূপ যন্ত্র অপরিহার্য্য।

টেলিফটোগ্রাফী (Telephotography)—টেলিগ্রাফের সাহায্যে দূরে প্রতিকৃতি পাঠানর প্রক্রিয়া। কাহারও হাড় ভাঙ্গিয়া যাইলে X-Ray করিয়া সেই ফটো দূরবর্ত্তী কোন স্থানে টেলিগ্রাফের সাহায্যে পাঠাইয়া প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞের মত লওয়া যাইতে পারে।

টেলিফোন (Telephone)—বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিশেষ। ইহার সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থান হইতে পরস্পর কথাবার্ত্তা কওয়া যায়। প্রত্যেক টেলিফোন যন্ত্রে একটি গ্রাহক-যন্ত্র ও একটি প্রেরক-যন্ত্র আছে। গলার স্বর বিদ্যুতে পরিণত হইয়া তারের সাহায্যে অপর প্রান্তে যায় এবং সেখানে গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে সেই বিদ্যুৎতরঙ্গ আবার শব্দে অর্থাৎ গলার স্বরে পরিণত হয়। ইহা সতার ও বেতার হয়। Exchange বা বিনিময় কেন্দ্রের মারফৎ যখন দুই স্থানের মধ্যে সংযোগ কোনও লোকের সাহায্যে স্থাপিত হয়, তখন তাহাকে Manual Exchange বলে, আর যখন এই সংযোগ আপনা হইতে স্থাপিত হয় তখন তাহাকে Automatic Exchange বলে। ৪৫০০টি Exchange ভারতে আছে। ১৮৮২-এ কলিকাতায় প্রথম টেলিফোন স্থাপিত হয়।

টেলিভিশন (Television)—রেডিওর সাহায্যে কোন পদার্থের বাস্তব দৃশ্যকে স্থানান্তরে প্রেরণকে দূরেক্ষণ বলে। ১৯২৮-এ বেয়ার্ড অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে রঙীন দৃশ্য প্রেরণ করেন। ১৯২৯-এ টেলিভিশনের সাহায্যে দৃশ্য-প্রেরণের যথার্থ প্রচলন হয়। ১৯৩০-এর মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে বেতারে টেলিভিশনের ব্যবহার হয়। ['আবিষ্কার ও আবিষ্কারক' দ্রঃ]।

টেলিস্কোপ (Telescope)—দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ইহা দ্বারা বহুদূরের বস্তু অতি সুস্পষ্ট এবং বৃহদাকার দেখা যায়। একটি নলের মধ্যে সাধারণ দুইখানি লেন্স্ বসাইয়া টেলিস্কোপ তৈয়ারী করা যায়। নলের একপ্রান্তে যে পেট-মোটা কাচ বা লেন্স্ থাকে তাহাতে দূরের

জিনিসের ছবি উল্টাইয়া পড়ে। এই ছবিটি অপর লেন্স্ বড় করিয়া চোখের কাছে ধরে। ইহাকে Reflecting Telescope বলা হয়। আর Refracting Telescope-এ একটা concave বা পেট-পাতলা কাচ নলের শেষ-দিকে থাকে। নলের অপর মুখ থাকে খোলা। ১৬০৮-এ লিপারশে দূরবীণের পরিকল্পনা প্রথম করেন, কিন্তু ১৬০৯-এ তিনি ইহা নির্ম্মাণ করিয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করেন। Reflecting Telescope নির্ম্মাণ করেন নিউটন। দৃষ্ট বস্তু ১০০০ গুণ বড় করিয়া টেলিস্কোপে দেখা যায়। কালি-ফোর্ণিয়ায় মাউণ্ট পালোমার মানমন্দিরের টেলিস্কোপটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম (২০০ ইঞ্চি)। ইহার নাম Hele ও ইহার দ্বারা এমন সমস্ত দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রের আলোক-চিত্র লওয়া হইয়াছে যে তাহা পূর্ব্বে আর কখনও সম্ভব হয় নাই।

টোরিজ (Tories)—ইংলণ্ডের রক্ষণশীল রাজনৈতিক সম্প্রদায়। ১৬৭৮-এ প্রথম সংগঠিত হয়। ইহারা চার্চ ও স্টেটের ক্ষমতা রক্ষার পক্ষপাতী এবং আমূল সংস্কারের বিরোধী।

ট্যারিফ বোর্ড (Tariff Board)—বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যদ্রব্যের মূল্যাদি বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করিবার এবং তদুপরি শুল্ক নির্দ্ধারণ জন্য নিযুক্ত সমিতি-বিশেষ।

ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (Trans-Siberian Railway)—পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ। রিগা (Riga) হইতে ভ্লাডিভস্টক (Vladivostock) পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ৬,০০০ মাইল।

ট্রাফাল্গার যুদ্ধ—১৮০৫-এ অক্টোবর মাসে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই জলযুদ্ধে ইংলণ্ডের সেনাপতি অ্যাড্মিরাল নেল্‌সন কর্তৃক ফরাসী নৌবহর বিধ্বস্ত হয়; কিন্তু নেল্‌সন তাঁহার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দেন।

ট্রাম (Tram)—১৮০৮-এ নিউ ইয়র্ক শহরে জন ফ্রান্সিস ট্রেন কর্তৃক এই গাড়ী প্রথম উদ্ভাবিত হয়। ১৮৬০-এ ইংলণ্ডের বার্কেন্‌হেড নামক স্থানে ইহা প্রথম প্রচলিত হয়। আউট্রাম (Outram) নামক এক ব্যক্তির নির্দ্দেশমত যান-চলাচলের যে মসৃণ লৌহপথ নির্ম্মিত হয় প্রথমে তাহার নাম হয় আউট্রাম-ওয়ে। পরে উক্ত শব্দের অপভ্রংশে ট্রাম-ওয়ে শব্দের প্রচলন হয়।

ট্রিনিটি হাউস (Trinity House)—লণ্ডনস্থ টাওয়ার হিলের উপর ১৫১৪-এ প্রতিষ্ঠিত জাহাজ পরিচালন-সমিতি।

ঠ

ঠগী—উত্তর ভারতের ডাকাতের দল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই দলে ছিল। প্রথমে পথিকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ইহারা তাহার গলায় রুমাল ফাঁস দিয়া মারিয়া ফেলিত এবং পরে টাকাকড়ি লুণ্ঠন করিত। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে ক্যাপ্টেন স্লীম্যান এই ডাকাত দলকে দমন করেন। মধ্য ভারতে আমির আলী ছিল প্রসিদ্ধ ঠগী নেতা। বাংলাদেশের বিখ্যাত ঠগী নেতা ছিল রামলোচন সেন।

ড

ডঅস পরিকল্পনা (Dawes Plan)—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মানি পরাজিত হইলে তাহাকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দিতে হয়। কিন্তু তাহার অর্থনৈতিক অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল যে সে টাকা দিতে অক্ষম হইল। তখন ১৯২৩-এ চার্ল্‌স্ গেটস্ ডঅস-কে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠিক হয় যে, জার্ম্মানি ২৫০ কোটি স্বর্ণমার্ক পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ মিত্রশক্তিকে দিবে। ভার্সাই সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী অন্যান্য দাবী স্থগিত থাকিবে।

ডক (Dock)—মাল বা যাত্রিবাহী জাহাজগুলি এই স্থানে থাকে। কতকগুলি 'ডকে' জল থাকে, আবার কতকগুলিতে থাকে না। যে ডকে জল থাকে, সেখানে জাহাজগুলিতে মাল উঠে বা নামে। যে ডকে জল থাকে না, সেগুলিতে প্রধানতঃ জাহাজগুলি মেরামত বা রং করা হয়। প্রত্যেক ডকের সম্মুখে গুদামঘর থাকে। ডকগুলি বন্দরের প্রধান অঙ্গ। লণ্ডনের কিং জর্জ্জ ডক পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ 'ডক' বলিয়া গণ্য।

ডফিন (Dauphin)—ফ্রান্সের রাজাদিগের জ্যেষ্ঠ পুত্রগণের উপাধি। ইহা ১৩৪৯ হইতে ১৮৩০ পর্য্যন্ত দেওয়া হইত। ১৩৪৯-এ ভালিয়ের (Valoir) চার্ল্‌স্ ডফিনে নামক স্থান কেনেন এবং তিনি ৫ম চার্ল্‌স্ নাম লইয়া ফ্রান্সের রাজা হন। তিনি নিজের ছেলেকে ডফিন করেন।

ডলার (Dollar)—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রচলিত সোনা ও রূপার তৈরী মুদ্রা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিশেষ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ইহার প্রচলন আছে। ১ ডলার (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র) = ৪ টাকা ১২ আনা ২ পাই। ১ ডলার (কানাডা) = ৪ টাকা ৪ আনা ৭ পাই।

ডাইনোসর (Dinosaur)—অধুনালুপ্ত চতুষ্পদ অতিকায় সরীসৃপ-বিশেষ। Mesozoic যুগে ইহারা পৃথিবীতে বিচরণ করিত। ইহাদের দেহের তুলনায় মস্তক ক্ষুদ্র ছিল। ইহাদের চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কোন কোন শ্রেণীর ডাইনোসর ২০ ফুট হইতে ১০০ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইত।

ডাইভোর্স (Divorce)—আইন অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধবিচ্ছেদ। হিন্দুধর্ম্মে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব ছিল না। হিন্দু কোড বিল অনুযায়ী ইহা কতকগুলি সর্তে স্বীকৃত হইয়াছে।

ডাউনিং স্ট্রীট (Downing Street)—লণ্ডনের একটি রাজপথ। বৃটিশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী, দলের প্রধান 'হুইপ' এবং রাজস্ব-সচিবের সরকারী বাসগৃহ এই পথের উপর অবস্থিত। ১০, ১১ এবং ১২ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে ইহাদের তিন জনের বাসগৃহ। সার রবার্ট ওয়ালপোলের পর হইতে সকল প্রধান মন্ত্রী ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে বাস করিয়া আসিতেছেন। ফলে 'ডাউনিং স্ট্রীট' বলিতে এখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সরকারী মহল বুঝায়।

ডাকবিভাগ—ভারতে প্রথম ডাকে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন দিল্লীর সম্রাট্ শের শাহ্। এই ব্যবস্থায় এক চটি হইতে অন্য চটিতে ডাকহরকরা চিঠি লইয়া যাইত। ডাকপ্রথার এদেশে আমদানী করেন সর্ব্বপ্রথম লর্ড ডালহৌসি। কেবল সিন্ধুতে ব্যবহারের জন্য করাচীতে প্রথম ভারতীয় ডাকটিকিট বাহির হয় ১৮২৫-এ।

ডায়নামো (Dynamo)—বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত ও সঞ্চারিত করিবার যন্ত্র। 'ম্যাগ্নেট' ও 'আর্মেচার' ডায়নামোর প্রধান অঙ্গ। কলকারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য ডায়নামো বিশেষভাবে ব্যবহার করিতে হয়।

ডায়ার্কি (Dyarchy)—দ্বৈতশাসন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট অনুসারে ১৯১৯-এর ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট-এ এই শাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি বিষয় আইনসভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আর পুলিস, অর্থ, জেল ইত্যাদি বিষয় গভর্ণর ও বড়লাটের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হাতে দেওয়া হয়। প্রথমটিকে হস্তান্তরিত ও দ্বিতীয়টিকে সংরক্ষিত বিষয় বলা হয়। ইহা ১৯২১, ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৭-এর ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলে।

ডায়েট (Diet)—প্রতিনিধিপরিষদ্। রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি-সভা এই নামে পরিচিত ছিল। রোমান ডায়েট তিনটি অংশে

বিভক্ত ছিল—(১) নির্ব্বাচকমণ্ডলী, (২) রাজন্যবর্গ ও (৩) স্বাধীন নগরসমূহের প্রতিনিধিগণ। এক সময় জার্ম্মানি এবং পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি-সভাও এই নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমানে জাপানের প্রতিনিধি-পরিষদ্‌কে ডায়েট বলে।

ডারউইনের মতবাদ (Darwin's Theory)—চার্ল্‌স্ রবার্ট ডারউইন প্রসিদ্ধ ইংরাজ প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্। তিনি মানবজাতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ডারউইনের মতবাদরূপে পরিচিত। তাঁহার মতে মানুষের পূর্ব্বপুরুষেরা বানরজাতীয় কোন নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব ছিল। জীবজগতের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলিতেছে এবং যাহারা যোগ্যতম তাহারাই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে। ইহাকেই তিনি 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' বা 'Survival of the fittest' নামে অভিহিত করিয়াছেন। [চরিতাবলীতে 'ডারউইন' দ্রঃ]।

ডালিয়া ফুল (Dahlia)—এই বিলাতী ফুল অনেক জাতের আছে। সুইডিস্ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ Dr. Dahl-এর নামানুসারে এই ফুলের নাম হয়।

ডিক্টাফোন (Dictaphone)—ফনোগ্রাফের ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র। টাইপিস্ট-দিগকে যাঁহারা মুখে মুখে লিখিতব্য বিষয় বলিয়া দেন, তাঁহারা এই যন্ত্র ব্যবহার করেন। ইহাতে উভয় পক্ষের সময় সংক্ষেপ হয়।

ডিক্রী (Decree)—রাজাদেশ বা আইন অনুযায়ী আদেশ। প্রথমে ডিক্রী বলিতে রোমক সম্রাট্‌দিগের সিদ্ধান্ত বুঝাইত। বর্ত্তমানে ডিক্রী বলিতে আদালতের সিদ্ধান্ত বুঝায়। সর্ত্তাধীন ডিক্রী 'Decree nisi' বলিয়া কথিত হয়।

ডিজ়ল্ এঞ্জিন (Diesel Engine)—একপ্রকার এঞ্জিন। ইহার সিলিণ্ডারের মধ্যে বাতাস টানিয়া প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চির উপর ৫ শত হইতে ৬ শত পাউণ্ড চাপ দিয়া রাখা যায়। ফলে, উহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সিলিণ্ডারের মধ্যে পাম্পের সাহায্যে দাহ্য পদার্থ ঢালিয়া দিলে সেই উত্তাপে উহা জ্বলিতে থাকে। ফলে, 'পিস্টনে' গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। রুডল্ফ্ ডিজ়ল্ ইহার আবিষ্কর্ত্তা।

ডি. ডি. টি. (D. D. T.)—ইহা একপ্রকার বিষয় ঔষধ। পোকা-মাকড় মারিবার পক্ষে ইহা যুগান্তকারী ঔষধ বলিয়া স্বীকৃত। পুরা নাম—dichloro-diphenyl-trichloroethane.

ডিনামাইট (Dynamite)—প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থবিশেষ। শতকরা ৭৫ ভাগ নাইট্রো-গ্লিসারিন এবং শতকরা ২৫ ভাগ কিজ়ল্‌গুর মিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা সামরিক প্রয়োজনে এবং পাহাড় প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া টানেল ইত্যাদি নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ ব্যবহৃত হয়। আবিষ্কর্ত্তা আলফ্রেড নোবেল।

ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria)—সংক্রামক ব্যাধিবিশেষ। কণ্ঠনালীতে একপ্রকার জীবাণু প্রবেশের ফলে উহার মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে ভীষণ প্রদাহ উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক-বালিকার মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। আজকাল ডিপ্‌থিরিয়া প্রতিরোধক টীকা বাহির হইয়াছে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই অনেক সময়ে রোগীর মৃত্যু হয়।

ডিবেঞ্চার (Debenture)—পৌর প্রতিষ্ঠান ও বিখ্যাত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া যে ঋণপত্র বা অঙ্গীকারপত্র দেন, তাহাকে বলে ডিবেঞ্চার।

ডিভিডেণ্ড (Dividend)—গণিত-শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দবিশেষ। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে ভাজ্য বলে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে এই শব্দের ভিন্ন অর্থ। কোন কোম্পানীর লভ্যাংশ হইতে যে টাকা অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হয়, তাহাকেই 'ডিভিডেণ্ড' বলে। সাধারণ কথায় ইহাকে কোম্পানীর শেয়ার-ক্রয়কারীদের দেয় লভ্যাংশ বলা হয়।

ডিমারেজ (Demurrage)—জাহাজে বা রেলে মালপ্রেরণ বিষয়ে কারবারে ব্যবহৃত একটি শব্দ। জাহাজে বা রেলে কেহ মাল প্রেরণ করিলে জাহাজ বা রেল কোম্পানীর পক্ষ হইতে একটি রসিদ দেওয়া হয়। কত দিনে মাল যথাস্থানে পৌছিবে, তাহা এই রসিদে লেখা থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাল যথাস্থানে না পৌছিলে কোম্পানীর নিকট হইতে ব্যবসায়ীরা যে ক্ষতিপূরণ আদায় করে, তাহাই এই নামে অভিহিত। আবার ব্যবসায়িগণ যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোম্পানীর গুদাম হইতে মাল ছাড়াইয়া না আনে, তবে গুদামের দৈনিক ভাড়া হিসাবে কোম্পানী ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে যে টাকা পায়, তাহাকেও ডিমারেজ বলে।

ডিরেক্টরী (Directory)—১৭৯৫—১৭৯৯ পর্য্যন্ত ফ্রান্স পাঁচজনকে লইয়া গঠিত একটি কমিটীর দ্বারা শাসিত হয়। এই কমিটী ডিরেক্টরী নামে পরিচিত ছিল। এই ডিরেক্টরীর অধীনে নেপোলিয়ান ইটালী, মিশর ও জার্ম্মানির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন।

ডিসেম্বর (December)—ইংরাজী পঞ্জিকার দ্বাদশ মাস। রোমানদিগের পঞ্জিকায় ইহা দশম মাস বলিয়া গণ্য ছিল। কারণ তাহাদের বৎসর আরম্ভ হইত মার্চ্চ মাসে।

ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতা (The Durand Cup Tourney)—সিমলার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল-প্রতিযোগিতা-বিশেষ। ইহাতে প্রতিবৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা সামরিক ও বেসামরিক ফুটবল টীমগুলি যোগদান করে এবং বিজয়ী দল মূল্যবান্ ডুরাণ্ড কাপ লাভ করে। কলিকাতার আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতার পর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণতঃ এই খেলা হয়। ১৮৮৮-এ প্রথম খেলা হয়। ১৯৫৩-এ মোহনবাগান ক্লাব এই কাপ পায়।

ডুরাণ্ড লাইন (Durand Line)—মর্টিমার ডুরাণ্ড বড়লাটের বৈদেশিক বিভাগের কর্ম্মসচিব ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আফগান আমীরের সঙ্গে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে যে সীমানা নির্দ্দিষ্ট হয় (১৮৯৯) উহা 'ডুরাণ্ড লাইন' নামে খ্যাত।

ডেঙ্গুজ্বর—একপ্রকার অসহ্য বেদনাসহ জ্বর। স্টেগোমায়া মশার কামড়ে এই জ্বর হয়। ইহার বীজাণু এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না।

ডেড লেটার অফিস (Dead Letter Office)—পোস্ট অফিসের বিভাগ-বিশেষ। যে সকল পত্রের মালিকের ঠিকানা পাওয়া যায় না, অথবা যে পত্র কেহ দাবী করে না, তাহা এখান হইতে প্রেরক বা লেখকের নিকট ফেরত দেওয়া হয়।

ডেভিস কাপ (The Davis Cup)—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আন্তর্জ্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতা; লণ্ডনের উপকণ্ঠে উইম্বল্‌ডন শহরে বহু দেশের খ্যাতনামা লন টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিবৎসর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের Dwight Davis নামে একজন রাজনীতিজ্ঞ এই কাপ প্রদান করেন। ১৯০০-এ ইহা প্রথম আরম্ভ হয়।

ডেভিস ল্যাম্প (Davis Lamp)—পূর্ব্বে কয়লার খনিতে মার্স গ্যাস নামে একপ্রকার গ্যাস খোলা বাতির সংস্পর্শে আসিয়া জ্বলিয়া উঠিত। বিস্ফোরণের ফলে বহু খনির শ্রমিক মারা যাইত। সার হাম্‌ফ্রি ডেভি নামে এক বৈজ্ঞানিক একটি বাতি আবিষ্কার করেন, যাহা ঐ গ্যাসের সংস্পর্শে আসিয়া বিস্ফোরণ ঘটাইতে পারিত না। ঐ বাতি ব্যবহারের ফলে খনিতে দুর্ঘটনা অনেক কমিয়া গিয়াছিল।

ডেস্ট্রয়ার (Destroyer)—একপ্রকার

যুদ্ধজাহাজ। ইহা টর্পেডো বোট ধ্বংস করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৮৯৩-এ প্রথম নির্মিত হয়। ইহার ওজন হাজার দেড় হাজার টন হয়।

ডোমিনিয়ন স্টেটাস (Dominion Status)—কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশগুলির বিশেষ পদমর্য্যাদাকে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' বলে। একটি উপনিবেশ বা ডোমিনিয়নের সঙ্গে অন্য একটি ডোমিনিয়নের বা গ্রেট ব্রিটেনের যে সম্বন্ধ তাহা এই পদমর্য্যাদা দ্বারা বোঝা যায়। ১৯১৭-এ ঔপনিবেশিক সম্মেলনে 'ডোমিনিয়ন' কথাটির প্রথম প্রয়োগ হয়। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আইরিশ ফ্রী স্টেট, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও সিংহল ডোমিনিয়নের পর্য্যায়ভুক্ত। তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র, কেবল ব্রিটেনের সঙ্গে বন্ধুভাবে যুক্ত।

ড্রেড্‌নট (Dreadnought)—একপ্রকার প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজ। ইহাতে খুব বড় বড় কামান সজ্জিত থাকে। ১৯০৫ হইতে এইরূপ জাহাজের প্রচলন হইয়াছে।

ড্র্যাগন গাছ (Dragon Tree)—কুমুদজাতীয় উদ্ভিদ্-বিশেষ। এসিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে ইহারা জন্মিয়া থাকে।

ড্র্যাগন মাছ (Dragon Fish)—মৎস্য-বিশেষ। ভারতবর্ষ, চীন ও অস্ট্রেলিয়া দেশের সমুদ্রে এই জাতীয় মৎস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের হাড়গুলি দেখিতে পাতের ন্যায়।

ড্র্যাগন মাছি (Dragon Fly)—মক্ষিকা-বিশেষ। ইহারা প্রায় ২২টি শ্রেণীতে বিভক্ত। শরীরের তুলনায় ইহাদের চক্ষু ও মস্তক বৃহৎ। এই জাতীয় মক্ষিকার চারিখানি স্বচ্ছ পাখা থাকে।

ঢ

ঢেমনা বা দাঁড়াস সাপ—একপ্রকার সাপ। ইহা ৪।৫ হাত দীর্ঘ হয়। দেহের উপরদিকটি পাটলবর্ণ, নীচের দিক আপীত। পশ্চাৎদিকে অঙ্গুরী-চিহ্ন। ইহারা বিষহীন। ইঁদুর ধরিয়া খায়। লোকের বিশ্বাস ইহারা গোরুর পা জড়াইয়া দুধ খায়।

ঢোঁড়া সাপ—একপ্রকার সাপ। ২½—৩ হাত লম্বা হয়। জলে কাদায় থাকে, মাছ খায়। বিষ নাই।

ত

তড়িৎ—ঘর্ষণের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ইহা প্রাচীনকাল হইতে মানুষের জানা ছিল। অম্বর (amber)-এর ঘর্ষণেই অধিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইত বলিয়া বিদ্যুতের নাম Electricity হয়। গ্রীক Elektron=অম্বর। দুই প্রকার বিদ্যুতের অস্তিত্ব সর্ব্বপ্রথম ডুফে আবিষ্কার করেন। Benjamin Franklin এই দুই প্রকার বিদ্যুৎকে Positive ও Negative এই আখ্যা দেন। গ্যাল্‌ভানি সর্ব্বপ্রথম মরা ব্যাঙ্‌এর পরীক্ষা হইতে চলবিদ্যুতের সন্ধান পান। ভোল্‌টা আবার বিদ্যুতের নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ইহার পর বিদ্যুতের নব নব কথা যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডেভি, ফ্যারাডে, ওহ্‌ম প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগের মধ্যে বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানীরূপে বিখ্যাত ছিলেন হার্ৎজ, কেলভিন, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি।

তাজমহল—সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের সমাধিমন্দির। মমতাজমহল শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ তাজমহল। মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা এই প্রাসাদ গঠিত হইয়াছে। ইহা অতি মনোরম অট্টালিকা। ইহা যমুনার তীরে অবস্থিত। ইহার তোরণদ্বার লালবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহা ২২০ ফুট উচ্চ। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য ১৬৩২-এ আরম্ভ হয় এবং ১৬৫৩-এ শেষ হয়। ২০,০০০ কারিগর ২২ বৎসর ধরিয়া নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইহা শেষ করে।

তাপ্তা—একপ্রকার বস্ত্র। বাগদাদ্ শহরে তাপ্তা নামক একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তার নাম হইতে কাপড়ের নাম তাপ্তা হইয়াছে।

তার্‌পিন তৈল (Turpentine)—পাইন নামক গাছের গা কাটিয়া তার্‌পিন তৈল বাহির করা হয়। ইহা বাতরোগে অনেক সময় বিশেষ উপকারী। বার্ণিশ ও রং তৈয়ারী করিতে ইহার বিশেষ দরকার হয়।

তাল—গীতচ্ছন্দে যে সকল স্থানে প্রস্বন (accent) পড়ে তাহার নাম তাল। আবার গীতবাদ্যের বিশেষ বিশেষ ছন্দের নামও তাল—যেমন চৌতাল, একতালা, ধামার, কাহারবা, দাদরা, ঝুমরা ইত্যাদি। প্রাচীন শাস্ত্রে চর্চ্চৎপুট, চারুপুট, ষট্‌পিতা-পুত্রক প্রভৃতি বহু তালের নাম দেখা যায়। কীর্ত্তনাঙ্গে দশকোষী, শশিশেখর, তেওট, প্রভৃতি তাল প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ রূপকড়া, নবমী, একাদশী প্রভৃতি অভিনব তাল সৃষ্টি করিয়াছেন।

তালিকোটার যুদ্ধ—বিজয়নগরের শেষ বিখ্যাত রাজা রাম রাজার সহিত দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সুলতানদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তালিকোটার যুদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি প্রধান রাজ্যের মধ্যে একমাত্র বেরার রাজ্যের সুলতান ছাড়া অন্যান্য সকলেই এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এই যুদ্ধ ১৫৬৫-এ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের পরে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের ধ্বংস হয়।

তাসি-লামা বা তেস্থু-লামা (Teshu-Lama)—তিব্বতের প্রধান ধর্ম্মগুরু ও শাসনকর্ত্তা দলাই লামার নীচেই ক্ষমতায় ও পদমর্য্যাদায় তাসি-লামার স্থান। লামা-উপাধিধারী বৌদ্ধ মঠাধ্যক্ষগণের মধ্যে ইনি সকলের শ্রেষ্ঠ। ভুটানে যাইবার একটি গিরি-সঙ্কটের মুখেই ইঁহার বিশাল প্রাসাদ অবস্থিত।

তিমি—বৃহদাকার সামুদ্রিক জীববিশেষ। ইহা ৪০ হইতে ১০০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহার মস্তক শরীরের এক-তৃতীয়াংশ। এই জীব সাধারণতঃ আর্কটিক সাগরে বাস করে। ইহার চামড়ার নীচে ৮।১০ ইঞ্চি পুরু চর্ব্বি আছে; এই চর্ব্বির জন্য ইহা ধরা হইয়া থাকে। ইহার মুখের ভিতরে যে হাড়ের মত জিনিস থাকে, তাহাও বিশেষ দামী।

তুন্দ্রা—রুশিয়ার উত্তরে বৃক্ষাদিশূন্য বিশাল সমতল ভূমি। ইহা জলময় ও বরফে সমাচ্ছন্ন। এই তুষারময় ক্ষেত্রে এরূপ শীত যে, মানুষ গ্রীষ্মকাল ব্যতীত এখানে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। যদি বা বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি পত্রপুষ্প-বিবর্জ্জিত এবং কেবল কাণ্ডমাত্রসার। এখানে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ শৈবাল জন্মে। উহা বন্য-হরিণের খাদ্যের উপযুক্ত বলিয়া এখানে উহারা বাস করে। এখানকার অধিবাসীদের তুঙ্গিম বলে।

তুলাব্রত—ইহাকে তুলটও বলা হয়। কোন ধাতু দিয়া নিজের শরীরের ওজন করিয়া উক্ত ধাতু যদি দান করা হয়, তবে তাহাকে তুলাব্রত বা তুলট বলা হয়। স্বর্ণ দিয়া ওজন করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষের মুক্তিলাভ ঘটে। রৌপ্য দিয়া ওজন করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। তাম্র দিয়া ওজন করিলে কুষ্ঠাদি বহু ব্যাধির হাত হইতে আরোগ্য লাভ করা যায়। কাংস্যের ওজনে ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি ঘটে। লৌহের ওজনে রত্নাধিপ হয়। পিত্তলের ওজনে অপ্সরা দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিমানে ও স্বর্গে সুখে বাস করা যায়। সীসার ওজনে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ ঘটে। রাংএর ওজনে চন্দ্রের সহযোগিতা ঘটে।

তুষারনদী (Glacier)—পাহাড়ের উপরে বরফ জমিয়া থাকে। সেই বরফ সামান্য মাত্র উত্তাপে গলিয়া গেলে নদীর

আকারে উপত্যকার মধ্য দিয়া পাহাড়ের নীচে নামিয়া আসিতে থাকে। ক্রমে এই তুষার-স্রোত বেশী উত্তাপে জল হইয়া সমতল ভূমিতে পড়ে।

তুষারমানব—১৯৫১-এ এরিক শিপটন হিমালয়ের উপরে এই তুষারমানবের সন্ধান পান। কুড়ি হাজার ফুটের উপরে এই জীবটির সন্ধান পাওয়া যায়। কেহ এই তুষারমানব চোখে দেখেন নাই, তবে অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ অস্বীকার করেন না। শিপটনের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে তুষারমানব দেখিতে অর্দ্ধমানুষ ও অর্দ্ধপশুর মত। বার ইঞ্চি পায়ের ছাপও ছবিতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

তুষাররেখা—পাহাড়ের উপরে তুষার জমে। সেই তুষার কখন কখন গলিয়া নদী হিসাবে সমতল ভূমিতে পড়ে। কিন্তু পাহাড়ের উপরে এমন স্থান আছে, যে স্থানের তুষার কখনও গলিয়া জল হয় না। কি গ্রীষ্মকালে, কি শীতকালে এই তুষার জমাট বাঁধিয়া থাকে। যে উচ্চতার পর হইতে তুষার কখনও গলিয়া পড়ে না, সেই উচ্চতাকে তুষাররেখা বলা হয়। বিভিন্ন দেশে এই তুষাররেখার উচ্চতা বিভিন্ন। হিমালয় প্রদেশে সাধারণতঃ ১৬ হাজার ফুটের উপর হইতে সর্ব্বদা তুষার জমিয়া থাকে। শীত-প্রধান দেশে অনেক স্থলে ৭।৮ হাজার ফুটের পরেই তুষারের রাজত্ব।

তেলেগু—মাদ্রাজের উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলের ভাষাবিশেষ। প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির ভাষা হইতে কালক্রমে এই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। মাদ্রাজের উত্তর সরকার ও কর্ণাটের উত্তর অঞ্চল, হায়দরাবাদ ও মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক এই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। ইহা মাদ্রাজের এক-পঞ্চমাংশ লোকের ভাষা। এই ভাষার ভিত্তিতে ১৯৫৩-এ নূতন ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হইয়াছে।

তোগলক বংশ—খিলজী বংশের পরে দিল্লীর সিংহাসন তোগলক বংশের রাজারা অধিকার করেন। এই বংশের তিনজন প্রধান রাজা ছিলেন—(১) গিয়াসুদ্দিন তোগলক; (২) মহম্মদ তোগলক; (৩) ফিরোজ শাহ্ তোগলক। এই বংশের রাজারা সর্ব্ব-সমেত ১৩২১ হইতে ১৪১৪ পর্য্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তোপাজ (Topaz)—স্বচ্ছ খনিজ রত্ন-বিশেষ। ইহা শক্ত পাথরময় পাহাড়ে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহার রং পীতবর্ণ। ব্রেজিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তোপাজ পাওয়া যায়।

তোমর বংশ—রাজপুত বংশবিশেষ। এই বংশ দ্বাদশ শতকে দিল্লীতে রাজত্ব করিত। আজমীরের চৌহান বংশীয়েরা এই বংশের রাজাদের দিল্লী হইতে তাড়াইয়া দেয়।

ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ (Thirty Years' War)—ইউরোপে যে কয়টি ধর্ম্মযুদ্ধ হয়, তন্মধ্যে 'ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জার্ম্মানির প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম্মমতাবলম্বীদের সহিত ক্যাথলিক ধর্ম্মমতের সংঘর্ষ বাধে; সেই সংঘর্ষ হইতেই এই যুদ্ধের উৎপত্তি। এই যুদ্ধ ১৬১৮ হইতে ১৬৪৮ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই যুদ্ধ প্রথমতঃ জার্ম্মানদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও পরে অন্যান্য অনেক ইউরোপীয় রাজ্যও ইহাতে যোগদান করে। ওয়েস্ট-ফ্যালিয়ার সন্ধি হইলে এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

থ

থার্ম্মাইট (Thermite)—রাসায়নিক দ্রব্য-বিশেষ। অ্যালুমিনিয়াম পাউডার ও অক্সাইড অব আয়রণ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা ১৮৯৫-এ ডাক্তার হান্‌স্ গোল্ডস্মিড্‌ট্ (Hans Goldschmidt) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

থার্ম্মোফ্লাস্ক (Thermos flask)—পাতলা কাঁচের হাল্কা বোতল, মুখে কর্কের ছিপি। বোতলটা একটা টিনের খাপের মধ্যে থাকে। গরম জিনিস ইহার মধ্যে গরম ও ঠাণ্ডা জিনিস ঠাণ্ডা থাকে। ভিতরের সঙ্গে বাহিরের তাপ চলাচল যাহাতে হইতে না পারে সেই-জন্য ইহা পাতলা কাঁচ দিয়া তৈয়ারী। কাঁচ-গুলি সমান্তরাল ও মধ্যের ফাঁক বায়ুহীন আর মুখে আছে মোটা কর্কের ছিপি। ফলে ভিতরের তাপ যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় বহুক্ষণ থাকে।

থার্ম্মোমিটার (Thermometer)—তাপমান-যন্ত্র। গ্যালিলিও ইহার উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রের মধ্যে পারদ থাকে। এই পারদ উত্তাপে বাড়ে। প্রধানতঃ তিন প্রকারের থার্ম্মোমিটার প্রস্তুত হয়:—(১) ফারেন্‌হাইট্ (Fahrenheit), (২) সেন্টিগ্রেড (Centigrade), (৩) রোমার (Reaumur)। ফারেন্‌হাইট্ থার্ম্মোমিটার নিউটন কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয় (১৭১৪)। এই থার্ম্মো-মিটার অনুযায়ী ফুটন্ত জলের উত্তাপ ২১২ ডিগ্রি ও যে অবস্থায় জল বরফ হইয়া যায়, তাহার উত্তাপ ৩২ ডিগ্রী। সেন্টিগ্রেড অনুযায়ী ফুটন্ত জলের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রি এবং জলজমার উত্তাপ ° ডিগ্রি। ইহা ফরাসী দেশে চলে। রোমার অনুযায়ী ফুটন্ত জলের উত্তাপ ৮০ ডিগ্রি এবং জল জমার উত্তাপ ° ডিগ্রি। ইহা জার্ম্মান দেশে চলে।

থার্ম্মোস্ট্যাট (Thermostat)—উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার যন্ত্রবিশেষ। ইহা দ্বারা উত্তাপ কোনও নির্দ্দিষ্ট ডিগ্রিতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা যায়। গরম করিবার যে কোনও যন্ত্রে ইহা লাগান যায়।

থিওজফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society)—পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে অন্বেষণ করিবার সমিতি। মাদ্রাজে এই সমিতির প্রধান কার্য্যালয়। ইহা ফরাসী মহিলা ব্লাভাস্‌কি (Blavasky) ও কর্ণেল অল্‌কট (Olcott) কর্ত্তৃক ১৮৭৩-এ স্থাপিত হয়। সর্ব্বসমেত ইহার প্রায় চারিশত শাখা আছে।

থেলিয়াম (Thallium)—ইহা একটি দুষ্প্রাপ্য ধাতু। ১৮৬১-এ ইহা সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইহা তাম্র ও লৌহের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কাচ তৈয়ারির সময় ইহার প্রয়োজন হয়।

দ

দল, রাজনৈতিক (Political party, Party system)—প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল থাকে। এক একটি দল এক একটি ভিন্ন মত পোষণ করে এবং সেই মত কার্য্যকরী করিবার জন্য ভোট সংগ্রহ করিয়া শাসন-ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে। সাধারণতঃ দুইটি প্রবল দল থাকে। ইংলণ্ডে রক্ষণশীল (Conservative) ও উদারনীতিক (Liberal) দল আছে। অবশ্য শ্রমিক দল (Labour) আজকাল বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিক দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। ভারতবর্ষের কয়েকটি বিশিষ্ট দল—কংগ্রেস দল, কমিউনিষ্ট দল, সমাজতন্ত্রী দল, ফরওয়ার্ড ব্লক, জনসংঘ, হিন্দুমহাসভা, কৃষক-প্রজা-মজদুর দল ইত্যাদি। বর্ত্তমানে অবশ্য কংগ্রেস দল ও কমিউনিষ্ট দল ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল। ১৯৫১-এর সাধারণ নির্ব্বাচনে যে সব দল প্রদত্ত ভোটের অন্ততঃ শতকরা তিনটি ভোট লাভ করিয়াছে, তাহাকে সরকারী ভাবে সর্ব্বভারতীয় দল বলা হয়। কংগ্রেস, প্রজা-সোস্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট ও জনসঙ্ঘ এই নীতি অনুযায়ী সর্ব্বভারতীয় দল।

দলাইলামা—তিব্বতীয়দের প্রধান পুরোহিত ও অধিনায়ক। তাঁহার নিবাস লাসার পোতল নামে প্রাসাদে। তিব্বতীরা মনে করেন ১৭ জন দলাইলামা হইবেন।

বর্ত্তমানে ১৩শ দলাইলামা রাজত্ব করিতেছেন। দলাইলামারা বিবাহ করেন না। পুরোহিত ও রাজার কাজ ইনি একাই করিয়া থাকেন।

দশনামী সম্প্রদায়—সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক ছিলেন শঙ্করাচার্য্যের প্রধান চারি শিষ্য। ইঁহাদের দশ শিষ্য। এই দশজন হইতে দশনামী সন্ন্যাসীদের তীর্থাদি দশ সংজ্ঞা নিরূপিত হয়।

দশসালা বন্দোবস্ত—লর্ড কর্ণওয়ালিস-প্রবর্ত্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামান্তর। জমির ব্যবস্থা চিরকালের জন্য হইবে না দশ বছরের জন্য হইবে ইহা লইয়া কর্ণওয়ালিসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্য জন শোর বিতর্ক তুলিয়াছিলেন। তাহা হইতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নাম হয় দশসালা বন্দোবস্ত ['চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্রঃ]।

দাসপ্রথার উচ্ছেদ—১৭৭২-এ ইংলণ্ডের আদালতে এক মামলায় স্বীকৃত হয় যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে কোন দাস পদার্পণ করিলেই সে স্বাধীন। ১৭৯৪-এ আমেরিকার লোকেরা এই ব্যবসায় করিতে নিষিদ্ধ হইল। ১৮০৭-এ আমেরিকায় আফ্রিকা হইতে দাস আমদানী বন্ধ হয়। ১৮০৭-এ গ্রেট ব্রিটেনে দাস-ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য আইন পাশ করা হয়। ১৮১৫-এ ভিয়েনা কংগ্রেসে দাসপ্রথার রদ ঘোষণা করা হয়। ১৮৩৩, ২৮শে আগষ্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সর্ব্বত্র দাসপ্রথা রদ হইল। ১৮৩৮-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সর্ব্বত্র দাসদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৮৬২, ২২শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিন্‌কলন যুক্তরাষ্ট্রে সকল দাসকে মুক্তিদান করেন। ১৯২৬-এ লীগ অব নেশানস্ পৃথিবীর সর্ব্বত্র দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করে।

দিগম্বর সম্প্রদায়—জৈনদিগের একটি সম্প্রদায়। ইহারা বস্ত্র পরে না। ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র শ্বেতাম্বর জৈনদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ভিন্ন।

দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র—'কম্পাস' দ্রঃ।

দিবর দীঘি—পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। ইহা মাহিষ্য-রাজা দিব্যোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার মধ্যে ১০ ফুট ব্যাস ৪১ ফুট উচ্চ আট স্টোন কষ্টপাথর আছে। ইহা মহারাজ দিব্যোকের জয়স্তম্ভ।

দিল্লীর দরবার—সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ সিংহাসনে আরোহণের পর ১৯১১-এ ভারতে আসিয়া দিল্লীতে দরবার করেন। এই সময় ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য এক ঘোষণা করা হয়। ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ ও বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি ইহাতে নিমন্ত্রিত হন এবং সভাতে সম্রাট্ পত্নীসহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দীন ইলাহী—সম্রাট্ আকবরের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মমতানুযায়ী মোহাম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত অবতার নন। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহা তিনি ১৫৮২-এ প্রচার করেন।

দুগ্ধবৃক্ষ—দক্ষিণ-আমেরিকার ভেনেজুয়িলার অনুর্ব্বর প্রদেশে একপ্রকার গাছ আছে, উহা দুগ্ধবৎ পদার্থ দেয়। এই কারণে ঐ গাছকে দুগ্ধবৃক্ষ বলা হয়। গাছগুলি উচ্চে ১০০ হইতে ১২৫ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ওখানকার অধিবাসিগণ এই গাছের গুঁড়িতে একটি গর্ত্তের মত করে এবং গাছের একটি স্থান কিছু গভীরভাবে চিরিয়া দেয়। তারপর ক্রমান্বয়ে দুই দিন ধরিয়া দুধের মত শুভ্র এবং সুস্বাদু একপ্রকার রস বাহির হইয়া ঐ গর্ত্তে সঞ্চিত হয়। এই রস উপাদেয় এবং দুগ্ধের মত পুষ্টিকর।

দুলদুল—এমাম হোসেনের অশ্ব। মহরম উপলক্ষে মুসলমানেরা ইহার প্রতিকৃতি বাহির করে।

দূরবীক্ষণযন্ত্র—'টেলিস্কোপ' দ্রঃ।

দেওয়ান-ই-আম, -খাস—মুসলমান রাজত্বকালে রাজস্ব-আদায়ের মন্ত্রণা-সভাকে এই নামে অভিহিত করা হইত। শাহ্‌জাহান দিল্লীতে একটি নূতন শহর নির্ম্মাণ করেন। শহরের মধ্যে একটি দুর্গ আছে। এই দুর্গের মধ্যকার দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে মণ্ডিত। দেওয়ান-ই-খাসের উপর লেখা আছে—"পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তাহা এখানেই, তাহা এখানেই, তাহা এখানেই।"

দোলক (Pendulum)—সীসা বা লোহার একটি ছোট গুলি একগাছি সরু সুতার সঙ্গে বাঁধিয়া কোন স্থান হইতে ঝুলাইয়া দিলে একটি দোলক পাওয়া যায়। গুলিটিকে দোলকের দুল বলা হয়। ঝুলানর স্থান হইতে দোলক পর্য্যন্ত দূরত্বকে দোলকের দৈর্ঘ্য বলে। দোলক সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম আছে। দোলকের আবিষ্কারক গ্যালিলিও।

দ্রাবিড় জাতি ও ভাষা—ভারতের একটি সুপ্রাচীন জাতি। ইহারা আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে বেলুচিস্তানের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধিবাসীদিগকে দ্রাবিড় জাতির বংশধর বলা যাইতে পারে। নর্ম্মদা ও বিন্ধ্য-গিরির দক্ষিণে যে যে স্থানে তামিল, তেলেগু বা কানাড়ী ভাষা প্রচলিত আছে, সেই সেই স্থানকে দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত করা যায়। দ্রাবিড় দেশকে চোল, পাণ্ড্য, কেরল, কর্ণাট, কলিঙ্গ ও অন্ধ্র এই কয় ভাগেও কেহ কেহ বিভক্ত করিয়াছেন। দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও কানাড়ী প্রধান। তামিল মাদ্রাজীদের ভাষা; তেলেগু অন্ধ্রদের; মালয়ালম ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, কেরল ও কানাড়ী মহীশূরের ভাষা।

ধ

ধর্ম্মপূজা—বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত উপদেশ লইয়া রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তন করেন। বীরভূম বাঁকুড়ায় এই পূজার খুব প্রচলন ছিল। ১৫শ শতকের শেষভাগের পূর্ব্বে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপূজক লাউ-সেনকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্য গড়িয়া উঠে। এই পূজার পুরোহিতগণকে পণ্ডিত বলে। ধর্ম্মঠাকুর নিরঞ্জন, নিরাকার। কিন্তু পাথরের কচ্ছপমূর্ত্তিতে পূজা হয়।

ধর্ম্ম, পৃথিবীর—নিম্নে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সেই ধর্ম্মমতাবলম্বী লোকদের সংখ্যা দেওয়া হইল :—

১। খৃষ্টধর্ম্ম (৬৯,২৪,০০,০০০)। ২। কন্‌ফিউ-সিয়ান ও তাওধর্ম্ম (৩৫,০৬,০০,০০০)। ৩। হিন্দুধর্ম্ম (২৮,৯১,০০,০০০)। ৪। মুসলমান-ধর্ম্ম (২৫,০০,০০,০০০)। ৫। বৌদ্ধধর্ম্ম (১৫,০০,০০,০০০)। ৬। ইহুদি-ধর্ম্ম (১,৬১,০০,০০০)।

প্রধান ধর্ম্মের লোকের মোট হিসাব :—

খৃষ্টান—৬৯ কোটি ২৪ লক্ষ। ইহুদি—১ কোটি ৬১ লক্ষ। মুসলমান—২৫ কোটি ৯১ লক্ষ। (ভারতে—৭·৭৮ কোটি। ইহার মধ্যে বাংলায় ২·৭৮ কোটি। পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন দেশে এত মুসলমান নাই।) হিন্দু—২৮ কোটি। বৌদ্ধ—১৫ কোটি। চীনা—৩৫ কোটি ৬ লক্ষ।

ধর্ম্ম, ভারতের—নিম্নে ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম ও সেই ধর্ম্মমতাবলম্বীদের সংখ্যা প্রদত্ত হইল—

১। হিন্দুধর্ম্ম (২৩,৯১,৯৫,১৪০)। ২। মুসল-মানধর্ম্ম (৭,৭৬,৭৭,৫৪৫)। ৩। বৌদ্ধধর্ম্ম (১,২৭,৮৬,৮০৯)। ৪। খৃষ্টধর্ম্ম (৬২,৯৬,৭৬৩)। ৫। শিখধর্ম্ম (৪৩,৩৫,৭৭১)।

ধাতু—ধাতু বলিলে চলিত কথায় সোনা রূপা ইত্যাদি বুঝায়। ধাতু মাত্রেই বিদ্যুৎবাহী। পারদ তরল ধাতু। ধাতু ২৬° হইতে ৩৪০০° সেঃ ডিগ্রীর মধ্যে গলে। টাংস্টেন নামে ধাতু ৩৪০০° তাপে গলে। উজ্জ্বলতা ও আঘাতের দ্বারা অতি পাতলা পাত বা সরু তারে পরিণত হওয়া (পারদ ভিন্ন) ধাতুর বিশিষ্ট ধর্ম্ম।

ধূমকেতু—এই জ্যোতিষ্ক গ্রহের মত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে। ইহারা দেখিতে উজ্জ্বল

সম্মার্জনীর (ঝাঁটার) মত। ইহাদের আকার দুইশত হইতে দুই তিন হাজার মাইল পর্য্যন্ত হয়। ধূমকেতুর তিনটি ভাগ—কেন্দ্র, শীর্ষ ও লাঙ্গুল। ধূমকেতু ৮০০ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইহারা ডিম্বাকার পথে সাধারণতঃ বিচরণ করে। ইহারা ৩১/৪ বৎসর হইতে ৮০ বৎসরের মধ্যে একবার ঘুরিয়া আসে। কতকগুলি লক্ষ বৎসর পরেও আসিতে পারে। আবার কতকগুলি কখনও ফিরিয়া আসে না। Biela ধূমকেতুর উদয় হয় ১৮৫২-এ—ইহা আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ধূমকেতু পাথর ও লোহার কতকগুলি পিণ্ডমাত্র। এই পিণ্ড হইতে যে বাষ্প বাহির হয়, তাহাই ইহার লেজ। বিখ্যাত পণ্ডিত হেলি যে ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেন, তাহার নাম হেলির ধূমকেতু। এই ধূমকেতু পঁচাত্তর বৎসর অন্তর অন্তর দেখা যায়। ১৪৫৬, ১৬৮০, ১৮১১, ১৮৪৩, ১৮৫৮, ১৮৬১, ১৮৭৪, ১৮৮১ ও ১৯১০-এ ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। ইহা ছাড়া আরও অনেক ধূমকেতু আছে।

ধ্রুবনক্ষত্র—ইংরাজীতে ইহাকে পোল স্টার (Pole Star) বা পোলারিস (Polaris) কহে। ইহা আকাশে সর্ব্বদা স্থির থাকে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা পৃথিবীর উত্তরদিকে অবস্থিত ও সুমেরুর দিকে মুখ করিয়া আছে। দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে নাবিকেরা এই তারা দেখিয়া দিক্ স্থির করিত। আকাশের উত্তর দিকে তাকাইলে যে সাতটি নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে। ইহাদের মধ্যে চারিটি নক্ষত্র চতুর্ভুজের চারিটি কোণের ন্যায় অবস্থিত। উহাদের শেষপ্রান্তস্থ নক্ষত্র দুইটিকে মনে মনে একটি সরল রেখার দ্বারা যোগ করিয়া বাড়াইয়া দিলে, ঐ রেখার উপরে যে উজ্জ্বল তারাটি দেখা যায়, তাহাই ধ্রুবতারা। ইহার কোন গতি চোখে ধরা যায় না। পৃথিবী হইতে দূরত্ব ৫৪.৪ আলোকবর্ষ।

———

ন

নক্ষত্র—সৌরজগতে কোটি কোটি নক্ষত্র আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। ইহাদের নিজেদের আলো আছে এবং এই আলো কাঁপে। ইহারা প্রকৃতপক্ষে এক একটি সূর্য্য। তবে কোনটি সূর্য্যের চেয়ে বড়, কোনটি ছোট। নক্ষত্রগুলি এত দূরে অবস্থিত যে, পৃথিবীতে ইহাদের আলো আসিতে বহু বৎসর কাটিয়া যায়। নিকটতম তারকা হইতে আলোক আসিতে সাড়ে চার বছর লাগে।

নক্সভমিকা (Nux Vomica)—ইহা কুচিলা গাছের বীজ। ইহা হইতে strychnine বিষ তৈয়ারী হয়। ইহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

নদী—পৃথিবীর কতকগুলি দীর্ঘ নদী, তাহারা যে যে সাগরে, উপসাগরে বা নদীতে পড়িয়াছে তাহাদের নাম ও ঐ সকল নদীর দৈর্ঘ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নদী	মাইল
মিসৌরি-মিসিসিপি (মেক্সিকো উপসাগর)	৪,৫০২
আমাজন (অ্যাটলান্টিক)	৪,১৯৪
নীলনদ (ভূমধ্য সাগর)	৩,৬০০
ইয়াংসিকিয়াং (উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর)	৩,৪০০
ইনিসি (উত্তর মহাসাগর)	৩,৩০০
কঙ্গো (আটলান্টিক)	৩,০০০
লেনা (উত্তর মহাসাগর)	২,৮০০
ওবি (উত্তর মহাসাগর)	২,৭০০
নাইজার (গিনি উপসাগর)	২,৬০০
হোয়াং-হো (উত্তর মহাসাগর)	২,৬০০
ম্যাকেঞ্জি (বোকোর্ট সাগর)	২,৫১৪
আমুর (উত্তর মহাসাগর)	২,৫০০
ভল্গা (কাস্পিয়ান)	২,৪৫০
লা প্লাটা (দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক)	২,৩০০
ইয়ুকন (বেরিং সাগর)	২,০০০

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ নদী—সিন্ধু (১,৮০০) তৎপরে ব্রহ্মপুত্র (১,৬৮০) ও তৎপরে গঙ্গা (১,৫০০)।

নন্-কলেজিয়েট (Non-collegiate)—কলেজে শতকরা ৭৫টি লেকচার না শুনিলে আই. এ. প্রভৃতি পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয় না। যাহাদের এইরূপ যোগ্যতা থাকে না, তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতি ও ১৫ টাকা জরিমানা দিয়া তবে পরীক্ষা দিতে হয়। এইরূপ ছাত্রদের নন্-কলেজিয়েট বলে। নন্-কলেজিয়েট ছাত্রেরা বৃত্তি পায় না।

নন্দবংশ—ভারতের একটি প্রাচীন রাজবংশ। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ। তাঁহার আটটি পুত্র ছিল। পিতা ও পুত্রগণ, এই নয়জনকে নন্দবংশের রাজা বলা হয়। ইঁহারা ৪১৩ হইতে ৩১২ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই নন্দবংশের বিষয় আমরা পুরাণ ও 'মুদ্রারাক্ষস' নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারি। নন্দবংশের শেষ রাজা ধন নন্দই চাণক্যকে সভাগৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। খারবেল লিপি হইতে জানা যায় যে, শেষ দুইজন শৈশুনাগ রাজা নন্দবংশের লোক।

নবগ্রহ—হিন্দু জ্যোতিষে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই নবগ্রহ বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে সূর্য্য নক্ষত্র, চন্দ্র উপগ্রহ, রাহু ও কেতু ছায়া মাত্র ['গ্রহ' দ্রঃ]।

নববিধান সমাজ—ব্রাহ্মসমাজের শাখা-বিশেষ। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতান্তর ঘটিলে তিনি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। পরে কুচবিহার বিবাহ ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের স্বপক্ষীয় কয়েকজন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন ও কেশবচন্দ্র তাঁহার সমাজের নাম দেন 'নববিধান সমাজ'।

নব্যন্যায়—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিথিলায় ন্যায়দর্শনের কেন্দ্র। গাঙ্গেশ উপাধ্যায় আচার্য্য গৌতম প্রচারিত প্রাচীন ন্যায়ের বহু দোষ দেখেন এবং যে নব্যন্যায় প্রণালীর প্রচলন করেন, তাহা নব্যন্যায় নামে খ্যাত। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে নব্যন্যায় শিক্ষা করিয়া আসেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গাধর মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিবার সময় সমগ্র ন্যায়গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া আনেন।

নরম জল (Soft water)—যে জলে কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক লবণ থাকার ফলে সহজেই সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয়, তাহাকে রাসায়নিক ভাষায় নরম জল বলে। যে জলে ঐ সকল পদার্থের অভাবে সহজে ফেনা উৎপন্ন হয় না, তাহাকে শক্ত জল (Hard water) বলে।

নর্ম্মান (Norman)—ফ্রান্সের নর্ম্মাণ্ডি প্রদেশের অধিবাসী। এই নর্ম্মানজাতীয় উইলিয়াম (William I) ইংলণ্ড অধিকার করেন এবং বিজয়ী উইলিয়ম (William the Conqueror) বলিয়া খ্যাত হন।

নাইটার (Nitre)—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সোরা বলা হয়। ইহার সংমিশ্রণে বারুদ ও বহু আতসবাজী তৈয়ারী হয়। ইহার অপর নাম 'Saltpetre'.

নাইট্রিক অ্যাসিড (Nitric Acid)—একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য। ইহা নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়। ইহাতে বহু ধাতু গলিয়া যায়। নাইট্রিক অ্যাসিডে সোণা গলে না, ইহার সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশাইলে একোয়া-রিজিয়া (Aqua Regia) নামক যে পদার্থ সৃষ্টি হয়, তাহাতেই সোণা গলে। ইহা দিয়া সোণা খাঁটি কিনা পরীক্ষা করা যায়। নাইট্রিক অ্যাসিডে ফেলিলে সোণার গায়ে দাগ পড়ে না।

নাইট্রো-গ্লিসারিন (Nitro-glycerine)—বিস্ফোরকের উপাদান। নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিন সহযোগে প্রস্তুত হয়। করডাইট, ডিনামাইট ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়। ১৮৪৭-এ

Ascanio Sobrero প্রস্তুত করেন। প্রথমে ঔষধে ব্যবহার ছিল। Nobel প্রথমে ইহা ডিনামাইটে ব্যবহার করেন।

নাইট্রোজেন (Nitrogen)—একপ্রকার অদাহ্য গ্যাস। ইহা সকলের জীবনধারণ ও গাছপালার খাদ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা স্বাদহীন ও গন্ধহীন। সাধারণতঃ ইহার কোন রাসায়নিক ক্রিয়া নাই। নাইট্রোজেন আছে বলিয়াই আগুন নিভিয়া যায়। এই গ্যাস অক্সিজেনের মত বাতাসে থাকে। নাইট্রোজেন সারের কাজ করে। বৃষ্টির সময়ে ইহা মাটিতে পড়ে বলিয়া মাটি উর্ব্বরা হয়।

নাইহিলিস্ট্ (Nihilist)—রুশিয়ার একপ্রকার রাজনৈতিক গুপ্তসম্প্রদায়। ইহারা গোপনে দল গঠন করিত এবং রুশিয়ার রাজা 'জারে'র কর্ম্মচারীদের হত্যা করিত। এই রাজনৈতিক দলের সভ্যেরা রুশিয়ার 'জারের' স্বেচ্ছাতন্ত্রকে সর্ব্বপ্রকারে বাধা দিত। ইহারা জার ২য় আলেক্জাণ্ডারকে হত্যা করে। ১৯১৭-এ রুশিয়ার স্বেচ্ছাতন্ত্র বিনষ্ট হইলে ইহাদের দল ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাদের মতবাদ নাইহিলিজম্ নামে পরিচিত।

নাগাজাতি—আসামের পার্ব্বত্য অসভ্য জাতি। এই জাতি বিভিন্ন-ভাষাভাষী ও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। নাগা কথাটির অর্থ উলঙ্গ। কাহারও মতে, এই জাতি মধ্যপ্রদেশের নাগাজাতি হইতে উৎপন্ন। ইহারা গাছ, পাথর প্রভৃতি পূজা করিয়া থাকে। ইহারা হস্তীর মাংস খাইতে ভালবাসে, মৃতদেহ সমাহিত করে, প্রেতযোনিদিগকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে কুক্কুট, গো ও শূকর বলিদান করে। এই জাতি অতিশয় বন্য-স্বভাববিশিষ্ট। ইহারা আহম রাজাদের অধীনে বাস করিত।

নাগা সন্ন্যাসী—উগ্রস্বভাব এক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়। বিবস্ত্র ও দলবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। খড়্গ, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র ইহারা রাখে। সামান্য উপলক্ষে কলহ বাধায়। পূর্ব্বে কুম্ভমেলায় ইহারা প্রায়ই রক্তারক্তি করিত। বৈষ্ণব ও শৈব নাগা আছে।

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল—আবহাওয়ার প্রকৃতি ও বিশিষ্টতা অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। সেই সমস্ত ভাগকে প্রাকৃতিক বিভাগ বলে। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল সেইরূপ একটি বিভাগ। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল দুইটি। পৃথিবীর উত্তরদিকে অবস্থিত প্রাকৃতিক একটি বিভাগকে উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত বিভাগকে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলে। উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে মধ্যাহ্নসূর্য্য কখনও মাথার উপরে আসে না বলিয়া এই মণ্ডলে সেরূপ গ্রীষ্ম নাই। অথচ মেরুর একেবারে সন্নিহিত নহে বলিয়া তীব্র শীতও নাই।

নাৎসী (Nazi), **নাজি**—জার্ম্মাণীর একটি রাজনৈতিক দল। জার্ম্মাণ ভাষায় নামটি—National Sozialische Deutsche Arbeiter Partei (National Socialist Workers' Party)। ইহার সংক্ষিপ্ত রূপ Nazi. এই দলের নেতা ছিলেন হের হিটলার। তাঁহার দল ১৯৩৩-এ রাইখে (জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসভা) জিতিলে পর হিটলার চান্সেলার হন। নাৎসীরা এক-নায়কত্বে বিশ্বাসী ও কমিউনিজমের বিরোধী।

নায়েগ্রার জলপ্রপাত (Niagara Falls)—এই নামের দুইটি জলপ্রপাত আছে। ঈরাই ও অণ্টারিও হ্রদদ্বয়ের মধ্যে ইহা অবস্থিত। নায়েগ্রা নদী ঈরাই হ্রদ হইতে ৩৫ মাইল প্রবাহিত হইয়া এই বিশাল জলরাশির সৃষ্টি করিয়াছে। এই নদী প্রস্তরময় 'গোট' দ্বীপ দ্বারা বিভক্ত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের দিকে একটি ও কানাডার দিকে অপর একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের জলপ্রপাতটি ১৬৪ ফুট উচ্চ ও ২০০ গজ প্রশস্ত। দ্বিতীয়টিকে কানাডার নায়েগ্রা জলপ্রপাত বলে। ইহা ৬০০ গজ প্রশস্ত এবং ১৬৭ ফুট উচ্চ। কানাডার জলপ্রপাতটিকে 'হর্স্ সু' (Horse Shoe) বলা হয়।

নিউ ডীল (New Deal)—১৯২৯-এ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক সংকট আসে তাহা দূর করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক ১৯৩৩-এ গৃহীত নয়া ব্যবস্থা। 'ব্রেনস্ ট্রাস্ট' নামে একদল সুনিপুণ কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি কর্তৃক এই ব্যবস্থার খসড়া রচিত হয়। সরকারী কাজে বহু টাকা ব্যয় করিয়া বেকার সমস্যা সমাধান, চাষীদের ঋণ দান ইত্যাদি এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত কতখানি কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কারণ তাহা জানিবার পূর্ব্বেই যুদ্ধ বাধে।

নিকেল (Nickel)—শ্বেতবর্ণ ধাতু-বিশেষ। ইহা অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে খাদরূপে ব্যবহৃত হয়। জার্ম্মান সিল্ভার প্রস্তুত করিবার সময় ইহার দরকার হয়।

নিগাস (Negus)—আবিসিনিয়ার সম্রাটকে 'নিগাস' বলা হইত।

নিগ্রো (Negro)—আফ্রিকার আদিম জাতি বা সেই জাতির বংশধর। ইহারা অত্যন্ত কালো। পূর্ব্বে দাসরূপে ইহাদের কেনাবেচা হইত। সুদান, সেনেগ্যাম্বিয়া প্রভৃতি স্থানের নিগ্রোরাই প্রকৃত নিগ্রো জাতি। কাফ্রি ও অন্যান্য আফ্রিকার অধিবাসীকেও সাধারণতঃ নিগ্রো নামেই অভিহিত করা হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১,৩০,০০,০০০ নিগ্রো আছে।

নিজাম—হায়দরাবাদের রাজগণ এই নামে অভিহিত হইতেন। প্রথম নিজাম আসফ জা।

নিজামশাহী বংশ—নিজাম-উল-মুল্কের পুত্র মালিক আহমেদ ১৪৯০-এ আহমদ্ নিজাম শাহ্ নামে আহমদনগরের রাজা হন। তিনি যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, উহাই নিজামশাহী বংশ নামে পরিচিত।

নিপ্পন (Nippon)—জাপানের অপর নাম। কথাটির অর্থ সূর্য্যের উৎপত্তিস্থল। ইংরাজীতে সেই জন্য ইহাকে 'Land of the Rising Sun' বলা হয়। নিপ্পনের চীনা উচ্চারণ জু-পেন। সেই হইতে জাপান হইয়াছে।

নিয়ন (Neon)—ইহা একপ্রকার গ্যাস। র‍্যাম্জে (Ramsay) নামক এক ব্যক্তি ইহা আবিষ্কার করেন। সরু কাঁচের নলের ভিতর দিয়া এই গ্যাস প্রবেশ করাইয়া দিয়া যে আলো উৎপন্ন হয় তাহাকে 'Neon Sign' বলে।

নীলকর আন্দোলন—বাঙ্গালা ও বিহারের বহু স্থানে ইংরাজেরা নীলের চাষ করিত। চাষাদের সঙ্গে ইংরাজদের একটা চুক্তি ছিল। চাষারা ঠিক মত কাজ করিতে অক্ষম হইলেই ইংরাজেরা তাহাদের উপরে অত্যাচার করিত; বস্তুতঃ চাষারা ইংরাজ নীলকরদের দাসস্বরূপ ছিল। এই নীলকরদের সহিত চাষাদের ১৮৫৯ ও ১৮৬০-এ ভীষণ কলহ হয়। সেই কলহ নীলকর আন্দোলন নামে খ্যাত। নদীয়াতে এই কলহ তুমুল আকার ধারণ করে। ভারতসচিব রায় দেন যে, চাষারা যদি চাষ করিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ চলিবে না। এই নীলকর আন্দোলন লইয়াই দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নামে একটি নাটক রচনা করেন।

নীলগাই—এক শ্রেণীর হরিণ-জাতীয় জন্তু; ইহা ভারতবর্ষে পাওয়া যায়।

নীলনদের যুদ্ধ—আবুকির উপসাগরে ইংরাজ ও ফরাসী নৌ-বাহিনীর ১৭৯৮-এ যে যুদ্ধ হয়, তাহাকে নীলনদের যুদ্ধ বলে। দুইটি জাহাজ ছাড়া সমস্ত ফরাসী জাহাজ নেলসন কর্তৃক বিনষ্ট হয়। সৈন্যসহ নেপোলিয়ন মিশরে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিলেন।

নীহারিকা (Nebulæ)—নীহারিকা আকাশস্থ ভীষণ গরম, জ্বলন্ত ও ঘূর্ণায়মান বাষ্পপিণ্ড। আমাদের সৌরজগৎ—সূর্য্য, পৃথিবী এবং অন্য আটটি গ্রহ, চন্দ্র ইত্যাদি উপগ্রহ এবং গ্রহকণিকা এককালে নীহারিকা অবস্থায় ছিল।

নীহারিকাবাদ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি

সম্বন্ধে তিনটি মতবাদের অন্যতম। এই মতবাদের প্রচারক ল্যাপ্লাস ও কান্ট।

নেপ্চুন (Neptune)—গ্রহবিশেষ। ইহা সূর্য্য হইতে ২৭৯ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্যের চারিপাশে ঘুরিতে ইহার প্রায় ১৬০ বৎসর লাগে।

নোবেল প্রাইজ (Nobel Prize) —ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা আল্‌ফ্রেড নোবেল মরিবার সময়ে উইল করিয়া যান যে, পৃথিবীতে (১) রসায়ন-শাস্ত্র, (২) পদার্থ-বিজ্ঞান, (৩) শরীরবিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্র, (৪) সাহিত্য এবং (৫) আন্তর্জ্জাতিক শান্তিপ্রচেষ্টা—এই কয়টি বিষয়ের এক একটিতে যাঁহারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রতিবৎসর একটি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রত্যেকটি পুরস্কারের মূল্য আনুমানিক ১,২০,০০০৲ টাকা। দাতার নামানুসারেই এই পুরস্কারের নাম 'নোবেল প্রাইজ' হইয়াছে। ইহা ১৯০১ হইতে প্রদান করা হইতেছে।

যাঁহারা নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিখ্যাত লোকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পদার্থ-বিজ্ঞান

রণ্টজেন (Roentgen)—১৯০১।
মার্কনি (Marconi)—১৯০৯।
আল্‌বার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein)—১৯২১।
বোর (Bohr)—১৯২২।
চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ—১৯৩০।
ফার্মি (Fermi)—১৯৩৮।

ভেষজবিদ্যা

রোনাল্ড রস (Ronald Ross)—১৯০২।
রবার্ট কক (Robert Koch)—১৯০৫।
আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Alexander Fleming)—১৯৪৫।
(আর দুইজন তাঁহার সঙ্গে পান।)

রসায়ন-শাস্ত্র

আর্ণেষ্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford)—১৯০৮।
মেরী কুরি (Marie Curie)—১৯১১।
প্রোঃ ও মিসেস জোলিয়ট (Prof. and Mrs. Joliot)—১৯৩৫।

সাহিত্য

হেন্‌রিক সিঙ্কেভিজ (Henryk Sienkiewicz)—১৯০৫।
রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং (Rudyard Kipling) —১৯০৭।
সেল্‌মা লেগার্লফ (Selma Lagerlof) —১৯০৯।
মরিস মেটার্‌লিঙ্ক (Maurice Maeterlinck)—১৯১১।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৯১৩।
রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland) —১৯১৫।
ক্নুট হাম্‌সুন (Knut Hamsun)—১৯২০।
আনাতোলে ফ্রান্স (Anatole France) —১৯২১।
উইলিয়াম ইয়েট্‌স্ (William Yeats) —১৯২৩।
জর্জ্জ বার্ণার্ড শ (George Bernard Shaw)—১৯২৫।
হেনরী বার্গ্‌সঁ (Henry Bergson)—১৯২৭।
টমাস মান (Thomas Mann)—১৯২৯।
সিনক্লেয়ার লুইস (Sinclair Lewis) —১৯৩০।
জন গল্‌স্‌ওয়ার্দি (John Galsworthy) —১৯৩২।
পার্ল বাক (Pearl Buck)—১৯৩৮।
টি. এস. ইলিয়ট (T. S. Eliot)—১৯৪৮।
বার্টাণ্ড রাসেল (B. Russel)—১৯৫০।
উইন্‌স্টন চার্চিল (Churchill)—১৯৫৩।

শান্তিপ্রচেষ্টা

থিয়োডোর রুজ্‌ভেল্ট (Theodore Roosevelt)—১৯০৬।
উড্‌রো উইল্‌সন (Woodrow Wilson)—১৯১৯।
এফ্. বি. কেলগ (F. B. Kellog)—১৯২৯।
আর্থার হেণ্ডার্‌সন (Arthur Henderson)—১৯৩৪।
লর্ড বয়েড-অর (Lord Boyd-orr)—১৯৪৯।

১৯০৩-এ পদার্থ-বিজ্ঞানে ম্যাডাম কুরী স্বামীর সহিত একযোগে নোবেল প্রাইজ পান। এসিয়ার মধ্যে কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ এই পুরস্কার লাভ করেন।

ন্যাপ্‌থলিন (Napthalene)—পরিস্রবণের (Distillation) দ্বারা আলকাতরা হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ১৭০ হইতে ২৩০ ডিগ্রী উত্তাপে ন্যাপ্‌থলিন পাওয়া যায়। ইহা হইতে বহু প্রকারের রং তৈয়ারী হয়।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী—'লাইব্রেরী' দ্রঃ।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (National Council of Education)—জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯০৬-এ বাংলায় এই সমিতি স্থাপন করা হয়। ইহার পরিচালনায় Jadabpur College of Technology and Engineering একদা গড়িয়া উঠে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি উঠিয়া যায়।

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (N. C. C.) —জাতীয় রক্ষীবাহিনী। কলেজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সামরিক শিক্ষাদান করিবার জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক এই বাহিনী গঠিত হয়। ইহা আইন করিয়া ১৯৪৮ সালে গঠিত হয়। সিনিয়র ও জুনিয়র ইহার দুইটি বিভাগ আছে। একটি মেয়ে বিভাগও খোলা হইয়াছে। এখানকার শিক্ষা থাকিলে সৈন্য-বিভাগে যোগদান করা স্বেচ্ছামূলক।

প

পঞ্চম বাহিনী (Fifth Column)—স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় (১৯৩৬—৩৯) কথাটি চালু হয়। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদল চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বাহির হইতে মাদ্রিদ আক্রমণ করে আর তাঁহার সমর্থকেরা মাদ্রিদে অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপে নিযুক্ত হয়। এই অন্তর্ঘাতী সমর্থকদের 'পঞ্চম বাহিনী' বলা হয়। তদবধি যে কোন দেশের মধ্যবর্ত্তী শত্রুপক্ষীয় সমর্থকদের এই নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা যুদ্ধ করিয়া বা প্রচার-কার্য্য চালাইয়া পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করে।

পঞ্চায়েৎ—গ্রামের পাঁচজন অর্থাৎ কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে লইয়া প্রাচীনকালে এই সভা গঠিত ছিল। ইহা গ্রামের শাসন পরিচালনা করিত। ১৮৭০-এ চৌকিদারী আইন অনুসারে বাংলায় 'পঞ্চায়েৎ' প্রথা প্রচলিত হয়। পরে ১৯১৯-এ ইউনিয়ন বোর্ড প্রচলিত হইলে পঞ্চায়েৎ উঠিয়া যায়।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট—(Potassium Permanganate)—ইহা একপ্রকার বীজাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ। ইহা জলে ফেলিলে গলিয়া যায় এবং জল লাল হইয়া যায়। ইহা মুখক্ষতের ঔষধ। জলকে বিশোধিত করিবার জন্য ইহা পুষ্করিণী ও কূপে নিক্ষিপ্ত হয়।

পটাসিয়াম সায়ানাইড (Potassium Cyanide)—একটি তীব্র রাসায়নিক বিষ। ইলেক্ট্রো গিল্ডিং, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং এবং ফটোগ্রাফিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

পদার্থ—জল, মাটি, ইট—সবই পদার্থ। পদার্থ চেতন ও জড় আছে। গাছপালা, জীবজন্তু চেতন ও জল, মাটি জড়। পদার্থের তিন অবস্থা—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। গুরুত্ব, ওজন, ব্যাপকতা ইত্যাদি পদার্থের দশটি সাধারণ গুণ আছে।

পরমাণু—পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম অণু (molecule)। তাহার চেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশকে পরমাণু বলে। কয়েকটি পরমাণুতে একটি অণু হয়। পরমাণু একা থাকিতে পারে না।

পরমাণুবাদ—১। ইহাকে সাধারণতঃ ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ (Dalton's Atomic Theory) বলে। ইহার মতে মৌলিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশই পরমাণু বা অ্যাটম এবং প্রত্যেক অ্যাটম উক্ত পদার্থের স্বরূপ এবং স্বভাবযুক্ত। এই পরমাণু সকল একক-ভাবে অবস্থান করিতে পারে না, অন্য পরমাণুর সহিত মিলিতে চায়। লর্ড রাদারফোর্ড এই মতবাদ খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, অ্যাটম বা পরমাণুসকলকে ইলেক্ট্রন এবং প্রোটন নামক ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যায়। এই পরমাণুর মধ্যে Uranium—235 বিখ্যাত। উহা হইতে আণবিক বোমা নির্ম্মাণ করা হয়। ২। মহর্ষি কণাদের মতে জগতের যাবতীয় পদার্থই সূক্ষ্ম অবয়বহীন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত।

পরমার বংশ—দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুজরাটে এই বংশের উৎপত্তি হয়। পরে মালবে তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ধারা পরমার বংশের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল।

পরিবর্ত্তিত ভৌগোলিক নাম—

প্রাচীন	আধুনিক
পিকিন	পিপিং
ক্রিস্টিয়ানা (নরওয়ে)	অস্লো
কন্স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্	ইস্তানবুল
কুইন্স টাউন (আয়ার্ল্যাণ্ড)	কোভ
মেসোপোটামিয়া	ইরাক স্টেট
অ্যাঙ্গোরা	আঙ্কারা
রুশিয়া	ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোশিয়্যালিস্ট রিপাব্লিক্স্ (U. S. S. R)
সেন্ট পিটার্স্ বার্গ	লেনিনগ্রাড
নিজনি নভোগোরোড	গর্কি

ভারতীয়

কালিকট	কোঝিকোডে
কনপুর	কানপুর
মুত্রা	মথুরা
বেনারস	বানারাস
সংযুক্ত প্রদেশ	উত্তর প্রদেশ
আজমীর-মারওয়ারা	আজমীর
ভিজাগাপাটম	বিশাখাপটনম্
বেজওয়াদা	বিজয়বাদ
ট্রিচিনপলি	তিরুচিরপল্লী
মিহিজাম	চিত্তরঞ্জন
মাদুরা	মথুরাই

পরেশনাথের মন্দির—ইহা কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির। বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত।

পর্ব্বত—প্রধান প্রধান—(১) আকাঙগুয়া (২২,৮৩৪)—আর্জেন্টিনা। ইহা আমেরিকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। (২) চিম্বরাজো (২০,৭০২)—ইকুয়েডোর। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি। (৩) এলবুর্জ (১৮,৪৬৮)—ইউরোপ (ককেশাস)। ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। এভারেষ্ট (২৯,০০২)—নেপাল। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। গডউইন অস্টেন (২৮,১৯১)—ভারত। পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,১৪৮)—হিমালয়। পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ।

পলাশীর যুদ্ধ—বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিপাহসালার মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিয়া কতিপয় ব্যক্তি ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইবকে আমন্ত্রণ করেন। পলাশীর মাঠে সিরাজউদ্দৌলার পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও আঠার হাজার অশ্বারোহীর সহিত তিন হাজার ইংরাজ সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হয়। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেন, ফলে সিরাজ পরাজিত হইয়া ধৃত ও নিহত হন। মীরজাফর বাঙ্গালার মসনদ ও ইংরাজগণ তাঁহার নিকট হইতে ২৪ পরগণার জমিদারী লাভ করেন। বীর মোহনলাল ও মীরমদন এই যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া মারা যান। ১৭৫৭, ২৩শে জুন তারিখে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

পল্লববংশ—চালুক্য রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই দাক্ষিণাত্যে পল্লবগণ রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী। চালুক্যগণের সহিত সর্ব্বদা ইঁহাদের যুদ্ধ হইত। এই বংশের মহেন্দ্র বর্ম্মন্ ও নরসিংহ বর্ম্মন্ বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। নরসিংহ বর্ম্মন্ মামল্লপুরে সাতটী প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চোলগণের হস্তে পল্লববংশ নির্ম্মূল হয়।

পশ্চাদ্‌ভূমি (Hinterland)—যে বিশাল প্রদেশ বা অঞ্চল একটি বন্দরের যাবতীয় রপ্তানী দ্রব্য সরবরাহ করে- ও তাহার আমদানী দ্রব্য অধিগত করে, তাহাকে বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি বলা হয়। আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন দ্রব্য কলিকাতা বন্দর হইতে বাহিরে চালান যায়, এবং কলিকাতা বন্দরে বহিরাগত দ্রব্য ঐ সকল অঞ্চলে বিক্রয়ের জন্য যায়। এই জন্য কলিকাতা বন্দরের নিকটবর্ত্তী ঐ সকল অঞ্চলকে কলিকাতার পশ্চাদ্‌ভূমি বলে।

পাইন বৃক্ষ—আমেরিকার উত্তরভাগে জাত একপ্রকার বৃক্ষ। ইহাদের কাঠ অতি মূল্যবান্। এই বৃক্ষ হইতে তারপিন এবং আলকাতরা পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে 'স্কচ্ ফার' নামক পাইন বৃক্ষ জন্মে।

পাঠাগার—মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে পাঠাগার বেশী ছিল না। নিনেভি (Nineveh) নগরীতে একটি পাঠাগার ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে এথেন্স নগরীতে একটি পাঠাগার ছিল। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার প্রসিদ্ধ পাঠাগার ৪ লক্ষ পুস্তক সমেত ৪৬ খৃঃ পূঃ অব্দে জুলিয়াস সীজারের সৈন্যদল কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হয়। ১৫৮৮-এ রোমে ভ্যাটিক্যান লাইব্রেরী নামক বৃহৎ পাঠাগার স্থাপিত হয়। ১৩৫০-এ প্যারিসের রয়্যাল লাইব্রেরী স্থাপিত হয়; তাহাতে বর্ত্তমানে ২০ লক্ষ পুস্তক আছে। নিম্নে পৃথিবীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীর নাম দেওয়া হইল :—বিব্লিওথেক নাশানেল (প্যারিস), ব্রিটিশ মিউজিয়াম (লণ্ডন), বোড্‌লিয়ান লাইব্রেরী (অক্সফোর্ড), লেনিন পাবলিক লাইব্রেরী (মস্কো), নাশানেল বিব্লিওথেক (ভিয়েনা), পাব্লিক লাইব্রেরী (লেনিনগ্রাড), নাশানেল লাইব্রেরী (কলিকাতা), বার্লিন লাইব্রেরী (বার্লিন)। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পাঠাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পাঠাগার ও পাটনার খুদাবক্স লাইব্রেরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাঠান—আফগান জাতির শাখা-বিশেষ।

পাঠান রাজবংশ—কুতবউদ্দিন হইতে (১২০৬) আরম্ভ করিয়া ইব্রাহিম লোদী পর্য্যন্ত (১৫২৬) দিল্লীর সম্রাট্‌গণ পাঠানরাজ বলিয়া অভিহিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লোদীবংশ এবং সুরবংশই পাঠান বংশ। অন্যান্য বংশের সম্রাট্‌গণের আদি নিবাস তুর্কীস্তান প্রভৃতি স্থান। তাহাদিগকে তুর্কী-আফগান বলা হয়।

পানামা খাল (Panama Canal)—পানামা যোজকের ভিতর দিয়া খনিত একটি খাল। ইহা প্রশান্ত ও অ্যাট্‌লাণ্টিক মহাসাগরদ্বয়কে সংযুক্ত করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং পানামার মধ্যে একটি সন্ধি হওয়ার ফলে ১৯০৩-এ এই খালটি খনন করা হয়। খালের দৈর্ঘ্য ৫০ মাইল, ইহার মধ্যে হ্রদ ৩২ মাইল। ৩০০ হইতে ১০০০ ফুট চওড়া এবং ৪১ ফুট গভীর।

পানিপথের যুদ্ধ—এই স্থানে তিনটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়। ১৫২৬-এ পাঠানরাজ ইব্রাহিম লোদী ১ম মোগলসম্রাট্ বাবরের নিকট পরাজিত হন এবং তাহার ফলে ভারতে মোগল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই পানিপথের প্রথম যুদ্ধ। ১৫৫৬-এ সম্রাট্ আকবর আদিলশাহের সেনাপতি হিমুকে

এই স্থানে পরাজিত করেন। ইহা পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। ১৭৬১-এ সমবেত মহারাষ্ট্র-শক্তি এই স্থানে আহ্‌মদ শা আবদালী দুর্‌রাণী কর্তৃক পরাজিত হয় ও মহারাষ্ট্র-শক্তি চিরদিনের মত বিধ্বস্ত হয়। ইহা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

পানিফল—এই ফল দীঘি ও পচাপুকুরের জলে ভাসিয়া জন্মায়। পাতা দ্বিরূপ। পুষ্প চতুর্দ্দল। দেখিতে সাদা। সংস্কৃতে ইহার নাম শৃঙ্গাটক। পূর্ব্ববঙ্গে ইহাকে সিঙ্গারা বলে। কাশ্মীর একদা পানিফলের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহা হইতে পালো তৈয়ারী হয়। পানিফল পুষ্টিকর খাদ্য।

পান্থপাদপ—মাডাগাস্কার দ্বীপের এক-প্রকার কদলীজাতীয় বৃক্ষ। ইহাদের পাতার গোড়ায় এক একটি গর্ত থাকে এবং তাহাতে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইয়া থাকে। শ্রান্ত পথিকগণ তৃপ্তির সহিত এই জল পান করে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে পান্থপাদপ। ইহার বীজ চূর্ণ করিয়া ময়দার ন্যায় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

পারদ—একপ্রকার রৌপ্যোজ্জ্বল মৌলিক ধাতু। ইহাই একমাত্র তরল ধাতু। সিনাবার (Cinnabar) নামক পদার্থের বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা পাওয়া যায়। ইহা তাপমান যন্ত্রে (Thermometer) ও বায়ু-চাপমান যন্ত্রে (Barometer) ব্যবহৃত হয়। ঔষধেও ইহার প্রয়োগ আছে।

পার্থেনন (Parthenon)—এথেন্স নগরীর Pallas Athene নামক দেবতার মন্দির। খ্রঃ পূঃ ৩৫০ অব্দে ফিডিয়াস নামক ভাস্করের নির্দ্দেশে ইহা নির্ম্মিত হয়। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ইহা হইতে আহৃত কতকগুলি কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর রক্ষিত আছে। ১৮১২-এ লর্ড এল্‌গিন এইগুলি আহরণ করেন বলিয়া এগুলির নাম হইয়াছে এল্‌গিন মার্ব্বল্‌স্।

পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যকর স্থান, ভারতের—নৈনিতাল (উত্তরপ্রদেশ) ৬,৩৫০ ফুট; মুসৌরী (উত্তরপ্রদেশ) ৬,৬০০ ফুট; আবুপাহাড় (বোম্বাই প্রদেশ) ৪,৫০০ ফুট; আলমোড়া (উত্তরপ্রদেশ) ৫, ৫০০ ফুট; বাঙ্গালোর (দক্ষিণ ভারত) ৪,০০০ ফুট; কুন্নুর (নীলগিরি, মাদ্রাজ) ৬,৭৪০ ফুট; ডালহৌসী (পঞ্জাব) ৭,৮৬৭ ফুট; দার্জ্জিলিং (পশ্চিমবঙ্গ) ৭,১৬৩ ফুট; কোদাইকানাল (দক্ষিণ ভারত) ৭,০০০ ফুট; মহাবালেশ্বর (বোম্বাই প্রদেশ) ৪,৫০০ ফুট; উতকামণ্ড (মাদ্রাজ প্রদেশ) ৭,২৭১ ফুট; রাঁচি (বিহার প্রদেশ) ২,১০০ ফুট; শিলং (আসাম প্রদেশ) ৪,৯৮৭ ফুট; সিমলা (পূর্ব্ব পঞ্জাব) ৭,০০০ ফুট; শ্রীনগর (কাশ্মীর) ৫,২৫০ ফুট।

পার্লামেন্ট (Parliament)—গ্রেট্‌ ব্রিটেনের ব্যবস্থাপক পরিষদ্‌। অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজাদের সময়ে উইটান নামে যে পরিষদ্‌ ছিল পার্লামেন্ট তাহারই পরিণতি। প্রথমতঃ ইহাতে একটি মাত্র পরিষদ্‌ ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহা হাউস অব লর্ডস্‌ ও হাউস অব কমন্স নামে দুইটি স্বতন্ত্র পরিষদে বিভক্ত হয়। ১৯১১ হইতে ৫ বৎসর অন্তর সভ্য নির্ব্বাচন হয়। পূর্ব্বে ৭ বৎসর অন্তর হইত। রাজা, হাউস অব লর্ডস্‌ বা বিধান পরিষদ ও হাউস অব কমন্স বা লোকসভা—ইহাদের লইয়া পার্লামেন্ট গঠিত হয়।

পার্শী—শাখা আর্য্যজাতি। খ্রঃ পূঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইরাণের মালভূমিতে ইহারা উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাদের প্রধান দেবতাকে অহুর মজদ বলে। ধর্ম্ম-সংস্কারক জরথুষ্ট্রের মতাবলম্বী ও জেন্দ আবেস্তা ইহাদের ধর্ম্মপুস্তক। ৭ম শতকে আরবদের দ্বারা পারসীকগণ পরাজিত হয় এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। যাহারা মুসলমান হয় নাই তাহারা ভারতে আসিয়া বোম্বাই ও গুজরাটে বসবাস করিতে থাকে। বর্তমানে পার্শীরা ভারতীয় ও তাহাদের ভাষা গুজরাটি। পার্শীরা পূজাপার্ব্বণে অধিক আগুন ব্যবহার করে।

পালবংশ—বঙ্গের প্রাচীন রাজবংশ। গোপালদেব এই বংশের প্রথম রাজা (৮ম শতক)। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এই বংশের শেষ হয়। ধর্ম্মপাল, দেবপাল, মহীপাল ও রামপাল এই বংশের চারিজন শ্রেষ্ঠ রাজা। পালবংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে সাহিত্য, ভাস্কর্য্যশিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয়।

পালিত-অধ্যাপক—এই অধ্যাপক পদ তারকনাথ পালিতের নামে হয়। তিনি রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য ১৫,০০,০০০ টাকা দেন।

পালিভাষা—প্রাচীন ভাষাবিশেষ। ইহা প্রাকৃত ভাষা বলিয়া গণ্য। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সকল এই ভাষায় লিখিত। এই ভাষা খারোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত হইত। বর্ত্তমানে ইংরাজী অক্ষরে ইহার অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে।

পি. ই. এন. ক্লাব (P. E. N. Club)—Poets, Educationists and Novelists' Club. ইহা কবি, ঔপন্যাসিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটি আন্তর্জাতিক সমিতি। ইংলণ্ডে ইহার প্রধান কর্ম্মস্থল। কলিকাতাতেও ইহার শাখা আছে।

পিটুনি পুলিস—Punitive Police-এর অপভ্রংশ। কোনও অপরাধের জন্য শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে কোনও অঞ্চলে পুলিস রাখা হয় আর সেই পুলিসের খরচ বহনের জন্য স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হয়। এইরূপ পুলিসকে 'পিটুনি পুলিস' বলে।

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্‌ (Pitt's India Act)—এই আইন ১৭৮৪-এ বিধিবদ্ধ হয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসনকার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে অসমর্থ হইলে, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট (Pitt) ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া উহা 'Board of Control' নামক একটি সমিতির কর্তৃত্বাধীন করেন। এই সমিতির সভাপতিই ভারতের রাজকীয় কার্য্য পরিদর্শন করিতেন।

পিণ্ডারী—ভারতীয় দস্যু-সম্প্রদায়বিশেষ। মালব ও নর্ম্মদার উপত্যকায় ইহারা বাস করিত। সিন্ধিয়া ও হোলকারের সৈন্যদের সহিত ইহাদের সহযোগিতা ছিল। ১৮১৭-এ লর্ড হেস্টিংস ইহাদের প্রায় দমন করেন। চিতু অন্যতম সুবিখ্যাত পিণ্ডারী দস্যু।

পিরামিড (Pyramid)—ইহা নীল-নদের দক্ষিণ তীরে কায়রো নগরের কয়েক মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। পিরামিডগুলি বহু-কোণবিশিষ্ট, নীচের দিক্‌ হইতে ক্রমশঃ উঁচু দিকে সরু হইয়া উঠিয়াছে। খ্রঃ পূঃ ৩৫৫০ হইতে ১৮ অব্দ পর্য্যন্ত এইগুলি তৈয়ারী হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা। এই পিরামিডগুলি পাথর ও ইট দিয়া নির্ম্মিত। মিশরীয় নৃপতিদিগের সমাধিরূপে এইগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রায় ৭০টি পিরামিড আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আরও ১৬টির অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। গিজের (Gizeh) পিরামিডই সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট্‌। এই পিরামিডটি মিশরের রাজা কিয়প্‌স্‌ (Cheops) কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। এইটি নির্ম্মাণ করিতে এক লক্ষ লোকের কুড়ি বছর সময় লাগে। ইহাকে গ্রেট পিরামিড বলে। ইহার উচ্চতা ৪৫০ ফুট ও ইহার নিম্নতল ৭৪৬ বর্গ-ফুট। ইহা প্রায় ৪০ বিঘা জমির উপরে নির্ম্মিত। এই পিরামিডটি বড় বড় পাথর দিয়া তৈয়ারী। ঐ পাথরগুলির এক একখানি ত্রিশ ফুট লম্বা। এই পিরামিডের মধ্যে ঘর ও মাটির নীচে প্রবেশের পথ আছে। গ্রেট পিরামিডের তলায় নির্ম্মাতার কবর আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরামিডগুলি ইহার তুলনায় অনেক ছোট।

পিল্‌গ্রিম ফাদার্স (Pilgrim Fathers)—পিউরিটান ধর্ম্মমতাবলম্বী ৭৪ জন পুরুষ ও ২৮ জন স্ত্রীলোককে এই নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহারা স্বীয় ধর্ম্ম-মতের জন্য অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া

দেশ হইতে চলিয়া যান এবং ১৬২০-এ আমেরিকার 'প্লাইমাউথ' অঞ্চলে অবতরণ করেন। আমেরিকার প্লাইমাউথ তাঁহাদেরই স্থাপিত উপনিবেশ। তাঁহারা যে জাহাজে করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন তাহার নাম 'মে-ফ্লাওয়ার'।

পিসার টাওয়ার (Leaning Tower of Pisa)—ইটালীর পিসা নামক শহরে শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত উচ্চ গৃহ। মন্দিরটি আটতলা। খাড়াই অবস্থা হইতে ইহা চৌদ্দ ফুট হেলিয়া গিয়াছে। উত্তর দিকে ইহার উচ্চতা ১৮১ ফুট ও দক্ষিণ দিকে ১৭৯ ফুট। ১৩৫০-এ ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহাকে হেলান মন্দির বলে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও এখানে বসিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেন।

পীত জ্বর (Yellow Fever)—ইহা একপ্রকার সংক্রামক জ্বর। পশ্চিম আফ্রিকা ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে এই জ্বরের বিশেষ প্রসার আছে। ইহা অতি মারাত্মক রোগ। 'Stegoneyia fasciata' নামক মশার দ্বারা ইহা সংক্রমিত হয়।

পুরন্দরের সন্ধি—১। আওরঙ্গজেবের সেনাপতি জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিলে শিবাজী এই সন্ধি (১৬৬৫) করেন। ইহার ফলে শিবাজী সম্রাটের সামন্তরূপে ১৩টি দুর্গ ও কয়েকটি জেলা অধিকার করিয়া থাকেন। ২। ১৭৭৬-এ পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণের সহিত ইংরাজদের যে সন্ধি হয়, তাহাও পুরন্দরের সন্ধি নামে খ্যাত। এই সন্ধির ফলে কোম্পানি সালসেট লাভ করে।

পুরুভুজ—একপ্রকার পতঙ্গভুক্ জলজ কীট। দৈর্ঘ্যে ইহারা এক বুরুল। ইহাদের মস্তকের চারিদিকে ৬, ৮, ১০ বা ততোধিক হস্ত থাকে। ইহাদের দেহের উপরে ব্রণাকারে সন্তানের জন্ম হয়। ইহাদের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেও প্রতিখণ্ডে এক একটি কীট হয়। ইহারা নদীজলে কাঠ বা প্রস্তরে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ১৭৪০-এ ট্রেম্বলি সাহেব ইহাদের তথ্য আবিষ্কার করেন।

পেট্রোলিয়াম (Petroleum)—খনিজ তৈলের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দাহ্য। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, সোবিয়েৎ রাশিয়া, পারস্য, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ তৈলখনির জন্য বিখ্যাত। ব্রহ্মদেশেও পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। খনি অঞ্চল হইতে তৈল পাইপ লাইনের সাহায্যে বন্দরে লইয়া যাওয়া হয়।

পেপাইরাস (Papyrus)—প্রাচীন মিশরে ব্যবহৃত একপ্রকার গাছ। এই জাতীয় গাছের কাণ্ডকে ফালি ফালি করিয়া কাটিয়া তাহা ভিজাইয়া এবং পালিশ করিয়া তাহাতে নলখাগড়ার কলম দিয়া লেখা হইত। এই হইতেই কাগজের ইংরাজী Paper হইয়াছে।

পেরিস্কোপ (Periscope)—একটি চোঙের উপরে ও নীচে একখণ্ড করিয়া কাচ বসাইয়া এই যন্ত্রটি তৈয়ারী হয়। দ্রষ্টা নিজে অদৃশ্য থাকিয়া কোনও দৃশ্য ইহার সাহায্যে দেখিতে পারে। ডুবোজাহাজ হইতে অন্য জাহাজ বা ট্রেঞ্চ হইতে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদের গতিবিধি ইহার সাহায্যে দেখা যায়।

পেশোয়া—১৭০৮-এ শিবাজীর পৌত্র সাহু সাতারার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কঙ্কণ দেশীয় ব্রাহ্মণ বালাজী বিশ্বনাথকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে পেশোয়া উপাধি প্রদান করেন। ইনি শিবাজীর মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত মারাঠা রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন এবং ক্রমে মারাঠা রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। এই পেশোয়ার পদ বংশানুক্রমিক। দ্বিতীয় পেশোয়া বাজীরাও প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং বরোদার গায়কোয়াড়, নাগপুরের ভোঁসলা, ইন্দোরের হোলকার এবং গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া তাঁহার অধিনায়কত্ব মানিয়া চলিতেন। লর্ড হেস্টিংসের সময় পেশোয়া ২য় বাজীরাও ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া (৩য় মারাঠা যুদ্ধ) পরাস্ত ও সিংহাসনচ্যুত হন এবং পেশোয়ার পদ উঠিয়া যায় (১৮১৮)।

পোলো (Polo)—একপ্রকার খেলা। এই খেলা হকি খেলার মত ; প্রভেদ এই যে ঘোড়ায় চড়িয়া এই খেলা খেলিতে হয়। প্রাচ্য দেশসমূহে বহুকাল যাবৎ এই খেলা প্রচলিত। ভারতবর্ষ পোলো খেলায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

প্যান্থিয়ন (Pantheon)—রোমের বিখ্যাত মন্দির। খৃঃ পূঃ ২৫ অব্দে Agrippa কর্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। প্রাচীনকালের স্থাপত্যশিল্পের ইহা অন্যতম নিদর্শন। ৭ শতক হইতে ইহা খ্রীষ্টানদের গির্জ্জা হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ১৭৬৪-এ প্যারিসের প্যান্থিয়ন রোমের মন্দির অনুযায়ী নির্ম্মিত।

প্যারাফিন (Paraffin)—১৮৩০-এ পাথুরিয়া কয়লা চোলাই (distil) করিয়া ইহা বাহির করা হয়। ১৮৪০-এ জেম্‌স্ ইয়ং নামে এক ইংরাজ খনিজ তৈল হইতে প্যারাফিন বাহির করেন। বর্ত্তমানে পেট্রোলিয়াম হইতেও ইহা বাহির করা হয়। মোমবাতি নির্ম্মাণে, দীপশলাকা নির্ম্মাণে এবং অন্যান্য বহু কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রতীহার-বংশ—এই বংশ গুর্জ্জর জাতির একটি শাখা। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতীহারগণ মালব ও রাজপুতানায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের বৎসরাজ এবং নাগভট্ট বহু দেশ জয় করেন, কিন্তু রাষ্ট্রকূটগণের নিকট পরাজিত হন। নবম শতাব্দীতে ভোজ এবং তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালে এই বংশ উন্নতির চরম শিখরে উঠে এবং বঙ্গদেশ হইতে কাথিয়াবাড় পর্য্যন্ত ইঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত হয়। ইঁহাদের রাজধানী ছিল কান্যকুব্জ। ৯১৬-এ রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র এই বংশের রাজা মহীপালকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ লুণ্ঠন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতীহার-বংশের পতন হয়।

প্রত্নতত্ত্ব—ফ্লিণ্ডার্স পেট্রীর মতে মানবের ক্রমবিকাশের বৃত্তান্তই প্রত্নতত্ত্ব (archæology)। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন কানিংহাম, পরে অধ্যক্ষ হন সার জন মার্শাল। মার্শাল সাহেবই তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে খননকার্য্যের ব্যবস্থা করেন। বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি নালন্দার খননকার্য্য পরিচালন করেন। সার অরেল স্টাইন মধ্য-এসিয়া হইতে ভারত ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন। শরচ্চন্দ্র দাস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রমাপ্রসাদ চন্দ, হীরানন্দ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, বালগঙ্গাধর তিলক, গণপতি শাস্ত্রী, সীলভ্যাঁ লেভি প্রভৃতির নাম প্রত্নতত্ত্বজগতে সুপ্রসিদ্ধ। হায়দরাবাদ প্রত্নতত্ত্বসমিতি, রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি, বিলাতের বৃটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান বিষয়ে বিশেষ সহায়ক।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (First Five Year Plan)—ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ্ কর্তৃক জহরলাল নেহরুকে সভাপতি করিয়া একটি পরিকল্পনা করা হয়। Planning Commission কর্তৃক উহা ১৯৫২, ৯ই নভেম্বর প্রকাশিত হয়। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। ইহা করিতে হইলে বর্দ্ধিত হারে উৎপাদন ও জাতীয় আয় বর্দ্ধন প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে ২,০৬৯ কোটি টাকা খরচ হইবে। এই টাকা বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করা হইবে, যেমন চাষ ইত্যাদি বাবদ ৩৬১ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ১৯৫১—৫৬ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পড়ে। খরচের বিষয়ে এই মোটামুটি হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা চূড়ান্ত হিসাব নহে।

প্রধান মন্ত্রী, ব্রিটিশ—'ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী' দ্রঃ।

প্রভিন্সিয়াল অটনোমি (Provincial Autonomy)—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। ১৯৩৫-এর ভারত আইন (India Act, 1935). ১৯৩৭, ১লা এপ্রিল হইতে এই শাসনতন্ত্র ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়। এই ব্যবস্থামতে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদ্ (Legislative Assembly) এবং বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশে পৃথক্ আর একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) থাকিবার ব্যবস্থা হয়। পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদল মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবেন। কতকগুলি বিষয়ে গভর্ণর স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন, আর কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডলের মত লইতে হইবে। দেশের শান্তিরক্ষা, সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের স্বার্থরক্ষা, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের দাবীপূরণ, দেশীয় নৃপতিগণের অধিকার ও মর্য্যাদা রক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা থাকিবারও ব্যবস্থা হয়।

প্রাকৃত ভাষা—ভারতের প্রাচীন ভাষা-বিশেষ। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাষার প্রচলন দেখা যায়। সংস্কৃত ছিল পণ্ডিতদিগের ভাষা এবং প্রাকৃত ছিল সাধারণ কথ্য ভাষা। এই প্রাকৃত ভাষাতেও বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। গৌড়ী, লাটিয়া, মাগধী প্রভৃতি বহু প্রকারের প্রাকৃত ভাষা ছিল এবং ঐ এক একটি প্রাকৃত ভাষাকেই পণ্ডিতগণ ভারতের আধুনিক এক একটি প্রাদেশিক ভাষার জননী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বঙ্গভাষা মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, এইরূপ অনেকের অনুমান।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ (Prince of Wales)—ইংলণ্ডের রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপাধি। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এড্ওয়ার্ড ওয়েল্স্ প্রদেশ জয় করিলে এবং ওয়েল্সের রাজা লিউলিন ইংরাজদের হস্তে নিহত হইলে ওয়েল্স্বাসিগণ বলে যে—যাঁহার জন্ম ওয়েল্স্ দেশে এবং যে ইংরাজী বলিতে পারে না এমন একজন রাজা তাহাদিগকে দিলে তাহারা ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিবে। রাজা এড্ওয়ার্ড তখন ওয়েল্সের জমিদারদিগকে কার্ণারভন দুর্গে ডাকিয়া তাঁহার সদ্যোজাত শিশুপুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এই তোমাদের রাজা। সেই হইতে ইংলণ্ডের রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ বলে।

প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council)—ইংলণ্ডের উপদেষ্টা পরিষদ্। ইহার কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই। বর্ত্তমানে ইহাতে প্রায় ৩০০ সদস্য আছে। সম্ভ্রান্ত বংশের ও রাজনীতি ইত্যাদিতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের লইয়া ইহা গঠিত। মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই ইহার সভ্য। ইহার চারিটি 'কমিটি' আছে। তাহার মধ্যে বিচার সংক্রান্ত কমিটি (Judicial Committee) উল্লেখযোগ্য। উপনিবেশ প্রভৃতি হইতে এই কমিটিতে আপীল করা চলে। ভারত হইতে এখানে আপীল করিবার বর্ত্তমানে রীতি নাই।

প্রেসিডেন্সি কলেজ (Presidency College)—কলিকাতার একটি সরকারী কলেজ। ১৮১৭, ২০শে জানুয়ারী ডেভিড হেয়ার এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ইহার নাম ছিল হিন্দু কলেজ।

প্রোটীন (Protein)—একপ্রকার খাদ্য-সার। ডিমের শ্বেতাংশ, মাছ, মাংস, দাল, মাখন প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। মুল্ডার নামক এক রসায়নবিদ্ ইহা আবিষ্কার করেন। ইহার দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি ও অস্থির পুষ্টি সাধিত হয়। প্রোটীনের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড নামে যে পদার্থ থাকে, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

প্রোটেস্ট্যাণ্ট (Protestant)—রোমের পোপ ছিলেন সমগ্র খৃষ্টান জগতের ধর্ম্মগুরু ও সম্রাট্। ক্রমে পোপগণ নানাভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার আরম্ভ করাতে এবং বিলাসিতা ও ব্যভিচারে মগ্ন হওয়াতে বিখ্যাত জার্ম্মান সমাজসংস্কারক ও নীতিবিদ্ মার্টিন লুথার ইহার প্রতিবাদকল্পে পোপের ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া এক নূতন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করেন (১৫২৯)। লুথারের মতাবলম্বিগণই প্রোটেস্ট্যাণ্ট নামে আখ্যাত।

প্লুটো (Pluto)—একটি নবাবিষ্কৃত গ্রহ। ১৯৩০, ১৩ই মার্চ্চ যুক্তরাষ্ট্রের জ্যোতির্ব্বিদ ডাঃ স্লিপার লোয়েলের মানমন্দির হইতে ইহা আবিষ্কার করেন। ইহার উপরিভাগ পৃথিবীর ন্যায় শীতল। ইহা সূর্য্য হইতে ৩৮১ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত।

প্লেগ (Plague)—ঐ নামের মহামারী। ব্যাসিলাস পেস্টিস (Bacillus pestis) নামক জীবাণু দ্বারা এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ ইঁদুর হইতে ইহা মানুষে সংক্রমিত হয়। বিউবনিক প্লেগে গ্রন্থিস্ফীতি দেখা যায়। আবার ইহাতে ফুস্ফুসও আক্রান্ত হইতে পারে। ইউরোপে দশম হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার যথেষ্ট প্রাবল্য ছিল। ইংলণ্ডে 'দি গ্রেট প্লেগ' ১৬৬৪—৬৫-এ ঘটিয়াছিল। ভারতে প্রথম প্লেগ হয় বোম্বাইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। প্লেগের প্রতিষেধক টিকা আছে।

প্ল্যাঞ্চেট (Planchette)—মৃত ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহের যন্ত্রবিশেষ। সাধারণতঃ ইহাতে একটী কার্ডবোর্ড বা কাষ্ঠফলকে তিনটি পায়া থাকে; ইহার দুইটি পায়া চাকাযুক্ত এবং অন্য পায়াটি একটী সূক্ষ্মাগ্র সীসের পেন্সিল। একটা অন্ধকার নির্জ্জন গৃহে একখণ্ড সাদা কাগজের উপর ইহা স্থাপন করিয়া ইহার উপরে হস্তদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক নিবিষ্ট মনে কোন মৃত ব্যক্তির চিন্তা করিতে থাকিলে তাহার আত্মা এই যন্ত্রে আগমন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটি কাঁপিয়া উঠে। পরে এই আত্মার নাম ধাম এবং অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে প্ল্যাঞ্চেট চলিতে আরম্ভ করে এবং প্রশ্নগুলির উত্তর নীচের কাগজে লিখিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সব লেখা "স্বয়ংক্রিয় লেখন" (automatic writing) ছাড়া আর কিছু নয়।

প্ল্যাটিনাম (Platinum)—একপ্রকার শ্বেতবর্ণ ধাতু। একমাত্র বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ডে ও অক্সি-হাইড্রোজেন অগ্নিকুণ্ডেই ইহা গলিত হয়; ইলেকট্রিক বাতির বাল্ব্ প্রভৃতিতে ইহা অতি সূক্ষ্ম তাররূপে ব্যবহৃত হয়।

প্ল্যাস্টিক্স্ (Plastics)—একপ্রকার পদার্থ। অত্যন্ত তাপে গলিয়া গেলে ইহাকে যে কোন আকার দেওয়া যায়। ইহা দুই প্রকারের আছে—থার্মোপ্লাস্টিক্ ও থার্মোসেটিং। 'থার্মোপ্লাস্টিক্' যখনই গরমে ফেলিয়া নরম করা যায়, তখনই ইহাকে যে কোন আকার দেওয়া যায়। যেমন সেলুলয়েড। 'থার্মোসেটিং' প্ল্যাস্টিক্স্ একবার গরমে ফেলিয়া আকার দিলে আর নরম করা যায় না। যেমন, বেকেলাইট।

ফ

ফরওয়ার্ড ব্লক (Forward Block)—ভারতীয় কংগ্রেসের গান্ধী-পন্থী সদস্যদের কার্য্যের প্রতিবাদে নেতাজী সুভাষ ১৯৩৮-এ কংগ্রেসের সকল বামপন্থী দলের সমন্বয়ে যে দল গঠন করেন তাহা ফরওয়ার্ড ব্লক নামে খ্যাত। ১৯৩৯-এ রামগড়ে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়।

ফরাসী বিপ্লব (French Revolution)—দরিদ্রের প্রতি অভিজাত শ্রেণীর অত্যাচার ও রুশো, ভল্টেয়ার প্রভৃতি লেখকদের দ্বারা গণচেতনা জাগরণের ফলে ১৭৮৯-এ ফ্রান্স দেশে এই বিপ্লব ঘটে। এই সময়ে দেশের শাসনকার্য্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থা বিদ্রোহীদের করায়ত্ত হয়। ১৭৯৩ এ লুই ও মেরী অ্যান্টোয়ানেট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ক্রমে বহু শত বিশিষ্ট লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। শেষে ১৭৯৫-এ প্রজাতন্ত্রের অধীনে ডিক্টেটারী শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে এই বিদ্রোহের অবসান হয়।

ব্যাস্টিলের পতন (১৭৮৯, জুলাই) এবং রোব্‌স্‌পীয়ার (১৭৯৪, জুলাই), ড্যান্টন (১৭৯৪, এপ্রিল) প্রভৃতির হত্যাকাণ্ড এই বিপ্লব আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ফস্‌ফোরাস (Phosphorus)—একটি উজ্জ্বল মৌলিক পদার্থ। ১৬৬৭-এ ব্র্যাণ্ট কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়। এই পদার্থটী কমবেশী প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌গণের শরীরে এবং ধাতুমধ্যে বিদ্যমান থাকে। দিয়াশলাইয়ের বারুদের ইহাই প্রধান উপকরণ।

ফায়ার ব্রিগেড (Fire Brigade) —অগ্নিনির্ব্বাণকারী সংঘ। কোন স্থানে আগুন লাগিলে ইহারা পাইপের সাহায্যে জলবর্ষণ করিয়া তাহা নিবাইয়া দেয়। খৃষ্টীয় ১০ অব্দে সর্ব্বপ্রথম ফায়ার ব্রিগেডের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে ইহাদের যাতায়াতের জন্য অশ্বযান ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে ঐ কার্য্যে দ্রুতগামী মোটরের প্রচলন হইয়াছে।

ফায়েনা ফায়েল (Fianna Fial)—আয়ার্ল্যাণ্ডের ডি ভেলেরার অনুবর্ত্তী রাজনৈতিক জাতীয় দল।

ফারেন্‌হাইট (Fahrenheit)—'থার্ম্মোমিটার' দ্রঃ।

ফিফ্‌থ্‌ কলাম (Fifth Coloumn)—'পঞ্চম বাহিনী' দ্রঃ।

ফেব্রুয়ারী (February)—ইংরাজী বৎসরের দ্বিতীয় মাস। এই মাসের দিনসংখ্যা ২৮; কিন্তু প্রতি ৪র্থ বৎসরে ইহাতে এক দিন যুক্ত হইয়া দিনসংখ্যা ২৯ হইয়া থাকে। অনুমান খৃঃ পূঃ ৭১৩ অব্দে Numa কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম রোমে ইহার প্রচলন হয়। ঐ সময় ইহাকে বৎসরের সর্ব্বশেষ মাস বলিয়া ধরা হইত। পরে খৃঃ পূঃ ৪৫০ অব্দ হইতে ইহা দ্বিতীয় মাসরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

ফোর্ট উইলিয়াম (Fort William)—কলিকাতার দুর্গ। ১৬৯৬-এ কলিকাতার বাণিজ্য রক্ষার্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিক্‌গণ ইহা নির্ম্মাণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে অভিহিত করেন। এই দুর্গটী পূর্ব্বস্থানে আর নাই। এখন যেখানে জেনারেল পোষ্টাফিস আছে, পূর্ব্বে তাহারই সন্নিকটে এই দুর্গ অবস্থিত ছিল।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (Fort William College)—বিলাত হইতে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী এদেশের শাসন-বিভাগে নূতন নিযুক্ত হইয়া আসিতেন, তাঁহাদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি কলিকাতায় একটী কলেজ স্থাপন করেন। ইহাই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ইত্যাদি অনেকে এখানকার শিক্ষক ছিলেন।

ফ্যাসিজ্‌ম্‌ (Fascism)—ফ্যাসিজ্‌ম্‌ বুঝাইতে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বুঝায়। রাষ্ট্রকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া ও ব্যক্তির স্বার্থ অপেক্ষা জাতির স্বার্থ বেশী করিয়া দেখা এই নীতির উদ্দেশ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই মতবাদ প্রচারিত হয়। ইহা গণতন্ত্রের বিরোধী ও রাষ্ট্রে একদলীয় প্রভুত্বের সমর্থক। মুসোলিনি ইহার সর্ব্বপ্রধান সমর্থক ছিলেন। ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর সমর্থকদের ফ্যাসিষ্ট বলে। ফ্যাসিষ্ট-আন্দোলন ইটালীতে ১৯১৮ হইতে চালু হয়। ১৯২২, অক্টোবর হইতে এই দল ইটালীর শাসনকার্য্য পরিচালনা করে।

ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান যুদ্ধ (Franco-German War)—১৮৭০—৭১-এ ফরাসী-সম্রাট্‌ ৩য় নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক প্রথমে এই যুদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু জার্ম্মানগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। নেপোলিয়ন বন্দী হইলে সীডানে (Sedan) ৮০,০০০ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর ফ্রান্সে রিপাব্‌লিক গভর্ণমেণ্ট বা সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। চারি মাস কাল অবরুদ্ধ থাকিবার পর ফরাসীরা জার্ম্মানদিগের হস্তে আলসাস (Alsace) ও লোরেনের (Lorraine) কিয়দংশ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ অর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

ফ্রী প্রেস অব ইণ্ডিয়া (Free Press of India)—অধুনালুপ্ত ভারতের বিশিষ্ট সংবাদসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। বোম্বাই নগরে ইহার প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত ছিল। ১৯৪৫ হইতে ইহা আবার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

ফ্লাইং সসার (Flying Saucer)—উড়ন্ত চাক্‌তি। শুক্রগ্রহের লোকেরা ইহা আকাশে ছাড়ে বলিয়া অনুমিত। ইহার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, ইহা শুক্রগ্রহের অধিবাসীদের বিমানজাতীয় জিনিস।

ব

বকরীদ—'ইদুজ্জোহা' দ্রঃ।

বক্সার বিদ্রোহ—চীনাদের একটি দল ১৮৯৬-এ বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং হত্যা ও লুণ্ঠনকার্য্যে লিপ্ত হয়। এই বৈপ্লবিক আন্দোলন মিশনারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া চালনা করা হয়। ১৯০০-এ এই বিদ্রোহ ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক দমন করা হয়।

বক্সিং (Boxing)—বাংলায় ইহাকে মুষ্টি-যুদ্ধ বলে। ইহাতে চারিটি মার আছে—straight left, right swing, hook, upper cut. যদি প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে, তাহা হইলে একাকী মারগুলি অনুশীলন করিলে, তাহাকে শ্যাডো বক্সিং (Shadow Boxing) বলে। ম্যাক্স বিয়ার, জেম্‌স্‌ ব্রাডক, জো লুই, র‍্যাণ্ডলফ টার্পার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্সার। দেহের ওজনের অনুপাতে বক্সিং প্রতিযোগিতার শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে—১। ফ্লাইওয়েট—৮ স্টোন পর্য্যন্ত। ২। ব্যাণ্টাম ওয়েট—৮ স্টোন ৬ পাউণ্ড। ৩। ফেদার ওয়েট—৯ স্টোন পর্য্যন্ত। ৪। লাইট ওয়েট—৯ স্টোন ৯ পাউণ্ড পর্য্যন্ত। ৫। ওয়েলার ওয়েট—১০ স্টোন ৭ পাউণ্ড পর্য্যন্ত। ৬। মিডল ওয়েট—১১ স্টোন ৬ পাউণ্ড পর্য্যন্ত। ৭। লাইট হেভি ওয়েট—১২ স্টোন ৭ পাউণ্ড পর্য্যন্ত। ৮। হেভি ওয়েট—যে কোন ওজন।

বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলন—ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জ্জন ১৯০৫-এ বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও আসামকে একটি নূতন প্রদেশে পরিণত করা হয়। ঐ প্রদেশের নাম হয় পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম। উহার একজন পৃথক্‌ শাসনকর্ত্তা হইবে, এইরূপ কথা থাকে। সে সময় বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক শাসিত হইত বলিয়া শাসনকার্য্যের সুবিধার অজুহাতে এইরূপ করা হয়। কিন্তু বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদীরা এই ব্যবস্থায় আপত্তি করেন। ইহার ফলেই কংগ্রেস ও তাহার বিখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবিচ্ছেদ স্থগিত করিতে আন্দোলন আরম্ভ করেন। দেশে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয়। অনেক ধর-পাকড় হয়। অবশেষে ১৯১১-এ দিল্লীর দরবারে সম্রাটের আদেশে বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত হয়। বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলনের ফলেই 'মিণ্টোমর্লে রিফর্মস্‌' হয়। বড়লাট বলিয়াছিলেন, 'Partition of Bengal is a settled fact', তাহার উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'I will unsettle the settled fact'. সুরেন্দ্রনাথের এই উক্তিটি স্মরণীয়।

বটতলা—উত্তর-পশ্চিম কলিকাতার একটি অঞ্চল। বর্ত্তমান আপার চিৎপুর রোডের বীডন স্কোয়ার হইতে গ্রে স্ট্রীট পর্য্যন্ত অঞ্চল এই নামে পরিচিত। এখানকার পুস্তক প্রকাশকগণ পূর্ব্বে অনেক আদিরসাত্মক পুস্তক প্রকাশের জন্য কুখ্যাত ছিলেন।

বন্দর—ভারতের প্রধান বন্দর—বোম্বাই, কলিকাতা, কোচিন, মাদ্রাজ ও ভিজাগাপটম। ইহা ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি বন্দর, যথা—আলেপ্পি, বালেশ্বর, ভবনগর, বিমলিপটম,

কালিকট, চাঁদবালি, কুদালোর, কচ্ছ, কটক, ধনুস্কোটি, দ্বারকা, গোপালপুর, কাকিনদ, কাড্‌লা, মাঙ্গালোর, মছলিপত্তম, নবলক্ষী, নাগপত্তীনম, পোরবন্দর, ওখা, কুইলন, সুরাট, টোলচেরী ও তুতিকরিন। এই সকল বন্দরগুলির মধ্যে কচ্ছ উপসাগরের কাড্‌লা বন্দর ভারত সরকার কর্তৃক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দররূপে নির্ম্মিত হইতেছে। করোমণ্ডল উপকূলের দক্ষিণ প্রান্তে তুতিকোরিণ বন্দরও বিখ্যাত।

বয় স্কাউট (Boy Scout)—১৯০৮-এ লর্ড ব্যাডেন পোয়েল (Lord Baden-Powell) বয় স্কাউট দলের প্রতিষ্ঠা করেন। স্কাউটিং-এর উদ্দেশ্য বালক-বালিকাদিগকে স্বাবলম্বী, চরিত্রবান্ ও সদাচারী করা। পৃথিবীতে সর্ব্বসমেত প্রায় ২২,৬৯,৫৪৫ স্কাউট আছে।

বরভূধর—'বোরোবুদর' দ্রঃ।

বর্গীর হাঙ্গামা—মারাঠা ঘোড়সোয়ার-দিগকে বর্গী নামে অভিহিত করা হইত। ইহারা চৌথ বা রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ দাবী করিত এবং তাহা না পাইলেই দেশ লুটপাট করিয়া ছারখার করিত। বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে বঙ্গদেশে ইহাদের অত্যাচার যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিতের অধিনায়কত্বে এদেশে আসিয়া বর্গীরা জগৎশেঠের কোষাগার লুণ্ঠন করে এবং জনসাধারণের উপর ভীষণ অত্যাচার করে। "ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে"—ছড়াটির এই বর্গীদের অত্যাচার হইতেই উৎপত্তি হইয়াছিল।

বর্ণাশ্রম—বর্ণ কথাটি বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত। বর্ণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা যায়। কাহারও মতে বর্ণ বলিতে দেহের বর্ণ অনুসারে ভারতবাসীকে ভাগ করা বুঝায়। যখন আর্য্যেরা এদেশে আসিল, তখন অনার্য্যেরা এদেশে বাস করিত। আর্য্যেরা শ্বেতকায় ও অনার্য্যেরা কৃষ্ণকায়। বর্ণ বলিতে প্রথমে এই আর্য্য-অনার্য্যের ভাগ বুঝাইত। বর্ত্তমানে বর্ণ বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই কয় শ্রেণীকে বুঝায়। দেহের বর্ণ অনুযায়ী এই ভাগ করা হয় নাই ; যে যেমন কাজ করিত, সেই অনুযায়ী ভারতবাসীদের বর্ণবিভাগ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ পূজা করিত, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিত, বৈশ্য ব্যবসায় কর্ম্ম করিত এবং শূদ্রেরা অন্য কয় শ্রেণীর সেবা করিত ; আশ্রম বলিতে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই কয়টিকে বুঝায়।

বল্কান-যুদ্ধ—বুলগেরিয়ার অধিবাসিগণ প্রায় পাঁচ শত বৎসর তুরস্কের অধীন ছিল। অবশেষে ১৮৭৭-এ রুশিয়ার সাহায্যে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দুই বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর বার্লিনে রুশিয়া, তুরস্ক, অস্ট্রিয়া এবং ইংলণ্ডের মিলিত চেষ্টায় এক সন্ধি হয়। ঐ সন্ধির ফলে বুলগেরিয়া তুরস্কের সুলতানের নামে মাত্র অধীনতায় থাকিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে। অতঃপর ১৯১২—১৩-এর যুদ্ধে ইহা একেবারে স্বাধীন হয়। এই যুদ্ধই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা।

বল্‌শেভিজ্‌ম্ (Bolshevism)—এই কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গরিষ্ঠ। ইহার দ্বারা রুশিয়ার সাম্যবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মত বুঝায়। এই দলের নেতা ছিলেন লেনিন। দেশের সমস্ত সম্পত্তির উপর জনসাধারণের অধিকার-প্রতিষ্ঠা এই মতবাদের উদ্দেশ্য। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় বলশেভিক আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে এই মতবাদ অনুযায়ী সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত।

বাই-কার্বনেট অব সোডা (Bi-carbonate of soda)—সোডার উপরে কার্বনেট অ্যাসিডের ক্রিয়া হইলে বাই-কার্বনেট অব সোডা তৈয়ারী হয়। ইহা শ্বেতবর্ণ চূর্ণ পদার্থ। অম্ল ও বায়ুনাশক ঔষধের জন্য ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

বাইসাইক্‌ল্ (Bicycle)—১৮১৬-এ কার্ল ফোন ড্রেস (Karl von Drais) ভেলসিপিড (Velocipede) নামে যে যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তাহাই ক্রমে বাইসাইক্লে পরিণত হয়।

বাকিংহাম প্রাসাদ (Buckingham Palace)—ইংলণ্ডের রাজার প্রাসাদগুলির ইহা অন্যতম। ইহা ১৮২৫-এ ৪র্থ জর্জ্জের জন্য নির্ম্মিত হয়। রাণী ভিক্টোরিয়া ও সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড এই প্রাসাদেই বাস করিতেন। পঞ্চম জর্জ্জ এই প্রাসাদটির অনেক উন্নতি সাধন করেন।

বাঘ গুহা—উড়িষ্যার উদয়গিরিতে ক্ষোদিত বিখ্যাত গুহা। গুহাটির আকৃতি একটি বন্য জন্তুর বিস্তারিত মুখের মত এবং ঐ মুখের দন্তগুলি প্রবেশদ্বারে বিলম্বিত। সম্ভবতঃ ৩০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ইহা ক্ষোদিত হয়। এই গুহামধ্যে ভগ্নহস্তপদ অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজেট (Budget)—আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবকে 'বাজেট' বলা হয়। সরকারী আয়ব্যয়ের ব্যাপারেই কথাটি প্রযুক্ত হয়। সাধারণতঃ এই হিসাব সরকার পক্ষ কর্তৃক ফেব্রুয়ারী মাসে বিধান সভা বা লোকসভায় উপস্থাপিত করা হয় এবং তাহার পর বিতর্কের পর উহা অনুমোদিত হইলে গভর্ণর বা রাষ্ট্রপতি উহাতে স্বাক্ষর করেন। আয় হইতে ব্যয় বেশী হইলে তাহাকে ঘাটতি বা deficit বলা হয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রথম বাজেট জন মাথাই কর্তৃক ১৯৫০-এর ২৮-এ ফেব্রুয়ারী লোকসভায় উপস্থাপিত করা হয়।

বালির পুল—ইহাকে 'উইলিংডন ব্রিজ'ও (Willingdon Bridge) বলা হয়। কলিকাতা হইতে ইহা কয়েক মাইল উত্তরে হুগলী নদীর উপরে অবস্থিত। এই পুলটি আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত। ইহা তৈয়ারী করিতে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৩১-এ ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডন ইহার প্রথম ব্যবহারের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম 'উইলিংডন ব্রিজ' হইয়াছে।

বাষ্পীয় যন্ত্র (Steam engine)—জেম্‌স্ ওয়াট (James Watt) ইহার উদ্ভাবক। ১৭৬৯-এ তিনি এই যন্ত্রের স্বত্ব সংরক্ষণের অধিকার প্রাপ্ত হন। এই যন্ত্র প্রথমে খনির কাজে ও বয়নকার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

বাষ্পীয় শকট—জেম্‌স্ ওয়াট বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন তৈয়ারী করেন। কিন্তু এই বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রথমে গাড়ী টানা যাইত না। জর্জ্জ স্টিফেন্‌সন বাষ্প দ্বারা গাড়ী টানিবার জন্য যে শকট তৈয়ারী করেন, তাহাকে বাষ্পীয় শকট (Locomotive engine) বলে। জর্জ্জের প্রথম বাষ্পীয় শকট ঘণ্টায় চার মাইল গতিতে কয়লার গাড়ী টানিত।

বাস (Bus)—১৬৬২-এ প্রথম বাস প্যারিসে দেখা যায়। ১৮২০—৩০-এ প্যারিসে ইহার প্রচলন আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে ইহা ঘোড়ায় টানিত ; এক্ষণে মোটর এঞ্জিনে ইহা চালিত হয়। বাস অমনিবাস (omnibus) শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ।

বাহমনি রাজ্য—এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, হাসান গঙ্গু নামে মহম্মদ তোগলকের এক রাজকর্ম্মচারী। ইহা ১৩৪৭-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্যের বাহমন নামে এক রাজার বংশধর বলিয়া হাসান গঙ্গু বাহমন এই উপাধি গ্রহণ করেন। এই বাহমান উপাধি হইতে বাহমনিরাজ্য ও বংশের নামকরণ হইয়াছে। এই রাজ্য দাক্ষিণাত্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। উত্তরে বেরার, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী, পশ্চিমে সমুদ্র ও পূর্ব্বে তেলিঙ্গানা বা ওয়ারাঙ্গাল, ইহাই ছিল এই রাজ্যের সীমানা। ১৩৪৭ হইতে ১৫৫৬ পর্য্যন্ত এই রাজ্য অক্ষুণ্ন অবস্থায় ছিল। কুলবর্গা ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্যের মধ্যে পাঁচটি প্রধান স্থান ছিল—বেরার, বিদর, আহমদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর। বাহমনি রাজ্যের রাজাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইলে এই পাঁচটি স্থানে পাঁচটি

রাজ্য গড়িয়া উঠে। উহারাই বাহ্মণি রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ।

বিগ ফাইভ (Big Five)—রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচ জন স্থায়ী সদস্যদের এই নামে আখ্যা দেওয়া হয়। ইহারা চীন (চিয়াংএর দল), ফ্রান্স, সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য অর্থাৎ ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র।

বিচিত্র বার্তা—১। পৃথিবীর উষ্ণতম ও শীতলতম স্থান।—উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার ভারকোয়ানাস্ক (Vorkoyansk) শীতলতম স্থান। ইহার উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী অপেক্ষা ৯০ ডিগ্রী নীচে (° ফাঃ)। আফ্রিকার আজিজিয়া (Azizia) নামক স্থান পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণতম। স্থানটি সাহারার উত্তর-পশ্চিমে লিবিয়ায়। ১৩৬° ফাঃ রেকর্ড (১৯২২, ১৩ই সেপ্টেম্বর)। ডেথ ভ্যালি (কালিফোর্ণিয়া)—১৩৪° ফাঃ (১০ই জুলাই, ১৯১৩)।

২। পৃথিবীর নিম্নতম স্থানগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ডেথ ভ্যালি (Death Valley), কালিফোর্ণিয়া—সমুদ্রতল হইতে ২৭৬ ফুট। ডেড সী (Dead Sea), সমুদ্রতল হইতে ১২৯০ ফুট। লিবিয়ার মরুভূমি (Libyan Desert), সমুদ্রতল হইতে ৪৪০ ফুট। সাহারা মরুভূমি, সমুদ্রতল হইতে ১৫০ ফুট। সমুদ্রের তলদেশে গভীরতম স্থান—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মিণ্ডানাও দ্বীপের নিকটে। ইহা ৩৫,৪০০ ফুট।

৩। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ও দীর্ঘতম জিনিসগুলির নাম—(১) বৃহত্তম পাঠাগার (Library)—প্যারির বিব্লিওথিক নাশানেল (Bibliotheque Nationale), (২) বৃহত্তম জাহাজ—কুইন এলিজাবেথ, (৩) বৃহত্তম প্রতিমূর্ত্তি—নিউ ইয়র্কের Statue of Liberty, ১৫১ ফুট উচ্চ, (৪) বৃহত্তম ও গভীরতম সমুদ্র—প্রশান্ত মহাসাগর, (৫) দীর্ঘতম দালান বা বারান্দা—দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর মন্দিরের দালান, (৬) দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাট্ফর্ম্ম—বিহারের শোনপুর স্টেশন, (৭) বৃহত্তম মুক্তা—বেরেস্ফোর্ড-হোপ মুক্তা (Beresford Hope Pearl)—ওজন ১৮০০গ্রাম), (৮) বৃহত্তম স্টেশন—গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিন্যাল, নিউ ইয়র্ক (Grand Central Terminal, New York)—৪৭টি প্ল্যাট্ফর্ম্ম, (৯) বৃহত্তম রাজপ্রাসাদ—মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদ, (১০) বৃহত্তম মহাদেশ—এসিয়া, (১১) বৃহত্তম প্রাচীর—চীনের প্রাচীর, (১২) বৃহত্তম বাঁধ—রুশিয়ার নিপারস্ট্রয় (Dnieperstroi), (১৩) দীর্ঘতম রেলপথ—রিগা হইতে ভ্লাডিভস্টক (৬০০০ মাইল), (১৪) বৃহত্তম পার্ক—যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন নাশানেল পার্ক (Yellowstone National Park)—৩৩৫০ বর্গমাইল।

৪। কতকগুলি দ্রব্যের তাপ-সহিষ্ণুতা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) ঢালাই করা লৌহ ২,৭৬৮ ডিগ্রীতে (ফারেন্হাইট্) গলে। (২) তাম্র ১৯৯৬ ডিগ্রীতে গলে। (৩) সোণা ১৯৪৭ ডিগ্রীতে গলে। (৪) দস্তা ৭৭৩ ডিগ্রীতে গলে। (৫) পারদ ৬৪৪ ডিগ্রীতে ফুটে। (৬) খাঁটি সীসা ৬১৭ ডিগ্রীতে গলে। (৭) টিন ৪৪২ ডিগ্রীতে গলে। (৮) জল ২১২ ডিগ্রীতে ফুটে। (৯) ৩২ ডিগ্রীতে জমে।

বিজয়নগর রাজবংশ—ইহা বর্ত্তমান মাদ্রাজের অন্তর্গত মাদুরার নিকটে অবস্থিত ছিল। এখানে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায়। এই রাজ্যের সহিত দাক্ষিণাত্যের বেরার ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের একটি যুদ্ধ হয়। উহাই বিখ্যাত তালিকোটার যুদ্ধ (১৫৬৫)।

বিধবাবিবাহ—হিন্দু বিধবার বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এই ধারণাতে বিধবাবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় হিন্দু বিধবার বিবাহ আইন ১৮৫৬-এ বিধিবদ্ধ হয়।

বিমান ঘাঁটি—সর্ব্বপ্রথম ১৯৩১-এ করাচী, দিল্লী, এলাহাবাদ ও কলিকাতায় বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। প্রায় ৭০টি বিমান বন্দর ভারতে আছে। তাহার মধ্যে কলিকাতা (দমদম), বোম্বাই (সান্টাক্রুজ), দিল্লী (পালাম), বোম্বাই (জুহু), মাদ্রাজ (সেণ্ট টমাস মাউণ্ট), তিরুচিরপল্লী, বিশাখাপত্তন, আগরতলা ও আমেদাবাদ বিখ্যাত।

বিমানপথ—(১) ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ ; দিল্লী—কলিকাতা, দিল্লী—যোধপুর—করাচী ইত্যাদি। (২) এয়ার ইণ্ডিয়া লিমিটেড, বোম্বাই ; করাচী—বোম্বাই, বোম্বাই—দিল্লী, বোম্বাই—কলিকাতা ইত্যাদি। (৩) ডেকান এয়ারওয়েজ লিমিটেড ; দিল্লী—ভূপাল—নাগপুর—হায়দরাবাদ—মাদ্রাজ, বোম্বাই—কলিকাতা —বোম্বাই ইত্যাদি। (৪) এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, কলিকাতা ; কলিকাতা —ভুবনেশ্বর—ভিজাগাপাটম—মাদ্রাজ—বাঙ্গালোর, কলিকাতা—ঢাকা ইত্যাদি। (৫) ভারত এয়ার ওয়েজ লিমিটেড, কলিকাতা ; কলিকাতা—আগরতলা, কলিকাতা—এলাহাবাদ—কানপুর—দিল্লী ইত্যাদি। (৬) কলিঙ্গ এয়ারলাইনস্ ; কলিকাতা—ভুবনেশ্বর। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি দেশী ও বিদেশী বিমানপথ ভারতে আছে। ভারতের বিমানপথগুলির জাতীয়করণ ব্যবস্থা ১৯৫৩-এর জুন মাস হইতে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়—ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা। ইংলণ্ডে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ;—অক্স্ফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন, লিভারপুল, লীড্স্, ম্যাঞ্চেস্টার, ডারহাম্, শেফিল্ড, রেডিং, ব্রিস্টল এবং বার্মিংহাম। স্কট্ল্যাণ্ডে চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ;—সেণ্ট অ্যাণ্ডরুজ, গ্লাসগো, এবার্ডিন ও এডিনবরা। আয়র্লণ্ডে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ;—ডাবলিন, ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি অব আয়র্ল্যাণ্ড (National University of Ireland), কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়। ফ্রান্স, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে বহু প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বোলোনা (Bologna) ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ফ্রান্সে বিশেষ বিখ্যাত। ইয়েল (Yale) ও হার্ভার্ড (Harvard) বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ৩০টি নাম ও তাহাদের প্রতিষ্ঠার তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কলিকাতা (১৮৫৭), বোম্বাই (১৮৫৭), মাদ্রাজ (১৮৫৭), এলাহাবাদ (১৮৮৭), পঞ্জাব (১৮৮২), নাগপুর (১৯২৩), পাটনা (১৯১৭), মহীশূর (১৯১৬), দিল্লী (১৯২২), লক্ষ্ণৌ (১৯২০), কাশী হিন্দু (১৯১৫), অন্ধ্র (১৯২৬), আলিগড় মুসলিম (১৯২০), আগ্রা (১৯২৭), ওসমানিয়া (হায়দরাবাদ) (১৯১৮), আন্নামালাই (১৯১৯), ত্রিবাঙ্কুর (১৯৩৮), উৎকল (১৯৪৩), সাগর (১৯১৬), রাজপুতানা (১৯৪৭), গৌহাটি (১৯৪৮), পুনা (১৯১৬), রুড়কী (১৯৪৯), জম্মু ও কাশ্মীর (১৯৪৮), বরোদা (১৯৪৯), গুজরাট (১৯৪০), কার্ণাটক (১৯৪৮), এস. এন. ডি. টী. ভারতীয় মহিলা, বিশ্বভারতী (১৯২১), বিহার (১৯৫২)।

বিশ্বভারতী—বোলপুরে শান্তিনিকেতন নামক স্থানে এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ১৯০১-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। আইন করিয়া বিশ্বভারতীর ভার ভারতসরকার ১৯৫১-এ গ্রহণ করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ইহার পরিদর্শক ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ইহার প্রধান। অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে আচার্য্য, উপাচার্য্য ও কর্ম্মসচিব উল্লেখযোগ্য।

বিষ পাথর—রন্ধ্রযুক্ত সাধারণ পাথর। পাথরের জল শোষণ করিবার ক্ষমতা হইতে অজ্ঞ লোকেরা এই ধারণা করিয়া লইয়াছে যে, এই পাথর সাপের বিষও টানিতে পারে। পোড়ান হাড়কেও অনেক সময় বিষ পাথর বলে।

বি. সি. জি. (B. C. G.)—Bacillus Calmette Guerin কথাটির সংক্ষেপ।

Calmette (কালমেৎ) ও Guerin (গেঁরী) ফ্রান্সের দুইজন বৈজ্ঞানিক। তাঁহাদের প্রস্তুত যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক হইতেই এই নাম।

বিহারের ভূমিকম্প—'ভূমিকম্প' দ্রঃ।

বুধ—ইহা একটী গ্রহ। ইহার ইংরাজী নাম মার্কারি (Mercury)। ইহা সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিত। সূর্য্য হইতে এই গ্রহের দূরত্ব প্রায় ৩ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ মাইল।

বুয়র (Boer)—জাতিবিশেষ। দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকগণকে বুয়র (Boer) বলে। বুয়রদের সহিত ইংরাজদের ১৮৯৯-এ একটী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের সেনাপতি ছিলেন লর্ড রবার্ট্স্ ও বুয়রদের সেনাপতি ছিলেন ক্রঞ্জি (Cronje)। প্রথম দিকে বুয়রদের নিকটে ইংরাজেরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে বুয়ররা হারিয়া যায়। এই যুদ্ধ ১৯০২-এ শেষ হয়।

বৃহস্পতি—ইহাকে ইংরাজীতে জুপিটার (Jupiter) বলা হয়। গ্রহগণের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সূর্য্য হইতে ইহা ৪৮,৩০,০০,০০০ মাইল দূরবর্ত্তী। পৃথিবী অপেক্ষা ইহা ৩০০ গুণ ভারী ও ১,৩০০ পৃথিবীর সমান।

বেলুন (Balloon)—কাগজ বা পুরু কাপড়ের গোলকে বায়ু অপেক্ষা লঘু বাষ্প পূর্ণ করিলে তাহা আকাশে উড়ে এবং তাহাই বেলুন নামে অভিহিত হইত। ১৭৯৪, ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে প্রথম বেলুন উঠিয়াছিল। পিলেটার ডি রোজিয়ার প্রথম বেলুনে আরোহণ করেন। ১৭৮৩, ১৫ই অক্টোবর এবং তাহার পরেও তিনি মঁগলফিয়ে বেলুনে অনেকবার আরোহণ করেন। ডি রোজিয়ারই প্রথম বেলুনে আগুন লইবার ব্যবস্থা করেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্মেরই একটি শাখা। এই ধর্ম্মে বিশ্বাসীরা বিষ্ণুর উপাসক। প্রেম ও ভক্তি এই ধর্ম্মের মূলনীতি। বৈষ্ণবদিগের চারিটি সম্প্রদায় আছে—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য।

বোরোবুদর—যবদ্বীপের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির। ইহার দেওয়ালের গায়ে বৌদ্ধযুগের ভারতীয় সভ্যতার অনেক কাহিনী চিত্রে রূপায়িত করা আছে। ইহা খৃষ্টীয় নবম বা অষ্টম শতাব্দীতে আগ্নেয় গিরির লাভানিস্রবজাত ধাতুতে গঠিত। নামটির অর্থ —বুদ্বুর গ্রামের বিহার বা মন্দির। কেহ কেহ ইহাকে 'বরভূধর' বলিয়া থাকেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম—গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিশেষ। ইহা আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত হয়। এই ধর্ম্ম সাধারণতঃ দুঃখবাদ (pessimism) প্রচার করে। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ দূর করা ও দুঃখ দূর করিবার উপায়—এই চারিটি বিষয়ের উপরেই বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপিত। দুঃখ নিরাকরণের আবার আটটি পন্থা আছে—সৎ-ধারণা, সৎ-চিন্তা, সৎকার্য্য, সৎবাক্য, সদ্ভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ, সৎ-চেষ্টা, সৎ-স্মৃতি ও সমাধি। বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি পালন করিলে কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কর্ম্মফল হইতে মুক্তি মানেই পরজন্ম হইতে নিষ্কৃতি —আর তাহাই নির্ব্বাণ বা মোক্ষ। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সদাচার, গুরুজনে ভক্তি, মিথ্যা পরিহার প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মের দশটি নিয়ম দশশীল বলিয়া কথিত। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি' এই শপথ বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের নাম উপসম্পদ। বৌদ্ধধর্ম্মে ভগবান্ বা আত্মার স্থান নাই।

ব্যারোমিটার (Barometer)—বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিমাপ-যন্ত্র বিশেষ। এই যন্ত্র ১৬৪৪-এ টরিসেলি (Torricelli) কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয়। একটি তিন ফুট লম্বা কাঁচের নলের মধ্যে পারদ থাকে। পারদপূর্ণ একটি কাঁচের পাত্রে ইহা উল্টাইয়া স্থাপন করা হয়। ইহাতে কাঁচের নলের পারদটি কিছু নামিয়া আসে এবং নলের উপরিভাগ খালি থাকে। বায়ুমণ্ডলের চাপের আধিক্য হইলে এই পারদ উঠিতে থাকে এবং বায়ুমণ্ডলের চাপ কমিয়া গেলে পারদ নামিয়া যায়। জলীয় বাষ্প বাতাস হইতে হাল্কা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকিলে বুঝিতে হইবে বায়ুমণ্ডলের চাপ নামিয়া যাইবে। অথবা ব্যারোমিটারে ডিগ্রী যদি কম উঠে, বুঝিতে হইবে বাতাসে জলীয় বাষ্প আছে এবং ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা।

ব্যালট ভোটিং (Ballot Voting)—গোপনে ভোট দেওয়াকে 'ব্যালট ভোটিং' কহে। এই নিয়মানুযায়ী ভোটদাতা তাহার ভোট কোনও কাগজে লিখিয়া বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। সে কাহাকে ভোট দিল তাহা অন্যে জানিতে পারে না।

ব্যালাক্লাভা (Balaklava)—ক্রিমিয়ার (Crimea) তীরবর্ত্তী সমুদ্র-বন্দর। এস্থানে ১৮৫৪, ২৫শে অক্টোবর 'লাইট বিগ্রেড' (Light Brigade) নামক ইংরাজ সৈন্যদলের দুর্ঘটনা ঘটে।

ব্রডকাস্টিং (Broadcasting)—বেতার-বার্ত্তা। মার্কোনি (Marconi) প্রথম বেতারে সংবাদ প্রেরণ করিবার এবং অন্য স্থান হইতে ঐ প্রেরিত সংবাদ ধরিবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ১৯২৪, ১৬ই মে প্রথম Radio ক্লাব ভারতবর্ষে খোলা হয়। ১৯২৭-এ কলিকাতা ও বোম্বাইতে বেতার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৩০-এ সরকার ইহার ভার গ্রহণ করে ও ইহার নাম হয় Indian State Broadcasting Service. ১৯৩৯-এ নাম হয় 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'। বর্ত্তমানে ভারতের বেতারকেন্দ্র চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত,—(১) উত্তরাঞ্চল—দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা, জলন্ধর, অমৃতসর; (২) দক্ষিণাঞ্চল—মাদ্রাজ, তিরুচিরপল্লী, বিজয়বাদ, কালিকাট, মহীশূর, ত্রিবান্দ্রম; (৩) পশ্চিমাঞ্চল—বোম্বাই, নাগপুর, বরোদা, আহমেদাবাদ, ধারওয়ার, হায়দরাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ; (৪) পূর্ব্বাঞ্চল—কলিকাতা, কটক, শিলং-গৌহাটি, জম্মু, কাশ্মীর।

ব্রতচারী—সঙ্ঘবিশেষ। গুরুসদয় দত্ত এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। চরিত্রগঠন ও সমাজের কল্যাণ এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। এই সঙ্ঘের সভ্যেরা ১৭টি প্রতিজ্ঞা ও ১৬টি নিষেধের অনুসরণ করেন। লোকনৃত্য ব্রতচারীর একটি প্রধান অঙ্গ।

ব্রাসেল্স্ চুক্তি (Brussels Pact)—ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেনেলুক্স (বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড্স্ ও লুক্সেম্বার্গ) রাজ্যগুলির মধ্যে ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে একটি সামরিক প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি হয়। ইহাই ব্রাসেল্স্ চুক্তি নামে অভিহিত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই শাখা-বিশেষ। রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রবর্ত্তক। নৈর্ব্যক্তিক, নিরক্ষর ব্রহ্মকে উপাসনা করিলেই মানবজীবনের মোক্ষলাভ ঘটে, ইহাই এই ধর্ম্মের মূলনীতি। এই ধর্ম্মেরও আবার তিনটি শ্রেণীবিভাগ আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ শাস্ত্রী।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী—প্রথম প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট ওয়ালপোল (১৭২১)। ১৯১৬ হইতে প্রধান মন্ত্রীর তালিকা :—

লয়েড জর্জ্জ (১৯১৬), লয়েড জর্জ্জ (১৯১৯), বোনার ল (১৯২২), বলডুইন (১৯২৩), র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (১৯২৪), বলডুইন (১৯২৪), র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (১৯২৯), র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (১৯৩১), র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (১৯৩১, নভেম্বর), বলডুইন (১৯৩৫, জুন), বলডুইন (১৯৩৫, নভেম্বর), নেভিল চেম্বারলেন (১৯৩৭, মে), উইনস্টন চার্চিল (১৯৪০, মে), চার্চিল (১৯৪৫, মে), অ্যাট্লি (১৯৪৫, জুলাই), অ্যাট্লি (১৯৫০, ফেব্রুয়ারী), চার্চিল, (১৯৫১, অক্টোবর)।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম (British Museum)—লণ্ডনের প্রসিদ্ধ জাতীয় পুস্তকাগার ও যাদুঘর। সার হান্স্ স্লোনের (Sir Hans Sloane) সংগ্রহ হইতে ১৭৫৯-এ মণ্টেগু হাউসে (Montague House) এই মিউজিয়াম প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইহা গ্রেট রাসেল স্ট্রীটে অবস্থিত। ইহার অন্তর্গত গোলাকার পাঠাগারের ১৪০ ফুট ব্যাস ও ১০৬ ফুট উচ্চতা। এই পাঠাগারটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঠাগারগুলির অন্যতম।

ব্রেটন উড্স্ (Bretton Woods)—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়ে সহযোগিতালাভের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উড্স্ নামক স্থানে ১৯৪৪-এর জুলাই মাসে ৪৪টি জাতি সমবেত হয়। এখানকার সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) খুলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিশেষতঃ যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলিতে পুনর্গঠন কার্য্যের জন্য এই টাকা ব্যয় করিবার পরিকল্পনা হয়। রাশিয়া এই চুক্তিতে সই করে নাই।

ব্রেন্স্ ট্রাস্ট (Brains Trust)—১৯২৯-এ যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক বিপর্যায় দেখা যায়, সেই সময় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট শিল্পাদির উন্নতি বিষয়ে তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য যে একদল সুদক্ষ ব্যক্তি নিয়োগ করেন, তাহাদের নাম।

ব্রেল (Braille)—অন্ধদের বর্ণমালা। ১৮৩০-এ ব্রেল নামে এক ফরাসী এইরূপ বর্ণমালার প্রবর্তন করেন। এই বর্ণমালা-গুলি পুরু কাগজের উপর সূচি দিয়া করা একপ্রকার উচ্চ বিন্দু। প্রতি অক্ষরের দ্যোতক এক হইতে ছয়টি বিন্দু। এই বিন্দুগুলির সংখ্যা এবং অবস্থান হাতে অনুভব করিয়া, প্রকৃত বর্ণ অন্ধেরা বুঝিতে পারে। এই ভাবের গানের স্বরলিপিও আছে। লণ্ডনে অন্ধদের জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে প্রায় ১৭৮ হাজার ব্রেল বই আছে।

ব্রোমাইড (Bromide)—ব্রোমিন (Bromine) যৌগিক পদার্থ বিশেষ। ইহা কাগজে মাখাইয়া 'ব্রোমাইড পেপার' (Bromide Paper) প্রস্তুত হয়। ব্রোমাইড পেপারে আলোকচিত্র ছাপা হয়। আজকাল বাজারে যে সমস্ত ফটো দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই 'ব্রোমাইড পেপারে' তোলা। 'ব্রোমাইড পেপার' চক্‌চকে ও খস্‌খসে উভয় প্রকারই হয়।

ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder)—চূণ-ঘটিত পদার্থ-বিশেষ। এই পদার্থ পোষাক-পরিচ্ছদ সাদা করিবার জন্য প্রয়োজনীয়। জীবাণু নাশ করিতে ও দুর্গন্ধ দূর করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়।

ব্লু-বুক (Blue-Book)—পার্লামেণ্ট হইতে যে সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ হয় বা কাগজপত্র প্রকাশিত হয়, সেই সমস্ত আইন বা কাগজ-পত্র নীলরঙের আচ্ছাদনে আবৃত থাকে। এই কারণে উক্ত আইন প্রভৃতিকে 'ব্লু-বুক' বলা হয়। ১৬৮১ হইতে 'ব্লু-বুক' প্রকাশিত হইতেছে।

ভ

ভাইটামিন—'খাদ্যপ্রাণ' দ্রঃ।

ভাইস্রয় (Viceroy)—সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারত সাম্রাজ্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ইংলণ্ডের রাজার অধীনে আসে। এই ব্যবস্থা ১৮৫৮-এর ১লা নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ঘোষিত হয়। এই দিন হইতে ভারতের বড়লাটের 'ভাইস্রয়' নামে একটি অতিরিক্ত উপাধি লাভ হয়। লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম ভাইস্রয়। নিম্নে ভারতের বিভিন্ন ভাইস্রয়-দিগের নাম প্রদত্ত হইল;—১৮৫৮ আর্ল ক্যানিং (Lord or Earl of Canning); ১৮৬২—প্রথম আর্ল অব এল্‌গিন (Earl of Elgin I); ১৮৬৩—সার রবার্ট নেপিয়ার (Sir Robert Napier) (অস্থায়ী); ১৮৬৩—সার উইলিয়াম ডেনিসন (Sir William Danison) (অস্থায়ী); ১৮৬৪—সার জন লরেন্স (Sir John Lawrence); ১৮৬৯—আর্ল অব মেয়ো (Earl of Mayo); ১৮৭২—সার জন স্ট্র্যাচি (Sir John Strachey) (অস্থায়ী); ১৮৭২—লর্ড নেপিয়ার অব মার্চিস্‌টাউন (Lord Napier of Merchistoun) (অস্থায়ী); ১৮৭২—ব্যারন নর্থব্রুক (Baron Northbrook); ১৮৭৬—ব্যারন লিটন (Baron Earl of Lytton); ১৮৮০—মার্কোয়েস অব রিপন (Marquess of Ripon); ১৮৮৪—আর্ল অব ডাফ্‌রিন (Earl of Dufferin); ১৮৮৮—মার্কোয়েস অব ল্যান্সডাউন (Marquess of Lansdowne); ১৮৯৪—আর্ল অভ এল্‌গিন (Earl of Elgin II); ১৮৯৯ (জানুয়ারী ৬)—ব্যারন কার্জ্জন (Baron Curzon); ১৯০৪—লর্ড অ্যাম্পথিল (Lord Ampthill) (অস্থায়ী); ১৯০৪—ব্যারন কার্জ্জন (Baron Curzon) (দ্বিতীয়বার নিযুক্ত); ১৯০৫—আর্ল অব মিণ্টো (Earl of Minto II); ১৯১০—ব্যারন হার্ডিঞ্জ (Baron Hardinge); ১৯১৬—ব্যারন চেম্‌স্‌ফোর্ড (Baron Chelmsford); ১৯২১—আর্ল অব রেডিং (Earl of Reading); আর্ল অব লিটন (অস্থায়ী) (Earl of Lytton); ১৯২৬—লর্ড আরউইন (Lord Irwin); ১৯২৯—লর্ড গোসেন (Lord Goschen) (অস্থায়ী); ১৯৩১—আর্ল অব উইলিংডন (Earl of Willingdon); ১৯৩৪—সার জর্জ স্ট্যানলী (Sir George Stanley) (অস্থায়ী); ১৯৩৬—মার্কোয়েস অব লিন্‌লিথ্‌গো (Marquess of Linlithgow); ১৯৪৫—লর্ড ওয়াভেল; ১৯৪৫—সার জন কোলভিল্ (Sir John Colvile) (অস্থায়ী); ১৯৪৭—লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনই ভারতের শেষ ভাইস্রয়।

ভাওয়ালের মামলা—১৯০৭-এর মে মাসে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্র-নারায়ণ রায় দার্জিলিং-এ মারা যান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। শ্মশান হইতে নাগা সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে লইয়া যায় ও তাঁহার শরীরের বিষক্রিয়া দূর করেন। পরে মধ্যমকুমার ফিরিয়া আসিলে রাণী বিভাবতী তাঁহাকে অস্বীকার করেন। ফলে মামলা হয়। মামলায় বাদী জয়লাভ করেন। বর্তমান যুগের ইহা একটি সুবিখ্যাত মামলা।

ভারকেন্দ্র (Centre of Gravity)—কোনও বস্তুর যে বিন্দুটি ধরিয়া রাখিলে তাহার অন্য চারিদিক্ সমভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই বিন্দুটিকে ভারকেন্দ্র বলে। কোনও একক সরল লৌহখণ্ডের মধ্যভাগ তাহার ভারকেন্দ্র।

ভারত শাসন আইন, (১) **১৯১৯** (Government of India Act, 1919 and 1935)—এই আইন ১৯২১—১৯৩৭ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। ১৯৪৭ পর্য্যন্তও কয়েকটি বিধান প্রচলিত ছিল। কারণ ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের কয়েকটি ধারা বলবৎ হয় নাই। হাই-কমিশনারের পদ সৃষ্টি, দুইটি কক্ষে বিভক্ত কেন্দ্রীয় আইন-সভা, বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশ গভর্ণর-শাসনাধীনে আনয়ন, প্রদেশে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন, হস্তান্তরিত বিভাগের জন্য মন্ত্রী নিয়োগ ইত্যাদি এই আইনের বৈশিষ্ট্য ছিল। (২) **১৯৩৫**—ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বিলোপ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (Provincial Autonomy) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Federal Court) এই আইনের বিশেষ বিধান।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian

National Congress)—১৮৮৫-এ অ্যালেন অক্টেভিয়াস হিয়ুম নামে একজন অবসর-প্রাপ্ত আই. সি. এস.-এর চেষ্টায় বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরিত করা ও স্বায়ত্তশাসন লাভ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২০-এ গান্ধীজীর নেতৃত্বে ইহা ভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০), 'ভারত ছাড়' আন্দোলন (১৯৪২) ইত্যাদির দ্বারা কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভ করে। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতীয় জনগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন, রাজনীতিক, অর্থনীতিক ইত্যাদি বিষয়ে সকলকে সমানভাবে সুযোগ দান ও পৃথিবীর শান্তি রক্ষা। বাৎসরিক অধিবেশন ছাড়াও নিম্নলিখিত কমিটিগুলি লইয়া জাতীয় কংগ্রেস গঠিত—(১) গ্রাম্য ও মহল্লা কমিটি, (২) জেলা কংগ্রেস কমিটি ও ইহার মধ্যবর্ত্তী কংগ্রেস কমিটি, (৩) প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, (৪) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, (৫) ওয়ার্কিং কমিটি ও (৬) A. I. C. C. বা ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত কোন সংস্থা বা সংঘ। আঠার বা তাহার অধিক বৎসর বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি বাৎসরিক এক টাকা চাঁদা দিয়া ইহার প্রাথমিক সদস্যপদ লাভ করিতে পারে। কয়েকটি সর্ত্তে একুশ বৎসর বয়স্ক যে কোন প্রাথমিক সদস্য ইহার ক্রিয়াশীল সদস্যভুক্ত হইতে পারিবে।

ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম—'স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' দ্রঃ।

ভার্সাই সন্ধি—(Treaty of Versailles)—১৯১৯-এর ২৮শে জুন একপক্ষে জার্ম্মানি ও অপর পক্ষে ইংরাজ এবং তাহার মিত্র-বর্গের (Allies) মধ্যে এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। গত মহাযুদ্ধ সমাপ্ত করিবার জন্য এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহাতে পরাজিত জার্ম্মানির উপর নানারূপ গ্লানিকর সর্ত্ত আরোপিত হয়। জার্ম্মানিকে ঔপনিবেশিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়; পূর্ব্ব প্রুশিয়া পোল্যাণ্ডকে দিয়া দিতে হয়; ইত্যাদি। এই সন্ধির সঙ্গে সঙ্গেই লীগ অব্ নেশন্‌স্ স্থাপিত হয়।

ভাষা—পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগুলি ও সেই ভাষায় কত লোক কথা কহে, তাহার একটি বিবরণ প্রদত্ত হইল:—(১) আবিসীনীয়—(৫৫,০০,০০০), (২) আফগান—(১,১০,০০,০০০), (৩) অ্যালবেনিয়ান—(১০,০৪,০০০), (৪) আর্বী—(২,৯০,২১,৪৯৬), (৫) বাংলা—(৫,৩৪,৬৮,৪৬৯), (৬) বোহিমিয়ান—(৭১,০০,০০০), (৭) বুলগেরিয়ান—(৫৫,০০,০০০), (৮) চৈনিক—(৪৭,৫০,০০,০০০), (৯) চেকো-শ্লোভাক—(১,৫০,০০,০০০), (১০) ড্যানিশ—(৩৩,৫৯,৮৭০), (১১) ওলন্দাজ—(১,৫৬,৫২,৯৪৯) (১২) এস্টোনিয়ান—(১১,২০,০০০), (১৩) ফিনিশ—(৩০,২২,২৫৭), (১৪) ফ্লেমিশ—(৩৫,০০,০০০), (১৫) ফরাসী—(৬,২৪,১০,০৪৫), (১৬) জার্ম্মান—(৭,৮২,৩৩,১৪২), (১৭) গ্রীক—(৬৪,৮০,০০০), (১৮) গুজরাটী—(১,০৮,৪৯,৯৮৪), (১৯) হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা—(২১,৬০,০০,০০০), (২০) হাঙ্গারীয় ভাষা—(৮৬,৮৮,৩৪৯), (২১) ইতালীয়—(৪,১৩,৬৪,৫৬৬), (২২) জাপানী—(৯,০৪,০০,০০২), (২৩) জাভার ভাষা—(৪,২০,০০০০০), (২৪) লেটিশ (Lettish)—(১৮,৪৩,৯০০), (২৫) লিথুয়ানিয়ান (Lithuanian)—(২৩,৯৩,০০০), (২৬) মারাঠী—(২,০৮,৯০,৬৫৮), (২৭) নেপালী—(৬০,০০,০০০), (২৮) নরওয়েবাসীর ভাষা—(২৮,১৪,২০০), (২৯) ফার্সী ভাষা—(৯,০০,০০,০০০), (৩০) জোলবাসীদের ভাষা—(৩,২০,০০,০০০), (৩১) পোর্তুগীজ—(৪,৭০,০০,০০০), (৩২) পাঞ্জাবী—(১,৫৮,৩৯,২৫৪), (৩৩) রুমানিয়ান ভাষা—(১,৭৪,০০,০০০), (৩৪) রুশীয় ভাষা—(১৬,০০,০০,০০০), (৩৫) সার্ব্বিয়ান—(১,১০,০০,০০০), (৩৬) শ্যাম—(১,১৭,০০,০০০), (৩৭) শ্লোভেনিয়ান—(৫১,৮৫,০০০), (৩৮) স্পেনীয় ভাষা—(৮,০১,৮৯,৮৯২), (৩৯) সুইডেনে প্রচলিত ভাষা—(৬৫,০৭,৯১৬), (৪০) তামিল—(২,০৪,১২,৬৫২), (৪১) তেলেগু—(২,৫০,০০,০০০), (৪২) তিব্বতীয় ব্রহ্মভাষা—(১,৭০,০০,০০০), (৪৩) তুর্কী ভাষা—(১,৪৬,৪৮,২৬০)।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত সেগুলির এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায়—(১) আর্য্য ভাষা, (২) দ্রাবিড়, (৩) কোলীয়, (৪) তিব্বতীয়-ব্রহ্ম (Tibeto-Burman)। আর্য্য ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালী, বাংলা, উড়িয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, নেপালী, গুর্খা, সিন্ধী, কাশ্মীরী, মারাঠী, গুজরাটী, আসামী, ব্রাহুই, সিংহলী ইত্যাদি। দ্রাবিড়ের মধ্যে ১২টি ভাষা আছে—তামিল, তেলেগু, ক্যানারী, মালয়ালম, তুলু, কোদাগু, তুডা, কোটা, গন্দ, খোন্দ, ওরায়োন ও রাজমহল। কোলদিগের ভাষা ১০টি। ইহার মধ্যে সাঁওতালী ও মুণ্ডা ভাষা বিশেষ চলিত। তিব্বতীয়-ব্রহ্মভাষার সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছু জানা যায় নাই। নেপাল, সিকিম প্রভৃতি স্থানে এ ভাষা প্রচলিত।

ভি. ই. ডে (V. E. Day)—১৯৪৫-এর ৮ই মে সরকারীভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইউরোপীয় ভূমিকার শেষ দিন।

ভিক্টোরিয়া ক্রশ (Victoria Cross)—যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইলে কোনও সৈনিককে প্রদত্ত সম্মানচিহ্ন-বিশেষ। ১৮৫৬-এ ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। ১৯২৪-এ ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে ১২৯ নং বেলুচি সৈন্যদলের সিপাহী খোদাদাদ ইহা প্রথম লাভ করেন। স্বাধীন ভারতে বীরত্বমূলক কার্য্যের জন্য পুরস্কারের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিন্যাস হইয়াছে—(১) পরমবীরচক্র, (২) অশোকচক্র, ১ম শ্রেণী, (৩) মহাবীর চক্র, (৪) অশোক চক্র, ২য় শ্রেণী, (৫) বীর চক্র, (৬) অশোক চক্র, ৩য় শ্রেণী ইত্যাদি। পরম বীরচক্র লাভ করিয়াছেন মেজর সোমনাথ শর্ম্মা, করম সিং, রাম রাঘোবা রনে।

ভি. জে. ডে (V. J. Day)—১৯৪৫, ১৪ই আগষ্ট জাপানের উপর মিত্রশক্তির চূড়ান্ত জয়ের দিন। জাপানের সহিত এই দিন যুদ্ধ শেষ হয়।

ভিটামিন (Vitamin)—'খাদ্যপ্রাণ' দ্রঃ।

ভিয়েনা কংগ্রেস (Vienna Congress)—নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর এই কংগ্রেস আহূত হয় (সেপ্টেম্বর ১৮১৪—জুন ১৮১৫)। এই কংগ্রেসে ইউরোপের তৎকালীন সমস্ত দেশই যোগদান করে। ভিয়েনায় যে চুক্তি হয় সেই চুক্তি অনুযায়ী নেপোলিয়নের বিজিত রাষ্ট্রগুলির পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

ভির্গো (Virgo)—নক্ষত্রপুঞ্জ। বাংলা নাম কন্যারাশি। এই নক্ষত্রগুলি দেখিতে ইংরাজী Y-এর মত। সিংহমণ্ডলের ঠিক পূর্ব্বদিকে ইহা অবস্থিত। ইহাতে যে প্রথম শ্রেণীর তারা আছে তাহার নাম **চিত্রা**।

ভিসা (Visa)—পাস্‌পোর্ট ইত্যাদির সমর্থন-সূচক সার্টিফিকেট বা সিল-মোহরযুক্ত সমর্থন-পত্র। ভারত হইতে কেহ যদি অন্য রাজ্যে যায় তবে তাহাকে ভারত সরকারের নিকট পাস্‌পোর্ট লইতে হইবে এবং তাহা দেখাইয়া ঐ রাজ্যের রাজদূতের আফিস হইতে ভিসা গ্রহণ করিতে হইবে।

ভূমিকম্প—ইটালীতে ও জাপানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভূমিকম্প হয়। গত ৬০ বছরের মধ্যে এই দুইটি দেশের প্রত্যেকটিতে ২৭,০০০ বার ভূমিকম্প হইয়াছে। ১৯২৩-এর জাপানের ভূমিকম্পে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছিল। ইহাতে ৬,০০,০০০ গৃহ একেবারে বিধ্বস্ত ও ১,২৬,০০০ গৃহ অল্পাধিকভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং ইহাতে ৯৯,৩৩১ জন নিহত ও ১,০৩,৭৩৩ আহত হইয়াছিল। ৪৩,৪৬৬ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। সমগ্র পৃথিবীতে গড়ে প্রতি ঘণ্টায়

একবার ভূমিকম্প হয়। কয়েকটি প্রধান ভূমিকম্প :—

১২৯০, ২৭ সেপ্টেঃ—চীন (১০৮০,০০০ মৃত্যু)
১৫৫৬, ২৪ জানুঃ—চীন (৮৩০,০০০ ,,)
১৬৯৩, ১ জানুঃ—ইটালী (৬০,০০০ ,,)
১৭৩৭, ১১ অক্টোঃ—কলিকাতা (৩০০,০০০ ,,)
১৭৫৫, ১ নভেঃ—পর্তুগাল (৬০,০০০ ,,)
১৯০২, ৮ মে মার্টিনিক,
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৪০,০০০ ,,)
১৯০৬, ৮ এপ্রিল—সানফ্রান্সিস্কো (৫০০ ,,)
১৯২৩, ১ সেপ্টেঃ—টোকিয়ো (৯০,০০০ ,,)
১৯৩৪, জানুঃ—উত্তর বিহার (৭০০০০ ,,)
১৯৩৫, ৩১ মে—কোয়েটা (৬০,০০০ ,,)
১৯৩৯, ২৭ ডিঃ—তুরস্ক (১০০,০০০ ,,)
১৯৫০, ১৫ জানুঃ—আসাম (১০০০ ,,)

ভেটো (Veto)—এই ল্যাটিন শব্দের অর্থ 'আমি ইহা নিষেধ করি'। ব্যবস্থা পরিষদের কোন বিধি বা নিষেধকে রাজা বা রাজপ্রতিনিধি যে ক্ষমতাবলে নাকচ করিয়া দিতে পারেন তাহার নাম ভেটো। আবার জাতিসংঘের অধিকাংশ সভ্য একমত হইয়া কোন কিছু করিতে চাহিলে ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, ফ্রান্স ও চীন ইহাদের যে কোনটির প্রতিনিধির ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা দ্বারা তাহা বাতিল করিতে পারে।

ভেস্টা (Vesta)—ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রহ। ১৮০৭-এ ইহা ডাক্তার অলবার্স (Olbers) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। মঙ্গল গ্রহ ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যস্থলে এই গ্রহ অবস্থিত। ইহা সূর্য্যের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ভোঁসলাবংশ—মারাঠা-জাতির শাখা-বিশেষ। শিবাজী এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজবংশ নাগপুরে রাজত্ব করিত। ১৮৫৩-এ লর্ড ডালহৌসী এই বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন।

ভোল্ট (Volt)—বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপের একক। কাউণ্ট অ্যালেসেন্দ্রো ভোল্টা (Count Alessandro Volta) ইহার আবিষ্কারক। ১৮৯৩ হইতে এই এককের (unit) চলন হইয়াছে।

ভ্যাটিক্যান (Vatican)—খৃষ্টানদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরু পোপের (Pope) প্রাসাদ। ইহা রোমের সেণ্ট পিটার্স (St. Peter's) গির্জ্জার নিকটবর্ত্তী ভ্যাটিকান পর্ব্বতে টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পোপের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ভ্যাটিকান রাজ্যের মধ্যে ইহা অবস্থিত। 'ভ্যাটিক্যান সিটি'র আয়তন—১০৮ একর ও লোকসংখ্যা —১,০০০

———

ম

মঙ্গলগ্রহ—ইহা সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহ। সূর্য্য হইতে দূরত্ব হিসাবে ইহা চতুর্থস্থানীয়। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই গ্রহ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার দুইটি উপগ্রহ আছে। মঙ্গলগ্রহের ব্যাস ৩০,৩০ মাইল। পৃথিবীর ৮৭·৯টী অহোরাত্রে, অর্থাৎ প্রায় তিন মাসে সেখানে একটী দিন ও একটী রজনীর অবসান হয়।

মঙ্গোল জাতি (Mongols)—'মানবজাতির শ্রেণীবিভাগ' দ্রঃ।

মজলিস—পারস্যরাজের ব্যবস্থাপক সভার নাম।

মণিপুরের যুদ্ধ—১৮৮৬-এ মণিপুররাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ মারা গেলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শূরচন্দ্র রাজা হন এবং তাঁহার অন্য দুই পুত্র, কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ যথাক্রমে যুবরাজ ও সেনাপতি হন। টিকেন্দ্রজিৎ শূরচন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করেন। কুলচন্দ্র রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। শূরচন্দ্র পলাইয়া কলিকাতায় আসেন এবং ইংরাজদের সাহায্য চান। ১৮৯১-এ আসামের চীফ্ কমিশনার কুইণ্টন সাহেব বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া সদলে নিহত হন। পরে ইংরাজদের হস্তে টিকেন্দ্রজিৎ পরাজিত হন এবং তিনি ও কুলচন্দ্র বন্দী হন। টিকেন্দ্রজিৎকে ফাঁসী দেওয়া হয় এবং কুলচন্দ্র আন্দামানে নির্ব্বাসিত হন। শূরচন্দ্রের শিশুপুত্রকে মণিপুরের রাজা করা হয়।

মন্টিসরি প্রথা (Montessori System) —বিংশ শতকের প্রথম দিকে ডাক্তার মেরিয়া মন্টিসরি শিশুদের জন্য এক অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রথম পরীক্ষা সুরু করেন রোমের বস্তী অঞ্চলের ৩ হইতে ৬ বৎসরের শিশুদের লইয়া। ইহার ফল খুব ভাল হয়। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী শিশুদের পক্ষে আনন্দজনক। এই শিক্ষাপদ্ধতি বর্ত্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রচলিত।

মন্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট (Montague Chelmsford Report)—ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের) অবসানে তদানীন্তন ভারত-সচিব মিঃ মন্টেগু তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সহযোগে ভারতে স্বায়ত্তশাসনমূলক শাসনবিধির যে পরিকল্পনা করেন, তাহা ঐ নামে খ্যাত। উহাকে ভিত্তি করিয়া "ভারত শাসন আইন,১৯১৯" রচিত হয়। (উহা দ্রঃ)।

মথ (Moth)—পতঙ্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দিবাচরগুলিকে প্রজাপতি ও নিশাচরগুলিকে মথ বলা হয়। বিচিত্রবর্ণের মথও দেখা যায়। মথ রেশম প্রস্তুত করে।

মন্‌রো নীতি (Monroe Doctrine) —মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি জেম্‌স্ মনরো ১৮২৩-এর ২রা ডিসেম্বর এই নীতির প্রবর্ত্তন করেন। কোনও ইউরোপীয় শক্তিকে আমেরিকার ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার জন্য ইহাতে বলা হইয়াছে। ইহা আন্তর্জ্জাতিক কোনও নীতি নয়, মার্কিণ জাতীয় নীতি।

মরুভূমি—প্রধান প্রধান মরুভূমি—সাহারা —৩,৫০০,০০০ ; লিবিয়ার মরু—৫,০০,০০০ ; গোবি (মঙ্গোলিয়া)—৩,০০,০০০ ; কালাহারি (দক্ষিণ আফ্রিকা)—১,২০,০০০ ; কারাকুম (তুর্কিস্তান)—১,১০,০০০ ।

মর্স বর্ণমালা (Morse Alphabet) —বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের জন্য অধ্যাপক মর্স এক অভিনব প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। তিনি ইংরেজী বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণকে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক বিন্দু (.) (বা টরে শব্দ) এবং ড্যাস (—) (বা টক্কা শব্দ) চিহ্নে প্রকাশ করেন। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণের তারতম্যের ফলে ঐরূপ বিন্দু বা ড্যাস অপর প্রান্তের কাগজের উপর দাগ পড়ে।

মলমাস—দুইটি অমাবস্যাযুক্ত এবং রবি-সংক্রান্তি-বর্জ্জিত মাসকে মলমাস বলে। সৌর বৎসর অপেক্ষা চান্দ্র বৎসরে ১১ দিন কম এবং প্রায় ৩২ইটি সৌর মাসে অতিরিক্ত একটি চান্দ্র মাস হয়। এই হেতু সৌর এবং চান্দ্র সময় গণনার সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত প্রতি ৩২ইটি সৌর মাসের পরে পরে একটি চান্দ্র মাসকে বাদ দেওয়া হয়। এই অতিরিক্ত চান্দ্র মাসটিকে মলমাস বা অধিমাস (Intercalary month) বলে।

মসোলিয়াম (Mausoleum)—রাজ-পরিবার কিংবা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তিদিগের মৃতদেহের সমাধির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কবরস্থানকে মসোলিয়াম বলে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৫০ অব্দে হালিকার্নাসাসে (এশিয়া মাইনর) রাজা মসোলাসের কবরের উপর তাঁহার পত্নী আর্টিমিসিয়া কর্তৃক যে ১৪০ ফুট উচ্চ সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ছিল পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম। খৃষ্টীয় ১২শ হইতে ১৫শ শতাব্দী মধ্যে ভূমিকম্পে উহা বিনষ্ট হয়। উক্ত রাজার নামানুসারেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাধিস্থানকে মসোলিয়াম বলা হইয়া থাকে।

মহাদেশ—মহাদেশগুলির আয়তন :— এশিয়া—১৭,২০০,০০০। আফ্রিকা— ১১,৬০০,০০০। উত্তর আমেরিকা— ৯,৪০০,০০০। দক্ষিণ আমেরিকা—

৭,২০০,০০০। ইউরোপ—৩,৯০০,০০০। অ্যান্টার্টিকা—৫,০০০,০০০। অস্ট্রেলিয়া—৩,০০০.০০০।

মহাযুদ্ধ (Great War)—১। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড সেরাজেভো নগরে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। আততায়ী সার্ব্বিয়া রাজ্যে পলায়ন করিলে অস্ট্রিয়ার গভর্ণমেণ্ট তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য সার্ব্বিয়াতে আপন লোক প্রেরণের দাবী করে। এইভাবে অস্ট্রিয়া ও সার্ব্বিয়ার মধ্যে গোলযোগের ফলে যুদ্ধ ঘোষিত হয় (১৯১৪, ১লা আগষ্ট)। ক্রমে ইউরোপের সমস্ত শক্তি এক এক পক্ষে যোগদান করে। জার্ম্মানী অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করিয়া বেলুজিয়ামের ভিতর দিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করে। এই যুদ্ধে একপক্ষে ছিল অস্ট্রিয়া, জার্ম্মানী, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া এবং অন্য পক্ষে ছিল সার্ব্বিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া, গ্রীস, ইটালী, রুমানিয়া, পোর্তুগাল, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র। ১৯১৮-এ অন্তর্বিপ্লবে শক্তিহীন হইয়া জার্ম্মানী সন্ধি প্রার্থনা করিলে প্যারিসে সন্ধির খসড়া হয় ও ভার্সাই-এ তাহা স্বাক্ষরিত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় এক কোটি লোক হত হয় এবং ১৮,৪০০ কোটি ডলার ব্যয়িত হয়। ২। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানীকে অনেক রকম দণ্ড দেওয়া হয়। ডানজিগ সহরকে স্বাধীন আন্তর্জ্জাতিক সহরে পরিণত করা ও ও 'পোলিশ করিডর' নামক স্থান পোল্যাণ্ডকে দান করা অন্যতম দণ্ড ছিল। হিটলার-শাসিত জার্ম্মানী শক্তিসঞ্চয় করিয়া এই দণ্ড-বিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মানী পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ৩রা সেপ্টেম্বর জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৭ই তারিখে রাশিয়া পূর্ব্বদিক হইতে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে এবং ২৮শে পোল্যাণ্ডের রাজধানী জার্ম্মানী কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং রাশিয়া ও জার্ম্মানী পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি করিয়া লয়। অক্টোবর মাসে রাশিয়া, এস্থোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কয়েকটি স্থান অধিকার করে। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ফিনল্যাণ্ড পরাস্ত হইলে ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে জার্ম্মানী ব্রিটেনের উপর তীব্র বিমান আক্রমণ চালাইতে থাকে। ১৯৪০ এপ্রিলে জার্ম্মানী নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং লাক্সেমবার্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জুন মাসের মধ্যে ঐ রাজ্যগুলি পরাজিত হয়। জুন মাসের শেষে ফ্রান্স যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন করিতে বাধ্য হয়। ইটালী এদিকে আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। ১৯৪০, ২৭শে সেপ্টেম্বর জার্ম্মানী-ইতালী-জাপান ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর জার্ম্মানী রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, জুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসকে পরাস্ত করে। উত্তর আফ্রিকায় জার্ম্মাণ সৈন্য প্রেরিত হয় এবং সেনাপতি রোমেল প্রায় মিশর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ১৯৪১-এর ২২শে জুন জার্ম্মানী রাশিয়া আক্রমণ করে এবং ২রা ডিসেম্বর জাপান গ্রেট ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবার আক্রান্ত হয়। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় অধিকার বিস্তৃত করে এবং ভারত পর্য্যন্ত বিমান আক্রমণ চালায়। স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্ম্মানীর ভাগ্যবিপর্য্যয় সুরু হয়। মিত্রশক্তির কাছে পরে ইটালী আত্মসমর্পণ করে ও মুসোলিনী বন্দী হন। জার্ম্মান সৈন্য তাঁহাকে মুক্ত করিলে তিনি কিছুকাল শাসনকার্য্য চালাইতে থাকেন। অবশেষে ইউরোপে দুই দিক্ হইতে জার্ম্মানীর উপর মিত্রশক্তির জোর চাপ পড়ে ও জার্ম্মানী পরাস্ত হয়। জাপানে মিত্রশক্তি ১৯৪৫-এ হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফেলে। ফলে চক্রশক্তি সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। ৭ই মে জার্ম্মান সৈন্যের ও ১৪ই আগষ্ট জাপানের আত্মসমর্পণ ঘটে।

মহারাজপুরের যুদ্ধ—১৮৪৩-এ নানা আভ্যন্তরীণ কারণে গোয়ালিয়রের সৈন্যদল বিদ্রোহী হইলে ইংরেজ সৈন্য লর্ড এলেনবরার নির্দ্দেশে গোয়ালিয়রে উপস্থিত হয় এবং মহারাজপুর ও পনিয়ারের যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করে। গোয়ালিয়রের সামরিক শক্তি কমান হইল ও নাবালক সিন্ধিয়াকে ইংরেজ রেসিডেন্টের অধীনে রাখা হইল।

মহারাণীর ঘোষণা (Queen's Proclamation)—১৮৫৭-এ এই ঘোষণা করা হয়। উহার সারমর্ম্ম এই,—অতঃপর ভারতীয় বিচারে ভারতীয় এবং ইংলণ্ডীয় প্রজাপুঞ্জ সমান অধিকার ভোগ করিবে। উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ভারতীয়গণও উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে, কাহারও ধর্ম্মকার্য্যে সরকার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না ইত্যাদি। ১৮৫৮, ১লা নভেম্বর ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং এদেশে উক্ত ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ['ভাইসরয়' দ্রঃ]।

মহেঞ্জোদারো সভ্যতা—মহেঞ্জোদারো সিন্ধুদেশের লারকানা জেলার অন্তর্গত স্থান। এই স্থানের মাটি খুঁড়িয়া প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই খননকার্য্যের জন্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ননীগোপাল মজুমদার বিশেষ করিয়া দায়ী। মহেঞ্জোদারো কথাটি সিন্ধী শব্দ। ইহার অর্থ মৃতের দেশ। এখানে ক্রমান্বয়ে তিনটি নগরী মাটির তলা হইতে বাহির করা হইয়াছে। সভ্যতার যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে তখনকার লোকেরা স্থাপত্যে, শিল্পে ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত ছিল।

মাইক্রোফোন (Microphone)—শব্দ-তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিবর্ত্তন করিবার যন্ত্র। ১৮৭৮-এ Prof. Hughes এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন। টেলিফোন ও বেতারযন্ত্রে এবং গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রস্তুতকালে মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মাইক্রোস্কোপ (Microscope)—ইহার দেশীয় নাম অণুবীক্ষণ যন্ত্র। প্রায় ১৫৯০-এ Jansen কর্তৃক ইহা উদ্ভাবিত হয়। Galileo, Fontana প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ ইহার উৎকর্ষ সাধন করেন। এই যন্ত্র ত্রিবিধ—Simple, Compound এবং Binocular. ইহার সাহায্যে কোনও বস্তু দশ সহস্রগুণ বর্দ্ধিত অবস্থায় দেখা যাইতে পারে। ইহার দ্বারাই অতি ক্ষুদ্র রোগবীজাণু প্রভৃতি দেখা হয়।

মাউ মাউ আন্দোলন—কেনিয়ার অধিবাসী মাউ মাউ নামক জাতি জাতীয় আন্দোলন করিলে ব্রিটিশ কর্ত্তারা তাহাদের কঠোর হস্তে দমন করিতে থাকে। ইহা লইয়া প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

মাঙ্গালোরের সন্ধি—১৭৮৪-এ মহীশূরের রাজা টিপু সুলতানের সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংসের এই সন্ধি হয়। এই সন্ধি দ্বারা মহীশূর-যুদ্ধ শেষ হয়।

মানবজাতির শ্রেণীবিভাগ—ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক ১৯৫০-এর ১৮ই জুলাই একটি বিবৃতিতে প্রকাশ জাতি (Race)-বৈষম্যের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। উহা সামাজিক মিথ্যা কল্পনা (a social myth). বর্ত্তমানে প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী মানবজাতিকে চুল, বর্ণ বা দল হিসাবে ভাগ করা যায়। দল হিসাবে ভাগ করিলে মানবজাতিকে (১) ককেশীয়, (২) মঙ্গোলীয়, (৩) নিগ্রো ও (৪) অস্ট্রেলিয় এই কয়ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম তিনটির বর্ণ যথাক্রমে সাদা, পীত ও কাল। পারসীক, ইহুদি, আরব, হিন্দু, ইউরোপীয় ইত্যাদি ককেশীয়। চীন জাপানের লোকেরা মঙ্গোলীয়। আফ্রিকার নিগ্রোরা কাফ্রী, বোর্ণিও ও ফিজি দ্বীপের লোকেরা তৃতীয় দলভুক্ত। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী ও জাপানের অইনু জাতি ইত্যাদি অস্ট্রেলিয় (Australoids)-র

মধ্যে পড়ে। ইহা ছাড়া অনেক উপবিভাগ আছে।

মামী (Mummie)—সুগন্ধি আরক ইত্যাদি-দ্বারা সংরক্ষিত অতি প্রাচীনকালের শবদেহ। মিশরদেশেই অধিকাংশ মামী পাওয়া গিয়াছে। পেরু, মেক্সিকো এবং পারস্যদেশেও মামী আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে মিশরের মামীই সমধিক প্রসিদ্ধ। দেহের মধ্যস্থ পচনশীল অন্ত্রাদি অপসারিত করিয়া উহাতে বিবিধ সুগন্ধদ্রব্যাদি প্রয়োগ করা হইত। দেহের শূন্য স্থানগুলি শোষক চূর্ণাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখা হইত। মামীগুলির মধ্যে ১৩৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের তুতেনখামেনের মামী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৭০০-এর কিছু পূর্ব্বে এই মামী করার প্রথা উঠিয়া যায়।

মারাঠাজাতি—দক্ষিণ-ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের অধিবাসিগণ এই নামে খ্যাত। শিবাজীর সময়ে এবং পরে পেশোয়াদের সময়ে ইহারা প্রবল হয়। ইহারা হিন্দু। দেশ লুন্ঠন এবং মুসলমান রাজাদিগের নিকট হইতে চৌথ আদায়ের জন্য ইহাদের নাম ইতিহাসে বিখ্যাত।

মার্কসবাদ (Marxism)—জার্ম্মানীর কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ। ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বৈষম্য শূন্যতাই এই মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষের সমাজ-জীবনের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এই মতবাদে স্বীকৃত হয় নাই।

মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan)—যুদ্ধে বিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপকে পুনর্গঠনে সাহায্য করিবার জন্য আমেরিকার অর্থকরী পরিকল্পনা। ১৯৪৭-এর ৫ই জুন এই পরিকল্পনার কথা আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিব মার্শাল কর্তৃক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষিত হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৭-এর গ্রীষ্মকালে ১৬টি ইউরোপীয় রাজ্য, প্যারিসে এক সম্মেলনে ইউরোপের পুনর্গঠনের কার্য্যতালিকা (European Recovery Programme —E. R. P.) আমেরিকাকে পেশ করে। রাশিয়া এবং মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপের কয়েকটি রাজ্য এই আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে নাই। ১৯৪৮-এ আমেরিকা ৫,৩০০ মিলিয়ন ডলার ইউরোপকে সাহায্য দেয়। গ্রেট ব্রিটেন ১,৩২৪ মিলিয়ন ডলার পায়।

মিউনিক চুক্তি—১৯৩৮-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহা দ্বারা জার্ম্মানীকে চেকোস্লোভাকিয়ার কিছু অংশ দিয়া দেওয়া হয়, এবং নূতন সীমারেখা উক্ত চতুঃশক্তি কর্তৃক মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু ছয় মাস পরই হিটলার এই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া রাজ্যের সীমা বিস্তার আরম্ভ করেন।

মিউনিসিপ্যালিটি (Municipality)—বাংলা নাম পৌরসংঘ। শহরের জনসাধারণের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, হাটবাজার, পথঘাট, যানবাহন এবং কতকাংশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা এই বিভাগের কর্তৃত্বাধীন। মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যগণ নাগরিকদিগের নির্ব্বাচিত। তাঁহাদের কমিশনার বলে। তাঁহাদের কার্য্যকাল ৪ বৎসর। গভর্ণমেন্টও সামান্য কয়েকজনকে মনোনীত করিয়া থাকেন। সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে 'চেয়ারম্যান' নির্ব্বাচন করেন। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটিকে 'কর্পোরেশন' বলা হয়। সহরবাসীর নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয় বহন করা হয়।

মিকাডো (Mikado)—জাপানের বংশ-পরম্পরাগত পুরুষ শাসনকর্ত্তাদিগের উপাধি। পূর্ব্বে মিকাডো জাপানীদের ধর্ম্মগুরুমাত্র ছিলেন; শাসনকর্ত্তার উপাধি ছিল 'টাইকুন' অথবা 'শোগান'। ১৮৬৮ হইতে মিকাডোই পুরুষানুক্রমে দেশের শাসনকর্তৃত্ব ভোগ করিতেছেন। জাপানের মিকাডো বংশ অতি পুরাতন।

মিশনারী (Missionary)—খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক। ভারতে আগত সর্ব্বপ্রথম মিশনারী টমাস স্টিফেন্স নামে ইংরাজ (১৪৭৯)।

মুণ্ডাভাষা—ভারতের আদিম অসভ্য-জাতিদের কথিত এক শ্রেণীর ভাষা।

মুদকীর যুদ্ধ—'শিখযুদ্ধ' দ্রঃ।

মুদ্রাযন্ত্র (Printing Press)—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দশম শতকের প্রারম্ভে চীনদেশীয় এক ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহার করেন। ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেয়েন্স নগরের জন গুটেনবার্গ নামক এক ব্যক্তি ফাস্ট এবং শোফার সাহেবের সহযোগে প্রথমে ছাপার কার্য্যে বিযুক্ত অক্ষর ব্যবহার করেন। ইংলণ্ডে কাক্সটন সাহেব ১৪৭৫-এ ওয়েস্ট মিনস্টারে একটি প্রেস স্থাপন করেন। অতঃপর ১৮০১-এ স্টান্হোপ্ নগরের তৃতীয় আর্ল মুদ্রণের নিমিত্ত লৌহযন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। প্রায় এই সময়েই জার্ম্মানির কনিগ সাহেব বাষ্পচালিত মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তন করেন। বিখ্যাত টাইম্স্ (Times) নামক সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য জন ওয়াল্টার সাহেব ১৮১৪-এ ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম এই যন্ত্র ব্যবহার করেন। এই সময় ইহাতে প্রতি-ঘণ্টায় ১১০০ তা কাগজ মুদ্রিত হইত। ১৮৫৮-এ Applegarth এবং Cowper সাহেব 'হো' নামক যে যন্ত্র (Hoe machine) উদ্ভাবন করেন, তাহাতে প্রতি-ঘণ্টায় ২০ হাজার তা কাগজ মুদ্রিত হইতে থাকে। অতঃপর ওয়াল্টার প্রেস (Walter Press) এবং লিনোটাইপের উদ্ভাবনে মুদ্রণ-প্রণালীর অনেক উন্নতি হয়। আধুনিক প্রেসে ১ ঘণ্টায় ৭২ হাজার খানা সংবাদপত্র ছাপা যায় (১২ পেজী)। রোলারের মত গোলাকার জিনিষের প্রচলন হওয়ায় সুবিধা হইয়াছে। বড় বড় মুদ্রাযন্ত্রে আজকাল টাইপ সেট করার দু'রকম পদ্ধতি আছে—মনোটাইপ ও লিনোটাইপ। মনোটাইপে একটা একটা করিয়া টাইপ সেট করিয়া বসান হয়। লিনোটাইপে একটি লাইন সেট করিয়া বসান হইয়া থাকে। লিনোটাইপ আবিষ্কার করেন একজন মার্কিণ, নাম অটো মার্গেনথ্যালার (Otto Marganthaler). ১৭৭৮-এ বাংলা দেশে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় ['ছাপাখানা' দ্রঃ]।

মুদ্রাযন্ত্র-স্বাধীনতা (Freedom of Press)—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হ্রাস করিবার বিলাতে কোন বিশেষ নিয়ম নাই। ভারতবর্ষে ১৮৩৫-এর পূর্ব্বে বইপত্র ছাপিবার জন্য লাইসেন্স দরকার হইত। ১৮৩৫-এর Act XI অনুযায়ী মুদ্রকের রেজিস্ট্রেশন দরকার হইল। ১৮৬৭-এ Press and Registration Book Act পাশ হয়। ইহা বর্তমানে চালু আছে। ১৮৭৮-এ ভার্ণাকুলার প্রেস আইন পাশ হয়। ইহাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার যথেষ্ট সঙ্কোচ করা হয়। এই আইন ১৮৮২-এ লর্ড রিপনের আমলে তুলিয়া দেওয়া হয়। ১৯০৭ পর্য্যন্ত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হ্রাসের আর চেষ্টা হয় নাই। ১৯০৮ ও ১৯১০-এ প্রেস আইন বলবৎ হয়। ইহাতেও মুদ্রাযন্ত্রের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা হ্রাস করা হয়। মুদ্রাযন্ত্রের অবাধ স্বাধীনতা হ্রাস করিয়া সর্ব্বশেষে যে আইন পাশ হয় উহা The Press Act No. LVI of 1951.

মুর জাতি (Moors)—অধুনা আফ্রিকার মরক্কোর অধিবাসীদিগকে 'মুর' বলে। ইহারা ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী। এক সময়ে তাহারা অতি শক্তিশালী জাতি ছিল এবং ১২৩৭ হইতে ১৪৯২ পর্য্যন্ত স্পেনের গ্রানাডার উপর আধিপত্য করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহারা স্পেন হইতে বিতাড়িত হয়। বর্তমানে ইহারা উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী।

মুস্লিম লীগ—১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালে দ্বিজাতি মতবাদের উপর ইহা পাকিস্তানের দাবী উপস্থাপিত করে।

যাহার ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিধা বিভক্ত হয়।

মে (May)—ইহা ইংরাজী পঞ্চম মাস, কিন্তু প্রাচীন রোমীয় পঞ্জিকায় ইহাকে তৃতীয় মাসরূপে ধরা হইত। Mercury দেবতার মাতা Maia দেবীর নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

মেগাথিরিয়াম (Megatherium)—দক্ষিণ আমেরিকার বন্যজন্তু। ইহারা চতুষ্পদ, তৃণভোজী এবং সামনের পাটিতে দন্তবিহীন। ইহা উচ্চে ৫ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে লাঙ্গুল সমেত ১৮ ফুট পর্য্যন্ত হইত।

মেগাফোন (Megaphone)—সাধারণতঃ সঙ্গীতযন্ত্রে ব্যবহৃত একপ্রকার মোচাকৃতি চোঙবিশেষ। যন্ত্রমধ্যে উৎপন্ন শব্দ ইহার সাহায্যে উচ্চতর হইয়া বহুদূর যাবৎ শ্রবণ-যোগ্য হয়।

মেঘ—মেঘ সাধারণতঃ চারিপ্রকার। যথা—জল, স্তূপ, স্তর ও অলক মেঘ। ইহাদের আবার মিশ্রণ আছে,—জলস্তূপ, অলকস্তর, স্তূপ-স্তর ইত্যাদি। জলমেঘের রং ঘোর ধূসর, ধার অসমান। এই মেঘ আকাশের বেশী উপরে উঠিতে পারে না। স্তূপমেঘ দেখিতে স্তূপের মত। গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীতকালে আকাশে পেঁজা তুলার মত কতকগুলি শাদা মেঘ দেখা যায়। এইগুলিকে স্তূপমেঘ বলে। সকালে সন্ধ্যায় ইহাদের দেখা যায়। এ মেঘে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। আকাশের গায়ে সিঁড়ির ধাপের মত স্তরমেঘ দেখা যায়। অলকমেঘ কুঞ্চিত কেশদামের মত আকাশের গায়ে খুব উচ্চে মেলানো থাকে।

মেথিলেটেড স্পিরিট (Methylated Spirit)—বিশুদ্ধ সুরাসারের সহিত শতকরা ১০ ভাগ খাঁটি wood spirit মিশ্রিত করিয়া মিশ্রিত দ্রব্য বাজারে মেথিলেটেড স্পিরিট নামে বিক্রীত হয়। Wood spirit-এর প্রধান উপকরণ methyl alcohol নামক পদার্থ। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত মিশ্রিত পদার্থকে মেথিলেটেড স্পিরিট বলা হয়।

মেনিন্‌জাইটিস (Meningitis)—মেনিঙ্গোকাস জীবাণু কর্তৃক কৃত মস্তিষ্কের আবরণীঝিল্লীর ক্ষতিবশতঃ মারাত্মক ব্যাধি। ক্ষয় কিংবা অন্য কোন রোগের জীবাণু এই রোগে দেখা যায়। প্রবল জ্বালা, কম্পন, তীব্র মাথাধরা, বমি, ভুল বকা, আলো সহ্য করিতে অতিশয় অক্ষমতা, খিঁচুনী এবং স্থানে স্থানে মাংসপেশীর অসাড়তা প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ।

মেশিনগান (Machine gun)—কোন কোন মেশিনগানে মিনিটে ৫০০বার গোলা ছোড়া যায় এবং ঐ সকল গোলা ১০০০ হইতে ২০০০ গজ পর্য্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। উন্নত ধরণের মেশিনগানগুলির মধ্যে ম্যাক্সিম, লুই, ভিকার্স, ক্রুপ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোগল (Mughals)—ইহারা মধ্য-এসিয়ার মঙ্গোল নামক পীতজাতির বংশধর। ভারতের মোগল বাদশাহ্‌গণ প্রকৃতপক্ষে জাতিতে ছিলেন তুর্কী। কারণ, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পিতা ছিলেন তুর্কী-জাতীয় তৈমুরলঙ্গের বংশধর এবং মাতা মঙ্গোল-জাতীয় চিঙ্গিস খাঁর বংশজাতা। এই উভয় জাতির সংমিশ্রণে জাত বলিয়া বাবর ও তাঁহার বংশধরগণ ইতিহাসে 'মুঘল' বা 'মোগল' নামে অভিহিত। মোগল বাদশাহ্‌গণ ভারতে ১৫২৬ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন।

মোঙ্গল (Mongols)—'মঙ্গোল জাতি' দ্রঃ।

মোতি মস্‌জিদ্—বাদশাহ্ শাহ্‌জাহানের নির্ম্মিত সুবিখ্যাত ভজনালয়। ইহা আগ্রায় অবস্থিত। ১৬৫৩-এ ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়।

মৌর্য্যবংশ—চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে 'মৌর্য্যবংশ' নামে খ্যাত। মৌর্য্য নামে এক প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি হইতে অথবা চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরার নাম হইতে এই মৌর্য্যবংশ নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

মৌসুমীবায়ু (Monsoon)—'মৌসুম' অর্থে ঋতু। বিশেষ সময়ে বা ঋতুতে এই বায়ু বহে বলিয়া ইহার নাম মৌসুমীবায়ু। ভারতবর্ষে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু হইতে বৃষ্টিপাত হয়। অর্থাৎ বর্ষাকালে মৌসুমী-বায়ু বহে। উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমীবায়ু শীতকালে বহে। ইহার ফলে মাদ্রাজ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

ম্যাক্‌মোহন লাইন (Mcmohan Line)—ভারত ও তিব্বত সীমারেখা নির্দ্দেশক রেখা। ১৯১০ সালে চীন দলাই লামাকে গদীচ্যুত করিয়া লাসা অধিকার করে। সেই সময় ভারত সরকার ভারত-তিব্বতের অনির্দ্দিষ্ট সীমানাকে সুনির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য তিব্বত ও চীনের সঙ্গে আলোচনা চালায়। এই আলোচনার ফলে ১৯১৪ সালে সার হেনরী ম্যাকমোহন সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করেন। এই চুক্তি-পত্রে তিব্বত ও ভারত স্বাক্ষর করে; কিন্তু চীন করে নাই। ১৯৪৩-এ চীন কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্রে দেখা যায় যে, চীন রাজ্য ম্যাক্‌মোহন লাইনেরও একশত মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ম্যাগ্‌না কার্টা (Magna Carta)—রাজা জনের (John) উচ্ছৃঙ্খলতায় উত্যক্ত হইয়া ইংলণ্ডের ব্যারনগণ ১২১৫-এর ১৫ই জুন তারিখে তাঁহাকে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করান। এই চুক্তিপত্র ম্যাগ্‌না কার্টা বলিয়া অভিহিত।

ম্যাগ্‌নেসিয়াম (Magnesium)—একটি মৌলিক ধাতু। পরিমিতরূপ উত্তপ্ত হইলে ইহা হইতে যে আলো নির্গত হয়, তাহা বিবিধ রাসায়নিক গুণবিশিষ্ট। রাত্রিকালে ফটো তোলার কার্য্যে কিংবা গহ্বর, সুড়ঙ্গাদি অন্ধকারময় স্থানের ফটো তোলার সময় ম্যাগ্‌নেসিয়াম আলো ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ম্যাজিক লণ্ঠন (Magic Lantern)—সপ্তদশ শতাব্দীতে Kircher সাহেব কর্তৃক এই যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। একটি লণ্ঠনের তীব্র আলোর পশ্চাতে একখানি এবং সম্মুখে একটি দীর্ঘ চোঙ্গের ভিতর দুইখানি বিশেষ বিশেষ গঠনের কাচ থাকে। চিত্র হইতে আলো পশ্চাতের কাচ হইতে প্রতি-ফলিত হইয়া সম্মুখের নলমধ্যস্থ কাচ দুইখানি ভেদ করিয়া পুরোভাগে দূরবর্ত্তী একখানি পর্দ্দার উপর মূল ছবির বৃহদাকার একখানি প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি করে। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত কিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্র ইহারই উন্নত পরিণতি।

ম্যাজিনো লাইন (Maginot Line)—প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণ নিবারণের জন্য জার্ম্মান সীমান্ত দিয়া এবং বেলজিয়াম সীমান্তের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ফরাসীরা একটি দুর্গশৃঙ্খল নির্ম্মাণ করে। ইহা ম্যাজিনো লাইন নামে খ্যাত। ইঞ্জিনিয়ারের নাম হইতে এই নাম হয়। গত মহাযুদ্ধে (২য়) এই দুর্গগুলি জার্ম্মানী কর্তৃক বিধ্বস্ত করা হয়।

ম্যামথ (Mammoth)—প্রাচীন যুগের একজাতীয় অতিকায় হস্তিবিশেষ। ১৭৯৯-এ সাইবেরিয়ার বরফস্তূপের মধ্যে একটি ম্যামথের সমগ্র কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এক সময়ে গ্রেট ব্রিটেন, ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল, এসিয়া এবং আমেরিকায়ও ম্যামথ ছিল।

ম্যালেরিয়া (Malaria)—একজাতীয় জ্বর-রোগ। ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে আশ্রিত এক প্রকার বীজাণু অ্যানো-ফেলিস নামক একজাতীয় মশকের সাহায্যে সুস্থ ব্যক্তির রক্তমধ্যে নীত হইয়া তথায় এই রোগের সৃষ্টি করে। কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা ইহার চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। আজকাল ম্যালেরিয়ার অনেক ভাল ভাল ঔষধ বাহির হইয়াছে। ভারতের ইহা একটি বিশেষ ব্যাধি। ইহা দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বাস্থ্যসংস্থা কর্তৃক চেষ্টা হইতেছে।

ম্যাস্টোডন (Mastodan)—প্রাগৈতি-

হাসিক যুগের এক ধরণের অতিকায় জানোয়ার। ইহারা হস্তিজাতীয়, কিন্তু হস্তী অপেক্ষাও অতীব বৃহত্তর। বহুকাল হইল ইহাদের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। আমেরিকায় ইহাদের কতকগুলির কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

———

য

যক্ষ্মা—একপ্রকার কাশ রোগ। ইহাতে কাসির সঙ্গে রক্ত নির্গত হয় এবং সর্ব্বদা শরীরে জ্বর থাকে। এই রোগের বীজাণু বুকে, পেটে বা হাড়ে বাসা বাঁধিয়া তিন প্রকারের যক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি করে। ভারতবর্ষে এই রোগের প্রসার খুব বেশী। প্রতিরোধের উপায়স্বরূপ আজকাল বি. সি. জি. টীকা দেওয়া হয়।

যদুবংশ—যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদু হইতে উৎপন্ন বংশ। এই বংশের লোকদিগকে যাদব বলে। শ্রীকৃষ্ণ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এক সময়ে দ্বারকায় ইঁহাদের বিশেষ অভ্যুদয় হইয়াছিল। মহর্ষি দুর্ব্বাসার অভিশাপে এই বংশ ধ্বংস হয়।

যাদুঘর, ব্রিটিশ (British Museum) —'ব্রিটিশ মিউজিয়াম' দ্রঃ।

যাদুঘর, ভারতবর্ষীয় (Museums in India)—(১) ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম (Indian Museum), কলিকাতা; (২) পাটনা মিউজিয়াম, পাটনা; (৩) আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম (Archæological Museum), সারনাথ; (৪) প্রভিন্সিয়াল মিউজিয়াম (Provincial Museum), লক্ষ্মৌ; (৫) গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়াম (Government Museum), মথুরা; (৬) ফোর্ট মিউজিয়াম (Fort Museum), দিল্লী; (৭) সেণ্ট্রাল মিউজিয়াম (Central Museum), লাহোর; (৮) আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম (Archæological Museum), তক্ষশীলা; (৯) গবর্ণমেণ্ট মিউজিয়াম (Government Museum), পেশোয়ার; (১০) জয়পুর মিউজিয়াম, জয়পুর; (১১) উদয়পুর মিউজিয়াম, উদয়পুর; (১২) বরোদা মিউজিয়াম, বরোদা; (১৩) আজমীর মিউজিয়াম, আজমীর; (১৪) স্টেট মিউজিয়াম (State Museum), হায়দারাবাদ; (১৫) প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ মিউজিয়াম (Prince of Wales Museum), বোম্বাই; (১৬) সেণ্ট্রাল মিউজিয়াম (Central Museum), নাগপুর; (১৭) গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়াম, মাদ্রাজ; (১৮) বাঙ্গালোর মিউজিয়াম, বাঙ্গালোর; (১৯) ত্রিবান্দ্রম মিউজিয়াম, ত্রিবান্দ্রম; (২০) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্, কলিকাতা।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (President of the United States)—(৪ বৎসরের জন্য মনোনীত)। জর্জ্জ ওয়াশিংটন (George Washington)—১৭৮৯, ১৭৯৩; জন য়্যাডাম্‌স্ (John Adams)—১৭৯৭; টমাস জেফারসন্ (Thomas Jefferson)—১৮০১, ১৮০৫; জেম্‌স্ ম্যাডিসন (James Madison)—১৮০৯,১৮১৩; জেমস্ মনরো (James Monroe)—১৮১৭, ১৮২১; জন কুইন্সি য়্যাডাম্‌স্ (John Quincey Adams)—১৮২৫; য়্যাণ্ড্রু জ্যাক্‌সন (Andrew Jackson)—১৮২৯, ১৮৩৩; মার্টিন ভ্যান বারেন (Martin Van Buren)—১৮৩৭; জন টাইলার (John Tyler) —১৮৪১; জেম্‌স্ নক্স পোক (James Knox Polk)—১৮৪৫; জেনারেল উইলিয়াম হেন্‌রী হ্যারিসন (General William Henry Harrison)—১৮৪১; জেনারেল জ্যাকারি টেলর (General Zachary Taylor)—১৮৪৯; মিলার্ড ফিল্‌মোর (Millard Fillmore)—১৮৫০; জেনারেল ফ্রাঙ্ক্‌লিন পিয়ার্স (General Franklin Pierce)—১৮৫৩; জেম্‌স্ বুকানন (James Buchanan)—১৮৫৭; এব্রাহাম লিঙ্কন্ (Abraham Lincoln)—১৮৬১, ১৮৬৫; য়্যাণ্ড্রু জন্‌সন (Andrew Johnson) —১৮৬৫; জেনারেল গ্রাণ্ট (General Grant)—১৮৬৯, ১৮৭৩; রাদারফোর্ড বার্চার্ড হেজ (Rutherford Birchard Hayes)—১৮৭৭; জেনারেল জে. এব্রাম গারফিল্ড (General J. Abram Garfield)—১৮৮১; জেনারেল চেস্টার এ. আর্থার (General Chester A. Arthur)—১৮৮১; গ্রোভার ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড (Grover Cleveland)—১৮৮৫; জেনারেল বেঞ্জামিন হ্যারিসন (General Benjamin Harrison)—১৮৮৯; গ্রোভার ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড (Grover Cleveland)—১৮৯৩; ডব্লিউ. ম্যাক্‌কিন্‌লি (W. McKinley)—১৮৯৭, ১৯০১; থিয়োডোর রুজ্‌ভেল্ট (Theodore Roosevelt)—১৯০১,১৯০৫; উইলিয়াম টাফ্‌ট্ (William Taft)—১৯০৯; ডাঃ উড্‌রো উইল্‌সন (Dr. Woodrow Wilson)—১৯১৩, ১৯১৭; ওয়ারেন জি. হার্ডিং (Warren G. Harding)—১৯২১; ক্যাল্‌ভিন কুলিজ (Calvin Coolidge)—১৯২৩; হারবার্ট হুভার (Herbert Hoover)—১৯২৯; ফ্র্যাঙ্ক্‌লিন ডেলানো রুজ্‌ভেল্ট (Franklin Delano Roosevelt)—১৯৩৩, ১৯৪৫; হ্যারি ট্রুম্যান (Harry Truman)—১৯৪৫; আইসেনহাওয়ার (Eisenhower) —১৯৫২।

র

রঞ্জন রশ্মি (X-Rays)—'এক্সরে' দ্রঃ।

রবার (Rubber)—একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে, মালয়ে, আমাজন উপত্যকায় রবার গাছ প্রচুর জন্মায়। আমাজন উপত্যকায় যে রবার প্রস্তুত হয় উহাই বাজারের সকল রবার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

রমজান—মুসলমানী চান্দ্রমাসের নবম মাস। এই মাসে হজরত মোহম্মদের নিকট স্বর্গদূত জিব্রায়েল কর্তৃক কোরাণ শরীফ প্রকাশিত হয়। এই পবিত্র মাসে সারা মাস রোজা রাখা হয় এবং মাসান্তে ইদলুফেতর্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

রয়টার (Reuter)—ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সরবরাহের প্রতিষ্ঠান। ১৮৪৯-এ ব্যারন জে. ডি. রয়টার কর্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। ১৯৪৮-এ আভ্যন্তরীণ সংবাদ বণ্টনের ব্যাপারে রয়টারের হাত হইতে Press Trust of India সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে।

রয়্যাল অ্যাকাডেমি (Royal Academy)—১৭৬৮-এ তৃতীয় জর্জ্জের পৃষ্ঠপোষকতায় লণ্ডনে ইহা স্থাপিত হয়। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে এই অ্যাকাডেমি হইতে একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। উহাতে চিত্র ও ভাস্কর্য্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনাসমূহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটী (Royal Asiatic Society)—এই সমিতির প্রধান কার্য্যস্থল লণ্ডনে অবস্থিত। প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যতত্ত্বের অনুসন্ধান করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। কলিকাতায় ইহার একটি শাখা আছে।

রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি (Royal Geographical Society) —লণ্ডনের কেন্‌সিংটন (Kensington) নামক উপনগরে ইহার প্রধান কার্য্যালয়। ১৯৩০-এ ইহা একটি আন্তর্জ্জাতিক মিলনের ব্যবস্থা করে। ভৌগোলিক গবেষণা ও আবিষ্কার এই সমিতির উদ্দেশ্য।

রয়্যাল সোসাইটি (Royal Society) —ইংলণ্ডের একটি বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজের নাম। রাজকীয় সনদের বলে ইহা ১৬৬২-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাইকাউণ্ট ব্রাউন্‌কার ইহার প্রথম সভাপতি। বার্লিংটন হাউসে সভা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ দান ইহার কাজ। ইহার সভ্যগণের উপাধি এফ. আর. এস্। সাধারণতঃ একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ইহার সভাপতি নিযুক্ত হন। নিউটন,

হাক্সি ভেভি, টি. এচ্. হাক্সলে, রাদারফোর্ড ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক ইহার সভাপতি হন। কাসে টজি, রামানুজম্, জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, রমণ, বীরবল সাহনি, কে. এস্. কৃষ্ণন, ভাটনগর, ভাবা, চন্দ্রশেখর, প্রশান্ত মহলানবীশ, প্রভৃতি ইহার ভারতীয় সভ্য এবং এফ্. আর. এফ.।

রাইখস্টাগ (Reichstag)—নাৎসী জার্ম্মান সাধারণতন্ত্রের ব্যবস্থাপক সভা। এই পরিষদের সভ্যগণ দেশের স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন।

রাউণ্ড টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্স (Round Table Conference)—'গোলটেবিল বৈঠক' দ্রঃ।

রাউলাট অ্যাক্ট (Rowlat Act)—গভর্ণর-জেনারেল লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের আমলে ভারতে এক দমননীতি-মূলক আইন প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই রাউলাট আইন নামে পরিচিত। ইহার প্রতিবাদ করিয়া পাঞ্জাবের জালিয়ানা-বাগে যে সভা হয় তাহা জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য সর্ব্বজনবিদিত।

রাগ্‌বি (Rugby)—ফুটবল খেলার প্রকার-বিশেষ। এই বল লম্বা ধরণের। এই প্রণালীর খেলায় হাত এবং পা দুইই ব্যবহার করা যায়।

রাজপুত জাতি—রাজপুতানার অন্তর্গত মিবার প্রভৃতি কয়েকটি করদ ও মিত্ররাজ্যের অধিবাসিগণ এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা আপনাদিগকে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই জাতি অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ব। ইঁহাদের এক শাখা নেপালের গুর্খাদের পূর্ব্বপুরুষ।

রাঠোর—রাজপুত জাতির একটি শাখা। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কনৌজে ইহারা এক প্রসিদ্ধ রাজ্য স্থাপন করে।

রামধনু—ত্রিকোণ কাঁচের (Prism) মধ্য দিয়া আলো যাইলে সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হয়। এই সাতটি রঙ—বেগুনী, নীল, ঘননীল, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। সেইরকম বৃষ্টির জলবিন্দুর মধ্য দিয়াও সূর্য্যের আলো অতিক্রম করিবার সময় সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হয় ও সেই সাতটি রং আকাশের গায়ে পড়াতে আমরা রামধনু দেখি। রামধনু সূর্য্যের বিপরীত দিকে উঠে। রামধনু রাত্রিতেও উঠিতে পারে, তবে তত স্পষ্ট হয় না। সূর্য্যের বিপরীত দিকে বৃষ্টির মেঘ ও জলকণা থাকিলে রামধনু উঠে। সূর্য্য দুপুর-বেলা আকাশে মাথার উপর থাকে এবং তার রশ্মি সোজা নীচের দিকে নামে। তাই দুপুরে রামধনু উঠিতে পারে না।

রাষ্ট্রকূট—রাজপুত জাতির একটি শাখা। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে ইহারা এক প্রবল রাজ্য স্থাপন করে। নাসিক ইহাদের সর্ব্বপ্রথম রাজধানী। এই বংশের তৃতীয় ইন্দ্র প্রতীহাররাজ ১ম মহী-পালকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন (৯১৬)।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ—১৯৩০-এ ইহা স্থাপিত হয়। ইহার আদর্শ হিন্দু রাজ্য স্থাপন, হিন্দু জাতিকে বল-বীর্য্য-জ্ঞানে উন্নত করা এবং সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

রিভলিউশনারি কমিউনিষ্ট পার্টি (R. C. P. I.)—ভারতের মার্কস্‌বাদী দল-বিশেষ। ইহারা লেনিনের মতানুবর্ত্তী এবং কংগ্রেসকে ধনতান্ত্রিকের বা বুর্জোয়ার প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করে।

রিভলিউশনারি সোস্যালিষ্ট পার্টি (R. S. P.)—ভারতীয় রাজনৈতিক দল। ইহা মার্কস্‌বাদের অনুগামী এবং বিপ্লব দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মত পোষণ করে।

রুশ-জাপান যুদ্ধ—১৯০৪, ৮ই ফেব্রুয়ারী এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় রুশিয়ার প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টায় শঙ্কিত হইয়া জাপান তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। জাপানের স্থল-সৈন্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মার্শেল ওয়ামা, তাঁহার অধীনে জেনা-রেল কাউণ্ট নগি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন; নৌসৈন্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন অ্যাড্‌মিরাল টেগো। রুশীয় স্থল-সৈন্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল কুরুপ্যাটকিন্ এবং নৌসৈন্যের প্রধান সেনা-পতি ছিলেন অ্যাড্‌মিরাল রোজ্‌ডেভেন্‌স্কি। স্থলে পোর্ট আর্থার ও মুকডেনের যুদ্ধে রুশীয় সৈন্যের ভীষণ পরাজয় হয়, এবং জলযুদ্ধে রুশিয়ার বিখ্যাত বাল্‌টিক নৌবহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। জাপান কোরিয়া দেশ ও সাগালিয়ান দ্বীপ অধিকার করিয়া লয়। ১৯০৫-এ ৫ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শেষ হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ, পোর্ট আর্থার ও ইলিয়ট দ্বীপপুঞ্জ লাভ করে, এবং পৃথিবীর একটি শক্তিশালী জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়।

রেকর্ড, খেলাধুলার—বড় মোটর গাড়ী: ৩৯৪·১৯৬ মাঃ প্রঃ ঘঃ—জন কব (ব্রিটিশ); মোটর সাইকেল: ১৭৮·৯ মাঃ প্রঃ ঘঃ—ডবলু হারজ (জার্ম্মাণ); সাইকেল: ২ মিঃ ১$\frac{২}{৫}$ সেঃ—ই. ভি. মিল্‌স্—(উপরের গুলি সব ১ মাইলের রেকর্ড)। ক্রিকেট: সবচেয়ে বেশী ইনিংস: ১১০৭, ভিক্টোরিয়া বনাম নিউ সাউথ ওয়েলস (১৯২৬); একক স্কোর: ৪৫২, নট আউট, ডি জি. ব্রাড্‌ম্যান। দৌড়: ১০০ গজ: ৯·৩ সেঃ—এম. ই. প্যাটন (যুক্তরাষ্ট্র), ১৯৪৮; ১ মাইল: ৪ মিঃ ১·৩ সেঃ—জি. হ্যাগ (সুইডেন), ১৯৪৫। হাঁটা: ১ মাইল—৬ মিঃ ১৮·৬ সেঃ—এ. স্টাবস (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৪৩। বিমান চালনা: ৭.২১·৬ প্রঃ ঘঃ। বিমান চালনার রেকর্ড নিত্য নূতন বদ্‌লাইতেছে।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act)—ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় অধিকার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ইংরাজরাজ ও ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ আইন-বিশেষ। ইহা ১৭৭৩-এ লর্ড নর্থ কর্ত্তৃক রচিত হয়। এই আইনের বলে কোম্পানীর ক্ষমতা কিছু হ্রাস পায়। বাংলার শাসনভার গভর্ণর-জেনারেল ও চারি জন সভ্য দ্বারা গঠিত এক কাউন্সিলের উপর দেওয়া হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে একজন গভর্ণর ও একটি কাউন্সিল নিযুক্ত হইল। কলি-কাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল। ইহা ছাড়া সকল সংবাদ মন্ত্রিগণের নিকট পেশ করিতে বলা হইল।

রেড ক্রশ সোসাইটী (Red Cross Society)—১৮৬৪-এ জেনেভায় সংগঠিত সমিতি-বিশেষ। এই সমিতির সভ্যগণকে জেনেভা ক্রশ (Geneva Cross) চিহ্ন ধারণ করিতে হয় এবং তাঁহারা হস্পিট্যাল, অ্যাম্বু-ল্যান্স প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত হন। ভারতে উহার একটি শাখা আছে।

রেডিও (Radio)—বেতার-যন্ত্র; ১৮৮৭-এ জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হের্ৎজ আবিষ্কার করিলেন যে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ 'ইথারের' মধ্য দিয়া বিনা তারে অবাধে যাইতে পারে। ইহার পর হইতে লজ, ব্রান্‌লি, বসু, মার্কনি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বেতারে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইলেন। ১৮৯৬-এ মার্কনি সর্ব্বপ্রথম বেতার-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ('ব্রড্‌কাস্টিং' দ্রঃ)।

রেডিয়াম (Radium)—অত্যুজ্জ্বল ধাতু-বিশেষ। হেনরী বেকারেল (Becqueral) প্রথম পিচব্লেণ্ডে ইহার সন্ধান পান। ম্যাডাম ও প্রোফেসর কুরী এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেন। হাইড্রোজেন অপেক্ষা ইহা ২৬৮ গুণ অধিক ভারী। ইহা অতি দুষ্প্রাপ্য। মাত্র কয়েক আউন্স রেডিয়াম পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে। প্রতিবছর ১২—১৬ গ্রাম করিয়া রেডিয়াম উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা নানা রোগের বিশেষতঃ ক্যান্সারের বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছে।

রেলওয়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম—কতকগুলি দীর্ঘ-তম রেলওয়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—(১) শোনপুর (নর্থ-ইস্টার্ণ রেলওয়ে,-ভারতবর্ষ)—২,৪১৫ ফুট; (২) খড়্গপুর

(ইস্টার্ণ রেলওয়ে, ভারতবর্ষ)—২,৩৫০ ফুট ; (৩) বুলাওয়েও (Bulawayo, Rhodesia Ry.)—২,৩০২ ফুট ; (৪) নিউ লক্ষ্ণৌ স্টেশন (নর্দার্ণ রেলওয়ে, ভারতবর্ষ)—২,২৫০ ফুট ; (৫) ম্যাঞ্চেস্টার ভিক্টোরিয়া এক্সচেঞ্জ (Manchester Victoria Exchange, L. M. S. R.)—২,১৬৪ ফুট ; (৬) বেজওয়াদা (সাদার্ণ রেলওয়ে, ভারতবর্ষ)—২,১০০ ফুট ; (৭) ঝাঁসি (সেণ্ট্রাল রেলওয়ে, ভারতবর্ষ)—২,০২৫ ফুট ; (৮) কোত্রী (এন, ডব্লিউ, আর, ভারতবর্ষ)—১,৮৯৬ ফুট ; (৯) মান্দালয় (বর্ম্মা রেলওয়ে)—১,৭৮৮ ফুট ; (১০) বোর্ণমাউথ (Bournemouth, England)—১,৭৪৮ ফুট।

রেলওয়ে ভারতের—বর্তমান পুনর্বিন্যাস অনুযায়ী ভারতে ছয়টি রেলপথ (আঞ্চলিক বিভাগ) আছে :—নর্দার্ণ রেলওয়ে (৫,২৫৯ মাঃ), ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে (৫,৫৫২ মাঃ), সেণ্ট্রাল রেলওয়ে (৫,৩১৫ মাঃ), সাদার্ণ রেলওয়ে (৫,৭২৪ মাঃ), ইস্টার্ণ রেলওয়ে (৫,০১৬ মাঃ), নর্থ-ইস্টার্ণ রেলওয়ে (৬,৩৩৬ মাঃ)। ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৫১—ভারতের মোট রেলপথ —৩৪,০৭৪,৯৪ মাইল। ১৯৫২-এ এই সব রেলপথগুলি আঞ্চলিক বিভাগ অনুযায়ী কাজ করিতেছে। সাদার্ণ রেলওয়ে—পূর্ব্বের M. & S. M., S. I. ও মহীশূর স্টেট রেলওয়ে লইয়া গঠিত। প্রধান কেন্দ্র—মাদ্রাজ। ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে—B. B. C. I., সৌরাষ্ট্র, রাজস্থান, জয়পুর, যোধপুর ইত্যাদি রেলওয়ে লইয়া গঠিত। প্রধান কেন্দ্র—বোম্বাই। সেণ্ট্রাল রেলওয়ে—G. I. P., N. S., সিন্ধিয়া ও ঢোলপুর রাজ্যের রেলপথ লইয়া গঠিত। প্রধান কেন্দ্র—বোম্বাই। নর্দার্ণ রেলওয়ে—ইস্টার্ণ পাঞ্জাব, যোধপুর, বিকানীর, ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ বিভাগ ইত্যাদি লইয়া গঠিত। প্রধান কেন্দ্র—দিল্লী। ইস্টার্ণ রেলওয়ে—বি. এন. আর, ই. আই. আর.-এর কতকাংশ লইয়া গঠিত। প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা। নর্থ-ইস্টার্ণ রেলওয়ে—আউধ-ত্রিহুত, আসাম রেলওয়ে, থানা—জামালপুর লুপ, ব্যাণ্ডেল—বারওয়ারা, ব্যাণ্ডেল—নৈহাটি, নলহাটি—আজিমগঞ্জ ইত্যাদি লইয়া গঠিত। প্রধান কেন্দ্র—গোরক্ষপুর। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ৩৫টি রেলপথ ছিল। তাহার মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ২২টি লাভ করিয়াছে।

রেলওয়ে সেতু—দীর্ঘতম রেলওয়ে সেতুগুলির পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল—(১) লোয়ার জাম্বেজী (আফ্রিকা)—১১,৬৫০ ফুট ; (২) টে ব্রিজ (Tay Bridge) (স্কট্ল্যাণ্ড)—১০,৫২৭ ফুট ; (৩) শোন নদীর সেতু (ভারতবর্ষ)—১০,০৫২ ফুট ; (৪) গোদাবরী (ভারতবর্ষ)—৩,০০৬ ফুট ; (৫) ফোর্থ ব্রিজ (Forth Bridge) (স্কট্ল্যাণ্ড)—৮,৩০০ ফুট ; (৬) মহানদীর ব্রিজ (ভারতবর্ষ)—৬,৯১২ ফুট ; (৭) রিও স্যাল্ডো ব্রিজ (Rio Saldo Bridge) (আর্জ্জেণ্টাইন)—৬,৭০৩ ফুট ; (৮) হেলগেট্ ব্রিজ (Hellgate Bridge) (নিউ ইয়র্ক)—১৩,৫৫৩ ফুট। শেষোক্ত সেতুটি স্থল হইতে ১০,৮১৮ ফুট উচ্চ এবং নদী হইতে ২,৭৩৫ ফুট উচ্চ।

রোড্সের পিত্তলমূর্ত্তি—'কলোসাস' দ্রঃ।

রোম্যান ক্যাথলিক (Roman Catholic)—খৃষ্টানদিগের এক সম্প্রদায়। ইটালীর ধর্ম্মগুরু পোপ এই সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। যাহারা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করে না তাহারা প্রোটেষ্ট্যাণ্ট।

রোহিলা যুদ্ধ—এই যুদ্ধে ওয়ারেন হেস্টিংস অযোধ্যার নবাবকে একদল ব্রিটিশ সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন। নবাব তৎপরিবর্তে হেস্টিংসকে এই সৈন্যদলের সম্পূর্ণ ব্যয় ও ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। যুদ্ধে রোহিলাগণ পরাজিত হয়। রোহিলখণ্ড প্রদেশ অযোধ্যার নবাবের রাজ্যভুক্ত হয়।

রৌলৎ বিল—রাউল্যাট অ্যাক্ট (তাহা দ্রঃ)।

র্যাট্ল্ স্নেক (Rattle Snake)—এক জাতীয় সাপ। ইহাদের বিষ অত্যন্ত তীব্র। আমেরিকায় ইহাদের বাস। ইংরাজী "Rattle" শব্দটির অর্থ খটখট করা। এই সাপগুলির লেজে হাড়ের গ্রন্থি আছে। এরা যখন চলে, তখন লেজের হাড়ে খটখট শব্দ হয়। তাই ইহাদের নাম Rattle Snake বা খড়খড়ে সাপ বা নূপুরধর সর্প।

র্যাড্ক্লিফ রোয়েদাদ (Radcliffe Award)—মাউণ্টব্যাটেনের ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তান ও ভারত বলিয়া ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সীমানা নির্দ্ধারণ কমিটি আলিপুর বেলভিডিয়ারের রাজভবনে বসে। উহার সভাপতি ছিলেন সার সিরিল র্যাড্ক্লিফ। তাঁহার ঘোষণা বা রোয়েদাদকে র্যাড্ক্লিফ অ্যাওয়ার্ড বলা হয়। এই রোয়েদাদ অনুযায়ী বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং আসামের কিছু অঞ্চল পাকিস্তান ভুক্ত হয়।

র্যাডার (Radar)—ইহাকে রেডিও-লোকেটরও বলে। বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে বিমানের দূরত্ব বা অবস্থান নির্দ্দেশ করাই এই যন্ত্রটির উদ্দেশ্য। গত মহাযুদ্ধে এই যন্ত্রটির বিশেষ উন্নতিসাধন হয়। কয়েকটি শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া নামটি হইয়াছে—R=Radio অর্থাৎ বেতার ; D=Detection অর্থাৎ ধরা বা গ্রহণ ; A=Angle অর্থাৎ কোণ ; R=Ranging বা দূরত্ব। এই নামটি অবশ্য মার্কিণদের দেওয়া। ১৯৩১-এ ব্রিটিশ পোস্ট আফিস এ সম্পর্কে প্রথম গবেষণা করিতে থাকে। এর উন্নতির বিষয়ে সার এডওয়ার্ড অ্যাপ্লটনের নামও উল্লেখযোগ্য।

ল

লগারিথ্ম্ (Logarithm)—গণিতের সংখ্যা-নির্ণয়ের পদ্ধতি-বিশেষ ; ১৬১৪-এ ব্যারন নেপিয়ার এই গাণিতিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন, এবং তাহার অল্প কয়েক বৎসর পরে হেন্রী ব্রিগ্স্ ইহার উন্নতিসাধন করেন। ইহাকে সংক্ষেপে 'দুইটি রাশির পরস্পরের সম্বন্ধ নির্দ্দেশকারী সূচক' (index) বলা যাইতে পারে। এই প্রথায় বহু গাণিতিক প্রশ্ন মীমাংসায় অনেক সময়-সংক্ষেপ হয়।

যদি a যে কোন সংখ্যা, এবং x ও N এরূপ অন্য দুইটি সংখ্যা হয়, যাহাতে $\frac{x}{a} = N$ হয়, তাহা হইলে xকে a নিধান (base) সম্পর্কে Nএর লগারিথ্ম্ বলে। ইহাকে এইরূপে লিখিতে হয়—

$$x = \log \frac{N}{a}$$

সুতরাং নিধানকে যে সূচক (index) সংখ্যায় উন্নীত করিয়া কোন সংখ্যা পাওয়া যায়, সেই সূচক সংখ্যাটি ঐ নিধান সম্পর্কে সংখ্যাটির লগারিথ্ম্।

যেহেতু ১০^{২} = ১০০

সুতরাং ২ = লগ$_{১০}$ ১০০

দশমিক-ভগ্নাংশ-যুক্ত লগারিথ্মের পূর্ণ-সংখ্যাকে পূর্ণক (characteristic) এবং দশমিকাংশকে অংশক (mantissa) বলে।

লামা—'দলাই লামা' ও 'তাসিলামা' দ্রঃ।

লাল উজানি আলো (Infra-red)—সূর্য্যের আলোয় যে সাতটি রং আছে, তাহার মধ্যে লাল আলো সবচেয়ে নীচে থাকে। এই লাল রঙের কাছাকাছি আর একটি আলোও আছে। সেটি লাল রং নয়, তবে লালের দিকে তার গতি। ইহাকেই বলে লাল উজানি রং (Infra-red)।

লিচ্ছবি—উত্তর ভারতের প্রাচীন বৈশালী রাজ্যের একটি শক্তিশালী জাতি। বিহারের উত্তর-পূর্ব্বে বর্তমান মজঃফরপুর জেলা ও সন্নিহিত অঞ্চল এই বৈশালী রাজ্য ছিল,

এবং মজঃফরপুর জেলায় বসার গ্রাম ছিল বৈশালী নগর। ইহাদের মধ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। জৈনধর্ম্মের প্রচারক মহাবীরের মাতা এক লিচ্ছবি রাজকন্যা ছিলেন।

লিথোগ্র্যাফি (Lithography)—পাথর, দস্তা কিংবা অ্যালিউমিনিয়ামের পাতের উপর দাগ কাটিয়া লিখিয়া তাহা হইতে কাগজ ছাপিবার পদ্ধতি। ? ১৭৯৯ এ অ্যালয়িস সেনেফেল্ডার (Alois Senefelder) এই মুদ্রণ-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

লীগ অব নেশন্স (League of Nations)—জাতি-সঙ্ঘ (তাহা দ্রঃ)।

লেফ্‌ট (Left)—বাংলায় বামপন্থীদলকে বলা হয়। উদারনীতিক ও সমাজতন্ত্রী দলকে এই বলিয়া অভিহিত করা হয়। হাউস অব কমন্স-এ বিলাতের হুইগ বা উদারনীতিকগণ বাম দিকে বসিত বলিয়া এই আখ্যা দেওয়া হয়।

লেবার পার্টি (The Labour Party)—ইংলণ্ডের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। ৭৮টি জাতীয় বণিক্-সঙ্ঘ এবং ৫টি সমাজতান্ত্রিক ও সমবায় সমিতির সম্মিলনে এই দল গঠিত। ইহার সভ্যসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। মূল শ্রমশিল্পগুলির জাতীয়করণ এই দলের উদ্দেশ্য। ইহা মার্কস্‌বাদ হইতে পৃথক্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

লোকসভা—বিভিন্ন দেশের লোকসভার নাম :—ইংলণ্ড—পার্লামেন্ট, যুক্তরাষ্ট্র—কংগ্রেস, জার্ম্মানী—রাইখস্টাগ (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে), জাপান—ডায়েট, ইটালী—সেনেট, ফ্রান্স—ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, পারস্য—মজলিস, আয়ার—ডেল আয়ারান, সুইজারল্যাণ্ড—ফেডারেল অ্যাসেম্বলি, স্পেন—কর্টিস্ (Cortes)। ভারতবর্ষ—পার্লামেন্ট। ভারতের লোকসভার সদস্য-সংখ্যা ৫০০-র বেশী হইতে পারিবে না। ক শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের লোকসভার (বিধান-সভা) সদস্যসংখ্যা ৫০০-র বেশী ও ৬০-এর কম হইতে পারিবে না।

লোক্যাল বোর্ড (Local Board)—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান। ইহার এলাকা একটি মহকুমা। মহকুমার অধীন স্থানসমূহের রাস্তাঘাট, পুষ্করিণী ও জল-নিকাশ প্রভৃতির ব্যবস্থা এই বোর্ড করিয়া থাকে। এই সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য জেলা-সমিতি হইতে ইহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করা হয়। জেলাবোর্ডের অনুমতি অনুসারে কাজ করিতে হয় বলিয়া বর্ত্তমানে ইহা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। আসামে জেলাবোর্ড নাই, তাই লোক্যাল বোর্ড সেখানে কাজ করে।

লোদী বংশ—১৪৫০-এ পাঠান বহলুল লোদী সৈয়দ বংশীয় এক রাজাকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ইনিই লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং দিল্লীর প্রথম পাঠান সুলতান। বহলুল লোদীর পুত্র সিকন্দর লোদী ও তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী। ১৫২৬-এ বাবর তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ল্যাক্টোমিটার (Lactometer)—দুধে কী পরিমাণ জল মিশান হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার যন্ত্রবিশেষ।

ল্যাব্রাডর-প্রবাহ (Labrador Current)—ল্যাব্রাডর ও উত্তর-আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূল হইতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পর্য্যন্ত প্রবাহিত একটী তুষার-শীতল জলস্রোত। ইহার উপরিস্থ শীতল বায়ু উত্তর-আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া উহার আবহাওয়াকে শীতল ও আর্দ্র করে।

শ

শক—যাযাবর জাতি। এই জাতি প্রথমে অক্ষু নদীর তীরে বাস করিত। পরে ইউচি জাতির আক্রমণে স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ইহারা উত্তরে তক্ষশীলা ও মথুরায় এবং দক্ষিণে মালব ও সৌরাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য স্থাপন করে। ইহাদের এক শাখা প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এদেশে রাজত্ব করিয়াছিল।

শতবর্ষের যুদ্ধ (Hundred Years' War)—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৩৩৮ হইতে ১৪৫৩ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বার বার যুদ্ধ ও সন্ধি হইয়াছে। এই সকল যুদ্ধের মধ্যে ১৩৪৬-এ ক্রেসি, ১৩৫৬-এ পয়টিয়ার্স ও ১৪১৫-এ এজিনকোর্টে যে যুদ্ধ হয়, তাহাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিন যুদ্ধেই ইংরাজেরা জয়লাভ করে।

শাক্যবংশ—কপিলবাস্তুর একটী প্রাচীন রাজবংশ। বুদ্ধদেব এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

শবে বরাত—মুসলমানী পর্ব্ব বিশেষ। শাবান মাসের ১৩ই তারিখ রাত্রিতে আল্লাহ্‌র নির্দ্দেশে মানুষের কর্ম্মফল অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ঐ রজনীর নাম শবে বরাত বা বণ্টন রজনী।

শাতবাহন বংশ—দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র রাজবংশ। শাতকর্ণী এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। এই বংশের ত্রিশজন রাজা প্রায় ৪৫০ বৎসর (আঃ খ্রীঃ পূঃ ২২০ হইতে ২৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) এদেশে রাজত্ব করেন।

শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গে র—১৯৩০-এ বঙ্গীয় গ্রামীন প্রাথমিক শিক্ষা আইনের প্রবর্ত্তন হয়। এই আইনের বলে অবৈতনিক আবশ্যিক সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রবর্ত্তনের একটি দশসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫১-এর জুলাই হইতে ১১টি বিভিন্ন জেলায় এই ব্যবস্থা চালু হয় এবং রাজ্য সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য বাংলাভাষা ও অঙ্কের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ও প্রস্তুত-মূল্যে বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করেন। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাকে আবশ্যিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সংস্কার করিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করাই সরকারী নীতি। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ—১৯৫০-এ মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হয়। এই আইনের বলে বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান, পরীক্ষাগ্রহণ ও বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবে। ৪৪ জন সদস্য লইয়া বোর্ড গঠিত।

শিখযুদ্ধ—পঞ্জাবের শিখদের সহিত ইংরাজগণের দুইটি যুদ্ধ হয়। তন্মধ্যে ১৮৪৫—৪৬-এ যে যুদ্ধ হয়, তাহাকে ১ম শিখযুদ্ধ বলে। রাণী ঝিন্দনের আদেশে শিখেরা শতদ্রুর পূর্ব্বপারে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করে। মুদ্‌কী, ফিরোজশহর, আলিওয়াল ও সোব্রাওঁ নামক চারিটি স্থানে ইংরাজেরা জয়লাভ করে। লাহোরের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় (১৮৪৬)। ২য় শিখযুদ্ধ—১৮৪৯-এ গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে শিখেরা পরাজিত হইলে পঞ্জাব ইংরাজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিবরাত্রি—দোল পূর্ণিমার পূর্ব্বের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। ঐ তিথিতে সারাদিন উপবাস ও সারারাত্রি জাগরণ করিয়া শিবের পূজা ও আরাধনা করা হয়। কথিত আছে, এক ব্যাধ সারাদিন শিকার না পাইয়া রাত্রিতে এক সরোবরতীরে জাগরণ করিয়া কাটায়। ইহার নিকটে এক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান ছিল। ব্যাধের হস্তচালনাদির ফলে তাহার অজ্ঞাতে সেই শিবলিঙ্গের উপর বিল্বপত্র এবং জল পড়িল। সেই পুণ্যফলে সে মৃত্যুর পর শিবলোকে গমন করে। সেই হইতে শিবরাত্রি ব্রতের প্রচলন হইয়াছে।

শিবসমুদ্রম্—মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত। এস্থানে বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র বিশেষ বিখ্যাত। এখানকার পরিবাহী লাইন একদা এশিয়ার দীর্ঘতম ছিল। বাঙ্গালোর ও মহীশূর রাজ্যের সহরে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তাহা এখান হইতে উৎপন্ন হয়। কাবেরী নদী হইতে এই জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

শিশুনাগবংশ—খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৬০০ অব্দে মগধে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। মগধে নন্দবংশের অভ্যুদয় হইলে এই বংশের পতন হয়।

শীতনিদ্রা (Hibernation)—সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণী শীত ঋতুতে মড়ার মত এক জায়গায় পড়িয়া থাকে। ইহাকেই শীত-নিদ্রা বলে।

শুক্রগ্রহ (Venus)—এই গ্রহটি সূর্য্য হইতে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ২২৪ দিন ১৬ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ৮ সেকেণ্ড লাগে। ইহার কোন উপগ্রহ নাই। গ্রহটি জলজ্বল করে বলিয়া অনেক সময় আমরা ইহাকে শুকতারা বলি। কিন্তু আসলে ওটি তারা নয়।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়—জৈনদিগের একটি সম্প্রদায়। জৈনগণ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা শ্বেতাম্বর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাঁহারা সংসারী গৃহস্থ; দিগম্বরগণ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী।

শ্লথ—একপ্রকার চতুষ্পদ প্রাণী। ইহা বেশীর ভাগ সময় গাছের ডাল হইতে নীচের দিকে মাথা ঝুলাইয়া অবস্থান করে। ইহারা ডালে ডালে খুব তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে কিন্তু মাটির উপর ভাল করিয়া চলিতে পারে না। এক গজ যাইতে ২।৪ মিনিট সময় লাগে।

স

সৎনামী—হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়। পাতিয়ালা রাজ্য ইহাদের বাসকেন্দ্র ছিল। সৎ ব্যবসায়ে ইহারা জীবিকার্জ্জন করিত, কিন্তু ইহারা নানারূপ অত্যাচার সহ্য করিত। আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে বিদ্রোহী হইলে সম্রাট্ ইহাদের কঠোর হস্তে দমন করেন।

সতীদাহপ্রথা—পূর্ব্বে এদেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে ঐ মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া তাহার বিধবা স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পুড়িয়া মরিতে হইত। বাদশাহ্ আকবর আইন দ্বারা এই বীভৎস সামাজিক প্রথার বিলোপ সাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। ১৮২৯-এ ভারতের বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক মহাপ্রাণ রামমোহন রায় কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা এই কুপ্রথার উচ্ছেদ করেন।

সপ্তর্ষিমণ্ডল—ইংরাজীতে Ursa Major বলে। সাতটি তারা লইয়া গঠিত। (শব্দাংশ দ্রঃ)।

সপ্তাশ্চর্য্য—পৃথিবীর আশ্চর্য্য বস্তুগুলিকে তিন যুগের তিনটি সপ্তকে বিভক্ত করিয়া উল্লেখ করা হইল—

(ক) প্রাচীন যুগের সপ্তাশ্চর্য্য—(১) মিশরের পিরামিড; (২) হালিকারনেসাসে অবস্থিত রাজা মসোলাসের সমাধিস্তম্ভ; (৩) ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান; (৪) ওলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্ত্তি; (৫) ডায়েনার মন্দির; (৬) রোড্সের কলোসাস; (৭) আলেকজেণ্ড্রিয়ার লাইট্‌হাউস।

(খ) পরবর্ত্তী যুগের সপ্তাশ্চর্য্য—(১) রোমের কলোসিয়াম; (২) আলেকজেণ্ড্রিয়ার ক্যাটাকোম্; (৩) চীনের প্রাচীর; (৪) ইংলণ্ডের স্টোন্‌হেঞ্জ; (৫) পিসার হেলানো টাওয়ার; (৬) নান্‌কিনের চীনামাটির মন্দির; (৭) কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপ্‌লের সেন্ট সোফিয়ার মস্‌জিদ।

(গ) বর্ত্তমান যুগের সপ্তাশ্চর্য্য—(১) বেতার টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন; (২) মোটর ও রেল এঞ্জিন; (৩) এরোপ্লেন; (৪) রেডিয়াম; (৫) Anæsthetics (চেতনানাশক) ও Antitoxins (বিষের প্রতিষেধক) ঔষধ ও দ্রব্যাদি; (৬) Spectrum Analysis; (৭) রঞ্জনরশ্মি ও অতি-বেগুনী আলো। কোন কোন মতে আগ্রার তাজমহল এবং টেমস্ নদীর তলার সুড়ঙ্গও সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম।

সমুদ্র—আয়তন ও গভীরতা :—

	আঃ	গঃ
প্রশান্ত সমুদ্র—	৬৩,৮০১,৭০০	৩৫,৪০০
অতলান্তিক সমুদ্র—	৩১,৮৩০,৮০০	৩০,২৪৬
ভারত সমুদ্র—	২৮,৩৫৬,৩০০	২২,৯৬৮
উত্তর সমুদ্র—	৫,৪৪০,২০০	১৭,৮৫০

সমুদ্রমন্থন—শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যান-বিশেষ। একদা দুর্ব্বাসা মুনি ইন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রীহীন হইবার অভিশাপ দেন। ফলে লক্ষ্মী ত্রিলোক ত্যাগ করিয়া ক্ষীর সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করেন। অতঃপর ব্রহ্মার উপদেশে দেবাসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন। মন্দার পর্ব্বত মন্থনদণ্ড এবং সর্পরাজ বাসুকিকে মন্থনরজ্জুরূপে গ্রহণ করা হয়। এইরূপে সমুদ্র হইতে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মী, চন্দ্র, পারিজাত, ধন্বন্তরি, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক এবং অমৃতভাণ্ড উত্থিত হয়। দেবতারা তাহা ভাগ করিয়া লন। মন্থনশেষে মহাদেব উপস্থিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রমন্থন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে বাসুকি বিষ উদ্গিরণ করিতে থাকে। সৃষ্টি-রক্ষার্থ মহাদেব তাহা পান করিয়া গলদেশে ধারণ করেন এবং তাঁহার কণ্ঠ বিষে নীল হইয়া তিনি নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হন।

সরদেশমুখী—মহারাষ্ট্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী পার্শ্ববর্ত্তী মোগল সাম্রাজ্যের কতিপয় প্রদেশ হইতে মোগলরাষ্ট্রে দেয় করের দশমাংশ বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া লইতেন। এই করকে সরদেশমুখী বলা হইত।

সাইমন কমিশন (Simon Commission)—১৯১৯-এ 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড' শাসন-সংস্কার ভারতে পরীক্ষামূলকভাবে দশ বৎসরের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়। উহার ফলাফল অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্ট এক কমিশন নিয়োগ করেন। স্যার জন সাইমন এই কমিশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে উহা 'সাইমন কমিশন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কমিশনের সদস্যগণ ১৯২৮ ও ১৯২৯-এ দুইবার ভারতে আগমন করিয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। ১৯৩০-এ তাঁহারা পার্লামেণ্টে ভারতীয় শাসন-সংস্কার বিষয়ে নিজেদের মতামত-সংবলিত এক রিপোর্ট দাখিল করেন। এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য লওয়া হয় নাই বলিয়া ভারতীয়গণ উহা বর্জ্জন করেন।

সাঁওতাল—ভারতের অসভ্য আদিম অধিবাসী। বর্ত্তমানে ইহারা প্রধানতঃ বিহার প্রদেশের ছোটনাগপুর অঞ্চলে সাঁওতাল পরগণাদিতে বাস করিতেছে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award)—ইহা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কর্তৃক রচিত হয় (১৯৩৫)। এই বাঁটোয়ারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় কোন সম্প্রদায় কর্তৃক কতজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে তাহা নির্দ্ধারিত হয়। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রতিনিধি নির্দ্ধারণের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী ইহা বাতিল করিবার জন্য প্রায়োপবেশন করিলে বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতা সমবেত হইয়া চুক্তি করেন যে হিন্দু সমাজের দুই শাখাই সম্মিলিতভাবে হিন্দু প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। ইহা পুনা চুক্তি (Poona Pact) নামে পরিচিত।

সায়ানাইড (Cyanide)—কার্ব্বন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ-বিশেষে সায়ানোজেন (CN) নামে যে মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহা যখন অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সহিত রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়, তখন

শেষোক্ত মিশ্র পদার্থটিকে কোন বিশিষ্ট সায়ানাইড বলা হয় ;—যেমন, পটাসিয়াম-সায়ানাইড, সোডিয়াম-সায়ানাইড ইত্যাদি। সায়ানাইড-শ্রেণীর পদার্থগুলি সাধারণতঃ অতি তীব্র বিষ।

সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric Acid)—অম্লজাতীয় একটি মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ; হাইড্রোজেন, গন্ধক এবং অক্সিজেনের সংমিশ্রণে গঠিত। এই দ্রব্যটি বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সিগ্‌ফ্রিড লাইন—জার্ম্মানী কর্তৃক জার্ম্মানী ও ফ্রান্সের সীমান্তে নির্ম্মিত দুর্গশৃঙ্খল। গত মহাযুদ্ধে ইহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

সিন-ফিন (Sinn-Fein)—আয়ারল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক দল। সিনফিন আন্দোলন ১৯৩৭-এ আয়ার প্রতিষ্ঠার কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

সিন্ধুঘোটক—এই জলজন্তুর উপরের চোয়ালের দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি বৃহৎ বক্র দন্ত নির্গত হয়। এই দন্তদ্বয় দৈর্ঘ্যে ১৫ ইঞ্চি হইতে ২ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উত্তর মেরু ইহাদের বাসস্থান।

সিপাহীবিদ্রোহ (Sepoy Mutiny)—১৮৫৭-এর প্রারম্ভে বাংলাদেশে সিপাহীদিগের মধ্যে নূতন রাইফেল বন্দুকের প্রবর্ত্তন হয়। এই বন্দুকে দাঁতে কাটিয়া টোটা ভরিতে হইত। জনরব উঠিল, এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত আছে। উভয় দ্রব্যই যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদিগের জাতিনাশক। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদিগের অন্তরই ধর্ম্ম ও জাতিভ্রংশের আশঙ্কায় ইংরাজদিগের প্রতি তীব্র বিদ্বেষে জ্বলিয়া উঠিল। অবশ্য ইহা অন্যতম কারণ। ১৮৫৭-এর জানুয়ারী মাসে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ব্যারাকপুরের ছাউনীতে সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই সময়ে মঙ্গল পাঁড়ে নামক এক সিপাহী তাহার উর্দ্ধতন সৈনিক কর্ম্মচারীকে হত্যা করে। পরে বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। ঐ বৎসর ১০ই মে তারিখেই বিদ্রোহাগ্নি প্রথম প্রবল আকারে মীরাটে দেখা দেয়। ইহার পর দিল্লী, কানপুর ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে ও ইংরেজদের হত্যা করা হইতে থাকে। নানা সাহেব এই বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা। তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসীর রাণীও বিদ্রোহে যোগদান করেন। কিছুকালের মধ্যেই ইংরাজেরা এই বিদ্রোহ দমন করেন। [নানা সাহেব সম্বন্ধে চরিতাবলী দ্রঃ।]

সুঙ্গবংশ—মগধের প্রাচীন রাজবংশবিশেষ। খৃঃপূর্ব্ব ১৮৪ অব্দে মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া এবং প্রধান মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশই সুঙ্গবংশ নামে খ্যাত। ১১২ বৎসর রাজত্ব করার পর এই বংশের শেষ রাজা দেবভূতি তাঁহার ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বাসুদেব কর্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হন।

সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court)—ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় এই কোর্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী স্থাপিত হয়। সার ইলাইজা ইম্পে এই আদালতের প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ('রেগুলেটিং অ্যাক্ট' দ্রঃ)। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদালতকে সুপ্রীম কোর্ট বলা হয়।

সুবা—ভারতে বাদশাহী আমলে সমুদায় রাষ্ট্রকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি বিভাগ এক একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে স্থাপন করা হইত। এইরূপ শাসনকর্ত্তাদিগকে 'সুবাদার' এবং তাঁহাদের শাসিত প্রদেশগুলিকে 'সুবা' নামে অভিহিত করা হইত। বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে সমুদায় রাজ্য এইরূপ ১৫টি সুবায় বিভক্ত ছিল। শের শাহের সময়েও 'সুবা' ছিল।

সুমেরু-অভিযান—মেরু অভিযান বহুকাল হইতে চলিতেছে। উইলোবি, বেফিন, ফ্রবিশার প্রভৃতি প্রাচীনযুগের উল্লেখযোগ্য মেরু-অভিযানকারী। ১৮১৮-এ তৃতীয় জর্জ্জ একটি মেরুমুখী উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কারের জন্য ২০ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেন। অতঃপর রস, প্যারী, ফ্রাঙ্ক্‌লিন প্রভৃতি একে একে মেরু অভিযানে বহির্গত হন। ১৮৮৮-এ ডাঃ নান্‌সেন গ্রীনল্যাণ্ড অতিক্রম করেন এবং ১৮৯৩—৯৬-এ তিনি ও লেফ্‌টেন্যাণ্ট জোহান্‌সেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিযানকারীদের অপেক্ষা উত্তরমেরুর নিকট দুই শত মাইল অধিক অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ১৯০২-এ পিয়ারী পূর্ব্ব অভিযানকারীদের আবিষ্কৃত একটি সাগর বরফাবৃত অবস্থায় দেখিতে পান। আব্রুজির ডিউকের অভিযানের পরিচালক ক্যাপ্টেন ক্যাগ্‌নি ১৮৯৯-এ নান্‌সেন অপেক্ষা ২২ মাইল অধিক উত্তরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৯০৬-এ কমাণ্ডার পিয়ারী মেরুকেন্দ্রের ২০১ মাইল মধ্যে গিয়া উপস্থিত হন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ডগুলি ভঙ্গ করেন। পরে পিয়ারী মেরুতে পৌছিয়া তথায় পতাকাদি প্রোথিত করিয়া আসেন। ১৯২৬-এ অ্যাড্‌মিরাল বার্ড (Byrd) এবং ১৯২৮-এ ক্যাপ্টেন উইল্‌কিন্‌স্ বিমানযোগে মেরু ভ্রমণ করিয়া আসেন। ঐ বৎসর জুন মাসে ক্যাপ্টেন আমাণ্ডসেন (Amundsen) একখানি Sea-plane-এ জনৈক বৈমানিক মেরু-অভিযাত্রীর অনুসন্ধানে বহির্গত হন। তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ১৯৩৭-এ Prof. J. Schmidt আর চারজন রুশীয়কে লইয়া বিমানে উত্তর মেরুর নিকট আবহাওয়াদি তথ্য সংগ্রহ করিতে যান।

সুয়েজ খাল (Suez Canal)—সুয়েজ যোজকের কয়েকটি হ্রদ এবং খাল কাটিয়া সুয়েজ খাল তৈয়ারী হইয়াছে এবং এতদ্দ্বারা লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। ১৮৫২-এ ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপ্‌স্ ইহার প্রথম পরিকল্পনা করেন। ১৮৬৯-এ প্রথম সুয়েজ খাল খোলা হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ১০১ মাইল। সবচেয়ে কম প্রস্থ হইতেছে ১৯৬ ফুট ১০ ইঞ্চি। ৩৪ ফুট গভীরতার বেশী জাহাজ হইলে উহা ইহার মধ্য দিয়া চলাচল করিতে পারে না। খালটি জাহাজে অতিক্রম করিতে ১১ ঘণ্টা ৩১ মিঃ লাগে। প্রথমে ইহাতে ব্রিটিশের সবচেয়ে বেশী অংশ ছিল। ১৮৮৮-এর চুক্তি অনুযায়ী সকল জাতির জাহাজই এই খালের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পারে।

সেচ-ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা—বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খাল :—উত্তর-প্রদেশে সার্দ্দা-খাল, আপার গ্যাঞ্জেস ও লোয়ার গ্যাঞ্জেস খাল, যমুনা-খাল। বিহারে শোণ-খাল এবং উড়িষ্যার মহানদী-খাল। মাদ্রাজে কৃষ্ণানদীর বাকিংহাম-খাল এবং কাবেরী নদীর খেটুর-খাল সুপ্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর-খাল (৪৩৫), হিজলি-খাল (১৪০), ইডেন-খাল (৪৫), বক্রেশ্বর-খাল (২০) ও দামোদর-খাল (১৪০) উল্লেখযোগ্য। খালের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা পাঞ্জাবেই সর্ব্বোত্তম। ভারতীয় অংশে তিনটি উল্লেখযোগ্য খাল আছে—পশ্চিম যমুনা-খাল, সিরহিন্দ খাল ও উচ্চ বড়ি-দোয়াব। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সেচ-পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। নূতন সেচ-পরিকল্পনার অন্যান্য উদ্দেশ্য—বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, নৌবাহন ব্যবস্থা, ভূমির ক্ষয়রোধ, মৎস্যের চাষ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি। কয়েকটী নূতন পরিকল্পনা :—

(১) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (D. V. Project)—দামোদর ও উহার উপনদী কোনার, বোকারো ও বরাকরে দশটি বাঁধের ব্যবস্থা আছে। বন্যা প্রতিরোধ, চাষভূমিতে জলসেচ ও নিয়ন্ত্রিত জলসেচ হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য লইয়া বর্ত্তমান পরিকল্পনা রচিত। ১৯৪৫-এ এই পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দ

হইয়াছিল ৫৫ কোটি টাকা। এখন অনুমান ১১০ কোটি টাকার মত খরচ হইবে বলিয়া মনে হয়। ১৯৫১-এর মার্চ্চ মাসে এই পরিকল্পনা বাবদ ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। তিলায়া বাঁধ সমাপ্ত হইয়াছে। কোনারের বাঁধ সমাপ্তপ্রায়। পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে ৯৬৭,০০০ একার জমিতে চিরকালের জন্য জলসেচের সুবিধা হইবে। টেনেসি ভ্যালি অথরিটি (T. V. A.) পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা গঠিত।

(২) ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা (The Mor Project)—ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বিহার রাজ্যের মেসাঞ্জোরে একটি ও পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলায় আর একটি বাঁধ দেওয়া হইবে। ফলে ৪০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে ও বীরভূমের ৫৯৫,০০০ একার জমিতে জলসেচ হইবে। ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। তিলসাড়া বাঁধ সম্পন্ন হইয়াছে। ১৯৫৪-এর মধ্যে পরিকল্পনার কাজ শেষ হইবার কথা।

ভারতে যে কয়টি পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে তাহা :—(১) হীরাকুঁদ বাঁধ (উড়িষ্যা), তুঙ্গভদ্রা (হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ), গঙ্গাপুর বাঁধ (বোম্বাই), কাকরাপুর (বোম্বাই), গোদাবরী (হায়দরাবাদ), নিম্ন ভবানী (মাদ্রাজ)। যে পরিকল্পনাগুলির কাজ আরম্ভ হয় নাই তাহা :—(১) কুশী-পরিকল্পনা (বিহার), গণ্ডক উপত্যকা (বিহার), ঘাটপ্রভা উপত্যকা (বোম্বাই), কয়না, ব্রোচ (বোম্বাই), কৃষ্ণা-পেন্নার, রামপদসাগর (মাদ্রাজ), পিশড়ী বাঁধ (উত্তর প্রদেশ)। সেচ-পরিকল্পনা বাবদ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫১৮ কোটি টাকা খরচ হইবার কথা। অবশ্য সেচ-ব্যবস্থায় ইতিমধ্যে ১৯৫১-এর মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ১৫৩ কোটি টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

সেন্ট পিটার্সের গির্জ্জা (St. Peter's at Rome)—রোমে অবস্থিত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ গির্জ্জা। ১৮,০০০ বর্গ গজ স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। ১৬৩২-এ সমাপ্ত হয়। সবচেয়ে বেশী দৈর্ঘ্য ৬৩৬ ফুট। উচ্চতা ৪৩৫ ফুট।

সেন্ট বার্নার্ড (St. Bernard)—আল্‌স্‌ পর্ব্বতের একটি গিরিবর্ত্মবিশেষ। ইহার এক-পার্শ্বে ভ্যালে, অপর পার্শ্বে পিড্‌মন্ট। এই পথে একটি প্রসিদ্ধ পান্থনিবাস আছে।

সেন্টিগ্রেড (Centigrade)—'থার্ম্মমিটার' দ্রঃ।

সেফ্‌টি-ল্যাম্প (Safety-lamp)—কয়লার খনিতে বিবিধ দাহ্য গ্যাস প্রায়শঃই উদ্গত হইতে থাকে। এইজন্য পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে আলো লইয়া কাজ করা সম্ভবপর হইত না। ১৮১৪-এ Sir Humphry Davy যে Safety-lamp উদ্ভাবন করেন, তাহাতে উক্ত অসুবিধা বহুলাংশে দূর হয়। এই ল্যাম্পে জ্বলন্ত বাত্তিটিকে Wire gauge নামক ধাতুনির্ম্মিত একজাতীয় জালের মধ্যে রক্ষা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক কারণবশতঃ বাহিরের দাহ্য গ্যাস প্রজ্বলিত হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত উদ্ভাবনের সমসময়ে জর্জ্জ স্টিফেন্‌সনও প্রায় পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেই একপ্রকার সেফ্‌টি-ল্যাম্প উদ্ভাবন করেন; কিন্তু সম্পূর্ণ ত্রুটীহীন সেফ্‌টি-ল্যাম্প আজও দেখা দেয় নাই।

সৈয়দ বংশ—দিল্লীর প্রাচীন মুসলমান শাসকবংশ-বিশেষ। ১৪১৫-এ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ খিজির খাঁ দিল্লীর নূতন বাদশাহ্‌ দৌলত খাঁ লোদীকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। অতঃপর তিনি এবং তাঁহার তিন জন দুর্ব্বল উত্তরাধিকারী ১৪৫০ পর্য্যন্ত দিল্লীর অধিকার ভোগ করেন।

সোডিয়াম (Sodium)—ধাতুজাতীয় একটি মৌলিক পদার্থবিশেষ। ১৮০৭-এ তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে Sir Humphry Davy সোডা নামক পদার্থ হইতে এই মৌলিক বস্তুকে পৃথক্‌ করেন।

সোবিয়েৎ (Soviet)—'সোবিয়েৎ' শব্দের মূল অর্থ 'সঙ্ঘ' বা পরিষদ্‌। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান এই নামে অভিহিত। শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক প্রভৃতি লইয়া গঠিত। ইহাদের প্রতিনিধিকে উচ্চতর পরিষদে (Congress-এ) পাঠান হয়।

সোমনাথের মন্দির—সোমনাথ বোম্বাই প্রদেশের জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন শহর। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে ইহা রাজপুত রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে একটী মহাদেবের মন্দির ছিল; বিগ্রহের নাম সোমনাথ। এই মন্দিরমধ্যে বহু দেবোত্তর ধনরত্নাদি ছিল। সোমনাথের অগাধ ঐশ্বর্য্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া অর্থলোভী লুণ্ঠনপরায়ণ গজনীপতি সুলতান মাহ্‌মুদ ১০২৪-এ সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন ও বিগ্রহের বহুমূল্য অলঙ্কারাদি, প্রচুর ধনরত্ন এবং বিখ্যাত ফটকখানি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করেন।

সোয়েড্যাগন প্যাগোডা—রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির। বুদ্ধদেবের আটগাছি চুলের উপর এই ঘণ্টাকৃতি মন্দির নির্ম্মিত। ইহার উচ্চতা ৩৬৭ ফুট ও নিম্নভাগের পরিধি ১৩৫৫ ফুট। ইহার উপরিভাগ স্বর্ণমণ্ডিত। ইহার স্থানে স্থানে বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠমূর্ত্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সোসাইটি অব্‌ ফ্রেণ্ডস্‌ (Society of Friends)—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জর্জ্জ ফক্সের নেতৃত্বাধীনে খৃষ্টানদিগের একটী ক্ষুদ্র সঙ্ঘ এই নামে অভিহিত হইত। ইহাদিগকে 'কোয়েকার্স' (Quakers)ও বলা হইত।

সৌরজগৎ (Solar System)—সূর্য্য এবং সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সব গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু ও উল্কারাশি ঘুরিতেছে, তাহাদের সমগ্র পরিবারকে বলে সৌরজগৎ। এপর্য্যন্ত সৌরজগতে নয়টি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে :—(১) বুধ (Mercury), (২) শুক্র (Venus), (৩) পৃথিবী (Earth), (৪) মঙ্গল (Mars), (৫) বৃহস্পতি (Jupiter), (৬) শনি (Saturn), (৭) বরুণ (Uranus), (৮) নেপচুন (Neptune), (৯) প্লুটো (Pluto)। ইহা ছাড়া গ্রহাণুপুঞ্জ (asteroids) আছে। [স্ব স্ব স্থানে দ্রঃ]

স্টার্লিং এরিয়া (Sterling Area)—যুক্তরাষ্ট্রে বা অন্যান্য দেশে যেখানে জিনিসপত্রের দাম ডলারে দেওয়া হয়, সেই সব দেশ ডলার এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর ক্যানাডা বাদে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত দেশে, মিশরে বা আইসল্যাণ্ডে ডলারের সঞ্চয় 'ডলার এরিয়া'তে একত্রে কিনিবার জন্য ব্যবহার হয়। শেষোক্ত দেশগুলিকে Sterling Area বলে।

স্যাকারিন (Saccharin)—তীব্র মিষ্টস্বাদযুক্ত যৌগিক পদার্থবিশেষ। আলকাতরা হইতে লব্ধ একপ্রকার পদার্থ হইতে প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। স্যাকারিন হাল্কা গুঁড়া পদার্থবিশেষ। জলে সামান্যমাত্র গলে। চিনির চেয়ে ইহা ৩০০—৫০০ গুণ মিষ্টস্বাদযুক্ত।

স্যাক্সন (Saxon)—ইহারা প্রাচীন টিউটন-জাতীয় লোক; অধুনা যে অঞ্চল হলস্টাইন নামে অভিহিত, ঐস্থানে তাহাদের আদিম বাসভূমি ছিল। খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে ইহারা দস্যুতায় কুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। অতঃপর ইহারা ইউরোপের ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং ইহাদের একটী শাখা ডোভার উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করে।

স্টোনহেঞ্জ (Stonehenge)—ইংলণ্ডে সালিসবেরি প্রান্তরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিরাটকায় প্রস্তরসমষ্টি। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যোপাসক কেলটিক জাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত।

স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম (Standard time)—পৃথিবীপৃষ্ঠে দুইটী স্থানের মধ্যে দ্রাঘিমাংশের ১ ডিগ্রি ব্যবধান থাকিলে উভয় স্থানের মধ্যে

সূর্য্যোদয়ের সময়ের ৪ মিনিট অগ্রপশ্চাৎ হয়। এজন্য কোন বিস্তৃত দেশের এক অংশ হইতে অন্য অংশের মধ্যে স্থানীয় সময়ের অনেক পার্থক্য হয়। এই পার্থক্যজনিত অসুবিধা দূর করিবার জন্য একটী স্থানের স্থানীয় সময়কে প্রমাণ সময় ধরা হয়। ৮২° ৩০´ ডিগ্রিসূচক দ্রাঘিমাটী ভারতবর্ষের প্রায় মধ্যস্থল দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত স্থানগুলির স্থানীয় সময়ই ভারতবর্ষের স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। বর্ত্তমানে ইহাই সর্ব্বভারতীয় টাইম।

স্পঞ্জ (Sponge)—ইহা একপ্রকার প্রাণী। ইহাদের দেহ অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত ও জল-শোষক। সচরাচর উদ্ভিদ্ বলিয়া ভুল হয়। উদ্ভিদের ন্যায় এক জায়গায় থাকে। স্পঞ্জ জলে বাস করে।

স্বস্তিক—একপ্রকার চিহ্ন। বৈদিক যুগে এই চিহ্নের প্রচলন ছিল। গোভিল গৃহ্যসূত্র, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র প্রভৃতিতে স্বস্তিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মেসোপোটেমিয়া, মিনোয়ান ক্রীট, মাইসিনি, গ্রীস, এসিয়া-মাইনর, চীন, জাপান, তিব্বত, পারস্য, রোম, উত্তর আফ্রিকা, গ্রেট্ ব্রিটেন, জার্ম্মানি, স্ক্যান্-ডিনেভিয়া, আইস্‌ল্যাণ্ড, সিসিলি প্রভৃতি স্থানে স্বস্তিক চিহ্নের যে প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আর্য্যগণ খৃষ্টের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই চিহ্নের ব্যবহার করেন। নাৎসী জার্ম্মানীর ইহাই জাতীয় চিহ্ন ছিল। হিট্‌লারের ব্যবহারের পূর্ব্বে অস্ট্রিয়ার এক গির্জ্জায় এই চিহ্ন অঙ্কিত ছিল।

হ

হলদিঘাটের যুদ্ধ—আরাবল্লী পর্ব্বত-মালার একটি গিরিসঙ্কট গোগুণ্ডা বা হলদিঘাট নামে পরিচিত। এইখানে ১৫৭৬-এ রাণা প্রতাপের সঙ্গে আকবর-প্রেরিত মোগল-সৈন্যের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

হাইগ্রোমিটার (Hygrometer)—আবহাওয়ার জলভাগ নিরূপণ করিবার যন্ত্রবিশেষ। ড্যানিয়েল (Daniel)-নির্ম্মিত হাইগ্রোমিটারই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

হাইড্রোজেন (Hydrogen)--বর্ণহীন বাষ্পবিশেষ। ইহা অতিশয় হাল্কা ও অগ্নিদাহ্য। জলের ইহা অন্যতম উপাদান।

হাইড্রোপ্লেন (Hydroplane)—এক-প্রকার নৌকা। ইহা যখন খুব দ্রুত চলে, তখন জল ছুঁইয়া যায় মাত্র, জল কাটিয়া চলে না। ইহার হাল অত্যন্ত লঘু হইয়া থাকে এবং তলভাগ চেপ্টা হয়।

হাইড্রোমিটার (Hydrometer)—জল এবং অন্য তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপিবার যন্ত্রবিশেষ। একটি বড় কাচের বাল্‌বের (bulb) তলায় একটি ছোট পারদপূর্ণ বাল্‌ব্ (bulb) থাকে। ছোট বাল্‌ব্‌টিতে পারদ থাকাতে উহা তরল পদার্থের মধ্যে ডুবিয়া যায়; বড় বাল্‌বের গায়ে একটি স্কেল (scale) লাগান থাকে। ছোট বাল্‌ব্‌টি কতখানি তরল পদার্থের মধ্যে ডুবিল, তাহা বড় বাল্‌বের গায়ে লাগান স্কেল হইতে বুঝা যায়। এইরূপে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। নানা প্রকারের হাইড্রো-মিটার আছে—তাহাদের আকার বিভিন্ন রকমের। বিউমের (Beaumer) হাইড্রো-মিটার জল হইতে ভারী এবং পাতলা, উভয় প্রকার তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। নিকল্‌সনের (Nicholson) হাইড্রোমিটার তরল এবং কঠিন উভয়প্রকার পদার্থের গুরুত্ব মাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাউস অব কমন্স (House of Commons)—ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নতর সভা। ইহাই প্রকৃতপক্ষে দেশের সকল নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষমতাযুক্ত। যুক্তরাজ্য ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যসংখ্যা ৬২৫। সাধারণতঃ ৫ বছর অন্তর ইহার সভ্য নির্ব্বাচন হয়।

হাউস অব লর্ড্‌স্ (House of Lords) —এই সভায় কেবল উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজকেরা (Archbishops and Bishops) ও ব্যারন (Baron) প্রভৃতি বিশিষ্ট উপাধিযুক্ত জায়গীর-দারেরা বসিয়া থাকেন। সদস্যসংখ্যা প্রায় ৭৯০। বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ছাড়া বর্ত্তমানে ইহার আর কোন ক্ষমতা নাই।

হাওড়া ব্রিজ্ (নূতন)—১৯৪৩-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইহা খোলা হয়। ইহা তৈয়ারী করিতে ২৬,০০০ টন ইস্পাত ও ৩,২০,০০,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

হারাকিরি—জাপানীদের মধ্যে প্রচলিত উদরে অস্ত্রাঘাত করিয়া আত্মহত্যা করিবার প্রথা।

হার্ম্মোনিয়াম (Harmonium)—বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ। ইহা ১৮৪০-এ ডিবেন (Debain) কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয়।

হার্শেল (Herschel)—ইউরেনাস (Uranus) নামক গ্রহ স্যার উইলিয়াম হার্শেল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয় বলিয়া এই গ্রহের নাম হার্শেল হইয়াছে ('ইউরেনাস' দ্রঃ)।

হিন্দ ফৌজ (আজাদ)—দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময়ে সিঙ্গাপুর, মালয় প্রভৃতি স্থানে জাপানীদের হস্তে বন্দী ব্রিটিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এক সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদলে সকল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। এই সৈন্যদল ব্রিটিশদের সঙ্গে ১৯৪৫-এ কোহিমা, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলে যুদ্ধ করিয়াছিল।

হিন্দুজাতি—হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষের জাতিবিশেষ। 'সিন্ধু' শব্দ হইতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি। পারস্য প্রভৃতি দেশের লোকেরা ভারতবাসীকে এই নামে অভিহিত করিত। বর্ত্তমানে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের অনুগামীদিগকে হিন্দু বলা হয়। ইংরাজের বিভেদমূলক উদ্দেশে শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম প্রভৃতিকে হিন্দু হইতে ভিন্ন বলিয়া গণনা করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে অনেকে ইহা মানিতে চায় না। তাহারাও হিন্দু বলিয়াই আত্ম পরিচয় দেয় এবং স্বীকৃতও হয়। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে হিন্দু বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ২,৩৯,৩৮,১০০০ (১৯৪১) হিন্দু আছে।

হিবার্ট লেক্‌চার্স (Hibbert Lectures)—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা। এই সমস্ত বক্তৃতা বিশ্ববিখ্যাত লোক কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ১৮৭৮-এ জন হিবার্ট (John Hibbert) উইল করিয়া এই 'লেক্‌চার্' দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—The Religion of Man.

হিলিয়াম (Helium)—বায়বীয় মৌলিক পদার্থবিশেষ। ইহা উইলিয়াম র‍্যাম্‌জে (William Ramsay) কর্ত্তৃক ১৮৯৫-এ আবিষ্কৃত হয়।

হীনযান—বৌদ্ধধর্ম্মের একটি শাখাবিশেষ। বৌদ্ধধর্ম্মের ইহাই আদিম শাখা। ইহার পরে 'মহাযান' নামে আর একটি শাখা প্রবর্ত্তিত হয়। হীনযান মতে বুদ্ধকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। হীনযান ধর্ম্মই বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত করেন এবং অশোক ইহা আসমুদ্র-হিমাচল প্রচার করেন। রাজা কনিষ্কের সময়ে মহাযান ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।

হীরক, প্রসিদ্ধ—হীরক বিশুদ্ধ অঙ্গারক। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দামী ও কঠিন পদার্থ। প্রসিদ্ধ হীরকগুলির নাম, প্রাপ্তিস্থান ও ওজন নিম্নে প্রদত্ত হইল :—(১) এক্সেল্‌সর (Excelsior), প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ আফ্রিকা, ওজন ৯৭১ ক্যারাট ; (২) গ্রেট মোগল (Great Mogul), ভারতবর্ষ, ২৮০ ক্যারাট ; (৩) জোঙ্কার (Jonker), দক্ষিণ আফ্রিকা, ৭২৬ ক্যারাট ; (৪) রিজেন্ট (Regent), ভারতবর্ষ, ৪১০ ক্যারাট ; (৫)

অর্লভ (Orlov), ভারতবর্ষ, ৯০০ ক্যারাট; (৬) কোহিনুর (Kohinoor), ভারতবর্ষ, ১০৬১⁄৬ ক্যারাট; (৭) কুলিনান (Cullinan), দক্ষিণ আফ্রিকা, ৩১০৬ ক্যারাট।

হুনজাতি—মধ্য এসিয়ার দুর্দ্ধর্ষ জাতি। খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহারা দলে দলে ভারত, পারস্য ও ইউরোপ আক্রমণ করে। ভারতবর্ষ যাহারা আক্রমণ করে, তাহারা শ্বেতকায় হুনজাতি নামে অভিহিত। শ্বেতকায় হুনদিগকে এপ্থ্যালাইটিস (Ephthalites) বলে। এই শ্বেতকায় হুনজাতি দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। রাজপুত ও জাঠজাতি এই শ্বেতকায় হুনজাতি হইতে উদ্ভূত।

হেলিকোপ্টার (Helicopter)—এক-প্রকার উড়ন্ত গাড়ী। উড়োজাহাজের জন্য অনেকখানি স্থানের দরকার। ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়োজাহাজকে উঠিতে ও নামিতে হয়। হেলিকোপ্টারের এই অসুবিধা নাই। ইহা সোজা উঠিতে ও নামিতে পারে, যেমন লিফ্টে সোজা ওঠা-নামা যায়। এ গাড়ীর পাখা বলিয়া কোন জিনিস নাই। স্কাইহুক, কনট্রা রিভলভিং ব্লেড ইত্যাদি নানারকম হেলিকোপ্টার আছে। আধুনিক হেলিকোপ্টারের প্রকৃত উদ্ভাবক আইগর সিকোরস্কি। কিয়েভে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। ১৯৩৭-এ হেলিকোপ্টার নির্ম্মাণে তিনি প্রথম সাফল্য অর্জ্জন করেন।

হোলকার—ইন্দোরের রাজাদের 'হোলকার' বলা হইয়া থাকে। ইঁহারা জাতিতে মারাঠা। বাজীরাওএর একজন কর্ম্মচারী ইন্দোরে হোলকার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

হ্রদ—পৃথিবীর সুবিখ্যাত হ্রদ ও তাহাদের আয়তন:—

কাস্পিয়ান (এশিয়া)—	১৭০,০০০
সুপিরিয়র (যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা)—	৩১,৮২০
ভিক্টোরিয়া (পূর্ব্ব আফ্রিকা)—	২৬,৬৪০
আরাল (রাশিয়া)—	২৪,৬০০
হারন (যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা)—	২৩,০১০
মিচিগান (যুক্তরাষ্ট্র)—	২২,৪০০
চাদ (আফ্রিকা)—	২০,০০০
ন্যাসা (নেয়াসা) (আফ্রিকা)—	১৪,২০০

দ্রঃ—সুপিরিয়র হ্রদকে পৃথিবীর মধ্যে সুস্বাদু জলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ্রদ বলা হয়। আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম হ্রদ।

———

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

বিবিধ জ্ঞাতব্য

(২) ভূকোষ

[দ্রঃ —কোন স্থানের আয়তন ৪৮১৭০৯ বলিলে আয়তন ৪৮১৭০৯ বর্গমাইল বুঝিতে হইবে।]

অ

অক্‌ল্যাণ্ড (Auckland)—নিউ জিল্যাণ্ডের একটি বিখ্যাত বন্দর। লোকসংখ্যা প্রায় ২৮৯,৮০০।

অক্সফোর্ড (Oxford)—ইংলণ্ডের অন্যতম বিখ্যাত শহর, অক্সফোর্ড জেলার অন্তর্গত। ইহা টেম্‌স্ নদীর তীরে অবস্থিত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার বোড্‌লিয়াম পুস্তকাগার পৃথিবীবিখ্যাত।

অক্সাস (Oxus)—রুশীয় তুর্কীস্তানের একটি নদী। ইহার অন্য নাম 'আমুদরিয়া'। পামির পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া বোখারা ও খিবা প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা 'আরল সাগর' নামক হ্রদে পতিত হইয়াছে। ইহা প্রায় ১৩০০ মাইল দীর্ঘ।

অগ্রদ্বীপ—বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থস্থান। এখানে চৈত্র মাসে একটি বড় মেলা হয়।

অঙ্গ—প্রাচীন ভারতের দেশবিশেষ। আধুনিক ভাগলপুরই প্রাচীন অঙ্গরাজ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন।

অটোয়া—উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যের রাজধানী। ইহা কানাডার অণ্টারিও প্রদেশে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৬৪,২৬৬।

অনুরাধাপুরী—সিংহলের একটি বিখ্যাত শহর ও রেলস্টেশন।

অন্টারিও হ্রদ (Lake Ontario)—উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যের অন্টারিও এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, এই দুইটি প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি হ্রদ। ইহার আয়তন প্রায় ৬৫০০। গভীরতা ৭৪০ ফুট।

অন্ধ্র—প্রাচীন দ্রাবিড় দেশের একটি অংশ। ওড়ঙ্গল ইহার প্রাচীন রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে মাদ্রাজ প্রদেশের ভিজাগাপত্তম জেলার কয়েকখানি গ্রামকে এই রাজ্যের শেষ নিদর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। অন্ধ্র মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৩-এর ১লা অক্টোবর হইতে নূতন অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হইয়াছে। কুর্ণুল সাময়িকভাবে ইহার রাজধানী স্থিরীকৃত হইয়াছে।

অব্‌জারভেটরি হিল (Observatory Hill)—দার্জ্জিলিং শহরের একটি উচ্চ স্থান। এই স্থান হইতে হিমালয় পর্ব্বতের কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি শৃঙ্গগুলি ভাল দেখা যায়।

অবন্তী—১। প্রাচীন ভারতের একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য। ইহার অপর নাম 'মালব'। ইহার রাজধানী 'উজ্জয়িনী'; এই নগরী শিপ্রা নদীর কূলে অবস্থিত ছিল। ২। উজ্জয়িনী নগরীও 'অবন্তী' নামে খ্যাত। ইহার অন্য নাম—বিশালা, উজ্জয়িনী, বিষ্ণুপাদ ও মহাকালপুরী। ৩। নদীবিশেষ। কাহারও কাহারও মতে ইহা শিপ্রা নদীর অপর নাম; আবার অন্যের মতে শিপ্রা ও অবন্তী, দুইটি পৃথক্ নদী। অবন্তী নদীও উজ্জয়িনীর নিকট প্রবাহিতা ছিল।

অবর্‌ন্ (Auburn)—১। আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের একটি শহর; লোকসংখ্যা ৩৫,৭৫৩। ২। আইরিশ ফ্রী স্টেটের ওয়েস্টমীথ কাউন্টির একটি শহর। ইহাই কবিবর গোল্ড্‌স্মিথের বর্ণিত 'ডেজার্টেড ভিলেজ'।

অমরকণ্টক—সাতপুরা পর্ব্বতমালার পূর্ব্বাংশ। ইহা একটি তীর্থ। কথিত আছে, এখানে মৃত্যু হইলে মৃতের আত্মার মোক্ষলাভের কণ্টক বা বাধা কিছু থাকে না (অর্থাৎ সে সহজেই মোক্ষলাভ করিতে পারে) বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে অমরকণ্টক।

অমরকোট—সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থিত সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী একটি নগর। এই স্থানে ১৫৪২-এর ২৩এ নভেম্বর তারিখে সম্রাট্ আকবর জন্মগ্রহণ করেন।

অমরনাথ—১। কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত একটি পর্ব্বতগুহা। গুহার ছাদ হইতে স্তম্ভাকারে পতিত জলরাশি দেখিতে কতকটা শিবলিঙ্গের মত এবং চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত উহারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ২। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে ১০৬০-এ চিত্তরাজ দেবের পুত্র মম্বানিরাজের নির্ম্মিত একটি মন্দির আছে। উহা হিন্দুযুগের স্থাপত্য-শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

অমরাবতী—১। মধ্যপ্রদেশের বেরার প্রদেশের অন্তর্গত শহর। অমরাবতী শহরে প্রায় এক হাজার বৎসরের পুরাতন ভবানীদেবীর একটি মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরের অপর নাম 'অম্বা' মন্দির। লোকসংখ্যা ৪৭,৩০৯। ২। কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী নগর বিশেষ। নগরটি বর্ত্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে উড়িষ্যারাজ সূর্য্যদেব উহা নির্ম্মাণ করেন। ৩। (পৌরাণিক) দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানী। এই নগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সুমেরু পর্ব্বতের উপরে নির্ম্মিত।

অমৃতসর—পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটি অতি বিখ্যাত শহর; লাহোর হইতে ৩৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। শিখদিগের নিকট ইহা পবিত্র স্থান। এখানে তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব', 'স্বর্ণ-মন্দির' বা 'দরবার সাহেব' এবং শিখদিগের শিক্ষার নিমিত্ত স্থাপিত 'খালসা কলেজ' অতি বিখ্যাত। এখানকার শাল ও কার্পেট পৃথিবীবিখ্যাত। লোকসংখ্যা ৩৯১,০১০।

অম্বর—জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম। মহারাজ মানসিংহের আমল (১৬০০) হইতেই অম্বররাজ্য ভারতের ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করে। এখানকার রাজপ্রাসাদ অতি বিখ্যাত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে অম্বরের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যক্ত হয়, এবং আধুনিক রাজধানী গঠিত হয়। অম্বরের কালীমন্দির অতি বিখ্যাত। কাহারও মতে ঐ মন্দিরের কালীমূর্ত্তি রাজা প্রতাপাদিত্যের ও অন্য মতে উহা রাজা কেদার রায়ের। মানসিংহ ঐ কালীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছিলেন।

অম্বালা—পূর্ব্ব-পঞ্জাবের অন্তর্গত একটি নগর। এখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত। নদীতীরে দেবালয় বর্ত্তমান।

অম্বিকানগর—বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ থানার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে রাজা নয়ন রায়ের গড়ের ভগ্নস্তূপ আছে।

অযোধ্যা—উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। প্রাচীনকালে ইহা উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল। সরযূনদীর তীরে অবস্থিত এই নগরী তখন সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। রামায়ণে ইহার সেকালের গৌরব বিশদরূপে বর্ণিত আছে। কালক্রমে প্রাচীন রাজধানী পরিত্যক্ত হয়। ১১৯২-এ মুসলমানগণ ইহা অধিকার করেন। ১৮৫৬-এ ইংরাজেরা ইহা অধিকার করেন। প্রাচীন অযোধ্যা নগরী এখন জঙ্গলাবৃত। ইহার বিসীতা, সাঙ্কেতপত্তন, বৈশাখ প্রভৃতি কয়েকটি নাম প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট (Orange Free State)—দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন-গভর্ণমেণ্টের (South Africa Union) একটি প্রদেশ। আয়তন ৪৯,৬৪৭। লোকসংখ্যা ৬৭৫,৫৪৫; তন্মধ্যে ২০১,০৯১ শ্বেতাঙ্গ। পশম, চামড়া, হীরক প্রভৃতি দ্রব্য এখান হইতে রপ্তানী হয়। রাজধানী ব্লুমফণ্টেন (Blœmfontein).

অর্লিয়েন্স (Orleans)—ফ্রান্সের অন্তর্গত একটি নগর বিশেষ। ইহা Loire নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৭০,২৪০। মদ, পশম, কম্বল প্রভৃতি এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য।

অলকনন্দা—গঙ্গার একটি উপনদী। কেদারনাথ পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বাহির হইয়া ইহা দেবপ্রয়াগের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। অলকনন্দা হিন্দুদিগের মতে অতি পবিত্র নদী। পুরাণে কথিত আছে যে, ইহা স্বর্গের নদী। গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে মেরু পর্ব্বতের নিম্নে গঙ্গোত্তরীতে নামিয়া অধোগঙ্গা, জাহ্নবী ও অলকনন্দা নামে ত্রিধারা হন। অধোগঙ্গা পাতালের নদী, জাহ্নবী পৃথিবীর নদী ও অলকনন্দা স্বর্গের নদী।

অসিরগড়—বেরারের অন্তর্গত একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। ১৬০১-এ এই দুর্গ মোগল সম্রাট্ আকবরের হস্তগত হয়।

অস্টারলিজ (Austerlitz)—চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত মোরাভিয়ার একটি শহর। ১৮০৫-এ নেপোলিয়ন এখানে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়াকে পরাজিত করেন।

অস্ট্রিয়া (Austria)—মধ্য ইউরোপের একটি দেশ। ইহা বৃহত্তর জার্ম্মানীর একটি অংশ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ইহা চারি ভাগে বিভক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া এক এক ভাগের অংশীদার। বর্ত্তমানে ইহা যুক্তরাষ্ট্র ও গণতন্ত্র। আয়তন ৩২,৩৬৯। লোকসংখ্যা ৭,০৯০,০০০। রাজধানী ভিয়েনা।

অস্ট্রেলিয়া (Australia)—এশিয়ার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী একটি সুবৃহৎ দ্বীপ। ইহার বিশাল আকারের নিমিত্ত অনেকে ইহাকে মহাদেশ বলিয়া থাকেন। আয়তন ২,৯৭৪,৫৮১। লোকসংখ্যা ৮,৩১৫,৭৯৯। ইহা ব্রিটিশ রাষ্ট্র সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি যুক্তরাষ্ট্র ও প্রজাতন্ত্র। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড, উত্তর রাজ্য বা টেরিটরি, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স, ভিক্টোরিয়া ও ট্যাস্ম্যানিয়া—এই কয়টি রাজনৈতিক বিভাগে দেশটি বিভক্ত। এখান হইতে গম, পশম, মাখন, চামড়া, বিভিন্ন ধাতুপদার্থ প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানি হইয়া থাকে। ক্যাঙ্গারু নামক বিচিত্র প্রাণীর জন্ম এই দেশেই।

অস্ট্রেলেশিয়া (Australasia)—শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'দক্ষিণ এশিয়া' (Austral = দক্ষিণসম্বন্ধীয়, Asia). ইহা প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এবং ওশানিয়া বা ওশানিকার অন্তর্গত অস্ট্রেলিয়া, ট্যাস্ম্যানিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ব্রিটিশ নিউ গিনি প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ লইয়া গঠিত।

অস্তগিরি—প্রাচীন কবিদের কল্পিত পর্ব্বত। সূর্য্য ও চন্দ্র যখন পশ্চিমদিক্‌চক্রবাল-রেখার নীচে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করে, তখন মনে হয় যেন একটি পর্ব্বতের অন্তরালে তাহারা অন্তর্হিত হইতেছে। ঐ কল্পিত পর্ব্বতই অস্তগিরি।

অস্‌লো (Oslo)—নরওয়ের রাজধানী এবং প্রধান বন্দর। পূর্ব্বনাম ক্রিস্টিয়ানিয়া। লোকসংখ্যা ২৮৯,০০০।

অ্যাঙ্কারা (Ankara or Angora)—তুরস্কের রাজধানী। সাকারিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২২৬,৭১২।

অ্যাঙ্গোলা (Angola)—পশ্চিম আফ্রিকার পর্ত্তুগীজ অধিকারভুক্ত প্রদেশ। রাজধানী সেণ্ট্‌পল ডি লোয়েণ্ডা। আয়তন ৪৮১,৩৫৯। লোকসংখ্যা ৩,৭৩৮,০১১।

অ্যাজাক্‌সিও (Ajaccio)—কর্সিকা-দ্বীপের রাজধানী। ইহা ঐ দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। ইহা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জন্মস্থান (১৭৬৯)।

অ্যাজোর্স (Azores)—অ্যাট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পর্ত্তুগীজ অধিকারভুক্ত দ্বীপপুঞ্জ। রাজধানী অ্যাংরা। আয়তন ৯২২।

অ্যাটল—সাধারণ অংশে 'অবাল' দ্রঃ।

অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর—সাধারণ অংশে 'অতলান্তিক মহাসাগর' দ্রঃ।

অ্যাট্‌ল্যাস (Atlas)—উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিরাট্ পর্ব্বতমালা। ইহা মরোক্কো, অ্যাল্‌জিরিয়া ও টিউনিস, এই তিনটি প্রদেশের ১৫০০ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত।

অ্যান্টার্কটিকা—দক্ষিণমেরু প্রদেশ। এশিয়া মহাদেশের সমান একটি উচ্চ মালভূমি। ইহা বার মাস বরফে ঢাকা থাকে; এখানে সাধারণতঃ কোন জীববসতি নাই, তবে গ্রীষ্ম ঋতুতে দুই একটি পক্ষী ও সীল প্রভৃতি মৎস্য দেখা দেয়। দক্ষিণ-মেরু হইতে উত্তরে ২০½ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ইহার সীমা। ইহা ৭০০০—১০,০০০ ফুট উচ্চ। আগ্নেয়গিরি আছে।

অ্যান্টোয়ার্প (Antwerp)—১। বেলজিয়ামের একটি বন্দর। ইহা Scheldt নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৬৩,৩৩৩। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানী এই নগর বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। ২। বেলজিয়ামের প্রদেশ। আয়তন, ১,১০৪। লোকসংখ্যা ১,২৭৮,৪৮৮।

অ্যাণ্ডোরা (Andorra)—ফ্রান্স ও স্পেন দেশের মধ্যবর্ত্তী পিরেনিজ পর্ব্বতমালার উত্তরভাগস্থ একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন সাধারণতন্ত্র রাজ্য। আয়তন ১৯১। লোকসংখ্যা ৫২৩১।

অ্যাপলো বন্দর (Apollo Bunder)—বোম্বাই শহরের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি বন্দর।

অ্যাপেনিজ (Appennines)—ইটালী দেশের পর্ব্বতশ্রেণী। ইহার দৈর্ঘ্য ৮০০ মাইল এবং প্রস্থ ৭০ হইতে ৮০ মাইল। ইহাকে ইটালীর মেরুদণ্ড বলা হয়। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মন্টে কর্ণোর উচ্চতা ৯৫৮৫ ফুট।

অ্যাল্‌জিরিয়া (Algeria)—আফ্রিকার ফরাসী-অধিকৃত প্রদেশ। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে সাহারা, পূর্ব্বে টিউনিস ও পশ্চিমে মরোক্কো। আয়তন ৮৪৭,৫০০০। লোকসংখ্যা ৭,২৩৪,৬৮৪।

অ্যাল্‌বার্ট এড্‌ওয়ার্ড নিয়াঞ্জা (Albert Edward Nyanza)—মধ্য আফ্রিকার একটি হ্রদ। ১৮৮৯-এ স্ট্যান্‌লী কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ৫০ মাইল ও প্রস্থ ৩০ মাইল।

অ্যাল্‌বার্ট নিয়াঞ্জা (Albert Nyanza)—আফ্রিকার একটি হ্রদ। ইহার কতকাংশ উগাণ্ডা প্রদেশে ও কতকাংশ বেল্‌জিয়ান কঙ্গো প্রদেশে পড়িয়াছে। ১৮৬২-এ এই হ্রদ আবিষ্কৃত হয়। নীলনদ ইহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল এবং প্রস্থ ২০ মাইল।

অ্যাল্‌বিয়ন (Albion)—যুক্তরাষ্ট্রের মিসিগান প্রদেশের একটি শহর। লোকসংখ্যা ৮,৩৪৫।

অ্যাল্‌বেনিয়া (Albania)—বল্‌কান উপদ্বীপের রাজ্যবিশেষ। পূর্ব্বে ইহা তুরস্কের অধীনে ছিল। ১৯১৯-এ ইটালীর সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৪৬-এ সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। আয়তন ১০,৬২৯। লোকসংখ্যা ১,১৭৫,০০০। রাজধানী টিরানা।

অ্যাসোয়ান (Aswan)—মিশর দেশে নীলনদের তীরবর্ত্তী একটি শহর। এস্থানে নীলনদের বাঁধ সুপ্রসিদ্ধ। লোকসংখ্যা ২৫,৩৯৭। শীতাবাস হিসাবে এই স্থান উত্তম। ইহার নিকটে বহু প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

আ

আইরিশ ফ্রী স্টেট (Irish Free State)—'আয়ার্‌ল্যাণ্ড' দ্রঃ।

আইস্‌ল্যাণ্ড (Iceland)—অ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশে অবস্থিত একটি চিরতুষারাবৃত দ্বীপ। আয়তন প্রায় ৩৯,৭০৯। এই স্থান অতি অনুর্ব্বর ও প্রাণিশূন্য। এখানে অসংখ্য পর্ব্বত বিদ্যমান। এখানকার 'হেক্‌লা' নামক আগ্নেয়গিরি অতি ভীষণ।

আকন্‌কাগুয়া (Aconcagua)—১। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের আন্দিজ পর্ব্বতশ্রেণীর একটি আগ্নেয়পর্ব্বত। ২। চিলির একটি প্রদেশের নাম। ইহার রাজধানী স্যান ফেলিপে (San Felipe).

আকিয়াব—ব্রহ্মদেশের আরাকান প্রদেশের বন্দর ও পোতাশ্রয়। এখানকার লোকসংখ্যা ৩৮,০৯৪। এখান হইতে প্রচুর চাউল রপ্তানী হয়।

আগরতলা—পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী।

আগ্রা—যমুনানদীর তীরে উত্তর প্রদেশের শহর। পৃথিবীবিখ্যাত তাজমহল, মোতি মস্‌জিদ এবং আরও অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা এখানে বর্ত্তমান। এখানে অনেক স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি আছে। মোগল সম্রাট্ আকবর ও শাহ্‌জাহানের আমলে ইহা তাঁহাদের রাজধানী ছিল। লোকসংখ্যা ২৮৪,১৪৯।

আজভ বা আজফ (Azov)—ডন নদীর তীরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শহর ও বন্দর। লোকসংখ্যা ২৭,৫০০।

আজমীর—রাজপুতানার অন্তর্ব্বর্ত্তী আজমীর-মাড়বার প্রদেশের রাজধানী। ইহা তারাগড় নামক পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে মোগল সম্রাট্ আকবরের নির্ম্মিত একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। লোকসংখ্যা ১৪৭,২৫৮। এখানকার মেয়ো কলেজ (Mayo College), রেলওয়ে স্টেশন এবং অন্যান্য অট্টালিকা প্রধান দর্শনীয় বিষয়। 'আজমীর' নামটি সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, 'অজ' নামক একজন চৌহানবংশীয় রাজপুত রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন বলিয়া উহার নাম হইয়াছে 'আজমীর'। আবার কেহ বলেন, উহার প্রাচীন নাম ছিল 'অজয়মেরু'। সেই 'অজয়মেরু'ই নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমানে 'আজমীরে' পরিণত হইয়াছে।

আজমীর-মাড়বার—রাজপুতানার অন্তর্গত একটি প্রদেশ। রাজধানী আজমীর।

আজিমগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

আজিমগড়—উত্তর প্রদেশের একটি স্থান।

আজেরবাইজান (Azerbaijan)—১। উত্তর-পশ্চিম পারস্যের প্রদেশ। ২। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত গণতন্ত্র। আয়তন ৩৩,৪৬০। লোকসংখ্যা ৩,২০৯,৭২৭।

আটক—পাকিস্তানের পেশোয়ার ও ইসলামাবাদের মধ্যে একটি শহর। তৈলখনির জন্য প্রসিদ্ধ।

আঠারবাঁকী—খুলনা জেলার একটি নদী। ইহা মধুমতী হইতে বাহির হইয়া ভৈরব নদে মিশিয়াছে।

আড়িয়ল খাঁ—ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র নদী। ইহা মেঘনায় পড়িয়াছে।

আত্রেয়ী বা **আত্রাই**—উত্তর বঙ্গের একটি নদী। হিমালয় হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

আদোয়া—আবিসিনিয়ার মধ্যবর্ত্তী একটি ইতিহাস-বিখ্যাত স্থান। ইহা টিগ্রে নদীর তীরে অবস্থিত। ইটালী-আবিসিনিয়ার প্রধান যুদ্ধ এখানে ঘটে।

আদ্দিস-আবেবা—পূর্ব্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়া-রাজ্যের রাজধানী। লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০,০০০। এখান হইতে লোহিত সাগরের উপকূলস্থ জীবুতি বন্দর পর্য্যন্ত একটি রেলপথ গিয়াছে।

আড্রিয়াতিক সাগর—ইতালী ও বল্কান উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী ভূমধ্যসাগরের একটি শাখা। ভিনিস্, ব্রিন্দিসি প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর ইহার কূলে অবস্থিত।

আনাম—ইন্দোচীন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত

ভিয়েটনাম গণতন্ত্রের পূর্ব্ব প্রদেশ। রাজধানী হুয়ে।

আন্দামান—বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। ইহার রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার (Port Blair)। ইহা বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত। আয়তন ২,৫০৮। লোক-সংখ্যা ১৬,০০০। এখানে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। পুনর্ব্বসতির জন্য এই দ্বীপের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে।

আন্দিজ পর্ব্বতমালা—দক্ষিণ আমেরিকার পর্ব্বতমালা, পশ্চিম সীমায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে অবস্থিত। ইহা প্রায় ৪৫০০ মাইল দীর্ঘ এবং প্রায় ২০,০০০ ফুট উচ্চ। ইহার দুই একটি আগ্নেয় শিখর আছে।

আফগানিস্তান—ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি পার্ব্বত্য দেশ। এখানকার রাজধানী কাবুল। হিরাট ও কান্দাহার অপর দুইটি প্রধান নগর। আপেল, আঙ্গুর, নাসপাতি, কমলালেবু প্রভৃতি ফল এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এখানে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী বর্ত্তমান।

আফ্রিকা—পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাদেশ। ইহার উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্ব্বে ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগর। আয়তন ১১,৫,০০০০০। প্রায় সমগ্র মহাদেশটিই বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির অধিকৃত। ইহার উত্তরাংশে সাহারা নামে পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি এবং মধ্যস্থলে নিবিড় অরণ্য; কেবল দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকার কতিপয় স্থান উর্ব্বর। সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত কিলিম্যাঞ্জারো (১৯,৩২৪ ফুট)। প্রধান নদী—নীল, কঙ্গো, জ্যাম্বেসী। খনিজ পদার্থ—সোণা, হীরা, তামা। মিশর, আবিসিনিয়া ও লাইবেরিয়া স্বাধীন রাজ্য। মিশর প্রাচীন সুসভ্য দেশ। ব্যাঘ্র ব্যতীত সমস্ত শ্রেণীর বন্যজন্তু এখানকার অরণ্যে বাস করে।

আবিসিনিয়া—পূর্ব্ব আফ্রিকায় অবস্থিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ইহার প্রাচীন নাম 'ইথিওপিয়া'; রাজধানী আদ্দিস-আবেবা। আয়তন প্রায় ৩৫০,০০০। লোকসংখ্যা প্রায় ৯,০০০,০০০। আবিসিনিয়ার অধিবাসীদিগকে 'হাবসী' বলে। এখানকার সম্রাটের উপাধি 'হাইলে সেলাসী' এবং অধীন সামন্তগণের উপাধি 'রাস'। এখানকার অধিবাসিগণ খৃষ্টান ও মুসলমান। কাঁচা ও পাকা চামড়া, কফি, মোম, হাতীর দাঁত এবং মাখন এখানকার বাণিজ্যদ্রব্য। হারার ও গোণ্ডর ইহার অপর দুইটি বিখ্যাত শহর। রাস-দশন এখানকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। ১৯৩৬-৪১ ইটালীর অধিকারে ছিল।

আবু পাহাড়—রাজপুতানার অন্তর্গত আরাবল্লী পর্ব্বতমালার ৭ মাইল দক্ষিণে এই পাহাড় অবস্থিত। ইহার উচ্চতা প্রায় ৫৬৫৩ ফুট এবং উহার সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম 'গুরু শিখর'। ইহার উপরে একটি মনোরম হ্রদ আছে। জৈনদিগের পাঁচটি বিখ্যাত মন্দির এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত। শিল্পকার্য্যের জন্য ঐগুলি অতিশয় বিখ্যাত

আভা—ইরাবতী নদীর তীরে ব্রহ্মদেশের একটি শহর। পূর্ব্বে ইহা ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল।

আমতা—হাওড়া জেলায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে একটি মুন্সেফী চৌকী আছে।

আময়—চীনদেশের ফুকিয়ন নামক প্রদেশের একটি শহর। ঐ প্রদেশের ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

আমাজন (Amazon)—দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবাহিত পৃথিবীর বৃহত্তম নদী। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০০ মাইলের অধিক। আন্দিজ পর্ব্বতমালা হইতে বাহির হইয়া ইহা অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়াছে।

আমু দরিয়া—মধ্য এশিয়ার একটি নদী। ইহার অপর নাম 'অক্সাস' (তাহা দ্রঃ)।

আমেদাবাদ—'আহমদাবাদ' দ্রঃ।

আমেরিকা (America)—পশ্চিম গোলার্দ্ধ ও অন্যতম মহাদেশ। ইহার দুইটি ভাগ—উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা। ইহার আয়তন প্রায় ১৬,৭৫০,০০০ এবং লোকসংখ্যা ২১৫,০০০,০০০।

আমোদার—হুগলী জেলার একটি ক্ষুদ্র নদী। ইহা বাঁকুড়া জেলা হইতে হুগলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং গড় মান্দারণের নিকট দিয়া বহিয়া তারাজুলী খালে পড়িয়াছে।

আমস্টার্ডাম (Amsterdam)—হল্যাণ্ডের রাজধানী। এই শহরটি ৯৬টি দ্বীপ লইয়া গঠিত। শহরে প্রায় ৩০০ শত সেতু আছে। লোকসংখ্যা ৮১৩,৯৭৭।

আয়ার্ল্যাণ্ড (Ireland)—১। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত। ইহা উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ছয়টি প্রদেশ লইয়া গঠিত। আয়তন ৩২,৫৩১। লোকসংখ্যা ৪,২৩৩,৪৫২। ২। গণতন্ত্র। ইহাকে আয়ার বা আইরিশ মিত্র স্টেট্ বলে। ১৯৪৯ এপ্রিলে স্বাধীন রাজ্যরূপে গঠিত। রাজধানী ডাবলিন। আয়তন ২৬,৬০০। লোকসংখ্যা ২,৯৫৩,৪৫২।

আরব—এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড উপদ্বীপ ও দেশ। আয়তন ১,০০০,০০০। লোকসংখ্যা ৭,০০০,০০০। ইহার অধিকাংশই মরুভূমি। সৌদি আরব, ইয়েমেন, ওমন, এডেন ইত্যাদি রাজ্যে বিভক্ত। সৌদি আরব সবচেয়ে প্রধান।

আরব সাগর (Arabian Sea)—ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশ, আরব ও ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত।

আরল সাগর—এশিয়ার অন্তর্গত রুশিয়ার মধ্যবর্ত্তী একটি বৃহৎ লবণ-হ্রদ। আয়তন ২৬,১৬৬। আমু দরিয়া ও সির দরিয়া নামক দুইটি নদী ইহাতে পড়িয়াছে।

আরা—বিহার প্রদেশের অন্তর্গত একটি শহর। ইহা শাহাবাদ জেলার একটি মহকুমা এবং গাঙ্গ-শোন খালের মোহানায় অবস্থিত।

আরাকান—ব্রহ্মদেশের একটি বিভাগ। এই স্থানের অধিবাসীদিগকে সাধারণতঃ 'মগ' বলে। অধিকাংশ মগই বৌদ্ধ। আরাকান বিভাগে চারিটি জেলা আছে—(১) আকিয়াব, (২) উত্তর আরাকান পার্ব্বত্য প্রদেশ, (৩) স্যাণ্ডোওয়ে এবং (৪) কায়কপিউ।

আরাবল্লী—রাজপুতানার একটি পর্ব্বত-মালা। ইহা রাজপুতানার উত্তরাংশে উত্তর-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। ইহার উচ্চতা প্রায় ২০০০ ফুট। ইহা সমগ্র রাজপুতানাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

আরামবাগ—হুগলী জেলার একটি মহকুমা ও শহর।

আরারাট—১। আর্মেনিয়ার পর্ব্বত। বাইবেলে বর্ণিত নোয়ার জাহাজ এই স্থানেই অবস্থান করে বলিয়া কথিত। ২। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের একটি শহর।

আর্কট—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটি শহর। মাদ্রাজ হইতে প্রায় ৬৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আর্কটের যুদ্ধের জন্য (১৭৫১) ইহা ভারত ইতিহাসে বিখ্যাত (চরিতাবলীতে 'ক্লাইব' ও 'চাঁদ' দ্রঃ)।

আর্কটিকা (Arctica)—'উত্তর মেরু' দ্রঃ।

আর্কেডিয়া (Arcadia)—গ্রীসের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন পিলোপনিসাস (বর্ত্তমান—মোরিয়া) প্রদেশের একটি জেলার নাম। রাজধানী ট্রিপলিস। লোকসংখ্যা ১৭৩,৯৭৪। কথিত আছে, প্রাচীনকালে ইহার অধিবাসীরা যার পর নাই সরল ও সাদাসিধা ছিল। এই কারণে প্রাচীনকালের ন্যায় সরলতাপূর্ণ কোন আদর্শ দেশ বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আর্গস—গ্রীসের অন্তর্গত প্রাচীন শহর বিশেষ।

আর্জেন্টিনা (Argentina)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ। ইহা একটি রিপাব্লিক বা গণতন্ত্র। আয়তন ১,১৫৩,১১৯। লোকসংখ্যা ১৬,১০৪,৯২৯। এখানকার রাজধানী বুয়েনস এরিস (Buenos Ayres).

আর্থার (Arthur)—মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণস্থ একটি বিখ্যাত বন্দর; কোরিয়া উপসাগরের

তীরে অবস্থিত। চীন ও রাশিয়ার যুক্ত নৌঘাঁটি। ১৯৫০-এর চীন-সোবিয়েৎ চুক্তি অনুসারে ইহা ১৯৫২-এ চীনাদের পূর্ণ অধিকারে আসে। লোকসংখ্যা ১৪২,১৮৪।

আর্মেনিয়া—পশ্চিম এসিয়ার একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশ। ইহা এসিয়া মাইনর ও ককেসাস পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী এবং কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত গণতন্ত্র।

আর্য্যাবর্ত্ত—হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত ভূভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া সমগ্র উত্তর-ভারতে আপনাদের অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম হইয়াছে 'আর্য্যাবর্ত্ত'। আর্য্যাবর্ত্ত অতি সরস ও উর্ব্বর। হিমালয় ও মানস সরোবর হইতে অসংখ্য নদনদী বাহির হইয়া ইহাকে সিক্ত করিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ভূভাগ ভারতীয় সভ্যতার লীলাভূমি।

আর্লিংটন (Arlington)—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া প্রদেশের একটি বড় শহর। এখানে আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবে নিহত ১৬,০০০ সৈন্যের কবর আছে।

আলমোড়া—হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটি শহর। ইহা ৫২০০ ফুট উচ্চ স্থানে অবস্থিত। ইহা নৈনীতাল হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত।

আলাবামা (Alabama)—যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য। ইহা একটি বিশিষ্ট বন্দর। তূলা, চিনি ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের ইহা একটি কেন্দ্রস্থল। আয়তন ৫১,৯৯৮। ইহার রাজধানী মণ্ট্‌গোমারি।

আলাস্কা (Alaska)—উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমাংশে স্থিত একটি প্রদেশ। ইহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। পূর্ব্বে ইহা রুশিয়ার রাজ্য ছিল, কিন্তু ১৮৬৭-এ যুক্তরাষ্ট্র উহা রুশিয়ার নিকট হইতে কিনিয়া লয়। আয়তন ৫৯০,৮৮৪। লোকসংখ্যা ৭২,৫২৪। প্রধান শহর জুনিয়া।

আলিওয়াল—১। পঞ্জাবের একটি শহর। এই স্থলে ১৮৪৬-এ শিখদের সহিত ইংরাজদের একটি যুদ্ধ হয়। ২। দক্ষিণ আলিওয়াল ও উত্তর আলিওয়াল নামে দক্ষিণ আফ্রিকায় দুইটি শহর আছে।

আলিগড়—উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত শহর। ইহা শিল্প-বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রস্থান। এখানে স্যার সৈয়দ আহম্মদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

আলিপুর—পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার সদর শহর ও মহকুমা। ২৪ পরগণা জেলার সদর হইলেও ইহা শাসনকার্য্যের জন্য কলিকাতার অন্তর্গত।

আলিপুর দুয়ার্‌স্—জলপাইগুড়ি জেলার একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া—মিশরের অন্তর্গত একটি প্রাচীন শহর এবং উহার প্রধান বন্দর। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২২ অব্দে মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার এই নগর স্থাপন করেন। লোকসংখ্যা ৯২৫,০৮১। ইহা নীল নদের (Blue Nile) তীরে অবস্থিত।

আলেপ্পো (Aleppo)—উত্তর সিরিয়ার একটি শহর। ইহা দেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

আলেয়ার খাঁ—দিনাজপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

আলোয়ার—রাজস্থানের অন্তর্গত রাজ্য। পূর্ব্বে ইহা মৎস্য ইউনিয়নের অন্তর্গত ছিল (১৮ই মার্চ, ১৯৪৮), পরে ১৫ই মে, ১৯৪৯-এ ইহা রাজস্থানভুক্ত হয়। আলোয়ার জেলার লোকসংখ্যা ৮৬১,৯৯৩। আলোয়ার শহরের লোকসংখ্যা ৫৭,৮৬৮।

আল্‌জিয়ার্স (Algiers)—অ্যালজিরিয়ার রাজধানী ও শ্রেষ্ঠ বন্দর। একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। লোকসংখ্যা ৩৬০,৭০০।

আল্‌তাই—এসিয়াটিক রুশিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলের একটি পর্ব্বত। ইহা সাইবেরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত এবং প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ মাইল এবং উচ্চতা প্রায় ১২,৭৯৯ ফুট।

আল্‌প্‌স্ (Alps)—ইটালীর উত্তরে অবস্থিত ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতমালা। ইহার উচ্চতা প্রায় ১৫,৭৮৪ ফুট। ইহা জেনোয়া উপসাগর হইতে ভিয়েনা পর্য্যন্ত প্রায় ৬০০ মাইল লম্বা এবং টাইরল অঞ্চলে ইহা প্রায় ১৩০ মাইল চওড়া। Mont Blanc, Mont Rosa এবং Mont Cervin নামে ইহার তিনটি প্রধান শিখর আছে।

আল্‌বেনিয়া (Albania)—যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের মধ্যে অবস্থিত আড্রিয়াতিক সাগরের তীরবর্ত্তী একটি স্বাধীন রাজ্য। (১৯৪৬) আয়তন ১০,৬২৯। লোকসংখ্যা ১,১৭,৫০০। রাজধানী টিরানা।

আল্‌মা (Alma)—পূর্ব্ব ইউরোপের ক্রিমিয়া নামক স্থানের একটি নদী।

আল্‌স্টার (Ulster)—উত্তর আয়ার্‌ল্যাণ্ডের প্রদেশবিশেষ। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত।

আসাই—হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ঔরঙ্গাবাদের নিকটবর্ত্তী একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে ১৮০৩-এ ইংরাজ সেনাপতি সার আর্থার ওয়েলেস্‌লির (পরে ডিউক অভ ওয়েলিংটন) সহিত মারাঠাদের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। মারাঠাদের সহিত ফরাসীরাও যোগ দিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মিলিত বাহিনীও ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হয়।

আসানসোল—বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংসন ষ্টেশন। এখানে বহু কয়লার খনি আছে।

আসাম—ভারতের উত্তর-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত প্রদেশ। ইহার রাজধানী শিলং। বাঙ্গালা ও আসামী এই দুইটি ভাষা এদেশে প্রচলিত। ইহা একজন গভর্ণরের শাসনাধীন। পূর্ব্বে 'আহম্' নামক জাতির বাসস্থান ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'আসাম'। আসামের অন্য বিখ্যাত স্থান কামরূপের প্রাচীন নাম ছিল 'প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর'; মহাভারতেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। কমলালেবু, চা এবং সাল, সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ এখানকার বাণিজ্যদ্রব্য। আসামের বন হইতে বন্য হস্তী ধরা হয়। কাছাড়, খাসি ও জয়ন্তিয়া, নাগা, লুসাই, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরাং, নওগাঁ, শিবসাগর, লখিমপুর, গারো, সাদিয়া সীমান্ত ইহার জেলা।

আসিরিয়া—প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য। ইহা পশ্চিম এসিয়ায় বর্ত্তমান ছিল এবং খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর (৭১১) প্রথমভাগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আসিরিয়ার প্রকৃত ভৌগোলিক সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন। সম্ভবতঃ ব্যাবিলনিয়া, বাগদাদ, মেসোপটেমিয়া এবং কুর্দ্দিস্তান লইয়া এই সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রাচীন রাজধানী ছিল নিনেভে (Nineveh). এই সাম্রাজ্য দুইটি নদীর দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল; এই দুইটি নদী—গ্রেটার জ্যাব (Greater Zab) ও লেসার জ্যাব (Lesser Zab). নদী দুইটি জ্যাগ্রোস (Zagros) পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়াছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যজাতিগণের মধ্যে আসিরীয়গণ অন্যতম। ইহারা যন্ত্রনির্ম্মাণে দক্ষ, স্থাপত্যে অতিশয় পারদর্শী এবং একাধারে বীর ও নিষ্ঠুর ছিল। এই সাম্রাজ্য প্রায় ১২৮০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। নিমরোড নামক এক ব্যক্তি ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য হইতে কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া এই সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। ইহার শেষ রাজা সেনাচেরিব (Sennacherib) খৃষ্টপূর্ব্ব ৭১১ অব্দে মিডীয়দিগের হস্তে নিহত হইলে এই সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আহমদনগর—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত একটি ইতিহাস-বিখ্যাত স্থান। মুসলমান আমলে ইহা নিজামশাহী-বংশের রাজাদের রাজধানী ছিল।

আহমদাবাদ—গুজরাটের জেলা ও শহর। কাপড়ের কলের জন্য প্রসিদ্ধ। শহরের লোকসংখ্যা ৫৯১,২৬৭।

ই

ইউনাইটেড কিংডম (United Kingdom)—ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ একত্রে এই নামে অভিহিত হয়।

ইউফ্রেটিজ (Euphrates)—দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়ার বৃহত্তম নদী। ইহা আর্মেনিয়ার উপত্যকা হইতে বাহির হইয়া, ইরাকের মধ্য দিয়া বহিয়া, পারস্য-উপসাগরে পড়িতেছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭৮০ মাইল। ইহার প্রাচীন নাম 'ফোরাত'। এই ফোরাতের উপকূলেই কারবালা-প্রান্তরে হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র এমাম হোসেন এজিদের সৈন্যগণহস্তে সদলে নিহত হইয়াছিলেন। তাইগ্রিস নদীর সহিত মিলিত হইবার পর ইহার নাম হইয়াছে 'শাত্‌-ইল-আরব'।

ইউরোপ (Europe)—অন্যতম মহাদেশ। ইহার উত্তরে উত্তর-মহাসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর এবং পূর্ব্বে উরাল পর্ব্বত ও উরাল নদী। আয়তন ৩,৯০০,০০০।

ইংরেজ বাজার—মালদহ জেলার প্রধান নগর। ইহা মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত।

ইংলণ্ড (England)—ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিম-প্রান্তস্থ গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ। ওয়েল্‌স্‌ সমেত আয়তন ৫০৮৭৫। লোকসংখ্যা ৪২,৯৩৯,০০০। রাজধানী লণ্ডন। অন্যান্য প্রধান নগর—লিভারপুল, ম্যাঞ্চেষ্টার, অক্সফোর্ড প্রভৃতি। এখানকার অধিবাসী ইংরাজ।

ইংলিশ চ্যানেল (English Channel)—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী সাগরাংশ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ মাইল এবং বিস্তার প্রায় ১৫৫ মাইল।

ইকোয়াডর (Ecuador)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি সাধারণতন্ত্র। ইহার আয়তন ১৭৫,৮৫৫। লোকসংখ্যা ৩,২০০,০০০।

ইচ্ছামতী—চব্বিশ পরগণার একটি নদী। নদীয়া ও যশোহর জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কালিন্দী নাম ধারণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

ইছাপুর—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি স্থান। এই স্থানে ভারত গভর্ণমেণ্টের গোলাবারুদের বৃহৎ কারখানা আছে।

ইছামতী—ঢাকা জেলার একটি নদী। ধলেশ্বরী ও পদ্মার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

ইঞ্চ্‌কেপ রক (Inchcape Rock)—স্কটলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত সমুদ্রমধ্যস্থ পর্ব্বত ও লাইট্‌হাউস। ইহার অপর নাম Bell Rock.

ইটালী (Italy)—দক্ষিণ ইউরোপের একটি রাজ্য। আয়তন ১১৬,২২৮। লোকসংখ্যা ৪৬,৪২৪,০০০। রাজধানী রোম। সিসিলি, সার্ডিনিয়া, এলবা ও আর ৭০টি দ্বীপ ইটালীর অন্তর্গত। ১৯৪৭-এ ইহা গণতন্ত্র (Democratic Republic founded on Labour) বলিয়া ঘোষিত হয়। পার্লামেণ্ট কর্তৃক রাষ্ট্রপতি ৭ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন।

ইডেন গার্ডেন (Eden Gardens)—কলিকাতার লাটভবনের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি বৃহৎ সুশোভিত উদ্যান।

ইণ্ডিয়ানা (Indiana)—ইউনাইটেড স্টেট্‌সের মধ্যভাগে মিচিগান হ্রদের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। রাজধানী ইণ্ডিয়ানাপোলিস। অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। আয়তন ৩৬,২০৫। লোকসংখ্যা ৩,৪২৭,৭৯৬।

ইণ্ডিয়ানাপোলিস (Indianapolis)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ইণ্ডিয়ানা রাষ্ট্রের রাজধানী ও সর্ব্বপ্রধান শহর। ইহা অনেকগুলি রেলপথের প্রধান কেন্দ্র এবং বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ তিন লক্ষ।

ইথাকা (Ithaca)—গ্রীসের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। ইহার আয়তন প্রায় ৩৭।

ইথিওপিয়া—'আবিসিনিয়া' দ্রঃ।

ইন্দোচীন—এসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস—এই কয়টি রাষ্ট্র দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র। আয়তন ২৮৬,০০০। লোকসংখ্যা ২৬,৬৪৩,০০০।

ইন্দোর—মধ্য-ভারতের অন্তর্গত অন্যতম রাজ্য। ইহার রাজধানীর নামও ইন্দোর। এখানকার রাজার উপাধি 'হোলকার'। তিনি জাতিতে মারহাট্টা। আয়তন ৯,৯৩৪। ইহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।

ইন্দ্রপ্রস্থ—আধুনিক দিল্লী শহরের নিকটবর্ত্তী একটি পুরাণখ্যাত স্থান। কথিত আছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির এইখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, পুরাকালে এই স্থান খাণ্ডবারণ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এখনও এই স্থানে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইন্দ্রবতী নদী—দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীর একটি উপনদী। ইহা নীলগিরি হইতে বাহির হইয়া গোদাবরীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

ইম্ফাল—আসাম প্রদেশের অন্তর্গত মণিপুর রাজ্যের রাজধানী। লোকসংখ্যা ৮০,০০০। এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

ইয়র্ক (York)—গ্রেট ব্রিটেনের ইয়র্কশায়ার প্রদেশস্থ একটি নগর। ব্রিটেনে যখন রোমের প্রাধান্য ছিল, তখন এই স্থান তাহাদের প্রধান উপনিবেশ ছিল। ৬২৫ পর্য্যন্ত এইস্থানে একজন আর্চ্‌বিশপ নিযুক্ত থাকিতেন। ইয়র্কে এখনও রোমক সভ্যতা এবং সমৃদ্ধির নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

ইয়র্কশায়ার (Yorkshire)—ইংলণ্ডের উত্তরভাগে অবস্থিত একটি জেলা। ইংলণ্ডের জেলাগুলির মধ্যে ইহাই সর্ব্ববৃহৎ; পরিমাণফল ৬০৮১।

ইয়াং-সিকিয়াং—চীনদেশের দীর্ঘতম এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নদী। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০০ মাইল। ইহা তিব্বত হইতে বাহির হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িতেছে।

ইয়েমেন (Yemen)—দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের উপকূলে অবস্থিত দেশ। এই স্থানের শাসনকর্তার উপাধি 'ইমাম'। রাজধানী সানা।

ইরাক—এসিয়ার রাজ্য। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া। আয়তন ১১৬,৬০০। লোকসংখ্যা ৪,৭৯৯,৫০০। রাজধানী বাগদাদ। নিনেভে ও বাবিলন প্রাচীন শহর।

ইরান—পারস্যের নামান্তর 'ইরান'। আয়তন ৬২৮,০০০। লোকসংখ্যা ১৩,০০০,০০০।

ইরাবতী—ব্রহ্মদেশের বৃহত্তম নদী। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল। ইহা পাতকোই অঞ্চলের উত্তরস্থিত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার মোহনায় বেসিন ও রেঙ্গুণ অবস্থিত।

ইর্খুটস্ক (বা আর্কুটস্ক)—পূর্ব্ব সাইবেরিয়ার একটি বিখ্যাত নগর। ইহা আঙ্গারা নদীর তটে অবস্থিত একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। লোকসংখ্যা ২৪৩,৩৮০।

ইলামবাজার—বীরভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে লাক্ষার কারখানা আছে।

ইলিচপুর—মধ্যভারতের একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। আলাউদ্দীন প্রথমবার দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়া এই স্থানটি অধিকার করেন। বেরারের সৈন্যনিবাস।

ইলিনয়েস (Illinois)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাষ্ট্র। আয়তন

৫৫,৯৪৭। লোকসংখ্যা ৭,৪৯৭,২৪১। রাজধানী স্প্রিংফিল্ড।

ইলোরা—হায়দরাবাদের নিজামের রাজ্যভুক্ত একটি প্রদেশ। ইহা দৌলতাবাদ ও আওরঙ্গাবাদের নিকটবর্ত্তী। ইহার এক ক্রোশ দূরে কতিপয় বিখ্যাত গুহামন্দির বর্ত্তমান। ঐ সকল গুহামন্দিরে অতি মনোরম দেবমূর্ত্তি সকল ক্ষোদিত আছে। ইহার গুহাগুলি বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন এই তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। জৈন পর্য্যায়কে 'ইন্দ্রসভা' বলে। এখানে একটি বৃহৎ জিনমূর্ত্তি আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, গুজরাটের অধিপতি দ্বিতীয় কর্ণদেবের রাজ্য সুলতান আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক বিজিত হইলে তাঁহার কন্যা দেবলাদেবী এই গুহায় কিছুকাল আত্মগোপন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ধৃত হইয়া দিল্লীতে নীত ও আলাউদ্দীনের পুত্রবধূরূপে গৃহীত হন।

ইস্তান্বুল (Istanbul)—তুরস্কের বিখ্যাত শহর এবং সামুদ্রিক বন্দর বিশেষ। পূর্ব্বে ইহা কন্স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্ নামে এই প্রদেশের রাজধানী ছিল। মর্ম্মর সাগর এবং বস্‌ফরাস প্রণালী ইহার সীমায় অবস্থিত। 'গোল্ডেন হর্ন'-নামক সাগরশাখা ইহার অনুবর্ত্তী হওয়ায় পোতাশ্রয়ের সুবিধা হইয়াছে এবং শহরটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তরাংশ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং দক্ষিণাংশ বৈদেশিকদিগের উপনিবেশ। লোকসংখ্যা ৮৪৫,৩১৬।

ইস্পাহান—পারস্যের একটি প্রদেশ। রাজধানী ইস্পাহান পারস্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। লোকসংখ্যা ২০৫,০০০।

ইস্লামপুর—ময়মনসিংহ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। কাঁসা ও পিতলের বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ।

ইস্‌লিংটন (Islington)—লণ্ডনের উত্তর উপকণ্ঠস্থিত নগর। লোকসংখ্যা ২৩৯,৬০০। শিল্পপ্রধান এবং বসতিস্থান।

ঈ

ঈজিয়ান সাগর (Aegean Sea)—গ্রীস্ ও এসিয়া মাইনরের মধ্যে বিদ্যমান ভূমধ্যসাগরের একটি শাখা। ইহার মধ্যস্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্বীপগুলিকে গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জ বলে।

ঈরাই হ্রদ (Lake Erie)—উত্তর আমেরিকার একটি সুবৃহৎ হ্রদ। ইহার আয়তন প্রায় ৯৬০০।

ঈরাম—গোলাপের জন্য প্রসিদ্ধ পারস্যের প্রাচীন শহর। ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঈশ্বরদি—পাবনা জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ রেল জংসন-স্টেশন।

ঈশ্বরীপুর—খুলনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। এখানে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে।

ঈস্ট ইণ্ডিজ (East Indies)—'পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ' দ্রঃ।

উ

উইণ্ডসর (Windsor)—ইংল্যাণ্ডের বার্কশায়ারের একটি শহর, টেম্‌স্ নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে একটি বিখ্যাত রাজকীয় দুর্গ, সেন্ট জর্জ্জের গীর্জ্জা, রাজকীয় স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি রহিয়াছে।

উইনিপেগ (Winnipeg)—১। উত্তর আমেরিকার মনিটোবা প্রদেশের রাজধানী; অতি বৃহৎ বাণিজ্যস্থান। ২। আমেরিকার উইনিপেগ শহরের চল্লিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি হ্রদ। ইহা ২৬০ মাইল দীর্ঘ এবং ইহার ন্যূনতম এবং বৃহত্তম বিস্তার যথাক্রমে ২৫ ও ৬০ মাইল।

উক্রেন, ইউক্রেন (Ukraine)—সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্গত গণতন্ত্র, উহার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি ভূভাগ। ইহার দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর। এই দেশটি রুশিয়ার অন্তর্গত হইলেও স্বাধীন। এই দেশটি অতিশয় উর্ব্বর এবং এখানে বিবিধ শস্য অতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং এখানে অনেক কয়লার খনি আছে। আয়তন ২২৫,০০০। লোকসংখ্যা ৩৮,৫০০,০০০। রাজধানী কিয়েভ।

উগাণ্ডা—আফ্রিকার অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া হ্রদের পশ্চিম-পারস্থ একটি রাজ্য। ইহা ইংরাজদের আশ্রিত। এই স্থানটি অতিশয় উর্ব্বর হইলেও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এখানে একজাতীয় মক্ষিকার দংশনে মনুষ্য ও গবাদি পশুর নিদ্রাকুশতা (Sleeping sickness) নামক ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলা জন্মিয়া থাকে। তুলা, পাকা ও কাঁচা চামড়া, কাফি, হাতীর দাঁত, ঘি প্রভৃতি এখানকার রপ্তানী দ্রব্য।

উজানি—বর্দ্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ নগর। ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্তের জন্মস্থান ও বাসস্থান। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)।

উজীরপুর—বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানকার লোহার ছুরি, কাঁচি এবং তাঁতের কাপড় প্রসিদ্ধ।

উজ্জয়িনী—'অবন্তী' দ্রঃ।

উড়িষ্যা—বঙ্গদেশ ও মাদ্রাজের মধ্যবর্ত্তী একটি প্রদেশ। পূর্ব্বে ইহা বিহার-উড়িষ্যা সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ইহা একটি পৃথক্ প্রদেশ হইয়াছে। ইহার রাজধানী ছিল কটক। নূতন রাজধানী ভুবনেশ্বর। ইহার সঙ্গে ১৪টি করদ রাজ্য ১৯৪৮-এর মধ্যে যুক্ত হয়। আয়তন ৫৯,৮৬৯। লোকসংখ্যা ১৪,৬৪৪,২৯৩। এই প্রদেশের অন্তর্গত পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বর মন্দির ও কোনারকের সূর্য্যমন্দির সবিশেষ বিখ্যাত।

উতকামণ্ড—মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত নীলগিরি পর্ব্বতের উপরে একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান এবং মাদ্রাজের গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস।

উৎকল—প্রাচীন কলিঙ্গের দক্ষিণাংশ। উৎকলিঙ্গ হইতে উৎকল হইয়াছে।

উত্তমাশা অন্তরীপ—আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত অন্তরীপ। পর্ত্তুগীজ নাবিক বার্থোলোমিউ ডিয়াজ আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া এই অন্তরীপে উপস্থিত হইলে প্রবল ঝটিকায় আক্রান্ত হন। এই কারণে তিনি ইহার নাম ঝটিকা অন্তরীপ রাখিয়া চলিয়া যান। কিন্তু পোর্ত্তুগালের রাজা উহার নাম রাখেন 'উত্তমাশা' অন্তরীপ (Cape of Good Hope); কারণ ঐ পথে গিয়াই প্রথমে ভারতে আসিবার পথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে কেবল অন্তরীপটিই ঐ নামে অভিহিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের অধীন দক্ষিণ প্রদেশই এই নামে অভিহিত হয়। ইহার রাজধানী কেপ্ টাউন।

উত্তর কুরু—মধ্য এসিয়া। অনেকের মতে সাইবিরিয়া কুরুবর্ষ।

উত্তর কোশল—প্রাচীন প্রসিদ্ধ জনপদ, বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরাংশই ঐ নামে খ্যাত ছিল।

উত্তরমেরু—'সুমেরু' দ্রঃ।

উত্তরাপথ—'আর্য্যাবর্ত্ত' দ্রঃ।

উদয়গিরি—১। পুরাণমতে এই পর্ব্বত পৃথিবীর পূর্ব্ব সীমা বা প্রথম পূর্ব্বদ্বার। ২। উড়িষ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত একটি পর্ব্বত। ইহার 'বাঘগুহা' বা 'Bagh Cave-temple' অতি প্রসিদ্ধ ('বাঘগুহা' দ্রঃ)।

উদয়নালা, উধুয়ানালা—মুর্শিদাবাদ হইতে ১২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নগর বিশেষ। এই স্থানে ১৭৬৩-এ বাঙ্গালার নবাব মীরকাসিম ইংরাজদের হস্তে পরাস্ত হন।

উদয়পুর—১। রাজস্থানের অন্তর্গত মেবার রাজ্যের রাজধানী। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৫৯,৬৪৮। ইহা একটি দ্বীপের উপর প্রতিষ্ঠিত

এবং চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। মোগল সম্রাট্ আকবর মেবারের পুরাতন রাজধানী চিতোর আক্রমণ করিলে চিতোরের রাণা উদয়সিংহ দুর্গরক্ষার ভার সেনাপতি জয়মল্লের উপর দিয়া নিজে উদয়পুরে গিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ২। রাজস্থানের অন্তর্গত রাষ্ট্র। আয়তন ১৩,১৭০। লোকসংখ্যা ১,১২৬,৬১৮।

উদ্দণ্ডপুর—আধুনিক বিহার।

উরল নদী—উরল পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া কাস্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে। ইহা প্রায় ১০০০ মাইল দীর্ঘ।

উরল পর্ব্বত—এসিয়া ও ইউরোপের সীমায় অবস্থিত একটি পর্ব্বতশ্রেণী। ইহা ২০৫০ মাইল দীর্ঘ এবং প্রায় ৫২৮৬ ফুট উচ্চ।

উরুগুয়ে (Uruguay)—দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনার মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাষ্ট্র। আয়তন ৭২,১৫১। লোকসংখ্যা প্রায় ২,৩৫৩,০০০। রাজধানী মন্টেভেডিও।

উরুবিল্ব—গয়ার নিকটবর্ত্তী একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। বুদ্ধগয়া। এখানে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

উর্স্টার (Worcester)—ইংলণ্ডের অন্তর্গত ওয়ারউইক্‌শায়ারের নিকটবর্ত্তী একটি স্থান।

উলা—বীরনগর, কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' প্রণেতা কবি দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

উলার—কাশ্মীরের একটি দীর্ঘ হ্রদ, দেশের অনেকগুলি খালের সহিত যুক্ত। ইহাতে বহু নৌকা চলাচল করে। ইহার চতুপার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

উল্‌উইচ (Woolwich)—লণ্ডনের দশ মাইল দূরে টেম্‌স্ নদীর তীরবর্ত্তী একটি শহর। এখানে ইংলণ্ডের বৃহত্তম অস্ত্রশালা আছে।

উলুবেড়িয়া—হাওড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান; ধান ও মাছের জন্য বিখ্যাত।

ঋ

ঋক্ষ—পর্ব্বতবিশেষ। ইহার মধ্য দিয়া নর্ম্মদা প্রবাহিত।

ঋষভ—হিমালয়ের শৃঙ্গবিশেষ।

ঋষ্যমূক—দক্ষিণ ভারতের রামায়ণোক্ত পর্ব্বতবিশেষ। কাহারও কাহারও মতে নীলগিরি ও পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের মধ্যে ইহা অবস্থিত ছিল; অপর কাহারও মতে আধুনিক পশ্চিমঘাট পর্ব্বতই পুরাণোক্ত ঋষ্যমূক পর্ব্বত। এই পর্ব্বত হইতে কাবেরী ও গোদাবরীর উৎপত্তি হইয়াছে।

এ

একচক্রা—১। মহাভারতোক্ত গ্রাম। বর্ত্তমান আরা নগর। ২। বীরভূম জেলার অন্তর্গত গ্রাম। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বাসস্থান।

এগার সিন্দুর—ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ঈশা খাঁর দুর্গ ছিল।

এট্‌না (Etna)—১। একটি প্রসিদ্ধ আগ্নেয় পর্ব্বত; সিসিলী (Sicily) দ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। ২। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পেন্‌সিলভ্যানিয়া (Pennsylvania) প্রদেশের একটি শহরের নামও এট্‌না।

এডিন্‌বরা (Edinburgh)—স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজধানী। আয়তন প্রায় ৩৬২। লোকসংখ্যা প্রায় ৪৮৮,৩৩১। এখানে একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র।

এডেন (Aden)—আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তস্থ একটি ইংরাজাধিকৃত বন্দর। জাহাজসকল এখান হইতে কয়লা লইয়া থাকে। এই নামে আরবসাগরে একটি উপসাগর আছে।

এথেন্স (Athens)—গ্রীসের রাজধানী; ইহা প্রাচীনকালের একটি সুবিখ্যাত শহর। ইহা গ্রীকদর্শন ও কলাবিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল।

এনিসি—চীন দেশের একটী নদী; দৈর্ঘ্য ৩২০০ মাইল।

এবার্ডিন (Aberdeen)—১। স্কট্‌ল্যাণ্ডের উত্তরস্থ একটি কাউন্টি ও শহর। শহরটি উত্তর স্কট্‌ল্যাণ্ডের প্রধান বন্দর এবং 'স্ফটিক শিলার শহর' (the granite city) বলিয়া খ্যাত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ২। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন প্রদেশের একটি শহরের নাম।

এভারেস্ট (Everest)—হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখর এবং পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার সরকার-সমর্থিত উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। বেসরকারী উচ্চতা ২৯,১৪১ ফুট। ইহা সর্ব্বদা বরফে ঢাকা থাকে। রাধানাথ শিকদার নামক এক বাঙ্গালী ইহার আবিষ্কার ও উচ্চতা পরিমাপ করেন; তিনি সার্ভেয়র জেনারেলের আফিসে চাকুরী করিতেন, তখন তাহার সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন সার জর্জ্জ এভারেস্ট। তাঁহার নাম অনুসারে এই পর্ব্বতশৃঙ্গের নাম রাখা হয়—'এভারেস্ট'। ১৯৫৩-এর ২৯শে মে শেরপা তেনজিং এই শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

এরিত্রিয়া (Eretrea)—লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত পূর্ব্ব আফ্রিকার একটি ভূভাগ। ইহার আয়তন প্রায় ৪৫,৮০০। লোকসংখ্যা প্রায় ৪০৫,৬৮০।

এলাহাবাদ—গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশের রাজধানী। ইহার পুরাতন নাম 'আল্লাহ্‌বাদ' এবং হিন্দু নাম 'প্রয়াগ'। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ২৬০,৬০০। প্রয়াগ প্রায় ৩০০০ বৎসরের প্রাচীন শহর।

এলিচপুর—দময়ন্তীর পিতৃরাজ্য বিদর্ভের প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান বেরার।

এলিফ্যান্টা (Elephanta)—বোম্বাই শহরের নিকটবর্ত্তী একটি দ্বীপ। ইহার প্রবেশদ্বারে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তিমূর্ত্তি ছিল বলিয়া ইহার নাম 'হস্তিদ্বীপ' বা Elephanta Island. ইহার গুহাগুলি বিরাটকায় ও প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন।

এল্‌ব্‌ (Elbe)—জার্ম্মানীর প্রধান নদী। ইহা উত্তর সমুদ্রে (North Sea) পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৭২৫ মাইল।

এল্‌বা (Elba)—ইটালীর টাস্কানি প্রদেশের উপকূলভাগের নিকটবর্ত্তী একটি দ্বীপ। ইহার প্রধান নগর পোর্টো ফেরাজো। কয়েকটি প্রসিদ্ধ জেলখানা এখানে আছে। ১৮১৪—১৮১৫-এ নেপোলিয়ন এই দ্বীপে বাস করিয়াছিলেন।

এল্‌বুর্জ—উত্তর পারস্যের পর্ব্বতপুঞ্জ। এই পর্ব্বতমালা কাস্পিয়ান সাগরকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ডেমাভেণ্ড ২১ হাজার ফুট উচ্চ।

এসিয়া—পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। ইহার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর, উরল পর্ব্বত ও উরল নদী। ইহার আয়তন প্রায় ১৬,৫০০,০০০। আয়তনে ইহা সমগ্র ইউরোপের প্রায় ৫ গুণ। লোকসংখ্যা ১১,৫৫০ লক্ষ (একশ পনের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ)। ইহা ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, চীন, জাপান, তুরস্ক, রুশিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, শ্যাম, ইন্দোচীন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে বিভক্ত।

এসিয়া মাইনর—এসিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহা এসিয়াটিক তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত। প্রধান শহর ইজ্‌মির। প্রধান বন্দর লেভান্ট।

এস্থোনিয়া (Esthonia)—ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের তীরবর্ত্তী একটি স্বাধীন দেশ ছিল।

ইহা বর্ত্তমানে সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত গণতন্ত্র। রাজধানী তালিন। আয়তন ১৭,৬১০। লোকসংখ্যা ১,১২০,০০০।

ও

ওকা নদী (The Oka)—রুশিয়ার ভল্গা নদীর একটি উপনদী। ইহা নিজনি নভোগোরোডে ভলগার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ওখট্স্ক (Okhotsk)—১। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত একটি উপসাগর। ইহার তিন দিকে সাইবেরিয়া, কাম্চাটকা, কুরিল দ্বীপপুঞ্জ, ইয়েসো ও সাখালিয়েন দ্বীপ রহিয়াছে। ২। উক্ত সাগরের তীরবর্ত্তী একটি শহর। উহা সাইবেরিয়ার মধ্যে অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৯,৭৫০।

ওডেসা (Odessa)—রুশিয়ার অন্তর্গত উক্রেন নামক রাজ্যের বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর। এখান হইতে প্রচুর শস্য রপ্তানি হয়। জনসংখ্যা ৭৩১,০৪০।

ওড্র—উৎকল। উড়িষ্যা।

ওদন্তপুর—মুঙ্গেরের নিকটে গ্রাম। ইহা রাজা গোপালের রাজধানী ছিল।

ওনেগা (Onega)—ইউরোপীয় রুশিয়ার একটি হ্রদ; রুশিয়ার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ওনেগা নদী এই হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া শ্বেত সাগরে (White Sea) পড়িয়াছে।

ওপর্টো (Oporto)—পোর্তুগালের একটি বন্দর। Duoro নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা পোর্তুগালের দ্বিতীয় রাজধানী। লোকসংখ্যা ২৬২,৩০৯। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান।

ওব বা ওবি নদী (The Ob or Obi)—উত্তর রুশিয়ার একটি নদী। আল্টাই পর্ব্বতমালা হইতে বাহির হইয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬০০ মাইল। এই নদীটির একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার মুখে জল জমিয়া প্রায়ই বরফ হইয়া থাকে। তাহার ফলে, যে জলরাশি ইহার সাহায্যে বাহির হইবার চেষ্টা করে, তাহা মুখের কাছে বাধা পাইয়া পুনরায় দেশমধ্যে ফিরিয়া আসে এবং অনেক সময় প্লাবন ঘটায়।

ওমস্ক (Omsk)—পশ্চিম সাইবেরিয়ার ইর্তিশ নদীর তীরবর্ত্তী একটি শহর। জারের আমলে স্টেপ (Steppe) অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা এখানে বাস করিতেন। লোকসংখ্যা ২৮০,৭০০।

ওমান (Oman)—সুলতানের অধিকৃত আরব রাষ্ট্র। মস্কটের সঙ্গে যুক্ত। আয়তন ৮২,০০০। লোকসংখ্যা ৫৫০,০০০। খেজুর ইত্যাদি ফল প্রচুর জন্মে।

ওমান সাগর (Oman, Sea of)—পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরের মধ্যবর্ত্তী একটি সাগর।

ওয়াজিরিস্তান—পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্ব্বত্য জেলার অংশবিশেষ। টোকিও ও গোমাল নদীর মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত।

ওয়াটার্লু (Waterloo)—বেলজিয়ামের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা ব্রুসেল্স্ শহর হইতে ৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এইখানে ১৮১৫-এ ডিউক অভ্ ওয়েলিংটনের হাতে নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটে।

ওয়ার্দ্ধা (Wardha)—মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমে ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পূর্ব্বে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে মহাত্মা গান্ধী একটি হরিজন উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। ইহার নিকট দিয়া ওয়ার্দ্ধা নামে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

ওয়ারস (Warsaw)—পোল্যাণ্ডের রাজধানী। ইহা ভিস্টুলা নদীর তীরে অবস্থিত। ব্যবসাবাণিজ্যের ও কলকারখানার ইহা একটি বিখ্যাত কেন্দ্রস্থল। লোকসংখ্যা ১,৩০৬,০০০।

ওয়ালটেয়ার—মাদ্রাজের অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

ওয়াশিংটন (Washington)—যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। ইহা পটোম্যাক নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা কলম্বিয়া রাজ্যের অন্তর্গত। এখানেই যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট সভা অবস্থিত। সুপ্রীম কোর্ট ও সভাপতির বাসস্থান 'হোয়াইট হাউস' এখানে আছে। লোকসংখ্যা ৬৬৩,০৯১। এই নামে যুক্তরাষ্ট্রে একটি রাজ্যও আছে। ইহা ছাড়া, এই নামের আরও অনেক শহর যুক্তরাষ্ট্রে আছে।

ওয়েলিংটন—১। ইংলণ্ডের Shrewsbury-র নিকটবর্ত্তী শহর। ইহার প্রাচীন নাম Watling Town; লোকসংখ্যা ১১,৫৭০। ২। নিউজীল্যাণ্ডের রাজধানী ও সমুদ্র-বন্দর। ৩। দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের একটি শহর।

ওয়েল্স্ (Wales)—গ্রেট ব্রিটেনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহা একটী পর্ব্বতসঙ্কুল দেশ। ইহা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কার্ডিফ ইহার প্রধান নগর। ইহার আয়তন ৭,৩৬২। লোকসংখ্যা ২,৫৫২,২০০।

ওয়েস্টওয়ার্ড হো (Westward Ho)—ইংলণ্ডে উত্তর ডেভনের একটি গ্রাম। ইহা সমুদ্রতীরের আবাস।

ওয়েস্টমিন্স্টার (Westminster)—টেম্স্ নদীর উত্তর তীরে ও লণ্ডনের পশ্চিমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ শহর। এখানে পার্লিয়ামেণ্ট ভবন, ওয়েস্টমিন্স্টার অ্যাবি, সরকারী আফিস ও রাজপ্রাসাদগুলি অবস্থিত।

ওয়েস্টার্ণ স্যামোয়া—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নিউজীল্যাণ্ডের রক্ষিত রাজ্য। রাজধানী এপিয়া। ব্রিটিশ কমন্ওয়েলথ-ভুক্ত।

ওর্ম্মূজ—পারস্য উপসাগরের মুখে এই নামে একটি দ্বীপ ও একটি প্রণালী আছে।

ওশিয়ানিয়া (Oceania)—পৃথিবীর পঞ্চম মহাদেশ। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এবং কতিপয় দ্বীপের সমষ্টি মাত্র। ইহা অস্ট্রেলিয়া, ম্যালেসিয়া, পলিনেশিয়া, মেগানেশিয়া এবং মাইক্রোনেশিয়া—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

ওষধি—রামায়ণে বর্ণিত গন্ধমাদন পর্ব্বত।

ওসাকা—জাপানের একটি বৃহৎ বন্দর ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র; হংশিউ দ্বীপের উপর অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৩,২৫২,৩৪০। রেশম, চা ও বিবিধ শিল্পদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। এখানকার বৌদ্ধ মন্দিরগুলি দ্রষ্টব্য বিষয়।

ওহিও নদী (The Ohio)—আমেরিকার মিসিসিপি নদীর একটি উপনদী। মনোগাহেলা ও এলেঘানি নামে দুইটি নদী পিট্স্বার্গ নামক স্থানে মিলিত হইয়া এই নদীটি সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০০ মাইল।

ঔ

ঔরঙ্গাবাদ—হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটি বড় বাণিজ্যস্থান। এখানে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে।

ক

কংকর্ন, কঙ্কন—মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত একটি স্থান। ইহা বোম্বাই শহরের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বোম্বাই শহর, দক্ষিণে গোয়া, পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্ব্বে কৃষ্ণা নদী। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে এই স্থানটি অতিশয় বিখ্যাত।

কংস—এই নদ উত্তর গারো পাহাড় হইতে বাহির হইয়া ধনু নদে পড়িয়াছে। ইহা ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলার সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে।

ককেশিয়া (Caucasia)—কাস্পিয়ান

সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী ভূভাগ। ককেশাস পর্ব্বত ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

কক্সবাজার—চট্টগ্রাম জেলায় সমুদ্রতীরে অবস্থিত একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

কঙ্গো নদী (The Congo)—আফ্রিকার বৃহত্তম নদী। ট্যাঙ্গানাইকা ও নিয়াসা হ্রদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩০০০ মাইল এবং সর্ব্বোচ্চ বিস্তার ১০ মাইল।

কচ্ছ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। এখানকার শাসনকর্ত্তার উপাধি 'রাজা'। ইহাকে একটি দ্বীপ বলা যাইতে পারে, কারণ 'রান' নামক একটি ক্ষুদ্র লবণাক্ত জলাভূমির দ্বারা ইহা ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ইহার রাজধানী ভুজ। আয়তন ৮,৫১৪। লোকসংখ্যা ৫৬৭,৬০৬। ১৯৪৯-এর ১লা জুন ইহার শাসনভার ভারত সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এখানকার অধিবাসীরা 'কচ্ছী' নামক ভাষায় কথা বলে। স্থানটি বৃক্ষহীন, শুষ্ক ও প্রস্তরময়।

কটক—উড়িষ্যার পূর্ব্বতন রাজধানী। ইহা মহানদীর ব-দ্বীপের উপর অধিষ্ঠিত। লোকসংখ্যা ৭৪,২৯১।

কনখল—প্রসিদ্ধ হিন্দু-তীর্থ। শিবালিক পর্ব্বতমালার দক্ষিণে হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী নগর। এখানে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল।

কনিগ্‌স্‌বার্গ (Konigsberg)—'কালিনিনগ্রাদ' দ্রঃ।

কনিষ্কপুর—কাশ্মীরের শ্রীনগর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত প্রাচীন নগর।

কনোজ—'কান্যকুব্জ' দ্রঃ।

কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল (Constantinople)—ইস্তানবুলের প্রাচীন নাম।

কপিলবস্তু—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। বর্ত্তমান বস্তি জেলার উত্তরে নেপাল তরাইএ এই নগর অবস্থিত ছিল। এখানে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন যুগে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ এখানকার প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হইতেন।

কপিলমুনি—খুলনা জেলার সাগরতীরস্থ একটি স্থান। এখানে প্রাচীন যুগের একটি কালীমূর্ত্তি আছে।

কপোতাক্ষ—যশোহর জেলার একটি নদী। ইহা ভৈরবনদ হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। কবি মাইকেল মধুসূদনের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি ইহার তীরে অবস্থিত।

কম্বোজ—১। ইংরাজী কম্বোডিয়া। ২। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পার্ব্বত্য দেশ।

করতোয়া—উত্তর বঙ্গের একটি বিখ্যাত নদী। ইহা জলপাইগুড়ি, রংপুর ও বগুড়া জেলায় প্রবাহিত। তিথিবিশেষে করতোয়াস্নান পুণ্যজনক বলিয়া কথিত।

করমণ্ডল উপকূল—মাদ্রাজের অন্তর্গত পূর্ব্ব উপকূল। পূর্ব্বে এখানে চোল রাজাদের আধিপত্য ছিল বলিয়া ইহার নাম হয় চোলমণ্ডল। চোলমণ্ডল হইতে করমণ্ডল হইয়াছে।

করাচী—পাকিস্তানের রাজধানী ও বিখ্যাত বন্দর। লোকসংখ্যা ৩৫৯,৪৯২। এখানে একটি সুন্দর বিমান-ঘাঁটি আছে।

করিন্থ—গ্রীসের শহর। বর্ত্তমান নাম করিণ্টো (Corinto)। এই নামে গ্রীসে একটি যোজক আছে।

কর্ণগড়—মেদিনীপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে দাতা কর্ণের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

কর্ণফুলী—চট্টগ্রাম জেলার একটি নদী।

কর্ণসুবর্ণ—মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। এখানে রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। ইহার আধুনিক নাম কানসোনা।

কর্ণাট—দাক্ষিণাত্যের মারাঠা রাজ্যের দক্ষিণাংশ। পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চল। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৫০ মাইল। ইহার অধিবাসিগণ 'কানাড়ী'-ভাষায় কথা বলে।

কর্নওয়াল (Cornwall)—১। কানাডা রাজ্যের সেণ্ট লরেন্স্ নদীর তীরবর্ত্তী একটি শহর। লোকসংখ্যা ১৪,১১৭। ২। দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলণ্ডের একটি জিলা (County)। আয়তন ১৩৫৭। লোকসংখ্যা ৩৩১,৩৪০। এখানে টিন এবং অন্যান্য ধাতু পাওয়া যায়।

কর্পূরতলা—ইহার অপর নাম 'কর্পূরথালা'। ইহা পাতিয়ালা ও পূর্ব্বপঞ্জাব রাজ্য সমবায়ের অন্তর্গত রাষ্ট্র। লোকসংখ্যা ২৯৫,৮২২। ইহার রাজধানীর নামও কর্পূরতলা।

কর্ম্মনাশা নদী—১। বিহার ও কাশীর মধ্যস্থিত নদীবিশেষ। চৌসার নিকটে ইহা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। কথিত আছে, এই নদীর জল স্পর্শ করিলে সকল পুণ্য নষ্ট হয়; সেই হেতু ইহার নাম কর্ম্মনাশা। কিন্তু ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের মতে ইহা ভাগীরথীর ন্যায় পবিত্র। ইহারই তীরে নাকি তাড়কা রাক্ষসীর অধিকৃত বন ছিল। ২। পূর্ব্ববঙ্গেও এই নামে একটি শাখা নদী আছে।

কর্সিকা (Corsica)—ভূমধ্য সাগরস্থ ফরাসী অধিকারভুক্ত দ্বীপবিশেষ। রাজধানী নেপোলিয়নের জন্মস্থান অ্যাজাক্‌সিও। আয়তন ৩৬৮। লোকসংখ্যা ২৬৭,৮৭৩।

কলম—রাজসাহী জেলায় কাঁসা ও পিত্তলের জিনিসের জন্য বিখ্যাত স্থান।

কলম্বিয়া (Columbia)—১। ব্রিটিশ কলম্বিয়া—কানাডা রাজ্যের পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি প্রদেশ। আয়তন প্রায় ৩৫৫,৮৫৫। লোকসংখ্যা ১,০৮২,০০০। রাজধানী ভিক্টোরিয়া। ২। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধীন দক্ষিণ ক্যারোলিনার রাজধানী। লোকসংখ্যা ৬২,৩৯৬। এই নগর ১৮৬৫-এ অগ্নিদাহে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩। পটোম্যাক্ (Potomac) নদীর ধারে অবস্থিত আমেরিকার জেলা বিশেষ। এখানেই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন নগরী অবস্থিত। আয়তন ৬১। লোকসংখ্যা ৬৬৩,১১১।

কলম্বিয়া (Columbia)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি গণতন্ত্র। আয়তন প্রায় ৪৪০,৮৫৬। লোকসংখ্যা প্রায় ১০,৫৪৪,৬৭০। রাজধানী বোগোটা।

কলম্বো—সিংহলের রাজধানী ও উহার প্রধান বন্দর। এখান হইতে চা, রবার ও নারিকেল রপ্তানী হয়। লোকসংখ্যা ৩৬২,০০০।

কলিকাতা—পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নগর। চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্যে হুগলী নদীর পূর্ব্ব তীরে ইহা অবস্থিত। আয়তন ৩৫। লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষ (১৯৫১)। ইহার উত্তাপ গড়ে ৭৯°; গ্রীষ্মকালে ১০২° পর্য্যন্ত উঠে এবং শীতকালে ৪৮° পর্য্যন্ত নামে। বৃষ্টিপাত গড়ে ৬০ ইঞ্চি। প্রায় ৫০টি ভাষাভাষী জাতি এখানে বাস করে। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন হিন্দু, ৩০ জন মুসলমান, ৪ জন খৃষ্টান এবং ১ জন অন্যান্য ধর্ম্মের লোক। কলিকাতা একটি শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানে ফ্যাক্টরি, জুট মিল, জুট প্রেস, তেলের কল, ময়দার কল, চাউলের কল, লোহার কারখানা, চামড়ার কারখানা, ছাপাখানা প্রভৃতি বিদ্যমান। পাট, চা, অহিফেন, কাঁচা ও পাকা চামড়া, তৈলবীজ, নানাবিধ শস্য, নীল, তুলা, কয়লা, রেশম, তেল প্রভৃতি এখানকার রপ্তানী দ্রব্য। শিয়ালদহ ও হাওড়ায় দুইটি বড় বড় রেল ষ্টেশন আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে বহুসংখ্যক স্কুল কলেজ আছে। এখানে দুইটি প্রধান ও দুইটি ছোট মেডিকেল কলেজ আছে। শহরের নাগরিক জীবনের ভার কর্পোরেশনের হাতে ন্যস্ত আছে। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, গড়ের মাঠ, অক্টার্লোনি মনুমেণ্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, হাইকোর্ট, ইডেন গার্ডেন, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য

বিষয়। এখানে অসংখ্য অট্টালিকা বর্ত্তমান বলিয়া ইহাকে 'প্রাসাদ-নগরী' (City of Palaces) বলা হয়। অনেকে মনে করেন, 'কালীক্ষেত্র' (কালীঘাট) শব্দ হইতে 'কলিকাতা' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই নগরী বর্ত্তমান ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষ জব চার্নক বঁড়িশার জমিদার সাবর্ণি চৌধুরীদের নিকট হইতে ১৬৯০-এ সূতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নামে ৩ খানি ক্ষুদ্র গ্রাম কিনিয়া তথায় একটি কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে কলিকাতার পত্তন হয়।

কলিঙ্গ—দক্ষিণ ভারতের একটি ইতিহাস-বিখ্যাত ভূভাগ। ইহা বর্ত্তমান উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূলে বৈতরণী নদী হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানীর নাম ছিল কলিঙ্গপত্তন।

কলিঙ্গবন—কুচবিহার ও আসামের উত্তরে অবস্থিত দেশ।

কলোন (Cologne)—জার্ম্মানীর অন্তর্গত একটি বিখ্যাত বন্দর। ইহা রাইন নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান এবং এখানে অনেক শিল্পদ্রব্যের কারখানা আছে। এখানে একটি চমৎকার গির্জ্জা আছে। লোকসংখ্যা ৪৯১,৩৮০।

কলোরেডো (Colorado)—১। গ্রাণ্ড নদী এবং গ্রীন নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন উত্তর আমেরিকার পশ্চিমস্থ নদীবিশেষ। ইহার দৈর্ঘ্য ২০০০ মাইল। ২। যুক্তরাষ্ট্রের নদী-বিশেষ। দৈর্ঘ্য ৯০০ মাইল। ইহা মেক্সিকো উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ৩। যুক্তরাষ্ট্রের একটি খনিপূর্ণ পর্ব্বতময় প্রদেশ। রাজধানী ডেনভার। আয়তন ১০৩,৯৬৭। লোকসংখ্যা ১,১২৩,২৯৬।

কসৌলি—পঞ্জাবের একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট নামে একটি হাস-পাতাল আছে। সেখানে ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগাল-দংশনের চিকিৎসা করা হয়।

কস্টারিকা—দক্ষিণ আমেরিকার গণ-তন্ত্র। আয়তন ২৩,০০০। লোকসংখ্যা ৮১৩,০০০। রাজধানী সানজোস।

কাউখালি—১। মেদিনীপুর জেলায় অব-স্থিত একটি স্থান। এখানে সমুদ্রতীরে ৮০ ফুট উচ্চ একটি আলোকস্তম্ভ (Lighthouse) আছে। ২। বাখরগঞ্জ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

কাংড়া—পঞ্জাবের অন্তর্গত শিবালিক পর্ব্বতের উপর অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র শহর। এখানে প্রচুর চা উৎপাদিত হয়। ইহার অপর নাম নগরকোট বা ভীমনগর। ১০০৯-এ গজনীর সুলতান মামুদ এখানকার মন্দির লুণ্ঠন করেন। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। তাহার গাত্রে ক্ষোদিত লিপিগুলি প্রায় ২০০০ বৎসরের পুরাতন।

কাঁচড়াপাড়া—চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ইস্টার্ণ রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। এইখানে রেল কোম্পানীর একটি বড় কারখানা আছে। ইহা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মস্থান।

কাঁটালপাড়া—চব্বিশ পরগণা জেলার অন্ত-র্গত একটি গ্রাম। ইহা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

কাঁথি—মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা ও শহর। ইহা ধান ও চাউলের বাণিজ্যস্থান।

কাঁসাই (**কংসাবতী**)—বাঁকুড়া জেলার একটি নদী, মানভূম হইতে আসিয়া রাণী-বাঁধ ও রাইপুর থানার মধ্য দিয়া মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে।

কাকদ্বীপ—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সুন্দর-বনের মধ্যে একটি দ্বীপ।

কাছাড়—আসামের একটি জেলা। কোচ বা কাছাড়ী জাতির বাসস্থান বলিয়া এই স্থানের নাম 'কাছাড়' হইয়াছে। পাহাড়ী স্ত্রীলোকদের তৈয়ারী 'মণিপুরী খেশ' নামক গাত্রবস্ত্র এখানকার প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। এখানে অনেক চা-বাগান আছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা—হিমালয় পর্ব্বতের বিখ্যাত শৃঙ্গ। ইহা নেপাল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী। ইহার উচ্চতা প্রায় ২৮,১৪৬ ফুট। পৃথিবীর উচ্চতম পর্ব্বতগুলির মধ্যে ইহা তৃতীয়।

কাঞ্চননগর—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি লৌহ-শিল্পদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত।

কাঞ্চী—'কাঞ্জিভরম্' দ্রঃ।

কাঞ্জিভরম্—ইহার অপর নাম 'কাঞ্চি-পুরম্' বা 'কাঞ্চী'। ইহা মাদ্রাজ প্রদেশের একটি বিখ্যাত শহর। ইহা হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং 'দাক্ষিণাত্যের বারা-ণসী' নামে খ্যাত। এখানে অসংখ্য দেবালয় বর্ত্তমান আছে।

কাটোয়া—বর্দ্ধমান জেলার একটি বিখ্যাত স্থান। ইহা তসরের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত।

কাঠমাণ্ডু—নেপাল রাজ্যের রাজধানী। ইহা বাঘমতী নদীর তীরে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ১০৮,৮০৫। এখানে বহুসংখ্যক হিন্দু-মন্দির ও প্যাগোডা আছে। এখানে বৎসরে প্রায় ৫৬" বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

কাণ্ডী—সিংহলের একটি সুন্দর, উন্নতিশীল ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শহর। ইহা সিংহলের প্রাচীন রাজধানী ছিল। লোকসংখ্যা প্রায় ৫১,২০০। এখানে অনেক দেবমন্দির আছে।

কাথিয়াবাড়—গুজরাটের অন্তর্গত একটি উপদ্বীপ। ইহার প্রাচীন নাম সুরাষ্ট্র। ব্রিটিশ যুগের করদ রাজ্যগুলি লইয়া এখানে সৌরাষ্ট্র নামে নূতন রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

কানপুর—উত্তর প্রদেশের একটি বিখ্যাত শহর। লোকসংখ্যা ৪৮৭,৩২৪। ইহা একটি শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান শহর।

কানাডা (Canada)—উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে অবস্থিত একটি ডোমিনিয়ন। ইহা ১৮৬৭-এ স্থাপিত হয়। ইহার আয়তন ৩,৬০৩,৯১৭। লোকসংখ্যা ১১,৫০৬,৬৫৫-এর উপর। ইহার রাজধানী অটোয়া।

কানাড়া—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলস্থ প্রদেশ; কেরলের অপর নাম।

কান্দাহার—আফগানিস্তানের বৃহত্তম শহর। প্রাচীন রাজধানী। লোকসংখ্যা ৬০,০০০। এই নগর আফগানিস্তানের সর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত এবং বোলান গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া ভারতের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ।

কান্যকুব্জ—উত্তর প্রদেশের ফতেগড় জেলার অন্তর্গত স্থান। হিন্দু আমলে ইহা বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল।

কাফিরিস্তান—হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের প্রাচীন নাম কাফিরিস্তান। কাফিরিস্তানের অধিবাসীরা 'কাফির' নামে পরিচিত। কাফিরগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও কৃষ্ণাম্বর। মুসলমানগণ কোন-দিন ইহাদিগকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারে নাই বলিয়া, এবং তাহারা প্রায় সকল সময়েই মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত বলিয়া মুসলমানগণ ইহাদিগকে 'কাফির' (অবিশ্বাসী) বলিত।

কাবুল—আফগানিস্তানের রাজধানী। ইহা কাবুল নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬৯০০ ফুট উচ্চ এবং পেশোয়ার হইতে প্রায় ১৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী। লোকসংখ্যা ১২০,০০০।

কাবেরী নদী—কুর্গ প্রদেশের ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৭৪ মাইল এবং কুর্গ, মহীশূর, মাদ্রাজ ও কর্ণাট প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

কামরূপ—ভারতের ৫১ পীঠস্থানের অন্য-তম। ইহা আসামে অবস্থিত। কামপীঠ, রত্নপীঠ, স্বর্ণপীঠ ও কৌমারপীঠ—এই চারি পীঠে ইহা বিভক্ত। এই স্থানে কামাখ্যাদেবী আছেন। পূর্ব্বে কামরূপ বলিতে করতোয়া হইতে আসাম সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগকে বুঝাইত। ইহা উত্তরে হিমালয় ও পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন রাজধানী ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ।

কামারপুকুর—হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়।

কাম্‌চাটকা (Kamschatka)—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত এসিয়ার উপদ্বীপ। ওখট্‌স্ক সাগর ও বেরিং সাগরের মধ্যে অবস্থিত। পেট্রোপ্যাভ্লোভস্ক ইহার রাজধানী। আয়তন প্রায় ৪৬৫,৬৩৭। লোক-সংখ্যা প্রায় ৬৫০০। এখানে অনেক পর্ব্বত ও আগ্নেয়গিরি আছে। এখানে প্রচুর খনিজ দ্রব্য ও মৎস্য পাওয়া যায়। আবহাওয়া ঠাণ্ডা।

কাম্বার্‌ল্যাণ্ড (Cumberland)—১। ইংলণ্ডের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি জেলা (county). আয়তন ১৫১৬। লোকসংখ্যা ২৭৫,০০০। ২। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটি শিল্পপ্রধান শহর। ইহা পোটোম্যাক নদীর তীরবর্ত্তী। লোকসংখ্যা ৩৯,৪৮৩। ৩। উত্তর আমেরিকার একটি উপদ্বীপ। ৪। ওহিও নদীর একটি উপনদী।

কাম্বে উপসাগর—কাথিয়াবাড় ও বোম্বাই শহরের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র উপসাগর।

কাম্বোডিয়া—ইন্দোচীনের ফরাসী-আশ্রিত একটি রাজ্য। আয়তন ৬৭,৫৫০। লোকসংখ্যা ৩,০৪৬,৪৩২। ইহার রাজধানী পুমপেন (Pnomphen)। এই নগর মেকং নদীর তীরে অবস্থিত।

কায়রো (Cairo)—নীলনদের তীরে অবস্থিত মিশরের রাজধানী। আফ্রিকার মধ্যে ইহা বৃহত্তম শহর। ইহার লোকসংখ্যা ২,১০০,৫০৬।

কারবালা—আরবদেশের একটি ক্ষুদ্র মরুভূমি। ইহা ফোরাত বা ইউফ্রেটিজ নদীর কূলে অবস্থিত। এই কারবালা-প্রান্তরে মহাত্মা হোসেন শত্রুহস্তে সপরিবারে নিহত হন। মহরম মাসের ১০ই তারিখে ঐ ঘটনা ঘটে বলিয়া প্রতি বৎসর ঐ দিবসে মুসলমানগণ 'মহরম' উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

কারাকোরম (Karakorum)—হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে তিব্বত দেশে অবস্থিত একটি পর্ব্বত। ইহার উচ্চতা প্রায় ২৬,০০০ ফুট। ইহা হিমালয়ের সহিত হিন্দুকুশকে যুক্ত করিয়াছে।

কারিকল—ভারতে অবস্থিত ফরাসী-অধিকৃত স্থান। ইহা করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত। ১৭৩৯-এ ফরাসীগণ এই স্থান অধিকার করে।

কার্ণাটিক, কর্ণাটিক (Carnatic)—দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ প্রদেশ। দক্ষিণ কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

কার্থেজ (Carthage)—আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্ব টিউনিসের রাজধানী। ইহা একটি প্রাচীন নগর। খৃঃ পূঃ ১৪৬ অব্দে রোমকেরা এই নগর ধ্বংস করে।

কার্পেথিয়ান—১। (Carpethian Mountains) ইউরোপের একটি পর্ব্বত-শ্রেণী। ইহা চেকোস্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীকে গ্যালিশিয়া হইতে এবং ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়াকে মোল্ডাভিয়া হইতে পৃথক্ করিতেছে। ইহার সর্ব্বাধিক উচ্চতা ৯৫২৮ ফুট। ২। (Carpethian Sea)—ঈজিয়ান সাগরের অংশ-বিশেষের প্রাচীন নাম।

কার্শিয়ং—দার্জিলিং জেলার একটি স্বাস্থ্য-কর স্থান। ইহা ডি-এইচ রেলওয়ের (নর্থ-ইষ্টার্ণ) একটি ষ্টেশন এবং একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানে একটি যক্ষ্মা-হাসপাতাল আছে।

কালদিয়া (Chaldea)—সিরিয়ার নিকটবর্ত্তী প্রাচীন দেশ। এখানকার অধি-বাসীরা প্রাচীনকালে নৌবাণিজ্যে ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে।

কালনা—বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে সাধক কমলাকান্ত জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ধান্য ও চাউলের ব্যবসায়স্থান। এই স্থানের ১০৮টি শিব-মন্দির প্রভৃতি দেবালয় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কালাহারি (Kalahari)—দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার একটি বিরাট্ মরু-ভূমি। অরেঞ্জ ও জাম্বেসী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। আয়তন প্রায় ১২০০০০।

কালিকট—মাদ্রাজ প্রদেশের মালাবার উপকূলে অবস্থিত একটি বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর ও শিল্পপ্রধান স্থান। লোকসংখ্যা ১২৬,৩৫২।

কালিঞ্জর—বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার দুর্গ অবরোধ করিতে গিয়া বারুদের আগুনে পুড়িয়া শের শাহের মৃত্যু হয়।

কালিন্দী—বৃন্দাবনস্থ যমুনানদীর অন্য নাম।

কালিফোর্নিয়া (California)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী একটি রাজ্য। আয়তন ১৫৬,৮০৩। লোকসংখ্যা ৬,৯০৭,৩৮৭। ইহার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং এখানকার খনিসমূহে স্বর্ণ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহার রাজধানী সাক্রামেণ্টো (Sacramento). ইহার প্রধান বন্দর ও বৃহত্তম শহর সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো।

কালিম্পং—দার্জ্জিলিং জেলার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা হিমালয়ের উপর অব-স্থিত এবং একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। শিলিগুড়ি হইতে ৪১ মাইল। ৪০০০ ফুট উচ্চ।

কালিয়া—যশোহর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের পিতৃভূমি। এখানে অনেক শিক্ষিত বৈদ্য ভদ্রলোকের বাস।

কালিদহ—বৃন্দাবনস্থ জলকুণ্ড। ঋষিশাপে গরুড় এই স্থানে আসিতে পারিত না বলিয়া কালিয়নাগ নির্ভয়ে ইহাতে বাস করিত।

কালিনিনগ্রাদ—পূর্ব্বের নাম কনিগস্‌বার্গ। আগে পূর্ব্ব-প্রাসিয়ার অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমানে সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সহর। শিল্পপ্রধান অঞ্চল। বড় বড় বাড়ী ও গির্জ্জা আছে। লোকসংখ্যা ৩৬৮,৪০০।

কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা জেলার গ্রাম।

কালীঘাট—ভারতের ৫১টি পীঠস্থানের অন্যতম। ইহা কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

কাশিমবাজার—মুর্শিদাবাদের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যস্থান ছিল। ইহা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। কথিত আছে—প্রতিষ্ঠাতা কাশিম খাঁর নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে 'কাশিমবাজার'। এখানকার রেশম-শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে একটি কলেজ আছে।

কাশী—১। উত্তরপ্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর ও হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। ইহা অসংখ্য দেব-মন্দিরে পূর্ণ। ইহা গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত। ইহা সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থান। এখানকার কাঁসা-পিতলের বাসন, সিল্কের কাপড়, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার এবং সূচী-শিল্পের কার্য্য প্রসিদ্ধ। এই স্থানের প্রসিদ্ধ হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। লোকসংখ্যা ২৬৩,১০০। ২। কাশী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল লইয়া গঠিত রাজ্য। বেনারস রাজ্যের আয়তন ৮৭৫। লোকসংখ্যা ৩৯১,১৬৫।

কাশীপুর—কলিকাতার উত্তরে হুগলী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে একটি বন্দুকের কারখানা আছে।

কাশ্মীর—ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত রাজ্য। রাজধানী শ্রীনগর বিতস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। রাজ্যের অধিপতি ছিলেন হিন্দু; তাঁহার উপাধি ছিল 'মহারাজা'। বর্ত্তমানে এখানকার শাসন-কর্ত্তাকে সদর-ই-রিয়াসৎ বলা হয়। এখানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক। আঙ্গুর, পেস্তা, বেদানা প্রভৃতি ফল এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এখানকার শাল ও পশমী কাপড় বিখ্যাত। ইহা হিমালয়ের উপত্যকায় অব-স্থিত একটি অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। জম্মু ও কাশ্মীর সহ আয়তন ৮২,২৫৮। লোকসংখ্যা প্রায় ৪৪ লক্ষ।

কাস্পিয়ান সাগর—এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্ত্তী পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ। বৃহদাকার

বলিয়া ইহাকে 'সাগর' বলা হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ৭০০ মাইল, বিস্তার ২৭০ মাইল। ইহার জল অতিশয় লবণাক্ত।

কিউনলুন (Quenlun)—মধ্য এসিয়ার পর্ব্বতমালা। চীন, তুর্কীস্থান ও তিব্বতের মধ্যে ইহা অবস্থিত। প্রধান শৃঙ্গ ২২,০০০ ফুট উচ্চ।

কিউবা (Cuba)—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। আয়তন ৪৪,২০৬। রাজধানী হাভানা (Havana). লোকসংখ্যা ৪,৭৭৮,৫৮৩। ইহা পূর্ব্বে স্পেনের অধীন ছিল; পরে যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হয়। বর্ত্তমানে ইহা একটি স্বাধীন গণতন্ত্র। ইহার অভ্যন্তরভাগ পর্ব্বতসঙ্কুল কিন্তু উপকূলভাগে কয়েকটি সুন্দর পোতাশ্রয় আছে। চিনি, কফি, তামাক, ফল এবং কাঠ এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে অনেক তামার খনি আছে।

কিওটো (Kioto)—জাপানের প্রাচীন রাজধানী।

কিংস্টন (Kingston)—১। কানাডা রাজ্যের একটি শহর এবং বন্দর। ইহাতে একটি দুর্গ আছে। লোকসংখ্যা ৩০,১২৬। ২। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক প্রদেশের একটি শহর। লোকসংখ্যা ২৮,১০০। ইহা হাড্‌সন নদীর তীরবর্ত্তী। ৩। যুক্তরাষ্ট্রের পেন্‌সিল্‌-ভ্যানিয়ার অন্তর্গত শহর। লোকসংখ্যা ২১,৬০০। ৪। জ্যামেকার রাজধানী। লোকসংখ্যা ১০৯,০৫৬। ১৯০৭-এ প্রবল ভূমিকম্পে এই স্থানের ২০০০ লোক মারা যায়।

কিংস্‌টাউন (Kingstown)—ডাব-লিনের নিকটবর্ত্তী একটি সামুদ্রিক বন্দর। এখান হইতে প্রচুর মৎস্য রপ্তানী হয়।

কিম্পুরুষবর্ষ—তিব্বতের পৌরাণিক নাম।

কিম্বার্লি (Kimberly)—দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা প্রদেশের ভাল্ নদীর তীরস্থ একটি শহর। এখানে হীরার খনি আছে।

কিরাত—উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে ভুটান ও পশ্চিমে নেপাল দেশের মধ্যস্থ দেশ।

কিয়েভ—সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ইউক্রেনের রাজধানী।

কিলিমাঞ্জারো (Kilimanjaro)—পূর্ব্ব-আফ্রিকার একটি আগ্নেয়গিরি। ইহার উচ্চতা ১৯৭,০০০ ফুট।

কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহের একটি মহ-কুমা। এখানকার তাঁতের কাপড়, 'অকুলন-মেলা' এবং 'একুশ রত্ন' বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

কীর্ত্তনখোলা—বাখরগঞ্জ জিলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত একটি নদী।

কীর্ত্তিনাশা—রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি একুশ মন্দির পদ্মার স্রোতে ভাঙ্গিয়া পড়ায় পদ্মার একাংশের এই নাম হইয়াছে। মেঘনার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পদ্মার যে অংশ ঢাকা জেলায় অবস্থিত তাহাকে কীর্ত্তিনাশা বলে।

কুইন্সল্যাণ্ড (Queensland)—উত্তর-পূর্ব্ব অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রদেশ। আয়তন ৬৭০,৫০০। লোকসংখ্যা ১,১০৬,৪১৫। এই স্থান সোণা, রূপা ও তামার খনিতে পূর্ণ। রাজধানী ব্রিসবেন।

কুইবেক (Quebec)—১। কানাডা রাজ্যের একটি প্রদেশ। আয়তন ৫৯৪,৮৬০। লোকসংখ্যা ৩,৭৯২,০০০। এই স্থানের যন্ত্রশিল্প, মৎস্য-ব্যবসায় এবং কৃষিকার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২। উক্ত প্রদেশের রাজধানী। ইহা সেন্ট লরেন্স নদীর তীরবর্ত্তী। লোকসংখ্যা ১৭৫,০০০। এই প্রদেশের ইহা বাণিজ্যকেন্দ্র।

কুচবিহার—উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণে ও রংপুর জেলার পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে ক্ষুদ্র করদ রাজ্য ছিল। ইহার রাজা হিন্দু এবং তাঁহার উপাধি 'ভূপ বাহাদুর' ছিল। আয়তন ১৩২১। লোকসংখ্যা ৬৪১,০০০। তামাক, ধান ও পাট এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহার রাজধানীর নামও কুচবিহার। এখানে একটি কলেজ আছে। তিস্তা, ধরলা, জলঢাকা ও সঙ্কোশ প্রভৃতি নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ১৯৪৯-এ ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে। পরে ১৯৫০-এর ১লা জানুয়ারি ইহা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়।

কুড়িগ্রাম—রংপুর জেলার একটি মহকুমা ও তাহার সদর। এখানে মহিষের শিং ও হাতীর দাঁতের জিনিস প্রস্তুত হয়। এখান-কার কাঁসার বাসন প্রসিদ্ধ।

কুতুবদিয়া—চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটি দ্বীপ। এখানে একটি ঘড়িঘর আছে।

কুন্নর—১। বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নদী। ইহা অজয় হইতে বাহির হইয়াছে। ২। মাদ্রাজের নীলগিরি পর্ব্বতের উপরে একটি শৈলনিবাস। ৬,০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। দক্ষিণে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন শহর বলিয়া খ্যাত।

কুমায়ুন—হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে অব-স্থিত নেপালের অন্তর্গত একটি স্থান। এখানকার কোন এক জাতির মধ্যে বহু-পত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে। ১৮১৬-এ এখানকার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কর্নেল নিকল্‌স নেপালীদের নিকট হইতে আল-মোড়া কাড়িয়া লন।

কুমার—যশোহর জেলার একটি নদী। পদ্মার শাখা মাথাভাঙ্গা হইতে বাহির হইয়া গড়াই নদীতে মিশিয়াছে।

কুমারখালি—নদীয়া জেলার গ্রাম। কাঙ্গাল হরিনাথের জন্মস্থান।

কুমারহট্ট—২৪ পরগণার হালিসহরের অন্তর্গত গ্রাম।

কুমারিকা অন্তরীপ (Cape Comorin)—ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত অন্তরীপ।

কুমিল্লা—পাকিস্তানের ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমা। ইহা গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি রেল-ষ্টেশন। এখানে একটি কলেজ আছে।

কুম্ভকোনম্—কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীনতম স্থান। ইহা একটি প্রকাণ্ড শিক্ষাকেন্দ্র এবং এখানে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। ইহাকে 'দক্ষিণ-ভারতের কেম্ব্রিজ' বলা হয়। লোকসংখ্যা ৬৭,০০০।

কুরাম নদী—আফগানিস্তান হইতে উৎপন্ন এবং পঞ্জাবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীবিশেষ।

কুরিল দ্বীপপুঞ্জ (Kuril Islands)—প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরভাগে জাপানের অধিকারভুক্ত পর্ব্বতময় দ্বীপপুঞ্জ।

কুরুক্ষেত্র—পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত অম্বালা ও কর্ণাল জেলাস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান। চন্দ্রবংশীয় রাজা কুরু এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার এই নাম হয়। এখানে মহাভারতোক্ত কৌরব ও পাণ্ডব-দিগের অষ্টাদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল।

কুর্গ—মহীশূরের পশ্চিমে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ। আয়তন প্রায় ১৫৯৩। লোকসংখ্যা প্রায় ২২৯,২৫৫। ইহা একজন চীফ-কমিশনারের শাসনাধীন। ভারতের একমাত্র এই প্রদেশেই 'অস্ত্র-আইন' প্রবর্ত্তিত নহে। ইহার রাজধানী কুর্গ।

কুর্দ্দিস্তান (Kurdistan)—পারস্য, ইরাক-আজেমি ও তুরস্কের অংশবিশেষ-ব্যাপী অঞ্চলের নাম। প্রধান শহর আরবিল, আব্‌তুম-কুপরি ও কেরকাক।

কুলিয়া—নবদ্বীপের গ্রাম।

কুশদ্বীপ—আরাল হ্রদ ও কাস্পিয়ান হ্রদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের প্রাচীন নাম।

কুশী—গঙ্গার উপনদী। নেপাল হইতে প্রবাহিত।

কুশীনগর—প্রাচীন নগরবিশেষ। তাপ্তী নদীর সহিত গণ্ডকনদ যেখানে মিলিত হই-য়াছে, তথাকার ত্রিবেণী ঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে সম্ভবতঃ এই নগর অবস্থিত ছিল। এইখানে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন।

কুষ্টিয়া—পাকিস্তানের রাজসাহী বিভাগের কুষ্টিয়া জেলার শহর; ইহা গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

কৃষ্ণনগর—নদীয়া জেলার সদর ষ্টেশন। এখানকার মাটির পুতুল এবং সরভাজা প্রসিদ্ধ। এখানে একটি সরকারী কলেজ আছে।

কৃষ্ণ সাগর (Black Sea)—ইউরোপের একটি সাগর। ইহার উত্তরে রুশিয়া, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে এসিয়া, পশ্চিমে ইটালী। দার্দ্দানেলস্ প্রণালী ও মর্ম্মর সাগর দ্বারা ইহা ভূমধ্য-সাগরের সহিত যুক্ত রহিয়াছে।

কৃষ্ণা নদী—ভারত মহাসাগর হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে মহাবালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বাহির হইয়া এই নদী পূর্ব্বদিকে ৮০০ মাইল বহিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভীমা, মুসী ও তুঙ্গভদ্রা ইহার উপনদী।

কেন্ট (Kent)—ইংলণ্ডের একটি জেলা (county). আয়তন ১৫২৫। লোকসংখ্যা ১,৫১১,৬৩০।

কেন্টকী (Kentucky)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধীন একটি প্রদেশ। আয়তন ৪০,১০৯। লোকসংখ্যা ৪,০১০,৯০০। ইহার রাজধানী ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট।

কেদারনাথ—তেহ রি-গাড়োয়াল প্রদেশের একটি পর্ব্বত। ইহার চারিটি তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত আছে। ইহার সম্মুখে ভাগীরথী প্রবাহিতা। এখানকার শিবমন্দির প্রসিদ্ধ।

কেদার বাড়ী—ফরিদপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের দুর্গ ছিল।

কেনিয়া (Kenya)—পূর্ব্ব আফ্রিকায় অবস্থিত ব্রিটিশের আশ্রিত একটি ইংরাজ উপনিবেশ। ইহার আয়তন ২২৪,৯৬০। লোকসংখ্যা ৪,০৪৬,৯৫৮। রাজধানী নাইরোবি। মোম্বাসা বৃহত্তম শহর।

কেন্দুবিল্ব—বীরভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা কবি জয়দেব বাস করিতেন।

কেপ অব গুড হোপ (Cape of Good Hope)—দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের অধীন একটি প্রদেশ। ইহার রাজধানী কেপ টাউন। ইহা ইংরাজদিগের একটি উপনিবেশ। যব, গম, ভুট্টা, আলু প্রভৃতি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ, হীরক, পশম, পাখীর পালক, পাকা ও কাঁচা চামড়া, ভুট্টা প্রভৃতি রপ্তানি হয়। আয়তন ২৭৬,৯৬৬। লোকসংখ্যা ৪,০১৬,৮০১। ইহাদের মধ্যে ৭৪৯২৩১ ইউরোপীয়।

কেপ টাউন (Cape Town)—দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বিখ্যাত সুন্দর শহর ও বাণিজ্যস্থান। লোকসংখ্যা প্রায় ২০,৭০০০।

কেম্ব্রিজ (Cambridge)—১। ইংলণ্ডের একটি বিখ্যাত জেলা। ইহা ক্যাম নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৬২,৬১০। কেম্ব্রিজ শহরের লোকসংখ্যা ৮৬,২২০। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় জগদ্বিখ্যাত।

কেরল—প্রাচীন 'চের' রাজ্যের অপর নাম। ইহা বর্ত্তমানে 'মালাবার' নামে খ্যাত (ইহার অন্যান্য বিবরণ 'মালাবার' শব্দে দ্রঃ)।

কেশিনী—রামায়ণে বর্ণিত নদীবিশেষ।

কৈকালা—হুগলী জেলার গ্রাম।

কৈলাস—হিমালয় পর্ব্বতের অন্যতম শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা প্রায় ২১,৯০০ ফুট। ইহা ভারতের উত্তর সীমার বাহিরে তিব্বতের মধ্যে মানস সরোবরের উত্তরে অবস্থিত। প্রচলিত সংস্কারানুসারে হিন্দুর চক্ষে ইহা অতিশয় পবিত্র। পুরাণে কথিত আছে যে, এখানে মহাদেব বাস করেন।

কোকনদ—মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত একটি বন্দর। এইস্থানে ১৯২৩-এ নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়।

কোগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলার একটি গ্রাম। বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুরের জন্মস্থান। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের গুস্করা ষ্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

কোচিন—১। মালাবার উপকূলে সুপ্রসিদ্ধ বন্দর। বোম্বাই ও কলম্বোর মধ্যবর্ত্তী ইহা খুব প্রয়োজনীয় বন্দর। ২। দক্ষিণ ভারতের একটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্য ছিল। ১লা জুলাই ১৯৪৯ হইতে এই রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর কোচিন কেরালা ইউনিয়ন নামে বর্ত্তমানে পরিচিত।

কোটচাঁদপুর—যশোহর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। চিনি ও গুড়ের জন্য বিখ্যাত।

কোটা—রাজপুতানা এজেন্সির অন্তর্গত একটি করদ ও মিত্র রাজ্য।

কোটাপাক্সি (Cotapaxi)—১। আমেরিকার আন্দিজ পর্ব্বতমালার একটি আগ্নেয় পর্ব্বত (১৯,৬১৩)। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। ২। ইকুয়েডরের একটি প্রদেশ। আয়তন ২৫৯৫। লোকসংখ্যা ২০২,৮৭০। রাজধানী লাটাকুঙ্গা।

কোটালীপাড়া—ফরিদপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্র।

কোদাইকানাল—দক্ষিণ ভারতে মাদুরা জেলার শৈলনিবাস। ইহা ৭০০০ ফুট উচ্চ। কোদাইকানাল রোড ষ্টেশন ধরিয়া যাইতে হয়।

কোনারক—উড়িষ্যা প্রদেশের একটি বিখ্যাত স্থান। এখানকার সূর্য্যমন্দির হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কোপাই—পশ্চিমবঙ্গের একটি নদী। অপর নাম সাল। বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া ইহা প্রবাহিত।

কোপেনহেগেন (Copenhagen)—ডেন্‌মার্কের রাজধানী ও প্রধান সমুদ্র-বন্দর। ইহাই এই রাজ্যের বাণিজ্য, শিক্ষা ও শিল্পকার্য্যের কেন্দ্রস্থান। আশপাশের অঞ্চলসহ লোকসংখ্যা ৯২৭,৪৬৪।

কোয়েটা—বেলুচিস্তানের রাজধানী। ইহা ৫৫০০ ফুট উচ্চ উপত্যকার উপর অবস্থিত। এখানে একটি দুর্গ আছে। এই দুর্গের সৈন্যদল বোলান গিরিসঙ্কট রক্ষা করে।

কোরিয়া—পীত সাগর ও জাপান সাগরের মধ্যবর্ত্তী একটি উপদ্বীপ। পূর্ব্বে ইহা চীনের করদ রাজ্য ছিল। পরে উহা জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ইয়াল্টা ও পটস্‌ডাম চুক্তি অনুযায়ী ইহা স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের পর এই দেশটি ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহা যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক একটি নূতন গণতন্ত্র স্থাপিত হয়। এদিকে রাশিয়া উত্তর কোরিয়ায় জনগণের দ্বারা গঠিত এক সাধারণতন্ত্র স্থাপন করে। মোট আয়তন ৮৪,৭৩৮। লোকসংখ্যা ২৮,২০০,০০০। রাজধানী সিউল।

কোলাপুর—দাক্ষিণাত্যের একটি করদ ও মিত্র রাজ্য ছিল। ইহার রাজধানীর নামও কোলাপুর। ইহা অতি প্রাচীন শহর। এখানকার মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দির অতি প্রাচীন। কোলাপুর রাজ্যটি একজন মারাঠা রাজার শাসনাধীন ছিল। বর্ত্তমানে এই রাজ্যটি বোম্বাই রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

কোলাবা—বোম্বাই রাজ্যের স্থানবিশেষ। ইহার দুইদিকে সমুদ্র বলিয়া আরব বণিকেরা ইহাকে 'কেলাবেহ' বলিত।

কোলার—মহীশূরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত একটি স্থান। এখানকার স্বর্ণখনি প্রসিদ্ধ।

কোশল—কাশীর উত্তর হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশকে প্রাচীনকালে কোশল বলিত। ইহা উত্তর-কোশল ও দক্ষিণ-কোশল এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। রামের রাজধানী অযোধ্যা দক্ষিণ-কোশলে অবস্থিত ছিল। উত্তর-কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী।

কোহাট—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি শহর। এখানে লবণের খনি আছে।

কৌশাম্বী—মগধের অন্তর্গত প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর। ইহা বৎসরাজের রাজধানী ছিল। ইহা প্রয়াগের ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

কৌশিকী নদী—বিহার প্রদেশের একটি নদী। ইহা হিমালয় হইতে বাহির হইয়াছে।

ক্যাটালোনিয়া (Catalonia)—স্পেন

দেশের পার্ব্বত্য প্রদেশবিশেষ। ইহা ভূমধ্য সাগর ও পিরেনিজ পর্ব্বতমালার অন্তর্ব্বর্তী। এই প্রদেশ খনিজ দ্রব্যের এবং বয়নশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। আয়তন ১২,৫০০। ১৯৩১-এ স্পেনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্যাটালোনিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করে।

ক্যান্টন—দক্ষিণ চীনের প্রধান শহর। বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা শি-কিয়াং নদীর মোহানায় অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,৪১৩,১৬০।

ক্যান্টারবেরি (Canterbury)— লণ্ডন হইতে ৬০ মাইল দূরে স্টাউট নদীর তীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত স্থান। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ২৫,৬৯০। এখানকার বিখ্যাত গীর্জ্জা ৫৯৭-এ সেন্ট অগাস্টাইন কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ১১৭০-এ এখানে বিখ্যাত পাদ্রী টমাস এ. বেকেট নিহত হন।

ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ (Canary Islands or Canaries)—অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত স্পেনের অধিকারভুক্ত আগ্নেয়পর্ব্বতময় ৭টি দ্বীপ। ইহা আফ্রিকার উপকূল হইতে ১২ মাইল। টেনেরিফ (সর্ব্বপ্রধান দ্বীপ, রাজধানী সান্টাক্রুজ); গ্রান ক্যানেরিয়া (রাজধানী লাস পালমাস); পালমা; গোমেরা; হেয়ারো; ফার্টা ভেনটুরা (Fuerte Ventura) ; লানজারোট —এই সাতটি দ্বীপ। আয়তন ৪,৬৮৫। লোকসংখ্যা ৭৭৬,০২৭।

ক্যানিং—চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে এখানে একটি বন্দর ছিল।

ক্যাপিটোল (Capitol)—১। ৫০৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে রোম নগরে ক্যাপিটোলাইন পর্ব্বতের উপরে নির্ম্মিত জুপিটার দেবের মন্দির। ইহা কয়েকবার অগ্নিদগ্ধ এবং পুনর্গঠিত হয়। বর্ত্তমানে যে ক্যাপিটোলটি রোমে আছে, উহা মাইকেল এঞ্জেলোর পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত। উহার কিয়দংশ যাদুঘররূপে ব্যবহৃত হয়। ২। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের অধিবেশন-গৃহ। ইহা ওয়াশিংটন নগরে অবস্থিত।

ক্যামেরুন (Cameroon)—পশ্চিম আফ্রিকার প্রদেশ। পূর্ব্বে ইহা জার্ম্মানীর ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার কতকাংশ ব্রিটিশের ও কতকাংশ ফরাসীর অধিকৃত। ব্রিটিশ ক্যামেরুনের আয়তন ৩১,০০০। তাহা নাইজিরিয়ার এলাকাধীন।

ক্যারিবিয়ান সাগর (Carribean Sea)—অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের একটি অংশ। ইহার চতুর্দ্দিকে দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা এবং কিউবা, হাইতি, পোর্টোরিকো দ্বীপ অবস্থিত।

ক্যালে (Calais)—ফ্রান্সের উত্তর সীমায় ইংলিশ চ্যানেলের কূলে অবস্থিত একটি বন্দর। ইহা ইংলণ্ডের ডোভারের ঠিক বিপরীত দিকে ও ২১ মাইল দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫০,০৪৮।

ক্রয়ডন (Croydon)—লণ্ডন শহরের নিকটবর্ত্তী একটি শহর। এইস্থানে একটি বিমানঘাঁটি বর্ত্তমান। লোকসংখ্যা ২৪৮,৯০০।

ক্রিট (Crete)—গ্রীস দেশের উপকূল হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী ভূমধ্যসাগরস্থ পর্ব্বতময় দ্বীপবিশেষ। আয়তন ৩৩২৭। লোকসংখ্যা ৪৪২,৩৩৯। বল্কান যুদ্ধের পর হইতে ইহা গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রাজধানী ক্যাণ্ডিয়া। এই স্থান প্রাচীন সভ্যতার জন্য বিখ্যাত। নানাজাতীয় ফল ও তেল এই স্থান হইতে রপ্তানী হয়।

ক্রিমিয়া (Crimea)—কৃষ্ণসাগর ও আজভ উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত একটি উপদ্বীপ। ইহা একটি গণতন্ত্র। ফল, তামাক ও গমের জন্য বিখ্যাত।

ক্রিস্টিয়ানিয়া (Christiania)—বর্ত্তমান নাম অসলো (তাহা দ্রঃ)।

ক্রৌঞ্চ—১। (পুরাণ) সপ্তদ্বীপের দ্বীপ ও কৃষ্ণসাগর এলাকার আর্মেনিয়া। ২। ককেসাস পর্ব্বত।

ক্রৌঞ্চারণ্য—দণ্ডকারণ্যের কাননবিশেষ। ইহা জনস্থান ও মতঙ্গাশ্রমের মধ্যে ছিল।

ক্লীভল্যাণ্ড (Cleveland)—১। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও প্রদেশের একটি শহর ও বন্দর। ইহা ঈরাই হ্রদের তীরবর্ত্তী। এখানে যন্ত্রপাতির কারখানা ও কয়লার খনি আছে। লোকসংখ্যা ৮৬৭,২৯০। ২। ইংলণ্ডের টীজ এবং হুইট্‌বি নদীদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী অঞ্চলবিশেষ।

খ

খড়্গপুর—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ইস্টার্ণ রেলওয়ের একটি প্রসিদ্ধ জংশন-স্টেশন।

খড়দহ—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা বারাকপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহা মাত্র সাড়ে এগার মাইল। শ্যামসুন্দর বিগ্রহের জন্য ইহা বিখ্যাত। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর নিত্যানন্দ প্রভু এখানে আসিয়া সংসারধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহা ইস্টার্ণ রেলওয়ের উপর অবস্থিত।

খণ্ডগিরি—কটকের দশ ক্রোশ দক্ষিণে ভুবনেশ্বরের কাছে অবস্থিত পর্ব্বত। গুহার জন্য বিখ্যাত।

খয়রাগড়—ইহা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটি করদ ও মিত্ররাজ্য ছিল। ইহার আয়তন ৯৪০। ১৯৪৮-এ ইহা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

খয়েরপুর—পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত একটি করদ ও মিত্ররাজ্য ছিল। ইহার আয়তন ৬০৫০। লোকসংখ্যা ৩২০,০০০। ইহার রাজধানীর নাম মিরস খয়েরপুর। ইহা ১৯৪৭-এর আগষ্ট মাসে পাকিস্তানে যুক্ত হয়।

খাইবার গিরিসঙ্কট—ভারতের উত্তর-পশ্চিমে একটি সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ। ইহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে অবস্থিত এবং পেশোয়ার ও কাবুলকে সংযুক্ত করিতেছে।

খাণ্ডব—১। মহাভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের নিকটবর্ত্তী বন। মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই-এর মধ্যে অবস্থিত। খাণ্ডোয়া হইতে ভূশাওয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত অরণ্য। ২। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী অরণ্য। ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দগ্ধ করেন।

খান্দেশ—বোম্বাই প্রদেশের একটি জেলা। এই জেলার মধ্য দিয়া তাপ্তী নদী প্রবাহিত।

খামগাঁও—বেরারের অন্তর্গত আকোলা জেলার একটি শহর।

খারকভ—ইউরোপীয় রাশিয়ার প্রসিদ্ধ শহর।

খারান—পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য। পূর্ব্বে ইহা করদ রাজ্য ছিল। আয়তন ১৮,৫০৮। লোকসংখ্যা ৩৩,৮৩২। ইহা বেলুচিস্তান রাজ্যসমবায়ের অন্তর্গত।

খার্ত্তুম—১। ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের রাজধানী। নীল নদের, শ্বেত ও নীল, এই দুই শাখার সঙ্গমস্থলে ইহা অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৬১,৮০০। এই শহর পূর্ব্বে মাহ্‌দিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। লর্ড কিচেনার ১৮৯৮-এ ইহা অধিকার করেন। ২। ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের প্রদেশ। আয়তন ৫,৭০০। লোকসংখ্যা ৩২৯,০০০।

খাসগড়—চীন গণতন্ত্রের অধীন পূর্ব্ব তাতার বা সিন্‌কিয়াং প্রদেশের রাজধানী।

খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়—আসাম প্রদেশের একটি জেলা। আসামের রাজধানী শিলং এই জেলায় অবস্থিত। ইহা তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথা—(১) ইংরাজাধিকৃত খাসিয়া পাহাড়, (২) ইংরাজ-অধিকৃত জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং (৩) ২৫টি সামন্ত রাজ্যের সমষ্টি। এই জেলার পাথুরে চূণ 'সিলেট লাইম' নামে খ্যাত।

খিদিরপুর—কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত একটি স্থান। জেনারেল কিড (Kyd) নামে একজন ইংরাজ এখানে জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার নাম হইতেই

স্থানটির নাম 'খিদিরপুর' হইয়াছে। এখানে কতকগুলি বড় বড় জাহাজ-নির্ম্মাণের ডক আছে।

খিবা—রুশীয়-তুর্কীস্তানের একটি রাজ্য। উহার রাজধানীর নামও খিবা। খিবা অতি ক্ষুদ্র শহর; উহার লোকসংখ্যা প্রায় ৫০০০।

খিরথর পর্ব্বত—কাশ্মীরের উত্তরে অবস্থিত একটি পর্ব্বতমালা।

খুলনা—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। ইহার উত্তরে যশোহর জেলা, পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ২৪ পরগণা। আয়তন ৪৬৮৯। মহকুমা—খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা।

খেতুর—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান। নরোত্তম দাস ঠাকুরের সময় (১৫৯৪-এ) এই স্থানে সাত দিনব্যাপী বিরাট্ মহোৎসব ও বৈষ্ণব সম্মিলন হইয়াছিল।

খোরাসান—পারস্যের একটি প্রদেশ, খিবার দক্ষিণে এবং আফগানিস্তানের পশ্চিমে অবস্থিত।

গ

গঙ্গা—ভারতের একটি বিখ্যাত নদী। ইহা তেহ্‌রী-গাড়োয়াল প্রদেশের গোমুখী নামক তুষারক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থানের অপর নাম গঙ্গোত্রী। দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত ইহার নাম ভাগীরথী। দেবপ্রয়াগে ইহার সহিত অলকনন্দা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত স্রোত গঙ্গা নামে অভিহিত। হরিদ্বারে ইহা সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। অতঃপর ইহা পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫৫৭ মাইল।

গঙ্গোত্রী—তেহ্‌রী-গাড়োয়াল প্রদেশের স্থানবিশেষ। এই স্থলে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

গজনী—আফগানিস্তানের একটি প্রাচীন শহর। ইহা কাবুল ও কান্দাহারের মধ্যে অবস্থিত ছিল। আনুমানিক ৯৬২-এ আলপ্তিগীন নামক এক তুর্কী ক্রীতদাস এই শহরকে রাজধানী করিয়া এখানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তোলেন। বিখ্যাত সুলতান মাহ্‌মুদের সময় ইহা বিশেষ সমৃদ্ধ হয়, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই ইহা ধ্বংস হয়।

গঞ্জাম—মাদ্রাজ রাজ্যের একটি জেলা; ইহার সদর বারহামপুর। এখানে প্রচুর ধান জন্মে। এই জেলার গঞ্জাম শহর বঙ্গোপসাগর-কূলে অবস্থিত।

গড়মান্দারণ—আমোদর নদীর তীরের গড় ও দুর্গ।

গড়াই—পদ্মার একটি শাখানদী। ইহা কুষ্টিয়ার নিকট হইতে বাহির হইয়া কিছু দূরে গিয়া 'মধুমতী' নাম ধারণ করিয়াছে। ইহার আসল নাম 'গৌরী'।

গড্‌উইন-অস্টেন (Godwin-Austen) —হিমালয়ের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৮,২৫০ ফুট।

গড়ের মাঠ—কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথী-তীরের বিস্তীর্ণ মাঠের নাম গড়ের মাঠ। 'ফোর্ট উইলিয়াম' কেল্লা বা গড় এই মাঠের মধ্যে থাকায় ইহাকে গড়ের মাঠ বলা হয়।

গণ্ডক—উত্তর ভারতের একটি নদী। ইহা নেপাল হইতে বাহির হইয়া গোরক্ষপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সারণ জেলায় গগরা (বা ঘর্ঘরা) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

গণ্ডকী—গঙ্গার একটি উপনদী। ইহা নেপাল হইতে বাহির হইয়া গণ্ডকের সহিত সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইয়া মুঙ্গেরে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

গন্ধমাদন—১। মানস সরোবরের নিকটে পর্ব্বত। ২। হিন্দুকুশ।

গয়া—বিহার প্রদেশের একটি জেলা ও শহর। ইহা হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এইস্থানে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে। আয়তন ৪৭১২। লোকসংখ্যা ১০৫,২২৩।

গাজীপুর—উত্তর প্রদেশের একটি বিখ্যাত শহর। ইহা কাশীর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে আফিঙের একটি বড় কারখানা আছে। এখানে আতর এবং অন্যান্য গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়।

গাড়োয়াল—উত্তর প্রদেশের একটি জেলা। ইহা কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত। এই প্রদেশে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ইহা হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র। কথিত আছে, প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রদেশে ৫২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও তাহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া গড় ছিল বলিয়া এই প্রদেশের নাম হইয়াছে 'গাড়োয়াল'।

গান্ধার—বর্ত্তমান পেশোয়ার ও পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলির প্রাচীন নাম।

গারো পাহাড়—আসাম প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি পাহাড় ও জেলা। গারো নামক পাহাড়িয়া জাতির নাম হইতে এইরূপ নাম হইয়াছে।

গিনি—গ্যাম্বিয়া হইতে কঙ্গো নদীর মধ্যবর্ত্তী আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সাধারণ নাম।

গিয়ানা (Guiana)—দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব্বস্থ একটি দেশ। ইহা তিন অংশে বিভক্ত—পূর্ব্বে ব্রিটিশ গিয়ানা, মধ্যে ডাচ গিয়ান ও পশ্চিমে ফ্রেঞ্চ গিয়ানা। (স্ব স্ব স্থানে দ্রঃ)।

গিরিডি—বিহার প্রদেশে হাজারিবাগ জেলার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে কয়েকটি কয়লার খনি আছে।

গিরিব্রজ—১। রাজগৃহ। গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রাচীনকালের নগর। ২। কেকয়রাজ অশ্বপতির রাজধানী।

গিরিয়া—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত স্থান। ইহা ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। আলিবর্দ্দী খাঁ বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁকে এখানে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

গুজরাট—১। ইহার প্রাচীন নাম গুর্জ্জরাষ্ট্র। ইহা বোম্বাই রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত ও উহার অন্তর্গত। ২। পাকিস্তানের অন্তর্গত চেনাব নদীর তীরে পশ্চিম পঞ্জাবের শহর। লোকসংখ্যা ২২,০০০।

গুন্টুর—মাদ্রাজের অন্তর্গত একটি শহর। মছলিপত্তনের নিকটে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৮৩,৫৯৯।

গুয়াটেমালা (Guatemala)—মধ্য-আমেরিকার গণতন্ত্র। আয়তন ৪২,০৪২। লোকসংখ্যা ২,৭৮৭,০০০। কফি ও চিনি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজধানীর নামও গুয়াটেমালা।

গুয়াম—প্রশান্ত মহাসাগরে মোরিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত। আয়তন ২০৬। লোকসংখ্যা ৫৯,৪৯৮। রাজধানী আগানা।

গুর্জ্জর—১। গুজরাট অঞ্চল। ২। বর্ত্তমান রাজপুতানার প্রাচীন নাম।

গুলমার্গ—কাশ্মীরে অবস্থিত স্থান, শ্রীনগর হইতে ৩০ মাইল। কাশ্মীরের ইহা অন্যতম প্রধান প্রমোদ-কেন্দ্র। ৮,৭০০ ফুট উর্দ্ধ।

গুলিটা—হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়।

গোকর্ণ—১। দাক্ষিণাত্যের একটি নগর। ২। উত্তর-ভারতের তীর্থবিশেষ; ইহা পরশুরাম তীর্থ নামেও খ্যাত।

গোদাবরী—নদী। বোম্বাই প্রদেশের নাসিক শহরের নিকটে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালায় উৎপন্ন। বোম্বাই ও হায়দরাবাদের মধ্য দিয়া প্রায় ৯০০ মাইল প্রবাহিত হইয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

গোপালগঞ্জ—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার একটি মহকুমা।

গোপালপুর—উড়িষ্যায় গঞ্জাম জেলায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থান। বহরমপুর স্টেশন হইতে ১০ মাইল।

গোবি (Gobi)—মধ্য-এসিয়ার একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমি। ইহা মঙ্গোলিয়া হইতে তুর্কীস্তানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্ব অংশ শ্যামো (Shamo) নামক প্রস্তর ও বালুকাময় মরুভূমি, পশ্চিম অংশ বৃক্ষশূন্য বিশাল সমতল প্রান্তর। ইহা উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে প্রায় ১,৫০০ মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রস্থে ৫০০ হইতে ৭০০ মাইল বিস্তৃত।

গোবিন্দপুর—ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের স্থানে পূর্ব্বে গোবিন্দজীর মন্দির ছিল। বর্ত্তমান চাঁদপাল ঘাটের পূর্ব্ব-দক্ষিণে গোবিন্দজীর নামে যে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা গোবিন্দপুর নামে খ্যাত।

গোমতী—গঙ্গার একটী উপনদী। ইহার তীরে লক্ষ্ণৌ নগর অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ মাইল।

গোমাল গিরিসঙ্কট—সুলেমান পর্ব্বতমালার গিরিসঙ্কট। ইহার মধ্য দিয়া পাকিস্তান হইতে আফগানিস্তানে যাওয়া যায়।

গোয়া—ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত পোর্ত্তুগীজ-অধিকৃত রাজ্য। আয়তন ১৪৬৯। লোকসংখ্যা ৫৩২,০০০। রাজধানী নোভা গোয়া। বর্ত্তমানে (১৯৫৪) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য এখানে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে।

গোয়াডালকুইভার (Guadalquivir)—স্পেনের একটি নদী। ইহা ৩৭৫ মাইল দীর্ঘ। অ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগরে ইহা পতিত হইয়াছে।

গোয়ালন্দ—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি রেল ও স্টীমার স্টেশন। ইহা পদ্মার তীরে অবস্থিত।

গোয়ালপাড়া—আসাম প্রদেশের একটি জেলা ও শহর। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত।

গোয়ালিয়র—পূর্ব্বে একটি করদ ও মিত্র-রাজ্য ছিল। এখন মধ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত জেলারূপে পরিগণিত। আয়তন ২৬,০০৮। রাজধানী গোয়ালিয়র। রাজধানীর লোকসংখ্যা ১৮২,৪৯২। প্রাচীন শহরটি গোয়ালিয়র দুর্গের জন্য বিখ্যাত। এখানকার রাজা হিন্দু ও জাতিতে মারহাট্টা ছিলেন; তাঁহার উপাধি ছিল সিন্ধিয়া।

গোরক্ষপুর—উত্তর প্রদেশের একটি শহর। ইহা রাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৮৪,৬৫০।

গোলকুণ্ডা—হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত এবং হায়দরাবাদ শহরের ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। ইহা এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান। ইহা প্রথমে বাহ্‌মণিবংশের, পরে কুতুবশাহী বংশের রাজাদের রাজধানী ছিল। ইহার নিকটে কুতুবশাহী রাজাদের সমাধিস্তম্ভ দেখা যায়। ইহা এককালে হীরকের খনি ও প্রাচীন রাজাদের সমাধিমন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

গোল্ড কোস্ট (Gold Coast)—পশ্চিম-আফ্রিকার একটি উপকূল। বাংলায় ইহাকে 'সুবর্ণ উপকূল' বলা হয়। ইহা গিনি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। আয়তন ৯১,৮৪৩। লোকসংখ্যা ৪,০৯৫,২৭৬। রাজধানী আক্রা।

গৌড়—মালদহ জেলায় অবস্থিত বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। ইহার অপর নাম লক্ষ্মণাবতী বা লখ্‌নৌতি। মুসলমানদের রাজত্বকালে রাজধানী এখান হইতে পাণ্ডুয়ায় যায়। এখানে এখনও প্রাচীন গৌড়ের অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 'গৌড়' নাম হইতে এককালে সমুদায় বাংলাদেশকে 'গৌড়' বলিত।

গৌরীশঙ্কর—এভারেস্টের নিকটবর্ত্তী হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৩,৪৪০ ফুট। মতান্তরে এভারেস্টেরই অপর নাম গৌরীশঙ্কর।

গৌহাটী—আসাম প্রদেশের একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। এখানে একটি কলেজ আছে।

গ্যালিলি (Galilee)—প্যালেস্টাইনের একটি প্রাচীন প্রদেশের নাম; ইহার অপর ও আধুনিক নাম বাল্‌ ট্যাবারিয়ে। ইহা স্যামারিয়া প্রদেশের উত্তরে এবং জর্ডন নদীর পশ্চিমে অবস্থিত; ইহার রাজধানী এবেরিয়াস। ইহা যীশু খৃষ্টের শৈশবের বাসভূমি এবং পরিণত বয়সের একটি বিখ্যাত কর্ম্মক্ষেত্র ছিল।

গ্রানাডা (Granada)—**১**। দক্ষিণ স্পেনের একটি প্রাচীন শহর; ভূমধ্য সাগরতীরে উর্ব্বর গ্রানাডা প্রদেশে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা মুর-অধিকৃত গ্রানাডা প্রদেশের রাজধানী ছিল। আলহামব্রা প্রাসাদের জন্য ১৪শ শতকে বিখ্যাত ছিল। লোকসংখ্যা ১৬৬,৩২৩। **২**। দক্ষিণ স্পেনের প্রদেশ। সিয়েরা নেভাডা পর্ব্বত ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। আয়তন ৪৮৩৪। লোকসংখ্যা ৭৮৪,৮৩৯। **৩**। মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়া দেশের একটি শহরের নামও গ্রানাডা; সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রের শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

গ্রীনউইচ (Greenwich)—ইংলণ্ডের অন্তর্গত টেম্‌স্ নদীর তীরবর্ত্তী বিখ্যাত শহর। এখানকার মানমন্দির অতি প্রসিদ্ধ। এই শহরের উপর দিয়া যে দ্রাঘিমা কল্পিত হইয়াছে, তাহাকে প্রধান দ্রাঘিমা রেখা বা মূল মধ্য রেখা (Prime Meridian) বলে। এই রেখা ০° (Zero) ডিগ্রী।

গ্রীন্‌ল্যাণ্ড (Greenland)—উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত দিনেমারদের অধিকৃত বিরাট্ দ্বীপ। ইহা শীতপ্রধান দেশ এবং অধিকাংশ সময় বরফে আচ্ছন্ন থাকে। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই এস্কিমো। আয়তন প্রায় ৮,৪০,০০০। লোকসংখ্যা ২০,৮৩২ (স্থানীয়), ৫৮০ দিনেমার। রাজধানী গড্‌আব।

গ্রীস (Greece)—ইউরোপের অন্যতম রাজ্য। আয়তন ৫১,২৪৬। লোকসংখ্যা ৭,৯৬০,০০০। ১৯৪১-এ ইহা জার্ম্মানী কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং ১৯৪৪-এ ইহা মুক্তিলাভ করে। রাজধানী এথেন্স।

গ্রেট বেয়ার (Great Bear)—কানাডার একটি বিখ্যাত হ্রদ। ইহা প্রায় ১৭৬ মাইল দীর্ঘ। ইহার আয়তন প্রায় ১১,২০০।

গ্রেট বৃটেন (Great Britain)—ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও স্কট্‌ল্যাণ্ড একত্রে গ্রেট ব্রিটেন নামে বিখ্যাত। প্রাচীন গ্রীকগণ ইংলণ্ড ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপকে ব্রিটানিয়া বলিতেন। অতঃপর ওয়েল্‌স্ ও স্কট্‌ল্যাণ্ড ইংলণ্ডেশ্বরের অধীন হইলে সমগ্র দ্বীপটিই গ্রেট ব্রিটেন নামে খ্যাত হয়।

গ্লস্টার (Gloucester)—পশ্চিম ইংলণ্ডের জেলা। আয়তন ১২৫৭। লোকসংখ্যা ৯২১,৭০০। কয়লা, যন্ত্র ও বস্ত্র-শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

গ্ল্যাস্‌গো (Glasgow)—স্কট্‌ল্যাণ্ডের বিখ্যাত বন্দর ও গ্রেট ব্রিটেনের দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর। ইহার আয়তন ৫০। লোকসংখ্যা ১,১০৬,০৭২। ইহা একটি শিল্প ও বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত।

ঘ

ঘর্ঘরা—গঙ্গার একটি উপনদী। ইহা মানস সরোবরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। নেপালে ইহার নাম কৌরিআনা, উত্তর-প্রদেশের ইহা একটি বিখ্যাত নদী। হিন্দুরা ইহাকে পবিত্র জ্ঞান করেন। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ মাইল।

ঘাট পর্ব্বত—দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতদ্বয়। পূর্ব্বঘাট দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব উপকূলে এবং পশ্চিমঘাট উহার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত।

ঘাটাল—বাঙ্গালার মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা। এখানে উৎকৃষ্ট ঘৃত, মাখন এবং মাটির বাসন প্রস্তুত হয়। ঘাটালের মাখন নানা স্থানে রপ্তানি হয়।

ঘুসুড়ীর ট্যাঁক—কলিকাতার কিঞ্চিৎ উত্তর-পশ্চিমে হুগলী জেলার তীরে উপনগর। ইহার পূর্ব্ব সীমায় গঙ্গার তীরে বিস্তীর্ণ চড়া আছে।

ঘৃত সমুদ্র—কাস্পিয়ান হ্রদের পৌরাণিক নাম।

ঘেণ্ট (Ghent)—বেলজিয়মের একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-প্রধান শহর। ইহা শেল্ট (Scheldt) নদীর তীরে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ১৬৬,০৯৬।

ঘোড়াঘাট—দিনাজপুরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ স্থান। কথিত আছে, এখানে বিরাটরাজের রাজধানী ছিল।

ঘোষপাড়া—নদীয়া জেলার গ্রাম। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের পীঠস্থানরূপে বিখ্যাত।

———

চ

চট্টগ্রাম—১। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের (পূর্ব্ব-বঙ্গের) একটি বিভাগ। ইহাতে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এই চারিটি জেলা আছে। ইহার উত্তরে আসাম, পূর্ব্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে মেঘনা নদী ও ঢাকা বিভাগ। ইহার আয়তন প্রায় ১১,৬০২। ২। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের (পূর্ব্ব-বঙ্গের) একটি জেলা। ইহার উত্তরে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। আয়তন ২৫৭০। মহকুমা—চট্টগ্রাম, কক্সবাজার। নদ-নদী—ফেনী, কর্ণফুলী, শঙ্খ, মাতামুড়ি প্রভৃতি। কৃষিদ্রব্য—চা, ধান, তামাক, ইক্ষু, লঙ্কা, তুলা, কচু, পাণ ইত্যাদি। এখানে বাঁশ ও বেতের জিনিস প্রস্তুত হয়; পূর্ব্বে এখানে জাহাজ প্রস্তুত হইত। পাহাড়—সীতাকুণ্ড, দিয়াং, বাঁশখালি, গর্জ্জনীয়া। এ জেলায় তুন, গর্জ্জন, জারুল, নাগেশ্বর প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়। ৩। চট্টগ্রাম জেলার সদর ষ্টেশন। ইহা কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা বঙ্গের দ্বিতীয় বন্দর। এখানে একটি কলেজ আছে। লোকসংখ্যা ৯২,৩০১।

চন্দননগর—হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি শহর। উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল 'চন্দ্রনগর'। পূর্ব্বে ইহা ফরাসী-অধিকৃত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা গণভোটে ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

চন্দ্রকোণা—মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল মহকুমার একটি প্রাচীন গ্রাম। উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

চন্দ্রগিরি—দাক্ষিণাত্যের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার রাজার প্রতিনিধির নিকট হইতে বার্ষিক কর দিবার অঙ্গীকারে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমুদ্রতীরে কিছু জায়গা গ্রহণ করে এবং সেইখানে মাদ্রাজ শহর গড়িয়া উঠে।

চন্দ্রদ্বীপ—অবিভক্ত বঙ্গদেশের একটি সুপ্রাচীন রাজ্য। ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার কিয়দংশ লইয়া এই রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দনুজমর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্র দেব নামে দুইজন শক্তিশালী রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন।

চন্দ্রনাথ পাহাড়—ইহার অপর নাম সীতাকুণ্ড পাহাড়।

চন্দ্রভাগা—সিন্ধুর একটি উপনদী। ইহার গ্রীক নাম চেনাব।

চন্দ্রশেখর—চট্টগ্রামের পর্ব্বত ও তীর্থ।

চব্বিশ পরগণা—পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। মহকুমা—আলিপুর, বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট, ডায়মণ্ড হারবার ও বনগাঁ। নদ-নদী—গঙ্গা (ভাগীরথী বা হুগলী), বিদ্যাধরী, ইচ্ছামতী প্রভৃতি।

চম্পা—ফরাসী ইন্দোচীনের অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান। প্রাচীন যুগে এখানে হিন্দু-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সে যুগের অনেক নিদর্শন এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

চম্পারণ—ইহার প্রাচীন নাম চম্পারণ্য। ইহা বিহার প্রদেশের একটি জেলা।

চম্বল নদ—রাজপুতানার একটি নদী। ইহা বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া যমুনায় পড়িয়াছে।

চাঁদপুর—পাকিস্তানের ত্রিপুরা জেলার প্রসিদ্ধ রেল ও স্টিমার স্টেশন এবং বাণিজ্য-প্রধান স্থান।

চাঁদসী—পাকিস্তানের বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার বিনা-অস্ত্রে ক্ষত চিকিৎসা-প্রণালী প্রসিদ্ধ।

চাঁপাইনগর—১। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে মানকর ষ্টেশনের কাছে নগরবিশেষ। এখানে চাঁদ সদাগরের বাস ছিল বলিয়া কথিত। চম্পকনগর নামেও খ্যাত। ২। বর্দ্ধমানের ৩২ মাইল পশ্চিমে গ্রাম। এখানকার মৃৎস্তূপ লখিন্দরের বাসরগৃহ ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

চাড হ্রদ (Chad or Tchad)—মধ্য-আফ্রিকার উত্তরাংশে অবস্থিত বিশাল হ্রদ। প্লাবিত অবস্থায় ইহার আয়তন হয় প্রায় ২০,০০০।

চান্দেরী—মালবের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর বাবর এখানকার সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার করেন।

চাপতা—হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটে গ্রাম। রামনিধি গুপ্তের (নিধু বাবুর) জন্মস্থান।

চিতোর—রাজপুতানার অন্তর্গত মিবার রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। ইহা একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে শিশোদীয়-বংশীয় রাজপুত নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। চিতোর দুর্গ একটি দর্শনীয় বস্তু। রাজপুত-জাতির বীরত্বের ও মহত্ত্বের এবং রাজপুত-রমণীদিগের আত্মত্যাগের গৌরবে ইহা চির-উজ্জ্বল। নানা প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ এখানে আজিও বিদ্যমান। রাণা কুম্ভের (১৪৫০) নির্ম্মিত বিজয়-স্তম্ভ এখানকার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। এই স্তম্ভটি ৯ তলা ও ১২২ ফুট উচ্চ।

চিত্রকূট—উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত পাহাড়। রাম যখন বনবাসে ছিলেন, তখন এখানে ভরত আসেন। বাল্মীকির আশ্রম এখানে ছিল।

চিত্রল—১। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি নদ। ইহা পামীর উপত্যকা হইতে উৎপন্ন হইয়া কাবুল নদীতে মিশিয়াছে। শীতকালে ইহার জল ১০° শীতল হইয়া যায়। ২। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজ্য। আয়তন ৪,০০০। লোকসংখ্যা ১০৭,৯০৬। খনিজ পদার্থে রাজ্যটি সমৃদ্ধ।

চিম্বোরাজো (Chimborazo)—১। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর দেশের একটি পর্ব্বত। ইহা আন্দিজ পর্ব্বতমালার অন্তর্গত একটি নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি, প্রায় ২১,০০০ ফুট উচ্চ। ২। ইকোয়াডরে এই নামের একটি প্রদেশও আছে।

চিলমারী—রংপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। অষ্টমী স্নান উপলক্ষে এখানে একটি মেলা হয়।

চিলি (Chile)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি গণতন্ত্র। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে অবস্থিত। আয়তন ২৮৬,৩২২। লোক-সংখ্যা ৫,৬২১,০০০। রাজধানী সান্টিয়াগো।

চিলিয়ানবালা—শিয়ালকোটের নিকট অবস্থিত একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রাম।

চিল্কা হ্রদ—উড়িষ্যার একটি হ্রদ। ইহা বঙ্গোপসাগরের একেবারে কূলের নিকট বর্ত্তমান। ইহা প্রায় ৪৪ মাইল দীর্ঘ এবং ২০ মাইল প্রশস্ত।

চীন—এসিয়ার অন্যতম দেশ। পৃথিবীর মধ্যে এই দেশই বৃহত্তম। আয়তন ৩,৭৬০,৩৩৯। লোকসংখ্যা ৪৬৩,৪৯৩,৪১৮। সাংহাই, তিয়েন্‌ৎসিন ও ক্যাণ্টন ইহার তিনটি প্রধান বন্দর। ইয়াং-শি-কিয়াং, হোয়াংহো ও শি-কিয়াং ইহার তিনটী বৃহৎ নদী। চা ও রেশম এখানকার প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। রাজধানী পিকিং। রাষ্ট্রনায়ক মাও-সে তুং (১৯৫৩)।

চীন সাগর—কোরিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশ।

চুঁচুড়া—হুগলী জেলার প্রধান শহর। এখানে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার বাস করেন।

চুনার—উত্তর প্রদেশের একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা মীর্জাপুর জেলায় অবস্থিত। ইহা ইতিহাসেও অতিশয় প্রসিদ্ধ। এখানে বৌদ্ধ-যুগের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

চুয়াডাঙ্গা—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজসাহী বিভাগের কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত একটি নগর। ইহা ঈস্টার্ণ রেলওয়ের একটি স্টেশন।

চুণাভাটি—জলপাইগুড়ি জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে একটি তামার খনি আছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া (Czechoslovakia)—মধ্য ইউরোপের একটি গণতান্ত্রিক রাজ্য। আয়তন ৪৯,৩৮১। লোকসংখ্যা ১২,৪৬৩,০০০। পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর অংশ ছিল। ১৯১৮-এ ইহা গণতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত হয়। রাজধানী প্রেগ।

চেদি—নাগপুর, জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন রাজ্য।

চেনাব নদী—ইহার ভারতীয় নাম চন্দ্রভাগা।

চের—ইহার অপর নাম কেরল।

চেরাপুঞ্জী—আসাম প্রদেশের একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হয় (৫০০ ইঞ্চি)।

চেরিং ক্রস—লণ্ডনের একটি বিখ্যাত স্থান। ইহা টেম্‌স্ নদীর তীরে অবস্থিত। ইংল্যাণ্ডের বহু আফিস ও বড় বড় লোকের বাড়ী এখানে আছে।

চেশায়ার (Cheshire)—ইংল্যাণ্ডের একটি কাউণ্টি, ডার্বিশায়ার ও ওয়েল্‌স্-এর মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরাংশ ম্যান্‌চেষ্টার ও লিভারপুল শহর দুইটির শহরতলী বিশেষ, মধ্য ও দক্ষিণ অংশ কৃষিপ্রধান অঞ্চল এবং পূর্ব্ব অংশ একটী বিস্তৃত জলাভূমি। ইহার প্রধান নগর চেষ্টার।

চোল—দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন রাজ্য। ইহার পূর্ণ নাম চোলমণ্ডল। কাবেরী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত তামিল রাজ্যই প্রাচীন কালে চোল নামে অভিহিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল তাঞ্জোর।

চৌ-দ্বার—উড়িষ্যার প্রধান শহর। ইহা কটক শহরের পূর্ব্বদিকে মহানদীর অপর পারে অবস্থিত। এখানে প্রতিবৎসর বৈষ্ণবদিগের একটি মেলা হয়।

চৌবেড়িয়া—নদীয়া জেলার গ্রাম। দীনবন্ধু মিত্রের জন্মস্থান।

চৌ-মোহানি—নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত পাটের বাণিজ্য-স্থান।

ছ

ছত্রিশগড়—মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের রাজ্য। ১৯৪৮-এ এই রাজ্যগুলি মধ্য প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

ছোটনাগপুর—বিহারের একটি বিভাগ। ইহা মালভূমিতে এবং পাহাড়ে পরিপূর্ণ। পরেশনাথ পাহাড় সর্ব্বোচ্চ। আয়তন ২৭,০০০। রাঁচি শহর ইহার রাজধানী। এই স্থানে কয়লা, লোহা ইত্যাদি খনিজদ্রব্য প্রচুর পাওয়া যায়। ইহাতে হাজারীবাগ, রাঁচি, পালামৌ, মানভূম, সিংহভূম, সেরাইকেল্লা ও খারসোয়ান এই কয়টি জেলা আছে। সুবর্ণরেখা, বৈতরণী, দামোদর প্রভৃতি নদনদী এই স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

জ

জঙ্গীপুর—মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত শহর।

জব্বলপুর—মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত শহর। নিকটেই সুদৃশ্য মর্ম্মরশৈল অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৭৮,৩৩৯।

জম্মু (Jammu, or Jummoo)—'কাশ্মীর' দ্রঃ।

জয়দেবপুর—ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় অবস্থিত। এখানে ভাওয়ালের রাজবাটী বিদ্যমান।

জয়ন্তিয়া—আসাম প্রদেশে শিলং অঞ্চলে অবস্থিত পাহাড়। উচ্চতা ৬,৫০০ ফুট।

জয়পুর—১। রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান শহর। বাণিজ্যপ্রধান স্থান। লোকসংখ্যা ১৭৫,৮১০। ২। রাজস্থানের রাজ্য। আয়তন ১৬,৬১০। লোকসংখ্যা ৩,০৪০,৮৭৬।

জয়সিদ্ধি—ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রাম। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জন্মস্থান।

জর্জ্জটাউন (Georgetown)—১। দক্ষিণ আমেরিকায় বৃটিশ গিয়ানার রাজধানী, ডেমারা নদীর তীরে অবস্থিত। ২। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পোটোমাক নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ নগর। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রসিদ্ধ গীর্জ্জা অবস্থিত।

জর্জ্জিয়া (Georgia)—১। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি রাষ্ট্র। আয়তন ৫৯,২২৫। উৎপন্ন দ্রব্য তুলা, তামাক, ভুট্টা ইত্যাদি। এখানকার কয়লা এবং লৌহের খনিও বিখ্যাত। জর্জ্জিয়ার অধিকাংশ অধিবাসীই শ্বেতেতর। ২। পশ্চিম-এসিয়ার ককেশাস পর্ব্বতের সন্নিহিত পাশ্চাত্ত্য অঞ্চলও জর্জ্জিয়া নামে অভিহিত। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত গণতন্ত্র।

জর্ডন (Jordon)—১। এসিয়ার সিরিয়া প্রদেশের একটি নদী; দৈর্ঘ্য ১২০ মাইল। ইহা মাউণ্ট লেবানন হইতে নির্গত হইয়া মরুসাগরে পড়িয়াছে। জর্ডন বাইবেলপ্রসিদ্ধ নদী; সমগ্র খৃষ্টানজগতের নিকট জর্ডনের জল অতি পবিত্র। ২। রাজ্য। রাজধানী আম্মান। আয়তন ৩৪,৭৫০। লোকসংখ্যা ৫৫০,০০০ (১৯৪৮)।

জলঙ্গী—মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্ব্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত নদী; উত্তরে পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণে ভাগীরথী নদীতে পড়িয়াছে।

জলঢাকা—জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার ও রংপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদী। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের একটী উপনদী।

জলন্ধর—পঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ নগর। এখানে একটি সেনানিবাস আছে।

জলপাইগুড়ি—১। পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। ২। জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান শহর।

জাঞ্জিবার—১। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ইংরাজাশ্রিত একটি রাষ্ট্র; শাসনকর্ত্তার উপাধি সুলতান; আয়তন ১,৪২০। ২। জাঞ্জিবার প্রদেশের রাজধানীর নামও জাঞ্জিবার। ইহা জাঞ্জিবার নামক দ্বীপের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। লবঙ্গ, লঙ্কা প্রভৃতি এখানকার রপ্তানী দ্রব্য।

জাপান (Japan)—এসিয়ার পূর্ব্বভাগে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত কতকগুলি দ্বীপ লইয়া জাপান সাম্রাজ্য গঠিত। চাউল, চা, তুলা, রেশম, তামাক এবং নানাবিধ খনিজ পদার্থ এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য। জাপান দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ২,৬০,৭৩৮। লোকসংখ্যা ৭৮,৬২৭,০০০। সম্রাটের উপাধি মিকাডো। জাপানীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। রাজধানী টোকিও।

জাফা (Jaffa)—ইজরায়েলের একটি বিখ্যাত বন্দর, ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত।

জাভা—এসিয়ার দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত প্রধান দ্বীপ। আয়তন ৫০,৩৯০। লোকসংখ্যা ৪১,৭২০,০০০। চাউল, চিনি, তুলা, চা, কফি, নানাবিধ মসলা প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য। রাজধানী জাকার্তা। ইহা 'যবদ্বীপ' নামেও খ্যাত।

জামসেদপুর—বিহার প্রদেশের শহর। টাটার লোহার কারখানার জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ১৪৮,৭১১।

জামালপুর—১। বিহার প্রদেশের একটি নগর। ইস্টার্ণ রেলওয়ের সর্ব্ববৃহৎ কারখানা এইস্থানে অবস্থিত। ২। ময়মনসিংহ জেলার একটি মহকুমা।

জাম্বেজী (Jambesi)—দক্ষিণ আফ্রিকার একটি নদী, ভারতমহাসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল।

জার্ম্মানি (Germany)—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্ম্মানি পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্ম্মানিতে বিভক্ত হইয়াছে। পশ্চিম জার্ম্মানি যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অধীন এবং পূর্ব্ব জার্ম্মানি সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের অধীন। পশ্চিম জার্ম্মানির শাসনকেন্দ্র বন (Bonn)। বার্লিন এই চতুঃশক্তিরই অধীন। সমগ্র আয়তন ৭৩৬,৪৬০। লোকসংখ্যা ৫৮,৮৩৫,৫১৮।

জারসি (Jersey)—ইংলিশ চ্যানেলের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপ। ইহা ফ্রান্স হইতে তের মাইল দূরে। জনসংখ্যা প্রায় চার হাজার। এখানকার নাবিকেরা গেঞ্জির মত একপ্রকার জামা পরে। উহাকে জারসি বলে।

জিদ্দা (Jiddah or Djiddah)—হেজাজ রাজ্যের একটি বন্দর ও শহর, লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত। এই বন্দর হইতে মক্কা নগরী পূর্ব্ব দিকে প্রায় ৭০ মাইল দূর। লোকসংখ্যা ৫০,০০০।

জিবুতি—আফ্রিকায় ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী। লোকসংখ্যা ১০,৪২১।

জিব্রাল্টার (Gibraltar)—১। স্পেনের দক্ষিণাংশে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত একটি নগর এবং দুর্গ জিব্রাল্টার নামে অভিহিত। ১৭০৪ হইতে ইহা ইংরাজের অধিকারে আছে। ২। বিখ্যাত প্রণালীবিশেষ। স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ইহা অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করিতেছে। ইহার পরিসর মাত্র ৯ মাইল।

জিয়াগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ জেলায় লালবাগ মহকুমার একটি গ্রাম।

জুইডরজীর বাঁধ—হল্যাণ্ডের জুইডরজী নামক সামুদ্রিক হ্রদের সমুদ্রকূলের প্রকাণ্ড বাঁধ। ওলন্দাজেরা এই বাঁধ বাঁধিয়া হ্রদটির জল যন্ত্র দ্বারা বাহির করিয়া নূতন ভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন।

জুগোশ্লাভিয়া (Yugoslavia)—মধ্য-ইউরোপের একটি রাষ্ট্র। আয়তন ৯৬,২৬৫। লোকসংখ্যা ১৫,৭৫১,৯৩৮। রাজধানী বেলগ্রেড। কৃষি এবং খনিজ সম্পদ্‌ই এখানকার লোকের সাধারণ জীবনোপায়। সার্বিয়া, মণ্টিনিগ্রো, ক্রোশিয়া, দালমেশিয়া, বসনিয়া, হারজিগোভিনা ও স্লাভোনিয়া—এই কয়টি রাজ্য লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।

জুট্‌ফেন (Zutphen)—হল্যাণ্ডের একটি নগর। এই স্থানের যুদ্ধে ১৫৮৬-এ স্যার্ ফিলিপ্ সিডনীর মৃত্যু হয়।

জুট্‌ল্যাণ্ড (Jutland)—ডেনমার্কের উপদ্বীপ অঞ্চল এই নামে অভিহিত। এই ভূভাগ নীচু এবং অনুর্ব্বর। পরিমাণফল ১১,৪১৯। লোকসংখ্যা ১,৮২৬০৫৬।

জুডিয়া (Judea)—রোমকযুগে প্যালেস্টাইনের দক্ষিণাংশ এই নামে অভিহিত হইত।

জুনাগড়—সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য। ইহা পূর্ব্বে কাথিয়াবাড়ের একটি করদরাজ্য ছিল। ১৯৪৯-এর ২০শে জানুয়ারি ইহা সৌরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পাকিস্তান অবশ্য এই অঞ্চলের ভারত অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করিয়া লয় নাই।

জুরিক (Zurich)—সুইজারল্যাণ্ডের সর্ব্ববৃহৎ জনাকীর্ণ শহর। ইহা একটি হ্রদের তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৩৩৬,৩৯৫।

জুলুল্যাণ্ড (Zululand)—আফ্রিকার নাটালের একটি প্রদেশ। আয়তন ১০,৪২৭। চা, কফি, ফল, চিনি, সোনা, কয়লা এখানকার শিল্পদ্রব্য।

জেনেভা (Geneva)—১। সুইজারল্যাণ্ডের একটি বিখ্যাত শহর। জেনেভা হ্রদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানকার নির্ম্মিত ঘড়ি অতি প্রসিদ্ধ। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানে পূর্ব্বে জাতিসঙ্ঘের, এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। লোকসংখ্যা ১২৪,৪৩১। ২। সুইজারল্যাণ্ডের জেলা। আয়তন ১০৯। লোকসংখ্যা ১৭৪,৮৫৫।

জেনোয়া (Genoa)—ইটালীতে জেনোয়া উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর। এখানকার লৌহ ও জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা এবং রেশমশিল্প বিখ্যাত।

জেরুসালেম (Jerusalem)—ইহা পূর্ব্বতন প্যালেস্টাইনের একটি নগর, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২,৬৬০ ফুট উচ্চ। এই নগর খৃষ্টান ও ইহুদীদের অতি পবিত্র স্থান। ইহা বহুবার অবরুদ্ধ ও অধিকৃত হইয়াছে। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। লোকসংখ্যা ১৬৪,৪৪০।

জোহানেসবার্গ (Johannesburg)—দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্স্‌ভালের একটি প্রসিদ্ধ নগর। স্বর্ণখনির জন্য বিখ্যাত।

জৌনপুর—উত্তর প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ নগর। গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৩২,৫৬৯।

জ্বালামুখী (Jawalamukhi)—পঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলার একটি প্রাচীন শহর। ইহা হিন্দুদের একটি পীঠস্থান। এখানে জ্বালামুখী দেবীর স্বর্ণশীর্ষ মন্দিরের তলদেশে কয়েকটি অগ্নিশিখা অহোরাত্র একই ভাবে জ্বলিতেছে। প্রবাদ এই যে, মহাদেব জলন্ধর নামক যে অসুরকে এখানে গুরুভার পাষাণ চাপা দিয়াছিলেন, তাহার মুখ হইতে এই অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। হিন্দুদের বিশ্বাস যে, সতী-দেহের ছিন্ন অংশ এইখানে পড়িয়াছিল, এবং এখানকার মাটির নীচের সহজ-দাহ্য বাষ্প জ্বলিয়া এই শিখা বাহির হইতেছে। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের ছাদটি সোনায় মুড়িয়া দেন। মন্দিরের কাছে ৬টী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বহু হিন্দু তীর্থযাত্রী এই পীঠস্থান দর্শনে আসিয়া থাকেন।

জ্যামেকা (Jamaica)—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি দ্বীপ; ইংরেজদিগের অধিকৃত। আয়তন ৪,৪০৪। লোকসংখ্যা ১,২৩৭,১৬৩। রাজধানী কিংসটন।

ঝ

ঝরিয়া—বিহার প্রদেশের একটি শহর; এখানে অনেক বড় বড় পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে।

ঝাঁসি—মধ্যভারতের গোয়ালিয়র জেলার একটি বিভাগ; রাজধানী ঝাঁসি।

ঝাড়গ্রাম—বাঙ্গালার মেদিনীপুর প্রদেশের একটি মহকুমা। সুবর্ণরেখা নদী ইহার মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। এখানে শাল, মহুয়া, কুসুম প্রভৃতি বন্যগাছের বিশাল বন আছে।

ঝালকাঠি—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বরিশাল জেলার একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। এখান হইতে প্রচুর ধান, চাউল ও সুপারী নানাস্থানে রপ্তানি হয়।

ঝিনাইদহ—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজসাহী জেলার একটি মহকুমা। ইহা একটি প্রাচীন শহর।

ঝিন্দ (Jhind)—পঞ্জাবের একটি দেশীয় রাজ্য (Native State). শতদ্রু (Sutlej) নদীর পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার আয়তন ১২৫৯। রাজবংশ সিধু জাঠ (শিখ)। বর্ত্তমানে ইহা পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব-পঞ্জাব রাজ্য সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

ঝিলাম—১। পঞ্জাবের সিন্ধুনদের পাঁচটি

শাখার পশ্চিমের শাখা ; কাশ্মীর হইতে প্রবাহিত হইয়া চেনাব (Chenub) নদীতে পড়িতেছে। ২। পঞ্জাবের একটি জেলার নামও ঝিলাম। ইহা রাওলপিণ্ডি বিভাগে অবস্থিত। এই জেলার সদর ঝিলাম শহর, ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত।

ট

টঙ্ক—রাজস্থানের অন্তর্গত একটি রাজ্য। ইহার আয়তন ২৫০৯। লোকসংখ্যা ৩৫,৬৫০।

টরন্টো (Toronto)—কানাডার অন্তর্গত অন্টারিও প্রদেশের রাজধানী। লোকসংখ্যা ৬৯৫,১০২। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ।

টাইবার (Tiber)—ইটালীর একটি নদ। ইহা ২২০ মাইল দীর্ঘ। অ্যাপেনাইন পর্ব্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদ ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে। ইটালীর রাজধানী রোম ইহার তীরে অবস্থিত।

টাইরল (Tirol)—পার্ব্বত্যপ্রদেশ। মিউনিক ও ভেরোণার মধ্যবর্ত্তী। ইটালী ও অস্ট্রিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অস্ট্রিয়ান আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের সমুদায় চূড়াগুলি এই প্রদেশে বর্ত্তমান।

টাঙ্গানাইকা (Tanganyka)—মধ্য-আফ্রিকার একটি সুপ্রশস্ত হ্রদ। দৈর্ঘ্য ৪০০ মাইল এবং প্রস্থ ৪৫ মাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ১৮৫৮-এ Burton এবং Spoke কর্ত্তৃক এই হ্রদ আবিষ্কৃত হয়।

টাটা নগর—ইহার পূর্ব্ব নাম সাকচি। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ইস্টার্ণ রেলওয়ের জেমসেদপুর স্টেশনের ধারে এই নগরটি অবস্থিত।

টাণ্ডা (তাঁড়া)—ঘর্ঘরা নদীর নিকটস্থ একটি শহর। অযোধ্যার অন্তর্গত ফৈজাবাদ বিভাগে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৮৪০৪।

টার্টারি বা **টাটারি** (Tartary or Tatary)—মধ্য এসিয়ার একটি প্রদেশ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম-তুর্কীস্তান ইহার অন্তর্গত।

টার্টারি উপসাগর (Gulf of Tartary)—জাপান সাগরের শাখা। ইহা সাইবেরিয়ান (Siberian) ভূভাগ হইতে সাগালিয়েনকে পৃথক্ করিয়াছে।

টাস্‌মেনিয়া (Tasmania)—ব্রিটিশের অধিকৃত একটি দ্বীপ। অস্ট্রেলিয়া কমনওয়েলথের অন্তর্গত। ইহার রাজধানী Hobart। আয়তন ২৬,২১৫। লোকসংখ্যা ২৪৭,০৭৮। পূর্ব্বে ইহাকে ভ্যান ডিমেনস্ ল্যাণ্ড (Van Diemen's Land) বলা হইত।

টিউনিস (Tunis)—টিউনিসিয়ার (উহা দ্রঃ) রাজধানী। ইহা উৎকৃষ্ট বন্দর। ইহার নিকটে কার্থেজ নগরীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। লোকসংখ্যা ৩৬৪,৫৯২।

টিউনিসিয়া—উত্তর আফ্রিকার বার্ব্বারি রাজ্যের অন্যতম। ইহা ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য। আয়তন ৮৩০০। লোকসংখ্যা ২,২৩০,৯৫২।

টিটাগড়—চব্বিশ পরগণা জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে একটি কাগজের কল আছে।

টিটিকাকা (Titicaca)—বলিভিয়া ও পেরুদেশের সীমা-সন্নিহিত এবং অ্যাণ্ডিজ পর্ব্বতের দুইটি শাখার মধ্যে অবস্থিত হ্রদ। ইহার আয়তন ৩২০০। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২,৬৪৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

টিম্বাকটু (Timbuctoo)—ফরাসী সুদানের প্রধান নগর, সাহারা মরুভূমির প্রান্তসীমার নিকটে অবস্থিত। ইহা একটি ব্যবসায়-কেন্দ্র। লোকসংখ্যা ৬৯০০।

টিলাবাড়ী—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ভূষণার অধিপতি সীতারাম রায়ের একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ ছিল।

টুলু (Tulu)—রুশিয়ার মস্কোর দক্ষিণে অবস্থিত একটি প্রদেশ।

টেগাস (Tagus)—স্পেন ও পর্টুগালের মধ্যে প্রবাহিত ৫৪০ মাইল দীর্ঘ নদী। পর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন শহরের নিকট অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে।

টেমস নদী (Thames)—ইংলণ্ডের নদী, ৫২০ মাইল দীর্ঘ। Cotswold Hills হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী উত্তর সাগরে পতিত হইয়াছে।

টোকিও (Tokio)—জাপানের রাজধানী। হনস্থ দ্বীপের অন্তর্গত। সুমিদা (Sumida) নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। আয়তন ১০০। লোকসংখ্যা ৬,৭৭৮,৮০৪। এখানে মিকাডোর প্রাসাদ অবস্থিত। বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র।

টোগোল্যাণ্ড (Togoland)—পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত প্রদেশ। পূর্ব্বে ইহা জার্ম্মানীর আশ্রিত ছিল। এক্ষণে ইহা বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। আয়তন ৩৩,৭০০। লোকসংখ্যা ব্রিটিশ অংশে ৩,৭৮,৬৬৬।

টোম্‌স্ক (Tomsk)—পশ্চিম সাইবেরিয়ার একটি প্রদেশ। ইহা চীনের সীমান্তে অবস্থিত। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত।

ট্রয় (Troy)—এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এক্ষণে এই নগরের বহুস্থান খনন করিয়া ধ্বংসাবশেষের বহু নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। গ্রীসদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি হোমারের বর্ণিত প্রসিদ্ধ ট্রয়-যুদ্ধ এই স্থানে সংঘটিত হয়।

ট্রান্সককেসিয়া—সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঞ্চল। জর্জিয়া, আর্ম্মেনিয়া ও আজারবাইজান নামে তিনটি গণতন্ত্র ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ট্রান্সভাল (Transvaal)—দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। আয়তন ১,১০,৪২৬। লোকসংখ্যা ৪,১৮৩,৭৯৯, তাহার মধ্যে ১,০৪১,৮৩৫ শ্বেতাঙ্গ। সোনা, হীরা ইত্যাদি খনিজ সম্পদে অঞ্চলটি সমৃদ্ধ।

ট্রান্‌সিলভ্যানিয়া (Transylvania)—পূর্ব্বে ইহা হাঙ্গেরীর একটি প্রদেশ ছিল ; এক্ষণে ইহা রুমানিয়ার অন্তর্গত। কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত।

ট্রাফালগার (Trafalgar)—অন্তরীপ। স্পেনের অন্তর্গত Andalusia প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে এবং কাডিজ ও জিব্রাল্টারের মধ্যে অবস্থিত।

ড

ডন (Don)—রুশ দেশের বিখ্যাত নদী। আইভান হ্রদে ইহার উৎপত্তি ;—উহা আজভ সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। নদীটি ১৩২৫ মাইল দীর্ঘ।

ডাচ গায়ানা—অপর নাম সুরিনাম। দক্ষিণ আমেরিকায় নেদারল্যাণ্ডের উপনিবেশ। আয়তন ৫৫,০০০। লোকসংখ্যা ২১১,৮৭০। রাজধানী পারামারিবো।

ডাণ্ডি (Dundee)—এঙ্গাস বা ফরফারশায়ারের অন্তর্গত নগর ও বন্দর। ইহা 'ফার্থ অভ টে'র উত্তরে অবস্থিত। এই শহরে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গীর্জ্জা আছে। ডাণ্ডি ইউরোপের পাট-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ডানিয়ুব (Danube)—দক্ষিণ-ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নদী। ওয়াটেম্‌বার্গ, ব্যাভেরিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার মধ্য দিয়া উহা কৃষ্ণসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার শাখা-প্রশাখার সংখ্যা প্রায় তিন শত। এই নদীর তীরে তিনটি দেশের রাজধানী—ভিয়েনা, বুডাপেস্ট ও বেলগ্রেড অবস্থিত। দৈর্ঘ্য ১৭৪০ মাইল। ইহা রাইন নদীর সহিত যুক্ত। ডানিয়ুবকে আন্তর্জ্জাতিক নদী বলা হয়, কারণ, উহা ছয়টি দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

ডান্‌জিগ (Danzig)—ভিষ্টুলা নদীর তীরে সমুদ্র-বন্দর। লোকসংখ্যা ১১৭,০০০। জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা আছে। ১৭১৩

—১৯১৯ পর্য্যন্ত ইহা পোল্যাণ্ড ও প্রাসিয়া কর্তৃক শাসিত হইত। ভার্সাই চুক্তির বলে ইহা স্বাধীন নগরীরূপে গঠিত হয়। ১৯৩৯—৪৫ পর্য্যন্ত ইহা জার্ম্মানির অধিকারে থাকে। ১৯৪৫-এ ইহা আবার পোল্যাণ্ডকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

ডাবলিন (Dublin)—আইরিশ ফ্রী স্টেটের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। জনসংখ্যা ৫০৬,৬৩৫। প্রধান দ্রষ্টব্য স্থল—দুর্গ, আদালত গৃহ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ট্রিনিটি কলেজ। রয়াল আইরিশ অ্যাকাডেমি ও রয়াল ডাবলিন সোসাইটির প্রধান কার্য্যালয় এই স্থানে অবস্থিত। বীয়ার, বিস্কুট ও হুইস্কীর ব্যবসায়ের জন্য খ্যাত।

ডায়মণ্ড হারবার (Diamond Harbour)—চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়।

ডার্ডানেল্‌জ্‌ (Dardanelles)—ইউরোপ ও তুরস্কের মধ্যে অবস্থিত প্রণালী। ইহা ঈজিয়ান ও মর্ম্মর সমুদ্রকে যুক্ত করে। ৪০ মাইল দীর্ঘ।

ডার্বি (Derby)—ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডার্বিশায়ারের একটি শহর। লণ্ডন হইতে ১২৯ মাইল। ডার্ব্বির ঘোড়দৌড় সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রেস। ডার্ব্বির দ্বাদশ আর্ল ১৯০০-এ ইহা প্রবর্ত্তন করেন। প্রতিবৎসর মে কিংবা জুন মাসে কোন এক বুধবারে এই ঘোড়দৌড় হয়। ১৯১৫—১৯১৮-এ এই ঘোড়দৌড় বন্ধ ছিল; অন্যথা প্রতিবৎসর এই ঘোড়দৌড় হয়। ১৯৩০, ১৯৩৫ ও ১৯৩৬-এ আগা খাঁর ঘোড়া এই বাজি জিতিয়াছিল।

ডার্হাম (Durham)—লণ্ডন হইতে ২৫৪ মাইল দূরে অবস্থিত শহর। ইহা Wear-এর উভয় তীরে অবস্থিত।

ডাল্‌হৌসী (Dalhousie)—ভারতের পঞ্জাবের অন্তর্গত শৈলাবাস। উহা বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান।

ডিব্রুগড়—আসামের অন্তর্গত একটি প্রধান শহর।

ডেট্রয়েট (Detroit)—১। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মিচিগান রাজ্যের প্রধান বন্দর ও শহর। এখানে প্রচুর শস্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। শহরটি শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং ফোর্ড মোটরকার নির্ম্মাণের প্রধান কার্য্যস্থল। ২। ডেট্রয়েট নদী সেণ্ট ক্লেয়ার হ্রদ ও ঈরাই হ্রদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান রাজ্য ও কানাডার অণ্টারিও প্রদেশকে পৃথক্ করিতেছে।

ডেড সী (Dead Sea)—মর্ম্মর বা মরু সাগর। ইজরায়েল ও জর্ডন নদীর মধ্যবর্ত্তী লবণাক্ত হ্রদ। আয়তন ৩৪০। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীরতা ১,৩০৯ ফুট। ইহার জলে যথেষ্ট খনিজ পদার্থ বর্ত্তমান।

ডেন্‌মার্ক (Denmark)—ইউরোপ মহাদেশের একটি দেশ। ইহার পরিমাণ-ফল ১৬,৫৭৬। লোকসংখ্যা প্রায় ৩,৫৫০,৬৫৬। রাজধানী কোপেনহেগেন (Copenhagen). এই দেশটি ফলশস্যে পরিপূর্ণ এবং প্রতিবৎসর এখান হইতে প্রচুর মৎস্য বিদেশে রপ্তানি হয়।

ডেরা ইসমাইল খাঁ—পাকিস্তান পঞ্জাবের শহর। আফগানিস্তানের বণিক্‌গণের একটি প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র।

ডেরা গাজী খাঁ—পাকিস্তান পঞ্জাবের শহর। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানে অতি সুন্দর মসজিদ আছে। এখানে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বলিলেই হয়।

ডেরাডুন—উত্তর প্রদেশের একটি জেলা। এই জেলার ডেরাডুন শহরটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য-স্থান বলিয়া পরিচিত।

ডেল্‌ফি (Delphi)—গ্রীসের একটি প্রাচীন শহর, অ্যাপলো (Apollo) দেবের মন্দির ও দৈববাণীর জন্য ইহার এক সময়ে খ্যাতি ছিল। শহরটি মধ্য-গ্রীসে পারনেসাস (Parnassus) পর্ব্বতের পাদদেশে কোরিন্থ উপসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। ১৮৯১-এ ফরাসীরা প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন প্রভৃতি খুঁড়িয়া বাহির করিবার জন্য ইহার ভিত্তিস্থান ক্রয় করে।

ডোভার (Dover)—ডোভার প্রণালীর তীরে অবস্থিত ইংলণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

ডোভার প্রণালী—এই প্রণালী মাত্র ২১ মাইল বিস্তৃত। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে অবস্থিত।

ডোমিনিকা (Dominica)—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অ্যাট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৩০৫। লোকসংখ্যা ৪৯,৪৮৬।

ডোল (Dole)—শহরবিশেষ। ফ্রান্সের অন্তর্গত Doubs নদীর তীরে অবস্থিত।

ড্রেস্‌ডেন (Dresden)—জার্ম্মানীর স্যাক্সনীর রাজধানী, এল্‌ব্‌ নদীর তীরে অবস্থিত। চমৎকার শিল্পকাজের সংগ্রহ এখানে আছে। লোকসংখ্যা ৬৪২,১৪৩।

ঢ

ঢাকা—১। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের একটি বিভাগ। আয়তন ১৪,৮২৯। জেলা—ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ (বরিশাল)। ২। ঢাকা বিভাগের একটি জেলা। আয়তন ২,৭১৩। লোকসংখ্যা প্রায় ২১৩,২১৮। মহকুমা—ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ। নদ-নদী—পদ্মা (কীর্ত্তিনাশা), মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, ইছামতী, শীতল-লক্ষ্যা। উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, ইক্ষু, তিল, সরিষা, তামাক প্রভৃতি। শিল্পদ্রব্য—তাঁতের কাপড়, স্বর্ণ ও শঙ্খের অলঙ্কার। প্রসিদ্ধ স্থান—ঢাকা, তেলিরবাগ, রাড়িখাল, ব্রাহ্মণগাঁও, তেওতা, লাঙ্গলবন্ধ, রামপাল, ভাগ্যকুল, বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ। ৩। ঢাকা জেলার প্রধান শহর ও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজধানী। এখানে ঢাকেশ্বরী দেবীর মন্দির, আসান মঞ্জিল, রমণার মাঠ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য জিনিস আছে। ঢাকার মসলিন ও জন্মাষ্টমীর মিছিল অতি প্রসিদ্ধ।

ঢোলপুর—পূর্ব্বে ভারতীয় করদ ও মিত্র রাজ্য ছিল। বর্ত্তমানে ইহা রাজস্থানের অন্তর্গত জেলাবিশেষ।

ত

তক্ষশিলা—পশ্চিম-পঞ্জাবে (বর্ত্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) অবস্থিত প্রাচীন নগরী। ইহা ভরতপুত্র তক্ষরাজের রাজধানী ছিল। মহারাজ জনমেজয় এইখানে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এস্থলে বেদ, দর্শন, বিজ্ঞান ও নানাবিধ শিল্প-কলা শিক্ষা দেওয়া হইত। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্যও ইহা প্রসিদ্ধ ছিল। পাণিনি ও চাণক্য এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তক্ষ বা তক্ষক নামে জাতি এখানে বাস করিত বলিয়া এ স্থানের নাম তক্ষশিলা হয়। কাহারও মতে ভরতের পুত্র রাজা তক্ষ হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আলেকজাণ্ডার যে সময়ে ভারত আক্রমণ করেন, সে সময়ে এস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে রমণীবিক্রয়, সতীদাহ প্রভৃতি প্রথা বর্ত্তমান ছিল। খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এস্থান বিশেষ পবিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া যান। ৬৩০ এবং ৬৪৩-এ হুয়েন্‌থ সাং এস্থান পরিদর্শন করেন। এই নগরী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশেষ প্রিয়। তাঁহারা এখানকার ধ্বংসাবশেষ হইতে অনেক প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। (১) "বী স্তূপ"—এখানে বহু মুদ্রা ও প্রস্তরাদি পাওয়া যায়। (২) হাতিয়াল—মারগল পর্ব্বতমালার এক অংশে অবস্থিত দুর্গ। (৩) শিরকাপ—আর একটি দুর্গ। (৪) কাপকোট—হস্তী প্রভৃতি পশুর থাকিবার স্থান। (৫) বাবরখানা—

অশোক-নির্ম্মিত স্তূপ বলিয়া অনুমিত। (৬) মঠ ও প্রাসাদপূর্ণ ছয় মাইল বিস্তৃত প্রান্তর। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এস্থান খনন করিয়া মাঝে মাঝে কিছু না কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

তমলুক (তাম্রলিপ্তি)—ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। পূর্ব্বে ইহা তাম্রলিপ্তি নামে অভিহিত হইত। সে সময়ে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। ফা হিয়ান নামক চৈনিক পরিব্রাজক এখানে কিছুকাল বাস করেন। তমলুক বর্ত্তমানে সমুদ্র হইতে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ময়ূর বংশের রাজপুতগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। অতঃপর কালুভুঁইয়া নামক এক কৈবর্ত্ত এখানে কৈবর্ত্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার প্রধান দর্শনীয় জিনিস বর্গভীমা দেবীর মন্দির। এই মন্দির রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত।

তমসা নদী—মধ্য ভারতের একটি পৌরাণিক নদী। ইহার তীরে বাল্মীকি মুনির আশ্রম ছিল।

তরাইন—দিল্লীর অন্তর্গত একটি স্থান। এইখানে দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজের সহিত মহম্মদ ঘোরীর দুইবার যুদ্ধ হয়। প্রথমবারের যুদ্ধে (১১৯১-এ) মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের নিকটে পরাস্ত হন। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে (১১৯২-এ) মহম্মদের হস্তে পৃথ্বীরাজ বন্দী ও নিহত হন। এই যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

তাইগ্রিস—এসিয়াটিক তুরস্কের একটি নদী। ইহা তুর্কীস্তান ও আর্ম্মেনিয়ার পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়া ইউফ্রেটিস নদীতে মিলিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১,১০০ মাইল।

তাঞ্জোর—১। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-কর্ণাট প্রদেশের একটি জেলা। এই জেলা অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়া ইহাকে 'ভারতবর্ষের উদ্যান' বলা হয়। শিবাজীর ভ্রাতা ব্যাঙ্কজী এখানে মহারাষ্ট্রীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই জেলা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের অধিকারে আসে। ইহার আয়তন ৩,৭০৯। **২।** তাঞ্জোর শহর চোলরাজগণের শেষ রাজধানী। ইহা কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৬৮,৭০২। শহরের মধ্যে বৃদ্ধেশ্বর নামক মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ।

তাপ্তী—পশ্চিম ভারতের একটি নদী। মধ্যভারতের বিটুল জেলায় উৎপন্ন হইয়া ক্যাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪০০ মাইল। ইহার তীরে অনূন ১০৮টি তীর্থস্থান আছে। নদীর মোহনায় অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বর নামেও দুইটি তীর্থ আছে।

তামিলদেশ—তিনটি রাজ্য লইয়া তামিল দেশ গঠিত ছিল। যথা, পাণ্ড্য রাজ্য, চের রাজ্য ও চোল রাজ্য। বর্ত্তমানের মাদুরা ও তিনেভেলি জেলায় পাণ্ড্য রাজ্য, মালাবার, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতিতে চের বা কেরল রাজ্য ও মাদ্রাজের উপকূলে করোমণ্ডল নামক স্থানে চোল রাজ্য ছিল। এই তিন রাজ্যে তামিল ভাষা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে তামিল ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তামিল সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল ছিল মাদুরা।

তাম্রপর্ণী—১। দাক্ষিণাত্যের তিনেভেলি জেলার প্রাচীন নদীবিশেষ। প্রচীন যুগে হিন্দু রাজাদের সময়ে এই নদীর তীরে মুক্তা তুলিবার বহু কেন্দ্র ছিল। **২।** মৌর্য্য ও গুপ্তযুগে লঙ্কাদ্বীপকেও তাম্রপর্ণী বলা হইত।

তাম্রলিপ্তি—'তমলুক' দ্রঃ।

তারকেশ্বর—হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। তারকেশ্বরের মন্দিরে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

তারাপীঠ—বীরভূম জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের স্টেশন মল্লারপুর হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে শ্মশানকালী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বামা ক্ষেপা এখানেই সিদ্ধ হন।

তাসখন্দ—সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের উজবেকিস্তানের রাজধানী। ইহা সিরদরিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ইহা একটি কেন্দ্রস্থল। লোকসংখ্যা ৫৮৫,০০৫।

তিনধারিয়া—দার্জ্জিলিং-এর নিকটবর্ত্তী একটি পার্ব্বত্য রেলওয়ে স্টেশন। ইহা কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

তিফ্‌লিস (Tiflis)—ট্রান্স-ককেসিয়ান সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত জর্জিয়ার রাজধানী। রেশম, তুলা, চামড়ার জিনিস প্রভৃতি এখানে তৈয়ারী হয়। লোকসংখ্যা ৫১৯,১৭৫।

তিব্বত—মধ্য-এসিয়ার সু-উচ্চ পর্ব্বতময় দেশ। ইহা চীনের অন্তর্গত। ইহাকে 'পৃথিবীর ছাদ' (Roof of the World) বলা হয়। এই মালভূমির সর্ব্বনিম্ন স্থান ১১,০০০ ফুট উচ্চ। ইহার আয়তন ৪৭০,২০০ ও লোকসংখ্যা প্রায় ৩,০০০,০০০। এখানকার অধিবাসীরা বৌদ্ধ। বৌদ্ধ পুরোহিতদের দ্বারাই এই প্রদেশ শাসিত হয়। এখানকার প্রধান পুরোহিতকে দলাইলামা বলে। তিনিই তিব্বতের অধিনায়ক। লাসা রাজধানী। পশম, মৃগনাভি, স্বর্ণ, চামড়া এস্থান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৯০৪-এ দলাইলামার সহিত ব্রিটিশদের যুদ্ধ হয়।

তিয়েন্‌ৎসিন—চীনের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। ইহা পিকিং-এর দক্ষিণ-পূর্ব্বে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্ম্মানি চীন সরকারের নিকট হইতে ইহা ইজারা লইয়াছিল। লোকসংখ্যা ১,৭১৮,০০০।

তিস্তা (ত্রিস্রোতাঃ)—আসামের একটি নদী। ইহা তিব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল ত্রিস্রোতাঃ।

তুঙ্গভদ্রা—দাক্ষিণাত্যের নদীবিশেষ। তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক দুইটি নদী মিলিয়া এই নদী হইয়াছে। কদুর জেলায় তুঙ্গ উৎপন্ন হইয়া সিমোগা জেলায় ভদ্রার সহিত মিলিয়াছে। ভদ্রাও তুঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন হইয়া সিমোগা জেলায় তুঙ্গের সহিত মিলিয়াছে। এই নদী কৃষ্ণা নদীর উপনদী।

তুরস্ক—ইউরোপ ও এসিয়ার মধ্যবর্ত্তী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯১২-১৩-এ বল্কান রাজ্যের সহিত যুদ্ধে তুরস্কের সীমা অনেক কমিয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও তুরস্কের অনেকখানি স্থান গ্রীসকে দেওয়া হয়। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা (অ্যাঙ্গোরা)। প্রধানতম শহর ইস্তানবুল। তুরস্ক কামাল আতাতুর্কের অধিনায়কত্বে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। আয়তন ২৯৬,৬০৭। লোকসংখ্যা ১৮,৮৬০,০০০।

তুর্কীস্তান—মধ্য-এসিয়ার একটি স্থান। ইহা পূর্ব্ব বা চীনা তুর্কীস্তান এবং পশ্চিম বা রুশ তুর্কীস্তান—এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম তুর্কীস্তান পামির মালভূমি কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন। পূর্ব্ব তুর্কীস্তানের আয়তন ৪,৩১৮। ইহার বেশীর ভাগ স্থল মরুভূমি। এই স্থান হইতে র‍্যাগ, কার্পেট প্রভৃতি রপ্তানি হয়। পশ্চিম তুর্কীস্তানের আয়তন ৪,১৯,২১৯। এস্থানে কৃষিকার্য্য, পশুপালন প্রভৃতি বিবিধ কাজে অধিবাসীরা নিযুক্ত। তাসখন্দ ইহার রাজধানী।

তেজপুর—আসাম-ভ্যালি-প্রদেশের দরং জেলার একটি শহর।

তেলিঙ্গানা—দাক্ষিণাত্যের বেরার ও গোলকুণ্ডার মধ্যবর্ত্তী একটি রাজ্য। এই রাজ্যকে মুসলমানদের সময়ে তেলেগু রাজ্য বলা হইত। নানাস্থির ইহার রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে এই স্থান হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত।

তেলিরবাগ—ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পৈতৃক বাসস্থান।

তেহেরান—১। পারস্যের একটি উর্ব্বর প্রদেশ। **২।** প্রদেশের রাজধানী। ১৮শ শতকের শেষে শাহের আবাসস্থল হয়। কাস্পিয়ান হইতে ঠিক ৭০ মাইল দক্ষিণে

অবস্থিত। আয়তন ৭২। দিয়াশলাই, ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা আছে। বারটি গেট আছে, রাত্রে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। লোকসংখ্যা ৬৩৯,১১০।

ত্রিগর্ত—পৌরাণিক অঞ্চল। পঞ্জাবের ধর্ম্মশালা জেলার দক্ষিণাংশে প্রাচীন ত্রিগর্ত রাজ্য অবস্থিত ছিল বলিয়া অনেকের মত; এই জেলার কাঙ্গড়া গ্রামকে প্রাচীন ত্রিগর্ত দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মার নিকট হইতে বিরাটরাজ তাঁহার শ্যালক ও সেনাপতি কীচকের সাহায্যে এই দেশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন।

ত্রিচিনপল্লী—১। মাদ্রাজের একটি জেলা। ইহার আয়তন ৩,৬৩১। তুলা, তামাক, ধান প্রভৃতি এখানে জন্মে। ২। ত্রিচিনপল্লী জেলার প্রধান শহর। ইহা কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৫৯,৫৬৬। অলঙ্কার, চুরুট প্রভৃতি এখানে তৈয়ারী হয়।

ত্রিনিদাদ (Trinidad)—১। ব্রিটিশ-অধিকৃত দ্বীপবিশেষ; ইহা পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। ইহার আয়তন ১,৮৬৩। চিনি ও কোকো এখানে প্রস্তুত হয়। রাজধানী পোর্ট অব্‌ স্পেন। লোকসংখ্যা ৫৩০,২৭৬। ২। কিউবার দক্ষিণ উপকূলের নিকটে সহর। লোকসংখ্যা ১৫,৪৫৩।

ত্রিপুরা—১। পূর্ব্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা। কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইহার তিনটি প্রধান শহর। কুমিল্লাই প্রধান কার্য্যস্থল। আয়তন ২,৪৯১। ২। ত্রিপুরা—ইহা একটি করদ ও মিত্র রাজ্য ছিল। ইহা বহুকালের প্রাচীন রাজ্য। মোগলেরা এই রাজ্য অধিকার করিবার বহু চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। এখানকার রাজা ধর্ম্মমাণিক্যের নাম বিখ্যাত। রাজধানী আগরতলা। আয়তন ৪,০৪০। লোকসংখ্যা ৫১৩,০১০ (১৯৪১)। রাজ্যটি ১৯৪৯-এর ১৫ই অক্টোবর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

ত্রিপোলি (Tripoly)—১। আফ্রিকার উত্তরে অবস্থিত একটি রাজ্য; ইহার পূর্ব্বে মিশর দেশ, পশ্চিমে টিউনিস রাজ্য, উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি। ১৯১২ পর্য্যন্ত ইহা তুর্কীদের অধিকারে ছিল। পরে ১৯৪৩ পর্য্যন্ত ইটালীর অধিকারে ছিল। বর্ত্তমানে ইহা ব্রিটিশ শাসনাধীনে অছিরাজ্যভুক্ত। ২। ত্রিপোলির রাজধানী। ইহা একটি সমুদ্রবন্দর। এখানে কার্পেট, মরক্কো চামড়া প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। লোকসংখ্যা ১০৮,২৪০ (১৯৩৮)।

ত্রিবাঙ্কুর—দাক্ষিণাত্যের করদ ও মিত্র রাজ্যবিশেষ। ইহা ভারতের সর্ব্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত। এখানে নাম্বুরী ব্রাহ্মণ ও নেয়ার এই দুই প্রকার জাতি বাস করে। নেয়ারগণের যুদ্ধই পেশা। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যের অধিকারী না হইয়া রাজার ভাগিনেয়ই রাজ্যের সিংহাসন লাভ করে। রাজ্যের আয়তন ৭৬৬১। লোকসংখ্যা ৬,০০০,০০০। নারিকেল, কাঠ, মসলা, কফি, চা প্রভৃতি এখান হইতে রপ্তানি হয়। ত্রিবান্দ্রম ইহার রাজধানী। বর্তমানে এই রাজ্যটি কোচিন রাজ্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন বা কেরালা যুক্তরাষ্ট্র নামে পরিচিত হইয়াছে।

ত্রিবান্দ্রম—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী। কাঠের খোদাইএর জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ১২৮,৩৬৫।

ত্রিবেণী—১। হুগলী জেলার অন্তর্গত গ্রাম। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। এখানে হংসেশ্বরীদেবীর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে গঙ্গার সহিত অপর দুইটি নদী মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ত্রিবেণী বলা হয়। ২। এলাহাবাদ বা প্রয়াগকেও ত্রিবেণী বলে। যমুনা, গঙ্গা ও সরস্বতী এই তিনটি নদীর ইহা মিলনস্থল।

ত্রিহুত (তীরভুক্তি)—বিহার প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বাংশ। ১৮৭৫ হইতে ইহা দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুরের অংশবিশেষে পরিণত হইয়াছে।

থ

থানা—১। বোম্বাইয়ের উত্তরদিকে অবস্থিত একটি জেলা। আয়তন ৩,৪৩৪। ২। উক্ত নামের শহর। ইহা বোম্বাই শহর হইতে ২১ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা বোম্বাইয়ের একটি উপনগর।

থানেশ্বর—প্রাচীন নগরী। ইহা বর্ত্তমান দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থান। ইহার প্রাচীন নাম স্থান্বীশ্বর। এখানে ৩৫৪৬ ফুট দীর্ঘ এবং ১৯০০ ফুট বিস্তৃত একটি দীঘিকা আছে। ইহার নিকটে একটি পুরাতন ও ভগ্ন দুর্গ দেখা যায়। উহার উপরিভাগ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে ১২০০ ফুট। ১০১১-এ সুলতান মাহমুদ এই স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন। এখানকার বহু মন্দির মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। ১৮৫০-এ ইহা ইংরাজদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়।

থারাবতী (Tharawaddy)—ব্রহ্মদেশের পেগু বিভাগের জেলা। ইহার আয়তন ২৮৬৩। ইরাবতী এখানকার একমাত্র বড় নদী। অধিকাংশ বন। বন সেগুন কাঠ ও বন্যজন্তুর জন্য প্রসিদ্ধ। ধানই এস্থানের প্রধান শস্য। ২। উক্ত নামের শহর। শহরের মধ্যে একটি রেল-স্টেশন আছে।

থার্ম্মোপিলি (Thermopylæ)—এট্‌না পর্ব্বত ও গ্রীসের উত্তর-পূর্ব্বস্থিত সমুদ্রের মধ্যস্থিত গিরিসঙ্কট। ৪৮০ খৃঃ পূঃ পারসীকদের সহিত স্পার্টানদের এখানে একটি বিখ্যাত যুদ্ধ হয়, তাহাতে লিওনিডাস নামক বিখ্যাত স্পার্টান বীর মাত্র ৩০০ জন্য সৈন্য লইয়া পারসীকদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

থিব্‌স্‌ (Thebes)—১। উত্তর মিশরের বিলুপ্ত প্রাচীন নগর। নীলনদের উভয়পার্শ্বে ইহা অবস্থিত ছিল। ১৯২৩-এ এখানে প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় আবিষ্কার হইয়াছে। ২। গ্রীসের বোয়েসিয়া রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর।

থেসালী (Thessaly)—মধ্য গ্রীসের জেলা। অশ্বপালনের জন্য বিখ্যাত। আয়তন ৫২০৮। লোকসংখ্যা ৫৭৭,২৪৭।

থ্রেস (Thrace)—দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের প্রদেশ। এখন ইহার একাংশ গ্রীস ও অপরাংশ তুরস্কের অন্তর্গত।

দ

দক্ষিণ (দাক্ষিণাত্য)—ভারতের দক্ষিণ অংশকে প্রাচীনকালে 'দক্ষিণ' বা 'দাক্ষিণাত্য' বলা হইত। ইহা একটি উপদ্বীপ। বিন্ধ্য-পর্ব্বত ইহার উত্তর দিকের সীমানা। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে তামিল, তেলেগু ও কানাড়ি ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। এস্থলে মাদ্রাজী, পার্শী, মালাবারী প্রভৃতি নানা জাতি বাস করে। অনেকের মতে এখানকার অধিবাসীরা আদিম অনার্য্য (দ্রাবিড়) জাতির বংশধর। কিন্তু বর্ত্তমানকালে বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তর পর্য্যন্ত মালভূমিটাকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়।

দক্ষিণমেরু—'কুমেরু' দ্রঃ।

দমদম—কলিকাতার সন্নিকটস্থ একটি স্থান। এই স্থানে ইস্টার্ণ রেলওয়ের স্টেশন আছে। এখানে সৈন্যাবাস ও বিমানঘাঁটি আছে। ইহা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত।

দাক্ষিণাত্য— 'দক্ষিণ' দ্রঃ।

দানাপুর—পাটনা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। এই নামে ইস্টার্ণ রেলওয়েতে একটি স্টেশন আছে।

দামন—ভারতবর্ষের কাম্বে উপসাগরের তীরবর্ত্তী একটি বন্দর। ইহা পোর্ত্তুগীজদের অধিকৃত স্থান। আয়তন ১৬৯। লোকসংখ্যা ৩২,৭০০।

দামস্কস (Damascus)—সিরিয়ার রাজধানী। পূর্ব্বে এখানে দামস্ক নামক বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ইহা রেশম, পশম ও মণিমুক্তা প্রভৃতির বাণিজ্যস্থান।

দামুন্যা—বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণ) জন্মগ্রহণ করেন।

দামোদর—হাওড়া জেলার একটি নদ। ইহা পরেশনাথ পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া হুগলী নদীতে পড়িয়াছে।

দারেস-সালাম—ব্রিটিশদের অধিকৃত দক্ষিণ আফ্রিকার ট্যাঙ্গানাইকা রাজ্যের রাজধানী। ইহা একটি সমুদ্র-বন্দর।

দার্জ্জিলিং—১। পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। ২। দার্জ্জিলিং জেলার পার্ব্বত্য শহর ও সদর। ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। ইহার অন্তর্গত জলা পাহাড় নামক স্থানে ব্রিটিশ সৈন্যদের একটি আবাস ছিল। এখানে সিন্‌কোনা ও চা উৎপন্ন হয়। এখানকার 'ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্' নামক জলপ্রপাত, 'বোটানিক্যাল গার্ডেন', 'অভ্‌জারভেটরী হিল্‌স্' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ইহা ৬৫০০ ফুট উচ্চ। এস্থানের উত্তাপ ৮০ ডিগ্রীর উপরে উঠে না ও ৩৩ ডিগ্রীর নীচে নামে না।

দিউ—কাথিয়াবাড়ের নিকটবর্ত্তী একটি দ্বীপ। ইহা পোর্ত্তুগীজ-অধিকৃত স্থান এবং একটি প্রসিদ্ধ সমুদ্র-বন্দর। ইহার আয়তন ২০।

দিল্লী—পঞ্জাব প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে যমুনার তীরে অবস্থিত সুবিখ্যাত শহর। ১৯১২ হইতে ইহা ভারতের রাজধানী। ইহা একজন চীফ কমিশনারের অধীন। এখানে প্রাচীন মুসলমান রাজাদের প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জুম্মা মস্‌জিদ ও কুতুব-মিনার বিখ্যাত। এই দিল্লীকে পুরাতন দিল্লী বলা হয়। ইহার অনতিদূরে নূতন দিল্লী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নূতন দিল্লীর মধ্যে রাষ্ট্রপালের প্রাসাদ, লোক-সভা ভবন প্রভৃতি অবস্থিত। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী দিল্লীকে 'গ' শ্রেণীর রাজ্যভুক্ত করা হইয়াছে। বৃহত্তর দিল্লীর আয়তন ৫৭৪। লোকসংখ্যা ১,৭৪৩,৯৯২।

দুবরাজপুর—বর্দ্ধমান বিভাগের বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা ইস্টার্ণ রেলওয়ের একটি স্টেশন।

দেওঘর—সাঁওতাল পরগণার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান; এখানে বৈদ্যনাথদেবের মন্দির আছে। ইষ্টার্ণ রেলওয়েতে এস্থানে যাইতে হয়।

দেওদার—গুজরাটের একটি পূর্ব্বতন ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য।

দেবগিরি—দাক্ষিণাত্যের বর্ত্তমান দৌলতাবাদ। ইহা একটি প্রাচীন নগর। যাদববংশীয় রাজা ভিল্লম খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এস্থলে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তোগলক বংশের রাজা মহম্মদ তোগলক দিল্লী হইতে রাজধানী এখানে লইয়া আসেন এবং ইহার নাম দৌলতাবাদ দেন।

দেবীকোট—দিনাজপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে পুরাণোক্ত বাণরাজের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত।

দৌলতপুর—পূর্ব্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা সুপারী ও পাটের বাণিজ্য-স্থান। এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে।

দৌলতাবাদ—'দেবগিরি' দ্রঃ।

দ্বারকা—গুজরাটের অন্তর্গত হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। প্রচলিত সংস্কারানুসারে এই তীর্থে প্রবেশ করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। এখানে যদি দান, শ্রাদ্ধ ও দেবপূজা করা যায়, তাহা হইলে গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থের অপেক্ষাও চারিগুণ বেশী ফললাভ হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম দ্বারাবতী। ইহা বরোদার গায়কোবার রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। এখানকার দ্বারকাপতির মন্দির সুবিখ্যাত। উহা পঞ্চতলবিশিষ্ট এবং ১০০ ফুট উচ্চ। দ্বারকায় বহু পুণ্যতীর্থ এবং পবিত্র সরোবর আছে। একদা বন্দর হিসাবে বিখ্যাত ছিল।

দ্বারকেশ্বর—বর্দ্ধমান জেলার একটি নদী।

দ্বারভাঙ্গা—১। বিহারের পাটনা বিভাগের একটি শহর। ইহা বাঘমতী নদীর তীরে অবস্থিত; ইহার জনসংখ্যা ৬০,৬৭৬। এখানে দ্বারভাঙ্গার রাজার বিখ্যাত প্রাসাদ বর্ত্তমান। ২। দ্বারবঙ্গ জেলা।

ধ

ধনুষ্কোটী—মাদ্রাজের একটি বন্দর। ইহা রামেশ্বর দ্বীপে পক-প্রণালী ও মানর উপসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ১৯১৩-এ এই বন্দর খোলা হয়। কাফি, চা, রবার, ধান ও বস্ত্রাদি এখান হইতে রপ্তানি হয়। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই রেলের কর্ম্মচারী।

ধবলগিরি—ইহা হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৬,৪২৬ ফুট। ইহা সর্ব্বদাই বরফে সমাচ্ছন্ন থাকে।

ধরমপুর—বোম্বাইয়ে যুক্ত পূর্ব্বতন করদ রাজ্য। আয়তন ৭০৪। ধরমপুর শহরের লোকসংখ্যা ৭২১৮।

ধর্ম্মশালা—পঞ্জাবের একটি শৈলাবাস। কাংড়া শহরের ষোল মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ইহা অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ছয় হাজার ফুট। লোকসংখ্যা ৫১,০০০। ১৮৫৫-এ ইহা পঞ্জাবের কাংড়া জেলার প্রধান কার্য্যস্থল হয়। এখানে গুর্খা সৈন্যদের একটি আবাস আছে। এই স্থল দেবদারু বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা অত্যন্ত সুন্দর।

ধলেশ্বরী—ঢাকা জেলার একটি নদী।

ধামরাই—ঢাকা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার রথের মেলা প্রসিদ্ধ। এখানে তাঁতের কাপড় ও পিতল-কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়।

ধারা—১। মধ্যভারতের একটি রাজ্য। ইহা বহু রাজপুত ও ভীল করদরাজ্যের সমষ্টি। এখানকার রাজা মারাঠা। বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ রাও। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সিন্ধিয়া ও হোলকার এই রাজ্য বণ্টন করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আনন্দ রাওয়ের বিধবা পত্নীর বুদ্ধিমত্তায় ইহা রক্ষা পায়। ১৮১৯-এ ইহা বৃটিশদের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে আসে। ইহার জনসংখ্যা ২৫৩,২১০। আয়তন ১৭৭৮। বর্ত্তমানে ইহা ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ২। উক্ত নামের শহর। ইহার জনসংখ্যা ১৯,৬০৭। ইহা মালবের রাজধানী ছিল। তৎকালে ইহা বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। এখানকার একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজার নাম ভোজরাজ। ১৭৩০-এ ইহা মারাঠারা জয় করিয়া লয়।

ধারোয়ার—১। একটি জেলা। ইহার আয়তন ৪৬০৬। ২। বোম্বাইয়ের শহর। ইহার জনসংখ্যা ৪১,৬৭১। ইহা একটি প্রসিদ্ধ রেল-স্টেশন। এখানে অপরাধী বালকদিগের জন্য কারাগার, পাগলা-গারদ, কলেজ প্রভৃতি আছে।

ধীর—পাকিস্তানের রাজ্য। আয়তন ৩০০০। লোকসংখ্যা ২৫০,০০০। ১৭শ শতকে মোল্লা ইলায়েস কর্ত্তৃক রাজ্যটি স্থাপিত হয়। ফল ও কাঠের জন্য প্রসিদ্ধ।

ধুবড়ী—আসাম-ভ্যালি বিভাগের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত নগর। ইহা নানাবিধ দ্রব্যের বাণিজ্যস্থান।

ধুলিয়া—বোম্বাইয়ের পশ্চিম খান্দেশ জেলার শহর ও সরকারের প্রধান কার্য্যস্থল। ইহার জনসংখ্যা ৩৯,৯৩৯। তুলা ও তৈলবীজের বাণিজ্যস্থল।

ন

নওগাঁ—১। আসাম প্রদেশের জেলা-বিশেষ। ২। নওগাঁ জেলার প্রধান নগর। এখানে চা, রেশম প্রভৃতি পাওয়া যায়। ৩। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজসাহী জেলার একটি প্রধান নগর।

নড়াইল—পূর্ব্ব পাকিস্তানের যশোহর জেলার একটি মহকুমা ও প্রধান শহর।

নদীয়া—পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। ইহা অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার অধিকাংশ লইয়া গঠিত। কিছুটা অংশ পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এখানেই বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। পলাশী নামক সুবিখ্যাত স্থান ইহারই অন্তর্গত।

নন্দকোট—পাহাড়। ইহা উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত। বিখ্যাত পর্ব্বত নন্দাদেবীর নিকটে নন্দকোট নামে হিমালয়ের শৃঙ্গ অবস্থিত।

নন্দাদেবী—হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ। ইহা হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইহা প্রায় ২৫,৬০০ ফুট উচ্চ। গঙ্গা এখান হইতে নিম্নমুখে পতিত হইয়াছে।

নবগঙ্গা—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের যশোহর জেলার একটি নদী।

নবদ্বীপ—প্রেসিডেন্সী বিভাগের নদীয়া জেলার একটি নগর। এখানেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিবৎসর দোল পূর্ণিমায় এখানে একটি মেলা হয়। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চা ও অধ্যাপনার জন্য এস্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন গৌড় হইতে এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

নবনগর—সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত পূর্ব্বতন করদ রাজ্য। আয়তন ৩৭৯১। লোকসংখ্যা ৪২,০০০। রাজধানী নবনগর।

নরওয়ে (Norway)—উত্তর ইউরোপের একটি দেশ এবং স্ক্যানডিনেভিয়া উপদ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত। এখানে রাজতন্ত্র বর্ত্তমান। ইহাকে নিশীথ সূর্য্যের দেশ বলা হয়। আয়তন ১২৪,৫৫৬। লোকসংখ্যা ৩,১৮১,০০০। রাজধানী অস্লো (Oslo)।

নর্দ্দাম্টন (Northampton)—ইংলণ্ডের দক্ষিণ মিড্‌ল্যাণ্ডের একটি জেলা। ইহার আয়তন ৯৯৮। লোকসংখ্যা ৩৫৩,৭৭০।

নর্ম্মদা—হিন্দুদের নিকট পবিত্র নদী। ইহা মধ্যপ্রদেশের এক পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং জব্বলপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি পার্ব্বত্য স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। এইস্থানে এই নদী ধুঁয়া-ধার নামে একটি প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

নর্ম্যাণ্ডি (Normandy)—প্রাচীন ফরাসী-প্রদেশ। ইহা ইংলিশ চ্যানেলের তীরে অবস্থিত ছিল। ইহার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী ছিল। রুয়েঁ (Rouen) ছিল ইহার রাজধানী।

নলহাটি—বর্দ্ধমান বিভাগের বীরভূম জেলার একটি নগর।

নশীপুর—প্রেসিডেন্সী বিভাগের মুর্শিদাবাদ জেলার একটি স্থান। নশীপুরের রাজবাটী, শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির ও শেঠ জগৎ সিংহের বাটীর ভগ্নস্তূপ এস্থানে বর্ত্তমান। মুর্শিদাবাদ স্টেশন হইতে ইহা তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

নসিরাবাদ—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত পূর্ব্ব-পাকিস্তানের একটি শহর। ১৮৯৭-এ ভূমিকম্পে ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

নাইজিরিয়া (Nigeria)—পশ্চিম আফ্রিকার ইংরাজদিগের অধীন একটি বৃহৎ উপনিবেশ। ডাল, তৈল, রবার, ভুঁই বাদাম, হস্তিদন্ত, চর্ম্ম, তুলা, কোকো, কাফি প্রভৃতি দ্রব্যের জন্য এস্থান বিখ্যাত।

নাইরোবি (Nairobi)—পূর্ব্ব-আফ্রিকার কেনিয়া নামক প্রদেশের রাজধানী।

নাগপুর—মধ্যপ্রদেশের একটি বিখ্যাত রাজধানী ও প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। পূর্ব্বে ইহা মারাঠাদের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৮৫৩-এ ইহা ইংরাজদিগের অধিকারে আসে। এখান হইতে প্রচুর কমলালেবু রপ্তানি হয়। এখানে বহু হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে। লোকসংখ্যা ৩০১,৯৫৭।

নাগা পাহাড়—আসামের পার্ব্বত্য জেলা। ইহার আয়তন ৫,৭১০।

নাগাসাকি—জাপানের কিউস্থ দ্বীপের প্রধান সমুদ্র-বন্দর। ইহা শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। জনসংখ্যা ২৫২,৬৭০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই শহরটি আণবিক বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। হিরোসিমার পর এই শহরে বোমা পড়ে।

নাঙ্গা পর্ব্বত—হিমালয়ের একাংশ। ইহা পঞ্জাবের অন্তর্গত এবং কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। উচ্চতা ২৬ হাজার ৬২০ ফুট।

নাটাল—দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ব্রিটিশ অধিকৃত প্রদেশ। উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বে ইহা অবস্থিত। জুলুল্যাণ্ড লইয়া আয়তন ৩৫,২৮৪। ইহার রাজধানী পিটারমরিজবার্গ (Pietermaritzburg) ও প্রধান বন্দর ডারবান (Durban)। পশম, কফি, হাতীর দাঁত, চিনি ইত্যাদি এখান হইতে রপ্তানি হয়। লোকসংখ্যা ২,১৮২,৭৩৩ (শ্বেতাঙ্গ ২৩২,৯২৩)।

নাটোর—রাজসাহী জেলার একটি মহকুমা। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে নাটোর রাণী ভবানীর শাসনে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। পূর্ব্বে ইহা জেলার সদর ছিল।

নাড়াজোল—মেদিনীপুর জেলার একটি স্থান। ইহা একটি জমিদার-প্রধান স্থান।

নান্‌কিন—চীনদেশের অন্যতম প্রধান শহর, এক সময় ইহা রাজধানী ছিল। ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। ইহার লোকসংখ্যা ৮০৭,০০০। মিং বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের কবর এখানে আছে। ১৯২৮—১৯৪৯ ইহা চীনা জাতীয়তাবাদী দলের রাজধানী ছিল।

নান্নুর—বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর একটি মন্দির আছে। কবি চণ্ডীদাস এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

নাভা—পূর্ব্বতন করদ রাজ্য। ইহার আয়তন ৯২৮। বর্ত্তমানে পেপসুর অন্তর্গত জেলা।

নারায়ণগঞ্জ—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ঢাকা জেলার একটি প্রধান মহকুমা শহর। ইহাকে ঢাকার বন্দর বলা হয়। এই স্থান পাটের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

নালন্দা—প্রাচীন কালের বৌদ্ধবিহার ও বিদ্যাকেন্দ্র। বর্ত্তমানে এই স্থানের নাম বড়গাঁও। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাং এখানে আসিয়া অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করেন। বহুদূর হইতে এখানে ছাত্রেরা পড়িতে আসিত। ইহা বৌদ্ধতীর্থরূপে গণ্য ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এস্থান হইতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। দ্বিতীয় গোপালদেবের নামাঙ্কিত বাগীশ্বরী মূর্ত্তি ও মহীপালের রাজত্বকালে নালন্দায় লিখিত কতিপয় বৌদ্ধ পুঁথি এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নালন্দাবিহার বিদ্যমান ছিল। তুর্কী আক্রমণের ফলে ইহার ধ্বংস হয়।

নাসিক—বোম্বাইএর একটি নগর। ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। ইহার লোকসংখ্যা ৫২,৩৮৬। এখানে পিত্তলের বাসন নির্ম্মিত হয়। এখানে রামায়ণ-বর্ণিত পঞ্চবটী বন বর্ত্তমান। শহরের নিকটে 'পাণ্ডবসেনা' নামে খ্যাত কতকগুলি গুহা আছে। লক্ষ্মণ এস্থানে সূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেন বলিয়া এস্থানের নাম নাসিক হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দের অধিকৃত ছিল বলিয়া এখানে কতকগুলি পার্ব্বত্য দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

নিউ অর্লিয়েন্স (New Orleans)—

যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানা রাজ্যের মিসিসিপি-তীরবর্ত্তী নগর ও বন্দর। ইহার লোকসংখ্যা ৪৯৪,৫৩৭। ইহা একটি বিখ্যাত তুলার ব্যবসায়কেন্দ্র।

নিউ ইয়র্ক (New York)—১। যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য। ইহাকে Empire State বলা হইয়া থাকে। আয়তন ৪৭,৯২৭। লোকসংখ্যা ১৩,৪৭৯,১৪২। এই রাজ্যের রাজধানী আলুবানি (Albany)। ২। এই নামের নগর। ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর। ইহা ওলন্দাজগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। আয়তন ৩০৫। লোক-সংখ্যা ৭,৮৮৭,৭৪৮। ইহাকে আমেরিকার বাণিজ্যের রাজধানী বলা হয়।

নিউ ক্যাস্ল্ (New Castle)—১। দক্ষিণ-আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের একটি শহর। ২। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্-এর একটি বিখ্যাত শহর। কয়লার খনির জন্য প্রসিদ্ধ।

নিউক্যাস্‌ল্-আপন-টাইন (New-castle-upon-Tyne)—ইংলণ্ডের নর্দা-ম্বারল্যাণ্ডের অন্তর্গত একটি জেলা, শহর ও বন্দর। এখান হইতে কয়লা রপ্তানি হয়। জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য এস্থান বিখ্যাত।

নিউ গিনি (New Guinea)—এই বৃহৎ দ্বীপটি অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে অবস্থিত। টরেস প্রণালী ইহাকে অস্ট্রেলিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই বৃহৎ দ্বীপের পুর্ব্বাংশ বৃটিশ নিউ গিনি বা পুপুয়া অস্ট্রেলিয়ার অধীন। পশ্চিমাংশ ওলন্দাজদিগের অধীন। ব্রিটিশ নিউ গিনির রাজধানী পোর্ট মোর্স্‌বি। আয়তন ৯৩,০০০। লোকসংখ্যা ১,০০০,০০০। ডাচ নিউ গিনির আয়তন ১০১,০০০। লোকসংখ্যা ১,০০০,০০০। রাজধানী হল্যাণ্ডিয়া।

নিউ জিল্যাণ্ড (New Zealand)—অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ। উত্তরে এবং দক্ষিণে দুইটি দ্বীপ লইয়া ইহা গঠিত। স্টুয়ার্ট ও চ্যাথাম দ্বীপও ইহার মধ্যে পড়ে। আয়তন ১০৪,০০০। লোকসংখ্যা ১,৮৪০,০০০। ভেড়া, ভেড়ার মাংস, পশম, মাখন ইত্যাদি এখান-কার রপ্তানী দ্রব্য। রাজধানী ওয়েলিংটন।

নিউটন (Newton)—১। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স্ রাজ্যের একটি নগর। ২। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যান্‌সাস রাজ্যের নগর। ৩। যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া রাজ্যের নগর। ৪। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির শহর।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড (Newfoundland)—উত্তর আমেরিকায় ব্রিটিশদের অধিকৃত একটি দ্বীপ। আয়তন ৪২,৭৩৪। লোকসংখ্যা ৩৩১,০০০। সেন্ট্ জন্‌স্ ইহার রাজধানী।

নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ (New South Wales)—অস্ট্রেলিয়ার ইহা একটি সর্ব্ব-পুরাতন রাজ্য। গো-পালন ও কৃষিকার্য্য এখানকার অধিবাসীদের কার্য্য। পার্ব্বত্য-ভূমিতে অনেক খনিজ সম্পদ্ পাওয়া যায়। ইহার রাজধানী সিড্‌নী (Sydney)। রাজধানী অঞ্চল ক্যানবেরা এই রাজ্যে অবস্থিত। ঐ অঞ্চল বাদে আয়তন ৩০৯, ৪৩৩। লোকসংখ্যা ২,৯৮৪,৮৩৮।

নিকারাগুয়া (Nicaragua)—হন্দু-রাসের দক্ষিণে মধ্য-আমেরিকার একটি গণতান্ত্রিক রাজ্য। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ক্যারিবিয়ান সমুদ্র পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। আয়তন ৬০,০০০। লোকসংখ্যা ১,১৬০,০০০। রাজধানী ম্যানা-গুয়া (Managua) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর।

নিজ্‌নি নভ্‌গোরোড (Nizhni-Novgorod)—সোভিয়েট রুশিয়ার প্রাচীন শহর। বর্ত্তমানে গর্কি (Gorki) নামে অভিহিত। ভল্গা ও ওকা নদী এই প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। লোকসংখ্যা ৬৪৪,১১৬।

নিনেভে (Nineveh)—আসিরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ নগর। তাইগ্রিস নদীর পূর্ব্বতীরে বর্ত্তমান মসুল নগরের বিপরীত দিকে ইহা অবস্থিত ছিল।

নিপ্পন (Nippon)—জাপানের অপর নাম। কথাটির অর্থ সূর্য্যের উৎপত্তিস্থান। ইংরাজীতে সেইজন্য ইহাকে 'Land of the Rising Sun' বলা হয়। নিপ্পনের চীনা উচ্চারণ জু-পেন। সেই হইতে জাপান হইয়াছে।

নীলগিরি—১। উড়িষ্যার একটি ক্ষুদ্র পূর্ব্বতন করদ রাজ্য। ইহা বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ২। মাদ্রাজের পার্ব্বত্য জেলা। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশ ৬৫০০ ফুট। জেলার আয়তন ৯৫৭। কাফি, চা, সিন্‌কোনা প্রভৃতি এখানে জন্মে। উতকামণ্ড ইহার রাজধানী।

নীলনদ (Nile)—আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ নদী। ইহা ভিক্টোরিয়া নিয়ান্‌জা হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া ভূমধ্য সাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৯০০ মাইল।

নীলফামারি—পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজসাহী বিভাগের রংপুর জেলার একটি প্রধান নগর।

নুরেম্‌বার্গ (Nuremberg)—জার্ম্মানীর ব্যাভেরিয়ার একটি প্রাচীন শহর। কাঠের খেলনা, ঘড়ি, পেন্সিল, দুর্গ ও বহু সুন্দর অট্টালিকার জন্য বিখ্যাত। ১৯৪৬-এ যুদ্ধ-বন্দীদের এখানে বিচার হয়। লোকসংখ্যা ৩১২,৩৩৮।

নেত্রকোণা—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলার একটি মহকুমা ও তাহার সদর।

নেদারল্যাণ্ড্‌স্ (Netherlands)—উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অঞ্চলবিশেষ। আয়তন ১৩,৫১৪। লোকসংখ্যা ৯,৭৯৪,০০০। রাজধানী আম্‌স্টার্ডাম (Amsterdam), প্রধান বন্দর রোটার্ডাম (Rotterdam)। দি হেগ (The Hague) হইতে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা হয়। এখানে আন্তর্জ্জাতিক আদালত আছে।

নেপাল—ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্বাধীন রাজ্য। ইহা হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত। রাজ্যটিকে প্রধানতঃ তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়—সর্ব্বনিম্নস্তর তরাই, তাহার উপরের স্তর হিমালয়ের উপত্যকা, তাহার উপরের স্তর হিমালয়ের শিখর-শ্রেণী। এখানে ভুটিয়া, লেপ্‌চা প্রভৃতি জাতি বাস করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও থাকে। নেওয়ার ও গুর্খা এখানকার প্রধান অধিবাসী। গুর্খারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৈন্যদের অন্যতম। আয়তন ৫৪,০০০। লোকসংখ্যা ৬,৯১০,০০০। কাঠমাণ্ডু ইহার রাজধানী। হিন্দুর পবিত্র তীর্থ পশুপতিনাথের মন্দির ও মাউন্ট এভারেস্ট এই রাজ্যে অবস্থিত।

নেপ্‌ল্‌স্ (Naples)—ইটালীর তৃতীয় জনপূর্ণ শহর। ইহা বিসুবিয়স পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত। ইহার বিপরীত দিকেই প্রাচীন পম্পেয়ী নগরী অবস্থিত ছিল। এখানে বহু পুরাতন দর্শনীয় জিনিস আছে। জাহাজনির্ম্মাণের ও অন্যান্য অনেক শিল্প-বাণিজ্যের ইহা কেন্দ্রস্থল। শহরের লোক-সংখ্যা ৯৯৫,২৫৭। প্রদেশের লোকসংখ্যা ২,০৮৫,২০০।

নৈনীতাল—উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কুমায়ুন বিভাগে অবস্থিত পার্ব্বত্য স্থান। ইহার উচ্চতা ৬,৪০০ ফুট। ইহা উত্তর প্রদেশের শাসনকর্ত্তার গ্রীষ্মাবাস। এখানে একটি অতি সুন্দর হ্রদ আছে। এই হ্রদটি লম্বায় এক মাইল ও চওড়ায় ৪০০ গজ।

নোভো জেম্‌লা (Novo Zembla)—আর্টিক সাগরের দুইটি বৃহৎ দ্বীপ। ইহা বাসস্থানের যোগ্য নহে। ইহা সোভিয়েট রুশিয়ার অধীন। ইহার আয়তন ৩৫,৩২১।

নোভা স্কোসিয়া (Nova Scotia)—কানাডার একটি প্রদেশ। ইহা একটি উপ-দ্বীপ বিশেষ। ইহার আয়তন ২১,৪২৮। লোকসংখ্যা ৫৭৭,৯৬২। রাজধানী হালি-ফ্যাক্‌স্ (Halifax)।

নোয়াখালি—চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা। নোয়াখালি শহর এই জেলারই অন্তর্গত।

ন্যাজারেথ (Nazareth)—ইজরায়েলের অন্তর্গত একার (Acre) নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী শহর। ইহা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের কেন্দ্রস্থল। লোকসংখ্যা ১৫,৫৪০।

প

পঞ্জাব—ভারতের উত্তর-পশ্চিমভাগে অবস্থিত প্রদেশ। ইরাবতী, বিতস্তা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা ও বিপাশা—সিন্ধুর এই পঞ্চ শাখা দ্বারা বিধৌত বলিয়া ইহার নাম পঞ্জাব (পঞ্চ=পাঁচ, অপ্=জল) হইয়াছে। র‍্যাড্‌ক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে সমগ্র জলন্ধর বিভাগ ও আম্বালা বিভাগ, লাহোর বিভাগের সমগ্র অমৃতসর জেলা, গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোট, গুরুদাসপুর ও বাটাল তহশীল ও লাহোর জেলার সমগ্র চুনিয়ান ও লাহোর তহশীল এবং কাসুর তহশীলের কিছু অংশ বাদে লাহোর জেলা পঞ্জাবের (ভারত) অন্তর্ভুক্ত। আয়তন ৩৭,৪২৮। লোকসংখ্যা ১২,৬৩৭,৯৬৫। রাজধানী চণ্ডীগড়। পাকিস্তান পঞ্জাবের আয়তন ৫৮,০০০। লোকসংখ্যা ১৮,৮৫২,০০০ হাজার। রাজধানী লাহোর।

পটুয়াখালি—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বাখরগঞ্জ জেলার একটি মহকুমা ও শহর।

পণ্ডিচেরী—ভারতের ফরাসী-অধিকৃত জেলা এবং প্রধান নগর। করমণ্ডল উপকূলে সমুদ্রতীরে মাদ্রাজ হইতে ৮৯ মাইল দক্ষিণে ইহা অবস্থিত। জেলাটির আয়তন ১১৫। লোকসংখ্যা ২২৭,৫৭২। শহরাংশের লোকসংখ্যা ৫৩,১০১। এই স্থানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম আছে।

পদ্মানদী—বঙ্গদেশে আসিয়া গঙ্গা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা মুর্শিদাবাদ জেলার ভিতর দিয়া 'ভাগীরথী' বা 'হুগলী' নামে বঙ্গোপসাগরের দিকে গিয়াছে। অপর শাখা পূর্ব্বদিকে গিয়া যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ দ্বিতীয় শাখাটির নাম পদ্মা। কথিত আছে, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নকালে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে পদ্মমুনি গঙ্গাকে পূর্ব্বাভিমুখে লইয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্যই ইহার পদ্মা নাম হইয়াছে।

পম্পেয়াই (Pompeii)—ইটালীর একটি প্রাচীন শহর। ইহা বিসুবিয়াস পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। ৭৯-এ বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে এই নগরটি বিধ্বস্ত ও গলিত ধাতুর নীচে সমাহিত হয়। ১৭৪৮-এ এই স্থান খননের ফলে প্রাচীন শহরটি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পরেশনাথ পাহাড়—'পার্শ্বনাথ' দ্রঃ।

পলাশী—নদীয়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৭৫৭-এ এই স্থানে বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজ হস্তে পরাজিত হন।

পলিনেশিয়া (Polynesia)—ওশিয়ানিয়ার অন্তর্গত কতকগুলি দ্বীপ। এই দ্বীপগুলি মেলানেশিয়া ও মাইক্রোনেশিয়ার উত্তরে ও পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। সংখ্যায় অনেক বলিয়া এই নাম। কুক, তাহিতি, মার্কেশাস ও হাওয়াই উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ—'বঙ্গদেশ' দ্রঃ।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব্ব উপকূলের নিকটবর্ত্তী কতিপয় দ্বীপ। ইহারা দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। এই দ্বীপগুলিকে (১) গ্রেটার অ্যান্টিলিস (Antilles), (২) লেসার অ্যান্টিলিস ও (৩) বাহামা দ্বীপপুঞ্জ—এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। কিউবা (Cuba), জামাইকা (Jamaica), পোর্টোরিকো (Puerto Rico) ইত্যাদি দ্বীপ আছে। পূর্ব্বে এই দ্বীপগুলি স্পেনের অধীন ছিল। এখন জামাইকা, বাহামা ও লেসার অ্যান্টিলিসের অধিকাংশ ব্রিটিশ অধিকারে। পোর্টোরিকো যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। কিউবা ও হাইতি সাধারণতন্ত্র। [ট্রিনিডাড, কিউবা ইত্যাদি স্ব স্ব স্থানে দ্রঃ]। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা ১১,০০০,০০০।

পাঁচমারী—মধ্য-প্রদেশের হোসাঙ্গাবাদের একটি স্থান।

পাকিস্তান—ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান পাকিস্তানের অন্তর্গত। পূর্ব্ববঙ্গকে পূর্ব্ব-পাকিস্তান ও বাকীগুলিকে পশ্চিম-পাকিস্তান বলা হয়। আয়তন ৩১৬,০০০। লোকসংখ্যা ৭৩,৩২১,০০০। সমগ্র পাকিস্তানের রাজধানী করাচী। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা।

পাটনা—বিহার রাজ্যের রাজধানী। ইহা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ৮ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট আছে। বিরাট মৌচাকের আকারে একটি গম্বুজ এখানকার দর্শনীয় বস্তু। ইহা ৯০ ফুট উচ্চ ও তলার বেড় ৪২০ ফুট।

পাটলিপুত্র—প্রাচীন মগধরাজ্যের রাজধানী। শৈশুনাগবংশের দ্বিতীয় রাজা উদয় রাজগৃহ হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইহাই বর্ত্তমান পাটনা শহর। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চৈনিক পর্য্যটক ফা-হিয়ান এই নগরীর প্রাসাদসমূহ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, মানুষের দ্বারা এইরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ সম্ভব হয় না।

পাঠানকোট—পঞ্জাবের শহর বিশেষ। লোকসংখ্যা ১২,৩৫৪।

পাণ্ডুয়া—১। বর্দ্ধমান জেলার একটি গ্রাম। এখানে কবিবর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। ২। মালদহ জেলার একটি প্রাচীন শহর। মুসলমান আমলে ইহা বঙ্গের রাজধানী ছিল। এখানকার আদিনা মস্‌জিদ বিখ্যাত।

পাণ্ড্য—দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন দেশবিশেষ। ইহাই বর্ত্তমানে মাদুরা ও তিনেভেলি জেলা বলিয়া পরিচিত। পরশুরাম ক্ষত্রিয়সংহারে গমন করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে।

পাতিয়ালা—পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটি করদ ও মিত্ররাজ্য ছিল। আয়তন ৫,৪১২। ইহা বর্ত্তমানে 'পেপস্থ'র অন্তর্গত।

পানামা (Panama)—১। আমেরিকার পানামা যোজকে অবস্থিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পানামা খাল রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান আয়ের পথ। আয়তন ২৮,৭৭৫। লোকসংখ্যা ৭৪৬,০০০। রাজধানী পানামা। ২। অ্যাটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী যোজক। ইহা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে সংযুক্ত করিতেছে।

পানিপথ—পঞ্জাব প্রদেশের কর্ণাল জেলার একটি মহকুমা। যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের নিকট এই স্থান প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

পাবনা—১। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। আয়তন ১৮৩৯। ২। পাবনা জেলার সদর। ইহা ইচ্ছামতী নদীর তীরবর্ত্তী। লোকসংখ্যা ৫০০০।

পামির (Pamir)—মধ্য-এসিয়ার মালভূমি। উচ্চতা ১৩,৬০০ ফুট। ইহা হইতে এসিয়ার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব্ব, তুর্কীস্তানের পশ্চিম, এসিয়াটিক রুশিয়ার কতকাংশের দক্ষিণ এবং সোভিয়েট রুশিয়ার সীমান্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহা 'পৃথিবীর ছাদ' বলিয়া খ্যাত।

পারস্য (Persia)—অপর নাম ইরাণ। বর্ত্তমানে ইরাণ নামেই অধিক পরিচিত। আয়তন ৬৩৪,৪১৩। লোকসংখ্যা ১৭,০০০,০০০। রাজধানী তেহেরান ('ইরাণ' দ্রঃ)।

পারস্য উপসাগর—ভারত মহাসাগরের

অংশবিশেষ। ইহা আরব ও পারস্য দেশের অন্তর্বর্ত্তী এবং ৫৫০ মাইল দীর্ঘ।

পার্থিয়া (Parthia)—কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী প্রাচীন পর্ব্বতময় রাজ্যবিশেষ। হেকাটম্পিলন (Hecatompylon) এই দেশের একটি প্রধান শহর ছিল। এই রাজ্য বহুকাল পারস্যের এবং আলেক্‌জাণ্ডারের সময় গ্রীকদের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই স্থানের লোকগণ সাইবেরিয়ান ভাষায় কথা বলিত। খৃঃ পূঃ ২৫৬ হইতে ২২৬ পর্য্যন্ত এই রাজ্য স্বাধীন ছিল। আর্সাসেস (১ম), মিথ্রিডেট্‌স্ (১ম), ফ্রেট্‌স্ (২য়) প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ রাজা এই স্থানে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের শাসনকালে ইউফ্রেটিজ হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। শেষ রাজা আর্টাবানুসের সেনানী আর্টাজারাক্‌সেজ প্রভুর সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং রাজ্যটি পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পার্ব্বতীপুর—দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন স্টেশন। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম—চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা। মহকুমা রামগড় ও রাঙ্গামাটি। আয়তন ৫১০০। এই স্থানে বাঙ্গালী খুব অল্প; বৌদ্ধ, মগ, কুকী, নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিই বেশী।

পার্শ্বনাথ—হাজারীবাগ জেলার (বিহার) একটি পাহাড় ও তীর্থস্থান। জৈনদিগের আচার্য্য পার্শ্বনাথ এই স্থানে নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহার উপরে অনেক মন্দির আছে এবং তন্মধ্যে একটি বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা-প্রতিষ্ঠিত।

পাহাড়তলী—চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে একটি বড় রেলওয়ে কারখানা আছে।

পাহাড়পুর—দিনাজপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে বহু প্রাচীন মন্দির ও প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পিকিং (পিপিং)—চীনের একটি প্রাচীন নগর ও বর্ত্তমান কমিউনিষ্ট শাসনব্যবস্থার রাজধানী। 'চীনের প্রাচীর' হইতে ইহা ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই নগরের পরিধি ২৫ মাইল। রাজপ্রাসাদ, বেল টাওয়ার, ড্রাম টাওয়ার এই নগরের দর্শনীয় বস্তু। বাকারের বিদ্রোহে ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ইহা ১৯০০-এ ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়। লোকসংখ্যা ১,৬৮৮,০০০।

পিট্‌স্‌বার্গ (Pittsburg)—যুক্তরাষ্ট্রের পেন্‌সিলভেনিয়া রাজ্যের একটি নগর। এখানে সুবৃহৎ লৌহের কারখানা ও কার্নেগী পাঠাগার আছে। ইহার লোকসংখ্যা ৬৭১,৬৫৯।

পিরেনিজ (Pyrenees)—দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের পর্ব্বতমালা। ইহা ফ্রান্স ও সাইবেরিয়া উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী। ইহা ২৭০ মাইল লম্বা।

পিরোজপুর—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বাখরগঞ্জ জেলার একটি মহকুমা।

পিশাচমোচন—কাশীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত গঙ্গার একটি ঘাট। মীরাবাঈ ও গোপালদাস সাধু এই ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। প্রতিবৎসর এই স্থানে লোটা-ভণ্টা নামে এক মেলা হয়। কথিত আছে, এক পিশাচ কাশীবাস করিতে আসিলে কালভৈরব তাহার মুণ্ড ছেদন করিয়া ঐস্থানে নিক্ষেপ করেন। পরে শিববরে এই স্থান পবিত্র ও গয়াযাত্রীর প্রথম দ্রষ্টব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

পিসা—(Pisa)—১। ইটালীর একটি প্রদেশ। ইহার আয়তন ১১৮০। লোকসংখ্যা ৩৩৪,০০০। ২। উক্ত প্রদেশের প্রধান নগর। এখানে বিখ্যাত হেলান মন্দির (leaning tower) আছে। ইহার জনসংখ্যা ৭২,৪৬৮।

পীত নদী—চীনদেশের একটি নদী। ইহার অপর নাম 'হোয়াং হো'। এই নদীটি পিচিলি উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহা ২৬১০ মাইল দীর্ঘ।

পুনর্ভবা—মালদহ ও দিনাজপুর জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত একটি নদী।

পুনা—১। বোম্বাই রাজ্যের একটি জেলা। আয়তন ৫৩৬৯। উৎপন্ন দ্রব্য তুলা ও রেশম। এখানে উত্তম কম্বল প্রস্তুত হয়। ২। উক্ত জেলার প্রধান নগর। ইহা বোম্বাই-এর গভর্ণরের বর্ষাবাস। এখানে একটি সেনানিবাস আছে। এইস্থানের পার্ব্বতী পাহাড়ের দেবী-মন্দির উল্লেখযোগ্য। শিবাজীর পিতা শাহজী এই স্থান জায়গীর স্বরূপে লাভ করেন। পরে ইহা পেশোয়াদের রাজধানী হয়। ১৮১৮-এ শেষ পেশোয়া বাজীরাও ইংরাজ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে ইহা ইংরাজদের অধিকারভুক্ত হয়। লোকসংখ্যা ২৫৮,১৯৭।

পুনাখ—ভুটান রাজ্যের রাজধানী।

পুরী—১। উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি জেলা। ২। ঐ জেলার প্রধান নগর এবং প্রসিদ্ধ হিন্দু-তীর্থ। ইহা বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী। এখানকার জগন্নাথদেবের মন্দির প্রসিদ্ধ। এই মন্দির ১১৯৮-এ রাজা অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানের শঙ্করাচার্য্য মঠ, আঠারনালা, সমুদ্রতীরস্থ গৌরাঙ্গদেবের মন্দির, স্বর্গদ্বার (সমুদ্রতীরস্থ শ্মশানঘাট), আনন্দ বাজার (মন্দির-প্রাঙ্গণস্থ রন্ধনশালা ও প্রসাদবিক্রয়স্থান) প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার বছর অন্তর এখানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই মূর্ত্তিত্রয়ের নবকলেবর অর্থাৎ নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হয়। জগন্নাথ মন্দির তত্ত্বাবধানের জন্য একটি সমিতি আছে। এই স্থানের রাজাকে জগন্নাথদেবের ঝাড়ুবরদার বলা হয়।

পুরুষপুর—ইহা পেশোয়ারের প্রাচীন নাম।

পুষ্কর তীর্থ—রাজপুতানার অন্তর্বর্ত্তী তীর্থস্থান। ইহা আজমীর হইতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। রক্‌গাইড নামক গাড়ীতে এই স্থানে যাইতে হয়। এই স্থানে যে হ্রদ আছে, মহারাণী অহল্যা বাঈ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এখানে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদ্রীনারায়ণ, বরাহ এবং আত্মেশ্বর শিবের মন্দির আছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এখানে এক বিরাট্ মেলা হয়। এখানে বানরের উপদ্রব খুব বেশী।

পুষ্পপুর—পাটনা শহরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন স্থান-বিশেষ; ইহারই নামান্তর ছিল পাটলিপুত্র, বর্ত্তমান নাম কুমরহার। ইহা শোণ ও গঙ্গার মিলনস্থানে অবস্থিত ছিল। স্যার রতন টাটার ব্যয়ে এই স্থান খনন করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে বহু প্রাচীন মন্দিরাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পূর্ণিয়া—বিহার প্রদেশের একটি জেলা ও প্রধান নগর। এ জেলার অধিকাংশ অধিবাসী বাঙ্গালী।

পূর্ব্ব-পাকিস্তান, পূর্ব্ববঙ্গ—'বঙ্গদেশ' দ্রঃ।

পেগু—১। দক্ষিণ ব্রহ্মের একটি বিভাগ। রেঙ্গুন শহর এই বিভাগের অন্তর্গত। আয়তন ১৩,০৮৩। ১৮৫২-এ এই স্থান ইংরাজাধিকারে আসে। ২। উক্ত বিভাগের প্রধান নগর। নগরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৫৭৩-এ। ৩২০ ফুট উচ্চ প্যাগোডা বা বৌদ্ধধর্ম্ম-মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ২১,৬২৬।

পেচোরা (Pechora)—সোবিয়েৎ রুশিয়ার অন্তর্গত একটি নদী। উরল পর্ব্বত হইতে ইহা বহির্গত হইয়া উত্তর মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। ১০০০ মাইল দীর্ঘ। ৭০০ মাইল মাত্র নাব্য।

পেট্রোগ্রাড (Petrograd)—['লেনিনগ্রাড' দ্রঃ]।

পেনাং (Penang)—মালয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্র। পূর্ব্বে ব্রিটিশ-অধিকৃত উপনিবেশ ছিল। আয়তন ৪০০। লোকসংখ্যা ৪১৯,০৪৭। ১৯৪৬-এর জুন হইতে ইহা free port বলিয়া ঘোষিত হয়।

পেরু (Peru)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ। আয়তন ৪৮২,১৩৩। লোকসংখ্যা ৮,২৭৭,০৩১। এখানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত। রাজধানী লিমা। প্রধান বন্দর ক্যালাও।

পেশোয়ার—১। পশ্চিম-পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জেলা। ৯ লক্ষের কিছু বেশী লোকসংখ্যা। ২। শাসন-কার্য্যের সদর। পেশোয়ার শহর খাইবার গিরিসঙ্কটের নিকটেই অবস্থিত। আফগানিস্তান ও মধ্য-এসিয়ার ইহা ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। পেশোয়ার শহরের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১৪ হাজার।

পেশোয়ার বা পুরুষপুর প্রাচীন গান্ধার দেশের অন্তর্গত। এখানে অনেক চন্দ্রবংশীয় ও বৌদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল। ১৫শ শতাব্দীতে পাঠানগণ এইখানে বসতি স্থাপন করেন। ১৮৩৪-এ ইহা রণজিৎ সিংহ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

পোনাবালিয়া—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বাখরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত পীঠস্থান, সতীর নাসিকা এখানে পড়িয়াছিল।

পোর বন্দর—সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত সমুদ্র-বন্দর। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। লোকসংখ্যা ২৯,৫০০।

পোর্ট আর্থার (Port Arthur)—'আর্থার' দ্রঃ।

পোর্ট ব্লেয়ার (Port Blair)—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী; আন্দামানের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ব্রিটিশ আমলে ভারতের নির্ব্বাসিত ও গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত বন্দীদিগকে এইখানে প্রেরণ করা হইত।

পোর্টস্মাউথ (Portsmouth)—১। ইংলণ্ডের একটি শহর। ইহা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৌবহরের আড্ডা। ২। যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও প্রদেশের একটি শহর। ইহা ওহিও নদীর তীরবর্তী। ৩। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্প্‌শায়ারের একটি শহর। ১৯০৫-এ এই স্থানে রুশ-জাপান সন্ধির কথাবার্তা হইয়াছিল।

পোর্টো রিকো (Puerto Rico)—১৮৯৮-এ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এই দ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্রকে স্পেন কর্তৃক প্রদত্ত হয়। আয়তন ৩৪২৩। লোকসংখ্যা ১,৮৬৯,২৫৫। অধিকাংশ অধিবাসী নেটিভ। রাজধানী সান জুয়ান।

পোর্তুগাল (Portugal)—দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাজধানী লিস্বন। ইহা পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে উর্ব্বর উপত্যকা আছে। আয়তন ৩৫,৪১৩। লোকসংখ্যা ৮,৪৯১,০০০।

পোল্যাণ্ড (Poland)—মধ্য-ইউরোপের একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই রাজ্যটি রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়া ভাগ করিয়া লয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইহা যুক্ত হয়। আয়তন ১১৯,৭০৩। লোকসংখ্যা ২৫,২২৫,০০০। রাজধানী ওয়ারস।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন—বিহারের (মতান্তরে মালদহের) প্রাচীন নাম।

প্যারাগুয়ে (Paraguay)—১। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র। ইহা ব্রেজিল, আর্জ্জেণ্টাইন ও বলিভিয়ার অন্তর্বর্তী। এই স্থানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত। রাজধানী অ্যাসুনসিওন (Asuncion)। আয়তন ১৫৪,১৬৫। লোকসংখ্যা ১,৩০৪,০০০। ২। দক্ষিণ আমেরিকার একটি নদী। দৈর্ঘ্য ১৬০০ মাইল।

প্যারিস (Paris)—ফ্রান্সের রাজধানী। ফরাসী উচ্চারণ 'প্যারী'। নোতর দাম, লুভার, ঈফেল টাওয়ার ইত্যাদি বিখ্যাত অট্টালিকা আছে। ১৮৭০-৭১ এই নগরী জার্ম্মান কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। ১৯৪০-৪৫ জার্ম্মানগণ ইহা অধিকার করে। বহু শিল্পে সমৃদ্ধ। লোকসংখ্যা ২,৭২৫,৩৭৪।

প্যালেস্টাইন (Palestine)—পশ্চিম এসিয়ার একটি দেশ। ইহা সিরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাই প্রাচীন ইহুদীদের দেশ এবং ইহার প্রধান নগর জেরুসালেম। 'প্যালেস্টাইন' শব্দের অর্থ পবিত্র স্থান। পূর্ব্বে ইহা তুরস্কের অধীন ছিল। লীগ অব নেশানস্‌এর আদেশ অনুযায়ী এই দেশ ১৯৪৮ পর্য্যন্ত ব্রিটেন শাসন করে। ব্রিটিশ শাসনের শেষে ইহুদীরা সমগ্র প্যালেস্টাইনের অর্দ্ধেকের বেশী স্থান দখল করে। ১৯৪৯-এ ইজরায়েল রাজ্য গঠিত হয়। ১৯৫০-এর এপ্রিল মাসে পূর্ব্ব ও মধ্য প্যালেস্টাইনে আরবরা অধিকার বিস্তৃত করে। পূর্ব্বের শহর জেরুসালেম ইহার মধ্যে পড়ে। আরবেরা জর্ডন রাজ্য গঠন করে। ('ইজরায়েল' ও 'জর্ডন' দ্রঃ)।

প্রয়াগ—এলাহাবাদের অন্য নাম।

প্রশান্ত মহাসাগর—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাসাগর। ইহার পশ্চিম দিকে এসিয়া মহাদেশ এবং পূর্ব্ব দিকে আমেরিকা। অস্ট্রেলিয়া এই মহাসাগরে অবস্থিত। স্থানে স্থানে ইহা পাঁচ মাইলেরও অধিক গভীর। ১৫১৩-এ ইউরোপীয়গণ প্রথম ইহার সন্ধান পায়। ১৫৭৭-এ ইংরাজ নাবিক ড্রেক এই মহাসাগর পার হন।

প্রিটোরিয়া (Pretoria)—দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল প্রদেশের রাজধানী। ইহা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র।

প্রুশিয়া (Prussia)—জার্ম্মান সাম্রাজ্যের পূর্ব্বতন প্রধান রাষ্ট্রীয় বিভাগ।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ—পশ্চিমবঙ্গের একটি বিভাগ। ইহাতে কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও কুচবিহার এই কয়টি জেলা আছে।

প্রোম—১। দক্ষিণ ব্রহ্মের পেগু প্রদেশের একটি জেলা। আয়তন ২৯১৪। ২। ঐ জেলার প্রধান নগর। ইহা ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা আনুমানিক ২৮,২৯৫।

প্লিমাউথ (Plymouth)—১। দক্ষিণ ইংলণ্ডের একটি সামুদ্রিক বন্দর। ইহা গির্জ্জা, যাদুঘর, জাহাজের কারখানা ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত। ২। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর সমুদ্র-বন্দর। মে-ফ্লাওয়ার নামক জাহাজে করিয়া পিলগ্রিম ফাদার্স এখানে নামেন।

ফ

ফতেজঙ্গপুর—ফরিদপুর জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে মহারাজ মানসিংহের সহিত যুদ্ধে বিক্রমপুরের অধিপতি কেদার রায় নিহত হন।

ফতেপুর সিক্‌রী—আগ্রার নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থান। ১৫৬৯-এ বাদশাহ আকবর সিক্‌রীতে একটি সুন্দর শহর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার ফতেপুর অর্থাৎ 'বিজয় নগর' নাম প্রদান করেন।

ফরাস ডাঙ্গা—ফরাসী চন্দননগর এই নামে পরিচিত। পূর্ব্বে ইহা ফরাসীদের অধীন ছিল, বর্ত্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত।

ফরিদপুর—১। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ঢাকা বিভাগের একটি জেলা। ইহার আয়তন ২২৮১। ২। উক্ত জেলার সদর।

ফর্‌মোসা (Formosa)—চীনদেশের উপকূলের সন্নিকটে অবস্থিত দ্বীপ। আয়তন ১৩,৮৯০। লোকসংখ্যা ৪,৫৯২,৫৩২। রাজধানী তাইহোকু। কমিউনিষ্ট চীনাদের দ্বারা বিতাড়িত চীনা রাষ্ট্রপতি চিয়াংকাইসেক এই দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ফল্গুনদী—নীলাজান ও মোহন নামক দুইটি পার্ব্বত্য স্রোত মিলিত হইয়া এই নদীটির সৃষ্টি করিয়াছে। গয়ার নিকট ইহার অর্দ্ধমাইল-পরিমিত স্থান গ্রীষ্মকালে শুষ্ক বালুকায় পরিণত হয়, কিন্তু একটু খনন করিলেই উহা হইতে জল বাহির হয়।

ফিজি (Fiji)—প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জ

৩২২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি। ফিজি বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ। ইহার রাজধানী সুভা (Suva) একটি বন্দর। চিনি ও কলা এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য।

ফিনিক্স (Phœnix)—দ্বীপ। বিষুবরেখা ও সামোয়ার মধ্যে অবস্থিত।

ফিনিসিয়া (Phœnicia)—সিরিয়ার উপকূলে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। এখানকার অধিবাসিগণ ফিনিসিয়ান নামে অভিহিত।

ফিন্‌ল্যাণ্ড (Finland)—নরওয়ে ও সুইডেনের সীমান্ত সন্নিকটে অবস্থিত সাধারণতন্ত্র। আয়তন ১১৭,৯৭৫। লোকসংখ্যা ৩,৮৮৭,২১৭। রাজধানী হেলিসিঙ্কি।

ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগর (Finland Gulf)—বাল্‌টিক সাগরের পূর্ব্বশাখা। ইহা ফিন্‌ল্যাণ্ড ও লেনিনগ্রাডের মধ্যে বর্ত্তমান এবং প্রায় ২৫০ মাইল বিস্তৃত।

ফিরোজপুর—পঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ শহর। ইহা শতদ্রু নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন স্টেশন এবং বিবিধ দ্রব্যের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান। এখানে একটি সেনানিবাস আছে।

ফিলাডেল্‌ফিয়া (Philadelphia)—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পেন্‌সিলভেনিয়া নামক রাষ্ট্রের রাজধানী ও সমুদ্র-বন্দর। শিল্পপ্রধান অঞ্চল। এখানে জাহাজের কারখানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। ১৭৭০—১৮০৯ স্বাধীনতা-যুদ্ধের কেন্দ্র ছিল। লোকসংখ্যা ১,৯৩১,৩৩০।

ফিলিপাইন (Philippine)—প্রশান্ত মহাসাগর ও চীন সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। ইহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীন ছিল। ১৯৪৬, ৪ঠা জুলাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৪-এর আইন অনুযায়ী ইহাকে স্বাধীনতা দেয়। আয়তন ১১৪,৪০০। লোকসংখ্যা ১৯,২৩৪,১৮২। ম্যানিলা (Manila) বড় শহর। কুইজন নগরী রাজধানী।

ফুকিয়েন (Fukien)—চীনের প্রদেশ। আয়তন ৪৫, ৮৪৫। লোকসংখ্যা ১১,৯৯০,০০০। রাজধানী ফুচৌ।

ফুচৌ (Foochow)—চীনের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। ইহা ফুকিয়েন প্রদেশের রাজধানী।

ফুজি-যামা (Fuji-Yama)—আগ্নেয়গিরি। ইহা জাপানের রাজধানী টোকিও শহরের ৬৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উচ্চতা ১২,৩৭০ ফুট। ইহা নিভন্ত আগ্নেয়গিরি। ইহা জাপানীদের তীর্থস্থান।

ফুলিয়া—নদীয়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহা বাঙ্গালা রামায়ণ-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান।

ফুলশ্রী—পূর্ব্ব পাকিস্থানের বাখরগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম। ইহা 'মনসা-মঙ্গল'-লেখক কবি বিজয় গুপ্তের জন্মস্থান।

ফৈজাবাদ—উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত অযোধ্যার একটি জেলা এবং উহার প্রধান নগর। লোকসংখ্যা ৫৫,২১৫।

ফ্রাঙ্কফোর্ট (Frankfort)—কেণ্টাকীর (Kentucky) রাজধানী। আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌সের অন্তর্গত কেণ্টাকী নদীর তীরে অবস্থিত।

ফ্রান্স (France)—পশ্চিম ইউরোপের একটি শক্তিশালী সাধারণতন্ত্র। আয়তন ২১২,৬৬০। লোকসংখ্যা ৪০,৫০২,৫১৩। ইহা ইংলণ্ড ও ওয়েলসের ৩২গুণ। পূর্ব্বে এখানে রাজতন্ত্র বর্ত্তমান ছিল। ফ্রান্স ৯০টি বিভাগে বিভক্ত। ইউরোপের পঞ্চম বৃহত্তম শহর প্যারিস ইহার রাজধানী। অন্যান্য প্রধান শহর—বার্দো, মার্সাই, লিয়নস, লিল, নাইস ও তুঁলো। এসিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকায় ফ্রান্সের অধিকৃত অংশ প্রায় ৫,১২০,০০০।

ফ্লোরিডা (Florida)—১। আমেরিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর ও মেক্সিকো উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত প্রদেশ। আয়তন ৫৪,২৬২। লোকসংখ্যা ১,৮৯৭,৪১৪। রাজধানীর নাম টালাহাসী (Tallahassee). ২। একটি প্রণালী। কিউবা ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত। ৩। একটি উপসাগর। মেক্সিকো উপসাগরের অংশ।

ফ্লোরেন্স (Florence)—রোমের ২০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নগর-বিশেষ। দান্তে (Dante) ও মাইকেল এঞ্জেলো (Michael Angelo) এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

ফ্ল্যাণ্ডার্স (Flanders)—বেলজিয়ামের একটি জেলা। পশ্চিমভাগের আয়তন ১,২৪৮। লোকসংখ্যা ৯০৬,৫৮৭। পূর্ব্বভাগের আয়তন ১,১৪৭। লোকসংখ্যা ১,২১৬,৮৩৯। রাজধানী যথাক্রমে বার্জেস (Burges) এবং ঘেণ্ট (Ghent). মহাযুদ্ধের সময় ফ্ল্যাণ্ডার্স প্রভৃত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

ব

বংশবাটি—হুগলী জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। ১৩টি চূড়া বিশিষ্ট হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির এখানে বিরাজমান। এই মন্দিরটি রাণী শঙ্করী দাসী কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বক্রেশ্বর—বীরভূম জেলার একটি নদী।

বক্সার—কাশীর নিকটে গঙ্গার তীরে অবস্থিত দুর্গ দ্বারা রক্ষিত একটি নগর। ১৭৬৪-এ এখানে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদের একটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি হেক্টর মনরো মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

বগুড়া—১। রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। আয়তন ১৭,৩০৯। ২। বগুড়া জেলার প্রধান নগর।

বঙ্গদেশ (অবিভক্ত)—পাকিস্তান গঠিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের পরিচয় :—বঙ্গদেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বে আসাম প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ। বঙ্গদেশে সর্ব্বসমেত পাঁচটি বিভাগ আছে ;—বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম। এই পাঁচটি বিভাগে ২৮টি জেলা ও ৮৯,৫২৫টি গ্রাম আছে। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের তেরটি জেলা পশ্চিমবঙ্গ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলা পূর্ব্ববঙ্গ এবং রাজসাহী বিভাগের ৮টি জেলা ও কুচবিহার রাজ্য উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের জেলাগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—বর্দ্ধমান বিভাগ—হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম। প্রেসিডেন্সি বিভাগ—কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ। ঢাকা বিভাগ—ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ। রাজসাহী বিভাগ—দিনাজপুর, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, জলপাইগুড়ি, মালদহ, দার্জ্জিলিং। চট্টগ্রাম বিভাগ—ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও কুচবিহার বঙ্গদেশের দুইটি করদ রাজ্য। ইহাদের আয়তন ৮২,৯৫৫ ও জনসংখ্যা ৫১,০৮৭,৩৩৮। জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৫৫ জন মুসলমান। কলিকাতা ইহার সর্ব্বপ্রধান শহর ও একটি পৃথক্ জেলা হিসাবে গণ্য। এই বঙ্গদেশকে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট হইতে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পশ্চিমভাগকে **পশ্চিমবঙ্গ** ও পূর্ব্বভাগ বা পূর্ব্ববঙ্গকে **পূর্ব্ব-পাকিস্তান** বলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ—র‍্যাড্‌ক্লিফ্ অ্যাওয়ার্ড অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব্বতন সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কতকাংশ লইয়া গঠিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং এবং নদীয়া, মালদহ, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। চব্বিশ পরগণার মধ্যে যশোহরের বনগাঁ ও

গাইঘাটা থানা পড়িয়াছে। ১৯৫১-এর আদমশুমারী অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ২৪,৭৮৬,৬৮৩। আয়তন ২৯,৪৭৬। এই লোকসংখ্যার মধ্যে ১৩,৩১৯,৯৪১ পুরুষ ও ১১,৪৬৬,৭৪২ স্ত্রীলোক। জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৮'৫৪। বর্দ্ধমান বিভাগে ২৬১,৯০১ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে ১,৮৪৭,৯৫৫ উদ্বাস্তু আছে। রাজধানী কলিকাতা (২,৫৪৯,৭৯০)। পশ্চিমবঙ্গের জেলা—কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, হুগলী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও কুচবিহার।

পূর্ব্ব-পাকিস্তান—পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্ট জেলা লইয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তান গঠিত। পূর্ব্বতন চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ এবং রাজসাহী বিভাগের কিছু অংশ, নদীয়া ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের কিছু অংশ এই অঞ্চলে পড়িয়াছে। নবগঠিত রাজসাহী বিভাগ রাজসাহী, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোহর ও খুলনা জেলা লইয়া গঠিত। আয়তন ৫৪,৫০১। লোকসংখ্যা ৪২,১১৯,০০০ (১৯৫১)।

বঙ্গোপসাগর—ভারত মহাসাগরের একটি অংশ। ইহা বঙ্গদেশের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী এই সাগরে পতিত হইয়াছে।

বটতলা—উত্তর-পশ্চিম কলিকাতার একটি অঞ্চল। বর্ত্তমান আপার চিৎপুর রোডের বীডন স্কোয়ার হইতে গ্রে স্ট্রীট পর্য্যন্ত অঞ্চল এই নামে পরিচিত। এখানকার পুস্তক প্রকাশকগণ পূর্ব্বে অনেক আদিরসাত্মক পুস্তক প্রকাশের জন্য কুখ্যাত ছিলেন।

বটানি বে (Botany Bay)—অস্ট্রেলিয়ার একটি উপসাগর। ইহার তীরদেশে অসংখ্য গাছপালা ও ফুল দেখিয়া কাপ্তেন কুক এই নাম দেন।

বড়পেটা—আসাম প্রদেশের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা এণ্ডি ও মুগার কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

বদরিকাশ্রম—হিন্দুদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থস্থান। ইহা কাশ্মীরের অন্তর্গত। এখানে পূর্ব্বে ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল। এই স্থানে বদরী-নারায়ণ নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এস্থানে যাওয়া যায়। বৎসরের অন্য সময়ে ইহা তুষারাবৃত থাকে। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এই পথ দিয়াই মহাপ্রস্থানে গমন করেন।

বদ্রীনাথ—ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে বদরী-নারায়ণদেবের মন্দির আছে। ইহা উত্তর প্রদেশের গাড়ওয়াল জেলার একটি গ্রাম। হিমালয়ের একটি উপত্যকার উপরে এই গ্রামটি অবস্থিত। মন্দিরটি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় মাস কাল খোলা থাকে। বদ্রীনাথের মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানে জাতিবিচার নাই। মন্দিরের মোহান্তকে 'রাওল সাহেব' বলে। বদ্রীনাথের পথে কেদারনাথ। প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে একটি কুম্ভমেলা হয়।

বনগাঁ—চব্বিশ পরগণা জেলার মহকুমা।

বন্দর আব্বাস—পারস্যের একটি সামুদ্রিক বন্দর। ইহা পারস্যোপসাগরের তীরে অবস্থিত।

বরাকর—বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে কয়লা ও লৌহের খনি আছে।

বরিশাল—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বাখরগঞ্জ জেলার প্রধান নগর। ব্রজমোহন কলেজ এখানে অবস্থিত।

বরোদা—১। পূর্ব্বতন পশ্চিম ভারতের একটি করদ রাজ্য। ১৯৪৯, ১লা মে এই রাজ্য বোম্বাই রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। ইহার আয়তন ৮,২৩৫। লোকসংখ্যা ২,৮৫৫,০১০। ২। পূর্ব্বতন বরোদা রাজ্যের রাজধানী। বোম্বাই হইতে ২৫০ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। বরোদার মহারাজাকে গায়কোবাড় বলে।

বর্দ্ধমান—১। পশ্চিমবঙ্গের একটি বিভাগ। ইহার আয়তন ১৪,০০০। এই বিভাগের সদর চুঁচুড়া। ২। বর্দ্ধমান বিভাগের একটি জেলা। ইহার আয়তন ২,৭০০। ৩। বর্দ্ধমান জেলার প্রধান নগর। ইহা দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বড় রেলওয়ে জংশন-স্টেশন।

বর্ণা (Varna)—কৃষ্ণসাগরের তীরে বুলগেরিয়ার অধিকৃত দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত শহর।

বলাগড়—হুগলী জেলার একটি গ্রাম। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসস্থান।

বলিভিয়া (Bolivia)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি গণতান্ত্রিক রাজ্য। আয়তন ৫১৪,১৫৫। লোকসংখ্যা ৩,৯২২,০০০। খনিজ ও কৃষিজ সম্পদে রাষ্ট্রটি সুসমৃদ্ধ। স্পেনীয় ভাষা প্রচলিত। রাজধানীর নাম সুক্রে (Sucre) কিন্তু কার্য্যতঃ শাসনকেন্দ্র লা পাজ (La Paz)।

বল্কান (Balkan)—ঈজিয়ান সাগর ও ড্যানিউব (Danube) নদীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালা। ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়া ৭,৮০০ ফুট। এই পর্ব্বতমালার মধ্যে অনেকগুলি গিরিসঙ্কট বর্ত্তমান।

বল্কান উপদ্বীপ (Balkan Peninsula)—ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত উপদ্বীপ। ইহার পশ্চিমে অ্যাড্রিয়াটিক ও আইওনিয়ান সমুদ্র এবং পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগর, মর্ম্মরা সাগর ও ঈজিয়ান সমুদ্র অবস্থিত। আয়তন ২০০,০০০। জুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, গ্রীস ইহার অন্তর্গত। (ঐগুলি স্ব স্ব স্থানে দ্রঃ।)

বল্কাশ (Balkash)—সোভিয়েট রুশিয়ার একটি হ্রদ। ইহা পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৪৫ মাইল ও প্রস্থে ৫৫ মাইল।

বসোরা—ইরাকের একটি প্রদেশ। ইহা ইউফ্রেটিজ নদীর তীরে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে প্রদেশটি ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রদেশের রাজধানীও বসোরা।

বস্ফরাস (Bosphorus)—একটি প্রণালী। ইহাকে Strait of Constantinopleও বলা হয়। কৃষ্ণসাগর ও মর্ম্মরা (Marmora) সাগরের মধ্যে ইহা অবস্থিত। এসিয়া ও ইউরোপকে এই প্রণালী পৃথক্ করিয়াছে।

বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান নগর। বহরমপুর, গোরাবাজার, সৈদাবাদ ও খাগড়া লইয়া এই শহরটি গঠিত। এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে।

বাইজান্টিয়াম (Byzantium)—কন্স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌-এর নিকটবর্ত্তী প্রাচীন নগর।

বাঁকা—১। বর্দ্ধমান জেলার নদীবিশেষ। ২। ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

বাঁকিপুর—পাটনার নিকটবর্ত্তী একটি বিখ্যাত স্থান। ইহা একটি বহু পুরাতন সমৃদ্ধিশালী ও বাণিজ্যপ্রধান নগর।

বাঁকুড়া—১। বর্দ্ধমান বিভাগের একটি জেলা। ইহার আয়তন ২৬৪৬। লোকসংখ্যা ১,২৮৯,৬৪০। ২। বাঁকুড়া জেলার প্রধান নগর। এখানে একটি কলেজ, তিনটি ইংরাজী স্কুল ও একটি কুষ্ঠকুটীর আছে। লোকসংখ্যা ৩১,৭০৩।

বাঁসলৈ—বীরভূম জেলার একটি নদী।

বাকিংহাম (Buckingham)—১। ইংলণ্ডের একটি জেলা। আয়তন ৭৪৩। লোকসংখ্যা ৩৭৪,৬৮০। ২। ইংলণ্ডের আউস নদীতীরে বাকিংহামশায়ারের শহর। লোকসংখ্যা ৩৯৯৮।

বাখরগঞ্জ—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের একটি জেলা। বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও ভোলা এই চারিটি মহকুমা লইয়া বাখরগঞ্জ জেলা

বাগেরহাট—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের খুলনা

জেলার একটি মহকুমা। এখানে একটি কলেজ আছে।

বাগদাদ—১। তাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত ইরাকের রাজধানী। বিমানঘাঁটির জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ৩০০,০০০। ২। ইরাকের প্রদেশ। উর্ব্বর জমির জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ৮০৫,২৯৩।

বাঘেলখণ্ড—বুন্দেলখণ্ডের পূর্ব্বে অবস্থিত বিন্ধ্যপ্রদেশের বিভাগ। ইহার আয়তন ১১,৩২৪। লোকসংখ্যা ২,৫০৬,০৯৪। রেওয়া, সাতনা, সিধি, সাহদল ইহার চারিটি জেলা। হিন্দী ভাষা ও বাঘেলখণ্ডী উপভাষা এখানে প্রচলিত।

বাঙ্কার হিল (Bunker Hill)—যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স্ (Massachusetts) রাজ্যের একটি শহর। বর্ত্তমানে ইহা বোস্টনের (Boston) কতকটা অংশ। আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে এখানে ১৭৭৫-এ যুদ্ধ হয়।

বাঙ্গালোর—মহীশূর রাজ্যের দুর্গ দ্বারা রক্ষিত শহর। পূর্ব্বে ইহা ব্রিটিশদের সামরিক কেন্দ্র ও শাসনকেন্দ্র ছিল। লোকসংখ্যা ২৪৮,৩৩৪।

বাটাজোড়—বাখরগঞ্জ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্মস্থান।

বাড়বকুণ্ড—চট্টগ্রাম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে একটি পর্ব্বতগুহায় সব সময় অগ্নিশিখা দৃষ্ট হয়।

বান্নু—পশ্চিম-পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি শহর। এখানে একটি সেনানিবাস আছে।

বাবিলন—মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন রাজ্য। বাবিলনের এক বিখ্যাত রাজা নেবুচাদনেজার। ইউফ্রেটিস নদীর উভয় তীরে এই রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই রাজার নির্ম্মিত ঝুলন্ত বাগান পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য বস্তুগুলির অন্যতম। ইহা বাগদাদে ৬৫৫ খৃঃ পূঃ নির্ম্মিত হয়।

বাবেলমান্দেব—একটি প্রণালী। লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরকে ইহা সংযুক্ত করিতেছে। ইহা কুড়ি মাইল প্রশস্ত। ইহাকে "Gate of Tears" বলা হয়।

বারাকপুর—১। চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। ২। ঐ মহকুমার সদর। এখানে সৈন্যাবাস আছে।

বারাণসী—১। কাশীর অপর নাম। ইংরাজীতে ব্রিটিশ আমলে Benares লেখা হইত। স্বাধীনতার যুগে ঐ নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া Banaras হইয়াছে। গঙ্গার উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত বারাণসী রাজ্য। এই করদ রাজ্যটির আয়তন ৮৭৫। লোকসংখ্যা ৩৯১,১৬৫। ১৯৪৯-এ ইহা উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ২। উত্তর প্রদেশের বিভাগ। ইহার মধ্যে বানারস, মির্জাপুর, জৌনপুর, গাজীপুর ও বালিয়া জেলা আছে। লোকসংখ্যা ৬,৮৪৯,০৩১ (১৯৫১)। জেলার লোকসংখ্যা ১,৯৭৮,৬৩৪।

বার্গাণ্ডি (Burgundy)—ফ্রান্সের পূর্ব্বে অবস্থিত একটি জেলা। মদের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

বার্ন (Bern)—১। ইহা সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী। ১৮৪৮ হইতে ইহা সুইজার্‌ল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের প্রধান কর্ম্মস্থল হইয়াছে। ২। উক্ত নামের একটি জেলা (Canton). ইহার আয়তন ২,৬৫৭; তন্মধ্যে ২,১৭২-এ চাষ আবাদ হয়, বাকী স্থান হ্রদ, তুষারনদী প্রভৃতিতে আবৃত।

বার্ম্মিংহাম (Birmingham)—১। ইংলণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। লৌহের কারখানার জন্য ইহা বিখ্যাত। ২। যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা (Alabama) রাজ্যের একটি স্থান। এই স্থানও লৌহের কাজের জন্য প্রসিদ্ধ।

বার্ম্মুডাস (Bermudas)—উত্তর অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপগুলি প্রবালদ্বীপ। সর্ব্বসমেত ৩৬০টি দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যারোলিনা (Carolina) হইতে ইহা ৬০০ মাইল দূরে অবস্থিত। আয়তন ২১। হ্যামিল্টন (Hamilton) ইহার প্রধান নগর। মাত্র ২০টি দ্বীপে জনসাধারণের বসতি আছে। লোকসংখ্যা ৩৪,৯৬৫।

বার্লিন (Berlin)—অখণ্ড জার্ম্মানীর পূর্ব্বতন রাজধানী। জনসংখ্যার অনুপাতে ইহা ইউরোপের চতুর্থ শহর। বর্ত্তমানে ইহা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া—এই চারিটি দেশের সামরিক কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে। সমগ্র আয়তন ৮৯০। লোকসংখ্যা ৩,১৯৯,১৩৮।

বার্সিলোনা (Barcelona)—স্পেনের সমুদ্র-বন্দর। বার্সিলোনা প্রদেশের ইহা রাজধানী। প্রাচীনকালে কার্থেজের সেনাপতি হ্যামিল্কার কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। লোকসংখ্যা ১,২২৫,৩১৮।

বালিদ্বীপ—ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত এই দ্বীপটি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। ইহা যবদ্বীপের ঠিক পূর্ব্বে। ইহার আয়তন ২,২৪০ ও জনসংখ্যা ১,৮০২,৬৮৩। এখানকার দেবদাসীদের নৃত্যকলা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বালুচর—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পাটের কাপড়ের জন্য ইহা বিখ্যাত।

বালুরঘাট—পশ্চিম দিনাজপুর জেলার একটি মহকুমা।

বালেশ্বর—উড়িষ্যার একটি জেলা ও শহর। দিল্লীর সম্রাট্ ১৬৪২-এ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এখানে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দেন। ইংরাজেরা এখানে কুঠী নির্ম্মাণ করেন এবং শহরটি সুরক্ষিত করা হয়। বালেশ্বর প্রস্তরপাত্রের জন্য বিখ্যাত। এখানকার বন্দরটি বিখ্যাত।

বাল্টিক সাগর (Baltic Sea)—ইহা অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের একটি শাখা। এই সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে রুশিয়া, জার্ম্মানী, সুইডেন, ডেন্‌মার্ক, ফিন্‌ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্য অবস্থিত। ইহা ৯০০ মাইল দীর্ঘ ও ২০০ মাইল প্রশস্ত। ইহার আয়তন ১,৮০,০০০।

বাল্টিমোর (Baltimore)—১। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ড নামক রাজ্যের নগর ও প্রধান বন্দর। জনসংখ্যা ৮৫৯,১০০। ২। অন্টারিওর (Ontario) নর্দ্দাম্বারল্যাণ্ড নামক জেলার একটি নগর।

বাসুটোল্যাণ্ড (Basutoland)—ব্রিটিশ-অধিকৃত দক্ষিণ আফ্রিকার একটি প্রদেশ। ইহার আয়তন ১১,৭১৬ ও লোকসংখ্যা ৫৫৬,৪০৮। রাজধানী মাসেরু। ইহাকে দক্ষিণ আফ্রিকার 'সুইজারল্যাণ্ড' বলা হয়।

বাহামা দ্বীপপুঞ্জ—পশ্চিম-ভারতীয় (West Indies) ব্রিটিশ-অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জ। আমেরিকার আবিষ্কারক কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিতে আসিয়া এই দ্বীপপুঞ্জই প্রথম দর্শন করেন। ইহার আয়তন ৪,৪০৪ ও লোকসংখ্যা ৬৮,৯৯১। রাজধানী নাসাউ (Nassau)।

বিকানীর—১। রাজপুতানার একটি পূর্ব্বতন করদ রাজ্য। বর্ত্তমানে রাজস্থানের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। আয়তন ২৬,১৮১। লোকসংখ্যা ১,২৯২,৯৩৮। ২। বিকানীর রাজ্যের রাজধানী। লোকসংখ্যা ১২৭,২২৬।

বিক্রমপুর পরগনা—ঢাকা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ইহা বিশেষ বিখ্যাত।

বিক্রমশিলা—এখানে একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ইহা বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ইহা বৌদ্ধধর্ম্মচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। বিক্রমশিলার বৌদ্ধবিহার খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়।

বিজয়নগর—ইহা বর্ত্তমান মাদ্রাজের অন্তর্গত মাদুরার নিকটে অবস্থিত ছিল। এখানে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। এই রাজ্যের সহিত দাক্ষিণাত্যের বেরার

ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের একটি যুদ্ধ হয়। ইহাই বিখ্যাত তালিকোটার যুদ্ধ (১৫৬৫)।

বিজাপুর—বোম্বাই-এর ২৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ইহা অবস্থিত। বাহমণি রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বিজাপুর স্বাধীন হয়। সেখানকার রাজবংশ আদিলশাহী বংশ নামে পরিচিত। ১৫৬৫-এ বিজাপুর হিন্দু-রাজ্য বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। প্রাচীন মুসলমান স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন এখানকার ভগ্ন অট্টালিকাগুলিতে পাওয়া যায়।

বিদর—বাহমণি রাজ্যের ধ্বংস হইলে যে কয়টি রাজ্য গঠিত হয়, তন্মধ্যে বিদর একটি। এখানকার রাজবংশ বারিদশাহী বংশ নামে পরিচিত। ১৩০৯-এ ইহা বিজাপুরের রাজারা অধিকার করেন। বর্ত্তমানে ইহা হায়দরাবাদের একটি নগর।

বিদেহ—ত্রিহুত বা মিথিলার অপর নাম। ইহা অতিশয় প্রাচীন জনপদ।

বিদ্যাধরী—ইহা চব্বিশ পরগণার একটি খাল। কলিকাতার সমস্ত ময়লা জল এই নদীতে পড়ে।

বিন্ধ্য—দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতের মধ্যে অবস্থিত পর্ব্বতমালা। ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়া ৪,৫০০ ফুট।

বিন্ধ্যাচল—উত্তর প্রদেশে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। তাহার দক্ষিণ দিকে একটি পাহাড়ের উপরে বিন্ধ্যাচল নগর অবস্থিত। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

বিপাশা—পঞ্জাবের নদীবিশেষ। সিন্ধুনদের উপনদী শতদ্রু (Sutlej)। এই শতদ্রু নদীর উপনদী বিপাশা (Beas)।

বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার তামাক প্রসিদ্ধ। এখানে একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন।

বিসুবিয়াস (Visuvius)—দক্ষিণ ইটালীর বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি। নেপ্‌লস্ উপসাগরের কূলে ইহা অবস্থিত। ৭৯-এ ইহার অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। সেই অগ্ন্যুৎপাতে পম্পেয়ী (Pompeii) ও হার্কুলেনিয়ম নামক বিখ্যাত শহর দুইটি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইহার পরেও ইহার বহুবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। এই পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত একটি রেলওয়ে আছে। এই রেলওয়ে ১৮৮০-এ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিস্কে (Biscay, Viscaya)—বিস্কে উপসাগরের তীরে অবস্থিত স্পেনীয় প্রদেশ। ইহার আয়তন ৮৩৬। লোকসংখ্যা ৫৫৯,২২১। এখানে বাস্ক নামক জাতির সংখ্যাই অধিক। বিলবাও (Bilbao) ইহার রাজধানী।

বিহার—ভারতের রাজ্য। এস্থানে শৈশুনাগ, নন্দ, মৌর্য্য, শুঙ্গ প্রভৃতি বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহারই অন্তর্গত পাটলিপুত্র নামক স্থানে অশোকের রাজধানী ছিল। এই প্রদেশ প্রথমে বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত ছিল। ১৯১২-এ বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর মিলিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। ১৯৩৭-এ উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়াছে। এখানকার প্রধান নদীর মধ্যে গঙ্গা, মহানদী ও শোণ উল্লেখযোগ্য। এককালে এখানে প্রচুর পরিমাণে নীলের চাষ হইত। ইহার প্রধান শহর পাটনা। প্রচলিত ভাষা হিন্দী ও বাংলা। জেলা—পাটনা, গয়া, শাহাবাদ, সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, হাজারীবাগ, রাঁচি, পুরুলিয়া, ধানবাদ, পালামৌ, সিংভূম। সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ান নামে দুইটি করদ রাজ্য ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। আয়তন ৭৮,৩৬৮। লোকসংখ্যা ৪০,২২৫,৯৪৭।

বীরনগর—নদীয়া জেলার একটি শহর। ইহা একটি তীর্থস্থান।

বীরভূম—বর্দ্ধমান বিভাগের একটি জেলা। ইহার আয়তন ১৭৫২। সিউড়ি ইহার সদর।

বীরসিংহ—মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

বুখারেস্ট (Bucharest)—রুমানিয়া (Rumania) রাজ্যের রাজধানী। লোকসংখ্যা ৯৮৪,৬১৯। ইহা ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও রেলওয়ের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল। ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত দুর্গগুলির মধ্যে এস্থানের দুইটি প্রসিদ্ধ।

বুডাপেস্ট (Budapest)—ইউরোপের হাঙ্গারী রাজ্যের বুডা (Buda) ও পেস্ট (Pest) নামে দুইটি রাজধানীর মিলনে গঠিত। বুডা ডানিয়ুব (Danube) নদীর দক্ষিণ তীরে ও পেস্ট বাম তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,০৫৮,২৮৮।

বুড়ীগঙ্গা—ঢাকা জেলার একটি নদী। ঢাকা শহর এই নদীর তীরবর্ত্তী।

বুঢ়ন—যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। বিখ্যাত বৈষ্ণবভক্ত হরিদাসের ইহা জন্মস্থান।

বুদ্ধগয়া—গয়ার নিকটবর্ত্তী একটি স্থান। এখানে বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করেন।

বুধপাড়া—রাজসাহী জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তামা ও পিতলের বাসনের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ।

বুন্দেলখণ্ড—বিন্ধ্যপ্রদেশের কতকগুলি পূর্ব্বতন করদ রাজ্যকে এই নামে অভিহিত করা হয়। বর্ত্তমানে ইহা বিন্ধ্যপ্রদেশের একটি বিভাগ। পান্না, ছতরপুর, তিকমগড়, দাতিয়া—এই কয়টি জেলা এই বিভাগের অন্তর্গত।

বুয়েনাস আইরেস (Buenos Aires)—১। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জ্জেন্টিনা রাজ্যের রাজধানী। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান শহর। লোকসংখ্যা ২,৬২০,৮২৭। ইহা একটি বিখ্যাত সমুদ্র-বন্দর। ২। এই নামের প্রদেশ। আয়তন ১১৮,৪৬৭। লোকসংখ্যা ৪,৪০৮,৩৭৩। লা প্লাটা (La Plata) প্রাদেশিক রাজধানী।

বুরহানপুর—মধ্যপ্রদেশের একটি শহর। ইহা তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৩,৯৮৭।

বুলগেরিয়া (Bulgaria)—ইউরোপের একটি স্বাধীন রাজ্য। ইহা জুগোশ্লাভিয়া (Jugoslavia) ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৩৯,৮১৪। লোকসংখ্যা ৭,০২২,২০৬। ইহার রাজধানী সোফিয়া। মহাসমরে ইংরাজদের শত্রুপক্ষীয় রাজ্যদের মধ্যে এই রাজ্যই প্রথম আত্মসমর্পণ করে (১৯১৮)।

বুসায়ার—ইরাণের সমুদ্র-বন্দর। পারস্যোপসাগরের বন্দরগুলির শাসনকর্ত্তার ইহাই প্রধান কর্ম্মস্থল। ইহার লোকসংখ্যা ১৮,০০০।

বৃন্দাবন—উত্তর প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান।

বেচুয়ানাল্যাণ্ড (Bechuanaland)—দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্রিটিশদের অধীন রাজ্য। দক্ষিণ ও উত্তর বেচুয়ানাল্যাণ্ড, এই দুই ভাগে ইহা বিভক্ত। মোট আয়তন ২৭৫,০০০ ও লোকসংখ্যা ২৮৪,১২৯ (২,৩২৫ শ্বেতাঙ্গ)।

বেজোয়াদা—মাদ্রাজের একটি প্রসিদ্ধ শহর। লোকসংখ্যা ৮৬,২১৪।

বেথেল্‌হেম (Bethelhem)—১। প্যালেস্টাইনে অবস্থিত জেরুজালেমের দক্ষিণ-পশ্চিমে সাড়ে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী একটি শহর। ইহা যীশুখৃষ্টের জন্মস্থান হিসাবে বিশেষ বিখ্যাত। ২। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার (Philadelphia) একটি শহর।

বেরার—মধ্যপ্রদেশের সংলগ্ন অঞ্চল। এই প্রদেশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাহমণি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৪৮৪-এ ইহা বাহমণি রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ইহার প্রথম রাজা ফতুল্লা ইমাদ শাহ এখানে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উহা ইমাদশাহী বংশ নামে ইতিহাসে পরিচিত। ১৫৭৪-এ বেরার আহম্মদনগর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯০২ হইতে ইহা মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে শাসিত হইতেছে। আয়তন ১৮,০০০। লোকসংখ্যা ৩,৬০০,০০০।

বেরিলী—উত্তর প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটি শহর।

বেলগাঁও—১। বোম্বাই রাজ্যের শহর। লোকসংখ্যা ৫৮,৩১৯। এই শহরে ১৯২৪-এ মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। ২। বোম্বাই রাজ্যের জেলা। লোকসংখ্যা ১,৭২৬,৯০৮।

বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ (Balearic Islands)—স্পেনের পূর্ব্ব উপকূল হইতে কিছু দূরে ভূমধ্যসাগরের কতকগুলি দ্বীপ। আয়তন ১৯৩৬। লোকসংখ্যা ৩৬২,৯৯১। পাল্‌মা ইহার রাজধানী।

বেলুচিস্তান—আফগানিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত পাকিস্তানের অন্তর্ব্বর্তী প্রদেশ। আয়তন ১৩৪,০০২। লোকসংখ্যা ৪৫৭,৪৩৫। ইহা ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যবর্তী। ইহা মরুভূমিপূর্ণ প্রদেশ। রাজধানী কোয়েটা।

বেলুচিস্তান রাজ্য-সমবায়—কালাত, মেক্রান, লসবেলা ও খারান এই কয়টি বেলুচিস্তানের রাজ্য বেলুচিস্তান রাজ্য-সমবায় গঠন করিয়াছে। ইহাদের আইন সভা, বিচারবিভাগ ইত্যাদি একই। কালাতের পশ্চিমে পারস্য। ইহা বেলুচিস্তানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য। এই রাজ্য-সমবায় পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। আয়তন ৩০,৭৯৯। লোকসংখ্যা ১৬৬,৬৫৪। ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৪৮ ইহা পাকিস্তানে যোগ দিয়াছে। (অন্যান্য রাজ্য স্ব স্ব স্থানে দ্রঃ।)

বেলুড়—হাওড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। বেলুড়ে গঙ্গার তীরে পৃথিবী-বিখ্যাত রামকৃষ্ণ মঠ অবস্থিত।

বেল্‌গ্রেড (Belgrade)—জুগোশ্লাভিয়ার (Jugoslavia) রাজধানী।

বেল্‌জিয়াম্ (Belgium)—উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহা ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্ম্মানি ও উত্তর সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এখানে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত। ইউরোপের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ব্রাসেল্‌স্ (Brussels) ইহার রাজধানী। অ্যান্টোয়ার্প (Antwerp) ইহার প্রধান বন্দর। ১৯১৪-এ মহাসমরের প্রারম্ভে ইহা জার্ম্মানবাহিনী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। মধ্য আফ্রিকার বেল্‌জিয়ান কঙ্গো ইহার উপনিবেশ।

বেল্‌জিয়ান্ কঙ্গো (Belgian Congo)—দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার একটি রাজ্য। ইহা বেল্‌জিয়ামের উপনিবেশ। ইহার আয়তন ৯০৪,৭৫৭। লোকসংখ্যা ১০,৭৬১,৩৫৩। শ্বেতাঙ্গ ৪৩,৪০৮। রাজধানী লিওপোল্ডভিল। প্রধান শহর বোমা, স্ট্যানলিভিল, এলিজাবেথভিল। ইউরেনিয়াম, টিন ইত্যাদি খনিজ পদার্থে দেশটি সমৃদ্ধ।

বেলফাস্ট্‌ (Belfast)—উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের (Ireland) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর। ডাব্‌লিন (Dublin) হইতে ইহা ১০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহার জনসংখ্যা ৪৪৭,৯১৮।

বেসিন—বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলার অন্তর্গত শহর। বোম্বাই শহর হইতে ইহা কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত।

বৈকাল (Baikal)—সাইবেরিয়ার একটি হ্রদ। ইহার পরিমাণ-ফল ১৩,৭০০। ইহা পৃথিবীর মধ্যে ষষ্ঠ বড় হ্রদ। নভেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত এই হ্রদ বরফে আচ্ছন্ন থাকে। ইহা ৪০ মাইল চওড়া। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান (Trans-Siberian) রেলপথ দিয়া ঘেরা।

বৈদ্যনাথধাম—সাঁওতাল পরগণার দেওঘর মহকুমার সদর। ইহা জসিডি হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। এখানে কুড়িটি শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বপুরাতনটিতে বৈদ্যনাথ নামে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বৈশালী—ভারতের একটি প্রাচীন নগরী। ইহা বর্ত্তমান বিহারের মজঃফরপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে লিচ্ছবি-বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন।

বোখারা (Bokhara)—১। সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের উজবেকিস্তানের জেলা। ২। উক্ত প্রদেশের রাজধানী। ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। ইহার লোকসংখ্যা ৫০,৩৮২।

বোম্বাই—১। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত রাজ্য। আয়তন ৭৬,৪৪৩। লোকসংখ্যা ৩৫,৯৫৬,১৫০। ২। উক্ত প্রদেশের রাজধানী। পশ্চিম-ভারতের ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর। সাল্‌সেট (Salsete) দ্বীপে এই শহর অবস্থিত। তুলার ব্যবসায়ের ইহা কেন্দ্রস্থল। লোকসংখ্যা ২,৩২৯,০২০। বৃহত্তর বোম্বাই শহরের লোকসংখ্যা ২,৮৩৯,২৭০।

বোর্নিও (Borneo)—মালয় দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্ববৃহৎ দ্বীপ। এই দ্বীপে বহু আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। আয়তন ২৮৫,০০০। এখানে অত্যন্ত গরম ও প্রচুর বৃষ্টি হয়। বনভূমিতে আচ্ছন্ন। চাল, সাগু, রবার, নারিকেল ইত্যাদি বাণিজ্যদ্রব্য। ওলন্দাজ ও বৃটিশ অধিকৃত। ওলন্দাজ-অধিকৃত অংশ ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। রাজধানী ব্যাঞ্জারমাসিন (Banjermassin). আয়তন ২০৮,২৮৬। লোকসংখ্যা ৪,৪৫৯,৪৬৫। উত্তর বোর্নিও ইংরাজ-অধিকৃত। আয়তন ৩১,১০৬। রাজধানী সাণ্ডাকান। লোকসংখ্যা ১৩,৭২৩।

বোর্স্টাল (Borstal)—ইংলণ্ডের কেন্ট অঞ্চলের গ্রাম। অল্পবয়স্ক অপরাধীদের সংশোধনাগারের জন্য প্রসিদ্ধ।

বোলপুর—বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন এই স্থানে অবস্থিত।

বোলান—ভারত ও বেলুচিস্তানের গিরিপথ।

বোলোনা (Bologna)—১। ইটালীর একটি প্রাচীন প্রদেশ। আয়তন ১৪৬৫। লোকসংখ্যা ৬৮৭,৭০০। ২। উক্ত প্রদেশের রাজধানী। প্রাচীন শহর। লোকসংখ্যা ৩২৯,৯৬৪।

বোস্টন (Boston)—যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স্ (Massachusetts) রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান সমুদ্র-বন্দর। ইহা আমেরিকার একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর। নিউ ইয়র্কের (New York) পরেই বাণিজ্য হিসাবে ইহার প্রাধান্য আছে। ইহা শিক্ষারও কেন্দ্রস্থল। লোকসংখ্যা ৭৭০,৮১৬।

বোহিমিয়া (Bohemia)—এই রাজ্য পূর্ব্বে অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমানে ইহা চেকোশ্লোভাকিয়ার পশ্চিমাংশ। আয়তন ২০,১০২। লোকসংখ্যা ৫,৬২৭,১৮১। রাজধানী প্রেগ।

ব্যাংকক—শ্যামদেশের রাজধানী ও সমুদ্র-বন্দর। সমুদ্রতীর হইতে ইহা কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। লোকসংখ্যা ৬৮৫,০০০।

ব্যাটেভিয়া (Batavia)—যবদ্বীপের (জাভা) উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত সমুদ্র-বন্দর। বর্ত্তমানে ইহার নাম জাকার্তা। ইহা ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। লোকসংখ্যা ৪৩৭,০০০।

ব্যাণ্ডেল—হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন স্টেশন। ইহা কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বঙ্গদেশের সর্ব্বপুরাতন রোম্যান ক্যাথলিক গির্জ্জা 'Our Lady of Happy Voyage' এখানে অধিষ্ঠিত।

ব্যানক্‌বার্ন (Bannockburn)—স্কট্‌ল্যাণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা স্টার্লিং (Sterling) হইতে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ১৩১৪-এ ২৪শে জুন রবার্ট ব্রুস (Robert Bruce) ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ডের সহিত এই স্থানে যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে ব্রুস জয়ী হন।

ব্যাবিলন—'বাবিলন' দ্রঃ।

ব্যাভেরিয়া (Bavaria)—অখণ্ড জার্ম্মানির একটি রাজ্য। আয়তন ২৭,১১২। লোকসংখ্যা ৯,৩২২,১৬৪। রাজধানী মিউনিক (Munich)।

ব্রহ্মদেশ (বর্ম্মা)—ভারতের পূর্ব্বে এই

দেশটি অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা ব্রিটিশ-ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রদেশ ছিল। ১৯৩৭ হইতে ইহা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আয়তন ২৬১,৭৫৭। লোকসংখ্যা ১৬,৮২৩,৭৯৮। ইরাবতী এই দেশের সকলের চেয়ে বড় নদী। দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন ও উত্তর ব্রহ্মদেশের রাজধানী মান্দালয় (Mandalay)। এখান হইতে প্রচুর চাউল বিদেশে রপ্তানি হয়। সেগুন কাঠ, পেট্রোল, তামাক ইত্যাদি এখানকার বিশেষ বাণিজ্যদ্রব্য। ১৯৪৮ হইতে ইহা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র—ভারতের প্রসিদ্ধ নদ। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল। মারিয়াম লা (Mariam La) নামক হিমালয়ের একটি শিখর হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে। অতঃপর হিমালয়ের উত্তর দিক্ দিয়া তিব্বত হইয়া ইহা আসামের সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই নদীর গতি বঙ্গদেশে বাঁকিয়া গিয়াছে। অতঃপর গোয়ালন্দে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ১৩,৮০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত ইহা নৌবাহনযোগ্য। ইহা তিব্বতে সাংপো ও আসামে ডিহং নামে পরিচিত। ইহার সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এই যে পরশুরাম ব্রহ্মকুণ্ড অর্থাৎ মানস-সরোবরে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হওয়াতে কুঠার দ্বারা কাটিয়া এই জলস্রোত নিজ দেশে আনেন। ইহাই ব্রহ্মপুত্র।

ব্রহ্মর্ষিদেশ—দিল্লী, পূর্ব্ব রাজপুতানা, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান ও মথুরা—এই কয়টি লইয়া প্রাচীন যুগে ব্রহ্মর্ষিদেশ গঠিত ছিল। ব্রহ্মাবর্ত্তও ইহার অন্তর্গত ছিল।

ব্রহ্মাবর্ত্ত—ব্রহ্মর্ষিদেশের অন্তর্গত প্রাচীন দেশ। পঞ্জাবের কতক অংশ ও গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলা হইত। ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কুরুক্ষেত্র একই দেশ।

ব্রাইটন (Brighton)—১। ইংলণ্ডের সাসেক্স (Sussex) নামক জেলার একটি শহর। সমুদ্রস্নানের সুবিধার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। ২। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের একটি স্থান। এই স্থানেও লোকে সমুদ্রস্নান করিতে সমাগত হয়।

ব্রাণ্ডেনবুর্গ (Brandenburg)—১। প্রুশিয়ার একটি প্রদেশ। আয়তন ১৫,০৭০। লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। ২। উক্ত প্রদেশের রাজধানী। ইহা হাভেল (Havel) নদীর তীরে অবস্থিত।

ব্রাহ্মণগাঁও—ঢাকা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর পৈতৃক বাসস্থান।

ব্রাহ্মণী—বীরভূম জেলার একটি নদী।

ব্রিজবেন (Brisbane)—অস্ট্রেলিয়ার কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড (Queensland) রাজ্যের রাজধানী ও সমুদ্র-বন্দর। লোকসংখ্যা ৪০২,১৭২।

ব্রিটিশ গিয়ানা (British Guiana)—দক্ষিণ আমেরিকার ক্রাউন কলোনি। অত্যন্ত গরম ও প্রচুর বৃষ্টিপাত এখানকার বৈশিষ্ট্য। জলাশয়পূর্ণ স্থান। চাল, চিনি, হীরা, সোনা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। আয়তন ৮৩,০০০। লোকসংখ্যা ৪৩৭,০০০। ইহার মধ্যে ১৯৭,৬৯৬ ভারতীয়। রাজধানী জর্জ টাউন।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ—পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ লোক এই কমনওয়েলথের অধিবাসী। লোকসংখ্যা প্রায় ৫৪ কোটি। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলির নাম :—

(১) ইউরোপ—গ্রেট ব্রিটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড, মানদ্বীপ, চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ, মাল্টা, গোজো, জিব্রাল্টার।

(২) এসিয়া—ভারত, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, আদন, স্ট্রেট্‌স্ সেট্‌লমেন্টস্, মালয় উপদ্বীপ, হংকং, ওয়েহাইওয়ে, বোর্নিয়ো দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাংশ, সাইপ্রাস।

(৩) আফ্রিকা—বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা, মরিসস দ্বীপ, সেণ্ট হেলেনা, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, সোমালিল্যাণ্ড, ব্রিটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, ব্রিটিশ মিশরীয় সুদান।

(৪) আমেরিকা—কানাডা, বার্ম্মুডা, হণ্ডুরাস, গিয়ানা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ।

(৫) অস্ট্রেলিয়া।

(৬) নিউজীল্যাণ্ড ও প্রশান্ত মহাসাগরে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, সলোমন ও টাঙ্গা-দ্বীপ এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপসমূহ। ইহা একটি মোটামুটি হিসাব। ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কিছু রাজ্য আছে।

ব্রিট্যানি (Brittany)—উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের একটি প্রদেশ।

ব্রিন্দিজি (Brindisi)—দক্ষিণ ইতালীর একটি সমুদ্র-বন্দর। এখানে বহু গির্জ্জা আছে।

ব্রিস্টল (Bristol)—ইংলণ্ডের গ্লস্টার (Gloucester) নামক স্থানের একটি প্রধান শহর ও বন্দর। রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিস্থান এইখানে বিদ্যমান। লোকসংখ্যা ৪৩৭,৪০০।

ব্রিস্‌লাউ (Breslau)—ইউরোপের সাইলেসিয়া (Silesia) রাজ্যের রাজধানী।

ব্রুকলিন (Brooklyn)—যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের অঞ্চল। লোকসংখ্যা ২,৮১২,০৩৯।

ব্রুসেল্‌জ্‌ (Brussels)—বেলজিয়াম (Belgium)-এর রাজধানী। লোকসংখ্যা ৯২০,৩৮০।

ব্রেজিল (Brazil)—দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাজ্য। রাজধানী রিও ডি জ্যানিরো (Rio de Janerio)। আয়তন ৩,২৮৮,০৬৩। প্রধান নদী আমাজন ও তাহার উপনদী। বিশাল বন ও বিবিধ খনিজ দ্রব্য এখানে আছে।

ব্রোচ—গুজরাটের প্রাচীন নগর।

ভ

ভন্দ্রা—১। মধ্যপ্রদেশের ভন্দ্রা নামক জেলার প্রধান নগর। নাগপুর হইতে ৩০ মাইল পূর্ব্বে। লোকসংখ্যা ১৪,০০০। ২। মধ্যপ্রদেশের জেলা। আয়তন ৩৬২৩। লোকসংখ্যা ৭১৮,০০০।

ভবনগর—১। রাজপুতানার একটি করদ ও মিত্র রাজ্য। বর্ত্তমানে ইহা সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত। আয়তন ৩,১৪০। লোকসংখ্যা ৭১৩,২৪০। ২। উক্ত রাজ্যের রাজধানী। লোকসংখ্যা ১০২,৮৫১।

ভবানীপুর—১। বগুড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। ২। কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠ।

ভরতপুর—রাজপুতানার একটি পূর্ব্বতন করদ রাজ্য। ইহার আয়তন ১৯৬১। উক্ত রাজ্যের রাজধানী।

ভল্‌গা (Volga)—সোভিয়েট রুশিয়ার একটি নদী। ভল্ডাই (Valdai) মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী ২,৩২৫ মাইল ধরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়া কাস্পিয়ান (Caspian) সাগরে পড়িয়াছে।

ভাওয়াল—ঢাকা জেলার পরগণা। এখানকার জমিদারগণ প্রসিদ্ধ। জয়দেবপুরে তাঁহাদের বাসস্থান। এখানকার স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস সর্ব্বজনপরিচিত।

ভাওয়ালপুর—প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের এই একটি মাত্র পঞ্জাবের রাজ্য ১৯৪৭-এর ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। কৃষিজাত ও খনিজ পদার্থে মূল্যবান্। আয়তন ১৭,৪৯৪। লোকসংখ্যা ১,৮২০,০০০।

ভাগলপুর—১। বিহারের একটি জেলা। ২। উক্ত জেলার প্রধান শহর। লোকসংখ্যা ৯৩,২৫৪।

ভাগীরথী—গঙ্গার একটি শাখানদী। জলঙ্গী নদীতে এই নদী পতিত হইয়াছে;

জলঙ্গী ও ভাগীরথী মিলিয়া হুগলী নদী হইয়াছে।

ভাগ্যকুল—ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ধনকুবের রাজা জানকীনাথ রায় মহাশয়ের বাটী।

ভাঙ্গা—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার একটি শহর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

ভাটপাড়া—১। ২৪ পরগণার একটি শহর। ইহা পণ্ডিতপ্রধান স্থান ও সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। ২। ঢাকা জেলার একটি স্থান।

ভামো—উত্তর ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। সান রাজ্যের ইহা প্রাচীন রাজধানী। এস্থান হইতে মান্দালয় দুইশত মাইল দূরবর্ত্তী। জনসংখ্যা ৮৬১১। ইহা একটি সীমান্ত নগর। ইহা চীনের সহিত স্থলপথে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র।

ভারত বা ভারত ইউনিয়ন—১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট ভারত ইউনিয়ন গঠিত হয় আর ১৯৫০-এর ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারত প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতের আয়তন ১,১৩৮,৮১৪ ও লোকসংখ্যা (জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতি অঞ্চল বাদে) ৩৫৬,৮৯১,৬২৪ (১৯৫১)। রাজ্যটি পরিপূর্ণ স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-ভুক্ত। রাজধানী দিল্লী। আসাম প্রভৃতি নয়টি পূর্ব্বতন প্রদেশ রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য ও দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, আজমীর, কুর্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, কচ্ছ, ভূপাল, বিলাসপুর, ত্রিপুরা, মণিপুর—চীফ্ কমিশনার-শাসিত রাজ্য এবং সৌরাষ্ট্র, বিন্ধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব পঞ্জাব রাজ্য সমবায়, রাজস্থান, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন, মহীশূর, হায়দরাবাদ ও জম্মু ও কাশ্মীর রাজ-প্রমুখ-শাসিত রাজ্য। জম্মু ও কাশ্মীরের শাসককে সদর-ই-রিয়াসৎ বলে। ১৯৪৭-৪৮-এ পূর্ব্বতন সমস্ত করদ রাজ্যগুলি নিজেরা একজোট হইয়া রাজ্য সমবায় গঠন করিয়াছে বা কোন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশ পঞ্জাব (ভারত) এই নাম ধারণ করিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের নূতন নামকরণ হইয়াছে উত্তরপ্রদেশ।

ভার্জ্জিনিয়া (Virginia)—যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য। আয়তন ৩৯,৮৯৯। লোকসংখ্যা ২৬৭,৭৭৩। ইহার রাজধানী রিচ্‌মণ্ড (Richmond)। এই স্থান পাতা তামাকের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভার্সাই (Versailles)—ফ্রান্সের একটি সুবিখ্যাত শহর। এস্থানে বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ বিরাজমান। ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান (Franco-Prussian) যুদ্ধের পর এখানে প্রুশিয়ার রাজা উইলিয়াম ১৮৭১-এ জার্ম্মান সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হন। ১৯১৯-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি (Treaty of Versailles) এখানেই স্বাক্ষরিত হয়। লোকসংখ্যা ৭০,১৪১।

ভিক্টোরিয়া (Victoria)—১। অস্ট্রেলিয়ার সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য। আয়তন ৮৭,৮৮৪। লোকসংখ্যা ২,০৫৪,৭০১। মেলবোর্ন ইহার রাজধানী। ২। ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপে অবস্থিত ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রাজধানী। ৩। হংকং-এর সমুদ্র-বন্দর। ৪। ব্রেজিলের সমুদ্র-বন্দর। ৫। ভেনিজুয়িলার একটি শহর। ৬। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস (Texas) রাজ্যের শহর।

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত (Victoria Falls)—দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেসিয়ার অন্তর্গত জাম্বেজী নদীর জলপ্রপাত (৪১৫ ফুট)। ইহা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম জলপ্রপাত।

ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা (Victoria Nyanza)—আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদ। আয়তন ২৬,০০০। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৩,৭০৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ১৮৫৮-এ ক্যাপ্‌টেন স্পিক (Captain Speke) কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়।

ভিজাগাপটম (Vizagapatam)—মাদ্রাজের একটি শহর।

ভিজিয়ানাগ্রাম—মাদ্রাজের একটি শহর।

ভিয়েনা (Vienna)—দক্ষিণ অস্ট্রিয়ায় অবস্থিত ডানিয়ুব (Danube) নদীর শাখার তীরে অবস্থিত রাজধানী। লোকসংখ্যা ১,৭৩০,৬১৩। বিশ্ববিদ্যালয়, গির্জ্জা, পার্লামেণ্ট, 'প্রেটার পার্ক' ইত্যাদিতে এই শহর বিশেষ সমৃদ্ধ।

ভিস্টুলা (Vistula)—নদী। সাইলেসিয়া (Silesia) হইতে উৎপন্ন হইয়া বাল্টিক সাগরে পড়িয়াছে।

ভীমনগর—পঞ্জাবে অবস্থিত প্রাচীন নগর। ইহাকে নগরকোট বা কাংড়াও বলা হইত। সুলতান মামুদ যে সময়ে ভারত আক্রমণ করেন, সে সময়ে এখানকার দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া যান।

ভুটান—বঙ্গদেশের উত্তরে অবস্থিত অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজ্য। ১৮৬৪ হইতে ইহা ব্রিটিশদের রক্ষণাবেক্ষণে ছিল। বর্ত্তমানে পররাষ্ট্র ব্যাপারে ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অধীন। মঙ্গোলীয় জাতি এখানে বাস করে। ধর্ম্মে বৌদ্ধ। আয়তন প্রায় ১৮,০০০। লোকসংখ্যা ৩০০,০০০। রাজা পুনীথা। রাজা কর্তৃক শাসিত।

ভুবনেশ্বর—উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলার একটি শহর। উড়িষ্যার নূতন রাজধানী এখন এখানে স্থাপিত হইয়াছে। এখানে শিবের মন্দির আছে। ঐ মন্দির প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পের একটি বিশেষ নিদর্শন। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক দুইটি পাহাড় এস্থলে বর্ত্তমান।

ভূপাল—মধ্যভারতের পূর্ব্বতন করদ রাজ্য। বর্ত্তমানে চীফ কমিশনার-শাসিত 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্র। ১৯৪৯-এর ১লা জুন এই রাজ্যটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। মোটামুটি এই রাজ্যটি উন্নত। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের জন্যও বিখ্যাত। সাঁচী স্তুপ এই রাজ্যে অবস্থিত। আয়তন ৬৯২১। লোকসংখ্যা ৮৩৮,১০৭। রাজধানী ভূপাল।

ভূমধ্যসাগর (Mediterranean Sea)—এই সাগর আফ্রিকা ও ইউরোপকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিকে জিব্রাল্টার প্রণালী অ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগরের সহিত ইহার সংযোগ সাধন করিয়াছে। ইহার উত্তরে ইউরোপ, দক্ষিণে আফ্রিকা, উত্তর-পূর্ব্বে এসিয়া। পশ্চিম হইতে পূর্ব্বের দৈর্ঘ্য ২২০০ মাইল। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিস্তার ৭০০ মাইল। জলভাগের আয়তন ৯০০,০০০। এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায়—ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীরতা ১৪,৬৯৫ ফুট। কর্সিকা, সার্দ্দিনিয়া, সিসিলি, ক্রীট্, সাইপ্রাস প্রভৃতি দ্বীপ ইহার মধ্যে অবস্থিত।

ভেনিজুয়িলা (Venezuela)—দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্র। ইহা ব্রেজিল (Brazil) রাজ্যের সন্নিহিত। ক্যারেকাস ইহার রাজধানী। ভেনিজুয়িলা পর্ব্বতময় দেশ। ইহার মধ্যে বিস্তীর্ণ জলাভূমি, বন, হ্রদ প্রভৃতি বিরাজমান। এই রাজ্যের মধ্যে আন্দিজ নামক সুবৃহৎ পর্ব্বতমালা ৪৫০০ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। আয়তন ৩৫২,১৪৩। লোকসংখ্যা ৩,৫৮০,৭৭১। পেট্রোল, সোনা, তামা ইত্যাদি খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। তৈল উৎপাদনে ইহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য।

ভেনিস (Venice)—ইটালীর একটি নগর। ইহা ঠিক আড্রিয়াতিক সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত। এই নগরটি ৮০টি দ্বীপ লইয়া গঠিত। এখানে রাস্তাঘাট বলিতে গেলে জলপথই বুঝায়; লোকে গণ্ডোলা নামক নৌকা করিয়া বাড়ী বাড়ী গমন করে। লোকসংখ্যা ৩০৮,৬৭৭।

ভেলোর—মাদ্রাজের উত্তর আর্কট বিভাগে অবস্থিত শহর। এখানে সৈন্যাবাস আছে।

ভ্যান্‌কুভার (Vancouver)—১।

উত্তর-আমেরিকার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত একটি দ্বীপ। ইহার রাজধানী ভিক্টোরিয়া ইহার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ২। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার একটি বন্দর।

ভ্যান্ ডীমেন্স্ ল্যাণ্ড (Van Diemens' Land)—টাসমেনিয়ার অপর নাম (উহা দ্রঃ)। ওলন্দাজ নাবিক ভ্যান্ ডীমেনের নামানুসারে উক্ত নাম হয়।

ভ্যালপারাইজো (Valpariso)—চিলির একটি প্রদেশ ও শহর। শহরটি প্রশান্ত মহাসাগরের একটি সমুদ্র-বন্দর ও শিল্প-প্রধান অঞ্চল।

ভ্যালেন্সিয়া (Valencia)—১। ভূমধ্য-সাগরের তীরে অবস্থিত স্পেনের একটি প্রদেশ। ২। উক্ত প্রদেশের রাজধানী।

———

ম

মংপু—দার্জ্জিলিং জেলার অন্তর্গত স্থান। এখানে একটি কুইনাইনের কারখানা আছে।

মক্কা—মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও সৌদি আরবের শহর। এই স্থানে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। ইহাই ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ভূমি। লোকসংখ্যা ২০০,০০০।

মগধ—বর্ত্তমান বিহার অঞ্চলের দক্ষিণাংশ পূর্ব্বকালে মগধ নামে অভিহিত হইত। মহাভারতে উক্ত আছে, মহারাজ জরাসন্ধ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। পরে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাক্কালে মগধে শিশুনাগ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। শিশুনাগবংশের পরে মগধের সিংহাসন নন্দবংশের হস্তগত হয়। দেড়শত বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের বিলোপ সাধন করিয়া মগধে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মৌর্য্যগণ মগধে ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার পর শুঙ্গবংশ, কাণ্বংশ ও পরে অন্ধ্রগণ এখানে রাজত্ব করে। অতঃপর গুপ্তবংশ মগধে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। শিশুনাগবংশীয় অজাতশত্রু গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি উহা মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।

মগরা—১। এই স্থানটি হুগলী জেলার অন্তর্গত। এখানকার বালি উৎকৃষ্ট। ২। ময়মনসিংহ জেলার একটি খরস্রোতা নদী।

মঙ্গোলিয়া—মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব্বে অবস্থিত একটি দেশ। পূর্ব্বে ইহা মহাচীনের মধ্যে ছিল। ইহা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ইহার অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বতপূর্ণ। বিখ্যাত গোবী মরুভূমিও এই প্রদেশের অন্তর্গত। আয়তন ১,৮৭৫,০০০। লোকসংখ্যা ৮৫০,০০০। অধিবাসীদের অধিকাংশই যাযাবর ভাবাপন্ন এবং পশুপালনই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। রাজধানী উর্গা বা উনানবাটোর।

মছলিপট্টম—মাদ্রাজের করোমণ্ডল উপকূলস্থ একটি সামুদ্রিক বন্দর। এই স্থান কার্পাসশিল্প, বিশেষতঃ ছিটের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত।

মজঃফরপুর—বিহার প্রদেশের অন্তর্গত। মজঃফরপুর জেলার প্রধান শহর। এই স্থান গণ্ডকী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার লিচু প্রসিদ্ধ।

মণিপুর—১। ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব্বতন করদ রাজ্য। ১৯৪৯-এর ১৫ই অক্টোবর ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। বর্ত্তমানে ইহা 'গ'-শ্রেণীভুক্ত চীফ কমিশনার-শাসিত রাষ্ট্র। প্রায় সমগ্র রাজ্য ৬০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত শৈলাবাস। নাগা, কুকী ইত্যাদি জাতির বাস। প্রধান লোকসংখ্যা "মেইতিস"। প্রধান ভাষা—মণিপুরী ও ইংরেজী। আয়তন ৮৬২০। লোকসংখ্যা ৫৭৯,০৫৮। রাজধানী ইম্ফল।

মণিরামপুর—এই স্থান চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত। ইহা স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান ছিল।

মন্টে কার্লো (Monte Carlo)—ভূমধ্যসাগরের তীরে মোনাকো গণতন্ত্রের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নগর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং উৎকৃষ্ট আবহাওয়ার জন্য বহুলোক প্রতি বৎসর এখানে সমাগত হইয়া থাকে।

মন্টেনিগ্রো (Montenegro)—দক্ষিণ ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য দেশ। পূর্ব্বে ইহা স্বাধীন ছিল, অধুনা জুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জেলা। পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। রাজধানী সেটিনে (Cetinje)। আয়তন ১৩,৮৩৭। লোকসংখ্যা ৩৭৬,৫৭৩।

মন্ট্রিয়ল (Montreal)—উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যে সেন্ট লরেন্স এবং অটোয়া নদীর সঙ্গমস্থলে মন্ট্রিয়ল দ্বীপে অবস্থিত একটি শহর। সমগ্র কানাডা প্রদেশে ইহাই বৃহত্তম নগর। সেন্ট লরেন্স নদীর উপরে 'ভিক্টোরিয়া জুবিলী ব্রিজ' নামক ৬,৫৯২ ফুট দীর্ঘ একটি সুদৃশ্য সেতু দ্বারা ইহাকে পরপারের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই নগর বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুইটি প্রসিদ্ধ গির্জ্জা এখানে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৯০৩,০০০।

মথুরা—উত্তর প্রদেশের একটি নগর, যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান কৃষ্ণদ্বেষী কংসের রাজধানী এবং কংসহন্তা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই হেতু মথুরা বৈষ্ণবদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

মদনগঞ্জ—ঢাকা জেলার শীতললক্ষ্যা নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। পাটের ব্যবসায়ের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

মদিনা—আরবের একটি নগর। মক্কার ২৪৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। মুসলমানদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ হিসাবে মক্কার পরেই ইহার স্থান। মদিনায় হজরতের সুদৃশ্য সমাধি 'রওজা মোবারক' বিদ্যমান।

মদ্র—বর্ত্তমান পঞ্জাবের অন্তর্গত পৌরাণিক দেশ বিশেষ। পাণ্ডুপত্নী মাদ্রী এই স্থানের রাজার কন্যা ছিলেন।

মধুপুর—বিহারের সাঁওতাল পরগণার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

মধুমতী—বরিশাল জেলার একটি বৃহৎ নদী।

মধ্য প্রদেশ—ভারতের 'ক'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য। হিন্দী ও মারাঠী ব্যবহৃত ভাষা। রাজধানী নাগপুর। আয়তন ১৩০,৩২৩। লোকসংখ্যা ২১,৩২৭,৮৯৮। হোসঙ্গাবাদ ও ১৪টি ছত্রিশগড় রাজ্য ইহার সঙ্গে যুক্ত।

ময়নামতী—ত্রিপুরা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। উত্তম বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

ময়মনসিংহ—১। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ঢাকা বিভাগের একটি জেলা। আয়তন ৬২৫০। ২। ময়মনসিংহ জেলার প্রধান শহর। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত।

ময়ূরাক্ষী—বীরভূম জেলার একটি নদী।

মরক্কো (Morocco)—উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সুলতান-শাসিত রাজ্য। আয়তন ১৭২,১০৪। ফরাসী, স্পেনীয় ও আন্তর্জাতিক বিভাগে বিভক্ত। ফরাসী-আশ্রিত মরক্কোর রাজধানী ফেজ। আয়তন ১৫৩,৮৭০। লোকসংখ্যা ৮,১৭৫,০০০ (মরক্কোর অধিবাসী), ৩২৪,৯৯৭ (অন্যান্য)। স্পেন-অধিকৃত মরক্কোর আয়তন ১৮,০০৯। লোকসংখ্যা ১,০৮২,০০৯। প্রধান শহর তেতুয়ান (Tetuan)। ইহার ট্যাঞ্জিয়ার বন্দর জিব্রালটার প্রণালীর উপকূলে অবস্থিত, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। গত যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা আন্তর্জাতিক বন্দর ছিল। এখন স্পেনের অধিকারে।

মসলিপত্তম—'মছলিপট্টম' দ্রঃ।

মস্কট—আরবের অন্যতম রাষ্ট্র ওমান প্রদেশের একটি সামুদ্রিক বন্দর ও রাজধানী।

মস্কো (Moscow)—সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। ইহা জারের আমলেও রাজধানী ছিল। মস্কভা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, ক্রেমলিন নামক

বিখ্যাত সৌধ এবং জারের সুদৃশ্য প্রাসাদ বিদ্যমান। রুশরাজ্যের মধ্যে ইহাই সর্ব্ববৃহৎ বাণিজ্যস্থান। রাজ্যের প্রধান প্রধান রেলপথগুলি মস্কোতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। লোকসংখ্যা ৪,১৩৭,০১৮।

মহম্মদপুর—যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি স্থান। এখানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল।

মহাদেব পর্ব্বতমালা—মধ্য ভারতের একটি পর্ব্বতশ্রেণী।

মহানদী—একটি নদী। দাক্ষিণাত্যের সাতপুরা পর্ব্বতের অমরকণ্টক শৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়া পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের একটি গিরিবর্ম্ম অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। উড়িষ্যার কটক শহর এই নদীর তীরে অবস্থিত। দৈর্ঘ্য ৫০০ মাইল।

মহানন্দা—বঙ্গদেশে মালদহ জেলার একটি নদী।

মহাবালেশ্বর—বোম্বাই প্রদেশের একটি পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। প্রাদেশিক গভর্নরের গ্রীষ্মাবাস। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফুট। বৃষ্টিপাত অত্যধিক। আবহাওয়া অত্যুৎকৃষ্ট।

মহারাষ্ট্র—দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন প্রদেশ। পশ্চিমে আরবসাগর হইতে উত্তরে সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। বর্ত্তমান কঙ্কণ, খান্দেশ, বেরার, নাগপুরের কিয়দংশ এবং হায়দরাবাদের প্রায় অর্দ্ধাংশ প্রাচীন মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত।

মহাস্থানগড়—বঙ্গদেশে বগুড়া জেলার অন্তর্গত। পূর্ব্বকালে এস্থানে মহারাজ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানী ছিল। প্রতি বৎসর করতোয়া-স্নান উপলক্ষে এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

মহিষখালি দ্বীপ—চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে আদিনাথের মন্দির প্রসিদ্ধ।

মহিষাদল—মেদিনীপুর জেলার একটি জমিদারপ্রধান স্থান।

মহীশূর (Mysore)—১। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্বতন একটি বৃহৎ দেশীয় হিন্দু রাজ্য। কানাড়ী ভাষাই এখানে প্রধানতঃ প্রচলিত। মহীশূর রাজ্য কফির চাষ এবং কোলারের স্বর্ণখনির জন্য বিখ্যাত। ১৯৪৯, ২৭শে জুন এই রাজ্য 'খ'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যরূপে গণ্য হয়। মহারাজাই রাজপ্রমুখ। মহীশূর রাজধানী। এখানে রাজপ্রাসাদ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। শাসনকার্য্যের কেন্দ্র বাঙ্গালোর। আয়তন ২৯,৪৫৮। লোকসংখ্যা ৯,০৭১,৬৭৮।

মাঙ্গালোর (Mangalore)—মাদ্রাজের দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চলের প্রধান শহর। চাউল, নারিকেল, কফি, মসলা প্রভৃতি এখানকার রপ্তানিদ্রব্য।

মাঞ্চুরিয়া (বা **মাঞ্চুকুয়ো**)—চীন সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বভাগে অবস্থিত একটি প্রদেশ। পূর্ব্বে মাঞ্চুকুও নামে জাপানের অধিকৃত ছিল। রাজধানী মুকডেন। ইহার পোর্ট আর্থার বন্দর বিশেষ প্রসিদ্ধ। আয়তন ৪০৪,৪২৮। লোকসংখ্যা ৪৩,২৩৩,৯৫৪।

মাড়বার—এই প্রদেশের অপর নাম যোধপুর। রাজপুতানার পূর্ব্বতন করদরাজ্য। এখানকার অধিবাসীদিগকে 'মাড়োয়ারী' বলে। বর্ত্তমানে এই রাজ্য রাজস্থানের অন্তর্গত। ('যোধপুর' দ্রঃ)

মানিকগঞ্জ—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ঢাকা জেলার একটি মহকুমা এবং মহকুমা-সদর।

মাতলা—১। চব্বিশ পরগণার ভিতর দিয়া প্রবাহিত একটি নদী। ২। উক্ত নদীর তীরবর্ত্তী একটি বন্দর।

মাথাভাঙ্গা—নদীয়া জেলার একটি নদী।

মাদারীপুর—পূর্ব্বপাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার একটি মহকুমা ও তাহার সদর স্টেশন। শহরটি একটি উন্নতিশীল বন্দর এবং পাটের বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

মাদুরা—ইহা দাক্ষিণাত্যের কাশী; মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত। এখানের মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরের ন্যায় সুন্দর মন্দির সমগ্র ভারতবর্ষে অতি বিরল।

মাদ্রাজ—১। ভারতের 'ক'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য। বর্ত্তমানে অন্ধ্র-রাজ্য (১লা অক্টোবর, ১৯৫৩) এই রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন রাজ্য গঠন করিয়াছে। ইহার ফলে রাজ্যের আয়তন ৭ হাজার বর্গমাইল কমিয়া গিয়াছে। রঙ্গনপল্লী, পদুকোট্টাই ও সন্দুর—এই তিনটি করদ রাজ্য এই রাজ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। আয়তন ১২৭,৭৬৮। লোকসংখ্যা ৫,৬৯,৫২,৩৩১। তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্ ও কানাড়ীয় এখানকার কথ্য ভাষা। ২। মাদ্রাজ রাজ্যের রাজধানী। ইহা ভারতের তৃতীয় নগর। এখানে পাকা ও কাঁচা চামড়া, তৈলবীজ ও তুলার বাণিজ্যই প্রধান। এখান হইতে ভারতের নানাদিকে রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। এখানে ফোর্ট সেন্ট জর্জ্জ নামে একটি দুর্গ আছে। লোকসংখ্যা ১,৪২৯,৯৮৫।

মাদ্রিদ (Madrid)—১। স্পেনের একটি প্রদেশ। আয়তন ৩০৮৪। লোকসংখ্যা ১,৮৭০,৫০১। নানাবিধ শিল্প, বিবিধ কৃষি, প্রধানতঃ দ্রাক্ষার চাষ—এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। ২। স্পেনের রাজধানী। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিরাট্ গ্রন্থাগার, রাজকীয় প্রদর্শনীগৃহ, সুদৃশ্য গির্জ্জা এবং রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান। লোকসংখ্যা ১,৪১৩,৬৯১।

মাধবপাশা—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বরিশাল জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের রাজধানী ছিল।

মান (Man, Isle of)—আইরিশ সাগরের একটি দ্বীপ। ইহা ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে প্রায় সমদূরবর্ত্তী। আয়তন ২২৭। প্রধান শহর ডগলাস। পুরাতন রাজধানী কাস্টম টাউন।

মানভূম—বিহার প্রদেশের একটি জেলা।

মানস সরোবর—তিব্বতদেশের একটি হ্রদ। হিন্দুদের পুরাণের নানাস্থানে মানস সরোবরের উল্লেখ আছে।

মান্দালয় (Mandalay)—উত্তর ব্রহ্মে ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। পূর্ব্বে ইহা ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। এখানে দারুশিল্পে সুশোভিত রাজপ্রাসাদ এবং বহু বৌদ্ধ মন্দির আছে।

মারগুই (Margui)—১। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ সীমায় টেনাসেরিম প্রদেশের একটি জেলা। আয়তন ৯৭৮৯। ২। উক্ত প্রদেশের রাজধানী।

মার্সেলজ্ (Marseilles)—ফ্রান্সের একটি সামুদ্রিক বন্দর; ভূমধ্য সাগরের তীরে অবস্থিত। সুরা, রেশম ও কার্পাস বস্ত্র এবং ফল প্রভৃতি ফরাসী দেশের বহু পণ্য এই বন্দর হইতে রপ্তানী হয়। মার্সেলস্ একটি শিল্পপ্রধান উন্নতিশীল বন্দর। এখানে জাহাজ নির্ম্মাণের বৃহৎ কারখানা আছে।

মালদহ—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত জেলা। অবিভক্ত বাংলার সময়কার ইহার ৫টি থানা বর্ত্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। ইহা প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সদর মালদহ।

মাল দ্বীপপুঞ্জ—সিংহল দ্বীপের ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আরবসাগর মধ্যে অবস্থিত কতকগুলি নীচু প্রবাল-দ্বীপের সমষ্টি। ইহা অ্যাটোল (Atoll) শ্রেণীর দ্বীপ। মুসলমান-প্রধান অঞ্চল। ফল, জোয়ার, সুপারী পাওয়া যায়। লোকসংখ্যা প্রায় ৯৩,০০০।

মালব—মধ্যভারতের একটি বিস্তীর্ণ মালভূমি। প্রাচীন নাম অবন্তীদেশ। বর্ত্তমানে ভূপাল, ইন্দোর, ধর, জাওরা, রাৎলাম, রাজগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলি সমেত মধ্যভারতের অধিকাংশ স্থানই মালবের অন্তর্গত। বর্ত্তমানে রাজস্থানের অন্তর্গত রাষ্ট্র।

মালয় আর্কিপেল্যাগো (Malaya Archipelago)—বঙ্গোপসাগরের আন্দা-

মান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রশান্ত-মহাসাগরের সোলোমন নামক দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত ৪৮০০ মাইল ব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের অন্তর্বর্তী দ্বীপসমষ্টিকে মালয় আর্কিপেল্যাগো নামে অভিহিত করা হয়। সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, দি সেলিবিস, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি ও বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দ্বীপগুলি ইহার অন্তর্গত।

মালয় উপদ্বীপ (Malaya Peninsula)—এসিয়ার সর্ব্ব-দক্ষিণাংশের যে ভূখণ্ড ক্রমশঃ সরু হইয়া চীন সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই মালয় উপদ্বীপ নামে খ্যাত। এই স্থান পর্ব্বতময়। আয়তন ৭০,০০০।

মালয় যুক্তরাষ্ট্র (Malaya, Federation of)—মালয় উপদ্বীপ এবং পেনাং ও মালাক্কা উপনিবেশ এই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। সিঙ্গাপুর ইহার অন্তর্গত নয়। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেই স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী বর্ত্তমান; কেবল একজন বৃটিশ হাই কমিশনারের অধীন। আয়তন ৫০,৬৫০। লোকসংখ্যা ৪,৭৭৯,৬৮৩। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী কুয়ালালামপুর।

মালাক্কা (Malacca)—**১**। মালয়ের অঞ্চল। আয়তন ৬৪০। লোকসংখ্যা ২৩৬,০৮৭। রাজধানী মালাক্কা। **২**। মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রাকে বিচ্ছিন্নকারী প্রণালী।

মালাবার উপকূল—দুই খণ্ড দীর্ঘাকার সমতল ভূমি দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উপকূল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের পশ্চিমস্থ ভাগের ভূখণ্ডের দক্ষিণাংশ মালাবার উপকূল নামে খ্যাত।

মাল্টা (Malta)—সিসিলি দ্বীপের ৬০ মাইল দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত বৃটিশ-অধিকৃত একটি দ্বীপ। গোজো এবং কোমিনো দ্বীপসহ ইহার পরিমাণ-ফল ১১২; লোকসংখ্যা ৩০৬,৯৬৬। রাজধানী ভ্যালেটা। ভূমধ্য সাগর অতিক্রমকারী জাহাজগুলিতে এখানে কয়লা বোঝাই হয়; ইহা একটি সুরক্ষিত পোতাশ্রয়। স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী এখানে বর্ত্তমান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মাল্টা বীরত্বের জন্য জর্জ ক্রশ লাভ করে।

মাসোয়া (Massawa)—লোহিত-সাগরের একটি ক্ষুদ্র প্রবাল-দ্বীপ। ইতালীর উপনিবেশ এরিত্রেয়ার রাজধানী। ইহা উৎকৃষ্ট বন্দর ও পোতাশ্রয়।

মাহী—ফরাসী-উপনিবেশ; মাদ্রাজ প্রদেশে মালাবার উপকূলে অবস্থিত। প্রধান শহর মাহী। প্রদেশের লোকসংখ্যা ১৮,২৯৩। শহরের লোকসংখ্যা ১৪,০৯২।

মাহেশ—হুগলী জেলায় অবস্থিত। এখানে রথযাত্রা উপলক্ষে বৃহৎ মেলা হয়।

মিউনিক (Munich)—আইজার নদীর তীরে জার্ম্মানীর শহর। বহু সুদৃশ্য সৌধ, মনোহর রাজভবন, বিখ্যাত কলাভবন, বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর্চবিশপের পদসম্বলিত প্রথম শ্রেণীর খৃষ্টীয় ভজনালয়ের জন্য বিখ্যাত। এই বন্দর বিবিধ শিল্পবাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। লোকসংখ্যা ৭৫১,৯৬৭।

মিড্‌লসেক্স (Middlesex)—ইংলণ্ডে টেম্‌স্ নদীর উত্তরে অবস্থিত জেলা। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ স্থান। আয়তন ২৩২। লোকসংখ্যা ২,২৭৩,২৭০।

মিথিলা—বর্ত্তমান ত্রিহুত অঞ্চল পূর্ব্বকালে মিথিলা নামে খ্যাত ছিল। এই স্থানে জনক রাজার পুরী ছিল। উত্তরকালে মিথিলা সংস্কৃতালোচনায় সমগ্র ভারতের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। অধুনা দ্বারভাঙ্গাধিপতিই মিথিলার অধিস্বামী।

মির্জ্জাপুর—উত্তর প্রদেশের একটি নগর। গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত। কার্পেট, কাঁসার বাসন এবং লাক্ষার জন্য বিখ্যাত।

মিলান (Milan)—ইটালীর লম্বার্দি অঞ্চলে ও লোনা নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগর। মিলান প্রদেশের রাজধানী। ইহা শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং শিল্পকলার একটি প্রধান কেন্দ্র।

মিশর (Egypt)—আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাজ্য। রাজধানী কায়রো। উর্ব্বর নীলনদের উপত্যকা ছাড়া বাকী মরুভূমি অঞ্চল। আয়তন ৩৮৬,১৯৮। লোকসংখ্যা ১৯,০৮৭,৩০৪। প্রধান বন্দর আলেকজাণ্ড্রিয়া। মিশরের আসওয়ান বাঁধ সমগ্র জগতের মধ্যে বিখ্যাত। ১৯১৪ পর্য্যন্ত মিশর নামে মাত্র তুরস্কের অধীন রাজ্য ছিল। অতঃপর ইহা ব্রিটিশাশ্রিত রাজ্য হয়। বর্ত্তমানে মিশর স্বাধীন।

মিশিগান হ্রদ (Lake Michigan)—উত্তর আমেরিকার একটি হ্রদ; সেন্ট লরেন্স নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। আয়তন ২৩,৯০০।

মিসিসিপি (Mississippi)—**১**। উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী। দৈর্ঘ্য ২৫৪৭ মাইল। তন্মধ্যে ২ হাজার মাইল পর্য্যন্ত জাহাজ চলাচল করিতে পারে। **২**। যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য। আয়তন ৪৭,৪২০। লোকসংখ্যা ২,১৮৩,৭৯৬। রাজধানী জ্যাক্‌সন।

মীরাট—উত্তর প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ নগর। ১৮৫৭-এ সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত এখানে হয়। লোকসংখ্যা ১৬৯,২৯০।

মুকডেন—একটি প্রাচীরবেষ্টিত নগর। ইহা মাঞ্চুকুয়ো প্রদেশের রাজধানী এবং লিয়াও নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে মাঞ্চুবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। এখনও এখানে উক্ত রাজাদিগের সমাধি আছে।

মুঙ্গের—উত্তর-ভারতের বিহার অঞ্চলের একটি পুরাতন শহর। ইহা ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। মুসলমান শাসন সময়ে এই নগর বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯৩৫-এ ভূমিকম্পে এই স্থান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

মুন্সীগঞ্জ—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সদর স্টেশন। এই শহরে ইদ্রাকপুর নামে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে।

মুর্শিদাবাদ—**১**। পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। আয়তন ২১০০। নানাবিধ রবিশস্য, রেশম, তুঁত এবং উৎকৃষ্ট আমের জন্য বিখ্যাত। **২**। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান নগর। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম মুর্শিদাবাদ হইয়াছে। ইহা বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজধানী ছিল। নবাবদিগের সুদৃশ্য প্রাসাদ, সমাধিস্তম্ভ, হাজার দুয়ারী নামক সুসজ্জিত অট্টালিকা, ভগ্ন উদ্যান এবং বহু পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন এখানে এখনও আছে। এখানকার রেশমশিল্প প্রসিদ্ধ। এক সময়ে মুর্শিদাবাদ জরির কার্য্য এবং হস্তিদন্তশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

মুলতান—পূর্ব্ব পঞ্জাবের চেনাব নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর, কার্পেট এবং রেশম শিল্পের জন্য খ্যাত। এখানে একটি সেনানিবাস আছে। লোকসংখ্যা ১৪২,৭৬৮।

মুসৌরী—উত্তর প্রদেশের একটি বিখ্যাত পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৬৬০০ ফুট।

মেকং—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার একটি নদী। তিব্বতের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মদেশ, শ্যাম প্রভৃতি দেশগুলির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া চীন সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ২ হাজার ৮ শত মাইল।

মেক্রান—পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সামুদ্রিক রাজ্য। আয়তন ২৩,১৯৬। লোকসংখ্যা ৮৬,৬৫১। রাজধানী তারবাত। ইহা বেলুচিস্তান রাজ্য সমবায়ের অন্তর্গত।

মেক্সিকো (Mexico)—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ২২টি রাজ্য লইয়া মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। কোকো, ইক্ষু, কদলী, নারিকেল, গম, ভুট্টা, তুলা এবং নানাজাতীয় ফল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। পৃথিবীর পণ্য-রৌপ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ এখানকার খনি হইতেই রপ্তানী হয়। মেক্সিকোর খনি হইতে প্রচুর স্বর্ণ এবং তাম্রও প্রতিবৎসর উত্তোলিত হইয়া থাকে। এখানকার কেরোসিনের খনিও বিখ্যাত। কৃষি এবং পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। আয়তন

৭৬০,০০০। লোকসংখ্যা ২৩,৮৭৬,০০০। রাজধানী মেক্সিকো সিটি।

মেঘনা—বঙ্গদেশের একটি বৃহৎ নদী। আসাম প্রদেশের কংস, সুর্মা এবং বরাক প্রভৃতি কয়েকটি নদী পরস্পর মিলিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিত হইয়া চাঁদপুরের সন্নিকটে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের ঐ সম্মিলিত পূর্ব্বোক্ত নদীত্রয়ই মেঘনা নামে অভিহিত।

মেদিনীপুর—১। পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান বিভাগের একটি জেলা। আয়তন প্রায় ৫০৫০। ২। মেদিনীপুর জেলার সদর স্টেশন। এই শহরে একটি কলেজ ও তিনটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

মেনাম—চীনদেশের একটি নদী। দৈর্ঘ্য ৮০০ মাইল।

মেবার—অপর নাম উদয়পুর। অধুনা এই করদ রাজ্য রাজস্থানের অন্তর্গত। মেবারের রাণাগণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন। ১২৫১-এ মহারাজ রাহুল পূর্ব্ববর্ত্তী রাওল উপাধি পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় রাণা উপাধির প্রবর্ত্তন করেন এবং স্বীয় বংশকে শিশোদীয় বংশ নামে অভিহিত করেন। ('উদয়পুর' দ্রঃ)।

মেলবোর্ন (Melbourne)—অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী; পোর্ট ফিলিপ উপসাগরের উপকূলে ইয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,২২৯,৪০৯।

মেসোপোটেমিয়া (Mesopotamia)—'ইরাক' দ্রঃ।

মেহের—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে হিন্দুদের কালীবাড়ী এবং মুসলমানদের শাহরাস্তীর দরগা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মেহেরপুর—নদীয়া জেলায় অবস্থিত এই স্থানটি কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত।

মোজাম্বিকা—পূর্ব্ব আফ্রিকার পোর্ত্তুগীজ উপনিবেশ। আয়তন ২৯৭। লোকসংখ্যা ৫,০৮৫,৬৩০। রাজধানী লোরেন্কো মার্ক্‌ইস্ (Lourenco Marques)।

মোনাকো (Monaco)—ভূমধ্যসাগরের তীরে দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। আয়তন মাত্র ৮। গণ্ডামাইন, মোনাকো এবং মন্টে কার্লো—এই তিনটি নগর লইয়া এই রাষ্ট্রটি গঠিত। লোকসংখ্যা ২১,০০০। রাজধানী মোনাকো।

মোম্বাসা (Mombasa)—আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত একটি দ্বীপ। ইহা পূর্ব্ব-আফ্রিকার কেনিয়া উপনিবেশের রাষ্ট্রীয় সদর।

মোরাদাবাদ—উত্তর-ভারতের উত্তর-প্রদেশের একটি নগর, রামগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

মোরেলগঞ্জ—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের খুলনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্যস্থান। এখানে একটি স্টীমার স্টেশন আছে।

মৌলমেন—ব্রহ্মদেশে সালুয়েন নদীর তীরস্থিত একটি বন্দর। চাউল ও সেগুন কাষ্ঠ এখানকার প্রধান রপ্তানী-দ্রব্য।

ম্যাকাসার (Macassar)—১। ভারত-মহাসাগরে সেলিবিস দ্বীপের সর্ব্বপ্রধান সামুদ্রিক বন্দর। ২। প্রণালীবিশেষ। এই প্রণালীটি বোর্নিও এবং সেলিবিস দ্বীপদ্বয়কে বিযুক্ত করিতেছে।

ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie)—উত্তর-পশ্চিম কানাডার একটি নদী; রকী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া উত্তর মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। পীস নামক উপনদী সহ ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩৫০ মাইল।

ম্যাঞ্চেস্টার (Manchester)—ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলের একটি নগর; আয়ারওয়েল (Irewell) নদীর তীরে অবস্থিত। সমগ্র পৃথিবীতে ইহাই বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র।

ম্যাডাগ্যাস্কার (Madagascar)—আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি বৃহৎ দ্বীপ। ফরাসীদের আশ্রিত রাজ্য। রাজধানী তানানারিভ। প্রধান বন্দর টামাটেভ। আয়তন ২৩১,২৫০। লোকসংখ্যা ৪,২৯৫,৩৭২।

ম্যাসিডোনিয়া (Macedonia)—দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের একটি ভূভাগ। বর্ত্তমানে ইহা গ্রীস, জুগোস্লোভিয়া ও বুলগেরিয়ার অন্তর্গত। প্রাচীনকালে ইহা গৌরব-সম্পন্ন অঞ্চল ছিল। আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট এই অঞ্চলের লোক ছিলেন।

য

যবদ্বীপ—যাভা বা জাভা নামেও পরিচিত ('যাভা' দ্রঃ)।

যমুনা—গঙ্গার উপনদীবিশেষ। উৎপত্তিস্থান হইতে প্রয়াগ বা এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ৮৬০ মাইল। তেহরি-গাড়োয়াল রাজ্যের একটি পার্ব্বত্য তুষার-স্রোত হইতে বহির্গত হইয়া ৯০ মাইল আসিবার পর শিবলিঙ্গ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এই নদী সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। এখান হইতে ইহা বৃহৎ নদীর আকারে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়া শেষে প্রয়াগ বা এলাহাবাদের নিকট আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। দিল্লী, মথুরা, আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানগুলি ইহার তীরে অবস্থিত।

যশল্মীর—রাজপুতানার অন্তর্গত পূর্ব্বতন করদ রাজ্য। বর্ত্তমানে ইহা রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার আয়তন ১৬,০৬২। লোকসংখ্যা প্রায় ১০২,১৪৩।

যশোহর—১। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। মোগল আমলে এখানে রাজা প্রতাপাদিত্য বাস করিতেন; তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত যশোহর নগরের নাম হইতে এই জেলার নাম যশোহর হইয়াছে। ২। যশোহর জেলার প্রধান নগর।

যাদবপুর—২৪ পরগণা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও যক্ষ্মা চিকিৎসালয় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যুক্তপ্রদেশ—বর্ত্তমানে ইহার নাম উত্তর প্রদেশ। আয়তন ১০০,০১২। লোকসংখ্যা ৫২/১ কোটির উপর। রাজধানী লক্ষ্ণৌ। এলাহাবাদ প্রাচীন রাজধানী।

যুক্তরাজ্য (United Kingdom of Great Britain and Ireland)—ইংল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড,—এই কয়েকটি প্রদেশ লইয়া এই দেশটি গঠিত।

যুক্তরাষ্ট্র (United States of America)—উত্তর আমেরিকার গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র (Federal Republic). ৫৮টি রাষ্ট্র লইয়া গঠিত। টেক্সাস সবচেয়ে বড় ও রোড্‌স্ দ্বীপ সবচেয়ে ছোট রাজ্য। কলম্বিয়ার শহর ওয়াশিংটন রাজধানী। আয়তন ৩,০২২,৩৮৭। লোকসংখ্যা ১৫৬,৮৬৫,৮৮৩।

যুগো-স্লাভিয়া (Jugo-slavia)—এই নূতন রাজ্যটি পূর্ব্বতন সার্ব্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, ক্রোশিয়া, ডাল্‌ম্যাশিয়া, বোস্‌নিয়া, হার্জিগোভিনা এবং স্লাভনিয়া—এই কয়েকটি রাজ্য লইয়া গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র। আয়তন ৯৬,২৬৫। লোকসংখ্যা ১৫,৭৫১,৯৩৮। রাজধানী বেলগ্রেড্।

যোধপুর—পূর্ব্বতন করদ রাজ্য। বর্ত্তমানে রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্গত বিভাগ। এই বিভাগে যোধপুর, বারমার, জেলর, পলি, নাগোর, যশল্মীর ও সিরোহি জেলা আছে। বিভাগের লোকসংখ্যা ৩,৩৫৭,৪১১। জেলার লোকসংখ্যা ৬৯১,৭৮৬। যোধপুর শহরের লোকসংখ্যা ১৮০,৭১৭।

র

রংপুর—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। পরিমাণফল ৩৪৮৬। প্রধান শহর রংপুর ঘাঘাট নদীর তীরে অবস্থিত।

রকী পর্ব্বতমালা (Rocky Mountains)—উত্তর আমেরিকা, কানাডা ও ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের পশ্চিমে আলাস্কা হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর মাউণ্ট ব্লাঙ্কা (Mt. Blanca) ১৪,৪৬২ ফুট উচ্চ।

রটার্ডাম (Rotterdam)—মাস নদীতীরে অবস্থিত হল্যাণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ শহর। শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

রণথমভোর (**রণস্তম্ভপুর**)—রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের বিখ্যাত দুর্গ। এই দুর্গ আলাউদ্দীন খিলজী ও মোগল সম্রাট্ আকবরের দ্বারা অধিকৃত হয়।

রত্নগিরি—বোম্বাই শহরের ১৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি বন্দর।

রাই (Rye)—সাসেক্সের অন্তর্গত একটি বন্দর। রাদার (Rother) নদীতীরে অবস্থিত।

রাইন (The Rhine)—নদী। সুইজারল্যাণ্ডে উৎপন্ন হইয়া উত্তর সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ মাইল।

রাওয়ালপিণ্ডি—**১**। পাকিস্তানের পঞ্জাবের একটি বিভাগ; লাহোর ও পেশোয়ারের মধ্যে অবস্থিত। **২**। উক্ত বিভাগের একটি জেলা। রাওয়ালপিণ্ডি জেলার পরিমাণ-ফল ৪৮৪৪। সদর রাওয়ালপিণ্ডি। সামরিক ঘাঁটি আছে। লোকসংখ্যা ১৮১,১৬৯।

রাঁচি—ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত লোহার ডগা জেলার প্রধান শহর। লোকসংখ্যা প্রায় ৫৪,১৭৮।

রাঙ্গামাটি—পাকিস্তানের পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রধান নগর। ইহা কর্ণফুলী নদীতীরে অবস্থিত।

রাজগৃহ—প্রাচীন মগধের একটি নগর। বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্গত পাটনার নিকট এই নগরটি অবস্থিত ছিল। ইহা এককালে শিশুনাগ-বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। মগধের রাজা বিম্বিসার এই নগরটি নির্ম্মাণ করেন। মহাভারতে বর্ণিত মহারাজ জরাসন্ধ এখানে রাজত্ব করিতেন। তখন ইহাকে 'গিরিব্রজ' বলিত। এক্ষণে ইহা 'রাজগিরি' নামে খ্যাত। এখানে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এই স্থানটি বৌদ্ধগণের একটি পবিত্র তীর্থ।

রাজনগর—পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম। এককালে ইহা রাজা রাজবল্লভের প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত ছিল।

রাজপুতানা—'রাজস্থান' দ্রঃ।

রাজমহল—সাঁওতাল পরগণার একটি মহকুমা ও তাহার সদর। মোগল সম্রাট্ আকবরের সময়ে ১৫৯২-এ ইহা বঙ্গরাজ্যের রাজধানী হয়।

রাজমাহেন্দ্রী—মাদ্রাজের একটি প্রসিদ্ধ শহর। ইহা গোদাবরী নদীর একটি দ্বীপ।

রাজসাহী—অবিভক্ত বঙ্গের একটি বিভাগ। ইহার আয়তন ছিল ১৭,৩৫১ এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১০,৬২৮,০৩৬। রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, রংপুর, বগুড়া, মালদহ ও পাবনা, এ বিভাগে এই আটটি জেলা ছিল। রাজসাহী জেলার আয়তন ছিল ২২৩০ এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১,৪২৯,০১৮। এই বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী ও পাবনা জেলা সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া দিনাজপুর জেলার পূর্ব্বাংশ, জলপাইগুড়ি জেলার ৫টি থানা, মালদহ জেলার পূর্ব্বাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

রাজস্থান—'খ'-শ্রেণীভুক্ত রাজপ্রমুখ-শাসিত রাজ্য সমবায়। ইহা ভারতের সর্ব্ববৃহৎ রাজ্য সমবায়। উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, যশল্মীর ইত্যাদি রাজ্য লইয়া গঠিত। আয়তন ১২৮,৪২৪। লোকসংখ্যা ১৫,২৯৭,৯৭৯।

রাড়িখাল—পাকিস্তানের ঢাকা জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মস্থান।

রাঢ়ুলী—পাকিস্তানের খুলনা জেলার একটি গ্রাম। বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান।

রাণীগঞ্জ—বর্দ্ধমান জেলার শহর। কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত।

রাবী নদী—পঞ্জাবের একটি নদী, ৪৫০ মাইল দীর্ঘ। ইহা চন্দ্রভাগা বা চেনাবের উপনদী।

রামপাল—ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। এখানে বল্লালসেনের রাজধানী ছিল।

রামপুর—মধ্য-ভারতের রাজ্য। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব সৈয়দ আলি মোহাম্মদ খাঁ বাহাদুর কর্ত্তৃক এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ এই রাজ্যভুক্ত ছিল।

রামপুরহাট—বীরভূম জেলার একটি মহকুমা ও তাহার সদর। ইহা একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

রামেশ্বরম্—দ্বীপ-শহর। এই দ্বীপটি মাদুরা জেলায় অবস্থিত এবং ইহার দৈর্ঘ্য ১১ মাইল। রামেশ্বরম্ শহরে একটি প্রসিদ্ধ দ্রাবিড়ী মন্দির আছে এবং ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত।

রায়গড়—মহারাষ্ট্র দেশের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ১৬৬৪-এ ছত্রপতি শিবাজী এখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন।

রায়পুর—বীরভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই স্থান লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পিতৃভূমি।

রিও ডি জ্যানিরো (Rio de Janeiró)—**১**। ব্রেজিলের অন্তর্গত একটি রাজ্য। আয়তন ১৬,৪৪৩। লোকসংখ্যা (রাজধানী অঞ্চল বাদে)—২,১৫০,০৮০। রাজধানী নিটেরয়। **২**। ব্রেজিলের রাজধানী ও সর্ব্ববৃহৎ শহর। লোকসংখ্যা ২,০১৪,১৮১। কফি এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য।

রুড়কি—শহর। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত সাহারাণপুর জেলায় অবস্থিত। এখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রসিদ্ধ।

রুমানিয়া (Rumania)—বলকান্ উপদ্বীপের স্বাধীন রাজ্য। ১৯৪৮-এর নয়া সংবিধান অনুযায়ী এই রাজ্যের নামকরণ হয় পিপ্‌লস্ ইউনিটারি অ্যাণ্ড্ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্টেট্ (People's Unitary and Independent State). ইহা অনেকটা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। গ্র্যাণ্ড ন্যাশান্যাল এসেম্ব্লি (Grand National Assembly) কর্ত্তৃক ইহা শাসিত হয়। কিছু অংশ রুশিয়াকে দেওয়া হইয়াছে। আয়তন ৯১,৯৩৪। লোকসংখ্যা ১৬,০০০,০০০। রাজধানী বুখারেস্ট।

রুশিয়া (Russia)—'সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র' দ্রঃ।

রূপনারায়ণ নদ—ভাগীরথীর উপনদী। বর্দ্ধমান বিভাগের এই নদ মেদিনীপুরের শিলাই নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া ভাটোরা গ্রামের নিকট হাওড়া জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তর এই জেলায় গেওয়াখালির নিকট ইহা ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

রোডেশিয়া, উত্তর (Rhodesia, Northern)—দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত একটি দেশ। জাম্বেজীর উত্তরে অবস্থিত। ইহার আয়তন ২৮৮,২০০। এখানে তাম্র, সীসক ও স্বর্ণের খনি আছে।

রোডেশিয়া, দক্ষিণ (Rhodesia, Southern)—জাম্বেজীর দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার আয়তন ১৫০,৪৫০। এখানে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের খনি আছে।

রোডস্ (Rhodes)—**১**। দ্বীপপুঞ্জ। এসিয়া-মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের সন্নিকটে ঈজিয়ান সাগরের মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৫৬২। **২**। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র।

রোম (Rome)—ইটালীর রাজধানী। টাইবার নদীতীরে অবস্থিত। রোমের প্রাচীন গৌরব ভুবনবিখ্যাত। এককালে এখানে যে সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই সমগ্র ইউরোপ সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

ল

লক্ষ্ণৌ (Lucknow)—উত্তর প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। ইহা অযোধ্যার রাজধানী, গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম শহর। রেশম ও কার্পাস-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ৪৯৬,৮৬১।

লক্ষ্ণৌতি, লখ্‌নৌতি (লক্ষ্মণাবতী)—মালদহ জেলার গৌড় নগরের পূর্ব্ব নাম ; বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় গৌড় বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল।

লছমনঝোলা—উত্তর প্রদেশের ডেরাডুন জেলার একটি গ্রাম। হৃষিকেশ তীর্থে যাইবার পথে এই স্থানে একটি সঙ্কীর্ণ ঝুলান সেতু পার হইয়া যাইতে হয়। ঐ শূন্যে ঝুলান সেতুর জন্যই ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে।

লণ্ডন (London)—ইংলণ্ড ও বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ডন নগর পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। টেম্‌স্‌ নদীর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় তীরেই ইহা অবস্থিত। টেম্‌স্‌ নদীর উপর দিয়া ১৩টি লোকজন চলাচলের ও ৬টি রেলগাড়ী চলাচলের সেতু উভয় তীরস্থ লণ্ডন শহরকে সংযুক্ত করিতেছে ; ইহা ছাড়া, নদীর নীচে দিয়া উভয় তীরের মধ্যে তিনটি সুড়ঙ্গ রেলপথ আছে। নগরের উত্তর তীরের পূর্ব্ব প্রান্তকে the East End বলে। এই অংশে বড় বড় ব্যাঙ্ক ও আদালত গৃহগুলি, সেণ্ট এবং পলের গির্জ্জা প্রভৃতি রহিয়াছে ; নদীর তীরে লণ্ডনের টাওয়ার দণ্ডায়মান। পশ্চিম প্রান্তকে দি ওয়েস্ট এণ্ড (the West End) বলে। টেম্‌স্‌ নদীর তীরে রাজপ্রাসাদ ও অভিজাত-বর্গের প্রাসাদগুলি, সরকারী কার্য্যালয়সমূহ, পার্লামেণ্ট-ভবন ও ওয়েস্ট্‌মিন্‌স্টার অ্যাবি প্রভৃতি বিরাজমান। এই অংশের মধ্যভাগে ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে নেল্‌সনের স্মৃতিস্তম্ভ বিরাজিত। লণ্ডন শহর ও চতুষ্পার্শ্বস্থ শহরতলী লইয়া বৃহত্তর লণ্ডন গঠিত। মোট লোকসংখ্যা ৮,৭০০,০৫০।

লস্‌ অ্যাঞ্জেলিস্‌ (Los Angeles)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রসিদ্ধ শহর ও বন্দর। দক্ষিণ-কালিফোর্নিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে, স্যান্ ফ্রান্সিস্কো (San Francisco) শহর হইতে ৩৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

লাইপ্‌ৎসিগ (Leipzig) বা **লাইপ্‌জিগ**—জার্ম্মানির একটি বাণিজ্যপ্রধান শহর। স্যাক্সনি প্রদেশে এল্‌বে নদীর এক শাখার তীরে অবস্থিত। জার্ম্মানিতে বার্লিনের পরই ইহা অন্তর্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র।

লাইবিরিয়া—পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপকূলে স্বাধীন নিগ্রো গণতন্ত্র। আফ্রিকার মধ্যে ইহাই একমাত্র সাধারণতন্ত্র। আয়তন ৪৩,০০০। লোকসংখ্যা ১,৬০০,০০০। ইংরাজীই এখানকার প্রধান ভাষা। রাজধানী মন্‌রোভিয়া (Monrovia)।

লাক্সেম্‌বার্গ (Luxemberg, Grand Dutchy of)—জার্ম্মানি, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী রাজ্য। ১৮১৫-এ কংগ্রেস অব ভিয়েনায় ইহাকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করা হয়। আয়তন ৯৯৯। লোকসংখ্যা ২৯২,০০০। রাজধানী লাক্সেম্‌বার্গ।

লাট্‌ভিয়া (Latvia)—সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্র। পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। কৃষিপ্রধান অঞ্চল। আয়তন ২৫,২০০। লোকসংখ্যা ১,৯৫০,০০০। রাজধানী রিগা।

লাডোগা (Ladoga)—ইউরোপের বৃহত্তম হ্রদ, রুশিয়ার পূর্ব্বে লেনিন্‌গ্রাডের নিকটে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৬১৯০।

লালদীঘি—কলিকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের একটি সুন্দর উদ্যান-বেষ্টিত শানবাঁধান দীঘি।

লালবাগ—মুর্শিদাবাদ জেলার একটি মহকুমা। এই মহকুমায় প্রাচীন মুর্শিদাবাদ শহর অবস্থিত। তাহার পূর্ব্ব-দক্ষিণে ভাগীরথীর পূর্ব্বে মতি ঝিল। পূর্ব্বে এখানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার রমণীয় উদ্যান বাটিকা ছিল।

লালমনিরহাট—রংপুর জেলার একটি বড় রেলওয়ে স্টেশন, দুইটি রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

লাস বেলা (Las Bela)—পাকিস্তানের ও বেলুচিস্তান রাজ্য সমবায়ের অন্তর্গত রাজ্য। করাচি হইতে ১১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। আয়তন ৭০৪৩। লোকসংখ্যা ৬৯,০৬৭। ১৭ই মার্চ, ১৯৪৮-এ ইহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজধানী লাস বেলা।

লাহ্‌সা বা লাসা (Lhasa)—তিব্বতের রাজধানী। এখানে চো কং নামক পবিত্র বৌদ্ধমন্দির অবস্থিত। ('দলাইলামা' দ্রঃ)।

লাহোর (Lahore)—পাকিস্তানের পঞ্জাবের রাজধানী, ইরাবতী (Ravi) নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, মোগল বাদশাহদের সময়ের অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও মস্‌জিদ এবং একটি জমকাল যাদুঘর আছে। লাহোরের সুদৃঢ় দুর্গ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। লোকসংখ্যা ৬৭১,৬৫৯।

লিঙ্কন (Lincoln)—ইংলণ্ডের পূর্ব্বে উত্তর সাগর-তীরে অবস্থিত একটি প্রদেশ। ইহার অধিকাংশই জলাভূমি। আয়তন ২৬৬৫।

লিথুয়ানিয়া (Lithuania)—ইউরোপীয় রুশিয়ার পূর্ব্বে বাল্টিকসাগর-তীরে অবস্থিত পূর্ব্বতন একটি স্বতন্ত্র গণতন্ত্র রাজ্য। বর্ত্তমানে সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। আয়তন ২৫,৫০০। লোকসংখ্যা ২,৮৭৯,০৭০। রাজধানী ভিলনিয়াস।

লিপারি দ্বীপপুঞ্জ (Lipari Islands)—ইউরোপে ইটালীর দক্ষিণে ও সিসিলি দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত আগ্নেয়পর্ব্বতপূর্ণ (স্ট্রম্বলি—৩১৫৫ ফুট) দ্বীপপুঞ্জ ইটালীর অধীন সিসিলি দ্বীপের ম্যাসিনা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ৪৫ বর্গমাইল। লিপারি দ্বীপ ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

লিপ্‌জিগ (Leipzig)—লাইপ্‌ৎসিগ (তাহা দ্রঃ)।

লিবিয়া (Libya)—উত্তর আফ্রিকার রাজ্য। ইটালীর পূর্ব্বতন উপনিবেশ। দুইভাগে বিভক্ত—ট্রিপলিটানিয়া ও সাইরেণিকা। রাজধানী ট্রিপলি। আয়তন ৬৭৯,৩৫৮। লোকসংখ্যা ১,০৭২,০০০।

লিবিয়া মরুভূমি (The Libyan Desert)—মিশর (Egypt), সুদান ও ত্রিপলির মধ্যস্থিত সাহারা মরুভূমির একটি অংশ।

লিভারপুল (Liverpool)—ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার প্রদেশের একটি বিখ্যাত বন্দর ও শহর, মার্সি নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি শিল্পবাণিজ্যপ্রধান শহর। লোকসংখ্যা ৭৯৫,০০০।

লিলুয়া—হাওড়া জেলার একটি ক্ষুদ্র শহর। এখানে ইস্টার্ণ রেলওয়ের একটি বড় কারখানা আছে।

লিস্টার (Leicester)—ইংলণ্ডের লিস্টারশায়ারের রাজধানী। সোর নদীর তীরে অবস্থিত। পশম-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

লিস্টারশায়ার (Leicestershire)—ইংলণ্ডের মধ্যভাগে ডার্বিশায়ারের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত একটি প্রদেশ। রাজধানী লিস্টার। আয়তন ৮৩২।

লিস্‌বন (Lisbon)—পোর্ত্তুগালের রাজধানী। টেগাস (Tagus) নদীর বিস্তীর্ণ মোহানার উত্তরে অবস্থিত। শহরটি সমগ্র

দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র; প্রধান রপ্তানীদ্রব্য মদ্য।

লুধিয়ানা (Ludhiana)—ভারতের পঞ্জাবের একটি জেলা ও তাহার সদর। এখানে সুন্দর সুন্দর কাশ্মীরী শাল, পশমী কম্বল প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।

লুসার্ন (Lucerne)—১। সুইজারল্যাণ্ডের একটি পার্ব্বত্য হ্রদ, দেশের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। ২। সুইজারল্যাণ্ডের একটি জেলা (canton) ও তাহার সদর; লুসার্ন শহর হ্রদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

লেনা নদী (The Lena)—সাইবেরিয়ার একটি সুদীর্ঘ নদী, বৈকালহ্রদের পশ্চিমস্থ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর সমুদ্রে পতিত হইতেছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৮০০ মাইল।

লেনিনগ্রাড (Leningrad)—পূর্ব্বতন নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ ও পেট্রোগ্রাড। নেভা নদীর মোহানায় সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের শহর। গির্জা, প্রাসাদ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ। শিল্পপ্রধান অঞ্চল। লোকসংখ্যা ৩,১৯১,৩০৪।

লেবং (Labong)—দার্জ্জিলিং শহরের পূর্ব্ব-প্রান্তের শহরতলী, এখানে একটি সেনা-নিবাস ও ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে।

লেবানন (Lebanon)—১। লেবানন রাজ্য ও উত্তর ইজরায়েলের একটি পর্ব্বতশ্রেণী; সর্ব্বোচ্চ শিখর ডার-এল-খাদেব (১০,০৫২) ও তিমারুম (১০,৫৩৯)। ২। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার গণতন্ত্র। আয়তন ৩৪০০। লোকসংখ্যা ১,২৮০,০০০। রাজধানী বিরুট।

ল্যাঙ্কাশায়ার (Lancashire)—ইংলণ্ডের উত্তর-পশ্চিম অংশের একটি প্রদেশ (county)। ইয়র্কশায়ার প্রদেশের পশ্চিম সীমা হইতে আইরিশ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা একটি শিল্পপ্রধান স্থান। বিখ্যাত লিভারপুল বন্দর, এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রধান শহর ম্যানচেষ্টার এই কাউন্টিতে অবস্থিত। আয়তন ১৮৭৫। লোকসংখ্যা ৫,০৭৬,৯৩০। রাজধানী ল্যাঙ্কাস্টার।

ল্যাঙ্কাস্টার (Lancaster)—ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার প্রদেশের রাজধানী, লিউন নদীর তীরে অবস্থিত।

ল্যাডোগা (Ladoga)—লেনিনগ্রাডের নিকটবর্ত্তী হ্রদ। আয়তন ৬১৯০।

ল্যাপল্যাণ্ড (Lapland)—ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন ও রুশিয়ার উত্তর অংশকে বিশেষতঃ বাল্টিক সাগর ও শ্বেত সাগরের মধ্যস্থ সুইডেন দেশের উত্তর-পূর্ব্ব অংশকে ল্যাপল্যাণ্ড বলে। ইহার অধিবাসীদের নাম ল্যাপ বা ল্যাপল্যাণ্ডার। এই স্থানটি বরফ ও তুষারময় মেরু অঞ্চল। বল্গাহরিণ ও এস্কিমো কুকুর এখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান সম্পত্তি।

ল্যাব্রাডার (Labrador)—উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বস্থ একটি উপদ্বীপের মত প্রদেশ। রাজধানী ব্যাট্ল হার্বার।

শ

শতদ্রু (Sutlej)—সিন্ধুর প্রধান উপনদী। মানস সরোবর হইতে ইহার উৎপত্তি।

শাত-ইল-আরব—পারস্যোপসাগরের মোহানায় অবস্থিত নদী। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিজ নদী মিলিয়া এই নদী হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১২০ মাইল।

শান্তিনিকেতন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রম। ইহা বীরভূম জেলার বোলপুর নামক স্থানে অবস্থিত।

শান্তিপুর—নদীয়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। এখানে শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

শিকাগো (Chicago)—যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ানস রাজ্যের শহর। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। শিল্পপ্রধান অঞ্চল। বিশ্ববিদ্যালয় আছে। লোকসংখ্যা ৩,৩৯৬,৮০৮।

শিবপুর—হাওড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এখানকার বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রসিদ্ধ।

শিবসমুদ্রম্—মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত। এস্থানের বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র বিশেষ বিখ্যাত। এখানকার পরিবাহী লাইন একদা এসিয়ার দীর্ঘতম ছিল। বাঙ্গালোর ও মহীশূর রাজ্যের শহরে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ এখান হইতে উৎপন্ন হয়। কাবেরী নদী হইতে এই জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

শিবসাগর—আসামের একটি প্রসিদ্ধ নগর। ইহা রেশমী বস্ত্র এবং চা প্রভৃতি দ্রব্যের বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

শিয়ালকোট—পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ নগর।

শিয়ালদহ—কলিকাতা শহরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ইস্টার্ণ রেলপথের একটি স্টেশন আছে।

শিলং—খাসিয়া পাহাড়ের উপর অবস্থিত আসামের রাজধানী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা প্রায় ৫০০০ ফুট। এ স্থানের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর।

শিলচর—কাছাড় জেলার প্রধান নগর। চা, রবার প্রভৃতি দ্রব্যের বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

শিলিগুড়ি—দার্জ্জিলিং জেলার একটি মহকুমা ও শহর।

শীতললক্ষ্যা—ঢাকা জেলায় অবস্থিত একটি নদী।

শেফিল্ড (Sheffield)—ইংলণ্ডের একটি শিল্পপ্রধান শহর। শীফ (Sheaf) ও ডন (Don) নদীতীরে অবস্থিত। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি ইস্পাত-দ্রব্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শোণনদ—বিহার প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত গঙ্গার উপনদী। শোণের রেলওয়ে সেতু বিখ্যাত।

শোণপুর—১। বোম্বাই রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত জেলা। ২। বিহারের একটি শহর। হরিহরছত্রের মেলার জন্য প্রসিদ্ধ।

শ্বেত সাগর (White Sea)—সোভিয়েট রুশিয়ার একটি সমুদ্র। ইহা আর্কটিক (Arctic) সাগরে গিয়া মিশিয়াছে। ইহার আয়তন ৪৭,৩৭৬।

শ্যাম—ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার রাজ্য। রাজা কর্তৃক শাসিত। বর্ত্তমানে থাইল্যাণ্ড নামে অধিক পরিচিত। ইহার পরিমাণফল ২০০,২৩৪। ব্যাঙ্কক ইহার রাজধানী। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত।

শ্রাবস্তি—উত্তর প্রদেশে অবস্থিত গণ্ডা জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগরী। ইহার আধুনিক নাম সাহেত মাহেত। এই নগরী বুদ্ধদেবের সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহা সে সময়ে উত্তর কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখানকার রাজা বুদ্ধদেবের জন্য এখানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন।

শ্রীনগর—ঝিলাম নদীর তীরস্থ একটি শহর। কাশ্মীরের রাজধানী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৫২৬৩ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর।

শ্রীনিকেতন—বোলপুরের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লীর উন্নতিবিষয়ক আশ্রম। এখানে কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রীপুর—পাকিস্তানের ঢাকা জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের রাজধানী ছিল।

শ্রীরঙ্গপট্টম্—মহীশূরের একটি বিখ্যাত নগর। কাবেরী নদীর একটি দ্বীপের উপর ইহা অবস্থিত। এখানে হায়দর আলি ও তৎপুত্র টিপু সুলতান রাজত্ব করিতেন। এখনও এখানে তাঁহাদের সুদৃঢ় দুর্গ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৭৯৯-এর যুদ্ধে টিপু পরাজিত হইলে স্যার আর্থার ওয়েলেসলি এই দুর্গ অধিকার করেন।

শ্রীরামপুর—হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ শহর। এখানে পাট ও কাপড়ের কল আছে।

শ্রীহট্ট (Sylhet)—আসামের একটি জেলা ও তাহার সদর। উৎকৃষ্ট কমলালেবু ও কলি চূণের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এই জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

———

স

সন্দীপ—পাকিস্তানের নোয়াখালি জেলার একটি দ্বীপ। এখানে মুন্সেফী চৌকী আছে।

সপ্তগ্রাম—এই স্থানটি হুগলী জেলার অন্তর্গত। পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল। ইহা রঘুনাথ গোস্বামীর জন্মক্ষেত্র।

সমরখন্দ—সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উজবেকিস্তানের শহর। ইহার বিশেষ ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে।

সম্বলপুর—বিহার প্রদেশের সম্বলপুর জেলার প্রধান নগর; মহানদীর তীরে অবস্থিত।

সরস্বতী—১। পাওহার প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ নদী। ২। হাওড়া জেলার একটি নদী।

সর্ব্বমঙ্গলা—রংপুর জেলার একটি নদী।

সল্‌স্‌বেরি (Salisbury)—১। ইংলণ্ডে এভন্ নদীর তীরবর্তী একটি নগর। এখানে একটি সুন্দর গির্জ্জা আছে। ২। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারোলিনা প্রদেশের একটি নগর।

সহ্যাদ্রি—দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্ব্বত এই নামেও খ্যাত।

সাইপ্রাস (Cyprus)—ভূমধ্যসাগরে ইংরাজাধিকৃত একটি দ্বীপ।

সাইবেরিয়া (Siberia)—উত্তর-এসিয়ার একটি বিস্তৃত সোবিয়েৎ রাজ্য। পশ্চিমে উরল পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বে ওখট্স্ক সাগর এবং বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আয়তন ৪,২১০,৪২০। লোকসংখ্যা ৮,৭৫০,০০০। এই দেশ অত্যন্ত শীতপ্রধান। নোভোসিবিরস্ক পশ্চিম সাইবেরিয়ার রাজধানী। পূর্ব্ব সাইবেরিয়ার রাজধানী ইর্কুটাস্ক।

সাইরাকিউস (Syracuse)—১। দক্ষিণ-পূর্ব্ব সিসিলি দ্বীপের একটি প্রদেশ। আয়তন ১৪৩৩। ২। সাইরাকিউস প্রদেশের রাজধানী। এখানে একটি বৃহৎ গির্জ্জা আছে। ৩। যুক্তরাষ্ট্রে ওননডাগা হ্রদের তীরস্থ একটি নগর।

সাইলেসিয়া (Silesia)—ইউরোপে ওডার নদীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত রাজ্য। এই রাজ্যটি বহুবার হস্তান্তরিত হইয়াছে। ১৯১৯-এ ইহা জার্ম্মানী, পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে বিভক্ত হয়। ১৯৪৫-এ পূর্ব্বের জার্ম্মান অংশ পোল্যাণ্ডের কাছে যায়। বর্ত্তমানে দুইটি প্রদেশে গঠিত। রাজধানী যথাক্রমে কাটাউসি ওরক্ল (Wroclaw)। লোকসংখ্যা ৪,৭৬৪,০০০। চেকোস্লোভাকিয়ার অংশ মোরাভিয়ার সঙ্গে যুক্ত। লোকসংখ্যা ২০০,০০০।

সাওপালো (Sao Paulo)—ব্রেজিলের একটি রাজ্য। আয়তন ৯৫,৪৫৪। লোকসংখ্যা ৮,৩৬৫,৩৫৯। রাজধানী সাও পালো।

সাংহাই (Shanghai)—হোয়াংহো নদীর তীরস্থ চীনদেশের বন্দর। পূর্ব্বের চুক্তিবদ্ধ বন্দরগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম প্রধান বন্দর ছিল। শিল্পপ্রধান অঞ্চল। লোকসংখ্যা ৩,৫৯৯,০০০। বাণিজ্যবিষয়ে চীনদেশে ইহাই সর্ব্বপ্রধান বন্দর।

সাঁওতাল পরগণা—বিহার প্রদেশের ছোটনাগপুর বিভাগের একটি জেলা। ইহা বঙ্গদেশের সীমান্তে অবস্থিত। এই স্থানে বহু সাঁওতালজাতীয় লোক বাস করে। ইহারা ভারতের আদিম অনার্য্যজাতিদের বংশধর।

সাখালিন (Sakhalin)—এসিয়ার পূর্ব্ব-উপকূলের নিকটবর্ত্তী দ্বীপ। দক্ষিণার্দ্ধ জাপান কর্ত্তৃক যুক্তরাষ্ট্রকে প্রদত্ত (১৯৪৫)। আয়তন প্রায় ১৩,৯৩০। লোকসংখ্যা ৩৩৯,৩৫৭ (১৯৩৮)।

সাগরদাঁড়ি—যশোহর জেলায় কপোতাক্ষ নদের তীরবর্ত্তী একটি গ্রাম। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান।

সাগর দ্বীপ—ইহা পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গানদীর মোহানায় অবস্থিত। প্রতিবৎসর পৌষ-সংক্রান্তির সময় এই জনহীন দ্বীপে গঙ্গাসাগর স্নান উপলক্ষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

সাতকানিয়া—চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে মুন্সেফী চৌকী আছে।

সাতক্ষীরা—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের খুলনা জেলার একটি মহকুমা ও তাহার সদর; বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

সাতপুরা পর্ব্বত—এই পর্ব্বতশ্রেণী দক্ষিণ-ভারতের নর্ম্মদা এবং তাপ্তী নদীদ্বয়ের অববাহিকাকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। ইহা কাম্বে উপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যভারতের মধ্যদেশ এবং মাইকাল পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

সাতারা জায়গীর—দক্ষিণ-ভারতে বোম্বাই প্রদেশে সাতারা জেলার কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যসমষ্টি। মোট আয়তন ৮৪৬।

সাদাম্প্‌টন (Southampton)—ইংলণ্ডের একটি বাণিজ্যপ্রধান সামুদ্রিক বন্দর।

সান্টা ক্রুজ (Santa Cruz)—১। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি নগর। ২। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে লুজন অঞ্চলের একটি নগরবিশেষ। ৩। বলিভিয়া প্রদেশের একটি নগর। ৪। বোম্বাইয়ের একটি স্থান। বিমানঘাঁটির জন্য প্রসিদ্ধ।

সান্তাহার—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বগুড়া জেলায় অবস্থিত ঈ. বি. রেলওয়ের একটি বড় জংশন স্টেশন।

সান ফ্রান্সিস্‌কো (San Francisco)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়া প্রদেশের রাজধানী। সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের তীরে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বন্দর। ইহা একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়।

সান্‌স্যালভেডর (Sansalvador)—পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বাহামা দ্বীপাবলীর অন্তর্ভুক্ত একটি দ্বীপ। ১৪৯২-এ কলম্বস সর্ব্বপ্রথমে এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন।

সামারিয়া (Samaria)—ইজরায়েলের প্রাচীন নগর। ইহুদীদিগের রাজধানী ছিল। অধুনা ইহা সিবাস্তিয়া নামে একটি গ্রামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সামোয়া (Samoa)—প্রশান্ত মহাসাগরে আগ্নেয়গিরিশৃঙ্গযুক্ত নয়টি দ্বীপের সমষ্টি-বিশেষ। পূর্ব্বে জার্ম্মান-অধিকৃত ছিল। বর্ত্তমানে নিউজীল্যাণ্ডের অছিভুক্ত অঞ্চল। সাভাই (Savaii) সবচেয়ে বড় দ্বীপ (৭০০ মাইল)। লোকসংখ্যা ৭১,৯০৫।

সারা—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের পাবনা জেলায় পদ্মার তীরবর্ত্তী একটি গ্রাম। এখানে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী কর্ত্তৃক পদ্মাবক্ষে নির্ম্মিত সারাব্রিজ বা Hardinge Bridge পৃথিবীমধ্যে অন্যতম বৃহৎ সেতু। উহার দৈর্ঘ্য ৫৪০০ ফুট।

সারাগোসা (Saragossa)—১। স্পেনের একটি প্রদেশ। আয়তন ৬৭২৬। ২। পূর্ব্বোক্ত প্রদেশের রাজধানী। এব্রো নদীর তীরে অবস্থিত।

সারাজেভো (Sarajevo)—জুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রের বস্‌নিয়া প্রদেশের রাজধানী; দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত নগর। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড ১৯১৪-এ এই নগরে গুপ্তঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় ইউরোপখণ্ডে প্রথম মহাসমরের অনল প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

সার্দ্দিনিয়া (Sardinia)—ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ, ইটালীর অধিকার-ভুক্ত। রাজধানী ক্যাগ্‌লিয়ারী।

সার্ব্বিয়া (Serbia)—পূর্ব্বে ইহা ইউরোপের একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল, অধুনা জুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

সাসারাম—এই স্থান বিহার প্রদেশের

অন্তর্গত। এই স্থানে দিল্লীর প্রসিদ্ধ বাদশাহ্ শেরশাহের সুদৃশ্য সমাধিমন্দির আছে।

সাহারা (Sahara)—পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ মরুভূমি, উত্তর-আফ্রিকায় অবস্থিত। মরুমধ্যে যেখানে কূপ বা প্রস্রবণাদি আছে, সেখানে লোকজন বসতি করে এবং খর্জ্জুরাদি বৃক্ষ জন্মে। এই সকল স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর এবং বাণিজ্যকেন্দ্রাদিও আছে। অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা অধিকাংশই যাযাবর। সমগ্র মরুভূমির আয়তন প্রায় ৩৫ লক্ষ। লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষ। ইহার পূর্ব্বভাগ লিবিয়ার মরুভূমি নামে খ্যাত।

সিউড়ি—বীরভূম জেলার প্রধান নগর ও সদর।

সিংহল (Ceylon)—ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ। রাজধানী কলম্বো। ইহা স্বায়ত্তশাসনযুক্ত রাজ্য (ডোমিনিয়ন) ও ১৯৪৮ হইতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত। নূতন সংবিধান অনুযায়ী ইংলণ্ডের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক ইহা শাসিত হয়। ইহার মন্ত্রিসভা আছে। প্রধানমন্ত্রী এই সভার সভাপতি। দুইটি কক্ষে লোকসভা গঠিত। একটিকে লোকসভা (House of Representaives) ও অন্যটিকে সেনেট (Senate) বলে। আয়তন ২৫,৩২২। লোকসংখ্যা ৭,০৯৫,০০০।

সিকিম—হিমালয়ের একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রটি পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ব্যাপারে ভারত সরকারের অধীন। আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইহা স্বাধীন। আয়তন ২৮১৮। লোকসংখ্যা ১২২,০০০। লেপচা, তিব্বতীয় প্রভৃতি ইহার অধিবাসী। শাসক পরিবার তিব্বতীয় বংশজ। নেপালের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য ও তিব্বত ও ভারতের মধ্যে একটি 'বাফার রাষ্ট্র' রাখিবার উদ্দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ইহা মূলতঃ সৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের ইহা অধীন ছিল। ১৯৫০-এ ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তির ফলে রাজ্যটি সম্পূর্ণ আশ্রিত রাজ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। সিকিমের যে কোন স্থানে ভারত সরকার সৈন্য রাখিতে পারেন। বছরে তিন লক্ষ টাকা সিকিমকে দিবারও ব্যবস্থা হয়।

সিঙ্গাপুর (Singapore)—১। ভারত মহাসাগরে প্রণালী উপনিবেশের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ইহা 'ক্রাউন কলোনি'। ব্রিটিশ নৌঘাঁটি আছে। আয়তন ২২০। লোকসংখ্যা ১৩৮,০৭৯।

সিঙ্গি—বর্দ্ধমান জেলার একটি গ্রাম। বাঙ্গালা মহাভারতকার মহাকবি কাশীরাম দাসের জন্মস্থান।

সিন্ধুদেশ—পূর্ব্বে ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটি বিভাগ ছিল। পরে উক্ত প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। বর্ত্তমানে ইহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। করাচী ও থয়েরপুর বাদে আয়তন ৪৭,৫৬৯। লোকসংখ্যা ৪,৬১৯,০০০। এখানে সুক্কুরের লয়েড বাঁধ সুবিখ্যাত। রাজধানী করাচী।

সিন্ধুনদ (Indus)—উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ নদ। তিব্বতের মানস সরোবরের উত্তরস্থিত পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে উদ্ভূত হইয়া কাশ্মীর অভিমুখে নাগা পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদের দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল। ইহার পাঁচটি উপনদী পঞ্জাবে প্রবাহিত বলিয়া উক্ত প্রদেশ 'পঞ্জাব' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

সিপ্রা—উত্তর-ভারতের একটি নদী। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া যমুনানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

সিবাস্তোপোল (Sebastopol)—ক্রিমিয়ার একটি সামুদ্রিক বন্দর। ইহা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের একটি প্রধান রণস্থল।

সিমলা—ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের একটি পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস; সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৭০৭৫ ফুট। লোকসংখ্যা ১০,০০০।

সি রা জ গ ঞ্জ—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার সদর স্টেশন; যমুনানদীর তীরে অবস্থিত।

সিরিয়া (Syria)—আরব ও তুরস্কের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ। পূর্ব্বে সিরিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৯২০-এ এক সন্ধি (Treaty of Severes) অনুযায়ী ইহা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং সিরিয়া রাজ্য ও বৃহত্তর লেবাননে বিভক্ত হয়। ফরাসীর অধীনে ১৯২০-৪১ খৃঃ পর্য্যন্ত থাকে। ১৯৪১-এ সিরিয়া গণতন্ত্রী রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৪৩-এ ফরাসী সরকার সিরিয়া হইতে সম্পূর্ণ সরিয়া যায়। আয়তন ৫৪,৩০০। লোকসংখ্যা ৩,৭৫০,০০০। রাজধানী ডামাস্কাস।

সিসিলি (Sicily)—ভূমধ্যসাগরের সর্ব্ববৃহৎ দ্বীপ; ইটালীর অধিকৃত। আয়তন ৯৯৩৫। বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি এট্না এই দ্বীপেই অবস্থিত।

সীডনি (Sydney)—অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশের রাজধানী। অস্ট্রেলিয়ায় ইহাই বৃহত্তম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বন্দর।

সীতাকুণ্ড—চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে চন্দ্রনাথদেবের মন্দির বিখ্যাত।

সীতাকোট—দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। এখানে সীতাদেবীর কুটীর ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

সুইজার্‌ল্যাণ্ড (Switzerland)—মধ্য-ইউরোপের একটি দেশ। ২২টি ক্ষুদ্র গণতন্ত্র লইয়া ইহা একটি যুক্ত গণতন্ত্র (Confederation). আয়তন ১৫,৪৯০। লোকসংখ্যা ৪,৬০৯,০০০। রাজধানী বার্ণ।

সুইডেন (Sweden)—উত্তর ইউরোপের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের অন্তর্গত একটি দেশ। আয়তন ১৭৩,০৩৫। লোকসংখ্যা ৬,৮৮৩,০০০। রাজধানী স্টকহোলম (Stockholm)। এখানে রাজতন্ত্র বর্ত্তমান। দুইটি আইন পরিষদ্ আছে।

সুক্কুর—পাকিস্তানে সিন্ধুপ্রদেশে সিন্ধুনদের তীরের শহর। লয়েড বাঁধের জন্য বিখ্যাত।

সুদান (Sudan or Soudan)—ইংরাজ ও ফরাসী অধিকৃত অংশে বিভক্ত।

সুবর্ণগ্রাম—এই স্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত। ইহার অপর নাম সোনার গাঁ।

সুমাত্রা (Sumatra)—ভারত মহাসাগরে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি দ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত। আয়তন ১৬১,৬১২।

সুয়েজ (Suez)—মিশরের একটি বন্দর; সুয়েজখালের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত। জাহাজ চলাচলের জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ১০৮,২৫০। [সুয়েজ খাল—সাধারণ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]।

সুরমা—আসাম অঞ্চলের একটি নদী ও উপত্যকা এই নামে অভিহিত।

সুরাট—তাপ্তী নদীর তীরে বোম্বাইয়ের শহর।

সেকেন্দ্রা—আগ্রার নিকটবর্ত্তী স্থান। আকবরের সমাধিমন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

সেণ্ট লরেন্স (St. Lawrence)—উত্তর-আমেরিকার একটি বৃহৎ নদী; অ্যাট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ২১০০ মাইল।

সেণ্ট হেলেনা (St. Helena)—দক্ষিণ-অ্যাট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে ইংরাজাধিকৃত একটি দ্বীপ। আয়তন ৪৭ মাত্র।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর—দক্ষিণ-ভারতে হিন্দুদিগের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ইহা কুমারিকা এবং সিংহল দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী-মধ্যে পাম্বান্ নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপটি মাদুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত।

সেনহাটি—পাকিস্তানের খুলনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। 'সদ্ভাবশতকের' কবি স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জন্মস্থান।

সেনিগাল (Senegal)—১। পশ্চিম-আফ্রিকার একটি নদী। অ্যাট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। ২। পশ্চিম আফ্রিকার একটি ফরাসী উপনিবেশ।

পরিমাণ ফল ৭৪ হাজার। রাজধানী সেন্ট লুই।

সেয়াত—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রান্তদেশস্থ রাজ্য। আয়তন ১৮০০। লোকসংখ্যা ৪৪৬,০০০। এখান হইতে ফল আমদানী হয়। ১৯৪৭-এ আগষ্ট মাসে ইহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখানকার শাসক সুশিক্ষিত। এই রাজ্য সমৃদ্ধিশালী। এখানে কোন ভিক্ষুক নাই।

সেলিবিস (Celebes)—পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ইন্দোনেশিয়ার একটি বৃহৎ দ্বীপ। আয়তন ৭২,৯৮৬। লোকসংখ্যা ৪,২৩১,৮০৬। প্রধান শহর মেনাডো ও ম্যাকাসার।

সৈয়দপুর—পাকিস্তানের রংপুর জেলার একটি রেলওয়ে স্টেশন। এখানে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কোম্পানীর একটি কারখানা আছে।

সৈয়দ বন্দর (Port Said)—ঈজিপ্টের একটি সামুদ্রিক বন্দর ; সুয়েজ খালের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৭৮,৪৩২।

সোফিয়া (Sofia)—বুলগেরিয়ার রাজধানী ; ইস্কার নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীন শহর। লোকসংখ্যা ৪৩৪,৮৮৮।

সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র—ইউক্রেন, শ্বেত রাশিয়া, আজারবাইজান, জর্জ্জিয়া, আর্মেনিয়া, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকস্তান, কিরগিজিয়া, ফিনো-কারেলিয়া, মলডোভিয়া, ইস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও খাস রাশিয়া ইহার অন্তর্গত। পৃথিবীর মধ্যে ইহা সর্ব্ববৃহৎ দেশ। পৃথিবীর স্থলভাগের ⅙ অংশ। সর্ব্বপ্রকার আবহাওয়াই এখানে বর্ত্তমান, তবে খুব গরম ঋতু নাই। কৃষক ও শ্রমিকদের লইয়া ইহা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। সুপ্রিম কাউন্সিলের (Supreme Council) হাতে চরম আইনগত ক্ষমতা ন্যস্ত। ইহার উপরে প্রেসিডিয়াম্ ('Presidium') আছে। শাসনকার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা আছে মন্ত্রিসভার (পূর্ব্বের People's Commissars)। আয়তন ৮,৪৭৩,৪৪৪। লোকসংখ্যা ১৯২,৯০০,০০০। রাজধানী মস্কো।

সোমালীল্যাণ্ড (Somaliland)—আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলের শৃঙ্গাকার অংশ সোমালীল্যাণ্ড নামে অভিহিত। এই অংশে ইংরাজ, ইতালীয় এবং ফরাসীদের পৃথক্ পৃথক্ অধিকার আছে। ব্রিটিশ সোমালীল্যাণ্ডের আয়তন ৬৮ হাজার। লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ। রাজধানী বার্ব্বারা। ইতালীয় সোমালীল্যাণ্ডের আয়তন ৭০ হাজার। রাজধানী মোগাদিস্থ। ফরাসী সোমালীল্যাণ্ডের আয়তন ৯০৭১। লোকসংখ্যা ৪৪,৮০০। রাজধানী জিবুতি।

সৌদি আরব (Soudi Arabia)—আরব উপদ্বীপের একটি বিশিষ্ট রাজ্য। নেজাজ, নেজ প্রভৃতি লইয়া ইহা ১৯৩২-এ গঠিত হয়। আয়তন ৮০০,০০০। লোকসংখ্যা ৬,০০০,০০০। রাজধানী রিয়াধ।

সৌরাষ্ট্র—কাথিয়াবাড়ের ২২১টি পূর্ব্বতন করদ রাজ্য লইয়া গঠিত রাষ্ট্র। ইহা 'খ'-শ্রেণীভুক্ত রাজপ্রমুখ-শাসিত রাজ্য। ভবনগর, নবনগর প্রভৃতি রাজ্য প্রধান। আয়তন ২১,৪৫১। লোকসংখ্যা ৪১,৩৭,৩৫৯।

স্কট্‌ল্যাণ্ড (Scotland)—গ্রেট্ ব্রিটেনের উত্তরাংশ এই নামে অভিহিত। সন্নিহিত দ্বীপগুলিসহ ইহার আয়তন ৩০,৪৬৩। লোকসংখ্যা ৫,১৬৯,২০০। রাজধানী এডিনবরা।

স্কুটারি (Scutari)—১। তুরস্কের বস্‌ফরাস প্রণালীর তীরে অবস্থিত একটি নগর। ইহা ইস্তানবুলের বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম উস্কুডার। ২। আলবেনিয়ায় স্কুটারি হ্রদের তীরবর্ত্তী একটি নগর। ৩। মন্টেনিগ্রো এবং আলবেনিয়ার সীমান্ত-মধ্যবর্ত্তী একটি হ্রদ ; দৈর্ঘ্য ১৯ মাইল। বর্ত্তমান নাম স্কোডার।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া (Scandinavia)—উত্তর-ইউরোপের সর্ব্ববৃহৎ উপদ্বীপ ; নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্ক—এই তিনটি দেশ ইহার অন্তর্গত।

স্ট্যালিনগ্রাড্ (Stalingrad)—সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে ভল্গা নদীর তীরবর্ত্তী শহর। শিল্পপ্রধান অঞ্চল। গত মহাযুদ্ধে হিটলারী সৈন্য এই শহর অবরোধ করে এবং শহরবাসী অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলে, শত্রুপক্ষ স্ট্যালিনগ্রাড্ দখল করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ফিরিল এই স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ হইতে—হিটলারের পরাজয় সুনিশ্চিত হইল (১৯৪২ সেপ্টেম্বর নভেম্বর)। লোকসংখ্যা ৪৪৫,৪৭৬।

স্ট্রম্বোলি (Stromboli)—লিপারি-দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি দ্বীপ, সিসিলি দ্বীপের উত্তরোপকূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত। এই দ্বীপের আগ্নেয়-পর্ব্বতের উচ্চতা ৩,০৩৮ ফুট।

স্পার্টা (Sparta)—গ্রীসের প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। এই শহর খৃষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দী হইতে ১৪৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ উন্নত ছিল।

স্পিট্‌স্‌বার্গেন (Spitzbergen)—মেরুমহাসাগরের অন্তর্গত একটি দ্বীপপুঞ্জ, নোভাজেম্বলা এবং গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী। ইহা নরওয়ের অধিকারভুক্ত। আয়তন ২৮ হাজার।

স্পেন (Spain)—দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পিরেনিজ পর্ব্বতমালা কর্তৃক ইহা ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন। ১৯৩১-এর ১৩ই এপ্রিল ইহা গণতন্ত্রে পরিণত হয়। আয়তন ১৯৬,৬০৭। লোকসংখ্যা ২৭,৭৬১,০০০। রাজধানী মাদ্রিদ্।

স্যাক্সনি (Saxony)—জার্ম্মানির সোভিয়েৎ বিভাগের রাজ্য। আয়তন ৫,৭৮৬। লোকসংখ্যা ৫,৫৫৮,৫৬৬। প্রধান শহর ড্রেস্‌ডেন, লাইপ্‌জিগ, চেমনিজ।

স্যান্টো ডোমিঙ্গো (Santo Domingo)—পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের হাইতি দ্বীপের ডোমিনিকাস গণতন্ত্রের অধীন রাজ্য।

স্যান মেরিনো (San Marino)—ইউরোপের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম গণতন্ত্র। অ্যাপেনাইন পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৩৮। লোকসংখ্যা ১৩,৯৫০। রাজধানী স্যান মেরিনো। লোকসংখ্যা ২,২০০।

স্যাল্‌ভাডর (Salvador)—মধ্য-আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী একটী রাষ্ট্র। আয়তন ১৩,১৭৬। লোকসংখ্যা ২,১০০,০০০। রাজধানী সান্‌স্যাল্‌ভাডর।

হ

হংকং—চীনের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত দ্বীপবিশেষ। ইহা ব্রিটিশদের অধিকৃত স্থান। ইহার আয়তন ৩৯১। লোকসংখ্যা ২,২৬০,০০০। রাজধানী ভিক্টোরিয়া।

হণ্ডুরাস (Honduras)—১। ক্যারিবিয়ান সাগর (Caribbean Sea) ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত মধ্য-আমেরিকার সাধারণতন্ত্র। ইহা প্রধানতঃ পর্ব্বতময় দেশ। টেগুসিগাল্পা (Tegucigalpa) ইহার রাজধানী। আয়তন ৫৯,১৪৫। লোকসংখ্যা ১,৩২৫,৮৯৬। ২। ব্রিটিশ অধিকৃত হণ্ডুরাস। মধ্য-আমেরিকায় অবস্থিত ব্রিটিশদের একটি উপনিবেশ। ইহার রাজধানী বেলিজ (Belize)। আয়তন ৮,৮৬৭। লোকসংখ্যা ৬৭,০০০।

হনলুলু—হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটি। লোকসংখ্যা ২৬৮,৯০০। পার্ল হারবার বিখ্যাত বন্দর। এখানে জাপানীরা প্রথম বোমা ফেলে।

হরপ্পা—পঞ্জাবের মণ্টোগোমারী জেলার অন্তর্গত স্থান। এস্থান খনন করিয়া প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ('মহেঞ্জোদারো সভ্যতা' দ্রঃ)।

হরিদ্বার—উত্তর প্রদেশের সাহারাণপুর জেলায় অবস্থিত একটি শহর। ইহা গঙ্গার

তীরে অবস্থিত। ইহা হিন্দুদিগের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। এখানে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে।

হল্যাণ্ড (Holland)—জার্মানির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রাজ্য। আমস্টার্ডাম (Amsterdam) এই রাজ্যের রাজধানী। শাসনকার্য্য পরিচালনা হয় দি হেগ (the Hague) নামে শহর হইতে।

হস্তিনাপুর—দিল্লীর নিকটে গঙ্গাতীরে অবস্থিত পৌরাণিক নগর। ইহা কুরুরাজ্যের রাজধানী ছিল।

হাইডেলবের্গ (Heidelberg)—জার্মানির বাডেন (Baden) নামক প্রদেশের শহরবিশেষ। এই শহর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

হাইতি (Haiti)—'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' (West Indies) দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ্বীপ। পশ্চিম গোলার্দ্ধে ইহাই একমাত্র নিগ্রো গণতন্ত্র। আয়তন ১০,৭১৪। লোকসংখ্যা ৩,৭০০,০০০। রাজধানী পোর্ট অ প্রিন্স (Port au Prince)।

হাইফা—ইজরায়েলের সহর ও সমুদ্র-বন্দর। তৈলের পাইপ লাইনের শেষপ্রান্ত। লোকসংখ্যা ১৪৫,৪৩০।

হাওড়া—১। বর্দ্ধমান বিভাগের একটি জেলা। ২। হাওড়া জেলার প্রধান শহর। ইহা কলিকাতার অপর পারেই অবস্থিত।

হাওয়াই (Hawaii)—১। যুক্তরাষ্ট্রের অধীন রাজ্যবিশেষ। স্যাণ্ডউইচ (Sandwich) দ্বীপপুঞ্জ লইয়া ইহা গঠিত। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৬,৪০৮। রাজধানী হনলুলু (Honolulu)। ২। হাওয়াই দ্বীপ এই দ্বীপপুঞ্জেরই অন্তর্গত। আয়তন ৪,০১৬।

হাঙ্গেরী (Hungary)—মধ্য-ইউরোপের একটি সাধারণতন্ত্র। ইহা পূর্ব্বে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৯-এর ১৮ই আগস্ট এখানে সোভিয়েৎ ধরণের সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আয়তন ৩৫,৯১১। লোকসংখ্যা ৯,১৬৫,০০০। ইহার যুগ্ম রাজধানী বুডাপেস্ট (Buda-Pest)।

হাজারিবাগ—১। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ছোটনাগপুর বিভাগের একটি জেলা। ২। হাজারিবাগ জেলার প্রধান নগর।

হাজিগঞ্জ—পাকিস্তানের ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত স্থান। চাউল ও সুপারির কারবারের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ।

হাডসন (Hudson)—১। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স্ (Massachusetts) রাজ্যের অন্তর্গত শহর। ২। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক (New York) রাজ্যের একটি শহর। ৩। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক রাজ্যের একটি নদী। ইহা ৩৫০ মাইল দীর্ঘ।

হাতিয়া—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত একটি দ্বীপ। নোয়াখালি জেলায় যতগুলি দ্বীপ অবস্থিত, তন্মধ্যে এই দ্বীপটি বেশ বড়। ইহা মেঘনা নদীর মোহানায় অবস্থিত।

হাভানা (Havana)—'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' (West Indies) দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কিউবা (Cuba) দ্বীপের রাজধানী। 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপপুঞ্জের ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর।

হামবুর্গ (Hamburg)—১। উত্তর জার্মানির নিকট রাজ্য। ইহার আয়তন ১৬০। ২। জার্মানির একটি শহর। ইহা এলব্ (Elbe) নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

হায়দরাবাদ—১। দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পূর্ব্বতন করদ রাজ্য। ইহার রাজধানীর নামও হায়দরাবাদ। সেকেন্দ্রাবাদ প্রধান শহর ও জেলা। ইহার রাজাকে 'নিজাম' বলা হইত। আয়তন ৮২,৩১৩। লোকসংখ্যা ১৮,৬৫২,৯৬৪। হায়দরাবাদে গোলযোগের দরুণ ১৯৪৮-এ বল্লভভাই প্যাটেল ইহার বিরুদ্ধে পুলিসি অভিযান চালান এবং রাজ্যটি সামরিক শাসনকর্ত্তা জে. এন. চৌধুরী কর্ত্তৃক শাসিত হইতে থাকে। ১৯৪৯-এ ২৩শে নভেম্বর নিজাম এক ঘোষণা দ্বারা রাজ্যটিকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেন। ইহা 'খ'-শ্রেণীভুক্ত রাজপ্রমুখ-শাসিত রাজ্য বলিয়া প্রচারিত হয়। প্রধান ভাষা—তেলেগু, মারাঠী, কানাড়ী ও উর্দ্দু। অজন্তা ও ইলোরা গুহা এখান অবস্থিত। হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া 'হায়দরাবাদ সিটি' নামে জেলাটি হইয়াছে। ওয়ারাঙ্গাল দ্বিতীয় শহর। ২। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি রেলওয়ে স্টেশন।

হার্টফোর্ড (Hartford)—১। যুক্তরাষ্ট্রের কনেক্টিকাট (Connecticut) রাজ্যের রাজধানী। ২। যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ান রাজ্যের রাজধানী।

হার্ভার্ড (Harvard)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিখ্যাত শহর। স্থানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

হিঙ্গলা—বীরভূম জেলার একটি নদী।

হিণ্ডেনবুর্গ (Hindenburg)—জার্মানির সাইলেসিয়া নামক রাজ্যের শহর। সাইলেসিয়ার কয়লার খনির নিকটে ইহা অবস্থিত। কলকজা ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য এ স্থান বিখ্যাত।

হিন্দুকুশ—আফিগানিস্তানের উত্তরে পর্ব্বতমালা। ইহাকে পশ্চিম হিমালয়েরই একটি শাখা বলা হয়। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ২০,০০০ ফুট।

হিমায়েতপুর—পাবনা জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। সৎসঙ্গ আশ্রমের জন্য ইহা বিখ্যাত ছিল।

হিমালয়—ভারতবর্ষ ও তিব্বতের মধ্যে অবস্থিত পর্ব্বতমালা। ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ তিনটি—এভারেস্ট, গড্উইন অস্টেন (Godwin Austen) ও কাঞ্চনজঙ্ঘা। উহাদের উচ্চতা যথাক্রমে ২৯,০০২; ২৮,৮১৫ ও ২৮,২৫০ ফুট। ইহা ১৫০০ মাইল দীর্ঘ।

হিলিওপলিস (Heliopolis)—লেবাননের বাল্বেক (Ba'albek) নামক শহরের প্রাচীন নাম।

হুগলী—বর্দ্ধমান বিভাগের একটি জেলা। ইহার তিনটি প্রধান শহর—চুঁচুড়া, হুগলী ও শ্রীরামপুর।

হেক্লা (Hecla)—দক্ষিণ-পশ্চিম আইস্ল্যাণ্ডের (Iceland) একটি আগ্নেয়গিরি। ইহার উচ্চতা ৬,১১০ ফুট।

হেগ, দি (Hague, The)—দক্ষিণ হল্যাণ্ডের (Holland) রাজধানী। ইহা নেদারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের প্রধান কর্ম্মস্থল। আন্তর্জ্জাতিক বিচার আদালত (Permanent Court of International Justice) এখানে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৪২,০৭৩।

হেজাজ—সৌদি-আরবের মরুভূমিপ্রায় অঞ্চল। লোহিত সাগরের তীরে ইহা অবস্থিত। মক্কা ইহার রাজধানী। মদিনা ইহার আর একটি বিখ্যাত শহর। আয়তন ১,৫০,০০০। লোকসংখ্যা ১,০০০,০০০।

হেতমপুর—বীরভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার রাজপরিবার সুপরিচিত। এখানে একটি কলেজ আছে।

হেলসিঙ্কি (Helsinki)—ফিন্ল্যাণ্ড রাজ্যের রাজধানী। পূর্ব্বনাম হেল্সিংফোর্স।

হোয়াং-হো—চীনের নদীবিশেষ। ইহার অপর নাম পীত নদী। ('পীত নদী' দ্রঃ)।

হ্যাংকাউ (Hankow)—চীনের পূর্ব্বতন ইংরাজ-অধিকৃত বন্দর, ইয়াং-সি নদীর মোহনা হইতে ইহা ৭০০ মাইল দূরে অবস্থিত। শিল্পপ্রধান অঞ্চল। ইহাকে ('Treaty port') বলা হইত।

হ্যানয়—ইন্দোচীনের ভিয়েটনাম নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের টংকিং প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর।

হ্যানোভার—জার্মানির শিল্প ও বাণিজ্য-প্রধান শহর। লোকসংখ্যা ৩৫৪,৯৫৫।

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

প্রবচন-সংগ্রহ

অ

অকাজে বউড়ী দড়,
লাউ কুটতে খরতর।
—সাধারণতঃ অন্য আনাজ কোটা অপেক্ষা লাউ কোটা অধিকতর সহজ। যে বউ খাটিতে চায় না, সে লাউ কোটার মত সহজ কাজ করার ছল খোঁজে। তাৎপর্য্য :—অকেজো লোককে দিয়া কোন কাজের কাজ হয় না, সে কেবল বাজে কাজ করে।

অকাল গেল, সুকাল এল,
খেলে কাঁটালের কোষ,
এখন কি ব'লে পালাবে বোন্‌পো,
দিয়ে মাসীর দোষ!
—দুঃখের দিনে মাসীর গাছের কাঁটাল খাইয়া বোনপোর দিন কাটিল। তারপর সুসময় আসিলে সে মাসীর দোষ দেখাইয়া সরিয়া পড়িল। তাৎপর্য্য :—অসময়ে উপকৃত হইয়া সুসময়ে তাহা অস্বীকার করা।

অকাল গেল, সুকাল এল,
পাক্‌ল কাঁটাল কোষ,
আজ বন্ধু ছেড়ে যাও
দিয়ে আমার দোষ।
—কাকের অসময়ে এক পানকৌড়ি তাহাকে মাছ খাওয়াইয়া সাহায্য করিত। পরে বনে কাঁটাল পাকিলে উহা খাইবার জন্য কাক পানকৌড়িকে এই বলিয়া দোষ দিয়া চলিয়া গেল যে, তাহাকে পচা পুকুরের মাছ খাওয়ানো হইয়াছিল, ইত্যাদি। তাৎপর্য্য :—আগের প্রবাদটি দ্রঃ।

অকালে (আকালে) কি না খায়।
(Necessity knows no law)
—দুর্ভিক্ষের সময়ে লোক খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে না। অবস্থার ফেরে লোকে অনেক সময় অসঙ্গত কাজও করিয়া থাকে।

অকালে খেয়েছ কচু,
মনে রেখ কিছু কিছু।
—সুখের দিনে অতীতের দুঃখের দিনের কথা মনে রাখিতে হয়।

অকালে না নোয় বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ—'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ' দ্রঃ।

অকালের তাল বড় মিষ্টি—যে সময়ে যে জিনিসের আশা করা যায় না, সে সময়ে সেই জিনিসটি পাইলে খুব আনন্দ হয়।

অকেজো নাপিতের বোঝা ভরা খুর—অকেজো লোক কাজের চেয়ে বাজে তোড়জোড়ই বেশী করে।

অকেজো বউ লাউ কুট্‌তে দড়—"অকাজে বউড়ী দড়..." দ্রঃ।

অকেজোর তিন কাজ বড়, ভোজন নিদ্রা ক্রোধ দড়।—অলস ব্যক্তির আহার, নিদ্রা ও রাগ বেশী।

অগুণস্য হতং রূপম্‌—গুণ না থাকিলে রূপের মূল্য নাই।

অঘটির (বা আদেখ্‌লের) ঘটি হল, জল খেতে খেতে প্রাণটা গেল।
—যাহার কোন দিন ঘটি ছিল না, সে যদি ঘটি পায়, তাহা হইলে সে অনবরত জল খাইতে থাকে। তাৎপর্য্য :—যে কখন কোন জিনিস ভোগ করিতে পারে নাই, সে যদি সেই জিনিস পায়, তাহা হইলে সে সেই জিনিস অনবরত ব্যবহার করে।

অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি—অঙ্গারকে শতবার ধুইলেও তাহার মালিন্য দূর করা যায় না। তাৎপর্য্য :—যাহার যাহা প্রকৃতি তাহা সহজে বদলায় না।

অজগরের দাতা রাম—[অজগর আহার সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত অলস। তাহা হইতে লোকের ধারণা, অজগর নড়িতে

দ্রষ্টব্য :—প্রবচনগুলির তাৎপর্য্য বজায় রাখা হইয়াছে। আক্ষরিক অর্থ সর্ব্বত্র রাখা হয় নাই।

চড়িতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা ভুল। অজগর রীতিমত গতিসম্পন্ন সর্প।] অজগর সাপ নিজের অঙ্গচালনা করিয়া খাইতে পারে না। রাম বা ঈশ্বর তাহার আহার যোগান। তাৎপর্য্য ঃ—নিরুপায়ের উপায় ভগবান্। অনুরূপ প্রবাদ ঃ—"জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি"।

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে
প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব
বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

—ছাগলের লড়াইয়ে, মুনিদের শ্রাদ্ধে, প্রভাতের মেঘে এবং দম্পতির পরস্পর বিবাদে প্রথমতঃ বাড়াবাড়ি হইলেও, ফল সামান্যই হয়।

অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার (Much ado about nothing)—ছাগল যুদ্ধ করিবার জন্য খুব লম্ফঝম্প করে। কিন্তু বস্তুতঃ যুদ্ধ করিতে বড় একটা অগ্রসর হয় না। তাৎপর্য্য ঃ—যাহারা বেশী আস্ফালন করে তাহারা প্রায়ই কোন কাজ করিতে পারে না।

অজীর্ণে ভোজনং বিষম্—
অনভ্যস্তা বিষং বিদ্যা বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।
অরোগে তু বিষং বৈদ্যো হ্যজীর্ণে
ভোজনং বিষম্॥

—অনভ্যস্তা বিদ্যা বিষবৎ অর্থাৎ তাহাতে কুফলই হয়; যুবতী নারী বৃদ্ধের পক্ষে বিষতুল্য; নীরোগ ব্যক্তির পক্ষে বৈদ্য বিষবৎ, কারণ তিনি স্বার্থপর হইলে রোগ সৃষ্টি করিতেও পারেন; এবং ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে পুনরায় ভোজন বিষবৎ ক্রিয়া করে।

অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে
সরে।
সজ্ঞানে করে পাপ, সঙ্গে সঙ্গে
ফেরে॥

—না বুঝিয়া পাপ করিলে জ্ঞান হইলে সেই পাপপথ হইতে ফেরা যায়, কিন্তু জানিয়া-শুনিয়া পাপ করিলে সেই পাপ হইতে আর মুক্তিলাভ হয় না।

অজ্ঞানের কালে জানে না; অমানুষের কালে মানে না।—শিশু বুঝিতে পারে না বলিয়াই দোষ করে; কিন্তু মনুষ্যত্বহীন লোক দোষকে দোষ বলিয়া জানিয়াও তাহা গ্রাহ্য করে না।

অতিক্ষুধা যার, হাড় কাঁটা তার—যাহার চাহিদা বেশী, সে কম পায়। অসঙ্গত আশার ফল ভালো হয় না।

অতিদর্পে হতা লঙ্কা—'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্' দ্রঃ।

অতিদানে বলির পাতালে হইল ঠাঁই—প্রহ্লাদের পৌত্র বলি অত্যন্ত দানশীল রাজা ছিলেন। বামনরূপে আগত ভগবান্‌কে তিনি ত্রিপাদ-ভূমি দান করিলে তাঁহার অবশিষ্ট কিছুই রহিল না। তখন তাঁহাকে পাতালে যাইতে হইল। তাৎপর্য্য ঃ—কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

অতি প্রণয় যেখানে, নিত্য যাবে না সেখানে; যদি যাবে নিত্যি, ঘট্‌বে একটা কীর্ত্তি।—যেখানে বেশী আত্মীয়তা, সেখানে বেশী মাখামাখি করিতে নাই; করিলে কলহ ও বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর; অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।—অনেক সময় যে গুণবান্ বা যোগ্য তাহার পক্ষে যথোপযুক্ত স্থান পাওয়া শক্ত হইয়া উঠে। অনন্যসাধারণ ব্যক্তির যোগ্য বস্তু পাওয়ার সুবিধা সব সময়ে ঘটিয়া ওঠে না।

অতি বড় সোদর, তিন দিন করবে আদর—যতই আত্মীয়তা থাক, গলগ্রহ হইয়া থাকিলে বেশী দিন আদর পাওয়া যাইবে না।

অতি বাড় বেড় নাকো ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে। অতি ছোট হয়ো নাকো ছাগলে মুড়াবে। (Observe the golden mean)—গাছ বেশী বড় হইলে ঝড়ে ভাঙ্গিবে। আবার নিতান্ত ছোট গাছ ছাগলে খাইয়া ফেলিবে। তাৎপর্য্য ঃ—বেশী অহঙ্কার বা বেশী বিনয়—কোনটাই ভালো নয়; মাঝামাঝি পথই সবচেয়ে ভালো।

অতি বুদ্ধির (বা চালাকের) গলায় (বা হাতে) দড়ি, অতি বোকার পায়ে বেড়ি—অনেক লোক বেশী চালাকী করিতে গিয়া ঠকিয়া মরে। পক্ষান্তরে অত্যন্ত বোকা হওয়াও বিপজ্জনক। মাঝামাঝি বুদ্ধিই সংসারের উপযোগী।

অতি বুদ্ধির হা ভাত—যে লোক অতি-মাত্রায় চালাকী করিতে যায়, তাহার ভাগ্যে ভাত জুটে না অর্থাৎ দুরবস্থার সীমা থাকে না।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—"অন্তরে এত খলতা, মুখে তোর অতি শীলতা, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ"—দাশু রায়। তাৎপর্য্য ঃ—বেশী ভালমানুষী দেখাইলে প্রায়ই সে লোক সত্যকার ভালো হয় না। অসঙ্গত ভক্তি বা আনুগত্য স্বভাবতঃ সন্দেহজনক।

অতিমন্থনে বিষ ওঠে—ভাল কাজেরও বাড়াবাড়ি করিলে ফল খারাপ হয়।

অতি মেঘে অনাবৃষ্টি—বেশী আড়ম্বর করিলে কোন কাজ হয় না।

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট—এক তাঁতী শিবের নিকট বর চাহিয়াছিল, তাহার চারিটি হাত ও দুটি মাথা হোক্। বর পাইয়া ফিরিবার পথে লোকে তাহাকে রাক্ষস ভাবিয়া মারিয়া ফেলে। তাৎপর্য্য ঃ—আপন শক্তির সীমা ছাড়াইয়া গেলে অনর্থ হয়। বেশী লোভ করিতে গেলে সবকিছুই হারাইবার সম্ভাবনা।

অতি সাধ অতি বিষাদ—বেশী আশা যেখানে সেখানেই বেশী দুঃখ।

অদন্তের দাঁত হলো, কামড় খেতে প্রাণটা গেল—যে শিশুর সবেমাত্র দাঁত উঠিয়াছে, তাহার নিকটে কিছু লইয়া গেলেই সে তাহাতে কামড় দিয়া বসে। তাৎপর্য্য ঃ—কেহ কোন নূতন দ্রব্য পাইলে তাহার অত্যধিক ব্যবহার করে। অন্য অর্থ ঃ—নীচ ব্যক্তির হঠাৎ কর্তৃত্ব দুঃখদায়ক।

অদন্তের হাসি, দেখ্‌তে (বা বড়) ভালবাসি—যাহার দাঁত উঠে নাই অর্থাৎ যে নিতান্ত শিশু, তাহার হাসি বড় মিষ্ট। শিশুর সবই মনোহর।

অদৃষ্টে করলা ভাতে, বীচি কচ্‌কচ্ করে তাতে, পড়লো বীচি বুড়োর পাতে—গরীব বৃদ্ধ গৃহস্থের বহু চেষ্টায় মাত্র করলা ভাতে জুটিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে করলা ভাতের অন্য অংশ দন্তহীন বৃদ্ধের পাতে না পড়িয়া বীচি পড়ায় তাহার আহার করা হইল না। তাৎপর্য্য ঃ—অদৃষ্ট অপ্রসন্ন হইলে কিছুতেই সুখ মিলে না। অনুরূপ প্রবাদ—"অদৃষ্টে করলা ভাজা, বীচি ঘস্ ঘস্। কচু থেকে লতা ভাল খায় কস্ কস্।"

অদৃষ্টের (কপালের) কিল পুতেও কিলোয়—বরাত খারাপ হইলে অতি আপনজনও বিরূপ হয়।

অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল—যাহা বরাতে আছে, তাহা হইবেই।

অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ—
মাসমেকং নরো যাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।
অহিরেকং দিনং যাতি অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ॥
শব্দাংশে দ্রঃ।

অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া—এক শূকর বনে হঠাৎ এক সিংহের সম্মুখে পড়িলে সে মুখে সাহস দেখাইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া বলে—
সপ্তসিংহা জিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চ ব্যাঘ্রাস্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া॥

অর্থাৎ আমি ইতঃপূর্ব্বে সাতটি সিংহ, পাঁচটি বাঘ আর তিনটি হাতীকে পরাজিত করিয়াছি। আজ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ হইবে, দেবতারা দেখিবেন।

তাৎপর্য্য ঃ—বিপদের কালে ধৈর্য্যধারণ করিয়া শক্তির অভাব সাহস দ্বারা পূরণ করিয়া লওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

অধিক খেতে করে আশা,
তার নাম বুদ্ধিনাশা।
—অতি লোভ বোকামির পরিচয়।

অধিকং তু ন দোষায়—ভাল কাজ বেশী হইলে তাহাতে দোষ নাই।

অধিক (অনেক) সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট (Too many cooks spoil the broth)—গাজনের সময়ে অনেক সন্ন্যাসী যদি একত্র হয়, তাহা হইলে কলহ উপস্থিত হয়। ফলে গাজন নষ্ট হয়। তাৎপর্য্য ঃ—এককালে অনেকেই কর্ত্তা সাজিলে কাজ নষ্ট হয়।

অনটনের দুনো ব্যয়—যেখানে অভাব, সেখানে খরচও বেশী।

অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়-চড় করে—যাহার যে কাজে অভ্যাস নাই, সে সেই কাজ করিতে অসুবিধা বোধ করে।

অনাথের দৈব সখা—দুঃখীর সহায় ভগবান্। কেহই অসহায় নয়।

অনাহ্বানের নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নেই—গায়ে পড়া কাজের শেষরক্ষা কঠিন।

অনাবৃষ্টে রাজ্য মজে,
পাপে মজে ধর্ম্ম।
কোটালে গৃহস্থ মজে,
আলস্যে মজে কর্ম্ম॥
—একের পাপে বহুর কষ্ট।

অনেক কালের ছিল পাপ, ছেলে হল সতীনের বাপ—স্ত্রীলোকের সপত্নী সবচেয়ে বড় শত্রু এবং (স্বামী ও) পুত্রই সবচেয়ে বড় অবলম্বন। সেই পুত্রও সতীনের বাপ অর্থাৎ সতীনের চেয়ে অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়া দাঁড়াইলে বহুকালের পাপের ফলই বুঝায়। তাৎপর্য্য ঃ—যেখানে সুখশান্তির আশা করা যায়, সেখান হইতেও দুঃখ লাভ ঘটে।

অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও—পরিমিত ভোজন করিলে দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। আর দীর্ঘায়ু হইলে বহুদিন ধরিয়া খাওয়া যায়। অপরিমিত ভোজনে অল্পায়ু হয়।

অনেক গর্জ্জনে ফোঁটা বৃষ্টি—যেখানে তোড়জোড় বেশী, সেখানে আসল কাজ কম হয়।

অনেক (অগাধ) জলের মাছ—'গভীর জলের মাছ' দ্রঃ।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' দ্রঃ।

অন্ধকারে ঢেলা মারা বা ঢিল ছোঁড়া—আন্দাজে কিছু করা।

অন্ধকারে লাউ কোটা—অতি সোজা কাজ করা অথবা চুপেচাপে কাজ হাসিল করা।

অন্ধ জাগো, না, কিবা রাত্রি কিবা দিন—অন্ধের পক্ষে কি ঘুমে কি জাগরণে রাত্রিদিন সমান। যাহার দুইই সমান তাহার করিবার কিছুই নাই।

অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন—'অন্ধ জাগো' ইত্যাদি দ্রঃ।

অন্ধের নড়ি, কৃপণের কড়ি—দুই-ই অতি যত্নের।

অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ—অর্থাভাবে কোন বিদ্যা বা গুণই স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না।

অন্নচিন্তা চমৎকারা কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা—অন্নচিন্তা করিলে কালিদাসের মত অত বড় পণ্ডিতেরও বুদ্ধি ঠিক থাকে না। তাৎপর্য্য ঃ—অভাব থাকিলে বুদ্ধিশুদ্ধি সবই লোপ পায়।

অন্নচিন্তা চমৎকারা, ঘরে ভাত নাই জীয়ন্তে মরা—যাহার ভাতের চিন্তা থাকে সে বাঁচিয়া থাকিলেও মরার মত কাটায়।

অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি—ভাল চাউলের ভাতে ঘি দিলে তাহা খাইতে ভাল লাগে। ভাল পাত্রের সহিত মেয়ের বিবাহ দিলে তবেই সে মেয়ে সুখী হয়। তাৎপর্য্য ঃ—যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের সংযোগই সুখকর।

অন্ন নাই যার ঘরে, তার মানে কি বা করে—যে খাইতে পায় না, তাহার আবার মান-অপমান কিসের? অর্থেই সম্মান।

অন্নবল নেই, অগ্নিবল আছে—ভাত যোগাড় হয় না অথচ ক্ষুধার বাড়াবাড়ি আছে। তুঃ—নেই ঘরের খাই বেশী।

অন্ন বিনা চর্ম্ম দড়ি, তৈল বিনা গায়ে খড়ি।—অভাবের তাড়নায় দারুণ কষ্ট পাইতে হয়।

অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি—সকলে ঠকিতে পারে, কিন্তু আমাকে ঠকান সহজ নয় (বিদ্যাসুন্দর কাব্যের হীরা মালিনীর উক্তি)।—মুদী চিনির বদলে ভুয়া (অর্থাৎ নিকৃষ্ট গুড়) দিয়া লোককে ঠকায়, কিন্তু আমি চিনিতে পারি বলিয়া আমাকে ঠকাইতে পারে না।

অন্যে পরে কা কথা—যাহার দুরবস্থার কথা কেহ ভাবিতে পারে নাই, তাহারই যখন দুরবস্থা হইল, তখন অন্য যত সাধারণ লোকের কথা বেশী কি? পূর্ণ শ্লোকটি এই—

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ,
ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ।
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো
লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ
বিষ্ণুঃ স্বয়ং।
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে
পরে কা কথা॥

অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে—যে অপব্যয় বা বৃথা অর্থ নষ্ট করে, সে শীঘ্রই দরিদ্র হইয়া পড়ে।

অপরং বা কিং ভবিষ্যতি—
ভোজনং যত্র কুত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতীতীরেঽপরং বা কিং ভবিষ্যতি॥
—একটি মৃতব্যক্তির কপালের হাড় দেখিয়া এক গণক এইরূপে ইহার অদৃষ্ট গণনা করিয়াছিলেন। ভোজন যেখানে সেখানে, শয়ন হাটের চালায়, মৃত্যু গো-ভাগাড়ে, আর কি বা হইবে?—দুর্গতি চরমে উঠিলে এই কথা বলা হয়।

অবলার মুখে বল—স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথায় আঁটা শক্ত।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা—সর্ব্বত্র একই নীতি অবলম্বন করা যায় না। আগে অবস্থা ভাল করিয়া জানিয়া তবে প্রয়োজনমত কার্য্য করিতে হয়।

অবাক্ কলির অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার—কাল মন্দা পড়িলে নির্গুণেরই আদর হয়।

অবাক্ কল্লি ভবি (রাধা), অম্বলে দিলি আদা—অম্বলে আদা দিলে অম্বল নষ্ট হয়। তাৎপর্য্য ঃ—যাহা কর্ত্তব্য নয়, তাহা করিয়া কোন কার্য্য পণ্ড করা।

অবাক্ ক'ল্লে নাকের নথে, কাজ কি আমার কানবালাতে।—যে স্থলে অল্প আশার পূরণ হয় না, সে স্থলে অধিক আশা নিষ্ফল।

অবুঝে বুঝাব কত, বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিরে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে।—যে বুঝিতে চায় না, তাহাকে বুঝান নিষ্ফল। ঢেঁকিকে যতই বুঝাও, সে কিছুতেই ধান ভানা ছাড়িতে পারিবে না। তাৎপর্য্য ঃ—যে যে-পথে চলিতে অভ্যস্ত, সে সে-পথে চলিবেই।

অবোধারে মারে বোধায়, বোধারে মারে খোদায়—চালাক লোক বোকাকে ঠকাইয়া বাহাদুরি করে, কিন্তু ঈশ্বরের বিচারে সে উহার প্রতিফল পায়।

অবোধের (পাগলের) গোবধে আনন্দ—বুদ্ধিহীন লোক খারাপ কাজ করিয়া আনন্দ পায়।

অবোলা বলে বড়, অফলা ফলে দড়—সহজে যে কথা বলে না, সে কথা বলিতে আরম্ভ করিলে বেশী বলে। যে গাছে

সহজে ফল ধরে না, সে গাছে যখন ফল ধরে, তখন বহুসংখ্যক ফল হয়। তাৎপর্য্য ঃ—আপাতদৃষ্টিতে কাহারও ভালমন্দ বুঝিতে পারা যায় না।

অব্রাহ্মণের দীর্ঘ ফোঁটা—অকর্ম্মণ্য লোকের চাল বেশী।

অভদ্রা বরষা কাল, হরিণী চাটে বাঘের গাল। শোন্‌রে হরিণী তোরে কই, সময় গুনে সবই সই।—বর্ষাকালে বাঘ খাইতে না পাইয়া শক্তিহীন। সেই সময় হরিণী বাঘের গাল চাটিতেছে। তাৎপর্য্য ঃ—সময় মন্দ পড়িলে অনেক সময়ে সবলকে দুর্ব্বলের অপমান সহ্য করিতে হয়।

অভাগা যদ্যপি (যেদিকে) চায়, সাগর শুকায়ে যায়—সাগর শুকানো অসম্ভব; কিন্তু অভাগা সাগরের কাছে গেলে সাগরও শুকাইয়া যায়। তাৎপর্য্য ঃ—যাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহার সব আশাই ব্যর্থ হয়।

অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের মাগ মরে—যাহার ঘোড়া মরে, সে অভাগা; কারণ সে ঘোড়া হইতে যে লাভ করিত, তাহা হইতে বঞ্চিত হয়; কিন্তু যাহার স্ত্রী মারা যায়, সে ভাগ্যবান্‌; কারণ সে পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন বউ ও যৌতুকাদি লাভ করে। তাৎপর্য্য ঃ—অদৃষ্ট অনুযায়ী মানুষের শুভ-অশুভ ফল লাভ হয়।

অভাগার নাই যম বা অভাগার যমও নাই—দুঃখী সহজে মরে না।

অভাগিনীর দুটো (দুই) পুত, একটা দানা একটা ভূত—যে স্ত্রীলোকের ভাগ্য মন্দ, তাহার পুত্রসুখও নাই। দুইটি পুত্রই মন্দ। তাৎপর্য্য ঃ—যাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহার কোনও রকমে সুখ হয় না।

অভাবে স্বভাব নষ্ট—অভাবে স্বভাব খারাপ হইয়া যায়। অভাবে পড়িলে মানুষ অনেক খারাপ কাজ করিতে বাধ্য হয়।

অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট বরণে।
ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে॥

[বরণে=ব্রণে ; মারণে=মারধর করিলে]।

অভ্যাসে সয়, অনভ্যাসে নয়—অভ্যাস করিলে সকলই সহ্য হয়।

অমাবস্যার প্রদীপ টিপ্‌ টিপ্‌ করে—চারিদিকে অমাবস্যার মত ঘোর অন্ধকারে একটি প্রদীপের আলো অতি সামান্যই কার্য্যকরী হয়। তাৎপর্য্য ঃ—মহাবিপদের সময়ে সামান্য একটু সান্ত্বনা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

অমৃতং বালভাষতম্‌—বালকের কথা প্রয়োজনে না লাগিলেও শুনিতে ভাল লাগে।

অমৃত বা কি পদার্থ, খেয়ে দেখি না জল (Distance lends enchantment to the view)—কল্পনায় অনেক জিনিস মনে হয় অতি সুন্দর, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা বাস্তবে তত সুন্দর নয়।

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌—

ইতরপাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

—অন্য দুঃখ যত বেশী হউক, সহ্য করা যায়; কিন্তু অরসিকের নিকট রস নিবেদন করিতে বাধ্য হওয়া অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছুই নাই; কারণ সে তাহার মূল্য বুঝে না। তাৎপর্য্য ঃ—মূল্যবান্‌ কার্য্য বা কথার উপযুক্ত সমঝ্‌দার না পাওয়া গেলে বড়ই দুঃখ হয়।

অর্‌গুণ নেই বরগুণ (ছারগুণ) আছে—অর্‌গুণ অর্থাৎ ভিতরে কোনও গুণ নাই, কেবল বরগুণ বা বাহিরের গুণ আছে। বাহিরের সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু অন্তরে কোনও গুণ নাই। অথবা—অর্‌ (হর) গুণ=মহাদেবের গুণ অর্থাৎ জগতের মঙ্গল করার শক্তি নাই, কিন্তু দৈত্যদিগকে বর দিয়া জগতের অনিষ্ট করার শক্তি আছে। তাৎপর্য্য ঃ—ভাল করিতে পারে না, মন্দ করিতে পটু।

অরাঁধুনীর হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে।
না জানি রাঁধুনী মোর কেমন করে রাঁধে॥

—আনাড়ী লোকের হাতে পড়িলে ভাল জিনিসও খারাপ হয়।

অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল, বর্ষার ছাতি, ভট্‌চায্যির পাঁতি (পুঁথি)—অতি প্রয়োজনীয় বস্তু।

অর্থই অনর্থের মূল (Money is the root of all evils)—অর্থ হইতেই যত গোলমালের সৃষ্টি।

অর্থস্য পুরুষো দাসঃ—

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলিলেন,
অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধশ্চার্থেশ্চ কৌরবৈঃ॥

—মানুষ অর্থের বশ কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। ইহা অতি সত্য কথা। এই হেতুই আমি কৌরবদের অর্থে বশীভূত হইয়া তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও তোমার পক্ষ অবলম্বন করিতে পারি না। তাৎপর্য্য ঃ—অর্থ মানুষের বিবেক ও জ্ঞান নষ্ট করে।

অলকাতিলকা সার—বাহিরের ভড়ং আছে কিন্তু অন্তরের ভক্তি নাই। [অলকা-তিলকা=কেশবিন্যাস ও তিলকাদির দ্বারা অঙ্গরাগ]।

অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ ক্ষিধে—যে অতি দুর্ভাগা ও দরিদ্র, তাহারই ক্ষুধা বেশী হয়।

অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশী, কাঙালের ক্ষুধা বেশী—লক্ষ্মীছাড়ার ঘুম বেশী, দরিদ্রের ক্ষুধা প্রবল।

অলাভের বাণিজ্য, কচকচি সার—কিছু লাভের আশা নাই, কেবল ঝগড়াঝাটি ও গোলমাল।

অল্প জলের পুঁটি মাছ ফর্‌ ফর্‌ করে—বিদ্যাহীন লোকই বিদ্যার আড়ম্বর বেশী করিয়া থাকে।

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী (A little learning is a dangerous thing)—সামান্য বিদ্যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যাহার বিদ্যা অল্প, সে বিদ্যার বড়াই করিয়া বেড়ায় ও নিজে বিদ্বান্‌ বলিয়া জাহির করিবার জন্য না বুঝিয়া অনেক অকাজ কুকাজ করে।

অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, বেশী বৃষ্টিতে সাদা হয়—শোকের সময় অল্প কাঁদিলে শোক বাড়িয়া যায়, কিন্তু বেশী কাঁদিলে মন পরিষ্কার হইয়া যায়; মনের মধ্যে কোন শোকজনিত গ্লানি থাকে না।

অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর—সামান্য শোকে লোকে বিশেষ কাতর হইয়া পড়ে, কিন্তু বেশী শোক পাইলে দুঃখ এত বেশী হয় যে, লোকে জড়ের মত হইয়া যায়; সে কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না।

অল্পানামপি বস্তূনাং
সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।

ক্ষুদ্রবস্তুরও সমষ্টি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। একতাই বল।

অশথের ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া—সংসারের যাহা ভাল ও খাঁটি, তাহাকেই গ্রহণ করিতে হয়।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ—যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যকে এই কথাটি বলিয়াছিলেন। অশ্বত্থামা নামে একটি হাতী মরিয়াছে, ইহাই অর্থ। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাই মারা গিয়াছে। তাৎপর্য্য ঃ—সত্য বলার নাম করিয়া মিথ্যা বলা।

অসারে জল সার—অন্য কোন উপায় না থাকিলে সামান্য উপায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়।

অসারের তর্জ্জনগর্জ্জন সার (Empty vessel sounds much)—যে লোক বেশী আস্ফালন করে, সে লোক কোনও কাজের নয়।

অস্থানে তুলসী, অপাত্রে রূপসী—

অনেক সময় যোগ্যতা অনুসারে স্থান পাওয়া যায়না।

অস্থিত পঞ্চে পড়া—অস্থিত বলিতে অস্থিত পঞ্চম নামক পাটীগণিতের অঙ্ক বিশেষকে বুঝায়। তাৎপর্য্য :—সঙ্কটে বা কঠিন সমস্যায় পড়া।

অহঙ্কারে গদগদ, ভূমিতে না পড়ে পদ—অত্যধিক অহঙ্কার প্রকাশ করা।

আ

আউলে বাঘ জালে পড়ে—যাহারা মন স্থির করিয়া কাজ করিতে পারে না, তাহাদের প্রতি পদে বিপদ্। [আউলে= অস্থির]।

আঁটুনি কস্থনি সার—কেবলমাত্র আড়ম্বর, কাজে কিছুই নয়।

আঁত পাওয়া ভার—মনের ভাব বোঝা শক্ত।

আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ—যেমন চেহারা তেমনি বুদ্ধি। সাধারণতঃ স্থূলকায় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি স্থূল হইলে এইরূপ বলা হয়।

আকালে কিনা খায়; পাগলে কিনা কয়—দুর্ভিক্ষের সময়ে লোকে যাহা পায় তাহাই খায়; পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া যায়। তাৎপর্য্য :—বুদ্ধিহীন লোকের কথার কোন মূল্য নাই।

আকালের ভাত যুগের খোঁটা—অসময়ে দুইটি খাইতে দিয়া চিরকাল ধরিয়া খোঁটা দেওয়া। তাৎপর্য্য :—অসময়ে উপকার করিয়া চিরজীবন ধরিয়া সেই কথার উল্লেখ করা।

আকাশ পাতাল তফাৎ—অত্যন্ত পার্থক্য। তুঃ—আশ্‌মান জমীন ফারাক্।

আকাশ (আকাশের চাঁদ) হাতে পাওয়া—অপ্রত্যাশিত প্রিয় বস্তু বা বিষয় লাভ করা।

আকাশে থুতু ফেললে নিজের গায়ে পড়ে—উপর দিকে থুতু ফেলিলে তাহা নিজের গায়েই পড়ে। তাৎপর্য্য :—মহৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে নিন্দা করিলে নিজেকেই ছোট করা হয়।

আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা—দুরাশার বশে অপ্রাপ্য বস্তু পাওয়ার চেষ্টা করা।

আগ নাংলা (নাঙ্গলে) যেদিকে যায়, পাছ নাংলা (নাঙ্গলে) সে দিকে ধায়—জমি চাষ দিবার সময় একজন যেদিকে লাঙ্গল দিয়া চষিতে চষিতে যাইতেছে, অন্য জনেও সেইদিকেই লাঙ্গল লইয়া চষিতে চষিতে যায়। অন্যের অন্ধ অনুকরণ করা।

আগাছার বড় বাড়—আগাছাই তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে। তাৎপর্য্য :—যে জিনিসের দরকার নাই, সেই জিনিসই বেশী দেখা যায়।

আগুন চাপা থাকবার নয়—গুণ বা পাপ কখনও চাপা থাকে না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে।

আগুন নিয়ে খেলা—যাহাতে বিপদ্ ঘটিতে পারে বা যে ইচ্ছা করিলে অনিষ্ট করিতে পারে তাহাকে লইয়া হেলাফেলা করা।

আগুনের কাছে ঘি—ঘি যদি আগুনের নিকটে থাকে, তাহা হইলে উহা গলিয়া যায়। তাৎপর্য্য :—প্রলোভনের বস্তুর নিকট থাকিলে মন আপনা হইতেই প্রলুব্ধ হয়।

আগু লাথ, পিছু বাত—আগে মারিয়া বাধ্য করা, পরে কথা বলা।

আগে আপন সামাল কর, শেষে পরকে গিয়ে ধর (Physician, heal thyself)—অপরের দোষ ধরিতে যাইবার পূর্ব্বে আপনার দোষ সংশোধন করিতে হয়।

আগে গেলেও নির্ব্বংশের বেটা, পিছে গেলেও নির্ব্বংশের বেটা।

—আগাইলেও মন্দ, পিছাইলেও মন্দ। যখন কোন কাজ করিয়া কোনপ্রকারে কাহারও সন্তোষলাভ করা যায় না, তখন এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

আগে গেলে বাঘে খায়,
পাছে গেলে সোনা পায়।

—অজ্ঞাত বিষয়ে অগ্রণী হওয়া সঙ্গত নয়; কারণ, উহাতে বিপদের আশঙ্কা থাকে। ঐরূপ কার্য্যে পূর্ব্বগামী জনের কার্য্যের ফলাফল বিচার করিয়া অগ্রসর হইলে সুফললাভের আশা থাকে।

আগে তিতা, শেষে মিঠা—প্রথমে অপ্রিয় হইলেও যাহা পরিণামে কল্যাণজনক সেইরূপ কাজ করা উচিত।

আগে দর্শনডারি (বা ডালি)
পিছে গুণ বিচারি।

—লোকে প্রথমে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়, পরে গুণের বিচার করে।

আগে দুঃখ পরে সুখ—দুঃখ না করিলে সুখলাভ হয় না।

আগে দেও কড়ি, পিছে দিব বড়ি—

—অনুরূপ প্রবাদ—"ফেল কড়ি মাখ তেল" (তাহা দ্রঃ)।

আগে দেখ, পরে লও,
শেষে দাও কড়ি

—জিনিস বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তবে দাম দিবে। বিচার করিয়া না কিনিলে ঠকিতে হয়।

আগে না বুঝিলে বাছা
যৌবনের ভরে,
পশ্চাতে কাঁদিতে হবে নয়নের
ঝোরে।

—যখন যৌবনের তেজ থাকে, তখন লোকে কাহারও পরামর্শ না শুনিয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করে। ইহার ফলে তাহাকে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে হয়।

আগে ভাল ছিল জেলে জালদড়া
বুনে,
কি কাজ করিল জেলে এঁড়ে গরু
কিনে।

—যাহার যে কাজ, তাহার পক্ষে সেই কাজ করাই মঙ্গল; নতুবা কষ্ট পাইতে হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল কল্লে এঁড়ে গরু কিনে।"

আগে হাতে দিয়ে খোলা, এখন হলে মনভোলা—আগে সর্ব্বনাশ করিয়া এখন ভালমানুষটি সাজিয়াছ। [হাতে খোলা দেওয়া=সর্ব্বস্বান্ত করা]।

আচারে বাড়া, বিচারে এড়া—বহুদিনের চলিত রীতির যাহাতে একটুও গোলমাল না হয় সেই জন্য সর্ব্বদাই খুব সতর্ক, অথচ বিচার করিয়া দেখে না উহা ভাল কি মন্দ।

আছে গরু, না বয় হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল—উপযুক্ত আপনজন থাকিলেও যদি তাহাকে দিয়া কোন কাজ না হয়, তবে এরূপ লোক থাকা আর না থাকা সমান; তাহাতে কোনদিনই দুঃখ ঘোচে না।

আছে, নিয়ে বিচার—নিজের হাতে যাহা আছে তাহা দিয়াই কাজ চালাইতে হয়।

আজ আমীর, কাল ফকির—মানুষের অবস্থা সর্ব্বদা সমান যায় না। কখনও ভাল, কখনও খারাপ হয়।

আজ মরলে কাল দু'দিন হবে—মানুষ মারা গেলে তাহার আত্মীয়স্বজন তাহার জন্য শোকপ্রকাশ করে বটে, কিন্তু যত দিন যায় ততই শোক কমিয়া আসে।

আটে-পিটে দড়, তবে ঘোড়ার উপর চড়—যথেষ্ট চট্‌পটে না হইলে ঘোড়ার উপর চড়িতে যাওয়া অনুচিত। তাৎপর্য্য :—কোনও কার্য্য করিবার যোগ্য না হইলে, সেই কার্য্য করিতে যাওয়া উচিত নয়।

আঁটাআঁটি হলেই লাঠালাঠি—অত্যধিক মিশামিশিতে পরে শত্রুতা হয়।

আঠার মাসে বছর—কেহ কিছু করিতে বেশী সময় নিলে এই বাক্যটির প্রয়োগ হয়।

আড়াই আঙুল দড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি—আড়াই আঙুল দড়ি দিয়া সমস্ত পৃথিবী বেষ্টন করা যায় না। তাৎপর্য্য ঃ—সামান্য উপায় দ্বারা বড় কাজ করিতে যাওয়া মূর্খতা।

আড়ে হাতে লাগা—আপ্রাণ চেষ্টা করা। কাহারও শত্রুতা করিবার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা করাও বুঝায়।

আতি চোর, পাতি চোর, হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর—এটা ওটা চুরি করিতে করিতেই পাকা চোর হয়। তাৎপর্য্য ঃ—সামান্য মন্দ কাজ করিতে করিতে লোক মন্দ কাজে এমনি অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, শেষে সে গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে।

আতুরে নিয়মো নাস্তি—পীড়িত লোকের পক্ষে নিয়ম ভঙ্গ অন্যায় নহে। তাৎপর্য্য ঃ—প্রয়োজনের সময় ভাল মন্দ বিচার করিতে নাই।

আত্মবন্মন্যতে জগৎ—যে যেমন, সে জগতের লোককেও সেইরূপ দেখিয়া থাকে। ভাল লোক জগতের লোককে ভাল বলিয়া ভাবে, আর মন্দ লোক জগতের লোককে মন্দ বলিয়া ভাবে।

আত্ম রেখে ধর্ম্ম, তবে পিতৃকর্ম্ম—নিজেকে বাঁচাইয়া তবে পুণ্যকর্ম্মাদি করা উচিত। নিজেই যদি না রহিলাম, তবে আর পুণ্যকর্ম্ম করিব কি প্রকারে? অনুরূপ প্রবাদ—"আপনি বাঁচলে বাপের নাম", "চাচা আপন বাঁচা" ইত্যাদি।

আত্মানং সততং রক্ষেৎ—

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥

সর্ব্বদাই আত্মরক্ষা করা আগে উচিত।

আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন—আদর করিয়া খাওয়াইলে ব্যঞ্জনের অভাবেও অতৃপ্তি হয় না।

আদা আনতে মুড়ি ফুরোয়—অনুরূপ প্রবাদ—'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' (তাহা দ্রঃ)।

আদা, ওষুধের আধা—আদা অনুপানই ঔষধের অর্দ্ধেক কাজ করে। কারণ ইহা দ্বারা অনেক রোগেই উপকার হয়।

আদা জল খেয়ে লাগা—দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কাজ করা।

আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ (বা রাজা)—স্থানবিশেষে লোক কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। বুনো গাঁয়ে বড় জন্তু থাকে না বলিয়া শিয়ালই রাজার মত। তাৎপর্য্য ঃ—যেখানে মেধাবী লোক থাকে না, সেখানে সাধারণ লোকই সম্মানিত হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"সিংহহীন বনে শিয়াল রাজা" ও "এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে"।

আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ—ভীষণ শত্রুতা; আদায় কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, কাঁচকলায় কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মায়।

আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি (The cobbler must stick to his last)—আদার ব্যবসায়ীর পক্ষে জাহাজের খবর জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। কারণ আদা জাহাজে করিয়া বাহির হইতে আমদানি হয় না, ইহা স্থানীয় অঞ্চলেই পাওয়া যায়। তাৎপর্য্য ঃ—ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বৃহৎ ব্যাপারের খোঁজ লওয়া অন্যায়।

আদা শুকালেও ঝাল যায় না—অনুরূপ প্রবাদ—"স্বভাব যায় না মলে" (তাহা দ্রঃ)।

আদি (বা আদ্যি) কহিলে মানুষ রুষ্ট—বংশের কথা তুলিলে সকলেই রাগ করে।

আদ্দিকাণ্ডের কথা, বললে পাবে ব্যথা—পুরাতন কথার উল্লেখ করিলে মনে কষ্ট পাইবে।

আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো—অতি প্রাচীন লোক; যাহার চালচলন ও ভাব বর্ত্তমানে অচল।

আনারস বলে কাঁঠাল ভাই, তুমি বড় খস্‌খসে—নিজের দোষ না দেখিয়া অপরের দোষ দেখা।

আন্ কাপাস, নে তুলো—কাপাস সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা হইতে তুলা তৈয়ারী করা সম্ভব হইবে। যে জিনিস প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই জিনিস প্রস্তুত করিবার উপাদান আগে সংগ্রহ করা উচিত।

আন্ শুনতে কান—মন্দ শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

আন সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে—বোন যদি সতীন হয় তাহা হইলে যন্ত্রণার অবধি থাকে না। অন্য স্ত্রীলোক সতীন হইলে সে শুধুমাত্র সমান ভাগেরই দাবী করে, কিন্তু বোনের মত যন্ত্রণা দেয় না। অনুরূপ প্রবাদ—'নিম তিত, নিশিন্দে তিত, তিত মাকাল ফল, তার চেয়ে তিত কন্যে বোন সতীনের ঘর'।

আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই—কেহ যদি হাতের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে জব্দ করার সুবিধা হয়।

আপন কোলে ঝোল সবাই টানে—নিজের স্বার্থের দিকে সকলেই লক্ষ্য রাখে।

আপন গাঁয়ে কুকুর রাজা (আপন ঘরে সবাই রাজা)—যে যার নিজ নিজ বাসস্থানে আধিপত্য করে। সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে অনেক সামান্য লোকও প্রভুত্ব করিয়া থাকে, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে তাহাদের কোন আধিপত্য খাটে না।

আপন (আপনার) ঘোল কেউ টক বলে না—নিজের জিনিসকে কেহ নিন্দা করে না।

আপন চরকায় তেল দাও (Oil your own machine. Mind your own business)—নিজের কাজে মন দাও। কেহ অনধিকারচর্চ্চায় ব্যস্ত থাকিলে এই বাক্যটি প্রযুক্ত হয়।

আপন চেয়ে পর ভাল, পর চেয়ে জঙ্গল ভাল—আপনার লোক অনেক সময় উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করিয়া থাকে; অনেক সময় আপন ও পর সকলেই মানুষের অপকার সাধন করে; সে সময় লোকালয় হইতে দূরে থাকা ভাল।

আপন ছাগল বেঁধে রাখি, পরের ছাগল হাততালি দি—নিজের ছাগল বাঁধিয়া পরের ছাগল হাততালি দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া। তাৎপর্য্য ঃ—নিজের স্বার্থ বজায় রাখিয়া পরের ক্ষতির চেষ্টা করা।

আপন ছিদ্র জানে না, পরের ছিদ্র খোঁজে (The pot calls the kettle black)—নিজের দোষ না দেখিয়া পরের দোষ খুঁজিয়া বাহির করা। অনুরূপ প্রবাদ—"ছুঁচ বলে চালুনী তোর পিছে কেন ছ্যাঁদা"।

আপন (আপনার বা নিজের) নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ (Cutting off one's nose to spite the face)—কাহারও খাঁদা নাক দেখিলে যাত্রা অশুভ হয়। এজন্য পরের যাত্রায় বাধা দিবার জন্য নিজের নাক কাটা। তাৎপর্য্য ঃ—নিজের ক্ষতি করিয়াও অপরের অনিষ্ট সাধন করা।

আপন পাঁজি পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞ বেড়ায় পথে পথে।—পাঁজি দৈবজ্ঞের সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়। পরকে পাঁজি দিয়া দৈবজ্ঞ নিজে অসুবিধা ভোগ করে। তাৎপর্য্য ঃ—নিজের দরকারী জিনিস পরকে দিয়া কষ্ট ভোগ করা।

আপন পাঁঠা লেজে কাটি—নিজের পাঁঠাকে মাথার দিকেই কাটি, আর লেজের দিকেই কাটি, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। নিজের জিনিস লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারি।

আপন (আপনার) পায়ে (আপনি) কুড়ুল মারা—নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করা।

আপন বুদ্ধি ছিল ভাল, পর বুদ্ধিতে পাগল হল। (অথবা) আপন বুদ্ধিতে তর, পর বুদ্ধিতে মর। (অথবা) আপন বুদ্ধিতে ভাত, পরবুদ্ধিতে হাভাত—অনেক সময় নিজের বুদ্ধিতে কাজের সফলতা আসে, আর

পরের বুদ্ধিতে কার্য্য পণ্ড হয়। সুতরাং নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করাই ভাল।

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পর বুদ্ধিতে বাদশা নই—নিজের বুদ্ধিতে যদি সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাও ভাল, তবু পরের বুদ্ধি লইয়া বড় হইতে চাওয়া ঠিক নয়।

আপন (বা নিজের) বেলা আঁটি-সাটি, পরের বেলা দাঁতকপাটি—নিজের স্বার্থের দিকে কড়া নজর, পরের দিকে মোটেই লক্ষ্য নাই।

আপন বেলা চাপন চোপন, পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন—চাল মাপিয়া লইবার সময়ে সকলেই বেশ চাপিয়া চাপিয়া চাল মাপিয়া লয়, কিন্তু পরকে মাপিয়া দিবার সময় আলুগা আলুগা মাপিয়া দেয়। তাৎপর্য্য :—স্বার্থের দিকে পুরা নজর।

আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা—নিজের জনকে কষ্ট পাইতে দেখিয়াও পরের আদর করা।

আপন ভাল পাগলেও বুঝে—যার সামান্যমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে সেও নিজের স্বার্থটুকু বুঝে।

আপন (আপনার) মান আপনি রাখ, কাটা কান চুল দিয়ে ঢাক (Don't wash your dirty linen before the public)—কান কাটা গেলে, তাহা চুল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখ। তাৎপর্য্য :—ঘরের কুৎসিত কাহিনী দশজনের সমক্ষে প্রকাশ না করিয়া তাহা গোপন রাখাই ভাল।

আপন মুখ আয়নায় দেখ—আর্শীর সুমুখে দাঁড়াইলেই নিজে সুন্দর কি কুৎসিত তাহা বুঝিতে পারিবে। অনুসন্ধান করিলে নিজের দোষগুণ ধরিতে পারিবে।

আপন হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটো পাত—নিজের সবই শুদ্ধ এবং ভালো, আর পরের সবই অশুদ্ধ ও খারাপ বলিয়া বিবেচনা।

আপনার আপনি, ডোর আর কোপ্‌নি—সন্ন্যাসীরা কেবল নিজ নিজ ডোর আর কৌপীন লইয়া ব্যস্ত; অথবা সন্ন্যাসীদের ডোর আর কৌপীন ছাড়া আর অন্য কোন জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাৎপর্য্য :—নিজের বিষয় ছাড়া অন্য সকলের বিষয়েই উদাসীন; অথবা, নিজের যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট, অপর কোন চাহিদা নাই।

আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময়—জগতে সমস্তই মায়াময়, সমস্তই অস্থায়ী। অতএব, কিছু আপনার বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করা উচিত নয়।

আপনার ছেলেটি খায় এতটি, বেড়ায় যেন লাটিম্‌টি (কিংবা ঠাকুরটি); পরের ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা—নিজের জিনিসটি ভাল, আর অপরের জিনিসটি মন্দ দেখা।

আপনার ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী মরে মাথায় হাত দিয়ে—নিজের জিনিস পরকে দিয়া কষ্ট অনুভব করা। (দৈবকী—শ্রীকৃষ্ণের জননী।)

আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা—"আপন নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ" দ্রঃ।

আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা—"আপন পায়ে কুড়ুল মারা" দ্রঃ।

আপনার বিড়াল পখ্যি পায় না—যাহার নিজের খাইবার সংস্থান নাই, সে আবার পরকে খাওয়াইবে কেমন করিয়া?

আপনার বেলায় ছ' কড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় (বা পাঁচ কড়ায়) গণ্ডা—পরের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া নিজের সম্বন্ধে ভাল করিয়া হিসাব করা। অত্যন্ত স্বার্থপরের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

আপনার মত জগৎ দেখা—"আত্মবন্মন্যতে জগৎ" (তাহা দ্রঃ)।

আপনার মান আপন হাতে (বা আপনার কাছে)—যে যার নিজের মান রাখিয়া যদি চলিতে পারে, তাহা হইলে সে সকলের নিকট হইতে সম্মান লাভ করে। নিজের কর্ত্তব্য পালন করিলেই সম্মান পাওয়া যায়।

আপনার হারা, আর স্ত্রীর মারা—নিজের পরাজয় ও স্ত্রীর নিকট লাঞ্ছিত হওয়ার অপমান সকলেই লুকাইয়া রাখে।

আপনি গেলে ঘোল পায় না, চাকরকে পাঠায় দুধের তরে—'মনিব গেলে ঘোল পায় না' দ্রঃ।

আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শঙ্করাকে ডাকে—যে নিজের সমস্যা মিটাইতে পারে না, সে আবার পরের মঙ্গল করিতে চায়।

আপনি পায় না, পরকে বিলায়—পূর্ব্বপ্রবাদ দ্রঃ।

আপনি বড় ভাল, তাই লোককে বলে কাল—যে নিজেই দেখিতে সুন্দর নয়, সে আবার পরকে কেন কুৎসিত বা কাল বলিয়া উপহাস করে? যাহার নিজের স্বভাব ভাল নয়, সে অপরকে মন্দস্বভাব দেখিয়া নিন্দা করে কোন্ লজ্জায়?

আপনি বাঁচলে বাপের নাম (Self-preservation is the first law of Nature)—অনুরূপ প্রবাদ—"আত্ম রেখে ধর্ম্ম," "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" ইত্যাদি [তাহা দ্রঃ]।

আপনি শুতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে—অনুরূপ প্রবাদ—"আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শঙ্করাকে ডাকে" (তাহা দ্রঃ)।

আপ্‌ ভালা ত জগৎ ভালা—যে যেমন সে জগৎকেও সেইরূপ দেখিয়া থাকে। যে নিজে ভাল, সে সমস্ত লোককেই ভাল বলিয়া মনে করে।

আপ্‌ রুচি খানা, পর রুচি পর্‌না (পিহ্‌না)—নিজের রুচি অনুসারে খাইবে আর পরের যাহা ভাল লাগে তাহা পরিবে।

আবর তাঁতী গোবর খায়, স্ত্রীর বাক্যে মরতে যায়—এমন বোকা যে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত নাই।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি—অপদার্থ জিনিস। আমড়া কাঠ দিয়া ঢেঁকি প্রস্তুত করিলে, তাহা মজবুত হয় না।

আমড়াতলায় আম পেলে, আম-তলায় কেবা যায়—যে কোন প্রকারেই হউক, প্রয়োজন মিটিলেই হইল। যদি অল্প আয়াসে প্রয়োজন মিটে, তাহা হইলে কষ্ট করিয়া অন্যত্র যাইবার দরকার নাই।

আম না পেয়ে আঁটি চোষা—অনুরূপ প্রবাদ—"দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে?" "আম না থাকলে আমড়া চোষে।" (তাহা দ্রঃ)।

আম না হতে আমসত্ত্ব—কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই কাজের ফলাফল বিচার করা। তুঃ—"রাম না হতে রামায়ণ"।

আম শুকোলে আমসী, বয়স গেলে কাঁদতে বসি—যৌবনে যেরূপ আদর পাওয়া যায় বেশী বয়স হইলে আর সেরূপ আদর থাকে না।

আমার আমার যত কর, চিনির বলদ হয়ে মর—বলদ চিনি বহিয়া মরে, কিন্তু চিনি খাইতে পায় না। সংসারে যাহারা স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য সর্ব্বদা খাটিয়া মরে, তাহারা সংসারের ভার বহন করে মাত্র, জীবনে কোনও সুখ ভোগ করিতে পারে না।

আমার নাম নিতাই, এক খাই এক থিতাই—যে বর্ত্তমানের প্রয়োজন মিটায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে, তাহার সম্বন্ধে বাক্যটি প্রযোজ্য।

আমার কথা শোন্, ঘর দোর ভেঙ্গে ফেলে নটে শাক বোন্—

শত্রুর কুপরামর্শ বা পণ্ডিতম্মন্য মূর্খের পরামর্শ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়।

আমিও ফকির হলেম, দেশেও আকাল (বা মন্বন্তর) এল—একজন ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ভাবিয়াছিল; কিন্তু সেই সময় দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে ভিক্ষারও অভাব হইল। কোনও কাজে বিশেষ রকম বাধা উপস্থিত হইলে ইহা প্রযোজ্য।

আমি করি ভাই ভাই, দাদার কিন্তু মনে নাই—এক ভাই দাদার প্রতি অনুরক্ত কিন্তু দাদা ভাইয়ের খোঁজও নেন না।

আমি কি নাচতে জানিনে, মাজার ব্যথায় পারিনে—নিজের অক্ষমতা গোপন করিতে মিথ্যা অজুহাত দেখান।

আমে দুধে এক হয়, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়—দুধ আর আমের রস এক হইয়া যায়; উভয়ই সারবস্তু। অসার বস্তু আঁটি। উহা আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাৎপর্য্য:—যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হয়, অযোগ্য সেখানে স্থান পায় না; অথবা, ঝগড়া-বিরোধের পর আপনজনদের মধ্যে আবার মিল হয়, অপরের তখন আর কোন আদর থাকে না।

আমে বান, তেঁতুলে ধান—যে বৎসর আম বেশী হয়, সে বৎসরে বন্যাও বেশী হয়; আর যে বৎসরে তেঁতুল বেশী জন্মে, সে বৎসরে ধানও প্রচুর হয়।

আয় বুঝে ব্যয়—যে পরিমাণ টাকা আয় হয় সংসারের খরচও ঠিক সেই অনুপাতে করিতে হয়। অনুরূপ প্রবাদ—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

আর কি নেড়া বেলতলায় যায়—অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। যে একবার কোন কাজে ঠকিয়াছে, সে পুনরায় আর সে কাজ করে না।

আর গাব খাব না, গাবতলা দিয়ে যাব না।
গাব খাব না খাব কি, গাবের তুল্য আছে কি।।—এক কাকের গলায় গাবের আঁটি আটকাইলে সে আর কোন দিন গাব খাইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যেই আঁটিটি গলা হইতে উঠিয়া গেল, অমনি কাক আবার গাব খাইবার জন্য নাচিয়া উঠিল। তাৎপর্য্য:—নিজের দোষে বিপদে পড়িলে সকলেই প্রতিজ্ঞা করে যে ঐরূপ কাজ আর করিবে না, কিন্তু বিপদ্ কাটিয়া গেলে আর তাহা মনে থাকে না।

আর রাজ্যে বামুন নেই, কাশী ঠাকুর চিঁড়ে খাও—নিতান্ত অযোগ্য লোককে দিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করা।

আরশুলা আবার পাখী—আকারে মানুষ হইলেই হয় না, মানুষের মত যোগ্যতা থাকা চাই।

আলস্য হেন ধন থাকতে দুঃখের অভাব কি—অলস ব্যক্তির দুঃখে কোন দিনই ঘোচে না।

আশা আর ফুঁ আছে, দুধ আর বাটি নেই—গরম দুধ ফুঁ দিয়া শীতল করিয়া খাইবার আশা আছে। কিন্তু দুধ বা দুধ রাখিবার বাটি কিছুই নাই। তাৎপর্য্য:—শুধু আশা থাকিলে লাভ নাই, ঈপ্সিত দ্রব্যও থাকা দরকার।

আশা আর বাসা ছোট করতে নেই (Set your aims high)—উচ্চ আশা থাকা ভাল; অনেক আশা করিলে কিছুটা সাফল্য লাভ করা যায়।

আশা আর বাসা, ছোট করে মরে চাষা—পূর্ব্বপ্রবাদ দ্রঃ।

আশা আশা পরম দুখ, নিরাশাই পরম সুখ—আশার শেষ নাই। একটি আশা মিটিলে আর একটি আশা মনের মধ্যে আসে। কিন্তু যাহার মনে আশা নাই, তাহার মনে কোনরূপ উদ্বেগও নাই; সে পরম সুখে দিন যাপন করে।

আশায় আছেন কাও, পাকলে খাবেন ডাঁও—যে আশা সফল হইবার সম্ভাবনা কম, সেইরূপ আশা করা। (ডাঁও—ড্যাকল।)

আশা বৈতরণী নদী—মানবের আশা বৈতরণী নদীর ন্যায় দুরতিক্রম্যা। আশার শেষ নাই।

আশায় আমার পড়ল ছাই, এখন বল কোথায় যাই—আশা ভঙ্গ হওয়ায় নিরুপায় অবস্থা।

আশায় খেলেছি পাশা—আশা নিয়াই কাজটি করা হইয়াছে, যদি ভাগ্যে থাকে ফল পাওয়া যাইবে।

আশায় বাঁচে চাষা—চাষের ফসল হইতে লাভ করিবে বলিয়া চাষা সুদিনের অপেক্ষায় দিন গণিতে থাকে।

আশায় মরে চাষা—চাষী প্রচুর ফসলের আশায় টাকা ধার করিয়া জমি চাষ করে; কিন্তু সুবৃষ্টি না হইলে তাহার প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় না, ফলে দেনার দায়ে জমি নিলামের উপক্রম হয়। তাৎপর্য্য:—কোন বিষয়ে অতিরিক্ত আশা করিতে নাই।

আশার চেয়ে নিরাশা ভাল, হয়ে গেল তো হয়ে গেল—"আশা আশা পরম দুখ" ইত্যাদি দ্রঃ।

আশ্বিন মাসে কুঠে পাঁঠাতেও কড়ি—আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় বিস্তর পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। সেইজন্য সে সময়ে অত্যন্ত খারাপ পাঁঠাও বেশী দামে বিক্রয় হয়। তাৎপর্য্য:—সময়বিশেষে হেয় জিনিসেরও অধিক মূল্য হইয়া থাকে।

আষাঢ়ে না হলে সুত, হা সুত যো সুত, ষোলতে না হলে পুত, হা পুত যো পুত—আষাঢ় মাসে দীর্ঘ দিবাভাগে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়; সে সময়ে যদি সূতা কাটা না হয়, তাহা হইলে পরে সূতার জন্য কষ্ট পাইতে হয়। ষোল বৎসর বয়সে যদি ছেলে না হয়, তাহা হইলে ছেলের জন্য পরে কষ্ট পাইতে হয়। তাৎপর্য্য:—যখনকার যা, তখন তাহা না করিলে পরে কষ্ট পাইতে হয়।

আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়, গুয়া-বনে পান গড়াগড়ি যায়—আষাঢ় মাসে পান হয় বেশী, কিন্তু সেই সময়কার পানে স্বাদ কম থাকে। তাৎপর্য্য:—প্রাচুর্য্যের সময় কোন জিনিসের তেমন সমাদর থাকে না।

আসর ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকি-শালে চাঁদোয়া—যেখানে দশজন আসিয়া বসিবে, সেখানে যাহার আলো জ্বালিবার ক্ষমতা নাই, সে আবার ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া খাটাইয়া অর্থের বড়াই করিতেছে। তাৎপর্য্য:—অবস্থা মন্দ হইলে বড়মানুষী চাল না দেখানই ভাল।

আসলের খোঁজ নেই, সুদের খবর—বৃহৎ বস্তুকে ছাড়িয়া সামান্য জিনিসের দিকে দৃষ্টি।

আসেন লক্ষ্মী, যান বালাই—লক্ষ্মী-পূজার সময় অলক্ষ্মী বিদায় করিয়া এই কথা বলা হয়। তাৎপর্য্য:—সুখের দিন আসা। অন্য অর্থ:—যাহার আসা যাওয়ায় কোন লাভ-ক্ষতি নাই, তাহার সম্বন্ধে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

আস্কে খায় তার ফোঁড় গণে না—আস্কে পিঠে খাইবার সময় তাহার ভিতর দিকে কতগুলি ছিদ্র আছে, ইহা কেহ গণিয়া দেখে না। তাৎপর্য্য:—কিভাবে খাদ্য জোগাড় হইল তাহার খোঁজ না লইয়া দায়িত্বহীন ভাবে খাইয়া দাইয়া ঘুরিয়া বেড়ানো।

আস্‌তেও একা, যেতেও একা, কার সঙ্গে বা কার দেখা—মানুষ জন্মিবার কালে একাই আসে, আবার মরণকালে একাই চলিয়া যায়; সুতরাং সংসারে কাহার সঙ্গে কাহারও প্রকৃত সম্বন্ধ নাই।

আহ্লাদে আটখানা, লেজা মুড়ো দশখানা—সামান্য বিষয় লইয়া বিশেষ

আনন্দ প্রকাশ করিলে এই বাক্যটি উপহাস-চ্ছলে প্রযুক্ত হয়।

ই

ইঙ্গিতে বুঝলে মন কাজ হতে কতক্ষণ—কাজ সম্বন্ধে সহজেই ধারণা জন্মিলে কাজ শেষ করিতে বেগ পাইতে হয় না।

ইচ্ছা থাকে যার, উপায় হয় তার (Where there is a will, there is a way)—কাজ করিবার প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে কাজ যতই কঠিন হউক না কেন, তাহা সম্পন্ন করিবার মত উপায় খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

ইজ্জতের দাম লাখ টাকা—আত্মসম্মানের মূল্য অনেক।

ইটটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয় (Tit for tat)—অপরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, অপরের নিকট হইতে সেইরূপ ব্যবহারই পাইবে। যেমন কর্ম্ম তেমন ফলই হইয়া থাকে।

ইট নাই, কাঠ নাই, বাইরে মর্দ্দানি—আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু বাহ্য আড়ম্বরে তাহা লুকাইবার চেষ্টা। অনুরূপ প্রবাদ—"বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন।"

ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ ন পূর্ব্ব ন পর

ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টা।
ন চ পূর্ব্বং ন চাপরম্॥

—কাজের এদিক ওদিক সব পণ্ড।

ইন্দ্রের শচী—যখনি যাহার, তখনি তাহার।

ইল্লৎ যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে (Habit is the second nature)—অনুরূপ প্রবাদ—"অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি", "যার যা রীত, ছাড়ে কদাচিৎ", "অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে, শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে"। "অঙ্গারঃ" ইতি দ্রঃ।

ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ—ছোট বড় সকল কাজ। জুতা সেলাই নিম্নস্তরের ও চণ্ডীপাঠ উচ্চাঙ্গের কাজ। জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ বলিতে ছোট বড় সকল প্রকারের কাজই বুঝায়।

ঈ

ঈদের চাঁদ—বাঞ্ছিত হইলেও সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঈশান কোণের মেঘে ঝড় ওঠে বেগে—যাহা হইতে সাধারণতঃ অনিষ্ট হয় তাহার সূচনা হইলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

ঈশ্বর ঈশ্বর করে যেই, তার ঘরে ভাত নেই—ভগবানের ভক্তের প্রায়ই দুর্দ্দশা হয়।

ঈশ্বর যদি করেন, কর্ত্তা যদি মরেন, তবে ঘরে বসে কেত্তন শুনবো—কোনও স্ত্রীলোক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় যে, তাহার স্বামী যেন মারা যায়। স্বামী মারা গেলে তাহাকে আর বাহিরে গিয়া কীর্ত্তন শুনিতে হইবে না, বাড়ীর মধ্যেই সে কীর্ত্তন শুনিতে পাইবে। তাৎপর্য্য ঃ—সামান্য আনন্দের জন্য বৃহত্তর সুখ বা আনন্দ বিসর্জ্জন দেওয়া।

ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য—এক রাজার আঙ্গুল কাটিয়া গেলে মন্ত্রী বলিলেন, "ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।" কিছুকাল পরে রাজাও একদিন মন্ত্রীকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ঐ কথাটি বলিলেন। এমন সময় একদল দস্যু আসিয়া রাজাকে বলি দিতে লইয়া গেল। কিন্তু আঙ্গুল কাটা থাকায় রাজা বলির যোগ্য হইলেন না। দস্যুরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। এদিকে মন্ত্রীও কূপের মধ্যে ছিলেন বলিয়া দস্যুর হাত হইতে এড়াইতে পারিয়াছিলেন। কাজেই দেখা গেল, ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য ঃ—আপাত দৃষ্টিতে কোনও দুর্ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলিয়া মনে হইলেও তাহা নিছক দুর্ঘটনাই নয়। তাহাতে বৃহত্তর মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। ঈশ্বর মঙ্গলময়; সকল কাজের মধ্য দিয়াই তিনি আমাদের মঙ্গল সাধন করেন।

ঈশ্বরে করে কাম, মানুষের বদনাম—ভগবান্‌ই প্রকৃত কর্ত্তা, অথচ মন্দের জন্য মানুষকে দোষ দেওয়া হয়।

ঈশ্বরের দাস, তার সর্ব্বনাশ—ভগবানের ভজনা করিলে সাংসারিক দুর্গতিই হয়।

উ

উই ইন্দুর কুজন, ভাল ভাঙ্গে তিন জন; ছুচ সোহাগা সুজন, ভাল করে তিন জন—উই, ইন্দুর এবং দুর্জ্জন জগতের অহিত এবং সূচ, সোহাগা ও সুজন জগতের হিত সাধন করিয়া থাকে।

উঁচান বাড়ি বড় ভয়, পড়লে বাড়ি সয়ে যায়—মাথার লাঠির আঘাত পড়িবার আগে ভয় হয় কিন্তু লাঠি পড়িলে তাহার আঘাত সহ্য হইয়া যায়। তাৎপর্য্য ঃ—বাস্তব হইতে কল্পনা অধিকতর ভীতিপ্রদ।

উচিত কথা কইতে গেলে, তেলে-বেগুনে ওঠে জ্বলে—উচিত কথা অনেকেই শুনিতে চায় না।

উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট—বুদ্ধিমান্ মহৎ লোক উচিত কথায় রাগ করে না, কিন্তু সাধারণ লোক উচিত কথা বলিলে রাগ করে।

উচিত কথায় বন্ধুও বিগ্‌ড়ায়—সত্য কথা যদি অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে বন্ধুও রাগ করে। অনুরূপ প্রবাদ—"মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"।

উঁচু হবে তো নীচু হও—বিনয় মহত্ত্বের লক্ষণ।

উচোট খেয়ে প্রণাম (Making a virtue of necessity)—পড়িয়া গিয়া মাথা পায়ে ঠেকিয়া গিয়াছে; তখন প্রণাম স্বীকার করা। তাৎপর্য্য ঃ—দায়ে পড়িয়া কোনও ভাল কাজ করা। অনুরূপ প্রবাদ—"হুচোট খেয়ে পদ্মনাভ"।

উজাড় বনে শিয়াল রাজা—যেখানে কর্ত্তৃত্ব করিবার কেহ থাকে না, সেখানে সামান্য লোকও কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। অনুরূপ প্রবাদ—"সিংহ-হীন বনে শৃগাল রাজা"।

উঠন্ত বৃক্ষ পত্তনেই চেনা যায় ("Child is the father of man", "Morning shows the day", "Coming events cast their shadows before")—গাছ কেমন হইবে তাহা চারা দেখিয়া বুঝা যায়। তাৎপর্য্য ঃ—কাজের আরম্ভ দেখিয়া কাজের শেষ বুঝা যায়। অনুরূপ প্রবাদ—"উঠন্ত বৃক্ষ পত্রেই চেনা যায়", "উঠন্তি মূল পত্তনে চেনা যায়"।

উঠলো বাই তো কটক যাই—খেয়ালের বশে কোন কাজ করা।

উড়ে এসে জুড়ে বসা—বস্তুতঃ যাহার কোন দাবী নাই, সে যদি আসিয়া সবটুকু অধিকার গ্রহণ করে, তখন এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ (Making a virtue of necessity)—যে খই হাত হইতে বাতাসে উড়িয়া গেল, তাহা গোবিন্দের নামে নিবেদন। অনুরূপ প্রবাদ—"উচোট খেয়ে প্রণাম" (তাহা দ্রঃ)।

উড়তে না পেরে পোষ মানা—বাধ্য হইয়া কোন কাজ করা।

উড়তে পারে না ফুর্‌ফুর্ করে—কাজ করিবার শক্তির অভাব, তবু কাজ করিতে যাওয়া।

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং

মনোরথাঃ—অর্থাভাবে দরিদ্রের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় না।

উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্—উদারহৃদয় ব্যক্তির কাছে পৃথিবীর সবই নিজের।

উদুখলে খুদ নাই, চাঁটগায় বরাত—যাহার খাইবার কিছুমাত্র সম্বল নাই, সে আবার অন্যস্থানে টাকা লইবার বরাত দেয়।

উদে মাছ ধরে, খটাশে তিন ভাগ করে—একজন পরিশ্রম করে, আর অপর জন ফল ভোগ করে। অনুরূপ প্রবাদ—"পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গা"। (উদে—উদ্‌বিড়াল)।

উদোর বোঝা (বা পিণ্ডি) বুধোর ঘাড়ে (To make a cat's paw of a person)—একের দোষ বা দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপান।

উদ্ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙ্গে—একমুঠা খুদ খাইয়া জল খাইবে, এমন সম্বলও যার নাই. সে আবার বাঁশী বাজায় অর্থাৎ বাহ্য আস্ফালন করে। তাৎপর্য্য :—গরীবের বড়মানুষী চাল শোভা পায় না। অনুরূপ প্রবাদ—"আসর ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া", "ইটে নাই, ভিটে নাই, বাহিরে মর্দ্দানি", "উপরে বাবুয়ানা ভিতরে খড়ের বেনা"।

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ। নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ—কেবল সঙ্কল্পের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয় না, কার্য্যের জন্য চেষ্টা থাকাও দরকার। সিংহ নিদ্রিত থাকিলে শিকার কখনও তাহার মুখে প্রবেশ করে না।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ—যে উদ্যোগী. সে নিশ্চয়ই সফলকাম হয়।

উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে—মূর্খকে সদুপদেশ দিলেও সে অন্যায় কার্য্য করিতে বিরত হয় না, বরং রাগিয়া যায়।

উপবাসে (উপোসে) যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋন—ঋন করা অপেক্ষা উপবাস করিয়া দিন কাটানো ভাল।

উপর থেকে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত, যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত—পড়িয়া গেলে যে যার আহত স্থানেই হাত বুলায়। তাৎপর্য্য :—যে যার স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত।

উপরোধে ঢেঁকি গেলা—অপরের মন রাখিতে কোনও অপ্রিয় বা দুঃসাধ্য কাজ করা।

উপায়ং চিন্তয়ন্ প্রাজ্ঞস্ত্বপায়মপি চিন্তয়েৎ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রত্যেক বিষয়েরই উভয়দিক্ বিচার করিয়া কার্য্য করিবেন। একদিক বিচার করিয়া কাজ করা ঠিক নয়।

উপোসের কেউ নয়, পারণার গোঁসাই—উপবাস করিতে রাজী নয়, অথচ পারণের সময় উত্তম খাদ্যদ্রব্য খাইতে মজবুত। যে কষ্টভোগ না করিয়া ফলভোগ করিতে চাহে তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

উরুৎ বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেলরে বাবা।—"এখান হতে মারলেম তীর লাগ্‌লো কলাগাছে, উরুৎ বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাবা।" একটির সহিত অপরটির কোন সম্বন্ধ নাই, এইরূপ অসংলগ্ন কথা।

উলুবনে মুক্তো ছড়ান (Casting pearls before the swine)—উলু ঘাসের বনে মুক্তা ছড়ানো সব দিক দিয়াই নিরর্থক। তাৎপর্য্য :—যে যে জিনিসের মূল্য বুঝে না, তাহাকে সেই জিনিস দেওয়া বৃথা। অনুরূপ প্রবাদ—"বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার"।

উলুবনে সাঁতার দেওয়া—বোকার মত কাজ করা। এক তাঁতী নাকি জ্যোৎস্না-রাত্রিতে উলুবনকে জল মনে করিয়া সাঁতার দিয়াছিল, তাহা হইতে এই প্রবাদ।

উল্টা বুঝলি রাম—বিপরীত বুঝা।

উল্টে চোরা মশান গায়—[মশান অর্থে শ্রীমন্তের মশানের পালা।] চোর দোষ না মানিয়া উল্টিয়া ধর্ম্মের কথা শুনায়। অপরাধী অপরাধ স্বীকার না করিয়া উপদেশ দেয়।

ঊ

ঊনপাঁজুরে বরাখুরে লক্ষ্মীছাড়া (শকুন খোর)—যাহার পাঁজর একখানি কম ও বরাহের ন্যায় চরণ, (জ্যোতিষোক্ত দুর্লক্ষণ)।—অলক্ষণে মানুষ।

ঊনো বর্ষা দুনো শীত—যে বছরে বর্ষা কম. সে বছরে শীত বেশী।

ঊনো ভাতে দুনো বল, অতি ভাতে রসাতল—পরিমিত ভোজনে শরীরে শক্তি সঞ্চয় হয়, কিন্তু অতিভোজনে শরীরে নানাবিধ রোগ জন্মে।

ঋ

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—ঋণ করিয়াও ঘি খাইবে, অর্থাৎ ন্যায় বা অন্যায় যে কোন উপায়ে হউক আত্মসুখ লাভের চেষ্টা করিবে। তাৎপর্য্য :—যে ধর্ম্ম ও পরলোক মানে না তাহার এই মত। পূর্ণ শ্লোকটি এই—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রুঃ—

পিতার ঋণ পুত্রকে শোধ করিতে হয়; কাজেই পিতা যদি অন্যায় ভাবে ঋণ করেন, তবে তিনি পিতা হইলেও পুত্রের নিকট শত্রুর ন্যায়। পূর্ণ শ্লোকটি এই—

ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্র শত্রুরপণ্ডিতঃ॥

অর্থাৎ ঋণকারী পিতা, কুলটা মাতা, রূপবতী স্ত্রী এবং মূর্খ পুত্র—ইহারা মানুষের শত্রু।

এ

এই ডুমুরের গুমর কর, পাক্‌লে ডুম্বুর পড়ে মর—অসার বস্তু লইয়া গর্ব্ব করা উচিত নয়।

এই ফুরালে খাবে কি, ঘরে ত নেই (বা ঘরে আছে) আইবুড়ো ঝি—যে ব্যক্তি ভরণপোষণের জন্য একে একে ঘরের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ বা জিনিসপত্র নিঃশেষ করিয়া পরে শেষ সম্বলটুকু ধরিয়াও টান দেয়, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। প্রবাদটিতে কন্যার বিবাহে টাকা লওয়ার প্রথার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

এই বিড়াল বনে গেলে বন-বিড়াল (বাঘ) হয়; অথবা, এই মানুষ বনে গেলে বন-মানুষ হয়—অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। স্বভাবের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার এমনই প্রভাব! অনুরূপ প্রবাদ—"যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ"।

এই বেলা নাও ঘর ছেয়ে, আকাশে মেঘ দেখ চেয়ে—সময় থাকিতে থাকিতে সুযোগমত কাজ হাঁসিল করিয়া লও, পরে বাধা-বিপত্তি ঘটিতে পারে।

এই যদি গোরাচাঁদ, তবে কালাচাঁদ কেমন—যাহার উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাতি আছে, তাহার মধ্যে অত্যন্ত নিকৃষ্টতার পরিচয় পাওয়া গেলে এই প্রবাদবাক্য প্রযোজ্য।

এঁটে ধরলে চিঁ চিঁ করে, ছেড়ে দিলে লঙ্কা মারে—দুর্ব্বল ও ভীরুস্বভাব লোক বে-কায়দায় পড়িলে নিতান্ত কাকুতি-মিনতি করিয়া থাকে, কিন্তু সুবিধা পাইলেই বড় বড় কথা

বলিয়া আস্ফালন করে। অনুরূপ প্রবাদ—"শক্তের ভক্ত নরমের যম।"

এঁটো খায় মিঠার লোভে, যদি এঁটো মিঠা লাগে—অত্যধিক লাভের আশায় অনেকে অনেক নীচ কাজ করিয়া থাকে।

এঁটো (বা আঁস্তাকুড়ের) পাত্ কখন স্বর্গে যায় না—আঁস্তাকুড়ে এঁটো পাতা ফেলা হয়। সেই এঁটো পাতা কোন সৎকাজে লাগে না। তাৎপর্য্য :—নীচ কখনও বড় হইবার যোগ্য নয়।

এঁড়ে গরু, না টেনে দো—যাহা অসম্ভব, তাহা করিতে বলিলে, এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

এক আঙুলে তুড়ি লাগে না—ঝগড়া-বিবাদ হইলে প্রায়ই দেখা যায় যে, উভয় পক্ষেরই দোষ আছে।

এক আঁচড়ে চেনা যায়—পয়সা খরচের ভয়ে কৃপণেরা তেল মাখে না। ফলে গা এত খস্‌খসে হইয়া থাকে যে, সামান্য আঁচড় দিলেই গায়ে খড়ি উঠে ও বুঝিতে পারা যায় সে তেল মাখে কি না। তাৎপর্য্য :—সামান্য একটা ইঙ্গিতেই লোকের অবস্থার বা গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক ওয়াকিবহাল সাত নবিশিন্দা—একজন দক্ষ ব্যক্তি সাতজন আনাড়ীর সমান।

এক কড়ার মুরদ নেই, ভাত মারবার গোঁসাই—উপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই অথচ খরচ করে প্রচুর।

এক করতে আর হয়—সাধারণতঃ ভাল করিবার চেষ্টা করিয়া মন্দ ফল পাইলে এই কথা বলা হয়। তুঃ—"গড়তে চাই ঠাকুর হয়ে যায় বাঁদর"।

এক কলসী জল তুলে কাঁকালে দিলে হাত, এই মুখে খাবে তুমি বাগ্‌দিনীর ভাত—মহাদেব একবার পৃথিবীতে আসিয়া কৃষিকার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। সেইসময় দুর্গা এক বাগ্‌দিনীর বেশে তাঁহার কাছে আসেন। মহাদেব তাঁহাকে বিবাহ করিতে চান। তখন এইরূপ সর্ত্ত হয় যে, মহাদেব বাগ্‌দিনীর সহিত সমানভাবে কাজ করিতে পারিলে বাগ্‌দিনী মহাদেবকে বিবাহ করিয়া প্রতিপালন করিবেন। এদিকে জলাভাবে চাষবাস অচল হইয়া পড়িলে বাগ্‌দিনী-বেশধারিণী দুর্গার পরামর্শে উভয়ে জল তুলিয়া জমি সিক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দু-এক কলসী জল তুলিয়াই মহাদেব বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন দুর্গা উপরি-উক্ত শ্লোকটি মহাদেবকে বলেন। তাৎপর্য্য :—অল্প বা বিনা পরিশ্রমে লাভের আশা কম।

এক কাটে ভারে, আর কাটে ধারে—পয়সার জোর অথবা বিদ্যা বা গুণ না থাকিলে কোথাও আদর পাওয়া যায় না। [সাধারণতঃ পয়সার জোরকে ভার, আর বিদ্যা, দক্ষতা ইত্যাদি গুণকে ধার বলা হয়।]

এক কাঠি বাজে না—দুইজনেরই দোষ না থাকিলে সাধারণতঃ ঝগড়া হয় না।

এক-কাণ-কাটা শহরের বার দে যায়, দু'কাণ-কাটা শহরের ভিতর দে যায়—যাহার সামান্য লজ্জা-জ্ঞান আছে, সে খারাপ কাজ লুকাইয়া করে, কিন্তু যাহার এতটুকু লজ্জা-জ্ঞান নাই, সে খারাপ কাজ সর্ব্বসমক্ষে করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

এক কাণে শোনে, অন্য কাণে বেরোয়—যে মনোযোগ দিয়া শোনে না বা শুনিয়া উপেক্ষা করে, তাহার সম্বন্ধে কথাটি প্রযোজ্য।

এক কাল ঠেকেছে তিনকাল গিয়ে, তবু আবার করবে বিয়ে—সময় থাকিতে যাহা করা হইল না, সময় শেষে তাহা করিতে গেলে ফল খারাপ হয়।

এককে আর, দেখবে বেগার—বেগারে কাজ ভাল হয় না। বিনা পয়সায় খাটাইলে লোকে এক করিতে অন্য করিয়া বসিবে।

এক কেঁড়ে দুধে এক ছিটে চোনা—অনেক ভাল কাজ করিয়াও একটি খারাপ কাজের জন্য সুনাম নষ্ট হয়। বহু চেষ্টায় যে সব কাজ করা হইয়াছে, সামান্য দোষক্রটির জন্য সেগুলি ব্যর্থ হইয়া যায়।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান (All tarred with the same brush)—প্রত্যেকেরই সমান অবস্থা বুঝাইতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

এক খায়, এক খিতায়—যত পায় তত চায়, কিছুতেই আশা মিটে না।

এক গাছের ছাল অন্য গাছে জোড়া লাগে না—পর কখনও আপন হয় না।

এক গালে চুণ, এক গালে কালি—নিদারুণ অপমান।

এক গাঁয়ে (দেশে) ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে (দেশে) মাথা ব্যথা—পরের জন্য বৃথা চিন্তা করা বা অনধিকার চর্চ্চা করা অসঙ্গত।

এক গাঁয়ের কুকুর, আর গাঁয়ের ঠাকুর—স্থানবিশেষে লোকে আদর বা অনাদর লাভ করে।

এক গুল্‌তিতে বা ঢিলে দুই পাখী মারা (To kill two birds with one stone)—এক কার্য্য দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা।

এক চাঁদে জগৎ আলো—যদি একটিমাত্র পুত্র ভাল হয়, তাহা হইলে সংসারের শ্রী ফিরিয়া যায়; অনেক পুত্র মূর্খ হইয়া থাকায় কোন লাভ নাই। তুঃ—"একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি"।

এক চোখে কাঁদা, এক (অন্য বা আর) চোখে হাসা—খল লোকেরা মুখে এক-রকম, হৃদয়ে অন্য রকম। তাহারা মুখে সহানুভূতি দেখাইলেও মনে মনে হাসে।

একচোখো মাসী, কারে ভালবাসি—পক্ষপাতী লোকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

এক ছেলে তার ফুলের শয্যে, পাঁচ ছেলে তার কাঁটার শয্যে—এক ছেলে সাধারণতঃ বেশী আদর পায়; কিন্তু পাঁচটি ছেলে হইলে তাহারা তত আদর পাইতে পারে না।

এক ছেলের মা, ভয়ে কাঁপে গা—একমাত্র ছেলে, কখন কি হয়, মায়ের সর্ব্বদা সেই ভয়।

এক জায়গায় খাল কেটে, আরেক জায়গায় খাল ভরায়—এক জায়গায় ঋণ করিয়া অন্যত্র ঋণ দেওয়া। একটি অসুবিধা দূর করিতে গিয়া আর একটি অসুবিধার সৃষ্টি করা।

এক জায়গায় থাকলে, হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠেকাঠেকি হয়—কাছাকাছি থাকিলেই ঝগড়াবিবাদ বা মনোমালিন্য দেখা যায়।

এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না সে-ই বা কেমন বঁড়শী, এক ডাকেতে সাড়া দেয় না সে-ই বা কেমন পড়শী—বঁড়শী যদি ভাল হয়, তাহা হইলে এক টানেই মাছ উঠিবে। প্রতিবেশী যদি ভাল হয়, তাহা হইলে অসময়ে ডাক দিলেই আসিবে। তাৎপর্য্য :—প্রয়োজনে যথাসম্ভব যাহার নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া যায় না, তাহাকে বন্ধু বলা চলে না।

একটি ভাত টিপলে, হাঁড়িশুদ্ধ ভাতের খবর মেলে—সামান্য একটু কিছু চিহ্ন বা লক্ষণ হইতে সমগ্র ব্যাপার বোঝা যায়।

এক ঢিলে দুই পাখী—একই কার্য্যে বা চেষ্টায় দুই উদ্দেশ্য সাধন।

একদিন ঘি-রুটি, একদিন দাঁত-ছিরকুটি—কোন দিন ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা, আবার কোনদিন একেবারে উপবাস। তাৎপর্য্য :—এক সময় সচ্ছলতা, অন্য সময় চরম দারিদ্র্য।

এক দোর বন্ধ, হাজার দোর খোলা—একস্থানে কাজ হইল না বলিয়া নিশ্চেষ্ট

হইয়া থাকা উচিত নয়, কারণ অন্য স্থানে কাজ হইতে পারে।

এক পয়সা নাই থলিতে, লাফিয়ে বেড়ায় তবু গলিতে—আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, অথচ বাহ্য-আড়ম্বর করা।

এক পাঁঠা তিনবারে কাটা—একটিমাত্র জিনিসের বিভিন্নরূপে ব্যবহার। অথবা আনাড়ীর মত করিয়া কাজ। অনুরূপ প্রবাদ—"এক মুর্গী সাত জায়গায় জবাই"।

এক পাগলে রক্ষা নেই, সাত পাগলের মেলা—একজন অবাঞ্ছিত লোকের জ্বালায় যেখানে অস্থির হইতে হয়, সেখানে ঐরূপ আরো কয়েকজন লোক জুটিলে দারুণ ঝামেলা বা অনর্থ হইয়া থাকে।

এক পা জলে, এক পা স্থলে—দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা। একই সময়ে দুইটি পরস্পর-বিরোধী কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা। অনুরূপ প্রবাদ—"দু' নৌকায় পা"।

এক পুতের আশ, নদীকূলে বাস, ভাবনা বার মাস, (অথবা) এক পুতের আশা, আর নদীর তীরে বাসা—নদীর তীরে বাড়ী করিলে তাহা যে কখন জলে ভাসিয়া যাইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না; সেইরূপ একটি ছেলে কখন যে মরিয়া যাইবে, তাহার ঠিক নাই। একমাত্র পুত্র থাকিলে সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকে।

একবারের রোগী আরবারের রোজা—একবার যে রোগে ভোগে সে ঐ অভিজ্ঞতা হইতে পরে চিকিৎসক হয়। তাৎপর্য্য:—লোকে ঠেকিয়া শিখে। (রোজা =চিকিৎসক)।

এক বুড়ীর নানা দোষ, নাকের উপর হ'ল খোস—নানারূপ বিপদের উপর আবার একটি নূতন বিপদ্ উপস্থিত হওয়া।

এক ব্যঞ্জন ভাত, তাও নুনে বিষ—একটি জিনিসের উপর নির্ভর করিলে নুনে-পোড়া একমাত্র তরকারী দিয়া আহারের মত কষ্ট সহ্য করিতে হয়। তাৎপর্য্য:—একমাত্র ছেলে মন্দ বা মূর্খ হইলে মাতাপিতার দুঃখের অন্ত থাকে না।

এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার (Six of one and half a dozen of another)—ভস্ম আর ছার উভয়েরই কোন মূল্য নাই। দুইজনেরই সমান দোষ।

এক মন হলে সমুদ্র শুকায় (Union is strength)—একযোগে কাজ করিলে সমুদ্রের জল তুলিয়া ফেলার মত অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়। অনুরূপ প্রবাদ—'একতাই বল'।

এক মাঘে (পৌষে) শীত যায় (পালায়) না—একবার বিপদ এড়াইলেও পুনরায় তাহার সম্ভাবনা থাকে।

এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যমের দূত—একটি মাত্র পুত্র বিশেষ আদর পাইয়া থাকে। তাহার ফলে ছেলেটির স্বভাবচরিত্র খারাপ হয় এবং সে অনেক অত্যাচার করে।

এক মুখ সোনা দিয়ে ভরা যায়, পাঁচ মুখ ছাই দিয়েও ভরে না—দু'এক জনকে আদরযত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করা যায়; কিন্তু অনেক লোকের প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করা সহজ নয়।

এক মুখে দুই কথা (To blow hot and cold in the same breath)—মতের ও মনের যাহার ঠিক নাই, অথবা যে কথা দিয়া তাহা অস্বীকার করে, তাহার সম্বন্ধে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়।

এক মুর্গী ক'বার জবাই—'এক পাঁঠা তিনবার কাটা' বাক্যটি দ্রঃ।

এক যাত্রায় পৃথক্ ফল—দুইজনে একই কাজ করিলে তাহার মধ্যে যদি একজন লাভবান্ ও অপর জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে এই প্রবাদবাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

এক রত্তি দড়ি, সকল ঘর বেড়ি—সামান্য দড়ি দিয়া সমস্ত ঘর বেষ্টিত করিবার মত অসম্ভব চেষ্টা করা। অথবা, প্রদীপ একটি ক্ষুদ্র জিনিস, কিন্তু উহা সমস্ত ঘর আলোকিত করে। (দড়ি—প্রদীপের সলিতা)। তাৎপর্য্য:—সামান্য জিনিসেরও অনেক মূল্য হইতে পারে।

এক লাউ-এর বীচি, কেউ বা করে কচর্ কচর্ কেউ বা আছে কচি—একই লাউয়ের কোন বীচিটি পাকা ও কোনটি কচি। তাৎপর্য্য:—একই মাতাপিতার সন্তানেরা কখন কখন বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। অনুরূপ প্রবাদ—"হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না"।

একলা ঘরের গিন্নী হ'ব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে যাব—ঘরের কর্ত্রীত্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ। তাৎপর্য্য:—কোন বিষয়ে একাধিপত্য করিবার ইচ্ছা করা।

একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি, ন চ তারাগণা অপি—চন্দ্র একাই অন্ধকার নাশ করিতে পারে, কিন্তু সহস্র সহস্র নক্ষত্রও তাহা পারে না। পূর্ণ শ্লোকটি এই:—

বরমেকোগুণীপুত্রো ন চ মূর্খ শতান্যপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণা অপি॥

তাৎপর্য্য:—কতকগুলি বাজে লোকের চেয়ে একজন কাজের লোক দিয়াই বেশী কাজ হয়।

এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে—অতি ধূর্ত্ত লোক। কাহারও তুলনায় অতিরিক্ত চালাক লোক।

এক হাতে তালি বাজে না—সাধারণতঃ দুই পক্ষেরই কিছু না কিছু দোষ না থাকিলে ঝগড়া হয় না।

এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী, পুড়ে মরে তার ফেন গালুনী—অনেক লোক একই কাজে হট্টগোল করিতে থাকিলে, কাজটি পণ্ড হইয়া যায়। তুঃ—"অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট"।

একাই একশ' (A host in himself)—যে অনেকের কাজ একাই করিতে পারে তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

একা ঘরের একা ভাই (বউ), খেতে বড় সুখ, মারতে (মরতে) এলে ধরতে নাই তাই বড় দুখ।—বাড়ীর এক ছেলে হইলে, ভাগ বসাইতে কেহ থাকে না বলিয়া তাহার বড় সুখ, কিন্তু বিপদের দিনে তাহাকে সাহায্য করিবার মত লোকের অভাবে কষ্ট পাইতে হয়। তাৎপর্য্য:—একান্নবর্ত্তিতা প্রথা ভাল।

একাদশ (বা একাদশে) বৃহস্পতি—পরম সৌভাগ্য। ভাগ্যোন্নতির সময়। [জ্যোতিষশাস্ত্র মতে বৃহস্পতি গ্রহ জন্মলগ্ন হইতে একাদশ স্থানে থাকিলে জাতকের ভাগ্যোন্নতি হয়]।

একা রামে রক্ষা নেই, দোসর লক্ষ্মণ (সুগ্রীব দোসর)—একজনেরই বিক্রম অসহ্য, আবার তাহার সহকারী জুটিলে যে কি হইবে, বলা বাহুল্য।

এ কি ছেলের হাতের পিঠে (বা মোয়া)—ছোট ছেলেকে সহজে ভুলাইয়া তাহার নিকট হইতে পিঠে (বা মোয়া) লওয়া যায়। অতি সহজে কাহারও নিকট হইতে কিছু পাইতে গেলে, তাহার জবাবে অনেক সময় এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

এ কি বিধির লীলাখেলা, কাকের গলায় তুলসীমালা—অযোগ্য ব্যক্তি হঠাৎ সৌভাগ্যলাভ করিলে বা অসাধু হঠাৎ পরম সাধু হইলে এই প্রবাদবাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

এ কি মোর জ্বালা, মেয়ে চামকাটা ডালা, কানে দুটো ঘুরঘুরে গলায় মতির মালা—যাহা সহ্য করা অসম্ভব, সেই সম্পর্কে ইহা বলা হইতেছে। একটি মেয়ের শরীরে এতটুকু মাংস নাই, তাহার উপর সে গলায় মতির মালা ও কানে ঘুরঘুরে পরিয়াছে; ইহাতে মেয়েটিকে দেখিতে আরও বিশ্রী হইয়াছে এবং তাহার রূপ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হইয়াছে।

একুশ কোঁড়া গুণে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান—যে একজনের এতটুকু আঘাতেই কষ্ট পায়, অথচ অন্যজনের কঠোর অত্যাচার সহ্য করে তাহার সম্বন্ধে এই বাক্যটি প্রযোজ্য হয়।

একূল ওকূল দু'কূল গেল—দুই দিকই নষ্ট হইল। অনুরূপ সংস্কৃত প্রবাদ—"ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" (তাহা দ্রঃ)।

একে ত মধুপর্কের বাটি তায় আবার কাত—সামান্য দুঃখকষ্টও যে সহ্য করিতে পারে না, তাহার হঠাৎ কোন বিপদ হইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

একে মনসা তাতে (তায়) ধুনার গন্ধ—যে যাহাতে রাগিয়া যায় তাহাই করা।

একে মিন্‌মিন্ (গুম্‌গুম্), দু'য়ে পাঠ, তিনে গোলমাল, চারে হাট—একজনে সামান্য পড়া হয়, দুইজনে প্রতিযোগিতায় আরও একটু বেশী পড়া হয়। কিন্তু আর বেশী হইলে পড়া হয় না, গোলমালই হয়।

এখন না শুন্‌লে বঁধু যৌবনের ভরে, পশ্চাতে কাঁদিতে হবে নয়নের নীরে—যতক্ষণ যৌবনের তেজ থাকে, ততক্ষণ অনেকে কোন উপদেশ মানিতে চাহে না। কিন্তু সেই উপদেশ না মানার জন্য তাহাকে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে হয়।

এগুনে দর্শনধারী, পশ্চাৎ গুণবিচারি—চেহারা দেখিয়া মনে লাগিলে তবে লোকে গুণের বিচার করে।

এগুলে রাম, পেছুলে রাবণ—দুইদিকেই বিপদ্।

এগুলেও নির্ব্বংশের বেটা, পেছুলেও নির্ব্বংশের বেটা (To be between Scylla and Charybdis)—যেদিকেই যাওয়া যাক্ না কেন, সেই দিকেই বিপদ্। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও অপরকে সন্তুষ্ট করিতে না পারা।

এঙ যায়, ব্যাঙ যায়, খল্‌সে বলে আমিও যাই—চ্যাং মাছ বা ব্যাং লাফাইতে পারে কিন্তু খল্‌সে মাছ পারে না। তাৎপর্য্য :—অন্ধ অনুকরণ ভাল নয়। অপরের কোন কাজ দেখিয়া নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কাজ করিতে গেলে ফল ভাল হয় না। প্রায় অনুরূপ প্রবাদ—"যার কাজ তারে সাজে, অন্যের মাথায় লাঠি বাজে।"

এ ত মূলোবাড়ী নয়, এ যে বেগুনবাড়ী—মূলোর চাষ বছরে একবার হয়, বেগুনের চাষ হয় বারমাস। যাহার কাছে একবার মাত্র সাহায্য পাওয়া যায়, তাহাকে মূলোবাড়ী ও যাহার কাছে সব সময়েই কিছু কিছু সাহায্য মেলে, তাহাকে বেগুনবাড়ী বলা হয়।

এত সুখ যদি কপালে, তবে কেন তোর কাঁথা বগলে—তোমার অবস্থা দেখিয়া তো মনে হয় না যে, তুমি সুখে আছ, তবে বিসের জন্যে তোমার সুখের কথা বলিয়া বেড়াও? তাৎপর্য্য :—মুখে আস্ফালন করিলেও প্রকৃত অবস্থা ভিন্নরূপ।

এদিক্ নেই, ওদিক্ আছে—ভাল কাজ করিবার ক্ষমতা নাই, মন্দ কাজ করিতে পারে।

এবারকার রোগী, সেবারকার রোজা—'একবারের রোগী, আরবারের রোজা' দ্রঃ।

এমনি যায় না মাস, আবার দুদিন বেশী—সংসারের অবস্থা এমন যে ত্রিশটা দিন চলাই অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠে; তাহার উপর যদি মাস বাড়ে, তাহা হইলে ত' দুঃখভোগের চূড়ান্ত হয়। তাৎপর্য্য :—এমনিই তো কষ্টের সীমা নাই, তাহার উপর যদি আবার নূতন কোন কষ্ট আসে, তাহা হইলে ত' কথাই নাই।

এয়সা দিন নেহি রহেগা—এরূপ দিন কিছুতেই থাকিবে না। সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ আসিবেই। অনুরূপ সংস্কৃত প্রবাদ—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"।

এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে—
নিরস্তপাদপে দেশে হেরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।
—যে দেশে বৃক্ষ নাই, সেখানে এরণ্ডবৃক্ষও বৃক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাৎপর্য্য :—প্রতিভাশালী ব্যক্তি না থাকিলে সেখানে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হয়।

এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে—যেখানে যেটি খাটে না সেখানে সেটি বসান; সব কিছু উল্টাপাল্টা করিয়া দেওয়া।

এস্পার কি ওস্পার—ভাল হোক মন্দ হোক, চূড়ান্ত মীমাংসা করা।

ও

ওজন বুঝিয়া চলা—নিজের সাধ্যমত কাজ করা বা চলা।

ওঝার ঘাড়ে বোঝা (বা ভূত)—যে লোক যে বিপদের প্রতিকার করে, তাহার সেই বিপদ্ ঘটিলে এই প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়।

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে—কোনও ভূমিকা না করিয়াই বা পর্য্যাপ্ত সময় না দিয়াই কোন কাজ করিতে বলা।

ওরে পাগল, খাবিনে, না, হাত ধোব কোথা?—অনুরূপ প্রবাদ—"পাগলা, ভাত খাবি, না, হাত দোব কোথা?" (তাহা দ্রঃ)।

ওল খেয়ে গোল—ওল খাইলে গলা ধরে। তাৎপর্য্য :—নিজেই নিজের দুঃখকষ্টের কারণ ঘটাইয়া পরে অনুযোগ করা।

ওল বলে মানকচু ভায়া, তুমি নাকি লাগ—নিজের শত দোষ থাকাতেও পরের দোষের সমালোচনা করা।

ওষুধ ধরেছে—প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার ফল ফলিয়াছে।

ওস্তাদের মার শেষরাত্রে—দক্ষব্যক্তি শেষের দিকেই তাহার দক্ষতা দেখাইয়া থাকে।

ঔ

ঔষধার্থে সুরাপান, পান না বাড়ালেই থাকে মান—ঔষধের হিসাবে মদ খাইতে আরম্ভ করিয়া শেষে অভ্যাসের ফলে লোকে মাতাল হয়। তাৎপর্য্য :—খারাপ অভ্যাস অল্পে অল্পে ত্যাগ না করিলে পরে তাহাতে দারুণ অনিষ্ট দেখা দেয়।

ক

ক অক্ষর গোমাংস—শব্দাংশে দ্রঃ।

কইতে কইতে মুখ বাড়ে, খাইতে খাইতে পেট বাড়ে—প্রশ্রয় পাইলে যাহাকে যে কথা বলা উচিত নয়, তাহাই বলিবার প্রবৃত্তি জন্মে।

কইতে জান্‌লে ঠকি (ঘাটি) না, বস্‌তে জান্‌লে উঠি না—কথা ঠিকমত বলিতে পারিলে লোকের কাছে অপদস্থ হইতে হয় না বা পরাজয় স্বীকার করিতে হয় না। সেইরূপ উপযুক্ত স্থানে বসিলে পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্তন করিতে হয় না। তাৎপর্য্য :—বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ করিলে ঠকিতে হয় না।

কই মাছের প্রাণ, অল্পেতে না যান—যাহা সহজে মরে না, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কংস মামার আদর—অনিষ্টকারী আত্মীয়ের সম্বন্ধে উক্তি। কারণ মাতুল কংস শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

কংস রাজার বদ্ ফরমাস—কংস

রাজার নিষ্ঠুর আদেশে যেরূপ দেবকীর পুত্র-কন্যা নিহত হইয়াছিল, তদ্রূপ আদেশ। তাৎপর্য্য ঃ—অন্যায় ও খামখেয়ালী হুকুম।

কচি খুকি, কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খান—যাহারা সহজ কথা বোঝে না, অথবা বুঝিয়াও ন্যাকা সাজে, তাহাদিগের সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযোজ্য।

কচুপোড়া খাওয়া—একেবারে কিছুই না পাওয়া।

কচুর বেটা ঘেচু, বড় বাড়েন ত' মান—ঘেঁচু বাড়িতে বাড়িতে না হয় মান-কচুর সমান হইল, তাহার বেশী আর হইবে না। তাৎপর্য্য ঃ—সাধারণতঃ সামান্য অবস্থা হইতে খুব বেশী উন্নতি লাভ করা যায় না।

ক'টি ছেলে, না, পুড়িয়ে খাব—কোনও প্রশ্নের অসংলগ্ন উত্তর দিলে এই কথা বলা হয়। বধিরকে প্রশ্ন করিলে সে তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অসংলগ্ন উত্তর দেয়।

কড়িকাঠ গোণা—বিছানায় শুইয়া নিঃসঙ্গ ভাবে অনিদ্রায় রাত কাটান; অথবা, কোন বিষয় বুঝিতে না পারিয়া বার বার চিন্তা করা।

কড়ি থাকলে বেয়াইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়, না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধও হয় না—টাকা যাহার বেশী আছে সে অনাবশ্যক কাজেও খরচ করিতে পারে।

কড়ি দিয়ে কাণা গরু কেনা—বোকার মত পয়সা খরচ করা।

কড়ি দিয়ে কিনবো দই, গোয়া-লিনী মোর কিসের সই (Lipdeep sympathy)—কাজের বেলায় যেখানে খাতির পাওয়া যায় না, সেখানে মুখের খাতিরেই বা কাজ কি?

কড়ি দিয়ে খাই দই, কি করবে মোর গোয়ালা সই—ন্যায্য কাজ করিলে কাহারও নিকট ভয় করার কিছু থাকে না।

কড়ি দিয়ে হেটে নদী পার—নিজের পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য পয়সা ব্যয় করিয়াও আবার নিজেই সেই পরিশ্রম করা।

কড়ি লবে গুনে, পথ চল্‌বে জেনে—হঠাৎ কোন কাজ করিতে নাই; বিশেষ-ভাবে চিন্তাভাবনা করিয়া কাজ করিলে প্রায়ই ঠকিতে হয় না। প্রবাদটির পূর্ব্বার্দ্ধ "গুরু করবে জেনে, জল খাবে ছেনে"।

কড়ির জিনিস পড়িস্ না—পয়সা দিয়া কিনিয়া জিনিসের অযত্ন করা উচিত নয়।

কড়ি হলে বাঘের দুধ মেলে—টাকায় অসাধ্য সাধন হয়।

কণ্টকেনৈব কণ্টকম্—এক শত্রুকে অপর শত্রুর বিরুদ্ধে লাগান; শত্রু দ্বারা শত্রুনাশ করা।

কতই বা দেখ্‌ব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার—অতি ছোট অতি সৌভাগ্য লাভ করিলে এই কথা বলা হয়।

কতই সাধ হয় রে চিতে, ফোগ্‌লা দাঁতে মিশি দিতে—ক্ষমতার অতিরিক্ত পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে—মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বেশীক্ষণ চালান যায় না।

কত জলে কত মুসুরি ভেজে দেখ—যাহা জানিতে না তাহা এখন জানিয়া লও। অনুরূপ প্রবাদ ঃ—"কত ধানে কত চাল"।—এই প্রবাদ দুইটি অনভিজ্ঞকে অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়ার সময় বলা হয়।

কত ব্রত করলি যশী,
(এখন) বাকী ভূমি-একাদশী
—যাহারা প্রয়োজনীয় কোনও কার্য্য করিতে কখনও উৎসাহ দেখায় না, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কোনও কাজ করিতে হঠাৎ উদ্যোগী হইয়া উঠে, তাহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

কত রঙ্গ দেখালি মাসি—যে নানা রকম কথা বলে, বাক্‌চাতুর্য্য ও প্রতারণা যাহার স্বভাব, তাহাকে ইহা বলা হইয়া থাকে।

কত রবি জ্বলে রে, কেবা আঁখি মেলে রে—একদল অলস লোক রাজার অতিথি-শালায় বাস করিত। একদিন আগুন লাগিয়া ঘর পুড়িতে থাকিলে একজন বলিল—'কত রবি জ্বলে' অর্থাৎ আলো খুব বেশী হইয়াছে। আর একজন উত্তর দিল—'কেবা আঁখি মেলে', অর্থাৎ চোখ মেলিয়া দেখিবার মত কষ্টও সে স্বীকার করিতে রাজী নয়। তাৎপর্য্য ঃ—অতি অলস ব্যক্তি কোনরূপ পরিশ্রম করিতে চায় না।

কত শত গেল রথী, ন্যাওড়াতলায় চক্রবর্ত্তী—ক্ষুদ্র ব্যক্তি মহতের অসাধ্য কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে হাস্যাস্পদ হয় মাত্র। তুঃ—"হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়ায় বলে কত জল।"

কত সাধ যায় রে চিতে,
বেগুন গাছে আঁকশি দিতে—বেগুন গাছ অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে আঁকশি দিয়া বেগুন পাড়িবার প্রয়োজন হয় না। তাৎপর্য্য ঃ—বাজে কাজ করিয়া সময় নষ্ট করিবার মত মূর্খতা আর নাই।

কত সাধ যায় রে চিতে,
মলের আগে চুট্‌কি দিতে—যাহার যে বস্তু পাওয়ার সামর্থ্য বা সম্ভাবনা নাই, তাহার সেই বস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অন্যায়।

কথা টলার চেয়ে পা টলা ভাল—মানীর পক্ষে কথার নড়চড় হওয়া নিতান্ত অগৌরবের বিষয়।

কথায় কথা বাড়ে—কলহের কালে কথা যতই বলিবে তাহার শেষ হইবে না। কথা বন্ধ না করিলে গোলযোগ বাড়িতেই থাকে।

কথায় চিঁড়ে ভেজে না (Soft words butter no parsnips)—কেবল মিষ্টি কথায় কোনও কার্য্য হয় না, উদ্যোগ ও অর্থব্যয় করাও প্রয়োজনীয়।

কথার গুণে বার্ত্তা নষ্ট—কথার দোষে অনেক সময় কার্য্য নষ্ট হইয়া যায়।

কথার নেই মাথা, বেঙে খায় চিঁড়ে দই—অসংলগ্ন ও অবিশ্বাস্য বাক্য প্রয়োগ করিলে ইহা বলা হয়।

কনের ঘরের মাসী, বরের ঘরের পিসী (Hunting with the hounds and running with the hares)—বিবদমান দুই পক্ষেই সুযোগ বুঝিয়া যোগ দিলে বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়।

কনের মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটুলী বাঁধে—যেখানে কন্যার বিবাহে টাকা লওয়া হয়, সেইখানে এই কথা বলা হয়। তাৎপর্য্য ঃ—অর্থলাভের আশা থাকিলে অনেক সময় গভীর শোকও সহ্য হয়।

কপট প্রেমে লুকোচুরি,
মুখে মধু প্রাণে ছুরি—যেখানে ভালবাসা ছলনাময়মাত্র, সেখানে লোকে মুখে মিষ্টি কথা বলে কিন্তু মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা করে।

কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর—অদৃষ্ট ভালো থাকিলে যোগ্যতাহীন লোকও বড় হয়।

কপাল ভাঙলে জোড়া লাগে না—অদৃষ্ট বিরূপ হইলে সুখের সম্ভাবনা নাই।

কপাল সাথে সাথে ফেরে—হতভাগ্য যেখানেই যাক না কেন, তাহার অদৃষ্টে শুভ হয় না।

কপালে নেইক ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি—অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে সহস্র চেষ্টাতেও সুখ হয় না।

কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবেই।

কম্বলের লোম বাছলে থাকে কি—কম্বল শুধু লোম দিয়া তৈয়ারী। লোম বাছিয়া তুলিতে থাকিলে কম্বলের আর কিছুই থাকে না। তাৎপর্য্য ঃ—অনেক সময় মন্দ জিনিস বাছিয়া বাদ দিতে গেলে দেখা যায়

সবই মন্দের দলে পড়ে। অনুরূপ প্রবাদ—"ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড়" (তাহা দ্রঃ)।

কয়লা ছাড়ে না ময়লা—দুষ্ট লোক সহজে মন্দ স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। অনুরূপ সংস্কৃত প্রবাদ—"অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি"।

কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না—পূর্ব্ব প্রবাদ দ্রঃ।

কর গোবিন্দ বাপের শ্রাদ্ধ, আরও বামুন আছে—বাপের শ্রাদ্ধ করিলে, অনেক পুরোহিত আসিয়া জুটে। তাৎপর্য্যঃ—দেওয়ার লোক থাকিলে নেওয়ার লোক ঢের পাওয়া যায়।

কর যদি তাড়াতাড়ি, ভুলের হবে বাড়াবাড়ি (Haste makes waste)—তাড়াতাড়িতে কাজ করিতে গেলেই অনেক ক্রটি বাহির হয়।

কর্ত্তা পান না, তাই খান না—পাওয়ার সুযোগ নাই বলিয়া অনেকে সেই বস্তু চান না বা খান না বলিয়া প্রচার করেন। তুঃ—'The grapes are sour."

কর্ত্তা যে ঘি খান, তা' এক আঁচড়েই মালুম—কাহারও গায়ে আঁচড় দিয়া খড়ি ফুটিলে বুঝা যায়, সে তেল ঘি খুবই কম খায়। তাৎপর্য্যঃ—সাধারণতঃ মূর্খের মূর্খতা সামান্য পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে।

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, উলুবনে নাট (কেত্তন)—অসঙ্গত হইলেও প্রভুর আদেশ বলিয়া তাহা পালন করা ছাড়া উপায় থাকে না।

কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরও কর্ম্মবিপাকে বুদ্ধি লুপ্ত হয়। পূর্ণ শ্লোকটি এই—

কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং হরিণমন্বগাৎ॥

বুদ্ধি কর্ম্মের বশ হয়, কিন্তু কর্ম্ম বুদ্ধির বশ হয় না; উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, রামচন্দ্র বুদ্ধিমান্ হইয়াও স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—মানুষ কর্ম্ম করিতেই পারে, কর্ম্মফলে তাহার নিজের হাত নাই। অতএব কাজের ফল সম্বন্ধে কোনরূপ আশা না করিয়া কর্ত্তব্য কাজ সারিয়া যাওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কত থাকে—আয় না থাকিলে ব্যয় যতই কম হউক, সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইতে বেশীক্ষণ লাগে না।

কলার ভেলায় সাগর পার—অল্প সম্বল ও শক্তি লইয়া সুবৃহৎ কার্য্য করিতে যাওয়া।

কল্লার (বা দুষ্টের) ঘাড় বোল্লায় (বা বোল্‌তায়) ভাঙ্গে—দুর্জ্জনের উপযুক্ত শাস্তি মানুষে সর্ব্বদা না দিতে পারিলেও ভগবান্ দেন।

কষ্ট দিয়ে দান, আর পিণ্ডি মেরে খাওয়ান—দান উদারভাবে করিতে হয়, এবং ক্ষুধার সময় খাইতে দিতে হয়। তাৎপর্য্যঃ—ঠিক সময়ে কাজ না করিলে ফল ভালো হয় না।

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না—ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

কষ্‌তে কষ্‌তে বাধন ছেঁড়ে—বন্ধন অতি দৃঢ় করিতে গেলে অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায়। তাৎপর্য্যঃ—কোন কাজে বেশী কড়াকড়ি করিলে প্রায়ই তাহার ফল উল্টা হয়।

কাঁচপোকার আর্শুলা ধরা—কোনও নিষ্কৃতির পথ নাই, এমন অবস্থার মধ্যে পড়া।

কাঁচা খাই, ডাঁসা খাই, আর খাই পাকা—অর্থাৎ সব দিকেই ভাগ লই।

কাঁচা গাঁথুনি, দুনো খাটুনি—মন্দ উপকরণে কাজ করিলে খাটুনি দ্বিগুণ হয়।

কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরা—অপরিণত বয়সে স্বভাব খারাপ হওয়া। অনুরূপ প্রবাদ—"কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরলে, রক্ষা নাই তার কোন কালে"।

কাঁচা মাটিতে পা দেওয়া—যে ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য নহে, তাহার উপর নির্ভর করিলে বিপদে পড়িতে হয়।

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে টঁ্যাস টঁ্যাস—বাল্যকালে সুশিক্ষা না দিলে, পরে অধিক বয়সে শত চেষ্টা করিলেও আর স্বভাব ভাল করা যায় না; অথবা, শত্রুকে অঙ্কুরে নষ্ট না করিলে, পরে সে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা—শত্রুদ্বারা শত্রু নাশ করা। অনুরূপ প্রবাদ—"বিষে বিষে বিষক্ষয়"।

কাঁটা বিনা কমল নাই, কলঙ্ক বিনা চাঁদ নাই—নিষ্কিণ্টে বা বিনা কষ্টে ভাল বস্তু পাওয়া যায় না। অথবা পৃথিবীতে কোনকিছুই নির্দ্দোষ নহে।

কাঁড়ান চালে তিন ঘা পাড়—সম্পাদিত কার্য্য করিতে পুনরায় উদ্যোগ করা নিষ্প্রয়োজন ও মূর্খতার পরিচায়ক।

কাঁধে কুড়ুল, বনময় খোঁজা—যাহা নিজের কাছে আছে, তাহাই অন্য জায়গায় খুঁজিয়া বেড়ানো। অন্যমনস্ক লোকের লক্ষণ এই, তাহারা হাতের কাছে জিনিস থাকিলেও এখানে ওখানে অনর্থক তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়।

কাক কোকিল একই বর্ণ, কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন—দুষ্ট লোক ও ভাল লোক চেহারা দেখিয়া চেনা যায় না, কাজে চেনা যায়।

কাক খায় কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা—ধূর্ত্ত লোকে নিজে দোষ করিয়া নিরপরাধ লোকের ঘাড়ে তাহা বেমালুম চাপাইয়া দেয়। অথবা, অনেক সময় একজনের সুখভোগের জন্য অপরে দুঃখ পায়।

কাক মনে করে, আমি বড় সেয়ানা—অল্পবুদ্ধি লোকের খলতা লোকে সহজেই ধরিতে পারে, যদিও সে নিজে ভাবে আমি খুব বুদ্ধিমান্।

কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেউ খায় না—প্রতারককে কেহই ঠকাইতে পারে না, কিন্তু সে সহজেই সকলকে ঠকাইয়া বেড়ায়।

কা কস্য পরিবেদনা (পরিদেবনা)—কে কাহার জন্য বেদনা অনুভব করে? সংসারে কেহ কাহারও আপন নয়। পূর্ণ শ্লোকটি এইঃ—

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়ঃপ্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা॥

কাকে নিয়ে গেল কাণ, কাকের পেছনে ছোট—লোকের কথায় কার্য্য করিবার পূর্ব্বে নিজের ভাবা উচিত, কার্য্য করিবার কারণ যথেষ্ট আছে কিনা। কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া পরের কথায় উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়।

কাকেরও ডিম সাদা হয়, বিদ্বানেরও ছেলে গাধা হয়—শিক্ষিত ব্যক্তির ছেলেও কখন কখন মূর্খ হইয়া পড়ে। সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে।

কাকের ছা, বকের ছা—কালো ও সাদা অক্ষরে বিশ্রীভাবে লেখা।

কাকের পাছে ফিঙ্গে লাগা—কাহাকেও সর্ব্বদা উত্ত্যক্ত করা।

কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে কাড়ে রা—কাকের বাসায় পালিত হইলেও কোকিলের ছানা কাকের শব্দ করে না। তাৎপর্য্যঃ—অতি কুসঙ্গেও সজ্জনের স্বভাব লুপ্ত হয় না।

কাকের মাংস কাকে খায় না, জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না—প্রতারকেরাও স্বজাতির ক্ষতি করে না।

কাঙলা, আপনা সামলা—নিজের দোষ আগে সংশোধন করিয়া পরে অন্যের দোষ দেখাইতে হয়।

কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই—লোভীকে প্রশ্রয় দিলে তাহার লোভ অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। অনুরূপ প্রবাদ—"শেয়ালীকে ভাঙ্গা বেড়া দেখান"

কাঙালের কথা, বাসি হ'লে মিঠে—নগণ্য লোকের উপদেশ কেহ প্রথমে গ্রহণ করে না, কিন্তু পরে ঠেকিলে বুঝে যে, তাহার উপদেশ মানিয়া চলিলে সত্যই সুফল পাওয়া যায়।

কাঙালের ঘোড়া রোগ—দরিদ্র ব্যক্তির ধনীর ন্যায় সুখভোগাদির দুরাকাঙ্ক্ষা।

কাঙালের ঠাকুর ব্যাধি—অবস্থার অতিরিক্ত আশা করা।

কাঙালের রাঙতাই সোনা (কাঙালের মুড়কিই সন্দেশ)—আপনার অবস্থায় যাহা কুলায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা।

কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ—যে যা সে তাই থাকে।

কাছা দিতে কোঁচা আঁটে না, কোঁচা দিতে কাছা আঁটে না।—টাকা কড়ি ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত না থাকিলে, একদিক করিতে গেলে অপর দিক নষ্ট হয়।

কাজও নেই, কামাইও নেই—অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হয়। অনুরূপ প্রবাদ :—"মাথা নেই তার মাথা ব্যথা"।

কাজ নেই কাজ করে, ধানে চালে এক করে—কাজ না থাকিলে অনেকে অনেক সময় অকাজ বা কুকাজ করিয়া থাকে।

কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি—অতি সহজ কার্য্যও শেষ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে নাই। কার্য্য সমাপ্ত করিয়াই আনন্দ করা ভাল।

কাজে এড়া, ভোজনে দেড়া—কাজ করিতে পারে না, অথচ খায় অন্যের চেয়ে অনেক বেশী।

কাজে কম, খেতে যম—পূর্ব্ব প্রবাদ দ্রঃ।

কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারে তেড়ে ফুঁড়ে।—কাজ করিতে চায় না, কিন্তু খাওয়াটা ঠিকমত চাই, তাছাড়া মুখে অত্যন্ত আস্ফালন করে।

কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরুলে পাজী—প্রয়োজনের বেলায় আদর থাকে, প্রয়োজন ফুরাইলেই অবজ্ঞা দেখা দেয়।

কাজের বেলা ভাগে (না পায় খুঁজে) খাবার বেলায় আগে,—"কাজে এড়া ভোজনে দেড়া" দ্রঃ।

কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাশ—উভয়ই কষ্টকর।

কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই—অকর্ম্মা ও অলসের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাকি—আত্মীয়ের বা নিজের অপমান প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে—যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দেওয়া।

কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল—অতি বৃহৎ বস্তু সংক্ষিপ্ত করিতে করিতে অতি ক্ষুদ্র হইয়া গেলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

কাট্‌লে রক্ত নেই, কুট্‌লে মাংস নেই—অত্যাচার বা নিষ্পেষণেও যাহার কাছে কিছু পাওয়ার আশা নাই, অথবা যাহার কোন মূল্য নাই এরূপ বাজে জিনিস।

কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধ বা কাঠবিড়ালের সেতুবাঁধা—রামচন্দ্র যখন সাগর বন্ধন করেন, তখন কাঠবিড়ালরা গাত্রের ধূলিদ্বারা সেতুবন্ধে সাহায্য করিয়াছিল। তাৎপর্য্য :—ক্ষুদ্রের সামান্য সাহায্যও উপেক্ষার বস্তু নহে।

কাঠের বেড়াল হোক, ইঁদুর ধরলেই হ'ল—যে উপায়েই হউক না কেন কার্য্যসিদ্ধি হইলেই হইল।

কান কাঁদেন (চায়) সোনারে, সোনা কাঁদেন (চায়) কানরে—মহাজন পরস্পরের সংসর্গে গুণসম্পন্ন হন। অথবা যে যাহার প্রতি অনুরক্ত সে তাহাকে নিকটে পাইতে চায়।

কান টানলে মাথা আসে—দুইটি সংযুক্ত জিনিসের মধ্যে একটি আয়ত্তে থাকিলে অপরটি আয়ত্তে আনা অতি সহজ।

কানা ক'বার নড়ি (যষ্টি) হারায়—লোকে একবার এক বিষয়ে ঠেকিলে, সে বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়"।

কানা গরু বামুনকে দান—অকেজো জিনিস দান করিয়া দানের পুণ্যলাভের চেষ্টা করা।

কানা গরুর ভিন্ন গোঠ—নির্ব্বোধ লোকেরা সহজ উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি করিতে জানে না।

কানা ছেলের (পুতের) নাম পদ্মলোচন—যাহার যে গুণ থাকিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহার সেই গুণের প্রসঙ্গ উঠিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কানা পুতে পোষে, রাজা বেটি (ঝিয়ে বা বউয়ে) শোষে।—ছেলে নিগুর্ণ হইলেও যথাসাধ্য বাপ-মার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে, কিন্তু কন্যা খুব ধনীর ঘরে পড়িলেও বাপের বাড়ী হইতে কেবল নেওয়ারই মতলব করে।

কানা পুতের নানা রোগ—হতভাগ্যের অদৃষ্টে অনেক কষ্ট স্বভাবতই উপস্থিত হয়।

কানা মেঘের বৃষ্টি, সর্ব্বত্র নয় দৃষ্টি—কাণা মেঘ সর্ব্বত্র জলবর্ষণ করে না। তাৎপর্য্য :—বড়লোক সাধারণতঃ সমদর্শী হয় না।

কানু ছাড়া গীত নাই—কীর্ত্তনে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ সর্ব্বত্র। সেইরূপ সর্ব্বত্রই এক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, এই প্রবাদটি বলা হয়।

কানে কলম গুঁজে, দুনিয়ায় খোঁজা—হাতের কাছের বস্তু সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়ান।

কানে দিয়েছে তুলো, পিঠে বেঁধেছে কুলো—যে কোন কথা শোনে না বা শাসন মানে না।

কানের জল জল দিলেই বেরোয়—এক জিনিস দিয়া অনুরূপ অপর জিনিসের দোষ দূর করা। অনুরূপ প্রবাদ :—"বিষে বিষে বিষক্ষয়"।

কানের পোকা বাহির করা—অতিরিক্ত কথা বলিয়া কান ঝালাপালা করা।

কানে হাত না দিয়েই বলে কান নিয়ে গেল চিলে ; (অথবা) কানের সঙ্গে খোঁজ নেই চিলের পিছে দৌড়—"কাকে নিয়ে গেল কাণ…" দ্রঃ।

কাপড় দিয়ে আগুন ঢাকা—বিপজ্জনক বা অসম্ভব কার্য্য করা।

কাপড় হ'লে পচা, আঙ্গুল হয় খোঁচা—দুরবস্থার জন্য যখন পুরাতন পচা কাপড় পরিতে হয়, তখন আঙ্গুলের সামান্য খোঁচায়ও তাহা ছিঁড়িয়া যায়। তাৎপর্য্য :—অদৃষ্ট মন্দ হইলে, সামান্য কারণেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

কামাতে না পারেন নাপিত, ধামাভরা ক্ষুর—বাহ্য আড়ম্বর বেশী আছে, অথচ কার্য্যে নিপুণতা নাই।

কামানো মাথায় ক্ষুর বোলানো—যাহার প্রয়োজন নাই তাহার জন্য কোন কাজ করা। অনুরূপ প্রবাদ :—"তেলা মাথায় তেল দেওয়া"।

কামারকে ইস্পাত ফাঁকি—কামারকে ইস্পাত কম দিলে তৈরী জিনিসও তদনুসারে খারাপ হইবেই। তাৎপর্য্য :—ফাঁকি দিয়া সংক্ষেপে কার্য্য করিলে আশানুরূপ ফল হয় না।

কামারের কাছে ছুঁচ বেচা—বুদ্ধিমানের কাছে অল্পবুদ্ধি লোকের ঠকাইবার চেষ্টা সহজেই ধরা পড়ে।

কামারের কাছে লোহা চুরি—পূর্ব্ব প্রবাদ দ্রঃ।

কামারের কাছে লোহা জব্দ—শক্ত

লোকের পাল্লায় পড়িলেই অত্যাচারী বলবান্ ব্যক্তিও জব্দ হয়।

কারও ঘর পোড়ে, কেউ আগুন পোহায় (কেউ খই খায়)—একজনের ক্ষতি ও অপরজনের তাহাতে লাভ।

কারও শাকে বালি, কারও দুধে চিনি—ভাগ্যবানের প্রয়োজনের অতিরিক্তও জুটে, অভাগার অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

কারও পৌষ মাস, কারও সর্ব্বনাশ—কাহারও সর্ব্বনাশে কেহ লাভবান্ ও আনন্দিত হইলে ইহা বলা হয়।

কার কপালে কেবা খায়—নিজের অদৃষ্টের ফলই সকলে ভোগ করে।

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে—যাহার কাজ, তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, অপরে তাহার জন্য ব্যস্ত হইলে এই কথা বলা হয়। অনুরূপ প্রবাদ :—"যার বিয়ে তার খোঁজ নেই ; পাড়া পড়সীর ঘুম নেই"।

কার সাধ্য মারে তারে, খোদা যারে রাজি—যাহার কপাল ভাল কেহ তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।

কারে পড়লে আল্লার নাম—বিপদের সময় লোকে ভগবানের নাম নেয়।

কাল কাপড় রুক্ষু মাথা, লক্ষ্মী বলেন থাক্‌ব কোথা—বেশভূষা ইত্যাদিতে বিশৃঙ্খলা থাকিলে প্রায়ই তাহার কোন উন্নতি হয় না।

কালনেমির লঙ্কা ভাগ—রাবণ তাঁহার মামা কালনেমিকে লঙ্কার অর্দ্ধেক দিবার আশা দেন এবং হনূমান্ যখন গন্ধমাদন আনিতে যান, তখন তাঁহাকে বধ করিবার জন্য পাঠান। হনূমানকে বধ করার পূর্ব্বেই কালনেমি মনে মনে অর্দ্ধ লঙ্কা প্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে এবং অবশেষে নিজেই হনূমানের হস্তে নিহত হয়। তাৎপর্য্য :—কাজ শেষ হওয়ার আগেই ফলাফল সম্বন্ধে অতিরিক্ত আশা করা।

কাল রাম রাজা হবে, আজ বনবাস—অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটিলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

কালস্য কুটিলা গতিঃ—কালের গতি কুটিল। কালক্রমে কি ঘটিবে কেহ বলিতে পারে না। পূর্ণ শ্লোকটি এই—

যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ম্।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ ॥

কাল হাঁড়ী, কেয়া পাত, তবে দেখ্‌বি জগন্নাথ—পূর্ব্বে জগন্নাথ দেখিতে যাইতে হইলে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইত—যেমন পথে কাল হাঁড়ীতে রাঁধা ও কেয়াবন পার হইয়া যাওয়া। তাৎপর্য্য :—অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে হইলে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়।

কালা পুরুত, তোত্‌লা যজমান—যদি পুরোহিত বধির হন এবং যজমান তোত্‌লা হন, তবে পরস্পরের সহযোগিতার অভাবে দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাৎপর্য্য :—যাহাদের উপর কোন কার্য্যের ভার থাকে, তাহারা যদি সকলেই অপটু হয়, তবে কার্য্যে যথেষ্ট গোলমাল দেখা দেয়।

কালা বলে গায় ভাল, কাণা বলে নাচে ভাল—যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই সে বিজ্ঞোচিত অভিমত প্রকাশ করিলে এই কথা বলা হয়।

কালা শোনে ঢাকের বাদ্যি, কালা বলে মোর বিয়ের বাদ্যি—অপরের কাজকে নিজের কাজ বলিয়া জাহির করা।

কালি কলম পাত, তবে অক্ষরের জাত—উপকরণ ভাল না হইলে কাজ ভাল হইতে পারে না।

কালি কলম মন, লেখে তিন জন—সকল কার্য্যেই উপকরণ এবং মনঃসংযোগ একান্ত আবশ্যক।

কালির অক্ষর নাইকো পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে—অজ্ঞ লোকের পক্ষে বিজ্ঞের কার্য্য করিতে যাওয়া।

কালে আবজায় তুলে বেচে, তার বাড়া কি ফসল আছে?—যথাকালে আগাছা তুলিয়া যত্ন করিয়া শস্য রোপণ করিলে আশাতিরিক্ত উত্তম ফসল হয়। তাৎপর্য্য :—সময়মত কাজ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

কালে কত দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার—অসম্ভব কিছু ঘটিলে, বা সামান্য লোক বড় হইয়া উঠিলে, সেই সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কালে কালে কতই হ'ল, পুলি পিঠের লেজ গজাল—অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিলে এবং তাহা বিশ্বাস না করিলে লোকে এই কথা বলে।

কালের আবার কালাকাল—কালের অর্থাৎ মরণের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে না; কে কখন মরিবে তাহা বলা যায় না। অনুরূপ প্রবাদ :—"যমের বাড়ী নাই কোন পাঁজি"।

কালো জগৎ আলো—যাহার রং কালো তাহার মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্য্য থাকিলে (যেমন শ্রীকৃষ্ণ) এই উক্তি প্রযোজ্য।

কালোয় কালোয় ধলো হয় না—মাতা পিতা দুইজনই কালো হইলে, সন্তান ফর্সা হয় না। তাৎপর্য্য :—দুই মন্দের মিলনে ভালো হইবার আশা কম।

কাশীধামে কাক মরেছে, কুমিল্লাতে হাহাকার—একটির সঙ্গে আর একটির কোন সংশ্রব নাই—ইহা বুঝাইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, না তিত, না মিষ্টি—পলতা গাছে পটোল হয়। পলতা তিক্ত, কিন্তু পটোল মিষ্ট। দুর্জ্জন মাতাপিতার মহৎ সন্তান হইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

কি দেব কি দেব খোঁটা গয়ায় মরেছে (তার) বাপ-বেটা—পিতাপুত্রের গয়ায় মরা কিছু নিন্দার কথা নয়, তবু নিন্দুকেরা অগত্যা তাহা লইয়াই নিন্দা প্রচার করে। তাৎপর্য্য :—নিন্দুকেরা নিন্দা করিবার কিছু না পাইলে নগণ্য বিষয় লইয়াও নিন্দা করিয়া বেড়ায়।

কিনতে ছাগল, বেচতে পাগল—কিনিবার সময় ছাগলের খাওয়ার মত তাড়াতাড়ি কেনা, বেচিবার সময় পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়ান। তাৎপর্য্য :—কেনা-বেচার কাজে তাড়াহুড়া করিলে প্রায়ই ঠকিতে হয়।

কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ—বয়স নিয়া শ্রেষ্ঠতার বিচার হয় না। যাহার বুদ্ধি বেশী সে-ই শ্রেষ্ঠ।

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্—প্রত্যহ মানুষ মরিতেছে দেখিয়াও মানুষ বাঁচিবার আশা করে; ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? পূর্ণ শ্লোকটি এই—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ॥

কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।—সুখী লোক দুঃখীর দুঃখ বোঝে না।

কিসে নেই কি (কার নাম কি) পান্তা ভাতে ঘি (বেগুন পোড়ায় ঘি)—অস্থানে ব্যয়, অথবা অযথা ব্যয় করিলে এই বাক্যটি বলা হয়।

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি—মানুষ মরিয়া যায়, কিন্তু কীর্ত্তি বাঁচিয়া থাকে। পূর্ণ শ্লোকটি এই—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥

চিত্ত, বিত্ত, জীবন ও যৌবন সমস্তই চঞ্চল ও অস্থায়ী কিন্তু যাঁহার কীর্ত্তি আছে তিনিই অমর।

কীল খেয়ে কীল চুরি—অপমান নিঃশব্দে হজম করা ও তাহা প্রকাশ না করা।

কীলিয়ে কাঁঠাল পাকান—জোর করিয়া কোন বস্তুকে কার্য্যোপযোগী করা।

কুঁজী, না ঐ ত পুঁজি—ভালবাসার পাত্রের গুণাগুণ বিচার করা হয় না।

কুঁজোর ইচ্ছা চিৎ হয়ে শোয়—কাহারও অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে এই বাক্য প্রযোজ্য।

কুঁড়ে ঘরে বাস, খাট পালঙ্কের আশ—ক্ষুদ্রের দুরাকাঙ্ক্ষা।

কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না—কুঁদযন্ত্রের ঘর্ষণে কাঠ পালিশ হয় এবং বাঁকা কাঠও সোজা হয়। তাৎপর্য্য:—শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িলে ধূর্ত্ত লোক জব্দ হয়।

কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে (চড়ে)—নীচকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে সে ক্রমশঃ অতিরিক্ত আবদার করিয়া থাকে।

কুকুর রাজা হলেও জুতো খায়—ক্ষুদ্রের নীচপ্রবৃত্তি সহজে যায় না।

কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে—হীনবল শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া ইহা বলা হয়। ছোট শত্রুর শক্তি কম। সেইজন্য তাহার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতাও কম।

কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না—ভাগ্যে অতি শুভ ঘটিলেও ভাগ্যহীন দরিদ্র ব্যক্তি তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। যে যাহাতে অভ্যস্ত নয়, তাহা তাহার ভাগ্যে জুটিলেও সে তাহা কাজে লাগাইতে পারে না।

কুকুরের মুগের পথ্যি
কুকুর বলে মোর একি বিপত্তি—নীচজনের পক্ষে অতি উপাদেয় বস্তু অথবা অতি উদার ব্যবহারও প্রীতিকর হয় না।

কুকুরের লেজে ঘি ঢাল্‌লেও সোজা হয় না—নম্র বাক্যে বা ব্যবহারে নীচজন বাধ্য হয় না।

কুড়ে কৃষাণ (গরু) অমাবস্যা খোঁজে—অমাবস্যায় জমি চাষ নিষিদ্ধ বলিয়া এই উক্তি। তাৎপর্য্য:—অলস ব্যক্তি যাহাতে কাজ না করিতে হয় তাহার অছিলা খোঁজে।

কুড়ে গরুর এঁটুলী সার—অকর্ম্মণ্য লোকের দ্বারা শুধুই অসুবিধা ভোগ হয়, লাভের অংশে শূন্য। উপরন্তু অলসেরা তাহার কাছে জড়ো হয়। [এঁটুলী=লোমকীট।]

কুড়ে পাটুনীর মুখে আঁটুনী—মুখে বড় বড় কথা অথচ কাজের সময়ে কিছুই নয়। [পাটুনী=খেয়াঘাটের মাঝি।]

কুড়ের বাথান বৈদ্যনাথে—তীর্থস্থানে বিনাশ্রমে অন্ন সুলভ। সেইজন্য সাধারণতঃ অলস ও অকর্ম্মণ্য লোকেরা তীর্থস্থানে গিয়া জীবন কাটায়। [বাথান=বাসস্থান।]

কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়—পুত্র মাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য না করিলেও মাতা কখনও স্নেহহীনা হন না।

কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে জলে বাস করা—যাহার যেখানে প্রভুত্ব সেখানে তাহার সঙ্গে বিরোধ করিয়া থাকা যায় না।

কুয়ো হয়, আমের ভয়, তাল তেঁতুলের কিছুই নয়—দৈবের অত্যাচার সতের উপর দিয়াই বেশী যায়, দুষ্টকে তাহা প্রায়ই স্পর্শ করে না। [কুয়ো=কুয়াসা।]

কৃপণের ধন বর্ব্বরে খায়—কৃপণের অর্থ প্রায়ই সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইতে দেখা যায় না।

কেঁচো খুড়তে সাপ বেরুল—অতি নগণ্য বিষয় অবলম্বন করিয়া দুর্ভেদ্য রহস্যের উদ্ঘাটন হইলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

কেঁচো দিয়ে কাত্‌লা ধরা—অল্পব্যয়ে মহৎ কার্য্য নিষ্পন্ন করা কিংবা ক্ষুদ্রের সাহায্যে মহতের অনিষ্ট করা।

কেউ মরে, কেউ হরি হরি বলে—একজনের মর্ম্মান্তিক দুঃখে অপরের আনন্দ হইলে এই বাক্য প্রযোজ্য।

কোকিলবধূ (কোকিলের বউ), ছেলে ধরতে জানে না—কোকিলা কাকের দ্বারা সন্তানপালন করায়, নিজে করে না। কেহ ন্যাকামি করিলে তাহাকে ইহা বলা হয়।

কোথাকার জল কোথায় মরে (গিয়ে দাঁড়ায়)—দৈবচক্রে এক ঘটনা তাহার সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধহীন অন্য ঘটনার সঙ্গে গিয়া জড়াইয়া যায়।

কোথা রাম রাজা হবে, না কোথা রাম বনবাসে যাবে—সুখের পরিবর্তে হঠাৎ দুঃখে পড়িলে এই কথা বলা হয়।

কোন কালে নাইক গাই,
চালুনী নিয়ে দুইতে যাই—যে ব্যক্তি যে কাজ করিতে জানে না সে সেই কাজ করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হয়।

কোন্ বা বিয়ে, তার দু'পায় আল্‌তা—সামান্য কার্য্যে অনর্থক আড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন ও অশোভন।

কোলে মরে, তবু পোষাণী দেয় না—নিজের প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা নাই, অথচ অপর লোককেও প্রতিপালন করিতে দিবে না।

ক্ষিদের চোটে পাট্‌কেলে কামড়—ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্যও খাইতে হয়।

ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্—
বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্॥
অগ্নি যখন বনানী দগ্ধ করে, তখন বায়ু তাহার সহায় হয়; কিন্তু সেই অগ্নি যখন ক্ষীণ হইয়া প্রদীপগত হয়, তখন বায়ু তাহার শত্রু হইয়া তাহাকে নির্ব্বাপিত করে। তাৎপর্য্য:—দুর্ব্বলকে কেহই সমাদর করে না।

ক্ষুদ খেয়ে পুঁজি করে দু'পুরুষে খরচ করে—দুঃখকষ্ট করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে পরে তাহা দ্বারা বহুদিন সুখে থাকা যায়।

ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে—পরিশ্রম করিয়া চাষের কাজ করিলে খাওয়া-পরার কষ্ট থাকে না।

ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে—স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়।

ক্ষেপই হারে, জনম হারে না—মানুষ একবারই প্রতারিত হয়, পুনঃপুনঃ হয় না।

———

খ

খঞ্জনের নাচ দেখে চড়ুইয়ের নাচ—মহতের অনুকরণ ক্ষুদ্রের পক্ষে প্রায়ই উপহাসাস্পদ হইবার কারণ হয়।

খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গাপার—অসম্ভব কার্য্যে উদ্যোগ।

খড়ের আগুন যেমন জ্বলে তেমন নেভে—কেহ হঠাৎ উত্তেজিত হইলে সহজেই শান্ত হয়।

খাই দাই বাঁশী বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না—নিজের কাজে নিজে ব্যস্ত থাকি, পরের কথা বা গোলমালের মধ্যে থাকি না।

খাই দাই ভুলিনি, তত্ত্ব কখন ছাড়িনি—কেহ শত কার্য্যের মধ্যেও লক্ষ্য ঠিক রাখিলে তাহাকে ইহা বলা হয়।

খাওয়াবে হাতীর ভোগে, দেখ্‌বে বাঘের চোখে—সন্তানকে যেমন আদর-যত্ন করা উচিত, সেইরূপ শাসনও করা কর্ত্তব্য।

খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা—হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়া নিরুপায় ব্যক্তির উপর উৎপীড়ন করা।

খাঁদা নাকে তিলক পরা (বা খাঁদা নাকে নথ, আর গোদা পায় মল)—রূপহীনের প্রসাধন চেষ্টাকে এইরূপে উপহাস করা হয়। যাহার যে কাজ সাজে না, তাহার সেই কাজ করা অশোভন।

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল কল্লে এঁড়ে গরু কিনে—যে যে বিষয়ে নিপুণ নয়, সেই কাজ করিতে গেলে তাহার লোকসান হইবারই সম্ভাবনা।

খাট ভাঙ্গলে ভূমিশয্যে—যখন যেমন তখন তেমন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে সুখী হওয়া যায়। অতীত সুখের কামনা অনর্থক মানুষকে পীড়া দেয় মাত্র।

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি,
তার অৰ্দ্ধেক মাথায় ছাতি।
ঘরে বসে' পুছে বাত,
তার কপালে হা-ভাত।
—যে পরকে দিয়া কাজ করায় ও নিজে সেই সঙ্গে কাজ করে সে খুব উন্নতি লাভ করে। যে পরকে দিয়া কাজ করায় ও নিজে শুধু দেখা-শুনা করে, সে কম উন্নতি করে। আর যে কাজও করে না, কাজের দেখাশুনাও করে না, সে অভাবে পড়িয়া কষ্ট পায়।

খাতায় নাম লেখানো—(সধবার একাদশী) বারাঙ্গনাদের পুলিসে রেজেষ্ট্রি করান।

খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন রেক চেলে এক উচ্ছে—যিনি প্রথমে 'খাব না' 'খাব না' করেন, তিনি শেষে প্রায়ই প্রচুর ভোজন করেন, এইরূপ দেখা যায়।

খাবার আছে চা'বার নেই, দেবার আছে নেবার নেই—প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, কিন্তু ভোগ করিবার কেহ নাই।

খাবার বেলায় (ন'বার) মা, ছেলে ধরতে কেউ না—খাবার সময় খুব মাখামাখি দেখানো কিন্তু কাজ করিবার সময় সরিয়া পড়া।

খাবার বেলায় মস্ত হাঁ, উলু দেবার বেলায় মুখে ঘা—খাইতে পটু কিন্তু কাজ করিতে অপারগ।

খাবার সময় শোবার চিন্তা—যখন-কার যাহা নয়, তাহার চিন্তা করা। পূর্ব্বা-হ্নেই কোনও কার্য্যের জন্য চিন্তিত হওয়া।

খায় দায় পাখীটি, বনের দিকে আঁখিটি—পাখীকে যতই খাওয়ান যাক না কেন, তাহার মনোযোগ বনের দিকেই থাকে। তাৎপর্য্য :—পরকে যতই যত্ন করা যাক না কেন, তাহার কেবল স্বার্থসিদ্ধির দিকেই দৃষ্টি থাকে।

খায় না খায় সকালে নায়,
হয় না হয় দুবার যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়?
—প্রাতঃ-স্নান এবং দুইবেলা শৌচে যাওয়া স্বাস্থ্যকর।

খায় মালসাট মেরে, ওঠে হাটু ধরে—দমভর খাইয়া সহজে উঠিতে পারে না। পেটুকের সম্বন্ধে উক্তি। [মালসাট মেরে = মালকোঁচা দিয়া।]

খাল কেটে কুমীর আনা—নিজেই উদ্যোগী হইয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনা।

খাল পার হয়ে কুমীরকে কলা দেখান—কার্য্যসিদ্ধি হইলে প্রবলকে আর ভয় করার দরকার নাই।

খিড়কী দিয়ে হাতী গলে, সদরে বাধে ছুঁচ—চোখের আড়ালে দারুণ ক্ষতি হইতেছে, সেদিকে খেয়াল নাই কিন্তু প্রকাশ্যে সামান্য ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত। অনুরূপ প্রবাদ—"সদরে ছুঁচ চলে না, অন্দরে হাতী চলে"।

খুঁট-আখুরে, গাঁয়ের বালাই—যে খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়ে, অর্থাৎ অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি গ্রামের লোকদের বিরক্তির কারণ।

খেঁকি কুকুরের ঘেউ ঘেউ সার—অকেজো লোক আড়ম্বর করে ও কেবলই অনুযোগ করে।

খেতে খেতে লোভ বাড়ে, কাঁদতে কাঁদতে শোক বাড়ে—কেহ কোন কাজ বার বার করিলে সে সেই কাজে ক্রমে আসক্ত হইয়া পড়ে।

খেতে পায় না পচা পুঁটি, হাতে পরে হীরের আংটি (পেতে চায় ঘি-রুটি)—অতি দরিদ্র ব্যক্তির ধনীর মত বাহ্য আড়ম্বর দেখানো।

খেতে পেলে শুতে চায়—একটা সুযোগ নিয়া আরও অধিক সুবিধার জন্য চেষ্টা করা।

খেদাই না, তোর উঠান চষি—মুখে না বলিয়াও কার্য্যতঃ অসন্তোষ প্রকাশ করা বা ক্ষতি করা।

খেয়া পার হলে পাটনী শালা—কাজ মিটিয়া গেলে কাজের লোককে অবহেলা করা।

খেয়ার কড়িতে ডুব দিয়ে পার হওয়া—অর্থব্যয় করিয়াও অনর্থক শ্রম-স্বীকার করা।

খোঁটার জোরে মেড়া (গাড়ল) লড়ে—উপযুক্ত সহায় থাকিলে নিঃসম্বল ব্যক্তিও বৃহৎ কার্য্য করিতে পারে।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—যে যে-বিপদটি এড়াইতে চায়, সে সেই বিপদেই পড়ে।

খোদার ওপর খোদকারী—ক্ষুদ্র ও অজ্ঞের পক্ষে বিজ্ঞ ও মহান্ ব্যক্তির কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করা অতি বাতুলতা।

খোদার নাও দোয়ায় চলে—ঈশ্বরের দয়াতেই মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

খোঁয়াড়ে পড়লে হাতী,
চামচিকেতেও মারে লাথি—শক্তিমান্ লোক বিপদে পড়িলে অতি নগণ্য লোকও তাহাকে বিব্রত করিতে ছাড়ে না।

খোশ খবরের ঝুটাও ভাল—সুসংবাদ মিথ্যা হইলেও তাহা শুনিতে সুখকর।

খোসে তেল নেই, কলাবড়ার সাধ—অতি প্রয়োজনে যাহার খরচ করিবার ক্ষমতা নাই, অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপারে তাহার সাধ জাগা পাগলামি।

গ

গঙ্গা গঙ্গা, না জানি কত রঙ্গা-চঙ্গা—সাধারণতঃ মানুষ যাহা দেখে নাই, বা জানে না, তাহার সম্বন্ধে রঙীন কল্পনা করে।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা—অপরের অর্থে তাহারই কার্য্য করিয়া দেওয়া বা তাহাকে সন্তুষ্ট করা। অনুরূপ প্রবাদ—"মাছের তেলে মাছ ভাজা"।

গঙ্গা মড়া আলেন না—গঙ্গাতে মড়া ভাসাইয়া দিলে, গঙ্গার কোনও ক্ষতি হয় না। তাৎপর্য্য :—মহৎ ব্যক্তির কিছুই বিরক্তির কারণ হয় না।

গঙ্গার জল গঙ্গায় র'ল, পিতৃপুরুষ উদ্ধার হ'ল—ক্লেশ স্বীকার না করিয়া, ফাঁকি দিয়া নিজের কার্য্য সারিয়া লওয়া।

গজভুক্তকপিত্থবৎ—
আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মী নারিকেলফলাম্বুবৎ।
নির্গচ্ছতি যদা লক্ষ্মী র্গজভুক্তকপিত্থবৎ॥
লক্ষ্মী যখন আসেন, তখন নারিকেলের জলের মত কোথা হইতে আসেন বোঝা যায় না। সেইরূপ সম্পদ্ যখন চলিয়া যায়, তখন গজকীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত অন্তঃসারশূন্য কয়েত-বেলের মত মানুষকে কিরূপে নিঃস্ব করে, তাহা লক্ষ্য করা যায় না। ['গজ' শব্দের অর্থ এখানে হস্তী নহে—একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট। এই কীট কয়েতবেলের বোঁটার নিকট ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও সমস্ত শস্য খাইয়া ফেলে।] তাৎপর্য্য —সম্পদ্ অতীব চঞ্চল।

গজরায় কিন্তু বর্ষায় না—আড়ম্বর খুব কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই নয়। অনুরূপ প্রবাদ—"বর্ষণ নেই, গর্জ্জন সার"।

গড়তে চায় ঠাকুর, হয়ে বসে কুকুর—ভাল করিতে গেলে মন্দ হয়।

গতর নেই চোপায় দড়, মেঙ্গে খায় তার পালি বড়—অকেজো লোক বড় বড় কথা বলিয়া বাহাদুরি করে। [পালি = শস্যের পরিমাণ।]

গতস্য শোচনা নাস্তি—বিগত বিষয়ের জন্য শোক করা উচিত নহে।

গদাইলস্করী চাল—দীর্ঘসূত্রতা; কাজে ঢিলেমি।

গব্য থাক্‌লে আগে পাছে, কি কর্‌বে তার শাকে মাছে—যদি প্রথমে ঘি এবং পরে দুধ বা দই থাকে, তাহা হইলে মাঝখানে যাহাই থাকুক না কেন, ভোজন উত্তমই হয়। তাৎপর্য্য ঃ—কোন কার্য্যের প্রথম ও শেষ ভাল হইলে তাহার এখানে ওখানে একটু আধটু ত্রুটি থাকিলে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

গভীর জলের মাছ—গভীর জলের মাছ লাফালাফি করে না। তাৎপর্য্য ঃ—গম্ভীর-প্রকৃতি স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি।

গরজ বড় বালাই—নিতান্ত প্রয়োজন-বশতঃ মানুষ অতিমাত্রায় ক্লেশ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

গরজে গয়লা ঢেলা বয়—গোয়ালা বাঁকের ভার সমান রাখিবার জন্য অনাবশ্যক ইষ্টকাদিও বহন করে।—প্রয়োজনবশতঃ বাধ্য হইয়া অনেক বাজে কাজ করিতে হয়।

গরীবের কথা বাসি হ'লে মিঠে লাগে—সামান্য ব্যক্তির পরামর্শ অনেক সময় তুচ্ছ করা হয়, কিন্তু পরে বুঝিতে পারা যায় যে তাহার পরামর্শ মত কাজ করিলেই ভাল হইত।

গরীবের ঘোড়া-রোগ—দরিদ্রের অনাবশ্যক বড়মানুষী দেখাইতে যাওয়া।

গরীবের রাঙ্‌ই (রাঙ তাই) সোনা—গরীবের পক্ষে অল্প লাভও উপেক্ষার বস্তু নহে।

গরু, জরু, ধান, রাখ বিদ্যমান—গোধন, স্ত্রীরত্ন এবং শস্যাদি, এ সকল নিজের তত্ত্বাবধানেই সর্ব্বদা রাখিতে হয়, পরের হাতে গেলেই নষ্ট হইয়া যায়।

গরু মেরে জুতো দান—সামান্য পুণ্যার্জ্জনের দ্বারা গভীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করা। অথবা কাহারও যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া সামান্য উপকার দ্বারা সেই ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা।

গর্ত্তের সাপ খুঁচিয়ে বা'র করা—যে বিপদ্‌ ঘটিবার সম্ভাবনা কম, তাহাকে সাধ করিয়া ডাকিয়া আনা।

গলা টিপলে এখনও দুধ বেরোয়—অল্পবয়স্কের মুখে বৃদ্ধের ন্যায় কথা শুনিলে লোকে এই বাক্য ব্যবহার করে।

গলায় কাঁটা ফুট্‌লে বেড়ালের পায়ে ধরে—বিপদে পড়িলে মানুষ অতি নীচের কাছেও নত হয়।

গলার নীচে গেলে আর মনে থাকে না—অকৃতজ্ঞ মানুষ কার্য্যসিদ্ধির পর উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশেরও প্রয়োজন বোধ করে না।

গাঁ বড়, তার মাঝের পাড়া,
নাক নেই তার নথ নাড়া—ক্ষুদ্র কার্য্যে বৃহৎ কার্য্যের মত অনর্থক আড়ম্বর করিতে নাই।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—যাহাকে কেহ বড় বলিয়া মানে না, অথচ নিজেকে নিজেই বড় বলিয়া জাহির করিতে চায়, তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

গাঁয়ের গুণে গড়ে' গরুও বিকায়—একতা থাকিলে (একের দোষ অপরে না দেখাইয়া দিলে) ত্রুটিও লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। (গড়ে'=অলস ও অকর্ম্মণ্য)।

গাই কিনবে দুয়ে, বলদ কিনবে বেয়ে—জিনিসপত্র ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া কিনিতে হয়।

গাই ছিল না হ'ল গাই,
চালুনি নিয়ে দুইতে যাই—অজ্ঞ লোকের সমৃদ্ধি হইলেও লোকাচার না জানার দরুণ তাহাকে অপ্রতিভ হইতে হয়।

গাইতে গাইতে গায়েন, (আর) বাজাতে বাজাতে বায়েন—অভ্যাসের দ্বারা মানুষ অনধিগত বিষয়েও দক্ষতা লাভ করিতে পারে।

গাই নেই ত বলদ দো—কার্য্যের অভাবে অনাবশ্যক কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া।

গাই বাছুরে পিরীত থাকলে, মাঠে গিয়ে দুধ দেয়—অনেক গরু লোকের সাম্‌নে দুধ লুকাইয়া রাখে, কিন্তু মাঠে গিয়া বাছুরকে খাওয়ায়। তাৎপর্য্য ঃ—পরস্পরের সহানুভূতি থাকিলে কার্য্য সহজে এবং গোপনে সমাধান করা যায়।

গাঙ্গে গাঙ্গে দেখা হয়, বোনে বোনে দেখা নয়—ভিন্ন প্রবাহ হইলেও দুই নদীর মিলন অনেক ক্ষেত্রে ঘটে, কিন্তু দুই বিবাহিতা ভগিনীর মিলন হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

গাছ থেকে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত, যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত—অনুরূপ প্রবাদ—"উপর থেকে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত, যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত" (যাহা দ্রঃ)।

গাছে উঠতে পারে না, বড় ছানাটি (আমটি) আমার—পরিশ্রমে বিমুখ অথচ লাভের প্রত্যাশা বেশি।

গাছে ওঠে পড়্‌তে, জামিন দেয় মর্‌তে—গাছে উঠিলে পড়ার ভয় থাকে, আর জামিন হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার ভয় থাকে।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল—লাভের সম্ভাবনা নাই, অথচ লাভের সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়া কাজ করা।

গাছে তুলে' মই কেড়ে নেওয়া—প্রচুর লাভের আশা দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়া অবশেষে লাভের সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত করা। প্রতারণা করা।

গাছে তুলতে সবাই আছে—বিপদের সম্মুখীন হইতে সকলেই উৎসাহ দিয়া থাকে।

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—কার্য্য করিবার আগেই লাভের প্রত্যাশা করা।

গাছেরও খায়, তলারও কুড়োয়—সর্ব্ববিধ সুযোগই আত্মসাৎ করা, পরকে কিছুই না দেওয়া।

গাছের পরিচয় ফলে—কাজ দেখিয়া লোকের পরিচয় পাওয়া যায়।

গাজনের নেই ঠিক ঠিকানা, ডেকে বলে ঢাক বাজানা—লম্বা লম্বা কথা বলা, কিন্তু কার্য্যকালে কেবল ফাঁকি দেওয়া।

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা—নির্ব্বোধকে সহজে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যায় না।

গাধা সকল বইতে পারে,
ভাতের কাঠি বইতে নারে—গাধা ধোপার বোঝা বয়, কিন্তু ভাতের কাঠি বহে না। তাৎপর্য্য ঃ—অনেক লোক দুরূহ কাজ করিতে পারে, কিন্তু অল্পায়াস-সাধ্য কাজ করিতে অক্ষম।

গায়ে উড়ে খড়ি, কলপ দেওয়া দাড়ি—অতি দরিদ্র লোকের অনাবশ্যক বাহাড়ম্বর হাস্যকর।

গায়ের কালি ধু'লে যায়, মনের কালি ম'লে যায়—অপমানের কথা, আঘাতের কথা সহজে মন হইতে দূর হয় না।

গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় ফুলেল তেল—অতি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া বিলাসিতা করা। তাৎপর্য্য ঃ—অবস্থার বিপরীত কাজ করিতে নাই।

গিন্নীর ওপর গিন্নীপনা, ভাঙা পিঁড়েয় আলপনা—যাহার উপর যে কাজের ভার থাকে, তাহার সেই কাজে অপর লোকের হাতে দেওয়া।

গিন্নীর পাপে গেরস্ত নষ্ট—গৃহিণীর কাজে ও আচরণে শৃঙ্খলা না থাকিলে সংসারে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারে না।

গুটিপোকা গুটি করে,
নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে—নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জালে নিজেই জড়িত হওয়া।

গুণে কড়ি জলে ফেলা—অযথা অর্থব্যয় করা।

গুণে নুন দিতে নেই (গুণের ঘাট নেই)—যাহার কোনও গুণ নাই তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া ইহা বলা হয়।

গুণের বালাই নিয়ে মরি—গুণে মুগ্ধ হইতেছি।

গুরু বোবা, শিষ্য কালা—উভয়ই সমান অবস্থা।

গুরু মারা বিদ্যে—শিক্ষাদাতার অনিষ্ট সাধন করা; অথবা, বিদ্যায় শিক্ষককে ছাড়াইয়া যাওয়া।

গৃহ স্থির আগে করে, গৃহিণী স্থির তার পরে—আগে সংস্থান না করিয়া কোনও কার্য্য আরম্ভ করিতে নাই।

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—গৃহিণীবিহীন গৃহ গৃহই নহে; গৃহিণী না থাকিলে গৃহের সুখ নাই। পূরা শ্লোকটি এইরূপ ঃ—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষোঽর্থান্ সমশ্নুতে॥

গেঁয়ো যুগীর ভিখ মেলে না—গুণবান্ লোকেরও স্বজনমধ্যে গুণের সম্যক্ আদর হয় না।

গোঁগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ—গোঁগা (মূক, অস্পষ্টভাষী) লোকের তর্কবাগীশ নাম যেরূপ হাস্যকর, সেইরূপ অনুপযুক্তের পক্ষে মহত্তের অনুকরণও হাস্যকর।

গোঁফ দেখ্‌লেই শিকারী বেড়াল চেনা যায়—চেহারা ও চালচলন দেখিলেই কে কেমন কাজের লোক তাহা বোঝা যায়।

গোঁফ নেইকো কোন কালে, দাড়ী রেখেছেন তোবড়া গালে—অনভিজ্ঞের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য কার্য্য করিতে যাওয়া উপহাসের কারণ।

গোঁয়ারের মরণ খোঁয়াড়ে (গাছের আগায়)—বিবেচনাহীন ব্যক্তির অযথা সাহসের ফলে অনেক বিপদ্ ঘটে।

গোজন্ম ঘুচে' গন্ধর্ব্বজন্ম—অতি হীন অবস্থা হইতে অতি সৌভাগ্য লাভ।

গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা—কাহারও গুরুতর ক্ষতি করিয়া পরে তাহার ঈষৎ প্রতীকার করিতে যাওয়া।

গোদা পায়ে (মল) আল্‌তা—অরূপের পক্ষে বেশভূষার আড়ম্বর হাস্যকর।

গোদের উপর বিষফোঁড়া—কষ্টের উপর কষ্ট।

গোনা গরু বাঘে খায় না—হিসাব করিয়া সাবধানে কোনও দ্রব্য রাখিলে তাহা সহজে নষ্ট হইতে পারে না।

গোবরে পোকার পদ্মমধু খেতে সাধ—হীনজনের পক্ষে মহত্তের প্রাপ্য বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করা।

গোভাগ্য নেই, এঁটুলী ভাগ্য আছে—কোনও বস্তুর গুণের সুযোগ না পাইয়া কেবল দোষের জন্য যদি কাহাকেও অসুবিধাই ভোগ করিতে হয়, তবে তাহাকে ইহা বলা হয়।

গোমড়কে মুচির পার্ব্বণ—অপরের গুরুতর ক্ষতিতে কাহারও আনন্দ। অনুরূপ প্রবাদ—"কারও পৌষমাস, কারও সর্ব্বনাশ"।

গোলমালে চণ্ডীপাঠ (গোলে হরিবোল)—অনিপুণ লোকে অপরের সহিত মিলিয়া নিজের ত্রুটি ঢাকিয়া রাখার চেষ্টা করে। লোকে নিজের কোনও স্বাধীন মত প্রকাশ না করিয়া সাধারণের মতে মত দেয়।

গ্রহণ লাগ্‌লে সবাই দেখে—সুস্পষ্ট বস্তু প্রকাশ করার জন্য লোকের প্রয়োজন হয় না, মানুষ স্বভাবতঃই তাহা বুঝিতে পারে। অথবা—অপরের বিপদে সাধারণতঃ মানুষের কৌতূহল ও উল্লাসই দেখা যায়, সহানুভূতি কমই পাওয়া যায়।

গ্রামের নাম তেঘরে, তার আবার উত্তর পাড়া, দক্ষিণ পাড়া—অল্প সম্বলে অত্যধিক আড়ম্বর দেখাইতে নাই।

———

ঘ

ঘটকালি করতে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসা—পরের জন্য কোনও কার্য্য করিতে গিয়া নিজে কার্য্য হাসিল করা।

ঘট গড়্‌তে পারে না মেটের বায়না নেয়—মেটে (জল রাখিবার সুবৃহৎ মাটির কলসী) গড়া কঠিন কাজ। তাৎপর্য্য ঃ—যে সামান্য কাজ করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে বড় কাজ করার দায়িত্ব লওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ঘটি কেনা গঙ্গাস্নান—উভয় কাজ একসঙ্গে সারা। অনুরূপ প্রবাদ—"রথ দেখা ও কলা বেচা"।

ঘটীর তলায় দিয়ে আঠা, যোগে যাগে কাল কাটা—কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করা; কাহাকেও দুঃখ না দিয়া নিজের কার্য্য কোনও রূপে চালাইয়া নেওয়া।

ঘড়িকে ঘোড়া ছোটা—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মত বদলান।

ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজোয় ঢাক—অল্পের জন্য বহুব্যয় করা, অথচ প্রয়োজনীয় কার্য্যে কৃপণতা করা।

ঘন দুধের ফোঁটা, বড় মাছের কাঁটা—খারাপ জিনিসের কতকগুলি অপেক্ষা ভাল জিনিসের অল্পও ভাল।

ঘরকন্না করতে গেলে ঘটিবাটির সঙ্গে ঝগড়া হয়—একসঙ্গে বসবাস করিতে গেলে অনেক সময় মনোমালিন্য দেখা দেয়।

ঘরচোরকে এঁটে ওঠা দায়, বা ঘরচোরে পার নেই—আপনজন শত্রু বা অনিষ্টকারী হইলে তাহার হাত হইতে রেহাই পাওয়া কঠিন।

ঘরজামায়ের পোড়া মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ—পরভাগ্যোপজীবী মনুষ্য অতি দুর্ভাগা এবং লোকচক্ষেও নিন্দনীয়।

ঘর-জ্বালানো, পর-ভুলানো—যে নিজের লোকের ক্ষতি করে, অথচ পরের উপকার করিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট রাখে, তাহাকে ইহা বলা হয়।

ঘর থাক্‌তে বাবুই ভিজে—বাবুই পক্ষীর বাসা করিয়াও বুদ্ধির দোষে বৃষ্টি হইতে অব্যাহতি নাই। তাৎপর্য্য ঃ—নির্ব্বোধ লোক শ্রম করিয়াই মরে, শ্রমের ফল বড় একটা পায় না।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে (মেঘ দেখে) ডরায়—যাহার বিপদের অভিজ্ঞতা আছে, সে সেই বিপদের মত কোন ঘটনায় উদ্বেগ বোধ করে।

ঘর পোড়ার কাঠ—সমস্ত নষ্ট হইবার সময় যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই লাভ মনে করা উচিত।

ঘর ফাঁদবে ছাইবে না, ধার দেবে চাইবে না—ঘর তৈয়ারী করিলে তাহার মাঝে মাঝে সংস্কার করিতে হয়। টাকা ধার দিলে তাগাদার প্রয়োজন।

ঘরভেদেই রাবণ নষ্ট—অতি বলবান্ ব্যক্তিগণও অন্তর্বিবাদে ধ্বংস হয়।

ঘরমুখো বাঙ্গালী, রণমুখো সেপাই—উভয়কেই রোধ করা দুঃসাধ্য। তাৎপর্য্য ঃ—কেহ কোনও কার্য্যে অতীব আগ্রহান্বিত হইলে তাহাকে এরূপ বলা হয়।

ঘরসন্ধানী বিভীষণ—গৃহশত্রু মানুষের সর্ব্বনাশ করে, কারণ সে ভিতরের দোষগুলি অতি সহজেই বুঝিয়া শত্রুকে পথ দেখাইতে পারে।

ঘরামির ঘর ছেঁদা—বিদ্বানের পুত্র প্রায়ই মূর্খ হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"ঘরামির মট্‌কা আদুল"।

ঘরে ঘরে চুরি, তাই প্রাণ ধরি—মানুষ প্রায়ই নিজের দোষত্রুটি, অভাব থাকিলেও মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেয় যে সর্ব্বত্রই লোকের এইরূপ অবস্থা।

ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন—ঘরে অন্নের সংস্থান নাই, অথচ বাহিরে বড় লোকের চাল দেখানো।

ঘরে থাক্‌তে নানা নিধি, খেতে দেয় না দারুন বিধি—কপালে সুখ না থাকিলে উপায় থাকিতেও মানুষ কষ্ট পায়।

ঘরে নেই ঘটীবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাটি—অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তিরা সাধারণতঃ অধিক আড়ম্বর প্রকাশ করে। অনুরূপ প্রবাদ—"ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত," "ঘরে নাই ভাঙ্গ (ভাজা) ভুজো, নিত্য করেন গোঁসাই পূজো।"।

ঘরে নেই যা', বাছা মাগে তা'—যাহা দুষ্প্রাপ্য, তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হওয়া।

ঘরে বসিয়ে মাইনে দেয়, এমন মনিব কোথায় পায়—শ্রম না করিলে অর্থাগম হয় না।

ঘরে বসে রাজা উজীর মারা—ঘরে বসিয়া বড় বড় কথা বলা, বাহিরে কাজকর্ম্ম করিবার যোগ্যতা নাই। কাপুরুষ বা অযোগ্য লোকের পক্ষে প্রযোজ্য।

ঘরে বসে' রাজার মাকে ডাইনী বলা—পরোক্ষে অতি মহতের নিন্দা করা সহজ। ইহা কাপুরুষের লক্ষণ।

ঘরে বাহিরে একমন, তবে হয় কৃষ্ণভজন—অন্তরে বাহিরে এক না হইলে ভগবান্‌কে ডাকা হয় না।

ঘরে ভাত না থাক্‌লে, শালগ্রামের সোনা বেচে খায়—অভাবে মানুষ সর্ব্ববিধ নীচ কর্ম্ম করিতে পারে। অনুরূপ প্রবাদ—"অভাবে স্বভাব নষ্ট"।

ঘরে ভাত নেই, দোরে চাঁদোয়া—ভিতরকার অবস্থা খারাপ, কিন্তু বাহিরে আড়ম্বর দেখান।

ঘরে ভাত নেই, যত্নে ঘাট নেই—অর্থাভাব থাকিলেও মুখে ভদ্রতা ও যত্ন দেখান কষ্টসাধ্য নহে।

ঘরের ইঁদুর বাস কাট্‌লে, ধরে' রাখে কে—মিত্ররূপী শত্রু সাক্ষাৎ শত্রু অপেক্ষা অনেক বেশী ভয়ের কারণ।

ঘরের কড়ি দিয়ে নায়ে ডুবে মরা—অর্থ ব্যয় করিয়াও বরাতদোষে অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান—বিনালাভে অনর্থক ঝঞ্ঝাট পোহান; যাহাতে নিজের কোন লাভ নাই এমন কাজ করা।

ঘরের গরু ঘরের ঘাস খায় না—দুষ্ট ব্যক্তি সাধারণতঃ আপন জনের অনিষ্ট করে না।

ঘরের ঢেঁকিই কুমীর—যাহাকে ঘরে ঢেঁকি (নির্দ্দোষ) বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কালে সে-ই কুমীর হইয়া প্রাণনাশ করিল। ঘরের শত্রুর সম্বন্ধে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে, গোয়ালের গরু টেকে বসে—শকুনিকে ঘরের ভাত খাওয়াইয়া লালিত করিলেও সে খোঁজ করে, কবে গোয়ালের গরু মরিবে। তাৎপর্য্য ঃ—নীচের শত্রু উপকার করিলেও সে উপকারীর অশুভচিন্তাই করিয়া থাকে।

ঘরের মা ভাত পায় না, পরের জন্য মাথাব্যথা—আপন জন কষ্ট পাইতেছে দেখিয়াও পরের কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করা।

ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা—উপস্থিত শ্রেয়ঃ উপেক্ষা করিয়া পরে সেই সুযোগ আর না পাইলে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

ঘরের শত্রু বিভীষণ—গৃহশত্রুকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ঘরের ষাঁড় পেট ফাঁড়ে—আপনার লোকে শত্রুতা করিলে ইহা বলা হয়।

ঘরে শাকসজনা, বাইরে বাবুয়ানা—ভিতরকার অবস্থা খারাপ অথচ বাহিরে আড়ম্বর দেখান।

ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে পাথরও ক্ষয়ে যায়—অভ্যাসে মানুষকে অনধিগত বিষয়েও দক্ষ করে।

ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে প্রেম—ঘষিয়া মাজিয়া রূপ হয় না, আর জোর করিয়া ভালবাসা হয় না। রূপ স্বাভাবিক আর প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

ঘাটের না' ঘাটে, মাঝি বেটা হাটে—কাহাকেও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া তাহাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল—অতি গুরুতর বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত হওয়া।

ঘি আছুড়, ঘোল ঢাকা—অতি প্রিয়-বস্তুও অনেক সময় অনাদৃত হইয়া থাকে, এবং অতি নগণ্য বস্তুও অতিরিক্ত যত্ন পায়। "Penny wise, pound foolish."

ঘি দিয়ে' ভাজ নিমের পাতা, তবু যায় না জাতের জাতা—দুষ্টের দুষ্ট স্বভাব সহস্র চেষ্টাতেও দূর করা যায় না। পাঠান্তর—"ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম ছাড়ে না আপন জাত।" অনুরূপ প্রবাদ—'স্বভাব না যায় ম'লে।"

ঘি ভাত খেতে ঠোঁট পুড়্‌লো—অদৃষ্টের ফের থাকিলে সুখভোগ করিতে গেলেও বিপদ্ ঘটে।

ঘুঁটে কুড়ুনীর বেটার নাম পদ্ম-লোচন (চন্দনবিলাস)—নীচের শ্লাঘ্যপদ পাওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, তোমার একদিন আছে শেষে—কাহারও বিপদে হাসিতে নাই, কারণ সকলেরই বিপদ্ হইতে পারে।

ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি—কাজের প্রথমটায় খানিকটা সুখ পাইয়া মাতিয়া উঠিয়াছ, কিন্তু পরে যে দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই। কেহ শত্রু পাল্লায় পড়িলে তাহাকে এই কথা বলা হয়।

ঘুমন্ত বাঘে শিকার ধরে না—কৃতী ব্যক্তিরও আলস্য থাকিলে কোনও কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অনুরূপ প্রবাদ—"ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥"

ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া—যাহার সাহায্যে অপরকে দিয়া কোন কাজ করাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেই সেই অপরের নিকট গিয়া কার্য্যসাধনের চেষ্টা করা।

ঘোড়া থাক্‌লে চাবুকের ভাবনা—আসল জিনিসটা পাইলে আনুষঙ্গিক জিনিস পাইবার অসুবিধা হয় না।

ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া—সুযোগ উপস্থিত হইলে মানুষ তাহা লাভ করিবার জন্য ছুতা ধরে।

ঘোড়া ভেড়ার একদর—গুণ ও শ্রেষ্ঠতার সমাদর না হওয়া। অনুরূপ প্রবাদ—"মুড়ি মিছরির একদর"।

ঘোড়ার কামড় ছাড়্‌তে জানে না—ঘোড়া কামড়াইলে সে সহজে দাঁত তুলিয়া লইতে চাহে না। সেইরূপ যাহারা ধরিলে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, সেইরূপ লোকের উদ্দেশে ইহা প্রযুক্ত হয়।

ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়া ঢোকা—মহতের সমাজে ক্ষুদ্রজন মিলিত হইয়া তাহাদের সমান তালে চলিতে গেলে এই কথা বলা হয়।

ঘোড়ার ঘাস কাটা—অলসভাবে কাল-যাপন করা, বা নিষ্কর্ম্মা জীবন যাপন করা।

ঘোড়ার পেট গাধার পিঠ, খালি থাকে কদাচিৎ—ঘোড়া অতিভোজী। গাধাও সর্ব্বদাই ভার বহন করে। অতি পেটুক ও অতিপরিশ্রমপরায়ণদের সম্পর্কে বলা হয়।

ঘোমটার মধ্যে খেমটা নাচ—বাহিরে সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা, কিন্তু অন্তরে অসাধু।

ঘোল মাগ্‌তে পেছনে ভাড়—প্রার্থনা করিতেই যখন হইল, তখন আর তাহাতে সঙ্কোচ দেখানোর ফল কি! যাচকের আবার মান কি!

চ

চক্ চক্ করলেই সোনা হয় না—উপর উপর দেখিয়া কোন বিষয় সঠিক বোঝা যায় না।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ—সুখ ও দুঃখ চক্রধারার ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে সুখ বা দুঃখ কিছুই থাকে না। সুতরাং দুঃখে হতাশ বা সুখে অতিশয় উৎফুল্ল হওয়া উচিত নয়।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ মেটানো—পরের মুখে না শুনিয়া নিজেই প্রত্যক্ষ করা।

চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ—যতক্ষণ চক্ষুর সম্মুখে ততক্ষণই স্নেহ থাকে, চোখের আড়ালে গেলে সব স্নেহ লোপ পায়।

চক্ষে দেখ্‌লে শুন্‌তে চায়, এমন বোকা আছে কোথায়—চাক্ষুষ প্রমাণ সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চক্ষের আড়াল হ'লেই মনের আড়াল—(Out of sight, out of mind). সম্মুখে না থাকিলে সাধারণতঃ ভালবাসা গাঢ় থাকে না।

চড় মেরে গড়—অপমান করিয়া সম্মান দেখানোর কোনও মূল্য নাই।

চড় মেরে চড় খাওয়া—সাধ করিয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনা।

চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়োয়, রামা চড়ে ঘোড়া—অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, সুযোগ্য লোকেও অন্নাভাবে ক্লেশভোগ করে এবং অযোগ্য লোকেও সমৃদ্ধিতে থাকে।

চতুরের সঙ্গে চতুরালি—বুদ্ধিমানের সহিত চতুরতা করা শক্ত। উভয়েই বুদ্ধিমান্ হইলে সহজে কেহ কাহাকেও প্রতারিত করিতে পারে না।

চন্দনং ন বনে বনে—সর্ব্বত্র গুণী বা বিদ্বান্ ব্যক্তি পাওয়া যায় না।

চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকী ধরে বাতি। মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল, ফারসী পড়ে তাঁতী।—("Fools rush in where angels fear to tread"). মহাজনগণও যাহা করিতে পারে না ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে তাহার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। পাঠান্তর—"চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকী ধরে বাতি। বাঘ পালাল, বেড়াল এল ধরতে এবার (বা শিকার করতে) হাতী।" "চন্দ্র সূর্য্য তারা গেল, জোনাকী ধরে বাতি। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল শল্য হলো রথী।"

চরণামৃত চরণামৃত, না জানি কি অমৃত, খেয়ে দেখি না জল—অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। দৃষ্ট হইলে তাহার অসাধারণত্ব দেখা যায় না।

চলতে না জান্‌লে উঠান বাঁকা—(A bad workman quarrels with his tools.) অপটু লোক নিজের অসামর্থ্য ঢাকিতে আনুষঙ্গিক বস্তুর উপর দোষ চাপায়।

চলতে পারে না তার বন্দুক ঘাড়ে—যে সামান্য কাজ করিতে পারে না, সে আবার শ্রমসাধ্য কাজ করিবে কি প্রকারে?

চল্লেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চল্লেই হত-বুদ্ধি—সময় ভাল হইলে যে সব বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করা যায়, সেই সব বুদ্ধি কার্য্যকরী হয়। কিন্তু দুঃসময়ে কোন বুদ্ধিই খাটে না, কোন কাজেই ফল ভালো হয় না, বোকা বনিয়া যাইতে হয়।

চাঁদে কলঙ্ক আছে, গোলাপে কণ্টক—অতি ভালরও কিছু না কিছু দোষ থাকিবেই। নির্দ্দোষ লোক বিরল।

চাঁদের কাছে জোনাকী পোকা, ঢাকের কাছে টেমটেমি—মহতের কাছে ক্ষুদ্রের আস্ফালন দেখিলে লোকে এই কথা বলে।

চাঁদের গায়ে ছেপ ফেললে আপন গায়ে লাগে—আপনজনের নিন্দা করিলে পরোক্ষে নিজেরই নিন্দা করা হয়।

চাকরী মেঘের (বা তালপাতার) ছায়া, মিছে কর তার মায়া—মেঘের ছায়া যেরূপ চঞ্চল, সেইরূপ যাহারা চাকরী করে, তাহাদের ভাগ্যও চঞ্চল। প্রভুর খেয়ালে যে কোনও সময়েই চাকরী যাইতে পারে।

চাচা, আপনার প্রাণ বাঁচা—আগে নিজেকে বাঁচাও, তারপর অপরের জন্য ভাবিও। আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অনুরূপ সংস্কৃত প্রবাদ—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ"।

চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়া—খোসামোদি করিলেও লোকে সাধারণতঃ স্বার্থ ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় না। অনুরূপ প্রবাদ—"মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজে না"।

চাপ পড়লেই বাপ—বিপদে পড়িলে মানুষ সহজেই বশে আসে।

চামচিকেও পাখী, ডেপুটিও হাকিম—আকার বা চালচলনে বড় বলিয়া মনে হইলেই প্রকৃত বড় হয় না।

চাল নাই, ধান নাই, গোলাভরা ইঁদুর—সুখের মধ্যে দুঃখ মিশ্রিত থাকিলে সহ্য করা যায়, কিন্তু কোনও সুখ নাই, কেবল দুঃখ ও উপদ্রব সহ্য করা অতি পীড়াদায়ক।

চাল নেই তার ধুচুনি নাড়া—অন্তরের দৈন্য বাহিরের আড়ম্বর দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করা।

চালুনি করে' ঘোল বিলান—যে কেবল অসম্ভাব্য গল্প বলে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়।

চালুনি বলে ছুঁচ তোর পিছে কেন ছেঁদা—নিজের অসংখ্য দোষ থাকিলেও পরের সামান্য দোষের সমালোচনা করা।

চালুনি বলে ধুচুনি ভাই তুমি বড় ফুটো—উপরের প্রবাদ দ্রঃ।

চালে খড় নেই, ঘরে বাতি—অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ অল্প প্রয়োজনের কার্য্য করে।

চালের দর কত, না মামার ভাতে আছি—যে যে বিষয়ের খোঁজ রাখে না, তাহাকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

চালের বাতায় মানিক থুয়ে উলু-বনে হাতড়ান—নিজের কাছে যে মূল্যবান্ বস্তু আছে, তাহা খেয়াল না করিয়া, তাহার জন্য অন্যত্র খুঁজিয়া বেড়ান।

চাষা কি জানে মদের স্বাদ—যে যে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সে সেই বিষয়ের গুণাগুণ বুঝিতে নিতান্ত অসমর্থ।

চাষার গন্দি, কাস্তের ঠোক্কর—অশিক্ষিত লোকের প্রীতিপূর্ণ আচরণও অনেক সময় বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়। যাহার যেমন শিক্ষা তাহার ব্যবহারও তেমনি।

চাষার চাষ দেখে, চাষ করলে গোয়াল; ধানের সঙ্গে খোঁজ নেই, বোঝা বোঝা পোয়াল—আনাড়ির পক্ষে কোনও কার্য্য করায় পরিশ্রমই সার হয়।

চাষার মুখ, না আখার মুখ—হাভাতে লোক সব জিনিসই পাইবামাত্রই খাইয়া ফেলে। আখার—উনুনের।

চিংড়িমাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট—সামান্য লাভের জন্য অন্যায় কার্য্য করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

চিঁড়ের বাইশ ফের—সামান্য ব্যাপারকে ঘাঁটাইয়া অনর্থক বৃহৎ ও দুঃসাধ্য করিয়া তোলা।

চিৎপাতের কড়ি উৎপাতে যায়—অসৎভাবে অর্জ্জিত অর্থ প্রায় ভোগে লাগে না।

চিন্তা জ্বরো মনুষ্যানাম্—দুশ্চিন্তা মানুষের দারুণ ক্ষতি করে।

চিন্তের মায়ের চিন্তে, হাটের লোক শোয় কোথা—অনর্থক চিন্তা।

চিল পড়লে কুটোটাও নিয়ে ওঠে—শত্রু আসিলে কিছু না কিছু ক্ষতি করিবেই করিবে। শত্রুকে কোনও ক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা। যদি পড়ে ধরা, তবে হাতে পায়ে দড়া।—চুরি করিয়া সহজে টাকা

পাওয়া যায় কিন্তু ধরা পড়িলে চরম দুর্গতি হয়।

চুল থাকে ত বাঁধি, গুণ থাকে ত কাঁদি—গুণ থাকিলেই লোকের জন্য মানুষ দুঃখ করে। মানুষের গুণই সম্মান ও আদর লাভ করিয়া থাকে।

চুলের টিকি দেখা ভার—যাহার দেখা পাওয়া কষ্টকর, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

চুলোমুখো দেবতার ঘুঁটের ছাই নৈবিদ্যি—যে যেমন, তেমন ব্যবহার তাহার প্রতি করিতে হয়।

চুলোর উপর ক্ষীর, মন নয় স্থির—লোভের বস্তু সম্মুখে থাকিলে চিত্ত স্থির রাখা অতীব কষ্টকর।

চূড়ার উপর ময়ুর-পাখা—অরূপের প্রসাধন দেখিলে উপহাস করিয়া এই কথা বলা হয়।

চূণ খেয়ে গাল পুড়লে দই খেতে ভয় হয়—একবার ঠেকিলে মানুষ অতিরিক্ত সতর্ক ও ভীরুস্বভাব হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"পুর্ব্বপুরুষ কুমীরে খেলে ঢেঁকি দেখে ভয় হয়"।

চেটায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন দেখা—অসম্ভব কল্পনা করা।

চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই—পরিচিত লোকের আর অপরের দ্বারা পরিচয় করাইবার প্রয়োজন হয় না।

চোখ থাক্‌তে কাণা—বুদ্ধি থাকিলেও তাহার প্রয়োগ না করিলে মানুষ কৃতী হইতে পারে না।

চোখের দোষে সব হল্‌দে—ন্যাবা রোগে সকল বস্তুই হলুদবর্ণ দেখায়। তাৎপর্য্য:—নিজের কোন দোষ থাকিলে মানুষ সকলের মধ্যেই সেই দোষ দেখে।

চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্তকে বলে সজাগ থাক্‌তে—বিবদমান উভয় পক্ষেই যিনি যোগ দেন, অথবা যিনি উভয় পক্ষকেই প্রতারণা করেন, এরূপ বিশ্বাসঘাতক লোক।

চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া—প্রতারক প্রতারণার সুযোগ খোঁজে।

চোর ছেঁচড় চোপায় দড়, আগে দৌড়ায় ঠাকুর ঘর—প্রতারকেরা জোর গলায় নিজেদের সাধুত্ব প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হয়।

চোর ডাকাতের ভয়, পেটে পুরলে রয়—উদরসাৎ করিলে আর চোরের ভয় থাকে না। পেটুকের মতবাদ।

চোর দিয়ে চোর ধরা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা—দুষ্ট ব্যক্তির সাহায্যে অন্য দুষ্ট ব্যক্তিকে জব্দ করা।

চোর ধরতে চোরকে লাগান—যে বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা আছে, সেই বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করিলেই কার্য্য সহজে সিদ্ধ হয়।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—বিপদের সময় মানুষের প্রায়ই বুদ্ধি জোগায় না। কিন্তু বিপদ্ কাটিয়া গেলে নানা মতলব আসে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিরল।

চোর ভাল ত বেকুব ভাল না—বোকা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ অসাধু ব্যক্তিও ভাল।

চোর মরে সাত ঘর মজিয়ে—বহু নিরপরাধ লোক লাঞ্ছিত হওয়ার পরে প্রকৃত চোর ধরা পড়ে। তাৎপর্য্য:—দুর্জ্জনের অপরাধে নিরীহ লোকের বহু দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।

চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী—দুষ্টলোক সৎ-পরামর্শ গ্রহণ করে না।

চোরে কামারে দেখা নেই, সিঁধ কাঠি গড়া—এইরূপ প্রবাদ আছে, চোরের সঙ্গে দেখা না হইলেও কামার তাহার জন্য সিঁদ কাঠি প্রস্তুত করিয়া দেয় এবং চোর তাহার অলক্ষ্যে পারিশ্রমিক দিয়া যায়। তাৎপর্য্য:—পরস্পরের সহানুভূতি থাকিলে কার্য্যসাধন সহজ হয়।

চোরে চোরে মাস্‌তুত ভাই—একজন শঠের প্রবঞ্চনাকে অপরে সমর্থন করিলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

চোরের উপর বাটপাড়ি—প্রতারককে ঠকান।

চোরের উপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া—নির্ব্বোধ লোকে পরের উপর রাগ করিয়া নিজে অনর্থক কষ্ট পায়।

চোরের এক রাত গেরস্তর শতেক রাত—গৃহস্থ প্রত্যহই সাবধান থাকতে পারে না। একদিন অসতর্ক হইলেই চোরে সেই সুযোগ পাইয়া চুরি করে।

চোরের গরু গোয়ালে বাঁধা—পরের দোষ অজ্ঞাতভাবে নিজে বরণ করিয়া লওয়া।

চোরের দশদিন, গেরস্তর একদিন—প্রতারকেরা বহুবার প্রতারণা করিয় সফলকাম হইতে পারে, কিন্তু কোনও দিন তাহারা ধরা পড়িবেই। পাপকাজ কখনও গোপন থাকে না।

চোরের মন বোচকার দিকে—যাহার যেখানে স্বার্থ, হাজার কাজের মধ্যেও তাহার সেইদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

চোরের মা'র কান্না—পরের নিকট প্রকাশ করা যায় না, এইরূপ লজ্জাকর দুঃখের ব্যাপারে পড়িলে মানুষ প্রকাশ্যে কাঁদিতেও পারে না।

চোরের রাত্রিবাসও লাভ—চুরি করিতে না পারিলে চোরে গৃহস্থের ঘরে লুক্কায়িত থাকিয়া রাত্রিতে বাস করে, তখন ইহাই তাহার লাভ। তাৎপর্য্য:—যথেষ্ট লাভ না হইলে অগত্যা সামান্য লাভও উপেক্ষণীয় নহে।

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা—কাহারও অন্যায় কার্য্য অপর কোনও দুষ্কৃতকারী সমর্থন করিতে আসিলে তাহাকে ইহা বলা হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল"।

চৌকীদারী কি ঝকমারী—বিরক্তিকর, ক্লেশদায়ক, অথচ লাভশূন্য কার্য্য।

ছ

ছল ক'রে জল আনা—প্রতারণা করা। এক কার্য্যের নাম করিয়া অন্য কার্য্য করা।

ছুঁচের ঘরে খাবি খায়, সমুদ্রপার হ'তে চায়—কেহ যদি অতি ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে না পারিয়া সুবৃহৎ কোন কার্য্য করিতে যায়, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তি করা হয়।

ছাই চাপা কি আগুন রয়—যাহার গুণ আছে, তাহার গুণ একদিন প্রকাশ হইবেই এবং পাপকাজ কখনও গোপন থাকে না।

ছাইতে না জানি, গোড় চিনি—নিজে কাজ জানি না, অথচ পরের কাজের সমালোচনা করি।

ছাই পায় না, মুড়কী জলপান—অতি দরিদ্র ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো—নির্দ্দোষ ব্যক্তির দোষ ধরা, অথবা একজনকে দিয়া বার বার নানা কাজ করানো।

ছাঁদন দড়ি, গোদা বাড়ি, যে আমার আমি তারি—খোসামুদে, অর্থলোভী মানুষের সম্বন্ধে ইহা বলা হয়।

ছাগল দিয়ে যব মাড়ান—অনিপুণ ব্যক্তি দ্বারা দুরূহ কার্য্য করান।

ছাগল বলে আলুনী খেলাম, গেরস্ত বলে প্রাণে ম'লাম—অর্থব্যয়ও প্রচুর হয়, অথচ কার্য্যসিদ্ধিও হয় না, এইরূপ কার্য্য সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়।

ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না কয় (গায়)—যুক্তিহীন অসংলগ্ন বাক্য সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়।

ছাতা দিয়া মাথা রাখা—সামান্য উপকার করিয়া কেহ তাহার উল্লেখ করিলে এই কথা উপহাস করিয়া বলা হয়।

ছাতুর হাঁড়ীতে বাড়ি পড়া—সমস্ত কার্য্যে দারুণ বিশৃঙ্খল হওয়া, অথবা কোনও ঘোরতর নিন্দার ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়া।

ছায়াতে ভূত দেখা—ভয়ের প্রকৃত কারণ না থাকিলেও ভয় পাওয়া।

ছাল নেই কুত্তার বাঘ নাম—কোনও অপদার্থ ব্যক্তির অতিরিক্ত বাহ্যাড়ম্বর দেখিলে ইহা বলা হইয়া থাকে।

ছিঁড়ল দড়া ত ছুটল ঘোড়া—একবার শৃঙ্খলা নষ্ট হইলে কাহাকেও বাগে রাখা অতি দুষ্কর।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনি, পুড়ে পুড়ে রাঁধুনি—ঠেকিয়া শেখা।

ছিকলি কাটা টিয়া—সাধারণতঃ কেহ ভালবাসার বন্ধন কাটিয়া চলিয়া গেলে ইহা বলা হইয়া থাকে।

ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি—অনর্থগুলি সুযোগ (ছিদ্র) পাইলে প্রবল আকার ধারণ করে। তাৎপর্য্য:—বিপদ্ কখনও একা আসে না।

ছিল না কথা, দিল গা'ল, আজ না হয়, হবে কাল—ধৈর্য্য সহকারে কার্য্য করিলে ক্রমে ক্রমে সাফল্য আসে।

ছিলাম রোগী হলাম রোজা—অভিজ্ঞতা হইতে অনেক শিক্ষালাভ করা যায়। "একবারের রোগী, আর বারের রোজা" দ্রঃ।

ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়—প্রথমতঃ মুখে বন্ধুত্ব দেখাইয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহার সুযোগ লইয়া ঘোর অনিষ্ট করিলে তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। পাঠান্তর—"ছুঁচ হয়ে সেঁধোয়, ফাল হয়ে বেরোয়"।

ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ—অতি হীনকে পীড়ন করিলে নিন্দা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না।

ছুঁচোয় যদি আতর মাখে, তবু কি তার গন্ধ ঢাকে?—দুর্জ্জন শত চেষ্টাতেও তাহার স্বরূপ গোপন করিতে পারে না।

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চৌদ্দ সিকে—ক্ষুদ্রজনের অতি অহঙ্কার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা—অসম্ভব বিষয়ের কল্পনা করা। পাঠান্তর—"ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে, লাখ টাকার স্বপন দেখে"।

ছেঁড়া চুলে বিউনী (খোঁপা) বাঁধা—রূপহীনের পক্ষে বেশভূষা হাস্যকর। অথবা—পরের গুণে গুণবান্ হইলে লোকে সমাদৃত হয় না।

ছেঁদো কথা মাথার জটা; খুলতে গেলেই বিষম ল্যাঠা—অন্তঃসারশূন্য লোকের বাজে কথার বিশ্লেষণ করা সহজ নয়; তাহাতে কোন কাজও হয় না।

ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা—সুযোগ সময় থাকিতে কোনও কিছু ছাড়িয়া দিয়া, পরে তাহা পাইবার জন্য অনর্থক অতিরিক্ত শ্রম করা।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—লোকে ঘোর বিপদে পড়িয়া গেলে অল্প ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কোনওরূপে উদ্ধার লাভ করিতে চাহে।

ছেলের চেয়ে ছেলের মাথা ভারী—আসল অপেক্ষা আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের ব্যয় বেশী হইলে এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

ছেলের হাতের মোয়া—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে প্রতারণা করা সহজ নয়।

ছোট কাঁটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল নইলে দায়—বিপদের কারণ অল্পেই দূর করিতে হয়, নতুবা পরে ভীষণ ক্ষতি হয়।

ছোট মুখে বড় কথা—অহঙ্কারবশতঃ মান্য ব্যক্তির সম্মান না রাখিয়া কথা বলা।

ছোট শরাটি ভেঙ্গে গেছে, বড় শরাটি আছে, নাচ-কোঁদ কেন বউ, আমার হাতে আটকাল (আন্দাজ) আছে—বউ ছোট শরার মাপে ভাত পাইত। সেটি ভাঙ্গিয়া গেলে সে ভাবিয়াছিল, বড় শরার মাপে সে বেশী ভাত পাইবে। কিন্তু শাশুড়ী আন্দাজ করিয়া ছোট শরার মাপমত কম ভাতই দিল। তাৎপর্য্য:—শত চেষ্টাতেও অদৃষ্টে যেটুকু আছে, তাহার বেশী পাওয়া যায় না।

———

জ

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে, পালিয়ে বাঁচবি কোথা—অদৃষ্টের হাত এড়াইবার জন্য যত চেষ্টাই করা হউক, তাহাতে কোনও ফল হয় না।

জগন্নাথে গেলে, হাড়ীর ঝাঁটা খেলে—ভাল কাজ করিতে গেলে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। (পূর্ব্বে পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে হাড়ীর ঝাঁটা না খাইলে জগন্নাথ দর্শন হইত না, এইরূপ প্রবাদ আছে)। অনুরূপ প্রবাদ—'কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না'।

জঙ্গলা কখন পোষ না মানে, সদা মন তার কেওড়া বনে—কাহাকে কোনও অনভিমত অবস্থার মধ্যে ফেলিলে তাহার মন কখনও শত চেষ্টা ও প্রলোভন প্রদর্শনেও তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। যে যাহা চায়, সেই দিকেই তাহার টান থাকে।

জন, জামাই, ভাগ্না, তিন নয় আপনা—ঘরামি, জামাই ও ভাগিনেয়, ইহারা কেবল স্বার্থই খোঁজে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—পূর্ণ শ্লোক:—"ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা ন মহ্যং রোচতে সখে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গপুরী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডান—চিরকাল যে কার্য্য করিয়া নিন্দিত হয় না, সেই কার্য্যে নিন্দিত হইলে মানুষ এই উক্তি করে।

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে,—তিন বিধাতা নিয়ে—জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের ব্যাপারে মানুষের কিছুমাত্র হাত নাই।

জন্মে দেখেনি লোহা, কোদালকে বলে গুণ-ছুঁচ—যে যে বিষয় জানে না, সে যদি সেই বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দিতে যায়, তবে তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য হয়।

জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসের রাস—অকর্ম্মণ্য লোকে যদি একটি সামান্য সৎকার্য্য করিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করে, তবে তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

জপতপ কর কি, মরতে জানলে হয় কি—মানুষ যদি শেষরক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে উদ্যোগ আয়োজন সবই বিফল হয়। "All's well that ends well."

জপ নেই, তপ নেই, ভস্ম মাখা গায়—বৃথা আড়ম্বরে কোন ফল নাই। অনুরূপ প্রবাদ—"জপ নেই তপ নেই, ফটিকে রাঙ্গা যোগ"।

জমি অভাবে উঠোন চষা—কার্য্য না থাকিলে, ক্ষতিকর কার্য্য করা।

জল এগোয় না, তেষ্টা এগোয়—উভয়ের মধ্যে যাহার গরজ বেশী, সে-ই অপরের নিকট যায়।

জল খেয়ে জলের বিচার (জাত জিজ্ঞাসা)—কাজ করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলাফল বিবেচনা করা দরকার।

জল জল, বৃষ্টির জল, বল বল, বাহুবল—বৃষ্টির জল, জলাশয়ের জল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বাহুবলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল। 'Selfhelp is the best help." পরের অধিক শক্তির উপর নির্ভর করা অপেক্ষা নিজের অল্প শক্তিও ভাল।

জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ—উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়া। এদিকে গেলেও বিপদ, ওদিকে গেলেও অনুরূপ বিপদ্। "Between Scylla and Charybdis."

জলে জল বাধে—যাহার কিছু টাকা পয়সা আছে সে উহার সাহায্যে আরও

বেশী টাকা রোজগার করিতে পারে। অনুরূপ প্রবাদ—'টাকায় টাকা আনে'।

জলে তেলে মিশ (খাপ) খায় না—বিরূপ-স্বভাবের বস্তুদ্বয়ের বা ব্যক্তিদ্বয়ের পরস্পরের মিলন সম্ভব হয় না।

জলে পাথর পচে না—সামান্য বিপদ্ বা দুঃখ ধীরকে মুহ্যমান করিতে পারে না।

জলে বাস, কুমীরের সঙ্গে বাদ—যেখানে যাহার প্রভুত্ব, সেখানে থাকিলে তাহার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ দুর্ব্বলের পক্ষে বিপজ্জনক।

জলের কুমীর ডাঙ্গায় এলো—অসম্ভাবিত বিপদ্ আসিলে ইহা প্রযোজ্য।

জলের ছিটে দিয়ে লগির গুঁতো খাওয়া—অনর্থক বলবান্‌কে ত্যক্ত করিলে তাহার নিকট লঘুপাপে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

জলের রেখা, খলের পিরীতি—জলের দাগ আর খলের ভালবাসা—উভয়ই ক্ষণস্থায়ী।

জলের শত্রু পানা, মানুষের শত্রু কানা—পানা থাকিলে জলাশয়ের ভাল জলও দূষিত হইয়া যায়। তাৎপর্য্য :—মানুষ অন্ধ হইলে তাহার অনেক গুণই কোনও কার্য্যে আসে না।

জাগন্ত ঘরে চুরি নাই—সাবধানের মার নাই। "Security is mortal's greatest enemy."

জাতও গেল, পেটও ভরল না—সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া উপযুক্ত লাভ হইল না।

জানিনি, পারিনি, নেইক ঘরে এ তিনকে দেবতা হারে—ইহা জানি না, পারি না অথবা আমার ইহা নাই, এরূপ বলিলে কোনও প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

জামা'য়ের জন্য মারে হাঁস, গুষ্টি-শুদ্ধ খায় মাস—পরের নাম করিয়া কাজ করিয়া তাহার বেশীর ভাগ ফল নিজেই ভোগ করা।

জাল ছেঁড়া পলো ভাঙ্গা—গোঁয়ার-গোবিন্দ, অতি ধুরন্ধর লোক আইনের ধার ধারে না।

জিব পুড়ল আপ্তদোষে, কি করবে মোর হরিহর দাসে—স্বীয় কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে, সেজন্য অপরকে দোষ দিয়া লাভ নাই।

জুতো মেরেছে, অপমান ত করে নি?—ইহা লজ্জাহীনকে উপহাস করিয়া বলা হয়।

জুয়াচোরের বাড়ী ফলার, না আঁচালে বিশ্বাস নেই—নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়া যে কাজ করিতে হয়, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। "There's many a slip 'twixt the cup and the lip."

জেলের পরণে টেনা, নিকারির কানে সোনা—দরিদ্র জেলেদের মাছ ধরিয়াই জীবন যায়, আর তাহাদের নিকট হইতে কিনিয়া যাহারা মাছ বিক্রয় করে, তাহারা ধনবান্ হয়। নিকারি=মুসলমান মৎস্যব্যবসায়ী।—একজনে কষ্ট করে, অপরে তার ফল ভোগ করে। অথবা ব্যবসায়ই ধনী হইবার প্রকৃষ্ট পন্থা।

জো' পেলে জোলায় বোনে—সুবিধা পাইলে জোলাও (একপ্রকার তাঁতী) জমি চাষ করে। তাৎপর্য্য :—সুযোগ পাইলে অনভিজ্ঞেও অভিজ্ঞের মত কার্য্য করিতে পারে।

জোছনাতে ফটিক ফোটে, চোরের মায়ের বুক ফাটে—সকলের যাহাতে আনন্দ, দুষ্ট লোকের তাহাতে বিষাদ।

জোয়ার মাত্রেই ভাঁটা আছে—সকল সুখেরই একদিন অবসান হয়।

জোয়ারের জল কতক্ষণ—হঠাৎ কোন সমৃদ্ধি লাভ করিলে তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

জোর যার মুল্লুক তার—সবল দুর্ব্বলের প্রতি বিনাকারণে অন্যায় অত্যাচার করিলে ইহা বলা হইয়া থাকে। 'Might is right'—বসুন্ধরা বীরভোগ্যা।

জ্যান্ত মাছে পোকা পড়ান—ভাল মানুষকে অনর্থক লোকের কাছে মন্দ বলিয়া প্রচার করা।

জ্বালা দিতে নেই ঠাঁই, জ্বালা দেয় সতীনের ভাই—এমনিই যে জ্বালাতন হইতেছে, তাহাকে আবার যন্ত্রণা দেওয়া। অনুরূপ প্রবাদ—"গোদের উপর বিষফোঁড়া"।

———

ঝ

ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায়—কই মাছ দল বাঁধিয়া থাকে, সেইরূপ নিরীহ-প্রকৃতি অল্প-বুদ্ধি মনুষ্যেরা একত্র থাকিতেই ভালবাসে।

ঝাঁঝরি বলে ছুঁচকে তুমি বড় ফুটো—"চালুনি বলে…ছেঁদা" দ্রঃ।

ঝাঁটা দিয়ে বিষ (বা ভূত) ঝাড়ানো, ঝিকে মেরে বৌকে শেখান—একজনকে শাসন করিয়া অপরজনকে শাসন।—যাহার অনেক দোষ, তাহার পক্ষে অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা।

ঝি জব্দ কিলে, বউ জব্দ শিলে, পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে—"বউ জব্দ শিলে…" দ্রঃ।

ঝি'র ঝি, করবে কি—কন্যাই বিস্তর উপকার করিল, তা' আবার কন্যার কন্যা কি করিবে। তাৎপর্য্য :—যেখানে প্রবল আশা, সেখানেই ভগ্নমনোরথ হইলে, আর ক্ষীণ আশার উপর নির্ভর করিয়া লাভ কি?

ঝোলে ঝালে অম্বলে, বেগুন সব ঠাঁই চলে—যাহাকে দিয়া সব কাজ করান যায়।

———

ট

টক টেঁশো আঁটিসারা, শাঁসশূন্য আঁশ ভরা, এই আম বিলাবার ধারা—যে প্রকারের আমের কথা বলা হইল, ঐ প্রকারের আমই লোকে অপরকে দিয়া দেয়। তাৎপর্য্য :—খারাপ জিনিসই লোকে অপরকে বিলায়।

টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম, তেঁতুলতলায় বাস—খারাপ জিনিস হইতে অধিকতর খারাপ জিনিস ভোগ করিতে আসা। 'From frying pan to fire.'

টাক, প্রকৃতি, গোদ, মরণে হয় শোধ—যাহার যে স্বভাব, তাহা কিছুতেই সংশোধন করা যায় না। অনুরূপ প্রবাদ—"স্বভাব যায় মলে"।

টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা? পিরীত যথা; আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে—প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকিলে টাকা ধার দেওয়া হয়। কিন্তু সেই টাকা চাহিলেই বন্ধুত্ব থাকে না।

টাকা যার মামলা তার—টাকা খরচ করিলে তবে মামলায় জয়ী হওয়া যায়।

টান দিয়ে বাঁধলে টস করে ছেঁড়ে—কোন কাজে বাড়াবাড়ি করিলে প্রায়ই সেই কাজ পণ্ড হইয়া যায়। অনুরূপ প্রবাদ—"বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো"।

টিকে ধরাবার জামীন চাই—অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। তাই সামান্য কাজ দিতে হইলেও দেখিতে হয় তাহার সম্বল কতটুকু।

টেনে বুনতে (বাঁধতে) কুলোয় না—সূতা যদি কম হয়, তাহা হইলে এক-দিকে ভাল করিয়া বুনিতে হইলে অন্যদিকে ভাল করিয়া বুনা যায় না। যদি অল্প আয় থাকে, তাহা হইলে সংসারে একটি অভাব মিটাইতে গেলে অন্য অভাব মিটান যায় না।

———

ঠ

ঠক বাছতে গাঁ উজোড়—বাছাই করিতে গেলে দেখা যাইবে, বেশির ভাগ লোকই অসাধু। প্রকৃত সাধু পাওয়া শক্ত।

ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা, নৈবিদ্যি নে' ছুটে পালা—কেহ যদি কাহাকেও ঠকাইয়া চলিয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

ঠাকুরঘরে কে, না আমি ত কলা খাইনে—("He who excuses himself accuses himself"; "Guilty mind is always suspicious".)—যে প্রকৃত দোষী, সে দোষ ঢাকিতে গিয়া এমন কথা বলে যে তাহাতে নিজের দোষ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

ঠাট ঠমকে বিকায় ঘোড়া—বাহাড়ম্বরে অনেক সময় অনেক কাজ হয়।

ঠেঁটা লোকের মুখে আঁট, বাইরে থেকে কাটে গাঁট—মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিয়া চালাক লোক অপরকে ঠকায়।

ঠেকবি যখন, শিখবি তখন—লোকে ঠেকিয়া শেখে।

ঠেলায় পড়ে ঢেলায় সেলাম—দায়ে পড়িলে অনেক সময় লোকে নীচের কাছেও মস্তক নত করিতে বাধ্য হয়।

ঠেলার নাম বাবাজী—বাধ্য না হইলে লোকে প্রায়ই ভাল কাজ করিতে চায় না। অনুরূপ প্রবাদ—"চাপ পড়লেই বাপ"।

ড

ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে নেই—এক দিক্ দিয়া আসে, আর এক দিক্ দিয়া খরচ হইয়া যায়। এত অভাব যে কিছুতেই কুলায় না।

ডাইনের কোলে পো (বা পুত্র) সমর্পন—ডাইনেরা ছেলের অনিষ্ট সাধন করে বলিয়া তাহাদের কাছে ছেলে রাখা যায় না। তাৎপর্য্য :—যাহার নিকটে ক্ষতি অনিবার্য্য তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কাজের ভার দেওয়া অনুচিত।

ডাকলে ডাক, বস্‌লে ক্রোশ, পথ বলে মোর কিসের দোষ।—পথে যাইতে যাইতে যদি কেহ ডাকে কিংবা যদি বসা যায়, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছাইতে দেরী হয়।

ডাঙ্গাতে বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর—("To be between Scylla and Charybdis"; "To be between the devil and the deep sea"). যেদিকে যাওয়া যায়, সেদিকেই বিপদ্। উভয় সঙ্কট।

ডান্‌পিটের মরণ গাছের আগায়—যে লোক অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, তাহার অস্বাভাবিক রকমে বিপদ্ ঘটে।

ডানের মায়া বোঝা ভার—দুষ্ট ব্যক্তি ভাল কথা বলিলেও বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ডুব দিয়ে খাই পানি, আল্লা জানে আর আমি জানি—রোজার সময়ে কেহ যদি ডুব দিয়া জল খায়, তাহা হইলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য থাকে না। তাৎপর্য্য :—লোকচক্ষুর অগোচরে অন্যায় কার্য্য করা চলে, কিন্তু তাহা উচিত নয়।

ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাপেও জান্‌তে পারে না—গাজনের সময়ে কোনও সন্ন্যাসী যদি স্নানকালে জল খায়, তাহা হইলে কেহই তাহা বুঝিতে পারে না। তাৎপর্য্য :—গোপনে কোন কাজ করিলে সাধারণের পক্ষে তাহা বুঝা দুঃসাধ্য।

ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি, পাতাল কতদূর—যখন অধঃপতন হইয়াছে, তখন অধঃপতনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইব।

ডোবা দেখ্‌লেই বেঙ লাফায়—প্রিয়জনকে নিকটে পাইলে বা নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলে সকলেরই আনন্দ হয়।

ডোল ভরা আশা, কুলো ভরা ছাই—অনেক আশা, কিন্তু একটিও পূর্ণ হয় না।

ঢ

ঢাক বাজিয়ে ইঁদুর ধরা—হৈ হৈ করিয়া কাজ করিলে অনেক সময় কাজের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়।

ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন—("Throwing the rope after the bucket"). প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়ার সময় ঢাকী পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়া। তাৎপর্য্য :—সমূলে বিনাশ সাধন করা।

ঢাকের কাছে ট্যামটেমি—("Holding a rush light before the sun"). মহতের নিকট ক্ষুদ্রের আস্ফালন বৃথা। অনুরূপ প্রবাদ—"চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা"।

ঢাকের দায়ে মনসা বিকানো—মনসা পূজার সময় মনসাকে বিক্রয় করিয়া ঢাকের খরচ যোগান। তাৎপর্য্য :—প্রধান কার্য্যের ব্যয় অপেক্ষা আনুষঙ্গিক খরচ বেশী করা।

ঢাকের বাদ্যি থামলে মিষ্টি—সকলেই অপ্রীতিকর কার্য্য শেষ হইতে পারিলে বাঁচে।

ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, আন্দিরাম (নিধিরাম) সর্দ্দার—বড় হইতে গেলে তাহার উপযুক্ত উপকরণ থাকা দরকার।

ঢিলটি মারলেই পাট্‌কেলটি খেতে হয়—যেমন কর্ম্ম করা যায়, ফলও সেইরূপ হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"ইট্‌টি মারলে পাট্‌কেলটি খেতে হয়"।

ঢিল দিয়ে ঢিল টেনে আনা—উপযুক্ত সময়ে চেষ্টা না করিয়া সময় উত্তীর্ণ হইলে অত্যধিক চেষ্টা করা। অনুরূপ প্রবাদ—"ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।"

ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙ্গা—শত্রু দিয়া শত্রুর বিনাশ সাধন করা। অনুরূপ প্রবাদ—"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা"।

ঢেকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লেই হলো—কে কি করিতেছে বা না করিতেছে তাহা দেখিবার দরকার নাই, তাহার দ্বারা কাজ হইলেই হইল।

ঢেঁকি ভজে' স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব—যাহাকে তাহাকে ভক্তি করিলেই স্বর্গে যাইবার মত পুণ্যলাভ হয় না।

ঢেকির কচ্‌কচি আর ঢাকের বাদ্য, চুপ করলেই ভাল—ঢেকির শব্দ ও ঢাকের বাজনা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। তাৎপর্য্য :—চেঁচামেচি বা ঝগড়াঝাঁটি গেলেই ভাল।

ঢেঁকিশাল দিয়ে কটক যাওয়া—সহজ পথ ছাড়িয়া জটিল পথ অনুসরণ করা।

ঢেঁকিশালে যদি মানিক পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই—ঘরে বসিয়া সুখ পাইলে, তাহার সমান সুখ আহরণের জন্য বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজন হয় না।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—যাহার যাহা কার্য্য বা স্বভাব, সে তাহা করিবেই।

ঢেউ দেখে না' ডুবিও না—বিপদে ভীত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতে নাই। বিপদে স্থির থাকিতে হয়।

ঢের দেখেছি চুরি করতে, এমন দেখিনি ধুকুড়ী পরতে—ধুকড়ী পরিতে অর্থাৎ মার খাইতে শক্ত এমন চোর আর দেখি নাই। যে অত্যন্ত লজ্জাহীন, তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। পাঠান্তর :—ঢের দেখেছি……ধুকড়ি পরতে।—এমন

চোর যে সে অতি সামান্য জিনিস লইয়া যায়। নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

———

ত

তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে—যে বস্তু (পরোপকারার্থে) দান করা হয় না, তাহাই ব্যর্থ। তাৎপর্য্য ঃ—সুপাত্রে দানই দ্রব্যের প্রকৃত সদ্ব্যবহার।

তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না—জল গরম হইলেও তাহার স্বাভাবিক শৈত্য থাকে। তাৎপর্য্য ঃ—কোমলপ্রকৃতি লোক রাগিয়া উঠিলেও তাহার দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় না।

তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি—আসল কাজ করিবার সামর্থ্য নাই, বাজে কাজ লইয়া মাতামাতি অথবা ন্যায্য খরচ করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ লোকদেখানো আড়ম্বর আছে।

তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্—ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইলে বিশ্ব তুষ্ট হয়।

তাত সয়, তবু বাত সয় না—পরের কথা শোনার চেয়ে দুঃখকষ্ট ভোগ করাও ভাল।

তাঁতীকুলও গেল, বৈষ্ণবকুলও গেল—উভয় দিকেই ক্ষতি হইল। অনুরূপ প্রবাদ—"এ কুল, ও কুল, দুকুল গেল"।

তাঁতী রাগে কাপড় ছেঁড়ে, আপনার ক্ষতি আপনি করে—বোকা লোক রাগ করিয়া আপনার ক্ষতি আপনিই ডাকিয়া আনে।

তাল গাছের আড়াই হাত—তালগাছের মাথার দিকের শেষ আড়াই হাত আন্দাজ ওঠা খুব শক্ত। তাৎপর্য্য ঃ—কঠিন কাজ সুরু করিয়া শেষ করাই বাহাদুরি।

তাল, তেঁতুল, মাদার, তিনে দেখায় আঁধার—উপরি উক্ত তিন প্রকার গাছ বাড়ীর কাছে থাকিলে আলো আসিতে না পারায় বাড়ী অন্ধকার হইয়া থাকে।

তালপুকুর নামে, ঘটী বোড়ে (ডোবে) না—নাম খুব, কিন্তু কোনও কাজের নয়।

তালপ্রমাণ বাড়ে, তিলপ্রমাণ কমে—যাহা কিছু মন্দ তাহা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে, কিন্তু কমিবার সময় তাহা অতি অল্পমাত্রায় কমে।

তাল বাড়ে ঝোপে, আর খেজুর বাড়ে কোপে—একজনের পক্ষে যাহা উপকারী, অন্যের পক্ষে তাহা ক্ষতিকর।

তাস, তামাক, পাশা, এ তিন কর্ম্মনাশা—তাস, তামাক বা পাশা—তিনটিই সময় নষ্ট করায়। তাহার ফলে অনেক কাজকর্ম্মের ক্ষতি হয়।

তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা—মানুষের জীবনের চারিটি অবস্থা—বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বৃদ্ধাবস্থা। প্রথম তিনটি অবস্থা গিয়াছে, এখন শেষ অবস্থা আসিয়াছে।

তিন নকলে আসল খাস্তা—কোনও জিনিস বার বার নকল করিলে তাহার আসল রূপটি নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহা অপর এক পৃথক্ রূপ ধারণ করে।

তিন বামুন এক শূদ্র, কোথা যাও নির্ব্বংশের পুত্র—তিনজন বামুন ও একজন শূদ্র একত্র হইয়া কোথাও যাইতে নাই।

তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার—বিপদে পড়িলে প্রাচীন লোকের পরামর্শমত কাজ করা উচিত। বৃদ্ধ মানুষ এমনভাবে বসে যে, তাহার হাঁটু দুইটি মাথার সমান উঁচু হয়। দুইটি হাঁটু ও একটি মাথা লইয়া সর্ব্বসমেত তিনটি মাথা দেখায়। অনুরূপ প্রবাদ—'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্'।

তিলক কাট্‌লেই বৈষ্ণব হয় না—("Cowls do not make monks").

বাহিরে আড়ম্বর করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না।

তিল কুড়িয়ে তাল—("Little drops of water make a mighty ocean"). ক্ষুদ্রকে অবহেলা করিতে নাই। কতকগুলি ক্ষুদ্র জিনিস একত্রিত হইলে বৃহৎ জিনিসের উৎপত্তি হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"রাই কুড়িয়ে বেল"।

তিলকে তাল করা—সামান্য বিষয়কে বড় করা বা বড় করিয়া দেখা।

তীরে এসেও হাল ছেড় না—কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শৈথিল্য প্রকাশ করিতে নাই।

তীর্থের কাকের মত বসে থাকা—তীর্থযাত্রীরা কখন কিছু খাইতে দিবে, কাক সেই আশায় বসিয়া থাকে। তাৎপর্য্য ঃ—অন্যের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা।

তুক্ তাক্ ছয় মাস, কপালে যা বার মাস—চেষ্টা করিয়া কিছুকাল ভাল ভাবে থাকা যায়, কিন্তু অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা চিরকালই ভোগ করিতে হয়।

তুফানে ছেড় না হাল, নৌকা হবে বানচাল—বিপদের সময়ে অধীর হইলে লোকে বুদ্ধি হারায়—ফলে বিপদ্ গুরুতর হয়।

তুফানে যে হাল ধরে না,
সেই বা কেমন নেয়ে,
কথা পাড়্‌লে বুঝতে পারে না,
সেই বা কেমন মেয়ে—নদীতে ঢেউ উঠিলে প্রকৃত নেয়ের হাল ধরিবার মত ক্ষমতা থাকা উচিত। বুদ্ধিমতী মেয়ের আভাসে সব কথা বুঝিতে পারা কর্ত্তব্য।

তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে—আমি তোমার চেয়েও গরীব। তোমার কাছে আমার ছলনা ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

পাঠান্তর—

"দেখিয়া তোমার দুঃখ বুক মোর ফাটে।
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে॥"
"ললনা, তোমার কাছে ছলনা কি খাটে।
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে॥"

তুমি ফের ডালে ডালে আমি ফিরি পাতে—তুমি যতই চালাকি করনা কেন, আমি তোমার চেয়ে ঢের বেশি চালাক।

পাঠান্তর ঃ—

"তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায়।
তোমার চাতুরী বোঝা যায় কিনা যায়"॥

তুলো যেমন শুনতে নরম, বুনতে তেমন নয়—এমন অনেক কাজ আছে যাহা সহজ মনে হইলেও ঐ কাজ করিতে বেশ বেগ পাইতে হয়।

তৃষ্ণা এগোয়, না জল এগোয়—"জল এগোয় না তৃষ্ণা এগোয়" দ্রঃ।

তৃষ্ণাবধিং কোগতঃ—আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই।

তৃণবন্মন্যতে জগৎ—ক্ষুদ্র ব্যক্তি যদি কোন কারণে হঠাৎ বড় হইয়া উঠে তবে সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। কথাটি একটি সংস্কৃত শ্লোকের একাংশ। শ্লোকটি এইরূপ ঃ—

অবংশো পতিতো রাজা
মূর্খপুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
অধনশ্চ ধনং প্রাপ্য
তৃণবন্মন্যতে জগৎ॥

—নীচ বংশজাত ব্যক্তি যদি রাজা হয়, মূর্খ ব্যক্তির পুত্র যদি পণ্ডিত হয়, দরিদ্র যদি হঠাৎ প্রচুর ধনলাভ করে, তবে তাহারা জগৎকে তৃণের ন্যায় অগ্রাহ্য করে।

তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবি ভোলবার নয়—যতই প্রলোভন দেখান যাক্ না কেন, সে প্রলুব্ধ হইবে না।

তেলা পোকা আবার পাখী, ভেরেণ্ডা আবার গাছ—নগণ্য বস্তু বুঝাইতে প্রযোজ্য। অনুরূপ প্রবাদ—"আরসুলা আবার পাখী, ডেপুটি (বা মুন্সেফ) আবার হাকিম।"

তেলা মাথায় ঢাল তেল, রুখু মাথায় ভাঙ্গ বেল—যাহার অভাব নাই, লোকে তাহাকেই দান করিয়া থাকে; আর যাহার অভাব আছে, তাহাকে কোন কিছু দেওয়ার কথা দূরে থাক, লোকে তাহাকে অযথা কষ্ট দেয়।

তেলা মাথায় তেল দিতে সবাই পারে—অভাব যাহার নাই, তাহাকেই সবাই দান করিয়া থাকে। অনুরূপ প্রবাদ—"জলে জল বাধে"।

তেলে জলে মিশ খায় না—এক প্রকৃতির লোক না হইলে মিল হয় না। অনুরূপ প্রবাদ—"জলে তেলে মিশ খায় না"।

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা—হঠাৎ দারুণভাবে রাগিয়া যাওয়া।

তে হি নো দিবসা গতাঃ—সে দিন চলিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ সুখের দিন চলিয়া গেলে এই বাক্যটি বলা হয়।

তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে—উপস্থিত কেহ তোমার সমকক্ষ না থাকিতে পারে, কিন্তু তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য শত্রু প্রস্তুত হইতেছে। যোগমায়া কংসকে এই কথা বলিয়া চলিয়া যান।

তোর পায়ে গড় না, তোর কাজের পায়ে গড়—মানুষ কাজের জন্য খোসামোদ করিয়া থাকে।

তোর শিল, তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া—তোমার জিনিস লইয়াই তোমার অনিষ্ট সাধন করিব।

———

থ

থলির মধ্যে হাতী পোরা—অসম্ভব কাজ করা।

থাক্‌রে কুকুর আমার পাশে (মনের আশে), ভাত দেব সেই পৌষ মাসে—পৌষমাসে চাষার অবস্থা ভাল হয়। সেই সময়ে সে কুকুরকে ভাত দিবার আশা দিল। তাৎপর্য্য :—কাহাকেও আশা দিয়া রাখা।

থাকে যদি চূড়ো বাঁশী, মিলবে রাধা হেন কত দাসী—ক্ষমতা থাকিলে কার্য্য সম্পাদনের জন্য ভাবিতে হয় না। অনুরূপ প্রবাদ—"ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই"।

থিয়ে তল যাবে, তবু নুয়ে ডুব দিবে না—("Break but not bend"). অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত অথবা একগুঁয়ে লোক ধ্বংস হইবে তবু অবনতি স্বীকার করিতে রাজী নয়। অনুরূপ প্রবাদ—'ভাঙ্‌বে, তবু মচ্‌কাবে না'।

থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়—রোজই একপ্রকার রান্না করা। আর নয়ত একই জিনিস বিভিন্নরূপে প্রস্তুত করা। তাৎপর্য্য :—জীবনযাত্রায় একঘেয়েমি।

———

দ

দই খাবে মেধো, কড়ি দেবো সেধো—একজন সুখভোগ করিবে আর অপরে তাহাকে সুখী করিবার জন্য কষ্ট পাইবে।

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পূর্ব্বদ্বারী তার প্রজা। পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই।—দক্ষিণদুয়ারী ঘর সবচেয়ে ভাল, তাহার নীচে পূর্ব্বদুয়ারী। পশ্চিমদুয়ারী ও উত্তরদুয়ারী ঘর ভাল নয়।

দধির অগ্র ঘোলের শেষ—দধির উপরেই সারভাগ থাকে, সেই কারণে দধির উপরিভাগ খাইতে ভাল; আর ঘোলের উপরে জল ও তলায় সার থাকে, সেইজন্য উহার নিম্নভাগ খাইতে সুমিষ্ট।

দয়া আছে মায়া আছে গলা ধরে কাঁদি, আধ পয়সার আটটি কলা পরাণ গেলে না দি'—অনেকেই মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত উপকার খুব কম লোকের কাছেই পাওয়া যায়।

দয়া করে দেয় নুন, ভাত মারে তিন গুণ—সামান্য প্রশ্রয় পাইলেই অনেকে মাথায় উঠিতে চায়।

দরকার পড়লে খোঁড়াও লাফায়—প্রয়োজনে অকেজো লোকও কাজ করিতে চেষ্টা করে।

দল ভাঙ্গলে যে, কৈ খাবে সে—যে পুকুর পরিষ্কার করিল, সেই কই মাছ খাইবে।—যে পরিশ্রম করিবে সেই পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবে। (দল—স্তূপীকৃত জলজ তৃণ।)

দশচক্রে ভগবান্ ভূত—ভগবান্ নামে এক ব্যক্তি কোনক্রমে রাজার প্রিয়পাত্র হয়। ইহাতে রাজকর্ম্মচারীরা ঈর্ষান্বিত হইয়া রাজাকে জানায় যে, ভগবান্ মরিয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহারা ভগবানকে রাজপুরীতে আসিতে দেয় না। পরে নিরুপায় ভগবান্ নদীতীরে লোকজনসহ ভ্রমণরত রাজাকে, সে যে বাঁচিয়া আছে, তাহা জানাইবার জন্য একটি গাছ হইতে ডাকে। রাজকর্ম্মচারীরা বুদ্ধি করিয়া রাজাকে জানায়, ভগবান্ ভূত হইয়া গাছে দেখা দিয়াছে। রাজা রাজকর্ম্মচারিগণসহ পলায়ন করেন। তাৎপর্য্য :—দশজনের চক্রান্তে পড়িয়া বিশেষ পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ লোকও বোকা বনিয়া যায়।

দশ দিন চোরের একদিন সাধুর—চোর দশ দিন চুরি করে, কিন্তু একদিন সে সাধুর হাতে ধরা পড়ে।

দশ পুত্র সম কন্যা যদি পাত্রে পড়ে—এক কন্যা যদি সুপাত্রে পড়ে, তাহা হইলে সেই কন্যাই দশটি ছেলের সমান উপকার করে।

দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ—দশজনে মিলিয়া কোন কাজ করিলে যদি সে কাজ সফল না হয়, তাহাতে লজ্জার কোন কারণ থাকে না।

দশে যারে বলে ছি, তার প্রাণে কাজ কি?—লোকে যাহাকে খারাপ বলে, তাহার জীবন দুর্ব্বিষহ। পাঠান্তর—যারে দশে বলে ছি, তার বাঁচায় ফল কি?

দশের মুখে (লোকমুখে) জয়, দশের মুখে ক্ষয়—সমাজকে মানিয়া চলিলে কোন ভয় থাকে না; কারণ, সমাজই কাহাকেও বড়, আবার কাহাকেও ছোট করিয়া থাকে।

দশের লাঠি একের বোঝা—দশজনের কাজ যদি একজনে করে, তাহা হইলে বিশেষ ভার বোধ হয়; কিন্তু যদি প্রত্যেকেই কিছু কিছু করে, তাহা হইলে কিছুমাত্র ভার বোধ হয় না।

দাঁড়ালে পোয়া, বস্‌লে ক্রোশ, পথ বলে মোর কিসের দোষ—চলিবার সময় যদি দাঁড়ান যায়, তাহা হইলে এক পোয়া পথ (আধ মাইল) পিছাইয়া পড়িতে হয়; আর যদি বসা যায়, তাহা হইলে এক ক্রোশ পথ পিছাইয়া পড়িতে হয়। তাৎপর্য্য :—কাজে অবহেলা করিলে কাজ শেষ করিতে বেশি সময় লাগে।

দাঁড়িকে মাঝি করা, মরা গাঙ্গে ডুবে মরা—দাঁড়ি যদি মাঝির কাজ করে, তাহা হইলে নৌকা ডুবিয়া যায়। তাৎপর্য্য :—অনভ্যস্ত লোকের হাতে কাজ দিলে কাজের ক্ষতি হয়।

দাঁত গেলে ত আঁত গেল—দাঁত যদি না থাকে, তাহা হইলে খাদ্যদ্রব্য ইচ্ছামত খাইয়া আর সুখভোগ করা যায় না।

দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না—যে ব্যক্তির নিকট হইতে অনেক উপকার পাওয়া যায়, তাহার জীবিত কালে তাহার প্রয়োজনীয়তা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু সে মরিয়া গেলে তাহার অভাবে খুবই কষ্ট পাইতে হয়।

দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা—পানাহার ত্যাগ করা।

দাওয়া মাড়া যতদিন, বাপ খুড়া ততদিন—সংসারে টাকাপয়সা দিতে পারিলে সকলের সঙ্গেই মধুর সম্পর্ক থাকে, কিন্তু না দিতে পারিলে সেই সম্পর্ক শিথিল হইয়া যায়।

দাদারও চিঁড়ের ফলার—নদীর জলে স্ফীতোদর মৃতদেহকে উদ্দেশ্য করিয়া ফলারে স্ফীতোদর একটি মাতাল এই কথা বলিতেছে। তাৎপর্য্য ঃ—সমান বিষয় হইতে সিদ্ধান্ত করা সব সময় ঠিক নয়।

দান যেমন, দক্ষিণাও তেমন—দানের অনুরূপ দক্ষিণা, কাজের অনুরূপ পারিশ্রমিক।

দায় ঠেক্‌লে শালগ্রামের পৈতা বেচেও খায়—অভাবে পড়িলে অনেক সময় অন্যায় কাজ করিয়াও সংসার চালাইতে হয়। অভাবের তাড়নায় মানুষের ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি লোপ পায়।

দায় মোদ্দায় রাজি, কি করবেন কাজি?—বাদী প্রতিবাদীদের মধ্যে আপোষে মিটমাট হইয়া গেলে বিচারকের কোনও প্রয়োজন হয় না।

দায়ে পড়ে দা' ঠাকুর—কার্য্য উদ্ধারের জন্য সাধারণ লোককেও খোসামোদ করিতে হয়।

দায়ে বালি, কুড়ুলে শিল, ভালমানুষকে ভাল কথা বজ্জাতকে কিল—দা ধার করিতে হইলে বালির দরকার, আর কুড়ুলে ধার দিবার জন্য শিলই ভাল। ভালমানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ও অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করাই ঠিক।

দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী—অভাবের তাড়নায় মানুষের সমস্ত গুণই নষ্ট হইয়া যায়।

দিও কিঞ্চিৎ না ক'রো বঞ্চিত—যে চায়, তাহাকে বেশী না পারিলেও অন্ততঃ কিছু দেওয়া উচিত।

দিন কাটে ত রাত কাটে না—নিদারুণ অভাব; দিনের বেলায় কোনমতে খাওয়া দাওয়ার সংস্থান হইলেও রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হয়।

দিনগত পাপক্ষয়—কোন মনোযোগ না দিয়া হেলাফেলা করিয়া কাজ করা।

দিন গেল আলে ডালে, রাত হ'লে চেরাগ জ্বালে—দিনের বেলায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া কাজের জন্য রাত্রিবেলা আলো জ্বালা। তাৎপর্য্য ঃ—সময়ে কাজ না করিয়া অসময়ে কাজ করা।

দিন থাকতে বাঁধে আল, তবে খায় নানা শাল—জমিতে আলি বাঁধিয়া যথাসময়ে জল দিলে তবেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য ঃ—সময়ে কোন কাজ করিলে তবেই উপযুক্ত ফললাভ হয়।

দিন যাবে রবে না—একদিন না একদিন কষ্টের সময় কাটিয়া যাইবে।

দিন যায়, কথা থাকে—কাহাকেও কোন রূঢ় কথা বলিলে বহুদিন চলিয়া গেলেও সেই কথার আঘাত তাহার মনে চিরদিন থাকে।

দিন যায় ত ক্ষণ যায় না—কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে দিনগুলি হয়ত কোন মতে কাটিয়া যায়, কিন্তু সেই অনিষ্ট ঘটিবার সময় যতই ঘনাইয়া আসে ততই মনে হয় এক একটি মুহূর্ত্তও যেন কাটিতে চায় না।

দিনে তারা দেখা—অপ্রাকৃতিক বা অসম্ভব ঘটনা।

দিনে বাতি যার ঘরে, তার ভিটায় ঘুঘু চরে—সুসময়ে অপচয় করিলে অসময়ে কষ্টে পড়িতে হয়।

দিনে বালিশ, রাতে চালিশ—ভোজনের পর দিনের বেলায় অল্প নিদ্রা যাইতে হয়। আর রাত্রিকালে একটু হাঁটা ভাল। 'After dinner walk a mile'.

দিল্লীকা লাড্ডু, যো খায়া সো পস্তায়া, যো ন খায়া সোবি পস্তায়া—দিল্লীর লাড্ডু যে খাইয়াছে সে অনুশোচনা করিয়াছে; যে খায় নাই, সেও দুঃখ করিয়াছে।—এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা ভোগ করিলে সুখ নাই, অথচ না পাইলেও দুঃখ হয়।

দীয়তাং ভুজ্যতাম্—বহুলোকের ভোজের আয়োজন।

দুই সতীনে ঘরকন্না, ঘরের গিন্নী ভাত পান না—সতীন থাকিলে নিত্য কলহ হয়—ফলে রান্না প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যায় এবং বাড়ীর গিন্নী বা শাশুড়ী ভাত পায় না।

দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার—যাহার দুই স্ত্রী, বাড়ীতে তাহার নিত্য কলহ। এই কলহের জন্য স্বামীর শান্তি থাকে না।

দুই হাঁড়ী একত্র থাকলেই ঠোকাঠুকি—এক সংসারে দুইজন গৃহস্থ থাকিলেই এক আধটু ঝগড়াঝাটি হইয়া থাকে।

দুধ কলা দাও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত—হিংসাপরায়ণ লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিলেও তাহার হিংসা কমে না, বরং বাড়ে।

দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা—সাপকে দুধ কলা খাওয়াইয়া কোন ফল নাই; সেইরূপ, হিংসাপরায়ণ লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিয়া ফল নাই।

দুধকে দুধ, জলকে জল—দুধে এত জল দেওয়া হইয়াছে যে উহাকে দুধও বলা যায় জলও বলা চলে। তাৎপর্য্য ঃ—অনেক লোক ভিন্নপ্রকৃতির লোকের কাছে নিজেদের স্বরূপ বদ্‌লায়।

দুধ মরে ক্ষীরটুকু—কোন কিছুর সারাংশ।

দুধ রাখ্‌লেই পঞ্চামৃত—দুধ হইতে ক্ষীর দই প্রভৃতি পাঁচ প্রকার মিষ্টান্ন তৈয়ারী হইতে পারে। তাৎপর্য্য ঃ—ভাল লোকের সহিত যদি ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে অনেক প্রকার উপকার পাওয়া যায়।

দুধের সাধ (তৃষ্ণা) কি ঘোলে মেটে?—দুধ খাইবার ইচ্ছা থাকিলে, সে ইচ্ছা ঘোল খাইয়া মিটে না। তাৎপর্য্য ঃ—যে জিনিসের প্রয়োজন, তাহার অভাব অন্য জিনিস দিয়া পূরণ করা যায় না।

দুনিয়াদারি মুসাফিরি, সেরেফ আনাগোনা—সংসার অনিত্য। সকলে সংসারে পথিকের মত যাওয়া আসা করিতেছে।

দু' নৌকায় পা দিলে পড়বে শেষে অগাধ জলে—দুইদিক্ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলে বিপদে পড়িতে হয়।

দুর্গা বলে ঝুলে পড়—একজন মোক্তার একজন অপরাধীর ফাঁসি রদ করিয়া দিবে বলিয়া ঘুষ লইয়াছিল। কিন্তু ফাঁসির সময় সে তাহাকে 'দুর্গা বলে ঝুলে পড়' এই কথাটি বলিয়া চলিয়া যায়। তাৎপর্য্য ঃ—বিপদের সময় মিথ্যা আশাভরসা দেওয়া।

দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্। মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্॥—দুর্জ্জন প্রিয়বাক্য বলিলেও তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই। কারণ, তাহার মুখে মধু এবং অন্তরে বিষ থাকে।

দুর্জ্জনেরে পরিহরি, দূরে থেকে নমস্কার করি—দুষ্ট লোকের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করা উচিত।

দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল—কষ্টের কথা চিরকাল মনে থাকে।

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল—অসৎ সঙ্গ অপেক্ষা সঙ্গহীনতা ভাল।

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা, ঘুনিয়ে বসে পাশে (কাছে); কথা দিয়ে কথা লয়, প্রাণে বধে শেষে (পাছে)—দুষ্ট লোক কথা লইবার জন্য আত্মীয়তা করে এবং মিষ্ট কথায় মন

ভিজাইয়া মনের গোপন কথা বাহির করিয়া লয়। অতঃপর গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া সে লোককে বিপদে ফেলে।

দেখ্ছি কত দেখ্‌ব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার—অতি সাধারণ লোকের শক্তির অতীত আড়ম্বর প্রকাশ করা ঠিক নয়।

দেখ্‌তে পেলে শুনতে চায় না—দেখিয়া যত তৃপ্ত হওয়া যায়, শুনিয়া তত তৃপ্ত হওয়া যায় না।

দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর—সতর্ক থাকিলে কাহারও জিনিস চুরি যায় না।

দেখ্‌ব কত কালে কালে, গোঁফ রেখেছে তোব্‌ড়া গালে—তোব্‌ড়া গালে গোঁফ রাখিলে ভাল দেখায় না। তাৎপর্য্য ঃ—বেশভূষা আচার-ব্যবহার এমন হওয়া উচিত নয়, যাহা অপরের কাছে অশোভন।

দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাস—কেহ চাষ সুরু করিয়াছে দেখিলেই অপরেও চাষের কাজ আরম্ভ করে। কেহ এক-স্থানে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিলে অপরেও সেস্থানে গিয়া বসবাস আরম্ভ করে। তাৎপর্য্য ঃ—একে অপরের কাজের অনুকরণ করে। পরানুকরণ মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে—কেহ দেখিয়া শিক্ষালাভ করে, আর কেহ নিজে ভুগিয়া শিক্ষালাভ করে। প্রথমজন বুদ্ধিমান্, দ্বিতীয়জন নির্ব্বোধ।

দেদোর মর্ম্ম দেদোয় জানে—(The wearer knows best where the shoe pinches). দুঃখীই অপর দুঃখীর দুঃখ বুঝিতে পারে। অনুরূপ প্রবাদ—"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা—দেবতারা যদি কুকর্ম্মে লিপ্ত হন, তাহা হইলে তাহা দূষণীয় নহে; আর মানুষ কুকর্ম্ম করিলেই তাহা পাপ বলিয়া ধরা হয়। তাৎপর্য্য ঃ—বড়লোক কুকর্ম্ম করিলেও তাহা ভাল; আর গরীব লোক যদি সেই কাজ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার অপরাধ হয়।

দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ—সম্পূর্ণ শ্লোক—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। স্ত্রীচরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য দেবতারাই জানেন না, মানুষ জানিবে কেমন করিয়া।

দেবো ধন, বুঝ্‌বো মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ—অপরকে কোন বস্তু দান করা হইলেও সেই বস্তুর অপব্যবহার হইতেছে মনে হইলে উহা কাড়িয়া লওয়া হইবে, এই ভাবটি বুঝাইলে এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হয়।

দেয় থোয় রাখে মান, তারে বলি যজমান—টাকাপয়সা দিলে ও ভাল ব্যবহার রাখিলে সকলেরই মন পাওয়া যায়।

দেশগুণে বেশ—(Do in Rome, as Rome does). যে দেশে যে আচার প্রচলিত, অন্যত্র উহা নিন্দনীয় হইলেও সেখানে তাহাই ভাল।

দেশে নাই যা, ছেলে চায় তা—কেহ অন্যায় আবদার ধরিয়া বসিলে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

দেহের গুমর ক'রো না ভাই, এই আছে এই নাই—আমাদের শরীর ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং ইহার বড়াই করা উচিত নয়।

দৈবজ্ঞ যদি বলে ঠিক, তবে কেন মাগে ভিখ্—দৈবজ্ঞ যদি ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারিত, তাহা হইলে নিজে ভিক্ষা করিয়া না বেড়াইয়া একটা কিছু উপায় করিতে পারিত।

দোষে গুণে সৃষ্টি, ঝড়ে জলে বৃষ্টি—প্রত্যেকের মধ্যেই দোষ গুণ দুইই থাকে।

দোদেল বান্দা কল্‌মা চোর, না পায় বেহেস্ত না পায় গোর—সংশয়বাদী ও মন্ত্রচোরের পক্ষে স্বর্গলাভও হয় না, গোরলাভও হয় না; তাহাদের ইহকাল পরকাল দুই দিক্ই নষ্ট হয়।

দোয়া গাইয়ের চাঁট সই—যে গরু দুধ দেয়, তাহার পদাঘাতও সহ্য হয়। তাৎপর্য্য ঃ—যাহার নিকট হইতে কিছু লাভ হয়, তাহার অত্যাচারও সহ্য করা যায়।

দোষা বাচ্যা গুরোরপি—গুরুরও দোষ প্রদর্শন করা উচিত।

দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি—দাম দিয়া জিনিস কিনিলে তাহা খুব কমই খারাপ হয়। পূর্ণ শ্লোক—ফলস্থ ক্ষালনাৎ শুধ্যেৎ, গোময়েন গৃহং তথা। ক্ষারযোগেন বস্ত্রং চ, দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি॥—ফল ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়; গৃহ গোময়স্পর্শে শুদ্ধ হয়; বস্ত্র ক্ষারসংযোগে শোধিত হয় এবং দ্রব্য মূল্যদ্বারা ক্রীত হইলে বিশুদ্ধ হয়।

ধ

ধন, জন, পরিবার, কেহ নহে আপনার—ধন, জন ও আত্মীয়-স্বজন অবশ্যই দু'দিনের, মৃত্যুর পরে কেহই কাহারও সঙ্গে যায় না।

ধন জন যৌবন জোয়ারের জল—জোয়ারের জল চিরস্থায়ী হয় না, সেইরূপ ধন, জন ও যৌবন অস্থায়ী।

ধন থাকলেই সিঁধের ভয়—টাকা থাকিলেই চোরের ভয় করিতে হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"নেংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।"

ধন নাই, কড়ি নাই, নিধিরাম পোদ্দার—অনুরূপ প্রবাদ—"ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম সর্দ্দার।" তাহা দ্রঃ।

ধনসোহাগী মরেন কুঁড়োর জাউ খেয়ে—যে টাকা অত্যন্ত ভালবাসে, সে টাকা খরচের ভয়ে ভাল করিয়া আহার করে না।

ধনীর চিন্তা ধন ধন, নিরেনব্বুই এর ধাক্কা, যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা—(Every one to his taste). ধনী লোক সর্ব্বদাই টাকার চিন্তা করে। সে নিরেনব্বুই টাকাকে কি করিয়া একশত টাকা করিবে এই চিন্তায় বিভোর থাকে। যোগী সর্ব্বদাই ভগবানের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, আর ফকির কবে মক্কায় যাইবে এই চিন্তায় মগ্ন।

ধনীর মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনের (কুলের) মাথায় মার লাথি—ধনী ব্যক্তিকে সকলে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিকে কেহই গ্রাহ্য করে না, বরং তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহারই করিয়া থাকে।

ধনে ধন দেখে, পুতে পুত দেখে—(Money begets money). যাহার টাকা আছে, সেই বেশী টাকা উপার্জ্জন করে। যাহার পুত্র আছে, তাহার আরও পুত্র হয়।

ধনে সুখ নয়, মনে সুখ—কেবল টাকা থাকিলেই সুখ পাওয়া যায় না, মনে শান্তি থাকিলেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়।

ধর কাছি তো ধরেই আছি—কেহ কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে বলিলে সে যদি কাজে মনঃসংযোগ না করিয়া নিতান্ত উদাসীন ভাবে কাজ করিতে থাকে, তাহা হইলে ইহা প্রযোজ্য।

ধরতে ছুঁতে কিছুই নেই—অন্তঃসারশূন্য বস্তু।

ধরলে কোঁ কোঁ করে, ছেড়ে দিলে পাকসাট মারে—চাপিয়া ধরিলে অনুনয়বিনয় করে, কিন্তু ছাড়িয়া দিলেই দূরে গিয়া আস্ফালন করিতে থাকে। পাকসাট=পাখার ঝাপট অর্থাৎ আস্ফালন।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি—জল না ছুঁইয়াই মাছ ধরিতে চাই। কষ্ট না করিয়া কৌশলে কাজ হাসিল করা।

ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে—আদেশ পালন করিতে গিয়া বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলে।

ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্—মানুষ যাহা করে, তাহার সাক্ষী সর্ব্বদা অন্য মানুষ না থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম তাহা জানে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ—আদিত্যচন্দ্রা-বনিলানলৌ তৌ, দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ। অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে, ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ—ধর্ম্মের (অর্থাৎ কর্ম্মের) গতি বিচিত্র। ইহা সাধারণের দুর্জ্ঞেয়। শুভকর্ম্মের এইরূপ ফল এবং কুকার্য্যের এইরূপ ফল হইবেই, এইরূপ নিয়ম নাই।

ধর্ম্ম হয় না করলেই উপাস, কোদাল পাড়লেই হয় না চাষ—কেবল আড়ম্বর দেখাইলেই কাজ হয় না।

ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ—ধর্ম্মই মানুষের বিশেষ গুণ। কাজে কাজেই ধর্ম্মবিহীন মনুষ্য ইতর পশুর তুল্য।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, পাপ করলে ধরা পড়ে—পাপকর্ম্ম কখনই গোপন থাকে না। সত্যকার ঘটনা আপনিই প্রকাশ পায়।

ধর্ম্মের ঢাক (ভেরী) আপনি বাজে—(Murder will out). পাপ-কার্য্য গোপন থাকে না।

ধর্ম্মের ভরা ভেসে উঠে, পাপের ভরা তল যায়—ধার্ম্মিক বিপদে পড়িলে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পায়; পাপী বিপদে পড়িলে তাহার আর উদ্ধারের আশা থাকে না। ভরা=মালবোঝাই নৌকা।

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্—ধার্ম্মিককে অন্য লোকে পীড়ন করিলেও ধর্ম্মই তাঁহাকে রক্ষা করে।

ধান একগুণ, তৃণ শতগুণ—ধান গাছ একটি, কিন্তু তৃণ প্রচুর জন্মে। তাৎপর্য্য :—গুণীর সংখ্যা অল্প, কিন্তু নির্গুণের সংখ্যা বেশী।

ধান নাই, চাল নাই, আন্দিরাম মহাজন—মহাজন হইতে হইলে ধান ও চাল যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকা দরকার। তাৎপর্য্য :—কাজের যোগ্যতা না থাকিলে ভারিক্কি চাল দেখানো উচিত নয়।

ধান ভানতে শিবের (মহীপালের) গীত—অপ্রাসঙ্গিক কথা। ধান ভানিতে ভানিতে শিবের বা মহীপালের গান করা অপ্রাসঙ্গিক (মহীপাল বাঙ্গালা দেশের এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন)।

ধানের আগে উড়ি ফোলে—উড়ি নামক ধান সকল ধানের আগেই বাড়ে এবং আপনা হইতে ফুলিয়া ঝরিয়া পড়ে। —অপদার্থ লোকের বাড় দেখিলে ইহা প্রযোজ্য হয়।

ধার করে খায়, হেঁট মাথায় যায়—ধারকর্জ্জ থাকিলে লোককে সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত থাকিতে হয়।

ধারে কাটে আর ভারে কাটে—যদি কাহারও অর্থের জোর বা বুদ্ধির জোর থাকে, তবেই সে উন্নতি লাভ করিতে পারে।

ধীর পানি পাথর কাটে—(Much rain wears the marble). বিন্দু বিন্দু করিয়া জল পড়িলে পাথরও কাটিয়া যায়। তাৎপর্য্য :—অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিলে অনেক দুঃসাধ্য কাজও সুসম্পন্ন হয়।

ধীর জ্বাল, ঘন কাটি, তবে বলি দুধ আউটি—দুধ ধীরে ধীরে জ্বাল দিলে এবং কাটি দিয়া ঘন ঘন নাড়িলে বেশ ক্ষীরের মত সুস্বাদু হয়। তাৎপর্য্য :—ধীরভাবে মন দিয়া কাজ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

ধীর ধীর বোনে, তাঁতী সকল জিনে—যে তাঁতী ধীরে ধীরে বুনে, সকলের চেয়ে তার কাপড় ভাল হয় এবং সে সকলের চেয়ে লাভবান্ হয়। তাৎপর্য্য :—অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিয়া কাজ সম্পন্ন করিলে জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়।

ধীরে রাঁধে, ধীরে খায়, তবে খাওয়ার মজা পায়—ধীরে সুস্থে কাজ করিলেই কাজ সুসম্পন্ন হয়।

ধুকড়ির ভিতর খাসা চাল—কুরূপ আবরণের মধ্যেও ভাল জিনিস থাকিতে পারে।

ধুলো মুঠা ধরতে কড়ি (সোণা) মুঠা হয়—যাহার বরাত ভাল, সে যে কাজ ধরে সেই কাজেই প্রচুর লাভ করে। অদৃষ্টের জোরে অনেকে ধূলাকেও সোণা করিয়া ফেলে অর্থাৎ মন্দ দ্রব্য হইতেও ভাল জিনিষ উৎপন্ন করে, নিকৃষ্ট কাজ উৎকৃষ্ট কাজে পরিণত করে।

ধোপার গাধা ভাতের কাঠি বয় না—ধোপার গাধা বড় বড় কাপড়ের বোঝা বহিয়া থাকে, কিন্তু সে কিছুতেই ভাতের কাঠি অল্প ভারী হইলেও তাহা বহিবে না। তাৎপর্য্য :—সজ্জন ব্যক্তি অনেক বড় বড় কাজ সমাপন করিবে, তবুও কিছুতেই সামান্য একটি দুর্নীতিমূলক কাজ করিবে না।

ন

নখে কাটে কচি কালে, ঝুনো হলে দাঁত না চলে—ছেলেবেলায় না বুঝিয়া অনেক দুঃসাহসিক কাজ করা যায়, কিন্তু বড় হইলে সেই কাজ করিতে ভয় হয়।

নখের ছিদ্রে কুড়াল লাগান—(To break a butterfly on the wheel). ছোটখাট কাজের জন্য বিরাট তোড়জোড় করা। অনুরূপ প্রবাদ—"মশা মারতে কামান পাতা।"

ন চ দৈবাৎ পরং বলম্—দৈববলের চেয়ে কোন বলই বড় নয়। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ :—ন চ বিদ্যাসমো বন্ধু র্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ। ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥—বিদ্যার তুল্য বন্ধু আর নাই। ব্যাধির ন্যায় শত্রু নাই। অপত্যস্নেহের মত কোনও স্নেহ হইতে পারে না। দৈববল সকল বলের শ্রেষ্ঠ।

ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ—মহাত্মাগণের বাক্যের কখনও অন্যথা হয় না।

ন চাষা সজ্জনায়তে—চাষা কখনও সজ্জন হয় না।—অত্যন্ত খারাপ জিনিস কখনও ভাল হয় না। যাহার যাহা প্রকৃতি তাহা থাকিবেই।

নটে খেটে আড়ায়ে, সজনে বার মাস—আড়ায়ে=আড়াই মাস। জগতের বহু দ্রব্যই অল্পদিন-স্থায়ী; কিন্তু আবার অনেক জিনিস আছে যাহা আমাদের চিরসঙ্গী। চিরসঙ্গী জিনিস তত সুখপ্রদ না হইলেও তাহাকে বেশী আদর করা উচিত।

নড়তে পারে না কামান (বন্দুক) ঘাড়ে—নিজের চলিবার শক্তি নাই, আবার ঘাড়ে একটা বোঝা। শক্তির অতীত কিছু করা বুঝাইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নদীকূলে বাস, ভাবনা বারমাস—বিপদের মুখে আসিলে সর্ব্বদাই একটা দুশ্চিন্তা থাকে।

নদী, নারী, শৃঙ্গধারী—এ তিনে না বিশ্বাস করি—নদী স্ত্রীলোক ও শিং-ওয়ালা জন্তুকে বিশ্বাস করা শক্ত।

নদীর এক কূল ভাঙ্গে আর এক কূল গড়ে—নদীর এক দিকের পাড় যেমন ভাঙ্গে, তেমনি অন্যদিকের পাড় গড়িয়া ওঠে। তাৎপর্য্য :—জগতের কিছুই বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না। একদিকে যাহা নষ্ট হইল অন্যদিক দিয়া হয়ত তাহা গড়িয়া উঠিল।

নদীর মুখে বালির বাঁধ—নদীর স্রোতের সম্মুখে বালির বাঁধ টিকিতে পারে না। তাৎপর্য্য :— প্রবলের সম্মুখে দুর্ব্বল নদীর স্রোতে বালির বাঁধের মত ভাসিয়া যায়।

নদী শুকোলেও রেখা থাকে—নদী শুকাইয়া গেলেও কোন্ স্থান দিয়া যে নদী চলিয়া গিয়াছিল ইহা বেশ বুঝা যায়। তাৎপর্য্য :—ধনীর অবস্থা খারাপ হইলেও,

তাহার চালচলন, হাবভাব হইতে পূর্ব্বে যে সে ধনী ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়।

ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ—যদি সঙ্গী থাকে, তাহা হইলে দুঃখও সুসহ হয়।

ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়—কোন কাজেই যাহা লাগে না।

ননদেরও ননদ আছে—ভাই-এর স্ত্রীকে ননদ যন্ত্রণা দিয়া থাকে; কিন্তু সেও যখন শ্বশুরবাড়ী যায়, তাহার ননদও তাহাকে যন্ত্রণা দেয়। তাৎপর্য্য:—প্রভুরও প্রভু আছে। প্রত্যেকেরই কষ্ট দিবার লোক থাকিতে পারে। অনুরূপ প্রবাদ—"বাবারও বাবা আছে"।

ন নিম্বো মধুরায়তে—নিমফল কোনও মধুর দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও কখনই মধুর হয় না। তাৎপর্য্য:—অতি দুর্জ্জন সৎ সঙ্গেও সৎ হয় না।

নবধা কুললক্ষণম্—কেবলমাত্র কুলীনের বংশে জন্মিলেই কেহ কুলীন বলিয়া দাবী করিতে পারেন না, কুলীনোচিত নয়টি গুণ থাকা চাই।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং, নবধা কুললক্ষণম্॥

সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, খ্যাতি, তীর্থদর্শন, শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মে আসক্তি, ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি (অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি), তপস্যা এবং দান—এই নয়টি কুলীনের লক্ষণ।

নবাব আর কি?—অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য উক্তি।

নবাব খাঞ্জা খাঁ—মুর্শিদকুলি খাঁর প্রতিদ্বন্দী খান্ জাহান খান্ অতিরিক্ত নবাবী চালে নবাবকেও হার মানাইতেন। তাৎপর্য্য:—অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তি।

ন ভূতো ন ভবিষ্যতি—হয় নাই, হইবেও না।

নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না—'তেলও পুড়বে না' দ্রঃ।

ন যযৌ ন তস্থৌ—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। পার্ব্বতী মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই সময় একবার মহাদেব ছদ্মবেশে পার্ব্বতীর নিকটে আসিয়া শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীর ইহা অসহ্য বোধ হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। মহাদেব তখন স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ইহাতে পার্ব্বতী বড় সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। হঠাৎ আরাধ্য দেবকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি না পারিলেন অগ্রসর হইতে, না পারিলেন এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে।

নরক ত গুলজার—সকলেই যদি পাপ করে এবং নরকে যাইবার ভয় না করে, তবে আমিও পাপ করিয়া নরকে যাইব।

ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ—রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে, রত্ন নিজে কাহাকেও অন্বেষণ করে না। তাৎপর্য্য:—মহতের নিকটই গুণলাভের জন্য জনসমাগম হয়, অন্য লোকের নিকট মহতের গমন করিতে হয় না।

নরম মাটিতে বেড়ালে আঁচড়ায়—শান্তপ্রকৃতি লোকের উপরই প্রবলের অত্যাচার বেশি হয়।

নরমের বাঘ, গরমের শিয়াল (কুকুর)—কতকগুলি লোক আছে যাহারা শক্তের পাল্লায় পড়িলে নরম হইয়া থাকে, আর দুর্ব্বল লোকের উপর অত্যাচার করে। অনুরূপ প্রবাদ—"শক্তের ভক্ত, নরমের যম।"

নরাণাং মাতুলক্রমঃ—সাধারণতঃ মানুষের স্বভাব মাতুলের অনুকারী হয়।

নরুণে তালগাছ কাটা—কুদ্রশক্তি লইয়া বড় কাজ করার চেষ্টা।

নরের মন নারায়ণ জানেন—মানুষের মনের কথা ঈশ্বর ছাড়া আর কেহই বলিতে পারেন না।

ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্—সন্তোষ সকল সুখের শ্রেষ্ঠ।

ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি—স্ত্রীলোকের যথেচ্ছাচারিতা উচিত নয়।

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে ভাবে, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে ভর্ত্তার এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকিবেন। স্ত্রীগণের পক্ষে স্বাধীন হওয়া উচিত নয়। এখানে স্বাধীন বলিতে যথেচ্ছাচারী বুঝাইতেছে।

না আছে নেই আয়োজন, পাড়া ভরে নিমন্ত্রণ—আড়ম্বর প্রচুর কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই নয়।

না আঁচালে বিশ্বাস নাই—পূর্ণ প্রবাদটি এই—"ঠগের বাড়ী নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নাই" অথবা "জোচ্চোরের বাড়ীর ফলার না আঁচালে বিশ্বাস নাই"। (তাহা দ্রঃ)।

নাই দিলে কুকুর কাঁধে চড়ে (মাথায় ওঠে)—প্রশ্রয় দিলে হীনজন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে।

নাও পর গাড়ী, গাড়ী পর নাও—কখন নৌকার উপরে গাড়ী, আবার কখন গাড়ীর উপরে নৌকা। তাৎপর্য্য:—কখন একজন অপরের উপর অত্যাচার করে, আবার সেই অত্যাচারীই অপর কর্তৃক উৎপীড়িত হয়।

নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান—নাজেহাল বা অপদস্থ করা।

নাকের জলে চোখের জলে হওয়া—রীতিমত অপদস্থ হওয়া।

নাকের বদলে নরুণ—এক নাপিত শৃগালের নাক হইতে কাঁটা তুলিতে গিয়াছিল। কিন্তু সে শৃগালের নাকই কাটিয়া ফেলে। নাপিতকে শেষে নরুণ দিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। তাৎপর্য্য:—বৃহৎ অনিষ্ট সাধনের পরে সামান্য ক্ষতিপূরণ করা।

নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমান—দুশ্চিন্তার কারণ থাকিলেও নিশ্চিন্ত মনে থাকা।

না খেলে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ—না খাইলেও দিন চলিয়া যায় কিন্তু ধার করিয়া খাইলে ঋণ থাকিয়া যায়।

নাচতে জানে না, উঠানের দোষ (উঠান বাঁকা)—(A bad workman quarrels with his tools). যে কার্য্যে অপারগ, সে তাহার অক্ষমতা গোপন করিবার জন্য বাজে ওজর দেখায়।

নাচতে দাঁড়িয়ে (নেবে) ঘোমটা টানা—নাচিয়ের পক্ষে লজ্জা করিয়া ঘোমটা টানা অসঙ্গত ও অর্থহীন। তাৎপর্য্য:—কাজে হাত দিয়া কোনরূপ দ্বিধামনে কাজ করা ঠিক নয়।

না চাইতে ছাতাটা (ঘোড়াটা) পাই, চাইলে বুঝি ঘোড়াটা (হাতীটা) পাব—না চাহিলে যদি কেহ কিছু পায়, তাহা হইলে সে বেশী পাইবার আশা করে। কিন্তু এরূপ আশা বড় একটা সফল হয় না।

নাচে ভাল, পাক দেয় উল্‌টা (মন্দ)—সে ভাল কাজ করে, কিন্তু তাহার মধ্যে কুটিলতা আছে।

নাচুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ—যে খারাপ কাজ করিতেছে, তাহারই যদি কোন লজ্জা না থাকে, তবে যে তাহা দেখিতেছে তাহারই বা লজ্জা কিসের?

নাচের পা থামে না—নাচিতে নাচিতে পা সহজে থামিতে চায় না। তাৎপর্য্য:—যে কাজে অভ্যস্ত, সে কাজ করিবেই।

নাড়া বনে কেত্তন—যে স্থানে যাহার প্রয়োজন নাই, সে স্থানে সেই কাজ করা।

নাতির নাতি স্বর্গের বাতি—যে লোক নাতির নাতি দেখিতে পায়, সে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবী। দীর্ঘজীবী মাত্রেই পুণ্যবান্। অতএব, যে নাতির নাতি দেখিতে পায় সে স্বর্গে যায়।

নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি—নাতোয়ান=অক্ষম প্রজা; মালগুজারি=খাজনা দেওয়া। অক্ষম প্রজা দ্বিগুণ খাজনা দেয়। তাৎপর্য্য:—অভাবে ব্যয় হয় বেশি।

নাদাপেটা হাঁদারাম—নির্বোধের সম্বন্ধে উক্তি।

না দেওয়ার চাল, আজ না কাল—কাহারও কোন জিনিস দিতে ইচ্ছা না থাকিলে সে প্রায়ই 'আজ দেব কাল দেব' বলিয়া সময় কাটায়।

না ভেবে চলে যায়, পায়-পায় হোঁচট খায়—বিবেচনা করিয়া কাজ না করিলে পদে পদে ঠকিতে হয়।

নানা মুনির নানা মত—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—এ ছাড়া আর পথ নাই।

না পড়াবি পো, ত' সভাতে নিয়ে থো—পুত্রকে যদি লেখাপড়া শিখাইবার সুযোগ না ঘটে, তাহা হইলে তাহাকে অন্ততঃ ভদ্রতা শিক্ষা দিবার জন্য সজ্জনগণের মধ্যে মিশিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া উচিত।

না পড়ে' পণ্ডিত—অভ্যাস বিনা বিদ্যা জাহির করা।

নাপিত দেখলে নখ বাড়ে—কোনও কোনও দ্রব্যের দরকার না থাকিলেও উহা যদি দেখা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দরকার হইয়া পড়ে। অনুরূপ প্রবাদ—"ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়।"

নাপিত হল কবিরাজ ফুল কাটবে কে?—ক্ষুদ্র ব্যক্তি উচ্চ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে এই উক্তিটি ব্যবহৃত হয়।

নাপিতের আশি, সোনার বাশি—নাপিত 'আশি' বলিয়া যেমন দর্পণ গ্রহণ করে, সোনা যদি বাসি হয়, তবে তাহা চিরকাল পরে বিকাইয়া দেয়।

নাপিতের গোলমেলো বুদ্ধি—সাধারণতঃ দেখা যায়, নাপিতের বুদ্ধি সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী হয়।

না বিইয়ে কানায়ের মা—যশোদা কানাই অর্থাৎ কৃষ্ণকে প্রসব করেন নাই। কিন্তু তিনি কৃষ্ণের পালয়িত্রী হন এবং পালয়িত্রীর তিনি কোন অংশে কম নাই। তাৎপর্য্য:—কোনও বস্তুর জন্য কিছুই ক্লেশ না করিয়া যে তাহার অধিকারী হয়, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

না বুঝে ছিলাম ভাল, আবেক বুঝে পড়লাম গোল—(A little learning is a dangerous thing). ১। কোন বিষয়ে কাহারও জ্ঞান থাকা অপেক্ষা কোনও জ্ঞান না থাকা ভাল। ২। কোন বিষয়ে কাহারও জ্ঞান লাভ করিয়া, অথবা কোন কিছুর কাহারও অল্প লাভ করিয়া সে বিষয়ে নিজে অভিজ্ঞ হইতে না পারিলে উহা প্রযোজ্য।

না মরলেই ভূত—(Every event must have a cause). না মরিলে ভূত হয় না। তাৎপর্য্য:—কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না।

নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ—নামে গোয়ালা বটে কিন্তু ঘরে একফোঁটা দুধ নাই, আমানি খাইয়া দিন কাটাইতে হয়। তাৎপর্য্য:—নামেই সব, কাজে কিছু নয়।

নামে ডাকে গুরুমশাই, লেখা পড়ার জ্ঞান নাই—বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতি থাকিলেও আসল পাণ্ডিত্য মোটেই নাই।

নামে তালপুকুর, ঘটী ডোবে না—নামেই বড় পুকুর, কিন্তু ঘটী ডুবিবার মত জলও তাহাতে নাই। তাৎপর্য্য:—নামই আছে, পদার্থ কিছুই নাই।

নামে ধর্ম্মদাস, ধর্ম্মের নাম নেই—বাহিরের লোক-দেখান আড়ম্বর খুব, কিন্তু কাজে কিছুই নয়।

না'র উপর গাড়ী, গাড়ীর উপর না'—"নাও পর গাড়ী, গাড়ী পর নাও" দ্রঃ।

না রাম না গঙ্গা—রাম বা গঙ্গা কিছুই বলে না। প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

নারীর বল চোখের জল—মেয়েরা অল্পেতেই কান্নাকাটি করিয়া কাজ আদায়ের চেষ্টা করে।

নালা কেটে লোনা জল (কুমীর) আনা—"খাল কেটে কুমীর আনা" দ্রঃ।

নাস্তিকের মুখে ধর্ম্মকথা—ভণ্ডামি।

নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ—অহঙ্কার অপেক্ষা ভয়ঙ্কর শত্রু আর নাই।

নিকাম্মায়ে দরজী ছেলের মুখ সেলাই করে—(An idle brain is the devil's workshop). যে দরজীর কোনও কাজ নাই সে কিছু না পাইয়া শেষে নিজের ছেলের মুখই সেলাই করিতে বসে। তাৎপর্য্য:—কর্ম্ম না থাকিলে লোকে কুকর্ম্ম করিয়া থাকে।

নিকুলে চুকুলে ঘর, কামালে (কামানে) বর—ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিলেই তাহা বাসযোগ্য হইয়া থাকে। সেইরূপ দাড়ি গোঁফ কামাইয়া সাজিয়া গুজিয়া থাকিলেই ঠিক বিয়ের বর হয়।

নিজের কোলে ঝোল টানা—স্বার্থপর লোক নিজের দিকে ছাড়া অপরের দিকে চাহে না।

নিজের ঘোল কেউ টক বলে না—(His geese are swans). নিজের জিনিস কেহ খারাপ বলে না। লোকে নিজের দোষ ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

নিজের চরকায় তেল দাও—"আপন চরকায় তেল দাও" দ্রঃ।

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ—"আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ" দ্রঃ।

নিজের পাঁঠা ল্যাজে কাটি—আপনার জিনিস লইয়া যাহা ইচ্ছা করা।

নিজের পায়ে কুড়ুল মারা—"আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা" দ্রঃ।

নিজের ভাই ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা—(Charity begins at home). ঘরের লোককেই প্রথমে সাহায্য করা উচিত।

নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারি নে, বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি নে—অত্যন্ত স্বার্থপর লোকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

নিত্য চাষার ঝি বেগুন ক্ষেত দেখে, বলে, এ আবার কি!—এক চাষার মেয়ের বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ হইয়াছিল। শ্বশুরবাড়িতে সে নিজেকে বড়লোকের মেয়ে বলিয়া জাহির করিত। একবার বেগুন ক্ষেত দেখিয়া তাহা কি জানিবার জন্য সে আগ্রহ প্রকাশ করে। —জানিয়া শুনিয়া যে ন্যাকা সাজে তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

নিত্য রোগী দেখে কে, নিত্য নেই দেয় কে—যাহার চিরকালই একটা না একটা রোগ লাগিয়া থাকে, তাহার খবর লইতে এবং যাহার রোজই অভাব, তাহাকে সাহায্য করিতে সকলেরই বিরক্তি লাগে।

নিদান কালে হরিনাম—সারা জীবন পাপ কাজ করিয়া মরণকালে ঈশ্বরকে ডাকা বৃথা। সময়ে কার্য্য না করিয়া অসময়ে করিলে তাহা প্রায়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে।

নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা—অভাব এত বেশী যে বহুকষ্টে কোনমতে জীবিকা নির্ব্বাহ করা।

নিদানের বিধান নাই—নিদানকালে অর্থাৎ আয়ু যখন শেষ হইয়া যায়, তখন কোনও উপায়ে ফল হয় না।

নিরস্তরাধমা ধ্রুবং তপোধনম্—আশ্রয়হীন ব্যক্তির দুইই তপোধন।

নিমক খেয়ে নিমকহারামি—কাহারও নিকট উপকার পাইয়া তাহার অপকার করা।

নিমতলা দিয়ে যাও নি, নিমফল কি খাও নি!—দুষ্কার্য্যের ফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিলে আর সেরূপ কাজ করা উচিত নয়।

নিম তিত নিসিন্দে তিত,
তিত মাকাল ফল;
তার চেয়ে অধিক তিত
বোন সতীনের ঘর।
—নিম, নিসিন্দা ও মাকাল ফল অত্যন্ত তিক্ত, কিন্তু এই কয়টি ফল অপেক্ষা দুই বোন-সতীনের ঘর আরও তিক্ত। বোন সতীন হইলে অশান্তির সীমা থাকে না।

নিম নিসিন্দে যেথা, মানুষ মরে না সেথা—যেখানে নিম ও নিসিন্দা গাছ থাকে, সেখান স্বাস্থ্যকর।

নিয়তির কেন বাধ্যতে—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবেই।

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ, পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।
—যাঁহার মাতুল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, পিতা অর্জুন, সেই অভিমন্যুও যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং নিয়তিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

নিয়তির চোখ কানা—অদৃষ্টে কি আছে, তাহা বুঝা যায় না।

নির্গুণ পুরুষের (আদরের) তিনগুণ রাগ—যে পুরুষের কোন গুণ নাই, তাহার রাগও বেশী হইয়া থাকে। গুণহীন লোক রাগ দেখাইলে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

নির্গুণ পুরুষের ভোজন সার, করেন সদাই মার মার—গুণহীন লোক খাইতে পটু। সে কাহারও কোন ত্রুটি হইলে হৈ চৈ করে। অথচ কাহারও [illegible] কিছুই নয়।

নির্ধনের ধন, অবর্ণের গৌরব—অপ্রত্যাশিত রূপে পাইলে অনেকেরই মনে খুব অহঙ্কার হয়।

নির্ধনের ধন হ'লে দিনে দেখে তারা—গরীব লোক যদি হঠাৎ বড়লোক হয়, তাহা হইলে তার অহঙ্কারের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া যায়।

নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে—নীচলোক যদি কোনও অসঙ্গত কথা বলে, বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী লোক তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। নীচলোকের সহিত বাদানুবাদ করা জ্ঞানীলোকের পক্ষে অপমানজনক।

নীরোগ শরীর যার, বৈদ্যে করবে কি। পরের ভাতে যেমন পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি—যাহার যে জিনিসের দরকার নাই, তাহাকে সেই জিনিস দেওয়া বৃথা।

নুন আনতে পান্তা ফুরায়—অভাবের [illegible] মিটাইতে গেলে আবশ্যক জিনিস [illegible] শেষ নাই। অভাবের সংসার—"নুন আনিতে পান্তা ফুরায়"।

নুন খাই যার, গুণ গাই তার—অপরের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া যদি তাহারই নিন্দা করিতে আরম্ভ করে তবে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়।

নূতন নূতন ন'কড়া, পুরাণ হ'লে ছ'কড়া—নূতন অবস্থায় সকল জিনিসের আদর থাকে। পুরাতন হইলে জিনিসের আদর কমিয়া যায়।

নেই কাজ তো খৈ (খাম) ভাজ—কাজ না থাকিলে লোকে অনাবশ্যক কিছু লইয়া কালক্ষেপ করে।

নেই বলে সাপের বিষও থাকে না—'নাই' কথাটি অমঙ্গলসূচক বলিয়া লোকের বিশ্বাস। 'নাই' বলিলে সাপের বিষ থাকে না। কাজেই অমঙ্গলসূচক 'নাই' কথা ব্যবহার করা উচিত নয়। অথবা কোন কিছু দিবার ইচ্ছা না থাকিলে সে যদি 'নাই' বলিয়া দিতে অস্বীকার করে তবে তাহার কাছে চাহিয়া কোন লাভ নাই।

নেই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল—(Half a loaf is better than no bread). কিছু না পাওয়ার চেয়ে সামান্য কিছুও পাওয়া ভাল।

নেকা আদুরের আমড়ে কাপড়, ভাত ব'লে খায় ক্ষীরের পায়েস—[illegible] জিনিসের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট জিনিস দাবি করিয়া গ্রহণ করে এবং [illegible] অবস্থা অতিরিক্ত ভাল, তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

নেকা, বোকা, ভিজে কাছা, তিনে আকার করো না বাছা—[illegible]

নেকীর নেই [illegible]—সে এক [illegible] যে কাহারও [illegible] করে না। সে [illegible] করে না।

নেড়া আর ক'বার (কি) বেলতলায় যায়?—একবার ঠকিয়া সে এক বার শিক্ষা পায়, সে দ্বিতীয়বার সেভাবে ঠকে না।

নেবার হুকুম, দেবার মন—কোনো কিছু লইবার সময় আগ্রহ দেখায়, কিন্তু দিতে গেলে মন সরে না।

নেবার বেলা পাড়াপড়শি, দেবার বেলা ফাঁকাফাঁকি—গ্রহণ করিতে খুব প্রস্তুত, কিন্তু দান করিবার সময় নানা গোলমাল।

নেড়ু কত কাদে পড়, যেতে ধরে তত—[illegible] করা যায় না। [illegible]

নোংরার আদেশ অনেক তবে, দীন [illegible]—[illegible]

[illegible]—[illegible] পারে। কিন্তু [illegible] কথাটি [illegible] যায়, [illegible] অপরের [illegible]

[illegible]—[illegible] নয়। [illegible]

[illegible]—[illegible] কাহারও যদি [illegible] পড়িয়া [illegible] যায়। তাৎপর্য্য:—[illegible]

প

পচা আদা, ঝাঁজের রাজা (পচা আদার ঝাল বেশী)—[illegible] থাকে।

পচা শামুকে পা কাটে—[illegible] পড়িয়া যায়, [illegible] লোকের [illegible] যায়। তাৎপর্য্য:—[illegible] করিতে পারে।

[illegible]—[illegible] তাৎপর্য্য:—[illegible] পাওয়া যায়।

পড়ুক কথা সভার মাঝে, যার কথা তার প্রাণে বাজে—সভার মধ্যে কোন [illegible] হইলে [illegible] সে বিচলিত হয়। [illegible] কোন কোনো কথা উঠিলে যে তাহার পড়িয়া

তাহার প্রতিবাদ করে, তাহাকেই দোষী বলা যায়।

পড়শী না বঁড়শী—বঁড়শী বিঁধিলে যেমন সহজে খুলিতে চাহে না, সেইরূপ প্রতিবাসী কুটিল হইলে বহু যন্ত্রণা দিয়া থাকে।

পড়শীর মুখ না আর্শির মুখ—প্রতিবেশীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইবে, তাহার কাছেও সেইরূপ ব্যবহার পাইতে হইবে।

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার—গুণবান্ ব্যক্তি নীচ ব্যক্তির নিকট কখনও আদর পান না, বরং তাঁহাকে অপদস্থই হইতে হয়।

পড়ুক না পড়ুক পো, সভায় নে গে থো—"না পড়াবি পো……" দ্রঃ।

পড়ে গেলে ছাগলেও চাট মারে—বিপদে পড়িলে নীচ ব্যক্তির কাছেও অপমানিত হইতে হয়।

পড়েছি তাফালে, যা থাকে কপালে—বিপদে পড়িয়া অদৃষ্টের উপর ভরসা করিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে—দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়িলে নাকাল হওয়া ছাড়া আর গতি নাই।

পড়ে পাওয়া টাকা, চৌদ্দ আনাই লাভ—যে টাকা কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তাহা ভাঙ্গাইয়া যদি ১৬ আনার স্থলে ১৪ আনাও পাওয়া যায়, তবু তাহাই লাভ মনে করিতে হয়। বিনা পরিশ্রমে যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ। অনুরূপ প্রবাদ—"পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা"।

পতির পায়ে থাকে মতি, তবে তারে বলে সতী—যে নারীর স্বামী ছাড়া অপর কোন পুরুষের দিকে মন নাই, তাহাকেই সতী বলা যায়।

পতির মরণে সতীর মরণ—সতী নারী বিধবা হইলে তাহার সমস্ত সুখ-শান্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং সে জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করে।

পথ চলবে জেনে, কড়ি নেবে গুনে—(Look before you leap). চিন্তাভাবনা না করিয়া কোন কাজ করিতে নাই।

পথি নারী বিবর্জ্জিতা—পথে স্ত্রী-লোকের সঙ্গ বর্জ্জনীয়। তাৎপর্য্য ঃ—স্ত্রীচরিত্র অতি দুর্জ্জেয়, সুপরিচিত না হইলে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করা নিতান্ত অন্যায়।

পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার—কাজের লোক নিকটে দেখিলেই কাজের কথা মনে হয়।

পর কখনও আপন হয় না—পরকে শত যত্ন করিলেও তাহার কখনও আপন জনের মত দরদ হয় না।

পরপ্রত্যাশী, দু'পহর উপাসী—পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে সহজে অন্ন জোটে না।

পরহস্তং গতা গতা—নিজের জিনিস একবার পরের হাতে গেলে তাহা আর ঠিকভাবে ফিরিয়া পাওয়া দায় হইয়া উঠে। ইহা একটি সংস্কৃত শ্লোকের একাংশ। শ্লোকটি এই—

লেখনী পুস্তিকা জায়া পরহস্তং গতা গতা।
যদি সা পুনরায়াতি ভ্রষ্টা নষ্টা চ মর্দ্দিতা॥

কলম, বই ও পত্নী একবার হাতছাড়া হইলে আর উহাদিগকে ফিরিয়া পাওয়ার আশা করা যায় না। যদি বা কখনও ফিরিয়া পাওয়া যায়, তবে আর উহাদের পূর্ব্ব অবস্থা থাকে না—উহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই ফিরিয়া আসে।

পরহস্তগতং ধনম্—পরের হাতে টাকা-পয়সা থাকিলে তাহা দ্বারা দরকারের সময় কোন কাজ হয় না।

সম্পূর্ণ শ্লোক—

পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥

যে বিদ্যা কার্য্যকালে মনে পড়ে না ও যে ধন কার্য্যকালে পাওয়া যায় না, সে বিদ্যা বা ধনের প্রয়োজন নাই।

পরিতে হইবে শাঁখা, তবে কেন মুই বাঁকা—(No pains, no gains). শাঁখা পরিতে ইচ্ছা থাকিলে হাতে ব্যথা সহ্য করিতে হইবেই। তাৎপর্য্য ঃ—কষ্ট না করিলে সুখ লাভ হয় না।

পরে তসর খায় ঘি, তার আবার খরচ কি?—এককালে তসর কাপড় আর ঘি প্রায় সকল ঘরেই তৈয়ার করা হইত। তাই যাহার কিছুই কিনিতে হয় না, এরূপ লোকের কথা বলিতে এই কথা বলা হয়। "তার বৈদ্যে কাজ কি"—এইরূপ পাঠও পাওয়া যায়। তাহা হইলে অর্থ হইবে সাত্ত্বিক লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

পরে পরেই মড়ক কাটালাম—এক-জন লোক ছেলের বিবাহ দিল, ছেলের স্ত্রীটি মরিয়া গেল; মেয়ের বিবাহ দিল, জামাই মরিয়া গেল। একদিন তাহার এক বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই, কেমন আছ? লোকটি উত্তর করিল,—এবার পরে পরেই মড়ক কাটালাম। তাৎপর্য্য ঃ—পরের উপর দিয়াই ক্ষতিটা সারিয়া লওয়া হইল, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে এই কথাটি বলা হইয়া থাকে।

পরের কথায় লাথি চাপড়, নিজের কথায় ভাত কাপড়—পরের কথা লইয়া আলোচনা করিয়া দিন কাটাইলে অপদস্থ হইতে হয়, কোন লাভ হয় না। অথচ নিজের কথা চিন্তা করিয়া কাজকর্ম্ম করিলে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়। তাৎপর্য্য ঃ—পরচর্চ্চা না করিয়া নিজ নিজ কাজে মন দেওয়া উচিত।

পরের গোয়ালে গোদান—(Robbing Peter to pay Paul). পরের গোয়ালের গরু অপরকে দান করা, অর্থাৎ একজনের জিনিস আর এক জনকে দিয়া দাতা সাজা।

পরের ঘরে খায় আয়; আঠারো মাসে বছর যায়—পরপ্রত্যাশী নিতান্ত অলস হয়।

পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা—অপরকে বিপদে ফেলিয়া নিজে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করা।

পরের ঘি পেলে, প্রদীপ দেয় মেলে—পরের জিনিস পাইলে লোকে প্রায়ই তাহার যথেচ্ছ অপব্যয় করিয়া থাকে। অনুরূপ প্রবাদ—"কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ঢাল।"

পরের ঘোল খাবার লোভে নিজের গোঁফ কামানো—নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অপরের কাছ হইতে কিছু আদায় করিবার চেষ্টা করা।

পরের চাল, পরের ডাল, নন্দে করেন বিয়ে—পরের ধনে ঘটা করিয়া কোন কাজ করা।

পরের ছেলে (বা বিড়াল) খায়, আর বনের পানে (পথপানে) চায়—পরের ছেলেকে যতই খাওয়ানো হউক না কেন সে খাইবার পরেই চলিয়া যাইবে অর্থাৎ পর কখনও আপন হয় না।

পরের ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা; নিজের ছেলেটি খায় এতটি, বেড়ায় যেন লাটিমটি—"আপনার ছেলেটি খায় এতটি" দ্রঃ।

পরের জন্য গর্ত্ত খোঁড়ে, আপনি তা'তে মরে প'ড়ে—পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়।

পরের জন্য ফাঁদ পাতে, আপনি প'ড়ে মরে তাতে—অপরকে বিপদে ফেলিতে গিয়া নিজে বিপদগ্রস্ত হওয়া।

পরের দুধে দিয়ে ফু, পুড়িয়ে এলেন আপন মু—পরের গরম দুধে ফুঁ দিতে গিয়া নিজের মুখ পোড়াইয়া আসা। তাৎপর্য্য ঃ—পরের কাজে ব্যস্ত হইয়া নিজের ক্ষতি করিয়া আসা।

পরের দেখে তোলে হাই, যা আছে তাও নাই—পরের উন্নতি দেখিয়া হিংসা করিলে আপনার অপযশ হয়। পরহিংসা মহাপাপ।

পরের ধনে পোদ্দারি, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী—পরের টাকা দান করিয়া যে নাম করে তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

পরের ধনে বরের বাপ—বরপণ লইয়া পুত্রের বিবাহে সমারোহ করা। কেহ দানের জিনিস লইয়া ঘটা করিয়া খরচ করিলে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

পরের পিঠে, বড় মিঠে—অপরের দ্রব্য ব্যবহার করিতে খুব আনন্দ।

পরের পুতে বরের বাপ—পরের পুত্রের বিবাহে বরকর্তা সাজা অর্থাৎ পরের টাকায় কর্তৃত্ব করা।

পরের ভাতে কুকুর পোষা—পরের ভাত খাইতে দিয়া নিজের কুকুরকে পালন করা; অর্থাৎ পরের পয়সায় আপনার সখ মিটান।

পরের ভাতের হাঁড়ীতে কাঠি দেওয়া—অনধিকার চর্চ্চা করা।

পরের মন আঁধার-কোণ—আঁধারে ঘরের কোণের জিনিস দেখা যায় না; পরের মনে কি আছে না আছে, তাহা জানা যায় না।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা—অপরের দ্বারা নিজের কার্য্য সিদ্ধি করা।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের গোঁফে তেল—পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিলে তাহার দরুণ যে ব্যথা, তাহা পরেরই লাগিবে, কিন্তু আহারের জন্য যে তৃপ্তি তাহা নিজেরই হইবে। কেহ পরকে ঠকাইয়া কিছু লাভ করিলে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত—পরের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিলে নিজের কোন ক্ষতি নাই; যদি কথামত কাজ না হয়, তবে যাহার মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছে তাহারই অনিষ্ট হইবে। পরের উপর সুযোগ লইয়া কোন কাজ করিলে এই প্রবাদটি বলা হইয়া থাকে।

পরের মাথায় হাত বুলান—কাহাকেও ভুলাইয়া স্বার্থসাধন করা।

পরের মুখে ঝাল খাওয়া—অপরের কথা শুনিয়া নিজের অজানা কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা।

পরের লেজে পড়লে পা তুলো পানা ঠেকে; নিজের লেজে পড়লে পা কেঁক ক'রে ডাকে—পরের উপর অত্যাচার করিতে যাহার আপত্তি নাই, অথচ নিজের উপর দৌরাত্ম্য হইলেই যে উচ্চৈঃস্বরে তাহার প্রতিবাদ করে, এইরূপ লোকের কথা বলিতে গেলে এই প্রবাদবাক্যের প্রয়োগ হয়।

পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে (বা প্রাণ যাবে তোমার) হেঁচ্‌কা টানে—পরের গহনা কাণে দিলে সে যখন উহা কাড়িয়া লইবে, তখন কাণ ছিঁড়িয়া যাওয়ার দরুণ যন্ত্রণা পাইতে হইবে অর্থাৎ পরের দ্রব্য লইয়া ব্যবহার করিলে সে হয়ত কোন সময় অপমান করিয়া উহা কাড়িয়া লইবে।

পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ—নিজের টাকাও পরের হাতে থাকিলে সহজে তাহা পাওয়া যায় না।

পর্ব্বতের মূষিকপ্রসব—পর্ব্বত যদি মূষিক প্রসব করে, তবে সে অতি তুচ্ছ ব্যাপার হয়। কেহ কোন বিষয়ে আড়ম্বর করিয়া অতি সামান্যই ফল দেখাইলে লোকে তাহাকে এই কথা বলে।

পাঁচ কলমে ভোঁতা—একেবারে অশিক্ষিত, লেখাপড়া মোটেই জানে না।

পাঁচদিন চোরের, একদিন সাধুর—"দশ দিন চোরের এক দিন সাধুর" দ্রঃ।

পাঁচ পাগলের ঘর, খোদায় রক্ষা কর—যে সংসারের প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল মত চলে, সে সংসারের বিপদ্ অনিবার্য্য, স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া সেই বিপদে রক্ষা পাওয়া যায় না।

পাঁচ শ' জুতো গুণে খায়, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়—"একুশ কোড়া গুণে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান" দ্রঃ।

পাঁঠার ইচ্ছায় ঘাড়ে কোপ?—অধীন ব্যক্তির উপরওয়ালার কথা শুনিয়া চলা ছাড়া গতি নাই।

পাকা আম দেখলে কাকে ঠোকরায়—ভাল জিনিসটি সকলেই লইতে চায়।

পাকা খুঁটি কাঁচানো—যে কাজ প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া।

পাকা ধানে মই দেওয়া—পাকা ধানে মই দিলে সব ধান মরিয়া যায়। কাহারও তৈরী জিনিস তাহার ভোগের সময় তছনছ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। (মই=চাষের ক্ষেতে মাটি গুঁড়া করিবার যন্ত্র)।

পাখী পড়ানর মত পড়ান—পাখীকে যেমন একটি কথা বার বার বলিয়া শিখাইতে হয় সেইরূপভাবে শিখান।

পাখীর প্রাণ অল্পেই যান—দুর্ব্বল লোক সামান্য বিপদেই কাতর হইয়া পড়ে।

পাগল কি গাছে ফলে, আক্কেলেতে পাগল বলে—বুদ্ধিশুদ্ধি না থাকিলেই লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া থাকে।

পাগলা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়?—একজন এক পাগলকে বলিল, পাগল, ভাত খাবি? পাগল অমনই বলিয়া উঠিল, হাত ধোব কোথায়? অর্থাৎ আমি ত তৈরীই আছি। এই সঙ্গে হাত ধোওয়ার জায়গাটা দেখাইয়া দাও। তাৎপর্য্য:—যে যাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল থাকে, তাহাকে তাহা দিবার আশা দেওয়া মাত্রই যদি সে আগ্রহের সহিত তাহা লইতে অগ্রসর হয়, তবে এই প্রবাদের ব্যবহার হয়।

পাগল সাঁকো নাড়িস নে (নাও ডুবাস্‌নে), ভাল মনে করে দিয়েছিস্—এক পাগল সাঁকো নাড়িয়া লোককে পার হইবার সময় ভয় দেখাইত। একদিন সে ঐ সাঁকোর একধারে দাঁড়াইয়া আছে। একজন লোক বলিল, পাগলা, সাঁকো নাড়িস নে; পাগলার সাঁকোর কথা মনে ছিল না, সে ঐ কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিল, 'ভাল কথা মনে করে দিলি।' তাৎপর্য্য:—দুষ্ট লোকের দুষ্টামির কথা বলিলে উহা আরও বাড়িয়া উঠে।

পাগলে কি না কয়, ছাগলে কি না খায়—"ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না কয়" দ্রঃ।

পাগলের গোবধে আনন্দ—নির্ব্বোধ ব্যক্তি অকাজ করিয়া আনন্দ পায়।

পাগলের ছাট, তেলের কাট—ছাট=ছিট। তেলের কাট=তৈলমল।

পাগল হইলে সারান যায় কিন্তু পাগলের ছিট থাকিলে সারান শক্ত। তেলের দাগ উঠান যায়, কিন্তু তেলের ময়লা উঠান শক্ত। তাৎপর্য্য:—কোনও জিনিস পুরাপুরি খারাপ হইলে তাহা শোধরান যায় কিন্তু তাহা না হইলে শোধরাইতে বড়ই কষ্ট হয়।

পান হ'তে চূণ খসে না—কাজে একটু ত্রুটি হইলে যে রাগ করে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলা হয়।

পাতা চাপা কপাল, আর পাথর চাপা কপাল—অল্প বাতাসেই পাতা সরিয়া গেলে পাতা-চাপা জিনিস বাহির হয়, কিন্তু পাথর-চাপা জিনিস কিছুতেই বাহির হয় না। পাতা-চাপা কপাল বলিলে সহজেই যাহার উন্নতি হয় এইরূপ লোক বুঝায়। আর পাথর-চাপা কপাল বলিলে কিছুতেই যাহার উন্নতি হয় না এরূপ ব্যক্তিকে বুঝায়।

পাতের ভাত কেড়ে নেওয়া—প্রাপ্য সুখে বঞ্চিত করা। অনুরূপ প্রবাদ—"মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া"।

পাতের ভাতে পালে কুকুর, কুকুর ওঠে মাথার উপুর—নীচ ব্যক্তিকে বেশী আদর দিলে সে অতিরিক্ত কর্তৃত্ব ফলাইতে চায়।

পাতের ভাতে পুষলাম মুগী, উল্‌টে বলে, পরবাস কি?—নিজে না খাইয়া যোগীকে খাওয়ান হইল, এখন কি না সময় পাইয়া সে বলে যে, পরের আশ্রয়ে থাকা, সে আবার কি? সাহায্য পাইয়া বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া শেষে তাহা অস্বীকার করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পাথরে ঘুণ ধরে না—জ্ঞানী ব্যক্তি সহজে নষ্ট হন না।

পাথরে পাঁচ কিল—পাথরে কিল মারিলে তাহাতে পাথরের কিছুই হয় না, সেইরূপ যে প্রবল কেহই সহজে তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

পাথরে লেখা, মুছলেও যায় না—কোন বিষয়ে মনে অত্যধিক আঘাত পাইলে সহজে ভুলা যায় না।

পান পান্তা ভক্ষণ, ঐ তো পুরুষের লক্ষণ; আমি অভাগী তপ্ত খাই, কোন্ দিন বা ম'রে যাই—একদিন এক প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিলে এক স্ত্রীলোক বলিল, যে পুরুষ সে ত পান আর পান্তা ভাতই খাইবে,—আমার পোড়া কপাল, তাই আমি রোজ তপ্ত ভাত খাইয়া মরিতেছি। নিজে ভাল জিনিসটি লইয়া এবং পরকে মন্দটি দিয়া লোকে এইরূপ ছলে যদি নিজের উদ্দেশ্যটি লুকাইতে চায়, তবে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

পান সাজতে জানে না, দু'পায়ে আলতা—প্রয়োজনীয় কাজও করিতে পারে না, অথচ বাহাদুরি খুব।

পা না ভিজল যার, বড় কই তার—বিনা পরিশ্রমেই লাভবান্ হওয়া।

পান্তা ভাত ফুঁ দিয়ে খাওয়া—অপরের কাছে নিজের দৈন্য লুকাইবার চেষ্টা করা। অথবা যে কাজের দরকার নাই, তাহা করা।

পান্তা ভাতে নুন জোটে না, বেগুন-পোড়ায় বিষ্ণুতেল—নিজের প্রকৃত অবস্থা লুকাইয়া বড়লোক বলিয়া পরিচয় দিতে যাইয়া যাহারা অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় (বা চিৎপাতের কড়ি উৎপাতে যায়)—পাপ করিয়া ধন সঞ্চয় করিলে তাহা প্রায়শ্চিত্ত করিতেই ব্যয় হয় অর্থাৎ অন্যায় কার্য্যে যে অর্থ উপার্জ্জন করা হয়, তাহা ভোগে আসে না।

পার হ'লে পাটনি শালা—অনুরূপ প্রবাদ—"কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী" দ্রঃ।

পারা আর পাপে, কার সাধ্য চাপে—পারা খাইলে তাহা গা দিয়া এক দিন না একদিন ফুটিয়া বাহির হইবেই, সেইরূপ পাপ কাজ কখনও গোপন থাকে না।

পালাতে না পেরে মোড়লের বেহাই—একটি লোক চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল। শেষে পলাইতে না পারিয়া বলিল, 'আমি এ গ্রামের মোড়লের বেহাই'। মন্দকার্য্যে কৃতকার্য্য না হইয়া অপদস্থ হইবার ভয়ে কৌশলে এড়াইতে চাহিলে লোকে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলে।

পিঠা খায় মিঠার জোরে, হাত নেড়ে বেড়ায় নানীর জোরে—পিঠা ভাল লাগে, তাহার কারণ এই যে উহাতে যথেষ্ট গুড় দিয়া মিষ্ট করা হয়। তাৎপর্য্য:—নিজের জোর নাই, অপরের জোরে শক্তিশালী হওয়া। (নানী=পিতামহী।)

পিঠে খায় পিঠের ফোঁড় গণে না—"আস্কে খায় তার ফোঁড় গণে না" দ্রঃ।

পিঠে বেঁধেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো (বা মার আর ধর আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো, বকো আর ঝকো আমি কানে দিয়েছি তুলো)—কোনরূপ অপমানে যাহার গ্রাহ্য নাই, তাহার সম্বন্ধে এরূপ বলা হয়।

পিণ্ডি পায় না কেত্তন চায়—আসল কাজ করিবার অর্থ নাই, আড়ম্বরের জন্য ইচ্ছা।

পিতল সরা জাঁকে ভরা—পিতলের সরায় কাজ হয় কম, কিন্তু তাহার শব্দ বড় বেশী। তাৎপর্য্য:—কাজের বেলায় কিছু নয়, আড়ম্বর সার।

পিতলের কাটারি, কাজে নেই ধার, ঝক্‌মকই সার—অকেজো লোকের আড়ম্বর বেশী।

পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে—পিপীলিকার ডানা গজাইলে তাহারা উড়িয়া বেড়ায়, আর ঐ সময়ে পাখীতে উহাকে ধরিয়া খায়। তাৎপর্য্য:—পতনের পূর্ব্বে বাড় বেশী হয়।

পি পু ফি শু—অনুরূপ প্রবাদ—"কত রবি জ্বলে, কে বা আঁখি মেলে।" ঘরে আগুন লাগিলে একজন কুড়ে অপরকে বলিল, পি পু অর্থাৎ পিঠ পুড়িতেছে। তখন অন্যজন উত্তর করিল ফি শু অর্থাৎ ফিরে শোও। যখন উত্তাপে পিঠ পুড়িতে লাগিল, তখন প্রথম ব্যক্তি গায়ে রৌদ্র লাগিয়াছে মনে করিয়া বলিল, 'কত রবি জ্বলে'। দ্বিতীয় জন চোখ না মেলিয়াই বলিল, 'কে বা আঁখি মেলে'। অত্যন্ত অলস লোকের উল্লেখ করিতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

পিয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী—পিয়াদাকে মনিবের হুকুম তামিল করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়, কাজেই তাহার আরাম করিবার অবসর নাই। যাহাকে পরের চাকরি করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহার বিষয়ে এইটি প্রযোজ্য।

পিসী বল মাসী বল, মার বাড়া নাই; পিঠে বল মিঠে বল, ভাতের বাড়া নাই—পিসীই হউক আর মাসীই হউক, মার মত স্নেহ কাহারও নাই। সেইরূপ পিষ্টকই হউক আর মিষ্টান্নই হউক, ভাত না খাইলে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

পীরের কাছে মামদোবাজী (বা সাত গেঁয়ের কাছে মামদো-বাজী)—ওস্তাদের কাছে আনাড়ির ওস্তাদি করিতে যাওয়া।

পুঁজি নেই তার পাঁজী আছে—টাকা নেই অথচ ক্রিয়াকর্ম্ম আছে।

পুঁজি ভেঙ্গে খেতে ভাল, ভেটেন গাঙে যেতে ভাল; যত কষ্ট উজুতে, আর বুঝুতে—মূলধন ভাঙ্গিয়া খরচ করিয়া খাইতে কিছুই কষ্ট নাই, ভাটির দিকে নৌকা বাহিয়া যাইতেও কিছুই কষ্ট হয় না। কিন্তু যখন উজাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, আর মূলধনের হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিতে হয়, তখনই কষ্ট বোধ হয়।

পুঁটি মাছের প্রাণ দেখতে দেখতে যান—কৃপণ বা দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি সামান্য ক্ষতি বা লোকসানেই কাতর হইয়া পড়ে।

পুকুর চুরি—অসম্ভব রকমের চুরি করা অথবা একেবারে ফাঁকি দিয়া কোন বিষয়ে লাভবান্ হওয়া।

পুড়ে ঝুড়ে রাঁধুনী, ছিঁড়ে ছুঁড়ে কাটুনী—"ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনী, পুড়ে ঝুড়ে রাঁধুনী" দ্রঃ।

পুতুল যেমন পুতুল কাচে, যেমন নাচায় তেমনি নাচে—যে পরের ইচ্ছায় চলাফেরা করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা বলা হয়। (কাচে=রঙ্গ করে বা অঙ্গভঙ্গী করে।)

পুনর্মূষিকো ভব—পুনরায় আবার মূষিক হও। যাহা ছিলে তাহাই হও। [হিতোপদেশের গল্প হইতে।]

পুরাণ বসন ভাতি, অবলাজনের জাতি—পুরাতন কাপড় অতি সহজেই ছিঁড়িয়া যায়। স্ত্রীলোকের চরিত্রও সেইরূপ সামান্য কারণেই কলঙ্কিত হইতে পারে।

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বম্—পুরাতন হইলেই উৎকৃষ্ট, নূতন হইলেই অপকৃষ্ট, এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। তাহার ব্যতিক্রমও কখন কখন দেখা যায়।

পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে, পুরাতন ঘিয়ে মাথা ঘাড়ে—কোন বহুদর্শী লোকের কথা বলিতে হইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

পুরুষের দশ দশা, কখন হাতী কখন মশা—পুরুষমানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে বলা হয়।

পূজায় মন নাই, নৈবিদ্যে মন—পুরোহিত পূজার দিকে তত মন দিতেছেন না, নৈবেদ্যটিতে কি কি দেওয়া হইয়াছে না হইয়াছে তাহাই কেবল ভাবিতেছেন। শুধু নিজের প্রাপ্য গণ্ডার দিকে নজর রাখিলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

পূজার সঙ্গে খোঁজ নাই, কপাল জোড়া ফোঁটা—কোন ভণ্ডের দৃষ্টান্ত দিতে হইলে এই কথা বলা হয়।

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাশ; উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা—পূবে পুকুর, পশ্চিমে বাঁশঝাড় এবং দক্ষিণে ফাঁকা জায়গা রাখিয়া বাড়ী করিলে সেই বাড়ী বাসের উপযুক্ত হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, দক্ষিণে ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে, বাড়ী করগে পোতা জুড়ে।"

পেঁয়াজও গেল পয়জারও হ'লো (বা পেঁয়াজ পয়জার দুই হ'লো)—একজন লোক পরের ক্ষেতে পেঁয়াজ চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল। তখন ক্ষেতের মালিক তাহাকে বেশ দু'ঘা দিয়া পেঁয়াজগুলি কাড়িয়া লইল। তাৎপর্য্য :—অসৎ উদ্দেশ্য সফল না হইলে লাভ ত কিছু হয় না, অধিকন্তু অপমান সহ্য করিতে হয়।

পেটে খেলে পিঠে সয়—সুখের আশা থাকিলে কষ্ট সহ্য হয়। কাহারও দ্বারা লাভবান্ হইলে তাহার কাছ হইতে নিগ্রহও সহ্য হয়।

পেটের আগুনে বেগুন পোড়ে—ক্ষুধা এত প্রবল যে ভাতের সঙ্গে বেগুন পুড়াইয়া দিবারও বিলম্ব সহে না।

পেটের বাছা বাড়ীর গাছা—আপনার ছেলে আর বাড়ীতে জন্মান গাছ ইহাদের দ্বারা চিরদিন উপকার হয়।

পেটের ভাত, গেঁটের সোনা—ভাত ও সোণা ঘরে থাকিলে ভাবনা থাকে না।

পৈতা পুড়িয়ে সন্ন্যাসী (ব্রহ্মচারী)—দণ্ডী সন্ন্যাসীরা পৈতা পোড়াইয়া থাকে। যে সব দিক্ নষ্ট করিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই প্রবাদটি উক্ত হয়।

পোড়া কপালে সুখ নাই, বিয়েবাড়ীতে ভাত নাই—"অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়" দ্রঃ।

পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়—পৌষ মাসে মহিষ শীতে কাতর হয়, আর মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে বাঘও কাতর হইয়া থাকে।

প্রদীপের কোলেই অন্ধকার—"চেরাগের নীচেই অন্ধকার" দ্রঃ।

প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ—মূর্খকে শিক্ষা দিতে হইলে প্রহার দরকার। সম্পূর্ণ শ্লোক—হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ। কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

প্রথম জামাতা হরি ঘৃতবিহীন অন্ন দেওয়ায় শ্বশুরালয় ত্যাগ করেন, দ্বিতীয় মাধব, আসন না দেওয়ায় এবং তৃতীয় পুণ্ডরীকাক্ষ, কদন্ন দেওয়ায় শ্বশুরালয় ছাড়িয়া চলিয়া যান। কিন্তু চতুর্থ জামাতা ধনঞ্জয়কে শ্বশুরালয় হইতে বিতাড়িত করিতে প্রহার করার প্রয়োজন হইয়াছিল।

প্রাণ বড়, না মান বড়—আত্মসম্মানের নিকট জীবন অতি তুচ্ছ, জীবন দিয়াও সম্মান বজায় রাখিতে হয়।

ফ

ফকিরে ফকিরে ভাই ভাই, ফকিরের রাজত্ব সব ঠাঁই—সব ফকিরই সমান নির্ধন, কাজেই তাহাদের পরস্পর খুব ভাব। ফকিরের সব জায়গাই সমান। যখন যেখানে থাকে তখন সেস্থান তাহার।

ফরসা কাপড়ে মান বাড়ে—পোষাকের পারিপাট্য থাকিলে প্রায়ই অপরের নিকট সম্মান পাওয়া যায়।

ফলেন পরিচীয়তে—বৃক্ষকে ফলের দ্বারা চিনিতে পারা যায়।—ব্যবহারে মানুষ চেনা যায়।

ফাঁক পেলে সবাই চোর—সুযোগ পাইলে অনেকেই লোভ সংবরণ করিতে পারে না।

ফাঁকা ঢেঁকির শব্দ বেশী (কিংবা ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ বেশী)—(Empty vessel sounds much). যে ঢেঁকি নিরেট নয় তার শব্দ বেশী হয়। তাৎপর্য্য :—অসারের আড়ম্বর খুব বেশী।

ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি—ফাল্গুন মাসে আগুন দিয়া বাঁশের গোড়ায় নূতন মাটি দিতে হয়, আর ঐ সময়ে কাঁচা বাঁশ রাখিয়া দুই বছরের পুরাতন বাঁশগুলি কাটিয়া ফেলিলে ঝাড়ের উন্নতি হয়।

ফুটনির মামা, ভিতরে কপ্নি, উপরে জামা—অসার লোকের বাহ্যাড়ম্বর।

ফুরাল বাগানের আম, কি খাবি রে হনুমান্—বসিয়া খাইলে শেষে কষ্ট পাইতে হয়। যে সঞ্চয় করিতে জানে না, সে দুর্দ্দিনে কষ্ট পায়।

ফুলে নাই গন্ধ, চোখ থাকতে অন্ধ—ফুলে যদি গন্ধ না থাকে, তবে সে ফুলের আদর নাই, আর চোখ থাকিতেও যে সব দিক্ লক্ষ্য করিয়া দেখে না, তাহার সে চোখের মূল্য নাই।

ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়—অল্প কারণেই অস্থির হয়। "একুশ কোঁড়া গুণে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান" দ্রঃ।

ফুলের শোভা ভোমরা, গাইএর শোভা চমরা—ফুলের উপর ভ্রমর বসিলে সে ফুল খুব সুন্দর দেখায়, আর গাভীর লেজে যদি চামর থাকে, তবে সেই লেজ ভাল।

ফুল্লো আর মলো—এক চালাক এক নির্ব্বোধকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই তোমার বাবা কেন মরিলেন?' তখন সে আগাগোড়া তাহার বাবার মৃত্যুর কাহিনী বলিতে থাকিলে চালাক সব খাইয়া ফেলিল। নির্ব্বোধ গল্প শেষ করিয়া দেখে যে, তাহার জন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই। নির্ব্বোধ ইহার প্রতিশোধ দিবে বলিয়া আর এক দিন খাইতে বসিয়া চালাককে বলিল, 'ভাই, তোমার বাবা কিসে মরিলেন?' সে তখন উত্তর করিল, 'ফুল্লো আর মলো।' অর্থাৎ রোগ হইয়া ফুলিয়া উঠিল আর মরিয়া গেল। যে চালাকি করিতে আসে, তাহাকে বোকা বানাইলে এই প্রবাদটি বলা হয়।

ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মারে দই, মেটে হুঁকোয় তামাক খায় গুড়গুড়িটা কই।—ফেন দিয়া ভাত খাইয়া আসিয়া গল্প করে দই খাইয়াছে। মাটির হুঁকায় তামাক খায় অথচ লোক দেখিলেই বলে গুড়গুড়িটা কোথায়। যাহার যাহা নাই তাহার গল্প করিলে অর্থাৎ ফাঁকা আওয়াজ করিয়া আড়ম্বর করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর—মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া আসল কাজটি আদায় করিয়া লওয়া। অথবা মুখে মিষ্টকথা বলিলেও নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখা।

ফোতো বাবুর গাল গল্প সার—ঘরে যার খাবার নাই সে যদি বাবুগিরি

করিতে চায়, তবে তার কেবল বড় বড় কথাতেই নিজের অভাব ঢাকিতে হয়।

ব

বউ উঠ্‌তে ঠাঁই পায় না, উঠান জোড়া দাসী—প্রকৃত কাজের ব্যবস্থা নাই, কেবল আনুষঙ্গিক অপ্রয়োজনীয় কাজের আড়ম্বরে পূর্ণ।

বউএর রাগ বিড়ালের উপর, বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর—বউ বিড়ালকে ধরিয়া মারে, কারণ বিড়ালে মাছ খায় বলিয়াই তাহাকে তিরস্কার সহ্য করিতে হয়; আর বিড়াল রাগ করে বেড়ার উপর, কারণ বেড়া থাকাতেই সে পলাইতে না পারিয়া মার খায়। তাৎপর্য্য:—কাহারও জন্য অপমান বা অত্যাচার সহ্য করিতে হইলে তাহার উপর স্বভাবতঃই রাগ হয়।

বউ জব্দ শিলে, ঝি জব্দ কিলে, পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে—ঘরের বধূকে কটুকথা বলা চলে না, কাজেই তাহাকে শক্ত কিছু কাজ করিতে দিয়া জব্দ করিতে হয়। মেয়েকে কটুবাক্য, প্রয়োজন হইলে প্রহার দ্বারাও জব্দ করা যায়। প্রতিবেশীকে চোখে আঙুল দিয়া না দেখাইলে কিছু বিশ্বাস করান কঠিন হয়।

বউ ভাঙলে সরা, গেল পাড়া পাড়া; গিন্নী ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা—বউ যদি সামান্য একখানি সরা ভাঙে তবে গিন্নী তাহা পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র করিয়া বেড়ান; কিন্তু গিন্নী নিজে যদি একটি কলসীও ভাঙিয়া ফেলেন, তবে তাহা বিশেষ দোষের হয় না। তাৎপর্য্য:—কর্ত্তা নিজে কোন দোষ করিলে তাহা লইয়া কোন কথা উঠে না, কিন্তু অপরের সামান্য দোষও বড় হইয়া উঠে। (নাদা=কলসী বিশেষ)।

বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ—বক জলাশয়তীরে ধ্যানস্থ যোগীর মত স্তব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি তাহার চিত্ত হিংসাপূর্ণ। সেইরূপ বাহ্যাচরণে যাহার ধূর্ত্ততা ধরা পড়ে না, সেই কৌশলী পাপিষ্ঠকে বকধার্ম্মিক বলা হয়।

বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী—বক ও বিড়াল দুইটিই বাহিরে নিরীহ, কিন্তু ভিতরে মাছের যম।—ভণ্ড ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বগলে কাস্তে দেশময় খোঁজে—কাস্তে বগলেই আছে, অথচ এখানে সেখানে উহা খুঁজিয়া হয়রান হইতেছে। কোন জিনিস নিকটে থাকিতে তাহা খুঁজিয়া না পাইলে লোকে এই কথা বলে।

বগলে ছুড়ি, মুখে রাম-নাম—ভিতরে হিংসাবৃত্তি, অথচ বাহিরে ধার্ম্মিকের ভাব দেখান।

বচনে জগৎ তুষ্ট, বচনে জগৎ রুষ্ট—কথার উপরই যত কিছু ভালমন্দ নির্ভর করে। মিষ্ট কথায় সকলে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু রূক্ষ কথায় সকলেরই রাগ হয়।

বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো—একদিকে খুব আঁটাআঁটি করিয়া অন্যদিকে শিথিল হওয়া। মুখে আস্ফালন করিয়া কাজে কিছু না করা।

বজ্রপাতে রামনাম—বিপদের সময়ে ঈশ্বরভক্তি দেখান।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি—মহাপুরুষদের অন্তর বজ্রের চেয়েও কঠোর, আবার ফুলের চেয়েও কোমল। সম্পূর্ণ শ্লোক—

বজ্রাদপি কঠোরাণি
মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি
কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥

অসামান্য ব্যক্তিগণের চিত্ত অবস্থাবিশেষে বজ্রাপেক্ষাও কঠোর, অবস্থাবিশেষে কুসুমাপেক্ষাও মৃদু। সাধারণ মানুষ তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না।

বড় গাঁ তার মাঝের পাড়া—গ্রামই এতটুকু, তার আবার মাঝের পাড়া! তাৎপর্য্য:—সামান্য বিষয়ে বৃহৎ ব্যাপারের ভাব দেখান।

বড় গাছেই ঝড় লাগে (বা বড় ঝড়)—উঁচু গাছেই বাতাস বেশী লাগে। তাৎপর্য্য:—যিনি কর্ত্তা তাঁহাকেই বেশী বিপদে পড়িতে হয়।

বড় গাছে কাছি (দড়া) বাঁধা—মহতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিপদের ভয় থাকে না।

বড় গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙলেই সর্ব্বনাশ—বড় লোকের আশ্রয়ে থাকা ভাল, কিন্তু কোনদিন তাঁহার সহিত বিবাদ হইলে বড় বিপদে পড়িতে হয়।

বড় ঘরে বড় কথা, গরীবের ছেঁড়া কাঁথা—বড় লোকের বাড়ীতে সব কিছুই বড় হইয়া থাকে, আর গরীবের ঘরে সব কিছুই নগণ্য।

বড় ঘরের বড় কথা, বললে কাটা যায় মাথা—বড় লোকদের সংসারে অনেক সময় এমন সব ব্যাপার ঘটে যাহা অত্যন্ত লজ্জাকর।

বড় নাক তার গোঁফের বাহার—যার যা ভাল দেখায় না, তার তাই করিতে যাওয়ার বিষয়ে ব্যঙ্গোক্তি।

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙাতে সব মাথা করে হেঁট—দেখিতে শুনিতে যাহাদের খুব বড় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কাজের বেলায় পিছু হটিয়া যায়, এইরূপ লোকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বড় বাড়ী, তার ঢেঁকিশালা—এতটুকু বাড়ী, জায়গাই নাই, তার আবার ঢেঁকি থাকিবে কোথায়? ছোট কাজে বেশী আড়ম্বর দেখাইতে গেলে লোকে এই কথা বলে।

বড় বিয়ে তার দু'পায়ে আলতা—বিবাহের কিছু ঘটা নাই, তার আবার দুই পায়ে আলতা পরিবে কি?—ছোট কাজে বড় ঘটা।

বড় মাছের কাঁটা আর ঘন দুধের ফোঁটা—বড় মাছের খারাপ জিনিসটিও বা খারাপ দিকটিও ভাল, ঘন দুধের এক ফোঁটা খাওয়াও ভাল। তাৎপর্য্য:—ভাল জিনিসের অল্পও ভাল, কিন্তু মন্দ জিনিসের বেশীও ভাল নয়।

বড় মুখ ছোট হওয়া—অপ্রতিভ হওয়া।

বড়'র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণে চাঁদ—বড়লোকের ভালবাসা অল্প কারণেই নষ্ট হয়। তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিলে কত আশা দেন, আবার একটু বিরক্তির কারণ ঘটিলে তখনই সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন।

বড় লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল (বা মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল)—মহৎ লোকের একটু আশ্রয় পাইলেও উপকার হয়।

বড় হবে ত ছোট হও—লোকের নিকট সুনাম ও সম্মান পাইতে হইলে বিনয়ী হইতে হয়।

বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা—'আদাড় গাঁয়ে শিয়াল রাজা' দ্রঃ।

বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ না দেখে—বনে আগুন লাগিলে সকলেই সে আগুন দেখিতে পায়, কিন্তু মনের মাঝে যে আগুন জ্বলে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না। তাৎপর্য্য:—যাহার মনের ব্যথা সে-ই জানে, অপরে উহার কিছুই বুঝিতে পারে না।

বন-রক্ষক শিব, শিব-রক্ষক বন (বা বনের রক্ষক বাঘ, বাঘের রক্ষক বন)—পরস্পর সহযোগিতায় বাস করা অর্থে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চাঁদ দেখতে পায়—সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

বন্ধ্যা নারীর পুত্রশোক—বন্ধ্যা নারীর পুত্র থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহার পুত্রশোকও হইতে পারে না। তাৎপর্য্য:—কোন অসম্ভব বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলে ইহা বলা হয়।

বয়সে চুল পাকে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে না—বয়স বাড়িলেই বুদ্ধি বাড়ে না।

বরকনের দেখা নেই, শুক্রবারে বিয়ে—কার্য্যসাধনের কোনই উপায় দেখা যাইতেছে না, অথচ সেই কার্য্য করার দিন তারিখ স্থির হইয়া গিয়াছে।

বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী—"কনের ঘরের মাসী, বরের ঘরে পিসী" দ্রঃ।

বর্ষণ নেই, গর্জ্জন সার—যে মেঘে বৃষ্টি হয় না তার গর্জন ভীষণ। তাৎপর্য্যঃ—যাহার শুধু আস্ফালন, সে কাজে কিছু নয়।

বল বুদ্ধি ভরসা, তিন তিরিশে ফরসা—মানুষের শারীরিক শক্তি ও মানসিক শক্তি সাধারণতঃ ত্রিশ বৎসর বয়সের পর আর বৃদ্ধি পায় না এবং ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ না করিলে জীবনে উন্নতি লাভ করিবার আর কোন আশা থাকে না।

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা—সকল রকমে হতাশ হইলে লোকে এই কথা বলিয়া থাকে।

বলা সহজ, করা কঠিন—কোন কাজ সম্বন্ধে সহজেই অনেক কথা বলা চলে, কিন্তু সেই কাজ হাতে নাতে করা তেমন সহজ নয়, উহাতে রীতিমত খাটুনির দরকার।

বলীর ঘাম, নির্ব্বলীর ঘুম—বলবান্ ব্যক্তি নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকে, আর দুর্ব্বল লোক কেবল অলসের মত ঘুমাইয়া দিন কাটায়।

বলে দুধ, বেচে ঘোল—মুখে এক, কাজে আর।

বস্‌তে জায়গা পেলে, শোবার স্থান মেলে—কোন কাজে প্রথমে একটু সুবিধা করিয়া লইতে পারিলে পরে আরও সুবিধা হয়।

বস্‌তে পেলে শুতে চায়—সামান্য আবদার পাইলেই ক্রমে সেই আবদারের মাত্রা বাড়িয়া যায়।

বসুধৈব কুটুম্বকম্—পৃথিবীর সকলকেই আপন জন বলিয়া মনে করা।
সম্পূর্ণ বাক্য—
"উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

বসে খেলে কুলোয় না, করে' খেলে ফুরোয় না—বসিয়া খাইলে যত ধনই থাকুক না কেন, তাহাতে চিরদিন চলে না; কিন্তু উপার্জ্জন করিয়া খাইলে সে ধনের কখনও শেষ হয় না।

ব'সে না থাকি বেগার খাটি—কিছু না করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে বেগার খাটিলেও কিছু লাভ হয়। কারণ, তাহাতে অন্ততঃ স্বাস্থ্যেরও কিছু উন্নতি হয়।

ব'সে ব'সে লেজ নাড়া—কোন কাজ না করিয়া শুধু সমালোচনা করা।

বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—"অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" দ্রঃ।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—আড়ম্বর আছে, কাজ নাই।

বাঁচলে কত দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার; বিড়ালের কপালে টীকে, বাঁদর বেড়ায় হলুদ মেখে—যাহার যাহা শোভা পায় না, তাহার সম্বন্ধে উক্তি।

বাঁশ বনে ডোম কানা—বাঁশঝাড়ে গিয়া ডোম যে বাঁশটিই দেখে, সেইটিই তাহার পছন্দ হয়; তখন কোন্‌টি রাখিয়া যে কোন্‌টি কাটিবে তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। এইরূপ কেহ যদি বহু জিনিসের মধ্য হইতে নিজের ঠিক পছন্দমত জিনিস বাছিয়া বাহির করিতে না পারে, তবে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযোজ্য।

বাঁশ মরে ফুলে, মানুষ মরে ভুলে—বাঁশের ফুল বাহির হইলেই সে বাঁশ মরিয়া যায়; আর মানুষ ভুল করিলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাঁশী হারিয়ে শিঙ্গায় ফুঁ—প্রকৃত উপায় হারাইয়া সামান্য বিষয়ের উপর ভরসা করা।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়—পিতা অপেক্ষা পুত্র অধিক ক্ষমতা প্রকাশ বা আস্ফালন করিলে এই প্রবাদটি উক্ত হয়।

বাইরে হাসিখুশি, ভেতরে গরল রাশি—বাহিরে মিষ্ট ব্যবহার দেখান, কিন্তু অন্তরে হিংসাভাব পোষণ করা।

বাউলের ঘরে গরু—উদাসীন ফকিরের ঘরে কখনও গরু থাকে না, কারণ, তাহার নিজেরই থাকিবার স্থান নাই। তাৎপর্য্যঃ—যাহার নিজের কোন চাল-চুলা নাই, সে যদি অপরকে আশ্রয় দিতে চায় তবে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—এক বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমে তদানুষঙ্গিক নানা বিষয়ে জড়িত হইয়া বিপন্ন হইলে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়—অবস্থার চাপে পড়িয়া পরস্পর-বিদ্বেষী ব্যক্তিরাও একসঙ্গে কাজ করে।

বাঘে মহিষে যুদ্ধ হয়, নল খাগড়ার প্রাণ যায়—সবলে সবলে বিবাদ হইলে যে সকল দুর্ব্বল লোক তাহার মধ্যে থাকে, তাহারা মারা যায়।

বাঘের আবার গোবধ—কুকার্য্য করাই যাহার স্বভাব, অন্য লোকের কাছে অত্যন্ত পাপকাজ বলিয়া মনে হইলেও তাহার তেমন কাজে কোন বাধা নাই।

বাঘেরও চক্ষুলজ্জা আছে—বাঘের চোখের দিকে সাহস করিয়া চাহিতে পারিলে, বাঘ তাহাকে সহসা ধরিতে পারে না। —কোন লোকের চক্ষুলজ্জা না থাকিলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হয়।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—অতি চালাক লোক অধিকতর চালাকের পাল্লায় পড়িলে ইহা প্রযোজ্য।

বাঘের দেখা, সাপের লেখা—বাঘের নজরে পড়িলে মৃত্যু নিশ্চিত, আর কপালে লেখা থাকিলে সাপের কামড়ে মরিতে হয়।

বাঘের ভয় যেখানে, সন্ধ্যা হয় সেখানে (বা যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যে হয়)—যাহাতে ভয় করা যায় তাহাই আসিয়া উপস্থিত হয়।

বাঘের যোগ্য বাঘিনী—যেমন লোক তার তেমন পত্নী।

বাছার আমার এত বাড়, ছ' আনার কাপড়ে ন' আনার পাড়—সামান্য জিনিসকে তাহার চেয়ে বেশী দামের জিনিস দিয়া সাজাইয়া রাখিলে ইহা প্রযোজ্য।

বাজাতে বাজাতে বা'ন, গাইতে গাইতে গা'ন—অভ্যাস করিলে সকল কাজেই পটু হওয়া যায়।

বাড়ীতে পায় না শাক সজিনা, ডাক দিয়ে বলে ঘি আন না—নিজের বাড়ীতে শাকও জুটে না, পরের বাড়ীতে ঘি দিয়া খাইবার জন্য ডাকাডাকি করে।

বাড়ীর মধ্যে এক ঘর, তার আবার সদর অন্দর—অল্পমাত্র পুঁজিকে নানাভাবে ভাগ করা।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।—বাণিজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হয়। কৃষিকার্য্যে তাহার অর্দ্ধেক সম্পদ্ লাভ হয়। রাজকার্য্যে তদর্দ্ধ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ভিক্ষায় কখনও সম্পদ্ লাভ করা যায় না।

বানরের গলায় মুক্তার মালা—অযোগ্য ব্যক্তির অতিরিক্ত সৌভাগ্য লাভ।

বানের আগে জেলে ডিঙ্গি—প্রবল বাধার মুখে সামান্য প্রতিকার-চেষ্টা।

বাপকা বেটা, সেপাইকা ঘোড়া, কুচ নেহি ত থোড়া থোড়া কিংবা **বাপগুণে বেটা, সেপাইগুণে ঘোড়া**—পুত্র ঠিক পিতার মত না হইলেও কতকটা সেইরূপ হইয়া থাকে;

সিপাহীর ঘোড়া খুব তেজস্বী না হইলেও একেবারে নিস্তেজও হয় না।

বাপ জানে না, মা জানে না, হোগল বনে বিয়ে—যাহারা কর্ত্তা তাহারা জানিতে পারিল না, অথচ কার্য্যটি হইয়া গেল।

বাপ বলবার নাম নাই, হ'রে শুঁড়ীর নাতি—সোজা কথা না বলিয়া ঘুরাইয়া বলা।

বাপের গাঁতি না ধাপের গাঁতি, যে রেখে খেতে পারে তারই গাঁতি—পৈতৃক ধনের চেয়ে নিজের উপার্জ্জিত ধন যে রাখিয়া যাইতে পারে, সেই অধিক দিন সুখভোগ করিতে পারে।

বাপের জন্মে চড়িনি ডুলি, ভেঙ্গে গেল মোর পাছার খুলি, নামা ডুলি নামা ডুলি।—যে জিনিসে যাহার অভ্যাস নাই, সেই জিনিস সে ব্যবহার করিতে গিয়া অসুবিধায় পড়িলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

বাপের জন্মে নাইক চাষ, ধানকে বলে দুর্ব্বা ঘাস—এক জিনিস দেখিয়া অন্য কথা বলা।

বাবা পেটে, মা হাটে; আমি তখন বছর আটে—কোন অসম্ভব কৌতুকের কথায় এই কথা বলা হয়।

বাবার কালে নেইক গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই—যে যে-জিনিস কখনও দেখে নাই, সে তাহার ব্যবহার জানে না।

বামন হয়ে চাঁদে হাত—অসম্ভব আশা।

বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর—(When the cat is away, the mice are at play). এক ব্রাহ্মণের ক্ষেতে এক কৃষক লাঙ্গল দিতেছিল। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে সে লাঙ্গল তুলিয়া ধরিয়া কাজে ফাঁকি দিতেছিল।—কর্ত্তার অসাক্ষাতে অধীন লোকেরা কার্য্যে ফাঁকি দিলে এই প্রবাদটি বলা হয়।

বামুনের গরু খায় অল্প, নাদে বেশী, দুধ দেয় কলসী কলসী—অল্প ব্যয়ে অল্প পরিশ্রমে অধিক কাজ পাইবার আশা করা।

বামুনের ভাতে থাকা—ব্রাহ্মণ-বাড়ীর চাকর, তাহাকে খাটিতে হয় কম, কিন্তু থাকে বেশ সুখে।—বিনা খরচে ও পরিশ্রমে খাওয়া।

বার কাঁদি নারিকেল, তের কাঁদি কলা। আজ আমাদের রাণীর উপবাসের পালা—অন্যান্য ভাল ভাল জিনিস পেট পুরিয়া খাইয়া কেবল ভাত খাওয়া হয় নাই এই দোহাই দিয়া নিজেকে উপবাসী জাহির করা।

বারটা ঝাড়লুম তেরটা মোলো, তুই না মরে অপযশ হ'লো—হাতুড়ে চিকিৎসকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বার বার ঘুরগী তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবার তোমার আমি বধিব পরান—বহুবার ফাঁকি দিয়া একবার ধরা পড়িলে বাক্যটি প্রযোজ্য।

বারমাসে তের পার্ব্বন—সারা বছর ধরিয়া হিন্দুদের একটা না একটা উৎসব লাগিয়াই থাকে।

বার রাজপুতের তের হাঁড়ি, কেউ খায় না কারো বাড়ী—কেহ কাহারও সহিত একমত না হইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি (বা **বার হাত কাপড়ের তের হাত দশী**)—মূল বিষয় হইতে তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় বেশী হওয়া।

বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া—যাহা পাইবার আশা নাই, দৈবক্রমে তাহা লাভ করার সুযোগ উপস্থিত হওয়া।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্—বিদ্যা বিনয় দান করে। যিনি প্রকৃত বিদ্বান্, তিনি বিনয়ী হন।

বিদ্যারত্নং মহাধনম্—বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ্। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই:—জ্ঞাতিভির্বণ্টাতে নৈব, চৌরেণাপি ন নীয়তে। দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্॥—বিদ্যা শ্রেষ্ঠ রত্ন, কারণ ইহা জ্ঞাতিগণ ভাগ করিয়া নিতে পারেন না, চোরে অপহরণ করিতে পারে না, অথবা দান করিলে (বৃদ্ধি ছাড়া) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে—বিদ্বান্ লোক সর্ব্বত্রই আদর পান। শ্লোকটি এই:—বিদ্বত্ত্ব নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥—বিদ্বান্ ব্যক্তি রাজা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু রাজা কেবল নিজের দেশে পূজা পান, কিন্তু বিদ্বান্ সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করেন।

বিধি যদি বিপরীত, কেবা করে কার হিত—ভগবান্ যাহার উপর বিরূপ মানুষ তাহার কোন উপকারই করিতে পারে না।

বিধির লিখন না যায় খণ্ডন—অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা ঘটিবেই।

বিনা দানে মথুরা পার—শ্রীকৃষ্ণ বিনা পয়সায় ব্রজের গোপীগণকে যমুনা পার করিতেন।—বিনা ব্যয়ে কর্ম্মসিদ্ধি।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—(A bolt from the blue). অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটা।

বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পুকুরের সৃষ্টি—"তিন কুড়িয়ে তাল" দ্রঃ।

বিপদে শিবের গোঁড়া, সম্পদে শিব ত নোড়া।—যে বিপদে পড়িলে পায়ে ধরে, কিন্তু বিপদ্ কাটিলে উপেক্ষা করে, এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য।

বিমাতা বিষের ঘর—সৎমা প্রায়ই সতীনের ছেলেমেয়েকে হিংসা করে।

বিয়ে ফুরুলে ছাঁদলায় লাথি—কার্য্যের ফল লাভ করিয়া যাহা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইল তাহাকে অগ্রাহ্য করা।

বিয়ে ফুরুলে বাজনা, কিস্তি ফুরুলে খাজনা—সময় গত হইলে কোন কাজ করা।

বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি—ধৈর্য্য ধরিয়া কাজ করিলে প্রায়ই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

বিশ্বকর্ম্মা যত কারিগর, তা জগন্নাথেই প্রকাশ—পুরীর জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত এবং তাহা সুরূপ নহে। সুতরাং বিশ্বকর্ম্মা যে একজন বড় শিল্পী তাহা বলা যায় না। কাজ দেখিয়া লোকের অক্ষমতার কথা বুঝিতে পারা যায়।

বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর—বিশ্বাস দ্বারা যাহা অনুভব করা যায়, তর্ক করিলে তাহা প্রায়ই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ—স্ত্রীলোক এবং রাজকুল, ইহাদের কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। ইহারা যে কোনও সময় বিপদের কারণ হইতে পারে।

বিষকুম্ভং পয়োমুখম্—সম্পূর্ণ শ্লোক:—পরোক্ষে কার্য্য-হন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্। বর্জয়েৎ তাদৃশং বন্ধুং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥—যিনি প্রত্যক্ষে প্রিয়বাক্য বলেন, কিন্তু পরোক্ষে ক্ষতিই করেন, তিনি মিত্র হইলেও উপরে দুধ-দেওয়া ও ভিতরে বিষ-ভরা দুগ্ধকলসের ন্যায়; সুতরাং তাঁহাকে সযত্নে বর্জ্জন করা বিধেয়।

বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর—বিপদে যে স্থির থাকে তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বিষ নাই কুলোপানা চক্র—নির্ব্বিষ সর্পের বৃহৎ ফণার মত ক্ষমতাহীনের মৌখিক আস্ফালন।

বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্—বিষবৃক্ষও নিজ হাতে বর্দ্ধিত করিলে স্বয়ং তাহাকে ছেদন করা উচিত নয়। তাৎপর্য্য:—মন্দস্বভাব লোককে উন্নতির পথে তুলিয়া তাহার সহিত মন্দ ব্যবহার অনুপযুক্ত।

বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না—তীব্র আকাঙ্ক্ষা মুখে প্রকাশ না করা।

বুকে ব'সে দাড়ি উপড়ান—কাহারও আশ্রয়ে আসিয়া তাহার ক্ষতি করা।

বুঝতে পারি সেকরার ঠার, বলে এক করে আর—কেহ মুখে এক কথা বলিয়া কাজে অন্যরূপ করিলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

বুড়ো মেরে খুনের দায়—যাহা আপনিই নষ্ট হইতেছে, তাহার গায়ে হাত দিয়া বিনাশের হেতু হওয়া।

বুড়ো শালিক পোষ মানে না—অধিক বয়স হইলে কাহাকেও বশ করা যায় না।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ—বৃদ্ধ লম্পটের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বুড়ো হ'ল বক চিনে না—বেশী বয়স হইলে লোকের সাধারণ জ্ঞান লোপ পায়।

বুদ্ধিগুণে হা ভাত, বুদ্ধিগুণে খা' ভাত—বুদ্ধির জোরেই কেউ ভাত পায়, কেউ পায় না।

বুনলাম ধান হ'ল তিল, ফললো রুদ্রাক্ষ, খেলাম কীল—ভাল করিতে গিয়া মন্দ হওয়া, আর তাহার ফলে দুঃখ ভোগ করা।

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে—বিপদকালে বৃদ্ধ লোকের পরামর্শ গ্রহণীয়। কারণ, তাঁহারা স্বভাবতঃ প্রাজ্ঞ ও স্থিরবুদ্ধি।

বে-আক্কেলে কয়—সংসার আমার—সংসারে সকলেই দু'দিনের জন্য আসিয়াছে। সুতরাং সংসারের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে আপন বলিয়া ভাবা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়।

বেকারের চেয়ে বেগার ভাল—কোন কাজ না করার চেয়ে বিনা স্বার্থে পরের কাজ করাও ভাল। (বেগার= বিনা মাহিনায় বাধ্যতামূলক কাজ)।

বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান (সোনার গাঁ দেখা)—একজন লোক পরের বেগার খাটিতে এক জায়গায় গিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। তাৎপর্য্যঃ—বিনামূল্যে কোন কাজ করিতে গিয়া কিছু লাভ করা।

বেগুন গাছে আকশী—কোন লোকের ক্ষুদ্রত্ব প্রচার করিতে ইহার প্রয়োগ হয়।—সাধারণতঃ বেঁটে লোক সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

বেঙ বলে সাপকে—কারো কড়ি ধারি না—বেঙ সাপের মুখে গেলেও আস্ফালন করিতে ছাড়ে না।

বেঙের আবার সর্দ্দি—যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অভ্যস্ত, তাহার সেই বিষয়ে কোনরূপ অসুবিধা বা কষ্ট হয় না।

বেঙের নাকে মিনের নোলক। (কিংবা) বেঙের মাথায় ছাতি—যাহার যাহা শোভা পায় না, তাহা করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে অশোভন।

বেটার ভেক ত নয়, ভাঙ্গলে দু'খানা বোক্‌নো হয়—একটি বৈষ্ণব চাউলের লোভে একটি বড় পাত্র লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইত।—কপটবেশে কার্য্যোদ্ধার করা।

বেণের কাছে মেকি চালান—যে যাহা ভাল বুঝে, তাহাতে তাহাকে প্রতারণা করিতে যাওয়া নিরর্থক।

বেদে কি জানে কর্পূরের গুণ, শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন—গুণীই গুণীর মর্য্যাদা বুঝিতে পারে। গুণহীন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট মূল্যবান্ বস্তুর প্রকৃত আদর হয় না।

বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি—যে যে-বিষয়ে অভিজ্ঞ, সে তাহার সূত্র দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারে।

বেদের মরণ সাপের হাতে—যে যে-বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

বেঁধে মারে সয় ভাল—বিপদে পড়িলে সব কষ্টই সহ্য হয়।

বেনা বনে মুক্তা ছড়ান—"উলুবনে মুক্তা ছড়ান" দ্রঃ।

বেনো জল ঢুকিয়ে ঘরো' জল বের করা—কোনও নূতন কার্য্যের ফলে পুরাতন কার্য্যের ক্ষতি হইলে এই প্রবাদটি বলা হইয়া থাকে।

বেল পাকলে কাকের কি—যাহার যে বিষয়ে ক্ষমতা বা অধিকার নাই, তাহার সে বিষয়ে প্রলুব্ধ হওয়া বৃথা।

বেহায়ার নাহি লাজ, নাহি অপমান। সুজনকে এক কথা মরণ সমান—যে নির্লজ্জ তাহাকে অনেক কটু কথা বলিলেও তাহার লজ্জা হয় না, কিন্তু যে সজ্জন সে সামান্য বিসদৃশ আচরণেই অপমানিত বোধ করে বলিয়া কখনও খারাপ কাজ করিতে চায় না।

বৈষ্ণব হইতে বড় হয়েছিল সাধ, তৃণাদপি শুনে মনে লেগে গেছে তাক—বৈষ্ণব হইলে লোকে বেশ সম্মান করে দেখিয়া বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু বৈষ্ণবকে সকলের নিকট অতি বিনীত হইয়া থাকিতে হয়, এই কথা শুনিয়াই ভয় লাগিয়া গিয়াছে।—যে সুবিধা লইতে চায়, অথচ অসুবিধাটুকু ভোগ করিতে চায় না তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বোঝার উপর শাকের আঁটি—একটি বড় কাজের সঙ্গে ছোট কাজ সারিয়া উঠিতে কষ্ট হয় না। অথবা একটি বড় কাজ সারিয়া উঠিতে যখন বেশ কষ্ট হইতেছে তখন তাহার উপর ছোট একটি কাজের ভার চাপাইলে কষ্ট বাড়িয়া যায়।

বৌ না বোবা, বৌ না বাবা—বৌ যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসে, তখন লজ্জায় একটি কথাও বলে না, কিন্তু কিছুদিন থাকিবার পর সে অত্যন্ত মুখরা হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণে আর চণ্ডালে, হাতী আর বিড়ালে—ক্ষুদ্রের সহিত বৃহতের তুলনা করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

———

ভ

ভক্তিহীন ভজন, আর লবণহীন ব্যঞ্জন—উভয়ই অর্থহীন, কোন কাজে লাগে না।

ভগবানের মার দুনিয়ার বার—কৃতকার্য্যের জন্য ঈশ্বরের শাস্তি এড়ানো অসম্ভব।

ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে—ভণ্ড সাধুর সাধুতার মিথ্যা বাহাড়ম্বর থাকে কিন্তু সাধুর প্রকৃত কাজ ভজন আরাধনার দিকে তাহার দৃষ্টি থাকে না।

ভবি ভোলবার নয়—ভয় বা প্রলোভনে যে নিজের প্রার্থিত বস্তু লাভের জেদ ছাড়ে না, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদটি বলা হইয়া থাকে। পুরা প্রবাদটি এইঃ—তেল দাও সিঁদুর দাও, ভবি ভোলবার নয়।

ভবিতব্যং ভবত্যেব—ভবিতব্য যাহা তাহা ঘটিবেই।

ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল—মৃত্যু হইল।

ভবের বাজি ভোর—(Paying the debts of Nature). সংসারের খেলা সব শেষ অর্থাৎ মৃত্যু।

ভরা ডুবির মুঠা লাভ—যাহার সবই নষ্ট হইয়াছে, তাহার সামান্য কিছু রক্ষা হওয়া।

ভস্মে ঘি ঢালা—আগুনে ঘি দিয়া হোম করিতে হয়, কিন্তু আগুন নিভিয়া গেলে তাহাতে ঘি দিলে কেবল বৃথা নষ্ট হয়।—কোন বিষয়ে অর্থাদি ব্যয় করিয়া ফল না হইলে এই কথা বলা হয়।

ভাইএর ভাই, ডান হাত দিলে বাঁ হাত পাই—অপরের বিপদে হাত বাড়াইয়া তাহাকে সাহায্য করিলেই অসময়ে তাহারও সাহায্য পাওয়া যায়।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—ভাইয়ে ভাইয়ে মিল না থাকা।

ভাঁড়ে নেই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি—যাহার ভিতরে কিছু নাই, তাহার গৌরব দেখানর চেষ্টা বৃথা।

ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির টাক নড়ে—দেখিবামাত্রই কোন জিনিসের চাহিদা হওয়া।

ভাগের ভাগ পেলে, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলে—প্রয়োজন না থাকিলেও অংশীর নিকট হইতে নিজের অংশ লইয়া তাহা নষ্ট করা।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না—ভাগের কাজে কেহই তেমন যত্ন লয় না বলিয়া উহা প্রায়ই নষ্ট হইয়া থাকে।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ন চ বিদ্যা ন পৌরুষম্—বিদ্যা বা পৌরুষ কিছুরই তেমন মূল্য নাই। অদৃষ্টই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। অদৃষ্টে না থাকিলে বিদ্যাদি কোন কাজে লাগে না।

ভাগ্যবানের দু'টি পুত, একটি বানর একটি ভূত—হতভাগ্যের ছেলে-গুলি সব অপদার্থ।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়—ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বিশেষ কোন পরিশ্রম না করিয়াই কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন।

ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না—তেজস্বী ব্যক্তি প্রাণ গেলেও কাহারও নিকট মাথা নীচু করেন না।

ভাঙ্গা ঘরে জোছনার আলো, যে দিন যায় সে দিন ভাল—দুঃখের সংসারে একটি দিন সুখে কাটে ত সেই ভাল।

ভাঙ্গা ঘরে বাস, ভাবনা বার মাস—বিপদের মধ্যে থাকিলে সর্ব্বদাই একটা দুশ্চিন্তা থাকে।

ভাঙ্গা ঘরে ভূতের বাসা—স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে নানারূপ রোগ আসিয়া দেখা দেয়।

ভাঙ্গা পা খানায় পড়ে—এক বিপদ্ অনেক বিপদ্ টানিয়া আনে।

ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপনের গোড়া—মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় লোকের মঙ্গল হইয়া থাকে, কিন্তু উহা ভাঙ্গিয়া গেলে লোকে কত দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকে। তাৎপর্য্য :—মন্দস্বভাব ব্যক্তি ইষ্ট না করিলেও অনিষ্ট করিতে পারে।

ভাঙ্গা শাঁখা জোড়া লাগে না—সুনাম একবার চলিয়া গেলে আর তাহা ফিরিয়া আসে না।

ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না—জ্ঞাত বিষয়ে অজ্ঞতার ভাণ করে।

ভাত কখনো পেট খোঁজে না—যাহার গরজ বেশী সেই অপরের কাছে সাহায্য লইতে যায়।

ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই—কর্ত্তব্য পালন না করিয়া কেবল কর্তৃত্ব ফলান।

ভাত খাই কাঁসি বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না—নিজের কাজে নিজে ব্যস্ত থাকি, কলহ-বিবাদে নাই।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি—টাকা থাকিলে লোকের জন্য ভাবিতে হয় না।

ভাত পায় না কুঁড়োর নাগর, আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর—ঘরে ভাত নাই, বাজে জিনিস খাইয়া দিন কাটে অথচ বাহিরে চাল দেখায়।

ভাত রোচে না রোচে মোয়া, মণ্ডা রোচে পোয়া পোয়া—অল্পে অসন্তুষ্ট কিংবা অতিলোভীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য প্রবাদ।

ভাতের ক্ষিদে কি ভাজায় যায়—যে জিনিসটির দরকার তাহার বদলে অন্য জিনিস দিলে অভাব দূর হয় না।

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন—আগে পরিণাম চিন্তা করিয়া কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

ভাবে ডগমগ তেলাকুচো, হেসে ম'লো কালকুঁচো—গুণহীন লোকের আড়ম্বর দেখিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে পারি—উপকার করিবার ক্ষমতা নাই, অপকার করিতে পটু।

ভাল লোকের কীল চুরি—ভাল লোক অপমানিত হইলে লজ্জায় তাহা প্রকাশ করে না।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" দ্রঃ।

ভিক্ষার চাউল কাঁড়া আর আকাঁড়া—(Beggars must not be choosers). চাহিয়া পাওয়া জিনিসের ভালমন্দ বিচার করা চলে না।

ভিক্ষুকের এক দোর বন্ধ, শত দোর খোলা—ভিখারীকে একজনে না দিলেও অন্য দশজনে দিয়া থাকে।

ভিন্নরুচির্হি লোকঃ—মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। তাহারা কখনও একমত হয় না।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল শল্য হ'ল রথী, চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জোনাকীর পাছে বাতি—যে কাজ করিতে সকল লোকেই ভয় পায়, সেই কাজ করিতে দুর্ব্বল লোকের সাহস দেখিলে লোকে এই প্রবাদটি বলিয়া থাকে।

ভূত দিয়ে ভূত ছাড়ানো—একটি দুষ্ট লোককে দিয়া অপর একটি দুষ্ট লোককে শায়েস্তা করা।

ভূতের আবার গঙ্গাস্নান—অসৎ লোকের ধর্ম্মকর্ম্ম করা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ—নির্ব্বোধ লোক কার্য্যের পরিণাম বুঝিতে পারে না। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই :—চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ শাস্ত্রৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ। গাবঃ পশ্যন্তি ঘ্রাণেন, ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ॥—রাজারা গুপ্তচরের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের সাহায্যে বস্তুর জ্ঞান লাভ করেন। গরু ঘ্রাণের সাহায্যে বুঝিতে পারে। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি শুধু অতীত ব্যাপারই জানে, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি তাহার নাই।

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—যে কাজে সকলেই কর্ত্তা তাহা পণ্ড হয়।

ভূতের বেগার খাটা—যাহাতে কোন উপকার নাই এমন বিষয়ে পরিশ্রম করা।

ভূতের বোঝা বহা—যাহাতে কোন লাভ নাই এমন কার্য্যের দায়িত্ব লওয়া।

ভূতের মুখে রামনাম—দুর্জ্জন কোন ভাল কাজ করিলে বা শত্রুর মুখে প্রশংসার কথা শোনা গেলে এই প্রবাদ বলা হইয়া থাকে।

ভেক না নিলে ভিখ মিলে না—যার যেমন কাজ, তার তেমন সাজ হওয়া উচিত।

ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল—যেখানে বিজ্ঞ লোক নাই, সেখানে অজ্ঞেরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

ভেলায় সাগর পার—তুচ্ছ সাহায্যকে অবলম্বন করিয়া অসম্ভব কাজ করা।

ভেল্কীর খেলা, স্বপ্নের মিলন, সত্য বটে যখন তখন—ভেল্কীর খেলা আর স্বপ্নের বিষয় যখন দেখা যায়, তখনই কেবল সত্য বলিয়া বোধ হয়।

ম

মঘা, এড়াবি ক ঘা—মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করিলে একটা না একটা বিপদ্ হইবেই হইবে।

মটরের চাপে মসুরি চেপ্টা—সবলকে শাসন করিলে তাহার দুর্ব্বল সঙ্গী প্রাণে মরে।

মড়া মেরে খুনের দায়—দুর্ব্বল ব্যক্তির উপর ক্ষমতা দেখাইতে গেলে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয়।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা—(Flogging

a dead horse). দুঃখার্ত্তকে অধিক দুঃখ দেওয়া।

মদ খায় না, মদে খায়—নেশার বশে মানুষ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া ফেলে।

মদ্দ বড় তেজী, ধরবেন বনের বেজী—সামান্য ব্যাপারে আস্ফালন করা।

মধুপান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি—কাজ করিতে চাই না, কিন্তু কাজের ফলটি পাইতে ইচ্ছা করি।

মধুরেণ সমাপয়েৎ—ভোজনের শেষে মিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। কোন বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চালাইয়া মধুর সম্ভাষণের পর বিদায় লইতে হয়।

মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—মধুর অভাব হইলে তৎস্থানে গুড় দেওয়া যাইতে পারে। তাৎপর্য্যঃ—কোনও উৎকৃষ্ট বস্তুর অভাব হইলে কার্য্য সাধনের পক্ষে তদপেক্ষা ঈষন্ন্যূন কোনও দ্রব্য প্রদান করা সমীচীন।

মন চাঙ্গা ত কটোরামে গঙ্গা—দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে ঘরে বসিয়াই তীর্থের ফল লাভ করা যায়।

মন চায় বাদশা হ'তে, খোদা দেয় না মেগে খেতে—নিজে ইচ্ছা করিলেই বড় হওয়া যায় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কেহই বড় হইতে পারে না।

মনটি সখের বটে, হাতে কিন্তু পয়সা নাই। জোনাকী পোকার আলো দেখে গ্যাস বাতির সখ মিটাই॥—বাবু হইতে সাধ যায়, কিন্তু পয়সা অভাবে সে সাধ মিটে না।

মন, না মতি—মন অত্যন্ত চঞ্চল।

মন ভাল নয় তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে—মনকে সংযত না করিয়া তীর্থভ্রমণ করিলে তীর্থের ফল কিছুই পাওয়া যায় না।

মনিব গেলে ঘোল পায় না, বেশোকে পাঠায় দুধের তরে—যেখানে নিজেরই অনুরোধ খাটে না, সেখানে অধীন লোকের যাওয়া নিরর্থক।

মনে করি, করী করি, হয় হয় হয় না—শ্লেষার্থ আছে। করী=হস্তী। হয়=অশ্ব। উচ্চ আশা আছে, কিন্তু সামান্য আশাও পূর্ণ হয় না।

মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ—অসম্ভব কার্য্যের আশা করা।

মনে মনে লঙ্কা ভাগ—'কালনেমির লঙ্কাভাগ' দ্রঃ।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন—হয় সিদ্ধিলাভ, আর নয়ত মন্ত্রের সিদ্ধি চেষ্টা করিতে করিতে মৃত্যুবরণ। কার্য্য সিদ্ধ করিতে প্রাণপণ যত্ন করা।

ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে, খাঁচায় পোষে কাক—গুণীকে ছাড়িয়া নির্গুণের আদর করে।

ময়রার ছেলে গুড় খায় না—যাহার যে বিষয়ে প্রাচুর্য্য থাকে, তাহার কাছে সাধারণতঃ সেই বিষয়ের তেমন আদর থাকে না।

মরণকালে হরিনাম—কাজের সময় কাজ না করিয়া পরে শত চেষ্টা করিলেও সেই কাজে সফল হওয়া যায় না।

মরদ্‌কা বাত হাতীকা দাঁত—হাতীর দাঁত একবার বাহির হইলে আর মুখের মধ্যে প্রবেশ করে না; পুরুষের কথা একবার মুখ দিয়া বাহির হইলে আর তাহার অন্যথা হয় না।

মরবে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই—"পুড়ল মেয়ে······" ইত্যাদি দ্রঃ।

মরা কাকের আবার চড়কের (মড়কের) ভয়—যাহার সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন বিপদে ভয় থাকিতে পারে না।

মরা মালঞ্চে ফুটল ফুল, টেকো মাথায় উঠলো চুল—অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া সুদিন আসিলে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

মরি তাহে খেদ নাই, কাঁটা বন দিয়ে না টানে—হারিলে দুঃখ নাই, কিন্তু যেন অপমান সহিতে না হয়।

মশা মারতে কামান দাগা—সামান্য কাজের জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় জোড়জোড় করা।

মশা মারতে গালে চড়—অল্প ক্ষতির প্রতিশোধ লইতে গিয়া অধিক ক্ষতি ডাকিয়া আনা।

মশা মেরে হাত কাল—দুর্ব্বল শত্রুকে বিনষ্ট করিলে অপযশ হয়।

মশালচি আপনি কাণা—যে নিজেই অন্ধ অর্থাৎ পথ দেখিয়া চলিতে পারে না, সে অপরকে আলো ধরিয়া পথ দেখাইবে কি করিয়া? তাৎপর্য্যঃ—যাহার নিজের জ্ঞান নাই, সে অপরকে জ্ঞান-দান করিতে পারে না।

মশালের আগে চেরাগের আলো—মশালের আলোর কাছে প্রদীপের আলোর ঔজ্জ্বল্য থাকে না। তাৎপর্য্যঃ—অধিক গুণবান্ ব্যক্তির নিকট অল্পগুণযুক্ত ব্যক্তির গুণ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—মহাত্মগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই প্রকৃষ্ট।

মহান্ মহত্যেব করোতি বিক্রমম্—মহতের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা মহতের প্রতিই স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন করেন, ক্ষুদ্রকে নিপীড়ন করেন না। সম্পূর্ণ শ্লোকঃ—তৃণানি নোন্মূলয়তি প্রভঞ্জনো, মৃদূনি নীচৈঃ প্রণতানি সর্ব্বতঃ। সমুচ্ছ্রিতানেব তরূন্ প্রবাধতে, মহান্ মহত্যেব করোতি বিক্রমম্॥—ঝটিকা কখনও তৃণকে উন্মূলিত করে না, পরন্তু মহীরুহকে উৎপাটিত করে।

মাকড় মারলে ধোকড় হয়—এক তাঁতীর ছেলে মাকড়সা মারিলে এক পুরোহিত বলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু পুরোহিতের পুত্র যখন মাকড়সা মারিল, তখন তিনি জানাইলেন, মাকড়সা মারিলে কোন অপরাধ হয় না। তাৎপর্য্যঃ—অপরের জন্য এক ব্যবস্থা, নিজের জন্য অন্য অবস্থা।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বম্—ধন, জন ও যৌবনের গর্ব্ব করা উচিত নয়। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইঃ—মা কুরু ধনজন-যৌবনগর্ব্বম্, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্। মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥—ধনসম্পত্তি, লোকবল এবং যৌবন, এই সমুদায়ের গর্ব্ব ত্যাগ করা উচিত; কারণ কালক্রমে এই সব নষ্ট হইয়া যায়। এই মাঁয়াময় সংসার ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মপদ আশ্রয় করা যুক্তিযুক্ত।

মাছের কাঁটা গলায় বাধলে বিড়ালের পায়ে গড়—বিপদে পড়িলে নগণ্য লোকের নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়।

মাছের তেলে মাছ ভাজা—একটি কাজ করিতে গিয়া তাহা হইতে যে লাভ হয়, তাহাতেই তাহার খরচ চালাইয়া যাওয়া।

মাছের মায়ের পুত্রশোক—মাছ তাহার নিজের ডিম নিজেই খাইয়া থাকে।—যাহার স্বভাবই পরের অনিষ্ট করা, সে যদি কাহারও জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, তবে এই-রূপ বলা হয়।

মা ডাকলে খেলাম না, বাবা ডাকলে খেলাম না, সাত পুরুষের ঢেঁকি বলে, পান্তা খা পান্তা খা—আগে সাধিলে আসে না, পরে আপনিই আসিবার পথ পায় না।

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী—মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী, যেন বালো ন পাঠিতঃ। যে মাতাপিতা পুত্রের বিদ্যাভ্যাস করান না, তাঁহারা শত্রু, কারণ তাঁহাদের অবহেলার জন্য পুত্র মূর্খ ও দুর্দ্দশাপন্ন হয়।

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥—পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করা, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রের

ন্যায় এবং সমস্ত প্রাণীকে নিজের ন্যায় জ্ঞান করাই প্রকৃত পণ্ডিতের লক্ষণ।

মাথা নেই, তার মাথাব্যথা—যাহার উপর কাজ শেষ করার দায়িত্ব নাই, তাহাকে কাজ সম্বন্ধে ভাবিতেও হয় না।

মাথায় লাথি মেরে পায়ে গড়—প্রথমে দুর্ব্যবহার করিয়া পরে সম্মান দেখান।

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—যে অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারা যায় না, তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকা।

মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে—(Man proposes, God disposes). লোকে মনে করে এক, আর কাজে হয় আর। অনুরূপ প্রবাদ—মানুষ ভাবে এক, হয় আর।

মানুষে মানুষ চেনে, শূকরে চেনে ঘেঁচু—যাহার প্রকৃতি যেরূপ সে সেইরূপ প্রকৃতির লোকের সহিত মিলিত হয়।

মানুষের তেলে জলেই শরীর—ভালভাবে তেল মাখিয়া স্নান করিলে মানুষের শরীর ভাল থাকে।

মান্‌ব ঠাকুর দেব না, আমার পিত্যেশ করো না—কাহাকেও কিছু দিতে চাহিয়া পরে না দেওয়ার ইচ্ছা থাকিলে লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে।

মা পায় না কাঁথা সেলাই করবার সুতা, বেটার পায়ে দেখ চৌদ্দ সিকের জুতা—যাহার ঘরে কিছু নাই তাহার বাহিরে বড়মানুষী চাল দেখাইয়া বেড়ান।

মা বলেছে মাথা ধরেছে—যাহা কেবল নিজেই বুঝিতে পারে, এমন বিষয়ে অপরের নাম করিয়া মিথ্যা ওজর দেওয়া।

মামা রাতকাণা, আমি চ'খে দেখিনে—একজনের অল্প বোধ আছে, অপর জন একেবারে অজ্ঞ; এইরূপ স্থলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

মায়ের চেয়ে দরদ বেশী, তারে বলি ডান—মায়ের চেয়ে সংসারে আর কাহারও ভালবাসা বেশী নয়।

মায়ের পোড়ে, না মাসীর পোড়ে, পাড়া পড়শীর ধবলা উড়ে—যাহার দুঃখ হইবার কথা তাহার কিছু হয় না, অপরে ভাবনা করিয়া মরিলে ইহা উক্ত হয়।

মার আর ধর আমি পিঠ করেছি কুলো, বকো আর ঝকো আমি কানে দিয়েছি তুলো—"বকো আর ঝকো"···দ্রঃ।

মারি ত গণ্ডার (হাতী), লুটি ত ভাণ্ডার—যাহাতে প্রভূত যশ ও অর্থলাভ দুইই হয়, এরূপ কার্য্যই করা উচিত।

মারের চোটে ভূত পালায়—রীতিমত প্রহার করিলে দুষ্ট লোককেও সায়েস্তা করা যায়।

মা লক্ষ্মী ভিক্ষা মাগে—যে জিনিস প্রচুর থাকে, তাহারই জন্য অপরের নিকট প্রার্থনা করা।

মিছে কর আম্বা, যা করেন জগদম্বা—মানুষের আশা করা বৃথা; ভগবান্ যাহা করিবেন তাহাই হইবে।

মিছে কাজে কাটনা কামাই—বাজে কাজে সময় নষ্ট করিলে আসল কাজের ক্ষতি।

মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ—কন্যা কাময়তে রূপং, মাতা বিত্তং, পিতা শ্রুতম্। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ॥—বিবাহের কালে কন্যা (পাত্রের) রূপই কামনা করে, মাতা সম্পদ্ আছে কিনা তাহাই দেখেন; পিতা দেখেন, পাত্রের বিদ্যা আছে কিনা; আত্মীয়গণ দেখেন, পাত্র সৎকুলজাত কিনা, আর অন্যান্য লোকে দেখে, ভোজনটি পরিপাটী হইল কিনা।

মুখ পুড়িয়ে লঙ্কায় আগুন—নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও পরের ক্ষতি করা।

মুখচোরা বামুন, কেসোরোগী চোর—ব্রাহ্মণ মুখচোরা হইলে তাঁহার পুরোহিতের ব্যবসায় করা চলে না, আর চোরের কাসি থাকিলে তাহার চুরি করা চলে না।

মুখটি যেন ভাজনা খোলা—যে চটপট করিয়া কথা বলে তাহার প্রতি প্রযোজ্য।

মুখ না থাকলে শেয়ালে খেতো—যে কেবল আস্ফালন করিয়া বেড়ায়, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই নয়, তাহার সম্বন্ধে ইহা বলা হয়।

মুখে খুব মিঠে, নিম নিসিন্দে পেটে—মুখে ভাল ভাল কথা বলে, কিন্তু অন্তর হিংসাবিদ্বেষে ভরা।

মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, সেইত হয় বিষম ক্রুর—খলের মুখে মিষ্ট কথা আর হৃদয়ে অনিষ্ট-চেষ্টাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলা হয়।

মুখেন মারিতং জগৎ—মুখে বড় বড় কথা বলিয়া বেড়ান, কাজে কিছুই নয়।

মুখের চোটে গগন ফাটে—কাজে কিছুই নয়, শুধু মুখে আস্ফালন।

মুখে রামনাম বগলে ছুরি—মুখে ধর্ম্মের কথা, কিন্তু মনে পরের অনিষ্টচিন্তা।

মুচির নাই নাক, আর শুঁড়ির নাই কান—চামড়ার গন্ধ মুচির আর মাতালের উক্তি শুঁড়ির সহ্য হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই আর কিছু হয় না।—নিন্দা-অপমান গা-সহা হইয়া গিয়াছে, শুধরাইবার কোনই উপায় নাই।

মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে, শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে—মুচি যদি ধার্ম্মিক হয়, তবে সে পবিত্র হইয়া থাকে, আর ব্রাহ্মণও যদি অধার্ম্মিক হয়, তবে সে মুচির ন্যায় অপবিত্র হয়। (চৈতন্যচরিতামৃত)।

মুড়া কোদালে দীঘি কাটা—অনুপযুক্তের সাহায্যে বৃহৎ কার্য্য করিবার চেষ্টা।

মুড়ি আর ভুড়ি, সব রোগের গুঁড়ি—মাথা এবং পেটের অসুখ হইতেই সকল প্রকার রোগ হইয়া থাকে।

মুণ্ডমালার দাঁতখামাটি সার—কেবল দাঁত দেখানই সার, কাজের বেলায় কিছু নয়।

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—মুনিগণেরও মতিভ্রম হয়। সময়বিশেষে বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধিভ্রংশ হয়। সুতরাং নিজের সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করিতে নাই।

মুর্খ লোকে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে; ধনবানে কেনে ঘোড়া, বুদ্ধিমানে চড়ে—যাহার যোগ্যতা নাই তার কাজের ফল যোগ্য লোকে লাভ করিয়া থাকে।

মুর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্—সকল বিপদ্ ও রোগের প্রতীকার আছে, কিন্তু মূর্খের প্রতি প্রদত্ত কোন উপদেশই কাজে লাগে না।

মুলাচোরের ফাঁসি—লঘুপাপে গুরুদণ্ড।

মূলে নেই লক্ষ্মীপুজো, একেবারে দশভুজো—সামান্য কাজ করিতে পারে না, বৃহৎ কাজ করিতে চায়।

মেও ধরে কে—ইঁদুরের বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার মত বিপদের ঝুঁকি লইবে কে? তাৎপর্য্য:—সকলে ফললাভে উৎসুক কিন্তু দায় সামলাইবার বেলায় নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকে।

মেগে এনে বিলিয়ে খায়, হাতে হাতে স্বর্গ পায়—লোকের কাছে চাহিয়া আনিয়া অপরের সহিত ভাগ করিয়া খাইলে মনে খুব আনন্দ হইয়া থাকে।

মেঘ না চাইতেই জল—হঠাৎ আশাতীত জিনিস পাইলে ইহা বলা হয়।

মেজে ঘষে হ'ল ক্ষয়, কালো তবু ধলো নয়—যাহার যে প্রকৃতি, তাহা কিছুতেই ফিরান যায় না।

মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ—কনের মাকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হয়।

মেরে তুলাধুনা করা—উত্তম মধ্যম প্রহার করা।

মেরে যায় ফিরে চায়, চিরকাল থাকে প্রণয়—যে মারিবার পরে ফিরিয়া দেখে যে বেশী কিছু লাগিয়াছে কিনা, তাহার

সহিত চিরদিন সদ্ভাব থাকে। সে হিতৈষী, কারণ সে দোষ দেখিয়া রোষের বশে শাসন করিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে সহানুভূতির ভাব রহিয়াছে।

মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল, ফার্সী পড়েন তাঁতী, বাঘ পালাল, বিড়াল এল, শিকার করতে হাতী—শক্তিশালী লোকে যে কার্য্য করিতে অক্ষম, তাহাতে দুর্ব্বলের প্রয়াস দেখিয়া এই প্রবাদটি বলা হয়।

মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ (তক্) পর্য্যন্ত—মোল্লা মস্‌জিদ ও ইসলাম ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কিছু জানে না।—সীমাবদ্ধ জ্ঞান।

মৌনং সম্মতিলক্ষণম্—চুপ করিয়া থাকা সম্মতির লক্ষণ।

য

যঃ পলায়তি স জীবতি—যে পলায়ন করে, সেই রক্ষা পায়।

যক্ষের চক্ষে ঘুম নাই—কৃপণেরা টাকা চুরি যাইবার ভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারে না।

যখন আদর জুটে, ফুটকলাই দিয়ে ফুটে; যখন আদর টুটে, ঢেঁকি দিয়ে কুটে—যখন আদর করে, তখন আহ্লাদে ভাসাইয়া দেয়; আবার যখন আদর কমিয়া যায়, তখন অতি নৃশংস আচরণ করে।

যখনকার যা তখনকার তা—যে সময় যে কাজের পক্ষে উপযোগী, সেই সময় সেই কাজ করিতে হয়।

যখন তখন করে পাপ, সময় বুঝে ফলে—পাপ করিলে পরিণামে একদিন উহার ফল ভোগ করিতে হয়।

যখন বিধি মাপায়, তখন উপরি উপরি চাপায়—ঈশ্বরের দয়া থাকিলে সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্য দেখা দেয়।

যখন যার কপাল বাঁকে, দুর্ব্বাবনে বাঘ ডাকে—অদৃষ্ট মন্দ হইলে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেও বিপদ্ ঘটে।

যখন যার তখন তার—যখন যাহার কাছে থাকা যায়, তখন তাহার সহিত বেশী খাতির হয়—অপরের কথা মনে থাকে না।

যখন যার পড়তা হয়, ধুলামুঠা ধরে সোনামুঠা হয়—অদৃষ্ট ভাল হইলে ক্ষতিকর কার্য্যেও লাভ হয়।

যখন যেমন তখন তেমন—অবস্থা অনুসারে চলিতে হয়।

যজমানী বামুনের হাজাশুকা নাই—লোকে নিজে না খাইতে পাইলেও দেবতার পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং পুরোহিত ব্রাহ্মণের কখনই অন্নের অভাব হয় না।

যতই কর শিব সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না—একবার অপরাধ করিলে পরে কিছুতেই আর সেই দুর্নাম দূর হইবার নয়।

যত কর তাড়াতাড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি, অথবা সকল পথ দৌড়া-দৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি—প্রথমে তাড়াতাড়ি করিয়া পরে মধ্যপথে বাধা প্রাপ্ত হইয়া বসিয়া থাকা।

যত কর পুতু পুতু, তত হয় ছোলার ছাতু—কথায় কথায় অতিরিক্ত সতর্কতা ভাল নয়, উহাতে প্রায়ই কার্য্য নষ্ট হয়।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—কার্য্য-সাধনের একটু উপায় থাকিলেও কাজ ছাড়িতে নাই, ধৈর্য্যের সহিত চেষ্টা করা উচিত।

যত গর্জ্জে তত বর্ষে না—মুখেই আস্ফালন, কাজে কিছু নয়।

যত দোষ নন্দ ঘোষ—যেখানে একজন নির্দ্দোষ লোকের উপর সকল দোষ আরোপ করা হয়, সেখানে এই প্রবাদটি বলা হয়।

যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন—কষ্ট না করিলে কোন কাজেই সফল হওয়া যায় না।

যত পাই, তত খাঁই—আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই।

যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—যাহাকে যাহা বলা ভাল দেখায় না তাহাকে তাহা বলা।

যত মত, তত পথ—ঈশ্বরলাভের জন্য বহু ধর্ম্মমত রহিয়াছে, উহাদের প্রত্যেকটিই খাঁটি, যে কোন একটি ধরিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

যত শেষ, তত বেশ—কোন কোন কাজে, প্রথমে ভাল না লাগিলেও শেষের দিকে ভাল লাগে।

যত সয়, তত রয়—যত সহ্য করা যায় ততই ভাল।

যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্ম্মা (রামসন্না)—বৈষ্ণবদের রামসৈন্য বলা হইয়াছে। যে প্রথমে যত সুখ ভোগ করিবে, তাহাকে পরে তত দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। রামসন্না= রামসৈন্য।

যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ—ধার্ম্মিকের জয় সুনিশ্চিত।

যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ভক্ত ভগবান্‌কে বলিতেছেন—জগদীশ, আমি ধর্ম্ম কি তা জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্ম কি তাহাও আমি জানি, কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তিও নাই। তুমি হৃদয়ে বাস কর, সুতরাং তুমি যে পথে লইয়া আমাকে যে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবে, আমি মাত্র তাহাই করিতে পারি।—কোন কার্য্যে মানুষের ক্ষমতা নাই।

যথারণ্যং তথা গৃহম্—মাতা যস্য গৃহে নাস্তি, ভার্য্যা চ ব্যভিচারিণী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং, যথারণ্যং তথা গৃহম্॥—যাহার গৃহে জননী নাই, স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, তাহার পক্ষে বনগমন কর্ত্তব্য। কারণ তাহার পক্ষে গৃহ অরণ্য-তুল্য।

যদি থাকে আগে পাছে, কি করে শাকে মাছে—প্রথমে ঘি শেষে দুধ থাকিলে খাদ্যের আর কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না।

যদি দেখে আঁটা আঁটি, কাঁদিয়া ভিজায় মাটি—আগে খুব আস্ফালন করে, পরে বিপদ্ দেখিলে ভয়ে অস্থির হয়।

যদি পড়ে পাশা, তবে জিতে চাষা—অদৃষ্ট ভাল হইলে অনভিজ্ঞ লোকেও অভিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে।

যদি বর্ষে আগনে, রাজা যায় মাগনে—অগ্রহায়ণের বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হয়। ফলে এমন দুর্ভিক্ষ হয় যে ধনী লোকদেরও ভিক্ষা করিতে হয়। আগনে= অগ্রহায়ণে। মাগনে=ভিক্ষায়।

যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন—ভাল লোক হইলে ঝগড়াঝাটি না করিয়া পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে।

যদি হয় সোনার ভাগারি, তবু ধরে লোহার কাটারি—জ্ঞাতি ভাল লোক হইলেও ভাগের সময় হিংসা করিতে ছাড়ে না।

যদ্ দৃষ্টং তল্লিখিতম্—যেমন দেখা তেমনি লেখা।

যদ্ভাবি ন তদ্ভাবি, ভাবি চেন্ন তদন্যথা—যাহা হইবার তাহা হইবেই। যাহা হইবার নহে, তাহা কিছুতেই সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে। তাৎপর্য্য:—বিধির উপর পুরুষকারের প্রভুত্ব নাই।

যদু ধোপা, মধু ধোপা, সব ধোপারই এক চোপা—একজাতীয় লোকের সমবায় বুঝাইতে প্রবাদটি প্রচলিত।

যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ—যে দেশে যেরূপ আচার, সেই দেশে সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত। কোনও বিশেষ আচার কোনও দেশে নিন্দিত হইতে পারে, কিন্তু দেশান্তরে তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয়। তদ্রূপ একদেশে অনুমোদিত বলিয়া কোনও ব্যবহার দেশান্তরে নিন্দনীয় হইবে না, এরূপ নহে।

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সংকোচ বোধ করার পরেও পুনরায় সেই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া।

যাকে রাখ, সেই রাখে—(Waste not want not). কোন জিনিসকে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলে পরে তাহা হইতে উপকার পাওয়া যায়।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥—মন্ত্র, তীর্থস্থান, বিপ্র, দেবতা, জ্যোতিষী, ঔষধ এবং গুরু—এই সকল বিষয়ে যাঁহার যেমন বিশ্বাস এবং রুচি, তিনি সেইরূপ ফললাভ করেন।

যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে—মহাভারত গ্রন্থে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়ের আলোচনা থাকে। ভারতে (১)—মহাভারতে।

যার আছে মাটি, তারে নাহি আঁটি—যাহার ভূসম্পত্তি আছে, তাহার সহিত শত্রুতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারা যায় না।

যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে (অন্যের মাথায়) লাঠি বাজে—যে যে কাজের উপযুক্ত সে যদি সেই কাজ না করিয়া অন্য কাজ করিতে যায়, তবে সে বিপন্ন হয়।

যার কেউ নেই, তার ভগবান্ আছে—নিরাশ্রয় ও অসহায় ব্যক্তিকে ভগবান্ রক্ষা করেন।

যার গলা ধ'রে কাঁদি, তার চক্ষে নাহি পানি—যাহার কাছে দুঃখের কাহিনী বলা যায়, তাহার সহানুভূতির অভাব থাকিলে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত চায়—চাওয়ার শেষ নাই।

যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর—যাহার হিতের জন্য মন্দ কার্য্য করা হয়, সেই ব্যক্তিই নিন্দা করে।

যার দৌলতে চুয়া চন্দন, তারি পাতে খোলার ব্যঞ্জন—যাহার অর্থে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই অমর্য্যাদা করা।

যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই—প্রকৃত অধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া কোন কিছু ভোগ করা হইলে ইহা বলা হয়।

যার নুন খাই, তার গুণ গাই—উপকারীর উপকার স্বীকার করিয়া তাহার প্রশংসা করা কর্ত্তব্য।

যার বিয়ে তার মনে (হুঁস) নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই—যাহার কাজ তাহার কোন গরজ নাই, অথচ অপর লোকের সেজন্য যথেষ্ট উদ্বেগ।

যার শিল তার নোড়া, তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া—কৌশল করিয়া কাহারও বস্তু দ্বারা তাহাকেই জব্দ করা।

যারে না বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী—নিগুর্ণ লোকের গুণীর সাজ পরা।

যারে বললে ছি, তার রইল কি—যাহাকে লোকে নিন্দা করে, তাহার জীবন ধারণ বৃথা।

যুদ্ধের পরে সেপাই হাজির—কাজ শেষ হইবার পর কর্ম্মীর উপস্থিতি।

যে কথা রটে, কতক তার বটে—লোকের মুখে মুখে যে কথা শুনা যায়, তাহার সবটা না হইলেও কিছুটা সত্য।

পাঠান্তর—যা রটে…ইত্যাদি।

যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কুকুর কামড়ায় না—অকেজো লোকই মুখে বেশী আস্ফালন করে।

যেখানে আঁটাআঁটি, সেইখানেই লাঠালাঠি—যেখানে বেশী বন্ধুত্ব দেখা যায়, সেখানেই বেশী গোল হইয়া থাকে।

যেতে ছাগল, আসতে পাগল—যে আসিবার জন্য ব্যগ্র, অথচ আসিয়াই আবার যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করে, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য।

যেন তেন প্রকারেণ—যেমন করিয়াই হউক কার্য্যসিদ্ধি করিতেই হইবে।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মশা মারতে গালে চড়—(As you sow, so you reap). কাহারও অনিষ্ট করিতে যাইয়া নিজেরই অনিষ্ট সাধন করা।

যেমন সরা, তেমনি হাঁড়ী, গ'ড়ে রেখেছে কুমারবাড়ী—ঈশ্বরের ইচ্ছায় যোগ্যের সহিত যোগ্যেরই মিলন হইয়া থাকে।

যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ—কোন জায়গায় উপস্থিত হইয়া সেখানকার লোকের মত ব্যবহার করা।

যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না—যে কাজের লোক হয় সে অনেক কাজ করিতে করিতে আর একটা কাজও করিয়া যায়; কাজের ওজর দিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকে না।

যে সহে সে রহে—ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির উন্নতি হয়।

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে—বিধাতা যোগ্যের সহিত যোগ্যকেই যোজনা করেন। সাধারণতঃ উভয়েই কুটিল ও প্রতারক হইলে এই প্রবাদটি উক্ত হইয়া থাকে।

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য হ্যধ্রুবাণি নিষেবতে। ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি হ্যধ্রুবং নষ্টমেব হি॥—যে নিশ্চিত বস্তু ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের প্রতি ধাবমান হয়, তাহার নিশ্চিত বস্তু ত নষ্ট হয়ই এবং অনিশ্চিত বস্তুও যে নষ্ট হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

র

রক্ষকে ভক্ষণ করে, কে তারে রাখতে পারে—যাহার উপর রক্ষা করার ভার সেই যদি অনিষ্ট করে তবে আর বাঁচিবার আশা থাকে না।

রঙ থাকলে রাঙা কড়ি, রঙ না থাকলে (ফুরোলে) গড়াগড়ি—রঙ দেখিয়া যাহার মূল্য স্থির হয়, রঙ না থাকিলে তাহা বিক্রয় হয় না। যখন গুণ থাকে তখনই কেবল লোকে উহার আদর করে; গুণের অভাবে আর তেমন আদর থাকে না।

রতনে রতন চিনে—গুণীই গুণীর মর্য্যাদা জানে। দুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ব্যঙ্গার্থেও প্রযুক্ত হয়।

রথ দেখা আর কলা বেচা—(Killing two birds with one stone). এক উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়াই বিনা আয়াসে অন্য উদ্দেশ্য সাধন করা।

রাই কুড়িয়ে বেল—'তিল কুড়িয়ে তাল' দ্রঃ।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?—ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না, আবার ঈশ্বর কাহারও উপর বিরূপ হইলে তাহাকে কেহই বাঁচাইতে পারে না।

রাজা গেল পাটনে শূন্য হল দেশ, মাঝখানে বসে আছে নেড়ে দরবেশ—অরাজক রাজ্যে কোন গৃহস্থই থাকিতে পারে না; সেই জনশূন্য স্থানে কেবল মুসলমান ফকিরই থাকিতে পারে। পাটনে—বাণিজ্যে।

রাজা থাকতে কোটালের দোহাই—প্রধানকে ছাড়িয়া অধীনের আশ্রয় লওয়া।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়—তাৎপর্য :—মহতের বিরোধে ক্ষুদ্রের ক্ষতি হয়।

রাজারও রেয়ত নহে, সাধুরও খাতক নহে—যে ব্যক্তি রাজাকেও খাজনা দিয়া বসত করে না কিংবা কোন মহাজনের কাছেও কিছু কর্জ করিয়া খায় না।

রাজার রাজপাট, গরীবের শাক ভাত (বা রাজার রাজপাট যোগী মুনির কাঁথা কিংবা রাজার রাণী, কানার কানী)—যাহার যাহা আছে, সে তাহাই মূল্যবান্ মনে করে।

রাত উপোসে হাতী পড়ে—রাত্রিকালে উপবাস করিলে বলবান্ লোকেরও শরীর ক্ষয় হইয়া মৃত্যু হয়।

রাঁধতে দেরী সয়, বাড়তে দেরী সয় না—কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া থাকিয়া শেষে কাজ হইয়া গেলে তাহার ফলের জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া।

রান্না খেতে কান্না পায়—এমন কদর্য রান্না যে তাহা খাইতে রীতিমত কষ্ট হয়।

রাম না হ'তে রামায়ণ—কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে সেই বিষয় বর্ণিত হইলে ইহা বলা হয়।

রাম ভজি কি রহিম ভজি—হিন্দুধর্ম অনুসারে চলি কি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করি।—কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ করিলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"।

রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই—রাম লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃস্নেহ থাকিলে রথে চড়িয়া স্বর্গে যাইবার মত সুফললাভ হয়।

রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি—অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ব্যক্তি।

রুক্ষ মাথায় তেল দেয় না, তেলা মাথায় তেল—যাহার বেশী আছে তাহাকে আরও দেওয়া, অথচ যাহার কিছুই নাই, তাহাকে কোনপ্রকার সাহায্য না করা।

রূপে ঢল ঢল গুণে পশরা, কেঁদে ম'ল যত কালকুঁড়োরা—রূপ ও গুণযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিলে রূপ-গুণহীন লোকে হিংসায় জ্বলিয়া মরে।

রোগ মুড়িতে আর ভুঁড়িতে—মাথায় ও পেটে অসুখ হইলেই কষ্ট।

রোগের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ, এ সবের শেষ রাখতে নেই—রোগ, আগুন, শত্রু ও ঋণ, ইহাদের সামান্য অবশিষ্ট থাকিলেও পরিণামে প্রবল হইয়া উঠে; কাজেই ইহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা উচিত।

রোজার ঘাড়ে বোঝা—'ওঝার ঘাড়ে বোঝা' দ্রঃ।

ল

লক্ষ বাঁটুল, পক্ষ তীর, তবে হয় লক্ষ্য স্থির—লক্ষ্য স্থির করিতে হইলে পুনঃপুনঃ বাঁটুল ছোঁড়া এবং পক্ষকাল (১৫ দিন) অধ্যবসায়ের সহিত তীর ছোঁড়া দরকার।—পুনঃপুনঃ অভ্যাস ও সাধনা না করিলে কোন কঠিন বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না।

লক্ষ্মীছাড়ার দাঁতে বিষ—অপদার্থের সকলই দোষের হইয়া থাকে। কুজনের সকল বিষ সম্পর্ক বর্জনীয়।

লক্ষ্মীর ঘরে কালপেঁচা—অতি সৎবংশে কোনও ব্যক্তি যদি অসৎ হয়, কিংবা অতি সুজন লোকের ঘরে যদি কোনও দুর্জনের সমাগম হয় তাহা হইলে প্রযোজ্য।

লক্ষ্মীর পো ভিক্ষে মাগে—ধনী ব্যক্তি দুরবস্থায় পড়িলে ইহা বলা হয়।

লক্ষ্মী হ'লেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারী—ধনবান্, বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হীন হইলে তাহার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

লঙ্কায় গেলেম মরিচ্চা, লয়ে এলেম হরিচ্চা—লঙ্কা সুবর্ণের জন্য প্রসিদ্ধ বলিয়া প্রবাদ ছিল। সুতরাং লঙ্কায় গিয়া হরিদ্রা লইয়া আসা মূর্খতা।—মূর্খ লোকে অতি মূল্যবান বস্তু বা ব্যক্তির মূল্য বুঝে না।

লঙ্কায় রাবণ ম'ল, বেহুলা কেঁদে রাঁড়ি হ'ল—কেহ অসংলগ্ন কথা কহিলে এই বাক্যটি প্রযুক্ত হয়।

লঙ্কায় সোনা সস্তা—লঙ্কায় সোনা সস্তা হইলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা লাভের কোনও সুযোগের সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ যে বস্তু দুর্লভ, তাহা বিনামূল্যে হস্তগত হইলেও কোনও লাভ নাই, এই তাৎপর্য।

লজ্জা নেই যার, রাজা হারে তার—নির্লজ্জ লোকের অপমান, এমন কি রাজদণ্ডেও কিছু ফল হয় না।—নির্লজ্জ ব্যক্তি পুনঃপুনঃ দণ্ডিত হইয়াও অপমান বা অনুতপ্ত হয় না।

লম্বা কোঁচায় নমস্কার—যে ধনবান্ ও বলবান্ ব্যক্তির নিকট মস্তক নত করে, কিন্তু নির্ধন ও অক্ষম ব্যক্তিকে অবহেলা করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

লাটিতেও ন পুষ্য প্রকৃতি—প্রকৃতি বদল করা যায় না।

লাউশাকের কালি, আর অন্তরের কালি—লাউশাকের কালি ধুইয়া দূর করা নিরাকরণ করিবে। লোকে শত চেষ্টা করিলেও অন্তরের মালিন্য দূর করা যায় না।

লাখ কথার উপর এক কথা—বাদানুবাদের পর অকাট্য সারবান্ কথা। অথবা রেখে, একার যুক্তিহীন কথা।

লাখ টাকা লাখ টাকা, মুকুড়ি দশ টাকা—কেহ খাঁটি গাড়ি না অর্থ সম্বন্ধে লম্বা লম্বা কথা কহিলে তাহাকে ঠেস করিয়া ইহা বলা হয়। "মুকুড়ি দশ টাকার" অর্থ পঞ্চাশ টাকা। দাম্ভিকতা অতিরঞ্জিত বর্ণনা সম্পর্কে এই প্রবাদ-বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

লাখ টাকায় বামুন ভিখারী—অপরের নিকট হইতে অর্থাদির প্রত্যাশা করা ব্রাহ্মণের স্বভাব।

লাখে টাকা দেখে মৌরী লেন—দানশীল ধনী বা বন্ধুর সাহায্য পাইবার আশা করিয়া কেহ ইচ্ছামত অর্থব্যয় করিলে এই প্রবাদটি বলা হয়।

লাগে তুক্, না লাগে তাক্—বাণ ছুঁড়িবার আগে যদি উহা লক্ষ্য স্পর্শ করে, তবে তাহাকে নিক্ষেপকারী কৃতিত্বের দাবী করে, অন্যথায় সে বলে যে, সে কেবল মাত্র অভ্যাস করিতেছিল। তাৎপর্য :—সুবিধাবাদী আত্মপ্রচারক ব্যক্তি নিজের সুবিধামত কথার প্রয়োগ করিয়া থাকে।

লাজে মরি খাম না, চালতা দেখে আম—যিনি লোকসমক্ষে নিজেকে সাধুর বলেন, অথচ কার্যসিদ্ধির কালে লজ্জার কোনও লক্ষণ দেখান না, তাঁহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

লাভের মাথায় পড়ুক বাজ, মান দিয়ে আপন কাজ—লজ্জা করিয়া নিজের কাজ নষ্ট করা উচিত নয়।

লাট সাহেব আর কি—কেহ অতিরিক্ত আড়ম্বর বা বড়মানুষী চাল দেখাইলে এইরূপ বলা হয়।

লাজ সয় ত ঝাল সয় না—অতিশয় বিবেচক করিলে সকলে সহে, লোভাতুর লালিত বাড়িয়া অপমান করিলেও কেহই সহে না।

লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে—যে যেরূপ দুর্জন, তাহার কাছ হইতে তেমন কঠোর উপায়ে কাজ আদায় করিতে হয়।

লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে—দুর্জনকে প্রশ্রয় দিলে সে মাথার পায়েরও অবজ্ঞা করিয়া চলে।

লাভঃ পরং গোবধঃ—কোনও চিকিৎসক এক রোগীকে গোক্ষুরের (কোনও গাছড়ার) পাঁচন সেবন করিতে বলায়, সেই মূর্খ ভুল বুঝিয়া গোবধ করিয়া তাহার ক্ষুর দ্বারা পাঁচন প্রস্তুত করিয়াছিল। ঔষধে ফল ত হইলই না, পরন্তু বৃথাই গো-হত্যা হইল।—কোনও কার্য্যে ফল না হইলে ক্লেশ স্বীকার করাই যদি সার হয়, তাহা হইলে এই বাক্যটি বলা হয়।

লাভ লোকসান জেনে, চাষ করে না বেনে—সোণার বেণে কখনও চাষ আবাদ করে না। কারণ তাহাতে যেমন লাভ আছে, তেমনি অনেক লোকসানের সম্ভাবনাও আছে। যাহার যে-বিষয়ে কাজ করা অভ্যাসের বাহিরে তাহার সে-কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়।

লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়—প্রতারণা দ্বারা লব্ধ ধন অকাজে খরচ হয়।

লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে, মচ্ছ মারিব খাইব সুখে—অলস শ্রমবিমুখ লোকদিগকে উদ্দেশ করিয়া এই বাক্য বলা হয়। তাৎপর্য্য ঃ—অলসতা ও পরনির্ভরতা আপাততঃ মধুর বোধ হইলেও তাহা পরিণামে বিষবৎ এবং নিরতিশয় গ্লানিকর।

লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়—কখনও কখনও নিজের অজ্ঞাতসারে কুপথ্য খাইলে কু-ভোজনের বিষক্রিয়া হয় না। রোগী বা বালকগণ কুপথ্য সেবন করিতে গিয়া এই কথাটি বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয়।

লেঙটার নাই বাটপাড়ের ভয়—"নেংটার নাই বাটপাড়ের ভয়" দ্রঃ।

লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই—শৈশবে বিদ্যার্জ্জন করিলে পরিণামে অর্থবান্ হওয়া যায়।

লেগে থাকলে মেগে খায় না—চাকরী বা ব্যবসায়ে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া উন্নতিলাভের চেষ্টা করিলে কোনদিনই অর্থকষ্ট হয় না।

লোকে বলে আছে ভাল, শালুক খেয়ে দাঁত কাল—বাহির হইতে অনেককেই সচ্ছল অবস্থায় আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু খোঁজ করিয়া দেখিতে গেলে অনেকেরই দুর্ব্বলতা ও দারিদ্র্য প্রকাশ হইয়া পড়ে।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—লোভ হইতেই নানাপ্রকার পাপকার্য্যে মতি হয় ও এইসব পাপকার্য্যের ফলে ধ্বংস অনিবার্য্য।

লোম বাছতে কম্বল উজাড়—অনুরূপ প্রবাদ—"টাগ্ বাছতে গাঁ উজাড়।" উহা দ্রঃ।

লোহা পাথরে যুদ্ধ করে, শোলা দিদি পুড়ে মরে—বলবানের পরস্পর বিরোধে তাহাদের যত না ক্ষতি হয়, তাহার অপেক্ষা বেশী ক্ষতি হয় নিরীহ দুর্ব্বল ব্যক্তিদের। অনুরূপ প্রবাদ ঃ—"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।"

শ

শক্ত মাটিতে বিড়ালে আঁচড়ায় না—প্রবলকে কেহই ঘাঁটাইতে সাহস করে না।

শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ—লোকে সাধারণতঃ প্রবলের অনুগত থাকে কিন্তু দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে।

শক্তের তিন কুল মুক্ত—লোকে সাধারণতঃ বলশালীর উপর কোনও অত্যাচার বা অবিচার করিতে সাহস পায় না।

শক্তের ভক্ত, নরমের যম—"শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ" দ্রঃ।

শজনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা, আমার খোঁজ করে কেবল টানাটানির বেলা—সম্পদের সময় ক্ষুদ্রকে আমরা তুচ্ছ করি বটে, কিন্তু অভাবের সময় ক্ষুদ্রও সমাদৃত হয়।

শজনে শাকে নুন জোটে না, মসুর ডালে ঘি—দরিদ্র ব্যক্তি মুখে আস্ফালন করিলে এইরূপ বলা হয়।

শঠের মায়া, তালের ছায়া—তালবৃক্ষের ছায়া যেরূপ অল্প এবং কখন তাল পড়ে, এইজন্য বিপজ্জনকও বটে, সেইরূপ শঠের সঙ্গে সদ্ভাব বিপজ্জনক। তাৎপর্য্য ঃ—দুষ্ট ব্যক্তির মিষ্টকথা বা ভাল ব্যবহারে বিশ্বাস করিতে নাই।

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—এক ব্রাহ্মণ তাঁহার বণিক্‌বন্ধুর নিকট কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া তীর্থে যান। তিনি ফিরিয়া আসিলে বণিক কতকগুলি তাম্রমুদ্রা ফেরত দেন। পরে ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ বণিকের ছোট ছেলেকে আদর করিয়া বাড়ী লইয়া যান এবং বণিক্ ছেলেটিকে লইতে আসিলে তাঁহাকে একটি বানর দেন। ইহাতে বণিক্ রাজদ্বারে নালিশ করিলে ব্রাহ্মণ বলেন,—

স্বর্ণমুদ্রা ভবেত্তাম্রং বণিক্‌পুত্রশ্চ মর্কটঃ।
সারল্যং সরলে কুর্য্যাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা যেরূপে তাম্রমুদ্রা হইয়াছিল, সেইরূপে বণিকপুত্র বানর হইয়াছে।—যে সরল ব্যবহার করিবে, তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিতে হয়, আর শঠের সহিত শঠতাই বিধেয়।

শতং বদ মা লিখ—মুখে মুখে যাহা ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা বলা চলিলেও কখনও কাগজে কলমে লিখিয়া দিতে নাই।

শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসক—যাঁহার হাতে একশত রোগী মারা যায় তিনি বৈদ্য এবং যাঁহার হাতে হাজার রোগী মারা যায় তিনি প্রকৃত চিকিৎসক।—অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক।

শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া—শত্রুর দুরভিসন্ধি ও অনিষ্টকারিতা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলা।

শত্রুর শেষ রাখতে নেই—শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে হয়।

শনিবারের মড়া দোসর চায়—খারাপ লোকের সংসর্গে ভাল লোকও খারাপ হয়।

শনির দৃষ্টি হ'লে পোড়া শোল'ও পালায়—মহাভারতে বর্ণিত আছে, শ্রীবৎসরাজার প্রতি শনির দৃষ্টি হওয়ায়, তাঁহার দগ্ধ মৎস্যও জলে পলাইয়া গেল। তাৎপর্য্য ঃ—সময় মন্দ হইলে, অতি অপ্রত্যাশিতরূপে বিপদ্ ঘটে।

শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্—ধৈর্য্যসহকারে কাজ করিলে খুব শক্ত কাজও শেষ করা যায়।

শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম—প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে। আবার তাহা অপেক্ষা প্রবলতর লোকের কাছে তাহাকে সমুচিত শিক্ষা পাইতে হয়। অত্যাচারীর শাস্তি অনিবার্য্য।

শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্ত-স্থায়িনো গুণাঃ—শরীর ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু গুণ (যশ) চিরস্থায়ী।

শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্—শরীর থাকিলে রোগপীড়া হইবেই।

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্—শরীর ধর্ম্মসাধনের প্রধান উপকরণ। তাৎপর্য্য ঃ—শরীরকে অতিরিক্ত ক্লেশ দিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে।

শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়—শরীরকে ধীরে ধীরে কষ্টসহিষ্ণু করিয়া তোলা উচিত।

শসাবেচুনী বেচে শসা, তার হয়েছে সুখের দশা—অতি দরিদ্র ব্যক্তি যদি হঠাৎ ধনবান্ হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হয়।

শত্রুশ্চ গৃহমাগতম্—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই —অন্নং জীর্ণং হি প্রশংসেৎ, ভার্য্যাং বিগতযৌবনাম্। রণাৎ প্রত্যাগতং শূরম্, শত্রুশ্চ গৃহমাগতম্॥

অন্ন সুজীর্ণ হইলে তাহার প্রশংসা করা চলে, ভার্য্যা (খ্যাতির সহিত) যৌবন অতিক্রম করিলে এবং বীর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত হইলে প্রশংসনীয়। শত্রু গৃহে আসিলে তবেই তাহার মূল্য।—কার্য্য-

সমাধার পূর্ব্বে প্রশংসার বিশেষ মূল্য নাই।

শাঁখাহাতী শাখা নাড়ে, বেড়াল ভাবে ভাত বাড়ে—কোনও স্ত্রীলোক হাতের শাঁখা নাড়িলে যেমন বিড়াল ভাবে যে, আমার জন্য ভাত বাড়িতেছে, সেইরূপ প্রার্থী ভাবে যে দাতা তাহাকে দান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইলে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

শাঁখের করাত, আস্‌তেও কাটে, যেতেও কাটে—এমন লোক অনেক থাকে, যাহাদের নিকট দুইটি বিপরীত দিকের কোনও দিক্ দিয়া গেলেই সুনামের প্রত্যাশা নাই। যাহারা উভয় অবস্থাতেই নিন্দা করে, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হয়।

শাক অম্বল পান্তা, তিন ওষুধের হন্তা—শাক, অম্বল, পান্তা ওষুধের গুণ নষ্ট করে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা—বৃথা প্রতারণার চেষ্টা করা।

শানাইএর পেঁ। ধরা—কাহারও কোনও কথা বা কার্য্য বিনা বিচারে কেবল সমর্থন করিয়া যাওয়া।

শান্‌কির উপর বজ্রাঘাত—"মশা মার্‌তে কামান দাগা" দ্রঃ।

শাপে বর হওয়া—(A blessing in disguise.) আপাততঃ ক্ষতিকর বলিয়া মনে হইলে কার্য্যতঃ যদি ভবিষ্যতে তদ্দ্বারা বিশেষ লাভ হয়, তাহা হইলে এই কথাটি বলা হয়।

শামুক দিয়ে সাগর সেঁচা—সামান্য আয়োজন ও পরিশ্রমে বৃহৎ কাজ সমাধার চেষ্টা করা।

শালগ্রাম পোড়ায়ে খেয়ে নুড়ি দেখে ভয়—গুরুতর পাপাচরণ করিয়া পরে সামান্য অন্যায় করিতে মৌখিক অনিচ্ছা প্রকাশ করা।

শালগ্রামের শোওয়া বসা সমান—গোলাকার শালগ্রামকে শোওয়াইলে বা বসাইলে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। সেইরূপ কোন কিছুতেই যাহার অবস্থার ব্যতিক্রম হয় না তাহার সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযোজ্য।

শাল চোরকে শূলে দেওয়া—লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিলে এই কথা বলা হয়।

শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর—কোন অসৎ ব্যক্তি অপর একজন অসৎ ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করিলে বা তাহার প্রশংসা করিলে এইরূপ বলা হয়।

শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মেশা—বয়স্ক ব্যক্তি অল্পবয়স্কের সঙ্গে মিশিলে ইহা বলা হইয়া থাকে।

শিকলকাটা টিয়া পোষ মানে না—স্বাধীনচেতা বা উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি পরাধীন অবস্থায় থাকিতে বা সুশৃঙ্খলভাবে থাকিতে চায় না।

শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখ্‌লে চেনা যায়—চেহারা ও হাবভাব দেখিলেই কাজের লোককে চেনা যায়।

শিখেছ কোথায়, ঠেকেছি যেথায়—অভিজ্ঞতাই শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

শিখ্‌লি কোথা, না, দেখ্‌লাম যেথা—বুদ্ধিমান্ লোকে অন্যত্র কোনও ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়া তৎসম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে এবং সতর্ক হয়।

শিব গড়তে বানর হ'ল—ভাল জিনিস তৈরী করিতে গিয়া খারাপ জিনিস তৈরী হইলে ইহা বলা হয়।

শিবের কন্যা শিবকে দান—"মাছের তেলে মাছ ভাজা" দ্রঃ।

শিবের সঙ্গে খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা—মূল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া আনুষঙ্গিক বিষয় লইয়া অনাবশ্যক আড়ম্বর প্রদর্শন।

শিয়রে রাজা কোটালের দোহাই—রাজা নিকটে থাকিতে যেমন কেহ কোটালের দোহাই দেয় না, সেইরূপ প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে কেহ নগণ্য ব্যক্তিকে আমল দেয় না।

শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথায় বাঁধবি তাগা—সর্পদংশন হাতে বা পায়ে হইলে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বিষের গতি রোধ করা যায়। কিন্তু মস্তকে আঘাত হইলে দড়িতে কোনও কাজ দেয় না।—যে বিপদের কোনও প্রতীকার নাই তাহা সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নাই। বিভিন্ন কবির লেখায় এই প্রবাদটির বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। যেমন—'লোচনে দংশিল অহি কোনখানে দিব তাগাবন্ধ'—কবিরঞ্জন ; 'কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত'—রামপ্রসাদ। 'শিরে এখন সর্পাঘাত তাগা দিব কোথা'—গোপাল উড়ে।

শীঘ্নি দেখে এগোয়, কোঁৎকা দেখে পেছোয়—লাভের লোভে অগ্রসর হইয়া পরে পরিশ্রম বা অন্যবিধ ক্লেশের ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে ইহা বলা হয়।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—অনুরূপ প্রবাদ—"চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা"। তাহা দ্রঃ।

শুক্‌নো কাঠ ভাঙ্গলেও নোয় না—(Break but never bend). মূর্খ ব্যক্তি ঔদ্ধত্যের জন্য দুঃখ ভোগ করে তবুও বিনীত হয় না।

শুক্‌নো কাঠে ব্রহ্মশাপ—নিঃস্ব ব্যক্তির আর ক্ষতির ভয় কি?

শুক্‌নো ডাঙ্গায় আছাড় খাওয়া (বা শুক্‌নো ডাঙ্গায় ভরা ডুবি)—যেখানে বিপদের সম্ভাবনা নাই, কর্ম্মদোষে সেইখানেও বিপন্ন হওয়া।

শুধু কানাই নয়, দাদা বলাইও (বা শুধু গৌর নয়, গৌরহরি)—"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর" দ্রঃ।

শুধু হাড়ীতে পাতা বাঁধা—অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির বাহিরের চাকচিক্য দ্বারা লোককে প্রতারণা করা।

শুধু হাত মুখে উঠে না—বিনা পারিশ্রমিকে কেহ কোনও কাজ করিতে রাজী হয় না।

শুন্‌লে সাড়া ত ভাঙ্গলে (নিলে) পাড়া—কোনও একটা বিষয়ে কোনও সূত্র পাইলেই গোলমাল করিয়া পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলে। তাৎপর্য্য ঃ—সামান্য ব্যাপার লইয়া অনাবশ্যক হৈ চৈ করা উচিত নয়।

শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্—শুভকার্য্যে বিলম্ব করিতে নাই, কারণ বিলম্বে কার্য্যহানি ঘটিতে পারে। পক্ষান্তরে, যদি অশুভ কাজ করিতেই হয়, তবে যতটা সম্ভব বিলম্ব করা উচিত।

শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ে, সেই বাঘে মানুষ মারে—যাহারা কোন বিষয়ে আস্ফালন করিয়া বেড়ায় না, তাহাদের দ্বারাই সংসারে বেশী কাজ হয়।

শূওরের কপালে গঙ্গামাটির ফোঁটা—অপবিত্র শূকরের কপালে পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা যেরূপ অশোভন, সেইরূপ নীচকে সম্মানে ভূষিত করা, অথবা নীচ-প্রকৃতি লোকের পক্ষে বাহ্য মহত্ত্ব প্রদর্শন করা নিরর্থক।

শূন্য কলসী ঠন্‌ঠন্—অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তিই অধিক আস্ফালন করে।

শূন্য গোয়াল ভাল, দুষ্ট গরু ভাল নয়—"দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল" দ্রঃ।

শেয়ান ঘুঘুর ছা, ফাঁদে দেয় না পা—যে সমস্ত লোক অতি চতুর এবং সতর্ক, সহজে যাহাদিগকে প্রতারিত করা যায় না।

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি—চতুর ব্যক্তির সহিত চতুরতা করা।

শেষ ভাল যার, সব ভাল তার—কোন কাজের শেষের দিক্‌টা ভাল হইলেই সমস্ত কাজটাকে ভাল বলা চলে।

শেষ রক্ষাই রক্ষা—কোন বিপদে পড়িয়া

শেষ পর্য্যন্ত উহা হইতে বাঁচিয়া গেলেই সেই বিপদ্ হইতে রেহাই পাওয়া গেল বলা যায়।

শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ী, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ী—শ্বশুরবাড়ীতে বেশীদিন থাকিতে নাই, থাকিলে আদর কমিয়া যায়।

শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা, স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্—কুকুর রাজা হইলেও চর্ম্মপাদুকা পাইলেই ভক্ষণ করে। শত চেষ্টা করিলেও স্বভাব সংশোধন করা যায় না।

শ্বেত চামর, আর কোষ্টা পাট—উভয়ে দেখিতে প্রায় একরূপ, কিন্তু গুণের তারতম্য অনেক। বাহ্য সাদৃশ্য দেখিয়া একে অপরের সমকক্ষ মনে করিলেই এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি—(To be in the horns of a dilemma). শ্রীরাধার যখন কৃষ্ণকলঙ্কিনী বলিয়া অপবাদ রটিল, তখন তিনি ভাবিলেন, শ্যামকে ছাড়িয়া দিয়া কুলের মর্য্যাদা রক্ষা করি, না কুল ত্যাগ করিয়া শ্যামকেই বরণ করি।—উভয়সঙ্কটে পড়িয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারার অবস্থা।

শ্রদ্ধার ছাই, হাত পেতে খাই—শ্রদ্ধার সঙ্গে সামান্য জিনিস দিলেও তাহা গ্রহণীয়। অশ্রদ্ধার জিনিস দামী হইলেও বর্জ্জনীয়।

শ্রেয়সি কেন তৃপ্যতে—ইষ্ট বস্তু পাইলে কেহ কি তৃপ্ত হইতে পারে? অর্থাৎ অভীপ্সিত দ্রব্য যতই দেওয়া হউক না কেন, মানুষ কখনও বলে না যে, আর প্রয়োজন নাই।

ষ

ষেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস—বালক সম্বন্ধে স্নেহবশতঃ এই কথা বলা হয়। কখনও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুর ন্যায় আচরণ করিলে তাহাকে শ্লেষ করিয়াও ইহা বলা হয়।

ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ—ছয় কাণে মন্ত্রণা প্রবেশ করিতে দিতে নাই। অর্থাৎ দুই-জনের অতিরিক্ত একত্র মন্ত্রণা করিতে নাই। তাহা হইলে মন্ত্রণা প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়।

ষোল আনাই লাভ—সবটাই লাভ, লোকসানের নামগন্ধও নাই।

ষোল আনা বাজিয়ে নেওয়া—সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা।

ষোল আনাই ভুয়ো, ষোল কড়াই কাণা—কোনও ব্যক্তির বা বস্তুর যদি কিছুমাত্র সারাংশ না থাকে, তবে তাহার সম্বন্ধে বলা হয়।

স

সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি—সংসর্গ হইতেই দোষ ও গুণ জন্মে; অর্থাৎ ভাল লোকের সংসর্গে চরিত্রে গুণ এবং মন্দ লোকের সংসর্গে দোষ দেখা দেয়।

সংসার আনন্দময়, যার মনে যা' লয়—(There is nothing either good or bad but thinking makes it so). পৃথিবী আনন্দময়। তবে মনে আনন্দ থাকিলেই পৃথিবী আনন্দময় বলিয়া বোধ হইবে।

সকল নোড়াই শালগ্রাম হ'লে, হলুদ বাঁটি কিসে—সকলেই সুযোগ্য হইলে অযোগ্য লোক থাকিবে কোথায়? সাধারণতঃ কোনও অকর্ম্মণ্য লোক নিজের কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে অহঙ্কার করিলে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ইহা বলা হয়।

সকল পাখীতেই মাছ খায়, নাম পড়ে মাছরাঙ্গার—যে নিন্দনীয় কার্য্য অনেকেই করে, তাহার জন্য সাধারণতঃ একজনেরই কলঙ্ক হয়।

সকল ব্রত করলে যশী, বাকী আছে ভীম একাদশী—যশী অর্থাৎ যশোদা নামে কোনও রমণী ভীম একাদশী করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাহাকে শ্লেষ করিয়া ইহা বলা হইতেছে।—সহজ কাজ করিতে যে পারে না তাহার পক্ষে প্রথমেই শক্ত কাজ করিতে যাওয়া উচিত নয়।

সকল (সব) শিয়ালের এক রা—একজনের মতে নির্ব্বিচারে অন্য সকলে সায় দিলে ইহা বলা হইয়া থাকে।

সখা যার সুদর্শন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ—প্রবল যাহার সহায়, তাহাকে ঘাঁটানো ঠিক নয়।

সখি লো সখি, আপনার মান আপনি রাখি—সতর্ক হইলে নিজের মান নিজে রাখা যায়।

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ—যাহার চিত্তে সদাই আনন্দ, সে গড়ের মাঠের মত মুক্ত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় চিত্ত লইয়া সুখে থাকে। অতিরিক্ত আরামপ্রিয় ও স্বার্থপর ব্যক্তির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

সঙ্গদোষে কিনা হয়, ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়—কুসঙ্গের অনেক দোষ, তাহাতে নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও দোষ স্পর্শ করে। সুতরাং কুসঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ—সৎলোকের সহিত মেলামেশা করিলে সুখে থাকা যায়, পরন্তু অসৎলোকের সংসর্গে নানারূপ বিপদ্ ঘটিয়া থাকে।

সতী হ'ল কবে? সে মরেছে যবে—স্ত্রীলোকের মৃত্যু না হইলে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সৎ কি অসৎ বলা যায় না।

সদরেতে ছুঁচ চলে না, মফঃস্বলে হাতীও চলে—প্রত্যক্ষে একটি সামান্য কপর্দ্দকও ব্যয় করে না, অথচ অজ্ঞাতসারে নিজের অনবধানতার দরুণ অজস্র অর্থ অপব্যয়িত হয়।

সন্দেশের খোসা ফেলে খাওয়া—অর্থের গর্ব্ব করা।

সন্ন্যাসী চোর, না, বোঁচকায় ঘটায়—কোনও চোর চুরি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে বোঁচকাটি একটি ধ্যানরত সন্ন্যাসীর নিকট রাখিয়া যায়। পরে ঐ বোঁচকা দেখিয়া নির্দ্দোষ সন্ন্যাসীকে চোর বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। তাৎপর্য্যঃ—ঘটনাচক্রে নিরপরাধ ব্যক্তিও লোকসমক্ষে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র গায় সর্ব্বজন, শুভ্রবস্ত্রে মসীবিন্দু দেখায় যেমন—যেমন মলিন বস্ত্রে কালির দাগ তত স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু পরিষ্কৃত বস্ত্রে অতি সুপরিস্ফুট হয়, তেমনই সচ্চরিত্র সুযশা ব্যক্তির অতি সামান্য কলঙ্কও লোকে বড় করিয়া দেখে।

সন্ন্যাসীর তুম্ব নাড়া—(Habit is the second nature). কোনও তস্কর বহু চুরি করার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কিন্তু সংস্কারবশতঃ নিজের পাত্রটিকেই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে রাখিয়া চুরির অভ্যাসটি বজায় রাখে। তাৎপর্য্যঃ—মানুষ পূর্ব্বের অভ্যাস সহজে ত্যাগ করিতে পারে না।

সফরী ফর্ফরায়তে—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইঃ—অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ। গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফর্ফরায়তে॥—অগাধ জলে সঞ্চরণ করিয়াও রোহিতমৎস্য চাঞ্চল্য দেখায় না, কিন্তু সামান্য জলে থাকিয়াও সফরী (পুঁটিমাছ) অতিরিক্ত চপলতা প্রকাশ করে।—অন্তঃসারবিহীন ক্ষুদ্র ব্যক্তিই অতিরিক্ত অহঙ্কার প্রকাশ করে।

সব কাজে যার হুঁস, তারে কয় মানুষ—যিনি সকল দিক্ লক্ষ্য করিয়া কাজ করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত গুণবান্ ব্যক্তি বলে।

সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা—দোষ অনেকেই করে, কিন্তু বোকারাই সাধারণতঃ ধরা পড়ে।

সব ঝিনুকে মুক্তা নেই—আকৃতি একরূপ হইলেই সমান গুণ থাকে না।

সব ভাল যার শেষ ভাল—(All's well that ends well). "শেষ ভাল যার, সব ভাল তার" দ্রঃ।

সব ভেড়ার এক ডাক—সকলে এক মতে কথা বলিলে ব্যঙ্গ করিয়া ইহা বলা হয়।

সব লাল হো যায়েগা—সবটাই ইংরেজদের অধিকারে যাইবে। মানচিত্রে ইংরেজদের দেশ লালবর্ণে অঙ্কিত দেখিয়া পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের উক্তি।

সব শিয়ালে কাঁটাল খেলে, বকের মুখে আঠা—অনেক শিয়াল কাঁটাল খাইয়া গেল, এক বক লোভবশতঃ তাহাতে একটা ঠোকর মারায় তাহাকেই ঐ চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। —অপরাধের অনুষ্ঠাতা ধরা পড়িল না, যে অপরাধের সংস্পর্শে আসিল, সে ধরা পড়িল।

সবাইকে পারা যায়, পায়ে পড়াকে পারা যায় না—চাটুবাক্য ও অবনতিস্বীকার—এইগুলির প্রভাব এত বেশী যে, ইহা দ্বারা প্রায়ই অতি কঠিন কার্য্যও উদ্ধার করা যায়।

সবুরে মেওয়া ফলে—(Rome was not built in a day). ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে অনেক কাজ সম্পন্ন হয়।

সবে কলির সন্ধ্যা—কোনও বিপদের প্রারম্ভেই মুহ্যমান হইয়া পড়িলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। ইহার পর আরও অনেক বিপদ্ আছে, ইহাই তাৎপর্য্য।

সবে ধন নীলমণি—একমাত্র আশ্রয় বা ভরসাস্থল।

সময় কারো হাতে-ধরা নয়—সময়ের গতি কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

সময়গুণে আপন (আপ্ত) পর, খোঁড়া গাধার ঘোড়ার দর—সময় ভাল হইলে পরও আপন হয় এবং খোঁড়া গাধাও ঘোড়ার দরে বিকাইয়া যায়। তাৎপর্য্য:—অদৃষ্ট ভাল হইলে সবই ভাল হয়।

সময়ে না দেয় চাষ, তার দুঃখ বার মাস—সময়মত কাজ না করিলে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

সময়ের এক কথা, অসময়ে শত—যেখানে সময়মত একটি কথা বলিলেই কার্য্য হয়, সেখানে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে শত কথাতেও কার্য্যসিদ্ধি হয় না। সকল কাজই সময়মত করিতে হয়।

সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়—(A stitch in time saves nine). ঠিক সময়মত কাজ করিলে কাজ সহজে শেষ হয়।

সময়ে সব হয় বোন্ ভাগ্না ভাই, ঘরের স্ত্রী আপন নয়, যখন গাঁটে পয়সা নাই।—টাকার অসীম শক্তি।

সমুখ দিয়া কাণা কড়িও যায় না, পেছন দিয়ে হাতী যায়—"সদরেতে …হাতীও চলে" দ্রঃ।

সমুদ্রে পাতিয়া শয্যা (বাস) শিশিরে কি ভয়—বড় বড় বিপদে যে পরিবেষ্টিত, সে কি সামান্য বিপদে চঞ্চল হয়? পাঠান্তর—"সমুদ্রে শয়ন যার, শিশিরে কি ভয় তার"।

সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য—পাদ্য অর্ঘ্যের জন্য সামান্য একটু জলের দরকার। ঐটুকু জল সমুদ্রে দিলে তাহাতে সমুদ্রের জলের তারতম্য কিছুই হয় না। খুব বেশীর যেখানে প্রয়োজন, সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য বস্তু সংগৃহীত হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

সমুদ্রের জল বাড়েও না, কমেও না—সুখ বা দুঃখ কিছুতেই মহৎ ব্যক্তির চিত্ত বিচলিত হয় না।

সম্পূর্ণকুম্ভো ন করোতি শব্দম্—কুম্ভ পূর্ণ হইলে শব্দ করে না। তাৎপর্য্য:—মানুষ অন্তঃসারশূন্য হইলেই অনর্থক আড়ম্বর করে।

স'য়ে থাকলে র'য়ে যায়—যে সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, পরিণামে সেই উন্নতি লাভ করিতে পারে। নচেৎ কোনও কার্য্য আরম্ভ করিয়াই তাহাতে ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার করিতে হইবে ভাবিয়া যে পশ্চাৎপদ হয়, তাহার কখনও উন্নতি হয় না।

সর্ব্বঃ কান্তমাত্মীয়ং পশ্যতি—সকলেই নিজের জনকে সুন্দর দেখে। নিজেরটি ভাল ইহা বুঝাইতে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই:—

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্॥

—"অতি দানে বলির পাতালে হ'ল বাস" দ্রঃ।

সর্ব্বস্বের বাড়া দণ্ড নাই—'মরণের বাড়া গাল নাই' প্রায় একার্থক। মানুষের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলে তাহার বাঁচিবার স্পৃহা থাকে না, ফলে সে দণ্ডভোগে আর ভয় করে না।

স-সে-মি-রা—স-সে-মি-রা বলিতে সঙ্কটাবস্থাকে বুঝায়। এক রাজকুমার ব্যাঘ্রভয়ে গাছে আশ্রয় করিলে সেখানের একটি ভল্লুকের সঙ্গে তাহার মিত্রতা হয়, কিন্তু তাহাকে রাজকুমার গাছের নীচে ফেলিয়া দিতে গেলে সে রাজকুমারকে স সে মি রা বলিয়া চপেটাঘাত করে। রাজকুমার গৃহে ফিরিয়া কেবল এই কথা বলিতে থাকে ও বিকৃতমস্তিষ্ক হয়। পরে কবি কালিদাস 'স-সে-মি-রা'র অর্থ প্রকাশ করিয়া দেন (মূল গল্প বত্রিশ সিংহাসন হইতে গৃহীত)। —শ্লোক চারিটি যথাক্রমে এইরূপ ('স-সে-মি-রা'র এক একটি অক্ষরে এক একটি শ্লোক রচিত হইয়াছে)—

'সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাং হন্তুঃ কিং নাম পৌরুষম্॥

বন্ধুত্বহেতু যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এরূপ ব্যক্তিকে প্রতারণা করায় কৃতিত্ব কোথায়? যে বিশ্বাস করিয়া ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকে, তাহাকে নিহত করায় পৌরুষ কি?

'সেতুবন্ধে সমুদ্রস্য গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥

সেতুবন্ধে এবং সাগর-সঙ্গমে স্নান করিলে ব্রহ্মঘাতীও পাপমুক্ত হয়, কিন্তু মিত্রদ্রোহীর মুক্তি নাই।

'মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।
তে ত্রয়ো নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

যে সকল লোক মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন এবং বিশ্বাসঘাতক, তাহারা যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য উঠিবে, তাবৎ নরকগামী হইবে।

'রাজাংসি রাজপুত্রোঽসি যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥'

রাজাই হও, রাজপুত্রই হও, নিজের মঙ্গল যদি কামনা কর, তবে ব্রাহ্মণকে দান কর এবং দেবতার আরাধনা কর।

সস্তার তিন অবস্থা—সস্তায় কোন জিনিস কিনিলে তাহা ভাল হয় না।

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্—সহসা কোনও কার্য্য করা উচিত নহে। বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কোন কার্য্য করিলে অশেষ বিপদে পড়িতে হয়।

সাজতে গুজতে দোল ফুরুল—কোনও কার্য্যে অতিরিক্ত আড়ম্বর করিতে গেলে, অনেক সময় সেই মূল কার্য্যই নষ্ট হইয়া যায়।

সাজতে গুজতে ফিঙে রাজা—গল্প আছে, পক্ষীরা বিধাতার নিকট 'কে বড়' তাই জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমার কাছে কাল যে আগে আসিবে, সেই 'বড়'। অন্য পাখীরা সাজসজ্জায় রত হইয়া দেরী করিয়া ফেলিল, কিন্তু ফিঙে পাখী সর্ব্বাগ্রে গিয়া রাজা হইল। তাৎপর্য্য:—প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বৃথা কালক্ষেপ করা উচিত নয়।

সাঁতার দিয়া সিন্ধু পার—অপার সমুদ্র সাঁতরাইয়া পার হওয়ার মত অসম্ভব কাজ করিতে যাওয়া।

সাঁতার না জানলে বাপের পুকুরেও ডুবে মরে—অজ্ঞ এবং অসমর্থ ব্যক্তি পরম হিতৈষীর কার্য্যদ্বারাও কষ্ট পায়।

সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে', সীতা কার মাসী (রামের বাবা)—সমস্ত বিষয় জানিয়া শুনিয়া পরে যদি কেহ অজ্ঞতার ভাণ করে, তবে তাহাকে শ্লেষ করিয়া ইহা বলা হয়।

সাত কুড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর—কোনও কার্য্যের উদ্যোক্তৃবর্গের মধ্যে সকলেই অলস হইলে কেবল ঈশ্বরে নির্ভর করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

সাত খুন মাপ—কেহ কেহ অপরাধ করিয়াও কোনও শাস্তি না পাইলে তাহার "সাত খুন মাপ" এইরূপ বলা হয়। যে লোক কোনও কার্য্যে অপরের চেয়ে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজী—কোনও ধূর্ত্ত লোক তাহার অপেক্ষাও চতুর ও বলবান্ লোকের পাল্লায় পড়িলে প্রযোজ্য।

সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করা—(To move heaven and earth). বহু ক্লেশ ও কৌশল দ্বারা কোনও কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করা।

সাত ঘাটের জল খাওয়ান—অশেষবিধ নিগ্রহ করা ও লাঞ্ছনা দেওয়া।

সাত চড়ে মশা মারা—অল্পক্লেশসাধ্য ব্যাপারে বহু ক্লেশ স্বীকার করা।

সাত চড়ে রা' বেরোয় না—অত্যন্ত নিরীহ ও লজ্জাশীল।

সাত নকলে আসল খাস্তা—"তিন নকলে আসল খাস্তা" দ্রঃ।

সাত বার খেয়ে একাদশী—ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি করা।

সাত ভাই তাঁত বোনে, আপন কোলে সবাই টানে—অনেক স্থলেই একতা আছে বলিয়া বাহ্যতঃ মনে হইলেও তলাইয়া দেখিলে দেখা যায়, সকলেরই নিজের স্বার্থের প্রতি প্রবল দৃষ্টি আছে।

সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না—কোন অক্ষম ব্যক্তি কার্য্য এড়াইবার জন্য অসম্ভব কিছুর দাবী করিলে প্রযোজ্য।

সাত রাজার ধন এক মাণিক—অতি মূল্যবান্ প্রিয়বস্তু।

সাত সতীনে ঘরকন্না, বাড়ীর গিন্নী ভাত পান না—কোন কার্য্যসাধনে যদি কলহপরায়ণ বহু কর্ম্মীর সমাগম হয়, তবে কার্য্যে বিশৃঙ্খলা হয় এবং কার্য্যটি কিছুতেই সুসম্পন্ন হয় না।

সাত সতীনে নড়ি চড়ি, বেড়া আগুনে পুড়ে মরি—পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে এমন অবস্থায় মানুষ উপস্থিত হয় যে, সে এমন কি নিজের স্বার্থের দিকেও লক্ষ্য রাখে না, উদ্দেশ্য থাকে কেবল পরের অনিষ্ট করা। এইরূপ করিলে শেষে সকলেই বিপন্ন হইয়া বিধ্বস্ত হয়।

সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া—অনেক দূরে যাওয়া।

সাতেও না, পাঁচেও না—কোন ঝামেলায় নয়।

সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ—যাহার নিজস্ব কোন মতবাদ নাই এরূপ ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

সাধ কত ছিল রে চিতে, মলের আগে চুট্‌কি দিতে—দরিদ্রের দুরাশাকে বিদ্রূপ করিয়া ইহা বলা হয়। অযোগ্যের অযৌক্তিক আশা।

সাধলে জামাই (কাঁটাল) খান না, শেষে জামাই (খোসা) পান না—অনেক সময় লোকে কোনও ঈপ্সিত কার্য্যে অনুরুদ্ধ হইয়াও লজ্জাবশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না। পরে সেই কার্য্যের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে বৃথা অনুতপ্ত হন।

সাধুনাং দর্শনং পুণ্যম্—মহাজনের দর্শনও পুণ্যের হেতু হইয়া থাকে।

সাধে কি আর বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়—দায়ে ঠেকিয়া অনেক অবাঞ্ছিত কাজও করিতে হয়।

সাধের কমল তুলতে গিয়ে, হাতে ফুট্‌ল কাঁটা—সুখলাভের চেষ্টা করিতে গিয়া কেবল দুঃখ পাওয়া।

সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হ'ল কাণা—"সাধের কমল"···ইত্যাদির ন্যায় অর্থ।

সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে—উভয়কূল বজায় রাখিয়া কার্য্য করা।

সাপকে দুধ খাওয়ালেও বিষ কমে না—স্বভাবতই যে খল, ভাল ব্যবহারেও তাহার খলস্বভাব নষ্ট হয় না।

সাপ ম'লেই সোজা—মৃত্যুর পূর্ব্বে সাপ কখনও সরল হয় না। তাৎপর্য্য :—কুটিল ব্যক্তির স্বভাব মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবর্ত্তিত হয় না।

সাপ মারিলেই শিবকে লাগে—সাপ শিবের মাথায় থাকে। সাপকে মারিলে শিবের লাগিবেই।—কাহাকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানিবার ক্ষমতা না থাকিলে, পরোক্ষে তাহাকে মারা।

সাপ যেখানে, নেউল সেখানে—পাপ করিলেই শাস্তির ভয়, নচেৎ কোনও ভয়ের কারণ থাকে না।

সাপ হয়ে দংশে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে—যে ক্ষতি করে, সে-ই আবার সেই ক্ষতির প্রতীকার করিতে অগ্রসর হইয়া মিত্রতাও দেখায়, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অনেকটা 'বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী'র অনুরূপ।

সাপে ডরায় ব্যাঙাকে, ব্যাঙা ডরায় সাপকে—বিবদমান উভয়পক্ষে পরস্পর পরস্পরকে ভয় করিলে ইহা বলা হয়।—স্বয়ং প্রবল হইলেও লোকে দুর্ব্বল শত্রুকেও ভয় করিয়া থাকে।

সাপের ছুঁচা গেলা—ইঁদুর বা ব্যাং ভাবিয়া সাপ ছুঁচো গিলিলে দুর্গন্ধের ভয়ে তাহাকে খাইতেও পারে না, অথচ অর্দ্ধেক গিলিয়া বাঁকা দাঁতের জন্য উগরাইতেও পারে না। তাৎপর্য্য :—লোভবশতঃ কোনও কার্য্যের ফলাফল না ভাবিয়া অগ্রসর হইয়া পরে তাহার মধ্যপথে হতবুদ্ধি হওয়ার অবস্থা।

সাপের পাঁচ পা দেখেছ—মাত্রা ছাড়াইয়া কেহ যথেচ্ছ অত্যাচার বা অনাচার করিলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। জনশ্রুতি এই, সাপের পাঁচ পা দেখিলে রাজা হয় [সাপের কখনও পা থাকে না]।

সাপের মুখে ঈষার মূল—অতি বলবান্‌কে কোনও কৌশলে নত করিতে পারা। ঈষার মূলের গন্ধ অতি তীব্র, সাপে উহা সহ্য করিতে পারে না।

সাপের লেখা, বাঘের দেখা—"বাঘের দেখা, সাপের লেখা" দ্রঃ।

সাপের লেজে বাড়ি দেওয়া (বা পা দেওয়া)—কোনও বলবান্ অত্যাচারীকে ক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া অত্যাচারে প্রবুদ্ধ করা। সাপের লেজে আঘাত করিলে সাপ অতীব উত্তেজিত হইয়া উঠে।

সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে—বেদেরা যেরূপ সাপের হাঁচি চিনিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ লোকে বাহ্য আকৃতি দ্বারা খলের মনোভাব বুঝিয়া তাহাকে আত্মবশে আনিতে যত্নবান্ হন।

সাবধানের বিনাশ (বা মা'র) নাই—(Forewarned is forearmed). সতর্ক হইয়া চলিলে সহজে বিপন্ন হইতে হয় না। অসাবধানের পদে পদে বিপদ্।

সারাদিন থাক্‌ব নায়, কখন দিব খড়ম পায়—যে সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, সে বাহাড়ম্বর দেখাইতে পারে না।

সারাদিন বঁড়শী হাতে, সন্ধ্যেবেলা আমড়া ভাতে—সারাদিন মৎস্যশিকারে প্রয়াসী হইয়াও সন্ধ্যাকালে অদৃষ্টের দোষে আমড়া ভাতে খাইতে হয়।—বহু চেষ্টা করিয়াও কোন কার্য্যে বিফল হওয়া।

সারাদিন যায় হেসে খেলে, সন্ধ্যাবেলা বৌ কাপাস ডলে—কাজের সময় আলস্যে কাটাইয়া কেহ

অসময়ে যদি কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা ব্যবহৃত হয়।

সারাপথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি—কোন কার্য্যে অতি দ্রুত-বেগে অগ্রসর হইয়াও সমাপ্তিতে অযথা বিলম্ব করা।

সিংহের বেটা শেয়াল হয় না—বাপের গুণ ছেলে সবটা না পাইলেও কিছুটা পায়।

সিংহের ভাগ শৃগালে খায়—দুইটি সিংহ একটি মৃত হরিণের ভাগ লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া হীনবল হইলে এক শৃগাল আসিয়া হরিণটির মাংস ভক্ষণ করে। তাৎপর্য্য :—একতাহীনতায় লোকে দুর্ব্বল হয়।

সিধা (সোজা) আঙ্গুলে ঘি ওঠে না—যেখানে কুটিল না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, সেখানে সরল হইতে যাওয়া বৃথা।

সিন্দুকের কাছে ধার করা—অনেক কৃপণ ব্যক্তি প্রয়োজন হইলে নিজের সিন্দুক হইতে টাকা লইলেও তাহা ধার হিসাবে লয়, এবং পরে পরিশোধ করে। নিজের টাকা নিজেই ব্যয় করিয়া 'ধার করিয়াছি' বলিলে লোকে এই কথা বলে।

সুঁদর বনে বাঁদর রাজা—যেখানে সুযোগ্য লোকের অভাব, সেখানে অযোগ্য ব্যক্তিও খ্যাতি অর্জ্জন করে।

সুখে থাক্‌তে ভূতে কীলোয়—সুখে থাকিতে পারিয়াও ইচ্ছা করিয়া বিপদ্‌কে ডাকিয়া আনা। তাৎপর্য্য :—অনর্থক অবি-বেচনার কার্য্য করিয়া দুঃখ ভোগ করা।

সুখের ঘরে রূপের বাসা—যাহারা সুখী তাহাদের ঘরে প্রায়ই সকল লোক সুরূপ হয়।

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল—টাকা, কড়ি ইত্যাদির সুখ না থাকুক, কিন্তু মনে যেন শান্তি থাকে।

সুজন-পিরীত সোণা, ভেঙ্গে গড়া যায়। কুজন-পিরীত কাচ, ভাঙ্গিলে ফুরায়—সুজনের সহিত প্রণয় স্বর্ণের মত দৃঢ় এবং একবার ভাঙ্গিলে আবার জোড়া লাগান চলে। কিন্তু দুর্জ্জনের ভালবাসা কাচের মত ক্ষণভঙ্গুর এবং ভাঙ্গিলে চিরতরেই ভাঙ্গে।

সুদিনের বারো ভাই, কুদিনের কেউ নাই—সুসময়ে অনেকেই বন্ধু হয়, কিন্তু অসময়ে কাহারও পাত্তা পাওয়া যায় না।

সুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না—"কথায় চিঁড়ে ভেজে না" দ্রঃ।

সুধু পলতা পায় না, ধনে পলতা চায়—সামান্য দ্রব্য যাহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য, সে তাহা ছাড়া আরও কিছু চাহিলে তাহা নিতান্ত দুরাশা, এই তাৎপর্য্য।

সুধু মেঘে মাটি ভিজে না—"কথায় চিঁড়ে ভেজে না" দ্রঃ।

সূঁচ গড়তে জানে না, বন্দুকের বায়না নেয়—ছোট কাজ করিতে পারে না, বড় কাজ করিতে যায়।

সূঁচ চলে না, বোটে চালায়—"ছুঁচ চলে না…" দ্রঃ।

সূঁচ, সোহাগা, সুজন, ভাঙ্গা গড়ে তিন জন—"ছুঁচ, সোহাগা…"দ্রঃ।

সূঁচ হ'য়ে সেঁধিয়ে, ফাল হয়ে বেরোন—"ছুঁচ হয়ে…"দ্রঃ।

সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বৌ সুন্দর নয়—সময় মত কার্য্য না করিলে, শ্রমও হয়, অর্থব্যয়ও হয়, অথচ ঈপ্সিত কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য :—যথাসময়ে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

সেই গাধা জল খায়, তবু ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে যায়—কেহ যদি অনুরুদ্ধ হইয়াও কোন কার্য্য না করিয়া পরে সেই কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাকে শ্লেষ করিয়া ইহা উক্ত হয়।

সেই ত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি—পূর্ব্ব প্রবাদ দ্রঃ।

সেই ধানে সেই চাল, গিন্নী বিনে আলথাল—পূর্ব্বের মত সেই পরিমাণ ধান্যে সেই পরিমাণ চাউলই হইতেছে, তবু তত্ত্বাবধায়কের অভাবে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা হইতেছে।

সেই বুড়ী নাচে, কত কাচ কাচে—পূর্ব্বে অনুরোধ করাতেও কোনও কার্য্য না করিয়া পরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই কার্য্য করিলে ইহা উক্ত হয়।

সেকরাবাড়ীর বিড়াল, ঠুক্‌ঠক-নিতে ভয় পায় না—যে যাহাতে অভ্যস্ত, কিয়ৎপরিমাণে অস্বাভাবিক হইলেও সে তাহাতে ভয় পায় না।

সেকরার ঠুক্‌ঠাক্‌, কামারের এক ঘা—সেকরা ঠুকঠাক করিয়া হাতুড়ির দ্বারা অল্প অল্প কাজ করিয়া চলে, কামার জোরে জোরে ঘা দিয়া অনেক কাজ করে। তাৎপর্য্য :—কেহ বার বার একটু একটু করিয়া অপমান বা অত্যাচার সহ্য করিয়া শেষে যখন ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলে তখন সে প্রবলবিক্রমে এক ধাক্কায় অত্যাচারীকে সম্পূর্ণ জব্দ করিলে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

সে কহে বিস্তর মিথ্যা, যে কহে বিস্তর—(Those who talk much must talk in vain). অতিরিক্ত কথা কহিলে তাহার মধ্যে বাজে কথা এবং মিথ্যা কথা থাকিবেই। তাৎপর্য্য :—অনর্থক বহু ভাষণ দূষণীয়।

সে কাল গেছে বয়ে, এঁটে কচু খেয়ে—কেহ ধনমদে মত্ত হইয়া পূর্ব্বের অবস্থা বিস্মৃত হইলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হয়।

সে গুড়ে বালি—যে আশা করা হইয়াছে, সে আশা দুরাশা মাত্র।

সেধে পেড়ে ভাব, আর মেজে ঘষে রূপ—(Love is spontaneous). বাহ্য সংস্কার দ্বারা রূপ জন্মে না ; সেইরূপ চাটুবাক্য দ্বারাও প্রকৃত ভালবাসা স্থাপিত হয় না। এইগুলি স্বাভাবিক।

সেধো ভাত খাবি, না হাত ধুয়ে ব'সে আছি—"পাগলা, ভাত খাবি…"দ্রঃ।

সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই—যেখানে অত্যন্ত কড়াকড়ি সেখানে কোন সুযোগ পাইবার আশা নাই।

সেয়ানে ঠক্‌লে বাপকেও বলে না—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা কাহাকেও বলে না।

সেরকে পশুরি চুরি—এক সের জিনিস বিক্রয় করিতে গিয়া ক্রেতাকে পাঁচ সের ঠকান। তাৎপর্য্য :—অতিরিক্ত চুরি করা।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—বর্ত্তমানে পূর্ব্বের সুখ, সমৃদ্ধি বা উন্নতি নাই।

সোণা ফেলে আঁচলে গেরো—বহুমূল্য বস্তুকে অজ্ঞতাবশতঃ অগ্রাহ্য করিয়া তুচ্ছ বস্তুকে আদর করা।

সোণা ব'লে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিতল হ'ল—বাহ্য আকৃতি দর্শনে উত্তম মনে করিয়া পরে ব্যবহারে প্রতারিত হইলে এইরূপ বলা হয়।

সোণার উপর মিনের কাজ—অতি সুন্দরের সহিত সুন্দরের মিলন।

সোণার ওজন কুঁচের সহিত—অতি নগণ্য কুঁচের সঙ্গে সোণার তুলাদণ্ডে ওজন করা হয়। তাৎপর্য্য :—অতি তুচ্ছের সহিত অতি মহতের তুলনা।

সোণার থালে ক্ষুদের জাউ—উত্তম আশ্রয়ে অতি হীনবস্তুর সমাবেশ হইলে এই ব্যঙ্গোক্তি করা হয়।

সোণার দাঁড়ে কাক বসান—ক্ষুদ্রকে অতি উচ্চ আসনে স্থান দেওয়া।

সোণার লঙ্কা ছারখার—অতি সুসমৃদ্ধ স্থানের অথবা উন্নত পরিবারের হঠাৎ সম্পূর্ণ পতন।

সোমে বুধে না দিও হাত, ধার ক'রে খেও ভাত—ধানের গোলা সোম-বার বা বুধবারে ভাঙ্গিতে নাই, বরং ঐ দিন ধার করিয়া চালাইতে হইলেও ভাল।

সৌরভে ভ্রমর মজে—পদ্মের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা উহার সৌরভেই ভ্রমর আকৃষ্ট হয়। তাৎপর্য্য :—রূপ অপেক্ষা গুণের আদর বেশী।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ—স্ত্রীলোকের চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য নিতান্ত দুজ্ঞেয়। দেবতারাও তাহা জানিতে পারেন না।

স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী—স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অতীব বিপজ্জনক।—নারীর বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া নিজে বিবেচনা না করিয়া কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া বিপজ্জনক।

স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই :—শ্রদ্দধানাঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥—ক্ষুদ্রের নিকটও উত্তম বিদ্যা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করা বিধেয়। ধর্ম্মোপদেশ নীচের নিকট হইতেও অবশ্য গ্রাহ্য। দুষ্কুল হইতেও সুন্দরী ও গুণবতী রমণী পাইলে গ্রহণ করা নিন্দনীয় নহে।

স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই—ন্যায় ও সত্য কথা বলিলে কোনরূপ বিপদে পড়িতে হয় না।

স্বদেশের ঠাকুর, বিদেশের কুকুর—যিনি স্বদেশে অশেষ সম্মান ভোগ করেন, তিনি হয়ত বিদেশে নিতান্ত অনাদৃত এবং হয়ত লাঞ্ছিতও হইয়া থাকেন, কারণ সেখানে তাঁহার মূল্য হয়ত কেহই জানে না।—সকল ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমান আদর পায় না।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ—স্বীয় ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া শ্রেয়স্কর, কিন্তু পরধর্ম্মাশ্রয় বিপজ্জনক।

স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ—যে ব্যক্তি সৎকার্য্য দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিনিই ধন্য।

স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লৎ যায় না ধুলে—"ইল্লৎ যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে" দ্রঃ।

স্বভাবে করে না, অভাবে করে—অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়।

স্বর্গ হাতে পাওয়া—হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সুখ লাভ করা।

স্বর্গে তুলে দেওয়া—অতিরিক্ত প্রশংসা করা।

স্বর্গে দাসত্ব অপেক্ষা নরকে রাজত্ব ভাল—(Better to reign in hell than to serve in heaven). স্বাধীনতা সকল সুখের শ্রেষ্ঠ; স্বর্গবাসও তাহার কাছে নগণ্য, এই তাৎপর্য্য এখানে বুঝাইতেছে।

স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই :—বিদ্বয়া পূজ্যতে লোকে, বিদ্বয়া সুখমশ্নুতে। বিদ্যা শুভকরী কিন্তু স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী।—বিদ্যাদ্বারা লোকে সম্মান, সুখ, মঙ্গল সকলই লাভ করে। কিন্তু অল্প বিদ্যা থাকা প্রায়ই বিপজ্জনক।

স্বামী নাই, পুত্র নাই, কপালভরা সিঁদুর, ধান নাই, চাল নাই, গোলাভরা ইঁদুর—ভিতরে কিছুই না থাকিলেও বাহিরের চাল বজায় রাখার জন্য কেহ বৃথা আড়ম্বর করিলে তাহাকে উপহাস করিয়া এইরূপ বলা হয়।

স্বামীর কিবা সুখ, পৌষমাসে ভাতের দুখ—এমন গুণধর স্বামী পাওয়া গিয়াছে যে, তাহার হাতে পড়িয়া সমৃদ্ধিপূর্ণ পৌষমাসেও অন্নাভাব ভোগ করিতে হয়। ইহা শ্লেষোক্তি।

স্বামীর মা শাশুড়ী, তারে বড় মানি, কোথা হ'তে এলেন আমার খুড়-শাশ্-ঠাকুরাণী—যে রমণী শাশুড়ীকে মানে না, সে খুড়-শাশুড়ীকে মানিবে এইরূপ আশা দুরাশা।—যে বড়কেই মানে না, সে তদপেক্ষা ছোটকে ভয় করিবে, ইহা হইতে পারে না।

স্রোতে গা ঢালা—অদৃষ্টের উপর ভরসা করিয়া উদাসীন হইয়া থাকা।

হ

হওয়া ভাতে কাঠি—সমাপ্তপ্রায় কার্য্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া বাহাদুরী লইবার অথবা সহানুভূতি দেখাইবার চেষ্টা করা।

হক্ কথাতে আহাম্মক রুষ্ট—যাহারা নির্ব্বোধ তাহারা সত্য কথায় রুষ্ট হইয়া থাকে।

হক্ কথা বল্‌ব, বন্ধু বেগড়ায় বেগড়াবে। পেট ভ'রে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়্‌বে॥—সত্যকথা বলিয়া ও ন্যায্যকার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে কাহারও উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না।

হক্ কথার মার নেই—সত্যের ক্ষয় নাই। কারণ ভবিষ্যতে আর তাহা বদলাইতে হয় না।

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী—এক মূর্খের পরামর্শে অপর মূর্খ চালিত হইলে এই বাক্য বলা হয়।

হবু ছেলের অন্নপ্রাশন—প্রকৃত কাজের কোন স্থিরতা নাই, অথচ আগে থেকেই তার জন্য তোড়জোড় করা।

হয়কে নয়, নয়কে হয় করা—সত্যের অপলাপ এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জাহির করা। আসল ব্যাপার লুকাইবার চেষ্টা করা।

হয় না হয় বিয়ে, ঢাক বাজাও গিয়ে—আসল কাজ হইবার নাম নাই, আনুষঙ্গিক কাজ লইয়া ব্যস্ত।

হয় যদি তিলটা, কয় তবে তালটা—সামান্য বিষয়কে বাড়াইয়া বলিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হরি ঘোষের গোয়াল—শব্দাংশে দ্রঃ।

হরিদ্বার আর গঙ্গাসাগর—পরস্পরের মধ্যে অতিশয় অমিল থাকিলে বা অতি দূরবর্ত্তী দুইটী স্থানের উল্লেখ করার সময় এই বাক্য বলা হয়।

হরিনামের খোঁজ নাই, ফটিকের রাঙ্গা থোপ—বাহ্য আড়ম্বরই সার—ভিতরে কোনও সার নাই।

হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়—কাহারও দাতা বা দয়াশীল বলিয়া খ্যাতি থাকিলেও যদি কার্য্যতঃ তাঁহার নিকট গেলে বিমুখ হইয়া আসিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলা হয়।

হরি বাঁচান প্রাণ, বৈদ্যের বাড়ে মান—ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই পীড়া আরোগ্য হয় কিন্তু লোকে বলে, চিকিৎসকের কৃতিত্ব।—ঈশ্বর সকল কর্ম্মেরই নিয়ন্তা, মানুষের চেষ্টা উপলক্ষ মাত্র।

হরির খুড়ো মাধাই দাস—যাহার সহিত যে ব্যক্তির বা বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নাই, সে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে আসিলে তাহাকে উপহাস করিয়া বলা হয়।

হরে দরে হাঁটু জল—মোটের উপর হাঁটু পরিমাণ জল। তাৎপর্য্য :—কখনও কিছু ক্ষতি হইলেও কখনও আবার কিছু লাভ হইয়া সেইটার পূরণ হইয়া যায়। লাভে লোকসানে সমান দাঁড়ায়।

হলুদ জব্দ শিলে, ঝি জব্দ কীলে, পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে—বউ জব্দ শিলে' দ্রঃ।

হলুদের গুঁড়ো, নুনের গুঁড়ো—হলুদ ও নুন সব তরকারিতে প্রয়োজন হয়।—সুতরাং যে ব্যক্তি সকল কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে যায়, তাহাকে শ্লেষ করিয়া ইহা বলা হয়।

হংসমধ্যে বকো যথা—গুণীর মধ্যে নির্গুণের আদর নাই।

হাঁ কর তুমি, বত্রিশ নাড়ী গুণি আমি—তুমি যতই অভিপ্রায় গোপন রাখিতে চেষ্টা কর না কেন, তোমার কথার অল্প আভাসেই আমি সকল বুঝিতে পারি।

হা করলেই গাঁ'র উদ্দেশ—বুদ্ধিমান্ লোক মানুষের সামান্য কথা দ্বারাই অন্তরের অভিপ্রায় বুঝিয়া লইতে পারেন।

হাঁড়ির ভাত, একটা টিপলেই সবার খবর মিলে—একজাতীয় বা একধরণের কোন ব্যক্তি বা বস্তুর একটির সম্বন্ধে জানিতে পারিলেই সকলের সম্বন্ধে জানা যায়।

হাকিম নড়ে ত, হুকুম নড়ে না—হাকিমের আদেশের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না; বরং হাকিমের পরিবর্ত্তন সম্ভব। কাহারও কথার মূল্য খুব বেশী হইলে তাহার সম্বন্ধে বলা হয়।

হাজার টাকা দিলেও কাটা কান জোড়া লাগে না—টাকার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয় না। মানসম্ভ্রম একবার নষ্ট হইলে বিস্তর টাকা খরচ করিলেও আর সুনাম ফিরিয়া আসে না।

হাঁটবার আগে হামাগুড়ি—পূর্ব্ব শিক্ষালাভ করিয়া কোন কাজে অগ্রসর হইতে হয়।

হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ—কোনও বস্তু কার্য্যকালে না থাকিলে দায়ে পড়িয়া তাহা ছাড়াই কখন কখন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হাটে কি দর চাল, না মামার ভাতে খাই (আছি)—পরনির্ভরশীল ব্যক্তির চাউলের দর জানার প্রয়োজন হয় না। তাৎপর্য্য :—যাহার যে বিষয়ে প্রয়োজন নাই, সে সাধারণতঃ তাহার খোঁজ রাখে না।

হাটে গেল কার মা, দেখে এল বাঘের পা—পরের কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও তাহাকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া এবং নিজে তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের কোনও চেষ্টা না করা।

হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা—(Let the cat be out of the bag). বহু লোকের সমক্ষে গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া।

হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করা—(To beat black and blue). অতি কঠোর প্রহার করা।

হাড় খাব মাস খাব, চাম দিয়ে ডুগডুগি বাজাব—কাহাকেও এইরূপ বলিয়া ভয় দেখান হয়। কোনও লোকের ক্রমে ক্রমে যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দুর্দ্দশার চরমে লইয়া যাওয়া।

হাড়ে ভেল্কি খেলে—অতি কৌশলী ও সুচতুর লোকের সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়। অতি সামান্য উপকরণ দিয়া অতি দুঃসাধ্য কার্য্য করিলে এইরূপ বলা হয়।

হাত ছোট, আম বড়—গ্রহণের শক্তি কম, অথচ গ্রহণীয় জিনিসটি বড়।

হাত ঝাড়লে পর্ব্বত—অতি দানশীলের দান। না দিয়া হাত ঝাড়িলেও তাহার দান প্রচুর।

হাত দিয়া জল গলে না—অতি কৃপণের ব্যবহার। অতি নগণ্য কোন জিনিস দান করিতেও কৃপণ ব্যক্তির কষ্ট হয়।

হাতী আড়ে পড়লে চামচিকাও লাথি মারে—আড়ে=গর্ত্তে। অতিমহান্ বা বলবান্ ব্যক্তিও দুরবস্থায় পতিত হইলে দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র তাহাকে অবমাননা করিতে সাহস করে।

হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া (বা মশা) বলে কত জল—বড় বড় লোকে যেখানে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেখানে অতি ক্ষুদ্র লোক উদ্যোগী হইলে তাহাকে উপহাস করিয়া এই বাক্য বলা হইয়া থাকে।

হাতী চড়ে' ভিক্ষে মাঙ্গি, ইচ্ছেয় না দাও ঘর ভাঙ্গি—অনেক সময় কোনও কোনও অনুগ্রহপ্রার্থী এমন থাকে যে, তাহারা জোর করিয়া তাহাদের দাবী পূর্ণ করিয়া লয়, অথচ মুখে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, সেইরূপ লোকদের সম্পর্কে এইরূপ বলা হয়।

হাতী দিয়ে হাতী ধরা—প্রবলকে প্রবলের সাহায্যে জব্দ করা।

হাতী পড়েছে দকে, ঠোকর দিচ্ছে বকে—দুরবস্থায় পড়িলে অতি মহতেরও অতি ক্ষুদ্রের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হয়।

হাতী পাঁকে পড়লে হাতীই উদ্ধার করে—মহত্তের প্রয়োজন সাধন করিতে অথবা মহৎ বিপদে পড়িলে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে মহৎই সমর্থ হয়।

হাতী মলেও ঘোড়ার দুনো—প্রবল দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী শক্তি রাখে।

হাতীর কাঁধে আসে যায়, হাম্বারবে মূর্চ্ছা যায়—অতি কঠিন কার্য্য করিতে পারে, অথচ সামান্য কার্য্য করিতে ভয় পায়।

হাতীর দর্প চূর্ণ হয় পাহাড়ের কাছে—বড়'রও বড় আছে। শক্তর পাল্লায় পড়িয়া অতি উদ্ধত ব্যক্তির দর্প চূর্ণ হয়।

হাতীর মিন্ মিন্, ঘোড়ার দৌড়—হাতী আস্তে আস্তে চলিয়াও, ঘোড়া দ্রুতবেগে যে পথ চলে, তাহা অতিক্রম করিতে পারে। ক্ষুদ্র ব্যক্তি অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া এবং অতীব শ্রমস্বীকার করিয়া যে কার্য্য করে, মহান্ ব্যক্তি অতি অল্প আয়াসেই তাহা করিতে পারে।

হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে যাই নীলাচল—কোনও কঠিন কার্য্য করিতে হইলে দৈহিক শক্তি এবং অর্থবল, উভয়েরই নিতান্ত প্রয়োজন। নীলাচল=পুরীধাম।

হাতে কালি মুখে কালি, বাছা আমার লিখে এলি—কেহ কোনও কার্য্য না করিয়া বাহিরে যদি এরূপ ভাব দেখাইতে চায় যে, সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, তবে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া এইরূপ বলা হয়।

হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই দই—সহস্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সত্যকে চাপা দিয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস। অথবা প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও প্রার্থনা করা।

হাতে না মেরে ভাতে মারা—মুখে বিশেষ কিছু না বলিয়া কার্য্যতঃ নির্য্যাতন করা।

হাতে নেই কাণাকড়ি, করে' বেড়ায় বাড়াবাড়ি—উপকরণের অভাব, অথচ বাহিরে উদ্যোগ-আয়োজন দেখান।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—হাতে পঞ্জিকা থাকিতে 'কি বার?' এরূপ প্রশ্নের প্রয়োজন কি? প্রত্যক্ষরূপে বস্তুর জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইলে অনুমানে প্রয়োজন কি?

হাতে মাথা কাটা—যাহার কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু করিবার সামর্থ্য নাই, কারণ উপকরণের অভাব, সে যদি মুখে খুব বড় বড় কথা কহিয়া ভয় দেখায়, তবে তাহার সম্বন্ধে ইহা বলা হয়। অথবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুতর ক্ষতি সাধন করা।

হাতে যদি নাই ধন, পাঁচে হও একমন—অর্থের অভাবে যে কাজে হাত দেওয়ার কথা ভাবা যায় না, অনেকে মিলিয়া একযোগে চেষ্টা করিলে সে কাজও সম্পন্ন করিতে পারা যায়।

হাতে যদি ফল পাই, তবে কি আকসী চাই—সহজ উপায়ে কোনও কার্য্য সিদ্ধ হইলে অযথা ক্লেশস্বীকারের প্রয়োজন কি?

হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না—সমান অবস্থার সকল লোক, অথবা সমান মূল্যের সকল দ্রব্যই একরকম হয় না।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা—যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে হেলায় ত্যাগ করা।

হাতের শাঁখা দর্পনে দেখা—হস্তস্থিত শঙ্খ প্রত্যক্ষই হয়, সেজন্য দর্পণ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। যাহা অল্পায়াসসাধ্য, তাহার জন্য বহুল আয়াস স্বীকার করা।

হাতেরও যাবে, পাতেরও যাবে—বুদ্ধিদোষে একূল ওকূল দুকূল যায়।

হাভাতে ফকির হ'ল, দেশেও মম্বন্তর এল—কোনও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী

হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ই এমন দুর্ভিক্ষ হইল যে, কেহই আর তাহাকে ভিক্ষা দিতে পারিল না। বরাত ভাল না হইলে কোন ব্যবস্থাই কার্য্যকরী হয় না। অনুরূপ প্রবাদ,—"অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়" দ্রঃ।

হাভাতের দুনো গ্রাস—যে খাইতে পায় না, সে খাইতে পাইলে খুব বেশী করিয়া খায়।

হায় রে আমড়া, কেবল আঠি আর চামড়া—আমড়া দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ভিতরে পদার্থ বড় একটা নাই। বাহিরেই যা' চাকচিক্য ভিতরে বিশেষ কিছুই নাই। বাহিরের অবস্থা দেখিয়া প্রতারিত হইলে লোকে এই কথা বলে।

হারিয়ে তারিয়ে কাশ্যপ গোত্র—লক্ষ্যভ্রষ্ট অবস্থায় বিচরণ করিয়া অবশেষে আবার আসিয়া পূর্ব্বের উপায় বা বস্তুই ধরিয়া বসা।

হা'ল ছেড়ে দেওয়া—কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া দৈবের উপর নির্ভর করা।

হা'ল যদি ধরে ঠেসে, যায় কি তরী তুফানে ভেসে—চালক স্থির থাকিলে কার্য্যে কখনও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না।

হা'লে পানি পায় না—হা'লে জল না ঠেকিলে নৌকা চালান যায় না।—কোনও বিপদে পড়িয়া উদ্ধারলাভের উপায় করিয়া উঠিতে না পারিলে এরূপ বলা হয়।

হালে বয় না, তেড়ে গুঁতোয়—যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যেই না লাগে অথচ তাহার ক্রোধটি বেশ প্রবল থাকে, তবে তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বলা হয়।

হিঁদু যদি মুসলমান হয়, মুরগী খেতে কম নয়—স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তি বড়ই দুষ্ট হয়। কালাপাহাড়ের গল্প স্মরণীয়।

হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ—হিতকর অথচ শ্রুতিমধুর, এরূপ বাক্য দুর্লভ। তাৎপর্য্য ঃ—সত্য ও হিত বাক্য প্রায়ই শ্রুতিকটু হয়।

হিসাবের গরু বাঘে খায় না—হিসাব করিয়া কার্য্য করিলে পরে ঠকিতে হয় না বা অপরে প্রতারিত করিতে পারে না।

হুড়মো দিয়ে সাগর ছেঁচে—অতি ক্ষুদ্র উপকরণ লইয়া বৃহৎ কার্য্য সাধন করিবার চেষ্টা করে।

হেলায় কার্য্য নষ্ট, বুদ্ধি নষ্ট নির্ধনে। যাচনে মান নষ্ট, ভোজন নষ্ট দই বিনে—শেষপাতে দই না পাইলে যেমন খাওয়ায় তেমন তৃপ্তি হয় না, তেমনি কার্য্যে অবহেলা করিলে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, টাকাপয়সা না থাকিলে বুদ্ধিও খারাপ হইয়া যায়, পরের কাছে হাত পাতিলে আর মানসম্মান থাকে না।

হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়—যে ক্ষুদ্র কার্য্য করিবার সামর্থ্য রাখে না, তাহার দুঃসাধ্য কার্য্য করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। হেলে = নির্বিষ সর্প।

হেলে যায় চষতে, বামুন যায় বসতে—সংসারে যে যার কাজে ব্যস্ত।

হেলে যায় হাল নিয়ে, বিধাতা যায় তুল নিয়ে—চাষী চাষ করিতে যায় বটে, কিন্তু বিধাতা তাহাকে কি ফল দিবেন, তুলাদণ্ডে তাহাই ঠিক করেন। তাৎপর্য্য ঃ—মানুষে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ফল ভগবানের হাতে।

হেসে হেসে কথা কয় সে হাসি ত ভাল নয়—দুষ্ট লোকের মুখে হাসি, অন্তরে বিষ।

হোঁচট খেয়ে পদ্মনাভ—"উচোট খেয়ে প্রণাম" দ্রঃ।

হোঁতা (বা থোঁতা) মুখ ভোঁতা হ'ল—অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ হইলে এই কথা বলা হয়।

হ্যাপায় প'ড়ে স্রোতে ভাসা—দায়ে পড়িয়া কোনও কঠিন কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়া।

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

পরিশিষ্ট

বাঙ্গালা ধাতু

ক্রিয়ার মূলকে ক্রিয়াপ্রকৃতি বা ধাতু বলে। অর্থাৎ যাহার সঙ্গে প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ গঠন করা হয় তাহার নাম ধাতু। হ, খা, কর্, দেখ্ ইত্যাদি হইতে হইল, খাইবে, করিলাম, দেখিবেন ইত্যাদি ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। সেইজন্য হ, খা ইত্যাদি শব্দগুলি ধাতু। বাঙ্গালায় তিন রকমের ধাতু আছে ঃ—(১) মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু, অর্থাৎ যে সকল ধাতুর বিশ্লেষণ হয় না, যেমন—কর্, খা, দেখ্ ইত্যাদি। (২) সাধিত ধাতু, অর্থাৎ যে সকল ধাতুর বিশ্লেষ করিলে অন্য ধাতু বা বিশেষ্য বিশেষণাদি পাওয়া যায়, যেমন—(ক) খা + আ = খাওয়া (অর্থাৎ খাওয়ান) প্রযোজক বা ণিজন্ত ধাতু, (খ) শুন্ + আ = শোনা (ইহা ভাল শোনায় না); কর্ম্মবাচ্যের ধাতু; (গ) চাবুক + আ—চাব্কা (অর্থাৎ চাব্কান) নাম ধাতু, (ঘ) কন্কন্ + আ = কনকনা (কন্কনান) ধ্বন্যাত্মক ধাতু; (সংযোগাত্মক বা সংযোগমূলক ধাতু; অর্থাৎ একাধিক পদ মিলিয়া যেখানে ধাতুর অর্থ প্রকাশিত হয়, যেমন—গমন কর্; খেয়ে ফেল্; যেতে থাক্; বৃদ্ধি হয়, ভাল বাস্; উঠিয়া পড়্; ছড়া কাট্; শেষ করে ফেল্তে লাগ্ ইত্যাদি।

ক্রিয়া-বিভক্তির রূপ

সে, তিনি ও আপনি, তুমি, তুই, আমি এই কয়টির সহিত **অন্বয়ী বিভক্তির** রূপ যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

সাধু ভাষায়

বর্ত্তমান—(১) নিত্যবৃত্ত—এ, এন, অ, ইস্, ই। (২) ঘটমান—ইতেছে, ইতেছেন, ইতেছে, ইতেছিস্, ইতেছি। (৩) পুরাঘটিত—ইয়াছ, ইয়াছেন, ইয়াছ, ইয়াছিস, ইয়াছি। (৪) অনুজ্ঞা—উক, উন, অ বা ও। **অতীত**—(১) নিত্যবৃত্ত—ইত, ইতেন, ইতে, ইতিস্, ইতাম। (২) সাধারণ—ইল, ইলেন, ইলে, ইলি, ইলাম। (৩) ঘটমান—ইতেছিল, ইতেছিলেন, ইতেছিলে, ইতেছিলি, ইতেছিলাম। (৪) পুরাঘটিত—ইয়াছিল, ইয়াছিলেন, ইয়াছিলে, ইয়াছিলি, ইয়াছিলাম। **ভবিষ্যৎ**—(১) সাধারণ—ইবে, ইবেন, ইবে, ইবি, ইব। (২) অনুজ্ঞা—ইবে, ইবেন, ইও বা ইয়ো, ইস।

চলিত ভাষায়

বর্ত্তমান—(১) নিত্যবৃত্ত—এ, এন, অ বা ও, ইস্, ই। (২) ঘটমান—ছে, ছেন, ছ বা ছো, ছিস্, ছি। (৩) পুরাঘটিত—এছে, এছেন, এছ বা এছো, এছিস্, এছি। (৪) অনুজ্ঞা—উক, উন, ও। **অতীত**—(১) নিত্যবৃত্ত—ত বা তো, তেন, তে, তিস্, তাম। (২) সাধারণ—ল বা লে, লেন, লে, লি, লাম। (৩) ঘটমান—ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম। (৪) পুরাঘটিত—এছিল, এছিলেন, এছিলে, এছিলি, এছিলাম। **ভবিষ্যৎ**—(১) সাধারণ—বে, বেন, বে, বি, ব বা বো। (২) অনুজ্ঞা—বে, বেন, বে, বি।

বাঙ্গালায় প্রচলিত সিদ্ধ ধাতু, কিছু কিছু সাধিত ধাতু এবং পদ্যে ব্যবহৃত ধাতু (যেমন—জিজ্ঞাস্, উত্তর্ ইত্যাদি) ধাতু শেষে প্রদত্ত হইয়াছে। সাধুভাষায় ও চলতি ভাষায় বিভক্তি যোগে ধাতুগুলির রূপের নানারকম প্রভেদ দেখা যায়। সেই অনুসারে ধাতুগুলিকে কতকগুলি গণে (কাহারও মতে ৪৭টি, কাহারও মতে ১৪টি, কাহারও মতে ২০টি) ভাগ করা হইয়াছে—এখানে কুড়িটি গণ অনুসারেই ধাতুগুলির গণ নির্দ্দেশ করা

হইয়াছে। ২০টি গণ, যথা—হ-আদি, খা-আদি, দি-আদি, শু-আদি, কর্-আদি, কহ্-আদি, কাট্-আদি, গাহ্-আদি, লিখ্-আদি, উঠ্-আদি, লাফা-আদি, নাহা-আদি, ফিরা-আদি, ঘুরা-আদি, ধোয়া-আদি, দৌড়া-আদি, চট্কা-আদি, বিগ্ড়া-আদি, উল্টা-আদি ও ছোব্লা-আদি।

ধাতুরূপ সাধন

এই সকল ধাতুর উত্তর বিভক্তিযোগে যে ভাবে বিভিন্ন রূপ সাধিত হয়, তাহার সাধারণ সূত্র নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল :—

সাধু ভাষায়

১। স্বরান্ত ধাতুর পরে এ বিভক্তির স্থানে য় হয়। যথা—হয়, খায়, ফিরায় ইত্যাদি।

২। স্বরান্ত ধাতুর পর এন বিভক্তির এ-কারের লোপ হয়। হ-আদি-গণীয় ধাতুর পর এ-কারের লোপ হয় অথবা তাহার স্থানে য়ে হয়। যথা—খান, শোন, ফিরান, হন বা হয়েন ইত্যাদি।

৩। স্বরান্ত ধাতুর পর অ বিভক্তির স্থানে ও হয়। যথা—হও, খাও, লাফাও ইত্যাদি।

৪। হ-আদি-গণীয় ভিন্ন স্বরান্ত ধাতুর পর ইস্ বিভক্তির ইকারের লোপ হয়। যথা—খাস্, শুস্, দিস্ ইত্যাদি।

৫। দি ও নি ধাতুর পর বিকল্পে ই বিভক্তির লোপ হয়।

৬। শু-আদি-গণীয় ধাতুর পর উকারাদি বিভক্তির উ-কারের লোপ হয়। যথা—শুক, শুন ইত্যাদি।

৭। দি-আদি-গণীয় ধাতুর পর বিভক্তির আদ্য ই-কার ও উ-কারের লোপ হয়। যথা—দিতেছে, দিন, দিক ইত্যাদি।

৮। বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় তুমি শব্দের সহিত অন্বয়যুক্ত হইলে স্বরান্ত ধাতুর উত্তর ও, ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর অ এবং দি ও নি ধাতুর স্থানে দা ও না হয়। যথা—খাও, দাও, কাট ইত্যাদি।

৯। তুই শব্দের সহিত অন্বয়যুক্ত হইলে বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় ধাতুর স্বাভাবিক রূপ হয়, কিন্তু দি ও শু আদিগণের ই-কার ও উ-কারের গুণ হয় এবং কহ্ ও গাহ্-আদিগণের হ-কারের লোপ হয়। যথা—খা, কর্, দে, শো, ক, গা ইত্যাদি।

১০। শু-আদি-গণীয় ধাতুর উত্তর এ, এন, এবং অ বিভক্তি হইলে ধাতুর অন্ত্যস্বরের গুণ হয়। যথা—শোয়, শোন, শোও ইত্যাদি। দি ও নি ধাতুর উত্তর এ ও এন হইলে গুণ হয়, কিন্তু অ বিভক্তি হইলে ই-স্থানে আ হয়। যথা—দেন, নেন, দাও, নাও ইত্যাদি।

১১। আ-কারান্ত ধাতুর উত্তর উ-কারাদি বিভক্তি হইলে উ-কারের লোপ হয়। যথা—ফিরাক, ঘুরাক ইত্যাদি।

১২। ইয়াছে, ইল, ইয়াছিল বিভক্তিতে খা-আদি-গণীয় যা ধাতুর যথাক্রমে গিয়াছে, গেল এবং গিয়াছিল রূপ হয়।

১৩। এ, এন, ই, ইতেছে, ইয়াছে, উক, উন, ইতেছিল এবং অনুরূপ বিভক্তি পরে থাকিলে গাহ্-আদি-গণীয় ধাতুর হ-কারের বিকল্পে লোপ হয় এবং খা-আদি-গণীয় ধাতুর ন্যায় রূপ হয়। যথা—গাহে, গায়, গাহেন, গান ইত্যাদি।

১৪। নিত্য-বর্ত্তমান ও সাধারণ অতীত ভিন্ন অপরাপর কালে আছ্ ধাতুর রূপ হয় না; সে স্থলে 'থাক্' ধাতুর প্রয়োগ হয়। তাহা ছাড়া সাধারণ অতীতকালে ইহার 'আ' সাধারণত লুপ্ত হয়। যথা—'আছিল' স্থলে 'ছিল'। প্রাচীন সাহিত্যে ও পূর্ব্ববঙ্গে 'আ'-এর প্রয়োগ দেখা যায়।

১৫। পুরাঘটিত বর্ত্তমান ও পুরাঘটিত অতীতকালে যা-ধাতুর যা স্থানে 'গ' হয়। যথা—গেল, গিয়াছিল।

প্রযোজক ক্রিয়া—মৌলিক ধাতুর উত্তর 'আ' বা 'ওয়া' যোগ করিলেই প্রযোজক ক্রিয়ার (causative verbএর) ধাতু গঠিত হয়। যথা—খা+ওয়া=খাওয়া; খাওয়াইল; কর্+আ=করা; করাইল।

তবে ঘুমা, আসা ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর উত্তর প্রযোজক রূপ হয় না।

চলিত ভাষায়

১। নিত্যবৃত্ত বর্ত্তমান প্রায় সাধু-ভাষার মত। কয়েক স্থলে পার্থক্য আছে, যথা—(ক) হ-আদি-গণীয় ধাতুর পরে ইস্ থাকিলে ই-কারের লোপ হয় এবং ধাতুর অ-কার স্থানে ও-কার হয়। (খ) এ, এন এবং অ বিভক্তি পরে থাকিলে লিখ্-আদি ও উঠ্-আদি-গণীয় ধাতুর স্বরের গুণ হয়।

২। স্বরান্ত ধাতুর পর ছ-কারাদি বিভক্তির ছ-স্থানে চ্ছ হয় এবং এ-কারাদি বিভক্তির এ-স্থানে য়ে হয়।

৩। হ-আদিগণীয় ধাতুর পর ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার ও থাকিলে 'হোয়ো' এইপ্রকার রূপ হয়।

৪। খা-আদি-গণীয় ও কাট্-আদি-গণীয় ধাতুর উত্তর পুরাঘটিত এ-কারাদি ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার ও বিভক্তি হইলে ধাতুর আ-কার-স্থানে এ-কার হয়। খা-আদি-গণীয় ধাতুর পর অকারাদি বিভক্তি থাকিলেও আ-কার স্থানে এ-কার হয়।

৫। ল ও ত বিভক্তিতে হ-আদি-গণীয় ধাতুর রূপ হ'ল, হলো, হোলো, হ'ত, হ'তো এবং হোতো এইরূপ তিনপ্রকার হয়।

৬। ব বিভক্তিতে হ-আদি-গণীয় ধাতুর হবো এই প্রকার রূপ হয়।

৭। বি ছাড়া অন্য ব-কারাদি বিভক্তির পরে থাকিলে দি-আদি ও শু-আদি ধাতুর স্বরের গুণ হয় অর্থাৎ ই স্থানে এ, উ স্থানে ও হয়।

৮। হ-আদি-গণীয় ধাতুর অ-কারের সহিত বিভক্তির আদ্য উ-কারের সন্ধি হয় এবং আ-কারান্ত ধাতুর পর বিভক্তির আদ্য উ-কারের লোপ হয়।

৯। কহ্-আদি ও গাহ্-আদি গণীয় ধাতুর হ-কারের লোপ হইয়া যথাক্রমে হ-আদি ও খা-আদি-গণীয়ের ন্যায় রূপ হয়। কিন্তু ব-কার, ল-কার ও ছ-কারাদি বিভক্তিতে হ-কার স্থানে ই হয়।

১০। কর্-আদি-গণীয় ধাতুর অনুজ্ঞার ও বিভক্তিতে কোরো এই প্রকার রূপ হয়।

১১। খা-আদি ভিন্ন আ-কারান্ত ধাতুর উত্তর পুরাঘটিত এ-কারাদি বিভক্তি হইলে আ-কার-স্থানে ই-কার হয়। কিন্তু নাহা-আদি-গণীয় ধাতুর হা-স্থানে ই হয় এবং ও বিভক্তি পরে থাকিলেও হয়। অন্যত্র নাহা-আদি-গণীয় ধাতুর হা-স্থানে ওয়া হয়। ধোয়া হইতে ছোব্লা-আদি পর্য্যন্ত গণীয় ধাতুর উত্তর এ-কারাদি বিভক্তি হইলে ধাতুর অন্ত্য আ-কারের লোপ হয়।

১২। এ-কারাদি ভিন্ন বিভক্তি পরে থাকিলে ফিরা-আদি ও ঘুরা-আদিগণীয় ধাতুর অনেক স্থলে ই-কার ও উ-কারের গুণ হয়।

১৩। ছে, এছিল এবং ও বিভক্তিতে ধোয়া-আদি-গণীয় ধাতুর ধুইতেছে, ধুয়েছিল এবং ধুইও এইপ্রকার রূপ হয়।

১৪। দৌড়া-আদি-গণীয় ধাতুর আ-কারের স্থানে অ-কার হয় এবং ই, ছে, ল, ত, ছিল, বে ও বেন বিভক্তিতে ঐ আ-কার-স্থানে উ-কার হয় এবং উক ও উন বিভক্তিতে উ-কারের বিকল্পে লোপ হয়।

১৫। চট্কা-আদি-গণীয় ধাতুর উত্তরে একারাদি বিভক্তি হইলে ধাতুর অন্ত্য আ-কারের লোপ হয়।

১৬। বিগ্ড়া-আদি-গণীয় ধাতুর রূপ দৌড়া-আদির মত কেবল বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় ও-কারের নিত্য লোপ হয় এই প্রভেদ।

১৭। উল্টা-আদিগণীয় ধাতুর বিকল্পে উ-স্থানে ও হয় এবং উ-কার পক্ষে বিগ্ড়া-আদি-গণীয় ধাতুর ন্যায় রূপ হয়।

১৮। ছোব্লা-আদিগণীয় ধাতুর রূপ উল্টা-আদি-গণীয়ের মত এবং সাধু ও চলিত

ভাষায় ও-কার-স্থানে বিকল্পে উ-কার হয়।

১৯। যা ধাতুর এছে, ল এবং এছিল বিভক্তিতে, গেছে, গেল এবং গিয়েছিল এই রূপ হয়।

২০। পদ্যে অনেক সময় ইতেছে, ইতেছেন ও ইতেহ বিভক্তির 'ত'র লোপ হয়; ইলে ও ইলেন স্থানে ইলা হয় এবং 'ইলাম' স্থানে 'ইনু' হয়।

ধাতুকোষ

[কবিপ্র = কবিপ্রয়োগ। বন্ধনীমধ্যস্থ ধাতু দ্বারা গণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যে সকল ধাতুর গণ নির্দ্দেশ সম্ভবপর হয় নাই, সে সকল ধাতুর পর কোন গণের নাম উল্লেখ করা হইল না। ধর্, চল্, ইত্যাদি ধাতুর বিশেষ বিশেষ অর্থ শব্দাংশে ধরা, চলা, ইত্যাদি শব্দে দেখ। বলা প্রভৃতি প্রযোজক ধাতু দেখান, বলান ইত্যাদি শব্দে দ্রঃ]।

অর্চ্চ—পূজা করা। কবিপ্র।

অর্জ্জ্—উপার্জ্জন করা। কবিপ্র।

অর্প্—দান করা। কবিপ্র।

অর্শ্—ঘটা; প্রাপ্য হওয়া। (কাট্)।

আওটা—আলোড়িত করা। (চট্কা)।

আওড়া—আবৃত্তি করা। (চট্কা)।

আওরা—টাটান। (চট্কা)।

আঁক্—অঙ্কন করা। (কাট্)।

আঁকা—অঙ্কন করান। (লাফা)।

আঁকড়া—জড়াইয়া ধরা। (চট্কা)

আঁচ্—অনুমান করা। (কাট্)।

আচা—খাওয়ার পরে হাত মুখ ধোওয়া। (লাগা)।

আঁচ্ড়া—নখাঘাত করা, চিরুণি দ্বারা পরিপাটী করা। (চট্কা)।

আঁট্—দৃঢ়ভাবে বন্ধন করা, শাসনে রাখা। (কাট্)। এঁটে ওঠা—পাল্লা দেওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

আঁতকা—হঠাৎ ভয়ে চমকিত হওয়া। (চট্কা)।

আগা—অগ্রসর হওয়া। (লাফা)।

আগুলা—আগ্লা। কবিপ্র।

আগ্লা—সম্মুখে বসিয়া রক্ষা করা বা পাহারা দেওয়া। (চট্কা)।

আছ্—থাকা। (কাট্)।

আছ্ড়া—সজোরে মাটি বা অন্য কিছুতে নিক্ষেপ করা। (চট্কা)।

আট্কা—অবরুদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা। (চট্কা)।

আন্—আনয়ন করা। (কাট্)।

আবর্—আবৃত করা, ঢাকা। কবিপ্র।

আলোড়্—মথিত করা। কবিপ্র।

আস্—আগমন করা। (কাট্)।

ইচ্ছ্—ইচ্ছা করা। কবিপ্র।

উগ্রা—বমি করা। (উল্টা)।

উচা—উত্তোলন করা। (ঘুরা)।

উছ্লা—উথলিয়া ওঠা। কবিপ্র।

উজা—স্রোতের উল্টাদিকে যাওয়া। (ঘুরা)।

উট্কা—খুঁজিবার জন্য জিনিসপত্র ঘাঁটা। (বিগ্ড়া)।

উঠ্—জাগরিত বা উদিত হওয়া। (উঠ্)।

উড়্—উড়া। (উঠ্)।

উতর্—উপস্থিত হওয়া। কবিপ্র।

উত্তর—পার হওয়া; উত্তর দেওয়া; উপস্থিত হওয়া। কবিপ্র।

উত্রা—নামিয়া আসা; উত্তরান। (উল্টা)।

উত্লা—ফাঁপিয়া উঠা। (উল্টা)।

উথ্লা—ছাপাইয়া পড়া; উথলান। (উল্টা)।

উদ্—উদিত হওয়া। কবিপ্র।

উদ্ঘোষ্—উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা। কবিপ্র।

উপ্—উব্ (তাহা দ্রঃ)। (উঠ্)।

উপজ্—জাত হওয়া। কবিপ্র।

উপ্চা—ছাপাইয়া পড়া। (উল্টা)।

উপ্ড়া—উৎপাটন করা। (উল্টা)।

উব্—বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাওয়া। (উঠ্)।

উব্রা—উদ্বৃত্ত হওয়া। (উল্টা)।

উর্—আবির্ভূত হওয়া। কবিপ্র।

উল্—নামা; প্রবৃত্ত হওয়া। (উঠ্)।

ঊর্—আবির্ভূত হওয়া। (উঠ্)।

উল্ট্—পরিবর্ত্তিত হওয়া। (উঠ্)।

উল্টা—পরিবর্ত্তিত করা। (উল্টা)।

উস্কা—উত্তেজিত করা। (উল্টা)।

এগা—অগ্রসর হওয়া। (লাফা)।

এড়া—বর্জ্জন করা। (লাফা)।

এলা—আলুলায়িত করা; প্রসারিত করা; খুলিয়া পড়া; অবসন্ন হওয়া। (লাফা)।

ককা—অসহায়ভাবে কাঁদা। (লাফা)।

কচ্লা—রগড়ান। (চট্কা)।

কড়্কা—ধমকান। (চট্কা)।

কন্কনা—ব্যথা-যুক্ত হওয়া। (লাফা)।

কপ্চা—শেখা কথা বলা। (চট্কা)।

কবুলা—স্বীকার করা। (চট্কা)।

কম্—হ্রাস পাওয়া। (কর্)।

কমা—কম করা, ছোট করা। (লাফা)।

কর্—করা। (কর্)।

কশ্—কশান। (কর্)।

কশা—চাবুক দিয়া আঘাত করা। (লাফা)।

কষ্, কস্—আঁটা, শক্ত করা। (কর্)।

কহ্—বলা। (কহ্)।

কাঁচা—কাঁচা অবস্থায় পরিণত করা। (লাফা)।

কাঁড়্—ছাঁটা, ভানা। (কাট্)।

কাঁদ্—ক্রন্দন করা। (কাট্)।

কাঁপ্—কম্পিত হওয়া। (কাট্)।

কাচ্—কাপড় ধোয়া; ভাণ করা। (কাট্)।

কাছা—নিকটবর্ত্তী হওয়া। (লাফা)।

কাট্—কাটা; যাপন হওয়া। (কাট্)।

কাটা—কাটান; যাপন করা। (লাফা)।

কাড়্—ছিনাইয়া লওয়া; (হাঁড়ি) ব্যবহারের জন্য লওয়া। (কাট্)।

কাত্রা—যন্ত্রণাসূচক শব্দ করা। (চট্কা)।

কামড়া—দংশন করা। (চট্কা)।

কামা—উপার্জ্জন করা, ক্ষৌরকর্ম্ম করা। (লাফা)।

কালা—অত্যন্ত শীতল হওয়া। (লাফা)।

কাশ্—কাশা। (কাট্)।

কিন্—ক্রয় করা। (লিখ্)।

কিলা—মুষ্টিপ্রহার করা। (ফিরা)।

কুচা—কুচি কুচি করিয়া কাটা। (ঘুরা)।

কুট্—টুকরা করা; চূর্ণ করা। (উঠ্)।

কুটা—কোটান। (ঘুরা)।

কুড়্—খনন করা। (উঠ্)।

কুড়া—আহরণ করা। (ঘুরা)।

কুদ্, কুঁদ্—তর্জ্জন করা; কাটিয়া ও চাঁচিয়া গঠন করা। (উঠ্)।

কুপ্—ক্রুদ্ধ হওয়া। কবিপ্র।

কুর্—আঁচড়াইয়া বাহির করা। (উঠ্)।

কুলা—পর্য্যাপ্ত হওয়া, কম না পড়া। (ঘুরা)।

কোঁকড়া—কুঞ্চিত হওয়া; কুঞ্চিত করা। (ছোব্লা)।

কোঁকা—কোঁ কোঁ শব্দ করা। (ধোয়া)।

কোঁচ্কা—কোঁকড়ান, কোঁচকান। (ছোব্লা)।

কোঁচা—কুঞ্চিত করা। (ধোয়া)।

কোঁতা, কোঁথা—কোঁথ দেওয়া। (ধোয়া)।

কোদ্লা—কোদাল দিয়া কোপান। (ছোব্লা)।

কোপা, কোবা—কোপ মারা। (ধোয়া)।

ক্ষ, খ—ক্ষয় পাওয়া। (হ)।

ক্ষর্—ক্ষরিত হওয়া, ক্ষরণ করা। (কর্)।

ক্ষুদ্—উৎকীর্ণ করা, ক্ষোদাই করা। (উঠ্)।

খণ্ড্—নষ্ট হওয়া, খণ্ডিত হওয়া; কাটা। (কর্)।

খণ্ডা—খণ্ডন করা। (চট্কা)।

খতা—হিসাব করা। (লাফা)।

খরা—দগ্ধপ্রায় করা। (লাফা)। [(কর্)।

খস্—বিচ্যুত হওয়া; বন্ধনমুক্ত হওয়া।

খসা—খসান। (লাফা)।

খা—ভোজন করা। (খা)।

খাওয়া—ভোজন করান। (চট্কা)।

খাট্—পরিশ্রম করা। (কাট্)।

খাটা—পরিশ্রম করান। (লাফা)।

খাপ্—খাপ খাওয়া; কমিয়া যাওয়া। (কাট্)।

খাপা—খাপ খাওয়ান। (লাফা)।

খাব্‌লা—খাবল দেওয়া। (চট্‌কা)।

খাম্‌চা—নখাঘাত করা। (চট্‌কা)।

খিঁচ্‌—আক্ষেপযুক্ত (খেঁচুনি) হওয়া। (লিখ্‌)।

খিঁচা—খিঁচন ; খেঁচুনি প্রকাশ করা। (ফিরা)।

খিম্‌চা—নখ ও আঙুল দ্বারা পেষণ করা। (বিগ্‌ড়া)।

খুঁজ্‌—অন্বেষণ করা। (উঠ্‌)।

খুঁট্‌—নখ দ্বারা তোলা বা কাটা। (উঠ্‌)।

খুঁড়্‌—খনন করা। (উঠ্‌)।

খুঁদ্‌—ক্ষোদিত করা। (উঠ্‌)।

খুল্‌—উন্মুক্ত হওয়া ; উন্মুক্ত করা। (উঠ্‌)।

খেঁকা—বিকৃত মুখে কঠোর স্বরে ক্রোধ প্রকাশ করা। (লাফা)।

খেঁচ্‌কা—বারবার অনুরোধ দ্বারা উত্ত্যক্ত করা। (চট্‌কা)।

খেংরা—ঝাঁটার প্রহার করা। (ফিরা)।

খেদা—তাড়ান। (লাফা)।

খেপ্‌—ক্ষিপ্ত হওয়া ; রাগ করা। (কর্‌)।

খেল্‌—খেলা করা। (কর্‌)।

খোঁচা—খোঁচা দেওয়া। (ধোয়া)।

খোঁড়া—খোঁড়াইয়া চলা। (ধোয়া)।

খোদা—ক্ষোদিত করা বা করান। (ধোয়া)।

খোয়া—হারান। (ধোয়া)।

গছা—কোনমতে অবাঞ্ছিত বস্তু দিয়া দেওয়া। (লাফা)। [(লাফা)।

গজা—অঙ্কুরিত হওয়া, জন্মা ; বৃদ্ধি পাওয়া।

গঞ্জ্‌—গঞ্জনা করা। (কর্‌)।

গড়্‌—গঠন করা ; শিক্ষিত করা। (কর্‌)।

গড়া—পাত্র হইতে ঢালা ; গড়াইয়া চলা ; গঠন করান। (লাফা)।

গণ্‌—গণনা করা। (কর)।

গতা—গছান। (লাফা)।

গরজ্‌—গর্জ্জন করা। কবিপ্র।

গর্জ্জ্‌—গর্জ্জন করা। কবিপ্র। (কাট্‌)।

গর্জ্জা—গর্জ্জন করা। (চট্‌কা)।

গল্‌—ক্ষরিত হওয়া ; দ্রব হওয়া। (কর্‌)।

গাঁজ্‌—মাতিয়া উঠা। (কাট্‌)।

গাঁজা—মাতান ; ফাঁপা বা ফেনিল হওয়া। (লাফা)।

গাঁথ্‌—গাঁথা। (কাট্‌)।

গাড়্‌—প্রোথিত করা। (কাট্‌)।

গাদ্‌—ঠাসিয়া ভরা। (কাট্‌)।

গাব্‌—গর্ব্ব করা ; কলঙ্কিত হওয়া। (কাট্‌)।

গাল্‌, গালা—গালান। (কাট্‌, লাফা)।

গাহ্‌—গান করা। (গাহ্‌)।

গিল্‌—গলাধঃকরণ করা। (লিখ্‌)।

গুজ্‌—ঢোকান। (উঠ্‌)।

গুতা—গুঁতান। (ঘুরা)।

গুছা—সাজাইয়া রাখা। (ঘুরা)।

গুজ্‌রা—যাপন করা, কাটান। (উল্‌টা)।

গুঞ্জ্‌—গুঞ্জন করা। কবিপ্র।

গুটা—জড়াইয়া লওয়া। (ঘুরা)।

গুড়া, গুঁড়া—চূর্ণ করা। (ঘুরা)।

গুণ্‌—গণনা করা। (উঠ্‌)।

গুম্‌রা—গোপনে শোক করা ; কষ্টে শব্দ করা ; অহঙ্কার করা। (উল্‌টা)।

গুম্‌সা—গুমট্‌ করা ; ভেপ্‌সে যাওয়া। (উল্‌টা)।

গুল্‌—তরল পদার্থে মিশ্রিত করা। (উঠ্‌)।

গুলা—বিশৃঙ্খল করা বা হওয়া। (ঘুরা)।

গোঙা—যন্ত্রণাসূচক শব্দ করা। (লাফা)।

গোঙা—গোঙান ; যাপন করা। (ধোয়া)।

গোছা—সুবিন্যস্ত করা। (ধোয়া)।

গ্রাস্‌—গ্রাস করা। কবিপ্র।

ঘট্‌—ঘটা। (কর্‌)।

ঘনা—আসন্ন হওয়া ; ঘন হওয়া। (লাফা)।

ঘব্‌ড়া, ঘাব্‌ড়া—ভয় পাওয়া। (চট্‌কা)।

ঘষ্‌—ঘর্ষণ করা। (কাট্‌)।

ঘষ্‌তা, ঘষ্‌ড়া—রগড়ান। (চট্‌কা)।

ঘাঁট্‌—আলোড়ন করা। (কাট্‌)।

ঘাঁটা—নাড়ান, আলোড়ন করা। (লাফা)।

ঘাট্‌—কম বা ছোট হওয়া ; দোষকীর্ত্তন করা। (কাট্‌)

ঘাব্‌ড়া—অপ্রস্তুত হওয়া, ভয় পাওয়া। (চট্‌কা)।

ঘাম্‌—ঘর্ম্মাক্ত হওয়া। (কাট্‌)।

ঘামা—(মস্তিষ্ক) চালনা করা ; ঘামান। (লাফা)।

ঘির্‌—বেষ্টন করা। (লিখ্‌)। [(উঠ্‌)।

ঘুচ্‌—স্পষ্ট হওয়া ; দূর হওয়া, নষ্ট হওয়া।

ঘুচা—নাশ করা ; মুক্ত করা। (ঘুরা)।

ঘুট্‌—আলোড়ন করা। (উঠ্‌)।

ঘুমা—নিদ্রা যাওয়া। (ঘুরা)।

ঘুর্‌—ঘূর্ণিত হওয়া। (উঠ্‌)।

ঘুরা—পাক দেওয়া ; ঘূর্ণিত করা। (ঘুরা)।

ঘুলা—আবিল করা। (ঘুরা)।

ঘুষ্‌—ঘোষণা করা। কবিপ্র।

ঘেঁষ, ঘেঁস্‌—অত্যন্ত নিকটে যাওয়া। (কর্‌)। [(ধোয়া)।

ঘোলা—কর্দ্দমাক্ত করা ; ঘোলা করা।

ঘোষা—ঘোষিত করা। কবিপ্র। (ধোয়া)।

চট্‌—ক্রুদ্ধ হওয়া ; (হাঁড়ী) ভাঙিয়া যাওয়া ; (রঙ্‌) উঠিয়া যাওয়া। (কাট্‌)।

চটা—ক্রুদ্ধ করা। (লাফা)। [(চট্‌কা)।

চট্‌কা—নরম জিনিস হাতে পেষণ করা।

চড়্‌—আরোহণ করা। (কর্‌)।

চড়া—আরোহণ করান ; (মূল্য) বাড়ান ; চাপান ; লাগান ; (স্বর) উচ্চ করা ; চপেটাঘাত করা। (লাফা)।

চম্‌কা—হঠাৎ ভয়ে কম্পিত হওয়া। (চট্‌কা)।

চরা—বিচরণ করান। (লাফা)।

চল্‌—গমন করা। (কর্‌)।

চল্‌কা—ঝাঁকানিতে উপচাইয়া পড়া। (চট্‌কা)।

চষ্‌—লাঙ্গল দেওয়া। (কর্‌)।

চাঁচ্‌—চাঁচা। (কাট্‌)।

চান্‌কা—তৎপর করা। (চট্‌কা)।

চাক্‌, চাখ্‌—স্বাদ লওয়া। (কাট্‌)।

চাট্‌—লেহন করা। (কাট্‌)।

চাপ্‌—চাপ দেওয়া ; গোপন করা। (কাট্‌)।

চাপ্‌ড়া—পুনঃ পুনঃ চাপড় মারা। (চট্‌কা)।

চাপা—চড়ান ; ভারার্পণ করা। (লাফা)।

চাব্‌কা—চাবুক দিয়া প্রহার করা। (চট্‌কা)।

চারা—(মাছের খাদ্য) ছড়ান। (লাফা)।

চাল্‌—চালুনী দ্বারা ছাঁকা ; চালনা করা। (কাট্‌)।

চালা—চালান। (লাফা)।

চাহ্‌—দৃষ্টি করা ; পাইবার ইচ্ছা করা ; প্রার্থনা করা। (গাহ্‌)।

চিতা—চিৎ হওয়া। (ফিরা)।

চিন্‌—চিনা, জানা। (লিখ্‌)।

চিপ্‌টা—পিষ্ট করা। (বিগ্‌ড়া)।

চিবা—চর্ব্বণ করা। (ফিরা)।

চিম্‌টা—চিমটি কাটা। (বিগ্‌ড়া)।

চিম্‌সা—শুকাইয়া যাওয়া। (বিগ্‌ড়া)।

চির্‌—চেলা করা ; চেরা। (লিখ্‌)।

চিল্লা—চেঁচান। (লাফা)।

চু—ক্ষরিত হওয়া ; বিন্দুর আকারে নিঃসৃত হওয়া। (শু)।

চুক্‌—শেষ করা, সমাপ্ত হওয়া। (উঠ্‌)।

চুকা—মিটান। (ঘুরা)।

চুন্‌—চয়ন করা। (উঠ্‌)।

চুপ্‌সা—চোপসা হওয়া। (উল্‌টা)।

চুবা—জলে ডোবান। (ঘুরা)।

চুম্‌, চুম্ব—চুম্বন করা। কবিপ্র।

চুম্‌রা—খোসামোদ দ্বারা কাজ হাসিল করা। (উল্‌টা)।

চুয়া—ক্ষরিত করা বা হওয়া। (ঘুরা)।

চুল্‌কা—কণ্ডূয়নযুক্ত হওয়া ; সুড়সুড় করা ; কণ্ডূয়ন করা। (উল্‌টা)। [(উঠ্‌)।

চুষ্‌—শোষণ করা ; রস আকর্ষণ করা।

চেঁচা—চীৎকার করা। (লাফা)।

চেত্‌—জাগা ; চেতনাযুক্ত হওয়া। (কর্‌)।

চেনা—পরিচিত করান। (লাফা)।

চেপ্‌টা—চাপ দিয়া বিস্তৃত করা। (চট্‌কা।

চেলা—কুঠার দ্বারা ফাড়া। (লাফা)।

চোঁয়া—চোয়ানো। (ধোয়া)। [(ধোয়া)।

চোটা—শাসান ; কোপান ; কোদলান।

চোলা—চোঁয়ান, চোলাই করা। (ধোওয়া)।

ছট্‌কা—বিক্ষিপ্ত হওয়া। (চট্‌কা)।

ছড়্‌—চামড়া ছাড়ান ; টানা। (কর্‌)।

ছল্‌—ছলনা করা। (কর্‌)।

ছাঁক্‌—আবর্জ্জনা দূর করা ; চালা। (কাট্‌)।

ছাঁচ্—চূর্ণ করা; ভাঙ্গা; আঘাত করা। (কাটু)। [(কাটু)।
ছাঁদ্—পত্তন করা; বেষ্টন করা; ফাঁদা।
ছাট্—বাদ দেওয়া; ছাঁটা। (কাটু)।
ছাড়্—ত্যাগ করা। (কাটু)।
ছাড়া—ত্যাগ করান; উদ্ধার করা। (লাফা)।
ছান্—দলন করা; মাখা। (কাটু)।
ছাপ্—মুদ্রণ করা। (কাটু)।
ছাপা—মুদ্রিত করান; বেশী হওয়া। (লাফা)।
ছাহ্—আচ্ছাদন করা; ছাওয়া। (গাহ্)।
ছাহা—ছাওয়ান। (নাহা)।
ছিঁড়্—ছিন্ন হওয়া বা করা। (লিখ্)।
ছিঁড়া—ছিন্ন করান। (ফিরা)।
ছিচ্—নিঃসারণ করা; সেচন করা। (লিখ্)।
ছিট্—ছড়াইয়া পড়া। (লিখ্)।
ছিটা—ছড়ানো। (লাফা)।
ছিট্কা—ঠিকরাইয়া পড়া। (বিগ্ড়া)।
ছিনা—কাড়িয়া লওয়া। (ফিরা)।
ছিপা—গোপন করা। (ফিরা)।
ছুঁ—স্পর্শ করা। (শু)।
ছুঁড়্, ছুড়্—নিক্ষেপ করা। (উঠ্)।
ছুট্—দৌড়ান। (উঠ্)।
ছুটা—ধাবিত করান। (ঘুরা)।
ছুল্—ছোলা, চাঁচা। (উঠ্)। [(কর্)।
ছেঁক্—অল্প তেলে বা ঘিয়ে ভাজা।
ছেঁচ্—পেষণ করা; বাটা, কোটা। (কর্)।
ছোঁচা—মলত্যাগান্তে জলদ্বারা মলদ্বার প্রক্ষালন করা। (ধোয়া)।
ছোপা, ছোবা—রং করা, ছোপান। (ধোয়া)। [(ছোব্লা)।
ছোব্লা—থাবলান, ছোবল মারা।
জড়া—বেষ্টন করা। (লাফা)।
জন্ম্—উৎপন্ন হওয়া, জন্মা। (কর্)।
জপ্—জপ করা। (কর্)।
জপা—ভজান। (লাফা)।
জম্—সঞ্চিত হওয়া; একত্র হওয়া; জমিয়া যাওয়া বা উঠা। (কর্)।
জমা—সঞ্চয় করা, জমাট করা। (লাফা)।
জম্কা—শোভিত করা বা হওয়া। (চট্কা)।
জর্—জীর্ণ হওয়া। (কর্)।
জরা—জারিত করা। (লাফা)।
জাঁক্—জমকাল হওয়া। (কাটু)।
জাগ্—ঘুম হইতে উঠা। (কাটু)।
জাঁত্—চাপ দেওয়া। (কাটু)।
জান্—অবগত হওয়া। (কাটু)।
জাপ্টা—জড়াইয়া ধরা। (চট্কা)।
জাব্ড়া—অপরিষ্কার বা অস্পষ্ট হওয়া। (চট্কা)।
জার্—জীর্ণ করা; শোধন করা; দগ্ধ করা। (কাটু)।
জারা—জারিত করা। (লাফা)।
জিজ্ঞাস্—প্রশ্ন করা। (কর্)।
জিত্—জয়লাভ করা। (লিখ্)।
জিন্—জয় করা। কবিপ্র।
জিয়া, জীয়া—বাঁচান। (ফিরা)।
জিরা—বিশ্রাম করা। (ফিরা)। [(উঠ্)।
জুক্, জুক্, জুখ্—মাপা, পরিমাণ করা।
জুট্, জুঠ্—মেলা; জোগাড় হওয়া। (উঠ্)।
জুটা, জুঠা—সংগ্রহ করা। (ঘুরা)।
জুড়্—আটকান; সংগৃহীত করা। (উঠ্)।
জুড়া—শীতল হওয়া বা করা। (ঘুরা)।
জুত্—যুক্ত করা। (উঠ্)।
জুতা—জুতা দ্বারা প্রহার করা। (ঘুরা)।
জুব্ড়া—বেশী জলযুক্ত করা। (উলুটা)।
জুয়া—উদিত হওয়া; উপযুক্ত হওয়া। (ঘুরা)। [ইকারাদি বিভক্তিযুক্ত হইলে 'য়া' ভাগের লোপ হয় এবং উকারের গুণবিধান বৈকল্পিক হয়]।
জোড়া—যুক্ত করান। (ধোয়া)।
জ্বল্—দীপ্ত হওয়া; দীপ্ত অবস্থায় দগ্ধ হইতে থাকা। (কর্)।
জ্বাল্—আগুন ধরান; দীপ্ত করা। (কাটু)।
জ্বালা—জ্বালান। (লাফা)।
ঝর্—ধারার আকারে পড়া। (কর্)।
ঝল্—ঝলকিত হওয়া। কবিপ্র। (কর্)।
ঝল্কা—হঠাৎ তীব্র জ্যোতিঃ প্রকাশ করা। (চট্কা)।
ঝল্সা—তীব্র আলোক দ্বারা দৃষ্টিশক্তি লোপ করা; অর্দ্ধদগ্ধ করা বা হওয়া। (চট্কা)।
ঝাঁক্—কম্পিত করা; নড়া। (কাটু)।
ঝাঁক্ড়া—হঠাৎ ঝঙ্কার দেওয়া। (চট্কা)।
ঝাঁট্—সম্মার্জ্জনীর দ্বারা পরিষ্কার করা। (কাটু)। [(লাফা)।
ঝাঁটা—সম্মার্জ্জনীর দ্বারা প্রহার করা।
ঝাঁপ্—আবৃত করা। (কাটু)।
ঝাঁপা—ঝাঁপ দেওয়া; গরু প্রভৃতিকে স্নান করান। (লাফা)।
ঝাড়্—পরিষ্কার করা। (কাটু)।
ঝাড়া—ঝাড়ার কাজ করান; ঝাড় ফুঁক করা। (লাফা)।
ঝামরা—অভিভূত হওয়া; পূর্ণ হওয়া। (চট্কা)।
ঝাল্—জোড়া লাগান; মেরামত করা; পঙ্কোদ্ধার করা। (কাটু)।
ঝালা—ঝালা ক্রিয়া করান; আয়ত্ত করিবার জন্য ভাল করিয়া চেষ্টা বা অভ্যাস করা। (লাফা)।
ঝিমা—নিদ্রাবেশে বা নেশার ঘোরে ঢুলা। (ফিরা)।
ঝুঁক্—নত হওয়া; প্রবণ হওয়া। (উঠ্)।
ঝুড়্—কাটিয়া পরিষ্কার করা। (উঠ্)।
ঝুল্—লম্বিত হওয়া। (উঠ্)।
টক্—অম্লাস্বাদযুক্ত হওয়া। (কর্)।
টপ্কা—লাফাইয়া অতিক্রম করা। (চট্কা)।
টল্—বিচলিত হওয়া, অন্যথা হওয়া। (কর্)।
টলা—বিচলিত করা, স্থানচ্যুত করা। (লাফা)।
টস্কা—নষ্ট হওয়া; ভাঙ্গা। (চট্কা)।
টহ্লা—পায়চারি করা। (চট্কা)।
টাঁক্—সেলাই করা; টাক করা। (কাটু)।
টাক্—প্রতীক্ষায় থাকা; বাসনা করা। (কাটু)। [(লাফা)।
টাঙ্গা, টাঙা—ঝুলান, লম্বিত করা।
টাটা—যন্ত্রণাযুক্ত হওয়া, টন্টন্ করা। (লাফা)।
টান্—আকর্ষণ করা, বিস্তৃত করা। (কাটু)।
টিক্—স্থায়ী হওয়া। (লিখ্)।
টিপ্—হাত বা আঙ্গুল দিয়া চাপ দেওয়া। (লিখ্)। [(ফিরা)।
টিপা—হাত বা আঙ্গুল দিয়া চাপ দেওয়ান।
টুক্—লিখিয়া লওয়া। (উঠ্)।
টুট্—নষ্ট বা ভগ্ন হওয়া। (উঠ্)।
ঠক্—বঞ্চিত হওয়া; প্রতারিত হওয়া। (কর্)।
ঠাওরা—স্থির করা, বোঝা। (চট্কা)।
ঠার্—ইসারা করা। (কাটু)।
ঠাস্—গাদা করা, (ময়দা) দলা, ভরিয়া দেওয়া। (কাটু)।
ঠাহরা—বোঝা; স্থির করা। (লাফা)।
ঠিক্রা—ছিটকাইয়া পড়া। (বিগ্ড়া)।
ঠুক্—ঘা দেওয়া, মৃদু আঘাত করা। (উঠ্)।
ঠুক্রা—চঞ্চুদ্বারা আঘাত করা। (উলুটা)।
ঠুস্—ঠাসা; গাদা করা। (উঠ্)।
ঠেক্—বোধ হওয়া, লাগা; বাধা পাওয়া; স্পৃষ্ট হওয়া। (কর্)।
ঠেঙ্গা, ঠেঙা—লাঠিদ্বারা প্রহার করা। (লাফা)। [দেওয়া। (কর্)।
ঠেল্—ধাক্কা দেওয়া; ধাক্কা দিয়া সরাইয়া
ঠেস্—ঘেঁসা। (কর্)।
ঠেসা—ভেজান; ব্যঙ্গোক্তিদ্বারা তিরস্কার করা। (লাফা)।
ডর্—ভয় পাওয়া। (কর্)।
ডরা—ভয় করা। (লাফা)।
ডল্—মর্দ্দন করা। (কর্)।
ডাক্—আহ্বান করা; শব্দ করা। (কাটু)।
ডাব্—প্রোথিত হইয়া যাওয়া; চলিয়া যাওয়া। (কাটু)। [(লাফা)।
ডাবা—প্রোথিত করা; বসাইয়া দেওয়া।
ডিঙ্গা, ডিঙা—অতিক্রম করা। (লাফা)।
ডুক্রা—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা। (উলুটা)।
ডুব্—নিমজ্জিত হওয়া। (উঠ্)।
ডুবা—নিমজ্জিত করা; প্লাবিত করা; মজান। (ঘুরা)।
ঢল্—হেলিয়া পড়া। (কর্)। [(চট্কা)।

ঢল্‌কা—আবৃত করা, গোপন করা।
ঢলা—কেলেঙ্কারী করা; হেলান। (লাফা)।
ঢাক্‌—আবৃত করা। (কাট্‌)।
ঢাল্‌—প্রবাহিত করা; কলসী প্রভৃতি পাত্র হইতে (তরল বস্তু) গড়ান। (কাট্‌)।
ঢুঁড়্‌—অনুসন্ধান করা। (উঠ্‌)।
ঢুঁসা—গুঁতান, শৃঙ্গ বা মস্তক দ্বারা আঘাত করা। (ঘুরা)।
ঢুক্‌—প্রবেশ করা। (উঠ্‌)।
ঢুল্‌—নিদ্রাবেশে টলা। (উঠ্‌)।
ঢুলা—দোলান। (ঘুরা)।
ঢোয়া—বাহিত করান। (ধোয়া)।
তড়্‌পা—অত্যধিক উৎসাহ প্রকাশ করা; আস্ফালন করা। (চট্‌কা)।
তর্‌—উত্তীর্ণ হওয়া; উদ্ধার হওয়া। (কর্‌)।
তর্জ্জা—তর্জ্জন করা। (চট্‌কা)।
তলা—বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা; তলায় পড়িয়া যাওয়া। (লাফা)।
তাকা—চাওয়া। (লাফা)।
তাড়্‌—আক্রমণ করা। (কাট্‌)।
তাড়া—দূর করা; বিদায় করা। (লাফা)।
তাত্‌—উত্তপ্ত হওয়া। (কাট্‌)।
তাতা—উত্তপ্ত করা। (লাফা)।
তাপ্‌—উত্তপ্ত হওয়া। (কাট্‌)।
তার্‌—পরিত্রাণ করা। কবিপ্র।
তাসা—তাসের গোছাকে ওলট্‌পালট্‌ করা। (লাফা)।
তিত্‌—সিক্ত হওয়া। কবিপ্র। (লিখ্‌)।
তিষ্ঠা—অবস্থান করা। (বিগ্‌ড়া)।
তুবড়া—টোল খাওয়া। (উঠ্‌)।
তুল্‌—উত্তোলন করা; চয়ন করা; সংগ্রহ করা; প্রস্তুত করা; উঠান। (উঠ্‌)।
তুলা—উত্তোলন করান। (ঘুরান)।
তুষ্‌—সন্তুষ্ট করা। কবিপ্র। (উঠ্‌)।
তেওড়া—বাঁকিয়া যাওয়া। (চট্‌কা)।
তেজ্‌—ত্যাগ করা। কবিপ্র। (কর্‌)।
তোলা—ওজন করা। (দৌড়া)।
থক্‌—থামা; ক্লান্ত হওয়া। (কর্‌)।
থম্‌কা—হঠাৎ স্থির হওয়া। (চট্‌কা)।
থাক্‌—অবস্থান করা। (কাট্‌)।
থাব্‌ড়া—চড় মারা। (চট্‌কা)।
থাম্‌—নিবৃত্ত হওয়া; নিশ্চল হওয়া; গতি সংবরণ করা। (কাট্‌)।
থিতা—ময়লা নীচে পড়িয়া যাওয়ায় পরিষ্কার হওয়া। (ফিরা)।
থু—রাখা। (শু)। [(উল্‌টা)।
থুব্‌ড়া—নিম্নমুখ বা উপুড় হইয়া পড়া।
থুড়্‌—কুচি করিয়া কাটা। (উঠ্‌)।
থেঁত্‌লা—পেষণ করা, কোটা। (চট্‌কা)।
থেব্‌ড়া—চেপ্‌টা করা। (চট্‌কা)।
দংশ্‌—দংশন করা। কবিপ্র। (কর্‌)।
দংশা—দংশন করা। কবিপ্র। (চট্‌কা)।

দগ্ধ্‌—সন্তপ্ত করা। (কর্‌)।
দগ্ধা—সন্তপ্ত করা; সন্তপ্ত হওয়া। (চট্‌কা)।
দম্‌—নিরুৎসাহ হওয়া; দমিত হওয়া। (কর্‌)।
দর্শা—দেখান। (চট্‌কা)।
দল্‌—দলন করা। (কর্‌)।
দহ্‌—দগ্ধ হওয়া বা করা। (কহ্‌)।
দাঁড়া—দণ্ডায়মান হওয়া। (লাফা)।
দাগ্‌—দাগ দেওয়া; (কামান) ছোঁড়া। (কাট্‌)।
দাপা—দাপাদাপি করা। (লাফা)।
দাব্‌—দাবা। (কাট্‌)।
দাবড়া—তাড়ান, ধমক দেওয়া। (চট্‌কা)।
দাবা—দমিত করিয়া রাখা। (লাফা)।
দি—প্রদান করা। (দি)।
দু—দোহন করা। (শু)।
দুমড়া—মোচড়ান; অবসন্ন হওয়া; বক্র হওয়া। (উল্‌টা)।
দুল্‌—দোল খাওয়া। (উঠ্‌)।
দুলা—দোলা দেওয়া। (ঘুরা)।
দু(দূ)ষ্‌—দোষ দেওয়া। (উঠ্‌)।
দুহ্‌—দোহন করা। (উঠ্‌)।
দেওয়া—প্রদান করান্‌। (চট্‌কা)।
দেখ্‌—দর্শন করা। (কর্‌)।
দোয়া—দোহন করান। (ধোয়া)।
দৌড়্‌—দৌড়া। (কর্‌)।
দৌড়া—বেগে চলা। (দৌড়া)।
ধম্‌কা—ধমক দেওয়া। (চট্‌কা)।
ধর্‌—হস্তদ্বারা ধারণ করা; আরম্ভ করা। (কর্‌)।
ধরা—ধৃত করান, অভ্যাস করান। (লাফা)।
ধস্‌—ধসিয়া পড়া। (কর্‌)।
ধস্‌কা—ভাঙ্গিয়া পড়া; শিথিল হওয়া। (চট্‌কা)।
ধা—দৌড়ান। (খা)।
ধাঁধ্‌—দৃষ্টি বিভ্রম হওয়া বা জন্মান ("ধাঁধিল নয়ন ক্ষণবিজলীঝলকে")। কবিপ্র। (কাট্‌)।
ধাম্‌সা—হাতে বা পায়ে চট্‌কান। (চট্‌কা)।
ধার্‌—ঋণী থাকা। (কাট্‌)।
ধারা—শাণিত করা; শান দেওয়া। (লাফা)।
ধু—ধৌত করা। (শু)। [(উঠ্‌)।
ধুঁক্‌—পরিশ্রম বা দুর্ব্বলতা হেতু হাঁপান।
ধুন্‌—ধনুকের মত যন্ত্র দিয়া তুলা পরিষ্কার করা। (উঠ্‌)।
ধেড়া—কার্য্যে অপটুতা দেখান। (লাফা)।
ধেবড়া—অস্পষ্ট বা অপরিষ্কার করা বা হওয়া। (বিগ্‌ড়া)।
ধোয়া—ধৌত করান। (ধোয়া)।
ধ্বন্‌—শব্দ করা। কবিপ্র।
ধ্বস্‌—ভাঙ্গিয়া পড়া। (কর্‌)।
নড়্‌—নড়া। (কর্‌)।

নম্‌—প্রণাম করা। কবিপ্র।
নর্‌মা—নরম হওয়া। (চট্‌কা)।
নহ্‌—না হওয়া। কবিপ্র। (কহ্‌)।
নাচ্‌—নৃত্য করা। (কাট্‌)।
নাচা—নৃত্য করান। (লাফা)।
নাড়্‌—বিচলিত করা, নাড়ান। (কাট্‌)।
নাব্‌—অবতীর্ণ হওয়া, নামা। (কাট্‌)।
নাবা (মা)—নিম্নে গমন করান; নামিতে সহায়তা করা; মাটিতে রাখা বা রাখিতে সহায়তা করা।
নাম্‌—নামা। (কাট্‌)।
নার্‌—না পারা। কবিপ্র। (কাট্‌)।
নাশ্‌—বিনাশ করা। কবিপ্র। (কাট্‌)।
নাহ্‌—স্নান করা। (গাহ্‌)।
নি—নেওয়া, লওয়া। (দি)।
নিকা—লেপন করা। (ফিরা)।
নিঙাড়া—মোচড়াইয়া জলাদি নিঃসরণ করা। কবিপ্র। [(বিগ্‌ড়া)।
নিঙ্‌ড়া—মোচড়াইয়া জলাদি বাহির করা।
নিড়া—নিড়ানী দ্বারা তুলিয়া ফেলা। (ফিরা)।
নিব্‌, নিভ্‌—নির্ব্বাপিত হওয়া। (লিখ্‌)।
নিরখ্‌—দেখা। কবিপ্র। (কর্‌)।
নিহার্‌, নেহার্‌—দেখা। কবিপ্র। (কাট্‌)।
নীরব্‌—নীরব হওয়া। কবিপ্র।
নু—নত হওয়া। (শু)। [(চট্‌কা)।
নেংচা, নেংড়া—খোঁড়াইয়া চলা।
নেতা—এলান। (লাফা)।
নেপ্‌—নেপা। (কর্‌)।
নেপ্‌টা—জড়াইয়া থাকা। (চট্‌কা)।
পচ্‌—পচিয়া যাওয়া। (কর্‌)।
পট্‌—ঘনিষ্ঠ করা; মিল হওয়া। (কর্‌)।
পটা—রাজী করা; বশে আনা। (লাফা)।
পট্‌কা—আছাড় দেওয়া; পরাস্ত হওয়া। রোগে পড়া। (চট্‌কা)।
পড়্‌—পাঠ করা; শেষ হওয়া; পতিত হওয়া। (কর্‌)।
পড়া—অধ্যাপনা করা। (লাফা)।
পর্‌—পরিধান করা। (কর্‌)।
পরা—পরিধান করান। (লাফা)
পরিহর্‌—ত্যাগ করা। প্রাঃ কবিপ্র।
পলা—পলায়ন করা। (লাফা)।
পশ্‌—প্রবেশ করা। কবিপ্র। (কর্‌)।
পসার্‌—প্রসারিত করা। কবিপ্র।
পস্তা—আফশোষ করা। (চট্‌কা)।
পা—প্রাপ্ত হওয়া। (খা)।
পাওয়া—প্রাপ্ত করান। (চট্‌কা)।
পাক্‌—পক্ক হওয়া; পরিণত হওয়া। (কাট্‌)। [(লাফা)।
পাকা—পক্ক করা; মোচড় দেওয়া।
পাক্‌ড়া—ধরা। (চট্‌কা)।

পাক্‌লা—প্রক্ষালন করা, ধোওয়া। (চট্‌কা)।
পাখাল্‌—ধৌত করা। কবিপ্র। (কাট্‌)।
পাছ্‌ড়া—আছাড় দেওয়া, ঝাড়া। (চট্‌কা)।
পাঠা—প্রেরণ করা। (লাফা)।
পাড়্‌—নামান, পাতিত করা; (ডিম) প্রসব করা; (কথা) উত্থাপন করা। (কাট্‌)। [আনা। (লাফা)।
পাড়া—পাতিত করান; (ঘুম) ঘনাইয়া
পাত্‌—বিস্তৃত করা, বিছান; স্থাপন করা; (উনন) প্রস্তুত করা; দই জমাইবার জন্য দুগ্ধে অম্ল সংযুক্ত করিয়া রাখা। (কাট্‌)।
পাতা—অন্যের দ্বারা বিছান; সম্বন্ধ স্থাপন করা ('—পাতা')। (লাফা)।
পার্‌—সমর্থ হওয়া। (কাট্‌)।
পারা—পার হওয়া; সমর্থ করা। (লাফা)।
পাল্‌—পালন করা। (কাট্‌)।
পালা—পলায়ন করা। (লাফা)।
পাল্টা—উল্টান। (চট্‌কা)।
পাশা—(ভিন্ন রঙের তাস) দেওয়া। (লাফা)। [(কর্‌)।
পাশর্‌, পাসর্‌—বিস্মৃত হওয়া। কবিপ্র।
পিঁজ্‌—তুলা প্রভৃতির আঁশ টানিয়া পৃথক্‌ করা। (লিখ্‌)।
পিছা—পশ্চাদ্‌গমন করা, পিছন দিকে যাওয়া বা হটা। (ফিরা)।
পিছ্‌লা—পিচ্ছিল স্থানে স্খলিত হওয়া। (বিগ্‌ড়া)।
পিট্‌—মারা, আঘাত করা। (লিখ্‌)।
পিয়্‌—পান করা। কবিপ্র। (লিখ্‌)।
পিষ্‌—পেষণ করা। (লিখ্‌)।
পুঁছ্‌—মোছা; গ্রাহ্য করা। (উঠ্‌)।
পুঁত্‌—প্রোথিত করা; রোপণ করা। (উঠ্‌)।
পুছ্‌—প্রশ্ন করা। কবিপ্র। (উঠ্‌)।
পুড়্‌—দগ্ধ হওয়া। (উঠ্‌)।
পুর্‌—পূর্ণ করা; ভিতরে রাখা। (উঠ্‌)।
পুরা—পূর্ণ করা। (ঘুরা)।
পুষ্‌—প্রতিপালন করা, মনোমধ্যে রাখা। (উঠ্‌)। [দেওয়া। (ঘুরা)।
পুষা—পালন করা; পর্য্যাপ্ত হওয়া বা করিয়া
পূজ্‌—পূজা করা। কবিপ্র। (উঠ্‌)।
পূর্‌—পূর্ণ করা; ভিতরে রাখা বা ঠাসা। (উঠ্‌)।
পেখ্‌—দেখা। ব্রজবুলি।
পেরা—পার হওয়া; অতিক্রম করা। (লাফা)।
পোষা—প্রয়োজনানুরূপ হওয়া; সঙ্কুলান হওয়া। (ধোয়া)।
পোহা—শেষ হওয়া; প্রভাত হওয়া; (রোদ বা আগুন) সেবন করা; (হাঙ্গামা) সহ্য করা। (ধোয়া)।
পৌঁছ্‌—উপস্থিত হওয়া, পৌঁছা। (কর্‌)।
পৌঁছা—গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হওয়া; উপস্থিত হওয়া। (দৌড়া)।
ফর্‌কা—ফাঁক করা; ফর্‌ফর্‌ করিয়া বেড়ান। (চট্‌কা)।
ফর্‌মা—ফরমাশ করা। (চট্‌কা)।
ফল্‌—ফলবান্‌ হওয়া। (কর্‌)।
ফস্‌কা—স্খলিত হওয়া, পিছলান। (চট্‌কা)।
ফলা—উৎপাদন করা; ফলান; বাহাদুরীর জন্য দেখান। (ফিরা)।
ফাঁদ্‌—বিস্তার করা; (মতলব) উদ্ভাবন করা। (কাট্‌)।
ফাঁপ্‌—স্ফীত হওয়া; বায়ুপূরিত হওয়া; সমৃদ্ধ হওয়া। (কাট্‌)।
ফাঁস্‌—পণ্ড হওয়া; খুলিয়া বা ধসিয়া পড়া। প্রকাশ হইয়া পড়া, কথা বা অনুরোধ না টেকা। (কাট্‌)।
ফাঁসা—পণ্ড করা, প্রকাশ করিয়া দেওয়া, জড়িত করা, বিপদ্‌গ্রস্ত করা। (লাফা)।
ফাট্‌—বিদীর্ণ হওয়া। (কাট্‌)।
ফাড়্‌—বিদীর্ণ করা। (কাট্‌)।
ফির্‌—প্রত্যাবর্ত্তন করা। (লিখ্‌)।
ফিরা—ফেরত দেওয়া; স্খলন হইতে বা কোন কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা; (প্রার্থীকে) কিছু না দিয়া বিদায় করা। (ফিরা)।
ফুক্‌—ফুৎকার দেওয়া; (সিগারেট প্রভৃতির ধূম) পান করা; অপব্যয় করা। (উঠ্‌)।
ফুঁড়্‌—বিদ্ধ করা; ভেদ করিয়া উঠা। (উঠ্‌)।
ফুক্‌রা—উচ্চৈঃস্বরে বলা বা কাঁদা। (উল্‌টা)।
ফুট্‌—ব্যক্ত হওয়া; বিকশিত হওয়া; উন্মুক্ত হওয়া। (উঠ্‌)।
ফুটা—বিকশিত করা; বিদ্ধ করা; (জল প্রভৃতি) অগ্নিতাপে বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত করা। (ঘুরা)।
ফুরা—শেষ হওয়া। (ঘুরা)।
ফুল্‌—স্ফীত হওয়া; বর্দ্ধিত হওয়া। (উঠ্‌)।
ফুস্‌লা—অন্যায় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য গোপনে পরামর্শ দেওয়া বা প্রলোভিত করা। (উল্‌টা)।
ফেটা—জলযুক্ত ছাতু প্রভৃতিকে নাড়িয়া ফাঁপান। (লোফা)। [(লোফা)।
ফেনা—ফেনাযুক্ত করা; অতিরঞ্জিত করা।
ফেল্‌—পাতিত করা, নিক্ষেপ করা। (কর্‌)।
ফোঁপা—গুমরিয়া কাঁদা। (ধোয়া)।
বক্‌—ভৎর্সনা করা; বাজে কথা বলিয়া যাওয়া। (কর্‌)।
বখ্‌, বক্‌—বখাটে হওয়া। (কর্‌)।
বখা, বকা—বখাটে করা। (লাফা)।
বঞ্চ্‌—যাপন করা। কবিপ্র। (কর্‌)।
বট্‌—হওয়া। (কর্‌)। [(চট্‌কা)।
বদ্‌লা—পরিবর্ত্তন করা; বিনিময় করা।
বধ্‌—হত্যা করা। কবিপ্র। (কর্‌)।
বন্‌—মনের মিল হওয়া। (কর্‌)।
বনা—সদ্ভাব রাখা; মিল করা। (লাফা)।
বন্দ্‌—বন্দনা করা। কবিপ্র। (কর্‌)।
বর্‌—বরণ করা। কবিপ্র। (কর্‌)।
বর্ণ্‌—বর্ণনা করা। (কর্‌)।
বর্ত্ত্‌—বর্ত্তা। (কর্‌)।
বর্ত্তা—বিদ্যমান থাকা। (চট্‌কা)।
বর্ষা—বর্ষণ করা। (চট্‌কা)।
বল্‌—কহা। (কর্‌)।
বল্‌কা—(দুধ) ফুলিয়া উঠা। (চট্‌কা)।
বস্‌—উপবেশন করা; আরম্ভ হওয়া; দাবিয়া যাওয়া; প্রোথিত হওয়া। (কর্‌)।
বসা—উপবিষ্ট করান; (পেরেক প্রভৃতি) ঠুকিয়া বিদ্ধ করা। (লাফা)।
বহ্‌—বহন করা; সহ্য করা। (কহ্‌)।
বা—(নৌকাদি) চালান; (দাঁড়) টানা। (খা)।
বাঁক্‌—বক্র হওয়া; প্রতিকূল হওয়া। (কাট্‌)
বাখান্‌—প্রশংসা করা। কবিপ্র।
বাগা—আদায় করা; কৌশলে আয়ত্ত বা বাধ্য করা; (টেরি) বিন্যাস করা। (লাফা)।
বাচ্‌—প্রাণ ধারণ করা। (কাট্‌)।
বাচা—জীবিত করা; জীবিত রাখা। (লাফা)। [(কাট্‌)।
বাঁট্‌, বাট্‌—পোষণ করা; বণ্টন করা।
বাঁধ্‌—রোধ করা; আবদ্ধ করা; বন্ধন করা। (কাট্‌)।
বাছ্‌—নির্ব্বাচন করা, পৃথক্‌ করা। (কাট্‌)।
বাজ্‌—বাদিত হওয়া; (প্রাণে) ব্যথাদায়ক বা (প্রাণে বা কাণে) কর্কশ হওয়া; ঘড়িতে সময় হওয়া। (কাট্‌)। [(লাফা)।
বাজা—ঠুকিয়া পরীক্ষা করা; বাদিত করা।
বাড়্‌—বৃদ্ধি পাওয়া; ভোজনের জন্য অন্নাদি ভোজনপাত্রে রাখা। (কাট্‌)।
বাড়া—বর্দ্ধিত করা; প্রশ্রয় দেওয়া; প্রশংসা করা; সম্মানিত করা। (লাফা)।
বাত্‌লা—বুঝাইয়া দেওয়া। (চট্‌কা)।
বাধ্‌—বদ্ধ হওয়া; আট্‌কান। (কাট্‌)।
বাধা—বাধান; ঘটান। (লাফা)।
বানা—রচনা করা; প্রস্তুত করা। (লাফা)।
বাল্‌সা—শিশুর অসুস্থ হওয়া। (চট্‌কা)।
বাস্‌—বোধ করা। (কাট্‌)।
বিঁধ্‌—বিদ্ধ হওয়া। (লিখ্‌)।
বিঁধা—বিদ্ধ করান। (ফিরা)।
বিকা—বিক্রীত হওয়া। (ফিরা)।
বিগ্‌ড়া—বিকৃত হওয়া; খারাপ হওয়া। (বিগ্‌ড়া)।
বিচার্‌—বিবেচনা করিয়া দেখা। কবিপ্র।
বিছা—বিস্তার করা; পাতা। (ফিরা)।
বিথার্‌—বিস্তার করা। ব্রজবুলি।
বিদর্‌—বিদীর্ণ হওয়া। কবিপ্র।

বিনা—বেণী রচনা করা; বিস্তারিতভাবে বলা। (ফিরা)।
বিয়া—প্রসব করা। (ফিরা)।
বিলা—বিতরণ করা। (ফিরা)।
বিষা—বিষযুক্ত হওয়া। (ফিরা)।
বুঁজা—ভরাট্ করা; নিমীলিত করা। (ঘুরা)।
বুজ, বুঁজ্—নিমীলিত হওয়া; মুদ্রিত করা। (উঠ্)।
বুঝ্—হৃদয়ঙ্গম করা। (উঠ্)।
বুঝা—ব্যাখ্যা করা; জ্ঞাপন করা; সমঝান। (ঘুরা)। [(উঠ্)
বুড়্—জলপ্লাবিত হওয়া, ডুবিয়া যাওয়া।
বুড়া—ডুবান; বৃদ্ধ হওয়া। (ঘুরা)।
বুন্—বপন করা; বয়ন করা। (উঠ্)।
বুল্—বিচরণ করা। (উঠ্)।
বুলা—মৃদুভাবে হস্তাদি চালনা করা। (ঘুরা)।
বেচ্—বিক্রয় করা। (কর্)।
বেড়্—বেষ্টন করা। (কর্)। [(লাফা)।
বেড়া—ভ্রমণ করা, পাদচারণা করা।
বেতা—বেত্রাঘাত করা। (লাফা)।
বেরা—বাহির হওয়া। (লাফা)।
বেল্—বেল্‌না দিয়া রুটি প্রভৃতি প্রসারিত করা। (কর্)।
ব্যাপ্—ব্যাপ্ত করা। (কাট্)।
ভজ্—উপাসনা করা। (কর্)।
ভজা—মন্ত্রণা দ্বারা সম্মত করা; উপাসনায় প্রবর্তিত করা। (লাফা)।
ভড়্কা—হঠাৎ ভয়ে চঞ্চল বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া। (চট্কা)।
ভণ্—স্বনাম উল্লেখ করিয়া কবিতাদির শেষ করিতে করিতে বলা। কবিপ্র। (কর্)।
ভর্—পূর্ণ করা; পূর্ণ হওয়া। (কর্)।
ভাঁজ্—ভাঁজ করা; (মুগুর) সঞ্চালন করা; (রাগিণী) অভ্যাসের জন্য সাধনা করা। (কাট্)।
ভাঁড়া—প্রতারণা করা; প্রতারণার উদ্দেশ্যে (নাম) গোপন করা। (লাফা)।
ভাগ্—পলায়ন করা। (কাট্)।
ভাগা—তাড়ান; ছলনা করা। (লাফা)।
ভাঙ্গ্, ভাঙ্—ভগ্ন করা; ভগ্ন হওয়া; পণ্ড হওয়া। (কাট্)।
ভাঙ্গা, ভাঙা—ভগ্ন করান; অল্পমূল্যের মুদ্রার সহিত বিনিময় করা; প্রণয় বা একতা নষ্ট করা। (লাফা)।
ভাজ্—ভাজা। (কাট্)।
ভাটা—নিম্নদিকে যাওয়া। (লাফা)।
ভাত্—শোভা বা দীপ্তি পাওয়া। কবিপ্র। (কাট্)।
ভান্—ঢেঁকির দ্বারা ধান প্রভৃতির তুষ ছাড়ান। (কাট্)।

ভাপ্‌সা—অধিক ঘামা; পচিয়া উঠা; দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া। (চট্কা)।
ভাব্—চিন্তা করা। (কাট্)।
ভাবা—উদ্বিগ্ন করান। (লাফা)।
ভাব্‌রা—ঘাবড়ান। (চট্কা)।
ভালবাস্—(কাহাকেও) প্রীতির সহিত মনে স্থান দেওয়া। (কাট্)।
ভাস্—না ডুবিয়া জলের উপরে অবস্থান করা; জলে বা আকাশে সঞ্চরণ করা। (কাট্)।
ভিজ্—সিক্ত হওয়া। (লিখ্)।
ভিড়্—নিকটবর্তী হওয়া; সংলগ্ন হওয়া। (লিখ্)।
ভুঁক্—বিদ্ধ হওয়া। (উঠ্)।
ভুগ্—কষ্ট পাওয়া; ভোগা। (উঠ্)।
ভুঞ্জ্—ভোগ করা। কবিপ্র।
ভুল্—বিস্মৃত হওয়া। (উঠ্)।
ভুলা—বিস্মৃত করা; প্রলোভিত করা; প্রবোধ দান করিয়া শান্ত করা। (ঘুরা)।
ভেংচা—ভেঙ্গচান। (চট্কা)।
ভেঙা—বিদ্রূপাত্মক মুখভঙ্গী করা। (লাফা)।
ভেজা—বন্ধ করা; লাগান। (লাফা)।
ভেস্তা—পণ্ড হওয়া। (চট্কা)।
মচ্‌কা—দুমড়াইয়া ভগ্নপ্রায় করা বা হওয়া। (চট্কা)। [(কর্)।
মজ্—মগ্ন, আসক্ত বা নিবিষ্ট হওয়া।
মজা—মোহিত করা; নষ্ট করা; বিপদে ফেলা। (লাফা)।
মট্‌কা—সশব্দে দুমড়ান। (চট্কা)।
মর্—প্রাণত্যাগ করা। (কর্)।
মল্—মর্দন করা। (কর্)। [(কাট্)।
মাখ্—লেপন করা; মর্দন বা মিশ্রণ করা।
মাখা—লেপন করা। (লাফা)।
মাগ্, মাঙ্—প্রার্থনা করা। (কাট্)।
মাগা, মাঙা—আনয়ন করান; ঠাওরান। (লাফা)।
মাজ্—ঘর্ষণ করিয়া পরিষ্কৃত করা। (কাট্)।
মাড়্—মর্দন বা পোষণ করা। (কাট্)।
মাড়া—পদদলিত করা; মর্দ্দিত করান। (লাফা)।
মাত্—মত্ত হওয়া; অত্যধিক উৎসাহের সহিত নিযুক্ত থাকা। (কাট্)।
মান্—মান্য করা; স্বীকার করা; আদেশ প্রভৃতি পালন করা; মানত্ করা। (কাট্)। [(লাফা)।
মানা—ভাল দেখান; শোভন হওয়া।
মাপ্—পরিমাপ করা। (কাট্)।
মার্—বধ করা; প্রহার করা। (কাট্)।
মিট্—নিষ্পন্ন হওয়া; চুকা। (লিখ্)।
মিয়া—বাসি হওয়া। (ফিরা)।
মিল্—একত্র হওয়া; জোটা। (লিখ্)।

মিলা—মিলিত করা; উন্মীলিত করান; অদৃশ্য হইয়া যাওয়া; তুলনা করা; জোটান। (ফিরা)। [(লিখ্)।
মিশ্—মিশ্রিত হওয়া; সংসর্গে থাকা।
মিশা—মিশ্রিত করা। (ফিরা)।
মুখা—অগ্রবর্তী বা উন্মুখ হইয়া থাকা। (ঘুরা)।
মুগ্‌রা—মুগুর দ্বারা প্রহার করা। (উল্‌টা)।
মুচ্‌ড়া—পাক দেওয়া। (উল্‌টা)।
মুছ্—মোছা। (উঠ্)।
মুছা—মোছান। (ঘুরা)।
মুড়্—ভাঁজ করা; জড়ান; আবৃত করা। (উঠ্)।
মুড়া—ভাঁজ ইত্যাদি করান; মুণ্ডন করা; ছাটা। (ঘুরা)।
মুত্—প্রস্রাব করা। (উঠ্)।
মুদ্—নিমীলিত করা। (উঠ্)।
মুষ্‌ড়া—দমিয়া যাওয়া; শুষ্কবৎ হওয়া। (উল্‌টা)। [(কর্)।
মেল্—উন্মীলিত বা প্রসারিত করা।
মেলা—বিছান; ছড়ান। (লাফা)।
যজা—কাহারও পৌরোহিত্য করা। (লাফা)।
যা—গমন করা। (খা)।
যাচ্—প্রার্থনা করা; যাচাই করা; অনুসন্ধান দ্বারা মূল্য নির্দ্ধারণ করা। (কাট্)।
যাচা—যাচাই করান। (লাফা)।
যুঝ্—যুদ্ধ করা; লড়া। কবিপ্র। (উঠ্)।
যোগা—সরবরাহ করা; (মন) অভিপ্রেত কার্য্য ও বাক্যাদি দ্বারা প্রসন্ন রাখা। (ধোয়া)।
রগ্‌ড়া—মর্দন করা। (চট্কা)।
রঙ্গা, রঙা—রঞ্জিত করা। (লাফা)।
রচ্—রচনা করা। (কর্)।
রট্—প্রচারিত হওয়া। (কর্)। [(কর্)।
রস্—রসযুক্ত বা আর্দ্র হওয়া; ঈষৎ পচা।
রসা—রসযুক্ত করা। (লাফা)।
রহ্—থাকা; অপেক্ষা করা। (কহ্)।
রাখ্—রক্ষা করা। (কাট্)।
রাগ্—ক্রুদ্ধ হওয়া। (কাট্)।
রাঙা, রাঙ্গা—রাঙ্গান, রক্তবর্ণ করা। (লাফা)।
রাজ্—শোভা পাওয়া। কবিপ্র।
রান্ধ্, রাঁধ—রন্ধন করা। (কাট্)।
রু—রোপণ করা। (শু)।
রুখ্—ক্রুদ্ধ হওয়া, আক্রমণে উদ্যত হওয়া; থামান। (উঠ্)।
রুচ্—ভাল লাগা, রুচিকর হওয়া। (উঠ্)।
রুধ্—রোধ করা। (উঠ্)।
রুষ্—ক্রুদ্ধ বা স্ফীত হওয়া; গর্জ্জন করা। (উঠ্)।
রোধ্—রোধ করা। (কর্)।
রোপ্—রোপণ করা। (কর্)।

ল—গ্রহণ করা ; লওয়া। (হ)।
লঙ্ঘ্—অতিক্রম করা। কবিপ্র। (কর্)।
লট্কা—ঝুলান। (চট্কা)।
লড়্—যুদ্ধ করা। (কর্)।
লতা—লতার ন্যায় বিস্তৃত হওয়া ; লতার ন্যায় শিথিল-দেহ হওয়া। (লাফা)।
লপ্টা—জড়িত হওয়া। (চট্কা)।
লাগ্—সংলগ্ন হওয়া ; স্পর্শ করা। (কাট্)।
লাদা—ভার চাপান ; (হস্তী প্রভৃতির) মলত্যাগ করা। (লাফা)।
লাফা—লম্ফ প্রদান করা। (লাফা)।
লিখ্—লিপিবদ্ধ করা। (লিখ্)। [(ঘুরা)।
লুকা—লুক্কায়িত হওয়া ; গোপন করা।
লুট্—লুণ্ঠন করা ; ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া। (উঠ্)।
লুটা—ভূলুণ্ঠিত করা বা হওয়া। (ঘুরা)।
লুফ্—শূন্যপথে পতিত হইবার সময়ে ধরা। (উঠ্)।
লেংচা—খোঁড়ার মত চলা। (চট্কা)।
লেপ্—লেপন করা। (কর্)। [(চট্কা)।
লেপ্টা—জড়িত হওয়া বা করা।
লেলা—(কুকুরাদিকে) আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করা। (লাফা)।
শাণা—তীক্ষ্ণ করা ; শাণে ধারান। (লাফা)।
শান্—তৃপ্তি হওয়া। (কাট্)
শানা—তৃপ্তি হওয়া। (লাফা)।
শাপ্—অভিশাপ দেওয়া। কবিপ্র। (কাট্)।
শাস্—শাসন করা। (কাট্)।
শাসা—শাস্তি দিবার ভয় দেখান। (লাফা)।
শিউরা—রোমাঞ্চিত হওয়া। (বিগ্ড়া)।
শিখ্—শিক্ষা বা অভ্যাস করা। (লিখা)।
শিহর্—রোমাঞ্চিত হওয়া। (কর্)।
শিহরা—রোমাঞ্চিত হওয়া। (লাফা)।
শু—শয়ন করা। (শু)।
শুঁক্, শুখ্—ঘ্রাণ লওয়া। (উঠ্)।
শুকা, শুখা—শুষ্ক করা, শুষ্ক হওয়া ; শীর্ণ করা ; শীর্ণ হওয়া। (ঘুরা)।
শুধ্—পরিশোধ করা। (উঠ্)।
শুধা—জিজ্ঞাসা করা। কবিপ্র। (ঘুরা)।
শুধ্রা—সংশোধিত হওয়া বা করা। (উল্টা)।
শুন্—শ্রবণ করা ; মানা। (উঠ্)।
শুনা—শ্রবণ করান ; ভর্ৎসনা করা। (ঘুরা)।
শুষ্—শোষণ করা। (উঠ্)।
সঁপ্—সমর্পণ করা। (কর্)।
সট্কা—না বলিয়া পলায়ন করা। (চট্কা)।
সম্জা, সম্ঝা—বুঝান। (চট্কা)।
সর্—চলা, দূরে যাওয়া ; উচ্চারিত হওয়া। (কর্)। [(লাফা)।
সরা—স্থানান্তরিত করা ; চুরি করা।
সহ্—সহ্য করা ; সহ্য হওয়া। (কহ্)।
সাট্—আঁটা। (কাট্)।
সাত্রা—সাঁতার কাটা। (চট্কা)।
সাঁতলা—তেলে বা ঘিয়ে অল্প ভাজা। (চট্কা)।
সাজ্—সজ্জিত হওয়া ; (পান তামাক প্রভৃতি) সেবনোপযোগী করা ; কৃত্রিম বা বিকৃতভাবে নিজেকে পরিচিত করিতে চাওয়া। (কাট্)।
সাজা—সজ্জিত করা। (লাফা)।
সাধ্—অনুনয় করা ; ঘটান ; সাধন করা ; অভ্যাস করা। (কাট্)।
সান্—চট্কাইয়া মাখা। (কাট্)।
সান্ধা—ভিতরে যাওয়া বা যাওয়ান। প্রাঃ কবিপ্র।
সাপ্টা—জাপ্টান। (চট্কা)।
সামা—প্রবেশ করা। প্রাঃ কবিপ্র।
সাম্লা—সংবরণ করা ; সংযত করা ; রক্ষা করা ; রক্ষা পাওয়া। (চট্কা)।
সার্—সংশোধন করা ; বিপদে ফেলা ; আরোগ্য লাভ করা। (কাট্)। [(লাফা)।
সারা—সংশোধন করান ; মেরামত করান।
সিজ্, সিঝ্—জলে সিদ্ধ করা। (লিখ্)।
সিজা, সিঝা—সিদ্ধ করা। (ফিরা)।
সিট্কা—(ঘৃণাদি হেতু নাসিকা) কুঞ্চিত করা। (বিগ্ড়া)।
সেঁতা—সিক্তপ্রায় হওয়া। (লাফা)।
সেক্, সেঁক্—তাপ দেওয়া ; (রুটি প্রভৃতি) তাপ দ্বারা পক্ব করা। (কর্)।
সেচ্—সেচন করা। (কর্)।
সোঙর্—স্মরণ করা। কবিপ্র।
হ—হওয়া ; ঘট ; জন্মগ্রহণ করা ; অতীত হওয়া। (হ)।
হট্—পিছনে যাওয়া ; পরাস্ত বা নিরস্ত হওয়া। (কর্)।
হড়্কা—পিছলান। (চট্কা)। [(কর্)।
হর্—চুরি করা ; লওয়া ; ভাগ করা। কবিপ্র।
হাঁক্—ডাকা। (কাট্)।
হাঁকা—তাড়ান ; চালান। (লাফা)।
হাঁচ্—হাঁচি দেওয়া। (কাট্)।
হাট্—পায়ে চলা। (কাট্)।
হাট্কা—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তল্লাস করা। (চট্কা)।
হাপা—ঘন ঘন কষ্টের সহিত শ্বাস ফেলা। (লাফা)।
হাগ্—মলত্যাগ করা। (কাট্)।
হাজ্—জলে ভিজিয়া নষ্ট হওয়া। (কাট্)।
হাতড়া—হাত দিয়া খোঁজা। (চট্কা)।
হাতা—হস্তগত করা ; হাতান। (লাফা)।
হান্—নিক্ষেপ করা। কবিপ্র। (কাট্)।
হাপ্রা—তরল দ্রব্য সশব্দে ভক্ষণ করা। (চট্কা)।
হাবড়া—ভয় পাওয়া ; অবসন্ন হওয়া। (চট্কা)।
হার্—পরাজিত হওয়া। (কাট্)।
হারা—পরাজিত করা ; খোয়ান ; খুঁজিয়া না পাওয়া। (লাফা)।
হাস্—হাস্য করা। (কাট্)।
হিচ্ড়া—জোর করিয়া ঘষড়াইয়া টানা। (বিগ্ড়া)।
হেদা—ব্যাকুল হওয়া। (লাফা)।
হের্—দেখা। কবিপ্র। (কর্)।
হেল্—বাঁকা, নত হওয়া। (কর্)।
হেলা—ঝোঁকান, নোয়ান। (লাফা)।

দ্রষ্টব্য—কবিপ্রযুক্ত ধাতুগুলিতে সাধারণতঃ সাধু বিভক্তিগুলি যোগ করিলেই রূপ হয়। তবে সব ধাতুর সব রূপ হয় না। যে সকল কবিপ্রযুক্ত ধাতুকে, কোন গণবিশেষের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, তাহাদের পাশে উক্ত গণের উল্লেখ করা হইয়াছে। দুই একটি ধাতুর রূপ দুই এক স্থলে স্বতন্ত্র হয়। কবিতায় বহু নামধাতু ব্যবহার হয়। যথা,—প্রবেশিলা, মর্ম্মরিছে, নাদে, নিষ্কোষিয়া ইত্যাদি। অনেক সংস্কৃত ধাতু অবিকৃত ভাবে প্রযুক্ত হয়, যেমন, নম্ ; ভজ ; রচ্ ; চেষ্ট্ ইত্যাদি। কতকগুলি সংস্কৃত ধাতু বিকৃত অবস্থায় প্রযুক্ত হয়। যথা,—স্মৃ>স্মর, নির—মা>নিরখ্, ইত্যাদি। পদ্যে অনেক সময় স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের দ্বারা ধাতুর যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণকে ভাঙিয়া লওয়া হইত এবং হয়। যেমন, বরষিয়া, পরশিয়া, পরবোধি ইত্যাদি। হ-আদি গণীয় হইতে উঠ্ আদি গণীয় পর্য্যন্ত ধাতু-সমূহের ণিজন্ত-রূপ যথাক্রমে হওয়া, খাওয়া, দেওয়া, শোয়া, করা, কহা বা কওয়া, কাটা, গাওয়া, লিখা বা লেখা এবং উঠা বা ওঠা।

বিপরীতার্থক শব্দ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ
অগ্রজ	অনুজ
অণু	বৃহৎ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
অধম	উত্তম
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ
অধিক	ন্যূন, অল্প
অধিত্যকা	উপত্যকা
অনন্ত	সান্ত
অনুকূল	প্রতিকূল
অনুগ্রহ	নিগ্রহ
অনুরক্ত	বিরক্ত
অনুরাগ	বিরাগ
অনুলোম	প্রতিলোম, বিলোম
অনৃত	সুনৃত
অন্তর	বাহির
অন্ত্য	আদ্য
অন্ধকার	আলোক
অপরাধী	নিরপরাধ
অমৃত	গরল, বিষ
অর্থ	অনর্থ
অর্থী	প্রত্যর্থী
অর্পণ	প্রত্যর্পণ, গ্রহণ
অর্বাচীন	প্রাচীন
অলস	অনলস, পরিশ্রমী
অলীক	সত্য
অল্প	অধিক
আকর্ষণ	বিকর্ষণ
আকাশ	পাতাল
আকুঞ্চন	প্রসারণ
আগা	গোড়া
আচার	অনাচার
আত্ম	পর
আত্মীয়	অনাত্মীয়
আদর	অনাদর
আদান	প্রদান
আদি	অন্ত
আদিম	অন্তিম
আধার	আধেয়
আপদ্	সম্পদ্
আপন	পর
আবাহন	বিসর্জ্জন
আবির্ভাব	তিরোভাব
আবির্ভূত	তিরোহিত
আবৃত	উন্মুক্ত, অনাবৃত

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
আমান্ন	সিদ্ধান্ন
আয়	ব্যয়
আরব্ধ	সমাপ্ত
আরম্ভ	শেষ
আরোহণ	অবরোহণ
আর্দ্র	শুষ্ক
আলস্য	শ্রম
আলো	আঁধার
আশা	নৈরাশ্য
আসল	নকল
আসামী	ফরিয়াদী
আস্তিক	নাস্তিক
আহার	অনাহার
ইচ্ছা	অনিচ্ছা
ইতর	ভদ্র
ইষ্ট	অনিষ্ট
ইহকাল	পরকাল
ইহলোক	পরলোক
ঈষৎ	অধিক
উগ্র	সৌম্য, মৃদু
উচ্চ	নীচ
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উৎকৃষ্ট	অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট
উত্তম	অধম
উত্তমর্ণ	অধমর্ণ
উত্তর	দক্ষিণ, অধর (নীচ)
উত্তাপ	শৈত্য
উত্থান	পতন
উৎরাই	চড়াই
উদয়	অস্ত
উদার	সঙ্কীর্ণ, অনুদার
উদীচ্য	অবাচ্য
উন্নতি	অবনতি
উন্মীলিত	নিমীলিত
উপকার	অপকার
উপচয়	অপচয়
উপায়	অপায়
উষ্ণ	শীতল
ঊর্দ্ধ	অধঃ
ঋজু	বক্র
ঐক্য	অনৈক্য
ঐহিক	পারত্রিক
কঠোর	কোমল
কড়ি	কোমল
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
কর্কশ	কোমল, মৃদু
কাচা	পাকা
কার্য্য (ফল)	কারণ
কু	সু
কুটিল	সরল, জটিল
কুৎসা	প্রশংসা
কুৎসিত	সুন্দর
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন
কৃত্রিম	অকৃত্রিম, স্বাভাবিক
কৃশ	স্থূল
কৃষ্ণ	শুক্ল
ক্রন্দন	হাস্য
ক্রয়	বিক্রয়
ক্ষতি	বৃদ্ধি, লাভ
ক্ষয়	বৃদ্ধি
ক্ষুদ্র	বৃহৎ
খাদ্য	অখাদ্য
খেদ	হর্ষ
গণ্য	নগণ্য
গমন	আগমন
গরল	অমৃত, সুধা
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গুণ	দোষ
গুপ্ত	প্রকাশিত
গুরু	লঘু (বিণ), শিষ্য (বি)
গৃহী	সন্ন্যাসী
গোপন	প্রকাশ
গৌরব	লাঘব
গ্রহণ	দান
গ্রাম্য	নাগরিক
ঘন	তরল
ঘাত	প্রতিঘাত
ঘৃণা	শ্রদ্ধা
চক্ষুষ্মান্	অন্ধ
চঞ্চল	স্থির
চেতন	জড়, অচেতন
জড়	চেতন
জন্ম	মৃত্যু
জন্য	জনক
জমা	খরচ
জয়	পরাজয়
জয়ী	জিত
জল	স্থল
জাগন্ত	ঘুমন্ত
জাগরণ	নিদ্রা, সুপ্তি

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
জাগ্রৎ	সুপ্ত
জাতীয়	বিজাতীয়
জীবন	মরণ
জোড়	বিজোড়
জোয়ার	ভাঁটা
জ্ঞানী	অজ্ঞান, মূর্খ
ঝটিতি	বিলম্ব
টাটকা	বাসি
তরল	ঘন, কঠিন
তরুণ	বৃদ্ধ
তস্কর	সাধু
তাপ	শৈত্য
তিমির	আলোক
তিরস্কার	পুরস্কার
তুষ্ট	রুষ্ট
দক্ষিণ	বাম
দাতা	গ্রহীতা
দিক্	বিদিক্
দিন	রাত্রি
দীর্ঘ	হ্রস্ব
দুরন্ত	শান্ত
দুর্লভ	সুলভ
দুষ্কৃতি	সুকৃতি
দূর	নিকট, সমীপ
দ্রুত	মন্থর
দেনা	পাওনা
দৃঢ়	শিথিল
ধনাত্মক	ঋণাত্মক
ধনিক	শ্রমিক
ধনী	দরিদ্র, নির্ধন
ধর্ম্ম	অধর্ম্ম
নিত্য	নৈমিত্তিক
নিন্দা	স্তুতি, প্রশংসা
নিরত	বিরত
নিরাকার	সাকার
নির্গুণ	সগুণ
নির্দ্দয়	সদয়
নির্ম্মল	মলিন
নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট
নিশ্বাস	প্রশ্বাস
নীরস	সরস
নূতন	পুরাতন
নৈসর্গিক	অনৈসর্গিক, কৃত্রিম
ন্যায়	অন্যায়
পক্ষ	প্রতিপক্ষ, বিপক্ষ
পতন	উত্থান, অভ্যুদয়
পরকীয়	স্বকীয়
পরার্থ	স্বার্থ
পরুষ	কোমল
পাপ	পুণ্য
পুষ্ট	ক্ষীণ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
পূর্ব্ব	পশ্চিম
পূর্ব্বার্দ্ধ	উত্তরার্দ্ধ
পূর্ব্বপক্ষ	উত্তর পক্ষ
প্রকৃতি	বিকৃতি
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
প্রফুল্ল	ম্লান
প্রবল	দুর্ব্বল
প্রবীণ	অপ্রবীণ, নবীন
প্রভু	ভৃত্য
প্রশ্ন	উত্তর
প্রসন্ন	বিষণ্ণ, অপ্রসন্ন
প্রাংশু	খর্ব্ব, বামন
প্রাচীন	নব্য, অর্ব্বাচীন
প্রাচ্য	প্রতীচ্য, পাশ্চাত্য
ফলন্ত	অফলা
বদ্ধ	মুক্ত
বন্ধন	মুক্তি
বন্ধু	শত্রু
বন্ধুর	সমতল, মসৃণ
বরখাস্ত	বাহাল
বর্দ্ধমান	ক্ষীয়মাণ
বহু	অল্প
বালক	বৃদ্ধ
বাল্য	বার্দ্ধক্য
বাদী	বিবাদী, প্রতিবাদী
বিধি—permissive rule	নিয়ম, নিষেধ—restrictive rule
বিনয়	ঔদ্ধত্য
বিনীত	উদ্ধত
বিপক্ষ	স্বপক্ষ
বিরল	গাঢ়, ঘন
বিষ	অমৃত
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত
ব্যর্থ	সার্থক, অব্যর্থ
ব্যষ্টি	সমষ্টি
বোকা	সেয়ানা, চতুর
ভক্ষ্য	অভক্ষ্য, ভক্ষক
ভদ্র	ইতর, অভদ্র
ভয়	ভরসা, সাহস
ভাল	মন্দ
ভিক্ষুক	দাতা
ভূত	ভবিষ্যৎ
মঙ্গল	অমঙ্গল
মধুর	তিক্ত
মহৎ	ক্ষুদ্র, নীচ
মান	অপমান
মিত্রতা	শত্রুতা
মিথ্যা	সত্য
মিলন	বিরহ
মুখ্য	গৌণ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
মৃদু	তীক্ষ্ণ
মোটা	সরু
যজমান	পুরোহিত
যশঃ	অপযশঃ
যাজ্য	যাজক
যোগ	বিয়োগ
যোজক	প্রণালী
রাগ—আসক্তি, প্রীতি	বিরাগ, দ্বেষ
রসিক	অরসিক, বেরসিক
রাজা	প্রজা
রুগ্ণ	সুস্থ
রোগী	নীরোগ
লঘিমা	গরিমা
লঘু	গুরু
লাভ	ক্ষতি, লোকসান
শত্রু	মিত্র
শান্ত	দুরন্ত
শিক্ষক	ছাত্র
শিষ্ট	অশিষ্ট, দুষ্ট
শিষ্য	গুরু
শীঘ্র	বিলম্ব
শীত	গ্রীষ্ম
শুকো	হাজা
শুক্‌না	ভিজা
শুভ	অশুভ
শুভ্র	কৃষ্ণ
শুষ্ক	আর্দ্র
শূন্য	পূর্ণ
শোক	হর্ষ
শ্রম	আলস্য, বিশ্রাম
সওয়াল	জবাব
সংকোচন	প্রসারণ
সংক্ষিপ্ত	বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত
সংক্ষেপ	বিস্তার, বাহুল্য
সংযোগ	বিয়োগ
সঞ্চয়	অপচয়, ব্যয়, ক্ষয়
সত্য	মিথ্যা
সদৃশ	বিসদৃশ
সন্ধি	বিচ্ছেদ, বিগ্রহ
সন্নিকৃষ্ট	বিপ্রকৃষ্ট
সন্নিধান	ব্যবধান
সবল	দুর্ব্বল
সমক্ষ	পরোক্ষ
সমষ্টি	ব্যষ্টি
সমাপ্ত	আরব্ধ
সমাস	ব্যাস
সম্পদ্	বিপদ্
সরকারী	বেসরকারী
সরস	বিরস, নীরস
সক্ত	আক্ত

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
সহজ	কঠিন
সহযোগী	প্রতিযোগী
সাকার	নিরাকার
সাদা	কালো
সাবালক	নাবালক
সাম্য	বৈষম্য
সার	অসার
সুকর	দুষ্কর
সুকৃতি	দুষ্কৃতি
সুখ	দুঃখ
সুখ্যাতি	অখ্যাতি
সুগম	দুর্গম

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
সুন্দর	কুৎসিত
সুপ্ত	জাগরিত, জাগ্রৎ
সুলভ	দুর্লভ
সুশীল	দুঃশীল
সুস্থ	পীড়িত, অসুস্থ
সূক্ষ্ম	স্থূল
সৃষ্টি	ধ্বংস, প্রলয়
স্থাবর	জঙ্গম
স্থির	চঞ্চল
স্থূল	সূক্ষ্ম, ক্ষীণ, কৃশ
স্নিগ্ধ	রুক্ষ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
স্মৃতি	বিস্মৃতি
স্বচ্ছ	অনচ্ছ
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
স্বাধীন	পরাধীন
স্বর্গ	নরক
হরণ	পূরণ
হর্ষ	বিষাদ
হার	জিত
হাসি	কান্না
হিত	অহিত
হ্রাস	বৃদ্ধি

এককাবলী

দেশীয় মুদ্রা

কড়ার ভগ্নাংশ (১)

২০ বিন্দুতে	১ ঘুণ ৲৴
১৬ ঘুণে	১ তিল ৲২
২০ তিলে	১ কাক ৴
৪ কাকে	১ কড়া ৷

কড়ার ভগ্নাংশ (২)

৩ যবে	১ দন্তী ৲২
৩ দন্তীতে	১ ক্রান্তি ৲—
৩ ক্রান্তিতে	১ কড়া ৷

কাহনের ভগ্নাংশ

৪ কড়ায়	১ গণ্ডা ৲১
৫ গণ্ডায়	১ বুড়ি (পয়সা) ৲৫
৪ বুড়িতে (পয়সায়)	১ পণ (আনা) /০
৪ পণে (আনায়)	১ চৌক (সিকি) ।০
৪ চৌকে বা ১৬ পণে	১ কাহন (টাকা) ১৲

টাকার ভগ্নাংশ

২ আধ-পয়সায় বা ৩ পাইতে ১ পয়সা ৲৫ বা ৲৩

৪ পয়সায়	১ আনি /০
২ আনিতে	১ দুআনি ৶০
২ দু-আনিতে	১ সিকি ।০
২ সিকিতে	১ আধুলি ॥০
২ আধুলিতে	১ টাকা ১৲

ইংলণ্ডীয় মুদ্রা

৪ ফার্দিংএ (f বা q)	১ পেনি (d)
১২ পেনিতে	১ শিলিং (s)
২০ শিলিংএ	১ পাউণ্ড বা সভ্‌রিন্ (£)
২ শিলিংএ	১ ফ্লোরিন (fl)
৫ শিলিংএ	১ ক্রাউন
২১ শিলিংএ	১ গিনি

[১ শিলিং = প্রায় এগার আনা]

দেশীয় সাধারণ ওজন

৪ আনাতে	১ সিকি
৪ সিকিতে	১ তোলা ৲১
৫ তোলায় বা ৪ কাঁচায়	১ ছটাক //
৪ ছটাকে	১ পোয়া /।
৪ পোয়ায়	১ সের /১
৫ সেরে	১ পশুরি /৫
২ পশুরিতে	১ চৌক ।০
৪ চৌকে বা ৮ পশুরিতে বা ৪০ সেরে	১ মণ ১/
২½ সেরে	১ বিশ /২॥

ইংলণ্ডীয় সাধারণ ওজন

১৬ ড্রামে	১ আউন্স (oz.)
১৬ আউন্সে	১ পাউণ্ড (lb.)
১৪ পাউণ্ডে	১ স্টোন (st.)
২ স্টোনে বা ২৮ পাউণ্ডে	১ কোয়ার্টার (qr.)
৪ কোয়ার্টারে	১ হন্দর (cwt.)
২০ হন্দরে	১ টন (ton.)

[১ টন = প্রায় ২৭ মণ ৯ সের ;
১ পাউণ্ড = প্রায় আধ সের]

স্বর্ণরৌপ্যের ওজন (দেশীয়)

৪ ধানে	১ রতি
৬ রতিতে	১ আনা
৮ রতিতে	১ মাসা
১৬ আনা বা ১২ মাসায়	১ ভরি বা তোলা

স্বর্ণরৌপ্যের ওজন (ইংলণ্ডীয়)

৪ গ্রেনে	১ ক্যারাট
৬ ক্যারাটে	১ পেনিওয়েট (dwt.)
২০ পেনিওয়েটে	১ আউন্স (oz.)
১২ আউন্সে	১ পাউণ্ড (lb.)
২৫ পাউণ্ডে	১ কোয়ার্টার (qr.)
৪ কোয়ার্টারে	১ হন্দর (cwt.)
২০ হন্দরে	১ টন (ton.)

[১ তোলা বা ভরি = ১৮০ গ্রেন ;
১ পাউণ্ড = ৩২ ভরি = সাধারণ ওজনের $\frac{১৪৪}{১৭৫}$ পাউণ্ড]

ঔষধের দেশীয় মাপ

৪ ধানে	১ রতি
১০ রতিতে	১ মাসা
৮ মাসায়	১ তোলা
৬৪ তোলায়	১ সের

ঔষধের ইংলণ্ডীয় মাপ (শুষ্ক)

২০ গ্রেনে	১ স্ক্রুপল
৩ স্ক্রুপলে	১ ড্রাম
৮ ড্রামে	১ আউন্স
১২ আউন্সে	১ পাউণ্ড

[১ পাউণ্ড = স্বর্ণের ৩২ ভরি]

ঔষধের ইংলণ্ডীয় মাপ (তরল)

৬০ মিনিমে বা ফোঁটায়	১ ড্রাম
৮ ড্রামে	১ আউন্স
২০ আউন্সে	১ পাইন্ট
৮ পাইন্টে	১ গ্যালন
৪ ড্রামে	১ টেব্‌ল্‌স্পুনফুল
২ আউন্সে	১ ওয়াইনগ্লাসফুল

৩ আউন্সে	১ টিকাপফুল

[১ আউন্স=প্রায় ১ কাঁচ্চা ।
১ গ্যালন=প্রায় ৪ সের]

মদ্যের ইংলণ্ডীয় পরিমাপ

৪ গিলে	১ পাইন্ট (pt.)
২ পাইন্টে	১ কোয়ার্ট (qt.)
৪ কোয়ার্টে	১ গ্যালন (gal.)
৬৩ গ্যালনে	১ হগ সৃহেড্ (hhd.)
৮৪ গ্যালনে	১ পাঞ্চিয়ান (pun.)
১২৬ গ্যালনে	১ পাইপ বা বাট (pipe.)
২ পাইপে	১ টান (tun)
৯ গ্যালনে	১ ফার্কিন (fir.)
২ ফার্কিনে	১ কিল্ডারকিন (kild.)
২ কিল্ডারকিনে	১ ব্যারেল (bar.)
৩ কিল্ডারকিনে	১ হগস্‌হেড

ধান্যাদির দেশীয় পরিমাপ

৫ ছটাকে	১ কুনিকা
২ কুনিকায়	১ খুঁচি
২ খুঁচিতে	১ রেক
২ রেকে	১ পালি
২ পালিতে	১ দন
২ দনে	১ কাঠি
৮ কাঠিতে	১ আড়ি
২০ আড়িতে	১ বিশ
১৬ বিশে	১ কাহন
১৬ পালিতে বা ৮ দনে	১ মণ
২০ দনে	১ শলি

কয়লার ইংলণ্ডীয় ওজন

১৪ পাউণ্ডে	১ স্টোন
২৮ পাউণ্ডে	১ কোয়ার্টার
৪ কোয়ার্টারে	১ হন্দর
২০ হন্দরে	১ টন
১ স্থাকে	১ হন্দর
১ লার্জ্জ স্থাকে	২ হন্দর
২১ টন ৪ হন্দরে	১ বার্জ্জ বা কীল
২০ কীলে (৪২৪ টনে)	১ শিপ্‌লোড
৭ টনে	১ রুম

ময়দার ইংলণ্ডীয় ওজন

১৪ পাউণ্ডে	১ পেক বা স্টোন
৪০ পাউণ্ডে	১ বোল
৫৬ পাউণ্ডে	১ বুশেল
১৪০ পাউণ্ডে	১ ব্যাগ
১৯৬ পাউণ্ডে	১ ব্যারেল
২৮০ পাউণ্ডে	১ স্থাক

দৈর্ঘ্য বা দূরত্বের দেশীয় পরিমাপ

৩ যবে বা যবোদরে	১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলিতে	১ মুষ্টি
১২ অঙ্গুলিতে	১ বিঘৎ বা বিতস্তি
২ বিঘতে বা ২৪ অঙ্গুলিতে	১ হাত
১½ অঙ্গুলিতে	১ কাঁচ্চা
৪ কাঁচ্চায়	১ ছটাক
৪ ছটাকে	১ হাত
৪ হাতে	১ কাঠা (বৈখিক)
৫ কাঠায়	১ পোয়া, দণ্ড বা ধনু
৪ পোয়ায় বা ২০ কাঠায়	১ বিঘা (বৈখিক)
১০০ বিঘায় বা ২৩০ দণ্ডে	১ ক্রোশ
৪ ক্রোশে	১ যোজন

[১হাত = ১৮ ইঞ্চি = ১½ ফুট]

বস্ত্রাদির দেশীয় মাপ

৪ অঙ্গুলিতে	১ গিরা
৮ গিরায়	১ হাত
২ হাতে	১ গজ

দৈর্ঘ্য বা দূরত্বের ইংলণ্ডীয় পরিমাপ

১২ ইঞ্চিতে (in.)	১ ফুট (ft.)
৩ ফুটে	১ গজ (yd.)
৫½ গজে	১ পোল (po.) রড বা পার্চ্চ
৪ পোলে বা ২২ গজে	১ চেন
৪০ রডে বা ২২০ গজে	১ ফার্লং
৮ ফার্লং-এ বা ১৭৬০ গজে	১ মাইল
৩ মাইলে	১ লীগ

[১ মাইল=৩৫২০ হাত]

অন্য প্রকার

৭.৯২ দীর্ঘ ইঞ্চিতে	১ দীর্ঘলিঙ্ক
২৫ দীর্ঘলিঙ্কে	১ দীর্ঘপোল
৪ দীর্ঘপোলে	১ দীর্ঘচেন
৮০ দীর্ঘচেনে	১ দীর্ঘমাইল

বিস্তারের দেশীয় পরিমাপ

৫৭৬ বর্গ অঙ্গুলিতে	১ বর্গ হাত বা গণ্ডা ৻১
৫ গণ্ডায়	১ কাঁচ্চা ৻৫
৪ কাঁচ্চায়	১ ছটাক /০
৪ ছটাকে	১ পোয়া ।০
৪ পোয়ায় বা ৩২০ বর্গ হাতে	১ বর্গ কাঠা /১
২০ বর্গ কাঠায় বা ৬৪০০ বর্গ হাতে	১ বর্গ বিঘা ১/

[১ ছটাক=৪৫ বর্গ ফুট ; ১ বর্গ কাঠা =৭২০ বর্গ ফুট ; ১ বর্গ বিঘা=১৬০০ বর্গ গজ]

বিস্তারের ইংলণ্ডীয় পরিমাপ

১৪৪ বর্গ ইঞ্চিতে	১ বর্গ ফুট
৯ বর্গ ফুটে	১ বর্গ গজ
৩০¼ বর্গ গজে	১ বর্গ পোল
৪০ বর্গ পোলে	১ রুড
৪ রুডে বা ৪৮৪০ বর্গ গজে	১ একর
৬৪০ একরে	১ বর্গমাইল

অন্য প্রকার

৬২.৭৩ বর্গ ইঞ্চিতে	১ বর্গ লিঙ্ক
৬২৫ বর্গ লিঙ্কে	১ বর্গ পোল
১৬ বর্গ পোলে	১ বর্গ চেন
১০ বর্গ চেনে	১ একর

দেশীয় ঘন পরিমান

৮ ঘন হাতে	১ ঘন গজ
৬৪ ঘন হাতে	১ চৌকা

ইংলণ্ডীয় ঘন পরিমান

১ ফুট×১ ফুট×১০০ ফুট	১ হন্দর ফুট
১৭২৮ ঘন ইঞ্চিতে	১ ঘন ফুট
২৭ ঘন ফুটে	১ ঘন গজ

কাঠ-পরিমাপে

৪০ ঘন ফুটে	১ লোড (আকাটা)
৫০ ঘন ফুটে	১ লোড (ফালি-করা)
৪২ ঘন ফুটে	১ টন (শিপিং-এর)
১০৮ ঘন ফুটে	১ স্ট্যাক
১২৮ ঘন ফুটে	১ কর্ড
২৭০ ঘন ফুটে	১ স্ট্যাণ্ডার্ড (লণ্ডনের)

চূণের মাপ

১ ফেরায়	১। মণ
৮০ ফেরায়	১০০ মণ

[ফেরা=৮½ ইঞ্চি গভীর, ২১½ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৯ ইঞ্চি প্রস্থযুক্ত]

দেশীয় সময়মান

১৮ পলকে	১ কাষ্ঠা
৩০ কাষ্ঠাতে	১ কলা
৩০ কলাতে	১ অনুপল
৬০ অনুপলে	১ বিপল
৬০ বিপলে	১ পল
৬০ পলে	১ দণ্ড
৭½ দণ্ডে	১ প্রহর
৮ প্রহরে	১ দিন
৭ দিনে	১ সপ্তাহ
১৫ দিনে	১ পক্ষ
২ পক্ষে বা ৩০ দিনে	১ মাস
২ মাসে	১ ঋতু
৩ ঋতুতে	১ অয়ন
৩৬৫ দিনে	১ বৎসর

[মাসমান=২৯, ৩০, ৩১ বা ৩২ দিন; দণ্ড=প্রায় ২৪ মিনিট]।

ইংলণ্ডীয় সময়মান

৬০ সেকেণ্ডে	১ মিনিট
৬০ মিনিটে	১ ঘণ্টা
২৪ ঘণ্টায়	১ দিন
৭ দিনে	১ সপ্তাহ
২৮ দিনে	১ চান্দ্রমাস
২৮, ২৯, ৩০ বা ৩১ দিনে	১ পঞ্জিকা মাস
১২ পঞ্জিকা মাসে বা ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায়	১ বৎসর
৩৬৬ দিনে	১ লীপ বৎসর (Leap Year)

পাণ গণনা (কলিকাতায়)

৮ গণ্ডায় বা ৩২টায়	১ গোছ
৩ গোছে	১ শত
৩ শতে	১ কোণা

৪ কোণায়	১ পাই
৪ পাইয়ে	১ কুড়ি

দ্রব্যসংখ্যা গণনা (দেশীয়)

৪টাতে	১ গণ্ডা
৪ গণ্ডায়	১ তড়পা (বিচালীর আঁটি)
৫ গণ্ডায়	১ কুড়ি বা বুড়ি
৪ কুড়িতে	১ পণ (বিচালীর)
১৬ পণে	১ কাহন

দ্রব্যসংখ্যা গণনা (ইংলণ্ডীয়)

১২ টাতে	১ ডজন
২০ টাতে	১ স্কোর
১২ ডজনে	১ গ্রোস
১২ গ্রোসে বা ১৪৪ টাতে	১ গ্রেট গ্রোস

কাগজ গণনা

২৪ তা'য়	১ দিস্তা
২০ দিস্তায়	১ রীম
১০ রীমে	১ বেল

বাঙ্গালাতে নানা প্রদেশে দ্রব্য-গণনায় এবং ভূমির পরিমাপাদিতে বিশেষ বিশেষ বহুসংখ্যক এককের নাম এবং বিশেষ বিশেষ নিয়ম দেখা যায়।

বাংলা বানানের নিয়ম

[এই নিয়ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান-সংস্কার-সমিতি হইতে প্রকাশিত পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই সমিতি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে গঠিত হয়; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়।]

বিগত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্য একটি সমিতি নিযুক্ত করেন। এই সমিতি বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট একটি প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রায় দুই শত উত্তর পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে প্রায় সকল উত্তরদাতাই একমত। কোন কোন স্থলে বহু-প্রচলিত বানান কিঞ্চিৎ বদলাইয়া সরল করিতে কাহারও আপত্তি নাই। আবার কতকগুলি বিষয়ে প্রবল মতভেদ দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত সমিতি সমস্ত অভিমত বিচার করিয়া বাংলা বানানের যে নিয়ম গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন উচিত নয়। অতিরিক্ত অক্ষর বা চিহ্ন চালাইলে লাভ যত হইবে তাহার অপেক্ষা লেখক, পাঠক ও মুদ্রাকরের অসুবিধা অধিক হইবে। ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে বা শব্দকোষে উচ্চারণ-নির্দেশের জন্য বহু চিহ্নের প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু সাধারণ লেখায় তাহা ভারস্বরূপ। প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ লোকে অর্থ হইতেই বুঝিয়া লয়। আমাদের ভাষায় বহু শব্দের বানানে ও উচ্চারণে মিল নাই, যথা—গণ, বন, ঘন; জলখাবার, জলযোগ; আষাঢ়, গাঢ়; সহিত, গলিত; অশ্বতর, হ্রস্বতর; একদা, একটা; অচেনা, অদেখা। এইপ্রকার শব্দের বানান-সংস্কার করিতে কেহই চান না, প্রদেশভেদে উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ভেদ হইলেও ক্ষতি হয় না। সুপ্রচলিত শব্দের বানান-সংস্কার যদি করিতে হয় তবে, বানানের জটিলতা না বাড়াইয়া সরলতা-সম্পাদনের চেষ্টাই কর্তব্য।

নবাগত বা অল্পপরিচিত বিদেশী শব্দ-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যক। এইপ্রকার শব্দের বাংলা বানান এখনও সর্বজনগৃহীত-রূপে নির্ধারিত হয় নাই, অতএব সাধারণের যথেচ্ছতার উপর নির্ভর না করিয়া বানানের সরল নিয়ম গঠন করা কর্তব্য।

অসংখ্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া আছে এবং প্রয়োজন-মত এইরূপ আরও শব্দ গৃহীত হইতে পারে। এই সকল শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানাদির শাসনে সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, সেজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।

সমস্ত বাংলা শব্দ এককালে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নয়। নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই প্রবন্ধে বানানের কয়েকটি মাত্র নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। নিয়মগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু শব্দবিশেষে ব্যতিক্রম হইবে। কেবল নিয়ম রচনা দ্বারা সমস্ত বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ অসম্ভব। তালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

বলা বাহুল্য, পদ্যরচনায় সকল ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসারে বানান করা সম্ভবপর নয়।

বানানের নিয়ম যাহাতে বর্তমান বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুকূল হয়, সেই চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশিষ্ট লেখকগণ অধিকাংশ শব্দ যে রীতিতে বানান করেন, তদনুসারে ই ঈ উ ঊ জ য-কার ং ঙ শ ষ স প্রভৃতি প্রয়োগের সাধারণ নিয়ম গঠিত হইয়াছে। কতকগুলি শব্দের প্রচলিত বানানে ব্যতিক্রম দেখা যায়। সামঞ্জস্যের জন্য এইগুলিকেও যথাসম্ভব সাধারণ নিয়মের অনুযায়ী করা হইয়াছে। পূর্বে কেবল 'খুসী, সয়তান, সহর, পালিস, ক্লাশ' প্রভৃতি বানান দেখা যাইত, কিন্তু আজকাল অনেকে মূল শব্দ-সম্বন্ধে অবহিত হইয়া 'খুশী, শয়তান, শহর, পালিশ, ক্লাস' লিখিতেছেন। এই রীতিতে সহজেই 'নক্শা, শরবৎ, শরম, শেমিজ, জিনিস, সার্শি' প্রভৃতি নিয়মানুযায়ী বানান প্রচলিত হইতে পারিবে। অবশ্য, কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম না করিলে চলিবে না, কিন্তু ব্যতিক্রম যত কম হয় ততই ভাল। বিকল্প বাঞ্ছনীয় নয়, তথাপি যেখানে দুই প্রকার বানানের পক্ষেই প্রবল অভিমত পাওয়া গিয়াছে, সেখানে বিকল্পের বিধান করিতে হইয়াছে। পূর্বে 'সঙ্ক্রান্তি, সঙ্খ্যা' প্রভৃতি বানান দেখা যাইত, কিন্তু এখন কেবল 'সংক্রান্তি, সংখ্যা' চলিতেছে। এই রীতিতে 'ভয়ঙ্কর, সঙ্গম' প্রভৃতি স্থানে 'ভয়ংকর, সংগম' লিখিলে বানান সহজ হইবে। কালক্রমে সরলতর বানানই চলিবে, এই আশায় এই প্রকার শব্দে বিকল্পের বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার শব্দের সংখ্যা অধিক নয়, সেজন্য যদি কিছুকাল দুই প্রকার বানানই চলে (যেমন এখন 'অহঙ্কার, অহংকার' চলিতেছে,) তবে ক্ষতি হইবে না।

নিয়মাবলীর পূর্বসংস্করণে সংস্কৃত বা তদ্ভব শব্দে অন্ত্য বিসর্গ ও হস্-চিহ্ন প্রয়োগের নিয়ম দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান সংস্করণে তাহা বর্জিত হইয়াছে। বাংলায় বহু

শব্দে অন্ত্য বিসর্গ ও হস্‌-চিহ্ন লোপ পাইয়াছে, যথা—'যশ, বিপদ'; আরও কতকগুলি শব্দে লোপের উপক্রম দেখা যাইতেছে, যথা—'শ্রেয়, সন্ত, ভগবান, সম্রাট'। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, এ সম্বন্ধে ধরাবাঁধা নিয়ম রচনার সময় এখনও আসে নাই।

রেফের পর দ্বিত্ববর্জন এবং অ-সংস্কৃত শব্দে ণ বর্জন, এই দুই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি হইয়াছে। এই দুই বিষয়ের আলোচনা কিঞ্চিৎ সবিস্তারে করা হইল।—

বাংলার কয়েকটি বর্ণে রেফের পর দ্বিত্ব প্রচলিত আছে, সকল বর্ণে নাই, যথা—'কর্ম্ম, সর্ব্ব', কিন্তু 'কর্ণ, সর্গ'। হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় দ্বিত্ব হয় না। এই অনাবশ্যক দ্বিত্ব বর্জন করিলে বাংলায় প্রচলিত অসংখ্য শব্দের বানান অপেক্ষাকৃত সরল হইবে। যে দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপক বানান-বিষয়ক প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়াছেন, তাঁহাদের দুই জন ব্যতীত সকলেই দ্বিত্ববর্জনের পক্ষে। কয়েক-জন প্রবীণ লেখক বহুকাল হইতে তাঁহাদের লেখায় দ্বিত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজকাল বঙ্গদেশে প্রকাশিত অনেক সংস্কৃত পুস্তকে দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, বাংলা উচ্চারণে রেফাক্রান্ত বর্ণে অতিরিক্ত জোর পড়ে, সেজন্য দ্বিত্ব আবশ্যক; 'সর্ব্ব'='সর্‌+ব' নয়, 'সর্‌+ব্ব'। এই যুক্তি নিতান্ত অসার, কারণ অন্যান্য যুক্তাক্ষরে যে জোর পড়ে, রেফাক্রান্ত বর্ণে তাহার অধিক পড়ে না। 'ভক্তি' ও 'ভর্ত্তি'র উচ্চারণে জোরের তারতম্য নাই; অনুরূপ—'স্বল্প, সর্ব্ব; কল্মষ, কর্ম্মঠ; উদ্বোধ, দুর্ব্বোধ; পল্লতা, পর্দ্দা'। 'সর্গ, সর্প, সর্ব্ব' শব্দে দ্বিত্ব থাকায় না থাকায় জোরের ইতরবিশেষ হয় না; অনুরূপ—'অর্থ, অর্দ্ধ; কর্পূর, কর্ব্বুর; গর্ভ, গর্ব্ব; নির্ঝর, নির্জ্জর'। অতএব 'সর্ব, পর্দা, অর্ধ, গর্ব' প্রভৃতি লিখিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আর এক আপত্তি—অনেকে 'কার্য্য' শব্দের উচ্চারণ 'কার্‌ইজ্জ' তুল্য করিয়া থাকেন; 'কার্য' লিখিলে 'কার্জ' উচ্চারণের আশঙ্কা আছে। 'কাইর্জ' বা 'কার্জ' কোন্ উচ্চারণ ভাল, তাহার বিচার অনাবশ্যক। যাঁহারা 'কাইর্জ' উচ্চারণ করিয়া থাকেন, য-ফলা বাদ দিয়া 'কার্য' লিখিলেও তাঁহারা অভীষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিবেন। 'কাল' (সময়) এবং 'কাল' (কল্য) এই দুই শব্দের উচ্চারণ কলিকাতা অঞ্চলে সমান, কিন্তু বাংলা দেশের বহুস্থলে 'কাল' (কল্য) শব্দের উচ্চারণ 'কাইল' তুল্য। যাঁহারা শেষোক্ত উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের য-ফলা বা অন্য চিহ্নের প্রয়োজন হয় না, শব্দটি চিনিয়াই তাঁহারা অনায়াসে অভ্যস্ত উচ্চারণ করেন। অতএব, 'কার্য' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, এই আশঙ্কা অমূলক। কেহ কেহ বলেন, যখন রেফের পর দ্বিত্ব করা বা না করা উভয়ই ব্যাকরণ-সম্মত তখন বিকল্পের ব্যবস্থা রাখাই ভাল। অনেক সংস্কৃত শব্দের দুই প্রকার বানান অভিধানে আছে, যথা—'ধরণী, ধরণি; মহী, মহি; ঊর্ণা, উর্ণা'। কিন্তু বাংলা প্রয়োগে এক প্রকার বানানই দেখা যায়, অন্যটি প্রায় অচল হইয়া আছে। রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ব বিকল্পে বিহিত হইলে অভ্যস্ত বানানই রহিয়া যাইবে এবং নিয়মরচনা নিষ্ফল হইবে। পক্ষান্তরে কেবল বর্জনের বিধি থাকিলে অসংখ্য শব্দের বানানে সরলতা আসিবে।

তদ্ভব শব্দে অনেকে মূল অনুসারে ণ প্রয়োগ করেন, যথা—'কাণ, সোণা'। কিন্তু সকল শব্দে এই রীতি অনুসৃত হয় না, যথা—'বামুন, গিন্নী'। বাংলা ক্রিয়াপদেও ণত্ব হয় না, যথা—'শোনা, করেন, করুন'। বহু বিশিষ্ট লেখক 'কান, সোনা' প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন এবং এই রীতি ক্রমে ক্রমে বিশেষ প্রচলিত হইতেছে। 'কোরাণ, গভর্ণর' প্রভৃতিতে ণত্ব করিবার কোনও হেতু নাই। যাঁহারা বানান-বিষয়ক প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ ণ বর্জনের পক্ষে। অ-সংস্কৃত শব্দে ণ বর্জন করিলে বানান সরল হইবে। 'রাণী' বানান অনেকেই রাখিতে চান, এজন্য এই শব্দে বিকল্প বিহিত হইয়াছে।

অভ্যস্ত রীতির পরিবর্তনে অল্পাধিক অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু কেবল সেই কারণে নিশ্চেষ্ট থাকিলে কোনও বিষয়েরই সংস্কার সাধ্য হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদিতে নিয়মাবলী-সম্মত বানান গৃহীত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা সুপ্রচলিত হইবে। কিন্তু সাধারণের অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে এবং ছাত্রগণও প্রথম প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করিবে। সেজন্য এখন কয়েক বৎসর বানানের নিয়ম-পালন-সম্বন্ধে কোনও প্রকার পীড়ন বাঞ্ছনীয় নয়।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, মূর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব'।

সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ; না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়।

২। সন্ধিতে ঙ্‌ স্থানে অনুস্বার

যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্‌ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্‌ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্‌ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—'সংজাত, স্বয়ংভূ' অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভু'। বাংলায় সর্বত্র এই নিয়ম-অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ হইবে।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৩। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি'।

৪। হস্‌-চিহ্ন

শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্‌-চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরান্ত, যথা—'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয়, তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্‌-চিহ্ন আবশ্যক, যথা—'শাহ্‌, তখ্‌ত, জেম্‌স্‌, বণ্ড্‌'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'উল্‌কি, সট্‌কা'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয়, তবে শেষে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'কট্‌কট্‌, খপ্‌, সার্‌'।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—'গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা—'অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন'। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না, তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্‌-চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা—'বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্‌-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়।

৫। ঈ ঊ উ ঊ

যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—'কুমীর, পাখী,

বাড়ী, শীষ, উনিশ, চুন, পুব' অথবা 'কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা—'নীলা (নীলক), হীরা (হীরক); দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়); চুল (চূল), তাড়্ (তর্দ্), জুয়া (দ্যূত)'।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা—'কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী; ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা—'ঝি, দিদি, বিবি; কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি'। 'পিসী, মাসী' স্থানে বিকল্পে 'পিসি, মাসি' লেখা চলিবে।

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে, যথা—'বেঙাচি, বেঁজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি'।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ উ প্রয়োগ-সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৬। জ য

এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়—'কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল'।

৭। ণ ন

অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—'কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার'। কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে, যথা—'ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা'।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।

৮। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি

সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—'কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)'।

এই সকল বানান বিধেয়—'এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গাত), ডাল (দাইল, শাখা)'।

৯। ং ঙ

'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা—'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং'-এর অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।

১০। শ ষ স

মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা—'আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃস্বসা)'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'মিন্‌সে' (মনুষ্য), 'সাধ' (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ-অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে, যথা—'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শার্ট, শেক্‌স্পিয়র'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ্‌), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীষ্ট (Christ)'।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়, যথা—'সরবৎ, শরবৎ; সরম, শরম; শহর, সহর, ; শয়তান, সয়তান; পুলিস, পুলিশ'। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ'।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—'করিস, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)'।

১১। ক্রিয়াপদ

সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকল্পে ঊর্ধ্বকমা বর্জন করা যাইতে পারে, এবং -লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে।

হ-ধাতু

হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ। হ'ল, হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু

খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু

দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু

শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু

করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্। ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করছিল। করেছিল। ক'রব (ক'রবো), ক'রবে। ক'রো, করিস; ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট-ধাতু

কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু

লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্-ধাতু

ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল,

উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু

করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত; করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২। কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ

'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—'পিছন, পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।

নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a, f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলিয়া গিয়াছে সে সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেণ্ড'।

১৩। বিবৃত অ (cut-এর u)

মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—'ক্লাব (club), বাস্ (bus), বাল্‌ব্ (bulb), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কস (circus), ফোকস (focus), রেডিয়ম (radium), ফস্‌ফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)'।

১৪। বক্র আ (বা বিকৃত এ। cat-এর a)

মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা—'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)'।

এইরূপ বানানে '্যা'-কে য-ফলা+আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে, যেমন হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat=है्ट)। নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও (ऒ) হয়, সেইরূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৫। ঈ ঊ

মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা—'সীল (seal), ঈস্ট (east), উস্টার (Worcester), স্পূল (spool)'।

১৬। f v

f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—'ফুট (foot), ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা—'ফন (Von)'।

১৭। w

w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—'উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)'।

১৮। য়

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ার-বণ্ড' না লিখিয়া 'এড্ওআর্ড, ওঅর-বণ্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

১৯। s, sh

১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। st

নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা—'স্টোভ (stove)'।

২১। z

z স্থানে য বা জ বিধেয়।

২২। হস্-চিহ্ন

৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ

নিম্নে সর্ব্বদা প্রচলিত কতকগুলি সংক্ষিপ্ত শব্দ ও তাহাদের পূর্ণ রূপ দেওয়া হইল।

অঃ—অধ্যায়।

আই এ এস্—ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস। [সিরেশন।

আই এফ এ—ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসো-

আই এম এস—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস (বিলাত-ফেরত ডাক্তারদের উপাধি বিশেষ)।

আঃ—আশীর্ব্বাদক ; আগত।

ইউ পি—ইউনাইটেড প্রেস ; উচ্চ প্রাইমারী।

ইং—ইংরাজী।

ইঃ—ইসাদী (=সাক্ষী)।

উঃ—উত্তর।

উনো—'ইউনাইটেড নেশানস' অরগ্যানিজেশন (রাষ্ট্রসংঘ)।

এফ আর এ এস্—ফেলো (সদস্য) অব্ দি রয়্যাল এসিয়াটিক বা অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল সোসাইটি। [রয়্যাল সোসাইটি।

এফ আর এস্—ফেলো (সদস্য) অব্ দি

এফ আর জি এস্—ফেলো (সদস্য) অব্ দি রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটি।

এম আর এ এস্—মেম্বর (সভ্য) অব্ দি রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি।

এম ই—মিড্ল্ ইংলিশ (মধ্য-ইংরাজী)।

এম এ—মাস্টার অব্ আর্ট্স্ (বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-বিভাগের শেষ পরীক্ষার উপাধি)।

এম এল এ—মেম্বর অব্ লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্ব্লি (বিধান সভার সভ্য)।

এম এল সি—মেম্বর অব্ দি লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল (বিধান পরিষদের সভ্য)।

এম ডি—ডক্টর অব্ মেডিসিন (চিকিৎসা-শাস্ত্রে লব্ধ উপাধিবিশেষ)।

এম পি—মেম্বর অব্ পার্লামেন্ট (পার্লামেন্টের সদস্য)।

এম বি—ব্যাচেলার অব্ মেডিসিন (চিকিৎসা-শাস্ত্রে লব্ধ উপাধি বিশেষ)।

এল এম এস্—লাইসেন্সিয়েট অব্ মেডিসিন য়্যাণ্ড সার্জ্জারি (চিকিৎসা-শাস্ত্রে লব্ধ উপাধিবিশেষ)।

এস ডি ও—সাবডিভিসনাল অফিসার।

৺—স্বর্গীয়।

ও সি—অফিসার ইন্ চার্জ্জ (ভারপ্রাপ্ত অফিসার)

ওয়াই এম্ সি এ—ইয়ং মেনস্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।

কৈঃ—কৈফিয়ৎ।

কোং—কোম্পানী।

ক্রিঃ—ক্রিয়া।

ক্রি-বিণ—ক্রিয়া-বিণ।

খং—খতিয়ান।

খৃঃ—খৃষ্টাব্দ।

খৃঃ পূঃ—খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ।

গং, গঃ—গয়রহ (ইত্যাদি)।

গ সা গু—গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক।

গুঃ—গুজরাত।

জঃ—জওজে (স্বামী)।

জি পি ও—জেনারেল পোস্ট আফিস।

ডাঃ—ডাক্তার।

ডি এল্—ডক্টর অব্ ল (আইনের উপাধিবিশেষ)।

ডি এস্ সি—ডক্টর অব্ সায়েন্স।

ডি পি আই—ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্স্ট্রাকশন।

ডি লিট—ডক্টর অব্ লিটারেচার (সাহিত্য-গবেষণায় লব্ধ উপাধিবিশেষ)।

তাং—তারিখ।

দ, দং—দক্ষিণ।

দঃ—দরুণ।

দীং—দীগর, প্রভৃতি।

দ্রঃ—দ্রষ্টব্য।

নং—নম্বর।

নাং—নাগাদ।

নাঃ—নামে।

নিঃ—নিবেদক।

নিঃ ভাঃ—নিখিল ভারত।

নিঃ সঃ—নিজস্ব সংবাদদাতা।

পি আর এস—প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার।

প, পং—পশ্চিম।

পিং—পিতা।

পি-এইচ্ ডি—ডক্টর অব্ ফিলজফি।

পি ডব্লিউ ডি—পাবলিক ওয়ার্ক্স ডিপার্টমেন্ট।

পুঃ, পুঃ—পুনশ্চ।

পূ, পূঃ—পূর্ব্ব।

পৃঃ—পৃষ্ঠা।

পোঃ—পোস্ট অফিস।

ফাঃ—ফাজিল (অতিরিক্ত)।

বং, বঃ—বকলম।

বাং—বাংলা।

বি—বিশেষ্য।

বিণ—বিশেষণ।

বি এ—ব্যাচেলর অব্ আর্ট্স্।

বি এল—ব্যাচেলর অব্ ল।

বি এস্-সি—ব্যাচেলর অব্ সায়েন্স।

ভিঃ পিঃ—ভ্যালু পেয়েব্ল্ (পোস্ট)।

মঃ—মবলগ।

মাঃ—মারফত।

মিঃ—মিষ্টার।

মোং, মোঃ—মোকাম।

ল সা গু—লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।

সাং—সাকিন।

স্বাঃ—স্বাক্ষর।

হাং সাং—হাল সাকিন।

হিং—হিস্যা।

হিঃ—হিসাব।

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

সরকারী কার্য্যে ব্যবহার্য্য পরিভাষা

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিভাষা-সংসদ্ শাসনকার্য্যে সচরাচর ব্যবহৃত শব্দগুলির যে বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এখানে প্রদত্ত হইল। পরিভাষা-সংসদের পুস্তিকায় ইংরেজী শব্দ ক্রম-অনুযায়ী সাজাইয়া তাহার বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। এখানে তাঁহাদের সংকলিত ও রচিত বাংলা পরিভাষা অভিধানের ক্রম-অনুযায়ী সাজাইয়া প্রথমে তাহার অর্থ ও যে ইংরেজী শব্দ হইতে তাহা আসিয়াছে তাহা পরে দেওয়া হইয়াছে।

এই পরিভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে আপাতদুর্বোধ বা শ্রুতিকটু মনে হইলেও ব্যবহারের ফলে তাহা আর দুর্বোধ বা অপরিচিত থাকিবে না।]

অ

অকরণিক—যাহা কেরাণীর পক্ষে করণীয় নয় এমন, যাহা কেরাণী-সম্বন্ধীয় বা কেরাণীর প্রতি প্রযোজ্য নয় এমন। Non-clerical.

অক্রমিক জিজ্ঞাসা—বেসরকারী উল্লেখ। Unofficial reference.

অক্ষরযোজক—যে ছাপাখানায় সীসার তৈয়ারী অক্ষর সাজায়। Compositor.

অক্ষি-শালাক্য—চক্ষুসম্বন্ধীয় অস্ত্রচিকিৎসা-বিদ্যা। Ophthalmic Surgery.

অক্ষি-শালাক্য-অধ্যাপক—চক্ষুসম্বন্ধীয় অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Ophthalmic Surgery.

অগৌণপত্রী—যাহাতে অবিলম্বে কোন কাজ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে এমন কাগজখণ্ড। Immediate slip.

অগ্রক্রয়াধিকার—অন্যের পূর্ব্বে ক্রয় করিবার অধিকার। Pre-emption.

অগ্রদত্ত—জরুরী খরচের জন্য অগ্রিম দত্ত টাকা। Imprest money.

অগ্রদত্ত গণিতক—জরুরী খরচের জন্য অগ্রিম দত্ত টাকার হিসাব। Imprest account.

অগ্রাংশ—কোম্পানীর বিশেষ সুবিধাজনক অংশ। Preferential share.

অগ্রিমক—কোন কাজের জন্য অগ্রিম যে টাকা দেওয়া যায়, দাদন। Advance (*e. g.*, loans an advances).

অগ্রিম প্রদান—কাহারও হিসাবে পাওনা বাবদ পূর্ব্বে কিছু টাকা দেওয়া। Payment on account.

অঙ্কনবিদ্যা—চিত্রবিদ্যা। Drawing.

অঙ্কনশিক্ষক—যিনি ছবি আঁকানো শেখান। Drawing Teacher.

অঙ্গুলাঙ্ক—আঙুলের ছাপ। Finger-print.

অঙ্গুলাঙ্ক বিশেষজ্ঞ—আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে যাহার বিশেষ জ্ঞান আছে। Finger-print Expert.

অঞ্চল, আভোগ—বিস্তার, পাল্লা। Range.

অঞ্চল, দেশ, ক্ষেত্র, স্থান—তল্লাট, প্রদেশ। Area.

অতারকিত প্রশ্ন—যাহার পাশে তারকাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় নাই এমন প্রশ্ন। Un-starred question.

অতিক্রমণ—আর একজনের স্থান গ্রহণ। Supersession (taking the place of another).

অতিক্ষেত্রিক—কোন বিশেষ অঞ্চলের বহির্ভূত। Extra-territorial.

অতিপত্তি—অসিদ্ধ হওয়া, তামাদি। Lapse (noun).

অতিপন্ন হওয়া—তামাদি হওয়া। Lapse (verb).

অতিরাষ্ট্রিক—রাষ্ট্রীয় আইনের বহির্ভূত। Extra-territorial.

অতিরাষ্ট্রিকতা—রাষ্ট্রীয় আইনের বহির্ভূত ব্যাপার। Extra-territoriality.

অতিরিক্ত অঙ্গ—যন্ত্রাদির বাড়তি অংশ। Spare part.

অতিরিক্ত প্রতিলিপি—লেখা-চিত্রাদির বাড়তি নকল। Spare copy.

অতিরিক্ত ব্যয়—বাড়তি খরচ। Excess expenditure.

অতিরিক্ত সহ-বনপাল—বাড়তি কাজের জন্য নিযুক্ত বনবিভাগের সহকারী কর্তা। Extra Assistant Conservator of Forests.

অতিরেক—আধিক্য, বাড়তি। Excess; surplus.

অত্যয়, আত্যয়িক অবস্থা, সংকটাবস্থা—জরুরী অবস্থা। Emergent situation.

অত্যয় প্রমাণপত্র—যে প্রমাণপত্র খুব জরুরী। Emergency certificate.

অত্যয়, সংকট—জরুরী অবস্থা। Emergency.

অত্যয়-সংচিতি—জরুরী অবস্থার সময়ে ব্যবহার্য্য সঞ্চয়। Emergency reserve.

অত্যাবশ্যক কৃত্যক—অতিপ্রয়োজনীয় সরকারী কাজ। Essential Service.

অধরিক—নিম্নশ্রেণীর। Inferior.

অধরিক কৃত্যক—নিম্নশ্রেণীর চাকুরী। Inferior Service.

অধস্তন অধীন কৃষি কৃত্যক—কৃষিবিভাগের নিম্নশ্রেণীর নিম্নপদস্থ চাকুরী। Lower Subordinate Agricultural Service.

অধস্তন কৃষি কৃত্যক—কৃষিবিভাগের নিম্নশ্রেণীর চাকুরী। Lower Agricultural Service.

অধস্তন পশুচিকিৎসা কৃত্যক—পশুচিকিৎসাবিভাগীয় নিম্নশ্রেণীর চাকুরী। Lower Veterinary Service.

অধিকর—অতিরিক্ত আয়ের উপর ধার্য্য কর। Super-tax.

অধিকর্তা—পরিচালক, কর্ম্মাধ্যক্ষ। Director.

অধিকর্ম্মিক, কর্ম্মনায়ক, সর্দার—কারখানাদির কর্ম্মনায়ক। Foreman.

অধিকর্ম্মিক যন্ত্র-শিক্ষক—কারখানাদির যে কর্ম্মনায়ক শ্রমিকদিগকে যন্ত্রাদির ব্যবহার শিক্ষাদান করেন। Foreman Instructor.

অধিকার—স্বত্ব; ক্ষমতা। Right.

অধিকার, কর্তৃত্ব ও অধিক্ষেত্র—স্বত্ব; ক্ষমতা ও এলাকা। Right, authority and jurisdiction.

অধিকারক্ষেত্র, অধিক্ষেত্র—এলাকা। Jurisdiction.

অধিকার-প্রধান—পরিচালকমণ্ডলীর কর্তা। Head of a Directorate.

অধিকার-ভাগধেয়—গ্রন্থকারাদির প্রাপ্যাংশ। Royalty.

অধিকুন্দকার—'ওস্তাদ কুঁদকার' দ্রঃ।

অধিকোষ—ব্যাঙ্ক। Bank.

অধিকোষ-করণিক, ব্যাঙ্ক-করণিক—ব্যাঙ্কের কেরাণী। Bank Clerk.

অধিকোষ স্থিতি, ব্যাঙ্ক জমা—ব্যাঙ্কে যে সর্ব্বশেষ টাকা জমা থাকে। Bank balance.

অধিক্ষেত্র—'অধিকারক্ষেত্র' দ্রঃ।

অধিজন প্রতিবেদন, সংখ্যাগুরু প্রতিবেদন—অধিকাংশ লোকের প্রদত্ত বিবরণী। Majority report.

অধিজন, সংখ্যাগুরু, সাবালকত্ব, ব্যবহারযোগ্যতা, পূর্ণবয়স্কতা—যাহারা সংখ্যায় বেশী, অধিকাংশ; প্রাপ্তবয়স্কতা। Majority.

অধিজন সম্প্রদায়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়—যে সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশী। Majority community.

অধিদেয়, ভাতা—ভৃতি, অতিরিক্ত বেতন। Allowance (*e. g.*, travelling allowance).

অধিনায়ক—নেতা; সেনাপতি। Commander.

অধিপুরুষ—'অধিশিক্ষক' দ্রঃ।

অধিবক্তা—উচ্চ আদালতের উকীল। Advocate.

অধিবৃত্তি—লভ্যাংশ বা বেতন বাদেও উপরি পাওনা। Bonus.

অধিবেশন, বৈঠক—সভা। Meeting.

অধি-ভার—অতিরিক্ত মাশুল; অতিরিক্ত চাপ। Sur-charge.

অধিমূল্য, অধিহার—অতিরিক্ত মূল্যে। Above par.

অধিযন্ত্রিক—কারখানার যন্ত্রাদির কর্ম্মনায়ক। Machine Foreman.

অধিযাচনপত্র—কোন কিছু সরবরাহের জন্য কর্তৃপক্ষের দেওয়া আদেশ; (কাজ করার) লিখিত নির্দ্দেশ। Requisition (for work).

অধিযাচনপত্রী—যে টুকরা কাগজে কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ লিখিত থাকে। Requisition slip.

অধিরাজ্য—শাসিত অঞ্চল; স্বায়ত্তশাসনযুক্ত উপনিবেশ। Dominion.

অধিরাষ্ট্রপতি—(ভারত রাষ্ট্রের) সর্ব্বাধিনায়ক, রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্তা। President (of the Indian Union).

অধিষদ্—বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যপরিচালক সভা। Senate.

অধিশিক্ষক, অধিপুরুষ—শিক্ষা বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। Rector.

অধিসন্ধায়ক—'ওস্তাদ ফিটার' দ্রঃ।

অধিসূচনা—'প্রজ্ঞাপন' দ্রঃ।

অধিহার—অধিমূল্য। Above par.

অধীক্ষক—পরিদর্শক, তত্ত্বাবধানকারী। Superintendent.

অধীক্ষক, উদ্ধারভবন—উদ্ধারভবনের কর্তা। Superintendent, Rescue Home.

অধীক্ষক ও বিধি-নির্দ্দেশক, অধীক্ষক ও ব্যবহার-নির্দ্দেশক—আইনসংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও উপদেষ্টা। Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs.

অধীক্ষক, প্রাসাদোদ্যান; অধীক্ষক, রাজভবনোদ্যান—রাজ্যপালের গৃহসংলগ্ন বাগানের তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent, Government House Gardens.

অধীক্ষক, বস্ত্রপ্রদর্শন—বয়নপ্রদর্শনকর্তা। Superintendent, Textile Demonstration.

অধীক্ষক বাস্তুকার—তত্ত্বাবধানকারী ইঞ্জিনীয়ার। Superintending Engineer.

অধীক্ষক, রাজনৈতিক বৃত্তি—রাজনৈতিক কারণে দেয় বৃত্তির তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent, Political Pensions.

অধীক্ষক, রাজভবনোদ্যান—'অধীক্ষক, প্রাসাদোদ্যান' দ্রঃ।

অধীক্ষক-শস্ত্রচিকিৎসক—অস্ত্রোপচারক তত্ত্বাবধায়ক। Surgeon-Superintendent.

অধীক্ষক, সংশোধনাগার ও শিল্প-বিদ্যালয়—সংশোধনভবন ও শিল্পবিদ্যাভবনের তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent, Reformatory and Industrial Schools.

অধীক্ষক, সরকারী মুদ্রণ, সরকারী মুদ্রণাধীক্ষক—সরকারী ছাপাখানার তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent, Government Printing.

অধীক্ষিকা—স্ত্রী-কর্ম্মকর্তা। Superintendent (f).

অধীন—নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী। Subordinate.

অধীন অন্তঃ শুল্ককৃত্যক—আবগারি বিভাগের নিম্নপদস্থ চাকুরী। Subordinate Excise Service.

অধীন কৃত্যক—নিম্নপদস্থ প্রধান কর্ম্মচারী। Subordinate Service.

অধীন কৃষি কৃত্যক—কৃষিবিভাগের নিম্নপদস্থ চাকুরী। Subordinate Agricultural Service.

অধীন ন্যায়াধীশ—অবর বিচারক (তাহা দ্রঃ)।

অধীন পশুচিকিৎসা কৃত্যক—পশুচিকিৎসাবিভাগের নিম্নপদস্থ চাকুরী। Subordinate Veterinary Service.

অধীন বাস্তু কৃত্যক—ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের নিম্নপদস্থ চাকুরী। Subordinate Engineering Service.

অধীন শিক্ষণ কৃত্যক—শিক্ষাবিভাগের নিম্নপদস্থ চাকুরী। Subordinate Educational Service.

অধ্যক্ষ—পরিচালক। Manager.

অধ্যক্ষ—ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতি, লোকসভা বা বিধানসভার সভাপতি। Speaker of the Assembly.

অধ্যক্ষ ও খাসমহল আধিকারিক—ম্যানেজার ও খাসমহল-কর্ম্মাধ্যক্ষ। Manager and Khasmahal Officer.

অধ্যক্ষ, পরিমাপ বা জরিপ বিদ্যালয়—জরিপ স্কুলের কর্তা। Principal, Survey School.

অধ্যক্ষ-মন্ত্রী—যে মন্ত্রী কোনও বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। Presiding Minister.

অধ্যক্ষ, সরকারী বয়নবিদ্যালয়—সরকারী বয়ন শিক্ষালয়ের কর্তা। Principal, Government Weaving Institute.

অধ্যাপক—কলেজের শিক্ষক। Professor.

অনাক্রম্যতা—'অপ্রসক্তি' দ্রঃ।

অনাবর্তক ব্যয়—যে খরচ পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে। Non-recurring expenditure.

অনিয়মিত—বিশৃঙ্খল ; অব্যবস্থিত ; নিয়মবহির্ভূত। Irregular.

অনিষ্ট—'পক্ষপাত' দ্রঃ।

অনিষ্টকর—'পক্ষপাতদুষ্ট' দ্রঃ।

অনুক্রম—'কার্য্যক্রম' দ্রঃ।

অনুক্রমণ—সূচীপত্র তৈয়ারী করা ; সূচীপত্রে নিবিষ্টকরণ। Indexing.

অনুক্রমণী—সূচীপত্র। Index.

অনুগণক—গণনাকারী। Calculator.

অনুগামী, অনুচর—পশ্চাদ্‌গামী ; অনুসরণকারী। Follower.

অনুচ্ছেদ—ধারা (যেমন,—ভারতশাসন আইনের ৫ ধারা) ; প্যারা, ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ। Article (*e. g.*, Article 5 of the Constitution of India) ; Paragraph.

অনুজ্ঞাধারী—লাইসেন্সধারী, কোন কাজ করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। Licensee.

অনুজ্ঞাপত্র—লাইসেন্স, কোন কাজ করিবার অনুমতিপত্র। License.

অনুজ্ঞাপত্র আধিকারিক—যিনি লাইসেন্স দিয়া থাকেন। Licensing Officer.

অনুৎপাদী—অনুর্ব্বর ; অফলদায়ী। Unproductive.

অনুদান—বরাদ্দ অর্থ। Grant.

অনুদান হ্রাসের প্রস্তাব—বরাদ্দকৃত অর্থ কমাইবার প্রস্তাব। Motion for reduction of grant.

অনুপচারিক—রীতিবিরুদ্ধ ; অনিয়মিত। Informal.

অনুপচারে—রীতিবিরুদ্ধভাবে ; অনিয়মে। Informally.

অনুপূরক—অতিরিক্ত। Supplementary.

অনুপূরক অনুদান—অতিরিক্ত বরাদ্দ অর্থ। Supplementary grant.

অনুপূরক আয়ব্যয়ক—সরকারী আয়ব্যয়ের অতিরিক্ত বার্ষিক আগাম হিসাব। Supplementary budget.

অনুপূরক প্রাক্‌কলন—অতিরিক্ত ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব। Supplementary estimate.

অনুপ্রমাণক—যে সব রসিদ দেখিয়া প্রধান রসিদ বা বিল তৈয়ারী করা হয়। Subvoucher.

অনুবন্ধী—অনুবর্তী। Consequential.

অনুবর্তন—পরিচালন ('অনুবর্তনের জন্য')। Guidance (*e. g.*, for guidance).

অনুবিধি—শর্ত, কড়ার। Proviso.

অনুবিভাগ—উপশাখা। Section.

অনুবৃত্তিক্রমে—ধারাবাহিকভাবে, ক্রমশঃ। In continuation of.

অনুমত—'গৃহীতভোট' দ্রঃ।

অনুমতিপত্র—যে নির্দ্দেশপত্রের বলে ব্যবসায়াদি কাজ করিবার অধিকার জন্মে। Permit.

অনুমোদন—সমর্থন। Confirmation.

অনুমোদন, মঞ্জুরি—সম্মতিদান, কোন কিছু দিবার পক্ষে মত দান। Sanction.

অনুমোদনাপেক্ষ—যাহা অনুমোদনের উপর নির্ভর করে এমন। Subject to approval.

অনুমোদিত ব্যয়—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ব্যয়। Authorised expenditure.

অনুমোদিত, মঞ্জুরিত—মঞ্জুরীকৃত। Sanctioned.

অনুলিপি—প্রতিলিপি। Duplicate copy.

অনুলিপি উপশাখা—যে বিভাগে প্রতিলিপি করা হয়। Duplicating section.

অনুশীর্ষ—প্রধান বিষয়ের শাখা। Minor head, Sub-head.

অনুষঙ্গ—কাহারও সহিত সম্পর্কস্থাপন, সংযুক্তি। Adherence.

অনুষদ্—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ। Faculty.

অনুসমর্থন—অনুমোদন। Ratification.

অনুসারে—অনুযায়ী। In pursuance of.

অনুস্মারক—'তাগিদ' দ্রঃ।

অন্তঃশুল্ক—আবগারি কর। Excise.

অন্তঃশুল্ক কৃত্যক—আবগারি বিভাগের চাকুরী। Excise Service.

অন্তঃশুল্ক-মহাধ্যক্ষ—আবগারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Commissioner of Excise.

অন্তঃশুল্ক-সমাহর্তা—আবগারি ও লবণ বিভাগের কালেক্টর। Collector of Excise and Salt.

অন্তঃশুল্কাধীক্ষক—আবগারি ও লবণ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent of Excise and Salt.

অন্তঃসীমা—ভিতরকার সীমারেখা। Inner-line.

অন্তর্ঘাত, কূটঘাত—যুদ্ধকালে বা কারখানাদিতে কর্ম্মচারীদের ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপনে গুরুতর ক্ষতিসাধন। Sabotage.

অন্তর্ঘাতক, কূটঘাতক—যে কারখানাদিতে বা যুদ্ধকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপনে গুরুতর ক্ষতিসাধন করে। Saboteur.

অন্তর্ঘাতী কার্য—অন্তর্ঘাত। Sabotage.

অন্তর্বিভাগীয়—পারস্পরিক বিভাগসম্বন্ধীয়। Inter-departmental.

অন্তর্বিভাগীয়-করনিক—অন্তর্বিভাগীয় কেরাণী। Inter-departmental clerk.

অন্তর্বিভাগীয় নিবন্ধ—অন্তর্বিভাগীয় খাতাপত্র, পারস্পরিক সম্পর্কবিশিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের সরকারী খাতাপত্র। Inter-departmental register.

অপচার—দুর্নীতি। Corruption.

অপচারনিরোধ শাখা—দুর্নীতিনিরোধক শাখা। Anti-corruption Branch.

অপপণন—চোরা কারবার। Black-marketing.

অপবর্তন—অধিকারচ্যুতি ; বাজেয়াপ্তকরণ। Forfeiture.

অপবাহন—মনুষ্যহরণ। Kidnapping.

অপর—অতিরিক্ত, বাড়তি। Additional.

অপর মুখ্য পুরশাসক—অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। Additional Chief Presidency Magistrate.

অপর সচিব—অতিরিক্ত কর্ম্মসচিব। Additional Secretary.

অপরাধ—দোষ। Offence.
অপরাধী—দোষী। Offender.
অপেক্ষ্যসূচী—অপেক্ষাকারীদের নামের তালিকা। Pending list.
অপ্রতিবন্ধ—অশর্তাধীন। Unconditional.
অপ্রত্যক্ষ—ব্যতিরেকী, পরোক্ষ, গৌণ। Indirect.
অপ্রত্যক্ষ করারোপণ বা **করাধান**—অপ্রত্যক্ষভাবে কর বসানো। Indirect taxation.
অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন—পরোক্ষভাবে ভোট-দ্বারা নির্বাচন। Indirect election.
অপ্রদীপ—নিষ্প্রদীপ। Black-out.
অপ্রসক্তি, বিমুক্তি, অনাক্রম্যতা—ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকা। Immunity.
অফিস—'করণ' দ্রঃ।
অবকাশ—অবসর, ছুটি। Recess.
অবগুণ, অযোগ্যতা—গুণাভাব; যোগ্যতাহীনতা। Disqualification.
অবগুণিত, অযোগ্য—গুণহীন; অনুপযুক্ত। Disqualified.
অবগুণিত হওয়া বা **করা; অযোগ্য করা**—গুণহীন হওয়া বা করা; অযোগ্য হওয়া বা করা। Disqualify.
অবচয়—(মূল্যের) হ্রাস। Depreciation (of value).
অবচয় সংচিতি—মূল্যহ্রাসের জন্য সংরক্ষণ। Depreciation reserve.
অবধায়ক—'ওয়ার্ডরক্ষক' দ্রঃ।
অবধায়ক—তত্ত্বাবধায়ক। Caretaker.
অবধিবাধিত, তামাদি হওয়া—তামাদি-বারিত, নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার জন্য আইনগত বাধা অপসারিত হইয়াছে এরূপ। Barred by limitation.
অবনতি, মন্দা—ব্যবসায়াদিতে খারাপ অবস্থা। Depression (economic).
অবপাত, কুঞ্চন (মুদ্রা-)—মুদ্রাকুঞ্চন, মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা হইতে পুনরায় মুদ্রামূল্য হ্রাস। Deflation.
অবর—অধীন, তাঁবেদার, নিম্নস্থ, সহকারী। Under.
অবর অন্তঃশুল্ক কৃত্যক—আবগারি বিভাগের নিম্নপদস্থ চাকুরী। Subordinate Excise Service.
অবর উপ-সচিব—অতিরিক্ত সহকারী কর্ম্ম-পরিচালক।। Additional Deputy Secretary.
অবর কোষপাল—সহকারী কোষাধ্যক্ষ। Sub-Treasurer.
অবর ন্যায়াধীশ—অধীন বিচারক। Subordinate Judge.
অবর (অন্তঃশুল্ক) পরিদর্শক—ছোট দারোগা (আবগারি)। Sub-Inspector (Excise).
অবর (আরক্ষা) পরিদর্শক—ছোট দারোগা (পুলিশ)। Sub-Inspector (of Police).
অবর (বিদ্যালয়) পরিদর্শক—সহকারী পরিদর্শক (বিদ্যালয়)। Sub-Inspector (of Schools).
অবর (জন-) পালন কৃত্যক—বেসামরিক নিম্নবিভাগীয় সরকারী চাকুরী। Junior Civil Service.
অবর পরিমাপক—সহকারী জরিপকারক। Sub-Surveyor.
অবরবর্গ—নিম্নপদস্থ চাকুরে। Lower Division (*e. g.*, of assistants).
অবর বিচারক—অধীন বিচারক, নিম্নপদস্থ বিচারক। Subordinate Judge.
অবর লেখ্য নিবন্ধক—অ্যাসিওরেন্সের সহ-রেজিষ্ট্রার। Sub-Registrar of Assurances.
অবর শাসক ও সমাহর্তা—সাব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব-ডেপুটি কালেক্টার। Sub-Deputy Magistrate and Sub-Deputy Collector.
অবর সচিব—সহকারী সেক্রেটারী, উপ-সচিব। Under-Secretary.
অবর সম্পাদক—সহকারী সম্পাদক। Sub-Editor.
অবর সহচিকিৎসক—সহকারী চিকিৎসকের সহকারী। Sub-Assistant Surgeon.
অবরোধ—আটক অবস্থা। Detention.
অবরোহণ—জাহাজ, ট্রেণ ইত্যাদিতে ওঠা। Board.
অবরোহপত্র—জাহাজ হইতে কোন দেশে নামিবার অনুমতিপত্র। Landing permit.
অবলোপন—লিখিয়া বাতিল করা। Writing off.
অবশিষ্ট ক্ষমতা—বাকী ক্ষমতা। Residuary powers.
অবসহন—মৌন সম্মতি, বাধা না। দিয়া গৌণভাবে কোন কার্য্য করিবার অনুমতি দান। Sufferance.
অবসান- বা সমাপন-স্থিতি—হিসাব-নিকাশের শেষে যাহা জমা থাকে। Closing balance.
অবহার, বাটা—পাওনা টাকার যাহা কিছু বাদ দেওয়া হয় (যেমন, ট্রেজারী বিলের অবহার)। Discount (*e. g.*, on Treasury bills).
অবহৃতক—আসল মূল্য হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয়। Rebate.
অবিলম্ব—আশু। Immediate.
অবৃত্তিক দূত—অবৈতনিক দূত। Consul-Honorary.
অবেক্ষক—তত্ত্বাবধায়ক। Supervisor.
অবেক্ষাধীন—শিক্ষানবীশ। Probationary.
অবেক্ষাধীন ন্যায়দর্শক, অবেক্ষাধীন মুন্সেফ—শিক্ষানবীশ মুন্সেফ। Probationary Munsiff.
অবেদন—অসাড় অবস্থা। Anaesthesia.
অবেদনিক; অবেদনিক ঔষধ—চেতনানাশক; চেতনানাশক ঔষধ। Anaesthetic.
অবেরণ, কার্যমুক্তি—(যেমন চাকরের) কর্ম্ম হইতে মুক্তি। Discharge (*e. g.*, of servant).
অবেরিত, কার্যমুক্ত—কার্য্য হইতে মুক্ত, কার্য্যচ্যুত। Discharged.
অভিকর—ট্যাক্স, কর ('মিউনিসিপ্যালিটীর অভিকর')। Rate (*e. g.*, Municipal rates).
অভিনয় বিহিতক বা **আইন**—অভিনয় সম্বন্ধীয় আইন। Dramatic Performance Act.
অভিবাসন—বাস করিবার জন্য দেশান্তর হইতে আগমন। Immigration.
অভিবাসী—বাস করিবার জন্য দেশান্তর হইতে আগত ব্যক্তি। Immigrant.
অভিভাষণ—বক্তৃতা, সভাস্থ জনমণ্ডলীকে সম্ভাষণ ('মহামান্য প্রদেশপালের অভিভাষণ')। Address (*e. g.*, the address of H. E. the Governor).
অভিযাচন—দাবী ('বরাদ্দ অর্থের অভিযাচন')। Demand (*e. g.*, for grants).
অভিযুক্ত, আসামী—আসামী। Accused.
অভিযোগ্য—অভিযোগযোগ্য; মোকদ্দমার যোগ্য। Actionable.
অভিযোজন—প্রতিযোজন, উপযোগীকরণ, প্রয়োজনানুরূপকরণ। Adaptation.
অভিযোজন আয়—প্রয়োজনানুরূপকরণ-জনিত আয়। Adaptation receipts.
অভিশংসন—অভিযোগ, অপবাদ। Impeachment.
অভিহিত মূল্য—(কোন জিনিসের) উপরে লিখিত দাম। Face value.
অভ্যর্থী—'নির্বাচনপ্রার্থী' দ্রঃ।
অযোগ্য—'অবগুণিত' দ্রঃ।

অযোগ্যতা—'অবগুণ' দ্রঃ।

অর্জিত আয়—উপার্জ্জিত অর্থ রোজগার। Earned income.

অর্জিত ছুটি—পাওনা ছুটি। Earned leave.

অর্থ—অর্থ বা তৎসংক্রান্ত ব্যাপার; রাজ্যের আর্থিক অবস্থা। Finance.

অর্থকর-উদ্ভিদবিদ্—আয়জনক উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। Economic Botanist.

অর্থগণিতক—আর্থিক হিসাব। Finance accounts.

অর্থদণ্ড—জরিমানা। Fine.

অর্থনীতিক উপদেষ্টা—অর্থনীতি বিষয়ে পরামর্শদাতা। Economic Adviser.

অর্থবিধেয়ক—আয়ব্যয়সম্বন্ধীয় হিসাব, অর্থনৈতিক হিসাব। Financial Bill.

অর্থবিহিতক বা আইন—অর্থবিষয়ক আইন। Finance Act.

অর্থ-মন্ত্রক, বিত্ত-মন্ত্রক—রাজস্ববিষয়ক মন্ত্রিদল, অর্থসচিবের দপ্তর। Ministry of Finance.

অশোধ্য ঋণ, কু-ঋণ—যে দেনা শোধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। Bad debts.

অসদাচরণ—খারাপ ব্যবহার। Misbehaviour.

অসিদ্ধ করা—বাতিল করা। Invalidate.

অসিদ্ধতা—কার্য্যের অনুপযুক্ততা। Invalidity.

অস্তিমান্—কোন কিছুতে স্বত্ববান্; ধনবান্। Haves.

অস্ত্রাগার—অস্ত্রশালা। Arsenal.

অস্ত্রাগার, বারুদখানা—বারুদ রাখিবার গৃহ। Magazine.

অস্থায়ী—যাহা স্থায়ী নয় এমন। Temporary.

অস্থায়ী অগ্রিমক—অস্থায়ী দাদন। Temporary advance.

আ

আইনতঃ—বিধানতঃ। De jure.

আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল বা দেশ—অংশতঃ বহির্ভূত এলাকা। Partially excluded area.

আংশিক সংপরিবর্তনক্রমে—অংশতঃ সংশোধনানুসারে। In partial modification of.

আকলন—জমা। Credit.

আকলন স্থিতি—জমা বাকি। Credit balance.

আকলপত্র—যে পত্র দেখাইয়া ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায়। Letter of credit.

আকলিত—যাহা জমা হইয়াছে এমন। Credited.

আকস্মিক, নৈমিত্তিক—অপ্রত্যাশিত। Casual.

আকারণ—পরোয়ানা। Process.

আকার পরিমাপ—সীমাসূচক রেখাদির মাপজোখ। Contour Survey.

আখ্যাত অশ্বশক্তি—নামাশ্বশক্তি। Nominal horsepower.

আগম—আমদানি। Import.

আগম নিবন্ধ—অভ্যন্তরাগত দ্রব্যাদির সরকারী তালিকা-পুস্তক। Inward Register.

আগম-নিয়ামক বা আমদানি-নিয়ামক—আমদানিবিষয়ক সর্ব্বাধ্যক্ষ ব্যক্তি। Controller of Imports.

আগম-শুল্ক, আমদানি-শুল্ক—দ্রব্যাদি আমদানি করিতে যে কর লাগে তাহা। Import duty.

আগমিত—আমদানি-কৃত। Imported.

আজ্ঞপ্তি—ডিক্রী, আদেশ। Decree.

আজ্ঞালেখ—আদালতের আদেশপত্র। Writ.

আত্ম-নির্ধারণ—আত্ম-নিরূপণ। Self-determination.

আত্মসমর্পণ—সর্ত্তাধীনে বশ্যতাস্বীকার। Capitulation.

আত্যয়িক অবস্থা—'অত্যয়' দ্রঃ।

আদমসুমার—'জনগণনা' দ্রঃ।

আদর্শ—অনুকরণীয় শ্রেষ্ঠ বিষয়। Model.

আদায়—উশুল, সংগ্রহ। Collections.

আদায় সরকার—যে ব্যক্তি খাজানাদি আদায় করে। Collecting Sarkar.

আদালত—বিচারালয়। Court.

আদিপত্র—কোন বিষয়ের প্রথম পত্র (যে পত্র দিয়া কোন বিষয়ে পত্রাদি আদানপ্রদানের কাজ সুরু হয়, চিঠিপত্রাদির নূতন ফাইলের প্রথম পত্র)। Fresh letter (a letter which initiates a correspondence and forms the first paper in a new file).

আদিবাসি-মঙ্গল—আদিম অধিবাসীদের কল্যাণজনক ব্যবস্থা। Tribal Welfare.

আদিম অধিকার—বিচারালয়ের প্রাথমিক অধিকার। Original Jurisdiction.

আদেয়ক, মূল্যপত্র—বিল, যাহা দাখিল করিয়া মূল্যবাবদ টাকা আদায় করা হয়। Bill.

আদেয়ক বা মূল্যপত্র শোধার্থ দেওয়া হইল—বিলের টাকা দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। Bill is passed for payment.

আদেশ প্রার্থনীয়—আদেশ দিবার মত অনুগ্রহ-কামনায়। For favour of orders.

আধর্ষপত্র—পরোয়ানা (গ্রেপ্তারী আদেশ-পত্র)। Warrant (a writ for arresting a person).

আধা সরকারী—সরকারী বিষয়ে বেসরকারীভাবে লিখিত। Demi-official.

আধা সরকারী পত্র—সরকারী বিষয়ে বেসরকারীভাবে লিখিত পত্র। Demi-official letter.

আধিকারিক (পুং), **আধিকারিকী** (স্ত্রী)—দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত পুরুষ বা মহিলা, উচ্চপদস্থ পুরুষ বা মহিলা কর্ম্মচারী। Officer.

আধিকারিকদের বেতন—উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের মাহিনা। Pay of officers.

আধিক্য, নীবি—বাড়তি, বেশি অংশ। Excess, Surplus.

আনুগত্য—বশতা। Allegiance.

আনুগত্য স্বীকার—বশতা মানিয়া লওয়া। Acknowledgment of allegiance.

আনুতোষিক—কাজের জন্য অর্থ উপহার, কর্ম্মচারীর কর্ম্মশেষে প্রাপ্ত বকশিস। Gratuity.

আনুমানিক—কাছাকাছি। Approximate.

আপ্ত-করনিক—যে কেরাণীর উপর গোপনীয় কার্য্যাদির ভার থাকে। Confidential Clerk.

আবকাশিক—যে ভবিষ্যতের জন্য ছুটি জমাইয়া রাখে। Leave Reservist.

আবণ্টন—বণ্টন, বিভাজন। Allotment.

আবর্তক ব্যয়—পৌনঃপুনিক ব্যয়। Recurring expenditure.

আবশ্যক ব্যবস্থা—প্রয়োজনীয় কর্ম্মপন্থা। Necessary action.

আবহবিদ্যা—বায়ু-বিজ্ঞান, আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ্যা। Meteorology.

আবহমণ্ডল—বায়ুমণ্ডল। Atmospheric region.

আবাপনশিক্ষক—যিনি সুতাগুটানো শিক্ষা দেন (রেশম বয়ন ও রঞ্জন সংস্থা, বহরমপুর)। Reeling teacher; Warper (Silk Weaving and Dyeing Institute, Berhampore).

আবাসিক চিকিৎসক—যিনি হাসপাতাল-সংলগ্ন বাসভবনে থাকিয়া চিকিৎসার কাজ করেন। Resident Physician.

আবাসিক শস্ত্রচিকিৎসক—যিনি সাধারণতঃ হাসপাতাল-সংলগ্ন বাসভবনে থাকিয়া অস্ত্রোপচার চিকিৎসার কাজ করেন। Resident Surgeon.

আবেদক—প্রার্থী, আবেদনকারী। Applicant.

আবেদন, আবেদনপত্র—দরখাস্ত, আরজি। Application.

আভোগ—অঞ্চল, তল্লাট। Range.

আমদানি—অন্য দেশ হইতে পণ্য আনয়ন। Import.

আমদানি-নিয়ামক, আগম-নিয়ামক—বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্যাদি আনয়ন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী। Controller of Imports.

আমদানি বাণিজ্য নিয়ামক—অপর দেশ হইতে পণ্য আনয়নের ব্যবসায়ের সরকারী কর্ম্মকর্তা। Import Trade Controller.

আমদানি শুল্ক—অপর দেশ হইতে পণ্য আনয়নের কর। Import duty.

আমিন, প্রমাতা—জরিপকারী কর্ম্মচারী বিশেষ। Amin.

আমেল—পারস্পরিক সাহায্যলাভার্থ বিভিন্ন দল বা রাষ্ট্রের সম্মেলন। Federation.

আম্‌প্লিফায়ার, বিবর্ধক—বৈদ্যুতিক তরঙ্গ শব্দে পরিণত হইবার পূর্ব্বে উহার শক্তিবর্দ্ধক কল বিশেষ। Amplifier.

আযুক্ত আধিকারিক, আযুক্তক—দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। Officer-in-charge.

আযুক্ত মন্ত্রী—ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। Minister-in-charge.

আযুক্ত সহায়ক, ভারপ্রাপ্ত সহায়ক—ভারপ্রাপ্ত সহকারী। Assistant-in-charge.

আযোগ—দস্তরী, কমিশন, দালালি। Commission.

আরক্ষা—পুলিশ, শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারী। [Police.

আরক্ষা কৃত্যক—পুলিশের চাকরী। Police Service.

আরক্ষাগুল্ম, ফাঁড়ি—পুলিশ-ফাঁড়ি। Police outpost.

আরক্ষা চিকিৎসক—পুলিশ বিভাগের চিকিৎসক। Police Surgeon.

আরক্ষাধীক্ষক—পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। Superintendent of Police.

আরক্ষা শাসক—পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট। Police Magistrate.

আরক্ষিক, পাহারাওয়ালা—কনেস্টবল, নিম্নপদস্থ পুলিশ। Constable.

আরক্ষিদল—পুলিশদল, প্রহরীদল। Police picket.

আরবী শিক্ষক—আরবী ভাষা শিক্ষাদানকারী। Arabic teacher.

আরোগ্যশালা—হাসপাতাল, সেবাসদন। Hospital.

আরোহ—আরোহণার্থ সজ্জিত ঘোটক। Remount.

আরোহপত্র—জাহাজে উঠিবার অনুমতি-পত্র। Embarkation permit.

আরোহ-শিক্ষক—অশ্বারোহণ শিক্ষাদানকারী। Riding Master.

আরোহস্থান—অশ্বশালা, সজ্জিত ঘোটক থাকিবার স্থান। Remount depot.

আর্কবাতি—আর্ক ল্যাম্প। Arc lamp.

আর্মেচার—ডায়নামো বা ইলেক্‌ট্রিক মোটরের অংশবিশেষ। Armature.

আলতরাপ—আলমারি ইত্যাদি বন্ধ করিবার খিল বিশেষ। Staples.

আয়—উপার্জ্জন। Income.

আয়ব্যয়ক—বাজেট, গবর্ণমেণ্টের বা কোনও প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক আগাম হিসাব। Budget.

আয়ব্যয়কশীর্ষ—বাজেট-শীর্ষ, বাজেটের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। Budget head.

আয়ব্যয়ক সত্র—বাজেট অধিবেশন। Budget session.

আয়ব্যয়কীয় অনুদান—বাজেটের মঞ্জুরীকৃত অর্থ। Grant in budget.

আয়ব্যয়কোত্তর দায়িতা—বাজেট পাশ হওয়ার পরবর্তী দায়িত্ব। Post-budgetary liability.

আয়ব্যয়-পরীক্ষক, নিরীক্ষক—হিসাবপত্র পরীক্ষাকারী। Auditor.

আয়ব্যয়-পরীক্ষা-করণিক—হিসাবপত্র পরীক্ষাকার্য্যের কেরাণী। Audit Clerk.

আয়ব্যয় পরীক্ষা, নিরীক্ষা—হিসাব-পরীক্ষা। Audit.

আয়ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ—জমা-খরচের শ্রেণীবিভাগ। Classification of receipts and charges.

আশুমৃত-পরীক্ষক—অপঘাতমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, করোনার। Coroner.

আসক্ত—অনুরক্ত; সংযুক্ত। Attached.

আসক্তি—অনুরক্তি; সংলগ্নতা। Attachment.

আসঞ্জন—(বেতনাদি) ক্রোক। Attachment (of salary).

আসঞ্জিত—ক্রোক-করা। Attached.

আসন্ন—'উপান্তিক' দ্রঃ।

আসন্ন করণিক (প্রধান বিচারালয় বা মহাধর্ম্মাধিকরণ)—হাইকোর্টের চেম্বারের কেরানী। Chamber Clerk (High Court).

আসাদন—সংগ্রহ। Procurement.

আসামী—'অভিযুক্ত' দ্রঃ।

আসেধাজ্ঞা—বিচারালয়ের নিষেধাজ্ঞা। Injunction.

আস্থাপত্র, নিস্সৃষ্টিপত্র—পরিচয়-পত্র। Credentials.

আহর্তা—আহরণকারী। Drawing Officer.

আহ্বানপত্র শমন, তলবনামা। Summons.

ই

ইঞ্জিনচালক—যে ইঞ্জিন চালায়। Engine-Driver.

ইন্ধন-অধিকর্তা, এধ-অধিকর্তা—জ্বালানি দ্রব্যাদি-সংক্রান্ত ব্যাপারের অধিনায়ক। Director of Fuel.

ইন্ধনিক টিণ্ডাল—অগ্নিপ্রজ্বালনকারী টিণ্ডাল। Stoker Tindal.

ইষ্টি-পত্র—চরমপত্র, উইল। Will.

উ

উক্তি, বর্ণনা—বিবৃতি। Statement.

উচ্চতর—উর্দ্ধতন। Higher.

উচ্চতর কক্ষ—উচ্চ পরিষদ্‌। Upper Chamber.

উচ্চ বিদ্যা পর্ষদ্‌—উচ্চতর শিক্ষা-সংসদ্‌। Board of higher studies.

উড্ডয়ন—শূন্যে গমন, ওড়া। Flight.

উত্তর—উচ্চতর। High.

উত্তর বর্গ—উচ্চতর বিভাগ। Upper Division.

উত্তর বাস্তু কৃত্যক (সড়ক ও গৃহাদি)—ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের (রাস্তা ও গৃহাদি) বেশীদিনের চাকুরী। Senior Service of Engineers (Roads and Buildings).

উত্তর বাস্তু কৃত্যক (সেচন)—ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের (সেচন) বেশীদিনের চাকুরী। Senior Service of Engineers (Irrigation).

উত্তরবিচার-অধিক্ষেত্র—আপীলের আওতা। Appellate Jurisdiction.

উত্তর-বিচার, উত্তর-বিচার প্রার্থনা—আপীল, পুনর্বিচার প্রার্থনা। Appeal.

উত্তর-বেতন, বৃত্তি—পেন্সন, ভাতা, অবসরবৃত্তি। Pension.

উত্তর শিক্ষণ কৃত্যক—শিক্ষাবিভাগের বেশীদিনের চাকুরী। Senior Educational Service.

উত্থাপক, প্রস্তাবক—প্রস্তাব উত্থাপনকারী। Mover.

উত্থাপন বা প্রস্তাব করা—প্রস্তাব তোলা। Move (a motion or resolution).

উৎপাদন মন্ত্রক—যে মন্ত্রিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন উৎপাদনকার্য্য চলে। Ministry of Production.

উৎপাদী—উৎপাদক, ফলপ্রসূ। Productive.

উদ্‌ঘোষণা—সরকারী ইস্তাহার। Proclamation.

উদ্ধার—পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করা ('পতিত জমি উদ্ধার')। Reclamation (*e. g.*, of waste land).

উদ্ধার ভবন—বালকদিগকে উদ্ধার করিয়া যেখানে রাখা হয়, উদ্ধারাশ্রম। Rescue Home.

উদ্ধার; মূল্যজ্ঞাপন—বাজার দর; চলতি দর জানানো। Quotation.

উদ্ধৃত—পুনরুক্ত; প্রচলিত মূল্যের উল্লেখ করা হইয়াছে এমন। Quoted.

উদ্ধৃতাংশ, উদ্ধৃতি—অপরের লেখা হইতে আহৃত বিষয়। Extract.

উদ্‌বাসন—অন্যত্র বসবাসের উদ্দেশ্যে বাস্তুভিটাদি ত্যাগ। Evacuation.

উদ্‌বাসিত—ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা হইয়াছে এমন ('—সম্পত্তি', '—বাস্তু')। Evacuated.

উদ্‌বাসিত, উদ্‌বাস্তু—বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসবাসকারী, বাসভ্রষ্ট। Evacuee.

উদ্বৃত্ত সমর্পণ—জমানো টাকা দিয়া দেওয়া। Surrender of savings.

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—গাছপালাসম্বন্ধীয় বিদ্যা। Botany.

উদ্যান-উপদর্শ কৃত্যক—উদ্যানসম্বন্ধীয় কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধানের চাকুরী। Horticultural Overseers Service.

উদ্যানবিৎ—উদ্যানকর্ষণবিদ্যাবিৎ। Horticulturist.

উন্নয়ন, বর্ধন, সম্প্রসার—ক্রমবিকাশ, উন্নতি। Development.

উপ-—ডেপুটী। Deputy.

উপ-অধীক্ষক—ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক। Deputy Superintendent.

উপ-আযুক্তক, ভারপ্রাপ্ত উপ-আধিকারিক—সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Deputy Officer-in-charge.

উপ-আরক্ষাধীক্ষক—ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, পুলিশের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক। Deputy Superintendent of Police.

উপকর—সেস, কর, শুল্ক। Cess.

উপকরণ, সরঞ্জাম—কার্য্যনির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্যাদি। Equipment.

উপ-কারাপাল—জেলের সহকারী কর্তা। Deputy Jailor.

উপ-কীটপোষ-অধিকর্তা—গুটিপোকার চাষসম্বন্ধীয় সহকারী কর্তা। Deputy Director of Sericulture.

উপ-কৃষি-অধিকর্তা—কৃষিবিভাগের সহকারী কর্তা। Deputy Director of Agriculture.

উপখণ্ড—উপপ্রকরণ, দফার অংশ। Sub-clause.

উপগ্রহণ—বাজেয়াপ্তকরণ। Confiscation.

উপগৃহীত—যাহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এমন। Confiscated.

উপচয়—মূল্যবৃদ্ধি। Appreciation.

উপচারশালা—হাসপাতালের যে ঘরে অস্ত্রোপচার করা হয়। Operation Theatre.

উপচারশালা-পরিষেবিকা—অস্ত্রোপচার কক্ষের অস্ত্রোপচার সম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্স। Trained Surgical Nurse for the Operation Theatre.

উপচারশালা-বরিষ্ঠ পরিষেবিকা—অস্ত্রোপচার কক্ষের নার্সদের অধিনায়িকা। Theatre staff nurse.

উপ-ডাক ও তার-অধিকর্তা—ডাক ও তার বিভাগের সহকারী কর্তা। Deputy Director of Posts & Telegraphs.

উপদর্শক—কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধায়ক, ওভারসীয়ার। Overseer.

উপদর্শক, কৃষিবাস্তুকার-করণ বা অফিস—কৃষি-ইঞ্জিনীয়ারিং অফিসের ওভারসীয়ার। Overseer, Office of the Agricultural Engineer.

উপদূত—সহকারী দূত। Vice-Consul.

উপদেষ্টা—পরামর্শদাতা। Adviser.

উপ-ধারা—মূল ধারার অংশ। Sub-section.

উপ-নগরপাল—ডেপুটী পুলিশ কমিশনার, নগরাদিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ বিভাগের সহকারী কর্ম্মনায়ক। Deputy Commissioner of Police.

উপ-নিবন্ধক—সহকারী তালিকারক্ষক, সহকারী রেজিষ্ট্রার ('বিবাহের উপ-নিবন্ধক')। Deputy Registrar (*e. g.*, of marriages).

উপনিবেশন-আধিকারিক—উপনিবেশস্থাপন সংক্রান্ত অফিসের কর্তা। Colonisation Officer.

উপনিমিত্ত পরিচর—ছোটখাট কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট চাকর। Contingency Menial.

উপ-নিয়ামক—সহকারী ব্যবস্থাপক ডেপুটী রেজিষ্ট্রার ('সমবায় সমিতির উপ-নিয়ামক')। Deputy Registrar (*e. g.*, of Co-operative Societies.)

উপ-নিয়ামক—ডেপুটী কণ্ট্রোলার। (রেশনিং, সিভিল সাপ্লাই ইত্যাদি)। Deputy Controller (Rationing, Civil Supplies, etc.).

উপ-নির্বাচন—একজন প্রতিনিধির শূন্য স্থানে অন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। By-election.

উপপ্রকরণ—উপখণ্ড। Sub-clause.

উপ-প্রাদেশিক পরিবহণ-মহাধ্যক্ষ—প্রদেশের যানবাহনাদি পরিচালনাকার্য্যের সহকারী কর্তা। Deputy Provincial Transport Commissioner.

উপবনরক্ষক—বনরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সহকারী কর্ম্মচারী। Deputy Ranger.

উপবিধি—স্থানীয় আইন। By-law.

উপবিধি-নির্দেশক—আইনবিষয়ে সহকারী পরামর্শদাতা। Deputy Legal Remembrancer.

উপ-মহাকারাপরিদর্শক—জেলের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল, জেলের সহ-মহাপরিদর্শক। Deputy Inspector-General of Prisons.

উপ-মহাগাণনিক—ডেপুটী অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল, হিসাবনিকাশ বিভাগের সহ-অধ্যক্ষ। Deputy Accountant General.

উপ-মহাডাক-আধিকারিক—ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, ডাক বিভাগের সহ-মহাধ্যক্ষ। Deputy Postmaster General.

উপ-মহাপরিদর্শক, দুষ্কৃতি-অনুসন্ধান বা দুষ্কৃতিবিমর্শ বিভাগ—অপরাধ অনুসন্ধান বিভাগের সহ-বড়কর্তা। Deputy Inspector-General, Criminal Investigation Department.

উপ-মহাপ্রশাসক ও ন্যাসপাল—ডেপুটী অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর জেনারেল ও সরকারী

অছি। Deputy Administrator-General and Official Trustee.
উপযোগাঙ্ক—বিশেষ কাজে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত অর্থাদির নির্দ্দিষ্ট মাত্রা। Unit of appropriation.
উপযোজন—বিশেষ কাজে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ। Appropriation.
উপযোজন গণিতক—বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগের হিসাব। Appropriation accounts.
উপরিক—উপরিতন, উর্দ্ধতন। Superior.
উপরিক কৃত্যক—উপরিতন চাকুরী, উচ্চতর চাকুরী। Superior Service.
উপরি কর—অতিরিক্ত কর। Sur-tax.
উপরি ব্যয়—উপরি খরচ। Overhead charges.
উপশম—'ত্রাণ' দ্রঃ।
উপশাখা—ধারা, বিভাগ। Section.
উপশালা—লবী, পরিষদ ভবনের প্রধান কক্ষের সংলগ্ন অন্য ঘর (এইখানে সভ্যেরা বসিয়া গল্পগুজব করেন)। Lobby.
উপ-শাসক ও সমাহর্তা—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, জেলার সহকারী শাসক ও কর আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Deputy Magistrate and Deputy Collector.
উপ-শিল্প-অধিকর্তা—শিল্পবিভাগের সহ-অধিকর্তা। Deputy Director of Industries.
উপশুল্ক—মাশুল, রাস্তা পুল বাজার মেলা প্রভৃতিতে মালপত্র বা লোক চলাচলের শুল্ক। Toll.
উপ-শুল্ক-করণিক—মাশুল আদায়ের কেরাণী। Toll Clerk.
উপ-শুল্ক-দারোগা—টোলদারোগা। Toll Daroga.
উপ-শুল্ক-সংগ্রাহক—মাশুল আদায়কারী। Toll Collector.
উপ-সচিব—ডেপুটী সেক্রেটারী, সহসচিব। Deputy Secretary.
উপস্থায়ক, কার্য্যাধ্যক্ষ—পরিচারক; জাহাজাদির ভাণ্ডারী। Steward.
উপস্থায়িকা, কার্য্যাধ্যক্ষা—পরিচারিকা; জাহাজাদির মহিলা ভাণ্ডারী। Stewardess.
উপস্থিতি নিবন্ধ—হাজিরা খাতা। Attendance register.
উপাধ্যক্ষ—কলেজের সহ-অধ্যক্ষ। Vice-Principal.
উপান্ত—ধার, প্রান্তদেশ। Margin.
উপাধ্যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। Lecturer.
উপান্ত টীকা—প্রান্তদেশে লিখিত টিপ্পনী। Marginal note.
উপান্তিক, আনুমানিক, আসন্ন—প্রায় ঠিক, আন্দাজী, কাছাকাছি। Approximate.
উপায়-উপকরণ—আয়ের পথ। Ways and means.
(উপায়) যোজন—(অর্থাদি) সমাবেশ। Mobilization (of resources).
উপার্থন—ভোট চাঁদা জিনিস প্রভৃতির অর্ডার প্রার্থনা। Canvassing.
উপাসনা—পূজা, আরাধনা। Worship.
উর্দ্দী—কর্ম্মচারী প্রভৃতির একই ধরণের নির্দ্দিষ্ট পোষাক। Uniform.

ঊ

ঊনজন প্রতিবেদন, সংখ্যাল্প প্রতিবেদন—সংখ্যালঘু-প্রদত্ত বিবৃতি। Minority report.
ঊনজন, সংখ্যাল্প; নাবালকত্ব—সংখ্যালঘু; অপ্রাপ্তবয়স্কতা। Minority.
ঊনজন সম্প্রদায়, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়—সংখ্যালঘু দল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। Minority community.
ঊনমূল্য, ঊনহার—ঊনহারে, সাধারণতঃ যেরূপ মূল্য হওয়া উচিত তাহার কমমূল্যে। Below par.
ঊর্ধ্বতন অধীন উপদর্শক—উচ্চতর অধীন ও কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধায়ক। Upper Subordinate and Overseer.
ঊর্ধ্বতন, উত্তর—উচ্চতর। Higher.
ঊর্ধ্বতন কৃষি কৃত্যক—উচ্চতর কৃষি-বিভাগীয় চাকুরী। Higher Agricultural Service.
ঊর্ধ্বতন পশুচিকিৎসা কৃত্যক—উচ্চতর প্রাণীচিকিৎসা সম্বন্ধীয় চাকুরী। Higher Veterinary Service.

ঋ

ঋণ—ধার। Loan.
ঋণ, নিধান (আমানত) প্রভৃতি—ধার, জমা প্রভৃতি। Debt, Deposits, etc.
ঋণপত্র—ঋণের কাগজ, রেলওয়ে মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির ঋণগ্রহণের পত্র। Debenture.
ঋণলেখ—হ্যাণ্ডনোট, একপ্রকার ঋণপত্র। Note of hand.
ঋণ-বিলোপন—ঋণমকুব, ঋণবাতিল। Cancellation of debt.
ঋণশীর্ষ—ঋণের বিভিন্ন খাত। Debt-heads.
ঋণিতা—দায়, ঋণগ্রস্ততা। Indebtedness.
ঋণী, খাতক—দেনদার। Debtor.

এ

একক; মাত্রা—প্রমাণ পরিমাণাদি। Unit.
একযোগে—একসঙ্গে। En block.
একান্ত সচিব—খাসমুন্সী, প্রাইভেট সেক্রেটারী। Private Secretary.
একীকৃত—একত্রিত। Consolidated.
এঞ্জিন-চালক—যে ইঞ্জিন চালায়, ইঞ্জিন ড্রাইভার। Engine-Driver.
এধ-অধিকর্তা—ইন্ধন সম্বন্ধীয় ব্যাপারের প্রধান কর্ম্মকর্তা। Director of Fuel.
এধ-গ্রহণ—'তৈলভরণ' দ্রঃ।

ও

ওয়ারেণ্ট-বেলিফ, আসেধক—গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারিকারক পেয়াদা। Warrant Bailiff.
ওয়ার্ড-মাষ্টার, কক্ষাধিপাল—জেলের বিভাগীয় কর্তা। Ward Master.
ওয়ার্ড-রক্ষক, কক্ষাপাল বা অবধায়ক—জেলার, জেলের বিভিন্ন বিভাগের কর্তা। Warder.
ওষধিশালা—ওষধিভবন। Herbarium.
ওষধিশালাধ্যক্ষ—ওষধিভবনের কণ্ট্রোলার, ওষধিভবনের কর্তা। Curator of Herbarium.
ওষধিশালা সহায়ক—ওষধিভবনের কর্তার সহকারী। Harbarium Assistant.
ওস্তাদ কুঁদকার, অধিকুন্দকার—সুনিপুণ কুঁদমিস্ত্রী। Master Turner.
ওস্তাদ ছুতার—সুদক্ষ সূত্রধর। Master Carpenter.
ওস্তাদ দর্জি—সুনিপুণ দরজী। Tailor Master.
ওস্তাদ্ ফিটার, অধিসন্ধায়ক—সুদক্ষ ফিটার। Master Fitter.

ওস্তাদ যন্ত্রী—সুনিপুণ যন্ত্রবিৎ। Master Mechanic.

ওস্তাদ রঙমিস্ত্রী—সুদক্ষ রঙমিস্ত্রী। Master Painter.

ক

কক্ষ—ঘর, কামরা (বিধানসভার, লোকসভার)। House (of Legislature).

কক্ষাধিপাল—'ওয়ার্ডমাষ্টার' দ্রঃ।

কক্ষাপাল—'ওয়ার্ডরক্ষক' দ্রঃ।

কন্যাপ্রনিধি—'গার্ল গাইড' দ্রঃ।

কয়লা নিয়ামক—কয়লাসম্বন্ধীয় কার্য্যাদির অধ্যক্ষ। Controller of Coal.

কর—শুল্ক, রাজস্ব। Tax.

করণ, অফিস—অফিস। Office.

করণ-প্রধান—আফিসের কর্তা। Head of an office.

করণাধ্যক্ষ—নিবন্ধকার (স্বরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিভাগ)। Registrar (Home and other Departments).

করণিক—কেরাণী। Clerk.

করণিক ও আজ্ঞপ্তিলেখক—কেরাণী ও ডিক্রীলেখক। Clerk and Decree-writer.

করযোগ্য—শুল্কাধীন। Taxable.

করযোগ্য আয়—করধার্য্যোপযোগী আয়, যে আয়ের উপর কর ধার্য্য করা হয়। Taxable income.

করাধান, করারোপণ—কর বসানো। Taxation.

করার্থ পরিমাপ, কিস্তোয়ার-জরীপ, থাক-বস্তি—মূল্য ও মালিকানার বিবরণ সম্বন্ধীয় মাপজোখ, করনির্দ্ধারণের জন্য ভূমির পরিমাণের মাপজোখ। Cadastral survey.

কর্তন প্রস্তাব—ছাঁটাই প্রস্তাব। Cut motion.

কর্তন প্রস্তাব নিদর্শ—ছাঁটাই প্রস্তাবের নিদর্শ। Cut motion form.

কর্তৃত্ব—'অধিকার' দ্রঃ।

কর্মকার—লোহার, কামার। Blacksmith.

(কর্মকাল) বৃদ্ধি—(কার্য্যকাল) প্রসারণ। Extention.

কর্মক্ষমতা—দক্ষতা, কর্ম্মসামর্থ্য। Efficiency.

কর্মনায়ক—কারখানার কর্ম্মপরিচালক, কারখানার সর্দ্দার। Foreman.

কর্মনিয়োগ কেন্দ্র—চাকুরী জোগাড়ের সরকারী সংস্থা। Employment Exchange.

কর্মপঞ্জী—কাজের তালিকাপুস্তক। Case Book.

কর্মব্যবস্থা—কাজের ব্যবস্থা। Acting arrangement.

কর্মশালা-আধিকারিক—কারখানার কর্ম্মনায়ক। Workshop Foreman.

কর্মশালা, আবাসন ও সংভরণ মন্ত্রক—কারখানা, ঘরবাড়ী ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Works, Housing and Supplies.

কর্মশালা বা কারখানা কৃত্যক—কারখানার চাকুরী। Factories Service.

কর্মশালা বা কারখানা পরিদর্শক—যিনি কারখানা পরিদর্শন করেন, কারখানাসমূহের ইন্সপেক্টর। Inspector of Factories.

কর্মশালার বা কারখানার প্রমাণক চিকিৎসক—যে চিকিৎসক কারখানার লোকদের প্রমাণপত্র দেন। Certifying Surgeon of Factories.

কর্ম-সাহায্য—কাজের সাহায্য। Test relief.

কর্মিসংঘ—ট্রেড ইউনিয়ন, পূগ। Trade Union.

কলিকাতা পৌর নিগম—কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা পৌরসভা। Calcutta Corporation.

কলিকাতা বন্দরপাল বা পত্তনপাল—কলিকাতার ডকের কমিশনার, কলিকাতা বন্দরের প্রধান কর্তা। Commissioner for the Port of Calcutta.

কাগজ ভাণ্ডারী—কাগজের গুদামের রক্ষক। Paper Store-Keeper.

কাছাকাছি—আনুমানিক। Approximate.

কানুনগো—জমির হিসাবরক্ষক কর্ম্মচারী বিশেষ। Kanungo.

কাব, শাবচার—(বয় স্কাউট) কমবয়সের বালক বা বালিকা। Cub.

কারখানা—কর্ম্মশালা। Factory.

কারখানা পরিদর্শক—কর্ম্মশালা পরিদর্শনকারী। Inspector of Factories.

কারখানার প্রমাণক চিকিৎসক—কর্ম্মশালার প্রমাণপত্র প্রদানকারী চিকিৎসাকারী। Certifying Surgeon of Factories.

কারা—জেল, বন্দীনিবাস। Jail.

কারাধীক্ষক—জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, জেলের তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent of Jails.

কারাপাল—জেলার, জেলের কর্তা। Jailor.

কারা ভাণ্ডার—জেলের গুদাম। Jail Depot.

কার্যক্রম, অনুক্রম—কর্ম্মধারা। Procedure.

কার্যক্রম, ক্রমপত্র, অনুক্রম—কর্ম্মসূচী। Programme.

কার্যগ্রাহী (কেন্দ্রিক কারা)—(কেন্দ্রীয় জেলের) কর্ম্মভার গ্রহণকারী। Task taker (Central Jail).

কার্যচালন—কর্ম্ম পরিচালনা। Conduct of business.

কার্যতঃ—বস্তুতঃ, বাস্তবপক্ষে। De facto.

কার্যনিয়ম—কাজের নিয়ম। Rules of business.

কার্যমুক্ত—'অবেরিত' দ্রঃ।

কার্যমুক্তি—'অবেরণ' দ্রঃ।

কার্যাবলী—'বৃত্তাবলী' দ্রঃ।

কাল লেখক—সময়রক্ষক, কারখানা বা অফিসে শ্রমিক বা কর্ম্মচারীদের আসা-যাওয়ার সময়ের হিসাব যে রাখে। Time-keeper.

কালিওয়ালা, মসীকার—মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতিতে যে কালি মাখায়। Inkman.

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষিকা—কিণ্ডারগার্টেন প্রথানুযায়ী মহিলা-শিক্ষক। Kindergarten Mistress.

কিস্তোয়ারজরীপ—'করার্থপরিমাপ' দ্রঃ।

কীটপোষ-অধীক্ষক—গুটিপোকার চাষসম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent of Sericulture.

কীটপোষ-পরিদর্শক—গুটিপোকার চাষসম্বন্ধীয় পরিদর্শক। Sericultural Inspector.

কীটপোষ-সহায়ক—গুটিপোকার চাষসম্বন্ধীয় কার্য্যে সহায়তাকারী কর্ম্মচারী। Sericultural Assistant.

কীটবিৎ—কীটতত্ত্ববেত্তা। Entomologist.

কীটবিদ্যা—কীটসম্বন্ধীয় বিদ্যা। Entomology.

কুইনীন অবেক্ষক—কুইনাইন সম্বন্ধীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। Quinine Supervisor.

কুইনীনবিৎ—কুইনাইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। Quinologist.

কু-ঋণ—'অশোধ্য ঋণ' দ্রঃ।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, উটজ ও ক্ষুদ্র শিল্প—কুটির-জাত এবং অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প। Cottage and small-scale Industries.

কুৎ-করণিক, উপ-শুল্কশুকরণিক—কুৎঘাটার কেরাণী, টোল আফিসের কেরাণী। Toll Clerk.

কুৎ-দারোগা, উপ-শুল্ক-দারোগা—টোল দারোগা, টোল সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী বিশেষ। Toll Daroga.

কুৎ-সংগ্রাহক, উপ-শুল্ক-সংগ্রাহক—নৌকাদিতে বাহিত দ্রব্যের উপর কর সংগ্রহকারী, যে কুৎ সংগ্রহ করে। Toll Collector.

কুন্দকার—কুঁদমিস্ত্রী, টার্ণার। Turner.

কুমারাচার—'বয় স্কাউট' দ্রঃ।

কূটকর্ম, কূটলেখ—জালিয়াতি। Forgery.

কূটকৃত, কূটলেখিত—জাল। Forged.

কূটঘাত—'অন্তর্ঘাত' দ্রঃ।

কূটঘাতক—'অন্তর্ঘাতক' দ্রঃ।

কূটঘাতী কার্য—অন্তর্ঘাতী কার্য্য। Sabotage.

কূটলেখ—'কূটকর্ম' দ্রঃ।

কূটলেখিত—'কূটকৃত' দ্রঃ।

কূপীধাবক—যে শিশি বোতল ধোওয়ার কাজ করে। Bottle-washer.

কৃত্যক—চাকুরী (সরকারী চাকুরীর শাখা)। Services (a branch of public employment).

কৃত্যকধারা—চাকুরীর একটানা রীতিনীতি। Line of service.

কৃত্যক বহি—আফিসের যে খাতায় কর্ম্মচারী নিয়োগ কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি বিবরণ লেখা থাকে, চাকুরী-বহি। Service-book.

কৃত্যক বৃত্ত—চাকুরীর ইতিহাস। History of service. [Service-roll.

কৃত্যকসূচী—চাকুরিয়াদের নামের ফর্দ্দ।

কৃপা অধিদেয় বা ভাতা—দয়াপরবশ হইয়া যে ভাতা দেওয়া হয়। Compassionate allowance.

কৃষি—চাষ। Agriculture.

কৃষি-অধিকর্তা—চাষসম্বন্ধীয় সরকারী কার্য্যসমূহের অধ্যক্ষ বা প্রধান কর্তা, কার্য্যাধ্যক্ষ। Director of Agriculture.

কৃষি আয়কর—চাষসম্বন্ধীয় আয়ের উপর ধার্য্য কর। Agricultural Income-tax.

কৃষি-আয়কর আধিকারিক—চাষসম্বন্ধীয় আয়করের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। Agricultural Income-tax Officer.

কৃষি ও সমবায়—চাষ ও সম্মিলিত কার্য্যব্যবস্থা। Agriculture and Co-operation.

কৃষিজ বিপণন—কৃষিসম্বন্ধীয় কেনাকাটার কাজ। Agricultural Marketing.

কৃষিবর্ধন-মহাধ্যক্ষ—চাষের উন্নতিবিধানের জন্য নিযুক্ত বিভাগের সর্ব্বময় কর্তা। Agricultural Development Commissioner.

কৃষি-বাস্তুকার—চাষসম্বন্ধীয় ইঞ্জিনীয়ার। Agricultural Engineer.

কৃষি-মন্ত্রক—কৃষিমন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Agriculture.

কৃষি-সার—চাষের সার। Fertiliser.

কৃষি-সার নিয়ামক—কৃষি-কণ্ট্রোলার, চাষের সারসম্বন্ধীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। Fertiliser Controller.

কেন্দ্রিক কারা—কেন্দ্রীয় জেল। Central Jail.

কেন্দ্রীয় তারিক—কেন্দ্রীয় তার আফিসের কর্ম্মচারী, কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ আফিসের কর্ম্মচারী। Central Telegraph Officer.

কেন্দ্রীয় রাজস্ব—কেন্দ্রের প্রাপ্য শুল্কাদি। Central revenues.

কেন্দ্রীয় সরকার—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট, ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনবিভাগের উপরিতন অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন শাসন বিভাগ। Central Gevernment.

কোষপাল—কোষাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ। Treasurer.

কোষপাল-সহায়ক—'কোষাধ্যক্ষ-সহায়ক' দ্রঃ।

কোষ-বিপত্র—ট্রেজারি-বিল, কোষাগারের বিল। Treasury-bill.

কোষস্থিতি—ট্রেজারির জমা টাকা, খরচশেষে ট্রেজারিতে বাকি জমার টাকা। Treasury Balance.

কোষাগার—ট্রেজারি, খাজাঞ্চিখানা। Treasury.

কোষাগার আধিকারিক—ট্রেজারির অফিসার, খাজাঞ্চিখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Treasury Officer.

কোষাধ্যক্ষ—কোষপাল। Treasurer.

কোষাধ্যক্ষ-সহায়ক বা কোষপাল-সহায়ক—কোষপালের সহকারী, যিনি কোষাধ্যক্ষের কাজে সহায়তা করেন। Treasurer's Assistant.

ক্রমপত্র—'কার্য্যক্রম' দ্রঃ।

ক্রয়-উপদেষ্টা—কেনাকাটার ব্যাপারে উপদেশদাতা, ক্রয়বিষয়ক পরামর্শদাতা। Purchasing Adviser.

ক্রীড়াশিক্ষক—খেলার মাষ্টার, যিনি খেলা শিখান। Games Master.

ক্ষমত্বপত্র—কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে তাহার প্রমাণপত্র। Certificate of fitness.

ক্ষুদ্রক অন্তঃশুল্ক-কর্মচারী—আবগারি বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী। Petty Officer of Excise.

ক্ষুদ্র নির্মাণ ও সংস্কার—সামান্য কিছু তৈয়ারী ও মেরামতের কাজ। Petty construction and repairs.

ক্ষেত্র—'অঞ্চল' দ্রঃ।

ক্ষেত্র—অঞ্চল (কনেষ্টবলের)। Beat (of a constable).

ক্ষেপ—নিক্ষেপ, ছোড়া (যেমন, বন্দুকের একরকমের বড় গুলি ক্ষেপ)। Round (*e. g.*, Buck shot).

ক্ষেম—নিরাপত্তা। Security.

খ

খণ্ডকাল—আংশিক সময়। Part-time.

খণ্ডকাল আধিকারিক—আংশিকভাবে কার্য্য করে এমন কর্ম্মচারী। Part-time Officer.

খসড়াপত্রের নির্দেশ—চিঠির খসড়া লিখিবার নির্দেশ। Draft Letter Form.

খাজাঞ্চী—যাঁহার নিকট অর্থের তহবিল থাকে, কোষাধ্যক্ষ। Cashier.

খাদ্য, ত্রাণ ও সংভরণ—খাদ্য, দুর্গতকে সাহায্য এবং সরবরাহ। Food, Relief and Supplies.

খাদ্য-মন্ত্রক—খাদ্যবিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Food.

খাস তশীলদার—খাসজমির খাজনা আদায়কারী। Khas Tehsildar.

খাসমহল আধিকারিক—খাসমহলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Khas Mahal Officer.

খাসমহল মণ্ডলাধিকারিক—খাসমহল তদারককারী কর্ম্মচারীবিশেষ। Khas Mahal Circle Officer.

খিলভূমি—'পতিতভূমি' দ্রঃ।

গ

গড় বেতনে ছুটি—যে ছুটির মধ্যে প্রাপ্য সাধারণ মাহিনা পাওয়া যায়। Leave on average pay.

গণ—দল (সৈন্যদল)। Company (a body of troops).

গণতন্ত্র—জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া রাষ্ট্র পরিচালন, প্রজাতন্ত্র। Democracy.

গণন-করণিক—হিসাবের কেরাণী। Accounts Clerk.

গণপুরুষ—সর্দ্দার। Gangman.

গণরাজ্য—জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া শাসিত দেশ। Republic.

গণিতক বিদ্যা—হিসাব রাখার জ্ঞান, হিসাবরক্ষকের পদ বা কার্য্য। Accountancy.

গণিতক—হিসাবপত্র। Accounts.
গণিতক সমন্বয়ন—হিসাবপত্র মিল খাওয়ানো। Adjustment of accounts.
গণিতক সমাপ্ত বা অবসিত হইল—হিসাবপত্র শেষ হইল। Accounts closed.
গাধা বোট—মন্দগতি ভারবাহী নৌকা বিশেষ। Flat.
গাণনিক—হিসাব-রক্ষক। Accountant.
গাণনিক্য—হিসাব রাখিবার বিদ্যা। Book-keeping.
গার্ল গাইড, কন্যাপ্রণিধি—বয়স্কাউটের মত বালিকা-সঙ্ঘ। Girl guide.
গুটিশালা অধীক্ষক—গুটিপোকাচাষের স্থানের তত্ত্বাবধায়ক। Nursery Superintendent, Sericulture.
গুণ—গুণপনা, যোগ্যতা। Qualification.
গুণযুক্ত, —যোগ্য—গুণান্বিত, উপযুক্ত। Qualified.
গুপ্তবার্তা, —চার—গুপ্তসংবাদ। Intelligence.
গুপ্তভোট, গুপ্তমত—ব্যালট, গোপন প্রথায় ভোট। Ballot.
গুপ্তমতদান, গুপ্তভোটদান—ব্যালট-প্রথায় ভোট দান, অপরে যাহাতে জানিতে না পারে এমন ব্যবস্থায় ভোট দেওয়া। Vote by ballot.
গুরুনির্ম্মাণ—প্রধানশ্রেণীর গৃহাদি নির্ম্মাণের কাজ। Major works.
গুল্ম—পল্টন, পদাতিক সৈন্যের দল। Platoon.
গূঢ়চ্ছদ—গোপন আবরণ। Secret cover.
গূঢ়লেখ—সঙ্কেত-পদ্ধতি। Code.
গৃহীতভোট, অনুমত—ভোট লওয়া হইয়াছে এমন। Voted.
গোলা-বারুদ—কামান-বন্দুকাদিতে ব্যবহার্য্য যুদ্ধোপকরণ। Ammunition.
গৌণ, পরোক্ষ—অপ্রত্যক্ষ। Indirect.
গ্যাসওয়ালা—গ্যাস তৈয়ারির কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি ; গ্যাসের মিটার পড়িবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। Gasman.
গ্যাসজনিত্র—গ্যাস তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি। Gas plant.
গ্যাস ফিটার, গ্যাস মিস্ত্রী—গ্যাসের মিস্ত্রী। Gas Fitter.
গ্রন্থাগার—পুস্তকভবন, লাইব্রেরী। Library.
গ্রন্থাগারিক—পুস্তকাগার-রক্ষক, লাইব্রেরিয়ান। Librarian.
গ্রহণ—বিধানসভায় আইনের খসড়া অনুমোদন। Passing (of Bills).
গ্রহণ—অর্জ্জন। Acquisition.
গ্রাম্য, জানপদ—গ্রামীয়, গ্রামসম্বন্ধীয়। Rural.
গ্রাহ্য—স্বীকার্য্য। Admissible.
গ্লানকক্ষা—হাসপাতালের ওয়ার্ড, হাসপাতালের বিভাগ। Ward in a hospital.
গ্লানযান—হাসপাতালের গাড়ী, জরুরী অবস্থায় যে গাড়ী করিয়া রোগী বা আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। Ambulance car.
গ্লানোপচার—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের পশ্চাৎগামী চলন্ত হাসপাতাল, আহত বা রুগ্ণ ব্যক্তিবাহী যানবিশেষ। Ambulance.
গ্লানোপচার ব্যবস্থা—অ্যাম্বুলেন্সের কাজ। Ambulance service.

———

ঘ

ঘনমান—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের পরিমিতি। Volume.
ঘাটতি—ন্যূনতা। Deficit.
ঘোষণা—সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন। Declaration, proclamation.
ঘোষপত্র—গেজেট, সরকারী সংবাদপত্র। Gazette.
ঘোষিত আধিকারিক—গেজেটে উল্লিখিত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। Gazetted Officer.

———

চ

চক্র, রোঁদ—নির্দ্দিষ্ট এলাকায় ঘুরিয়া পাহারা। Round.
চক্রচর, ভবঘুরে—আশ্রয়হীন নিঃস্ব লোক। Vagrant.
চক্রচরত্ব, ভবঘুরেমি—আশ্রয়হীন ভাবে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো। Vagrancy.
চক্রচর-নিয়ামক, ভবঘুরে-নিয়ামক—বাসস্থান অভাবে যে সকল দরিদ্র লোক এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের সম্বন্ধে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। Controller of Vagrancy.
চর্ম্মপ্রসাধক—চর্ম্মসংরক্ষণবিদ্যায় পারদর্শী, পশুপক্ষী প্রভৃতির চামড়ায় খড় কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি পুরিয়া যে উহাদিগকে জীবিত-সদৃশ করে। Taxidermist.
চলচ্চিত্র অভিক্ষেপক—ছায়াচিত্রের আলোকরশ্মি-প্রক্ষেপক। Cinema projector.
চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রক্ষেপক—পর্দ্দার উপর চলচ্চিত্র দেখাইবার যন্ত্র। Cinematograph.
চলচ্চিত্র বিহিতক বা আইন—ছায়াচিত্র-বিধি। Cinematograph Act.
চলিত আমানত, চলিত নিধান—ব্যাঙ্কের যে জমা হইতে যখন তখন টাকা তোলা যায়। Current deposit.
চলিত রাজস্ব—বর্ত্তমান বৎসরের খাজানা। Current revenue.
চার—'গুপ্তবার্তা' দ্রঃ।
চালক—যে চালায় ('বাসচালক')। Driver (Bus driver).
চালক—যে (চলচ্চিত্রের মেসিন) চালায়। Operator (of Films).
চিকিৎসক (আবাসিক)—(হাসপাতাল-সংলগ্ন বাসভবনে বাসকারী) চিকিৎসাকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। Medical Officer (Resident).
চিকিৎসা কৃত্যক (ঊর্ধ্বতন)—চিকিৎসা-বিভাগীয় কাজ (উচ্চতর)। Medical Service (Upper).
চিকিৎসা-পরিদর্শক—চিকিৎসাবিষয়ক পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারী। Medical Inspector.
চিকিৎসাপ্রমাণপত্র — চিকিৎসাসম্বন্ধীয় প্রমাণপত্র। Medical Certificate.
চিকিৎসাপ্রমাণপত্রবলে ছুটি—চিকিৎসাবিষয়ক প্রমাণপত্রের বলে ছুটি। Leave on medical certificate.
চিকিৎসাপ্রমাণপত্র সহ বা বিনা গড় বেতনে ছুটি—ডাক্তারী সার্টিফিকেট বলে বা বিনা সার্টিফিকেটে গড় মাহিনায় ছুটি। Leave on average pay with or without medical certificate.
চিকিৎসালয়—'নিদানশালা' দ্রঃ।
চিকিৎসিকা—মহিলা চিকিৎসক। Lady Doctor.
চিত্রকর—চিত্রশিল্পী, যে ছবি আঁকে। Artist (Painter).
চিত্রকার, রঙ-মিস্ত্রি—যে আসবাবপত্রে রঙ লাগায়। Painter.
চিত্রতক্ষণ-শিক্ষক—কাঠখোদাই শিক্ষা-দানকারী ব্যক্তি। Wood-Engraving Teacher.
চিহ্নকার—যে দাগ দেয়। Markman.
চেক—টাকার বরাত-পত্র, যে সহি-করা কাগজ দেখাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তোলা হয়। Cheque.
চেকবহি—বাঁধানো চেক-সমূহের বই। Cheque book.

———

ছ

ছাঁচকার, সঞ্চকী—ঢালাইকর, যে ছাঁচ তোলে। Moulder.

ছাঁটাই প্রস্তাব—কোন বিশেষ বিষয় বাদ দেওয়ার জন্য আইনের খসড়ার উপর উত্থাপিত প্রস্তাব। Cut motion.

ছাড়পত্র, নিষ্ক্রমপত্র—পাশপোর্ট, এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাওয়ার অনুমতিপত্র। Passport.

ছাত্রনায়ক, সর্দার পড়ুয়া—ছাত্রনেতা, ছাত্রদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত কর্ত্তা। Monitor.

ছেদক- ছেদনকারী, ভাজক, অণুবীক্ষণের কাজের জন্য যে যন্ত্র সাহায্যে ছোট ছোট থর কাটা হয় (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। Section Cutter (Presidency College).

ছোট সরকারী উকীল—অপেক্ষাকৃত অল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সরকারী উকীল। Junior Government Pleader.

জ

জনগণনা, আদমশুমার—দেশের লোকসংখ্যা গণনা। Census.

জনরাষ্ট্র, রাষ্ট্রমণ্ডল—গণতন্ত্র, বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র। Commonwealth.

জনসম্পর্ক আধিকারিক (মাণ্ডলিক)—(আঞ্চলিক) জনসাধারণের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। (Regional) Public Relations Officer.

জনসাধারণ—বেসামরিক জনগণ। Civil population.

জনস্বাস্থ্য—সাধারণের স্বাস্থ্য। Public health.

জনিত্র- যন্ত্রপাতি। Plant (*e. g.*, Gas plant).

জমা—আকলন। Credit.

জমাদার- কনেষ্টবল, দারোয়ান ইত্যাদির সর্দ্দার। Jamadar.

জমা বাকি—আকলন স্থিতি। Credit balance.

জরিপ-অধিকর্ত্তা, পরিমাপ-অধিকর্ত্তা—সরকারী মাপজোখের কার্য্যের কর্ত্তা। Director of Surveys.

জরিমানা—অর্থদণ্ড। Fine.

জরুরী, ত্বরিত—খুব দরকারী, যাহাতে দেরী করা চলে না এমন। Urgent.

জরুরীপত্রী—'ত্বরাপত্রী' দ্রঃ।

জামিন—প্রতিভূ। Security.

জালিয়াতি—কূটকৃত। Forgery.

জীববিদ্যা—প্রাণিবিদ্যা, জীবতত্ত্ব। Biology.

জীববিদ্যা-অধ্যাপক—প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপনাকারী, যিনি প্রাণিবিদ্যার বিষয়ে পড়ান। Professor of Biology.

জীবাণুবিৎ—অণুবীক্ষণে দৃশ্য অতি সূক্ষ্ম প্রাণী বা উদ্ভিদ্ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, জীবাণুতত্ত্ববিদ্। Bacteriologist.

জীবাণুবিদ্যা—জীবাণুসম্বন্ধীয় বিদ্যা, জীবাণুতত্ত্ব। Bacteriology.

জীবিতাঙ্কন ও প্রতিমাঙ্কন শিক্ষক—যিনি জীবিত মানবাদির প্রতিকৃতি ও প্রতিমা অঙ্কন শিক্ষা দেন। Teacher of Life and Antique Classes.

জেলা—প্রদেশের অংশ। District.

জেলা ও দায়রা বিচারক, জেলা (বিষয়) ও দণ্ডসত্র ন্যায়াধীশ—ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ, জেলার স্থায়ী ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মোকর্দ্দমা পরিচালনের নিমিত্ত নিযুক্ত বিচারপতি। District and Session Judge.

জেলাতহবিল—'বিষয়নিধি' দ্রঃ।

জ্ঞাপন—জ্ঞাতব্য বিষয়। Information.

জ্যেষ্ঠ—অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, অগ্রবর্ত্তী। Senior.

জ্যেষ্ঠতা—অগ্রবর্ত্তিতা, জ্যেষ্ঠত্ব। Seniority.

ঝ

ঝটিতি প্রদান বা অর্পণ—তাড়াতাড়ি দেওয়া। Express delivery.

ট

টঙ্কন—মুদ্রা প্রস্তুতকরণ। Coinage.

টাইপিং শিক্ষক, মুদ্রলেখ শিক্ষক—যিনি টাইপ করা শেখান। Instructor in Typewriting.

টাইপিষ্ট, মুদ্রলেখক—যিনি টাইপ করেন। Typist.

টাকার বাজার—শেয়ার ইত্যাদি লইয়া কারবারীদের মিলনস্থল বা তাহাদের কার্য্যকলাপ; টাকা লেনদেনের ব্যবস্থা। Money market.

টানা—ড্রয়ার, টেবিলের খাপ। Drawer.

টিকা পরিদর্শক—যিনি টিকা দেওয়ার কাজ দেখাশুনা করেন। Inspector of Vaccination.

টিকিট পরীক্ষক—টিকিট পরীক্ষাকারী। Ticket-checker.

টিকেট ক্রয়—টিকিট কেনা। Booking.

টিণ্ডাল—খালাসীদের সর্দ্দার। Tindal.

টেলিফোন—দূরবর্ত্তী লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার যন্ত্রবিশেষ, দূরভাষ। Telephone.

ট্রাক—মালপত্র-বহনকারী মোটরগাড়ী, লরী। Truck.

ঠ

ঠিকা—'প্রসংবিদা' দ্রঃ।

ঠিকাদার—'প্রসংবিদী' দ্রঃ।

ড

ডাক ও তার অধিকর্ত্তা—ডাক ও তার বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ। Director of Posts & Telegraphs.

ডাকটিকিট—প্রমুদ্রা, ষ্ট্যাম্প। Stamp.

ড্রিল শিক্ষক—যিনি ড্রিল শিখান। Drill Master.

ঢ

ঢালাইকর—যে ঢালাই করে। Caster.

ত

তক্ষণ শিক্ষক—যিনি ছুতারের কাজ শেখান। Carpenter Instructor.

তদর্থক—বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত। Ad-hoc.

তদর্থক ন্যায়াধীশ—বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বিচারক। Ad-hoc Judge.

তশীলদার—খাজনা আদায়কারী। Tasildar.

তহবিল—নিধি, ভাণ্ডার ('গান্ধী স্মৃতি তহবিল')। Fund (*e. g.*, Gandhi Memorial Fund).

তহবিল তছরুপ—তহবিলের টাকা আত্মসাৎ করা। Defalcation.

তাগিদ, অনুস্মারক—স্মরণার্থ লিখন, স্মারক। Reminder.

তাড়িত উপদর্শক—বৈদ্যুতিক কাজ যিনি দেখাশুনা করেন। Electric Overseer.

তাড়িত উপদেষ্টা ও মুখ্য তাড়িত পরিদর্শক—বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশদাতা ও প্রধান বৈদ্যুতিক কার্য্যাবলীর পরীক্ষক বা পরিদর্শনকারী। Electrical

Adviser and Chief Electrical Inspector.

তাড়িত পরিদর্শক—ইলেক্ট্রিক কার্য্যাবলীর পরীক্ষক বা পরিদর্শনকারী। Electric Inspector.

তাড়িত মিস্ত্রী—বৈদ্যুতিক কারিকর বা মিস্ত্রী। Electric Mechanic.

তাড়িত যান্ত্রিক—বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় যন্ত্র-বিশারদ। Electrical Engineer.

তাড়িত শুল্ক—বিদ্যুতের জন্যে দেয় কর। Electricity Duty.

তাড়িত স্থাপন—বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি বসানো। Electric Installation.

তাড়িতী—তড়িৎ-তত্ত্ববিৎ। Electrician.

তামাদি হওয়া—'অবধিবাধিত' দ্রঃ।

তাম্রকার, তামামিস্ত্রী—যে তামার জিনিসপত্র তৈয়ার করে। Coppersmith.

তার—ধাতুর তৈয়ারী দড়ি, ধাতব সূত্র। Cable.

তারকিত প্রশ্ন—তারকা-চিহ্নিত প্রশ্ন। Starred question.

তিরস্কার—নিন্দা, ভৎর্সনা। Censure.

তিরস্কৃত—নিন্দিত, ভৎর্সিত। Censured.

তৈলভরণ, ঐধগ্রহণ—গাড়ি, জাহাজ বা বিমানপোতে তৈলাদি ভরা। Fuelling.

ত্বরাপত্রী, জরুরীপত্রী—যে কাগজে জরুরী বিষয় জানানো হয়, জরুরী বিষয়জ্ঞাপক পত্রখণ্ড। Urgent slip.

ত্রাণ—সাহায্য। Relief.

থ

থাকবস্তি—'করার্থ পরিমাপ' দ্রঃ।

থিওডোলাইট পরিমাপক—থিওডোলাইটের (কোণ-পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ) বিষয়ে অভিজ্ঞ জরীপকারী। Theodolite-knowing Surveyor.

দ

দক্ষ তন্তুবায়—নিপুণ তাঁতী। Expert Weaver.

দক্ষিণা—কর্ম্ম অন্তে পরিতোষসহকারে দেয় অর্থ। Honorarium.

দণ্ড—সাজা। Penalty.

দণ্ডপ্রণালী—ফৌজদারী দণ্ডবিধি। Criminal procedure.

দণ্ডপ্রণালী সংহিতা—ফৌজদারী দণ্ড-সম্বন্ধীয় আইনের বই। Code of criminal procedure.

(দণ্ড) বিলম্বন—(সাজার ব্যাপারে) সাময়িক দেরী। Respite.

দণ্ড-ব্যবস্থা—সাজা দিবার ব্যবস্থা। Penal measure.

দণ্ডব্যাক্ষেপ—দণ্ডদানে বিলম্ব, প্রাণদণ্ড সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা। Reprieve.

দণ্ডমূলক—শাস্তি-বিষয়ক; ফৌজদারী আইন-সম্বন্ধীয়। Penal.

দণ্ডযোগ্য দায়িতা—যে দায়িত্ব পালন না করিলে সাজা হইতে পারে। Criminal liability.

দণ্ডসত্র—দায়রা, খুন-জখম প্রভৃতি ফৌজদারী অপরাধে অপরাধীর বিচারের জন্য উচ্চ আদালতের অধিবেশন বা অধিবেশনকাল। Criminal Sessions.

দণ্ডসত্র-করণিক—দায়রা আদালতের সরকারী কেরাণী। Clerk of the Crown for Criminal Sessions.

দণ্ডসত্র-বিচারক—সেসন জজ, দায়রা-বিচারক। Sessions Judge.

দণ্ডাধিকরণ, ফৌজদারী বিচারালয়—ফৌজদারী আদালত। Criminal Court.

দণ্ডাধিকার-করণিক—'দায়রা-করণিক' দ্রঃ।

দণ্ডাধিকার প্রধান করণিক—ফৌজদারী আদালতের বড়বাবু, ফৌজদারী বিচারালয়ের প্রধান কেরাণী। Fouzdari Head Clerk.

দণ্ডারক্ষা—ফৌজদারী পুলিশ বিভাগ। Crime Police department.

দণ্ডারক্ষী—ফৌজদারী পুলিশ। Crime Policeman.

দণ্ডার্থক নিধান বা আমানত—দণ্ডস্বরূপ প্রদত্ত জমা। Criminal Deposit.

দপ্তরী—যে বই, খাতা ইত্যাদি বাঁধে। Binder, Daftari.

দফা, পদ—বার, ক্ষেপ। Item.

দলিল, লেখ্য—প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্র, রেকর্ড। Record.

দর্শনার্থি-পরিচয়—যাহাতে দর্শনার্থীর নাম ধাম পরিচয় লেখা থাকে। Visitors' Memo.

দস্তুরী—দালালি, কমিশন। Commission.

দাখিল খারিজ করণিক—নামজারী করার বিষয়ের কেরাণী। Mutation Clerk.

দাদন, অগ্রিমক—ঠিকা কাজ প্রভৃতির অগ্রিম বেতন; সুদ লইয়া টাকা ধার দেওয়া। Advance.

দায়—চরমপত্র দ্বারা প্রদত্ত সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। Legacy.

দায়রা—দণ্ডসত্র, ফৌজদারী আদালতের অধিবেশন, যে সময়ে ফৌজদারী আদালত বসে। Sessions.

দায়রা-করণিক, দণ্ডাধিকার-করণিক—দায়রা আদালতের সরকারী কেরাণী। Clerk of the Crown for Criminal Sessions.

দায়রা-বিচারক—দণ্ডসত্র-বিচারক। Sessions Judge.

দায়িতা—বাধ্যতা, দায়। Liability.

দারোয়ান—প্রতিহার, দ্বারপাল। Darwan, Gatekeeper.

দিনপঞ্জীকার—ডায়েরীলেখক, যে প্রতিদিনের ঘটনা লিখিয়া রাখে। Diarist.

দিনপত্রী—ডায়েরী, দিনপঞ্জী। Diary.

দুর্ভিক্ষ আগোপ (বিমা) নিধি—দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য লাভের জন্য বিমা-প্রথায় মজুত তহবিল। Famine insurance fund.

দুর্ভেদ প্রকোষ্ঠ—দলিলপত্র বা অলঙ্কারাদি রাখিবার নিরাপদ্ ঘর। Strong-room.

দুর্মূল্য অধিদেয় বা মাগ্‌গি ভাতা—মাগ্‌গির সময়ে প্রদেয় বিশেষ টাকা। Dearness allowance.

দুশ্চরিত—অসদাচরণ, কুচরিত। Misconduct.

দূতস্থান—দূতাবাস। Consulate.

দূরভাষ—টেলিফোন। Telephone.

দৃঢ়াকরণ, সমর্থন—অনুমোদন। Confirmation.

দেওয়ানী আদালত—'ন্যায়াধিকরণ' দ্রঃ।

দেয়ক—মাশুল। Fee.

দেশ—'অঞ্চল' দ্রঃ।

দেশীয়করণ—পৌরাধিকারপ্রাপ্তকরণ, দেশীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন। Denization.

দেশীয়করণ, দেশ্যকরণ—রাষ্ট্রের অধিকার দেওয়া, ভিন্ন দেশ হইতে আগত কাহাকেও ভোটাধিকার ইত্যাদি দিয়া দেশের লোক বলিয়া গণ্যকরণ এবং তাহাকে সকল সুযোগ প্রদান। Naturalisation.

দেশ্যভূত—রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার অধিকার-প্রাপ্ত নাগরিক বলিয়া গৃহীত। Naturalised.

দৈনিক অধিদেয় বা ভাতা—দিন-হিসাবে দেয় বিশেষ অর্থসাহায্য। Daily allowance.

দেহচর্যা অধিকর্তা—ব্যায়াম-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ। Physical Director.

দেহচর্যা অধিকর্ত্রী—ব্যায়াম-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষা। Physical Directress.

দেহচর্যা-শিক্ষক—ব্যায়াম-শিক্ষক। Physical Instructor.
দেহচর্যা-শিক্ষিকা—ব্যায়াম-শিক্ষয়িত্রী। Physical Instructress.
দেহরক্ষী—শরীর-রক্ষী। Bodyguard.
দৈত্যাধিকারিক—দূতাবাসের আফিসের কর্তা। Consular Officer.
দোভাষী, ভাষান্তরিক—যে দুই ভাষা জানে, যে একজনের ভাষা অনুবাদ করিয়া আর একজনকে বুঝাইয়া দেয়। Interpreter.
দোহবর্ধন-আধিকারিক—দুগ্ধশালার উন্নতিবিধায়ক কর্মচারী। Dairy Development Officer.
দ্বারপাল—দারোয়ান। Gatekeeper.
দ্বারী—আরদালী। Orderly.
দ্বিগুণ আয়কর উপশম—ডবল ট্যাক্স হইতে রেহাই। Double income-tax relief.

ধ

ধনপাল, খাজাঞ্চী—ধনরক্ষক। Cashier.
ধন-বিধেয়ক—প্রাপ্য টাকার হিসাব-যুক্ত তালিকা। Money bill.
ধনাধ্যক্ষ—ধনপাল, ধনরক্ষী। Cashier.
ধর্মমত—ধর্মবিশ্বাস। Faith.
ধর্মসম্প্রদায়—একই ধর্মাবলম্বী লোকসমূহ। Denomination.
ধাত্রী—ধাই, যে নারী প্রসব করায় বা প্রসূতি ও সন্তানের সেবা করে। Midwife.
ধাবন-পথ—উড়োজাহাজ উঠিবার ও নামিবার লম্বা রাস্তা (ইহার উপর দিয়া খানিকটা ছুটিয়া উড়োজাহাজকে উপরে উঠিতে হয় বা নামিবার সময় কিছুক্ষণ ছুটিতে হয়)। Air strip.
ধারা—আইনের অনুচ্ছেদ (যেমন, '১৪৪ ধারা')। Section (*e. g.*, section 144).
ধূমবারণ কৃত্যক—ধূম্রনিবারণের চাকুরী। Smoke Nuisance Service.
ধূমোৎপাত—ধোঁওয়ার উপদ্রব। Smoke nuisance.

ন

নকল-নবিশ, প্রতিলেখক—নকল কার্যে পারদর্শী, যে কোন কিছুর প্রতিলিপি গ্রহণ করে। Copyist.
নক্শাকার—নক্শা প্রস্তুতকারী। Draftsman.
নগরপাল—পুলিশ কমিশনার, সহরের পুলিশবাহিনীর কর্তা। Commissioner of Police.
নথি—ফাইল, কোনও বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্রের তাড়া। File.
নথিদাতা, লেখ্যদায়ক—যে রেকর্ডের কাগজপত্র জোগান দিয়া থাকে। Record Supplier.
নথিনিবন্ধ—ফাইলের তালিকাপুস্তক। File register.
নথিনিষ্পত্তি পত্রী—ফাইলের কাজ শেষ হইয়াছে এই কথা যে কাগজখণ্ডে লেখা থাকে। File disposal slip.
নথিপ্রাপক—লেখ্য অনুসন্ধানকারী, যে রেকর্ডের কাগজপত্র অপরকে পাওয়াইয়া দেয়। Record Finder.
নথিরক্ষক—যে রেকর্ড রক্ষা করে, লেখ্যরক্ষক। Record Keeper.
নমনীয় তার—যে তার ইচ্ছামত নোয়ানো বাঁকানো যায়। Flexible wire.
নভশ্চরণ—বিমানচলন। Aviation.
নভোযোগ্য—উড়িবার উপযুক্ত। Airworthy.
নভোযোগ্যতা—উড়িবার যোগ্যতা। Airworthiness.
নভোযোগ্যতা পত্র—উড়িবার পক্ষে যোগ্যতাজ্ঞাপক অনুমোদনলিপি। Certificate of air worthiness.
নাগরিক, প্রজা—রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী। Citizen.
নাগরিকাধিকার, প্রজাধিকার—রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে অধিকার, পৌরজনের অধিকার, নাগরিকত্ব। Citizenship.
নাজির—আদালতের কেরাণীদের প্রধান। Nazir.
নানার্থক সমবায় সমিতি—বহু বিভিন্ন বিষয়ের উদ্দেশ্যে গঠিত সমবায় সমিতি। Multipurpose co-operative society.
নামজারি করণিক, নামান্তর-করণিক, খারিজ করণিক—দাখিল খারিজের কেরাণী, নাম-খারিজের কেরাণী। Mutation Clerk.
নামজারি করা, নামান্তর করণ—নামখারিজ করা। Mutation.
নামমাত্র ত্রুটি, শব্দত্রুটি—খুঁটিনাটি ভুল, সামান্য ত্রুটি। Technical defect.
নামমুদ্রা—শীলমোহর। Seal.
নামমুদ্রাঙ্কিত—শীলমোহরাঙ্কিত। Sealed.
নামসূচী—নামের তালিকা। Panel.
নামান্তর-করণিক—'নামজারী করণিক' দ্রঃ।
নামান্তর করা—'নামজারি করা' দ্রঃ।
নামাশ্ব শক্তি—আখ্যাত অশ্বশক্তি (মোটরগাড়ীর সম্পর্কে)। Nominal horse power (in respect of motor vessels).
নাস্তিমান্—নিঃস্ব লোক। Have-nots.
নিগম কর—পৌরসভার কর, কর্পোরেশনের ট্যাক্স। Corporation tax.
নিগম (পৌর নিগম, বাণিজ্য নিগম)—পৌরসভা, কর্পোরেশন (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও বাণিজ্য সঙ্ঘ)। Corporation (*e. g.*, Municipal Corporation and Trading Corporation).
নিগমিত, নিগমবদ্ধ—সমিতিভুক্ত। Incorporated.
নিগূঢ়চ্ছদ—বিশেষ গোপনীয় আবরণ। Top secret cover.
নিদানিক ও উপচারিক শস্ত্র-চিকিৎসা-অধ্যাপক—চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারবিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Clinical and Operative Surgery.
নিদানিক ভেষজ-অধ্যাপক—চিকিৎসা-ব্যাপারে ঔষধপ্রয়োগবিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Clinical Medicine.
নিদানশালা, চিকিৎসাগার—চিকিৎসালয়, ডাক্তারখানা। Clinic.
নিধান বা আমানত—জমা। Deposit.
নিধি—তহবিল ('গান্ধী স্মৃতি নিধি')। Fund (*e. g.*, Gandhi Memorial Fund).
নিবন্ধীকরণ—'নিবন্ধন' দ্রঃ।
নিবন্ধক (প্রধান বিচারালয় বা মহাধর্মাধিকরণ)—রেজিষ্ট্রার, যে ব্যক্তি তালিকা রাখে (হাইকোর্ট)। Registrar (High Court).
নিবন্ধ-করণ পরিদর্শক, নিবন্ধ-অফিস পরিদর্শক—তালিকা, রেকর্ড প্রভৃতি সংরক্ষণের অফিসের পরিদর্শনকারী। Inspector of Registration Offices.
নিবন্ধক, লঘুবাদ ন্যায়ালয় বা অবর-ধর্মাধিকরণ—ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার। Registrar, Small Causes Court.
নিবন্ধন, নিবন্ধীকরণ—তালিকাভুক্ত-করণ। Registration.
নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বা অধিকারিগণ—তালিকাভুক্তকরণের কর্তৃপক্ষ। Registering Authorities.
নিবন্ধভুক্ত করা—তালিকাভুক্ত করা (ক্রিয়া)। Register (verb).
নিবন্ধ সংখ্যা—তালিকাভুক্তির সংখ্যা। Registration Number.

নিবর্তন, রহিতকরণ—বাতিল করা। Supersession (setting aside).
নিবর্তনক্রমে—বাতিল করিয়া। In supersession of.
নিবারক—নিরোধক। Preventive.
নিবারক অবরোধ—যাহাতে অপরাধ সংঘটিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে আটক। Preventive detention.
নিবারণ—নিরোধ। Prevention.
নিবেশক—তালিকাদি রক্ষক। Recorder.
নিবেশন—তালিকাদি রক্ষণ। Recording.
নিবেশন-আধিকারিক—উপনিবেশ স্থাপন বিষয়ক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। Colonisation Officer.
নিবেশ প্রদর্শ—লেখ্য-সংরক্ষকের নির্দেশ-গ্রন্থ, রেকর্ডরক্ষাকারীর জ্ঞাতব্য বিষয়-নির্দেশক পুস্তক। Recorders' guide book.
নিবেশিত—অধ্যুষিত, স্থায়ী আবাসবিশিষ্ট। Domiciled.
নিম্ন আরক্ষবর্গ—নিম্নতন পুলিশদল। Subordinate police ranks.
নিম্নতর কক্ষ-নিম্নতর পরিষদ, বিধান পরিষদ। Lower Chamber (of Legislative).
নিয়ম—বিধি। Rule.
নিয়মাবলী—বিধিসমূহ, নিয়মসমূহ। Rules.
নিয়ামক আধিকারিক—নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Controlling Officer.
নিয়ামক (সমবায় সমিতি)—রেজিষ্ট্রার, নিবন্ধক (সমবায় সমিতি)। Registrar (Co-operative Society).
নিয়ামিক অধিদেয় বা ভাতা—বাড়তি খরচের জন্ম নির্দ্দিষ্ট অতিরিক্ত অর্থ-সাহায্য। Sumptuary allowance.
নিয়ামন—নিয়মসম্মত করণ। Regularisation.
নিয়ামিত করা—ধারাবাহিক করা, নিয়ম-সম্মত করা। Regularise.
নিযুক্তক—প্রতিনিধি হিসাবে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Agent.
নিযুক্তকস্থান—প্রতিনিধির কার্য্য, কাহারও উপর অর্পিত দায়িত্ব বা কাজের ভার। Agency.
নিযুক্তপ্রেষণ—'প্রতিনিধা' দ্রঃ।
নিরপেক্ষ সাহায্য—বিনালাভে প্রদত্ত সাহায্য, কোন কিছুর প্রত্যাশা না করিয়া যে সাহায্য করা হয়। Gratuitous relief.
নিরাপত্তা—নিরুপদ্রব অবস্থা। Security.
নিরীক্ষক, আয়ব্যয়-পরীক্ষক—হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষাকারী। Auditor.
নিরীক্ষা-করণিক, আয়ব্যয়-নিরীক্ষা—খাতাপত্রের হিসাব পরীক্ষা করা। Audit.
পরীক্ষা করণিক—হিসাব-সংক্রান্ত কেরাণী, মুহুরী। Audit Clerk.
নিরীক্ষা-সংহিতা—হিসাব-পরীক্ষার বই। Audit Code.
নিরীক্ষিত—যাহার হিসাব-পরীক্ষা হইয়াছে এমন। Audited.
নির্গম—রপ্তানি। Export.
নির্গম নিবন্ধ—বহির্গম-পুস্তিকা। Outward register.
নির্গম-বাণিজ্য নিয়ামক, রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ামক—রপ্তানি বাণিজ্য-বিষয়ক কার্য্যের কর্তা। Export Trade Controller.
নির্গম শুল্ক—রপ্তানি শুল্ক। Export duty.
নির্গমিত—রপ্তানীকৃত। Exported.
নির্গামী দ্রব্য—রপ্তানি দ্রব্য। Exported article.
নির্দিষ্ট—নিরূপিত। Prescribed.
নির্দিষ্ট পাথেয়—নির্দ্দিষ্ট পথখরচ। Fixed travelling allowance.
নির্দেশ—কি করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে উপদেশ। Instruction.
নির্দেশ—উল্লেখ। Reference.
নির্দেশ করণিক—নির্দেশ করার কেরাণী। Reference Clerk.
নির্দেশপত্র—যে কাগজে নির্দ্দেশ লিখিয়া জানানো হয়। Directive.
নির্দেশ-সহায়ক—নির্দ্দেশ দিবার বিষয়ে সাহায্যকারী। Reference Assistant.
নির্ধার—কর-নিরূপণ। Assessment.
নির্ধারক—যিনি করাদি নিরূপণ করেন। Assessor.
নির্ধার করা—কর ধার্য্য করা। Assess.
নির্ধারী—যাহার উপর কর ধার্য্য করা হয়। Assessee.
নির্ণয়—রায়, বিচার নিষ্পত্তি; প্রকাশিত মত। Verdict.
নির্ণায়ক মত বা ভোট—সভাস্থলে দুইদিকে সমান ভোট হইলে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভোট। Casting vote.
নির্ণায়ক সভা—জুরী। Jury.
নির্ণায়ক সভ্য—জুরীর সদস্য। Juror.
নির্বনী করণ—বনশূন্য করা। Deforestation.
নির্বহন, প্রবর্তন—বলবৎ করণ। Enforcement.
নির্বহন শাখা—পুলিশের যে বিভাগ দুর্নীতি-মূলক অপরাধ নিবারণ করে। Enforcement branch.
নির্বাচক, ভোটার—ভোটদাতা, নির্ব্বাচন-কারী। Voter.
নির্বাচকমণ্ডলী—'নির্বাচনক্ষেত্র' দ্রঃ।
নির্বাচন—ভোট। Election.
নির্বাচন আধিকারিক—ভোটগ্রহণ-কালীন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, যাঁহার পরিচালনায় ভোটগ্রহণকার্য্য চলে। Returning Officer.
নির্বাচন করা—ভোটদ্বারা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা। Elect.
নির্বাচনক্ষেত্র, নির্বাচকমণ্ডলী—যে কেন্দ্র হইতে কোন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়, ভোটার জনসাধারণ। Constituency.
নির্বাচন ন্যায়পীঠ—ভোটসম্বন্ধীয় বিশেষ বিচারসভা। Election tribunal.
নির্বাচনপ্রার্থী, পদপ্রার্থী, প্রার্থী, অভ্যর্থী—যিনি প্রতিনিধি হইতে চান; পদপ্রার্থী; প্রার্থনাকারী। Candidate.
নির্বাচন ব্যয়ের বিবরণ—ভোটের খরচের বিবরণ। Return of election expenses.
নির্বাচন সূচী—ভোটদাতার তালিকা। Electoral rolls.
নির্বাচিত—ভোটদ্বারা নিযুক্ত। Elected.
নির্বাচিত পর্যায় প্রুফ শোধক—নির্ব্বাচিত পর্য্যায়ের প্রুফসংশোধনকারী। Selection-grade Reader.
নির্বাপণ—আগুন নিভানোর কাজ। Fire Service.
নির্বাপণ অধিকর্তা—আগুন নিভানোর কাজের সরকারী প্রধান কর্ম্মচারী। Director of Fire Services.
নির্বাহক—কার্য্যসম্পাদনকারী। Executor.
নির্বাহ করা—সম্পাদন করা। Execute.
নির্বাহিক অধিকারী—কার্য্যসম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষ। Executive authority.
নির্বাহিক কার্য—কার্য্যসম্পাদনের ভার। Executive function.
নির্বাহিক ক্রিয়া বা ব্যবস্থা—সম্পাদনযোগ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান। Executive action.
নির্বাহিক ক্ষমতা—কার্য্যসম্পাদন করিবার ক্ষমতা। Executive powers.
নির্বাহিক নির্দেশাবলী—কার্য্যসম্পাদন করিবার নির্দ্দেশসমূহ। Executive instructions.
নির্বাহিকবর্গ—কার্য্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি-গণ। Executive (the Executive).
নির্বাহিত—যাহা নির্ব্বাহ করা হইয়াছে এমন। Executed.
নির্বাহী আধিকারিক (বন্দর হজ

সমিতি)—কার্য্যসম্পাদনকারী সরকারী কর্ম্মচারী (বন্দর হজ সংস্থা)। Executive Officer (Port Haj Committee).

নির্বাহী আধিকারিক (বহিঃশুল্ক)—নির্ব্বাহকারী সরকারী কর্ম্মচারী (আমদানি ও রপ্তানি করা দ্রব্যের শুল্ক)। Executive Officer (Customs).

নির্বাহী নিযুক্তক—কোন ব্যবসায়ের ভার-প্রাপ্ত প্রতিনিধি, কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যনির্ব্বাহক। Managing Agent.

নির্বাহী বাস্তুকার, জনস্বাস্থ্য বিভাগ—সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগে কর্ম্ম-সম্পাদক যন্ত্রবিৎ। Executive Engineer, Public Health Department.

নির্ভরপত্র—জামিননামা, ক্ষতিপূরণের প্রতিজ্ঞাপত্র। Warranty.

নিলম্বন—স্থগিত রাখা; ঝুলাইয়া রাখা। Suspension.

নিলম্বিত—স্থগিত; ঝুলানো। Suspended.

নিলম্বিত গণিতক—শ্রেণীবিভাগের পূর্ব্বে যে সকল বিষয় খাতায় জমা করা হয়। Suspense accounts.

নিশানা—পতাকা। Flag.

নিশ্চিত প্রাক্‌কলন—ঠিক ঠিক মূল্য নিরূপণ। Firm estimate.

নিষদ্—পরিষদ্, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা। Syndicate.

নিষ্কুসীদ, সুদহীন, বিনাসুদে—সুদ ছাড়া। Interest-free.

নিষ্কৃতি—রেহাই। Remission.

নিষ্ক্রমপত্র, ছাড়পত্র—এক দেশ হইতে অন্যদেশে যাইবার অনুমতিপত্র, পাসপোর্ট। Passport.

নিষ্ক্রয়ণ—পরিবর্ত্তন, বিনিময়করণ। Commutation.

নিষ্ক্রীত—পরিবর্ত্তিত, বিনিময়ে গৃহীত। Commuted.

নিষ্ক্রীত মূল্য—(যেমন—পেন্সনের) পরিবর্ত্তিত মূল্য। Commuted value (*e. g.*, of pensions).

নিষ্পত্তি—ব্যবস্থা। Disposal.

নিষ্ঠা—আনুগত্য। Allegiance.

নিষ্ঠাস্বীকার—আনুগত্য স্বীকার। Acknowledgment of allegiance.

নিসৃষ্ট (প্রতিনিধি)—ক্ষমতাপ্রাপ্ত (প্রতিনিধি)। Accredited (representative).

নিসৃষ্টিপত্র—আস্থাপত্র। Credentials.

নিহিত ঋণ—গচ্ছিত ঋণের টাকা। Funded Debt.

নীবি—'আধিক্য' দ্রঃ।

নৈমিত্তিক—আকস্মিক, বিশেষ কারণে সহসা সংঘটিত। Casual.

নৈমিত্তিক ছুটি—বিশেষ কারণে হঠাৎ যে ছুটি লওয়া হয়। Casual leave.

নৈমিত্তিক পদশূন্যতা—আকস্মিক কর্ম্ম-খালি। Casual vacancy.

নৌ-পরিমাপক—নৌসম্বন্ধীয় পরিমাপ-কারী। Nautical Surveyor.

নৌ-বাহ করণিক—নৌ-বাহ বিভাগীয় কেরাণী। Navigation Clerk.

নৌ-সংস্থা-করণিক—নৌ-প্রতিষ্ঠানের কেরাণী। Navigation Establishment Clerk.

ন্যস্তপত্রী, পেশপত্রী—পেশ করার কাগজ। Put up slip.

ন্যায়পীঠ—বিচারালয়। Tribunal.

ন্যায়প্রণালী সংহিতা—দেওয়ানী আইনের বই। Code of civil procedure.

ন্যায়শালা—'বিচারপীঠ' দ্রঃ।

ন্যায়সংহিতা—আইন-গ্রন্থ। Civil code.

ন্যায়াধিকরণ, দেওয়ানী আদালত—দেওয়ানী বিচারালয়। Civil Court.

ন্যূনতা—ঘাটতি। Deficit.

প

পক্বতা—(ঋণের টাকা) দেয় হইবার সময়। Maturity (of loans).

পক্ষপাত, হানি, অনিষ্ট—টান; ক্ষতি। Prejudice.

পক্ষপাতদুষ্ট, অনিষ্টকর—যাহাতে একদিকে টানিয়া কাজ করা হইয়াছে এমন; ক্ষতিকর। Prejudicial.

পট্ট, তক্‌মা—চাপরাস, পরিচয়-চিহ্ন। Badge.

পট্টক, পাটা—দোকানদারের টেবিল (ব্যবসায়ীর ব্যবসায়-পরিচালনের টেবিল বা বোর্ড)। Counter (a table or board over which the business is transacted).

পণকর—পণের ট্যাক্স, বাজির উপর ধার্য্য কর। Betting tax.

পণ্যাগার—মালপত্রের গুদাম। Warehouse.

পতিত জমি, খিলভূমি—অকর্ষিত জমি, অব্যবহৃত জমি। Waste land.

পত্তন—বন্দর। Port.

পত্তনপাল—বন্দরের তত্ত্বাবধায়ক। Port Commissioner.

পত্তন বা বন্দর আরক্ষা, পত্তন বা বন্দর আরক্ষিদল—বন্দরের পুলিশ, ডক পুলিশ। Port Police.

পত্তনাধিকারিক, বন্দরাধিকারিক—বন্দরের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। Port Officer.

পত্র-করণিক—চিঠিপত্র আদানপ্রদানাদির কেরাণী। Correspondence Clerk.

পত্রমুদ্রা—নোট (কারেন্সী নোট)। Notes (currency notes).

পত্রী—কাগজের টুকরা। Slip.

পথদেশক—পথপ্রদর্শক। Pilot.

পথ্য করণিক—পথ্যের কেরাণী। Diet Clerk.

পদ—দফা। Item.

পদচ্যুত—বরখাস্ত। Dismissed.

পদপ্রার্থী—'নির্বাচনপ্রার্থী' দ্রঃ।

পদহেতু, পদাধিকারে—পদাধিকার বলে। Ex-officio.

পদার্থবিদ্যা—দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম্ম ও বল শব্দ তাপ আলোক তড়িত ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞান। Physics.

পদার্থবিদ্যা অধ্যাপক—যিনি পদার্থবিদ্যা পড়ান। Professor of Physics.

পরক—বিদেশী। Alien.

পরকীকরণ—হস্তান্তর করা। Alienate.

পররাষ্ট্র-মন্ত্রক—বৈদেশিক ব্যাপারের মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of External Affairs.

পরার্থ দায়িতা—কাহারও বদলে কৃত বা প্রাপ্ত দায়িত্ব। Vicarious liability.

পরিকল্পক—পরিকল্পনাকারী সরকারী কর্ম্মচারী। Planning Officer.

পরিকল্পনা ও নদী উপত্যকা মন্ত্রক—পরিকল্পনা ও নদী ও উপত্যকা বিষয়ক মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry, of Planning and River Valley Schemes.

পরিচালক—পরিচালনাকারী। Manager.

পরিচালক—কণ্ডাক্টর (যেমন, 'বাসের পরিচালক')। Conductor (*e. g.*, Bus Conductor).

(আরক্ষা) পরিদর্শক—পুলিশদলের তত্ত্বাবধানকারী কর্ম্মচারী, (পুলিশ) ইন্সপেক্টর। Inspector (Police).

(পশু চিকিৎসা) পরিদর্শক—(পশু চিকিৎসা) ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক। Inspector (Veterinary).

(পাট নিয়ন্ত্রণ) পরিদর্শক—(পাট নিয়ন্ত্রণ) তত্ত্বাবধানকারী। Inspector (Jute Regulation).

পরিদর্শক (বালাধিকরণ)—(শিশু আদালতের) পরিদর্শক। Probation

Officer (Children's Court Establishment).

(মল-শোধন) পরিদর্শক—(সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বসানোর) কার্য্য ঠিকভাবে হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারী। Inspector (Septic Tank installation).

(সমবায় সমিতি) পরিদর্শক—(সমবায় সমিতির) কাজকর্ম্ম যিনি দেখাশুনা করেন। Inspector (Co-operative Societies).

পরিদর্শন—দেখাশোনা, অবেক্ষণ। Inspection.

পরিপালক—ব্যবস্থাপক, কার্য্যপরিচালক। Administrator.

পরিবর্ধন—বড় করা। Enlargement.

পরিবহণ—যানবাহন ('রাষ্ট্রীয়—')। Transport.

পরিবহণ আধিকারিক—যানবাহন বিষয়ক সরকারী কর্ম্মচারী। Transport Officer.

পরিবহণ পরিদর্শক—যানবাহন বিষয়ক কার্য্যাদির দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Transport Inspector.

পরিবহণ মহাধ্যক্ষ—যানবাহন-বিষয়ক কার্য্যাদির প্রধান কর্ম্মকর্তা। Transport Commissioner.

পরিভাষা—পারিভাষিক শব্দ, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত শব্দ। Technical words.

পরিভৃতি—বেতন। Emolument.

পরিমাপ—জরীপ। Survey.

পরিমেল—সঙ্ঘ, সমিতি। Association.

পরিমেল-নিয়মাবলী—প্রতিষ্ঠানের নিয়মসমূহ। Articles of Association.

পরিমেল-বন্ধ—প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্য্যপদ্ধতি। Memorandum of Association.

পরিযান—মাল বা যাত্রীর যাতায়াত। Traffic.

পরিযাণ আরক্ষা—চলাচলসম্বন্ধীয় পুলিশ বিভাগ। Traffic Police Department.

পরিযাণ আরক্ষী—চলাচলসম্বন্ধীয় পুলিশ। Traffic Police.

পরিযাণ-ব্যবস্থাপক—যে চলাচল-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করে। Traffic Manager.

পরিশিষ্ট—গ্রন্থাদির শেষে যে অংশ সংযুক্ত হয়। Appendix.

পরিশোধক, সংশোধক—পরিশোধন-কারী। Reviser.

পরিষৎপাল—(বিধান পরিষদের) সভাপতি, স্পীকার। Chairman (of Legislative Council).

পরিষদ্—কাউন্সিল, সভা (যেমন—বিধান পরিষদ্)। Council (*e. g.*, Legislative Council).

পরিষেবক, পরিষেবিকা—পুরুষ বা স্ত্রী নার্স, রোগীর শুশ্রূষাকারী পরিচারক, রোগীর শুশ্রূষাকারিণী পরিচারিকা। Nurse.

পরিষেবা—রোগীর শুশ্রূষা। Nursing.

পরিষেবা-অধীক্ষিকা—রোগীর শুশ্রূষা-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়িকা। Lady Superintendent of Nursing.

পরিসংখ্যান-করণিক—তথ্যনির্ণয় সম্বন্ধীয় কেরাণী। Statistical Clerk.

পরিসংখ্যান-কর্তা—কোন বিষয় সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের কর্তা। Statistics Authority.

পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত, পারিসাংখ্যিক—পরিসংখ্যান-সম্বন্ধীয়। Statistical.

পরিসংখ্যায়ক—পরিসংখ্যানকারী তথ্য-সংগ্রাহক। Statistician.

পরিসম্পৎ—সম্পত্তি। Assets.

পরিসম্পৎ ও দায়িতা—সম্পত্তি ও দেনা। Assets and liabilities.

পরীক্ষক (প্রকাশ-নিবন্ধ-করণ বা অফিস)—(প্রকাশ তালিকা করার অফিসের) পরীক্ষাকারী। Reader (Office of the Registrar of Publications).

পরীক্ষক, বহির্নিরীক্ষা বিভাগ বা বাহিরিক আয়ব্যয় পরীক্ষা বিভাগ—বাহিরের হিসাবপত্র করার বিভাগের পরীক্ষাকারী। Examiner, Outside Audit Department.

পরীক্ষক (বাংলা অনুবাদকরণ বা অফিস)—(বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার অফিসের) পরীক্ষাকারী। Reader (Bengali Translator's Office).

পরোক্ষ—অপ্রত্যক্ষ। Indirect.

পরোয়ানা—আকারণ, শমন। Process.

পরোয়ানা-জারীকারী—পেয়াদা, জারীকারক। Process-server.

পরোয়ানাবাহক—পরোয়ানা বহনকারী চাপরাসী। Process-serving peon.

পর্যায়—ক্রম, পদ। Grade.

পর্যায় বহি—পর্য্যায়ক্রমে কর্ত্তব্যে নিযুক্ত লোকদিগের তালিকার বই। Roster-book.

পর্ষদ্—পরিচালক সমিতি। Board.

পল্লীপ্রচার-আধিকারিক—পল্লীঅঞ্চলে প্রচারকার্য্য চালানোর বিষয়ের সরকারী কর্ম্মচারী। Rural Publicity Officer.

পশুপালন বিশেষজ্ঞ—পশুপালন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। Livestock Expert.

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য—পশ্চিম বাংলা রাজ্য। West Bengal State.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার—পশ্চিম বাংলা গভর্ণমেণ্ট। West Bengal Government.

পাকদার, আবাপনিক—যে সূতা গুটায় (রেশম বয়ন)। Reeler (Silk weaving).

পাঞ্চজনিক বাহানুমতি—সর্ব্ব বাহানুমতি, সাধারণের জন্য মোটরযানাদি যোগে মালপত্রাদি বহনের সরকারী অনুমতি। Public carriers permit.

পাটক—মিউনিসিপ্যালিটীর ওয়ার্ড, পুরপল্লী। Ward in a Municipality.

পাটা—'পট্টক' দ্রঃ।

পাঠ—(আইনের প্রস্তাবসমূহ) সভ্য-সাধারণ সমক্ষে পড়া। Reading (of Bills).

পাঠ্যক্রম—নির্দ্ধারিত পাঠ্য-বিষয়ের সূচী। Curriculum.

পাঠ্যধারা—পাঠ্য-পদ্ধতি, কি কি বিষয় পড়িতে হইবে তাহা। Course of study.

পাঠ্যনির্ঘণ্ট—পাঠ্যতালিকা। Syllabus.

পাথেয়—পথখরচ। Travelling allowance.

পাম্পচালক—যে পাম্প চালায়। Pump Driver.

পারক্য—হস্তান্তরযোগ্যতা। Alienage.

পারক্য ঘোষণা—হস্তান্তরযোগ্যতার ঘোষণা। Declaration of alienage.

পারক্যযোগ্য, হস্তান্তরণীয়—হস্তান্তর-যোগ্য। Alienable.

পারণ—পার হওয়া। Passage.

পারিভাষিক শব্দ—পরিভাষা, বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত শব্দ। Technical words.

পারিসাংখ্যিক—পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত। Statistical.

(জন-) পালন কৃত্যক (নির্বাহী)—বেসামরিক সরকারী চাকুরী (নির্ব্বাহী)। Civil Service (Executive).

(জন-) পালন কৃত্যক (বিচারিক ও ন্যায়িক)—বেসামরিক সরকারী চাকুরী (বিচারবিভাগীয়)। Civil Service (Judicial).

পাহারাওয়ালা—আরক্ষিক (তাহা দ্রঃ)।

পিয়ন—চাপরাশী। Peon.

পুঞ্জ—মণ্ডলী। Group.

পুঞ্জিত—মণ্ডলীকৃত। Grouped.

পুঞ্জী—মূলধন। Capital.

পুঞ্জীক মূল্য—মূলধন-মূল্য। Capitalised value.

পুঞ্জীগণিতক—মূলধনের হিসাব। Capital accounts.

পুরঃস্থাপন—(পরিষদে বিল) উপস্থাপিত করা। Introduction (of Bill in Legislature).

পুনরীক্ষণ—পুনঃ পরীক্ষা। Review.

পুনরুপযোজন—পুনরায় বিশেষ কাজে লাগানো। Reappropriation.

পুনর্বাসন-মন্ত্রক—উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Rehabilitation.

পুনর্বিচার—পুনরায় বিচার। Retrial.

পুরশাসক—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। Presidency Magistrate.

পুরু মলাট—পুরু কাগজাদির মলাট। Stiff cover.

পুস্ত বিকলন—পুস্তকে লিখিত খরচ। Book debit.

পুস্তিকা—ছোট বই। Brochure.

পুগ—ট্রেড ইউনিয়ন, কর্ম্মিসংঘ। Trade Union.

পুগ নিবন্ধক—যে ব্যক্তি কর্ম্মিসংঘের তালিকা রাখে। Registrar of Trade Unions.

পূর্ণকাল—সব সময়। Whole-time.

পূর্ণকাল আধিকারিক—সবসময়ের জন্য কর্ম্মচারী। Whole-time Officer.

পূর্তি আধিদেয়—পূর্ত্তি ভাতা, ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয় ভাতা। Compensatory allowance.

পূর্বনিরীক্ষিত—আগেই যাহার হিসাব লওয়া হইয়াছে এমন। Pre-audited.

পূর্বস্বত্ব—ঋণ পরিশোধের জামিন-স্বরূপ অধিকার। Lien.

পূর্বান্ত সেনানায়ক—পূর্ব্বসীমান্ত সৈন্য-দলের অধিনায়ক। Commandant, Eastern Frontier Rifles.

পূর্বিতা—পূর্ব্ববর্ত্তিতা। Priority.

পূর্বের কাগজপত্র—আগেকার কাগজপত্র। Previous papers.

পৃষ্ঠলেখ, পৃষ্ঠাঙ্কন—চেক হুণ্ডি প্রভৃতির পিঠে লিখিত দস্তখত, পৃষ্ঠদেশে লিখিত বরাত বা লিখন। Endorsement.

পৃষ্ঠাঙ্কিত করা—পৃষ্ঠে দস্তখত করা, পৃষ্ঠদেশে লিখিয়া দেওয়া। Endorse.

পেশকার—আদালতের যে কর্ম্মচারী কাগজ-পত্র বিচারকের সম্মুখে স্থাপন করে ও রক্ষা করে। Peshkar.

পেশপত্রী—'ন্যস্তপত্রী' দ্রঃ।

পোত-নিযুক্তক—জাহাজের তত্ত্বাবধান-কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Shipping Agent.

পোতাধিপাল—জাহাজের কর্ত্তা। Shipping Master.

পোদ্দার—যে সোনা রূপা যাচাই করে ও তাহা বন্ধক রাখে অথবা যে নোট টাকা ইত্যাদি ভাঙ্গাইয়া দেয়। Podder.

পৌর—নাগরিক। Urban.

পৌর সংঘ—মিউনিসিপ্যালিটী, পুরসভা। Municipality.

প্রকরণ, খণ্ড—দফা, অংশ। Clause.

প্রকাশ নিবন্ধক—কি কি বিষয় প্রকাশিত হইল তাহার তালিকা যে রাখে। Registrar of Publications.

প্রকীর্ণ ভাণ্ডারী—বিবিধ দ্রব্যের গুদামের রক্ষক। Miscellaneous Storekeeper.

প্রকৃত—বিশ্বস্ত। Bonafide.

প্রক্রয়—জাহাজাদি ভাড়া করা। Chartering.

প্রক্রীত—ভাড়া-করা, ভাড়া দিয়া যাহা লওয়া হইয়াছে এমন। Chartered.

প্রচল—চলন। Convention.

প্রচার—জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ, ছড়ানো। Publicity.

প্রচার অধীক্ষক—প্রচারবিভাগীয় তত্ত্বাব-ধানকারী। Publicity Superintendent.

প্রচার করা—ছড়াইয়া দেওয়া, বিস্তারিত করা। Circulate.'

প্রজাধিকার—'নাগরিকাধিকার' দ্রঃ।

প্রজ্ঞাপন, অধিসূচনা—ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি। Notification.

প্রজ্ঞাপিত আদেশ—ঘোষিত নির্দ্দেশ। Notified order.

প্রজ্ঞাপিত করা, বিজ্ঞাপন দেওয়া—ঘোষণা করা, জানানো। Notify.

প্রডিউসার গ্যাস জনিত্র—গ্যাস-উৎ-পাদক যন্ত্রের নির্ম্মাতা। Producer of Gas plant.

প্রণালী, প্রক্রিয়া—কার্য্যক্রম। Procedure.

প্রনিয়ম—বিধি, নিয়ম। Regulation.

প্রতিচিত্র—গৃহাদির পরিকল্পনার নক্সা। Blue print.

প্রতিপাল্য—প্রতিপালনীয় ব্যক্তি। A dependant.

প্রতিপূরক নিধি—বিপদ্-আপদের অভাবের সময় ব্যবহারযোগ্য তহবিল। Sinking Fund.

প্রতিফলক অবতল দর্পণ—যাহার উপরিভাগ কড়াইয়ের উপরিভাগের মত এইরূপ প্রতিফলনকারী আয়না। Concave reflective mirror.

প্রতিবন্ধ, করার—শর্ত, কড়ার (যেমন, বিক্রয়ের করার)। Condition (*e. g.*, condition of sale).

প্রতিবেদন, প্রতিবেদ—রিপোর্ট, বিবরণী। Report.

প্রতিভূতি—জামিন। Security (=Guarantee).

প্রতিমালেপকার—প্রতিমার ছাঁচ তৈয়ারীকারক। Modeller.

প্রতিমূর্তি, শিলারূপ—প্রস্তরাদির মূর্ত্তি। Statue.

প্রতিরক্ষণ করা—রক্ষা করা। Defend.

প্রতিরূপ—অনুরূপ, নকল। Duplicate.

প্রতিলিপি—লেখা চিত্রাদির নকল। Copy.

প্রতিলেখক—প্রতিলিপিকারক, নকল-নবিশ। Copyist.

প্রতিষেধ—অগ্রাহ্য বা নামঞ্জুর করিবার অধিকার বা ক্ষমতা। Veto.

প্রতি স্বাক্ষর—পাল্টা সই। Counter signature.

প্রতি স্বাক্ষরিত—পাল্টা সই-করা। Counter-signed.

প্রতিশ্রব, রসিদ—প্রাপ্তিস্বীকারপত্র। Receipt.

প্রতীক কর্তন—নিদর্শনস্বরূপ কাটা। Token cut.

প্রত্যক্ষ করারোপণ—সোজাসুজি কর-ধার্য্য করা। Direct Taxation.

প্রত্যক্ষ প্রভার বা ব্যয়—সরাসরি কার্য্যভার বা খরচ। Direct charge.

প্রত্যয়-প্রতিভূতি—ব্যক্তিগত জামিন। Personal security.

প্রত্যর্থপত্র—প্রতিশ্রুতিপত্র। Notes (Promissory).

প্রত্যর্পণ—ফেরত দেওয়া। Refund.

প্রত্যাবসিত—জন্মভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বা প্রত্যাগত। Repatriated.

প্রত্যাবাসন—জন্মভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা বা প্রত্যাগমন। Repatriation.

প্রত্যাবাসন সাহায্য—প্রত্যাবাসন হেতু সাহায্য। Repatriation benefit.

প্রত্যাভূতি—জামিন। Guarantee.

প্রত্যায়—লাভালাভ। Return.

প্রত্যায়ন—সহি শপথ ইত্যাদি দ্বারা সত্যতা ঘোষণা। Attestation.

প্রত্যায়ন আধিকারিক—সহি শপথ ইত্যাদি করানোর সরকারী কর্ম্মচারী। Attesting Officer.

প্রত্যায়িত—সহি শপথ লওয়া হইয়াছে এমন। Attested.

প্রত্যাহার—উঠাইয়া লওয়া, ফিরাইয়া লওয়া। Withdraw.

প্রদর্শক—প্রদর্শনকারী। Demonstrator.

প্রদর্শকদল—প্রদর্শনকারীর দল। Demonstrating party.

প্রদর্শশালা—মিউজিয়াম, যাদুঘর। Museum.

প্রধান—শ্রেষ্ঠ, মুখ্য। Head, chief.

প্রধান কক্ষ্যা করণিক—ওয়ার্ডের বড়-বাবু, ওয়ার্ডের প্রধান কেরাণী। Ward Head Clerk.

প্রধান পরিষেবিকা—প্রধান শুশ্রূষা-কারিণী। Staff Nurse.

প্রধান মন্ত্রী—মন্ত্রীদের মধ্যে প্রধান। Prime Minister.

প্রধান শিক্ষক—শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান। Headmaster.

প্রধান শিক্ষিকা—শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে প্রধানা। Headmistress.

প্রধান সচিব—চীফ সেক্রেটারী, খাস মুন্সী। Chief Secretary.

প্রধান সহশিক্ষক—প্রধান সহকারী শিক্ষক। Head Assistant Teacher.

প্রধান সহায়ক—প্রধান সহকারী। Head assistant.

প্রবর সমিতি—বাছাই-করা লোকের সভা। Select Committee.

প্রবসন—এক দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বাস করিবার জন্য গমন। Emigration.

প্রবসিত—অন্যদেশবাসী। Emigrant.

প্রবসিত হওয়া—স্বদেশ ত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেশে বাস করা। Emigrate.

প্রবাসনপাল—অভিবাসীদের রক্ষক। Protector of Imigrants.

প্রবাহী ঋণ—প্রবহমাণ ঋণ। Floating debt.

প্রবাহী পরিসম্পৎ—প্রবহমাণ সম্পত্তি। Floating assets.

প্রবাহী পুঞ্জী—যে মূলধন লইয়া কাজ করা হয়। Floating capital.

প্রবিধান—ধারা ('৩ প্রবিধান')। Regulation (*e. g.*, Regulation III).

প্রবেশ কর—ভর্ত্তির টাকা, ভিতরে যাইবার মূল্য। Entrance fee.

প্রভারিত—অর্পিতভার। Charged.

প্রমাণক—ভাউচার, প্রমাণপত্র। Voucher.

প্রমাণীকরণ—প্রমাণ করা। Authentication.

প্রমুদ্রা—ডাকটিকিট, ষ্ট্যাম্প। Stamp.

প্রমুদ্রা শুল্ক—দলিলাদির কাজে মুদ্রাঙ্কণশুল্ক বা মূল্য। Stamp duty.

প্রযুক্তি ও শিল্পসংস্থা পরিদর্শক, প্রযুক্তি ও শিল্পশিক্ষালয় পরিদর্শক—শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পরিদর্শনকারী। Inspector of Technical and Industrial Institution.

প্রয়োগশালা ভাণ্ডারী, পরীক্ষাগার ভাণ্ডারী—রসায়নাগারের মালপত্রের রক্ষক। Laboratory Store-keeper.

প্রয়োগশালা সহায়ক, পরীক্ষাগার সহায়ক—রসায়নাগারের সহকারী। Laboratory Assistant.

প্রসংবিদা, ঠিকা—কার্য্যসম্পাদনের চুক্তি। Contract.

প্রসংবিদা সম্ভাব্য ব্যয়—চুক্তির ছোট-খাট খরচ। Contract contingencies.

প্রসংবিদী, ঠিকাদার—কন্ট্রাক্টর, চুক্তি করিয়া যে কার্য্য সম্পাদনের ভার লয়। Contractor.

প্রসঙ্গ বাদ্য, প্রসঙ্গ সঙ্গীত—আবহ বাদ্য বা সঙ্গীত। Background music.

প্রসূতিতন্ত্র-অধ্যাপক—ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Midwifery.

প্রস্তাব—বিবেচনা বা আলোচনার জন্য উত্থাপিত বিষয়। Proposal, Motion.

প্রস্তাবক—প্রস্তাবকারী, উত্থাপক। Proposer.

প্রস্তাবনা—ভূমিকা, মুখবন্ধ। Preamble.

প্রহরী—সান্ত্রী, পাহারাদার। Sentry.

প্রহরী বা সান্ত্রী বিমোক—সান্ত্রী বদল, পাহারা বদল। Relief of sentries.

প্রাক্কলন—মোটামুটি হিসাব। Estimate.

প্রাক্কলনিক—মোটামুটি হিসাবকারী। Estimator.

প্রাক্কলিত বা আনুমানিক আয়-ব্যয়ক, আয়ব্যয়কের প্রাক্কলন—বাজেটের আয়ব্যয়ের আন্দাজী মোটামুটি হিসাব। Budget estimate.

প্রাক্পরিচয়—মনুষ্যদিগের পূর্ব্বপরিচয়। Antecedents.

প্রাণরসায়ন—একশ্রেণীর রসায়নবিদ্যা। Biochemistry.

প্রাণরসায়নী—প্রাণরসায়নবিৎ। Biochemist.

প্রাতিজনিক খতিয়ান—ব্যক্তিগত জমা-খরচের দফে দফে হিসাব। Personal ledger account.

প্রাতিজনিক বাহানুমতি, আত্ম বাহানুমতি—নিজস্ব মালপত্রাদি বহনের অনুমতি। Private carriers permit.

প্রাতিনিধ্য, নিযুক্তপ্রেষণ—প্রতিনিধি-রূপে প্রেরণ। Deputation (*e. g.*, on deputation).

প্রাদেশিক উদ্যান কৃত্যক—প্রদেশের সরকারী বাগান সম্বন্ধীয় চাকুরী। Provincial Gardeners Service.

প্রাদেশিক ডাক-আধিকারিক—ডাক বিভাগের প্রাদেশিক বড়কর্ত্তা। Presidency Postmaster.

প্রাদেশিক পরিবহণ অধিকারী—প্রদেশের যানচলাচলের কর্তৃপক্ষ। Provincial Transport Authority.

প্রাদেশিক রাজস্ব—প্রদেশের সরকারী খাজনা। Provincial revenues.

প্রাদেশিক সংভার বা রেশন কর্তা, প্রাদেশিক সংবিভাগ অধিকারী—প্রদেশের রেশন ব্যবস্থার কর্তা। Provincial Rationing Authority.

প্রাধিকার অর্পণ—আইনগত অধিকার বা অনুমতিদান। Authorisation.

প্রাধিকার, প্রাধিকারী, অধিকার, অধিকারী—বিধিসঙ্গত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি-বর্গ। Authority.

প্রাধিকারিক, প্রাধিকারিকী—বিশেষ ভারপ্রাপ্ত স্ত্রী বা পুরুষ কর্ম্মচারী। Special Officer.

প্রাধিকৃত, অনুমোদিত—ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অনুমত। Authorised.

প্রাপ্তি—আয়। Income.

প্রামাণিক—বিশ্বাসযোগ্য। Authoritative.

প্রামাণিক অনুসূচী বা তফসিল—পূর্ব্বোক্ত কোন বিষয়ের প্রমাণসিদ্ধ তালিকা বা বিবরণ। Authenticated schedule.

প্রামাণিক করা—প্রকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করা। Authenticate.

প্রারম্ভিক স্থিতি—আরম্ভে যে জমা থাকে তাহা। Opening balance.

প্রার্থনাপত্র—দরখাস্তের কাগজ ('মহামান্য গভর্ণরের নিকট প্রেরিত প্রার্থনাপত্র')। Memorial (*e. g.*, to H. E. the Governor).

প্রার্থিতা—নির্ব্বাচন-প্রার্থিতা বা পদপ্রার্থিতা। Candidature.

প্রার্থী—'নির্বাচন প্রার্থী' দ্রঃ।

প্রুফ-প্রেসম্যান, প্রুফ-পেষকার—যে ছাপাখানার প্রুফ তোলে। Proof Pressman.

প্রুফ-শোধক—প্রুফ-সংশোধনকারী (পশ্চিম-বঙ্গ সরকার ছাপাখানা)। Reader (W. B. G. Press).

প্রেরক—চিঠিপত্র সংবাদাদি প্রেরণকারী। Despatcher.

প্রেরণ, প্রচার—পাঠানো; সাধারণের নিকট ঘোষণা করা। Issue.

প্রেষণ—প্রেরণ, পাঠানো। Remittance.

প্রেষণ অধিদেয় বা ভাতা—প্রতিনিধিদল প্রেরণের জন্য বরাদ্দ খরচ। Deputation allowance.

প্রেষকার—মুদ্রণকারী। Pressman.

প্রেস নোট, জ্ঞানপত্র—জনসাধারণকে জানাইবার জন্য যে খবর সংবাদপত্রে ছাপিতে দেওয়া হয়। Press Note.

ফ

ফর্মা ধাবক—যে ফর্মা ধোয়। Forme Washer.

ফর্মা-প্রুফ প্রেসম্যান—ছাপাখানার যে লোক ফর্মার প্রুফ টানে। Forme Proof Pressman.

ফর্মা-প্রুফ মসীকার বা **কালিওয়ালা**—ছাপাখানার যে লোক ফর্মায় কালী মাখায়। Forme Proof Inkman.

ফর্মা-বাহক—যে ফর্মা বহন করে। Forme Carrier.

ফলকাঙ্কন-শিক্ষক—যিনি ব্ল্যাকবোর্ডে কোন কিছু আঁকা বা লেখা শেখান। Teacher of Black Board Classes.

ফিটার—সন্ধায়ক; যে মিস্ত্রী জোড়াতাড়া ইত্যাদির কাজ করে। Fitter.

ফেরো-টাইপ মুদ্রক—যে ফেরোটাইপ ছাপে। Ferrotype Printer.

ফৌজদারী—মারপিট খুন ইত্যাদি সম্বন্ধীয় মামলা বা মামলাবিষয়ক। Fauzdari.

ফৌজদারী আদালত—ফৌজদারী বিচারালয়। Criminal Court.

ফৌজদারী প্রধান করণিক—ফৌজদারী বিভাগের বড়বাবু। Fauzdari Head Clerk.

ফৌজদারী বিচারালয়—'দণ্ডাধিকরণ' দ্রঃ।

ব

বঙ্গ কৃত্যক নিয়মাবলী—বঙ্গীয় সরকারী চাকুরীর বিধিসমূহ। Bengal Service Rules.

বঙ্গ সরকারের প্রযুক্তি উপদেষ্টা—শিল্প বা হাতের কাজের ব্যাপারে বঙ্গীয় সরকারের পরামর্শদাতা। Technical adviser to the Government of Bengal.

বচন, সংগর—সামরিক কর্ম্মচারী বা পরিদর্শক কর্তৃক ব্যবহৃত ও রক্ষিবর্গের পরিজ্ঞাত ইসারা-বাক্য। Parole.

বচনিক কেন্দ্র—বচন শিক্ষার কেন্দ্র। Parole centre.

বচনিক শিবির—বচন সংক্রান্ত ছাউনী। Parole camp.

বজ্রবহ—বজ্রপাত নিবারণের উদ্দেশ্যে বাড়ী ঘর জাহাজ ইত্যাদির উপর যে ধাতুময় শলাকা বা তার নিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। Lightning Conductor.

বজ্রবহ পরিদর্শক—বিদ্যুৎ-পরিচালন ব্যবস্থার পরিদর্শনকারী। Inspector of Lightning Conductor.

বড় ডাক-কর্তা, মহাপ্রৈষাধিকারিক—পোস্ট মাস্টার জেনারেল, ডাকবিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ। Postmaster-General.

বড় পাদরী—প্রধান খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক। Presidency Senior Chaplain.

বড় সরকারী উকীল—সরকারপক্ষীয় বড় উকীল। Senior Government Pleader.

বণিক সভা—বণিক্ পরিষদ্। Chamber of Commerce.

বদলি, স্থানান্তরকরণ, পরিবৃত্তি—স্থানান্তরিতকরণ। Transfer.

বন—অরণ্য। Forests.

বন ও মৎস্য—অরণ্য ও মাছ। Forests and Fisheries.

বনকর্ম্মী—বনবিভাগীয় কর্ম্মচারী। Forester.

বনকৃত্যক—বনবিভাগীয় চাকুরী। Forest Service.

বনপাল—অরণ্যরক্ষক কর্ম্মচারী বিশেষ। Conservator of Forests.

বনবিদ্—অরণ্যবেত্তা, অরণ্যের নানারূপ তথ্যের অনুশীলনকারী। Sylviculturist.

বনরক্ষক—বনরক্ষাকারী কর্ম্মচারী বিশেষ। Forest Ranger.

বনরক্ষী—বনের প্রহরী। Forest Guard.

বনীকরণ—গাছ বসাইয়া বনের সৃষ্টি করা। Afforestation.

বন্দর—নৌকা জাহাজ ইত্যাদি যোগে মাল আমদানী রপ্তানী করার জায়গা। Port.

বন্দরপাল—বন্দরের কর্তা। Port Commissioner.

বয়ন-প্রদর্শক—কি করিয়া বস্ত্রাদি বুনিতে হয় যিনি তাহা দেখান। Weaving Demonstrator.

বয়লার পরিদর্শক—বয়লার অর্থাৎ বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের যে অংশে জল ফুটাইয়া বাষ্প করা হয় তাহার পরিদর্শনকারী। Inspector of Boilers.

বয়স্কাউট, কুমারচার—বালকদের শরীর ও মনের উন্নতিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান বিশেষের সভ্য। Boy Scout.

বরণপত্র—ক্ষমতাপত্র। Warrant.

বরিষ্ঠ পরিষেবিকা—নার্সদের মধ্যে প্রধানা, প্রধানা শুশ্রূষাকারিণী? Staff Nurse.

বর্তনপথ—ঘোড়দৌড়ের মাঠ। Race-course.

বর্ধন—'উন্নয়ন' দ্রঃ।

বলবৎকরণ—নির্বহণ, প্রবর্তন আইন ইত্যাদি চালু করণ। Enforcement.

বলবৎ করা—প্রবর্তিত করা। Enforce.

বহিঃশুল্ক সমাহর্তা—আমদানি রপ্তানির শুল্ক আদায়কারী পদস্থ কর্ম্মচারী। Collector of Customs.

বাংলা অনুবাদক—যিনি বাংলায় অনুবাদ করেন, যিনি বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেন। Bengali Translator.

বাংলা শিক্ষক, আরক্ষা-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়—পুলিশ ট্রেনিং কলেজের বাংলাভাষার শিক্ষক। Bengali Instructor, Police Training College.

বাড়তি—আধিক্য। Excess ; Surplus.

বাণিজ-অধ্যক্ষ—ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। Commercial Manager.

বাণিজ-নাবী—বাণিজ্য-সংক্রান্ত নৌবহর। Merchant Navy.

বাণিজ-নৌ-বিভাগ—বাণিজ্য নৌ সম্বন্ধীয় বিভাগ। Mercantile Marine Department.

বাণিজ্য—ব্যবসায়, বণিকের কার্য্য। Commerce.

বাণিজ্য ও শিল্প—ব্যবসায় ও শিল্প। Commerce and Industries.

বাণিজ্য-কর—বাণিজ্য-শুল্ক, ব্যবসায়ের উপর ধার্য্য কর। Commercial Tax.

বাণিজ্য-ব্যবস্থাপক—বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যবস্থাকারী। Commercial Manager.

বাণিজ্য-মন্ত্রক—বাণিজ্য বিভাগীয় মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Commerce.

বাতিল করণ—রহিত করণ। Supersession (setting aside).

বাদামী কাগজ—বাদামী রঙের কাগজ। Buff sheet.

বাদামী মলাট—বাদামী রঙের মলাট। Buff cover.

বামাবর্তন—বাঁ হাত দিয়া গাড়ী চালানোর ব্যবস্থা। Left-hand steering.

বারুদখানা—'অস্ত্রাগার' দ্রঃ।

বার্ধক—বেশী বয়সের জন্য অবসরগ্রহণহেতু বৃত্তিদান। Superannuation.

বার্ষিক—বাৎসরিক বৃত্তি। Annuity.

বাল্ব—কাচের গোলক। Bulb.

বাল্ব হর্ন—গোলাকৃতি শিঙ্গা। Bulb horn.

বাস্তব অধিকার—বাস্তব ক্ষমতা। Substantive capacity.

বাস্তব পদ—স্থায়ী ও উন্নতিমূলক চাকরী। Substantive appointment.

বাস্তু—বাড়ীঘর। Buildings.

বাস্তুকার—ইঞ্জিনীয়ার, বাড়ীঘর প্রভৃতি তৈয়ারীর কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। Engineer.

বাস্তু কৃত্যক—ইঞ্জিনীয়ারিঙের চাকুরী, গৃহাদি তৈয়ারীর কাজ। Engineering Service.

বিকলন—কোনও খরচ লিখন। Debit.

বিকলন স্থিতি—হিসাবে শেষ পর্য্যন্ত যে খরচ দাঁড়ায় তাহা। Debit balance.

বিকলনীয়—খরচ হিসাবে দেখাইবার যোগ্য। Debitable.

বিকারতত্ত্ব—রোগ নিরূপণ বিদ্যা। Pathology.

বিকারতত্ত্ব অধ্যাপক—রোগ-নিরূপণ-বিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Pathology.

বিকেন্দ্রণ—কেন্দ্র হইতে অপসারণ। Decentralisation.

বিচার ও ন্যায় (সম্বন্ধীয়)—বিচারপতি বা বিচারালয় সম্বন্ধীয়। Judicial.

বিচারক, ছোট আদালত—ছোট আদালতের বিচারকর্ত্তা।। Judge, Small Causes Court.

বিচার করণিক—বিচার বিভাগীয় কেরাণী। Judicial Clerk.

বিচারদেয়ক—আদালতের মাশুল। Court-fee.

বিচারপীঠ, ন্যায়াসন—বেঞ্চ, বিচার-সভা (কয়েকজন বিচারকের সমাবেশ)। Bench (a body of judges).

বিচারাধিকার—ধর্ম্মাধিকরণ, বিচারালয়। Judicature.

বিচারালয়—আদালত, কোর্ট। Court.

বিচারালয়-উপদর্শক—কোর্টের ওভারসীয়ার, আদালতের উপদর্শক। Court Overseer.

বিচারকবর্গ—বিচারকর্তৃগণ। Judiciary.

বিজ্ঞাপন দেওয়া—'প্রজ্ঞাপিত করা' দ্রঃ।

বিজ্ঞাপন, সূচনা—নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি। Notice.

বিত্ত—'অর্থ' দ্রঃ।

বিত্তমন্ত্রক—'অর্থমন্ত্রক' দ্রঃ।

বিদেশী—বিদেশাগত লোক, বিদেশীয় লোক। Foreigner.

বিদেশী পত্ররোধ বা আটক—বৈদেশিক কাগজপত্র আটক। Interception of foreign correspondence.

বিদেশীয় শত্রু—বিদেশী শত্রুরাষ্ট্রের লোক। Enemy foreigner.

বিদ্যাপর্ষদ্—বিদ্যাবিষয়ক সভা। Board of Studies.

বিদ্যালয় পরিদর্শক—বিদ্যালয়ের সরকার-নিযুক্ত পরিদর্শনকারী। Inspector of Schools.

বিদ্যালয় পরিদর্শিকা—বিদ্যালয়ের সরকার-নিযুক্ত পরিদর্শনকারিণী। Inspectress of Schools.

বিধান—ব্যবস্থা। Provision.

বিধানতঃ—আইনতঃ। De jure.

বিধান-পরিষদ্—ব্যবস্থাপক সভা। Legislative Council.

বিধান সভা—ব্যবস্থা পরিষদ্। Legislative Assembly.

বিধান সহায়ক—আইনবিষয়ে সাহায্যকারী (বিধান-বিভাগ)। Legal Assistant (Legislative Department).

বিধানিক—ব্যবস্থাপক; বিধান সম্বন্ধীয়। Legislative.

বিধানিক ক্ষমতা—বিধান সম্বন্ধীয় ক্ষমতা। Legislative powers.

বিধানিক প্রণালী—বিধান সম্বন্ধীয় কার্য্যক্রম। Legislative procedure.

বিধানিক বিবাহ—আইনের সাহায্যে বিবাহ। Civil marriage.

বিধানিক সম্বন্ধ—আইন বা বিধানগত সম্পর্ক। Legislative relations.

বিধি—আইন। Law.

বিধি ও সংখ্যাল্পব্যাপার-মন্ত্রক—আইনমন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Law.

বিধি নির্দেশক—আইনবিষয়ে নির্দ্দেশ প্রদানকারী। Legal Remembrancer.

বিধেয়ক—আইন, বিল, যে আইন প্রবর্ত্তনের জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে। Bill.

বিধেয়ক গৃহীত বা **বিহিত হইল**—আইন পাশ হইল। Bill is passed.

বিনাসুদে—'নিষ্কুসীদ' দ্রঃ।

বিনিময়—বদল। Exchange.

বিনিময় জন্য লাভ বা **ক্ষতি**—বিনিময়ের ফলে লাভলোকসান। Loss or gain by exchange.

বিনিময় বাজার—মুদ্রাদি বিনিময়ের বাজার। Exchange market.

বিনিয়োগ করা—খাটানো, নিয়োগ করা। Invest.

বিনিয়োজক—যে খাটায়, নিয়োগকারী। Investor.

বিনির্ণয়—বিচারের রায়। Award.

বিনির্দেশ—আদালতাদির নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সিদ্ধান্ত। Ruling.

বিপক্ষ—বিরোধী দল (যেমন—বিপক্ষ নেতা)। Opposition (*e. g.*, leader of the opposition).

বিপণ মূল্য—বাজার দর। Market value.

বিবরণ—বিবরণী, বিবৃতি। Return.

বিবাচক—পত্রপুস্তক বা সংবাদপত্রাদির সরকারী পরীক্ষক। Censor (noun).

বিবাচক পর্ষদ্—পত্রপুস্তকাদি পরীক্ষকের সভা। Board of Censors.

বিবাচন—পত্রপুস্তকাদির পরীক্ষকের পদ, কাজ বা ক্ষমতা। Censorship.

বিবাচিত—প্রকাশের পূর্ব্বে যে পুস্তকাদির সরকারী পরীক্ষা হইয়াছে এমন। Censored.

বিবিধ পদ—বিভিন্ন দফা। Miscellaneous items.

বিবিধ সামগ্রী—বিভিন্নপ্রকার দ্রব্য। Miscellaneous articles.

বিবেচ্য—বিবেচনাধীন। Under disposal.

বিভাগ—কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বা কার্য্যপরিচালনার অংশ। Department.

বিভাগ-প্রধান—বিভাগের কর্তা। Head of a department.

বিভাগীয় সহ-নিয়ামক—বিভাগীয় সহকারী রেজিষ্ট্রার। Departmental Assistant Registrar.

বিভাজন—বিলিব্যবস্থা, বণ্টন। Allocation.

বিভাজিত ভাণ্ডার—বিভাগীয় ভাণ্ডার। Departmental store.

বিমানচলন—নভশ্চরণ, আকাশযানে চলাচল। Aviation.

বিমানপত্তন—বিমান বন্দর। Air-port.

বিমান পরিবহণ—উড়োজাহাজে করিয়া লোকজনের যাতায়াতের ব্যবস্থা। Air-transport.

বিমানবন্দর—বিমানপত্তন। Air port.

বিমানশালা—বিমান থাকিবার ঘর। Hanger.

বিমানাঙ্গন—বিমানক্ষেত্র, উড়োজাহাজ নামিবার ও উঠিবার বিস্তৃত জায়গা। Air field.

বিমুক্তি—'অপ্রসক্তি' দ্রঃ।

বিমোক—'ত্রাণ' দ্রঃ।

বিমোচক—বিমোচনকারী। Relief (*i. e.*, one who relieves).

বিযুক্ত—ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। Disbanded.

বিযুক্ত করা—(সৈন্যদলাদি) ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা যাওয়া। Disband.

বিলোপন—বাতিল। Cancellation.

বিলোপন করা—বাতিল করা। Cancel.
বিশ্বস্ত—প্রকৃত, আস্থাভাজন। Bona fide.
বিশ্বস্ততা—বিশ্বাসযোগ্যতা। Bona fides.
বিশ্বাস—প্রতীতি, আস্থা। Belief.
বিশ্রব্ধ—গোপনীয়। Confidential.
বিশ্রম্ভচ্ছদ—গোপন আবরণ। Confidential cover.
বিশ্রম্ভ পট—গোপন আবরণ বস্ত্র। Confidential board.
বিশ্লেষক—বিশ্লেষণকারী, গুণধর্ম্মপরীক্ষাকারী। Analyst.
বিশ্লেষণ—গুণাগুণ পরীক্ষা। Analysis.
বিষয়-নিধি, জেলা তহবিল—জেলার বা অঞ্চলের মজুদ টাকা। District funds.
বিষয় বা জেলা কানুনগো কৃত্যক—জেলার কানুনগোর কাজ। District Kanungo Service.
বিসম্বন্ধ—সম্বন্ধ-রহিত, সংযোগ-মুক্ত। Disaffiliated.
বীথিকা-গ্যালারী, বসিবার উঁচু নীচু থাক। Gallery.
বৃত—মনোনীত। Choosen.
বৃত্ত পুস্তক—যে পুস্তকে সভাদির কার্য্য-বিবরণী লেখা থাকে। Proceedings volume.
বৃত্তাবলী, কার্যাবলী—সভাদির কার্য্য-বিবরণী (যেমন 'বিধানসভার বৃত্তাবলী')। Proceedings (*e. g.*, of the Assembly).
বৃত্তি—'উত্তরবেতন' দ্রঃ।
বেগ নিয়ামক—মোটরাদির গতিনিয়ন্ত্রণকারী, স্পীড্ গভর্ণর। Speed governor.
বেতন—মাহিনা। Pay.
বেতন-ক্রম—মাহিনার হার। Scale of pay.
বেতন দেয়ক—মাহিনার বিল। Pay bill.
বেতন-বিহিতক অনুসারে অধিকারী—মাহিনা-আইন অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। Authority under the Payment of Wages Act.
বেতনাধিকরণের নামমুদ্রা-মাহিনা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নামাঙ্কিত মুদ্রা। Seal of the authority under the Payment of Wages Act.
বেতার পরিদর্শক—বেতারপরিদর্শনকারী। Wireless Telegraph Inspector.
বেলামুখ—বেলাভূমির মুখ, সমুদ্রসৈকতের প্রারম্ভ। Beach-head.
বেলিফ—সাধ্যপাল। Bailiff.
বেলিফ-অধীক্ষক, সাধ্যপালাধীক্ষক—বেলিফদের কর্তা। Superintendent of Bailiffs.
বেসরকারী, অক্রমিক—যাহা গভর্ণমেন্টের নয় এমন। Unofficial.
বৈদেশিক অধিকার আদেশ—বৈদেশিক অধিকার-সংক্রান্ত লিখিত নির্দ্দেশ। Foreign jurisdiction order.
বৈধ, বিধিসঙ্গত, বিধিসম্মত—আইন-সম্মত। Legal.
বৈমানিক—বিমানচালনা সম্বন্ধীয়। Aeronautical.
বৈমানিক পরিমাপ—বিমানচালনা-সম্বন্ধীয় মাপজোখ। Aeronautical survey.
বোতল-ধাবক, কূপীধাবক—যে শিশি-বোতল ধোওয়ার কাজ করে। Bottle-washer.
ব্যক্তিগত জামিন—প্রত্যয়-প্রতিভূতি। Personal security.
ব্যবস্থা—নিষ্পত্তি। Disposal.
ব্যবস্থা—বিধান। Provision.
ব্যবস্থা ও পদ্ধতি—সংগঠন ও ধারা। Organisation security.
ব্যবস্থাপক—ম্যানেজার, যিনি সকল কাজ-কর্ম্মের বন্দোবস্ত করেন। Manager.
ব্যবস্থাপন—পরিচালন। Management.
ব্যবহারশাস্ত্র—ব্যবহার তত্ত্ব, আইন। Jurisprudence.
ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ—ব্যবহারতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। Jurist.
ব্যবহার-বিবরণ সম্পাদক, ব্যবহার-প্রতিবেদন সম্পাদক—আইন বিবরণীর সম্পাদক। Editor of Law Reports.
ব্যাঙ্ক করণিক—ব্যাঙ্কের কেরাণী। Bank Clerk.
ব্যাঙ্কজমা—'অধিকোষস্থিতি' দ্রঃ।
ব্যাটারী—বিদ্যুজ্জনক যন্ত্র বিশেষ। Battery.
ব্যপহরণ—তহবিল তছরুপ। Defalcation.
ব্যাপার—ব্যবসায়। Trade.
ব্যাপার মহাধ্যক্ষ—ব্যবসায় সম্বন্ধীয় বড় কর্তা। Trade Commissioner.
ব্যাপার স্থিতি—ব্যবসায়ের শেষ জমা টাকা। Trade balance.
ব্যাপারিক অবহার—ব্যবসায়ের বাটা। Trade discount.
ব্যাপারিক বিবাদ—ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিবাদ। Trade dispute.
ব্যাপারিক সংভার—ব্যবসায়ের মালপত্র, পুঁজিপাটা। Stock-in-trade.
ব্যাপারী—ব্যবসায়ী। Trader.
ব্রেক-শু—চাকাকে কষিয়া বাঁধিয়া মোটর-গাড়ীকে হঠাৎ অচল করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। Brake shoe.
ব্যয়ন—খরচ করা। Disbursement.
ব্যয়নাধিকারিক—খরচ করার অর্থাৎ টাকা বিলি-বিতরণ করার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Disbursing Officer.

ভ

ভঙ্গ—ভাঙ্গিয়া যাওয়া (বিধান পরিষদ্ ইত্যাদি)। Dissolution (*e. g.*, of Assembly).
ভঙ্গ করা—ভাঙ্গিয়া দেওয়া। Dissolve.
ভবঘুরে—'চক্রচর' দ্রঃ।
ভবঘুরে নিয়ামক—'চক্রচর' নিয়ামক, ভবঘুরে বেকার লোকেদের সম্বন্ধে ব্যবস্থাকারী সরকারী কর্ম্মকর্তা। Controller of Vagrancy.
ভবঘুরেমি—'চক্রচরত্ব' দ্রঃ।
ভরক—যে দ্রব্যাদি গুছাইয়া বাঁধে, যে জিনিস-পত্র মোড়কে ভরে। Packer.
ভরক ও প্রেরক, বয়ন প্রদর্শকদল—বয়নশিল্পের প্রদর্শনকারীদলের মধ্যে যে লোক দ্রব্যাদির মোড়ক করে ও তাহা পাঠাইয়া দেয়। Packer and Despatcher, Weaving Demonstration Parties.
ভাঙ্গিয়া দেওয়া—ভঙ্গ করা। Dissolve.
ভাচিত্রকার—আলোক চিত্রশিল্পী। Artist Photographer, Photoman.
ভাটক—ভাড়া। Rent.
ভাণ্ডার করণিক-গুদামের কেরাণী। Store Clerk.
ভাণ্ডার-সহায়ক—মালগুদামের সহকারী কর্ম্মচারী। Depot Assistant.
ভাণ্ডারী—ভাণ্ডার-রক্ষক। Store Keeper.
ভারত-প্রশাসন কৃত্যক—ভারত শাসনের চাকুরী। Indian Administrative Service.
ভারত শাসনতন্ত্রের পূর্বলেখ—ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া। Draft Constitution of India.
ভারতীয় দণ্ড সংহিতা—ভারতীয় দণ্ডবিধি। Indian Penal Code.
ভারতীয় বন কৃত্যক—ভারতীয় বন অফিসের কাজ। Indian Forest Service.
ভারতীয় মুদ্রণ (আত্যয়িক ক্ষমতা) বিহিতক—ভারতে পুস্তকাদি ছাপাইবার ব্যাপারে জরুরী ক্ষমতামূলক আইন। Indian Press (Emergency Powers) Act.

ভারতীয় স্থানিক বল—ভারতীয় আঞ্চলিক সামরিক বল। Indian Territorial Force.

ভারতের রাজ্যক্ষেত্র—ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল। Territory of India.

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক—ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Officer-in-charge.

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, আযুক্ত মন্ত্রী—মন্ত্রীর কাজের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। Minister-in-charge.

ভারপ্রাপ্ত সহায়ক, আযুক্ত সহায়ক—ভারপ্রাপ্ত সহকারী কর্ম্মচারী। Assistant-in-charge.

ভাষান্তরিক—'দোভাষী' দ্রঃ।

ভুক্তিপতি—বিভাগীয় কমিশনার। Commissioner of a Division.

ভূতাপেক্ষ—অতীতকালাপেক্ষ, অতীতকাল সম্বন্ধীয়। Retrospective.

ভূনিম্ন তার—মাটীর নীচের তার। Underground cable.

ভূ-বাসন—উপনিবেশ; নূতন বাসের ব্যবস্থা। Settlement.

ভূ-বাসন আধিকারিক—উপনিবেশ সম্বন্ধীয় সরকারী কর্ম্মচারী, নূতন বাস-ব্যবস্থা বিষয়ক সরকারী কর্ম্মচারী। Settlement Officer.

ভূমি ও রাজস্ব—জমি ও জমির কর। Land and Land Revenue.

ভূমিগ্রহ—জমি সংগ্রহ। Land acquisition.

ভূমিগ্রহ আধিকারিক—জমি সংগ্রহ বিষয়ক সরকারী কর্ম্মচারী। Land Acquisition Officer.

ভূমিগ্রহ করণিক—সরকারী জমিসংগ্রহ আফিসের কেরাণী। Land Acquisition Clerk.

ভূমিগ্রহ সমাহর্ত্তা—জমিসংগ্রহ সম্বন্ধীয় জেলার প্রধান সরকারী ব্যক্তি। Land Acquisition Collector.

ভূমিলেখ্য ও পরিমাপ বা জরিপ অধিকর্ত্তা—জমির দলিলপত্র ও জরিপ বিষয়ক সর্ব্বাধ্যক্ষ। Director of Land Records and Surveys.

ভেষজ-অধ্যাপক—চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Medicine.

ভেষজ বিদ্যা; ঔষধ—ঔষধবিদ্যা; রোগ-নাশক দ্রব্য। Medicine.

ভেষজ শালা, ডিস্‌পেন্‌সারী—চিকিৎসালয়। Dispensary.

ভোটগ্রহণ, মতগ্রহণ—ভোট লওয়া। Poll.

ভোটগ্রাহী, মতগ্রাহী—ভোট গ্রহণকারী কর্ম্মচারী। Polling Officer.

ভোটপত্রী, মতপত্রী—ভোটের কাগজ। Ballot paper.

ভোট-পেটি, মত-পেটি—ব্যালট-বক্স, যে বাক্সের মধ্যে ভোটের কাগজ ফেলিয়া দেওয়া হয়। Ballot box.

ভোট স্থান—যে জায়গায় গিয়া লোকে ভোট দিয়া আসে। Polling booth.

ভোটার—'নির্বাচক' দ্রঃ।

ভ্রমণ—পর্য্যটন। Tour.

ভ্রমণক্রম—বেড়ানোর কার্য্যক্রম, ভ্রমণ-সূচী। Tour programme.

ভ্রমণরত বয়নশিক্ষক—ভ্রমণশীল বস্ত্র বয়নবিষয়ক শিক্ষাদাতা। Peripatetic Weaving Instructor.

ভ্রমৎ, ভ্রমন্ত—পরিভ্রমণশীল। Peripatetic.

ভ্রমন্ত নিরীক্ষক বা আয় ব্যয়—ভ্রমণসংক্রান্ত খরচপত্রের পরীক্ষাকারী। Travelling Auditor.

ম

মঞ্জুরি—'অনুমোদন' দ্রঃ।

মঞ্জুরিত—'অনুমোদিত' দ্রঃ।

মণ্ডল—অঞ্চল। Zone.

মণ্ডলী—পুঞ্জ; দল। Group.

মণ্ডলীকৃত, পুঞ্জিত—পুঞ্জীকৃত। Grouped.

মত—ভোট। Vote.

মতগ্রহণ—'ভোটগ্রহণ' দ্রঃ।

মতগ্রাহী—'ভোটগ্রাহী' দ্রঃ।

মতপত্রী—'ভোটপত্রী' দ্রঃ।

মতপেটি—'ভোটপেটি' দ্রঃ।

মতপ্রকাশ—অভিমত জানানো। Expression.

মধ্যকালীন—মধ্যবর্ত্তী কালের। Ad Interim.

মধ্যকালীন প্রতিবেদন—মধ্যবর্ত্তী কালের বিবরণী। Interim report.

মধ্যস্থ—সালিশ। Arbitrator.

মধ্যস্থতা—সালিশী। Arbitration.

মধ্যস্থতা করা—সালিশী করিয়া কলহাদির নিষ্পত্তির চেষ্টা করা। Arbitrate.

মধ্যস্থ ন্যায়পীঠ—সালিশ আদালত। Arbitral Tribunal.

মনোটাইপ চালক—যে মনোটাইপ চালায়। Monotype Operator.

মনোনয়ন—পছন্দমত কাহাকেও নিয়োগ, নির্ব্বাচন। Nomination.

মনোনীত করা—পছন্দমত নিযুক্ত বা নির্ব্বাচিতকরণ। Nomination.

মন্তব্য—টিপ্পনী। Note.

মন্তব্যপত্র—টিপ্পনীলেখা কাগজ। Note-sheet.

মন্ত্রক—মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry.

মন্ত্রগুপ্তি আইন—সরকারী ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করার আইন। Official Secrects Act.

মন্ত্রিপরিষৎ—মন্ত্রী-সভা। Cabinet.

মন্ত্রী—সচিব। Minister.

মলশোধনাশয়—মল শোধন করিবার মাটির নীচে তৈরী চৌবাচ্চা কুয়া। Septic tank.

মসীকার—যে কালী লাগায়। Inkman.

মহকুমা, উপবিষয়—জেলার অংশবিশেষ। Subdivision.

মহা—প্রধান। General.

মহা-অধিবক্তা—অ্যাডভোকেট জেনারেল, সর্ব্বপ্রধান সরকারী উকীল। Advocate-General.

মহা-আরক্ষা-পরিদর্শক—পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল, পুলিশের বড় কর্ত্তা। Inspector-General of Police.

মহাকরণ—কর্ম্মসচিবের অফিস; সরকারী প্রধানতম কার্য্যালয়। Secretariat.

মহাকরণ ডিস্‌পেন্‌সারি, মহাকরণ ভেষজশালা—মহাকরণে অবস্থিত চিকিৎসালয়। Writers Buildings Dispensary.

মহা-কারাপরিদর্শক—জেলের ইন্সপেক্টর জেনারেল, জেলের সবচেয়ে বড় পরিদর্শক। Inspector-General of Prisons.

মহাগাণনিক—হিসাব-নিকাশ বিভাগের অধ্যক্ষ, হিসাবরক্ষক-প্রধান। Accountant-General.

মহাচিকিৎসক—চিকিৎসকদের মধ্যে প্রধান। Surgeon-General.

মহাদূত—প্রধান রাজদূত। Consul-General.

মহাধিকরণ, সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়—সুপ্রিম কোর্ট, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদালত। Supreme Court.

মহাধিপাল—চ্যান্সেলর, বিশ্ববিদ্যালয়াদির অধ্যক্ষ। Chancellor.

মহাধ্যক্ষ—কমিশনার, বড়কর্ত্তা। Commissioner.

মহানাগরিক—মেয়র, পৌরপাল, পৌর-পুরোধা। Mayor.

মহা-নিবন্ধপরিদর্শক—সরকারী তালিকাভুক্তির প্রধান পরিদর্শক। Inspector-General of Registration.

মহানিযুক্তক—এজেন্ট-প্রধান, প্রধান প্রতিনিধি। Agent-General.

মহানিরীক্ষক—অডিটার জেনারেল, সব চেয়ে বড় হিসাব-পরিদর্শক। Auditor-General.

মহাপরিপালক ও ন্যায়পাল—প্রধান অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ও সরকারী অছি। Administrator-General and Official Trustee.

মহাবিদ্যালয়—কলেজ, যে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে আই-এ, বি-এ ইত্যাদি পড়ানো হয়। College.

মহাব্যবহারদেশক—সরকারী এটর্ণী-প্রধান। Attorney-General.

মাণ্ডলিক নিয়ামক, জনসংভরণ (আসাদন বা সংগ্রহণ)—সরকারী আঞ্চলিক কর্ম্মচারী বিশেষ, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ (শস্যাদি-সংগ্রহ)। Regional Controller of Civil Supplies (Procurement).

মাতৃকা—হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়িকা। Matron.

মাতৃকা ও কর্ত্রী—মহিলা তত্ত্বাবধায়িকা ও কর্ত্রী। Matron and House Mistress.

মাত্রা—'একক' দ্রঃ।

মানক্রম পত্র—পূর্ব্ববর্ত্তিতাজ্ঞাপক পত্র, নজীর দেখাইয়া যে পত্র দেওয়া হয়। Warrant of Precedence.

মার্জন—ক্ষমা, মাপ। Pardon.

মালা—শ্রেণী। Series.

মালের ভাড়া—দ্রব্যাদির ভাড়া। Freight.

মাসিক বৃত্তান্ত—মাসিক বিবরণী। Monthly Proceedings.

মাসুল—দেয়ক (তাহা দ্রঃ)। Fee.

মিশ্রকবিদ্যা শিক্ষক—যিনি কম্পাউণ্ডারী শিক্ষা দেন। Teacher of Compounders' Classes.

মিস্ত্রি—যন্ত্রচালক। Mechanic Operator.

মীনপোষ কৃত্যক—মৎস্যবিভাগের চাকুরী। Fisheries Service.

মুক্তি—রেহাই। Exemption.

মুখ্য—প্রধান। Chief.

মুখ্য আধিকারিক—প্রধান কর্ম্মচারী। Chief Officer.

মুখ্য আধিকারিক, বাণিজ্য নৌ-বিভাগ—বাণিজ্য ও জাহাজাদি সম্বন্ধীয় বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী। Principal Officer, Mercantile Marine Department.

মুখ্য আয়ব্যয়-পরীক্ষক, মুখ্য নিরীক্ষক—প্রধান হিসাব পরিদর্শনকারী। Chief Auditor.

মুখ্য ইউরোপীয় কক্ষপাল—প্রধান ইউরোপীয় বিভাগের প্রধান ওয়ার্ডার। Chief European Warder.

মুখ্য গণনাধিকারিক—প্রধান হিসাব-রক্ষক কর্ম্মচারী। Chief Accounts Officer.

মুখ্য গাণনিক—'মুখ্য হিসাব-রক্ষক' দ্রঃ।

মুখ্য দোভাষী, মুখ্য ভাষান্তরিক—প্রধান দোভাষী। Chief Interpreter.

মুখ্য ধূমোৎপাত-পরিদর্শক—ধোঁয়া সম্বন্ধে প্রধান পরিদর্শনকারী। Chief Inspector of Smoke Nuisances.

মুখ্য নিরীক্ষক—প্রধান হিসাবপত্র পরীক্ষাকারী। Chief Auditor.

মুখ্য নির্বাহক, কলিকাতা পৌর-সংঘ বা পৌরনিগম—কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকারী কর্ম্মচারী। Chief Executive Officer, Calcutta Corporation.

মুখ্য ন্যায়াধীশ—প্রধান বিচারপতি। Chief Judge.

মুখ্য পুরশাসক—চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রধান নগর-শাসনকর্ত্তা। Chief Presidency Magistrate.

মুখ্য প্রতোদক—দলভুক্ত লোকেদের চালিত করিবার ও তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব-সমন্বিত প্রধান ব্যক্তি। Chief Whip.

মুখ্য বাস্তুকার, সেচন বিভাগ—সেচ-বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার। Chief Engineer, Irrigation Department.

মুখ্য বাস্তুকার, স্বাস্থ্য বিভাগ—সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার। Chief Engineer, Public Health Department.

মুখ্য বিচারক, ছোট আদালত—ছোট আদালতের প্রধান বিচারকর্ত্তা। Chief Judge, Small Causes Court.

মুখ্য মন্ত্রী—প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী। Chief Minister.

মুখ্য মহাধ্যক্ষ—প্রধান কমিশনার। Chief Commissioner.

মুখ্য যান্ত্রিক ও পোতমাপক—জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ও মাপজোখ-কারী। Principal Engineer and Ship Surveyor.

মুখ্যস্থান, সদর—প্রধান জায়গা, মূল স্থান। Head-quarters.

মুখ্য হিসাব-রক্ষক, মুখ্য গাণনিক—প্রধান হিসাবপত্র রক্ষণকারী। Chief Accountant.

মুদ্রক—মুদ্রাকর, যে ছাপে। Printer.

মুদ্রণ ও গ্রন্থনিবন্ধন বিহিতক বা আইন—বই ছাপা ও রেজিষ্ট্রী করার আইন। Press and Registration of Books Act.

মুদ্রণ ও নিদর্শ অধ্যক্ষ—ছাপা ও ফর্ম্মার তদারককারী ম্যানেজার। Press and Forms Manager.

মুদ্রণ শোধক—ছাপার ভুল সংশোধন-কারী। Press Corrector.

মুদ্রলেখ—টাইপরাইটার, যাহাতে টাইপ করা হয়। Typewriter.

মুদ্রলেখক—'টাইপিষ্ট' দ্রঃ।

মুদ্রলেখ শিক্ষক—'টাইপিং শিক্ষক' দ্রঃ।

মুদ্রা—টাকাপয়সা ইত্যাদি। Coin.

মুদ্রা পেটক—কারেন্সির সিন্দুক, মুদ্রাধার। Currency Chest.

মুদ্রিতক বিবাচন—প্রেসসম্বন্ধীয় সরকারী পরীক্ষা। Press Censorship.

মুদ্রিতব্য ফর্ম্মারক্ষক—যে ফর্ম্মার টাইপ-গুলি পৃথক্ করিয়া না ফেলিয়া পরে আবার ছাপিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয় সেই ফর্ম্মারক্ষাকারী। Standing Forme Keeper.

মুন্সেফ, ন্যায়দর্শক—দেওয়ানী আদালতের একশ্রেণীর বিচারক। Munsiff.

মর্ম্ম—তাৎপর্য্য। Precis.

মুমূর্ষূক্তি, মুমূর্ষু শ্রাবিতক—মৃত্যু-কালীন জবানবন্দী। Dying Declaration.

মুহুরী—উকীলের কেরাণী। Muharrir.

মূল কর্ম্ম—মূল কাজ। Original works.

মূলধন—পুঁজি। Capital.

মূল নিয়মাবলী—মৌলিক নিয়মসমূহ। Fundamental rules.

মূল্য—দাম। Price.

মূল্যজ্ঞাপন—'উদ্ধার' দ্রঃ।

মূল্যপত্র—পাওনার হিসাবের কাগজ, যাহা পেশ করিয়া টাকা আদায় করা হয়। Bill.

মূল্যবেদনপত্র—টেণ্ডার, দর যাচাইয়ের কাগজ (যেমন, আসবাবপত্রের মূল্যবেদন-পত্র)। Tender (*e. g.*, tenders for furniture).

মূল্যানুসারে—মূল্যানুযায়ী ; দ্রব্যের আনু-মানিক মূল্যের অনুপাতে। Ad valorem.

মোক্ষণ—মুক্তি, খালাস। Redemption.

মোক্ষণ-প্রভার—খালাসের খরচ। Redemption charges.

মোটর পরিবহণ—মোটর চলাচলের ব্যবস্থা। Motor transport.

মোটর মিস্ত্রী—মোটর-সম্বন্ধীয় কারিকর। Motor Mechanic.

মোটর লঞ্চ—মোটর-চালিত ছোট জলযান বিশেষ। Motor launch.
মোহাফেজ—রেকর্ডরক্ষাকারী। Keeper of Records.
মৌল বেতন—মূল মাহিনা। Basic Pay.
মৌল শিক্ষা—বুনিয়াদী শিক্ষা। Basic Education.
ম্যালেরিয়াবিৎ—ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। Malariologist.

য

যথাবিধি—বিধি অনুসারে। Formally.
যন্ত্রচালক—যে যন্ত্র চালায়। Machine-man.
যন্ত্র-মেরামতকারী, সাধিত্রসংস্কারক—যে যন্ত্র মেরামত করে। Instrument Repairer.
যন্ত্ররক্ষক, সাধিত্ররক্ষক—যে যন্ত্র রক্ষা করে। Instrument Keeper.
যাচক—আবেদনকারী, প্রার্থী। Petitioner.
যাচনপত্র—আবেদনপত্র। Petition.
যাত্রীর ভাড়া—আরোহীর ভাড়া। Fare.
যান অধিদেয় বা ভাড়া—যাতায়াতের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বরাদ্দ টাকা। Conveyance Allowance.
যানশালা—গাড়ী রাখিবার ঘর। Garage.
যান্ত্রিক অধীক্ষক—তত্ত্বাবধায়ক ইঞ্জিনীয়ার। Engineer Superintendent.
যান্ত্রিক অধীক্ষক, সরকারী পোতাঙ্গন—সরকারী জাহাজ নির্ম্মাণ ও সংস্কার-স্থানের ইঞ্জিনীয়ার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। Engineer Superintendent, Government Dockyard.
যান্ত্রিক ও পোতমাপক—যন্ত্রবিদ্যা ও জাহাজের মাপজোখ করার কাজের কর্ত্তা। Engineer and Ship Surveyor.
যান্ত্রিক, যন্ত্রবিৎ—ইঞ্জিনীয়ার (বলবিদ্যা সংক্রান্ত)। Engineer (Mechanical).
যাবদ্ধর, হোয়াটনট পুস্তক গহনাদি বিবিধ দ্রব্য রাখিবার তাকওয়ালা এক ধরণের আসবাব। Whatnot.
যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়—যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। Federal Court.
যোগ্য অধিকারী—যোগ্য কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। Competent authority.
যোগ্যতাপত্র—যোগ্যতার প্রমাণসূচক প্রশংসাপত্র। Certificate of competency.
যোগ্য শিক্ষক, ড্রিল শিক্ষক—যিনি ড্রিল শিক্ষা দেন। Drill Master.
(উপায়) যোজন—(বিভিন্ন সংস্থানের) একত্র সমাবেশ। Mobilization (of resources).
যৌথ সংগ—জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী। Joint-stock Company,
যৌথ সংগ নিবন্ধক—জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর তালিকাভুক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। Registrar of Joint-stock Companies.

র

রক্ষা—রক্ষণ, টিকাইয়া রাখা। Retention.
রক্ষা-ছিটকিনি—যে ছিটকিনি সহজে ভাঙ্গা যায় না বা নষ্ট হয় না। Safety-catch.
রক্ষিগৃহ—প্রহরীর ঘর। Guard-room.
রক্ষী—প্রহরী। Guard.
রঙ্ মিস্ত্রী—'চিত্রকর' দ্রঃ।
রজ্জুপথ—দড়ির রাস্তা। Ropeway.
রঞ্জনবিদ্যা—পরিরঞ্জন বিদ্যা, রং করার বিদ্যা। Dyeing.
রঞ্জন-শিক্ষক, বয়ন বিদ্যালয়—যিনি বয়ন স্কুলে রং করার বিদ্যা শিখাইয়া থাকেন। Dyeing Lecturer, Weaving School.
রপ্তানি—নির্গম। Export.
রপ্তানিবানিজ্য নিয়ামক—'নির্গম-বাণিজ্য নিয়ামক' দ্রঃ।
রপ্তানিকৃত—নির্গমিত। Exported.
রপ্তানি দ্রব্য—নির্গামী দ্রব্য। Exported article.
রপ্তানি শুল্ক—নির্গমশুল্ক। Export duty.
রসায়ন—বস্তুর উপাদান ও ধর্ম্ম বিশ্লেষণ এবং পরস্পর মিশ্রণ ইত্যাদি বিদ্যা। Chemistry.
রহিতকরন—'নিবর্তন' দ্রঃ।
রাইফেল—একশ্রেণীর শক্তিশালী বন্দুক। Rifle.
রাইফেলধারী সাদী—অশ্বারোহী রাইফেলধারী সৈন্য। Mounted rifles.
রাজকার্য—রাজার কাজ, সরকারী চাকুরী। Service of the Crown.
রাজনাবী—রাজকীয় নৌবিভাগ। Royal Navy.
রাজনীতিক—রাজনীতি সম্বন্ধীয়। Political.
রাজপুরুষ সূচী—রাজকীয় কর্ম্মচারীদের তালিকা। Civil List.
রাজমিস্ত্রি—যে মিস্ত্রী ইট ইত্যাদি দিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। Mason.
রাজস্ব করনিক—রাজস্ব বিভাগের কেরাণী। Revenue Clerk.
রাজস্ব গনিতক—রাজস্বের হিসাব। Revenue Account.
(রাজস্ব) নিয়োগ—প্রদান (যেমন,—রাজস্বনিয়োগ)। Assignment (*e. g.*, of revenues).
রাজস্বপর্ষৎ—রাজস্ব-সভা। Board of Revenue.
রাজস্ব মুন্শী—রাজস্ব-বিভাগের মুন্সী। Revenue Munshi.
রাজ্য—রাষ্ট্র, এক শাসনের অন্তর্গত দেশ। State.
রাজ্যক্ষেত্র, ক্ষেত্র, স্থান—রাষ্ট্রীয় অঞ্চল, রাজ্য। Territory.
রাজ্য পরিবহণ মহাধ্যক্ষ—সরকারী যানবাহন চলাচলবিষয়ক সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি, রাজ্যে সরকারী বাসাদি চলাচলের কমিশনার। State Transport Commissioner.
রাজ্য-পরিসংখ্যান সংস্থা—সরকারী সংখ্যাতত্ত্বের দপ্তর, যে সরকারী দপ্তরে সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। State Statistical Bureau.
রাজ্যপাল—প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, প্রদেশ-পাল। Governor.
রাজ্যপাল-বাসাধীক্ষক—প্রদেশের শাসনকর্ত্তার বাসভবনের তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent, Governor's Estate.
রাজ্য-মন্ত্রক—বৃহৎ রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছোট ছোট রাজ্য বা রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানকারী মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of States.
রাষ্ট্রদূত, রাজদূত—এক রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অপর রাষ্ট্রে প্রেরিত দূত। Ambassador.
রাষ্ট্রদূতস্থান—রাষ্ট্রদূতাবাস, রাষ্ট্রদূতের আফিস। Embassy.
রাষ্ট্র নিযুক্তক—রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতি-কালীন প্রতিনিধি; যেখানে কোন রাষ্ট্রদূত প্রেরিত হয় নাই এমন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূতের কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। Charge D' affairs.
রাষ্ট্র নিয়োগাধিকার—সরকারী কর্ম্মচারি-নিয়োগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি-বর্গ। Public Service Commission.
রাষ্ট্র পরিষদ্—রাষ্ট্রসভা, দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত আইনসভা। Council of States.
রাষ্ট্রপাল—রাজ্যের শাসক, গভর্ণর জেনারেল। Governor-General.
রাষ্ট্রপুঞ্জ, রাষ্ট্রমণ্ডলী—কয়েকটি রাষ্ট্রের সমষ্টি। Group of States.
রাষ্ট্রমণ্ডল—'জনরাষ্ট্র' দ্রঃ।

রাষ্ট্রমণ্ডল সম্পর্ক—জনরাষ্ট্র সম্বন্ধ। Commonwealth Relations.

রাষ্ট্রসংঘ—রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন। Union of States.

রাষ্ট্রাধীন জলভাগ—রাষ্ট্রের অধীনস্থ জলরাশি। Territorial waters.

রাষ্ট্রামেল—রাষ্ট্রসমূহের সমবায়। Federation of States.

রাষ্ট্রীয়করণ—জাতীয়করণ, সরকারী পরিচালনার অধীন করণ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরীকরণ। Nationalisation.

রাষ্ট্রীয় পরিবহণ—সরকারী ব্যবস্থায় যানবাহন চলাচল, রাজ্যে সরকারী বাস চলাচল। State transport.

রাসায়নিক পরীক্ষক—রসায়ন সম্বন্ধীয় বিষয়ের পরীক্ষাকারী। Chemical Examiner.

রিপোর্ট, প্রতিবেদ—বিবরণী, প্রতিবেদন। Report.

রেখক—নক্সাকারক; যে রেখার উপরে তুলিকাদি বুলায়। Tracer.

রেখন—ঢেরা টানা। Cross.

রেখিত চেক—ঢেরা-কাটা চেক। Crossed cheque.

রেলযান আরক্ষা—রেলওয়ে পুলিশ বিভাগ। Railway Police Department.

রেলযান আরক্ষী—রেলওয়ে পুলিশের লোক। Railway Policemen.

রেলযান মন্ত্রক—রেলওয়ে মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Railways.

রেশন অধিকর্তা, সংভাগ অধিকর্তা—রেশন বিভাগের কর্তা।* Director of Rationing.

রোঁদ—'চক্র' দ্রঃ।

রোক—নগদ। Cash.

রোক-অধিদেয়—নগদ ভাতা। Cash allowance.

রোক-ঋণ—নগদ ধার। Cash credit.

রোকড়—নগদ টাকার হিসাবের খাতা। Cash book.

রোক-শোধ—নগদ টাকা দিয়া পাওনা মেটানো। Cash payment.

রোক-সংব্যবহার—নগদ লেনদেন। Cash transaction.

রোক-সরকার—নগদ টাকা আদায়কারী সরকার। Cash Sarkar.

রোধ—আটক। Interception.

রোধক—মোটর গাড়ীর চাকার গতিরোধকারী কলবিশেষ। Brake.

রোভার, ব্রজচার—জ্যেষ্ঠ বয়স্কাউট; ভ্রমণকারী। Rover.

ল

লঘু নির্মাণ—ছোট খাট নির্ম্মাণকার্য্য। Minor works.

লঘুলিপিক—সাঙ্কেতিক লিপিকার। Stenographer.

লঘূকরণ—নিষ্ক্রয়ণ। Commutation.

লঘূকৃত—নিষ্ক্রীত। Commuted.

লরী—মাল বহিবার একশ্রেণীর মোটর গাড়ী। Lorry.

লরীচালক—যে লরী চালায়। Lorry driver.

লাভাংশ—লভ্যাংশ, কোম্পানীর লাভের ভাগ। Dividend.

লাভাংশ প্রদায়ী—লভ্যাংশ প্রদায়ী। Dividend-paying.

লিথো-মুদ্রক—যে লিথো ছাপে, পাথরের অঙ্কন হইতে যে কাগজে ছাপে। Litho printer.

লিনোটাইপ চালক—যে লিনোটাইপ মেসিন চালায়। Linotype Operator.

লিনো-মনো-যন্ত্রী—যে লিনো ও মনো যন্ত্র চালায়। Lino and Mono Mechanic.

লিফ্‌ট চালক—যে লিফ্‌ট্ চালায়, যে উপরতলায় উঠিবার বৈদ্যুতিক কল চালায়। Liftman.

লেখধারক—যে অনুলিপি ধরিয়া থাকিয়া ছাপা লেখা দেখিয়া বা অপরের মুখ হইতে শুনিয়া তাহার সহিত মিলায়। Copy-holder.

লেখ্য—রেকর্ড, দলিল, প্রমাণস্বরূপ কাগজ-পত্র। Record.

লেখ্যদায়ক—'নথিদাতা' দ্রঃ।

লেখ্য-নিবন্ধক—বীমার রেজিষ্ট্রার। Registrar of Assurances.

লেখ্যপাল—রেকর্ডরক্ষাকারী। Keeper of Records.

লেখ্যপ্রমাণক—দলিল সাব্যস্তকারী সরকারী কর্ম্মচারী। Notary Public.

লেখ্য-প্রাপক—নথি-প্রাপক যাহার সহায়তায় নথি-পত্র পাওয়া যায়। Record Finder.

লেখ্যরক্ষক—নথি-রক্ষক। Record Keeper.

লেখ্যাগার, মোহাফেজখানা—দলিল-পত্র রাখিবার ঘর। Record room.

লোকশাসন—জনশাসন। Public administration.

লোকায়ত্ত রাষ্ট্র—জনশাসিত রাষ্ট্র; ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। Secular state.

শ

শংসা করা—ভাল বলিয়া প্রমাণিত করা। Certify.

শংসাপত্র—সাধুতা বা যোগ্যতা-জ্ঞাপক প্রমাণ-পত্র। Certificate.

শংসিত—প্রমাণিত। Certified.

শক্তিযন্ত্র স্থাপন—বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতির যন্ত্র বসানো। Power installation.

শত্রুদেশী—দেশস্থ শত্রু; বিদেশী শত্রুর সহিত সহযোগিতাকারী লোক, বিভীষণ। Enemy alien.

শপথ—দিব্য, প্রতিজ্ঞা। Oath.

শপথপত্র—প্রতিজ্ঞা পত্র। Affidavit.

শপথ-প্রমাণক—শপথ শ্রবণকারী ও তাহা গ্রহণীয় কিনা তাহা নির্ণয়কারী। Commissioner of Affidavits.

শবাগার-অবেক্ষক—মড়ার ঘরের পরিদর্শক। Morgue Supervisor.

শব্দত্রুটি—'নামমাত্র ত্রুটি' দ্রঃ।

শরণার্থি-ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসন—উদ্বাস্তু, সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন। Refugee, Relief and Rehabilitation.

শর্ত—কড়ার। Term.

শস্ত্রচিকিৎসক—অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক, অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসাকারী। Surgeon.

শস্ত্রচিকিৎসা—শস্ত্রাদির সাহায্যে চিকিৎসা। Surgery.

শাখা—অংশ, বিভাগ। Sub-division.

শাখা—প্রধান বিষয়ের অঙ্গ। Branch.

শাখা করণিক ও বাস্তুকামক—বিভাগীয় কেরাণী ও পরিখা বাঁধ বাড়ীঘর তৈয়ারী প্রভৃতি কাজের সরকার। Sub-divisional Clerk and Work Sarkar.

শাখা ধর—বিভাগীয় কাজের তত্ত্বাবধায়ক। Section Holder.

শাখাধিকারিক—বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (সেচ)। Subdivisional officer (Irrigation).

শাখা নিয়ামক—বিভাগীয় কর্তা। Sub-divisional Controller.

শারীরবৃত্ত—শরীরের বিবিধ অংশের ক্রিয়াবিষয়ক বিজ্ঞান। Physiology.

শারীরবৃত্ত অধ্যাপক—শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপনাকারী। Professor, Physiology.

শারীরস্থান—শরীরের বিবিধ অঙ্গের গঠন ও সংস্থান বিষয়ক বিজ্ঞান। Anatomy.

শারীরস্থান অধ্যাপক—শরীরসংস্থান বিদ্যার অধ্যাপনাকারী। Professor of Anatomy.

শাসক—ম্যাজিষ্ট্রেট, শাসনকর্তা। Magistrate.
শাসন—রাষ্ট্র পরিচালন। Administration.
শাসনতন্ত্র—রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার বিধি। Constitution.
শাসন-হর—দূত। Envoy.
শাসনিক—রাষ্ট্র পরিচালন-সম্বন্ধীয়। Administrative.
শাসনিক আচার—রাষ্ট্র পরিচালন-সম্বন্ধীয় ধারা। Administrative practice.
শাস্তি-ব্যবস্থা—দণ্ডমূলক ব্যবস্থা। Disciplinary measure.
শিক্ষণ-তত্ত্ব-শিক্ষিকা—যে মহিলা শিক্ষার ধারা শিক্ষা দেন। Mistress of Educational Theory.
শিক্ষা—পুস্তকপাঠাদিজনিত জ্ঞান। Education.
শিক্ষা-অধিকর্তা—সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মকর্তা। Director of Public Instruction.
শিক্ষা-করণিক—শিক্ষাবিভাগের কেরাণী। Education Clerk.
শিক্ষাধীন, শৈক্ষ—প্রথম শিক্ষার্থী, শিক্ষানবীশ। Apprentice.
শিক্ষাপীঠ—অধ্যাপকের পদ। Chair (in education).
শিক্ষাবকাশ—পড়ার ছুটি। Study leave.
শিলারূপ—'প্রতিমূর্তি' দ্রঃ।
শিল্প—বস্তুনির্ম্মাণ কার্য্য, কারুকার্য্যের ব্যবসায়। Industry.
শিল্প-অধিকর্তা—শিল্পবিভাগের কর্ম্মকর্তা। Director of Industries.
শিল্পন্যায়পীঠ—শিল্পসম্বন্ধীয় বিচারের আদালত। Industrial Tribunal.
শিল্পবিষয়ক—শিল্পসম্বন্ধীয়। Industrial.
শিল্পমন্ত্রক—শিল্পবিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Industry.
শিল্পযান্ত্রিক—শিল্পবিভাগীয় যন্ত্রবিৎ। Industrial Engineer.
শিল্পযোজন—শ্রমশিল্পীকরণ। Industrialisation.
শিল্পযোজিত—শ্রমশিল্পসংক্রান্ত, কলকারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পের প্রসার। Industrial.
শিল্পরসায়নী—শিল্পসম্বন্ধীয় রসায়নবিদ্যাবিদ্। Industrial Chemist.
শিশুশালা অধীক্ষক—শিশুনিবাসের তত্ত্বাবধায়ক। Nursery Superintendent.
শীতক, রেফ্রিজারেটার—দ্রব্যাদি ঠাণ্ডা রাখিবার যন্ত্রবিশেষ। Refrigerator.
শীতন—দ্রব্যাদি ঠাণ্ডা রাখা। Refrigeration.
শীতিত—যাহা কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা করা হইয়াছে এমন। Refrigerated.
শীলপত্র—চরিত্র-প্রমাণ পত্র। Character certificate.
শীলপরিচয়—চরিত্র-পরিচয়। Character roll.
শীলমোহর—নামমুদ্রা। Seal.
শীলমোহরাঙ্কিত—নামমুদ্রাঙ্কিত। Sealed.
শুদ্ধলেখ—যাহাতে কোনরূপ কাটাকুটি নাই এরূপ পরিষ্কার প্রতিলিপি। Fair copy.
শুদ্ধিপত্র—যে পাতায় সমগ্র পুস্তকের ভুলগুলি শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা। Corrigendum.
শুল্ক—কর, রাজস্ব। Duty.
শুল্কাধীন—যাহার শুল্ক দিতে হইবে এমন। Bonded.
শুল্কাধীন দ্রব্য—শুল্ক না দেওয়া পর্য্যন্ত সরকারী গুদামঘরে রক্ষিত দ্রব্য। Bonded goods.
শুল্কাধীন পণ্যাগার—শুল্কাধীন দ্রব্যের গুদাম। Bonded warehouse.
শৈক্ষ পরিষেবিকা—শিক্ষাধীন শুশ্রূষাকারিণী। Pupil Nurse.
শোধাক্ষম—দেউলিয়া, ঋণপরিশোধে অসমর্থ। Insolvent.
শোধাক্ষমতা—ঋণপরিশোধে অক্ষমতা। Insolvency.
শোধাক্ষম নিবন্ধক—দেউলিয়া বলিয়া তালিকাভুক্ত করার ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী। Registrar of Insolvency.
শোধ্য প্রতিলিপি—কাটাকুটি করা অপরিষ্কার প্রতিলিপি। Rough copy.
শ্রম—মেহনৎ, খাটুনি। Labour.
শ্রম মন্ত্রক—শ্রমবিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Labour.
শ্রম-মহাধ্যক্ষ—শ্রমবিভাগীয় কর্ম্মকর্তা। Labour Commissioner.
শ্রমিক-ক্ষতি-পূরণ-মহাধ্যক্ষ—শ্রমজীবী ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান সরকারী কর্ম্মচারী। Commissioner for Workmen's Compensation.

———

স

সংকল্প—কাজ করিবার প্রতিজ্ঞা। Resolution.
সংক্ষিপ্ত নির্ধার—সংক্ষেপে স্থিরকরণ। Summary Assessment.
সংক্ষিপ্ত বিচার—সরাসরি বিচার। Summary Trial.
সংখ্যাগুরু প্রতিবেদন—'অধিজন প্রতিবেদন' দ্রঃ।
সংখ্যাগুরু-সম্প্রদায়—'অধিজন সম্প্রদায়' দ্রঃ।
সংখ্যাগুরু সাবালকত্ব—'অধিজন' দ্রঃ।
সংখ্যাল্প—'উনজন' দ্রঃ।
সংখ্যাল্প প্রতিবেদন—'উনজন প্রতিবেদন' দ্রঃ।
সংখ্যাল্প-সম্প্রদায়—'উনজন সম্প্রদায়' দ্রঃ।
সংগ—ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। Company.
সংগামী—যাহা সঙ্গে থাকে এমন। Concurrent.
সংগামী সূচী—সহ-তালিকা। Concurrent list.
সংগ্রহ, প্রবেশন—যোগাড়, আহরণ। Recruitment.
সংগ্রহশালা—মিউজিয়াম, যাদুঘর। Museum.
সংঘটন—প্রতিষ্ঠান। Organisation.
সংঘটিকা—ব্যবস্থাপিকা। Lady Organiser.
সংঘাধীন শহর—মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত শহর। Municipal town.
সংচারাজ্ঞা—বাহিরে যাইবার অনুমতিসূচক ছাড়পত্র। Transit visa.
সংচিতি—সঞ্চয়। Reserve.
সংজ্ঞার্থ—যে অর্থের ভিতর কোন কিছুর গুণ বা ধর্ম্মাদির বর্ণনা থাকে তাহা। Definition.
সংনির্ণয় রায়—আদালতের বিচারফল। Judgement.
সংনির্ণীত ঋণী—আদালতের বিচারে ঋণী বলিয়া সাব্যস্ত ব্যক্তি। Judgement Debtor.
সংপরিবর্তন—সংশোধন। Modification.
সংপৃষ্ট—প্রহরীর দ্বারা জিজ্ঞাসিত। Challenged.
সংবদন—সদৃশীকরণ, মিল করা। Tally.
সংবিৎ পত্র—চুক্তিপত্র। Deed of agreement.
সংবিদ্‌লঙ্ঘন, সংবিদ্ব্যতিক্রম—চুক্তি অনুসারে কাজ না করা। Breach of agreement.
সংবিদা, সম্মতি—চুক্তি, স্বীকৃতি। Agreement.
সংবিধান সভা—শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সভা। Constituent Assembly.
সংবিধি—লিখিত আইন। Statute.
সংবিধিবদ্ধ—আইন দ্বারা নিরূপিত। Statutory.

সংবিভাগ—রেশন। Ration.
সংবিভাগ-আধিকারিক—রেশনিং অফিসার। Rationing Officer.
সংবিভাগপত্র—রেশন কার্ড। Ration Card.
সংব্যবহার—কাজকারবার। Transaction.
সংভার—মজুত মাল। Stock.
সংভার ও অংশ—মজুত মাল ও অংশ। Stocks & Shares.
সংভার-গণন—মজুত মালের হিসাব লওয়া। Stock-taking.
সংভার-বহি—যে বই-এ মজুত মালের হিসাব লেখা থাকে। Stock-book.
সংভৃত-আধিকারিক—যাহার ফরমাসমত দ্রব্যাদি আসে। Indenting Officer.
সংভৃতক—ফরমাস-করা জিনিস। Indent (*e. g.*, articles indented for).
সংভৃতিপত্র—দ্রব্যাদির ফরমাস। Indent (an official requisition for stores).
সংযুক্ত—যুগ্ম। Joint.
সংযুক্ত উপবেশন—যুগ্ম সভা। Joint meeting.
সংযুক্ত সচিব—যুগ্ম কর্ম্মসম্পাদক। Joint Secretary.
সংরক্ষণ—বিশেষ উদ্দেশ্যে বা প্রকারে রক্ষণ। Preservation.
সংরক্ষণ—সম্যক্ রক্ষণ। Preservation.
সংরক্ষণ করা—বিশেষ উদ্দেশ্যে বা প্রকারে রক্ষণ করা। Preserve.
সংশোধনাগার—চরিত্রশোধনালয়, সাধারণতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের চরিত্রশোধনের জন্য বন্দিশালা। Reformatory.
সংশ্লেষ—দুই বা তদধিক বস্তুসকলের মিশ্রণের ফলে নূতন পদার্থের সৃষ্টি। Synthesis.
সংসদ্—লোকসভা, পার্লিয়ামেন্ট। Parliament.
সংস্কৃত শিক্ষাপীঠ—সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ। Chair of Sanskrit.
সংস্থা—প্রতিষ্ঠান। Establishment.
সংস্থা-বেতন—প্রতিষ্ঠানের বেতন। Pay of establishment.
সংস্থা-ব্যয়—প্রতিষ্ঠানের খরচ। Establishment charges.
সংহরণ—বাতিল করা, রদ করা, ফিরাইয়া লওয়া। Revocation.
সংহরণ করা—রদ করা, ফিরাইয়া লওয়া। Revoke.
সংহিতা—স্মৃতিশাস্ত্র, আইনের বই। Code.
সংহিতাবদ্ধ—বিধিবদ্ধ। Codified.
সংহৃত—যাহা ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন। Revoked.

সচিব—কর্ম্মসম্পাদক। Secretary.
সঞ্চকী—'চাঁচকার' দ্রঃ।
সত্রকালে, সত্রস্থ—অধিবেশন চলিতে থাকার সময়ে। In session (*e. g.*, when the Assembly is in session).
সদস্যপ্রধান—পরিষদের দলনেতা। Leader of the House.
সদস্য, রাজস্বপর্ষৎ—রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালক-সমিতির সভ্য। Member, Board of Revenue.
সভাপতি—সভার কর্ত্তা, সভাতে প্রধানরূপে নির্ব্বাচিত এবং শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। Chairman.
সভাপাল—স্পীকার, পরিষদ্ প্রভৃতির সভাপতি। Speaker.
সমগ্র বিস্তার—সমস্ত চওড়ার দিক্। Over all width.
সমগ্র সূচী—বিস্তারিত সূচী। Exhaustive list.
সমন্বয় করা—সুবিন্যস্ত করা, মিলানো, উপযোগী করা, সামঞ্জস্য করা। Adjust.
সমন্বয়ন—সুবিন্যস্ত করণ, মিলানো, উপযোগী করণ। Adjustment.
সমন্বয়িত—সুবিন্যস্ত, মিলিত। Adjusted.
সমমূল্য—সমান দরে। At par.
সমর্থক—সমর্থনকারী। Seconder.
সমর্থন—'দৃঢ়ীকরণ' দ্রঃ।
সমাগম—সম্মেলন ('অবৈধ সমাগম')। Assembly (*e. g.*, unlawful assembly.)
সমাজ—পরস্পর-নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী। Society.
সমাবন্ধ—সংযোগ, মিলন। Combination.
সমামেল—চুক্তি অনুযায়ী মিলন। Confederation.
সমাযোজন—যাতায়াতের পথ বা ব্যবস্থা। Communication.
সমাহারকরণ—কর-সংগ্রাহকের পদ বা অধিকার। Collectorate.
সমিতি—কমিটি, সভা। Committee.
সমীক্ষা—সম্যক্ পরীক্ষা। Scrutiny.
সমুদ্রশুল্ক বিহিতক—বাণিজ্যাদি ব্যাপারে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিবার জন্য দেয় শুল্ক-সম্বন্ধীয় আইন। Sea-customs Act.
সম্পাদন শাখা—সম্পাদকীয় বিভাগ। Editorial section.
সম্প্রদায়—দল, সংঘ। Community.
সম্প্রসার—'উন্নয়ন' দ্রঃ।
সম্বদ্ধ, সম্বদ্ধীকৃত—সংযুক্ত। Affiliated.
সম্বদ্ধীকরণ—সংযুক্ত করা। Affiliation.

সম্ভাবনা, সম্ভাব্য ক্ষেত্র—আকস্মিকভাবে ঘটিতে পারার সম্ভাবনা, সম্ভাবনার স্থল। Contingency.
সম্ভাব্য অনুদান—প্রয়োজনের সময় ব্যয়যোগ্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ। Contingency grant.
সম্ভাব্য আদেয়ক—সম্ভাব্য খরচের পাওনাপত্র। Contingent bill.
সম্ভাব্য প্রভার—পরে আকস্মিকভাবে দরকার পড়িতে পারে এমন কাজের ব্যয়। Contingent charges.
সম্ভাব্য ব্যয় (বিশেষ)—বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য যে খরচ হইতে পারে। Contingencies (special).
সম্ভাব্য ব্যয় (সাধারণ)—সাধারণ ব্যাপারে যে খরচ হইতে পারে। Contingencies (regular).
সম্মতি—মত। Assent.
সম্মেলন—প্রতিনিধিসভা; অধিবেশন। Convention.
সরকার, শাসন—শাসকসম্প্রদায়। Government.
(কনিষ্ঠ) সরকারী অভিশংসক—অপরাধীর বিপক্ষে কার্য্যকারী অল্প অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন সরকারী উকীল। Public Prosecutor (Junior).
সরকারী অভিশংসক—অপরাধীর বিপক্ষে কার্য্যকারী সরকারী উকীল। Public Prosecutor.
সরকারী আদেশ, রাজকীয় আদেশ—সরকারী নির্দেশ। Government order.
সরকারী পরিবহণ অধিকর্তা—সরকারী যানচলাচল বিষয়ক কর্ম্মকর্তা। Director of Government Transportation.
সরকারী প্রতিবেদক বা রিপোর্টার—সরকারী সংবাদদাতা। Public Reporter.
সরকারী ব্যবহারিক—সরকার পক্ষীয় কৌঁসুলী। Government Counsel.
সরকারী মুদ্রণাধীক্ষক—সরকারী ছাপাখানার তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent, Government Printing.
সরকারী যান রক্ষাধীক্ষক—সরকারী গাড়ীসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী। Maintenance Superintendent of Government vehicles.
সর্দার—কারখানাদির কর্ম্মনায়ক। Foreman; Gangman.
সর্দার দপ্তরী—দপ্তরীপ্রধান, দপ্তরীদের কর্ত্তা। Binding Foreman.
সর্দার পড়ুয়া—'ছাত্রনায়ক' দ্রঃ।

সহ—সহকারী। Assistant.
সহ-অধিকর্ত্তা—সহকারী কর্ম্মকর্ত্তা। Assistant Director.
সহ-করণাধ্যক্ষ—সহকারী অধ্যক্ষ (স্বরাষ্ট্র বিভাগ)। Assistant Registrar.
সহ-নিবন্ধক—সহকারী সরকারী তালিকা-রক্ষক ('প্রধান বিচারালয়ের—')। Assistant Registrar.
সহ-নিয়ামক—সহকারী নিয়ামক ('সমবায় সমিতির—')। Assistant Registrar.
সহ-প্রধানশিক্ষিকা—সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। Assistant Head Mistress.
সহ-বিশ্লেষক—সহকারী বিশ্লেষণকারী। Assistant Analyst.
সহ-মহাগাণনিক—সরকারপক্ষীয় হিসাব-নিকাশ ব্যাপারের সহকারী কর্ম্মকর্ত্তা। Assistant Accountant General.
সহ-রাসায়নিক—সহকারী রসায়নবিৎ। Assistant Chemist.
সহ-শিক্ষক—সহকারী শিক্ষক। Assistant Teacher.
সহ-শিক্ষক, সহকারী রেশম বয়ন ও রঞ্জন শিক্ষালয়—সরকারী রেশম বয়ন ও রং শিক্ষাভবনের সহকারী শিক্ষক। Assistant Master, Government Silk Weaving and Dyeing Institute.
সহ-সচিব—সহকারী কর্ম্মসম্পাদক। Assistant Secretary.
সহাধীক্ষক—সহকারী তত্ত্বাবধায়ক। Assistant Superintendent.
সাকল্যে—ঠিক ঠিক। In toto.
সাকল্যে, সমাহারে—মোটমাট। In total.
সামরিক দণ্ডবিধি—জঙ্গী আইন। Martial Law.
সামর্থ্য—'কর্মক্ষমতা' দ্রঃ।
সার—বস্তু-সংক্ষেপ। Abstract.
সারগ্রন্থ—সার সংক্ষেপ-লেখা বই। Manual.
সার নিবন্ধ—সারসংক্ষেপের তালিকা বই। Abstract register.
সারণী—নির্ঘণ্ট। Table
সারণী করণ—সূচী করা। Tabling.
সারণীভুক্ত, সারণিত—সূচী তালিকা-ভুক্ত। Tabled.
সারেঙ—জাহাজ পরিচালক। Sareng.
সার্থ-নিবন্ধক—প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা-কারী। Registrar of Firms.
সীমাকর—সীমাশুল্ক। Terminal tax.
সীমাস্তম্ভ—সীমানাসূচক থাম। Boundary pillar.
সুদহীন—'নিকুসীদ' দ্রঃ।
সূত্রধর ও ইঞ্জিন-চালক—ছুতার ও যন্ত্র-চালনাকারী। Carpenter and Engine Driver.
সেচন-উপদর্শক—সেচ বিভাগের পরি-দর্শক। Overseer, Irrigation.
সেচন ও জলপথ—সেচ ও জলপথ। Irrigation and Waterways.
সেচন কৃত্যক—সেচবিভাগের কাজ। Irrigation Service.
সেরেস্তাদার—বড় কেরাণীবিশেষ। Sheristadar.
স্কন্ধ—কিস্তি। Instalment.
স্থগন প্রস্তাব—মুলতুবী প্রস্তাব। Adjournment motion.
স্থপতি—গৃহাদিনির্ম্মাতা। Architect.
স্থান—'অঞ্চল' দ্রঃ।
স্থানাপন্ন—কোন কর্ম্মচারীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া যে কাজ করে এমন। Officiating.
স্থানিক নির্বাচন ক্ষেত্র—আঞ্চলিক নির্ব্বাচন-স্থান। Territorial Constituency.
স্থানিক পরিবহণ অধিকারী—আঞ্চলিক যানচলাচল সম্বন্ধীয় কর্তৃপক্ষ। Regional transport authority.
স্থানিকবল—রাষ্ট্রের অঞ্চলবিশেষের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনী। Territorial Force.
স্থানীয় নিধি—স্থানীয় তহবিল। Local Fund.
স্থানীয় প্রতিষ্ঠান—স্থানীয় সভা বা সংস্থা। Local body.
স্থায়ী অগ্রিমক—স্থায়ী দাদন। Permanent Advance.
স্থায়ী আদেশ—অপরিবর্ত্তনীয় আজ্ঞা। Standing orders.
স্থায়ী নিধান—স্থায়ী জমা। Fixed Deposit.
স্থায়ী পুঞ্জী—স্থায়ী পুজি। Fixed capital.
স্থিতি—বাকী। Balance.
স্থিতি-পত্র—দেনাপাওনার লিখিত হিসাব। Balance sheet.
স্ফীতি, (মুদ্রা-) উৎসেক—মুদ্রাস্ফীতি। Inflation.
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Home Affairs.
স্বাস্থ্য কৃত্যক অধিকর্ত্তা—স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্ম্মকর্ত্তা। Director of Health Services.
স্বাস্থ্য-মন্ত্রক—স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Health.
স্বাস্থ্যাধিকারিক—স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সরকারী পদস্থ কর্ম্মচারী। Health Officer.

হ

হরপ-ঢালাইখানা-নায়ক—ছাপাখানার হরফ ঢালাই করার কারখানার কর্ম্মাধ্যক্ষ। Type and Foundry Foreman.
হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞ—হাতের লেখা পড়িতে অভিজ্ঞ। Handwritng Expert.
হস্তশিল্প শিক্ষক—যিনি হাতের কাজ শিক্ষা দেন। Manual Instructor.
হস্তান্তরণ—পরকীয়করণ। Alienate.
হস্তান্তরণীয়—'পারক্য-যোগ্য' দ্রঃ।
হাজিরা বহি—উপস্থিতি-নিবন্ধ, হাজিরা খাতা। Attendance register.
হানি—'পক্ষপাত' দ্রঃ।
হার—দর। Rate (*e. g.*, Rate of exchange).
হিসাব—জমাখরচ। Accounts.
হিসাব করণিক—হিসাবনিকাশের কেরাণী। Accounts Clerk.
হিসাবরক্ষক—যে হিসাবনিকাশ করে। Accountant.

৩৩৮—মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ গ্রীস দেশ জয় করেন।

৩৩৪—গ্রেনিকাসের যুদ্ধে আলেকজান্দারের নিকট পারস্যের সৈন্যবাহিনীর পরাজয়।

৩৩৩—আলেকজান্দার ও তৃতীয় দারায়ুসের মধ্যে ইসাসের যুদ্ধ।

৩৩১—আরবেলার যুদ্ধ।

৩৩০—পারস্যের রাজা তৃতীয় দারায়ুস নিহত।

৩২৭—আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ।

৩২৩—আলেকজান্দারের মৃত্যু।

৩২২—দার্শনিক এরিস্টটলের মৃত্যু।

৩২১—পঞ্জাবে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থান এবং মৌর্য যুগের আরম্ভ।

২৮৭ (?)—আর্কিমিডিসের জন্ম।

২৭৮—গলজাতির এশিয়া মাইনরে প্রবেশ এবং গ্যালেসিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন।

২৬৪ (?)—ভারতে অশোকের শাসনকার্য্য আরম্ভ; প্রথম পিউনিক যুদ্ধ নামে খ্যাত রোম ও কার্থেজের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম।

২২০—শি-হোয়াং-তি চীনের সম্রাট্ হন।

২১৪—চীনের প্রসিদ্ধ প্রাচীর নির্ম্মাণ আরম্ভ।

২০২—'জামা'র যুদ্ধে হানিবলের পরাজয়।

১৫০—ভারতে শক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

১৪৬—রোমানগণ কর্তৃক কার্থেজ ধ্বংস।

১০২—রোমান সেনাপতি মেরিয়াস জার্মানদের বিতাড়িত করেন।

৮৯—সমগ্র ইতালীর স্বাধীন অধিবাসীরা রোমান নাগরিকত্ব লাভ করেন।

৭৩—ইতালীতে স্পারটেকাসের অধীনে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ।

৬৬—রোমান সেনাপতি পম্পি কাম্পিয়ান ও ইউফ্রেতিস অঞ্চলে রোমান সৈন্য পরিচালনা করেন।

৫৭ (?)—বিক্রমাব্দ আরম্ভ।

৪৮—জুলিয়াস সীজার কর্তৃক পম্পি মিশরে পরাজিত।

৪৪—জুলিয়াস সীজার নিহত।

২৭—রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট্ অগাস্টাস সীজারের শাসনকাল আরম্ভ।

৪—যীশু খৃষ্টের জন্মের প্রকৃত তারিখ।

খৃষ্টাব্দ—

৩০—যীশু খৃষ্টের মৃত্যু।

৪১—ক্লডিয়াস রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হন।

৬৮—রোমান সম্রাট্ নীরোর আত্মহত্যা।

৭৮—শকাব্দের প্রবর্ত্তন।

৭৯—বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পম্পেয়ী নগর বিধ্বস্ত।

১২৫ (?)—কণিষ্কের পুরুষপুর সিংহাসনে আরোহণ।

১৬১—মার্কাস অরেলিয়াস রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হন।

১৬৪—রোম সাম্রাজ্যে ভয়াবহ প্লেগ মহামারীর বিস্তার।

২২০—ভারতে কুশান সাম্রাজ্যের অবসান; চীনে হান সাম্রাজ্যের অবসান।

২৪২—মনি কর্তৃক পারস্যে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ।

২৪৭—গথজাতি দানিয়ুব নদী অতিক্রম করে।

২৫১—রোমান সম্রাট্ দেসিয়াস নিহত।

২৭৭—ধর্ম্মপ্রচারক মনি পারস্যে নিহত।

৩০৩—রোমান সম্রাট্ ডিওক্লেসিয়ান কর্তৃক খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার।

৩১২—কন্স্টান্টিন রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হন।

৩১৯ (?)—পাটলিপুত্র নগর গুপ্তরাজ্যের রাজধানী; গুপ্তাব্দের আরম্ভ।

৩৩০—সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল আরম্ভ।

৩৭৬ (?)—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট্টের জন্মকাল।

৩৮০—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল আরম্ভ।

৩৯৫—রোমান সম্রাট্ থিওডোসিয়াসের মৃত্যু।

৪০১ (?)—চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের ভারতে আগমন।

৪১০—গথ নেতা আলারিক রোম অধিকার করেন।

৪১৫—কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল আরম্ভ।

৪৫১—ট্রয়েসের যুদ্ধে বীরপুঙ্গব এটিলার পরাজয়।

৪৫৩—এটিলার মৃত্যু।

৪৫৫—স্কন্দগুপ্তের শাসনকাল আরম্ভ।

৫২৯—বাইজানটাইন সম্রাট্ জাস্টিনিয়ান (প্রথম) এথেন্সের দর্শন-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করিয়া দেন।

৫৩০ (?)—মালবের রাজা যশোধর্ম্মদেব কর্তৃক হুনদের শক্তি বিনষ্ট।

৫৩১—ইরাণী সম্রাট্ প্রথম খসরুর রাজত্বকাল আরম্ভ।

৫৪৩—কন্স্টান্টিনোপলে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব।

৫৭০—হজরত মহম্মদের জন্ম।

৬০০ (?)—শশাঙ্কের রাজত্বকাল আরম্ভ।

৬০৬—হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসনে আরোহণ।

৬০৯—দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকাল আরম্ভ।

৬১৯—চীনে ত্যাং বংশের রাজত্ব আরম্ভ।

৬২২—হিজিরা অব্দ আরম্ভ।

৬২৭—তাই-সুঙ্গ চীনের সম্রাট্ হন।

৬৩২—হজরত মহম্মদের মৃত্যু।

৬৩৪—মুসলমানগণ কর্তৃক সিরিয়া অধিকার।

৭০০ (?)—বাংলায় আদিশূরের আবির্ভাব।

৭১১—আফ্রিকা [illegible] স্পেন আক্রমণ।

৭১২—মুসলমানগণ কর্তৃক সিন্ধুদেশ আক্রমণ।

৭১৫—পীরিনিজ পর্ব্বত হইতে চীন পর্য্যন্ত খলিফা ওয়ালিদের (প্রথম) রাজত্ব বিস্তার।

৭৩২—পোয়াতিয়েরের যুদ্ধে চার্লস মার্টেল কর্তৃক মুসলমানদের পরাজয়।

৭৫০ (?)—গৌড়ে পাল বংশের শাসন আরম্ভ।

৭৬৮—শার্লমান সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৭৮০ (?)—ধর্ম্মপালের রাজ্যলাভ।

৭৮৬—বাগদাদে হারুণ-অল-রসিদ [illegible] হন।

৭৯৫—তৃতীয় লিও পোপ হন।

৮০০—পোপ লিও রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জায় পাশ্চাত্ত্য জগতের সম্রাটরূপে শার্লমানকে অভিষিক্ত করেন; ভারতে রাজপুত যুগের আরম্ভ।

৮২০ (?)—দার্শনিক শঙ্করাচার্য্যের মৃত্যু।

৮২৮—ইগবার্ট ইংলণ্ডের প্রথম রাজা হন।

৯১৯—হেন্‌রি দি ফাউলার জার্ম্মানীর রাজারূপে নির্বাচিত হন।

৯৬২—প্রথম অটো "পবিত্র" রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হন; আলপ্তাগিন নামে এক তুর্কী ক্রীতদাস কর্তৃক গজনীতে মুসলমানরাজ্য স্থাপন।

৯৮৭—হিউ ক্যাপেট ফ্রান্সের রাজা হন।

৯৯৭—মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১০১৬—ক্যানিউট ইংলণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজা হন।

১০২০—'শাহ্‌নামা' গ্রন্থের রচয়িতা কবি ফেরদৌসীর মৃত্যু।

১০২৬—গজনীর সুলতান মামুদ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির ধ্বংস।

১০৬৬—নরমান্ডীর ডিউক উইলিয়াম কর্তৃক ইংলণ্ড জয়।

১০৭৬—তাতারগণ কর্তৃক "পবিত্র নগর" জেরুজালেম অধিকার।

১০৯৬—গির্জ্জা কর্তৃপক্ষের প্রণোদনায় খৃষ্টান জনসাধারণের 'ক্রুসেডে' যোগদান।

১০৯৯—খৃষ্টানগণ কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার।

১১৪৭—দ্বিতীয় 'ক্রুসেড'।

১১৫৯—বাংলায় বল্লাল সেনের শাসনকাল আরম্ভ।

১১৭৬—রোমান সম্রাট্ ফ্রেডারিক বারবারোসা ভেনিসে পোপ তৃতীয় আলেকজান্দারের আনুগত্য স্বীকার করেন।

১১৮৫—বাংলার লক্ষ্মণ সেনের শাসনকাল আরম্ভ।

১১৮৭—মিশরের সুলতান সালাদিন কর্তৃক [illegible] ...কার।
১১৮৯—তৃতীয় 'ক্রুসেড'।
১১৯২—মহম্মদ ঘোরীর নিকট দিল্লীর সম্রাট্ পৃথ্বীরাজের পরাজয়।
১১৯৪—মহম্মদ ঘোরীর সৈন্যদল কর্তৃক কনোজাধিপতি জয়চন্দ্র চান্দোয়ার যুদ্ধে পরাজিত।
১২০২—চতুর্থ 'ক্রুসেড'।
১২০৬—ভারতে মুসলমান যুগ আরম্ভ; কুত্‌ব-উদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণ।
[illegible] [illegible]চেঙ্গিস্ খাঁ পিকিং অধিকার করেন; [illegible]গলদের এশিয়া ও পূর্ব্ব ইউরোপ অধিকার।
১২১৫—ইংলণ্ডের রাজা জন কর্তৃক ম্যাগনা কার্টায় স্বাক্ষর প্রদান।
১২২৬—আসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিসের মৃত্যু।
১২২৭—বীরপুঙ্গব চেঙ্গিস্ খাঁর মৃত্যু।
১২৩৬—রিজিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ।
১২৭১—মার্কো পোলোর দেশ-ভ্রমণ আরম্ভ।
১২৮০—মোগল বীর কুবলাই খাঁ চীনের সম্রাট্ হন।
১২৮৫—আলেক্‌জান্দার ডি স্পাইন্ কর্তৃক চশমা আবিষ্কার।
১২৯২—কুবলাই খাঁর মৃত্যু।
১২৯৩—দার্শনিকপ্রবর রোজার বেকনের মৃত্যু।
১২৯৫—বৃটেনে পার্লামেণ্টের স্চনা।
১২৯৬—ভারতে আলাউদ্দীনের শাসনকাল আরম্ভ।
১৩৩৬—দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৩৩৮—ইউরোপে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ।
১৩৪৭—দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৩৪৮—ইউরোপে প্লেগ মহামারীর ব্যাপক আবির্ভাব।
১৩৯৮—তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ।
১৪১৪—বাংলায় রাজা গণেশের শাসনকাল আরম্ভ।
১৪৬৯—শিখ গুরু নানকের জন্ম।
১৪৮০—মস্কোর গ্রাণ্ড ডিউক তৃতীয় আইভান মোগলদের আধিপত্য অস্বীকার করেন।
১৪৮৫—নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের জন্ম।
১৪৯২—খৃষ্টফার কলম্বাস আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় পৌঁছান।
১৪৯৩—বাংলার পাঠান রাজা হুসেন শাহের শাসনকাল আরম্ভ।
১৪৯৮—পর্তুগীজ ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন।
১৪৯৯—সুইজারলণ্ড স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।
১৫০১—পর্তুগীজগণ কর্তৃক গোয়া অধিকার।
১৫০৯—ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর সিংহাসনে আরোহণ।
১৫১৫—প্রথম ফ্রান্সিসের ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ।
১৫১৯—কোর্টেজ কর্তৃক মেক্সিকোর 'নব প্রস্তর' সাম্রাজ্য অধিকার।
১৫২০—পঞ্চম চার্লস রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্ নির্ব্বাচিত।
১৫২৬—প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে বাবরের জয়লাভ এবং দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৫২৯—মার্টিন লুথার কর্তৃক পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অস্বীকার।
১৫৩৯—চৌস নামক স্থানে শের খাঁ কর্তৃক হুমায়ুন পরাজিত; সেণ্ট ইগ্‌নেটিয়াস অব লায়োলা কর্তৃক যীশু-সমাজ প্রতিষ্ঠা।
১৫৪৬—মার্টিন লুথারের মৃত্যু।
১৫৪৭—রাশিয়ার সম্রাট্ চতুর্থ আইভান (দি টেরিবল্) কর্তৃক 'জার' উপাধি গ্রহণ।
১৫৫৬—ভারতে সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকাল আরম্ভ; পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ।
১৫৫৮—ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের শাসনকাল আরম্ভ।
১৫৬৪—সেক্সপীয়রের জন্ম।
১৫৬৫—তালিকোটার যুদ্ধ।
১৫৬৯—আকবর কর্তৃক চিতোর জয়।
১৫৭২—প্রতাপসিংহ মেবারের রাণা হন।
১৫৭৬—হলদিঘাটের যুদ্ধ; সম্রাট্ আকবর কর্তৃক বাংলা জয়।
১৫৯০—জানসেন কর্তৃক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার।
১৬০০—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন।
১৬০২—ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন।
১৬০৮—লিপারা কর্তৃক দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার।
১৬১৪—জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুরম কর্তৃক মেবার জয়।
১৬১৫—সার টমাস রো'র সুরাট বন্দরে অবতরণ।
১৬১৬—শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন; দিনেমারগণ কর্তৃক শ্রীরামপুরে কুঠি স্থাপন।
১৬১৮—ইউরোপে ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ।
১৬২০—'পিলগ্রিম ফাদার্স'দের আমেরিকায় অবতরণ।
১৬৩১—আগ্রার তাজমহল নির্ম্মাণ আরম্ভ।
১৬৩২—বাংলার শাসনকর্তা কাশিম খাঁ কর্তৃক পর্তুগীজদের নিকট হইতে হুগলী অধিকার।
১৬৩৭—দিল্লীর জুম্মা মসজিদ নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত।
১৬৪৩—ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই-এর রাজত্বকাল আরম্ভ।
১৬৪৮—ইউরোপে ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অবসান ও ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি।
১৬৪৯—ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড।
১৬৫৮—সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের শাসনকাল আরম্ভ; ক্রমওয়েলের মৃত্যু।
১৬৭৪—শিবাজীর রাজ্যাভিষেক ও 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ; ফরাসীগণ কর্তৃক পণ্ডিচেরী ক্রয়।
১৬৭৯—আওরঙ্গজেব কর্তৃক 'জিজিয়া' কর পুনঃস্থাপন।
১৬৮৮—চন্দননগরে ফরাসীদের কুঠি স্থাপন।
১৬৮৯—রুষ সম্রাট্ পিটার দি গ্রেট-এর শাসনকাল আরম্ভ।
১৬৯০—জব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দপুর গ্রাম ক্রয়।
১৬৯৬—কলিকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকগণ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ নির্ম্মাণ।
১৭০৭—আওরঙ্গজেবের মৃত্যু; মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ।
১৭০৮—গুরু গোবিন্দের দেহত্যাগ।
১৭২১—ফারেনহাইট কর্তৃক থার্ম্মোমিটার আবিষ্কার।
১৭২৭—বৈজ্ঞানিক নিউটনের মৃত্যু; বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু।
১৭৩৬—নাদির শাহ্ কর্তৃক পারস্যের সিংহাসন অধিকার।
১৭৩৯—নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।
১৭৪০—বাংলায় আলিবর্দি খাঁর শাসনকাল আরম্ভ।
১৭৫৫—আমেরিকা ও ভারতের উপর প্রভুত্বের জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিযোগিতা; ইউরোপে সাত বছরের যুদ্ধ আরম্ভ।
১৭৫৬—সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।
১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ (২৩শে জুন) এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা।
১৭৬১—পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।
১৭৬৩—বাংলার নবাব মীরকাসিম ইংরেজদের হস্তে পরাজিত; বৃটেনের সঙ্গে কানাডার যোগসাধন।

১৭৬৪—বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলার পরাজয়।
১৭৬৭—বীর রমণী অহল্যা বাঈ কর্তৃক হোলকার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ।
১৭৬৯—ওয়াট কর্তৃক বাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কার; নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জন্ম।
১৭৭০—বাংলাদেশে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে খ্যাত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।
১৭৭৪—রোহিল্লা যুদ্ধ।
১৭৭৫—মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি।
১৭৭৬—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা (৪ঠা জুলাই)।
১৭৮০—পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের জন্ম।
১৭৮৪—পিটের ভারত-আইন।
১৭৮৫—বৃটিশ আমলে ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের পদ হইতে হেস্টিংসের পদত্যাগ।
১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব (১৪ই জুলাই)।
১৭৯২—ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।
১৭৯৩—বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (জমিদারী প্রথা) প্রবর্তন; ফ্রান্সের ষষ্ঠদশ লুই-এর মস্তক ছেদন।
১৭৯৪—ফরাসী বিপ্লবের নেতা রবস্পিয়েরের গিলটিনে মুণ্ডচ্ছেদন।
১৭৯৬—জেনার কর্তৃক বসন্ত রোগের টিকার আবিষ্কার।
১৭৯৮—কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮০০—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুরাট প্রাপ্তি।
১৮০৪—নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ফ্রান্সের সম্রাট্ হন; ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের সূচনা।
১৮০৫—ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে ট্রাফালগার যুদ্ধ।
১৮১২—রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে মস্কো হইতে নেপোলিয়নের পশ্চাদপসরণ।
১৮১৪—নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ; স্টিফেনসন কর্তৃক রেলগাড়ীর ইঞ্জিন আবিষ্কার।
১৮১৫—ওয়াটার্লুর যুদ্ধ।
১৮১৬—কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮২১—সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়নের মৃত্যু।
১৮২৯—ভারতে সতী-দাহ প্রথার উচ্ছেদ।
১৮৩২—নাট্যকার গ্যেটের মৃত্যু।
১৮৩৩—রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু (২৭শে সেপ্টেম্বর)।
১৮৩৫—'সমাজতন্ত্রবাদ' শব্দটির সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার; বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কার; ভারতের বৃটিশ সরকার কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশে নির্দ্দিষ্ট অর্থ ইংরেজী শিক্ষা প্রচারেই ব্যয়িত হইবে।
১৮৩৭—ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ।
১৮৩৯—লুইডগার কর্তৃক ফোটোগ্রাফীর উদ্ভাবন।
১৮৪০—চীনা ও ইংরেজদের মধ্যে "আফিম যুদ্ধ"; নিউজিল্যাণ্ড বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।
১৮৪২—ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু।
১৮৪৩—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আবিষ্কর্তা সামুয়েল হানিমানের মৃত্যু।
১৮৫২—রাধানাথ শিকদার কর্তৃক এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ আবিষ্কার।
১৮৫৪—ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ।
১৮৫৬—হিন্দুবিধবা বিবাহ আইন প্রচলন; মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের জন্ম।
১৮৫৭—ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম (বা সিপাহী-বিদ্রোহ)।
১৮৫৮—ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ; গোয়ালিয়র যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর প্রাণত্যাগ; ভারতে প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত; জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম।
১৮৫৯—নীলকর আন্দোলন আরম্ভ।
১৮৬১—আব্রাহাম লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হন; মার্কিন ঘরোয়া যুদ্ধ আরম্ভ; পণ্ডিত মালব্যের জন্ম।
১৮৬৪—ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে অমৃতসরের সন্ধি সম্পাদন; জেনেভায় রেডক্রশ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা; আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীলের জন্ম।
১৮৬৬—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ।
১৮৬৭—নোবেল কর্তৃক ডিনামাইটের আবিষ্কার।
১৮৬৯—প্রথম সুয়েজ খাল খোলা হয়।
১৮৭১—চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।
১৮৭২—শ্রীঅরবিন্দের জন্ম; ভারতে প্রথম লোক-গণনা আরম্ভ।
১৮৭৩—মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু।
১৮৭৫—দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্য্যসমাজ স্থাপন।
১৮৭৬—ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ; ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম; গ্রেহাম বেল কর্তৃক টেলিফোন আবিষ্কার।
১৮৭৭—কবি মহম্মদ ইকবালের জন্ম।
১৮৭৮—ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতীয় সংবাদ-পত্র দমন আইন (The Vernacular Press Act) জারী।
১৮৭৯—আফ্রিকার জুলুদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজগণ পরাজিত; আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম।
১৮৮২—দার্শনিক ইমার্সনের মৃত্যু; বৈজ্ঞানিক ডারুইনের মৃত্যু; কলিকাতায় প্রথম টেলিফোন স্থাপিত।
১৮৮৩—কার্ল মার্কসের মৃত্যু।
১৮৮৫—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন; ট্রান্সভালে স্বর্ণ আবিষ্কার।
১৮৮৬—কেশব সেনের মৃত্যু।
১৮৮৭—এডিসন কর্তৃক চলচ্চিত্র আবিষ্কার।
১৮৯১—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু; পেশোয়ারে আবদুল গফুর খাঁর জন্ম।
১৮৯৩—হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় গমন; চলচ্চিত্রের যন্ত্র আবিষ্কার।
১৮৯৪—জাপানের নিকট চীনের পরাজয়; বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু (৮ই এপ্রিল)।
১৮৯৫—রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার; লুই পাস্তুরের মৃত্যু।
১৮৯৬—ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ; বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কার।
১৮৯৮—কুরি দম্পতি কর্তৃক রেডিয়াম আবিষ্কার; জার্ম্মান রাজনীতিবিদ্ বিসমার্কের মৃত্যু।
১৮৯৯—আফ্রিকায় বুয়ার যুদ্ধ আরম্ভ; বিদ্যাসাগরের মৃত্যু।
১৯০০—চীনে বক্সার বিদ্রোহ।
১৯০১—শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।
১৯০৩—আধুনিক বিমান যানের আবিষ্কার; পানামা-খাল খনন।
১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন; জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয়; আইনস্টাইন কর্তৃক আপেক্ষিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা।
১৯০৬—পিয়ারীর উত্তর মেরু গমন; ঢাকায় মুসলীম লীগের প্রথম অধিবেশন (ডিসেম্বর)।
১৯০৮—জাতীয় আন্দোলনের প্রথম বলি প্রফুল্ল চাকীর আত্মদান (৩রা মে); লর্ড ব্যাডেন পোয়েল কর্তৃক 'বয় স্কাউট' দলের প্রতিষ্ঠা।
১৯১০—ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মৃত্যু।
১৯১১—বঙ্গভঙ্গ রদ।
১৯১২—সান্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা; ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত; সুবৃহৎ টাইটানিক জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগরে নিমজ্জিত (১৩ই এপ্রিল); আমাণ্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে গমন করেন (১৪ই ডিসেম্বর)।
১৯১৩—সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নোবেল প্রাইজ' লাভ'।

১৯১৪—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ (১লা আগস্ট); অপ্টোফোন যন্ত্রের আবিষ্কার।

১৯১৫—গোপালকৃষ্ণ গোখেলের মৃত্যু।

১৯১৭—রাশিয়ায় দুইবার বিপ্লব—এবং বলশেভিক শাসনের প্রতিষ্ঠা; দাদাভাই নওরোজীর মৃত্যু।

১৯১৮—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান।

১৯১৯—ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জালিয়ান-ওয়ালাবাগের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড; মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিহারে চম্পারণ সত্যাগ্রহ; ভার্সাই সন্ধি (২৮শে জুন); জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা।

১৯২০—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন; ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা; বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু।

১৯২১—গ্রীস কর্তৃক তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

১৯২২—এশিয়া মাইনরে তুরস্ক কর্তৃক গ্রীস পরাভূত; আইরিশ ফ্রি স্টেটের প্রতিষ্ঠা; ডাঃ ইউ, এন, ব্রহ্মচারী কর্তৃক কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার।

১৯২৪—লেনিনের মৃত্যু; আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু; ভারতে প্রথম 'রেডিও ক্লাব' প্রতিষ্ঠা (১৬ই মে)।

১৯২৫—দূরেক্ষণ যন্ত্র (টেলিভিসন) আবিষ্কার; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু (১৬ই জুন)।

১৯২৬—আততায়ীর গুলীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত।

১৯২৭—সবাক্ চলচ্চিত্রের প্রসার।

১৯২৯—মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা; পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিয়া জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব গৃহীত; বৃটিশ সরকারের আমলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৮ই মে); জেলে প্রায়োপবেশনের ফলে যতীন দাসের মৃত্যু (১৩ই সেপ্টেম্বর); পেনিসিলিন আবিষ্কার।

১৯৩০—লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশে মহাত্মা গান্ধীর "ডাণ্ডী যাত্রা" (১২ই মার্চ্চ); হিটলারের দল কর্তৃক জার্ম্মানীতে ক্ষমতা অধিকার; সি. ভি. রমণ কর্তৃক বিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' লাভ; প্লুটো গ্রহ আবিষ্কার (১৩ই মার্চ্চ)।

১৯৩১—গান্ধী-আরউইন চুক্তি (৫ই মার্চ্চ); মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীদের আক্রমণ; বৈজ্ঞানিক এডিসনের মৃত্যু।

১৯৩২—নয়া দিল্লীর পত্তন।

১৯৩৩—হিটলার জার্ম্মানীর ডিক্টেটর হন।

১৯৩৪—বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্প (১৫ই জানুয়ারী); কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠন।

১৯৩৫—ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপন (১লা এপ্রিল); কোয়েটাতে ভয়াবহ ভূমিকম্প (৩০শে জুন); ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে পৃথক্ করা।

১৯৩৬—ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যু; স্পেনে ঘরোয়া যুদ্ধ; অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ; ম্যাক্সিম গোর্কীর মৃত্যু।

১৯৩৭—বৃটিশ আমলে বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ (জুলাই); জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যু।

১৯৩৮—ইউরোপে মিউনিক চুক্তি সম্পাদিত।

১৯৩৯—সোভিয়েট-জার্ম্মান অনাক্রমণ চুক্তি (আগস্ট); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ (১লা সেপ্টেম্বর)।

১৯৪০—মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তান দাবী।

১৯৪১—সুভাষচন্দ্রের গোপনে ভারত ত্যাগ (২৬শে জানুয়ারী); জার্ম্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ (২২শে জুন); রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু (৭ই আগস্ট); জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণ (৭ই ডিসেম্বর)।

১৯৪২—'ভারত ছাড়' আন্দোলন; কলিকাতায় জাপানী বিমানের প্রথম আক্রমণ (২১শে ডিসেম্বর); স্ট্যালিনগ্রাডে জার্ম্মান সৈন্যের বিপর্য্যয়।

১৯৪৩—'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ; সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষ বসু কর্তৃক আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট গঠন (২১শে অক্টোবর)।

১৯৪৪—ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে আজাদ হিন্দ বাহিনীর উপস্থিতি; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যু (১৬ই জুন)।

১৯৪৫—জার্ম্মানীর আত্মসমর্পণ (৭ই মে); জাপানের হিরোশিমা শহরের উপর আমেরিকা কর্তৃক পারমাণবিক বোমা বর্ষণ (৬ই আগস্ট); জাপানের আত্মসমর্পণ (১০ই আগস্ট); ফরমোজায় বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষের মৃত্যুর সংবাদ (২৩শে আগস্ট); সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা (২৪শে অক্টোবর)।

১৯৪৬—বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের ভারতে আগমন (১৬ই মে); মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নামে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড (১৬ই আগস্ট); জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় অন্তর্ব্বর্ত্তী মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের যোগদান (২রা সেপ্টেম্বর)।

১৯৪৭—ভারতের স্বাধীনতা লাভ (১৫ই আগস্ট); পাকিস্তানের সৃষ্টি; পাকিস্তান হইতে কাশ্মীর আক্রমণ (২২শে অক্টোবর)।

১৯৪৮—আততায়ীর হস্তে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু (৩০শে জানুয়ারী); মহম্মদ আলি জিন্নার মৃত্যু (১১ই সেপ্টেম্বর); হায়দারাবাদের নিজামের আত্মসমর্পণ (১৭ই সেপ্টেম্বর)।

১৯৪৯—চীনে মাও-সে-তুঙ্গ-এর নেতৃত্বে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা (১লা অক্টোবর)।

১৯৫০—ভারত সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত (২৬শে জানুয়ারী); কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ (২৫শে জুন); আসামে ভয়াবহ ভূমিকম্প (১৫ই আগস্ট); শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যু (৫ই ডিসেম্বর)।

১৯৫১—ইঙ্গ-ইরানীয় তৈল কোম্পানী কর্তৃক ইরানের তৈল শোধনাগার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ (৩১শে জুলাই); আততায়ীর হস্তে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ নিহত (১৬ই অক্টোবর); স্বাধীন ভারতে সর্ব্বপ্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন আরম্ভ (২৫শে অক্টোবর); শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু।

১৯৫২—মিশরের রাজা ফারুকের সিংহাসন ত্যাগ (২৬শে জুলাই); ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উপস্থাপিত (৮ই ডিসেম্বর)।

১৯৫৩—মার্শাল স্ট্যালিনের মৃত্যু (৬ই মার্চ); পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের পদচ্যুতি—এবং মহম্মদ আলির মন্ত্রিসভা গঠন (১৭ই এপ্রিল); তেনজিঙ্গ নোরকে ও এডমণ্ড হিলারী কর্তৃক এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গে আরোহণ (২৯শে মে); কোরিয়া যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি (২৭শে জুলাই); কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার পদচ্যুতি (৯ই আগস্ট); ইরানের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদেক গ্রেপ্তার (২০শে আগস্ট); স্বতন্ত্র অন্ধ্র-রাজ্যের সৃষ্টি (১লা অক্টোবর); ভারতে উত্তরাধিকার কর আইন প্রচলন (১৫ই অক্টোবর); বৃটিশ গায়নাতে ডাঃ জগনের নেতৃত্বাধীন গবর্ণমেণ্ট অপসারিত (৯ই অক্টোবর)।

১৯৫৪—প্রয়াগে কুম্ভ-মেলার দুর্ঘটনায় বহু লোকের মৃত্যু (৩রা ফেব্রুয়ারী); কলম্বো দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন (২৮শে এপ্রিল)। পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত (১১ই মে); ভারত-কাশ্মীর চুক্তি কার্য্যে পরিণত করিয়া রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশ-নামা জারী (১৪ই মে); চীনের প্রধান মন্ত্রী চু এন লাই-এর ভারতে আগমন (২৫শে জুন)।

প্রুফ-সংশোধন-প্রণালী

ধর্ম্ম ও ঈশ্বর

এই ধরণীর স্থলে জলে অণু-পরমাণুর আকারে লক্ষ লক্ষ জীব মানবেন্দ্রিয়ের চির-অলক্ষ্যে রহিয়াছে, এই ধরণীরমত সুবৃহৎ অসংখ্য গ্রহ-সমন্বিত লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ দূরে—কল্পনাতীত থাকিয়া সীমাহীন মহা-ব্যোমে বিচরণ করিতেছে। মানুষ সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে —অন্তরের সমগ্র শক্তি দিয়া এই অতি বিচিত্র মহা-ব্যোমের অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ স্রষ্টাকে বুঝিতে চাহিয়াছে, হইতে চাহিয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ —করিতে গিয়া যুগে যুগে মনীষিবৃন্দ পৃথক ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু —মনীষী ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে নানা রূপ দিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন, "বেদপ্রমাণকং শ্রেয়ঃসাধনং জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্ম্মঃ।"—বেদবিহিত শ্রেয়ঃসাধন জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মই ধর্ম্ম। কেহ বলিয়াছেন, আচার প্রভবো ধর্ম্মঃ।"—যাহা অনুষ্ঠানমূলক তাহাই ধর্ম্ম।

মার্টিন লুথার (martin Luther) বলিয়াছেন, "God means Good and means best that knows man orcan know"—ঈশ্বর কল্যাণময় এবং মানবের জ্ঞাত ও জ্ঞেয় সব কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলিয়াছেন, "absolute cannot be known yet the idea of the Absolute is a positive idea." ঈশ্বরকে জানা যায় না বটে কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে স্থির ধারণা।

প্রুফ-সংশোধন-প্রণালীর ব্যাখ্যা

[প্রুফ সংশোধন করিতে হইলে কম্পোজ-করা বিষয়ের যে স্থানে ভুল আছে, তাহা কাটিয়া বা যে স্থানে কিছু বসাইতে হইবে, সেখানে চিহ্ন বসাইয়া কম্পোজ-করা বিষয়ের পাশে লিখিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।]

হেডিং···ধর্ম্ম ও ঈশ্বর—w. f. (wrong fount), 'ও' অক্ষর অন্য ধরণের হইয়াছে, ঠিক অক্ষর বসাও।

১ম লাইন···১। অণুর 'ণু' অক্ষর ভাঙ্গা ; ভাঙ্গা অক্ষর বদলাইয়া ভাল অক্ষর দাও। ২। স্পেস উঠিয়াছে ; নীচে নামাইয়া দাও।

২য় লাইন···'ই' অক্ষর ভাঙ্গা ; ভাঙ্গা অক্ষর বদলাইয়া ভাল অক্ষর দাও।

৩য় লাইন···১। 'ধরণীর' ও 'মত' শব্দ দুইটি ফাঁক করিয়া বসাও। ২। 'অসংখ্য' ও 'গ্রহ'এর মধ্যে '-' বসাও।

৪র্থ লাইন···১। 'কল্পনাতীত' ও 'থাকিয়া'র মাঝে 'দূরে' কথাটি বসাও। ২। 'মহা' কথাটির 'ম' উল্টাইয়া গিয়াছে, ঠিক করিয়া বসাও।

৫ম লাইন···১। সমান লাইন (range) কর। ২। 'ছ' বসাও। ৩। 'ব্ব' তুলিয়া 'র্ব্ব' বসাও। ৪। w. f. (wrong fount), 'সর্ব্বকালে' অন্য ধরণের হরফ হইয়াছে, এক ধরণের হরফ হইবে।

৬ষ্ঠ লাইন···পূর্ব্বের লাইনের সহিত সমান (range) কর।

৭ম লাইন···১। " তুলিয়া ' বসাও। ২। 'ন' স্থানে 'ন্' বসাও। ৩। w. f. হইয়াছে ; ঠিক অক্ষর বসাও।

৮ম লাইন···১। (See copy)—ছাড় পড়িয়াছে, কপি দেখিয়া বসাও। ২। N. P. (New Para) নূতন প্যারা কর। ৩। 'র' অক্ষরটি নামিয়া গিয়াছে ; সমান কর।

৯ম লাইন···১। পূর্ব্বের লাইনের সহিত সমান (range) কর। ২। 'ন' বসাও। ৩। 'পরক' শব্দ d (delete) তুলিয়া দাও।

১০ম লাইন···'ে' মাঝের একার বসাও।

১১শ লাইন···১। পূর্ব্বের লাইনের সহিত সমান (range) কর। ২। Stet (let it stand), ভুল করিয়া কাটা হইয়াছে, যাহা ছিল তাহাই থাকিবে।

১২শ লাইন···১। 'ম' অক্ষর ভাঙ্গা ; ভাল অক্ষর বসাও। ২। 'া' মাঝের আকার বসাও।

১২শ ও ১৩শ লাইন···run on, 'কেহ' শব্দে নূতন প্যারা হইবে না। দুইটি প্যারা একত্র কর।

১৩শ লাইন ··'ে' মাঝের একার বসিয়াছে ; 'ে' পাশের একার বসাও।

১৪শ লাইন···' ' স্থলে '—' ড্যাস বসাও।

১৪শ ও ১৫শ লাইনের মধ্যে d. l. (delete lead), বেশী লেড পড়িয়াছে ; সমান লেড দাও।

১৫শ লাইন···১। ' এর স্থলে " বসাও। ২। '-' বসাও।

১৬শ লাইন···" ঊর্দ্ধ ডবল কমা তুলিয়া দাও।

১৭শ লাইন···'m' অক্ষরটি বড় হাতের 'M' বসাও।

১৮শ লাইন···১। l. c. (lower case), 'G' অক্ষরটি ছোট হাতের বসাও। ২। 'the' শব্দটি বসাও। ৩। tr. (transfer), 'knows' কথাটি 'man'এর পর বসাও। ৪। Rom (Roman), 'man' শব্দটি মোটা হরফের হইয়াছে ; সমান হরফ কর।

১৯শ লাইন···১। 'Or' ও 'can' শব্দ দুইটি ফাঁক করিয়া বসাও। ২। 'know'এর পর ফুলষ্টপ বসাও। ৩। 'া' মাঝের আকার বসাও।

২০শ লাইন···১। 'র' তুলিয়া দাও। ২। '—' ড্যাস বসাও। ৩। 'ন' তুলিয়া 'ম' বসাও। ৪। " ঊর্দ্ধ ডবল কমা তুলিয়া দাও।

২১শ লাইন···১। N. P. (New Para) নূতন প্যারা হইবে। ২। '(' এর পর ফাঁক দিতে হইবে। ৩। l. c. (lower case), ছোট অক্ষরের 'r' বসাও। ৪। ')' বসাও। ৫। 'বলি' ও 'য়াছেন' এর মধ্যে ফাঁক জুড়িয়া দাও।

২১শ ও ২২শ লাইনের মধ্যে (lead in) লেড্ কম হইয়াছে ; সমান লেড্ দাও।

২২শ লাইন···১। 'a' স্থলে বড় 'A' বসাও। ২। 'e' বসাও। ৩। Rom (Roman), ইটালিকস হইয়াছে ; রোমান বসাও। ৪। 'e' বসাও। ৫। 'e' বসাও।

২৩শ লাইন···'ে' পাশের একার মোটা হরফের পড়িয়াছে ; রোমান হরফের 'ে' পাশের একার বসাও।

২৪শ লাইন···১। 'য' বসাও। ২। 'ধারণা' কথা বসাও।

প্রুফ সংশোধিত হইবার পর

ধর্ম্ম ও ঈশ্বর

এই ধরণীর স্থলে জলে অণু-পরমাণুর আকারে লক্ষ লক্ষ জীব মানবেন্দ্রিয়ের চির-অলক্ষ্যে রহিয়াছে, এই ধরণীর মত সুবৃহৎ অসংখ্য-গ্রহ-সমন্বিত লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ দূরে—কল্পনাতীত দূরে থাকিয়া সীমাহীন মহাব্যোমে বিচরণ করিতেছে। মানুষ সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে অন্তরের সমগ্র শক্তি দিয়া এই অতি বিচিত্র মহাব্যোমের 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান' স্রষ্টাকে বুঝিতে চাহিয়াছে, দেহে মনে অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহিয়াছে।

ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া যুগে যুগে মনীষিমনে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু মনীষী ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে নানা রূপ দিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, "বেদপ্রমাণকং শ্রেয়ঃসাধনং জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্ম্মঃ।"—বেদবিহিত শ্রেয়ঃসাধন জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মই ধর্ম্ম। কেহ বলিয়াছেন, "আচার-প্রভবো ধর্ম্মঃ।"—যাহা অনুষ্ঠানমূলক তাহাই ধর্ম্ম।

মার্টিন লুথার (Martin Luther) বলিয়াছেন, "God means good and means the best that man knows or can know."—ঈশ্বর কল্যাণময় এবং মানবের জ্ঞাত ও জ্ঞেয়—সব কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলিয়াছেন, "Absolute cannot be known yet the idea of the Absolute is a positive idea."—ঈশ্বরকে জানা যায় না বটে কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা স্থির ধারণা।

সমাপ্ত